বিশ্বকোষ।

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব, পারস্ত, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস ; মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-গণের বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, স্তায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

(১৭।১ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০[illegible] সাল

বিশ্বকোষ।

সপ্তম ভাগ।

জা (স্ত্রী) জায়তে সম্বন্ধিনী যা, জন-ড টাপ্। ১ মাতা। ২ দেবরপত্নী।

গবাদি উপপদ পরে থাকিলে জনধাতুর উত্তর ড হয়। যথা গবি জাতা গোজা ইত্যাদি। ৩ জায়মান। "পরিপাহিনোজাঃ" (ঋক্ ১।১৪।৩৩) 'জা জায়মানঃ অস্মাভিঃ' (সায়ণ)

জাই, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত আহ্মদনগর জেলা-নিবাসী এক জাতীয় ব্রাহ্মণ। ইহারা মহারাষ্ট্র মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করে এবং জারজ দোষে সমাজে পতিত ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য। অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে ঘৃণা করেন এবং ইহাদের স্পৃষ্ট অন্ন জল গ্রহণ করেন না। ইহাদের বেশভূষা প্রায় মরাঠী ব্রাহ্মণদিগের মত। পৌরোহিত্য ব্যতীত ইহারা ব্রাহ্মণদিগের আর সকল কর্ম্মই করিয়া থাকে। কৃষি, বাণিজ্য, কেরাণীগিরি, চাকরি, ভিক্ষাবৃত্তি এই সকল ইহাদের উপজীবিকা। ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইহাদেরও ১০।১২ বর্ষীয় বালকের উপনয়নক্রিয়া সমাধা হয়, কিন্তু ক্রিয়াকলাপে বেদোচ্চারণ হয় না, অন্যান্য মন্ত্রপাঠ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে স্বজাতিপ্রেম অত্যন্ত অধিক। কোন দুরূহ সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একত্র হইয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহায্যে মীমাংসা করিয়া থাকেন।

জাইস, ১ অযোধ্যার রায়বরেলী জেলার সলোন তহসীলের একটী পরগণা। পরিমাণফল ১৫৪½ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে মোহনগঞ্জ পরগণা, পূর্ব্বে আমেদি পরগণা, দক্ষিণে প্রসাদপুর ও অতেহা পরগণা এবং পশ্চিমে রায়বেরিলী পরগণা। ইহার ভূমি প্রায়শঃ অত্যন্ত উর্ব্বরা, কিন্তু স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ উষরক্ষেত্র দৃষ্ট হয়। নিম্নভূমি সকল প্রতি বর্ষে বন্যার জলে ডুবিয়া যায়। জাইস নগরের নিকটস্থ ভূমি অতি সারবান্, তথায় পোস্তগাছ বহু পরিমাণে আবাদ হয়। এই পরগণায় মোট ১১০টী গ্রাম আছে। ৫টী পাকা রাস্তা এই পরগণার ভিতর দিয়া গিয়াছে।

২ সলোন তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২৬° ১৫´ ৫৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৩৫´ ৫৫´´ পূঃ; রায়বেরিলী হইতে সুলতানপুরের রাস্তায় নাসিরাবাদের ৪ মাইল পশ্চিমে ও সলোনের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে নৈয়া নদীতীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগরের নাম উদয়নগর ছিল, পরে সৈয়দ সালার মসৌদ অধিকার করিয়া বর্ত্তমান নাম প্রদান করেন। চতুর্দ্দিকে সুদৃশ্য আম্রকানন-পরিবেষ্টিত একটী উচ্চ ভূখণ্ডোপরি এই নগর অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ১১,৯২৬, তন্মধ্যে হিন্দু ৬,৩৪৫, মুসলমান ৫,৫৬১ ও জৈন ২০। এখানে একটীও হিন্দুদেবালয় নাই। জৈনদিগের নির্ম্মিত একটী পার্শ্বনাথের মন্দির, মুসলমানদিগের দুইটী বড় মসজিদ ও একটী সুন্দর ইমামবাড়া আছে। শেষোক্ত বাড়ীর স্তম্ভ ও প্রাচীরাদিতে কোরাণের ভাল ভাল অংশ সকল খোদিত আছে। মুসলমান-দিগের তাঁতে-বুনা গোড়াকাপড় ও অন্যান্য কাপড় নানাস্থানে রপ্তানী হয়। এখানে সামান্য সোরা তৈয়ার হইয়া থাকে। তিনটী বৃহৎ পাক্ষিক মেলা হয়। একটী গবর্মেণ্ট স্থাপিত দেশীয় ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার্থ বিদ্যালয় আছে।

জাওর (দেশজ) উদ্গার করিয়া পুনরায় চিবান।

জাওরা, ১ মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেন্সির অধীন একটী দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্য প্রধানতঃ দুইখণ্ড পৃথক্ জনপদ লইয়া গঠিত। সমগ্র রাজ্যের পরিমাণফল ৮৭২ বর্গমাইল। আর্য্যাবর্ত্ত

শাসনে সাহায্য করিবার জন্য হোলকর পাঠান সেনাপতি আমীরখাঁকে জাওরা প্রদান করেন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার সৈন্যদিগের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মেহিদপুরের যুদ্ধে যখন ইংরাজেরা মালব জয় করেন, তখন জাওরারাজ্য গফুরখাঁর অধিকারে ছিল। ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ও উত্তরাধিকারীগণকে চিরস্থায়ীরূপে এই স্থান প্রদান করেন। জাওরার নবাবগণ নামে মাত্র হোলকারের অধীন হইলেও ইংরাজ গবর্মেণ্টের শাসনভুক্ত। প্রকৃত উত্তরাধিকারী না থাকিলে মুসলমান প্রথানুসারে ইহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হয়। সমগ্র মালবের মধ্যে জাওরার পোস্তক্ষেত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে এখানে রৌপ্যের খনি ছিল। এখানকার নবাব ১৫টী কামান, ৬৯ গোলন্দাজ সৈন্য, ১২১ অশ্বারোহী ও ৩০০ জন পদাতিক সৈন্য রাখিতে পারেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইংরাজদিগকে সাহায্য করায় নবাবের মান্যতোপ বাড়াইয়া ১৩টী করা হইয়াছে এবং বার্ষিক রাজস্ব কমাইয়া ১৬১৮১৲ টাকা করা হইয়াছে। রাজপুতানা মালব ষ্টেট রেলওয়ে এই রাজ্য দিয়া গিয়াছে।

২ মধ্যভারতের পশ্চিমমালব এজেন্সীর অধীন জাওরা রাজ্যের প্রধান নগর। ইহা রাজপুতানা মালবষ্টেট রেলওয়ের একটী ষ্টেসন। অক্ষা° ২৩° ৩৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৮´ পূঃ। নগরের অধিবাসী-সংখ্যা ২১৮৪৪, তন্মধ্যে হিন্দু ৯৩৫০, মুসলমান ৯৮৯৬, জৈন ১৪০৫, পারসী ১৯, খৃষ্টান ৭। কর্ণেল বর্থউইক এই নগরের রাস্তা ঘাট এবং বিখ্যাত প্রস্তর-সেতু নির্ম্মাণ করেন। দক্ষিণে ২০ মাইল দূরস্থ রৎলাম ও উত্তরে ৩২ মাইল দূরস্থ প্রতাপগড় পর্য্যন্ত রেলওয়ে আছে। এখানে আফিম ওজন করিবার একটী আড্ডা, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিস, বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। পিরিয়া নামে একটী ক্ষুদ্র নদীতীরে এই নগর অবস্থিত। বর্ষাকালে উহাতে ভীষণ বন্যা হয়।

জাওলি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মুজাফর নগর জেলার একটী গ্রাম। এই নগর জাওলি পরগণার প্রধান স্থান। অক্ষা° ২৯° ২৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৫´ পূঃ।

২ রাজপুতানার অলবার প্রদেশের একটী গ্রাম। এই গ্রাম মথুরা হইতে অলবারের পথে মথুরার ৫১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৫৬´ পূঃ।

৩ (জাবলি)—বোম্বাইপ্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সাতারা জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণফল ৪১৯ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ২৫২। ইহাতে ৫টী ফৌজদারী আদালত ও ২টী থানা আছে।

জাঁক (দেশজ) ১ সমারোহ। ২ দম্ভ।

জাঁকড়, দ্রব্যাদি পছন্দ করিবার জন্য স্থানান্তরিত করিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পছন্দ ও ক্রয় ঠিক না হয়, ততক্ষণ দোকানীর নিকট যে জিম্মা রাখিতে হয় তাহাকে জাঁকড় বলে। বিহার প্রদেশে ইহা জমানৎ অর্থাৎ নিরাপদে গবর্মেণ্ট কোষাগারে টাকা জমা রাখা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

জাখর, বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গা জেলার একটী পরগণা। বাঘমতী ও করাইনদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দ্বারভাঙ্গার আদালতে ইহার বিচারাদি নিষ্পন্ন হয়। দ্বারভাঙ্গা হইতে পুশা, নাগর, বস্তী ও রুশেরা পর্য্যন্ত রাস্তা এই পরগণা দিয়া গিয়াছে।

জাগত (ত্রি) জগতীচ্ছন্দোঽস্য অণ্। জগতীচ্ছন্দযুক্ত মন্ত্রাদি। জগত্যাং ভবঃ অঞ্। জগতীচ্ছন্দ।

জাগত্য (ত্রি) পৃথিবীভব বস্তু।

জাগভাট, রাজপুতানা ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী ভাটদিগের একটী শাখা। ইহারা তথাকার প্রধান প্রধান রাজপুত ও অন্যান্য লোকের বংশাবলী ও চরিত লিখিয়া রাখে। [ভাট দেখ।]

জাগর (পুং) জাগৃ জাগরণে ভাবে-ঘঞ্ ততঃ গুণঃ (জাগ্রো হবিচীতি। পা ৭।৩।৮৫) ১ জাগরণ। (অমর) ২ অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তিপ্রকাশক বৃত্তিবিশেষ, যে অবস্থায় অন্তঃকরণের (মন বুদ্ধি অহঙ্কারের) সমস্ত বৃত্তিগুলি প্রকাশিত হয়, সেই অবস্থার নাম জাগর। "রাত্রিজাগরপরো দিবাশয়ঃ।" (রঘু) ৩ কবচ।

জাগরক (ত্রি) জাগৃ-ণ্বুল্ গুণঃ। নিদ্রারহিত, জাগরণাবস্থ।

জাগরণ (ক্লী) জাগৃ ভাবে ল্যুট্। ১ নিদ্রাভাব, জাগা। পর্য্যায়—জাগর্য্যা, জাগরা, জাগর, জাগ্রিয়া, জাগর্ত্তি। (অমরটী°)

জাগরলমুড়ি (চাগরলমুড়ি) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কৃষ্ণা জেলার একটী প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম বাগট্‌লা হইতে ২১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে কএকটী প্রাচীন দেবমন্দির আছে।

জাগরিত (ক্লী) জাগৃ ভাবে ক্তঃ। ১ জাগরণ, নিদ্রাভাব। ২ সাংখ্য মতে—যে সময় আত্মা, ইন্দ্রিয়প্রণালিকা দ্বারা প্রতিবিম্বরূপে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করে, সেই অবস্থার নাম জাগরিত। বেদান্ত মতে যে সময় সোপধি অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ অনুমেয় ব্যবহারিক স্থূল বিষয় সকল অনুভব করে, সেই অবস্থাবিশেষ।

জাগরিতা (ত্রি) জাগৃ-তৃচ্ টাপ্। জাগরণশীল।

জাগরিতস্থান (পুং) জাগরিতং স্থানমস্য। বেদান্তমত প্রসিদ্ধ বৈশ্বানর আত্মা। ইহার স্বরূপ মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্যে এই

প্রকার লিখিত আছে—"জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্‌বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। (মুণ্ড°) জাগরিতং স্থানমস্যেতি জাগরিতস্থানঃ। অস্য স্থানং জাগরিতং ইন্দ্রিয়ৈরর্থজ্ঞানে স্বপ্নদর্শনহেতুকর্ম্মক্ষয়ে চ জাগরিতং আগচ্ছন্ স্বোপধিবস্তঃ করণেন্দ্রিয়সচিবস্তত্তদিন্দ্রিয়বিষয়ানমুমেয়ান্ স্থূলান্ ব্যবহারিকান্ সর্ব্বানমুভবতি।"

জাগরিতস্থান, বহিঃপ্রজ্ঞ, সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখ স্থূলভুক্, বৈশ্বানর প্রথম পাদ। উপাধিযুক্ত আত্মা, যে আত্মা আপনার উপাধিতে আপনি অলীক স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অথবা রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অন্তঃকরণের সহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্যবহারিক অনুমেয় স্থূল বিষয় অনুভব করে, সেই আত্মার নাম জাগরিতস্থান, অর্থাৎ আত্মা আপনার মায়ায় আপনি মোহিত হইয়া যে সময় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অনুভব করে

জাগরিতান্ত (পুং) জাগরিতস্য অন্তঃ তত্র বিজ্ঞেয়ঃ। জাগরিতমধ্য, জাগরিত ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মার বিষয়-গ্রহণরূপ অবস্থাবিশেষ।

"স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি" (কঠোপনিষৎ)

'স্বপ্নান্তং স্বপ্নমধ্যং স্বপ্নং বিজ্ঞেয়ং' (ভাষ্য)

জাগরিন্ (ত্রি) জাগরো জাগরণং অস্ত্যস্য জাগর-ইনি (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ১ জাগরূক্। (হেম°)

জাগৃ শীলার্থে ণিনি। ২ জাগরণশীল।

জাগরিষ্ণু (ত্রি) জাগর-ইষ্ণুচ্। জাগরণশীল।

জাগরূক (ত্রি) জাগর্ত্তি জাগৃ-উক (জাগরূক। পা ৩।২।১৬৫) জাগরণশীল, জাগরণকর্ত্তা। পর্য্যায়—জাগরিতা, জাগরী।(হেম°)

"স্বপতো জাগরূকস্য যাথার্থ্যং বেদকস্তব" (রঘু ১০।২৪)

২ কর্ত্তব্যপালনাদি অর্থের প্রতি অপ্রমত্ত।

"বর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগরূকঃ।" (রঘু ১৪।৮৫)

জাগর্ত্তি (স্ত্রী) জাগৃ ভাবে ক্তিন্। জাগরণ। (রায়মু°)

জাগর্য্যা (স্ত্রী) জাগৃ-যক্ (জাগ্রো ঽবিচীতি। পা ৩।৩।১০) টাপ্। জাগরণ। (অমর)

জাগীর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত চিঙ্গলপত জেলার ঐতিহাসিক নাম। মুসলমান সম্রাট্‌দিগের নিকট হইতে জমিদারী দান পাইলে উহাকে জাগীর বা জায়গীর বলা হইত। তদনুসারে ইহার জাগীর নাম হইয়াছে। আর্কটের নবাবের ও তাঁহার পিতার উপকার করায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬০ খৃঃ অব্দে সনন্দ দ্বারা এই জায়গীর প্রাপ্ত হন। দাক্ষিণাত্যে প্রথমে ইংরাজেরা যে সকল স্থান প্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে জাগীর একটী প্রধান। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ শাহ আলম্ ঐ সনন্দ অনুমোদন করেন।

জাগুড় (পুং) জগুড়ে তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধে দেশে ভব, ইত্যণ্। ১ দেশবিশেষ। জাগুড়দেশ। ২ কুঙ্কুম।

'অভিচৈত্যমগাত্রথো ঽপি শৌরেরবনিং জাগুড়কুঙ্কুমাভিতাম্রৈঃ।' (মাঘ ২০।৩) (ত্রি) ৩ জাগুড়দেশবাসী।

"জাগুড়ান্ রামঠান্ মুণ্ডান্ স্ত্রীরাজ্যানথ তঙ্গনাম্" (ভা° ৩।৫১।২৪)

জাগৃবি (পুং) জাগর্ত্তি সাক্ষিস্বরূপতয়া জাগৃ-কিন্ (জৃ শৄ স্তৄ জাগৃভ্যঃ কিন্। উণ্ ৪।৫৪) ১ অগ্নি। (হেম°) (ত্রি) ২ জাগরণশীল।

"জনস্য গোপা অজনিষ্ট জাগৃবিরগ্নিঃ" (ঋক্ ৫।১১।১) 'জাগৃবিঃ জাগরণশীলঃ সদা অপ্রমত্তঃ' (সায়ণ)

(পুং) ৩ নৃপ। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ৪ সদা নিজকার্য্যে অপ্রমত্ত।

জাগ্রিয়া (স্ত্রী) জাগৃ-ভাবে শঃ রিঙাদেশঃ। জাগরণ। (রায়মু°)

জাঘনী (স্ত্রী) জঘনস্য সমীপং জঘন-অণ্ ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ উরু। (ত্রিকা°) জঘনস্যার্দ্ধে জঘনৈকদেশে ভবঃ অণ্ ঙীপ্। ২ পুচ্ছকাণ্ড। "অথ জাঘন্যা পত্নীঃ সংযাজয়ন্তি জঘনার্দ্ধং জাঘনী জঘনার্দ্ধাদ্বৈ যোষায়ৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে।" (শত° ব্রা° ৩।৮৫।৬)

"বনিষ্ঠু জাঘনি চাবগুবি" (কাত্যা°শ্রৌ° ৬।৭।১০)

জাঘনী শব্দের অর্থ মতান্তরে অনেক প্রকার। পুচ্ছদণ্ড (হরিস্বামী।) বালদণ্ড (মাধবাচার্য্য।) যাহার দ্বারায় মশক দূর করা যায়। (ধূর্ত্তস্বামী।) বালধি। (জ্ঞানদীপিকা।) [জাঘনী দেখ।]

জাঘুরি, আফগানস্থানের জাতিবিশেষ। ইহারা হাজারাদিগের এক শ্রেণীমাত্র, এক দিকে কাবুল ও গজনীর সীমা হইতে হিরাত ও অন্যদিকে কান্দাহার হইতে বাল্থ এই চতুঃসীমার মধ্যে বাস করে।

জাঙ্গল (ক্লী) জঙ্গলেষু স্থলজপশুবিশেষেষু ভবং। জঙ্গল-অণ্। ১ মাংস। (হেম°) (পুং) জঙ্গলে ভবঃ জঙ্গল-অণ্। ২ কপিঞ্জল পক্ষী। ৩ বারিহীন দেশ। যে স্থলে বৃক্ষ ও পানীয় অল্প এবং শমী, করীর, বিল্ব, অর্ক, পীলু, কর্কন্ধু প্রভৃতি নানাপ্রকার সুস্বাদু ফল জন্মে এবং হরিণাদি পশুগণ বাস করে, সেই স্থানের নাম জাঙ্গল *।

সে স্থলে উদক ও তৃণ অল্প, বায়ু ও আতপ অত্যন্ত অধিক অথচ প্রচুর পরিমাণে ধান্যাদি উৎপন্ন হয়, সেই স্থানের নাম জাঙ্গল। "স্বল্পোদক তৃণোর্যস্তু প্রবাতঃ প্রচুরাতপঃ। সজ্ঞেয়ো জাঙ্গলোদেশঃ বহুধান্যাদিসংযুতঃ॥"

যে স্থলে চারিদিকে মৃগতৃষ্ণা (অর্থাৎ মরীচিকা, বালুকাময় স্থান), বৃক্ষসমূহ অত্যর্থশীল, সূর্য্যের কিরণ অতি প্রখর,

* "আকাশ-শুভ্র উচ্চশ্চ স্বল্পপানীয়পাদপঃ।
শমীকরীরবিল্বার্কপীলুকর্কন্ধুসঙ্কুলঃ।
সুস্বাদুঃ ফলবান্ দেশো বাতলো জাঙ্গলঃ স্মৃতঃ।" (সুশ্রুত)

পুষ্করিণী জলহীন, কূপ জল দ্বারা সকল কার্য্য সাধিত হয়, শরীর সকল শুষ্ক শালিশস্য সকল হিমপতনজাত, সেই স্থানের নামও জাঙ্গল। সেই স্থানের গুণ—বাতপিত্তকারক, রুক্ষ ও উষ্ণ। তথাকার জলের গুণ—রুক্ষ, লবণ, লঘু, পথ্য, অগ্নি ও কফবিকারকারক। (ত্রি) ৪ স্থলজ পশুবিশেষ, ইহা হরিণাদি ভেদে নানা প্রকার। [পশু দেখ।] হরিণ, এণ, কুরঙ্গ, ঋষ্য, পৃষত, ন্যঙ্কু, শম্বর, রাজীব প্রভৃতি।

ইহাদের মাংস গুণ—মধুর, রুক্ষ, কষায়, লঘু, বল্য, বৃংহণ, বৃষ্য, দীপন, দোষহারক, মূক গদ্গদচিত্তবাধির্য্যনাশক, রুচি, ছর্দি, প্রমেহ, মুখজরোগ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্র°) শীতল ও মনুষ্যের হিতজনক। (রাজবল্লভ)

জাঙ্গলপথিক (ত্রি) জঙ্গলস্থঃ পন্থাঃ অচ্‌সমাসান্তঃ। ১ জঙ্গল পথ দ্বারা আহৃত। ২ জঙ্গল-পথ-গমনকারক।

জাঙ্গাল (দেশজ) ১ স্তূপ। ২ নদ্যাদির জলরোধার্থ উচ্চবাঁধ।

জাঙ্গিহরিতকি (দেশজ) হরিতকী ভেদ।

জাঙ্গীরপত্তন, ঢাকানগরের পুরাতন নাম। প্রবাদ সম্রাট জাহাঙ্গীর এই নাম প্রদান করেন। এখানে ঢাকেশ্বরী নামে দেবী আছে। [ঢাকা দেখ।]

জাঙ্গলিক (পুং) জাঙ্গলী বিষবিদ্যা তামধীতে ইতি ঠন্। বিষবৈদ্য, বিষচিকিৎসক।

জাঙ্গুলি (পুং) জাঙ্গুলঃ জঙ্গুলভবঃ সর্পাদিগ্রাহতয়া অস্ত্যস্য জাঙ্গল-ইঞ্। ব্যালগ্রাহী, সাপুড়িয়া।

"পরীক্ষিতং সমন্ত্রীয়াং লাঙ্গলিভিঃ ভিষগ্‌বৃতঃ।" (বৈদ্যক)

জাঙ্গুলী (স্ত্রী) জঙ্গুলস্য ইয়ং ইতি অণ্ ততো ঙীপ্। বিষবিদ্যা।

জাঙ্ঘনী (স্ত্রী) জঙ্ঘা। [জাঘনী দেখ।]

জাঙ্ঘপ্রহৃতিক (ত্রি) জঙ্ঘা দ্বারা আঘাতজনক।

জাঙ্ঘলায়ন (পুং) প্রবরঋষিভেদ।

জাঙ্ঘি (ত্রি) জঙ্ঘায়াং ভবঃ জঙ্ঘা-ইঞ্। জঙ্ঘাভূত, জঙ্ঘাসম্বন্ধী।

জাঙ্ঘিক (ত্রি) জঙ্ঘাভিশ্চরতি ইতি ঠন্ (পর্পাদিভ্যষ্ঠন্। পা ৪।৪।১২) ১ উষ্ট্র। ২ শ্রীকারী বৃক্ষ। (রাজনি°) জঙ্ঘতি জীবতি (বেতনাদিভ্যোজীবতি পা° ৪।৪।১২) ইতি ঠন্। ৩ জঙ্ঘাজীবী, ধাবক, যাহারা জঙ্ঘাবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। পর্য্যায় জঙ্ঘাবরিক। ৪ প্রশস্ত জঙ্ঘাবিশিষ্ট।

জাঙ্ঘিকাহ্বয় (পুং) শ্রীকারী মৃগ।

জাচন্দার (দেশজ) যে যাচাই করে, যাচনদার।

জাচন্দারী (দেশজ) যাচনদারের কার্য্য।

জাচা (দেশজ) ১ যাচাই করা। ২ প্রার্থনা।

জাজগড় (পুং) অজমীঢ় রাজ্যস্থিত নগরবিশেষ। এই স্থান কোটানগরের জালিমসিংহ ১৮০৩ খৃঃ অব্দে উদয়পুর হইতে বিচ্ছিন্ন করে। ইহার অধীনে ৮৪ খানি গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ২২খানি গ্রামে কেবল মীন জাতির বসতি। তাহারা রূপবান্, বলবান ও যোদ্ধা। ইহারা অর্থ দ্বারা রাজাকে কর দেয় না, পরিশ্রম দ্বারা শোধ করে। ইহারা হিন্দু, প্রায় সকলেই শিবোপাসক।

জাজপুর (পুং) নগরবিশেষ। কটক রাজ্যে বৈতরণীর দক্ষিণদিকে কটক নগর হইতে ৩৬ ক্রোশ পূর্ব্ব উত্তরদিকে অবস্থিত। [যাজপুর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জাজল (পুং) অথর্ব্ববেদের এক শাখা।

জাজলি (পুং) এক ঋষি। অথর্ব্ববেদবেত্তা পথ্যের শিষ্য। এক সময় ইনি সমুদ্রতটে ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। ক্রমে তপঃপ্রভাবে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এ জগতে আমিই একমাত্র অদ্বিতীয় তপস্বী। অন্তরীক্ষস্থিত রাক্ষসগণ তাহার মনোগর্ব্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কহিল, ভদ্র! তোমার এইপ্রকার মনে করা সর্ব্বতোভাবে অন্যায়। বারাণসীনিবাসী বণিক্ তুলাধারও এ কথা বলিতে সাহসী হয় না। এ কথা শুনিয়া তিনি তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বারাণসীতে গমন করেন। তথায় তুলাধারের নিকট বিবিধ সনাতন ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া শান্তিলাভ করেন। (ভারত শান্তি) এই জাজলি ঋষিপ্রবরপ্রবর্ত্তক। (হেমাদ্রিরং)

২ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত জনৈক বৈদ্য।

জাজল্লদেব, দাক্ষিণাত্যের জনৈক প্রাচীন রাজা। ইনি চেদিরাজ কোকল্লের বংশে পৃথ্বীশ বা পৃথ্বীদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। অনেক শিলালিপিতে ইহার নামোল্লেখ আছে। রত্নপুরে ইহার রাজধানী ছিল। তথাকার ৮৬৬ চেদিসংবৎজ্ঞাপক এক শিলালিপি পাঠে জানা যায়, ইঁহার মাতার নাম রাজল্লা। তাহাতে আরও লিখিত আছে, চেদিরাজের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ছিল, কান্যকুব্জ ও জেজাভুক্তির রাজগণ তাঁহাকে মান্য করিতেন। তিনি সোমেশ্বর নামক জনৈক রাজাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া অবশেষে মুক্তি দেন এবং দক্ষিণ কোশল, অন্ধ্র, খিমিড়ী, বৈরাগড়, লতিকা, ভানাড়া, তলহারি, দণ্ডকপুর, নন্দাবনী ও কুক্কুট প্রভৃতি মণ্ডলপতিদিগের নিকট কর ও উপঢৌকনাদি প্রাপ্ত হইতেন। [হৈহয়-রাজবংশ দেখ।]

জাজল্লপুর, দাক্ষিণাত্যের একটী প্রাচীন নগর। জাজল্লদেব এই নগর স্থাপন করেন।

জাজিম (উর্দ্দু) মেজের উপর পাতিবার চিত্রিত বস্ত্রবিশেষ।

সচরাচর মোটা দেশী কাপড়ের উপর ছিট্ করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জাজদেব, নয়চন্দ্রস্থরিপ্রণীত "হম্মীর-মহাকাব্য" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ বর্ণিত রণস্তম্ভপুররাজ হম্মীরের সেনাপতি।

জাজন (ত্রি) জজ যোধে তাচ্ছীল্যে ণিনি। যোধশীল, যুদ্ধ করা যাহাদের স্বভাব।

জাজ্বল্যমান (ত্রি) ভৃশং জলতি জল-যঙ্-শানচ্। অত্যুজ্জল, দেদীপ্যমান। "জাজ্বল্যমানং তেজোভিঃরবিবিম্বমিবাম্বরাৎ।" (চণ্ডী)

জাঝালি (পুং) জঝ সংঘাতে-ঘঙ্ তং লাতি-লা-ডি। বৃক্ষভেদ।

জাট, ভারতবর্ষের একটী বিস্তৃত জাতি। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতনা, এমন কি আফগানস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই জাট জাতীয়। জাট জাতি অতি বহুল এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ফল কথা জুতি, জিতি, জিৎ, জুট বা জাট যে নামই হউক, তিন শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা উহাদের সংখ্যা সমধিক ছিল। জাট জাতির উৎপত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সকলে এক মত নহে। কেহ বলেন, দেবাদিদেব মহাদেবের জটা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই জাতি জাট নামে খ্যাত। কেহ বলেন, যদুবংশ হইতে এই জাতির উদ্ভব এবং যদু অথবা যাদব শব্দের অপভ্রংশ হইতে জাট কথার উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, জাট জাতি চন্দ্রসূর্য্যবংশীয়। অধ্যাপক লাসেন-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, মহাভারতে যে মদ্র ও জার্ত্তিকগণের উল্লেখ আছে, জাট জাতি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত। আবার কেহ কেহ বলেন, জাটগণ রাজপুত—কোন নিম্নশ্রেণীর রাজপুত শাখা হইতে উৎপন্ন বলিয়া রাজপুতসমাজে ইহাদিগের যথোচিত সম্মান নাই। এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলেন, যে রাজপুত ও জাটদিগের মধ্যে জাতিগত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; তবে ব্যবসায়ের তারতম্যানুসারে ইহাদিগের মধ্যে সামাজিক প্রভেদ ঘটিয়াছে। ৩৬টী রাজপুত বংশের মধ্যে জাটদিগেরও উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে রাজপুতগণ জাটদিগের সহিত পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইতে কিছুমাত্র লজ্জিত হইত না, এখন যদিও ইহাদিগের সহিত রাজপুতদিগের প্রকাশ্য বিবাহ প্রচলিত নাই, তথাপি রাজপুতগণ বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই।

জাটদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। একদিন একটী গুর্জ্জরজাতীয় স্ত্রীলোক মাথায় একটী জলপূর্ণ কলসী লইয়া যাইতে ছিল। সেই সময় একটী ছিন্নরজ্জু মহিষ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতে ছিল। সেই স্ত্রীলোকটী পায়ে করিয়া মহিষের গলার দড়ি এমনই জোরে চাপিয়া ধরিল যে মহিষ আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না। একজন রাজপুত রাজা অনতিদূর হইতে সেই স্ত্রীলোকটীর এই কার্য্য দেখিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আপন বাটীতে লইয়া যান। রাজপুত ও এই গুর্জ্জর-জাতীয়া স্ত্রীলোকের সংমিশ্রণে একটী নূতন জাতি গঠিত হইল। এই জাতিই জাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ জাটই তাহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে উক্ত বিবরণ বলিয়া থাকে।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, জাটগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহে। বক্ত্রিয়ারাজ্যের অধঃপতনকালে অক্সস্ নদীতীরে বক্ত্রিয়া ও খোরাসানের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে সীদীয় (শক)-গণ ভারতাভিমুখে অগ্রসর হয়। ইহারা ক্রমে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এই সিদীয়গণের এক শাখা সিন্ধুদেশে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করে ও মেদ নামক অপর শাখা পঞ্জাবে প্রবেশ করে। কাস্পিয়ান্ হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া যাহারা সিন্ধুনদের অপর পারে বাস করিয়া ছিল, তাহারা অতিশয় বলশালী ও সাহসী। সুলতান মাহ্মূদ সোমনাথ মন্দির হইতে বহুসংখ্যক ধন রত্ন লুণ্ঠন করিয়া যখন গজনী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল জাট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হন। ৪১৬ হিজরা (১০২৬ খৃঃ অব্দে) সুলতান মাহ্মূদের সহিত জাটদিগের একটী ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে অনেক জাট নিহত হয়; কতকগুলি পলায়ন করিয়া বিকানের রাজ্যের সূত্রপাত করে। সম্রাট্ বাবরও জাটগণ কর্ত্তৃক অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পঞ্জাবে জুটি বা জাট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু ইহার কতকাল পূর্ব্বে এই জাটজাতি এই প্রদেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই জাতি ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন বিস্তারের বিরুদ্ধে বিশেষ বাধা প্রদান করিয়াছিল। প্রথমে কতকগুলি একত্রে অবস্থিতি করায় ক্রমে ইহাদিগের মধ্যে জাতীয় ভাব জন্মিলে ইহারা একটী রাজ্য স্থাপন করিবার অভিলাষী হয়, পরে চূড়ামণের নেতৃত্বে ইহারা কতককৃতকার্য্যও হইয়াছিল এবং সূর্য্যমলের অধীনে ইহারা প্রকৃতরূপে ভরতপুরে একটী জাট রাজ্য স্থাপন করে। [ভরতপুর দেখ।]

পাশ্চাত্য মতে, সিদীয় জাতীয় জাটগণ বোলান্ গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদের প্রান্তর ভূমির মধ্য দিয়া সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে; ইহারা হিমালয়ের পার্ব্বতীয় প্রদেশের নিম্নভাগে বাস করে নাই।

সিন্ধু প্রদেশের উর্দ্ধভাগের অধিকাংশ অধিবাসীই জাটবংশীয় এবং ইহাদিগের ভাষাই প্রদেশীয় চলিত ভাষা। পূর্ব্বে সিন্ধুদেশে জাটগণেরই প্রভুত্ব ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। পঞ্জাবের অধিকাংশ অধিবাসীই জাট, ইহাদের সংখ্যা ৪।।৹ লক্ষ। দোয়াব হইতে মুলতান পর্য্যন্ত ভূভাগ জাটদিগের অধিকৃত।

পঞ্জাবের অধিকাংশ জাট কৃষিজীবী। আধুনিক শিখগণের অধিকাংশ জাটবংশ হইতে উৎপন্ন। পঞ্জাবের অনেক জাট মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা আরেন, বাগ্‌রি, মালবায়, রঞ্জ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত। পঞ্জাবের পূর্ব্বাংশে, জয়শালমের, যোধপুর, বিকানের প্রভৃতি প্রদেশে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী জাটগণ বাস করে। বরেলি, ফরুখাবাদ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি প্রদেশেও জাটগণ বিস্তৃত হইয়াছে। ভরতপুর, দিল্লী, দোয়াব, রোহিলখণ্ড প্রভৃতি স্থানেও জাটগণের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমের জাটজাতি পচ্ছাদ এবং হেলে নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পচ্ছাদ জাটকে পুরাতন পঞ্জাববাসীরা ঘৃণার বাক্যে 'পচ্ছাদা' বলিয়া থাকে। কাল সাপ এবং বুড়ো মহিষ গাধা সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, পচ্ছাদার উপরও সেই প্রবাদ আরোপিত হইয়া থাকে। তাহা এই—

'বূড়ী ভৈংস পুরাণা গাড়া।
কালা সাংপ ঔর সগা পচ্ছাদা।
কুচ্ছ লাভ হুআ তৌ হুআ ন খাদই খাদা।'

পূর্ব্বে জাটগণ সকলেই এক সাধারণ নামে অভিহিত হইত। ইহারা আবর নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। তখন ইহারা প্রতিবাসী অথবা অপরের গৃহপালিত পশ্বাদি অপহরণ করিত। অনেকেই রাজপুতবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। বলন ও নোহাল জাটগণ চৌহানবংশ হইতে এবং সরবত ও সলকলান জাটগণ তুয়ারবংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকে। কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, ভরতপুরের জাটগণ ও সিন্ধুপ্রদেশীয় জাটগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখা হইতে উদ্ভূত। আবার কেহ কেহ বলেন, জাটগণ সকলেই এক বংশোৎপন্ন, তবে জাটগণ প্রথমে সিন্ধুপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে, পরে বক্ত্রিয়া হইতে অনেক জাট ভারতে প্রবেশ করিলে তাহারা ক্রমে অগ্রসর হইয়া রাজপুতনায় অবস্থিত হইয়াছে। সময়ের অগ্রপশ্চাদ্ নিবন্ধন এবং আবাস-পরিবর্ত্তন জন্য তাহারা প্রধান শাখার সহিত মিশ্রিত হইতে পারে নাই।

জাটদিগের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু ও কতকগুলি মুসলমান। মুসলমানগণ বলে, তাহারা গজনী হইতে ভারতে আগমন করিয়াছে। উত্তরপশ্চিম ও সিন্ধুপ্রদেশীয় অনেক জাট মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী নহে; কিন্তু ইহাদের আচার ব্যবহারও সম্পূর্ণ হিন্দুমতানুযায়ী নহে। ইহাদের বিশ্বাস—বিশ্বজননী ভবানী এক জাট কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাসে ইহারা সেই ভবানীর আরাধনা ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের অন্য কোন বিধান গ্রাহ্য করে না। পৌরাণিক আখ্যায়িকায় ইহাদের আস্থা অতি অল্প। একমাত্র অনাদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইহারা বিশেষ অনুরক্ত। এই জাটদিগের মধ্যে বিবিধ শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন শ্রেণীতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাহার পত্নীকে বিবাহ করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। বিবাহকালে পাত্র ও পাত্রীর মস্তকোপরি কেবলমাত্র একটী চাদর দেওয়া হয়, এই নিমিত্ত এই বিবাহপ্রথাকে 'চাদর-চলন' কহে। এই প্রদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প; অর্থ দ্বারা পাত্রী ক্রয় করিতে হয়; এই অসুবিধার জন্যই বোধ হয় ভ্রাতৃপত্নী-বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। পঞ্জাবের মুসলমান জাটগণ ভরৈচ এবং গণ্ডাল নামক দুইটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। গুজরাট এবং শাহপুরে গণ্ডাল বংশীয়দিগের সংখ্যা অধিক—ইহারা অতিশয় দৃঢ়কায়, সাহসী এবং বলিষ্ঠ, ইহারা দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখে ও তাহা নীলবর্ণে রঞ্জিত করে। গুজরাট ও তন্নিকটবর্ত্তী জাটগণ বিতস্তা নদীর তীরবর্ত্তী উর্ব্বরা প্রদেশকে 'হিরাট' কহিয়া থাকে। এই জন্য ও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহাদের কোন বিবরণ নাই দেখিয়া, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে মধ্য এসিয়ার আদিম অধিবাসী বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু জাটদিগের ভাষার সহিত আর্য্যদিগের ভাষার অতিশয় নিকট সম্বন্ধ, ইহারা পঞ্জাবী ও হিন্দি ভাষায় কথা বলে। যদি জাটগণ সিদীয় জাতি সমুদ্ভূত হয়, তবে তাহাদিগের ভাষা কিরূপে বিলুপ্ত হইল?

মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অন্যান্য রাজপুতদিগের ন্যায় জাটগণও রাজপুতানায় প্রবেশ করিয়াছে এবং তথায় অনেকেই কৃষিব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভরতপুর ও ঢোলপুর দুইটীই জাটরাজ্য। পঞ্জাব ও রাজপুতানার অধিকাংশ স্থলে হিন্দু ও মুসলমান জাটগণ একত্র অবস্থিতি করে এবং সেই জন্যই তাহাদিগের আচার ব্যবহারের কোন কোন অংশে সাদৃশ্য দেখা যায়। লাহোর ও শতদ্রুর উচ্চভাগস্থ জাটগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। পঞ্জাবের জাটগণের সকলেরই উপাধি সিংহ এবং অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু জাঠগণ হইতে তাহাদের পরিচ্ছদ বিভিন্ন। ইহারা প্রায় সকলেই শিখধর্ম্মাবলম্বী। দিল্লী, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানের জাটদিগের সকলের উপাধি সিংহ নহে, তাহাদের কাহারও কাহারও উপাধি মল্ল। সিন্ধুপ্রদেশীয়

জাটগণ কৌম নামে খ্যাত ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত। ইহারা অতিশয় পরিশ্রমী; ভূমিকর্ষণ, পশ্বাদিপালন প্রভৃতি ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যাহার নিজের জমী না থাকে, সে কোন জমীদারের অধীনে ভূমিকর্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বেতন স্বরূপ কিছু কিছু ফসল প্রাপ্ত হয়। ইহারা অতিশয় শান্ত প্রকৃতি। এই প্রদেশীয় জাটরমণীগণ সৌন্দর্য্য ও সতীত্বের জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। জাটপুরুষদিগের ন্যায় জাটরমণীগণও কঠিন পরিশ্রমী। ইহারা সাংসারিক অনেক কার্য্য সম্পন্ন করে। কচ্ছ প্রদেশীয় জাটগণ প্রায় সকলেই উষ্ট্র-ব্যবসায়ী। হিন্দু জাটগণ সাধারণতঃ একটী বিবাহ করে, কিন্তু পুত্রাদি না জন্মিলে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে। মিরাট অঞ্চলের জাটগণ অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু, ধীর ও পরিশ্রমী। সাধারণতঃ ইহারা শান্তিপ্রিয়, কিন্তু প্রতি-হিংসাসাধনকালে অতিশয় উগ্রপ্রকৃতি ধারণ করে। সর্দ্দারের আদেশে ইহারা কোনকার্য্য করিতেই পরাঙ্মুখ নহে। ইহাদের অনেকেই মাংস ভক্ষণ করে, সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। ইহারা হিন্দু বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় অবজ্ঞা করে। পঞ্জাবের সিংহ-উপাধিধারী জাটগণই জাটদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহারা অতিশয় লম্বা, ইহাদের শরীর প্রশস্ত, শ্মশ্রু দীর্ঘ ও প্রচুর। ইহাদের মুখশ্রী অতিশয় শোভনীয়। পার্ব্বতীয় পাঠানজাতি অপেক্ষা ইহারা অত্যধিক সাহসী, বলিষ্ঠ এবং সংগ্রামকুশল। ইহারা কৃষিব্যবসায়ী, কঠিন পরিশ্রমী ও পরিমিতব্যয়ী। অনেক জাটরমণী লিখিতে ও পড়িতে পারে। ইহারা গবাদি পালন করে; একস্থানের শস্য শকটে করিয়া অন্যস্থানে লইয়া যায়। ইহারা ভূমির সত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখিতে ভালবাসে। যে স্থানে জাটগণ বাস করে, তথায় প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন আবাদী জমী আছে। কিন্তু সকলেই পরস্পর স্বতন্ত্র; তবে পতিত জমী, গবাদির চরিবার স্থানাদি সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য। কোন ব্যক্তি বিশেষের আদেশানুসারে কোন কার্য্য হয় না; গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি মিলিত হইয়া সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহ করে। আধুনিক মরাজরাজ্যের ন্যায় পূর্ব্বে রাজপুতানায় জাটগণের মধ্যে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এই জাটদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। জাটগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত; ইহারা নিজ শ্রেণী ব্যতীত অপর শাখায় বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। পঞ্জাবেই অধিকাংশ কৃষিব্যবসায়ী জাটের বাস। পঞ্জাবী ভাষায় জাট, জমিদারী ও কৃষক এই তিনটী শব্দই একার্থবোধক। টড প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের মতে মহারাজ রণজিৎসিংহ জাটবংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আরোদীবংশীয় জাটগণ পাণিপথ ও সোণপথ নামক স্থানে বাস করে; ইহাদের উপাধি মালিক। এই জন্য এই জাতীয় জাটগণ বংশগৌরবে অন্যান্য জাট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়। পঞ্জাব, কাচগন্ধব এবং গঙ্গা ও যমুনার নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে অনেক জাটের বাস আছে এবং ইহা-দের ভাষা অন্যজাতির ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। জেলপ্রদেশীয় জমিদারগণ জাটবংশীয়। ইহারা কোন স্থানে যাইবার কালে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয় ও বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করে। অর্দ্ধনগ্ন তরবারী হস্তে অনেক জাটকে দুর্ব্বল বলীবর্দ্দে আরোহণ করিয়া যাইতে দেখা যায়। জাটগণ কাচগন্ধবপ্রদেশে বহুকাল হইতে বাস করিতেছে; এই জন্য কেহ কেহ ইহা-দিগকে এখানকার আদিম অধিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জাটগণ যে স্থানেই থাকে, ভূমিকর্ষণ সম্বন্ধে তাহারা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে। আলিগড়ের জাটদিগের সহিত রাজপুত-দিগের জাতিগত বিরোধ দৃষ্ট হয়; ইহাদিগের বিরোধ এত প্রবল যে, এই দুই-জাতি কখন এক গ্রামে বাস করে না। অমৃত সরের শিখ জাঠগণ অতিশয় সাহসী ও কার্য্যক্ষম। ইহাদিগের ন্যায় সাহসী ও যোদ্ধা জগতে অতি বিরল। জাটদিগের বীরত্বের দুই একটী বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে জাট-গণ রামগড় অধিকার করে এবং উহার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া কোল নাম রাখে। আলিগড়ে শাসনী নামক স্থানে জাটগণ একটী মৃণ্ময়দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। আফগানস্থানেও জাটদিগের বসতি আছে; তাহারা তথায় গুর্জ্জর নামে পরিচিত। জাটদিগের সকলে এক ধর্ম্মাবলম্বী নহে; ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু, কতকগুলি মুসলমান ও কতক গুলি শিখ। পঞ্জাবের জাটদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিয়মে

জাট জাতি।

তত আস্থা ছিল না বলিয়াই মহাত্মা নানক অতি সহজেই তাহাদিগকে শিখধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

জাটতুতভাই (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র।

জাটতুতভগিনী (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাতের কন্যা।

জাটালি (স্ত্রী) কিংশুক বৃক্ষসদৃশ বৃক্ষভেদ, মোখা।

জাটালিকা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯।৪৭ অ°)

জাটাসুরি (পুং) জটাসুরস্য অপত্যং ইঞ্। জটাসুরের পুত্র।

"জাটাসুরিভৈমসেনিং নানাশস্ত্রৈরবাকিরৎ।"

(ভারত ১৭৫ অঃ)

জাটি (দেশজ) ঘাণিযন্ত্রের চুঙ্গি বা নল।

জাটিকায়ন (পুং) অথর্ব্ববেদের এক ঋষি।

জাটিলিক (পুং, স্ত্রী) জটিলিকায়াঃ অপত্যং, শিবাদিত্বাদণ্। জটিলিকার পুত্র। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্।

জাঠ, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সাতারা জেলার একটী জায়গীর। অক্ষা° ১৬° ৫৫´ হইতে ১৭° ১৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ১´ হইতে ৭৫° ৩১´ পূঃ। ইহার ভূমি অনেক স্থলেই অনুর্ব্বর। মধ্যে এবং পূর্ব্বভাগে বড় নদী তীরস্থভূমি অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা। দেশে কৃষিকার্য্যে কাহারও বিশেষ মনোযোগ নাই, কিন্তু পশুপালকের সংখ্যা বিস্তর। জাঠনগরে বহু পরিমাণে গোমেষাদি বিক্রয় হয়। শস্যের মধ্যে বাজরা ও জোয়ার প্রধান। তদ্ভিন্ন কার্পাস, গোধূম, ছোলা, কুসুমফুল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। জাঠ জমিদারীর মধ্যে ৪টী ফৌজদারী আদালত আছে। ইহার রাজা মহারাষ্ট্রক্ষত্রিয়। তাঁহার উপাধি দেশমুখ ও তিনি জায়গীরদার। দাক্ষিণাত্যের সর্দ্দারগণের মধ্যে ইহাকে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে ধরা হয়। সাতারাস্থিত একজন পলিটিকাল এজেন্টের সাহায্যে ইহার শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। জাঠের জায়গীরদার প্রতিবৎসর ৬৪০০৲ টাকা গবর্মেণ্টে জমা দিয়া ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য রাখিতে পারেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাকে সরদেশমুখী বলিয়া ৪৪৮০৲ টাকা কর দিতে হয়। জাঠ পূর্ব্বে সাতারারাজের অধীন ছিল।

২ পূর্ব্বোক্ত জাঠ জমিদারীর প্রধান নগর। অক্ষা° ১৭° ৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৬´ পূঃ। এই নগর সাতারা হইতে ৯২ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত।

জাঠর (পুং) জঠরে ভবঃ অণ্। জঠরস্থিত পাচক অগ্নি ভক্ষণের পর যে অগ্নি সমস্ত দ্রব্য পরিপাক করে।

"জাঠরো ভগবানগ্নিরীশ্বরোঽন্নস্য পাচকঃ।" (সুশ্রুত)

২ কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯।৪৬ অ°)। জঠরস্য ইমাং তস্যেদং ইতি অণ্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। জঠর সম্বন্ধীয়।

"ত্বচং বিচ্ছেদজাঠরীং"। (মার্ক° পুঃ ২।৩৭।)

জাঠর্য্য (ত্রি) জঠরে ভবঃ জঠর-ঞ্য। জঠররোগবিশেষ, উদররোগ, অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে এই রোগ হয় না।

"এতন্নবায়সং এতেন জাঠর্য্যং ন ভবতি সন্নোঽগ্নি আপ্যায্যতে"

(সুশ্রুত)

জাড় (দেশজ) ঠাণ্ডা। শীত।

জাড়কাঁটা (দেশজ) জিহ্বারোগবিশেষ। ইহাতে জিহ্বায় কাঁটা দেয়।

জাড়মোনাল (হিন্দী) তিত্তির জাতীয় বন্য পক্ষীবিশেষ। (Tetragallus Himalayensis) ইহাদের বর্ণ ধূসর এবং পৃষ্ঠ ও পুচ্ছ ঈষৎ ধূমল রেখাঙ্কিত। পুচ্ছের অগ্রভাগ ও পক্ষের ক্ষুদ্রপাখা প্রভৃতিতে বিন্দু বিন্দু কৃষ্ণাভ ধূসর চিহ্ন আছে। কণ্ঠ ও কপোলের নিম্নভাগ শুভ্রবর্ণ। পক্ষদ্বয় বিস্তার করিলে প্রায় ৪০ ইঞ্চ হয়। এক একটা ওজনে প্রায় ৩৴, ৩॥০ সের হইয়া থাকে।

হিমালয়ের পশ্চিম অংশে সর্ব্বত্র ইহারা বাস করে। পূর্ব্বে নেপাল পর্য্যন্ত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতশৃঙ্গে তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশেই ইহারা থাকিতে ভালবাসে। শীতকালে অত্যন্ত তুহিনপাতের সময় ইহারা বাস ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হয়, কিন্তু শীতাবসানে আবার ঠিক পূর্ব্বনিবাসে ফিরিয়া আইসে।

এই পক্ষী ৫টা হইতে ৩০টা পর্য্যন্ত দলবদ্ধ থাকে। কখন দুই এক জোড়া পৃথক্ দৃষ্ট হয়। ইহারা মনুষ্য দেখিলে একবারেই ভয়ে উড়িয়া পলায় না। ইহাদের পক্ষ দৃঢ়, এককালে বহুদূর উড়িয়া যাইতে পারে। শিকারীগণ সহজে ইহাদিগকে মারিতে পারে না।

জাড়র (পুং স্ত্রী) জড়স্যাপত্যং জড়-আরক্। জড়ের পুত্র।

জাড়া, কচ্ছপ্রদেশীয় জাড়েজা রাজবংশের জনৈক রাজা। ইহার নামানুসারেই তৎপুত্র লাখ নিজ বংশের নাম জাড়েজা রাখেন। [কচ্ছ দেখ।]

২ ব্রহ্মখণ্ডোক্ত পূর্ব্ববঙ্গের একটী গ্রাম।

জাড়া (দেশজ) শীত। ফুরান।

জাড়ি (দেশজ) ১ শীতপ্রকার। ২ যুক্ত।

জাড়িঘ্ন (দেশজ) জাড়কাঁটা।

জাড়িবেঙ্গ (দেশজ) একপ্রকার ভেক।

জাড়েজা, কচ্ছপ্রদেশের সর্ব্বপ্রধান রাজপুত রাজবংশ। ইহারা আজিও কচ্ছপ্রদেশের নানাস্থানে রাজত্ব করিতেছেন। জাড়েজাগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আপনাদিগকে শম্মাবংশ-সম্ভূত বলিতেন। জাড়েজাবংশ আবার প্রধান প্রধান ব্যক্তির নামানুসারে দেদা, হোথি, গজন, অবড়া, মোড়, হালা, বুভট্টা

প্রভৃতি বহুতর শাখাতে বিভক্ত। জাড়েজাদিগের বংশাবলী ও ইতিবৃত্ত [কচ্ছ শব্দে দেখ।]

জাড়েরাণা, একজন প্রাচীন নৃপতি। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে পারসীগণ সর্ব্বপ্রথম সঞ্জানে আগমন করিয়া ১৫টী সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা এই রাজার নিকট আপনাদিগের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিয়াছিল। পারস্য গ্রন্থে এই নৃপতির নাম জাড়েরাণা লিখিত আছে। কিন্তু ডাক্তার জে উইলসন্ সাহেব অনুমান করেন, ঐ জাড়েরাণা সম্ভবতঃ অণহিল্লবাড় পত্তনের অধীশ্বর জয়দেব বা বাণরাজা হইবেন। এই বাণরাজা ৭৪৫ হইতে ৮০৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

জাড্য (ক্লী) জড়স্য ভাবঃ জড় ষ্যঙ্। ১ জড়তা, স্তব্ধ।

"বিনা জাড্যানুভূতিং ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে।" (পঞ্চদশী ৬।৯৬)

২ মূর্খতা। (হেম) ৩ আলস্য, পরিশ্রমাদি দ্বারা জৃম্ভাদিযুক্ত শারীরিক অবস্থাবিশেষ।

"আলস্যশ্রমগর্ভাদ্যৈঃ জাড্যং জৃম্ভাসিতাদিকৃৎ।" (সাহিত্যদ°)

৪ অবিবেকরূপ দুঃখ।

"দুঃখাদুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ।" (সাংখ্যস্° ১।৮৪)

'জাড্যবিমোকঃ অবিবেক নিবৃত্তিঃ দুঃখবিমোকঃ' (বিজ্ঞানভিক্ষু) যে আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মাদি জাড্যবিমোক অর্থাৎ দুঃখ দ্বারা নিবৃত্তি হইতে পারে না।

জাড্যারি (পুং) জাড্যস্য অরিঃ-৬তৎ। জম্বীর, জামীর। (রাতনি°)

জাত (ত্রি) জন-কর্ত্তরি ক্ত। ১ উৎপন্ন। ২ ব্যক্ত। ভাবে-ক্ত। ৩ জন্ম। ৪ পারিভাষিক পুত্রবিশেষ। জাত, অনুজাত, অতিজাত, ও অপজাত এই চারি প্রকার পারিভাষিক পুত্র।

"জাতঃ পুত্রোঽনুজাতশ্চ অতিজাতস্তথৈব চ।
অপজাতশ্চ লোকেঽস্মিন্ মন্তব্যাঃ শাস্ত্রবেদিভিঃ।
মাতৃতুল্যোগুণোজাতস্তনুজাতঃ পিতুঃ সমঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র ১।৪৪১)

মাতৃতুল্য গুণবিশিষ্ট পুত্রকে জাত বলা যায়

৫ প্রশস্ত। ৬ যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

জাতক (ক্লী) জাতং জন্ম তদধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ ইত্যণ্ ততঃ স্বার্থে কন্ বা জাতেন শিশোর্জন্মনা কায়তি কৈ-ক। জাত বালকের শুভাশুভনির্ণায়ক গ্রন্থ, জাতকদীপিকা, জাতকামৃত, জাতকতরঙ্গিণী, জাতককৌমুদী, জাতকরত্নাকর, জাতকসার, জাতকার্ণব, জাতকচন্দ্রিকা, লঘুজাতক, বৃহজ্জাতক প্রভৃতি জ্যোতিঃগ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থে জাত বালকের লগ্নরাশি, হোরা, দ্রেক্কান প্রভৃতি এবং তাহাতে জন্মাইলে বালকের শুভ কিম্বা অশুভ হইবে ইত্যাদি বিষয় পরিস্ফুট ভাবে লিখিত আছে।

২ বৌদ্ধগ্রন্থবিশেষ। জাতক অর্থাৎ বুদ্ধদেবের এক এক জন্মের বিবরণ। বৌদ্ধগণ বলেন, সমস্ত জাতকের সংখ্যা ৫৫০। বুদ্ধদেব স্বয়ং শ্রাবস্তী অবস্থানকালে তাঁহার শিষ্যগণকে মোক্ষধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, ৫৫০ পূর্ব্ব জন্মে যে যে অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাই ঐ ৫৫০ জাতকে গল্পচ্ছলে বলিয়া যান। বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বলিয়া বৌদ্ধগণ এই সকল গ্রন্থকে পরম পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মান্য করেন। এখন অনেক জাতক বিলুপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে এখন এই কয়খানি প্রচলিত—অগস্ত্য, অপুত্রক, অধিসহ্ শ্রেষ্ঠী, আয়ো, ভদ্রবর্গীয়, ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, বুদ্ধবোধি, চন্দ্রসূর্য্য, দশরথ, গঙ্গাপাল, হংস, হস্তী, কাক, কপি, ক্ষান্তি, কাল্মষপিণ্ডি, কুম্ভ, কুশ, কিন্নর, মহাবোধি, মহাকপি, মহিষ, মৈত্রিবল, মৎস্য, মৃগ, মঘাদেবীয়, পদ্মাবতী, রুরু, শক্র, শরভ, শশ, শতপত্র, শিবি, শ্রেষ্ঠী, সুভাস, সুপারগ, সুতসোম, শ্যাম, উন্মাদয়ন্তী, বানর, বর্ত্তকপোত, বিশ, বিশ্বন্তর, বৃষভ, ব্যাঘ্রী, যজ্ঞ, বৃষহরণীয়, লতুব, বিতুর, পুষ্কর ইত্যাদি।

এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত ও পালিভাষায় রচিত। অনেকগুলির সিংহলী ভাষায় টীকা আছে। অনেকে অনুমান করেন, এই সকল জাতক প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলির গল্প পঞ্চতন্ত্রের বা ঈসপের গল্পের ন্যায়। অনেকগুলি আবার হিন্দু পৌরাণিক গল্পগুলিকে বিকৃত করিয়া বৌদ্ধদিগের মতানুযায়ী করা হইয়াছে।

জাতকর্ম্ম (ক্লী) জাতস্য জাতে সতি বা যৎকর্ম্ম। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে চতুর্থ সংস্কার, সন্তানের জন্মকালে কর্ত্তব্য কর্ম্মবিশেষ। জাতকর্ম্মের বিধান ভবদেবে এই প্রকার লিখিত আছে।

পুত্র জন্মিলে, তৎক্ষণাৎ জাতপুত্রের পিতাকে সংবাদ দিবে। পিতা পুত্র জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়া, "নাভিং মাকৃন্তত স্তনঞ্চমাদত্ত।" নাভিচ্ছেদ করিও না, স্তন দান করিও না, এই কথা বলিয়া সবস্ত্র স্নান করিবে। কৃতস্নান হইয়া যথাবিধি ষষ্ঠী, মার্কণ্ডেয় ও ষোড়শমাতৃকা পূজা, বসুধারা ও নান্দীশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিবে। পরে একখানি শিলা উত্তমরূপে ব্রহ্মচারী কুমারী, গর্ভবতী বা শ্রুতস্বাধ্যায় শীল ব্রাহ্মণ দ্বারা ধুইয়া ব্রীহি যব দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা "কুমারস্য জিহ্বাং নির্ম্মাষ্টি ইয়মাজ্ঞা" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্পর্শ করাইবেন, তৎপরে সুবর্ণ দ্বারা ঘৃত লইয়া যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া বালকের জিহ্বায় স্পর্শ করাইবেন, তৎপরে "নাভিং কৃন্তত, স্তনঞ্চ দত্ত" নাভিচ্ছেদ কর, স্তনদান কর এই আজ্ঞা করিয়া সেই স্থান হইতে নির্গত হইবেন। পুত্রের পিতা পুত্র জন্মাইবার সময় যদি অন্য অশৌচ থাকে, তাহা হইলেও তিনি এই জাতকর্ম্ম করিতে পারিবেন।

"অশৌচে তু সমুৎপন্নে পুত্রজন্ম যদাভবেৎ।
কর্ত্তব্যাকৌলিকী শুদ্ধিরশুদ্ধঃ পুনরেব সঃ॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

পিতা পুত্রের মুখাবলোকন করিবার অগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি দান করিয়া পুত্রমুখ দর্শন করিবে। জাতকর্ম্ম নাভিচ্ছেদের পূর্ব্বে করিতে হয়।

"প্রাক্‌নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়াত" (মনু)
'নাভিবর্দ্ধনাৎ নাভিসম্বন্ধাৎ নাড়ীচ্ছেদনাৎ।' (টীকা)

জ্যোতিঃশাস্ত্রবিহিত তিথিনক্ষত্র না হইলেও জাতকর্ম্ম করিতে হইবে। আজকাল এই উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা স্রোতে এই সংস্কার লোপপ্রায়। [সংস্কার দেখ।]

জাতক্রিয়া (স্ত্রী) জাতস্য ক্রিয়া। জাতকর্ম্ম। [জাতকর্ম্ম দেখ।]

জাতকাম (ত্রি) জাতঃ কামঃ যস্য বহুব্রী। জাতকামনা, যাহার কামনা জন্মিয়াছে।

জাতকোপ (ত্রি) জাতঃ কোপঃ যস্য বহুব্রী। জাতক্রোধ, যাহার ক্রোধ হইয়াছে।

জাতপুত্র (ত্রি) জাতঃ পুত্রঃ যস্য বহুব্রী। যাহার পুত্র হইয়াছে।

জাতমাত্র (ত্রি) সদ্যোজাত, যে এইমাত্র জন্মিয়াছে, জন্মিবামাত্র, জন্মের অব্যবহিত পরক্ষণ।

"জাতমাত্রং ন যঃ শত্রুং রোগঞ্চ প্রশমং নয়েৎ॥" (পঞ্চত° ১।২৬৪)

জাতরূপ (ক্লী) জাতং প্রশস্তং প্রাশস্ত্যে জাতঃরূপপ্ প্রত্যয়ঃ। ১ সুবর্ণ। (পুং) ২ ধুস্তুরবৃক্ষ। (অমর) (ত্রি) জাতং রূপং যস্য বহুব্রী। ৩ উৎপন্নরূপ, উৎপন্ন মূর্ত্তি।

"ন জাতরূপচ্ছদজাতরূপতা" (নৈষধ ১।১২৯)

জাতরূপময় (ত্রি) সুবর্ণময়। (ঐত° ব্রা° ৮।১৩)

জাতরূপশিল (পুং) একটী সুবর্ণময় জনপদ। (রামায়ণ)

জাতবাসগৃহ [জাতবেশ্মন্ দেখ।]

জাতবিদ্যা (স্ত্রী) জাতে নিষ্পন্নে হোমাদৌ বিদা বিদ্যতেহনয়া বিদ্যা। প্রায়শ্চিত্তজ্ঞাপিকা বাক্। হোমের পর প্রায়শ্চিত্ত-বোধক বাক্যবিশেষ।

"ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং" (ঋক্ ১০।৭১।১১) 'জাতে কর্ত্তব্যে প্রায়শ্চিত্তাদৌ বিদ্যাং বেদত্রয়ীং বাচং বদতি ব্রহ্মা হি সর্ব্বং বেদিতুং যোগ্যো ভবতি' (সায়ণ)

জাতবেদস্ (পুং) বিদ্যতে লভ্যতে, বিদ্-লাভে-অসুন্ বা জাতং বেদো ধনং যস্মাৎ। অগ্নি। মহাভারতে এই অগ্নির স্বরূপ এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—লোকদিগের পবিত্রকারক বলিয়া পাবক, হব্য বহন করে বলিয়া হব্যবাহন, বেদার্থের নিমিত্ত জন্মিয়াছে বলিয়া জাতবেদস্ নাম হইয়াছে।

"পাবনাৎ পাবকশ্চাস্মি বহনাদ্ধব্যবাহনঃ।
বেদত্বদর্থং জাতাঃ বৈ জাতবেদা স্ততোহস্মি॥" (ভা° ২।৩১।৪১)

"জন্মন্ জন্মন্ নিহিতো জাতবেদাঃ।" (ঋক্ ৩।১।২০) জাত মাত্রই জঠরানলরূপে অবস্থিত বলিয়া, অগ্নির নাম জাত-বেদা। জাতবিষয় সকল যিনি অবগত আছেন। "আদাব জাতবেদঃ" (ঋক্ ১।৪৪।১) 'জাতবেদঃ, জাতানাং বেদিতঃ' (সায়ণ)

'জাতবেদাঃ কস্মাজ্জাতানি বেদ জানাতি বৈনং বিদুর্জাতে জাতে বিদ্যতে ইতি বা জাতবিত্তো বা জাতধনো বা জাতবিদ্যো বা জাতপ্রজ্ঞানো যৎতজ্জাতঃ পশূন বিন্দত ইতি তজ্জাতবেদসো জাতবেদস্ত্বং ইতি ব্রাহ্মণং। তস্মাৎ সর্ব্বানৃতূন্ পশবো অগ্নি মভি সর্পন্তি।' ৩ জাতপ্রজ্ঞ। ৪ জাতধন। ৫ সূর্য্য। "উদু ত্যং জাত-বেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ" (ঋক্ ১।৫০।১) 'জাতবেদসং জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং জাতধনং বা' (সায়ণ) "পঞ্চমঃ পঞ্চতপসাং তপনো জাতবেদসাং"। পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যার মধ্যে তপনও একটী অগ্নিস্বরূপ। জাতানি সর্ব্বাণি কারণত্বেন বিদন্তি যং, বিদ্ জ্ঞানে-অসুন্। ৬ অন্তর্যামী পরমেশ্বর।

"ওঁ পরোরজঃ সবিতুর্জাতবেদো দেবস্য ভর্গো মনসেদং জজান" (ভাগ° ৫।৭।১৪)

জাতবেদস (ত্রি) জাতবেদসঃ ইদং বাসদেবতা অস্য তাত-বেদস্-অণ্। অগ্নি সম্বন্ধীয়। "প্রনূনং জাতবেদসমশ্বং" (নিরুক্ত° ৭।২০) অগ্নিদেবতা সম্বন্ধীয় সাম বেদের ঋক্ মন্ত্রভেদ।

"তদেকমেব জাতবেদসং গায়ত্রং তৃচং দশতয়ীষু বিদ্যতে যত্তু কিঞ্চিদাগ্নেয়ং তজ্জাতবেদসাং স্থানে যুজ্যতে।"

জাতবেদসী (স্ত্রী) জাতবেদস স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "উত্তরে জ্যোতিষি জাতবেদসী উচ্যতে" (ভারত ভীষ্ম)

জাতবেদসীয় (ক্লী) জাতবেদ সম্বন্ধীয়। (শতপ° ব্রা° ১৩।৫।১।১২)

জাতবেশ্মন্ (ক্লী) যে ঘরে পুত্রাদির জন্ম হয়, আঁতুড়ঘর। (কথাসরিৎ ১৭।৬৭)

জাতস্নেহ (পুং) জাতঃ স্নেহঃ যস্য বহুব্রী। যাহার স্নেহ জন্মিয়াছে।

জাতাপত্য (পুং) জাতং অপত্যং যস্য বহুব্রী। যাহার পুত্র হইয়াছে।

জাতায়ন (পুং) জাতস্য গোত্রাপত্যং। জাত গোত্রের অপত্য।

জাতি (স্ত্রী) জন-ক্তিন্। ১ জন্ম। ২ গোত্র। ৩ অশ্মন্তিকা। ৪ আমলকী। ৫ ছন্দোবিশেষ, ছন্দঃ দুইপ্রকার বৃত্ত ও জাতি, অক্ষরের সহিত মিল থাকিলে বৃত্ত হয়, আর মাত্রানুসারে হইলে জাতি হয়।

"বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ"। (ছন্দোম°) হ্রস্ব ও দীর্ঘানুসারে মাত্রা হয়।

"একমাত্রোভবেৎ হ্রস্বোদ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকং।" (ছন্দোম°)

হ্রস্বস্বর একমাত্র, দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্র, প্লুতোস্বর ত্রিমাত্র, ব্যঞ্জন অর্দ্ধ-

মাত্র। যথা আর্য্যাজাতি প্রভৃতি প্রথম ও তৃতীয়পাদে দ্বাদশ-মাত্রা, দ্বিতীয়পাদে অষ্টাদশমাত্রা, চতুর্থপাদে পঞ্চদশমাত্রা হইলে আর্য্যাজাতি হয়। ৬ জাতীফল। ৭ মালতী। (মেদিনী) ৮ বেদ-শাখাভেদ। ৯ ষড়্জাদি সপ্তমস্বর। ১০ অলঙ্কারভেদ। ১১ চুল্লী। (শব্দার্থচিং) ১২ কাম্পিল্ল। (বিশ্ব)

১৩ ব্যাকরণ মতে কোন কোন শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থকে জাতি বলে। বৈয়াকরণগণ বলেন শব্দ চারিপ্রকার। তন্মধ্যে জাতিবাচক এক প্রকার। ব্যাকরণ শাস্ত্রে জাতির লক্ষণ এইরূপ—

"আকৃতিগ্রহণা জাতির্লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ব্বভাক্।
সকৃদাখ্যাতনির্গ্রাহ্যা গোত্রঞ্চ চরণৈঃ সহ॥"

আকৃতি দ্বারা যে পদার্থকে জানিতে পারা যায়, তাহার নাম জাতি। মনুষ্যত্ব প্রভৃতি আর মনুষ্য প্রভৃতি এক কথা এইরূপ মনে ভাবিয়া লইলে জাতি পদার্থ-টী সহজে বুঝিতে পারা যায়। জাতির উদাহরণ মনুষ্য বা মনুষ্যত্ব প্রভৃতি হস্ত-পদাদি বিশেষ বিশেষ আকৃতি জানিতে না পারিলে মনুষ্য বা মনুষ্যত্ব জানিতে পারা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি জ্ঞান হয়, মনুষ্য দেখিয়া বৃক্ষ জানা যায় না, যেহেতু মনুষ্যের আর বৃক্ষের আকৃতি এক নহে। মনে কর যে ব্যক্তি কোন দিনও বৃক্ষ কিরূপ তাহা জানে না, তাহাকে বৃক্ষ চিনাইতে হইলে বলিতে হইবে। "যাহার শাখা, পল্লব ও বল্কলাদি আছে তাহাকে বৃক্ষ বলে।" সুতরাং সে ব্যক্তি শাখা পল্লবাদি আকৃতি জানিয়াই বৃক্ষ বা বৃক্ষত্ব জানিতে পারিল।

আকৃতি দেখিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি অথবা ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব, শূদ্রত্ব প্রভৃতি জানিতে পারা যায় না, এই জন্য দ্বিতীয় লক্ষণ বলা হইতেছে—

"লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ব্বভাক্।"

যাহারা সকল লিঙ্গ গ্রহণ করে না অর্থাৎ সকল লিঙ্গে যাহাদের শব্দরূপ হয় না তাহারাও জাতি। যথা—ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি। এই সকল শব্দের কোন পুংলিঙ্গে আর স্ত্রীলিঙ্গেই রূপ হইয়া থাকে। এই লক্ষণানুসারে দেবদত্ত কৃষ্ণ-দাস প্রভৃতি এক লিঙ্গভাগী সংজ্ঞাশব্দগুলিও জাতিবাচক হইতে পারে, এই জন্য পূর্ব্বোক্ত উভয় লক্ষণেরই বিশেষণ রূপে বলা হইতেছে। "সকৃদাখ্যাত নির্গ্রাহ্যা।"

একবার উপদেশ করিলেই নিশ্চয়রূপে কোনও এক শ্রেণীর জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। দেবদত্ত কৃষ্ণদাস প্রভৃতি এক লিঙ্গভাগী হইলেও কেবল এক এক ব্যক্তি কোনও নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী নহে।

বেদৈকদেশ ক্রিয়াবাচক কঠাদি শব্দ এবং গার্গ, গার্গী প্রভৃতি অপত্য প্রত্যয়ান্ত ত্রিলিঙ্গভাগী শব্দ সকল জাতিবাচক করিবার জন্য তৃতীয় লক্ষণ বলা হইতেছে—

"গোত্রঞ্চ চরণৈঃ সহ।"

বেদৈকদেশ কঠাদি শব্দ ও অপত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দও জাতিবাচক হইবে।

মহাভাষ্যে জাতির লক্ষণান্তর কথিত হইয়াছে—

"প্রাদুর্ভাববিনাশাভ্যাং সত্ত্বস্য যুগপদ্গুণৈঃ।
অসর্ব্বলিঙ্গাং বহ্বর্থাং তাং জাতিং কবয়ো বিদুঃ॥"

কোন পণ্ডিতের মতে সমস্ত যে একটী অনুগত ধর্ম্ম আছে তাহাই জাতি এবং ব্রহ্ম।

"সম্বন্ধভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমাগবাদিষু।
জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ।
তাং প্রাতিপদিকার্থঞ্চ ধাত্বর্থঞ্চ প্রচক্ষতে।
সা নিত্যা সা মহানাত্মা তামাহুস্ত্বতলাদয়ঃ॥"

গো প্রভৃতি নিখিল পদার্থ সম্বন্ধভেদে যে 'সত্তা' রূপ একটী পদার্থ আছে, তাহারই নাম জাতি, ইহাতেই সকল শব্দ অবস্থিত। এই জাতিই ধাত্বর্থ ও প্রাতিপদিকার্থ বলিয়া বুঝিতে হয়। ইহা নিত্য ও আত্মস্বরূপ, ত্ব তল্ প্রভৃতি ভাবার্থক প্রত্যয়ে এই জাতিকেই বুঝাইয়া থাকে। কেবল জাতিই এক ও নিত্য, ব্যক্তি অনেক ও অনিত্য।

"অনেকব্যক্ত্যভিব্যঙ্গ্যা জাতিঃ স্ফোট ইতি স্মৃতাঃ।"

অনেক ব্যক্তিতে অভিব্যক্ত জাতিকে স্ফোট বলা হয়। শব্দ দুই প্রকার, নিত্য আর অনিত্য। নিত্য শব্দ এক মাত্র স্ফোট, তদ্ভিন্ন বর্ণাত্মক শব্দসমূহ অনিত্য। বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটাত্মক যে একটী নিত্য শব্দ আছে, তদ্বিষয়ে অনেক গ্রন্থে অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই, স্ফোট না থাকিলে কেবল বর্ণাত্মক শব্দ দ্বারা অর্থ বোধ হইত না। দেখ ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, অকার, গকার, নকার, ইকার, এই চারিটী বর্ণ স্বরূপ যে অগ্নি শব্দ, তদ্দ্বারা বহ্নির বোধ হয়। কিন্তু তাহা কেবল চারিটী বর্ণ দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। কারণ যদি ঐ চারিটী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা বহ্নির বোধ হইত, তাহা হইলে কেবল অকার কিংবা গকার উচ্চারণ করিলে বহ্নির বোধ না হয় কেন? এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত ঐ চারিটী বর্ণ মিলিত হইয়া বহ্নির বোধ জন্মাইয়া দেয়। এ কথা বলা নিতান্ত ভুল, যে বর্ণ সকল আশুবিনাশী (পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়), সুতরাং অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাহাদিগের একত্র অবস্থান সম্ভবে না। ঐ চারিটী বর্ণ দ্বারা প্রথমত স্ফোটের অভিব্যক্তি

অর্থাৎ স্ফুটতা জন্মে। পরে স্ফুটতা (স্ফোট) দ্বারা বহ্নির বোধ হয়।

"কৈশ্চিদ্ ব্যক্তয় এবাস্তা ধ্বনিত্বেন প্রকল্পিতাঃ।"

ব্যক্তি সকল এই জাতির ধ্বনি বলিয়া কেহ কেহ কল্পনা করেন। জাতিকে যে স্ফোট বলা হইয়াছে, তাহা বাচ্য বাচকের একত্ব স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

১৪ নৈয়ায়িক মতে ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত জাতি একরূপ পদার্থ। গৌতম সূত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"সমানা প্রসবাত্মিকা।" (গৌ° ২।১৩৪)

'সমানঃ সমানাকারকঃ প্রসবো বুদ্ধিজন ন মাত্মস্বরূপং যস্যাঃ সা, তথা চ সমানাকারবুদ্ধিজননযোগ্যত্বমর্থঃ।' (গৌ-বৃ° ২।১৩৪)

যে পদার্থ সমান জ্ঞান জন্মে, তাহাকে জাতি বলে। উদাহরণ—মনুষ্যত্ব, পশুত্ব ইত্যাদি।

মনে কর একজন ব্রাহ্মণ আর একজন শূদ্র, এই উভয়কেই সমান বা এক বলিতে হইলে কিরূপে সমান বা এক বলা যায়। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র, শূদ্রেরও ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা পূজা করেন, শূদ্র তাঁহার সেবা করে। ব্রাহ্মণের গলায় যজ্ঞোপবীত, শূদ্রের গলায় মালা, তবে এই স্থলে মনুষ্যত্ব লইয়া উভয়কে সমান বা এক বলা যাইতে পারে, মনুষ্যত্ব উভয়েই আছে, সুতরাং মনুষ্যত্ব জাতি হইল।

সমান জ্ঞান যে জন্মায়, তাহার নাম জাতি বলিয়াই জাতির অপর নাম সামান্য। জাতি বলিলে যাহাকে বুঝিতে হইবে, সামান্য বলিলেও তাহাকেই বুঝিতে হইবে।

এই জাতির অনেক প্রকারলক্ষণ ও নানাপ্রকার ভেদ আছে। "সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ।" (গৌ° ১।৫৮) 'প্রযুক্তে হি হেতৌ যঃ প্রসঙ্গো জায়তে সা জাতিঃ স চ প্রসঙ্গঃ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানমুপালম্ভঃ প্রতিষেধঃ ইতি। উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুরিত্যস্যোদাহরণসাধর্ম্ম্যেণ প্রত্যবস্থানং। উদাহরণ, বৈধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুরিত্যস্যোদাহরণবৈধর্ম্ম্যেণ প্রত্যবস্থানং। প্রত্যনীকভাবাজ্জায়মানোঽর্থো জাতিঃ।' (বাৎস্যায়ন।১।২৫৯।)

ব্যাপ্তি নিরপেক্ষ সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা যে দোষ কথন, তাহার নাম জাতি। "ছলাদি ভিন্ন দূষণা মর্থ মুত্তরং" ছলাদি ব্যতিরেকে দোষের যে অযোগ্য, তাহার নাম জাতি।

"স্বব্যাঘাতকমুত্তরং।" (গৌবৃ° ১।৫৮) স্বপ্রতিবন্ধক উত্তরের নাম জাতি।

বক্তা যে অর্থতাৎপর্য্যে যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া যদি তদ্বিপরীত অর্থ কল্পনা পূর্ব্বক, মিথ্যা যে দোষারোপ করা যায়, তাহাকে ছল কহে, যথা—হরিপ্রসাদমহংভক্ষয়ামি। আমি হরির প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছি, ইত্যাদি স্থলে হরি শব্দের বিষ্ণুরূপ তাৎপর্য্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া বানররূপ অর্থকল্পনাপূর্ব্বক, "কি! তুমি বানরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ কর" ইত্যাদি দোষারোপ করা। এই প্রকার বাক্‌ছল, সামান্যচ্ছল ও উপচারচ্ছল রহিত অসদুত্তরকে অর্থাৎ বাদি কর্ত্তৃক সংস্থাপিত মত দূষণে অসমর্থ, অথবা নিজ মতের হানিজনক যে উত্তর তাহাকে জাতি কহে, এই জাতি পদার্থ ২৪ প্রকার। যথা—

"সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যোৎকর্ষাপকর্ষবর্ণ্যাবর্ণ্যবিকল্পসাধ্যপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্টান্তানুৎপত্তিসংশয়প্রকরণহেত্বর্থাপত্ত্যবিশেষোপপত্ত্যুপলব্ধ্যনুপলব্ধিনিত্যানিত্যকার্য্যসমাঃ॥" (গৌ° সূ ৫।১)

সাধর্ম্ম্যসম, বৈধর্ম্ম্যসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম, বর্ণ্যসম, অবর্ণ্যসম, বিকল্পসম, সাধ্যসম, প্রাপ্তিসম, অপ্রাপ্তিসম, প্রসঙ্গসম, প্রতিদৃষ্টান্তসম, অনুৎপত্তিসম, সংশয়সম, প্রকরণসম, হেতুসম, উপপত্তিসম, উপলব্ধিসম, অনুপলব্ধিসম, নিত্যসম, অনিত্যসম, কার্য্যসম এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতি। গৌতম সূত্রে, তর্কভাষা এবং তর্কদীপিতেও উক্তপ্রকার জাতির বিবরণ লিখিত আছে।

প্রভাকর মতে—আকৃতি দ্বারা ব্যঙ্গপদার্থকেই জাতি বলিয়া স্বীকার করা হয়, গুণত্বাদির জাতিত্ব স্বীকার করা হয় না।

নৈয়ায়িকদিগের মতে গুণত্ব প্রভৃতিও জাতি হইয়া থাকে। তর্কপ্রকাশিকাতে এইরূপ জাতিলক্ষণ উক্ত হইয়াছে—"নিত্যাঽনেকসমবেতম্।"

যে পদার্থ নিত্য অর্থাৎ ধ্বংস ও প্রাগ্‌ভাবরহিত এবং সমবায় সম্বন্ধে পদার্থ সকলে বর্ত্তমান আছে, তাহাকে জাতি বলে। যথা দ্রব্যত্ব গুণত্ব, ঘটত্ব, কর্ম্মত্ব ইত্যাদি।

দেখ—ঘটত্ব অর্থাৎ ঘটগত যে একটী বিলক্ষণ ধর্ম্ম আছে, তাহা নিত্য, কেন না ঘট বিনষ্ট হইলেও ঘটত্ব নষ্ট হয় না। ঘটত্ব নিখিল ঘটেই বিদ্যমান, যেহেতু একটী ঘট দেখিয়া আবার আর একটী ঘট দেখিলেও ঘট বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এই ঘটত্ব ঘটসমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান আছে, সুতরাং ঘটত্বজাতি হইল(১)। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে ঐরূপই জাতিলক্ষণ কথিত হইয়াছে। ভাষাপরিচ্ছেদে জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

"সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেব চ।"

সামান্য অর্থাৎ জাতি দুই প্রকার, পরজাতি ও অপর-

(১) "ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

জাতি। ব্যাপক জাতি পরাজাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, আর অদ্যাপি জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যগুণ ও কর্ম্ম এই পদার্থত্রয়ে যে সত্তা আছে, ইহাকেও পরাজাতি বলে। সত্তাজাতি কখনও অপরা জাতি হয় না, ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি যে জাতি, ইহারা অপরা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, ইহারা কখনও পরা হয় না। কিন্তু দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতি পরা অপরা উভয়ই হয়।

"দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তিস্তু সত্তা পরতয়োচ্যতে।
পরভিন্না চ যা জাতিঃ সৈবাপরতয়োচ্যতে।
দ্রব্যত্বাদিকজাতিস্তু পরাপরতয়োচ্যতে।" (ভাষাপরি°)

দ্রব্যত্বজাতি সত্তাজাতি অপেক্ষা অব্যাপক, সুতরাং অপরাপর ঘটত্বজাতি অপেক্ষা ব্যাপক বলিয়া পরা হয়।

"যচ্চ কেষাঞ্চিৎ কুতশ্চিৎ ভেদং করোতি তৎসামান্য-বিশেষো জাতিঃ।" (বাৎস্যা° ২।২।৭১)

বাৎস্যায়ন মতে, এক পদার্থ অপর পদার্থ হইতে পৃথক্ এই ভেদ উত্থাপনের কারণ সামান্যবিশেষের নাম জাতি। উদাহরণ গোত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি। বৈশেষিক দর্শনের মতে, ছয়টী ভাবপদার্থের অন্যতম এক পদার্থ জাতি। (বৈশেষিক)

অনুগত একাকার বুদ্ধিজনক পদার্থের নাম জাতি, উহা সামান্য ও বিশেষভেদে দ্বিবিধ। সামান্য আবার পর ও অপর ভেদে দ্বিবিধ।

জাতি, জাতি বলিলে এদেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে বুঝায়। ভারতবর্ষ ভিন্ন অপর কোন দেশে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, সেই সেই দেশের অধিবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও সকলেই একজাতি বলিয়া গণ্য। কিন্তু এই ভারতবর্ষে সেরূপ নহে। এখানে প্রধানতঃ চারিবর্ণের বাস, এই চারিবর্ণ হইতে অসংখ্য শ্রেণী, অসংখ্য শাখা এবং অসংখ্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

ধর্ম্ম ও নীতির ভিত্তি হইতে হিন্দুসমাজে জাতীয়তা সংগঠিত। ঐহিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়েই হিন্দুগণ জাতিকর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন। জাতিত্ব রক্ষা করিতে না পারিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকে না। এরূপ অনিবার্য্য জাতিভেদ প্রথা কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

উৎপত্তি। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে, আমরা সর্ব্ব প্রথম চারিজাতির উৎপত্তির কথা দেখিতে পাই, তাহা এই—

A—"যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূপাদা উচ্যেতে॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"(ঋক্ ১০।৯০।১১-১২)

যখন পুরুষ বিভক্ত হইলেন, কত ভাগে তাঁহাকে বিভক্ত করা হইয়াছিল? তাঁহার মুখ কি হইল, বাহু, উরু ও পদদ্বয়ই বা কি হইল? ইঁহার মুখে ব্রাহ্মণ ছিল, বাহুযুগলই রাজন্য করা হইল, যাহা হইতে বৈশ্য, তাহাই ইঁহার উরুযুগল এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বাজসনেয়সংহিতা (৩১।১৬) এবং অথর্ব্ববেদেও (১৯।৬।৬) ঐ পুরুষসূক্ত আছে এবং মন্ত্রের সকল অংশই ঋক্‌সংহিতার সহিত মিল আছে, কেবল অথর্ব্ববেদে "উরু" স্থানে "মধ্য তদস্য যদ্বৈশ্যঃ" এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয়সংহিতায় (কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে) একটু বিশেষ করিয়া লিখিত আছে—

B—"প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি সমুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমগ্নির্দেবতান্বসৃজত গায়ত্রীচ্ছন্দোরথন্তরং সাম ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণামজঃ পশূনাং তস্মাত্তে মুখ্যামুখতোহ্যসৃজ্যন্তোরসো বাহুভ্যাং পঞ্চদশং নিরমিমীত তমিন্দ্রো দেবতান্বসৃজ্যত ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বৃহৎসাম রাজন্যো মনুষ্যাণামবিঃ পশূনাং তস্মাত্তে বীর্য্যাবন্তো বীর্য্যাধ্যসৃজ্যন্ত মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত তং বিশ্বেদেবাদেবাতা অন্বসৃজ্যন্ত জগতীচ্ছন্দোবৈরূপং সাম বৈশ্যো মনুষ্যাণাং গাবঃ পশূনাং তস্মাত্ত আদ্যা অন্নধানাধ্য সৃজ্যন্ত তস্মাদ্ভূয়াং মোন্যোভূয়িষ্ঠাহি দেবতা অন্বসৃজ্যন্ত পত্ত একবিংশং নিরমিমীততমনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ অন্বসৃজ্যত বৈরাজং সাম শূদ্রো মনুষ্যাণামশ্বঃ পশূনাং তস্মাত্তৌ ভূতসংক্রামিণাবশ্বশ্চ শূদ্রশ্চ তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেনবক্লপ্তো ন হি দেবতা অন্বসৃজ্যত তস্মাৎপাদাবুপজীবতঃ পত্তোহ্যসৃজ্যেতাং।" (৭।১।১।৪-৯)

প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন, 'আমি জন্মিব'; তিনি মুখ হইতে ত্রিবৃৎ নির্ম্মাণ করিলেন, তৎপরে অগ্নিদেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, রথন্তরসাম, মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পশুগণের মধ্যে অজ (মুখ হইতে) উৎপন্ন হইল। মুখ হইতে সৃষ্ট বলিয়াই তাহারা মুখ্য। বক্ষ ও বাহু যুগল হইতে পঞ্চদশ (স্তোম) নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে ইন্দ্রদেবতা, ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ, বৃহৎসাম, মনুষ্যগণের মধ্যে রাজন্য এবং পশুগণের মধ্যে মেষ সৃষ্ট হইল, বীর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহারা বীর্য্যবান্। মধ্য হইতে সপ্তদশ (স্তোম) নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে বিশ্বেদেব দেবতা, জগতী ছন্দঃ, বৈরূপ সাম, মনুষ্যগণের মধ্যে বৈশ্য এবং পশুগণের মধ্যে গোগণ সৃষ্ট হইল; অন্নাধার হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহারা অন্নবান্; ইহাদের সংখ্যা বহু, কারণ বহুসংখ্যক দেবতাও পরে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার পা হইতে একবিংশ (স্তোম) নির্ম্মাণ করিলেন, পরে অনুষ্টুপ্-ছন্দঃ, বৈরাজসাম, মনুষ্যগণের মধ্যে শূদ্র ও পশুগণের মধ্যে

অশ্ব সৃষ্ট হইল। এই অশ্ব ও শূদ্রই ভূতসংক্রামী, (বিশেষতঃ) শূদ্র যজ্ঞে অনুপযুক্ত, কারণ একবিংশ (স্তোমের) পর আর কোন দেবতা সৃষ্ট হয় নাই। পা হইতে উৎপন্ন বলিয়া উভয়ে (অশ্ব ও শূদ্র) পত্ত অর্থাৎ পাদদ্বারা জীবন রক্ষা করিবে।

বাজসনেয়সংহিতায় আবার অন্য স্থলে লিখিত আছে—

C—"তিসৃভিরস্তুবত ব্রহ্মাসৃজ্যত ব্রহ্মণস্পতিরধিপতিরাসীৎ" ১৪।২৮। পঞ্চদশভিরস্তুবত ক্ষত্রমসৃজ্যতেইন্দ্রোঽধিপতিরাসীৎ। (১৪।২৯) নবদশভিরস্তুবত শূদ্রার্য্যাবসৃজ্যেতামহোরাত্রে অধিপত্নী আস্তাম্।" (১৪।৩০)

(প্রজাপতি) (প্রাণ, উদান ও ব্যান এই) তিন দ্বারা স্তব করায় ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইল, ব্রহ্মণস্পতি অধিপতি হইলেন। (হস্ত ও পদাঙ্গুলি দশ, করযুগ ও বাহুযুগ এবং নাভির উর্দ্ধভাগ এই) পঞ্চদশ দ্বারা স্তব করিলে ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইল; ইন্দ্র অধিপতি হইলেন। (এবং দশাঙ্গুলি ও শরীরের উর্দ্ধাধস্থ ছিদ্ররূপ নব প্রাণ এই) উনিশ দিয়া স্তব করিলে শূদ্র ও বৈশ্য সৃষ্ট হইল। অহোরাত্র অধিপতি হইলেন। (মহীধর)

D—অথর্ব্ববেদের একস্থানে আবার লিখিত আছে—

"তদ্‌যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো রাজ্ঞোঽতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ। শ্রেয়াংসমেনমাত্মনো মানয়েত্তথা ক্ষত্রায় না বৃশ্চতে তথা রাষ্ট্রায় না বৃশ্চতে॥ অতো বৈ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ চোদতিষ্ঠতাং।"

(অথর্ব্ব ১৫।১০।১-৩)

যে রাজার গৃহে এইরূপ বিদ্বান্ ব্রাত্য অতিথিরূপে আগমন করেন, আপন অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক সম্মান করাই শ্রেয়। এরূপ করিলে তাঁহার রাজসম্মান বা রাজ্যের কিছুই হানি হয় না। এই (ব্রাত্য) হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল।

E—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতে—

"সর্ব্বং হেদং ব্রহ্মণা হৈব সৃষ্টং ঋগ্‌ভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ। যজুর্ব্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিং সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ॥" (৩।১২।৯।২)

এই সমস্ত (বিশ্ব) ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ বলেন, ঋক্ হইতে বৈশ্যবর্ণ উৎপন্ন। আবার যজুর্ব্বেদকেও ক্ষত্রিয়ের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান বলে। সামবেদ ব্রাহ্মণদিগের প্রসূতি অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে।

F—শতপথব্রাহ্মণে আবার লিখিত আছে—

"ভূরিতি বৈ প্রজাপতির্ব্রহ্ম অজনয়ত ভুবঃ ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশম্। এতাবদ্বৈ ইদং সর্ব্বং যাবদ্‌ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্।" (২।১।৪।১৩।)

"ভূঃ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রজাপতি ব্রাহ্মণকে জন্মাইয়া ছিলেন, 'ভুবঃ' এই শব্দ করিয়া ক্ষত্রিয় এবং স্ব এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বৈশ্যকে সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত বিশ্বমণ্ডলই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

G—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এক স্থানে লিখিত আছে—

"দৈব্যো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ অসুর্য্যো শূদ্রঃ।" (১।২।৬।৭)

দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণবর্ণ এবং অসুর হইতে শূদ্রবর্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আবার অন্য স্থানে লিখিত আছে—

"অসতো বৈ এষ সম্ভূতো যৎ শূদ্রঃ।" (৩।২।৩।১।)

অসৎ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে।

এই ত গেল বেদের কথা। মনুসংহিতা, কূর্ম্মপুরাণ ও ভাগবতপুরাণেও পুরুষসূক্তানুসারে চারিজাতির উৎপত্তি-কথা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক অপরাপর গ্রন্থে মতভেদ লক্ষিত হয়।

H—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—

"ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু র্ভগবান্ দৃষ্ট্বা সিদ্ধিস্তু কর্ম্মজাম্।
ততঃ প্রভৃত্যথৌষধ্যঃ কৃষ্টপচ্যাস্তু জজ্ঞিরে॥
সংসিদ্ধায়াস্তু বার্ত্তায়াং ততস্তাসাং স্বয়ম্ভুবঃ।
মর্য্যাদাঃ স্থাপয়ামাস যথারব্ধাঃ* পরস্পরম্॥
যে বৈ পরিগৃহীতারস্তাসামাসন্ বিবিধাত্মকাঃ।
ইতরেষাং কৃতত্রাণান্ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্॥
উপতিষ্ঠন্তি যে তান্ বৈ যাবন্তো নির্ভয়াস্তথা।
সত্যং ব্রহ্ম যথা ভূতং ব্রুবন্তো ব্রাহ্মণাশ্চ তে॥
যে চান্যেঽপ্যবলাস্তেষাং বৈশ্যসংকর্ম্মসংস্থিতাঃ।
কীনাশা নাশয়ন্তি স্ম পৃথিব্যাং প্রাগতন্দ্রিতাঃ॥
বৈশ্যানেব তু তানাহুঃ কীনাশান্ বৃত্তিসাধকান্।
শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ॥
নিস্তেজসোঽল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাস্তানব্রবীৎ তু সঃ।
তেষাং কর্ম্মাণি ধর্ম্মাংশ্চ ব্রহ্মা তু ব্যদধাৎ প্রভুঃ।
সংস্থিতৌ প্রাকৃতায়াস্তু চাতুর্বর্ণ্যস্য সর্ব্বশঃ॥" (৮।১৫৪-১৬০)

ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সেই ফলমূল কৃষ্টপচ্যারূপে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রজাদিগের বৃত্তি উপায় স্থির হইলে স্বয়ম্ভু তাহাদিগের মধ্যে মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। প্রজাসমূহ মধ্যে যাহারা পরিগৃহীতা এবং অপর প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, যাহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া কেবলমাত্র "সর্ব্বভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান" এইরূপ চিন্তায় দিনপাত করিত, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ; যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদিগকে

* মার্কণ্ডেয়পুরাণে 'যথা ন্যায়ং' এইরূপ পাঠ আছে।

বৈশ্য এবং যাহারা শোকদুঃখপরায়ণ, নিস্তেজ, অল্পবীর্য্য এবং অন্য জাতিত্রয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত, তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

I—বিষ্ণু, মৎস্য ও মার্কণ্ডেয়পুরাণেও ঠিক এইরূপ বর্ণিত আছে। হরিবংশে লিখিত আছে—

"ব্যতিরিক্তেন্দ্রিয়ো বিষ্ণু যোগাত্মা ব্রহ্মসম্ভবঃ।
দক্ষঃ প্রজাপতির্ভূত্বা সৃজতে বিপুলাঃ প্রজাঃ॥
অক্ষরাদ্ব্রাহ্মণঃ সৌম্যাঃ ক্ষরাৎ ক্ষত্রিয়বান্ধবাঃ।
বৈশ্যা বিকারতশ্চৈব শূদ্রাঃ ধূমবিকারতঃ॥
শ্বেতলোহিতকৈ র্বর্ণৈঃ পীতৈ র্নীলৈশ্চ ব্রাহ্মণাঃ।
অভিনির্বর্ত্তিতাঃ বর্ণাশ্চিন্তয়ানেন বিষ্ণুণা॥
ততো বর্ণত্বমাপন্নঃ প্রজাঃ লোকে চতুর্বিধাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহীপতে॥
ততো নির্ব্বাণসম্ভূতাঃ শূদ্রাৎ কর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ।
তস্মাদ্‌নার্হন্তি সংস্কারং ন হ্যত্র ব্রহ্ম বিদ্যতে॥"

J—আবার মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে—

"ততঃ কৃষ্ণো মহাভাগঃ পুনরেব যুধিষ্ঠির।
ব্রাহ্মণানাং শতং শ্রেষ্ঠং মুখাদেবাসৃজৎ প্রভুঃ॥
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়শতং বৈশ্যানাং উরুতঃ শতম্।
পদ্ভ্যাং শূদ্রশতঞ্চৈব কেশবো ভরতর্ষভ॥"

হে যুধিষ্ঠির! তখন পুনরায় কৃষ্ণ মুখ হইতে শত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, বাহু যুগল হইতে শত ক্ষত্রিয়, উরু হইতে শত বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শত শূদ্র সৃষ্টি করিলেন।

মহাভারতে আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, মনু হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

উপরে যে সকল মত উদ্ধৃত হইল, তাহার পরস্পর প্রায় বিরোধ, এরূপস্থলে উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না কিরূপে চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্ট হইল। তবে এইমাত্র স্বীকার করা যায় যে যখন বেদের সংহিতাভাগে চারি জাতির প্রসঙ্গ আছে, তখন বহুপ্রাচীনকাল হইতেই যে ভারতে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগসঃ।" গুণ এবং কর্ম্ম বিভাগানুসারেই আমি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।

বাস্তবিক যখন বৈদিক আর্য্যগণ সভ্যতার উচ্চাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় যাহাতে সমাজে কোন বিশৃঙ্খল উপস্থিত না হয়, সকল লোকেই গুণ ও কর্ম্মানুসারে নিযুক্ত থাকে, এই ভাবিয়াই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সকল পুরাণেই প্রাচীনতম রাজগণের বংশাবলী পাঠ করিলে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইবে যে পূর্ব্বকালে ব্যক্তিগত গুণকর্ম্মানুসারেই জাতি নির্ণীত হইয়াছিল।

এইরূপ নানা পুরাণে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্বর্ণ হইতে আবার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি সংবাদ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ হইতে যে অপর বর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর অপর প্রমাণ আবশ্যক নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়াদি হইতে আবার বিভিন্নবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, এখানে তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি।

ক্ষত্রিয় হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি। ভগবান্ মনুর দৌহিত্র পুরূরবা। বিষ্ণুপুরাণ মতে, এই পুরূরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর ৫ পুত্রের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধ একজন। এই ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র শুনহোত্র, শুনহোত্রের তিন পুত্র কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদ* হইতে চাতুর্বর্ণ-প্রবর্ত্তয়িতা শৌনক জন্মগ্রহণ করেন। "গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যপ্রবর্ত্তয়িতাভূৎ।" (বিষ্ণুপু° ৪।৮।১) হরিবংশের (২৯ অঃ) লিখিত আছে, গৃৎসমদের পুত্র শুনক, এই শুনক হইতে শৌনক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতি জন্মে।

"পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ।" (হরিবংশ ২৯ অঃ)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাদিতেও এই শ্লোকটী আছে। হরিবংশের ৩২ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"বৎসস্য বৎস্যভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেঽথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ।"

বৎস্য হইতে বৎস্যভূমি এবং ভার্গব হইতে ভর্গভূমি। ভার্গ-

* এই গৃৎসমদ ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ঋষি। সায়ণাচার্য্য দ্বিতীয় মণ্ডলের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"মণ্ডলদ্রষ্টা গৃৎসমদঃ ঋষিঃ। স চ পূর্ব্বমঙ্গিরসকুলে শুনহোত্রস্য পুত্র সন্ যজ্ঞকালেঽসুরৈ র্গৃহীতঃ ইন্দ্রেণ মোচিতঃ। পশ্চাত্তদ্বচনেনৈব ভৃগুকুলে শুনকপুত্রো গৃৎসমদনামাঽভূৎ। তথা চানুক্রমণিকা "যঃ আঙ্গিরস শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলমপশ্যদিতি। 'গৃৎসমদঃ শৌনকো ভৃগুতাং গতঃ। শৌনহোত্রো প্রকৃত্যা তু যঃ আঙ্গীরস উচ্যতে।"

এই মণ্ডল গৃৎসমদ ঋষি দেখিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি পূর্ব্বে আঙ্গিরসবংশীয় শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন, অসুরেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, ইন্দ্র তাঁহাকে মুক্ত করেন, পরে সেই দেবতার কথামত তাঁহার ভৃগুকুলে শুনকপুত্র গৃৎসমদ নাম হইল। সেই জন্য অনুক্রমণিকায় লিখিত আছে 'গৃৎসমদ প্রকৃত আঙ্গিরসকুলে ও শুনহোত্রের পুত্ররূপে জন্ম হইলেও ভার্গব ও শুনকপুত্র হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় মণ্ডল দেখিয়াছিলেন।

বের বংশে অঙ্গিরস পুত্রগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ জন্মগ্রহণ করেন।

পুরাণাদির মতে আয়ুর পুত্র রাজা নহুষ, তৎপুত্র যযাতি, তাঁহার পুত্র অনু, অনু হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে বলি। বিষ্ণুপুরাণের মতে এই বলির স্ত্রীগর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র এই পাঁচ পুত্র জন্মে, ইঁহারা বালেয়-ক্ষত্রিয়। ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণ মতে সেই রাজা বলি হইতে চারি বর্ণই উৎপন্ন হয়।

ক্ষত্রিয় হইতে প্রথম ত্রিবর্ণের উৎপত্তি। প্রধান প্রধান পুরাণ মতে বিতথের পাঁচ পুত্র সুহোত্র, সুহোত্র, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল। সুহোত্রের দুই পুত্র, কাশক ও রাজা গৃৎসমতি। এই গৃৎসমতির পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় ছিলেন।

"কাশকশ্চ মহাসত্ত্বস্তথা গৃৎসমতির্নৃপঃ।
তথা গৃৎসমতেঃ পুত্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ॥" (হরিবংশ ৩২ অঃ)

ক্ষত্রিয় হইতে প্রথম দুই বর্ণের উৎপত্তি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—

"বেনুহোত্রসুতাশ্চাপি গার্গ্যোনামা প্রজেশ্বরঃ।
গার্গস্য গর্গভূমিস্ত বৎসো বৎসস্য ধীমতঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব তয়োঃ পুত্রাঃ সুধার্ম্মিকাঃ।

বেনুহোত্রের পুত্র রাজা গার্গ্য, গার্গ্যহইতে গর্গভূমি ও বৎস্য হইতে ধীমান্ বৎস্য জন্মে। ঐ উভয়েরই পুত্রই সুধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন।

ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়বংশে ব্রাহ্মণ। লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে—

"হরিতো যুবনাশ্বস্য হারিতা যত আত্মজাঃ।
এতেহঙ্গিরসঃ পক্ষে ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥"

ক্ষত্রিয়রাজ যুবনাশ্বের পুত্র হরিত, তৎপুত্রগণ হারিত। অঙ্গিরস পক্ষে ইঁহারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। বিষ্ণুপুরাণের (৪।৩।৫) টীকাকার ঐ হারিত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যতো হরিতাদ্ধারিতা অঙ্গিরসো দ্বিজা হরিতগোত্রপ্রবরাঃ॥" হরিত হইতে অঙ্গিরস হারিতগণ, ইঁহারাই হারিতগোত্রপ্রবর।

ভাগবতে লিখিত আছে, পুরূরবার পুত্র আয়ু, তৎপুত্র রাভ, তৎপুত্র রভস, তাঁহা হইতে গভীর ও অক্রিয় জন্মে। তাঁহার পত্নী হইতে ব্রাহ্মণ জন্মে।

"রাভস্য রভসঃ পুত্রো গম্ভীরশ্চাক্রিয়স্ততঃ॥
তদ্গোত্রং ব্রহ্মবিজ্জজ্ঞে শৃণু বংশনেনশঃ।" ৯।১৭।১০।

পুরু হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে মহারাজ অপ্রতিরথ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—

"অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ। যতঃ কাণ্বায়ন দ্বিজা বভূবুঃ।" (৪।১৯।২)

অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি, তাঁহা হইতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণগণ সমুদ্ভূত হন। এ সম্বন্ধে ভাগবতেও লিখিত আছে—

"সুমতির্ধ্রুবোঽপ্রতিরথঃ কণ্বোঽপ্রতিরথাত্মজঃ॥
তস্য মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রস্কণ্বাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ।
পুত্রোঽভূৎসুমতেরেভি র্দুষ্মন্তস্তৎসুতোমতঃ॥" ৯।২০।৭।

ভাগবতের মতে অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধাদি ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করেন।

"অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ স্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ।" ৯।২১।২১।

বিষ্ণু, ভাগবত ও মৎস্যপুরাণের মতে ক্ষত্রিয়রাজ অজমীঢ়ের ৭ম পুরুষে মুদ্গলের জন্ম, তাঁহা হইতে মৌদ্গল্য নামক ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হয়।

"মুদ্গলাস্যাপি মৌদ্গল্য ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
এতেহঙ্গিরসঃ পক্ষে সংস্থিতাঃ কণ্বমুদ্গলাঃ॥" (মৎস্য)

মৎস্যপুরাণে আরও লিখিত আছে—

"কাব্যানান্ত বরাহ্যেতে ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ মহর্ষয়ঃ।
গর্গাঃ সঙ্কৃতয়ঃ কাব্যা ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥"

গর্গ, সঙ্কৃতি ও কাব্য কবিবংশীয় এই ৩ জন মহর্ষি ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। ভাগবত, বিষ্ণু, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—

"গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ব্রহ্মহ্যবর্ত্তত।" ভাগ° ৯।২১।১৯।

গর্গ হইতে শিনি এবং তাহা হইতে গার্গ্যগণ জন্মলাভ করেন। সেই গার্গ্যগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

সকল প্রধান পুরাণেই লিখিত আছে, গর্গের ভ্রাতা মহাবীর্য্য, তৎপুত্র উরুক্ষয়, এই উরুক্ষয়ের তিন পুত্র জন্মে, ত্রয্যারুণ, পুষ্করী ও কপি, এই তিনজনই ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"উরুক্ষয়সুতঃ হ্যেতে সর্ব্বে ব্রাহ্মণতাং গতাঃ।" (মৎস্যপুরাণ)

ভাগবতের (৯।২১।১৯) টীকায় শ্রীধরস্বামীও লিখিয়াছেন— "যেঽত্র ক্ষত্রবংশে ব্রাহ্মণগতিং ব্রাহ্মণরূপতাং গতাস্তে।" এইরূপ অনেক ক্ষত্রিয়সন্তানই পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ক্ষত্রিয় শব্দে তাঁহাদের অনেকের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতবাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে বিশ্বামিত্র, কৌশিক, কাণ্ব, আঙ্গিরস, মৌদ্গল্য, বাৎস্য, কাণ্বায়ন, শুনক, হারিত প্রভৃতি অনেক গোত্র দৃষ্ট হয়, তাহা ক্ষত্রোপেত-গোত্র অর্থাৎ সেই সেই ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষগণ সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যত্ব এবং বৈশ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির কথাও অনেক পুরাণে লিখিত আছে। সকল প্রধান পুরাণ মতে ক্ষত্রিয়রাজ নেদিষ্ট বা দিষ্টের পুত্র নাভাগ। বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণের মতে নাভাগ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
"নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণাবৈশ্যতাং গতঃ।" (ভাগ°৯।২।২৩)
মার্কণ্ডেয়পুরাণ মতে, নাভাগ বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন। হরিবংশে (১১ অঃ) লিখিত আছে—
"নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"

নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য, তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপ ব্রাহ্মণেতর অনেক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণও বেদের ঋষি বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। মৎস্যপুরাণে (১৩২ অঃ) বর্ণিত আছে—ভলন্দ, বন্দ্য ও সংকৃতি এই তিনজন বৈশ্য বেদের মন্ত্র করিয়াছেন। মোট ৯১জন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে অনেক বেদমন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

"ভলন্দশ্চৈব বন্দ্যশ্চ সংকৃতিশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
তে মন্ত্রকৃতো জ্ঞেয়াঃ বৈশ্যানাং প্রবরাঃ সদা॥
ইত্যেকনবতিঃ প্রোক্তাঃ মন্ত্রাঃ যৈশ্চ বহিষ্কৃতঃ।"

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলি পাঠ করিলে বোধ হয় যে প্রকৃত গুণকর্ম্মানুসারেই জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে (১৪৩ অঃ) লিখিত আছে—
"ব্রাহ্মণ্যং দেবি দুষ্প্রাপ্যং নিসর্গাদ্ব্রাহ্মণঃ শুভে।
ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশূদ্রৌ বা নিসর্গাদিতি মে মতিঃ।
কর্ম্মণা দুষ্কৃতেনেহ স্থানাদ্ভ্রশ্যতি বৈ দ্বিজঃ।
জ্যেষ্ঠং বর্ণমনুপ্রাপ্য তস্মাদ্ রক্ষেত বৈ দ্বিজঃ।
স্থিতো ব্রাহ্মণধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।
ক্ষত্রিয়ো বাঽথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ং স গচ্ছতি॥
যস্তু ব্রহ্মত্বমুৎসৃজ্য ক্ষাত্রং ধর্ম্মং নিষেবতে।
ব্রাহ্মণ্যাৎ স পরিভ্রষ্টঃ ক্ষত্রযোনৌ প্রজায়তে।
বৈশ্যকর্ম্ম চ যো বিপ্রো লোভমোহব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং প্রাপ্য করোত্যল্পমতিঃ সদা।
স দ্বিজো বৈশ্যতামেতি বৈশ্যো বা শূদ্রতামিয়াৎ।
স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতো বিপ্রস্ততঃ শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥…
এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।"

(মহাদেব বলিতেছেন) 'হে দেবি! সহজে ব্রাহ্মণ্যলাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। আমার মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণই প্রকৃতিসিদ্ধ। দুষ্কর্ম্মানুসারে দ্বিজ স্বধর্ম্মচ্যুত হয়। এই জন্য ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়া, (অতি যত্নে) রক্ষা করা বিধেয়। যে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রাহ্মণধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম পালন করে, সে আবার ব্রাহ্মণধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ক্ষত্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ যে অল্পমতি ব্রাহ্মণ দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া লোভ ও মোহের বশে বৈশ্যের কর্ম্ম আশ্রয় করে, সে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। বৈশ্যও শূদ্র হইতে পারে। ব্রাহ্মণও স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে এবং বৈশ্যও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

মহাভারতের বনপর্ব্বেও (১৮০ অঃ) লিখিত আছে—

"সর্প উবাচ।
ব্রাহ্মণঃ কো ভবেৎ রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির।
ব্রবীহ্যতিমতিং ত্বাং হি বাক্যৈরনুমিমীমহে॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।
সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণঃ ইতি স্মৃতিঃ॥
বেদ্যং সর্প পরং ব্রহ্ম নির্দুঃখমসুখঞ্চ যৎ।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি ভবতঃ কিং বিবক্ষিতম্॥

সর্প উবাচ।
চাতুর্বর্ণ্যং প্রমাণঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচৈব হি।
শূদ্রেষ্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ॥
আনৃশংস্যমহিংসা চ ঘৃণা চৈব যুধিষ্ঠির।
বেদ্যং যচ্চাত্র নির্দুঃখমসুখঞ্চ নরাধিপ॥
তাভ্যাং হীনং পদঞ্চান্যন্নতদস্তীতি লক্ষয়ে।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ন চ ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥
যৎ পুনর্ভবতা প্রোক্তং ন বেদ্যং বিদ্যতীতি চ।
তাভ্যাং হীনমতোঽন্যত্র পদং নাস্তীতি চেদপি॥
এবমেতন্মতং সর্প তাভ্যাং হীনং ন বিদ্যতে।
যথা শীতোষ্ণয়োর্মধ্যে ভবেন্নোষ্ণং ন শীততা॥
এবং বৈ সুখদুঃখাভ্যাং হীনং নাস্তি পদং ক্বচিৎ।
এষা মম মতিঃ সর্প যথা বা মন্যতে ভবান্॥

সর্প উবাচ
যদি তে বৃত্ততো রাজন্ ব্রাহ্মণঃ প্রসমীক্ষিতঃ।
বৃথা জাতিস্তদায়ুষ্মন্ কৃতির্যাবন্ন বিদ্যতে।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মিথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥
তাবচ্ছূদ্রসমো হ্যেষ যাবদ্বেদে ন জায়তে॥"

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তোমার কথাতেই আমি বুঝিয়াছি, তুমি বুদ্ধিমান্, আমায় বল কে ব্রাহ্মণ? আর জানিবারই বা কি আছে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, নাগরাজ! স্মৃতির মতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, নির্দ্দোষ, তপ এবং ঘৃণা, যাহাতে দেখা যায়, সেই ব্রাহ্মণ। দুঃখসুখবর্জ্জিত ব্রহ্মই জানিবার জিনিষ, যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে আর শোক করিতে হয় না। আপনার আর কি বলিবার আছে? সর্প বলিলেন, চারি বর্ণের পক্ষেই বেদই একমাত্র প্রমাণ ও সত্য বলিয়া গ্রাহ্য। শূদ্রেও সত্য, দান, অক্রোধ, অনৃশংস্য, অহিংসা এবং ঘৃণা দৃষ্ট হয়। আর জানিবার মধ্যে যাহাতে সুখ দুঃখ নাই, এই দুইপদ-বর্জ্জিত (ব্রহ্ম ব্যতীত) কিছুই দেখিতে পাই না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, কোন শূদ্রে যে যে লক্ষণ আছে, দ্বিজেও সেই সেই লক্ষণ আছে বটে। এরূপ স্থলে শূদ্রবংশ হইলে যে শূদ্র এবং ব্রাহ্মণবংশ হইলেই ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না, যে ব্যক্তিতে বৈদিকাচারাদি দৃষ্ট হয় সেই ব্রাহ্মণ; যাহাতে তাহা নাই, তাহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আর আপনি যে বলিলেন, সুখদুঃখ হীন কিছুই জানিবার নাই তাহা যথার্থ। যেমন শীত ও উষ্ণ মধ্যে উষ্ণ ও শীত হইতে পারে না। এইরূপ কোন পদই সুখদুঃখ হীন হইতে পারে না। আমারও এই মত। আপনি কি বিবেচনা করেন?

সর্প কহিলেন, রাজন্! যদি বৃত্তি অনুসারেই ব্রাহ্মণ হইল, তবে সে কৃতি না হইলে তাহার জাতি (জন্ম) বৃথা।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাসর্প! এই মনুষ্যজন্মে সকল বর্ণের সঙ্করত্ব হেতু জাতিনির্ণয় করা অতি কঠিন। সকল বর্ণের লোকেরাই সকল বর্ণের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিতেছে। সকলের ভক্ষ, সকলের মৈথুন, সকলের জন্মমৃত্যু এক প্রকার। বাস্তবিক যে পর্য্যন্ত না মানবের বেদাধিকার জন্মে, সে পর্য্যন্ত শূদ্রই থাকে।*

* টীকাকার নীলকণ্ঠ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, "ইতরস্তু ব্রাহ্মণপদেন ব্রহ্মবিদং বিবক্ষিত্বা শূদ্রাদেরপি ব্রাহ্মণত্বমভ্যুপগম্য পরিহরতি শূদ্রে-ত্বিতি। শূদ্রলক্ষ্যকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি ন ব্রাহ্মণলক্ষ্যকামাদিকং শূদ্রেস্তি ইত্যর্থঃ। শূদ্রোপি কামাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণঃ। ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব ইত্যর্থঃ।"

আবার শান্তিপর্ব্বে (১৮৮ ও ১৮৯ অধ্যায়ে) লিখিত আছে—

"অসৃজদ্ব্রাহ্মণানেবং পূর্ব্বং ব্রহ্মা প্রজাপতীন্।
আত্মতেজোঽভিনিবৃত্তান্ ভাস্করাগ্নিসমপ্রভান্॥
ততঃ সত্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তপো ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্।
আচারঞ্চৈব শৌচঞ্চ স্বর্গায় বিদধে প্রভুঃ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বা দৈত্যাসুরমহোরগাঃ।
যক্ষ রাক্ষসনাগাশ্চ পিশাচা মনুজাস্তথা॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যে চান্যে ভূতসঙ্ঘানাং বর্ণাংস্তাংশ্চাপি নির্ম্মমে॥
ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতম্।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা॥

ভরদ্বাজ উবাচ।

চাতুর্বর্ণ্যস্য বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে।
সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ॥
কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভো শোকশ্চিন্তা ক্ষুধা শ্রমঃ
সর্ব্বেষাং ন প্রভবতি কস্মাদ্বর্ণো বিভিদ্যতে॥
স্বেদমাত্রপুরীষাণি শ্লেষ্মা পিত্তং সশোণিতম্।
তনুঃ ক্ষরতি সর্ব্বেষাং কস্মাদ্বর্ণো বিভিদ্যতে॥
জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধবর্ণানাং কুতো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ॥

ভৃগুরুবাচ।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ
ত্যক্তা স্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতা কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিসিধ্যতে॥
ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্ত্বজ্ঞানতাং গতাঃ॥
ব্রহ্মণা ব্রহ্মতন্ত্রস্থাস্তপস্তেষাং ন নশ্যতি।
ব্রহ্ম ধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিয়মাংস্তথা॥
ব্রহ্মচৈব পরং সৃষ্টং যে ন জানন্তি তেঽদ্বিজাঃ
তেষাং বহুবিধাস্ত্বন্যাস্তত্র তত্র হি জাতয়ঃ॥
পিশাচা রাক্ষসা প্রেতা বিবিধা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ
প্রনষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ স্বচ্ছন্দাচারচেষ্টিতাঃ॥

ভরদ্বাজ উবাচ।
ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা দ্বিজোত্তম।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ্ব্রূহি বদতাং বর॥
ভৃগুরুবাচ।
জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ॥
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ।
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ সবৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানমথো দ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥
ক্ষেত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচতে॥
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্যঃ ইতি সংজ্ঞিতাঃ॥
সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥
শূদ্রে চৈতন্তবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
স বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥"

ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে আপনার তেজ হইতে ভাস্কর ও অনলের ন্যায় প্রভাশালী ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি-দিগের সৃষ্টি করিয়া স্বর্গলাভের উপায় স্বরূপ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, শাশ্বত বেদ, আচার ও শৌচের দৃষ্টি করিলেন। পরে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বিধ মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা শ্বেতবর্ণ (অর্থাৎ সত্ত্ব গুণ), ক্ষত্রিয়েরা লোহিতবর্ণ (অর্থাৎ রজোগুণ), বৈশ্যগণ পীতবর্ণ (অর্থাৎ রজ ও তমোগুণ) এবং শূদ্রগণ কৃষ্ণবর্ণ (অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ) প্রাপ্ত হইল। ভরদ্বাজ কহিলেন, রাজন্! সকল মনুষ্যেইত সর্ব্বপ্রকার বর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব কেবল বর্ণ (বা গুণ) দেখিয়া মনুষ্যগণের বর্ণ ভেদ করা যাইতে পারে না। দেখুন, সকল লোকই কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রম দ্বারা ব্যাকুল হয় এবং সকলের দেহ হইতেই স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত নির্গত হইয়া থাকে। অতএব গুণ দ্বারা কিরূপে বর্ণ বিভাগ করা যাইতে পারে। ভৃগু কহিলেন, ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদায় জগৎই ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব; যাঁহারা রজ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা বৈশ্যত্ব এবং যাহারা তমোগুণপ্রভাবে হিংসাপর, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন। অতএব সকল বর্ণেরই নিত্য ধর্ম্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া বেদময় বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারাই লোভ বশত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকে, এই জন্য তপস্যা নষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ অবগত হইতে না পারেন, তাঁহারা অতি নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য এবং জ্ঞান বিজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারপরায়ণ পিশাচ, রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি বিবিধ ম্লেচ্ছজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের লক্ষণ কি? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্। ভৃগু কহিলেন, যাঁহারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত, পরম পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হইয়া প্রতি দিন সন্ধ্যা-বন্দন, স্নান, তপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথিসৎকার এই ষট্‌-কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা শৌচাচারপরায়ণ, নিত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ, গুরুপ্রিয় ও সত্যনিরত হইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, আর যাঁহাদিগকে দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, ক্ষমা, ঘৃণা ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত দেখা যায়, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বেদাধ্যয়ন, যুদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ-দিগকে ধন দান এবং প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়। যাঁহারা পবিত্র হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃষি-বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহারা বৈশ্য এবং যাহারা বেদবিহীন ও আচারভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বদা সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান ও সর্ব্ব বস্তু ভক্ষণ করে, তাহারাই শূদ্র। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র এবং যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় নিয়মনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত মহাভারতীয় প্রমাণ ও পৌরাণিক বংশবিবরণ দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে অতি পূর্ব্বকালে এখনকারমত জাতি-ভেদ ছিল না। কোন ব্যক্তির গুণ ও কর্ম্মদ্বারা তাহার জাতি বা বর্ণ নির্ণীত হইত। পূর্ব্বকালের লোকেরা পিতৃপুরুষের গুণ ও

কর্ম্মের সর্ব্বতোভাবে অনুকরণ করিত; এইরূপে এক এক বংশ বহুপুরুষ ধরিয়া একপ্রকার কর্ম্ম ও গুণশালী হইয়া একটী পৃথক্ জাতি বলিয়া গণ্য হইল। এইরূপে চাতুবর্ণ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বৈদেশিক আক্রমণ এবং প্রকৃত গুণকর্ম্ম অভাবেও নীচজাতির উচ্চবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদানেও সমাজে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়, সেই সময় হইতে ভারতে জাতি ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এই জন্যই এখন চাতুবর্ণের মধ্যে পূর্ব্বকালের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আচার ব্যবহারের অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। [কোঙ্কণস্থ ও পুষ্কর ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চালর শব্দ দ্রষ্টব্য।]

ভগবান্ মনুর মতে—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থঃ এক জাতিস্তু শূদ্রাঃ নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥" (১০'৪)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ বা জাতি, এ ছাড়া পঞ্চম জাতি নাই। মনুটীকাকার কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন—"পঞ্চমঃ পুনর্বর্ণো নাস্তি সংকীর্ণজাতীনাং ত্বশ্বতরবৎ মাতপিতৃজাতিব্যতিরিক্ত-জাত্যন্তর-ত্বান্ন বর্ণত্বম্।"

পঞ্চমবর্ণ আর নাই। সংকীর্ণ অর্থাৎ দুই ভিন্ন বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন জাতিকে অশ্বতরাদির ন্যায় মাতা পিতা ছাড়া অন্য জাতিত্ব প্রযুক্ত তাহাকে বর্ণ মধ্যে গণ্য করা যায় না।

মনুর মতে—(১০।২০)

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ।"

সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন দ্বিজাতিগণ নিয়মাদিহীন ও গায়িত্রী পরিভ্রষ্ট হইলে তাহাকে ব্রাত্য বলে। শক, কম্বোজাদি পতিত ক্ষত্রিয়কে ব্রাত্য বলা যায়। [ব্রাত্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

আবার মনু প্রকাশ করিয়াছেন—

"মুখবাহূরুপজ্জানাং যালোকে জাতয়োবহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তেদস্যবঃ স্মৃতাঃ॥" (১০।৪৫)

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি কারণে যাহারা বাহ্যজাতি বলিয়া গণ্য হয়, সাধুভাষীই হউক, আর ম্লেচ্ছভাষীই হউক, তাহারা সকলেই দস্যু নামে গণ্য।

মন্বাদি স্মৃতিকারগণের মতে উচ্চবর্ণের পিতা ও নীচ বর্ণের মাতা হইতে যে সন্তান জন্মে, তাহাকে অনুলোম এবং নীচবর্ণের পিতা এবং উচ্চ বর্ণের মাতা হইতে যে পুত্র জন্মে তাহাকে প্রতিলোম বর্ণ সঙ্কর বলে, অনুলোম অপেক্ষা প্রতিলোম অতি হেয় বলিয়া গণ্য। ভগবান্ মনুর মতে অনুলোমগণ মাতৃদোষে দুষ্ট বলিয়া মাতৃজাতির সংস্কারযোগ্য হয়। শূদ্র হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন আয়োগব, ক্ষত্তা, চণ্ডাল এই তিন জাতির ঔর্দ্ধদেহিকাদি কোন প্রকার পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই। এজন্য ইহারা নরাধম বলিয়া গণ্য। ব্রাত্যগণ প্রতিলোমজ পুত্রের ন্যায় ঔর্দ্ধদৈহিকাদি পিতৃকার্য্যে অধিকারী হয় না।

আশ্বলায়ন স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ অনেক প্রকার জাতির উল্লেখ আছে। সেই সকল সঙ্কর জাতি হইতে আবার ভারতবর্ষে অসংখ্য প্রকার জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। [সঙ্কর ও ভারতবর্ষ শব্দে সেই সেই জাতির নাম এবং সেই সেই শব্দে তাহাদের উৎপত্তি ও আচারব্যবহারাদি দ্রষ্টব্য।]

পাশ্চাত্য মানবতত্ত্ববিদ্‌গণ বর্ত্তমান ভারতবাসীদিগকে আর্য্য, দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় এই তিন প্রধান বর্ণে বিভক্ত করেন। তাঁহাদের মতে বৈদিককালে ভারতে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই জাতির বাস ছিল। আর্য্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ এবং অনার্য্য বা কৃষ্ণবর্ণ আদিম অধিবাসীগণ শূদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিলে অনেক আদিম অধিবাসী তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাহারাও কর্ম্মানুসারে চাতুবর্ণ মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল কৃষ্ণবর্ণ আদিমজাতি আর্য্যগণের বিরোধী হইয়াছিল। তাহারা সকলেই শূদ্র বলিয়া গণ্য হয়। [বর্ণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এইরূপ আর্য্য হইতেও অনেক অনার্য্যজাতির উৎপত্তির কথা শুনিতে পাই। ঋগ্বেদের ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৭।১৮) লিখিত আছে—"তস্য হ বিশ্বামিত্রস্যৈকশতং পুত্রা আসুঃ পঞ্চাশদেব জ্যায়াংসো মধুচ্ছন্দসঃ পঞ্চাশৎ কনীয়াংসঃ তদ্‌যে জ্যায়াংসো ন তে কুশলং মেনিরে। তাননু ব্যজহারান্তান্ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি ত এতেন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদস্যা বহবো ভবন্তি বিশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।"

সেই বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চাশজন মধুচ্ছন্দা অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ এবং পঞ্চাশজন তাঁহা অপেক্ষা ছোট। জ্যেষ্ঠ পুত্রগণ তাহাতে (শুনঃশেপের অভিষেকে) ভাল বোধ করিল না। তখন বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন, "তোদের বংশধরেরা সকলেই নীচ জাতি হইবে।" তজ্জন্য বিশ্বামিত্রবংশীয় অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতিবগণ ভ্রষ্ট ও বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ দস্যু ভূয়িষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

শবর প্রভৃতিকে পাশ্চাত্যগণ দ্রাবিড় শাখাসম্ভূত অনার্য্য জাতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ইহারা আর্য্যজাতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পাশ্চাত্য মানবতত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপে জগতের বর্ণনির্ণয় করিয়া থাকেন। এই পৃথিবীস্থ মানববর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের মুখশ্রী, দৈহিক উন্নতি, মস্তক-গঠন প্রভৃতি বাহ্য আকারের অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যায় যে স্থানবিশেষের যাবতীয় লোকের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এই বৈষম্য ও সাদৃশ্য উৎপত্তিমূলক বলিয়াই বোধ হয়, যে সকল মানব যেরূপ আকৃতিবিশিষ্ট লোক হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাদিগের আকারও তৎসদৃশ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বৈষম্যপ্রযুক্ত মানবগণ সাধারণতঃ পাঁচটী প্রধান জাতিতে বিভক্ত হইয়া থাকে; যথা ককেসীয়, মোঙ্গলীয়, ইথিওপীয় বা কাফ্রিজাতি, আমেরিক ও মলয়। কেহ কেহ শেষোক্ত জাতি দুইটীকে মোঙ্গলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, ককেসীয় জাতীয় লোকগণ পূর্ব্বে কাস্পীয় সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতসঙ্কুল স্থানে বাস করিত; মোঙ্গলীয়গণ আল্‌তাই পর্ব্বতের ভূভাগে এবং ইথিওপীয় অর্থাৎ নিগ্রো জাতি আত্‌লাস্ পর্ব্বতশৃঙ্খলাকীর্ণ ভূভাগে বাস করিত। এই সমস্ত জাতির আদিম বাসভূমি প্রকৃতরূপে নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। যাহা হউক পণ্ডিতগণ বলেন, ককেসীয় জাতি হইতে প্রধান দুইটী বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার এক শাখা আর্য্য, অপর শাখা সমিতিক (Semetic) নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দু, পারসিক, আফগান, আর্ম্মাণী এবং প্রধান প্রধান য়ুরোপীয় জাতি আর্য্যশাখা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে সিরীয় ও আরবীয় জাতি সমিতিক শাখোৎপন্ন। আর্য্য ও সমিতিক জাতীয় লোকদিগের শারীরিক উজ্জ্বল বর্ণের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু ইহাদের ভাষার কোনরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। এই জাতীয় লোকদিগের ধর্ম্মজ্ঞান অতি উচ্চ। ইহাদিগের মস্তকের গঠন সম্ভবমত পূর্ণ। ইহাদিগের শারীরিক আভ্যন্তরীন যন্ত্রগুলি পূর্ণভাবে কার্য্যকরী। আরবীগণ অতিশয় কার্য্যকুশল, ইহাদের রঙ্ ঈষৎ পিঙ্গল, কপালদেশ উচ্চ, চক্ষু দুইটী বৃহৎ, নাসিকার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম এবং ওষ্ঠ পাতলা। আরবীগণ সাধারণতঃ অতিশয় ভ্রমণশীল। কেহ কেহ বলেন, আরবীয় কালদী-শাখা হইতে য়িহুদিদিগের উৎপত্তি হইয়াছে এবং আফ্রিকার মুরগণ ও কানানাইট (Cananite) নামক জাতি ও আরবীয় শাখা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আত্‌লাস্ পর্ব্বতের উভয়পার্শ্বে তুয়ারিক নামক জাতি বাস করে। ইহারা যদিও আরবীয় অপেক্ষা দুর্দ্দান্ত এবং ইহাদিগের রং ময়লা, তথাপি অন্যান্য বিষয়ে ইহাদিগকে আরবীয় শাখোৎপন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

আর্য্যশাখোৎপন্ন মানবগণ প্রথমতঃ অক্সস্ নদীর তীরে বাস করিতেন। তাঁহারা তথা হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গমন করিয়াছেন। একাংশ পারস্য দেশে ও অপরাংশ য়ুরোপভূমে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। যাঁহারা কাশ্মীরের উত্তরে মধ্যএসিয়ার মধ্যে বাস করিতেন। তাহাদিগের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় কতক ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ শব্দবিদ্যানুশীলন দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দু, পারসিক, গ্রীক প্রভৃতি প্রধান প্রধান য়ুরোপীয়গণ সকলেই এক আর্য্যবংশসম্ভূত। আর্য্যশাখার যে সমস্ত লোক য়ুরোপখণ্ডে প্রবেশ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক দল য়ুরোপের পশ্চিম প্রান্তে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা কেল্ট নামে প্রসিদ্ধ। আধুনিক আইরিস্, স্কট, ওয়েল্‌স্ ও আরমোরিকগণ কেল্ট জাতি সমুৎপন্ন। আর একদল উত্তরখণ্ডে অবস্থিতি করেন, ইঁহারা জর্ম্মণ নামে বিখ্যাত। এই জর্ম্মণ জাতি দুইভাগে বিভক্ত—একভাগ হইতে নরওয়ে, সুইডেন ও দেনমার্কের অধিবাসিগণ উদ্ভূত হইয়াছেন। অপরভাগ হইতে টিউটন্ জাতির উৎপত্তি। আধুনিক জর্ম্মণ, ইংরাজ প্রভৃতি জাতি টিউটন্ শাখা হইতে উৎপন্ন। আর একদল লাটিন নামে প্রসিদ্ধ হইয়া য়ুরোপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই লাটিন জাতি হইতেই ইতালীয়দিগের উৎপত্তি। চতুর্থশাখা স্লাভোনীয় নামে প্রসিদ্ধ হইয়া য়ুরোপের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থান করিতেছে। এই শাখা আবার দুইভাগে বিভক্ত, একভাগ হইতে পোল, বোহিমীয় প্রভৃতির উৎপত্তি, অপরভাগ হইতে রুষ ও সর্ভীয়দিগের উৎপত্তি। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জাতিই এক ককেসীয় জাতি হইতে উৎপন্ন। ককেসীয়দিগের সাধারণ বর্ণ ধবল, কেশ কৃষ্ণবর্ণ, মস্তক ও মুখাকৃতি অপেক্ষা বৃহৎ, মুখ ডিম্বাকৃতি, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা সরু। ইহাদিগের নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধি শক্তি অতি প্রখর। ইহারা অতিশয় উন্নতিশীল। অন্যান্য জাতীয় লোক অপেক্ষা ইহারা অতিশয় উন্নত।

ককেসীয় জাতি।

মোঙ্গলীয়গণও পূর্ব্বে ককেসীয় জাতির নিকট আলতাই পর্ব্বতে বাস করিত। এই জাতীয় লোকও অতি ভ্রমণশীল। তাতার, মোঙ্গলীয়া, এসিয়াস্থ রুষিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ মোঙ্গলীয় জাতি-সম্ভূত। তুর্কীগণও এই জাতির এক শাখা হইতে উৎপন্ন। চীন, জাপান ও উত্তর মহাসাগরের উপকূলের অধিবাসিগণও মোঙ্গলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত। সাধা-

রণতঃ মোঙ্গলীয়দিগের রঙ্‌ অপক্ক জম্বাইফলের ন্যায়, কাহারও কাহারও রঙ্‌ প্রায় পীতবর্ণ; ইহাদিগের চুল কাল সোজা ও লম্বা, দাড়ি অতি অল্প পরিমাণেই জন্মে। ইহাদিগের নাসিকা স্থূল, ক্ষুদ্র ও চেপ্টা। ইহাদিগের মস্তক আয়তাকার, পার্শ্বদেশ কিঞ্চিৎ চৌরস্‌ এবং ললাটদেশ নিম্ন, চক্ষু ঈষৎ অসমান্তরাল, কর্ণ বৃহৎ, ওষ্ঠ পুরু। এই জাতি অতিশয় অনুকরণপ্রিয়; নিজ বুদ্ধি বলে নূতন কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা ইহাদিগের নাই। ইহারা কৃষিকার্য্যে অতি পটু। নীতি-জ্ঞানে অতিহীন। এই জাতির ভাষা অনুশীলন করিলে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, যে এই জাতিও ককেসীয় জাতির ন্যায় দুইটী শাখায় বিভক্ত। এক শাখা হইতে চীনদিগের উৎপত্তি। চীনদিগের ভাষায় বিশেষত্ব এই যে ইহাদিগের সমস্ত কথাই একবর্ণিক।

মোঙ্গলীয়।

ইথিওপীয় অর্থাৎ কাফ্রিজাতি। আফ্রিকার সর্ব্বত্রই এই জাতির বাস; কেবলমাত্র ভূমধ্যসাগরের উপকূল প্রদেশে এই জাতীয় লোকগণ তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। আফ্রিকা মহাদেশের ঐ অঞ্চলে ককেসীয় জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়। কাফ্রিজাতীয় লোকদিগের বর্ণ ও চক্ষু উভয়ই কৃষ্ণবর্ণ, ইহাদিগের চুল কাল, মস্তকের পার্শ্বদেশ চাপা এবং সম্মুখদেশ বর্দ্ধিত, ললাটদেশ অপ্রশস্ত ও ক্রমনিম্ন, কপোলদেশ স্ফীত ও নিঃসারিত, নাসিকা স্থূল ও চেপ্টা, চক্ষু কুটিল ও ওষ্ঠ অতিশয় পুরু।

পূর্ব্বে আফ্রিকা ইথিওপীয় নামে অভিহিত হইত, এই জন্যই এই স্থানীয় লোক ইথিওপীয় নামে খ্যাত হইয়াছে। এই জাতি নিগ্রো নামেও খ্যাত। দাস-ব্যবসায়ী নিগ্রোগণ যেরূপ আকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত আছে, সেইরূপ নিগ্রো গিনি প্রদেশ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্তনিবাসী হটেন্‌টট্‌গণের আকৃতি অনেকাংশে চীনদিগের সদৃশ; ইহাদিগের মুখাকৃতি অতি কদর্য্য এবং শরীর অদৃঢ়। উত্তরপ্রান্তবাসী কাফ্রিগণ অপেক্ষাকৃত লম্বা, বলিষ্ঠ ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। একমাত্র হটেন্‌টট্‌প্রদেশ ব্যতীত আফ্রিকার সর্ব্বত্রই ভাষার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কাফ্রিজাতির বুদ্ধি অতিহীন, ইহাদিগের আবিষ্কৃত কোন অক্ষর নাই, ইহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান অতি নিকৃষ্ট। এই জাতীয় লোকগণ ক্রমশঃই উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতেছে।

আমেরিক জাতিগণের আবাসভূমি পূর্ব্বে অতিশয় বিস্তৃত ছিল। এখন উহাদিগের অধিকাংশ স্থান ককেসীয়দিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ইহারা আমেরিকার রক্তবর্ণ আদিম অধিবাসী নামেও খ্যাত। ইহাদের রং কৃষ্ণ, কিঞ্চিৎ রক্তাভ, চুল কাল, সোজা ও শক্ত। ইহাদের অল্প ও ক্ষুদ্র শ্মশ্রু জন্মে। কপাল দেশের অস্থি উন্নত, নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র, মস্তক ক্ষুদ্র, অগ্রভাগ উন্নত, পশ্চাৎভাগ চেপ্টা, মুখ বৃহৎ ও ওষ্ঠ পুরু। ইহাদিগের শিক্ষাশক্তি অতি অল্প। ইহাদিগের সমুদ্রে ভ্রমণ করিবার সাহস নাই। ইহারা প্রতিহিংসা-পরায়ণ, অস্থির ও যুদ্ধপ্রিয়। কেহ কেহ এই আমেরিকদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। মেক্সিকো, পেরুবীয় ও বসোটবাসী আমেরিকগণ অপেক্ষাকৃত উন্নত। এই আমেরিকদিগের সকলের আকৃতি সমান নহে, কিন্তু ইহারা সকলেই প্রায় একরূপ গুণবিশিষ্ট এবং ইহাদের ভাষাও একরূপ। এই জাতীয় লোকগণ ক্রমেই ক্ষয় হইতেছে।

মলয় জাতি সুমাত্রা, বর্ণিও, যব, ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপে বাস করে। ইহাদিগের শরীর তাম্রবর্ণাভ, ইহাদিগের চুল কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু দেখিতে কদর্য্য, মুখ বৃহৎ, নাসিকা স্থূল ও ক্ষুদ্র, মুখদেশ প্রশস্ত ও চেপ্টা, দন্তগুলি বৃহৎ। ইহাদের মস্তক উন্নত ও গোলাকার, ললাটদেশ নিম্ন ও প্রশস্ত। ইহাদিগের নৈতিকজ্ঞান অতি নিকৃষ্ট। ইহারা নিগ্রো অথবা আমেরিকদিগের ন্যায় অলস অথবা সমুদ্রভীরু নয়। ইহারা অনেক সময় কার্য্যকালে বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক প্রদেশ আদিম অধিবাসীশূন্য হইয়া নূতন লোক কর্তৃক উপনিবেসিত হইয়াছে। য়ুরোপখণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা সম্যক্‌ উপলব্ধি হইবে। য়ুরোপের প্রত্যেক প্রদেশেই কেল্ট, জর্ম্মণ, লাটিন প্রভৃতি জাতির শাখার ঘাত প্রতিঘাতে এক একটী নূতন জাতি সংগঠিত হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, কেল্টজাতি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত। এই জাতি মধ্য-এসিয়া হইতে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া য়ুরোপে প্রবেশ করিয়াছে এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে য়ুরোপের সকল জাতিই ককেসীয়-কেল্ট শাখা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বাস্তবিক পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ককেসীয়জাতির আধি-

পত্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকায় সেখানকার আদিম নিবাসীদিগের সহিত ককেসীয়জাতীয় লোকের সংমিশ্রণে নূতন নূতন জাতি উৎপন্ন হইতেছে।

এইরূপে য়ুরোপীয় ও নিগ্রো জাতির সংমিশ্রণে মুলাটো (Mulatto), নিগ্রো ও আমেরিক জাতির সংশ্রবে জম্বো (Zamboe) প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হইতেছে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, পাশ্চাত্যমতে, মানবগণ পাঁচটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে ককেসীয়গণ শ্বেতবর্ণ, মোঙ্গলীয়গণ পীতবর্ণ, ইথিওপীয়গণ কৃষ্ণবর্ণ ও আমেরিকগণ তাম্রবর্ণ। কিন্তু শারীরিক বর্ণ দ্বারা সকল সময়ে জাতিবিশেষ নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। একজাতীয় লোকও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হইতে পারে। হিন্দুগণ ককেসীয় জাতিভুক্ত, কিন্তু ইহাদের বর্ণ য়ুরোপীয় ককেসীয় জাতির তুল্য শ্বেত নহে। কৃষ্ণবর্ণে অধিক উত্তাপ সহ্য করিতে পারে, এই জন্যই নিগ্রো জাতীয় লোকের বাস উষ্ণপ্রধান দেশে। ইহাদিগের শরীরও উত্তাপ সহ্য করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট লোকদিগের শরীর-সংস্থান বিষয়ে এই প্রভেদ লক্ষিত হয় যে এক শ্রেণীর লোক-দিগের আঠাময় চর্ম্মেই রক্তের উপকরণ মিশ্রিত থাকে, অন্য শ্রেণীর তাহা থাকে না।

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কেশ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন, কেশের মূলদেশে শারীরিক বর্ণের উপাদান বিন্যস্ত আছে। নিগ্রোদিগের পসমের ন্যায় কেশও কৃষ্ণ বর্ণ এবং আমেরিকদিগের খাড়া চুল ও রক্ত বর্ণ দেখিলে শারীরিক বর্ণের সহিত কেশের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বোধ হয়। সেইরূপ চক্ষুর সহিতও ইহাদের সম্বন্ধ আছে। সাধারণতঃ সুন্দর বর্ণ-বিশিষ্ট লোকের চক্ষু উজ্জ্বল এবং কেশও শোভনীয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের মস্তকের গঠন বিভিন্ন প্রকার এবং এই জন্যই তাহাদিগের বুদ্ধিশক্তিরও পার্থক্য হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ককেসীয় জাতির মস্তক প্রায় গোলাকার, ললাটদেশ মধ্যমাকার, কপোলাস্থি ক্ষুদ্র, সম্মুখের দন্তগুলি লম্বভাবে অবস্থিত। মোঙ্গলীয়দিগের মস্তক আয়তাকার, কপোলাস্থি নিঃসারিত, নাসারন্ধ্র অপ্রশস্ত, নাসিকা চেপ্টা। ইথিওপীয় জাতির মস্তক ক্ষুদ্র ও পার্শ্বদেশে চাপা, ললাটদেশ ঈষৎ ন্যুব্জ, কপোলাস্থি ঊর্দ্ধপ্রসারিত ও নাসারন্ধ্র বিস্তৃত। আমেরিকদিগের গঠন অনেকাংশে মোঙ্গলীয়দিগের ন্যায়, কেবল ইহাদিগের ঊর্দ্ধদেশ গোলাকার এবং পার্শ্বদেশ মোঙ্গ-লীয়দিগের ন্যায় তত চাপা নহে। মলয়দিগের তালুদেশ ক্ষুদ্র। মুখের ও মস্তকাস্থির দৈর্ঘ্যবশতঃই ককেসীয়গণ বুদ্ধি বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক উন্নত। এই ককেসীয় জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখোৎপন্ন জাতিবিশেষের শিরো-স্থির তারতম্য জন্য বুদ্ধিবৃত্তির ন্যূনাধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় জাতিসমূহের শিরোস্থির বিশেষ বৈষম্য দৃষ্ট হয়।

মানবজাতিবিভাগ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যেও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। লেব্‌নিজ ও লেসপিড (Leibnitz and Lacepede) মানবজাতিকে য়ুরোপীয়, লাপ্‌-লণ্ডীয়, মোঙ্গলীয় এবং নিগ্রো এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। লিনিয়স্ (Linnæus) বর্ণভেদে শ্বেত, পীত, রক্ত ও কৃষ্ণ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। কান্ত (Kant) মানব-সমূহকে শ্বেতবর্ণ, তাম্রবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও জল্পাই ফলের বর্ণ এই চারি বর্ণে বিভক্ত করেন। ব্লুমেনবক্ (Blumenbach) ককে-সীয়, মোঙ্গলীয়, ইথিওপীয়, আমেরিক ও মলয় এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। বাফুন (Buffon) মানবমণ্ডলীকে উত্তর-প্রদেশীয়, তৎপর প্রদেশীয়, দক্ষিণ এসিয়, কৃষ্ণবর্ণীয়, য়ুরোপীয় এবং আমেরিক এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রিচার্ড বলেন, মানবগণ ইরাণ (ককেসীয়), তুরাণ (মোঙ্গলীয়), আমেরিক, হটেন্‌টট্‌, নিগ্রো, পাপুয় ও আলফোরা (অষ্ট্রেলীয়) এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত। পিকারিং (Pickering) শ্বেত, মোঙ্গলীয়, মলয়, ভারতীয়, নিগ্রো, ইথিওপীয়, হাব্‌সী, পাপুয়, নিগ্রিতো, অষ্ট্রেলীয় এবং হটেন্‌টট্‌ এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। পিশ্চেলের (Peschel) মতে মানবগণ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—(১) অষ্ট্রেলীয় ও তাসমনীয়, (২) পাপুয়, (৩) মোঙ্গলীয়, (৪) দ্রাবিড়ীয়* (ভারতবর্ষের পশ্চিম-প্রান্ত নিবাসী অনার্য্যগণ এই বংশসম্ভূত), (৫) হটেন্‌টট ও বুসম্যান, (৬) নিগ্রো, (৭) ভূমধ্যসাগরপ্রদেশীয়। এই ভূমধ্যসাগরপ্রদেশীয়গণই ব্লুমেনবাকের মতে ককেসীয় জাতি।

জাতিকোশ (ক্লী) জাতেঃ কোশমিব। জাতীফল।

জাতিকোষ (ক্লী) জাতেঃ কোশমিব। জাতীফল। (ভাবপ্র°) চলিত কথায় জায়ফল। "জাতীফলংজাতিকোষঃ মালতীফল-মিত্যপি।" ইহার গুণ রস, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রোচন, লঘু, কটু, দীপন, শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক, মুখের বিরসতানাশক, মল-কারক, কৃমি, কাস, বমি, শ্বাস ও শোষনাশক এবং স্থূলকারক।

জাতিকোষী (স্ত্রী) জাতিকোষমস্ত্যস্তীতি অচ্ (অর্শ আদিভ্যো অচ্। পা ৫।২।১২৭) ততঃ ঙীপ্। জাতীপত্রী। (রাজনি°) জয়িত্রী।

* দ্রাবিড়ীয় জাতির মস্তক ঈষৎ চেপ্টা। নাসিকা অনুচ্চ ও প্রশস্ত, মুখকোণ অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব, ওষ্ঠাধর স্থূল, মুখমণ্ডল প্রশস্ত ও মাংসল। ইহাদের মুখশ্রী মোটের উপর কদর্য্য ও অসমান। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার গড় উচ্চতা ৬১.৪১ ইঞ্চ হইতে ৬৩.৮২ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শরীর স্থূল এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল দৃঢ়। শরীরের বর্ণ শ্যামল ধূমবর্ণ হইতে প্রায় ঘোর কৃষ্ণ হইয়া থাকে।

জাতিধর্ম্ম (পুং) জাতীনাং ধর্ম্মঃ। ব্রাহ্মণাদির ধর্ম্ম।
"উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।" (গীতা)

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে জাতিধর্ম্মের বিষয় লিখিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জাতিধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ভীষ্ম এই প্রকার বলিয়াছিলেন। ক্রোধপরিত্যাগ, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, সম্যক্‌রূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, নিজ পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের ভরণপোষণ, এই নয়টী সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়দমন ও বেদাধ্যয়ন। শান্তস্বভাব জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎপথে থাকিয়া ধন লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন আর নাই করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচারসম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হন।

ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। যাচ্ঞা, যাজন বা অধ্যাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ। নিয়ত দস্যুবধে উদ্যত হওয়া ও যুদ্ধস্থলে পরাক্রম প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল ক্ষত্রিয় যজ্ঞশীল, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও সমরবিজয়ী তাহারাই ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হন। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধস্থল হইতে অক্ষত শরীরে প্রতিনিবৃত্ত হন, তিনি ক্ষত্রিয়াধম। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ দ্বারাই ক্ষত্রিয়গণ মঙ্গললাভ করিয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্মার্থী নরপতির ধনলাভার্থ যুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা ক্ষত্রিয়গণ প্রজাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক, যাহাতে তাহারা শান্তভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার চেষ্টা করিবেন। ক্ষত্রিয় অন্য কোন কার্য্য করুন্ আর নাই করুন, আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সদুপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ধনসঞ্চয়, বাণিজ্যাদি এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে পশুপালন করাই বৈশ্যের নিত্যধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্যকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ভগবান্ ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে মনুষ্যরক্ষা ও বৈশ্যকে পশুরক্ষার ভার প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং বৈশ্যগণ পশুপালন করিলেই মঙ্গললাভ করিবে। বৈশ্য অন্যেরও একটী ধেনুর রক্ষক হইলে দুগ্ধ, শতধেনুর রক্ষক হইলে সম্বৎসরে একটী গোমিথুন, অন্যের ধন লইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে লব্ধধনের সপ্তমভাগ এবং কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সপ্তমাংশের একাংশ আপনার বেতনস্বরূপ গ্রহণ করিবে। পশুপালন বিষয়ে অনাস্থাপ্রদর্শন বৈশ্যের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বৈশ্য পশুপালনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

ভগবান্ প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব তিন বর্ণের সেবাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই শূদ্রের পরম সুখলাভ হয়। শূদ্র অর্থ সঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তজ্জন্য পাপগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থসঞ্চয় করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। কিন্তু রাজার আদেশানুসারে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য অর্থসঞ্চয় করা শূদ্রের অবিহিত নহে। বর্ণত্রয় শূদ্রকে ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শয়ন, আসন, পাদুকা, চামর, বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিবেন। শূদ্রের এই সমস্ত দ্রব্য ধর্ম্মলব্ধ ধন। শূদ্র পরিচারক পুত্রহীন হইলে তাহার পিণ্ডদান এবং বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইলে তাহার ভরণপোষণ করা প্রভুর অবশ্যকর্ত্তব্য। শূদ্র প্রভুর বিপদ্ উপস্থিত হইলে অথবা ধনক্ষয় হইলে কখন প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবে না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ন্যায় শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার আছে, কিন্তু স্বাহা বষট্ প্রভৃতি ও বৈদিক মন্ত্রে অধিকার নাই, এই জন্য শূদ্র স্বয়ং ব্রতী না হইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারিবে, ঐ যজ্ঞের দক্ষিণা পূর্ণপাত্র।

ভগবান্ মনু জাতিধর্ম্মের বিষয় এই প্রকার বলিয়াছেন, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার ব্রাহ্মণের জাতিধর্ম্ম। প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি ক্ষত্রিয়ের জাতিধর্ম্ম। পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুসীদ (সুদ) ও কৃষি বৈশ্যের জাতিধর্ম্ম। এই তিন বর্ণের শুশ্রূষা ও অনসূয়া শূদ্রের জাতিধর্ম্ম।

"অধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েম্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথকুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥" (মনু ১।৮৮-৯১)

জাতি(তী)পত্রী (স্ত্রী) জাতেঃ (জাত্যাঃ) পত্রী ৬তৎ গৌরাদিত্বা ঙীষ্। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, জয়িত্রী। জাতিফলের ত্বগ্‌বিশেষ।

"জাতিফলস্য ত্বক্ প্রোক্তা জাতিপত্রী ভিষগ্বরৈঃ
জাতীপত্রী লঘুঃ স্বাদুঃ কটূষ্ণা রুচিবর্ণকৃৎ॥
কফকাসবমিশ্বাসতৃষ্ণাকৃমিবিষাপহা॥" (ভাবপ্র°)

ইহার গুণ লঘু, স্বাদু, কটু, উষ্ণ ও রুচিকারক, কফ, কাস বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা কৃমি ও বিষনাশক।

জাতি(তী)ফল (ক্লী) জাত্যাখ্যং ফলং মধ্যলো° কর্ম্মধা। জাতীফল, সুগন্ধ ফলবিশেষ, জায়ফল। সংস্কৃত পর্য্যায়—জাতীকোষ, ফলংজাতি, ফলজাতী, কোষক, কোশ, জাতিকোষ, জরাভোগ্য, জাতীকোশ, জাতিফল, জাতিশস্য, শালূক, মালতীফল, মজ্জসার, জাতিসার, পপুট, সুমনঃফল।

ইংরাজীতে ইহাকে নাটমেগ (Nutmeg) কহে। ইহার বৈজ্ঞানিক মাইরিষ্টিকা ফ্রেগ্রান্স (Myristica fragrans), তদ্ভিন্ন M. officinalis, M. moschata, M. aromatica প্রভৃতিও কহে।

জাতিফল বা জায়ফল একরূপ বৃক্ষের ফল। এই মনোহর বৃক্ষ চিরকাল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ নিবিড় পত্রাবৃত থাকে এবং প্রায় ৪০।৫০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। এই জাতীয় বহুবিধ বৃক্ষের ফল দেখিতে জাতিফলের সম্পূর্ণ অনুরূপ, কিন্তু উহাদের গুণের বিস্তর তারতম্য আছে এবং উহারা প্রকৃত জায়ফলের ন্যায় সুগন্ধি নহে। প্রকৃত জায়ফল ১২৬° হইতে ১৩৫° পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তর পর্য্যন্ত এবং ৩° হইতে ৭° উত্তর অক্ষরেখা পর্য্যন্ত এই চতুঃসীমার মধ্যে জন্মে। মলক্কাস্ দ্বীপপুঞ্জ, জিলোলো, সেরাম, আম্বোয়ানা, দম্মা, নিউগিনির পশ্চিমাংশ প্রভৃতি কতক স্থানে এই বৃক্ষ বন্যাবস্থায় দৃষ্ট হয়। এই সকল দ্বীপ ব্যতীত আর কোথাও এই গাছ সত্বর জন্মে না, তবে মনুষ্যগণ নানাস্থানে ইহার চারা রোপণ করিয়াছেন এবং জাতীফলভুক্ পক্ষীগণ ইহার বীজ বহুদূরে লইয়া গিয়া সেই সেই স্থানে এই গাছ বিস্তার করিতেছে। জল বায়ু ও মৃত্তিকা উপযোগী হইলে এই বৃক্ষ সহজেই বর্দ্ধিত হয়। শিঙ্গাপুরের সম-অক্ষান্তরবর্ত্তী তার্ণেত-দ্বীপে প্রথমে জাতিফল জন্মিত, ওলন্দাজগণ উহার উন্নতির জন্য ১৬৩২ খৃঃ অব্দে তার্ণেত হইতে বান্দা দ্বীপপুঞ্জে ইহার উদ্যান স্থাপন করেন। তদবধি এখন পর্য্যন্ত বান্দা হইতে বিস্তর জায়ফল নানাস্থানে রপ্তানী হইতেছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজেরা বেঙ্কুলেন ও প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপে ইহার আবাদ করেন; তৎপরে ক্রমে মলয়, শিঙ্গাপুর, পিনাঙ্ ও তথা হইতে ব্রেজিল ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইহার চাস হইতে লাগিল। কলিকাতার উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান বিষয়ক-উদ্যানেও ইহার বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। বেঙ্কুলেনদ্বীপে আজিও প্রচুর পরিমাণে জাতিফল উৎপন্ন হইতেছে। এখন প্রধানতঃ বান্দা ও বেঙ্কুলেন এই উভয় স্থান হইতেই অধিকাংশ জাতিফল নানাদেশে রপ্তানী হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে পিনাঙ্ ও শিঙ্গাপুর দ্বীপেই অধিক জায়ফল জন্মিত। বান্দা হইতেও অধিক পরিমাণে জাতিফল উৎপন্ন হয়, কিন্তু ১৮৬০ খৃঃ অব্দে ঐ সকল উদ্যান একবারে নষ্ট হইয়া যায়। চীনগণও সম্প্রতি স্বদেশে ইহার আবাদ করিতেছে। ভারতবর্ষের নীলগিরি পর্ব্বতে ও সিংহলে ইহার চাস হইতেছে। অনেকের আশা ইংরাজ রাজ্যের মধ্যে জামেকা দ্বীপেই ভবিষ্যতে প্রচুর জাতিফল উৎপন্ন হইতে পারে।

জন্মস্থানে এই সকল বৃক্ষ নবম বর্ষে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় এবং প্রায় ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। পক্ব জাতিফল দেখিতে আখ্‌রোটের ন্যায়। ইহার উপরিভাগে খোসা, পরিপক্ব ও শুষ্ক হইলে উহা সমান সমান খণ্ডে ফাটিয়া যায়। খোসা ছাড়াইলেই কোমল পত্রাকৃতি স্তরবদ্ধ দল বাহির হয়, টাট্‌কা হইলে এই দল ঘোর রক্তবর্ণ থাকে। ইহাই জয়িত্রী, জয়িত্রীর পর জায়ফল। ইহার উপর আবার দুইটী আবরণ থাকে। উপরের আবরণ অপেক্ষাকৃত মসৃণ ও কঠিন, ভিতরের আবরণ পাতলা এবং ধূমলবর্ণ, ইহাই স্থানেস্থানে শস্যের ভিতর পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া থাকে; তজ্জন্যই জাতিফল ছেদন করিলে উহাতে মার্ব্বলের ন্যায় ছিটা ছিটা চিহ্ন দৃষ্ট হয়। জয়িত্রীর পরিমাণ সমস্ত শুষ্কফলের প্রায় একপঞ্চমাংশ।

জয়িত্রী ও জায়ফল এক বৃক্ষ হইতেই উৎপন্ন হয়। এই দুই বস্তু বহু কাল হইতে এসিয়া ও য়ুরোপে বহু সমাদরে মসলারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে সকল দ্বীপে ইহারা উৎপন্ন হয় ঐ দ্বীপবাসিগণ আদৌ ইহাদের মর্ম্ম জানে না এবং কখন মসলারূপে ব্যবহার করে না।

বান্দাদ্বীপে বৎসরে তিনবার জাতিবৃক্ষে ফল ধরে। ১ম শ্রাবণমাসে, ২য় কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ও শেষবার চৈত্রমাসে ঐ সকল ফল পরিপক্ব হয়। ফল আহৃত হইলে খোসা ছাড়াইয়া জয়িত্রী বাহির করে এবং উহা পৃথক্ শুষ্ক করিয়া লয়। জাতিকোষ আবরণের মধ্যে দুইমাস ধরিয়া কাষ্ঠের ধূমে শুষ্ক করিতে হয়, নতুবা কীটে শস্য নষ্ট করিয়া ফেলে। বান্দাবাসিগণ প্রথমে দিন কএক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া অবশেষে ধূম দেয়। যখন শস্য খোসার মধ্যে নড়িতে থাকে, তখন ভাঙ্গিয়া বাহির করা হয়। অনেক সময় কীট হইতে রক্ষা করিবার জন্য জাতীকোষকে চূণে ডুবাইয়া লওয়া হয়। কিন্তু ধূমশুষ্ক জাতীকোষই অনেকের ভাল লাগে।

জায়ফল হইতে দুইপ্রকার তৈল বাহির হয়। ১ম উদ্বায়ী তৈল, ২য় স্থায়ী তৈল। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার শুভ্র ও জায়ফলের অতিশয় তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। দ্বিতীয় প্রকার তৈল কঠিন, পীতাভ ও মনোহর গন্ধবিশিষ্ট। শেষোক্ত তৈল অকর্ম্মণ্য জাতীফল চূর্ণ ও বাষ্পের তাপে উষ্ণ করিয়া এবং তৎপরে নিষ্পীড়িত করিয়া বাহির করা হয়। শীতল হইলে ঐ তৈল কঠিন, দানাকার ও পাটলবর্ণে পরিণত হয়।

জলের সহিত চোঁয়াইয়া জয়িত্রী ও জায়ফল উভয় হইতেই ইহাদের গন্ধবৎ পদার্থ বাহির করিয়া লওয়া যায়। ঐ পদার্থ তৈলময় ও অতিশয় উদ্বায়ী। ঐ পদার্থকে জয়িত্রী ও জায়ফলের আরক বলা যাইতে পারে। জয়িত্রীর আরক ঈষৎ পীতাভ, জায়ফলের আরক স্বচ্ছ। এই উভয় প্রকার আরকই সাবান সুগন্ধি করিতে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই জন্যই বিলাতে জয়িত্রী ও জায়ফলের কাট্‌তি এত অধিক। পিস্ (Piesse) সাহেব তাঁহার "আর্ট অব্ পার্‌ফিউমারি" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডে প্রতি বৎসর ১৪০,০০০ পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৭৫০ মণ জায়ফল খরচ হয়। আবার সিমণ্ডস্ (Simmonds) সাহেব লিখিয়াছেন, ১৮৭০ খৃঃ অব্দ হইতে পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় ৫৯২,১৩৬ পৌণ্ড জায়ফল কেবল ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডে খরচ হয়। ইহা পূর্ব্ব পরিমাণের চতুর্গুণের অধিক।

বহুবিধ ইংলণ্ডীয় গন্ধদ্রব্যে জায়ফলের আরক মিশ্রিত থাকে। অল্প পরিমাণে মিশ্রিত করিলে ইহা দ্বারা লাভেণ্ডার, বার্গামট প্রভৃতির গন্ধ আরও মনোরম হয়।

পূর্ব্বে বান্দার সাবান বলিয়া জায়ফলের স্থায়ী তৈল হইতে একরূপ সাবান তৈয়ার হইত। এখন জায়ফলের আরক দিয়া সাবান সুগন্ধি করিবার প্রথা হওয়ায় উহার ব্যবসা লোপ হইয়াছে।

অনেকানেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে জাতীফলের নামোল্লেখ ও উহার গুণাগুণের বিষয় বর্ণিত আছে। সুতরাং জাতীফল যে কতকাল হইতে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, খৃষ্টীয় ৬১ শতাব্দীতে আরবদেশীয় বণিকগণ পূর্ব্ব হইতে জাতীফল আমদানী করিয়া য়ুরোপে প্রেরণ করিতেন। এই সময়ে পারস্ত ও আরবদেশীয় বৈদ্যগণ ইহার গুণাগুণ জানিতেন। হিন্দুবৈদ্য ও মুসলমান হাকিমগণ জায়ফলকে উদরাময় প্রভৃতি রোগে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া থাকেন। হাকিমদিগের মতে, ইহা উত্তেজক, মাদক, পাচক, বলকারক ও উপদংশ-রোগে হিতকর।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকমণ্ডলীও প্রচুর পরিমাণে জাতীফলের আরক প্রভৃতি ব্যবহার করেন। তাঁহাদের মতে, উগ্র উত্তেজক, বায়ুনাশক এবং বহুবিধ উদরাময়রোগে ফলপ্রদ। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ইহা নিদ্রাকর। ইহার মাত্রা সচরাচর ১০ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত। জাতিফল-ভিজান-জল খাওয়াইলে ওলাউঠা রোগীর শান্তি হয়। জাতীফল হইতে তিন প্রকার দ্রব্য ঔষধ জন্য প্রস্তুত হয়, ১ উদ্বায়ী তৈল, ২ আরক ও ৩ স্থায়ী তৈল। শেষোক্ত দ্রব্য বাত, পক্ষাঘাত ও অন্যান্য বেদনায় প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হয়।

দেশীয় কবিরাজগণ নিম্নলিখিত উপায়ে জাতীফল হইতে উদরাময়ের একরূপ ঔষধ প্রস্তুত করেন। একটী জাতীফলে একটী গর্ত্ত করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ আফিম (রোগীর অবস্থা ও বয়সানুযায়ী মাত্রা) পুরিয়া উহার গুঁড়া দ্বারা ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে। পরে ঐ জাতীফল কিঞ্চিৎ ময়দার আটার ভিতর পুরিয়া উষ্ণ ভস্মে দগ্ধ করিতে হইবে। পরে ঐ কোষ ও আফিম চূর্ণ করিয়া রোগীর বয়সানুযায়ী মাত্রা খাওয়াইতে হইবে। ইহা বলকারক ও বাতনাশক। জলে বাটিয়া ইহা ফুলাস্থানে লাগাইলে উপকার হয়। ঘি ও চিনি মিশ্রিত করিয়া জায়ফল শিশুদিগের উদরাময়রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন জয়িত্রী ও জায়ফল উভয়ই রন্ধন ও পাণ প্রভৃতির মসলারূপে প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

বৈদ্যক মতে, ইহার গুণ—কষায়, কটু, উষ্ণ, গলরোগ, রক্তাতিসার ও মেহনাশক, বৃষ্য, দীপন, লঘু। (রাজনি°) রস তিক্ত, তীক্ষ্ণ, রোচন, গ্রাহক, স্বরহিতকর, শ্লেষ্মা, বায়ু ও মুখের বিরসতা-নাশক, মল, দৌর্গন্ধ্য, কৃষ্ণতা, কৃমি, কাস, বমি, শ্বাস, শোষ, পীনস ও হৃদ্রোগনাশক। (ভাবপ্র°) তৃষ্ণাশূলনাশক। (রাজব°)

জাতিফলাদিচূর্ণ, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, তগরপাদুকা (অভাবে শিউলী ছোপ, অথবা পাতাড়ি,) তালিশপত্র, রক্তচন্দন, শুণ্ঠী, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরিতকী, আমলা, মরীচ, পিপুল, বংশলোচন, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৭ পল এবং সকলের সমান সমান চিনি একত্র ভালরূপ মর্দ্দন করিয়া লইবে। গ্রহণী, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

জাতিবাধক (ত্রি) জাতে র্বাধকঃ ৬তৎ। প্রাচীন নৈয়ায়িকদিগের মতে ব্যক্তির অভেদ।

"ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং জাতিবাধকসংগ্রহঃ।" (ভাষাপরি°)

[জাতি শব্দ দেখ।]

জাতিধ্বংস (পুং) জাতেঃ ধ্বংসঃ ৬তৎ। জাতিভ্রংশ, জাতি নষ্ট হওয়া।

জাতিব্রাহ্মণ (পুং) জাত্যা জন্মনা ব্রাহ্মণঃ ৩তৎ। তপঃ স্বাধ্যায়াদিরহিত ব্রাহ্মণ। তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও যোনি এই এই তিনটী ব্রাহ্মণত্বের কারণ, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নরহিত ব্রাহ্মণ জাতিব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত।

"তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চ ত্রয়ং ব্রাহ্মণকারণম্।
তপঃশ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণএব সঃ॥" (শব্দার্থচি°)

জাতিভ্রংশ (পুং) জাতেঃ ভ্রংশঃ ৬তৎ। জাতিধ্বংস, জাতি নষ্ট হওয়া।

জাতিভ্রংশকর (ক্লী) জাতের্ভ্রংশং করোতি কৃ-ট। নববিধ পাপের অন্তর্গত পাপবিশেষ, যাহা অনুষ্ঠান করিলে জাতি নষ্ট হয়। ভগবান্ মনু জাতিভ্রংশকর পাপের বিষয় এই প্রকার বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণের পীড়া, অঘ্রেয়, লশুন, মদ্য প্রভৃতি ভক্ষণ, মিত্রের প্রতি কুটিল ব্যবহার, পুরুষে মৈথুন আচরণ জাতিভ্রংশকর।

"ব্রাহ্মণস্য রুজঃ কৃত্যা ঘ্রাতিরঘ্রেয়মদ্যয়োঃ।
জৈহ্ম্যঞ্চ মৈথুনং পুংসি জাতিভ্রংশকরং স্মৃতম্॥" (মনু ১১।৬৮)

এই পাতক জ্ঞানকৃত হইলে সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত এবং অজ্ঞানকৃত হইলে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধি হয়।

"জাতিভ্রংশকরং কর্ম্ম কৃত্বান্যতমমিচ্ছয়া।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়া॥" (মনু ১১।১২৫)

[প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

জাতিমৎ (ত্রি) উচ্চপদাভিষিক্ত।

জাতিমহ (পুং) জন্মোৎসব। (ত্রি°)

জাতিমাত্র (ক্লী) জাতিরেব, এবার্থে জাতি-মাত্রচ্। স্বাধ্যায়াদি হীন জন্মমাত্র।

"অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
নৈষাং পরিগ্রহো দেয়ো ন শিলা তারয়েচ্ছিলাম্॥" (মনু)

জাতিবচন (পুং) জাতিজ্ঞান।

জাতিবৈর (ক্লী) জাত্যা স্বভাবতো বৈরং ৩তৎ। স্বাভাবিক শত্রুতা। ইহা ৫ প্রকার—স্ত্রীকৃত, বাস্তুজ, বাগ্জ, সাপত্ন ও অপরাধজ। যেমন কৃষ্ণশিশুপাল—স্ত্রীকৃত, কুরুপাণ্ডব—বাস্তুজ, দ্রোণদ্রুপদ—বাক্জ; মূষিকনকুল—সাপত্ন এবং পূজনী ব্রহ্মদত্ত—অপরাধজ। (ভারত)

জাতিব্যূহবিধান (ক্লী) জাতিব্যূহস্য জাতিসমূহস্য বিধানং ৬তৎ। বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের পরস্পর ব্যবহারবিষয়ক নিয়ম।

জাতিশক্তিবাদ (পুং) শব্দের জাতিশক্তিসমর্থক কথাবিশেষ। [শক্তিবাদ দেখ।]

জাতিশব্দ (পুং) জাতিবাচকঃ শব্দঃ মধ্যলো°। প্রকার বিষয়ক, বিশেষ বিষয়ক, জাতিবাচক শব্দ, হংসমৃগাদি। [জাতি দেখ।]
'চিহ্নৈর্ব্যক্তের্ভবেদ্ব্যক্তে জাতিশব্দোঽপি বাচকঃ।' (হেম° ১।১৪)

জাতিশস্য (ক্লী) জাতেঃ শস্যং ৬তৎ। সুগন্ধ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, জায়ফল। (শব্দার্থচি°)

জাতিসঙ্কর (পুং) জাত্যোঃ বিরুদ্ধয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধয়োঃ পরস্পরাভাবসমানাধিকরণয়োঃ সঙ্করঃ ৬তৎ। বর্ণসঙ্কর, বিভিন্নজাতীয় মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন। [সঙ্কর দেখ।]

জাতিসম্পন্ন (ত্রি) সদ্বংশজাত, উচ্চবংশীয়।

জাতিসার (ক্লী) জাতেঃ সারং ৬তৎ বা জাত্যা স্বভাবতো সারোঽত্র। জাতীফল, জায়ফল। (রাজনি°)

জাতিস্ফোট (পুং) বৈয়াকরণমতপ্রসিদ্ধ আট প্রকার স্ফোটের মধ্যে একটী। [স্ফোট দেখ।]

জাতিস্মর (পুং) জাতিঃ স্মর্য্যতে হ্রত্র স্নানাদিনা স্মৃ আধারে, বাহুলকাৎ অপ্।' তীর্থভেদ, জাতিস্মরহ্রদে স্নান করিলে মনুষ্য পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করিতে সমর্থ হয়।

"ততো দেবহ্রদেঽরণ্যে কৃষ্ণবেণ্বা জলোদ্ভবে।
জাতিস্মরহ্রদে স্নাত্বা ভবেজ্জাতিস্মরোনরঃ॥" (ভা° ৩।৮৫ অঃ)

জাতিং পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তং স্মরতি, স্মৃ-অচ্। (ত্রি) পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তস্মারক। সর্ব্বদা বেদাভ্যাস, শৌচ, তপস্যা ও অহিংসা দ্বারা পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হয়।

"বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্॥"(মনু ৫।১৪৮)

জাতিস্মরতা (স্ত্রী) জাতিস্মরস্য ভাবঃ তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। পূর্ব্বজন্ম-স্মরণ।

জাতিস্মরত্ব (ক্লী) জাতিস্মরস্য ভাবঃ ভাবে ত্ব। পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত-স্মরণ।

জাতিস্মরহ্রদ (পুং) জাতিস্মরো নাম হ্রদঃ। তীর্থবিশেষ। [জাতিস্মর দেখ।]

জাতিস্মরণ (ক্লী) পূর্ব্বজন্মের স্মরণ।

জাতিহীন (ত্রি) জাত্যা হীনঃ ৩তৎ। জাতিরহিত, নীচজাতি।

জাতী (স্ত্রী) জন-ক্তিচ্ ততো ঙীপ্। জাতীপুষ্প, হিন্দীমতে চামেলী বলে। সংস্কৃত পর্য্যায়—সুরভিগন্ধা, সুমনস্, সুরপ্রিয়া, চেতকী, সুকুমারা, সন্ধ্যাপুষ্পী, মনোহরা, রাজপুত্রী, মনোজ্ঞা, মালতী, তৈলভাবিনী, হৃদ্যগন্ধা এই পুষ্প সকল পুষ্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

"পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী।" (উদ্ভট)

মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি অনেক ফুলগাছ এই জাতীর সমজাতীয়। এই সকলের মধ্যে জাতীফুলই শ্রেষ্ঠ। এই গাছ

গুল্মাকৃতি এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। হিমালয়ের উত্তরপশ্চিম সীমায় দুই সহস্র হইতে পাঁচ সহস্র ফিট্ উচ্চে বন্যাবস্থায় এই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এই বৃক্ষে শ্বেতবর্ণ, বড় বড়, অতি সুগন্ধি মনোহর পুষ্প হয়। শুকাইলেও উহাদের গন্ধ যায় না, এজন্য অনেকে উহা গন্ধদ্রব্য জন্য রাখিয়া দেয়। জাতীফুল হইতে মনোরম এক প্রকার আতর প্রস্তুত হয়।

সদ্য প্রস্ফুটিত জাতীফুলের সহিত তিল ছড়াইয়া রাখিলে, তিলফুলের গন্ধ হরণ করে। প্রতি দিন নূতন নূতন ফুল দ্বারা তিল উত্তমরূপ সুগন্ধ করিয়া তৈল বাহির করিলে উৎকৃষ্ট ফুলেল তৈল প্রস্তুত হয়।

য়ুরোপে স্পানিস্ জ্যাস্মিন্ (Spanis Jasmine) নামক পুষ্প জাতীফুলের অনুরূপ। ফ্রান্সদেশে উহা অপর্য্যাপ্ত জন্মে। তথায় এক পর্দ্দা শূকর বা গোরুর চর্ব্বির উপর ক্রমাগত নূতন নূতন ফুল ছড়াইয়া ঐ চর্ব্বিকে সুগন্ধ করা হয়। এই চর্ব্বির সহিত কিয়ৎ পরিমাণে স্পিরিট মিশাইয়া কিছুদিন রাখিয়া দিলেই সুগন্ধি পমেটম্ প্রস্তুত হয়। চর্ব্বির পরিবর্ত্তে একটী পরিষ্কার কাপড়ে তৈল মাখাইয়া উহাতে ফুল বাঁধিয়া রাখিলে তৈল সুগন্ধি হয়। কিছুদিন এইরূপ করিয়া নিংড়াইয়া লইলে জাতীকুসুমের তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। মনোহর গন্ধের জন্য য়ুরোপ ও ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র ইহার বিশেষ আদর।

বৈদ্যক মতে, ইহার ফুলের গুণ শীতল। ইহার পত্রের রস পান করিলে বহুবিধ চর্ম্মরোগ, মুখক্ষত, কর্ণস্রাব প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মহম্মদীয় হাকিমদিগের মতে, জাতীবৃক্ষ মৃদুবিরেচক, কৃমিনাশক, মূত্রকারক ও রজোনিঃসারক। কেহ কেহ বলেন, ইহার ফুলের প্রলেপ কামোদ্দীপক। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহার ফুল ও তৈল চর্ম্মরোগ, মস্তকবেদনা এবং দৃষ্টি শক্তির দৌর্ব্বল্যে এবং পত্র দন্তশূলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ইহার পত্র চর্ব্বণ করিলে মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিগত ক্ষত আরোগ্য হয়। ঘৃতে ইহার পত্র ভাজিয়া লাগাইলেও উক্ত রোগ ভাল হয়। সুস্থ শরীরে ইহার তৈল মাখিলে চর্ম্ম কোমল ও নিরাপদ থাকে।

ইহার কুঁড়ির গুণ—নেত্ররোগ, ব্রণ, বিস্ফোট ও কুষ্ঠনাশক। (রাজনি॰) ২ আমলকী। ৩ মালতী।

জাতীফল (ক্লী) জাত্যাখ্যং ফলং। জাতীফল, জায়ফল। [জাতিফল দেখ।]

জাতীফলতৈল (ক্লী) জাতীফলস্য তৈলং ৬তৎ। জাতীফলস্নেহ, জাতীফলের তৈল। ইহার গুণ—উত্তেজক, অগ্নিকারক, জীর্ণাতীসার, আধ্মান, আক্ষেপ, শূল ও আমবাতনাশক, বল্য, দন্তবেষ্ট ও ব্রণরোগহারক।

"তৈলং জাতীফলোদ্ভূতং সমুত্তেজনমগ্নিদম্।
জীর্ণাতিসারশমনং আধ্মানাক্ষেপশূলহৃৎ॥
আমবাতহরং বল্যং দন্তবেষ্টব্রণার্ত্তিনুৎ।" (আত্রেয়সংহিতা)

জাতীয় (ত্রি) জাতৌ ভব-ছ (বৃদ্ধাচ্ছঃ। পা ৪।২।১১৪) জাতিভব, জাতিসম্বন্ধীয়, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ইত্যাদি। ২ তদ্ধিতপ্রত্যয়বিশেষ, প্রকারার্থে জাতীয় প্রত্যয় হয়। (মুগ্ধবোধ) পাণিনি মতে জাতীয়র্ প্রত্যয় হয়।

জাতীয়ক (ত্রি) জাতীয়-স্বার্থে কন্। জাতীয়।

জাতীরস (ক্লী) জাত্যা রস ইব রসো যস্য। বোল নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (রাজনি॰)

জাতু (অব্য) জন্-ক্তুন্ পৃষোদরাৎ সাধুঃ। কদাচিৎ।
"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি" (মনু ২।৯৪)
২ সম্ভাবিতার্থ। "কো জাতু পরভাবাং হি নারীং ব্যালীমিব স্থিতাং" (ভারত ৫।১৭৯।২২।)
৩ নিন্দার্থ। (শব্দর॰)
"জাতু তত্র ভবান্ বৃষলং যাজয়তি।" গর্হার্থ-জাতুশব্দের যোগে সকল কালে লট্ বিভক্তি হয়।
"জাতু নিন্দসি গোবিন্দং জাতু নিন্দসি শঙ্করং" (মুগ্ধবোধ)

জাতুক (ক্লী) জাতু গর্হিতং নিন্দিতং কং জলং যস্মাৎ। হিঙ্গু, হিং। (শব্দর॰)

জাতুকপর্ণিকা (স্ত্রী) শাকজাতীয় বৃক্ষভেদ। (সুশ্রুত)

জাতুকপর্ণী (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ। (সুশ্রুত)

জাতুজ (পুং) জাতু-জন্-ড। গর্ভিণীর অভিলাষ, সাধ।

জাতুধান (পুং) ধীয়তে সন্নিধীয়তে ইতি ধানং সন্নিধানমস্য জাতু গর্হিতং ধানমভিধানমস্য বা। রাক্ষস।
"জাতুধানাঃ পিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ।" (কালিকাস্তো॰)

জাতুষ (ত্রি) জতুনোবিকারঃ, ইতি অণ্ ষুক্চ (ত্রপুজতুনোঃ ষুক্। পা ৪।৩।১৩৮) জতুবিকার, জতুনির্ম্মিত। (জটাধর)
"যদাহশ্রৌষং জাতুষাদ্বেশ্মনস্তান্" (ভারত ১।১৩ অঃ)

জাতূ (ক্লী) জান্ তূর্বতি হিনস্তি তুর্ব-কিপ্ পূর্ব্বপদদীর্ঘঃ। বজ্র।
"স জাতূভর্ম্মা শ্রদ্দধানঃ" (ঋক্ ১।১০৩।২)
'জাতু ইত্যশনিমাচক্ষতে' (সায়ণ)

জাতূকর্ণ (পুং) ঋষিভেদ। ইনি অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপরযুগে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

"নবমে দ্বাপরে বিষ্ণোরষ্টাবিংশে পুরাভবৎ।
বেদব্যাসস্তথা জজ্ঞে জাতূকর্ণপুরঃসরঃ॥" (হরিব॰ ৪২ অঃ)
ইনি একজন উপস্মৃতিকর্ত্তা।

"ব্যাঘ্রঃ কাত্যায়নশ্চৈব জাতুকর্ণঃ কপিঞ্জলঃ।...

উপস্মৃতয় ইত্যেতাঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।" (হেমাদ্রিদা°)

জাতুকর্ণ্য (পুং স্ত্রী) জাতুকর্ণস্য অপত্যং পুমান্ অপত্যে যঞ্। জাতুকর্ণের অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীষ্, যলোপৌ। জাতুকর্ণের অপত্যসম্বন্ধীয়া স্ত্রী।

জাতূভর্ম্মন্ (ত্রি) জাতূরূপং ভর্ম্ম আয়ুধং যস্য বহুব্রী। ১ অশনিরূপ অস্ত্র। ২ জাতপ্রজার ভর্ত্তা।

"স জাতূভর্ম্মাশ্রদ্দধান ওজঃ পুরো বিভিন্দন্" (ঋক্ ১।১০৩।৩)

'জাতূইত্যশনিং আচক্ষতে ভর্ম্ম আয়ুধং অশনিরূপং ভর্ম্ম আয়ুধং যস্য। স তথোক্তঃ যদ্বা, জাতানাং প্রজানাং ভর্ত্তা।' (সায়ণ)

জাতূষ্ঠির (ত্রি) জাতু কদাচিৎ স্থিরঃ সন্ অষত্বং দীর্ঘশ্চ। সর্ব্বদা অস্থির, চঞ্চল। "জাতূষ্ঠিরস্য প্রবয়ঃ সহস্বতঃ" (ঋক্ ২।১৩।১১)

'জাতূষ্ঠিরস্য সর্ব্বদাস্থিরস্য' (সায়ণ)

জাতেষ্টি (স্ত্রী) জাতে পুত্রজননে ইষ্টিঃ ৬তৎ। পুত্রের জন্ম হইলে যে যাগ করিতে হয়, জাতকর্ম্ম। [জাতকর্ম্ম দেখ।]

জাতেষ্টিন্যায় (পুং) জৈমিনি-প্রদর্শিত পিতৃকৃত যজ্ঞদ্বারা পুত্রগত ফলসূচক একের কাম্য ও নৈমিত্তিকরূপ ন্যায়ভেদ। [ন্যায় দেখ।]

জাতোক্ষ (পুং) জাতঃ প্রাপ্তদম্যাবস্থঃ উক্ষা টচ্ সমা°। (অচতুরেত্যাদি। পা ৫।৪।৭৭) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। যুবাবৃষ, বলদ। উৎপন্ন উক্ষা। (অমর)

জাত্য (ত্রি) জাতৌ ভবঃ ইতি যৎ। ১ কুলীন। ২ শ্রেষ্ঠ। (মেদিনী) ৩ সুন্দর। (জটাধর)

"কিং বা জাত্যাঃ স্বামিনো হ্রেপয়ন্তি" (মাঘ)

৪ কান্ত। "অতীব স জায়তে জ্ঞাতিমধ্যে

মহামণির্জাত্য ইব প্রসন্নঃ।" (ভার° ৫।৩৩।১২২)

জাত্যত্রিভুজ (পুং) যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রে একটী সমকোণ থাকে। (Right-angled Triangle.)

জাত্যন্ধ (ত্রি) জাত্যা জন্মন্যেবান্ধঃ। জন্মান্ধ, আজন্ম দৃষ্টিহীন।

"অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।" (মনু ৯।২০১)

জাত্যাসন (ক্লী) জাত্যং জাতিস্মারকং আসনং। যোগাঙ্গ আসনবিশেষ, যে আসনে হস্ত ও অঙ্ঘ্রিদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া গমনাগমন করা যায়, তাহাকে জাত্যাসন কহে, এই জাত্যাসনে সিদ্ধ হইলে পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হয়।

"অথ জাত্যাসনং বক্ষ্যে যেন জাতিস্মরো ভবেৎ।

হস্তাঙ্ঘ্রিযুগ্মং ভূমৌ চ গমনাগমনং ততঃ॥" (রুদ্রযামল)

জাত্যুত্তর (ক্লী) জাত্যা ব্যাপ্তিবিধুরসাধর্ম্মবৈধর্ম্মাদিনা উত্তরং। ন্যায়কথিত অসদুত্তর বিশেষ, এই অসদুত্তর ১৮ প্রকার, অর্থাৎ যে উত্তরে ব্যাপ্তি স্থির থাকে না। [জাতি দেখ।]

জাদর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বেলগাম্ জেলার একটী জাতি। ইহারা চারি শাখায় বিভক্ত, পাঠশালী, সোমেশ্বার, কুরিন্বার ও হেলকার। ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি হয় না এবং মঠ বা গুরুর নিকট ভিন্ন অন্যত্র একত্র আহারাদি করেনা। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পরিশ্রমী, সরল, ন্যায়পর, মিতব্যয়ী, শান্তপ্রকৃতি ও আতিথেয়। বস্ত্রবয়নই ইহাদিগের উপজীবিকা; তদ্ভিন্ন অনেকে বস্ত্রের ব্যবসা ও গো, মেষ, অশ্বাদি চরাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা ইহাদের বস্ত্রবয়ন কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করে, এই জন্য অনেকে গৃহকার্য্যে সুবিধা হইবে বলিয়া একাধিক বিবাহ করিয়া থাকে। বালিকাদের বিবাহের নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। অনেকের যুবতী অবস্থাতেও বিবাহ হয়। বরকে অনেক সময় পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবার বিবাহকালে কন্যার পিতা প্রথমবারের দ্বিগুণ পণ গ্রহণ করে। বিধবার প্রথম পক্ষের কন্যাপুত্রগণ উহাদিগের পিতার আত্মীয় বান্ধবাদির তত্ত্বাবধানে থাকে। ইহাদের ভাষা কণাড়ী।

ইহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। তন্মধ্যে কতক শৈব ও অপর সকলে বৈষ্ণব। শৈবেরা মৃতদেহ প্রোথিত করে। বৈষ্ণবেরা দাহ করিয়া থাকে। জঙ্গমগণ জাদরদিগের পুরোহিত। [জঙ্গম দেখ।] কোন জাদর মরিলে পুরোহিত আসিয়া উহার মস্তকে পদস্থাপন করেন। পরে তাঁহার পদধৌত জল শবের মুখে দেওয়া হয়। তাহার পর কাষ্ঠের সিন্দুকে পুরিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে বন্ধুবান্ধবগণ ঐ শব প্রোথিত করিয়া আসে। ইহাদের মধ্যে একটী নূতন প্রথা আছে, তাহা ভারতবর্ষে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহারা শব সমাধিস্থ করিয়া উহার বস্ত্রাদি বাটীতে ফিরিয়া আনে এবং তাহার পূজা করিতে থাকে। ইহাদের মুখ্য ব্যক্তিকে শেঠজী কহে। ঐ ব্যক্তি অন্যান্য মাতব্বর ব্যক্তির সহিত সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা করে।

জাদরগণ কি শৈব কি বৈষ্ণব সকলেই বাদামিস্থ বাণশঙ্কর গ্রামের বাণশঙ্করী দেবীর পূজা করিয়া থাকে। দেবীর মন্দিরের নিকট দুইটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে। প্রতিবৎসর তথায় একটী মেলা হয়। জাদরদিগের পীড়া হইলে এই দেবীর নিকট মানিয়া রাখে এবং রোগমুক্ত হইলে এই দেবীর নিকট মানসিক শুধিয়া যায়। মানসিক শুধিবার সময় প্রত্যেককে কলার মান্দাসে চড়িয়া পুষ্করিণী পার হইতে হয়। জঙ্গমগণ এই দেবীর পুরোহিত।

বিলাত ও বোম্বাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাদরদিগের ব্যবসায় অনেক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহাদিগকে অন্নবস্ত্রের কষ্ট পাইতে হয় না, বরং অনেকে সঞ্চয় করিতে পারে।

জাদা (পারসী) পুত্র।

জাদু (পারসী) মোহ, মায়া, ভেল্কী।

জাদুগর (পারসী) মোহক, কুহকী, যাদুকর, ভেল্কীকর্ত্তা।

জাদুগরী (পারসী) গুণ, কুহক, যাদু, মায়া, ভেল্কী।

জাদো (ত্রি) [প্রা] জাত। (প্রাকৃত-লঙ্কেশ্বর)

জান (পুং) জন ভাবে ঘঞ্, বেদে বৃদ্ধিঃ। ১ উৎপত্তি। "কো বেদ জানমেষাং" (ঋক্ ৫।৫৩।১) 'জানমুৎপত্তিং' (সায়ণ) জনস্য ইদং জন-অণ্। (ত্রি) ২ জন সম্বন্ধীয়।

"মহতে জানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়" (শুক্লযজুঃ ৯।৪০) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

জান (দেশজ জ্ঞাধাতুজ) ১ সর্ব্বজ্ঞ। ২ দৈবজ্ঞ। (জীবন শব্দজ) ৩ সঙ্গীতে যে রাগের যে সুরটী প্রধান তাহাকে সেই রাগের জান কহে, যেমন মালকোষের জান মধ্যম। ৪ প্রাণ। ৫ পুত্র।

জানক (ত্রি) জনকস্য পিতুঃ তন্নামনৃপস্যেদং জনক-অণ্। পিতৃসম্বন্ধীয়, জনকসম্বন্ধীয়।

জানকি (পুং) জনকস্য অপত্যং জনক-ইঞ্। ভারতপ্রসিদ্ধ নৃপভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

জানকী (স্ত্রী) জনকস্য অপত্যং স্ত্রী, জনক-অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সীতা, জনকনন্দিনী, রামপত্নী।

"মুমোচ জানন্নপি জানকীং নয়ঃ।" (মাঘ)

জানকীকোট (গড়) সারণপুর জেলায় একটী প্রাচীন গড়। ইহা বেতিয়া, কেশারিয়া ও বেসাড় অর্থাৎ বৈশালী হইতে নেপাল যাইবার প্রাচীন রাস্তার পশ্চিমে অবস্থিত। তরাইএর এক উপনদী ইহার উত্তর ও পূর্ব্বপাদদেশ দিয়া প্রবাহিত। এখন এই গড় ধ্বংস হইয়াছে। কেবল কতকগুলি ভগ্ন মন্দির ও দুর্গপ্রাকারাদির চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

জানকীতীর্থ, অযোধ্যানগরের সন্নিকট সরযূনদীর একটী ঘাট। এই ঘাট ধর্ম্মহরির ঈশানকোণে অবস্থিত ও হিন্দুদিগের একটী তীর্থ। শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষে এই তীর্থে স্নান, দান, পূজা ও ব্রাহ্মণভোজনাদি করিলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়।

জানকীনন্দন কবীন্দ্র, বৃত্তদর্পণ নামে ছন্দোগ্রন্থপ্রণেতা। ইনি রামানন্দের পুত্র ও গোপালের পৌত্র।

জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি—ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী নামক ন্যায়গ্রন্থপ্রণেতা।

জানকীপ্রসাদ কবি, ১ বারাণসীধামের জনৈক কবি। ইনি ১৮১৪ খৃঃ অব্দে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি কেশবদাস প্রণীত রামচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থের টীকা করেন। হিন্দীভাষায় যুক্তি-রামায়ণ নামে অপর একখানি গ্রন্থ ইহার প্রণীত।

২ রায়বরেলি জেলার একজন বিখ্যাত কবি। ইনি পণ্ডিত ঠাকুরপ্রসাদ ত্রিপাঠীর পুত্র। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ইনি জীবিত ছিলেন। পারসী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই তাঁহার বিলক্ষণ বুৎপত্তি ছিল। তিনি উর্দ্দু ভাষায় সাহনামা নামে ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লিখেন। তদ্ভিন্ন হিন্দীভাষায় রঘুবীরধ্যানাবলী, রামনবরতন, ভগবতীবিনয়, রামনিবাস-রামায়ণ, রামানন্দবিহার, নীতিবিলাস এই কয়খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার রচনা অতি বিশদ ও সুন্দর।

জানজী ভোন্‌স্লে, বেরারের একজন মহারাষ্ট্রশাসনকর্ত্তা। ইহার পিতার নাম রঘুজী ভোন্‌স্লে, তাঁহার উপাধি সেনা সাহেব সুবা। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে রঘুজী ভোন্‌স্লে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পেশবা কর্ত্তৃক পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অভিপ্রায়ে পুণা যাত্রা করেন। তিনি পেশবাকে সাতারা রাজ্যের বন্দোবস্ত জন্য বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা এবং মহারাষ্ট্র-রাজ্যরক্ষার্থ ১০ সহস্র অশ্বারোহী দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। তৎপরে পেশবা জানজীকে সেনা সাহেব সুবা উপাধি প্রদান করিয়া যথারীতি স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ১৭৫১ খৃঃ অব্দে জানজী আলীবর্দ্দী খাঁর সহিত সন্ধি করেন যে, মহারাষ্ট্রগণ উড়িষ্যার রাজস্বের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইবে। পেশবা বালাজীরাও ঐ সন্ধি অনুমোদন করিলেন।

১৭৬৩ খৃঃ অব্দে জানজীর প্রতারণায় গোদাবরীতীরের যুদ্ধে নিজাম পরাজিত হইয়া জানজীকে অনেক স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে নিজাম ও পেশবা মিলিত হইয়া প্রায় উহার ⅔ অংশ পুনরধিকার করেন।

১৭৬৯ খৃঃ অব্দে পেশবা মাধবরাও রঘুনাথরাওকে সাহায্য করা অপরাধে জানজীকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন। পেশবা বেরার অভিমুখে উপস্থিত হইলে জানজী পশ্চিম দিক্ দিয়া গিয়া লুণ্ঠন করিতে করিতে পুণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুণায় উপস্থিত হইলে অধিবাসিগণ জানজীকে সমস্ত অর্থসম্পত্তি প্রেরণ করিল। তাহার পর মাধবরাও নিজামের সাহায্যে জানজীকে পরাজিত করিলে জানজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে তাঁহাকে প্রতারণালব্ধ সমস্ত রাজ্যই প্রত্যর্পণ করিতে হইল এবং তিনি পেশবার অধীনে পুণার রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জানজী নিম্বল্‌কার, কর্ম্মালার মহারাষ্ট্রশাসনকর্ত্তা। ইনি নিজামের পক্ষে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার পিতার নাম রম্ভাজী বাবাজী, তিনিই কর্ম্মালা-নগর স্থাপন করেন ও তথায় একটী দুর্গ আরম্ভ করিয়া যান। জানজী ঐ দুর্গের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করেন। তাহা আজিও বর্ত্তমান আছে।

জানন (দেশজ) জানা।

জানস্তুপি (পুং) অত্যরাতের বংশোপাধি। (ঐত' ব্রা' ৮।২৩)

জানন্তি (পুং) ঋগ্বেদীয়দিগের তর্পণীয় ঋষিবিশেষ।

"জানন্তি বাহবিগার্গ্যগৌতমশাকল্যবাভ্রব্যমাণ্ডব্যমার্কণ্ডেয়াঃ তে সর্ব্বে তৃপ্যন্তু" (আশ্বগৃ' ৩।৪।৪)

জানপদ (পুং) জানেন উৎপত্ত্যা পদ্যতে পদ-অপ্। ১ জন, লোকমাত্র।

"কৃতপ্রজ্ঞশ্চ মেধাবী বুধো জানপদঃ শুচিঃ" (ভারত ১২।৮২ অঃ) জনপদএব স্বার্থে অ ণ্। ২ দেশ। (মেদিনী) জনপদাদাগতঃ জনপদে ভবঃ বা অণ্। ৩ জনপদ হইতে আগত, দেশান্তরাগত। ৪ দেশস্থ, জনপদবাসী।

"স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" (শত' ব্রা' ১৪।৫।১।২০) ৫ জনপদোৎপন্ন।

"দেয়ং চৌরহৃতং দ্রব্যং রাজ্ঞা জানপদায় তু" (যাজ্ঞ' ২।৩৬)

জানপদিক (ত্রি) জনপদ সম্বন্ধীয়।

"ন জানপদিকং দুঃখমেকং শোচিতুমর্হতি" (ভারত ১১।৭১।১২)

জানপদী (স্ত্রী) জনপদস্য ইয়ং, জনপদ-অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ বৃত্তি।

"বহুত্রিবর্ষস্য জানপদী ত্রিবৎস ইতি" (লাট্যায়ন ৮।৩।৯)

২ অপ্সরাবিশেষ, দেবরাজ ইন্দ্র গোতম শরদ্বানের কঠোর তপ দর্শনে ভীত হইয়া ইহাকে তাহার তপোভঙ্গ করিতে নিযুক্ত করেন। জানপদীকে দেখিয়া শরদ্বানের চিত্তবিকার উপস্থিত হয়, তাহাতে রেতঃ স্খলিত হইয়া কৃপ ও কৃপীর জন্ম হইল। (ভারত আদি) [কৃপ দেখ।]

জানরাজ্য (ক্লী) রাজত্ব, আধিপত্য। (শুক্ল যজুঃ ৯।৪০)

জানবাদিক (ত্রি) জনবাদে ভবঃ জনবাদস্য ইদং বা, জনবাদ-ঠক্ (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০২) জনবাদ সম্বন্ধীয় কথাদি।

জান্পহ্চান্ (হিন্দী) পরিচয়, জানাশুনা, চেনা।

জানবর (পারসী) জন্তু, প্রাণী।

জানবাজ (পারসী) সতেজ, চালাক, সাহসী।

জানবিত (দেশজ) জানাশুনা, পরিচিত।

জানবিহারীলাল, বিজ্ঞানবিভাকর নামে হিন্দী নাটক-প্রণেতা।

জানশ্রুতি (পুং) জনশ্রুতেঃ ঋষেরপত্যং। জনশ্রুতি ঋষির পুত্র। (ছান্দোগ্যোপ')

জানশ্রুতেয় (পুং) জনশ্রুতেঃ ঋষেরপত্যং ইতি ঢক্। জনশ্রুতির পুত্র ঔপবি নামক রাজর্ষি।

"ঔপবিনৈব জানশ্রুতেয়েন প্রত্যবরোঢ়ং" (শত' ব্রা' ৫।১।১।৫)

জানসাহেব, ইহার প্রকৃত নাম মিঃ জন খৃষ্টিয়ান (Mr. John Christian) ইনি হিন্দীভাষায় বহুসংখ্যক খৃষ্টীয় গীত রচনা করেন। ত্রিহুত জেলায় অনেকে ঐ সকল গান গাইয়া থাকে। মুক্তিমুক্তাবলী নামে তিনি ছন্দোবন্ধে যীশুখৃষ্টের একখানি সুন্দর জীবনী লিখিয়া যান।

জানানা (যাবনিক) স্ত্রীজাতি।

জানানি (দেশজ) জানান।

জানামি (দেশজ) গুণ, কুহক, যাদু, মায়া, ভেল্কী।

জানায়ন (পুং স্ত্রী) জনস্য তন্নামকর্ষেগোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাং ফঙ্। জন নামক ঋষির গোত্রাপত্য।

জানালা (পর্তুগীজ Janella শব্দজ) বাতায়ন, গবাক্ষ।

জানিব্ (আরবী) অংশ।

জানিবদার (আরবী) প্রতিপালক, সাহায্যকারী।

জানিবদারী (পারসী) সাহায্য।

জানী (আরবী) ১ বেশ্যাসক্ত। ২ চক্ষুর পাতা।

জানু (ক্লী) জায়তে ইতি জন-ঞুণ্ (দৃসণিজনিচরিচটিভ্যো ঞুণ্। উণ্ ১।৩) উরুসন্ধি, উরুজঙ্ঘার মধ্যভাগ, হাঁটু। সংস্কৃত পর্য্যায়—উরুপর্ব্ব, অষ্ঠীবৎ, অষ্ঠীবান্, চক্রিকা। (রাজনি')

"তস্য জানু দদৌ ভীমে জঘ্নে চৈনমরত্নিনা" (ভারত ৪।৩২।৩৯)

জানুক (দেশজ) জানু-স্বার্থে কন্। জানু।

জানুকারক (পুং) সূর্য্যের পার্শ্বগামি বিশেষ। (শব্দার্থচি')

জানুজঙ্ঘ (পুং) নৃপভেদ। (ভারত ১৩।১৬৫ অঃ)

জানুপ্রহৃতিক (ক্লী) জানুনা প্রহৃতং প্রহারস্তেন নির্বৃত্তং অক্ষদ্যূতাদিত্বাৎ ঠক্। মল্লযুদ্ধবিশেষ, যে মল্লযুদ্ধ পরস্পর জানু দ্বারা কৃত হয়।

জানুমানু (দেশজ) জানু ও মানু। চম্পানগরনিবাসী দুইজন মনসার ভক্ত।

জানুবিজানু (ক্লী) খড়্গযুদ্ধের প্রকার ভেদ। ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, প্রবিদ্ধ, বহির্নিঃসৃত, আকর, বিকর, ভিন্ন, নির্ম্মর্য্যাদ, অমানুষ, সঙ্কুচিত, কুলচিত, সব্য, জানু, বিজানু, আহিত, চিত্রক, ক্ষিপ্ত, কুদ্রব, লবণ, প্লুত, সর্ব্ববাহু, বিনির্ব্বাহু, সব্যোত্তর, উত্তর, ত্রিবাহু, উত্তুঙ্গবাহু, সব্যোন্নত, উদাসি, যৌধিক, পৃষ্ঠপ্রথিত, প্রথিত, এই ৩২ প্রকার খড়্গযুদ্ধ।

"তত্র তাবসিনা যুদ্ধং চক্রতুর্দ্ধলালসৌ।…
ইতি প্রকারান্ দ্বাত্রিংশচ্চক্রতুঃ খড়্গযোধিনৌ॥"
(হরিব' ৩১৬ অঃ)

জানুহিত (ত্রি) জনৈঃ হিতং পরিকল্পিতং পৃষোদরাদিত্বাং সাধুঃ। জনপরিকল্পিত।

"এতদ্ধি বা অস্য জানুহিতং প্রজ্ঞাতমবসানং।" (শতপথব্রা' ২।৬।২।৭) 'জানুহিতং জনৈঃ পরিকল্পিতং' (ভাষ্য)

জানেকা (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় বৃক্ষ। (Rhopala robusto)

জাপ্য (পুং) ঋষিবিশেষ। (হরিব° ২৬ অঃ)

জান্সাঠ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মুজাফরনগর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত একটী তহসীল। এই তহসীল গঙ্গা ও হিন্দান নামক নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ে এই তহসীল দিয়া গিয়াছে। এই তহসীলে জৌলি-জান্সাঠ, খটৌলি, ভুকরহেড়ি ও ভূমাসম্বলহেড়ি এই চারিটী পরগণা আছে। পরিমাণফল ৪৫৩ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ২৮৭ মাইলে চাস হয়।

এই তহসীলে ৩টী ফৌজদারী আদালত আছে। দেওয়ানি বিচার মুজাফরনগরের মুন্‌সেফের নিকট হয়। ইহা চারিটী থানায় বিভক্ত, যথা—জান্সাঠ, ভোপা, মিরামপুর ও খটৌলি।

২ উপরোক্ত জান্সাঠ তহসীলের সদর ও নগর। অক্ষা° ২৯° ১৯´১৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৩´২০´´ পূঃ। এই নগর একটী প্রান্তরের নিম্নভাগে মুজাফরনগরের প্রায় ১৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই জান্সাঠেই দিল্লীরাজসভাসদ বিখ্যাত সৈয়দদিগের বাসস্থান ছিল। ১৭৩৫ খৃঃ অব্দে উজীর কমার-উদ্দীনের আদেশে রোহিলাসৈন্য জান্সাঠ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। ঐ যুদ্ধে অধিকাংশ সৈয়দ হত বা পরাজিত হন। যাহা হউক আজিও এখানে অনেক সৈয়দ বাস করিতেছে। এখানে থানা, ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে।

জাপ (পুং) জপ-ঘঞ্ বা জপে মন্ত্রোচ্চারণে কর্ম্মণ্যুপপদে অণ্। ১ মন্ত্রজপাদি। ২ মন্ত্রজপকর্ত্তা। ৩ জাপানের অধিবাসী। [জাপান দেখ।]

জাপক (ত্রি) জপতি জপ-ণ্বুল্। জপকর্ত্তা। (ভারত ১২।১৯৬।৩) জপেন কৃতং জপজন্যং জপ-অণ্। (ত্রি) জপজন্য।

"অথবা সর্ব্বমেবেহ মামকং জাপকং ফলম্" (ভারত ১২।১৯৯।৪৯)

জাপন (ক্লী) জপ-স্বার্থে ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। নিরসন, প্রত্যা-খ্যান। ২ নিবর্ত্তন, নিষ্পাদন। ৩ জপ।

"মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্য গায়ত্র্যাশ্চৈব জাপনাৎ।" (সংবর্ত্তস° ২০৯)

জাপান, একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য। এসিয়া মহাদেশের পূর্ব্বসীমায় প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমপ্রান্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, এই দ্বীপগুলি লইয়াই জাপানসাম্রাজ্য সংগঠিত হই-য়াছে। জাপান সাম্রাজ্যভুক্ত দ্বীপগুলির মধ্যে একটী সাগর আছে, উহা জাপান সাগর নামে খ্যাত। জাপান সাগর ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী দিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, এই জন্য জাপান সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপগুলি পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

যে সমস্ত দ্বীপ লইয়া জাপান গঠিত, তাহার মধ্যে নিফন ও জেসো অতি বৃহৎ; এই দুই দ্বীপের মধ্যে সঙ্গরপ্রণালী প্রবাহিত। ১২৯° হইতে ১৫০° দ্রাঘিমার মধ্যে জাপান অবস্থিত।

এই সাম্রাজ্য সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—জাপান এবং অধীনস্থ দ্বীপপুঞ্জ। জাপান বলিতে কিস্যু, নিফন এবং সিট্‌কফ এই তিনটী বৃহৎ এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ বুঝায়। জাপানের পশ্চিমপ্রান্তে কিস্যু দ্বীপ অবস্থিত, ইহা দৈর্ঘ্যে ২০০ মাইল এবং প্রস্থে ৮০ মাইল। কিস্যু এবং সিট্‌-কফের মধ্যে বুনঙ্গু প্রণালী। সিট্‌কফের দৈর্ঘ্য ১৫০ মাইল এবং প্রস্থ ৭০ মাইল। সিটকফ্ ও নিফনের মধ্যে ফিমু এবং ওসাকাপ্রণালী দ্বয় প্রবাহিত। নিফনের দৈর্ঘ্য ৯০০ মাইল এবং প্রস্থ ১০০ মাইল।

অধীনস্থ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে জেসো, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ এবং তারাকৈ প্রধান। জেসো দ্বীপ ৩০০ মাইল দীর্ঘ, ইহার পরি-সর সর্ব্বত্র সমান নহে; কোন স্থানে বৃহৎ, কোন স্থানে ক্ষুদ্র, স্থূলতঃ ইহার প্রস্থ ১০০ মাইলের ন্যূন নহে। কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তর দ্বীপগুলির মধ্যে কেবলমাত্র দক্ষিণপ্রান্ত-স্থিত কুনাসির ও ইযুত্তারাপ জাপানসাম্রাজ্যভুক্ত; অন্যগুলি রুষ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। তারাকৈ দ্বীপের দক্ষিণাংশ চৈনকা নামে প্রসিদ্ধ; ইহা জেসো দ্বীপ হইতে পিরোজ প্রণালী কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তারাকৈ দ্বীপে জাপান অধিকার কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা নির্ণীত হয় নাই।

জাপান সাম্রাজ্যের পরিমাণ ১৬০,০০০ বর্গমাইল। আবার কেহ কেহ বলেন, জাপান সাম্রাজ্যের পরিমাণ ইহাপেক্ষা অনেক অধিক, প্রায় ২৬০,০০০ বর্গমাইল হইবে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ৪০০৭২৬৮৪ ছিল। তন্মধ্যে ৬১৮৭ জন বিদেশী। জাপান সাম্রাজ্যের টোকিয়ো সহরের ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ১৩৭৮,১৩২ ছিল। টোকিয়ো পরেই ওসাকা বড় সহর; ইহার লোকসংখ্যা ৪৭৩৪১৭।

সাধারণতঃ নিফন দ্বীপই জাপান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চীনদেশবাসিদিগের নিকট ঐ দ্বীপ য়ংহু অথবা জিহ্‌হূ নামে পরিচিত। জাপানী ভাষায় নিফন শব্দের অর্থ সূর্য্যোদয়ের স্থান। জাপানসাম্রাজ্যভুক্ত দ্বীপগুলির উপকূলভাগ অতিশয় পর্ব্বতসঙ্কুল এবং নিকটস্থ সাগরাংশ অধিক গভীর নয়; এই জন্যই জাপানীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহার করে। জাপা-নের নিকটস্থ সমুদ্রাংশ যেমন পর্ব্বতবহুল, সেইরূপ অনেক স্থান অতি ভীষণ জলাবর্ত্তসঙ্কুল। নিফনের দক্ষিণাংশেও সাকা ও মিয়া উপসাগরের মধ্যে এবং আমাকুসা দ্বীপের নিকটে দুইটী ভয়ঙ্কর জলাবর্ত্ত আছে। জাপান উপকূলভাগে সমুদ্র তত প্রখর নহে।

সাগালিন দ্বীপ পূর্ব্বে চীন ও জাপানবাসিগণ বিভক্ত করিয়া স্ব স্ব অধিকারভুক্ত করিয়াছিল। এই দ্বীপের উত্তরাংশ জাপান সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল; সেখানকার অধিবাসিগণ কিউরাইল নামে খ্যাত। ইহারা অতিশয় লোমশ, অসভ্য এবং অশিক্ষিত।

জেসোর প্রধান নগর মাট্সমৈ। জাপানের সম্রাট্ সময় সময় এই সহরে বাস করেন; এই সহরটী ক্রমনিম্ন। এই সহরের নিকটেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে; এই সকল পাহাড়ে দেবদারু, ওক, ঝাউ, পিপল প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। নিফন দ্বীপস্থ হাদা নামক বন্দরটী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত কপাট দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন।

জাপানের উত্তরাংশ সমতল বটে, কিন্তু সমুদ্র-সন্নিকটস্থ ভূমি পর্ব্বতসঙ্কুল। যদিও জাপানে বৃহৎ পর্ব্বত নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাহাড় আছে। ক্ষুদ্রতম পাহাড়ের প্রায় উপরিভাগ পর্য্যন্ত চাস করা হয় এবং যে স্থানে চাস করা হয় না, তাহা অনুর্ব্বর বলিয়াই পরিত্যক্ত হয়। তোমিয়া উপসাগরের অনতিদূরে ফুদসি জাম্মা নামে একটী উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে। নিফন দ্বীপের উত্তরাংশ পর্ব্বত-শৃঙ্খলময়। জাপানে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে; ইহার কতকগুলি হইতে অগ্ন্যুদ্গম হইয়া থাকে।

জাপানের ভূ-ভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যে, এ স্থানে কোন বৃহৎ নদী নাই। কিন্তু জাপানের কতকগুলি নদীর বেগ এত প্রবল যে তদুপরি কোনরূপ সেতু নির্ম্মাণ করা যায় না; কতকগুলির উপর দিয়া নৌকা করিয়া যাওয়া আসা চলে। জেদোগোয়া নদীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই নদীটী নিফন দ্বীপের মধ্যে ওইতিজ হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৬০ মাইল। এই নদীর সর্ব্বত্রই নৌকায় গমনাগমন করা যাইতে পারে। ওজিনগাভা, উমি ও আফ্‌ফাগাভা নামক নদীগুলিও ক্ষুদ্র নয়।

জাপানের দক্ষিণাংশে সময় সময় বরফ পতিত হয়, কিন্তু অতি অল্পদিন মধ্যেই উহা দ্রবীভূত হইয়া যায়। অল্প শীত হইলে তাপমানযন্ত্র ৩৫° (ফারেণ°) নিম্নগামী এবং গ্রীষ্মকালে উহা ৯৮° উর্দ্ধগামী হইতে পারে। জাপানে গ্রীষ্মের উত্তাপ তত প্রখর নহে, কারণ দিবাভাগে দক্ষিণদিক্ হইতে এবং রাত্রি-কালে পূর্ব্বদিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। জাপানের ঋতু অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল এবং বারমাসই বেশ বৃষ্টি হয়। সাতকসী অর্থাৎ বর্ষাকালে এখানে অত্যধিক বৃষ্টি ও প্রায়ই ঝড় হয়।

জাপান সাম্রাজ্যের নিকটস্থ সমুদ্রসমূহে যেরূপ জলস্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হয়, অন্য কোন স্থানেও সেরূপ নহে। ভূমিকম্প ও বজ্রপতন এ স্থানে নিত্য ব্যাপার মধ্যে গণ্য। জাপানে প্রায়ই এমন একটী মাস অতিবাহিত হয় না যে মাসে একটী না একটী ভূমিকম্প হইয়াছে। জাপানের ভূমিকম্প অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ স্থায়ী এবং অতিশয় অনিষ্টকারী। ভূমিকম্পে আলোকমঞ্চ পর্য্যন্ত উৎপাটিত হয়। সেই জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোকমঞ্চ এরূপ ভাবে স্থাপিত হইতেছে যে সমস্ত কম্পিত হইলেও সেই মঞ্চ স্থির থাকিবে। জাপগণ ভূমিকম্পের আধিক্যবশতঃ কি কৌশলে শরীরসংস্থান করিলে কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না, তাহা শিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। প্রথম কম্পনেই তাহারা গৃহ হইতে বাহির হইয়া আইসে, কিন্তু যদি ভূকম্পকালে বিশেষ কারণে সহজে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে না পারে, তবে নিতান্ত শিশু ব্যতীত বয়োপ্রাপ্ত প্রত্যেক জাপই এক' একখানি বালিদা উঠাইয়া মস্তকোপরি স্থাপন করে এবং ক্রমে নিকটস্থ শূন্যস্থানে আসিয়া সেগুলি মাটিতে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থানে বসিয়া পড়ে। পূর্ব্বে জাপানীদিগের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীর নীচে একটী বৃহৎ তিমি আছে, ঐ তিমিটী নড়িলেই পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠে এবং যে যে স্থান কম্পিত না হয় তথায় দেবগণের বিশেষ অনুগ্রহ আছে।

জাপানে অনেক আগ্নেয়গিরি থাকাতেই ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। সিকুফেন নগরে পূর্ব্বে একটী কয়লার খনি ছিল, খনক-দিগের অনবধানতায় এক দিন হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়; তদবধি সে স্থান হইতে অনবরত অগ্ন্যুদ্গম হইত। ফেসি নামক পর্ব্বত হইতে দুর্গন্ধময় কৃষ্ণবর্ণ ধূম নির্গত হই-তেছে। উন্‌সেম পাহাড় হইতেও অনবরত ধূম নির্গত হয় এবং তাহা এত দুর্গন্ধময় যে কোন পাখীও তাহার নিকট যাইতে পারে না। যখন বৃষ্টি হয়, তখন এই পর্ব্বত অতি ভয়ঙ্কর দেখায়; বৃষ্টির জল পড়িতে থাকে আর বোধ হয় যেন সমস্ত পর্ব্বতটী আগুনে সিদ্ধ হইতেছে। এই পর্ব্বতের নিকট একটী স্নানকুণ্ড আছে, সেই উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করিলে উপদংশ-সম্বন্ধীয় প্রায় সকল রোগই আরোগ্য হয়।

এই প্রস্রবণে স্নান করিবার পূর্ব্বে ওবামা প্রস্রবণে স্নান করিতে হয়, স্নানান্তে গরম খাদ্য আহার করিয়া গরম কাপড় গায়ে দিয়া শুইতে হইবে। গরম কাপড় দিয়া এরূপভাবে গা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যেন ঘাম বাহির হয়।

পূর্ব্বে যাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিত, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত সম্রাটের আদেশে উষ্ণপ্রস্রবণে নিক্ষেপ করা হইত। ফিজেন এবং উরিফুনো গ্রামে যে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহাতেই অধিকাংশ স্বধর্ম্ম-ত্যাগীকে ফেলিয়া দিত।

জাপজাতি যেরূপ কৃষিকুশল পৃথিবীতে আর কোন জাতিই সেরূপ নহে। তাহারা সমুদ্র উপকূলভাগ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের অতি উচ্চস্থান পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানই অতি যত্নপূর্ব্বক কর্ষণ করে। ধান্তের চাষেই ইহাদের মনোযোগ বেশী, যব, গম প্রভৃতি অন্যবিধ শস্তও উৎপাদন করে। তাহারা মাখম অথবা চর্ব্বি ব্যবহার করে না, তৎপরিবর্ত্তে নানাবিধ তৈলাক্ত উদ্ভিজ্জ ব্যবহার করে।

জাপানে আলু, কাফি, মূলা, শসা, তরমুজ এবং নানাবিধ খাদ্যোপযোগী শাক সবজি, তৃণ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পাট, পশম, তুলা, তুতগাছ, ওক, দেবদারু প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। নেবু, কমলা, আঙ্গুর, দাড়িম্ব, আখ্‌রোট, পেয়ারা, পিচ, চেরি প্রভৃতি সুখাদ্য ফল প্রচুর জন্মে। জাপগণ উত্তমরূপ চা চাষ করে। প্রায়ই দেখা যায়, পতিত জমিতে ও ধানের জমীর চারিপার্শ্বে চা-ক্ষেত্র। জাপদিগের গৃহে কোন বন্ধু আসিলে অথবা যাইবার কালে তাহাকে চা পান করিতে দেয়।

জাপানে চার যথেষ্ট আবাদ থাকিলেও চীনের ন্যায় তত প্রচুর নহে। ইহাদিগের চা বিদেশে প্রেরিত হয় না। জাপানে তুতগাছ অধিক পরিমাণেই জন্মে এবং তাহা হইতে নানাবিধ পশমী দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এ স্থানে একপ্রকার বার্ণিশ গাছ আছে, এই গাছ হইতে দুগ্ধের ন্যায় এক-প্রকার শাদা রস নির্গত হয়। এই রস দ্বারা নানাবিধ আসবাবের চাকচিক্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। জাপানের কোন অধিবাসীই বার্ণিসের কার্য্য করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না। অতি দরিদ্র ভিক্ষুক হইতে অতি ধনী সম্রাট্ পর্য্যন্ত সকলেই বার্ণিসের কাজ করেন। সম্রাট্-প্রাসাদে স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র অপেক্ষা জাপান-বার্ণিস দ্বারা চাকচিক্যময় পাত্রই সমধিক আদৃত। সেথানে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট সমাদর। কৃষিকার্য্যের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ সম্রাটের এরূপ আদেশ ছিল যে, যে ব্যক্তি কোন পতিত জমী চাস করিবে, ত্রই বৎসর পর্য্যন্ত সেই জমীর সমস্ত ফসল সেই ব্যক্তিই ভোগ করিতে পাইবে, আর যে ব্যক্তি এক বৎসর কোন জমী চাস করিবে না, সে জমীতে তাহার কোনরূপ সত্ব থাকিবে না।

জাপানের অশ্বগুলি মধ্যমাকার, কিন্তু অতিশয় বলিষ্ঠ, ইহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প। সচরাচর আরোহণ করিবার জন্যই জাপগণ অশ্ব ব্যবহার করিয়া থাকে। গাড়ী টানিবার জন্য ও জলমগ্ন জমী চাস করিবার জন্য মহিষ ও গবাদি ব্যবহৃত হয়, জাপগণ ইহাদের দুধ অথবা মাংস খায় না। জাপানে হংস, কুক্কুট, ডাক, ভরতপাখী প্রভৃতি দেখা যায়। শশক, হরিণ, ভল্লুক, শূকর প্রভৃতি বন্যজন্তও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পূর্ব্বে জাপানে কুকুরের অতিশয় সম্মান ছিল। সম্রাটের আদেশানুসারে প্রত্যেক রাস্তায় কতকগুলি করিয়া কুকুর রক্ষিত হয় এবং ব্যক্তি বিশেষকে কতকগুলি করিয়া কুকুরের আহার যোগাইতে হয়। কথিত আছে যে, একজন জাপ একটী কুকুরের মৃতদেহ পাহাড়ের উপর কবর দিবার জন্য লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া জাপান সম্রাট্‌কে অভিশাপ করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গী বলিল, "ভাই চুপ কর, সম্রাটকে তিরস্কার করিও না, বরং জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, যে সম্রাট্ অশ্বচিহ্নিত সময়ে জন্মেন নাই, কারণ তাহা হইলে আমাদিগের বোঝা আরও ভারী হইত।' পূর্ব্বে জাপগণ বৎসরাঙ্ক বারটি চিহ্নে চিহ্নিত করিত এবং তাহার যে চিহ্নিত অঙ্কে লোক জন্মিবে তদনুসারে মন গঠিত হইবে এইরূপ বিশ্বাস করিত।

জাপানে উই বড় বেশী, ইহার দৌরাত্ম্যে জাপান ব্যতিব্যস্ত। জিনিষের নীচে এবং তাহার চারিদিকে লবণ ছড়াইয়া দিলে কতকটা উদ্ধার পায়। জাপগণ উইকে দোতুস্ বলে। জাপানে সর্প অতি কম। স্থানে স্থানে তিতাকাজ্য এবং ফিনাকারি নামে সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় সাপ অতিশয় ভয়ানক; এই সাপে কাহাকে দংশন করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। সূর্য্যোদয়কালে দষ্ট হইলে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দষ্ট ব্যক্তিকে পঞ্চত্ব পাইতে হয়। জাপানী সৈন্যগণ এই সর্পের মাংস ভক্ষণ করিত, তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে এই সর্পের মাংস ভক্ষণ করিলে তাহারা অতিশয় সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু হইবে। জাপানে আর এক প্রকার সাপ আছে, তাহাকে জামাকাগাটো অথবা দোজা বলে। অনেক জাপ এই সাপ দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে।

জাপানে নানাপ্রকার মৎস্য পাওয়া যায়, জাপগণ মৎস্য ভক্ষণ করিয়াই একরূপ জীবনধারণ করে। তথায় ইরাকিউ নামে একপ্রকার মাছ পাওয়া যায়, তাহা বিষাক্ত। সতর্কভাবে উত্তমরূপে ধৌত না করিয়া ভক্ষণ করিলে ভক্ষণকারীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। এই মাছ আত্মহত্যা করিবার সহজ উপায়। এই মাছ খাইয়া অনেক সময় অনেক জাপ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি জাপগণ এ মাছ ত্যাগ করিতে পারে না। সৈনিকগণ সম্রাটের আদেশানু-সারে এ মাছ খাইতে পারে না। এ মাছের মূল্যও অধিক। জাপান সাগরে আর এক প্রকার আশ্চর্য্য মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দেখিতে দশবর্ষ বয়স্ক বালকের ন্যায়, ইহার মস্তক বৃহৎ, বক্ষস্থলে এবং মুখদেশে কোনরূপ শল্ক

নাই। ইহার পেটটী বৃহৎ এবং অধিক পরিমাণে জলধারণোপযোগী। এ মৎস্যের পা আছে এবং বালকের যেরূপ আঙ্গুল, এ মৎস্যের পায়েও সেইরূপ আঙ্গুল আছে। এই মাছ জেডো উপসাগরেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। তেই নামক আর একপ্রকার মৎস্য পাওয়া যায়; ইহার রং অতি উজ্জ্বল, পূর্ব্বে জাপগণ এই মৎস্যকে অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করিত। বক এবং মুকি নামক কূর্ম্মকে জাপগণ অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করে। জাপানের অধিকাংশ অধিবাসীই আপনাদিগের আহারের জন্য মাছ ধরে। মাছ ধরিয়া বিক্রয় করে।

জাপানের সমুদ্রে মুক্তা পাওয়া যায়। জাপগণ মুক্তাকে কৈনাতাম্মা কহে। পূর্ব্বে জাপগণ মুক্তার ব্যবহার ও মূল্য জানিত না, তাহারা চীনদিগের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছে। মুক্তা ধরিবার জন্য কাহাকে কোনরূপ রাজকর দিতে হয় না। প্রত্যেক জাপেরই মুক্তা তুলিবার অধিকার আছে। বড় বড় মুক্তাকে জাপানী ভাষায় আকোজা কহে। পূর্ব্বে জাপেরা বলিত, এই মুক্তার একটী বিশেষ গুণ আছে যে, ইহা একটী জাপানী চিক বার্ণিসপূর্ণ বাক্সে রাখিলে এই মুক্তার পার্শ্বে ছোট ছোট দুইটী মুক্তা জন্মে। তকারাগৈ নামক শুক্তি হইতে এই বার্ণিস প্রস্তুত হয়। সামুদ্রিক প্রবাল, পাথর প্রভৃতি জাপানের সমুদ্রে পাওয়া যায়। একপ্রকার বৃহৎ শুক্তি পাওয়া যায়, তাহাতে হাতল লাগাইয়া চামচ প্রস্তুত হয়।

জাপানে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ও টিন উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাম্রই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সম্রাটের বিনানুমতিতে স্বর্ণখনি খনন করা যাইতে পারে না। যে প্রদেশে স্বর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হয়, সেই প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা সম্রাট্‌কে অংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট নিজে ভোগ করেন। বহু বৎসর অতীত হইল, একটি পর্ব্বত পড়িয়া যাওয়ায় একটি স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে জাপগণ অতিশয় কুসংস্কারাপন্ন ছিল; কএকটী স্বর্ণখনি খনন করিবার সময় ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় ঈশ্বরের অনভিপ্রেত মনে করিয়া সে সমস্ত খনি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বিঙ্গো প্রদেশীয় টিন রৌপ্যের ন্যায় অতিশয় উজ্জ্বল। জাপানে লৌহ অপেক্ষাকৃত বহুমূল্য বলিয়া অস্ত্রশস্ত্র ও বাসনাদি তামায় প্রস্তুত হয়। এখানে একরূপ সুন্দর মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তাহাকেও চিনামাটি বলে, তাহা দ্বারা উৎকৃষ্ট বাসন প্রস্তুত হয়।

জাপানের নগর ও গ্রাম সকল বহুজনাকীর্ণ। জাপানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরেও ৫০০ ঘর লোকের বাস এবং বৃহত্তর সহরে ২০০০ অধিক ঘর লোকের বাস। এখানকার ঘর সাধারণতঃ দোতালা এবং প্রতি ঘরে অনেক লোক বাস করে।

জাপান সাম্রাজ্যের কিউসিউ দ্বীপ অতিশয় উর্ব্বরা এবং ইহার অনেক স্থলেই চাষ হয়।

নাগাসিকি, সঙ্গ এবং কোকুরা এই তিনটী প্রধান সহর। নাগাসিকি বন্দরে বৈদেশিকগণ বাণিজ্য করিতে পারে। এ স্থানের গৃহগুলি অতি সুচারুরূপে নির্ম্মিত। এই নগরের মধ্যে ও বাহিরে অনেক ধর্ম্মমন্দির আছে। এই সহরের ঘরগুলি সাধারণতঃ একতলা। ঘরের কাঠাম কাঠে তৈয়ারি, অন্তর প্রদেশ মাটিলেপা এবং সমস্ত ভাগ কাই ও মসলা দিয়া আটিয়া দেওয়া হয়। প্রতি ঘরেই একটী করিয়া বারান্দা আছে। সঙ্গনগরে নানারূপ মনোহর বাসন প্রস্তুত হয়।

নিফনের অতি অল্প স্থলই অনুর্ব্বর, এই স্থানের কারুকার্য্য অতি উৎকৃষ্ট। সিমনসেকি, ওসাকা, মিয়াকো, কোয়ানো এবং জেডো এই গুলিই নিফনের প্রধান সহর। ওসাকা বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এই স্থানে কতকগুলি নদী আছে এবং প্রত্যেক নদীর উপরে অতি সুন্দর সেতু দৃষ্ট হয়। এই সহরের রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত, কিন্তু অতি পরিষ্কার। এখানকার ঘরগুলির কাঠাম কাঠের, তাহাতে চুণ ও কাদালেপা। এই স্থানের অধিবাসিগণ অতিশয় ধনাঢ্য। জাপগণ ওসাকা সহরকে প্রমোদভবন বলিয়া অভিহিত করে। এই সহরের নিকটে এক স্থানে চাউল হইতে একপ্রকার উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত হয়, উহার নাম সাকি। মিয়াকো সহরে প্রধান ধর্ম্মযাজক বাস করেন; তিনি সাধারণতঃ দৈরি নামে খ্যাত। এই সহরের পশ্চিমাংসে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গ আছে। রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত ও বহুজনাকীর্ণ। দৈদসু হইতে জাপগণ একরূপ মদিরা প্রস্তুত করে, তাহাকে সয় কহে।

জাপান সাম্রাজ্যে বিদেশীয়দিগের যাতায়ত অতি বিরল। যাহারা বিদেশ হইতে জাপানে আগমন করে, তাহাদিগকে সহজেই নগরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না এবং তাহাদিগকে নগরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেও সর্ব্বত্র তাহারা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে একমাত্র ওলন্দাজগণই জাপানের নাগাসিকি বন্দরে বাণিজ্য করিতে পারিত, কারণ জাপগণ বিশ্বাস করিত য়ুরোপীয়গণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সৎ ও সরল। ওলন্দাজদিগকে প্রতিবৎসর সম্রাট্ দরবারে তাঁহার সম্মানার্থ একজন দূত পাঠাইতে হইত। কিন্তু সম্প্রতি জাপান সাম্রাজ্যের সহিত রুষিয়া ও মার্কিণ রাজ্যের যে সন্ধি হইয়াছে, তদনুসারে অনেক বৈদেশিক জাতি জাপানের কএকটী সহরে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইংরাজগণ জাপানের সংস্রবে আসিয়াছে। ১৬১৩ হইতে ১৬২৩ খৃঃ অব্দ

পর্য্যন্ত জাপানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটী বাণিজ্য কুঠী ছিল। ক্রমে ক্রমে জাপগণ সমস্ত জাতির সহিত সংস্পৃষ্ট হইতেছে। তাহারা সমাজ, রাজ্যশাসন ও ধর্ম্মবিষয়ে অতি শীঘ্রই আশ্চর্য্যজনক উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং তাহাদিগের পুরাতত্ত্বাদি আবিষ্কৃত হইয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। জাপগণ য়ুরোপ ও মার্কিনদিগের নিকট হইতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া এত উন্নতিলাভ করিয়াছে যে তাহা দেখিলে সকলকেই বিস্মিত হইতে হয়।

যে সহরে বিদেশীয়দিগকে বাণিজ্য করিতে দেওয়া হয়, যাহাতে বিদেশীয়গণ অধিবাসিদিগের সহিত অধিক মিশিতে না পারে, তজ্জন্য সে সহরের চারিদিক তক্তা দিয়া ঘেরিয়া রাখা হয় এবং ২টী মাত্র দরজা থাকে; একটী সমুদ্রের দিকে, অপরটী সহরের দিকে। দিবাভাগে প্রহরিগণ অতি সতর্কভাবে এই দরজাগুলি রক্ষা করে এবং রাত্রিকালে দরজা বন্ধ থাকে।

জাপানে নানাবিধ উদ্ভিজ্জ ও ফুল দেখা যায়। এ স্থানের ফুল ও উদ্ভিজ্জ দেখিতে অতিশয় মনোহর। ওসাকা সহরে নানাপ্রকার ফল জন্মে। উদ্যানে এবং ধর্ম্মমন্দিরের চারিদিকে অতি যত্নপূর্ব্বক ফুলের গাছ রোপণ করা হয়।

মিয়াকো সহর সাহিত্য ও বিজ্ঞানশিক্ষার প্রধান স্থান। এই সহরে প্রধান বিচারপতি বাস করেন। জেডো জাপানের রাজধানী, এই সহর বাণিজ্য প্রধান; এ স্থানের নদীগুলির উপর সুন্দর সুন্দর সেতু আছে। প্রধান সেতুটীর নাম নিফবস। জেডোর সাধারণ গৃহগুলি ওসাকা সহরের গৃহের ন্যায়। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে এই সহরেই বাস করিতে হয়, এই জন্য এই সহরে সুন্দর সুন্দর বহুসংখ্যক প্রাসাদও লক্ষিত হয়। সহরের নিকট যে সমস্ত প্রণালী আছে, তাহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী রোপিত আছে। রাজ-ভবন সহরের মধ্যভাগে অবস্থিত। সম্রাট্ পূর্ব্বে কিউবো উপাধি ধারণ করিতেন। তাঁহার বাসের জন্য বড় বড় পাঁচটি প্রাসাদ আছে এবং পশ্চাৎভাগে কতকগুলি বড় বড় উদ্যান আছে। জেসো সহরে অনেকগুলি আগ্নেয় পর্ব্বত আছে। এই সহরের পূর্ব্বাংশে বহুসংখ্যক লোকের বাস। এই স্থানে ধান, যব, পাট, তামাক এবং নানাবিধ ফল জন্মে। রুষগণ কিউরাইল দ্বীপের কতকাংশ অধিকার করিলে জাপগণ জেসো দ্বীপ অধিকার করিয়াছে। এই প্রদেশে ইহাদিগের নিজ ধর্ম্ম ও আইন প্রচলিত আছে। জাপান-সম্রাটের সম্মতিক্রমে তথায় রাজপুরুষগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যে কতকগুলি বৃহৎকায় ও কতকগুলি ক্ষুদ্রকায়। এই ক্ষুদ্রকায় মঙ্গোলীয় জাতি হইতে জাপ বা জাপানীদিগের উৎপত্তি। ইহারা প্রথমতঃ চীনবাসিদিগের নিকট হইতে সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিল। ইহারা ধাতু, পশম, তুলা, কাচ, কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা অতি আশ্চর্য্য পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারে। সুন্দর সুন্দর ঘড়ি, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং তাপমানযন্ত্র নির্ম্মাণ করে। চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যা ও সর্ব্বপ্রকার কারুকার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য জাপানের নানা স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহারা অতি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে পারে। ইয়োকাহামার ১৫ মাইল দূরে কামাকারা নামক স্থানে ৫০ ফিট্ উচ্চ একটী ধ্যানী বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। আর এক স্থানে ৬৩৷৷ ফিট উচ্চ একটী পিত্তলের প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জাপগণ সুন্দর মৃণ্ময় পাত্র নির্ম্মাণে অতি সুদক্ষ। ইহাদিগের মৃৎশিল্পের উৎপত্তি-সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। কেহ কেহ বলেন, যে ইতিহাসের বহুযুগ পূর্ব্বে স্মরণাতীতকালে ও নামুচিমিকোটের সময়ে এই বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বে জাপানে এইরূপ নিয়ম ছিল যে সম্রাট্ বা সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হইলে তাঁহাকে একাকী সমাধিস্থ না করিয়া জীবিতকালের ন্যায় সহচরপরিবৃত করিবার জন্য তাঁহার সহিত অন্য কতকগুলি লোককে সমাধিস্থ করা হইত। এই নিয়ম জাপানে স্মরণাতীতকাল হইতে প্রচলিত ছিল। পরে খৃষ্ট জন্মের ২৯ বৎসর পূর্ব্বে এক সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হইলে তাঁহার সহিত সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহার কতকগুলি প্রিয় ক্রীতদাসীকে মনোনীত করা হইয়াছিল। সেই সময় ইদশৌনী প্রদেশ হইতে নমিনোসাউকাউলি নামে এক ব্যক্তি কতকগুলি মৃত্তিকার প্রতিমূর্ত্তি লইয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং রাজ্ঞীর প্রিয়ানুচরীগুলির পরিবর্ত্তে সেই মৃত্তিকার প্রতিমূর্ত্তিগুলি রাজ্ঞীর সহিত সমাধিস্থ করিতে সম্রাটকে প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই অবধি সেই নৃশংস ও গর্হিত নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে, এবং মানুষের পরিবর্ত্তে প্রতিমূর্ত্তি প্রোথিত করা হয়। নমিনোসাউকাউলিকে হাজি নামক মান্যসূচক উপাধি প্রদান করা হইল। হাজি শব্দের অর্থ মৃত্তিকার কারিকর। সেই অবধি মৃত্তিকা দ্বারা সুন্দর সুন্দর দ্রব্য নির্ম্মাণ করিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। উৎসবকার্য্যে জাপানে রাকু দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, ইহা দেখিতে 'চীনা' অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। কথিত আছে ১৫০০ খৃঃ অব্দে আমিয় নামক একজন কোরিয়াবাসী সিসের ন্যায় চাকচিক্যশালী এক রূপ মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করেন; পরে তাহার সন্তান সন্ততিগণ, জাপানে আসিয়াই উক্তরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে ঐ ব্যবসা জাপানে স্থায়ী হইয়াছে।

জাপগণ খর্ব্বাকৃতি। অতিশয় শান্ত, শিষ্ট ও দয়ালু। জাপানের স্ত্রীলোকগণের হাত এবং পা অতি ক্ষুদ্র, তাহাদের স্কন্ধ ও গলদেশের গঠন অতি সুন্দর। পশুজাতিকে ইহারা অতিশয় দয়া করে, কিন্তু ইহারা স্বভাবতঃ কপট ও স্বার্থপর। গ্রীষ্মকালে জাপ পুরুষ ও রমণীগণ নগ্নাবস্থায় ভ্রমণ করে। ইহাদের স্ত্রীগণ অতিশয় স্বাধীন। জাপগণ অতি মিথ্যাবাদী ও ভ্রষ্টচরিত্র।

জাপানে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে কোন উচ্চ বংশীয় ভদ্রলোক মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হইলে প্রথমে আপনা-আপনি অস্ত্রাঘাতে আহত হন, পরে তাহার কোন মনোনীত বন্ধু তাঁহার শিরচ্ছেদন করে। চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

অতি পূর্ব্বে জাপানে সিণ্টো-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। কথিত আছে, সিণ্টো সূর্য্য হইতে উৎপন্ন এবং তিনিই জাপানের প্রাচীন রাজবংশের আদিপুরুষ। জাপানের অধিকাংশ ব্যক্তিই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। এতদ্ব্যতীত চীনদেশীয় দার্শনিক কন্‌ফুচি-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী লোকও জাপানে অনেক আছে। ফ্রান্সিস্-জেভিয়র সাহেব অনেক জাপকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। অধুনা জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মই অধিক প্রচলিত। জাপদিগের ধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের ও খৃষ্টধর্ম্মের কোন কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে জাপগণের মধ্যে জাপান দ্বীপের উৎপত্তি ও তথায় লোকের বসতি সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। তাহারা বলিত স্বর্গে সাত জন দূত আছেন, তন্মধ্যে প্রধান দূত পৃথিবী সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে যখন সমস্তই মিশ্রিত অবস্থায় ছিল, তখন একটী দণ্ড দ্বারা সেই মিশ্রিত পদার্থ আলোড়িত করিয়া দণ্ড উঠাইলে তাহা হইতে মৃত্তিকার গাদ ক্ষরিত হইল, তাহা একত্র হইয়া জাপান দ্বীপগুলি সৃষ্ট হইল। তাহারা জানিত না যে পৃথিবীতে আরও স্থান আছে অথবা অন্য লোক আছে। লোকস্থিতি সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদ শুনা যায়। কোন সময়ে চীনদেশের সম্রাটের বিরুদ্ধে এখানকার কতকগুলি লোক ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িলে সম্রাট্ ষড়যন্ত্রকারী প্রত্যেকেই অবিলম্বে বিনাশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু এত অধিক লোক তাহাতে জড়িত ছিল যে ঘাতকগণ হত্যাব্যাপারে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সম্রাটকে জানাইলে তিনি অবশিষ্ট ষড়যন্ত্রকারীদিগকে জাপানে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাহাদিগের বংশেই আধুনিক জাপগণের উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ বলে যে, একজন চীনদেশীয় সম্রাট্ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া যাহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া তাঁহার সমস্ত বিলাস ও ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট না হয়, তজ্জন্য অমরত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলেন; অমর হইতে পারেন এরূপ কোন ঔষধ পাইবার জন্য পৃথিবীর নানাদেশে উপযুক্ত চিকিৎসক প্রেরণ করিলেন। তাহার ভিতর একজন চিকিৎসক বলিলেন যে তিনি জ্ঞাত আছেন, এই ঔষধের উপকরণ জাপান দ্বীপে আছে, কিন্তু ইহার এই একটী বিশেষগুণ আছে যে কোন ভ্রষ্ট চরিত্র লোক ইহা স্পর্শ করিলে এই ঔষধের গুণ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং উপকরণ গুলি শুকাইয়া যাইবে। তিনি সম্রাটের আদেশানুসারে ৩০০ বলিষ্ঠ যুবক ও ৩০০ যুবতী সমভিব্যাহারে জাপানদ্বীপে আগমন করেন। উক্ত চীনসম্রাট্ অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন; তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসক এই উপায়ে চীন হইতে আসিয়া জাপানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, ঔষধ লইয়া যাইবার তাঁহার কোন ইচ্ছা ছিল না।

কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, চীন হইতে জাপানীদিগের উৎপত্তি হয় নাই। পূর্ব্বকালে চীন ও জাপানের ধর্ম্ম ও তাহাদের ভাষারও কোন সাদৃশ্য ছিল না। উভয় জাতির মনের গতি ও চরিত্র ভিন্নরূপ। সম্ভবতঃ বাবিলন হইতে ভাষা-বিভ্রাট্‌কালে যাহারা পৃথিবীর নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া ছিল, তাহাদিগের এক শাখা জাপানে আসিয়া অবস্থিতি করে। মধ্যে মধ্যে চীন ও কোরিয়া হইতে অনেকে আসিয়া জাপানে বাস করিয়াছিল। এই সমস্ত জাতির সংমিশ্রণে জাপদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। জাপানের সকল অধিবাসিদিগের আকৃতি একরূপ নহে। নিফনের সাধারণ লোক খর্ব্বাকৃতি ও ইহাদের নাসিকা চেপ্টা। ইহারা তাম্রবর্ণ। কিন্তু উক্ত স্থানের উন্নত প্রাচীন বংশীয়দিগের আকৃতি অনেকাংশে য়ুরোপীয়দিগের ন্যায়। নিফনের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী লোকদিগের মস্তক বৃহৎ ও নাসিকা চেপ্টা। ইহারা অতিশয় বলিষ্ঠ।

জাপদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিত, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় দেবগণের জন্ম হয়। জাপানের সৃষ্টি হইলে তাহারা তথায় রাজত্ব করেন। বহুবৎসর পরে সেই দেববংশে অর্দ্ধদেব ও অর্দ্ধমানবধর্ম্মবিশিষ্ট একজাতীয় মানবের উৎপত্তি হয়। তাঁহারা বহুবৎসর জাপান শাসন করেন; পরে আধুনিক জাপগণের সৃষ্টি। জাপানে জ্যেষ্ঠের মান্য অধিক ছিল; প্রথম-জাত পুত্রের উপাধিও ভিন্ন ছিল। পূর্ব্বকালে জাপানের সম্রাটের শরীর অতিশয় পবিত্র বলিয়া মনে করা হইত; কেহ তাহা স্পর্শ করিতে পারিত না। সম্রাট্ মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেন না। কোন স্থানে যাইবার কালে মনুষ্যের স্কন্ধে চড়িয়া যাইতেন। সম্রাটের

শরীরের প্রত্যেক অংশ এত পবিত্র বিবেচিত হইত যে, তাঁহার নখ, দাড়ি, চুল পর্য্যন্ত কেহ কর্ত্তন করিতে পারিত না; তবে তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় কর্ত্তন করিলে কোনরূপ দোষ বিবেচিত হইত না—কারণ তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় এরূপ কার্য্য করাকে চৌর্য্যবৃত্তি মধ্যে গণ্য করা হইত এবং চৌর্য্য হেতু তাহার দেবত্ব নষ্ট হইত না। প্রথমে জাপানে এই নিয়ম ছিল যে রাজাকে মুকুট পরিয়া নিশ্চল অবস্থায় প্রাতঃকালে রাজসভায় বসিয়া থাকিতে হইত। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, রাজা মুকুট পরিয়া যদি নড়েন, তবে দেশের অমঙ্গল হইবে; এই জন্য শেষে মুকুট সিংহাসনের উপর রাখিবার ব্যবস্থা হইল। সম্রাটের ভক্ষ্য প্রত্যহ নূতন পাত্রে রন্ধন করা হইত এবং রন্ধনান্তে সে পাত্র ভঙ্গ করা হইত; কারণ তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, সম্রাট্-ব্যবহৃত পাত্র অন্য কেহ ব্যবহার করিলে সম্রাটের শারীরিক অসুখ উৎপন্ন হইবে। আবার জাপ-দিগের এই কুসংস্কার ছিল যে দৈরির পবিত্র পরিচ্ছদ অন্য কেহ পরিধান করিলে তাহার অসুখ হইবে। সম্রাট্ মিকাডো নামে অভিহিত হইতেন, তিনি বারটী বিবাহ করিতেন, কিন্তু একজনের পুত্র সম্রাটের উত্তরাধিকারীরূপে নির্ব্বাচিত হইতেন। কোয়ানমিকু, মাকোয়ান, দৈরো, কামি প্রভৃতি ভিন্ন মান্যসূচক উপাধি ইহাদিগের মধ্যে এখনও প্রচলিত। যাজকমণ্ডলীর পোষাক সাধারণ লোকের পোষাক হইতে বিভিন্ন; ধর্ম্মশাস্ত্র ও সঙ্গীতালোচনা দ্বারা ইহাদিগের অধিক সময় ব্যয়িত হয়। জাপরমণীগণ সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী। ইহাদিগের বৎসর গণনা ভিন্ন ভিন্ন রূপে হইত। ইহাদিগের নিনো নামক যুগ খৃষ্ট ৬৬০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নেনগো নামক একপ্রকার অব্দও প্রচলিত আছে। বিশেষ প্রসিদ্ধ ঘটনা অব্দ দ্বারা নির্ণীত হয়।

সতকৃতৈসের সময় জাপানে পৌত্তলিকতার বৃদ্ধি হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। একদিন রাত্রিকালে তাঁহার মাতা স্বপ্ন দেখেন যে, সূর্য্য কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল মৃদু স্বর্গীয় কিরণ তাঁহার চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে এবং গুফোবোকাৎ তাঁহাকে বলিতেছেন, ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি আপনাকে অন্তঃসত্বা দেখিতে পাইলেন এবং দ্বাদশ মাসে বিনা কষ্টে ফাতফিফিনো নামে পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্র সতকৃতৈস নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সিণ্টো ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সিন্জু বলে। মিয়া সিয়া নামে ইহাদিগের অনেক মন্দির আছে। নেগি এবং কানিঘি নামে বিবাহিত লোকগণ এই মন্দিরের সেবক। ইহাদিগের বিশ্বাস ছিল, অধার্ম্মিকগণ মরিলে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়। প্রতি মাসের ১ম, ১৫শ এবং ২৮শ দিবসে ইহারা কোনরূপ কার্য্য করে না, উপাসনা ও আমোদে অতিবাহিত করেন। ইহাদিগের বৎসরের ২য় পর্ব্বে আপ্রিকক শাখা ব্যবহৃত হয়। রিনফাগাভার নিকট একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার কন্যা সন্তানাদি না হওয়ায় কামির নিকট প্রার্থনা করায় শীঘ্রই অন্তঃসত্বা হইলেন। কালে উক্ত কন্যা এক সময়ে ৫০০ অণ্ড প্রসব করিলেন এবং ভয়ে সেগুলিকে বাক্সে বন্ধ করিয়া নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন; বাক্সের উপর ফস্জোরু কথাটি লিখিয়া দিলেন। এক ধীবর সেগুলিকে পাইয়া বাটী লইয়া গেল এবং সময়ে তাহা হইতে ৫০০টী শিশু জন্মিল। ধীবর কিছুদিন তাহাদিগকে পালন করিলে তাহারা বড় হইয়া উঠিল। ধীবর তাহাদিগের আহার সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলে তাহারা এক ধনাঢ্য স্ত্রীলোকের বাটী আসিয়া আহার প্রার্থনা করে। তিনি তাহাদিগের জন্মবৃত্তান্ত ও বাক্সোপরি লিখিত কথা অবগত হইয়া তাহাদিগকে নিজ সন্তান বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখনই নানাবিধ খাদ্যে তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন; সেই সময় আপ্রিকক শাখা ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে এই ঘটনা একটী পর্ব্বের মধ্যে পরিগণিত হইল।

সিঞ্জুগণ তীর্থযাত্রাপ্রিয়। ইহাদিগের টুপি য়ুরোপীয়দিগের ন্যায়। ইহাদিগের টুপিতে এবং গাত্রে নাম, ধাম প্রভৃতি লেখা থাকে; কারণ যদি পথিমধ্যে ইহাদের কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার পরিচয় পাইতে কাহারও কষ্ট হইবে না। অনেক পরে জাপগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে। চীনদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের তরঙ্গ জাপানে প্রবেশ করিয়াছে। চীন ভাষায় যে সমস্ত সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্ম পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছিল, তাহাই আবার জাপানী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ অনুবাদই ভ্রমপূর্ণ। জাপানে সংস্কৃত চর্চ্চা অতি বিরল। জাপান হইতে যে দুই যুবা ইংলণ্ডে গমন করেন, তন্মধ্যে বন্‌য়িউ নন্‌জিও (Baniu Nanjio) ত্রিপিটকান্তর্গত পুস্তকাবলীর একটী তালিকা প্রস্তত করিয়াছেন। ত্রিপিটকের অন্তর্গত ১৬৬২ সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক আছে। প্রকৃত পক্ষে চীনদিগের নিকট হইতে জাপানীগণ বিদ্যা, শিল্প, ধর্ম্ম, সভ্যতা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের কএকটি অনুশাসন জাপানে প্রবল দেখা যায়,—(সেসিত) অর্থাৎ কাহাকেও হিংসা করিও না, (ফুলতা) অর্থাৎ চুরি করিওনা। (সিজেন) অর্থাৎ চরিত্র দূষিত করিও না। (মেগো) অর্থাৎ মিথ্যাকথা বলিওনা। (অন্‌ফিন) অর্থাৎ মাদক

দ্রব্য সেবন করিওনা। কিন্তু জাপানীগণ প্রায়ই উক্ত নিয়ম গুলি পালন করেনা। জাপানের ৩৪ লক্ষ লোক বৌদ্ধ; ইহার মধ্যে ১০লক্ষ সিঞ্জু সম্প্রদায় ভুক্ত। ইহারা বলে ৩৮১ খৃঃ অব্দে চীনদেশীয় পণ্ডিত হুইউয়েন একটী মঠ স্থাপন করেন; সেই মঠ হইতে শ্বেতপদ্ম মত প্রচারিত হয়; ইহারা সেই মতানুসারে কার্য্য করে। এই মত সপ্তম শতাব্দীতে জাপানে প্রথম প্রচারিত হয়। ১১৭৪ খৃঃ অব্দে সিন্‌জু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি জাপানে মহাযানসূত্রের একখানি হাতের লেখা সংস্কৃত পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সরল ও অবিকৃত মত লিখিত আছে।

জাপানে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য কোহাট জুকৈ নামক একটা সমিতি আছে। এই সমিতিতে ২০০ জন সভ্য আছেন; ইঁহারা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার রাজধানী জেডো নগরে মিলিত হন; অন্য সময়ে ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করেন। জাপানের উচ্চ শ্রেণীস্থ গণ্য মান্য ধনী, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও পুরোহিতগণ এই সভার সভ্য। পুরোহিতগণ দ্বারাই এই সভার অধিক উপকার হইতেছে। ধর্ম্ম-মন্দির মধ্যে এবং ব্যক্তিবিশেষের গৃহে যে সমস্ত পুরাকালীন দ্রব্যাদি আছে, তাহা পুরোহিতগণই সকলকে অবগত করাইতেছেন। এই সমিতি হইতে তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে; এই পুস্তকখানি পড়িলে ধারা বাহিকরূপে ও শৃঙ্খলভাবে জাপানের পুরাতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। এই ইতিহাসে তাহাদিগের সম্রাট্‌দিগের নামও লিখিত আছে।

পূর্ব্বে জাপানের সম্রাটের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল, তাঁহার যাহা ইচ্ছা হইত, তাহাই করিতে পারিতেন; কেহই কোনরূপ বাধা দিতে সাহসী হইত না। সম্রাট্‌ সাক্ষাৎ দেবতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া রাজ্যের কোন প্রধান ব্যক্তিও সম্রাটের ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিতে সাহসী হইতেন না। সম্রাট্‌ সহজে ও সুখে সাম্রাজ্য শাসন করিতে পারেন, অথচ রাজ্যের কোনরূপ গোলযোগ না হয়, এই জন্য সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক প্রদেশ শাসন করিবার জন্য রাজবংশীয় লোক নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারা বংশানুক্রমে সেই সেই স্থানে রাজত্ব করিতেন। যাঁহারা বৃহৎ প্রদেশ শাসন করিতেন, তাঁহাদিগকে দৈমিও অর্থাৎ উচ্চ উপাধিবিশিষ্ট বলিত, আর যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রদেশ শাসন করিতেন তাঁহাদিগকে সিওমিও বলিত। সিওমিওগণ ৬মাস তাঁহাদিগের রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেন, অবশিষ্ট ৬মাস সম্রাটের দরবারে থাকিতে হইত। তাঁহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদি বার মাসই প্রতিভূ স্বরূপ রাজধানীতে বাস করিতেন। জাপানে শাসন ব্যাপারে সম্রাটের যেরূপ অসীম ক্ষমতা ছিল, ধর্ম্মবিষয়ে দৈরির সেইরূপ একাধিপত্য ছিল। কোন সময়ে দৈরি অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া শাসন বিষয়ে নিজ ক্ষমতা পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; তাঁহাকে সম্রাটের অধীনেই থাকিতে হইয়াছে। জাপানে সকলের ক্ষমতাই বংশানুক্রমিক; সকলের জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার পদ প্রাপ্ত হয়। কিছুকাল জাপান সম্রাটের উপাধি কিউবো সোমা ছিল। কিউবো সোমা উপাধিধারী সম্রাট্‌গণ শাসন ব্যাপারে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বহুদিন প্রচলিত নিয়মাবলী ভঙ্গ করিতে সাহসী হইতেন না।

জাপগণকে সাধারণতঃ ৮ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা শাসনকর্ত্তা, উচ্চবংশীয় ব্যক্তি, যাজক, সামরিক কর্ম্মচারী, বিচারবিভাগীয় কর্ম্মচারী, বণিক, শিল্পব্যবসায়ী এবং মজুরগণ।

জাপান অতিশয় উন্নতিশীল রাজ্য। অতি অল্পদিনের মধ্যেই জাপানীগণ যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। জাপান এসিয়ার বৃটনদ্বীপ। জাপানীগণ আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইংরাজদিগের অনুকরণ করে।

১৮৮৪ সালে মুৎসুহিতো জাপানের সম্রাট্‌ হন। খৃঃঅব্দের ৬৬০ বৎসর পূর্ব্বে জিম্মুতেন্নো যে বংশ স্থাপন করেন, মুৎসুহিতো সেই বংশসম্ভূত। এই বংশ এ পর্য্যন্ত জাপানে রাজত্ব করিতেছেন। মুৎসুহিতো জিম্মুতেন্নো হইতে ১২৩ পুরুষ অধস্তন। ইনি এখনও জীবিত। এ সম্রাটের উপাধি মিকাডো। সম্রাট্‌ দৈজোকোয়াঁ অর্থাৎ প্রধান সভার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই রাজবংশ স্থাপনের প্রাক্কালেই এই সভার সূত্রপাত হইয়াছিল। যুরোপীয় মন্ত্রীসভার দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, এই সভার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণও সেই সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জাপানে জেনরোইন নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সভায় তর্কবিতর্কের পর যে সমস্ত আইন স্থিরীকৃত হয়, মন্ত্রীসভাদ্বারা সমর্থিত এবং সম্রাট্‌ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে তাহা আইন বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সভায় ৩৭ জন সভ্য আছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সান্‌জিইন্‌ নামে একটী রাজকীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভার সভ্যগণ আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক রাজপুরুষগণের বিশেষ বিশেষ কার্য্য বিচার করেন। এই সভ্যগণ বিচারসম্বন্ধীয় অভিযোগও মীমাংসা করেন।

জাপান ৪৭টী ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত, প্রতি বিভাগে এক একজন শাসনকর্ত্তা আছেন। প্রত্যেক বিভাগে কতকগুলি সহর ও গ্রাম আছে। প্রত্যেক স্থানে স্থানীয় কার্য্যনির্ব্বাহ হেতু এক একজন লোক আছেন; তাঁহাকে চো কহে। জাপান এসিয়াখণ্ডে একটী পাশ্চাত্য গঠনে গঠিত রাজ্য। ইহার সৈনিক বিভাগ জর্ম্মণ আদর্শে গঠিত, প্রতি জাপকেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জাপানের সামরিক বিভাগ নিম্নলিখিত রূপ ছিল; ৪৪ বিভাগে ৩২,৯৬৪ জন পদাতিক, ১দলে ৪৮২ জন অশ্বারোহী, ৭দলে ২৬৮৭জন গোলন্দাজ সৈন্য ছিল।

ভবিষ্যতের জন্য প্রথম বিভাগে ৪২,৬০৬ জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ১৬০৮০জন সৈন্য ছিল এবং সাহায্যার্থ ৬০৩৩ জন সৈন্য ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জাপানের মোট সৈন্য সংখ্যা ১০৫১১০ ছিল। জাপানের সাংগ্রামিক বিদ্যালয়ে ১২০০ ছাত্র আছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে বড় বড় ২৮খানি রণতরি ছিল এবং যুদ্ধ জাহাজে ১২২টি কামান থাকিত, এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র রণতরী অনেক ছিল। সম্প্রতি চীনের সহিত সংগ্রাম জন্য সৈন্য ও যুদ্ধসজ্জা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

খৃষ্টাব্দের ৩০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে জাপানীদিগের ইতিহাস একরূপ লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জাপানীগণ অতিশয় বাণিজ্যপ্রিয়, য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় বাণিজ্য দ্বারা তাহারা অতিশয় সঙ্গতিপন্ন হইয়াছে। তাহাদিগের প্রাদেশিক বাণিজ্যই বেশী। তাহাদিগের রাজ্যমধ্যে অনেকগুলি বন্দর আছে। সহরগুলিতে প্রশস্ত রাস্তা আছে এবং রাস্তাগুলি প্রায় সকল সময়েই গাড়ী ঘোড়া ও মানুষে পরিপূর্ণ থাকে। রাস্তাগুলির উভয় পার্শ্বেই বৃক্ষাবলী রোপিত আছে।

জাপান হইতে তাম্র, কর্পূর, বার্ণিসদ্রব্য, পশমীবস্ত্র, চাউল, সাকি এবং সয় নামক মদিরা বিদেশে রপ্তানী হয়। চিনি, গজদন্ত, টিন, সীসক, লৌহ, পশম, লবঙ্গ, ঘড়ি, চসমা প্রভৃতি দ্রব্য বিদেশ হইতে জাপানে আমদানী হয়। পূর্ব্বে জাপানে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর ভাগ অধিক ছিল; কিন্তু এখন গড়পড়তা জাপানে আমদানী হয় ১৬ কোটী টাকার দ্রব্য, আর রপ্তানী হয় ১৫ কোটী টাকার দ্রব্য। জাপানের গড়পড়তা রাজস্বও অধিক নহে। প্রত্যেক জাপানীর গড়পড়তা আয় ৬২ টাকা আর তাহাকে রাজস্ব দিতে হয় ৪৲ টাকা। জাপানে বাণিজ্যার্থ যাহারা গমন করে তাহারা সর্ব্বত্র যাইতে পারেনা, এমন কি চীনবাসিদিগকেও সর্ব্বত্র যাইতে দেওয়া হয় না। কেহ ভ্রমণ করিতে গেলেও সম্রাটের অনুমতিপত্র ব্যতিরেকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার অধিকার নাই। সম্প্রতি চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানীদিগের বীর্য্যবহ্নি সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। যে চীন সে দিন য়ুরোপের একটী প্রবল জাতিকে (ফরাসীদিগকে) পরাজিত করিল, সেই চীন একটী ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী জাপানীদিগের নিকট বার বার পরাজিত, লাঞ্ছিত ও বিশেষ অবমানিত হইয়া সন্ধি ভিক্ষা করিল। প্রত্যেক যুদ্ধেই চীন জাপানের নিকট পরাজিত হইয়াছে।

জাপান সাধারণতঃ 'সূর্য্যোদয়ের স্থান' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দিন দিনই জাপগণ উন্নতির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। এসিয়া খণ্ডে জাপান একটী ক্ষুদ্র রাজ্য হইলেও শৌর্য্য, বীর্য্য ও উন্নতিতে একটী প্রধান রাজ্য। জাপান সম্রাটের বিনানুমতিতে কেহ কোন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিতে পারেনা। জাপানে চাউলই প্রধান খাদ্য। সম্রাটের স্পষ্ট আদেশ আছে, কেহ বিদেশে চাউল পাঠাইতে পারিবেনা, এই কারণেই দুর্ভিক্ষ নাই এবং এই কারণেই জাপান দিন দিন উন্নত হইতেছে। জাপগণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাহাদের শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। বর্ত্তমান জাপানসম্রাট্ অতি সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী। ১৮৯০ সালে জাপানে প্রথম পার্লামেণ্ট সভা আহূত হয়। জাপানের শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইলেও মিকাডো অর্থাৎ সম্রাটের ক্ষমতা অধিক পরিমাণেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। জাপানের প্রায় সকল স্থলেই লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হইতেছে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ১২১৩ মাইল রাস্তায় বাষ্পীয় শকট গমনাগমন করিত। জেডো অথবা টোকিয়ো, কানাগাওয়া অথবা ইয়োকোহামা, হিয়োগো, ওসাকা, হাকাদেৎ, নিয়াইগাতা এবং নাগাসাকি এখন এই কএকটী স্থানে বিদেশীয়গণকে বাণিজ্য করিতে দেওয়া হয়। জাপানের অনেক জায়গায় টেলিগ্রাফ তার বসান হইয়াছে।

জাপিন্ (ত্রি) জপ শীলার্থে ণিনি। জপকারক।

জাপ্য (ত্রি) জপ-ণ্যৎ। জপযোগ্য।

জাবট (দেশজ) বৃন্দাবনের অন্তর্গত স্থানবিশেষ, ইহার নামান্তর জাওগ্রাম, এই স্থানে আয়ানের মাতা, রাধিকার শ্বশ্রূ জটিলা বাস করিত। [জটিলা দেখ।]

জাপ্‌টাজাপ্‌টি (দেশজ) পরস্পর বেগে জড়াইয়া ধরা

জাফ্‌নাপত্তন, সিংহলদ্বীপের উত্তরাংশস্থিত একটী নগর। এই নগর সমুদ্রকূল হইতে কিছু দূরে একটী খাড়ীর প্রান্তে অক্ষা° ৯° ৩৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৫´ পূঃ অবস্থিত। ঐ খাড়ী দিয়া বাণিজ্যতরি সকল নগর পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। এই নগরে একটী দুর্গ আছে। দুর্গের আকৃতি পঞ্চকোণ, চতুর্দ্দিকে গভীর পরিখা ও তৎপরেই বহুদূর পর্য্যন্ত দুর্গ হইতে

ক্রমনিম্ন প্রান্তর। দুর্গের প্রায় অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, সিংহলী প্রভৃতি নানা জাতীয় ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী জনসমাকীর্ণ নগর। এই স্থানের জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর এবং ভক্ষ্য সুলভ, এজন্য অনেক ওলন্দাজ এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। এখানে কৃষিকার্য্যেও বেশ উন্নতি হইতেছে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তামাক প্রধান। তদ্ভিন্ন তাল ও শঙ্খ বিদেশে রপ্তানী হয়। জাফ্নার নিকট সমুদ্রকূলে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ওলন্দাজগণ হলণ্ডের নগরগুলির নামানুসারে ঐ সকল দ্বীপের ডেল্‌ট, লিডেন, হার্লেম, আমষ্টার্ডেম প্রভৃতি নাম রাখিয়াছে। সমস্ত সিংহলের মধ্যে এই প্রদেশ অধিক জনাকীর্ণ। বহু পূর্ব্বে মিসনরীগণ এখানে গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহার অনেকগুলির ভগ্নাবশেষ আজিও পড়িয়া আছে।

জাফরগঞ্জ, ত্রিপুরা জেলার গোমতীতীরস্থ একটী সহর ও ব্যবসার আড্ডা। একটী সেতুবিশিষ্ট রাজবর্ত্ম দ্বারা এই সহর ১২ মাইল দূরস্থ জেলার সদর কুমিল্লা নগরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

জাফরআলিখাঁ, ইনি সচরাচর মীরজাফর নামে পরিচিত। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া ইহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব করেন। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে রাজকার্য্যে অবহেলা জন্য ইংরাজগণ ইঁহাকে বৃত্তি দিয়া পদচ্যুত করেন এবং ইঁহার জামাতা মীরকাশিমআলিখাঁকে বাঙ্গালায় নবাব করেন। মীরকাশিম ইংরাজদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পদচ্যুত হন। তৎপরে জাফরআলিখাঁ (মীরজাফর) পুনর্ব্বার নবাব হন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদে ইঁহার কবর আছে। [মীরজাফর দেখ।]

জাফরখাঁ, ইঁহার প্রকৃত নাম মুর্শিদকুলিখাঁ। ইনি এক ব্রাহ্মণের পুত্র, শৈশবাবস্থায় একজন মুসলমান কর্ত্তৃক প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হয়েন। সম্রাট্ আলমগীর ১৭০৪ খৃঃ অব্দে ইঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। ইনি নিজ নামানুসারে বাঙ্গালার রাজধানী মুর্শিদাবাদ নগর স্থাপন করেন। ১৭২৬ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। [মুর্শিদকুলিখাঁ দেখ।]

জাফরবাল, পঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার উত্তরপূর্ব্ব অংশের একটী তহসীল। ইহার অধিকাংশ উর্ব্বরা এবং পর্ব্বতনিঃসৃত অসংখ্য নির্ঝরিণীবিশিষ্ট। পরিমাণফল ৩০২ বর্গ মাইল। ইহাতে একটী ফৌজদারী; দুইটী দেওয়ানী আদালত ও দুইটী থানা আছে।

২ পূর্ব্বোক্ত জাফরবাল তহসীলের সদর। অক্ষা° ৩২° ২২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫৪´ পূঃ। এই নগর দেঘ নদীর পূর্ব্বকূলে শিয়ালকোট হইতে ২৫ মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। প্রবাদ আছে, বজবা জাট বংশীয় জাফরখাঁ নামে এক ব্যক্তি প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বে এই নগর স্থাপন করেন। চিনি ও শস্যাদি স্থানীয় দ্রব্যজাতের কিছু কিছু ব্যবসা হয়। এই নগরে তহসীল, থানা, ডাকঘর, বিদ্যালয় ও পথিকদিগের জন্য ডাকবাঙ্গালা ইত্যাদি আছে।

জাফরবেগ (আসফখাঁ), সম্রাট অক্‌বরের একজন সভাসদ ও কবি। ইঁহার পিতার নাম মির্জাবাদি উজ্জমান। ইঁহার খুল্লতাত আলি আসফ খাঁ সম্রাটের নিকট জাফরকে লইয়া আসেন। অকবর তাহাকে ২০ জন সেনার জমাদার নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরে জাফর ঐ নিকৃষ্টপদে অসন্তুষ্ট হইয়া পদত্যাগপূর্ব্বক বাঙ্গালায় প্রস্থান করেন এবং তথাকার নূতন শাসনকর্ত্তা মুসাফরখাঁর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। অনতিকাল পরে বাঙ্গালায় বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় জাফর শত্রুহস্তে পতিত হইলেন। যাহা হউক জাফর স্বীয় চতুরতা বলে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিলেন। ফতেপুরে আসিলে তিনি অক্‌বর কর্ত্তৃক দুই সহস্র সেনার অধিনায়ক ও আসফ্‌খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

জলাল রৌসানি, বরাক্‌জাই ও আফ্রিদি আফ্‌গানদিগকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে, আসফ্‌খাঁ তাহাকে দমন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। জেনখাঁ কোকার সাহায্যে আসফ্‌জলালকে পরাজিত করেন।

জাহাঙ্গীর সম্রাট্ হইলে আসফ্‌খাঁ রাজপুত্র পার্ব্বিজের আতালিক অর্থাৎ উজীর নিযুক্ত হন। তৎপরে তিনি উকীল উপাধি ও পাঁচ সহস্র সেনার অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন।

ইহার পর তিনি রাজপুত্র পার্ব্বিজের সহিত দাক্ষিণাত্য জয় করিতে যাত্রা করেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। বুর্হান্‌পুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আসফ্‌খাঁ অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ রাজস্ব সচিব ও হিসাব রক্ষক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে, তিনি এক পৃষ্ঠা একবার মাত্র নেত্রপাত করিয়া পৃষ্ঠার সমুদায় হিসাব বলিয়া দিতে পারিতেন। বাগানে তাঁহার বিলক্ষণ সখ ছিল। আসফের বহুসংখ্যক স্ত্রী ছিল।

ধর্ম্মবিষয়ে তিনি অকবরের শিষ্য ছিলেন। কবিতারচনায় তাঁহার সুন্দর ক্ষমতা ছিল। তিনি অকবরের সমকালীন একজন শ্রেষ্ঠ কবি মধ্যে গণ্য।

জাফর শাদিক, মুসলমানদিগের ১২ জন ইমামের মধ্যে

৬ষ্ঠ ইমাম, মদিনানগরে ইঁহার জন্মস্থান। ইনি মহম্মদ বেকারের পুত্র, আলি জৈনুউল্ আবেদীনের পৌত্র ও ইমাম-হোসেনের প্রপৌত্র। ইঁহারা সকলেই ইমাম ছিলেন। জাফর-শাদিক (অর্থাৎ সাধু জাফর) মুসলমানদিগের মধ্যে একজন তত্ত্বজ্ঞানী মনীষী বলিয়া বিখ্যাত। কথিত আছে, একদা খলিফ অল্ মনশুর সদুপদেশ গ্রহণ করিবেন বলিয়া জাফরশাদিককে রাজসভায় আহ্বান করিয়া পাঠান। জাফর তাহাতে এই উত্তর দেন যে, সংসারে উন্নতিলোলুপ ব্যক্তি তাঁহাকে প্রকৃত উপদেশ দিবে না, আর যে ব্যক্তির সংসারে স্পৃহা নাই পরকালের মঙ্গলেচ্ছু, সে সম্রাটের নিকট যাইবে কেন? ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে মদিনা নগরে ইঁহার মৃত্যু হয়। মদিনার অল্‌বকিয়া নামক গোরস্থানে ইঁহার এবং ইঁহার পিতা ও পিতামহের কবর আজিও বর্ত্তমান আছে।

কেহ কেহ বলেন, জাফরশাদিক পঞ্চশতাধিক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। 'ফালনামা' নামক অদৃষ্টব্যাপক গ্রন্থ ইঁহার রচিত বলিয়া খ্যাত।

জাফরান্ (আরব্য) ১ আফগানস্থানের জাতিবিশেষ। ইহারা তাতার বংশসম্ভূত। ২ সুগন্ধিপুষ্প, কুসুমফুল। [কুসুম্ভ দেখ।]

জাফরাবাদ, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিয়াবাড় এজেন্সির শাসনাধীন একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২০° ৫০´ হইতে ২০° ৫৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১৮´ হইতে ৭১° ২৯´ পূঃ। পরিমাণফল প্রায় ৪২ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ১২। এখানে অট্টালিকা-নির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর পাওয়া যায়। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস ও গোধূম প্রধান। মোটা কাপড় কিয়ৎ পরিমাণে প্রস্তুত হয়।

জাফরাবাদ রাজ্য জঞ্জীরার অধীনস্থ সর্দ্দারের অধীন।

২ উপরোক্ত জাফরাবাদ জমিদারীর প্রধান নগর। অক্ষা° ২০° ৫২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ২৫´ পূঃ। ইহার সমগ্র নাম মুজাফরা-বাদ, উহার সংক্ষেপ করিয়া জাফরাবাদ হইয়াছে। এই নগর সমুদ্রকূল হইতে এক মাইল দূরে কণাই নামক নদীতীরে অবস্থিত। নদীমুখ গভীর এবং চড়াশূন্য বলিয়া বাণিজ্যপোত যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা। কেবল দীউ নগর ব্যতীত গুজ-রাটের মধ্যে জাফরাবাদ সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান।

জাফরাবাদ, বেরারের ইলিচপুর জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২০° ১৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ১৪´ পূঃ। এই নগর জৌল্‌না নগরের ২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন গড় আছে।

জাফরাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ফতেপুর জেলার কল্যাণপুর তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২৬° ৪৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৪০° ৩৩´ ৪´ পূঃ। এই নগর ফতেপুর নগরের ১০ মাইল দূরে গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোডের ধারে অবস্থিত। কুড়মিগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী। এই নগর জরিপের একটী আড্ডা।

জাফ্‌ফু, নেপালের নেবার জাতির এক শাখা। ইহারা আবার উপজীবিকা অনুসারে ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সকলেই প্রায় কৃষিজীবী। এক সম্প্রদায় কুম্ভকার ও আর এক সম্প্রদায় জমি মাপ প্রভৃতি করিয়া থাকে। ইহারা নেবার সমাজে অতি মাননীয় এবং অপর সকল জাতি অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। সমস্ত নেবার জাতির প্রায় অর্দ্ধেক জাফ্‌ফু। ইহারা বৌদ্ধ-মতাবলম্বী, কিন্তু অনেক হিন্দু দেবদেবীর পূজাও করিয়া থাকে। পূজা ও বিবাহাদির সময় একজন বৌদ্ধযাজক ও একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত উভয়ে মিলিয়া কার্য্য সমাধা করে। নেপালে জাফ্‌ফুদিগের ছয় সম্প্রদায়ের ন্যায় আরও প্রায় ২৪টী সম্প্রদায় বুদ্ধদেব ও হিন্দুদেব দেবীর একত্র উপাসনা করে। ধর্ম্মবিষয়ে সমান হইলেও সমাজে তাহারা জাফ্‌ফুদিগের অপেক্ষা হীন। জাফ্‌ফুদিগের ছয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান প্রদান ও একত্র ভোজনাদি প্রচলিত আছে।

জাব (দেশজ) ১ গবাদির খাদ্য। ২ আর্দ্র।

জাবনা (দেশজ) ১ জাব। ২ মাছ ধরিবার চার।

জাবাঁবাঁশ (দেশজ) বাঁশবিশেষ, এই বাঁশ অত্যন্ত মোটা ও লম্বা, প্রায় ৩০ হাত পর্য্যন্ত হয়। এই বাঁশের কঞ্চি বড় হয় না, ভিতর ফাঁফা, ইহাতে উত্তম ছেচা হয়।

জাবাল (পুং) জবালায়াঃ অপত্যং পুমান্-ইতি অণ্। মুনি বিশেষ, সত্যকাম, জবালার পুত্র। জবালা অনেক পুরুষের সহবাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সত্যকাম ঋষিগণের নিকট বেদ শিক্ষা করিতে গেলে তাঁহারা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যকাম আপন গোত্র জানিতেন না, তিনি মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মাতা বলিল—"অনেকের সহিত আমি সহবাস করিয়াছি, তুমি কাহার ঔরসজাত তাহা আমি জানি না। তুমি গুরুর নিকট 'সত্যকাম জাবাল' বলিয়া পরিচয় দিও।" তদনুসারে সত্য-কাম জাবাল নামে খ্যাত হইলেন। (শতপথব্রা°, ঐতব্রা° ও ছান্দোগ্যউ°) ইনি একজন স্মৃতিকার। ২ মহাশালের উপাধি। ৩ বৈদ্যক গ্রন্থভেদ। ৪ অজাজীব। (অমর ২।১০।১১।) ৫ উপনিষদ্ বিশেষ। "ব্রহ্মকৈবল্যজাবালশ্বেতাশ্বো হংসআরুণিঃ।" (মৌক্তিকোপনি°)

৬ দর্শনশাস্ত্রবিশেষ।

"অধীত্য কূটজাবালং শার্গালিং যোনিমাপ্নুয়াৎ।"(রামদত্তশাপ°)

জাবালায়ন (পুং) একজন বৈদিক আচার্য্য। (বৃহদা° ৪।৬।৬)

জাবালি (পুং) জবালায়াঃ অপত্য পুমান্ ইনি-ইচ্। কশ্যপ-

বংশীয় একজন মুনি। ইনি দশরথের গুরু ছিলেন। ইনি চিত্রকূটে রামকে রাজ্যগ্রহণ করিতে অশেষবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (রামা°) ইনি ব্যাস কথিত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের শ্রোতা। (ব্রহ্মবৈ°)

জাবালিন্ (পুং) বেদের এক শাখা।

জাব্দা (আরবী) খরচের খাতা।

জাম (দেশজ, জম্বু শব্দের অপভ্রংশ) জম্বু। [জম্বু দেখ।]

জামজহরী (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

জাম্-জো-তন্দো, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ২৫´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° ৩৪´৩০´´ পূঃ। অধিবাসী মুসলমানদিগের অধিকাংশ নিজামানি, সৈয়দ বা খাস্কেলি সম্প্রদায়ভুক্ত, হিন্দুগণ অধিকাংশ লোহানো। তালপুরের মীরবংশীয়গণ এই নগর স্থাপন করেন। ঐ বংশের খানানিগণ এখনও এখানে বাস করিতেছেন। হায়দরাবাদ হইতে অলহিয়ার-জো-তন্দো দিয়া মীরপুরখাশ পর্য্যন্ত রাস্তায় এই নগর অবস্থিত। তন্দো শব্দের অর্থ বেলুচী ভাষায় নগর।

জামতারা, বাঙ্গালার সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ইহা জামতারা থানা লইয়া গঠিত। অক্ষা° ২৩° ৪৮´১৫´´ হইতে ২৪° ১০´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৬° ৪১´ হইতে ৮৭° ২০´৩০´´ পূঃ। পরিমাণফল ৬৯৬ বর্গমাইল। ইহাতে একটী ফৌজদারী, একটী দেওয়ানি ও একটী সাঁওতালদিগের জন্য দেওয়ানী ও কালেক্টরী আদালত আছে।

জামদগ্ন (পুং) চতুরহ যাগভেদ।

জামদগ্নিয় (ত্রি) জমদগ্নি সম্বন্ধীয়।

জামদগ্নেয় (পুং) জমদগ্নেরপত্যং, প্রত্যয়বিধৌ তদন্তগ্রহণস্য প্রতিষেধেঽপি আর্ষত্বাৎ ঢক্। (অগ্নি-কলিভ্যাং। পা) পরশুরাম, ভার্গব।

"ভার্গবং জামদগ্নেয়ং রাজা রাজবিমর্দ্দনং।" (রামা° ১।৮৪ অঃ)

জামদগ্ন্য (পুং) জমদগ্নেরপত্যং পুমান্-ইতি-যঞ্ (গর্গাদিভ্যোঃ যঞ্। পা ৪।১।১০৫) জমদগ্নিপুত্র, পরশুরাম, ভার্গব। (রামা° ১।৭৭।১২)

জামনি, মধ্যভারতে বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের একটী নদী। এই নদী মধ্যভারতে উৎপন্ন হইয়া বুন্দেলখণ্ড ও চন্দেরী প্রদেশ দিয়া প্রায় ৭০ মাইল গমনের পর বেতবা নদীতে মিশিয়াছে।

জামনিয়া, (দবীর) মধ্যভারতের মানপুর এজেন্সীর একটী ঠাকুরাত অর্থাৎ সর্দ্দারী জমিদারী। সর্দ্দারের উপাধি ভূমিয়া। ঠাকুরগণ সকলেই ভূলাল-জাতীয়। প্রবাদ এই ভূলাল জাতি রাজপুতদিগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। জাম্নিয়া নগরে বিখ্যাত ভূমিয়া নাদিরসিংহ প্রাদুর্ভূত হইয়া চতুর্দ্দিকে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করেন। সিন্ধিয়ার পাঁচটী গ্রাম লইয়া এই ঠাকুরাত সংগঠিত। তদ্ভিন্ন খেরী, দাভর ও ৪৭ ভীলপাড়া ইহার অন্তর্গত। পরিমাণফল প্রায় ৪৬,৫৭৫ বিঘা। মানপুর হইতে ধারানগরের রাস্তা প্রায় ৭ মাইল এই জমিদারীর ভিতর দিয়া গিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান সদর কুঞ্জরোড়।

জামনের, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত খান্দেশ জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২০° ৩২´৩০´´ হইতে ২০° ৫২´২০´´ উঃ। দ্রাঘি° ৭৫° ৩৪´ ৫০´´ হইতে ৭৬° ৩´ ৪৫´´ পূঃ। পরিমাণফল ৫২৫ বর্গমাইল, ইহাতে ২টী নগর ও ১৫৬টী গ্রাম আছে। এই উপবিভাগের অধিকাংশ স্থান তরঙ্গায়িত নিম্নস্থান দিয়া, উভয় তীরে ঘন বাবলাবৃক্ষসমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকল প্রবাহিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণপূর্ব্বভাগে তরুণ শালবনভূষিত অনুর্ব্বর ভূধরমালা বিরাজিত। এখানে জল সর্ব্বত্র প্রচুর। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩০ ইঞ্চ। নদীর মধ্যে বাঘের ও উহার উপনদী কাগ, সুরি, হর্কি ও সোনিজ প্রধান, তদ্ভিন্ন ইহাতে বিস্তর কূপ আছে। ইহার ভূমি মোটের উপর অনুর্ব্বর। পূর্ব্বে ইহা হায়দরাবাদের নিজামের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে খর্দ্দার যুদ্ধের পর ইহা মহারাষ্ট্রগণ প্রাপ্ত হয়। ১৮১৮-১৯ খৃঃ অব্দে এই উপবিভাগ ইংরাজ অধিকারভুক্ত হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে জোয়ার ও বাজরা প্রধান, তদ্ভিন্ন তণ্ডুল, গোধূম, ভুট্টা, কলায়, কার্পাস, শণ, পাট, তামাক, চিনি ও নীল উৎপন্ন হয়। ইহাতে ২টী ফৌজদারী আদালত ও ১টী থানা আছে।

২ উক্ত জাম্নের উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ২০° ৪৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৪৫´ পূঃ। এই নগর ধূলিয়ার ৬০ মাইল অগ্নিকোণে কাগ নামে ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত। এক সময়ে এই নগর চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখন ইহার পূর্ব্ব বাণিজ্যশিল্পাদি লোপ পাইয়াছে। নগরের বাহিরে রামমন্দির নামে রামচন্দ্রের একটী মন্দির এবং পুণাঅশ্বারোহী সৈন্যদলের একটী সৈন্যাবাস আছে। এখানে ডাকঘর ও একটী গবর্মেণ্ট স্কুল আছে।

জামপুর, ১° পঞ্জাবের অন্তর্গত দেরা-গাজি খাঁ জেলার একটী তহসীল। এই তহসীল সিন্ধু নদী ও সুলেমান পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ৯১২ বর্গমাইল। নগর ও গ্রাম সংখ্যা ১৪১। অধিবাসিদিগের প্রায় ৳ মুসলমান। উৎপন্নদ্রব্য —জোয়ার, বাজ্রা, গোধূম, তণ্ডুল, কার্পাস ও নীল। একজন তহসীলদার, ১ জন মুন্সেফ ও ৩জন অনরারি মাজিষ্ট্রেট, এবং ৪টী ফৌজদারী ও ৪টী দেওয়ানি আদালত আছে।

২ পূর্ব্বোক্ত জামপুর তহসীলের সদর নগর। অক্ষা°

২৯° ৩৮´ ৩৪´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৩৮´ ১৬´´ পূঃ। এই নগর দেরা-গাজি খাঁ নগরের ৩২ মাইল দক্ষিণে রাজনপুর ও জাকুবাবাদ নগরের পথে অবস্থিত। প্রবাদ আছে, এই নগর জনৈক জাট সর্দ্দার স্থাপন করেন। তহসীল কাছারী ব্যতীত এখানে বিদ্যালয়, ডাকবাঙ্গলা, দাতব্য ঔষধালয়, সরাই, মদের ভাটী ও একটী মিউনিসিপালটী আছে। এখানকার নানাবিধ কাষ্ঠের খোদাই জিনিস অতি প্রশংসনীয়। তাহাই অধিবাসিদিগের প্রধান ব্যবসায়।

জামরি, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ভাণ্ডারা জেলার একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। অক্ষা° ২১° ১১´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৫´ ৩´´ পূঃ। ইহা গ্রেট ইষ্টারণ রোড নামক রাজপথের উত্তরে সাকোলির নিকট অবস্থিত। পরিমাণফল ১৫ বর্গমাইল, উহার ১ মাইলে মাত্র চাস হয়। অধিকারী গোঁড় জমীদার জঙ্গলের কড়ি কাঠ বিক্রয় করিয়া অনেক লাভ করেন।

জামরুল (দেশজ) ফলবিশেষ। [জম্বু দেখ।]

জামর্য্য (ত্রি) [বৈ] প্রাণীদিগকে অমরকারী।

"জামর্য্যেণ পয়সা পীপায়।" (ঋক্ ৪।৩।৯)

জামল (ক্লী) আগমশাস্ত্রবিশেষ, রুদ্রজামল প্রভৃতি।

জামলি, মধ্যভারতে ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত ঝাবুয়া রাজ্যের একটী সহর। ইহা সর্দ্দারপুরের ২৪ মাইল উত্তরে ঝাবুয়া নগর হইতে ৩০ মাইল ঈশাণকোণে অবস্থিত। এখানে ঠাকুর উপাধিধারী একজন ওমরাহ বাস করেন।

জাম সাতোজী, কচ্ছপ্রদেশের জাড়েজা বংশীয় একজন প্রাচীন রাজা। ধাত-পার্কর অধিপতি সোঢ়ার সহিত তাঁহার বিবাদ ছিল। সূর্য্যবংশীয় বীরবলের পুত্র কাঠিরাজ বালাজীর সাহায্যে তিনি পার্কর জয় করিয়া লুণ্ঠন করেন। স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে একদিন বালাজীর কাঠি-সৈন্যগণ প্রথমেই আসিয়া নিগালা সরোবরের তীরে বৃক্ষতলে শিবির সংস্থাপন করিল। তীরে অল্পমাত্র বৃক্ষ ছিল, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ পরে যখন জাম সাতোজী আসিয়া দেখিলেন যে, কাঠিগণ সমস্ত তরুতলই অধিকার করিয়াছে, তাঁহার জন্য একটীও রাখে নাই। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বালাজীকে তাম্বু উঠাইতে কহিলেন। বালাজী এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎক্ষণাৎ কাঠিসৈন্য সহ প্রস্থান করিলেন। জাম সাতোজী বিপদ্ ভাবিয়া অনেক অনুনয় দ্বারা তাঁহার ক্রোধ শান্তির চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বালাজী শুনিলেন না। কিছুদিন পরে বালাজী রাত্রিযোগে অতর্কিত ভাবে জাড়েজাদিগকে আক্রমণ করিয়া পঞ্চভ্রাতার সহিত জাম্ সাতোজীকে বিনাশ করিলেন। কেবল কনিষ্ঠ সহোদর জাম অবড়া রক্ষা পাইলেন। তিনি বালাজীকে অনেকবার পরাজয় করিয়া অবশেষে থানের যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। প্রবাদ এই যুদ্ধে সূর্য্যদেব স্বয়ং শ্বেতাশ্বে আরোহণ করিয়া বালাজীর পক্ষে যুদ্ধ করেন।

জামা (স্ত্রী) জম-অদনে অণ্ ততঃ স্ত্রিয়াং টাপ্। কন্যা, দুহিতা। "অন্যত্র জাময়া সার্দ্ধং প্রজানাং পুত্র ঈহতে।" (ভা° ১৩।৪৫ অঃ)

জামা (পারসী) বেনিয়ান্, কুর্ত্তি, কোট, পিরান্।

জামাই (দেশজ) জামাতা, কন্যার পতি।

জামাইপুলিশিম (দেশজ) একপ্রকার শিম।

জামাতৃ (পুং) জায়াং মাতি, মিমীতে, মিনোতি বা, (নপ্তৃনেষ্টৃ তষ্টৃ হোতৃপোতৃভ্রাতৃজামাতৃইতি। উণ্ ২।৯৬) ১ দুহিতার পতি, জামাই। "বিষ্ণুং জামাতরং মন্যে" (যাজ্ঞ°) ২ সূর্য্যাবর্ত্ত। (ত্রিকা°) ৩ ধব। ৪ বল্লভ। (হেম°)

জামাতৃক (ত্রি) ১ জামতাসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ কন্যার পতি।

জামাতৃত্ব (ক্লী) জামাতুর্ভাবঃ জামাতৃ-ত্ব। জামাতার কার্য্য।

জামালগড়ী, স্বাৎ ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণাংশকে সাধারণতঃ যুসুফজাই কহে। এই যুসুফজাই প্রদেশস্থ পাজা পাহাড়শ্রেণীর দক্ষিণাংশে জামালগড়ী গ্রাম অবস্থিত। জামালগড়ী মরদান হইতে ৮ মাইল উত্তরে, তখ্‌তিবহি হইতে উত্তরপূর্ব্বকোণে, শাহবাজগড়ী হইতে উত্তরপশ্চিমকোণে অবস্থিত। উক্ত তিনটী স্থান হইতেই প্রায় সমদূরবর্ত্তী।

পূর্ব্বে কোন্ সময়ে এই স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল; এই স্থানের প্রায় সর্ব্বত্রই বৌদ্ধদিগের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও এই গ্রামের নিকটস্থ পাহাড়ের উপরিভাগে, বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের গৃহ হইতে এ স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের ভাস্করকার্য্য সাতিশয় প্রশংসনীয়। এ স্থলের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনেক প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায়—অনেক প্রতিমূর্ত্তিই অবিকৃত অবস্থায় আছে। এই স্থানের স্তূপ খুঁড়িতে খুঁড়িতে প্রাচীরবেষ্টিত কতকগুলি বৌদ্ধমঠ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই মঠগুলির প্রত্যেক কামরায় বুদ্ধদেবের এক একটী মূর্ত্তি উপবিষ্ট আছে। এই মন্দিরগুলির অনেকস্থলই পাথরে নির্ম্মিত; সম্মুখভাগ অতিশয় মনোহর এবং বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা অলঙ্কৃত। এক স্থানে দেখিবে বুদ্ধদেব সংসার পরিত্যাগ করিয়া যোগে নিমগ্ন আছেন, আবার এক স্থানে দেখিতে পাইবে, তিনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই দুই প্রকার মূর্ত্তির মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। এই মঠগুলির দেওয়ালের গায়েও অনেক প্রতিমূর্ত্তি বসান ছিল। এই বিধ্বস্ত স্তূপের মধ্য হইতে অনেক-

গুলি প্রতিমূর্ত্তি বাহির হইলে ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণ তাহার অনেক গুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই মঠগুলির নিকটে প্রাচীরের মধ্যেই একটী বৌদ্ধপ্রাঙ্গণও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রাঙ্গণে অনেক রাজার প্রতিমূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। এই প্রতিমূর্ত্তিগুলির স্কন্ধদেশ ও বাহুর উর্দ্ধদেশ রত্নে মণ্ডিত এবং পদে বিনামা। এই প্রাঙ্গণ 'বিহার'-প্রাঙ্গণ নামে অভিহিত। এই প্রাঙ্গণটি ৭২ ফিট্ লম্বা এবং ৩৩ ফিট্ চৌড়া; ইহার চারিদিকে ২৭টী এবং মধ্যদেশে ৯টী ধর্ম্মমঠ আছে। এই প্রাচীর মধ্যস্থ গৃহগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত এবং প্রতি বিভাগই প্রায় আয়তাকার। ইহার একস্থানে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদিগের সঙ্ঘারাম ছিল। এই প্রদেশে জল প্রায় দুষ্প্রাপ্য; এই জন্য জামালগড়ীর নিকটস্থ পর্ব্বতোপরি মঠে যে সমস্ত সন্ন্যাসী বাস করিতেন, যাহাতে তাঁহারা সহজে জল পাইতে পারেন, তজ্জন্য কৃত্রিম জলাধার প্রস্তুত ছিল, এই আধারে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হইত এবং বারমাসই ইহাতে জল থাকিত। জামালগড়ী প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই ধর্ম্মমঠাদির। ইহা দ্বারা খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে কাবুল উপত্যকাবাসী বৌদ্ধগণ স্থাপত্যবিদ্যায় যে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

জামালপুর, ১ ময়মনসিংহ জেলার একটী মহকুমা, ২৪° ৪৩´ হইতে ২৫° ২৫´ ৪৫´´ উত্তর অক্ষা° এবং ৮৯° ৩৮´ হইতে ৯০° ২০´ ৪৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। জামালপুরের ভূ-পরিমাণ ১২৪৪ বর্গমাইল, গৃহসংখ্যা ৬৫৪০২। এখানে প্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা ৪০০ জন লোকের বাস, প্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা ১৫টী পল্লীগ্রাম, প্রতি পল্লীগ্রামে ২৬৫ জন লোকের বাস। জামালপুরে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান এবং অন্যান্য জাতীয় লোকের বাস আছে। এই মহকুমার অধীন জামালপুর, সেরপুর এবং দেওয়ানগঞ্জে তিনটী পুলিশ থানা, একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ২ জন মুন্সেফ আছে।

২ উক্ত ময়মনসিংহ জেলার অধীন জামালপুর মহকুমাস্থ সদর। এখানে ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট থাকেন। উক্ত মহকুমার মিউনিসিপাল কার্য্যালয়ও এই স্থানে আছে। স্থানটী ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমতীরে ২৪° ৫৬´ ১৫´´ উত্তর অক্ষা° এবং ৮৯° ৫৮´ ৫৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারিতে লোকসংখ্যা ১৫৩৮৮, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৭৩৩ জন এবং মুসলমান ১০৬৫৫ জন। জামালপুর সহরটী ৯৩১৮ একর বিস্তৃত। জামালপুর হইতে ৩৫ মাইল দূরে নসিরাবাদ পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাস্তা আছে। ব্রহ্মপুত্রনদের উপর একটী সেতু আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে একটী সেনানিবাস ছিল।

জামালপুর, মুঙ্গের পাহাড়ের পাদদেশে ২৫° ১৮´ ৪৫´´ উত্তর অক্ষা° এবং ৮৬° ৩২´ ১´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে জামালপুর অবস্থিত। জামালপুর মুঙ্গের জেলার একটী সহর, এখানে একটী মিউনিসিপালিটি আছে। জামালপুর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলওয়ের একটী ষ্টেসন, কলিকাতা হইতে ২৯৯ মাইল ব্যবধান। লৌহ-কারখানার জন্য বিখ্যাত। এখানে ৩০ একর বিস্তৃত জমীতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান্-রেলওয়ে কোম্পানীর কতকগুলি লৌহ-কারখানা আছে। এই সমস্ত কারখানায় ৫০০ য়ুরোপীয় ও ৩০০০ দেশীয় লোক নিযুক্ত থাকে। বেহার হইতে অনেক লৌহ-কর্ম্মকার এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। কোম্পানী কারখানার কর্ম্মকার সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত দালাল নিযুক্ত করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে ১৮০৮৯ জন লোকের বাস ছিল; তন্মধ্যে হিন্দু ১৪১১২, মুসলমান ৩২৯০, খৃষ্টান ৬৮৭ জন। গড়পড়তা প্রতি প্রজাকে বার আনা হইতে ১৲ টাকা করিয়া মিউনিসিপাল কর দিতে হয়।

য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীগণ রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট সদর রাস্তায় বাস করেন। তাহাদের গৃহগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। দেশীয় লোকদিগের আবাস, হাট বাজার প্রভৃতি য়ুরোপীয় পল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন। দেশীয় ও য়ুরোপীয় পল্লীর মধ্যে একটী রেলের রাস্তা আছে। জামালপুরে একটী পুস্তকাগার ও পাঠাগার আছে। এখানে নাট্যশালা, গির্জ্জা, কতক গুলি বিদ্যালয়, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, ক্রিকেট খেলিবার স্থান এবং য়ুরোপীয়দিগের একটী সন্তরণস্থান আছে। এগুলি সমস্তই রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষদিগের ব্যয়ে সংরক্ষিত হইতেছে। মুঙ্গের পাহাড়ের নিম্নদেশে একটী খাল কাটান হইয়াছে, সেই স্থান হইতে যে জল আসে, তাহাই জামালপুরের লোকেরা ব্যবহার করে।

জামি (স্ত্রী) জম-ইঞ্। ইন্ নিপাতনাৎ সাধুরিত্যেকে। ১ ভগিনী। ২ কুলস্ত্রী। ৩ দুহিতা। ৪ পুত্রবধূ। ৫ নিকট সম্বন্ধ সপিণ্ড স্ত্রী। (শব্দার্থচি°) ৬ বন্ধু। "জামি সিন্ধুনাং ভ্রাতেব" (ঋক্ ১।৬৫।৭) 'জামির্বন্ধু' (সায়ণ)

"জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ"

"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎকুলং" (মনু)

'ভগিনীগৃহপতিসংবর্দ্ধনীয়সন্নিহিতসপিণ্ডস্ত্রিয়শ্চ পত্নীদুহিতৃস্নুষাদ্যাঃ।' (কুল্লূক) ভগিনী, গৃহপতি ও সন্নিহিত সপিণ্ড পত্নী, পত্নী, দুহিতা, পুত্রবধূ প্রভৃতিকে জামি কহে। যে গৃহে জামি অপমানিত বা লাঞ্ছিত হয়, সে গৃহের কখনও মঙ্গল হয় না। যেখানে ইহারা পূজিত হন, সেই স্থানে সকল প্রকার সুখ বর্দ্ধিত হয়। ৭ উদক। ৮ অঙ্গুলি। (নিঘণ্টু)

জামি, একজন পারসী কবি। ইহার প্রকৃত নাম মৌলানা নুরুদ্দীন্ আব্দর্‌-রহমন্। ১৪০১ খৃঃ অব্দে হিরাটের নিকটবর্ত্তী জাম নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তদনুসারে সকলে ইঁহাকে জামি কহে। তাঁহার সমকালে তাঁহার তুল্য বৈয়াকরণিক, দার্শনিক ও কবি আর কেহ ছিল না। বাল্যকাল হইতেই তিনি সুফির দর্শনশাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করেন এবং জীবনের শেষভাগে সাংসারিক সকল কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছিলেন।

জামিকৃৎ (ত্রি) জামিং করোতি জামি-কৃ-কিপ্। সম্বন্ধকারী।

জামিত্র (ক্লী) বিবাহাদি শুভকর্ম্মকালীন লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান। "জামিত্রং সপ্তমং স্থানং।" (জ্যোতিষ)

জামিত্রবেধ (পুং) বিধ-ঘঞ্ জামিত্রস্য বেধঃ ৬তৎ। শুভকর্ম্মবিষয়ক যোগবিশেষ। যদি কর্ম্মকালীন নক্ষত্রঘটিত রাশি হইতে সপ্তম রাশিতে সূর্য্য কিম্বা শনি অথবা মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে জামিত্রবেধ হয়। কাহারও মতে সপ্তমে পাপগ্রহ থাকিলেই জামিত্রবেধ হয়। তাহাতে বিশেষ এই চন্দ্র যদি আপন মূলত্রিকোণে কিম্বা আপন ক্ষেত্রে থাকে, অথবা পূর্ণ চন্দ্র হয়, অথবা পূর্ণচন্দ্রে শুভগ্রহের বা নিজগ্রহের ক্ষেত্রে থাকে, তাহা হইলে জামিত্রবেধবিহিত যে দোষ থাকে, তাহা নষ্ট হয়। তাহাতে অশেষ মঙ্গল হইয়া থাকে।

জামিত্ব (ক্লী) সম্বন্ধ।

জামিন্ (আরবী) প্রতিভূ। কাহারও জন্য দায়িত্ব স্বীকার। কাহারও হইয়া কোন দ্রব্য আবদ্ধ বা গচ্ছিত রাখা।

জামিন্‌দার (আরবী) ১ জামিন্। ২ যে জামিন দেয়।

জামিনী (পারসী) জামিন। প্রতিভূ।

জামিশংস (পুং) ভগিনীভ্রাতা কর্ত্তৃক যে অভিশাপ দেওয়া হয়।

জামী (স্ত্রী) জামি-ঙীষ্। জামি, ভগিনী প্রভৃতি। [জামি দেখ।]

জামীর (দেশজ) নেবুবিশেষ। [জম্বীর দেখ।]

জামুখা, (জুম্‌খা) গুজরাটের রেবাকান্থার একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। পরিমাণফল এক বর্গমাইল।

জামূড়া (দেশজ) ব্রণকিণ, সর্ব্বদা অস্ত্রাদি ব্যবহার জন্য হস্তপদাদিতে কঠিন মাসরূপ রোগ। ২ অপক্কাবস্থায় আঘাতাদি দ্বারা ফলাদি কঠিনত্ব।

জামেয় (পুং) জাম্যাঃ ভগিন্যাঃ অপত্যং (স্ত্রীভ্যোঢক্। পা ৪।১।১২) ইতি ঢক্। ভাগিনেয়, ভগিনীপুত্র।

জাম্‌খেড়, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আহ্মদনগর জেলার অগ্নিকোণে স্থিত একটী উপবিভাগ। ইহাতে ৭৫টী গ্রাম আছে। পরিমাণফল ৪৮২ বর্গ মাইল। এই উপবিভাগের গ্রামগুলি কোথাও বা পরস্পর সংলগ্ন চাকলাবদ্ধ, কোথাও আবার এক এক স্থানে অবস্থিত ও তাহাদের চতুর্দ্দিকে নিজামের অধিকার। ইহার অধিকাংশ স্থান উচ্চ মালভূমি। নাগর ও বালাঘাটপর্ব্বতশ্রেণী ইহার মধ্য দিয়া বিস্তৃত। ইহার মৃত্তিকা কোমল ও উর্ব্বরা। উত্তরভাগের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু সন্নিকটে বৃহৎ নগরাদি না থাকায় ব্যবসায়ের বিশেষ কষ্ট হয়। উচ্চ পর্ব্বতের সন্নিহিত বলিয়া এখানে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। ধান্য, গোধুম, বাজরা, দেধান, জনার, মুগ, মসুর, মটর, তিল, সরিষা, মসিনা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন তামাক, শণ ও পাট প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

জাম্‌খেড় নগর হইতে আহ্মদনগর পর্য্যন্ত ৪৬ মাইল বিস্তৃত একটী পাকা রাস্তা আছে। এই রাস্তা কতক ইংরাজের রাজ্য দিয়া ও কতক নিজামের রাজ্য দিয়া গিয়াছে। জাম্‌খেড় ও আহ্মদনগরের বাণিজ্য এই রাস্তা দিয়া সম্পন্ন হয়। নিজামের রাজ্য দিয়া জিনিস লইয়া গেলেই নিজামকে কর দিতে হয়, তজ্জন্য ব্যবসার বিশেষ অসুবিধা হইতেছে।

ঐ রাস্তা ভিন্ন জাম্‌খেড় হইতে খর্দা, কাজরাত ও কর্ম্মালা পর্য্যন্ত আরও ৩টী রাস্তা আছে। ঐ গুলির একটীও ভাল অবস্থায় নাই। এখানে প্রতি সপ্তাহে ৫টী হাট হইয়া থাকে। অকোলা ও খেড়া নগরে রবিবারে, খর্দা নগরে মঙ্গলবারে এবং জামখেড় ও ডঙ্গর-কিহ্নি নগরে শনিবারে হাট বসে। বহুদূর হইতে ব্যাপারিগণ জামখেড়ে বেচা কেনা করিতে আসে। এখানে ছাগমেষাদি অতিশয় সস্তা।

শিল্পের মধ্যে এখানে কতক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হয়। খর্দা নগরই ইহার প্রধান স্থান। অনেক স্থানে সামান্য পরিমাণে পিত্তল ও কাঁসার বাসন তৈয়ার হয়। ডঙ্গর-কিহ্নি নগরে তৈলঙ্গদিগের একটী চুড়ির কারখানা আছে। পূর্ব্বে এখানে বহুপরিমাণে কাচের চুড়ি হইত।

এই উপবিভাগের অধিকাংশ গ্রামই পূর্ব্বে পেশবার অধিকারভুক্ত ছিল। ১৮১৮-১৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণ পেশবার নিকট কতকগুলি গ্রাম প্রাপ্ত হন। পরে জাম্‌খেড় ও আর আর পাঁচটী গ্রাম নিজামের নিকট গ্রহণ করা হয়। ক্রমে আরও কএকটী গ্রাম ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইল। এই উপবিভাগ অনেকবার কর্ম্মালার সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত করা হইয়াছে। অবশেষে ১৮৩৫-৩৬ খৃঃ অব্দে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া আহ্মদনগর জেলাভুক্ত হইয়াছে।

২ আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত জাম্‌খেড় উপবিভাগের সদর ও নগর। অক্ষা° ১৮° ৪৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২২´ পূঃ। এই নগর আহ্মদনগর হইতে ৪৫ মাইল দূরে অগ্নিকোণে অবস্থিত, মধ্য দিয়া একটী পাকারাস্তা গিয়াছে। এই নগরে

হেমাড়পন্থীদিগের একটী মল্লিকার্জ্জুন মহাদেব ও অপরটী জটাশঙ্কর মহাদেবের মন্দির আছে। মল্লিকার্জ্জুন মহাদেবের মন্দিরের কেবল লিঙ্গমূর্ত্তি ও ভগ্ন স্তম্ভ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। জটাশঙ্করের মন্দির বহুকাল মাটিতে প্রোথিত ছিল। প্রতি শনিবারে এখানে একটী হাট বসে। জাম্‌খেড়ের ঈশানকোণে ৬ মাইল দূরে নিজামরাজ্যভুক্ত সৌতরা গ্রামের নিকট ইঞ্চর্ণ নদীতে ২০৯ ফিট্ গভীর একটী জলপ্রপাত আছে। বর্ষাকালে ঐ প্রপাতের প্রাকৃতিক শোভা দর্শকদিগের দ্রষ্টব্য বটে।

জাম্‌কি, পঞ্জাবস্থ শিয়ালকোট জেলার শিয়ালকোট তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ৩২° ২৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ২৬´ ৪৫´´ পূঃ। প্রবাদ আছে, প্রায় ৫।৬ শতাব্দী পূর্ব্বে শাহুবাল হইতে জাম নামে একজন চুনা জাট পিণ্ডি নামে জনৈক ক্ষত্রিয়ের সাহায্যে এই নগর স্থাপন করেন। ইহাকে পূর্ব্বে পিণ্ডিজাম বলিত, পরে তাহা হইতে জাম্‌কি নাম হইয়াছে। এখানে চিনির বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইয়া থাকে।

জাম্‌দানি (উর্দ্দু) ১ চিকণ কার্য্যযুক্ত বস্ত্রবিশেষ। সচরাচর স্থতার কাপড়েই নানারূপ ফল ফুল পত্রাদির প্রতিকৃতি তুলিয়া জাম্‌দানি প্রস্তুত হয়। ঢাকানগরে অতি উৎকৃষ্ট জামদানি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথায় ফুলের নামানুসারে উহার করল্লা, তোড়াদার, বুটিদার, তেড়চা, জালয়ার, পান্নাহাজারা, তুরিয়া, গেঁদা প্রভৃতি বহুপ্রকার জামদানি দেখিতে পাওয়া যায়। [চিকণ শব্দ দেখ।]

২ বস্ত্রাদি রাখিবার ধাতুনির্ম্মিত পেটিকা।

জাম্পুই, বাঙ্গালার অন্তর্গত পার্ব্বত্য ত্রিপুরার একটী প্রধান পাহাড়। এই পাহাড় দেবও লুঙ্গাই নদীদ্বয়ের মধ্যে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম বেতলিঙ্গ শিব, তাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩২০০ ফিট্ এবং জাম্পুইশৃঙ্গ ১৮৬০ ফিট্ উচ্চ।

জাম্বব (ক্লী) জবাঃ ফলং অণ্ (জম্ব্বাবা। পা ৪।৩।১৬৫) ইতি অণ্ তস্যাবধানাৎ ন লুক্। জম্বূফল, জাম। [জম্বূ দেখ।] ২ স্থবর্ণ। ৩ আসব। (সুশ্রুত)

জাম্ববক (ত্রি) জাম্ববেন নিবৃত্তং অরীহণাদিত্বাদ্‌বুঞ্। জম্বূফল।

জাম্ববতী (স্ত্রী) কৃষ্ণের পত্নী জাম্ববানের কন্যা, শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণির অন্বেষণে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জাম্ববান্ ভবনে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় মণির সন্ধান পাইয়া, জাম্বমানকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্ব্বক মণির সহিত জাম্ববতীকে লাভ করেন। [স্যমন্তক দেখ।] ইহার গর্ভে সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান্, দ্রবিণ ও কেতুর জন্ম হয়। (ভাগবত)

জাম্ববান্ (পুং) জাম্ব-মতুপ্ মস্য বঃ। এক ঋক্ষরাজ, সুগ্রীবের মন্ত্রী, লঙ্কার যুদ্ধে রামের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি পিতামহ ব্রহ্মার পুত্র। দ্বাপর যুগে সিংহ বিনাশ করিয়া তাহার নিকট হইতে স্যমন্তক মণি আনয়ন করেন। সেই সূত্রে ইহার কন্যা জাম্ববতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়। (ভাগবত)

জাম্ববি (পুং) জাম্বব-ইচ্। বজ্র।

জাম্ববী (স্ত্রী) জাম্ববং তদাকারো হস্ত্যস্যাঃ অণ্ ঙীপ্। নাগদমনীবৃক্ষ। (রাজনি°)

জাম্ববৌষ্ঠ (ক্লী) জাম্ববমিব ওষ্ঠোঽস্য। ব্রণ দগ্ধ করিবার সূক্ষ্ম অস্ত্রভেদ। ইহার অপর নাম জাম্বোষ্ঠ, জম্বোষ্ঠ।

জাম্বীর (ক্লী) জম্বীরস্য ফলং জম্বীর-অণ্। জম্বীর ফল।

জাম্বীল (ক্লী) জম্বীর-অণ্ বেদে রস্য বা লঃ। ১ জম্বীর ফলাকার। ২ জানুমধ্যভাগ। "জাম্বীলেনারণ্যং" (শুক্লযজুঃ ২৫।৩) 'জাম্বীর' জম্বীরতরোঃ ফলং রলয়োরভেদঃ। তদাকারেণ জানুমধ্যভাগে জাম্বীলস্তেনারণ্যদেবং প্রীণামীতি' (বেদদীপ)

জাম্বুঘোরা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পাঁচমহাল জেলার নরুকোট রাজ্যের প্রধান সহর। অক্ষা° ২২° ১৯´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৪৭´ পূঃ। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে এই নগরে নায়কড়া জাতি দেশীয় সৈন্যবিভাগের ৮ম দলকে আক্রমণ করেন। পুনরায় ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে কাঠিয়াবাড় প্রদেশস্থ জোরিয়া হইতে একদল দস্যু আসিয়া লুণ্ঠন করে। তদবধি এখানে ৪২৭০০ টাকা ব্যয়ে একটী পুলিস ষ্টেসন নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ পুলিশ ষ্টেসন একটী ক্ষুদ্র দুর্গের মত। নরুকোটের রাজা অর্দ্ধমাইল দূরে ঝোতবার নামক স্থানে বাস করেন। এখানে একটী বিদ্যালয় ও দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে।

জাম্বুব (জাম্বু) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজরাট প্রদেশের একটী নদী। বরদারাজ্যে দেবলিয়ার নিকট উৎপন্ন হইয়া মকরপুর নগরের নিকট দিয়া ২৫ মাইল গমনের পর খলিপুরের নিকট সাগরে মিশিয়াছে। ইহার উপর দুইটী প্রস্তরনির্ম্মিত সেতু আছে, একটী কল্যাণপুরে অপরটী মকরপুরের নিকট।

জাম্বুবৎ (পুং) জাম্ববৎ পৃষোদরাদিত্বান্নিপাতঃ। ঋক্ষরাজ। [জাম্ববান্ দেখ।]

জাম্বুমালী (পুং) প্রহস্তের পুত্র। সীতান্বেষণ সময়ে যখন হনুমান্ রাবণের ক্রীড়াকানন ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময় রাবণ ইহাকে অন্যান্য বীরের সহিত তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। জাম্বুমালী হনুমানের হস্তে স্তম্ভাঘাতে নিহত হয়। (রামায়ণ)

জাম্বূনদ (ক্লী) জম্বূনদ্যাং ভবং ইত্যণ্। সুবর্ণ, এই সুবর্ণ জম্বূনদ হইতে উৎপন্ন হয়। মেরুমন্দর পর্ব্বতস্থ জম্বূবৃক্ষের ফলের

রসে জম্বুনামে যে এক নদ উৎপন্ন হইয়া ইলাবৃতবর্ষ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার উভয়পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা জম্বুরস সম্পর্কে বায়ু ও সূর্য্যকিরণে বিপাচিত হইয়া স্বর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া স্বর্ণের এই নাম হইয়াছে। (ভাগবত) মহাভারতে লিখিত আছে—উত্তরকুরুদেশে ভদ্রাশ্ব নামে এক প্রধান বর্ষ আছে, নীলপর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তর সুদর্শন নামে এক সনাতন জম্বূবৃক্ষ আছে। এই নিমিত্ত এই স্থান জম্বূদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ। এই জম্বূবৃক্ষ সকলকেই অভিলষিত ফল প্রদান করে এবং সিদ্ধচারণ প্রভৃতি নিরন্তর এই বৃক্ষের সেবা করিয়া থাকেন। এই বৃক্ষ শতসহস্র যোজন উন্নত, উহার ফলের দৈর্ঘ্য দুই সহস্র পাঁচশত অরত্নি। ঐ জম্বূফল রসভরে বিদীর্ণ হইয়া পতনকালে অতি গভীর শব্দ উৎপন্ন হয়। ঐ ফল হইতে সুবর্ণ-সন্নিভ রস নির্গত ও নদী রূপে পরিণত হইয়া সুমেরুকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক উত্তরকুরুতে প্রবাহিত হইতেছে। জম্বূফলের রস পান করিলে জম্বূদ্বীপবাসিদিগের অন্তঃকরণে শান্তিসঞ্চার হয়, পিপাসা ও জরাজনিত ক্লেশের লেশও থাকেনা। সেইস্থলে দেবগণের ভূষণ জাম্বূনদ নামে অত্যুত্তম কনক উৎপন্ন হয়। (ভারত শান্তি) ২ ধুস্তূর, ধুতরা গাছ।

জাম্বূনদেশ্বরী (স্ত্রী) জাম্বূনদস্য ঈশ্বরী ৬তৎ। দেবীভেদ, জাম্বূনদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (শব্দার্থচি°)

জাম্বোতি, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাম্ জেলার একটী পাহাড়। এই পাহাড় বেল্লূরের প্রায় ৬°মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং সহ্যাদ্রি হইতে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত।

২ উক্ত বেলগাম্ জেলার একটী ক্ষুদ্র সহর। এই সহর বেলগাম্ হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সহরটী দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগের নাম কস্‌বা, ইহাতে দেশাই বাস করে; অপর ভাগের নাম পেট, ইহাই বাজার এবং কস্‌বা হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র সরদেশাইদিগের অধিকারে ছিল। তখন এখানকার অবস্থা সন্নিহিত অনেক নগর অপেক্ষা উন্নত ছিল। সরদেশাই তাঁহার দখলী জমিদারীতে ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেখাইতে না পারায় জাম্বোতি প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রাম ইংরাজ গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া লন এবং তাঁহাকে দুইখানি গ্রাম ও বার্ষিক ৬০০০৲ টাকা বৃত্তি দেন। জাম্বোতি হইতে অনেক অধিবাসী উঠিয়া গিয়াছে। পেট অর্থাৎ বাজার অংশে এখনও অনেক বর্দ্ধিষ্ণু লিঙ্গায়ত বাস করে। তথায় প্রতি মঙ্গলবারে একটী হাট বসে। জাম্বোতির সন্নিহিত জঙ্গলে শিকার বিস্তর। ব্যাঘ্র প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

জাম্বোষ্ঠ (ক্লী) জাম্বমিব ওষ্ঠোঽস্য। জাম্ববৌষ্ঠ, জাম্বোষ্ঠ, ব্রণ দগ্ধ করিবার সূক্ষ্ম অস্ত্র ভেদ।

জায়্ (পারসী) লেখা, বিবরণ।

জায়ক (ক্লী) জয়তি অপরং গন্ধং জি-ণ্বুল্। কালীয়ক, পীতবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ। (অমর ২।৬।১২৫)

জায়গা (পারসী) স্থান, ভূমি।

জায়গীর (পারসী) রাজার দত্ত পুরস্কার স্বরূপ নিষ্কর ভূসম্পত্তি।

জায়গীরদার (পারসী) যাহার জায়গীর আছে, মুসলমান রাজগণ কাহার প্রতি কোন কার্য্যে সন্তুষ্ট হইলে, তাহাকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিতেন। যাহারা এই নিষ্কর ভূমি পাইতেন, তাহারা জায়গীরদার নামে অভিহিত হইতেন।

জায়দাদ (পারসিক) সম্পত্তি, কোন কার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভূসম্পত্তির দান।

জায়ফল (দেশজ) জাতীফল। [জাতিফল দেখ।]

জায়া (স্ত্রী) জায়তে পুত্ররূপেণাত্মাঽস্যাং জন-যক্-আত্বঞ্চ। পত্নী, যথাবিধি পরিণীতা ভার্য্যা। পতি শুক্ররূপে ভার্য্যার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া, পুনরায় নূতন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য পত্নীর নাম জায়া।* অথবা ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে পারিলেই পুত্রকে রক্ষা করা হয় এবং পুত্র রক্ষিত হইলে আত্মাও রক্ষিত হয়, কারণ আত্মাই ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্য পত্নীর নাম জায়া বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। অপরিণীতা ভার্য্যাকে জায়া বলা যায় না, কারণ তাহার গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাহার পিণ্ডদানের ক্ষমতা থাকে না এবং সে জারজ বলিয়া অভিহিত হয়। একটী পুরুষের অনেকগুলি জায়া হইতে পারে।

"একস্য পুংসো বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি" (শতপথব্রা° ৯।৪।১।৬) তাহার মধ্যে চারিটী মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তা, পালাগলী এই চারিটী অভিমত। "চতস্রো জায়া উপকৢপ্তা ভবন্তি মহিষী বাবাতা পরিবৃক্তা পালাগলী" (শতপথব্রা° ১৩।৪।১।৮) ২ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান। এই সপ্তম স্থানে জায়াবিষয়ক সমস্ত শুভাশুভ গণনা করিতে হয়।

* "পতির্ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদাস্যাং জায়তে পুনঃ।" (মনু)
"পতিঃ শুক্ররূপেণ ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভতামাপদ্য তস্যাং ভার্য্যায়াং পুত্ররূপেণ জায়তে। আত্মা বৈ পুত্র নামাসীতি" (শ্রুতি)
'জায়ায়া তদেব জায়াত্বং যতোঽস্যাং পতিঃ পুনর্জায়তে।"
(বহ্বৃচ্ ব্রাহ্মণে) "পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভোভূত্বেহ মাতরম্।
তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে।
তজ্জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ।" (কুলূক)

জায়াঘ্ন (পুং) জায়াং হন্তি, জায়া-হন-টক্‌। ১ পত্নীনাশক যোগ-যুক্ত পুরুষ, যে পুরুষে পত্নীনাশক যোগ থাকে। ২ তিলকালক। (সি° কৌ°) ৩ জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। লগ্নাপেক্ষা সপ্তম স্থানে যদি মঙ্গল অথবা রাহুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে এই যোগ হয়। যাহার এই যোগ, তাহার অবশ্যই জায়া নাশ হইবে।

জায়াজীব (পুং) জায়য়া তন্নর্ত্তনবৃত্ত্যা জীবতী, বা জায়া আজীবঃ জীবনোপায়ঃ যস্য, জীব-অচ্‌। ১ নট, নাট্যকারক, বেশ্যাপতি। ২ বকপক্ষা।

জায়াত্ব (ক্লী) জায়ায়াঃ ভাবঃ জায়া-ত্ব। পত্নীত্ব। [জায়া দেখ।]

জায়ানুজীবিন্‌ (পুং) জায়য়া সঙ্গীতনর্ত্তনাদিনা অনুজীবতি, অনু-জীব-ণিনি। ১ নট, বেশ্যাপতি, যাহারা জায়া দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ২ দরিদ্র। ৩ বকপক্ষী।

জায়াপতী (পুং) জায়া চ পতিশ্চ তৌ দ্বন্দ্বঃ। স্বামী ও স্ত্রী। দ্বন্দ্ব সমাসে জায়া ও পতির সমাস হইতে তিনটী পদ হয়—জায়াপতী, দম্পতী, জম্পতী। এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত।

জায়িন্‌ (ত্রি) জৈ-ণিনি। ১ জয়যুক্ত। (পুং) ২ ধ্রুবকজাতীয় তালবিশেষ।

"জায়ীতি নাম্না ধ্রুবকো দ্বাবিংশত্যক্ষরান্বিতঃ।
সন্নিপাতেন তালেন শৃঙ্গারেঽভীষ্টদোরসে।"
(সঙ্গীতদামো°)

জায়ু (পুং) জয়তি রোগান্‌ জি-উণ্‌। ১ ঔষধ, ভেষজ। ২ জায়মান। "বনেষু জায়ুঃ" (ঋক্‌ ১।৬৭।১) 'বনেষু জায়ুঃ অরণ্যেষু জায়মানঃ' (সায়ণ) ৩ জেতা। "তে সন্ত জায়ব" (ঋক্‌ ১।৩৫।৮) 'জায়বো জেতারঃ' (সায়ণ) (ত্রি) ৪ জয়শীল। "অমিতো জায়বো রণে" (ঋক্‌ ১।১১৯।৩) 'জায়বো জয়শীলাঃ' (সায়ণ)

জায়েন্য (পুং) জি-ষ্ণণ্‌। জায়ন্য, জয়শীল। (তৈত্তিরীয়) অথর্ব্ববেদে জায়ান্য পাঠ আছে।

"যো হরিমা জায়ান্যোঽঙ্গভেদা বিশল্যকঃ" (অথর্ব্ব° ১৯।৪৪।২)

জার (পুং) জীর্য্যতি স্ত্রিয়াঃ সতীত্বমনেন করণে জৃ-ঘঞ্‌। ১ উপপতি।

"শূদ্রো যদর্য্যায়ৈ জারো ন পোষ মনুমন্যতে" (শুক্লযজুঃ ২৩।৩১)

২ জরয়িতা। "জারকনীনাং পতিজনীনাং" (ঋক্‌ ১।৬৬।৮) 'কনীনাং কন্যকানাং জারঃ জরয়িতা। যতো বিবাহসময়ে অগ্নৌ লাজাদিদ্রব্যহোমে সতি তাসাং কন্যাত্বং নিবর্ত্ততে। অতো জরয়িতেত্যুচ্যতে' (সায়ণ) ৩ পারদারিক। "জারকনীন হব" (ঋক্‌ ১।১১৭।৮) 'জারঃ পারদারিকঃ' (সায়ণ)

জারক (ত্রি) জীর্য্যতি, জৃ-ণ্বুল্‌। যাহা জীর্ণ করে, পরিপাচক।

জারজ (পুং স্ত্রী) জারাৎ উপপতে র্জায়তে জার-জন-ড। উপপতিজাত পুত্র, বেজন্মা।

"অমৃতে জারজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ।" (অমর)

জারজপুত্র কোন ধর্ম্মকার্য্যের অধিকারী হয় না এবং তাহারা পিণ্ডাদি দান করিতে পারে না।

জারজযোগ (পুং) জারজস্য সূচকোযোগঃ। জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। জন্ম সময়ে যদি লগ্নে ও চন্দ্রে বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে, অথবা রবির সহিত চন্দ্রযুক্ত না হয় এবং পাপযুক্ত চন্দ্রের সহিত যদি রবিযুক্ত হন, তাহা হইলে সেই বালকের জারজযোগ হইবে। দ্বাদশী, দ্বিতীয়া কিম্বা সপ্তমী তিথিতে রবি শনি বা মঙ্গলবারে কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, উত্তরফল্গুনী, চিত্রা, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ, ইহাদের কোন এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতবালকের জারজযোগ হয় (১)। ইহাতে বিশেষ এই, ধনু কিম্বা মীন রাশি হইলে যদি অন্য কোন গৃহে চন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির যোগ থাকে এবং চন্দ্র বা বৃহস্পতির দ্রেক্কানে বা নবাংশে জন্ম হয়, তাহা হইলে জাত বালকের জারজযোগ থাকিলেও সে পরজাত নহে জানিবে।

জারজাত (পুং) জারাৎ উপপতে র্জাতঃ জার-জন-ক্ত। উপপতি-জাত পুত্র।

জারজাতক (পুং) জারাৎ জাতঃ স্বার্থে কন্‌। উপপতিপুত্র। গুরুজন দ্বারা আদিষ্ট না হইয়া কোন স্ত্রী যদি অপর দ্বারা সন্তানোৎপাদন করে, কিম্বা পুত্র সত্বে দেবর দ্বারা সন্তানোৎপাদন করায়, তাহা হইলে ঐ উভয়বিধ সন্তানই জারজাতক বলিয়া পৈতৃক ধনে অধিকারী হইতে পারে না।

"অনিযুক্তা সুতশ্চৈব পুত্রিণ্যাপ্তশ্চ দেবরাৎ।
উভৌ তৌ নার্হতো ভাগং জারজাতককামজৌ।" (মনু ৯।১৪৩)

জারণ (পুং) জারয়তি, জৃ-ণিচ্‌-ল্যু। ১ জারক দ্রব্যভেদ। জার্য্যতে হনেন জৃ-ণিচ্‌ করণে ল্যুট্‌। ২ জারণ-সাধন দ্রব্যভেদ। কর্ত্তরি ল্যু। ৩ জীরক। (রাজনি°) ভাবে ল্যুট্‌। (ক্লী) ৪ জীর্ণতা-সম্পাদন।

।*। বৈদ্যকমতে ধাতু দ্রব্যাদি ভস্মবৎ ও চূর্ণীকৃত করাকে জারণ কহে। কবিরাজগণ প্রথমে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, অভ্র, হীরক প্রভৃতি শোধন করিয়া পরে নানাবিধ দ্রব্য সংযোগে ও প্রক্রিয়ায় পুট পাকদ্বারা উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ করিতে থাকেন। এইরূপ কএকবার করিতে করিতে ঐ সকল দ্রব্যের স্বরূপত্ব লোপ হইয়া যায় এবং উহারা ভস্মে পরিণত হয়। এই ভস্মকে দ্রব্যের নামানুসারে জারিত স্বর্ণ, জারিত অভ্র ইত্যাদি বলিয়া থাকে।

(১) "ন লগ্নমিন্দুঞ্চ গুরু নিরীক্ষিতে ন বা শশাঙ্কং রবিণা সমাযুতম্‌।
সপাপকোঽর্কেণ যুতো২থবা শশী পরেণ জাতং প্রবদান্ত নিশ্চয়াৎ।
দ্বাদশ্যাঞ্চ দ্বিতীয়ায়াং সপ্তম্যাং ভগ্ন ঋক্ষকে।
রবিমন্দকুজে বারে জাতো ভবতি জারজঃ।
গুরুক্ষেত্রগতে চন্দ্রে তদ্যুক্তে বান্যবেশ্মনি।
তদ্দ্রেক্কানে নবাংশে বা জায়তে ন পরেণ সঃ।" (জ্যোতি°)

জারিত ধাতু ইত্যাদিকে মারিতও বলা হয় এবং ভস্মীভূত হইলে ধাতু ইত্যাদিকে জীর্ণ বা মৃত বলা যায়। [উহাদিগের বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া ও গুণাগুণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই জারণ প্রক্রিয়াকে ইংরাজীতে ক্যাল্‌সিনেশন্ (Calcination) বা অক্সিডেশন্ (Oxidation) বলা যাইতে পারে। ধাতুদ্রব্যকে বায়ুতে উত্তপ্ত করিলে, ধাতু বায়ুস্থিত অম্লজান আকর্ষণ করিয়া ঐ ধাতুর মড়িচায় পরিণত হয়। আবার অম্লাদির সহিত সংযুক্ত হইলেও ধাতু প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া এক নূতন দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তখন আর তাহাকে ধাতু বলিয়া মনে হয় না। ইহাই ধাতুজারণের মূল সূত্র। আবার প্রবালাদি কোন কোন বস্তু উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে দ্ব্যম্লাঙ্গারক বাষ্প বাহির হইয়া যায় এবং কঠিন প্রবালাদি ভস্মে পরিণত হয়। কবিরাজগণ যে উপায়ে জারণ করেন, তাহাতেও নিঃসন্দেহে এই সকল মূল ক্রিয়া হয়। তবে তাহাতে আনুষঙ্গিক ও অপরাপর কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে। বিলাতে ধাতুর জারণাদি সহজে রাসায়নিক উপায়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাহা যে কবিরাজী জারণের সমগুণসম্পন্ন হইবে তাহা বলা যায় না।

জারণী (স্ত্রী) জারণং স্ত্রিয়াং ঙীষ্। স্থূলজীরক, মোটাজীরে। (রাজনি°)

জারতা (স্ত্রী) জারস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। উপপতিত্ব। "শচীপতেরহল্যা জারতা।"

জারতিনেয় (পুং স্ত্রী) জরত্যা অপত্যং ঢক্ (কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্। পা ৪।১।১২৬) ইতি ইনঙ্। জরতীর পুত্র। জরজিনোঽপত্যং শুভ্রাদিত্বাৎ ঢক্। জরতির পুত্র।

জারৎকারব (পুং) জরৎকারোরপত্যং শিবাদিত্বাদণ্। জরৎকারুর পুত্র।

জারদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বরদার একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তরে রেবাকান্থা এজেন্সী, পশ্চিমে বরদা উপবিভাগ, দক্ষিণে দাভই উপবিভাগ এবং পূর্ব্বে হালোল জেলা। পরিমাণফল ৩৫০ বর্গমাইল। ইহার ভূমি সমতল ও জঙ্গল পূর্ণ। বিশ্বামিত্রী, সূর্য্য ও জাম্বুনদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এখানকার মৃত্তিকা কৃষ্ণ অথবা পীতবর্ণ। কার্পাস, বাজরা ও জোয়ার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। সাবলি নগর এই উপবিভাগের সদর।

জারদ্গবী (স্ত্রী) একটী বীথি। ইহাতে বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র আছে। (বিষ্ণুপু° টী° ২।৮।৮০) বরাহমিহিরের মতে, এই বীথিতে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্র থাকে। (বৃহৎস° ৯।৩)

জারভর (পুং) জারং বিভর্ত্তি পোষয়তি, ভৃ-পচাদিত্বাদচ্। জারপোষক।

জারা (দেশজ) ক্ষয়প্রাপ্ত।

জারাশঙ্কা (স্ত্রী) জারস্য আশঙ্কা ৬তৎ। উপপতির আশঙ্কা।

জারিণী (স্ত্রী) কামুকী, স্বৈরিণী। "এষাং নিষ্কৃতং জারিণীব" (ঋক্ ১০।৩৪।৫) 'জারিণীব যথা কামব্যসনেনাভিভূয়মানা স্বৈরিণী' (সায়ণ)

জারিত (ত্রি) জৃ-ণিচ্-ক্ত। ১ শোধিত। ২ মারিত।

জারী (স্ত্রী) জারয়তি জৃ-ণিচ্-অচ্ গৌরাদিত্বাদ্ ঙীষ্। ঔষধভেদ। (মেদিনী) চলিত কথায় জাড়ী।

জারী (আরবী) ঘোষণা, প্রকাশ, বিজ্ঞাপন, সমাচার।

জারু (পুং) জৃ-উণ্। ১ জরায়ু। (ত্রি) ২ জারক।

জারুজ (ত্রি) জারৌ জরায়ৌ জাতঃ জারু-জন-ড। জরায়ুজাত, মনুষ্য প্রভৃতি। "বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি" (ঐতরেয় উপ° ৫।৩) 'জারুজানি জরায়ুজানি মনুষ্যাদীনি।' (ভাষ্য)

জারুধি (পুং) জারু র্জারকো দ্রব্যভেদো ধীয়তেঽস্মিন্ ধা-আধারে কি, উপস°। সুমেরুর কর্ণিকাকেশরভূত পর্ব্বতবিশেষ। (ভাগ° ৫।১৬।২৭)

জারুল (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Lagerstocmia regina) এই কাঠে অনেক আসবাব প্রস্তুত হয়।

জারূথী (স্ত্রী) জরূথেন অসুরবিশেষেণ নির্বৃত্তা, অণ্-ঙীপ্। নগরীবিশেষ। "জারূথ্যামাহৃতিঃ ক্রাথঃ শিশুপালশ্চ নির্জ্জিতঃ।" (হরিবংশ ১৬ অঃ)

জারূথ্য (ত্রি) জরূথং মাংসং স্তোত্রং বা তদর্হতি ঞ্য। ১ মাংসদানপুষ্ট। ২ স্তোত্রার্হ। ৩ ত্রিগুণ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ।

"ততো দেবর্ষিসহিতঃ সরিতং গোমতীমনু।
দশাশ্বমেধানাজহ্রে জারূথ্যান্ স নিরর্গলান্॥"

(ভারত ৩।২৯০।৭০)

কোন কোন পণ্ডিত জারূথ শব্দ কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা প্রামাদিক, কারণ "জৄ বৃভ্যামূথন্" এই উণাদিসূত্রে জৄধাতুর উত্তর উথন্ করিয়া জরূথ এই পদ হয়, পরে জরূথ হইতে জারূথ হইয়াছে, এবং ইহার সহিত বৈদিক প্রয়োগেরও মিল আছে, যথা—'জরূথোঽসুরবিশেষঃ' (বেদভাষ্য) ইত্যাদি।

জার্তিক (ত্রি) জর্ত্তিকদেশ বা তন্নামক জাতি সম্বন্ধীয়।

জার্য্য (ত্রি) জৃ-ণ্যৎ। স্তুত্য। "শেবং হি জার্য্যং বা বিশ্বাসু" (ঋক্ ৫।৬৪।২) 'জার্য্যং স্তুত্যং' (সায়ণ)

জার্য্যক (পুং) জার্য্যঃ স্বার্থে কন্। মৃগভেদ। "কালাপেক্ষী ক্ষিতিপতিঃ শরীরমিব জার্য্যকঃ॥" (রাজত° ৫।৩২১)।

জাল (পুং ক্লী) জলঘাতে জলাদিষ্বাৎ-ণ। মৎস্যাদি বা পশু-পক্ষ্যাদি বন্ধনার্থ সূত্রাদিনির্ম্মিত যন্ত্র, ফাঁদ।

"অভ্যাযযুশ্চ তং দেশং নিশ্চিতা জালকর্ম্মণি।
জালং তে যোজয়ামাসু র্নিঃশেষেণ জনাধিপঃ॥"
(ভারত ১৩।৫০ অঃ)

২ গবাক্ষ। ৩ সমূহ। ৪ ক্ষারক। ৫ দম্ভ। (মেদিনী) ৬ ইন্দ্রজাল। ৭ গবাক্ষছিদ্র।

"গবাক্ষজালৈরভিনিষ্পতন্ত্যঃ" (ভট্টি ১।৪)

৮ পুষ্পকলিকা, কোরক। জালয়তি শাখাপ্রশাখাদিভিঃ সংবৃণোতি জল ণিচ্-অচ্ (নন্দিগ্রহীতি। পা ৩।১।১৩৪) ৯ কদম্ববৃক্ষ।

☞ কাহাকেও বঞ্চনা করিবার জন্য যদি কোন মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করা হয়, অথবা দলীল কিম্বা তাহার কোন অংশ পরিবর্ত্তন করা হয়, কিম্বা যদি কাহারও হস্তাক্ষরের অনুরূপ লেখা হয়, তবে তাহাকে জাল বলে। উত্তমরূপ জানিয়া শুনিয়াও যদি কোন মিথ্যা দলীলকে প্রকৃত বলা হয়, তবে তাহাকেও জাল কহে। দলীলের সমস্ত অংশ অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও এমন কি স্বাক্ষর পর্য্যন্ত প্রকৃত লেখকের হইলেও যদি কোন একটী সারবান্ কথা পরিবর্ত্তিত করা হয় কিম্বা অসদভিপ্রায়ে যদি কিছু নূতন লেখা হয়, কিম্বা যদি একটী কথা কাটিয়া অথবা উঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাকেও জাল বলা যায়। কোন জীবিত ব্যক্তির নামে মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করিলে যেরূপ জাল হয়, কোন মৃত অথবা কাল্পনিক ব্যক্তির নামে মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করিলেও ঠিক সেইরূপ জাল হয়। সাধারণতঃ যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের সত্ব নষ্ট করিবার জন্য যে অসদভিপ্রায়ে তাহার মোহর স্বাক্ষরাদির অনুকরণ অথবা তাহার লিখিত শীলের কোন পরিবর্ত্তন করা হয়; অথবা কাহারও ক্ষতি করিবার জন্য তাহার সহির অনুকরণ করা হয়, তাহা হইলে তাহাকেও জাল কহে। যাহার নামে জাল করা হয়, তাহার হস্তাক্ষরের সহিত যদি জাল দলীলের লেখার সাদৃশ্য থাকে এবং সাধারণ বুদ্ধি ও কোন অভিজ্ঞ লোকের মনে দুই দলীলের লেখা একজনের হইতে পারে, এরূপ সন্দেহ উৎপাদন করিতে পারে, এমন হয়; যদি বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলেই জাল করা হইল।

যদি কোন ব্যক্তি অপর পক্ষকে ঠকাইবার জন্য দলীলে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া পূর্ব্বের তারিখ লেখেন, তাহা হইলে তিনি জাল অপরাধে অপরাধী। যদি কোন ব্যক্তি কাহারও ইচ্ছা-পত্র (will) প্রস্তুত করিবার কালে তাহাকে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ না করিয়া অথবা করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে দলীলে কিছু লেখেন, তাহা হইলে তাহার জাল করা হইল। মোটামুটী বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়া উক্তরূপ কোন কার্য্য করিলেই জাল করা হয়।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডদেশে যদি কেহ জাল দলীল প্রস্তুত ও ব্যবহার করিত কিম্বা জাল উইল বা কোন আদালতের জাল-দলীল সাক্ষ্য স্বরূপ উপস্থিত করিত, তবে ৫ এলিজাবেথ, সি১৪ বিধি অনুসারে সেই ব্যক্তিকে প্রতিবাদীর ক্ষতিপূরণ করিতে হইত এবং তাহার খরচের দ্বিগুণ টাকা দিতে হইত। জাল অপরাধীর দুই কাণ কাটিয়া নাসারন্ধ্র পুড়াইয়া দেওয়া হইত। এ প্রদেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের বৃদ্ধির সহিত যখন লিখিত কাগজপত্রে অধিক পরিমাণে কার্য্য হইতে লাগিল, তখন জাল নিবারণ করিবার জন্য আইনে নানাবিধ বিধান হইতে লাগিল। ২ আইন চতুর্থ জর্জ্জ এবং এক উইলিয়ম (৪র্থ) সি৬৬ বিধি অনুসারে যদি কেহ রাজকীয় মোহরের জাল করিত, তবে তাহাকে রাজদ্রোহিতা অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত; পরে কেবলমাত্র ইচ্ছাপত্র ও বিনিময়পত্র (Bill of exchange) জাল করিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। এখন ৭,৪র্থ উইলিয়ম এবং ১ বিক্টোরিয়া ৮৪ ধারা অনুসারে জালিয়াতকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। কারণ দোষ নিবারণ করিবার নিমিত্ত আইনের বিধান; লোককে ফাঁসি দিবার জন্য নহে।

এখন জালিয়াতদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। যাহার অপরাধ যত অধিক, বিচারকের বিবেচনানুসারে তাহাকে সেই পরিমাণে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, কাহাকে বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত করা হয়। কেহ বা এক বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ থাকে।

বহুপূর্ব্বে যাহার নাম জাল করা হইত, এ হাতের লেখা তাহার কি না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাহাকে সাক্ষী মধ্যে গণ্য করা হইত। কিন্তু সকল সময় হাতের লেখা দেখিয়া জাল ঠিক করা যায় না। একই ব্যক্তির হাতের লেখা কোন কোন সময় অন্যরূপ হইতে পারে। যদি কলম ও কাগজ খারাপ হয়, যদি তাহাকে তাড়াতাড়ি কিছু লিখিতে হয় এবং যদি কোন কারণে তাহার হাত তখন কাঁপিয়া যায়, তবে তখন তাহার লেখা অন্যরূপ হইতে পারে। এই জন্য হাতের লেখার সাদৃশ্য বিশেষ মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিতে হয়।

যাহারা জালের সহায়তা করে, তাহাদিগকে দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ করা যাইতে পারে।

জাল নানাবিধ—দলীলপত্রাদি জাল, টাকা জাল, লোক জাল, ষ্ট্যাম্প জাল ইত্যাদি।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ মুদ্রা প্রচলিত; রাজার আদেশানুসারে মুদ্রা প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়। যে প্রদেশে যেরূপ মুদ্রা প্রচলিত, যদি কেহ রাজার অজ্ঞাতসারে সেইরূপ মুদ্রার অনুকরণ করিয়া ব্যবহার করে, তবে তাহার টাকা জাল করা হয়। নোট জালও সেইরূপ। যে জালমুদ্রা প্রস্তুত করে অথবা যে জানিয়া শুনিয়াও জাল মুদ্রা ব্যবহার করে, বর্ত্তমান আইনানুসারে তাহাকে ৭ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে। যদি কেহ জালমুদ্রা প্রস্তুত অথবা প্রচলিত করিবার জন্য কাহাকে প্রবর্ত্তিত করে, তবে তাহাকেও জালিয়াতি অপরাধে দণ্ডিত করা হয়।

রাজস্বের জন্য রাজার আদেশে যেরূপ ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, যদি কেহ গবর্মেণ্টকে ঠকাইবার জন্য ঠিক সেইরূপ ষ্ট্যাম্প নিজে প্রস্তুত করে অথবা ব্যবহার করে, তবে তাহাকেও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

প্রকৃত একব্যক্তি এই দলীল খানি লিখিয়াছেন এই বিশ্বাস করাইয়া কাহাকে ঠকাইবার জন্য যদি কোন মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করা হয় অথবা অমুক মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে এই দলীল খানি লিখিয়াছেন, এই বিশ্বাস উৎপাদনের ইচ্ছা করিয়া যদি কোন মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করা হয়, তবে তাহাকে জাল কহে। কোন ব্যবসায়ীর ক্ষতি করিয়া নিজের লাভ করিবার জন্য যদি তাহার ব্যবসা-চিহ্ন (Trade-Mark) ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলেও জাল অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি ঠিক রাখিবার জন্য যে চিহ্ন (Property-Mark) ব্যবহার করেন, তাহার অপব্যবহার করে, তবে তাহার জাল করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি নিজের পরিচয় গোপন করিয়া অপর কোন ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহাকে বঞ্চিত করে কিম্বা জানিয়া শুনিয়া নিজকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেয়, তবে তাহার লোক জাল করা হইল। যাহার নামে পরিচয় দেয়, প্রকৃত পক্ষে সে লোক না থাকিলেও জাল করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি দেওয়ানি অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারকালে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া মিথ্যাপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অন্য ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হইয়া মোকদ্দমার কার্য্যে লিপ্ত হয় এবং আপনাকে যে ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেয় তাহার নামে কোন বর্ণনাদি দেয়, তবে তাহাকে তিন বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

যে প্রদেশের লোক যত অধার্ম্মিক ও নষ্টচরিত্র, সে প্রদেশের লোক তত জালিয়াত। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জালের নামও কেহ জানিত না। ক্রমে ক্রমে বৈদেশিক জাতির সংস্রবে বঙ্গদেশে জালিয়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। বঙ্গদেশে মহারাজ নন্দকুমারই প্রথম জাল অপরাধে দণ্ডিত হন। উৎকোচগ্রাহী ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের ষড়যন্ত্রে মহারাজ নন্দকুমার জাল অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন এবং এই অপরাধে তাঁহার ফাঁসি হয়। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস বঙ্গদেশের গবর্ণর হইয়া দেশীয় ধনাঢ্য লোকদিগের নিকট হইতে অনেক উৎকোচ গ্রহণ ও অনেকের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। মহারাজ নন্দকুমার হেষ্টিংসের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া তাহার দুই একটী কুকীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দিলেন। তাহাতে হেষ্টিংসের মনে বিজাতীয় ক্রোধ উৎপন্ন হইল, তিনি মহারাজের বিনাশের উপায় দেখিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস মহারাজ নন্দকুমারের নামে এক জাল দলীল প্রস্তুত করাইলেন এবং তাহার বিচারার্থ সুপ্রিমকোর্টে পাঠাইয়া দিলেন। হেষ্টিংসের প্রিয়বন্ধু সর্ ইলাইজা ইম্পি তখন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বিচারফল যাহা হইবে, তাহা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। মহারাজের ফাঁসির হুকুম হইল। তখন বঙ্গদেশে ফাঁসি কথাটীও নূতন। বহুদূর হইতে লোকগণ ফাঁসি দেখিতে আসিল এবং যখন তাহারা ফাঁসি কি তাহা দেখিতে পাইল, তখন তাহারা ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

জালক (ক্লী) জল সংবরণে ভাবে ঘঞ্, জালেন ঈষদাবরণেন কায়তি প্রকাশতে ইতি কৈ-ক স্বার্থে কন্ বা। অস্ফুটকলিকা, ফুলের কুঁড়ি।

"প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জ্জালকৈর্ম্মালতীনাম্।" (মেঘদূ° ৯৯)

২ কুষ্মাণ্ডাদি ক্ষুদ্র ফল। পর্য্যায়—ক্ষারক। ৩ কোরক। ৪ দম্ভ। ৫ কুলায়। ৬ আনায়।

"দৃষ্টির্ভ্রংশং বিহ্বলতি দ্বিতীয়ং পটলং গতে।
মক্ষিকান্মশকান্ কেশান্ জালকানি চ পশ্যতি॥"(সুশ্রুত ৫।৭অঃ)

৭ সমূহ। (শব্দর°)

"বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধিবদনে ঘর্ম্মাম্ভসাং জালকম্।" (শকুন্তলা)

৮ বংশলোহাদিনির্ম্মিত জালাকৃতি দ্রব্যবিশেষ। "ততো যষ্টিং শলাকাঞ্চ জালকং পঞ্জরং তথা।" (পঞ্চত° ৩।১৭।৯) ৯ ভূষণ-বিশেষ, সীঁতি। ১০ মোচকফল। (মেদিনী) (পুং) ১১ গবাক্ষ। (হেম ৪।৭৮) জানালা।

জালকারক (পুং) জালং করোতি কৃ-ণ্বুল্, জালস্য কারকো বা। ১ মর্কটক, মাকড়সা। (হেম ৪।২৭২) (ত্রি) ২ জালকারী, জালিয়াৎ, যে শঠতা দ্বারা কৃত্রিম দলীলাদি প্রস্তুত করে।

জালকি (পুং) আয়ুধজীবিভেদ, শস্ত্রব্যবসায়িবিশেষ।
"ক্রোষ্টুকির্জালমালিশ্চ ব্রহ্মগুপ্তোঽথ জালকিঃ॥" (সি° কৌ°)

জালকিনী (স্ত্রী) জালকং লোমসমূহস্তদস্তি অস্যাঃ ইনি (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১।১৫) ততো ঙীপ্। মেষী, ভেড়ী।

জালকীট (পুং) জালে পতিতঃ কীটোঽস্য। ১ মর্কট, লূতা, মাকড়সা। ২ মাকড়সার জালে পতিত মশকাদি কীটবিশেষ।

জালকীয় (পুং) জালকি স্বার্থে ছ। জালকি, শস্ত্রব্যবসায়ী।

জালক্ষীর্য্য (ক্লী) জালে জালকে ক্ষীরং তত্র সাধুঃ যৎ। ক্ষীরবিষবৃক্ষ ভেদ।
"কুমুদঘ্নী স্নুহী জালক্ষীর্য্যাণি ত্রীণি ক্ষীরবিষাণি।"
(সুশ্রুত কল্প° ২ অঃ)

জালগর্দ্দভ (পুং) রোগবিশেষ, ক্ষতঘা প্রভৃতি।
"বিসর্পবৎ সর্পতি যঃ শোথস্তনুরপাকবান্।
দাহজ্বরকরঃ পিত্তাৎ স জ্ঞেয়ো জালগর্দ্দভঃ।" [ক্ষুদ্ররোগ দেখ।]

জালগোণিকা (স্ত্রী) জালবৎ গোণ্যা ছিন্নবস্ত্রেণ কায়তি কৈ-ক ততো হ্রস্বঃ। দধিমন্থনের ভাণ্ডবিশেষ, পর্য্যায় কণ্ডালা। (শব্দর°)

জালজীবিন্ (ত্রি) জালেন জীবিতুং শীলমস্য জাল-জীব-ণিনি। ধীবর, জেলে।

জালধকা (জলধাকা) উত্তর বঙ্গের একটী নদী। এই নদী ভূটানে উৎপন্ন হইয়া ভূটান রাজ্য ও দার্জ্জিলিঙ্গ জেলার সীমান্তপ্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে জল্পাইগুড়ী প্রবেশ করিয়াছে। তথা হইতে পূর্ব্বমুখে কোচবেহারের মধ্য দিয়া ধরলা নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই নদীর গোড়া হইতে কতকদূর ডি-চু ও শেষভাগ সিঙ্গীমারী নামে অভিহিত। উপনদী পরালং-চু, রং-চু ও মা-চু দার্জিলিঙ্গে; মূর্ত্তি ও দীনা জল্পাইগুড়ীতে এবং মুজ্নাই, সতঙ্গা, ডুডুয়া, দোলঙ্গ ও দালখোয়া কোচবেহারে প্রবাহিত। এই নদী অতি প্রশস্ত, কিন্তু অগভীর।

জালন্ধর, শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্ত্তী দোয়াবের উর্দ্ধাংশ। পূর্ব্বকালে এই প্রদেশের নাম ত্রিগর্ত্ত ছিল। এ প্রদেশের প্রধান সহর জালন্ধর। কোটকাঙ্গড়া (অথবা নাগর কোট) নামক স্থানে একটী দৃঢ় দুর্গ ছিল, বিপদ্‌কালে জালন্ধরের অধিবাসিগণ সেস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিত।

পদ্মপুরাণে জালন্ধরের উৎপত্তিসম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে—এক সময়ে সাগরের ঔরসে গঙ্গার গর্ভে জলন্ধর নামক এক দানবের জন্ম হয়। তাহার জন্মমাত্র পৃথিবীদেবী কাঁদিয়া উঠিলেন। স্বর্গ মর্ত্ত্য ও রসাতল প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মার ধ্যানভঙ্গ হইল। ব্রহ্মা ত্রিলোকের বিপৎপাত দর্শনে অতিশয় ভীত হইয়া হংসে আরোহণপূর্ব্বক সাগরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সাগর! তুমি কেন বৃথা এরূপ গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছ।' সাগর উত্তর করিল, 'হে দেবাদিদেব! এ আমার গর্জ্জন নয়; আমার পুত্রের গর্জ্জনে এরূপ শব্দ উৎপন্ন হইতেছে।' ব্রহ্মা সাগরপুত্রকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। সাগরপুত্র ব্রহ্মাকে দেখিবামাত্র জোরে তাঁহার দাড়ি ধরিয়া টানিল। ব্রহ্মা কিছুতেই তাহার হাত ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন সাগর হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া পুত্রের হাত ছাড়াইয়া দিল। ব্রহ্মা সাগরশিশুর পরাক্রমে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, এই শিশু আমাকে অতিশয় দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল, এই জন্য জগতে জলন্ধর নামে খ্যাত হইবে। ব্রহ্মা তাহাকে আরও এই বর প্রদান করিলেন যে, এই বালক দেবগণেরও অজেয় হইবে এবং আমার অনুগ্রহে ত্রিলোকের প্রভু হইবে।

সেই শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন দৈত্যগুরু শুক্র সাগর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে সাগর, তোমার পুত্র ভুজবলে ত্রিলোকের রাজা হইবে, অতএব তুমি পুণ্যাত্মাদিগের আবাসস্থল জম্বুদ্বীপ হইতে কিছু দূরে সরিয়া যাও এবং তোমার পুত্রের বাসোপযোগী কিছু স্থান দিয়া সেই স্থানে তোমার পুত্রকে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য প্রদান কর।" দৈত্যগুরু শুক্র এই কথা বলিলে সাগর ৩০০ যোজন পথ সরিয়া গেল। সেই জলনির্মুক্ত স্থান পরে জালন্ধর নামে খ্যাত হইয়াছে। (পদ্মপুরাণ উত্তর°)

উক্ত আখ্যানটী কাল্পনিক বলিয়া একেবারে পরিত্যজ্য নহে, ইহার সহিত একটী প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধ আছে। জালন্ধরপ্রদেশ গঙ্গা ও সিন্ধুনদের উপত্যকা-প্রদেশান্তর্গত; পূর্ব্বে উক্ত প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রের মধ্যে ছিল, পরে সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায় মানুষের আবাসভূমি হইয়াছে।

জলন্ধর দানবের মৃত্যুবৃত্তান্ত অতিশয় শোচনীয়। জলন্ধরের এইরূপ বর ছিল, যতদিন তাহার স্ত্রী বৃন্দার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক থাকিবে, ততদিন তাহাকে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না। কিন্তু বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাকে বঞ্চনা করেন। এই হেতু পরে শিব জলন্ধরকে পরাজয় করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পরস্পর যুদ্ধকালে শিব যতবার জলন্ধরের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন, ততবারই আবার তাহার মাথা জোড়া লাগিতে লাগিল। পরিশেষে শিব আর অন্য উপায় না দেখিয়া কাটা মুণ্ড মাটিতে পুতিয়া ফেলিলেন। দানবের শরীর এত প্রকাণ্ড ছিল যে, তাহাকে কবরিত করিতে ৩২ ক্রোশ পরিমিত স্থান আবশ্যক হইয়াছিল। সেই জন্যই

আধুনিক জালন্ধরতীর্থও ৩২ ক্রোশ ব্যাপী। জালন্ধর জেলার প্রধান সহরকে হিন্দুগণ জালন্ধরপীঠ কহে। জালন্ধরবাসী হিন্দুগণ বলেন, যে জলন্ধর দানবকে কবরিত করা হইলে তাহার মস্তক বিপাসা নদীর উত্তরদিকে এবং তাহার মুখ জালামুখী নামক স্থানে বিন্যস্ত হইয়াছিল; তাহার শরীর শতদ্রু ও বিপাসা নদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগে বিস্তীর্ণ ছিল। তাহার পিঠ জালন্ধর জেলার ঠিক তলদেশে এবং তাহার পা মুলতানে পড়িয়াছিল। এই প্রদেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে যে এই আখ্যানটীর সহিত এই প্রদেশের আকৃতির সামঞ্জস্য আছে। নদয়োন নামক স্থান হইতে শতদ্রু ও বিপাসানদী ২৪ মাইল অগ্রসর হইয়া দানবের পৃষ্ঠাকারে পরিণত হইয়াছে, তৎপরে নদী পৃথক্ হইয়া ৯৬ মাইল পর্য্যন্ত যাইয়া স্কন্ধদেশের সৃষ্টি করিয়াছে। এখন ঐ ২টী নদী ফিরোজপুরে পরস্পর মিলিত হইয়াছে, কিন্তু কএক শতাব্দী পূর্ব্বে ১৬ মাইলের অধিক দূরে মিলিত হইয়া দানবের কটিদেশের সৃষ্টি এবং মুলতান পর্য্যন্ত সমান্তরাল রেখায় দুই নদী প্রবাহিত হইয়া পাদদেশের উৎপত্তি করিয়াছিল।

জালন্ধর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটী উত্তম গল্প আছে। জলন্ধর নামে একটী রাক্ষস ছিল। যখন ভগবান্ অন্তর্বেদী সৃষ্টি করেন, তখন এই রাক্ষস অতিশয় বাধা প্রদান করে। তখন ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ করিয়া সেই রাক্ষসকে নিহত করেন। রাক্ষস আহত হইলে উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং তাহার পৃষ্ঠোপরি একটী নগর নির্ম্মিত হইল। এই নগর জালন্ধর নামে খ্যাত। রাক্ষসের দৈর্ঘ্য তাহার পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থল হইতে উভয়দিকে ১২ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। প্রথমে এই স্থানে নগর নির্ম্মাণ হয়; পরে অন্যান্য স্থান অধিকৃত হইয়াছে। কতদূর ব্যাপিয়া এই রাক্ষস নিপাতিত ছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, নিগল নদীর উপর জিন্দ্রাঙ্গল নামক স্থানে নন্দিকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নীচে জালন্ধর রাক্ষসের মস্তক নিহিত আছে। এই স্থান ও পালামপুরের মধ্যবর্ত্তী জঙ্গলময় প্রদেশকে জালন্ধরের স্ত্রী বৃন্দার নামানুসারে বৃন্দাবন কহে। এই রাক্ষসের মস্তক বৈদ্যনাথের ৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বকোণে সুনসোলে মুক্তেশ্বরের মন্দিরের নীচে নিহিত আছে। একহাত নন্দিকেশ্বরে এবং অপর হাত বৈদ্যনাথে স্থাপিত। ইহার পদদ্বয় জালামুখীর দক্ষিণে বিপাশা নদীর পশ্চিমপ্রান্তে কাণপুরে অবস্থিত।

শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ত্রিগর্ত্ত অথবা ত্রৈগর্ত্তদেশ নামেও অভিহিত। এই প্রদেশে শতদ্রু, বিপাশা ও চন্দ্রভাগা এই তিনটী নদী প্রবাহিত, এইজন্য ইহাকে ত্রিগর্ত্ত বলা যায়। মহাভারত, পুরাণ ও কাশ্মীরের ইতিহাস রাজ-তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে ত্রিগর্ত্ত নাম দেখিতে পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রও 'ত্রিগর্ত্ত' জালন্ধরের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

জালন্ধরের রাজবংশ অতি প্রাচীন। রাজবংশীয়গণ বলেন, তাঁহারা চন্দ্রবংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সুশর্ম্মা আধুনিক মুলতানে রাজত্ব করিতেন এবং তিনি কৌরব-পাণ্ডব-সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে ইঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সুশর্ম্মাচন্দ্রের অধীনে জালন্ধরে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন এবং কোটকাঙ্গড়ায় একটী দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। জালন্ধরের রাজগণ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া চন্দ্র উপাধি ধারণ করেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সুশর্ম্মারাজার সময় হইতেই তাঁহারা চন্দ্র উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি এবং কোন কোন মুসলমান গ্রন্থকারের বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে জালন্ধরের রাজগণ বহুপূর্ব্ব হইতে চন্দ্র উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ৮০৪ খৃঃ অব্দে জালন্ধরের রাজার নাম জয়চন্দ্র ছিল। কহ্লণ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিগর্ত্তরাজ পৃথ্বীচন্দ্র শঙ্করবর্ম্মার ভয়ে পলায়ন করেন। ১০৪০ খৃঃ অব্দে ইন্দুচন্দ্র জালন্ধরের রাজা ছিলেন।

ত্রিগর্ত্ত রাজাদিগের সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করা অতিশয় দুরূহ। কোন সময়ে নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ প্রদেশীয় রাজগণ ত্রিগর্ত্তের কোন কোন স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন; আবার ত্রিগর্ত্তরাজগণ প্রবল হইয়া স্বরাজ্য পুনরায় অধিকার করিয়াছেন। যখন শকগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া অনেক স্থান অধিকার করিয়া লয়, তখন ত্রিগর্ত্ত-রাজগণ তাঁহাদের সমস্ত অধিকার হইতে বিচ্যুত হন নাই; তাঁহারা শকদিগের অধীনে করদ রাজা ছিলেন এবং যখনই সুবিধা পাইয়াছেন, তখনই তাঁহাদিগের প্রাচীন দুর্গ কোটকাঙ্গড়া অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক সময় মহম্মদ তোগলক এই দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আবার রাজা রূপচাঁদের হস্তে পতিত হয়; পুনরায় ফেরোজ-শা তাহা অধিকার করেন। পরে তৈমুরের আক্রমণের সময় ত্রিগর্ত্তরাজ এই দুর্গ পুনরায় হস্তগত করেন এবং সম্রাট্ অকবরের সময় পর্য্যন্ত এই দুর্গ তাঁহাদিগেরই অধীন ছিল। অকবরের সময় রাজা ধর্ম্মচন্দ্র দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র জাহাঙ্গীরের সময় বিদ্রোহী হন; কিন্তু পরাজিত হইয়া অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু কালক্রমে

রাজা সংসারচন্দ্র কোটকাঙ্গড়া দুর্গ হস্তগত করেন এবং সমস্ত জালন্ধর প্রদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু শেষে গোর্খাসৈন্য কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া রণজিৎসিংহের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। সাহায্য প্রদত্ত হইল বটে, কিন্তু কোটকাঙ্গড়া দুর্গ সেই অবধি জালন্ধর রাজাদিগের হস্ত হইতে চিরকালের জন্য বিচ্যুত হইল।

চীনভ্রমণকারী হিউএনসিয়াং ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে জালন্ধর-রাজভবনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি জালন্ধররাজকে উতিতো নামে অভিহিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ রাজা আদিমকে তিনি উতিতো (উদিত) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ৮০৪ খৃঃ অব্দে জয়চন্দ্র ত্রিগর্ত্তের রাজা ছিলেন। জয়চন্দ্রের পর ক্রমান্বয়ে ১৮ জন রাজা রাজত্ব করেন, পরে ১০২৯ খৃঃ অব্দে ইন্দ্রচন্দ্র জালন্ধর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পর হইতে রাজা রূপচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত ৩৪ জন রাজা হন। রাজা রূপচন্দ্রের পর ৪৭ জন রাজা জালন্ধরে রাজত্ব করেন। ১৮৪৭ সালে রণবীরচন্দ্র রাজা ছিলেন, তিনি সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হন। রূপচন্দ্রের বংশে হরি ও কর্ম্ম নামে দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। হরি জ্যেষ্ঠ বলিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একদা হরসর নামক স্থানে একটী কূপের মধ্যে হঠাৎ পড়িয়া যান, অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহাকে পাওয়া গেল না; সুতরাং তাঁহার ভ্রাতা কর্ম্ম রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ২ দিন কি ৩ দিন পরে এক ব্যাপারী তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করে। কিন্তু পূর্ব্বেই তাঁহার প্রেতক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন না, তাঁহাকে গুলার নামক ১টী ক্ষুদ্র রাজ্য প্রদত্ত হইল। সেই অবধি গুলারেও জালন্ধররাজের একবংশ রাজত্ব করিতেছেন।

প্রাচীন ত্রিগর্ত্তরাজ্যে জালন্ধর, পাঠানকোট, ধরমেরি, কোটকাঙ্গ্ড়া, বৈদ্যনাথ এবং জ্বালামুখীর দেবমন্দির এই কএকটীই প্রসিদ্ধ।

১ অধুনা জালন্ধর বলিতে পঞ্জাবের একটী রাজস্ব বিভাগ বুঝায়। ইহার অধীনে জালন্ধর, হুসিয়ারপুর এবং কাঙ্গড়া এই তিনটী জেলা আছে। জালন্ধর বিভাগ অক্ষা° ৩০° ৫৬´৩০´´ হইতে ৩২° ৯৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৬´৩০´´ হইতে ৭৭° ৪৯´ ১৫´´ পূঃ। জালন্ধরের নিম্ন প্রান্তরভূমি মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে এখানকার প্রাচীন রাজবংশ পার্ব্বতীয় প্রদেশে যাইয়া বাস করিতে থাকেন এবং প্রসিদ্ধ দুর্গ কাঙ্গড়ার নামানুসারে সে স্থানও কাঙ্গড়া নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এ স্থানকে কেহ কেহ কতোচ বলিয়া থাকেন।

বৃটীশ অধিকারভুক্ত জালন্ধর প্রদেশে হিন্দু ও শিখ-ধর্ম্মাবলম্বী জাট, রাজপুত, ব্রাহ্মণ, গুর্জ্জর, পাঠান, সৈয়দ প্রভৃতির বাস। জালন্ধরের উচ্চপ্রদেশে অনেকগুলি কূপ আছে, এই সমস্ত কূপের জলে বহু পরিমাণে খনিজ পদার্থ মিশ্রিত। এই স্থানে মণিকর্ণ নামে একটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে; ইহার জল ৫৫৮৭ ফিট উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। মণিকর্ণের নিকট পার্ব্বতীয় তুষারস্রোত প্রবাহিত। এই স্থানে বিসৎ নামে একটী গন্ধকগর্ভ উষ্ণপ্রস্রবণ আছে।

জালন্ধরের কোহিস্থান, সুখেত ও মন্দি উপত্যকায় এবং মন্দিনগরের নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামগুলিতে যদি কোন বিদেশীয় ব্যক্তি গমন করে, তখন সেই সেই পল্লীবাসিনী স্ত্রীলোকগণ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ভিন্ন ভিন্ন দলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। স্ত্রীলোকগণ সুন্দর সুন্দর বসন ভূষণ পরিধান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনাসূচক গীতি গান করে। এই উপলক্ষে সেই আগন্তুককে প্রতি দলে একটী করিয়া টাকা দিতে হয়।

জালন্ধর বিভাগের ভূপরিমাণ ১২৫৭১ বর্গমাইল। এই বিভাগে ৩১টী প্রধান সহর ও ৩৯৫১ খানি গ্রাম আছে। এই বিভাগের সহরগুলিতে ২৩৫৬৭৬ জন লোকের বাস এবং গ্রামগুলিতে ২১৮৬১৫ জন লোকের বাস। অতএব দেখা যাইতেছে সহরের লোকসংখ্যা মোট লোকসংখ্যার ৯·৭ অংশ।

৭৪০৫৫৯৪২ একর জমীর মধ্যে ২০৫৮৭৯৬ একর জমি আবাদ করা হয়। ৫০২৮৮০৫ একর জমি আবাদ করা যাইতে পারে না। এই ভূমির প্রায় ১৭৫ অংশ পর্ব্বতসঙ্কুল।

এই স্থানের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে যব, ধান, গম, তিল, জোয়ার, ছোলা, ইক্ষু, তুলা, তামাক, নীল, পেস্তা ও নানাবিধ শাকসবজিই প্রধান। খাল, বন, লবণ ও অন্যান্য কর বাদে এই বিভাগের রাজস্ব ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৪৩০৪৫৭০৲ টাকা ছিল। জালন্ধর বিভাগ একজন কমি-সনরের অধীন। বিচারকার্য্যের জন্য এখানে একজন সহকারী কমিসনর আছেন। এই বিভাগে ৩ জন ডেপুটি কমিসনর এবং কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেকরই এক এক সহকারী আছে। এ ছাড়া ৩ জন সহকারী কমিসনর, ৮ জন অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর, ১ জন সেনানিবাসের মাজি-ষ্ট্রেট, ১৩ জন তহসীলদার, ১৩ জন মুন্সেফ এবং কতকগুলি অধীনস্থ কর্ম্মচারী আছে।

২ বৃটীস অধিকারভুক্ত জালন্ধর জেলা পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীন। অক্ষা° ৩০° ৫৬´৩০´´ হইতে ৩১° ৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৬´৩০´´ ও ৭৭° ৪৯´১৫´´ পূঃ। এই জেলা

জালন্ধর বিভাগের দক্ষিণসীমায় অবস্থিত। ইহার উত্তর পূর্ব্বকোণে হুসিয়ারপুর, উত্তরপশ্চিমে কপুরথলা মিত্ররাজ্য, ও দক্ষিণে শতদ্রু নদী। জালন্ধর বিভাগের লোকসংখ্যার শতকরা ৪.১৯ জন এবং সমস্ত ভূপরিমাণের শতকরা ১.২৪ বর্গমাইল ভূমি জালন্ধর জেলায় আছে। এই জেলা ৪টী তহসীল অথবা মহকুমায় বিভক্ত। জালন্ধর তহসীলের উত্তরাংশ নবসহর ফিল্লোর এবং দক্ষিণাংশ নাকোদর। এই জেলার ভূপরিমাণ ১৩২২ বর্গমাইল। রাজ্যসংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারিগণ জালন্ধরে অবস্থিতি করেন। শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী একটী ত্রিকোণাকার ভূমি জালন্ধর অথবা বিস্‌ৎদোয়াব নামে খ্যাত। এই ভূখণ্ডের কতকাংশ কপুরথলা রাজ্যের অন্তর্গত ও কতক অংশ বৃটীশ অধিকারভুক্ত। পঞ্জাবের মধ্যে এই দোয়াবই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। ইহার কোন কোন স্থান বালুকাস্তরাবৃত দেখা যায়, কিন্তু বালুকাকীর্ণ স্থান অতি বিরল। ইহার প্রায় সকল স্থলেই নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মে। এই দোয়াবের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কোন পাহাড়াদি নাই। ইহার রাহণ মালভূমিটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০১২ ফিট্ উচ্চ, কিন্তু হিউন্ সহরের দিকে ইহা অতিশয় নিম্ন। এই প্রদেশের নদীর গভীরস্থানে শীতকালে ১৫ ফিট্ জল থাকে। মাঝারি নৌকা এই নদীতে বারমাস গতায়াত করিতে পারে। ফিল্লোলের নিকট শতদ্রু নদীর উপর পঞ্জাব ও দিল্লী রেলের একটী সেতু আছে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রাস্তায় মালপত্রের আমদানী রপ্তানীর জন্য শীতকালে নদীর উপর নৌকার সেতু প্রস্তুত হয়। হুসিয়ারপুর জেলায় শিবালিক পাহাড় হইতে দুইটী ক্ষুদ্র স্রোত নির্গত এবং ক্রমে মিলিত হইয়া দুইটী বড় নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। একটী শ্বেত অথবা পুর্ব্ব-বেন, অপরটী কৃষ্ণ অথবা পশ্চিম-বেন। দ্বিতীয়টী কপূরথলা ও প্রথমটী জালন্ধরপ্রদেশে প্রবাহিত। এই জেলায় কতকগুলি ঝিল আছে; তাহাতে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হয়। গ্রীষ্মকালেও সেই জল একেবারে শুকাইয়া যায় না। রাহণের নিকটের ঝিলই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা ৮৬৫০ ফিট্ দীর্ঘ এবং ৩০০০ ফিট্ প্রস্থ। ফিল্লোরের নিকটবর্ত্তী ঝিলটীও অতিশয় বৃহৎ। এই সকল ঝিলে নানারূপ জলচর পক্ষী বাস করে। জালন্ধরে বহুপরিমাণে কঙ্কর পাওয়া যায়। এস্থানে হিংস্র পশু বিরল।

সম্রাট্ অকবরের সময় জালন্ধর সরকার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ দিল্লীর সম্রাট্‌কে কিছু কর দিয়া কতক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। এই প্রদেশের শেষ মুসলমান শাসনকর্ত্তা আদিনাবেগ ইতিহাসে সুপরিচিত। মুসলমান অবনতিকালে কতকগুলি শিখ সর্দ্দার অস্ত্রবলে জালন্ধরের স্থানে স্থানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ ফয়জ্‌উল্লাপুরিয়া শিখ মিশিলের (দলের) হস্তগত হয়; সেই সময়ে খুসালসিংহ এই মিশিলের সভাপতি ছিলেন। খুসালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বুধসিংহ এই সহরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮১১ খৃঃ অব্দে রণজিৎসিংহ দেওয়ান মোকামচাঁদকে ফয়জ্‌উল্লাপুরিয়া রাজ্য অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। বুধসিংহ ভয়ে পলায়ন করেন। সেই অবধি এই জেলা রণজিৎসিংহের রাজ্য মধ্যে পরিগণিত এবং সর্দ্দারদিগকে তাহাদিগের অধিকার হইতে বিচ্যুত করা হয়। প্রথম শিখযুদ্ধের অবসানে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং একজন কমিসনর এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ পরোক্ষে লাহোরস্থ বৃটীশ রেসিডেন্টের শাসনাধীন করা হয়। পরে সমস্ত পঞ্জাবপ্রদেশ ইংরাজাধিকারভুক্ত হইলে এই প্রদেশের শাসনকার্য্য সাধারণ নিয়ম অনুসারেই চলিতে থাকে। জালন্ধর কমিসনরের বসতিস্থল রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং এই প্রদেশ জালন্ধর, হুসিয়ারপুর ও কাঙ্গড়া এই ৩ তিন জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছে। এই প্রদেশ যখন লাহোর দরবারের অধীন ছিল, তখন গোলাম মোহিউদ্দীন্ অত্যধিক রাজস্ব আদায় করিয়া অধিবাসিদিগকে যেরূপ উৎপীড়িত করিয়াছিলেন, ইংরাজগণ সেরূপ নীতি অবলম্বন করেন নাই। পূর্ব্বে ফয়জ্‌উল্লাপুরিয়া মিশিলের অধীনে অতিশয় দয়ালু ও ন্যায়বান্ শিখশাসনকর্ত্তা রূপলাল যেরূপ ভাবে কর আদায় করিতেন, ইংরাজগণও সেইরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

জালন্ধর প্রদেশে ১৪টী প্রধান সহর—জালন্ধর, কর্ত্তারপুর, আলবালপুর, আদমপুর, বঙ্গা, নবসহর, রাহণ, ফিল্লোর, নূরমহল, মহাতপুর, নাকোদর, বিলগা, জানদিবালা, রুর্কা ও কলন। সাধারণতঃ এই প্রদেশে পঞ্জাবী ভাষা প্রচলিত; নিম্নশ্রেণীর লোকগণ হিন্দি ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

প্রদেশের ১৩৬৬৩২৮৩ একর আবাদী জমীর মধ্যে ২২৫৭২২ একর জমীতে জলসিঞ্চন করিতে হয়। জলসিঞ্চনের জন্য স্থানে স্থানে কূপ আছে। এই প্রদেশে ইক্ষু অধিক পরিমাণে জন্মে এবং তাহা বিক্রয় করিয়াই চাষী প্রজাগণ তাহাদিগের রাজকর পরিশোধ করে। এখানে গাভী, বৃষ, অশ্ব, অশ্বতরী, গর্দ্দভ, ভেড়া ও ছাগল যথেষ্ট পাওয়া যায়। কোন জমী চাস করিবার জন্য যে সমস্ত চাকর নিযুক্ত হয়, তাহারা বেতন স্বরূপ কিঞ্চিৎ ফসল পাইয়া থাকে।

ব্যবসায় বাণিজ্য—লুধিয়ানা, ফিরোজপুর এবং নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে জালন্ধরে শস্যাদি আমদানী হয়, কিন্তু সময় সময় জালন্ধর হইতেও চাউল প্রভৃতি আগ্রা ও বঙ্গদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানকার ইক্ষুদণ্ডই প্রধান পণ্য দ্রব্য। এ স্থানের চিনি ও গুড় বিকানের, লাহোর, পঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশে রপ্তানী হয়। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘমাস পর্য্যন্ত ইক্ষু মাড়ার শব্দ অনবরতই শুনা যায়। কোন কোন গ্রামে ৫০টীরও অধিক আক মাড়িবার কল আছে। জালন্ধরের অধিবাসিগণ আকের রস বাহির করিয়া লইয়া, যে অংশ ফেলিয়া দেয়, তাহা দ্বারা দড়ি প্রস্তুত করে। জালন্ধর রাহণ, কর্ত্তারপুর এবং নূরমহলে এক প্রকার কাপড় প্রস্তুত হয়। জালন্ধরের ঘাটি নামক বস্ত্র অতিশয় সুন্দর ও চাকচিক্যময়। এখানকার সুসি নামক বসনও মন্দ নয়। এখানে একশতের অধিক তাঁত চলিতেছে; এই সমস্ত তাঁতে নানাবিধ পশমি কাপড় বোনা হয়। এখানে সচরাচর পাগড়ির জন্য লুঙ্গি ব্যবহৃত হয়। রাহণে একপ্রকার চাদর ও মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়; জালন্ধরের কাপড়ের মধ্যে তাহাই অতি প্রসিদ্ধ।

জালন্ধরের দারু-কার্য্য অতিশয় মনোহর; কাষ্ঠের উপর অতি সুন্দর চিত্র থাকে। ইহাকে সাধারণতঃ 'কামাগরি' কহে। ইহা এত সুন্দর যে এক একটীর মূল্য ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। একপ্রকার সুন্দর চেয়ার প্রস্তুত হয়; শিশু ও তুণ কাঠে এই চেয়ারের হাতল প্রস্তুত করা হয়। খান্‌খানানের কাষ্ঠের কার্য্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

জালন্ধরে রৌপ্যের পাত ও একপ্রকার মনোহর সোণার জরি প্রস্তুত হয়। এখানকার মৃণ্ময়কার্য্যও মন্দ নয়; ধূমপানের জন্য একপ্রকার ছিলম্ ও মর্ত্তবান্ প্রস্তুত হয়; তাহার মূল্যও অধিক।

জালন্ধর জেলায় ৪৯ মাইল রেলপথ আছে। ফিল্লৌর, ফগবারা, জালন্ধরসৈন্যনিবাসের নিকট ও জালন্ধর সহরে সিন্ধু-পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ের ষ্টেসন আছে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রাস্তার শতদ্রুনদী পর্য্যন্ত এবং পরপারেও রেলের রাস্তার সহিত সমান্তরাল ভাবে চলিয়া গিয়াছে। হুসিয়ারপুর হইতে কাঙ্গড়া পর্য্যন্ত একটা ৮৬ মাইল পাকা রাস্তা আছে। রেলপথে ও গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রাস্তায় তার বসান হইয়াছে।

জালন্ধর জেলায় একজন ডেপুটিকমিসনর, একজন কি দুইজন সহকারী এবং দুই কিম্বা ততোধিক অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর থাকেন। অতিরিক্ত কমিসনরদিগের মধ্যে একজন য়ুরোপীয় হওয়া চাই। এতদ্ভিন্ন রাজস্ব ও চিকিৎসা-বিভাগের কর্ম্মচারিগণও তথায় অবস্থিতি করেন। পুলিশে ৩৬৪ জন স্থায়ী কর্ম্মচারী থাকে। মিউনিসিপাল পুলিশে ১০০ জন এবং সেনানিবাসের পুলিশে ৫৬ জন কনষ্টেবল আছে। এই প্রদেশে ১১৭৯ জন গ্রাম্য চৌকিদার। গবর্মেণ্ট ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা ১৫৭। এছাড়া আর আর কতক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় আছে। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য প্রত্যেক জেলা ৪টী তহসীল এবং ৯টী থানায় বিভক্ত।

জালন্ধর প্রদেশের জলবায়ু তেমন স্বাস্থ্যকর নহে। এখানকার গড়পড়তা বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৮.৪৯ ইঞ্চি। এখানে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ অধিক। সময় সময় বসন্তরোগে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রায় অধিকাংশ অধিবাসীই উদরাময় রোগাক্রান্ত। জালন্ধর জেলায় স্থানীয় লোকগণের চাঁদায় ৭টী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

৩ জালন্ধর জেলার উত্তরাংশের তহসীলটী জালন্ধর নামে খ্যাত। অক্ষা° ৩১°.১২´ হইতে ৩১° ৩৭´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৮´ ১৫´´ হইতে ৭৫° ৫১´ ৩০´´ পূঃ। এই তহসীলের অধীনে ২৭৫ গ্রাম আছে। এই প্রদেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। গম, তৈল, যব, জোয়ার, ছোলা, তূলা, পাট, ধান, ইক্ষু ও নানাবিধ উদ্ভিজ্জ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই তহসীলের শাসনকার্য্যনির্ব্বাহার্থ একজন ছোটআদালতের জজ, একজন তহসীলদার, ২জন মুন্সেফ এবং ৩ জন অবৈ-তনিক মাজিষ্ট্রেট আছেন। এই তহসীলের অধীনে ৪টী থানা, ১৪৪জন স্থায়ী পুলিশ কর্ম্মচারী এবং ৩৭৪জন চৌকিদার আছে।

৪ জালন্ধর পঞ্জাব প্রদেশস্থ জালন্ধর জেলার প্রধান সহর; এখানে মিউনিসিপালিটি ও সৈন্যাবাস আছে। অক্ষা° ৩১° ১৯´ ৩৬´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৩৬´ ৪৮´´ পূঃ। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড এবং সিন্ধুপঞ্জাব ও দিল্লী-রেলপথ এই সহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

জালন্ধর পূর্ব্বে কতোচের রাজপুত রাজাদিগের রাজধানী ছিল। চীনভ্রমণকারী হিউএন্‌সিয়াং লিখিয়াছেন যে, এই সহরের পরিধি প্রায় ২ মাইল। এখানে ২টী অতি প্রাচীন সরোবর আছে। গজনীর ইব্রাহিমশাহ এই স্থান মুসলমান-দিগের অধীন করেন। মোগল সম্রাট্‌দিগের শাসনকালে এই সহর শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী দোয়াবের রাজধানী ছিল। এখানে প্রাচীরবেষ্টিত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মহল আছে। সহর হইতে এক মাইল কি দুই মাইল দূরে অনেক-গুলি বসতি এবং একটী সুন্দর সরাই আছে। কথিত আছে, ইমাম্‌উদ্দীনের প্রতিনিধি সেথ করিমবক্স সেই সরাই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

জালন্ধর সহরে ২৩০১৫ জন হিন্দু, ৩৮৯৯৪জন মুসলমান,

১৫৬৯জন খৃষ্টান, ৩৪৭জন জৈন, ২২৭৪জন শিখ এবং তিন জন পারসীর বাস। মোট লোকসংখ্যা ৬৬২০২। এখানে আমেরিকার প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ সম্প্রদায়ের একটী স্কুল আছে। এখানে উক্ত পাদরিদিগের একটী স্ত্রী-বিদ্যালয়ও আছে। এই সহরে একটী দরিদ্র আশ্রম আছে, আশ্রম হইতে সর্ব্বশ্রেণীর দরিদ্রগণই সাহায্য পাইয়া থাকে। সহর হইতে ৪ মাইল দূরে সৈন্যাবাস স্থাপিত। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। এই সৈন্যাবাসের ভূপরিমাণ ৭½ বর্গমাইল। জালন্ধর দুর্গে একদল য়ুরোপীয় পদাতিক, একদল গোলন্দাজ ও একদল দেশীয় পদাতিক সৈন্য আছে।

ইহা একটী পীঠস্থান, এই স্থানে ভগবতীর বামস্তন পতিত হয়। এখানে ভৈরবীর নাম ত্রিপুরমালিনী, মহাকালের নাম ভীষণ। ভগবতীর বিশ্বমুখীমূর্ত্তি এই স্থানে বিরাজিত আছেন। "জালন্ধরে বিশ্বমুখী তারা কিস্কিন্ধপর্ব্বতে" (দেবীভাগ° ৭।৩০।৭২)

৫ জালন্ধরদেশবাসী। ৬ দৈত্যবিশেষ।

"পুরা জালন্ধরং দৈত্যং মমাপি পরিকম্পনং।
পাদাঙ্গুষ্ঠস্য রেখাতশ্চক্রং সৃষ্ট্বা হরোঽহরৎ।" (কাশীখণ্ড ২১।১০৬)

৭ ঋষিবিশেষ। (ব্যাকরণ)

জালন্ধরায়ন (পুং) জলন্ধরের অপত্য।

জালন্ধরি (পুং) একজন প্রাচীন বৈদ্য।

জালপাদ্ (পুং) জালমিব পাদৌ যস্য। হংস।

"টিট্টিভং জালপাদঞ্চ কোকিলং কুক্কুটং তথা।" (সম্বর্ত্ত)

ইহার মাংস ভক্ষণ করিলে মহাপাতক হয়, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পাতিত্যদোষ জন্মে।

"হংসং পারাবতঞ্চৈব ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।" (স্মৃতি)

জালপাদ (পুং) জালমিব পাদোঽস্য।.হংস।

"জালপাদভুজৌ তৌ তু পাদয়োশ্চক্রলক্ষণৌ।"
(ভারত ১২।১৩৪ অঃ)

২ শরারি পক্ষী।

৩ যে সকল পশুর পদ ত্বকে আবৃত হইয়া মৎস্যের ডানার ন্যায় কার্য্য নিষ্পন্ন করে (Pinnepedia)। যথা সিন্ধুঘোটক, সীল প্রভৃতি।

জালপদ তস্যা অদূরোভবদেশে বরণাদিত্বাদণ্ পৃষোদরাদিত্বাদস্যলোপঃ। ৪ জনপদবিশেষ।

জালপ্রায়া (স্ত্রী) জালস্য প্রায়ো বাহুল্যং যত্র বহুব্রী। লোহময় অঙ্গরক্ষিণী, বর্ম্ম, লোহার সাঁজোয়া।

জালভুজ (ত্রি) যাহার অঙ্গুলি জালবৎ ত্বকে আঁটা।

জালমানি (পুং) ১ শস্ত্রব্যবসায়িবিশেষ। ২ ত্রিগর্ত্তের অধিবাসিভেদ। [জালকি দেখ।]

জালবৎ (ত্রি) ১ তন্তুবৎ। ২ সাঁজোয়া দ্বারা ঢাকা। ৩ কপট।

জালবর্ব্বুরক (পুং) জালাকারো বর্ব্বুরকঃ। দৃঢ় স্থূল কণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট ছত্রপর্ণ বর্ব্বুর জাতীয় বৃক্ষভেদ। পর্য্যায়—ছত্রাক, স্থূলকণ্টক, সূক্ষ্মশাখ, তনুচ্ছায় ও বজ্রকণ্ট। চলিত কথায় কাঁটা-বাবলা। ইহার গুণ—বাতাময় ও কফনাশক, পিত্তদাহকারক, কষায়, উষ্ণ। (রাজনি°) কোথায়ও বজ্রকণ্ট স্থানে রন্ধ্রকণ্ট পাঠ দেখা যায়।

জালবাল (পুং) মৎস্যভেদ, বাদাল।

জালহ্রদ (ত্রি) জলপ্রচুরো হ্রদঃ তস্যেদং বা, শিবাদিত্বাদণ্। জলবহুল হ্রদোৎপন্ন, জলপ্রচুরহ্রদসম্বন্ধীয়।

জালা (দেশজ) অলিঞ্জর, জলাদি রক্ষণার্থ বৃহৎ পাত্রবিশেষ।

জালাক্ষ (পুং) জালমিবাক্ষি-ষচ্। গবাক্ষ, জানালা।

"হেমজালাক্ষ নির্গচ্ছদ্ধূমেনাগুরুগন্ধিনা।" (ভাগ° ৮।১৫।১৯)

জালালখেরা, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২১° ২৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ২৭´ পূঃ। কাতোলের ১৪ মাইল পশ্চিমে জাম ও বর্দ্ধানদীদ্বয়ের সঙ্গমের নিকট অবস্থিত। অধিবাসিগণ অধিকাংশ কৃষক। প্রবাদ আছে, এই নগরে এক সময়ে ত্রিশ হাজার লোকের বাস ছিল, পরে পাঠানসৈন্যের অত্যাচারে এই সহর বিধ্বস্ত হয়। এখনও সহরের চতুর্দ্দিকে প্রায় ২ বর্গমাইল স্থানে প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, আমনের ও জালালখেরা পূর্ব্বে একটী বৃহৎ নগর ছিল।

জালালপুর, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সুরাট জেলার একটী উপবিভাগ। উত্তরে পূর্ণানদী, পূর্ব্বে বরদা উপবিভাগ, দক্ষিণে অম্বিকানদী, পশ্চিমে আরবসাগর। দৈর্ঘ্যে ২০ মাইল, প্রস্থে ১৬ মাইল, পরিমাণফল প্রায় ১৮৯ বর্গ-মাইল। গ্রাম সংখ্যা ৯১। ইহার ভূমি সমতল পলিময় এবং সমুদ্রের দিকে ক্রমনিম্ন হইয়া লবণময় জলায় পরিণত হইয়াছে। সমুদ্রকূলে লবণভূমি ব্যতীত ইহার সর্ব্বত্র উর্ব্বরা এবং সুন্দররূপে কর্ষিত হইয়া থাকে। নানাবিধ ফলের বাগান ও অরণ্য আছে। গ্রামগুলি বৃহৎ ও বর্দ্ধিষ্ণু। সমুদ্রকূল ব্যতীত পূর্ণা ও অম্বিকা নদীতীরে বিস্তীর্ণ লবণময় জলা আছে। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে জলাভূমির প্রায় অর্দ্ধেক অংশে আবাদ করিবার চেষ্টা হয়। তদবধি উহাতে অল্প পরিমাণে ধান্য জন্মিতেছে। জোয়ার, বাজ্‌রা ও তণ্ডুল প্রধান শস্য। তদ্ভিন্ন নানাবিধ কলাই, ছোলা, সরিষা, তিল, ইক্ষু, কলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫৪ ইঞ্চ। ইহাতে ২টী ফৌজদারী আদালত ও ১টী থানা আছে।

২ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের হামিরপুর জেলার একটী

তহসীল। বেতবা নদীর দক্ষিণকূলে বিস্তৃত। এখন ইহাকে মুস্করা কহে। [মুস্করা দেখ।]

৩ পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাট জেলার গুজরাট তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ৩২° ২১´ ৩৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৫´ পূঃ। এই সহর গুজরাট নগর হইতে ৮ মাইল দূরে ঈশান-কোণে অবস্থিত। এখানে চতুর্দ্দিকে উর্ব্বরা শস্যক্ষেত্রের মধ্যে একটী চতুষ্পথ আছে। ইহা হইতে চারিটী রাস্তা চারিদিকে শিয়ালকোট, ঝিলম্, জম্মু ও গুজরাট নগরে গিয়াছে। সুন্দর বাজার ও অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাদি আছে। এখানে কাশ্মীরীশালের বিস্তীর্ণ ব্যবসা চলে। পূর্ব্বে ঐ ব্যবসার খুব উন্নতি ছিল। কিন্তু ফরাসীপ্রুসীয় যুদ্ধের পর ফ্রান্সদেশে সালের কাটতি কম হওয়ায় এখানকার ব্যবসারও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এখানে একটী ভাল গবর্মেণ্ট স্কুল, টাউন হল, সরাই, বাঙ্গলা ও ঔষধালয় আছে।

৪ পঞ্জাবের মুলতান জেলার লোধরান্ তহসীলের একটী ক্ষুদ্র সহর। অক্ষা° ২৯° ৩০´ ১৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১৮´ পূঃ। শতদ্রু ও ত্রিমাব নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থান হইতে ১২ মাইল উপরে অবস্থিত। এখানকার অধিকাংশ গৃহ ইষ্টকনির্ম্মিত, বন্যা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চতুর্দ্দিকে বাঁধ আছে। এখানে সৈয়দ সুলতান আহ্মদ নামক ফকিরের কবর আছে। প্রবাদ এইরূপ, ইহার ভূত ছাড়াইবার অদ্ভুত শক্তি ছিল, এখানে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়।

৫ পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিলম্ জেলার ঝিলম্ তহসীলের একটী পুরাতন সহর। অক্ষা° ৩২° ৩৯´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ২৭´ পূঃ। এই সহর বিতস্তা নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। জেনারেল কনিংহাম বলেন, পুরুরাজের সহিত যুদ্ধে বিপাশা নদীতে আলেকজাণ্ডারের প্রিয় অশ্ব হত হইলে, তাহার স্মরণার্থ আলেকসান্দার যে নগর নির্ম্মাণ করেন, ইহা সেই প্রাচীন বুকেফল নগর। অদ্যাপি ইহার সন্নিহিত ১০০০ ফিট্ উচ্চ পর্ব্বতচূড়ায় প্রাচীন প্রাচীরাদির ভগ্নাবশেষ আছে। এই সকল ভগ্নস্তূপের মধ্যে গ্রীক্-বক্ত্রিয় রাজাদিগের সমকালীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অকবরের সময়েও ইহার বিস্তার বর্ত্তমান সহরের চতুর্গুণ ছিল। পরে বিতস্তানদী পূর্ব্বদিকে ২ মাইল সরিয়া গিয়া ইহার পূর্ব্বগৌরব লুপ্ত করিয়াছে। বর্ত্তমান অধিবাসিগণ কৃষিজীবী।

জালালপুর দেহী, অযোধ্যাপ্রদেশে রায়বরেলী জেলায় দল্‌মৌ তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২৬° ২´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৬২´ পূঃ। এই সহর দল্‌মৌ হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে এবং রায়বরেলী হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে দেহী নামক এক প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট নগরের নিকট অবস্থিত। এখানে প্রতি পক্ষে সহরের কিছু দূরে একটী হাট বসে।

জালালপুর নহবী, অযোধ্যাপ্রদেশে ফয়জাবাদ জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২৬° ৩৭´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮২° ১০´ ৩০´´ পূঃ। এই সহর ফয়জাবাদের ৫২ মাইল দূরে তমসা নদীতীরে অবস্থিত। তমসা এখানে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরের মধ্য দিয়া অপ্রশস্ত গভীর খাত মধ্যে কুটিল গতিতে প্রবাহিত। এখানে বিস্তর তন্তুবায় বাস করে। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে এখানকার তন্তুবায়গণ প্রত্যেক কাপড়ের উপর সিকি পয়সা চাঁদা তুলিয়া চারি হাজার টাকা ব্যয়ে নগরের পূর্ব্বদিকে একটী ইমামবাড়া নির্ম্মাণ করে।

জালালাবাদ, ১ আফগানস্থানের কাবুল বিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৩৪° ২৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ২৮´ পূঃ। এই নগর কাবুল হইতে ১০০ মাইল পূর্ব্বে এবং পেশাবর হইতে ৯১ মাইল উত্তরপশ্চিমে কাবুল নদীর উত্তর ও দক্ষিণ কূলে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত। জালালাবাদ ও পেশাবরের মধ্যে বিখ্যাত খাইবার প্রভৃতি গিরিবর্ত্ম এবং জালালাবাদ ও কাবুলের মধ্যে জগ্‌দলক্, খুর্দ্দকাবুল প্রভৃতি গিরিবর্ত্ম আছে। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে প্রথম কাবুল যুদ্ধের সময় নগর-প্রাচীর ২১০০ গজ দীর্ঘ ছিল। ঐ সময়ে প্রাচীর মধ্যে ৩০০ গৃহ ও ২০০০ অধিবাসী বাস করিত। এই প্রাচীরের বাহিরে অসংখ্য কবর, উদ্যান এবং পূর্ব্ব প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ থাকায় শত্রুদিগের আশ্রয় পাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। বিখ্যাত পর্য্যটক বার্ণেস্ সাহেবের মতে, জালালাবাদ নগর প্রাচ্য অপরিষ্কার নগরগুলিরই একতম। ব্যবসা সম্বন্ধে ইহার অবস্থান সুবিধাজনক। পেশাবর হইতে কাবুলের রাস্তা এই নগর দিয়া গিয়াছে, তদ্ভিন্ন জালালাবাদ হইতে দেরবন্দ, কাশ্মীর, গজনী, বামিয়ান্ ও ইয়র্কন্দ পর্য্যন্ত রাস্তা আছে।

জালালাবাদে আমীরের নিযুক্ত একজন হাকিম অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা ও একজন মোল্লা বা কাজি একত্র বিচারকার্য্য সম্পন্ন করেন। এখানে ন্যায়বিচারের তেমন সুব্যবস্থা নাই। ১৫৭০ খৃঃ অব্দে কাবুল হইতে ভারতবর্ষ প্রত্যাগমন-কালে সম্রাট্ অকবর এই নগর স্থাপন করেন। ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ শাহজহানের সময় এখানে দুর্গ নির্ম্মিত হয়।

জালালাবাদ নগর দুইবার ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। প্রথমবার ১৮৩৯-৪২ খৃঃ অব্দে; এই সময়ে সর্ রবার্ট সেল সসৈন্যে এই নগরে আশ্রয় লন এবং অবরোধকারী মহম্মদ অকবরখাঁর সহিত ১৮৪১ খৃঃ অব্দের নবেম্বর হইতে

১৮৪২ খৃঃ অব্দের এপ্রেল পর্য্যন্ত বিপুল সাহসে যুদ্ধ করিয়া নগর রক্ষা করেন। পরে জেনারেল পলক যাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। জেনারেল এলফিন্‌ষ্টোন কাবুল যুদ্ধে সদলে নিহত হইলে একমাত্র ডাক্তার ব্রাইডন এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া ১৮৪২ খৃঃ অব্দের প্রথমেই জালালাবাদে পৌছেন।

দ্বিতীয়বার ১৮৭৯-৮০ খৃঃ অব্দে আফগান যুদ্ধের সময় জালালাবাদে পুনরায় ইংরাজ সৈন্যের সমাবেশ হয়। এই সময় এখানকার বালা-হিসার অর্থাৎ দুর্গ সম্পূর্ণ রূপে সংস্কৃত এবং দুর্গ মধ্যে গৃহ ও হাঁসপাতালাদি নির্ম্মিত হয়। যুদ্ধের সময় এখানে রসদ থাকিত।

২ অযোধ্যার হর্‌দোই জেলার একটী সহর। মল্লান্‌বান্‌ নগরের ৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসিগণ অধিকাংশই কনৌজ ব্রাহ্মণ। এখানে পক্ষান্তরে একটী হাট বসে।

৩ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে মুজাফর নগর জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২৯° ৩৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২৮´৪৫´´ পূঃ। এই সহর মুজাফর নগরের ২১ মাইল উত্তরপশ্চিমে দিল্লী হইতে শাহরণপুরের পথে কৃষ্ণী নদীতীরে অবস্থিত। এখানে রবি ও শুক্রবারে বৃহৎ হাট বসে। সহরের অনতিদূরে রোহিলাসেনাপতি নাজিব খাঁ-প্রতিষ্ঠিত ঘোষগড় নামে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। ঐ দুর্গে ১৫ ফিট্ ব্যাসবিশিষ্ট একটী কূপ ও একটী মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ আছে। জাবিতা খাঁর রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রগণ এই নগর অনেকবার লুণ্ঠন করে। আজিও জাবিতার বংশোদ্ভব এক ব্যক্তি সহরের নিকট নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেছে। শিখগণ ঘোষগড় ভাঙ্গিয়া এই স্থান জয় করে। এখানে স্থানীয় দ্রব্যের বিস্তর-বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানকার পাঠানগণ শান্ত ছিল।

৪ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাহজহানপুর জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২৭° ৪৩´ ২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৪১´৫৩´´ পূঃ। এই সহর জালালাবাদ তহসীলের সদর। শাহজহানপুরের ১৯ মাইল দক্ষিণে রামগঙ্গা হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে হইয়া ইহার বাণিজ্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সোমবার ও বৃহস্পতিবার এখানে দুইটী পাক্ষিক মেলা হয়। তহসীলদারের আদালত, থানা, ডাকঘর ও দেশীয় ভাষা শিক্ষার্থ বিদ্যালয় আছে। এই নগরের অবস্থা অতি হীন। বাজার ক্ষুদ্র, দোকানের সংখ্যা অল্প এবং রাস্তা সকল বাঁধান নহে।

৫ উক্ত জেলার একটী তহসীল, গঙ্গার উত্তরতীরে বিস্তৃত। রামগঙ্গা ও সোত নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই তহসীলের ভূমি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। সর্ব্ব পূর্ব্বভাগে প্রায় ৪০ মাইল স্থান অধিকাংশ বালুকাময়, তথায় অত্যল্প গম বাজরা ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হয় না। মধ্যভাগ রামগঙ্গা ও বহ্‌গুল নদীর তীরবর্ত্তী ১২৮ বর্গমাইল পরিমিত পলিময় জমি অতিশয় উর্ব্বরা এবং অল্লায়াসে প্রচুর শস্য প্রসব করে।

৩ রামগঙ্গা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রায় ১৪০ বর্গমাইল ভূভাগ। ইহার মৃত্তিকা অতিশয় কঠিন। সর্ব্বদা জলসেচন না করিলে কোনরূপ শস্য হয় না, মাটি ফাটিয়া যায়। দুইটী পাকা রাস্তা এই স্থান দিয়া গিয়াছে, তদ্ভিন্ন যে সকল কাঁচা রাস্তা ও শকরাট আছে, বর্ষা ও শীতকালে তাহা খাল ও কর্দ্দমাদিতে প্রায় অগম্য হইয়া উঠে। ইহাতে ২টী ফৌজদারী আদালত আছে। তিলহারের মুন্সেফের কাছে এখানকার দেওয়ানী বিচার হয়।

জালালি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আলিগড় জেলার কোইল তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২৭° ৫১´ ৩৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৭´ ৩৫´´ পূঃ। এই সহর আলিগড় হইতে ১৪½ মাইল দূরে বুদাউন যাইবার রাস্তার উচ্চ স্থানে অবস্থিত। নগরের দুই পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার দুইটী খাল গিয়াছে। নগরের অধিবাসিগণ প্রধানতঃ সৈয়দবংশীয় ও সিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। ইঁহাদের অনেকে ইংরাজ সরকারে সৈনিক ও বিচারাদি বিভাগে চাকরী করেন। ইঁহারাই এখানকার জমীদার। নগরে ৮০টী মস্‌জিদ আছে, তন্মধ্যে ৩০টী বৃহৎ ও সুন্দর। রাস্তা বাঁধান নহে, অতি অপ্রশস্ত। এখানে ভাল বাজার নাই। ব্যবসা বাণিজ্য নাই বলিলেই হয়। অধিবাসিগণ সকলেই কৃষিজীবী। নগরের অর্দ্ধমাইল দূরে শিবিরস্থাপনের মাঠ আছে।

জালাষ (ক্লী) শান্তিকর ঔষধবিশেষ।

"জালাষেণাভিষিঞ্চত জালাষেণোপসিঞ্চত। জালাষমুগ্রং ভেষজং তেন নো মৃড় জীবথ।" (অথর্ব্ব ৬।৫৭।২)

জালি, ধান্যবিশেষ। নদীয়া জেলায় এই ধান্য বৈশাখমাসে রোপণ করে এবং কার্ত্তিকমাসে কাটিয়া লয়।

জালিআ [জালিয়া দেখ।]

জালিক (পুং) জালেন জীবতি (বেতনাদিভ্যোজীবতি। পা ৪।৪।১২) ইতি ঠন্। (পর্পাদিভ্যঃ ষ্ঠন্। পা ৪।৪।১৬) ১ জালজীবী, ধীবর, জেলে। [জালিয়া দেখ।] ২ মাকড়সা। ৩ বাগুরিক, ব্যাধ, যে জালদ্বারা মৃগ বধ করে। (ত্রি) ৪ কূটলেখক, জালকারী, প্রতারক, ঐন্দ্রজালিক।

জালিকা (স্ত্রী) জালং জালবদাকৃতিরস্তি অস্যাঃ। জাল-ঠন্ ততষ্টাপ্। ১ স্ত্রীলোকদিগের মুখাবরক বস্ত্রবিশেষ। ২ গিরিসার। ৩ জলৌকা। ৪ বিধবা। ৫ অঙ্গরক্ষিণী, সাঁজোয়া। ৬ ক্ষারক। (শব্দার্থ°)

জালিনী (স্ত্রী) জালং চিত্রকর্ম্মবস্তুসমূহো বিদ্যতেঽস্যাং জাল-ইনি স্ততো ঙীপ্। ১ চিত্রশালা, চিত্র লিখিবার গৃহ। (হেম) ২ কোষাতকী, ঝিঙ্গে। ৩ ঘোষাতকী, ঘোষাল। ৪ পটোললতা। (রাজনি°) ৫ প্রমেহরোগীর পীড়কভেদ। [প্রমেহ দেখ।]

"জালিনী তীব্রদাহাতু মাংসজালসমাবৃতা।" (সুশ্রুত)

অত্যন্ত দাহযুক্ত ও মাংসসমূহ দ্বারা আবৃত হইলে জালিনী হয়।

জালিম (আরবী) ক্রূর, অত্যাচারী।

জালিয়া (দেশজ) ধীবর, জেলে। যাহারা মাছ ধরিয়া বিক্রয় করে, বঙ্গদেশে তাহারা সাধারণতঃ জালিয়া প্রভৃতি নামে খ্যাত।

জালিয়া শব্দের উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতি কঠিন। কেহ কেহ বলেন, জাল দ্বারা মৎস্য ধৃত করে বলিয়া ইহাদিগকে জালিয়া কহে, আবার কেহ কেহ বলেন জলে মাছ ধরে বলিয়া ইহারা জালিয়া নামে খ্যাত। যাহা হউক, জালিয়া বলিতে কোন বিশেষ জাতি বুঝায় না;—মালো, তিয়র, কৈবর্ত্ত, বাউড়ি, বাগ্দী, রাজবংশী প্রভৃতি সকল মৎস্য-ব্যবসায়িগণকেই বুঝায়। কোন কোন স্থানে জালিয়া বলিতে মুসলমান মৎস্যব্যবসায়িদিগকেও বুঝায়; আবার কোন কোন স্থলে মুসলমান ধীবরগণ নিকেরি নামে পরিচিত। নোয়াখালি জেলায় জালিয়া বলিলে চাট্গাঁয়ে জালিয়া, ভুলুয়া জালিয়া, ঝালা জালিয়া এবং কৈবর্ত্ত জালিয়া এই চারি শ্রেণী বুঝায়।

বঙ্গদেশের জালিয়াগণ অতিশয় সাহসী, বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। হুগলি জেলার জালিয়াগণ অপেক্ষা ঢাকাজেলার জালিয়াগণ অধিক বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী।

জালিয়াগণ জাল দিয়া মাছ ধরে। ইহারা টানাজাল, ক্ষেপলা জাল, বেড়া জাল প্রভৃতি বিবিধপ্রকার জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে ভালবাসে; কিন্তু কৈবর্ত্তগণ বেড়া জাল ব্যবহার করে না।

বঙ্গদেশের জালিয়াগণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত আটপ্রকার জাল ব্যবহার করিয়া থাকে—(১) ঝাকি বা ক্ষেপলা, (২) উঠার বা গলতি (৩), সাংলা, (৪) বাওতি, (৫) চাঁদি, (৬) বেড়, (৭) বেসাল বা খাড়া, (৮) কোণা।

বঙ্গদেশীয়গণ প্রাণীতত্ত্বপ্রিয় নহে; কিন্তু ধীবরগণ এ বিষয় কতক কতক জানে। ইহারা মৎস্যের রীতি নীতি উত্তমরূপ জ্ঞাত আছে। জালিয়াগণ জানে মাছ ধরিতে হইলে নিস্তব্ধতার আবশ্যক, এই জন্যই ইহারা রাত্রিকালেই মাছ ধরিতে বাহির হয়; ইহারা আরও জানে যে সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের সময় এবং ভরা জ্যোৎস্নার সময় জাল ফেলিতে পারিলে অনেক মাছ পাওয়া যায়।

ইংলণ্ডদেশীয় ধীবরদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় ধীবরদিগের এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ইংরাজ জালিয়াগণ জাল ফেলিবার সময় একখানি কাঠ দিয়া তাহাদের নৌকার তক্তায় আঘাত করিতে থাকে। এদেশীয় জালিয়াগণও জানে যে জল ঈষৎ আন্দোলিত হইলে মৎস্য সমস্ত ভীত হইয়া নড়িতে আরম্ভ করে এবং যখন তাহারা জাল টানিতে আরম্ভ করে, তখন একজন লোক তাহাদের নৌকায় আঘাত করিয়া শব্দ করিতে থাকে।

অশৌচকালে জালিয়াগণ মাছ ধরে না বা বিক্রয় করে না। কোন জালিয়াই সাণ্ড, পাঙ্গাস, গরুয়া ও গাগর মাছ কাটিয়া বিক্রয় করে না। অনেক জালিয়া আঁইস-শূন্য মাছ ঘৃণা করে, এমন কি সিঙ্গি মাছ স্পর্শও করে না। মুসলমানদিগের হানিফী সম্প্রদায় কাঁকড়া প্রভৃতি খায় না।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অনেক বাগ্দী ও বাওড়ীরা মাছের ব্যবসা করে। দিনাজপুরের অধিবাসী রাজবংশী জালিয়াগণ অনেকে পাল্কিবেহারার কার্য্য করে।

জালিয়া অমরাজী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের উন্দসর্ব্বীয় জেলার একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। পালিতানা হইতে প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এই রাজ্য একটী মাত্র গ্রাম লইয়া গঠিত। এখানকার সামন্তরাজ সর্ব্বীয়-রাজপুতবংশোদ্ভব।

জালিয়াৎ (দেশজ) যে জাল করে। [জাল দেখ।]

জালিয়াদেওয়ানি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের হালার জেলার একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহাতে ১০টী গ্রাম আছে।

জালিয়ামনাজী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের উন্দসর্ব্বীয় জেলার একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। একটী মাত্র গ্রাম ইহার অন্তর্গত।

জালী (স্ত্রী) জালমস্ত্যস্যাঃ অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ জ্যোৎস্নী, ঝিঙ্গা। ২ পটোল। (রাজনি°)

জালীপড়া (দেশজ) জালের ন্যায় নির্ম্মিত, জালবৎ।

জালু বসন্তগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সাতারা জেলার একটী পর্ব্বত। এই পাহাড় সহ্যাদ্রির একটী শাখা এবং করাড়ের নিকট কোয়না ও কৃষ্ণাসঙ্গমের ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া ১২ মাইল বিস্তৃত।

জালেরুহ, উড়িষ্যার একজন প্রাচীন রাজা। তারানাথ-প্রণীত মগধরাজবংশাবলী-চরিতে ইনি উড়িষ্যার পরাক্রান্ত রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

জালোর, রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুর বা মাড়বার রাজ্যের একটী প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫° ২২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৫৭´ ৪৫´´ পূঃ। মাড়বারের মরুভূমির দক্ষিণপ্রান্তে এই নগর অবস্থিত। প্রমারবংশীয় জনৈক রাজা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই নগর স্থাপন করেন। ইহার প্রাচীন নাম জলন্ধর দেশ। নগরের অধিকাংশ প্রস্তরনির্ম্মিত এবং অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আছে। এখানে ঠঠেরাগণ কাঁসার ফুলকাটা নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পানপাত্র প্রস্তুত করে। জালোরের দুর্গ বহু প্রাচীনকাল হইতে সুদৃঢ় বলিয়া পরিচিত। এই দুর্গ নগরের নিকট প্রায় ১২০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ৮০০ ফিট্, বিস্তার ৪০০ ফিট্। দুর্গমধ্যে ২টী পুষ্করিণী আছে।

জালোরি, পঞ্জাবের অন্তর্গত কাঙ্গড়া জেলার একটী পর্ব্বত। এই পর্ব্বত হিমালয়ের একটী শাখা। দুইটী পথ এই পর্ব্বতের উপর দিয়া দিয়াছে, একটী ১০৯৮০ ফিট্ উচ্চ জালোরি-গিরিবর্ত্ম দিয়া সিমলায় গিয়াছে, অপরটী ১০৮৮০ ফিট্ উচ্চ, রামপুর অভিমুখে গিয়াছে।

জাল্জাল (দেশজ) জালের ন্যায় নির্ম্মিত, জালবৎ।

জালতি (দেশজ) মুখস, যাহাদ্বারা পশুদিগের মুখ বন্ধকরা যায়

জাল্না, দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদ অর্থাৎ নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত আরঙ্গাবাদ জেলার একটী সহর ও সেনানিবাস। অক্ষা° ১৯° ৫০´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫৬´ পূঃ। এই নগর আরঙ্গাবাদের ৩৮ মাইল পূর্ব্বে কুণ্ডলিকা নদীতীরে অবস্থিত। নগরের পূর্ব্বে হায়দরাবাদ-সৈন্যের এক দলের ছাউনি আছে। প্রবাদ, পুরাকালে সীতাদেবী এই স্থানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তখন ইহার জানকীপুর নাম ছিল। প্রসিদ্ধ মুসলমান ইতিহাসলেখক আবুল-ফজল অকবরের রাজসভা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কিছুকাল এই নগরে বাস করেন; তখন জাল্না একজন মোগল সেনাপতির জায়গীর ছিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় কর্ণেল ষ্টিভেন্সন-চালিত সৈন্যদল এইখানে আড্ডা করেন। প্রস্তর নির্ম্মিত সরাই, একটী মস্জিদ, তিনটী হিন্দু দেবমন্দির এই কএকটী নগরের প্রধান অট্টালিকা। এখানকার বাণিজ্যের বিস্তর অবনতি হইয়াছে। এখন স্বর্ণ ও রৌপ্যের জরি এবং বস্ত্র অল্প প্রস্তুত হয়। গড়ের উত্তরভাগে বিস্তৃত উদ্যান আছে। এখানকার ফল বহুপরিমাণে বোম্বাই, হায়দরাবাদ প্রভৃতি দূরদেশে প্রেরিত হয়। নগরের অর্দ্ধমাইল পশ্চিমে মতিতলাও নামে এক বিস্তীর্ণ সরোবর আছে, ইহারই জল নগরে সরবরাহ হয়। জাল্নায় ডাকঘর, ডাকবাঙ্গলা ও দুইটী গির্জ্জা আছে।

জাল্ম (ত্রি) জালয়তি দূরীকরোতি হিতাহিতজ্ঞানং জল-ণিচ্ বাহুলকাৎ মঃ। ১ নীচ ব্যক্তি, ইতরলোক, অবিবেচক, মূর্খ, জড়, ক্রূর, পামর।

"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।
ন তথা বাধতে স্কন্ধং যথা বাধতি বাধতে॥" (উদ্ভট)

২ যাহারা গুরুর নিকট খট্টাদিতে আরোহণ করে। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। "নত্বেব জাল্মীং কাপালীং বৃত্তিমেষিতুমর্হসি" (ভারত ১২।১৩২অ)

জাল্মক (ত্রি) জাল্ম-স্বার্থে কন্। মিত্র, ব্রাহ্মণ ও গুরুদ্বেষী। "মিত্রব্রহ্মগুরুদ্বেষী জাল্মকস্সুবিগর্হিতঃ।" (ভারত ৭।১৯৬অঃ)

জাল্য (পুং) জল-ণ্যৎ। ১ শিব। "মৎস্যো জলচরো জাল্যোঽ-কলঃ কেলিকলঃ কলিঃ" (ভারত ১২।২৮৬ অঃ)

(ত্রি) ২ জলে ধারণযোগ্য।

জাবজী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত আহ্মদনগর জেলার একজন কোলি সর্দ্দার। ইহার পিতার নাম হীরাজী। হীরাজীর মৃত্যুর পর জুনারস্থ পেশোবার কর্ম্মচারী জাবজীকে পৈতৃকপদে স্থাপন না করায়, জাবজী পেশোবার শাসন অগ্রাহ্য করিয়া বহুসংখ্যক লোকসংগ্রহপূর্ব্বক লুণ্ঠন বৃত্তি অবলম্বন করেন। তখন জাবজীকে পর্ব্বত ছাড়িয়া পেশোবার সৈন্যদলে মিলিতে আদেশ করা হইল, কিন্তু জাবজী প্রতারণা ভাবিয়া খান্দেশে পলায়ন করিলেন। রামজী সামন্ত নামে জুনারের জনৈক কর্ম্মচারী জাবজীর শত্রু ছিল। সে জাবজীকে ধরিয়া দিবার জন্য কতক সৈন্য চারিদিকে প্রেরণ করিল এবং নিজেও কতক সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। জাবজী হঠাৎ একদিন রামজী ও তাহার পুত্রকে বিনাশ করিয়া ফেলিল। পেশোবা ঘোষণা করিলেন, "যে জাবজীর মুণ্ড আনিতে পারিবে, সে উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবে।" জাবজী রঘুনাথ রাওয়ের আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে অনেক যুদ্ধে সাহায্য করিলেন। দাজীকোকাত নামে একজন কোলিসর্দ্দার জাবজীকে ধরিবার জন্য নানা-ফড়্নবিস্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইল। একদিন অরণ্যে দাজী ও জাবজীর সাক্ষাৎ হইল। দাজী জাবজীর বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিল। পরে উভয়ে স্নান করিতে গেলে জাবজীর একজন লোক দাজীর বস্ত্রের পোঁটলায় নানা-ফড়্নবিসের ঘোষণাপত্র দেখিয়া জাবজীকে বলিয়া দিল। সেই রাত্রিতেই দাজী ও তাহার তিন পুত্র বিনষ্ট হইল। ইহার পর জাবজীকে ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। জাবজী নাসিকের

শাসনকর্ত্তা ধুন্দুগোপালের পরামর্শে সমস্ত দুর্গাদি তকাজী হোলকরকে অর্পণ করিলেন। হোলকরের মধ্যস্থতায় জাবজীর সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করা হইল এবং তাহাকে রাজুরের ৬০টী গ্রামের সুবাদার করা হইল। জাবজী এই পদে ১৭৮৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত থাকিয়া তাহারই একজন অনুচরের আঘাতে প্রাণত্যাগ. করেন। জীবনের শেষভাগে জাবজী অনেক ডাকাইতি নিবারণ করিয়াছিলেন।

জাবজীর যুবা বয়সের এইরূপ বর্ণনা আছে, ইহার শরীর দোহারা, কর্ম্মঠ, দেখিতে সুশ্রী। তিনি অতিশয় চঞ্চল প্রকৃতি ও দুর্দ্দান্ত ছিলেন।

জাবড়, মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেন্সীর অধীন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী সহর। অক্ষা° ২৪° ৩৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫৪´ পূঃ। এই সহর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪০০ ফিট্ উচ্চ। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা এইস্থান আক্রমণ ও অধিকার করিয়া দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে অর্পণ করেন। নগরের চতুর্দ্দিকে একটী প্রাচীর আছে। এই নগর নীমচ হইতে ১২ মাইল. উত্তরে অবস্থিত। বাণিজ্য এবং রক্তবর্ণ বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত।

জাবন্য (স্ত্রী) জবনস্য ভাবঃ দৃঢ়াদি° বা ষ্যঞ্। বেগ, দ্রুতগতি।

জাবাড়ি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সালেম জেলার তিরুপত্তুর তালুকের একটী গিরিমালা। এই গিরি প্রায় ৩৪৪ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত। কোথাও উচ্চ শৃঙ্গ, কোথাও উচ্চ মালভূমি, কোথাও আবার অনুচ্চ প্রবণ উপত্যকা। ইহার উপরে প্রায় ১৩৪টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। পাহাড়ের গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০০০ ফিট্। গিরিমালার পূর্ব্বাংশ শিখরদেশ পর্য্যন্ত শ্যামল তরুলতাকীর্ণ। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে। য়ুরোপীয়দিগের অনুপযোগী। অলঙ্গায়মের নিকটস্থ রাঙ্গিউর মালভূমিতে সুন্দর শস্যাচ্ছাদিত প্রান্তর ও তাহার মধ্যে মধ্যে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী আছে। বোম্মাই-কুপ্পম্ ও মত্রপল্লীর দিকে গিরি-পার্শ্বে একটী অদ্ভুত নির্ঝরিণী আছে। উহার জলের আশ্চর্য্য গুণ এই যে—তাহাতে পত্র, কাষ্ঠ প্রভৃতি কোন দ্রব্য ডুবাইলে প্রস্তরীভূত হইয়া যায়। পাহাড়ে উঠিবার পথ অতি কুটিল ও দুর্গম। কড়িকাষ্ঠ ও চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষের কতকটা বন গবর্মেণ্ট খাসে রাখিয়াছেন। পর্ব্বতে অধিকাংশ বেল্লালর ও পচাই বেল্লালর জাতির বাস।

জাষক (ক্লী) জস্যতি মুঞ্চতি সদ্গন্ধাদিকং জস-ণ্বুল্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সস্য ষত্বং। কালীয়ক, কালীয়ানামক সুগন্ধি কাষ্ঠ।

জাহ্মদ (পুং স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ।

"অনিরুবা জাহ্মদা গৃধ্রাঃ শ্যেনাঃ পতত্রিণঃ।" (অথর্ব্ব ১১।৯।১)

জাম্পতি (পুং) জায়তে জন-ড জায়াঃ দুহিতুঃ পতিঃ বেদে নিপা°। কন্যার পতি, জামাতা, জামাই। "সদভিজ্জাম্পতিং বা" (ঋক্ ১।১৪৫।৮) 'জাঃ পুত্র্যঃ তাসাং পতিং জামাতরং' (সায়ণ)

জাম্পত্য (ক্লী) জায়া চ পতিশ্চ জায়াপতী তয়োর্ভাবঃ কর্ম্ম বা পৃষোদরাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। জায়াপতীর কার্য্য, স্বামী স্ত্রীর কর্ম্ম। "সং জাম্পত্যং সুযমা কৃণুষ্চ" (ঋক্ ৫।২৮।৩)

'জাম্পত্যং জায়াপত্যোঃ কর্ম্ম' (সায়ণ)

জাস্ (আরবীজ) অতি দক্ষ, নিপুণ, চতুর।

জাহ, তদ্ধিত প্রত্যয়বিশেষ, অক্ষি, ওষ্ঠ, কর্ণ, কেশ, গুল্ফ, দন্ত, নখ, পাদ, পৃষ্ঠ, ভ্রূ, মুখ, শৃঙ্গ এই সকল শব্দের উত্তর জাহ প্রত্যয় হয়। যথা কেশজাহ প্রভৃতি।

জাহক (পুং) দহ-ণ্বুল্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ঘোঙ্ঘ, ঘোঘ, বিড়াল-কারুণ্ডিকা, মণ্ডলাকার চিত্রবিশিষ্ট শরীর-সঙ্কোচি বহুরূপী বিলেশয় প্রাণীবিশেষ। পর্য্যায়—গাত্রসঙ্কোচী, মণ্ডলী, বহুরূপক, কামরূপী, বিরূপী, বিলাবাস (রাজনি°) [ঘোগ দেখ।]

জাহাঙ্গীর, (জাহাঁগীর, জহান্গীর) সম্রাট্ অক্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৫৬৯ খৃঃ অব্দে ২রা সেপ্টেম্বর, অক্বরের প্রিয় মহিষী জয়পুর-রাজ-দুহিতা মারিয়ম্ জমানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ্ঞী মুসলমানসাধু সলিম চিস্তর বরে এই পুত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার 'মহম্মদ নূরউদ্দীন্ সলিম্ মির্জা' এই নাম রাখেন। সম্রাট্ অকবর পুত্রের জন্ম উপলক্ষে বিবিধ উৎসবাদি করিয়াছিলেন। এই পুত্রও সম্রাটের অতিশয় প্রিয় ছিলেন।

১৫৮৫ খৃঃ অব্দে সলিমের সহিত অম্বররাজ ভগবান্ দাসের কন্যা ও প্রথিত-নামা রাজা মানসিংহের ভগিনী যোধাবাইএর বিবাহ হয়।

১৫৮৭ খৃঃ অব্দে রায়সিংহ কুমার সলিমের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন।

সম্রাট্ বাল্যকালে সলিমকে বিবিধ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সচ্চরিত্র করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু সম্রাটের চেষ্টা বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। সলিম নানাবিধ কুক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে রাজা মানসিংহের সহিত বীরকেশরী মহারাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে বিখ্যাত হল্দীঘাটের যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে যাত্রায় অতি কষ্টে সলিমের জীবনরক্ষা পাইয়াছিল।

অক্বর শেষাবস্থায় প্রিয় পুত্র সলিমের জন্য মানসিক কষ্টে পীড়িত হইয়াছিলেন; কিন্তু শেষে সলিম নিজের অপরাধ

বুঝিতে পারিয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৬০৫ খৃঃ অব্দে মৃত্যুশয্যায় শয়িত হইয়া অক্বর পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান আমীর ওমরাদিগের সাক্ষাতে সলিমকে সম্রাট্‌পদে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে রাজকীয় পরিচ্ছদ, উষ্ণীষ ও তরবারী দ্বারা সজ্জিত করিতে অনুমতি দিলেন।

১০১৪ হিজরা ৮ই জুমাদসানি (১৬০৫ খৃঃ অব্দ ১২ই অক্টোবর) বৃহস্পতিবার সলিম ৩৮ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আগ্রাদুর্গে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া 'জাহাঙ্গীর' অর্থাৎ 'বিশ্ববিজয়ী' উপাধি ধারণ করিলেন। আগ্রাদুর্গে দিল্লী-দরজায় একখানি পাথরে জাহাঙ্গীরের অভিষেক ঘটনা লিখিত। শেষ ছত্রে লিখিত আছে, "আমাদের রাজা জাহাঙ্গীর জগতের রাজা হউন ১০১৪।" জাহাঙ্গীরের অভিষেক উপলক্ষে যাহারা আনন্দসূচক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সেই কবিদিগকে ও দরিদ্রদিগকে বহু অর্থ বিতরণ করা হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিরপক্ষভাবে ও শান্তিময়ী রাজনীতিতে শাসন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাঁহার অসৎ চরিত্র এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান অন্তরায় হইল। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা স্বত্ত্বেও তিনি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। কিন্তু শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খল হইলেও অকবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ভিত্তি তখনও অতিশয় দৃঢ় ছিল। যাহা হউক, জাহাঙ্গীর সম্রাট্ হইয়া সুশাসনের কতক আভাস দিলেন

পূর্ব্বে সকলের ভাগ্যে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিত না; কোন বিচারপ্রার্থী সম্রাটের সম্মুখে যাইতে পারিত না। কর্ম্মচারিদিগকে যৌতুক অথবা উৎকোচ না দিলে কাহারও অভিযোগ সম্রাটের কর্ণগোচরও হইত না। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত এবং যাহাতে সকলেই সহজে সুবিচার পাইতে পারে, তজ্জন্য নবীন সম্রাট্ একগাছি সোণার শিকল প্রস্তুত করাইলেন। তাহার একদিক্ রাজপ্রাসাদের বপ্রের সহিত, অপর দিক্ নদীতীরস্থ একখানি প্রস্তরের সহিত সম্বদ্ধ ছিল। এই শিকলগাছি ৩০ গজ লম্বা ও ইহাতে ৬০টী সোণার ঘণ্টা বাঁধা। এই ঘণ্টাগুলি সম্রাটের গৃহের ঘণ্টাগুলির সহিত সংযুক্ত ছিল। যে কোন ব্যক্তি এই শিকল ধরিয়া ঘণ্টা নাড়িলেই সম্রাট্ জানিতে পারিতেন এবং সম্রাট্ সম্মুখে নীত হইতেন। যে কোন ব্যক্তি ঘণ্টা নাড়িয়া সম্রাটের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে পারিতেন। সুতরাং কর্ম্মচারিগণ উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে কোনরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিত না এবং উৎপীড়িত ব্যক্তিগণ কর্ম্মচারিদিগের অনিচ্ছা হইলেও সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইতে পারিতেন।

বাদশাহ শুল্ক আদায়ের অনেক দোষ সংস্কার করিলেন। তিনি তম্‌ঘা ও মীরবাড়ী নামক করদ্বয় উঠাইয়া দিলেন এবং জায়গীরদারগণ প্রজাদিগের নিকট হইতে যে সমস্ত অন্যায় কর লইতেন, তাহাও রহিত করিলেন। লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী পথে ও যে সমস্ত পথে চোর ডাকাইতের উপদ্রব ছিল, সেই সকল স্থানে সরাই নির্ম্মাণ ও কূপ-খনন করিতে জায়গীরদারদিগকে আদেশ করিলেন এবং খালিসা জমীর নিকটবর্ত্তী স্থানে সরাই নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারিদিগকেও আদেশ দিলেন। বণিকদিগের বিনানুমতিতে কেহ তাহাদিগের পণ্য দ্রব্য খুলিতে পারিবে না, কোন সৈন্য অথবা রাজকর্ম্মচারী গৃহে বাস করিতে পারিবে না, কেহ মাদক দ্রব্য প্রস্তুত, ব্যবহার ও বিক্রয় করিতে পারিবে না, কোন জায়গীরদার কোন প্রজার সম্পত্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিবে না, অথবা সম্রাটের বিনানুমতিতে প্রজাসাধারণের সহিত মিলিত হইতে পারিবে না। এই সকল নিয়ম হইল

পূর্ব্বে সম্রাটের আদেশে সময় সময় অপরাধিদিগের নাক কাণ কাটিয়া দেওয়া হইত। জাহাঙ্গীর সে প্রথা একবারে রহিত করিলেন।

তিনি প্রধান প্রধান সহরে হাঁসপাতাল স্থাপন করিলেন; উত্তমরূপ চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। প্রতি সপ্তাহে তাঁহার অভিষেক দিবসে (বৃহস্পতিবার) ও তাঁহার পিতার জন্মদিনে (রবিবার) পশুহত্যা নিবারিত হইল।

তিনি তাঁহার পিতার কর্ম্মচারিদিগের গুণানুসারে মন্‌সব ও জায়গীর কিছু কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত যাহারা কারারুদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার পিতার কর্ম্মচারিদিগের অধিকাংশকেই স্বপদে রাখিলেন; কিন্তু যাহারা অক্বর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে পদচ্যুত করিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের আচার ব্যবহার ছিল, সেই নিয়ম অনুসারে প্রজাদিগকে চলিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু সরিফ-খাঁকে প্রধান মন্ত্রী ও সৈয়দখাঁকে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

বাদশাহ হরিদাস রায়কে বিক্রমজিৎ উপাধি প্রদান করিয়া গোলন্দাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ এবং রাজা মানসিংহের পুত্র ভাও-সিংহকে একজন মন্‌সবদার করিলেন। পরে গাফুরবেগের পুত্র জমানাবেগ মহাবৎখাঁ উপাধি লাভ করিয়া একজন মন্‌সবদার হইলেন।

রাজা নরসিংহ দেব নামে জনৈক বুন্দী রাজপুত বিখ্যাত সেখ আবুলফজলের প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জাহাঙ্গীর তাঁহাকেও উচ্চপদ প্রদান করেন। [আবুলফজল দেখ।]

রাজা মানসিংহের ভগিনী যোধাবাইএর গর্ভে সলিমের খস্‌রু নামে এক পুত্র হয়। অকবরের শেষ দশায় ইঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হয়। জাহাঙ্গীর সম্রাট্ হইয়া খস্‌রুকে কারারুদ্ধ করিলেন, কিন্তু ছয় মাস পরে একদিন রাত্রিকালে তিনি সম্রাট্ অকবরের কবর দেখিতে যাইবেন এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। জাহাঙ্গীর অনুমতি প্রদান করিলে খস্‌রুর সহিত ৫০ জন অশ্বারোহী অনুচর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। খস্‌রু তাহাদের সহিত পঞ্জাব অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। খস্‌রু বিদ্রোহী হইয়া পলায়ন করিয়াছে, এই সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি সেই রাত্রিতেই সেখ ফরিদ বোখারিকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ দিলেন এবং পর দিন প্রত্যুষে স্বয়ং তাঁহার অনুসরণ করিলেন। খস্‌রু পথিমধ্যে হাসেন্‌বেগ খাঁর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন এবং বণিক ও পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

জাহাঙ্গীর আগ্রা ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় ইতিমাদ্-উদ্দৌলার উপর সমস্ত ভার দিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দাল নামক স্থানে আসিয়া তিনি দোস্ত মহম্মদকে আগ্রায় প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে দিলাবার খাঁ খস্‌রুর আগমন-সংবাদ পাইয়া নিজ পুত্রকে যমুনানদী পার হইয়া অগ্রসর হইতে বলিয়া পাঠাইলেন ও নিজে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিলাবারখাঁ অতি দ্রুত লাহোরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে সকলকেই খস্‌রুর বিদ্রোহ সংবাদ দিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন।

২৪ জেলহজ্জ, খস্‌রুর পাঁচ জন অনুচর ধৃত হইয়া সম্রাট্ সম্মুখে নীত হইল। সম্রাট্ দুই জনকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। অপর তিন জনকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। দিলাবার খাঁ অগ্রসর হইয়া লাহোর দুর্গে প্রবেশ করিলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইহার দুই দিবস পরে খস্‌রু প্রায় ১২০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে লাহোর দুর্গ সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার অনুচর-দিগকে নগরের একদ্বারে অগ্নি প্রদান করিতে অনুমতি দিলেন এবং প্রকাশ করিলেন, নগর অধিকৃত হইলে সৈন্যগণ সাত দিন পর্য্যন্ত এই নগর লুঠ করিতে পাইবে। মীর্জা হুসেন, দিলাবার বেগখাঁ, হুসেনবেগ দিবান এবং নূরউদ্দীন্ কুলি এই কয়জন নগররক্ষার্থ সৈন্যসমাবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে সৈয়দখাঁ চন্দ্রভাগাতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন; খস্‌রুর বিদ্রোহসংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি অবি-লম্বে লাহোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং শীঘ্রই সম্রাটের সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন। এ দিকে জাহাঙ্গীর আগা-কুলির উদ্যানে শিবির সংস্থাপন করিলে সংবাদ পাইলেন যে সেই রাত্রিতেই খস্‌রু সম্রাট্‌সৈন্য আক্রমণ করিবে। যাহা হউক, সম্রাট্ কতকগুলি সৈন্য সেখ ফরিদখাঁর অধীনে লাহোরাভি-মুখে প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্য নগর সম্মুখে উপনীত হইলে খস্‌রুর সহিত ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। খস্‌রু পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। সম্রাট্ ফরিদকে অগ্রে পাঠাইয়া পর দিন যখন স্বয়ং অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় পথিমধ্যে বিজয়বার্ত্তা প্রাপ্ত হইলেন।

গোবিন্দবাল সেতু পার হইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে সম্‌সের নামক জনৈক তোষাখানার ভৃত্য আসিয়া সম্রাট্‌কে বিজয় সংবাদ প্রদান করিলে জাহাঙ্গীর তাহাকে খোসখবরখাঁ উপাধি প্রদান করিলেন।

সম্রাট্ খস্‌রুকে বশে আনিবার জন্য পূর্ব্বে মীরজমাল্-উদ্দীন্‌কে পাঠাইয়াছিলেন; তিনি এই সময়ে আসিয়া বলিলেন যে, খস্‌রুর সৈন্যবল এত অধিক ও তাহারা এত সাহসী যে ফরিদের অল্পসংখ্যক সৈন্য কিছুতেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। বাদশাহ সম্‌সেরের সংবাদ প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না; কিন্তু পরে খস্‌রুর যান আনীত হইলে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এই যুদ্ধে ফরিদ বিশেষ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সৈফ খাঁর শরীরে আঠার স্থান আহত হইয়াছিল।

খস্‌রু পরাজিত হইয়া কাবুলাভিমুখে পলায়ন করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে ধরিবার জন্য মহাবতখাঁ এবং আলিবেগকে প্রেরণ করিলেন। খস্‌রু বিতস্তাতীরে উপস্থিত হইলে তাঁহার অনুচরদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ বলিল, হিন্দুস্থানে থাকিয়া রাজ্যে গোলযোগ উৎপাদন করাই শ্রেয়, আবার কেহ কেহ বলিল, কাবুলে গমন করাই উচিত। খস্‌রু হাসেন্‌বেগের সহিত একমত হইয়া কাবুলে যাওয়াই স্থির করিলেন। ইহাতে হিন্দুস্থানী ও আফগানগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল।

খস্রু শাপুর নামক স্থানে পার হইতে না পারায় শাহধরা নামক স্থানে গমন করিলেন। তিনি পরাজিত হইবার পূর্ব্বেই পঞ্জাবের জায়গীরদার ও খেয়ারক্ষকদিগকে খস্রু সম্বন্ধে সতর্ক হইতে আদেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু রাত্রিযোগে যখন খস্রু পার হইতেছিলেন, তখন শাহধরার একজন চৌধুরী দেখিতে পাইয়া সম্রাটের আদেশ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং নৌকা আটক করিলেন। পারঘাটের অধ্যক্ষ আবুল কাশিমখাঁ এই সংবাদ পাইয়া কতকগুলি অনুচর ও অশ্বারোহী সৈন্য সমেত তথায় উপস্থিত হইলেন। হুমায়ুন বেগ চারিখানা নৌকা লইয়া পার হইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একখানি বালুকায় আটকাইয়া গেল।

বাদশাহকুমার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন। জাহাঙ্গীর খস্রু বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য আমীরউল্ ওমরাকে প্রেরণ করিলেন। তিনি মীর্জা কম্রাণের উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছিলেন; খস্রু তথায় আনীত হইলেন। সে দৃশ্য অতি শোচনীয়, অতি ভয়ানক। যুবরাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাঁহার দক্ষিণে হুমায়ুন বেগ, বামে আবদুল আজিজ। কুমার তাহাদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। খস্রুকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। হুমায়ুন ও আবদুলকে গোরু ও গাধার চামড়ায় আবৃত করা হইল; তাহাদিগকে গাধায় চড়াইয়া লেজের দিকে মুখ রাখিয়া নগরের চারিদিকে ঘুরাইয়া আনা হইল। গোরুর চামড়া শীঘ্রই শুকায়, এই জন্য হুমায়ুন শীঘ্রই পঞ্চত্ব পাইল; আবদুল একদিন ও একরাত্রি পরে ইহলীলা সম্বরণ করিল। এ দৃশ্যের এখনও শেষ হয় নাই। সম্রাটের প্রতিহিংসা এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি লাহোরে প্রবেশ করিলেন। নগরদ্বার হইতে কমারণের উদ্যান পর্য্যন্ত দুই সারে শূল পোতা হইল। সম্রাট্ ৭০০ বন্দীকে শূলে আরোপিত করিলেন। হতভাগ্যগণ মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে লাগিল। তাহারা শূলযন্ত্রণায় একান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। হতভাগ্যগণের শেষ দশা দেখিবার জন্য খস্রুকে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া তথায় আনা হইল।*

সেখ ফরিদকে পুরস্কার স্বরূপ মুর্‌তাজাখাঁ উপাধি প্রদান করা হইল। বিপাশার নিকটবর্ত্তী যে সমস্ত জায়গীরদার খস্রুকে অবরুদ্ধ করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহারা আবার জায়গীর পাইলেন। এই জমীদারদিগের মধ্যে কমাল চৌধুরীর জামাতা কনানই বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। শিখদিগের চতুর্থ গুরু অর্জ্জুনমল্ল (আদি গ্রন্থসঙ্কলয়িতা) বিদ্রোহী খস্রুকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে নির্জ্জনে কারারুদ্ধ রাখিয়া বিশেষ যন্ত্রণা দিয়া বিনাশ করা হইল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কিম্বদন্তী অন্যরূপ—একদিন তিনি চন্দ্রভাগায় স্নান করিবার কালে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যান। শিখদিগের মতে অর্জ্জুনমল্লই তাঁহাদিগের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ প্রাণগুরু এবং তাঁহার মৃত্যুতেই এই শান্তিপ্রিয় জাতি সংগ্রামপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

খস্রুকে দূরে কোন কারাগারে পাঠান হইল না; সম্রাট্ তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিলেন।

জাহাঙ্গীর লাহোরে অবস্থিতিকালেই সংবাদ পাইলেন যে ফজল বাসিস্ কান্দাহার আক্রমণ করিয়াছে। তিনি গাজিবেগ খাঁর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি খিলজিখাঁ, মিরণ সদর ও জহান্ মীর সরিফের উপর লাহোরের রক্ষা ভার দিয়া স্বয়ং কাবুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১৬০৬ খৃঃ অব্দে (১০১৫ হিজরা) সম্রাট্ কাবুলাভিমুখে যাত্রা করেন। জাহাঙ্গীর দিলামেজ উদ্যানে চারিদিন কাটাইয়া হরিপুরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তথা হইতে জাহাঙ্গীরপুরে আসিলেন। এইখানে জাহাঙ্গীর পূর্ব্বে মৃগয়া করিতেন। এই গ্রামের নিকট সম্রাটের আদেশে এক মৃগের

---

* পঞ্জাবের ইতিহাসলেখক সৈয়দ মহম্মদ লতিফ বলেন, যে খস্রুর মাতা তাঁহার দুর্দ্দশা সহ্য করিতে না পারিয়া বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু অকবরনামা-লেখক বলেন যে, মানসিংহের ভগিনী ও খস্রুর মাতা যোধাবাই সলিমের প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিলেন। তিনি অন্তঃপুরস্থ কোন স্ত্রীর প্রাধান্য সহ্য করিতে পারিতেন না। একদিন সলিম মৃগয়া করিতে বহির্গত হইলে পরে অন্তঃপুরস্থ কোন স্ত্রীর সহিত যোধাবাইএর কলহ হয়। যোধাবাই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যা করেন। জাহাঙ্গীর মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর তাঁহাকে জীবিত দেখিতে পাইলেন না। তিনি প্রিয়ার শোকে অনেক দিন পর্য্যন্ত নিতান্ত অভিভূত ছিলেন। পরে অকবর আসিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর তাঁহার স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে যোধাবাইএর মৃত্যুর কারণ অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বে খস্রুর মাতা তাঁহার পুত্রের অসৎ ব্যবহারে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া অহিফেন খাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তিনি জাহাঙ্গীরকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। এমন কি সলিমের একগাছি কেশের জন্য তিনি শত শত পুত্র ও ভ্রাতা পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি সর্ব্বদাই খস্রুকে তাঁহার পিতার অনুগ্রহের বিষয় বলিতেন; কিন্তু কুমার তাহাতে আদৌ কর্ণপাত করিতেন না। যখন দেখিলেন, তাঁহার পুত্রের চরিত্র কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবে না; তখন ভাবিলেন যে, হয়ত তিনি মরিলে খস্রু সমস্ত বুঝিতে পারিয়া নিজের দোষ সংশোধন করিবেন। এই ভাবিয়া জাহাঙ্গীর মৃগয়ায় বহির্গত হইলে এক দিন তিনি অপরিমিত মাত্রায় অহিফেন সেবন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। (১০১৩ হিজরা, ২৬ জেলহজ্জ)

কবরোপরি একটী মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মৃগটী জাহাঙ্গীর নিজে ধরিয়াছিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল। সেই মৃগটী অন্য মৃগ ভুলাইয়া আনিত। উক্ত মস্‌জিদের গায়ে মোল্লা মহম্মদ হোসেন কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কএকটী কথা লেখা ছিল—"এই আনন্দময় স্থানে সম্রাট্‌ নূরউদ্দীন্ মহম্মদ জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক একটী মৃগ ধৃত হয় এবং সে মৃগটী একমাস মধ্যে পোষ মানিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর আদর করিয়া তাহাকে রাজা বলিয়া ডাকিতেন।" যাহা হউক সম্রাট্‌ মৃত মৃগের স্মরণার্থ এবার এখানে আসিয়া শিকার করিলেন না। তিনি ক্রমে অগ্রসর হইয়া জৈনখাঁ কোকার পুত্র জাফরখাঁকে আমরাদি ও আটকের সরকার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন এবং এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, সম্রাট্‌সৈন্য লাহোরে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই যেন খাতুরের সর্দ্দারদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। সিন্ধুনদের তটে পৌছিয়া মহাবত খাঁকে ২৫০০ সৈন্যের অধিপতি নিযুক্ত করা হইল। সম্রাট্‌ পেশাবরে পৌঁছিয়া সরদারখাঁর উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন। এই স্থানে য়ুসফ্‌জাই আফগানগণ আসিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। সেরখাঁ নামক একজন আফগানকে উক্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইল। ৩রা সফর তারিখে রাজা বিক্রমজিতের পুত্র কল্যাণ গুজরাট হইতে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ হইয়াছিল। ইনি একজন মুসলমানী বেশ্যাকে নিজ গৃহে রাখিয়াছিলেন এবং তাহার পিতামাতাকে হত্যা করিয়া নিজ গৃহেই কবরিত করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর তাহার জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। সম্রাট্‌ খসরুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কাবুলে লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তিনি তাঁহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করেন। খসরু ফতেউল্লা, নূরউদ্দীন্, আসফখাঁ এবং সরিফখাঁ প্রভৃতি প্রায় ৫০০ লোকের সাহায্যে সম্রাট্‌কে বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একজন ষড়যন্ত্রকারী কুমার খুরমের (পরে শাহজহান) দেওয়ান খোজা কুরাইসির নিকট তাহাদের অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিল। খুরম্‌ সম্রাটকে জানাইলে তিনি ফতেউল্লাখাঁকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং ৩।৪ জন প্রধান ষড়যন্ত্রকারীকে বিনাশ করিতে আদেশ দিলেন।

১৬০৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট্‌ রাজা মানসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎসিংহের কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়া ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ৮০০০০৲ টাকা প্রেরণ করিলেন। ৪ঠা রবিউল আব্বল্‌ তারিখে জগৎসিংহের কন্যা সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রেরিত হইলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীর চিতোরের রাণা অমরসিংহের বিরুদ্ধে মহাবত খাঁকে প্রেরণ করিলেন।

দিল্লীশ্বর দেখিলেন ভারতের কি হিন্দু কি মুসলমান সকল নরপতিই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, তখন এক রাণাই কি উন্নত মস্তক থাকিবে? কাপুরুষ অমরসিংহ যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সর্দ্দারকুলতিলক চন্দাবৎ ও শালুম্ব্রাবীরগণ বলপূর্ব্বক তাঁহা দ্বারা যুদ্ধ ঘোষণা করাইলেন এবং সে যুদ্ধে জাহাঙ্গীর ব্যর্থ মনোরথ হইলেন। যাহা হউক, যুবরাজ খুরমের কনিষ্ঠ মাতুল এই যুদ্ধে সম্রাট্‌পক্ষে বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় (১৬০৯ খৃঃ অব্দে) সম্রাট্‌ কুমার পারবিজকে তথায় পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। এই সময় ইংলণ্ডের বণিকসম্প্রদায় ভারতে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইবার জন্য হকিনস্‌কে জাহাঙ্গীরের দরবারে দূতস্বরূপ প্রেরণ করেন।

হকিনস্‌ ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ১৬ এপ্রিল তারিখে সুরাটে আগমন করেন। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য তিনি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলেন, সম্রাট্‌ তাহাই স্বীকার করিলেন, এবং হকিনস্‌কে বার্ষিক ৩২০০০৲ টাকা বেতন দিয়া ইংরাজদিগের দূত স্বরূপ তাঁহার দরবারে রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হকিনস্‌ অর্থলোভে কার্য্য গ্রহণ করিলেন। তিনি সম্রাটের এত প্রিয়পাত্র হইলেন যে সম্রাট্‌ তাঁহার সহিত দিল্লীর অন্তঃপুরস্থ কোন মহিলার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে এক আর্ম্মাণী স্ত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। যাহা হউক, ভারতের পর্ত্তুগীজগণ সম্রাটের সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হইল, তাহা ভঙ্গ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল এবং কর্ম্মচারিদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইল। কর্ম্মচারিগণ সম্রাট্‌কে বুঝাইয়া দিল যে, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হইলে যেরূপ সুফল হইবার সম্ভাবনা, পর্ত্তুগীজদিগের সহিত অমিল হইলে তাহাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। জাহাঙ্গীর সেইরূপ বুঝিয়া হকিনস্‌কে শীঘ্রই ভারত ছাড়িয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

১৬১০ খৃঃ অব্দে কুতব নামক একজন ফকীর পাটনার নিকট উজ্জয়িনীতে আসিয়া বাস করে। তথায় বহুসংখ্যক অসৎলোকের সহিত মিলিত হইয়া আপনাকে খসরু বলিয়া পরিচয় দেয়। সে বলে যে কারগার হইতে পলাইয়া আসিয়াছে এবং কারাগারে বাস করিবার কালে তাহার চক্ষুদেশে গরম বাটী বাঁধিয়া দেওয়া হইত, এই জন্য চক্ষুদেশে দাগ হইয়াছে।

সেরূপ পরিচয় পাইয়া কতকগুলি লোক আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। এই সমস্ত লোক লইয়া সে পাটনায় প্রবেশ করিয়া দুর্গ অধিকার করিল। সে সময় পাটনার শাসনকর্ত্তা আফ্‌জলখাঁ সেখ বানারসী ও গয়াস্ জেলখানির উপর নগর রক্ষার-ভার দিয়া গোরক্ষপুরে তাঁহার নূতন জায়গীরে গিয়াছিলেন। বিদ্রোহিগণ দুর্গে প্রবেশ করিলে দুর্গরক্ষকগণ পলায়নপূর্ব্বক আফ্‌জলখাঁর নিকট গমন করিতে চেষ্টা করিল। এ দিকে আফ্‌জলখাঁ বিদ্রোহ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতি শীঘ্র পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই খস্রু প্রকৃত খস্রু নয়, তাহা বারবার সকলকে জানান হইল। প্রতারক আফ্‌জলখাঁর আগমন সম্বাদ পাইয়া বিদ্রোহিগণ দুর্গ ছাড়িয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু আবার তাহারা আফ্‌জলের গৃহ অধিকার করে। শেষে প্রতারক কুতব তাহার সঙ্গীগণ ক্রমে ক্রমে নিহত হইল দেখিয়া নিরুপায় হইয়া আফ্‌জলখাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইল। আফ্‌জল তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিলেন। সম্রাটের নিকট এই সম্বাদ পৌঁছিলে তিনি সেখ বানারসী গয়াস্‌রিহানী এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। সেই বিদ্রোহিদিগের দাড়ি ও মস্তক মুণ্ডন এবং হীনবেশ পরিধান করাইয়া নগরের চারিদিকে ঘুরাইয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন।

১৬১০ খৃঃ অব্দে আহ্মদনগরে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। খান্‌খানান্‌কে কুমার পারবিজের সহকারী নিযুক্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি বুর্হান্‌পুরে পৌঁছিয়া সৈন্যদিগকে বালাঘাটে প্রেরণ করিলেন। এখানে আসিলে কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল। সৈন্যগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। চাউল এবং খাদ্য দ্রব্যেরও অভাব হইল। এইজন্য পুনরায় বুর্হান্‌পুরে সৈন্যদিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করা হইল। এই সমস্ত অসুবিধার জন্য শত্রুদিগের সহিত কিছু দিনের জন্য সন্ধি করা হইল। খান্‌খানানের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ হইতে লাগিল। সম্রাট্ তখন খান্‌খানান্‌কে স্থানান্তরিত করিয়া খাঁজহানকে প্রেরণ করিলেন।

১৬১১ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীরের সহিত মীর্জা গয়াস্‌বেগের কন্যা নূরমহলের (নূরজহানের) বিবাহ হইল।

ইয়াজাবাদের উজীর খোজামহম্মদ সরিফের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মীর্জা গয়াস্‌বেগ অতিশয় দারিদ্র্য পীড়িত হইয়া ২টী পুত্র ও একটী কন্যা সমভিব্যাহারে হিন্দুস্থান অভিমুখে আসিতেছিলেন; এই সময়ে তাহার স্ত্রী অন্তঃস্বত্বা ছিলেন, এই গর্ভে ভারতের ভাবী সাম্রাজ্ঞীর জন্ম হয়। তাঁহারা যে পথিকদিগের সহিত আসিতেছিলেন সেই দলে মালিক মস্‌উদ নামে একজন উদার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বালিকার অসামান্য সৌন্দর্য্যে অতিশয় বিস্মিত হইয়া ও তাহাদিগের দুর্দ্দশায় অতি দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

সম্রাট্ অকবর এই ব্যক্তিকে অতিশয় সম্মান করিতেন। মস্‌উদ মীর্জা গয়াস্‌কে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সম্রাট্ গয়াসের পিতা হুমায়ুনের দুরাবস্থার সময় তাঁহার অনেক উপকার করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইয়া এবং গয়াসের আচরণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অকবর তাঁহাকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার পত্নীর সহিত অকবরমহিষী সলিমের মাতা মরিয়াম্ জমানীর বিশেষ মিত্রতা জন্মিল। গয়াসপত্নী তাহার কন্যা মেহেরউন্নিশাকে সঙ্গে লইয়া অনেক সময় সলিমের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। মেহেরউন্নিশা নৃত্যগীত ও নানাবিধ বিদ্যায় সুচতরা, রূপে অলোকসামান্যা, ইহার ন্যায় রূপবতী কামিনী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহার শরীর উন্নত ও সুন্দর, যেন ছবিখানি। ইহার রূপে গুণে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। এক দিন মেহেরউন্নিশা তাঁহার মাতার সঙ্গে মরিয়াম্ জমানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া সাম্রাজ্ঞীর চিত্তবিনোদনার্থে নৃত্য করিতেছিল, এমন সময় কুমার সলিম তথায় উপস্থিত হইলেন। চারি চক্ষু মিলিত হইল, সলিম তাঁহার রূপে বিভোর হইয়া পড়িলেন। উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে মুগ্ধ হইলেন। সলিম তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আলিকুলিখাঁ নামক জনৈক ইরাক্‌প্রদেশীয় ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। আবদুল রহিম (পরে খান্‌খানান্) মূলতানের যুদ্ধকালে আলিকুলির বীরত্বে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট্ অকবরের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন। যাহা হউক, সলিম মেহেরউন্নিশাকে পাইবার জন্য একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন; তিনি সময় সময় তাহার সহিত প্রেমসম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। মেহেরের মাতা তাহাতে বিরক্ত হইয়া মহারাণীর নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং তিনিও সম্রাট্ অকবরকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। সম্রাট্ এরূপ অন্যায়ের প্রশ্রয় না দিয়া আলিকুলির সহিত মেহেরের বিবাহকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিবার জন্য গয়াস্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন। মেহেরউন্নিশার সলিমকে বিবাহ করিতে একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও আলিকুলির সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইল এবং সম্রাট্ আলিকুলিকে শাসনকর্ত্তা করিয়া বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিশাকে ভুলিলেন না। তিনি সম্রাট্ হইয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। আলিকুলি অতিশয় সাহসী ও ধনাঢ্য আমীর, তাঁহাকে হত্যা করিতে সম্রাটের সাহস হইল না; তিনি কৌশল-জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। আলিকুলিকে হত্যা করিবার জন্য সম্রাট্ এত ঘৃণিত ও ভীষণ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন যে তাৎকালিক গ্রন্থকারদিগের পুস্তকে লিখিত না হইলে ইহা কেহই বিশ্বাস করিত না। সম্রাটের আজ্ঞায় একটা ব্যাঘ্র আনীত হইল। আলিকুলিকে আদেশ করা হইল, তোমায় এই ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। সম্রাট্ স্বয়ং তাহার মৃত্যু দেখিবার জন্য দর্শক হইয়া বসিলেন। প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ইহার সহিত যুদ্ধ সম্ভব নয়। কিন্তু অস্বীকার করিলে কে কর্ণপাত করে? এ অবস্থায় আপনার মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়াই আলিকুলি একখানি অসিহস্তে অগ্রসর হইলেন। অতুল সাহস ও অদম্য বিক্রমে ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিয়া আশ্চর্য্য শিক্ষায় তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। সম্রাট্ লোক দেখাইবার জন্য তাঁহাকে সেরআফগান অর্থাৎ সিংহঘাতক উপাধি প্রদান করিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে এ উপাধি দেন নাই। সম্রাট্ অকবর তাঁহাকে এ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, জাহাঙ্গীর মনে মনে অতি ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য একটা মত্তহস্তী আনাইলেন। এক দিন হঠাৎ তাঁহার শরীরোপরি এই হস্তীকে চালিত করা হইল। বীরবর এক আঘাতে সেই হস্তীর শুণ্ড ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। নরাধম নৃশংস সম্রাট্ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া একদিন রাত্রিকালে আলিকুলির শয়নগৃহে ৪০ জন গুপ্তঘাতককে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইহারাও কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিল না। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ দেখিয়া সম্রাট্ কুতবউদ্দীন্‌কে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন এবং তাহাকে এই বলিয়া দিলেন যে আলিকুলি সহজে মেহেরউন্নিশাকে পরিত্যাগ না করিলে তাহার মস্তক ছিন্ন করিবে। কুতবউদ্দীন্ সম্রাটের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আলিকুলি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। পরিশেষে রাজ্য দেখিবার ভান করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। সের আফগান ছলনা বুঝিতে পারিয়া একখানি শাণিত তরবারী বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। কুতব পুনরায় মেহেরউন্নিশার কথা উত্থাপিত করিলে বাদানুবাদে সেরআফগাম তাঁহার বক্ষে অসি বিদ্ধ করিলেন। কুতব চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পীর মহম্মদ অগ্রসর হইয়া সেরের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি প্রহার করিল, অব্যর্থ সন্ধানে তাহা নিবারণ করিয়া সের পীরের মস্তক চূর্ণ করিলেন। প্রহরিগণ সকলে মিলিয়া অগ্রসর হইলে সের ক্ষিপ্র হস্তে চারি জনকে ভূমিশায়ী করিলেন। কিন্তু তিনি একা কি করিবেন? তবুও বীরের উৎসাহ কমে নাই, সাহসহীন হন নাই। অবশেষে প্রহরিগণ দূর হইতে গুলির আঘাতে তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিল। এইরূপে অসম বীর কাপুরুষ ঘৃণিত ব্যক্তিদিগের হস্তে নিহত হইলেন। যাহা হউক জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিশাকে রাজদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্র অপরাধে বন্দিনী করিয়া আগ্রায় আনয়ন করিলেন। কুতবের সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইল। মেহেরউন্নিশাকে আগ্রায় আনীত হইলে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মেহের পতি-হন্তারকের বিবাহ-প্রস্তাব ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার ব্যবহারে নিতান্ত রুষ্ট হইলেন, তাঁহাকে রাজমাতার কিঙ্করী নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার ব্যয় স্বরূপ প্রত্যহ এক টাকা করিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিশাকে কিছুদিন ভুলিয়া রহিলেন। পরে নৌরোজার দিন অন্দরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, মেহের শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে, তাহার রূপরাশি উথলিয়া উঠিয়াছে, দেখিয়া জাহাঙ্গীরের পূর্ব্ব পিপাসা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। সম্রাট্ সহ্য করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ নিজ গলার হার খুলিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন।

অতি জাঁকজমকের সহিত পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইল। সম্রাট্ তাঁহার হস্তে পুত্তলিকা স্বরূপ হইলেন। তাঁহাকে প্রথমে নূরমহল (অন্দরের আলোক) এবং অতি শীঘ্রই নূরজাহান (পৃথিবী-সুন্দরী) উপাধি প্রদান করিলেন। সম্রাট্ তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। সম্রাটের সমস্ত সুখ ও সান্ত্বনা নূরজাহান।

ক্রমে ক্রমে নূরজাহান সাম্রাজ্যের প্রধান ক্ষমতা অধিকার করিলেন; কোন সাম্রাজ্ঞীই তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালিনী হন নাই। তাঁহার নামে নূতন মুদ্রা মুদ্রিত হইল। জাহাঙ্গীর বাল্যকাল হইতেই অহিফেন ও মদ্যে বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন; প্রায় সর্ব্বদাই তিনি মদ্যপান করিতেন। নূরজাহান তাঁহার মদ্যপানের মাত্রা কমাইলেন এবং তাঁহারই যত্নে সম্রাট্ সর্ব্বসাক্ষাতে মদ্যপান করিতে ক্ষান্ত হইলেন। নূরজাহান রাজদরবারের বাহ্য আড়ম্বর ও অপব্যয় অনেক কমাইলেন। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত রাজকার্য্যে ও অন্যান্য বিষয়ে নূরজাহানের অসীম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত নূরজাহানের জীবনবৃত্তই জাহাঙ্গীরের ইতিহাস। নূরজাহানের

পিতাকে প্রধান উজীর ও তাঁহার ভ্রাতা আবুল-ফজলকে ইতিমাদখাঁ উপাধি প্রদান করা হইল।

মহম্মদ হাদি (জাহাঙ্গীরের ইতিহাস-লেখক) বলেন যে, কএক বৎসর মধ্যে এইরূপ হইল যে, সমাট্ রাজকীয় সমস্ত ভার নূরজাহানকে প্রদান করিলেন। নূরজাহান যাহা ইচ্ছা করিতেন, তাহাই হইত। জাহাঙ্গীর প্রায়ই বলিতেন, "আমার সাম্রাজ্য আমি নূরজাহানকে প্রদান করিয়াছি, আমার নিজের জন্য কিছু মদ্য ও মাংস পাইলেই যথেষ্ট।"

সম্রাট্‌দিগের এইরূপ নিয়ম ছিল যে প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাঁহারা ঝরকার (বাতায়ন) সম্মুখে উপবেশন করিতেন ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নিম্নে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগের প্রতি মান্য প্রদর্শন করিতেন। সম্রাট্ নূরজাহানকেও উক্তরূপ মান্য প্রদর্শন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। আমীর ওমরাহগণ তাঁহার আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। নূরজাহানের নামে যে টাকা প্রস্তুত হইত, তাহায় উপর নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা থাকিত, "জাহাঙ্গীরের আদেশে টাকার উপর নূরজাহানের নাম মুদ্রিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য সহস্রগুণে বৃদ্ধি করিতেছে।" সমস্ত রাজকীয় আদেশ-পত্রে নূরজাহানের নাম অঙ্কিত থাকিত এবং তাঁহার মোহরের নিম্নে এই কথাগুলি লিখিত হইত "যে মাননীয়া মহারাণী নূরজাহান বেগমের আদেশে।" সম্রাট্ নূরজাহানের বিরহ ক্ষণেকও সহ্য করিতে পারিতেন না। যখন তিনি রাজদরবারে বসিতেন, তখনই তাঁহার পার্শ্বে আবরণ দেওয়া হইত এবং তাহার অন্তরালে নূরজাহান বেগম উপবেশন করিতেন। নূরজাহানের জন্য সম্রাটের কিছুই অকরণীয় ছিল না। কোন কোন ইতিহাস-লেখক বলেন, সম্রাট্ নূরজাহানের জন্য মুসলমানদিগের একটী চির প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি নূরজাহানের সহিত খোলা শকটে আগ্রার রাজপথে ভ্রমণ করিতেন।

সম্রাট্ ১৬১১ খৃঃ অব্দে সীমান্তপ্রদেশীয় আমীরদিগের প্রতি কতকগুলি আদেশ প্রদান করেন, তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান—(১) কেহ ঝরকার সম্মুখে বসিতে পারিবে না, (২) অপরাধীকে শাস্তি দিবার কালে কাহাকে অন্ধ করিতে পারিবে না বা কাহারও নাক কাণ কাটিতে পারিবে না, (৩) অনুচরবর্গকে কোনরূপ উপাধি দিতে পারিবে না, (৪) তাহাদিগের বহির্গমনকালে কোনরূপ ঢক্কা বাজাইতে পারিবে না। তিনি যে আদেশগুলি প্রদান করিয়াছিলেন সেগুলি আইন-ই-জাহাঙ্গীরি নামে খ্যাত।

সম্রাট্ অক্‌বর বঙ্গদেশে ওসমান্‌কে দমন করিবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। জাহাঙ্গীর ইসলাম্‌খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইস্‌লাম্‌খাঁর অধীনে সুজাতখাঁ নামে একজন সাহসী সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার সাহস ও যুদ্ধ-কৌশলে ইস্‌লামখাঁ এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ওসমান্ একটী অজ্ঞাতগুলি দ্বারা আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্রগণ সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

১৬১২ খৃঃ অব্দে ইস্‌লামখাঁ সম্রাটের নিকট বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করিলে সম্রাট্ তাঁহাকে ছয় হাজারী মন্‌সবদারপদে বরণ করিলেন এবং সুজাতখাঁকে রস্তম উপাধি প্রদান করিলেন।

ঐ বর্ষে সম্রাট্ নিজ হস্তে মৃত রায়সিংহের পুত্র দলপৎ-সিংহের কপালে রাজটীকা প্রদান করিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৬১০ খৃঃ অব্দে আহ্মদনগরে মালিক অম্বর বিদ্রোহী হইয়া সম্রাট্-সৈন্য পরাস্ত করেন; সেই সময় খস্‌রু বিদ্রোহী ছিলেন ও দিল্লী সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া নিজ ক্ষমতা দৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু মোগলগণ তখন আহ্মদনগরে ছিল। সুতরাং মালিক অম্বর দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

জাহাঙ্গীর মালিকঅম্বরকে দমন করিবার জন্য খাঁ জাহান্ লোদীর সাহায্যার্থ একদল সৈন্য আবহুল্লাখাঁর অধীনে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আবহুল্লা কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে মালিক অম্বর প্রচণ্ড বিক্রমে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সম্রাট্‌সৈন্য পরাস্ত করিলেন। আবহুল্লা মহারাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। খাঁজহান্ সাহসী হইয়া তাঁহাকে আর আক্রমণ করিলেন না।

১৬১৩ খৃঃ অব্দে সুরাট ও আহ্মদাবাদের শাসনকর্ত্তাগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ ইংরাজদিগকে ভারতে বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগকে সুরাট, কাম্বে, গোগা এবং আহ্মদাবাদ এই চারিস্থানে কুঠী নির্ম্মাণের অধিকার দিলেন। তিনি ইংরাজদিগের নিকট একজন দূত চাহিলেন এবং ১৬১৫ খৃঃ অব্দে সার্ টমাস রো দূত হইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের দরবার ও চরিত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, জাহাঙ্গীরের এইরূপ প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল; 'প্রথমে উপাসনা করেন, পরে তাঁহার নিকট ৪।৫ প্রকার সুস্বাদু ও সুপক্ক মাংস আনা হয়; তাঁহার ইচ্ছানুসারে একটু খান এবং একটু মদ খান। পরে খাস-কামরায় যান, তথায় বিনানুমতিতে অন্যের প্রবেশ নিষেধ। এখানে বসিয়া ৫ বাটী মদ্যপান

করেন; পরে অহিফেন সেবন করেন। সকলে প্রস্থান করিলে ২ ঘণ্টা নিদ্রা যান। ২ ঘণ্টা পরে তাঁহাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া খাদ্য খাওয়াইয়া দিতে হয়; অবশিষ্ট রাত ঘুমাইয়া কাটান।' রো আরও বলেন, যে যখন তিনি প্রথম আইসেন, তখন রাজকার্য্যের প্রতি বিভাগেই যথেচ্ছাচার ও বিশৃঙ্খলা। সুরাটে আসিয়া দেখিলেন, তথাকার শাসনকর্ত্তা বণিকদিগের পণ্যদ্রব্য কাড়িয়া লইতেছেন এবং অতি সামান্য মূল্যে তাঁহার নিকট তাহাদের সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতেছেন। রাজ্যের অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই ধ্বংসের চিহ্ন বর্ত্তমান। কিন্তু তিনি জাহাঙ্গীরের দরবার দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর সার্ টমাস রোর সহিত অতি অমায়িক ব্যবহার করিতেন। প্রায় সর্ব্বদাই সম্রাট্ তাঁহাকে সঙ্গে রাখিতেন। ১৬১৩ খৃঃ অব্দে ৬ই ফেব্রুয়ারি ইংরাজদিগের সহিত যে সন্ধি হয়, সার্ টমাস রো আসিয়া তাহাই দৃঢ়তর করিয়া যান। এই সন্ধি বেষ্টের সহিত হয় এবং ইহার নিয়মানুসারেই ইংরাজদিগকে শতকরা ৩।০ টাকার অধিক আমদানী শুল্ক দিতে হইবে না, এইরূপ স্থিরীকৃত হয়।

সম্রাট্ চিতোর জয় করিবার জন্য ১৬১০ খৃঃ অব্দে যে সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহারা অকৃতকার্য্য হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং ১৬১৩ খৃঃ অব্দের শেষভাগে নিজ পুত্র খুরমের (পরে শাহজহান) অধীনে একদল বৃহতী সেনা প্রেরণ করিলেন।

জাহাঙ্গীর বার বার রাণা অমরসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ১৬১৩ খৃঃ অব্দে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আজমীড়ে পৌঁছিয়াই তাঁহার বিজয়ী পুত্র খুরমকে রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিবেন ও কার্য্যেও তাহাই হইল। রাণা নিঃসহায়, হিন্দুস্থানের কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই সম্রাটের পদরজঃপ্রার্থী। একমাত্র শিশোদীয়কুল জাতীয় গৌরবে উন্নতমস্তক। কতকাল ইহারা মহাবল পরাক্রান্ত দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন! অবিরাম মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহারা ক্রমেই হীনবল হইতেছেন, ইহাদের সৈন্যসংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। ওদিকে দিল্লীর সম্রাট্ বার বার পরাস্ত হইয়া অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে কুমার খুরমকে মেবার-গৌরব ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রাণা অমরসিংহ তাদৃশ কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন না, যাহা হউক অতুল বীর প্রতাপসিংহের বংশধর বলিয়াই এতকাল দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবার আর পারিলেন না। ১৬১৪ খৃঃ অব্দে রাণা অমরসিংহ জাহাঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার করিয়া খুরমের নিকট শুপকর্ণ ও হরিদাস ঝালাকে প্রেরণ করিলেন। জাহাঙ্গীর খুরমের নিকট হইতে রাণার অধীনতা স্বীকারের সংবাদ পাইয়া রাণাকে অভয় প্রদান করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে দিল্লীর অধীন নরপতি মধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল। রাণা তাঁহার পুত্র কর্ণকে খুরমের সহিত সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে পাঁচ হাজারী মন্‌সবদারী প্রদান করিলেন।

১৬১৫ খৃঃ অব্দে একদিন সম্রাট্ খুরমের সহিত একত্র মদ্যপান করিলেন। খুরম্ পূর্ব্বে মদ খাইতেন না; জাহাঙ্গীরের অনুরোধে তাঁহাকে এই প্রথম মদ্যপান করিতে হইল। উক্ত বৎসর মালিক অম্বরের সহিত তাঁহার কএকজন পারিষদের মনোমালিন্য হওয়ায় তাহারা আসিয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিল। প্রত্যাগমনকালে মালিক অম্বরের একদল সৈন্যের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ হয়, মালিক অম্বরের সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। কিছুদিন পরে মালিক অম্বর অগ্রসর হইয়া সম্রাটের সৈন্য আক্রমণ করিলে উভয় দলে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সম্রাট্‌পক্ষ জয়লাভ করিল।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দশম বর্ষে পঞ্জাবে একটী মহামারী উপস্থিত হয়; ইহাতে অনেক লোকের প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। এই সময়ে নামল প্রভৃতি ৭জন দস্যু কোতোয়ালির অর্থ অপহরণ করে। ইহারা ধৃত হইলে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হইল। ১৬১৬ খৃঃ অব্দে কুমার খুরমকে ১০০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি এবং তাঁহাকে শাহজহান অর্থাৎ পৃথিবীর রাজা উপাধি প্রদান করিয়া সম্রাটের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনোনীত করা হইল। এবার জাহাঙ্গীর শাহজহানকে সেনাপতি করিয়া মালিক অম্বরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট্ মাণ্ডু পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। মালিক অম্বর পরাজিত হইয়া আহ্মদনগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। বিজয়পুরের ইব্রাহিম আদিলশাহ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিলেন। শাহজহানের পরাক্রমে দাক্ষিণাত্যে মোগল প্রভুত্ব স্থায়ী হইল। তিনি প্রত্যাগমন করিলে সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্রাটের সিংহাসনের পার্শ্বে ভিন্ন আসনে বসিবার অধিকার প্রদান করিলেন এবং তাঁহার অধীনে ২০০০০ অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা দিলেন।

এই সময়ে জাহাঙ্গীর প্রচলিত স্বর্ণ-মুদ্রার ২০গুণ ভারী স্বর্ণ ও রৌপ্যের তঙ্কা প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করেন। এই মুদ্রা ইনিই প্রথম প্রচলিত করিলেন বলিয়া জাহাঙ্গীরতঙ্কা নামে খ্যাত হইল। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মুয়াজিমখাঁর

পুত্র মকর্‌রামখাঁ খুরদার রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য দিল্লীর অধীন করিলেন। ১৬১৭ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ গুজরাট অধিকার করেন।

পূর্ব্বে মুদ্রার একদিকে সম্রাটের নাম অঙ্কিত হইত, অপর দিকে স্থান, মাস ও বৎসরের নাম লেখা থাকিত। ১৬১৮ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীর মাসের পরিবর্ত্তে সেই মাসের রাশিচিহ্ন (মেষ, বৃষ ইত্যাদি) মুদ্রিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই বৎসরে জাহাঙ্গীর একজন বন্দীর প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন; কিন্তু এই আজ্ঞা প্রদানের কিছুক্ষণ পরে তাঁহার একজন প্রিয় পারিষদের একান্ত অনুরোধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া হতভাগার পদদ্বয় কর্ত্তন করিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এই আজ্ঞা পৌছিবার পূর্ব্বেই সেই হতভাগ্য বন্দীর মস্তক তাঁহার পূর্ব্ব আদেশানুসারে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। এই জন্য সম্রাট্ এই নিয়ম করিলেন যে, এখন অবধি কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহাকে বধ করা হইবে না এবং সূর্য্যাস্তের সময় পর্য্যন্ত দণ্ডের কোনরূপ পরিবর্ত্তন না হইলে তদনুসারে কার্য্য হইবে।

১৬১৯ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত পণ্ডিত সেখ আবদুলহক দিলামী সম্রাট্ দরবারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন; জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রতি অতিশয় সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন।

১৬২০ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণবারের জমিদারগণ বিদ্রোহী হইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা নস্‌রুখাঁকে পরাজয় করেন। সম্রাট্ এই সম্বাদ পাইয়া দিলাবরখাঁর পুত্র জালালকে তথায় প্রেরণ করিলেন। খুরম কাঙ্গড়া দুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার করিলেন। এই দুর্গটী অতি প্রাচীন ও পূর্ব্বে কোন সম্রাট্ই ইহা অধিকার করিতে পারেন নাই। এই সময় দাক্ষিণাত্যে আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মালিক অম্বর বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দেশ লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। সময় সময় অতর্কিতভাবে সম্রাটের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এই সময় কুমার খুরম্ কাঙ্গ্‌ড়া অবরোধে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার সহিত প্রধান যোদ্ধাগণ যোগ দিয়া ছিলেন, সুতরাং জাহাঙ্গীর বিদ্রোহিদিগকে দমন সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এ দিকে বিদ্রোহিগণ বালাঘাট ও মাণ্ডু পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া অধিবাসিদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে কাঙ্গ্‌ড়া-বিজয়বার্ত্তা শীঘ্রই সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। সম্রাট্ যুবরাজ খুরম্‌কে দাক্ষিণাত্য বিজয় জন্য প্রেরণ করিলেন। খুরম্ উপযুক্ত কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আগমনে বিদ্রোহিগণ ভীত হইয়া পড়িল। তিনি অটল উৎসাহ ও অদম্য সাহসে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। মালিক অম্বরও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ তাঁহাকে ৫০ লক্ষ টাকা সম্রাটের কোষাগারে পাঠাইতে হইল। এই সময় খুরমের অনুরোধে সম্রাট্ খস্‌রুকে কারামুক্ত করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার শূলবেদনায় মৃত্যু হইল। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, সম্রাট্ কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে লাহোরে শিবির সংস্থাপন করেন, এই স্থানে ১৬২২ খৃঃ অব্দে খস্‌রুর মৃত্যু হয়।

নূরজাহানের পিতা অতিশয় সুদক্ষ ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। নূরজাহান পিতার পরামর্শানুসারে চলিয়াই রাজকার্য্যে বিশেষ ক্ষমতাশালিনী হইয়াছিলেন। ১৬২২ খৃঃ অব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। নূরজাহান তাঁহার উপদেশ না পাইয়া নিজ ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে গিয়া জাহাঙ্গীরের শাসনবিধি অতিশয় শিথিল করিয়া তুলিলেন। তিনি সম্রাটের কনিষ্ঠপুত্র শাহরীয়ারের সহিত তাঁহার পূর্ব্বস্বামী সেরআফগানের ঔরসে যে কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহার বিবাহ দেন এবং শাহরীয়ারকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু পূর্ব্বে তিনিই উদ্যোগী হইয়া সম্রাটের মত করাইয়া শাহজহানকে ভাবী সম্রাট্ মনোনীত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এখন শাহজহানকে স্থানান্তর করিতে না পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সুবিধাও উপস্থিত হইল।

১৬২১ খৃঃ অব্দের শেষভাগে পারস্যরাজ শাহ অব্বাস কান্দাহার আক্রমণ করিয়াছিলেন। নূরজাহানের প্ররোচনায় বাদশাহ কুমার শাহজহানকে সেই প্রদেশ অধিকার নিমিত্ত অবিলম্বে তথায় যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। শাহজহান এই চাতুরীর মর্ম্ম অবগত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহার সিংহাসনপ্রাপ্তির কোনরূপ গোলযোগ হইবে না, ইহার কোনরূপ সন্তোষজনক নিদর্শন না পাইলে তিনি তথায় যাইবেন না। সম্রাট্ তাঁহার সে কথার কোনরূপ উত্তর প্রদান করিলেন না। বরং তাঁহার অধীনস্থ প্রধান প্রধান সৈন্য ও কর্ম্মচারিদিগকে পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। ১৬২২ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে শাহজহান শাহরীয়ারের কএকটী জায়গীর অধিকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারী আস্‌রাফ উল্‌মুলুকের সহিত একটী খণ্ড যুদ্ধ করিলেন। জাহাঙ্গীর এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার সমস্ত সৈন্য শাহরীয়ারের সৈন্য-দলভুক্ত করিতে আদেশ দিলেন।

শাহজহান আগ্রা অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। খান্‌খানান্ শাহজহানের সহিত যোগ দিয়া দেশ লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্রাট্ মহাবতখাঁ ও আবদুল্লাখাঁকে বিদ্রোহিদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আবদুল্লা শত্রুদিগের নিকট সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বে সম্রাট্ অক্‌বরের জীবিতকালে সলিম যখন আজমীড়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তিনি একবার দিল্লীসিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অকবর যখন দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমন করিবার নিমিত্ত রাজধানী হইতে কিয়ৎদিবস অনুপস্থিত ছিলেন, তখন সলিম আজমীড় হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন, কিন্তু পথিমধ্যেই অকবর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রতিফল পাইয়াছিলেন। সেইরূপ এখন জাহাঙ্গীরের জীবিতকালেই সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে যুদ্ধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে জাহাঙ্গীর যেরূপ তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে নিতান্ত ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এখন আবার তাঁহার প্রিয়পুত্র শাহজহান বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে সেইরূপ অত্যন্ত কষ্ট দিতে লাগিলেন। (১৬২৩ খৃঃ অব্দে) সম্রাট্ স্বয়ং লাহোর হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। রাজপুতনার নিকট উভয় সৈন্যের তুমুল সংঘর্ষ হইল। শাহজহান পরাজিত হইয়া মাণ্ডু অভিমুখে পলায়ন করিলেন। সম্রাট্ আজমীড় পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন এবং কুমার পারবিজকে প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া মহাবতখাঁ, মহারাজ গজসিংহ, ফজলখাঁ, রাজা রামদাস প্রভৃতি সুদক্ষ কর্ম্মচারীর সহিত একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নর্ম্মদানদীর তীরে কালিয়া নামক স্থানে উভয় পক্ষের শিবির সংস্থাপিত হইল এবং মহাবতখাঁর যত্নে যুদ্ধকালে শাহজহানের বিশ্বস্ত অনুচরগণ আসিয়া পারবিজের সহিত যোগদান করিল। এদিকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা শাহজহানের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে শাহজহান ভীত হইয়া বুর্হান্‌পুরে পলায়ন করিলেন। এখানে আসিলে খান্‌খানান্ মহাবতের সহিত মিলিত হইবার জন্য একজন দূত প্রেরণ করেন। সেই দূত শাহজহানের অনুচর কর্ত্তৃক ধৃত হয়। শাহজহান ক্রুদ্ধ হইয়া খান্‌খানান্‌কে বন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু পরিশেষে অতিশয় দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। খান্‌খানান্ উভয়পক্ষে সন্ধির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিযোগে রাজকীয় কতকগুলি সাহসী সৈন্য হঠাৎ বিদ্রোহিদিগকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়া খান্‌খানান্‌কে মহাবতের সমুখে উপস্থিত করিল। শাহজহান তেলিঙ্গায় পলায়ন করিলেন। এস্থান হইতে ১৬২৪ খৃঃ অব্দে তিনি বঙ্গদেশে আসিলেন। স্থানীয় শাসনকর্ত্তাগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিলে তিনি রাজমহলের শাসনকর্ত্তাকে পরাজয় করিয়া সে প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। এদিকে পারবিজ ও মহাবত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আলাহাবাদ পর্য্যন্ত আসিলে শাহজহানের সহিত যুদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি শেষে পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন। এস্থানে আসিয়া মালিক অম্বরের সহিত মিলিত হইলেন। মালিক অম্বরের সহিত তিনি বুর্হান্‌পুর অবরোধ করিলেন, কিন্তু সরবুলন্দরায়ের বীরত্বে তাঁহারা উক্ত প্রদেশ অধিকার করিতে পারিলেন না। এদিকে পারবিজ ও মহাবতখাঁ নর্ম্মদা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। শাহজহান এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং ১৬২৫ খৃঃ অব্দে পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট্ তাঁহার পুত্র দারা ও অরঙ্গজিবকে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া তাঁহার সমস্ত দোষ ক্ষমা করিলেন। শাহজহান তাঁহার অধিকৃত প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেন। সম্রাট্ বালাঘাট প্রদেশ তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

এদিকে মহাবতখাঁ সাম্রাজ্য মধ্যে অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। তাহাতে নূরজাহানের অতিশয় ঈর্ষা ও আশঙ্কা হইল। বঙ্গদেশে থাকিতে মহাবতের নামে অনেক অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সম্রাটের অর্থ অপব্যবহার করিয়াছিলেন ও রাজধানীতে সম্রাটের প্রাপ্য হস্তী প্রেরণ করেন নাই।

১৬২৬ খৃঃ অব্দে মহাবতকে আগ্রায় আহ্বান করিয়া পাঠান হইল। মহাবতখাঁ বুঝিতে পারিলেন যে, মহারাণী নূরজাহান ও আসফখাঁর প্ররোচনায় তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্যই আহ্বান করা হইয়াছে; এই জন্য তিনি ৫০০০ রাজপুত সমভিব্যাহারে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মোগলদিগের মধ্যে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কন্যার বিবাহ স্থির করিবার পূর্ব্বে সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। মহাবতখাঁ তাহা না করিয়াই বরকরদারের সহিত নিজ কন্যার পরিণয়কার্য্য স্থির করিয়াছিলেন। মহাবত রাজাজ্ঞা পাইয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্ তখন নূরজাহানের সহিত কাবুলে গমন করিতেছিলেন। বিপাশা নদীর তীরে তাঁহার শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল। মহাবত চির-প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ জন্য তাঁহার ভাবী জামাতাকে সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পাঠাইয়া দিলেন। যুবক সম্রাট্-শিবিরে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হস্তী হইতে অবতরণ করান হইল; তাঁহার পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া হীনবেশ পরিধান করাইয়া সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার শরীরে কণ্টক বিদ্ধ করা হইল। পরে

তাঁহাকে একটী কৃশ অশ্বে আরোহণ করাইয়া লেজের দিকে মুখ রাখিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া আনা হইল। সম্রাট্ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত করিয়া লইলেন।

মহাবত অগ্রসর হইলে তাঁহাকে শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। মহাবত এইরূপে অবমানিত হইয়া এবং নিজের প্রাণনাশের উপক্রম দেখিয়া সম্রাট্‌কে আয়ত্ত করিতে মনস্থ করিলেন। সম্রাট্ পার হইবার জন্য বিপাশা নদীর উপর যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা নষ্ট করিতে তাহার অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন এবং রাত্রিকালে ১০০জন অনুচর সহ সম্রাট্-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সম্রাট্ নিদ্রিত ছিলেন, জাগরিত হইয়া দেখিলেন মহাবতের সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন; তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিশ্বাসঘাতক, তোর অভিপ্রায় কি?" মহাবত উত্তর করিলেন, "আমার নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ করিয়াছি।" যাহা হউক তিনি সম্রাটকে বিশেষরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া শিবিরে আনয়ন করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে গজপতিসিংহ সম্রাটের নিজ হস্তী আনয়ন করিলেন। সম্রাট্ তাহাতে আরোহণ করিলে গজপতি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সম্রাট্ কোনরূপ বাধা প্রদান না করিয়া মহাবতের সহিত চলিলেন। এদিকে নূরজাহান ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া জবাহিরখাঁর সহিত নদীর অপর পারে রাজকীয় সৈন্য-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। নূরজাহান তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্রাটের উদ্ধারার্থ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, সেনাপতির দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে; কারণ সম্রাটের রক্ষার্থ সৈন্যদিগকে শিবিরে না রাখিয়া নদীর অপর পারে রাখা হইয়াছিল এবং এই জন্যই মহাবত বিনা বাধায় সম্রাট্‌কে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাহা হউক যে রাত্রিতে সম্রাট্ মহাবতের হস্তে বন্দী হইলেন, তাহার পর দিন প্রত্যূষে নূরজাহান রাজকীয় সৈন্যের অগ্রভাগে যাত্রা করিলেন; কিন্তু তাঁহারা নদী পার হইতে পারিলেন না, কারণ মহাবতের আদেশে পূর্ব্বেই সেতু ভঙ্গ করা হইয়াছিল। নূরজাহান হাঁটিয়া পার হইতে আদেশ দিলেন এবং তিনি নিজেই প্রথমে জল মধ্যে নামিলেন; কিন্তু অপর পারস্থিত শত্রুগণের নিক্ষিপ্ত তীরে পার হইতে পারিলেন না। ফিদাই খাঁ মহাবতের সৈন্যদিগকে আর একবার আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাহাও নিষ্ফল হইল। নূরজাহান সম্রাটের উদ্ধার-সাধনের কোনরূপ উপায় না দেখিয়া হতাশ হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বন্দী সম্রাটের সহিত মিলিত হইলেন।

মহাবত বন্দী সম্রাট্‌কে লইয়া কাবুলে গমন করিলেন। এখানে জাহাঙ্গীর মহাবতের সহিত স্নেহসূচক ব্যবহার করিতে লাগিলেন। নূরজাহান সম্রাটের উদ্ধার সম্বন্ধে গোপনে তাঁহাকে যাহা বলিতেন, তিনি প্রায়ই তাহা মহাবতকে বলিয়া দিতেন। সায়স্তাখাঁর স্ত্রী যখনই সুবিধা পাইবে, তখনই তাহাকে গুলির আঘাতে হত্যা করিবে, একথাও সম্রাট্ তাঁহাকে বলিয়া দিলেন। এই সকল কারণে মহাবতখাঁ সম্রাটের কারাবাস শিথিল করিলেন। এদিকে রাজপুতগণ বিদেশে উপস্থিত, স্থানীয় লোকগণ সম্রাটের প্রতি সদয়। এই সুযোগে নূরজাহান স্বপক্ষ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। হুসিয়ারখাঁ নামে তাঁহার একজন অনুচর লাহোর হইতে ২০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে কাবুলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কাবুলে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হইল। সম্রাট্ একদিন মহাবতের নিকট সম্বাদ পাঠাইলেন যে, তিনি নূরজাহানের সৈন্য পরিদর্শন করিবেন এবং সে দিন যেন মহাবতের সৈন্যগণ কুচ কাওয়াজ না করে; কারণ তাহা হইলে দুই পক্ষে সংঘর্ষ হইতে পারে। নূরজাহানের সৈন্যগণ সম্রাটের দিকে এরূপ ভাবে অগ্রসর হইল যে, মহাবতের রাজপুত-রক্ষকগণ সম্রাট্ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। নূরজাহানের ভ্রাতা আসফখাঁ মহাবতের হস্তে বন্দী ছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে আক্রমণ না করিয়া জাহাঙ্গীর তাঁহার নিকট ৪টী লিখিত আদেশ প্রেরণ করিলেন— (১) মহাবত শাহজহানের বিরুদ্ধে গমন করিবেন। (২) আসফ খাঁ ও তাঁহার পুত্রকে সম্রাটের নিকট পাঠাইবেন। (৩) যুবরাজ দানিয়লের পুত্রদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন। (৪) লস্‌করীকে তাঁহার প্রতিভূস্বরূপ রাজদরবারে পাঠাইবেন। তাঁহাকে ইহাও জানান হইল যে, আসফখাঁকে পাঠাইতে বিলম্ব করিলে তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইবে। সম্রাট্ কাবুল হইতে লাহোরে আগমন করিয়া আসফখাঁকে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

শাহজহান সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া কতিপয় অনুচর সহ আজমীড়ে গমন করিলেন। পারস্যরাজ শাহ অব্বাসের সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল; আশা করিয়াছিলেন যে তথায় পৌঁছিতে পারিলে হয়ত তাঁহার দুর্দ্দশা শেষ হইতে পারে; এই মনে করিয়াই তিনি আজমীড়ে গমন করিলেন। তথায় পৌঁছিলে শাহরীয়ারের একজন বিশ্বস্ত অনুচর সরিফ্-উলমুলুক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ভয় পাইয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণে আক্রমণ না করিয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শাহজহানের নিষেধ স্বত্বেও তাঁহার কএকজন অনুচর দুর্গ আক্রমণ করিলেন।

শাহজহান প্রকৃতপক্ষে তখন বিদ্রোহী ছিলেন না। তাঁহার ১০০০ মাত্র সৈন্য ছিল। তাঁহার বন্ধু রাজা কৃষ্ণসিংহের তখন মৃত্যু হইয়াছে। শাহজহান অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াই পারস্যে গমন করিতেছিলেন, যাহা হউক আজমীঢ় দুর্গ আক্রমণের সম্বাদ পাইয়া সম্রাট্ মহাবতকে শাহজহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন। শাহজহানের সৈন্যগণ যখন দুর্গ জয় করিতে অসমর্থ হইল, তখন তিনি পারস্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতা পারবিজের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এই দুরবস্থায়ও তাঁহার রাজ্যলাভপিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে নাসিকে প্রস্থান করিলেন। মহাবত সম্রাট্ কর্ত্তৃক শাহজহানের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শাহজহান দাক্ষিণাত্যে গমন করিলে মহাবত তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন।

তাঁহারা কি করিবেন ইহা স্থির করিবার পূর্ব্বেই কুমার শাহরীয়রের পীড়া-সংবাদ ও সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। শাহজহান সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য অবিলম্বে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কাশ্মীরে অবস্থানকালে সম্রাট্ অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সে প্রদেশের বায়ু তাঁহার সহ্য হইল না; এই জন্য ১৬২৭ খৃঃ অব্দে তিনি লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জাহাঙ্গীর মৃগয়া করিতে অতি ভালবাসিতেন, কিন্তু এ সময়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত শিকার করেন নাই। তিনি লাহোরে যাইবার সময় বৈরামকালা নামক স্থানে আগমন করিয়া একদিন শিবিরদ্বারে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে কতকগুলি স্থানীয় লোক কএকটী হরিণ তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। সম্রাট্ একটী হরিণকে গুলি করিলেন; আহত মৃগ দৌড়িয়া মৃগীর নিকট যাইয়া প্রাণত্যাগ করিল; সেই সঙ্গে একটী লোকও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এই লোকটী মৃগের পশ্চাতে ছিল এবং বন্দুকের শব্দে উচ্চস্থান হইতে গড়াইয়া নিম্নে পড়িয়া গিয়াছিল। সম্রাট্ মৃত ব্যক্তির মাতাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন, কিন্তু এই লোকটীর মৃত্যুতে তিনি অতিশয় ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তথা হইতে রাজপুরে গমন করিলেন এবং সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কালে মদ্য পান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মদ্য আনীত হইলে তাহা পান করিতে পারিলেন না। তাঁহার শরীর ক্রমশঃই অসুস্থ হইতে লাগিল। তিনি জীবনে হতাশ হইয়া পড়িলেন।

১০৩৭ হিজিরা, ২৮ সফর তারিখে প্রাতঃকালে ভারতের সম্রাট্ মহম্মদ নূরউদ্দীন্ জাহাঙ্গীর হাঁপানি কাশে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই রোগে তিনি বহুদিন অবধি কষ্ট পাইতেছিলেন। পরদিন তাঁহার মৃতদেহ লাহোরে প্রেরিত হইল এবং নূরজাহান যে উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইল। তিনি তাঁহার নিজের জন্য একটী সমাধিস্থান পূর্ব্বেই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এইরূপে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ২২ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৬২৭ খৃঃ অব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

জাহাঙ্গীর অতিশয় স্বেচ্ছাচারী ও ভ্রষ্টচরিত্র ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে অতিশয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়; তাঁহার পিতাকে আপামর সকলেই ভক্তি ও মান্য করিত বলিয়াই তিনি সুখে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীর বাল্যকাল হইতেই বিবিধ মাদক দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু যাহাতে অন্য কেহ এই দোষে দূষিত না হয়, তজ্জন্য বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীগণ বলেন, জাহাঙ্গীর অতিশয় শিষ্টাচারী ও মিষ্টভাষী সম্রাট্ ছিলেন। ইনি ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের সমসাময়িক; আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইঁহাদের উভয়েরই রাজত্ব প্রায় সমকালব্যাপী এবং চরিত্রও প্রায় সদৃশ। উভয়ই কৌতুক ও আমোদপ্রিয়। জাহাঙ্গীর ১৬১৭ খৃঃ অব্দে তামাক সেবনে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন; ঠিক ঐ সময়েই ইংলণ্ডেও সেই ঐরূপ ব্যবস্থা হয়। জাহাঙ্গীর ক্ষমাগুণসম্পন্ন ছিলেন; তিনি বিদ্রোহী কুমার খস্রুকে অনেকবার ক্ষমা করিয়াছেন এবং মানসিংহ ও খান্খানানকেও যথেষ্ট ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে আবার তিনি নৃশংস মূর্ত্তি ধারণ করিতেন, যাহার উপর তাঁহার ক্রোধ হইত, যেরূপে হউক তাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা পাইতেন। প্রথমে তিনি অকবরপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত অবলম্বন করেন; কিন্তু সম্রাট্ হইয়া ইস্লামি ধর্ম্মে গোঁড়া হইয়াছিলেন। অন্তিমকালে আবার এ ভাব দূরীভূত হইয়াছিল। তাঁহার ভজনালয়ে বুদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্মের ছবি দেখা যাইত।

জাহাঙ্গীর স্থাপত্যবিদ্যা ও ভাস্করকার্য্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি সম্রাট্ অক্বরের একটী সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল, সেই মন্দির পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট করাইবেন, কিন্তু তিনি খস্রুর বিদ্রোহে ব্যস্ত থাকায় এই মন্দির তাঁহার আশানুরূপ হয় নাই। যাহা হউক, তিনি কয়েক স্থান ভঙ্গ করিয়া পুনরায় নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন।

যাহারা সুন্দর ছবি প্রস্তুত করিতে পারিত, সম্রাট্ তাহাদিগকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিতেন। তাঁহার কাব্যে

ও সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদে বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাঁহার অনেক সভাসদ্ গজল লিখিয়া তাঁহার নিকট আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে ফলকর গৃহীত হয় নাই। তিনি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, যদি কেহ আবাদী জমীতে ফল বৃক্ষ রোপণ করে, তবে তাহাকে কোনরূপ কর দিতে হইবে না। জাহাঙ্গীর একটী আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া ফলকর রহিতের আজ্ঞা দেন। গল্পটী এই—একদিন কোন রাজা সূর্য্যকিরণে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী এক ফলের বাগানে প্রবেশ করিলেন। সেখানে উদ্যানপালকে দেখিতে পাইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে দাড়িম্ব পাওয়া যায় কি না? উদ্যানপাল তাঁহাকে দাড়িম্ব গাছ দেখাইলে তিনি একবাটী দাড়িম্ব রস প্রার্থনা করিলেন। উদ্যানপালের কন্যা নিকটে ছিল। তাহাকে বলিলে সে শীঘ্রই একবাটী রস আনিয়া আগন্তুককে প্রদান করিল। পরে সেই রাজা জিজ্ঞাসা করিলে উদ্যানপাল বলিল যে, এই ফলবিক্রয় দ্বারা তাহার বাৎসরিক ৩০০ দীনার লাভ হয় এবং ইহার জন্য তাহাকে কোনরূপ রাজকর দিতে হয় না। এই কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে ভাবিলেন, তাঁহার রাজ্য মধ্যে বহুসংখ্যক ফলের বাগান আছে; যদি প্রতি উদ্যানের লাভের দশমাংশ রাজকর নির্দ্ধারিত হয়, তবে তাঁহার অনেক লাভ হইতে পারে। ইহার পরেই তিনি আর একটী বাটী রস প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু এবার রস আনিতে বিলম্ব হইল এবং অতি অল্প পরিমাণেই পাওয়া গেল। রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই কন্যা উত্তর করিল, পূর্ব্বে একটী দাড়িম্বের রসেই বাটী পরিপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু এবার অনেক গুলির রসেও সে পরিমাণ হইল না। ইহাতে আগন্তুক অতিশয় বিস্মিত হইলে উদ্যানপাল বলিল, রাজাদিগের ইচ্ছা থাকিলেই ফসল প্রচুর হয়। মহাশয় বোধ হয় এই দেশের রাজা হইবেন। সম্ভবতঃ এই উদ্যানের আয়ের কথা শুনিয়া আপনার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই জন্যই বাটীপরিপূর্ণ রস পাওয়া যায় নাই। রাজা অপ্রতিভ হইয়া এবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি ইহা সত্য হয়, তবে কখন ফলকর গ্রহণ করিব না এবং কিছুক্ষণ পরে তিনি আর এক বাটী রস আনিতে বলিলেন। সেই স্ত্রীলোকটী অতিশীঘ্রই পরিপূর্ণ একবাটী রস আনিয়া রাজাকে অর্পণ করিল। সুলতান উদ্যানপালের বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া তাহার নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি লোকশিক্ষার নিমিত্ত ও এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর এই আখ্যায়িকা শুনিয়াই ফলকর গ্রহণ করেন নাই।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নূরজাহান ও তাঁহার মাতা আতর আবিষ্কার করেন।

জাহাঙ্গীর দেখিতে অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। তিনি দেখিতে লম্বা, তাঁহার বক্ষস্থল অতিশয় প্রশস্ত, ভুজদ্বয় লম্বিত এবং তাঁহার বর্ণ রক্তাভ ছিল। কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল থাকিত। তিনি কাবুল, কান্দাহার ও হিন্দুস্থানে নানাপ্রকার মুদ্রা প্রচলিত করাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজদরবারে পারস্যভাষা ব্যবহৃত হইত। সাধারণ লোকে হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কহিত। সম্রাট্ ও তাঁহার কএকজন অমাত্য তুর্কি ভাষায় কথা কহিতেন। অনেকে জাহাঙ্গীরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বের ১৮ বৎসরের ইতিহাস স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অবশিষ্ট কএক বৎসরের ইতিহাস মহম্মদ হাদি কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। জাহাঙ্গীর চাগতাই তুর্কি ভাষায় লিখিতেন।

জাহাঙ্গীর কুলিখাঁ কাবুলী, সম্রাটের জাহাঙ্গীরের রাজসভাস্থ জনৈক আমীর। ইনি পঞ্চ সহস্র সেনার অধিনায়ক ছিলেন। ১৬০৭ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ইহাকে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় ইহার মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীর কুলিখাঁ, সম্রাট্ অক্বর ও জাহাঙ্গীরের জনৈক কর্ম্মচারী। ইনি খাঁ আজিম মীর্জা আজিজ কোকার পুত্র। ১৬৩১ খৃঃ অব্দে শাহজহানের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে ইহার মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীর মীর্জা, দিল্লীশ্বর ২য় অকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি দিল্লীর রেসিডেণ্ট মিঃ সিটন সাহেবের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন বলিয়া রাজকীয় বন্দীরূপে আলাহাবাদে নীত হন এবং তথায় সুলতান খস্রুর উদ্যানে বন্দীভাবে কএক বর্ষ বাস করেন। ১৮২১ খৃঃ অব্দে ৩১ বর্ষ বয়সে সেই উদ্যানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাকে গোর দিবার সময় আলাহাবাদের দুর্গ হইতে ৩১টী তোপধ্বনি হইয়াছিল। প্রথমতঃ ঐ উদ্যানেই তাঁহাকে কবর দেওয়া হয় বটে, কিন্তু পরে তাঁহার কঙ্কাল দিল্লীতে আনিয়া নিজাম্উদ্দীন্ আলিয়ার গোরস্থানে প্রোথিত হয়।

জাহাঙ্গীরাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বুলন্দসহর জেলায় অনুপসহর তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২৮° ২৪´ উঃ; দ্রাঘি° ৭৮° ৪৫´´ পূঃ। বুলন্দসহর হইতে ১৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। বড়গুজরের রাজা অনুরায় এই নগর স্থাপন করিয়া স্বীয় প্রভু জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ইহার নাম জাহাঙ্গীরাবাদ রাখিয়া যান। এখানে ছিট, গাড়ী ও

রথ প্রভৃতি তৈয়ার হয়। এখানকার বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এখানে বিদ্যালয়, সরাই, থানা ও ডাকঘর আছে। নগরের চতুর্দ্দিকের ভূমি উর্ব্বরা, তথায় প্রচুর পরিমাণে কুসুম ফুল ও তিল সর্ষপাদি জন্মে।

জাহাঙ্গীরাবাদ, অযোধ্যার সীতাপুর জেলার একটী সহর। এই সহর সীতাপুর হইতে ২৯ মাইল পূর্ব্বে বরাইচের উচ্চ পথপ্রান্তে অবস্থিত। এখানে অনেক জোল্‌হা অর্থাৎ মুসলমান তন্তুবায় বাস করে। প্রতি পক্ষে একটী করিয়া হাট বসে।

জাহাজ (আরবী জহাজ) পোত, অর্ণবযান। [পোত দেখ।]

জাহাজগড় (জর্জগড়) পঞ্জাবের রোহতক জেলার ঝাঝরের সন্নিহিত একটী দুর্গ। অক্ষা° ২৮° ৩৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৩৭´ পূঃ। থর্ণ্‌টন সাহেব বলেন, বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে জর্জ টমাস নামে জনৈক ব্যক্তি এই প্রদেশে কিছুকাল আধিপত্য করিয়া নিজ নামানুসারে ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দেশীয় লোকে জর্জগড় হইতে জাহাজগড় করিয়া লইয়াছে। ১৮০১ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রগণ ঐ দুর্গ আক্রমণ করে, জর্জ টমাস বহু কষ্টে পলায়ন করিয়া শেষে হাঁসীনগরে পরাজিত হন।

জাহাজপুর, রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর রাজ্যের একটী সহর। ইহার নিকট পর্ব্বতের উপর একটী দুর্গ আছে। দুর্গ দুই প্রস্থ পরিখা ও প্রাচীরবেষ্টিত এবং একটী গিরিপথে অবস্থিত। এই নগর জাহাজপুর পরগণার রাজধানী। পরগণায় ১০০ গ্রাম আছে। অধিবাসিগণ প্রায় সমস্তই মীনাজাতীয়।

জাহাজী (আরবীজ) নাবিক, খালাসী।

জাহান্‌আরা বেগম, সম্রাট্ শাহজহানের ঔরসে তাঁহার উজীর আসফ্‌খাঁর কন্যা মাম্‌তাজমহলের গর্ভে ১৬১৪ খৃঃ অব্দে ২৩এ মার্চ্চ তারিখে বুধবার জাহান্‌আরার জন্ম হয়। তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই রাজকুমারী সচ্চরিত্রা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, উদারহৃদয়া, বিদুষী এবং অতিশয় সুন্দরী বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১০৫৪ হিজিরা, ২৭এ মহরম তারিখে রাত্রিকালে যখন তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ তাঁহার দোদুল্যমান পরিচ্ছদ প্রাসাদ নিকটস্থ কোন প্রদীপের শিখায় জলিয়া উঠিল। তখন তিনি মস্‌লিন্ নির্ম্মিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পরিচ্ছদের সর্ব্বাংশ জলিয়া উঠিল, তাঁহার জীবন সংশয়াপন্ন হইল। তিনি কোনরূপ শব্দ করিলেন না। চীৎকার করিলে অনতিদূর হইতে যুবকগণ আসিয়া তাঁহাকে অনাবৃত অবস্থায় দেখিতে পাইবে এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার নিমিত্ত হয়ত তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিবে, এই আশঙ্কায় জীবন সঙ্কটাপন্ন জানিয়াও তিনি কোনরূপ চীৎকার করিলেন না। বেগে অন্তঃপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া প্রায় অচৈতন্যাবস্থায় পতিত হইলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের কোনরূপ আশা ছিল না। বহু চিকিৎসায় কোন ফল না পাইয়া সম্রাট্ শাহজহান বাউটন নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসককে আহ্বান করিলেন। তিনিই রাজকুমারীর স্বাস্থ্য বিধান করেন। সম্রাট্ এই উপকারের পারিতোষিক স্বরূপ উন্নতহৃদয় ডাক্তার বাউটনের প্রার্থনা অনুসারে ইংরাজ বণিকদিগকে মোগল সাম্রাজ্য মধ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার সনন্দ প্রদান করেন।

১৬৪৮ খৃঃ অব্দে (১০৫৮ হিজিরা) জাহান্‌আরা বেগম অন্যূন ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আগ্রা দুর্গের নিকট একটী লাল প্রস্তরের মস্‌জিদ নির্ম্মিত করেন। তাঁহার ভ্রাতা আলমগীরের রাজত্বকালে ১০৯২ হিজিরা, ৩রা রোমজান তারিখে (১৬৮০ খৃঃ অব্দ ৫ই সেপ্টেম্বর) তিনি ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। জাহান্‌আরার পিতার প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি ছিল এবং তিনি অতিশয় কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার ভগিনী রসন্‌আরার চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। রসন্‌আরা তাঁহার পিতাকে সিংহাসন চ্যুত করিবার নিমিত্ত অরঙ্গজেবকে প্রোৎসাহিত করেন। পক্ষান্তরে জাহান্‌আরা তাঁহার বৃদ্ধ পিতার কারাবাসকালে সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই পিতার নিকট অবস্থিতি করিতেন। জাহান্‌আরার কবরোপরি একটী শ্বেতবর্ণ মারবল প্রস্তরের মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তদুপরি পারস্যভাষায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিখিত আছে, "কেহ আমার কবরোপরি সবুজবর্ণ পত্রাদি ভিন্ন অন্য কিছু বিকীর্ণ করিবেন না, কারণ নিরভিমান ব্যক্তির কবরে ইহাই শোভা পায়।" পার্শ্বে লিখিত আছে—"চিস্‌তির পুণ্যাত্মাদিগের শিষ্য ও শাহজহানের কন্যা বিলাসী ফকির জাহান্‌আরা বেগম ১০৯২ হিজিরায় মানবলীলা শেষ করেন।"

জাহান্‌খাতুম, একজন প্রসিদ্ধা রমণী। ইঁহার প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর সিরাজের শাসনকর্ত্তা সাহ আবু ইসাফের সচিব আমিন্ উদ্দীনের সহিত পরিণয় হয়। ইনি অতিশয় সুন্দরী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং উত্তম কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

জাহান্‌বানো বেগম, সম্রাট্ অকবরের পুত্র মুরাদের কন্যা। জাহাঙ্গীরের পুত্র কুমার পারবিজের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পারবিজের ঔরসে নদিয়া বেগম নামে তাঁহার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সম্রাট্ শাহজহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাসেকোর সহিত সেই কন্যার পরিণয় হয়।

জাহান্‌শা তুর্কী, করাইসুফ তুর্কির পুত্র ও সিকন্দর তুর্কির ভ্রাতা। ১৪৩৭ খৃঃ অব্দে (৮৪১ হিজিরায়) সিকন্দরের মৃত্যুর পর জাহান্‌শা আমীর তৈমুরের পুত্র শারুক্‌ মীর্জা কর্ত্তৃক আজরবিযানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৪৪৭ খৃঃ অব্দের (৮৫০ হিজিরা) পরে জাহানশা পারস্যের অনেক অংশ স্বাধিকারভুক্ত করেন এবং দায়রবিকার পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েন, কিন্তু ১৪৬৭ খৃঃ অব্দে ১০ই নভেম্বর তারিখে সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে হাসনবেগের সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

জাহান্‌ সজ্‌, সুলতান আলাউদ্দীন্‌ হোসেন ঘোরী জহান্‌ সজ্‌ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জাহানাবাদ, ১ বাঙ্গালার গয়া জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণফল ৬০৭ বর্গমাইল। গ্রাম ও নগরের সংখ্যা মোট ১৪৫৪। ইহাতে অরবাল ও জাহানাবাদ এই দুইটী থানা ও দুইটী ফোজদারী আদালত আছে।

২ গয়া জেলায় জাহানাবাদ উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২৫° ১৩´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ২´ ১০´´ পূঃ। এই সহর গয়ার ৩১ মাইল ঠিক উত্তরে পাটনার শাখা রাস্তায় মুরহর নদীতীরে অবস্থিত। এখানে ডাকবাঙ্গলা, ডাকঘর, হাঁসপাতাল, হাজত ইত্যাদি আছে। এই নগরে পূর্ব্বে বৃহৎ বাণিজ্য স্থান ছিল, আজিও ওলন্দাজদিগের তিনটী কুঠীর ভগ্নাবশেষ ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কতক পরিচয় দিতেছি। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে এই নগরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পাটনা-কাপড়ের একটী কারখানা ছিল। পূর্ব্বে এখানকার অধিবাসীরা সোরা প্রস্তুত করিত। মাঞ্চেষ্টরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এখানকার বস্ত্রের ব্যবসা লোপ পাইয়াছে। এখনও ইহার চতুঃপার্শ্বে বহুসংখ্যক জোল্‌হা তন্তুবায় বাস করে।

জাহানাবাদ, ১ বাঙ্গালার হুগলী জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণফল ৪৩৮ বর্গমাইল। গ্রাম ও নগর সংখ্যা ৬৪৯। ইহাতে জাহানাবাদ, গোঘাট ও খানাকুল এই তিনটী থানা এবং ২টী ফৌজদারী ও ২টী দেওয়ানী আদালত আছে।

২ হুগলী জেলার জাহানাবাদ উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২২° ৫৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ৪৯´ ৫০´´ পূঃ। এই সহর দারকেশ্বর নদীতীরে অবস্থিত।

জাহানাবাদ কোরা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ফতেপুর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৬° ৬´ ২´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ২৪´ ১৮´´ পূঃ। এই নগরের প্রাচীন অট্টালিকাদি অতিশয় বিখ্যাত। তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অযোধ্যার উজীরদিগের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত রাওলাল বাহাদুরের বিলাসগৃহ, বারদ্বারী উদ্যান ও ঠাকুরদ্বার নামক একটী আধুনিক প্রাসাদ, নগরের এক মাইল পশ্চিমে একটী গোরস্থান, প্রাচীন প্রাচীর ও তোরণ বিশিষ্ট একটী সরাই প্রধান।

জাহানাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রোহিলখণ্ড বিভাগের বিজনোর জেলার দারানগর পরগণার একটী সহর। এই নগর বিজনোর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে নবাব সৈয়দ মহম্মদ সুজায়েৎখাঁর সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত গোরস্থান আছে।

জাহানাবাদ, রোহিলখণ্ড বিভাগে পিলিভিত জেলার পিলিভিত তহসীলের একটী সহর। ইহা সদরের ৪½ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। জাহানাবাদের নিকটে বলিয়া বা বলাই-পশিয়াপুর গ্রামে বলাইখেরা নামে প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। এই বলিয়া গ্রামে বহুসংখ্যক বৃহৎ প্রাচীন ইষ্টক বাহির হইয়াছে। ঐ সকল ইষ্টক বাহির হইলেই জাহানাবাদে লইয়া আসে, সুতরাং বলিয়াতে সম্প্রতি বিশেষ কিছুই নাই। যাহা হউক, ইষ্টক দেখিয়া বলিয়া গ্রাম প্রাচীন অনুমিত হয়। তথায় প্রবাদ, এই গ্রাম দৈত্যরাজ বলির স্থাপিত।

জাহানাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আজমগড় জেলার মহম্মদাবাদ তহসীলের একটী প্রাচীন সহর। ইহার বর্ত্তমান নাম মাউনাটভঞ্জন। অক্ষা° ২৮° ৫৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৩° ৩৫´ পূঃ। এই সহর আজমগড় অপেক্ষাও প্রাচীন। কোন্‌ সময় ইহা স্থাপিত হয় তাহা জানা যায় না। প্রবাদ আছে, এখানে এক দৈত্য বাস করিত, পরে মালিক তাহির নামে জনৈক ফকির দৈত্যকে দূর করিয়া এখানে বাস স্থাপন করেন। তদনুসারে ইহার নাম মাউনাটভঞ্জন অর্থাৎ দৈত্যদূরকারী নগর হইয়াছে। আজিও এখানে সেই মালিক তাহিরের কবর আছে। আইন-ই-অকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে। সম্রাট্‌ শাহজহানের সময় এই স্থান সম্রাট্‌দুহিতা জাহান্‌আরা বেগমকে অর্পিত হয়। তদনুসারে ইহার নাম জাহানাবাদ হইয়াছে।

বেগমের আদেশে তথায় একটী কাটরা অর্থাৎ চান্দনী তৈয়ার হইয়াছিল, এখন তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। পূর্ব্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কথিত আছে, তখন ইহাতে ৮৪টী মহল্লা ও ৩৬০টী মস্‌জিদ ছিল।

জাহান্দারশাহ, দিল্লীর সম্রাট্‌ বাহাদুরশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭১২ খৃঃ অব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার চারি পুত্র জাহান্দার, আজিম উশ্‌শান, রফি উশ্‌শান ও খোজাস্তার মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। আজিম উশ্‌শান বাহাদুরের ২য় পুত্র পিতার অতিশয় প্রিয় ছিলেন এবং বাহাদুরের জীবিতকালে তিনি অনেক সময় রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর আজিম উশ্‌শান্‌

সিংহাসন অধিকার করিলে অপর তিন ভ্রাতা একত্র হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এই সন্ধি হইল যে আজিম উশ্‌শান্‌কে পরাজিত করিয়া তাঁহারা তিন ভ্রাতা সাম্রাজ্য সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লইবেন। আমীরউল্‌ওমরা জুল্‌ফিকারখাঁ তাঁহাদিগের প্রধান পরামর্শদাতা ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারা লাহোরে শিবিরস্থাপন করিলেন। আজিমউশ্‌শান্‌ অতিশয় বীর ও সাহসী ছিলেন; তিনিও ভ্রাতাদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। ৫ দিন ধরিয়া গোলাগুলি দ্বারা যুদ্ধ হইল। ৮ম দিবসে আজিম উশ্‌শানের সৈন্য বিপক্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইল। মোকামচাঁদ নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজা ও রাজসিংহ নামক একজন জাটরাজা উশ্‌শানের পক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে অমানুষ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। সন্ধ্যাকালে আজিমের সৈন্য লাহোরনগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে আজিম উশ্‌শান স্বয়ং এক হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক শত্রুগণের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু তাঁহার অনেক সৈন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। এমন সময় রাজা জয়সিংহ আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিলেন। কিন্তু সেই সময় একটী প্রচণ্ড ঝড় উপস্থিত হইল, তাহাতে ইঁহারা অতিশয় ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন। যুদ্ধে তিন ভ্রাতার জয় হইল। আজিম উশ্‌শান আহত হইয়া হস্তীর সহিত জল মধ্যে পতিত হইলেন, তাঁহাকে আর পাওয়া গেল না।

পূর্ব্বসন্ধির নিয়মানুসারে দক্ষিণ রাজ্য সমান তিন ভাগ করিয়া লইবার কথা উঠিল। কিন্তু জুল্‌ফিকারখাঁর কূটমন্ত্রণাবলে জাহান্দারশাহ ⅔ অংশ দাবী করিলেন। ইহাতে তিন ভ্রাতার মধ্যে গোলমাল বাধিয়া গেল, খোজস্তা আখ্‌তর জাহানশাহ উপাধি ধারণ করিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। জাহান্দারের সহিত যুদ্ধ হইল, আখ্‌তর পরাস্ত ও নিহত হইলেন। রফি উশ্‌শান্‌ এতক্ষণ পর্য্যন্ত উদাসীন ছিলেন। জুল্‌ফিকারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার দুই ভ্রাতায় যুদ্ধ করিয়া যিনি জয়ী হইবেন, জুল্‌ফিকারের সহায়তায় তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া যেন সাম্রাজ্য অধিকার করিবেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, তিনি জাহান্দারকে সহায়তা করিতেছেন, তখন প্রবল বিক্রমে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া তিনিও নিহত হইলেন।

জাহান্দারশাহের পূর্ব্বে নাম ছিল মোজ উদ্দীন্‌। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জাহান্দারশাহ নাম গ্রহণ করিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমেই রাজবংশীয়-দিগকে হত্যা করিতে লাগিলেন, আজিম উশ্‌শানের পুত্র সুলতান করিম্‌উদ্দীন, আজিমশাহের পুত্র আলি তাবর, কমবক্সের দুই পুত্র প্রভৃতি রাজবংশীয়দিগকে হত্যা করিয়া লাহোর হইতে দিল্লীতে আগমন করিলেন।

জাহান্দার তাঁহার ভ্রাতাদিগের মৃতদেহ দুই দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থলে রাখিতে আদেশ করেন। পরে দিল্লীতে আনিয়া হুমায়ুন মস্‌জিদে গোর দেওয়া হয়।

এই সম্রাট্‌ অতিশয় বিলাসী, অলস, নষ্ট চরিত্র, ব্যসনাসক্ত ও দুর্ব্বল ছিলেন। তিনি সম্রাট্‌ হইবার একান্ত অনুপযুক্ত। তিনি একজন বারাঙ্গনার আজ্ঞাধীন ভৃত্য স্বরূপ ছিলেন। এই স্ত্রীলোকটীর নাম লালকুমারী। জাহান্দার নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া সর্ব্বদাই এই গণিকার সহিত বাস করিতেন; লালকুমারী ক্রমে এত ক্ষমতাশালিনী হইয়া উঠিয়াছিল যে, সম্রাট্‌ তাহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা স্বরূপ ছিলেন। সম্রাট্‌ লালকুমারীকে ইম্‌তিয়াজ্‌ মহল বেগম নাম প্রদান করিলেন এবং তাহার হাত-খরচের জন্য বার্ষিক ২ কোটী টাকা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রাজবংশীয় ব্যতীত অন্য কেহ সম্রাটের পার্শ্বে হস্তীর উপর বসিতে পারিত না; সম্রাট্‌ সেই গণিকাকে সে অধিকারও প্রদান করিলেন। কোকাল-তাস্‌খাঁকে আমীর-উল্‌ ওমরা পদ এবং খাঁ জাহান বাহাদুর উপাধি প্রদান করিলেন। লালকুমারীর ভ্রাতা খুসালকে ৭০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি ও তাহার খুড়া নিয়ামতকে ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল। এমন কি লালকুমারীর একজন ঘনিষ্ঠা সখী জোরাকেও একটী জায়গীর দেওয়া হইল। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা সম্রাটের অনুগ্রহ পাইবার জন্য জোরার তোষামোদ করিতেন। সম্রাট্‌ প্রায় সর্ব্বদাই লালকুমারীর সহিত একত্র শকটে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদিন সম্রাট্‌ সঙ্গিনীগণ সহ মদ্যপানাদি দ্বারা এত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন যে, প্রাসাদে ফিরিতে পারিলেন না; রাত্রিকালে জোরার সহিত যাপন করিলেন। কিন্তু সম্রাটের কিছুতেই লজ্জা হইত না। সম্রাট্‌ এত লজ্জাহীন ও ভ্রষ্টচরিত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন যে দরিদ্র লোকদিগের স্ত্রীকন্যা তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। সম্রাটের প্রণয়িনী বলিয়া লালকুমারী এত গর্ব্বিতা হইয়া উঠিয়াছিল যে, একদা সম্রাট্‌ অরঙ্গজিবের বিদুষী কন্যা জেব্‌উন্নিশাকে অবমানিতা করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হইল না।

জাহান্দারশাহের রাজত্বকালে জুল্‌ফিকারখাঁই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই শাসনকার্য্য সম্পন্ন হইত। সাম্রাজ্যের এই গোলযোগের সময় আজিম উশ্‌শানের পুত্র

ফরুখ্‌শিয়ার আবদুল্লাখাঁ ও হোসেন আলি নামক সৈয়দ ভ্রাতার সাহায্যে পাটনায় সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রচারিত করিলেন। সম্রাট্‌ আজ্‌উদ্দীন, খোজা আসানখাঁ এবং খাঁ হুরানের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। যুদ্ধে সম্রাটের সৈন্য পরাস্ত হইল। তাহাতে সম্রাট্‌ জুল্‌ফিকারখাঁকে সেনাপতি করিয়া ৭০০০০ অশ্বারোহী, বহুসংখ্যক পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। ১৭১২ খৃঃ অব্দে আগ্রায় যুদ্ধ হইল, কিন্তু জয়াশা না দেখিয়া লালকুমারীকে লইয়া সম্রাট্‌ হস্তী আরোহণে আগ্রায় পলায়ন করিলেন। এখানে আসিয়া দাড়ি গোঁফ্‌ কামাইয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। ছদ্মবেশে নগরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রথমে পুরাতন উজীর আসদ্‌ উদ্দৌলার বাটী গমন করিলেন। আসদ্‌ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া ফরুখ্‌শিয়ারের হস্তে অর্পণ করিলেন।

১৭১৩ খৃঃ অব্দে ফরুখ্‌শিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কিছু দিন পরে শ্বাসরোধ করিয়া জাহান্দাকে হত্যা করা হইল।

জাহান্দারশাহ ১১ মাস মাত্র সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন।

জাহান্দারশাহ্‌ (জবান্‌ বখ্‌ত্‌) বাদশাহ শাহ আলমের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতার কার্য্যগতিকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি দিল্লী হইতে লক্ষ্ণৌ নগরে পলাইয়া আসেন। এই সময় আস্‌ফ্‌ উদ্দৌলার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য হেষ্টিংস্‌ লক্ষ্ণৌয়ে উপস্থিত ছিলেন। জাহান্দার হেষ্টিংসের সহিত কাশীধামে আগমন করেন এবং এখানে বাস করিতে থাকেন। হেষ্টিংসের অনুরোধে লক্ষ্ণৌএর নবাব-উজীর জাহান্দারের জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি স্থির করিয়া দিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রেল জাহান্দার কাশীধামে ইহ-লোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহাকে কাশীস্থ একটী সুন্দর মস্‌জিদে গোর দেওয়া হয়। গোর দিবার সময় তাঁহার সম্মানার্থ সকল মান্যগণ্য ব্যক্তি ও ইংরাজ রেসিডেণ্ট উপস্থিত ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার তিন পুত্রকে ইংরাজরাজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান, ইংরাজরাজ এখনও তাঁহার বংশধর-দিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

জাহান্দার একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি "বয়াজ্‌ ইনায়েৎ মুর্শিদ্‌জাদা" নামে একখানি উৎকৃষ্ট পারসী গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। হেষ্টিংস্‌ বাঙ্গালার অবস্থা সমালোচনা করিয়া যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতে স্কট সাহেব যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাই জাহান্দার রচিত একখানি পারসী পুস্তকের কিয়দংশের অনুবাদ।

জাহান্নাম (আরবী) মুসলমানদিগের নরক। মুসলমানদিগের শাস্ত্রে এই ৭টী নরকের বর্ণনা আছে—জাহান্নাম মুসলমানদিগের, লজবা খৃষ্টানদিগের, হুতমা য়িহুদীদিগের, সের সাবিয়ানদিগের, সগর পারসিক অগ্ন্যুপাসকদিগের, জলুম পৌত্তলিকদিগের এবং হবিয়া কপটীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট।

জাহির (আরবী) গুপ্ত বিষয় প্রকাশ।

জাহিরা (আরবী) প্রকাশ্য ভাবে, স্পষ্ট।

জাহুষ (পুং) রাজভেদ। "পরিশিষ্টং জাহুষং বিশ্বতং" (ঋক্‌ ১।১১৬।২০) 'জাহুষঃ কশ্চিৎ রাজা' (সায়ণ)

জাহ্নব, জনপদবিশেষ।

জাহ্নবী (স্ত্রী) জহ্নোরপত্যং স্ত্রী জহ্নু-অণ্‌ ঙীপ্‌। জহ্নুতনয়া, গঙ্গা। পূর্ব্বে জহ্নু মুনি কোপপরবশ হইয়া গঙ্গাকে পান করি-য়াছিলেন, পরে ভগীরথের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া জানু দিয়া বাহির করিয়া দেন, এই জন্য ইহার জাহ্নবী নাম হইয়াছে।

ইহাতে স্নান করিলে সকল প্রকার মহাপাতক নাশ হয়। [গঙ্গা দেখ।]

জাহ্নবী, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গড়বাল রাজ্যের একটী নদী ও গঙ্গার শাখা। ইহা অক্ষা° ৩০° ৫৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ১৮´ পূঃ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে উত্তর ও পরে পশ্চিমমুখে ৩০ মাইল গমনের পর ভৈরবঘাটীর নিকট গঙ্গায় মিশিয়াছে।

জি (ত্রি) জয়তি জি বাহুলকাৎ ডি। ১ জেতা। ২ পিশাচ।

জিআদা (আরবী) অধিকতর।

জিআন (দেশজ) বাচান।

জিউলি (দেশজ) মৎস্যবিক্রেতা, যে বিক্রয়ের জন্য মৎস্য বাঁচাইয়া রাখে।

জিউলী (দেশজ) গুড়ীকাষ্ঠ। (Odina Woodier.)

জিওল (দেশজ) গুড়ীকাষ্ঠ।

জিওলমাচ (দেশজ) কচ্ছপ।

জিকন (পুং) একজন প্রাচীন স্মৃতিকারক, ইনি অন্ত্যেষ্টিবিধি, অনুমরণবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

জিকর (আরবী) কথাবার্ত্তা, কথোপকথন।

জিকরমজ্‌কুর্‌ (আরবী) কথোপকথন, খোস গল্প।

জিগত্নু (পুং) গচ্ছতি গম-ত্নুঃ সন্বচ্চ (গমেঃ সন্বচ্চ। উণ্‌ ৩।৩১) অনুদাত্তোপদেশে ইত্যাদিনা মলোপঃ। ১ প্রাণ। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ২ গমনশীল। "জিগত্নবোহগ্নীনাং" (ঋক্‌ ১০।৭৮।৩) 'জিগত্নবো গমনশীলাঃ' (সায়ণ)

জিগমিষা (স্ত্রী) গন্তুমিচ্ছা গম-সন্‌ তত টাপ্‌। গমনেচ্ছা, যাই-বার ইচ্ছা।

জিগমিষু (ত্রি) গম-সন্‌ উঃ। গমনেচ্ছু, গমনোৎসুক।

জিগর (যাবনিক) পরমার্থ বিষয়ক গান।

জিগা (পারসী) মুকুট, রাজার মস্তকাভরণ।

জিগির্ (আরবী) চীৎকার, স্পষ্ট প্রকাশ, প্রত্যক্ষ।

জিগর্ত্তি (পুং) গৃ বাহুলকাৎ-তি দ্বিত্বঞ্চ। আচ্ছাদক। "জিগর্ত্তিমিন্দ্রো অপজর্গুরাণঃ" (ঋক্ ৫।২৯।৪) 'জিগর্ত্তিং গরন্তমাচ্ছাদয়ন্তং' (সায়ণ)

জিগীষা (স্ত্রী) জেতুমিচ্ছা জি-সন্ ভাবে অ। ১ জয়েচ্ছা, জয় করিবার ইচ্ছা। ২ প্রকর্ষ। ৩ উদ্যম।

জিগীষু (ত্রি) জি-সন্ তত উ। ১ জয়েচ্ছু। ২ উৎকর্ষলাভেচ্ছু। ৩ উদ্যমশীল।

জিগ্নি, মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ড এজেন্সীর অধীনস্থ একটী দেশীয় ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণফল ২১২৮ বর্গমাইল। হামীরপুর জেলার উত্তরপশ্চিমে দসান ও বেতবা নদীর সঙ্গমের সন্নিকটে এই রাজ্য অবস্থিত। প্রধান নগর জিগ্নি অক্ষা° ২৫° ৪৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৮´ পূঃ। জিগ্নির রাজা এই নগরেই বাস করেন। ইনি বুন্দেলা জাতীয় হিন্দু বার্ষিক রাজস্ব প্রায় ১৪০০০৲ টাকা। রাজার দত্তক গ্রহণের অধিকার আছে। বুন্দেলখণ্ড ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইবার সময় এই রাজ্যে ১৪টী গ্রাম ছিল, কিন্তু রাজার স্বেচ্ছাচারিতার জন্য সেই সমস্তই বাজেয়াপ্ত হয়, পরে ১৮১০ খৃঃ অব্দে ৬টী গ্রাম রাজাকে পুনরায় দেওয়া হইয়াছে। রাজার ৫১ জন পদাতিক ও ১৯ জন অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা আছে।

জিগ্যু (ত্রি) [বৈ] জয়শীল, বিজয়ী।

জিঘত্নু (পুং) হন পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জিঘাংসা, হননেচ্ছা। "যোনঃ সনুত্য উতবা জিঘত্নুঃ" (ঋক্ ২।৩০।৯) 'জিঘত্নুর্জিঘাংসু' (সায়ণ)

জিঘৎসা (স্ত্রী) অত্তুমিচ্ছা, অদ্-সন-ঘসাদেশঃ ভাবে অ। ভক্ষণেচ্ছা, ক্ষুধা। (হেম°)

জিঘৎসু (ত্রি) অদ-সন্ ঘসাদেশস্তত উঃ। ভোজনেচ্ছু, বুভুক্ষু।

জিঘাংসক (ত্রি) প্রতিহিংসক, হননেচ্ছু।

জিঘাংসা (স্ত্রী) ১ হনন করিবার ইচ্ছা। ২ প্রতিহিংসা।

জিঘাংসিন্ (ত্রি) জিঘাংসাকারী।

জিঘাংসু (ত্রি) হন্তুমিচ্ছুঃ হন-সন্-তত উ। হননেচ্ছু।

জিঘৃক্ষা (স্ত্রী) গ্রহীতুমিচ্ছা, গ্রহ-সন্ ভাবে অ। গ্রহণেচ্ছা।

জিঘৃক্ষু (ত্রি) গ্রহ-সন্ তত উ। গ্রহণেচ্ছু, গ্রহণাভিলাষী।

জিঘ্র (ত্রি) জিঘ্রতি ঘ্রা-কর্ত্তরি শ। (পাঘ্রাধ্মাধেট্দৃশঃ। পা ৩।১।১৩৭) ১ ঘ্রাণকর্ত্তা। ২ প্রত্যয়বিশেষ, লট্ লোট্ লঙ্ বিধিলিঙের বিভক্তিতে ঘ্রাধাতুস্থানে জিঘ্র আদেশ হয়।

"স্বামী নিশ্বসিতেঽপ্যসূয়তি মনোজিঘ্রঃ সপত্নীজনঃ।"

(সাহিত্যদ° ৭।৪৫)

জিঙ্গি (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা। (শব্দর°)

জিঙ্গিনী (স্ত্রী) জিগি গতৌ ণিনি। শাল্মলী জাতীয় বৃক্ষভেদ, কৃষ্ণশাল্মলী, চলিত কথায় কাকশিমূল। ইহার নির্য্যাস অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত। পর্য্যায়—ঝিঙ্গিনী, ঝিঙ্গী, সুনির্য্যাসা, প্রমোদিনী। ইহার গুণ—মধুর, উষ্ণ, কষায়, যোনিবিশোধন, কটু, ব্রণ, হৃদ্রোগ, বাত ও অতীসার-নাশক। (ভাবপ্র°)

জিঙ্গী (স্ত্রী) জিগি গতৌ-অচ্ গৌরা° ঙীপ্। মঞ্জিষ্ঠা। [জিঙ্গিনী দেখ।]

জিজ্জা (হিন্দী) ভগিনীপতি।

জিজিয়া (হিন্দী) ১ ভগিনী। (আরব্য) [অধিকার, বশীভূতকরণ বা ক্ষতিপূরণবোধক ধাতু হইতে উৎপন্ন।] ২ মুসলমানদিগের প্রবর্ত্তিত অধীনস্থ মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রের উপর মুণ্ডকর।

আইন-ই-অকবরীতে উল্লেখ আছে যে খলিক ওমার মুসলমান ব্যতীত অপর সকল জাতির উপর এক কর স্থাপন করেন। উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহার হার ৪৮ দর্হাম, মধ্যবিত্তগণের ২৪ দর্হাম এবং অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থদিগের পক্ষে ১২ দর্হাম ছিল।

কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে ইহা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় ঠিক বলা যায় না। টড্ সাহেব অনুমান করেন, সম্রাট্ বাবর শাহ তমঘা করের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে ইহা প্রথম স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার বহুপূর্ব্বে আলাউদ্দীনের সময় হইতে ইহার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। জিয়াউদ্দীন্ বরণী ও ফেরিস্তা-লিখিত পুস্তকে আলাউদ্দীন্ ও তাঁহার কাজি মুঘিস্উদ্দীনের কথোপকথন এইরূপ বর্ণিত আছে। আলা কহিল, "কোন্ প্রকার হিন্দু হইতে বশ্যতা ও কর গ্রহণ করা ধর্ম্মসঙ্গত ?" নীচমনা কাজি উত্তর করিল, "ইমাম্ হানিফ কহিয়াছেন যে কাফেরদিগকে মৃত্যুর পরিবর্ত্তে মৃত্যু সদৃশ গুরু জিজিয়া করভারে প্রপীড়িত করাই ধর্ম্মসঙ্গত। এই জিজিয়া উহাদের রক্ত শোষণ করিয়া যতদুর সম্ভব কঠোররূপে আদায় করিতে হইবে, কেন না এই দণ্ড যাহাতে মৃত্যু দণ্ডের প্রায় তুল্য হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।"

যাহা হউক এই সময় বোধ হয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সকলের উপরই এই কর স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মণেরা ইহার পরও ফিরোজশাহের সময় পর্য্যন্ত এই কর হইতে মুক্ত ছিলেন। শমসি সিরাজ লিখিত পুস্তকে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে, সম্রাট্ ফিরোজশাহ নিম্নলিখিত কথা বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের উপর সর্ব্বপ্রথম জিজিয়া স্থাপন করেন। "উপবীতধারী ব্রাহ্মণগণ এ পর্য্যন্ত জিজিয়া হইতে মুক্ত

আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুসলমান সম্রাট্গণ, মন্ত্রী ও দুষ্ট গুরুগণকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণগণই অধিবাসিদিগের প্রধান, সুতরাং জিজিয়া ইহাদেরই নিকট অগ্রে আদায় করা উচিত।" ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে ফিরোজশাহই প্রথম ব্রাহ্মণদিগের উপর জিজিয়া ধার্য্য করেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মণগণ এই সংবাদ পাইয়া সম্রাটের প্রাসাদে একত্র হইল এবং জিজিয়া হইতে মুক্তি না দিলে সেই স্থানে অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিবার ভয় দেখাইল। অবশেষে দিল্লীর অপরাপর হিন্দুগণ আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের ঐ করভার নিজেরাই বহন করিতে স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে মুক্তি দিল। ঐ সময়ে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণের জিজিয়ার হার প্রত্যেক জনের ৪০৲ তঙ্কা, মধ্যমশ্রেণীর ২০৲ ও তৃতীয়শ্রেণীর হার ১০৲ তঙ্কা স্থির হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগের হার উক্ত হাঙ্গামার পর সর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইল।

অক্বর তাঁহার রাজত্বের ৯ম বর্ষে এই কর রহিত করেন। কিন্তু ভিন্নধর্ম্মদ্বেষী ঘোর পক্ষপাতী অরঙ্গজেব অক্বরের এ উদার নীতির অনুসরণ না করিয়া তাঁহার রাজত্বের ২২শ বর্ষে ঐ কর পুনরায় প্রচলিত করিলেন। তিনি কেবল করস্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, করদাতাগণ যাহাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়, তাহারও যথাসাধ্য উপায় করিলেন। জুবদাৎ উল্ অখ্বারাৎ পুস্তকের একস্থানে লিখিত আছে, অরঙ্গজেব নিম্নলিখিতরূপে জিজিয়া আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। করদাতা স্বয়ং পদব্রজে জিজিয়া লইয়া আদায়কারীর নিকট দাঁড়াইত। আদায়কারী বসিয়া থাকিত এবং করদাতার হস্ত হইতে কর তুলিয়া লইত। কর স্বয়ং দিয়া যাইতে হইত, ভৃত্যাদি দ্বারা পাঠান চলিত না। ধনী ব্যক্তিকে সমস্ত কর এক কিস্তিতেই দিতে হইত। মধ্যবিত্তগণকে দুই এবং অপেক্ষাকৃত হীনস্থ ব্যক্তিকে চারি কিস্তিতে দিতে হইত। মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিলে কিম্বা মৃত্যু হইলে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। এই সময় হইতে জিজিয়া রীতিমত আদায় হইয়া আসিতে লাগিল।

ফরুক্সিয়ার সম্রাটের সময় ভূতপূর্ব্ব অরঙ্গজেবের পারিষদ নীচমনা ইনায়েত-উল্লা রাজস্ব সচিব হইলে এই কর চূড়ান্ত উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহকারে আদায় হইতে লাগিল। পরে রাফিউদ দর্জাতের সময় সৈয়দগণ এই কর রহিত করেন। রতনচাঁদ নামে জনৈক হিন্দু রাজস্ব সচিব হইলে হিন্দুগণ অনেক অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রতনচাঁদের মৃত্যুর পর আর একবার এই কর স্থাপিত হয়। পরে মহম্মদশাহ মহারাজ জয়সিংহ ও গিরিধর বাহাদুরের অনুরোধে জিজিয়া উঠাইয়া দেন। মহম্মদের পর আর কোন সম্রাট্ জিজিয়া স্থাপন করিতে সাহসী হন নাই।

আরও জানা যায় যে বহ্লোল ও সেকন্দর লোদির সময় এই কর অতি কঠোর উপায়ে আদায় করা হইত এবং সেই জন্যই মোগলগণ এত সহজে পাঠানদিগের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই কর এদেশে বহুকাল প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য, হিন্দুগণ ইহার জ্বালায় অস্থির হইয়াছিল এবং এই পক্ষপাতিতায় সকলেই মুসলমান সম্রাট্গণের প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মোগল সম্রাট্গণ যথাসাধ্য অপক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ ঐ নীতির গূঢ় কর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল। যতদিন সম্রাট্গণ তেজস্বী ও মহাবল ছিল, ততদিন কেহ কিছু করিতে পারে নাই, কিন্তু উহাদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইবামাত্র জিজিয়া করই এদেশ হইতে মুসলমান রাজ্য বিলোপের একতম কারণ হইয়া উঠিল।

২ সাগর জেলায় কৃষিকার্য্যহীন নাগরিকদিগের গৃহের উপর কর বিশেষ।

জিজিবাই, মহারাষ্ট্রবীর বিখ্যাত শিবজীর মাতা। ইঁহার স্বামী শাহাজী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে জিজিবাইকে এক দুর্গ হইতে অপর দুর্গে আশ্রয় লইতে হয়। এই সময়ে ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জুনার সন্নিহিত শিবনের দুর্গে শিবজীর জন্ম হয়। একদা জিজিবাই মোগল কর্ত্তৃক বন্দিনী হন, কিন্তু পরে মুক্ত হইয়া সিংহগড়ে আগমন করেন। [শিবজী দেখ।]

শাহাজী দক্ষিণাপথে গমন করিলে জিজিবাই পুত্রসহ পুণায় বাস করিতে লাগিলেন। দাদাজী কোণ্ডদেব নামে তাঁহাদের ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী জিজিবাই ও শিবজীর বাস জন্য তথায় রঙ্গমহল নামে একটী সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন।

জিজি বেগম, অক্বরের ধাত্রী এবং মীর্জা-আজিজ কোকার গর্ভধারিণী। অক্বর কোকাকে খাঁআজিম উপাধি দিয়া উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে জিজিবেগমের মৃত্যু হয়। অক্বর নিজ স্কন্ধে তাহার শবদেহ বহন এবং পুত্রের ন্যায় মস্তক ও শ্মশ্রুমুণ্ডনাদি করিয়াছিলেন।

জিজীবিষা (স্ত্রী) জীবিতুমিচ্ছা জীব-সন্ ততঃ ভাবে অ। জীবনেচ্ছা, বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা।

জিজীবিষু (ত্রি) জীবিতুমিচ্ছুঃ জীব-সন্-তত-উ। জীবনেচ্ছু, বাঁচিতে ইচ্ছুক, জীবনাভিলাষী।

জিজুরি, (জেজুরি) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পুণা জেলায় পুরন্দরপুর উপবিভাগের একটী নগর। অক্ষা° ১৮° ১৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১২´ পূঃ। এই স্থান হিন্দুদিগের একটী তীর্থ। তীর্থযাত্রিদিগের প্রত্যেকের উপর ৶০ দুই আনা করিয়া কর আদায় হয়, উহা দ্বারাই মিউনিসিপালিটীর অধিকাংশ ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

জিজ্‌হোতি (জঝোতি) বুন্দেলখণ্ডের একটী প্রাচীন নাম। ইহার প্রকৃত নাম জেজাকভুক্তি। আবু রিহান্ ও হিউয়েন্‌সিয়াংএর গ্রন্থে জঝোতি প্রদেশ ও উহার রাজধানী খাজুরাহুর উল্লেখ আছে।

জিঝোতিয়া, কনৌজ ব্রাহ্মণদিগের একটী শাখা। কাহারও মতে, যজুর্হোতা শব্দের অপভ্রংশ। ইহারা বুন্দেলখণ্ডের নানাস্থানে বাস করে। কাশীতেও অল্প সংখ্যক দৃষ্ট হয়।

[জজ্‌হোতী দেখ।]

কাহারও মতে, বারাণসীর জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহাদের নামোৎপত্তির বিবরণ এইরূপ বলে—বুন্দেলখণ্ডে জঝুত নামে বাঘেল বংশীয় এক রাজা ছিলেন। তিনি নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া বহুসম্মানে তাঁহাদিগকে সাদরে নিজ রাজ্যে স্থাপন করেন এবং ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বহু অর্থ সম্পত্তি দান করেন। কালক্রমে এই ব্রাহ্মণগণ একটী পৃথক্ শ্রেণী হইয়া পড়িল এবং আশ্রয়দাতা জঝুতের নামানুসারে আপনাদিগকে জঝোতিয়া বা জিঝোতিয়া নামে আখ্যাত করিল। এই উপাখ্যান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

চন্দেরীতে একদল বণিক বাস করে, উহারা আপনাদিগকে জঝোতিয়া বণিক কহে। ইহাদের উপাধি যজুর্হোতা শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারেনা, সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, যখন জঝোতি বা জিঝোতি বলিয়া এক প্রদেশ ছিল এবং যখন কনৌজের নামানুসারে কনৌজিয়া, মিথিলার নামানুসারে মৈথিলী, গৌড় হইতে গৌড়ীয়, রাঢ় হইতে রাঢ়ীয় ইত্যাদি নাম হইয়াছে, সেইরূপ এই জঝোতি প্রদেশ হইতেই ব্রাহ্মণ ও বণিকদিগের জিঝোতিয়া উপাধি হইয়া থাকিবেক। আরও দেখা যাইতেছে যে এই জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণগণ গঙ্গা ও যমুনার দক্ষিণপ্রদেশে পশ্চিমে বেত্রবতী নদী হইতে পূর্ব্বে মীর্জাপুরের সন্নিহিত বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির পর্য্যন্ত নানাস্থানে বাস করিত। যমুনার উত্তরে বা বেত্রবতীর পশ্চিমে ইহারা বাস করে না। আবার হিউয়েন্‌সিয়াং প্রভৃতির বিবরণ পাঠে জানা যায়, ঠিক এই ভূভাগই অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রায় সমগ্র বুন্দেলখণ্ড পূর্ব্বে জঝোতি নামে খ্যাত ছিল। যদি জিঝোতিয়া উপাধি প্রাদেশিক বিভাগ না হইয়া আচারানুষ্ঠানগত কোন শ্রেণী বিভাগ হইত, তাহা হইলে জিঝোতিয়াগণ জিঝোতি প্রদেশ ব্যতীত অন্যত্রও দৃষ্ট হইত। কিন্তু ইহারা যখন জিঝোতিতেই আবদ্ধ, তখন ঐ অনুমান আরও দৃঢ়তর হইতেছে।

জিঝোতিয়াদিগের আচার ব্যবহারাদি অপরাপর কনৌজিয়া ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়। নিম্নে ইহাদিগের কতিপয় প্রধান প্রধান শাখায় গাঞি গোত্র ও উপাধি দেওয়া গেল।

বাসস্থান (গাঞি)	গোত্র	উপাধি।
রোরা	উপমন্যু	পাঠক।
বিনবের	উপমন্যু	বাজপেয়ী।
শায়পুর	কাশ্যপ	পতেরীয়।
বঙ্গব	কাশ্যপ	পস্তোড়।
রূপনৌবল	গৌতম	চৌবে।
মরই	গৌতম	গঙ্গেল।
হামিরপুর	শাণ্ডিল্য	মিশ্র।
কোৎকে	শাণ্ডিল্য	অজেরীয়।
কোরিয়া	মৌনস	মিশ্র।
ঐঞীক	ভারদ্বাজ	তেবারী।
উদাসেন	ভারদ্বাজ	দুবে।
পাদ্রলি	বাৎস্য	তেবারী।
পিপরি	বশিষ্ঠ	নায়ক।

২ বুন্দেলখণ্ডবাসী বণিকদিগের শাখাবিশেষ।

জিজ্ঞাপয়িষু (ত্রি) জ্ঞাপয়িতুমিচ্ছুঃ জ্ঞা-ণিচ্ সন্ তত উ। জানাইতে ইচ্ছুক।

জিজ্ঞাসন (ক্লী) জ্ঞা-সন্ ততো-ল্যুট্। কথন, জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়া বলা।

জিজ্ঞাসা (স্ত্রী) জ্ঞাতুমিচ্ছা, জ্ঞা-সন্ তত-অ। জানিতে ইচ্ছা, অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা। "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" (জৈমিনিসূ° ১।১)

জিজ্ঞাসমান (ত্রি) জিজ্ঞাস-শানচ্। যে জিজ্ঞাসা করিতেছে, জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু।

জিজ্ঞাসিত (ত্রি) জিজ্ঞাস-ক্ত। যাহাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে।

জিজ্ঞাসু (ত্রি) জ্ঞাতু মিচ্ছুঃ জ্ঞা-সন্-উ। জানিতে ইচ্ছুক, মুমুক্ষু।

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনেঽর্জ্জুনঃ।
আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।" (গীতা)

জিজ্ঞাস্থি (ক্লী) অস্থ্নঃ জিজ্ঞাসা রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ সালোপশ্চ। অস্থিজিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাস্য (ত্রি) জিজ্ঞাস্যতে, জ্ঞা-সন্ কর্ম্মণি-যৎ। জিজ্ঞাসিতব্য, জিজ্ঞাসনীয়।

জিজ্ঞাস্যমান (ত্রি) জিজ্ঞাস-শানচ্। যে বিষয় জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে।

জিজ্ঞু (ত্রি) জিজ্ঞাসু।

জিঞ্জির (পারসী) শৃঙ্খল।

জিঞ্জিরাম, আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রের একটী উপনদী। ইহা আগিয়াগ্রাম ও লখিমপুরের মধ্যবর্ত্তী জলা হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমমুখে মাণিকচরের নীচে ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে।

জিঞ্জীরা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর একটী ক্ষুদ্র হাব্‌সি রাজ্য। [জঞ্জীরা দেখ।]

জিঠুয়া, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার খলিশাখালি চাকলার একটী গ্রাম ও বাজার।

জিৎ (ত্রি) জি-ক্বিপ্। জেতা, যে জয় করে। কোন শব্দের পর ব্যবহৃত হয়, যথা ইন্দ্রজিৎ, শক্রজিৎ প্রভৃতি।

জিত (ত্রি) জি-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ পরাজি, পরাভূত, স্বায়ত্তীকৃত, বশীকৃত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ২ জয়। তদস্যা স্তি ইতি অচ্। ৩ অর্হদুপাসকভেদ।

জিতকর্ণ, চৌহান্‌বংশীয় পৃথ্বীরাজের বংশধর একজন রাজা। জয়সিংহদেব প্রতিষ্ঠিত গুজরাটের আয়সী আম্মগ্রামের (বর্ত্তমান নিহানি উমরবান) শিলালিপিতে ইঁহার নামোল্লেখ আছে।

জিতকাশি (পুং) জিতেন জয়োন্তমেন কাশতে প্রকাশতে, কাশ-ইন্, বা জিতঃ অভ্যাসপুটুতয়া দৃঢ়কৃতঃ কাশিঃ মুষ্টির্যেন। দৃঢ়মুষ্টি যোদ্ধৃভেদ, যাহারা ঘুসি দ্বারা যুদ্ধ করিতে সমর্থ। (নীলকণ্ঠ)

জিতকাশিন্ (ত্রি) জিতেন জয়েন কাশতে কাশ-ণিনি। জয়যুক্ত, জয়গর্ব্বিত।

"অনিরুদ্ধং রণে বাণো জিতকাশী মহাবলৈঃ
(হরিব° ১৭৫।১৪১।)

জিতক্রোধ (ত্রি) জিতঃ ক্রোধো যেন বহুব্রী। ১ ক্রোধশূন্য। (পুং) ২ বিষ্ণু।

"মনোহরো জিতক্রোধো বীরবাহুর্বিদারণঃ।" (বিষ্ণুস°)

জিতনেমি (পুং) জিতা নেমির্যেন বহুব্রী। ১ অশ্বত্থ নির্ম্মিত দন্ত। (ত্রি) ২ ক্রোধশূন্য। (পুং) ৩ বিষ্ণু।

"অনন্তরূপোঽনন্তশ্রীর্জিতমন্যুর্ভয়াবহঃ।" (বিষ্ণুস°)

জিতল, মুসলমান সম্রাট্‌দিগের সময়ে প্রচলিত মুদ্রা বিশেষ। ইহার মূল্য ১০০ রতি, তঙ্কার $\frac{1}{64}$ অংশ।

জিতলোক (ত্রি) জিতঃ আয়ত্তীকৃতঃ কর্ম্মাদিদ্বারা লোকঃ স্বর্গাদির্যেন। যিনি পুণ্যাদি কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি লোক জয় করিয়াছেন। "স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দঃ অথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকমানন্দঃ।" (শতপথব্রা° ১৪।৭।১।৩৩) (ত্রি) ২ অভিভূত লোক।

জিতবৎ (ত্রি) জি-ক্ত মতুপ্ মস্য বঃ। কৃতজয়।

জিতবতী (স্ত্রী) জিতবৎ-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। রাজা উশীনরের দুহিতা। নরদেবাত্মজার প্রিয়সখী। (ভারত ১।৯৯ অঃ)

জিতব্রত (ত্রি) জিতং আয়ত্তীকৃতং ব্রতং যেন। আয়ত্তীকৃতব্রত, যিনি ব্রতকে আয়ত্ত করিয়াছেন। পৃথুবংশীয় হবির্দ্ধান রাজার পুত্র। (ভাগবত ৪।২৩।৮)

জিতশত্রু (পুং) জিতঃ শত্রু র্যেন বহুব্রী। বিজয়ী, যে শত্রুকে পরাজয় করিয়াছে।

জিতাক্ষর (ত্রি) জিতানি অক্ষরাণি শীঘ্রং তদ্বাচনপাঠনাদির্যেন বহুব্রী। উত্তমপাঠক, যে অক্ষর দেখিলেই পড়িতে পারে।

জিতাত্মন্ (ত্রি) জিতঃ বশীকৃত আত্মা ইন্দ্রিয়ং মনো বা যেন। ১ জিতেন্দ্রিয়। ২ শ্রাদ্ধভাগার্হ দেবভেদ।

জিতামিত্র (ত্রি) জিতা অমিত্রো রাগদ্বেষাদয়ো বাহ্যাবরণাদয়শ্চ যেন বহুব্রী। ১ শত্রুপরাজয়কর্ত্তা। ২ কামাদি রিপুজেতা। (পুং) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬৯)

জিতামিত্র মল্ল, নেপালের ঠাকুরীবংশীয় একজন রাজা। ইনি জগৎপ্রকাশ মল্লের পুত্র। ইনি ১৬৮২ খৃঃ অব্দে হরিশঙ্কর দেবের একটী মন্দির এবং ১৬৮৩ খৃঃ অব্দে একটী ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তদ্ভিন্ন আরও অনেক মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন।

জিতারি (পুং) জিতা অরয়ো আভ্যন্তরা রাগাদয়ো বাহ্যাশ্চ রিপবো যেন বহুব্রী। ১ বুদ্ধ। (ত্রিকা° ১।১।৮) ২ বৃত্তার্হৎপিতা। (হেম ১।৩৬) (ত্রি) ৩ জিতশত্রু, শত্রুপরাজয়কারী। ৪ কামাদি রিপুজেতা। ৫ অবিক্ষিত নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৯৫।৫০)

জিতাষ্টমী (স্ত্রী) জিতা পুত্রসৌভাগ্যদানেন সর্ব্বোৎকর্ষেণ স্থিতা যা অষ্টমী কর্ম্মধা। গৌণাশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী, ইহার অপর নাম জীমূতাষ্টমী। ইহাতে নারীগণ পুত্রসৌভাগ্য কামনা করিয়া প্রাঙ্গণে পুষ্করিণী নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রদোষ সময়ে শালিবাহনরাজপুত্র জীমূতবাহনের পূজা করিয়া থাকেন। অষ্টমী যে দিন প্রদোষব্যাপিনী হয়, সেই দিনেই এই ব্রত করিবে। যদি দুই দিনই প্রদোষ-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পরদিন করা বিধেয়। যদি কোন দিন প্রদোষ না পায়, তাহা হইলে যে দিন উদয় পাইবে, অর্থাৎ যে দিনের তিথিতে সূর্য্য উদিত হইবে, সেই দিন করিবে। যে স্ত্রীলোক এই জিতাষ্টমী তিথিতে অন্ন ভোজন করে, সে নিশ্চয়ই মৃতবৎসা ও বৈধব্য লাভ করে।*

* "ইষেমাস্যসিতে পক্ষে অষ্টমী যা তিথির্ভবেৎ।
পুত্রসৌভাগ্যদা স্ত্রীণাং খ্যাতা সা জীবপুত্রিকা।
শালিবাহনরাজস্য পুত্রো জীমূতবাহনঃ।
তস্যাঃ পূজাঃ স নারীভিঃ পুত্রসৌভাগ্যলিপ্সয়া।
পুষ্করিণীঃ বিধায়াথ প্রাঙ্গণে চতুরস্রিকাম্।" (ভবিষ্যোত্তরে)
"আশ্বিনস্যাসিতাষ্টম্যাং যাঃ স্ত্রিয়োঽন্নং হি ভুঞ্জতে।
মৃতবৎসা ভবেয়ুস্তা বৈধব্যঞ্চ ভবেদ্ধ্রুবং।" (চিন্তামণি)

এবং যাঁহারা এই অষ্টমী তিথিতে সায়ংকালে জীমূতবাহনের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অশেষবিধ সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহাদের কখন মৃতবৎসা দোষ হয় না এবং বৈধব্য দুঃখও ভোগ করিতে হয় না।

জিতাহব (পুং) জিতঃ শত্রুরাহবে যেন বহুব্রী। বিজয়ী, যে যুদ্ধ জয় করিয়াছে, জিতকাশী। (হেম°)

জিতাহার (পুং) জিতঃ আহারঃ যেন বহুব্রী। যিনি আহারকে জয় করিয়াছেন, আহারজেতা।

জিতি (স্ত্রী) জি-ক্তিন্। ১ জয়। ২ লাভ।

জিতিহরিণ (দেশজ) হরিণবিশেষ, কস্তুরী মৃগ।

জিতী (দেশজ) বৃক্ষভেদ, ইহার ছালে ধনুকের ছিলা প্রস্তুত হয়। (Asclepias tenacissima)

জিতুম (পুং) মিথুনরাশি। (জ্যোতি°)

জিতেন্দ্রিয় (ত্রি) জিতানি বশীকৃতানীন্দ্রিয়ানি শ্রোত্রাদিনি যেন বহুব্রী। ইন্দ্রিয়জয়কারী, যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিষয় সকল যাঁহাকে বিমোহিত করিতে পারে না, তিনিই জিতেন্দ্রিয়।

"শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বাথ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ।" (মনু ১০ অঃ)

পাতঞ্জলে ইন্দ্রিয়জয়ের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

"সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ।"
(পাত° সূ° ২।৪১)

আত্মার বিশুদ্ধি সাধিত হইলে সত্ত্ব গুণ প্রকাশিত হয়, তখন আত্মা বিশুদ্ধ অর্থাৎ সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইয়া রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কার্য্য অসম্ভব, এই ন্যায়ে চিত্তশুদ্ধির কারণ রজঃ ও তমঃ সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইলে তমঃ ও রজঃ নিজের ধর্ম্ম চিত্তচাঞ্চল্যাদি কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না, বাস্তবিক সত্ত্বগুণেরই সহায়তা করে। তখন সর্ব্বদা মনে প্রীতির অনুভব হয়। কখনও কোনরূপ খেদ থাকে না। নিয়ত বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে অর্থাৎ অন্তঃকরণ (বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন) সর্ব্বদা ধ্যেয় বিষয়ে অনুরক্ত থাকে। কখনও বিষয়ান্তরে চিত্তের অনুরাগ জন্মে না। তখন ইন্দ্রিয়গণ পরাজিত হয়, এই জিতেন্দ্রিয় অবস্থা হইলে আত্মদর্শনে ক্ষমতা জন্মে। এইরূপ অবস্থা প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় পদবাচ্য।

২ শান্ত। (পুং) ৩ কামবৃদ্ধি বৃক্ষ। (হেম°)

জিতেন্দ্রিয়তা (স্ত্রী) জিতেন্দ্রিয়স্য ভাবঃ জিতেন্দ্রিয়-তল্-টাপ্। ইন্দ্রিয়-জয়ের কার্য্য, কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিয়া রাখা।

জিতেন্দ্রিয়াহ্ব (পুং) জিতেন্দ্রিয়ং আহ্বয়তে, স্পর্দ্ধতে আ-হ্বে ক। কামবৃদ্ধি বৃক্ষ। (রাজনি°)

জিত্তম (পুং) জিৎ-তমপ্। ১ জিতুম, মিথুন রাশি। (জ্যোতি°) ২ জয়শীলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

জিৎপাল, তোমর বংশের স্থাপয়িতা মালবের রাজা। বিক্রমাদিত্যের বংশধর প্রমার (পুয়ার) বংশীয় শেষ রাজা জয়চাঁদের মৃত্যুর পর জিৎপাল মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার বংশীয়েরা ১৪২ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জিত্যা (স্ত্রী) জি-ক্যপ্ টাপ্। (বিপূয়-বিনীয়-জিত্যা মুঞ্জকল্ক-হলিষু। পা ৩।১।১১৭) বৃহদ্ধল, লাঙ্গলভেদ। সিদ্ধান্তকৌমুদীর মতে এই শব্দ পুংলিঙ্গ—জিত্য।

জিত্বন্ (ত্রি) জি-কনিপ্। জয়শীল। কর্ণাদিত্বাৎ চতুরর্থ্যাং ফিঞ্। অদূরদেশাদি।

জিত্বর (ত্রি) জয়তি জি-করপ্ (ইণ্নশজিসর্ত্তিভ্যঃ করপ্। পা ৩।২।১৬৩।) জেতা।

(স্ত্রী) জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে জি-করপ্-ঙীপ্। কাশী। (ত্রিকা°)

জিদ্ (আরবী) ১ বিরোধ। ২ বিরুদ্ধ মত।

জিদুপালঙ্গ (দেশজ) একপ্রকার গাছ (Salcornia Indica.)

জিন (পুং) জি-নক্। ১ বুদ্ধ। (অমর) ২ অর্হৎ।

ইঁহারা জিনেশ্বর, অর্হৎ, তীর্থঙ্কর, সর্ব্বজ্ঞ ও ভাগবত নামে বিখ্যাত। [জৈন দেখ।] ৩ বিষ্ণু। (হেমচ°)

৪ (ত্রি) জিত্বর। (মেদিনী)

জিন (ইংরাজী) বস্ত্রবিশেষ। জিন কাপড়।

জিন (দেশজ) বন্য বৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষ সুন্দরবনের সকল স্থানে বিশেষতঃ বাকিরগঞ্জ অঞ্চলে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠ কোমল ও বটবৃক্ষের ন্যায়, ইহা কেবল জ্বালানি জন্য ব্যবহৃত হয়। গুঁড়ির গড় পরিধি ৪ ফিট্ ও উচ্চতা ২০ ফিট্।

জিন্ (আরব্য) দৈত্য, অপদেবতা। মুসলমানশাস্ত্র মতে, ইহারা কাফ্ পর্ব্বতে বাস করে এবং কুক্কুর, শৃগাল, সর্পাদির আকার পরিগ্রহ করিয়া মানবের ইষ্টানিষ্ট সাধন করে।

ইঁহাদের একজন নেস্নাস্ অতি ভীষণমূর্ত্তি; ইহার শরীর দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া দুইটা জিন্ হইয়াছে। প্রত্যেকের এক চক্ষু এক কর্ণ অর্দ্ধ-মস্তক অর্দ্ধ-উদর, এক হস্ত এবং এক পদ, কিন্তু উহা দ্বারাই লাফাইয়া লাফাইয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে।

জিন্ (পারসী) ঘোড়ার পিঠে বসিবার পালান বা গদি।

জিনকীর্ত্তি, সোমসুন্দরের জনৈক শিষ্য। ইনি চম্পকশ্রেষ্ঠীকথানক, ১৪৯৭ সম্বতে ধন্যশালিচরিত্র, দানকল্পদ্রুম এবং

শ্রীপালগোপালকথা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া ১৪৯৭ সম্বতে ইনি স্বরচিত নমস্কারস্তবের টীকা লিখিয়া যান।

জিনকুশল, একজন জৈন গ্রন্থকার। জিনবল্লভ, জিনদত্ত ও জিনচন্দ্রের বংশে খরতরগচ্ছে ১৩৩৭ সম্বতে জন্ম গ্রহণ এবং ১৩৮৯ সম্বতে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি তরুণপ্রভকে আচার্য্যপদ প্রদান করেন। চৈত্যবন্দনকুলবৃত্তি নামে ইঁহার রচিত একখানি গ্রন্থ আছে।

জিনগর (পারসী) জিন-নির্ম্মাতা। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পুণা, বেলগাঁ, বিজাপুর প্রভৃতি জেলার জাতিবিশেষ। জিন অর্থাৎ অশ্বের পালান প্রস্তুত করে বলিয়া পারসী ভাষায় ইহাদের নাম জিন্‌গর হইয়াছে। দেশীয় ভাষায় ইহাদের নাম চিত্রকর। ইহারা আপনাদিকে আর্য্য ও সোমবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। জিন্‌গরেরা বলে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তাহাদিগের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—পুরাকালে একদা দেব ও ঋষিগণ বৃহদারণ্যে এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, বৃত্রাসুরের পৌত্র দুর্দ্ধষ জম্বুমণ্ডল নামে এক দানব ব্রহ্মার নিকট অমরত্ব ও অজেয়ত্ব বর প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ পণ্ড করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। দেব ও ঋষিগণ ভয়ে মহাদেবের স্মরণ লইলেন। দানবের এই অত্যাচার দেখিয়া ক্রোধে মহাদেবের ললাট হইতে একবিন্দু ঘর্ম্ম তাঁহার মুখবিবরে পতিত হইল। ঐ ঘর্ম্মবিন্দু হইতে মৌক্তিক বা মুক্তাদেব নামে এক বীর জন্মিল। মুক্তাদেব জম্বুমণ্ডলকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া দেব ঋষিগণকে অভয়দান করিলে তাঁহারা প্রীত হইয়া তাঁহাকে ঐ স্থানে রাজ্য প্রদান করিলেন। মুক্তাদেব দুর্ব্বাসার কন্যা প্রভাবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। প্রভাবতীর গর্ভে মুক্তাদেবের ৮০টী পুত্র জন্মিল। তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মুক্তাদেব তাহাদিগকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া সপত্নীক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। কিন্তু পুত্রগণ গৌরব-মদে মত্ত হইয়া একদিন লোমহর্ষণ ঋষির অবমাননা করিল। ঋষি ক্রোধে অভিসম্পাত করিলেন, "যেমন তোরা রাজ্যমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলি, সেই অপরাধে রাজ্যভ্রষ্ট ও বেদবিধিরহিত হইয়া মহাকষ্টে কালাতিপাত করিতে থাকিবি।" মুক্তাদেব পুত্রগণের উপর এই দারুণ ব্রহ্মশাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া শিবকে সমস্ত জানাইলেন। শিব কহিলেন, ব্রহ্ম শাপ অব্যর্থ। তবে আমি বলিতেছি, তোমার পুত্রগণ গোপনে বেদবিধির অনুষ্ঠান করিবে এবং 'আর্য্যক্ষত্রি' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া চিত্রকর, স্বর্ণকার, শিল্পকার, পটকার (তন্তুবায়), রেসম-কর বা পাটবেকার, লোহার, মৃত্তিকাকর ও ধাতুমৃত্তিকাকর এই আট নামে অভিহিত হইবে এবং ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

ইহাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ নাই। সকলের মধ্যেই পরস্পর আদান প্রদানাদি সম্পন্ন হয়। চবান, ধেংলে, যাদব, মলোদকার, কাম্বলী, নবগীর, পোবার প্রভৃতি ইহাদিগের প্রধান প্রধান উপাধি। আঙ্গীরস, ভারদ্বাজ, গৌতম, কণ্ব, কৌণ্ডিন্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ইহাদের আটটী গোত্র। পুরুষগণ সুগঠিত ও শ্যামবর্ণ। স্ত্রীলোকগণ কৃশাঙ্গী, গৌরবর্ণা ও বেশ সুন্দরী। পুরুষগণ মস্তকে শিখাধারণ করে এবং সপ্তাহে একবার করিয়া মস্তক মুণ্ডন ও ললাটে চন্দন লেপন করে। স্ত্রীলোকেরা কপালে সিন্দুর দেয় এবং মস্তকের পশ্চাতে একটী খোঁপা বন্ধন করে। কুলাঙ্গনাগণ পরচুল বা পুষ্পাদি দ্বারা মস্তক শোভিত করে না, বলে যে, ঐ সমস্ত বারবিলাসিনী বা নর্ত্তকীদিগেরই উপযুক্ত।

ইহাদিগের ভাষা মরাঠী, তবে কণাড়ী ভাষাতেও কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। ইহারা পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান্‌, সুদক্ষ, স্বাবলম্বী, শান্তপ্রকৃতি, আতিথেয় ও শিষ্ট। পেশবাগণ শিল্পকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ইহাদের অনেককে গৃহ ও ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। জিন্‌, ঘোড়ার অপরাপর সাজ প্রভৃতি তৈয়ার করাই ইহাদিগের পৈত্রিক উপজীবিকা। এখন অনেকেই সূত্রধার, স্বর্ণকার, লৌহকার, চিত্রকর প্রভৃতির কর্ম্ম করিয়া থাকে। অনেকে পুস্তক বাঁধে ও খেলনা প্রস্তুত করে। কেহ কেহ ঘড়ি মেরামত প্রভৃতিও করিয়া থাকে। ইহারা গৃহে গোমহিষ অশ্বাদি পালন করে। ছাগমেষাদির মাংস খাইতে ইহাদের আপত্তি নাই, গোপনে দেশীমদ্যও পান করে।

জিন্‌গরগণ দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ধুতি, চাদর, কোর্ত্তা, পাগড়ী ও জুতা ইত্যাদি পরিচ্ছদ ধারণ করে। পুরুষগণ দোকানে নিজ নিজ কর্ম্ম করে। স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য করিয়া কখন কখন পুরুষদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। বালকেরা ১১।১২ বৎসর বয়স হইতে পিতার কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং ১৭।১৮ বর্ষের সময় পাকা কারিগর হইয়া উঠে। ইহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু গৃহে গণপতি, বিঠোবা, ভবানী প্রভৃতির মূর্ত্তিও রাখিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ইহাদের যাজকতা করে। ক্রিয়াকলাপ ও ব্রত উপাসনাদি হিন্দুমতেই সম্পন্ন হয়। সন্তানাদি জন্মিলে ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে। বালকের ১১ মাস হইতে ৩ বৎসর বয়সের মধ্যে চূড়াকরণ এবং ৫ম, ৭ম বা ৯ম বর্ষে উপনয়নক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহারা ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত পুত্রকে অবিবাহিত রাখিতে পারে, কিন্তু ১২ বৎসরের পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দেয়।

এই জাতি শবদাহ করে। অগ্নিসৎকারের সময় তণ্ডুলের ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হয়। সামাজিক কোন বিষয় মীমাংসা

করিতে হইলে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ একত্র সভা করিয়া তাহা সম্পন্ন করে। ইহারা আপনাদিগকে সোমবংশীয় ক্ষত্রিয় কহিয়া থাকে এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মত আচারাদি অনুষ্ঠান করে। সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজে ইহারা নিম্নস্থানীয়। উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুগণ ইহাদিগকে ঘৃণা করেন। একবার পুণানগরে হজাম অর্থাৎ নাপিতগণ অপবিত্র জাতি বলিয়া ইহাদিগের ক্ষৌর করিতে অস্বীকার করে। জিনগরের নাপিতের নামে অপবাদের অভিযোগ আনয়ন করে। বলা বাহুল্য, আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল। পুণাবাসিগণ বলে, জিনগরগণ চর্ম্ম দ্বারা অশ্বসজ্জা নির্ম্মাণ করে বলিয়া অপবিত্র। আবার অনেকে বলে যে কোন লাভজনক বৃত্তি পাইলে ইহারা স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তজ্জন্যই সকলে ইহাদিগকে ঘৃণা করে।

ইহারা পুত্রদিগকে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে বটে, কিন্তু শিক্ষার দিকে তাদৃশ মনোযোগ নাই। সচরাচর ১১।১২ বৎসর বয়স হইলেই ইহারা পুত্রদিগকে নিজ নিজ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করে। ইহাদের বাসস্থানগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নানাবিধ সুন্দর গৃহ সামগ্রীপূর্ণ।

জিনগরদিগের আর একটী নাম পাঁচচাল। অনেকে বলে ইহারা পাঁচ প্রকার চাল অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে বলিয়া ইহাদের ঐ নাম হইয়াছে। অনেকে বলেন, পাঁচচালগণ পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল এবং আজও গোপনে বুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকে। সেই জন্যই ইহাদের অবস্থা সমাজে এত নিম্ন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পাঁচ চাল শব্দ বৌদ্ধদিগের প্রাচীন উপাধি পঞ্চশীল অর্থাৎ পঞ্চ ধর্ম্মনীতিজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে।

জিনচন্দ্র, খরতরগচ্ছভুক্ত জিনেশ্বরের শিষ্য; কাহারও মতে বুদ্ধিসাগরের শিষ্য। ইনি সম্বেগরঙ্গসালা নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

জিনচন্দ্রগণি, উকেশগচ্ছভুক্ত ককসূরির শিষ্য, নবপদপ্রকরণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি পরে দেবগুপ্তসূরি নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; এই নামে ১০১৩ সম্বতে তাঁহার নিজ গ্রন্থ নবপয়ের শ্রাবকানন্দ নামে একখানি টীকা প্রণয়ণ করেন। ইনি পরে কুলচন্দ্র নামও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জিনচন্দ্র, খরতরগচ্ছ জিনদত্তের শিষ্য; জন্ম ১১৯৭ সম্বৎ, মৃত্যু ১২২৩ সম্বৎ। ১২০৩ সম্বতে দীক্ষা এবং ১২১১ সম্বতে আচার্য্যপদ গ্রহণ করেন।

জিনচন্দ্র, নেমিচন্দ্রের শিষ্য, আম্রদেবসূরির গুরু।

জিনচন্দ্র, খরতরগচ্ছ জিনপ্রবোধের শিষ্য। জন্ম ১৩২৬ সম্বৎ, মৃত্যু ১৩৭৬, দীক্ষা ১৩৩২ ও পদমহোৎসব ১৩৪১ সম্বৎ। ইনি চারি জন রাজাকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহার বিরুদ কলিকাল-কেবলিন্। ইনি তরুণপ্রভকেও দীক্ষিত করিয়া ছিলেন।

জিনচন্দ্র সূরি (৫ম), খরতরগচ্ছসম্প্রদায়ভুক্ত একজন খ্যাত জৈনাচার্য্য। ইনি শাস্ত্রবিচারে সকলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। একদিন সম্রাট্ অকবর তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সদ্গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে 'সপ্তমশ্রীযুগপ্রধান' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার প্রার্থনানুসারে অক্‌বর আষাঢ়ের ৮ দিন প্রাণীহত্যা ও কাম্বে উপসাগরে (স্তম্ভতীর্থ-সমুদ্রে) মৎস্যধারণ বন্ধ করিয়া দেন। অক্‌বরের আদেশে তিনি ১৬৫২ সংবতে মাঘীশুক্লদ্বাদশীতে যোগবলে পঞ্চনদ পার হন এবং ৫টী পীরকে আবির্ভূত করেন। আচার্য্য জিনসিংহ নামে ইহার একজন শিষ্য ছিল। তাঁহারই পরামর্শে অণহিল্লবাড়পত্তনে বাড়ীপুর পার্শ্বনাথের মন্দির নির্ম্মিত হয়।

জিনদত্ত সূরি, খরতরগচ্ছভুক্ত একজন জৈন গ্রন্থকার।

জিনবল্লভ খরতরগচ্ছের পরবর্ত্তী গুরু। মূল নাম সোমচন্দ্র। ইহার ১১৩২ সম্বতে জন্ম ও ১১৪১ সম্বতে দীক্ষা হয়। দীক্ষানাম প্রবোধচন্দ্রগণি। ইনি ১১৬৯ সম্বতে চিত্রকূটে দেবভদ্রাচার্য্যের নিকট সূরিপদ প্রাপ্ত হন। পরে নানাস্থানে অদ্ভুত কার্য্য দ্বারা জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। ইনি সন্দেহদোলাবলী প্রভৃতি কএকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ১২১১ সম্বতে অজমীরে ইহার মৃত্যু হয়।

জিনদত্ত সূরি, শ্রীজিনেন্দ্রচরিতপ্রণেতা অমরচন্দ্রের গুরু। ইনি বিবেকবিলাস নামে প্রসিদ্ধ জৈনতত্ত্বগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১২৭৭ সম্বতে বস্তুপালের তীর্থযাত্রাকালে জিনদত্তসূরি বায়ড়গচ্ছ উপস্থিত ছিলেন।

জিনদাস গণি-মহত্তর, অনুযোগচূর্ণিপ্রণেতা; নিশীথবৃহৎকল্পভাষ্যবপ্তকাদিচূর্ণিকার প্রদ্যুম্নক্ষমাশ্রমণের শিষ্য।

জিনপতি, জিনচন্দ্রের শিষ্য এবং জিনেশ্বর খরতরগচ্ছের গুরু, জিনেশ্বর প্রণীত পঞ্চলিঙ্গিপ্রকরণের টীকাকার। জন্ম ১২১০ সম্বৎ, দীক্ষা ১২১৮ সম্বৎ ও মৃত্যু ১২৭৭ সম্বৎ। জয়দেবাচার্য্য কর্ত্তৃক ১২২৩ সম্বতে সূরিপদ লাভ করেন। কথিত আছে, জিনপতি ১২৩৩ সম্বতে বিক্রমপুর বাস্তব্যে কল্যাণ নগরে মহাবীরের একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি চর্চরী, সামাচরীপত্র এবং বৃদ্ধটীকা-প্রণেতা। ইনি ষষ্টিশতকপ্রণেতা নেমিচন্দ্রকে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

জিনপুত্র, একজন জৈন যতি ও যোগাচার্য্য-ভূমিশাস্ত্রকারিকা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

জিনপ্রভ সূরি, জিনসিংহ সূরির শিষ্য এবং ন্যায়কন্দলীপঞ্জিকা-প্রণেতা রত্নশেখর সূরির গুরু। ১৩৬৫ সম্বতে সাকেতপুরে অবস্থান কালে ভয়হরস্তোত্রের এবং নন্দিষেণ প্রণীত অজিতশান্তিস্তবের টীকা প্রণয়ন করেন। ইনি সূরিমন্ত্রপ্রদেশবিবরণ, তীর্থকল্প এবং পঞ্চপরমেষ্টিস্তব প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার গুরু জিনসিংহ সূরি ১৩৩১ সম্বতে লঘুখরতরগচ্ছ শাখা স্থাপিত করেন।

জিনপ্রভ, রুদ্রপল্লীয়গচ্ছভুক্ত একজন জৈন গ্রন্থকার। ১৪০০ সম্বতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সম্যক্তসপ্ততিকার টীকা-প্রণেতা সজ্ঘতিলকের বিদ্যা-গুরু। ইনি দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগ্‌লক্‌কে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। জিনপ্রভপ্রণীত সন্দর্শনীর অনুকরণে তাঁহার শিষ্য রাজশেখর সন্দর্শসমুচ্চয় নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

জিনপ্রবোধ, খরতরগচ্ছভুক্ত জিনেশ্বরের শিষ্য। ১২৮৫ সম্বতে জন্ম, ১২৯৬ সম্বতে দীক্ষা, ১৩৩১ সম্বতে পদস্থাপন এবং ১৩৪১ সম্বতে মৃত্যু হয়। ইহার দীক্ষানাম প্রবোধমূর্ত্তি। ইনি ত্রিলোচনদাস প্রণীত কাতন্ত্রবৃত্তিবিবরণপঞ্জিকা নামক গ্রন্থের পঞ্জিক-দুর্গপদপ্রবোধ নামে একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন।

জিনপ্রবোধ সূরি, ইঁহার পূর্ব্ব নাম পর্ব্বত। ইনি শ্রীচন্দ্রের পুত্র এবং জিনেশ্বরের শিষ্য। ১২২৯ সম্বতে জন্ম, ১২৮৭ সম্বতে মৃত্যু।

জিনভক্তি সূরি, জন্ম ১৭৭০, দীক্ষা ১৭৭৯, ১৭৮০ সম্বতে সূরিপদলাভ এবং মৃত্যু ১৮০৪ সম্বতে হয়। ইঁহার দীক্ষা নাম ভক্তিক্ষেম। ইনি জিনসৌখ্যসূরির শিষ্য এবং খরতরগচ্ছীয় জিনলাভ সূরির গুরু।

জিনভদ্র, খরতরগচ্ছ জিনেশ্বরের শিষ্য, সুরসুন্দরীকথাপ্রণেতা। ইহার মূল নাম ধানেশ্বরমুনি।

জিনভদ্র, জিনদত্ত খরতরগচ্ছের শিষ্য, জিনচন্দ্রের বংশে জন্ম।

জিনভদ্র গণি ক্ষমাশ্রমণ, যুগপ্রধান, ইনি মহাশ্রুত হইতে সংক্ষিপ্তজিতকল্প এবং বৃহৎসংগ্রহিণী নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ৫৮৫ সম্বতে জন্ম ও ৬৪৫ সম্বতে মৃত্যু।

জিনভদ্র মুনীন্দ্র, শালিভদ্রের শিষ্য। ১২০৪ সম্বতে অর্দ্ধমাগধী ভাষায় মালাপগরণকহা নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

জিনভদ্র সূরি, জিনরাজসূরির শিষ্য।

জিনযোনি (পুং) মৃগ, হরিণ। (শব্দর°)

জিনরত্ন সূরি, একজন জৈনাচার্য্য। জিনরাজসূরির শিষ্য এবং জৈনচন্দ্রসূরি খরতরগচ্ছের গুরু। ১৬৯৯ সম্বতে সূরিপদ লাভ করেন এবং ১৭১২ সম্বতে আশ্রয়-জীবন ত্যাগ করেন। ইঁহার পূর্ব্ব নাম রূপচন্দ্র, ইঁহার সহিত ইঁহার মাতা জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

জিনরাজ সূরি, একজন জৈনাচার্য্য। ১৬৪৭ সম্বতে জন্ম এবং ১৬৯৯ সম্বতে পাটনায় মৃত্যু হয়। ১৬৫৬ সম্বতে দীক্ষা এবং ১৬৭৪ সম্বতে সূরিপদ লাভ করেন। দীক্ষাকালে রাজসমুদ্র নাম হয়। ইনি জিনসিংহের শিষ্য এবং জিনরত্ন খরতরগচ্ছ ও জয়সাগরের গুরু। ইনি ১৬৭৫ সম্বতে শত্রুঞ্জয়ে ৫০১টী ঋষভ এবং অন্যান্য জিনের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন। জৈনরাজী নামে নৈষধকাব্যের একখানি বৃত্তি এবং আরও কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৬৮৬ সম্বতে সময়সুন্দর ইঁহার গাথাসহস্রী সংগ্রহ করেন।

জিনরাজ সূরি, জিনবর্দ্ধনের গুরু, সপ্তপদার্থী টীকা-প্রণেতা। ১৪০৫ সম্বতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

জিনলাভ, একজন জৈনাচার্য্য। ১৭৮৪ সম্বতে জন্ম, ১৭৯৬ সম্বতে দীক্ষা, ১৮০৪ সম্বতে পদস্থাপন এবং ১৮৩৫ সম্বতে মৃত্যু হয়। দীক্ষাকালে লক্ষ্মীলাভ নাম গ্রহণ করেন। ইঁহার আদি নাম লালচন্দ্র। বিকানেরে ইঁহার জন্ম হয়।

১৮৩৩ সম্বতে শ্রীমনিরাথ্যবিন্দিরে আত্মবোধ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮১৯ সম্বতে ৭৫ জন সাধুর সহিত গৌড়ী পার্শ্বেশের মন্দিরে এবং ১৮২১ সম্বতে ৮৫ জন সাধুর সহিত অর্ব্বুদ তীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জিনবর্দ্ধন সূরি, জিনরাজসূরির শিষ্য। ইনি ভাগবতালঙ্কার টীকা ও সপ্তপদাবলী টীকা প্রণয়ন করেন।

জিনবল্লভ, অভয়দেবসূরির শিষ্য এবং জিনদত্তসূরি খরতরগচ্ছের গুরু। ইঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এই কয়খানি প্রধান—পিণ্ডবিশুদ্ধিপ্রকরণ, ষড়শীতি, কর্ম্মগ্রন্থ, কর্ম্মাদিবিচারসার ও বর্দ্ধমানস্তব। ১১৬৭ সম্বতে দেবভদ্রাচার্য্য কর্ত্তৃক সূরিপদে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু ৬ মাস পরেই প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার শিষ্য রামদেব ১১৭৩ সম্বতে ষড়শীতিকচূর্ণি রচনা করেন; এই গ্রন্থে লিখিত আছে জিনবল্লভ চিত্রকূটের বীরচৈত্যের প্রস্তরে তাঁহার চিত্রকাব্যগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন এবং সেই চৈত্যের দরজার উভয় পার্শ্বে ধর্ম্মশিক্ষা ও সজ্ঘপট্টক অঙ্কিত করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে জিনবল্লভপ্রশস্তি অথবা অষ্টসপ্ততিকা এখনও খোদিত আছে। শেষোক্ত গ্রন্থ ১১৬৪ সম্বতে রচিত হয়।

জিনশেখর সূরি, জিনবল্লভের শিষ্য এবং পদ্মচন্দ্রের গুরু। ইনি ১২০৪ সম্বতে রুদ্রপল্লীতে রুদ্রপল্লী খরতরগচ্ছ শাখা স্থাপন করেন।

জিনশ্রী, একজন প্রধান বৌদ্ধযাজক। ভদ্রকল্পাবদান, ব্রতাবদানমালা প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে ইনি মহারাজ অশোকের গুরু উপগুপ্ত বর্ণিত ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং বুদ্ধগয়াবাসী জয়শ্রী তাহার যথাযথ উত্তর দিতেছেন।

জিনসদ্মন্ (ক্লী) জিনস্য সদ্ম ৬তৎ। জিনগৃহ, চৈত্য, বিহার। (হেম°)

জিনসাগর, একজন জৈনাচার্য্য। জিনচন্দ্রের শিষ্য। ১৪৯২ সম্বতে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতেন।

জিনসিংহ সূরি, পূর্ণিমাগচ্ছ মুনিরত্ন সূরির শিষ্য। ইহার গুরু ১২৫২ সম্বতে অম্মস্বামিচরিত্র রচনা করেন, জিনসিংহ উক্ত পুস্তকের প্রশস্তি লিখিয়াছেন।

জিনসিংহ সূরি, জিনরাজসূরি খরতরগচ্ছের গুরু। ইহার ১৬১৫ সম্বতে জন্ম, ১৬২৩ সম্বতে দীক্ষা, ১৬৭০ সম্বতে সূরিপদ এবং ১৬৭৪ সম্বতে মৃত্যু হয়। কথিত আছে, অকবরের পরামর্শানু-সারে জিনচন্দ্র লাহোরে প্রজাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার ভার জিন-সিংহের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন; এই উপলক্ষে বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছিল।

জিনসুন্দর, সোমসুন্দরের শিষ্য এবং রত্নশেখরের গুরু। ইনি দীপালিকাকল্প এবং একাদশাঙ্গীসূত্রার্থধারক নামে ২ খানি জৈন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জিনসেন সূরি, সুভদ্র, যশোভদ্র, যশোবাহু এবং লোহার্য্যের পরবর্ত্তীকালে ইহার ন্যায় জৈনধর্ম্মশাস্ত্রে পণ্ডিত আর কেহ ছিলেন না। ইনি জৈন আদিপুরাণ ও ৭০৫ শকে হরিবংশ প্রভৃতি প্রণয়ন করেন।

জিনসৌখ্য সূরি, একজন প্রধান জৈনাচার্য্য। জিনচন্দ্রের শিষ্য এবং জিনভক্তির গুরু। ইহার জন্ম ১৭৩৯, দীক্ষা ১৭৫১, সূরিপদ ১৭৬৩ এবং ১৭৮০ সম্বতে মৃত্যু হয়। চোপড় গোত্রের পারিষসামী-দাস ইহার পদ মহোৎসবে ১১০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

জিনহর্ষ, একজন জৈন গ্রন্থকার। কনকবিজয়গণির অনুরোধে শুভশীলগণিলিখিত স্নাতৃপঞ্চাশিকার বালাববোধ নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

জিনাৎউন্নিসা, সম্রাট্ আলমগীরের এক কন্যা। ১৭১০ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি দিল্লীর অন্তর্গত শাজহানাবাদের দরিয়াগঞ্জ নামক স্থানে যমুনাতীরে রক্তবর্ণ প্রস্তরের জিনাৎ উলমস্জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। ঐ স্থানেই তাঁহার কবর আছে।

জিনাধার (পুং) একজন বোধিসত্ত্ব।

জিনিস (আরবী) দ্রব্য, বস্তু, পদার্থ।

জিনেন্দ্রবুদ্ধি, কাশিকাবৃত্তিবিবরণপঞ্জিকা বা কাশিকাবৃত্তিন্যাস নামক গ্রন্থরচয়িতা। কাশ্মীরে বরাহমূল (বর্ত্তমান বারমূল) নামক স্থানে ইনি বাস করিতেন।

জিনেন্দ্র (পুং) জিনানামিন্দ্রঃ জিন ইন্দ্র ইব বা। ১ বুদ্ধ। ২ তীর্থঙ্কর। (কবিকল্পদ্রুম)

জিনেশ্বর (পুং) জিনানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। বুদ্ধ। (হেম°)

জিনেশ্বর, মুনিরত্নসূরি পূর্ণিমাগচ্ছের সহকারী গুরু। মুনিরত্ন সূরি কর্ত্তৃক ১২৫২ সম্বতে ইনি সূত্রগ্রন্থের অধিকারি-রূপে মনোনীত হন।

জিনেশ্বর, জিনপতির শিষ্য ও জিনপ্রবোধ খরতরগচ্ছের গুরু। ১২৪৫ জন্ম, ১২৫৫ দীক্ষা, ১২৫৮ সূরিপদ এবং ১৩৩১ সম্বতে মৃত্যু হয়। দীক্ষাকালে বীরপ্রভ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি চন্দ্রপ্রভস্বামিচরিত্র রচনা করেন। ইনি লঘু খরতরশাখার প্রধান ব্যক্তি। ইহার শিষ্য জিনসিংহসূরি ১৩৩১ সম্বতে উক্ত শাখা স্থাপিত করেন।

জিনেশ্বর সূরি, চান্দ্রকুলজ বর্দ্ধমানের শিষ্য এবং জিনচন্দ্র, অভয়দেব ও জিনভদ্রের গুরু। বুদ্ধিসাগর ইহার বন্ধু ছিলেন। খরতর-সাধু-সন্ততি ইহা হইতে উদ্ভূত। ১০৮০ সম্বতে জাবাল-পুরে অবস্থান কালে অষ্টকবৃত্তি প্রণয়ন করেন। চৈত্যবাসি-দিগের সহিত বিচার করিবার জন্য বুদ্ধিসাগরের সহিত গুর্জ্জর-দেশে গমন করেন। উক্ত সম্বতে অণহিলপুরের দুর্লভরাজের সভায় সরস্বতীভাণ্ডাগার হইতে যে দশবৈকালিক সূত্র আনা হয়, তাহা হইতে সাধ্বাচার সম্বন্ধে কএকটী শ্লোক পঠিত হইলে চৈত্যবাসিদিগের সহিত তাঁহার বিচার হয়; তাহাতে জয়লাভ করিয়া রাজার নিকট হইতে তিনি খরতর বিরুদ লাভ করেন। উক্ত গুজরাট রাজের রাজত্বকালে ইনি পঞ্চলিঙ্গিপ্রকরণ, ১০৯২ সম্বতে আশাপল্লীতে লীলাবতীকথা, দিণ্ডিয়ানক গ্রামে কথানককোষ এবং বীরচরিত রচনা করেন। ইনি ব্রাহ্মণ সোমের পুত্র, আদি নাম শিবেশ্বর, দীক্ষাকালে জিনেশ্বর নাম প্রাপ্ত হন।

জিনেশ্বর সূরি, অভয়দেব সূরির শিষ্য এবং অজিতসেন সূরি রাজগচ্ছ বজ্রশাখ কোটিকগণের গুরু। মাণিক্যচন্দ্র হইতে উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ; রাজা মুঞ্জের সমসাময়িক (১০৫০ খৃঃ অঃ)। ক্লাট সাহেব বলেন, এই জিনেশ্বরসূরি ও অজিতসিংহসূরির গুরু মুঞ্জরাজ সভাস্থ ধানেশ্বরসূরি একই ব্যক্তি।

জিনোত্তম (পুং) জিনানাং উত্তমঃ ৬তৎ। বুদ্ধ।

জিন্দগানী (পারসী) জীবন।

জিন্দুক, মঙ্খের সমসাময়িক একজন মীমাংসক।

জিন্দ পীর, একজন মুসলমান ফকির। সিন্ধুপ্রদেশে বাখর নগরের কিছু উত্তরে নদী মধ্যস্থ একটী দ্বীপে ইহার কবর আছে। সিন্ধু প্রদেশের কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই এই পীরের পূজা দিয়া থাকে। ইহার পূজকগণ বহুব্যয়ে কবরের উপর এক প্রকাণ্ড মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। ঐ মঠে হিন্দু মুসলমান উভয় প্রকার বহুসংখ্যক যাত্রী আসিয়া থাকে।

জিন্দর, গুজর রাজপুতদিগের একটী শাখা।

জিব (দেশজ) জিহ্বা।

জিবছোলা (দেশজ) যাহা দিয়া জিহ্বা পরিষ্কার করা যায়।

জিবল (দেশজ) বাহাদুরী কাঠের গাছ।

জিবাইশ (পারসী) অলঙ্কার, গহনা, ভূষণ, আভরণ।

জিবাজিব (পুং স্ত্রী) চকোর পক্ষী। (শব্দরত্ন°)

জিমূরু, অযোধ্যা প্রদেশে প্রবাহিত রাপ্তীর একটী শাখা নদী।

জিম্মা (আরবী) কএদ, অধীন, গচ্ছিত করণ।

জিয়ল (দেশজ) বাহাদুরী কাঠের গাছ।

জিয়লমাছ (দেশজ) কচ্ছপ।

জিয়াউদ্দীন্ নক্‌সবী, বিখ্যাত তুতিনামা অর্থাৎ শুকসারীর উপন্যাস, গুলরেজ প্রভৃতি পারস্যগ্রন্থ-রচয়িতা।

জিয়াউদ্দীন্ বরণী, একজন মুসলমান-ইতিহাসলেখক। ইনি সুলতান মহম্মদ তোগলক ও ফিরোজশাহ তোগলকের সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। বরণ অর্থাৎ বর্ত্তমান বুলন্দসহরে ইহার জন্ম হয়, তদনুসারে ইনি আপনাকে জিয়া-ই-বরণী নামে পরিচয় দিয়াছেন। ইনি তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামে সুলতান গিয়াসুদ্দীন্ হইতে ফিরোজশাহ তোগলক পর্য্যন্ত ৮ জন রাজার ইতিহাস লিখিয়াছেন।

জিয়াগঞ্জ, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার একটী সহর। এই সহর ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে মুর্শিদাবাদের ৩ মাইল উত্তরে এবং আজিমগঞ্জ ষ্টেশনের ঠিক পরপারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ১৪′ ৩০″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ১৮′ ৩১″ পূঃ। নবাবদিগের সময় এখানে বহু পরিমাণে চিনি, তণ্ডুল, কার্পাস, রেসম, সোরা প্রভৃতির ব্যবসা হইত।

জিয়াজীরাও সিন্ধিয়া (জয়জী) গোয়ালিয়রের বর্ত্তমান রাজা। ইহার পুরা নাম মহারাজ আলিজা জিয়াজিরাও সিন্ধিয়া। জনকরাও সিন্ধিয়ার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর ইনি দত্তক গৃহীত হন এবং গোয়ালিয়রের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জিয়াধনেশ্বরী, আসামের দরঙ্গ জেলার একটী নদী এবং ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। বৎসরের সকল সময়েই এই নদীতে নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে।

জিরঙ্গ, আসামের খাসি পর্ব্বতের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানকার সর্দ্দারের নাম বৈন্তসিংহ। এখানে তণ্ডুল, লঙ্কা, মরিচ, রবর প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এখানকার বনে উৎকৃষ্ট শাল বৃক্ষ পাওয়া যায়।

জিরঙ্গ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজরাটের রেবাকাণ্ঠা জেলার মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র রাজ্য। অধিকারিগণ সংখেরা মেহবা।

জিরঙ্গগড়, জুনাগড়ের প্রাচীন নাম। [জুনাগড় দেখ।]

জিরণ (দেশজ) বিশ্রাম করা।

জিরাণ (দেশজ) পরিশ্রমের পর শ্রান্তিদূর করা, বিশ্রাম করা।

জিরাণকাটা (দেশজ) খেজুর গাছের প্রথম বার রস লইয়া গাছকে তিন দিন বিশ্রাম দেওয়া হয়। তাহার পর কাটিয়া যে রস বাহির হয়, তাহাকে জিরাণকাটা বলে।

জিরানিয়া (দেশজ) বিশ্রাম।

জিরাপোশ (পারসী) বর্ম্ম-পরিধান।

জিরাফা (আরব্য) রোমন্থক পশুদিগের মধ্যে সচরাচর ২টী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণী শৃঙ্গবিশিষ্ট অপর শ্রেণী শৃঙ্গহীন। জিরাফা উক্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রাণীর শৃঙ্গ কেশাচ্ছাদিত চর্ম্মে আবৃত এবং শৃঙ্গের অগ্রভাগ কেশগুচ্ছমণ্ডিত। আফ্রিকা-খণ্ডে এই প্রাণী বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত খণ্ডে আরব্য ভাষায় ইহাকে জিরাফা, জোরাফ, জেরাফে বা জেরাফৎ কহে। ইহার অবয়ব উষ্ট্রের ন্যায় এবং বর্ণ ব্যাঘ্রের ন্যায়। এই জন্য কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত ইহাকে ক্যামেলোপার্ড (Camelopard) অর্থাৎ উষ্ট্র-ব্যাঘ্র বলিয়া থাকেন।

ভূমণ্ডলে যত প্রকার পশু আছে, তন্মধ্যে জিরাফাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, ইহাদিগের খোবনা নিম্ন নহে, কিন্তু কেশে আবৃত এবং নাসারন্ধ্র সম্মুখে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত। ইহাদিগের জিহ্বা অতি আশ্চর্য্য, ইচ্ছা করিলে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিতে পারে। গলা লম্বা, শরীর ক্ষুদ্র, পশ্চাদ্দিকের পা ছোট, লেজ লম্বা এবং তাহার শেষভাগ ঘন কেশগুচ্ছবিশিষ্ট।

এই প্রাণীর অবয়ব-সংস্থান অন্যান্য পশুর মত নহে। ইহার গ্রীবাদেশ অতিশয় লম্বা এবং তাহার উপর শরীর হইতে অতি উচ্চে মস্তক সংস্থিত। ইহার গ্রীবাদেশের সন্ধিস্থল গলদেশ হইতে অতি উচ্চে। অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সরু ও লম্বা। ইহার মাথার খুলি অতি পাতলা। ইহার শৃঙ্গ-নির্ম্মাণ-কৌশল অতি আশ্চর্য্য। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অস্থি দ্বারা গঠিত। একখানির করোটি দ্বারা এই অস্থিগুলি কপাল-পার্শ্বস্থ অস্থির সহিত সংযুক্ত। কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয় জাতীয় জিরাফার ললাটাস্থির সহিত উক্তরূপ একখানি অতিরিক্ত অস্থি সম্বদ্ধ আছে। এই অস্থিখানি মূলদেশে একটী নূতন শৃঙ্গের মত দেখায়। ইহাদিগের মস্তকের উপরে অনেকগুলি ভাঁজ আছে এবং এই জন্যই ইহাদিগের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ কিছু উন্নত। ইহারা পশ্চাদ্দিকে মস্তক ফিরাইতে পারে এবং আবার গ্রীবার সহিত এক রেখায় রাখিতে পারে। ইহাদিগের মেরুদণ্ডের ত্রিকোণাস্থির নিকটে একখানি অস্থি আছে, সেই অস্থিখানি পৃষ্ঠদেশের মেরুদণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া গ্রীবাদেশের মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা মস্তকের পশ্চাদ্দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

জিহ্বা দ্বারা ইহাদিগের দুইটী কার্য্য সম্পন্ন হয়। তদ্বারা ইহারা আস্বাদ গ্রহণ করে এবং হস্তী শুণ্ড দ্বারা যে কার্য্য করে, জিরাফাগণ জিহ্বা দ্বারা তাহাই করিতে পারে। ইহাদিগের জিহ্বার কাঁটা উঠিবার পূর্ব্বে অতিশয় মসৃণ থাকে। তাহা একপ্রকার চর্ম্মস্তরে আচ্ছাদিত। এই জন্যই রৌদ্রে ইহাদিগের জিহ্বায় কোনরূপ ফোস্‌কা পড়ে না। প্রসারিত করিলে জিহ্বা ১৭ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহাদিগের জিহ্বার নিকট একটী আধার আছে, ইহাদিগের ইচ্ছানুসারে তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হয় এবং সেই জন্যই অল্প বল প্রয়োগ করিলে ইহারা জিহ্বাকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, এই জন্তুর জিহ্বা একটী রেখা দ্বারা লম্বভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। মধ্যস্থলে কতকগুলি পেশী আছে, তাহাতে পার্শ্বের রক্তপ্রবাহক নাড়ী হইতে রক্তসঞ্চিত হইয়া জিহ্বার আয়তন প্রসারিত করে। রক্তাধারগুলি পরিপূর্ণ থাকিলে জিরাফাদিগের জিহ্বা ইচ্ছা হইলে বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং সেগুলি শূন্য হইলেই আবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তাহারা জিহ্বা দ্বারা নাসারন্ধ্র পরিষ্কার করে। জিহ্বা এত ছোট করিতে পারে, যে একটী সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে অনায়াসেই প্রবেশ করাইতে পারে।

উষ্ট্রাদি শৃঙ্গবিশিষ্ট পশুদিগের পাকস্থলীতে যেরূপ জলাধার আছে, জিরাফাদিগের পাকস্থলীতে সেরূপ কোন জলাধার নাই। জিরাফার বৃহৎ নাড়ীও মৃগ প্রভৃতির নাড়ীর ন্যায় পেঁচাল। আর একটী সরল নাড়ী আছে, তাহা ২ ফিট্ ২ ইঞ্চ লম্বা। ইহাদিগের মূত্রাশয় গোলাকার নহে। নাসারন্ধ্রে একপ্রকার চর্ম্ম আছে, তাহাতে ইহারা ইচ্ছানুসারে নাসাপথ রুদ্ধ করিতে পারে। ইহারা মরুপ্রদেশে বাস করে এবং ঝটিকাকালে যখন বালুকণা উড়িতে থাকে, তখন ইহাদিগের নাসারন্ধ্রে যাহাতে বালি ঢুকিতে না পারে, তজ্জন্যই বোধ হয় জগদীশ্বর উক্ত চর্ম্মাবরণের সৃষ্টি করিয়া ইহাদিগকে নাসারন্ধ্র রোধ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। জিরাফাদিগের চক্ষু খুব বড় এবং এরূপভাবে অবস্থাপিত যে ইহারা চারিদিকে কি হইতেছে সমস্তই দেখিতে পায়। এমন কি মাথা না ফিরাইয়াও পশ্চাদ্দিকের সমস্ত দেখিতে পারে। ইহাদিগের চক্ষুর কিয়দংশ চক্ষুকোটর হইতে বহির্গত। অতি সন্তর্পণে ইহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে হয়; হঠাৎ ইহাদিগকে আক্রমণ করিলে বা অনুসরণ করিলে ইহারা শত্রুকে অতি বেগে পদাঘাত করিয়া আত্মরক্ষা করে। ইহাদিগের ক্ষুর বিভক্ত এবং রোমন্থক পশুদিগের পায়ের পার্শ্বে যেরূপ ছোট ছোট দুইটী অঙ্গুলিবৎ পদার্থ থাকে, জিরাফাদিগের তাহা নাই।

তুর্কি ভাষায় এই জন্তুকে জুরনাপা, জুরনেপা অথবা সুরনাপা কহে।

পূর্ব্বে আফ্রিকা ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই জিরাফা পাওয়া যাইত না। জুলিয়াস্ সিজারের শাসনকালের পূর্ব্বে এই প্রাণী ইতালীপ্রদেশে দেখা যাইত না।

কাটাইলরাজপ্রেরিত দূত যখন পারস্যরাজদরবারে গমন করিতেছিলেন, তখন বাবিলনে সুলতানের দূতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; তাঁহার সহিত একটী জিরাফা ছিল। য়ুরোপীয় দূত সেই পশু সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—ইহার শরীর অশ্বের ন্যায়, গলা অতিশয় লম্বা এবং সম্মুখের পাদদ্বয় পশ্চাদ্দিকের পাদদ্বয় অপেক্ষা উচ্চ। ইহার ক্ষুর গবাদির ন্যায়। সম্মুখের পায়ের ক্ষুর হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত এই প্রাণী ১৬ হাত উচ্চ এবং স্কন্ধ হইতে মস্তক ১৬ হাত। গলদেশ মৃগের ন্যায় পাতলা। এই প্রাণীর সম্মুখ ও পশ্চাতের পাদদ্বয়ের উচ্চতার তারতম্য এত অধিক যে, হঠাৎ দেখিলে দাঁড়াইয়া আছে কি বসিয়া আছে, তাহা ঠিক করা যায় না। ইহার শ্রোণিদেশ ক্রমনিম্ন। রঙ্ সুবর্ণের ন্যায় এবং শরীরে বড় বড় শাদা শাদা ডোরা। ইহার মুখের নিম্নভাগ হরিণের ন্যায়। ললাটদেশ উচ্চ, খুব বড় ও গোল এবং কর্ণ অশ্বের ন্যায়। ইহার শৃঙ্গের অনেকাংশ কেশযুক্ত। গলা এত উচ্চ যে অনায়াসে বড়গাছের উচ্চশাখার পাতা ভক্ষণ করিতে পারে। অন্যান্য পশু যে সকল বন অথবা মরুপ্রদেশে যায় না, জিরাফাগণ সেই সমস্ত স্থানে গোপনে বাস করে; মনুষ্য দেখিবামাত্র বেগে পলায়ন করে।

জিরাফা যখন ছোট থাকে, শিকারীগণ তখন তাহাদিগকে ধরিতে পারে। বড় হইলে ইহাদিগকে ধৃত করা অতি দুষ্কর।

জিরাফাগণ অতি উচ্চ, কোন কোন জিরাফা এত উচ্চ যে, এক ব্যক্তি অশ্বে আরোহণ করিয়া ইহার পেটের তলদেশ দিয়া গমন করিতে পারে। জিরাফার শৃঙ্গ হরিণের শৃঙ্গের ন্যায় কঠিন বটে, কিন্তু গঠন একরূপ নহে। বড় জিরাফাগুলির কপালের মধ্যস্থলে একটী কড়া আছে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন সেই স্থান দিয়া একটী শৃঙ্গ উঠিবার উপক্রম হইয়াছে।

এই পশু দৌড়িবার কালে খঞ্জভাবে গমন করে না, এত বেগে গমন করে যে অতি দ্রুতগামী অশ্বও সকল সময় ইহার অনুসরণ করিতে পারে না। দ্রুতগমনকালে কখন বা হাটিয়া চলে, কখনও বা লাফাইয়া চলে, সম্মুখের পাদদ্বয় উঠাইবার কালে প্রতিবার পশ্চাদ্দিকে ঘাড় ফিরায়। মৃত্তিকা হইতে ঘাস খাইবার কালে অশ্বের ন্যায় জিরাফাও একখানি

হাঁটু কিঞ্চিৎ বক্র করে এবং ছোট ছোট বৃক্ষশাখা হইতে পত্র-ভক্ষণ করিবার কালে সমুখের পা প্রায় ২½ ফিট্ পশ্চাতের পায়ের দিকে আনয়ন করে। আফ্রিকার হটেনটট্‌গণ এই পশুর মজ্জা বড় ভালবাসে এবং তজ্জন্যই বিষাক্ত তীর দ্বারা ইহাদিগকে শিকার করে। তাহারা জিরাফার চর্ম্ম দ্বারা জল প্রভৃতি তরল পদার্থ রাখিবার একপ্রকার আধার প্রস্তুত করে।

প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ লে ভেলাণ্ট (Le Vaillant) বলেন, জিরাফার প্রকৃত শৃঙ্গ নাই, ইহাদের উভয় কর্ণের মধ্যস্থলে মস্তকের উর্দ্ধভাগে দুইটী মাংসপেশী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ৮।৯ ইঞ্চ লম্বা হয়। এই দুইটী পেশী পরস্পর মিলিত হয় না, ইহাদের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ গোল এবং লোমে আবৃত হয়। ইহাকেই সকলে সাধারণতঃ জিরাফার শিং বলে। স্ত্রী জিরাফাগুলি পুরুষদিগের ন্যায় উচ্চ হয় না। উক্ত প্রাণিতত্ত্ববিৎ বলেন যে পুরুষগুলি সাধারণতঃ ১৫।১৬ ফিট্ আর স্ত্রীগুলি ১৩ ফিট্ ১৪ ফিট্ উচ্চ হয়। কোন কোন ভ্রমণকারী বলেন, পুরুষ ও স্ত্রী জিরাফা দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। পুরুষগুলির শরীর ধূসর বর্ণ, তাহার উপর পিঙ্গলবর্ণের ডোরা এবং স্ত্রী-গুলির ধূসরবর্ণ শরীরে তাম্রবর্ণের ডোরা। জিরাফার শাবকগুলির বর্ণ প্রথমতঃ মাতার ন্যায় হয়, পরে বয়স অনুসারে পিঙ্গলবর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বোক্ত ফরাসী ভ্রমণকারী বলেন, জিরাফাগণ সাধারণতঃ গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে; ইহারা তুলসীজাতীয় গাছের পাতা অতিশয় ভালবাসে এবং যে স্থানে এই গাছ অধিক পরিমাণে জন্মে, সেই প্রদেশেই বাস করে। এই জন্তু ঘাসও খাইয়া থাকে। ইহারা রোমন্থন ও নিদ্রাকালে শয়ন করে, সেইজন্য ইহাদের বক্ষের অস্থি দৃঢ় ও জানুদেশ কঠিন চর্ম্মে আবৃত। ইহারা অতিশয় শান্ত ও ভীত। ইহারা অতি দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে পারে এবং পদাঘাতে সিংহকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ। পেনাণ্টা (Pennanta) সাহেব বলেন, দূর হইতে দেখিলে জিরাফা চিনিতে পারা যায় না। ইহারা এরূপ ভাবে দাঁড়ায় যে দূর হইতে একটী জীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় বোধ হয়, শিকারীগণ দূর হইতে জিরাফা বলিয়া চিনিতে পারে না, তজ্জন্যই ইহারা অনেক সময় মনুষ্যের হস্ত হইতে রক্ষা পায়।

ওগিলবি (Mr. Ogilby) সাহেব রোমন্থক পশুদিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) ক্যামেলিডি (Camelidœ), (২) সারভিডি (Cervidœ), মসিডি (Moshidœ) (৪) ক্যাপ্রাইডি (Capridæ) (৫) বোভাইডি (Bovidæ)। তিনি বলেন, উক্ত ২য় বিভাগ হইতে ক্যামিলোপার্ডের উৎপত্তি। তিনি আরও বলেন, এই জাতীয় প্রাণীর স্ত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীরই শৃঙ্গ আছে, তাহা সরল এবং চর্ম্মে আবৃত। তাহা আবার দুই ভাগে বিভক্ত।

সর্ব্বপ্রথম জুলিয়াস্ সিজারের সময় রোমে জিরাফা আনীত হয়। ইহার বহুশতাব্দী পরে ডামাস্কাসের রাজা সম্রাট্ দ্বিতীয় ফ্রেডারিককে একটী জিরাফা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রাণী ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে প্রথম আনীত হয়।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে লণ্ডনের প্রাণিতত্ত্বসমিতি হইতে ৪টী জিরাফা ক্রীত হয়। এম থিবো (M. Thibaut) এই জিরাফা-গুলিকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিলেন।

এম থিবো (M. Thibaut) আগষ্ট মাসে ডঙ্গোলায় যাইয়া আরবদিগের সহিত মিলিত হইয়া জিরাফা শিকার করিতে বহির্গত হইলেন। প্রথম দিন কর্ডফনে যাইয়া অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহারা দুইটী জিরাফা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাহাদিগকে ধৃত করিতে পারিলেন না। আরবগণ দ্রুত অনুসরণ করিয়া স্ত্রী জিরাফাটীকে হত্যা করিয়া আনয়ন করিল। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা আবার শিকারে বহির্গত হইয়া ১টী জিরাফাকে আবদ্ধ করিলেন।

জিরাফা পোষ মানাইবার জন্য তাঁহারা তথায় ৩।৪ দিন অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। এই সময়ে একজন আরব জিরাফার গলায় দড়ি বাঁধিয়া লইয়া বেড়াইত। ক্রমে ক্রমে একটী পোষ মানিল এবং ইচ্ছা করিয়া মানুষের নিকট আসিত। মধ্যে মধ্যে থিবো ইহার মুখ মধ্যে অঙ্গুলি প্রদান করিতেন। তাঁহারা আরও ৪টী জিরাফা ধরিয়াছিলেন; কিন্তু ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে শীতে ৫টী জিরাফার মধ্যে ৪টী মরিয়া গেল। একটী মাত্র জিরাফা রহিল। তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া থিবো বহুপরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিয়া আর তিনটী জিরাফা ধৃত করিলেন। ৪টী জিরাফা লইয়া তিনি লণ্ডনে আগমন করেন এবং পশুশালার কর্তৃপক্ষদিগের নিকট বিক্রয় করিলেন। ষ্টিডম্যান সাহেব (Mr. Steedman) বলেন, জিরাফাগণ দল বাঁধিয়া বাস করে এবং এক এক দলে ৬টী হইতে ১০টী পর্য্যন্ত থাকে।

লিটাকো হইতে কএক দিবসের পথ উত্তরে গেলে জিরাফা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত জিরাফা সমতল ক্ষেত্রে বাস করে। পূর্ব্বে উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট বিস্তর জিরাফা দৃষ্ট হইত, কিন্তু কএক বৎসর হইল, এখন তথায় এই প্রাণী দেখা যায় না।

জিরাফার শৃঙ্গদ্বয় ত্বগাচ্ছাদিত, পাকস্থলী জলাধারবিহীন এবং অন্যান্য অন্তরেন্দ্রিয় হরিণের তুল্য। এই নিমিত্ত কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই প্রাণীকে হরিণ ও কাল-সারের মধ্যে এক পৃথক্ শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে কেহ কেহ বলেন, এই পশুর পশ্চাৎপদ অপেক্ষা সম্মুখের পদ দীর্ঘ। কিন্তু উহা ভ্রম মাত্র, অন্যান্য পশুর ন্যায় ইহাদেরও পশ্চাতের পদ অপেক্ষাকৃত কিছু দীর্ঘ।

এই পশুর দন্ত সংখ্যা ৩২, তন্মধ্যে চর্ব্বণদন্ত ২৪ এবং ছেদন-দন্ত ৮টী। উপরের মাড়ীতে এই পশুর দাঁত জন্মে না।

ইহাদিগের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বোধ হয় যেন শাখাগ্র ভঙ্গ করিয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই ইহাদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইলে ইহাদিগকে একটু ক্লেশ পাইতে হয়, কারণ সম্মুখে পদদ্বয় প্রসারিত অথবা জানুদ্বয় কিঞ্চিৎ অবনত না করিলে ইহাদের মুখ ভূমি স্পর্শ করিতে পারে নাই।

এই পশু দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহারা স্বভাবতঃ ধীর। এক একটা ধাড়ি জিরাফা ১০॥ হাত উচ্চ হয়।

জিল (দেশজ) ১ তীক্ষ্ণস্বর, উচ্চস্বর। ২ তানপুরা বেহালাদি যন্ত্রের তার, গুণ।

জিলমরিচ (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষবিশেষ। (Sphenoclea Zeylanica.)

জিলা (আরবী) প্রদেশ। [জেলা দেখ।]

জিলাদার (পারসী) জেলারক্ষক, শাসনকর্ত্তা।

জিলাবন্দী (পারসী) আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় হিসাব।

জিলিঙ্গা, ছোট নাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগ জেলার একটী পাহাড়। উচ্চতা সমুদ্র হইতে ৩০৫৭ ফিট্ এবং পরবর্ত্তী ভূমি হইতে ১০৫০ ফিট্। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপত্যকায় চা আবাদ হইতেছে।

জিলিঙ্গ্‌সিরিং, ছোটনাগপুরের একটী সহর। এই সহর লোহারডাগা নগরের ৭১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ১১´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ৬১´ পূঃ।

জিলিপি (দেশজ) সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। [জিলেপি দেখ।]

জিলিপুঁটী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

জিলেপ (আরবী) দূত, সংবাদবাহক, ধাবক।

জিলেপি (জিলাপী) মিষ্টান্নবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নানাস্থানে নানাপ্রকার। নিম্নে একপ্রকার প্রক্রিয়া লিখিত হইল। খোসা রহিত ভিজা কলায় উত্তমরূপ বাটিয়া উহার সহিত সমপরিমাণ পরিষ্কার মিহি সবেদা অর্থাৎ আতপ তণ্ডুলের গুঁড়ি মিশাইয়া অনেকক্ষণ হস্ত দ্বারা ফেনাইতে হয়। সমস্ত উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে একটী ছিদ্রযুক্ত পুরু নেকড়ায় কিম্বা নারিকেলের খোলার কতকটা লইয়া তপ্ত ঘৃতোপরি ঝাঝরার উপর কুণ্ডলিত আকারে ছাড়িতে হয়। রীতিমত ভাজা হইলে উহা গরম গরম তুলিয়া রসে ছাড়িলেই জিলেপি হইল। অনেক স্থলে সবেদার পরিবর্ত্তে ময়দা দেয়, পরিমাণেরও তারতম্য আছে।

জিলো, জিলোপত্তন, রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের তোরবতী জেলার একটী সহর।

জিল্কা, আহ্মদাবাদ জেলার একটী নদী। ইহার তীরে প্রাচীন ভীমনাথ মহাদেব অবস্থিত। এই স্থানে অনেক প্রাচীন মন্দিরাদি আছে।

জিল্‌দ (আরবী) পুস্তকবন্ধনবিশেষ, পুস্তকের এক খণ্ড।

জিল্‌দগর (পারসী) পুস্তকবন্ধনকারী, দপ্তরী।

জিল্লীআমনের, বরার প্রদেশের অমরাবতী জেলার মোরসি তালুকের একটী গ্রাম। এই গ্রাম জাম ও বর্দ্ধানদীর সঙ্গম স্থলে জলালখেড় সহরের পরপারে অবস্থিত। ইহাকে আম্-নেরও কহে।

জিল্লা (আরবী) প্রভা, শোভা, কান্তি, দ্যুতি, তেজ, চাকচিক্য।

জিল্লাদার (আরবী) দীপ্ত, শোভক, ঐশ্বর্য্যযুক্ত, জাঁকাল।

জিল্লিক (পুং) দক্ষিণস্থিত দেশভেদ। সোঽভিজনোঽস্য অণ্ তস্য রাজা বা। তদ্দেশবাসী বা সেই দেশের রাজা।

"জিল্লিকাঃ কুন্তলাশ্চৈব সৌহৃদানলকাননাঃ" (ভারত ৬৯ অঃ)

জিল্লেল্ল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কড়াপা জেলার প্রোদ্দাতুর তালুকের একটী গ্রাম। এখানে খালের তীরের নিকট এক প্রাচীন অস্পষ্ট শিলালিপি আছে।

জিল্লেল্ল, দাক্ষিণাত্যের একজন প্রাচীন রাজা। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাবুতুংপল্লী, পামুলপাড়ু প্রভৃতি স্থানে ইহার উৎকীর্ণ দানপত্র পাওয়া যায়।

জিল্লেল্লমুড়ি (জিলামুড়ি) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত নেল্লুর জেলার কন্দুকূড় তালুকের একটী গ্রাম। গ্রামের উত্তরে একটী জনার্দ্দনদেব ও অপরটী আঞ্জনেয় দেবের প্রাচীন মন্দির আছে।

জিব্রা, য়ুরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ জিব্রাকে ইকুইডি (Equidæ) জাতির অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন। এই জাতীয় পশুদিগের প্রত্যেক পাদের প্রান্তসীমায় তীক্ষ্ণ ক্ষুরে আচ্ছাদিত একটী অঙ্গুলিবৎ পদার্থ আছে এবং করভ ও পদতলের প্রতি পার্শ্বে দুইটী ছোট ছোট অঙ্গুলির চিহ্ন আছে। ইহাদিগের দন্ত সংখ্যা এই প্রকার—

ছেদনদন্ত ৬/৬, তীক্ষ্ণদন্ত ১/১, পেষণদন্ত ৬/৬ = ৪২।

ইকুইডি জাতির অন্তর্ভূক্ত পশু সকল পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত নহে। কেহ কেহ বলেন এই জাতির অন্তর্গত অশ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু অধুনা অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে তাহারাও জিব্রা কোয়াগা প্রভৃতির ন্যায় স্থান বিশেষে নিবদ্ধ ছিল।

ইকুইডি (Equidæ) জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ইকুয়াস (Equius) এবং অসিনাস (Asinus)।

অসিনাস্ শ্রেণীর অন্তর্গত পশুদিগের লাঙ্গুলের উর্দ্ধভাগ সূক্ষ্ম লোম ও অধোভাগ দীর্ঘ লোমে আবৃত এবং লাঙ্গুলের প্রান্তদেশ কেশগুচ্ছযুক্ত। ইহাদিগের শরীর কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ ডোরাবিশিষ্ট। অশ্বের সম্মুখের পদে যে স্থানে উপমাংস আছে, ইহাদিগেরও সেই স্থানে তীক্ষ্ণ কঠিন আঁচিল আছে; কিন্তু পশ্চাতের পদের নিম্নভাগে নাই।

ইহাদিগের শরীরের বর্ণ সর্ব্বস্থানেই প্রায় একরূপ; পৃষ্ঠোপরি দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণের ডোরা আছে। স্থান অনুসারে এই শ্রেণীর জন্তুদিগের আকৃতির হ্রস্ব দীর্ঘ হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের জিব্রা উষ্ণপ্রধান দেশবাসী জিব্রা অপেক্ষা হ্রস্বকায় ও অধিক লোমযুক্ত।

জিব্রা অসিনাস্ শ্রেণীর অন্তর্গত পশু। ইহাদিগের বর্ণ শ্বেত; মস্তক, শরীর এবং পদের ক্ষুর পর্য্যন্ত কাল রেখাবিশিষ্ট; নাসিকাদেশ রক্তাভ, পেট ও হাঁটুর ভিতর দিকে কোনরূপ রেখা নাই, লেজের শেষভাগ কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদিগের ক্ষুর অপ্রশস্ত ও ক্ষুরের তলদেশ ফাঁকা ও কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার। ইহাদিগের মস্তকের খুলি কিঞ্চিৎ গোলাকার। জিব্রার লেজের শেষভাগে দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট এবং পশ্চাতের পদদ্বয় উপমাংসশূন্য। ইহাদের গ্রীবাদেশ অর্দ্ধগোলাকার এবং কেশরগুলি খাড়া। পদ হইতে স্কন্দ পর্য্যন্ত ১২ হাত উচ্চ। ইহারা স্থূলকায় নহে এবং দেখিতে সুশ্রী। জিব্রাদিগের কাণ লম্বা ও প্রসারিত। ইহাদিগের গলদেশ ও শরীর আড়ভাবে ডোরাবিশিষ্ট, মস্তকের ভিন্ন ভিন্ন দিকে রেখা পদের ডোরাগুলি আড় ভাবে ও অনিয়মিত। জিব্রাগণ দক্ষিণ আফ্রিকার পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিতে ভালবাসে। যে সমস্ত স্থানে অন্য কোন জীব গতায়াত করে না, জিব্রাগণ সেই স্থানে বাস করে।

ইহাদিগের দর্শন, আঘ্রাণ ও শ্রবণ-শক্তি অতি আশ্চর্য্য। সামান্য শব্দ হইলেই ইহারা সঙ্কুচিত হইয়া পলায়ন করে। ইহারা অতিশয় ভীত জন্তু; পলায়নকালে কাণ ও লেজ খাড়া করিয়া অতি দ্রুতবেগে দৌড়িয়া পর্ব্বতের দুরারোহ স্থানে গমন করে। যে স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, সে স্থানে শিকারিগণ গমন করিতে পারে না। ইহারা দল বাঁধিয়া বিচরণ করে; তখন যদি কেহ ইহাদিগকে আক্রমণ করে, তবে দলস্থ জিব্রাগুলি ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া দাঁড়ায়; সকলের মস্তক একদিকে রাখে এবং পদ দ্বারা আক্রমণকারীকে আঘাত করিতে থাকে। ইহারা এত সাহস ও বেগের সহিত শত্রুকে আঘাত করে যে তাহাকে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে হয়। ইহারা পদাঘাতে সিংহ ব্যাঘ্রকেও দূরীভূত করিতে পারে। অল্পবয়স হইতে প্রতিপালন করিতে পারিলে জিব্রা মানুষের বশ্য হয় বটে, কিন্তু স্বাভাবিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গবাদির ন্যায় ইহারা সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের বশবর্ত্তী হয় না। যাহা হউক, জিব্রাগণ ভারবাহী পশুর কার্য্য করে। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসিগণ ও সেখানকার শিকারিগণ জিব্রার মাংস ভক্ষণ করে।

জিব্রার সহিত গর্দ্দভ ও অশ্বের সংমিশ্রণে একপ্রকার নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। জিব্রাদিগের প্রকৃতি গর্দ্দভের ন্যায়; অশ্বের সদৃশ নহে। অশ্বের লেজ হইতে জিব্রার লেজ ভিন্নরূপ—অশ্বের লেজের সর্ব্বাংশ বড় বড় লোমে আবৃত; জিব্রা প্রভৃতির লেজের শেষভাগে দীর্ঘ রোমাবৃত। আবার অশ্বের কেশর লম্বা ও দোদুল্যমান; জিব্রার কেশর ক্ষুদ্র ও সরল। ইহাদের বর্ণ সম্বন্ধেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অশ্বের শরীরে ত্বকের সাধারণ যে রঙ্ তাহাপেক্ষা ভিন্ন বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার চিহ্নের ক্রম আছে, কিন্তু জিব্রার শরীরে সর্ব্বদাই ডোরার আভাস দেখা যায়।

জিব্রাগণ সমতল ভূমিতে বিচরণ করে। ইহারা ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রান্তরভূমিতে একপ্রকার জিব্রা পাওয়া যায়। কেপ্‌টাউন প্রদেশের অধিবাসিগণ ইহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিক্রয় করিতে বাজারে লইয়া আইসে। এই স্থানের জিব্রা অতিশয় দুষ্ট ও চঞ্চল।

প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ বাফন বলেন, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে জিব্রা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহার আকার অশ্বের ন্যায় সুশ্রী, গতি মৃগের ন্যায় ক্ষিপ্র এবং ত্বক্ সাটিনের ন্যায় মসৃণ। পুরুষ জিব্রাগুলির শরীরের ডোরাগুলি কাল ও পীতবর্ণ, কিন্তু অতিশয় উজ্জ্বল; স্ত্রী জিব্রার রেখাগুলি কাল ও শ্বেতবর্ণ। জিব্রাগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—পার্ব্বত্য প্রদেশের জিব্রাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, ইহাদের সর্ব্বশরীরে ডোরা। ইহারা দক্ষিণ

আফ্রিকার পর্ব্বতে বাস করে, ইহারা প্রায়ই সমতল ভূমিতে আসে না। এই জিব্রাগুলি অতিশয় বন্য। ইহারা দুরারোহ পর্ব্বতে বিচরণ করে, যখন ইহারা দলে দলে পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া বিচরণ করে, তখন কোন শত্রু আসিতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য এক একটী জিব্রা প্রহরী স্বরূপ উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে এবং কোনরূপ সন্দেহ হইলেই সেই প্রহরী জিব্রা একপ্রকার শব্দ করে। শব্দ শুনিবামাত্র দলস্থ সমস্ত জিব্রা এত বেগে পলায়ন করে যে, তাহাদিগকে আর কিছুতেই ধরিতে পারা যায় না। অন্যবিধ জিব্রাকে বার্চেল-জিব্রা (Burchell's Zebra) কহে। এই শ্রেণী কেপ্‌টাউনের নিকটবর্ত্তী মালভূমিতে বাস করে। ইহাদিগের শরীরের ডোরাগুলি শ্বেত ও পিঙ্গল বর্ণ। পিঙ্গল বর্ণের ডোরাগুলি দেখিলে বোধ হয়, যেন ইহার দুইটীর মধ্যে একটী করিয়া ধূসরবর্ণের ডোরা আছে। এই জিব্রাগুলির পদ শ্বেতবর্ণ। অন্যান্য অংশে পাহাড়ী জিব্রা ও বার্চেল-জিব্রা প্রায় একরূপ।

জিব্রাগণ সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে ঝরণায় জলপান করিতে যায়। এই সময়ে ঝরণার নিকটবর্ত্তী স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া সিংহ জিব্রাদিগকে আক্রমণ করে। কথিত আছে, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে সিংহ জিব্রা শিকারে বহির্গত হয় না; কারণ তখন তাহারা দূর হইতে সিংহ দেখিতে পাইয়া পলায়ন করে।

জিষ্ণু (পুং) জয়তি জি-গ্স্নু (গ্লাজিস্থশ্চগ্স্নুঃ। পা ৩।২।১৩৯) ১ বিষ্ণু। ২ ইন্দ্র। (ভারত ৫।৭০।১৩) ৩ অর্জ্জুন, যুদ্ধস্থলে সাহসপূর্ব্বক কেহ অর্জ্জুনের সম্মুখে আগমন করিতে পারিত না এবং অতি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও জয় করিতেন এই নিমিত্ত অর্জ্জুনের নাম জিষ্ণু হইয়াছিল। ৪ সূর্য্য। ৫ বসু। (ত্রি) ৬ জয়শীল, জেতা। (পুং) ৭ ভৌত্য মনুর এক পুত্র। (হরিবংশ ৭।৮৮)

জিষ্ণুগুপ্ত, নেপালের একজন রাজা। ইনি সম্ভবতঃ অংশুবর্ম্মার বংশধর এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা। তাঁহার সময়ে উৎকীর্ণ অনেকগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, জিষ্ণুগুপ্ত নেপালের স্বাধীন রাজা ছিলেন না। তিনি লিচ্ছবিবংশীয় মানগৃহাধিপতি ধ্রুবদেবকে আপনার প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন, এই সময়ে নেপাল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একদিকে লিচ্ছবিবংশীয় রাজগণ এবং অপরদিকে অংশুবর্ম্মা ও জিষ্ণুগুপ্ত প্রভৃতি তাঁহার বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

জিহ (দেশজ) জিহ্বা, জিভ।

জিহাদ, জহাদ (আরবী) ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিস্তার জন্য যুদ্ধকে মুসলমানেরা জিহাদ কহে। মুসলমান শাস্ত্রানুসারে যে জাতির সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে অগ্রে তাহাদিগকে সত্য ধর্ম্মে (মুসলমান ধর্ম্মে) দীক্ষিত হইতে আদেশ করা কর্ত্তব্য। তাহারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে কিম্বা জিজিয়া প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে মুসলমানগণ উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের সর্ব্বস্ব লইতে পারেন। পরাজিত অবিশ্বাসিদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত বিজেতা মুসলমানদিগের ইচ্ছাধীন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই ধর্ম্মানুসারে বিধর্ম্মিদিগের প্রাণ লইতে পারেন। এই ধর্ম্মযুদ্ধে কোন মুসলমান মরিলে তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়।

কিরূপ স্থলে জিহাদ ঘোষণা করা উচিত, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বিধর্ম্মিগণ মুসলমান হইতে বা জিজিয়া দিতে অস্বীকার করিলে এবং শত্রুকে পরাজয় করিবার উপযুক্ত সৈন্য থাকিলে, যদি অন্য কোন সন্ধি না থাকে, তবে শত্রুর সহিত জিহাদে প্রবৃত্ত হওয়া সুন্নিদের মত। কিন্তু সিয়াগণ বলেন, ঐ সকল সত্বেও ইমাম্ কিম্বা তাঁহার নিয়োজিত কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে জিহাদ ঘোষিত হইতে পারে না। তাঁহারা এখন অদৃশ্য আছেন, সুতরাং বর্ত্তমান কালে জিহাদ অসম্ভব। ইমামগণ মুসলমান-সৈন্য সমভিব্যাহারে এক হস্তে শাণিত অসি লইয়া বাহুবলে মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তার করেন। এরূপ বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম-বিস্তার আর কোন ধর্ম্মেই দৃষ্ট হয় না।

মুসলমানগণ সমস্ত পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। মুসলমান-অধিকৃত ভূভাগ দর্-উল্-ইস্‌লাম, এবং অবশিষ্ট দর্-উল্-হার্ব নামে খ্যাত। যে ভূভাগ এক সময়ে দর্-উল্-ইস্‌লাম ছিল, এখন বিধর্ম্মী রাজার হস্তগত হইলেও তাহার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা যাইতে পারে না।

ভারত গবর্মেণ্টের সহিত আরব, পারস্য, আফ্‌গান স্থান প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যের পরস্পর সন্ধি বন্ধন থাকায় ভারতের উপর কোন মুসলমান রাজার জিহাদ ঘোষণা নিষিদ্ধ। সুতরাং জিহাদের নিয়মানুসারে সমগ্র মুসলমান জাতি উহাতে যোগদান করিতে বাধ্য নহে। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ ইংরাজরাজ্যে সুরক্ষিত হইয়া বাস করিতেছে, সুতরাং তাহারা জিহাদ ঘোষণা করিলে রাজদ্রোহী হইবে মাত্র।

জিহান (ত্রি) গমনীয়, প্রাপণীয়।

জিহানক (পুং) জহানক, জগতের বিনাশ।

জিহাসা (স্ত্রী) হা-সন্-ভাবে অ। ত্যাগ করিবার ইচ্ছা।

জিহাসু (ত্রি) দাতুমিচ্ছুঃ। হা-সন-উ। ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক।

জিহি (দেশজ) জিহ্বা, জিভ।

(স্ত্রী) হর্ত্তুমিচ্ছা সন্ ভাবে অ। হরণেচ্ছা।

জিহীর্ষু (ত্রি) হর্ত্তুমিচ্ছুঃ, সন্ ভাবে উ। হরণ করিতে ইচ্ছুক, হরণাভিলাষী।

জিহোনিয়া, জনৈক রাজচক্রবর্ত্তী। ইনি মনিগলের পুত্র জিহোনিয়া নৃপতি কুজুলকর কাড্‌ফাইনিস্ নৃপতির অধীন ছিলেন। পঞ্জাবের রাবলপিণ্ডির নিকটস্থ মাণিক্যাল নামক স্থানের কিছুদূরে জিহোনিয়ার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে

জিহ্ম (ত্রি) জহাতি হা-মন্, সম্বদালোপশ্চ (জহাতে সম্বদালোপশ্চ। উণ্ ১।১৪০। ১ কুটিল, কুঞ্চিত, মন্দ। "আর্জ্জবং ধর্ম্মমিত্যাহুরধর্ম্মো জিহ্মউচ্যতে।" (ভারত)

(ক্লী) ২ তগর পুষ্প। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ বক্র। "জিহ্মং-মুমুদে" (ঋক্ ১।৮৫।১১) 'জিহ্মং বক্রং তির্য্যঞ্চ' (সায়ণ) ৪ অধর্ম্ম। ৫ অপ্রসন্ন। "বিধিসময়নিয়োগাদ্দীপ্তিসংহারজিহ্মং" (কিরাত) 'জিহ্মং অপ্রসন্নং' (মল্লিনাথ)।

জিহ্মগ (পুং স্ত্রী) জিহ্মং কুটিলং মন্দং বা গচ্ছতি, জিহ্মং-গম-ড। জাতিত্বাৎ ঙীপ্। মন্দগতি।

জিহ্মগতি (পুং স্ত্রী) গম-ক্তিন্। ১ সর্প, জিহ্মগ। জিহ্মং কুটিলং গচ্ছতি। ২ বক্র গমন।

জিহ্মগামিন্ (স্ত্রী) জিহ্মং গন্তুশীলমস্য গম-ণিনি। বক্রগামী, মৃদু গমনশীল।

জিহ্মতা (স্ত্রী) জিহ্মস্য ভাবঃ, ভাবে তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ কুটিলতা, বক্রতা। ২ সর্প। (রামায়ণ ২।৪৩।২)

জিহ্মবার (ত্রি) ১ অধস্তাৎ বর্ত্তমান, নিম্নদেশে থাকা। "উচ্চাবুধ্নং চক্রতুর্জিহ্মবারং" (ঋক্ ১।১১৬।৯) 'জিহ্মমধস্তাৎবর্ত্তমানং' (সায়ণ) ২ পিহিত দ্বার, আচ্ছাদিত দ্বার। "অর্ণবং জিহ্মবারমর্পোর্ণুৎ" (ঋক্ ৮।৪০।৫) 'জিহ্মবারং আচ্ছাদিতদ্বারং অর্ণবং।' (সায়ণ)

জিহ্মমেহন (পুং স্ত্রী) জিহ্মং মন্দং মেহতি মিহ-ল্যু। ভেক।

জিহ্মমোহন (পুং) জিহ্মং কুটিলং মুহ্যতি মুহ-ল্যু (নন্দিগ্রহীতি। পা ৩।১।১৩৪) অথবা, জিহ্মস্য কুটিলস্য সর্পস্য মোহনশ্চিত্তমোহনঃ। ভেক। (শব্দর°)

জিহ্মশল্য (পুং) জিহ্মং কুটিলং শল্যং যস্মাৎ বহুব্রী। খদিরবৃক্ষ। (জটাধর)

জিহ্মশী (ত্রি) জিহ্মং বক্রং শেতে-শী-কিপ্। বক্রভাবে শয়িত, কুটিল শয়িত। "জিহ্মশ্যে চরিতবে মঘোন্যা" (ঋক্ ১।১১৩)

'জিহ্মশ্যে জিহ্মং বক্রং শয়ানায় পুরুষায়' (সায়ণ)

জিহ্মাশিন্ (ত্রি) জিহ্মং মন্দং অশ্নাতি অশ্-ণিনি। মন্দভোজী। যাহারা আস্তে আস্তে ভোজন করে।

তত্তঃ অপত্যে শুভ্রাদিত্বা ঢক্। জৈহ্মাশিনেয়।

জিহ্মিত (ত্রি) জিহ্ম-ইতচ্। ১ ঘূর্ণিত। ২ চক্রীকৃত।

জিহ্মীকর (ত্রি) বক্রকর।

জিহ্ব (পুং স্ত্রী) হুয়তে আহূয়তেঽনেন, বাহুলকাৎ হ্বে-ড দ্বিত্বাদৌচেতি সাধুঃ। জিহ্বা।

"দ্বিসহস্রেণ জিহ্বেন বাসুকিঃ কথয়িষ্যতি।" (হরিব° ১১২।৬৫)

জিহ্বল (ত্রি) জিহ্বেন জিহ্বায়া লাতি গৃহ্নাতি পরদ্রব্যানীতি জিহ্ব-লা-ক। লুব্ধ, ভোজনলোলুপ।

"শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে ভুঞ্জতে যে চ জিহ্বলাঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়া।" (স্মৃতি)

জিহ্বা (স্ত্রী) জয়তি বসমনয়া জি-বন্ (শেবযহ্বজিহ্বাগ্রীবাপ্বামীয়াঃ। উণ্ ১।১৫৪) বন্ প্রত্যয়েন হুগাগমে নিপাতনাৎ সাধুঃ। রসজ্ঞানেন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা কটু, অম্ল, তিক্ত, কষায় মধুর প্রভৃতি রসাস্বাদন করা যায়, তাহাকে রসনেন্দ্রিয় অর্থাৎ জিহ্বা কহে। চলিত কথায় জিব। সংস্কৃত পর্য্যায়—রসজ্ঞা, রসনা, রসাল, সাধুস্রবা, রসিকা, রসাঙ্কা, রসন, জিহ্ব, রসালোলা, রসালা, রসলা, ললনা। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রচেতা। জিহ্বা সাত প্রকার—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরূপী।

"কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বা।"
(মুণ্ডকোপনি°)

অধিকাংশ প্রাণীরই পাঁচটী প্রধান ইন্দ্রিয় আছে; ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা একটী; ইহা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করা যায়। মনুষ্যের জিহ্বা মাংসময় এবং মুখের বিবর মধ্যে স্থাপিত; ইচ্ছানুসারে ইহার কতকাংশ এক দিক্ হইতে অন্য দিকে সঞ্চালিত করা যাইতে পারে। কোন দ্রব্য আহার করিবার কালে অথবা মুখের মধ্যে কোন খাদ্য দ্রব্য রাখিলে এবং কথা কহিবার কালে জিহ্বার গতি নানাদিকে চালিত হয়।

জিহ্বার কার্য্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্যাপেক্ষা কিছু জটিল; ইহা দ্বারা দুইটী কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহা দ্বারা আমরা আস্বাদ গ্রহণ করি এবং দ্রব্যস্পর্শ করিতে পারি। জিহ্বার উপরিভাগ একখানি সূক্ষ্ম ত্বক্ দ্বারা আবৃত। এই স্থান হইতে কোন দ্রব্যের আস্বাদগ্রহণ অথবা স্পর্শন দ্বারা তাহার গুণাগুণ বুঝিবার শক্তি জন্মে এবং জিহ্বার মাংসপিণ্ডের অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে ইহার চালনা-শক্তি উদ্ভূত হয়।

দর্শনের সাহায্যে জিহ্বার বাহ্য আকৃতি প্রকৃতি পরীক্ষা করা যাইতে পারে। জিহ্বার প্রায় সকল অংশই অতি সূক্ষ্ম মাংসপেশী দ্বারা নির্ম্মিত, এই মাংসপেশীগুলি বিভিন্ন দিকে সংস্থাপিত এবং সকল দিকেই সমান পরিমাণে বিন্যস্ত। এই

মাংসপেশীর অধিকাংশ দ্বারা জিহ্বা শরীরের অন্যান্য অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার উপরিভাগ চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং নিম্নভাগ মুখ ও কপোলের চর্ম্ম দ্বারা আবৃত। ইহা একখানি অতি সূক্ষ্মত্বকে আচ্ছাদিত, এই ত্বক্‌খানি রসনানিঃসৃত লালা দ্বারা সর্ব্বদাই আর্দ্র থাকে। নিম্নপ্রদেশের চর্ম্মখানি অতিশয় পাতলা, মসৃণ এবং স্বচ্ছ। মধ্যস্থান হইতে জিহ্বার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একটী উন্নত ভাঁজ আছে। জিহ্বার উপরিভাগের ও পার্শ্বের ত্বক্ পুরু এবং নিম্নপ্রদেশ অপেক্ষা অধিক কোষময়। এই ত্বকেই জিহ্বার কাঁটা থাকে এবং এই অংশেই সমস্ত দ্রব্য আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। জিহ্বার নিম্নদেশ কতকগুলি মাংসপেশী দ্বারা অন্যান্য অংশের সহিত সংযুক্ত আছে বলিয়াই ইহা নিয়মিতরূপে সঞ্চালিত এবং ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন আকৃতিতে পরিণত করা যায়। মাংসপেশিগুলি বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বসাময় অংশ ও শ্বেত পীতবর্ণের পেশী আছে, ইহা আবার কতকগুলি শিরা স্নায়ু ও ধমনীর সহিত সংযুক্ত।

যতই জিহ্বার শেষভাগের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ইহার উপরিভাগের দিকে কাঁটাগুলি ক্রমশই কম দেখা যায় এবং একেবারে অগ্রভাগে ও পার্শ্বে আদৌ কাঁটা দেখা যায় না। এই কাঁটাগুলি তিন প্রকার। এক রকম কাঁটা আছে, তাহা সাধারণতঃ ৭টী কি ৯টী দেখা যায়। ইহা ২০টীর অধিক বা ৩টীর কম হয় না। ইহা কোণাকারে দুই শ্রেণীতে বিন্যস্ত। এই গুলি ত্বকের যে যে স্থানে সংস্থাপিত সেই সেই স্থানে ত্বক্ অপেক্ষাকৃত নিম্ন। এই প্রকার কাঁটাকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ম্যাগনি (Magnee) কহেন।

দ্বিতীয় প্রকার কাঁটাগুলি প্রথমপ্রকার অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক; কিন্তু তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। এই কাঁটাগুলির আকৃতি একরূপ নহে—কতকগুলি অর্দ্ধবৃত্তাকার, কতকগুলি নলাকার, আবার কতকগুলি অতি সূক্ষ্মাকার। এই গুলি কিছু চেপ্টা এবং ইহাদিগকে লেণ্টিকুলার (Lenticular) কহে। জিহ্বার অবশিষ্ট প্রকার কাঁটাকে কনিকাল (Conical) অর্থাৎ শিখাকার কহে।

জিহ্বার কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পেশী ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পেশীসূত্র ব্যতীত কতকগুলি পেশীগুচ্ছ আছে। ইহার উপর মাংসপেশীর ক্রিয়া হইলে জিহ্বার মূলদেশের অস্থি সঞ্চালিত হয়। জিহ্বা ভিন্ন ভিন্ন তিন জোড়া স্নায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। ১ম, জৈহ্ব-স্নায়ু, এগুলি জিহ্বার মাংসপেশীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত, ইহা দ্বারা সঞ্চালনশক্তি জন্মে। এই স্নায়ুগুলি সঙ্কুচিত অথবা বিচ্ছিন্ন হইলে জিহ্বা নাড়া যায় না; কিন্তু ইহার ইন্দ্রিয়শক্তি বিনষ্ট হয় না।

২য়, জৈহ্ব-শাখা-স্নায়ু (সময় সময় ইহাকে স্পর্শ-স্নায়ুও কহে) এই স্নায়ুগুলি দ্বারা শীত উষ্ণ জ্ঞান ও স্পর্শজ্ঞান জন্মে। এগুলি জিহ্বার অগ্রভাগের নিকট অধিক পরিমাণে বিন্যস্ত এবং এই অংশের ইন্দ্রিয়জ্ঞান অন্যান্য স্থানাপেক্ষা অধিক।

৩য়, আস্বাদস্নায়ু—ইহা কতকাংশ জিহ্বার সহিত মিলিত। এই স্নায়ু দ্বারা জিহ্বার আস্বাদ জ্ঞান জন্মে।

দ্রব্যের কোন্ গুণে আস্বাদ জ্ঞান জন্মে, তাহা এখন পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। স্বাদেন্দ্রিয়ের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কতক মিল আছে। উত্তেজক দ্রব্য হইলেই ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি হয়। অধিক পরিমাণে আস্বাদ পাইবার জন্য মানুষ ওষ্ঠের সহিত জিহ্বা চাপিয়া ধরে ও একপ্রকার শব্দ করে। ভিন্ন রকম দুইটী জিনিষ ভক্ষণ করিলে, শেষকালে যেটী ভক্ষণ করা যায়, তাহার আস্বাদ অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। আমাদিগের চক্ষুর কার্য্যও ঐরূপ। প্রথমে একটী রঙ্ দেখিয়া পরে যদি অন্য আর একটী রঙ্ দেখা যায়, তবে শেষকালে যেটী দেখা যায়, তাহাই অধিক পরিমাণে নেত্রে অঙ্কিত হয়।

জিহ্বার উপরিভাগ পার্শ্ব এবং নিম্নভাগের পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ অন্য কোন অংশের সহিত সংযুক্ত নহে, কিন্তু অন্যান্য অংশ শ্লেষ্মময় সূক্ষ্মত্বক্ দ্বারা নিকটবর্ত্তী পেশীর সহিত সংযুক্ত। যে যে স্থানে উক্ত সূক্ষ্মত্বক্ দ্বারা মুখ মধ্যস্থ অন্যান্য স্থানের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে কতকগুলি ভাঁজ আছে। এই ভাঁজে অতি সূক্ষ্ম পেশীসূত্র আছে; এই সূত্রগুলি জিহ্বাকে অন্য স্থানের সহিত সংযুক্ত করিবার বন্ধনসূত্র স্বরূপ। প্রধান ভাঁজটীকে জিহ্বার বল্গা (Frolnum bridle) কহে। এই ভাঁজ থাকিবার জন্যই জিহ্বার অগ্রভাগ মুখের ভিতরে পশ্চাদ্দিকে অধিক দূরে ফিরান যাইতে পারে না। কাহারও কাহারও এই বন্ধনসূত্রটী জিহ্বার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। যে বালকের এরূপ হয় সে কথা কহিতে পারে না এবং দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করাও তাহার পক্ষে সুদুষ্কর হয়। উক্ত বল্গা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে বালকের জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রথাকে সাধারণতঃ জিহ্বা-কর্ত্তন করা বলে। অন্যান্য ভাঁজগুলি উপজিহ্বা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপজিহ্বা একখানি পাতলা সূত্রোপাস্থিময় পত্র, ইহা শ্বাসনলীর কপাট স্বরূপ, শ্বাসগ্রহণের সময় একটু সরিয়া যায়, পুনরায় আবার এ স্থানে আইসে। পার্শ্বে দুইখানি ভাঁজ আছে, তাহাদিগকে নলী দ্বারের স্তম্ভ কহে; এই স্থানে মুখবিবর অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত। জিহ্বা-কণ্টকের পশ্চাদ্‌ভাগে নিম্ন প্রদেশে কয়েকটী বড় বড়

শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থি দীর্ঘ এবং প্রশস্ত নলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থান হইতে লালা নির্গত হইয়া জিহ্বাকে সর্ব্বদা আর্দ্র রাখে। নিম্নভাগে জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে বন্ধা পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ খাতটী আছে, তাহা উপরিভাগ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গভীর; ইহার উভয় পার্শ্বে কতকগুলি শিরা আছে এবং জিহ্বার অগ্রভাগের ঠিক নিম্নে একটী শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিগুচ্ছ আছে। য়ুরোপে এই গ্রন্থিগুচ্ছ নাক-গুচ্ছ নামে কথিত হয়, কারণ ১৬৯০ খৃঃ অব্দে নাক (Nuck) সাহেব ইহার আবিষ্কার করেন। জিহ্বার পশ্চাদ্দিকের শেষভাগ চেপ্টা এবং পার্শ্বদেশে মূলাস্থির নিকটে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত। জিহ্বার পেশীগুলি দুই প্রকার; প্রথম বাহ্যপেশী, ইহাদ্বারা জিহ্বার অন্য স্থলের সহিত সম্বন্ধ আছে এবং ইহা দ্বারা জিহ্বা সেই সেই প্রদেশে সঞ্চালিত হইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তর পেশী, ইহা দ্বারাই জিহ্বা প্রধানতঃ গঠিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারাই জিহ্বার এক অংশ অন্য অংশের উপর সঞ্চালিত করা যায়।

মনুষ্য-জিহ্বার সহিত পশুদিগের জিহ্বার কতক সাদৃশ্য আছে। যে সমস্ত প্রাণী চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাদিগের জিহ্বার আকৃতি কামলার ন্যায়। জিরাফা ও পিপীলিকাভুকের জিহ্বা অতিশয় দীর্ঘ। জিরাফাদিগের জিহ্বা তাহাদিগের খাদ্যদ্রব্য ধারণের একটী প্রধান ও বিশিষ্ট উপায়। পিপীলিকাভুকদিগের জিহ্বা অতিশয় আটাল, ইহারা পিপীলিকা-স্তূপের মধ্যে জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং আটালু জিহ্বায় সংশ্লিষ্ট হইয়া পিপীলিকাগণ তাহাদের মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

মার্জ্জার জাতীয় পশুদিগের জিহ্বায় শিখাকার কণ্টক নাই; ইহাদিগের কণ্টকগুলি বক্র, বড় ও শক্ত। তদ্দ্বারা উক্ত জাতীয় প্রাণিগণ অস্থি ভঙ্গ এবং গাত্রলোম পরিষ্কার করিতে পারে। স্তন্যপায়ী জীব ভিন্ন অন্য প্রাণিদিগের জিহ্বা স্বাদেন্দ্রিয় নহে।

শম্বূক জাতীয় প্রাণিদিগের মধ্যে একপ্রকার ক্ষুদ্র স্থূল শম্বূক আছে। ইহাদিগের জিহ্বা একখানি পাতলা, দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত ত্বক্ নির্ম্মিত; ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অগ্রভাগ নলের ন্যায়। এই ত্বকখানির উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁতের ন্যায় উন্নতি দেখা যায়। এই দাঁতগুলি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জীবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

জিহ্বা দ্বারা স্বাদগ্রহণ, চর্ব্বণ, ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত লালা মিশ্রণ, গলাধঃকরণ এবং বাক্যকথন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হয়। মনুষ্য ও বানর ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী জিহ্বা দ্বারা দ্রব্যাদি ধারণ, নিষ্ঠীবনপরিত্যাগ এবং শ্বাস গ্রহণ করে। স্থলশম্বূকগণ জিহ্বা দ্বারা তাহাদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য চূর্ণ করে।

জিহ্বায় প্রদাহ নামে একপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে। এই রোগ হইলে জিহ্বা ফুলিয়া উঠে, জিহ্বার সহিত কোন দ্রব্য সংশ্লিষ্ট হইলে অতিশয় অসহ্য বোধ হয় এবং কথা বলিতে ও কোন জিনিষ ভক্ষণ করিবার কালে অতিশয় কষ্ট হয়। পূর্ব্বে কোন রোগ না হইলে এই ব্যারাম বড় একটা হয় না। জিহ্বা-প্রদাহ হইলে অত্যধিক পরিমাণে লালা নির্গত হয়। সামান্য খাদ্য আহার এবং অতি বিরেচক ও কুলি করিবার ঔষধ ব্যবহার করিলে এই রোগ উপশম হয়; জিহ্বা চিরিয়া দিলে শোণিত মোক্ষণ দ্বারা কখন কখন উপকার হয়। সময় সময় প্রদাহের কোন উপসর্গ থাকে না, অথচ জিহ্বা অতিশয় ফুলিয়া উঠে, এত ফুলিয়া উঠে, যেন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। সময় সময় জিহ্বাপ্রদাহ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইলে তাহা হইতে জিহ্বা-বিবৃদ্ধি রোগের উৎপত্তি হয়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই রোগ শিশুর জন্মকালে উৎপন্ন হয়। কাহারও কাহারও প্রথম ২।১ বৎসরের মধ্যে এই রোগের কোনরূপ সূচনা দেখা যায় না। একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত একটী শিশুর বিষয় বলিয়াছেন যে, শিশুর জন্মকালে তাহার জিহ্বা মুখ হইতে কতকটা বাহিরে ছিল এবং শিশুর যতই বয়স বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহার জিহ্বাও তত বাড়িতে লাগিল; এবং শেষে একটী গোবৎসের হৃৎপিণ্ডের আকারের ন্যায় বড় হইল। নিম্নলিখিত কারণে জিহ্বায় সাধারণতঃ ক্ষত হইয়া থাকে। (১) একটী জীর্ণ দন্তের সহিত কোন অসমান স্থানের উত্তেজনা হইলে, (২) উপদংশ হইলে, (৩) পরিপাক যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ঘটিলে। প্রথমস্থলে দাঁত তুলিয়া ফেলিলে, দ্বিতীয় স্থলে সারসাপারিলার সহিত পোটাসিয়াম্ আইয়োডাইড (Iodide of Potassium) মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে এবং তৃতীয় স্থলে নিয়মিত পরিমাণে ও নিয়মিত সময়ে আহার করিলে এবং শয়নকালে সুস্থির থাকিলে উক্ত রোগের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। সারসাপারিলার কাথের সহিত মুসব্বরের ক্বাথ মিশ্রিত করিয়া দিবসে ৩বার সেবন করিলে এবং শয়নকালে ৪ রতি পরিমাণ হাওসায়ামাস (Hyoscyamus) সেবন করিলে উপকার হইতে পারে। জিহ্বার কঠিন অথবা বহিস্ত্বকের উপর ক্ষত হয়। লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, ভগ্ন দন্তের উত্তেজনায় এবং মৃৎ নলে ধূমপান করিলে এই রোগ বৃদ্ধি হয়; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। উক্ত প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা জিহ্বার যে স্থানে ক্ষত হইয়াছে, সেই স্থান নির্ণয় করিতে পারা যায়। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে ৩৯ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অধ্যাপক রিড সাহেব (Prof. Reid of St. Andrews) ক্ষতরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ১৪৮১

খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে তাঁহার জিহ্বা ফুলিয়া ৫ শিলিং একটী মুদ্রার আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্ষত অংশ কাটিয়া দিলে অধ্যাপক স্বাস্থ্য লাভ করিলেন, কিন্তু একমাসের মধ্যেই পুনরায় সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া কালকবলে কবলিত হইলেন। এই রোগের প্রারম্ভেই যদি ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ কর্ত্তন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উপশমের আশা করা যাইতে পারে।

শারীর-স্থানে জিহ্বাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) মূলপ্রদেশ, (২) মধ্যপ্রদেশ, (৩) অন্ত্যপ্রদেশ। মুখবিবরের মধ্যে অগ্রভাগকে অন্ত্যপ্রদেশ কহে। ইহা মুখ মধ্যস্থ কোন স্থানের সহিত সংযুক্ত নহে। মূলপ্রদেশ ও অন্ত্য প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী অংশকে মধ্যপ্রদেশ কহে। এই অংশ পুরু ও প্রশস্ত। মুখ বিবরের মধ্যে পশ্চাৎদিকের অংশকে মূলপ্রদেশ কহে। এই প্রদেশ জিহ্বার মূলাস্থির সহিত সংযুক্ত। জিহ্বামূলাস্থি ঘোটকের নালের ন্যায় বক্র এবং জিহ্বামূলে অবস্থাপিত। এই জন্য য়ুরোপীয় ভাষায় ইহাকে লিঙ্গুয়াল অস্থি কহে। জিহ্বা দেখিয়া মানুষের রোগনির্ণয় করা যায় এবং কি ঔষধ ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যাইতে পারে, তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

জিহ্বার উপরে কণ্টক আছে বলিয়াই ইহা খস্ খসে ও অমসৃণ। শরীরে যেরূপ অমসৃণ উপত্বক্ আছে, জিহ্বায়ও সেইরূপ আছে, কিন্তু জিহ্বায় খুব কম।

জিহ্বার ঠিক কোন্ স্থানে আস্বাদ গ্রহণ করা হয় এবং আস্বাদনের প্রকৃত স্নায়ুগুলি কোন স্থানে অবস্থিত, এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। জিহ্বার মূলদেশে যে স্থানে ম্যাগনি (Magnee) কণ্টকগুলি বিন্যস্ত আছে, সেই কেন্দ্র হইতে বৃত্ত পরিমিত স্থানে আমরা তীব্র-স্বাদবিশিষ্ট বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করি। জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা কটু মিষ্ট ও তীব্র জিনিষের স্বাদ সহজে জানিতে পারা যায়; কিন্তু পশ্চাৎ ভাগের মধ্যস্থানে কোনরূপ স্বাদজ্ঞান হয় না। বোম্যান (Bowman) সাহেব বলেন, কাহারও কাহারও কোমল তালুতে স্বাদ-জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহাদের গলকোষ ও দন্তমাড়ী আস্বাদ-শক্তিশূন্য।

রাসায়নিক অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়াহেতু স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা দ্রব্যের আস্বাদ অনুভূত হয়, সেগুলি উত্তেজিত হইলে আমরা দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ করি। জিহ্বার অগ্রভাগে হঠাৎ মৃদুভাবে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ আস্বাদ অনুভব করি। জিহ্বার মূলদেশে উপরি-ভাগে যদি কোন কাচনির্ম্মিত পদার্থ অথবা একবিন্দু চোয়ান জল রাখা যায়, তাহা হইলে আমরা একটু তীব্র স্বাদ পাই। জিহ্বায় শীতল বাতাস লাগাইলে কিঞ্চিৎ লবণাক্ত আস্বাদ অনুভূত হয়। ১২৫° তাপের জলে এক মিনিট জিহ্বা ডুবাইয়া রাখিয়া যদি শর্করাদি ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কোনরূপই আস্বাদ পাওয়া যায় না। সুস্বাদু দ্রব্য গলিয়া জিহ্বার কাঁটা ভেদ করিয়া আস্বাদবহনকারী স্নায়ুর সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে আমরা তাহার আস্বাদ পাই। আর যে সমস্ত দ্রব্য দ্রবীভূত হয় না, স্পর্শ দ্বারা আমরা সে সকল দ্রব্য অনুভব করি। অতি সুস্বাদু দ্রব্য হইলেও যদি তাহা শুষ্ক হয় এবং জিহ্বার কোন শুষ্ক অংশে সংলগ্ন করা হয়, তবে আমরা তাহার কোন আস্বাদ পাই না। জিহ্বার কাঁটার উপর রাখিলে অথবা তাহার উপর দিয়া নাড়িলে আমরা দ্রব্যের স্বাদ শীঘ্রই পাইতে পারি। মুখের মধ্যে আমরা যে স্থানে আস্বাদ পাই, সেই স্থানে তরল পদার্থ নাড়িলে তাহার স্বাদ বুঝা যাইতে পারে। স্বাদবিশিষ্ট দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার কালে আমাদিগের ঘ্রাণ-বহনকারী স্নায়ুমণ্ডলী অল্প বিস্তর উত্তেজিত হয়। কোন উত্তম দ্রব্য আহার অথবা পান করিবার কালে আমরা তাহার স্বাদ ও গন্ধ উভয়ই অনুভব করি এবং এই উভয়ের মিশ্রণ হেতু আমরা এক নূতন আস্বাদ প্রাপ্ত হই। শিশুকে কোন অরোচক দ্রব্য পান করাইবার কালে যাহাতে কোন রূপ আস্বাদ প্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য তাহার নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া ধরা হয়। কোন জিনিষ ভক্ষণ করিবার পর যে আস্বাদের অংশ থাকে, তাহা সাধারণতঃ তীব্র; কিন্তু অম্ল ও সঙ্কোচক ঔষধ বিশেষের পরবর্ত্তী আস্বাদ মধুর।

জিনিষের আস্বাদ দ্বারা আমরা খাদ্য দ্রব্য পছন্দ করিয়া লই এবং আস্বাদ কালে লালা নির্গত হইয়া পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে। সাধারণতঃ সুস্বাদু দ্রব্যই আমাদিগের পক্ষে উপকারী।

জিহ্বাকে বাগিন্দ্রিয় বলিলেও কোন দোষ হয় না; জিহ্বা আছে বলিয়াই আমরা কথা কহিতে পারি এবং অন্যের নিকট আমাদিগের মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি। জিহ্বা না থাকিলে মানবগণ কখনই এত উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইত না। যদিও জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ গ্রহণ করা হয় বটে, তবু কথা কহিবার নিমিত্তই জিহ্বাকে ইন্দ্রিয় মধ্যে উচ্চাসন প্রদান করা যাইতে পারে। এই জিহ্বার সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জিহ্বা হেতুই কত লোক জগতে প্রিয় ও কত লোক জগতে অপ্রিয় হইতেছে। রূঢ় ও সকলের বিরক্তিজনক কটুকথা না বলিয়া প্রিয় ও মিষ্টকথা বলাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্মনিষ্ঠ

ব্যক্তিবর্গের মতে যে জিহ্বা কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন না করে সে জিহ্বাই বৃথা। বস্তুতঃ যে জিহ্বা দ্বারা ধর্ম্মবিষয়িণী কথা উচ্চারিত না হইয়া কেবল পরনিন্দা ও ধর্ম্মবিগর্হিত কথা প্রচারিত হয়, সে জিহ্বা মাংসপিণ্ড মাত্র।

গোসাপ প্রভৃতির জিহ্বা ভিন্নরূপ; তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। সেই জিহ্বা লম্বা লম্বা; গোসাপ অনবরতই জিহ্বা একবার মুখের বাহির করে, আবার মুখের ভিতর টানিয়া লয়। ইহাদিগের জিহ্বা দ্বারা স্পর্শজ্ঞান জন্মে। ইহাদিগের জিহ্বা অতিশয় সরু এবং অগ্রভাগ দুইটী নলীতে বিভক্ত।

কফাদি দোষ দুষ্ট হইলে, ইহার লক্ষণ ভাবপ্রকাশে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। জিহ্বা বায়ু দূষিত হইলে শাকপত্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ও রুক্ষ হয়, পিত্ত দূষিত হইলে রক্ত ও শ্যামবর্ণ হয়, কফ দূষিত হইলে ধবল আর্দ্র ও পিচ্ছিল হয়, ত্রিদোষান্বিত হইলে খরস্পর্শ, কৃষ্ণবর্ণ ও পরিদগ্ধ হয়।

"শাকপত্রপ্রভা রুক্ষা স্ফুটিতা রসনাঽনিলাৎ।
রক্তা শ্যামা ভবেৎ পিত্তাল্লিপ্তার্দ্রা ধবলা কফাৎ।
পরিদগ্ধা খরস্পর্শা কৃষ্ণা দোষত্রয়েঽধিকে।" (ভাবপ্র°)

জিহ্বার উৎপত্তি বিষয় সুশ্রুতে এইপ্রকার লিখিত হইয়াছে। উদরে পচ্যমান কফ-শোণিত-মাংসের আধ্মান জন্য কৃষ্ণসারবৎ সার ভাগই জিহ্বারূপে পরিণত হয়।

"উদরে পচ্যমানানামাধ্মানাক্রষ্মসারবৎ।
কফশোণিতমাংসানাং সারো জিহ্বা প্রজায়তে॥"
(সুশ্রুত শা° ৪ অঃ)

জিহ্বাগ্র (ক্লী) জিহ্বায়াঃ অগ্রং ৬তৎ। জিহ্বার অগ্রভাগ।
"দেবগুরুপ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।" (উদ্ভট)

জিহ্বাজপ (পুং) জিহ্বয়া জপঃ ৩তৎ। তন্ত্রসারোক্ত জপভেদ। যে জপ কেবল জিহ্বা দ্বারা করা যায়।
"জিহ্বাজপঃ সবিজ্ঞেয়ঃ কেবলং জিহ্বয়া বুধৈঃ।" (তন্ত্রসার)
[জপ দেখ।]

জিহ্বাতল (ক্লী) জিহ্বায়া তলং ৬তৎ। জিহ্বার পৃষ্ঠভাগ।

জিহ্বানির্লেখন (ক্লী) জিহ্বা নির্লিখ্য হনেন জিহ্বায়া নির্লেখনং সংস্কারং নির্-লিপ-ল্যুট্। জিহ্বা-মার্জ্জন, জিবছোলা। সুবর্ণ, রজত, তাম্র অথবা লৌহ নির্ম্মিত দশাঙ্গুলপরিমিত সূক্ষ্ম অথচ কোমল মার্জ্জনীতে জিহ্বা মার্জ্জন করিবেক। জিহ্বা মার্জ্জনে মুখের বিরসতা এবং জিহ্বা ও দন্তাশ্রিত ক্লেদ দূর হইলে আরোগ্য, রুচি ও মুখের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়। (রাজব°)

জিহ্বাপ (পুং) জিহ্বয়া পিবতি পা-ক। (আতো হনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩)। ১ কুকুর। ২ ব্যাঘ্র। ৩ বিড়াল। ৪ ভল্লুক। (শব্দর°) ৫ চিত্রকব্যাঘ্র। (বিশ্ব)

জিহ্বাপরীক্ষা (স্ত্রী) জিহ্বায়া পরীক্ষা ৬তৎ। জিহ্বা যদি সরু কিম্বা পাতলা হয়, এবং তাহাতে উথার মতন ধার হয় অথচ স্ফোটকযুক্ত হয়, তাহা হইলে রোগ বায়ুজ, জিহ্বা হইতে রক্তস্রাব হইলে পিত্তজ এবং শ্বেতবর্ণ অম্লরসানুভূত ও জলনিঃসৃত হইলে শ্লেষ্মজ বলিয়া বুঝিবে। ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আলজিহ্বাভিমুখী হইলে সান্নিপাতিক জানিবে। ঐ অবস্থায় মুখ হইতে বাহির হইয়া উলটিয়া পড়িলে রোগীর মৃত্যু নিকট হইয়াছে বুঝিবে। (সার° কৌ°)

জিহ্বামল (ক্লী) জিহ্বায়াঃ মলং ৬তৎ। জিহ্বাস্থিত মল। (ত্রিকাণ্ড)

জিহ্বামূলীয় (পুং) জিহ্বামূলে ভবঃ জিহ্বামূল-ছ (জিহ্বামূলাঙ্গুলেশ্ছঃ। পা ৪।৩।৬২) বজ্রাকৃতিবর্ণ, অযোগবাহান্তর্গত বর্ণভেদ; ক, খ, পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে জিহ্বামূলীয় হয়, জিহ্বামূলীয়ের চিহ্ন এই প্রকার, যথা, হরিঃ কাম্যঃ হরি × কাম্যঃ। ইহার উচ্চারণ বিসর্গের ন্যায়। "জিহ্বামূলীয়স্য জিহ্বামূলং" (পাণিনি)
"অধোবিরেকযুক্তাগ্রামাত্রবদ্বয়রূপকঃ।
জিহ্বামূলীয় ইত্যেব গজকুম্ভোপমোঽপরঃ॥" (সুপদ্মব্যাকরণ)
ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল, এই জন্য ইহাদিগকে জিহ্বামূলীয় বলে।

জিহ্বারদ (পুং) জিহ্বা এব রদো দন্ত ইব যস্য। পক্ষী। (হারা°)

জিহ্বারোগ (পুং) জিহ্বায়া রোগঃ ৬তৎ। মুখরোগান্তর্গত রসনাজাত ব্যাধি। সুশ্রুতের মতে জিহ্বাগত রোগ পাঁচ প্রকার—ত্রিদোষ জন্য তিন প্রকার কণ্টক এবং অলাস ও উপজিহ্বিকা এই পাঁচ প্রকার। বায়ুজ জিহ্বারোগে জিহ্বা ফাটিয়া যায়, রসজ্ঞানের অভাব এবং শাকপত্রের ন্যায় বর্ণ হয়, পিত্ত জন্য পীতবর্ণ, দাহ এবং রক্তবর্ণ কণ্টক দ্বারা বেষ্টিত হয়। কফ জন্য হইলে ভারবোধ, জিহ্বার মাংস উন্নত এবং শিমুল কাঁটার ন্যায় অধিক সংখ্যক উন্নতি দেখা যায়। জিহ্বাতলে যে প্রগাঢ় ফুলা জন্মে, তাহাকে অলাস বলা যায়। ইহা কফ রক্ত হইতে জন্মে। সেই ফুলা বৃদ্ধি হইয়া জিহ্বাকে স্তব্ধ করে এবং জিহ্বামূল পাকিয়া উঠে। জিহ্বার অগ্রভাগ ফুলিয়া উন্নত হইয়া থাকে ও তাহা হইতে লালাস্রাব, কণ্ডূ ও দাহ জন্মে, এই প্রকার অবস্থা হইলে উপজিহ্বিকা হয়। (সুশ্রুত)

জিহ্বারোগের মধ্যে অলাস অসাধ্য। (ভাবপ্রকাশ।) এই রোগে বৃহৎখদিরবটিকা একটী উত্তম ঔষধ। এই বটিকা মুখে ধারণ করিলে গল, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালু সম্বন্ধীয় রোগ নষ্ট হইয়া মুখ সুগন্ধ, সুরস ও দন্ত সকল দৃঢ় হয়। ইহাতে জিহ্বার জড়তা অপনীত হইয়া আহারে রুচি বৃদ্ধি হয়,

জিহ্বারোগে দন্তকাষ্ঠ, স্নান, অম্ল দ্রব্য, মৎস্য, দধি, দুগ্ধ, গুড়, মাসকলাই, রুক্ষান্ন, কঠিন ভোজন, অধোমুখে শয়ন, গুরু ও কফজনক দ্রব্য এবং দিবা নিদ্রা এই সকল পরিত্যাগ করিবে। [মুখরোগ দেখ।]

জিহ্বাগত রোগ হইলে রক্তমোক্ষণই শ্রেষ্ঠ উপায়। গুলঞ্চ, পিপ্পলী, নিম্ব ও কটকীর কাথ ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে কুলি করিলে জিহ্বারোগ বিনষ্ট হয়। পিত্তজ জিহ্বারোগে পত্র দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া দূষিত রক্ত নিঃসারণ করিবে। কাকোল্যাদিগণকৃত অতিসারণ, গণ্ডূষ, নস্য ও মধুর দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। কফজ জিহ্বা মণ্ডলাদি অস্ত্র দ্বারা নির্লেখন করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে অঙ্গুলি দ্বারা মধুসংযুক্ত পিপ্পল্যাদিগণ চূর্ণ ঘর্ষণ করিবে। উপজিহ্বরোগে কর্কশ পত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া যবক্ষার দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। শিরোবিরেচন, গণ্ডূষ এবং ধূমপ্রয়োগ দ্বারাও উপজিহ্বারোগ প্রশমিত হয়। ত্রিকটু, যবক্ষার, হরিতকী ও চিতা, এই সকল চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া ঘর্ষণ করিলে কিম্বা ঐ সকল দ্রব্যের কল্ক ও চতুর্গুণ জলদ্বারা তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে উপজিহ্বারোগ ভাল হয়।

জিহ্বালিহ্ (পুং) জিহ্বয়া লেঢ়ি জিহ্বা-লিহ্-কিপ্। কুকুর।

জিহ্বালোল্য (স্ত্রী) পেটুকতা, ঔদারিকতা।

জিহ্বাবৎ (পুং) ১ যজুর্বেদীয় বংশান্তর্গত ঋষিবিশেষ।

"জিহ্বাবতো বাধ্যোগাজ্জিহ্বাবাঁ বাধ্যোগঃ।" (শত° ব্রা° ১৪।৯।৪।৩৩)

(ত্রি) ২ জিহ্বাযুক্ত।

জিহ্বাশল্য (পুং) জিহ্বায়া শল্যমিব। খদির বৃক্ষ। (রাজনি°)

জিহ্বাস্বাদ (পুং) জিহ্বয়া স্বাদঃ ৩তৎ। লেহন, চাটা।

জিহ্বিকা (স্ত্রী) জিহ্বা।

জিহ্বোল্লেখন (ক্লী) জিহ্বা চাঁচা।

জিহ্বোল্লেখনিকা (স্ত্রী) জিবছোলা।

জী (দেশজ) ১ জীব। (হিন্দী) ২ মান্যসূচক পদ। মহাশয়।

জীঅক (দেশজ) সজীব, সতেজ।

জীআ (দেশজ) সজীব।

জীআপিপীড়া (দেশজ) একপ্রকার পিপীড়া।

জীআপুতা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Nageia Putranjiva)।

জীআশিম (দেশজ) একপ্রকার শিমগাছ।

(দেশজ) ১ জিহ্বা, জিব, রসনা। ২ জীব।

জীগুনী, গোয়ালিয়র রাজ্যের একটী সহর। অক্ষা° ২৬° ৩৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১০´ পূঃ। এই সহর কুমারী নদীতীরে গোয়ালিয়র নগরের ২৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

জীতল, একপ্রকার প্রাচীন তাম্রমুদ্রা। [জিতল দেখ।]

জীতি (স্ত্রী) জি-ক্তিন্ বেদে দীর্ঘঃ। ১ জয়। "অজীতয়েঽহতয়ে পবস্ব স্বস্তয়ে" (ঋক্ ৯।৯৬।৪) 'অজীতয়ে অজয়ায়' (সায়ণ) "অচঃ" ইতি সম্প্রসারণস্য দীর্ঘ। ২ হানি।

জীন্ (পারসী) জিন্। [জিন্ দেখ।]

জীন (ত্রি) জ্যা-ক্ত সম্প্রসারণশ্চ দীর্ঘঃ। জীর্ণ, প্রাচীন, বৃদ্ধ।

"জীনকার্ম্মুকবস্ত্রাদীন্ পৃথক্ দদ্যাদ্বিশুদ্ধয়ে"। (মনু ১১।১৩৮)

জীমূত (পুং) জয়তি আকাশমিতি জি-ক্ত, (জেমূ্ টুচোদাত্তঃ দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৯১) মূড়াগমোধাতোর্দীর্ঘশ্চ। জায়তে অনিলেন বা জীবনস্য উদকস্য মূতং বন্ধো যস্যেতি বা, জ্যানং জীর্ণং জ্যা-কিপ্, জিয়া বয়োহান্যা মূতো বন্ধো বা। ১ পর্ব্বত। ২ মেঘ। ৩ মুস্তা। ৪ দেবতাড় বৃক্ষ। (অমর) ৫ ইন্দ্র। ৬ ভৃতিকর। ৭ ঘোষালতা। (হেম°) ৮ সূর্য্য।

"বরুণঃ সাগরোঽংশুশ্চ জীমূতো জীবনোঽরিহা।" (ভা° ৩।৩।২২)

৯ ঋষিবিশেষ। (ভারত ৫।১১১।২৪)

"জীমূতৈরপিহিতসানুরিন্দ্রকীলঃ" (কিরাত) "জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকম্।" (ঋক্ ৬।৭৫।১)

১০ মল্লবিশেষ, ইনি বিরাটরাজ সভায় থাকিতেন। বল্লভ-বেশী ভীমের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হন। (ভারত ৪।১২।১২)

১১ স্বনামখ্যাত দশার্হের পৌত্র। (হরিবংশ ৩২।২৫)

১২ বপুষ্মৎ পুত্র, ইনি শাল্মলী দ্বীপের রাজা ছিলেন, ইহার ৭টী পুত্র হয়।

"শাল্মলস্যেশ্বরাঃ সপ্ত সুতাস্তে তু বপুষ্মতঃ।" (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩৬)

১৩ শাল্মলী দ্বীপের একটী বর্ষ। ১৪ ছন্দোবিশেষ। ১৫ দণ্ডকভেদ।

জীমূতক (পুং) জীমূত-স্বার্থে কন্। [জীমূত দেখ।]

জীমূতকূট (পুং) জীমূতঃ মেঘঃ কূটে শিখরে যস্য। ক্ষুদ্রশৈল, পাহাড়।

জীমূতকেতু (পুং) হিমালয়স্থিত বিদ্যাধররাজভেদ, জীমূত-বাহনের পিতা। [জীমূতবাহন দেখ।]

জীমূতমুক্তা, জীমূত অর্থাৎ মেঘ, তাহা হইতে উৎপন্ন মুক্তা। প্রাচীন রত্নশাস্ত্রাদিতে এই অত্যদ্ভুত মুক্তার বিষয় বর্ণিত আছে, কিন্তু মেঘে কিরূপে মুক্তা জন্মে, তাহা বুঝা যায় না। মেঘ হইতে মেঘান্তরগত তড়িৎপ্রভা কিম্বা সূর্য্য-কিরণে বিভাসিত নানাবর্ণ দীপ্তিমান্ বিমানস্থ জলকণা বা করকাখণ্ড দেখিয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ মেঘমুক্তার অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন, না উহা এক কবি কল্পনা মাত্র, না মেঘ মুক্তা সত্য তাহা বলিতে পারা যায় না। ফলে ইহা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা মেঘমুক্তার

বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারাই বলেন, উহা মেঘ হইতে মুক্ত হইবামাত্র দেবগণ কর্তৃক অপসারিত হয়। সুতরাং এরূপ থাকা আর না থাকা সমান কথা।

যাহা হউক প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ শুক্তি, গজ, সর্পাদির ন্যায় মেঘমুক্তারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"মৎস্যাহিশঙ্খবারাহবেণুজীমূতশুক্তিতঃ।
জায়তে মৌক্তিকং তেষু ভূরি শুক্ত্যুদ্ভবং স্মৃতং॥"

অর্থাৎ মৎস্য, সর্প, শঙ্খ, বরাহ, বংশ, মেঘ ও শুক্তি হইতে মুক্তা হয়, তন্মধ্যে শুক্তিজাত মুক্তাই অধিক।

"দ্বিপভুজগশুক্তিশঙ্খাভ্রবেণুতিমিশূকরপ্রসূতানি।
মুক্তাফলানি তেষাং বহু সাধু চ শুক্তিজং ভবতি॥"

(বৃহৎসংহিতা।)

হস্তী, সর্প, শুক্তি, শঙ্খ, মেঘ, বাঁশ, তিমি মৎস্য ও শূকর হইতে মুক্তা উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে শুক্তিজ মুক্তাই উত্তম ও প্রচুর।

এতদ্ভিন্ন গরুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে মেঘমুক্তার বিষয় উল্লিখিত আছে। শাস্ত্রকারেরা ইহার আকার ও গুণাগুণ সম্বন্ধেও বর্ণনা করিয়াছেন। বৃহসংহিতায় লিখিত আছে—

"বর্ষোপলবজ্জাতং বায়ুস্কন্ধাচ্চ সপ্তমাদ্‌ভ্রষ্টম্।
হ্রিয়তে কিল খাদ্দিব্যৈস্তড়িৎপ্রভং মেঘসম্ভূতম্॥"

মেঘে যেমন বর্ষোপল অর্থাৎ করকা জন্মে, সেইরূপ মুক্তাও জন্মে। করকা সকল যেমন মেঘ হইতে পতিত হয়, মেঘমুক্তাও সেইরূপ সপ্তম বায়ুর স্কন্ধ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হয়। কিন্তু তাহা পৃথিবীতে আইসে না, আকাশ হইতেই দেবগণ সেই তড়িৎপ্রভাময় মেঘমুক্তা হরণ করিয়া লয়।

গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে—

"ধারাধরেষু জায়েত মৌক্তিকং জলবিন্দুভিঃ।
দুর্লভং তন্মনুষ্যাণাং দেবৈস্তৎ হ্রিয়তে ২ম্বরাৎ॥"

জলবিন্দুর বিকার বিশেষ দ্বারা মেঘ ও মুক্তা জন্মে। তাহা মনুষ্যের দুর্লভ। আকাশ হইতেই দেবগণ তাহা হরণ করেন।

"কুক্কুটাণ্ডসমং বৃত্তং মৌক্তিকং নিবিড়ং গুরু।
ঘনজং ভানুসঙ্কাশং দেবভোগ্যমমানুষং॥"

মেঘজাত মণি কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় গোল, নিবিড়, ওজনে ভারি এবং সূর্য্যকিরণের ন্যায় দীপ্তিশীল। ইহা দেবতাদিগের ভোগ্য, মনুষ্যেরা ইহা পায় না।

গরুড়পুরাণেও এইরূপ কথা লিখিত আছে। যথা—

"নাভোভি মেঘপ্রভবং ধরিত্রীং বিয়দ্গতং তৎ বিবুধা হরন্তি।
অর্চিঃপ্রতানাবৃতদিগ্বিভাগমাদিত্যবদ্দুঃখবিভাব্যবিম্বম্।"

মেঘপ্রভব মুক্তা ধরণীতে আইসে না, আকাশ হইতেই দেবতারা তাহা হরণ করেন। ইহা তেজ ও প্রভা দ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করে। ইহা আদিত্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। উক্তপুরাণে আরও বর্ণিত আছে, ইহার জ্যোতিঃ হুতাশন, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও তারাগণের তেজকেও তিরস্কার করিয়া প্রকাশ পায় এবং দিবারাত্রি উভয় ভাবেই সমান দীপ্তকর। ইহার মূল্য সম্বন্ধে উক্ত পুরাণকর্ত্তা লিখিয়াছেন—

"বিচিত্ররত্নদ্যুতিচারুতোয়চতুঃসমুদ্রাভবনাভিরামা।
মূল্যং ন বা স্যাদিতি নিশ্চয়ো মে কৃৎস্না মহী তস্য সুবর্ণপূর্ণা॥"

আমার বিশ্বাস, এই চতুঃসমুদ্রা ভবনাদিযুক্তা সুবর্ণপূর্ণা সমগ্রা পৃথিবীও ঐ মুক্তার সম মূল্য হয় কিনা সন্দেহ।

তিনি আরও লিখিয়াছেন, "নীচ ব্যক্তিও যদি উহা কখন মহৎ পুণ্যবলে প্রাপ্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি শত্রুহীন হইয়া সমগ্র পৃথিবী ভোগ করিতে পারে। উহা যে কেবল রাজাদিগের শুভকারী এমন নহে, প্রজাদিগেরও সৌভাগ্যের কারণ। উহা চতুর্দ্দিকে শতযোজনপরিমিত স্থানের অনিষ্ট নিবারণ করে। জল, জ্যোতিঃ ও বায়ু হইতে মেঘ উৎপন্ন হয়, সুতরাং মেঘজাত মুক্তাও তিন প্রকার। জলাধিক মেঘজাত হইলে তাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও অতিশয় কান্তিযুক্ত হয়। জ্যোতিঃ-প্রধান মেঘ হইতে জন্মিলে তাহা সুগোল, সুকান্তি ও সূর্য্য-কিরণের ন্যায় কিরণশালী, সুতরাং দুর্নিরীক্ষ্য হয়। বায়ু-প্রধান মেঘজাত হইলে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিমল ও লঘু হয়।

জীমূতমূল (ক্লী) জীমূতস্য মুস্তায়া মূলমিব মূলমস্য। শঠী। (শব্দর°)

জীমূতবাহন (পুং) জীমূতো মেঘো বাহনমস্য। ১ মেঘবাহন, ইন্দ্র। ২ শালিবাহনের পুত্র, গৌণ আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে স্ত্রীগণ জীমূতবাহনের পূজা করিয়া থাকে। [জিতাষ্টমী দেখ।] ৩ বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতুর পুত্র, ইনি বিখ্যাত নাগানন্দের নায়ক। জীমূতবাহন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পিতার অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজা ও অন্যান্য যাচক-দিগকে দারিদ্রশূন্য এবং ইহার জ্ঞাতিগণ রাজ্যলোলুপ হইলে ইনি যুদ্ধ না করিয়া তাহাদিগকে রাজ্য প্রদান করেন। পরে তিনি পিতামাতার সহিত মলয়পর্ব্বতের নিকট সিদ্ধাশ্রমে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে মলয়পর্ব্বতবাসী সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র মিত্রাবসুর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। একদিন ইনি বন্ধুভগিনী মলয়বতীকে দেখিয়া তাঁহাকে আপন পূর্ব্বজন্মের পত্নী বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইলেন। ইহার পর একদিন মিত্রাবসু প্রস্তাব করিলেন, সখে! আমার ভগিনী মলয়বতীকে তোমার করে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করি।

জীমূতবাহন বলিলেন, সখে! পূর্ব্বজন্মে আমি ব্যোমচারী বিদ্যাধর ছিলাম, একদা ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়শৃঙ্গে উপস্থিত হইলে ক্রীড়ারত হরগৌরী আমাকে দর্শন করিয়া শাপ প্রদান করেন, সেই শাপে আমি মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহ করিয়া বল্লভীনগরবাসী এক ধনী বণিকের পুত্র হইয়া বসুদত্ত নামে বিখ্যাত হই। একদিন আমি বাণিজ্যার্থ গমন করিলে একদল দস্যু আমাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিল এবং চণ্ডীর মন্দিরে বলি দিবার জন্য লইয়া চলিল। চণ্ডালরাজ পূজায় বসিয়া ছিলেন, তিনি আমাকে দেখিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন এবং আমার পরিবর্ত্তে নিজ শরীর দেবীকে উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল। "তুমি ক্ষান্ত হও, আমি প্রীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।" শবররাজ বর প্রার্থনা করিলেন, আমি জন্মান্তরে যেন এই বণিক তনয়ের বন্ধু হই। কিছু দিন পরে দস্যুবৃত্তির অপরাধে রাজার নিকট সেই শবররাজের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল। আমি রাজার নিকট আমার প্রতি তাহার দয়াবর্ণনা করিয়া প্রাণ ভিক্ষা লই। তিনি অনেক দিন আমার আলয়ে ছিলেন, পরে আপনার পত্নীকে আমার আলয়ে রাখিয়া নিজ দেশে গমন করেন।

একদিন তিনি মৃগান্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে সিংহারূঢ়া এক কন্যা দেখিলেন, তাহাকে আমার অনুরূপ মনে করিয়া আমার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কুমারী আমাকে দেখিতে চাহিল, তদনুসারে বন্ধু আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। কুমারী আমাকে দেখিয়া বিবাহ করিতে সম্মত হইল। তখন আমরা সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেশে আসিলাম, আমার ভাবিপত্নী বন্ধুকে ভ্রাতৃসম্বোধন করিলেন। শুভদিনে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হইল। সেই সভায় সিংহ স্বদেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া বলিল, আমি চিত্রাঙ্গদ নামে বিদ্যাধর, এইটী আমার কন্যা, ইহার নাম মনোবতী; আমি ইহাকে ক্রোড়ে করিয়া নিত্য বনে বনে বেড়াইতাম, একদিন আমি ইহাকে লইয়া ভাগীরথীর উপর দিয়া গমন করিতেছি, এমন সময় আমার মস্তকের মালা জলে পতিত হইল, দৈববশে দেবর্ষি নারদ সেই জলে স্নান করিতেছিলেন। মালা তাহার মস্তক স্পর্শ মাত্র তিনি শাপ দিয়া আমাকে এক সিংহ রূপে পরিবর্ত্তিত করেন। আমি তদবধি এই কন্যা লইয়া এইরূপে ছিলাম। আমার শাপের সীমা এই পর্য্যন্তই ছিল। এখন তোমরা সুখে থাক, এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। কালে আমার এক পুত্র হইল, তাহার নাম হিরণ্যদত্ত রাখিলাম। তাহার প্রতি সকল ভার দিয়া মিত্র ও পত্নী মনোবতীর সহিত কালঞ্জর পর্ব্বতে গমন করিলাম। তথায় আমার বিদ্যাধরত্ব লাভ হইলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিবার সময় মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলাম, পরে যেন ইহাদিগকে বন্ধুরূপে ও এই মনোবতীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হই। তখন উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া এই দেহ পরিত্যাগ করিলাম। সখে! তুমি সেই বন্ধু, তোমার এই ভগিনী আমার পূর্ব্বজন্মের সহচরী, অতএব ইহাকে আমার বিবাহ করিতে আপত্তি কি? অনন্তর ইহার সহিত মলয়বতীর বিবাহ হইল।

একদিন ইনি বন্ধুর সহিত ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় কোন ব্যক্তি একটী যুবাকে অত্যুচ্চ শিলার উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। যুবা ভয়ে কাঁদিতে লাগিল। ইনি তাহা দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া তাহার নিকট গিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবা বলিল, আমার নাম শঙ্খচূড়, গরুড় আমাকে ভক্ষণ করিবে বলিয়া আমি এখানে রহিয়াছি। ইনি বলিলেন, সখে! তুমি গৃহে যাও, আমি তোমার পরিবর্ত্তে গরুড়ের ভক্ষ্য হইব। এই বলিয়া শঙ্খচূড়কে বিদায় করিলেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে নিজে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে গরুড় আসিয়া তাহার দেহ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় সহসা পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। গরুড় বিস্মিত হইয়া ইহার পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং ইহার অনুরোধে সমস্ত মৃত জীবকে জীবিত করিয়া দিলেন। অনন্তর ইহার জ্ঞাতিগণ ইহার মহত্ব জানিতে পারিয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করিল। ইনি সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। (কথাসরিৎসাগর) ৪ ধর্ম্মরত্ন নামক স্মৃতি সংগ্রহকর্ত্তা।

জীমূতবাহিন্ (পুং) জীমূতং মেঘমুদ্দিশ্য বহতি ঊর্দ্ধং গচ্ছতি, বহ-ণিনি। ধূম। (হেম°)

জীমূতাষ্টমী (স্ত্রী) গৌণ আশ্বিন মাসের অষ্টমী।

[জিতাষ্টমী দেখ।]

জীর (পুং) জবতীতি জু-রক্ (জীরীচ। উণ্ ২।২৩) ঈশ্চান্তাদেশঃ। ১ জীরক। ২ খড়্গ। ৩ অণু। (মেদিনী) (ত্রি) ৪ জবশীল। ৫ ক্ষিপ্র। (উজ্জ্বল) "উত নঃ সুদ্যোত্মা জীরাশ্বঃ" (ঋক্ ১।১৪১।১২) 'জীরাশ্বঃ ক্ষিপ্রাশ্বঃ' (সায়ণ) ৬ শত্রুর বয়োহানিকর। "প্রচেতসং জীরং দূতমমর্ত্ত্যং" (ঋক্ ১।৪৪।১১) 'জীরং শত্রুণাং বয়োহানিকরং' (সায়ণ) ৭ বিদ্যাযুক্ত। 'জীরং বিদ্যাবন্তং' (দয়ানন্দভাষ্য)

জীরক (পুং) জীর-সংজ্ঞায়াং কন্। স্বনামপ্রসিদ্ধ দ্রব্যবিশেষ, জীরা। পর্য্যায়—জরণ, অজাজী, কণা, জীর্ণ, জীর, দীপ্য, জীরণ, অজাজিকা, বহ্নিশিখ, মাগধ, দীপক। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, দীপন, বাত, গুল্ম, আধ্মান, অতীসার, গ্রহণী ও

কৃমিনাশক।. (রাজনি°) রুচি ও স্বরকর, গন্ধযুক্ত, কফবাত-নাশক, পাকে কটু, তীক্ষ্ণ, লঘু ও পিত্তবর্দ্ধক। (রাজব°)

জীরক তিনপ্রকার—শ্বেতজীরক, কৃষ্ণজীরক ও বৃহৎজীরা। শুক্লবর্ণ জীরকে জীরক, জরণ, অজাজী, কণা ও দীর্ঘজীরক বলে, কৃষ্ণজীরকে সুগন্ধ, উদ্গারশোষণ, কণা, অজাজী, সুসবী, কালিকা, উপকালিকা. পৃথ্বিকা, কারবী, পৃথ্বী, পৃথু, কৃষ্ণা, উপকুঞ্চিকা এবং বৃহৎ জীরাকে উপকুঞ্চী ও কুঞ্চী বলে। পারস্য ভাষায় জীরক ও জির, হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষায় জীরা, আরব্য ভাষায় কমুন, ইংরাজী ভাষায় কিউমিন (Cumin) ও ব্রহ্ম ভাষায় জীয় কহে।

জীরা গাছে জন্মে। ইহা প্রধানতঃ দুই প্রকার—শাদা ও কাল। এদেশে কালকে কালজীরা ও শাদাকে শাজীরা বলে। দাক্ষিণাত্যে শাজিরা অর্থে শাদা ও কাল উভয়বিধ জীরাই বুঝায়।

জীরা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্প-বিস্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে; বঙ্গদেশে ও আসামে অপেক্ষাকৃত কম জন্মে।

শাদা জীরা বঙ্গদেশের অতি অল্প স্থানেই জন্মে। কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জীরার গাছ ছিলনা, পারস্য দেশ হইতে এখানে আনা হইয়াছে এবং ভারতের অনেক স্থানে উক্ত গাছের আবাদ হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন, ভূমধ্যসাগরের উপকূল প্রদেশ হইতে এই গাছের আমদানী হইয়াছে। এই জীরার রঙ্ ধূসর, স্বাদ উত্তম কিন্তু মৌরির ন্যায় নহে ও কিছু তীব্র। য়ুরোপে এবং সিসিলি ও মাণ্টা দ্বীপে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। শতদ্রু নদীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বহু পরিমাণে জীরা উৎপন্ন হয়। জীরা দ্বারা একপ্রকার রোগ-উপশমকারী তৈল (আরক) প্রস্তুত হয়। এই তৈল ঈষৎ পীতবর্ণ ও পরিষ্কার; কিন্তু ইহার আস্বাদ কটু ও কষায় গুণযুক্ত এবং ঘ্রাণ বিরক্তিজনক।

জীরা সাধারণতঃ বাতঘ্ন ও বায়ুনাশক, সুগন্ধযুক্ত ও উত্তেজক। উদরাময় ও অজীর্ণরোগে জীরা ব্যবহার করা যাইতে পারে; ইহা সঙ্কোচক। ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানের বাজারেই জীরা পাওয়া যায়; ইহা মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার তৈল বায়ুনাশক। জীরা ও তাহার তৈল উভয়েরই ধনিয়ার ন্যায় বায়ুনাশক গুণ আছে; কিন্তু ঔষধার্থে ভারতবর্ষীয়গণ ইহা যে পরিমাণে ব্যবহার করেন, য়ুরোপীয়গণ সেরূপ করেন না। ইহার শৈত্যগুণ অধিক; এই জন্য মেহরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপদাহ ও যন্ত্রণা আরোগ্য হয়। য়িহুদীগণ ত্বক্‌চ্ছেদনকালে জীরার প্রলেপ ব্যবহার করিয়া থাকে। মুসলমানগণ জীরার অতিশয় প্রশংসা করেন; তাঁহারা পিষ্টকের মসলারূপে ব্যবহার করেন। আরব ও পারস্যদেশীয় গ্রন্থে ৪ প্রকার জীরার উল্লেখ দেখা যায়; যথা—করসি, নবতি, কিরমানি অর্থাৎ কৃষ্ণজীরা এবং শানু অর্থাৎ সিরীয় জীরা।

বৈদ্যক মতে বিছায় কামড়াইলে মধু, লবণ এবং ঘৃতের সহিত জীরা মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ডাক্তার য়্যাটন বলেন, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পিত্তাধিক্য হেতু বমনকালে নেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া জীরা সেবন করাইলে বমি নিবারণ হয়। সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পরে প্রসূতিকে দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য কালজীরা খাওয়ান হইয়া থাকে। অল্প পরিমাণে ঘৃত মাখিয়া নলে সাজিয়া জীরার ধূমপান করিলে হিক্কা সরিয়া যায়। জীরার দ্বারা অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ডাইমক সাহেব প্রণীত চিকিৎসাতত্ত্বে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে।

জীরা অনেকাংশে সলুফার ন্যায়; কিন্তু সলুফাপেক্ষা কিছু বড় ও রঙ্ উহাপেক্ষা কিছু ফিকে। পূর্ব্বে য়ুরোপীয়গণ জীরা মসলারূপে ব্যবহার করিত, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে এখন সলুফা ব্যবহার করে। বঙ্গদেশে জীরা মসলারূপে ব্যবহৃত হয় ও ইহা দ্বারা একরূপ সুস্বাদু আচার প্রস্তুত হয়।

জীরা বহুপূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীন পুস্তকে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। মধ্যযুগে য়ুরোপে এই মসলা অতিশয় প্রিয় ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইত। এখন য়ুরোপে সলুফা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মাণ্টা, সিসিলি এবং মরক্কো হইতে জীরা ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়; ভারত হইতেও অল্প পরিমাণে যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে জীরার রপ্তানী উঠাইয়া দেওয়া হয়। এখন পারস্য, তুরষ্ক প্রভৃতি দেশ হইতে জীরা ভারতে আমদানী হইয়া থাকে এবং ভারত হইতেও ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

ভারতে জীরার প্রাদেশিক বাণিজ্য বৈদেশিক বাণিজ্য অপেক্ষা প্রায় ৪গুণ অধিক; কিন্তু কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণে জীরা ব্যবহৃত হয়, তাহা এখন পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবে অধিক পরিমাণে জীরা উৎপন্ন হয়। বোম্বাই প্রদেশে জব্বলপুর, গুজরাট, রতলম এবং মন্বট হইতে জীরা আমদানী হয়। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল, জীরার ধূমপান করিলে মুখ বিবর্ণ হয়। [কৃষ্ণজীরক দেখ।]

এ দেশীয় বৈদ্যক মতে তিন প্রকার জীরক রুক্ষ, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, ধারক, পিত্তবর্দ্ধক, মেধাজনক, গর্ভাশয়শোধক, জ্বরনাশক, পাচক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচি-

জনক, কফনাশক, চক্ষুর হিতকারক এবং বায়ু, উদরাধ্মান, গুল্ম, বমি ও অতীসারনাশক। (ভাবপ্র°) ইহা হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা অতি সুগন্ধ, বায়ুনাশক ও উষ্ণকারক।

জীরকাদিমোদক (পুং) জীরক আদির্যস্য সঃ তাদৃশঃ মোদকঃ কর্ম্মধা। বৈদ্যকোক্ত মোদক ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—শুক্ল চূর্ণিত জীরা ৮ পল, ঘৃতভর্জিত ও বস্ত্রপূত সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৪ পল, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরী, তালীশপত্র, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শঠী, সোহাগার খই, কুন্দুরখোটা, যষ্টীমধু, বংশলোচন, কাঁকলা, বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, শুল্ফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কট্‌কী, পদ্মকাষ্ঠ, নালুকা ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ১ কর্ষ, সকলের সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাক শেষে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ১ তোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী ও অম্লপিত্তাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

(ভৈষজ্য-রত্নাবলী গ্রহণ্যধিকার)

আরও এক প্রকার জীরকাদি মোদক আছে, তাহার প্রস্তুত প্রণালী এই প্রকার। জীরক, ত্রিফলা, মুস্ত, গুড়্‌চাত্বক্, অভ্র, নাগকেশরপত্র, নাগকেশরত্বক্, এলাচ, লবঙ্গ, ক্ষেৎপাপড়া, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ষ। সকলের সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাক শেষ হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ১ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা সেবনের পর শীতল জল সেবন করিতে হয়। এই মোদক জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, কামলা এবং পাণ্ডুরোগনাশক। এই মোদক স্বয়ং মহাদেব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (কালী° চিকিৎসাসারস° জরাধিকার)

জীরকাদ্যচূর্ণ (ক্লী) জীরকাদ্যং চূর্ণং কর্ম্মধা। বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—জীরা, সোহাগার খই, মুতা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, বালা, শুল্‌ফা, দাড়িম ফলের ছাল, কুড়চি মূলের ছাল, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক, পারদ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, সমষ্টির সমান জায়ফল চূর্ণ, এই সমুদয় একত্র করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই চূর্ণ সেবনে গ্রহণী, অতীসার প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী গ্রহণ্যধিকার)

জীরকাদ্যমোদক (পুং) জীরকাদ্যঃ মোদকঃ কর্ম্মধা। বৈদ্যকোক্ত মোদক ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—জীরা ৮ পল, শুঁঠ ৩ পল, ধনিয়া ৩ পল, শুল্‌ফা, যমানী, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল, দুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৬।০ সের, ঘৃত ৮ পল, প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, মুতা, লবঙ্গ, প্রত্যেক ১ পল।

ইহা সেবনে সূতিকা ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়। ইহা অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধিকর। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

জীরণ (পুং) জীরকঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ কস্য ণঃ। জীরক। (রাজনি°)

জীরদানু (পুং) জীরং ক্ষিপ্রং জবশীলং বা দদাতি। জীর-দা-নু। ১ শীঘ্র দান। "বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুং" (ঋক্ ১।১৬৬।১৫) 'জীরদানু জবশীলদানং' (সায়ণ) "জীর দানূরেতো দধাত্যোষধীষু" (ঋক্ ৫।৮৩।১) 'জীরদানুঃ ক্ষিপ্রদানঃ' (সায়ণ) ২ ক্ষিপ্রদাতা।

জীরা, ১ আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলার একটী গ্রাম। এখানে প্রতি সপ্তাহে একটী হাট বসে। হাটে সন্নিহিত গারোগণ লাক্ষা প্রভৃতি পর্ব্বতজাত দ্রব্য বিনিময়ে বস্ত্র, লবণ, তণ্ডুল ও শুষ্ক মৎস্যাদি লইয়া যায়। ঐ গ্রামের নামানুসারে জীরাদ্বার নামে এখানে উৎকৃষ্ট শালতরুসম্বলিত একটী বিস্তীর্ণ ভূভাগ আছে।

২ গুজরাটের একটী সহর। ইহা রাজকোটের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ৭১ মাইল দূরে এবং বরোচের দক্ষিণপশ্চিমে ১৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ১৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ৪´ পূঃ।

৩ রেবারাজ্যের অন্তর্গত বাঘেলখণ্ডের একটী সহর। ইহা সাসিরাম হইতে ১২৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৫০´ উঃ, দ্রাঘি° ৮২° ২৭´ পূঃ।

জীরা, ১ পঞ্জাবের অন্তর্গত ফিরোজপুর জেলার একটী তহসীল। পরিমাণফল ৫০০ বর্গ মাইল। গ্রাম ও নগরের সংখ্যা ৩৪৪। এই তহসীলের ভূমি সর্ব্বত্র সমান, একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কোথাও গিরিগহ্বরাদি নাই। বন্যাজল খালে আসিয়া পড়ে, তাহাতেই কৃষি সম্পন্ন হয়। উৎপন্ন দ্রব্য ধান্য, কার্পাস, গোধূম, ছোলা, জনার, তামাক, শাক ও ফলমূলাদি। একজন তহসীলদার ও একজন মুন্সেফ ১টী দেওয়ানী ও ২টী ফৌজদারী আদালতে বিচারকার্য্য সম্পন্ন করেন। এখানে ৫টী থানা আছে।

২ পঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার জীরা তহসীলের প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ৩০° ৩৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২´ ২৫´´ পূঃ। ইহা ফিরোজপুর হইতে লুধিয়ানা যাইবার পথে ফিরোজপুর নগর হইতে ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এই সহরটী ক্ষুদ্র হইলেও চতুর্দ্দিকে মনোহর উদ্যানশ্রেণী পরিবেষ্টিত এবং

সুন্দর রূপে নির্ম্মিত। একটী খাল ইহার নিকট দিয়া গিয়াছে। ইহাতে দুইটী বাজার আছে। এখানে তহসীলদারের কাছারী, থানা, বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল, মিউনিসিপালহল সরাই, বাঙ্গলা প্রভৃতি আছে।

জীরাগুড় (স্ত্রী) জীরাযুক্তং গুড়ং মধ্যলো°। বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ, ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—ক্ষেৎপাপড়া, গুড়ূচী ও বাসকের কাথ বা ত্রিফলার রস, জীরা, গুড়, মধু ও সেফালী পত্রের রসের সহিত একত্র করিলে জীরাগুড় হয়, এই ঔষধ ভক্ষণ করিলে শ্লেষ্মযুক্ত বিষমজ্বর ও সাধারণ বিষমজ্বর বা সর্ব্বপ্রকারজ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর ও সর্ব্বপ্রকার বাতরোগনাশক। (চিকিৎসাসারস° জ্বরা°)

অপর আর একপ্রকার জীরাগুড় আছে, গুড়, জীরা ও মরিচ একত্র করিলে তাহা প্রস্তুত হয়, এই জীরাগুড় ঐকাহিক জ্বরে আশুফলপ্রদ।

"জীরকং গুড়সংযুক্তং কিঞ্চিন্মরিচসংযুতম্।
জয়দেকাহিকং সদ্যো রণে বীররিপূনিব॥" (চিকিৎসাসারস°)

জীরাধ্বর (ত্রি) [বৈ] বিঘ্ন বা বিপদ্-রহিত।

জীরাশ্ব (ত্রি) [বৈ] ক্ষিপ্রগতি অশ্বযুক্ত।

জীরি (পুং) জীর্য্যতি জৄ-বাহুলকাৎ রিক্। ১ মনুষ্য। "রক্ষন্তি জীরয়ো বনানি" (ঋক্ ৩।৫১।৫) 'জীর্য্যন্তি ইতি জীরয়ো মনুষ্যাঃ' (সায়ণ) (ত্রি) ২ জারক। ৩ অভিভাবক। "প্রজীরয়ঃ সিস্রতে সধ্র্যক্ পৃথক্" (ঋক্ ২।১৭।৩) 'জীরয়ো জরয়িতারঃ" (সায়ণ)

জীরিকা (স্ত্রী) জীর্য্যতি জৄ-রিক্-ঈশ্চান্তাদেশঃ ততঃ স্বার্থে কন্। বংশপত্রী তৃণ। (রাজনি°)

ত্রি) জৄ-ক্ত তস্য নিষ্ঠা নত্বং (গত্যর্থাকর্ম্মকশ্লিষেতি। পা ৩।৪।৭২) ১ বয়ঃপ্রকারভেদ, বৃদ্ধ, জরাযুক্ত। ২ পুরাতন।
"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়" (গীতা)
(পুং) ৩ জীরক। (রাজনি°) ৪ শৈলজ। (রাজনি°)
(ত্রি) ৫ উদরাগ্নি দ্বারা যাহার পরিপাক হইয়াছে, পরিপক্ব।
"জীর্ণমন্নপ্রশংসীয়াৎ শস্তঞ্চ গৃহমাগতং।" (চাণক্য)

কোন্ কোন্ দ্রব্যের সহিত কোন্ দ্রব্য মিশ্রিত হইলে জীর্ণ হয়, তাহার বিষয় জীর্ণমঞ্জরীতে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। নারিকেলের সহিত তণ্ডুল, ক্ষীরের সহিত রসাল, জম্বীরোত্থ রস ও মোচাফলের সহিত ঘৃত, গোধূমের সহিত কর্কটী, মাংসের সহিত কাঞ্জিক, নারঙ্গের সহিত গুড়, পিণ্ডারকে কোদ্রব, পিষ্টান্নে সলিল, পিয়াল ফলে পথ্যা, ক্ষীরভবে খণ্ড ও তক্র, কোলযজে ঈষদুষ্ণ জল, এবং মৎস্যে আম্রফল শীঘ্র জীর্ণ হয়। জলপানের পর মধু, পৌষ্করজে তৈল, পনসে কদল, কদলে ঘৃত, ঘৃতে জম্বুরস, নারিকেল ফল ও তালবীজে তণ্ডুল; দাড়িম, আমলক, তাল, তিন্দুকী, বীজপুর ও লবলী বকুলফলের সহিত; মধূক, মালূর, নৃপাদন, পরূষ, খর্জ্জুর ও কপিত্থ পিচুমর্দ্দ বীজের সহিত, ঘৃতের সহিত তক্র; মাতুলপত্রকের সহিত গোধূম, মাষ, হরিমন্থ, সতীন ও মুদ্গ; শৃঙ্গাটক ও মধুফলের সহিত মুস্ত, মাংস ও পনসের সহিত আম্রবীজ, সৈন্ধবের সহিত কৃশর (তিলখাউ); মহিষদুগ্ধ পিপ্পলী ও দিপ্যকের সহিত চিপিট; কর্পূর, সুপারি, নাগবল্লী, কাশ্মীর, জাতিফল, জাতিকোশ, কস্তূরিকা, সিহ্লক ও নারিকেলজল সমুদ্রফেনের সহিত; শ্যামাক, নীবার, কুলত্থ, যষ্টী, চিঞ্চা ও কুলত্থ তিলতৈলের সহিত; কশেরু, শৃঙ্গাট, মৃণাল ও খর্জ্জুরখণ্ড নাগরের সহিত, অম্ল বা ঈষদুষ্ণ অন্নের সহিত ঘৃত, কাঞ্জিকের সহিত তিলতৈল; পনস ও আমলক সর্জ্জমজ্জার সহিত, মৎস্য ও মাংস শুক্তের সহিত এবং বহ্নিপক্ব মাংসের সহিত মৎস্য জীর্ণ হয়। কপোত, পারাবত, নীলকণ্ঠ ও কপিঞ্জলের মাংস ভক্ষণ করিয়া কাশের মূল উষ্ণ করিয়া ভক্ষণ করিলে জীর্ণ হয়। শঙ্খচূর্ণের সহিত হয়ারি, নারী, ঘৃত, দধি ও দুগ্ধ জীর্ণ হয়। মুদ্গযূষের সহিত পায়স, বার্ত্তাকু, বংশাঙ্কুর, মূলক, উপোদক, অলাবু এবং পটোল মেঘবরের সহিত জীর্ণ হয়। তিল-নালজের সহিত সকল প্রকার শাক জীর্ণ হয়। চঞ্চুক, সিদ্ধার্থক ও বাস্তুক গায়ত্রিসারের কাথে শীঘ্র জীর্ণ হয়। শ্রমজে মৃগমাংস হিতকর, সুরতাবসানে সুনিদ্রা, অতি ব্যবায়ে ছাগাও হিতকর এবং তিলতৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণরোগ ভাল হয়।

জীর্ণক (ত্রি) জীর্ণপ্রকারঃ স্থূলাদিত্বাৎ কন্। জীর্ণপ্রকার।

জীর্ণজ্বর (পুং) জীর্ণঃ পুরাতনো জ্বরঃ কর্ম্মধা। পুরাতন জ্বর, ১২ দিনের অধিক হইলে জ্বর জীর্ণ অর্থাৎ পুরাতন হয়। এই জ্বরের বেগ মন্দগামী।

"যো দ্বাদশভ্যো দিবসেভ্য ঊর্দ্ধং
দোষত্রয়স্তদ্দ্বিগুণেভ্য ঊর্দ্ধম্।
নৃণাং তনৌ তিষ্ঠতি মন্দবেগো
ভিষগ্ভিরুক্তো জ্বরএব জীর্ণঃ॥" (বৈদ্যক)

পুরাতন জ্বরে উপবাস অহিতকর, উপবাসে শরীর দুর্ব্বল হয়, শরীর দুর্ব্বল হইলে জ্বরের তেজঃ বৃদ্ধি হয়। [জ্বর দেখ।]

জীর্ণজ্বরাঙ্কুশরস (পুং) জীর্ণজ্বরে অঙ্কুশ-ইব যোরসঃ কর্ম্মধা। বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—রস, রসের দ্বিগুণ গন্ধক ও টঙ্কণ, রসের সমান বিষ, বিষের পঞ্চগুণ মরিচ, কটফল ও দন্তীবীজ, মরিচের সমান এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। জীর্ণজ্বরে এই ঔষধ অতিশয় উপকারক, ইহার নাম জীর্ণজ্বরাঙ্কুশ।

এই ঔষধ ত্রিদোষজ সকল প্রকার জ্বর বা উৎকট জ্বর, বিজ্বর জ্বর প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বরকে আশু বিনাশ করে এবং কাশ শ্বাস অরোচক প্রভৃতিকেও নষ্ট করে।

(চিকিৎসাসারস° জ্বরাধিকার)

জীর্ণতা (স্ত্রী) জীর্ণস্ত ভাবঃ জীর্ণ-তল্ টাপ্। জীর্ণত্ব, পুরাতন হওয়া।

জীর্ণদারু (পুং) জীর্ণমিব দারু যস্ত। বৃদ্ধদারক বৃক্ষ, বিধারা। পর্য্যায়—জীর্ণফঞ্জী, সুপুষ্পিকা, অজরা, সূক্ষ্মপর্ণা। ইহার গুণ—গৌল্য, পিচ্ছিল, কফকাস ও বাতদোষনাশক এবং বল্য। (রাজনি°)

জীর্ণদেহ (পুং) জীর্ণঃ দেহঃ যস্ত বহুব্রী। জীর্ণকলেবর, বৃদ্ধ শরীর, যাহার শরীর জীর্ণ হইয়াছে।

জীর্ণপত্র (পুং) জীর্ণং পত্রমস্ত বহুব্রী। ১ পট্টিকালোধ্র, পাঠিয়া-লোধ। (ভাবপ্র°) (ত্রি) ২ জীর্ণপত্রযুক্ত।

জীর্ণপত্রিকা (স্ত্রী) জীর্ণানি পত্রাণ্যস্তাঃ বহুব্রী কপ্ ততষ্টাপ্ অত ইত্বং। বংশপত্রী তৃণ। (রাজনি°)

জীর্ণপর্ণ (পুং) জীর্ণানি পর্ণানি যস্ত বহুব্রী। ১ কদম্ব। (রাজনি°) (ক্লী) জীর্ণং পর্ণং কর্ম্মধা। ২ পুরাতন পত্র, জীর্ণ পাতা। জীর্ণং পর্ণং তাম্বূলং এইরূপ সমাস বাক্যে পুরাতন তাম্বূল।

"পর্ণমূলে ভবেৎ ব্যাধিঃ পর্ণাগ্রে পাপসম্ভবঃ।
জীর্ণপর্ণং হরেদায়ুঃ শিরাবুদ্ধিবিনাশিনী॥" (বৈদ্যক)

তাম্বূলের অগ্রশিরা বাদ দিয়া ভক্ষণ করিবে।

জীর্ণফঞ্জী (স্ত্রী) জীর্ণা ফঞ্জী কর্ম্মধা। বৃদ্ধদারকবৃক্ষ, বিধারা। (রাজনি°)

জীর্ণবুধ্ন (পুং) জীর্ণোহদৃঢ়ো বুধ্নোমূলমস্ত বহুব্রী। পট্টিকা-লোধ্র। (রাজনি°)

জীর্ণবুধ্নক (ক্লী) জীর্ণোবুধ্নোমূলং যস্ত বহুব্রী, ততো-কপ্। ১ পট্টিকালোধ্র। (রাজনি°) ২ পরিপেল, কেউটামুতা।

(ক্লী) জীর্ণং পুরাতনং বজ্রং হীরকমিব। বৈক্রান্ত-মণি। (রাজনি°)

জীর্ণবস্ত্র (ক্লী) জীর্ণং বস্ত্রং কর্ম্মধা। পুরাতন বস্ত্র, পর্য্যায়—পটচ্চর। (অমর)

জীর্ণসীতাপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটী প্রাচীন নগর। একজন জৈন রাজা এই নগর স্থাপন করেন। বর্ত্তমান বেলগাঁ ও শাপুর যে স্থলে অবস্থিত জীর্ণসীতাপুর সেই স্থানে অবস্থিত ছিল। আজও ইহার দুর্গপ্রাচীর ও পুষ্করিণী প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে

জীর্ণা (স্ত্রী) জৃ-ক্ত টাপ্। ১ স্থূলজীরা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ প্রাচীনা, পুরাতনী।

জীর্ণাশ্মমৃত্তিকা (স্ত্রী) কৃত্রিম মৃত্তিকাভেদ, কৃত্রিম মৃত্তিকার বিষয় শব্দার্থচিন্তামণিতে এই প্রকার লিখিত আছে। শিলা-জতু স্থলে মনোহর দীর্ঘ গর্ত্ত করিবে। সেই গর্ত্তে দ্বিপদ ও চতুষ্পদদিগের অস্থি দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে সর্জ্জিক্ষার, মহা-ক্ষার, মৃৎক্ষার, লবণ, গন্ধক ও উষ্ণজল নিক্ষেপ করিবে, এই-প্রকার ৬ মাস করিয়া পাষাণ মৃত্তিকা দিতে হইবে। এইরূপে তিন বর্ষে সকল বস্তু একত্র হইয়া প্রস্তর সদৃশ হয়। পরে সেই গর্ত্ত হইতে তাহা তুলিয়া চূর্ণ করিয়া পাত্র প্রস্তুত করিবে। এই পাত্রে ভোজন অতি প্রশস্ত, ভোজন দ্রব্য যদি বিষদূষিত হয়, তাহা হইলে এই পাত্রে দিলে জানিতে পারা যায়। এই পাত্রে যদি মহাবিষ সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যায়, দূষীবিষাদির সংযোগ হইলে ফোটাকৃতি চিহ্ন হয় এবং ক্ষুদ্র-বিষ সংযুক্ত হইতে কৃষ্ণবর্ণ হয়।

জীর্ণসংস্কার (পুং) জীর্ণস্ত সংস্কারঃ ৬তৎ। মেরামত, ভাঙ্গা দ্রব্য সারা।

জীর্ণসংস্কৃত (ত্রি) জীর্ণস্ত সংস্কৃতঃ ৬তৎ। যাহার মেরামত করা হইয়াছে।

জীর্ণি (স্ত্রী) জৃ ক্তিন্। জীর্ণতা। (অমর)

জীর্ণোদ্ধার (পুং) জীর্ণস্ত পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠাপিতলিঙ্গাদেরুদ্ধারঃ ৬তৎ। পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠাপিত লিঙ্গাদির উদ্ধার, ভগ্ন মন্দিরাদির সংস্কার, যে বস্তু জীর্ণ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, সংস্কার দ্বারা তাহা পূর্ব্ববৎ সম্পাদন। পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠাপিত লিঙ্গাদির জীর্ণো-দ্ধারের বিষয় অগ্নিপুরাণে ৬৭ অধ্যায়ে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—

মূর্ত্তি অচল হইলে গৃহে রক্ষা করিবে, অতি জীর্ণ হইলে পরিত্যাগ করিবে, ভগ্ন বা বিকলাঙ্গ হইলে সংহার বিধি দ্বারা পরিত্যাগ করিবে। নারসিংহমন্ত্রে সহস্র হোম করিয়া গুরু রক্ষা করিতে পারেন। লিঙ্গাদি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইলে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হয়। প্রস্তরনির্ম্মিত হইলে জলে নিক্ষেপ করিবে। ধাতুজ বা রত্নজ হইলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে। যে পরিমাণ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে হয়, সেই পরিমাণ মূর্ত্তি শুভদিনে স্থাপিত করিতে হয়, কূপ, বাপী ও তড়াগাদির জীর্ণোদ্ধার মহা ফলজনক।

অনাদি সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গাদি (অর্থাৎ যে লিঙ্গ কেহ প্রতিষ্ঠিত করে নাই) ভগ্নাদি হইলে প্রতিষ্ঠাদি জীর্ণোদ্ধার করিবার আবশ্যক করে না, কিন্তু সেই মূর্ত্তির মহাভিষেক করিবে। "জীর্ণোদ্ধারং করিষ্যে," এইরূপে সঙ্কল্প করিবে। "ওঁ ব্যাপকেশ্বরশিরসে স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া শত অঘোর মন্ত্র জপ করিতে হইবে। পরে অগ্নি স্থাপিত করিয়া

ঘৃত ও সর্ষপ দ্বারা সহস্র হোম করিবে। পরে ইন্দ্রাদি দেবগণকে বলি প্রদান করিবে। জীর্ণদেবকে প্রণব দ্বারা পূজা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবতাদিগের হোম করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র বলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে—

"জীর্ণভগ্নমিদং চৈব সর্ব্বদোষাবহং নৃণাং।
অস্যোদ্ধারে কৃতে শান্তিঃ শাস্ত্রে ঽস্মিন্ কথিতা ত্বয়া॥
জীর্ণোদ্ধারবিধানঞ্চ নৃপরাষ্ট্রহিতাবহম্।
তদধিতিষ্ঠতাং দেব! প্রহরামি তবাজ্ঞয়া॥"

হোমাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আবার এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে

"লিঙ্গরূপং সমাগত্য যেনেদং সমধিষ্ঠিতম্।
যায়াত্বং সম্মিতং স্থানং সন্ত্যজ্যৈব শিবাজ্ঞয়া॥
অত্র স্থানে চ যা বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যেশ্বরৈর্যুতা। শিবেন সহ সংতিষ্ঠ।"

এই মন্ত্র বলিয়া মন্ত্রিত জলদ্বারা অভিষেক করিয়া বিসর্জন করিবে। মূর্ত্তি কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইলে মধু মাখাইয়া দগ্ধ করিবে। হেম ও রত্নাদি নির্ম্মিত হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধি দ্বারা স্থাপিত করিতে হইবে, পরে শান্তির নিমিত্ত অঘোর মন্ত্র দ্বারা সহস্র তিলহোম করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে—

"ভগবান্ ভূতভব্যেশ লোকনাথ জগৎপতে।
জীর্ণলিঙ্গসমুদ্ধারঃ কৃতস্তবাজ্ঞয়া ময়া॥
অগ্নিনা দারুজং দগ্ধং ক্ষিপ্তং শৈলাদিকং জলে।
প্রায়শ্চিত্তায় দেবেশ! অঘোরাস্ত্রেণ তর্পিতং॥
জ্ঞানতো ঽজ্ঞানতো বাপি যথোক্তং ন কৃতং যদি।
তৎ সর্ব্বং পূর্ণমেবাস্তু ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥"

এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে, পুনরায় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতে হইবে।

"গোবিপ্রশিল্পিভূতানামাচার্য্যস্য চ যজ্বনঃ।
শান্তির্ভবতু দেবেশ! অচ্ছিদ্রং জায়তামিদম্॥"

নূতনমূর্ত্তি স্থাপন করিলে এই মাত্র বিশেষ—

"ত্বৎপ্রসাদেন নির্বিঘ্নং দেহং নির্ম্মাপয়ত্যসৌ।
বাসং কুরু সুরশ্রেষ্ঠ! ভাবত্বং চাস্যকে গৃহে॥
বসন্ ক্লেশং সহিষ্যেহ মূর্ত্তিং বৈ তব পূর্ব্ববৎ।
যাবৎ কারয়েৎ ভক্তঃ কুরু তস্য চ বাঞ্ছিতম্॥"

এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া যথাবিধি অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

২ জীর্ণ মন্দিরাদির সংস্কার। যে রাজার রাজ্যে দেবগৃহ প্রভৃতি ভগ্ন হয়, এবং রাজা যদি ইহার সংস্কারাদি না করেন, তাহা হইলে তাহার রাজ্য অচিরাৎ বিনষ্ট হয়। যে সকল লোক ভগ্ন দেবালয় প্রভৃতি সংস্কার করে, তাহারা দ্বিগুণ ফল লাভ করে। যাহারা পতিত এবং পতমান দেবগৃহাদিকে রক্ষা করে, তাহারা অন্তে অক্ষয় বিষ্ণুলোকে গমন করে। নূতন দেবগৃহ প্রতিষ্ঠাদি অপেক্ষা জীর্ণসংস্কার শতগুণ পুণ্যদায়ক।

"মূলাচ্ছতগুণং পুণ্যং প্রাপ্নুয়াজ্জীর্ণকারকঃ।" (বিষ্ণুরহস্য)

বাপী, কূপ, তড়াগ, নদী প্রভৃতির সংস্কার করিলেও অশেষ পুণ্যলাভ হয়। (স্মৃতি)

জীর্বি (পুং) জীর্য্যতি ছিন্নী ভবত্যনেন জৃ-ক্রিন্ (জৃশৄস্তৃ জাগৃভ্যঃ ক্রিন্। উণ্ ৪।৫৪) ১ কুঠার। (উজ্জ্বল) ২ শকট ৩ কায়। ৪ পশু। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

জীব (পুং) জীবনমিতি জীব-ঘঞ্ (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) বা জীবতি জীব-ক। ১ প্রাণী। ২ জীবন্তীবৃক্ষ। ৩ বৃহস্পতি। ৪ কর্ণ। ৫ ক্ষেত্রজ্ঞ। পর্য্যায়—আত্মা, পুরুষ, পুদ্গল, অন্তর্যামী, ঈশ্বর। (ত্রিকাণ্ড) ৬ প্রাণধারণ। ৭ বৃত্তি, আজীবিক। (মেদিনী) জীব জীবের জীবন বলিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ জীব সকল জীব দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সহস্ত জীবের অহস্ত জীব জীবিকা, চতুষ্পদ জীবদিগের অপদযুক্ত জীব জীবিকা, অতএব জীবই একমাত্র জীবের জীবন, জীব ভিন্ন জীবের জীবন রক্ষা হইতে পারে না, একটু মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেই বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

"অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্।
ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনং॥" (ভাগ° ১।১৩।৪৭)

৮ মনুষ্যাদি কীট পর্য্যন্ত প্রাণি মাত্র। ৯ কার্য্যকারণ সমূহ। সূক্ষ্ম জীবের পরিমাণ কেশাগ্রকে শতভাগ করিবে, পুনরায় তাহাকে সহস্রভাগ করিলে যত সূক্ষ্ম হয়, ইহার পরিমাণ তত সূক্ষ্ম। "বালাগ্রো শতশো ভাগঃ কল্পিতস্য সহস্রধা। তস্যাপি শতশোভাগো জীবঃ সূক্ষ্ম উদাহৃতঃ।" (শঙ্খ) [জীবাত্মা দেখ] ১৬ বিষ্ণু।

"জীবো বিনয়িতা সাক্ষীঃ মুকুন্দোঽমিতবিক্রমঃ।"

(ভারত ১৩।১৪৯।৬৮)

১৭ অশ্লেষা নক্ষত্র। (জ্যোতিঃ) ১৮ মহা নিম্ববৃক্ষ।

"মহানিম্বঃ স্মৃতোদ্রেকা রম্যকো বিষমুষ্টিকঃ।
কেশমুষ্টিনিম্বকশ্চ কার্ম্মুকো জীব ইত্যপি॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্ব°)

জগতে কেহই জীবহিংসা ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হন না। লাঙ্গল কর্ষণ করিলে ও ব্রীহি প্রভৃতি ভক্ষণ করিলেও কত জীবহিংসা হয়। জলপান ও বৃক্ষফলাদি ভক্ষণ করিলেও কত জীবহিংসা হয়। প্রত্যেক পদার্থই জীবযুক্ত, প্রতি পদবিক্ষেপে কত জীবহিংসা হইয়া থাকে, কে

তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এই জীবহিংসা জন্যই জীব-বিমুক্ত হইতে পারে না। এই সমস্ত জগৎ জীব পরিব্যাপ্ত।

"জীবৈগ্রস্তমিদং সর্ব্বমাকাশং পৃথিবী তথা।
অবিজ্ঞানাচ্চ হিংসন্তি তত্র কিং প্রতিভাতি তে॥
অহিংসেতি যদুক্তং হি পুরুষৈর্বিস্মিতৈঃ পুরা।
কে ন হিংসন্তি জীবান্ বৈ লোকেঽস্মিন্ দ্বিজসত্তম॥"

(ভারত বনপর্ব্ব ২০৭ অঃ)

১০ অনেকান্তবাদিদিগের পারিভাষিক জীবাস্তিকায় (অর্থাৎ জীবসংজ্ঞক) পদার্থভেদ, ইহা তিনপ্রকার অনাদি সিদ্ধ, মুক্ত, বদ্ধ। আদি হইতেই সিদ্ধ, যিনি সাধনাদি দ্বারায় সিদ্ধ নহেন, তিনিই অনাদি সিদ্ধ এবং ইহার নাম জীবাস্তিকায়। যাহার বদ্ধ অর্থাৎ আবরণ উপাধি অপগত হইয়াছে, যিনি ত্রিবিধ দুঃখের অতীত এবং যাহার বন্ধের কারণ অজ্ঞানাদি বিমুক্ত হইয়াছে তিনিই মুক্ত। যিনি সর্ব্বদা মোহাদি আচরণ বিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর ত্রিবিধ দুঃখ দ্বারা অভিভূত হইতেছেন, তিনিই বদ্ধ অর্থাৎ অস্মদাদির সদৃশ সাধারণ সংসারী জীব। ১১ উপাধিপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম অর্থাৎ বাক্‌মন অন্তঃকরণসমূহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম, বাক্ মন অন্তঃকরণ প্রভৃতির মধ্যে সূক্ষ্মভাবে প্রবিষ্ট হইলে জীব পদবাচ্য হন্।

১২ ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় শরীরত্রয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য; ভূত, মাতৃপিতৃজ ও লিঙ্গ এই তিনটী; শরীর আকাশ অতিশয় বৃহৎ, কিন্তু ঘটাবচ্ছিন্ন ঘটপ্রবিষ্ট হইলে যেমন পরিমিত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মশরীরত্রয়ে অবস্থিতি করিলে জীবপদবাচ্য হন, ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে লীন হয়, সেই প্রকার এই শরীরত্রয় বিনষ্ট হইলে জীবও ব্রহ্মে লয় হয়।

১৩ দর্পণস্থিত মুখ প্রতিবিম্বের ন্যায় বুদ্ধিস্থিত চৈতন্য-প্রতিবিম্ব বুদ্ধি ও চৈতন্য যখন প্রতিবিম্বিত হন, তখনই তিনি জীব বলিয়া অভিহিত হন।

১৪ প্রাণাদিকালের ধারয়িতা, যতদিন প্রাণ থাকে ততদিন তাহাকে জীব বলা যায়।

"প্রাণান্ ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ ধারয়ন্ জীব উচ্যতে।" (ভাগবত)

১৫ লিঙ্গদেহ।

"এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শবিস্তৃতং।
এষ চেতনয়া যুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে॥" (ভাগবত)

পঞ্চ তন্মাত্র, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, গুণ, সত্ত্ব, রজ, তম, ষোড়শ বিকৃতি, একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত ইহাদিগের সহিত অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সহিত যুক্ত হইলে জীবপদবাচ্য হয়, এই জীবের পরিণাম কেশাগ্রের সহস্র ভাগের এক ভাগ সদৃশ।

"বালাগ্র শতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগোজীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" (শ্রুতি)

জীব-উন্নিশা বেগম, সম্রাট্ আলমগীরের কন্যা। ১০৪৮ হিজিরা ১০ই সবাল তারিখে (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে) ইহার জন্ম হয়। আরব্য ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিতা ছিলেন; সমগ্র কোরাণ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, ইনি জীব-উল তফশীর নামে কোরাণের একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতিশয় সুন্দর ও পরিষ্কার ছিল। ইনি উত্তম কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং পারস্য ভাষায় একটী দিবান লিখিয়াছেন। ইনি চিরকুমারী ছিলেন; ১১১৩ হিজিরায় (১৭০২ খৃঃ অব্দে) প্রাণত্যাগ করেন। দিল্লীর কাবুলী দরজার নিকট ইহাকে সমাধিস্থ করা হয়; রাজপুতানায় লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণকালে ইহার সমাধিমন্দির ভঙ্গ করা হইয়াছে। জীব-উন্নিশা বেগম মথ্‌ফী নামেই খ্যাত ছিলেন।

জীবক (পুং) জীবয়তি আরোগ্যং করোতি জীব-ণিচ্-ণ্বুল্। জীববৃক্ষ, অষ্টবর্গান্তর্গত ঔষধবিশেষ। পর্য্যায়—কূর্চ্চশীর্ষ, মধুরক, শৃঙ্গ, হ্রস্বাঙ্গ, জীবন, দীর্ঘায়ুঃ, প্রাণদ, জীব্য, ভৃঙ্গাহ্ব, প্রিয়, চিরজীবী, মধুর, মঙ্গল্য, কূর্চ্চশীর্ষক, বৃদ্ধিদ, আয়ুষ্মান্, জীবদ, বলদ। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, রক্তপিত্ত, বায়ুরোগ, ক্ষয়, দাহ ও জ্বরনাশক। (রাজনি°) বলকারক, কৃশতা ও বাতনাশক। ইহা সেবন করিলে জীবন সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, এই জন্য ইহাকে জীবক কহে। জীবক, কন্দ, কিম্বা কূর্চ্চশীর্ষ জাতীয়, ঋষভক হইতে ক্ষুদ্র, ইহার মস্তক হইতে কূর্চ্চাকার শীষ্ বাহির হয় (যেমন নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের মস্তকে মোচ বা শীর্ষ বাহির হয়, ইহা তদ্রূপ)। জীবক ও ঋষভক উভয়ই একজাতীয় এবং উভয়েরই কন্দ রসালবৎ। পত্র অতি সূক্ষ্ম, তন্মধ্যে জীবকের শীর্ষ কূর্চ্চাকার ও ঋষভের শীর্ষ বৃষশৃঙ্গবৎ। ইহাতে বোধ হয় Caplatus নামক এক প্রকার সকণ্টক শৃঙ্গাকৃতি বৃক্ষ আছে, তাহার স্বরূপ গোলাঙ্গুলাকৃতি পত্রাদি দেখা যায় না। গাত্রের চতুষ্পার্শ্বে দীর্ঘভাবে শির তোলা। ২ পীত-সালবৃক্ষ। (ভাবপ্র°) (পুং) ৩ ক্ষপণক। (মেদিনী) (ত্রি) ৪ প্রাণধারক। ৫ সেবক। ৬ বৃদ্ধিজীবী, সুদখোর। (পুং) ৭ অহিতুণ্ডিক, সাপুড়ে। (মেদিনী)

জীবগোস্বামী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ছয় গোস্বামীর মধ্যে একজন। বৈষ্ণবদিক্‌দর্শনীতে ইহার জন্মাদির তারিখ এইরূপ লিখা আছে—

জন্ম—১৪৪৫ শক। (মতান্তরে ১৪৩৫ শক)
গৃহবাস—২০ বৎসর। } ৮৫ বৎসর প্রকট স্থিতি।
বৃন্দাবন বাস ৬৫ ঐ }

অন্তর্দ্ধান ১৫৪০ শক। আবির্ভাব পৌষী শুক্লা তৃতীয়া। তিরোভাব আশ্বিনের শুক্লা তৃতীয়া।

পিতার নাম বল্লভ। চৈতন্যদত্ত নাম অনুপম। জীবের বাসস্থান তিনটী ছিল, একটী বাকলা চন্দ্রদ্বীপে, অপরটী ফতেয়াবাদে, আর একটী রামকেলি গ্রামে। রামকেলিতেই শ্রীজীব (জ্যেষ্ঠতাত রূপ সনাতন সহ) অধিক সময় বাস করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হুসেনশাহের মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ সনাতন ও শ্রীরূপ।

মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে আগমন করেন, শ্রীজীব তখন বালকমাত্র, তিনি গোপনে শ্রীমহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন।

বস্তু শক্তি সময় বা অবস্থার অপেক্ষা করে না। নিমাইর দর্শন প্রভাবে সাধারণতঃ লোকের যাহা হইত, বালকেরও তাহাই হইল, চৈতন্যে অনুরাগ জন্মিল, বালক খেলা ছাড়িয়া ধৈর্য্যে মতি দিল।

ইহার পর রূপ সনাতন, আর তাহার পিতা বল্লভ চলিয়া গেলেন। বৃন্দাবন হইতে তাঁহার পিতা ও শ্রীরূপ (নীলাচল যাইবার সময়) একবার বাড়ী আগমন করেন, সেই সময় বল্লভের মৃত্যু হয়। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীজীব বৃন্দাবনে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে ;—

"যে হৈতে গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে।
সেই হৈতে শ্রীজীবের কিবা হৈল মনে॥
নানারত্ন ভূষা অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম বাস।
অপূর্ব্ব শয়ন শয্যা ভোজন বিলাস।
এ সব ছাড়িল কিছু নাহি তার চিতে।
রাজ্যাদি* বিষয় বার্ত্তা না পারে শুনিতে॥"

তার পর লিখিত আছে ;—

"গঙ্গাতীরে বল্লভের হৈল পরলোক।
অল্পকালে শ্রীজীব পাইলা মহাশোক॥
শ্রীজীবের এ হেন ঐশ্বর্য্যে নাই মন।
কহিতে বিদরে হিয়া হইল যেমন॥' ভ°-র°।

শ্রীজীবের এরূপ সংসারে বিরাগ দর্শনে প্রতিবেশিগণ চিন্তিত হইল, ভাবিল শ্রীজীবও তবে কি গৃহত্যাগ করিবেন? ইহার কারণও যথেষ্ট ছিল। কেননা শ্রীজীবের—

"অল্প বয়সে অতি গম্ভীর অন্তর।
শ্রীমদ্ভাগবতে জানে প্রাণের সোসর॥
সদা কৃষ্ণকথা সুখসমুদ্রে সাঁতারে।
অন্য কথা কেহ ভয়ে কহিতে না পারে॥" ভ°-র°

একদিন রাত্রিকালে জীব স্বপ্ন দর্শন করিলেন। স্বপ্নেও শ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ তাহাকে দর্শন দেন। ইহার পর দিনই শ্রীজীব নবদ্বীপে যাত্রা করিলেন। লোকের এবং আত্মীয়বর্গের কাছে কহিলেন যে, তিনি পড়িতে যাইতেছেন।

"রামকেলি গ্রামে যৈছে দেখিল স্বপনে—
সেইরূপ দেখে গৌরচন্দ্রে গণ সনে॥
স্বপ্নভঙ্গে জীবের আকুল হৈল প্রাণ।"

তখন জীব চন্দ্রদ্বীপে ছিলেন, একটী ভৃত্য সঙ্গে ফতয়াবাদ আসিলেন ও তথা হইতে নবদ্বীপ চলিলেন। যথা—

"নিদ্রাভঙ্গ হৈলে দেখে নিশি পোহাইল।
অধ্যয়ন ছলে নবদ্বীপ যাত্রা কৈল॥
চন্দ্রদ্বীপবাসী লোক বিচারিল মনে।
অবশ্য শ্রীজীব যাইবেন বৃন্দাবনে॥
শ্রীজীব সঙ্গের লোকে বিদায় করিয়া।
ফতয়া হইতে চলে এক ভৃত্য লৈয়া॥" ভ°-র°।

শ্রীজীব পরম সুন্দর পুরুষ ছিলেন। পথের লোক বলিতে লাগিলেন—

"দেখ দেখ এহো কোন রাজার কোঙর।
কনক চম্পকবর্ণ অতি মনোহর।" ইত্যাদি

শ্রীজীব যথাসময়ে নবদ্বীপ পৌঁছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তখন নবদ্বীপে। তিনি শ্রীজীবের প্রতি প্রভূত কৃপা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীবাসাদি অপরাপর নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দও শ্রীজীবকে যথাযোগ্য প্রীতি ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। শ্রীজীব কৃতার্থ হইলেন। যথা—

"নিত্যানন্দ প্রভু মহা বাৎসল্যে বিহ্বল।
ধরিল শ্রীজীব মাথে চরণ যুগল॥
শ্রীজীবেরে অনুগ্রহ সীমা প্রকাশিলা॥" ভ°-র°

নিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গে করিয়া শ্রীজীবকে নবদ্বীপের প্রতি লীলাস্থান দেখাইলেন। তখন শ্রীজীব বলিলেন যে, তিনি নীলাচলে যাইবেন অথবা চিরদিন যদি কৃপানুমতি করেন, তবে তাঁহার সহিত থাকিবেন। নিত্যানন্দ একথা অনুমোদন করিলেন না। তিনি বলিলেন যে, তুমি বৃন্দাবনে গমন কর ;—

"প্রভু কহে শীঘ্র ব্রজে করহ পয়াণ।
তোমার বংশেরে প্রভু দিয়াছে সে স্থান॥" ভ°-র°।

শ্রীজীবের প্রতি তিনি আর একটী আদেশ করিলেন, তাহা এই—

শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সহিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের যে

* রূপ সনাতন রাজকার্য্য স্বীকার করায় জায়গীর স্বরূপ যে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন, তাহারই বিষয় বলিতেছেন। ঐ জায়গীরের কথা গ্রন্থে আছে— "রাজ্য ভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়া।" ভক্তি-রত্নাকর।

তর্ক হয়, যাহাতে সার্ব্বভৌম পরাজিত হন, সেই প্রভুর মত, সার্ব্বভৌম আপন প্রিয়শিষ্য মধুসূদন বাচস্পতিকে শিখাইয়াছেন, বাচস্পতি এখন কাশীতে। তুমি তাহার কাছে বেদান্তাদি দর্শন শিক্ষা করিয়া যাইবে। শ্রীজীব যে আজ্ঞা বলিয়া বিদায় লইলেন এবং যথাসময়ে কাশীতে পৌছিয়া তপনমিশ্রের আবাসে গেলেন। সেখানে মধুসূদন বাচস্পতিকে দেখিতে পাইলেন ও তাহার নিকট বেদান্ত ন্যায় প্রভৃতি শিক্ষা করিলেন। অতএব শ্রীজীবের বৈদান্তিক গুরু মধুসূদন বাচস্পতি।

"তেঁহো রহে শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি।
সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি ॥
তেঁহো শ্রীজীবের দেখি অতি স্নেহ কৈলা।
কতদিন রাখি বেদান্তাদি পড়াইলা॥" ভ'-র'।

কাশীতে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শ্রীজীব বৃন্দাবন চলিলেন ও যথাসময়ে তথায় পৌছিলেন। তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় আনন্দিত হইলেন। শ্রীরূপ শ্রীজীবকে মন্ত্র দান করিলেন।

শ্রীজীব এখন বৃন্দাবনে, অগাধ বিদ্যা, অপ্রতিহত পাণ্ডিত্য,—
"ন্যায়বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঐছে কেহ নাই।" ভ-র'

বৃন্দাবনে তিনি নিম্নলিখিত (সংস্কৃত) গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন। যথা—

১। ষট্‌সন্দর্ভ (দার্শনিক গ্রন্থ)

২। গোপালচম্পূ। ৩ গোবিন্দবিরুদাবলী।

৪। হরিনামামৃত ব্যাকরণ (গয়া হইতে আসিয়া মহাপ্রভু যে প্রণালীতে অল্পদিন মাত্র শিষ্যদিগকে ব্যাকরণ পড়াইয়াছিলেন, এই ব্যাকরণের সূত্রাদির সেইরূপই ব্যাখ্যা আছে, ইহা পাঠে যুগপৎ ব্যাকরণ ও ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা হইয়া থাকে।)

৫। ধাতুসূত্রমালিকা (ঐ) ৬। মাধবমহোৎসব।

৭। সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ। ৮। শ্রীরাধাকৃষ্ণেরকরপদচিহ্নবিনির্ণয় গ্রন্থ। ৯ উজ্জ্বলনীলমণির টীকা।

১০। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা।

১১। গোপালতাপনী উপনিষদের টীকা।

১২। ব্রহ্মসংহিতোপনিষদের টীকা।

১৩। অগ্নিপুরাণীয় গায়ত্রীভাষ্য।

১৪। বৈষ্ণবতোষণী (ভাগবতের টীকা)

১৫। রূপসনাতনের ইচ্ছায় ভাগবতসন্দর্ভ।

১৬। মুক্তাচরিত্র। ১৭ সারসংগ্রহ।

এই কয়খানিই প্রধান ও প্রসিদ্ধ। তদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তবাদিও আছে। শ্রীজীব প্রতি গ্রন্থ শেষে গ্রন্থসমাপ্তির শক লিখিয়া গিয়াছেন।

তিনি বৃন্দাবনে দুইজন অতিপ্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে শাস্ত্রবিচারে পরাজয় করেন। একটীর কথা ভক্তমালে আছে। অপরের নাম রূপনারায়ণ, প্রেমবিলাসে তাঁহার দিগ্বিজয় বার্ত্তা বর্ণিত আছে।

বল্লভভট্টের সহিত শ্রীজীবের আর একটী বিচার হয়। যে বল্লভভট্ট "বল্লভী" নামক একটী বৈষ্ণবশাখা সম্প্রদায়ের স্রষ্টা, উক্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যিনি অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, যিনি নীলাচলে গর্ব্ব করিয়া মহাপ্রভুকে বলিয়া ছিলেন যে, "আমি শ্রীমদ্ভাগবতের নূতন একটী টীকা করিয়াছি, শ্রীধরস্বামীর টীকার দোষ ধরিয়াছি" মহাপ্রভু যাহার বিদ্যাগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন, ইনি পণ্ডিতপ্রধান সেই বল্লভ।

শ্রীরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু লিখিতেছেন, এমন সময় বল্লভ আসিয়া বসিলেন, শ্রীরূপের হাতে কাগজ ছিল, তাহা লইয়া পড়িলেন। পড়িয়া একটী শ্লোকের ভুল দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীজীবের আর সহিল না। কিন্তু গুরু যাঁহাকে মান্য করেন, গুরুর সম্মুখে তাহাকে কিছু বলিলেন না। জল আনিবার ছলে কলসী লইয়া পথে আসিলেন এবং বল্লভ চলিয়া যাইবার সময় (সেই শ্লোক লইয়া বিচার আরম্ভ হইল, বহু সময়ব্যাপী বিচারের পর বল্লভ পরাজিত হইলেন।

পর দিন বল্লভ শ্রীরূপের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই অল্পবয়স্ক বালকটী এখানে ছিল, ওটী কে?" শ্রীরূপ বলিলেন, "ও আমারই ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য।" বল্লভ শ্রীজীবের প্রশংসা করিয়া চলিয়া গেলেন।

বল্লভ চলিয়া গেলে শ্রীরূপ শ্রীজীবকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন,"এখনও তোমার মন স্থির হয় নাই, এখনও অভিমান রহিয়াছে। অতএব তুমি যথা ইচ্ছা যাও, মন স্থির হইলে আসিও।"

'গুরু আদেশ অবিচারে পালনীয়।' শ্রীজীব চলিয়া বৃন্দাবনের একটী বন প্রান্তে (বৃন্দাবন তখন সহর ছিল না) পড়িয়া রহিলেন, আহারস্নানাদি ত্যাগ করিলেন। ইচ্ছা— এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিবেন।

৭।৮ দিন মধ্যে সনাতন গোস্বামী শ্রীরূপালয়ে আসিলেন। ভক্তিরসামৃতের রচনা কতদূর পর্য্যন্ত হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ উত্তর দিলেন, "শ্রীজীব থাকিলে এতদিন হইয়া যাইত, এখন একাকী পারিয়া উঠিতেছি না, সে বড় সাহায্য করিত।" সনাতন শ্রীজীবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ সমুদয় বলিলেন। তখন সনাতন কহিলেন, "আমি আসিবার কালে বনের ধারে একটী বালককে দেখিয়া

আসিয়াছি, সেই জীব হইবে, যাও তাহাকে ক্ষমা কর, ঢের শিক্ষা হইয়াছে, আর না, তাহাকে আনয়ন কর।"

সনাতন শ্রীরূপের গুরু, গুরুর আদেশে তিনি শ্রীজীবকে ক্ষমা করিলেন। পুনর্ব্বার গুরুশিষ্যে মিলন হইল।

পূর্ব্বে যে দুইটী দিগ্বিজয়ীর কথা বলিয়াছি, তাহাদের সহিতও এইরূপেই শ্রীজীবের তর্ক বাধে।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ সনাতনের নাম শুনিয়া মহা আস্ফালন পূর্ব্বক আসিলেন। আসিয়া দেখেন, ছেড়া কাঁথা গায় দুইটী বৈরাগী। দেখিয়া তাহাদের আর তেমন ভক্তি বা সম্রম থাকিল না। অগ্রাহ্য ভাবেই শাস্ত্রবিচার করিতে চাহিলেন। রূপ সনাতন ভক্তিরসে নিমগ্ন—স্বভাব দীনহীন। বাদবিতণ্ডা করিতে ইচ্ছা নাই। বলিলেন "বাবা! আমরা মূর্খ বিচারতর্ক করিতে পারিব না, তুমি কি চাও।" পণ্ডিত বলিলেন—"শাস্ত্র বিচার করিতে পার না? তবে জয়পত্র লিখে দাও।" "তথাস্তু"—রূপসনাতন জয়পত্র লিখিয়া দিলেন।

পণ্ডিত মহাদম্ভে সঙ্গী সঙ্গে গর্ব্ব ভরে কথা কহিতে কহিতে চলিলেন। শ্রীজীবের সহিল না, কলসী লইয়া পথে বা যমুনাঘাটে আসিলেন, দাম্ভিক দিগ্বিজয়ীর সহ বিচার আরম্ভ হইল, তাহাকে পরাস্ত করিলেন, তবে ক্ষান্ত ছিলেন। এইরূপ একদা একটী পণ্ডিতসহ ক্রমাগত সাত দিবস বিচার হইয়াছিল।

শ্রীজীবের বংশ তালিকা।

জগদ্‌গুরু (কর্ণাটের রাজা ১৩০৩ শক)

অনিরুদ্ধ (১৩৩৮ শকে রাজা হন)

রূপেশ্বর হরিহর

পদ্মনাভ (১৩০৮ শকে জন্ম)

পরুষোত্তম জগন্নাথ নারায়ণ মুরারি মুকুন্দ

কুমার

নাম (জানা নাই) ঐ সনাতন রূপ বল্লভ

শ্রীজীব

জীবগৃভ (বৈ) জীবন্তে গ্রহণ।

জীবগ্রহ (পুং) [বৈ] টাটকা সোমপূর্ণ।

জীবগ্রাহ (পুং) বন্দী।

জীবঘন (পুং) জীবএব ঘনো মূর্ত্তিরস্য বহুব্রী। হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা। "সএতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরম্" (প্রশ্নোপনি°)

জীবঘোষস্বামিন্, একজন সংস্কৃত বৈয়াকরণ।

জীবজ (ত্রি) জীবজাত, যে জীবনাদি জন্মগ্রহণ করে।

জীবজীব (পুং) জীবেন ভক্ষ্য ক্ষুদ্রকীটাদিনা জীবয়তি জীব-অচ্ যদ্বা জীবঞ্জীব পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জীবঞ্জীব পক্ষী। (শব্দর°) স্ত্রীলিঙ্গে জাতিবাচক শব্দপ্রযুক্ত ঙীষ্ হয়।

জীবজীবক (পুং) জীবজীবঃ স্বার্থে কন্। চকোর, জীবঞ্জীব পক্ষী। "হৃত্বা রক্তানি মাংসানি জায়তে জীবজীবকঃ।" (মনু ১২।৬৬)

জীবঞ্জীব (পুং স্ত্রী) জীবং জীবয়তি বিষদোষং নাশয়তি, বাহুলকাৎ খচ্। ১ চকোর পক্ষী। (অমর ২।৫।৩৫) ২ অপর পক্ষিবিশেষ, কোন লোক বিষমিশ্রিত অন্নাদি দিলে এই পক্ষী সন্নিকটে থাকিলে ইহার চক্ষু রক্ত বর্ণ হয়।

"হংসঃ প্রস্খলতি গ্লানির্জীবঞ্জীবস্য জায়তে।
চকোরস্যাক্ষিবৈরাগ্যং ক্রৌঞ্চস্য স্যান্মদোদয়ঃ।"
(বাভট্ট সূ° ৭।১৬)

৩ বৃক্ষবিশেষ। (স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্, স্বার্থে-কন্।
"জীবঞ্জীবিক সঙ্ঘাশ্চাপ্যনুগচ্ছন্তি পণ্ডিতান্।" (ভারত উ°)

জীবতত্ত্ব (ক্লী) জীবস্য তত্ত্বং যত্র, বহুব্রী। যে শাস্ত্রে জীবদিগের জাতি, স্বভাব, ক্রিয়া এবং চরিত্র প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

জীবত্তোকা (স্ত্রী) জীবৎ তোকং অপত্যং যস্যাঃ বহুব্রী। জীবৎপুত্রিকা, জেয়োঁৎপোয়াতী, যে স্ত্রীর সন্তান জীবিত থাকে। জীবসূ। (হেম)

জীবৎপতি (স্ত্রী) জীবন্ পতির্যস্যাঃ বহুব্রী। সধবা, যে স্ত্রীর পতি জীবিত আছে।

জীবৎপিতর্ (ত্রি) যাহার পিতা জীবিত।

জীবৎপিতৃক (পুং) জীবন্ পিতা যস্য বহুব্রী। যাহার পিতা জীবিত আছে, বিদ্যমানপিতৃক জন। পিতা জীবিত থাকিলে অমাস্নান, গয়াশ্রাদ্ধ ও দক্ষিণমুখে ভোজন করিতে নাই, যে অমাস্নানাদি করে সে পিতৃহন্তা হয়।

"অমাস্নানং গয়াশ্রাদ্ধং দক্ষিণামুখভোজনম্
ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাৎ কৃতে তু পিতৃহা ভবেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

জীবৎপিতৃক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ হইলে শ্রাদ্ধ বিশেষে অধিকার আছে, নিরগ্নি হইলে পারিবে না।

"ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধমগ্নিমৃতে দ্বিজঃ।
যেভ্য এব পিতা দদ্যাত্তেভ্যঃ কুর্ব্বীত সাগ্নিকঃ॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

পিতামহ জীবিত থাকিলেও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিতে পারে। কিন্তু প্রপিতামহ জীবিত থাকিলে পারিবে না।

"পিতামহেঽপ্যেবমেব কুর্য্যাজ্জীবতি সাগ্নিকঃ।
সাগ্নিকোঽপি ন কুর্ব্বীত জীবতি প্রপিতামহে॥"

প্রয়োগপারিজাত প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধকারদিগের মতে

সাগ্নিক জীবৎপিতৃকই শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পিতৃকার্য্য করিতে পারিবে, নিরগ্নি পারিবে না। কিন্তু এই মত বিশুদ্ধ নয়। নিরগ্নি জীবৎপিতৃক হইলেও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু অন্য শ্রাদ্ধ করিতে পারে না।

"অনগ্নিকোঽপি কুর্ব্বীত জন্মাদৌ বৃদ্ধিকর্ম্মণি।
যেভ্যএব পিতা দদ্যাত্তানেবোদ্দিশ্য তর্পয়েৎ॥" (হারীত)

এই বচন আর অন্যান্য বহুল প্রমাণ আছে, যাহাতে জীবৎপিতৃক নিরগ্নি হইলেও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিতে পারে। এই সকল বচনের একবাক্যতা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে সাগ্নিক জীবৎ-পিতৃক সকল শ্রাদ্ধই করিতে পারে, নিরগ্নি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধ করিতে পারে না।

জীবৎপুত্রিকা (স্ত্রী) জীবন্ পুত্রো যস্যা, বহুব্রী, জীবৎপুত্র স্বার্থে কন্ টাপ্ ইত্বঞ্চ। যাহার পুত্র জীবিত আছে।

জীবত্ব (ক্লী) জীবস্য ভাবঃ। জীবের ভাব।

জীবথ (পুং) জীবত্যনেন জীব-অথ (শীঙ্শপিরুগমিবঞ্চিজীবিপ্রাণিভ্যোঽথঃ। উণ্ ৩।১১৩) ১ প্রাণ। ২ কূর্ম্ম। ৩ ময়ূর। ৪ মেঘ। (ত্রি) ৫ ধার্ম্মিক। ৬ দীর্ঘায়ুঃ, চিরজীবী। (উজ্জ্বল)

জীবদ (পুং) জীবং জীবনং দদাতি ঔষধাদিসুপ্রয়োগেণ, জীব-দা-ক। ১ বৈদ্য। ২ জীবক বৃক্ষ। (মেদিনী) ৩ জীবন্তী বৃক্ষ। (রাজনি°) জীব-দো-ক। ৪ শত্রু। (ত্রি) (মেদিনী) ৫ জীবনদাতা।

জীবদা (স্ত্রী) জীবদ-টাপ্। জীবন্তী বৃক্ষ। (রাজনি°)

জীবদাতৃ (ত্রি) জীবং জীবনং দদাতি দা-তৃচ্। জীবনদায়ী।

জীবদাত্রী (স্ত্রী) জীবদাতৃ-ঙীপ্। ১ ঋদ্ধি নামক ঔষধ। ২ জীবন্তী বৃক্ষ।

জীবদান (ক্লী) জীবস্য দানং ৬তৎ। প্রাণদান।

জীবদানু (ত্রি) জীবং দদাতি দা-বাহুলকাৎ নু। জীবকে যিনি ধারণ করেন। "বিরপ্সিন্নুদাদায় পৃথিবীং জীবদানুং" (যজুঃ ১৪।২৮) 'জীবং দদাতীতি জীবদানুস্তাং জীবস্য ধাত্রীং।' (মহীধর)

জীবদাসবাহিনীপতি, জনৈক কবি। ইনি পদ্যাবলী নামে একখানি সংস্কৃত কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

জীবদেব, আপদেবের পুত্র। ইহার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি পাওয়া যায়—অশৌচনির্ণয়, গোত্রপ্রবরনির্ণয় ও সংস্কারকৌস্তভের অন্তর্গত ভাট্টভাস্করী।

জীবদৃষ্টা (স্ত্রী) জীবায় জীবনায় দৃষ্টা। জীবন্তীবৃক্ষ। (রাজনি°)

জীবদ্দশা (স্ত্রী) ৬তৎ। জীবনকাল, যে পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করা যায়।

জীবধন (ক্লী) জীবএব ধনং রূপককর্ম্মধা। জীবরূপধন, গো, মহিষ, মেষ প্রভৃতি।

জীবধানী (স্ত্রী) জীবা ধীয়ন্তে ইস্যাং অধিকরণে ধা-ল্যুট্-ঙীপ্। সর্ব্বজীবের আধাররূপা পৃথিবী।

"দদর্শ গাং তত্র সুষুপ্সুরগ্রে যাং জীবধানীং স্বয়মভ্যধত্ত।" (ভাগ° ২।১০।৩২)

'জীবধানীং সর্ব্ববীজাধারভূতাং মহীং।' (শ্রীধর)

জীবন (ক্লী) জীব-ভাবে ল্যুট্। ১ বৃত্তি। ২ প্রাণধারণ। করণে ল্যুট্। ৩ জল। (মেদিনী)। জল ভিন্ন প্রাণরক্ষা হয় না, এই জন্য জল জীবন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

'অন্নময়ং হি সোম্য! মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ।" (ছান্দোগ্য°)

জল তিন ভাগে বিভক্ত জলের স্থূলধাতু মূত্ররূপে, মধ্যম ধাতু রক্তরূপে ও অনু-ধাতু প্রাণরূপে পরিণত হয়।

"আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং ভবতি যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ" "পীয়মানানাং যোঽণিমা স উর্দ্ধঃ সমুদীষতি স প্রাণো ভবতি" "ষোড়শকলঃ সোম্য! পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাশীঃ কামময়ঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যতে" (ছান্দোগ্যউ°) (ত্রি) ৪ জীবনসাধন। "সর্ব্বোঽর্চ্চোজীবনঃ পাতা" (মুগ্ধবোধ) ৫ হৈয়ঙ্গবীন, সদ্যপ্রস্তুত ঘৃত। শ্রুতিতে আছে, 'আয়ুর্ঘৃতং' ঘৃতই আয়ু, ঘৃতভোজনই আয়ুবৃদ্ধিকর, এই জন্য ঘৃত জীবন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ৬ মজ্জা। (পুং) ৬ বাত। ৭ জীবকৌষধ। (রাজনি°) ৮ ক্ষুদ্রফলবৃক্ষ। (শব্দচ°) ৮ পুত্র। (হেম) জীবয়তি জীব-ণিচ্ কর্ত্তরি ল্যু। ১০ পরমেশ্বর।

"সর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রাণরূপেন জীবয়ন্ জীবনঃ।" (ভাগ°)

১১ গঙ্গা। "জীবনং জীবনপ্রায়া জগজ্জেষ্ঠা জগন্ময়ী।" (কাশীখ২৯।৬৫)

১২ বৃত্তি, জীবিকা।

"কৃষিঃ শিল্পং ভৃতির্বিদ্যা কুশীদং শকটং গিরিঃ।
সেবারূপং নৃপো ভৈক্ষমাপত্তৌ জীবনানি তু॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

১৩ জীবনদাতা। "শীতস্তত্র ববৌ বায়ুঃ সুগন্ধিং জীবনঃ শুচিঃ।" (ভারত ৩।১৬৮ অঃ)

জীবন, জনৈক হিন্দী কবি, ১৫৫১ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

জীবনক (ক্লী) জীব্যতেঽনেন জীব করণে ল্যুট্ ততঃ স্বার্থে কন্। ১ অন্ন। (হেম°) ২ হরিতকী। (রাজনি°)

জীবনশর্ম্মন্, গোকুলোৎসবের পুত্র, বালকৃষ্ণচম্পূ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

জীবনবাজার, ইহার অপর নাম গোরাঘাট। দিনাজপুর জেলার একটী বন্দর। করতোয়া নদীর উপর সংস্থাপিত। এই বন্দর হইতে দিনাজপুরের চাউল অন্য স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

জীবনমোল্লা, ইহার প্রকৃত নাম সেখ আহ্মদ। ইনি সম্রাট্

আলমগীরের শিক্ষক ছিলেন ও তফসীর-আহ্মদী নামে কোরাণের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ১১৩০ হিজিরা (১৭১৮ খৃঃ অব্দে) ইহার মৃত্যু হয়। ইনি মোল্লা জীবান জৌনপুরী নামেও পরিচিত।

জীবনযোনি (স্ত্রী) জীবনস্য যোনিঃ কারণং ৬তৎ। ন্যায়োক্ত দেহে প্রাণসঞ্চারকারণ যত্নবিশেষ, এই যত্ন অতীন্দ্রিয়।

"যত্নো জীবনযোনিস্তু সর্ব্বদাতীন্দ্রিয়ো ভবেৎ।
শরীরে প্রাণসঞ্চারকারণং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (ভাষাপ°)

জীবনসাধন (ক্লী) জীবনস্য সাধনং ৬তৎ। জীবনের সাধন, জীবন হেতু।

জীবনস্থা (স্ত্রী) [বৈং] জীবনের ইচ্ছা, বাঁচিবার ইচ্ছা।

জীবনহেতু (পুং) জীবনস্য হেতু উপায়ঃ ৬তৎ। জীবন সাধন, জীবন রক্ষার উপায়। গরুড়পুরাণে বিদ্যা, শিল্প, ভৃতি, সেবা, গোরক্ষা, বিপণি, কৃষি, বৃত্তি, ভিক্ষা ও কুশীদ এই দশ প্রকার জীবনোপায় লিখিত আছে।

"বিদ্যাশিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষং বিপণিঃ কৃষিঃ।
বৃত্তির্ভৈক্ষ্যং কুশীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ।" (গরুড়পু° ২১৪ অ°)

জীবনা (স্ত্রী) জীবয়তি জীব-ণিচ্ যুচ্ বা ল্যু ততষ্টাপ্। ১ মহৌষধ। ২ জীবন্তীবৃক্ষ। (অমরটী°)

জীবনাঘাত (ক্লী) জীবনং আহন্যতেঽনেন করণে আ-হন-ঘঞ্ বা জীবনস্যাঘাতো যস্মাৎ। বিষ। (শব্দচ°)

জীবনাথ, একজন হিন্দি কবি। অযোধ্যার অন্তর্গত নবলগঞ্জে ১৮১৫ খৃঃ অব্দে অযোধ্যার দেওয়ান বালকৃষ্ণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বসন্তপচিশী নামে একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দী পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

জীবনাথ, ১ অলঙ্কারশেখরপ্রণেতা। ২ কএখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ রচয়িতা। ৩ তত্ত্বোদয়প্রণেতা।

জীবনাবাস (পুং) আবসত্যস্মিন্ আ-বস-ঘঞ্ জীবনং জলং আবাসোঽস্য বা। ১ বরুণ। (শব্দর°) (ত্রি) ২ জলবাসী। জীবনস্য আবাসঃ ৬তৎ। ৩ জীবনায়তন, দেহ।

জীবনিকা (স্ত্রী) জীবন ঠন্ টাপ্ বা জীবনী সংজ্ঞায়াং কন্ হ্রস্বশ্চ। হরিতকী। (রাজনি°) [হরিতকী দেখ।]

জীবনী (স্ত্রী) জীবত্যনেন জীব করণে ল্যুট্-ঙীপ্। ১ কাকোলী। ২ ডোড়ী। ৩ মেদ। ৪ মহামেদ। (রাজনি°) ৫ যূথী। (শব্দচ°) ৬ জীবন্তী। পর্য্যায়—জীবা, জীবনীয়া, মধুস্রবা, মঙ্গল্যা, শাকশ্রেষ্ঠা ও পয়স্বিনী। (ভাবপ্র°)

জীবনীয় (ক্লী) জীব্যতেঽনেন অস্মাদ্বা করণে অপাদানে বা জীব-অনীয়র্। ১ জল। (হেম°) (স্ত্রী) ২ জয়ন্তীবৃক্ষ। (অমর) কর্ম্মণি অনীয়র্। ৩ উপজীব্য। (ত্রি) ভাবে অনীয়র্। ৪ বর্ত্তনীয়। শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি দশপ্রকার জীবনোপায়। "এভির্দশভিরাপদিজীবনীয়ং" (কুল্লূক) ৫ জীবনপ্রদ।

"গোক্ষীরমনভিষ্যন্দি স্নিগ্ধং গুরু রসায়নং।
জীবনীয়ং যথা বাতপিত্তঘ্নং পরমং স্মৃতং।" (সুশ্রুত ১।৪৪)

জীবনীয়গণ (পুং) জীবনায়ানাং ওষধীনাং গণঃ ৬তৎ। বলকারক ঔষধবিশেষ। মিলিত ভৈষজবৃক্ষসমূহ। অষ্টবর্গ পর্ণিনী, জীবন্তী, মধুক, জীবন, ইহারা জীবনীয়গণ বলিয়া কথিত, কেহ কেহ ইহার নামান্তর মধুকগণ বলিয়া থাকেন।

"অষ্টবর্গশ্চ পর্ণিন্যৌ জীবন্তী মধুকস্তথা।
জীবনীয়গণঃ প্রোক্তো জীবনস্তু পুনস্তথা॥" (বৈদ্যকপরি°)

জীবন্তী, কাকোলী, মেদ, মুদ্গা, মাষপর্ণী, ঋষভক, জীবক ও মধুক ইহারাও জীবনীয়গণ। (বাভট সূত্রস্থান ১৫ অঃ)

ইহার গুণ—শুক্রকারক, বৃংহণ, শীতল, গুরুগর্ভপ্রদ, স্তনদুগ্ধদায়ক, কফবর্দ্ধক, পিত্ত ও রক্তশোধক, তৃষ্ণা, শোষ, জ্বর, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক।

জীবনীয়া (স্ত্রী) জীব-অনীয়র্ স্ত্রিয়াং টাপ্। জীবন্তীবৃক্ষ। [জীবন্তী দেখ।]

জীবনেত্রী (স্ত্রী) জীবং নয়তি জীব-নী-তৃচ্-ঙীপ্। সৈংহলী বৃক্ষ। (রাজনি°)

জীবনোপায় (পুং) জীবনস্য উপায় ৬তৎ। জীবিকা, যাহা দ্বারা জীবন ধারণ করা যায়। জীবনৌষধ।

জীবনৌষধ (ক্লী) জীবনস্য ম্রিয়মাণপ্রাণস্য রক্ষণার্থং ঔষধং ৬তৎ। ঔষধবিশেষ, যে ঔষধ দ্বারা ম্রিয়মাণ ব্যক্তিও জীবিত হয়। (অমর ২।৯।১২০)

জীবন্ত (পুং) জীবয়তি জীব্যতে ঽনেন বা জীব-ঝচ্ (রুহিনন্দি-জীবিপ্রাণিভ্যঃ ষিদাশিষি। উণ্ ৩।১২৬) ১ ঔষধ। ২ প্রাণ। ৩ জীবশাক। (রাজনি°) ৪ (ত্রি) আয়ুর্বিশিষ্ট। (উজ্জ্বল)

জীবন্তিক (পুং) জীবান্তকঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জীবান্তক।

জীবন্তিকা (স্ত্রী) জীবয়তি জীব-ঝচ্ কন্-টাপ্, কাপি অত ইত্বং। ১ বন্দা। ২ বৃক্ষোপরিজাত বৃক্ষ, চলিত কথায় পরগাছা। ৩ গুড়ূচী। ৪ জীবাখ্যশাক। ৫ জীবন্তী। ৬ হরিতকী। (রাজনি°) ৭ শমী।

জীবন্তী (স্ত্রী) জীব-ঝচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ লতাবিশেষ, চলিত কথায় জীবই, জীয়াতি। পর্য্যায়—জীবনী, জীবনীয়া, জীবা, মধু, জীবনা, মধুস্রবা, স্রবা, পয়স্বিনী, জীব্যা, জীবদা, জীবদাত্রী, শাকশ্রেষ্ঠা, জীবভদ্রা, ভদ্রা, মঙ্গল্যা, ক্ষুদ্রজীবা, যশস্যা, শৃঙ্গাটী, জীবদৃষ্টা, কাঞ্জিকা, শশশিম্বিকা, সুপিঙ্গলা, মধুশ্বাসা, জীববৃষা, সুখঙ্করী, মৃগরাটিকা, জীবপত্রী, জীবপুষ্পা। কেহ কেহ মধুশ্বাসা হইতে জীবপুষ্পা পর্য্যন্ত এই কয়টী শব্দ

পর্য্যায় অতিরিক্ত ধরেন। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, রক্তপিত্ত, বায়ু, ক্ষয়, দাহ, জ্বরনাশক, কফ ও বীর্য্যবর্দ্ধক। (রাজনি°) স্বাদু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, বলকারক, চক্ষুহিতজনক, গ্রাহক, লঘু। (ভাবপ্র°) ২ সুরাষ্ট্রদেশজ স্বর্ণ বর্ণ হরিতকী, এই হরিতকী স্নেহপাকে অতি প্রশস্ত, ইহা সকল জীর্ণ-রোগনাশক। (রাজব°) (১)

"জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী" "জীবন্তী সর্ব্বরোগহৃৎ।" (ভাবপ্র°)

৩ শমী। ৪ গুড়ূচী। ৫ বন্দা, চলিত কথায় পরগাছা। ৬ ডোড়ী। (রাজনি°) ৭ শাকবিশেষ। ৮ শর্করার ন্যায় মধুরপুষ্পলতা।

"জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুস্রবা।
মঙ্গল্য নামধেয়া চ শাকশ্রেষ্ঠা পয়স্বিনী।" (ভাবপ্র°)

জীবন্ত্যাদ্যঘৃত (ক্লী) জীবন্ত্যাদ্যং যৎঘৃতং। চক্রদত্তোক্ত পক্বঘৃতভেদ। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ঘৃতপাকপ্রণালী এই প্রকার লিখিত আছে। ঘৃত ৪ সের, জল ১৩ সের, কল্কার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, শঠী, কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, ভূঁইআমলা, বলা, ডুমুর, দুরালভা, পিপ্পলী মিলিত ১ সের। এই ঘৃত যক্ষ্মারোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, এই ঘৃত পান করিলে ১১ প্রকার উগ্র যক্ষ্মারোগ ভাল হয়। (ভৈষজ্যর°)

জীবন্মুক্ত (ত্রি) জীবন্নেব মুক্তঃ আত্মজ্ঞানেন মায়াবন্ধরহিতঃ কর্ম্মধা। তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানী, যাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া জীবদ্দশাতেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়াছে। যিনি অজ্ঞানরূপ তমঃ ভেদ করিয়া সুখ দুঃখাদির অতীত হইয়াছেন। জীবন্মুক্তের লক্ষণ বেদান্তসারে এই প্রকার লিখিত আছে, অখণ্ড চৈতন্য এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর অজ্ঞান নাশ দ্বারা সর্ব্বব্যাপী স্বরূপ চৈতন্য ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য পাপ পুণ্য এবং সংশয় ভ্রমাদির নিবৃত্তি হেতু সমুদয় সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই জীবন্মুক্ত হয়। *

"কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না।" এই ন্যায় অনুসারে যাহারা সুখ দুঃখাদি বা সংসারের কারণ অজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে; তাহার কি প্রকারে অজ্ঞানের কার্য্য সংসার বন্ধন প্রভৃতি হইতে পারে? ইহাতে এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" (শ্রুতি)

সেই পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে অন্তঃকরণের ভ্রম সকল নষ্ট হয়, সংশয় সকল দূর হয় এবং সদসৎ কর্ম্ম সকল ধ্বংস হয়, এই প্রকার অবস্থা হইলেই জীব জীবন্মুক্ত হয়। এই প্রকার জীবন্মুক্ত পুরুষ জাগ্রৎকালে রক্ত মাংস বিষ্ঠা মূত্রাদির আধাররূপ ষাট্‌কৌশিক শরীর দ্বারা, আন্ধ্য মান্দ্য অপটুতাদির আশ্রয়রূপ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা, বধিরতা, কুণ্ঠতা, অন্ধত্ব, জড়তা, জিঘ্রতা, মূকতা, কৌণ্য, পঙ্গুত্ব, ক্লৈব্য, উদাবর্ত্ত, মন্দতা এই ১১টী ইন্দ্রিয় বধ দ্বারা এবং অশন, পিপাসা, শোক মোহাদির আকাররূপ অন্তঃকরণ দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাকৃত সংস্কার দূর হয়।

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটীশতৈরপি।" (শ্রুতি)

শত শত কল্প অতীত হইলেও কর্ম্মভোগ না করিলে সেই সংস্কার বিনষ্ট হয় না, এই জন্য শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্মের বিশেষ প্রশংসা আছে। যে কামনা রহিত হইতে পারে, তাহার আর এরূপ সংস্কারের বশীভূত হইতে হয় না। কর্ম্ম দ্বারা যদি পূর্ব্ব সংস্কার সকল ক্ষয় হইতে লাগিল এবং সকাম ভিন্ন নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা নূতন সংস্কার আর সঞ্চিত হইতে পারিল না। তখন জ্ঞানের অবিরোধি প্রারব্ধ কর্ম্ম সকল ভোগ করিয়া দৃশ্যমান এই জগৎ যথার্থ সত্য বস্তু নহে, এই প্রকার জ্ঞান করিয়া থাকেন। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল দেখিয়া ইন্দ্রজাল-দর্শক ইহা বাস্তবিক সত্য নহে, ইহাই স্থির করেন। "সচক্ষুরচক্ষুইব সকর্ণোঽকর্ণ-ইব সমনা অমনাইব সপ্রাণো প্রাণইব" (শ্রুতি) বাহ্য বিষয়ে চক্ষু থাকিয়াও চক্ষুহীন, কর্ণ থাকিয়াও কর্ণ হীন, মন সত্ত্বেও মন রহিত, প্রাণ সত্ত্বেও প্রাণ রহিত, যিনি এই প্রকার জ্ঞান করেন ও জাগ্রদবস্থাতে যিনি সুষুপ্তের ন্যায় বাহ্য বস্তু দেখেন না, আর দ্বৈত বস্তুকেও যিনি অদ্বিতীয় দেখেন, বাহিরে কর্ম্ম করিয়াও যিনি অন্তঃকরণে নিষ্ক্রিয়, তিনিই জীবন্মুক্ত। তদ্ভিন্ন ব্যক্তি জীবন্মুক্ত নহে। জীবন্মুক্তির উত্তরকালে জীবন্মুক্ত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে ক্রিয়মাণ আহার বিহারাদির যে প্রকার অনুবৃত্তি হয়, তদ্রূপ শুভকর্ম্ম সকলেরই বাসনার অনুবৃত্তি হয়, তখন অশুভকর্ম্মের বাসনা হয় না এবং পরে শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য জন্মে। অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান হইলেও যদি যথেচ্ছাচরণে বাসনা হয়, তবে অশুচি ভক্ষণে কুকুরের সহিত তত্ত্বজ্ঞানীর কি বিশেষ থাকিল?

(১) এদেশে বেণের দোকানে যেরূপ জীবন্তী পাওয়া যায়, তাহা স্বর্ণবর্ণ ও তৃণজাতীয়, প্রথমোক্ত সপুষ্পকলতা বোধ হয় না। ইহাতে অনুমান করা যায়, যাহা তৃণ জাতীয়, তাহাই স্বর্ণ জীবন্তী হইবে।

* "জীবন্মুক্তো নাম স্বস্বরূপাখণ্ডশুদ্ধব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞানবাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ডে ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতে সতি অজ্ঞানতৎকার্য্যসঞ্চিতকর্ম্ম-বিপর্য্যয়াদীনামপি বাধিতত্বাদখিলবন্ধরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ।" (বেদান্তসার)

অতএব জ্ঞান হইলেও যে ব্যক্তির যথেচ্ছাচরণ অনুবৃত্ত হয়, তিনি জীবন্মুক্ত নহেন, তাহাকে আত্মজ্ঞ বলা যায়। জীবন্মুক্তি সময়ে অনভিমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানসাধন গুণ সকল ও অদ্বেষ্টৃত্বাদি শোভন গুণ সকল অলঙ্কারের ন্যায় সেই জীবন্মুক্ত পুরুষে অনুবর্ত্তিত হয়। অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানিপুরুষের অসাধন রূপ অদ্বেষ্টৃত্বাদি সদ্‌গুণ সকল অযত্ন সুলভে অনুবর্ত্তিত হয়। এই জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পরেচ্ছা, এই তিনপ্রকার আরব্ধ কর্ম্মজনিত সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপে বুদ্ধ্যাদির অবভাসক হইয়া প্রারব্ধকর্ম্মের অবসানে প্রত্যেক আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে লীন হয়; পরে অজ্ঞান ও তৎকার্য্যরূপ সংস্কার সকলের বিনাশ হয়। তৎপরে পরমকৈবল্যরূপ পরমানন্দ, অদ্বৈত অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া কৈবল্যানন্দ ভোগ করে। দেহাবসানে জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রাণ লোকান্তর গমন না করিয়া পরব্রহ্মে লীন হয় এবং সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমব্রহ্মে কৈবল্যসুখে নিমগ্ন হইয়া থাকে। (বেদান্তদর্শন)

সাংখ্যপাতঞ্জল মতে, প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান হইলে জীবন্মুক্তি হয়। "ইয়ং প্রকৃতিঃ জড়া পরিণামিনী ত্রিগুণময়ী" এইপ্রকৃতি জড়া ও পরিণামশীলা, সত্ত্বরজঃস্তমগুণময়ী, অর্থাৎ সুখ দুঃখমোহময়ী, আমি নির্জ্জর, চৈতন্য-স্বরূপ, এই জ্ঞান যখন জন্মে, তখন পুরুষ জীবন্মুক্ত হয়। পুরুষ নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিতে করিতে এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, যে এই দুঃখ নিবৃত্তির কি কোন উপায় নাই, এইরূপ জানিতে ইচ্ছা হয়। পরে শাস্ত্রজ্ঞানেচ্ছা জন্মে। পরে বিবেক শাস্ত্রানুসারে যোগ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তখন প্রকৃতি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। প্রকৃতি পুরুষের অপবর্গ সাধন করিয়াই নিবৃত্ত হয়, পুনর্ব্বার আর তাহার সহিত সংযুক্ত হয় না।

"প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং নকিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥" (তত্ত্বকৌমুদী ৬১)

প্রকৃতি হইতে সুকুমারতর আর কিছুই নাই, পুরুষ কর্ত্তৃক একবার দৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার আর দর্শন দেয় না। তখন পুরুষ আপন স্বরূপ বুঝিতে পারে ও অজ্ঞান নাশ হইয়া যায়, তখন সুখ দুঃখ মোহের অতীত হইয়া জীবন্মুক্ত হয়। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবন্মুক্তি (স্ত্রী) জীবতো মুক্তিঃ ৬তৎ। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া জীবদ্দশাতেই সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অখিলাভিমান ত্যাগ হইলে, তখন ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যায়, নঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ক্লেশরাশি ভোগ করিতে হয় না। জীবন্মুক্তির উপায়, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, যোগ প্রভৃতি। "জীবন্মুক্তাবুপায়স্তু কুলমার্গোহিনাপরঃ"। (তন্ত্রসার) [জীবন্মুক্ত দেখ।]

জীবন্মৃত (ত্রি) জীবন্নেব মৃতঃ মৃততুল্যঃ। জীবিতাবস্থায় মৃতকল্প, বেঁচে থেকে মরা, যাহারা কর্ত্তব্য কার্য্যে বিমুখ, তাহারা সর্ব্বদাই দুঃখ অনুভব করে, তাহারাও জীবন্মৃত। যাহারা আত্মম্ভরি, অনেক কষ্টে আত্মাকে পোষণ করে, বৈশ্বদেব অতিথি প্রভৃতির যথোচিত সৎকার করিতে সমর্থ হয় না, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র মতে সেও মৃতের ন্যায় বাস করে।

"জীবন্তোমৃতকাশ্চান্যে য আত্মম্ভরয়ো নরাঃ।" (দক্ষ)

জীবন্যাস (পুং) জীবস্য ন্যাস ৬তৎ। প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র, যাহাতে দেহরূপ পুরীতে প্রাণের অধিষ্ঠান হয়।

জীবপতি (স্ত্রী) জীবঃ জীবন্ পতিরস্যাঃ বহুব্রী। যে নারীর পতি জীবিত আছে, সধবা স্ত্রী। "স্ত্রীচৈতদাস্থায় লভেত সৌভগং শ্রিয়ং প্রজাং জীবপতির্যশোগুণম্।" (ভাগ° ৬।১৯।২)

জীবপত্নী (স্ত্রী) জীবঃ জীবন্ পতির্যস্যাঃ বহুব্রী। জীবৎপতিকা, সধবা, যে রমণীর পতি জীবিত আছে।

"ব্রাহ্মণ্যাশ্চ বৃদ্ধায়াঃ জীবপত্ন্যাঃ জীব প্রজায়া অগারে এতাং রাত্রিং বসেৎ।" (আশ্ব° গৃ° ১।৭।২১)

"তমেতমবেক্ষিতকৃশরং বীরমূর্জ্জবস্যুঃ জীবপত্নীতি ব্রাহ্মণ্যো মঙ্গল্যাদিভির্বাগ্‌ভিরুপাসীরন্" (স° ত° গোভিল)

জীবপত্রপ্রচায়িকা (স্ত্রী) জীবস্য জীবপুত্রকস্য পত্রাণি প্রচীয়ন্তেঽস্যাং। জীব-প্রচি-ভাবে ণ্বুল্। উত্তরের ক্রীড়াবিশেষ। 'জীবপত্রপ্রচায়িকা উদীচাং ক্রীড়া' (সি° কৌ°)

জীবপত্নী (স্ত্রী) জীবন্তী। [জীবন্তী দেখ।]

জীবপুত্র (পুং) জীবঃ জীবকঃ পুত্রইব হর্ষহেতুত্বাৎ। ইঙ্গুদী বৃক্ষ।

জীবপুত্রক (পুং) জীবপুত্রঃ ইবার্থে কন্। ইঙ্গুদীবৃক্ষ, জীয়াপুতা।

জীবপুত্রা (স্ত্রী) জীবঃ জীবন্ পুত্রো যস্যাঃ বহুব্রী। যে নারীর পুত্র জীবিত আছে।

"সা জীবপুত্রা সুভগা ভবত্যমরবর্ণিনী।" (হরিব° ১৩৮ অঃ)

জীবপুষ্প (ক্লী) জীবঃ জন্তঃ পুষ্পমিব রূপককর্ম্মধা°। জন্তুরূপ পুষ্প।

"অস্মাকং শিবিরে তাবন্নিশিতাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
শত্রূণাং জীবপুষ্পাণি বিচিন্বন্তু নগেম্বিব।" (রামা° ৫।৪৩।১৩)

জীবপুষ্পা (স্ত্রী) জীবয়তি জীব ণিচ্ অচ্, জীবং জীবকং পুষ্পং যস্যাঃ। বৃহজ্জীবন্তী। (রাজনি°)

জীবপ্রিয়া (স্ত্রী) জীবানাং প্রাণিনাং প্রিয়া হিতকারিত্বাৎ জীবং প্রীণাতি প্রী-ক-টাপ্। ১ হরিতকী। (রাজনি°) (ত্রি) ২ জীববল্লভা।

জীবভদ্রা (স্ত্রী) জীবানাং প্রাণিনাং ভদ্রং মঙ্গলং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ জীবন্তীলতা। (রাজনি°) (ক্লী) জীবের কুশল।

জীবমন্দির (ক্লী) জীবস্য আত্মনো মন্দিরং গৃহমিব। শরীর, দেহ, আত্মা যাহাতে থাকে, শরীর আত্মার আধার।

জীবমাতৃকা (স্ত্রী) জীবস্য মাতৃকা ৬তৎ। কুমারী, ধনদা, নন্দা, বিমলা, মঙ্গলা, বলা, পদ্মা, এই ৭ জন জীবমাতৃকা।

"কুমারী ধনদা নন্দা বিমলা মঙ্গলা বলা।
পদ্মা চেতি চ বিখ্যাতাঃ সপ্তৈতাঃ জীবমাতৃকাঃ॥"
(বিধানপারিজাত)

এই ৭ জন সর্ব্বদা মাতার ন্যায় জীবের মঙ্গল বিধান করেন, এই জন্য ইহারা জীবমাতৃকা বলিয়া অভিহিত হন।

জীবযাজ (পুং) জীবৈঃ পশুভিঃ যাজঃ যাজনং যজ-ণিচ্ ভাবে অচ্। পশু দ্বারা যাজন।

"জীবযাজং যজতে সোমপাদিবঃ" (ঋক্ ১।৩১।১৫)
'জীবৈঃ পশুভির্যাজনং জীবযাজঃ' (সায়ণ)

জীবযোনি (স্ত্রী) জীবা জীবনবতী যোনিঃ কর্ম্মধা। সজীব জন্তু।

"তির্য্যঙ্‌মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনিষু" (ভাগ° ৩।৯।১৯)

জীবরক্ত (ক্লী) জীবোৎপাদকং রক্তং শাকত°। স্ত্রীদিগের আর্ত্তব শোণিত গর্ভধারণের উপযুক্ত বলিয়া ইহাকে জীবরক্ত বলা যায়, গর্ভের অগ্নীষোমত্ব হেতু অর্থাৎ শীতোষ্ণ উভয় গুণ থাকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবর্ত্ত শোণিত আগ্নেয়। জীবরক্ত পাঞ্চভৌতিক অর্থাৎ যে পঞ্চভূতে এই শরীর উৎপন্ন হয়, তাহা জীবরক্তে আছে। মাংসগন্ধবিশিষ্ট তরল রক্তবর্ণ ক্ষরণশীল এবং লঘু, শোণিতের এই গুণগুলিকেই পঞ্চভূতের গুণ বলা যায়। (সুশ্রুত ১৪ অঃ)

জীবরত্ন (ক্লী) পুষ্পরাগ।

জীবরাজদীক্ষিত, একজন সঙ্গীতশাস্ত্রকার। রাঘবের অনুরোধে রাগমালা নামে একখানি সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

জীবরাজ, ১ লঘুচিত্রালঙ্কার-প্রণেতা।

২ সেতুবন্ধরসতরঙ্গিণী-টীকাকার।

৩ ইহার পিতার নাম ব্রজরাজ, পিতামহের নাম কামরূপসূরি। ইনি গোপালচম্পূটীকা এবং তর্ককারিকা ও তাহার তর্কমঞ্জরী নামে টীকা রচনা করেন।

জীবরাম, ১ সামগ্রীবাদ-প্রণেতা। ২ স্বস্তিবাচনপদ্ধতি-প্রণেতা।

জীবলা (স্ত্রী) জীবং উদরস্থ কৃমিং লাতি গৃহ্লাতি নাশয়তি লাক (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) সৈংহলী। (রাজনি°) সিংহপিপ্পলী। (রাজব°)

জীবলোক (পুং) জীবানাং লোকঃ ভোগসাধনং ৬তৎ। ১ সংসার, প্রাণ ও চেতনবিশিষ্ট পদার্থের বাসস্থান, মর্ত্ত্যলোক।

"বিশ্রামবৃক্ষসদৃশঃ খলু জীবলোকঃ।" (উদ্ভট)

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (গীতা)

২ জীবরূপ জন।

"তদা বীরো ভবতি জীবলোকে।" (ভারত বন ৩৪ অঃ)

জীববর্গ (পুং) জীবানাং বর্গঃ সমূহঃ ৬তৎ। জীবসমূহ।

জীববল্লী (স্ত্রী) জীবয়তীতি জীবা প্রাণদাত্রী সা চাসৌ বল্লী চেতি কর্ম্মধা°। ক্ষীরকাকোলী। (রাজনি°)

জীববিবুধ, নলানন্দ নাটকপ্রণেতা।

জীববৃত্তি (স্ত্রী) জীবএব বৃত্তিঃ কর্ম্মধা°। পশুপালন-ব্যবসায়। (হেম°) জীবে বৃত্তিস্থিতিরস্য বহুব্রী। জীবনিষ্ঠ গুণ, যে সকল গুণ জীবে থাকে। "জীববৃত্তী দ্বিমৌগুণৌ।" (ভাষাপ°)

জীবশংখ (পুং) কৃমিশংখ।

জীবশংস (পুং) জীবৈঃ প্রাণিভিঃ শংসনীয়ঃ শন্স স্তুতৌ কর্ম্মণি ঘঞ্। জীব কর্ত্তৃক কামনা।

"অগ্ন্যনাগায় আ ভজ জীবশংসে" (ঋক্ ১।১০৪।৬)
'জীবশংসে জীবৈঃ প্রাণিভিঃ শংসনীয়ে কাময়িতব্যে।' (সায়ণ)

জীবশর্ম্মন্, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্।

জীবশাক (পুং) জীবো হিতকরঃ শাকঃ কর্ম্মধা°। মালবদেশীয় প্রসিদ্ধ শাকবিশেষ, চলিত কথা খোস্‌নো শাক। পর্য্যায়—জীবস্থ, রক্তনাল, তাম্রপর্ণ, প্রবাল, শাকবীর, সুমধুর, মেষক। ইহার গুণ—সুমধুর, বৃংহণ, বস্তিশোধন, দীপন, পাচন, বল্য, বৃষ্য ও পিত্তাপহারক। (রাজনি°)

জীবশুক্লা (স্ত্রী) জীবা হিতকরী শুক্লা শুভ্রবর্ণলতা। জীবয়তি জীব ণিচ্ অচ্। ক্ষীরকাকোলী। (রাজনি°) ক্ষীরকাঁকলা।

জীবশূন্য (ক্লী) জীবৈঃ শূন্যং ৩তৎ। জীবরহিত, জীবহীন।

জীবশেষ (পুং স্ত্রী) মুমূর্ষু, যাহাদের জীবনমাত্র অবশিষ্ট আছে।

জীবশোণিত (ক্লী) জীবোৎপাদকং শোণিতং, শাক° ত°। স্ত্রীদিগের আর্ত্তব শোণিত, ইহা গর্ভধারণের উপযুক্ত বলিয়া জীবশোণিত নামে কথিত। [রজস্ দেখ।]

জীবশ্রেষ্ঠা (স্ত্রী) জীবায় জীবনায় শ্রেষ্ঠা ৪তৎ। বৃদ্ধিনামৌষধ।

জীবসংক্রমণ (ক্লী) জীবানাং সংক্রমণং ৬তৎ। দেহান্তরপ্রাপ্তি।

জীবসংজ্ঞ (পুং) জীব ইতি সংজ্ঞা যস্য বহুব্রী। কামবৃদ্ধিবৃক্ষ।

জীবসাধন (ক্লী) জীবস্য জীবনস্য সাধনং ৬তৎ। ধান্য, ধান।

জীবসুতা (স্ত্রী) জীবঃ সুতঃ যস্যাঃ বহুব্রী। যাহার পুত্র জীবিত আছে, জীবপুত্রা।

"মৃতপ্রজা জীবসুতা ধনেশ্বরী"। (ভাগ° ৬।১৯।২৬)

জীবসূ (স্ত্রী) জীবং প্রাণিনং সূতে সূ-কিপ্। জীবতোকা, যে নারী জীবন্ত সন্তান প্রসব করে।

"জীবসূর্বীরসূর্ভদ্রে! বহুসৌখ্যগুণান্বিতা।
সুভগা ভোগসম্পন্না যজ্ঞপত্নী পতিব্রতা॥" (ভারত ১।১৮৯।৭)

জীবস্থান (ক্লী) জীবস্য জীবনস্য স্থানং ৬তৎ। মর্ম্ম। (হলায়ুধ) যে স্থানে জীবাত্মা অবস্থান করে, মর্ম্মস্থান, জীবাত্মার অবস্থিতি-স্থান। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবা (স্ত্রী) জীবয়তে জীব-ণিচ্ অচ্ বা টাপ্ জ্যা-কিপ্, সং-প্রসারণে দীর্ঘঃ সা অন্ত্যস্ত ব। ১ ধনুকের ছিলা, জ্যা। ২ জীবন্তিকা নামৌষধ। ৩ বচা। ৪ শিঞ্জিত। ৫ ভূমি। ৬ জীবনোপায়। জীব-ভাবে অ-টাপ্। ৭ জীবন। (জটাধর)

জীবাতু (পুং ক্লী) জীবত্যনেন জীব-আতু (জীবেরাতু। উণ্ ১।৮০) ১ ভক্ত, অন্ন। ২ জীবনোষধ। জীবিত, জীবন।

"রে হস্ত দক্ষিণ! মৃতস্য শিশোর্দ্বিজস্য
জীবাতবে বিসৃজ শূদ্রমুনৌ কৃপাণম্।" (উত্তরচরিত ২ অঙ্ক)

জীবাতুমৎ (পুং) জীবাতু-মতুপ্। আয়ুষ্কামযজ্ঞে দেবতা-বিশেষ, যজ্ঞ করিয়া যে দেবতার নিকট আয়ুষ্কামনা করিতে হয়। "আয়ুষ্কামেষ্ট্যাং জীবাতুমন্তৌ" (আশ্ব° শ্রৌ° ২।১০।২)

জীবাত্মন্ (পুং) জীবস্য জীবনস্য আত্মা অধিষ্ঠাতা ৬তৎ বা জীবশ্চাসৌ আত্মা চেতি কর্ম্মধা°। দেহী। পর্য্যায়—পুনর্ভবী, জীব, অসুমান্, সত্ব, দেহভৃৎ, জন্তু, জন্যু, প্রাণী, চেতন। যাহার চৈতন্য আছে, সেই আত্মা পদবাচ্য, আত্মা সকল ইন্দ্রিয় ও শরীরের অধিষ্ঠাতা, আত্মা না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইত না। যেমন রথ গমন দ্বারা সারথির অনুমান করা যায়, সেইরূপ জড়াত্মক দেহের চেষ্টাদি দেখিয়া আত্মাও অনুমিত হইতে পারে। চৈতন্য-শক্তি শরীরাদির সম্ভবে না, কারণ যদি ঐ শক্তি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির থাকিত, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির শরীরেও উপ-লব্ধি হইত, সন্দেহ নাই। যখন আমার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, আমার চক্ষুঃ বিকৃত হইয়াছে, আমি সুখী ও দুঃখী হইয়াছি, এইরূপ সকল লোকেরই প্রতীতি হইতেছে, তখন আত্মা যে শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে *। আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলই জীবাত্মা পদবাচ্য। পরমাত্মা এক মাত্র পরমেশ্বর। যিনি সুখ দুঃখাদি অনুভব করেন, তিনিই জীবাত্মা পদবাচ্য, এই জীবাত্মার গুণ চতুর্দ্দশ প্রকার—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম।

"বুদ্ধ্যাদি ষট্কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণাএতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।" (ভাষাপরি° ৩২)

* "শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ।
তথাত্বঞ্চেদিন্দ্রিয়াণামুপঘাতে কথং স্মৃতিঃ।" ৪৮
"প্রবৃত্ত্যাদ্যনুমেয়োহয়ং রথগত্যেব সারথিঃ।
অহঙ্কারস্যাশ্রয়োহয়ং মনোমাত্রস্য গোচরঃ।" (ভাষাপ° ৫০)

জীবাত্মার যে যে গুণ আছে, পরমাত্মারও প্রায় সেই সকল গুণ আছে, কেবল দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ভাবনা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই কএকটী নাই। পরমাত্মার জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন প্রভৃতি কএকটী গুণ নিত্য।

জীবাত্মাতিরিক্ত যে একজন পরমেশ্বর আছেন, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রকারেরা অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই স্থলে কতিপয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

এ জগতে যে যে বস্তু নয়ন পথে পতিত হয়, তাহার একজন না একজন কর্ত্তা আছে, কর্ত্তা ভিন্ন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না, যেমন ঘট দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে ইহার কর্ত্তা একজন কুম্ভকার আছে। পট দেখিলেও এই প্রকার বুঝিতে হইবে, ইহার একজন কর্ত্তা আছে। অগম্য অরণ্যস্থ বৃক্ষাদিও কার্য্য বটে, কিন্তু তাহারও একজন কর্ত্তা আছে বলিতে হইবে, কিন্তু তদ্বিষয়ে আমাদের কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না। যেহেতু তেমন স্থান আমাদের অগম্য, সুতরাং সেখানকারও স্থাবরাদির কর্ত্তা একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর আছেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহাদি হইতে পারে না।

"এতেন ঈশ্বরে প্রমাণমপি দর্শিতং ভবতি যথা ঘটাদিকার্য্যং কর্ত্তৃজন্যং তথা ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকমপি ন চ তৎকর্ত্তৃত্বং অস্মদাদীনাং সম্ভবতি অতস্তৎকর্ত্তৃত্বেন ঈশ্বরসিদ্ধিঃ" (মুক্তাবলী)

"দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক আস্তে
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" (শ্রুতি°)

পরমেশ্বরের ভোগসাধনশরীরে সুখ, দুঃখ ও দ্বেষাদি কিছুই নাই। কেবল নিত্যজ্ঞান ইচ্ছা ও যত্নাদি কএকটী গুণ আছে। জীবাত্মা নানা অর্থাৎ এক একটী শরীরের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ এক একটী জীবাত্মা আছে, যদি সকলেরই আত্মা এক হইত, তাহা হইলে একজনের সুখে বা দুঃখে জগৎ সুখী বা দুঃখী হইত। যেহেতু সুখ দুঃখ প্রভৃতি আত্মার ধর্ম্ম, এক ব্যক্তির আত্মাতে সুখ বা দুঃখাদির সঞ্চার হইলে সকল ব্যক্তির আত্মাতে সুখ বা দুঃখের অসদ্ভাব থাকিত না। নয়নাদি স্বরূপ ইন্দ্রিয়কে যে আত্মা বলা, তাহাও ভ্রান্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ভিন্ন, আর কিছুই বলা যায় না। কারণ যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্বরূপই আত্মা হইত, তাহা হইলে 'আমি চক্ষু' ইত্যাদি ব্যবহার হইত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলে আত্মাও বিনষ্ট হইত। যেমন অন্য ব্যক্তির দৃষ্ট বস্তু অপর ব্যক্তি স্মরণ করিতে পারে না, সেইরূপ চক্ষু বিনষ্ট হইলে পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থ সকলের স্মরণ হইত না।

আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি স্থূল, আমি কৃশ, ইত্যাদি ব্যবহার হইতেছে বলিয়া শরীরকে আত্মা বলা স্থূলদর্শিতার

কর্ম্ম বলিতে হইবে। কারণ যদি শরীরই আত্মা হইত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল স্বরূপ স্বর্গ ও নরক ভোগ করিত না। যেহেতু শরীর বিনষ্ট হইলেই আত্মাও বিনষ্ট হইত, সুতরাং আর কোন্ ব্যক্তি স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে? স্বর্গ বা নরকাদিকে অলীক বলিয়াই বা কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে, কারণ তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই শারীরিক ক্লেশ ও অর্থ ব্যয় করিয়া যাগাদিরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিত না, পরদার প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হইত না, বরং ঐহিক সুখাভিলাষে প্রবৃত্ত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আরও একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখ, যদি শরীরই আত্মা হইত, তাহা হইলে সদ্যপ্রসূত বালকের হর্ষ, শোক, ভয়াদি বা স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি হইত না। কারণ তৎকালে ঐ বালকের হর্ষাদির কোন কারণ নাই, এবং স্তন্যপান করিলে যে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, তাহাও তাহার জানা নাই। তবে কেন তাহার স্তন্যপানে প্রবৃত্তি হয়? সে তো কাহারও নিকট উপদিষ্ট হয় নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে ইহলোক ও পরলোকগামী সুখদুঃখাদি-ভোক্তা নিত্য এক অতিরিক্ত আত্মা আছে, কারণ ঐ বালকের পূর্ব্বজন্মানুভূত হর্ষাদি কারণের স্মৃতি হইতেই হর্ষাদি হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বানুভূত স্তন্যপানের সংস্কার দ্বারাই তৎকালে স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হয়, তবে আমি গৌর, কৃষ্ণ ইত্যাদি যে, শরীরভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

নাস্তিক চার্ব্বাক দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না। চার্ব্বাকমতাবলম্বিগণ বলেন, পুরুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল সুখের উপায়ই চেষ্টা করিবে। যখন সকল ব্যক্তিই কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, আর মৃত্যুর পর বান্ধবেরা শবদেহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলে উহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন যাহাতে সুখে জীবন অতিবাহিত করা যায়, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পারলৌকিক সুখ-লিপ্সায় ধর্ম্মোপার্জ্জনে আত্মাকে কষ্টভাগী করা নিতান্ত মূঢ়-তার কার্য্য, কারণ ভস্মীভূত দেহের পুনর্জ্জন্ম কোন প্রকারেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। তাঁহারা পঞ্চভূত স্বীকার করেন না। তন্মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ু এই চারিভূত হইতে দেহের উৎপত্তি হয়। অচেতন হইতে সচেতন কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? তাহার উত্তরে এই প্রকার মীমাংসা করেন যে, যদিও ভূত সকল অচেতন তথাপি তাহারা মিলিত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্য জন্মে। যেমন হরিদ্রা পীতবর্ণ ও চূণ শুক্লবর্ণ, কিন্তু উভয়ে মিলিত হইলে তাহাতে রক্তিমার উৎপত্তি হয়, গুড় ও তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যেকে মাদক নহে, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা সুরা প্রস্তুত হইলে তাহাতে মাদকতা শক্তি জন্মে। সেইরূপ এই দেহ অচেতন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহাতে চৈতন্য স্বরূপ ব্যবহারিক আত্মার উৎপত্তি অসম্ভাবিত নহে। আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌরবর্ণ, আমি শ্যামবর্ণ ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারেও আত্মাই স্থূল কৃশাদি ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে, কিন্তু স্থূলত্বাদি ধর্ম্ম সচেতন ভৌতিক দেহেই লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সচেতন দেহই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা নাই। ইঁহারা আরও একটী প্রমাণ দিয়াছেন যে, যেমন লৌহ ও চুম্বক দুই-ই অচেতন, কিন্তু উভয়ের পরস্পর আকর্ষণে উভয়েই ক্রিয়াশক্তি জন্মে, সেই প্রকার পরস্পর ভূতসমূহ এক হইলে তাহার চৈতন্যস্বরূপ একটী শক্তি জন্মে। [চার্ব্বাক দেখ।]

বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই ক্ষণিক, প্রথমক্ষণে উৎপত্তি ও দ্বিতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয়, সুতরাং আত্মাও ক্ষণিক জ্ঞানস্বরূপ, ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই। [বৌদ্ধ দেখ।]

বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক মতাবলম্বীরা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাও স্বীকার করেন না, তাঁহারা কহেন—কিছুই নাই, সকলই শূন্য, কারণ যে সমস্ত বস্তু স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, জাগ্রদ-বস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না এবং যে সমুদয় বস্তু জাগ্র-দবস্থায় দৃষ্ট হয়, স্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ সুষুপ্তি অবস্থায় কোন বস্তুই দেখা যায় না। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বস্তুতঃ কোন বস্তুই সত্য নহে, সত্য হইলে অবশ্যই সকল অবস্থায় দৃষ্ট হইত। যোগাচার-মতাবল-ম্বীরা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মা স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐ বিজ্ঞান দুই প্রকার—প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, আর সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলয়-বিজ্ঞান। ঐ জ্ঞান কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। আর্হত মতাবলম্বীরা প্রতি শরীরে এক একটী আত্মা স্বীকার করেন, প্রতি দেহে যদি পৃথক্ আত্মা না থাকিত, তাহা হইলে ঐহিক ফলসাধনের নিমিত্ত কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্মে কোন মতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। কারণ আপনার ফলভোগের নিমিত্ত সকলে উপায়ানুষ্ঠান করে, যদি উপায়ানুষ্ঠানকর্ত্তা যে আত্মা সে ফল ভোগকালে উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে একের ফলভোগের নিমিত্ত অপরের প্রবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আমি কৃষি-বাণিজ্যাদি করিয়াছিলাম, আমিই তাহার ফলভোগ করি-

তেছি, সকল লোকেরই এই প্রকার অনুভব হইয়া থাকে, সুতরাং আত্মাকে চিরস্থায়ী বলিতে হইবে। (আর্হতদ°)

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন মতে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই অর্থাৎ জীবাত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই জীবাত্মা, তবে যে পরস্পর ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা ভ্রম মাত্র, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে অভেদ আছে, তাহা অনুমানসিদ্ধ। অনুমান-প্রণালী এইরূপ—যাহার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি আছে, সেই পরমেশ্বর, যাহার নাই তিনি পরমেশ্বর নহেন; যেমন গৃহাদি। দেখ, যখন জীবাত্মার ঐ শক্তি দৃষ্ট হইতেছে, তখন জীবাত্মা যে ঈশ্বর বা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, তাহার আর সন্দেহ কি? এ স্থলে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, যদি জীবাত্মার ঈশ্বরতাই থাকে, তবে ঈশ্বরতা স্বরূপ আত্মপ্রত্যভিজ্ঞতার প্রয়োজন কি? যেমন জল সংযোগাদি হইলে মৃত্তিকায় পতিত বীজ জ্ঞাতই হউক বা অজ্ঞাতই হউক, অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া থাকে, বিষ জানিয়া বা না জানিয়া ভক্ষণ করিলে যেমন মৃত্যু নিশ্চিত, সেই প্রকার জীবাত্মা ঈশ্বরের ন্যায় জগন্নির্ম্মাণাদি করিতে না পারে কেন? এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা কোন কাজেরই নয়। দেখ কোন কোন স্থলে কারণ থাকিলেই কার্য্য হইয়া থাকে, আর কোন কোন স্থলে কারণ জ্ঞাত হইলেও কার্য্য হয়, যতক্ষণ তাহার জ্ঞান না হয় ততক্ষণ সে কারণ দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। যেমন এই গৃহে পিশাচ আছে, এইরূপ না জানিলে তদ্গৃহস্থিত পিশাচ হইতে ভীরু ব্যক্তিরও কোন ভয় জন্মে না, কিন্তু ঐরূপ জ্ঞান হইলেই ভয় হইয়া থাকে, সেই প্রকার জীবাত্মার পরমাত্মত্ব থাকিলেও উহা জ্ঞাত না হইতে পারিলে পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মারও ক্ষমতা জন্মে না। যেমন অপরিমিত ধন থাকিলেও তাহা জানা না থাকিলে প্রীতি জন্মে না, কিন্তু আমার অপরিমিত ধন আছে, এরূপ জ্ঞান হইলে অসীম আনন্দ হইয়া থাকে। সেইরূপ আমিই ঈশ্বর অর্থাৎ পরমাত্মা, এই প্রকার জীবাত্মার ঈশ্বরতা-জ্ঞান হইলে এক অসাধারণ প্রীতি জন্মে, এজন্য আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ঐ দর্শন মতে পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশমান, অর্থাৎ পরমাত্মা আপনিই প্রকাশ পাইতেছেন, যেমন আলোকসংযোগাদি না হইলে গৃহস্থিত ঘটপটাদি বস্তুর প্রকাশ হয় না, সেইরূপ পরমাত্মার প্রকাশে কোন কারণ অপেক্ষা করে না, তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রকাশমান রহিয়াছেন। এস্থলে কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, জীবাত্মার ও পরমাত্মার পরস্পর অভেদ আছে এবং পরমাত্মা সর্ব্বদা পরমাত্মা-রূপে সর্ব্বত্র প্রকাশমান আছেন এরূপ স্বীকার করিলে জীবাত্মাও পরমাত্মা-রূপে সর্ব্বদা প্রকাশমান আছেন, স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা কখনই জীবাত্মা বা পরমাত্মার পরস্পর অভেদ থাকিতে পারেনা। কারণ যে বস্তুর অভেদ যে বস্তু হয়, সে বস্তুর প্রকাশ কালে অবশ্যই সে বস্তুর প্রকাশ হইবে, এরূপ নিয়ম আছে, কিন্তু পরমাত্মা-রূপে জীবাত্মার যে প্রকাশ হইতেছে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে জীবাত্মার ঐরূপ প্রকাশের নিমিত্ত আত্মপ্রত্যভিজ্ঞার কি আবশ্যক ছিল? জীবাত্মার ঐরূপ প্রকাশ ত সিদ্ধই আছে, সিদ্ধ বিষয় সাধনে বুদ্ধিমান্ কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এইপ্রকার আপত্তি করিলে এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কোন কামাতুরা কামিনী ঐ বাটীতে এক সুরসিক নায়ক আছে, তাহার স্বর অতি মধুর, অনুপম রূপলাবণ্য ও সহাস্যবদন, এই উপদেশ পাইয়া সেই বাটীতে সেই নায়কের নিকট গিয়া তাহাকে দর্শন করিয়াও যতক্ষণ তাহার ঐ সকল গুণ দৃষ্টিগোচর না করে, ততক্ষণ যেমন আহ্লাদিত হয় না, সেইরূপ পরমাত্মা-রূপে জীবাত্মার প্রকাশ থাকিলেও যতদিন পর্য্যন্ত পরমাত্মার পরমাত্মতাদি গুণ আমাতেই আছে, এইরূপ অনুসন্ধান না হয়, ততদিন জীবাত্মা ও পরমাত্মার একভাব অর্থাৎ পূর্ণভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যখন গুরুবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করা যায়, তখন জীবাত্মার সর্ব্বজ্ঞতাদিরূপ পরমাত্মার ধর্ম্ম আমাতেই আছে, এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। তখন পূর্ণভাব হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হইয়া যায়। (প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন।)

সাংখ্যদর্শনের মতে আত্মা (পুরুষ) নিত্য। সাংখ্যবাদীরা আত্মাকে পুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন। লিঙ্গশরীরে অবস্থান করেন বলিয়া আত্মার নাম পুরুষ। আত্মা সত্ত্বাদি ত্রিগুণশূন্য, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ হইতে অতীত, চেতন-স্বরূপ, সাক্ষী, কূটস্থ, দ্রষ্টা, বিবেকী, সুখ দুঃখাদিশূন্য মধ্যস্থ ও উদাসীন পদবাচ্য। ইনি অকর্ত্তা অর্থাৎ কোন কার্য্যই করেন না, সকলই প্রকৃতির কার্য্য, তবে যে আমি করিতেছি, আমি সুখী বা দুঃখী ইত্যাদি প্রতীতি হইতেছে, সে ভ্রমমাত্র। বস্তুতঃ সুখ দুঃখ বা কর্ত্তৃত্ব আমার নাই, সুখ দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম। দেখ, কখন পরম সুখজনক সামগ্রী পাইলেও সুখ হয় না, কখন বা অতি সামান্য বিষয়েও পরম সুখলাভ হয়, আর কাহারও রাজ্যলাভে ও পর্য্যঙ্ক শয়নেও সুখবোধ হয় না। কেহ বা ভিক্ষালাভে ছিন্নশয্যায় শয়ন করিয়া পরম সুখ অনুভব করে। অতএব ইহা অবশ্যই

স্বীকার করিতে হইবে, যে সুখকর বা দুঃখকর বলিয়া কিছুই অনুগত নাই। যখন যে বস্তুকে সুখকর বা দুঃখকর বলিয়া বোধ হয়, তখনই তাহা দ্বারা যথাক্রমে সুখ বা দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। অতএব সুখ দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন মতে সুখ দুঃখ ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি জীবাত্মার ধর্ম্ম, অর্থাৎ জীবাত্মাই সুখ দুঃখাদি ভোগ করে। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তদর্শনের সহিত এই বিষয় লইয়া মতভেদ আছে। বেদান্ত, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে—ইহা বুদ্ধির ধর্ম্ম, বুদ্ধিই সুখ দুঃখাদি ভোগ করে, আত্মা বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত হইলেই আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি অনুভব করে বটে, কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র, স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় তাহা অলীক।

"বন্ধমোক্ষং সুখং দুঃখং মোহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নে যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী॥" (সাংখ্য ভাষ্য)

আত্মা মায়াখ্য প্রকৃত্যুপাধি দ্বারা বন্ধ, মোক্ষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি প্রতিবিম্বরূপে অনুভব করে।

বাস্তবিক ইহা আত্মার স্বরূপ নহে। এই প্রকার অনেক প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (সাংখ্য ভাষ্য)

প্রকৃতিসম্ভূত গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ কার্য্য সকল আত্মা অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া আমিই কর্ত্তা এই প্রকার বিবেচনা করিয়া থাকে। বাস্তবিক আত্মার স্বরূপ ইহা নহে।

"নির্ব্বাণময় এবায়মাত্মা জ্ঞানময়োঽমলঃ।
দুঃখাজ্ঞানময়া ধর্ম্মা প্রকৃতেস্তে তু নাত্মনঃ।" (সাংখ্য ভাষ্য)

আত্মা, নির্ব্বাণময়, জ্ঞানময়, অমল। প্রকৃতির ধর্ম্ম সকল দুঃখময় ও অজ্ঞানময়, ইহা আত্মার নহে। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, জীবাত্মাকে যদি প্রকৃতি স্থানীয় করা যায়, তাহা হইলে দুই মতের উত্তমরূপ সামঞ্জস্য হইতে পারে। সাংখ্য-মতে প্রকৃতিকে জগতের আদিকারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। "প্রকৃতিঃ প্রকরোতি ইতি প্রকৃতিঃ আদিকারণং।" (সাংখ্যদ°)

প্রকৃতির পরিণাম দুই প্রকার, স্বরূপ পরিণাম ও বিরূপ পরিণাম। স্বরূপ পরিণামে প্রকৃতির বিকৃতি হয় না। যখন বিরূপ পরিণাম হয়, তখন প্রথমে প্রকৃতির ৭টী বিকৃতি জন্মে। ১৬টী বিকার পদার্থ, এই ১৬টী হইতে কোন প্রকার বিকার জন্মে না। পুরুষ ইহার অতীত। পুরুষ বা আত্মা প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয়, এই প্রকৃতিই আত্মাকে নানা প্রকারে বিমোহিত করে। আত্মা প্রকৃতির মায়ায় আপনার স্বরূপ জানিতে পারে না, প্রকৃতিই সমস্ত সুখ দুঃখাদি অনুভব করে, তাহা হইলে দেখা যায় প্রকৃতির ধর্ম্ম ও জীবাত্মার ধর্ম্ম একই [প্রকৃতি দেখ।] ন্যায় ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মা আর সাংখ্যাদি মতের প্রকৃতি একই বস্তু।

আত্মা শরীরভেদে নানা, অর্থাৎ একটী শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মা স্বরূপ একটী পুরুষ আছেন। যদি সকল শরীরের অধিষ্ঠাতা এক হইত, তাহা হইলে একের জন্মে বা মরণে সকলেরই জন্ম বা মৃত্যু হইত এবং একের সুখে বা দুঃখে জগন্মণ্ডল সুখী বা দুঃখী হইত, যখন সুখদুঃখের এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে পুরুষ বা আত্মা নানা এবং যে আত্মায় যে যে প্রকার কার্য্য করে, তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়, যদিও আত্মার সুখ ও দুঃখাদি কিছুই নাই, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মা অনেক ইহা সাধিত হইলে একজনের সুখে জগৎ সুখী না হয় কেন? এ প্রকার আপত্তি উত্থিত হইতেই পারে না। তথাপি যেমন জবাপুষ্পের নিকট অতি শুভ্রস্ফটিকও রক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মার স্বীয় বুদ্ধিস্থ সুখ দুঃখাদিকে আত্মগত বিবেচনা করিয়া আমি সুখী আমি দুঃখী এইরূপ বোধ হয়। সকল ব্যক্তির ঐকাত্ম্যপক্ষে একজনের ঐরূপ বোধ হইলে সকলের না হয় কেন, এরূপ আপত্তির খণ্ডন হয় না এবং আমি ভোজন ও শয়ন করিতেছি ইত্যাদি যে ব্যবহার হইতেছে, তাহা শরীরের ক্রিয়া লইয়াই সমর্থন করিতে হইবে, যেহেতু আত্মার ক্রিয়া বা কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। আত্মার যখন কিছুই নাই, তখন আত্মার বন্ধ ও মোক্ষ অসম্ভব, কিন্তু এরূপ হইলে প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক শরীরের অধিষ্ঠাতা যখন এক একটী আত্মা দেখা যাইতেছে, তখন বন্ধ মোক্ষ আত্মার না হইবে কেন? কিন্তু ইহাতে একটু মনোনিবেশ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা আত্মার নহে।

"তস্মান্ন বধ্যতে হসৌ ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কচিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥"

(সাংখ্যতত্ত্বকৌ° ৬২ সূ°)

আত্মা বদ্ধ হয় না, মুক্তও হয় না, প্রকৃতি নানারূপ ধরিয়া বদ্ধ ও মুক্ত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতি পুরুষ সাক্ষাৎকার (অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ বিবেকজ্ঞান) না হয়, ততদিন বিরত হয় না।

নর্ত্তকী যে প্রকার নৃত্য দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে সন্তুষ্ট করিয়া নৃত্য হইতে নিবর্ত্তিত হয়, সেই প্রকার প্রকৃতি আত্মাকে প্রকাশিত করিয়া নিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ তখন আত্মা মুক্ত হয়। আত্মা যে শরীর অবলম্বন করিয়া সুখ বা দুঃখ প্রতিবিম্ব রূপে ভোগ করে, সেই শরীর দ্বিবিধ, স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর মাতা ও পিতা দ্বারা উৎপন্ন হয়। মাতা হইতে লোম,

শোণিত ও মাংস এবং পিতা হইতে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা জন্মে। এই ৬টী বস্তুঘটিত স্থূল শরীরকে ষাট্‌কৌশিক এবং উক্ত রীতি ক্রমে মাতা পিতা দ্বারা সম্পাদিত হওয়াতে এই শরীরকে মাতাপিতৃজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, এই শরীরও ভুক্ত দ্রব্যের পরিণাম মাত্র। যে বস্তু ভক্ষণ করা যায়, তাহার সারভাগ রস হয় এবং অসার ভাগ মল ও মূত্ররূপে নির্গত হইয়া যায়, রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেধ, মেধ হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে গর্ভ উৎপত্তি হয়। এই ষাট্‌কৌশিক শরীরই অন্তে হয় মৃত্তিকা, না হয় ভস্ম, অথবা শৃগাল কুক্কুরাদির পুরীষরূপে পরিণত হইবে। যিনি যতই যত্ন করুন না কেন, কেহই এই শরীরকে অজরামরবৎ করিতে পারিবেন না, সকলই কিছুদিনের জন্য, অন্তে আর দ্বিতীয় পথ নাই। পৃথিবীশ্বরেরও যে গতি, দরিদ্রেরও সেই গতি। এই স্থূল শরীরাতিরিক্ত একটী শরীর আছে, তাহাই সূক্ষ্ম শরীর।

"সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥" (সা' ত' কৌ' ৩৯)

বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্টাদশ তত্ত্বের সমষ্টি এই সূক্ষ্মশরীর নিত্য, অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং অব্যাহত অর্থাৎ অপ্রতিহত গতি। সূক্ষ্ম শরীর শিলামধ্যে, অনল মধ্যে এবং ইহলোক ও পরলোকে যাইতে পারে; সূক্ষ্ম শরীর কখনও নর, পশু, পক্ষী, শিলা ও বৃক্ষাদি স্বরূপ স্থূল শরীর ধারণ করে এবং কখন স্বর্গীয় কখন বা নারকীয় স্থূল শরীর আর কখন পুনর্ব্বার মনুষ্যাদি শরীর গ্রহণ করে। এই শরীরে সুখ দুঃখভোগ হয়। আত্মা (জীবাত্মা) মৃত্যুর পর অর্থাৎ ষাট্‌ কৌশিক দেহ পরিত্যাগ করিলে অষ্টাদশ তত্ত্বের অবয়ব-সমষ্টি-রূপ লিঙ্গশরীর লইয়া স্বর্গ ও নরকাদি ভোগ করে, পরে পাপ বা পুণ্য ধ্বংস হইলে আবার পুনরায় স্বীয় কর্ম্মানুরূপ জন্ম পরিগ্রহ করে। শ্রুতি প্রভৃতিতে সূক্ষ্ম শরীরের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।" (কঠোপনি' ৬।১৭)

জীবাত্মার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত। এ সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু লিখিয়াছেন, "অঙ্গুষ্ঠমাত্রেণ সূক্ষ্মতামুপপাদয়তি" (সাংখ্যদ' ভা') জীবাত্মার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র হওয়া অসম্ভব, তবে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র এই কথা বলায় সূক্ষ্ম প্রতিপন্ন হইতেছে। কোন মতে কেশাগ্রকে শতভাগ করিলে যত সূক্ষ্ম হয়, ইহার পরিমাণ তত সূক্ষ্ম। প্রকৃতি সৃষ্টির আদিতে এক একটী পুরুষের এক একটী সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সূক্ষ্ম শরীর অধুনা আর জন্মে না? সকল পুরুষই জীবাত্মা। সাংখ্যমতে জীবাত্মাতিরিক্ত পরম পুরুষ পরমাত্মা কোন প্রমাণ নাই বলিয়াই স্পষ্ট বোধ হয়। কিন্তু কপিলদেবের অভিপ্রায় কি তাহা নির্ণয় করা অতি দুরূহ, কপিলদেব "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" (সাংখ্যসূ' ১।৯২) এই সূত্র দ্বারা নিরীশ্বরবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে ষড়্‌দর্শন টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে অনেক যুক্তি দিয়াছেন এবং পরমাত্মসাধক যুক্তি সকল খণ্ডন করিয়াছেন; সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য্যও অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু কহেন, কপিলদেবের মতেও পরমাত্মা বা ঈশ্বর আছেন, তবে যে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ "এই সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা বাদীকে জয় করিবার আশয়ে প্রৌঢ়িবাদ মাত্র। অতএব "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ সূত্র রচনা না করিয়া "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র রচনা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই—

কপিলদেব বাদীকে কহিতেছেন, তুমি যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি করিতে পারিলে না এই মাত্র, ফলতঃ ঈশ্বর আছেন। পরমাত্মা বা ঈশ্বর নাই, ইহা কপিলদেবের অভিপ্রেত নহে। যেমন ঘট, পট প্রভৃতি জড়াত্মক বস্তু কোন চেতন পদার্থের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও শক্ত হয় না, কিন্তু যখন সচেতন বস্তু অধিষ্ঠাতা হইয়া উহাদিগের আনয়নাদি করে, তখনই ঐ ঘটপটাদি স্বকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত ও সমর্থ হয়। সেইরূপ প্রকৃতিও জড়, সুতরাং কিরূপে তিনি কোন সচেতন অধিষ্ঠাতা ব্যতিরেকে কার্য্যকরণে প্রবৃত্ত বা শক্ত হইবেন? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকৃতিরও একজন সচেতন অধিষ্ঠাতা আছেন। কিন্তু জীবাত্মাকে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে না, কারণ জীবগণ স্থূলদর্শী ও অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি দোষে দূষিত, জীবের এমন কি শক্তি আছে, যে জগৎকরণে প্রবৃত্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারে। সুতরাং তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বারাধ্য পরমাত্মার সত্তা স্বীকার করিতে হইবে এবং তিনিই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, এই যুক্তি দ্বারা পরমাত্মা বা ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে।

যেমন কাক তোমার কর্ণ লইয়া গেল, এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র নিজ কর্ণে হস্তার্পণ না করিয়াই কাকের প্রতি ধাবিত হওয়া উপহাসনীয়, সেইরূপ কারণ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকেও অনেক জড় বস্তুর কার্য্যকরণে প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে, যেমন নবজাত কুমারের জীবনধারণার্থ জড়াত্মক দুগ্ধপ্রবৃত্তি হয় এবং জনগণের উপকারার্থ সময়ে সময়ে অতি

জড় মেঘ হইতে বৃষ্ট্যুৎপত্তি হয়। অতএব জীবের কল্যাণার্থ জড়াত্মক প্রকৃতিও জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইবে, তন্নিমিত্ত ঈশ্বর বা পরমাত্মা স্বীকারে প্রয়োজন কি? যদি পরমাত্মা সংস্থাপনের আশায় বল পরমাত্মা জীবের প্রতি করুণা করিয়া প্রকৃতিকে জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত করেন বা স্বয়ংই প্রবৃত্ত হন, এই কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঈশ্বরসাধক না হইয়া পরমাত্মার বাধক হইয়া উঠে। দেখ, করুণা শব্দে পরের দুঃখ-নিবারণেচ্ছা বুঝায়, সুতরাং পরমাত্মা জীবের প্রতি করুণা করিয়া সৃষ্টি করেন। ইহার অর্থ এই হইল, পরমাত্মা জীবের দুঃখ নিবারণেচ্ছায় সৃষ্টি করেন, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে কাহারও দুঃখ ছিল না। দুঃখও পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা প্রতিবাদীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে পরমাত্মা প্রথমতঃ কাহার নিবারণাশয়ে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি হইলেন, আর কিহেতুই বা সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার এইরূপ অসৎ দুঃখের নিবারণে ইচ্ছা হইল? যদি রোগ থাকে, তবেই তন্নিবারণার্থ ঔষধ সেবন করিতে হয়, নতুবা কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সুস্থ থাকিয়াও ঔষধ সেবনে ইচ্ছা করে? বরং তাহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে দ্বেষই প্রকাশ করিয়া থাকে। আর যেমন সুস্থ ব্যক্তির ঔষধ সেবনে রোগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বলিয়া যদি কোন সুস্থ ব্যক্তি ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সকলেই তাহাকে অজ্ঞ ও অবিবেচক বলিয়া থাকে, সেইরূপ যদি পরমাত্মা জীবগণের দুঃখ না থাকাতেও তন্নিবারণে সমুৎসুক হইয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিবে যে, পরমাত্মা বা ঈশ্বর অজ্ঞ ও অবিবেচকের ন্যায় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞতা ও বিবেচকতাদি ঈশ্বরত্ব শক্তিই বা কোথায় রহিল, বরং পরমাত্মা আমাদের অপেক্ষা অজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত, জীবের দুঃখ-সঞ্চারের পর পরমাত্মা করুণা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কথা বলাও নিতান্ত অসঙ্গত বলিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে জীবগণের দুঃখের আবির্ভাব হইলে পরমাত্মা তন্নিবারণের আশয়ে সৃষ্টি করেন, এ জন্য সৃষ্টি দুঃখকে অপেক্ষা করিতেছে এবং সৃষ্টি হইলে দুঃখের আবির্ভাব হয়, এজন্য দুঃখও সৃষ্টিসাপেক্ষ, এই পরস্পর সাপেক্ষতারূপ অন্যোন্যাশ্রয়দোষ ঘটে। আরও দেখ, যদি পরমাত্মা করুণা করিয়াই সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে কখন কেহ সুখী বা দুঃখী হইত না, যেহেতু সকলেই পরমাত্মার কৃপার পাত্র এবং পরমাত্মা পক্ষপাত প্রভৃতি দোষশূন্য। অতএব এই সকল প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর নাই, কেবল অচেতন প্রকৃতিই জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইতেছে।

যেমন নির্ব্যাপার অয়স্কান্তমণির সন্নিধানে জড়াত্মক লৌহেরও ক্রিয়া হইতেছে, সেইরূপ জীবাত্মক পুরুষ সন্নিধানে জড় স্বরূপ প্রকৃতিরও জগনির্ম্মাণার্থ ক্রিয়া হওয়া অসম্ভাবিত নহে। যেমন অন্ধ ব্যক্তি পঙ্গুকে নিজ স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া গন্তব্য পথে গমন করিতে পারে, এই প্রকার অচেতনা প্রকৃতি জীবাত্মাকে অবলম্বন করিয়া জগন্নির্ম্মাণ করে, জীবাত্মা প্রকৃতির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যাহা নিজের ধর্ম্ম নয়, প্রকৃতির ধর্ম্ম, তাহাই আপনার ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করে। এ জন্য প্রকৃতি পুরুষ (জীবাত্মা) পরস্পর সাপেক্ষ। এই জীবাত্মার অদৃষ্ট (ধর্ম্ম অধর্ম্ম) জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, ইহা বীজাঙ্কুর-ন্যায়বৎ অনাদি। যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষের আত্মখ্যাতি না হইবে, ততদিন প্রকৃতি বিরত হইবে না। এই আত্মখ্যাতির জন্য তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। "জ্ঞানান্মুক্তি" (সাং‍দ°) এই জ্ঞানের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। শ্রবণাদি সাধিত হইলে জীবাত্মা মুক্ত হয়, যতদিন পর্য্যন্ত বাসনা (সংস্কার) অপনীত না হইবে ততদিন জীবাত্মার উদ্ধারের উপায় নাই। (সাংখ্যদ°) পাতঞ্জলদর্শনের সহিত সাংখ্যের জীবাত্মার একমত আছে।

যোগসূত্রকার জীবাত্মাতিরিক্ত পরমাত্মা স্বীকার করেন। তাঁহার মতে—অবিদ্যা, অস্মিতা, দ্বেষ, অবিনিবেশাখ্য পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল বাসনা দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষকে পরমাত্মা বা ঈশ্বর বলা যায়, অর্থাৎ যে অনির্ব্বচনীয় পুরুষের কোনরূপ ক্লেশ নাই, তিনি সর্ব্বদা পরমানন্দ স্বরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, যিনি কোনরূপ বিহিত বা অবিহিত কর্ম্ম করেন না, যাঁহার কোনরূপ কর্ম্মফলের বাসনা নাই এবং এইরূপে যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়েই সর্ব্ব-বিষয়ে নির্লিপ্ত, সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পরমপুরুষই ঈশ্বর বা পরমাত্মা। সেই পরমাত্মা সর্ব্বপ্রকার পুরুষের মধ্যে বিশেষ গুণশালী, তাঁহার সদৃশ আর কেহ নাই, তিনি ইচ্ছামাত্রেই অনন্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারেন। পাতঞ্জলের মতে—পরমাত্মসাধক যুক্তি এইরূপ, সমুদয় বস্তুই সাতিশয়, অর্থাৎ তারতম্যরূপে অবস্থিত, বস্তু সকলের শেষ সীমা আছে, যথা অল্পত্ব ও অধিকত্ব, পরিমাণের শেষসীমা যথাক্রমে পরমাণু ও আকাশ, অতএব যখন কাহাকে ব্যাকরণ মাত্রে, কাহাকে অলঙ্কারে, আর কাহাকে বা তত্তৎ শাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, জ্ঞানাদিও

সাতিশয় পদার্থ, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে জ্ঞানাদি কোথাও শেষ সীমা লাভ করিয়া নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে পদার্থ যাদৃশ গুণের সম্ভাব ও অভাবে যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টরূপে পরিগণিত হয়, সেই পদার্থের সর্ব্বতোভাবে তাদৃশ গুণবত্তা রূপ অত্যুৎকৃষ্টতাকে নিরতিশয়তা কহে। অণুর পরম অণুতা, স্থূলের পরম স্থূলতা, মূর্খের অত্যন্ত মূর্খতা, এবং বিদ্বানের বিদ্যাবত্তাই অত্যুৎকৃষ্টতা বলিতে হইবে। নতুবা তদ্বিপরীত স্থূলত্বাদি অণু প্রভৃতির উৎকৃষ্টতা হইবে না। জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা বিবেচনা করিতে হইলে অধিক বিষয়তা ও অল্প বিষয়তাই লক্ষিত হইবে। এই জন্যই কিঞ্চিন্মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানীকে অপকৃষ্ট জ্ঞানী আর অধিক শাস্ত্রজ্ঞানীকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানী বলা যায়। এরূপে যখন অধিক বিষয়তাই জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ইহা সিদ্ধ হইল, তখন অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ডস্থ খেচর অরণ্যচর ও আমাদিগের চক্ষুর অগোচর সর্ব্ববস্তুবিষয়তাই যে জ্ঞানের অত্যুৎকৃষ্টতা-রূপ নিত্য নিরতিশয়তা, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? ঐ নিত্য নিরতিশয় জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞতা জীবাত্মার সম্ভবে না, যেহেতু জীবাত্মার বুদ্ধিবৃত্তি রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা কলুষিত থাকায় দৃক্‌শক্তিপরিচ্ছিন্ন, এই দৃক্‌শক্তির দ্বারা কখনই সর্ব্বগোচরজ্ঞান সম্ভবে না। সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন দৃক্‌শক্তিমানকেই তাদৃশ সর্ব্বজ্ঞতার একমাত্র আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। ঐরূপ অপরিচ্ছিন্ন দৃক্‌শক্তিমান যিনি, তিনিই যোগসূত্রকারের অভিমত পরমাত্মা। এই প্রকারে যখন পরমাত্মার সত্তা সিদ্ধ হইল, তখন পরমাত্মা বা পরমেশ্বর নাই বলিয়া কেবল বাগাড়ম্বর করা অজ্ঞানের বিজৃম্ভপ্রলাপ মাত্র। এই পরমাত্মা জগন্নির্ম্মাণার্থ স্বেচ্ছানুসারে শরীরধারণপূর্ব্বক সংসারপ্রবর্ত্তক ও সংসারানলে সন্তপ্যমান ব্যক্তি সকলের অনুগ্রাহক, অসীমকৃপানিধান এবং অন্তর্যামি-রূপে সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় এই প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ হইতেছে। যোগসূত্রের আত্মা (জীবাত্মা) ও পরমাত্মা ভিন্ন জগতের সকল বস্তু পরিণামী।

"পরিণামস্বভাবাহি গুণাঃ না পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে।"

(তত্ত্বকৌ°)

গুণ সকল পরিণামশীল, ক্ষণকাল পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। জগতের যে বস্তুই পর্য্যবেক্ষণ কর না কেন, প্রতিক্ষণই পরিণাম হইতেছে, কেবল অপরিণামী আত্মা।

"পরিণামিনোহিভাবাঃ ঋতে চিতি শক্তে।" (সা°ত°কৌ°)

চিৎশক্তি অর্থাৎ আত্মা ব্যতীত সকলই পরিণামী। (পাতঞ্জলদ°)

বেদান্ত মতে, একমাত্র ব্রহ্ম বা আত্মাই সত্য, আর সমুদয় জগৎই মিথ্যা। আত্মা বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মুক্তি হয়। জীব (জীবাত্মা, প্রত্যগাত্মা বা উপাধিযুক্ত আত্মা) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিবামাত্রই ব্রহ্ম হয়, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সংসারদুঃখ অতিক্রম করে, এই সকল শ্রুতিপ্রমাণে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ব্যতীত দুঃখাতীত হইবার অন্য কোনই উপায় নাই। ব্রহ্মই আমি ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভবের নাম ব্রহ্মাত্মজ্ঞান, এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শাস্ত্র কথা শুনিলেই শ্রবণ হয় না, গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনিয়া মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ এবং সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মেই সমুদয় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আছে, এরূপ বিশ্বাস করিবে, এই সকল একত্র হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষ জ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন মরুমরীচিকা জলভ্রান্তি, তেমনি ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি, অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা সকলই রজ্জুতে সর্পদর্শনের ন্যায় মিথ্যা, যাহা দেখিতেছ, তাহা ব্রহ্ম বা আত্মা, কিন্তু অবিদ্যামোহিত হইয়া আত্মার স্বরূপ না দেখিয়া পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতেছ। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য, প্রথমে এই জ্ঞানলাভ অর্জ্জন ও দৃঢ় করিতে হয়, অনন্তর আমি এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, সমস্তই ভ্রান্তিবিশেষের বিলাস, সুতরাং আমি (আত্মা) জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রহ্মে রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা, এই জ্ঞান যখন বিচলিত হয়, তখন আপনাআপনি অহং অর্থাৎ আমি এই জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে, অহংজ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য্য। ইহাকে মোক্ষবল, জীবত্বনাশবল, জীবন্মুক্তিবল, তুরীয়প্রাপ্তিবল, আর ব্রহ্মপ্রাপ্তিবল, যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পার, সে অবস্থা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মনোবৃত্তির অতীত। এখন যাহা সুখদুঃখ বলিয়া জান, সে অবস্থা সুখদুঃখের অতীত। তাহা নির্ভয়, অদ্বয়, ঘন, আনন্দ, একরস ও কূটস্থ নিত্য।

একই চৈতন্য আমাতে তোমাতে ও অন্যান্য জীবে বিরাজমান। সেই এক অখণ্ড আত্মাই (চৈতন্য) ব্রহ্ম, এবং সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম চৈতন্য উপাধি ভেদে অর্থাৎ আধার দেহাদি ভেদে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্তের ন্যায় রহি-য়াছে। বস্তুতঃ তাহা অভিন্ন বৈ বিভিন্ন নহে। উপাধি অন্তর্হিত হইলেই এক, নচেৎ বহু। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিভাসিত অথবা মায়িক-রূপে দৃষ্ট হইতেছে। সর্ব্ববিষয়ক সকল ব্যক্তির জ্ঞানই

এক, বিভিন্ন নহে। এই জ্ঞানেরই নামান্তর চৈতন্য। চৈতন্য জ্ঞান হইতে পৃথক্‌ভূত নহে এবং এই জ্ঞান স্বরূপ চৈতন্যই আত্মা, আত্মা চৈতন্য ভিন্ন নহে। অতএব যখন জ্ঞানের ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে, তখন আত্মা সকলের পরস্পর ঐক্য এবং পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মারও যে ঐক্য সিদ্ধ হইবে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক কি? এই জীব ব্রহ্মের ঐক্যই "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আত্মার জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃত্তি, অপচয় ও বিনাশরূপ ষড়্‌বিধ বিকারের মধ্যে কোন বিকার নাই।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"
(গীতা ২।২০)

ইহার জন্ম বা মৃত্যু নাই, ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না, ইনি অজ নিত্য ও পুরাণ, শরীর বিনষ্ট হইলেও ইহার বিনাশ নাই। আত্মা সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন এবং আত্মাই পরম আনন্দ স্বরূপ। যেহেতু আত্মাই সকলের নিরতিশয় স্নেহের অদ্বিতীয় পাত্র। দেখ আত্মার প্রীতির নিমিত্তই পুত্র কলত্রাদিতে স্নেহ জন্মে। অন্যের প্রীতির নিমিত্ত আর কেহই কোন কালে আত্মাতে স্নেহ করে না। যদি আত্মার আনন্দরূপতা প্রতীতি না হয়, যদি আত্মার আনন্দরূপতা অজ্ঞাত রহিল, সুতরাং তাহাতে স্নেহ হইবার সম্ভাবনা কি? এই দোষপরিহারার্থ যদি আত্মার আনন্দরূপতার প্রতীতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আত্মস্বরূপ পূর্ণানন্দ থাকিতে তুচ্ছ বিষয়ানন্দ পাইবার মানসে কোন্ জীব স্রক্‌চন্দনাদি উপভোগে প্রবৃত্ত হইতে পারে? সিদ্ধ বস্তুর নিমিত্ত কি লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে? অতএব আত্মার আনন্দরূপতার প্রতীতি বা অপ্রতীতি উভয়পক্ষই সদোষ হইতেছে, কিন্তু এই আপত্তি বদ্ধমূল হইত যদি আত্মার আনন্দরূপতার সম্পূর্ণ প্রতীতি বা সম্পূর্ণ অপ্রতীতি স্বীকার করা যাইত। বাস্তবিক আত্মার আনন্দরূপতা অজ্ঞান স্বরূপ অবিদ্যার প্রতিবন্ধক বশতঃ প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত হইতেছে অর্থাৎ সামান্যতঃ প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষতঃ প্রতীতি হইতেছে না। ইহার অবিকল দৃষ্টান্ত অধ্যয়নশীল ছাত্র মধ্যস্থিত চৈত্রনামক ব্যক্তির অধ্যয়ন শব্দ। এই স্থলে অন্যান্য বালকের অধ্যয়নরূপ প্রতিবন্ধক বশতঃ এইটী চৈত্রের অধ্যয়ন শব্দ এইরূপ বিশেষ জানা যায় না বটে, কিন্তু সামান্যতঃ এই মাত্র জানা যায়, যে ইহার মধ্যে চৈত্রের অধ্যয়ন শব্দ আছে। পরমাত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক ও সৎ বা অসৎরূপে অনির্ণেয় পদার্থ বিশেষকে অজ্ঞান কহে। এই অজ্ঞান জগতের কারণ বলিয়া ইহাকে প্রকৃতিও বলা যায়, এই অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ ভেদে দুইটী শক্তি আছে। যেরূপ মেঘ পরিমাণে অল্প হইয়াও দর্শকগণের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়া বহু যোজন বিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলকে যেন আচ্ছাদিত করিয়াছে বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে শক্তি দ্বারা দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকেই তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ শক্তিকে আবরণশক্তি কহে। এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও অবস্থাভেদে দ্বিবিধ, মায়া ও অবিদ্যা। বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজো বা তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত অজ্ঞানকে মায়া, আর মলিন অর্থাৎ রজো বা তমোগুণ দ্বারা অভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধানকে অবিদ্যা কহে। এই মায়াতে পরমাত্মার যে প্রতিবিম্ব হয়, ঐ প্রতিবিম্বই ঐ মায়াকে স্বায়ত্ত করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, এই কারণ ঐ প্রতিবিম্বই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও অন্তর্যামীস্বরূপ ঈশ্বরপদবাচ্য। আর অবিদ্যাতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, এই প্রতিবিম্বই ঐ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া মনুষ্যাদি সমস্তই জীব পদবাচ্য হয়। অবিদ্যা নানা, সুতরাং তৎপতিত প্রতিবিম্বও নানা বলিয়া জীবও নানা। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মা, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রকৃতি ও বেদান্ত মতে অবিদ্যা বা মায়া প্রায়ই এক জিনিস, কিন্তু পরস্পরের সহিত এই বিষয় লইয়া বিশেষ মতভেদ ও তর্ক উত্থাপিত আছে। যেহেতু ন্যায় ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মা জগতের কারণ, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রকৃতিই জগতের কারণ এবং বেদান্ত মতে অবিদ্যা বা মায়া জগতের কারণ। এই জন্য এই তিনই এক পদার্থ বলিয়া অনুমিত হওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্তু প্রত্যেক দর্শনকার প্রত্যেকের মত খণ্ডন করিয়া নিজ মত সংস্থাপন করিয়াছেন।

বাস্তবিক পরমাত্মা (ব্রহ্ম) ভিন্ন সকল বস্তুই মিথ্যা, এ জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, তৎসমুদয় রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ কল্পিতমাত্র। জীবাত্মাই পরমাত্মা আর পরমাত্মাই জীবাত্মা। অতএব এই জগতের সৃষ্টিক্রম এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিভাগ করা বন্ধ্যাপুত্রের নামকরণের ন্যায় উপহাসাস্পদ।

যদি পরমাত্মার (ব্রহ্মের) সহিত জীবের বাস্তবিক ভেদ না থাকে, জীবই পরমাত্মস্বরূপ হয়, তবে জীবের অনর্থক নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ পরম মুক্তি স্বতসিদ্ধই আছে, তন্নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে না। সিদ্ধ বস্তুর সাধনে কে যত্নবান্ হইয়া থাকে? কিন্তু এই আপত্তি কেবল জিগীষা ও স্থূলদর্শিতা প্রভৃতি দোষের কার্য্য বলিতে হইবে। কারণ সিদ্ধ বস্তুরও অসিদ্ধত্ব ভ্রম হয় এবং ঐ ভ্রমনিরাকরণার্থ

উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। দৃষ্টান্ত দিতেছি—দশজন মূঢ় ব্যক্তি নদী পার হইয়া সকলই আপনাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গণনা করিয়া দেখে ৯ জন ভিন্ন ১০ জন হয় না, তখন তাহারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, একজনকে নিশ্চয় কুম্ভীরে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক "দশম তুমি" এইরূপ উপদিষ্ট হইল, তখন আপনাকে লইয়া গণনা করাতে দশ জনই আছি, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অলব্ধ বস্তুর লাভে পরম আনন্দিত হইল। আর প্রায়ই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, অন্যমনস্ক অবস্থায় নিজ স্কন্ধে গাত্রমার্জ্জনী রাখিয়া অন্য স্থানে অন্বেষণ করিতে হয়। অতএব জীব পরমাত্মার স্বরূপ হইলেও অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য উপায়াবলম্বন করায় হানি কি, বরং উক্ত যুক্তিক্রমে অবশ্য কর্ত্তব্যই হইতেছে।

বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক সহিত বিজ্ঞানময়কোষ, মন কর্ম্মেন্দ্রিয় সহিত মনোময়কোষ, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সহিত প্রাণ প্রাণময় কোষ বলিয়া গণ্য। এই তিন কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ জ্ঞানশক্তিমান্ ও কর্ত্তৃত্বশক্তিসম্পন্ন। মনোময়কোষ ইচ্ছাশক্তিশীল ও করণস্বরূপ এবং প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তিশালী ও কার্য্যস্বরূপ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ মিলিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর হয়, ঐ সূক্ষ্ম শরীরকে লিঙ্গশরীর কহে। এই লিঙ্গশরীর ইহলোক ও পরলোকগামী এবং মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই লিঙ্গশরীরের যখন স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হয়, সেই সময় যেমন জলৌকা একটী তৃণ অবলম্বন না করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণাদি পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ আত্মার (অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের) মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী ভাবনাময় শরীর হয়। ঐ শরীর হইলে যাবজ্জীবনব্যাপী কর্ম্মরাশি আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন কর্ম্মানুসারে যে কোন মনুষ্য পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি একটী আশ্রয় করিলে আত্মা লিঙ্গশরীরের সহিত সেই দেহ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে। [ব্রহ্ম দেখ।] প্রাণ নির্গত হইবার সময় নবদ্বার দিয়া নির্গত হয়।

জীবাদান (ক্লী) জীবানাং আদানং ৬তৎ। বৈদ্য ও রোগীর অজ্ঞতায় বমন ও বিরেচনের পঞ্চদশ প্রকার ব্যাপদ্ ঘটে, তাহার মধ্যে জীবাদান একটী। সুশ্রুতে ইহার বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে—বিরেচনের অতিযোগে প্রথমে শ্লেষ্মসহ জল, পরে মাংসধৌত জলের ন্যায় জল, পরে জীবশোণিত, পরে গুদস্থান (গোগোল) পর্য্যন্ত নির্গত হয় এবং কম্প ও বমন হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে অধোভাগে গুদনিঃসৃত হইলে ঘৃতে অভ্যক্ত ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট করাইবে, অথবা ক্ষুদ্ররোগের প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিবে। [ক্ষুদ্ররোগ দেখ।]

কম্প হইলে বাতব্যাধির প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে। [বাতব্যাধি দেখ।] জীবশোণিত অধিক নির্গত হইতে থাকিলে কাশ্মরী ফল, বদরী ও দূর্ব্বার ডাঁটা দিয়া দুগ্ধপাক করিয়া শীতল হইলে ঘৃতমণ্ড ও অঞ্জন যোগে আস্থাপন করিবে। ন্যগ্রোধাদিগণের কাথ, দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও ঘৃত এই সকল শোণিত সংসৃষ্ট করিয়া বস্তিতে প্রয়োগ করিবে। ঊর্দ্ধশোণিত নিঃসৃত হইলে রক্তপিত্ত ও রক্তাতীসারের ন্যায় প্রতীকার করিবে। ন্যগ্রোধাদিগণের কাথও প্রয়োগ করা যায়। যে শোণিত নির্গত হয় তাহা জীবশোণিত। রক্ত কি পিত্ত ইহা জানিবার জন্য তাহাতে কার্পাস বস্ত্র ডুবাইয়া উষ্ণ জলে প্রক্ষালিত করিবে। যদি রঞ্জিত থাকে, তাহা হইলে জীবশোণিত বলিয়া জানিবে। অথবা সেই শোণিত অন্নে মাখাইয়া কুক্কুরকে দিলে যদি ভক্ষণ করে, তবে তাহাকে জীবশোণিত বলিয়া জানিবে।

(সুশ্রুত চিকি° ৩৪ অঃ)

জীবাধান (ক্লী) জীবস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য আধানং ৬তৎ। শরীর, দেহ।

জীবাধার (পুং) জীবস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য আধারঃ আশ্রয়স্থানং ৬তৎ। হৃদয়। (হেম°) "হৃদ্যয়ং তস্মাদ্ধৃদয়ং" (ছান্দোগ্য° উ°)

'জীবস্য হৃদয়াধারোক্তে স্তথাত্বং' (ভাষ্য)

হৃদয়ে জীব (জীবাত্মা) অবস্থান করে, এই জন্য হৃদয়ের নাম জীবাধার।

জীবান্তক (পুং) জীবং অন্তয়তি নাশয়তি জীব-ণিচ্ ণ্বুল্ ১ শাকুনিক, ব্যাধ। (ত্রি) ২ জীবননাশক।

জীবার্দ্ধপিণ্ডক (পুং) চক্রস্থিত রাশিকলার ১৮০০ ভাগের অষ্টম ভাগ। (সূর্য্যসি°)

জীবালা (স্ত্রী) জীবং উদরস্থকৃমিং আলাতি গৃহ্লাতি নাশয়তীত্যর্থঃ আ-লা-ক টাপ্। সৈংহলী। (রাজনি°)

জীবাস্তিকায় (পুং) অর্হন্মতপ্রসিদ্ধ জীবভেদ, ইহা তিন প্রকার, অনাদিসিদ্ধ, মুক্ত ও বদ্ধ। অনাদিসিদ্ধ অর্হৎ, যিনি সকল অবস্থায় অবিদ্যা প্রভৃতি দুঃখরহিত, অণিমাদি প্রভৃতি সকল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবিকা (স্ত্রী) জীব্যতেঽনয়া (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) জীব অ-কন্ অত ইত্বং। ১ জীবনোপায়। পর্য্যায়—আজীব, বার্ত্তা, বৃত্তি, বর্ত্তন, জীবন। (অমর) ২ জীব। (শব্দর°) "আজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেৎ ব্রাহ্মণজীবিকাং।" (মনু ৪।১১) ৩ জীবন্তী। (মেদিনী)

জীবিত (ক্লী) জীব ভাবে ক্ত। ১ জীবন, প্রাণধারণ। (হেম°)

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং" (উত্তর রামচ' ১ অঃ) কর্ত্তরি ক্ত। (ত্রি) ২ জীবনযুক্ত, যে প্রাণধারণ করিতেছে।

জীবিতকাল (পুং) জীবিতস্য জীবনস্য কালঃ ৬তৎ। আয়ুঃ, প্রাণধারণ সময়। (অমর)

জীবিতঘ্ন (ত্রি) জীবিতং জীবনং হন্তি জীবিত হন-টক্। প্রাণনাশক, যে জীবন নষ্ট করে।

জীবিতজ্ঞা (স্ত্রী) জীবিতস্য জীবনস্য জ্ঞা জ্ঞানং যস্যাঃ। নাড়ী দেখিয়া জীবের জীবনকাল জানা যায়, এই জন্য ইহার নাম জীবিতজ্ঞা বলে।

জীবিতনাথ (পুং) জীবিতস্য নাথঃ ৬তৎ। জীবিতেশ, প্রাণনাথ। [জীবিতেশ দেখ।]

জীবিতান্তক (পুং) জীবিতস্য অন্তকঃ ৬তৎ। ১ জীবনান্তক, যম। [জীবান্তক দেখ।] (ত্রি) ২ প্রাণীহিংসাকারী।

জীবিতেশ (পুং) জীবিতস্য ঈশঃ প্রভুঃ ৬তৎ। ১ প্রাণনাথ, প্রাণেশ্বর। ২ যম। ৩ ইন্দ্র। ৪ সূর্য্য। ৫ দেহমধ্যস্থিত চন্দ্রসূর্য্যরূপ ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী, দেহে স্থিতি জন্য ইহারা জীবিতেশ বলিয়া অভিহিত। [নাড়ী দেখ।] (ত্রি) ৬ জীবিতেশ্বর। (মেদিনী)

জীবিতেশ্বর (পুং) জীবিতস্য ঈশ্বরঃ ৬তৎ। জীবিতেশ, প্রাণেশ্বর। [জীবিতেশ দেখ।]

জীবিন্ (ত্রি) জীব অস্যাস্তীতি জীব-ইনি। ১ প্রাণধারক, প্রাণিমাত্র। ২ জীবনোপায়যুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"পুরুষায়ুষজীবিন্যো নিরাতঙ্কা নিরীতয়ঃ।" (রঘু ১ অঃ)

জীবেন্ধন (ক্লী) জীবরূপং ইন্ধনং রূপককর্ম্মধা। জীবরূপকাষ্ঠ।

জীবেষ্টি (স্ত্রী) জীবোদ্দেশিকা ইষ্টিঃ। বৃহস্পতিসত্র, যে যজ্ঞ বৃহস্পতির উদ্দেশে করা যায়।

জীবোৎপত্তিবাদ (পুং) জীবস্য সঙ্কর্ষণাভিধস্য উৎপত্তৌ উৎপত্তিবিষয়ে বাদঃ প্রতিবাদঃ ৬তৎ। জীবের উৎপত্তি বিষয়ক প্রতিবাদ। পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে জীবের উৎপত্তি বিষয় এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তেরা বলেন, ভগবান্ বাসুদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই পরমার্থতত্ত্ব। তিনি আপনাকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করিয়া বিরাজিত আছেন এবং এই চারিপ্রকারে বিভক্ত করিয়াই জীবোৎপত্তি করিয়াছেন।

বাসুদেবব্যূহ, সঙ্কর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ, অনিরুদ্ধব্যূহ, এই চারি প্রকার ব্যূহ তাঁহারই স্বরূপ।

"ব্রহ্মণো বাসুদেবাখ্যাজ্জীবঃ সঙ্কর্ষণাভিধঃ।
জায়তে চ মনস্তস্মাৎ প্রদ্যুম্নাখ্যং ততঃ পুনঃ॥
অহঙ্কারো হ্যনিরুদ্ধাখ্যশ্চত্বারো বিশ্বরূপকাঃ।
বাসুদেবারাধনাদ্যৈর্জায়তে বন্ধমোক্ষণম্॥" (পঞ্চরাত্র)

বাসুদেবের অপর নাম পরমাত্মা, সঙ্কর্ষণের অন্য নাম জীব, প্রদ্যুম্নের নামান্তর মন এবং অনিরুদ্ধের নামান্তর অহঙ্কার। এই চারি প্রকার ব্যূহের মধ্যে বাসুদেবব্যূহই পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ, বাসুদেবব্যূহ হইতে এই সকল জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি তাহা হইতে সমুৎপন্ন। সুতরাং তাহা সেই পরাপ্রকৃতির কার্য্য। জীব দীর্ঘকাল অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগসাধনে* রত থাকিলে নিষ্পাপ হয়, পরে পাপরহিত হইয়া পরা প্রকৃতি ভগবান্ বাসুদেবকে প্রাপ্ত হয়। (বাসুদেব নামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি) ভাগবতদিগের এই মত শারীরক সূত্রভাষ্যে খণ্ডিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির পর, পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বাত্মা ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে এবং তিনি যে আপনাপনি অনেক প্রকারে বা ব্যূহ (সমূহ) ভাবে অবস্থিত বা বিরাজিত তাহাও অবিরুদ্ধ অর্থাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। অতএব ভাগবতমতাবলম্বিদের এই মত নিরাকরণীয় নহে। কেন না পরমাত্মা একপ্রকার ও বহুপ্রকার হন। "স একধা বা ত্রিধা ভবতি" (শ্রুতি) ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার বহুভাবে অবস্থান কথিত হইয়াছে। নিরন্তর অনন্যচিত্ত হইয়া অভিগমনাদিরূপ আরাধনায় তৎপর হইতে হইবে। ইহাদের মতে এ অংশও নিষিদ্ধ নহে। কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই ঈশ্বর প্রণিধানের বিধান আছে। সুতরাং পঞ্চরাত্র মত অবিরুদ্ধ অর্থাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে।

তাঁহারা যে বলেন, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম অর্থাৎ উৎপত্তি হয়। এই অংশের নিরাকরণ করিবার জন্য শারীরকভাষ্যকার বক্ষ্যমাণ প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন। জীব যদি উৎপত্তিমানই হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি দোষ থাকিবেক, জগতে যে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা অনিত্য। উৎপত্তিশীল পদার্থ অনিত্য ভিন্ন নিত্য হইতে পারে না। জীব অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর স্বভাব হইলে তাহার ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণের বিনাশে কার্য্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

"নাত্মাশ্রুতে নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ।" (শা' সূ' ২।৩)

আত্মা আকাশাদির ন্যায় উৎপন্ন পদার্থ নহে। কেন না শ্রুতিতে উৎপত্তি প্রকরণে আত্মার উৎপত্তি হয় নির্ণীত নাই। বরং অজ জন্মরহিত ইত্যাদি বাক্যে তাহার নিত্যতাই

* অভিগমন অর্থাৎ ভক্তিভাবে ও কায়মনোবাক্যে ভগবদ্গৃহে গমন প্রভৃতি উপাদান অর্থাৎ পূজাদ্রব্যাদি আহরণ বা আয়োজন। ইজ্যা অর্থাৎ পূজা যজ্ঞ প্রভৃতি। স্বাধ্যায় অর্থাৎ অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রের জপ। যোগ অর্থাৎ ধ্যানাদি।

বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়যুক্ত শরীরের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মফলভোক্তা জীবনামক আত্মা আছেন। তিনি আকাশাদির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অথবা ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য এরূপ সংশয় হইতে পারে। কোন কোন শ্রুতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, জীবাত্মা পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। আবার কোন শ্রুতি বলিয়াছেন, অবিকৃত পরব্রহ্মই স্বসৃষ্ট শরীরে প্রবিষ্ট ও জীব ভাবে বিরাজিত আছেন। সংশয় হইলেই পূর্ব্বপক্ষ তাহাতে পাওয়া যায়, জীবও উৎপন্ন হয়, এ পক্ষের পোষক প্রমাণ শ্রুত্যুক্ত প্রমাণের বাধক নহে *।

অবিকৃত পরমাত্মাই যে শরীরে জীবভাবে বিরাজিত আছেন, ইহা কিসে জানা যায়? তাহা সহজে জানা যায় না। কারণ পরমাত্মা ও জীবাত্মা সমলক্ষণ নহে। পরমাত্মাই জীব এ তত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়। পরমাত্মা নিষ্পাপ, নিধর্ম্মক, নিষ্ক্রিয়, জীব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। [জীবাত্মা দেখ।] বিভাগ থাকিলেও জীবের বিকারত্ব (জন্মমরণ) জানা যায়। আকাশাদি যে কিছু বিভক্ত বস্তু সমস্তই বিকার, জীবও পুণ্যাপাপকারী সুখদুঃখ-ভাগী ও প্রতিশরীরে বিভক্ত, এ জন্য জীবেরও জগদুৎপত্তি-কালে উৎপত্তি হইয়াছিল, এই কথাই সঙ্গত, আরও দেখ যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তেমনি পরমাত্মা হইতে সমুদয় প্রাণ জন্মলাভ করে। শ্রুতি এইরূপে জীবভোগ্য প্রাণাদির সৃষ্টি উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন—"এই সকল আত্মা তাহা হইতে ব্যুচ্চারিত হয়।" শ্রুতির এই উক্তিতে ভোগাত্মগণের সৃষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন প্রদীপ্ত পাবক হইতে পাবকরূপী সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ জন্মে। সেইরূপ এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে অক্ষর সমানরূপী বিবিধ পদার্থ জন্মে, আবার অক্ষরেই লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিতে সমানরূপী এই শব্দ থাকায় জীবাত্মার উৎপত্তি বিনাশ কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নি সমান রূপী। জীবাত্মা ও পরমাত্মা সমানরূপী, উভয়ই চেতন, সুতরাং সমানরূপী। এক শ্রুতিতে উৎপত্তি কথন নাই, তাই বলিয়া অন্য শ্রুত্যুক্ত উৎপত্তির নিষেধ হইবে, তাহা বলা যায় না। অন্য শ্রুতিস্থ অতিরিক্ত পদার্থ সর্ব্বত্র সংগৃহীত হয়। পরমাত্মা স্বসৃষ্ট শরীরে অণুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন ইত্যাদি শ্রুতিতে অনুপ্রবেশ শব্দের বিকার অর্থ গ্রহণ করাই উচিত। অভিপ্রায় এই যে শরীরে অবিকৃত ব্রহ্মের প্রবেশ নহে। কিন্তু তাহা ব্রহ্মের বিকার। বিকার ও উৎপত্তি সমানার্থক, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বপক্ষের উপসংহার এই যে, উল্লিখিত যুক্তিতে জীবও ব্রহ্ম হইতে আকাশাদির ন্যায় জন্মে। কিন্তু আত্মা অর্থাৎ জীব উৎপন্ন হয় না। কারণ এই যে, শ্রুত্যুক্ত উৎপত্তি প্রকরণের বহু স্থানে জীবের উৎপত্তি অনুক্ত আছে। এক স্থানে অশ্রবণ থাকিলে তদ্দ্বারা শ্রুত্যন্তর কথিত উৎপত্তি নিবারিত হয় না সত্য, কিন্তু জীবের উৎপত্তি অসম্ভব। কেন না জীব নিত্য। শ্রুতিস্থ অজত্বাদি শব্দ দ্বারা জীবের নিত্যতা প্রতীত হয়। অজত্ব অবিকারিত্ব, অতএব অবিকৃত ব্রহ্মেরই জীবভাবে অবস্থান ও জীবের ব্রহ্মত্ব শ্রুতি দ্বারা বিনিশ্চিত হয়। আত্ম-নিত্যত্ববাদিনী শ্রুতিনিচয় এই, "জীব মরেনা, তিনিই এই, ইনি মহান্ জন্মরহিত, আত্মা, অজর, অমর, অভয় ও ব্রহ্ম বিপশ্চিৎ অর্থাৎ আত্মা জন্মেন না ও মরেন না, এই আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন," "জীব নামক আত্মা হইয়া অনুপ্রবেশ-পূর্ব্বক নামরূপ ব্যক্ত করিব" "সেই পরমাত্মা এই শরীরে নাসাগ্র পর্য্যন্ত আবিষ্ট আছেন" এ সকল শ্রুতি জীবের নিত্যত্বের বাধক। জীবকে বিভক্ত বলিয়াছিলে তাহাও বলিতে পার না। জীব বিভক্ত, বিভক্ত বলিয়া বিকার (জন্ম বিশিষ্ট), বিকারত্ব নিবন্ধন উৎপত্তিমান এ কথাও সঙ্গত নহে, কারণ জীবের স্বতঃ প্রবিভাগ (পার্থক্য) নাই।

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" (শ্রুতি)

সেই সর্ব্বব্যাপী একই দেব সর্ব্বভূতের বুদ্ধিগুহায় অবস্থিত। সুতরাং তিনি সমুদয় ভূতের অন্তরাত্মা এই শ্রুতি তাহার প্রমাণ। আকাশ যেমন ঘটাদি সম্বন্ধাধীন বিভক্তরূপে (পৃথক্ পৃথক্ রূপে) প্রতিভাত হয়, পরমাত্মাও তেমনি বুদ্ধ্যাদি উপাধি সম্বন্ধ দ্বারা বিভক্তের ন্যায় প্রতিভাত হন।

এ বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ আছে—"সেই এই ব্রহ্ম আত্মা বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়" ইত্যাদি। এই শাস্ত্রদ্বারা একই ব্রহ্মের বহুত্ব ও বুদ্ধ্যাদিময়ত্ব বলা হইয়াছে। জীবের যাহা যথার্থরূপ তাহা বিস্পষ্ট বা বিজ্ঞানগোচর না হওয়ায় বুদ্ধ্যাদির সহিত একীভাব প্রাপ্তিনিবন্ধন তদ্ভাবাপত্তি ঘটে। যেমন স্ত্রীময় ইত্যাদি। কোন কোন শ্রুতিতে যে যে জীবের উৎপত্তি ও প্রলয় কথিত হইয়াছে, তাহাও উপা-ধিক অর্থাৎ শরীরাদি উপাধি-নিবন্ধন। উপাধির উৎপত্তিতে উপহিতের (উপাধিবিশিষ্ট দেহাদি উপহিত আত্মার) উৎপত্তি ও উপাধির বিনাশে উপহিতের বিনাশ কথিত হইয়া থাকে। উপাধির বিনাশে যে বিশেষ বিজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহা শ্রুতি-প্রমাণে প্রমাণ করা হইয়াছে। বিজ্ঞানঘন কেবল বিজ্ঞান

* অর্থাৎ শ্রুতি যে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, একেকে জানিলেই সকলকেই জানা যায়। জীব যদি ব্রহ্মপ্রভব না হয়, অন্য পৃথক্ পদার্থ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম জানিলে জীব জানা হইবে না। কাজেই সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে।

এই সকল ভূত হইতে উত্থিত হইয়া আবার ভূতের বিনাশে বিনষ্ট হয় এবং উপাধির বিনাশ হওয়ায় সংজ্ঞা অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঐ বিনাশ উপাধির বিনাশ, আত্মার বিনাশ নহে। তাহাও এই শ্রুতি-প্রমাণে নিরাকৃত হইয়াছে। "ভগবন্! আত্মা বিজ্ঞানঘন কেবল বিজ্ঞান অথচ সংজ্ঞা থাকে না, আপনার এই কথা আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম না।" ইহার প্রত্যুত্তরে ঋষি বলিলেন, "আমি ভ্রান্ত কথা বলি নাই। আত্মা অবিনাশী আত্মার উচ্ছেদ ও পরিণাম হয় না। তবে কিনা তাহার সহিত মায়ার অর্থাৎ বিষয়ের সম্পর্ক হয়। বিষয় সম্পর্ককালে বিষয়রূপী হয়, আবার বিষয়-বিগমে কেবল হন।" অবিকৃত ব্রহ্মই শরীর সম্পর্কে জীব, ইহা স্বীকার করিলেও এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয় না। উপাধি-নিবন্ধন লক্ষণের প্রভেদ হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মলক্ষণ একরূপ আর জীব লক্ষণ অন্যরূপ। এখন আত্মার যে উৎপত্তি হয় না, তাহা বোধ করি সহজেই অনুমিত হইতে পারিবে। পূর্ব্বোক্ত ভাগবতদিগের যে ঐ কল্পনা তৎপ্রতি আরও অনেক হেতু দর্শিত হইয়াছে।

" ন চ কর্ত্তুঃ করণং" (সা° সূ°)

লোক মধ্যে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে দাত্রাদিকরণের (ক্রিয়া-নিষ্পাদক পদার্থের) উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ ভাগবতেরা বর্ণন করেন, সঙ্কর্ষণ নামক কর্ত্তা জীব প্রদ্যুম্ন নামক করণ মন জন্মাইয়া থাকেন। আবার সেই কর্ত্তৃজন্যা প্রদ্যুম্ন (মন) হইতে অনিরুদ্ধের (অহঙ্কারের) উৎপত্তি হয়। ভাগবতদিগের এই কথা বিনা দৃষ্টান্তে গ্রহণ করা কাহারও সঙ্গত নহে। ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে উক্ত সঙ্কর্ষণাদি জীবভাবান্বিত নহে। উহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি ও ঐশ্বর্য্যশক্তিযুক্ত বল বীর্য্য ও তেজঃসম্পন্ন, সকলেই বাসুদেব-নিরধিষ্ঠিত ও নিরবদ্য *। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে উৎপত্তি-সম্ভব দোষ নাই। এই অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে, তাহাদের উক্ত অভিপ্রায় থাকিলেও উৎপত্তি-সম্ভব দোষ নির্দ্ধারিত হয় না। অর্থাৎ অন্য প্রকারে ঐ দোষ আগমন করে। তাহার প্রকার এইরূপ, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ইহারা পরস্পর ভিন্ন একাত্মক নহে অথচ সকলেই সমধর্ম্মী ও ঈশ্বর এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা হয়। কিন্তু অনেক ঈশ্বর স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। কেন না এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। ভগবান্ বাসুদেব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও পরমার্থ তত্ত্ব এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্তহানি দোষও ঘটে

ঐ চতুর্ব্যূহ ভগবান্ই এবং তাহারা সকলেই সমধর্ম্মী, এরূপ হইলেও উৎপত্তিসম্ভব দোষ তদবস্থ থাকে। যেহেতু অতিশয় (ছোট বড় তর তম) না থাকায় বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের ও প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে না। কার্য্যকারণের মধ্যে অতিশয় থাকাই নিয়ম। যেমন মৃত্তিকা ও ঘট। অতিশয় না থাকিলে কোনটী কার্য্য কোনটী কারণ তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না। আরও দেখ পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তীরা বাসুদেবাদির জ্ঞানাদি তারতম্যকৃত ভেদ মানেন না। বাস্তবিক ব্যূহচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাসুদেব বলিয়া মান্য করেন। ভগবানের ব্যূহ (ভিন্ন সংস্থান) কি চতুঃসংখ্যাতেই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে? তাহা নহে। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত (স্তম্ব-তৃণগুচ্ছ) সমুদয় জগৎই ভগবদ্ব্যূহ। ইহা শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মত। ভাগবতদিগের শাস্ত্রে গুণ গুণিভাব প্রভৃতি অনেক প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা আছে। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, ইহা অবশ্যই বিরুদ্ধ। ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তি, বল, বীর্য্য, তেজঃ এ সকল গুণ এবং প্রদ্যুম্নাদি ভিন্ন হইলেও আত্মা ও ভগবান্ বাসুদেব। আরও দেখ তাহাদের শাস্ত্রে বেদনিন্দা আছে।

"চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রং অধিগতবান্।" (শা° সূ° ভা°) শাণ্ডিল্য চারিবেদে পরম শ্রেয়োলাভ না করিয়া অবশেষে এই শাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে ধর্ম্মগ্রন্থে বেদনিন্দা দেখা যায়, তাহাও ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুর গ্রহণীয় নহে। এই কারণে ভাগবতমতাবলম্বী-দিগের জীবোৎপত্তি বিষয়ে এই প্রকার কল্পনা অসঙ্গত ও নিতান্ত অগ্রাহ্য।

কণাদের মতে—আত্মা আগন্তুক চৈতন্য অর্থাৎ স্বতঃচেতন নহে। নিমিত্ত বশতঃ তাহাতে চৈতন্য নামক গুণ জন্মে। আবার সাংখ্যদর্শনের মতে আত্মা নিত্য চৈতন্যরূপী। এই দুই বিরুদ্ধমত দৃষ্টে সংশয় উপস্থিত হয়, আত্মার স্বরূপ কি? তিনি কি বৈশেষিকদিগের ন্যায় আগন্তুক চৈতন্য? না সাংখ্যের অভিমত নিত্য চৈতন্যরূপী? কিন্তু সাধারণ যুক্তিতে আগন্তুক চৈতন্য পাওয়া যায়। যেমন অগ্নির সহিত ঘটের সংযোগ হইলে ঘটে লৌহিত্য গুণ জন্মে, তেমনি মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে আত্মার চৈতন্যগুণ জন্মে। আত্মা নিত্য চৈতন্যরূপী হইলে অবশ্যই সুপ্ত, মূর্চ্ছিত ও গ্রহাবিষ্ট অবস্থায় চৈতন্য দর্শন থাকিত। ঐ সকল অবস্থায় চৈতন্য

* নিরধিষ্ঠিত অপ্রাকৃতিক, অর্থাৎ প্রকৃতি সম্ভূত নহে। নিরবদ্য দোষাদিরহিত। নির্দ্দোষ রাগাদি রহিত।

থাকে না, চৈতন্যের অভাব হয়। তাহা ঐ সকল অবস্থার পর তাহারা ব্যক্ত করিয়া থাকে। আত্মা কখন চেতন, কখন্ অচেতন, এতদ্দৃষ্টে স্থির হয়, আত্মা নিত্যোদিত চৈতন্য নহে। কিন্তু আগন্তুক চৈতন্য, এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে, আত্মস্থ নিত্যোদিত চৈতন্য, পূর্ব্বোক্ত হেতুই তাহার হেতু অর্থাৎ যেহেতু আত্মা উৎপন্ন হন না। অবিকৃত পরব্রহ্মই দেহাদি উপাধি সম্পর্কে জীবভাবান্বিত আছেন, সেই জন্য তিনি নিত্যচৈতন্যরূপী, আগন্তুক চৈতন্য নহেন। পূর্ব্বপক্ষ বলেন, যে সুপ্ত পুরুষের চৈতন্য থাকে না। শ্রুতি তাহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন, আত্মা সুষুপ্তিকালে দেখেন না, এমত নহে। দেখেন অথচ দেখেন না। দ্রষ্টব্যই দেখেন না। যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞাতা, তিনি অবিনাশী। সেইজন্য তখনও তাহার বিলোপ হয় না। তৎকালে দ্বিতীয় থাকে না, কেবল তিনিই থাকেন। অন্য সময়ে তাহা হইতে এ সকল (দ্রষ্টব্য) বিভক্ত হয়। তাই তিনি তাহা দেখেন। শ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন। পুরুষ সুষপ্তিকালে অচেতন হন না, অচেতনপ্রায় হন, অর্থাৎ সে অবস্থা চৈতন্যাভাববশতঃ ঘটে না, বিষয়াভাব বশতঃই ঘটিয়া থাকে। যেমন প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে প্রকাশক পদার্থের অনভিব্যক্তি ঘটে, তেমনি দ্রষ্টব্যের অভাবে দ্রষ্টারও অনভিব্যক্তি ঘটে। সুতরাং তাহার স্বরূপের অভাব হয় না। বৈশেষিক ন্যায় প্রভৃতির এই কথা সুসঙ্গত নহে। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবোপাধি (পুং) জীবস্য উপাধিঃ ৬তৎ। স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জাগ্রদবস্থা এই তিনটী জীবের উপাধি। সুষুপ্তি অবস্থায় কোন বস্তুর জ্ঞান হয় না, তখন উপাধি কি প্রকারে সম্ভবে? ইহা সত্য, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতে বুদ্ধ্যাদিতে (অর্থাৎ বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে) সংস্কারবাসিত অজ্ঞানরূপ উপাধি থাকে। যে প্রকার বস্ত্রে সুগন্ধি পুষ্প বন্ধন করিয়া রাখিয়া পরে পুষ্প ফেলিয়া দিলে যেমন পুষ্পবাসিত বস্ত্র সুগন্ধ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, সেই প্রকার জীবেরও বুদ্ধ্যাদি সংস্কারবাসিত অজ্ঞানরূপ উপাধি তিরোহিত হয় না। অতএব সুষুপ্তিতেও জীবের উপাধি থাকে। স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদ্বাসনা (সংস্কার) রূপ লিঙ্গশরীর উপাধি (বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টাদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর) অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাতেও লিঙ্গশরীরসমূহে বাসনা (সংস্কার) সকল পরিস্ফুট থাকে। জাগ্রদবস্থায় সূক্ষ্মশরীরের সহিত স্থূল শরীর উপাধি, এই উপাধিই জীবের দুঃখের কারণ, জীব উপাধিরহিত হইতে পারিলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, স্থূল শরীর বিনষ্ট হইলে এই উপাধি বিনষ্ট হয় না। এই উপাধি দূর করিতে হইলে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন আবশ্যক, ইহাতে ক্রমে ক্রমে অখিল সংস্কাররাশি বিদূরিত হইয়া যায়। তখন জীব অনায়াসে উপাধিরহিত হইতে পারে। এই উপাধি অজ্ঞান বা মায়া হইতে হয়। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবোর্ণা (স্ত্রী) জীবস্য ঊর্ণা ৬তৎ। জীবিত মেষাদির রোম। "পবিত্রমস্মিন্ করোতি শুক্লং জীবোর্ণাণাং" (কাত্যা° ৭।২।১৬) 'জীবন্মেষরোমনির্ম্মিতসূত্রনির্ম্মিতং।' (কর্ক)

জীব্যা (স্ত্রী) জীবায় জীবনায় হিতায়, জীব-যৎ। ১ হরিতকী। ২ জীবন্তী। ৩ গোক্ষুরদুগ্ধ। (রাজনি°) (ত্রি) ৪ জীবনোপায়। "জীব্যোপায়ং তু ভগবান্ মম কিঞ্চিৎ করোতু সঃ।" (হরিবংশ ২৬৩ অঃ)

জুআ (হিন্দী) জুয়াখেলা, দ্যূতক্রীড়া।

জুআচোর (দেশজ) ধূর্ত্ত, বঞ্চক, শঠ, প্রতারক।

জুআচোরি (দেশজ) প্রতারণা, বঞ্চনা, শঠতা, খেলিবার সময় ঠকান।

জুআর (হিন্দী) ১ সমুদ্র হইতে আগত জলস্রোতঃ, জলোচ্ছ্বাস। [জুয়ার দেখ।]

জুআরিয়া (হিন্দী) জুয়াখেলা সম্বন্ধীয়।

জুআরী (হিন্দী) ১ দ্যূতক্রীড়ক। ২ জুয়াচোর।

জুআল (দেশজ) ১ যে জুয়া খেলিয়া বেড়ায়। ২ লাঙ্গল দিবার সময় যে কাষ্ঠ বা বংশখণ্ড গবাদির পৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে।

(দেশজ) পুষ্পবিশেষ। (Ixora tomentosa) [যূথী দেখ।]

জুইপাশা (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Justicia nasuta.)

জুঁই (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ (Jasminum auricula)

জুঁইয়া (দেশজ) একপ্রকার কীট, এই কীট কলাগাছ প্রভৃতিকে নষ্ট করে।

জুঁকি (দেশজ) ওজন। "কাঞ্চন জুঁকিয়া লয়ে হইল বিদায়। (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

জুকুট (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

জুখ (দেশজ) পরিমাণ।

"দর করে এক মূলে জুখে লয় চুনা তুলে।" [illegible]

জুগৎ (দেশজ) পরামর্শ, যুক্তি। হস্তে ভেল্কি দেখান।

জুগুপিষু (ত্রি) গোপিতুমিচ্ছুঃ। গুপ-সন্-উঃ। নিন্দুক।

জুগুপ্সক (ত্রি) গুপ সন্ ভাবে অ-ণ্বুল্। যে অকারণে নিন্দা করে, পরের নিন্দা করা যার ব্যবসায়।

জুগুপ্সন (ক্লী) গুপ-সন্ ভাবে ল্যুট্। ১ নিন্দন। (অমর) (ত্রি) কর্ত্তরি যুচ্। ২ নিন্দাশীল, নিন্দক। ৩ দোষ প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া যে স্থলে নিন্দা করা যায়।

"দোষেক্ষণাদিভির্গর্হা জুগুপ্সা বিষয়োদ্ভবা।" (সাহিত্যদ° ৩প°)

জুগুপ্সা (স্ত্রী) গুপ-সন্ ভাবে অ-টাপ্। নিন্দা। (অমর) বীভৎস রসের স্থায়িভাব, শান্তরসের ব্যভিচার ভাব।

[বীভৎসরস দেখ।]

"জুগুপ্সা স্থায়িভাবস্তু বীভৎসঃ কথ্যতে রসঃ" (সাহিত্যদ° ৩।২৩৬)

দেহ-জুগুপ্সার বিষয় পাতঞ্জলদর্শনে এই প্রকার লিখিত আছে।

"শৌচাৎ স্বাঙ্গে জুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ।" (পাত° ২।৪০) যাহার শৌচ সাধিত হয়, কারণ স্বরূপ তাহার স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও ঘৃণা জন্মে। আত্মা শুচি হইলেই শরীরকে অশুচি জ্ঞান করিয়া তাহাতে আগ্রহ বা যত্ন থাকে না এবং স্বীয় শরীরের প্রতি জুগুপ্সা (ঘৃণা) বোধ হয়, এই কারণে অন্যান্য শরীরীদিগের সহিত সংসর্গ করিতেও ইচ্ছা হয় না। যাহার নিজ দেহের প্রতি অবজ্ঞা জন্মে, তাহার যে অপর শরীরীর সহিত দ্বেষ হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। আত্মশৌচবান্ ব্যক্তি অন্যের সহিত সম্পর্ক রাখে না। এই জন্য সাধু যোগীদিগকে প্রায় লোকালয়ে দেখা যায় না। দেহের প্রতি সর্ব্বদা জুগুপ্সা করিবে, শরীরের প্রতি জুগুপ্সা হইতে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, যদি বিবেচনা করা যায় এই দেহ অনিত্য, ইহা রসান্ত, ভস্মান্ত বা বিষ্ঠান্ত হইয়া যাইবে। এই মাতাপিতৃজ ষাট্‌কৌষিক শরীরভুক্ত দ্রব্যের পরিণাম মাত্র, অতএব ইহাতে আস্থা প্রদর্শন করা সঙ্গত নয়, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখের দোষ অনুসন্ধান করিবে।

"জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং॥" (গীতা)

জুগুপ্সিত (ত্রি) নিন্দিত, যাহার ঘৃণা জন্মিয়াছে, ঘৃণিত।

জুগুপ্সু (ত্রি) নিন্দুক।

জুগুর্বণি (ত্রি) গৃ-স্তবে গৃণতে যঙ্ লুগন্তাৎ কিপিচ্ছান্দসীরূপ-সিদ্ধিঃ। স্তোতৃদিগের সংবিভক্ত, স্তবকারীদিগকে যিনি বিভাগ করেন।

"মন্দ্রজিহ্বাজুগুর্বণী হোতারঃ" (ঋক্ ১।১৪২।৮) 'জুগুর্বণী ভৃশং গৃণতাং স্তবতাং যজমানানাং সংভক্তারৌ' (সায়ণ)

জুগোপিষা (স্ত্রী) গুপ-গোপনে গুপ-সন্-টাপ্। গোপনেচ্ছা, গোপন করিবার ইচ্ছা।

জুঙ্গ (পুং) জুগ-অচ্। বৃদ্ধদারক, বিধারক গাছ। ধুল্। জুঙ্গক।

জুঙ্গা (স্ত্রী) জুঙ্গ-অচ্-টাপ্। বৃদ্ধদারক।

জুঙ্গিত (ত্রি) জুঙ্গ-ক্ত। পরিত্যক্ত, ক্ষতিগ্রস্ত।

জুঙ্গী, নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ।

জুজু (দেশজ) ভয়ানক বস্তু। ভয়প্রদর্শক মূর্ত্তিবিশেষ, কল্পিত ভূতযোনি প্রভৃতি।

জুটক (ক্লী) জুট সংহতৌ জুট-ক (ইগুপধেতি। পা ৩।১।১৩৫) ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। জটা। (শব্দর°)

(স্ত্রী) জুটক টাপ্ অতইত্বং। শিখা। (শব্দর°) চলিত কথায় ঝুটী, টিকী, শিখা। শিখা বন্ধন না করিয়া কোন প্রকার ধর্ম্মকার্য্য করিতে নাই।

"জুটিকাঞ্চ ততো বদ্ধা ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ।" (আহ্নিকতত্ত্ব) [শিখা দেখ] ২ গুচ্ছ। ৩ কর্পূরবিশেষ।

জুড়ন (দেশজ) ১ মিলন। ২ শীতল করণ।

জুড়নিয়া (দেশজ) যে শীতল করে।

জুড়ান (দেশজ) শীতল করান।

জুতন (দেশজ) বিনামা প্রহার, জুতামারা।

জুতনিয়া (দেশজ) বিনামা প্রহারকারী।

জুতল (দেশজ) সুন্দর, সুশ্রী, সুসজ্জিত।

জুতা (দেশজ) চর্ম্মপাদুকা, উপানৎ। [পাদুকা দেখ।]

জুতাজুতি (দেশজ) পরস্পর বিনামা প্রহার।

জুতী (দেশজ) বিনামা।

জুন, (June) য়ুরোপীয় এক মাসের নাম। প্রাচীন রোমের ৪র্থমাস, আধুনিক ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ষষ্ঠমাস। কেহ কেহ বলেন, লাটিন জুনিয়রিস্ (Junioris) অর্থাৎ যুবক কথা হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, স্বর্গের ঈশ্বরী জুনোদেবী, তাঁহার নামের রূপান্তর লাটিন জুনিয়াস্ কথা হইতে এই নামোৎপত্তি হইয়াছে। এই মাস ৩০ দিনে শেষ হয়। এই মাসে সূর্য্য কর্কটরাশিতে সংক্রমিত হয়। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ ও আষাঢ়মাসের প্রথম লইয়া জুনমাস চলিয়া থাকে।

জুনবক (দেশজ) এক জাতীয় বকপক্ষী।

জুনাগড়, বোম্বাই বিভাগে গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের একটী দেশীয় করদরাজ্য। এই রাজ্যে বৃটীশ গবর্মেণ্টের এক-জন উচ্চ কর্ম্মচারী (Political agent) অবস্থিতি করেন। অক্ষা° ২০° ৪৮´ হইতে ২১° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৫৫´ হইতে ৭১° ৩৫´ পূঃ পর্য্যন্ত। ইহার ভূপরিমাণ ৩২৮৩ বর্গমাইল। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পারসী, য়িহুদি প্রভৃতি জাতি বাস করে। জুনাগড়ে গির্নর নামে একটী উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী আছে। ইহার উচ্চ শৃঙ্গের নাম গোরখনাথ। এই শৃঙ্গটী সমুদ্রের উপকূল ভাগ হইতে প্রায় ৩৬৬৬ ফিট উচ্চ। এই রাজ্যে 'গির' নামে একটী অংশ আছে, ইহার অধিকাংশই ঘন জঙ্গলাবৃত। কোন কোন স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, আবার কোন কোন স্থান এত নিম্ন যে বর্ষাকালে জলময় হইয়া যায়। এই রাজ্যের

মৃত্তিকার রঙ্ সাধারণতঃ কাল; কিন্তু স্থানে স্থানে অন্য বর্ণও দেখা যায়। এই স্থানে চাসীগণ ক্ষেত্রের নিকট পর্য্যন্ত খাল কাটিয়া জল সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং আবশ্যক মত সেই জল অথবা কূপ হইতে জল তুলিয়া মশকে পরিপূর্ণ করিয়া জমীতে সিঞ্চন করে।

মোটের উপর এই স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যজনক, কিন্তু কেবলমাত্র গির্‌নর পর্ব্বতোপরি স্থান ব্যতীত আর সকল স্থানই চৈত্রমাসের মধ্যকাল হইতে শ্রাবণমাসের প্রথম পর্য্যন্ত অতিশয় গরম।

এই রাজ্যে জ্বর ও উদরাময় রোগ অতি প্রবল। এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তর পাওয়া যায় এবং অধিবাসিগণ তাহা দ্বারা বাসগৃহাদি নির্ম্মাণ করে।

জুনাগড়ে তুলা, যব এবং ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বেরাবল বন্দর হইতে তুলা বোম্বাই সহরে প্রেরিত হইয়া থাকে। এখানে দেশীয় এবং মরিচসহরের ইক্ষুদণ্ড উভয়বিধই জন্মিয়া থাকে। তৈল ও মোটাকাপড় এখানে প্রস্তুত হয়।

দেশীয় বাণিজ্যের জন্য উপকূলভাগে কতকগুলি বন্দর আছে। এই বন্দরগুলিতে যে সময় ঝড় বৃষ্টি হয় না, তখন নৌকাদি নিরাপদে রাখা যাইতে পারে। যতগুলি বন্দর আছে, তাহার মধ্যে বেরাবল, নব-বন্দর এবং সুতরাপাড়া এই তিনটাই প্রধান।

রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি বড় বড় রাস্তা আছে। জুনাগড় হইতে জেতপুর ও ধোরাজীর দিকে এবং বেরাবল অভিমুখে যে যে রাস্তা গিয়াছে, সেইগুলিই প্রধান ও বড়। আর যে রাস্তাগুলি আছে, তাহা তত বড় ও প্রধান নহে, তবে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে সে সমস্ত রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া চলিয়া থাকে, সামান্য সামান্য পণ্যদ্রব্য বোঝাই গাড়ী এই রাস্তার উপর দিয়া চলে। জুনাগড়ে ৩৪টী বিদ্যালয় আছে।

জুনাগড় অতি প্রাচীন স্থান; এখানে অনেক পুরাতন কীর্ত্তি পড়িয়া আছে। গির্‌নর পর্ব্বতের উপরিভাগ বহুসংখ্যক জৈনমন্দির শোভিত। বেরবল বন্দর এবং সোমনাথের প্রভাসের ভগ্নমন্দির বিশেষ বিখ্যাত।

কাঠিয়াবাড়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য আছে; তন্মধ্যে জুনাগড় একটী প্রধান। ১৮০৭ খৃঃ অব্দে জুনাগড়ের শাসনকর্ত্তা ইংরাজদিগের সহিত প্রথম সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। জুনাগড়ের রাজা মুসলমান; তাঁহার 'নবাব' উপাধি। নবাব ইংরাজদিগের নিকট হইতে ১১টী মান্যতোপ পাইয়া থাকেন।

১৮৮২ খৃঃ অব্দে বাহাদুর খাঁজি জুনাগড় সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার উর্দ্ধতন নবম পুরুষ সের খাঁ বাবি এই বংশের আদিপুরুষ। জুনাগড়ের নবাব বৃটীশ গবর্মেণ্ট ও বরদার গাইকবাড়কে বার্ষিক ৬৫৬০৪৲ টাকা কর প্রদান করেন। নবাবের ২৬৮২ জন সৈন্য আছে। এখানকার নবাবের জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইঁহাদিগের দত্তকপুত্র-গ্রহণের ক্ষমতা আছে। নবাবই তাঁহার প্রজাবর্গের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা*। তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত এইরূপ সন্ধিতে আবদ্ধ আছেন যে, তাঁহার রাজ্যে সতীদাহপ্রথা রহিত করিবেন এবং ঝড় বৃষ্টি অথবা অন্য কোন প্রকার বিপদ্ হেতু যে সমস্ত জাহাজ তাঁহার বন্দরে প্রবেশ করিবে, সে সমস্ত জাহাজের কোন শুল্ক আদায় করিবেন না।

মুসলমানদিগের প্রভুত্বের পূর্ব্ব নিদর্শন এখনও এই রাজ্যে বর্ত্তমান। যদিও জুনাগড়ের নবাব বরদার গাইকবাড় ও বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীন, তথাপি তিনি কাঠিয়াবাড়ের অনেকগুলি ক্ষুদ্ররাজ্যের শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে জোর-তলবি পাইয়া থাকেন। এই জোর-তলবি তিনি নিজের কর্ম্মচারী দ্বারা আদায় করেন না। কাঠিয়াবাড়স্থিত বড়লাটের ইংরাজ প্রতিনিধি তাঁহার কর্ম্মচারী দ্বারা আদায় করিয়া নবাবের নিকট প্রেরণ করেন।

পূর্ব্বকালে জুনাগড় সুরাষ্ট্র বা আনর্ত্তের হিন্দুরাজগণের অধীন ছিল। চূড়াসমাবংশীয় রাজপুতগণ বহুদিন এই প্রদেশ শাসন করিতেন। ১৪৭২ খৃঃ অব্দে আহ্মদাবাদের সুলতান মহম্মদ বেগরা এই প্রদেশ অধিকার করেন। সম্রাট্ অকবরের রাজত্বকালে তাঁহার গুজরাটস্থ প্রতিনিধি এই রাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। খাঁ আজম্ সম্রাট্ অকবর কর্ত্তৃক গুজরাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলে তিনি জুনাগড় অধিকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। জুনাগড়ের দুর্গ অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ব্বে কেহই সাহস করিয়া আক্রমণ করে নাই। খাঁ আজম্ আক্রমণ করিলেন বটে; কিন্তু দুর্গে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত ছিল, দুর্গও অজেয় বলিয়া তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল; এই জন্য দুর্গরক্ষীরা প্রথমে আক্রমণকারীদিগের অধীনতা স্বীকার করিল না। দুর্গের মধ্যে ১০০টী কামান ছিল; প্রত্যহ অনেকবার তাহারা গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। খাঁ-ই-আজম্ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া একটী উচ্চস্থানে কতকগুলি কামান প্রেরণ করিলেন এবং সেই স্থান হইতে দুর্গোপরি গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন। অনবরত গোলা বর্ষণে দুর্গবাসিগণের মনে ভয় হইল। তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। সেই অবধি জুনাগড় মোগলদিগের অধিকারভুক্ত হইল।

* প্রজাদিগের জীবন ও মৃত্যু নবাবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

১৭৩৫ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে গুজরাটের মোগলসম্রাট্-প্রতিনিধি ক্ষমতা হারাইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার অধীনস্থ জনৈক বিশ্বাসঘাতক সৈন্য ক্ষমতাশালী হইয়া গুজরাট হইতে তাঁহাকে দূরীভূত করিল ও তথায় নিজ অধিকার স্থাপন করিল। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণই নবাব উপাধি ধারণ পূর্ব্বক জুনাগড়ের রাজত্ব করিতেছেন।

প্রবাদ এইরূপ, পূর্ব্বে যখন জুনাগড়ে হিন্দুরাজ্য ছিল। সে সময়ে গিরনরের উগ্রসেনের কন্যা ও অরিষ্টনেমির স্ত্রী রাজীমতীর বাসগৃহ দুর্গের নিকটই ছিল। নেমিনাথ এক দিন তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা কৃষ্ণের অতি প্রকাণ্ড শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহার সামর্থ্যে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার দৈহিক বল হরণ করিবার জন্য নেমিনাথকে ১০০ গোপী বিবাহ করিতে বলেন এবং রাজীমতীর সহিত নেমিনাথের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন।

কথিত আছে 'বালা' বংশীয়গণ পূর্ব্বে জুনাগড়ে রাজত্ব করিতেন। এই বংশীয় রামরাজ নিঃসন্তান ছিলেন। নগরঠঠার রাজার সহিত তাঁহার ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল, সেই রাজা সম্মাবংশীয় ছিলেন। রামরাজ তাঁহার ভাগিনেয় রা গারিওকে নিজ রাজত্ব প্রদান করেন। রা গারিও জুনাগড়ের চূড়াসমাবংশীয় রাজাদিগের একরূপ আদিপুরুষ।

রা গারিওর মৃত্যুর পর দুইজন রাজা জুনাগড়ে রাজত্ব করেন। পরে রা দয়াস্ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। এই সময় পট্টনরাজ একবার জুনাগড় অধিকার করেন। পট্টনের রাজকুমারী সোমনাথ দর্শনে আগমন করিলে রায় দয়াস্ তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবাহ করিতে চেষ্টা করেন। পট্টনরাজ এই বিবরণ অবগত হইয়া জুনাগড়-রাজকে দমন করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

রায় দয়াস্ গিরনর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পট্টনরাজ বহুদিন অবরোধের পরও দুর্গ অধিকার করিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। এমন সময় বিজল নামক একজন চারণ আসিয়া তাঁহার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। বিজল পারিতোষিকের লোভে রায় দয়াসের মস্তক পট্টনরাজকে আনিয়া দিতে স্বীকৃত হইল। সে জানিত রায় দয়াস্ কর্ণের ন্যায় দাতা। বাস্তবিক প্রার্থনা করিবামাত্রই তিনি নিজ মস্তক অর্পণ করিলেন। যে দিন চারণ রাজার নিকট গমন করিল, তাহার পূর্ব্বরাত্রে সোরঠরাণী স্বপ্নে দেখিলেন যেন একটী মস্তকহীন মনুষ্য তাঁহার নিকট রহিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বলিলেন, শীঘ্রই তাঁহার স্বামী নিজ মস্তক কর্ত্তন করিয়া কাহাকেও উপহার দিবেন। রাণী ভীতা হইয়া রাজাকে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু নরকলঙ্ক বিজল রাজার গুপ্ত বাস-স্থল অবগত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিল। রাজা একগাছি দড়ি ও লাঠি ঝুলাইয়া দিয়া তাহাকে নিজের নিকট আনয়ন করিলেন। সেই পাপাশয় রাজার মস্তক প্রার্থনা করিলে তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। সোরঠরাণী চারণকলঙ্কের মত পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; রাজার প্রতিজ্ঞাও কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। রাজা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া সেই চারণকে দিতে আদেশ করিলেন। রাজার মৃত্যুর পর পট্টনরাজ সহজেই জুনাগড় রাজ্য অধিকার করিলেন এবং থানদারকে তথায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

রায় দয়াসের প্রথমা স্ত্রী সহমৃতা হইলেন, তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী রাজবাই স্বীয় পুত্র নোঘাণের সহিত বাস্থলী নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। রাজবাই পুত্রকে দেবৈৎবোদর নামক আলিদর-বোড়ীধরের জনৈক আহীরের বাটীতে লুকাইয়া রাখিলেন। দেবৈতের ভ্রাতার নিকট শুনিয়া থানদার দেবৈৎকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং নোঘাণকে অর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "আমি তাহার বিষয় কিছুই জানিনা, তবে আমার গৃহে থাকিলে তাহাকে পাঠাইবার জন্য লিখিতে পারি।" দেবৈতের পত্র পাইয়া চারিদিক্ হইতে আহীরগণ মিলিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল।

এদিকে নোঘাণের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া থানদার কতকগুলি সৈন্য ও দেবৈৎবোদরকে সঙ্গে লইয়া আলিদর বোড়িধরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবৈৎ দেখিলেন, বাধা প্রদানে কোন ফল হইবে না। তিনি অন্য কোন উপায় না দেখিয়া নিজ পুত্র উগকে আনিয়া থানদারের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। উগ নোঘাণের সমবয়স্ক। নরপিশাচ থানদার উগকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিয়া ফেলিল। দেবতুল্য উদারহৃদয় বোদর একবিন্দু অশ্রুপাত করিলেন না; রাজকুমার নোঘাণকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বিশেষ প্রফুল্ল হইলেন। তিনি তাঁহার জামাতা সংস্তিওকে আনাইয়া সকল জানাইলেন এবং জুনাগড় সিংহাসনে নোঘাণকে অভিষিক্ত করিবার জন্য পরামর্শ করিলেন। বোদরের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে থানদারকে নিমন্ত্রণ করা হইল। সেই রক্তপিপাসু নরকুলকলঙ্ক আগমন করিলে গুপ্তস্থান হইতে আহীরগণ বহির্গত হইয়া সৈন্য সমেত তাহাকে বিনাশ করিয়া পাপের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিল। ৮৭৪ সম্বতে নোঘাণ জুনাগড় সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। জুনাগড়ে

রাও চূড়াচাঁদ নামে একজন রাজা ছিলেন; তাঁহার সময় হইতেই এই বংশীয় রাজগণ চূড়াসমা নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত রাও গারিও চূড়াসমাবংশীয় দ্বিতীয় নরপতি।

চূড়াসমাবংশীয়গণ সময় সময় নিকটবর্ত্তী দেশ জয় করিতেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ জুনাগড় ব্যতীত অন্য স্থানে তাঁহাদিগের ক্ষমতা স্থায়ী ছিল না।

চোর্বাড় (জুনাগড়), পুরন্দর (কান্তেলা) প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহুসংখ্যক উৎকীর্ণলিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

গহেলাট ইতিহাসে এই স্থান অসিলদুর্গ (আসিলগড়) নামে বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে, কুমার অসিল তাঁহার পিতৃব্যপত্নীর সম্মতি অনুসারে গিরনরের নিকট একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই দুর্গ তাঁহার নামানুসারে আসিলগড় নামে খ্যাত হয়। এই স্থানের ২০ মাইল পশ্চিমে প্রাচীন বলভীপুরের ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে। জুনাগড়ের রা-খেনগড় গুহায় প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে এই স্থানে ৫০টী বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং প্রায় ৩০০০ শ্রমণ বাস করিত।

২ বোম্বাই বিভাগে কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্ভুক্ত জুনাগড় নামক করদরাজ্যের প্রধান নগরের নাম জুনাগড়। এই নগরটী অক্ষা° ২১° ৩১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭০° ৩৬´ ৩০´´ পূঃ। রাজকোট হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বকোণে অবস্থিত। এই স্থানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক বাস করে।

জুনাগড় নগর গিরনর এবং দাতার পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত। ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে একটী পরম রমণীয় নগর। এই স্থানে অন্যান্য স্থানাপেক্ষা অত্যধিক পরিমাণে পুরাতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক রহস্য আবিষ্কৃত হইতেছে।

উপারকোট অর্থাৎ প্রাচীন দুর্গের অনেক স্থলে বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত অতিশয় সুন্দর খোদিত কৃত্রিম গহ্বর দেখা যায় এবং দুর্গের পরিখার সর্ব্বস্থানে অনেকগুলি গুহা আছে। খোদিত গুহা দ্বারা স্থানটী যেন মধুচক্রে পরিণত হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রাচীন গুহার ধ্বংসাবশেষ পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। খাপ্রাকোড়িয়ার গুহাটী অতিশয় রমণীয়; দেখিলেই বোধ হয় যেন পূর্ব্বে এই স্থানে একটী দ্বিতল কি ত্রিতল মঠ ছিল। সম্পূর্ণরূপে পাহাড় কাটিয়া এই গুহাটী নির্ম্মিত এবং দুর্গরক্ষার একটী উত্তম উপায়স্বরূপ। পূর্ব্বকালে যখন চূড়াসমাবংশীয়গণ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন, তখন একজন রাজার দুইজন বালিকা দাসী কর্ত্তৃক উপরকোটে দুইটী বাপী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্থানে সুলতান মাহ্মুদবেগরা একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন; এই মস্‌জিদের নিকট ১৭ ফিট্ লম্বা একটী কামান আছে।

শত্রুগণ উপারকোট অনেকবার অবরোধ এবং অনেকবার অধিকার করিয়াছে। সেই বিপদ্‌কালে রাজা এই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক গিরনরের উপরিস্থিত দুর্গে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। গিরনর দুর্গ অতিশয় দুরারোহ; তজ্জন্যই শত্রুগণ তাহা সহজেই জয় করিতে পারে নাই।

সম্প্রতি এখানে একটী সুন্দর হাঁসপাতাল ও রাজকার্য্যের জন্য কতকগুলি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

অনেক গণ্য মান্য প্রধান ব্যক্তি সুন্দর সুন্দর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সহরটীকে সুরম্য করিয়া তুলিয়াছেন।

নবাবের বাসভবনের সম্মুখে কতকগুলি দোকান আছে। সেইগুলিকে মহাবৎচক্র কহে। এই স্থানে একটী বড় মন্দির ও তাহাতে একটী ঘড়ি আছে।

প্রাচীন জুনাগড় এখন উপারকোট নামে খ্যাত। বর্ত্তমান সহরের প্রকৃত নাম মুস্তফাবাদ। এই নগরটী গুজরাটের সুলতান মাহ্মুদবেগরা স্থাপন করিয়াছিলেন।

জুনাগড় সহর হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে দামোদরকুণ্ড নামক পবিত্র তীর্থ। একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর জলে এই কুণ্ড সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে। এই কুণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বেই কতকগুলি ঘাট আছে। উত্তর ঘাটের নিকট ক্ষমতাশালী নাগর ব্রাহ্মণদিগের শ্মশানমন্দির এবং দক্ষিণঘাটের নিকট দামোদরজির মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরটী অতিশয় পুরাতন; কিন্তু এখনও প্রায় নূতনের মত দেখায়। কথিত আছে, বজ্রনাভ এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণের তিন পুরুষ পরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের দিকে যে প্রাস্তর আছে, তাহার দৈর্ঘ্য ১০৯ ফিট্ ও প্রস্থ ১২৫ ফিট্। এই স্থানে ধর্ম্মশালা ও বলদেবজীর একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরের উপরিভাগে অনেকগুলি পৌরাণিক মূর্ত্তি খোদিত। দামোদরজির মন্দিরপ্রাঙ্গণ রেবতীকুণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানে দুই খানি প্রাচীন শিলালিপি ও কতকগুলি মূর্ত্তি আছে। এখানে প্যারা বাবা মঠের নিকট নয়টী কৃত্রিম পর্ব্বতগুহা আছে। এই গুহাগুলি এখন তৃণাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে আরও ৭টী গুহা আছে। এখানকার জমামস্‌জিদ্, আদি চড়িবাব এবং নোঘাণকূপ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এই গুহাটীর উপরিতল ৩৭ ফিট্ লম্বা এবং ৩ ফিট্ চৌড়া।

ইহার স্তম্ভ ছয়টী এবং স্তম্ভগুলির উপরিভাগে অনেকগুলি মূর্ত্তি খোদিত আছে। ইহার নিম্নতল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৪৪ ফিট্। এই গুহাটী ২৯ ফিট্ গভীর। ঊর্দ্ধদেশে একটী ছিদ্র আছে; সেই ছিদ্র দিয়া আলো প্রবেশ করে।

আস্কদখাঁজির মুকোর্বা মুসলমান রীতি অনুসারে নানাবিধ ভাস্কর কার্য্যে সুশোভিত; কিন্তু ইহার ভাস্করকার্য্য বাহাদুর-খাঁজি ও লাড্লি বিবির মুকোর্বার গঠন হইতে অন্যবিধ।

মৃগীকুণ্ড বা ভবনাথ সরোবর এবং তাহারই তীরে ভব-নাথের পুরাতন প্রস্তরময় মন্দির দণ্ডায়মান। এই মন্দিরের চৌকাঠে একটী প্রাচীন লিপি আছে।

গির্নর পাহাড়ের সানুদেশে বোরদেবীর মন্দিরও বিখ্যাত।

জুনাগড়ের ছয় মাইল পশ্চিমে খেঙ্গারবাব। ইহার অধিরোহিণীর নিম্নভাগ দ্বিতল। এখন এই বাবটী ধ্বংসপ্রায়।

জুনাগড় ও দামোদরকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী পাহাড়ে অশোক, স্কন্দগুপ্ত এবং রুদ্রদামার তিনখানি প্রাচীন শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। জুনাগড়ের উত্তরাংশে মাই-ঘধেচি নামক স্থানের মধ্যে দাতার নামে একটী ক্ষুদ্র গুহা আছে, ইহার নিকটে ৩৯ ফিট্ লম্বা একটী মস্জিদ্ আছে। ইহার দ্বারের ভাস্করকার্য্য এবং স্তম্ভের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যে পূর্ব্বে এখানে মহাদেবের একটী মন্দির ছিল। মাই-ঘধেচি স্থানের নিকট খাপ্রাকোড়িয়ার পাঁচটী গুহা। ইহার প্রত্যেকটী অন্যান্য গুলির সহিত সংযুক্ত। খাপ্রা-কোড়িয়াগুহার বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এই গুহা-গুলিতে ৫৯টী স্তম্ভ আছে এবং স্তম্ভগুলির অগ্রভাগে সিংহ প্রভৃতি পশুর প্রতিমূর্ত্তি খোদা আছে। ইহার তৃতীয় গুহাটীর প্রাচীরে পারস্য ভাষায় খোদিত একখানি লিপি আছে।

বামনস্থলী বা বাম্থলীতে সূর্য্যকুণ্ড। জুনাগড় ও নিকট-বর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণ পর্ব্বোপলক্ষে এই সূর্য্যকুণ্ডে আসিয়া স্নান করে। কুণ্ডটী দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৩২ ফিট্।

পূর্ব্বে যে জমা-মস্জিদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রথমে হিন্দুদিগের একটী মন্দির ছিল এবং বলিরাজের সভা বলিয়া সাধারণের পরিচিত। ইহার অনেকাংশ মুসলমানগণ ভঙ্গ করিয়া মস্জিদে পরিণত করিয়াছে। এই মস্জিদের দক্ষিণভাগে একটী অন্ধকারময় কক্ষ আছে। সেই কক্ষের একটী স্তম্ভে ১৪০৮ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি সংস্কৃত শিলালিপি আছে।

জুনাগড়ের মাঙ্গোল নামক নগরেও একটী জমামস্জিদ্ আছে, এই গৃহ পূর্ব্বে ১২০৮ সম্বতে জেঠ্বা-রাজগণ নির্ম্মাণ করেন। তৎপরে ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে সমসখাঁ উহা মস্জিদে পরিণত করেন। এখানকার একটী প্রাচীন দেবমন্দিরও বাবলী মস্জিদ্ নাম ধারণ করিয়াছে। এই মস্জিদে ১৪৫২ সম্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে। দেলবাড় ও উনার নিকট গুপ্তপ্রয়াগ, ব্রহ্মগয়া, রুদ্রগয়া ও বিষ্ণুগয়া প্রভৃতি কএকটী তীর্থ আছে।

তুলসীশ্যামের দুইমাইল পূর্ব্বে ভীমচাস নামে একটী পরিখা আছে। ১২ ফিট্ উচ্চ হইতে জামেরী নদীর জল এই স্থানে পতিত হইতেছে। কথিত আছে, একদিন ভীমজননী কুন্তীদেবী পিপাসাতুরা হইয়া ভীমের নিকট জল প্রার্থনা করিলে, ভীম লাঙ্গল দ্বারা জমি বিদ্ধ করিলে যথেষ্ট পরি-মাণে জল বাহির হইল। এই জন্যই এই পরিখা ভীমচাস নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহার নিকটে কুন্তীর নামে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সূত্রাপাড়া গ্রামে চরণেশ্বর কুণ্ডে অনেক লোক পর্ব্বোপলক্ষে স্নান করে। এই কুণ্ডের অল্প দূরে একটী সূর্য্যের মন্দির আছে। এই মন্দিরের দ্বার-দেশে একখানি খোদিত লিপি আছে।

চক্রতীর্থে (বিষ্ণুগয়া) একখানি প্রস্তর-লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিখানি বালবোধ অক্ষরে লিখিত। জুনা-গড়ের নিকটবর্ত্তী গির্নর পর্ব্বত পূর্ব্বে উজ্জয়ন্ত নামে কথিত হইত। [উজ্জয়ন্ত দেখ।] গির্নর পাহাড়ের ২১০০ ফিট্ উচ্চে অনেকগুলি অতি প্রাচীন জৈনমন্দির আছে।

গির্নরের ভবনাথ-সঙ্কটের নিকট দুইটী ক্ষুদ্র নদী আছে; ইহার একটীর নাম সোণারেখা। এই স্থানের নিকট একটী প্রাচীন বাঁধের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাঁধটী দামোদরকুণ্ডের অনতিদূরে মুসলমান ফকীর জরাসার মস্জিদের ঠিক বিপরীতদিকে। রুদ্রদামার যে খোদিতলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে এই বাঁধ রাজা রুদ্রদামার রাজত্বের দ্বাবিংশ বৎসরে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ রুদ্রদামার রাজত্বকালে এই বাঁধটী যে ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন, ইহা রুদ্রদামার পরে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং খোদিতলিপিতে যে সময় বর্ণিত আছে তাহা ক্ষত্রপ মুদ্রার প্রচারকাল।

পুষ্যগুপ্ত গির্নরের পাদদেশে সুদর্শন নামে একটী বাপী খনন করাইয়াছিলেন। একদিন অকস্মাৎ বৃষ্টি হওয়ায় ইহার জল এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে জলের গতিতে একটী বাঁধের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জুনাগড়ে সুদর্শনকুণ্ডের নাম এখন বিলুপ্ত।

জুনাগড়, কালাহান্দি (অথবা খরোন্দ) জমিদারীর রাজধানী।

জুনার, (জুন্নর) বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত পুণা জেলার একটী উপবিভাগ। জুনার সহরের ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিম কোণে শিবনেরি নামক একটী দুর্গ আছে, এই দুর্গের নাম অনুসারে প্রাচীনকালে জুনার শিবনেরি নামে খ্যাত ছিল। পুণা কালেক্টরীর অধীনে কতকগুলি তালুক আছে; জুনার তালুক সকলের উত্তর সীমায় অবস্থিত। ইহার ভূ-পরিমাণ ৬১১ বর্গমাইল। জুনারে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের বাস। হিন্দুর সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক। জুনার উপবিভাগে একটী দেওয়ানী ও দুইটী ফৌজদারী বিচারালয় ও একটী থানা আছে।

জুনারে কএকটী নদী পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া ঘোড়ে পতিত হইয়াছে, এই ঘোড়টী দেখিতে একটী কাঁটার ন্যায়; ইহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও তিনদিকে বিস্তৃত। সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষিণে যে নদীটী তাহার নাম মীনা। প্রতি বৎসরেই এই নদীর জল বৰ্দ্ধিত হইয়া ১০ মাইলের মধ্যবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রের বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে। এই স্থানের মৃত্তিকাস্তর অতিশয় নরম; জলের গতিরোধ করিবার কোন রূপ কার্য্যই হইতে পারেনা। অধিবাসিগণ নদীর ও মৃত্তিকার প্রকৃতি বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছে, কিন্তু কিছুতেই তাহারা স্থানপরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করে না। মাধাজি সিন্ধিয়ার জনৈক কর্ম্মচারী হিন্দুস্থান লুণ্ঠনকালে সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি কুলকরণী বংশীয়, নিগুড়ি গ্রামে একটী সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কএক বৎসর গত হইল, মীনানদী সেইদিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মন্দিরটীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

১৬৫৭ খৃঃ অব্দে শিবজী যে স্থানে নদী পার হইয়া জুনার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, উক্ত মন্দিরের অনতিদূরেই নদীর সেই অগভীর প্রদেশ। নিগুড়ির দুই মাইল নিম্নদিকে প্রসিদ্ধ মোগল বাঁধ। পূর্ব্বে এই স্থান হইতে শিবনরি দুর্গের 'বাগলহোর' উদ্যান পর্য্যন্ত একটী খাল প্রবাহিত ছিল; এখন আর এখানে জলের চিহ্নও নাই। পুণা এবং নাসিক রাস্তার নিকট নারায়ণগ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে একটী বহুকালের বাঁধ আছে। বর্ত্তমান গবর্মেণ্ট ইহার জীর্ণ সংস্কার করিয়াছেন। এই বাঁধ থাকায় ৮০০০ একর ভূমির জলসিঞ্চনকার্য্য অতি সহজে সম্পন্ন হইতেছে। নারায়ণগ্রামের অনতিদূরে মীনা নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে এবং পিম্পলেশ্বর নিকট 'মীনা' ঘোড়ে পতিত হইয়াছে। ইহার বামদিকেই নারায়ণগড়।

কুকরি নদী কোলাপল্লির নিকট হইতে নির্গত হইয়া নানাঘাটের উপত্যকা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানটী কোঙ্কণ এবং দাক্ষিণাত্যের প্রাকৃতিক সীমা স্বরূপ। কথিত আছে, পূর্ব্বে ঘাটগড় এবং কোঙ্কণের অধিবাসিদিগের মধ্যে এই স্থানটী লইয়া অতিশয় বিবাদ ছিল। একদা উভয়পক্ষ একত্র হইয়া সীমা স্থির করিবার জন্য নানারূপ বাদানুবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে ঘাটগড়ের সীমান্তরক্ষক মহার বলিলেন, তিনি নীচে লাফাইয়া পড়িলে যেখানে নিশ্চল অবস্থায় থাকিবেন, সেই স্থানটী উভয় পল্লীর সীমারূপে গৃহীত হউক। উভয়পক্ষ স্বীকার করিলে যে পাহাড়ের উপরিভাগে দুইপক্ষ সম্মিলিত হইয়াছিল, তথা হইতে মহার লম্ফ প্রদান করিলেন। যে স্থানে তাঁহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল, সেইস্থান ঘাটগড় ও কোঙ্কণের সীমারূপে স্থিরীকৃত হইল। পূর্ব্বে জুনারে ৭টী দুর্গ ছিল। সেগুলি এরূপ ভাবে স্থাপিত ছিল যে, আকাশস্থ সপ্তনক্ষত্রপুঞ্জের আকৃতির ন্যায় দেখাইত।

সেই সাতটী দুর্গের নাম চাবন্দ, শিবনেরি, নারায়ণগড়, হরিচন্দ্রগড়, জীবধন, নিমগড় এবং হর্ষগড়।

জুনারে বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত অনেক গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য স্থানের বৌদ্ধগুহার ন্যায় জুনারের গুহাগুলি খোদিত মূর্ত্তিশোভিত নহে। গুহানির্ম্মাণের অনেক পরে এই স্থানে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি ও অন্যান্য বৌদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। জুনারের গুহাগুলির নির্ম্মাণ-কৌশল অতিশয় বিস্ময়জনক। এই গুহাগুলির স্থানে স্থানে উৎকীর্ণলিপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিপিগুলি সমস্তই এক সময়ের নহে; মোটের উপর মহারাজ অশোকের সময়ের পূর্ব্বে এ গুলি খোদিত হইয়াছিল।

কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন, যে প্রাচীন তগর অধুনা জুনার নামে খ্যাত হইয়াছে। প্রাচীন তগরের শিলাহারগণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পূর্ব্বে তগরপুরবরাধীশ্বর উপাধিটী বিশেষ প্রচলিত ছিল।

এই প্রদেশে মুসলমানদিগের প্রথম আধিপত্যকালে জুনারে রাজধানী ছিল এবং কোঙ্কণের কিয়দংশ জুনার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। জুনার হইতে নারায়ণগ্রামে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার দক্ষিণদিকে মুসলমানদিগের নির্ম্মিত একটী সুন্দর দুর্গ আছে।

জুনার, উক্ত জুনার উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৯° ১২´ ৩০´´ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৫৮´ ৩০´´ পূঃ। জুনার সহরের উত্তরাংশে একটী নদী এবং দক্ষিণে [দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে] শিবনেরি দুর্গ। সহরের ভূ-পরিমাণ ২৩৩ একর। জুনার

উপবিভাগের রাজকীয় সমস্ত কার্য্যই এই স্থানে সম্পন্ন হয়। এইখানে একটা মিউনিসিপালিটি, একটী সবজজ আদালত, একটা ডাকঘর ও একটা দাতব্য ঔষধালয় আছে। মুসলমান-দিগের সময় হইতেই জুন্নর নগরের আয়তন কমিয়া গিয়াছে এবং মহারাষ্ট্রীগণ প্রবল হইয়া যখন বিচার ও শাসনালয়গুলি পুণানগরে স্থানান্তরিত করিল, তখন হইতে জুনারের খ্যাতিও যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গেল। যাহা হউক, অধুনা জুনার নিতান্ত নগণ্য সহর নয়—নানাঘাট হইয়া যে সমস্ত শস্য ও বাণিজ্যদ্রব্যাদি কোঙ্কণে প্রেরিত হয়, তাহা জুনারে সঞ্চিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানকার কাগজ অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু আজকাল য়ুরোপীয় কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জুনারের কাগজ দিন দিনই বিলুপ্ত হইতেছে; এখন অতি অল্পই প্রস্তুত হয়।

মহারাষ্ট্র ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে জুনার দুর্গ ১৪৩৬ খৃঃ অব্দে মালিক-উল্-তিজর কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে শিবজী এই নগর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে শিবজীর পিতামহ শিবনের দুর্গের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই দুর্গে ১৬২৭ খৃঃ অব্দে শিবজীর জন্ম হয়। মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধকালে এই দুর্গ অনেকবার শত্রু-দিগের হস্তগত হইয়াছিল। এই স্থানে কতকগুলি উৎস আছে। অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জুনারে মোগলসৈন্যের বারিক ছিল এবং সময় সময় রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন।

পূর্ব্বে এই সহরের নাম জুনানগর ছিল; ইহার অপভ্রংশে জুনার নামের উৎপত্তি হইয়াছে। জুনার নগরের চারিদিকে কতকগুলি গুহা আছে। এগুলি বৌদ্ধদিগের সময়ে নির্ম্মিত। গণেশগুহাটী অতিশয় প্রসিদ্ধ। যে পাহাড়ে এই গুহাটী নির্ম্মিত, তাহার নাম গণেশ পাহাড় ও নিকটস্থ সমতলভূমির নাম গণেশমল। জুনারে গণেশদেবই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। গণেশলেনাগুহা ও তুলসীলেনার নির্ম্মাণপ্রণালী অন্যান্য গুহার নির্ম্মাণপ্রণালী হইতে পৃথক্। বারাকোটরীতে বারটী গুহা আছে। জুনারের পূর্ব্বাংশে মানমোরী পাহাড়েও কতকগুলি গুহা দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, ভীমশঙ্করগুহা ভীম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

মানমোরী পাহাড়ের উপরিভাগে ফকিরের মস্‌জিদের নিকট যে জলাশয়টী নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তাহা কখনও শুষ্ক হয় না। জুনারের পাহাড় বহুসংখ্যক গুহাময়; এই গুহাতে বাজ, চিল, পারাবত, মৌমাছি প্রভৃতি বাস করে। এই পাহাড়ের দক্ষিণদিকে ৯টী দ্বার আছে, সে দ্বারগুলি পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত। পাহাড়ের উপরিভাগে যতগুলি হর্ম্ম্য আছে, তাহার মধ্যে পীরজাদার সম্মানার্থ নির্ম্মিত ইদগা ও একটী কবর, এই দুইটীই প্রধান। ইহার কিঞ্চিৎ নিম্ন-দেশে একটী জলাশয়ের নিকট যে মস্‌জিদ আছে, তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী অনন্যসাধারণ। এই মস্‌জিদটী চাঁদবিবির স্মরণার্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল। জুনার সহরে মুসলমানদিগের পূর্ব্বকালীন জাঁকজমকের অনেক চিহ্ন বিদ্যমান আছে। আটটী ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এই নগরের জল সংগৃহীত হইত। কথিত আছে সেই আটটি স্থানের যে কোন স্থান হইতে জুনারের দুর্গপরিখা জলপূর্ণ করা যাইতে পারিত, কোন এক স্থান হইতে মৃত্তিকার নিম্নদেশ দিয়া নগরের দুর্গের মধ্যে জল প্রবেশ করিত। জুনার সহরের হর্ম্ম্যশ্রেণীর মধ্যে জমা মস্‌জিদ এবং বাবণচৌরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাবণ-চৌরীর সম্মুখভাগে একটী অখিলিস্ খাঁর গৌরবার্থ খোদিত-লিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

জুনার পূর্ব্বে অতি সুন্দর নগর বলিয়া গণ্য ছিল, এখন যদিও এখানে দুই একটী প্রাচীন ধর্ম্মমাল ও সুন্দর উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মোটের উপর এই সহরের অবস্থা শোচনীয় ও দরিদ্রভাবাপন্ন। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দের ধ্বংসের পর জুনার আর তাহার পূর্ব্বসৌন্দর্য্যে ভূষিত হইতে পারে নাই।

এখানকার মুসলমান অধিবাসিদিগের মধ্যে সৈয়দ, পীর-জাদা এবং বেগ এই তিন বংশ প্রধান। মহরমকালে ইহারা অতিশয় উদ্ধত হইয়া উঠে। কাগজী নামক মুসলমান সম্প্র-দায় জুনারের কাগজ প্রস্তুত করে।

জুনারের মুসলমানগণ অতিশয় কলহপ্রিয় ও দুর্দ্দান্ত।

এখানে শিয়া ও সুন্নী উভয় শ্রেণীর মুসলমান বাস করে। দাক্ষিণাত্যে জুনার ইস্‌লামধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এখানকার মুসলমানগণ যে মত প্রচলিত করেন, সকল মুসলমানই তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জুনারে প্রাচীন সিংহবংশীয় রাজাদিগের অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

এখানে ১৪০টী পর্ব্বতগুহা আছে এবং সেগুলি ছয়টী বিভাগে বিভক্ত।

সহরের দুই মাইল পূর্ব্বে আফিজবাগ নামক উদ্যান। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, হাবসি হইতে আফিজ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। জুনার কিছুদিন আহ্মদনগর রাজ্যের রাজধানী ছিল, কিন্তু অসুবিধা হওয়ায় শেষে আহ্মদ-নগরেই রাজধানী স্থাপিত করা হয়।

জুনিদ খাঁ, সম্রাট্ অকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ দায়ুদ খাঁ নামক জনৈক পাঠানবংশীয় নরপতির শাসনাধীন ছিল। তিনি বিদ্রোহী হইলে সম্রাট্ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য মুনিম খাঁর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। দায়ুদখাঁ কয়েকটী যুদ্ধের পর রিনকেসারি নামক স্থানে পলায়ন করেন। সম্রাটের সেনাপতি রাজা টোডরমল তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া শুনিলেন, দায়ুদ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন এবং জুনিদ খাঁ* বহুসংখ্যক অনুচর সমভিব্যাহারে দায়ুদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছেন।

মুনিম খাঁর নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইলে তিনি টোডরমলের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। রাজা টোডরমল আবুলকাশিমের অধীনে ক্ষুদ্র একদল সৈন্য জুনিদ খাঁর গতিরোধ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। জুনিদ খাঁ অতিশয় সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। সামান্য যুদ্ধের পরেই সম্রাট্সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। রাজা টোডরমল তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য লইয়া জুনিদ খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। জুনিদের অধীনস্থ পাঠানগণ টোডরমলের বহুসংখ্যক সৈন্য দর্শনে ভীত হইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল ও পর দিন জুনিদের সহিত তাহারা দায়ুদ খাঁর সহিত মিলিত হইল। কিন্তু দায়ুদ খাঁ কয়েকটী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন ও অবশেষে সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট্ হুসেনকুলি খাঁকে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এদিকে দায়ুদ খাঁ আবার বিদ্রোহী হইলেন।

রাজমহলের নিকট যে যুদ্ধ হইল তাহাতে দায়ুদ খাঁ কররাণী বন্দী হইলেন। এই যুদ্ধে জুনিদ খাঁ বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু মোগলসৈন্য-নিক্ষিপ্ত একটী গোলার আঘাতে তিনি সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইলেন এবং ইহাতেই ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

জুপি (দেশজ) একপ্রকার ঘাস।

জুফা (দেশজ) ঔষধার্থ ব্যবহৃত একপ্রকার গাছ।

জুবড়ন (দেশজ) কোন তরল দ্রব্যে ডুবান।

জুবা, ছোটনাগপুর বিভাগে সরগুজা রাজ্যের অন্তর্গত একটী পরিত্যক্ত দুর্গ। মানপুরপল্লি হইতে দুইমাইল দক্ষিণপূর্ব্বকোণে একটী পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। দুর্গটীর পাদদেশে একটী গভীর গিরিদরী আছে। এখানকার জঙ্গলের মধ্যে স্থানে স্থানে পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্বংসাবশেষের উপর অনেক বৃক্ষ গুল্মাদি জন্মিয়াছে। মন্দির গুলিতে নানাবিধ খোদিত মূর্ত্তি ও লিঙ্গশোভিত ছিল।

জুম, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের এক প্রকার কৃষিকার্য্য। যে সকল পার্ব্বত্যজাতি প্রধানতঃ এইরূপ কৃষি করে, উহাদিগকে জুমিয়া এবং মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে পোড়া ও দাহন ইত্যাদি বলে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রায় সকল জাতিই এই প্রণালীতে শস্যাদির চাস করে।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে জুমিয়াগণ পর্ব্বতপার্শ্বে একখণ্ড জঙ্গল বাছিয়া লয়। ঐ সকল জঙ্গল সচরাচর অতিশয় নিবিড় ও দুর্গম। জুমিয়ারা কঠিন পরিশ্রম করিয়া জঙ্গল কাটিতে থাকে। জঙ্গল কাটা হইলে কিছুদিন শুকাইবার জন্য ফেলিয়া রাখে। পরে একদিন আগুন লাগাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য, সেই আগুনে তথাকার বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগুলি ব্যতীত আর সকলই ভস্মসাৎ হয়। নীচে ৩।৪ অঙ্গুলি মৃত্তিকা পর্য্যন্ত পুড়িয়া যায়। ভস্মাদি সেই স্থানেই পড়িয়া থাকে। এইরূপ করিলে দগ্ধভূমির উর্ব্বরতা বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়। আবার যদি বাঁশের জঙ্গল হয়, তবে উহার ভস্ম জমির উৎপাদিকাশক্তি আরও বর্দ্ধিত করে। সময় সময় সেই অগ্নি অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠে, তাহাতে হয়ত গ্রামাদি একবারে নষ্ট হইয়া যায়।

বন দগ্ধ হইলে অবশিষ্ট অর্দ্ধ দগ্ধ কাষ্ঠাদি সরাইয়া তদ্দারা একটী বেড়া প্রস্তুত করে। ইহার পর জুমিয়াগণ গ্রামে চলিয়া আসিয়া বর্ষার প্রতীক্ষা করিতে থাকে এবং যেমন নীল নভোমণ্ডলে তড়িত-বিজড়িত নবজলধরপটল গম্ভীর নির্ঘোষে বর্ষার আগমন ঘোষণা করে, অমনি জুমিয়াগণ দলে দলে স্ত্রী পুত্র কন্যাদি সহ নিজ নিজ জুম ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহারা প্রত্যেকে হস্তে এক একখানি দা বা কাস্তিয়া এবং কোমরে ধান্য, বজরা, কার্পাস, লাউ, কুমড়া, তরমুজ প্রভৃতির এক এক থলি বীজ বাঁধা থাকে। জমিতে লাঙ্গল বা কোদাল কিছুই দিতে হয় না, কাস্তিয়া দ্বারা ৬।৭ অঙ্গুলি গর্ত্ত করিয়া উহাতে এক এক মুটা সকল রকম বীজ ফেলিয়া মাটি চাপা দেয়। ইহার পরই যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বীজ হইতে অতি শীঘ্র গাছ জন্মে এবং জুমিয়াদিগকে পরিশ্রমোচিত শস্য প্রদান করে। বলা বাহুল্য রীতিমত উৎপন্ন হইলে ইহারা যে পরিশ্রমে দুই টাকা উপার্জ্জন করে, সমতলের কৃষকগণকে এক টাকা উপার্জ্জন করিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কষ্ট পাইতে হয়।

---

* টেলর-প্রমুখ ইতিহাস লেখকগণ বলেন, জুনিদ খাঁ দায়ুদ খাঁর পুত্র; আবার ষ্টুয়ার্ট সাহেব স্বপ্রণীত বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন জুনিদ খাঁ দায়ুদ খাঁর ভ্রাতা।

বীজ অঙ্কুরিত হইবামাত্র জুমিয়াগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শস্যক্ষেত্রের নিকট কুটীর বাঁধিয়া বাস করে এবং বন্য জন্তু প্রভৃতির উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষা করে। সর্ব্ব প্রথমেই শ্রাবণ মাসে যেমন বাজরা পাকিয়া উঠে, অমনি সংগৃহীত হয়। তাহার পর নানাবিধ তরকারী ফল শাকাদি জন্মে। শেষে ধান্য ও অন্যান্য শস্য পাকে। সর্ব্বশেষে কার্ত্তিকমাসে তূলা জন্মে। শস্যাদি ক্ষেত্রেই মাড়িয়া গ্রামে লইয়া যায়। এই জুম চাসে ১২ বিঘা জমিতে ৪৫ মণ ধান্য, ১২ মণ কার্পাস, ইহা ভিন্ন বাজরা, তরকারী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

জুম ক্ষেত্র সচরাচর একত্র অনেকগুলি থাকে। কৃষিকার্য্যের সময় প্রতিবেশী জুমিয়াগণ পরস্পর পরস্পরের ক্ষেত্রে খাটিয়া দেয়। একস্থানে একটী মাত্র জুম অতি বিরল।

সম্প্রতি গবর্মেণ্ট অরণ্যরক্ষায় মনোনিবেশ করায় জুমিয়াগণকে জুমপ্রথা ছাড়িতে হইতেছে। এখন কেহ কেহ লাঙ্গল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জুমৃখাঁ, বোম্বাই প্রদেশে গুজরাটের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র করদ রাজ্য। এই রাজ্যের পরিমাণ এক বর্গমাইল; আয় প্রায় ১১০০৲ টাকা। জুমখার রাজা বরিয়বিছরসিংহ। ইনি বরদার গাইকবাড়কে কর দিয়া থাকেন।

জুমরনন্দি, রাঢ়বাসী একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ। ইনি সংক্ষিপ্তসারের সংস্কার এবং ধাতুপারায়ণ নামে একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জুমল্ (আরবী) মোট, সমগ্র।

জুমিয়ামগ, চট্টগ্রামের পর্ব্বতবাসী মগজাতি। ইহাদিগকে থিংথা বা থংথা কহিয়া থাকে। ইহাদিগের আরও একটী নাম খিয়োঙ্গথা অর্থাৎ নদী-তনয়। এই জাতি ১৫শ সম্প্রদায়ে বিভক্ত; ঐ সকল বিভাগ অধিকাংশই ইহাদের বাসস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী নদী সকলের নামানুসারে হইয়াছে।

ইহারা সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে রোজা অর্থাৎ গ্রামমণ্ডলের অধীনে বাস করে। সেই রোজা রাজস্বাদি আদায় করেন। কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণস্থ জুমিয়াগণ সঙ্গুতীরবর্ত্তী বন্দারবন-নিবাসী বোহ্-সং নামক জনৈক সর্দ্দারের অধীন। ঐ নদীর উত্তরপ্রদেশবাসিগণ মংরাজাকে আপনাদিগের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করে। নিয়মিত রাজস্ব ব্যতীত বয়স্থ জুমিয়াগণ সর্দ্দারের আদেশানুসারে বৎসরে তিনদিন বিনা বেতনে তাহার কাজ করিয়া দেয়। ইহা ভিন্ন সর্দ্দার ক্ষেত্রজাত সর্ব্বপ্রথম ফল ও শস্যাদির নজর পাইয়া থাকেন। রোজাগণ যে কেবল খাজনা আদায় করেন, তাহা নহে, জুমিয়া সমাজে তাহাদের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে।

জুমিয়াদের শারীরিক আকৃতি রখেয়াং (রসাঙ্গ) মগদিগের মত। উভয়েই মোঙ্গলীয় আকৃতির আভাস পাওয়া যায়। গঠন খর্ব্ব, মুখমণ্ডল প্রশস্ত ও চেপ্টা, গণ্ডাস্থি উচ্চ, নাসিকা চেপ্টা, এবং চক্ষু ঈষৎ বক্র। ইহাদের শ্মশ্রু বা গুম্ফ কিছুই নাই।

ইহাদের পরিচ্ছদ আড়ম্বরশূন্য, পুরুষগণ স্ব স্ব গৃহজাত ধুতি ও একটী কোর্ত্তা পরিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্তগণ রেসম কিম্বা উৎকৃষ্ট সূত্রবস্ত্র পরিধান করে। ইহারা হিন্দুস্থানীদিগের মত মাথায় পাগড়ী পরে, কিন্তু তাহা মাথায় দিবার ধরণ সম্পূর্ণ পৃথক্। সচরাচর জুতা ব্যবহার করে না। স্ত্রীলোকেরা প্রায় আধ হাত চৌড়া একখণ্ড কাপড়ে বক্ষ বাঁধিয়া রাখে এবং একটা অঙ্গরাখা গায়ে দেয়। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই স্বর্ণরৌপ্যের মাকড়ী, বলয়, তাড় প্রভৃতি পরিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা কর্ণে ধুতুরাফুলের মত একরূপ অলঙ্কার পরে। তাহাতে ফুল গুঁজিয়া রাখে। প্রবালের কণ্ঠহার ইহাদের বিশেষ আদরণীয়।

কেহ কেহ বলেন, জুমিয়াদিগের দাম্পত্যপ্রেম অত্যন্ত অধিক। বিবাহের পর হইতে স্বামী-স্ত্রী কখন ছাড়াছাড়ি হয় না, অথচ প্রেম ও আদর সমান থাকে।

ইহারা মৃতের অগ্নিসংকার করে। কেহ মরিলে আত্মীয়গণ সমবেত হইয়া কেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রপাঠ করিতে থাকে, কেহ বা কাষ্ঠাদি বহন ও শবযান প্রস্তুত করে। এই সকল কার্য্যে প্রায় ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তৎপরে আত্মীয়গণ শ্মশানে শব লইয়া আসে। অগ্রে অগ্রে যাজক ও অন্যান্য ব্যক্তি গমন করে, পশ্চাতে আত্মীয়গণ শব ও নূতন বস্ত্রাদি লইয়া যায়। মৃত ব্যক্তি ধনবান্ হইলে তাঁহার দেহ গাড়ী করিয়া আনা হয়। স্ত্রীলোকের চিতায় চারি থাক এবং পুরুষের চিতায় তিন থাক কাষ্ঠ দেওয়া হয়। জুমিয়ারা শবদাহ হইলে ভস্ম লইয়া যত্নপূর্ব্বক একত্র করিয়া একস্থানে প্রোথিত এবং তদুপরি একটী পতাকাযুক্ত বংশ পুতিয়া রাখে।

জুমিয়াদিগের ভাষা আরকানী। ইহাদের লিখিবার অক্ষর ব্রহ্মবাসিদিগের ন্যায়।

জুমিয়াগণ হিন্দুদিগের নিকট অতি নীচ বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের কোনপ্রকার খাদ্য বিচার নাই—গোরু, শূকর, মুর্গী, সকল রকম মাছ, ইন্দুর, কৃকলাস, সাপ, অনেক রকম কীট কিছুই বাদ যায় না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মদ্য পান করে। আবার ইহাদেরও জাত্যভিমান আছে, ইহারা কোন মগধীবর, বা মালো ধীবরের হুঁকা পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। ইহারা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগকে পবিত্র বলিয়া মান্য করে এবং তাহাদের বাড়ী জল খাইয়া থাকে।

জুমিয়াগণ প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহাদের কৃষিকার্য্য অতি বিচিত্র এবং পার্ব্বত্য-প্রদেশের উপযুক্ত। [জুম দেখ।] কৃষিকার্য্য ব্যতীত ইহারা অরণ্য হইতে বন্য কদলী ও অন্যান্য বহুপ্রকার ফলমূল পাইয়া থাকে। ইহারা নদীতীরে তামাকের চাসও করিয়া থাকে। কৃষিকার্য্য ভিন্ন প্রত্যেক জুমিয়া জঙ্গলে কাঠ কাটিয়াও কিছু উপার্জ্জন করে। ইহাদের অবস্থা সাধারণতঃ বেশ স্বচ্ছল। সহজে কাহাকেও অন্ন কষ্ট পাইতে হয় না। কেন না ইহাদের বিলাসিতা নাই। বাঙ্গালী ব্যবসাদারগণ জুমিয়াদের নিকট যাইয়া পণ্য বিনিময় করে।

[খেয়োঙ্গ্থা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জুয়াঙ্গ (পাতুয়া) সিংহভূমের দক্ষিণস্থ উড়িষ্যার কেঁওঝর ও ও ঢেঁকানলবাসী অসভ্য বন্য জাতি। ইহাদের ভাষা দেখিয়া অনুমান হয়, জুয়াঙ্গগণ কোল জাতিরই কোন শাখা হইবে। ঐ ভাষা অনেকাংশে খরিয়াদিগের ন্যায়, তবে উহাতে বহু-সংখ্যক উড়িয়া ও অন্যান্য শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে।

ইহাদের শরীরায়তন ওরাওন্‌দিগের ন্যায় হ্রস্ব। পুরুষগণ গড়ে ৫ ফিট্ এবং স্ত্রীগণ ৪ ফিট্ ৮ ইঞ্চির অধিক উচ্চ নহে। ইহাদের মুখমণ্ডল চেপ্টা, গণ্ডাস্থি উচ্চ, ললাট অপ্রসর অনুন্নত ও নাসিকা হইতে উচ্চ, নাসিকা বৃহৎ রন্ধ্রবিশিষ্ট, মুখ-বিবর বৃহৎ, ওষ্ঠাধর স্থূল এবং হনু ও নিম্ন দন্তপংক্তি হ্রস্ব। ইহাদের কেশ বিশ্রী ও সাধারণতঃ কপিশবর্ণ, গায়ের রঙ্ উড়িয়া চাসাদিগের মত। সিংহভূমবাসী হো-রমণীগণ জুয়াঙ্গ রমণীগণের তুলনায় অনেক বড়। হো পুরুষগণও জুয়াঙ্গ পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘাকার। জুয়াঙ্গগণের পুরুষানুক্রমে ভার-বহনই খর্ব্ব হইবার কারণ হইতে পারে। হোগণ সহজে ভারবহন করিতে চায়না।

জুয়াঙ্গ-রমণীগণ মুণ্ডা ও খরিয়াদিগের ন্যায় ললাট ও নাসিকায় তিনটী তিনটী দাগ দিয়া উল্‌খী পরে এবং জুয়াঙ্গগণ খরিয়াদিগের ন্যায় উই-ঢিবিকে দেবতা বলিয়া মান্য করে। ইহাতে অনুমান হয়, জুয়াঙ্গগণ খরিয়া, মুণ্ডা প্রভৃতির সমজাতীয় হইবে। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি এখনও ঠিক হয় না।

জুয়াঙ্গগণ বলে, কেঁওঝড়ই তাহাদের আদিম বাসস্থান। একদা স্বর্গীয় দেবগণ গুপ্তগঙ্গা নামক পর্ব্বতে পত্রপরিবৃতা মানব-কুমারীগণের সহিত বিহার করেন। ঐ কুমারীগণের গর্ভে দেব ঔরসে জুয়াঙ্গগণ জন্মগ্রহণ করে। গোনাশিকা গ্রামে ইহাদের প্রধান আড্ডা, এখানে বহুসংখ্যক জুয়াঙ্গ বাস করে।

ইহাদের বাসগৃহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর মাত্র। সাধারণতঃ দীর্ঘে ৮ ফিট্ ও প্রস্থে ৬ ফিট্, উহা আবার ভাণ্ডার ও শয়নাগার এই দুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। গৃহস্বামী স্ত্রী ও কন্যাগণ সহ শয়ন-ঘরে নিদ্রা যায়। গ্রামের সমস্ত বালক গ্রামের এক প্রান্তস্থিত এক সাধারণ গৃহে একত্র থাকে। এই গৃহেরই একাংশ অভ্যাগতাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

অনেকে বলেন, জুয়াঙ্গদিগের ন্যায় বন্য ও অসভ্য জাতি ভারতবর্ষে আর নাই। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে ইহারা লৌহাদি কোন ধাতুরই ব্যবহার জানিত না এবং কৃষিকার্য্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া মৃগয়ালব্ধ মাংস ও অনায়াসলব্ধ বন্য ফলমূলে জীবনধারণ করিত। ইহারা প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রাদি ব্যবহার করিত। অদ্যাপি উহাদের বাসভূমে ঐ সকল অস্ত্রাদির নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, সম্প্রতি ইংরাজ রাজত্বে ইহারা লৌহাদির ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছে এবং কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে কেহই লৌহ প্রস্তুত করিতে বা কোন প্রকার মৃণ্ময়পাত্র কিম্বা বস্ত্রবয়ন করিতে জানে না।

ইহারা এক গ্রামে সর্ব্বদা বাস করে না, প্রায়ই কৃষি-কার্য্যের সময় প্রত্যেকে নিজ নিজ জমির নিকট গিয়া বাস করে। ইহাদের কৃষিপদ্ধতি খরিয়াদিগের ন্যায়। বৎসরের অধিক সময়েই বন্য ফলমূলাদির উপর নির্ভর করিতে হয়। কৃষিলব্ধ শস্যে অতি অল্পদিনই চলিয়া থাকে। কর্ণেল ডাল্টন সাহেব বলেন, বাস্তবিক উহা-দিগের অবস্থা তত মন্দ নহে। অতিরিক্ত পানদোষেই ঐরূপ দুর্গতি ঘটে। ইহারা জমির খাজনা দেয় না, তাহার পরিবর্ত্তে রাজার গৃহাদি মেরামত করিয়া দেয়, ভারাদি বহন করে এবং রাজা মৃগয়ায় বাহির হইলে জঙ্গলে তাড়া দিয়া শিকার বাহির করে। ঢেঁকানলের রাজার আদেশে ইহারা গোহত্যা করেনা। তদ্ভিন্ন সকল প্রকার প্রাণীরই মাংস খায়। এমন কি ইন্দুর, বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লূক, ভেক ও সর্পাদি ইহা-দের খাদ্য। জঙ্গলে নানারূপ উদ্ভিদ্ জন্মে, ঐ সকল হইতে ইহারা অনায়াসে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকারক খাদ্য বাছিয়া লইতে পারে, বিষাক্ত অনিষ্টকর গুল্মাদি ভ্রমক্রমে ভক্ষণ করে না। শিকারে ইহাদের অতিশয় নৈপুণ্য; কোন শিকার পলাইলে তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেও শুষ্কপত্রাদির উপর চিহ্ন ধরিয়া গমন-পথ বাহির করিয়া যাইতে পারে। ধনুতে ইহাদের সন্ধান অব্যর্থ। ৮০ গজ দূরস্থ একটী ক্ষুদ্র লক্ষ্য ইহারা অবলীলাক্রমে বিদ্ধ করিতে পারে। ধাবমান শশক বা উড্ডীয়মান পক্ষী বিদ্ধ করা ইহাদের বিবেচনায় বড় বেশীকাজ নহে। ইহাদের বংশনির্ম্মিত ধনুর এমনই তেজ যে, প্রক্ষিপ্ত তীর বন্য মৃগ বা শূকর ভেদ

করিয়া অপরদিকে বাহির হইয়া যায়। শিকারে এইরূপ পটু হইলেও ইহারা বৃহৎ শ্বাপদ সকলের নিকটবর্ত্তী হয় না, ব্যাঘ্রকে ইহারা বড় ভয় করে। ইহাদের খাদ্য দেখিয়া অতি নিকৃষ্ট বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু জুয়াঙ্গ পুরুষগণ বেশ হৃষ্টপুষ্ট, তবে স্ত্রীদিগের আকৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। ইহারা তীব্র সুরা পান করিতে বড় ভালবাসে, আয়ের অধিকাংশই এই সুরাপানেই ব্যয় করে। ইহারা কোলদিগের ন্যায় চাউল বা মহুল হইতে মদ্য প্রস্তুত করিতে জানে না, সুতরাং সমস্তই ক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

জুয়াঙ্গ পুরুষগণ পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য বন্যজাতির ন্যায় কৌপীন পরিধান করে। ১৮৭১ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ত্রীগণ কটিতটে সম্মুখে ও পশ্চাৎভাগে কেবলমাত্র গুচ্ছবদ্ধ পত্র-বিলম্বিত করিয়া লজ্জা নিবারণ করিত। বল্কলরজ্জুগ্রথিত মৃণ্ময়-গুটিকার মালা ২০।৩০ ফের দিয়া ঐ সকল বৃক্ষ-পল্লব কোমরে বাঁধা থাকিত, তদনুসারেই ইহাদিগের নাম পাতুয়া অর্থাৎ পত্রপরিহিত জাতি হইয়াছে। এই সকল পত্র-বসন লঘু এবং জুয়াঙ্গ রমণীগণের নৃত্যকালে সহজেই স্থানভ্রষ্ট হইয়া অনেক সময় দর্শকদিগের সম্মুখে নগ্না জুয়াঙ্গ-যুবতী মূর্ত্তি প্রদর্শিত হয়। ইহা বিজাতীয়দিগের চক্ষে কুরুচিপূর্ণ হইলেও জুয়াঙ্গগণ সেরূপ মনে করে না। নৃত্যকালে পুরুষগণ মাদোল ও নাগরা বাজাইতে থাকে এবং রমণীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া সম্মুখে হেলিয়া তালে তালে নৃত্য করে। নৃত্যকালে এক বারে ২০।২৫জন জুয়াঙ্গরমণীর পত্রপুচ্ছের ঝটিতি উত্থান পতন বড়ই হাস্যোদ্দীপক। ইহারা কণ্ঠদেশে কাচের মালা কএক-ফের দিয়া পরিধান করে, সম্মুখে হেলিয়া নৃত্য করিবার কালে ঐ মালা ভূমি স্পর্শ করে, তখন ইহারা বামহস্ত দিয়া মালার অগ্রভাগ ধরিয়া থাকে। পত্র-বসন বিষয়ে ইহারা বলে এক সময় ইহাদের অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি ছিল, পাছে ঐ সকল ময়লা হয়, এই আশঙ্কায় ইহারা গোশালা পরিষ্কার ও অন্যান্য কার্য্যকালে উৎকৃষ্ট বস্ত্রগুলি খুলিয়া রাখিয়া এইরূপ পত্র পরিত। একদিন এক ঠাকুরাণী, কাহারও কাহারও মতে সীতাঠাকুরাণী আসিয়া তাহাদিগকে এই বেশে দেখিতে পান, এবং এই বলিয়া শাপ দেন, যে তোরা চিরকাল এইরূপ পত্র পরিবি, ইহা ছাড়িয়া বস্ত্র পরিলেই তোদের প্রাণ যাইবে।

আবার কেহ কেহ বলে, একদা বৈতরণী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গোনাসিকা পর্ব্বত হইতে সহসা আবির্ভূত হইয়া একদল তাণ্ডবময় নগ্ন জুয়াঙ্গ দেখিতে পান এবং তাহাদিগকে সেইস্থানেই তৎক্ষণাৎ পত্র দ্বারা লজ্জা রক্ষা করিতে আদেশ দিয়া অভিশাপ করেন, "তোরা চিরকাল ঐ পরিচ্ছদ পরিবি, ইহার অন্যথা করিলেই মৃত্যু ঘটিবে।"

বরাবর জুয়াঙ্গ রমণীগণ ঐ আজ্ঞা পালন করিয়া আসিতে ছিল। পরে ১৮৭১ খৃঃ অব্দে কেঁওঝড় রাজ্যের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এফ্ জে জনষ্টন্ সাহেব জুয়াঙ্গ রমণীগণকে স্বয়ং বস্ত্র প্রদান করিয়া পরিতে আদেশ করেন এবং ঐ শাপ মোচন করেন। এখন ইহারা কাপড় পরিতে শিখিয়াছে, পিতলের তাড়, বলয় ও কর্ণভূষণাদি পরিধান করে। ঐ সকল অলঙ্কার জুয়াঙ্গরমণীদিগের অতি প্রিয়।

জুয়াঙ্গদিগের মধ্যে জাতিবিভাগ নাই, তবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। সকলেরই মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি হয়, কিন্তু কেহ নিজ শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারে না। অতি নিকট সম্পর্কীয় হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ। পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদির নামে ইহাদের শ্রেণী সকলের নাম হইয়াছে।

কন্যা বয়স্থা না হইলে ইহারা সচরাচর বিবাহ দেয় না। বিবাহের পূর্ব্বেই বরকন্যার একত্র সহবাস করিতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই। বিবাহপ্রথা অতি সহজ। কোন যুবা কোন কামিনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার পিতার নিকট কয়েক জন বন্ধু বান্ধবকে প্রেরণ করে। তাহাদের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইলে বিবাহ দিন স্থির হয় এবং বর পণ স্বরূপ কন্যার পিতার নিকট একগাড়ী ধান পাঠাইয়া দেয়। বিবাহ দিবসে কন্যা বরের বাড়ীতে আনীত হয় এবং তথায় তাহাকে নূতন পিত্তলের অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া যথারীতি বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহে পুরোহিত প্রয়োজন হয় না, তবে অনেক সময় গ্রামের ঢেড়ী আসিয়া নব দম্পতির মঙ্গলার্থ উহাদের মস্তকে তণ্ডুল ও হরিদ্রা দিয়া আশীর্ব্বাদ করে। বিবাহের পর আত্মীয় কুটুম্বের ভোজ দেয়। পরদিবস প্রাতে প্রত্যেককে তণ্ডুল ও ধান্য দিয়া বিদায় করে। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু সচরাচর প্রথমা স্ত্রী অসতী বা বন্ধ্যা না হইলে জুয়াঙ্গগণ দ্বিতীয় বিবাহ করে না। স্বামী মরিলে বিধবা দেবরকে সাঙ্গা করিতে পারে, তবে বাধ্য-বাধকতা নাই। অন্য স্বামীগ্রহণ করিতে হইলে এক বৎসর অপেক্ষার প্রয়োজন। এরূপ সাঙ্গায় বর কেবলমাত্র কন্যাকে একসাট পিতলের গহনা ও নূতন কাপড় দেয় এবং বন্ধু বান্ধবকে ভোজন করায়। স্ত্রী অসচ্চরিত্রা হইলে ইহারা পঞ্চায়েত ডাকিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। অনেকে কোন দোষ না পাইলেও স্ত্রী পরিত্যাগ করে, এরূপ স্থলে কন্যার পিতাকে একটী গাভী ও কিছু টাকা দিতে হয়। পরিত্যক্তা স্ত্রী পিতৃগৃহে বাস করে এবং বিধবার ন্যায় পুনরায়

অন্ত স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। সম্প্রতি অনেক জুয়াঙ্গ হিন্দুদিগের অনুকরণে বাল্যবিবাহ প্রচলিত করিতেছে।

ইহাদের ভাষায় ঈশ্বর, স্বর্গ ও নরকের নাম নাই। ইহারা অনেক কল্পিত দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। যথা—বরাম অর্থাৎ বনদেবতা, থানপতি গ্রামদেব, মাসিমুলী, কালা পাট, বাশুলী এবং বসুমতী অর্থাৎ পৃথিবী। ঐ সকল দেবতার উদ্দেশে ইহারা ছাগ, মহিষ, মুরগী, দুগ্ধ ইত্যাদির নৈবেদ্য প্রদান করে।

ইহারা মৃতের অগ্নিসংকার করে। শবকে দক্ষিণশিয়রে চিতার উপর রাখে। চিতাভস্ম নদীতে ফেলিয়া আসে। কার্ত্তিকমাসে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিণ্ড দেয়।

ইহাদের নাচে একটু জাতীয় বিশেষত্ব আছে। ঐ নাচ কতকটা সাঁওতাল ও কোলদিগের মত। ইহারা কপোত, কুকুর, বিড়াল, শকুনি, ভল্লুক প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া অনেক প্রকার অঙ্গভঙ্গিসহ নৃত্য করে। ঐ প্রকার নৃত্য দেখিতে বড়ই কৌতুকজনক, অনেক আবার অতি অশ্লীল।

ভূঁইয়াগণ জুয়াঙ্গদিগকে ঘৃণা করে। জুয়াঙ্গগণ ভূঁইয়াদিগের পাক করা অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করে, কিন্তু ভূঁইয়াগণ ইহাদের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত খায় না। ইহারা সম্প্রতি হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই ইহারা জনসমাজে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থান অধিকার করিবে।

জুয়ার (হিন্দী) জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্র হইতে আগত জলস্রোত।

জুয়ার (জোয়ার) পশ্চিম ও উত্তর ভারতের প্রধান একপ্রকার শস্য। এই শস্য উৎপাদন করিতে হইলে আষাঢ়মাসের প্রায় মধ্যভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে জমী বিভক্ত করিয়া লইয়া যাহাতে মাটির নীচে ৩।৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত জল প্রবেশ করিতে পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। জমী উত্তমরূপ শুকাইলে বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়, তৎপরে জমী চাস করিতে হয়। যাহাতে বীজগুলি সম্পূর্নরূপে মাটির নীচে যায় এবং পাখী প্রভৃতি সেগুলি খাইয়া ফেলিতে না পারে, তজ্জন্য কখন কখন মই দেওয়া হইয়া থাকে। পরে আবার জমীতে ছোট বাঁধ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া আবশ্যক মত জলসিঞ্চন করা হয়। মাটি যাহাতে ভিজা থাকে, সর্ব্বদাই তাহার জন্য সতর্কতা আবশ্যক। সাধারণতঃ যে মাসে বীজ বপন করা যায়, সেই মাসে জমীতে দুইবার জল দেওয়া হয়; তাহার পর তিন সপ্তাহ অন্তর একবার জল সিঞ্চন করা হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত জুয়ার বড় হইয়া কাটিবার উপযুক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত জল দিতে হয়।

বাজরা শস্যের জমীতেও জলসিঞ্চন করিতে হয়, কিন্তু জুয়ারের জমীতে অপেক্ষাকৃত অধিক জল আবশ্যক। জুয়ার বীজের জমীতে একটু নিড়ানি প্রয়োজন।

জুরি, (ইংরাজী Jury, লাটিন 'জুরেটা' Jurata) (অর্থাৎ শপথ কথা হইতে জুরিকথার উৎপত্তি হইয়াছে।) জুরি বলিতে অভিযোগ সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান করিবার অথবা কোন বিষয় মীমাংসা করিবার যাহাদিগের ক্ষমতা আছে এবং নিজ কর্ত্তব্যকার্য্য ন্যায়পূর্ব্বক পালন করিতে যাহারা শপথ করিয়াছেন, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি ব্যক্তিকে বুঝায়।

বিচারকার্য্যে জুরি (সভ্য) বিচারকের সহায়স্বরূপ। বিচারক সমস্ত কথা অনুধাবন করিতে না পারিয়া হয়ত অন্যায় বিচার করিতে পারেন; বাদী প্রতিবাদীর সমস্ত কথার প্রতি লক্ষ্য না রাখিতে পারিয়া হয়ত অভিযোগের সমস্ত বিষয় আলোচনা করিতে না পারেন; হয়ত সময় সময় বিশেষ কারণবশতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায় বিচার করিতে পারেন। যাহাতে পূর্ব্বোক্ত কোনরূপ দোষ না ঘটে এবং বিচারক সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে পারেন, জুরিগণ তাহারই সহায়তা করেন।

ইংলণ্ডদেশে কোন্ সময় জুরি-বিচার-প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, আংগ্লো সাক্সনদিগের (Anglo saxon) সময় হইতে এই প্রথা আরম্ভ হইয়াছে; আবার কেহ কেহ বলেন, নর্ম্মাণগণ (Normans) ইংলণ্ডে এই বিচার প্রথার সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, দ্বিতীয় হেন্‌রির রাজত্বের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে জুরি বিচার-প্রথা সম্পূর্নরূপে ও সর্ব্বাঙ্গীনরূপে প্রচলিত হয় নাই। প্রথম প্রথম জুরি বিচার দ্বারা প্রকৃত অভিযোগের তথ্য নির্দ্ধারিত হইত এবং সপ্তম হেন্‌রির রাজত্বকাল পর্য্যন্ত জুরির বিচার সাক্ষীর বিচারের নামান্তরস্বরূপ ছিল।

অভিযোগ শুনিবার পূর্ব্বে জুরিদিগকে শপথ করিতে হয়। সপ্তম হেন্‌রির সময় পর্য্যন্ত জুরিগণ সত্যকথা বলিবেন বলিয়া শপথ করিতেন; সাক্ষ্য অনুসারে উচিত অভিমত (Verdict) প্রকাশ করিবেন, এরূপ কোন বাক্যের উল্লেখ করিতেন না। বিচারালয়ে জুরি প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজকার্য্যসম্বন্ধীয় কোন বিশেষ অনুসন্ধান জন্য জুরিপ্রথা প্রচলিত ছিল। আজকাল দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মোকদ্দমায় জুরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক একটী জুরিতে ১২ জন করিয়া সভ্য নির্ব্বাচিত হয় এবং সকলকেই সাক্ষ্য অনুসারে মোকদ্দমার তথ্য ও মর্ম্ম প্রকাশ করিবেন বলিয়া শপথ করিতে হয়। সাধারণ বিচারালয়ে তিন প্রকার জুরির ব্যবহার হইয়া থাকে; যথা গ্রাণ্ড (Grand)

অর্থাৎ প্রধান জুরি, পেটি (Petty) অর্থাৎ ক্ষুদ্র জুরি, ইহাকে (Common) অর্থাৎ সাধারণ জুরিও কহিয়া থাকে এবং স্পেসাল (Special) অর্থাৎ বিশিষ্ট জুরি। সচরাচর ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচারকালে প্রধান জুরি গঠিত হয়। ২৬ বৎসরের অল্পবয়স্ক কোন ব্যক্তি জুরির আসন পাইতে পারে না এবং ৬০ বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিকেও সাধারণতঃ জুরিতে বসান হয় না।

ইংলণ্ডদেশে যাহার বার্ষিক ১০০৲ টাকা আয়ের কোন সম্পত্তি থাকে, অথবা ২০০৲ টাকা আয়ের কোন সম্পত্তি-অধিকারের ২১ বৎসর অথবা তদূর্দ্ধকালের জন্য পাটা থাকে, অথবা ১৫টী অথবা অধিক বাতায়নবিশিষ্ট আবাসগৃহ থাকে, তিনিই জুরির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। লণ্ডন-নগরে আবাসগৃহ, দোকান এবং ব্যবসায় স্থলের স্বত্বাধিকারী ও বার্ষিক ১০০০৲ টাকা আয়শীল যে কোন ব্যক্তি জুরি হইতে পারেন। বিচারক, পাদরী, রোমানকাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত যাজক, ব্যবহারোপজীব, ঔষধবিক্রেতা, নৌ-সেনানী, ভৃত্য, সেরিফের কর্ম্মচারী ও কনষ্টেবল প্রভৃতি জুরির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারে না।

প্রত্যেক গির্জ্জার অধ্যক্ষগণ সেই গির্জ্জার অন্তর্ভুক্ত জুরি হইবার উপযুক্ত লোকদিগের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া সেপ্টেম্বর মাসের (ভাদ্র—আশ্বিন) প্রথম তিন রবিবারে গির্জ্জার দরজায় টাঙাইয়া দেন। এই তালিকায় কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে শান্তিরক্ষক বিচারকগণ (Justice of peace) তাহা মীমাংসা করিয়া তালিকায় নাম স্বাক্ষর করেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

তালিকায় নাম স্বাক্ষর করা হইলে কেরাণীগণ ডাকযোগে তাহা সেরিফের কেরাণীর নিকট প্রেরণ করে এবং নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে লেখা হইলে সেরিফের নিকট প্রদত্ত হয়। নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে যাহাদের নাম লেখা হয়, পরবর্ত্তী বৎসরে তাহারাই জুরি নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ১লা জানুয়ারী হইতে এই তালিকানুসারে কার্য্য আরম্ভ হয়।

যাহারা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও গণ্যমান্য ব্যবসায়ী তাহাদিগের নাম এক ভিন্ন তালিকায় লিখিত হয়। সেরিফ এই তালিকা বাছিয়া বাছিয়া বিশিষ্ট জুরির (Special Jury) তালিকা প্রস্তুত করেন। যখন জুরি আবশ্যক হয়, তখন বিচারক সেরিফের নিকট সম্বাদ প্রেরণ করেন; সেরিফ জুরিদিগকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সংবাদ দিয়া থাকেন। সেরিফ প্রত্যেক জুরির নিকট পত্র লিখিয়া তাহাতে নিজের মোহর দিয়া ডাকযোগে জুরিপুস্তকে যে ঠিকানা লিখিত আছে, সেই ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করেন। মোকদ্দমা বিচারের ৭ দিন পূর্ব্বে সেরিফের কার্য্যালয়ে যাইয়া জুরির তালিকা দেখা যাইতে পারে এবং যাহাদিগের নাম জুরির তালিকায় দেওয়া হইয়াছে, কোন কারণবশতঃ বাদী প্রতিবাদীর অমত হইলে তাহারা জানাইতে পারেন এবং উপযুক্ত কারণ হইলে যে জুরিদিগের সম্বন্ধে অমত হইতেছে তাহাদিগের নাম কর্ত্তন করিয়া অন্য লোক নির্ব্বাচিত করা যাইতে পারে। যখন মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইবে, তখন সেরিফ জুরির তালিকা বিচারকের কর্ম্মচারীর নিকট প্রদান করেন। সচরাচর সাধারণ জুরির তালিকাই প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু বাদী প্রতিবাদীর যে কেহ বিশিষ্ট জুরির জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন। বিচারক যদি এই মোকদ্দমায় বিশিষ্ট জুরির আবশ্যক এরূপ কোন মন্তব্য প্রকাশ না করেন, তবে যিনি বিশিষ্ট জুরির জন্য প্রার্থনা করিবেন, তাহাকেই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হয়।

বিশিষ্ট জুরি আহ্বান করিবার কালে বিশিষ্ট জুরির তালিকা হইতে ৪৮টী নাম মনোনীত করা হয়; ইহার মধ্যে যে কোন ১২টী নাম বাদী প্রতিবাদীর ইচ্ছানুসারে কর্ত্তন করা হয়। অবশিষ্ট ২৪ জনের নাম এক একখানি টিকিটে লিখিয়া একটী বাক্স অথবা কাচ নির্ম্মিত পাত্রবিশেষের মধ্যে রাখা হয়। পরে সেগুলি বাহির করিবার কালে যে ১২ জনের নামীয় টিকিট প্রথম বাহির হয়, তাহাদিগকে মনোনীত করিয়া আহ্বান করা হয়। ইহাদিগের মধ্যে কেহ অনুপস্থিত থাকিলে অথবা কোন কারণে জুরি হইবার অনুপযুক্ত হইলে তাহার স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত করা হয়।

মনোনীত জুরি তালিকায় দুই প্রকার আপত্তি হইতে পারে। ১ম মনোনীত জুরিসমূহের প্রতি আপত্তি; ২য় পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত জুরিদিগের মধ্যে এক কিম্বা বহুজনের প্রতি আপত্তি। ইংরাজি ভাষায় প্রথমটীকে Challenge to the array এবং দ্বিতীয়কে Challenge to the polls বলিয়া থাকে।

সেরিফ অথবা তাহার অধস্তন কর্ম্মচারীর দোষে প্রথম প্রকার আপত্তি হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার আপত্তি ৪ প্রকার—১ম, কাহাকে উপযুক্ত সম্মান করিবার জন্য পার্লামেণ্টের কোন লর্ড সভ্য জুরি মনোনীত হইলে; ২য়, জুরি হইবার উপযুক্ত আয় না থাকিলে; ৩য়, পক্ষপাতিতার আশঙ্কা জন্মিলে এবং ৪র্থ, চরিত্রগত দোষহেতু মনোনীত জুরির অখ্যাতি হইলে এবং তাহার ন্যায়পরতার প্রতি আস্থা না থাকিলে। জুরি শ্রেণী হইতে বাদ দিবার দরুণ অথবা অন্য

কোন কারণবশতঃ যদি বিচারকালে উপযুক্ত সংখ্যক জুরি উপস্থিত না থাকে, তবে উভয় পক্ষের নির্দ্দেশানুসারে প্রথম প্রস্তুত তালিকা হইতে যে কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য আহ্বান করা যাইতে পারে। নিয়মিত সংখ্যক জুরি পূর্ণ করিবার জন্য বিচারালয়ে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করা যাইতে পারে; যদি তিনি জুরির আসনে না বসেন কিম্বা যদি তিনি আহূত হইলে বিচারালয় হইতে বিনানুমতিতে প্রস্থান করেন, তবে বিচারক ইচ্ছামত তাহাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। জুরি হইবার জন্য কাহাকেও আহ্বানলিপি (Summons) প্রেরণ করিলে, যদি তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া উপস্থিত না হন, তবে তাহার অর্থ দণ্ড হইতে পারে।

জুরিগণ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে মোকদ্দমার তথ্য প্রকাশ ও সাক্ষ্য অনুসারে উচিত মত ব্যক্ত করিবেন বলিয়া পৃথক্‌ভাবে শপথ করিতে হয়। তৎপরে বাদীর পক্ষীয় ব্যবহারোপজীব জুরিদিগের নিকট মোকদ্দমা উত্থাপিত করেন, স্বপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন এবং আবশ্যক বুঝিলে পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে যাহার আলোচনা করিয়াছেন পুনরায় সংক্ষেপে তাহা জুরিদিগের নিকট বর্ণন করেন। ইহার পর প্রতিবাদীর উকীল তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। প্রতিবাদীর উকীলের বক্তৃতা শেষ হইলে বাদীর উকীল তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। পরে বিচারক মোকদ্দমার মর্ম্ম জুরিদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন এবং সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। তখন জুরিগণ তাহাদিগের আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রভবনে প্রবেশ করেন এবং পরস্পর তর্কবিতর্ক করিয়া উপস্থিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন। পরে তাহাদিগের অভিমত প্রকাশ করিবার জন্য পুনরায় বিচারালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক স্ব স্ব আসন গ্রহণ করেন। যাহাতে জুরিগণ শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, তজ্জন্য তাহারা মন্ত্রভবনে কোনরূপ ভোজ্য বা পানীয় ব্যবহার করিতে পারেন না। যে সময় জুরিগণ তাহাদিগের অভিমত প্রকাশ করেন, তখন বাদীর উপস্থিত থাকিতে হয়। জুরিগণের মধ্যে একজন প্রধান (Grand) থাকেন; তিনিই তাহাদিগের মত ব্যক্ত করেন। তাহাদিগের মত বিচারালয়ের পুস্তকে লিখিত হইলে তাহারা স্থান পরিত্যাগ করেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারে জুরিপ্রথার যেরূপ নিয়ম ফৌজদারী মোকদ্দমায়ও সেইরূপ। গুরুতর অপরাধে অপরাধীর বিচারকালে তাহাকে একটু বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে; ইহাকে ইংরাজি ভাষায় Peremtory Challenge কহে। সাপরাধ মোকদ্দমাবিশেষে অপরাধিদিগের ইচ্ছামত জুরিদিগের মধ্য হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জুরি বাদ দিবার কালে অপরাধী কোনরূপ কারণ দেখাইল কি না, তাহার প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য রাখা হয় না। কোন বিদেশীয় বিচারকালে অর্দ্ধেক বিদেশীয় জুরি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। যদি অর্দ্ধেক বিদেশীয় না পাওয়া যায়, তবে যত জন পাওয়া যায় তত জনই মনোনীত হইয়া থাকে। জুরি হইবার উপযুক্ত আর নাই বলিয়া বিদেশীয় জুরির নাম তালিকা হইতে কর্ত্তন করা যাইতে পারে না; অন্য কোন রূপ আশঙ্কা থাকিলে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যদি জুরিদিগের বিচার অন্যায় হয়, তবে তাহাদিগকে দণ্ডিত হইতে হইবে এবং তাহাদিগের সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবে।

জুরিগণ অপরাধীকে অপরাধী বলিলে তাহাকে দণ্ডিত করা হয়, অন্যথা ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

আদালতের আদেশানুসারে যদি কোন জুরি উপস্থিত না হন, তবে তাহার ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড করা যাইতে পারে, দণ্ডের টাকা না দিলে ১৫ দিনের জন্য তাহাকে দেওয়ানী জেলে প্রেরণ করা যায়।

সেসন মোকদ্দমার বিচারকালে বিচারক জুরিদিগের নিকট অভিযোগগুলি এক এক করিয়া লিখিয়া দেন

হাইকোর্টে অথবা সেসন আদালত য়ুরোপীয় বৃটীশ প্রজার বিচারকালে জুরি মনোনীত হইবার পূর্ব্বেই যদি অপরাধী ইচ্ছা করে, তবে য়ুরোপীয় এবং আমেরিকীয় মিশ্র জুরি দ্বারা তাহার বিচার করা হইয়া থাকে। বিযোড় জুরি মনোনীত করা হয়; সুতরাং মিশ্রজুরি নির্ব্বাচনকালে একজাতীয় জুরি অবশ্যই অধিক হইয়া থাকে।

য়ুরোপীয় বা আমেরিকীয় হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে মিশ্র জুরি দ্বারা বিচার হইতে পারে।

স্থানীয় গবর্মেণ্ট সময় সময় সরকারী সংবাদপত্রে কোন্ কোন্ মোকদ্দমা জুরির দ্বারা বিচার্য্য তাহা স্থির করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে যেরূপ মোকদ্দমা জুরির সাহায্যে বিচার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত আছে, সে আদেশ রহিতও করিতে পারেন।

হাইকোর্টের সমস্ত সেসন-অভিযোগই জুরির সাহায্যে বিচারিত হয়। হাইকোর্টের আদেশানুসারে সময় সময় বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমাও জুরির সাহায্যে বিচার করা যাইতে পারে।

অপরাধী যদি অপরাধ স্বীকার করে, তবে বিচারক জুরির

মতের অপেক্ষা না করিয়াই মোকদ্দমায় বিচার শেষ করিতে পারেন।

অপরাধী দোষ স্বীকার করিলেও যদি বিচারকের মনে সন্দেহ হয় যে সে মনের বিকারক্রমে এইরূপ কার্য্য হইয়াছে, তবে জুরির সাহায্যে বিচার সম্পন্ন করিতে হয়।

অপরাধী প্রথমে দোষ অস্বীকার করিয়া যদিও শেষে স্বীকার করে, তথাপি বিচারক জুরিদের মতের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারেন না।

জুরিগণ বিচারকের অনুমতি লইয়া সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন করিতে পারেন। বিচারক যদি বিবেচনা করেন যে, যে স্থানে অভিযোগের কারণ উপস্থিত হইয়াছে সেই স্থান অথবা অন্য কোন স্থলে জুরিদিগের দেখা আবশ্যক; তাহা হইলে আদালত একজন কর্ম্মচারীর সহিত তাহাদিগকে সেই স্থানে প্রেরণ করিবেন। আদালত হইতে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তি জুরিদিগকে সেই স্থান দেখাইবে এবং আদালতের বিনানুমতিতে যাহাতে কোন ব্যক্তি কোন জুরির সহিত কথা বলিতে না পারে, তাহার প্রতি সেই ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

যদি কোন জুরি অভিযোগের বিষয় অবগত থাকেন; তবে তিনি বিচারককে তাহা জানাইবেন এবং তাহাকে সাক্ষীর ন্যায় প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

মোকদ্দমার বিচার স্থগিত হইলে নির্দ্দিষ্ট দিবসে জুরিদিগকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হয়।

বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের বাদানুবাদ শেষ হইলে বিচারক জুরিদিগের নিকট অভিযোগের মর্ম্ম ও সাক্ষ্য পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিবেন। হাইকোর্টের আদেশানুসারে বিচারের শেষ পর্য্যন্ত জুরিদিগকে একত্র থাকিতে হয়।

জুরিদিগের জানা কর্ত্তব্য—১ম, কোনটি সত্য ঘটনা এবং বিচারকের আভাস অনুসারে প্রকৃত মত প্রকাশ।

২য়, দলিল ও অন্যান্য বিষয়ে আইন-বিষয়ক ব্যতীত অন্য বিষয়ের যে যে পারিভাষিক ও প্রাদেশিক কথা ব্যবহৃত হয়, তাহার অর্থ-নির্ণয়।

৩য়, ঘটনা-বিষয়ক সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা।

৪র্থ, ঘটনা বিষয়ে যে সমস্ত সাধারণ কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ ঘটনায় প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা?

বিচারক উপযুক্ত মনে করিলে জুরিদিগের নিকট ঘটনা অথবা ঘটনা ও আইনের মিশ্রিত কোন বিষয়ে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে জজের নিকট অভিযোগের মর্ম্ম অবগত হইয়া জুরিগণ আপনাদিগের মধ্যে মীমাংসা করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রভবনে গমন করেন। যদি তাহাদিগের সকলের এক মত না হয়, তবে বিচারক তাহাদিগকে পুনরায় পরামর্শ করিবার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। যদি তখনও তাহাদের একমত না হয়, তবে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে জুরিগণ সকল অভিযোগের উপর একটী মত প্রকাশ করেন। বিচারক জুরিদিগকে তাহাদের মত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারেন এবং সেই প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিবেন।

ভ্রম অথবা হঠাৎ কোন কারণে জুরিদিগের মত অন্যায় হইলে, তাহা লিখিত হইবার কিছু পরেই তাঁহারা মত সংশোধন করিতে পারেন।

হাইকোর্টে বিচারকালে যদি জুরিদিগের মধ্যে ৬ জনের এক মত হয়; কিন্তু বিচারক যদি অধিকাংশের সহিত এক মত না হইয়া ভিন্ন মতাবলম্বী হন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জুরি পরিত্যাগ করিতে পারেন। এক জুরি পরিত্যাগ করিয়া বিচারক ইচ্ছা করিলে অন্য জুরির সাহায্যে বিচার করিতে পারেন। জুরিদিগের মত যদি এরূপ অন্যায় হয় যে সামান্য একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়, তবে সেসন জজও তাহাদিগের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারেন। হাইকোর্ট জুরিদিগের সকল প্রকার বিচারেই হস্তক্ষেপ করেন না। সেসন জজ যদি হাইকোর্টে তাহাদিগের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া লিখিলে হাইকোর্টের জজগণ বিচার করিয়া কখনও বা জুরিদিগের সহিত কখনও বা সেসন জজের সহিত এক মত প্রকাশ করেন।

জুরির সাহায্যে বিচার্য্য মোকদ্দমা যদি আসেসর সাহায্যে বিচারিত হয় এবং আদেশ লিখিত হইবার পূর্ব্বে যদি সে বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি উপস্থিত না হয়, তবে সে বিচার অগ্রাহ্য হইবে না।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এখনকার মত জুরি প্রথা ছিল না, তবে প্রাড়্‌বিবাকের সাহায্যের জন্য সভ্য বা আসেসর নিযুক্ত হইতেন। সভ্যেরা প্রায়ই শ্রেষ্ঠী বা ব্যবসাদার। [সভ্য দেখ।]

এখন এ দেশে সকল প্রকার মোকদ্দমা বিচারকালে জুরি প্রথা প্রচলিত নাই। সাধারণতঃ সেসন (Session) মোকদ্দমা বিচারকালে জুরি আহূত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের সকল বিভাগে জুরির সহায়তায় সেসন মোকদ্দমা বিচার করা হয় না। ২৪ পরগণা, ঢাকা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পাটনা এবং হুগলি জেলায় জুরি প্রথা প্রচলিত আছে। আবার যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় জুরি প্রথা

নাই। শেষোক্ত জেলা গুলিতে জুরির পরিবর্ত্তে আসেসর আহ্বান করা হইয়া থাকে। আসেসর অপেক্ষা জুরির ক্ষমতা অনেক অধিক। জুরির অমতে বিভাগের প্রধান বিচারক (Chief Justice) কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। তাঁহার মতদ্বৈধ হইলে উপরিতন বিচারালয়ে লিখিতে পারেন। কিন্তু আসেসরদিগের মতের বিরুদ্ধেও বিচারক কার্য্য করিতে পারেন।

প্রত্যেক বিভাগের মাজিষ্ট্রেট সেই সেই বিভাগের অন্তর্গত জুরিদিগের নাম স্থির করেন। মোকদ্দমা বিচারের পূর্ব্বে জুরির তালিকা জজ সাহেবের নিকট প্রেরিত হয় এবং তাহার কয়েক দিবস পূর্ব্বেই মনোনীত জুরিদিগকে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান-লিপি (Summon) প্রেরিত হয়।

জুরিগণ উপস্থিত না হইলে তাহাদিগকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। আমাদিগের দেশে সকল প্রকার মোকদ্দমা জুরি দ্বারা বিচারিত হয় না। যদি একই অপরাধী একই সময়ে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত হয় যে তাহার কতকগুলি অভিযোগ জুরির দ্বারা বিচার্য্য, অপরগুলি জুরির দ্বারা বিচার্য্য নহে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধীর বিচার জুরির সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে সাধারণ শান্তিভঙ্গ, মিথ্যাসাক্ষী, নরহত্যা বা তাহার চেষ্টা, কাহারও ব্যবসায় চিহ্ন বা দলীল জাল প্রভৃতি অভিযোগ জুরির দ্বারা বিচার্য্য। আসাম প্রদেশে সেসন আদালতে জুরির সাহায্যেই মোকদ্দমা বিচারিত হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ বিভাগে চিত্তুর, কড়াপা, রাজমহেন্দ্রী, তঞ্জোর, রাম্বুবার, কুদ্দালুর এবং বিশাগপত্তনের সেসন আদালতে চুরি, ডাকাইতি এবং তৎসংসৃষ্ট সকল প্রকার অভিযোগ জুরির সাহায্যে বিচার্য্য।

বোম্বাই বিভাগে পুণার সেসন বিচারালয়ে দণ্ডবিধি আইনের ৮ম, ১১শ, ১২শ, ১৬শ, ১৭শ এবং ১৮শ অধ্যায়ের অন্তর্গত সর্ব্ববিধ অভিযোগই জুরির সাহায্যে বিচারিত হয়।

রেঙ্গুন এবং মৌলমেনের রেকর্ডর বা জজ সকল মোকদ্দমাই জুরির সাহায্যে বিচার করেন।

জুরির সাহায্যে বিচার্য্য মোকদ্দমা উচ্চ আদালতে বিচারকালে ৯ জন জুরি মনোনীত হইয়া থাকে। সেসন আদালতে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন সংখ্যক জুরি মনোনীত হইয়া থাকে; মোটের উপর তিনজনের কম বা ৯ জনের অধিক মনোনীত হয় না। স্থানীয় গবর্মেণ্টের আদেশে জুরির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়। অপরাধী যদি য়ুরোপীয় বা আমেরিক না হয়, তবে তাহার বিচারকালে সে ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ জুরি য়ুরোপীয় বা আমেরিক না হইয়া অন্য কোন জাতীয় লোক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। হাইকোর্টের আদেশে সেসন আদালতে জুরির জন্য আহূত লোকদিগের মধ্য হইতে জুরি মনোনীত হইয়া থাকে।

যতগুলি জুরি আবশ্যক, যদি তদপেক্ষা কম জুরি উপস্থিত হয়, তবে তথায় উপস্থিত লোকদিগের মধ্য হইতে জুরি নির্ব্বাচিত করিয়া লওয়া হয়।

প্রেসিডেন্সি সহরে যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কোন অপরাধ করে যে তাহার প্রাণদণ্ড হইবার সম্ভাবনা, এরূপ মোকদ্দমা বিচারকালে অথবা হাইকোর্টের কোন বিচারক ইচ্ছা করিলে বিশিষ্ট জুরি আহ্বান করিয়া থাকেন।

সেসন জজ মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত জুরিদিগের নাম নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে লিখিয়া রাখেন এবং যদি কোন জুরির বিরুদ্ধে আপত্তি হয়, তবে আপত্তির কারণ জুরির নাম এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত সেই পুস্তকে লেখেন।

প্রত্যেক জুরি মনোনীত হইলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে জুরি পরিবর্ত্তনও হইতে পারে।

হাইকোর্টে উভয়পক্ষ হইতেই ৮ জন করিয়া জুরি বাদ দেওয়া যাইতে পারে। কোন জুরির বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কোন প্রকার আপত্তি হইলে এবং তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাইলে জুরি তালিকা হইতে তাহার নাম বর্জ্জন করা হইয়া থাকে। (১ম) পক্ষপাতিতা; (২য়) ২১ বর্ষের অনধিক বয়স; (৩য়) স্বভাবতঃ অথবা ধর্ম্মাচরণপ্রযুক্ত সংসারচিন্তা-পরিত্যাগ; (৪) আদালতের অধীনে চাকরী; (৫) পুলিশের কর্ম্মচারী; (৬) পূর্ব্বে কোন অপরাধে দণ্ডিত; (৭) সাক্ষীর ভাষা বুঝিতে অসমর্থ (৮) কিম্বা অন্য কোনপ্রকার সন্তোষজনক আপত্তি।

কোন জুরি বাদ দেওয়া হইলে বিচারক জুরির তালিকা হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করিবেন, যদি তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত না থাকে, তবে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে জুরি মনোনীত করিবেন।

জুরিগণ মনোনীত হইলে তাহারা আপনাদিগের মধ্য হইতে একজনকে প্রধান (Grand) নিযুক্ত করেন।

এই নির্ব্বাচিত প্রধান ব্যক্তিই জুরিদিগের বাদানুবাদকালে সভাপতির কার্য্য করেন—তিনিই বিচারকের নিকট সকলের মত প্রকাশ করেন এবং আবশ্যক মত বিচারকের নিকট সকলের মত প্রকাশ করেন এবং আবশ্যক মত বিচারকের নিকট প্রশ্ন করেন। যদি উপযুক্তকালের মধ্যে জুরিগণ তাহাদিগের সভাপতি মনোনীত করিতে না পারে, তবে আদালত হইতেই মনোনীত করা হয়।

সভাপতি নিযুক্ত হইলে জুরিদিগকে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের আইনানুসারে শপথ করিতে হয়। বিশেষ কারণে যদি কোন জুরি মোকদ্দমা বিচারকালে সকল সময় উপস্থিত থাকিতে না পারেন; অথবা যদি কোন জুরি মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর সাক্ষ্যের ভাষা অথবা তাহার ব্যাখ্যার ভাষা বুঝিতে না পারেন, তবে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য জুরি নিযুক্ত করা হয়। সময় সময় সে জুরিগুলি বাদ দিয়া অন্য শ্রেণী গঠিত করা হয়। এইরূপ হইলে বিচার পুনরায় প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

হাইকোর্টে যাহাদিগের নাম বিশিষ্ট জুরির তালিকায় লিখিত হইয়াছে, অন্য কোন সময়ে তাহাদিগকে আহ্বান করা হয় না। এক সময়ে বিশিষ্ট জুরির তালিকায় ২০০ নামের অধিক লেখা হয় না। হাইকোর্টের নিয়মানুসারে রাজকীয় কেরাণী প্রতি বৎসরে ১লা এপ্রেলের পূর্ব্বে সাধারণ ও বিশিষ্ট জুরির তালিকা প্রস্তুত করেন। মনোনীত জুরিদিগের নাম সরকারী গেজেটে মুদ্রিত করা হয় এবং জুরির তালিকা বিচারালয়ের কোন বিশেষ স্থানে টানাইয়া রাখা হয়। প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান সহরে সেসন-বিচার-কালে অন্ততঃ ২৭ জন বিশিষ্ট ও ৫৪ জন সাধারণ জুরি আহ্বান করা হইয়া থাকে।

নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত ২১ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী বয়স্ক সকল পুরুষকেই জেলার সেসন আদালতে জুরিরূপে আহ্বান করা যাইতে পারে।

স্থানীয় গবর্মেন্টের আদেশানুসারে জেলার জজ অথবা মাজিষ্ট্রেট জুরিতালিকা প্রস্তুত করেন। জুরির তালিকায় জুরিদিগের নাম, বাসস্থান ও ব্যবসায় লিখিত থাকে এবং তাহা কোন সাধারণ স্থলে টাঙাইয়া রাখা হয়। মনোনীত কোন জুরির প্রতি আপত্তি হইলে জজ কালেক্টর অথবা অন্য কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর সহিত একত্র বসিয়া তাহার মীমাংসা করেন। বিচারকালে সেসন জজের নির্দ্দেশানুসারে মাজিষ্ট্রেট জুরিদিগকে আহ্বান-লিপি প্রেরণ করেন। আহূত হইলেও যদি কোন জুরি বিশেষ কারণ দেখাইতে পারেন, তবে তাহাকে বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। বিশেষ কারণাভাবে যদি কোন জুরি আহূত হইয়া অনুপস্থিত হন, তবে তাহাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা আদায় করেন। যদি টাকা আদায় না হয়, তবে তাহাকে দেওয়ানী জেলে প্রেরণ করা হয়।

বহুদিন হইতে আমাদের দেশে জুরি বিচার প্রথা প্রচলিত হইলেও ইংরাজ শাসনের প্রথমকালে দেশীয়গণকে জুরির আসনে স্থান প্রদান করা হইত না। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে ২৫এ জুলাই তারিখে এ দেশীয় এক ব্যক্তি সাধারণ জুরির আসনে প্রথম উপবেশন করেন। সেই অবধি এ দেশীয়গণ জুরির কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। গত বৎসর (১৩০১ সালে) জুরি-বিচার লইয়া বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

ছোট লাট জুরির বিচার তুলিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারকগণ জুরির বিচারের উপযোগিতা ও কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া বঙ্গেশ্বরের নিকট প্রেরণ করিলেন।

পরিশেষে বঙ্গের গণ্য মান্য ব্যক্তিদিগের যত্নে বড়লাট জুরি প্রথা রহিত করিলেন না।

জুলু (দেশজ) কটাক্ষ।

জুলফিকার আলি, মস্ত নামে পরিচিত। ইনি রয়াজ-উল্-বিফাক নামে একখানি তজ্‌কির লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে কলিকাতা ও বারাণসীস্থিত যে সমস্ত কবি পারস্য ভাষায় কবিতা লিখিতেন, তাঁহাদিগের জীবনবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে বারাণসী নগরে এই পুস্তকখানির লেখা শেষ হয়। এই ব্যক্তি আরও কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন।

জুলফিকার আলিখাঁ, বান্দা প্রদেশের নবাব। বুন্দেলখণ্ডের শাসনকর্ত্তা আলি বাহাদুরের পুত্র। (১৮২৩ খৃঃ অব্দে ৩০ আগষ্ট তারিখে) ইনি ইঁহার ভ্রাতা সমসের বাহাদুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার পর আলি বাহাদুর খাঁ নবাবী পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

জুলফিকারজঙ্গ, সলাবৎখাঁর একটী উপাধি।

জুলফিকার খাঁ, (আমির-উল-উমরা) আসদখাঁর পুত্র। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে (১০৬৭ হিজরা) জন্মগ্রহণ করে। ইহার নাম নসরত জঙ্গ এবং প্রথম উপাধি য়াতকদখাঁ। ইনি সম্রাট্ আলমগীরের রাজত্বকালে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজারাম তঞ্জোরের গিঞ্জী দুর্গ অধিকার করিলে সম্রাট্ জুলফিকার খাঁকে (১৬৯১ খৃঃ অব্দে) উক্ত দুর্গ অবরোধ করিতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেব অন্যান্য সেনাপতির সাহায্যে উক্ত দুর্গ অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া পুনরায় জুলফিকারকে তথায় পাঠাইলেন। এবার জুলফিকার দুর্গ অধিকার করিলেন; রাজারাম সপরিবারে পলাইলেন (১৬৯৮ খৃঃ অব্দে)। ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে জুলফিকার রাজারামকে পরাস্ত করিয়া সাতারা দুর্গ অধিকার এবং সিংহগড় পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কুমার করমবক্স, দায়ুদ খাঁ পুণী প্রভৃতি

সেনাপতিগণ বহুদিবস যাবৎ বকিঙ্গীর দুর্গ অবরোধ করিয়াও অধিকার করিতে পারেন নাই; জুলফিকার তাহা জয় করিয়া নিজ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিলেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রদিগের মধ্যে রাজ্য লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। জুলফিকার কুমার আজিমের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

মুয়াজিম ও আজিমের সৈন্যগণ রণক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। যুদ্ধের প্রাক্কালে বিপরীত দিক্ হইতে প্রচণ্ড ঝড় উত্থিত হইয়া আজিমের সৈন্যগণকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, বহুদর্শী জুলফিকার যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে আজিমকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আজিম তাহা গ্রাহ্য না করায় জুলফিকার তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। মুয়াজিম 'বাহাদুরশাহ' উপাধি ধারণ পূর্ব্বক সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া জুলফিকারের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন ও তাঁহাকে আমীর উল্-উমরা উপাধি প্রদান করিলেন (১১১৯ হিজরী, ১৭০৭ খৃঃ অব্দ)।

কিছুকাল পরেই বাহাদুর শাহ ইঁহাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু ইঁহার পরামর্শ ব্যতীত রাজকার্য্য সুবিধারূপ চলিবে না বলিয়া শীঘ্রই ইঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। দায়ুদখাঁ পুণিকে জুলফিকারের প্রতিনিধি করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইল। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আজিম উশ্শান্ বাদশাহ হইলে জুলফিকার তাঁহার অপর তিন ভ্রাতাকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন।

যুদ্ধে দুই ভ্রাতার মৃত্যু হইলে মৌজউদ্দীন্ ও রফি উশ্শানের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল।

রফি উশ্শানের সহিত জুলফিকারের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। রফি উশ্শান ইঁহাকে মামা বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং জুলফিকারও কুমারকে সাহায্য করিবেন বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় নির্ভর করিয়াই রফি উশ্শান মৌজউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন; কিন্তু যুদ্ধের প্রাক্কালে দেখিলেন, তাঁহার বন্ধু ও হিতৈষী আমীর-উল্-উমরা মৌজউদ্দীনের সহিত যোগ দিয়াছেন এবং মৌজ উদ্দীনের সৈন্যদিগকে যুদ্ধ বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। জুলফিকার রফি উশ্শানের একজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন; যুদ্ধকালে এই পাপাশয়ও কুমারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। যুদ্ধে মৌজউদ্দীন্ জয়লাভ করিলেন এবং জাহান্দরশাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

জাহান্দর জুলফিকারকে প্রধান উজীর পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে জুলফিকার অসীম ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হইত, তাহাই করিতে পারিতেন। জুলফিকার ক্রমে ক্রমে এত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন যে, কেহই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। রাজকীয় সমস্ত কার্য্যই জুলফিকারের আয়ত্তাধীন হইল। সকলের বেতনাদিও তিনিই নির্দ্ধারিত করিতেন। কিছুকাল পরে লালকুমারীর ভ্রাতার বৃত্তি নির্দ্ধারণ উপলক্ষে জাহান্দারের সহিত আমীর উল্-উমরার মনোমালিন্য উপস্থিত হইল।

একদিন জুলফিকার লালকুমারীর ভ্রাতার নিকট ৫০০০ বীণা ও ১০০০ মৃদঙ্গ চাহিলেন। সম্রাট্ আমীর-উল্-উমরাকে ডাকাইয়া অবমাননার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর উত্তর করিলেন, নর্ত্তক ও গায়কগণ ভদ্রলোকদিগের অধিকার আত্মসাৎ করিলে তাঁহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কোন উপায় নির্দ্ধারিত করা উচিত। এই বাদ্য যন্ত্রগুলি সম্রাটের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে বিতরিত হইবে। জুলফিকার সম্রাট্ অথবা তাঁহার প্রিয়পাত্রদিগকে কোনরূপ ভয় করিতেন না

১৭১২ খৃঃ অব্দের শেষভাগে সম্বাদ আসিল যে, ফরুখ্শিয়ার দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করিতে অগ্রসর হইতেছেন। জাহান্দার এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার নিমিত্ত জুলফিকারের সহিত আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আগ্রার নিকট উভয়পক্ষের যুদ্ধ হইল। জাহান্দার প্রথম যুদ্ধের পর ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। জুলফিকার বহুক্ষণ বিশেষ সাহসিকতা ও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিলেন। শেষে জয়ের কোনরূপ আশা নাই দেখিয়া সৈন্যগণের সহিত সুশৃঙ্খল ভাবে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং দিল্লীতে আসিয়া তাঁহার পিতা আসদখাঁর গৃহে আশ্রয় লইলেন।

জুলফিকার দেখিলেন, জাহান্দার শাহ তাঁহার পূর্ব্বেই তথায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সম্রাট্কে লইয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আসদ খাঁ এ পরামর্শে বাধা দিয়া ফরুখ্শিয়ারের অধীনতা স্বীকার করিতে বলিলেন।

জুলফিকার তাঁহার পিতার পরামর্শানুসারে হাত দুইখানি বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া ফরুখ্শিয়ারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসদখাঁ তাঁহার সহিত আসিয়া নবীন সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

সম্রাট্ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং জুলফিকারের বন্ধন খুলিয়া দিতে আদেশ দিলেন। আসদখাঁ ও তাঁহার পুত্র উভয়েই সম্রাটের নিকট হইতে নানাবিধ মাণিক্য ও

পরিচ্ছদ উপহার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু দরবারে তাঁহাদিগের শত্রুপক্ষ ছিল। নূতন উজীর মীরজুম্লা তাঁহাদিগের ধ্বংস-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় সম্রাট্ আসদখাঁকে প্রত্যাগমন করিতে ও জুলফিকারকে বহিস্থ শিবিরে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। এখানে কতকগুলি লোক আসিয়া আমীর-উল্-উমরাকে অতিশয় বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল এবং আজিম উশ্‌শানের মৃত্যুর কারণ বলিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। জুলফিকার কর্কশ ভাবে তাহাদিগের কথার উত্তর প্রদান করিলেন। তাহারা ইহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গলার উপর একটী চর্ম্ম-বন্ধনী নিক্ষেপ করিল এবং দৃঢ়ভাবে টানিয়া তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমীর-উল্-উমরা সেই গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলে তরবারি হস্তে কতকগুলি লোক আসিয়া তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল।

জুলফিকারের দেহ হস্তীর লেজে বাঁধিয়া নগরের চারিদিকে ঘুরাইয়া আনিতে সম্রাট্ আদেশ করিলেন;—সম্রাট্ আরও আদেশ করিলেন যে জুলফিকারের পদদ্বয় উর্দ্ধদিকে এবং মস্তক নিম্নদিকে যেন রাখা হয়। জুলফিকারের সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইল।

১৭১৩ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়।

জুলফিকার খাঁ আমীর-উল্-উমরার মাতার নাম মেহের উন্নিশা বেগম, ইনি ইমিন-উদ্দৌলা আসফখাঁর কন্যা। আসফ খাঁর পুত্র সায়েস্তা খাঁ জুলফিকারের শ্বশুর ছিলেন।

জুলফিকার খাঁ, সম্রাট্ শাহজহানের সময়ের জনৈক গণ্যমান্য ব্যক্তি। ইহার পুত্র আসদখাঁ। আসদখাঁর পুত্রও জুলফিকার খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০৭০ হিজরা মহরমে (১৬৫৯ খৃঃ অব্দে) ইহার প্রাণবিয়োগ হয়।

জুলাই, য়ুরোপীয়দিগের বৎসরের সপ্তম মাস। প্রাচীন রোমকদিগের পঞ্চম মাস। পূর্ব্বে রোমে এই মাসকে কুইণ্টিলিস্ (Quintilis) বলা হইত। কেয়াস্ জুলিয়স সিজর যখন পঞ্জিকার সংশোধন ও সংস্করণ করেন, তখন আন্‌টনির প্রস্তাবানুসারে কুইণ্টিলিস্ নাম পরিবর্ত্তন করা হইল। সিজর এই মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপনাম জুলিয়স্ অনুসারে এই মাসের নামকরণ হইল।

এই মাস ৩১ দিনে। এই মাসে সূর্য্য সিংহরাশিতে সংক্রমিত হয়। আষাঢ় মাসের শেষ ও শ্রাবণের প্রথম লইয়া এই মাস চলিয়া থাকে।

জুলাফ্ (আরবী) জোলাপ, রেচক ঔষধ।

জুলী (দেশজ) খাল।

জুলু, দক্ষিণ আফ্রিকার কাফ্রিজাতির একটী শাখা। এই জাতি নেটাল ও তাহার উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশে বাস করে। ইহাদের মুখশ্রী নিগ্রো ও য়ুরোপীয় জাতির মধ্যবর্ত্তী। ঠিক নিগ্রোর মত পশমের ন্যায় চুল, কিন্তু অনতি উচ্চ মুখ ও অপেক্ষাকৃত অল্প স্থূল ওষ্ঠাধর কতক পরিমাণে য়ুরোপীয় জাতিদিগের অনুরূপ।

ইহারা অতি ভীষণ প্রকৃতি, দলপতির আদেশ পাইলে নরহত্যা, চৌর্য্য, লুণ্ঠন কোন নৃশংস কার্য্যেই পশ্চাৎপদ হয় না। তাহা হইলেও ইহারা কাফ্রিজাতির অন্যান্য শাখা অপেক্ষা শান্তিপ্রিয় এবং কৃষিকার্য্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ভালবাসে। সাধারণতঃ জুলু শান্ত, অমায়িক, সরল ও প্রফুল্লচিত্ত। ইহারা কতক পরিমাণে আতিথেয় ও ন্যায়পর বটে, কিন্তু অতিশয় লোভী ও কৃপণ।

ইহারা প্রধানতঃ ৪ চারিশাখায় বিভক্ত, যথা—আমাজুলু, আমাহট্, আমাস্বাজি ও আমাটেবেল। ইহাদের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল উত্তর ও দক্ষিণদিকে গিয়া বাস করিতেছে।

জুলুদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকার নেটাল উপনিবেশের উত্তর-পূর্ব্ব স্থিত প্রদেশ। এই প্রদেশে স্বাধীন জুলুদিগের বাসস্থান। ইহার পূর্ব্ব অর্থাৎ উপকূলভাগে নিম্নপ্রান্তর, পশ্চিমভাগে প্রায় ৬৭ সহস্র ফিট্ উচ্চ মালভূমি। এই দুইভাগের মধ্য দিয়া একটী পর্ব্বতশ্রেণী বিস্তৃত। উপকূলভাগে কোথাও অরণ্য নাই, কেবল সুদীর্ঘ তৃণপূর্ণ প্রান্তর আছে। সেণ্ট্ লুসিয়া নদী ও দেলগোয়া খাড়ীর মধ্যস্থ ভূভাগ সমতল জলাময় ও অস্বাস্থ্যকর। তদ্ভিন্ন উপকূলভাগের অধিকাংশ নেটালের ন্যায় স্বাস্থ্যকর ও উর্ব্বরা। ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সমস্ত উৎপন্ন ফলমূলাদি এখানে জন্মে। হস্তিদন্ত ও গণ্ডারের শৃঙ্গ চর্ম্মাদি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। দেলগোয়া খাড়ীতে যে সকল নদী পতিত হইয়াছে, ঐ সকল নদী দিয়া কতকদূর বাণিজ্য-নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে।

খৃষ্টান মিশনরীগণ ঐ দেশে বহুকাল হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, তাঁহাদিগের যত্নে জুলুগণ অনেক পরিমাণে সভ্য হইয়াছে।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে কয়েকদল ওলন্দাজ কৃষক এই দেশে গিয়া বাস করে। জুলুরাজ প্রতারণাপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিহত করে। শেষে ওলন্দাজগণেরই জয় হয়। ইহারা এখন দেশের অনেক স্থানে বাস করিতেছে।

জুল্‌পি (পারসী) চূর্ণকুন্তল, অলক।

জুলুম্ (আরবী) অত্যাচার, নির্দ্দয়তা।

জুল্‌জুল্ (দেশজ) পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ।

জুবিষ্ক, একজন বিখ্যাত শকরাজ। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পূর্ব্বে ইনি পঞ্জাব ও কাশ্মীর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। ইহার সময়কার শিলালিপি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাহারও মতে ইহারই অপর নাম জুষ্ক।

জুষ্ (দেশজ) জুষ, ঝোল।

জুষাণ (পুং) যজ্ঞীয় মন্ত্রভেদ।

জুষ্ক (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। ইনি হুষ্ক ও কনিষ্কের সহিত একত্র কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহারা সকলেই স্ব স্ব নামে এক একটী নগর স্থাপন করেন। ইহারা তুরুষ্ক জাতীয়, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং অনেক ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করেন। [কাশ্মীর দেখ।]

জুষ্কক (পুং) জুষ-কক্, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। যূষ। (শব্দচ°)

(ক্লী) জুষ্যতে জুষ-ক্ত। ১ উচ্ছিষ্ট। (ত্রি) ২ সেবিত।

"পুণ্যো মহাব্রহ্মসমূহজুষ্টঃ সন্তপর্ণো নাকসদাং বরেণ্যঃ।" (ভট্টি ১।৪।)

জুষ্টি (স্ত্রী) জুষ-ক্তিন্। প্রীতি। "তয়ো জুষ্টিং মাতরিশ্বা জগাম" (ঋক্ ১০।১১৪।১) 'তয়ো জুষ্টিং সংভোক্তব্যপদার্থৈঃ সঞ্জাতাং প্রীতিং' (সায়ণ)

জুষ্য (ত্রি) জুষ কর্ম্মণি-ক্যপ্। ১ সেব্য, উপাস্য। ভাবে ক্যপ্। (ক্লী) ২ অবশ্য সেবন।

জুহু [জুহূ দেখ।]

জুহরাণ (পুং) হৃচ্ছ্-সন্ আনচ্ সনোলুক্ ছলোপশ্চ (অর্তেগু'ণঃ শুট্চ। উণ্ ২।৮৮) ১ চন্দ্র। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ১ কৌটিল্যকারী, যে অত্যন্ত কুটিল ব্যবহার করে। "যুযোধ্যস্মজ্জুহরাণমেনঃ" (বৃহ° উ°) 'জুহরাণং কুটিলকারিণং' (ভাষ্য°)

জুহবান (পুং) হূয়তে হু-কর্ম্মণি কানচ্। ১ অগ্নি। ২ বৃক্ষ। ৩ কঠিন হৃদয়। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি) জুহবান এই পাঠ প্রামাদিক বলিয়া বোধ হয়। জুহবান না হইয়া জুহরাণ এই পাঠ সঙ্গত।

জুহূ (স্ত্রী) জুহোত্যনয়া হু-ক্বিপ্ (হুবঃ শ্লুবচ্চ। উণ্ ২।৬০) নিপাতনাৎ দ্বিত্বঞ্চ। পলাশ-কাষ্ঠনির্ম্মিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যজ্ঞপাত্র। "পালাশী জুহূঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৩।৩৪) 'জুহোত্যনয়া জুহূঃ স্রুক্ সা চ পালাশী পলাশবৃক্ষকাষ্ঠনির্ম্মিতা।' (কর্ক)

জুহূরাণ (পুং) জুহূং রণতি ইত্যণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ১ অগ্নি। ২ অধ্বর্য্যু। (বিশ্ব) ৩ চন্দ্র। (উণাদিকোষ)

জুহূবৎ (পুং) জুহূঃ পাত্রং হোমক্রিয়োদ্দেশ্যতয়াস্ত্যস্মিন্ জুহূঃ মতুপ্ নিপাতনাৎ মস্য বঃ। অগ্নি। (শব্দর°)

জুহোতি (স্ত্রী) হু-ধাত্বর্থ-নির্দ্দেশে শ্তিপ্। হোমভেদ। "যজতি জুহোতীনাং কোবিশেষঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।২।৫) মধ্যে যে হোমে স্বাহাকারের প্রাধান্য আছে, তাহাকে জুহোতি বলা যায়, ইহাতে স্বাহাকার দ্বারা কেবল হোম করিতে হয়।

"উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারপ্রদানাঃ জুহোতয়ঃ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।২।৭) 'উপবিষ্টেন কর্ত্তা হোমো যেষু তে উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারেণ প্রদানং যেষু তে স্বাহাকারপ্রদানাঃ য উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারপ্রদানাশ্চ তে জুহোতয়ঃ।' (কর্ক)

জুহ্বাস্য (পুং) জুহূরাস্যমিবাস্য। জুহূরূপ মুখযুক্ত হোমীয় বহ্নি। "হব্যবাড্ জুহ্বাস্যঃ" (ঋক্ ১।১২।৬) 'জুহ্বাস্যো জুহূরূপেণ মুখেন যুক্তঃ।' (সায়ণ)

জূ (স্ত্রী) জূ-গতৌ যথাযথং কর্ত্তৃ-ভাবাদৌ ক্বিপ্। (ক্বিব্বচিপ্রচ্ছিশ্রীতি। উণ্ ২।৫৭) ক্বিপি দীর্ঘোঽসম্প্রসারণঞ্চ। ১ আকাশ। ২ সরস্বতী। ৩ পিশাচী। ৪ জবন। (শব্দর°) (ত্রি) ৫ জবযুক্ত। (বিশ্ব) ৬ ত্বরাগমন। ৭ গমন। (মেদিনী)

"আ ত্বা জুবো রারহাণাং অভি প্রযো বায়ো বহন্তু।" (ঋক্ ১।১৩৪।১) 'হে বায়ো ত্বা ত্বাং জুবো গমনশীলাঃ' (সায়ণ)

জুআ (পালি জুতম্, জূতো) দ্যূতক্রীড়া। পণ রাখিয়া খেলা। সুরতি খেলা। হিন্দীতে একটী প্রবাদ আছে, "জুআ বড়া বেওহার যো ইসমে হার ন হোতি" অর্থাৎ জুআখেলায় হার না হইলে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবসা হইত।

জুআখেলায় লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু ইহা দ্বারা কোটিপতিও অতি অল্পকাল মধ্যে একবারে পথের ভিখারী হইয়া যায়। ইহার এমনই মোহিনী শক্তি যে, যে ব্যক্তি একবার জুআখেলায় পণ দিয়াছে, সে সহজে ইহার প্রলোভন এড়াইতে পারে না। হারিয়াও পুনঃপুনঃ ধরিতে ইচ্ছা করে। ইহা দ্বারা লোকে নিয়মিত ও ন্যায়সঙ্গত উপার্জ্জনে শ্রদ্ধাহীন হয় এবং সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলার উৎপাদন করে। এই সকল কারণে ইংরাজ গবর্মেণ্ট ইংরাজ রাজত্বে সর্ব্বপ্রকার জুয়াখেলা আইন দ্বারা নিষেধ করিয়াছেন।

জূক (গ্রীক Jukos) তুলারাশি।

জূট (পুং) জুট সংহতৌ অচ্ নিপাতনাৎ উত্বাগমে সাধুঃ। জটাসংহতি বন্ধ। ২ জটা। (শব্দর°) ৩ শিবজটা।

"ভূতেশস্য ভুজঙ্গবল্লিবলয়স্রঙ্‌নদ্ধজূটাজটাঃ।" (মালতীমা°)

জূটক (ক্লী) জূট-স্বার্থে কন্। কেশবন্ধ, জটা। (ভূরিপ্র°)

জূত (ত্রি) জু-ক্ত। ১ গত। ২ আকৃষ্ট। "রথোহবা মৃতজাত্যভিজূতঃ" (ঋক্ ৩।৫৮।৮) 'অভিজূতঃ স্তোতৃভিরাকৃষ্টঃ' (সায়ণ) ৩ দত্ত। "যূবং শ্বেতং পেদব ইন্দ্রজূতং" (ঋক্ ১।১১৮।৯) 'ইন্দ্রজূতং ইন্দ্রেণ দত্তং।' (সায়ণ)

জুতি (স্ত্রী) জু বেগে-ক্তিন্ (উতি যুতি জূতীতি। পা ৩।৩।৯৭) ইতি নিপাতনাৎ দীর্ঘত্বং। ১ বেগ। (অমর) "উত স্মাস্য পনয়ন্তি জনা জূতিং" (ঋক্ ৪।৩৮।৯) 'জূতিঃ জবতে র্গতিকর্ম্মণঃ।" (ভাষ্য)।

২ চিত্তের দুঃখিত্বাভাব। "মেধাদৃষ্টিধৃতির্মতিমনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ।" (ঐতরেয় উপ° ৫।২)

'জূতিশ্চেতসো রুজাদি দুঃখিত্বাভাবঃ।' (ভাষ্য)

জুতিকা (স্ত্রী) জূত্যা কায়তি কৈ-ক, ততষ্টাপ্। কর্পূরভেদ। (রাজনি°)

জুদা (পারসী) পৃথক্, আলাহিদা।

জুন, সিন্ধু ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তী মরুবাসী জাতিবিশেষ। ভটি, শিয়াল, করুল ও কাঠি জাতিও ঐ প্রদেশে বাস করে। কাঠিবাড়ের কাঠি ও এই জুন উভয়ই দীর্ঘাকৃতি, সুশ্রী এবং দীর্ঘবেণী-ধারণকারী। ইহারা বহু সংখ্যক উষ্ট্র ও গোমেষাদি পালন করে।

জুন-খেড়া, রাজপুতানার অন্তর্গত মাড়বার রাজ্যের একটী প্রাচীন নগর। এই নগর নদোলার কিছু পূর্ব্বে একটী উচ্চ-ভূমে অবস্থিত। বহুদূরব্যাপী ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপ দেখিয়া ইহার প্রাচীন সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হওয়া যায়। এখনও অনেক মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ আছে, তন্মধ্যে ৪টী প্রধান। জুন-খেড়ার অর্থ জীর্ণ নগর। প্রবাদ নদোলা নগরের পূর্ব্বে ইহা স্থাপিত হয় এবং ইহারই অধিবাসিগণ গিয়ে নদোলা স্থাপন করে। তথাকার সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ইহার পূর্ব্ব অধি-বাসিগণ জনৈক যোগীর কোপে পতিত হয় এবং তাঁহার শাপে ঐ নগর ভগ্নাবস্থায় পরিণত হইয়া যায়।

জুনাপাদর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিবাড়ের গোহেলবার উপবিভাগের একটী ক্ষুদ্র তালুক। তালুকদার একজন খসিয়া কোলি।

জুনির, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পুণা ও নাসিক নগরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী একটী নগর। ইহার নিকটে বহুসংখ্যক প্রাচীন বৌদ্ধচৈত্য ও গুহাদি আছে। ইহাদের অনেকগুলি অতি চমৎকার।

জুনিবাই (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

জুনোনা, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত চন্দা জেলার একটী প্রাচীন গ্রাম। অক্ষা° ১৯° ৫৫´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৬´ পূঃ। এই গ্রাম বল্লালপুরের ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত এবং বোধ হয় যখন বল্লালপুরে চন্দার গোঁড়-রাজধানী ছিল, তখন ইহার সহিত জুনোনা সংযুক্ত ছিল। এই গ্রামে একটী পুরাতন পুষ্করিণীর তীরে প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পশ্চাতে প্রায় ৪ মাইল দীর্ঘ একটী প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আছে। এক সময় বহুসংখ্যক জলপ্রণালী ভূগর্ত্ত দিয়া পুষ্করিণীর সহিত সংযুক্ত ছিল।

জুভূ (দেশজ) ছল, ওজর।

জুরগড়, বরার প্রদেশের অন্তর্গত বুলদানা জেলার একটী প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম চিকলীর নিকট অবস্থিত। এখানে একটি হেমাড়পন্থী মন্দির আছে।

জূর্ণ (পুং) জূর-ক্ত। তৃণভেদ, চলিত কথা উলুখড়। রত্ন-মালায় জূর্ণাখ্যের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করায় জূর্ণ শব্দের এই অর্থ ধরিতে হইবে।

জূর্ণাখ্য (পুং) জূর্ণ ইতি আখ্যা যস্য বহুব্রী। তৃণবিশেষ, উলু। পর্য্যায় সূচ্যগ্র, স্থূলক, দর্ভ, স্বরচ্ছদ। (রত্নমালা) উলূক, উলপ, এই দুইটী শব্দও কেহ কেহ পর্য্যায়স্থ করেন।

জূর্ণাহ্বয় (পুং) জূর্ণ-ইতি আহ্বয়ঃ আখ্যা যস্য বহুব্রী। দেবধান্য, চলিত কথায় দেধান। (হেম°)

জূর্ণি (স্ত্রী) জর-নি (বীজ্যাজ্বরিভ্যো নিঃ। উণ্ ৪।৪৮) (জ্বর ত্বরেতি। পা ৩।৪।২০) ইত্যূটচ। ১ বেগ। (উজ্জ্বল) ২ স্ত্রীরোগ। ৩ আদিত্য। ৪ দেহ। ৫ ব্রহ্মা। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি°) জুর-কোপে নি। ৬ ক্রোধ। (নিঘণ্টু) ৭ বেগযুত। ৮ দ্রবযুত।

"ক্ষিপ্রা জূর্ণি র্ন বক্ষতি" (ঋক্ ১।১২৯।৮)

"জূর্ণি র্জবতী, জূর্ণি জবতে দ্রবতে র্বা, দুনোতের্বা।" (যাস্ক নিরুক্ত ৬।৮।) ৯ তাপক। ১০ স্তুতিকুশল।

"ঋষূণাং জূর্ণির্হোত ঋষূণাং" (ঋক্ ১।১২৭।১০)

'জূর্ণি স্তুতিকুশলঃ' (সায়ণ)

জূর্ণিন্ (ত্রি) বেগযুক্ত। "রাতি রেতি জূর্ণিনী ঘৃতাচী" (ঋক্ ৬।৬৩।৪) 'জূর্ণিনী প্রগামিনী' (সায়ণ)

জূর্ত্তি (স্ত্রী) জ্বর-ভাবে-ক্তিন্। (জ্বরত্বরেতি। পা ৬।৪।২০) উট্‌চ জ্বর। (অমর)

জূর্য্য (ত্রি) জূর-কর্ত্তরি-ণ্যৎ। ১ জীর্ণ। "রথঃ পুরীব জূর্য্যঃ।" (ঋক্ ৬।২।৭) 'জূর্য্যঃ জীর্ণঃ' (সায়ণ) ২ বৃদ্ধ।

জূষ (ক্লী) যূষ-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। যূষ, চলিত কথায় ঝোল, কোন বস্তু সিদ্ধ করিয়া কঠিন অংশ পরিত্যাগ করিলে যে দ্রব ভাগ থাকে, তাহাকে যূষ কহে, কাথ, নির্য্যাস।

জূষণ (ক্লী) জূষ্যতে হনেন করণে জূষ-ল্যুট্। বৃক্ষবিশেষ। ধাতকীপুষ্প, চলিত কথায় ধাইফুল। (শব্দচ°)

জূঙ্গি (পুং) জাতিভেদ।

জৃম্ভ (পুং, ক্লী) জৃভি ভাবে ঘঞ্। আলস্য বা নিদ্রার আবেশ হইলে যে মুখ ব্যাদন করা যায়, মুখাদির বিকাশ, হাই। পর্য্যায়—জৃম্ভণ, জৃম্ভা, জৃম্ভিকা, জম্ভা, জম্ভকা। জৃম্ভের

লক্ষণ সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে—মুখব্যাদান করিয়া বাহ্যবায়ু আকর্ষণপূর্ব্বক একবার পান করিয়া, পুনর্ব্বার তাহা নেত্রজলের সহিত পরিত্যাগ করাকে জৃম্ভ কহে।

"পীত্বৈকমনিলোচ্ছ্বাসমুদ্বেষ্টন্ বিবৃতাননঃ।
যমুঞ্চতি স নেত্রাস্রং স জৃম্ভ ইতি সংজ্ঞিতঃ॥" (সুশ্রুত শা° ৪ অঃ)

"জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাৎ।" (বৈদ্যক)

বায়ু জন্য জৃম্ভ উপস্থিত হয়। জৃম্ভকর্ত্তা বায়ুর নাম দেবদত্ত, (পঞ্চবায়ুর মধ্যে দেবদত্ত এক বায়ুর নাম)। [নিদ্রা দেখ।]

"বিজৃম্ভণে দেবদত্তঃ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভঃ।" (যোগার্ণব)

হাঁচি টিক্‌টিকী পড়া ও হাইতোলার সময় তুড়ি দিতে হয়। কোন স্মৃতি মতে যে না দেয়, সে ব্রহ্মহা হয়।

"ক্ষুতোৎপতনজৃম্ভাসু জীবোত্তিষ্ঠাঙ্গুলিধ্বনিঃ।
গুরোরপি চ কর্ত্তব্যমন্যথা ব্রহ্মহা ভবেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

জৃম্ভবেগ উপস্থিত হইলে উত্তম শয্যায় শয়ন করিবে, অথবা কটু তৈল মর্দ্দন করিবে। স্বাদু দ্রব্য ভক্ষণ বা তাম্বূল ভক্ষণ করিবে। ইহাতে জৃম্ভবেগ প্রশমিত হয়। (বৈদ্যক)

জৃম্ভক (ত্রি) জৃম্ভ-ণ্বুল্। ১ জৃম্ভাকারক, যে জৃম্ভন করে, যে হাই তুলে, সর্ব্বদা যাহার হাই উঠে। ২ রুদ্রগণভেদ।

"জৃম্ভকৈ র্যক্ষরক্ষোভিঃ প্রথিভিঃ সমলঙ্কৃতৈঃ॥" (ভা° বন ২৩০ অঃ)

জৃম্ভয়তি জৃভি-ণ্বুল্। ৩ অস্ত্রবিশেষ। রাম কর্ত্তৃক তাড়কা প্রভৃতি রাক্ষস হত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত এই অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিয়া এই অস্ত্র অগ্নির নিকট হইতে লাভ করেন। এই অস্ত্র প্রয়োগ করিলে সকল লোক নিদ্রিত হইয়া পড়িত। বিশ্বামিত্রের বরে রামতনয় লব কুশেরও এই অস্ত্র আপনা হইতেই আয়ত্ত হইয়াছিল। রামচন্দ্রের অশ্বমেধীয় অশ্ব লব কুশ কর্ত্তৃক নষ্ট হইলে, পরে যুদ্ধকালে লব কুশকে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দেখিয়া রামচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। (রামায়ণ)

জৃম্ভ-ণিচ্ ণ্বুল্। ৪ জৃম্ভনকারক অস্ত্রবিশেষ। বৃত্রাসুরের যুদ্ধ সময়ে ইন্দ্র বৃত্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে দেবসমূহ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া জৃম্ভিকাকে সৃষ্টি করেন, এই জৃম্ভিকা দ্বারা বৃত্র অত্যন্ত অলস হইলে ইন্দ্র ইহাকে বধ করেন। তদবধি এই জৃম্ভিকা জীবগণের দেবদত্ত নামক প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

"অসৃজংস্তে মহাসত্ত্বা জৃম্ভিকাং বৃত্রনাশিনী।
ততঃ প্রভৃতি লোকস্য জৃম্ভিকা প্রাণসংশ্রিতা॥" (ভারত ৫।৯ অঃ)

জৃম্ভণ (ক্লী) জৃম্ভি-ভাবে ল্যুট্। ১ মুখবিকাশ, মুখব্যাদান, হাই।

"মুহুর্মুহু র্জৃম্ভণতৎপরাণি অনাঙ্গনঙ্গপ্রমদাজনস্য।" (ঋতুস°)

জৃম্ভি-ণিচ্ ল্যু। ২ জৃম্ভনকারক। ৩ জৃম্ভকাস্ত্র।

"হরং স জৃম্ভয়ামাস কিংপ্রকারী মহাবলঃ।" (হরিব° ১৮৪ অঃ)

জৃম্ভমান (ত্রি) জৃম্ভ-শানচ্। ১ যে হাই তুলিতেছে। প্রকাশমান।

জৃম্ভা (স্ত্রী) জৃম্ভ-ভাবে ঘঞ্ ততষ্টাপ্। জৃম্ভ। (শব্দর°) আলস্য-শ্রমাদি-জনিত জড়তা।

"আলস্যশ্রমগর্ভাদ্যৈর্জাড্যং জৃম্ভাসিতাদিকৃৎ" (সাহিত্য ৩ পঃ)

[জৃম্ভ দেখ।]

২ শক্তিবিশেষ।

"তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা জৃম্ভা তন্দ্রা চ শক্তয়ঃ" (দেবীভাগ° ১ ১৫।৬১)

জৃম্ভিকা (স্ত্রী) জৃম্ভা স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ১ জৃম্ভ। (শব্দর°)

২ নিদ্রাবেগধারণজনিত রোগবিশেষ, নিদ্রাবেশ হইলে তাহা যদি রোধ করা যায়, তাহা হইলে এই রোগ হয়, তখন অত্যন্ত হাই উঠিতে থাকে। (বাভট সূত্রস্থান ৪ অঃ)

জৃম্ভিনী (স্ত্রী) জৃভ-ণিনি ঙীপ্। এলাপর্ণী। (শব্দচ°)

[এলাপর্ণী দেখ।]

জৃম্ভিত (ত্রি) জৃভি-ক্ত। ১ চেষ্টিত। ২ প্রবৃদ্ধ। (ক্লী) ভাবে-ক্ত। ৩ জৃম্ভা। ৪ স্ফুটন। (হেম°) ৫ স্ত্রীদিগের করণভেদ।

"অহো কিং মেতদাশ্চর্য্যমায়াড়ম্বরজৃম্ভিতং।"(কথাসরিৎ ২৬।৮৯)

জেঙ্‌লাই, বৃন্দাবনের অন্তর্গত অঘবনের সন্নিহিত একটী গ্রাম। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অঘাসুর বধের পর গোপবালকগণ এই স্থানে থাকিয়া তাহার প্রশংসা গান করিয়াছিল। (বৃ° লী° ২৮ অঃ)

জেক্কের (যাবনিক) প্রসঙ্গ, কীর্ত্তি।

জেজুরি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পুণা জেলার পুণানগরের ৩০ মাইল ও মাসবড়ের ১০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে পুণা হইতে সাতারা যাইবার পুরাতন পথে অবস্থিত একটী নগর ও রেলওয়ে ষ্টেশন। পুরন্দরপুর-গিরিমালার এক প্রান্তে সানুদেশে এই নগর অবস্থিত। দূর হইতে ইহার দৃশ্য বড় মনোহর। গণ্ডশৈলের চূড়াস্থিত খণ্ডোবা দেবের মন্দির ও তাহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর এবং সোপানশ্রেণী দর্শকের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও প্রীতির আবির্ভাব করে।

এই নগর খণ্ডোবা বা খণ্ডেরায় দেবের মন্দির জন্য বিখ্যাত। দেবের পূর্ণ নাম খণ্ডোবা মল্লারি মার্ত্তণ্ড-ভৈরব-মহালসাকান্ত। ইনি হস্তে খণ্ড অর্থাৎ খড়্গ ধারণ করেন বলিয়া খণ্ডোবা নাম হইয়াছে। ইনি মহারাষ্ট্রিদিগের উপাস্য। তাহারা খণ্ডোবাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

ইহার দুইটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে নূতনটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং গ্রাম হইতে ২৫০ ফিট্ উচ্চে পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। পুরাতন মন্দির প্রায় ২ মাইল দূরে আরও ৪০০

ফিট্ উচ্চে একটী মালভূমিতে অবস্থিত। এই মন্দির কড়ে-পাথর নামক পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। তথায় অনেকগুলি দেব-মন্দির এবং ১২।১৩ ঘর পুরোহিত বাস করে। এখানেও বিস্তর যাত্রী আসিয়া থাকে।

এখন যেখানে নূতন মন্দির পূর্ব্বে প্রাচীন জেজুরি গ্রাম ঐ স্থানে ছিল। বর্ত্তমান সহর মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত। পুরাতন গ্রামের নিকটে পেশোবা বাজীরাও প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ সরোবর আছে। তাহার জল দ্বারা বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে জলসেচন হয়। সরোবরে স্নান করিবার বহুসংখ্যক প্রস্তর-নির্ম্মিত হ্রদ অর্থাৎ চৌবাচ্ছা এবং গণপতিদেবের এক মূর্ত্তি আছে। ইহার কিছু নিম্নে পুষ্করিণী-নিঃসৃত জলের একটী ঝরণা আছে। তাহাকে লোকে মলহরতীর্থ বলে। নূতন সহরের উত্তর-পশ্চিমে এক উচ্চ স্থানে তকাজী হোলকর একটী পুষ্করিণী খনন করেন, মিউনিসিপালিটি মাটির নীচে নল দ্বারা ইহার জল আনিয়া সহরের ব্যবহারে লাগাইয়াছেন। এই পুষ্করিণী ও সহরের মধ্যস্থানে মলহররাও হোলকরের স্মরণার্থ একটী শিবালয় স্থাপিত। মন্দিরে লিঙ্গের পশ্চাতে মলহররাও এবং তাঁহার তিন মহিষী বনাবাই, দ্বারকাবাই ও গৌতমবাইএর জয়পুরের মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে।

পুরাতন ও নূতন মন্দিরের মধ্যে বহুসংখ্যক মন্দির ও পবিত্র স্থান আছে। একস্থানে পর্ব্বতে একটা গর্ত্ত দেখাইয়া লোকে বলে, উহা খণ্ডোবার অশ্বক্ষুরাঙ্কিত চিহ্ন।

খণ্ডোবার মন্দিরে উঠিবার পূর্ব্বপশ্চিম ও উত্তরদিকে তিনটী সোপানশ্রেণী আছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের সোপান বড় একটা ব্যবহৃত হয়না। উত্তরদিকের সোপানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও সুন্দর। ইহার উপর স্থানে স্থানে ছাদ ও চাঁদনী আছে। সোপান-শ্রেণীর নিম্নে ও উপরে খণ্ডোবার দুই মহিষী বানাই ও মহালসার প্রতিমূর্ত্তি আছে। প্রাচীরের গাত্রে একস্থানে একটী গর্ত্ত আছে; প্রবাদ—মুসলমানেরা মন্দির ভাঙ্গিতে গেলে ঐ গর্ত্ত হইতে অসংখ্য ভীমরুল বাহির হয়, তাহাতে মুসলমানেরা ভীত হইয়া পলাইয়া যায়, অরঙ্গজেব দেবের সম্মানার্থ সলক্ষ টাকা মূল্যের একটী হীরক প্রদান করেন। ঐ হীরক মন্দিরেই ছিল, পরে ১৮৫০-৫১ খৃঃ অব্দে মন্দিরের সেবকেরা চুরি করে।

মন্দিরের নানাস্থানে নির্ম্মাতাগণের নাম ও নির্ম্মাণকাল-জ্ঞাপক বহুসংখ্যক শিলালিপি আছে। ঐ সকল পাঠে জানা যায়, মলহররাও খণ্ডোজী হোলকর ১৮৩৭ হইতে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের মধ্যে মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ দরদালান ও অন্যান্য অনেকাংশ নির্ম্মাণ করেন। সাসবড়ের বিঠলরাও দেব ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে এখানে পঞ্চলিঙ্গমন্দির নির্ম্মাণ করেন। হরিদ্রাচূর্ণ ছড়াইবার মন্দির আহ্মদনগরের শ্রীগুণ্ডী-নিবাসী দেবজী-চৌধুরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে তকাজী মলহররাও হোলকর দরদালান সম্পূর্ণ করেন।

খণ্ডোবা খড়্গধারী অশ্বারোহী মূর্ত্তি। মন্দিরে ইহার ও মহালসার তিনটী যুগলমূর্ত্তি আছে। এক যুগলমূর্ত্তি স্বর্ণ নির্ম্মিত, ইহা পুবার-বংশীয় রাজগণ প্রদান করেন। আর এক-যোড়া রৌপ্যনির্ম্মিত, এ যুগলমূর্ত্তি জনৈক পেশোবা প্রদত্ত। অবশিষ্ট যোড়া প্রস্তরনির্ম্মিত এবং প্রাচীন। বিগ্রহের সেবার জন্য বহুসংখ্যক হস্তী অশ্ব যানাদি আছে।

প্রতিদিন দেব দেবীকে গঙ্গাজলে স্নান, চন্দন, আতর ইত্যাদি সুগন্ধে চর্চ্চিত এবং মণিরত্নে ভূষিত করা হয়। মন্দিরের ব্যয় বার্ষিক প্রায় ৫০ সহস্র টাকা। ইহার আয় প্রধানতঃ যাত্রিদিগের দর্শনী ও মানসিক হইতে উৎপন্ন। তদ্ভিন্ন অনেক নিষ্ঠাবান্ ভক্ত দেবসেবার্থ তাঁহাদের বিষয়াদি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরে দুই শতাধিক 'মুরুলী'-কুমারী বাস করে। শৈশবাবস্থায় কুমারীর পিতামাতা খণ্ডোবার সহিত ইহাদের যথাশাস্ত্র বিবাহ দেন এবং তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করেন। ইহারা আর অন্য বিবাহ করিতে পায় না। যাহা হউক, মন্দিরে থাকিলেও ঐ সকল কুমারী দ্বারা বরং আয় হইয়া থাকে। ইহারা ও বাঘিয়া অর্থাৎ খণ্ডোবার দাসগণ একত্র খণ্ডোবার মহিমা ও অন্যান্য গান গাহিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। তদ্ভিন্ন মন্দিরে পুরোহিত এবং অনেক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণাদি বাস করে।

খণ্ডোবা দেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এক দিন জেজুরির নিকটস্থ ব্রাহ্মণগণ মণিমালমল্ল বা মল্লাসুর নামে এক দৈত্য কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া মহাদেবের স্তব করেন। মহাদেব খণ্ডোবার মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া দৈত্যকে বিনাশ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে দৈত্য শিবজ্ঞান লাভ করে। তজ্জন্য এখনও খণ্ডোবা-মন্দিরের প্রাঙ্গণস্থিত প্রস্তরনির্ম্মিত মল্ল মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। হরিদ্রা ও চম্পকপুষ্প খণ্ডোবার প্রিয়।

এখানে বৎসরের মধ্যে চারিটী উৎসব হয়। প্রথম অগ্রহায়ণের শুক্ল-চতুর্থী হইতে শুক্ল-সপ্তমী পর্য্যন্ত। অপর তিনটী পৌষ, মাঘ ও চৈত্রের শুক্ল-দ্বাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল উৎসবের সময় খান্দেশ, বরার, কোঙ্কণ প্রভৃতি দূরদেশ হইতেও বহুসংখ্যক যাত্রী আসিয়া থাকে। চৈত্রমাসের মেলায় কোন কোন বৎসর লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।

তদ্ভিন্ন সোমবতী-অমাবস্যা এবং বিজয়া-দশমীর দিন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মেলা হয়, তখন নিকটস্থ গ্রামের লোকেরাই আসিয়া থাকে। সোমবতী অমাবস্যার দিন পাল্কী করিয়া জেজুরির পূজারিগণ বিগ্রহকে দুইমাইল উত্তরে কড়া নদীতীরবর্ত্তী মৌজে ধালেবাড়ীর দেবীমন্দিরে লইয়া যায় এবং তথায় নদীতে স্নানাদি করাইয়া ফিরিয়া আসে। বিজয়াদশমীর দিন ঘটা করিয়া পাল্কীতে ঠাকুর বাহির হয়, ঠিক সেই সময় কড়ে পাথর মন্দির হইতে আর এক ঠাকুর ঐরূপ ঘটা করিয়া বাহির হন। উভয় দল পরস্পরের অভিমুখে আসিতে থাকে, পরে মধ্যপথে মিলিত হইয়া কিছুক্ষণ পরস্পর অভিবাদনের পর নিজ নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাসের উৎসবে একজন ভক্ত বাঘিয়া উরুদেশে তরবারি বিদ্ধ করিয়া নগরে বেড়াইত। তখন আরও অনেক প্রকার কঠোর ব্রত প্রচলিত ছিল। এখন দেবতার উদ্দেশে মন্দিরের সোপান-নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণভোজন, নগদ অর্থদান, মেষবলি এবং কেহ কেহ নিজ সন্তানকে আজীবন খণ্ডোবার সেবায় নিযুক্ত করে; তাহারই পুত্র হইলে বাঘিয়া ও কন্যা হইলে মুরুলী নামে খ্যাত হয়। মেষবলি এখানে এত অধিক হয় যে, কোন কোন বৎসর ২০।৩০ হাজার পর্য্যন্ত মেষবলি হইয়া থাকে।

খণ্ডোবার পাণ্ডাগণ গুরব। যাত্রিগণ আসিয়া সহরে গুরবদিগের আলয়ে বাস করে। সচরাচর ইহারা দুইদিন বাস করিয়া যথারীতি সমস্ত পূজাদি সমাপন করে। দ্বিতীয় দিবসে মানসিক শোধ করা হয়। ব্রাহ্মণভোজনের মানসিক থাকিলে পুরোহিতের বাড়ীতেই সে কার্য্য সম্পন্ন হয়। মেষবলি দিলে তাহার মুণ্ড অর্দ্ধেক ঘাতকের এবং অর্দ্ধেক মিউনিসিপালটীর প্রাপ্য। বলির মাংস যাত্রিগণ বাসায় আনিয়া ভোজন করে। ঐ সময় তাহাদের সহিত ২।৪ জন বাঘিয়া ও মুরুলী থাকে। দ্বিতীয় দিবস রাত্রিকালে যাত্রিগণ মশাল জ্বালিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করে।

তৎপরে তাহারা প্রাঙ্গণস্থ পিত্তলের প্রকাণ্ড কূর্ম্মপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া নারিকেল, শস্য ও হরিদ্রা বিতরণ করে এবং কতক প্রসাদ রাখে। সমস্ত ক্রিয়া শেষ হইলে, যাহাদের গান মানত থাকে, তাহারা জনকয়েক বাঘিয়া ও মুরুলী কুমারী বাসায় লইয়া গিয়া গান করায়। ইহাদের একদলকে ১।০ পাঁচসিকা দিতে হয়।

মন্দিরে প্রবেশকালে প্রত্যেক যাত্রীকে ৴১০ পয়সা হিসাবে মিউনিসিপালিটীকে কর দিতে হয়। এই কর অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত আদায় হয়। অপর সময় যাত্রিগণ বিনা করে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। মিউনিসিপালিটীর এই অর্থ যাত্রিগণের সুবিধার্থ নগর ও অন্যান্য স্থান-পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর রাখিতে ব্যয়িত হয়।

মন্দিরের অপর সমস্ত আয় পুরোহিত গুরবগণ ও মন্দিরের তত্ত্বাবধারকগণ পাইয়া থাকেন। অল্পাংশ গায়ক এবং মন্দিরের অন্যান্য সেবকগণ প্রাপ্ত হয়।

যাত্রিগণের মধ্যে যাহারা ধনবান্ তাহার ইচ্ছা হইলে আরও দুই একদিন থাকিয়া কড়া-পাথরের পুরাতন মন্দির ও মলহর বা মল্লার তীর্থ দেখিতে যান। যাত্রিদিগের খাদ্য ও দেবসেবার উপকরণ ব্যতীত মেলায় যে সকল দ্রব্য বিক্রয় হয়, তন্মধ্যে কম্বল প্রধান। অপরাপর দ্রব্যের মধ্যে পিত্তলের বাসন ও নানারূপ রঙ্গীন বস্ত্র, ছেলেদের পোষাক, নানাবিধ খেলানা, ছবি প্রভৃতি বিক্রয় হয়। যাত্রিগণ স্ত্রীপুত্রকন্যাদির জন্য সাধ্য ও স্বেচ্ছামত দুই চারিটী সৌখিন দ্রব্য এবং পাথেয় খাদ্য ক্রয় করিয়া বাড়ী প্রত্যাগমন করে।

মেলার সময় নগরের সুব্যবস্থা জন্য ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে জেজুরিতে একটী মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। মেলা শেষ হইলে পর কর্ত্তৃপক্ষগণ যাত্রীর সংখ্যা ও দোকানের কাটৃতি অনুসারে সহরের প্রত্যেক গৃহের উপর একটী ট্যাক্স আদায় করেন। ঐ ট্যাক্সের হার ১৲, ॥০, ।০ ও ৵০ হইয়া থাকে।

জেঠবা, এক প্রাচীন রাজপুত বংশ। সৌরাষ্ট্রের (বর্ত্তমান কাঠিয়াবাড়ের) উপকূলভাগে ইহারা পূর্ব্বে বাস করিতেন। অতি প্রাচীনকালে জেঠবাগণ মিয়ানি এবং নাভির মধ্যস্থ ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। পরে মুসলমান কর্ত্তৃক উপকূল ভাগ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মোগলদিগের অবনতিকালে ইহাদিগের পূর্ব্ব অধিকারের অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতি পূর্ব্বে ইহারা আবপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেন। মোর্বি ইহাদিগের একটী প্রাচীন রাজধানী। পূর্ব্বে কাঠিয়াবাড়ে জেঠবা, চূড়াসমা, সোলাঙ্কী এবং বালা এই চারিটী রাজপুত জাতির প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ঝালা, জাড়েজা প্রভৃতির আধিক্যে ও প্রভুত্বে উক্ত চারি জাতি ক্রমশঃই কমিয়া গিয়াছে, এবং জেঠবাগণ তাহাদিগের পূর্ব্ব অধিকার কাঠিয়াবাড়ের পশ্চিম ও উত্তরভাগ হইতে বিতাড়িত হইয়া বুর্দের পার্ব্বত্য-প্রদেশে অধিকার স্থাপন করিয়াছে। পুরবন্দরের রাণা পুন্দেরির জেঠবা বংশীয়। জেঠবাদিগের ইতিহাসে লিখিত আছে, জেঠবা সঙ্গজী অণ্‌হলবার পত্তনের রাণা কৃষ্ণজীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। শিরোহি ও অন্যান্য প্রদেশের রাজগণের অনুরোধে কৃষ্ণজী আর রাণা উপাধি

ধারণ করিবেন না এই নিয়মে সজ্জী কৃষ্ণজীকে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই অবধি পুরবন্দররাজ রাণা উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

জেঠা (দেশজ) পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

জেঠাই (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাতের পত্নী।

জেঠামী (দেশজ) অল্প বয়স হইয়া বয়োবৃদ্ধের ন্যায় বেশী কথা বলা।

জেঠ্‌শূরখাচর, সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত আনন্দপুরের একজন রাজা। চোটিলার কাঠিজাতীয় খাচরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে এবং গুজরাটের সুলতানদিগের আক্রমণে এক সময়ে আনন্দপুর জনশূন্য অরণ্য হইয়া পড়ে। ঐ সময় বুধ নামে জনৈক পল্লীবাসী চারণ-মেষপালক মেষ অন্বেষণ করিতে করিতে আনন্দপুর দেখিয়া গিয়া কাঠি-সর্দার জেঠ্‌শূরখাচর ও মিয়াজনখাচরকে সংবাদ দেন। তদনুসারে ইঁহারা ঠন্ধা পর্ব্বত হইতে পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া শূন্য নগর অধিকার করিলেন। এই স্থানে ইঁহারা ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনন্তর রাজমাতুলের ভ্রাতা মুলুনাগাজনখাচর কর্ত্তৃক উভয়ে বিতাড়িত হন। আজও অনিয়ালি প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

মুলুনাগাজন খাচর মধ্যে মধ্যে আনন্দপুরে আসিয়া ২০।২৫ দিন বাস করিতেন। নগরের তোরণদ্বারে একখানি প্রস্তর একটু খসিয়াছিল। পাছে উহা খসিয়া মাথায় পড়ে, এই ভয়ে জেঠ্‌শূর ও মিয়াজন যখন ঐ দ্বার পার হইতেন, তখনই বেগে অশ্বচালনা করিতেন। মুলুনাগাজন ইঁহাদিগকে প্রাণভয়ে এইরূপ ভীত দেখিয়া ভীরু ও কাপুরুষ স্থির করিলেন এবং একদিন পঞ্চশত অশ্বারোহী সমেত নগর আক্রমণ করিলেন। জেঠশূর ও মিয়াজন নিজ নিজ সম্পত্তিসহ রজনীযোগে পলায়ন করিলে খাচরমুলু ও তাহার ভ্রাতা লাখো ১৬৯১ সংবতে পৌষ শুক্ল-দ্বিতীয়া রবিবারে আনন্দপুর অধিকার করিলেন।

জেঠিয়ান, বেহার প্রদেশে গয়া জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ইহার প্রকৃত নাম যষ্টিবন। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর একটা বাঁশবন আছে, উহাকে এখনও লোকে জখ্‌টিবন বলে। তথাকার লোকে ঐ সকল বাঁশ কাটিয়া গয়াতে বিক্রয় করে।

গ্রাম হইতে ১৪ মাইল দূরে তপোবন নামক স্থানে দুইটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। চীনপর্য্যটক হিউএন্‌সিয়াং এই গ্রাম ও ইহার নিকটস্থ পাহাড়ের উপর বাঁশ বন দেখিয়া যান। তিনি ইহার উষ্ণপ্রস্রবণের কথাও লিখিয়াছেন। তিনি ইহাকে বুদ্ধবনের ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন

জেতমল, রাণা জয়মলের পুত্র। পিতাপুত্র তুরসঙ্গম হইতে রায়গণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া দান্তায় পলাইয়া আসেন। এখানে শত্রুগণ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিলে তাঁহারা মাতাজীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে রাণা জয়মলের মৃত্যু হইল। রাণার মৃত্যুর পর জেতমল মাতাজীর মন্দিরে 'হত্যা' দিলেন, অনেক দিন চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি মাতাজীর নিকট হইতে কিছুই শুনিতে পাইলেন না। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি নিজ চক্ষু উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা মাতাজীর অর্চনা করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময় মাতাজী তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! ক্ষান্ত হও; তুমি এখনই স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া শত্রুদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা কর, আমি তোমার সহায় হইব। আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যে যে রাজ্যের মধ্য দিয়া তুমি অশ্বারোহণে গমন করিতে পারিবে, সেই রাজ্যগুলি তোমার করায়ত্ত হইবে, আর যে স্থানে তুমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিবে, সেই স্থানই তোমার রাজ্যের সীমারূপে নির্দ্ধারিত হইবে।"

এই কথা শুনিয়া জেতমল কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। তাঁহারা প্রথমেই রেহ্‌ভুরদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা দূর হইতে দেখিতে পাইল, যেন বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য তাহাদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; দেখিয়াই তাহারা ভয়ে স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পরে জেতমল মেঘা যাদবদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতাজীর ক্ষমতায় এখানে যাদবগণ দেখিতে লাগিল, যেন পর্ব্বতের নিকট প্রত্যেক ঝোপে এক একজন অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেখিয়াই তাহারা পলায়ন করিল। মেঘাদলপতিকে হঠাৎ বন্দী করিয়া হত্যা করা হইল। পরে জেতমল অগ্রসর হইয়া তুরসঙ্গম, ঘোড়ার এবং হড়ার হইতে শত্রুদিগকে দূরীভূত করিলেন। নমানে আসিয়া জেতমাল অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং অশ্ব হইতে নামিতে উপক্রম করিলেন। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহাকে অবরোহণ করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, "আমি এত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে আর কিছুতেই অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না।" সুতরাং তিনি সেই স্থানেই অবরোহণ করিলেন এবং সেই স্থানেই তাঁহার রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইল। জেতমল রাণা উপাধি ধারণ করিলেন। দান্তানগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। কিছুকাল পরে তিনি দুইটী পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাসসিংহ ও কনিষ্ঠের নাম পুঞ্জ। জেতমল

দাস্তার অনৈক সর্দার ধুনাজি বাঘেলার কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

জেতমলপুর, দিনাজপুর জেলার দেওরা পরগণার একটী প্রধান পল্লীগ্রাম। এই স্থানটী কাঁকড়া ও ছীরী নদীর সঙ্গমে রঙ্গপুর রাজপথের নিকট অবস্থিত। এই স্থানে একটী বাজার আছে এবং নানাবিধ শস্ত বিক্রয় হয়।

জেতবন, প্রাচীন অযোধ্যার অন্তর্গত শ্রাবস্তীর একটী উপবন। এই স্থানে বৌদ্ধদিগের একটী বিহার ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে এই স্থান অতি বিখ্যাত। এই স্থানে বুদ্ধদেব বহুকাল বাস করিয়া শিষ্যগণকে অবদান প্রভৃতি শাস্ত্রাদির উপদেশ দিতেন।

জেতব্য (ত্রি) জি-কর্ম্মণি তব্য। জেয়। (অমর)
"জেতব্যমিতি কাকুৎস্থো মর্ত্তব্যমিতি রাবণঃ।" (রামা° ৬।৯১।৭)

জেতারাম (পুং) জেতবন। [জেতবন দেখ।]

জেতালপুর, ১ আহ্মদাবাদের ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে রাণীর বাড়ী নামে একটী প্রাসাদ আছে।

জেৎপুর, ১ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ১৬৫ বর্গমাইল। এই রাজ্যের অধীনে ১৫০ খানি গ্রাম আছে। রাজার ৬০জন অশ্বারোহী এবং ৩০০ পদাতিক সৈন্ত আছে। ১৮১২ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা-সংস্থাপক ছত্রশালের বংশধর কেশরিসিংহকে এই রাজ্য প্রদান করেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে রাজা বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজ রাজ্যলুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ছত্রশালের অপর বংশধর ক্ষেতসিংহকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ক্ষেতসিংহের মৃত্যু হইলে এই রাজ্য ইংরাজ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২ জেৎপুর রাজ্যের প্রধান সহর, কাল্পী হইতে ৭২ মাইল দক্ষিণে এবং জামালপুর হইতে ১৯৭ মাইল উত্তরে একটী বৃহৎ ঝিলের পশ্চিম পার্শ্বে ২৫° ১৬´ অক্ষাংশ এবং ৭৯° ৩৮´ দ্রাঘিমায় গবত হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটী বাজার আছে। সিদ্ধরাজ জয়সিংহের আদেশে এখানে থানেরাতলাও নির্ম্মিত হইয়াছিল।

জেতৃ (ত্রি) জি-তৃচ্। ১ জয়শীল। "জেতা নৃভিঃ ইন্দ্রঃ পৃত্সু।" (ঋক্ ১।১৩৮।৩) 'জেতারং জয়শীলং' (সায়ণ)

(পুং) ২ বিষ্ণু। "অনঘো বিজয়ো জেতা" (বিষ্ণুস°)

জেত্ব (ত্রি) জি-বনিপ্ বেদে নি° দীর্ঘত্বাপি তুক্। জেতব্য। "আস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি" (ঋক্ ৬।৪৭।২৬) 'জেত্বানি জেতব্যানি' (সায়ণ)

জেন্তাক (পুং) স্বেদবিশেষ। রোগীর দূষিতরক্ত ঘর্ম্মরূপে যাহাতে অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া বিশোধিত হয়, তাহার উপায় বিশেষ। ইহাকে চলিত কথায় ভাবরা লওয়া বলে। ইহার বিষয় চরকসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

রোগীকে জেন্তাকস্বেদ দিতে হইলে অগ্রে ভূমি পরীক্ষা করা উচিত। পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাবিশিষ্ট প্রশস্ত ভূমিভাগ গ্রহণ করার প্রয়োজন এবং সেই ভূমিভাগ যেন নদী দীর্ঘিকা বা পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের দক্ষিণ বা পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এবং সমানভাগে বিভক্ত হয়। এই স্থান নদী-প্রভৃতির ৭।৮ হাত অন্তর হওয়া উচিত, তাহার উত্তরে পূর্ব্ব-দ্বারী অথবা উত্তর-দ্বারী একটী গৃহ প্রস্তুত করিবে। সেই গৃহের উচ্চতা ও বিস্তার যেন ১৬ হাত হয় এবং সেই গৃহের মধ্যে চতুর্দ্দিকে এক হস্ত বিস্তৃত উৎসেধসম্পন্ন একটী আল প্রস্তুত করিবে। বধ্যস্থলে ৪ হাত প্রশস্ত এবং ৭ হাত উচ্চ কন্দু (পাঁওরুটী প্রস্তুত করার উনানের মতন উনান) প্রস্তুত করিবে, তাহাতে কতকগুলি ছিদ্র করিয়া দিতে হইবে এবং তাহাতে একটী আবরণাও প্রস্তুত করিবে। পরে সেই উনানে খদির বা অশ্বত্থকাষ্ঠ জ্বালাইবে, যখন সেই কাষ্ঠগুলি জ্বলিয়া অঙ্গার ও ধূম শূন্য হইবে, যখন সেই গৃহের মধ্যভাগ স্বেদযোগ্য উষ্মার পরিপূর্ণ বোধ হইবে, সেই সময়ে রোগীকে বাতঘ্ন তৈল বা ঘৃত মাখাইয়া বস্ত্রাবৃত গাত্রে তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইবে। এই গৃহে প্রবেশকালে রোগীকে বিশেষ সাবধান করিয়া বলিবে, "আরোগের জন্য এই গৃহে প্রবেশ করিতেছ, অতি সাবধানে পূর্ব্বোক্ত পিণ্ডিকাতে আরোহণ করিয়া এক পার্শ্বে বা তোমার যাহাতে ভাল বোধ হয় এরূপ ভাবে শয়ন করিবে। সাবধান! যেন অতিশয় ঘর্ম্ম বা মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ না কর, যদি কর তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্বেদমূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া তোমার প্রাণবিয়োগ হইবে। অতএব কদাচ ইহা পরিত্যাগ করিও না।" এইরূপে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিবে। এইরূপে রোগী স্বেদগৃহে প্রবেশ করিয়া যখন সমুদয় স্রোতবিমুক্ত হইয়া ঘর্ম্মাক্রান্ত হইবে এবং ক্লেদকারী দোষ সকল নির্গত হইবে ও নিজের শরীর লঘু, অসাড় ও বেদনা শূন্য বোধ হইবে, সেই সময় পিণ্ডিকা হইতে নির্গত হইয়া দ্বারে উপস্থিত হইবে। তৎপরে চক্ষু স্নিগ্ধ হওয়ার জন্য তাহাতে শীতল জল দিবে, এইরূপে রোগীর ক্লান্তি নিবারণ হইলে উষ্ণজলে স্নান করাইয়া যথোচিত আহার প্রদান করাইবে। এইরূপ স্বেদ দিবার নাম জেন্তাক। (চরক সূত্রস্থান) [স্বেদ দেখ।]

জেন্তাবসু (ত্রি) ১ যাহার প্রকৃত ধন আছে। (পুং) ২ ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনুযুগলের নামান্তর।

জেন্য (ত্রি) জি-জন-ণিচ্ বাহু° ডেন্য। ১ জয়শীল। "অগ্নির্বজ্ঞেষু জেন্যো ন বিশ্পতিঃ।" (ঋক্ ১।১২৮।৭)। 'জেন্যঃ জয়শীলঃ' (সায়ণ) ২ উৎপাদ্য। "জনিষ্ট হি জেন্যো অগ্রে অহ্নাং" (ঋক্ ৫।১।৫) 'জেন্য উৎপাদ্যঃ' (সায়ণ) ৩ জেতব্য। "দুগ্ধং পয়ো বৃষণা জেন্যবসূ" (ঋক্ ৭।৭৪।৩) 'জেন্যং বসুধনং যয়োঃ, পূর্ব্বপদদীর্ঘঃ, জেন্যাবসূ জেতব্য-ধনৌ' (সায়ণ)

জেব (আরবী) জামার পকেট।

জেমন্ (ত্রি) জি-মনিন্। ১ জয়শীল। "উদন্যজেব জেমনা মদেরু" (ঋক্ ৮।৩৮।৭) 'জেমনা জয়শীলৌ ঔস্থানে আচ্, ছান্দসোদীর্ঘাভাবঃ লোকে তু জেমা জেমানৌ ইত্যেব' (সায়ণ) জেতুর্ভাবঃ ইমনিচ্ তৃণো লোপঃ। (পুং) ২ জেতুর্ভাব, জয়। ৩ জয় সামর্থ্য। "জেমা চ মহিমা চ" (শুক্লযজুঃ ১৮।৪)

জেমন (ক্লী) জিম-ভাবে ল্যুট্। ভক্ষণ। (অমর)

জেয় (ত্রি) জীয়তে ইতি (অচোযৎ। পা ৩।১।৯৭) জি-কর্ম্মণি-যৎ। জেতব্য।

"তস্মাৎ কামাদয়ঃ পূর্ব্বং জেয়াঃ পুত্র! মহীভুজ।" (মার্কপু° ২৭।১২)

জের্ (পারসী) ১ নিম্ন, নীচ। ২ হিসাবে পর পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব পাতের জমা খরচের মোট।

জেরবন্দ্ (পারসী) ঘোটকের মুখ বা কোমরবন্ধনী।

জের্বার (পারসী) ভারগ্রস্ত; দায়িক।

জেরম্বাদ (পারসী) ঔষধ-বৃক্ষবিশেষ। (Zinziber Zerambet.)

জেরা (দেশজ) যথার্থ কথা জানিবার জন্য অপর পক্ষ কর্ত্তৃক সাক্ষীর প্রতি প্রশ্ন।

জেরাদখানা, সুন্দরবনের একটী অংশ। শাহসুজার সংশোধিত রাজস্ব-তালিকায় ইহা মুরাদখানা বা জেরাদখানা নামে উক্ত হইয়াছে। এই অংশ বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ছিল। শাহসুজার সময় ইহার রাজস্ব ৮৪৫৪৲ টাকা ছিল।

জেরুসালেম, ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বকূলবর্ত্তী খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মভূমি পালেস্তিনের প্রাচীন নগর। অক্ষা° ৩১° ৪৬´ ৪৩´´ উঃ, দ্রাঘি° ৩৫° ১৩´ পূঃ। এই নগর ভূমধ্যসাগরপৃষ্ঠ হইতে ২০০০ ফিট্ উচ্চ এবং ইহার নিকটস্থ উপকূল হইতে ২৯ মাইল পূর্ব্ব ও মরুসাগরে পতিত জর্ডন নদীর মোহানা হইতে ২১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর হিব্রুদিগের বাসস্থান ছিল। এই নগরই প্রাচীন য়িহুদিদিগের ধর্ম্ম ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য হইত।

প্রথমে এই নগরকে মালিক সাদেকের নগর কহিত, এবং ইহাই প্রাচীন মেলচি-জের্দেক অর্থাৎ ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজার রাজধানী সালেম নগর। জেরুসালেম নামের শেষভাগ হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। ইস্রাইল্ 'অঙ্গীকৃত ভূমে' আসিবার ৫০০ বৎসর পর পর্য্যন্ত এই নগরের সমগ্র কিম্বা কতক অংশ জেরুস নামে অভিহিত হইত। তাহার পর বেঞ্জামিনগণ ইহাকে ঐ দুই নামের মিশ্রণ করিয়া জেরুসালেম অর্থাৎ শান্তি-নিকেতন নাম প্রদান করিল।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-পুস্তক বাইবেলে পবিত্রপুর বলিয়া ইহার ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। আজিও য়িহুদিগণ ইহাকে 'এল্‌কোয়োডাস্' অর্থাৎ পবিত্র, কিম্বা 'আস্-সরিফ্' অর্থাৎ সাধু, ভদ্র বলিয়া থাকে। মুসলমানেরাও ইহাকে 'বেট্-উল্-মকদ্দস্' অর্থাৎ পবিত্র নগর বলেন।

জায়ন, মিনো, অক্রা, বেজেথা, মোরিয়া ও ওফেল এই ছয়টী পর্ব্বতের মধ্যস্থলে জেরুসালেম নির্ম্মিত। ঐ পর্ব্বতগুলি নগরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে। নগরের ভূমি পূর্ব্বদিকে ঢালু, তজ্জন্য পূর্ব্বদিকের পর্ব্বত হইতে নগরের উপর দৃষ্টিপাত করিলে সমগ্র নগরই একবারে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার গৃহ সকল অধিকাংশ অনুচ্চ। সমতল ছাদবিশিষ্ট গৃহাবলীর উপরে স্থানে স্থানে উচ্চতর খৃষ্টীয় ধর্ম্মশালা সকলের চূড়া ও মস্‌জিদের উচ্চ গুম্বজ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। নগর মধ্যস্থ রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত এবং ভূমির প্রকৃতি অনুসারে কোথাও উচ্চ কোথাও নিম্ন। বাজার ও দোকানগুলি তত উৎকৃষ্ট নহে।

মুসলমানগণ সলোমান-প্রতিষ্ঠিত এখানকার ধর্ম্মমন্দিরকে আপনাদের মস্‌জিদে পরিণত করিয়াছে। ইহাতে খলিফ্ ওমার নির্ম্মিত আয়তাকার হারাম-এস্-সরিফ নামক প্রাচীরবেষ্টিত মস্‌জিদ আছে। ইহার বেদী উচ্চ এবং সমস্ত মেজে সুন্দর সুচিক্কণ মর্ম্মরপ্রস্তর খচিত। ইহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১৪৮৯ ফিট্ ও বিস্তারে ৯৯৫ ফিট্।

জেরুসালেমের অবস্থান একটী চতুরস্রাকৃতি মালভূমির উপর। ১৫৪২ খৃঃ অব্দে সুলতান সুলেমান নগরের চারিদিকে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

নগরের অধিবাসিগণের প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমান। অবশিষ্টের অর্দ্ধেক খৃষ্টান ও অপরার্দ্ধ য়িহুদী। য়িহুদিগণ নগরের এক অংশেই বাস করে। খৃষ্টানগণ অধিকাংশ খৃষ্টের গোরস্থানের গির্জার নিকটস্থ খৃষ্টানপল্লীতে বাস করে। নগরের উত্তরে একটী পর্ব্বতের উপত্যকায় প্রাচীন রাজাদিগের ভাস্কর বা চিত্রকার্য্যবিরহিত প্রস্তরনির্ম্মিত গোরস্থান সকল বিদ্যমান আছে। ইহাদের কোন কোনটীতে পুরাকালের প্রস্তরনির্ম্মিত শবাধারের ভগ্নাংশ দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টের ৫৮৮ বৎসর পূর্ব্বে বাবিলোনীয়গণ জেরুসালেম আক্রমণ করিয়া অধিবাসী জুডা ও বেঞ্জামিন্ নামক দুই

জাতিকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ৭০ বৎসর এইরূপ পরাধীনভাবে কালযাপনের পর, মিদো-পারস্যপতি সাইরাস্ তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া জেরুসালেম নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। তাহারা তদনুসারে তথায় গিয়া পুনরায় নগর নির্ম্মাণ করে। ৫১৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে যরায়ুসের তত্ত্বাবধানে ইহার ২য় মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহার পরও এই নগর বহুকাল পর্য্যন্ত পারস্যাধিপতির শাসনাধীন থাকে, তৎপরে ৩৩২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মাকিদনরাজ মহাবীর আলেকসান্দারের হস্তগত হয়। আলেকসান্দারের মৃত্যুর পর ইহা ক্রমান্বয়ে মিসরবাসী টলমী ও সিরিয়ার সিলিউকিদিদিগের হস্তে আইসে। এই সময় ইহার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। য়িহুদিগণ অনেক অধিকার লাভ করে। কিন্তু পরে ইহা অন্তিওকাস্ এপিফেনিসের অধিকৃত হয়, এই ব্যক্তি অতি নিষ্ঠুরতার সহিত য়িহুদিগণকে পীড়িত ও নগরপ্রাচীর ভগ্ন করে এবং ইহার পরম পবিত্র ধর্ম্ম-মন্দিরের বহুমূল্য তৈজসপত্র সমস্ত কাড়িয়া লইয়া উহাতে গ্রীক দেব দেবী-স্থাপন ও প্রতিদিন শূকর-বলি দিবার বন্দোবস্ত করেন। প্রায় ১৩৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রোমকগণ এই নগর অধিকার করে। ৬৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পম্পি এই নগর অধিকার করিয়া পুনর্ব্বার কতক প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ইহার পর হেরদ রোমকসভা কর্ত্তৃক এখানকার রাজা নির্ব্বাচিত হইয়া আগমন করেন। ইহার রাজত্বকালে জেরু-সালেমের ধর্ম্ম-মন্দির পুনঃ সংস্কৃত হয়, এই সময় রোমকপ্রথা অনুসারে এখানে ঘোড়ার নাচ ও রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। তৎপরে জুডিয়া প্রদেশ বহুকাল রোম কর্ত্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হয়। এইরূপ শাসনকর্ত্তা পন্তিয়াস্ পাইলেটের সময়েই (২৬-৩৬ খৃঃ অব্দের) খৃষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যীশুখৃষ্ট দুর্বৃত্ত য়িহুদিগণ কর্ত্তৃক ক্যালভেরি পর্ব্বতে ক্রুশাহত হন। এই পন্তিয়াস্ পাইলেট হিনম্ উপত্যকার উপরিস্থ বর্ত্তমান সেতু নির্ম্মাণ করিয়া উহার উপরিস্থ পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বেথলহেমের দুই মাইল দক্ষিণস্থ এমাম অর্থাৎ সলোমানের জলাশয় হইতে বৃহৎ মসজিদে জল আনয়ন করেন। ইহার পর ৭০ খৃষ্টাব্দে রোম-সেনাপতি টাইটস্ নগরের উত্তরস্থ হেরদের প্রাসাদ ও উহার সন্নিহিত কয়েকটী মন্দির ব্যতীত সমস্তই ধ্বংস করেন। য়িহুদীগণ আসিয়া পুনর্ব্বার ভগ্ন নগর অধিকার করে। ইহার ৬০ বৎসর পরে হাড্রিয়ান্ এই নগর পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করেন এবং মন্দির, থিয়েটার (রঙ্গমঞ্চ), প্রাসাদ ইত্যাদিতে ভূষিত করেন। সম্রাজ্ঞী হেলেনা এখানে গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ৩৩৬ খৃঃ অব্দে খৃষ্টের পবিত্র গোরস্থানের উপরে গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। ৬৩৪ খৃঃ অব্দে খলিফ ওমার ৪ মাস অবরোধের পর জেরুসালেম অধিকার করেন। ১০৭৬ খৃঃ অব্দে তুর্কিগণ মিসরের খলিফের নিকট হইতে জেরুসালেম জয় করিয়া এখানকার খৃষ্টানদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করে। এই সকল অত্যাচার-কাহিনী জলন্ত ভাষায় সিমিয়ন ও পিটার-দি-হারমিট্ কর্ত্তৃক য়ুরোপেও প্রচারিত হইলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযোধগণ তাঁহাদের এই পুণ্যভূমি উদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তদনুসারে সমগ্র য়ুরোপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীরগণ ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করি-লেন। এইরূপে গডফ্রে-ডি-বুলিয়নের অধীনে প্রায় ৭ লক্ষ খৃষ্টীয় ধর্ম্মযোধ (Crusadors) আসিয়া বহুকাল যুদ্ধের পর ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে জেরুসালেম অধিকার করিয়া বহুসংখ্যক অধিবাসীকে বিনষ্ট করিলেন। তাহার পর তাঁহারা ঐ স্থানে একজন খৃষ্টান রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। অনেক খৃষ্টান রাজা এখানে রাজত্ব করিলে পর, ১১৮৭ খৃঃ অব্দে মুসলমানগণ পুনর্ব্বার এই নগর অধিকার করেন। ইংলণ্ডীয় বীর রিচার্ড কুর-ডি-লায়ন (Cœur-de-Lion) ও ফিলিপ অগষ্টের ধর্ম্মযুদ্ধে আর একবার জেরুসালেম খৃষ্টানরাজ্যভুক্ত হয় বটে, কিন্তু ঐ রাজগণ নামে মাত্র রাজা ছিলেন। অবশেষে ১২৪৪ খৃঃ অব্দে খোরাসানের তুর্কিগণ জেরুসালেম অধিকার করি-লেন। তদবধি এই স্থান মুসলমানদিগের অধিকারেই আছে।

এই নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে বহুধর্ম্মীয় বহু লোকের অধিকারে বহুপ্রকার অবস্থা বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়া কালচক্রের আবর্ত্তনে এখন সমগ্র সভ্য জগতের অতি পূজ্য ও রক্ষণীয় হইয়া আদরের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। জেরুসালেম নাম খৃষ্টান জগতে অতি পবিত্র ও আদৃত।

জেল, (ফরাসী জেল Gaol কথা হইতে বাঙ্গালা জেল কথার উৎপত্তি হইয়াছে।) হিন্দিভাষায় জেলকে কয়েদখানা কহে। অতি প্রাচীনকালে ভারতে এখনকার মত জেলের প্রথা ছিল না। রণজিৎ সিংহের রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইবামাত্রই তথায় জেল-নির্ম্মাণের কথা উত্থাপিত হইল। ভারতে মুসলমান-দিগের রাজত্বকালে একরূপ জেল ছিল বটে, কিন্তু তাহাও আধুনিক জেলের ন্যায় নহে। একসময় কতকগুলি অপরাধীকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিবার প্রথা তখনও আধুনিক কালের ন্যায় প্রচলিত ছিল না। মহাভারতে মহারাজ জরাসন্ধের যে কারাগারের উল্লেখ আছে, তাহা সাধারণ অপরাধিদিগের জন্য ব্যবহৃত হইত না। বর্ত্তমান জেলপ্রথা য়ুরোপীয়।

অপরাধিগণের দোষ-সংশোধন করিবার নিমিত্তই তাহা-দিগকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং সেইজন্যই তাহাদিগকে কারা-গারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। পূর্ব্বে য়ুরোপে অনেক অপরাধীকে নির্ব্বাসিত করা হইত; কিন্তু এখন নির্ব্বাসিত ও স্থানান্তরিত

করিবার পরিবর্ত্তে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রাচীন কালে অপরাধীর দোষ সংশোধিত হউক বা না হউক তাহার প্রতি কোনরূপ দৃষ্টি না রাখিয়া তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করা হইত;—শাস্তিপ্রদানের কোন প্রকার নিয়ম ছিল না। কারাগারপ্রথা প্রচলিত হইবার পরেও য়ুরোপে কয়েদীদিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করা হইত। য়ুরোপের জেলগুলি এক একটী নরক স্বরূপ ছিল। বন্দিগণ যেরূপ উৎপীড়িত হইত, তাহা বর্ণনাতীত। বিশ্বপ্রেমিক জন হাউ-য়ার্ডের অদম্য উৎসাহ ও অসীম ক্লেশসহিষ্ণুতা গুণেই উক্ত বীভৎস নরকগুলি সংস্কৃত হইয়াছে। উক্ত মহাত্মার অটল যত্নে ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে কারাগারের স্বাস্থ্যবিধান সম্বন্ধে একটী আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই সময়েই কারাগারে অতিরিক্ত শাস্তিদানের প্রথা রহিত হইল। পূর্ব্বে সকল প্রকার কয়েদীকেই একত্র রাখা হইত এবং জেলাধ্যক্ষ অর্থলোভে কারাগার মধ্যে বিবিধ প্রকার বীভৎস কার্য্যের প্রশ্রয় প্রদান করিত, ইহাতে অপরাধিদিগের দোষাবলী দূরীভূত না হইয়া বরং বদ্ধমূল হইত।

জেলখানায় বায়ুসঞ্চালনের প্রশস্ত পথ না থাকায় এবং বিবিধ অপরিচ্ছন্নতা বশতঃ একপ্রকার জ্বরের উৎপত্তি হইত সে জ্বরে অনেক সময় কয়েদীদিগের জীবন যাইত। ক্রমে ক্রমে এই অসুবিধাগুলি দূরীভূত হইতে লাগিল। অনেক মহাত্মা কারাগারের দোষগুলি অপসারিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত দোষগুলি সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হয় নাই।

স্ত্রী ও পুরুষ কয়েদীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হয়। তাহাদিগকে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিতে বা কথাবার্ত্তা কহিতে দেওয়া হয় না।

প্রত্যেক কয়েদীর যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে এবং যাহাতে কাহাকেও সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করান না হয়, তৎপ্রতি জেলাধ্যক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন। প্রত্যেক জেল দেখিবার জন্য এক একজন চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন।

গুরুতর অপরাধিদিগকে সময় সময় নির্জ্জন কারাবাসে দণ্ডিত করা হয়। এই সময় ইহাদিগকে কাহারও সহিত কথা বলিতে দেওয়া হয় না, অন্য লোকের নিকটও ইহাদিগকে যাইতে দেওয়া হয় না। কয়েদীগণ নির্জ্জন কারাবাসের নিয়মভঙ্গ করিলে পূর্ব্বে তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক শাস্তি প্রদান করা হইত এবং আইনানুসারে এই শাস্তির বিরুদ্ধে কোনরূপ আবেদন চলিতে পারিত না।

কয়েদীগণ দ্বারা নানারূপ কার্য্য করান হয়—যথা সুরকি ভাঙ্গা, ঘানী টানা ইত্যাদি। ইহা দ্বারা গবর্মেণ্টের অনেক আয় হয়।

এ দেশে য়ুরোপীয় কয়েদীদিগের জন্য ভিন্নরূপ বন্দোবস্ত আছে। তাহাদিগকে যে পরিমাণে সুবিধা ভোগ করিতে দেওয়া হয়, দেশীয়দিগকে তাহার অর্দ্ধাংশও দেওয়া হয় না। জেলখানায় য়ুরোপীয় কয়েদীদিগের নীতিশিক্ষার জন্য লোক নিযুক্ত আছে, কিন্তু দেশীয়দিগের জন্য সেরূপ কোন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই।

অল্প বয়স্কদিগের জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত। যে সমস্ত বালক বালিকা কোন আইন বহির্ভূত কার্য্যের জন্য জেলে প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে কোনরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে দেওয়া হয় না। তাহাদিগের জন্য নির্দ্ধারিত জেলকে সংশোধনাগার (Reformatory Jail) কহে।

তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ঐ জেলে শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। সংশোধনাগারের উদ্যানে ফুলের গাছ রোপণ করিবার জন্য মাটী প্রস্তুত করা ও ফুলের গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে এই বালক অপরাধীদিগকে নিযুক্ত করা হয়।

কিন্তু অন্যান্য কয়েদীদিগের জন্য যেরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, প্রায়ই তাহার অপব্যবহার হয়। কয়েদীদিগকে যে পরিমাণে খাদ্য দিবার বিধি আছে, প্রকৃতপক্ষে কার্য্যে তাহা দেওয়া হয় না। বিশেষ একটী কুৎসিত নিয়ম এ দেশের জেলখানায় প্রচলিত আছে, রাত্রিকালে কোন কয়েদীকে মল-পরিত্যাগ করিবার জন্য বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না—রাত্রি-কালে তাহারা ঘরের মধ্যেই মলত্যাগ করে এবং দিবাভাগে তাহা স্বহস্তে পরিষ্কার করে।

যে উদ্দেশ্যে কারাগারে অপরাধীদিগকে রাখা, তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না। আজকাল প্রায়ই দেখা যাইতেছে, জেলখানা হইতে মুক্ত হইয়াই দণ্ডিত লোকগণ আবার অতি শীঘ্রই কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে।

ভারতীয় জেলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি সুন্দররূপে প্রতি-পালিত হয় না। কয়েদীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তত যত্ন লওয়া হয় না। এখানকার জেলে প্রায় দ্বাদশাংশ লোক অনেক সময়ে পীড়িত থাকে। ইংরাজ রাজত্বকালে প্রত্যেক বিভাগে ও প্রতি উপবিভাগে এক একটী জেল স্থাপিত হই-য়াছে। উপবিভাগের জেল অপেক্ষা বিভাগীয় জেলে অধিক সংখ্যক কয়েদী রাখা হয়। বঙ্গদেশে আলিপুরের জেলটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

জেলা (পারসী জিলা) বিচারকার্য্য ও রাজস্বাদি আদায় জন্য ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ। এই শব্দ

আরবী 'জিল' শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'জিল' শব্দের অর্থ পঞ্জর, পার্শ্ব, তাহা হইতে দেশ-বিভাগ হইয়াছে। পূর্ব্বাধিকৃত প্রদেশ সকলে প্রত্যেক জিলায় একজন কালেক্টর, একজন মাজিষ্ট্রেট, একজন সেশন জজ্ প্রভৃতি থাকেন। কোন কোন জেলায় মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরেরও কার্য্য করেন। পঞ্জাব, ব্রহ্ম প্রভৃতি নবাধিকৃত প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া ডেপুটি কমিশনার থাকেন।

জেসাই, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেওয়া পরগণার একটী গ্রাম। এখানে একটী হাট বসে।

জেহুলি, বেহার প্রদেশে চম্পারণ জেলার একটী সহর।

জেশর (ল) পীর, কচ্ছ প্রদেশের একজন বিখ্যাত দস্যু। এই ব্যক্তি শেষ অবস্থায় তুরী নামা জনৈক কাঠি রমণী কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করে। ভুজ নগরের ২২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্ববর্ত্তী অঞ্জার নগরে ইহার স্মরণার্থ এক মন্দির স্থাপিত আছে।

জেসর, কচ্ছ প্রদেশের ধঙ্গ জাতিবিশেষ। ইহারা প্রধানতঃ নবিনাল ও বেরাজার চতুর্দ্দিকে বাস করে।

জেহেল (ইংরাজী Jail শব্দজ) কারাগার, জেল।

জৈগীষব্য (পুং) জিগীষোরপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। যোগবিদ্ মুনিবিশেষ। "অসিতো দেবলোব্যাসঃ জৈগীষব্যশ্চ তত্ত্ববিদ্।" (ভারত শা° ১১ অঃ)।

মহাভারতের শল্যপর্ব্বে লিখিত আছে—পূর্ব্বকালে অসিত দেবল নামে এক তপোধন গার্হস্থ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আদিত্য-তীর্থে অবস্থান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে জৈগীষব্য নামে এক মহর্ষি ঐ তীর্থে আগমন করিয়া দেবলের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন এবং অল্প দিন মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিলেন। মহাত্মা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে একদা মহামতি দেবল হোমাদি সময়ে জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভিক্ষার সময়ে জৈগীষব্য ভিক্ষুকরূপে দেবলের নিকট সমাগত হইলেন। দেবল তাহাকে সমুপস্থিত দেখিয়া পরম সমাদরপূর্ব্বক যথাশক্তি পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি এতকাল ধরিয়া ইহার সেবা করিতেছি, কিন্তু ইনি কি অলস, এতদিনের মধ্যে আমার সহিত একটী কথাও কহিলেন না। দেবল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কলস লইয়া শূন্যপথে স্নানার্থ সাগরে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, ইনি স্নান করিতেছেন। তদ্দর্শনে দেবল বিস্মিত হইলেন এবং স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া ইহাকে স্নান করিতে দেখিয়া পুনরায় আকাশপথে আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া জৈগীষব্যকে স্থাণুবৎ উপবিষ্ট দেখিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনন্তর ইহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত, অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া তথায় দেখিলেন, অন্তরীক্ষচারী যাবতীয় সিদ্ধগণ সমাহিত হইয়া জৈগীষব্যের পূজা করিতেছেন, তিনি তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি জৈগীষব্যকে তথা হইতে পিতৃলোকে গমন করিতে দেখিলেন। তৎপরে ইহাকে যমলোক হইতে সোমলোকে, সোমলোক হইতে অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, (অমাবস্যা, পূর্ণিমা) পশুযজ্ঞ, চাতুর্ম্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, অগ্নিষ্টুভ, বাজপেয়, রাজসূয়, বহুসুবর্ণক, পুণ্ডরীক, অশ্বমেধ, নরমেধ, সর্ব্বমেধ, সৌত্রামণি, দ্বাদশাহ প্রভৃতি বিবিধ সত্রযাজিদিগের লোকসমূহে, তৎপরে মিত্রা-বরুণস্থান, রুদ্রস্থান, বসুস্থান, বৃহস্পতির স্থান, গোলোক, ব্রহ্ম-সত্রীদিগের লোক ও তদনন্তর অন্য তিনলোক অতিক্রম করিয়া পতিব্রতাদিগের লোকে গমন করিতে দেখিলেন, তথা হইতে যে কোথায় গমন করিলেন, তাহা আর দেখিতে পাইলেন না। তদ্দর্শনে তিনি সেখানকার সিদ্ধগণকে ইহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিলেন, জৈগীষব্য সারস্বত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তুমি কোন ক্রমে তথায় গমন করিতে পারিবে না। তখন ইনি আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, জৈগীষব্য পূর্ব্ববৎ স্থাণুর ন্যায় রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে দেবল ইহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে ইনি তাহাকে মোক্ষ ধর্ম্মগ্রহণে কৃতনিশ্চয় বুঝিয়া শাস্ত্রানুসারে যোগবিধি, ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া তৎকালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিলেন। অনতিবিলম্বে মহর্ষি জৈগীষব্যের কৃপায় দেবলও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তখন বৃহস্পতি প্রভৃতি সুরগণ দেবলের আশ্রমে সমাগত হইয়া মহর্ষি জৈগীষব্য দেবলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া বলেন, "উহার কিছুমাত্র তপোবল নাই।" তখন দেবগণ গালবকে কহিলেন, হে মুনিবর! ওরূপ কথা বলিবেন না। মহাত্মা জৈগীষব্যের তুল্য কাহারও প্রভাব, তেজ, তপস্যা বা যোগবল নাই। মহাত্মা জৈগীষব্য এই আদিত্যতীর্থে যোগানুষ্ঠান করিয়া এইরূপ প্রভাবশালী হইয়াছেন, ইহাকে সামান্য বিবেচনা করিও না। ইহার ন্যায় যোগবলসম্পন্ন তপস্বী অতি বিরল।" একদা মহর্ষি অসিত দেবল ভগবান্ জৈগীষব্যকে কহিলেন, "মহর্ষে! আপনি স্তুতিবাদ দ্বারা পরিতুষ্ট ও নিন্দাবাক্য দ্বারা ক্রুদ্ধ হন না, অতএব জিজ্ঞাসা করি—আপনার প্রজ্ঞা কিরূপ এবং কোথা

হইতে উহা প্রাপ্ত হইলেন এবং উহার ফলই বা কি ?" ভগবান্ জৈগীষব্য এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া অসন্দিগ্ধ ও পবিত্র বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, মহর্ষে! জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই শত্রু কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হন না এবং বধোদ্যত ব্যক্তিকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। অনাগত ও অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক না করিয়া উপস্থিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব আমি এখন ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছি, কি নিমিত্ত নিন্দিত হইয়া নিন্দুক ব্যক্তির উপর ঈর্ষান্বিত ও প্রশংসিত হইয়া প্রশংসাকারীর প্রতি পরিতুষ্ট হইব।

জৈগীষব্যায়ণী (স্ত্রী) জৈগীষব্য-লোহিতাদিত্বাৎ নিত্যং ষ ষিত্বাৎ ঙীষ্। জৈগীষব্যের স্ত্রী অপত্য।

জৈতাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত আহ্মদাবাদ জেলার সমুদ্রকূলস্থিত একটী বন্দর ও দুর্গ। এই নগর রাজপুর খাড়ীর কূলে মোহানা হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজপুর যাইতে রাজপুর-খাড়ীর প্রবেশ পথ।

জৈতুগি, প্রাচীন দেবগিরির যাদববংশীয় একজন রাজা। ১১৭১ শকে উৎকীর্ণ কহ্লার নৃপতির তাম্রফলকে ইঁহার নাম প্রথমেই উল্লিখিত আছে।

জৈৎপুর, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কুলপাহাড়ের নিকটবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। ইহাতে বহুসংখ্যক আধুনিক মন্দির এবং একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। সহরের নানাস্থানে ভাস্করকার্য্যযুক্ত প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া এই স্থান বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। নগরের নিকটস্থ বৃহৎ সরোবরের পশ্চিম তীর দিয়া একটী অনুচ্চ পর্ব্বত-শ্রেণী গিয়াছে। ইহার উপর একটী প্রাচীর নির্ম্মিত আছে। বোধ হয় এইস্থানে পূর্ব্বে চন্দেল রাজাদিগের দুর্গ ছিল। প্রাসাদের গঠনপ্রণালী দেখিয়া উহা মহারাষ্ট্রি-দিগের পূর্ব্বতন বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইংরাজদিগের সহিত মহারাষ্ট্রিদিগের যুদ্ধকালে ঐ দুর্গ ভগ্ন হইয়া থাকিবে।

জৈত্র (ত্রি) জেতৈব জেতৃ-প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ জেতা, জয়শীল।

"শরীরিণা জৈত্রশরেণ যত্র" (মাঘ ৩।৬১)

২ ঔষধবিশেষ। (রাজনি॰) (পুং) ৩ পারদ।

জৈত্ররথ (ত্রি) জৈত্রো জয়শীলো রথো যস্য বহুব্রী। জয়শীল। (হলা॰)

জৈত্রী (স্ত্রী) জয়তি রোগাদিনাশকতয়া সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে জেতৃ স্বার্থে-অণ্-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ জয়ন্তীবৃক্ষ, চলিত কথায় যনচে। (শব্দর॰) ২ জাতীকোষ, চলিত কথায় জৈয়িত্রী।

জৈন (পুং) জিন-অণ্। জিনোপাসক, আর্হত। ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। এখন ভারতের সর্ব্বত্রই সকল প্রধান নগরে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে দেখিতে পাওয়া যায়।

কতদিন হইল এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন। বিখ্যাত পণ্ডিত উইল্‌সন্ সাহেবের মতে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতাপ খর্ব্ব হইলে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হয় (১)। আবার অন্য একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দেই জৈনধর্ম্ম দাক্ষিণাত্যে দেখা দিয়াছিল (২)। পুরাবিদ্ বেনফাই সাহেবের মতে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিষম সংঘর্ষকালে জৈন-ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় (৩)। মহাত্মা টড্‌সাহেব লিখিয়াছেন, বলভীবংশের মহাসমৃদ্ধির সময় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে বলভী-পুর-রাজধানীস্থ জৈনমন্দিরের তিনশত ঘণ্টারবে যতিগণ আহূত হইতেন (৪)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোলব্রুকের মতে, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকের গুরু ছিলেন (৫)। তৎপরে ষ্টিভেন্‌সন্ সাহেব লেখেন, গৌতম বুদ্ধ আপনার অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে আপনার গুরুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই জ্ঞানোপদেশ গুণে মহাবীরের মত হীনপ্রভ হইয়া পড়ে, অবশেষে বহুকাল পরে পশ্চিম ভারতে জৈনধর্ম্মের ক্ষীণালোক প্রকাশিত হয় (৬)। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লাসেনের মতে, জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ জৈন ও অর্হৎ শব্দদ্বারা বুদ্ধকেই বুঝায়। জৈনদের যেমন ২৪জন তীর্থঙ্কর আছে, বৌদ্ধ গ্রন্থেও সেইরূপ ২৪জন বুদ্ধের প্রসঙ্গ আছে। যদিও ঐ ২৪জনের নামের পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। জিনের অপর নাম সুগত ও সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধদেবেরও নামা-ন্তর। বৌদ্ধগণ বিরুদ্ধবাদীকে তীর্থ্য বা তীর্থিক নামে উল্লেখ করেন, কিন্তু জৈনগণ আপনাদের প্রধান আরাধ্য দেবাধিদেবকে তীর্থঙ্কর নামে উল্লেখ করিয়াছেন, এ পক্ষে প্রায় ব্রাহ্মণদিগেরই অনুকরণ লক্ষিত হয়। বৌদ্ধেরা যেমন তাহাদের আচার্য্য প্রভৃতিকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, জৈনদের মধ্যেও সেইরূপ প্রচলিত আছে। অহিংসা-ধর্ম্ম-পালন সম্বন্ধে জৈনেরা বৌদ্ধ অপেক্ষা বরং কঠিন নিয়ম

(১) Wilson's Mackenzie Collection.

(২) Wilson's Sanskrit Dictionary, 1st ed. p. XXXIV.

(৩) Altes Indian, p. 160.

(৪) Travels in Western India, p. 269.

(৫) Miscellaneous Essays, Vol I. p. 380.

(৬) Stevenson's Kalpasutra & Nava Tatwa, p. XIII.

পালন করিয়া থাকেন। এমন কি কোন কোন জৈনসাধু বা ধর্ম্মাত্মা পথে চলিবার সময় পাছে কোন কীটাদি মাড়িয়া ফেলেন, এই জন্য যেখান দিয়া যাইবেন, অগ্রে সেই সেই স্থান ঝাঁড় দিতে দিতে গমন করেন। বৌদ্ধেরা যেমন অসংখ্য যুগ-পর্য্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন, সেইরূপ জৈনেরাও বৌদ্ধগণকে অতিক্রম করিয়া উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণীর কল্পনা করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যেমন প্রাচীন সূর্য্যবংশের ইতিহাস আপনাদের ইচ্ছানুসারে সংশোধন করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা যেমন রাজা মহাসম্মতকে পৃথিবীর আদিরাজ এবং তৎপরে ২৮ বংশের পর ইক্ষ্বাকু পর্য্যন্ত অসংখ্যেয় যুগ নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারাও যেমন মহাসম্মত হইতে ইক্ষ্বাকু পর্য্যন্ত ২৫২৫৩৯ বা ১৪০৩০০ পুরুষ গণনা করিয়া থাকেন, জৈনদিগের মধ্যেও উক্ত সকল বিষয়ে একরূপ ঐক্য দেখা যায়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই জৈনধর্ম্মের সৃষ্টি। এতদ্ভিন্ন জৈনেরা ব্রাহ্মণগণের আগম পুরাণাদির নামের অনুকরণে বহুবিধ আগম ও পুরাণাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত পুরাবিদের মতে খৃষ্টীয় ১ম বা ২য় শতাব্দে জৈনধর্ম্মের বিকাশ হয় (৭)। ডাক্তার বেবরের মতে জৈন সম্প্রদায় বৌদ্ধদিগেরই এক প্রাচীনতম শাখা (৮)। অবশেষে বহু গবেষণা দ্বারা ক্লাটসাহেব স্থির করেন, প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০ অব্দে জৈনগণের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় (৯)।

আমরা যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে জৈনধর্ম্মকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বিষ্ণু প্রভৃতি কোন কোন পুরাণেও জৈনধর্ম্মের উল্লেখ আছে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈনদিগের বহুতর গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্ব্বে (অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে) শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বা বর্দ্ধমান নির্ব্বাণলাভ করেন (১০)।

মথুরা হইতে জৈনসম্প্রদায় কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ যে সকল প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে জৈনদিগের কল্পসূত্র-বর্ণিত স্থবিরগণের উল্লেখ আছে। (১১) এতদ্ভিন্ন কটক জেলার উদয়গিরি এবং জুনাগড়ের উপরকোট হইতে রুদ্রদামারও পূর্ব্ববর্ত্তী যে প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে *, তৎপাঠে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, জৈনসম্প্রদায় বহু প্রাচীন।

আমাদের বিবেচনায় যখন শাক্য বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তাহারও অনেক পূর্ব্ব হইতেই জৈন ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীনতম জৈন অঙ্গে স্পষ্টতঃ বৌদ্ধ বা বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু ললিতবিস্তরাদি প্রাচীনতম বৌদ্ধ গ্রন্থে নির্গ্রন্থ নামে জৈনের উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের কোন কোন বিষয়ে পরস্পর সৌসাদৃশ্য থাকায় জৈনকে বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে যে প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, সেই সেই প্রমাণ দ্বারাই জৈন ধর্ম্ম হইতেও বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি প্রতিপাদন করা যাইতে পারে।

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে লালিত পালিত হইয়াছেন, এরূপ স্থলে বরং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকেই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের জনক বলা যুক্তিসঙ্গত।

যখন কোন নূতন ধর্ম্ম গঠিত হয়, সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ পূর্ব্বতন আচার অনুষ্ঠান এককালে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, বহুবর্ষ পরে পুনঃ পুনঃ সংস্কার দ্বারা পূর্ব্বপ্রথা অনেকাংশে পরিবর্জ্জিত হইয়া যায়। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিয়াছে।

বৌধায়নোক্ত নীতি ও যজুর্ব্বেদের "মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ" এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া জৈনধর্ম্মের সৃষ্টি। যে সময়ে ভারতে যাগযজ্ঞাদিতে পশুবধপ্রথা বিশেষ প্রবল ছিল, সেই সময়েই কোন কোন মহাপুরুষ দয়ার্দ্র হইয়া তন্নিবারণার্থ অভিনব ধর্ম্মপ্রচারে অগ্রসর হইলেন।

এই অভিনব উত্থানে চারিবর্ণ-ই যোগদান করিয়াছিলেন। বেদে যজ্ঞার্থে পশুহিংসা নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু অহিংসা-প্রচারকগণ আবির্ভূত হইলে বেদমার্গাবলম্বী হিন্দুগণ সকলেই তাঁহাদের বিরুদ্ধ হইলেন এবং নাস্তিক ধর্ম্মত্যাগী প্রভৃতি বলিয়া তাঁহাদের নিন্দা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপুরাণে অলক্ষিতভাবে সেই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথমতঃ অহিংসাধর্ম্ম-প্রচারকগণ পশুহিংসাপ্রধান যাগযজ্ঞাদি পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু রীতিনীতি আচার ব্যবহার ও পূর্ব্বপালিত অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রাদি একবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। যাহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, একবারে কে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? এই জন্য প্রথম অহিংসামত-প্রবর্ত্তক

(৭) Lassen's Indische Alterthumskunde, Vol. IV. p. 755*f*.

(৮) Weber's Indische Studien, Vol. XVI. p. 241.

(৯) Indian Antiquary, Vol. XI. p. 246.

(১০) জৈন গ্রন্থ ত্রিলোকসারে লিখিত—
"পণছস্সয়বস্সং পণমাসজুদং গমিয় বীরণিব্বুইদো সগরাজো।"
এসম্বন্ধে অপরাপর গ্রন্থের মতামত—Indian Antiquary, Vol. XII. p. 21*ff*. দ্রষ্টব্য।

(১১) Wiener Zeitschrift für die kunde des Morgenlandes, Vol. I. 165*f*, III, p. I. and Epigraphia Indica, Vol. I.

* Indian Antiquary, vol XX. p. 363—64.

জৈনগণ ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহার এককালে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। সেইজন্তই জৈনধর্ম্মের ভিতর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের স্পষ্ট সংস্রব লক্ষিত হয়। সেই জন্তই জৈনগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপূজিত কোন কোন দেবদেবীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। জৈনশাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণে অঙ্গ, উপাঙ্গ, আগম ও পুরাণাদি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম জৈনধর্ম্ম অপেক্ষা পরবর্ত্তী। বরং একথা বলা যাইতে পারে, জৈনধর্ম্মের "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" রূপ মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়াই বৌদ্ধগণের অভ্যুদয়। শাক্যবুদ্ধ জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধিতে মহোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন ব্রাহ্মণগণের অথবা জৈনগণের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রাদি অথবা উপদেশাদি দ্বারা কোন ফল হইবে না, তিনি স্থির করিলেন যে জৈন-প্রচারকদিগের ন্যায় দুই নৌকায় পা না দিয়া স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম্মপ্রচার করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রের কঠিন শৃঙ্খলে মানবমণ্ডলীকে আবদ্ধ করিলেই যে মানবের দুঃখ দূর হইতে পারে, তাহা তাঁহার পক্ষে ভাল বোধ হইল না। তিনি "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" মূল মন্ত্র লইয়া চিরদুঃখ-বিমোচনের জন্য সহজ সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়া যাহারা অহিংসাবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আসিয়াই নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম-প্রচারকের সহিত মিলিত হইলেন। এজন্য সে সময়ে জৈনধর্ম্মও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে।

বৌদ্ধধর্ম্ম যেরূপ সমস্ত ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী ধরিয়া পূর্ণ প্রতাপ বিস্তার করিয়াছিল, জৈনধর্ম্ম সেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। বরং যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রবল, সে সময় জৈন ধর্ম্মলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই জন্যই পরবর্ত্তী জৈনশাস্ত্রে মধ্যে মধ্যে জৈনসিদ্ধান্ত-লুপ্ত হইবার কথা আছে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীব্র প্রতিপাদও লক্ষিত হয়।

জৈনশাস্ত্র। এখন জৈনগণ ৪৫ খানি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একাদশ বা দ্বাদশ অঙ্গ, দ্বাদশ উপাঙ্গ, দশ পয়ন্ন (প্রশ্ন), ছয় ছেদসূত্র, দুইখানি সূত্র এবং চারিখানি মূলসূত্র।

১২ খানি অঙ্গের নাম—আচার, সূত্রকৃত, স্থান, সমবায়, ভগবতী, জ্ঞাতৃধর্ম্মকথা, উপাসকদশা, অন্তকৃদ্দশা, অনুত্তরৌপপাতিকদশা, প্রশ্নব্যাকরণ, বিপাক ও দৃষ্টিবাদ (লুপ্ত)।

১২ খানি উপাঙ্গের নাম—উপপাতিক, রাজপ্রশ্নীয়, জীবাভিগম, প্রজ্ঞাপনা, জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি, সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি, নিরয়াবলী, কল্পাবতংসিকা, পুষ্পিকা, পুষ্পচূলিকা, বৃষ্ণিদশা।

১০ খানি পয়ন্নের নাম—চতুঃশরণ, সংস্তার, আতুর, প্রত্যাখ্যান, ভক্তপরিজ্ঞা, তণ্ডুলবৈতালী, চন্দাবীজ, দেবেন্দ্রস্তব, গণিবীজ, মহাপ্রত্যাখ্যান ও বীরস্তব।

৬ খানি ছেদসূত্রের নাম—নিশীথ, মহানিশীথ, ব্যবহার, দশাশ্রুতস্কন্ধ, বৃহৎকল্প ও পঞ্চকল্প।

৪ খানি মূলসূত্রের নাম উত্তরাধ্যয়ন, আবশ্যক, দশবৈকালিক ও পিণ্ডনির্যুক্তি।

এতদ্ভিন্ন অপর দুইখানি সূত্রের নাম নন্দী ও অনুযোগদ্বার। বিধিপ্রপা ও তাহার টীকায় এইরূপই আছে। রত্নসাগরও ঐরূপ ৪৫ খানি আগমের উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল পয়ন্ন ও ছেদসূত্রের নামের স্থানে সূত্র ও মূলসূত্রের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার সিদ্ধান্তধর্ম্মসারে সর্ব্বশুদ্ধ ৫০ খানি আগম ও কল্পসূত্র নির্ণীত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে ১০ম ও ১১শ অঙ্গের স্থানের ১১শ ও ১০ম অঙ্গ এবং ১২শ উপাঙ্গ বৃষ্ণিদশার পরিবর্ত্তে তাহাতে নব উপাঙ্গ কপ্পিয়া (কল্পিকা) (১২) সূত্রের উল্লেখ আছে।

এতদ্ভিন্ন উক্ত সিদ্ধান্তধর্ম্মসারে আবশ্যক, বিশেষাবশ্যক, দশবৈকালিক ও পাক্ষিক এই চারিখানি মূল সূত্র, উত্তরাধ্যয়ন, নিশীথ, কল্প, ব্যবহার ও জিতকল্প এই ৫ খানি কল্পসূত্র, মহানিশীথ-বৃহদ্বাচনা, মহানিশীথ-লঘুবাচনা, মধ্যমবাচনা, পিণ্ডনির্যুক্তি, ওঘনির্যুক্তি ও পর্য্যুষণাকল্প এই ছয়খানি সূত্র এবং চতুঃশরণ, প্রত্যাখ্যান, ভক্তিপরিজ্ঞান, মহাপ্রত্যাখ্যান, তণ্ডুলবৈতালিক, চন্দাবিজয়, গণি-বিদ্যা, মরণসমাধি, দেবেন্দ্রস্তবন ও সংস্তার এই ১০ খানি পয়ন্নের উল্লেখ আছে। কিন্তু দৃষ্টিবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঐ সকল সিদ্ধান্ত বা আগম অর্দ্ধমাগধী ভাষায় রচিত। জৈনশাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে সর্ব্বপ্রথম অঙ্গগুলি রচিত হয়, তৎপরে অপরাপর সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল সিদ্ধান্ততত্ত্ব বুঝাইবার জন্য শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈনদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র মূল সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থ, এতদ্ভিন্ন শত শত ভাষ্য, টীকা, চূর্ণী ও নির্যুক্তি রচিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান জৈনগণ নন্দীসূত্রের প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়া থাকেন, আদিজিন ঋষভদেব হইতেই প্রথম অনুজ্ঞা প্রকাশিত হয় (১৩)। জৈনগণের কোন কোন প্রাচীন আগমে লিখিত

(১২) বিধিপ্রপার টীকাকারের মতে নিরয়াবলীরই অপর নাম কপ্পিয়া বা কল্পিকা।

(১৩) "আদিকরপরিমতালে পবত্তিআ উসভসেণস্‌স।" (নন্দী)

আছে যে, বর্দ্ধমান বা মহাবীর ৮৪০০০০০ পদযুক্ত দ্বাদশাঙ্গ প্রচার করেন, কিন্তু তাহার টীকাকার বর্দ্ধমানের স্থানে ঋষভস্বামীর নাম বসাইয়াছেন (১৪)।

প্রাকৃতভাষায় রচিত নেমিচন্দ্রের প্রবচনসারোদ্ধারে লিখিত আছে, ঋষভ হইতে সুবিধিনাথ এই নয় তীর্থঙ্করের সময় কেবল ১১ খানি অঙ্গ ছিল, দৃষ্টিবাদ ছিল না। সুবিধি হইতে শান্তিনাথ (৯ম হইতে ১৬শ তীর্থঙ্কর) পর্য্যন্ত দ্বাদশাঙ্গ বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু শান্তি হইতে মহাবীর (১৬শ হইতে ২৪শ তীর্থঙ্কর) পর্য্যন্ত সমস্ত নষ্ট হয় নাই। কিন্তু স্থানান্তরে আবার লিখিত আছে, "বুচ্ছিন্নো দিট্‌ঠিবাও তহিং" অর্থাৎ পরে দৃষ্টিবাদও নষ্ট হইয়াছিল।

ওঘনির্য্যুক্তির অবচূরি-প্রণেতা লিখিয়াছেন, মহাবীর আপন শিষ্যকে যে ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই চতুর্দ্দশ পূর্ব্ববাদ—ঐ দ্বাদশাঙ্গের অন্তর্গত। তাঁহার শিষ্য ১ সুধর্ম্ম, তচ্ছিষ্য ২ জম্বু, তৎপরে ৩ প্রভব, তৎপরে ৪ শয্যম্ভব, তৎপরে ৫ যশোভদ্র, তৎপরে ৬ সম্ভূতিবিজয়, তৎপরে ৭ ভদ্রবাহু এবং অবশেষে ৮ স্থূলভদ্র শিষ্যপরম্পরায় এই ৮ জনমাত্র চতুর্দ্দশপূর্ব্ব জানিতেন, তাহারা শ্রুতকেবলী ও চতুর্দ্দশ-পূর্ব্বধারী নামে অভিহিত হইয়াছেন। স্থূলভদ্রের পর আর কেহ চতুর্দ্দশ পূর্ব্ববাদ জানিতেন না। তৎপরে একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ পূর্ব্ব বিলুপ্ত হয়। নন্দিসূত্রে স্থূলভদ্রের পর মহাগিরি ও সুহস্তী হইতে বজ্র পর্য্যন্ত সাতজন কেবল দশপূর্ব্বী নামে পরিচিত হইয়াছেন এইরূপে পরবর্ত্তিকালে ক্রমেই পূর্ব্ববাদগুলি লুপ্ত হইতে থাকে। অনুযোগদ্বারসূত্রে নবপূর্ব্বীর উল্লেখ আছে, এমন কি বীর-নির্ব্বাণের ৯৮০ বর্ষ পরে দেবর্দ্ধিগণি লিখিয়াছেন, যে একমাত্র পূর্ব্ব অবশিষ্ট আছে। শেষে শান্তিচন্দ্র চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তির টীকায় লিখেন, মহাবীরের ১০০০ বর্ষ পরে (অর্থাৎ ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে) দৃষ্টিবাদ সম্পূর্ণরূপে ব্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিলুপ্ত হইল।

হেমাচার্য্যের স্থবিরাবলীচরিত পাঠে জানা যায়, বীর-নির্ব্বাণের ১৭০ বর্ষের কিছু পূর্ব্বে পাটলীপুত্রনগরে শ্রীসঙ্ঘ হয়, সে সময় জৈনশাস্ত্র বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল শ্রীসঙ্ঘে ৫০০ শত ভিক্ষু মিলিয়া শ্রুতসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। একাদশাঙ্গ সংগৃহীত হইল, কিন্তু সে সময় ভদ্রবাহু ভিন্ন আর কেহই দৃষ্টিবাদ জানিতেন না। তখন ভদ্রবাহু নেপালদেশে গমন করিতেছিলেন। শ্রীসঙ্ঘ হইতে দুইজন মুনি তাঁহাকে আহ্বান করিতে গেলেন; কিন্তু তিনি দ্বাদশবর্ষব্যাপী ধ্যানাবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া শ্রীসঙ্ঘে উপস্থিত হইতে চাহিলেন না। শ্রীসঙ্ঘ হইতে আরও দুইজন মুনি গিয়া তাঁহাকে সঙ্ঘবাহ্য করিবার ভয় দেখাইলেন। ভদ্রবাহু শুনিলেন যে, স্থূলভদ্র আচার্য্য ১০ পূর্ব্ব অবগত হইয়াছেন, এখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকেই অবশিষ্ট চারিপূর্ব্ব প্রদান করিয়া বলিলেন, যেন আর কাহাকে তিনি এই শেষ চারি পূর্ব্ব প্রদান না করেন (১৫)। তদবধি স্থূলভদ্র প্রধান আচার্য্য হইলেন।

প্রসিদ্ধ দিগম্বরাচার্য্য জিনসেনসূরি হরিবংশ-পুরাণে লিখিয়াছেন, মহাবীর স্বামীই একাদশাঙ্গ প্রচার করেন, দ্বাদশাঙ্গ ও উপাঙ্গগুলি তাঁহার শিষ্য গৌতম কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় (১৬)। যদিও মহাবীরস্বামীর পূর্ব্বে জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু দুই একখানি ভিন্ন অধিকাংশ জৈনশাস্ত্র মতেই শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর হইতেই প্রাচীনতম জৈন সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তিত হয়। * মূল সিদ্ধান্তগুলি বরাবর গুরু-পরম্পরায় মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল। সেই বহুগ্রন্থ মুখে মুখে থাকায় বিস্মৃতি হইবার সম্ভাবনায় মধ্যে মধ্যে সঙ্ঘ ও নিহ্নব হইত।

লক্ষ্মীবল্লভগণি উত্তরাধ্যয়নসূত্রার্থদীপিকায় লিখিয়াছেন, মহাবীরের জীবদ্দশায় দুইটী, তাঁহার নির্ব্বাণের ২১৪ বর্ষ পরে (অর্থাৎ

---

(১৪) Catalogue of the Berlin Sanskrit and Prakrit MSS. 2. p. 679.

(১৫) হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"বীরমোক্ষাদ্বর্ষশতে সপ্তত্যগ্রে গতে সতি। ভদ্রবাহুরপি স্বামী যযৌ স্বর্গং সমাধিনা॥" (স্থবিরাবলী ৯।১১২।) অর্থাৎ মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৭০ বর্ষ গত হইলে ভদ্রবাহুস্বামী সমাধি দ্বারা স্বর্গ গমন করেন। এরূপস্থলে ৩৫৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বে শ্রীসঙ্ঘে জৈনাঙ্গ সংগৃহীত হইয়াছিল।

(১৬) "শ্রাবণস্যাসিতে পক্ষে নক্ষত্রেঽভিজিতে প্রভুঃ।
প্রতিপদ্যাহ্নি পূর্ব্বাহ্নে শাসনার্থমুদাহরৎ॥
আচারাঙ্গস্য তত্ত্বার্থং তথা সূত্রকৃতস্য চ।
জগাদ ভগবান্ বীরঃ সংস্থানসমবায়য়োঃ॥
ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তিকাঙ্গং জ্ঞাতৃধর্ম্মকথাশ্রিতম্।
অনুত্তরদশস্যার্থং প্রশ্নব্যাকরণস্য চ।
তথা বিপাকসূত্রস্য পবিত্রার্থং ততঃ পরম্॥
ত্রিষষ্টিঃ ত্রিশতী যত্র দৃষ্টীনামভিধীয়তে।
দৃষ্টিবাদস্য অস্যার্থং পঞ্চভেদস্য সর্ব্বদৃক্॥
জগাদ জগতাং নাথ প্রথমং পরিকর্ম্মণঃ।
সূত্রস্যাপ্যনুযোগস্য তথা পূর্ব্বগতস্য চ॥
উৎপাদপূর্ব্ব পূর্ব্বস্য পরমার্থং ততঃ পরম্।
অথ সপ্তর্দ্ধিসম্পন্নঃ শ্রুতার্থং জিনভাষিতম্॥
দ্বাদশাঙ্গশ্রুতং স্বস্থং সোপাঙ্গং গৌতমো ব্যধাৎ॥" (হরিবংশ পুরাণ)

* কাহারও মতে অঙ্গের পূর্ব্বে গণধরেরা যাহা প্রকাশিত করেন, তাহাই পূর্ব্ববাদ। "সূত্রিতানি গণধরৈরঙ্গেভ্যঃ পূর্ব্বমেব যৎ। পূর্ব্বাণীত্যভিধীয়ন্তে তেনৈতানি চতুর্দ্দশ॥" (মহাবীরচরিত)

৩১৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) তৃতীয়বার, বীর-নির্ব্বাণের ২২০ বর্ষ গতে চতুর্থ বার, বীরনির্ব্বাণের ২২৮ বর্ষ পরে পঞ্চমবার, বীরনির্ব্বাণের ৫৪৪ বর্ষ গতে ষষ্ঠবার, বীর হইতে ৫৮৪ গত বর্ষে সপ্তমবার এবং বীর হইতে ৬০৯ গতবর্ষে অষ্টম নিহ্নব হইয়া ছিল (১৭)।

শেষ নিহ্নবের স্থান মথুরা। ঐ সময়ে যে মথুরায় জৈনগণ প্রবল ছিল, তাহা কঙ্কালী-তিলা হইতে আবিষ্কৃত সেই সময়ের শিলালিপি দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। দিগম্বর জৈনদিগের মতে—বীরনির্ব্বাণের পর ৬৩৩ হইতে ৬৮৩ বর্ষের (১০৭ হইতে ১৫৭ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে পুষ্পদন্ত নামে একজন আচার্য্য সমস্ত অঙ্গ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন (১৮)।

কোন কোন জৈনশাস্ত্রকারের মতে প্রথমে সমস্ত সিদ্ধান্তই মাগধী ভাষায় ছিল, সাধারণের সুবিধার জন্য লিপিবদ্ধ হইবার সময় অর্দ্ধমাগধীভাষায় পরিণত হয়।

জৈন সিদ্ধান্তগুলি বহু পরে লিপিবদ্ধ হইলেও মূল অঙ্গগুলি যে বহু প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ বলিতে চাহেন যে খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতাব্দীর মধ্যে গ্রীকদিগের ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ ভারতে প্রচারিত হয়, কিন্তু জৈনদিগের মূল অঙ্গে গ্রীক জ্যোতিষের কিছুমাত্র আভাস নাই, তাহা বিখ্যাত জর্ম্মণ-পণ্ডিত বেবর মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (১৯)। ব্রাহ্মণগণের বেদসংহিতার যেরূপ পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ ও কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্রের গণনা দৃষ্ট হয়, জৈনদিগের প্রাচীন অঙ্গে সেইরূপ কাল নির্ণীত হইয়াছে। এরূপ স্থলে ঐ সকল অঙ্গের বিষয় যে বহু প্রাচীন, এমন কি বৌদ্ধদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থরচনার পূর্ব্বেও রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। [বৌদ্ধ দেখ।]

অঙ্গের পর উপাঙ্গ রচিত হয়। জৈন-হরিবংশে মহাবীরের প্রধান শিষ্য গৌতম কর্ত্তৃক উপাঙ্গ প্রচারের কথা বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু কোন কোন খানি নিতান্ত প্রাচীন হইলেও কোন কোন খানি নিতান্ত অপ্রাচীন। অঙ্গে যেমন কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ, উপাঙ্গে ভরণী হইতে মহাবিষুব এবং অভিজিৎ হইতে সেইরূপ নক্ষত্র গণনা আরম্ভ হইয়াছে। কোন উপাঙ্গে বব বালব প্রভৃতি অপ্রাচীন শব্দেরও উল্লেখ আছে।

আবার প্রজ্ঞাপনা উপাঙ্গে লিখিত আছে যে শ্যামার্য্য ইহার রচনা করিয়াছেন। খরতরগচ্ছের পট্টাবলী মতে, বীর নির্ব্বাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্যামার্য্য বিদ্যমান ছিলেন, এরূপস্থলে প্রজ্ঞাপনা প্রভৃতি কোন কোন উপাঙ্গ খৃষ্টীয় পূর্ব্ব ১ম বা ২য় শতাব্দে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্বেতাম্বরেরা ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। দিগম্বরেরাও উহার কোন কোন খানির মত মানিয়া চলেন, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ধর্ম্মপুস্তক পরবর্ত্তিকালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

ব্রাহ্মণগণের ভাগবতে যেমন ২৪ অবতার ও বৌদ্ধগ্রন্থে যেমন ২৪ জন বুদ্ধের উল্লেখ আছে, জৈনশাস্ত্রেও সেইরূপ ২৪ জন তীর্থঙ্করের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। জৈনদিগের প্রাচীনতম সিদ্ধান্ত একাদশাঙ্গের মধ্যে সমবায়াঙ্গে আমরা ঐ ২৪ জন তীর্থঙ্করের বিবরণ প্রাপ্ত হই। জৈনযতিগণ বলিয়া থাকেন—

"অন্তরায়দানলাভবীর্য্যভোগোপভোগগাঃ।
হাসো রত্যরতীভীতির্জুগুপ্সা শোক এব চ॥
কামো মিথ্যাত্বমজ্ঞাননিদ্রা চাবিরতি স্তথা।
রাগো দ্বেষশ্চ নো দোষাস্তেষামষ্টাদশাপ্যমী॥" (স্যাদ্বাদর°)

দান অন্তরায়, লাভগত অন্তরায়, বীর্য্যগত অন্তরায়, ভোগান্তরায়, উপভোগান্তরায়, পদার্থে প্রীতি, অরতি, সপ্তপ্রকার ভয়, ঘৃণা, শোক, কাম, দর্শনমোহ, অজ্ঞান, নিদ্রা, অবিরতি, রাগ ও দ্বেষ এই ১৮ প্রকার দোষ যাহার নাই, এইরূপ ব্যক্তিই জিনপদ বাচ্য। তাঁহাকেই জৈনেরা অর্হন্, জিন, পরমেশ্বর, ভগবান্ ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। ঐ ১৮টীর মধ্যে কোন দোষ থাকিলে তিনি জিন বা তীর্থঙ্কর-পদবাচ্য হইতে পারেন না। [তীর্থঙ্কর দেখ।]

জৈনাগমে বর্ত্তমান অবসর্পিণীর পূর্ব্বে উৎসর্পিণীতে যে ২৪ তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—১ম কেবলজ্ঞানী, ২য় নির্ব্বাণী, ৩য় সাগর, ৪র্থ মহাযশ, ৫ম বিমলনাথ, ৬ষ্ঠ সর্ব্বানুভূতি, ৭ম শ্রীধর, ৮ম দত্ত, ৯ম দামোদর, ১০ম সুতেজ, ১১শ স্বামী, ১২শ মুনিসুব্রত, ১৩শ সুমতি, ১৪শ শিবগতি, ১৫শ অস্তাগ, ১৬শ নেমীশ্বর, ১৭শ অনিল, ১৮শ যশোধর, ১৯শ কৃতার্থ, ২০শ জিনেশ্বর, ২১শ শুদ্ধমতি, ১২শ শিবকর, ২৩শ স্যন্দন এবং ২৪শ সংপ্রতি।

বর্ত্তমান অবসর্পিণীতে এই ২৪ জন তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন—১ম ঋষভদেব *, ২য় অজিতনাথ, ৩য় সম্ভবনাথ, ৪র্থ অভিনন্দন,

(১৭) লক্ষ্মীবল্লভের উক্ত সূত্রার্থদীপিকার ৩য় অধ্যয়নে ৮টী নিহ্নবের স্থান, কাল, পাত্র ও বিষয়াদি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

(১৮) আবার কাহারও মতে ৯৯৩ বীরগতাব্দে শ্রীস্কন্দিলাচার্য্যের অধিনায়কতায় মথুরাসঙ্ঘে জৈনসিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু জৈনদিগের সমবায়াঙ্গ, প্রজ্ঞাপনা উপাঙ্গ ও অনুযোগদ্বারসূত্রে স্পষ্ট লিপিপদ্ধতির উল্লেখ থাকায় স্বীকার করিতে হইবে, যে ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বেই জৈন-সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ৯৮০ বীর গতাব্দে বল্লভীরাজ ধ্রুবসেন আদেশ করিয়াছিলেন যে সাধারণে প্রকাশ্যে কল্পসূত্র পাঠ করিবে।

(১৯) Weber's Indische Studien, Vol. XVI. p. 236.

* শ্রীমদ্ভাগবতের মতে ইনি প্রথম বিষ্ণুর অবতার।

জিনমালা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
তীর্থঙ্করের নাম	পিতৃনাম	মাতৃনাম	চবণতিথি	বিমাননাম	জন্মতিথি	জন্মনক্ষত্র	জন্মরাশি	জন্মনগরী	চিহ্ন	শরীরমান	আয়ুমান
১ ঋষভদেব	নাভি	মরুদেবী	আষ কৃ ৪	সর্ব্বার্থসিদ্ধ	চৈ কৃ ৮	উত্তরাষাঢ়া	ধনু	বিনীতা	বৃষভ	৫০০ ধনু	৮৪ লক্ষ পূর্ব্ব
২ অজিতনাথ	জিতশত্রু	বিজয়া	বৈ শু ১৩	বিজয়	মা শু ৮	রোহিণী	বৃষ	অযোধ্যা	হস্তী	৪৫০ „	৭২ „
৩ সম্ভবনাথ	জিতারি	সেনা	ফা শু ৮	গ্রৈবেয়ক	মা শু ১৪	মৃগশিরা	মিথুন	শ্রাবস্তী	অশ্ব	৪০০ „	৬০ „
৪ অভিনন্দন	সম্বররাজ	সিদ্ধার্থা	বৈ শু ৪	জয়ন্ত	মা শু ২	পুনর্বসু	মিথুন	অযোধ্যা	বানর	৩৫০ „	৫০ „
৫ সুমতিনাথ	মেঘরাজ	মঙ্গলা	শু শ্রা ২	জয়ন্ত	বৈ শু ৮	মঘা	সিংহ	অযোধ্যা	ক্রৌঞ্চ	৩০০ „	৪০ „
৬ পদ্মপ্রভ	শ্রীধররাজ	সুসীমা	মা কৃ ৬	গ্রৈবেয়ক	কা কৃ ১২	চিত্রা	কন্যা	কৌশাম্বী	পদ্ম	২৫০ „	৩০ „
৭ সুপার্শ্ব	প্রতিষ্ঠরাজ	পৃথিবী	ভা কৃ ৮	মধ্যিগ্রৈবেয়ক	জ্যৈ শু ১২	বিশাখা	তুলা	বারাণসী	স্বস্তিক	২০০ „	২০ „
৮ চন্দ্রপ্রভ	মহাসেনরাজ	লক্ষ্মণা	চৈ কৃ ৫	বিজয়ন্ত	পৌ কৃ ১২	অনুরাধা	বৃশ্চিক	চন্দ্রপুরী	চন্দ্র	১৫০ „	১০ „
৯ সুবিধিনাথ	সুগ্রীবরাজ	রামা	ফা কৃ ৯	আনতদেবলোক	অগ্র কৃ ৫	মূলা	ধনু	কাকন্দী	মকরধ্বজ	১০০ „	২ „
১০ শীতলনাথ	দৃঢ়রথ	নন্দা	বৈ কৃ ৬	অচ্যুতদেব	মা কৃ ১২	পূর্ব্বাষাঢ়া	ধনু	ভদ্রিলপুর	শ্রীবৎস	৯০ „	১ „
১১ শ্রেয়াংসনাথ	বিষ্ণুরাজ	বিষ্ণুমাতা	জ্যৈ কৃ ৬	অচ্যুতদেব	ফা কৃ ১২	শ্রবণা	মকর	সিংহপুরী	গণ্ডার	৮০ „	৮৪ লক্ষ বর্ষ
১২ বাসুপূজ্য	বসুপূজ্যরাজ	জয়া	জ্যৈ শু ৯	প্রাণতদেব	ফা কৃ ১৪	শতভিষা	কুম্ভ	চম্পাপুরী	মৃগ	৭০ „	৭২ „
১৩ বিমলনাথ	কৃতবর্ম্ম	শ্যামা	বৈ শু ১২	সহস্রারদেব	মা শু ৩	উত্তরভাদ্র	মীন	কাম্পিল্য	বরাহ	৬০ „	৬০ „
১৪ অনন্তনাথ	সিংহসেন	সুযশা	শ্রা কৃ ৭	প্রাণতদেব	বৈ কৃ ১৩	রেবতী	মীন	অযোধ্যা	সীচাণা	৫০ „	৩০ „
১৫ ধর্ম্মনাথ	ভানুরাজ	সুব্রতা	বৈ শু ৭	বিজয়	মা শু ৩	পুষ্যা	কর্কট	রত্নপুরী	বজ্র	৪৫ „	১০ „
১৬ শান্তিনাথ	বিশ্বসেন	অচিরা	ভা কৃ ৭	সর্ব্বার্থসিদ্ধ	জ্যৈ কৃ ১৩	ভরণী	মেষ	গজপুর	হরিণ	৪০ „	১ „
১৭ কুন্থুনাথ	সুররাজ	শ্রী	শ্রা কৃ ৯	সর্ব্বার্থসিদ্ধ	বৈ কৃ ১৪	কৃত্তিকা	বৃষ	গজপুর	ছাগ	৩৫ „	৯৫০০০ বর্ষ
১৮ অরনাথ	সুদর্শন	দেবী	ফা শু ২	সর্ব্বার্থসিদ্ধ	অগ্র শু ১০	রেবতী	মীন	গজপুর	নন্দ্যাবর্ত্ত	৩০ „	৮৪০০০ বর্ষ
১৯ মল্লীনাথ	কুম্ভরাজ	প্রভাবতী	ফা শু ৪	জয়ন্ত	অগ্র শু ১১	অশ্বিনী	মেষ	মথুরা	কলশ	২৫ „	৫৫০০০ বর্ষ
২০ মুনিসুব্রত	সুমিত্ররাজ	পদ্মাবতী	শ্রা শু ১৫	অপরাজিতা	জ্যৈ কৃ ৮	শ্রবণা	মকর	রাজগৃহ	কচ্ছপ	২০ „	৩০০০০ বর্ষ
২১ নমীনাথ	বিজয়রাজ	বিপ্রা	আশ্বি পূ	প্রাণতদেব	শ্রা কৃ ৮	অশ্বিনী	মেষ	মথুরা	কমল	১৫ „	১০০০০ বর্ষ
২২ নেমিনাথ	সমুদ্রবিজয়	শিবা	কা কৃ ১২	অপরাজিতা	শ্রা শু ৫	চিত্রা	কন্যা	সৌরীপুর	শঙ্খ	১০ „	১০০০ বর্ষ
২৩ পার্শ্বনাথ	অশ্বসেন	বামা	চৈ কৃ ৪	প্রাণতদেব	পৌ কৃ ১০	বিশাখা	তুলা	বারাণসী	সর্প	৯ „	১০০ বর্ষ
২৪ মহাবীর	সিদ্ধার্থরাজ	ত্রিশলা	আষ শু ৬	প্রাণতদেব	চৈ কৃ ১৩	উত্তরফা°	কন্যা	ক্ষত্রিয়কুণ্ড	সিংহ	৭ „	৭২ বর্ষ

১৩ শরীরের বর্ণ	১৪ উপাধি	১৫ বিবাহিত কি না?	১৬ দীক্ষাসঙ্গ	১৭ দীক্ষানগরী	১৮ দীক্ষাতপ	১৯ প্রমথ পারণ	২০ পারণ-স্থান	২১ পারণকাল	২২ দীক্ষাতিথি	২৩ ছদ্মস্থ	২৪ জ্ঞাননগরী	২৫ গর্ভবাস
১ সুবর্ণবর্ণ	রাজা	বিবাহিত	৪০০ সাধু	বিনীতা	দুই উপবাস	ইক্ষুরস	শ্রেয়াংসগৃহ	একবর্ষ পরে	চৈত্রকৃষ্ণাষ্টমী	১০০০ বর্ষ	পুরিমতাল	৯ মাস ৪ দি
২ „	„	„	১০০০	অযোধ্যা	„	পরমান্ন	ব্রহ্মদত্তগৃহ	২ দিন পরে	মা কৃ ৯	১২ „	অযোধ্যা	৮ „ ২৫ „
৩ „	„	„	১০০০	শ্রাবস্তী	„	„	সুরেন্দ্রেরগৃহ	„	অগ্র পূ .	১৪ „	শ্রাবস্তী	৯ „ ৬ „
৪ „	„	„	১০০০	অযোধ্যা	„	দুগ্ধ	ইন্দ্রদত্তগৃহ	„	মা শু ১২	১৮ „	অযোধ্যা	৮ „ ২৮ „
৫ „	„	„	১০০০	অযোধ্যা	নিত্যাহার	„	পদ্মেরগৃহ	„	বৈ শু ৯	২০ „	অযোধ্যা	৯ „ ৬ „
৬ রক্ত	„	„	১০০০	কৌশাম্বী	১ উপবাস	„	সোমদেবালয়	„	কা কৃ ১৩	৬ মাস	কৌশাম্বী	৯ „ ৬ „
৭ সুবর্ণ	„	„	১০০০	বারাণসী	২ উপবাস	„	মহেন্দ্রালয়	„	জ্যৈ শু ১৩	৯ „	বারাণসী	৯ „ ১৯ „
৮ শ্বেত	„	„	১০০০	চন্দ্রপুরী	„	„	সোমদত্তগৃহ	„	পৌ কৃ ১৩	৩ „	চন্দ্রপুরী	৯ „ ৭ „
৯ শ্বেত	„	„	১০০০	কাকন্দী	„	„	পুষ্পেরগৃহ	„	অগ্র কৃ ৬	৪ „	কাকন্দী	৮ „ ২৬ „
১০ সুবর্ণ	„	„	১০০০	ভদ্রিলপুর	„	„	পুনর্বসুগৃহ	„	মা কৃ ১২	৩ „	ভদ্রিলপুর	৯ „ ৬ „
১১ সুবর্ণ	„	„	১০০০	সিংহপুর	„	„	নন্দগৃহ	„	ফা কৃ ১৩	২ „	সিংহপুর	৯ „ ৬ „
১২ লাল	„	„	৬০০	চম্পাপুর	„	„	সুনন্দগৃহ	„	ফা পূ	১ „	চম্পাপুরী	৮ „ ২০ „
১৩ সুবর্ণ	„	„	১০০০	কাম্পিল্য	„	„	জয়রাজগৃহ	„	মা শু ৪	২ „	কাম্পিল্য	৮ „ ২১ „
১৪ „	„	„	১০০০	অযোধ্যা	„	„	বিজয়রাজগৃহ	„	বৈ কৃ ১৪	৩ „	অযোধ্যা	৯ „ ৬ „
১৫ „	„	„	১০০০	রত্নপুরী	„	„	ধনসিংহালয়	„	মা শু ১৩	২ বর্ষ	রত্নপুরী	৮ „ ২৬ „
১৬ „	চক্রবর্ত্তী	৬৪০০০ স্ত্রী	১০০০	গজপুর	„	„	সুমিত্রাগৃহ	„	জ্যৈ কৃ ১৪	১ „	গজপুর	৯ „ ৬ „
১৭ „	„	৬৪০০০ „	১০০০	গজপুর	„	„	ব্যাঘ্রসিংহালয়	„	চৈ কৃ ৫	১৬ „	গজপুর	৯ „ ৫ „
১৮ „	„	৬৪০০০ „	১০০০	গজপুর	„	„	অপরাজিতগৃহ	„	অগ্র শু ১১	৩ „	গজপুর	৯ „ ৮ „
১৯ নীল	কুমার	অবিবাহিত	৩০০	মিথিলা	৩ উপবাস	„	বিশ্বসেনগৃহ	„	অগ্র শু ১১	১ অহোরাত্র	মথুরা	৯ „ ৭ „
২০ শ্যাম	রাজা	বিবাহিত	১০০০	রাজগৃহ	২ উপবাস	„	ব্রহ্মদত্তগৃহ	„	ফা শু ১২	১১ মাস	রাজগৃহ	৯ „ ৮ „
২১ পীত	„	„	১০০০	মথুরা	„	„	দিন্নকুমারগৃহ	„	আষ কৃ ৯	৯ „	মথুরা	৯ „ ৮ „
২২ শ্যাম	কুমার	বিবাহিত	১০০০	সৌরীপুর	„	„	বড়দিন্নগৃহ	„	শ্রা শু ৬	৫৪ দিন	শত্রুঞ্জয়	৯ „ ৮ „
২৩ নীল	„	বিবাহিত	৩০০	বারাণসী	„	„	ধন্যেরগৃহ	„	পৌ কৃ ১১	৮৪ „	বারাণসী	৯ „ ৬ „
২৪ পীত	„	„	একাকী	ক্ষত্রিয়কুণ্ড	„	„	বহুলব্রাহ্মণগৃহ	„	অগ্র কৃ ১১	১২ বর্ষ	ঋজুবালুকানদী	৯ „ ৭ „

২৬ কুল	২৭ গণধরসংখ্যা	২৮ সাধু	২৯ সাধ্বী	৩০ ১৪শ পূর্ব্বী	৩১ কেবলী	৩২ শ্রাবক	৩৩ শ্রাবিকা	৩৪ জ্ঞানতীর্থ	৩৫ দীক্ষাবৃক্ষ	৩৬ মোক্ষাসন	৩৭ মোক্ষতিথি	৩৮ মোক্ষস্থান	৩৯ ১ম গণধর	৪০ ১ম আর্য্যা
১ ইক্ষ্বাকু	৮৪	৮৪০০০	৩০০০০০	৪৭৫০	২০০০০	৩৫০০০০	৫৫৪০০০	ফা কৃ ১১	বটবৃক্ষ	পদ্মাসন	মা কৃ ১৩	অষ্টপদ	পুণ্ডরীক	ব্রাহ্মী
২ „	৯৫	১০০০০০	৩৩০০০০	৩৭২০	২২০০০	২৯৮০০০	৫৪৫০০০	পৌ কৃ ১১	সাল	কায়োৎসর্গ	চৈ শু ৫	সমেতশিখর	সিংহসেন	ফল্গুনী
৩ „	১০২	২০০০০০	৩০৬০০০	২১৫০	১৫০০০	২৯৩০০০	৬৩৬০০০	কা কৃ ৫	প্রিয়াল	কায়োৎসর্গ	চৈ শু ৫	„	চারু	শ্যামা
৪ „	১১৬	৩০০০০০	৬৩০০০০	১৫০০	১৪০০০	২৮৮০০০	৫২৭০০০	পৌ কৃ ১৪	প্রিয়ঙ্গু	„	বৈ শু ৮	„	বজ্রনাভ	অজিতা
৫ „	১০০	৩২০০০০	৫৩০০০০	২৪০০	১৩০০০	২৮৯০০০	৫১৬০০০	চৈ শু ১১	সাল	„	চৈ শু ৯	„	চরম	কাশ্যপী
৬ „	১০৭	৩৩০০০০	৩৩০০০০	২৩০০	১২০০০	২৭৬০০০	৫০৫০০০	চৈ পূর্ণিমা	ছত্র	„	অগ্র কৃ ১১	„	প্রদ্যোতন	রতি
৭ „	৯৫	৩০০০০০	৪৩০০০a	২০৩০	১১০০০	২৫৭০০০	৪৯৩০০০	ফা কৃ ৬	শিরীষ	„	ফা কৃ ৭	„	বিদর্ভ	সোমা
৮ „	৯৩	২৫০০০০	৩৮০০০০	২০০০	১০০০০	২৫০০০০	৪৭৯০০০	ফা কৃ ৭	নাগ	„	ভা কৃ ৭	„	দিন্ন	সুমনা
৯ „	৮৮	২০০০০০	১২০০০০	১৫০০	৭৫০০	২২৯০০০	৪৭১০০০	ফা শু ৩	শালী	„	ভা শু ৯	„	বরাহক	বারুণী
১০ „	৮১	১০০০০০	১০০০০৬	১৪০০	৭০০০	২৮৯০০০	৪৫৮০০০	পৌ কৃ ১৪	প্রিয়ঙ্গু	„	বৈ কৃ ২	„	নন্দ	সুরমা
১১ „	৭৬	৮৪০০০	১০৩০০০	১৩০০	৬৫০০	২৭৯০০০	৪৪৮০০০	মা কৃ ৩	তিন্দুক	„	শ্রা কৃ ৩	„	কচ্ছপ	ধারণী
১২ „	৬৬	৭২০০০	১০০০০০	১২০০	৬০০০	২১৫০০০	৪২৬০০০	মা শু ২	পাটল	„	আষ শু ১৪	চম্পাপুরী	সুভূম	ধরণী
১৩ „	৫৭	৬৮০০০	১০০৮০০	১১০০	৫৫০০	২০৮০০০	৪২৪০০০	পৌ শু ৬	জম্বু	„	আষ কৃ ৭	সমেতশিখর	মন্দর	ধরণীধরা
১৪ „	৫০	৬৬০০০	৬২০০০	১০০০	৫০০০	২০৬০০০	৪১৩০০০	বৈ কৃ ১৪	অশোক	„	চৈ শু ৫	„	যশ	পদ্মা
১৫ „	৪৩	৬৪০০০	৬২৪০০	৯০০	৪৫০০	২০৪০০০	৪১৪০০০	পৌ পূর্ণিমা	দধিপর্ণ	„	জ্যৈ শু ৫	„	অরিষ্ট	শিবা
১৬ „	৩৬	৬২০০০	৬১৬০০	৮০০	৪৩০০	১৯০০০০	৩৯৩০০০	পৌ শু ৯	নন্দী	„	জ্যৈ কৃ ১৩	„	চক্রযোধ	শ্রুতি
১৭ „	৩৫	৬০০০০	৬০৬০০	৬৭০	৩২০০	১৭৯০০০	৩৮১০৬০	চৈ শু ৩	ভীলক	„	বৈ কৃ ১	„	সাম্ব	দামিনী
১৮ „	৩৩	৫০০০০	৬০০০০	৬১০	২১০০	১৮৪০০০	৩৬২০০০	কা শু ১২	আম্র	„	অগ্র শু ১০	„	কুম্ভ	রক্ষিতা
১৯ „	২৮	৪০০০০	৫৫০০০	৬৬৮	২২০০	১৮৩০০০	৩৭০০০০	অগ্র শু ১১	অশোক	„	ফা শু ১৩	„	অভীক্ষক	বন্ধুমতী
২০ হরিবংশ	১৮	৩০০০০	৫০০০০	৫০০	১৮০০	১৭২০০০	৩৫০০০০	ফা কৃ ১২	চম্পক	„	জ্যৈ কৃ ৯	„	মল্লী	পুষ্পবতী
২১ ইক্ষ্বাকু	১৭	২০০০০	৪১০০০	৪৫০	১৬০০	১৭০০০০	৩৪৮০০০	অগ্র শু ১১	বকুল	„	বৈ কৃ ১০	„	শুভ	অমিলা
২২ হরিবংশ	১১	১৮০০০	৪০০০০	৪০০	১৫০০	১৬৯০০০	৩৩৬০০০	আশ্বি অমা	বেতস	পদ্মাসন	আষ শু ৮	শত্রুঞ্জয়	বরদত্ত	যক্ষিণী
২৩ ইক্ষ্বাকু	১০	১৬০০০	৩৮০০০	৩৫০	১০০০	১৬৪০০০	৩৩৯০০০	চৈ কৃ ৪	ধাতকী	কায়োৎসর্গ	শ্রা শু ৮	সমেতশিখর	আর্য্যদিন্ন	পুষ্পচূড়া
২৪ „	১১	১৪০০০	৩৬০০০	৩০০	৭০০০	১৫৯০০	৩১৮০০০	বৈ শু ১০	শাল	পদ্মাসন	কা অমা	অপাপপুরী	ইন্দ্রভূতি	চন্দনবালা

বৈ = বৈশাখ, জ্যৈ = জ্যৈষ্ঠ, আষ = আষাঢ়, শ্রা = শ্রাবণ, ভা = ভাদ্র, আশ্বি = আশ্বিন, কা = কার্ত্তিক, অগ্র = অগ্রহায়ণ, পৌ = পৌষ, মা = মাঘ, ফা = ফাল্গুন, চৈ = চৈত্র, পূ = পূর্ণিমা, অমা = অমাবস্যা, কৃ = কৃষ্ণপক্ষ, শু = শুক্লপক্ষ।

৫ম সুমতি, ৬ষ্ঠ পদ্মপ্রভ, ৭ম সুপার্শ্ব, ৮ম চন্দ্রপ্রভ, ৯ম সুবিধি অপর নাম পুষ্পদন্ত, ১০ম শীতলনাথ, ১১শ শ্রেয়াংসনাথ, ১২শ বাসুপূজ্য, ১৩শ বিমলনাথ, ১৪শ অনন্তনাথ, ১৫শ ধর্ম্মনাথ, ১৬শ শান্তিনাথ, ১৭শ কুন্থুনাথ, ১৮শ অরনাথ, ১৯শ মল্লিনাথ, ২০শ মুনিসুব্রত, ২১শ নমিনাথ, ২২শ নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি, ২৩শ পার্শ্বনাথ এবং ২৪শ মহাবীর বীর বা বর্দ্ধমান।

বর্ত্তমান জৈনগণ শেষোক্ত ২৪ তীর্থঙ্করকেই যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকেন। প্রাচীন জৈনাগমে এই ২৪ জনের বিবরণ ও শিষ্যাদির কথা বর্ণিত আছে। দিগম্বরেরা ঐ ২৪ জনের চরিত্র সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই চতুর্বিংশতি জৈন পুরাণ নামে খ্যাত *। অর্দ্ধমাগধী ভাষায় রচিত আগম ও সংস্কৃত জৈনপুরাণসমূহে তীর্থঙ্করদিগের সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহারই সারসংগ্রহ স্বতন্ত্র তালিকায় প্রদত্ত হইল। [পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় জিনমালা দ্রষ্টব্য।]

বর্ত্তমান জৈনগণ ঐ ২৪ জনের পূজাদি করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অন্তিমজিন মহাবীরের পূজোৎসবই বিশেষ জাকজমকে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, জৈনধর্ম্মের উপদেশমূলক প্রাচীন জৈনাগম মহাবীর কর্ত্তৃকই ব্যক্ত হইয়াছিল। প্রথমে তাঁহার প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্দ্রভূতি ও সুধর্ম্মস্বামী মহাবীরের নিকট উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন।

মহাবীর ও ইন্দ্রভূতির দেহপরিত্যাগের পর সুধর্ম্মস্বামী আবার জম্বুস্বামীকে উপদেশ প্রদান করেন। এইরূপে জম্বু প্রভবকে, প্রভব শয্যম্ভবকে, শয্যম্ভব যশোভদ্রকে, যশোভদ্র সম্ভূতিবিজয়কে এবং সম্ভূতিবিজয় ভদ্রবাহুকে উপদেশ করেন। এই কয়জনই শ্রুতকেবলী নামে বিখ্যাত হন। তৎপরে পাটলীপুত্রের শ্রীসঙ্ঘে স্থূলভদ্র পট্টধর বা সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হন। জৈনদিগের পট্টাবলীগ্রন্থে স্থূলভদ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কেবলী ও পরবর্ত্তী পট্টধরগণের পর্য্যায়ক্রমে অভিষেককার্য্যাদি লিপিবদ্ধ আছে। তৎপাঠে আমরা অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ পর পৃষ্ঠায় বৃহৎ খরতরগচ্ছ পট্টাবলী উদ্ধৃত হইল এবং নিম্নে তপাগচ্ছ পট্টাবলী হইতে ঐতিহাসিক অংশের সারসংগ্রহ লিপিবদ্ধ হইল।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরদিগের গ্রন্থে দুইপ্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মহাবীরস্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা অলৌকিক বা অনৈতিহাসিক এবং মহাবীরের পরবর্ত্তী ঘটনাবলী ঐতিহাসিক বা অধিকাংশে প্রকৃত। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা অলৌকিক বলিয়া তাহাতে বিশ্বাসযোগ্য কোন কথা নাই। এ জন্য অলৌকিক অংশ পরিত্যক্ত হইল।

শ্বেতাম্বরদিগের গ্রন্থ ও তপাগচ্ছপট্টাবলীবর্ণিত ইতিহাস।

শ্বেতাম্বর জৈনেরা বলিয়া থাকেন যে আবশ্যকসূত্র, বীর-চরিত্র ও বৃহদ্‌কল্পাদি শাস্ত্রে মহাবীরের সময়কার আচার ব্যবহার ও রাজগণের বিবরণ লিখিত আছে।

মহাবীরের পর তাঁহার প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্দ্রভূতিই পাটে বসিবার কথা, কিন্তু যে দিন মহাবীর নির্ব্বাণ লাভ করেন, সেই দিনই গৌতম কেবল-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কেবলী হইলে তাঁহার পাটে বসিবার অধিকার নাই, কারণ কেবলী যখন যাহা বলেন, তাহা আপন জ্ঞানানুসারে প্রকাশ করিয়া থাকেন, পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্কর কি বলিয়াছেন, একথা তিনি বলেন না। সেই জন্য তাঁহার পরিবর্ত্তে মহাবীরের অপর শিষ্য গণধর সুধর্ম্মস্বামী মহাবীরের পাটে বসিলেন। তাই জৈনদিগের পট্টাবলীতে সুধর্ম্মের নাম প্রথম দেখিতে পাই।

শ্বেতাম্বরদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে, সুধর্ম্মের শিষ্য জম্বুস্বামীর সময় ১ মনঃপর্য্যায় জ্ঞান, ২ পরমাবধিজ্ঞান, ৩ পুলাক-লব্ধি, ৪ আহারকশরীর, ৫ ক্ষপকশ্রেণী, ৬ উপশমশ্রেণী, ৭ জিনকল্পমুনির রীতি, ৮ পরিহারবিশুদ্ধিচারিত্র, সূক্ষ্মসম্পরায় ও যথাখ্যাত এই তিন প্রকার সংযম, ৯ কেবলজ্ঞান ও ১০ মোক্ষ এই দশবস্তুর বিচ্ছেদ হইয়াছিল।

৫ম পট্টাচার্য্য শয্যম্ভবস্বামী জৈন সাধুদিগের জন্য দশ-বৈকালিকসূত্র প্রণয়ন করেন।

৬ষ্ঠ পট্টধর ও শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু (১ম) আবশ্যক-নির্য্যুক্তি, দশবৈকালিকনির্য্যুক্তি, উত্তরাধ্যয়ননির্য্যুক্তি, আচারাঙ্গনির্য্যুক্তি, সূত্রকৃদঙ্গনির্য্যুক্তি সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তিনির্য্যুক্তি, ঋষিভাষিতনির্য্যুক্তি, কল্পনির্য্যুক্তি, ব্যবহারনির্য্যুক্তি ও দশানির্য্যুক্তি এই ১০খানি নির্য্যুক্তি এবং কল্পসূত্র, ব্যবহারসূত্র ও দশাশ্রুতস্কন্ধ নামে ধর্ম্মশাস্ত্র, ভদ্রবাহুসংহিতা নামে একখানি বৃহৎজ্যোতিষ ও উপসর্গহরস্তোত্র রচনা করিয়া জৈনগণের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। ৭ম পট্টধর স্থূলভদ্রের সময়েই নবনন্দের উচ্ছেদ ও চাণক্য কর্ত্তৃক চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকাদি সম্পন্ন হয়। উত্তরাধ্যয়নবৃত্তি, আবশ্যকবৃত্তি এবং পরিশিষ্টপর্ব্বে তৎকালীন ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। এই স্থূলভদ্রের পর শেষ চারিপূর্ব্ব, প্রথম সংহনন ও প্রথম সংস্থান ব্যবচ্ছিন্ন হয়।

৮ম পট্টাচার্য্য উমাস্বাতী তত্ত্বার্থাদিসূত্র এবং তাঁহার শিষ্য শ্যামাচার্য্য (কালিকাচার্য্য) পন্নবণাসূত্র (প্রজ্ঞাপনাসূত্র) প্রণ-

* এতদ্ভিন্ন দিগম্বর জৈনদিগের আরও কএকখানি সংস্কৃত পুরাণ আছে।

বৃহৎ খরতরগচ্ছের পট্টাবলী।

পর্য্যায়	নাম	জন্মস্থান	গোত্র	পিতার নাম	মাতার নাম	গৃহবাস	ছদ্ম বা ব্রতস্থ	কেবলী বা যুগপ্রধান	মোক্ষকাল	আয়ুমান	
১	সুধর্ম্ম	কোল্লাকগ্রাম	অগ্নিবৈশ্যায়ন	ধম্মিল্ল	ভদ্রিলা	৫০ বর্ষ	৪২ বর্ষ	৮ বর্ষ	বীরগতে ২০	১০০ বর্ষ	
২	জম্বু	রাজগৃহ	কাশ্যপ	ঋষভদত্ত	ধারিণী	১৬ „	২০ „	৪৪ „	„ ৬৪	৮০	
৩	প্রভব	জয়পুর	কাত্যায়ন	বিন্ধ্য		৩০ „	৪৪ „	১১ „	„ ৭৫	৮৫ বা ১০৫	
৪	শয্যম্ভব	রাজগৃহ	বাৎস্য			২৮ „	১১ „	২৩ „	„ ৯৮	৬২	দশবৈকালিক সূত্রকার।
৫	যশোভদ্র		তুঙ্গীয়ায়ন			২২ „	১৪ „	৫০ „	„ ১৪৮	৮৬	
৬	সম্ভূতিবিজয়		মাঠর			৪২ „	৪০ „	৮ „	„ ১৫৬	৯০	
৭	ভদ্রবাহু		প্রাচীন			৪৫ „	১৭ „	১৪ „	„ ১৭০	৭৬	কল্পসূত্র প্রভৃতি প্রণেতা।
৮	স্থূলভদ্র	পাটলীপুত্র	গৌতম	নন্দমন্ত্রী শকটাল	লক্ষ্মী	৩০ „	২০ „	৪৯ „	„ ২১৯	৯৯	শেষ চতুর্দ্দশ পূর্ব্বী।
৯	মহাগিরি		এলাপত্য			৩০ „	৪০ „	৩০ „	২৪৫ বা ২৪৯	১০০	
১০	সুহস্তী		বাশিষ্ঠ			৩০ „	২৪ „	৪৬ „	„ ২৬৫	১০০	রাজা সম্প্রতি ও অবন্তির দীক্ষাগুরু
১১	সুস্থিত	কাকন্দী	ব্যাঘ্রাপত্য			৩১ „	১৭ „	৪৮ „	„ ৩১৩	৯৬	কোটিকগচ্ছপ্রবর্ত্তক সুপ্রতিবুদ্ধের গুরুভ্রাতা।
১৪*	সিংহগিরি										
১৫	বজ্র	তুম্ববনগ্রাম	গৌতম	ধনগিরি	সুনন্দা	৮ „	৪৪ „	৩৬ „	„ ৫৮৪	৮৮	শেষ দশপূর্ব্বী ও বজ্রশাখা-প্রবর্ত্তক।
১৬	বজ্রসেন	সূর্পারকে দীক্ষা	উৎকোসিক			৯ „	১১৬ „		৬২০	১২৮	ইহারই শিষ্য ৮৪ কুলপ্রবর্ত্তক হয়।
১৭	চন্দ্র†					৩৭ „	২৩ „	৭ „		৬৭	
২১¶	মানদেব					মালব (১)					শান্তিস্তবপ্রণেতা।

* সিংহগিরির পূর্ব্বে ১২শ ইন্দ্র, ১৩শ দিন্ন পট্টধর হইয়াছিলেন, ইঁহাদের নাম ভিন্ন আর কিছু জানা যায় নাই।

† তপাগচ্ছ-পট্টাবলী মতে চন্দ্রগচ্ছপ্রবর্ত্তক।

¶ সামন্তভদ্র, ১৯শ বৃদ্ধদেব, ২০শ প্রদ্যোতন—ইঁহার নাম ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। (১) তপাগচ্ছপট্টাবলী মতে মালবেশ্বর বয়র সিংহদেবের অমাত্য।

পর্য্যায়	নাম	জন্মকাল	গোত্র	পিতার নাম	মাতার নাম	জন্মস্থান	দীক্ষাকাল	সূরিপদপ্রাপ্তি	মোক্ষকাল	মোক্ষস্থান	
২২	মানতুঙ্গ										ভক্তামরস্তোত্রপ্রণেতা।
২৩	বীর (২)					নাগপুর		৩০০ সম্বৎ			নাগপুরে জিনপ্রতিমা স্থাপন।
৩৭†	উদ্যোতন					মালব				শত্রুঞ্জয়	
৩৮	বর্দ্ধমান		বিদ্যাবংশ						১০৮৮ সম্বৎ		
৩৯	জিনেশ্বর‡					মরুদেব			১০৯০ „ ?		
৪০	জিনেচন্দ্র										সংবেগরত্নশালা-রচয়িতা।
৪১	অভয়দেব			ধনদেব	ধনদেবী	ধারা				কপ্পড়বণিজ	৩য়–১১শ অঙ্গের টীকাকার।
৪২	জিনবল্লভ					কূর্চ্চপুর		১১৬৭ সম্বৎ	১১৬৮ সম্বৎ		পিণ্ডবিশুদ্ধিবিপ্রকরণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থপ্রণেতা।
৪৩	জিনদত্ত	১১৩২ সম্বৎ	হুম্বড়	বাছিগমন্ত্রী	বাহড়াদেবী		১১৪১ সম্বৎ	১১৬৯ „	১২১১ „		সন্দেহদোহাবলী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।
৪৪	জিনচন্দ্র	১১৯৭ সম্বৎ		সাহরাসল	দেহ্লনদেবী		১২০৩ সম্বৎ	১২১১ „	১২২৩ „	দিল্লী	
৪৫	জিনপতি	১২১০ সং চৈ ৮		সাহ যশোবর্দ্ধন	সুহবদেবী		১২১৮ সং ফা	১২২৩ „	১২৭৭ „	পাহ্লাণপুর	আঞ্চলিক ও তপাগচ্ছোৎপত্তি
৪৬	জিনেশ্বর	১২৪৫ সং অগ্র ১১		ভাণ্ডাগারিক নেমিচন্দ্র	লক্ষ্মী		১২৫৫ সং	১২৭৮ „	১৩৩১ „		জিনসিংহসূরি কর্তৃক লঘু-খরতরগচ্ছশাখা-উৎপত্তি।
৪৭	জিনপ্রবোধ	১২৮৫ সং		সাহ শ্রীচন্দ্র	শ্রীয়াদেবী	থিরাপদ্র নগর	১২৯৬ সং	১৩৩১ „	১৩৪১ „		দুর্গপ্রবোধব্যাখ্যাকার।
৪৮	জিনচন্দ্র	১৩২৬সং অগ্র ৪	ছাজহড়	মন্ত্রী দেবরাজ	কমলাদেবী	সমিয়ানা নগর	১৩৩২ „	১৩৪১ „	১৩৭৬ „	কুসুমাশ	
৪৯	জিনকুশল	১৩৩৭ সং		মন্ত্রী জীহ্লাগর	জয়তী শ্রী		১৩৪৭ „	১৩৭৭ „	১৩৮৯ „	দেরাউর	
৫০	জিনপদ্ম					পঞ্জাব			১৪০০ „	পাটননগর	
৫১	জিনলব্ধি								১৪০৬ „	নাগপুর	

† ৯৯৩ বীরগতাব্দে কালকাচার্য্য ভাদ্র শুক্লপঞ্চমী পরিবর্ত্তে চতুর্থীতে পর্য্যুষণাপর্ব্ব স্থির করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কালিকাচার্য্য নামে আরও দুই ব্যক্তি ছিলেন, একজনের নামান্তর শ্যাম, ইনি ৩৭৬ বীরগতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি প্রজ্ঞাপনা-রচয়িতা ও নিগদ-বক্তা। অপর ব্যক্তি ৪৫৩ বীরগতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, ইনিই গর্দ্দভিল্লদিগকে পরাস্ত করেন। তপাগচ্ছ পট্টাবলী মতে ৮৪৫ অব্দে বলভীভঙ্গ।

‡ ২৪ জয়দেব, ২৫ দেবানন্দ, ২৬ বিক্রম, ২৭ নরসিংহ, ২৮ সমুদ্র, ২৯ মানদেব, ৩০ বিবুধপ্রভ, ৩১ জয়ানন্দ, ৩২ রবিপ্রভ, ৩৩ যশোভদ্র, ৩৪ বিমলচন্দ্র, ৩৫ সুবিহিতগচ্ছপ্রবর্ত্তক দেব, ৩৬ নেমিচন্দ্র এই কয়েক জনের কেবল নাম পাওয়া যায়। ৩০শ পট্টধর মানদেবের সময় ১০০০ বীরগতাব্দে সত্যমিশ্রের সহিত শেষপূর্ব্ব লুপ্ত হয়।

পর্য্যায়	নাম	জন্মকাল	গোত্র	পিতার নাম	মাতার নাম	জন্মস্থান	দীক্ষাকাল	সুরিপদ	মোক্ষকাল	মোক্ষস্থান	
৫২	জিনচন্দ্র								১৪১৫সং আষ	স্তম্ভতীর্থ	
৫৩	জিনোদয়	১৩৭৫ সং		সাহ রুন্দপাল	ধারলদেবী	পাহ্লাণপুর		১৪১৫ ,,	১৪৩২সং ভা	পাটন	
৫৪	জিনরাজ							১৪৩২ ,,	১৪৬১ ,,	দেবলবাড়	
৫৫	জিনভদ্র§		ভণসালিক						১৫১৪ ,,	কুম্ভলমেরু	
৫৬	জিনচন্দ্র	১৪৮৭ সং	চপ্প	সাহ বছরাজ	বাহলা দেবী	জয়শালমের	১৪৯২ সং	১৫১৪ সং	১৫৩০ সং	জয়শালমের	১৫২৪ সংবতে স্বনামানুসারে মত প্রচার করেন।
৫৭	জিনসমুদ্র	১৫০৬ ,,	পারষ	দেকৌস্যাহ	দেবলদেবী	বাহড়মেরু	১৫২১ ,,	১৫৩০ ,,	১৫৫৫ ,,	আম্মদাবাদ	
৫৮	জিনহংস	১৫২৪ ,,	চোপড়া	সাহ মেঘরাজ	কমলা		১৫২৪ ,,	১৫৫৫ ,,	১৫৮২ ,,	পাটন	১৫৬৪ সংবতে আচার্যীয় খরতর-শাখা স্থাপিত হয়।
৫৯	জিনমাণিক্য	১৫৪৯ ,,	কুকড়চোপড়া	সাহ জীবরাজ	পদ্মা		১৫৬০ ,,	১৫৮২ ,,	১৬১২ ,,		
৬০	জিনচন্দ্র	১৫৯৫ ,,	রীহড়	সাহ শ্রীবস্ত	শ্রীয়াদেবী	বড়লীনগর	১৫৯৫ ,,	১৬১২ ,,	১৬৭০ ,,	বেনাতট	ইনি সম্রাট্‌ অকবরকে দীক্ষিত করেন। ১৬২১ সংবতে ভাবরহর্ষীয় খরতরগচ্ছশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।
৬১	জিনসিংহ	১৬১৫ ,,	গণধর চোপড়া	সাহ চাম্পসী	চতুরঙ্গ দেবী	খেতসর	১৬২৩ ,,	১৬৭০ ,,	১৬৭৪ ,,	মেড়তা	
৬২	জিনরাজ	১৬৪৭ ,,	বোহিত্থিরা	সাহ ধর্ম্মসী	ধারণদেবী		১৬৫৬ ,,	১৬৭৪ ,,	১৬৯৯ ,,	পাটন	১৬৮৬ সংবতে লঘ্বাচার্যীয় খরতর-গচ্ছ শাখা স্থাপিত এবং শত্রুঞ্জয়ে ৫০১ ঋষভমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ও বহু-গ্রন্থ রচিত হয়।
৬৩	জিনরত্ন		লূণীয়	সাহ তিলোকসী	তারা			১৬৯৯ ,,	১৭১১ ,,	অকবরাবাদ	১৭০০ সংবতে রঙ্গবিজয় কর্তৃক রঙ্গবিজয়খরতরগচ্ছ স্থাপন।
৬৪	জিনচন্দ্র		গণধর চোপড়া	সাহ আসকরণ	সুপিয়ার দেবী			১৭১১ ,,	১৭৬৩ ,,	সুরাঠ	
৬৫	জিনসৌখ্য	১৭৩৯ ,,	লেচাবুহরা	সাহ রূপসী	সুরূপা	কেসাপত্তন	১৭৫১ ,,	১৭৬৩ ,,	১৭৮০ ,,	ধুলী	
৬৬	জিনভক্তি	১৭৭০ ,,	সেঠ	সাহ হরিচন্দ্র	হরিসুখ দেবী	ইন্দপালসর	১৭৭৯ ,,	১৭৮০ ,,	১৮০৪ ,,	কচ্ছে মাণ্ডবী	
৬৭	জিনলাভ	১৭৮৪ ,,	বোহিত্থর	সাহ পচায়ণদাস	পদ্মা	বাপেউবিকানের	১৭৯৬ ,,	১৮০৪ ,,	১৮৩৪ ,,	গুঢ়া	
৬৮	জিনচন্দ্র	১৮০৯ ,,	বছাবজস্মুংহতা	রূপচন্দ্র	কেশর দেবী	কল্যাণসর	১৮২২ ,,	১৮৩৪ ,,	১৮৫৬ ,,	সুরাঠ	
৬৯	জিনহর্ষ		মিবাতিয়া বহড়া	তিলোকচন্দ্র	তারা	বালেবাগ্রাম	১৮৪১ ,,	১৮৫৬ ,,			

§ জিনভদ্রের পূর্ব্বে জিনবর্দ্ধন ১৪৬১ সম্বতে সুরিপদ লাভ করেন, কিন্তু ৪র্থ ব্রত ভঙ্গ করায় পদচ্যুত হন, ইনি ১৪৭৪ সম্বতে পিপ্পলক খরতরগচ্ছশাখা স্থাপন করেন।

য়ন করেন। বীরনির্ব্বাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্যামাচার্য্যের মৃত্যু হয়।

পরিশিষ্ট পর্ব্বে লিখিত আছে, মহারাজ অশোকের পৌত্র ও কুণালের পুত্র সম্প্রতি রাজার সময় জৈনধর্ম্ম বহুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মহাবীরের সময় অতি অল্পস্থানেই জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সম্প্রতি রাজা লোক পাঠাইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে, এমন কি পারস্য ও শক যবনদেশেও জৈনমত প্রচার করেন। নডোল, গিরনার, শত্রুঞ্জয় ও রতলাম প্রভৃতি স্থানে সম্প্রতি রাজা ছাব্বিশ হাজার জিন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

৯ম পট্টাচার্য্য সুহস্তী সূরি উজ্জয়িনীতে গিয়া অবন্তী সুকুমারকে দীক্ষিত করেন। এই অবন্তী সুকুমারের পুত্র মহাকাল।

মহাকাল এক জিনমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আপন পিতার নামানুসারে অবন্তীপার্শ্বনাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণেরা সেই মন্দির অধিকার করিয়া তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন এবং সেই জিনমন্দির মহাকালের নামে খ্যাত হইল।

পূর্ব্বে সুধর্ম্মস্বামী হইতে ৮ম পাট পর্য্যন্ত অনগার ও নিগ্রর্ন্থ নাম ছিল, সুহস্তী, সুস্থিত ও তৎপরে সুপ্রতিবদ্ধ এই তিন জনে কোটিবার সূরিমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন বলিয়া পাট (পট্ট) কোটিক নামে খ্যাত হইল।

সুস্থিতসূরির পাটের উপরে ইন্দ্রদিন্ন সূরি উপবেশন করেন। তাঁহার সময়ে বীরগতে ৪৫৩ বর্ষে গর্দ্দভিল্লরাজ-উচ্ছেদকারী ২য় কালিকাচার্য্য আবির্ভূত হন। এই বর্ষে ভৃগুকচ্ছে (বর্ত্তমান বরোচে) আর্য্যখপটাচার্য্য বিদ্যাচক্রবর্ত্তী পদ লাভ করেন। প্রবন্ধচিন্তামণি ও হরিভদ্রের আবশ্যকটীকায় ঐ সময়ের বিবরণাদি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। মহাবীরের নির্ব্বাণের ৪৮৪ বর্ষ পরে খপটাচার্য্য, ৪৬৪ বর্ষ পরে আর্য্যমঙ্গু ও বৃদ্ধবাদী, ৪৬৭ বর্ষ পরে পাদলিপ্তাচার্য্য ও সিদ্ধসেন দিবাকর এবং ৪৭০ বর্ষ পরে সম্বৎপ্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য আবির্ভূত হন।

মহাবীর যেদিন নির্ব্বাণ লাভ করেন, সেই দিন উজ্জয়িনীতে পালক রাজার অভিষেক হয়। তৎপরে চন্দ্রপ্রদ্যোত, শ্রেণিকের পুত্র কৌণিক ও কৌণিকের পুত্র উদায়ী মোট ৬০ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। উদায়ী নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার পরে ৯ জন নন্দ পর্য্যন্ত ১৫৫ বর্ষ, তৎপরে চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, কুণাল ও সংপ্রতি এই কয়জনে ১০৮ বর্ষ রাজত্ব করেন। সংপ্রতিই মৌর্য্যবংশীয় শেষ রাজা। তৎপরে পুষ্যমিত্র ১৩ বর্ষ, বলমিত্র ও ভানুমিত্র দুইজনে ৬০ বর্ষ, নভবাহন ৪০ বর্ষ, গর্দ্দভিল্লরাজ ১৩ বর্ষ এবং শকরাজ ৪ বর্ষ উজ্জয়িনী শাসন করেন। এই শকরাজকে পরাজয় করিয়া বিক্রমাদিত্য রাজা হন, ইনি সিদ্ধসেন দিবাকর নামক প্রসিদ্ধ জৈনসাধুর নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কথিত আছে, সিদ্ধসেন কল্যাণমন্দিরস্তোত্র পাঠ করিয়া মহাকালের লিঙ্গে পার্শ্বনাথ মূর্ত্তি আবির্ভূত করিয়াছিলেন। সিদ্ধসেন জৈনাঙ্গসমূহ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, শেষে নিবারিত হওয়ায় বহুবর্ষ ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন।

বীরগতে ৪৯৬ বর্ষে (২৬ সম্বতে) প্রসিদ্ধ (১৩শ) পট্টাচার্য্য বজ্রস্বামী জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহা হইতে বজ্রশাখা উৎপন্ন হয়। তাঁহার সময়ে দশম পূর্ব্ব, চতুর্থ সংহনন এবং চতুর্থ সংস্থান ব্যবচ্ছিন্ন হয়।

বজ্রস্বামীর পর যথাক্রমে গুণসুন্দর, কালিকাচার্য্য, স্কন্দিলাচার্য্য, রেবতমিত্র, ধর্ম্ম, ভদ্রগুপ্ত ও শ্রীগুপ্তাচার্য্য যুগপ্রধান হইয়াছিলেন। বীরগতে ৫৩৩ বর্ষে আর্য্যরক্ষিতসূরি কালিকশ্রুত, ঋষিভাষিত, সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি ও দৃষ্টিপদ এই চারি ভাগে সকল শাস্ত্রের অনুযোগ পৃথক্ করিয়া দেন। আর্য্যরক্ষিত ও দুর্ব্বলিকা-পুষ্পমিত্র যুগপ্রধান হইয়াছিলেন। ত্রৈরাশিকজিৎ শ্রীগুপ্তাচার্য্য বীরগতে ৫৪৮ বর্ষে সূরিপদ লাভ করেন। শ্রীগুপ্তাচা র্য্যর শিষ্য উলূকগোত্র রোহগুপ্তই ত্রৈরাশিক মত প্রকাশ করেন, তিনি গুরুর কাছে পরাজিত হইয়াও স্বমত পরিত্যাগ করেন নাই। রোহগুপ্তই অন্তরঞ্জিকা নগরীর বলশ্রীরাজকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন। এই রোহগুপ্তের শিষ্যের নাম কণাদ, ইনিই দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষট্‌পদার্থ নিরূপণপূর্ব্বক বৈশেষিকসূত্র প্রচার করেন।

বীরগতে ৫৮৪ বর্ষে সপ্তম নিহ্নব হইয়াছিল। আর্য্যরক্ষিত তাঁহার মাতুল ও প্রধান শিষ্য গোষ্ঠামাহিলকে ক্রিয়াবাদিগণকে পরাজয় করিবার জন্য দশপুরে প্রেরণ করেন। তাঁহার অনুপস্থিতকালে আর্য্যরক্ষিত অপর শিষ্য দুর্ব্বলিকাপুষ্পমিত্রকে পট্টধর করিলেন। গোষ্ঠামাহিল ক্রিয়াবাদিকে পরাজয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন দুর্ব্বলিকা পট্টধর হইয়াছেন। তাহার পট্টধর হইবার ইচ্ছা ছিল, তিনি দুর্ব্বলিকার উপদেশ না শুনিয়া তাহার শিষ্য বিন্ধ্যের কথা শুনিতেন। একদিন বিন্ধ্যের সহিত মতভেদ হওয়ায় ৭ম নিহ্নব ঘটে। এই সময়ে কৃষ্ণ সূরি আবির্ভূত হন। বীরগতে ৬০৯ বর্ষে কৃষ্ণসূরির শিষ্য শিবভূতি কর্ত্তৃক দিগম্বরমত প্রবর্ত্তিত হয়। বিশেষাবশ্যকাদিশাস্ত্রে ঐ অধিকার বর্ণিত হইয়াছে। বজ্রস্বামীর পর বজ্রসেন-

সূরি পট্টধর হইলেন। তাঁহার নগেন্দ্র, চন্দ্র, নিবৃত্ত ও বিদ্যাধর এই চারি শিষ্য হইতে নাগেন্দ্র প্রভৃতি চারিটী গচ্ছ উৎপন্ন হয়। চন্দ্রসূরির পাটে সামন্তভদ্র উপবেশন করেন। ইনি সর্ব্বদা বন জঙ্গলে থাকিতেন বলিয়া চন্দ্রগচ্ছের অপর নাম বনবাসীগচ্ছ হয়।

সামন্তভদ্র সূরির পর বৃদ্ধদেবসূরি পট্টধর হইয়াছিলেন। ার সময়ে বীরগতে ৫৯৫ বর্ষে কুরুণ্ট নগরে ও সত্যপুরে মন্ত্রি-বর নাহড় জজ্জকসূরি দ্বারা মহাবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ মূর্ত্তি "জয়উবীরসচ্চউরিমণ্ডণ" নামে জৈনসমাজে খ্যাত।

বৃদ্ধদেবের পর প্রদ্যোতন, তৎপরে মানদেব পট্টলাভ করেন। তপাগচ্ছপট্টাবলীর মতে—পদ্মা, জয়া, বিজয়া ও অপরাজিতা এই চারিদেবী মানদেবের সেবা করিতেন। সূরিপদ স্থাপন কালে ইঁহার উভয় স্কন্ধোপরি লক্ষ্মী ও সরস্বতী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি নিয়ম করেন যে, জৈনসাধু ভক্তিমান্ গৃহস্থের ভিক্ষালব্ধ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মিষ্ট ও তৈলপক্ব কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার সময়ে তক্ষশিলা নগরে শ্রাবক-দিগের মধ্যে ভীষণ মারীভয় উপস্থিত হয়। সেই উপদ্রব দূর করিবার জন্য মানদেব নডোল নগরে শান্তিস্তোত্র রচনা করেন।

তৎপরে মহাপণ্ডিত মানতুঙ্গসূরি পট্টাভিষিক্ত হইলেন। প্রভাবকচরিত্রে ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

মানতুঙ্গের পর ২১শ বীরসূরি, তৎপরে ২২শ জয়দেবসূরি, তৎপরে ২৩শ দেবানন্দসূরি পট্টধর হন। এই সময়ে বীরগতে ৮৪৫ বর্ষে বলভীনগর ভঙ্গ, ৮৮২ বর্ষে চৈত্যস্থিতি এবং ৮৮৬ বর্ষে ব্রহ্মদীপিকা প্রস্তুত হয়।

দেবানন্দের পর ২৪শ বিক্রমসূরি, তৎপরে ২৫শ নরসিংহ সূরি, তৎপরে ২৬শ সমুদ্রসূরি (২১), ২৭শ তৎপরে মানদেব (২২)। কোন কোন পট্টাবলী মতে, এই মানদেবেরও অপর নাম মানতুঙ্গদেব, ইনিই বাণ ও ময়ূরের সমসাময়িক (২৩)। তৎকালে সত্যমিত্র নামে এক ব্যক্তি যুগপ্রধান ছিলেন। বীরগতে ১০০০ বর্ষে ঐ সত্যমিত্রের সহিত সকল পূর্ব্ব ব্যবচ্ছিন্ন হয়। পট্টধর বজ্রসেন সূরি ও সত্যমিত্রের মধ্যে নাগহস্তী, রেবতীমিত্র, ব্রহ্মদ্বীপ, নাগার্জ্জুন, ভূতদিন্ন ও কালকসূরি এই কয়জন যুগপ্রধান ছিলেন।

পট্টধর মানদেবের মিত্র ও যক্ষিণী সাধ্বীর ধর্ম্মপুত্র মহাপণ্ডিত ও বহুগ্রন্থকার হরিভদ্রসূরি বীরগতে ১০৫৫ বর্ষে ও ৮৫ সম্বতে স্বর্গারোহণ করেন। বীরগতে ১১১৫ বর্ষে জিনভদ্রগণি যুগ-প্রধান হইয়াছিলেন।

মানদেবের পর ২৮শ বিবুধপ্রভ সূরি, তৎপরে ২৯শ জয়ানন্দসূরি এবং তৎপরে ৩০শ রবিপ্রভসূরি পট্টস্থ হন। ৭০০ বিক্রমসম্বতে রবিপ্রভ নডোল নগরে নেমিনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বীরগতে ১১৯০ বর্ষে উমাস্বাতি যুগপ্রধান হইয়াছিলেন।

বীরগতে ১২৭২ বর্ষে রবিপ্রভ স্থানে ৩১শ যশোদেব সূরি পট্টধর হইলেন। তাহার দুই বর্ষ পূর্ব্বে ৮০০ সম্বতে প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য বপ্পভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়রাজ ধর্ম্মের চিরশত্রু গোপনগররাজ আম বপ্পভট্টের নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ৮০২ বিক্রম সম্বতে জৈনধর্ম্মী বনরাজ অণহলপুর-পত্তন স্থাপন করেন।

যশোদেবের পর ৩২শ প্রদ্যুম্নসূরি, তৎপরে ৩৩শ মানদেব সূরি অভিষিক্ত হন। ইনি উপধানবাচ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মানদেবের পর ৩৪শ বিমলচন্দ্রসূরি এবং তৎপরে ৩৫শ উদ্যোতন সূরি পট্টধর হইলেন। উদ্যোতন অর্ব্বুদাচলে গিয়া এক বড় গাছের ছায়ায় শুভ মুহূর্ত্তে ৯৯৪ বিক্রম সম্বতে নিজ পাটের উপর সর্ব্বদেবপ্রমুখ ৮ আচার্য্য স্থাপন করিলেন, সেই অবধি বনবাসীগচ্ছ বৃহদগচ্ছ নামে খ্যাত হইল (২৪)।

উদ্যোতনসূরির পর হইতে খরতরগচ্ছ ও তপাগচ্ছে প্রভেদ লক্ষিত হয়। খরতরগচ্ছ পট্টাবলী মতে উদ্যোতনের পর বর্দ্ধমান এবং তপাগচ্ছ পট্টাবলী মতে উদ্যোতনের পর সর্ব্ব-দেবসূরি পট্টধর হইয়াছিলেন। [পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বৃহৎ খরতরগচ্ছের পট্টাবলী দ্রষ্টব্য।]

কোন কোন পট্টাবলীতে প্রদ্যুম্নসূরি ও উপধানগ্রন্থকর্ত্তা মানদেবসূরি পট্টধর বলিয়া গৃহীত হন নাই। তন্মতে সর্ব্ব-দেবসূরি ৩৪শ পট্টধর। ইনি ১০১০ সম্বতে রামসৈন্যপুরে ঋষভচৈত্য ও চন্দ্রপ্রভচৈত্যপ্রতিষ্ঠা, চন্দ্রাবতীনগরে কুঙ্কণ মন্ত্রীকে দীক্ষাদান ও তথায় জিনভবন প্রতিষ্ঠা করেন।

১০২৯ সম্বতে জৈনপণ্ডিত ধনপাল দেশী-নামমালা রচনা করেন। সর্ব্বদেবসূরির পর ৩৭শ দেবসূরি (রাজপ্রদত্ত বিরুদ রূপশ্রী) তৎপরে ২য় সর্ব্বদেবসূরি ৩৮শ পট্টধর হইলেন। এই

(২১) "নরসিংহসূরিরাসীদতোঽখিলগ্রন্থপারগো যেন।
যক্ষো নরসিংহপুরে মাংসরতিং ত্যাজিতাঃ গিরা।
খোমাণ-রাজকুলজোঽপি সমুদ্রসূরির্গচ্ছং শশাস কিল যঃ প্রবণঃ প্রমাণী।
জিত্বা তদা ক্ষপণকান্ স্ববশং বিতেনে নাগহ্রদে ভুজগনাথ নমস্য তীর্থম্।"

(২২) "বিদ্যাসমুদ্রহরিভদ্রমুনীন্দ্রমিত্রং সূরির্বভূব পুনরেব হি মানদেবঃ।
মান্দ্যাৎ প্রযাতমপি যোঽনঘমন্ত্রং
লেভেঽম্বিকা মুখগিরা তপসোজ্জয়ন্তে।"

(২৩) কোন কোন তপগচ্ছীয় পট্টাবলীতে বীরসূরির গুরু মানতুঙ্গকে বৃদ্ধভোজ বাণ ও ময়ূরের সমসাময়িক লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

(২৪) "প্রধান শিষ্যসন্তত্যাজ্ঞানাদিগুণৈঃ
প্রধানচরিতৈস্ত বৃদ্ধত্বাদ্ বৃহদ্গচ্ছ ইত্যপি।"

সর্ব্বদেব যশোভদ্র, নেমিচন্দ্র প্রভৃতি ৮ জনকে আচার্য্যপদ প্রদান করেন। ইহার সময় বীরগতে ১৪৯৬ বর্ষে অর্থাৎ ১০২৬ বিক্রম সম্বতে তক্ষশিলার গজনী নাম হয়। ১০৯৬ সম্বতে উত্তরাধ্যয়ন-টীকাকার বাদী বৈতাল শ্রীশান্তি থিরাপদ্রীয় গচ্ছে সূরিপদ প্রাপ্ত হন। ৩৮শ পট্টধর সর্ব্বদেবসূরির পর যশোভদ্র এবং তৎপরে (বিক্রমসং ১১৩৫) নেমিচন্দ্র আচার্য্য হন।

১১৩৯ বিক্রমসংবতে নবাঙ্গ-বৃত্তিকার অভয়দেবসূরি স্বর্গারোহণ করেন। ৪২শ পট্টধর মুনিচন্দ্রসূরি তার্কিক-শিরোমণি বলিয়া জৈন সমাজে প্রসিদ্ধ। ইনি হরিভদ্রসূরিকৃত অনেকান্তজয়পতাকা প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা, উপদেশপদবৃত্তি, যোগবিন্দুবৃত্তি প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১১৫৯ বিক্রম সম্বতে চন্দ্রপ্রভ পৌর্ণিমীয়ক মত প্রচার করেন, তাহার প্রতিবোধনের জন্য মুনিচন্দ্র পাক্ষিকসপ্ততিকা প্রণয়ন করেন।

৪৩শ মুনিচন্দ্রের শিষ্য অজিতদেব। ১১৩৪ সম্বতে জন্ম, ১১৫২ সম্বতে দীক্ষা, ১১৭৪ সম্বতে সূরিপদ এবং ১২২০ সম্বৎ শ্রাবণ কৃষ্ণসপ্তমী গুরুবারে ইহার স্বর্গ লাভ হয়। ইনি অণহলপুরপত্তনে জয়সিংহ সিদ্ধরাজের সভায় ৮৪ বাদীকে পরাজয় করেন। ঐ সভায় দিগম্বর-চক্রবর্ত্তী কুমুদচন্দ্র অজিতদেবের নিকট তর্কে পরাস্ত হন। পত্তনরাজ অণহলপুরে দিগম্বরের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেন। অজিতদেব চৌরাশী হাজার শ্লোকময় স্যাদ্বাদরত্নাকর প্রণয়ন করেন। অজিত হইতে ২৪টী শাখা বাহির হয়।

অজিতদেবের সময়ে প্রাকৃত শান্তিনাথচরিত্র-রচয়িতা দেবেন্দ্রসূরির শিষ্য হেমচন্দ্রসূরি আবির্ভূত হন। হেমচন্দ্রের ১১৪৫ সম্বতে জন্ম, ১১৫০ সম্বতে দীক্ষা, ১১৬৬ সম্বতে সূরিপদ এবং ১২২৯ সম্বতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি কলিকালে সর্ব্বজ্ঞ উপাধি প্রাপ্ত হন। জৈন মতে—হেমচন্দ্র যে শত শত গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে তিন কোটি শ্লোক হইবে। প্রবন্ধচিন্তামণি ও কুমারপালচরিতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

পট্টধর অজিতদেবের সময় ১২০৪ সম্বতে খরতরগচ্ছের উৎপত্তি, ১২৩৩ সম্বতে আঞ্চলিক মতোৎপত্তি, ১২৩৬ সম্বতে সার্দ্ধপৌর্ণিমীয়ক মতোৎপত্তি, ১২৫০ সম্বতে আগমিক মতোৎপত্তি এবং বীরগতে ১৬৯২ গতবর্ষে অর্থাৎ ১২২২ সম্বতে বাগ্‌ভটমন্ত্রী কর্ত্তৃক শত্রুঞ্জয়তীর্থের উদ্ধার-সাধন হয়।

৪২শ পট্টধর বিজয়সিংহ সূরি। ইনি বিবেকমঞ্জরী প্রণয়ন করেন। ৪৩শ—সোমপ্রভ সূরি ও মণিরত্ন সূরি। উভয়ে বিজয়সিংহের শিষ্য। সোমপ্রভ বিবেকমঞ্জরীর প্রত্যেক শ্লোকের একশত প্রকার ব্যাখ্যা করেন।

৪৪শ—জগচ্চন্দ্রসূরি, বিরুদ হীর। ইনি বৈরাগ্যবল-সমুদ্র চৈত্রপালগচ্ছীয় দেবভদ্র উপাধ্যায়ের সাহায্যে জৈন-ক্রিয়াকাণ্ড উদ্ধার করেন। চিতোর রাজধানী অঘাট অর্থাৎ অহড়মে ইহার সহিত দিগম্বরাচার্য্যের বাদ প্রতিবাদ হয়, তাহাতে ইহার মত হীরার মত অভেদ্য থাকায় চিতোরেশ্বর ইহাকে হীর বিরুদ প্রদান করেন। তথায় ইনি ১২ বর্ষ আচাম্লতপ অভিগ্রহ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ১২৮৫ সম্বতে রাণা "তপা" বিরুদ প্রদান করেন। তখন হইতে বৃহদ্গচ্ছ বা বড়গচ্ছ "তপাগচ্ছ" নামে খ্যাত হইল। এখানে পট্টাবলীতে লিখিত আছে—এইরূপে সুধর্ম্মস্বামীর সময় নির্গ্রন্থ, সুস্থিতসূরির সময় কোটিক, চন্দ্রসূরির সময় চন্দ্রগচ্ছ, সামন্তভদ্রের সময় বনবাসীগচ্ছ, সর্ব্বদেব সূরির সময় বৃহদ্গচ্ছ এবং বর্ত্তমান জগচ্চন্দ্র সূরির সময় হইতে তপাগচ্ছ নাম প্রচলিত হইল।

৪৫শ—দেবেন্দ্রসূরি। ইনি ১৩০২ সম্বতে উজ্জয়িনী নগরে জিনচন্দ্র বড়শেঠের পুত্র বীরধবল ও পরে বীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দীক্ষা দেন, তদুপলক্ষে মহোৎসব হইয়াছিল। এই সময়ে মন্ত্রী বস্তুপালের দফ্‌তরী বিজয়চন্দ্রের অভ্যুদয়। বিজয়চন্দ্র কোন দোষে কারারুদ্ধ হন। তৎপরে দেবভদ্র উপাধ্যায়ের নিকট দীক্ষিত হইতে স্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বিজয়চন্দ্র অতি বুদ্ধিমান্ ছিলেন। কিন্তু তিনি অতিশয় অভিমানী ছিলেন বলিয়া বস্তুপাল তাঁহাকে সূরিপদের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু জগচ্চন্দ্রসূরি দেবভদ্রকে দিয়া এই বলিয়া সূরিপদ দেওয়াইলেন যে, বিজয়চন্দ্রসূরি হইলে দেবেন্দ্রের অনেকটা সাহায্য হইবে। কিন্তু অভিমানী বিজয়চন্দ্রসূরি হইয়া আর দেবেন্দ্রকে বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। দেবেন্দ্রসূরি যখন মালবদেশে আগমন করেন, তখন বিজয়চন্দ্র তাঁহার বন্দনা করিতে আসিলেন না। দেবেন্দ্রসূরি বলিয়া পাঠাইলেন যে তুমি ১২ বর্ষ একস্থানে কি করিতেছ? বিজয়চন্দ্র উত্তর করেন যে, 'শান্ত দান্ত সাধুর এক স্থানে বাস করায় কোন দোষ নাই। দেবেন্দ্রসূরি সশিষ্য সাধু সম্প্রদায়ের সহিত উপাশ্রয়ে রহিলেন। বিজয়চন্দ্র বড়শালায় ছিলেন বলিয়া সাধারণে তাঁহার পক্ষীয় লোক সমুদায়কে বৃদ্ধপোশালিক এবং দেবেন্দ্রসূরির গণ সমুদায়কে লঘুপোশালিক নাম প্রদান করিল। তৎপরে বিজয়চন্দ্র স্তম্ভতীর্থে গিয়া অনেক কুমত প্রচার করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রসূরি মালব, গুর্জ্জর প্রভৃতি নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া স্তম্ভতীর্থে (বর্ত্তমান কাম্বে) আগমন করেন।

ইনি পূর্ব্বেই বস্তুপালকে চারিবেদের নির্ণয়জ্ঞান শুনাইয়াছিলেন। কুমারপাল-বিহারে মন্ত্রিবর ধর্ম্মদেব আসিয়া

তাঁহার বন্দনা করিলেন। এখানে দেবেন্দ্র বিজয়চন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া প্রহ্লাদনপুরে (পাহ্লণপুরে) আগমন করেন।

এখানকার শ্রাবক ও সাধুবর্গের অনুরোধে ১৩২৩ সম্বতে তিনি বীরধবলকে বিদ্যানন্দ নাম দিয়া সূরিপদে এবং তাঁহার অনুজ ভীমসিংহকে ধর্ম্মকীর্ত্তি নাম দিয়া উপাধ্যায় পদে বরণ করিলেন। বিদ্যানন্দসূরি বিদ্যানন্দ নামে একখানি অভিনব ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন (২৬)। বিদ্যানন্দের অনতি পরে বায়ড়গচ্ছীয় জিনদত্তসূরি কর্ত্তৃক বিবেকবিলাস রচিত হয়।

দেবেন্দ্রসূরিও শ্রাদ্ধদিনকৃত্যসূত্রবৃত্তি, নব্যকর্ম্মগ্রন্থপঞ্চক-সূত্রবৃত্তি, সিদ্ধপঞ্চাশিকাসূত্রবৃত্তি, ধর্ম্মরত্নবৃত্তি, সুদর্শনচরিত্র, ত্রিভাষ্য, বৃন্দারবৃত্তি, 'ঋষভবর্দ্ধনপ্রমুখস্তবন প্রভৃতি রচনা করেন। ১৩২৬ সম্বতে মালবদেশে দেবেন্দ্রসূরি স্বর্গলাভ করেন, তাঁহার ১৩ দিন পরে বিদ্যাসুন্দর বিদ্যানন্দ দেহ-বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার ছয়মাস পরে বিদ্যানন্দের ভাই ধর্ম্মকীর্ত্তি ধর্ম্মঘোষ নামগ্রহণপূর্ব্বক সূরিপদে অভিষিক্ত হন।

৪৬শ ধর্ম্মঘোষসূরি। ইনি সঙ্ঘাচারভাষ্যবৃত্তি, সুঅধ-র্ম্মেতি স্তব, কায়স্থিতি ভবস্থিতি ও চৌ-বীশ তীর্থঙ্করের স্তবাদি রচনা করেন। ইঁহার সময়ে মণ্ডপাচল-রাজমন্ত্রী পৃথ্বীধর ৮৪ জিনমন্দির, জৈনধর্ম্মপুস্তকরক্ষণার্থ সাতটী জ্ঞানভাণ্ডার ও শত্রুঞ্জয়তীর্থে এক বৃহৎ রৌপ্যময় ঋষভমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র ঝাঞ্জন উজ্জয়ন্তগিরির উপর এক অতি উচ্চ সুবর্ণময় ধ্বজ স্থাপন করেন।

১৩৫৩ সম্বতে ধর্ম্মঘোষসূরির স্বর্গ লাভ হয়।

৪৭শ সোমপ্রভসূরি। ১৩১০ সম্বতে জন্ম, ১৩৩২ সম্বতে দীক্ষা ও সূরিপদ এবং ১৩৭৩ সম্বতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি আরাধনাসূত্র ও জিনকল্পসূত্র প্রভৃতি কয়েক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন।

৪৮শ সোমতিলকসূরি। ১৩৫৫ সম্বতে মাঘমাসে জন্ম, ১৩৬৯ বর্ষে দীক্ষা, ১৩৭৩ সম্বতে সূরিপদ এবং ১৪২৪ সম্বতে ইঁহার স্বর্গলাভ হয়। ইনি বৃহন্নব্যক্ষেত্রসমাসসূত্র ও অনেকগুলি স্তবের বৃত্তি রচনা করেন।

সোমতিলকের পর যথাক্রমে পদ্মতিলক, চন্দ্রশেখর, জয়ানন্দ ও দেবসুন্দর সূরিপদ প্রাপ্ত হন। পদ্মতিলক সোম-তিলক অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি সূরি হইয়া একবর্ষ মাত্র জীবিত ছিলেন। চন্দ্রশেখর সূরির ১৩৭৩ সম্বতে জন্ম, ১৩৮৫ সম্বতে দীক্ষা ও ১৩৯৩ সম্বতে সূরিপদ প্রাপ্তি হয়। ইনি উষিতভোজনকথা, যবরাজঋষিকথা, শ্রীমৎস্তম্ভহারবন্ধাদিস্তবন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জয়ানন্দের ১৩৮০ সম্বতে জন্ম, ১৩৯২ সম্বতে আষাঢ় শুক্ল-সপ্তমী শুক্রবারে ধারানগরীতে ব্রতগ্রহণ, ১৪২০ সম্বতে সূরি-পদ এবং ১৪৪১ সম্বতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি স্থূলভদ্রচরিত্র ও অনেক জিনস্তব রচনা করেন।

৪৯শ পট্টধর দেবসুন্দরসূরি। ১৩৯৩ সম্বতে জন্ম, ১৪০৪ সম্বতে দীক্ষা এবং ১৪২০ সম্বতে অণহলপুরপত্তনে সূরি-পদ লাভ করেন। ইনি যোগাভ্যাসী মন্ত্রতন্ত্রী স্থাবরজঙ্গম-বিষাপহারী, অতীতানাগতনিমিত্তবেত্তা ও প্রধান রাজমন্ত্রী বলিয়া তপাগচ্ছসমাজে বিশেষ পূজ্য।

দেবসুন্দরের পাঁচ জন প্রধান শিষ্য—জ্ঞানসাগর, কুলমণ্ডন, গুণরত্ন, সোমসুন্দর ও সাধুরত্ন। জ্ঞানসাগরের ১৪০৫ সম্বতে জন্ম, ১৪১৭ সম্বতে দীক্ষা, ১৪৪১ সম্বতে সূরিপদলাভ এবং ১৪৬০ সম্বতে দেহত্যাগ হয়। ইনি আবশ্যক ও ওঘনির্য্যুক্ত্যাদি নানা গ্রন্থের অবচূরী, মুনিসুব্রত-স্তবন ও পার্শ্বনাথস্তবন প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা।

কুলমণ্ডনের ১৪০৯ সংবতে জন্ম, ১৪১৭ সংবতে দীক্ষা, ১৪৪২ সংবতে সূরিপদ এবং ১৪৫৫ সংবতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি সিদ্ধান্তালাপকোদ্ধার, অষ্টাদশারচক্রস্তব, গরীয় ও হার-স্তবাদি রচনা করেন।

গুণরত্নসূরি ক্রিয়ারত্নসমুচ্চয়, ষট্‌দর্শনসমুচ্চয়বৃহদ্‌বৃত্তি এবং সাধুরত্নসূরি যতিজীতকল্পবৃত্তি রচনা করেন।

৫০ম—সোমসুন্দরসূরি, ১৪৩০ সংবতে জন্ম, ১৪৩৭ সংবতে দীক্ষা, ১৪৫০ সংবতে বাচকপদ, ১৪৫৭ সংবতে সূরিপদ এবং ১৪৯৯ সংবতে স্বর্গলাভ।

ইনি যোগশাস্ত্র, উপদেশমালা, ষড়াবশ্যক, নবতত্ত্বাদি-বালাববোধ, ভাষ্যাবচূর্ণী ও কল্যাণিকস্তোত্রাদিপ্রণয়ন এবং রাণকপুরে চৌহয় বিহারে অনেক ঋষভবিম্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সোমসুন্দরের এই কয়জন প্রধান শিষ্য—মুনিসুন্দরসূরি কৃষ্ণ সরস্বতী, জয়সুন্দরসূরি, মহাবিদ্যাবিড়ম্বনাদিটিপ্পনকারী ভুবন-সুন্দরসূরি এবং একাদশাঙ্গ-সূত্রার্থধারী জিনসুন্দরসূরি।

৫১ম—মুনিসুন্দরসূরি। ১৪৩৬ সংবতে জন্ম, ১৪৪৩ সংবতে দীক্ষা, ১৪৬৬ সংবতে বাচকপদ ও ১৫০৩ সংবতে কার্ত্তিক মাসে ইঁহার স্বর্গলাভ হয়। ইনি ত্রিদশতরঙ্গিণী নামে সর্ব্বপ্রকার জিনচক্রাদি নির্ণায়ক ১০৮ হাত লম্বা পত্রিকা, চাতুর্ব্বেদ্যবিশারদ্যনীতি, উপদেশরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। স্তম্ভতীর্থে বাদী গোকুলমণ্ডকে পরাস্ত করিয়া কালসরস্বতী বিরুদ প্রাপ্ত হন।

(২৬) "বিদ্যানন্দাভিধং যেন কৃতং ব্যাকরণং নবম্।
ভাতি সর্ব্বোত্তমং স্বল্পসূত্রং বহ্বর্থসংগ্রহম্।"

৫২ম—রত্নশেখরসূরি। ১৪৫৭ সম্বতে জন্ম, ১৪৬৩ সংবতে দীক্ষা, ১৪৮৩ সংবতে পণ্ডিতপদ, ১৪৯৩ সংবতে বাচক পদ, ১৫০২ সম্বতে সূরিপদ এবং ১৫১৭ সংবতে পৌষ কৃষ্ণ-ষষ্ঠীতে স্বর্গলাভ করেন। ইনি স্তম্ভতীর্থে বাম্বীভট্ট কর্তৃক বাল-সরস্বতীনাম প্রাপ্ত হন এবং শ্রাদ্ধপ্রতিক্রমণবৃত্তি, শ্রাদ্ধবিধিসূত্র, লঘুক্ষেত্রসমাস ও আচারপ্রদীপাদি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রত্নশেখরসূরির সময়ে ১৫০৮ সংবতে লুম্পক নামক মতের উৎপত্তি হয়।

৫৩শ—লক্ষ্মীসাগরসূরি। ১৪৬৪ সংবতে জন্ম, ১৪৮০ সংবতে দীক্ষা, ১৫০১ সংবতে বাচকপদ ও ১৫০৮ সংবতে সূরি-পদ প্রাপ্ত হন। লক্ষ্মীসাগরের পর ৫৪শ সুমতিসাধুসূরি, তৎপরে ৫৫শ হেমবিমলসূরি পট্টধর হইলেন।

ঋষিহরগিরি, ঋষিশ্রীপতি, ঋষিগণপতি প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি লুম্পক মত পরিত্যাগ করিয়া হেমবিমলসূরির নিকট দীক্ষিত হন। এই সময়ে ১৫৬২ সম্বতে কড়ুয়ে নামে এক বণিক কড়ুয়া মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে এই কলি-কালে সাধু নাই।

৫৬শ—পট্টধর আনন্দবিমলসূরি। ১৫৪৩ সংবতে জন্ম, ১৫৫২ সংবতে দীক্ষা, ১৫৭০ সংবতে সূরিপদ এবং ১৫৯৩ সম্বতে ৯ দিন অনশনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করেন।

ইঁহার সময় ১৫৭০ সম্বতে বীজা নামে এক বেশধর লুম্পক মত ছাড়িয়া বীজামত প্রচার করেন, ইহার মতাবলম্বিগণ বিজয়গচ্ছ নামে খ্যাত।

১৫৭২ সংবতে উপাধ্যায় পার্শ্বচন্দ্র নাগপুরীয় তপাগচ্ছ হইতে বাহির হইয়া নিজ নামে পাসচন্দীয় মত প্রচলন করেন।

আনন্দবিমল ১৫৮২ সংবতে শিথিলাচার পরিহাররূপ ক্রিয়া উদ্ধার করেন।

মারবার, জয়শালমের প্রভৃতি মরুদেশে জল দুর্লভ বলিয়া সোমপ্রভসূরি শ্রাবকদিগকে তথায় যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু আনন্দবিমল মরুদেশেও বিশুদ্ধ জৈনধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর গণিকে প্রেরণ করেন। এইরূপে তিনি খরতরকে জয়শালমের ও বিজয়মতিকে মেবাড়ে এবং মোথীকে লুম্পকমতীয়গণের প্রবোধ দিবার জন্য শ্রাবক নিযুক্ত করিলেন।

৫৭শ বিজয়দানসূরি। ১৫৫৩ সংবতে জামলায় জন্ম, ১৫৬২ সংবতে দীক্ষা ও ১৫৮৭ সংবতে সূরিপদ লাভ এবং ১৬২২ সংবতে বটপল্লীতে অনশনে দেহাত্যয় হয়। ইনি স্তম্ভতীর্থ, আহ্মদাবাদ, মহীশানকগাম্ ও গন্ধার প্রভৃতি স্থানে মহোৎসবপূর্ব্বক জিনবিম্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মহম্মদশাহের মন্ত্রী গলরাজ ইহারই উপদেশে শক্রঞ্জয়ে এক মহাসভা আহ্বান করেন। ইঁহারই সময় শক্রঞ্জয়, গিরনর প্রভৃতি স্থানের শত শত মন্দির সংস্কৃত হয়। ইনি নিজে গুর্জ্জর, মালব, কচ্ছ, মরুস্থলী, কোঙ্কণ প্রভৃতি স্থানে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

৫৮শ হরিবিজয়সূরি। ১৫৮৩ সম্বৎ অগ্রহায়ণমাসে শুক্ল নবমীতে প্রহ্লাদনপুরে জন্ম, ১৫৯৩ সম্বতে কার্ত্তিকমাসে পত্তন নগরে দীক্ষা, ১৬০৭ সম্বতে নারদপুরে ঋষভমন্দিরে পণ্ডিত-পদ, ১৬০৮ সম্বতে মাঘীপঞ্চমীর দিনে বরকানকপার্শ্বনাথ সমীপে বাচকপদ, এবং ১৬১০ সম্বতে সিরোহীনগরে সূরিপদ প্রাপ্ত হন।

তপাগচ্ছীয়েরা বলিয়া থাকেন, হরিবিজয়সূরির ন্যায় পট্টধর ইদনীন্তনকালে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। স্বয়ং অক্‌বর বাদশাহ্ ইঁহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া ইঁহার মুখে ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১৬৩৯ সম্বতে ইনি দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাদশাহের প্রশ্না-নুসারে উত্তর করেন—যাহার ১৮প্রকার দোষ নাই, তাহাই ঈশ্বরের স্বরূপ, যিনি পঞ্চ মহাব্রতাদি পালন করেন সেই গুরু, আত্মার শুদ্ধস্বভাব যে জ্ঞানদর্শন ও চরিত্ররূপ তাহাই ধর্ম্ম। অকবর তাঁহার কথায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া জীবহিংসা পরিত্যাগ করেন এবং হরিবিজয়কে এক ফরমাণ দেন, এই ফরমাণে লিখিত আছে,—সিদ্ধাচল, গিরনর, তারন্দা, কেসরিয়া, আবু, রাজগৃহের পাঁচ পাহাড়, বাঙ্গালায় সমেতশিখর বা পার্শ্বনাথ পাহাড় এবং মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য স্থানে যে সকল শ্বেতাম্বর জৈনদিগের তীর্থ আছে, ঐ সকল স্থানে বা তাহার নিকটে কেহ কোনপ্রকার হিংসা করিতে পারিবে না। ঐ ফরমাণখানি এখনও তপগচ্ছীয় শেতাম্বর পট্টধরের নিকট আছে। তপাগচ্ছীয় পট্টাবলীতে লিখিত আছে—হরিবিজয় সূরির ইচ্ছা মতই অকবর বাদশাহ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণদশমী হইতে শুক্লষষ্ঠী পর্য্যন্ত ১২দিন কোন প্রকার পশুবধ নিষেধ করেন।

নারদপুর, সিরোহী প্রভৃতি নানাস্থানে হরিবিজয় জিন-মন্দির ও জিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লুম্পকাচার্য্য মেঘজী লুম্পক মত ও নিজ আচার্য্যপদ পরিত্যাগ করিয়া পঁচিশ জন যতি সহ হরিবিজয়ের নিকট দীক্ষিত হন।

৫৯শ বিজয়সেনসূরি। ১৬০৪ সংবতে জন্ম, ১৬১৩ সংবতে পিতামাতা সহ দীক্ষা, ১৬২৬ সম্বতে পণ্ডিতপদ, ১৬২৮ সংবতে উপাধ্যায় পরে সূরিপদ, ১৬৫২ সংবতে ভট্টারক পদ এবং ১৬৭১ সংবতে স্তম্ভতীর্থে স্বর্গলাভ হয়। ইঁহার দুই শিষ্য বেথ্‌হরথ ও পরমানন্দ। এই দুইজন যতির

মুখে আহাজীর জৈনধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করেন এবং উভয়ের প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়া ফরমাণ দিয়াছিলেন, সেই ফরমাণেও জৈনতীর্থ ও জিনমন্দিরের নিকট জীবহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

৬০ বিজয়দেবসূরি। ১৬৩৪ সম্বতে জন্ম, ১৬৪৩ সংবতে দীক্ষা, ১৬৫৬ সংবতে পণ্ডিত পদ, ১৬৮১ সংবতে প্রথমে উপাধ্যায় পরে সূরিপদ এবং ১৬৮১ সংবতে স্বর্গলাভ হয়।

৬১ বিজয়সিংহসূরি। ১৬৪৪ সংবতে জন্ম, ১৬৫৪ সংবতে দীক্ষা, ১৬৭৩ সংবতে বাচকপদ, ১৬৮২ সংবতে সূরিপদ এবং ১৭০৮ সংবতে স্বর্গলাভ হয়।

৬২ বিজয়প্রভসূরি। ১৬৭৫ সংবতে জন্ম, ১৬৮৯ সংবতে দীক্ষা, ১৭০১ সংবতে পণ্ডিত পদ, ১৭১০ সংবতে উপাধ্যায় পদ, ১৭১৩ সংবতে ভট্টারক পদ এবং ১৭৪৯ সংবতে স্বর্গলাভ করেন। ইঁহার সময় ঢুণ্ঢীয় মত প্রচলিত হয়।

৬৩ বিজয়রত্নসূরি, ৬৪ বিজয়ক্ষমাসূরি, ৬৫ বিজয়দয়া-সূরি, ৬৬ বিজয়ধর্ম্মসূরি, ৬৭ জিনেন্দ্রসূরি, ৬৮ দেবেন্দ্রসূরি, ৬৯ বিজয়ধরণেন্দ্রসূরি। শেষোক্ত সূরিই তপাগচ্ছীয় শাখার বর্ত্তমান পট্টধর।

৬২ম পট্টধর বিজয়প্রভসূরির সময় যে ঢুণ্ঢীয় মত প্রচলিত হয়, তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

সুরাট নগরে বীর সাহুকর দশাশ্রীমালী বাস করিতেন, তাঁহার ফুলা নামে এক বাল-বিধবা কন্যা ছিল। তাহার লব নামে এক পুত্র হয়। লবকে লুম্পকের উপাশ্রয়ে পড়িতে পাঠান হয়। সেখানে সাধুসঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে। পরে সে লুম্পক-যতি ব্রজরঙ্গের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। দুই বর্ষ পরে একদিন লব গুরুকে কহিল, "শাস্ত্রে যেরূপ সাধ্বাচার নির্দ্দিষ্ট আছে, আপনি সেরূপ পালন করিতেছেন না কেন?" যতি উত্তর করিলেন, "এই পঞ্চমকালে শাস্ত্রোক্ত সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না।" গুরুর কথায় অসন্তুষ্ট হইয়া লব ভূণা ও সুখজী নামক দুইজন যতির সহিত গুরু ও লুম্পক মত পরিত্যাগ করিয়া আপনি দীক্ষিত হইল এবং মুখের উপর কাপড়ের আচ্ছাদন দিল। লবের অভিনব আবরণ দৃষ্টে কেহ তাহাকে স্থান দিল না, গুজরাটের নানাস্থানে ঢুঁড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন, সেই জন্য তাঁহার মতের নাম ঢুণ্ঢীয় হইল। অল্পদিন পরেই অনেকেই লবের শিষ্য হইল, তন্মধ্যে কালুপুরনিবাসী উসবাল সোমজী প্রধান। অপরাপর শিষ্যের নাম হরিদাস, প্রেম, গিরিধর, কাহ্নু এবং শ্রীপাল, অমীপাল, ধর্ম্মসিংহ, হর, জীবাজী সমরায় প্রভৃতি লুম্পক মতাবলম্বীও অনেকে ঢুণ্ঢীয়া মত গ্রহণ করিয়াছিল।

গুজরাটবাসী ধর্ম্মদাস নামেও এক ব্যক্তি মুখে কাপড়ের পট্টি বাঁধিয়া আপনাপনি ঢুণ্ঢী মত প্রচার করেন। তাঁহারও অনেক শিষ্য জুটিয়াছিল। এখন পঞ্জাব অঞ্চলে ভবানী দাসের মতাবলম্বী শিষ্যগণ দৃষ্ট হয়।

লবের মতাবলম্বী অনেক শিষ্য মারবাড়, অজমের, কৃষ্ণগড়, কোটা, বুন্দী, দিল্লী প্রভৃতি নানাস্থানে এখনও বাস করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মদাস ছীম্পিকার চেলা ধনজী, ধনজীর শিষ্য ভূধরজী, ভূধরের শিষ্য রঘুনাথ, এই রঘুনাথের শিষ্য ভীখমজী হইতে ১৮১৮ সম্বতে তেরাপন্থ মত প্রবর্ত্তিত হয়।

দিগম্বরসম্প্রদায়। দিগম্বরেরা গুরুপরম্পরা সম্বন্ধে ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। যথা—

১। কেবলী।

১ গোতম	১২ বর্ষ	বীরগতে ১২ পর্য্যন্ত
২ সুধর্ম্মা	১২ "	" ২৪ "
৩ জম্বু	৩৮ "	" ৬২ "

২। শ্রুতকেবলী।

১ বিষ্ণু	১৪ বর্ষ	বীরগতে ৭৬ পর্য্যন্ত
২ নন্দী	১৬ "	" ৯২ "
৩ অপরাজিত	২২ "	" ১১৪ "
৪ গোবর্দ্ধন	১৯ "	" ১৩৩ "
৫ ভদ্রবাহু ১ম	২৯ "	" ১৬২ "

৩। দশপূর্ব্বী।

১ বিশাখ	১০ বর্ষ	বীরগতে ১৭২ পর্য্যন্ত
২ প্রোষ্টিল	১৯ "	" ১৯১ "
৩ ক্ষত্রিয়	১৭ "	" ২০৮ "
৪ জয়সেন	২১ "	" ২২৯ "
৫ নাগসেন	১৮ "	" ২৪৭ "
৬ সিদ্ধার্থ	১৭ "	" ২৬৪ "
৭ ধৃতিসেন	১৮ "	" ২৮২ "
৮ বিজয়	১৩ "	" ২৯৫ "
৯ বুদ্ধিলিঙ্গ	২০ "	" ৩১৫ "
১০ দেব ১ম	১৪ "	" ৩২৯ "
১১ ধরসেন	১৪ "	" ৩৪৩ "

৪। একাদশাঙ্গী।

১ নক্ষত্র	১৮ বর্ষ	" ৩৬১ "
২ জয়পালক	২০ "	" ৩৮১ "

৩ পাণ্ডব	৩৯ বর্ষ		বীরগতে ৪২০ পর্য্যন্ত	
৪ ধ্রুবসেন	১৪ ,,			
৫ কংস	৩২ ,,	,,	৪৬৬	

৫। উপাঙ্গী।

১ সুভদ্র	৬ বর্ষ	,,	৪৭২	,,
২ যশোভদ্র	১৮ ,,	,,	৪৯০	,,
৩ ভদ্রবাহু ২য়	২৩ ,,	,,	৫১৩	,,
৪ লোহাচার্য্য	৫২ ,,	,,	৫৬৫	,,

৬। একাঙ্গী।

১ অর্হদ্বলী	২৮ বর্ষ	,,	৫৯৩	,,
২ মাঘনন্দী	২১ ,,	,,	৬১৪	,,
৩ ধরসেন	১৯ ,,	,,	৬৩৩	,,
৪ পুষ্পদন্ত	৩০ ,,	,,	৬৬৩	,,
৫ ভূতবলী	২০ ,,	,,	৬৮৩	,,

দিগম্বরেরা উপাঙ্গধারী ২য় ভদ্রবাহু হইতেই আপনাদের পট্টধরগণের পট্টাবলী আরম্ভ করিয়াছেন। [উদাহরণ স্বরূপ পরপৃষ্ঠায় দিগম্বরের প্রধান শাখা সরস্বতীগচ্ছের পট্টাবলী উদ্ধৃত হইল।]

দিগম্বর-শাস্ত্র। দিগম্বরদিগের শ্রুতজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রগ্রন্থ এইরূপে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—অঙ্গ, পূর্ব্ব ও অঙ্গবাহ্য।

অঙ্গ। যথা ১ আচারাঙ্গ—এই পুস্তকে যতি অথবা সন্ন্যাসীদিগের করণীয় কার্য্য লিখিত হইয়াছে।

২ সূত্রকৃতাঙ্গ—এই অঙ্গে কোন নিয়মভঙ্গ হইলে তাহার ক্ষমা ও প্রায়শ্চিত্ত লিখিত আছে।

৩ স্থানাঙ্গ—এই গ্রন্থে দ্রব্য ও বস্তুর বিচার করা হইয়াছে।

৪ সমবায়াঙ্গ—একই প্রকার গণনা দ্বারা দ্রব্য ক্ষেত্র, কাল এবং ভাবের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ১৬৪০০০ পদ আছে।

৫ ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্ত্যঙ্গ—জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা এই সম্বন্ধে গণধর জিনেন্দ্রকে ৬০০০০ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তাহার উত্তর লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ২২৮০০০ পদ আছে।

৬ জ্ঞাতৃধর্ম্মকথাঙ্গ—তীর্থঙ্কর এবং গণধরদিগের মধ্যে বিবিধ প্রকার ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন। পদসংখ্যা ৫৫৬০০০।

৭ উপাসকাধ্যয়নাঙ্গ—এই পুস্তকে গণধরগণ দিগম্বরদিগের ব্রত এবং করণীয় কার্য্য ও তাহাদের ধর্ম্মসঙ্গত আচরণের বিষয় বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। পদসংখ্যা ১১৭০০০০।

৮ অন্তকৃদ্দশাঙ্গ—২৪জন তীর্থঙ্করের প্রত্যেকের পদ্ধতি অনুসারে ১০জন কেবলীর ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে।

৯ অনুত্তরোপপাতিকাঙ্গ—প্রতি তীর্থঙ্করের নিয়মানুসারে ১০জন যোগীর ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। ইহারা পঞ্চ অনুত্তর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে ৯২৪৪০০০ পদ আছে।

১০ প্রশ্নব্যাকরণাঙ্গ—অন্যের প্রশ্নের উত্তর। পদসংখ্যা ৯,৩১৬০০০।

১১ বিপাকসূত্রাঙ্গ—মানবের সৎ ও অসৎ কর্ম্মফলের ব্যাখ্যা। পদসংখ্যা ১৮,৪০০,০০০।

সমস্ত অঙ্গে মোট ৪১,৫০২০০০ গুলি পদ আছে।

১২ দৃষ্টিবাদ—ক্রিয়াবাদী ও অন্যান্যদিগের ইতিবৃত্ত। দৃষ্টিবাদাঙ্গ বলিতে ৫খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ বুঝায়—পরিকর্ম্ম, সূত্র, প্রথমানুযোগ, পূর্ব্বগত ও চূলিকা।

পরিকর্ম্ম এই গুলি। ১ চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি—এই পুস্তকে জিনেশ্বরগণ চন্দ্রের তেজ, গতি প্রভৃতি ও তাহার অস্তিত্বকালের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। পদসংখ্যা ৩,৬০৫,০০০।

২ সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি—সূর্য্য সম্বন্ধে উক্ত রূপ বর্ণনা আছে। পদসংখ্যা ৫০৩,০০০।

৩ জম্বূদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি—জম্বূদ্বীপের পর্ব্বত, নদী, মৃত্তিকা প্রভৃতির বিষয় লিখিত। পদসংখ্যা ৩২৫০০০।

৪ দ্বীপবার্দ্ধিপ্রজ্ঞপ্তি—বহুসংখ্যক পর্ব্বত, নদী ও দ্বীপের বর্ণনা। পদসংখ্যা ৫,২৩৬০০০।

৫ ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি—ছয়প্রকার দ্রব্যের প্রকৃতি, তাহাদিগের গুণ ও পরিণামের ব্যাখ্যা। পদসংখ্যা ৮,৪৩৬০০০। পরিকর্ম্মে মোট ১৮,১০৫০০০ পদ আছে।

সূত্র—মানবগণ নিজেরাই কার্য্য করে, তাহাদিগের কর্ম্মের জন্য তাহারাই দায়ী, সুতরাং তাহাদিগের কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত। পদসংখ্যা ৮,৮০০০।

প্রথমানুযোগ—৬৩ জন শলাকাপুরুষের প্রকৃতির ব্যাখ্যা-পুস্তক। পদসংখ্যা ৫০০০।

পূর্ব্বগত ১৪ খানি, তাহাদের নাম যথা—১ উৎপাদপূর্ব্ব—জীব ও অন্যান্য পদার্থের উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থায়িত্বের বিষয় লিখিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ১০,০০০০০০।

২ অগ্রায়ণীয় পূর্ব্ব—সমস্ত অঙ্গের সার ব্যাখ্যা। পদসংখ্যা ৯৬০০০০।

সরস্বতীগচ্ছের পট্টাবলী।

পট্টাঙ্ক	নাম	পট্টবন্ধ সম্বৎ	গৃহস্থবর্ষ বর্ষ	মাস	দিন	দীক্ষাবর্ষ বর্ষ	মাস	দিন	পট্টস্থ বর্ষ বর্ষ	মাস	দিন	বিরহ দিন	সর্ব্বায়ুঃ-বর্ষ বর্ষ	মাস	দিন	মন্তব্য
১	ভদ্রবাহু ২য়	৪।চৈ শু ১৪	২৪	...	...	৩০	...	...	২২	১০	২৭	৩	৭৬	১১	...	ব্রাহ্মণ।
২	গুপ্তিগুপ্ত	২৬।ফা শু ১৪	২২	...	...	৩৪	...	...	৯	৬	২৫	৫	৬৫	৭	...	পবার।
৩	মাঘনন্দী ১ম	৩৬।আশ্বি শু ১৪	২০	...	...	৪৪	...	...	৪	৪	২৬	৪	৬৮	৫	...	সাহ।
৪	জিনচন্দ্র ১ম	৪০।ফা শু ১৪	২৪	৯	...	৩২	৩	...	৮	৯	৬	৩	৬৫	৯	৯	
৫	কুন্দকুন্দ	৪৯।পৌ কৃ ৮	১১	...	...	৩৩	...	...	৫১	১০	১০	৫	৯৫	১০	১৫	
৬	উমাস্বামী	১০১।কা শু ৮	১৯	...	...	২৫	...	...	৪০	৮	১	৫	৮৪	৮	৬	কাষ্ঠাসঙ্ঘ হয়।
৭	লোহাচার্য্য ২য়	১৪২।আশ্বি শু ১৪	২১	...	...	৩৮	...	...	১০	১০	২০	৬	৬৯	১০	২৬	
৮	যশকীর্ত্তি	১৫৩।জ্যৈ শু ১০	১২	...	...	২১	...	...	৫৮	৮	২১	৫	৯১	৯	১৫	জায়লবাল জাতীয়।
৯	যশোনন্দী	২১১।ফা কৃ ১১	১৬	...	...	১৭	...	...	৪৬	৪	৯	৪	৭৬	৪	১৩	
১০	দেবনন্দী	২৫৮।আষ শু ৮	১১	৫	...	১৫	৭	...	৪৯	১০	২৮	৪	৭৬	১১	২	পৌরবাল জাতীয়।
১১	পূজ্যপাদ	৩০৮।জ্যৈ শু ১০	১৫	...	...	১১	৭	...	৪৪	১১	২২	৭	৭১	৬	২৯	
১২	গুণনন্দী ১ম	৩৫৩।জ্যৈ শু ৯	১৪	...	...	১৩	৫	...	১১	৩	১	৪	৩৮	৮	৫	
১৩	বজ্রনন্দী	৩৬৪।ভা শু ১৪	১৯	...	...	১৬	৩	...	২২	৫	১	৪	৫৭	৮	৫	
১৪	কুমারনন্দী	৩৮৬।ফা কৃ ৪	১৬	...	...	১০	২	...	৪০	২	২০	৯	৬৬	৪	২৯	
১৫	লোকচন্দ্র ১ম	৪২৭।জ্যৈ কৃ ৩	১৮	...	...	১৬	...	...	২৬	৩	১৬	১০	৬০	৩	২৬	(পাঠান্তর লোকেন্দু)
১৬	প্রভাচন্দ্র ১ম	৪৫৩।ভা শু ১৪	৯	...	...	২৪	...	...	২৫	৫	১৫	১১	৫৮	৫	২৬	(পাঠান্তর প্রভাব)
১৭	নেমিচন্দ্র ১ম	৪৭৮।ফা শু ১০	১০	...	...	২২	...	...	৮	৯	১	৯	৪০	৯	১০	
১৮	ভানুনন্দী	৪৮৭।পৌ কৃ ৫	৯	...	...	১৫	...	...	২২	...	২৪	১২	৪৬	১	৬	
১৯	হরিনন্দী	৫০৮।অগ্র শু ১১	৯	...	...	১৫	...	...	১৬	৭	১৫	১৪	৪০	৭	২৯	(পাঠান্তর সিংহনন্দী)
২০	বসুনন্দী	৫২৫।আশ্বি শু ১০	১০	...	...	৩০	...	...	৬	২	২২	৯	৪৬	৩	১	
২১	বীরনন্দী	৫৩১।পৌ শু ১১	৯	...	...	১৩	...	...	৩০	...	১৪	১০	৫২	...	২৪	(মতান্তরে পৌ শু ১২)
২২	রত্নকীর্ত্তি	৫৬১।অগ্র শু ৫	৮	...	...	১২	...	...	২৩	৪	৭	১১	৪৩	৪	১৮	(পাঠান্তর রত্নন্দী)
২৩	মাণিক্যনন্দী	৫৮৫।আষ কৃ ৮	১০	...	...	১৯	...	...	১৬	৫	১০	১৫	৪৫	৫	২৫	(পাঠান্তর মাণিক্য)
২৪	মেঘচন্দ্র	৬০১।পৌ কৃ ৩	২৪	৩	২৭	৬	৭	১৩	২৫	৫	২০	১২	৫৬	৬	২	(পাঠান্তর মেঘেন্দু)
২৫	শান্তিকীর্ত্তি	৬২৭।আষ কৃ ৫	৭	...	...	১০	...	...	১৫	...	২৫	২০	৩২	১	১৫	
২৬	মেরুকীর্ত্তি	৬৪২।শ্রা শু ৫	৮	...	...	১১	...	...	৪৪	৩	১৬	১৩	৬৩	৩	২৯	ভদ্রিলপুরে বাস।
২৭	মহাকীর্ত্তি	৬৮৬।অগ্র শু ৪	৬	...	...	১২	...	...	১১	১৭	৫	১৫	৩৫	১১	২০	উজ্জয়িনীতে পট্ট।
২৮	বিষ্ণুনন্দী	৭০৪।অগ্র কৃ ৯	৭	...	...	১৪	...	...	২১	৪	...	১৫	৪২	৪	১৫	(পাঠান্তর বীরনন্দী)
২৯	শ্রীভূষণ	৭২৬।চৈ শু ৯	১৪	...	...	৮	...	...	৯	...	...	২৬	৩১	...	২৬	
৩০	শ্রীচন্দ্র	৭৩৫।বৈ শু ৫	৬	...	...	১২	...	...	১৪	৩	৪	৩১	৩২	৪	৫	(পাঠান্তর শীলচন্দ্র)
৩১	নন্দীকীর্ত্তি	৭৪৯।ভা শু ১০	১৫	...	...	২০	...	...	১৫	৬	৪	১৩	৫০	৬	১৭	(পাঠান্তর শ্রীনন্দী)
৩২	দেশভূষণ	৭৬৫।চৈ কৃ ১২	১৮	...	...	২৪	...	...	...	৬	৬	৭	৪২	৬	১৩	(মতান্তর সম্বৎ ৭৬৪)
৩৩	অনন্তকীর্ত্তি	৭৬৫।আশ্বি শু ১০	১১	...	..	১৩	...	...	১৯	৯	২৫	৫	৪৩	১০	...	
৩৪	ধর্ম্মনন্দী	৭৮৫।শ্রা পূর্ণি	১৩	১৮	...	১৮	...	...	২২	৯	২৫	৫	৫৩	১০	...	(পাঠান্তর ধর্ম্মাদিনন্দী)

পট্টাঙ্ক	নাম	পট্টবদ্ধ সম্বৎ	গৃহস্থবর্ষ			দীক্ষাবর্ষ			পটস্থ বর্ষ			বিরহ দিন	সর্ব্বায়ুঃ-বর্ষ			মন্তব্য
			বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন		বর্ষ	মাস	দিন	
৩৫	বীরচন্দ্র	৮০৮।জ্যৈ পূর্ণি	১৩	...	...	২৫	...	...	৩২	...	৪	৮	৭০	...	১২	(পাঠান্তর বিদ্যানন্দী)
৩৬	রামচন্দ্র	৮৪০।আষ কৃ ১২	৮	...	...	১১	...	...	১৬	১০	...	৬	৩৫	১০	৬	(পাঠান্তর বীরচন্দ্র)
৩৭	রামকীর্ত্তি	৮৫৭।বৈ শু ৩	১৪	...	...	১৬	...	...	২১	৪	২৬	১১	৫১	৫	৭	
৩৮	অভয়চন্দ্র	৮৭৮।আশ্বি শু ১০	১৮	...	...	১০	...	...	১৭	...	২৭	৪	৪৫	১	১	(পাঠান্তর অভয়েন্দু)
৩৯	নরনন্দী	৮৯৭।কা শু ৭	১৫	...	...	২১	...	...	১৮	৯	...	৯	৫৪	৯	৯	(মতান্তরে শু ১১পট্টস্থ।)
৪০	নাগচন্দ্র	৯১৬।ভা কৃ ৫	২১	...	...	১৩	...	...	২৩	...	৩	১০	৫৭	...	১৩	
৪১	নয়নন্দী	৯৩৯।ভা শু ৯	৮	...	...	১০	...	...	৮	৯	১১	৯	২৬	৯	২০	(পাঠান্তর নয়নন্দী।)
৪২	হরিচন্দ্র	৯৪৮।আষ কৃ ৮	৮	৪	...	১৪	৮	...	২৬	১	৮	৮	৪৯	১	১৬	
৪৩	মহীচন্দ্র ১ম	৯৭৪।শ্রা শু ৯	১৪	...	...	১০	১১	...	১৬	৬	..	৫	৪১	৫	৫	(মতান্তরে ৯৭২ সং পট্টস্থ।)
৪৪	মাঘচন্দ্র ১ম	৯৯০।মা শু ১৪	১৩	...	...	২০	...	...	৩২	২	২৪	৯	৬৫	৩	৩	(পাঠান্তর মাঘবেন্দু)
৪৫	লক্ষ্মীচন্দ্র	১০২৩।জ্যৈ কৃ ২	১১	...	...	২৫	...	...	১৪	৪	৩	১১	৫০	৪	১৪	
৪৬	গুণনন্দী ২য়	১০৩৭।আশ্বি শু ১	১০	...	...	২২	...	...	১০	১০	২৯	১৪	৪৮	১১	১৩	(ইহার পর গুণকীর্ত্তি।)
৪৭	গুণচন্দ্র	১০৪৮।ভা শু ১৪	১০	...	...	২২	...	...	১৭	৮	৭	১০	৪৯	৮	১৭	(৪৬ ও ৪৮শের মধ্যে বাসবেন্দু।)
৪৮	লোকচন্দ্র ২য়	১০৬৬।জ্যৈ শু ১	১৫	...	...	৩০	...	...	১৩	৩	৩	৪	৫৮	৩	৭	
৪৯	শ্রুতকীর্ত্তি	১০৭৯।ভা শু ৮	১৩	...	...	৩২	...	...	১৫	৬	৬	৬	৬০	৬	১২	
৫০	ভাবচন্দ্র	১০৯৪।চৈ কৃ ৫	১২	...	...	২৫	...	...	২০	১১	২৫	৫	৫৮	...	...	
৫১	মহীচন্দ্র ২য়	১১১৫।চৈ কৃ ৫	১০	...	...	২৬	...	...	২৫	৫	১৯	৫	৬১	৫	১৫	এই পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীতে পট্ট
৫২	মাঘচন্দ্র ২য়	১১৪০।ভা শু ৫	১৪	...	...	১৩	...	...	৪	৩	১৭	৭	৩১	৩	২৪	বারানগরে পট্ট।
৫৩	বৃষভনন্দী	১১৪৪।পৌ কৃ ১৪	৭	...	...	৩৭	...	...	৩	৪	১	৪	৪৭	৪	৫	(পাঠান্তর ব্রহ্মনন্দী পট্ট)
৫৪	শিবনন্দী	১১৪৮।বৈ শু ৪	৯	...	...	৩৯	...	...	৭	৬	১৭	১৪	৫৫	৭	১	বারানগরে পট্ট।
৫৫	বসুচন্দ্র	১১৫৫।অগ্র শু ৫	১১	...	...	৪০	...	...	...	৭	২৮	৩	৫১	৮	১	বারা। (পাঠান্তর বিশ্বচন্দ্র)
৫৬	সজ্জনন্দী	১১৫৬।শ্রা শু ৬	৭	...	...	৩২	...	..	৪	...	২৪	৫	৪৩	...	২৯	বারা।
৫৭	ভাবনন্দী	১১৬০।ভা শু ৫	১১	...	...	৩০	...	...	৭	২	...	৩	৪৮	২	৩	বারা।
৫৮	দেবনন্দী ২য়	১১৬৭।কা শু ৮	১১	...	...	৩০	...	...	৩	৩	২	১০	৪৪	৩	১২	বারা।(পাঠান্তর শূরকীর্ত্তি)
৫৯	বিদ্যাচন্দ্র	১১৭০।ফা কৃ ৫	১৪	..	...	৩৮	...	...	৫	৫	৫	১৪	৫৭	৫	১৯	বারা।
৬০	শূরচন্দ্র	১১৭৬।শ্রা শু ৯	১০	...	...	৩৫	...	...	৮	১	২৯	২	৫৩	২	১	বারা।
৬১	মাঘনন্দী ২য়	১১৮৪।আশ্বি শু ১০	১৪	৩	...	৩২	২	...	৪	১	১৬	৫	৫০	৬	২১	বারা।
৬২	জ্ঞানকীর্ত্তি	১১৮৮।অগ্র শু ১	১০	...	...	৩৪	...	...	১১	...	৩	৭	৫৫	...	১০	বারা।
৬৩	গঙ্গাকীর্ত্তি	১১৯৯।অগ্র শু ১১	১৩	...	...	৩৩	...	...	৭	২	৮	১০	৫৩	২	১৮	বারা।
৬৪	সিংহকীর্ত্তি	১২০৬।ফা কৃ ১৪	৮	...	...	৩৭	...	...	২	২	১৫	১৬	৪৭	৩	১	গোয়ালিয়র।
৬৫	হেমকীর্ত্তি	১২০৯।জ্যৈ কৃ ৩	১৩	...	...	২৪	...	...	৭	৩	২৭	৬	৪৪	৪	৩	
৬৬	সুন্দরকীর্ত্তি	১২১৬।আশ্বি শু ৩	৬	৯	...	১৯	৩	...	৬	৬	২০	১০	৩২	৭	...	(পাঠান্তর চারুনন্দী)
৬৭	নেমিচন্দ্র ২য়	১২২৩।বৈ শু ০	৭	...	...	২১	...	...	৭	৮	২৯	৯	৩৫	৯	৮	(পাঠান্তর নেমিনন্দী)
৬৮	নাভিকীর্ত্তি	১২৩০।মা শু ১১	৫	...	...	৩৫	...	...	১	১১	২৬	৪	৪২	...	...	
৬৯	নরেন্দ্রকীর্ত্তি	১২৩২।মা শু ১১	১৪	...	...	১৩	...	...	৯	...	১৮	১২	৩৬	১	...	(পাঠান্তর নরেন্দ্রাদিযশঃ)

পট্টাঙ্ক	নাম	পটবন্ধ সম্বৎ	গৃহস্থবর্ষ			দীক্ষাবর্ষ			পটস্থ বর্ষ			বিরহ দিন	সর্ব্বায়ুঃ-বর্ষ			মন্তব্য
			বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন		বর্ষ	মাস	দিন	
৭০	শ্রীচন্দ্র ২য়	১২৪১।ফা শু ১১	৭	...	...	২৫	...	...	৬	৩	২৪	৭	৪৮	৪	১	
৭১	পদ্মকীর্ত্তি	১২৪৮।আশ্বি শু ১২	১০	...	...	২২	...	...	৪	১১	২৫	৬	৩৭	...	১	
৭২	বর্দ্ধমান	১২৫৩।আশ্বি শু ১৩	১৮	...	...	৫	...	...	২	১১	২৮	৩	২৬	...	১	
৭৩	অকলঙ্কচন্দ্র	১২৫৬।আশ্বি শু ১৪	১৪	...	...	৩৩	...	...	১	৩	২৪	৭	৪৮	৪	১	
৭৪	ললিতকীর্ত্তি	১২৫৭।কা পূর্ণি	১৩	...	...	২৪	...	...	৪	...	...	৫	৪১	...	৫	
৭৫	কেশবচন্দ্র	১২৬১।অগ্র কৃ ৫	১১	...	...	৩৪	...	...	...	৬	১৫	৬	৪৫	৬	২১	
৭৬	চারুকীর্ত্তি	১২৬২।জ্যৈ শু ১১	১৩	...	...	৩২	...	...	২	৩	২	৭	৪৭	৩	৯	
৭৭	অভয়কীর্ত্তি	১২৬৪।আশ্বি কৃ ৩	১১	২	...	৩০	৫	...	...	৪	১১	৭	৪১	১১	১৮	গোয়ালিয়র।
৭৮	বসন্তকীর্ত্তি	১২৬৪।মা শু ৫	১২	...	...	২০	...	...	১	৪	২২	৮	৩৩	৫	...	আজমীরে পট্টস্থল।
৭৯	প্রখ্যাতকীর্ত্তি	১২৬৬।আষ শু ৫	১১	...	...	১৫	...	...	২	৩	১৯	৪	২৮	৩	২৩	আজমীর।
৮০	শান্তিকীর্ত্তি	১২৬৮।কা কৃ ৮	১৮	...	...	২৩	...	...	২	৯	৭	৮	৪৩	৯	১৫	(পাঠান্তর বিশালকীর্ত্তি
৮১	ধর্ম্মচন্দ্র ১ম	১২৭১।শ্রা পূর্ণি	১৬	...	...	২৪	...	...	২৫	...	৫	৮	৬৫	...	১৩	আজমীর।
৮২	রত্নকীর্ত্তি ২য়	১২৯৬।ভা কৃ ১৩	১৯	...	...	২৫	...	...	১৪	৪	১০	৬	৫৮	৪	১৬	আজমীর।
৮৩	প্রভাচন্দ্র ২য়	১৩১০।পৌ শু ১৪	১২	...	...	১২	...	...	৭৪	১১	১৫	৮	৯৮	১১	২৩	সরস্বতীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।
৮৪	পদ্মনন্দী	১৩৮৫।পৌ শু ৭	১০	৭	...	২৩	৫	...	৬৫	...	১৮	১০	৯৯	...	২৮	দিল্লী।
৮৫	শুভচন্দ্র	১৪৫০।মা শু ৫	১৬	...	...	২৪	...	...	৫৬	৩	৪	১১	৯৬	৩	১৫	দিল্লী।
৮৬	প্রভাচন্দ্র ৩য়	১৫০৭।জ্যৈ কৃ ৫	১২	...	...	১৫	...	...	৬৪	৮	১৭	১০	৯১	৮	২৭	দিল্লী। (পাঠান্তর প্রতাপ)
৮৭	জিনচন্দ্র ২য়	১৫৭১।ফা কৃ ২	১৫	...	...	৩৫	...	...	৯	৪	২৫	৮	৫৯	৫	৩	১৫৭২ সম্বতে চিতোরে গচ্ছভেদ হয়। এক দল চিতোরেই থাকে, অপর দল নাগরে গিয়া পৃথক্ সূরি গ্রহণ করে।
৮৮	ধর্ম্মচন্দ্র ২য়	১৫৮১।শ্রা কৃ ৫	৯	...	...	৩১	...	...	২১	৮	১৩	৫	৬১	৮	১৮	চিতোরে পট্ট।

	নাম	পটবন্ধ সম্বৎ।
৮৯	ললিতকীর্ত্তি ২য়	১৬০৩।চৈ শু ৮
৯০	চন্দ্রকীর্ত্তি	১৬২২।বৈ কৃ
৯১	দেবেন্দ্রকীর্ত্তি	১৬৬২।ফা কৃ
৯২	নরেন্দ্রকীর্ত্তি	১৬৯১।কা কৃ ৮
৯৩	সুরেন্দ্রকীর্ত্তি	১৭২২।শ্রা কৃ ৮
৯৪	জগৎকীর্ত্তি	১৭৩৩।শ্রা কৃ ৫
৯৫	দেবেন্দ্রকীর্ত্তি ২য়	১৭৭০।মা কৃ ১১
৯৬	মহেন্দ্রকীর্ত্তি ১ম	১৭৯২।পৌ শু ১০
৯৭	ক্ষেমেন্দ্রকীর্ত্তি	১৮১৫।আশ্বি শু ১১
৯৮	সুরেন্দ্রকীর্ত্তি	১৮২২।বৈ কৃ
৯৯	সুখেন্দ্রকীর্ত্তি	১৮৫২।
১০০	নৈণকীর্ত্তি	১৮৭৯।আশ্বি কৃ ১০
১০১	দেবেন্দ্রকীর্ত্তি	১৮৮৩।আশ্বি শু ১০
১০২	মহেন্দ্রকীর্ত্তি	১৯৩৮।ফা শু ২

৩ বীর্য্যপ্রবাদপূর্ব্ব—চক্রী, কেবলী ও দেবগণের ক্ষমতা ও জ্ঞানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ৭০০০০০০ পদ।

৪ অস্তিনাস্তিপ্রবাদপূর্ব্ব—দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত পঞ্চ অস্তি-কায়ের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের মত সমালোচনা। ৬০০০০০০ পদ।

৫ জ্ঞানপ্রবাদপূর্ব্ব—পাঁচপ্রকার জ্ঞান ও তিন প্রকার অজ্ঞানের মূল এবং জ্ঞানী ও অজ্ঞানীদিগের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ৯,৯৯৯,৯৯৯ পদ।

৬ সত্যপ্রবাদপূর্ব্ব—বাগ্‌গুপ্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ১০,০০০,০০৬ পদ।

৭ আত্মপ্রবাদপূর্ব্ব—আত্মার কর্তৃত্ব ও তাহার সুখ দুঃখ-ভোগের বিষয় লিখিত আছে। ২৬,০০০,০০৬ পদ।

৮ কর্ম্মপ্রবাদপূর্ব্ব—মানবের কর্ম্মের বিষয় বর্ণিত হই-য়াছে। ১৮,০০০,০০০ পদ।

৯ প্রত্যাখ্যানপূর্ব্ব—আত্মার বন্ধনাবস্থা, কর্ম্মের উদয় ও শমাবস্থা, অসৎপরিত্যাগ এবং ব্রত ও বাহ্যাচারের প্রকৃতি কথিত হইয়াছে। ৮৪০০০০০ পদ।

১০ বিদ্যানুবাদপূর্ব্ব—বিদ্যার যুক্তি প্রভৃতি অষ্টাংশের বিচার। ১১০০০০০০ পদ।

১১ কল্যাণপূর্ব্ব—৬৩ জন শলাকাপুরুষের শুভকার্য্যের পুনরালোচনা। ২৬০,০০০,০০০ পদ।

১২ প্রাণাবায়পূর্ব্ব—ঔষধের বিবরণ। ১৩০০০০০০০ পদ।

১৩ ক্রিয়াবিশালপূর্ব্ব—ছন্দ, অলঙ্কার, কবিতা প্রভৃতি নির্ণায়ক গ্রন্থ। ৯০,০০০,০০০ পদ।

১৪ লোকবিন্দুসারপূর্ব্ব—এই পুস্তকে মুক্তি ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। ১২৫০০,০০০ পদ। পূর্ব্ববাদগুলিতে মোট ৯৫৫,০০০,০০৫ পদ আছে।

'পূর্ব্ব' গ্রন্থগুলি দিগম্বরদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী প্রধান বিভাগ; কিন্তু এগুলি দ্বাদশ অঙ্গ দৃষ্টিবাদের অন্তর্ভুক্ত।

চূলিকা ৫ ভাগে বিভক্ত। তাহাদের নাম—

১ জলগতা—জলোপরি ভ্রমণ ও মন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা জলের গতিরোধ প্রভৃতির বর্ণনা। ২০,৯৮৯,২০০ পদ।

২ স্থলগতা—স্থলে ভ্রমণ জন্য মন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতির বর্ণনা। ২০,৯৮৯,২০০ পদ।

৩ মায়াগতা—ঐন্দ্রজালিক পদার্থের সৃষ্টির জন্য মন্ত্র প্রভৃতি। ২০,৯৮৯,২০০।

৪ রূপগতা—ইচ্ছানুসারে যে কোন মূর্ত্তি গ্রহণ করিবার উপায় এই গ্রন্থে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ২০,৯৮৯,২০০ পদ।

৫ আকাশগতা—আকাশে পরিভ্রমণ করিবার জন্য মন্ত্র শিক্ষা। পদ ২০,৯৮৯,২০০।

সর্ব্ব চূলিকায় মোট ১০৪৯৪,৬০০০ গুলি পদ আছে।

গণধরগণ-বিরচিত শেষ অঙ্গে ও তাহার পঞ্চ বিভাগে মোট ১০৮৬,৮৫৬০০৫ গুলি পদ এবং দ্বাদশ অঙ্গে ১,১২৮,৩৫৮০০৫ গুলি পদ। তন্মধ্যে জিন উচ্চারিত পদ মোট ১৬৩৪৮৩০৭৮৮৮।

১ম পূর্ব্বে ১০টী বস্তু, দ্বিতীয়ে ১৪, তৃতীয়ে ৮, চতুর্থে ১৮, পঞ্চমে ১২, ষষ্ঠে ১২, সপ্তমে ১৬, অষ্টমে ২০, নবমে ৩০, দশমে ১৫, অবশিষ্টগুলির প্রত্যেকে ১০টী করিয়া বস্তু বা বিষয় আছে। ১৪ পূর্ব্বে মোট ১৯৫ বস্তু আছে। প্রতি বস্তুতে ২০টী প্রাভৃত আছে; সুতরাং মোট প্রাভৃতের সংখ্যা ৩,৯০০।

অঙ্গবাহ্য ১৪ খানি। তাহাদের নাম যথা—১ সামায়িক, ২ চতুর্বিংশতিস্তব, ৩ বন্দনা, ৪ প্রতিক্রম, ৫ বৈনয়িক, ৬ কৃতিকর্ম্ম, ৭ দশবৈকালিক, ৮ উত্তরাধ্যয়ন, ৯ কল্পব্যবহার, ১০ কল্পাকল্পবিধানক, ১১ মহাকল্প, ১২ পুণ্ডরীক, ১৩ মহা-পুণ্ডরীক, ১৪ অশীতিকসম।

অল্পধী, অশিক্ষিত অর্থাৎ সাধারণ লোকের নিমিত্ত উক্ত ১৪ খানি অঙ্গবাহ্য রচিত হইয়াছে। ইহাতে মোট ৮০১০৮১৭৫ গুলি পদ আছে।

জাতিভেদ। অঙ্গাদি প্রাচীন সিদ্ধান্ত পাঠে জানা যায় যে, জৈনদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চাতুর্বর্ণের বিধান আছে। তাঁহাদের মতে আদিজিন হইতেই বর্ণ ধর্ম্ম উৎপত্তি হইয়াছে (১)। ক্ষত্রিয়াদি ত্রিবর্ণ অসি, মসী, কৃষি, বিদ্যা, বাণিজ্য, শিল্প এই ৬টী বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে (২)। ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যাদি রক্ষা ও দুঃখিতের দুঃখ মোচন করিবে, একমাত্র শস্ত্রই ইহাদের উপজীবিকা। বৈশ্যদিগের কৃষিবাণিজ্য পশুপালনই একমাত্র জীবনোপায়। শূদ্র, তিন বর্ণের সেবা করিবে। ক্ষত্রিয়কুমারগণের মধ্যে যাহারা পঞ্চমহাব্রতপরায়ণ ভরত তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া পশ্চাতে সৃষ্টি করিলেন (৩)। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতি-গ্রহ, ইজ্যা, তৎক্রিয়া অর্থাৎ যাজন, এই ৬টী ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

(১) "বর্ণাশ্চোৎপাদিতাস্তেন তদানীমাদিবেধসা।"জিনসং ৪।১৪।

(২) "অসির্মষিঃ কৃষির্বিদ্যা বাণিজ্যশিল্পমিত্যপি।
কর্ম্মাণি ষড়্‌বিধানি স্যুঃ প্রজাজীবনহেতবঃ॥
ত্রয়ঃ ক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাঃ ক্ষতত্রাণাদিভির্গুণৈঃ।"জিনসং ৪।১২।

(৩) "ক্ষত্রিয়েষু কুমারেষু যেঽণুব্রতপরায়ণাঃ।
সৃষ্টাস্তে ব্রাহ্মণাঃ পশ্চাদ্ভরতেনাস্ত্যবেধসা।" ৪।১৮।

প্রত্যেক ব্রাহ্মণ শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। শিখা ও যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণের চিহ্নস্বরূপ (৪)। জৈন শাস্ত্র মতে, শূদ্র দুই প্রকার—কারু ও অকারু, রজক চর্ম্মকার প্রভৃতি কারু, অপর সকলে অকারু। কারু আবার দুই প্রকার এক স্পৃশ্য অপর অস্পৃশ্য, অস্পৃশ্যগণ সমাজবাহ্য অর্থাৎ অব্যবহার্য্য এবং স্পৃশ্যগণ ব্যবহার্য্য (৫)।

আবার জৈনশাস্ত্রকার লিখিয়াছেন, প্রকৃত মনুষ্যজাতি এক, কেবল বৃত্তিভেদ অনুসারে চারিপ্রকার হইয়াছে (৬)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন উত্তম বর্ণ সংস্কারের অধিকারী এবং পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সম্পন্ন করিতে পারে। শূদ্রগণ অভূমি, সেই জন্য সংস্কারের অযোগ্য, ইহারা আপনাদের মধ্যে বিবাহ করিবে, অন্য বর্ণে বিবাহ করিতে পারিবে না (৭)।

শৌচাশৌচ। জন্ম বা মৃত্যু হইলে বান্ধবগণের মধ্যে সকলেরই অশৌচ হয়। ক্ষত্রিয়ের অশৌচকাল পাঁচদিন, ব্রাহ্মণের দশদিন, বৈশ্যের বারদিন এবং শূদ্রের ১৫ দিন মাত্র। রাজা ও তপস্বিগণের অশৌচ হয় না। আর্ত্তি, দুর্ভিক্ষ-অস্ত্র, অগ্নি ও জলপাত দ্বারা মৃত্যু অথবা বিদেশে মৃত্যু হইলেও স্বগোত্রীয়গণের অশৌচ হয় না। শিশুগণ অস্পৃশ্য লোকের সংস্রবে থাকিলেও চূড়াকরণ পর্য্যন্ত অশুচি হয় না। ঋতুমতী স্ত্রী চারি দিনে যে পর্য্যন্ত না স্নান করে, সে পর্য্যন্ত অশুচি থাকে (৮)। এতদ্ভিন্ন প্রাতোত্থান, শৌচ, আচমন ও অঙ্গন্যাসাদি হিন্দুদিগের সমান। জৈনেরাও হিন্দুগণের ন্যায় গোময়াদি দ্বারা পূজাস্থান পরিশুদ্ধ করিয়া থাকে (৯)।

জিনপূজক লক্ষণ। জিনসংহিতায় লিখিত আছে, সুন্দর, সম্যগ্‌দৃষ্টি, পঞ্চব্রতপরায়ণ, চতুর, শৌচবান্ ও বিদ্বান্ এইরূপ তিন বর্ণ জিনদেবের পূজায় অধিকারী। কিন্তু শূদ্র, মন্দ প্রকৃতি, অন্তকপরিদূষিত, অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, দীর্ঘপ্রবাসী, মূর্খ, তন্দ্রালু, অতিবৃদ্ধ, বালক, লুব্ধপ্রকৃতি, দুষ্টাত্মা, দাম্ভিক, মায়িক, অশুচি, বিরূপাঙ্গ এবং যাহারা জিনসংহিতা অবগত নহে, তাহারা জিনদেব পূজার অনধিকারী। জিনপূজক মাত্রেরই জিনসংহিতার মর্ম্ম প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। অনধিকারী ব্যক্তি যদিও জিনদেবের পূজা করে, তাহা হইলে সেই রাজ্যের প্রভূত অমঙ্গল হয় এবং সেই দেশের রাজার মৃত্যু হয়। এইজন্য বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া জিন-পূজক নিযুক্ত করিবে (১০)। সৎগুণশালী পূজক নিযুক্ত করিয়া পূজা সম্পন্ন হইলে নানাপ্রকার সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে এবং উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হয়।

---

(৪) "অধীত্যধ্যয়নে দানপ্রতীচ্ছেজ্যা চ তৎক্রিয়া।
শিখা যজ্ঞোপবীতঞ্চ লিঙ্গং তেষাং প্রকল্পিতম্॥" ৪।১৯।

(৫) "তেষাং শুশ্রূষণে শূদ্রাস্তে দ্বিধা কার্ব্বকারবঃ।
কারবো রজকাদ্যাঃ স্যুস্ততোঽন্যে স্যুরকারবঃ॥
কারবোঽপি মতা দ্বিধা স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিকল্পতঃ।
তত্রাঽস্পৃশ্যাঃ প্রজাবাহ্যাঃ স্পৃশ্যাঃ স্যুর্কর্ত্তৃকাদয়ঃ॥" ৪।১৬-১৭

(৬) "মনুষ্যজাতিরেকৈব জাতিনামোদয়োদ্ভবা।
বৃত্তিভেদা হি তদ্ভেদা চাতুর্বিধ্যমিতিশ্রিতাঃ॥" ৪।২০।

(৭) "নীচাঃ স্যুরবগন্তব্যাঃ শূদ্রা এতে হ্যভূময়ঃ। ২৪
শূদ্রাণামুপনীত্যাদিসংস্কারো নাভিসম্মতঃ
যন্নৈতে জিনদীক্ষার্হা বিদ্যাশিল্পোচিতান্বয়াঃ॥ ২৬
অযোগ্যতা চ তত্রৈষামভূমিত্বাৎ সুসংস্কৃতেঃ।
নীচান্বয়ে হি সংভূতিঃ স্বভাবাত্তদ্বিরোধিনী॥ ২৭
ত্রৈবর্ণিকেন বোঢ়ব্যা স্যাত্রৈবর্ণিককন্যকা।
শূদ্রৈরপি পুনঃ শূদ্রান্যাপরাঙ্গা ন জাতুচিৎ॥" ২৯।
দিগম্বরাচার্য্য চন্দ্রপ্রভসূরিকৃত জিনসংহিতা ৪ পরি°।

(৮) "সূতকপ্রেতকাশৌচং ব্যাপ্নুয়াৎবান্ধবানপি।
ক্ষত্রিয়াণাং তদাশৌচমিষ্যতে পঞ্চবাসরান্॥ ৩৯
দশাহং ব্রাহ্মণানাং স্যাদ্দ্বাদশাহং বিশাং ভবেৎ।
শূদ্রাণামর্দ্ধমাসং স্যান্নৈতন্নৃপতপস্বিনোঃ॥ ৪০॥
আর্ত্তিদুর্ভিক্ষশস্ত্রাগ্নিজলপাতাদিনা মৃতৌ।
নাশৌচং গোত্রজানাং স্যাদ্দেশান্তরমৃতাবপি॥ ৪১
তথৈব ন ভবেচ্চৌলাৎ পূর্ব্বং বালমৃতাবপি।
অস্পৃশ্যজনসংস্পর্শাদাচৌলান্নাশুচিঃ শিশুঃ॥ ৪২
আস্নানাদশুচিঃ পুষ্পবতী তদ্দর্শনাৎ পরম্।
স্নানং চার্ত্তবসংদৃষ্টিদিবসাত্তুর্য্যবাসরে॥" ৪।৪৩।

(৯) "গোময়ৈর্মূত্তৈনেঃ শুদ্ধৈঃ সমার্জ্জিতমহীতলে॥" ৮।৪।

(১০) "ত্রৈবর্ণিকো হভিরূপাঙ্গসম্যগ্‌দৃষ্টিরণুব্রতী।
চতুরঃ শৌচবান্ বিদ্বান্ যোগ্যঃ স্যাজ্জিনপূজনে।
ন শূদ্রঃ স্যান্নদুর্দৃষ্টির্ন পাপাচারপণ্ডিতঃ।
ন নিকৃষ্ট ক্রিয়াবৃত্তির্নান্তকপরিদূষিতঃ॥
নাধিকাঙ্গো ন হীনাঙ্গো নাতি দীর্ঘনিবাসনঃ।
নাবিদগ্ধো ন তন্দ্রালু নাতিবৃদ্ধো ন বালকঃ॥
নাতিলুব্ধো ন দুষ্টাত্মা নাতিমানী ন মায়িকঃ।
নাশুচি র্ন বিরূপাঙ্গো নাজানন্ জিনসংহিতাং।
নিষিদ্ধঃ পূরুষোদেব যদ্যর্চ্চেৎ ত্রিজগৎ প্রভুং।
রাজরাষ্ট্রবিনাশঃ স্যাত্তর্দ্তৃকারকয়োরপি॥" (জিনসং ৩।২-৫)

জিনপ্রতিষ্ঠাবিধি। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে বিশুদ্ধ জলে পূজিত পীঠ প্রক্ষালিত করিবে। সমস্ত দিন অনশন থাকিয়া উহার অধিবাস করিবে। পরে ঐ পীঠ পুষ্পমালা দ্বারা পরিশোভিত এবং চতুর্দ্দিকে দীপ সকল প্রজ্বলিত করিবে। দর্ভমালা পুষ্পমণ্ডপে প্রদান করিবে। পরে এই পুষ্পমণ্ডপে জিনমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। প্রতিমা যদি অচলা হয়, তাহা হইলে তাহার উপরি সরন্ধ্রক জলপূর্ণ একটী ঘট স্থাপন করিবে। আর যদি সৌধী হয়, তাহা হইলে কুম্ভের অধোভাগে প্রতিবিম্বক দর্পণ রাখিবে এবং চতুর্দ্দিকে যথাবিধি অগ্নি প্রক্ষেপ অর্থাৎ হোম করিবে (১১)।

তাহার পর দর্ভ প্রভৃতি দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। তদনন্তর অগ্নিত্রয়কে অর্চ্চনা করিবে। এইরূপ পূর্ব্বক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সমাহিতচিত্ত হইবে। তদনন্তর এই মন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়।

"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরধিরাজকিরীটকোটি-
রত্নপ্রভাপটলপাটলিতাঙ্ঘ্রিযুগ্মং।
নত্বা জিনেন্দ্রমথ তৎ প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা
প্রস্তাবনায় কুসুমাঞ্জলিমুৎক্ষিপামি॥"

এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে ভূমি শুদ্ধি করিয়া ওঁ হ্রাং অর্হদ্ভ্যঃ স্বাহা, ওঁ হ্রীং সিদ্ধেভ্যঃ স্বাহা ওঁ হ্রীং সূরিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ হ্রৌং পাবকেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ হ্রীং সর্ব্ব-সাধুভ্যঃ স্বাহা, ইত্যাদি মন্ত্র সকল লিখিবে। পরে ৮টী পত্রে জয়া, জলা, বিজয়া, মোহা, অজিতা, স্তম্ভা, অপরাজিতা, স্তম্ভিনী এই ৮টী লিখিবে। কালী, মহাকালী, গৌরী, গান্ধারী, জ্বালা, মালিনী, মানবী, বৈরাটী, অচ্যুতা, মানসী, মহামানসী, রোহিণী, প্রজ্ঞপ্তি, বজ্রশৃঙ্খলা, বজ্রাঙ্কুশা, অপ্রতিচক্রা, পুরুষদত্তা ১৬টী পত্রে এই ১৬টী বিদ্যাদেবতা প্রতিষ্ঠাপিত করিবে। পরে ২৪টী পত্রে মরুদেবী, বিজয়া, সুষেণা, সিদ্ধার্থা, মঙ্গলা, সুসীমা, পৃথিবী, লক্ষণা, জয়রামা, সুনন্দা, নন্দা, জয়াবতী, শ্যামা, সুপ্রভা, সুব্রতা, অচিরা, শ্রীকান্তা, মিত্রসেনা, প্রভাবতী, সোমা, পিপ্পলা, শিবদেবী, বামা, প্রিয়কারিণী এই ২৪টী জিনমাতৃকা প্রতিষ্ঠাপিত করিবে। ৩২টী পত্রে অসুর, নাগ, সুপর্ণ, দ্বীপ, উদধি, স্তনিত, বিদ্যুৎ, দিক্‌, অগ্নি, বায়ু, কিন্নর, কিম্পুরুষ, গরুড়, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, চন্দ্র, আদিত্য ইত্যাদি ৩২টী দেবেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে। প্রত্যেক দেবতার আদিতে ওঁকার ও অন্তে স্বাহা এবং নাম চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে (১২)। পরে আকরশুদ্ধি করিবে। সুগন্ধি পুষ্পবাসিত অগুরু চন্দন প্রভৃতি বিভূষিত মণিময় কলসদ্বারা "স্নাপয়ামি স্বাহা" বলিয়া স্নান করাইবে।

"ওঁ কালাগুরুকর্পূরশর্করাহরিচন্দনৈঃ।
কল্পিতেন সুধূপেন পূজয়ামি জগদ্‌গুরুং॥" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে।

এই প্রকারে জিনদেবের প্রতিষ্ঠা করিবে। জিনদেবের প্রতিষ্ঠা হইলে প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিতে হয়। জিন-সংহিতার মতে—যে জিনদেব প্রতিষ্ঠা করে, সে সকল দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয় এবং অশেষ সুখসম্পদ লাভ করে (১৩)।

এতদ্ভিন্ন জিনসংহিতায় সায়ং, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাপূজা, হোম, আরতী, বলি, বিসর্জ্জন, নিত্যপূজা, স্নান, কলসস্থাপন, কার্ত্তিক মাসে দীপাবলী, ধ্বজারোহণবিধি, ধ্বজোৎসব, অঙ্কুরার্পণ, প্রায়শ্চিত্ত, জীর্ণোদ্ধার, তর্পণ, পুণ্যাহ, রথযাত্রা, ভূমিপরীক্ষা, বাস্তুযাগ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, ঐ সকল ক্রিয়াকাণ্ডের অনেকাংশ ব্রাহ্মণদিগের ক্রিয়াকাণ্ডের অনুরূপ।

দিগম্বর-মত।—মহাবীরের নির্ব্বাণের ৬০৯ বৎসর পরে (৮৩ খৃঃ অব্দে) দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ কুন্দকুন্দাচার্য্যের গ্রন্থাবলী প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

কুন্দকুন্দের প্রবচনসার গ্রন্থখানি দিগম্বর-সমাজে অতিশয় প্রসিদ্ধ। জিন-ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য কমলপালের অনুরোধে

(১১) "তৎপ্রতিষ্ঠাপনাৎ পূর্ব্বদিনে শুদ্ধজলে ততঃ।
অর্চ্চিতাং ক্ষালিতাং পীঠাং সোপবাসো হ্যধিবাসয়েৎ॥
প্রাগেবোপরি তত্রার্ঘ্যঃ কল্পয়েৎ পুষ্পমণ্ডপং।
দর্ভমালাবৃতং দীপদীপ্রং যবনিকান্বিতং॥
প্রতিমাচেদচাল্যাস্তাহুপর্য্যস্তাঃ সরন্ধ্রকং।
লম্বমানঘটং সূরির্বন্নীয়াদম্বুপূরিতং॥
সৌধী চেৎ প্রতিমা শ্রেয়ং সংক্রান্তপ্রতিবিম্বকং।
দর্পণং সংশ্রবদ্বারি কুম্ভস্তাধো নিবেশয়েৎ॥
অগ্নিঞ্চ জুহুয়াৎ দিক্ষু প্রোক্ষণাদ্যস্ত তদ্বিধৌ।
ততঃ শুদ্ধৈঃ পুরস্তস্তাঃ পাবকং জুহুয়াৎ কুশৈঃ।
ততশ্চাগ্নিত্রয়ং প্রার্চ্চেৎ পবিত্রং পরমেষ্ঠিনং।"
(জিনসংহিতা ৬ প° ১—৬)

(১২) "ওঁকার পূর্ব্বং স্বাহান্তং নাম চতুর্থ্যন্তং স্থাপয়েৎ।"

(১৩) "স্বস্তিশ্রী সুখসিদ্ধিবৃদ্ধিবিভবপ্রখ্যাতে যঃ পূজ্যতা
কীর্ত্তিঃ ক্ষেমমগণ্যপুণ্যমহিমা দীর্ঘায়ুরারোগ্যবৎ॥
সৌভাগ্যং ধনধান্যসম্পদচয়ং ভদ্রং শুভং মঙ্গলং
ভূয়াদ্ভব্যজনস্য শাশ্বতি জিনাধীশে প্রতিষ্ঠাপিতে॥"
(জিনসংহিতা ৬ প°)

হেমরাজ এই পুস্তকের একখানি হিন্দী টীকা প্রণয়ন করেন। সটীক প্রবচনসার, সকলকীর্ত্তি-রচিত প্রশ্নোত্তরোপাসকাচার, তত্ত্বার্থসার, উমাস্বামি-রচিত তত্ত্বার্থাধিগম বা জৈনসূত্র দিগম্বরদিগের মত-প্রতিপাদ্য প্রধান গ্রন্থ।

দিগম্বরদিগের মতে তীর্থঙ্কর, সিদ্ধ ও শ্রমণদিগকে অতিশয় মান্য করা কর্ত্তব্য। পরমেষ্ঠিদিগকে অর্চ্চনা করিয়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়াও প্রার্থনীয়। যাহারা সম্যগ্‌দর্শন ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারাই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। জীব আত্মচারিত্র দ্বারা দেব, অসুর ও মানবদিগের উপর প্রভুত্ব ও নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে (১)। এই চারিত্র সাম্যদর্শন এবং জ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্বের বিশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। হেমাচার্য্য প্রবচন-টীকায় লিখিয়াছেন চারিত্র দ্বিবিধ—বীতরাগ অর্থাৎ কামনাশূন্য এবং সরাগ অর্থাৎ সকাম। প্রথম প্রকার চারিত্রে মোক্ষ এবং দ্বিতীয় প্রকারে প্রভুত্ব লাভ হয়। চারিত্র এবং ধর্ম্ম এক পদার্থ। ধর্ম্ম বলিতে সাম্য বুঝায়। মনুষ্য যখন মোহ ও ক্ষোভাধিকারের অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করেন, তখন আত্মা কিম্বা আত্মার পরিণাম সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় (২)। দিগম্বরদের মতে আত্মা তিন প্রকার—বহিরাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা। মূর্খ, অবিশ্বাসী, ধ্যানহীন, পাপী, ও সংসারাক্ত ব্যক্তির আত্মাই বহিরাত্মা। বিশ্বাসী, চিন্তাশীল ও ধার্ম্মিকগণের আত্মাই অন্তরাত্মা এবং মুক্ত সাধুগণের আত্মাই পরমাত্মা।

কোন বস্তুর পরিণত অবস্থা সেই বস্তুর ধ্বংস পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, অতএব আত্মায় ধর্ম্ম অবস্থা পরিণত হইলে আত্মা ও ধর্ম্মে কোন প্রভেদ থাকে না, সংক্ষেপে ধর্ম্মই আত্মার উন্নত বা পরিণত অবস্থা (৩)।

আত্মার তিন প্রকার উন্নতি বা পরিণতি। জীব উন্নতিশীল ও ও পরিবর্ত্তনশীল। দান, অর্চ্চনা ও উপবাসাদি আচরণ দ্বারা ক্রমে শুভ হয় এবং বিপরীত আচরণ দ্বারা ক্রমে অশুভ ঘটে। জীব বাসনাপরিশূন্য হইয়া উন্নত ও পরিবর্ত্তিত হইলে পবিত্র ও সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার কালক্রমে কোন প্রকার পরিণাম হয় না, অথবা এমন পরিণাম নাই যাহা পদার্থ বহির্ভূত। কোন বস্তুর অস্তিত্ব বলিলেই কোন দ্রব্য, তাহার গুণ ও কালক্রমে তাহার পরিণাম বুঝায় (৪)।

জীব যখন অন্তরে পবিত্র ও শুদ্ধভাব অনুভব করে, তখন আত্মা ধর্ম্মে পরিণত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। যখন আত্মা শুভ ভাব অনুভব করে অর্থাৎ যখন ধর্ম্ম সদনুষ্ঠানে পরিণত হয়, তখন স্বর্গসুখ অনুভূত হইয়া থাকে (৫)।

আত্মার পরিণাম অশুভ ও দোষযুক্ত হইলে জীব অতিশয় নীচ, পশু অথবা নারকীয় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং বহুকাল নানাবিধ যোনি ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে (৬)।

অত্যুন্নত পরিণাম ও তাহার ফল।—শুদ্ধ আচরণ দ্বারা আত্মা অত্যুন্নত পরিণাম প্রাপ্ত হইলে জীব ইন্দ্রিয়াতীত নানাবিধ অতুলনীয়, অসীম ও অবিনশ্বর সুখ অনুভব করে (৭)।

শ্রমণগণ শুদ্ধোপযুক্ত ও পবিত্র ভাবপ্রবণ। ইঁহারা প্রত্যেক বস্তু ও তাহার কারণ সম্যক্ অবগত আছেন। ইঁহারা ইন্দ্রিয় বিজয় করিয়াছেন এবং বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। ইঁহারা নিষ্কাম, ইঁহাদিগের নিকট সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান।

যিনি পবিত্র আচরণ দ্বারা অন্তরে সর্ব্বদা শুদ্ধভাব অনুভব করেন, তিনি জ্ঞানের অন্তরায় ও মোহ হইতে বিমুক্ত এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞতা ও আত্মনির্ভরতা লাভ করিতে সমর্থ।

যে ব্যক্তি উক্ত রূপ আচরণ দ্বারা আত্মার চরম-পরিণাম প্রাপ্ত করিয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন, তিনি ত্রিভুবনের রাজাদিগেরও নিকট মান্য প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় তিনি স্বয়মাত্মা এবং স্বয়ম্ভূ নামে পরিচিত হন (৮)।

(১) "তেসিং বিশুদ্ধদংসণণাণপধাণাসমং সমাসিজ্জ।
উবসংপয়ামি সম্মং জত্তো নিব্বাণসংপত্তী॥ ১।৫।
সংপজ্জদি নিব্বাণং দেবাসুরমণুয়রায়বিহবেহিং।
জীবস্স চরিত্তাদো দংসণণাণপ্পহাণাও॥" ১।৬ প্রবচনসার।
"সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ। ১
তত্ত্বার্থশ্রদ্ধানং সম্যগ্দর্শনম্॥" জৈনসূ° ১।২।

(২) "চারিত্তং খলু ধম্মো ধম্মো জো সো সমো ত্তি ণিদ্দিট্‌ঠো॥
মোহক্খোহবিহুণো পরিণামো অপ্পণোধ সমো॥" প্রব° ১।৭।

(৩) "পরিণমদি যেন দব্বং তক্কালং তম্ময়ং ত্তি পণ্ণত্তং।
তম্হা ধম্মপরিণদো আদা ধম্মো মুণেয়ব্বো॥" ১।৮।

(৪) ণত্থি বিণা পরিণামং অত্থো অত্থং বিণেহ পরিণামো।
দব্বগুণপজ্জয়ত্থো অত্থো অত্থিত্তণিব্বত্তো॥ ১।১০॥

(৫) "ধম্মেণ পরিণদপ্পা অপ্পা যদি সুদ্ধসংপওগজুদো।
পাবদি নিব্বাণসুহং সুহোবজুত্তো ব সগ্গসুহং॥" ১।১১।

(৬) "অসুহোদয়েন আদা কুণরো তিরিও ভবিয় ণেরইয়ো।
দুক্খসহস্সেহিং সদা অভিদ্দুদো ভমদি অচ্চন্তং॥" ১২

(৭) "অদিসয়মাদসমুত্থং বিসয়াতীদং অণোবমমণংতং।
অব্বুচ্ছিন্নং চ সুহং সুদ্ধবওগপ্পসিদ্ধাণং॥" ১।১৩।

(৮) "তহ সো লদ্ধসহাবো সব্বণ্হূ সব্বলোগপদিমহিদো।
ভূদো সযমেবাদা হবদি সয়ংভুত্তি নিদ্দিট্‌ঠো॥" ১।১৬।

এই অবস্থায় জীবের উন্নত অর্থাৎ সৎপ্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে প্রতিক্রিয়া দ্বারা সেগুলির নাশ হয় না এবং জীবের নীচ অর্থাৎ অসৎ প্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ বিলয় প্রাপ্ত হয়,—তাহার স্ফূরণ হয় না। এই অবস্থায় জীবের মানসিক উৎপত্তি ও বিলয় উভয় ক্রিয়া একত্র কর্ম্মশীল হইয়া তাহার অপরিবর্ত্তনীয় সত্ত্বা উৎপাদন করে।

কোন বস্তুর পরিণামের সহিত সেই বস্তুর যুগপৎ উৎপত্তি ও বিলয় সম্বন্ধ। সেই বস্তুর কোন বিষয়ে উন্নত পরিণাম ও তদ্বহির্ভূত বিষয়ের ধ্বংস সম্পাদিত হয়। প্রতি দ্রব্যেরই অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব বলিতে সেই দ্রব্যের পরিণাম, পরিবর্ত্তন ও স্থায়িত্ব বুঝায়। বস্তুর উন্নতি বা পরিবর্ত্তন হইলেও স্থূলতঃ বস্তুটী একরূপই থাকিয়া যায় (৯)।

জীবের ঘাতিকর্ম্ম* দূরীভূত হইলে তিনি অসীম ক্ষমতা ও ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন। তখন তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ থাকে না; ইন্দ্রিয়গোচরীভূত না হইলেও তিনি সকল বিষয় অবগত হইতে পারেন। এইকালে তিনি পবিত্র জ্ঞান ও সুখে পরিণত হন (১০)।

পবিত্র ও শুদ্ধ জ্ঞানবান্ জীবের (অর্থাৎ কেবলীর) কোন প্রকার দৈহিক সুখ বা দুঃখ থাকে না। কারণ তখন তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ নয়—তিনি ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া পড়েন। তাহার জ্ঞান ও সুখ মন-সাপেক্ষ (১১)।

পবিত্র ও শুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন কেবলী ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পান। সাধারণ মানবের ন্যায় তাহার অবগ্রহ প্রভৃতি প্রকরণ দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে হয় না (১২)।

যে ব্যক্তি পবিত্র জ্ঞানে পরিণত হইয়াছেন এবং যাহার ইন্দ্রিয়শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা জ্ঞান নিয়মিত হয় না, তাহার নিকট কিছুই অজ্ঞেয় নহে।

আত্মা জ্ঞানময় ও ব্যাপক। জ্ঞান বস্তুব্যাপক। জ্ঞেয় বস্তু লোক এবং অলোক (শূন্য)। সুতরাং জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী (১৩)।

যাহারা আত্মাকে জ্ঞানের ন্যায় ব্যাপক বিবেচনা করেন না, তাঁহাদের মতে আত্মা হয় জ্ঞানাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নতুবা বৃহত্তর। যদি আত্মা জ্ঞানাপেক্ষা ক্ষুদ্র হয়, তবে জ্ঞান নিজে কিছুই জানিতে পারে না। কারণ আত্মাই চেতন, জ্ঞান অচেতন। জ্ঞান বড় হইলে আত্মা ব্যতীত অন্য স্থানেও জ্ঞান থাকিবার সম্ভব। আর জ্ঞানাপেক্ষ আত্মা বড় হইলে জ্ঞান ব্যতীত অন্যত্র আত্মা থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু তথায় জ্ঞান থাকিবার কারণ আত্মা চেতন হইতে পারে না অর্থাৎ এইরূপ মনে করিতে হইবে যে, যে যে স্থানে জ্ঞান নাই, সেই সেই স্থানে আত্মা অচেতন, অন্যত্র চেতন (১৪)।

জিন-সাধুগণ সর্ব্বত্র বিরাজিত এবং জাগতিক সর্ব্ব দ্রব্যই তাঁহাদিগের নিকট বর্ত্তমান।

প্রবচনসারে লিখিত আছে, জ্ঞানই আত্মা; কারণ আত্মা ব্যতীত জ্ঞান থাকিতে পারে না। কিন্তু আত্মা বলিতে জ্ঞান ও তদতিরিক্ত আরও কিছু বুঝাইতে পারে। যথা সুখ, ক্ষমতা ইত্যাদি (১৫)।

কর্ম্ম কখন প্রতিবন্ধকের কার্য্য করে: কর্ম্ম করিলে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। যদি কর্ম্মফলে ভ্রমেচ্ছা অথবা ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাহা হইলেই কর্ম্ম শৃঙ্খল অথবা বন্ধের কার্য্য করে; আর যদি উক্ত রূপ কোন ফলোৎ-

(৯) "উপ্পাদো য বিণাসো বিজ্জদি সব্বস্স অথজাদস্স।
পজ্জাএণ দু কেণবি অথো খলু হোদি সব্ভূদো॥"
(প্রবচনসার ১।১৮।)

* কর্ম্ম দুইভাগে বিভক্ত, ঘাতী এবং অঘাতী। ঘাতিকর্ম্ম পঞ্চবিধ—১ জ্ঞানাবরণীয় অর্থাৎ সত্য জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, ২ দর্শনাবরণীয় অর্থাৎ জৈনমত-সিদ্ধ ঐরীকার্য্যে অবিশ্বাস; ৩ মোহনীয় অর্থাৎ বিভিন্ন আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রচারিত মত নির্ব্বাচনে সন্দেহ ও অসামর্থ্য উৎপাদক; ৪ আন্তর্ব অর্থাৎ চিরসুখপথের কণ্টক।

অঘাতী কর্ম্মও চতুর্ব্বিধ। ১ম বেদনীয় অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস; ২ নামিক অর্থাৎ পৃথক্ নামবিশিষ্ট ব্যক্তির সত্ত্বায় বিশ্বাস; ৩ গোত্রিক অর্থাৎ অর্হৎদিগের শিষ্যসম্প্রদায় ভুক্তিতে জ্ঞান; ৪ যুক অর্থাৎ জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্য। (গোবিন্দানন্দ)

(১০) "পখ্কীণঘাদিকম্মো অনন্তবরবীরিও অধিকতেজো।
জাদো অদিন্দিও সো ণানং সোখ্কং য পরিণমদি॥" ১৯

(১১) "সোখ্কং বা পুণ দুখ্কং কেবলণাণিস্স ণত্থি দেহগদং।
জম্হা অদিন্দিয়ত্তং জাদং তম্হা দু তং ণেয়ং॥" ১।২০।

(১২) পরিণমদো খলু ণাণং পচ্চখ্কা সব্বদব্বপজ্জায়া।
সো ণেব তে বিজাণদি ওগ্গহপুব্বাহিং কিরিয়াহিং॥" ১।২১।

(১৩) "আদা ণাণপমাণং ণাণং ণেয়প্পমাণমুদ্দিট্ঠং।
ণেয়ং লোগালোগং তম্হা ণাণং তু সব্বগয়ং॥" ১।২৩।

(১৪) "ণাণপ্পমাণমাদা ণ হবদি জস্সেহ তস্স সো আদা।
হীণো বা অধিগো বা ণাণাদো হবদি ধুবমেব॥
হীণো জদি সো আদা তণ্ণাণমচেদণং ণ জাণাদি।
অধিগো বা ণাণাদো ণাণেণ বিণা কহং ণাদি॥" ১।২৬।

(১৫) "ণাণং অপ্পত্তি মদং বট্টদি ণাণং বিণা ণ অপ্পাণং।
তম্হা ণাণং অপ্পা অপ্পা ণাণং য অণ্ণং বা॥ ১।২৭
পরিণমদি ণেয়মট্ঠং ণাদা জদি ণেব খাইয়ং তস্স।
ণাণং ত্তি তং জিণিন্দাং খবয়ন্তং কম্মমেবুত্তা॥ ১।৪২।

পত্তি না হয়, তবে কর্ম্ম হেতু কাহাকেও দেহত্যাগের পর সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। প্রত্যেক জীবকেই কোন না কোন কার্য্য করিতে হয়; এমন কি অর্হৎদিগকেও দণ্ডায়মান, উপবেশন, ভ্রমণ, ধর্ম্মশিক্ষা প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু এ কার্য্যগুলি স্বাভাবিক; ইহা দ্বারা তাহাদিগের মনে কোনরূপ প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় না। সুতরাং এই কর্ম্ম তাঁহাদিগের বন্ধন স্বরূপ হইতে পারে না। যদ্দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান বস্তুর অবস্থার যুগপৎ জ্ঞান জন্মে, তাহাকে ক্ষায়িক কহে, (কারণ কর্ম্মের ধ্বংস ক্ষমতা অথবা ক্ষয় হইতে উৎপন্ন হয়।) কিন্তু যে জ্ঞান যুগপৎ উৎপন্ন হয় না, ক্রমানুসারে একটীর পর আর একটীর উপলব্ধি হয়, তাহাকে ক্ষায়িক অথবা অবিনশ্বর কিম্বা সর্ব্বব্যাপী বলা যাইতে পারে না।

কেবলীর সুখ ইন্দ্রিয়গত নহে। এই সুখ শুভোপযোগ অর্থাৎ মানসিক শুভানুভব হেতু উৎপন্ন হয়।

যাহারা দেবতা, যতি এবং গুরুর অর্চ্চনা করে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকে এবং উপবাসাদি আচরণ করে, তাহাদিগকে শুভোপযোগী বলা হইয়া থাকে। শুভোপযোগ অনুষ্ঠান করিলে আত্মা পশ্বস্থা, মানবাবস্থা এবং দেবাবস্থা এই তিন অবস্থায়ই সুখানুভব করিতে পারে। এই সুখ শরীর-নিবদ্ধ আত্মার প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় না (১৬)। ইহা দুঃখের সহিত সংসৃষ্ট। এই সুখানুভব করিলে বাসনা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং আত্মা তৃপ্তিলাভ না করিয়া বরং অস্থির হইয়া পড়ে। সুতরাং এই প্রকার সুখ ও অশুভোপযোগ হেতু পাপ-পরিণামে যে দুঃখ এই উভয়ের মধ্যে অল্প প্রভেদই লক্ষিত হয়। উক্ত প্রকার সুখ ও দুঃখ কিছুই মানবের কামনা বিষয়ীভূত হওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার মোহ, রাগ (বাসনা) ও দ্বেষ বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি জিন-প্রচারিত সত্য শিক্ষা করিয়াছেন এবং আপনাকে প্রকৃত জ্ঞান-ময় চেতন আত্মারূপে অন্যান্য অচেতন পদার্থ হইতে পৃথক্ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখভোগ করিতে সমর্থ।

দিগম্বর-মতাবলম্বী কুন্দকুন্দাচার্য্যের মতে জ্ঞেয় বলিতে সগুণ দ্রব্য এবং তাহার পর্য্যয় অর্থাৎ পরিণতি বা পরিবর্ত্তন বুঝায়।

গুণ দ্রব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, দ্রব্য হইতে পৃথক্‌ভাবে গুণ থাকিতে পারে না। গুণই দ্রব্যের বিস্তৃতি। পরিণাম বা পরিবর্ত্তন কালের সহিত সম্বদ্ধ। সাময়িক পরিণামই দ্রব্যের দৈর্ঘ্য ও চরম ফল। দ্রব্য এবং গুণ উভয়ই পরিবর্ত্তনশীল। অনেকগুলি দ্রব্যের সংযোগে উৎপন্ন পরিবর্ত্তনকে দ্রব্য-পর্য্যয় কহে। দ্রব্যপর্য্যয় দুই প্রকার; ১ম সদৃশ পদার্থের সংযোগহেতু পরিণাম (বিকার), ২য় বিসদৃশ পদার্থের সংযোগহেতু পরিণাম।

সদৃশ পদার্থের আণবিক মিশ্রণে প্রথম প্রকার পর্য্যয় উৎপন্ন হয়। ইহাকে স্কন্ধ কহে যথা দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু (১৭) প্রভৃতি। জীব এবং পুদ্‌গলের মিশ্রণে দ্বিতীয় প্রকার পর্য্যয় উৎপন্ন হয়, যথা—মনুষ্য, দেবতা ইত্যাদি।

গুণের বিকার বা পরিবর্ত্তনও দুই প্রকার। ১ম, একই দ্রব্যের গুণের আধিক্য বা ন্যূনতাবশতঃ বিকার, ২য় বিসদৃশ পদার্থের গুণের পরস্পর সংযোগহেতু বিকার।

স্বভাবতঃ দ্রব্য সগুণ ও পরিবর্ত্তনশীল এবং যুগপৎ উৎ-পত্তিবিনাশশীলও বটে। এইরূপ অবস্থাকে সত্তা কহে (১৮)। যদিও সাধারণতঃ দ্রব্য ও তাহার গুণ অথবা পরিণাম পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হয় বটে, তথাপি ইহাদিগকে একই পদার্থরূপে গণ্য করা উচিত; কারণ একটীর অভাবে অন্যটীর সত্তা উপলব্ধি হয় না। একটী পুরাতন মৃণ্ময় পাত্র ভাঙ্গিয়া একটী নূতন গড়াইলে আমরা সেই একই মৃত্তিকা দেখিতে পাই। পদার্থ দুইপ্রকার। দ্রব্যার্থিকনয় এবং পর্য্যয়ার্থিকনয়। দ্বিতীয় প্রকারে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বিবেচনা করি যে কথিত মৃৎপাত্রটী নির্ম্মাণে যাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ পর্য্যয় বা পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম প্রকারে দেখিলে আমরা এই বিবেচনা করি যে পূর্ব্বে যাহা ছিল না, এমন কিছু নির্ম্মাণ করা হয় নাই অর্থাৎ দ্রব্যটী নূতন পদার্থ নহে। সেইরূপ যখন কোন ব্যক্তি শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ কার্য্য দ্বারা বদ্ধ অর্থাৎ দেবতা, মনুষ্য অথবা নারকীয় জীবে পরিণত হয়, তখন যদি আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথম প্রকারে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে তাহাকে একই জীব বলিয়া দেখি; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারে তাহাকে একরূপ দেখি না, বরং ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন জীব বলিয়া গণ্য করি। অতএব একই সময়ে একই দ্রব্যের কোন বিশেষ বিষয় স্বীকারও করা যাইতে

(১৬) "দেবদজদিগুরুপূজাসু যেব দাণম্মি বা সুসীলেসু।
উববাসাদিসু রত্তো সুহোবওগপ্পগো অপ্পা॥ ১৬৯।
জুত্তো সুহেণ আদা তিরিয়ো বা মাণুসো ব দেবো বা।
ভূদো তাবদকালং লহদি সুহমিন্দিয়ং বিবিহং॥" ১।৭০।

(১৭) "অণবঃ স্কন্ধাশ্চ।" জৈনসূ° ৫।২৬।
(১৮) "সদ্‌দ্রব্য লক্ষণম্। ২৯। উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ জৈন° ৫।৩০।

পারে, অস্বীকারও করা যাইতে পারে। ইহা হইতে সপ্তভঙ্গী-নয়ের (সাত প্রকার স্বীকারবাদের) উৎপত্তি হইয়াছে। স্যাদ-স্তিবাদে কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে; স্যান্নাস্তিবাদে আবার সেই বস্তুরই অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাইতে পারে। স্যাদস্তিনাস্তিবাদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোন বস্তুর সত্তা ও অসত্তা প্রচার করা যাইতে পারে। একরূপ বিচারকালে কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব একই সময়ে চিন্তা করিলে সেই বস্তুকে স্যাদব্যক্তব্য বলা যাইতে পারে না।

সেইরূপ কোন কোন সময় স্যাদস্তি-অবক্তব্য, স্যান্নাস্তি অবক্তব্য এবং স্যাদস্তিনাস্তি অবক্তব্য সমভাব হইতে পারে না। উক্ত সপ্তভঙ্গীনয়ের অর্থ এই যে একই বস্তু সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রকারে এবং সর্ব্ববস্তুর আকারে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। একই বস্তু এক স্থানে থাকিলে অন্যত্র থাকে না। শুদ্ধ এক সময়ে থাকিলে অন্য সময়ে থাকে না। এই মত দ্বারা এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না যে, দ্রব্যের কোন নিশ্চয়তা নাই, কেবল মাত্র সমভাব্য লইয়া আমাদিগের কাল কাটাইতে হইবে। কোন বিষয়ের সত্যতা বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে কাল ও স্থানের বিশেষ বিশেষ অবস্থানে সেগুলি সত্য; সর্ব্বত্র, সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বকালে নহে।

দ্রব্যবিশেষ ও তাহার গুণ। দ্রব্য জীব এবং অজীব এই দুইভাগে বিভক্ত। জীব চেতন অর্থাৎ জ্ঞানময়, আর অজীব অচেতন অর্থাৎ জ্ঞানশূন্য। অচেতন পঞ্চবিধ যথা—পুদ্গল, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাল, আকাশ (২০)। আকাশ দুই ভাগে বিভক্ত—লোক এবং অলোক। লোক জীব এবং প্রথম চারিপ্রকার অচেতন পদার্থ-পরিপূর্ণ; অলোক শূন্যময়। কতকগুলি গুণকে মূর্ত্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অপরগুলিকে অমূর্ত্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য কহে। পুদ্গলের দ্রব্যের গুণাবলী মূর্ত্ত, অপর দ্রব্যের গুণরাশি অমূর্ত্ত। আকাশের একটী বিশেষ গুণ আছে, তাহাকে অবগাহ কহে (২১)। কোন দ্রব্যের অবগাহ গুণ থাকিলে সেই স্থানে অন্য বস্তু অবস্থিতি করিতে পারে। ধর্ম্মগুণে জীবের সহিত সংসৃষ্ট পুদ্গল প্রচালিত হয়। অধর্ম্ম গুণে জীব পুদ্গল স্থানবিশেষে আবদ্ধ হইয়া থাকে। কালগুণে দ্রব্যের পরিণাম উৎপন্ন হয়। জীব অথবা আত্মার গুণে মানব উপযোগ অর্থাৎ পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রকৃতির তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পার্থিব অবস্থায় জীব অথবা আত্মার চারি প্রকার প্রাণ আছে, যথা

(২০) "অজীবকায়াধর্ম্মাধর্ম্মাকাশপুদ্গলাঃ।" জৈনসূ° ৫।১।

(২১) "আকাশস্যাবগাহঃ।" উমাস্বামিকৃত জৈনসূত্র ৫।১৮।

১ ইন্দ্রিয়প্রাণ, ২ বলপ্রাণ, ৩ আয়ুঃপ্রাণ, ৪ প্রাণাপান-প্রাণ। ইহার মধ্যে আবার প্রথমটী পঞ্চ ও দ্বিতীয়টী ত্রিবিধ। সর্ব্বশুদ্ধ ১০ প্রকার প্রাণ। পুদ্গল হেতু চারিপ্রকার প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে (২২)। জীবের মোহ, কাম এবং দ্বেষ থাকায় পুদ্গল জাত কর্ম্মে ও বিবিধ প্রাণে আবদ্ধ হয় এবং কর্ম্মফল ভোগ করে। জীব এই কর্ম্মফল ভোগ করিবার কালে অন্যান্য কর্ম্মবন্ধন সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। যে পর্য্যন্ত আত্মা শরীর এবং অন্যান্য বাহ্য দ্রব্যের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মদ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ বিবিধ প্রাণে পরিণত হয় (২৩)। পুদ্গলজাত কর্ম্ম এবং নাম হেতু আত্মা দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় (২৪)। শরীর, মন এবং বাক্য সকলই পুদ্গলের ফল এবং পুদ্গলদ্রব্য কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। পুদ্গল হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি এবং কর্ম্ম আত্মার বন্ধনস্বরূপ; কারণ আত্মা পুদ্গলের গুণাবলী দেখিতে ও বুঝিতে সমর্থ এবং পুদ্গল সৃষ্ট দ্রব্যের প্রতি কামনা বা দ্বেষ করিতেও অসমর্থ (২৫)।

আত্মা তাহার নিজের অবস্থা বা পরিণাম নিজেই উৎ-পাদন করে। যদিও আত্মা পুদ্গলের সহিত সংসৃষ্ট, তথাপি আত্মা দ্বারা পুদ্গলের ক্রিয়া সাধিত হয় না (২৬)। আত্মা কামনা অথবা দ্বেষ জন্য জ্ঞানাবরণাদি দ্বারা শুভ অথবা অশুভ অবস্থায় পরিণত হইলে পুদ্গল অষ্টবিধ কর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হয় (২৭) এবং উভয়ই একস্থানে সংসৃষ্ট হওয়ায় কর্ম্মে আত্মা আবদ্ধ হইয়া পড়ে। রাগদ্বেষমোহযুক্ত পরিণামই আত্মার বন্ধন এবং পরোক্ষভাবে ইহাই পুদ্গলের ক্রিয়া।

(২২) "শরীরবাঙ্মনঃ প্রাণাপানাঃ পুদ্গলানাং।" জৈনসূ° ৫।১৯।

(২৩) "আদা কম্মমলিমসো ধারদি পাণে পুণো পুণো অণ্ণে।
ণ জহাদি জাব মমত্তিং দেহপধাণেসু বিসয়েসু॥"
প্রব° ২।২৪।

(২৪) "ণরণারয়তিরিয়সুরা সংঠাণাদীহিং অণ্ণহা জাদে।
পজ্জায়া জীবাণং উদয়াদু হি ণামকম্মস্‌স॥" ২।২৭।

(২৫) "মুত্তো রূবাদিগুণো বজ্ঝদি ফাসেহিং অণ্ণমণ্ণেহিং।
তব্বিবরীদো অপ্পা বজ্ঝদি কিধ পুগ্‌গলং দব্বং॥ ২।৪৭।
রূবাদিএহিং রহিদো পেচ্ছদি জাণাদি রূবমাদীণি।
দব্বাণি গুণে য জধা তধ বন্ধো তেণ জাণাহি॥" ২।৪৮।

(২৬) "কুব্বে সহাবমাদা হবদি হু কত্তা সগস্‌স ভাবস্‌স।
পোগ্‌গলদব্বময়াণং ণ দু কত্তা সব্বভাবাণং॥" ২।৫৮

(২৭) "পরিণমদি জদা অপ্পা সুহম্মি অসুহম্মি রাগদোসজুদো।
তং পবিসদি কম্মরয়ং ণাণাবরণাদিভাবেহি॥" ২।৬১

(২৮) যে ব্যক্তি শরীর ও নিজ অধিকৃত দ্রব্যের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিতে না পারে, বরং আমিত্ব (এই আমি অর্থাৎ নিজের পৃথক্‌ অস্তিত্ব) এবং মমত্ব (এইটী আমার, এই দ্রব্যে অন্য কাহারও অধিকার নাই ইত্যাদি রূপ) বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করে, সে শ্রমণদিগের পবিত্র পথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথগামী হয়। আমি কাহারও নই, আমারও কেহ নয়, আমি জ্ঞানমাত্র; যে ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করেন, তিনিই আপনাকে আত্মারূপে চিন্তা করেন। যিনি আপনাকে দর্শনভূত অথচ ইন্দ্রিয়াবিষয়ীভূত, শরীর, ধন, রত্ন, সুখ, দুঃখ, মিত্র, অমিত্র প্রভৃতিকে নশ্বর এবং আত্মার পবিত্রাবস্থা অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তিকে অবিনশ্বর মনে করেন, তিনিই মোহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ। মোহবন্ধন ছিন্ন করিলে, দ্বেষ, বাসনা প্রভৃতির ধ্বংস করিতে পারিলে মানব শ্রমণ-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারেন। তখন তাঁহার সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান জন্মে; তখন তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন (২৯)।

বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা জ্ঞান, ভক্তি, চারিত্র, তপঃ এবং বীর্য্য লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞান এবং ভক্তিসাধনের উপায় আটটী। বীর্য্যাচার দ্বারা আত্মার ক্ষমতা পরিস্ফুট ও বিকসিত হয়।

শ্রমণ হইতে যাঁহার ইচ্ছা তিনি যথাজাত রূপ ধারণ করিবেন। জৈনশাস্ত্র-আদেশে ভাবী শ্রমণ কেশ, শ্মশ্রু ও গুম্ফ মুণ্ডন করিবেন; তিনি কোন প্রকার ধন রত্ন রাখিবেন না; হিংসা বৃত্তি পরিত্যাগ করিবেন, কখন শরীর ভূষিত করিবেন না, তিনি পার্থিব সকল প্রকার দ্রব্যের মমতা ও সংস্রব ত্যাগ করিবেন, উপযোগশুদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃতির পবিত্রতা সাধনে সর্ব্বদা রত থাকিবেন; তাঁহার কার্য্য সর্ব্বদাই পবিত্র হইবে; তিনি আত্মপর কোন দ্রব্য বা ব্যক্তির উপর কোনকালে নির্ভর করিবেন না (৩০)। পরে তিনি তাঁহার গুরুর উপদেশ মত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন এবং ব্রত শিক্ষা করিবেন। এইরূপ আচরণ করিতে পারিলে তিনি শ্রমণ আখ্যা প্রাপ্ত হন। জৈন সাধুগণ শ্রমণের অবশ্যকর্ত্তব্যের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই নিয়মগুলি অসতর্কতায় ভঙ্গ হইলে শ্রমণকে পুনরায় দীক্ষিত হইতে হয়। নিয়মগুলি এই— ১ম ব্রত (ক), ২ ব্রতরক্ষার জন্য সমিতি (খ), ৩ ইন্দ্রিয়রোধ, ৪ কেশমুণ্ডন, ৫ আবশ্যকাচার (গ), ৬ অচেল, ৭ অস্নান, ৮ ক্ষিতিশয়ন, ৯ অদন্তধাবন, ১০ স্থিতিভোজন ও ১১ একাহার। সর্ব্বশুদ্ধ ২৮টী বাহ্য আচার আছে (৩১)। যদি দৈহিক আচার অনুষ্ঠিত হইবার পর কোন কারণে ক্রম ভঙ্গ হয়, তবে বিবিধপ্রক্রিয়া দ্বারা এই দোষ দূর করিতে হয়। ইহার প্রথম প্রক্রিয়াটীকে আলোচনা কহে। যদি মানসিক উন্নতিসাধনের কোন নিয়ম ভঙ্গ হয়, তবে ব্রতাচারী শ্রমণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শাস্ত্রজ্ঞ কোন শ্রমণের নিকট যাইয়া তাঁহার দোষ স্বীকার করিবেন এবং সেই পণ্ডিতের উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন। যখন কোন

(২৮) "পরিণামাদো বন্ধো পরিণামো রাগদোসমোহজুদো।
অসুহো মোহপদেসো সুহো ব অসুহো হবদি রাগো ॥"২।৫৪

(২৯) "এসো বন্ধসমাসো জীবাণং ণিচ্ছএণ ণিদ্দিট্‌ঠো।
অরহন্তেণ জদীণং ব্যবহারো অণ্ণহা ভণিদো ॥
ণ জহদি জো দু মমত্তিং অহং মমেদন্তি দেহদবিণেসু।
সো সামণ্ণং চত্তা পড়িবণ্ণো হোই উম্মগ্‌গং ॥
ণাহং হোমি পরেসিং ণ মে পরে সন্তি ণাণমহমেকো।
ইদি জো ঝায়দি ঝাণে স অপ্পাণং হবদি ঝাদা ॥
এবং ণাণপ্পাণং দংসণভূদং অতিন্দিয়মহথং।
ধুবমচলমণালম্বং মণ্ণেহিং অপ্পগং সুদ্ধং ॥
দেহা বা দবিণা বা সুহদুক্‌খা বাধ সত্তুমিত্তজণা।
জীবস্‌স ন সন্তি ধুবা ধুবোবওগপ্পগো অপ্পা ॥
জো এবং জাণিত্তা ঝাদি পরং অপ্পগং বিশুদ্ধপ্পা।
সাগারো ণাগারো খবেদি সো মোহদুগ্‌গংঠিং ॥
জো ণিহদমোহগংঠী রাগপদোসো খবিয় সামণ্ণে।
হোজ্জং সমসুহদুখ্‌কে সো সোখ্‌কং অখ্‌কয়ং লহদি ॥
জো খবিদমোহকলুসো বিসয়বিরত্তো মণো নিরুন্ধিত্তা।
সমবট্‌ঠিদো সহাবে সো অপ্পাণং হবদি ঝাদা ॥"২।৬৩-৭০।

(৩০) "জধ জাদরূবজাদং উপ্পাড়িদকেসমংসুগং সুদ্ধং।
রহিদং হিংসাদীদো অপ্পড়িকম্ম হবদি লিঙ্গং ॥ ৩।৪।
মুচ্ছারম্ভবিজুত্তং জুত্তং উবওগজোগসুদ্ধীহিং।
লিঙ্গং ণ পরাবেখ্‌কং অপুণব্‌ভবকারণং জেনং ॥" ৩।৫।

(ক) ব্রত অথবা মহাব্রত পঞ্চবিধ যথা—১ অহিংসা, ২ সুনৃত (সত্য ও প্রিয় কথা) ৩ অস্তেয়, ৪ ব্রহ্মচর্য্য (সচ্চরিত্র), ৫ আকিঞ্চন্য (দরিদ্রতা।)

(খ) ১ ঈর্য্যাসমিতি অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, শকট প্রভৃতি যে পথে যায় সেই পথ দিয়া গমন এবং কোন প্রাণীর মৃত্যু যাহাতে না ঘটে তদ্বিষয়ে সতর্ক; ২ ভাষাসমিতি অর্থাৎ মৃদু, প্রিয়, সাধু ও শ্লাঘ্য কথা কহা; ৩ এষণাসমিতি অর্থাৎ ৪২ প্রকার পাপক্ষালনের জন্য বিশিষ্ট প্রকারে ভিক্ষাগ্রহণ; ৪ আদাননিক্ষেপণাসমিতি অর্থাৎ বিশেষ পরীক্ষাপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণের জন্য দ্রব্যগ্রহণ ও রক্ষণ; ৫ পরিস্থাপনাসমিতি অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে প্রকৃতির কার্য্যসমাপন।

(গ) আবশ্যক আচার ছয়টী—১ সামায়িক, ২ চতুর্ব্বিংশতিস্তব, ৩ বন্দনা, ৪ প্রতিক্রমণ, ৫ প্রত্যাখ্যান, ৬ কায়োৎসর্গ।

(৩১) "বদসমদিন্দিয়রোধো লোচাবস্‌সকমচেলমণ্‌হাণং।
খিদিসয়ণমদন্তবণং বিদিভোয়ণমেয়ভত্তং চ ॥

শ্রমণ একা অথবা অন্য শ্রমণের সহিত বাস করেন, তখন যাহাতে তাঁহার ব্রত ভঙ্গ না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন এবং তাহার পবিত্র আত্মা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত হইবেন না। যখন শ্রমণ সর্ব্বপ্রকার আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম ও জ্ঞানশিক্ষায় রত হন এবং অষ্টাবিংশ প্রকার অবশ্য কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি তাহার ব্রতপালন করিতেছেন, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। শুদ্ধ আত্মা ব্যতীত অন্য বিষয়ে আসক্তি বন্ধনস্বরূপ; সুতরাং শ্রমণগণ সে সমস্ত পরিত্যাগ করেন। সমস্ত পরিত্যাগ করিতে না পারিলে হৃদয় পবিত্র হয় না এবং হৃদয় পবিত্র না হইলে কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিবার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু এই সাধারণ সূত্রের বিশেষ বিধি আছে। শ্রমণ যে কালে যে স্থানে বাস করেন, সেই কাল ও স্থানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে তাহার উন্নত পরিণামের কোনরূপ অন্তরায় না হয়, এরূপ দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন। শ্রমণের অনুকূল দৈহিক ক্রিয়া, গুরুর উপদেশ, বিনয় এবং সূত্রাধ্যয়ন শিক্ষা করা কর্ত্তব্য; এ সমস্ত পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। যে সমস্ত পরিত্যাগ করিলে উন্নতির হানি হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে না। শরীর না থাকিলে উন্নতির সহায় সর্ব্বপ্রকার বিনয় শিক্ষা করা যায় না; সুতরাং শরীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং তজ্জন্য আহার গ্রহণ করা উচিত।

জৈনশাস্ত্রে কথিত ৪২ প্রকার পাপ না করিয়া যদি ভিক্ষা দ্বারা খাদ্য লাভ করা হয়, তবে যে শ্রমণ উক্ত প্রকার খাদ্য ভোজন করেন, তাহা অনাহার বলিয়াই বর্ণিত হইয়া থাকে (৩২)। যে শ্রমণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে আহার বিহার করেন ও কষায় (প্রিয় এবং অপ্রিয় বস্তুতে প্রেম ও ঘৃণা) হইতে পরিমুক্ত, তিনি ইহলোক বা পরলোক বিষয়ে চিন্তাকুল হন না। একমাত্র শরীরই শ্রমণদিগের সম্পত্তি এবং এই সম্পত্তিতেও তাহারা বীতস্পৃহ।

মোক্ষ লাভ করিতে হইলে আর একটী বিষয়ের প্রয়োজন। যিনি একটী মাত্র বিষয়ে ব্যাপৃত থাকেন, তাহাকে শ্রমণ বলা যায়। দ্রব্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহার নিশ্চয়-জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই কেবল এক বিষয়ে সমাধিস্থ থাকিতে পারেন। এই জ্ঞান আগমপাঠে লাভ করা যায়; সুতরাং আগম অধ্যয়ন করা অতিশয় কর্ত্তব্য। যে শ্রমণ আগম অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি তাহার আত্মার প্রকৃতি এবং আত্মেতর বস্তুর প্রকৃতি অবগত হইতে পারেন না। দ্রব্যের প্রকৃতি অবগত না হইলে কেহ কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। দ্রব্য ও তাহার গুণাবলী আগমে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং শ্রমণগণ আগমপাঠে তাহা জানিতে পারেন।

আগমে যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ ভাবে দ্রব্য বুঝিতে না পারিলে কোন শ্রমণই সংযম লাভ করিতে পারেন না এবং সংযম না হইলে কিরূপে শ্রমণ হওয়া যাইতে পারে? কেবলমাত্র আগম পাঠ করিলেই কেহ পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারেন না—আগমে বস্তু সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করা প্রয়োজন। আবার কেবল আগমে বর্ণিত বিষয় বিশ্বাস করিলেও কাহারও নির্বাতি হয় না, এই জন্য সংযম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই জন্যই জৈনশাস্ত্রে ত্রিরত্নের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ১ম জ্ঞান অর্থাৎ আগমবর্ণিত বস্তুর জ্ঞান। ২য় দর্শন অর্থাৎ আগমের উপদেশে বিশ্বাস। ৩য় চারিত্র অথবা ধর্ম্ম অর্থাৎ নৈতিক শিক্ষা (সংযম)।

যদি কাহারও শরীর অথবা অন্য কোন দ্রব্যে ঈষৎ আসক্তি থাকে, তাহা হইলেও সমগ্র আগম শিক্ষা করিলেও তিনি পূর্ণতা অথবা নির্বাতি পাইতে পারেন না। যে শ্রমণ পঞ্চসমিতি এবং তিন গুপ্তি সম্যক্-আচরণ করিয়াছেন, পঞ্চেন্দ্রিয় নিরোধ ও কষায় বিজয় করিতে পারিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান ও দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাহাকে সংযত বলা যাইতে পারে। শত্রু, মিত্র, সুখ, দুঃখ, নিন্দা, প্রশংসা, সুবর্ণ, মৃত্তিকা তাহার নিকট সকলই সমান। যিনি যুগপৎ দর্শন, জ্ঞান এবং চারিত্রে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই একাগ্রতা লাভ করিতে পারেন এবং তিনিই শ্রমণের যথার্থ প্রকৃতিসম্পন্ন।

শুভোপযোগী শ্রমণগণ আস্রব-সম্পন্ন; শুদ্ধোপযোগীগণ আস্রব-বিমুক্ত। শুভোপযোগী শ্রমণদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য এইরূপ—অর্হৎদিগের উপাসনা, শিক্ষিতদিগের প্রতি করুণা, প্রধান ও শুদ্ধ শ্রমণদিগকে অর্চ্চনা, তাহাদিগকে অভ্যর্থনাকালে অগ্রসর হইয়া বিশেষ সম্মান প্রদর্শন এবং তাহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তনকালে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন, জ্ঞান ও দর্শন প্রচার, শিষ্যগ্রহণ এবং তাহাদিগকে উপদেশ-প্রদান, জিনদিগকে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত শিক্ষাবিস্তার, চারিশ্রেণীর শ্রাবক, শ্রাবিকা, যতি, আর্য্যা এবং শ্রমণ সম্প্রদায়ের যথাসাধ্য উপকার, আপন শরীরের কোনরূপ ক্ষতি না করা, জিনধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের উপকার, কোনরূপ উপকার প্রত্যাশা না করিয়া সকলকে দয়া এবং কোন শ্রমণকে রোগ, ক্ষুধা

এদে খলু মূলগুণা সমণাণং জিনবরেহিং পন্নত্তা।
তেসু পমত্তো সমণো ছেদোবট্ঠাবগোহোদি॥" ৩।৭-৮

(৩২) "জস্স অণেসণমপ্পা তং পি তও তপ্পড়িচ্ছগা সমণা।
অগ্নং ভিখ্কমণেসণমধ তে সমণা অণাহারা॥" ৩।২৬।

তৃষ্ণাতুর দেখিয়া অথবা পরিশ্রান্ত দেখিলে তাহার যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ শ্রমণদিগের পক্ষে উত্তম; কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ইহা অতিশয় আবশ্যক এবং এই আচরণ দ্বারা গৃহস্থ পরোক্ষ ভাবে মোক্ষপথে উপস্থিত হন। প্রবচনসারের উপসংহারভাগে পাঁচটী রত্নের বিষয় লিখিত হইয়াছে—১ সংসারতত্ত্ব, ২ মোক্ষতত্ত্ব, ৩ মোক্ষতত্ত্বসাধক, ৪ মোক্ষতত্ত্বসাধন, ৫ শাস্ত্রফললাভ।

যে ব্যক্তি জিনধর্ম্মমত ধারণা করিতে অক্ষম এবং তাহার নিজের মতকেই প্রকৃতধর্ম্মমত বলিয়া বিশ্বাস করে, সে পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। যে ব্যক্তির আচরণ সৎ, ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাস ও যাহার মন সর্ব্বদা শান্ত, তিনি শীঘ্রই সুফল লাভ করেন। যে ব্যক্তি সকল বিষয় প্রকৃতরূপ অবগত আছেন, আত্মেতর বাহ্য ও আভ্যন্তর সকল বিষয় হইতেই বিরত এবং যাহার ইন্দ্রিয়-সুখের অভিলাষ নাই, তাহাকে শুদ্ধ বলা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পবিত্র তিনিই প্রকৃত শ্রমণ; কেবলমাত্র তিনিই প্রকৃত মত ও প্রকৃত জ্ঞান অবগত আছেন এবং কেবলমাত্র তিনিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

[illegible]প্রভমলধারিদেব কৃত 'নিয়মসার,' আশাধর কৃত '[illegible]মৃত', সকলকীর্ত্তি-রচিত 'তত্ত্বার্থসারদীপক' এবং শুভচন্দ্র কৃত 'পাণ্ডব-পুরাণে দিগম্বরদিগের মত সম্বন্ধে অনেক কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

শেষোক্ত পুস্তকে অনিত্যানুপ্রেক্ষাদি দ্বাদশ প্রকার অনুপ্রেক্ষা বা চিন্তার বিষয় লিখিত আছে। ১ম অনিত্যানুপ্রেক্ষা (প্রত্যেক দ্রব্যই অনিত্য চিন্তা), ২য় অশরণানুপ্রেক্ষা (নিরাশ্রয়তা সম্বন্ধে চিন্তা), ৩য় সংসারানুপেক্ষা, (আত্মা অনবরত মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিতেছে,) ৪র্থ একত্বানুপ্রেক্ষা (একমাত্র আত্মাই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, আত্মাই সুখ ও দুঃখ ভোগ করে), ৫ম অন্যত্বানুপ্রেক্ষা (শরীর, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলই আত্মা হইতে পৃথক্), ৬ষ্ঠ অশুচিত্বানুপ্রেক্ষা (শরীর রক্তমাংসের সহিত সংযোগে অপবিত্র হয় এবং আত্মা শরীরের সহিত মিলিত হওয়ায় অপবিত্র হয়, সুতরাং সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আত্ম-বিষয়ে চিন্তাপরায়ণ হওয়াই বিধেয়), ৭ম আস্রবানুপ্রেক্ষা, ৮ম সম্বরানুপ্রেক্ষা, ৯ম নির্জ্জরানুপ্রেক্ষা, ১০ম লোকানুপ্রেক্ষা (হরি কিম্বা হর কর্ত্তৃক লোক সৃষ্ট বা রক্ষিত নয়, ইহা অনাদি,) ১১শ দুর্লভানুপ্রেক্ষা (আত্মা ভিন্ন ভিন্ন শরীরে বহুকাল বাস করে। মানব-শরীর ধারণ অতিশয় দুরূহ, সুস্থ শরীর লাভ আরও কষ্টকর, সুস্থশরীরে সুস্থ ও পবিত্র মন প্রাপ্ত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য), এবং ১২শ ধর্ম্মানুপ্রেক্ষা।

শ্রাবকের সম্যগদর্শন শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। শ্রাবকের মদ্যমাংস "প্রভৃতি" পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রভৃতি শব্দে এইগুলি বুঝায়—চর্ম্মাধারে রক্ষিত জল, তৈল, ঘৃত, মধু, নবনীত, তণ্ডুলমণ্ড, রাত্রিভোজন, উদুম্বর, দ্যূত, বেশ্যা অথবা পরস্ত্রীসঙ্গ, মৃগয়া, চৌর্য্য, পলাণ্ডু ইত্যাদি।

ব্রতধারী শ্রাবকগণ তিনপ্রকার ব্রতাচরণ করিয়া থাকেন—১ পঞ্চ অণুব্রত, তিন গুণব্রত, চারি শিক্ষাব্রত।

পঞ্চ-অণুব্রত। যথা—অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও আকিঞ্চন্য বা অপরিগ্রহ। (শ্বেতাম্বর মতে ইহাই পঞ্চ মহাব্রত।) [পরে শ্বেতাম্বর মত দেখ।]

গুণব্রত—১ম দিগ্বিরতি অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া কাহারও ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভ্রমণ অথবা অর্থোপার্জ্জনের জন্যও নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া সকল দেশে গমন না করা। ২য় অনর্থবিরতি অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার অসৎ পরিত্যাগ। পঞ্চ প্রকার অসৎ অপধ্যান অর্থাৎ অপরের দোষ প্রদর্শন, তাহাদের অর্থে ঈর্ষা প্রকাশ, তাহাদিগের স্ত্রীর প্রতি কটাক্ষপাত এবং তাহাদের বিবাদ-দর্শন। ২ পাপোপদেশ অর্থাৎ কৃষি, পশুচারণ, ব্যবসায়, স্ত্রীপুরুষসম্মিলন এবং এবংবিধ বিষয়ে অপরকে পরামর্শ প্রদান। ৩ প্রমাদচর্য্যা অর্থাৎ বিনা অভিপ্রায়ে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বাতাসে কোনরূপ কার্য্য এবং অনর্থক বৃক্ষাদি ছেদন। ৪ হিংসাদান অর্থাৎ বিড়াল অথবা তৎসদৃশ কোন প্রাণীপালন, লৌহাস্ত্রের ব্যবসায়, তিল অথবা তৈলাক্ত দ্রব্য চূর্ণিত হইলে পর যে সামান্য স্থূল অংশ থাকে তাহা এবং অহিফেন অথবা অন্য কোন বিষাক্ত দ্রব্য গ্রহণ। ৪ দুঃশ্রুতি অর্থাৎ ভ্রান্তি-উৎপাদনকারী শাস্ত্রপাঠ, পরিহাস ও নীচ ব্যঙ্গাত্মক পুস্তক অধ্যয়ন, ইন্দ্রজাল ও মন্ত্রবলে অন্যকে বশীভূতকরণ, প্রেমগীতি বা রতিশাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ এবং অন্যের প্রতি প্রযুক্ত তিরস্কার শ্রবণ।

৩য় গুণব্রত ভোগোপভোগ-পরিমাণ অর্থাৎ অবস্থানুসারে খাদ্য তণ্ডুল ও বস্ত্র-ব্যবহার।

শিক্ষাব্রত।—১ম, সাময়িক অর্থাৎ প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে কোন নির্জ্জন স্থানে নিশ্চল শরীরে কৃতাঞ্জলিপুটে ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া যতক্ষণ পারা যায় ততক্ষণ অবস্থান। এইকালে সকল প্রকার পাপ চিন্তা দূরীভূত করিয়া জিনের বাক্যে মনঃসন্নিবেশ করিতে হয়। এই সময় বন্দনার আভ্যন্তরতত্ত্ব ও আত্মার পবিত্র উন্নত প্রকৃতির বিষয় চিন্তা করা বিধেয়।

২য়, প্রোষধ অথবা পোসহ অর্থাৎ স্নান, তৈলাক্ত দ্রব্য,

অলঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ, গন্ধ ও আলোকাদি পরিত্যাগ এবং উপবাস, একাশন অথবা ৮মী বা ১৪শীতে একবার এক পাত্রমাত্র আহার।

৩য়, অতিথিসংবিভাগ অর্থাৎ দানের উপযুক্ত তিন সম্প্রদায়কে খাদ্য, ঔষধ, জ্ঞান এবং আশ্রয় প্রদান। উক্ত তিন শ্রেণী যথা মহাব্রতাচারী, শ্রাবকব্রতাচারী ও সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাসী। ৪র্থ, দেশাবকাশিক অর্থাৎ গুণব্রত অনুসারে যে যে স্থানে ভ্রমণ করা যাইতে পারে, ক্রমে ক্রমে সে সীমা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুসম্ভোগে সংযম এবং বস্ত্র ও অন্যান্য ভোগ্য বস্তু সম্বন্ধেও উক্ত রূপ আচরণ। লোভ, বাসনা ও পাপ বিনাশ করাই এই সকল আচরণের উদ্দেশ্য।

যে ব্যক্তি প্রশান্ত অন্তঃকরণে কায়োৎসর্গ করিতে পারেন, তিনি সামাজিক ব্রতধারী।

যে ব্যক্তি প্রতি অর্দ্ধমাসের সপ্তম এবং ত্রয়োদশ দিবসে অপরাহ্নে জিনমন্দিরে গমন করিয়া বাহ্য আচার পালন করেন এবং পান, ভোজন, আস্বাদন ও লেহন পরিত্যাগপূর্ব্বক উপবাসী থাকেন, সমস্ত সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ এবং সমস্ত রাত্রি ধর্ম্মচিন্তা করেন, প্রত্যূষে উঠিয়া সর্ব্ববিধ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করেন, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া দিনযাপন ও বন্দনার কার্য্য সমাপন করেন, রাত্রিকালেও উক্তরূপ আচরণ করেন এবং পরদিবস প্রাতঃকালে বন্দনা ও অর্চ্চনা পালন, এবং তিন সম্প্রদায়ভুক্ত অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া পরে নিজে ভোজন করেন, তাহাকে পোষধব্রতধারী বলা যাইতে পারে।

যে ব্যক্তি কোন সজীব পদার্থের পত্র, ফল, বল্কল, মূল অথবা পল্লব ভক্ষণ করেন না, তাঁহাকে সচিত্তবিরত কহে।

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে পান ভোজন করেন না বা অপরকে করান না, তাহাকে নিশিব্রতশ্রাবক কহে।

যে ব্যক্তি স্ত্রীবিষয়ে আসক্তিশূন্য, তাহাকে ব্রহ্মব্রতিশ্রাবক কহে।

যে ব্যক্তি নিজে কোন কার্য্যের ভারগ্রহণ করেন না কিম্বা অপরকে কোন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করেন না, তাহাকে ত্যক্তারম্ভ কহে।

যে ব্যক্তি পাপ বিবেচনায় সমস্ত বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাকে নির্গ্রন্থশ্রাবক কহে।

যে ব্যক্তি অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিয়া সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন করেন, কিন্তু সুখানুভব হইবে বলিয়া তাহা করেন না, তাহাকে অনুমননবিরত শ্রাবক কহে।

যিনি বিনা প্রার্থনায় অপরের নিকট হইতে শাস্ত্রবিহিত খাদ্য প্রাপ্ত হন, সেই খাদ্য যদি প্রস্তুতকালে ৯ প্রকার দোষ রহিত হয় এবং তাহা যদি কায়, বাক্য অথবা মন দ্বারাও আশা করা না হইয়া থাকে এবং সেই খাদ্য যদি তিনি ভক্ষণ করেন, তবে তাহাকে উদ্দিষ্টাহারবিরত কহে।

দিগম্বর যতির সম্বন্ধে ১০টী বিধি আছে—উত্তমক্ষমা, উত্তমমার্দ্দব, আর্জ্জব, শৌচ, সত্য, সংযম, তপ, ত্যাগ, আকিঞ্চন ও ব্রহ্মচর্য্য।

চূলিকা অর্থাৎ দ্বাদশ প্রকার তপ যথা—১ অনশন, ২ অবমোদর্য্য, ৩ বৃত্তিপরিসংখ্যান, ৪ রসপরিত্যাগ, ৫ বিবিক্তশয্যাসন, ৬ কায়ক্লেশ, ৭ প্রায়শ্চিত্ত (ইহা দশপ্রকার), ৮ বিনতি (৫ প্রকার), ৯ বৈয়াবৃত্ত, ১০ স্বাধ্যায়, ১১ কায়োৎসর্গ এবং ১২ ধ্যান। তপ অতিশয় ব্যাপক। সমিতিগুলি সংযমের অন্তর্গত। অন্যান্য গ্রন্থে লিখিত দিগম্বরদিগের বিধেয় আচারাবলী তপের কোন না কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মত। শ্বেতাম্বরদিগের প্রধান জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, প্রকৃত জৈনধর্ম্ম জানিতে হইলে এই কয়টী বিষয় প্রধানতঃ জানা আবশ্যক—

তত্ত্বস্বরূপ, কুদেবস্বরূপ, গুরুতত্ত্বস্বরূপ, কুগুরুস্বরূপ, ধর্ম্ম তত্ত্বস্বরূপ, গুণস্থান, সম্যক্‌দর্শন ও চারিত্রস্বরূপ। শ্রাবকাচার জানাও জৈনসাধুবৃন্দের অবশ্য কর্ত্তব্য।

তত্ত্বস্বরূপ। যে অষ্টাদশ গুণ থাকিলে জিনপদবাচ্য হইতে পারে, সেই অষ্টাদশ গুণকেই তত্ত্বস্বরূপ বা দেবতত্ত্বস্বরূপ বলা যায়। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। [তীর্থঙ্কর শব্দে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

কুদেব স্বরূপ। জৈনদিগের যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে—যে স্ত্রী, অস্ত্রশস্ত্র ও অক্ষমালাদি চিহ্নে কলঙ্কিত, নিগ্রহ ও অনুগ্রহপরায়ণ, শান্তপদ অতিক্রম করিয়া নৃত্য গীত, অট্টহাস, উপপ্লবাদি দোষে দূষিত, তাহা হইতে জীবের মুক্তি সম্ভবে না (৩৩)। অথবা যে স্ত্রীসঙ্গ, কাম, দ্বেষ, আয়ুধ, অক্ষসূত্রাদি, অশৌচ ও কমণ্ডলুধারণ করে, সেই কুদেব (৩৪)। এরূপ কুদেবকে পরমেশ্বর বা ভগবান্ বলা যাইতে পারে না, এই জন্যই হিন্দুদেবদেবী জৈনসমাজে কুদেব মধ্যে গণ্য। অনেকান্তজয়পতাকা, সম্মতিতর্ক, দ্বাদশারনয়চক্র, প্রমাণপরীক্ষা, ধর্ম্মসংগ্রহণী, তত্ত্বার্থসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে কুদেবের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বিচারিত হইয়াছে। মূল কথা কামী, ক্রোধী,

(৩৩) "যে স্ত্রীশস্ত্রাক্ষসূত্রাদিরাগাদ্যঙ্ককলঙ্কিতাঃ।
নিগ্রহানুগ্রহপরা স্তেদেবাঃ স্যুর্ন মুক্তয়ে॥"

(৩৪) "স্ত্রীসঙ্গঃ কামমাচষ্টে দ্বেষং চায়ুধসংগ্রহঃ।
ব্যামোহং চাক্ষসূত্রাদিরশৌচঞ্চ কমণ্ডলুঃ॥"

ছলী, ধূর্ত্ত, স্বস্ত্রী ও পরস্ত্রীগমনকারী, নর্ত্তক, গায়ক, ভস্মধারী, মালাজপকারী, যুদ্ধকারী, ডমরু আদি বাদ্যকারী, বর বা অভিশাপদাতা, বিনা প্রয়োজনে ক্লেশকারী এইরূপ ১৮টী লক্ষণের মধ্যে একটী লক্ষণ থাকিলেও তাহাকে কুদেব বলা যায়।

গুরুর স্বরূপ। যিনি অহিংসাদি পঞ্চমহাব্রত ধারণ ও পালন করেন, আপদে বিপদেও যিনি ধীর, ধর্ম্ম ও শরীর-রক্ষার্থ কেবলমাত্র ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য পরিমিত আহার করেন, রাত্রিকালের জন্য অন্নজল রাখেন না, ধর্ম্মসাধন উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া অপর কিছু সংগ্রহ করেন না, রাগদ্বেষাদি রহিত হইয়া জিনধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই গুরু-পদবাচ্য (৩৫)।

মহাব্রত। অহিংসা, সুনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং সর্ব্ব পরিগ্রহত্যাগ এই পঞ্চকার্য্যের নাম পঞ্চ মহাব্রত (৩৬)।

অহিংসা—ত্রস অর্থাৎ দ্বীন্দ্রিয়াদিজীব, পৃথিবীকায়, অপ্‌-কায়, অগ্নিকায়, পবনকায় ও বনস্পতিকায় এই পঞ্চপ্রকার স্থাবর জীব, প্রমাদপ্রযুক্তও এই সকল কোন জীবের প্রাণাতি-পাত না করাকেই অহিংসা বলে (৩৭)।

সুনৃত—যে কথা শুনিলে অপরের হর্ষ উদয় হয়, যে কথায় লোকের মঙ্গল ও পরিণাম সুন্দর হয়, তাহাই সুনৃত (৩৮)।

অস্তেয়—কোন প্রকার অদত্ত বস্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গ্রহণ না করাই অস্তেয়। অর্থ-ই মানবের বাহ্যপ্রাণ, অদত্ত অর্থ চুরি করিলেও মহাপাপ, কিন্তু তাহার ত্যাগ মহাব্রত বলিয়া গণ্য (৩৯)।

ব্রহ্মচর্য্য—দেব, তির্য্যক্ মনুষ্যাদি সম্বন্ধীয় কামভোগ করিয়া কায়মনোবাক্যে আঠার প্রকার মৈথুনপরিত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা যায় (৪০)।

অপরিগ্রহ—দ্রব্যক্ষেত্রকালভাবরূপ সকল বিষয়ের মোহ পরিত্যাগের নাম অপরিগ্রহ। কিন্তু যাহার নিকট আপন শরীর ভিন্ন আর কিছু নাই, তাহার মোহে চিত্তবিপ্লব ঘটে, সুতরাং জ্ঞান দ্বারা মমত্ব রহিত হইতে না পারিলে অপরিগ্রহ হয় না (৪১)।

ঐ পঞ্চ মহাব্রতের প্রত্যেকটীর আবার পাঁচটী করিয়া ভাবনা আছে, সেই ভাবনা সাধন করিতে না পারিলে মোক্ষপদ লাভ হয় না। সেই ভাবনার লক্ষণ এইরূপ—

অহিংসার ভাবনা—১ মনোগুপ্তি অর্থাৎ পাপ হইতে মনকে রক্ষা, ২ এষণাসমিতি অর্থাৎ আহারাদি চারি বস্তু ও ৪২ প্রকার দোষরাহিত্য, ৩ আদানসমিতি অর্থাৎ জীবহত্যা না হয় এরূপ ভাবে সাবধানে কোন কিছু ভূমিতে রাখা, ৪ দৃষ্ট-গ্রহণ অর্থাৎ চলিবার সময় যাহাতে কোনরূপ জীবহত্যা না হয়, এরূপ দেখিয়া পথে চলা। ৫ অন্নপানাগ্রহণ অর্থাৎ অন্ধকার স্থানে অন্নপান গ্রহণ না করা (৪২)।

দ্বিতীয় মহাব্রত সুনৃতেরও পঞ্চ ভাবনা। যথা—১ সর্ব্ব-প্রকারে হাস্যত্যাগ, ২ লোভত্যাগ, ৩ ভয়ত্যাগ, ৪ ক্রোধত্যাগ এবং ৫ বিচারপূর্ব্বক কথা বলা (৪৩)।

অস্তেয়েরও পঞ্চ ভাবনা—১ম গৃহস্বামীর আদেশ লইয়া তাঁহার গৃহে বাস, ২য় উপাশ্রয়ে স্বামীর আদেশ লইয়া মল মূলত্যাগ, ৩য় উপাশ্রয়ের ভূমির মর্য্যাদা স্থির করা, ৪র্থ পূর্ব্ববাসী সাধুর বিনাদেশে অন্য সাধু তাহার স্থানে বাস না করা এবং ৫ম গুরুর আদেশ ব্যতীত সাধু নিজ শিষ্যাদির নিকটও কোন দ্রব্য গ্রহণ না করা (৪৪)।

ব্রহ্মচর্য্যের এই পাঁচটী ভাবনা—১ম স্ত্রী, নপুংসক ও পশুগণ যে স্থানে থাকে, বসে বা যে ভিত্তিতে বাস করে অথবা যেখানে কেহ কামসেবন করে, সেই স্থান পরিত্যাগ, ২য় স্ত্রীলোকের সহিত প্রেমালাপ পরিত্যাগ, ৩য় দীক্ষা লইবার পূর্ব্বে গৃহস্থ অবস্থায় স্ত্রীসেবনাদি যাহা করা হইয়াছে, তাহা একবারও

(৩৫) "মহাব্রতধরা ধীরা ভৈক্ষমাত্রোপজীবিনঃ।
সামায়িকস্থা ধর্ম্মোপদেশকা গুরবো মতাঃ॥"

(৩৬) "অহিংসা সুনৃতাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ।
পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্যুক্তা ভাবনাভির্বিমুক্তয়ে॥"

(৩৭) "ন যৎ প্রমাদযোগেন জীবিতব্যপরোপণম্।
ত্রসানাং স্থাবরাণাঞ্চ তদহিংসাব্রতং মতং॥"

(৩৮) "প্রিয়ং পথ্যং বচস্তথ্যং সুনৃতব্রতমুচ্যতে।"

(৩৯) "অনাদানমদত্তস্যাস্তেয় ব্রতমুদীরিতং।
বাহ্যাঃ প্রাণানৃণামর্থো হরতাতুহতাহিতে॥"

(৪০) "দিব্যৌদারিককামানাং কৃতানুমতিকারিতৈঃ।
মনোবাক্কায়তস্ত্যাগো ব্রহ্মাষ্টদশধামতম্॥"

(৪১) "সর্ব্বভাবেষু মূর্চ্ছায়াস্ত্যাগস্যাদপরিগ্রহঃ।
যদি সৎস্বপি জীয়েত মূর্চ্ছয়া চিত্তবিপ্লবঃ॥"

(৪২) "মনোগুপ্ত্যেষণাদানৈর্য্যাভিঃ সমিতিভিঃ সদা।
দৃষ্টান্নপানগ্রহণে নাহিংসা ভাবয়েৎ সুধী॥"

(৪৩) "হাস্যলোভ ভয়ক্রোধপ্রত্যাখ্যানৈর্নিরন্তরম্।
আলোচ্যভাষণমপি ভাবয়েৎ সুনৃতং ব্রতম্॥"

(৪৪) "আলোচ্যাবগ্রহযাচ্ঞাভীক্ষ্ণাবগ্রহযাচনম্।
এতাবন্মাত্রমেবৈতদিত্যবগ্রহধারণম্॥
সমানধার্ম্মিকেভ্যশ্চ তথাবগ্রহযাচনম্।
অনুজ্ঞাপি তথা নাম্না সমমস্তেয়ভাবনা॥"

মনে না করা, ৪র্থ স্ত্রীর রমণীয় অঙ্গদর্শন অথবা অঙ্গসংস্কার-পরিত্যাগ, ৫ম স্নিগ্ধ, মধুর, রুক্ষ বা অধিক আহারত্যাগ (৪৫)। অর্থাৎ উদরকে ছয় ভাগ করিয়া তিনভাগ অন্ন, দুইভাগ জল এবং সুখে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার জন্য একভাগ খালি রাখা (৪৬)।

আকিঞ্চন্য বা অপরিগ্রহ ব্রতের পাঁচটী ভাবনা। স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ ও শব্দ এই ইন্দ্রিয়াত্মক অমনোজ্ঞ পাঁচ বিষয়ের অত্যন্তগার্দ্ধক্য পরিত্যাগ এবং স্পর্শাদি পাঁচ বিষয়ের দ্বেষ-পরিত্যাগ (৪৭)।

জৈনশাস্ত্রকারগণ লিখিয়াছেন, উক্ত পাঁচ মহাব্রত ও পঁচিশ ভাবনা যিনি পালন করিয়া চলেন, তিনি গুরুপদবাচ্য। এতদ্ভিন্ন গুরুর ৭৬টী চরণ ও করণ সংযুক্ত হওয়া চাই।

৭৬টী চরণ যথা—পঞ্চ প্রকার ব্রত, দশ প্রকার শ্রমণধর্ম্ম, সপ্তদশ প্রকার সংযম, দশপ্রকার বৈয়াবৃত্ত্য, নবপ্রকার ব্রহ্মচর্য্যগুপ্তি, তিনপ্রকার জ্ঞান, তিনপ্রকার দর্শন, তিন প্রকার চারিত্র, বারপ্রকার তপ, চারিপ্রকার ক্রোধাদি নিগ্রহ, এই সর্ব্বশুদ্ধ ৭৬ প্রকার।

ক্ষান্তি (ক্ষমা), মার্দ্দব, আর্জ্জব, মুক্তি, তপ, সংযম (ত্যাগবৃত্তি), সত্য, শৌচ, আকিঞ্চন ও ব্রহ্মচর্য্য এই দশটী শ্রমণ বা যতিধর্ম্ম (৪৮)। মতান্তরে ক্ষান্তি, মুক্তি, আর্জ্জব, মার্দ্দব, তপ, লাঘব, সংযম, বিযোগ, আকিঞ্চন ও ব্রহ্মচর্য্য এই দশটী যতিধর্ম্ম (৪৯)।

পাঁচ আশ্রবত্যাগ, পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহ, ক্রোধ মান মায়া ও লোভ এই চারি কষায় জয়, মন বচন ও কায় এই তিন দণ্ডের বিরতি, সপ্তদশ সংযম, পৃথিবী, উদক, অগ্নি, পবন, বনস্পতি, দ্বীন্দ্রিয়জীব, ত্রীন্দ্রিয়জীব, চতুরিন্দ্রিয়জীব ও পঞ্চেন্দ্রিয় জীব, দশপ্রকার অজীবসংযম, প্রেক্ষাসংযম, উপেক্ষা-সংযম, প্রমার্জ্জনসংযম, পরিষ্ঠাপনাসংযম, মনঃসংযম, বচনসংযম ও কায়সংযম এই ১৭ প্রকার সংযম (৫০)।

আচার্য্য, উপাধ্যায়, তপস্বী, শিষ্য, গ্লান (জ্বরাদি রোগ-সংযুক্ত সাধু), সাধু, সমনোজ্ঞ, সঙ্ঘ (অর্থাৎ সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা এই চারি সম্প্রদায়), কুল, গণ ও গচ্ছ, এই দশের যথাযোগ্য সেবাশুশ্রূষা ও পালন করার নাম ১০ দশ বৈয়াবৃত্ত্য (৫১)।

বসতি (অর্থাৎ যেখানে পশ্বাদি থাকে), স্ত্রীপ্রসঙ্গ, স্ত্রীস্পৃষ্ট, নিষিদ্ধস্থান, ইন্দ্রিয়, কুড্যান্তর. পূর্ব্বক্রীড়া, প্রণীত, অতি মাত্রাহার ও বিভূষণ, এই নয়টী ব্রহ্মচর্য্যের গুপ্তি (৫২)।

দ্বাদশাঙ্গ, দ্বাদশোপাঙ্গ, প্রকীর্ণক ও উত্তরাধ্যয়নাদিশাস্ত্র পাঠে যাহা দ্বারা জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্মক্ষয় হয় এবং যাহা দ্বারা যথার্থ বস্তুর বোধ জন্মে, তাহাই জ্ঞান। জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আশ্রব, সংবর, নির্জ্জরা, বন্ধ ও মোক্ষ এই নব তত্ত্বের (৫৩) উপর বিশ্বাস স্থাপন বা তত্ত্বরুচির নাম দর্শন।

সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্ম বুঝিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নাম চারিত্র। এই চারিত্র আবার দুই প্রকার—দেশবিরতি-চারিত্র ও বিরতিচারিত্র। অনশন (অনাহার), ব্রত, নানা-প্রকার অভিগ্রহকরণ, রসত্যাগ, কায়ক্লেশ ও সংলীন এই ছয় প্রকার বাহ্য তপ ; প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্ত্য, স্বাধ্যায়, ধ্যান ও ব্যুৎসর্গ এই ছয়প্রকার অভ্যন্তর তপ (৫৪)।

(৪৫) "স্ত্রীষণ্ডপশুমদ্বেশ্মাসনকুড্যান্তরোজ্‌ঝনাৎ।
সরাগস্ত্রীকথাত্যাগাৎ প্রাগ্‌রতস্মৃতিবর্জ্জনাৎ॥
স্ত্রীরম্যাঙ্গেক্ষণস্বাঙ্গসংস্কারপরিবর্জ্জনাৎ।
প্রণীতাত্যশনত্যাগাৎ ব্রহ্মচর্য্যন্তু ভাবয়েৎ॥"

(৪৬) "অদ্ধমসণস্‌স সব্বং জণস্‌স কুজ্জাদবস্‌সদোভাগে।
বাউপবিআরণট্‌ঠা ছজ্জায় উণগং কুজ্জা॥"

(৪৭) "স্পর্শে রসে চ গন্ধে চ রূপে শব্দে চ হারিণি।
পঞ্চস্বপীন্দ্রিয়ার্থেষু গাঢ়ং গার্দ্ধ্যস্য বর্জ্জনম্॥
এতেষ্বেবামনোজ্ঞেষু সর্ব্বথা দ্বেষবর্জ্জনম্।
আকিঞ্চন্যব্রতস্যৈবং ভাবনা পঞ্চ কীর্ত্তিতা॥"

(৪৮) "বয় সমণ ধম্মসংজম বেয়াবচ্চং চ বম্ভ গুত্তীউ।
নাণাই তিয়ং তব কো হ নিগ্‌গহাইং ই চরণমেয়ং॥"

(৪৯) "খন্তিয় মদ্দবজ্জব মুত্তী তব সংজমে য বোধব্বা।
সচ্চং সোয়ং আকিঞ্চণঞ্চ বম্ভং চ জইধম্মো॥"

(৫০) "পঞ্চাসবা বিরমণং পঞ্চিন্দিয়া নিগ্‌গহো কসায় জউ॥
দণ্ডত্তয়স্‌স বিরই সত্তরসহা সংজমো হোই॥"
"পুঢ়বি দগ অগণি মারুয় বণসই বি তি চউ পণিন্দি অজীবা।
পহু প্পেহমপজ্জণ পরিঠবণ মণো বঈ কাএ॥"

(৫১) "আয়রিয় উবজ্ঝাএ তবস্‌সি সেহে গিলাণ সাহুসু।
সমণোন্ন সংঘকুলগণ বেয়াবচ্চং হবই দসহা॥"

(৫২) "বসহি কহ নি সিহ্নিন্দিয় কুড্ডন্তর পুব্বকীলিয় পণীএ।
অইমায়াহার বিভূসণাই নব বম্ভ গুত্তীউ॥"

(৫৩) "জীবাজীবৌ পুণ্যপাপে আশ্রবঃ সংবরোপি চ।
বন্ধো নির্জ্জরণং মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যাধুনোচ্যতে॥"
(বিবেকবিলাস।)

শ্বেতাম্বরেরা উক্ত নবতত্ত্ব স্বীকার করেন। তাহাদের নবতত্ত্ব নামক গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে। কিন্তু দিগম্বরেরা সাতটী মাত্র তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি।

(৫৪) "অণসণ মূণোয়রিয়া বিত্তীসংখেবণ রসচ্চাউ
কায়কলেসো সংলীণয়া য বজ্জো তবো হোই॥
পায়চ্ছিত্তং বিণউ বেয়াবচ্চং তহেব সজ্ঝাউ।
জ্ঝাণং উসসগ্‌গোবিয় অব্‌ভিতরউ তবো হোই

জৈন সাধুগণের মতে যাহা নিত্য করা যায়, তাহা চরণ, এবং যাহা প্রয়োজন মত করা যায় ও প্রয়োজন না হইলে করা হয়না, তাহাকে করণ বলে।

৭৬ প্রকার করণ। যথা—৪ পিণ্ডবিশুদ্ধি, ৫ সমিতি, ১২ ভাবনা, ১২ প্রতিমা, ৫ ইন্দ্রিয়নিরোধ, ২৫ প্রতিলেখনা, ৩ গুপ্তি ও ৪ অভিগ্রহ (৫৫)।

আহার, উপাশ্রয়, বস্ত্র ও পাত্র এই চারি বস্তুর ৪২ প্রকার দূষণ রহিত করিয়া লওয়ার নাম পিণ্ডবিশুদ্ধি *।

সম্যক্ আগম অনুসারে প্রবৃত্তি-চেষ্টার নাম সমিতি। সমিতি আবার পাঁচপ্রকার—ঈর্যাসমিতি, ভাষাসমিতি, এষণা-সমিতি, আদাননিক্ষেপসমিতি ও পরিস্থাপনাসমিতি। জীব রক্ষার নিমিত্ত আগমানুসারে বলার নাম ঈর্যাসমিতি। পাপ রহিত, সন্দেহরহিত, আনন্দনীয় ও সুখদায়ী ভাষাপ্রয়োগের নাম ভাষাসমিতি। বিয়াল্লিশ প্রকার দূষণরহিত আহারাদি গ্রহণ করার নাম এষণাসমিতি। আসন, সংস্কার, পীঠ, ফলক, বস্ত্র, পাত্র ও দণ্ডাদি ভাল করিয়া দেখিয়া উপযোগপূর্ব্বক গ্রহণ করা ও রাখাকে আদাননিক্ষেপসমিতি এবং পুরীষ মূত্রাদি শরীরমল, অন্ন, জল, যাহা শরীরের অহিতকর, তাহা জীবরহিত ভূমিতে স্থাপন করাকে পরিস্থাপনাসমিতি বলে।

ভাবনা দ্বাদশ যথা—অনিত্যভাবনা, অশরণভাবনা, সংসার-ভাবনা, একত্বভাবনা, অন্যত্বভাবনা, অশুচিত্বভাবনা, আশ্রব-ভাবনা, সম্বরভাবনা, নির্জ্জরভাবনা, লোকস্বভাবভাবনা, বোধিদুর্ল্লভত্ব ভাবনা ও ধর্ম্মভাবনা।

দ্বাদশ প্রতিমা—একমাস হইতে সাতমাস পর্য্যন্ত এক একমাস বৃদ্ধি জানিয়া সাত প্রতিমা হইবে। তৎপরে অষ্ট প্রতিমা সপ্তদিবারাত্র, নবপ্রতিমা সপ্তদিবারাত্র, দশম প্রতিমা সপ্তদিবারাত্র, একাদশপ্রতিমা একদিবারাত্র এবং দ্বাদশপ্রতিমা একরাত্র প্রমাণ জানিবে। বর্ষাকালে প্রতিকর্ম্ম নাই, সুতরাং বর্ষাকালে প্রতিমা অঙ্গীকার করিতে হয় না। যে ব্যক্তি উক্ত দ্বাদশটী প্রতিমা অঙ্গীকার করেন, জৈনসমাজে তিনি সংহননধৃতিযুক্ত, মহাসত্ত্ব ও ভাবিতাত্মা বলিয়া গণ্য।

প্রবচনসারোদ্ধারবৃহদ্বৃত্তি ও ব্যবহারভাষ্যটীকায় উক্ত প্রতিমার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে।

ইন্দ্রিয়নিরোধ—পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং স্পর্শাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিষয়ের নিরোধের নাম ইন্দ্রিয়নিরোধ। জৈন সাধুগণ বলিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয় নিরোধ না হইলে সংসারসাগর হইতে মুক্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই।

গুপ্তি—মনোগুপ্তি, বচনগুপ্তি ও কায়গুপ্তি এই তিন গুপ্তি। গুপ্তির স্বরূপ অশুভ মন, বচন ও কায়ার নিরোধ এবং শুভ মন, বচন ও কায়ার প্রবৃত্তিকরণ। মনোগুপ্তি আবার তিন প্রকার—১ম আর্ত্তরৌদ্রধ্যানানুবন্ধী কল্পনার বিয়োগ; ২য় শাস্ত্রানুযায়ী পরলোকসাধন ধর্ম্মধ্যানানুবন্ধী মাধ্যস্থ পরিণতি; ৩য় সম্পূর্ণ শুভাশুভ মনোবৃত্তির নিরোধ ও অযোগী গুণহীনাবস্থায় স্বাত্মারামরূপতা।

দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব অনুসারে অভিগ্রহ (প্রতিজ্ঞা) চারিপ্রকার। প্রবচনসারোদ্ধারবৃত্তিতে এতৎসম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

জৈনতত্ত্বাদর্শে লিখিত আছে,—পূর্ব্বকালে যেরূপ গুরু-স্বরূপ ছিল, (যাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে) এখন সেরূপ দেখা যায় না, তাহা বলিয়া এখন কি গুরু স্বীকার করা হইবে না? পূর্ব্বকালে চতুর্দ্দশপূর্ব্বীই শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করি-তেন, তাহা বলিয়া কি যাহারা নিশীথ, মধ্যম আচারপ্রকল্প বা বৃহৎকল্পসূত্র পাঠ করিয়াছেন, তাহারা কি শাস্ত্রমর্ম্ম ব্যক্ত করিতে পারিবেন না? পূর্ব্বকালে আচারাঙ্গসূত্রের শস্ত্র-প্রজ্ঞা অধ্যয়ন করিয়া ছেদোপস্থাপনীয় চারিত্র স্থাপন করিত, এখন কি দশবৈকালিক সূত্রের ষষ্ঠ জীবনীয় অধ্যয়ন পাঠ করিয়া কেন না স্থাপন করিতে পারিবে? আমগন্ধিসূত্রের পঞ্চম উদ্দেশ অনুসারে পূর্ব্বে মুনি (জৈন সাধু) আহার গ্রহণ করিতেন, এখন কি পিণ্ডেষণা অধ্যয়ন অনুসারে গ্রহণ করিতে পারিবে না? পূর্ব্বে প্রথমে আচারাঙ্গ তৎপরে উত্তরাধ্যয়ন পাঠ করিত, তাহা বলিয়া কি এখন দশবৈকা-লিকের পর আর কিছু পড়িতে পারিবে না? পূর্ব্বে ছয় মাস তপের প্রায়শ্চিত্ত ছিল, এখন কি তৎপরিবর্ত্তে নিবীপ্রমুখ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবে না? পূর্ব্বকালের মুনির বৃত্তি না থাকিলেও অবশ্যই আচার্য্য বা সাধু মানিতে হইবে, নহিলে ধর্ম্মরক্ষা হইবে না। জীবানুশাসন-চূর্ণীতে লিখিত আছে—সংযমই প্রধান উপায়। যিনি সংযম লাভ করিয়াছেন, তাহার মূলোত্তরগুণে দোষ স্পৃষ্ট হইলেও তৎকাল চারিত্র নষ্ট হয় না। ব্যবহার অনুসারে ব্রত ভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু বহু অতিচারেও সংযম যায় না। এজন্য বকুশ

(৫৫) "পিণ্ডবিসোহী সমিঈ ভাবণ পড়িমায় ইন্দিয় নিরোহো।। পড়িলেহণ গুত্তীউ অভিগ্গহ চেব করণং তু॥"

* ভদ্রবাহুকৃত পিণ্ডনির্যুক্তি, মলয়গিরিকৃত তট্টীকা, জিনবল্লভসূরি কৃত পিণ্ডবিশুদ্ধিগ্রন্থ, জিনপতিসূরিকৃত পিণ্ডবিশুদ্ধি টীকা, নেমিচন্দ্র সূরি কৃত প্রবচনসারোদ্ধার ও সিদ্ধসেনসূরিকৃত তাহার টীকা এবং হেমচন্দ্র রচিত যোগশাস্ত্রে পিণ্ডবিশুদ্ধির বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

নির্গ্রন্থের সেবা করা বিধেয় (৫৬)। যে এখন সাধু না মানে, তাহার মিথ্যাদৃষ্টি ঘটে। ভগবতীসূত্রের পঞ্চবিংশশতকে ষষ্ঠ উদ্দেশের সংগ্রহণীকার অভয়দেব সূরি লিখিয়াছেন—

বকুশ, শবল ও কর্বুর এই তিন একার্থবাচী, নির্গ্রন্থকে বুঝায়। এখন ভারতবর্ষে বকুশ ও কুশীল এই দুইপ্রকার নির্গ্রন্থ আছে, পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার নির্গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। বকুশ নির্গ্রন্থ দুইপ্রকার—উপকরণবকুশ ও শরীর-বকুশ। যিনি বস্ত্রপাত্রাদি উপকরণ দ্বারা বিভূষিত হন, তাঁহাকে উপকরণ-বকুশ এবং যিনি হস্তপদ নখ মুখাদি অবয়ব বিভূষিত করেন, তিনি শরীরবকুশ। উভয় বকুশের আবার পাঁচ ভেদ আছে; যথা—আভোগবকুশ, অনাভোগবকুশ, সংবৃতবকুশ, অসংবৃতবকুশ এবং সূক্ষ্মবকুশ (৫৭)।

যাহার চারিত্র কুৎসিত তাঁহাকে কুশীল নির্গ্রন্থ বলা যায়। কুশীল দুইপ্রকার—প্রতিসেবনাকুশীল ও কষায়কুশীল। দুইটী আবার জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র, তপ ও সূক্ষ্ম ভেদে পাঁচপ্রকার।

আধুনিক জৈনশাস্ত্রকারদিগের মতে যতদিন পৃথিবীতে বকুশ ও কুশীল নির্গ্রন্থ বর্ত্তমান, ততদিন জৈন ধর্ম্ম থাকিবে*।

কুগুরু। জৈনশাস্ত্রকারগণের মতে—যে সকল বিষয়ের অভিলাষ করে, সর্ব্ব দ্রব্য ভোজন করে, যে পুত্র কলত্রাদির সহিত বাস করে, যে ব্রহ্মচর্য্য করে না এবং মিথ্যা উপদেশ দিয়া থাকে, তাহাকে কুগুরু বলা যায় (৫৮)।

শ্বেতাম্বরেরা বলিয়া থাকেন, কুগুরুর মিথ্যা উপদেশ হইতে ৩৬৩ প্রকার মত উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্রিয়াবাদীর ১৮০, অক্রিয়াবাদীর ৮০, অজ্ঞানবাদীর ৬৭ এবং বিনয়বাদীর ৩২ মত। ক্রিয়াবাদীরা বলিয়া থাকে যে কর্ত্তা ভিন্ন পুণ্যবন্ধাদি ক্রিয়া হয় না, এই জন্য আত্মার সমবায় সম্বন্ধই ক্রিয়া। আত্মাদি নব পদার্থ অর্থাৎ জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জ্জর, পুণ্য, পাপ ও মোক্ষ এই নব পদার্থ, এতন্মধ্যে জীব আবার স্বতঃ ও পরতঃ এই দুই প্রকার, তাহা আবার নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। শেষে ঐ দ্বিবিধই আবার কাল, ঈশ্বর, আত্মা, নিয়তি ও স্বভাব ভেদে পাঁচপ্রকার।

অক্রিয়াবাদীরা বলে, পুণ্য পাপ বলিয়া কিছুই নাই, পুণ্য পাপ বলিলেই কোন পদার্থকে বুঝায়, কিন্তু জগতের সর্ব্ব পদার্থই অস্থির, উৎপত্তির পর বিনাশ হইয়া থাকে। অক্রিয়াবাদীরা আত্মাকে মানে না। তাহাদের ৮৪ প্রকার মত যথা—জীব, অজীব, আশ্রব, সংবর, নির্জ্জরা, বন্ধ ও মোক্ষ এই ৭টী তত্ত্ব, জীবাদি প্রত্যেকটী স্ব ও পরভেদে দ্বিবিধ, ঐ গুলি কাল, ঈশ্বর, আত্মা, নিয়তি, স্বভাব ও যদৃচ্ছাভেদে প্রত্যেকটী আবার ছয়প্রকার; মোট ৮৪ প্রকার অক্রিয়াবাদীর মত।

অজ্ঞানবাদীরা বলে জ্ঞান ভাল নহে, যখন জ্ঞান জন্মে, তখন পরস্পর বিবাদ বাঁধে, বিবাদ বাঁধিলে চিত্ত মলিন হইবে, চিত্ত মলিন হইলে সংসারের বৃদ্ধি হইবে, পুরুষের মনে অভিমান আসিবে। কেহ কিছু ভুল বলিলে সে অভিমানে তাহাকে দুই কথা শুনাইয়া দিবে, তাহাতে ক্রমে অহঙ্কার বাড়িবে, চিত্তের মলিনতাক্রমে মহাপাপ উৎপন্ন হইবে, অতএব জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ হয় না। অজ্ঞানই মোক্ষগামী। জীবাদি নব পদার্থ এবং ১ সত্ত্ব, ২ অসত্ত্ব, ৩ সদসত্ত্ব, ৪ অবাচ্যত্ব, ৫ সদবাচ্যত্ব, ৬ অসদবাচ্যত্ব ও ৭ সদসদবাচ্যত্ব ভেদে প্রত্যেকটী ৭ প্রকার; এই হইল ৬৩। তৎপরে সত্ত্ব, অসত্ত্ব, সদসত্ত্ব, অবাচ্যত্ব, এই চারি বিকল্প যোগ করিলে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৭ প্রকার অজ্ঞানবাদীর মত।

বিনয়বাদীরা বলে, কেবল বিনয় হইতেই মোক্ষ হয়। সুর, রাজা, জাতি, জ্ঞাতি, স্থবির, অধম, মাতা ও পিতা এই আটটী আবার মন, বচন, কায় ও দেশ কালভেদে চারি প্রকার, মোট ৩২ প্রকার বিনয়বাদীর মত। ইহারা লিঙ্গ ও শাস্ত্র স্বীকার করে না।

উক্ত ৩৬৩ প্রকার মতাবলম্বীই কুগুরু বলিয়া গণ্য।

শ্বেতাম্বর আচার্য্যদিগের মতে বৌদ্ধ*, নৈয়ায়িক†,

(৫৬) "জা সংজময়া জীবে সু তাব মূলে গুণুত্তর গুণায়।
ইত্তরিয়চ্ছেয় সংজম নিয়ণ্ঠবউ সা পড়িসেবী॥"
(জীবানুশাসনসূত্রবৃত্তি।)

(৫৭) "উবগরণসরীরেসু সুনো দুহা দুবিহোবি হোই পঞ্চবিহো।
অভোগ অণাভোগ অসংবুড় সংবুড়ে সুহমে॥"
(জৈনতত্ত্বাদর্শ ধৃত গাথা।)

(৫৮) "সর্ব্বাভিলাষিণঃ সর্ব্বভোজিনঃ সপরিগ্রহাঃ।
অব্রহ্মচারিণো মিথ্যোপদেশাগুরবো মতাঃ॥"

* জৈন মতে, গুরুতত্ত্বস্বরূপ বিস্তৃতভাবে জানিতে হইলে এই সকল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—আচারাঙ্গসূত্র, ভগবতীসূত্র, ওঘনির্যুক্তি, কল্পসূত্র, জিতকল্প-বৃত্তি, দশবৈকালিকসূত্র, নিশীথভাষ্যচূর্ণী, বৃহৎকল্পভাষ্যবৃত্তি, মহাকল্প-সূত্র, মহানিশীথসূত্র, হরিভদ্রের আবশ্যকসূত্রভাষ্য ও কল্পসংগ্রহ প্রভৃতি।

* নন্দীসিদ্ধান্ত, সম্মতিতর্ক, দ্বাদশারনয়চক্র, অনেকান্তজয়পতাকা, স্যাদ্বাদরত্নাকর, স্যাদ্বাদরত্নাকরাবতারিকা প্রভৃতি জৈনগ্রন্থে বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইয়াছে।

† জৈনদিগের মধ্যেও অনেক নৈয়ায়িক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীকণ্ঠভয়তিলকোপাধ্যায় কৃত ন্যায়ালঙ্কারবৃত্তি, ভাসর্ব্বজ্ঞ কৃত ন্যায়সার (ইহার ১৮ খানি টীকা আছে, তন্মধ্যে ন্যায়ভূষণ নামক টীকা প্রসিদ্ধ) এবং জয়ন্তরচিত ন্যায়কলিকা পাওয়া যায়। জৈন নৈয়ায়িকেরা আবার হিন্দু নৈয়ায়িকদিগের দোষ দিতে ছাড়েন নাই। সম্মতিতর্ক, নন্দীসিদ্ধান্ত, ন্যায়কুমুদচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থে নৈয়ায়িক মতের খণ্ডন আছে।

বৈশেষিক ‡, সাংখ্য §, মীমাংসক ¶, চার্ব্বাক** প্রভৃতি কুগুরুর মত।

ধর্ম্মের স্বরূপ। যে আত্মাকে দুর্গতিতে পড়িতে দেয় না, দুর্গতি হইতে আত্মাকে ধরিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম তিন প্রকার—সম্যক্‌জ্ঞান, সম্যক্‌দর্শন, সম্যক্‌চারিত্র। ন্যায়-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে সপ্ত বা নব তত্ত্ব অল্পই হউক আর বিস্তর করিয়াই হউক, তাহার যে সম্যক্ বোধ, তাহাকেই সম্যক্‌জ্ঞান বলে (৫৯)।

জীব। নবতত্ত্বের মধ্যে জীব প্রথম। জৈনমতে আত্মা, জীব বা প্রাণী একই। যে বেদনীয়াদি কর্ম্মের কর্ত্তা, কর্ম্ম ফলের ভোক্তা, কর্ম্মবিপাকে যে ভ্রমণকারী, সম্যক্ জ্ঞানাদি তিন রত্ন উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়া কর্ম্মাংশ দূর করিয়া যে নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ, তাহাই আত্মা বা জীব, অন্য লক্ষণকে আত্মা বলা যায় না (৬০)।

‡ শ্রীধরাচার্য্য কৃত প্রমাণকন্দলী, ব্যোমশিবাচার্য্যকৃত ব্যোমবতী-টীকা ও শ্রীবৎসাচার্য্যকৃত লীলাবতীটীকা জৈনমধ্যে প্রসিদ্ধ। স্যাদ্বাদমঞ্জরী-টীকা ও আপ্তমীমাংসায় বৈশেষিকমতের খণ্ডন আছে।

§ জৈনদিগের মতে সাংখ্য দুইপ্রকার এক প্রাচীন অপর নবীন। নবীন সাংখ্যেরই অপর নাম পাতঞ্জল। প্রাচীন সাংখ্য ঈশ্বর মানেন না, নবীন সাংখ্য ঈশ্বর স্বীকার করেন।

¶ সম্মতিতর্ক, স্যাদ্বাদরত্নাকর, আপ্তমীমাংসা প্রভৃতি অনেক জৈন গ্রন্থে মীমাংসক, বৈদান্তিক, চার্ব্বাক প্রভৃতি মত খণ্ডিত হইয়াছে।

** শীলতরঙ্গিণী নামক জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে, বৃহস্পতি নামে এক ব্রাহ্মণ ও তাহার এক বালবিধবা ভগিনী ছিল। সেই বালবিধবার শ্বশুরকুলে কেহই ছিল না, কাজেই তাহাকে ভ্রাতার কাছে আসিয়া থাকিতে হয়। এদিকে তাহার ভ্রাতৃজায়ারও মৃত্যু হইয়াছিল। কিছুদিন পরে ভগিনীর অনুপমরূপে মুগ্ধ হইয়া বৃহস্পতির হৃদয়ে কামতৃষা বলবতী হইল। তিনি একদিন ভগিনীর সহবাস প্রার্থনা করিলেন। প্রথমে ভগিনী লোকনিন্দা ও ধর্ম্মের ভয় দেখাইয়া অসম্মত হইল। বৃহস্পতি স্থির করিলেন যে উহার মন হইতে পাপের ভয় দূর করিতে না পারিলে তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি বৃহস্পতিসূত্র রচনা করিয়া তাহা ভগিনীকে শুনাই-লেন। তখন ভগিনীর পাপভয় দূর হইল এবং ভ্রাতার সহবাস করিতে অস-ম্মত হইল না। ক্রমে তাহাদের আচরণ সকলেই জানিতে পারিল এবং সকলেই তাহাদের নিন্দা করিতে লাগিল। বৃহস্পতিও সর্ব্বসমক্ষে নিজ মতের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে অনেকে তাহার মতাবলম্বী হইল। এইরূপে চার্ব্বাকমতের উৎপত্তি হয়।

(৫৯) "যথাবস্থিততত্ত্বানাং সংক্ষেপাদ্বিস্তরেণ বা।
যোঽববোধস্তমত্রাহুঃ সম্যক্‌জ্ঞানং মনীষিণঃ॥"

(৬০) "যঃ কর্ত্তা কর্ম্মভেদানাং ভোক্তা কর্ম্মফলস্য চ।
সংসর্ত্তা পরিনির্ব্বাতা সহ্যাত্মা নান্যলক্ষণঃ॥"

শুদ্ধাম্ভোনিধি-গন্ধহস্তীমহাভাষ্য প্রভৃতি জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে, আত্মা বা জীব সর্ব্বব্যাপীও নহে, একান্ত নিত্য কূটস্থ নহে, একান্ত নিত্যক্ষণিকও নহে, কিন্তু শরীরমাত্র-ব্যাপী কথঞ্চিৎ নিত্যানিত্যরূপী। স্যাদ্বাদরত্নাকর, অনেকান্ত-জয়পতাকা প্রভৃতি গ্রন্থে আত্মা বা জীবের সর্ব্বব্যাপিত্ব খণ্ডন ও সংস্থান বর্ণিত আছে।

জৈনশাস্ত্রমতে জীব বা আত্মা দুই প্রকার—এক মুক্ত, অপর সংসারী। এই দুই প্রকার জীবই অনাদি অনন্ত, জ্ঞান-দর্শন উভয়ের লক্ষণ। এতন্মধ্যে মুক্ত জীব একস্বভাব, জন্মাদি ক্লেশবর্জ্জিত, অনন্তদর্শন, অনন্তজ্ঞান, অনন্তবীর্য্য, অনন্ত আনন্দময় স্বরূপে অবস্থিত, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন ও জ্যোতিঃস্বরূপ।

সংসারী জীব দুই প্রকার এক স্থাবর, অপর ত্রস। স্থাবর জীব আবার পঞ্চবিধ—পৃথিবীকায়, অপ্‌কায়, তেজস্কায়, বায়ু-কায় ও বনস্পতিকায়। স্থাবর জীব প্রধানতঃ একেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট। ত্রস জীবও চারি প্রকার—দ্বীন্দ্রীয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরি-ন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয়।

স্থাবর ও ত্রস জীবের ছয় পর্য্যাপ্তি আছে। যথা—আহার-পর্য্যাপ্তি, শরীরপর্য্যাপ্তি, ইন্দ্রিয়পর্য্যাপ্তি, শ্বাসোচ্ছ্বাসপর্য্যাপ্তি, ভাষাপর্য্যাপ্তি ও মনঃপর্য্যাপ্তি। আহারগ্রহণের যে শক্তি তাহার নাম আহারপর্য্যাপ্তি, শরীররচনার যে শক্তি তাহার নাম শরীরপর্য্যাপ্তি, ইন্দ্রিয়রচনা করিবার শক্তির নাম ইন্দ্রিয়-পর্য্যাপ্তি। এইরূপে অপর পর্য্যাপ্তির নাম হইয়াছে। যে জীবের ঐ ছয় পর্য্যাপ্তি নাই, তাহাকে অপর্য্যাপ্তি বলে। দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয় ও চতুরিন্দ্রিয় জীব মন ব্যতীত পাঁচ পর্য্যাপ্তি এবং পঞ্চেন্দ্রিয় জীবের ছয় পর্য্যাপ্তি আছে। পৃথিবীকায়, অপ্‌কায়, তেজস্কায় ও বায়ুকায় এই চতুর্ব্বিধ মধ্যে অসংখ্য জীব আছে।

স্থাবর ও ত্রস জীব জঘন্য, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে ১৪ প্রকার জঘন্য, ৫৬৩ প্রকার মধ্যম এবং উত্তম অনন্ত। মধ্যমের মধ্যে ১৪ নরকবাসী, ৪৮ প্রকার তির্য্যগ্‌বাসী, ৩০৩ প্রকার মনুষ্যযোনি এবং ১৯৮ প্রকার দেবযোনি।

অজীব। জীব লক্ষণের বিপরীত জড় স্বরূপকে অজীব বলে। অজীব দ্রব্য পাঁচ প্রকার—ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তি-কায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায় ও কাল। ধর্ম্মাস্তিকায় লোকব্যাপী, নিত্য, অবস্থিত, অরূপী, অসংখ্যপ্রদেশী, জীব ও পুদ্গলের গতি অবষ্টম্ভক। মনে কর মাছ জলে আপন শক্তিতে সাঁতার দিতেছে, কিন্তু তাহার অপেক্ষা-কারণ জল, ঐরূপ জীব ও পুদ্গলের গতির সাহায্যকারী ধর্ম্মাস্তি-

কায়*। অধর্ম্মাস্তিকায়ের স্বরূপ ধর্ম্মাস্তিকায়ের মত জানিতে হইবে। মনে কর একজন পথিক চলিতে চলিতে একস্থানে এক বৃক্ষের ছায়া পাইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। সে আপনি বসিল বটে, কিন্তু আশ্রয় না পাইলে সেখানে বসিতে পারিত না, সেইরূপ জীব আপনি পুদ্গলে অবস্থিত হন, কিন্তু তাহার অপেক্ষাকারণ অধর্ম্মাস্তিকায়।

আকাশাস্তিকায়ও পূর্ব্ববৎ জানিতে হইবে। বিশেষ এই ইহা লোকালোকসর্ব্বব্যাপী। ইহার লক্ষণ অবগাহদান, জীব ও পুদ্গলের থাকিবার অবকাশদাতা।

পুদ্গলাস্তিকায় পরমাণুর নাম পুদ্গল। যে পরমাণুর ঘটাদি কার্য্য তাহাকেও পুদ্গল বলে। এক এক পরমাণুর এক বর্ণ, এক রস, এক গন্ধ ও দুই স্পর্শ হইয়া থাকে। বর্ণ হইতেই বর্ণান্তরে, রস হইতে রসান্তরে, গন্ধ হইতে গন্ধান্তরে এবং স্পর্শ হইতে স্পর্শান্তরে পরিণত হয়। এইরূপ পরমাণু দ্রব্য অনাদি অনন্ত। পর্য্যায় স্বরূপ আদি ও সান্তই পরমাণুর কার্য্য প্রবাহক্রমে অনাদি অনন্ত হইয়া পড়ে। বনস্পতি প্রভৃতি পরিণামান্তরপ্রাপ্ত পৃথিবীই পুদ্গল। সকল পুদ্গল দ্রব্যে কৃষ্ণ, নীল, রক্ত, পীত ও শুক্ল এই পঞ্চ বর্ণ; তীক্ষ্ণ, কটু, কষায়, তিক্ত ও মিষ্ট এই পঞ্চ রস; সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এই দুই প্রকার গন্ধ; কঠোর, সুকোমল, হাল্কা, ভারী, শীত ও উষ্ণ, চিক্কণ ও রুক্ষ এই অষ্ট স্পর্শ হইয়া যায়। এ ছাড়া আর যে বর্ণাদি হয়, তাহাও ঐ সকল মিলিত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব ইত্যাদি মিলিত হইয়া বিচিত্র পরিণাম ঘটে।

সিদ্ধসেনদিবাকর কৃত সম্মতিতর্ক গ্রন্থে কাল, স্বভাব, নিয়তি, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ও পুরুষাকার অজীবের এই পাঁচ প্রকার ভেদ লিখিত লইয়াছে।

পুণ্য। জৈনশাস্ত্রে পুণ্য উপার্জ্জনের ৯টী কারণ লিখিত আছে—

অন্নপুণ্য অর্থাৎ আহারদান, পানপুণ্য অর্থাৎ পানীয় জলদান, বস্ত্রপুণ্য অর্থাৎ বস্ত্রদান, লেনপুণ্য অর্থাৎ থাকিবার স্থানদান, শয়নপুণ্য অর্থাৎ শয্যা বা আসনদান, মনপুণ্য অর্থাৎ গুণিজনকে দেখিয়া মনসন্তোষ, বচনপুণ্য অর্থাৎ গুণিলোকের প্রশংসা, কায়পুণ্য অর্থাৎ শরীরের সেবা ও নমস্কারপুণ্য অর্থাৎ গুরুজনকে নমস্কার (৬১)।

* জৈনশাস্ত্র অতি উত্তমরূপে জানা না থাকিলে ধর্ম্মাস্তিকায়ের প্রকৃত তত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারা যায় না।

(৬১) "অন্নপুন্নে পাণপুন্নে বচ্ছপুন্নে লেনপুন্নে শয়নপুন্নে মনপুন্নে বয়পুন্নে কায়পুন্নে নমক্কারপুন্নে।" স্থানাঙ্গসূত্র।

পুণ্যের ফল ৪২ প্রকার। যথা ১ শাতাবেদনীয়, ২ উচ্চগোত্র, ৩ মনুষ্যগতি, ৪ দেবগতি. ৫ মনুষ্যানুপূর্ব্বী, ৬ দেবানুপূর্ব্বী, ৭ পঞ্চেন্দ্রিয়জাতি, ৮ ঔদারিক, ৯ বৈক্রিয়ক, ১০ আহারক, ১১ তৈজস, ১২ কার্ম্মণ (শেষোক্ত পঞ্চ) শরীর, ১৩ ঔদারিক অঙ্গোপাঙ্গ, ১৪ বৈক্রিয় অঙ্গোপাঙ্গ, ১৫ আহারক-অঙ্গোপাঙ্গ, ১৬ বজ্রঋষভনারাচসংহনন, ১৭ সমচতুরস্রসংস্থান, ১৮ বর্ণকৃষ্ণাদিক, ১৯ রসতিক্তাদিক, ২০ গন্ধসুরভ্যাদিক, ২১ স্পর্শমৃদ্বাদিক (শেষোক্ত চার) প্রকৃতি, ২২ অগুরুলঘু, ২৩ পরাঘাত, ২৪ উচ্ছাসনলব্ধি, ২৫ আতপ, ২৬ উদ্যোত, ২৭ সুবিহায়োগতি, ২৮ নির্ম্মাণ, ২৯ ত্রস, ৩০, বাদর, ৩১ পর্য্যাপ্ত, ৩২ প্রত্যেক, ৩৩ স্থির, ৩৪ শুভ, ৩৫ সুভগ, ৩৬ সুস্বর, ৩৭ আদেয়, ৩৮ যশ, ৩৯ তীর্থঙ্কর, ৪০ তির্য্যগায়ু, ৪১ মনুষ্যায়ু ও ৪২ দেবায়ু।

পাপ। পুণ্যের বিপরীত নরকাদি ফলের প্রবর্ত্তকের নাম পাপ, ইহা আত্মার সহিত সম্বন্ধ ও কর্ম্মপুদ্গলরূপ।

পাপ ১৮ প্রকারে বাঁধা, তাহা আবার ৮২ ভাগে বিভক্ত। যথা ৫ জ্ঞানাবরণ, ৫ অন্তরায়, ৯ দর্শনাবরণ, ২৬ মোহিনীপ্রকৃতি, ৩৪ নামকর্ম্মপ্রকৃতি, ১ আশাতাবেদনীয়, ১ নরকায়ু, ও ১ নীচগোত্র।

প্রথমতঃ জ্ঞান পাঁচপ্রকার—অভিজ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান, অবধিজ্ঞান, মনঃপর্য্যয়জ্ঞান ও কেবলজ্ঞান, এই পাঁচজ্ঞানের যাহা আবরণ তাহার নাম জ্ঞানাবরণ। জ্ঞানাবরণ পাঁচপ্রকার—মতিজ্ঞানাবরণ, শ্রুতজ্ঞানাবরণ, অবধিজ্ঞানাবরণ, মনঃপর্য্যয়জ্ঞানাবরণ ও কেবলজ্ঞানাবরণ। যাহার উদয়ে মতি প্রতিভাহীন হইয়া পড়ে, তাহাকে মতিজ্ঞানাবরণ, যাহার উদয়ে পঠনকালে জীবের মনে কিছুই আসেনা, তাহাকে শ্রুতজ্ঞানাবরণ, যাহার উদয়ে অবধিজ্ঞান হয় না, তাহাকে অবধিজ্ঞানাবরণ, যাহার উদয়ে মনঃপর্য্যয়জ্ঞান নষ্ট হয়, তাহাকে মনঃপর্য্যয়জ্ঞানাবরণ এবং যাহার উদয়ে কেবলজ্ঞান হয় না, তাহাকে কেবলজ্ঞানাবরণ বলে। জ্ঞানাবরণের ঐ পাঁচ প্রকৃতিই পাপরূপ জানিবে।

পাঁচপ্রকার অন্তরায়কর্ম্ম যথা—দানান্তরায়, লাভান্তরায়, ভোগান্তরায়, উপভোগান্তরায় এবং বীর্য্যান্তরায় এই পঞ্চবিধ প্রকৃতিই পাপরূপ।

দর্শনাবরণ কর্ম্মের ৯ প্রকৃতি যথা—১ চক্ষুদর্শনাবরণ, ২ অচক্ষুদর্শনাবরণ, ৩ অবধিদর্শনাবরণ ও ৪ কেবলদর্শনাবরণ, এ ছাড়া পঞ্চ নিদ্রা। পঞ্চ নিদ্রা যথা ১ নিদ্রা, ২ নিদ্রানিদ্রা, ৩ প্রচলা, ৪ প্রচলাপ্রচলা, ৫ স্ত্যানর্দ্ধি। যে চৈতন্যকে অতি কুৎসিত করিয়া ফেলে, তাহাকে নিদ্রা, সামান্য করতালীর

শব্দে এই নিদ্রাভঙ্গ হয়। যে নিদ্রা সহজে ভঙ্গ হয় না, তাহার নাম নিদ্রানিদ্রা। খড়ের উপর বসিয়াও সুখে যে নিদ্রা হয়, তাহার নাম প্রচলা। চলিতে চলিতে যে নিদ্রা হয়, তাহার নাম প্রচলাপ্রচলা। আত্মার শক্তি যে নিদ্রায় পিণ্ডীভূত হয়, তাহার নাম স্ত্যানর্দ্ধি। যে কর্ম্ম দ্বারা ঐরূপ নিদ্রা আসে, তাহাকে স্ত্যানর্দ্ধিকর্ম্ম বলে। এইরূপ নিদ্রাবস্থায় জীব বহু কার্য্য সমাধা করে বটে, কিন্তু তাহার কোন সংবাদ রাখেনা।

মোহ। যদ্দ্বারা তত্ত্বার্থশ্রদ্ধায় বিপরীত ফল উৎপাদন করে, তাহাই মোহ। মোহ কর্ম্মের উত্তরপ্রকৃতি মিথ্যাত্ব। এই মিথ্যাত্ব অভিগ্রহিক, অনভিগ্রহিক, সাংসারিক, অভিনিবেশিক ও অনাভোগাদি ভেদে বহুপ্রকার। কষায় মোহ ১৬ প্রকার—অনন্তানুবন্ধী ক্রোধ, অনন্তানুবন্ধী মান, অনন্তানুবন্ধী মায়া, অনন্তানুবন্ধী লোভ, অপ্রত্যাখ্যানী ক্রোধ, অপ্রত্যাখ্যানী মান, অপ্রত্যাখ্যানী মায়া, অপ্রত্যাখ্যানী লোভ, প্রত্যাখ্যানী ক্রোধ, প্রত্যাখ্যানী মান, প্রত্যাখ্যানী মায়া, প্রত্যাখ্যানী লোভ, সংজ্বলনক্রোধ, সংজ্বলন মান, সংজ্বলন মায়া এবং সংজ্বলন লোভ।

এতদ্ভিন্ন নোকষায় অর্থাৎ সহকারী মোহনীয়-প্রকৃতি নয় প্রকার যথা—১ স্ত্রীবেদ অর্থাৎ স্তনকক্ষাদি স্পর্শন দ্বারা স্ত্রীজ্ঞান, ২ পুরুষবেদ অর্থাৎ পুরুষ কর্ত্তৃক স্ত্রীঅভিলাষ, ৩ নপুংসকবেদ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ উভয় অভিলাষ, ৪ হাস্য, ৫ রতি, ৬ অরতি, ৭ শোক, ৮ ভয় ও ৯ জুগুপ্সা। এই সর্ব্বশুদ্ধ মোহের প্রকৃতি ৪৫ প্রকার।

নামকর্ম্মের ৩৪ প্রকৃতি যথা—১ নরকগতি, ২ তির্য্যগ্‌গতি, ৩ নরকানুপূর্ব্বী, ৪ তির্য্যগানুপূর্ব্বী, ৫ একেন্দ্রিয়জাতি, ৬ ৭ ত্রীন্দ্রিয়জাতি, ৮ চতুরিন্দ্রিয়জাতি, পঞ্চসংস্থান, পঞ্চসংহনন, ১৯ অপ্রশস্ত বর্ণ, ২০ অপ্রশস্ত গন্ধ, ২১ অপ্রশস্ত রস, ২২ অপ্রশস্ত স্পর্শ, ২৩ উপঘাত, ২৪ কুবিহায়োগতি, ২৫ স্থাবর, ২৬ সূক্ষ্ম, ২৭ অপর্য্যাপ্ত, ২৮ সাধারণ, ২৯ অস্থির, ৩০ অশুভ, ৩১ অসুভগ, ৩২ দুঃস্বর, ৩৩ অনাদেয় ও ৩৪ অযশঃকীর্ত্তি।

পঞ্চ সংস্থান যথা—১ ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল, ২ সাদি, ৩ বামন, ৪ কুব্জ ও ৫ হুণ্ডক অর্থাৎ কুৎসিত শরীর।

পঞ্চ সংহনন যথা—১ ঋষভনারাচ, ২ নারাচ, ৩ অর্দ্ধনারাচ, ৪ কীলিকা, ৫ সেবার্ত্ত।

আশ্রব। মিথ্যাত্ব, অবিরতি, প্রমাদ, কষায় ও যোগ এই পাঁচ যাহা জ্ঞানাবরণাদি কর্ম্মবন্ধের হেতু তাহাকেই আশ্রব কহে। মিথ্যাত্বাদি বিষয়ক মন, বচন ও কায়াকায় ব্যাপারই শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধের হেতু হইলে আশ্রব হয়।

পুণ্য ও পাপের বন্ধ হেতু আশ্রব দুইপ্রকার। ঐ দুই প্রকারের আবার মিথ্যাত্বাদি উত্তরভেদে উৎকর্ষাপকর্ষরূপ বহুবিধ ভেদ আছে। আশ্রবের উত্তরভেদ ৪২ প্রকার—৫ ইন্দ্রিয়, ৪ কষায়, ৫ অব্রত, ২৫ ক্রিয়া ও ৩ যোগ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই চারি কষায়। প্রাণবধ, মৃষাবাদ, অদত্তাদান, মৈথুন ও পরিগ্রহ এই পঞ্চ অব্রত। কায়িক, আধিকরণিক, প্রদোষ, পারিতাপনিক, প্রাণাতিপাতক, আরম্ভক, পরিগ্রাহক, প্রত্যয়ক, মিথ্যাদর্শনপ্রত্যয়ক, প্রত্যাখ্যানক, দৃষ্টিক, স্পৃষ্টিক, প্রাত্যয়িকী প্রত্যয়, সামন্তোপনিপাতিক, নৈসৃষ্টিক, স্বাহস্তিক, আজ্ঞাপনিক, বৈদারকি, অনাভোগ, অনবকাঙ্ক্ষপ্রত্যয়, প্রয়োগ, সমুদান, প্রেমপ্রত্যয়, দ্বেষপ্রত্যয় এবং ঈর্য্যাপথ এই ২৫ প্রকার ক্রিয়া *।

মন, বচন ও কায়ের ব্যাপারভেদে যোগও তিন প্রকার।

সংবর। পূর্ব্বোক্ত আশ্রবকে যে রাখে, তাহাকে সংবর বলে। ইহা ৫৭ প্রকার যথা—৫ সমিতি, ৩ গুপ্তি, ১০ যতিধর্ম্ম, ১২ ভাবনা, ২২ পরীষহ, ও ৫ চারিত্র।

২২ পরীষহ যথা—ক্ষুধাপরীষহ (ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রতিজ্ঞাপালন বা আর্ত্তধ্যান না করা), পিপাসাপরীষহ, উষ্ণপরীষহ, দংশমশকপরীষহ, অচেলপরীষহ, অরতিপরীষহ, স্ত্রীপরীষহ, চর্য্যাপরীষহ, নিষদ্যাপরীষহ, শয্যাপরীষহ, আক্রোশপরীষহ, বধপরীষহ, যাচনাপরীষহ, অলাভপরীষহ, রোগপরীষহ, তৃণস্পর্শপরীষহ, মলপরীষহ, সৎকারপরীষহ, প্রজ্ঞাপরীষহ, অজ্ঞানপরীষহ ও দর্শনপরীষহ †।

৫ প্রকার চারিত্র যথা—সামায়িক, ছেদোপস্থাপনিক, পরিহারবিশুদ্ধি, সূক্ষ্মসংপরায় ও যথাখ্যাত ‡।

বর্ত্তমান জৈনসাধুদিগের মতে প্রথম দুই চারিত্রধারক সাধু দেখিতে পাওয়া যায়, শেষ তিন চারিত্র বিলুপ্ত হইয়াছে।

নির্জ্জর। যাহার প্রভাবে কর্ম্মসূত্র শিথিল হইয়া পড়ে, তাহাই নির্জ্জর, ইহার অপর নাম তপ। ইহা ১২ প্রকার§।

বন্ধ। আত্মা জ্ঞানাবরণীয়াদি কর্ম্মের বশীভূত হইলে

* গন্ধহস্তীমহাভাষ্যে ঐ সকল ক্রিয়ার বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

† শান্তিসূরিকৃত উত্তরাধ্যয়নসূত্রের বৃহৎবৃত্তি ও তত্ত্বার্থসূত্রের বৃত্তিতে বাইশ প্রকার পরীষহের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

‡ দেবাচার্য্যকৃত নবতত্ত্বপ্রকরণটীকা, ভগবতী ও প্রজ্ঞাপনাসূত্রবৃত্তিতে পাঁচ চারিত্রের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

§ বর্দ্ধমানসূরিকৃত আচারদিনকর, রত্নশেখরসূরিকৃত আচারপ্রদীপ, নবতত্ত্বপ্রকরণবৃত্তি, ভগবতীসূত্র ও ঔপপাতিকসূত্রে নির্জ্জরতত্ত্বের বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

তাহাকে বন্ধ বলে, কর্ম্ম ও পুদ্গল দুই পরস্পর মিলিত হইলে তাহাকেও বন্ধ বলা যায়। বন্ধ চারি প্রকার—প্রকৃতিবন্ধ, স্থিতিবন্ধ, অনুভাগবন্ধ ও প্রদেশবন্ধ। কর্ম্মবন্ধের মিথ্যাত্বরূপ ছয় প্রকার বিকল্প আছে।

জ্ঞানাবরণ, দর্শনাবরণ, বেদনীয়, মোহ, আয়ু, নামকর্ম্ম, গোত্র ও অন্তরায় এই আট স্বভাবরূপ কর্ম্ম যে জীবের সহিত ক্ষীরনীরবৎ মিথ্যাত্বাদি হেতুতে বন্ধ হয়, তাহার নাম প্রকৃতি-বন্ধ। ঐ আট প্রকৃতি যত দিন আত্মার সহিত থাকে, সেই স্থিতি বা কালমর্য্যাদাকে স্থিতিবন্ধ বলা যায়। ঐ আট প্রকৃতিতে তীব্র মন্দ রস দেখা দিলে, তাহার নাম অনুভাগ-বন্ধ। কর্ম্মপ্রদেশের যে প্রমাণ অর্থাৎ এই প্রকৃতিতে এত পরমাণু আছে, ঐ পরমাণুগণের আত্মার সহিত যে বন্ধ, তাহার নাম প্রদেশবন্ধ *। অবিরতি, কষায়, রূপ ও যোগ এই চারি বন্ধের মূল হেতু। বন্ধের মূলহেতু চারি প্রকার হইলেও উত্তরহেতু ৫৭ প্রকার। তাহার প্রথম মিথ্যাত্ব ৫ প্রকার—যথা, অভিগ্রহমিথ্যাত্ব, অনভিগ্রহমিথ্যাত্ব, অভিনিবেশমিথ্যাত্ব, শংসয়মিথ্যাত্ব ও অনাভোগমিথ্যাত্ব। যে আপনার মত মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া জানে এবং অপর সকলের মতকেই মিথ্যা বলে, তাহার পরিণামের নাম অভিগ্রহমিথ্যাত্ব। যে না দেখিয়া না বুঝিয়া সকল মতই সত্য বলিয়া মানে, সকল মতেই মোক্ষ হয় এরূপ বিশ্বাস করে, তাহাকে অনভিগ্রহ-মিথ্যাত্ব বলা যায়। যে শাস্ত্রার্থ প্রকৃত জানিয়াও নিজ বাক্য সমর্থনের জন্য মিথ্যা বলে, তাহার নাম অভিনিবেশ-মিথ্যাত্ব। নবাঙ্গবৃত্তিকার অভয়দেবসূরি নবতত্ত্বপ্রকরণভাষ্যে গোষ্ঠা-মাহিলকে অভিনিবেশী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৬২)। জিনোক্ত তত্ত্বে শঙ্কা করার নাম সংশয়মিথ্যাত্ব। জিন-ভদ্রগণিক্ষমাশ্রমণ তাঁহার ধ্যানশতকে সংশয়মিথ্যাত্বের কারণ এইরূপ লিখিয়াছেন,—জৈন মত স্যাদ্বাদরূপ অনন্ত নয়াত্মক, এই জন্য সহজে বুঝা অতি কঠিন। সপ্তভঙ্গী, সকলাদেশী, বিকলাদেশী, ভঙ্গের স্বরূপ, অষ্ট পক্ষ, সাতশত নয়, চারি নিক্ষেপ, দ্রব্য ক্ষেত্র কাল ভাব, ষড়্‌ভঙ্গী (যথা—উৎসর্গ, অপবাদ, উৎসর্গাপবাদ, অপবাদোৎ-সর্গ, উৎসর্গোৎসর্গ, অপবাদাপবাদ), বিধিবাদ, চারিত্রানুবাদ,

* জৈনদিগের (মাগধীভাষায় রচিত) কর্ম্মগ্রন্থে চারি বন্ধের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৬২) "গোট্ঠামাহিল মাঙ্গী ণং জং অভিনিবিসি তু তয়ং।" (নবতত্ত্বপ্রকরণভাষ্য।)

যথাস্থিতবাদ ইত্যাদি। জৈনশাস্ত্রে এইরূপ অনন্তনয়ের প্রসঙ্গ আছে, এই সকল জানিতে হইলে বড় নির্ম্মল বুদ্ধি চাই ও উপযুক্ত গুরু চাই, নহিলে সংশয়মিথ্যাত্বের কারণ ঘটিবে।

যাহার ধর্ম্মাধর্ম্মে জ্ঞান নাই, বিকলেন্দ্রিয়, তাহার নাম অনাভোগমিথ্যাত্ব। এতদ্ভিন্ন প্ররূপণা, প্রবর্ত্তনা, পরিণাম, প্রদেশ, ধর্ম্মে অধর্ম্মজ্ঞান, অধর্ম্মে ধর্ম্মজ্ঞান, সত্যে অসত্যজ্ঞান, বিষয়মার্গকে সৎমার্গবোধ, সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু, ষট্‌কায় জীবকে অজীব, অজীবকে জীব, মূর্ত্তিকে অমূর্ত্তি এবং অমূর্ত্তিকে মূর্ত্তিজ্ঞান, এ ছাড়া লৌকিকদেব, লৌকিক গুরু, লৌকিক লোকোত্তরদেব, লোকোত্তরগুরু, লোকোত্তরপর্ব্ব ইত্যাদি ভেদ আছে।

বার প্রকার অবিরতির মধ্যে পাঁচ ইন্দ্রিয়গত, মনোগত ও ছয় কায়গত।

কষায়—ষোল কষায় ও নয় প্রকার নোকষায় ভেদে পঁচিশ প্রকার।

যোগ নামক বন্ধহেতু তিনপ্রকার—মনোযোগ, বচনযোগ ও কায়যোগ। মনোযোগ আবার চারিপ্রকার—সত্যমনো-যোগ, অসত্যমনোযোগ, মিশ্রমনোযোগ ও ব্যবহারমনোযোগ। সত্যবচন দশ প্রকার—জনপদসত্য, সম্মতসত্য, স্থাপনাসত্য, নামসত্য, রূপসত্য, প্রতীতসত্য, ব্যবহারসত্য, ভাবসত্য, যোগসত্য ও উপমাসত্য। অসত্য বা মিথ্যাবাক্যও দশ প্রকার—ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, রাগ, দ্বেষ, হাস্য, ভয়, বিকথা ও হিংসাসংযুক্ত এই দশপ্রকার অসত্য। মিশ্রবচন ১০ প্রকার; যথা—উৎপন্নমিশ্রিত, বিগতমিশ্রিত, উৎপন্ন-বিগতমিশ্রিত, জীবমিশ্রিত, অজীবমিশ্রিত, জীবাজীবমিশ্রিত, অনন্তমিশ্রিত, প্রত্যেকমিশ্রিত, অদ্ধামিশ্রিত ও অদদ্ধামিশ্রিত। ব্যবহারবচন ১২ প্রকার; যথা—আমন্ত্রণা, আজ্ঞাপনা, যাচনা, পৃচ্ছনা, প্রজ্ঞাপনা, প্রত্যাখ্যানী, ইচ্ছানুলোম, অনভিগৃহীতা, অভিগৃহীতা, সংশয়, প্রকট ও অপ্রকট।

কায়যোগ সাতপ্রকার—ঔদারিককায়যোগ, ঔদারিক মিশ্রকায়যোগ, বৈক্রিয়মিশ্রকায়যোগ, আহারককায়যোগ, আহারকমিশ্রকায়যোগ ও কার্ম্মণকায়যোগ। ইহার প্রথম দুই কায়যোগ মনুষ্যের, তৎপরবর্ত্তী দুই চতুর্দ্দশ পূর্ব্বপাঠী সাধুর এবং পরভবগামী সমুদ্ঘাত-অবস্থাপ্রাপ্ত কেবলী ও তৈজস শরীরযুক্ত জীবের কার্ম্মণ যোগ হইয়া থাকে।

মোক্ষ। জীবের সম্পূর্ণ জ্ঞানাবরণাদি কর্ম্ম ক্ষয় হইলে যে স্বরূপাবস্থা আইসে, তাহার নাম মোক্ষ। মোক্ষ জীবের ধর্ম্ম। সুতরাং সকল স্থানে জীবপর্য্যায় জীব হইতে ভিন্ন হইতে পারে না, সিদ্ধ জীব হইতে কথঞ্চিৎ অভিন্ন।

সিদ্ধ স্বরূপের নবদ্বার যথা—সৎপদপ্ররূপণা, দ্রব্যপ্রমাণ, ক্ষেত্র, স্পর্শনা, কাল, অন্তর, ভাগ, ভাব ও অল্পবহুত্ব।

'গতি পাঁচপ্রকার—নরকগতি, তির্যগ্‌গতি, মনুষ্যগতি, দেবগতি ও সিদ্ধগতি। কেবল সিদ্ধগতি মোক্ষমার্গের অন্তর্গত। আবশ্যকনির্যুক্তিকার কর্ম্মসিদ্ধ, শিল্পসিদ্ধ, বিদ্যাসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, যোগসিদ্ধ, আগমসিদ্ধ, অর্থসিদ্ধ, যাত্রাসিদ্ধ, অভিপ্রায়সিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ, কর্ম্মক্ষয়সিদ্ধ প্রভৃতি বহুপ্রকার সিদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে জৈনশাস্ত্রকারগণ কেবল কর্ম্মক্ষয় সিদ্ধকেই মোক্ষপর্য্যায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ইন্দ্রিয় বা শরীর (কায়) থাকিতে মানব সিদ্ধ হইতে পারে না। সর্ব্বথা শরীর পরিত্যাগের পর সিদ্ধ হয়, সুতরাং সিদ্ধ অতীন্দ্রিয়। তাঁহারা আরও বলেন, কষায়জ্ঞান (মতি, শ্রুত, অবধি ও মনঃপর্য্যায়), অজ্ঞান, চারিত্র, দর্শন, বর্ণ, ভব্য, অভব্য, সম্যকৃত্ব*, সংজ্ঞা † ও আহার ‡ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। একমাত্র কেবলজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ বা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, এই জন্য সিদ্ধাবস্থায় কেবল জ্ঞান জন্মে, সযোগী অবস্থায় হয় না। সিদ্ধ জীব অনন্ত, ধর্ম্মাস্তিকায়াদি পাঁচ দ্রব্য আকাশে যতদূর থাকিতে পারে, সেই পর্য্যন্ত লোক, সেই লোকে সিদ্ধজীবের বাস। যে আকাশে সিদ্ধ বাস করে, স্পর্শনা তাহা হইতে কিছু অধিক। সকল সিদ্ধই অনন্তকাল অবস্থান করেন, সকলেরই একরূপ। সিদ্ধের ক্ষায়িক ও পারিণামিক এই দুই ভাব, শেষ ভাব নাই**।

গুণস্থান। সিদ্ধসাধক গুণ হইতে গুণান্তরপ্রাপ্তিরূপ যে স্থান অর্থাৎ ভূমিকা তাহার নাম গুণস্থান। গুণস্থান ১৪ প্রকার—মিথ্যাত্ব, সাস্বাদন, মিশ্র, অবিরতিসম্যকৃদৃষ্টি, দেশবিরতি, প্রমত্তসংযত, অপ্রমত্তসংযত, অপূর্ব্বকরণ, অনিবৃত্তবাদর, সূক্ষ্মসংপরায়, উপশান্তমোহ, ক্ষীণমোহ, সযোগীকেবলী ও অযোগীকেবলী। মিথ্যাত্ব গুণস্থান ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে দ্বিবিধ। স্পষ্ট চৈতন্যসংজ্ঞী পঞ্চেন্দ্রিয় জীব অদেব, অগুরু ও অধর্ম্ম এই তিনে যথাক্রমে দেব, গুরু ও ধর্ম্মভাব বুদ্ধি হইলে তাহাকে ব্যক্তমিথ্যাত্ব এবং নবপদার্থে অশ্রদ্ধা, জিনোক্ত তত্ত্বে বিপরীত বোধ বা সংশয় বা দোষারোপ ও আভিগ্রাহিকাদি বা অনাভোগিক মিথ্যাত্বকে অত্যন্তমিথ্যাত্ব বলে। পূর্ব্বকথিত দশপ্রকার মিথ্যাত্বকে ব্যক্ত এবং অনাদিকাল হইতে মোহনীয় প্রকৃতিরূপ মিথ্যাত্ব সৎদর্শনরূপ আত্মাতে গুণের আচ্ছাদক জীবের সঙ্গে অবিনাভাবি হইলে তাহাকে অব্যক্তমিথ্যাত্ব বলা যায়।

অনাদিকালসম্ভূত মিথ্যাকর্ম্মের উপশম হইলে গ্রন্থিভেদকরণকাল উপস্থিত হয়, তৎপরে জীবে ঔপশমিক সম্যক্‌চারিত্র জন্মে। ঔপশমিক সম্যকৃত্বযুক্ত জীব শান্ত হইলে অনন্তানুবন্ধী চারি কষায় দ্বারা তাহার কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। এই স্বরূপকেই সাস্বাদন-গুণস্থান বলা যায়।

দর্শনমোহনীয় প্রকৃতিরূপ মিশ্রমোহকর্ম্মের উদয় হইতে জীববিষয়ে সম্যকৃত্ব মিথ্যাত্বে মিলিত হইলে অন্তরমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে মিশ্রিত ভাব, তাহাকে মিশ্রগুণস্থান বলা যায়।

ভব্য পঞ্চেন্দ্রিয় জীব জিনোক্ততত্ত্ব যথাযথ অভ্যাস করিয়া অত্যন্ত নির্ম্মল স্বভাব লাভ করে অথবা গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহার রুচি ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহাকে সম্যকৃত্ব বলা যায়। এইরূপে ক্রোধমানাদি কষায়বর্জিত হইলে তাহাকে অবিরতি বলে। অবিরতি ও সম্যগ্‌দৃষ্টি এই উভয় গুণ থাকিলে তাহার নাম অবিরতিসম্যগ্‌দৃষ্টিগুণস্থান। এই গুণস্থানের স্থিতি উৎকৃষ্ট ৩৩ সাগরোপম প্রমাণের কিছু অধিক; সর্ব্বার্থসিদ্ধবিমানবাসী মনুষ্যায়ু অপেক্ষা অধিক। যখন জীব অর্দ্ধপুদ্গল-পরাবর্ত্ত শেষ সংসারে থাকে, তখন ঐ সম্যকৃত্ব জীবে প্রবর্ত্তিত হয়, আর কাহারও আসে না। অবিরতি গুণস্থানবর্ত্তী জীবকে ব্রতনিয়মাদি কিছুই করিতে হয় না, কেবল জিন, গুরু ও সঙ্ঘকে যথাক্রমে ভক্তি, পূজা, নমস্কার ও বাৎসল্যাদি করিতে হয়।

দেশবিরতি—সম্যকৃতত্ত্ববোধ জন্মিলে জীবের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বৈরাগ্য হইলে জীব সর্ব্ববিরতি বাঞ্ছা করে, এ সময়ে সর্ব্ববিরতিঘাতক প্রত্যাখ্যান নামক কষায় উদয় হইলেও কিছু করিতে পারে না বটে, কিন্তু জঘন্য, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট এই তিনপ্রকার দেশবিরতি হয়। স্থূলহিংসাদি ত্যাগ, মদ্যমাংসাদি পরিহার ও পরমেষ্ঠিনমস্কারস্মরণ, ইহাকে জঘন্য ষট্‌কর্ম্ম; ধর্ম্মে তৎপর, দ্বাদশব্রতপালক ও সদাচারপরায়ণকে মধ্যম এবং সচিত্ত আহারত্যাগ, একাহার, ব্রহ্মচর্য্য, মহাব্রতের অঙ্গীকার ও গৃহস্থসংস্রবপরিত্যাগকারীকে উৎকৃষ্ট দেশবিরতি বলা যায়। উক্ত তিনপ্রকার বিরতি যাহাতে লক্ষিত হয়, তাহাকে শ্রাবক বলে। দেশবিরতি গুণস্থানে অনিষ্টযোগার্ত্ত, ইষ্টবিয়োগার্ত্ত, রোগার্ত্ত ও নিদানার্ত্ত এই চতুষ্পদরূপ

* সম্যকৃত্ব পাঁচপ্রকার—ক্ষায়িক, ক্ষায়োপশম, উপশম, সাস্বাদন ও বেদক।

† সংজ্ঞা তিনপ্রকার—হেতুবাদোপদেশিনী, দৃষ্টিবাদোপদেশিনী ও দীর্ঘকালিকী।

‡ আহার তিনপ্রকার—ওজ, লোম ও প্রক্ষেপ।

** দেবাচার্য্যকৃত নবতত্ত্বপ্রকরণবৃত্তি, নন্দীসূত্র, প্রজ্ঞাপণাসূত্র, সিদ্ধপ্রাভৃত, সিদ্ধপঞ্চাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থে মোক্ষতত্ত্বের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

আর্ত্তধ্যান এবং হিংসানন্দরৌদ্র, মৃষানন্দরৌদ্র, চৌর্য্যানন্দরৌদ্র ও সংরক্ষণানন্দরৌদ্র এই চারিপ্রকার রৌদ্রধ্যান সম্ভবে।

যখন দেশবিরতি অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে, তখন আর্ত্তরৌদ্রধ্যানও ক্রমে মন্দ ও মন্দতর হইতে থাকে। কিন্তু তাহাতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মধ্যান সম্ভবে না। উৎকৃষ্ট ধর্ম্মধ্যান হইলে সর্ব্ববিরতি হয়। তীর্থঙ্করের প্রতিমাপূজা, গুরুসেবা, স্বাধ্যায়, সংযম, তপ ও দান এই ষট্‌কর্ম্ম, একাদশপ্রতিমা ও শ্রাবকের দ্বাদশ ব্রতপালনকারীই ধর্ম্মধ্যানের অধিকারী পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ ব্যতীত চতুর্দ্দশ গুণস্থান পর্য্যন্ত প্রত্যেকের অন্তরমুহূর্ত্তমাত্র স্থিতি।

প্রমত্তসংযত—মদ্য, বিষয়, কষায়, নিদ্রা ও বিকথা এই পঞ্চপ্রমাদে জীব সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন হয়। যে সাধু পঞ্চ প্রমাদে ও সংজ্বলনরূপ কষায়ে আক্রান্ত হন, অন্তরমুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত তিনি প্রমাদী হইয়া পড়েন, এই সময়ের বিরতির নাম প্রমত্তসংযত। যিনি অন্তরমুহূর্ত্ত হইতে উপরান্ত পর্য্যন্ত প্রমাদরহিত থাকেন, তিনি আবার অপ্রমত্ত গুণস্থানে আরোহণ করেন।

প্রমত্তসংযত গুণস্থানে আর্ত্তধ্যানই মুখ্য, রৌদ্রধ্যান উপলক্ষ, ধর্ম্মধ্যান গৌণ। আজ্ঞা (জিনের আদেশ), অপায়, বিপাক ও সংস্থান এই চারি চিন্তালক্ষণ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম ধ্যান হয়, এই জন্য ঐ চারিটী ধর্ম্মধ্যানের চারিপাদ বলিয়া গণ্য (৬৩)।

পঞ্চ মহাব্রতধারী সাধু পঞ্চপ্রমাদরহিত হইলে তাহাকে অপ্রমত্তগুণস্থান বলা যায়, তখন সংজ্বলন-কষায় ও নোকষায় মন্দ হইতে থাকে, সুলভ বিষয়ও তখন আর ভাল লাগে না। এই গুণস্থানে ধর্ম্মধ্যানই মুখ্য। ধর্ম্মধ্যান চারিপ্রকার, ১ অঙ্গ-অঙ্গীর স্বরূপ পিণ্ডস্থধ্যান, ২ বাণীব্যাপাররূপ পদস্থধ্যান, ৩ সংকল্পিত আত্মরূপ রূপস্থধ্যান, ৪ কল্পনারহিত রূপাতীত ধ্যান (৬৪)। এই গুণস্থানে সর্ব্বদা সংযোগ ও ধ্যানে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই জন্য স্বাভাবিক সহজ নিত্য সংকল্প বিকল্পের অভাবে একস্বভাবরূপ নির্ম্মল আত্মা লাভ হয়। আত্মা দ্রব্যতীর্থ ও ভাবতীর্থে স্নান করিয়া পরম বিশুদ্ধি লাভ করে। অপ্রমত্ত গুণস্থ জীব শোক, রতি, অরতি, অস্থির, অশুভ, অযশঃ ও অশাতাবেদনী এই সপ্ত প্রকৃতি দূর করে এবং আহারক ও আহারকোপাঙ্গ এই দুই প্রকৃতি হইতে মুক্তি লাভ করে।

অপূর্ব্বকরণ গুণস্থানে আরোহসময়ে প্রথম অংশে উপশমক উপশমশ্রেণীতে এবং ক্ষপক ক্ষপকশ্রেণীতে আরোহণ করেন। উপশমক মুনি শুক্লধ্যানী হইয়া উপশমশ্রেণী অঙ্গীকার করেন। পূর্ব্বগত শ্রুতধারক নিরতিচার ও চারিত্রবান্, তিন সংহননযুক্ত মুনি উপশমশ্রেণীর অধিকারী।

উপশান্তমোহ গুণস্থানে উপশমসম্যকৃত্ব, উপশমচারিত্র ও উপশমভাব এই তিন লক্ষণ থাকে। ইহাতে ক্ষায়িক ভাবও হয় না। উপশমী মুনি তীব্র মোহোদয়ে পা দিয়া উপশান্ত মোহগুণস্থানে পুনরায় প্রমাদে পতিত হন। আহারকশরীরী, ঋজুমতি ও উপশান্তমোহযুক্ত জীব সর্ব্ব প্রমাদবশে অনন্তভব রচনা করেন এবং প্রমাদবশে চারিগতিতে বাস করেন।

উপশমক জীব অপূর্ব্বকরণ গুণস্থান হইতে অনিবৃত্তিবাদর গুণস্থানে, অনিবৃত্তিবাদর গুণস্থান হইতে সূক্ষ্মসংপরায় গুণস্থানে ও সূক্ষ্মসংপরায় হইতে উপশান্তমোহে আসিয়া পড়ে। প্রথমে মিথ্যাত্ব গুণস্থানে আসে এবং যে চরমশরীর সে সপ্তম গুণস্থান পর্য্যন্ত আসিয়া সপ্তম গুণস্থানে ক্ষপকশ্রেণী মণ্ডিত হয়, কিন্তু একবার যে উপশমশ্রেণীযুক্ত হইবে, সে ক্ষপকশ্রেণী হইতে পারে।

এই সংসারে বহু ভবে চারিবার উপশম শ্রেণী হইয়া থাকে, কিন্তু এক ভবে দুইবার মাত্র হয়। উপশমশ্রেণী স্থাপন করিতে হইলে অনন্তানুবন্ধী ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই চারি কষায়ের উপশম, তৎপরে মিথ্যাত্বমোহ, মিশ্রমোহ, সম্যকৃত্বমোহ এই তিন, পশ্চাৎ নপুংসকবেদ, স্ত্রীবেদ, হাস্য, রতি, অরতি, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, পুরুষবেদ, প্রত্যাখ্যানী ও অপ্রত্যাখ্যানী ক্রোধ, সংজ্বলনক্রোধ, প্রত্যাখ্যানী, অপ্রত্যাখ্যানী ও সংজ্বলন মান, এইরূপ তিন প্রকার মায়া ও লোভের উপশান্ত করিয়া থাকে। চরমশরীরী, অবদ্ধায়ু ও অল্পকর্ম্মী ক্ষপকের চতুর্থ গুণস্থানে নরকায়ু, সপ্তম গুণস্থানে দেবায়ু ও দর্শনমোহসপ্তক ক্ষয় হয়। তৎপরে ক্ষপক সাধুতে ১৪৮ প্রকার কর্ম্মপ্রকৃতিক সত্তা থাকে, তৎপরে অষ্টম গুণস্থানে অভ্যাস দ্বারা তত্ত্বপ্রাপ্তি হয়। অষ্টম গুণস্থানে শুক্লধ্যান * মুখ্য, সাধু আত্মসংহনন-সমন্বিতবজ্রঋষভনারাচ নামক প্রথম সংহননযুক্ত হন।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টম গুণস্থানের পর ক্ষপক নবম গুণস্থানে

(৬৩) "আজ্ঞাপায়বিপাকানাং সংস্থানস্য বিচিন্তনাৎ
ইত্থং বা ধ্যেয়ভেদেন ধর্ম্মধ্যানং চতুর্বিধম্ ॥"

(৬৪) "মিত্র্যাদিভিশ্চতুর্ভেদং যদ্বাজ্ঞাদিচতুর্বিধং।
রূপস্থাদি চতুর্দ্ধা বা ধর্ম্মধ্যানং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥"

* জৈনশাস্ত্রমতে যোগীন্দ্র, ক্ষপক, মুনীন্দ্র ও ব্যবহারাপেক্ষ ইহারাই ধ্যান করিবার অধিকারী। যেরূপে ইচ্ছা ধ্যান করিতে পারেন, কোন বিশেষ আসনের নিয়ম নাই। পূরক প্রাণায়াম, রেচক প্রাণায়াম, কুম্ভক, শুক্লধ্যান প্রভৃতি নানাপ্রকার ধ্যানের প্রসঙ্গ আছে।

আসিয়া উপস্থিত হন। এই গুণস্থান নয়ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রথম ভাগে নরকগত্যাদি ১৬ কর্ম্মপ্রকৃতি নষ্ট করে। দ্বিতীয়ভাগে চারিপ্রকার প্রত্যাখ্যানী ও চারিপ্রকার অপ্রত্যাখ্যানী কষায় দূরীভূত হয়। ৩য় ভাগে নপুংসকবেদ, ৪র্থ ভাগে স্ত্রীবেদ, ৫ম ভাগে হাস্য, রতি, অরতি, ভয়, শোক ও জুগুপ্সা, ষষ্ঠ হইতে নবমভাগে ক্রমে ধ্যানের নির্ম্মলতায় শুদ্ধিলাভ, যথাক্রমে পুরুষবেদ, সংজ্বলনক্রোধ, সংজ্বলন মান ও সংজ্বলন মায়া, দশম গুণস্থানে পুরুষবেদ ও চারি প্রকার সংজ্বলন ক্ষয় হয়। ক্ষপকের একাদশ গুণস্থান হয় না, দশম গুণস্থানে ক্ষপক সূক্ষ্ম লোভকে ক্ষয় করিয়া দ্বাদশ গুণস্থান ক্ষীণমোহে উপস্থিত হন। এইখানেই ক্ষপকশ্রেণীর সমাপ্তি। দ্বাদশ গুণস্থানে ক্ষপক পরিণতিমান হইয়া শুক্লধ্যানের দ্বিতীয় অংশ আশ্রয় করেন। শুক্লধ্যানবলে সমরসভাব জন্মে, তখন আত্মা অপৃথক্‌ভাবে পরমাত্মায় লীন হয়।

এই গুণস্থানে নিদ্রা ও প্রচলা এই দুই প্রকৃতি ক্ষয় হয়। ক্ষীণমোহের অন্তকালে জীব চক্ষুদর্শন, অচক্ষুদর্শন, অবধিদর্শন ও কেবলদর্শন এই চতুর্বিধ দর্শনাবরণীয়, পঞ্চ জ্ঞানাবরণীয় ও পঞ্চ অন্তরায় এই ১৪ প্রকৃতি ক্ষয় করিয়া ক্ষীণমোহাংশ হইয়া কেবল-স্বরূপ লাভ করেন। কেবলাত্মা চরাচর জগৎ নিজ করতলস্থ ভাবিয়া প্রত্যক্ষ করেন অর্থাৎ সমস্ত জগৎ তাঁহার নয়নগোচর হয়। ইহার পরই তিনি তীর্থঙ্কর নাম উপার্জ্জন করেন। [তীর্থঙ্কর দেখ।]

যে কেবলী বেদনীয় কর্ম্ম অপেক্ষা আয়ুঃকর্ম্মের স্থিতি অল্প অবগত আছেন, উভয়ের তুল্যতা নিমিত্ত তিনি সমুদ্ঘাত করেন। সমুদ্ঘাত সাতপ্রকার - ১।বেদনাসমুদ্ঘাত, ২ কষায়সমুদ্ঘাত, ৩ মরণসমুদ্ঘাত, ৪ বৈক্রিয়সমুদ্ঘাত, ৫ তেজঃসমুদ্ঘাত, ৬ আহারকসমুদ্ঘাত ও ৭ কেবলীসমুদ্ঘাত। যথাস্বভাবস্থিত আত্মপ্রদেশে বেদনাদি সপ্তকারণের একেবারে উদ্ঘাতন করাকে সমুদ্ঘাত বলে। সমুদ্ঘাতকালে কেবলী যোগবান্ ও অনাহারক হন। এই সপ্ত সমুদ্ঘাত হইতে কেবলি-সমুদ্ঘাত ঘটে। কেবলি-সমুদ্ঘাতের অর্থ কেবলী ভগবান্ আয়ু ও বেদনীয় কর্ম্ম সম করিবার জন্য প্রথম সময়ে ঊর্দ্ধলোকান্ত পর্য্যন্ত আত্মপ্রদেশ দণ্ডাকারে, দ্বিতীয় সময়ে পূর্ব্বপশ্চিমদিকে আত্মপ্রদেশ কপাটাকারে ও তৃতীয়কালে উত্তরদক্ষিণদিকে মন্থনদণ্ডাকারে স্থাপন করেন। চতুর্থ বা শেষ অন্তর পূর্ণ হইয়া জীব সর্ব্বলোকব্যাপী হয়, এজন্য কেবলী ঐ সময়ে বিশ্বব্যাপী হইয়া থাকেন (৬৫)। যাহার ছয়মাসের অধিক আয়ু ও কেবলজ্ঞান হইবে, তিনি নিশ্চয় সমুদ্ঘাত করিবেন, আর যাহার ছয়মাসের মধ্যে আয়ু অথচ কেবলজ্ঞান হওয়া চাই, তাঁহার পক্ষে ভজনা ও কেবলসমুদ্ঘাত আবশ্যক, তিনি আর কিছু করিবেন না (৬৬)।

যোগবান্ কেবলী কেবল-সমুদ্ঘাত হইতে নিবৃত্ত হইলে যোগনিরোধ জন্য শুক্লধ্যানের সূক্ষ্মক্রিয়ানিবৃত্তি নামক তৃতীয় পাদের ধ্যাতা হইবেন, ইহাতে কম্পনরূপ ক্রিয়া সূক্ষ্ম করে। সূক্ষ্মক্রিয়ানিবৃত্তি নামক শুক্লধ্যানে অচিন্ত্যাত্মবীর্য্যশক্তি আসিলে বচন, মন ও কায় এই ত্রিবিধ বাদর যোগকে সূক্ষ্ম করিয়া ক্ষণমাত্র সূক্ষ্মকায়যোগে অবস্থান করেন, তৎকালে সূক্ষ্মবচন ও মনোযোগ এই দুই নষ্ট করিয়া কেবলী নিজাত্মানুভব অর্থাৎ নিজের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। যেমন ছদ্মস্থ যোগী মনে স্থিরতাকে ধ্যান করেন, সেইরূপ কেবলী শরীরের নিশ্চলতাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। পাঁচ হ্রস্বাক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময়, ঐ সময়ে কেবলী শৈলবৎ নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে শৈলেশীকরণ বলে। সূক্ষ্মকায় যোগীর শৈলশীকরণারম্ভ হয়, তখন শীঘ্রই তিনি অযোগ গুণস্থানে যাইতে ইচ্ছা করেন। সযোগী গুণস্থানের অন্তকালে ঔদারিকর্দ্ধিক, অস্থিরর্দ্ধিক, বিহায়োগতির্দ্ধিক, প্রত্যেকত্রিক, সংস্থানষট্‌ক, অগুরুলঘুচতুষ্ক, বর্ণাদিচতুষ্ক, নির্ম্মাণ, তৈজস, কার্ম্মণ, প্রথম সংহনন, স্বরদ্ধিক ও একতরবেদনীয় এই সকলের উদয় বিলুপ্ত হয়। পরে জ্ঞানান্তরায়দশক ও দর্শনচতুষ্করূপ ১৬ প্রকৃতির সত্তা লোপ হইয়া থাকে।

লঘু পঞ্চস্বর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, ঐ সময় পর্য্যন্ত অযোগী বা চতুর্দ্দশ গুণস্থানের স্থিতি। এ সময়ে অনিবৃত্তি নামক চতুর্থ শুক্লধ্যান হয়। এই ধ্যানে সূক্ষ্মকায় যোগরূপ ক্রিয়া সমুচ্ছিন্ন হইয়া সর্ব্বপ্রকারে নিবৃত্তি হয়, ইহাই মুক্তির দ্বারস্বরূপ। চিদ্রূপময় আত্মস্বরূপধারক যোগী অযোগী গুণস্থানবর্ত্তী হইলে উপান্তসময়ে যুগপৎ ৭২ কর্ম্মপ্রকৃতি * ক্ষয় করিয়া ফেলেন। তিনি অন্তকালে শেষ ১৩ প্রকৃতি ক্ষয় করিয়া সিদ্ধপর্য্যায় প্রাপ্ত হন। চতুর্দ্দশ গুণস্থানের

(৬৫) "দণ্ডং প্রথমে সময়ে কপাটমথ চোত্তরে তথা সময়ে।
মন্থানমথ তৃতীয়ে লোকব্যাপী চতুর্থে তু॥" বাচক।

(৬৬) "ছম্মাসাউ সেসা উপ্পন্নং জেসিং কেবলং নাণং।
তে নিয়মা সমুদ্ঘাইয় সেসা সমুদ্ঘায় ভইয়ব্বা॥

* ৫ শরীর, ৫ বচন, ৫ সংঘাত, ৩ অঙ্গোপাঙ্গ, ৬ সংস্থান, ৫ বর্ণ, ৬ রস, ৬ সংহনন, ৬ অস্থির, ২ গন্ধ, ১ নীচগোত্র, ৪ অগুরুলঘু, ১ দৈবগতি, ১ দেবানুপূর্ব্বী, ২ খগতি, ৩ প্রত্যেক, ১ সুস্বর, ১ অপর্য্যাপ্ত নাম ও নির্ম্মাণ নাম এই ৭২ কর্ম্মপ্রকৃতি।

অন্তকালে যোগী সত্তারহিত হন, তিনি পরমেষ্ঠি সনাতন ভগবান্ শাশ্বত লোকান্ত পর্য্যন্ত গমন করেন *।

তৎকালে সিদ্ধ কেবলজ্ঞান, অনন্তদর্শন, শুদ্ধ, অক্ষয়সুখ, অনন্তবীর্য্য, অক্ষয়গতি, অমূর্ত্ত ও অনন্তাবগাহনা এই আট গুণসম্পন্ন হন।

সম্যক্‌দর্শন। পূর্ব্বেই সম্যক্‌দর্শনের কথা কিছু বলা হইয়াছে। এই সম্যক্‌দর্শন দুই প্রকার—ব্যবহারসম্যক্ত্ব ও নিশ্চয়সম্যক্ত্ব। উহার আবার তিনটী তত্ত্ব আছে—দেবতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব, ঐ সকল বিষয়ে যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, তিনিই সম্যক্ত্ববান্ হইতে পারেন। ঐ শ্রদ্ধা আবার দুই প্রকার ব্যবহারশ্রদ্ধা ও নিশ্চয়শ্রদ্ধা।

ব্যবহারশ্রদ্ধায় অর্হৎজিনের স্বরূপ জানা যায়। নামনিক্ষেপ, স্থাপনানিক্ষেপ, দ্রব্যনিক্ষেপ ও ভাবনিক্ষেপ অর্হতের এই চারি স্বরূপ। বিশেষাবশ্যকসূত্রে এ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। [তীর্থঙ্কর দেখ।]

উক্ত চারি নিক্ষেপসংযুক্ত দেবাদিদেব চিদানন্দঘনরূপ অর্হৎ অর্থাৎ পরমেশ্বরকে মানা, তাঁহার সেবা ও আদেশ পালন করাকেই প্রথম ব্যবহারশুদ্ধদেবতত্ত্ব বলে। বর্ণ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, শব্দ ও ক্রিয়াযোগরহিত, অতীন্দ্রিয়, অবিনাশী, অনুপাধি, অবন্ধী, অমূর্ত্তি, শুদ্ধচৈতন্য ও সচ্চিদানন্দরূপী এই রূপ আমার আত্মাই নিশ্চয়দেব, সেই শুদ্ধাত্মস্বরূপের অনুভব করার নাম নিশ্চয়দেবতত্ত্ব।

ধর্ম্মতত্ত্ব। ব্যবহার:ও নিশ্চয়ভেদে দ্বিবিধ। ব্যবহাররূপ ধর্ম্মের দয়াই মুখ্য। এই দয়া আটপ্রকার—১ দ্রব্যদয়া, ২ ভাবদয়া, ৩ স্বদয়া, ৪ পরদয়া, ৫ স্বরূপদয়া, ৬ অনুবন্ধদয়া, ৭ ব্যবহারদয়া ও ৮ নিশ্চয়দয়া।

যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বকাম ও জীবরক্ষার নাম দ্রব্যদয়া। ইহাই জৈনদিগের কুলধর্ম্ম।

জীবের গুণপ্রাপ্তি ও দুর্গতি হইতে রক্ষার জন্য এবং অন্তঃকরণে অনুকম্পাপূর্ব্বক পরজীবকে হিতোপদেশ দেওয়ার নাম ভাবদয়া। জিনবচনানুসারে মিথ্যাত্ব অশুদ্ধ প্রবৃত্তি ও কষায়াদিত্যাগ, শুভাশুভ কর্ম্মফলের অব্যাপকতা অর্থাৎ সুখে দুঃখে হর্ষ বিষাদ না করা এবং প্রতিক্ষণ অশুভ কর্ম্মের নিদানকে দূর করিবার যে চিন্তা তাহার নাম স্বদয়া। স্বদয়াবলম্বী জীব আপন শুদ্ধপরিণাম জন্য জিনপূজা, তীর্থযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি শুভ প্রবৃত্তি আশ্রয় করে।

ছয়প্রকার কায়বিশিষ্ট জীবের রক্ষার নাম পরদয়া।

ইহলোক ও পরলোকে বিষয়সুখের জন্য এবং লোকের দেখাদেখি জীবরক্ষা করার নাম স্বরূপদয়া। এই দয়ায় বিষয়সুখ মিলে বটে, কিন্তু সংসার বৃদ্ধি হয়।

মহাড়ম্বরে মুনিবন্দনা, নিজের উপকারের জন্য অপর জীবকে সন্মার্গে লইবার জন্য তাড়না, যাহা দেখিলে হিংসা হয় এরূপভাবে কাহাকে শিক্ষাদান, কিন্তু শেষে তাহা লাভের কারণ, এরূপ দয়ার নাম অনুবন্ধদয়া।

বিধিমার্গানুসারে সর্ব্বজীবে দয়া ও সর্ব্বক্রিয়াকলাপ যথাবিধি পালন করার নাম ব্যবহারদয়া।

শুদ্ধসাধ্য উপযোগে একত্বভাব, অভেদোপযোগ ও সাধ্য ভাবে যে একতাজ্ঞান, তাহার নাম নিশ্চয়দয়া।

ঐ আট দয়ায় জীব গুণস্থানে নীত হয়।

নিশ্চয়ধর্ম্ম—আপনি আপনার আত্মাকে শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ ইত্যাদি বলিয়া নিশ্চয় করা ও পরপুদ্গলাদি আমার আত্মার নহে ইত্যাদি নিশ্চয় করার নাম নিশ্চয়ধর্ম্ম।

উপরোক্ত দেব, গুরু ও ধর্ম্ম এই ত্রিরত্নের নিশ্চল পরিণতি রূপ শ্রদ্ধাকে সম্যক্ত্ব বলা যায়। মিথ্যাত্বত্যাগকেও সম্যক্ত্ব কহে।

উক্ত ত্রিরত্নের স্বরূপই নিশ্চয়সম্যক্ত্ব। ইহা দ্বারা চারি অনন্তানুবন্ধী, সম্যক্ত্বমোহ, মিশ্রমোহ ও মিথ্যাত্বমোহ এই সপ্ত প্রকৃতিকে উপশম, ক্ষয়োপশম ও ক্ষয় করিয়া থাকে। কিন্তু এই নিশ্চয়সম্যক্ত্ব জ্ঞানের বিষয় নহে। কেবল কেবলীই নিশ্চয়সম্যক্ত্ব জানিতে সমর্থ। নিশ্চয়সম্যক্ত্ব প্রকট হইলে কখন নরক বা তির্য্যগ্‌গতি হয় না।

সম্যক্ত্বের করণীয় নিত্যযোগাভ্যাস, শরীরের বিঘ্ননাশ, জিনপ্রতিমাদর্শন করিয়া পরে ভোজন, জিনপ্রতিমার অভাবে পূর্ব্বমুখী হইয়া চৈত্যবন্দন ও ভগবান্ জিনের মন্দিরে দশ আশাতনা বর্জ্জন *।

সম্যক্ত্ব মধ্যে আবার পাঁচটী অতিচার আছে। যথা—১ শঙ্কাতিচার অর্থাৎ গুরু, শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে আশঙ্কা, ২ আকাঙ্ক্ষা-অতিচার অর্থাৎ আপনার অজ্ঞানতানিবন্ধন কাহারও কষ্ট দিয়া বা কোন পাষণ্ডের নিকট কোন বিদ্যামন্ত্রের চমৎকারীত্ব দেখিয়া অথবা পূর্ব্বজন্মের অজ্ঞানতারূপ কষ্টফলে অন্যমতাবলম্বী ধনবানাদিকে দেখিয়া সেই মতের আকাঙ্ক্ষা, ৩ বিজ্ঞীগিষা (বিতিগচ্ছা) অতিচার অর্থাৎ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া

* একত্তরবেদনী, আদেয়ত্ব, পর্যাপ্তত্ব, ত্রসত্ব, বাদরত্ব, মনুষ্যত্ব, যশনাম, মনুষ্যগতি, মনুষ্যানুপূর্ব্বী, সৌভাগ্য, উচ্চগোত্র, পঞ্চেন্দ্রিয়ত্ব ও তীর্থঙ্কর নাম এই ১৩ প্রকৃতি।

* আশাতনা যথা—তাম্বুলকলাদি ভক্ষ্য বস্তু, দুগ্ধ, দধি ও ক্ষীরাদি পানীয়, মন্দির মধ্যে বসিয়া ভোজন, শয়ন, নিষ্ঠীবন, মূত্রত্যাগ, মলত্যাগ, ও দ্যূতক্রীড়া।

পূর্ব্বজন্মের ফলে তাহার ফল না পাইলে এ ধর্ম্ম ভাল নয়, অথবা সাধুর মলিন বস্ত্রাদি দেখিয়া এ ভাল নহে এরূপ মনে উদয় হওয়া, ৪ মিথ্যাদৃষ্টি-অতিচার অর্থাৎ জিনাজ্ঞার বাহিরে যাওয়া কিংবা সর্ব্বজ্ঞের বচন না জানিয়া অসর্ব্বজ্ঞের কথা সত্য বলিয়া মানা এবং ৫ মিথ্যাদৃষ্টির পরিচায়ক অতিচার।

গুরু গৃহস্থকে সম্যক্‌দর্শন উপদেশ দিবার সময় ছয় আগার শিক্ষা দেন।

চারিত্র। চারিত্র দুই প্রকার—সর্ব্বচারিত্র ও দেশচারিত্র। সাধুর যেরূপে সর্ব্বচারিত্র হয়, তাহার কথা গুরুতত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে।

দেশচারিত্র ১২ প্রকার—১ প্রাণাতিপাতবিরমণব্রত, ২ স্থূলমৃষাবাদবিরমণব্রত, ৩ স্থূলঅদত্তাদানবিরমণব্রত, ৪ মৈথুন-ত্যাগব্রত, ৫ স্থূলপরিগ্রহ-পরিমাণব্রত, ৬ গুণব্রত বা দিক্‌পরিমাণব্রত, ৭ ভোগোপভোগব্রত, ৮ অনর্থদণ্ডবিরমণ-ব্রত, ৯ সামায়িকব্রত, ১০ দেশাবকাশিকব্রত, ১১ পৌষ-ধোপবাসব্রত ও ১২ অতিথিসংবিভাগব্রত।

প্রাণাতিপাতবিরমণব্রত দুইপ্রকার—দ্রব্যপ্রাণাতিপাত ও ভাবপ্রাণাতিপাত। পর জীবকে আপনার আত্মার সমান জানিয়া দশ দ্রব্যপ্রাণকে রক্ষা করার নাম দ্রব্যপ্রাণাতিপাত; আত্মরমণ বা পরভাবরমণত্যাগ, শুদ্ধোপযোগে প্রবর্ত্ত, এক স্বভাবমগ্নতা এই গুলি কর্ম্মশত্রু উচ্ছেদ করিবার অমোঘ অস্ত্র, উহা দ্বারা জীব পরভাবদুষ্টতা দূর করিয়া স্বরূপতা লাভের উপায়ের নাম ভাবপ্রাণাতিপাতবিরমণব্রত। ইহাকে ভাব-দয়া বলাও যায়। এই ব্রতের পাঁচ অতিচার যথা—১ বধ-অতিচার অর্থাৎ নির্দ্দয়ভাবে গবাদি বধ বা গবাদি তাড়না, ২ বন্ধ। অতিচার অর্থাৎ গবাদিকে কঠিনভাবে বন্ধন, ৩ ব্যব-চ্ছেদ অতিচার অর্থাৎ বৃষাদির নাক কাণ ছিন্ন করা, ৪ অতি-ভারারোপণাতিচার, ৫ অন্নজলব্যবচ্ছেদ অতিচার অর্থাৎ গবাদিকে যথাযোগ্য খাইতে না দেওয়া।

মিথ্যাত্যাগ ও স্বেচ্ছাধীন কর্ম্মত্যাগের নাম স্থূলমৃষাবাদ। এই মৃষাবাদে পঞ্চালীক * অর্থাৎ পঞ্চমিথ্যা ত্যাগ করা শ্রাবকের কর্ত্তব্য।

মৃষাবাদের অতিচার যথা—১ সহসাভ্যাখ্যান অর্থাৎ বিনা বিচারে কাহারও প্রতি কলঙ্কারোপ, ২য় রহসাভ্যাখ্যান অর্থাৎ রহস্যোদ্ভেদ করিয়া দণ্ডদান, ৩ স্বদারমন্ত্রভেদ অর্থাৎ নিজ স্ত্রীর গুহ্যকথা অন্যের নিকট প্রকাশ, ৪ মৃষা উপদেশ অর্থাৎ বিষয়কষায়জনক মিথ্যা উপদেশ প্রদান এবং ৫ কূটলেখন অর্থাৎ জাল জালিয়াতী করা ইত্যাদি।

কোন প্রকারে কাহারও অনিচ্ছায় কাহারও বস্তু গ্রহণ করাকে অদত্তাদান বলে। অদত্তাদানত্যাগের নাম অদত্তা-দানবিরমণ ব্রত। ইহা দুইপ্রকার—ভাবঅদত্তাদানবিরমণব্রত ও দ্রব্য অদত্তদানবিরমণব্রত।

এই ব্রতের পাঁচ অতিচার—১ অনাহৃত অর্থাৎ চোরাই মল লওয়া, ২ প্রয়োগ অর্থাৎ চোরকে চোরাইমাল বেচিয়া দিবে এইরূপ কথা বলা, ৩ তৎপ্রতিরূপকব্যবহার অর্থাৎ ভাল দ্রব্যে মন্দ দ্রব্য মিশাইয়া তাহা চালাইয়া দেওয়া, ৪ রাজবিরুদ্ধ-গমন এবং ৫ কূটতোলনপরিমাণ অতিচার।

কামসেবা না করার নাম মৈথুনত্যাগব্রত। ইহা দুই প্রকার—দ্রব্যমৈথুনত্যাগ ও ভাবমৈথুনত্যাগ। এই ব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম—১ অপরিগৃহীতাগমন অর্থাৎ কুমারী বা বিধবার সহবাস, ২ ইত্বরপরিগৃহীতাগমন অর্থাৎ বেশ্যাসহবাস, ৩ অনঙ্গক্রীড়া, ৪ পরবিবাহকরণ অর্থাৎ আপনার পুত্র কন্যা না থাকিলে যশ বা পুণ্যের জন্য অন্যের বিবাহ দেওয়া এবং ৫ তীব্রানুরাগ অতিচার।

পরিগ্রহ পরিমাণ দুইপ্রকার—অধিকরণরূপ বাহ্য পরি-গ্রহ (ইহাতে নয় প্রকার দ্রব্য পরিগ্রহ) এবং হাস্যরত্যাদি ১৪শ অভ্যন্তরগ্রন্থিগ্রহণসমর্থ ও কষায়যুক্ত ভাবপরিগ্রহ। নয় ইচ্ছাপরিমাণব্রত ইহার অন্তর্গত। ইচ্ছাপরিমাণব্রত যথা—১ ধনইচ্ছাপরিমাণ, ২ ধান্যপরিমাণ, ক্ষেত্রপরিগ্রহ, ৪ বাস্তুপরিমাণ, ৫ রূপ্যপরিগ্রহ, ৬ স্বুবর্ণপরিগ্রহ, ৭ কুপদ-পরিগ্রহ, ৮ দ্বিপদ-পরিগ্রহ ও ৯ চতুষ্পদ-পরিগ্রহ।

ভোগোপভোগ ব্রত পঞ্চ অণুব্রতের গুণকারী। ইহাতে ভোগ্য ও উপভোগ্য সমস্ত বিষয় ত্যক্ত হয়। ব্যবহার ও নিশ্চয় ভেদে ইহাও দুই প্রকার। ইহাতে বাইশ অভক্ষ্য * ও বত্রিশ অনন্তকায় † সত্বর পরিত্যাগ করে।

ভোগাভোগব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম, ১ সচিত্তাহার, ২ সচিত্তপ্রতিবদ্ধাহার, ৪ অপকৌষধিভক্ষণ, ৪ দুষ্পকৌষধি-ভক্ষণ এবং তুচ্ছৌষধিভক্ষণ অতিচার।

* কন্যালীক, অর্থাৎ কন্যাবিবাহকালে তাহার গৃহীতার নিকট কন্যার দোষ চাপিয়া রাখা, এইরূপ ২ গবালীক, ৩ ভূম্যালিক, ৪ স্থাপনা-লীক, ও ৫ কূটসাক্ষী এই পঞ্চালীক।

* ২২ প্রকার অভক্ষ্য। যথা—বটফল, পিপুল, পিলখনক, কঠম্বর, গুলর, মদিরা, মাংস, মধু, মাখন, বরফ, অহিফেনাদি বিষবৎ বস্তু, করকা, সর্ব্বপ্রকার কাঁচা মাটী, রাত্রিভোজন, বহুবীজযুক্ত ফল, পিলুপিচুমর্দ্দাদি তুচ্ছ ফল, অজ্ঞাত ফল, চলিত রস, দ্বিদল, বেগুণ।

† যাহার পত্র, ফল ও ফুল গূঢ়, সন্ধি গুপ্ত, তুলিতে গেলে সমস্ত ভাঙ্গিয়া যায়, যাহার পত্র মোটা ও চিক্কণ এবং যাহার পত্র ও ফল অতি কোমল, তাহা অনন্তকায় জানিবে।

যে আপনার প্রয়োজন নিমিত্ত ধনধান্ত ক্ষেত্রাদি নববিধ পরিগ্রহে যাহার ক্ষতি বৃদ্ধি করে, তাহার নাম অর্থদণ্ড, সুখের জন্ম যে পাপ করে, তাহার নামও অর্থদণ্ড, কিন্তু উপরোক্ত কোন প্রয়োজন ব্যতীত যে পাপ করে, তাহার নাম অনর্থদণ্ড। উহার সম্যক্ পরিত্যাগের নামই অনর্থদণ্ডবিরমণ-ব্রত। ইহা আবার চারিপ্রকার—১ অপধ্যান, ২ পাপোপ-দেশ, ৩ হিংস্রপ্রদান ও ৪ প্রমাদাচরিত অনর্থদণ্ডবিরমণ।

অপধ্যান-অনর্থ-দণ্ড দুইপ্রকার—আর্ত্তধ্যান ও রৌদ্রধ্যান। আর্ত্তধ্যান আবার চারি প্রকার—অনিষ্টার্থসংযোগার্থধ্যান, ইষ্টবিয়োগার্থধ্যান, রোগনিদানার্ত্তধ্যান ও অগ্রশৌচনামা আর্ত্তধ্যান। রৌদ্রধ্যানও চারিপ্রকার—হিংসানন্দরৌদ্র, মৃষানন্দরৌদ্র, চৌর্য্যানন্দরৌদ্র ও সংরক্ষণানন্দরৌদ্র।

বিনা প্রয়োজনে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত পাপোপদেশ করাকে পাপকর্ম্মোপদেশঅনর্থদণ্ড বলা যায়।

অস্ত্রশস্ত্রাদি হিংসাকারী বস্তু বিনা প্রয়োজনে দাক্ষিণ্যতা ব্যতীত প্রদান করার নাম হিংস্রপ্রদানঅনর্থদণ্ড।

কামশাস্ত্রাদি অভ্যাস, দ্যূতক্রীড়া ও মদ্যপানাদি প্রমাদ-কার্য্যের নাম প্রমাদাচরণঅনর্থদণ্ড।

অনর্থদণ্ডব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম—১ কন্দর্পচেষ্টা, ২ মুখরতা, ৩ ভোগোপভোগাতিরিক্ত, ৪ কৌকুচ্চ বা কামমর্ম্ম এবং ৫ সংযুক্তাধিকরণ অতিচার।

পূর্ব্বোক্ত আট ব্রত ও আত্মগুণের পুষ্টিকারক, অবিরতি, তাদাত্মভাবে মিলিত অনাদি বিভাবরূপ পরিণতি ইত্যাদি অভ্যাসের জন্য এবং আত্মানুভবরূপ সহজানন্দস্বরূপ রস পান করিবার জন্যই সামায়িকব্রত। রাগদ্বেষরহিত পরিণাম হইলে যে জ্ঞানদর্শনচারিত্ররূপ মোক্ষমার্গ লাভ হয়, প্রশম সুখরূপ ইহার যে একভাব, তাহার নাম সামায়িক। আবশ্যক-সূত্রে সামায়িকের ৩২ দূষণ কথিত হইয়াছে। যথা—১ উচ্চাসন, ২ চলাসন, ৩ চলদৃষ্টি, ৪ সাবদ্যক্রিয়া, ৫ আলম্বন, ৬ আকুঞ্চন-প্রসারণ, ৭ আলস্য, ৮ মোটন, ৯ মল, ১০ বিমাসন (অর্থাৎ গলে হাত দিয়া বসা), ১১ নিদ্রা, ১২ শীত, ১৩ কুবচন, ১৪ সহসাৎকার, ১৫ অসদারোপণ, ১৬ নিরপেক্ষবাক্য, ১৭ সূত্রসংক্ষেপ, ১৮ কলহ, ১৯ বিকথা, ২০ হাস্য, ২১ অশুদ্ধপাঠ, ২২ মিম্মিণ (অর্থাৎ অস্পষ্ট উচ্চারণ), ২৩ অবিবেক, ২৪ যশো-বাঞ্ছা, ২৫ ধনবাঞ্ছা, ২৬ গর্ব্ব, ২৭ ভয়, ২৮ নিদান, ২৯ সংশয়, ৩০ কষায়, ৩১ অবিনয় ও ৩২ অবহুমান। সামায়িক ব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম—১ কায়দুঃপ্রণিধান, ২ মন-দুঃপ্রণিধান, ৩ বচনদুঃপ্রণিধান, ৪ অনবস্থাদোষ ও ৫ স্মৃতিবিহীন অতিচার।

ষষ্ঠব্রত দিক্‌পরিমাণের সংক্ষেপ রূপের নাম দেশাবকা-শিকব্রত। ইহাতে ক্ষেত্রপরিমাণ ক্রমে কমিয়া আসে। এই ব্রত গুরুমুখে শিক্ষণীয়। ইহার পাঁচ অতিচারের নাম—১ আণবণ প্রয়োগ, ২ পেসবণপ্রয়োগ, ৩ সদ্দাণুবায়, ৪ রূপাণু-জাতী এবং ৫ পুদ্গলাক্ষেপ অতিচার (অর্থাৎ ভূমি দিয়া গমন-কারী পুরুষকে কঙ্কর নিক্ষেপ বা উচ্চবাক্যপ্রয়োগ)।

পোষধোপবাস চারিপ্রকার—১ আহার, ২ শরীরসৎকার, ৩ অব্রহ্ম ও ৪ অব্যাপারপোষধ।

আহারপোষধ দুই প্রকার—একদেশী ও সর্ব্বতঃ। কোন স্থানে ত্রিবিহার, উপবাস, অথবা আচাম্লতপ কিংবা একাশন-পূর্ব্বক পোষধ করাকে একদেশপোষধ। ভোজনস্থান, পোষধশালা, সাধুর উপযুক্ত মার্গ প্রভৃতি সকল স্থানে যথারীতি আহার করাকে সর্ব্বতঃপোষধ বলা যায়।

স্নান, ধৌতকরণ, ধাবন, তৈলমর্দ্দন ও বস্ত্রভূষণাদি, শৃঙ্গার-প্রমুখ কোন প্রকারে শরীরের শুশ্রূষা না করাকে শরীর-সৎকারপোষধ কহে। ঐরূপ পোষধে আগার বা হস্তমস্তকা-দির শুশ্রূষা করিলে তাহাকে দেশসৎকারপোষধ বলা যায়।

ত্রিকরণশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য পালনের নাম ব্রহ্মপোষধ। মন বচন দৃষ্টিপ্রমুখ যে আগার রাখে, তাহাকে দেশব্রহ্মচর্য্যপোষধ কহে।

সর্ব্বতোভাবে সাবদ্যব্যাপার ত্যাগকে অব্যাপার পোষধ বলা যায়।

উক্ত চারি পোষধের প্রত্যেকটীর আগমব্যবহারী ও শুদ্ধ উপযোগী এই দুই প্রকার ভেদ আছে।

পোষধব্রতের পাঁচ অতিচার, যথা—১ অপ্রতিলেখ্য, ১ দুষ্প্রতিলেখ্যশিক্ষাসংস্থারক, ২ অপ্রমধ্যদুষ্প্রমধ্যশিক্ষা-সংস্থারক, ৩ অপ্রতিলেখ্য দুষ্প্রতিলেখ্য উচ্চারপাসবণ (?) ভূমি, ৪ অপ্রতিমধ্য দুষ্প্রতিমধ্য উচ্চার-পাসবণ ভূমি এবং ৫ পোষধবিধিবিপরীত।

পোষধের ১৮টী দূষণ, যথা—১ পোষধব্রতী বিনা জলপান, ২ পোষধ জন্য সরস আহার, ৩ পোষধের পূর্ব্বদিন ভূরিভোজন, ৪ পোষধার্থ অথবা পোষধের পূর্ব্বদিনে বিভূষা, ৫ পোষধার্থ বস্ত্রধৌতকরণ, ৬ পোষধের জন্য আভরণধারণ, ৭ পোষধের জন্য বস্ত্ররঞ্জন, ৮ পোষধে শরীরসংস্কার, ৯ পোষধে অকালনিদ্রা, ১০ পোষধে স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ১১ পোষধে আহারকথা, ১২ পোষধে রাজকথা, ১৩ পোষধে দেশকথা, ১৪ পোষধে নির্দ্দিষ্টস্থান ব্যতীত মলমূত্রত্যাগ, ১৫ পোষধে পরনিন্দা, ১৬ পোষধে স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনের সহিত আলাপ, ১৭ পোষধে চৌরকথা ও ১৮ পোষধে স্ত্রী অঙ্গদর্শন।

ন্যায়োপার্জ্জিত ধন কেবল নিজের উদরপূরণ হইতে পারে, এরূপ রাখিয়া অতিথিকে দান করার নাম অতিথিসংবিভাগ।

এই দানের পঞ্চ গুণ, যথা—১ জৈন সাধুকে নিজ গৃহে উপস্থিত দেখিয়া উল্লাস, ২ ইষ্টবস্তুকে দেখিয়া যেমন মনে তৃপ্তি হয়, সেইরূপ সাধুর আগমনে পুলক, ৩ অতিথিসাধুকে দেখিয়া বহুসম্মানপ্রদর্শন, ৪ মুনিবন্দনা ও অনুমোদন এবং ৫ বহুদান দিবার উপযুক্ত ধনরক্ষণ। অতিথিসংবিভাগেরও ৫ অতিচার, যথা—১ সচিত্তনিক্ষেপ অর্থাৎ আহারের সময় আয়োজন না করিয়া দিলে সাধু খাইবে, কিন্তু নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলে আমার অতিথিসংবিভাগ ব্রত পালন হইবে এরূপ অতিচার; ২ সচিত্তপীহণ অর্থাৎ যাহা দিলে সাধু গ্রহণ করিবে না, এরূপ দান; ৩ কালাতিক্রম অর্থাৎ সাধু যে সময়ে আহার করেন, সেই সময়ে না দিয়া অন্য সময়ে দান; ৪ পরব্যপদেশমৎশ্বর অর্থাৎ সাধু চাহিলে দ্রব্য নিকটে থাকিলেও ক্রোধপূর্ব্বক না দেওয়া কিংবা একাঙ্গালকে আমি এত দিয়াছি এরূপ মনোভাব ও ৫ গুড়খণ্ডাদি না দিবার ইচ্ছায় অন্য কথা বলা *।

শ্রাবকাচার।—জৈন গৃহস্থবর্গের কর্ত্তব্য কর্ম্মাদির নাম শ্রাবকাচার। শ্রাবককৌমুদী, দিনকৃত্যবিধি, আচারদিনকর, আচাররত্নাকর, শ্রাদ্ধবিধি প্রভৃতি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের পাল্য-গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে শ্রাবকাচার লিখিত হইতেছে।

দিনকৃত্য—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ নিয়ম ধারণ, দন্তধাবন, মলমূত্রাদি ত্যাগ, জিহ্বোল্লেখন, স্নান। তত্বজ্ঞ শ্রাবকের তত্ত্ববিচার, পঞ্চ মঙ্গল মন্ত্রস্মরণ, তিন বার জিনপূজা, জিনদর্শন, সম্পূর্ণ দেববন্দন, চৈত্যবন্দন, লঘুবন্দন (গুরু উপস্থিত না থাকিলে ধর্ম্মাচার্য্যের নাম লইয়া বন্দনা), চাতুর্মাস্যকালে পঞ্চপর্ব্বের দিন অষ্টপ্রকার পূজা, নবান্নাদি দেবকে নিবেদন করিয়া পরে ভোজন, নিত্য নৈবেদ্য-দান; চাতুর্ম্মাস্য, দীবালী ও সংবৎসরীতে অষ্টমঙ্গল, দেবগুরুকে খাওয়াইয়া পরে আহার, জিনমন্দির, ধর্ম্মশালা ও পোষধশালা-প্রমার্জ্জন, পোষধশালায় মুখবস্ত্রিকাপ্রয়োগ, দূষণরহিত আহার।

বিবেকবিলাসের মতে—সন্ধ্যাপূজাদি করিবার পূর্ব্বে মল ও মূত্রত্যাগ, দন্তধাবন ও স্নান করিয়া পবিত্র হওয়া উচিত (৬২)।

প্রজ্ঞাপনাসূত্রের মতে—পুরীষ, মূত্র, নিষ্ঠীবন, নাসিকা-মল, বমন, পিত্ত, শীর্ণরুধির, রাধ, বীর্য্যের পুদ্গল, জীবরহিত কলেবর, স্ত্রীপুরুষের সংযোগ ও নগরের মোড় এই ১৪ স্থানে সংমূর্চ্ছ জীব উৎপন্ন হয়, এই জন্য ঐ সকল স্থানে মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবে না।

দন্তধাবন।—জৈনশাস্ত্রমতে, ব্যতীপাত, রবিবার, সংক্রান্তি, নবমী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই সকল দিনে, এ ছাড়া কাস, শ্বাস, কফ, অজীর্ণ, শোক, তৃষার্ত্ত, মুখ, শির, নেত্র, হৃদয় ও কর্ণরোগযুক্ত ব্যক্তি দন্তধাবন করিবে না।

স্নান।- উচ্চ নিম্ন ও জীবযুক্ত স্থানে স্নান নিষেধ। সমতল স্থানে স্নান কর্ত্তব্য। স্নান করিবার সময় উষ্ণ জল ব্যবহার করিবে, উষ্ণ না মিলিলে কাপড়ে ছাঁকা শীতল জলে স্নান করিবে। ব্যবহারশাস্ত্রের মতে—নগ্ন রোগী, পরদেশ হইতে আসিয়া ভোজন ও মঙ্গলাকার্য্যাদির পর তৃপ্রবেশ ও অপরিষ্কার জলে স্নান কবিবে না। স্নান করিতে হইলে সর্ব্বদাই তৈলমর্দ্দন চাই। জৈনশাস্ত্র মতেও স্নান করিয়া তবে পূজা করিবে।

পূজা তিন প্রকার। যথা—অঙ্গপূজা, অগ্রপূজা ও ভাবপূজা।

অঙ্গপূজা—নির্ম্মাল্যদূরীকরণ, মার্জ্জন, অঙ্গপ্রক্ষালন, কুসুমাঞ্জলিমোচন, পঞ্চামৃতস্নান, চন্দনাদি বিলেপন, পুষ্পাদির আভরণ দ্বারা ভূষা, মালামুকুটাদিরচনা, জিনপ্রতিমাগঠন, ইত্যাদির নাম অঙ্গপূজা।

অগ্রপূজা—দেবোদ্দেশে গীত, নৃত্য, বাদ্য, লবণ, জল, নৈবেদ্য, আরতি প্রভৃতির নাম অগ্রপূজা (৬৩)।

ভাবপূজা—শক্রস্তব, চৈত্যস্তব, নামস্তব, শ্রুতস্তব ও সিদ্ধ-স্তবাদি চৈত্যবন্দনা ও অগ্রপূজার গীতনৃত্যাদি ভাবপূজায় হইয়া থাকে।

সকল প্রকার পূজাই ঐ তিন পূজার অন্তর্ভাব বলিয়া গণ্য।

পূজক পূর্ব্বমুখে স্নান, পশ্চিমমুখে দন্তধাবন, উত্তরমুখে শ্বেতবস্ত্র পরিধান, শল্যরহিত স্থানে দেহ স্থাপন এবং পূর্ব্বোত্তরমুখী হইয়া পূজা করিবে। শ্বেতাম্বর জৈনদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে—পশ্চিমে সন্তানোচ্ছেদ, দক্ষিণে সন্তান-হীন, অগ্নিকোণে ধনহীন ও ঈশানকোণে মুখ করিয়া পূজা করিলে ভূমিহীন হয়। অঙ্গন্যাস, চন্দন, শির, কণ্ঠ ও হৃদয়ে তিলকধারণ ব্যতীত পূজা সিদ্ধ নহে। প্রাতে বাসপূজা, মধ্যাহ্নে ফুলপূজা এবং সন্ধ্যার ধূপ দীপ দিয়া পূজা করিবে। শান্তিকার্য্যে শ্বেতবস্ত্র, দ্রব্যলাভের আশায় পীতবস্ত্র, শত্রু-জয়ার্থ কৃষ্ণবস্ত্র, মাঙ্গলিক কার্য্যে রক্তবস্ত্র এবং মুক্তিলাভের জন্য পূজা করিতে হইলে পঞ্চবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিবে।

* ধর্ম্মতত্ত্বপ্রকরণ ও তাহার বৃত্তি এবং জৈন যোগশাস্ত্রে সম্যক্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে।

(৬২) "মূত্রোৎসর্গং মলোৎসর্গং মৈথুনং স্নানভোজনে।
সন্ধ্যাদিকর্ম্মপূজাচ কুর্য্যাজ্জল্পং চ মৌনবান্॥"

(৬৩) "গন্ধব্ব নট্ট বাইয় লবণ জলারত্তি আইদীবাই।
জং কিচ্চং সব্বংপিউ অরঈ অগপূআএ॥"

উমাস্বাতিবাচককৃত পূজাপ্রকরণ ও বিবেকবিলাসাদি গ্রন্থে জিনমন্দিরনির্ম্মাণ ও পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে।

সাধারণ পূজাবিধি এই—

প্রভাতকালে প্রথমে নির্ম্মাল্য পরিষ্কার, তৎপরে প্রক্ষালন, পরে সংক্ষেপপূজা, আরতি, মঙ্গলদীপাদি দান, পশ্চাতে স্নানাদি ও দ্বিতীয়বার পূজা আরম্ভ করিবে।

প্রথমে জিনদেবের অগ্রে কেসরজলসংযুক্ত কলস স্থাপন করিয়া——

"মুক্তালঙ্কারবিকারসারসৌম্যত্বকান্তিকমনীয়ং।
সহজনিজরূপনির্জ্জিতজগত্রয়ং পাতু জিনবিম্বং॥"

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া অলঙ্কার খুলিবে, পরে—

"অবণাম্নি কুসুমাহরণং পয়ই পইট্‌ঠিয় মনোহরচ্ছায়ং।
জিণরূবং মজ্জণপীঠং সংঠিয়ং বো সিবং দিসউ॥"

এই বলিয়া নির্ম্মাল্য নামাইবে। তৎপরে উক্ত কলস চালিয়া ধুইয়া ধূপ দিয়া স্নানযোগ্য সুগন্ধ জল নিক্ষেপ করিবে। পরে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া কলস রাখিয়া সুন্দর বস্ত্র ঢাকা দিবে, অনন্তর সাধারণ কেসর, চন্দন ও ধূপ দিয়া, মাথায় তিলক ও হাতে চন্দনের কঙ্কণ করিয়া হাত ধুইয়া শ্রাবক-

"সযবত্ত কুন্দমালই বহুবিহ কুসুমাই পঞ্চবন্নাইং।
জিননাহ ণবণকালে দিন্তি সুরান্‌হ কুসুমাঞ্জলি হিট্‌ঠা॥"

ইত্যাদি কুসুমাঞ্জলিগাথা পাঠ করিয়া জিনচরণে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে উদার মধুরস্বরে জিনেশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া জন্মাভিষেক কলস স্থাপন করিবে, ঘৃত, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, দধি ও সুগন্ধ জল এই পঞ্চামৃত দিয়া জিনদেবকে স্নান করাইবে; স্নানকালে চামরব্যজন, সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি করিবে, যতক্ষণ না দেবের স্নানকার্য্য শেষ হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জিনদেবের মস্তক খালি রাখিবে না, অনবরত জল ও পুষ্পাদি বর্ষণ করিতে থাকিবে। স্নানের পর শ্রাবক—

"অভিষেকতোয়ধারা ধারেব ধ্যানমণ্ডলাগ্রস্ত।
ভবভবনভিত্তিভাগান্ ভূয়োপি ভিন্নতু ভাগবতী॥"

এই পাঠ করিয়া নির্ম্মল জলধারা অর্পণ করিবেন। পরে অঙ্গলেপ ও ধান্যাদির নৈবেদ্যদান, প্রথমে বড় শ্রাবক, পরে ছোট শ্রাবক এবং তৎপরে শ্রাবিকা জ্ঞানাদি ত্রিরত্নের পূজা ও স্নাত্রপূজা করিবে। আবশ্যকগ্রন্থে লিখিত আছে, স্নাত্রপূজার জল শ্রাবকের মাথায় লাগিলে কোন দোষ হয় না। বরং তাহাতে সর্ব্বরোগ দূর হয়।

জিনদেবের সম্মুখে মঙ্গলদীপ লইয়া আরতি করিতে হয়, মঙ্গলদীপের পার্শ্বে ধুনচী রাখিয়া তাহাকে লবণজল দিয়া

"উবণেউ মঙ্গলং বো জিণাণমুহ লালি জাল সঞ্চলিয়া।
তিচ্ছ পবত্তণ সমএ তিয়সবি ব মুক্কা কুসুমবুট্‌ঠী॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কুসুমবৃষ্টি করিবে। পরে—

"উঅহ পড়িভগ্‌গাপসরং পয়াহিণং মুণিবঈ করে উণং।
পড়ইস লোণত্তণ লজ্জিঅং চ লোণং হু অবহংমি॥"

ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ফুলে করিয়া তিনবার নুনের জল ছিটা দিবে। তৎপরে আরতি করিয়া দুইপাশের কলস হইতে জল লইয়া ধারা দিবে।

ফুল ছিড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনবার—

"মরগয়মণি ঘড়িয় বিশাল থালমাণিক্ক মণ্ডিঅ পঈবং।
নবণয়র করু খিত্তং ভমউ জিণারত্তিঅং তুম্হ॥"

ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রধানপাত্রে রাখিবে। পরে—

"ভামিজ্জং তো সুরাসুরিহিং তুহনাহ মঙ্গলপঈবো।
কণয়ায়লস্স নজঈ ভাণুব্ব পয়া হিংণং দিন্তো॥"

এই পাঠ করিয়া দীপ্যমান মঙ্গলদীপ জিনপাদপদ্মে স্থাপন করিবে।

জিনপূজাবিধিগ্রন্থে লিখিত আছে—অঙ্গপূজায় বিঘ্ননাশ, অগ্রপূজায় মহাপুণ্য লাভ এবং ভাবপূজায় মোক্ষ লাভ হয়।

এতদ্ভিন্ন জৈনশাস্ত্রে শ্রাবকের পর্ব্বকৃত্য, ত্রৈমাসিককৃত্য, সংবৎসরকৃত্য ও জন্মকৃত্যের বিবরণ বর্ণিত আছে *। [শ্রাবক ও পর্য্যষণা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভবিষ্য তীর্থঙ্কর।—যে ২৪ জন তীর্থঙ্করের প্রসঙ্গ প্রথমে লিখিয়াছি, তদ্ব্যতীত জৈনগণ আর একজন ভবিষ্য তীর্থঙ্করের নামোল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহার নাম সুভৌমস্বামী। হিন্দুগণ যেমন কল্কী অবতার এবং মুসলমানগণ যেমন ভাবী ইমামের কথা উত্থাপন করেন, সেইরূপ কোন কোন জৈনসম্প্রদায় বলেন, যখন জৈনধর্ম্ম নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন দুষ্টদলন ও ধর্ম্মোদ্ধারের জন্য সুভৌমস্বামী আবির্ভূত হইবেন †।

ঈশ্বরতত্ত্ব।—অনেকেই জৈনগণকে নাস্তিক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক জৈনগণ নাস্তিক নহেন, তাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা হিন্দু দার্শনিকগণের মত ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহারা আস্তিক হিন্দু দার্শনিকগণকে এইরূপে দোষ দিয়া থাকেন।

যদি সর্ব্ব জগৎ পরমাত্মার বা ঈশ্বরের স্বরূপ হইত, তাহা

* শ্বেতাম্বরেরাও দিগম্বরদিগের মত জাতিভেদ শৌচাশৌচ প্রভৃতি স্বীকার করিয়া থাকেন। বর্দ্ধমানসূরিরচিত বৃহৎআচারদিনকরগ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† সারস্বতগচ্ছীয় রত্নচন্দ্ররচিত সুভৌমচরিতে সুভৌমস্বামীর বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

হইলে জ্ঞানী অজ্ঞানী সুখী দুঃখী প্রভৃতির ভেদ থাকিত না, যেমন ভার্য্যায় লোকে কাম ভোগ করে, মাতা ভগিনী প্রভৃতিতেও সেইরূপ কাম চরিতার্থ করিত। তাহা হইলে এই জগৎ একরস একস্বভাব ও অভেদভাব প্রাপ্ত হইত।

তবে যদি বল ব্রহ্ম এক ও মায়া স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপী, কিন্তু জগদাদি সর্ব্ব মায়া জন্য। তাহা হইলেও তোমার কথায় দোষ পড়ে। মায়া ও ব্রহ্মে ভেদ কি অভেদ? যদি বল ভেদ আছে, তবে বল জড় কি চেতন? যদি বল জড়, তাহা পুনরায় নিত্য কি অনিত্য? যদি বল অনিত্য, তবে তাহা বিনশ্বর ও কার্য্যরূপ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি বল কার্য্য, তবে তাহার কারণ বাহির করিতে হইবে। সুতরাং মায়ার উপাদানকারণ কি? যদি বল অপর মায়াই উপাদানকারণ, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ ঘটে, যদি ব্রহ্মকে উপাদানকারণ বল, তাহা হইলে ব্রহ্ম আপনিই সব করিয়াছেন, এরূপ স্বীকার করিতে হইবে, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটে। যদি মায়াকে নিত্য ও চৈতন্য বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার অদ্বৈতবাদ আর থাটে না। যদি বল ব্রহ্ম ও মায়া এক, তাহা হইলে দুইটাকে ভিন্ন নাম দিয়া বলিবার আবশ্যক কি, এক ব্রহ্ম বলিলেই চলিত।

বাস্তবিক ঈশ্বর জগৎকর্ত্তা নহেন, সকল পদার্থেই অনন্তশক্তি আছে, স্ব স্ব শক্তি দ্বারাই পদার্থ আপন আপন কার্য্য করে। সমস্তই কাল, স্বভাব, নিয়তি, কর্ম্ম ও উদ্যম এই পঞ্চ নিমিত্তসাপেক্ষ। এ ছাড়া আর নিমিত্ত নাই। এই পাঁচ নিমিত্ত হইতে সমস্তই উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। দেখ, যখন বীজ বোনা হয়, তখন কাল অনুকূল হওয়া চাই, নহিলে বীজাঙ্কুর জন্মে না। আবার বীজ, জল, পৃথিব্যাদির অবশ্য স্বভাব হওয়া চাই। যে যে পদার্থের যে স্বভাব, তাহার পরিণামকেই নিয়তি বলা যায়। ইহাও একটী কারণ। এইরূপ জীবের উদ্যম বা পুরুষকারও একটী কারণ। এই পঞ্চ বস্তুই অনাদি, প্রথম হইতে ইহাদিগকে কেহ সৃষ্টি করে নাই। যে যে বস্তুর স্বভাব তাহা সকলই অনাদি হইতে হইয়াছে। যে যে বস্তুর আপনাপন স্বভাব নাই, সেই সেই বস্তু সৎরূপ থাকিবে না। পৃথিবী, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র আদি পদার্থ যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তদ্দারাই অনাদিরূপ সিদ্ধ হয়। পৃথিবীর উপর যে সৃষ্টি রচনা দেখিতেছ, তাহা সকলই প্রবাহক্রমে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। জগতের যাহা কিছু নিয়ম, তাহা ঐ পাঁচ নিমিত্ত ভিন্ন সিদ্ধ হইতে পারে না। এই জন্য বলিতেছি, সকল পদার্থই স্ব স্ব নিয়মে হইতেছে। তুমি যদি দ্রব্যের শক্তিকে ঈশ্বর বল, তাহাতে আপত্তি নাই। দ্রব্যের অনাদি শক্তিকেই ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। তুমি বল জড়ের কিছুমাত্র শক্তি নাই, কিন্তু আমি তোমার কথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। জগতের অনেক জড় পদার্থই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ নিমিত্তে আপনাপনি মিলিত হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্যকিরণ বর্ষার মেঘের উপর পড়িয়া ইন্দ্রধনু উৎপন্ন করে, আকাশে পবনের সাহায্যে জল ও অগ্নি উৎপন্ন হয়, এইরূপে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ নিমিত্ত হইতে তৃণ, গুল্ম, কীট পতঙ্গাদি বহুতর জীব জন্মিয়া থাকে। দ্রব্যার্থিক নয়ানুসারে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি অনাদি; যাহা অনাদি তাহা কাহারও সৃষ্ট নহে। বাস্তবিক ঈশ্বর-জগৎস্রষ্টা নহেন, তিনি জীবের শুভাশুভ বিধানও করেন না *। যে যে অবস্থায় জীবের শুভাশুভ ঘটে, তাহা সমস্তই কর্ম্মফল। কর্ম্মফল ভোগকালে জীব স্ববশ নহে।

যদি ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা না হইলেন, যদি তিনি জীবের শুভাশুভ কর্ম্মবিধায়ক নন, তবে তিনি কিরূপ? প্রধান প্রধান জৈনাচার্য্যগণ এই শ্লোকটী প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া থাকেন—

"ত্বামব্যয়ং বিভুমচিন্ত্যমসংখ্যমাদ্যং
ব্রহ্মাণমীশ্বরমনন্তমনঙ্গকেতুম্।
যোগীশ্বরং বিদিতযোগমনেকমেকং
জ্ঞানস্বরূপমমলং প্রবদন্তি সন্তঃ॥"

হে ভগবন্! অব্যয় (তোমার অপচয় নাই), অর্থাৎ তিনকালে এক স্বরূপ, বিভু অর্থাৎ কর্ম্মোন্মূলন করিতে সমর্থ, অচিন্ত্য অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানিগণও তোমার চিন্তা করিতে সমর্থ নহে, অসংখ্য অর্থাৎ তোমার গুণের কেহ সংখ্যা করিতে পারে না, আদ্য অর্থাৎ সর্ব্বলোকব্যবহারপ্রবর্ত্তনা হইতেও আদি বা স্বতীর্থের আদিকারক, ব্রহ্ম অর্থাৎ অনন্ত আনন্দকর সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিমান্ অথবা অনন্তজ্ঞানদর্শনযোগেও তোমার অন্ত পাওয়া যায় না, অনঙ্গকেতু অর্থাৎ ঔদারিক, বৈক্রিয়, আহারক, তৈজস ও কার্ম্মণ এই পঞ্চশরীররূপী চিহ্নও তোমাতে নাই, যোগীশ্বর অর্থাৎ যোগী যে চারিজ্ঞান ধারণা করেন, তাহারও ঈশ্বর, বিদিতযোগ অর্থাৎ জীবের সহিত কর্ম্মসংযোগ তুমি সম্যক্‌রূপে খণ্ডন করিয়াছ, অনেক অর্থাৎ সর্ব্ব-

* জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের খণ্ডন ও জৈনমতে ঈশ্বরতত্ত্ব বিস্তৃতরূপে জানিতে হইলে নিম্নলিখিত জৈনগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।—আপ্তমীমাংসা, প্রমাণমীমাংসা, প্রমাণপরীক্ষা, প্রমাণসমুচ্চয়, প্রমেয়রত্নমার্ত্তণ্ড প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ন্যায়াবতার, ধর্ম্মসংগ্রহণ, তত্ত্বার্থসূত্র, নন্দীসিদ্ধান্ত, শব্দাম্ভোনিধিগন্ধহস্তীমহাভাষ্য, শাস্ত্রসমুচ্চয়, স্যাদ্বাদকল্পলতা, ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়, স্যাদ্বাদমঞ্জরী, স্যাদ্বাদরত্নাকর, দ্বাদশারনয়চক্র, সম্মতিতর্ক প্রভৃতি।

গত বা গুণপর্য্যায়ের অপেক্ষায় অনেক বলিয়া জ্ঞান হয়, এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় উত্তমোত্তম, জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ কেবলজ্ঞান তোমার স্বরূপ, অমল অর্থাৎ অষ্টাদশ দোষরূপ মল তোমাতে নাই, তুমি সৎপুরুষ বলিয়া অভিহিত †।

বিভিন্ন জৈনসম্প্রদায়। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই সম্প্রদায় হইতে আবার অনেকগুলি গচ্ছ উৎপন্ন হইয়াছে। ধর্ম্মসাগরগণি রচিত কুপক্ষকৌশিকসহস্রকিরণ বা প্রবচনপরীক্ষা নামক গ্রন্থে তপাগচ্ছ ব্যতীত আর দশটী মতের উল্লেখ আছে। যথা ১ ক্ষপণক বা দিগম্বর, ২ পৌর্ণমীয়ক, ৩ খরতর বা ঔষ্ট্রিক, ৪ পল্লবিক বা আঞ্চলিক, ৫ সার্দ্ধপৌর্ণমীয়ক, ৬ আগমিক বা ত্রিস্তুতিক, ৭ লুম্পাক, ৮ কটুক, ৯ বন্ধ্য বা বীজমত এবং ১০ পাশচন্দ্র।

ধর্ম্মসাগর লিখিয়াছেন, উক্ত দশটী মতের মধ্যে দিগম্বর, পৌর্ণমীয়ক ঔষ্ট্রিক ও পাশচন্দ এই চারিশাখা আদি জৈন হইতেই বাহির হইয়াছে, স্তনিক বা আঞ্চলিক, সার্দ্ধপৌর্ণমীয়ক ও আগমিক পৌর্ণমীয়ক মত হইতে এবং লুম্পাক, কটুক ও বন্ধ্য এই তিনটীর মধ্যে বন্ধ্য লুম্পাক হইতে বহির্গত একটী পৃথক্ সম্প্রদায় হইলেও স্বাধীনভাবে ঐ কয়টী মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ দশটী মতাবলম্বী বা শাখাভুক্ত জৈনেরা ধর্ম্মসাগরের মতে অতীর্থক অর্থাৎ প্রকৃত জৈন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ঐ দশশাখার উৎপত্তি সম্বন্ধেও প্রবচনপরীক্ষায় এইরূপ লিখিত আছে—

দিগম্বরোৎপত্তি। রথবীরনগরে শিবভূতি বা সহস্রমল্ল নামে এক রাজভৃত্য বাস করিতেন। এক দিন তিনি মাতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া রজনীযোগে গৃহ ত্যাগ করিয়া আর্য্যকৃষ্ণ নামে একজন জৈনস্থরির উপাশ্রয়ে উপস্থিত হন। শিবভূতি রাজার নিকট হইতে এক খানি উত্তম কম্বল উপহার পাইয়াছিলেন; সেই কম্বলখানির উপর তাহার বড় যত্ন ছিল। এক দিন তাঁহার অসাক্ষাতে গুরুর আদেশে সেই কম্বলখানি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলা হয়। পরে শিবভূতি আপনার সাধের কম্বলের দুর্দ্দশা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর এ জগতে তিনি কোন প্রকার বসন ভূষণ ব্যবহার করিবেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

তাঁহার ভগিনী উত্তরাও ভ্রাতার ন্যায় দিগম্বরী হইলেন। কিন্তু শিবভূতি স্ত্রীলোকের নির্ব্বাণ হইতে পারে না বলিয়া ভগিনীকে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে নিষেধ করিলেন। পরে তিনি কৌণ্ডিল্য ও কোট্টবীর নামক দুইজন শিষ্যকে দীক্ষা দিলেন; তখন হইতে বোটিক বা নগ্নাচার্য্যগণের শাখা প্রবর্ত্তিত হইল। স্ত্রীমুক্তিনিষেধ ও নগ্নতাই দিগম্বরের মুখ্য মত।

পৌর্ণমীয়ক পক্ষোৎপত্তি। বীরগতাব্দের ১৬২৯ বর্ষ পরে অর্থাৎ ১১৫৯ সম্বতে পৌর্ণমীয়ক মত উৎপন্ন হয়। মতোৎপত্তির কারণ এইরূপ—

রাজশ্রীকর্ণবারক গ্রামে চন্দ্রপ্রভ, মুনিচন্দ্র, মানদেব ও শান্তি নামে চারিজন সতীর্থ বাস করিতেন। ১১৪৯ সম্বতে শ্রীধর নামে এক জৈন বহু ব্যয়ে জিনেন্দ্রপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চন্দ্রপ্রভের নিকট আসিয়া প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠ মুনিচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠাব্রতে ব্রতী করুন। চন্দ্রপ্রভ ঈর্ষাপরবশ হইয়া বলিলেন—"সাধু এই কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন না।" এইরূপে শ্রাবকপ্রতিষ্ঠার নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে কেহই তাঁহার অনুগামী হইতে চাহিল না। তখন ১১৫৯ সম্বতে এক দিন চন্দ্রপ্রভ শিষ্যগণের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন যে, পদ্মাবতী দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিয়াছেন, "তোমার শিষ্যগণকে বলিও শ্রাবকপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণিমাপাক্ষিক * সত্য, অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।" এইরূপে পৌর্ণমীয়ক শাখা বাহির হইল †।

খরতরোৎপত্তি। ধর্ম্মসাগর প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, সাধারণতঃ খরতরগচ্ছপট্টাবলীতে ১০২৪ সম্বতে বর্দ্ধমানের শিষ্য জিনেশ্বর হইতে খরতর উৎপত্তি কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে, ১২০৪ সম্বতে জিনদত্তসূরি হইতেই খরতর নাম প্রবর্ত্তিত হয়। এ সম্বন্ধে তিনি জিনপতির শিষ্য সুমতিগণির গণধরসার্দ্ধশতকবৃহদ্বৃত্তি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

অভয়দেব নিজে জিনবল্লভকে পট্টস্থ করেন নাই, তিনি জানিতেন, তাহাতে তাঁহার অপর শিষ্যগণ সম্মত হইবে না। কারণ, জিনবল্লভ পূর্ব্বে এক চৈত্যবাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আপন শিষ্য বর্দ্ধমানকেই উত্তরাধিকারী স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সুবিধা পাইয়া জিনবল্লভকে পট্টস্থ করিবার জন্য প্রসন্নচন্দ্রকে আদেশ করেন। প্রসন্নচন্দ্র আবার দেবভদ্রকে দিয়া সেই কার্য্য সমাধা করেন। ধর্ম্মসাগর আরও বলিয়াছেন, দুর্লভরাজের সভায় ১০২৪ সম্বতে চৈত্যবাসী পরাজিত হইলে জিনেশ্বর খরতর বিরুদ লাভ

† জৈনাচার্য্যগণের ব্যাখ্যানুসারে অর্থ করা হইল।

* পূর্ণিমার দিন যে পাক্ষিক ব্রতপালন করা যায়, তাহাকেই পূর্ণিমাপাক্ষিক বলে। কিন্তু উক্ত মতাবলম্বিগণ পূর্ণিমা ও অমাবস্যা উভয় তিথিতেই যে ব্রতপালন করেন, তাহাকেই পূর্ণিমাপাক্ষিক কহে।

† চন্দ্রপ্রভের ধর্ম্মোপদেশ প্রচারের জন্য মুনিচন্দ্র পাক্ষিকসপ্ততি রচনা করেন।

করেন, এই যে কথা প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত অমূলক; কারণ, দুর্লভরাজ তাহার বহু পরে, অর্থাৎ ১০৬৬ সম্বতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিশেষতঃ ১৫৮২ সম্বতে লিখিত শ্লোকানুবন্ধী খরতরপট্টাবলীতে লিখিত আছে যে, ১০২৪ সম্বতে জিনহংসসূরি পট্টধর ছিলেন। দর্শনসপ্ততিকাবৃত্তি, অভয়দেবের ঋষভচরিত ও তচ্ছিষ্য বর্দ্ধমানরচিত প্রাকৃত-গাথা এবং প্রভাবকচরিত্রে খরতর সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। খরতরদিগের মধ্যে পরম্পরাক্রমে যুগপ্রধান নাই। সুমতি-গণির গ্রন্থপাঠে বোধ হয় যে, জিনবল্লভ কখন জিনদত্তকে দেখেন নাই। ধর্ম্মসাগর আপনগ্রন্থে যে পট্টাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও জিনবল্লভ অভয়দেবের শিষ্য বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মসাগর লিখিয়াছেন—প্রাচীন গাথানুসারে ১২০৪ সম্বতেই জিনদত্তসূরি হইতেই খরতরশাখা প্রবর্ত্তিত হয়। জিনদত্ত অতিশয় খরপ্রকৃতি ছিলেন; এই জন্যই সাধারণে তাঁহাকে খরতর বলিত; জিনদত্তও সাদরে ঐ নাম গ্রহণ করেন। তাহার শিষ্যপরম্পরা খরতরগচ্ছ নামে খ্যাত হইলেন।

ধর্ম্মসাগরের মতে—জিনশেখর হইতে রুদ্রপল্লীয় গচ্ছ প্রসিদ্ধ হয় নাই; তাঁহার পর ৪র্থ পট্টধর অভয়দেব হইতেই রুদ্রপল্লীয় গচ্ছ প্রবর্ত্তিত হয়।

আঞ্চলিকোৎপত্তি। ১২১৩ সম্বতে আঞ্চলিকমত প্রচলিত হয়। পৌর্ণমীয়ক পক্ষে নরসিংহ নামে একচক্ষু ও বহুভাষী এক ব্যক্তি বাস করিতেন। পৌর্ণমীয়কেরা তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। বিউণ নামক গ্রামে বাস করিবার সময় নাধি নামে এক অন্ধরমণী তাঁহাকে বন্দনা করিতে আসে; কিন্তু সে আপন মুখাচ্ছাদনী আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। জৈনশাস্ত্রে কোনরূপ বিধি না থাকিলেও নরসিংহ অঞ্চল দিয়া সেই রমণীকে মুখ ঢাকিতে আদেশ করেন। তাহাতে যতিগণ মধ্যে গোলমাল উপস্থিত হয়। নাধির বহু অর্থ ছিল। সেই অর্থসাহায্যে নরসিংহ আঞ্চলিক মত প্রচার করিলেন। নাধির অনুরোধে নাটপদ্রীয়-চৈত্যবাসী নরসিংহকে সূরিপদ প্রদান করেন। তখন হইতে নরসিংহের নাম আর্য্যরক্ষিত হইল। তিনি মুখাচ্ছাদন ও রজোহরণ পরিত্যাগ করাইয়া সাধারণ জৈনের অনুষ্ঠিত প্রতিক্রমণও উঠাইয়া দিলেন। তাঁহার মতাবলম্বিগণ আঞ্চলিক নামে খ্যাত হইল। আঞ্চলিকেরা আত্মাগম, অনন্তরাগম ও পরম্পরাগম এই তিন প্রকার আগম স্বীকার করেন।

সার্দ্ধপৌর্ণমীয়কোৎপত্তি। ১২৩৬ সম্বতে এই মত প্রচলিত হয়। এই মতের উৎপত্তিসম্বন্ধে ধর্ম্মসাগর লিখিয়াছেন—

এক দিন রাজা কুমারপাল প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের নিকট পৌর্ণমীয়ক মতের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। হেমচন্দ্রের মুখে বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া কুমারপাল আপনার রাজ্য হইতে পৌর্ণমীয়কদিগকে তাড়াইয়া দিবার সংকল্প করেন। এক দিন তিনি একজন পৌর্ণমীয়ক আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের মতপরিপোষক কোন আগম বা পূর্ব্ববাদ আছে কি না?" পৌর্ণমীয়ক তাহাতে অবজ্ঞাসূচক উত্তর করেন; তজ্জন্য সমস্ত পৌর্ণমীয়ক কুমারপালের অধিকারভুক্ত ১৮টী জনপদ হইতে দূরীভূত হইলেন। কুমারপাল ও হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর আচার্য্য সুমতিসিংহ নামে এক পৌর্ণমীয়ক ছদ্মবেশে পত্তন নগরে আগমন করেন। তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন, "সার্দ্ধপৌর্ণমীয়ক।" সুমতিসিংহের কোন কোন শিষ্য এই সম্প্রদায়কে সাধুপৌর্ণমীয়ক বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন, আচার্য্য সুমতিসিংহ সাধুপ্রকৃতি ও বড় দয়ালু ছিলেন; এই জন্যই তাহার শিষ্যপরম্পরা সাধুপৌর্ণমীয়ক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন, সুমতিসিংহ শিষ্যদিগকে পত্রপুষ্পাদি দিয়া জিনদেবের পূজা করিতে নিষেধ করেন এবং সাধুমার্গ অবলম্বন করিতে আদেশ করেন; সেই জন্যই তিনি এবং তৎপরবর্ত্তী শিষ্যগণ সাধু-পৌর্ণমীয়ক নামে খ্যাত হন।

আগমিকোৎপত্তি। শীলগণ ও দেবভদ্র পৌর্ণমীয়ক পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে আঞ্চলিক পক্ষ অবলম্বন করেন। পরে ঐ মত পরিত্যাগ করিয়া শত্রুঞ্জয়তীর্থে ৭ জন সাধুর সহিত মিলিত হইয়া জৈনশাস্ত্রোক্ত ক্ষেত্রদেবতার পূজাপরিহাররূপ নূতন মত প্রচার করেন; তাহাই আগমিক ও ত্রিস্তুতিক নামে খ্যাত হইল। ১২৫০ সম্বৎ হইতে এই মত প্রচলিত হয়।

লুম্পাকোৎপত্তি। (গুজরাট দেশে আহ্মদাবাদে দশা শ্রীমালজাতি লুঙ্কা বা) লুম্পাক নামে এক লেখক ছিলেন; তিনি জ্ঞানযতির উপাশ্রয়ে পুথি লিখিতেন; পুথি লিখিবার সময় সিদ্ধান্তের অনেক আলাপক ও উদ্দেশক ছাড়িয়া যাইতেন; তাহাতে উপাশ্রয়ের লোকেরা মারপিট করিয়া তাঁহাকে উপাশ্রয় হইতে বাহির করিয়া দেন। তাহাতে লুম্পাক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিম্বড়ী গ্রামে আসিয়া লক্ষ্মীসিং নামক এক বণিকের সাহায্যে এইরূপ মত প্রচার করেন—"জিনপ্রতিমার যখন জীবন নাই, তখন তাহার উপাসনা চলিতে পারে না। আবশ্যকসূত্রের অনেক স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং ব্যবহারসূত্রও প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না।" ধর্ম্মসাগর প্রবচনপরীক্ষার অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে লুম্পাকমতের

প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মতে ১৫০৮ সম্বৎ হইতে এই মতের উৎপত্তি হয়।

লুম্পাকের একটী শাখার নাম বেশধর। ইহারা অপর সকল জৈন হইতে এক প্রকার স্বতন্ত্র বেশভূষা করে বলিয়া ইহাদের নাম বেশধর হইয়াছে। কাহারও মতে ১৫৩১, আবার কাহারও মতে ১৫৩৩ সম্বৎ হইতে এই শাখার উৎপত্তি। প্রাগ্বাটজ্ঞাতি ও শিবপুরীর নিকটবর্ত্তী অরঘট্টপাটকনিবাসী ভাণক নামে এক ব্যক্তি এই শাখার প্রবর্ত্তক।

ধর্ম্মসাগর লিখিয়াছেন, ভাণক নাগপুরীয় বেশধরদিগের প্রথম; কিন্তু ভাণকের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ রূপর্ষিই গুজরাটী বেশধরগণের প্রথম বলিয়া গণ্য *। এই রূপর্ষি মালসাবড় গোত্র ও মালজ্ঞাতি। সাধু জগমাল নাগপুরে ইঁহাকে দীক্ষা দেন। ১৫৫৪ সম্বতে ইনি পট্টস্থ হন। ১৫৬৮ সম্বতে তাঁহার শিষ্যগণ গুজরাটী লুম্পাক হইতে স্বতন্ত্র হইবার জন্য নাগপুরীয় লুম্পাক নামে পরিচিত হইল। ঐ বর্ষে ইন্দ্রগোত্র ও উকেশজ্ঞাতি রূপর্ষি নামে একব্যক্তি পত্তননগরে বেশধর হইয়াছিলেন।

১৫৮০ সম্বতে সুরাণাগোত্র রূপর্ষি নাগপুরে জগমালের পদ অধিকার করেন। আবার ১৫৮৪ সম্বতে মালসাবড় গোত্র উকেশজ্ঞাতি রূপর্ষি নামে এক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে পত্তননগরে বেশধর হইয়াছিলেন।

কটুকোৎপত্তি। কটুক নামক এক বিচক্ষণ জৈনের সহিত এক আগমিকের দেখা হইলে কটুক তাঁহাকে প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে আগমিক উত্তর করেন, "এ জগতে আর সাধুর আবির্ভাব হইবে না, যদি তিনি প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে আগমিক মতে উপদিষ্ট হউন।" তদনুসারে তিনি দীক্ষিত হইলেন। ১৫৬৪ সম্বতে ঐ কটুক হইতে স্বতন্ত্র শাখা প্রবর্ত্তিত হইল।

বীজমতোৎপত্তি। নূনক নামক এক লুম্পাক বেশধরের বীজ নামে এক মূর্খ শিষ্য ছিলেন। তিনি মেদপাট নামক স্থানে গিয়া গুরুতর তপে নিমগ্ন হন। মেদপাটে পূর্ব্বে কখন জৈনসাধুর সমাগম হয় নাই। সুতরাং বীজকে দেখিয়া সকলেই বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। তখন বীজ তাঁহাদিগের মধ্যে পূর্ণিমাপাক্ষিক, পঞ্চমী পর্য্যুষণা ও আগমিক মতানুযায়ী ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ১৫৭০ সম্বতে বীজমত প্রবর্ত্তিত হইল।

পাশচন্দ্রোৎপত্তি। নাগপুরে পার্শ্বচন্দ্র নামে তপাগচ্ছীয় এক উপাধ্যায় বাস করিতেন। গুরুর সহিত তাঁহার বিবাদ হওয়ায় তিনি নিজ নামে এক অভিনব সম্প্রদায় স্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি তপাগচ্ছ ও লুম্পাক মত হইতে কোন কোন ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক বিধিবাদ, চরিত্রানুবাদ ও যথাস্থিতবাদ নামে ত্রিস্থানানুবন্ধী এক মত প্রচার করিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নির্য্যুক্তি, ভাষ্য, চূর্ণী ও ছেদগ্রন্থকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিলেন না। ১৫৭২ সম্বতে ঐ মত প্রচারিত হয়। ঐ মতানুবর্ত্তী পার্শ্বচন্দ্রের শিষ্যগণ পাশচন্দ্রীয় নামে খ্যাত।

তপাগচ্ছ ও উক্ত দশটী গচ্ছ বা সম্প্রদায় হইতে শত শত গচ্ছের উৎপত্তি হইয়াছে।

অমিতগতি রচিত ধর্ম্মপরীক্ষার মতে দিগম্বরদিগের মধ্যে চারিটী সঙ্ঘ বা সম্প্রদায় প্রধান, যথা—১ কাষ্ঠাসঙ্ঘ, ২ মূলসঙ্ঘ, ৩ মাথুরসঙ্ঘ, ৪ গোপ্যসঙ্ঘ। মূলসঙ্ঘ হইতে আবার নন্দীসঙ্ঘের উৎপত্তি হয়। দিগম্বরদিগের মধ্যে সরস্বতী ও হর্ষপুরীয় গচ্ছ প্রধান।

শ্বেতাম্বরদিগের উপরোক্ত গচ্ছ ব্যতীত উকেশগচ্ছ, নাগেন্দ্রগচ্ছ, চন্দ্রগচ্ছ, কৃষ্ণরাজর্ষিগচ্ছ (১৩৯১ সম্বতে উৎপত্তি), লঘুখরতরগচ্ছ (১৩৩১ সম্বতে উৎপত্তি), বৃহৎখরতরগচ্ছ, বায়ড়গচ্ছ, বৃহৎগচ্ছ, খন্দেল্লগচ্ছ, থারাপদ্রগচ্ছ, বিশবালগচ্ছ প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গচ্ছেরই এক এক স্বতন্ত্র পট্টধর ও তাঁহাদিগের পট্টাবলী লিপিবদ্ধ আছে।

উপসংহার।—প্রথমেই লিখিয়াছি, জৈনধর্ম্ম নিতান্ত অপ্রাচীন নহে, শাক্যবুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই জৈনধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল। অনেক বৌদ্ধগ্রন্থেও আমরা এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। সদ্ধর্ম্মালঙ্কার প্রভৃতি পালিগ্রন্থে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ৬ ছয়জন তীর্থিকের * উল্লেখ আছে—এই ছয়জনের নাম—১ পূর্ণকাশ্যপ, ২ মংখলিপুত্ত গোসাল, ৩ নিগণ্ঠনাতপুত্ত, ৪ অজিতকেশকম্বল, ৫ সঞ্জয়পুত্তবৈরতি, ৬ ককুদকাত্যায়ন।

মহাবগ্গ, সুমঙ্গলবিলাসিনী, সদ্ধর্ম্মালঙ্কার প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে নিগণ্ঠনাতপুত্ত (নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র) এক ধর্ম্মমতপ্রবর্ত্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থ মতে, সংসারগ্রন্থিচ্ছেদন করিয়াছেন, এইরূপ ভাণ করায় ইনি নির্গ্রন্থ, এমন কি উচ্চ অর্হৎ নামেও পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহার মত সহস্র সহস্র লোকে গ্রহণ করিয়াছিল। ইঁহার মতে শীতল জল পান নিষেধ, কারণ তাহার মধ্যে ছোট বড় বহু জীব থাকে।

* ধর্ম্মসাগর নাগপুরীয় বেশধরপট্টাবলী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—১ম ভাণক, ২য় ভাদর, ৩য় ভীম, ৪র্থ নূন, ৫ম জগমাল ও ৬ষ্ঠ রূপর্ষি।

* বৌদ্ধগ্রন্থে তীর্থিক শব্দের অর্থ ধর্ম্মবিদ্বেষী, কিন্তু জৈনেরা তীর্থিক শব্দে তীর্থঙ্করকেই বুঝাইয়া থাকে।

তিনি আরও বলেন, কায়, মন ও বাক্ এই তিন দণ্ড অর্থাৎ পাপের সহচর, প্রত্যেকটী স্বাধীনভাবে কার্য্য করে। পাপ পুণ্য ও সুখ দুঃখ অদৃষ্টের অধীন। মহাবগ্‌গ নামক পালি-গ্রন্থের মতে জ্ঞাতিপুত্র ক্রিয়াবাদ প্রচার করেন।

উপরে জ্ঞাতিপুত্র যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা জৈনদিগের স্থানাঙ্গসূত্রের ১ম ও ৩য় উদ্দেশকে ঠিক ঐ মত দেখিতে পাই *। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামীই স্থানাঙ্গবর্ণিত উক্ত মত প্রচার করিয়াছিলেন। আমরাও অপর কোন ব্যক্তিকেও এরূপ অভিনব মত প্রকাশ করিতে দেখি নাই। জৈন সাধুগণ নির্গ্রন্থ নামে খ্যাত। জ্ঞাতিপুত্র শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর-স্বামীরই নামান্তর।

জৈনদিগের ভগবতীসূত্রে (৪৫ স্তবকে) মঙ্খলিপুত্র গোশাল মহাবীরকে "নায়পুত্ত" (অর্থাৎ জ্ঞাতপুত্র) বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছেন।

চীন, ভোট, নেপাল, সিংহল প্রভৃতি জনপদের প্রাচীনতম বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐ ছয়জন তীর্থিকই বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ঐ ছয়জনের মতই জৈনধর্ম্মমূলক বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রবর্ণিত দ্বিতীয় তীর্থিক মঙ্খলিপুত্র গোশালের বিবরণও ভগবতীসূত্রে বর্ণিত আছে। শেষোক্ত জৈনগ্রন্থমতে মহাবীরের শিষ্য গোশাল, কিন্তু মহাবীরের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তিনি আপনাকে জিন বলিয়া পরিচিত করেন এবং অতীর্থ মত প্রচার করেন। [মঙ্খলিপুত্র গোশাল দেখ।]

পালি ও ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব ঐ ছয়জনকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

সিংহলের সামঞ্ঞফলসুত্ত নামক পালিগ্রন্থে নির্গ্রন্থগণ চাতুর্যাম ধর্ম্মসম্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভগবতীসূত্রে পার্শ্বমত্যেয় কালাস বেসিয়পুত্তেয় সহিত মহাবীরের ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আছে। এই প্রসঙ্গের উপসংহারে লিখিত আছে—"তজ্ঝং অন্তিএ চাতুর্জ্জামাতো ধম্মতো পঞ্চমহব্বইয়ং সপড়িক্কমণং ধম্মং উপসম্পজ্জিও ণং বিহরিওএ"—অর্থাৎ আপনার নিকট থাকিয়া চাতুর্যামরূপ ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তে পঞ্চযাম ধর্ম্মগ্রহণ করিলাম।

আচারাঙ্গের প্রসিদ্ধ টীকাকার শিলাঙ্ক লিখিয়াছেন, ২৩শ তীর্থ পার্শ্বনাথ যে ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তাহাই চাতুর্যাম ধর্ম্ম এবং মহাবীরস্বামী যে ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই পঞ্চযাম বা পঞ্চ মহাব্রত পালনরূপ ধর্ম্ম।

জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্রে যখন চাতুর্যাম ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, জৈনদিগের একখানি প্রধান অঙ্গ ভগবতীসূত্র দ্বারাই জানা যাইতেছে যে, স্বয়ং মহাবীরস্বামী পার্শ্বমতাবলম্বীর নিকট পার্শ্ব-মত শুনিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন স্বীকার করিতে হইবে চাতুর্যামধর্ম্মমূলক জৈনমত বহুপ্রাচীন, মহাবীর স্বামীরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামীকে জৈন-মতপ্রবর্ত্তক না বলিয়া জৈনধর্ম্মসংস্কারক বলা যাইতে পারে।

জৈনদিগের কল্পসূত্রে লিখিত আছে, মহাবীরের ২৫০ বর্ষ পূর্ব্বে পার্শ্বনাথস্বামী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের প্রথমাংশেই লিখিয়াছি যে, খৃষ্টজন্মের ৫২৭ বর্ষ পূর্ব্বে মহাবীরের নির্ব্বাণ হয়। এরূপ স্থলে খৃষ্টজন্মের * প্রায় ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ কর্ত্তৃক চাতুর্যামধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। জৈনেরা বলিয়া থাকেন যে, আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেব হইতেই জৈন-ধর্ম্ম প্রচলিত হয়। কিন্তু যখন পার্শ্বনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্কর-গণের মতামত কোন জৈনসিদ্ধান্তে বিবৃত হয় নাই, তখন কিরূপে স্বীকার করিব যে, ২৩শ তীর্থঙ্করের পূর্ব্বে জৈনমত প্রচলিত ছিল? বিশেষতঃ জৈনগ্রন্থে ১ম হইতে ২২শ তীর্থঙ্করের জীবনীকাল যেরূপ স্থির করা হইয়াছে, তাহা অমানুষিক ও কাল্পনিক বলিয়াই বোধ হয়। পার্শ্বনাথের পূর্ব্বে জৈনধর্ম্মের অঙ্কুর হইলেও তাঁহার সময় হইতেই যে, একটী বিশিষ্ট মত বলিয়া গণ্য হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, এরূপ স্থলে পার্শ্বনাথ-কেই প্রকৃত জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে।

জৈন্-উজিয়াল্, বাঙ্গালার অন্তর্গত বীরভূম জেলার একটী পরগণা। পরিমাণফল ৬৮·২১ বর্গমাইল। ইহার অধি-কাংশ অনুর্ব্বর এবং কৃষির অযোগ্য। উত্তরপশ্চিমভাগ অরণ্য ও কঙ্করময়। দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগে উত্তম কৃষি-কার্য্য চলে। এখানে ধান্য, গোধূম, ইক্ষু, সর্ষপ, মসুর ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। অধিকাংশস্থানে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণীর

* স্থানাঙ্গসূত্রের ৩য় উদ্দেশে এই বচন আছে—"তওদণ্ডাপন্নত্ত তং বহা মনদণ্ডে বচদণ্ডে কায়দণ্ডে।"

* নিকোলস্ নোটভিচ নামে একজন রুষ পর্য্যটক তিব্বতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া হিমিন্ নামক স্থানে এক মঠ হইতে পালিভাষায় লিখিত একখানি ঈশার জীবনী প্রাপ্ত হন। ঐ গ্রন্থে যীশুখৃষ্টের ভারত ও ভোট দেশে আগমনের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে লিখিত আছে—খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক যীশুখৃষ্টের সহিতও তাঁহার অজ্ঞাতবাসকালে জৈন সাধুগণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ পালি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে মহাহুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। See "The unknown Life of Christ, by Nicolus Notovitch, translated from the French by Violet Crispe," (London, 1895.)

জলেই চাস হয়। যক্কেশ্বর ও শাল নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ছুবরাজপুরে সবজজের আদালত আছে।

জৈনেন্দ্র, ব্যাকরণরচয়িতা এবং অষ্টাদশ আদি শাব্দিকের মধ্যে একজন।

জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ, একখানি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহার রচয়িতাসম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, পূজ্যপাদ মহাবীর এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ডাক্তার কিল্‌হর্ণ সাহেব বলেন, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ দেবনন্দি কর্তৃক এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। জৈনদিগের দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বর উভয়েই স্বসম্প্রদায়ের পুস্তক বলিয়া প্রমাণ করিতে উৎসুক। পণ্ডিত ফতেলাল বলেন, দিগম্বর জৈনগুরু পূজ্যপাদ কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পূজ্যপাদ ও দেবনন্দি একই ব্যক্তি; কিন্তু পণ্ডিত ফতেলালের মতে দিগম্বরজৈন দেবনন্দি ও পূজ্যপাদ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ১২০৫ খৃঃ অব্দে সোমদেব 'শব্দার্ণবচন্দ্রিকা' নামে জৈনেন্দ্রব্যাকরণের একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই তীর্থঙ্কর এবং পূজ্যপাদ গুণনন্দিদেবকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থসূচনা করিয়াছেন। শ্রীস্বামীর মতে সূত্র পূজ্যপাদ কর্তৃক ও তাহার টীকা দেবনন্দি কর্তৃক লিখিত হইয়াছে।

জৈন্য (ত্রি) জৈন-স্বার্থে যৎ। জৈনসম্বন্ধীয়।

জৈপাল (পুং) জয়পাল-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ জয়পালবৃক্ষ। (দ্বিরূপকোষ) (ক্লী) ২ জয়পালের বীজ।

জৈমিনি (পুং) মুনিভেদ, ইনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য। ব্যাসদেবের নিকট সামবেদ ও মহাভারত শিক্ষা করেন। ইহার রচিত এক ভারতসংহিতা আছে, তাহা জৈমিনিভারত নামে বিখ্যাত। জৈমিনি একখানি দর্শন রচনা করেন, তাহার নাম জৈমিনিদর্শন বা পূর্ব্বমীমাংসা। এই পূর্ব্বমীমাংসা ষড়্‌দর্শন মধ্যে একখানি। জৈমিনি একজন বজ্রবারক মধ্যে গণ্য।

"জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ॥"

ইনি দ্রোণপুত্রগণের নিকট মার্কণ্ডেয়পুরাণ শ্রবণ করেন, ইহার পুত্রের নাম সুমন্ত ও পৌত্রের নাম সুত্বান্। ইহারা তিনজনেই বেদের এক এক সংহিতা প্রণয়ন করেন। হিরণ্যনাভ, পৌষ্পিঞ্জি ও আবন্ত্য নামে শিষ্যত্রয় ঐ সকল সংহিতা অধ্যয়ন করেন।

জৈমিনিদর্শন (ক্লী) জৈমিনিকৃতং যদ্দর্শনং, কর্ম্মধা। মীমাংসা বা পূর্ব্বমীমাংসা, ইহা দ্বাদশাধ্যায়ে বিভক্ত, ইহাতে বেদের মীমাংসা ও শ্রুতিস্মৃতির বিরোধভঞ্জন আছে। ইহা শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্রের পথ অবলম্বন করিয়া বেদের বিষয় ও প্রাধান্য মীমাংসিত হইয়াছে।

জৈমিনিভারত, মহর্ষি জৈমিনিপ্রণীত ভারতসংহিতা, ইহার কেবল অশ্বমেধপর্ব্বই পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, ইহার অন্যান্য পর্ব্ব এখন নাই। কিন্তু ছিল কি না তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অশ্বমেধপর্ব্ব যাহা পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত এবং অনেক নূতন ঘটনাসম্বলিত।

জৈমিনীয় (ত্রি) ১ জৈমিনি সম্বন্ধীয়। (পুং) ২ সামবেদের এক শাখা।

জৈমূত (ত্রি) জীমূতসম্বন্ধীয়।

জৈয়ট (পুং) প্রসিদ্ধ মহাভাষ্যটীকাকার কৈয়টের পিতা।

জৈব (ত্রি) জীবস্যেদং জীব-অণ্। ১ জীবসম্বন্ধীয়। ২ বৃহস্পতি সম্বন্ধীয়। ৩ বৃহস্পতির ক্ষেত্র মীন ও ধনুরাশি। ৪ পুষ্যানক্ষত্র। ৫ পুষ্যানক্ষত্রপাত।

"কৃতাদ্রিচন্দ্রাঃ জৈবস্য ত্রিখাক্ষাশ্চ ভৃগোস্তথা।" (সূর্য্যসি°)

জৈবন্তায়ন (পুং স্ত্রী) জীবন্তস্য গোত্রাপত্যং বা ফঙ্। জীবন্ত ঋষির গোত্রাপত্য, একজন যজুর্ব্বেদপ্রচারক। "জৈবন্তায়নাচ্চ রৈভ্যাচ্চ রৈভ্যঃ" (শতপথব্রা° ১৪।৭।৩।২৬)

জৈবন্তায়নি (ত্রি) জীবন্তস্যাদূরদেশাদি, কর্ণাদিত্বাৎ চতুরর্থ্যাং ফিঞ্। জীবন্তের অদূরদেশাদি।

জৈবন্তি (পুং) জীবন্তের অপত্য।

জৈবলি (পুং) জীবলস্য রাজ্ঞোঽপত্যং, জীবল-ইঞ্। জীবল নৃপের অপত্য, ইনি প্রবাহন নামে প্রসিদ্ধ।

"তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচাস্তবদ্বৈ কিল তে শালাবত্য সাম" (ছান্দোগ্য উ°)

জৈবাতৃক (পুং) জীবয়তি ওষধিপ্রভৃতীনি, জীব-ণিচ্ আতৃকন্ (আতৃকন্ বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ১।৮১) ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর। (অমর) ৩ পুত্র। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) ৪ ঔষধ। (হেম) (ত্রি) ৫ দীর্ঘায়ুষ্ক। (মেদিনী)

জৈবি (ত্রি) জীবস্যাদূরদেশাদি, সুতঙ্গমাদিত্বাৎ চতুরর্থ্যাং ঞি। জীবের অদূরদেশাদি।

জৈবেয় (পুং স্ত্রী) জীবস্য গুরোরপত্যং, শুভ্রাদিত্বাৎ ঠক্। ১ বৃহস্পতির পুত্র কচ। জীবায়া মৌর্ব্ব্যা ইদং, স্ত্রীত্বাৎ ঠক্। (ত্রি) ২ জ্যাসম্বন্ধী।

জৈষ্ণব (ত্রি) জিষ্ণুসম্বন্ধীয়, অর্জ্জুনসম্বন্ধীয়।

জৈহ্মাশিনেয় (পুং) জিহ্মাশিনোঽপত্যং, শুভ্রাদিত্বাৎ ঠক্, দাণ্ডিনা° নি° টিলোপঃ। জিহ্মাসিনের অপত্য।

জৈহ্ম্য (ক্লী) জিহ্মস্য ভাবঃ জিহ্ম-ষ্যঙ্। জিহ্মতা, কুটিলতা, ইহা জাতিভ্রংশকর মহাপাতক মধ্যে গণ্য।

"জৈহ্ম্য মৈথুনং পুংসি জাতিভ্রংশকরং স্মৃতং।" (মনু ১১।৬৮) নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, মিথ্যাকথন ও জৈহ্ম্য প্রভৃতি সুরাপান-তুল্য পাপজনক।

"নিষিদ্ধভক্ষণং জৈহ্ম্যমুৎকর্ষঞ্চ বচোঽনৃতম্।
রজস্বলামুখাস্বাদঃ সুরাপানসমানি তু॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

জৈহ্ব (ত্রি) জিহ্বাসম্বন্ধীয় বা জিহ্বায় স্থিত।

জৈহ্ব্য (ক্লী) জিহ্বা সম্বন্ধীয়।

"ঔপস্থ্য জৈহ্ব্যং বহুমন্যমানঃ।" (ভাগ° ৭।৬।১৩)

জো (দেশজ) ১ সুবিধা। ২ বীজবপনাদির প্রকৃত সময়।

জোআহার (আরবী) জোয়ার।

জোআহরী (আরবী) জোয়ারী।

জোঁক (দেশজ) জলৌকা। [জলৌকা দেখ।]

জোঁকন (দেশজ) কোন দ্রব্যের ভার পড়া।

জোঁখম্ (আরবী) বিপদ, আপদ, দুঃখ।

জোগৃ (ত্রি) স্তোতা, স্তুতিকারক।

"অনুব্রুণং বয়ত জোগুবামপঃ।" (ঋক্ ১০।৫৩।৬)
'জোগুবাং স্তোতৄণাং।' (সায়ণ)

জোগেরু, দাক্ষিণাত্যবাসী একপ্রকার ভিক্ষুক। ইহারা আপনাদিগকে যোগী বলিয়া পরিচয় দেয়। ধারবার জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীর ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায়। বাগলকোট, বুলবুত্তি, বুড়বুগি প্রভৃতি স্থানেই ইহাদের সংখ্যা অধিক। ইহারা অতি প্রাচীন অধিবাসী। বাগলকোট প্রভৃতি স্থানের জোগেরুদিগের মধ্যে পুরুষদিগের সাধারণতঃ নাথ উপাধি দৃষ্ট হয়।

এই জোগেরুগণ দশ কুলে বিভক্ত, যথা—বাচনি, ভণ্ডারি, চুণাড়ি, হিঙ্গমরি, করফদরি, কাঁসার, মদরকর, পর্ব্বলকর, সালি ও বতকর। ইহাদিগের বিবাহাদি উৎসবে উক্ত দশ শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর এক এক জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকে। এই দশটী শ্রেণীর প্রত্যেকেই গোরখনাথের দ্বাদশ জন শিষ্য যে দ্বাদশটী বিভাগ স্থাপিত করিয়াছিল, তাহার কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত।

জোগেরুগণ ভৈরব এবং সিদ্ধেশ্বর এই দুইজন গৃহদেবতার অর্চ্চনা করে; রত্নগিরির নিকট ভৈরবমন্দির অবস্থিত। ইহারা অশুদ্ধ কণাড়ী ও মহারাষ্ট্রী উভয় ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহে। ইহারা চারি ভাগে বিভক্ত, যথা—ভৈরবী-যোগী, কিন্ত্রী-যোগী, পমন-যোগী এবং তবর-যোগী। ভৈরবী বা ভৈরি ও কিন্ত্রী যোগিদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই যোগিদিগের আকৃতি বুড়্‌বুড়্‌কিদিগের ন্যায়। ইহারা অপরিষ্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন কুটীরে বাস করে; কুক্কুর, ভেড়া, কুক্কুট, ষাঁড় প্রভৃতি পোষে। ইহারা আহারে খুব পটু, কিন্তু খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে রন্ধন করিতে জানে না। জোয়ারের রুটি ও শাক-সবজি প্রভৃতিই ইহাদিগের সাধারণ প্রধান খাদ্য। ময়দার পিষ্টক, মোটা চিনি ও শাক ইহারা বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে আহার করে। ইহারা শাক, মেষ, কুক্কুট, মৎস্য, হরিণ, কাঁকড়া, মাছ প্রভৃতি ভক্ষণ করে; কিন্তু গো অথবা শূকরের মাংস ভক্ষণ করে না। ইহারা সময় সময় মদ্যও পান করে। ইহারা পরিবার কাপড় প্রায়ই কাহারও নিকট হইতে চাহিয়া লয়। পুরুষগণ স্কন্ধ ও জঘন দেশে একখানি কাপড় ও একটী জ্যাকেট পরিধান করে, মস্তকে একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্র বাঁধে; স্ত্রীগণ গায় জামা দেয়।

জোগেরুগণ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বেলোয়ারি কুণ্ডল, আংটি, হার এবং পিতলের মালা পরিধান করে। ভিক্ষাই ইহাদিগের প্রধান উপজীবিকা; ইহারা নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় এবং সুবিধা পাইলে যাহা পায়, তাহাই চুরি করিয়া পলায়ন করে। বাগলকোট প্রভৃতি স্থানের যোগিগণ সূঁচি ও চিরুণি প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্য নানাস্থানে ভ্রমণ করে এবং জোতিবের সাধকদিগের নিকট হইতে বস্ত্রাদি ভিক্ষা করিয়া লয়। রত্নগিরির জোতিব ইহাদের প্রধান দেবতা। এই জোগেরুগণ যখন ভিক্ষার্থ বহির্গত হয়, তখন তাহারা কাণে মুদ্রা নামক রৌপ্যনির্ম্মিত কুণ্ডল পরিধান করে এবং জোতিবের ত্রিশূল ও অলাবুনির্ম্মিত পাত্র সঙ্গে করিয়া লয়।

ইহারা একটী ছোট ঢাক ও শিঙ্গা বাজায়। যে যে স্থানে জোতিব আছে, সেইস্থানে গমন করিলে ইহারা "বাল সন্তোষ" কথা উচ্চারণ করে। ইহারা অতিশয় অশিক্ষিত, কিন্তু অত্যন্ত শান্ত।

জোগেরুগণ বলে, তাহারা অনেক শিকড় গাছড়া প্রভৃতি জানে; তাহা দ্বারা বিবিধ রোগ আরাম করিতে পারে। ইহারা গড়গের পাহাড় হইতে পাথর আনিয়া সময় সময় পাথরের বাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। আশ্বিনমাসে দসরা এবং কার্ত্তিকমাসে দীবালিই ইহাদের প্রধান উৎসব।

জোগেরুগণ ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ মান্য করে, ব্রাহ্মণগণ ইহাদের বিবাহাদিকার্য্য এবং স্বজাতীয় লোকেই ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করে। কোন কোন জোগেরুর বিবাহ কার্য্য ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ও অন্যান্য কার্য্য কাণফট্ বৈরাগী দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। ইহারা তীর্থে ভ্রমণ করে না; আশ্বিনমাসের প্রথম পাঁচদিন প্রতি পরিবারের এক ব্যক্তি উপবাস করিয়া থাকে। ইহাদের নিজ শ্রেণীর মধ্যে এক জন ধর্ম্মোপদেষ্টা থাকে, সে

কখন বিবাহ করে না। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার আহারাদি সংগ্রহ করে। এই ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার কোন প্রিয় শিষ্যকে তৎপদে মনোনীত করেন।

সাধারণ জোগেরুদিগের গুরুর (ধর্ম্মোপদেষ্টা) নাম ভৈরবনাথ, ইনি রত্নগিরির নিকট বড়গনাথ পাহাড়ের উপর বাস করেন। ইহারা দয়মব ও দুর্গব নামক গ্রাম্যদেবতাদিগকে পূজা করে ও যাদুবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা প্রভৃতি বিশ্বাস করে। কোন কোন শ্রেণীর জোগেরু ভবিষ্যৎকথন-বিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করে; কিন্তু ডাকিনীবিদ্যায় বিশ্বাস করে না। শ্মশান ও অন্যান্য স্থানে ভূতযোনির আবাসস্থল বলিয়া ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সন্তান প্রসূত হইলেই ইহারা প্রসূতি ও সন্তান উভয়কেই স্নান করায়; পঞ্চমদিবসে নবপ্রসূত সন্তানের আয়ুর্বৃদ্ধির জন্য ষষ্ঠীদেবীর পূজা এবং সপ্তম দিবসে সন্তানের নামকরণ করে। বুলবুত্তি প্রভৃতি স্থানের জোগেরুগণ সন্তান প্রসূত হইলে ১২ দিন পর্য্যন্ত প্রসূতিকে ঘৃত ও ভাত খাইতে দেয়, পরে প্রসূতি গৃহকার্য্য করিতে আরম্ভ করে। দ্বাদশ দিবসে স্বজাতীয় ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পঞ্চপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য খাইতে দেয় এবং সন্তানের নামকরণ করা হয়। অল্পবয়সেই বালিকাদিগের বিবাহের সম্বন্ধ করা হয়; কিন্তু বিবাহের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিবার সময়ে কোনরূপ উপহার দেওয়া হয় না; কন্যার পিতা কএকজন স্বজাতীয় ব্যক্তির সম্মুখে তাহার কন্যাকে প্রস্তাবিত বরের সহিত বিবাহ দিবেন, এই মাত্র স্বীকার করেন। ৪ দিন পর্য্যন্ত বিবাহের উৎসব চলে। প্রথম দিবসে বর কন্যার বাটী আইসে; তথায় তাহাদিগের উভয়কে হরিদ্রা মাখান হয়; দ্বিতীয় দিবসে বরের পিতা সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করান; ৩য় দিবসে কন্যার পিতা নিমন্ত্রণ করেন এবং এই দিনেই বিবাহের কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। বরকন্যা উভয়ে নববস্ত্র পরিধান করিয়া শস্যপরিপূর্ণ দুইটী চুপড়ির মধ্যে পরস্পরের মুখোমুখী হইয়া দাঁড়ায়। উভয়ের মধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ পুরোহিত মধ্যস্থানে হরিদ্রারঞ্জিত একখানি বস্ত্রধারণ করেন ও বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দম্পতিযুগলের মস্তকোপরি ধান্য প্রদান করেন। এই সময়ে ৪ জন সধবা স্ত্রীলোক বরকন্যার চারিদিকে আসিয়া দাঁড়ায়। ইহারা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে একগাছি সূতা ৫ গুণ করিয়া বাঁধে এবং মন্ত্র শেষ হইলে তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া একখণ্ড বরের অপর খণ্ড কন্যার হস্তে বাঁধিয়া দেয়। চতুর্থ দিবসে বরকন্যা উভয়ে গ্রামস্থ মারুতির মন্দিরে গিয়া একটী নারিকেল ভঙ্গ করে; পরে উভয়ে মিলিয়া বরের গৃহে আসে। মৃত ব্যক্তিদিগকে কবর দেয় এবং পঞ্চম দিবসে কবরে সেই মৃতব্যক্তির জন্য খাদ্য রন্ধন করিয়া প্রদান করা হয়। দ্বাদশ দিবসে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দিগের ভোজ হয়। প্রথম মাসে ইহারা মৃত ব্যক্তির আকার গঠন করিয়া তাহার আত্মার উপাসনা করে এবং প্রতি বৎসরে একটী ভোজ দেয়।

ইহাদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

জোগেরুদিগের মধ্যে জাতীয় একতা অতিশয় প্রবল। সামাজিক বিবাদ বিসম্বাদ সমাজস্থ প্রধান ব্যক্তি বিচার করে। তাহাদের বিচারানুসারে যে না চলে, তাহাকে সমাজ হইতে দূরীভূত করা হয়।

জোগেরুগণ তাহাদিগের সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠায় না, কিংবা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কোনরূপ নূতন উপায় অবলম্বন করে না।

এই সম্প্রদায়ই বোধ হয়, বঙ্গদেশে জুগী বা যোগী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। [যোগী দেখ।]

জোঙ্গ (ক্লী) জুঙ্গ্যতে বর্জ্জ্যতে, জুগি বর্জ্জনে কর্ম্মণি অপ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কালীয়ক, গন্ধদ্রব্যভেদ। (হারা°)

জোঙ্গক (ক্লী) জুঙ্গতি ত্যজতি সঙ্গাঙ্কং জুগি-ণ্বুল্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। অগুরুচন্দন। (অমর ২।৬।১২৬)

জোঙ্গট (পুং) জুঙ্গতি অরোচকত্বং পরিত্যজত্যনেন বাহুলকাৎ জুঙ্গ-অটন্। গর্ভিণীর অভিলাষ, চলিত কথায় সাধ। (হারা° ২১৯)

জোঙ্গড়া (দেশজ) ১ জন্তুভেদ। ২ বংশনির্ম্মিত মৎস্য ধরিবার চোবড়া।

জোটিঙ্গ (পুং) জুটেন ইঙ্গতি প্রকাশতে ইতি অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ বা জুট-ইন্ জোটিং গচ্ছতি গম-ড খিচ্চ। ১ মহাদেব। ২ মহাব্রতী। (ত্রিকা°)

জোড় (পুং) জুড় বন্ধনে ঘঞ্। ১ বন্ধন। ২ লৌহবিশেষ। (দেশজ) ৩ যুগ্ম। ৪ মিথুন। ৫ তুল্য, সমধর্ম্মী।

জোড়খাই (দেশজ) আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। পূর্ব্বে ইহা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত।

জোড়তোড় (দেশজ) ১ কৌশল, উপায়। ২ আয়োজন।

জোড়া (দেশজ) ১ যুগ্ম, দুইটী। ২ একত্র দুইখানি পরিচ্ছদ, বস্ত্রাবরণ।

জোত (যাবনিক) বড় বড় প্রজার নিকট হইতে কৃষকেরা ২।৩ বৎসরের নিমিত্ত যে জমী আবাদ করিতে লয়।

জোতগোপালি, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণায় একটী বড় পল্লিগ্রাম।

জোতঘরিব, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণায় একটী বড় গ্রাম।

জোতদার, ১ যাহারা জোত বা কোন বিস্তৃত চাষের জমি জমা রাখে বা জোত অধিকার করে।

২ কটকের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে প্রবাহিত একটী প্রণালী; মহানদীর খাড়ির সহিত সংযুক্ত। ইহা ২০° ১১´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬° ৩৪´ পূর্ব্বদ্রাঘিমায় সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে।

জোতনরসিংহ, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণায় একটী বড় গ্রাম।

জোতা (দেশজ) শকটাদিতে গো অশ্ব প্রভৃতি সংযোজিত করা।

জোনরাজ, 'রাজতরঙ্গিণী' বা কাশ্মীরের ইতিহাসের দ্বিতীয় লেখক। ইহার ২০০ বৎসর পূর্ব্বে কহ্লণ পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণী লিখিতে আরম্ভ করিয়া জয়সিংহের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার পরবর্ত্তীকাল হইতে জোনরাজ নিজের সময় পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখেন। ইহার পরে আরও দুই জন লেখক রাজতরঙ্গিণী লিখিয়াছেন।

জোনরাজ পৃথ্বীরাজবিজয় নামে আর একখানি কাব্য এবং ১৩৭০ শকে কিরাতার্জ্জুনীয় গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

জোনাকি (দেশজ) জ্যোতিরিঙ্গণ, খদ্যোত, জ্যোতিঃশালী ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। (Lampyris noctiluca) ইহাদের আকার দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি। ইহাদের মস্তক ও গ্রীবা হ্রস্ব, বর্ণ কৃষ্ণাভ ধূসর। পক্ষের উপর লোহিত ও কৃষ্ণমিশ্রিত চিহ্ন দৃষ্ট হয়। স্ত্রী-জোনাকি অপেক্ষা পুং-জোনাকির চক্ষু বৃহৎ। ইহারা তরু, গুল্ম, লতা, পুষ্করিণী ও নদীতীর ইত্যাদি স্থলে বাস করে, এবং অন্ধকার রাত্রিতে ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপমালার ন্যায় দেখা দেয়। ইহাদের ঐ আলোক বস্তিদেশের শেষ হইতে বহির্গত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন ঐ আলোক দীপকসম্ভূত। জোনাকির পুচ্ছে দীপক (Phosphorus) বিদ্যমান আছে। জোনাকিগণ ইচ্ছানুসারে আলো কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা একবার খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আবার পরক্ষণেই প্রায় একবারে নিবিয়া যায়। ঐ উজ্জ্বল অংশ পৃথক্ করিয়া লইলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উহা হইতে আলোক নির্গত হয়। নিবিয়া গেলে পুনরায় জল দিয়া কোমল করিলে আবার আলো বাহির হয়। গরম জলে ডুবাইলে এই কীট হইতে উজ্জ্বল আলোক উদ্গত হয়, কিন্তু শীতল জলে ডুবাইলে নিবিয়া যায়।

পুং-জোনাকি অপেক্ষা স্ত্রী-জোনাকিই অধিক উজ্জ্বল। স্ত্রীগণের পাখা নাই, সুতরাং উড়িতে পারে না, এক স্থানে থাকিয়া টিপ্ টিপ্ আলোক বিস্তার করিতে থাকে। ঐ আলোক দেখিয়া পুং-জোনাকিগণ উহাদিগকে সন্ধান করিয়া লয়। সিংহলে একরূপ জোনাকি কীট আছে, উহাদের স্ত্রীজাতি প্রায় ৩ ইঞ্চি লম্বা। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়াছেন, ইহারা বায়ুশূন্য স্থানে এবং বাষ্পের মধ্যে অনেকক্ষণ জীবনধারণ করিতে পারে। উদজন বাষ্পের মধ্যে রাখিলে কখন কখন সশব্দে ফাটিয়া যায়।

ইহাদের শাবকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির ন্যায় এবং স্পষ্ট হইবামাত্র আলোক বিকীরণ করে, কিন্তু ঐ আলোক পূর্ণাবস্থ জোনাকির ন্যায় উজ্জ্বল নহে।

জোন্স, সর্ উইলিয়ম্, ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা উইলিয়ম জোন্সের গণিতে অতিশয় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি গণিতবিষয়ক কতকগুলি পুস্তক ও দর্শনবিষয়ে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিন বর্ষ বয়ঃক্রম কালে জোন্সের পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার মাতাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হইলেন। জোন্সের মাতাকেই তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইল। এই রমণী অতিশয় বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী ছিলেন। বাল্য-কালেই জোন্স শিক্ষাবিষয়ে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন। সাত বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি হারোর বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন এবং যখন তিনি নবম বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন যদিও কোন আকস্মিক অশুভ ঘটনায় এক বৎসর কাল জোন্স বিদ্যালয়ে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি প্রায় তাঁহার সমগ্র সমপাঠী অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত ছিলেন এবং শীঘ্রই তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ডাক্তার থ্যাকারের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন। ডাক্তার থ্যাকারে প্রায়ই বলিতেন, জোন্সকে উলঙ্গ এবং নিরাশ্রয় অবস্থায় সলিসবেরির প্রান্তরে ছাড়িয়া দিলেও সে অর্থ এবং যশের রাস্তা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ জোন্স ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই একজন প্রধান যশস্বী ও সঙ্গতিশালী ব্যক্তি হইবেন। জোন্স ক্রমে ক্রমে শিক্ষায় এত উন্নতিলাভ করিলেন যে, পরবর্ত্তীকালে থ্যাকারের স্থলাভিষিক্ত ডাক্তার সম্নার বলিতেন যে, জোন্স গ্রীকভাষায় তাঁহা অপেক্ষা অধিক ব্যুৎপন্ন ও শিক্ষিত।

হারোয় বাসকালে শেষ দুই বৎসর তিনি আরব্য ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি সময় সময় লাটিন, গ্রীক ও ইংরাজি ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার লিমন নামক পুস্তকে কয়েকটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশকালে তিনি ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন।

১৭৬৪ অব্দে জোন্স্ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। তিনি আরব্য ও পারস্য ভাষা শিখিতে বিশেষ মনোযোগী হইলেন এবং অবকাশকালে ইতালী, স্পেন ও পর্ত্তুগালের প্রধান প্রধান গ্রন্থকারদিগের পুস্তকাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে তিনি অক্সফোর্ড পরিত্যাগ করিয়া আর্লস্পেন্সর পরিবারের সহিত একত্র বাস করেন। এই স্থানে থাকিয়া তিনি লর্ড অল্থর্পের শিক্ষাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ব্যবহারোপজীবের কার্য্য করিবার নিমিত্ত ১৭৭০ খৃঃ অব্দে তিনি এই পদ পরিত্যাগ করিলেন। উক্ত আর্ল পরিবারের সহিত একত্র বাসকালে জোন্স অতিশয় পরিশ্রম সহকারে প্রাচ্য ভাষা শিক্ষা করিতেন এবং অদম্য উৎসাহের ফলে শীঘ্রই তিনি প্রাচ্য ভাষায় একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইলেন।

১৭৬৮ খৃঃ অব্দে দেনমার্কের রাজা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া জোন্স 'নাদির শাহের' জীবনী পারস্য হইতে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে উক্ত পুস্তকের মধ্যে হাফিজের কয়েকটী কবিতা ও ফরাসীভাষায় অনূদিত হইয়া মুদ্রিত হইল। পরবৎসর তিনি একখানি পারস্য ব্যাকরণ প্রকাশ করিলেন। ২১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জোন্স Commentaries on Asiatic Poetry নামে একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। এই পুস্তকখানি লাটিন ভাষায় লিখিত হইয়া ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত হইল। পুস্তকের নাম Poeseos Asiaticœ Commentariorum Libri Sex, এই পুস্তকে প্রাচ্যকবিতাসম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য এবং হিব্রু, আরব্য, পারস্য ও তুরস্ক ভাষায় লিখিত অনেক উত্তম উত্তম কবিতার অনুবাদ আছে। স্পেন্সরের সহিত বাস কালে তিনি একখানি পারস্য অভিধান লিখিতে আরম্ভ করেন। বিখ্যাত পারস্য গ্রন্থকারদিগের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই অভিধানের আবশ্যকীয় কথাগুলির প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সময় আঁকেতাই দুপেরোঁ (Anquetil du Perron) নামক কোন ব্যক্তি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার কতিপয় অধ্যাপকের দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে জোন্স নিজের নাম গোপন রাখিয়া ফরাসী ভাষায় উক্ত সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের ভাষা এমন ওজস্বিনী ও মধুরা হইয়াছিল যে, ইহা পারিসের কোন পণ্ডিতের লেখা বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে জোন্স এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করিলেন।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে জোন্স্ ব্যবহারজীব সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেন। প্রাচ্যভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ সত্ত্বেও জোন্স এই সময় আইন ব্যতীত অন্য কিছুই পড়িতে পারিতেন না। তিনি নিয়মিতরূপে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতেন। এই সময় জোন্স জামিনবিধি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লেখেন। জোন্স কিরূপভাবে আইন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ব্লাকষ্টোন সম্বন্ধে তাঁহার স্তুতিই তাহার যথেষ্ট ও স্পষ্ট নিদর্শন।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে জোন্স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমেরিকাযুদ্ধ সম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রদানে তিনি এরূপ অপ্রিয় হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মহাসভায় প্রবেশের আশা নাই দেখিয়া তিনি অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তৎপ্রণীত কয়েকখানি পুস্তকে * তাঁহার রাজনৈতিক মত অবগত হইতে পারা যায়।

ছয় বৎসর পরে যখন তিনি তাঁহার ব্যবসায়ে বিশেষ যশলাভ করিলেন, তখন তিনি পুনরায় প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্যপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ১৭৮০-৮১ অব্দের শীতকালে অবসরমত আরবা সাহিত্যের বিখ্যাত প্রাচীন কবিতা মুল্লাকতের অনুবাদ করিতে লাগিলেন।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে লর্ড অস্বর্টনের (Lord Ashburton) চেষ্টায় জোন্স বঙ্গদেশের সুপ্রিমকোর্টের জজ নিযুক্ত ও নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি সেট অসফের (St. Asaph) ধর্ম্মযাজকের কন্যা সিপ্লেকে বিবাহ করিলেন।

এই বৎসরের শেষভাগে জোন্স কলিকাতায় উপনীত হইলেন এবং এই অবধি তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত একাদশ বর্ষকাল অবসর পাইলেই প্রাচ্যসাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার কলিকাতায় আসিবার কিছুকাল পরেই প্রাচ্যসাহিত্যসেবী ব্যক্তিদিগকে একত্র করিয়া এসিয়ার পুরাতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী সমিতি স্থাপন করিলেন। সর্ উইলিয়ম এই সভার সভাপতি মনোনীত হইলেন। এখন সেই সভাই এসিয়াটিক সোসাইটী নামে বিখ্যাত। এই সভা হইতে ভারতের সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের কত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা একমুখে ব্যক্ত করা যায় না। এখনও এই সভা (Asiatic Society) হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ

* পুস্তকের নাম (১) Enquiry into the Legal mode of Suppressing Riots. (২) Speech to the Assembled inhabitants of Middlesex &c. (৩ Plan of a National defence. (৪) Principles of Government.

হিন্দুদিগের সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের অনেক বিষয় অবগত হইতেছেন। জোন্স এসিয়ার পুরাতত্ত্ব পুস্তকের প্রথম চারিখণ্ডে অনেকগুলি প্রবন্ধ * লিখিয়াছেন।

বাঙ্গলাদেশে অবস্থিতিকালে জোন্স প্রথম তিন চারি বৎসর সর্ব্বদাই সংস্কৃত পড়িতেন। এই ভাষায় যথোচিত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হিন্দু ও মহম্মদীয় আইনের সারসংগ্রহ করিবার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিলেন। তিনি নিজেই অনুবাদ ও কার্য্যপর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

গবর্মেণ্ট তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া এই কার্য্য প্রায় শেষ করিয়া তুলিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কোলব্রুক সাহেব পরিদর্শনের ভারগ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ শেষ করেন।

১৭৯৪ অব্দে সর্ উইলিয়ম জোন্স মনুসংহিতা অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করেন, এ সময়ে তিনি শকুন্তলা ও হিতোপদেশ ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। জোন্স সাহিত্য-সেবায় অনবরত রত ছিলেন বলিয়া তাঁহার কর্ত্তব্যকার্য্যে (বিচারকের কার্য্য) অমনোযোগী হন নাই। লর্ড টেন-মাউথ (Lord Teignmouth) বলিয়াছেন—

"জোন্স এরূপ কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতার সহিত নিজ কার্য্য সম্পাদন করেন যে, তিনি কলিকাতাবাসী দেশীয় ও য়ুরোপীয় ব্যক্তিদিগের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কিছু-দিন জ্বরে ভুগিয়া ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ২৭এ এপ্রেল তারিখে কলিকাতানগরীতে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন।"

সর্ উইলিয়ম জোন্স বিবিধ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জ্ঞানও অসীম ছিল। ভাষা শিক্ষা করিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। লাটিন ও গ্রীকভাষায় যদিও তাঁহার জ্ঞান তাদৃশ প্রগাঢ় ছিল না বটে, কিন্তু কোন য়ুরোপীয়ই আজ পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় আরব্য, পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন নাই। তিনি অল্পবিস্তর তুর্কি ও হিব্রু ভাষা জানিতেন, চীন ভাষায়ও তাঁহার দখল ছিল; তিনি কন্‌ফুচির কবিতার অনু-বাদ করিতে পারিতেন। তিনি য়ুরোপে প্রচলিত সকল ভাষাই উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ভাষাও কিছু কিছু জানিতেন। বিজ্ঞানে তিনি ততদূর শিক্ষিত ছিলেন না, গণিত কিছু জানিতেন, রসায়ন উত্তমরূপ শিখিয়া-ছিলেন। জীবনের শেষকালে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে তিনি উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

যদিও জোন্সের নানাবিষয়ে বিস্তৃতশিক্ষা ছিল, তথাপি তাঁহার মৌলিকতা কিছুই ছিল না। তিনি কোন নূতন বিষয় আবিষ্কার করেন নাই বা কোন পুরাতন বিষয়েও নূতন শিক্ষা দেন নাই। তাঁহার বিশ্লেষণ আশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল না। ভাষাসম্বন্ধে কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক উন্নতি তিনি করেন নাই—তিনি অপরের জন্য উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। প্রাচ্যসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে মনে অতিশয় আমোদ হয় এবং তাহা পড়িলে অনেক বিষয়ে শিক্ষাও পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে তাঁহার বর্ণনাক্ষমতা বা চিন্তাশক্তির মৌলিকতা দৃষ্ট হয় না। তিনি বিদ্যাবিষয়ে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই মান্য ও গৌরবের পাত্র; বহু বিষয় শিখিবার জন্য তিনি যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, অল্প বিষয় শিখিবার জন্য যদি সেইরূপ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান ও বিদ্যা অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইত এবং হয়ত তিনি অদ্বিতীয় লোক হইতে পারিতেন।

জোন্সের চরিত্র চিরকাল সকলের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবে।

জোন্স কোন বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ পরিশ্রম করিতেই কাতর হইতেন না। পিতামাতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাঁহার বন্ধুগণ সকল সময়েই তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন; বিচার কালে তাঁহার ন্যায়পরতায় সকলেই সন্তুষ্ট হইতেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তক ব্যতীত সর্ উইলিয়ম জোন্স নিম্ন-লিখিত পুস্তকগুলি ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন।—(১) দুইখানি মহম্মদীয় আইন, (২) উত্তরাধিকার সম্বন্ধে এবং দানপত্র প্রস্তুত না করিয়া মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারস্বত্বের আইন, (৩) নিজামি-কৃত গল্প পুস্তক (৪) প্রকৃতির নিকট দুইটী স্তোত্র, (৫) বেদের উদ্ধৃতাংশ।

সর্ উইলিয়ম জোন্সের কবরের উপর নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী কবিতা লিখিত আছে—

'এক মানবের মর্ম্মাংশ এই স্থানে নিহিত আছে, তিনি ঈশ্বরকে ভয় করিতেন—মৃত্যুকে নহে। তিনি তাঁহার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অর্থ অন্বেষণ করিতেন

* A dissertation on the Orthography of Asiatic words in Roman Letters; on the Gods of Greece, Italy and India; on the Chronology of the Hindus; on the antiquity of the Indian Zodiac; on the 2nd Classical Book of the Chinese; on the Musical modes of the Hindus; on the Mystical Poetry of the Persians and Hindus containing a translation of the Gitagovinda by Jayadeva; on the Indian Game of chess; the Design of a Treatise on Plants of India &c.

না। অধার্ম্মিক ও কুক্রিয়াসক্ত লোক ব্যতীত অন্য কাহাকেও তিনি আপন অপেক্ষা নীচ এবং জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যতীত অন্য কাহাকেও উচ্চ মনে করিতেন না।'

জোয়ানপুরী, কুকুভা ও সিন্ধুড়াযোগে উৎপন্ন, তোড়ী রাগিণী বিশেষ। ইহা আধুনিক রাগিণী। (স° রত্না°)

জোয়ার, (জোয়ারি, জোবার, জুয়ার) শস্যবিশেষ ইহাকে কুর্‌বি, ছড়ি, কাশজনার ইত্যাদিও বলে। বাস্তবিক এই শস্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে জূর্ণ, যবনাল ও রক্তজূর্ণ কহে। অনেকে অনুমান করেন, এই জূর্ণ নাম সম্ভবতঃ ইহার আরবী ধুরা শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের মতে এই শস্য পূর্ব্বে এদেশে ছিল না, আরবদেশ হইতে এদেশে আনীত হয়। কিন্তু ঐ অনুমান কতদূর সত্য, বলা যায় না। ভারতবর্ষের নানা স্থানে ইহা যে প্রকার জোয়ার, চোলাম, তল্ল, জোন্ন, ফাগ, ঠঠেরা, চবেল, শালু, কেঞ্জোল, নির্গোল প্রভৃতি অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তদ্দ্বারা জোয়ার যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশের সর্ব্বত্র উৎপন্ন হইত, ইহাই প্রতীয়মান হয়। অধুনা কোন বিদেশ হইতে আনীত হইলে ইহা কোন একটী মাত্র নাম দ্বারাই সর্ব্বত্র অভিহিত হওয়াই সম্ভবপর।

উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র জোয়ারের চাস হইয়া থাকে। আমেরিকা, আফ্রিকার পূর্ব্বকূল, আরব, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশেও ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা প্রদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য অধিকাংশ স্থানেই জোয়ার একটী প্রধান খাদ্য মধ্যে পরিগণিত। ঐ সকল স্থানে ইহার চাষ গোধূম ও যবাদির চাষ অপেক্ষা বহু বিস্তৃত। কৃষকগণ তাহাদের নিজ ব্যবহার জন্যই ইহার চাষ করে। গোধূম ও যবাদির মূল্য অধিক, তজ্জন্য ঐ সমস্ত বিক্রয় করিয়া রাজস্ব ও সংসারের অপরাপর ব্যয় নির্ব্বাহ করে। কিন্তু জোয়ার নিজ খাদ্য জন্য রাখিয়া দেয়। কৃষকগণ ইহার রুটি, পিষ্টক, ছাতু প্রভৃতি ব্যবহার করে এবং ভাজিয়া লাহি নামক খাদ্য প্রস্তুত করে। ভাজা জোয়ার, গুড়, লবণ ও লঙ্কা সহ স্বাস্থ্যকর আহার্য্য। ঈষৎ অপক্ক অবস্থায় জোয়ারের শীষ ঝলসাইয়া কৃষকেরা উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এই শেষোক্ত প্রকারে ক্ষেত্রের অনেক শস্য গৃহজাত না হইতে হইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। জোয়ারের খড় গো-মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য।

জোয়ার নানা প্রকার। ইহাদের মধ্যে বৃক্ষ, পত্র ও শস্যের আকার ও বর্ণগত ঈষৎ তারতম্য আছে। বৃক্ষ সকল সচরাচর ৩।৪ হাত হইতে ৫।৬ হাত উচ্চ হয়। উহাদের মাথায় গুচ্ছবদ্ধ শীষ হয়। শস্যের দানা সকল সর্ষপের ২।৩ গুণ বড় এবং ঈষৎ চেপ্টা গোল। বর্ণ শুভ্র, লোহিত ও কৃষ্ণাভ লোহিত এবং নানা মিশ্রবর্ণের হইয়া থাকে।

জোয়ার বৎসরে দুইবার জন্মে (১) খরিফ—ইহা শরৎকালে এবং (২) রবি—ইহা বসন্তকালে উৎপন্ন হয়। এই দুই শস্যের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। উভয়েরই খাদ্য সমান গুণসম্পন্ন।

জোয়ার চাষের জন্য উৎকৃষ্ট উর্ব্বরা ভূমি প্রয়োজন হয় না; এমন কি অন্যান্য শস্য যেখানে কখন উৎপন্ন হয় না, এরূপ অনুর্ব্বর জমিতেও জোয়ার জন্মে। এজন্য কৃষকগণ গোধূমাদির জন্য ভাল জমি রাখিয়া অবশিষ্ট জমিতে জোয়ার চাষ করে। তবে কৃষ্ণবর্ণ কার্পাস ক্ষেত্রেই উৎকৃষ্ট জোয়ার জন্মে। ইহার জমিতে সচরাচর ১ হইতে ৪ বার লাঙ্গল দিয়া বর্ষার প্রারম্ভেই বীজ বপন করে। যেরূপ গভীর করিয়া চাষ দেওয়া হয়, গাছও তদনুরূপ সতেজ হয়।

সচরাচর জোয়ারের সহিত কুসুমফুল, মুগ, মাষকলায় প্রভৃতি বীজ মিশাইয়া দেয়। বর্ষা অনুকূল ও জোয়ার উত্তমরূপ জন্মিলে ঐ সকল শস্য ছায়ায় পড়িয়া যায় এবং অধিক জন্মে না, কিন্তু শেষ বর্ষায় বৃষ্টি না হইলে জোয়ার জন্মে না, তখন ২য় ফসল হইতেই কৃষকের বেশ লাভ হয়। জোয়ারের গাছ এক বা দেড় হাত বড় হইলে জমি একবার নিড়াইয়া দেয়। অধিক বর্ষা কিংবা দুইই জোয়ারের অনিষ্টকর। শরতের শেষে জোয়ার কাটিয়া অনেক সময় ঐ জমিতে রবিশস্য বপন করা হয়। অনেক সময় জোয়ারের শীষ না হইতে হইতেই গাছ কাটিয়া লয়। পরে গাছ আবার গজাইয়া উঠে, উহাতে গো-মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য হয়। কাঁচা ও শুষ্ক উভয় প্রকারই গোরুকে খাইতে দেয়। জোয়ারের ডাঁটায় চিনির ভাগ অধিক থাকায় গোধূম যবাদির খড় অপেক্ষা পশুগণ ইহার খড় অধিক আগ্রহসহকারে ভক্ষণ করে। জোয়ার বৎসরে ২।৩ বার জন্মে, সুতরাং সম্বৎসরই টাট্‌কা জোয়ারখড় পাওয়া যায়।

প্রধানতঃ কৃষকগণ শস্যের জন্যই জোয়ার চাষ করে, খড় প্রভৃতি অনাহুত লাভ মাত্র। কিন্তু অনেক সময় কেবল গো-মহিষাদির খাদ্য জন্যও কৃষকগণকে জোয়ার চাষ করিতে হয়।

জোয়ারের শীষ বাহির হইলেই অতি সাবধানে রক্ষার প্রয়োজন। কাঠবিড়াল, পক্ষী, কীট প্রভৃতি ইহার বিস্তর শত্রু আছে। শস্য কাটিবার পূর্ব্বে প্রায় দেড় বা দুই মাস কাল কৃষককে অনবরত শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হয়। এ ছাড়া নানারূপ আগাছা ও মড়ক প্রভৃতি দ্বারাও জোয়ার নষ্ট হয়।

জোয়ার পাকিবার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে ক্ষেত্ররক্ষক যথেচ্ছ শীষ ঝল্‌সাইয়া খাইয়া থাকে। ক্ষেত্রস্বামীও অনেককে এই ঝল্‌সান জোয়ার খাইতে নিমন্ত্রণ করে। বস্তুতঃ কাটিবার পূর্ব্বে প্রায় ৫। ৬ সপ্তাহ কাল উহাই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য।

জোয়ার পাকিলে গাছ কাটিয়া লয় এবং শীষগুলি পৃথক্ করিয়া রাখে। শুষ্ক হইলে লাঠি দ্বারা শীষ ঝাড়িয়া লয় এবং শস্য বস্তায় পূরিয়া রাখে। গাছগুলি শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দেয়।

জোয়ারিতণ্ডুল গোধূমাদি অপেক্ষা পুষ্টিকর, কেননা ইহা অন্নাদি অপেক্ষা লঘুপাক। প্রফেসর চার্চ্চ পরীক্ষা করিয়া শত ভাগ জোয়ারে নিম্নলিখিত উপাদান স্থির করিয়াছেন।

জল	...	...	১২·৫	অংশ।
অণ্ডলাল	...	...	৯·৩	„
শ্বেতসার	...	...	৭২·৩	„
তৈল	...	...	২·	„
সূত্রবৎ পদার্থ	...	...	২·২	„
ভস্ম	...	...	১·৭	„

পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, গোধূমের পুষ্টিকারিতা ৮৪·৬, তণ্ডুলের ৮৬½, জোয়ারের ৮৬। দরিদ্র কৃষকগণ অর্থলোভে মূল্যবান্ গোধূমাদি বিক্রয় করিয়া অল্প মূল্যের জোয়ার নিজের জন্য রাখিয়া দেয়। কিন্তু ঐ খাদ্যও কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

জোয়ার চাষে সুবিধা অনেক। প্রথমতঃ ইহার জন্য তত উৎকৃষ্ট জমি প্রয়োজন হয় না, দ্বিতীয়তঃ ইহার চাষে পরিশ্রম অল্প, তৃতীয়তঃ ইহার খড় গো-মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য।

অনেক স্থলে জোয়ার সঞ্চয় করিয়া রাখিলে কীটে নষ্ট করিয়া দেয়। এজন্য বীজ রাখা কষ্টকর। কৃষকেরা কীটের উপদ্রব এড়াইবার জন্য জোয়ার গাছের ছাই মিশাইয়া বীজ রাখিয়া দেয়। ইহাতে সহজে পোকায় বীজ কাটিতে পারে না, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ও বরার প্রভৃতির অনেক স্থলে সকল বৎসর সমান বৃষ্টি হয় না। এজন্য কৃষকেরা মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া জোয়ার সঞ্চয় করিয়া রাখে। বৃষ্টি হইয়া জলে ভিজিয়া না গেলে ঐ শস্য অনেক বৎসর বেশ থাকে।

বাঙ্গালার অন্তর্গত ছোটনাগপুর, রাজমহল প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানে বাজরার ন্যায় জোয়ারও উৎপন্ন হয়। প্রথম বর্ষায় বৃষ্টি না হইলে বাজরা ভাল জন্মে না, শেষ বর্ষায় বৃষ্টি না হইলেই জোয়ারের ক্ষতি হয়।

বিদেশ হইতে জোয়ার ভারতবর্ষে আমদানী হয় না। বরং ভারতবর্ষ হইতেই প্রতি বৎসর অনেক পরিমাণে জোয়ার ও বাজরা এডেন্, আবিসিনিয়া, আরব, মিসর, মেক্রান্, সোনমিয়ানি, বেলজিয়ম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। য়ুরোপে জোয়ার প্রধানতঃ গৃহপালিত পক্ষীদিগের আহার জন্যই ব্যবহৃত হয়। এডেন, মিসর প্রভৃতির লোকেরাও জোয়ার ভক্ষণ করে।

ইংলণ্ডেও পশুপক্ষ্যাদির খাদ্য জন্য বিস্তর জোয়ার ও বাজরা খরচ হয় বটে, কিন্তু উহার কিছুমাত্রও ভারতবর্ষ হইতে যায় না। মিসরদেশ হইতেই ইংলণ্ডে জোয়ার প্রভৃতি রপ্তানী হয়। ভারতবর্ষে বোম্বাই ও করাচি এই দুই বন্দরই বিদেশে জোয়ার ও বাজরা রপ্তানী করিবার প্রধান আড্ডা। জোয়ারের অন্তর্বাণিজ্যই বহুবিস্তৃত। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ইহার আমদানী রপ্তানী কিছুই নাই। সুতরাং ঐ প্রদেশে উৎপন্ন জোয়ার স্থানীয় ব্যবহারেই আইসে। পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে খাল প্রভৃতির বিস্তার হওয়ায় জোয়ার চাষের অনেক সুবিধা হইয়াছে। অধিবাসিদিগের পর্য্যাপ্ত খাদ্য হইয়াও অনেক শস্য উদ্বৃত্ত থাকে। পঞ্জাব হইতে অধিকাংশ জোয়ার বিদেশে রপ্তানি হয়। বাঙ্গালা দেশেও অনেক জোয়ার আমদানী হয় বটে, কিন্তু উহার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হয়।

বিদেশে ভারতীয় গোধূমের কাট্‌তি অতিশয় বৃদ্ধি হওয়ায় সম্প্রতি জোয়ারের চাষ কমিয়াছে। ইহাতে জোয়ারের জমির দর ক্রমশঃ বাড়িতেছে, এবং উদ্বৃত্ত গোধূম বিক্রয় করিয়া ঐ মূল্যে কৃষকগণ জোয়ার ক্রয় করিতে আরম্ভ করায় জোয়ার মহার্ঘ হইতেছে।

কয়েক প্রকার জোয়ারের গাছ হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। কিন্তু ঐ চিনির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প এবং রস হইতে চিনি প্রস্তুত করা কষ্টকর বলিয়া উহাতে তত লাভ হয় না।

শুষ্ক জোয়ারের গাছে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার শীষ হইতে বিছানা প্রভৃতি ঝাড়িবার ঝাঁটা প্রস্তুত হয়। বিলাতে ইহার কাট্‌তি অধিক।

২ বেলা। [জোয়ারভাঁটা দেখ।]

জোয়ারভাঁটা, প্রতিদিন সমুদ্রজলের উচ্চতা দুইবার বৃদ্ধি ও দুইবার হ্রাস হয়, এইরূপ বৃদ্ধিকে জোয়ার ও হ্রাসকে ভাঁটা কহে, সংস্কৃত ভাষায় জোয়ারকে বেলা কহে, সমুদ্রের কূলবর্ত্তী অধিবাসী মাত্রেই এই নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ সমুদ্রজলের হ্রাস বৃদ্ধি পর্য্যবেক্ষণ এবং চন্দ্রই যে তাহার কারণ, ইহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তিথিবিশেষে জলের উচ্চতার ন্যূনাধিক্যও দেখিয়াছেন। বহুল সংস্কৃতগ্রন্থে জোয়ারের উল্লেখ এবং চন্দ্র যে তাহার উৎপত্তির কারণ, তাহা বর্ণিত আছে। কালিদাস রঘুবংশে পুত্রমুখদর্শনে রঘুর অত্যানন্দ বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"মহোদধেঃ পুরইবেন্দুদর্শনাৎ
গুরুপ্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি।"

অর্থাৎ চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের জল যেমন কূল ছাপাইয়া পড়ে, তদ্রূপ পুত্রমুখদর্শনে দিলীপের অতিশয় আনন্দ শরীরে ধরিল না, বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

পঞ্চতন্ত্রে লিখিত আছে।

"পূর্ণিমাদিনে সমুদ্রবেলা চটতি।"

আরও রামায়ণে—

"নিবৃত্তবেলসময়ে প্রসন্ন ইব সাগরঃ।"

যাহা হউক স্থূলবিষয়ে এবং সাধারণ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য প্রাচীন হিন্দুদিগের এই জ্ঞান পর্য্যাপ্ত হইলেও জোয়ারের উৎপত্তি, গতি ও ক্রিয়াদির সূক্ষ্ম তত্ত্ববিষয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সম্যক্ আলোচিত হয় নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতেও চন্দ্রই জোয়ার ভাঁটার উৎপত্তির প্রধান কারণ। চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীস্থ সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া জোয়ার উৎপন্ন হয়। কিন্তু কিরূপে চন্দ্রের আকর্ষণ কার্য্যকারী হয়, তদ্বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে।

জোয়ারের বিষয় সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিতে পৃথিবীকে বর্ত্তুলাকার এবং সমগভীর একস্তর জলদ্বারা আচ্ছাদিত কল্পনা করা যাউক। এখন চন্দ্র ইহার কোন স্থানের উপরিভাগে বিদ্যমান হইলে চন্দ্রমণ্ডল যুগপৎ পৃথিবীপিণ্ড এবং ইহার জলভাগকে আকর্ষণ করিবে। কিন্তু চন্দ্রের আকর্ষণ দূরত্বের বর্গানুসারে হ্রাস হয়। সুতরাং পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের দিকে পরিবর্ত্তিত, ঐ অংশের জলভাগ কঠিন পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা চন্দ্রমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা অধিক বলে চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইবে। চন্দ্রের আকর্ষণে ঐ স্থানের জল উচ্চ হইয়া উঠিলে, পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে জল ঐ স্থানাভিমুখে ধাবিত হইবে। আবার ঐ স্থানের বিপরীত ভাগের জল পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা দূরবর্ত্তী বলিয়া কঠিন পিণ্ড চন্দ্রের দিকে সরিয়া আসিবে এবং জল পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। সুতরাং একই সময়ে একই আকর্ষণে পৃথিবীর পরস্পর দুই বিপরীতভাগে জোয়ার উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই দুই জোয়ারের উচ্চতা সমান নহে। চন্দ্রের নিকটবর্ত্তী পৃথিবীপৃষ্ঠ অপেক্ষা উহার বিপরীত ভাগে চন্দ্রের আকর্ষণ অল্প কার্য্যকারী, সুতরাং ঐ প্রদেশে জোয়ারের প্রাবল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী বলয়াকার স্থানের জল কতক পরিমাণে ঐ দুই প্রান্তাভিমুখে ধাবিত হয়, সুতরাং ঐ বলয়াকৃতি স্থানে ভাঁটার উৎপত্তি করে। নিম্নস্থ চিত্রে, মনে কর গ ঘ পৃথিবীর কঠিন পিণ্ড, ক খ জলময় আবরণ অভিমুখে চ অর্থাৎ চন্দ্র ইহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে।
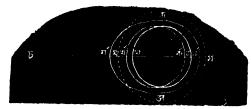
পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জল ভাগ র্ক র্খ এই আকার ধারণ করিবে। ইতিমধ্যে কঠিন পিণ্ড র্গ র্ঘ স্থানে আসিবে। সুতরাং একই সময়ে র্ক ও র্খ স্থানে জল পৃথিবীকেন্দ্র হইতে অধিক দূরবর্ত্তী হইবে। ঐ দুইস্থানে জোয়ার এবং ছ ও জ স্থানে ভাঁটা হইবে। দুই স্থানে জলের উন্নতি এবং উহাদের মধ্যবর্ত্তী বলয়াকার স্থানে জলের অবনতি হওয়ায় পৃথিবী অণ্ডাকার ধারণ করে। এই অণ্ডের দুই প্রান্ত নিয়ত চন্দ্রমণ্ডলের সহিত সমসূত্রপাতে উর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিতি করে। পৃথিবীর আহ্নিকগতি দ্বারা বিষুবরেখার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটে চন্দ্রের নিম্ন দিয়া ফিরিয়া আসে। সুতরাং ঐ সকল স্থানে জোয়ার তরঙ্গ প্রায় ঘণ্টায় ১০০০ মাইল পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে গমন করে। এক এক ঘণ্টা অন্তর এই জোয়ার তরঙ্গের অবস্থান প্রদর্শন করিয়া জোয়ারের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এখন যদি বিষুবমণ্ডলের কোন স্থানে কোন দ্বীপ সমুদ্রজলের উপর জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ স্থান যথাক্রমে র্ক, ছ, র্খ ও জ নামক স্থান দিয়া প্রতিদিন ঘুরিয়া আসিবে। সুতরাং ঐ দ্বীপে প্রতিদিন দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা হইবে। র্ক চিহ্নিত স্থানে আসিলে যে জোয়ার হয়, উহাকে আহ্নিক জোয়ার এবং র্খ চিহ্নিত স্থানে আসিলে যে জোয়ার হয়, উহাকে পাল্টা জোয়ার বলা যাইতে পারে। এক আহ্নিক

জোয়ারের পর পুনরায় আহ্নিক জোয়ার হইতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট সময় লাগে ; এবং আহ্নিক জোয়ারের পরে প্রায় ১২ ঘণ্টা ২৮½ মিনিট পরে পাল্টা জোয়ার হয়। কেবল চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা সমুদ্রে প্রায় ৫ ফিট উচ্চ জোয়ার হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জোয়ার গণনা অতি সহজ বোধ হইলেও ইহা অতি জটিল। সর্ব্বদা বহুসংখ্যক আনুষঙ্গিক শক্তি চন্দ্রকৃত জোয়ারের অনুকূল ও প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। ঐ সকল শক্তি প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান জোয়ার-তরঙ্গ উৎপাদন করে। দৃশ্যমান জোয়ার-প্রবাহ ঐ সকল শক্তির সঙ্ঘাতফল মাত্র। এই সকল শক্তি মধ্যে সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি প্রধান।

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব চন্দ্রের দূরত্বের প্রায় ৪০০ গুণ অধিক হইলেও সূর্য্যের বস্তুপরিমাণ চন্দ্র অপেক্ষা প্রায় ২,৮৪,০০,০০০ দুই কোটী চুরাশি লক্ষ গুণ বড়। মহাকর্ষণের নিয়মানুসারে দূরত্বের বর্গানুসারে আকর্ষণ হ্রাস হয়। গণিত সাহায্যে প্রমাণ করিতে পারা যায়, দূরত্বের ঘন অনুসারে আকর্ষণের জোয়ার-উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস হয়। এইরূপে ভূপৃষ্ঠে সূর্য্য ও চন্দ্রের জোয়ার উৎপাদিকাশক্তির অনুপাত ৩৫৫ : ৮০০ মাত্র। অর্থাৎ সূর্য্যের শক্তি চন্দ্রের প্রায় ⁴⁄₉ অংশ, সুতরাং বড় অল্প নহে। এই বিরাট শক্তি অনেক সময় চন্দ্রের প্রতিকূলে কার্য্যকারী। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় উহারা পরস্পর অনুকূলভাবে কার্য্য করে অর্থাৎ উভয়েই পৃথিবীর এক অংশে জোয়ার ও অন্য অংশে ভাঁটা উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করে, সেই জন্য ঐ দিবস জোয়ারের উচ্চতা অন্য দিন অপেক্ষা অধিক হয়। সপ্তমী অষ্টমী দিনে চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পর সম্পূর্ণ প্রতিকূলভাবে কার্য্য করায় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প জোয়ার হয়। অষ্টমী হইতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে জোয়ার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে সমুদ্রাবরিতা পৃথিবী চন্দ্রের আকর্ষণে কতকটা অণ্ডাকার ধারণ করে। ইহার একটী শীর্ষ সর্ব্বদা চন্দ্রের দিকে এবং অপরটী তাহার ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। এই অণ্ডের লঘুব্যাস অপেক্ষা গুরুব্যাস প্রায় ৫৮ ইঞ্চ অধিক, সুতরাং সূর্য্যশক্তি দ্বারা উৎপন্ন অণ্ডাকারের গুরুব্যাস লঘুব্যাস অপেক্ষা প্রায় ২৫.৭ ইঞ্চ বৃহত্তর হইবে।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন উহাদের প্রায় যোগফল এবং অষ্টমীদিন বিয়োগফল দ্বারা বাস্তবিক জোয়ার উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যার জোয়ার কেবল চন্দ্রের শক্তি দ্বারা উৎপন্ন জোয়ারের ⁷⁄₅ গুণ এবং অষ্টমীজোয়ার চন্দ্রদ্বারা উৎপন্ন জোয়ারের ⅗। সুতরাং পূর্ণিমাজোয়ার ও অষ্টমীজোয়ারের অনুপাত প্রায় ১৩ : ৫ অর্থাৎ আড়াই গুণেরও অধিক।

উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা মেরুপ্রদেশদ্বয়ে জোয়ার অসম্ভব, কেননা মেরু হইতে অনবরত জলরাশি বিষুবমণ্ডলে জোয়ারের স্থানে ধাবিত হইতেছে এবং ক বিন্দুতে খ বিন্দু অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণ অধিক কার্য্যকারী বলিয়া আহ্নিক জোয়ার পাল্টা জোয়ার অপেক্ষা প্রবল হইবে। কিন্তু নানা কারণে ঐরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ হয় না। ইহার কারণ ক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত দ্বীপ যদি বিষুবরেখার উভয় প্রান্তে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে জোয়ার তরঙ্গ দ্বীপকূলে প্রতিহত হইয়া উত্তর ও দক্ষিণদিকে মেরু প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হয়, এবং দ্বীপের দুই প্রান্ত বেষ্টন করিয়া অপর পার্শ্বে যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তরমুখে বিষুবরেখার দিকে সমান গতিতে অগ্রসর হয়। এইরূপে বিষুবরেখা হইতে বহুদূরবর্ত্তী সাগর উপসাগরাদিতেও মহাসাগরের জোয়ার তরঙ্গ ব্যাপ্ত হয়।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিবস চন্দ্র ও সূর্য্য মিলিতভাবে জোয়ার উৎপাদনে সাহায্য করে, সুতরাং জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়। এতদ্দেশীয় নাবিকেরা উহাকে কটাল কহে। কিন্তু অষ্টমীদিনে উহারা পরস্পর প্রতিকূলভাবে কার্য্য করায় জোয়ার তাদৃশ প্রবল হয় না। ক্রমে যত অমাবস্যা ও পূর্ণিমা নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই জোয়ারের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়। আবার দেখা যায়, পৃথিবী ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ সম্পূর্ণ বৃত্তাকার না হওয়ায় পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যের দূরত্ব সর্ব্বদা সমান থাকে না। চন্দ্র ও সূর্য্যের নীচ অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটতম স্থানে অবস্থানকালে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইলে তৎকালে যে জোয়ার হয়, উহার উচ্চতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উহাকে এদেশীয় নাবিকেরা তেজ-কটাল কহে। কিন্তু উক্ত জ্যোতিষ্কদ্বয় মন্দোচ্চ অর্থাৎ দূরতম স্থানে থাকিলে জোয়ার অল্প উচ্চ হয়। এদেশে উহাকে মরাকটাল বলে।

বিষুবরেখা হইতে বন্দরাদির দূরত্ব ও চন্দ্র সূর্য্যের অবনতি অর্থাৎ বিষুবমণ্ডল হইতে দূরত্ব জন্যও জোয়ার ভাঁটার ইতরবিশেষ হয়। জোয়ার তরঙ্গদ্বয়ের দুইটী শীর্ষস্থান পরস্পর ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। এখন যদি কোন স্থানের অক্ষাস্তর ও বিষুবরেখা হইতে চন্দ্রের কৌণিক দূরত্ব সমান এবং উভয়েই বিষুবরেখার এক পার্শ্বস্থ হয়, তাহা হইলে চন্দ্র যে কোন সময় ঐ স্থানের মস্তকোপরি আসিবে, তখন ঐ স্থানে জোয়ার তরঙ্গের একটী শীর্ষ হইবে। পৃথিবীর আহ্নিকগতি দ্বারা ঐ স্থানে প্রায় ১২ ঘণ্টা পরে চন্দ্র

যে দ্রাঘিমায় অবস্থিত, তাহার ঠিক বিপরীত দ্রাঘিমায় উপস্থিত হইবে। কিন্তু ঐ সময় জোয়ার-তরঙ্গের অপর শীর্ষ অপর গোলার্দ্ধে পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে উহার অক্ষান্তরের দ্বিগুণ দূরে অবস্থিত হইবে। এজন্য পাল্টা জোয়ারের উচ্চতা ঐ স্থানে অতি সামান্য হইবে। এইরূপ চন্দ্র ও ঐ স্থান বিষুবরেখার দুই ভিন্ন পার্শ্বস্থ হইলে আহ্নিক জোয়ার অতি অল্প এবং পাল্টা জোয়ার অতি উচ্চ হইবে। বিষুবরেখার কোন স্থানে ১২ঘ ১৪মি অন্তর প্রায় সমানভাবে জোয়ার হয়।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা ভারত মহাসাগর ও আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের জোয়ারের প্রকৃতি সম্যক্ অবগত হইয়াছেন। ঐ দুই মহাসাগরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্ব্বোচ্চ জোয়ারের কাল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির হয়, জোয়ার-তরঙ্গ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের দক্ষিণস্থ মহাসাগরে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে পশ্চিমমুখে বঙ্গোপসাগর ও পারস্য উপসাগরের দিকে ধাবিত হয়। দাক্ষিণাত্যের মলবার ও করমণ্ডল উভয় উপকূলেই জোয়ার সমভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। এইরূপ জোয়ার-তরঙ্গ উৎপন্ন হইবার প্রায় ২০।৩০ ঘণ্টা পরে উহা গঙ্গা বা সিন্ধুনদীর মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। লোহিতসাগরের মোহানা হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আফ্রিকার সমস্ত পূর্ব্ব উপকূলে প্রায় একটী মাত্র জোয়ার তরঙ্গ এক সময়ে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং ঐ সমস্ত স্থানে একই সময়ে জোয়ার লক্ষিত হয়। উত্তমাশা অন্তরীপ পার হইয়া জোয়ার-তরঙ্গ আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে এবং আমেরিকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। উত্তমাশা অন্তরীপে উপস্থিত হইবার প্রায় ১৩।১৪ ঘণ্টা পরে জোয়ার-তরঙ্গ ইংলিস্ চানেলে প্রবেশ করে। এই সময়ে ইহার অপর শাখা উত্তর ভাগে যাইয়া দক্ষিণমুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সুতরাং জর্ম্মণ সাগরে একবারে দুইদিক্ হইতে দুইটী জোয়ার-তরঙ্গ প্রবেশ করে। এইরূপে জোয়ার তরঙ্গ উৎপন্ন হইবার প্রায় ৫০।৬০ ঘণ্টা পরে উহা ইংলণ্ডীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয়।

এইরূপে জোয়ার-প্রবাহ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া একই সময়ে নানা দ্রাঘিমায় ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নানাদিকে অগ্রসর হয়। এই জন্য অনেক সময় এক বন্দরে দুই ভিন্ন দিক্ হইতে দুইটী জোয়ারপ্রবাহ একই সময়ে উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐ স্থানে উভয়ের সঙ্ঘাতে প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হয়। জর্ম্মণ সাগরের কূলস্থিত অনেক বন্দরে এইরূপ ঘটে। ফণ্ডী উপসাগরের কূলস্থিত আন্‌নাপোলিস্ বন্দরে এইরূপে জোয়ার জল ১২০ ফিট উচ্চ হয়। টঙ্কুইনের বাট্‌শাম বন্দরে একই সময়ে ভারতমহাসাগর ও চীনসাগর হইতে একটী জোয়ার-তরঙ্গ ও একটী ভাঁটা উপস্থিত হয়। ঐ দুই প্রবাহের সংমিশ্রণ হেতু তথায় সমুদ্রজল সর্ব্বদা সমভাবে থাকে। সুতরাং তথায় জোয়ার লক্ষিত হয় না।

বিস্তীর্ণ সমুদ্রে জোয়ার জলের উন্নতি কএক ফিটের অধিক হয় না, ঐ উন্নতিও প্রশস্ত সমুদ্রবক্ষে উপলব্ধি হয় না। কিন্তু কোন কোন নদী ও খাড়ী প্রভৃতির মোহানায় জোয়ার জলের উচ্চতা ১০০ ফিটেরও অধিক হয়। ব্রিষ্টল চানেলের জল ১৮ ফিট্ এবং সোয়ান্‌সির জল ৩০ ফিট উচ্চ হইয়া থাকে। চেপ্‌ষ্টৌন নগরের নিকট জল প্রায় ৫০ ফিট এবং আমেরিকার নবস্কোসিয়াপ্রদেশে জল প্রায় ৭০ ফিট উচ্চ হয়। এই উচ্চতা চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রের স্ফীতি জন্য হয় না। জোয়ার-তরঙ্গ বেগে প্রবাহিত হইবার সময় উপকূল দ্বারা প্রতিহত হইলে জল উচ্ছলিত হইয়া উঠে এবং পশ্চাত্তাড়িত তরঙ্গমালা দ্বারা আরও উন্নীত হইয়া ভীষণ বেগে নদীমুখে ধাবিত হয়, বিস্তীর্ণ জোয়ার-প্রবাহ প্রবলবেগে আসিতে আসিতে যদি ক্রমশঃ অপ্রশস্ত নদী মোহানা বা খাড়ীতে প্রবেশ করে, তবে আবদ্ধ হইয়া যায় ও জল উচ্চ হইয়া উঠে। আমেজন নদীর জল প্রায় ১২০ ফিট উচ্চ হয়।

জোয়ারের সময় সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হইলেও উহা সর্ব্বদা ঠিক থাকে না। সচরাচর আহ্নিক জোয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট পরে পরে হয়। কিন্তু অমাবস্যার দিন সূর্য্য যদি যাম্যোত্তররেখা (Meridian) চন্দ্রের পূর্ব্বেই পার হয়, তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই জোয়ার আসে, আর যদি পশ্চাতে পার হয়, তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে আসে। পূর্ণিমার দিনও সূর্য্য বিপরীতদিকের দ্রাঘিমা চন্দ্রের অগ্রে পার হইলে জোয়ার শীঘ্র ও পশ্চাৎ পার হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়াপেক্ষা বিলম্বে হয়।

সচরাচর সমুদ্রকূলে আহ্নিক জোয়ারের ১২ঘণ্টা ২৮মিনিট পরে আবার জোয়ার হয়। সর্ব্বোচ্চ জোয়ার জলের প্রায় ৬ঘ ২৪মি পরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাঁটা হয়। দুই ভাঁটারও মধ্যবর্ত্তী কাল ১২ঘ ৫৭মি। কিন্তু নদীর উপর দিকে ভাঁটার কাল অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হয়, অর্থাৎ ঐ সকল স্থলে জল যত শীঘ্র শীঘ্র উচ্চ হইয়া জোয়ার উৎপন্ন করে, তাহার পর অল্পে অল্পে জল কমিতে তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘকাল লাগে।

এই জন্য অনেক নদীতে জোয়ারের জল সহসা প্রবেশ করে এবং প্রাচীরবৎ উচ্চ হইয়া বেগে স্রোতের প্রতিকূলে ধাবিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী তরঙ্গ সকল যাইতে না যাইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী তরঙ্গ সকল উহাদের উপর গিয়া পতিত হয় এবং উচ্চ হইয়া হঠাৎ কূলের উপর আছাড়িয়া পড়ে। ইহাকে বাণ-আসা কহে।

আমেজন নদীর বাণ এইরূপ প্রায় ১২।১৫ ফিট উচ্চ হইয়া ভীষণ বেগে ধাবিত হয়। এই বাণের সময় নৌকাদি তীরের নিকট থাকিলে অনেক সময় ভাঙ্গিয়া যায়, সেইজন্য জোয়ারের সময় নাবিকগণ নৌকাদি নদীর মাঝে লইয়া রাখে।

নদী বা খাড়ী প্রভৃতির মোহানা পূর্ব্বদিকে না থাকিয়া পশ্চিম বা অন্য কোন দিকে থাকিলেও উহাতে সমান জোয়ার উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ পশ্চিমবাহিনী সমুদ্র-পতিতা নদীতে জোয়ারের সময় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে অর্থাৎ ঠিক বিপরীতদিকে জোয়ার হইয়া প্রবাহিত হয়।

কোন স্থানে জোয়ার প্রবাহ চলিতে চলিতে জল স্থির হয় এবং তৎপরেই আবার ভাঁটায় স্রোতের জল কমিতে থাকে। ক্রমে জল পুনরায় স্থির হইয়া আবার জোয়ার আরম্ভ হয়। ঐ দুই স্রোতহীন সময়ই যথাক্রমে ঐ স্থানের জোয়ার ও ভাঁটার চরম উন্নতি ও অবনতি। সমুদ্রকূলবর্ত্তী বন্দরের পক্ষে এই কথা সত্য হইলেও নদীমোহানায় প্রযুজ্য নহে। ঐ স্থানে জলরাশির চরম উন্নতির পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জল নদীমুখে প্রবেশ করে।

উপকূল হইতে দূরবর্ত্তী সমুদ্রবক্ষে জোয়ার হইলেও উপলব্ধি হয় না। ভূমধ্যসাগরে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ জোয়ারের সময়েও জল ২ ইঞ্চ মাত্র উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার কারণ জোয়ার বুঝাইতে পৃথিবীর যে অণ্ডাকৃতি কল্পনা করা গিয়াছে, ভূমধ্যসাগর তাহার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সুতরাং সমপরিমাণ একটী সম্পূর্ণ বর্ত্তুলের অংশ হইতে অধিক ভিন্ন নহে।

সমুদ্রের গভীরতা ও আকারের উপর এবং দ্বীপ, মহাদ্বীপাদির ব্যবধান হেতু জোয়ারের বিস্তর বৈষম্য লক্ষিত হয়।

ইংলণ্ডীয় নাবিকপঞ্জিকায় য়ুরোপের প্রায় সমস্ত বন্দরের জোয়ার ভাঁটার কাল ও উচ্চতার বিষয় লিখিত আছে। নাবিকগণের পক্ষে এই সকল জানা অতি প্রয়োজন। পোতাশ্রয়াদি নির্ম্মাণকালে জলের চরম উন্নতি ও চরম অবনতি জানা একান্ত আবশ্যক। অনেক নদীর মোহানায় বালির চড়া থাকে, জোয়ারের সময় ব্যতীত উহার উপর বৃহৎ জাহাজ প্রভৃতি পার হইতে পারে না। সুতরাং এই সকল নদীতে প্রবেশ করিতে হইলে জোয়ার-জ্ঞান আবশ্যক। নদীর স্রোতমুখে ও প্রতিকূলে যাইতে হইলে জোয়ার অনেক সাহায্য করে। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ ব্যতীত আরও অনেক কারণ জোয়ারের সহিত সংস্পৃষ্ট। প্রত্যক্ষ যে সকল জোয়ার উৎপন্ন হয়, তাহা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণ সমূহের সদ্ভাবে হইয়া থাকে।

১। চন্দ্র ও সূর্য্যের আহ্নিক জোয়ার-তরঙ্গ। (Diurnal tide)

২। চন্দ্র ও সূর্য্যের পাল্টাজোয়ার-তরঙ্গ। (Semi-diurnal tide)

৩। চন্দ্রের পাক্ষিক ও সূর্য্যের ষাণ্মাসিক অয়ন-পরিবর্ত্তন জন্য জোয়ার তরঙ্গ। (Semi menstrual & Semi annual)

ইহাদের সহিত আরও কতকগুলি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন জন্য জোয়ারের ইতরবিশেষ হয়। যথা—

৪। বায়ুরাশির চাপের সময় সময় হ্রাসবৃদ্ধিবশতঃ সাগরজলের স্ফীতি ও অবনতি।

৫। বায়ুগতির সহসা পরিবর্ত্তন।

উপরে যাহা বলা হইল, তদ্বারা জোয়ারের বিষয় একরূপ সামান্য জানিতে পারা যায়। এই জোয়ার-প্রবাহ এক সময়ে পৃথিবীর বহুদূরে ব্যাপ্ত থাকে। গভীর সমুদ্র ইহার প্রভাবে তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া থাকে। কিন্তু অতিভীষণ ঝটিকাকালেও সমুদ্রজল প্রচণ্ড উর্ম্মিমালাসঙ্কুল ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলেও কয়েক ফিটের নিম্নে সমুদ্রজল স্থির থাকে।

চন্দ্রই জোয়ারের প্রধান কারণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চন্দ্র ও পৃথিবী পরস্পর দৃঢ় আকর্ষণে বদ্ধ থাকিয়া উভয়েই এক সাধারণ ভারকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সমুদ্রের জল নিয়তই চন্দ্রের নিম্নে ও উহার ঠিক বিপরীতভাগে উচ্চ হইয়া থাকে। সুতরাং দুইটী জোয়ার-তরঙ্গ সর্ব্বদা চন্দ্রের সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী আহ্নিক গতি দ্বারা ঐ জোয়ার-তরঙ্গ ভেদ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। এই অবিশ্রান্ত ঘর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর ঘূর্ণনশক্তি কতক পরিমাণে ব্যয়িত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাপ উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং এই ঘর্ষণ দ্বারা প্রতিহত হইয়া পৃথিবীর আহ্নিক গতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস, সুতরাং দিবস ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। যত দিন পর্য্যন্ত পৃথিবী এক চান্দ্রমাস অপেক্ষা অল্প সময়ে নিজ মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্ত্তন করিবে, তত দিন এইরূপ পৃথিবীর আবর্ত্তনবেলা হ্রাস হইতে থাকিবে।

ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এক সময় পৃথিবীর এক দিবস এক চান্দ্রমাসের সমান হইবে। তখন পৃথিবী ও চন্দ্র পরস্পরের দিকে একটী মাত্র পৃষ্ঠ অনবরত প্রদর্শন করিয়া দৃঢ়ভাবে বদ্ধ কন্দুকদ্বয়ের ন্যায় পরিবর্ত্তন করিতে থাকিবে। তখন সমুদ্রজল পৃথিবীর দুইস্থানে উচ্চ হইয়া স্থির থাকিবে, সুতরাং জোয়ার ভাঁটা হইবে না। কিন্তু সে কাল আসিতে বহু লক্ষ বৎসরের প্রয়োজন। এই ব্যাপার দ্বারা আর একটী প্রশ্নের নিরাকরণ হয়।

চন্দ্রের একটী পৃষ্ঠই সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে প্রদর্শিত

থাকে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া অনেকে পূর্ব্ববৎ অনুমান করেন, চন্দ্র যখন সম্পূর্ণ কিংবা অন্ততঃ উপরিভাগে দ্রবাবস্থায় ছিল, তখন পৃথিবীর আকর্ষণে উহাতে নিঃসন্দেহ প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হইত। এই প্রকাণ্ড জোয়ারের ভীষণ ঘর্ষণে চন্দ্রের আবর্ত্তনশক্তি হ্রাস হইয়া এখন এক চান্দ্রমাসে একবার দাঁড়াইয়াছে।

জোয়ারী (হিন্দী) শস্যবিশেষ। [জোয়ার দেখ।]

জোর (পারসী) শক্তি, বল।

জোরজে, যন্ত্ররাজবর্ণিত একটী জনপদ। যন্ত্ররাজমতে ইহার অক্ষাংশ ৩৬।৪০। ইহাই বর্ত্তমান জর্জ্জিয়া বলিয়া বোধ হয়।

জোরজলম্ (পারসী) অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার।

জোরবার (পারসী) শক্তিশালী, সমর্থ।

জোরহাট, আসাম প্রদেশের শিবসাগর জেলার একটী গ্রাম ও জোড়হাট থানার সদর। অক্ষা° ২৬° ৪৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯৪° ১৬´ পূঃ। দিশই নদীর ডানকূলে কোকিলামুখ হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে বিস্তৃত চা-বাগান থাকায় এই স্থান ক্রমেই বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে এখানেই আহমবংশীয় শেষ স্বাধীন রাজা গৌরীনাথ বাস করিতেন। অনেক জৈনমাড়বারী এখানে দোকান করিয়াছে। এখানে গবর্মেণ্ট উচ্চ বিদ্যালয়, দাতব্য ঔষধালয় প্রভৃতি আছে। এখানকার অনেক বাগানের চা একবারে বিলাতে রপ্তানী হইয়া থাকে।

জোরাবরসিংহ, কাশ্মীররাজ গোলাপসিংহের একজন সেনাপতি, ইনিই লদাক্ জনপদ কাশ্মীররাজ্য ভুক্ত করেন।

[গোলাপসিংহ দেখ।]

জোরাবারী (পারসী) শক্তিমত্তা, বীর্য্যবত্তা।

জোরু (হিন্দী) জায়া, স্ত্রী।

জোল (দেশজ) ক্ষেত্রের নিম্ন বা জলীয় অংশ;

জোলপালঙ্গ (দেশজ) শাকবিশেষ। (Rumes acutus)

জোলা, (জোল্হা) বাঙ্গালা বেহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ইস্লামধর্ম্মী তন্তুবায়-সম্প্রদায়। জাতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের অনেকে অনুমান করেন, ইহারা পূর্ব্বে নীচ শ্রেণীস্থ হিন্দু ছিল, পরে উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণ কর্তৃক অতিশয় ঘৃণিত হওয়ায় অভিমানে সকলেই একবারে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। এই তন্তুবায়-মুসলমানগণ যে একই কুলোদ্ভব তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ নানা জাতীয় নীচ লোক মুসলমান হইয়া বস্ত্রবয়নব্যবসা অবলম্বন করে, কিন্তু ঐ ব্যবসা নিন্দনীয় বোধে অন্যান্য উচ্চ স্বধর্ম্মাবলম্বিগণ কর্তৃক ঘৃণিত এবং উহাদিগের সহিত বিবাহাদি সূত্রে বদ্ধ হইতে বঞ্চিত হয়। ইহারা সাধারণতঃ অতি দরিদ্র এবং জনসমাজে হেয়। ইহারা সকলেই শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অন্ধ-বিশ্বাসে ঐ সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারাদি অতিযত্নের সহিত প্রতিপালন করে। মহরমের সময় ইহারা চুল আঁচড়ায় না এবং আমিষ ভক্ষণ করে না। ঐ মাসের ৫ম ৬ষ্ঠ ও ৭ম দিবস ব্যতীত সমস্ত মাস ইমামদিগের স্মৃতিচিহ্ন স্মরণ করে। পূর্ব্বে জোলাগণ অন্যান্য মুসলমানদিগের ন্যায় কাবিন অর্থাৎ কাজির সম্মুখে বিবাহ রেজেষ্টরি করিত না; এখন তাহাও চলিত হইয়াছে। ইহাদিগের উপাধি কারিগর, মণ্ডল ও শিকদার। প্রধান ব্যক্তিকে মাতব্বর কহে।

বেহারে মহরমের সময় জোলা-রমণীগণ তাম্বূল-চর্ব্বণ বা বেণী বন্ধন করে না এবং ললাটে সিন্দূর বা টিক্‌লী পরে না। এমন কি তাহারা ঐ সময়ে স্বামীসহবাস ত্যাগ করিয়া বিধবার ন্যায় সম্পূর্ণ আচার ব্যবহার করে এবং মহরমের ৯ম দিনে নীল শাড়ী পরিয়া আলুলায়িত কেশে হাসেন ও হোসেনের উদ্দেশে বিলাপ করিতে থাকে।

সাধারণের বিশ্বাস জোলাগণ নিতান্ত নির্ব্বোধ। বেহার প্রভৃতি অঞ্চলে ইহারা বোকার আদর্শ বলিয়া গণ্য। তথাকার অধিবাসিগণ ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা লইয়া কতশত গল্প করিয়া থাকে। তাহারা বলে, ইহারা চন্দ্রালোকে বিভাসিত নীলপুষ্পশোভিত মসিনা ক্ষেত্রে জল ভ্রমে সাঁতার দেয়। একদিন এক জোলা মোল্লার নিকট কোরাণ পাঠ শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিল। মোল্লা পরম প্রীত হইয়া কোন্ কথাটা তাহার মর্ম্মে লাগিয়াছে, জিজ্ঞাসা করায়, জোলা বলিল, সে সব কিছু নহে, মোল্লাজীর দাড়ী নাড়া দেখিয়া তাহার একটী প্রিয় মৃত ছাগলকে মনে পড়ে, সেই জন্যই সে কাঁদিয়াছিল। বার জনের সঙ্গে একজন জোলা থাকিলে, সে প্রত্যেকবার আপনাকে গুণিতে ভুলিয়া নিজের মৃত্যু হইয়াছে ভাবে। লাঙ্গলের একটী খিল পাইয়া জোলা ভাবে চাষের অধিকাংশ আসবাবই হইল, এবার চাষ করা যাউক। একদা এক জোলা রাত্রিতে নৌকা চড়িয়া নঙ্গর না তুলিয়াই দাঁড় বাহিতে লাগিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া জোলা দেখিল, যেখান হইতে ছাড়িয়াছিল, সেই স্থানেই আছে। ইহাতে মিমাংসা করিল, তাহার জন্মভূমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া অতি স্নেহ বশতঃ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। আটজন জোলা ও ৯টী হুঁকা থাকিলে উহারা বেশী হুঁকাটীর জন্য মারামারি করিবে। "আট জোলা নও হুঁক্কি, উসি পর ঠুক্কা ঠুক্কি।" এক সময় এক কাক জোলার ছেলের হাত হইতে পিঠা কাড়িয়া গৃহের চালে বসিল। জোলা ছেলেকে পুনরায় পিঠা

দিবার সময় আগে চাল হইতে মইখানা সরাইয়া রাখিল, তাহা হইলে কাক চাল হইতে নামিতে পারিবে না। ইহারা বোকামির জন্য অনেক সময় বৃথা মার খায়, এক সময় ভেড়ার লড়াই দেখিতে গিয়া নিজেই এক তাল খায়।

"করিঙ্গা ছাড় তমাসা যায়,
নাহক চোট জোলা খায়।"

অর্থাৎ জোলা তাঁত ছাড়িয়া তামাসা দেখিতে গেল এবং বিনা কারণে মার খাইল। *

আর একটী গল্প আছে—এক দৈবজ্ঞ এক জোলাকে বলিল কুঠারে তাহার নাক কাটা যাইবে, এইরূপ তাহার অদৃষ্টে লেখা আছে। জোলা সহজে বিশ্বাস করিবার পাত্র নহে। সে কুঠার লইয়া বলিতে লাগিল, "ইয়া কর্‌বাতো গোড় কাট্‌বা, ইয়া কর্‌বাতো হাত কাট্‌বা, আউর ইয়া কর্‌বা তব না"—আমি যদি এমনি করি তবে হাত কাটিব, যদি এমনি করি তবে হাত কাটিব, আর এমনি না করিলে ত না……, এমন সময় তাহার নাক কাটা গেল।

একটী প্রবচন আছে—"জোলা জানথি জৌ কাটে?" জোলা কি যব কাটিতে জানে? এই কথার একটী গল্প আছে। এক জোলা ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া মহাজনের জমিতে খাটিয়া দেনা শোধ করিতে ইচ্ছা করিল। কৃষক মহাজন তাহাকে যব কাটিতে পাঠাইলে নির্ব্বোধ যব না কাটিয়া উহার খড়ের ভাঁজ ছাড়াইতে লাগিল। আরও উহাদের নির্ব্বুদ্ধিতাজ্ঞাপক বিস্তর প্রবচন আছে—"কোওয়া চলল বাসকেঁ জোলা চলল ঘাস কেঁ।—অর্থাৎ কাক যখন বাসায় যায়, জোলা তখন ঘাস কাটিতে বাহির হয়। "জোলা কি জুতি সিপাহি কি জোয়, ধরি ধরি পুরাণি হোয়।" অর্থাৎ জোলার জুতা ও সিপাহির স্ত্রী ব্যবহারাভাবে জীর্ণ হয়। "জোলা চোরাবথি নড়ি নড়ি, খোদা চোরাবথি এক্কেবেরি" অর্থাৎ জোলা এক একটী সূতার নলি চুরি করে, আর ভগবান্ এক বারে তাহার (সমস্ত কাপড় থান) চুরি করেন।

স্থানে স্থানে কতকগুলি হিন্দু জোলা আছে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অত্যল্প এবং জোলা বলিলে মুসলমান তাঁতিকেই বুঝায়।

২ নির্ব্বোধ, মূর্খ।

জোল্লারপেট (বা জলারামপেত) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার তিরুপাতুর তালুকের অন্তর্গত ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩২০ ফিট উচ্চে অবস্থিত একটী নগর। অক্ষা° ১২° ৩৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩৮´ পূঃ। এখানে অধিকাংশই পরিয়া জাতির বসবাস। মান্দ্রাজ রেলওয়ের এখানে একটী প্রধান ষ্টেসন আছে।

* Behar Peasants' Life.

জোলাব্ (আরবী) জোলাপ্, বিরেচক ঔষধ।

জোলী (দেশজ) জোল, ঝুলী। [জোল দেখ।]

জোবাই, আসামের অন্তর্গত খাসি জেলার জয়ন্তিয়া-গিরিমালার-উপবিভাগের সদর গ্রাম। এই গ্রাম সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪২২ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। আসিষ্টাণ্ট ডেপুটি কমিশনর এই গ্রামে বাস করেন। অনেকগুলি গিরিবর্ত্ম এই স্থান দিয়া যাওয়ায় এখানে কিয়ৎপরিমাণে বাণিজ্য হইয়া থাকে। কার্পাস, রবর প্রভৃতি রপ্তানী হয়। আমদানির মধ্যে চাউল, শুষ্ক মৎস্য ও কার্পাস বস্ত্রাদি প্রধান। এখানে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্বে ৫ বৎসরে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩৬২০৬৩ ইঞ্চি হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে যে জাতীয় বিদ্রোহ হয়, জোবাই তাহার কেন্দ্রস্থল।

জোবাট, ১ মধ্যভারতের ভোপাবর অর্থাৎ ভীল এজেন্সির অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। এই রাজ্য ২২° ২৪´ হইতে ২২° ৩৬´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৪° ৩৭´ হইতে ৭৪° ৫১´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ১৩২ বর্গমাইল। আলি রাজপুর রাজ্যেরই একটী শাখা মাত্র। ইহার ভূমি পর্ব্বতময় এবং অধিবাসীগণ অধিকাংশই ভীল। মালবে মহারাষ্ট্রীদিগের উপদ্রবের সময় এই প্রদেশ শান্তি ভোগ করিয়াছিল। উত্তর-সীমাস্থ বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণীর কএকটী শাখা পর্ব্বত ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইন্দোর হইতে ধার, রাজপুর (আলি রাজপুর) দিয়া গুজরাট পর্য্যন্ত রাস্তা এই রাজ্যের উত্তর পূর্ব্বাংশ দিয়া গিয়াছে। জোবাটের রাণা রাঠোর-বংশীয় রাজপুত।

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত জোবাট রাজ্যের প্রধান সহর। অক্ষা° ২২° ২৬´৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৩৫´৩০´´ পূঃ। এই নগরের নামানুসারে রাজ্যের নাম জোবাট হইলেও ইহা রাজধানী নহে। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী তিন মাইল দূরবর্ত্তী ঘোরা গ্রামে বাস করেন। ঘোরা একটী সামান্য গ্রাম হইলেও ইহার জলবায়ু জোবাট অপেক্ষা ভাল। সেই জন্য জোবাট উঠাইয়া ঘোরাতে স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। তিন দিকে উচ্চ জঙ্গলময় পর্ব্বতবেষ্টিত একটী পর্ব্বতচূড়ায় অবস্থিত রাণার দুর্গের পাদদেশে জোবাট সহর অবস্থিত, এই সহর কতকগুলি গৃহ ও আপণশ্রেণীর সমষ্টিমাত্র। অধিবাসীগণ জ্বর রোগে অত্যন্ত কষ্ট পায়। এখানে খাজনাখানা ও জেল আছে। ঘোরায় রাজার দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

জোশ্ (পারসী) ক্রোধ, রাগ।

জোষ (পুং) জুষ-ঘঞ্। ১ প্রীতি। ২ সেবন। "কো বাং জোষে উভয়োঃ" (ঋক্ ১।১২০।১) 'উভয়োর্জোষে জোষণে সেবনে প্রীণনে' (সায়ণ) (ক্লী) ৩ সুখ। (শব্দর°)

জোষক (পুং) জুষ-ণ্বুল্। সেবক।

জোষন (ক্লী) জুষ-ল্যুট্। ১ প্রীতি। ২ সেবা।

জোষম্ (অব্য) জুষ-অম্। ১ তুষ্ণীভাব, নীরব, চুপ। "জোষমাস্ব" (ভারত ২।৬৪।১৬) ২ সুখ, স্বচ্ছন্দ। ৩ সম্পূর্ণরূপে। ৪ সম্যক্। ৫ লজ্ঘন। ৬ প্রশংসা।

জোষয়িতৃ (ত্রি) জুষ-ণিচ্ তৃচ্। সেবক।

জোষয়িত্রী (স্ত্রী) জোষয়িতৃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সেবাকারিণী।

জোষবাক্ (পুং) মিথ্যাবাক্য। "জোষবাকং বদতঃ" (ঋক্ ৬।৫৯।৪)। 'জোষবাকং জোষং জোষয়িতব্যং প্রীতিহেতুত্বেন কর্ত্তব্যং স্বয়ং অপ্রীতিকরং তাদৃশং বাকং বাক্যং' (সায়ণ) নিজের অপ্রীতিকর, অথচ লোকের সন্তুষ্টের জন্য যে বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে জোষবাক্ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা চাটুবাক্য কহে।

জোষস্ (অব্য) জুষ-অসু। ১ তুষ্ণী, নীরব। ২ সুখ। (অমর)।

জোষা (স্ত্রী) জুষ্যতে উপভুজ্যতে, জুষ-ঘঞ্, স্ত্রিয়াং টাপ্। নারী, স্ত্রী। (শব্দর°)

জোষিকা (স্ত্রী) জুষতে সেবতে জুষ-ণ্বুল্, টাপ্ অত ইত্বং। কালিকা। (শব্দর°)

জোষিৎ (স্ত্রী) যুষ্যতে উপভুজ্যতে যুষ-ইতি (হৃসৃরুহিজুষিভ্য ইতিঃ। উণ্ ১।৯৯) পৃষোদরাদিত্বাৎ যস্য জঃ। স্ত্রীমাত্র, নারী। (শব্দর°)

জোষিতা (স্ত্রী) জোষিৎ-টাপ্। স্ত্রী মাত্র।

জোষিমঠ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বাল বিভাগে একটী পল্লিগ্রাম, অলকনন্দা এবং ধৌলীর সঙ্গমস্থলে অক্ষা° ৩০° ৩৩´ ২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৩৬´ ৩৫´´ পূঃ মধ্যে সমুদ্রতট হইতে ৬২০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে। এই গ্রামের বৈষ্ণব-মন্দিরগুলির মধ্যে নরসিংহদেবের মন্দির প্রধান। এইরূপ প্রবাদ যে, এই দেবমূর্ত্তির একখানি হস্ত ক্রমশঃই সূক্ষ্ম হইতেছে এবং যখন এই হাতখানি পড়িয়া যাইবে, তখন বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকট পর্ব্বতের সামুদেশ দিয়া বদরীনাথে যাইবার পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইবে। কথিত আছে, বিষ্ণু স্বয়ং অগস্ত্যমুনির নিকট বদরীনাথ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন। বদরীনাথের মন্দির বন্ধ হইয়া গেলে দেবগণ ভবিষ্যবদরীতে গমন করিবেন। ভবিষ্যবদরীর মন্দির জোষিমঠের পূর্ব্বদিকে ধৌলীনদীর বাম তটে তপোবনে অবস্থিত। বদরীনাথের মন্দিরের যাজকগণই এই মন্দিরের কার্য্যের বন্দোবস্ত করেন।

শীতকালে যখন বরফ পড়িতে থাকে, তখন রাবল অর্থাৎ বদরীনাথের মন্দিরের প্রধান যাজক উপরিভাগের মন্দিরে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া জোষিমঠে আসিয়া বাস করেন। জোষিমঠের বাসুদেব, গরুড় এবং ভগবতীর মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। জোষিমঠের অপর নাম জ্যোতির্দ্ধাম (জ্যোতির্লিঙ্গের বসতিস্থল)।

জোষী (জ্যোতিষী শব্দের অপভ্রংশ) দক্ষিণপশ্চিমভারতবাসী গণক জাতিবিশেষ। সাতারা, পুণা, বেলগাম্ প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। ইহাদের আহার ব্যবহার হাব ভাব সাজ গোজ ঠিক মরাঠী কুণবীদিগের মত। করকোষ্ঠীগণনাই ইহাদের উপজীবিকা। লোকের হাত দেখিয়া শুভাশুভ গণনা করিবার জন্য ইহারা হুড়ুক্ নামা ডুগী সঙ্গে লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহারাও মরাঠা কুণবীদিগের মত সকল দেবদেবীর পূজা ও উপবাসাদি করিয়া থাকে। ইহাদেরও পঞ্চায়ত আছে। অবস্থা অতি শোচনীয়।

জোষ্টৃ (ত্রি) জুষ-তৃচ্। সেবক।

"উপেমস্থু জোষ্টারইব" (ঋক্ ৪।৪১।৯) 'জোষ্টারঃ সেবকাঃ' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। জোষ্ট্রী।

জোষ্য [জুষ্য দেখ।]

জোহর (জৌহর) প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজয়ের সম্ভাবনাদর্শনে রাজপুতপ্রমুখ জাতির আত্মোৎসর্গ। পূর্ব্বে এই প্রথা রাজপুতানার সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। উহারা যখন দেখিত বিজয়ের কোন আশাই নাই, তখন কন্যা প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিতে আদেশ দিতেন। পরে তাঁহারা স্নানান্তে অঙ্গে চন্দনকুঙ্কুমাদি বিলেপন, ইষ্টদেবস্মরণ ও পরস্পরের নিকট আলিঙ্গনাদি দ্বারা বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিতেন। এইরূপ ভীষণ ব্যাপারে বহুসংখ্যক নগর একবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। বিজয়িগণ যুদ্ধশেষে ভস্মাবশিষ্ট নগর ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান নাই। কর্ণেল টড প্রণীত রাজস্থানে জয়শালমের, মিবার প্রভৃতি স্থানের লোমহর্ষণকারী ভীষণ জোহরের বিষয় বর্ণিত আছে। জয়শালমের শত্রুবেষ্টিত হইলে মূলরাজ ও রত্তন অন্তঃপুরে গিয়া ধর্ম্ম ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য রাণীদিগকে শেষ সোহাগ গ্রহণ করিতে বলিলেন। রাণীগণ সহাস্যমুখে

পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আজ মর্ত্ত্যে আমাদের শেষ দেখা, কল্য পুনরায় স্বর্গে মিলিত হইব।" পরদিন প্রাতঃকালে ভীষণ চিতানল প্রজ্বলিত হইল। নগরের সমস্ত স্ত্রীলোক ও শিশু প্রভৃতি প্রায় ২৪০০০ প্রাণী মুহূর্ত্ত মধ্যে সংসার হইতে অন্তর্হিত হইল। কাহারও আননে ভয় বা অনিচ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, চিতাধূমে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, উত্তপ্ত শোণিত স্রোত ভূতল প্লাবিত করিল। বহুমূল্য রত্নাদিও ঐ সঙ্গে বিলুপ্ত হইল। বীরগণ নিঃশব্দে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিতে এবং জীবন ভার-বোধ করিতে লাগিলেন। পরে স্নান করিয়া পবিত্রদেহে ঈশ্বরোপাসনাপূর্ব্বক তুলসী ও শালগ্রাম কণ্ঠে ধারণ ও পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রোধে আরক্তবদনে ৩৮০০ বীর-পুরুষ জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইলেন। রাজপুতানার ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বিরল নহে। অনেক সময় একবারে এক একটী জাতি লোপ হইয়াছে, মিবারের ইতিবৃত্তে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিজেতার হস্তে বন্দী হইবার আশঙ্কাই রাজপুতগণের এইরূপ প্রবৃত্তির কারণ। তাঁহাদের রমণীগণ বিজেতার করায়ত্ত হইবে, এই ঘৃণাকর দুরপনেয় কলঙ্ক অপেক্ষা তাঁহারা মৃত্যুকে শতগুণে সুখকর বিবেচনা করিতেন। সুতরাং নগর পরাজয় হইলেই রাজপুতরমণী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়। তাৎকালিক প্রচলিত প্রথানুসারে যুদ্ধে বিজয়লব্ধ রমণীগণ বিজেতার ন্যায়সঙ্গত সম্পত্তি। তিনি তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন। তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই বিজেতার ইচ্ছাধীন, বন্দিনী রমণী-গণের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ না করিলে কেহ দূষনীয় হইত না। সুতরাং বিজিত মহাঅভিমানী রাজপুত অপরি-হার্য্য ও নিশ্চিত অপমানের ভীষণ আতঙ্কে ঐরূপ উৎকট অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে আশ্চর্য্য নহে। নিজ কুলবালা-দিগের সতীত্ব রক্ষণে এতাদৃশ যত্নপর ও চিন্তান্বিত হইলেও সুসভ্য বীরপ্রকৃতি উদারচেতা রাজপুত বিজিত শত্রু-মহিলাগণের সম্মান ও ধর্ম্ম রক্ষাজন্য তাদৃশ যত্নবান্ ছিলেন না। সেইজন্য যখন যবনগণ নগর অধিকার করিত, তখনই যে কেবল জোহর অনুষ্ঠিত হইত এরূপ নহে, পরন্তু রাজপুতগণ অন্তর্বিদ্রোহে অন্য রাজপুত কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেও জোহর অনুষ্ঠান করিতেন।

জোহর, মলয় উপদ্বীপের একটী নগর এবং জোহর রাজ্যের রাজধানী। জোহরনাম্নী নদীতীরে সমুদ্রতট হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৫১১ বা ১৫১২ খৃঃ অব্দে মলয়রাজ ২য় মহম্মদ শা এই নগর সংস্থাপন করেন। তদবধি মলয়রাজ্য জোহরসাম্রাজ্য নামে খ্যাত এবং জোহর নগরে ইহার রাজধানী হইল। এখানকার রাজার উপাধি সুলতান।

জোহারী, এখানে যাহাকে জহুরী বা জহরৎবিক্রেতা বলে, বোম্বাইপ্রদেশে তাহারাই জোহারী বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অন্যূন শত বর্ষ হইল, ইহারা পুণা অঞ্চলে গিয়া বাস করিতেছে, ইহাদের আহার ব্যবহার উত্তরপশ্চিমের লোকের ন্যায়। পুরুষের পোষাক মরাঠীদিগের মত, কিন্তু রমণীরা এখনও পশ্চিমা রমণীদিগের ন্যায় অঙ্গরাখাদি পরিধান করে। ইহারা পরিশ্রমী ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সেখানে ইহাদের আর্থিক অবস্থা তত ভাল নহে। ইহাদের রমণীরা কাঁসার পিতলের বাসন লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। পুরাতন কাপড় বা ফিতা লইয়া তৎপরিবর্ত্তে বাসন দিয়া আসে। ইহারা সকলে রাম ও কৃষ্ণের উপাসক। রাম-নবমী ও গোকুলাষ্টমী ইহাদের প্রধান পর্ব্ব। অযোধ্যা, গোকর্ণ ও বৃন্দাবন ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান। পুরুষেরা বহু বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। ইহারা পঞ্চ হইতে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেয়। শবদাহ ও দশ দিন অশৌচ গ্রহণ করে।

জোহিয়া, শতদ্রুতীরবাসী রাজপুতকুলোদ্ভব জাতিবিশেষ। জোহিয়া, দহিয়া ও মঙ্গলিয়া প্রভৃতি জাতি বহুদিন হইল ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা অল্প। কাহারও কাহারও মতে জোহিয়াগণ ভারতবর্ষীয় ৩৬ রাজ-বংশের একতম বংশোদ্ভব; আবার কেহ কেহ বলেন, ইহারা যদুভট্টিবংশীয়। কর্ণেল টড বলেন, ইহারা জাট জাতিভুক্ত। যদুকাডঙ্গ নামক পর্ব্বতে ইহাদের বাস ছিল। মোরীবংশীয় চিতোরাধিপতির সাহায্যার্থ রাজপুতগণের সমাবেশকালে ইহারা জঙ্গলদেশাধিপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। হরিয়ানা, ভাটনর ও নাগর এই তিন প্রদেশকে জঙ্গলদেশ বলিত; কিন্তু এখন ঐ প্রদেশে এই জাতি অতি অল্পই আছে। গোদরগণ বিকানীর-স্থাপনকর্ত্তা রাঠোরবংশীয় পরাক্রান্ত বিকার সাহায্যে জোহিয়াগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া উহাদের ১১০০ খানি গ্রাম অধিকার করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই ঘটনা সংঘটিত হয়, কিন্তু এই সময়ে ইহারা সম্যক্‌রূপে তাড়িত হয় নাই। অকবরের রাজত্বকালেও ইহাদিগকে শির্সা প্রদেশে জমিদারী ভোগ করিতে দেখা যায়। যাহা হউক, ঐ ঘটনার বহুপূর্ব্ব হইতেই ইহারা নিম্নদোয়াবে বাস স্থাপন করিয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন, বাবরের উল্লিখিত জিঞ্জুটা ও এই জোহিয়া একই জাতি।

জোহুত্র (ত্রি) [বৈ] উচ্চ ধ্বনিযুক্ত, উচ্চরব।

জোহেরপীর, পুণা জেলার অধিবাসী হলালখোরদিগের উপাস্য এক জন পীর। প্রবাদ এইরূপ দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহের সময় ইনি বুজ্‌রুকী দেখাইয়াছিলেন। [হলালখোর দেখ।]

জৌ (দেশজ) গালা, জতু।

"জৌয়ের ছাটনি দিল জৌয়ের বাঁধনি।" (কবিক° ১৭৯)

জৌগড়, গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত পুবেখণ্ডা তালুকের একটী গ্রাম। এখানে পর্ব্বতের নিকট বহুপ্রাচীন একটী গড়ের উচ্চ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, বহু সংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা ও অশোকের একখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। গড়ের অভ্যন্তরে দুইটী বহুকালের পুষ্করিণী আছে, একটীর বাঁধান ঘাট এবং মধ্যে একটী মন্দির ছিল। ঐ দুয়ের পঙ্কোদ্ধার করিলে বোধ হয়, প্রাচীনকালের মুদ্রা, প্রতিমূর্ত্তি ও তাম্রফলকাদি পাওয়া যাইতে পারে। গড়ের মধ্যে দুইটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। একটীর গাত্রে একজন যোগী চতুর্দ্দিকে পতিত ইষ্টক ও টাইল দিয়া একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছে। অশোকের অনুশাসন পাহাড়ের পার্শ্বে খোদিত আছে। ঐ লিপির অনেকস্থলে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তথাকার লোকের মধ্যে প্রবাদ আছে, জনৈক য়ুরোপীয় ঐ লিপি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাহাড়ের উপর ছোলা-সিদ্ধ জল ঢালিয়া দেয়। এই গল্প সত্য বলিয়া অনুমান করা যায় না। খাতের নীচের মৃত্তিকা কতকটা জৌ অর্থাৎ 'লার' ন্যায়। বোধ হয় তদনুসারেই ইহাকে জৌগড় বলিয়া থাকে।

প্রবাদ আছে, কন্ধকুলোদ্ভব রাতাকেশরী এই গড় নির্ম্মাণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, উহার প্রাচীরাদি জৌ অর্থাৎ গালা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদনুসারেই ইহার নাম জৌগড় হইয়াছে। গালা দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায় শত্রুপক্ষীয় গোলা বা তীর প্রাচীর ভেদ বা ভগ্ন করিতে পারিত না, উহাতে লাগিয়া থাকিত, সুতরাং দুর্গবাসিদিগের ভয় ছিল না। একটী গল্প আছে, এখানকার রাজার সহিত রাওলপল্লীর * রাজার বিবাদ ছিল। একদিন সেই রাজা জৌগড় অবরোধ করিল। দুর্গবাসিগণ জৌ-প্রাচীরের গুণ জানিত, সুতরাং ভীত হইল না। অবরোধকারিগণ প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইল, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত শস্ত্রাদি প্রাচীরে লগ্ন হইয়া আরও দৃঢ়তর করিতে লাগিল। এইরূপে বিপক্ষগণ অনেক দিন বৃথা বসিয়া রহিল। একদিন এক গোয়ালিনী দুর্গ হইতে দুগ্ধ লইয়া বিপক্ষগণের শিবিরে বিক্রয় করিতে আসিল। সৈন্যগণ গোয়ালিনীর দুগ্ধ লইয়া মূল্য না দেওয়ায় গোয়ালিনী বলিল, "তোমরা নিরাশ্রয়া অবলার উপর অত্যাচার করিয়া বীরপণা করিতেছ, আর ঐ দুর্গ যে অতি সহজে অধিকার করা যায়, তাহা আর পারিতেছ না।" ইহাতে সৈন্যেরা গোয়ালিনীকে ধরিয়া রাজার কাছে লইয়া গেল। গোয়ালিনী রহস্য বলিয়া দিল যে, প্রাচীর জৌ-নির্ম্মিত, সুতরাং আগুন দিলে শীঘ্র গলিয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ শত্রুগণ জাঁতা দিয়া প্রাচীরের নিকট ভীষণ অগ্নিজ্বালিলে জৌ-প্রাচীর গলিয়া গেল। রাজা বিশ্বাসঘাতিনীকে "তুই পাথর হইবি" বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন ও সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা যৎকালে শাপ দেন, তখন গোয়ালিনী দুর্গে ফিরিয়া আসিতেছিল, পথিমধ্যেই সে প্রস্তর হইয়া গেল। আজিও ঐ প্রস্তর বিদ্যমান আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ঐ প্রস্তর একটী সতীস্তম্ভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহাতে স্ত্রীলোকের মূর্ত্তিও স্পষ্ট খোদিত নাই। এই প্রস্তর এখন গড়ের দক্ষিণদিকে দণ্ডায়মান আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী ইহার পাদদেশ খনন করায় কতকগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা বাহির হয়। ঐ সকলের মধ্যে কয়েকটী তাম্রমুদ্রা সম্ভবতঃ শকরাজদিগের সময়কার। যদি তাহা হয়, তবে এই স্থান বহু প্রাচীন সন্দেহ নাই।

জৌগৃহ, জতুগৃহ।

জৌনপুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ছোট লাটের শাসনাধীন একটী জেলা। এই জেলা ২৫° ২৩´ ৪৫´´ হইতে ২৬° ৬২´´ অক্ষা° উঃ এবং ৮২° ১০´ হইতে ৮৩° ৭´ ৪৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তর মধ্যে, আলাহাবাদ বিভাগের উত্তর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। ইহার আকার কতকটা ত্রিভুজের ন্যায়। উত্তর ও উত্তরপশ্চিমে অযোধ্যার অন্তর্গত প্রতাপগড় ও সুলতানপুরজেলা, উত্তরপূর্ব্বে আজমগড়, পূর্ব্বে গাজিপুর এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে বারাণসী, মির্জাপুর ও আলাহাবাদ। এই জেলার এক খণ্ড ভূমি প্রতাপগড় জেলার মধ্যে পড়িয়াছে, আবার ঐ খণ্ডের প্রায় সমপরিমাণ প্রতাপগড়ের এক অংশ জৌনপুরের মছলিসহর ও হসীলের সীমায় আবদ্ধ হইয়াছে। এই জেলার পরিমাণফল ১৫৫৪ বর্গ মাইল। জৌনপুর নগরই জেলার সদর।

এই জেলার ভূমি গঙ্গাতীরবর্ত্তী অন্যান্য জেলার ন্যায় ঘন পলিময়, কিন্তু বহু সংখ্যক নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত

* এখন একটী সামান্য গ্রাম মাত্র, জৌগড়ের ৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ঋষিকুল্যা নদীতটে অবস্থিত।

হওয়ায় ভূমি অধিক তরঙ্গায়িত। স্থানে স্থানে উপবন-পরিশোভিত উচ্চ ভূমি। ঐ সকল উচ্চ ভূমিতে কত প্রাচীন জাতির কীর্ত্তিকলাপের পরিচায়ক নগর, মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এবং স্থানে স্থানে রাজপুতরাজদিগের দুর্গাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। জেলার ভূমি উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে ঢালু, কিন্তু এই প্রবণতা অতি অল্পমাত্র, গড়ে প্রতি মাইলে ৬ ইঞ্চের অধিক নহে। ইহার মৃত্তিকা অধিকাংশ স্থলেই উর্ব্বরা, কেবল স্থানে স্থানে অতি অল্পই নোনা উষর ভূমি দৃষ্ট হয়। ঐ সকল উষরভূমি ব্যতীত সর্ব্বত্র উত্তম চাষ হয়। উত্তর ও মধ্যভাগে বিস্তর আম্রকানন আছে, তদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে মহুয়া ও তেঁতুল গাছ দেখা যায়।

গোমতী নদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রায় ৯০ মাইল প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুই অসমান খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। জৌনপুর নগর এই গোমতীতীরে অবস্থিত। জেলার মধ্যে এই নদী কোথাও হাঁটিয়া পার হওয়া যায় না। জৌনপুর নগরের নিকটে ইহার উপর মুসলমানদিগের নির্ম্মিত বিখ্যাত ১৬ টী খিলান বিশিষ্ট সেতু আছে। ঐ সেতু দৈর্ঘ্যে ৭১২ ফিট। মুনিম খাঁ ১৫৬৯-৭৩ খৃঃ অব্দে উহা নির্ম্মাণ করেন। এই সেতুর ২ মাইল নিম্নে গোমতী নদীর উপর বর্ত্তমান রেলওয়ে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহারও খিলান ১৬ টী, কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রাচীন সেতুর প্রায় দ্বিগুণ। গোমতীনদীর গর্ভ গভীর এবং চূর্ণ প্রস্তরময় তীরে আবদ্ধ, সুতরাং ইহার স্রোত পরিবর্ত্তিত হয় না। এই নদীতে অনেক সময় হঠাৎ বন্যা আসিয়া থাকে। নদীর জল সচরাচর ১৫ ফিটের অধিক উচ্চ হয় না। অন্যান্য নদীসকলের মধ্যে সৈ, বরণা, পিল্লী ও বাসোহী প্রধান। হ্রদের সংখ্যা বিস্তর, উত্তর ও দক্ষিণ ভাগেই অধিক, মধ্যস্থানে অপেক্ষাকৃত অল্প। এখানকার বৃহত্তম হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮ মাইল হইবে।

পূর্ব্বে জেলার স্থানে স্থানে অরণ্য ছিল, কিন্তু ক্রমে কৃষিকার্য্যের বিস্তৃতি ও প্রজাবৃদ্ধি সহকারে ঐ সকল অরণ্য লুপ্ত হইতেছে। সম্প্রতি কড়াকটতহসীলে ৬০০০ বিঘা একটী ধাও-জঙ্গলই জেলার মধ্যে বৃহত্তম। পূর্ব্বোক্ত উষর ভিন্ন পতিত জমি প্রায় নাই। উচ্চ ভূমিতে ঘুটিং অর্থাৎ গোলাকার চূর্ণপ্রস্তর পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা রাস্তা বাঁধান এবং পোড়াইয়া চূণ হয়।

অরণ্যাদি না থাকায় এবং অধিবাসীর সংখ্যা অধিক বলিয়া বন্য জন্তু প্রায় নাই। হ্রদ ও জলায় বিস্তর জলচর পক্ষী বাস করে, শিকারিগণ তাহাই শিকার করিতে যায়। এখানে বিষাক্ত গোখুরা সর্প বিস্তর আছে এবং সময়ে সময়ে গোমতী ও সৈ-তীরবর্ত্তী দরী সকলে দলে দলে তরক্ষু দৃষ্ট হয়।

ইতিহাস।—অতি প্রাচীনকালে জৌনপুরে ভড় (ভর) নামে এক আদিম জাতির বাসস্থান ছিল, কিন্তু এখন আর উহাদের দীর্ঘবাসের অধিক পরিচয় পাওয়া যায় না। বরণা প্রভৃতির তীরে বৃহৎ বৃহৎ বহুসংখ্যক নগরের ধ্বংশাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে অনুমান করেন, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ে উত্তরভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাসনকালে ঐ সকল নগর অগ্নিদ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। গোমতীতীরে বহুসংখ্যক অতি প্রাচীন মন্দিরাদি বিদ্যমান ছিল।

হিন্দুকীর্ত্তিলোপী ও দেবদ্বেষী মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ অধিকাংশ মন্দিরই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং ঐ সকলের উপকরণ লইয়া মস্‌জিদ দুর্গ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছে।

এইরূপ বহু সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের উপকরণ লইয়া ১৩৬০ খৃঃ অব্দে ফিরোজগড় নির্ম্মিত হয়। ঐ সকল প্রস্তরের ভাস্করকার্য্য দেখিলেই উহা যে মুসলমানদিগের নহে, তাহা জানিতে পারা যায়। অতিপূর্ব্বে জৌনপুর বোধ হয় অযোধ্যারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বহুকালের পর কাশীশ্বর জয়চাঁদের হস্তগত হয়। অবশেষে তাঁহার বংশধরদিগকে পরাস্ত করিয়া শাহাবুদ্দীন-চালিত দুর্দ্দান্ত মুসলমান বীরগণ ১১৯৪ খৃঃ অব্দে জৌনপুর অধিকার করেন।

তাহার পর বর্ত্তমান জৌনপুর জেলার অন্তর্গত সমস্ত ভূভাগ মুসলমান সম্রাট্‌দিগের সামন্ত স্বরূপ কনোজাধিপতির অধীনস্থ থাকে। ১৩৬০ খৃঃ অব্দে ফিরোজ তোগলক বাঙ্গালা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় জৌনপুর গ্রামে শিবির স্থাপন করেন এবং ইহার সুন্দর অবস্থানে মোহিত হইয়া এখানে একটী নগর স্থাপন করিবার ইচ্ছা করেন। ফিরোজ প্রায় ৬ মাসকাল এখানে বাস করেন এবং একটী হিন্দুদেবালয় ভাঙ্গিয়া ফেলেন, পরে মহারাজ জয়চাঁদ-প্রতিষ্ঠিত মন্দির ভাঙ্গিতে গেলে অধিবাসিগণ প্রবল পরাক্রমে মন্দিররক্ষার জন্য যত্নবান্ হয়। সুতরাং ফিরোজশাহকে বিরত হইতে হইল। যাহা হউক অবশেষে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম সুলতান কর্ত্তৃক ঐ মন্দির বিধ্বস্ত হয় এবং উহার উপকরণ দ্বারা অটলা মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়।

১৩৮৮ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলক নিজ মন্ত্রী খোজা জহানকে মালিক-উস্-শরক্ উপাধি প্রদান করিয়া কনোজ হইতে সমস্ত পূর্ব্ববিভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। খোজা জহান্ জৌনপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া

রাজ্য করিতে লাগিলেন এবং ১৩৯৪ খৃঃ অব্দে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণে দিল্লীপতিকে ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া ঐ সুযোগে স্বয়ং সুলতান-উস্-শর্ক্ অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্‌পতি উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিলেন। ইহার উত্তরাধিকারী স্বাধীন রাজগণ সকলেই শর্কিরাজ বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় দত্তকপুত্র মুবারক শাহ-শর্কি সিংহাসনাধিরোহণ করেন, কিন্তু শীঘ্রই দিল্লী হইতে প্রেরিত একদল সৈন্যের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। মুবারকের মৃত্যুর 'পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪০০ হইতে ১৪৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৪০ বর্ষ অতি দক্ষতার সহিত প্রজাগণের প্রিয় হইয়া রাজত্ব করেন। ইহার সময়েই অতলা-মস্‌জিদ নির্ম্মিত এবং জৌনপুরে বিদ্যানুশীলন প্রভৃতির অনেক উন্নতি হয়। ইনি কাল্পী ও কনৌজ জয় করিতে অনেক যুদ্ধ করেন। ইহার পুত্র মাহ্মুদ ১৪৪২ খৃঃ অব্দে কাল্পী অধিকার করিয়া দিল্লী অবরোধ করিলেন, কিন্তু অলস সম্রাট্ আলাউদ্দীনের প্রতিনিধি বহ্লোল লোদি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন। বহ্লোল মাহ্মুদের পুত্র শর্কিবংশীয় শেষ রাজা হাসেনকে জৌনপুরে পরাজয় করেন, কিন্তু রাজ্যে রাখিয়া চলিয়া যান। এই হাসেন বিখ্যাত জামি-মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। বহ্লোল এরূপ দয়া করিলেও হাসেন পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। উক্ত মুসলমান শর্কিরাজাদিগের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক মস্‌জিদ ও অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হয়।

শর্কিদিগের পর জৌনপুর লোদিদিগের শাসনভুক্ত হয়। ইহাদের রাজত্বকালে এখানে ক্রমাগত বিদ্রোহ ও শোণিতপাত প্রভৃতি চলিয়াছিল। লোদিবংশীয় শেষ সম্রাট্ ইব্রাহিম ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে বাবর কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তাও স্বাধীন হইলেন। কিন্তু বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়াই নিজ পুত্র হুমায়ুনকে জৌনপুর ও বেহার জয় করিতে প্রেরণ করেন। তদবধি জৌনপুর মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। মধ্যে সেরশাহ ও তাঁহার বংশীয় সম্রাট্‌দিগের সময় ব্যতীত উহা বরাবর মোগল শাসনাধিকৃত ছিল। ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে অক্‌বর আলাহাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন, তখন হইতে জৌনপুর একজন নিজাম কর্ত্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। পরে ১৭২২ খৃঃ অব্দে জৌনপুর, বারাণসী, গাজিপুর ও চনার দিল্লীর শাসন হইতে পৃথক্ করিয়া অযোধ্যার নবাব উজীরের শাসনভুক্ত করা হইল। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে রোহিলাসর্দ্দার সৈয়দ আহ্মদ-বঙ্গাশ উজীর শাদৎ খাঁকে পরাজিত করিয়া নিজ আত্মীয় জমা খাঁকে বারাণসীপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, জমা খাঁ অবিলম্বে কাশীরাজ চৈৎসিংহ কর্ত্তৃক জৌনপুর হইতে বিতাড়িত হইলেন। নবাব উজীর তাঁহার দুর্গ অধিকার করিয়া রহিলেন। অবশেষে ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণ ঐ দুর্গ চৈৎসিংহকে অর্পণ করিলেন।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে বক্সর যুদ্ধের পর জৌনপুর একরূপ ইংরাজ অধিকারে আইসে। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে লক্ষ্ণৌ নগরের সন্ধিতে ইহা একবারে ইংরাজদিগকে অর্পিত হয়, ইহার পর সিপাহীবিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত ইহাতে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ৫ই জুন, জৌনপুরের সিপাহীগণ বারাণসীতে বিদ্রোহের সংবাদ পায় এবং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সহ কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে গমন করিতে থাকে। ইহার পর এখানে ঘোর অরাজকতা চলিতে লাগিল, পরে ৮ই সেপ্টেম্বর আজমগড় হইতে গুর্খাসৈন্য আসিয়া বিদ্রোহ দমন করিল। নবেম্বর মাসে মেহেদি হাসেন নামক বিদ্রোহী দলপতির কার্য্যদক্ষতায় আবার অনেকস্থান ইংরাজ রাজ্যের হস্তচ্যুত হইল। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে বিদ্রোহিগণ উত্তর ও পশ্চিমে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইল এবং অবশেষে বিদ্রোহী ঋরিসিংহের পরাজয়ের পর একবারে বিদ্রোহ থামিল। তাহার পর এ পর্য্যন্ত দুই একদল ডাকাইতের উপদ্রব ব্যতীত আর কোন বিপ্লব ঘটে নাই।

জৌনপুর নগরের নামানুসারে এই জেলার নাম হইয়াছে। জৌনপুর জেলার কৃষিকার্য্যের বিস্তৃতি চরম সীমায় উপস্থিত।

জৌনপুর বহুকাল মুসলমান রাজ্যভুক্ত এবং মুসলমান-শাসনকর্ত্তার আবাসভূমি থাকিলেও এখানে হিন্দুধর্ম্মই প্রবল।

মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দুর ১/১০ অংশমাত্র। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেণিয়া, আহীর, চামার, কায়স্থ, কুর্ম্মি প্রভৃতিই প্রধান অধিবাসী। মুসলমানদিগের মধ্যে সুন্নি অপেক্ষা শিয়া সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক; লোদিবংশীয় শিয়ারাজগণ বহুকাল এস্থানে বাস করাই তাহার কারণ। এতদ্ব্যতীত খৃষ্টান, য়ুরোপীয় প্রভৃতিও অনেক এখানে বাস করে। অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৬ জন কৃষিজীবী।

জৌনপুর জেলার ৪টী নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ৫ সহস্রের অধিক, যথা—জৌনপুর, মছ্‌লিসহর, বাদশাহপুর ও শাহগঞ্জ। অধিবাসিগণ অধিকাংশ শস্যক্ষেত্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করে।

বণিক ও বড় বড় কৃষকদিগের অবস্থা অন্যান্য স্থান অপেক্ষা হীন নহে। সামান্য কৃষক, মজুর ও শ্রমজীবিদিগের অবস্থা অতি হীন। ইহাদের গৃহ একটী কুটীর, তাহাতে আসবাবের মধ্যে কয়েকটী মৃণ্ময়পাত্র, ছিন্ন মাদুর ও বিছানা।

ইহারা অধিকাংশই কদর্য্য ভোজন ও ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া জীবন যাপন করে। কুর্ম্মি ও কাছি কৃষকগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল। ইহারা পোস্ত, তামাক এবং অন্যান্য বহুবিধ শাকসব্‌জি ও ফলমূলাদি আবাদ করে। সচরাচর অন্যান্য কৃষক অপেক্ষা ইহারা অধিকতর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী এবং অধিক হারে খাজনা দেয়, এই জন্য জমিদারগণ কুর্ম্মি ও কাছি প্রজা রাখিতে ভালবাসেন।

জৌনপুর জেলার মৃত্তিকা অনেকস্থলেই গলিত উদ্ভিজ্জ-মিশ্রিত, কর্দ্দম ও বালুকাময়। পরিত্যক্ত নদীগর্ভ এবং শুষ্ক বিল পল্বলাদিতে কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কময় অতিশয় উর্ব্বরা মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। জেলার সকল স্থানেই অতি উত্তমরূপ চাষ হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, বাজরা, ভুট্টা, জোয়ার, কার্পাস, গোধুম, যব, মটর, কলাই, সর্ষপ ইত্যাদি বহুবিধ শস্য জন্মে। চাষের প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রথমতঃ কৃষক ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া বীজ ছড়ায়, তৎপরে মই দিয়া মাটি চাপা দেয় ও জমী চৌরস করিয়া লয়। জমী সংবৎসর ধরিয়া প্রায় পড়িয়া থাকে না, তবে যে জমীতে ইক্ষুর চাষ হয়, তাহা প্রায় ৬ মাস এক বৎসর ফেলিয়া রাখে। নগরের নিকটবর্ত্তী জমীতে আমন ও রবিশস্য দুই জন্মে। ইক্ষুর চাষ সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক, কিন্তু উহাতে প্রায় এক বৎসর জমী ফেলিয়া রাখিতে হয় এবং জমীতে অধিক পরিমাণে সার দিতে হয়। ইংরাজশাসনভুক্ত হইবার পর হইতে এখানে নীলের চাষ হইতেছে। গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে কৃষিগণ পোস্ত চাষ করে। ঐ বৃক্ষের ঢেঁড়ী হইতে যে অহিফেন উৎপন্ন হয়, কৃষকগণ তাহা সমস্তই সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে দিতে বাধ্য। উহার মূল্য বাবত কৃষকগণ ৭০° সারবান্ ঢেঁড়ীর প্রতি সের ৫৲ টাকা হিসাবে পাইয়া থাকে। কুর্ম্মি ও কাছিগণ পোস্ত, তামাক ও শাক ফলাদি আবাদ করে বলিয়া ইহাদের অবস্থা অন্যান্য কৃষক অপেক্ষা অনেক ভাল।

সমস্ত জেলার পরিমাণ ১৫৫৪ বর্গমাইলের মধ্যে ১৫১৯ বর্গমাইল গবর্মেণ্টের তৌজিভুক্ত। ইহার মধ্যে ৯৬২ বর্গমাইলে আবাদ হয়। ১০৩ বর্গমাইল আবাদযোগ্য, অবশিষ্ট ২৫৪ বর্গমাইল উষর।

দৈব-বিড়ম্বনা।—এই জেলায় গোমতী নদীতে সময় সময় ভীষণ বন্যা আসিয়া উভয় কূল ছাপাইয়া পড়ে এবং বহুদূর পর্য্যন্ত জনপদ ভাসাইয়া লইয়া যায়। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে এইরূপ বন্যায় বিস্তর ক্ষতি হয়। ১৮৭১ খৃঃ অব্দের বন্যা সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। ইহাতে নগরের প্রায় ৪০০০ গৃহ এবং অন্যান্য গ্রামের প্রায় ৯০০০ গৃহ বন্যার জলে ভাসিয়া যায়। অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে অনাবৃষ্টি অধিক হয় নাই। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে চতুর্দ্দিকস্থ জেলার ন্যায় এখানেও অনাবৃষ্টি ও অন্নকষ্ট হয়, কিন্তু ১৭৮৩ ও ১৮০৩ খৃঃ অব্দের অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে জৌনপুর অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। ১৮৬০-৬১ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষ দুর্ব্বিপাক জৌনপুর পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, উহা ঘর্ঘরা নদীর পরপারস্থিত প্রদেশেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু জৌনপুর ইহা হইতে নিস্তার পায়। ১৮৭৭-৭৮ খৃঃ অব্দে অনাবৃষ্টি জন্য রবিশস্য না হওয়ায় এখানে দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য জন্য গবর্মেণ্ট রিলিফ ওয়ার্ক (Relief work) স্থাপন করেন। জৌনপুর ও ইহার নিকটস্থ আজমগড়ে প্রায় সংবৎসরই বৃষ্টি হয়। সুতরাং কোন না কোন সময় বৃষ্টি হইলে একটা না একটা ফসল জন্মিয়া থাকে, সুতরাং অন্নকষ্ট প্রায় হয় না।

বাণিজ্যাদি।—জৌনপুর কৃষিপ্রধান জেলা। কৃষিজাতই প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। য়ুরোপীয়দিগের তত্ত্বাবধানে নীল প্রস্তুত হইয়া থাকে। মরিয়াহু নগরে আশ্বিন মাসে এবং করচুলি নগরে চৈত্র মাসে দুইটী মেলা হয়। ঐ দুই মেলায় প্রায় ২০।২৫ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

অযোধ্যা-রোহিল-খণ্ড রেলপথ এই জেলার ৪৫ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে। জলালপুর, জৌনপুর সদর, জৌনপুর নগর, মেহেরাবাস, খেতসরাই, শাহগঞ্জ ও বিলবাই এই কয়েকটী ষ্টেশন আছে। এখানে ১৩৮ মাইল বাঁধা ও ৪১৮½ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। বর্ষাকালে গোমতী নদী দিয়া বৃহৎ বৃহৎ নৌকাদি যাতায়াত করে। ঐ সকল নৌকায় অযোধ্যা হইতে শস্যাদি আনীত হয়।

জৌনপুর জেলা ইংরাজশাসনভুক্ত হইবার সময় ইহা অযোধ্যা গবর্মেণ্টের অধীনে বারাণসী প্রদেশান্তর্গত করা হয়। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে এই জেলা আলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্গত হয়। এখানে একজন মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, একজন জয়েণ্ট বা আসিণ্টাট মাজিষ্ট্রেট ও অপরাপর অধীনস্থ কর্ম্মচারী থাকেন। ইহাতে ২৩টী ডাকঘর আছে, এবং প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে তারঘর আছে। এই জেলায় বিদ্যাচর্চ্চার উন্নতি অতি অল্প। জৌনপুরে দেশীয় ভাষা, আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় আছে। ইংরাজী ভাষা অনেক স্থলেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই জেলা ৫টী তহসীল ও ১৭টী থানায় বিভক্ত। কেবলমাত্র জৌনপুর নগরে মিউনিসিপালিটী আছে।

এই জেলার বায়ু অনেক সময় আর্দ্র থাকে, বারমাসই বৃষ্টি হয় বলিয়া শীতগ্রীষ্মাদির আতিশয্য নাই। ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ৩০ বৎসরের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৪১° ৭১ ইঞ্চি। জৌনপুর, শাহগঞ্জ ও মছলিসহরে হাঁসপাতাল আছে।

২—উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার একটী তহসীল। এই তহসীলে হবিলী জৌনপুর, বিয়াল্সী, রারি, জাফরাবাদ, করিয়াত, দোস্ত, খপ্‌রহা এবং তপ্পা সরেমু এই ৭টী পরগণা আছে। সর্ব্বশুদ্ধ পরিমাণফল প্রায় ৩২৭ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২৩৩·৬ বর্গমাইলে চাষ হয়। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলপথ এই তহসীল দিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন রাস্তা প্রভৃতিরও সুবিধা আছে। গোমতী ও সৈ নদী এবং অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এই তহসীলে প্রবাহিত। তহ-সীলের গ্রাম ও নগরের সংখ্যা মোট ৮২২, তন্মধ্যে কেবল ২টীতে ৩ সহস্রের অধিক লোক বাস করে।

৩—উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার সদর ও প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫° ৪৪´৫৩´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮২° ৪৩´৪৯´´ পূঃ। এই নগর গোমতীর উত্তরতীরে গোমতী ও সৈ নদীর সঙ্গম হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা উপকণ্ঠ সমেত ৪২,৮১৯। তন্মধ্যে ২৫৯৭৮ হিন্দু, ১৬৭৭১ মুসলমান এবং ৭০ খৃষ্টান।

জৌনপুর একটী প্রাচীন নগর। এই নগর ১৩৯৪ হইতে ১৪৯৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় শত বৎসর বুদাউন ও এতাবা হইতে বেহার পর্য্যন্ত এক বিস্তীর্ণ সুসমৃদ্ধ স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের রাজধানী ছিল। অসংখ্য প্রাচীন মন্দির, অট্টালিকা, মস্‌জিদ্ ও তাহাদের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান থাকিয়া স্থপতিবিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঐ সকল মন্দিরাদির অধিকাংশই জৌনপুরের স্বাধীন পাঠান শর্কি অধি-পতিদিগের সময় নির্ম্মিত হয়। এই শর্কিগণ যেমন একদিকে বহু সংখ্যক মস্‌জিদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি অন্য দিকে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের বহুসংখ্যক মন্দির নষ্ট করেন। বলা বাহুল্য ঐ সকল হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নাব-শেষ লইয়াই তদুপরি যাবতীয় মস্‌জিদাদি প্রস্তুত হইয়াছে।

এই নগরের প্রাচীন নাম কি তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। জৌনপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ বলেন, ইহার প্রকৃত নাম জমদগ্নি-পুর। অদ্যাপি তথাকার সকল হিন্দুই ইহাকে জৌনপুর না বলিয়া জমনপুর কহে। মুসলমানেরা বলে, ফিরোজশাহ এই স্থান দর্শন করিয়া জ্ঞাতিভ্রাতা জুনানের (মহম্মদ তোগলক) প্রীত্যর্থে তাহার নামানুসারে ঐ স্থানের নাম জৌনপুর রাখেন। হিন্দুরা ইহার উত্তরে বলে, ইহার নাম জমনপুর ছিল, পরে ফিরোজের সন্তুষ্টি জন্য ঐ নামই ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া জৌনপুর করা হয়। আবার একজন সুচতুর ব্যক্তি বাহির করিয়াছেন, সহর জৌনপুর শব্দে ৭৭২ সংখ্যা বুঝায়, ঠিক ঐ সংখ্যক হিজিরা শকে (১৩৭০ খৃঃ অব্দে) ফিরোজ-শাহ জৌনপুরে আগমন করেন। যাহা হউক জৌনপুরের নাম যাহাই থাকুক, ইহা ফিরোজশাহের বহু পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল। ফেরিস্তায় উল্লেখ আছে, জৌনপুর (জমন পুর) দিল্লী হইতে বাঙ্গালা যাইবার পথে অবস্থিত। জামি-মস্‌জিদের দক্ষিণ দ্বারে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দির শিলালিপিতে মৌখরিবংশীয় ঈশ্বরবর্ম্মার নাম আছে, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদিগের বহুপূর্ব্বে ঐ স্থলে একটী সুসমৃদ্ধ হিন্দুনগর ছিল।

নদীতীরস্থ দুর্গের বিষয়ে প্রবাদ আছে, ঐ খানে করার নামে এক রাক্ষস বাস করিত, রামচন্দ্র উহাকে বিনাশ করেন। এখনও লোকে ঐ দুর্গকে করারকোট বলিয়া থাকে এবং করারবীরের পূজা করে। দুর্গের উত্তরে করার-বীরের একটী মন্দির আছে।

জৌনপুরনগরে শর্কি রাজাদিগের নির্ম্মিত বহুসংখ্যক মস্‌জিদ্ বিদ্যমান। এই সকলের মধ্যে হাসেন প্রতিষ্ঠিত জামি-মস্‌জিদ্ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মনোহর। ইহার ভিত্তি অন্যান্য মস্‌জিদ্ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। মস্‌জিদের প্রস্তর সকল দৃষ্টে বোধ হয়, কোন হিন্দু মন্দিরের অংশ ছিল। অন্যান্য মস্‌জিদের মধ্যে অতলা-মস্‌জিদ্ ইব্রাহিম শাহ কর্ত্তৃক প্রতি-ষ্ঠিত। ৯ খানি শিলালিপি দ্বারা জানা গিয়াছে, ফিরোজ শাহ ১৩৭৬ খৃঃ অব্দে অতলাদেবীর মন্দিরের উপর ঐ মস্‌জিদ্ আরম্ভ করেন এবং ১৪০৮ খৃঃ অব্দে ইব্রাহিম উহা শেষ করেন।

ইব্রাহিম-নায়েব-বার্ব্বকের মস্‌জিদ্—ইহাই বর্ত্তমান সকল মস্‌জিদ্ অপেক্ষা পুরাতন। শিলালিপি দ্বারা জানা যায়, ১৩৭৭ খৃঃ অব্দে ফিরোজশাহের ভ্রাতা ইব্রাহিম-নায়েব-বার্ব্বাক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার গঠনপ্রণালী প্রাচীন বঙ্গীয় স্থাপত্যের সমান।

মস্‌জিদ্-খালিস্-মুখলিস্—ইহাকে দরিবা ও চরঙ্গুলীও কহে। বিজয়চন্দ্র ও জয়চ্চন্দ্রের মন্দিরের উপর ১৪১৭ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়।

নগরের উত্তরপশ্চিমে কিছুদূরে বেগমগঞ্জ নামক স্থানে বিবিরাজির মস্‌জিদ্ বা লালদরজা-মস্‌জিদ্ আছে। মাহ্মুদ-সাহের পত্নী বিবিরাজি ইহা প্রতিষ্ঠা করেন।

নগরের কিছু দূরে চাচকপুর নামক স্থানে ইব্রাহিম-প্রতি-ষ্ঠিত ঝাঝরি-মস্‌জিদের কতক অংশ বিদ্যমান আছে।

এতদ্ভিন্ন জৌনপুরে আরও বহুসংখ্যক মস্জিদ্ ও সমাধি-স্থান প্রভৃতি বিদ্যমান, তন্মধ্যে হাকিম সুলতান-মহম্মদের মস্জিদ্, নবাব মশিন-খাঁর মস্জিদ্, শাহ কবীরের মস্জিদ্, জহিদ-খাঁর মস্জিদ্ ও সুলেমান-শাহের দর্গা উল্লেখযোগ্য।

জৌনপুরের নিকট গোমতীর উপর বিখ্যাত প্রস্তরসেতু আছে। ইহা ৭১২ ফিট দীর্ঘ ও ১৬টী খিলানবিশিষ্ট। মোগল সম্রাট্দিগের সময় জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা মুনিম খাঁ ১৫৬৯-৭৩ খৃঃ অব্দে ইহা নির্ম্মাণ করেন। এই সেতু প্রস্তুত করিতে আনুমানিক ৩০ ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবে।

আজিও জৌনপুর নগরে বিস্তৃত বাণিজ্য চলিতেছে। এখানকার গোলাপ, জুঁই প্রভৃতির আতর প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে কাগজ প্রস্তুত হইত, এখন কলের কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উহা লুপ্ত হইয়াছে। গোমতীনদীর দক্ষিণতীরে আদালত অবস্থিত, এখানে জজ ও মাজিষ্ট্রেট থাকেন। গির্জ্জা, ডাকবাংলা, জেলখানা ও পুলিশ লাইন আছে। জৌনপুরে নদীর উভয়-তীরে অযোধ্যা-রোহিল-খণ্ড-রেলওয়ের দুইটী ষ্টেশন আছে, একটী কাছারীর নিকট, অপরটী সহরের নিকট। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে।

জৌমর (স্ত্রী) জুমরেণ নিবৃত্তঃ জুমর-অণ্। ১ জুমরনন্দিকৃত সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ। (ত্রি) ২ সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণাধ্যায়ী।

জৌলায়নভক্ত (ত্রি) জুলস্য গোত্রাপত্যং ইঞ্, ইঞন্তাৎ ফঞ্, ততো ভক্তল্। (ভৌরিকাদ্যৈষুকার্য্যাদিভ্যো বিধল্‌ভক্তলৌ। পা° ৪।২।৫৪) জুলের গোত্রাপত্যের বিষয়।

জৌহব (ত্রি) জুহ-অন্। অবদানযোগ্য হৃদয়াদি। "হৃদয়ং জিহ্বাং ক্রোড়ং সব্যসক্‌থিপূর্ব্বনডঙ্কং পার্শ্বে যকৃদ্বৃক্কৌ গুদমধ্যং দক্ষিণা শ্রোণিরিতি জৌহবানি" (কাত্যা° শ্রৌ° ৬।৭।৬) 'জুহ্বামবদানযোগ্যানি প্রধানযাগসাধনানি" (কর্ক) হৃদয়, জিহ্বা, ক্রোড়, বক্ষ, বাহু, সব্যসক্‌থি, দুইপার্শ্ব প্রভৃতি অঙ্গ-সমষ্টির নাম জৌহব।

জৌহর (হিন্দী) রত্ন, মণি।

জৌহর (হিন্দী) রাজপুতপ্রমুখ কয়েক জাতি শত্রু কর্ত্তৃক পরাজয় অপরিহার্য্য দেখিলে, বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া শত্রুর অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্ত্রী ও শিশুদিগকে উহাতে ঝাঁপ দিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং উন্মত্তের ন্যায় শত্রুমধ্যে প্রবেশ এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। এই প্রথাকে জৌহর কহে। আলাউদ্দীন্ প্রভৃতি অনেক মুসলমান-বিজেতা চিতোর প্রভৃতি নগর জয় করিয়া কেবল ভস্মাবশেষ নির্জ্জন পুরীমাত্র দর্শন করিয়াছিলেন। চীনবাসী তাতার এবং কোন কোন স্থানে মুসলমানেরাও এই ভীষণ প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকে।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দে খেলাত আক্রমণের সময় শাহঘাসি নুর মহম্মদ শত্রু দ্বারা নগর বিজিত দেখিয়া আপনার সকল ভার্য্যা ও পরিবারস্থ অপরাপর সমস্ত স্ত্রীকে কাটিয়া যুদ্ধে বাহির হন। [জোহর দেখ।]

জৌহর, সম্রাট্ হুমায়ুনের একজন পার্শ্বচর। এই ব্যক্তি ভৃঙ্গার দ্বারা হুমায়ুনের হস্তধৌতকরণার্থ জল যোগাইতেন। সর্ব্বদা হুমায়ুনের কাছে থাকিয়া ইনি হুমায়ুনের প্রাত্যহিক কার্য্যাবলীর বিবরণসম্বলিত একখানি জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহাতে হুমায়ুনের গভীর রাজনৈতিক বিষয় সকলের কথা লিখিত নাই।

জৌহরী (আরবা) জহরৎবিক্রেতা, রত্নব্যবসায়ী।

জ্ঞ (পুং) জানাতীতি জ্ঞা-ক (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃকঃ। পা° ৩।১।১৩৫) ১ জ্ঞানী। ২ ব্রহ্মা। ৩ বুধ। ৪ পণ্ডিত। যিনি উত্তম অধম মধ্যম প্রভৃতি কোন কার্য্যেই কম্পিত হন না, কার্য্যসমূহ দেখিয়া যিনি ভীত হন না, অর্থাৎ কার্য্য সকল যাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, যিনি কার্য্যাতীত, তিনিই জ্ঞ। "ক্রিয়াসু বাহ্যান্তরমধ্যমাসু সম্যক্প্রযুক্তাসু ন কম্পতে যঃ" (প্রশ্নোত্তর-উপ°) এ জগতে এমন কোন বস্তু দেখা যায় না, যাহার কার্য্য নাই, প্রতিক্ষণ সমস্ত বস্তুরই কার্য্য হইতেছে, সর্ব্বদাই কার্য্য হয় বলিয়া "গচ্ছতীতি জগৎ" গতিশীল অর্থাৎ কার্য্যশীল, এই জন্য জগৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। একমাত্র পুরুষ, বা আত্মার কার্য্য নাই, তিনি নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার। সাঙ্খ্য-মতে জ্ঞই পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ" (তত্ত্বকৌ°) ব্যক্ত জগৎ, অব্যক্ত প্রকৃতি, জ্ঞ পুরুষ। [পুরুষ দেখ।] জ্ঞ পুরুষ জানিতে পারিলে সকলেই দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৫ বুধগ্রহ। "যুগে সূর্য্যজ্ঞশুক্রানাং খচতুষ্করদার্ণবাঃ" (সূর্য্যসি°) ৬ মঙ্গলগ্রহ। (ধরণি) এই শব্দের প্রায় স্বতন্ত্রপ্রয়োগ নাই; উপসর্গ বা শব্দান্তরের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—শাস্ত্রজ্ঞ, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি। জ্ঞা-ক্বিপ্। ৭ জ্ঞান। [জ্ঞান দেখ।]

জ্ঞক (ত্রি) জ্ঞ-স্বার্থে কন্। জ্ঞাতা। স্ত্রিয়াং টাপ্ জ্ঞকা, অত ইত্বং জ্ঞিকা।

জ্ঞতা (স্ত্রী) জ্ঞ-তল্ টাপ্। জ্ঞাতা।

জ্ঞপিত (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-ক্ত। ১ জ্ঞাপিত, জানান। ২ মারিত। ৩ তোষিত। ৪ শাণিত। ৫ নিশামিত। ৬ আলোকিত। মারণ তোষণ প্রভৃতি অর্থে জ্ঞ ধাতুর বিকল্পে ইট্ হয়, এই জন্য এই অর্থে জ্ঞপ্ত এই পদও হইবে। জ্ঞপ-ক্ত। ৭ জ্ঞাত।

জ্ঞপ্ত (ত্রি) জ্ঞপ্যতে ইতি জ্ঞপ-ণিচ্-ক্ত। জ্ঞাপিত, জ্ঞপিত। [জ্ঞপিত দেখ।]

জ্ঞপ্তি (স্ত্রী) জ্ঞপ্-ক্তিন্। ১ বুদ্ধি। (অমর) ২ মারণ। ৩ তোষণ। ৪ তীক্ষ্ণীকরণ। ৫ স্তুতি। ৬ বিজ্ঞাপন।

জ্ঞংমন্য (ত্রি) আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করা।

জ্ঞা (স্ত্রী) ১ জানা। ২ কবিতার আজ্ঞা।

জ্ঞাত (ত্রি) জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞা, কর্ম্মণি-ক্ত। ১ বিদিত, চলিত কথায় জানা। পর্য্যায়—কৃতজ্ঞান, বুদ্ধ, বুধিত, প্রমিত, মত, প্রতীত, অবগত, মনিত, অবসিত। (জটাধর) ভাবে-ক্ত। ২ জ্ঞান।

জ্ঞাতক (ত্রি) জ্ঞাত-স্বার্থে কন্। বিদিত।

জ্ঞাতনন্দন (পুং) জ্ঞাতেন বোধেন নন্দয়তি প্রীণয়তি জ্ঞাত-নন্দ-ল্যু। অহর্দ্ভেদ। (হেমচ°) শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর নামান্তর।

জ্ঞাতপুত্র (পুং) [জ্ঞাতনন্দন দেখ।] মাগধীভাষায় ণায়পুত্ত। কোন কোন জৈনের মতে—জ্ঞাতৃবংশে জন্ম বলিয়া ঐরূপ নাম হইয়াছে। মজ্ঝিমণিকায় নামক পালিগ্রন্থের মতে, বুদ্ধ যখন শামনাবাসে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় পাবানগরে ণাতপুত্তের মৃত্যু হয়।

জ্ঞাতল (ত্রি) জ্ঞাতং লাতি লা-ক। জ্ঞানযুক্ত।

জ্ঞাতলেয় (পুং স্ত্রী) জ্ঞাতলস্যাপত্যং জ্ঞাতল-ঢক্ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২১) জ্ঞাতলাপত্য।

জ্ঞাতব্য (ত্রি) জ্ঞায়তে যৎ তৎ, জ্ঞা-তব্য। জ্ঞেয়, বেদ্য, অবগন্তব্য, বোধ্য। যাহা জানিতে হইবে বা জানা উচিত কিংবা জানিবার যোগ্য তাহাই জ্ঞাতব্য। শ্রুতি প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, আত্মাই একমাত্র জ্ঞাতব্য। "আত্মা বা অরে জ্ঞাতব্যঃ জ্ঞানবিষয়ী কর্ত্তব্যঃ" অরে আত্রেয়ি! আত্মাকে জ্ঞানের বিষয় কর, অর্থাৎ আত্মাই যেন এক মাত্র লক্ষ্য হয়। আত্মাকে জানিতে পারিলে সকল পদার্থই জানিতে পারিবে, যে হেতু জগৎ আত্মময়। এক বস্তু জানিলে যখন সকল বস্তু জানিতে পারা যায়, তখন সেই এক বস্তু পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বস্তু জানিবার আবশ্যক কি? সেই এক বস্তুই আত্মা। অতএব আত্মা ভিন্ন আর কোন জ্ঞাতব্য নাই।

জ্ঞাতসিদ্ধান্ত (পুং) জ্ঞাতঃ বিদিতঃ সিদ্ধান্তো যেন বহুব্রী। শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, যে শাস্ত্র উত্তমরূপে জানে।

জ্ঞাতসার (পুং) জ্ঞাতঃ সারঃ সারাংশো যেন বহুব্রী। ১ সারজ্ঞ, যে সার জানিয়াছে, যে কোন বিষয়ের নিগূঢ় বা যথার্থ জানিতে পারিয়াছে। ২ জ্ঞানগোচর। যেমন "তাহার জ্ঞাত-সারে এই কর্ম্ম হইয়াছে।"

জ্ঞাতাধর্ম্মকথা (স্ত্রী) জৈনদিগের প্রধান অঙ্গের মধ্যে একখানি। [জৈন দেখ।]

জ্ঞাতি (পুং) জানাতি ছিদ্রং দোষং কুলস্থিতিঞ্চ জ্ঞা-ক্তিচ্। পিতৃবংশীয়, এক গোত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সপিণ্ড প্রভৃতি। পর্য্যায়—সগোত্র, বান্ধব, বন্ধু, স্ব, স্বজন, অংশক, গন্ধ, দায়াদ, সকুল্য, সমানোদক। (জটাধর) এক গোত্রোৎপন্ন পিতৃব্যাদি। জ্ঞাতি চারিপ্রকার—সপিণ্ড, সকুল্য, সমানোদক ও সগোত্রজ। সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড, সপ্তম হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সকুল্য, দশম হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক। কোন কোন মতে পূর্ব্বপুরুষের জন্মনামস্মরণ পর্য্যন্তও সমানোদক। তাহার পর সগোত্রজ। জ্ঞাতিহিংসা অতিশয় পাপজনক,

"যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
জ্ঞাতিদ্রোহস্য পাপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

জ্ঞাতিহিংসা করিলে যে পাপ হয়, ব্রহ্মহত্যা সুরাপান প্রভৃতি অতিপাতকও তাহার ১৬ ভাগের একভাগও নহে। এই জন্য শাস্ত্রে জ্ঞাতিহিংসা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। জননে ও মরণে জ্ঞাতির অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। [অশৌচ দেখ।] জ্ঞাতির মধ্যে খুড়তুত ও জ্যাটতুত ভাই প্রভৃতিকে সহজ শত্রু বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞায়তে বিদ্যতেঽস্মাৎ অপাদানে জ্ঞা-ক্তিন্। ২ পিতা।

জ্ঞাতিকার্য্য (পুং) জ্ঞাতীনাং কার্য্যং ৬তৎ। জ্ঞাতিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

জ্ঞাতিত্ব (ক্লী) জ্ঞাতি-ভাবে ত্ব। জ্ঞাতির ধর্ম্ম কর্ম্ম বা ব্যবহার, জ্ঞাতির অনিষ্টচেষ্টা, জ্ঞাতির উপর বিদ্বেষ প্রদর্শন।

জ্ঞাতিপুত্র (পুং) জ্ঞাতীনাং পুত্রঃ ৬তৎ। ১ জ্ঞাতির পুত্র। ২ শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর নামান্তর।

জ্ঞাতিভেদ (পুং) জ্ঞাতীনাং ভেদঃ ৬তৎ। জ্ঞাতিবিচ্ছেদ।

জ্ঞাতিমুখ (ত্রি) জ্ঞাতিঃ এব মুখং প্রধানং যস্য বহুব্রী। ১ জ্ঞাতিপ্রধান। ২ জ্ঞাতির ন্যায় মুখ বা স্বভাব।

জ্ঞাতিবিদ্ (ত্রি) জ্ঞাতিং বেত্তি, জ্ঞাতি-বিদ-ক্বিপ্। জ্ঞাতিমন্ত বা যে জ্ঞাতিকুটুম্বিতা করে।

জ্ঞাতৃ (ত্রি) জ্ঞা-তৃচ্। ১ জ্ঞানশীল। ২ বেত্তা। জ্ঞানী, বোদ্ধা, যে জানে।

জ্ঞাতেয় (ক্লী) জ্ঞাতের্ভাবঃ কর্ম্ম বা জ্ঞাতি-ঢক্। (কপিজ্ঞাত্যোর্ঢক্। পা ৫।১।১২৭) জ্ঞাতিত্ব।

জ্ঞাত্র (ক্লী) জ্ঞাতের্ভাবঃ জ্ঞাতৃ-অণ্। জ্ঞাতৃত্ব, জানিবার ক্ষমতা। "সংবিচ্চ মে, জ্ঞাত্রঞ্চ মে।" (যজুঃ ১৮।৭) 'জ্ঞাত্রং বিজ্ঞান-সামর্থ্যং।' (বেদদীপ)

জ্ঞান (ক্লী) জ্ঞা-ভাবে লুট্। ১ বোধ, প্রতীতি, জানা। ২ বিশেষ ও সামান্য দ্বারা অববোধ, জানা। ৩ বুদ্ধিমাত্র। বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে জ্ঞানের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞান দ্বিবিধ, প্রমা ও অপ্রমা (ভ্রম)। যাহার যে যে গুণ ও দোষ আছে, তাহাকে তৎ তৎ গুণ ও দোষযুক্ত বলিয়া জানাকে যথার্থজ্ঞান বা প্রমা কহে। যেমন জ্ঞানী ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলিয়া এবং অন্ধকে অন্ধ বলিয়া জানা এবং যাহার যে গুণ ও দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্খ বলিয়া ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। অপ্রমা বা ভ্রমের একটী অনুগত কিছুই কারণ নাই। যেমন পিত্তাধিক্যরূপ দোষ ঘটিলে অতি শুভ্র শঙ্খকেও পীতবর্ণ দেখায়। অতিদূরতানিবন্ধন অতি বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডলকেও ক্ষুদ্র জ্ঞান হয়, এবং মণ্ডূকের (বেঙ্) বসা দ্বারা সম্পাদিত অঞ্জন নয়নে অর্পণ করিলে বংশকেও সর্প বলিয়া বোধ হয়। ঐরূপ দোষ দ্বারা যখন অপ্রমা (ভ্রমজ্ঞান) জন্মে, তখন আর সহসা যথার্থ জ্ঞান হয় না। যতক্ষণ ঐরূপ দোষ দূরীকৃত না হয়, ততক্ষণ ভ্রম থাকে।* দেখ, শঙ্খ অতি শুভ্র বর্ণ, উহা শুভ্র ব্যতীত কখন পীত হয় না, এইরূপ শত শত উপদেশ পাইলেও কিংবা সেই শঙ্খকেই শ্বেত বলিয়া পূর্ব্বে নিশ্চয় করিলেও যখন পিত্তাধিক্য হয়, তখন কোন ক্রমে শঙ্খকে পীত ভিন্ন আর শ্বেত বোধ হইবে না। নিশ্চয় ও সংশয়ভেদে জ্ঞানের দ্বিবিধ বিভাগ করা যাইতে পারে; এই ভবনে মনুষ্য আছে, আর এই ভবনে মনুষ্য আছে কি না? এইরূপ জ্ঞানদ্বয়কে যথাক্রমে নিশ্চয় ও সংশয় বলা যায়। সংশয় নানা কারণে ঘটিতে পারে, কখন পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যরূপ বিপ্রতিপত্তিবাক্য শ্রবণে উহা ঘটিয়া থাকে। যথা, কোন সময়ে গৃহে মনুষ্য আছে কি না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তৎকালে যদি একজন বলে, এই গৃহে মনুষ্য আছে, আর অন্যজন কহে, "না কই এ গৃহে ত মনুষ্য নাই।" তখন সে গৃহে মনুষ্য আছে কি না তাহার কিছুই নিশ্চয় করা যায় না, কেবল সংশয়ারূঢ়ই হইতে হয়। আর সংশয় কখন সাধারণ ও অসাধারণ ধর্ম্মদর্শন হইলেও হইয়া থাকে। দেখ, যখন দেখা যাইতেছে, কোন গৃহে লেখনী ও পুস্তক উভয়ই আছে, আর কোন গৃহে লেখনীমাত্র আছে, পুস্তক নাই, তখন ইহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকে, এরূপ নিয়ম নাই। লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকিলেও থাকিতে পারে, সুতরাং লেখনী ও পুস্তক তদভাবের সহচররূপ সাধারণ ধর্ম্ম হইল। সাধারণ ধর্ম্মরূপ লেখনীদর্শনে কোন ব্যক্তি নিশ্চয় করিতে পারে যে, এই গৃহে পুস্তক আছে, বাস্তবিক ঐ লেখনীদর্শনে এরূপ সংশয়ই হইয়া থাকে যে, এ স্থানে পুস্তক আছে কি না? আর সন্দিগ্ধ বস্তু ও তদভাবের সহিত যে বস্তুর সহাবস্থান পূর্ব্বে দৃষ্ট না হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় সেই বস্তুর দর্শনকে অসাধারণ ধর্ম্মদর্শন কহে। যেমন নকুল (বেজী) থাকিলে সর্প থাকে কি না? যে ব্যক্তির একতরের নিশ্চয়তা নাই, সে ব্যক্তি যদি নকুল দেখে, তবে তাহার সর্প বা তদভাব কাহারই নিশ্চয়জ্ঞান হয় না। কেবল সর্প আছে কি না এরূপ সংশয়ই হইয়া থাকে। বিশেষ দর্শন হইলে সংশয়ের নিবৃত্তি হয়। বিশেষ পদে যে বস্তুর সংশয় হয়, তাহার ব্যাপ্যকে বুঝায়। যে বস্তু না থাকিলে যে বস্তু থাকিতে পারে না, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্তু হয়। যথা—বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না বলিয়া বহ্নির ব্যাপ্য ধূম, সুতরাং যতক্ষণ ধূমদর্শন না হয়, ততক্ষণ বহ্নির সংশয় থাকে, কিন্তু ধূম দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই বহ্নির সংশয় প্রস্থান করে, তখন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়।

জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি অনুভব ও স্মরণ ভেদে দুই প্রকার। সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়। সুখ সকল প্রাণীর অভিপ্রেত এবং দুঃখ অনভিপ্রেত। আনন্দ ও চমৎকারাদি ভেদে সুখ, আর ক্লেশাদি ভেদে দুঃখ নানাবিধ। অভিলাষকেই ইচ্ছা কহে। সুখে এবং দুঃখাভাবে ইচ্ছা ঐ ঐ পদার্থের জ্ঞান হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির সাধনে সুখসাধনতাজ্ঞান ও দুঃখনিবর্ত্তকতা জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ এই বস্তু হইতে আমার সুখ, আর এই বস্তু হইতে আমার দুঃখনিবৃত্তি হইবে, এইরূপ জ্ঞান হইলে যথাক্রমে সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ে ইচ্ছা জন্মে। দেখ, যে ব্যক্তি জানে স্রক্‌চন্দনাদি আমার সুখজনক এবং

* "অপ্রমা চ প্রমা চেতি জ্ঞানং দ্বিবিধমুচ্যতে।
তচ্ছূন্যে তন্মতির্যা স্যাদপ্রমা সা নিরূপিতা।
তৎপ্রপঞ্চো বিপর্য্যাসঃ সংশয়োঽপি প্রকীর্ত্তিতঃ।
আদ্যো দেহে যাত্মবুদ্ধিঃ শঙ্খাদৌ পীততামতিঃ।
ভবেন্নিশ্চয়রূপা সা সংশয়োঽথ প্রদর্শ্যতে।
কিংস্বিন্নরো বা স্থাণুর্ব্বেত্যাদি বুদ্ধিস্তু সংশয়ঃ।
তদভাবা প্রকারাধীস্তৎপ্রকারা তু নিশ্চয়ঃ।
স সংশয়ো মতির্যা স্যাদেকত্রাভাবভাবয়োঃ।
সাধারণাদি ধর্ম্মস্য জ্ঞানং সংশয়কারণম্।
দোষোঽপ্রমায়া জনকঃ প্রমায়াস্তু গুণো ভবেৎ।
পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ।" (ভাষাপরিচ্ছেদ ১২৭)

ঔষধপান আমার দুঃখনিবর্ত্তক, তাহারই ঐ সকল বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে। আর যাহার ঐরূপ জ্ঞান না থাকে, তাহার কখনই ঐ বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে না। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানের ন্যায়, চিকীর্ষার আরও দুইটী কারণ আছে। যথা—কৃতিসাধ্যতা-জ্ঞান, আর বলবদনিষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানের অভাব। এই বিষয় আমি করিতে পারি, এইরূপ জ্ঞানের নাম কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান। আর এই বিষয় করিলে আমার মহদনিষ্ট ঘটিবে, এইরূপ জ্ঞানের অভাবকে বলবদনিষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানের অভাব বলে। দেখ, যোগাভ্যাস করা আমাদের কৃতিসাধ্য নহে, এইরূপ যাহাদের স্থিরনিশ্চয় আছে, তাহারা কখনই যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু যোগাভ্যাস অনায়াসেই হইতে পারে, যোগিদের এইরূপ বিশ্বাস থাকাতেই তাহারা যোগসাধনে রত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জানে যে, এই ফলটী সুমধুর বটে, কিন্তু সর্প দষ্ট হওয়াতে ইহা বিষাক্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহা ভক্ষণ করিলে প্রাণহানি হইবে সন্দেহ নাই, সে ব্যক্তির কখনই সে ফলভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু যাহার এ জ্ঞান না থাকে, সে তৎক্ষণাৎ এ ফলভক্ষণে অভিলাষী হয়। (ন্যায়দর্শন) জ্ঞায়তে অনেন, জ্ঞা-করণে ল্যুট্। ৩ বেদ। ৪ শাস্ত্রাদি, যাহার দ্বারা জানা যায়।

আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত ও ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইলে জ্ঞান জন্মে। বিবেচনা কর, একটী ঘট রহিয়াছে, দর্শনেন্দ্রিয় ঘটকে বিষয় করিল অর্থাৎ দেখিল, দেখিয়া মনের নিকট গিয়া বলিল, মন তখন আত্মাকে জ্ঞাপন করিল। তখন আত্মার জ্ঞান জন্মিল, আত্মা স্থির করিল ইহা একটী ঘট।

"ত্বঙ্মনঃসংযোগএব জ্ঞানসামান্যে কারণম্।" (মুক্তাবলী)

জ্ঞান সামান্যের প্রতি ত্বঙ্মনঃসংযোগই একমাত্র কারণ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের, মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ এত দ্রুত হয় যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক আঘাতে শত পত্র ছিদ্র করিলে, যেমন প্রত্যেক পত্রের ছিদ্র পরে পরে হইয়াছে, কিন্তু তাহা সময়ের সূক্ষ্মতা বশতঃ অনুভব করা যায় না, তদ্রূপ বিষয় ইন্দ্রিয় মন ও আত্মার সম্বন্ধ পর পর হইলেও স্থির করা যাইতে পারে না। এককালে দুইটী বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না। মন অতিশয় সূক্ষ্ম, এই জন্য তাহার দুইটী বিষয় ধারণা করিবার শক্তি নাই।

"অযৌগপদ্যাজ্জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহেষ্যতে" (ভাষাপ॰)

মন অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম, এই জন্য জ্ঞানের অযৌগপদ্য, অর্থাৎ যুগপদ্ কোন জ্ঞান হয় না, চক্ষুঃসংযোগ হইলেই যে, জ্ঞান হয়, তাহা নহে। মনে কর, মন একটী বিষয় চিন্তা করিতেছে, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ) একটী বিষয় দেখিল, দেখিবামাত্র কি তাহার জ্ঞান হইবে? না, তাহা হইবে না। কারণ দর্শনেন্দ্রিয়ের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সে জ্ঞান জন্মাইতে পারে, তবে দর্শনেন্দ্রিয় গিয়া মনকে সংবাদ দিতে পারে; মন আবার আত্মার সহিত যুক্ত হইবে, পরে জ্ঞান হইবে।

"আত্মা মনসা যুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়ং বিষয়েণ, তস্মাদধ্যক্ষং ইত্যুক্তদিশা জ্ঞানং জায়তে" (ন্যায়দ॰)

এই সম্বন্ধে লৌকিক একটী দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। মনে কর, একটী লোক অপর একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু তাহার বাটী যাইয়া দেখেন দ্বারদেশে দৌবারিকগণ নিরন্তর দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে, তিনি দ্বারদেশে বসিয়া থাকিয়া দৌবারিক দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিলেন, দৌবারিক যাইয়া দেওয়ান্‌জীর নিকট সংবাদ দিল, দেওয়ান্‌জী নিজে যাইয়া প্রভুকে সংবাদ দিল, প্রভুর তখন জ্ঞান জন্মিল যে, অমুক ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, সেইরূপ চক্ষুঃ যাইয়া মনকে, আবার মন আত্মাকে সংবাদ দিল, তখন আত্মার জ্ঞান হইল। প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ দ্বারা সকল প্রকার জ্ঞান হয়।

"প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতিশব্দজঃ" (ভাষাপ॰)

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথার্থরূপে বস্তু সকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। এই প্রত্যক্ষজ্ঞান ৬ প্রকার— ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র আর মন এই ৬টী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। গন্ধ ও তদ্গত সুরভিত্বাদি ও অসুরভিত্বাদি জাতির ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষাত্মক-জ্ঞান হয়। মধুরাদি রস ও তদ্গত মধুরত্বাদি জাতির রাসন, নীলপীতাদিরূপ ও ঐরূপবিশিষ্ট দ্রব্য নীলত্ব পীতত্ব প্রভৃতি জাতি, ঐ সকল রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়ার চাক্ষুষ, শীত-উষ্ণাদি স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদি ত্বাচ, শব্দ ও তদ্গত বর্ণত্ব ধ্বনিত্বাদি জাতির শ্রাবণ, এবং সুখ ও দুঃখাদি আত্মবৃত্তিগুণের আত্মার ও সুখত্বাদি জাতির মানস-প্রত্যক্ষাত্মক-জ্ঞান হয়।

ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে অনুমিতিজ্ঞান কহে। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক কহে। যথা— কোন স্থানেই বহ্নি ব্যতিরেকে ধূম থাকে না বলিয়া ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এবং যে স্থানে ধূম থাকে, সে স্থানে বহ্নির অভাব থাকে

না বলিয়া বহ্নি ধূমের ব্যাপক, এই জন্য লোকসমূহের পর্ব্বত প্রভৃতিতে ধূমদর্শনে বহ্নির অনুমানাত্মক জ্ঞান হয়। এই অনুমানাত্মক জ্ঞান ত্রিবিধ—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। কারণদর্শনে কার্য্যের অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ কারণলিঙ্গক জ্ঞান কহে। যেমন মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমানাত্মক জ্ঞান। কার্য্য দর্শন করিয়া কারণের অনুমানকে শেষবৎ অর্থাৎ কার্য্যলিঙ্গক জ্ঞান কহে। যেমন নদীর অত্যন্ত বৃদ্ধি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমানাত্মক জ্ঞান। কারণ ও কার্য্য ভিন্ন কেবল ব্যাপ্য বস্তু দর্শন করিয়া যে অনুমানাত্মক জ্ঞান হয়, তাহাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানাত্মক জ্ঞান কহে। যেমন—গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ চন্দ্রদর্শনে শুক্লপক্ষের জ্ঞান, ক্রিয়াকে হেতু করিয়া গুণের অনুমান এবং পৃথিবীত্ব জাতিকে হেতু করিয়া দ্রব্যত্বজাতির জ্ঞান। কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে শক্তিপরিচ্ছেদকে উপমিতিজ্ঞান কহে। যেমন—যে ব্যক্তি পূর্ব্বে গবয় দেখে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে গো-সদৃশ গবয় অর্থাৎ যে বস্তুর আকৃতি অবিকল গোর আকৃতিতুল্য, গবয়শব্দে তাহাকে বুঝায়, সেই ব্যক্তি তৎকালে জানিবে, যে জন্তু গো-সদৃশ হইবে, গবয় শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে। গবয়শব্দ দ্বারা গবয় জন্তু বুঝায় যে জানে না, কিন্তু যখন সেই ব্যক্তির নয়নপথে গবয় জন্তু পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি ঐ গবয়ের আকৃতি গোর আকৃতি তুল্য দেখিয়া এবং পূর্ব্বশ্রুত গো-সদৃশ গবয়, এই বাক্য স্মরণ করিয়া বিবেচনা করিবে, ইহাই গবয়, এইরূপ গবয় শব্দের শক্তিপরিচ্ছেদকে উপমিতিজ্ঞান বলা যায়।

শব্দ দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে শাব্দজ্ঞান কহে। যেমন গুরুর উপদেশ বাক্য শুনিয়া ছাত্রদিগের উপদিষ্ট অর্থের শাব্দ জ্ঞান জন্মে। এই শাব্দজ্ঞান দ্বিবিধ—দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাকে দৃষ্টার্থক আর যাহার অর্থ অদৃশ্য, তাহাকে অদৃষ্টার্থক বলে। ইহার উদাহরণ এইরূপ,—তুমি গৌরবর্ণ, তোমার পুস্তক অতি উত্তম, ইত্যাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধজ্ঞানকে দৃষ্টার্থক শাব্দজ্ঞান, আর যজ্ঞ করিলে স্বর্গ হয়, বিষ্ণুপূজা করিলে বিষ্ণুর প্রীতি হয় ইত্যাদি বিধিবাক্য ও বেদবাক্য প্রভৃতি অদৃষ্টার্থক শাব্দজ্ঞান। যত প্রকার জ্ঞান আছে, তাহা এই সমুদয় জ্ঞানের অন্তর্গত। (ন্যায়দর্শন) [প্রমাণ দেখ।]

বেদান্তমতে ব্রহ্মই স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, যদিও আপাততঃ ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞান ভিন্ন এবং তোমার জ্ঞান আমার জ্ঞান হইতে পৃথক্, এইরূপ ভেদ ব্যবহার-দর্শন করিয়া জ্ঞানের নানাত্বই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়, আরও জ্ঞানের ব্রহ্মস্বরূপতা বা সকল জ্ঞানের ঐক্যসাধক কোন যুক্তি আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, বিষয়স্বরূপ উপাধির নানাত্ব লইয়াই জ্ঞানের নানাত্ব ভ্রম হয়, বাস্তবিক জ্ঞান নানা নহে, একমাত্র। যেমন এক মুখ তৈলে প্রতিবিম্বিত হইলে একরূপ, আর জলে প্রতিবিম্বিত হইলে আর একরূপ দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক মুখের ভেদ নাই, জল এবং তৈলই পৃথক্ জ্ঞানের প্রতিকারণ, সেইরূপ উপাধির ভিন্নতা লইয়াই জ্ঞানের বিভিন্নতা প্রতীতি হয়।

জ্ঞান বিভিন্ন নহে। যখন যাহার অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা বিষয়ের আবরণস্বরূপ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া জ্ঞান দ্বারা বিষয় প্রকাশমান হয়, তখনই তাহার জ্ঞান বলা যায়, আর যখন ঐরূপ না হয়, তখন তাহা জ্ঞান বলিয়াও ব্যবহার হয় না। অতএব জ্ঞান এক হইলেও তোমার জ্ঞান আমার জ্ঞান ইত্যাদি ভেদ ব্যবহারের বাধক কি আছে? বরং জ্ঞানের ঐক্যসাধক প্রমাণই অনেক দৃষ্ট হয়। একটী প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। দেখ, যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর বাস্তবিক ভেদ থাকে, তাহার উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন ঘট ও পটের বাস্তবিক ভেদ আছে বলিয়া ঘট ও পটের উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহারের বাধ হয় না। অতএব যদি ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের পরস্পর বাস্তবিক ভেদ থাকিত, তাহা হইলে ঐ জ্ঞানের যথাক্রমে ঘট ও পটরূপ উপাধিদ্বয় পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহার হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের ঘট পটরূপ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "জ্ঞান জ্ঞান হইতে ভিন্ন" এরূপ ভেদব্যবহার কেহই স্বীকার করেন না, তখন ঐরূপ জ্ঞানের বাস্তবিক ভেদ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? বরং ঐ ঐ জ্ঞানের ঘটপটরূপ উপাধি লইয়াই সিদ্ধ হয়, যেহেতু ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘট, আর পটজ্ঞানের বিষয় পট, অতএব ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান হইতে ভিন্ন, এইরূপ ভেদব্যবহার হয় বলিয়া ঐরূপ জ্ঞানের উপাধিক ভেদমাত্র আছে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে, ইহা ভিন্ন জ্ঞানের বাস্তবিক পরস্পর ভেদসাধক কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। বরং ঐক্যপ্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতির বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়, আরও যখন দেখা যাইতেছে, ঘটজ্ঞানও জ্ঞান, আর পটজ্ঞানও জ্ঞান, তখন আর জ্ঞানের বিভিন্নতা হইবার কোন প্রকারে সম্ভব দেখা যায় না। অতএব স্থির হইল যে, সর্ব্ববিষয়ক সকল ব্যক্তির জ্ঞান এক, বিভিন্ন নহে। এই জ্ঞানের নামান্তর চৈতন্য, আত্মা। (বেদান্ত)

সাংখ্যমতে বুদ্ধি অর্থাকারে (অর্থাৎ বস্তুস্বরূপে) পরিণত

হইয়া আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হইলে জ্ঞান হয়। একটী বস্তুতে চক্ষুঃসংযোগ হইল, তখন দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ) আলোচনা করিয়া মনকে দিল, মন সঙ্কল্প করিয়া অহঙ্কারকে দিল, অহঙ্কার অভিমান করিয়া বুদ্ধিকে দিল, বুদ্ধি অধ্যবসায় করিয়া (অর্থাৎ তদাকারে পরিণত হইয়া) প্রতিবিম্বরূপে আত্মার নিকট উপস্থিত হইল, তখন আত্মার প্রতিবিম্বরূপে জ্ঞান হইল।

"যুগপচ্চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।"

(তত্ত্বকৌমুদী ৩০)

ইন্দ্রিয়ের আলোচন, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান, বুদ্ধির অধ্যবসায় এই চারিটী যুগপৎ হইয়া থাকে।

(সাংখ্যদর্শন)

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ জানাকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায়। এই জ্ঞান হইলে মনুষ্য সকল প্রকার দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

গীতায় জ্ঞানের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। অমানিতা, অদম্ভতা, অহিংসা, ক্ষমা, সারল্য, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, মনোনিগ্রহ, ভোগবৈরাগ্য, অনহঙ্কার, এই সংসারেতে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখাদি দোষদর্শন করা, পুত্র, দারা, গৃহাদি বিষয়ে অনাসক্তি, অনভিষঙ্গ, ইষ্ট কিংবা অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহাতে সর্ব্বদা সমজ্ঞান, জীবাত্মাকে অভিন্নভাবে দর্শন করিয়া আত্মাতে (ঈশ্বরেতে) অচলাভক্তি, নির্জ্জনদেশ সেবা, জনতায় বিরক্তি, নিত্য অধ্যাত্মজ্ঞানসেবা, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, জীবাত্মা পরমাত্মায় অভেদজ্ঞান এই সমস্তই জ্ঞান, আর যাহা ইহার বিপরীত তাহার নাম অজ্ঞান। (গীতা ১৩ অঃ ৬-১৩)

এই জ্ঞান তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥"

(গীতা ১৮।২০)

যে জ্ঞান দ্বারা বিভিন্নাকারে প্রতীয়মান নিখিল জগতের কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় অবিভক্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্ত্বা বা চিৎস্বরূপ আত্মাই পরিতৃপ্ত হয়েন, আর কোন পদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিকজ্ঞান। এই জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়।

"পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবাৎ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং॥" (গীতা ১৮।২১)

যে জ্ঞানের দ্বারা প্রতিদেহে বিভিন্ন গুণ ও বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে রাজসজ্ঞান বলা যায়।

এই রাজসিক জ্ঞান থাকিতে মুক্তি হইতে পারে না এবং ইহা অসম্যক্ জ্ঞান।

"যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহেতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥" (গীতা ১৮।২২)

যে জ্ঞান বহুল দেহকেই লক্ষ্য করে, আত্মা ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি যাহা কিছু অদৃশ্য পদার্থ আছে, তৎসমস্তকেই দেহ বা দৈহিক বস্তু বলিয়া দেখে, যে জ্ঞানের কোন প্রকার হেতু বা যুক্তি নাই, এবং যাহা তত্ত্বার্থের প্রকাশক নহে, যাহা অতীব ক্ষুদ্র অর্থাৎ কোন বিষয়ের অভ্যন্তরপ্রদেশ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু কেবল বাহিরের কিয়দংশমাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে তামসজ্ঞান বলা যায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মানবের মন জ্ঞান, চিন্তা ও বাসনাময়। কখন আমরা কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি, কোন সময়ে মানসিক বৃত্তিবিশেষ দ্বারা পরিচালিত হই, আবার কোন সময় কোন বস্তু বা বিষয় অভিলাষ করি। কিন্তু মনের এই তিনটী প্রক্রিয়া বিভিন্ন হইলেও পরস্পর সম্বদ্ধ। যে বিষয় আমরা জানি না, তাহা আমরা অভিলাষ করিতে পারি না, কিংবা তৎসম্বন্ধে আমরা কোনরূপ চিন্তা করিতে পারি না। আবার যে বিষয়ে আমরা কোনরূপ চিন্তা না করি, সে বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞানলাভও হয় না। ইচ্ছা না হইলে কোন বিষয়ে আমরা চিন্তাও করি না বা কোন বিষয়ে আমরা জ্ঞানলাভও করিতে পারি না।

স্থূলতঃ এই তিন প্রক্রিয়ার সমন্বয় দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। ইহাদিগের মধ্যে একটী বৈজ্ঞিক অভিব্যক্তি আছে।

জ্ঞানলাভের প্রথম ক্রিয়া—কোন বস্তু দেখিলে বা তাহার বিষয় চিন্তা করিলে ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়া হেতু আমাদিগের মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়া হেতু যে, বিবিধ অনুমিতি উপস্থিত হয়, তাহার কতকগুলি বিসদৃশ। পূর্ব্বে আমরা কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সেই বস্তু বা ব্যক্তির সহিত যদি বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য দেখি, তাহা হইলেই এ দুইই যে এক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। একের সহিত যদি অন্যের মিল না থাকে, তাহা হইলে দুইটী ভিন্ন বলিয়া আমরা গণ্য করি। এক ধর্ম্মবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের বোধগুলি একরূপ ওতপ্রোতভাবে সম্মিলিত হয়। সামান্যতঃ মানসিক সংযোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু কেবলমাত্র সংযোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া অথবা আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য স্মৃতি বা ধারণাশক্তির আবশ্যক। স্মৃতিশক্তি দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্বসংস্কার মনো-

মধ্যে জাগরূক হইয়া উঠে। বাহেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহার জ্ঞানলাভ করি, পরে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মনোমধ্যে তাহাকে দেখিতে পাই। অনেকদিন পরে আমরা কোন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া চিনিতে পারি। এ জ্ঞান আমরা কিরূপে লাভ করি? পূর্ব্বে সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমাদিগের মনে একটী সংস্কার জন্মিয়াছিল; তাহা এতদিন অচেতন ছিল। এক্ষণ সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া একরূপ ইন্দ্রিয়বোধ উপস্থিত হইল। স্মৃতিশক্তি দ্বারা পূর্ব্ব সংস্কার চেতন হইয়া উঠিল। এই উভয় সংস্কারের সামঞ্জস্য হওয়ায় আমরা পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম। এই স্মৃতিশক্তি এবং আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া এগুলির কিছুই জ্ঞান নহে। এগুলি জ্ঞানলাভের উপায়।

আমাদিগের ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন প্রকারে পরিচালিত হয়, বিভিন্ন পরিচালনাগুলি কৈন্দ্রিকসংযোগ দ্বারা সাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সমাবস্থার সহিত জ্ঞান সম্বদ্ধ। সংযোগ ভিন্ন জ্ঞান হয় না।

আমাদিগের শরীরে দুই প্রকার স্নায়ু আছে—জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ুর বাহ্য অংশ কোন কারণ বশতঃ উত্তেজিত হইলে, সে উত্তেজনা মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয়। তখন আমাদিগের ইন্দ্রিয়-বোধ জন্মে। চক্ষুতে আলোক প্রতিফলিত হইলে চিত্রপত্র উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ সে উত্তেজনা মস্তিষ্কে পরিচালিত হইয়া এক প্রকার ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান উৎপাদন করে। কিন্তু আমাদিগের সকল প্রকার ইন্দ্রিয়জ্ঞান জন্য বাহ্যশক্তির আবশ্যক হয় না। বাহেন্দ্রিয়ের জ্ঞানের জন্য বাহ্যশক্তির আবশ্যক। ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি জ্ঞান শরীরের আভ্যন্তর প্রক্রিয়া ও পরিবর্ত্তন জন্য উৎপন্ন হয়।

সকল সময় আমাদিগের পরিস্ফুট ইন্দ্রিয়জ্ঞান হয় না। কেহ কেহ বলেন, স্নায়ুর বহিরাংশ উত্তমরূপ উত্তেজিত না হওয়াই ইহার কারণ। আবার কেহ কেহ বলেন, আত্মার চেতনাংশে যাহা যায় না, সেই জ্ঞানই অপরিস্ফুট থাকে। কোন বিষয়ে আমাদিগের যে ইন্দ্রিয়বোধ জন্মে, তাহা অপরিস্ফুটভাবে আমাদিগের মনে কিছুদিন বর্ত্তমান থাকে। এরূপ না থাকিলে অন্য ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের সহিত তাহার তুলনা কিরূপে করিতে পারি?

জ্ঞানলাভের প্রধান উপায় মনোনিবেশ। কোন বিষয়ে আমাদিগের মন সংযত না হইলে আমরা কখনই সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। কারণ মনোযোগ ব্যতিরেকে আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়াগুলি আশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না এবং আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না। মনোযোগ ব্যতিরেকে শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়াগুলির স্থায়িত্ব জন্মে না, সুতরাং সেগুলি ধারণা করিতে না পারিয়া তাহার প্রকৃতি আমরা অবগত হইতে পারি না। এক জ্ঞানময়ী মহাশক্তি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। স্নায়বিক উত্তেজনা ও কম্পন বশতঃ যে অস্ফুট ইন্দ্রিয়বোধ জন্মে, তাহার মানসিক সংস্কারকে সাধারণতঃ মনোযোগ বলে। এই উত্তেজনা বাহ্য বস্তুর সংস্রব বা মানসিক অনুধ্যান উভয় দ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে। মনোনিবেশ দ্বারা ইন্দ্রিয়গভীরতা বৃদ্ধি পায়; সেই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমরা বিষয়বিশেষে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। আমাদিগের জ্ঞান পরিণতিশীল, আমরা ক্রমে ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতম বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। ইহা তিনটী প্রক্রিয়া দ্বারা সংসাধিত হয়—১ স্বাভাবিক ঐন্দ্রিয়িক সংস্কার, ২ মানসিক চিত্র, ৩ চিন্তা।

১, বিবিধ ইন্দ্রিয়প্রক্রিয়াগুলি আশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট হইলে মনোমধ্যে এক প্রকার ভাব উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রথম প্রক্রিয়া। যে বালক কখন দুগ্ধ দেখে নাই, সে হঠাৎ দুগ্ধ দেখিলে তাহা চিনিতে পারে না। যখন সে তাহা আস্বাদন স্পর্শ ও দর্শন করে, তখন তাহার ভিন্ন ভিন্ন ঐন্দ্রিয়িক প্রক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এইগুলির সামঞ্জস্য সাধিত হইলে সে দুগ্ধের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে। বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রথমাবস্থা।

২, ইন্দ্রিয়-বোধ পরিস্ফুট হইলে আমরা মনোমধ্যে সেই ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বিষয়ের যে প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করি, তাহাকে মানসিক চিত্র কহে। মনোনিবেশ দ্বারা যখন বিবিধ ইন্দ্রিয়-প্রক্রিয়াগুলি মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, তখন মানসিক চিত্র গঠিত হইতে পারে; মানসিক চিত্র ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ। মানসিক চিত্রগঠনে স্মৃতিশক্তির কার্য্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়। যে বালক পূর্ব্বে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়াছে, সে পরে শব্দ শুনিয়াই ঘণ্টার শব্দ বলিয়া তাহা বুঝিতে পারে।

৩, চিন্তা। চিন্তা দ্বারাই আমরা প্রকৃত যুক্তিসঙ্গত জ্ঞানলাভ করি। আমাদিগের বিবিধ প্রকার মানসিক চিত্র তুলনা করিয়া আমরা এই অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারি, এস্থলেও মনোনিবেশের ক্রিয়া অতিশয় প্রবলা। বিশেষ মনোযোগ ব্যতিরেকে আমরা একটী চিত্রের সহিত অপর চিত্রের প্রকৃত তুলনা করিতে পারি না, সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান-লাভও করিতে পারি না। কেবলমাত্র কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মানসিক চিত্র কল্পনা করিতে পারিলেই জ্ঞানলাভ হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়পরিচালনা হেতু যে সামান্য মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহা জ্ঞান নহে। এই ভাবান্তরগুলির আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ হইলে কতক পরিমাণে জ্ঞানলাভ হয়; কারণ তখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ভাব প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বা পরিচালনা বশতঃ আমাদিগের মনে যে ভাবান্তর হয় বা মনোমধ্যে আমরা যে গুণ বা ভাব অনুমান করি, তৎক্ষণাৎ আমরা সে গুণ বা ভাবের অস্তিত্ব অন্য বস্তুতে কল্পনা করি। আমরা কোন ঘণ্টার শব্দ শুনিলে মনোমধ্যে যে শব্দের অনুমান করি, তৎক্ষণাৎ সে শব্দ ঘণ্টা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, এইরূপ বিবেচনা করি। এইরূপ করিয়াই আমরা সেই শব্দকে গোচরীভূত করি। কেহ কেহ বলেন, বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়বোধ সংবদ্ধ হইলেও শীঘ্র জ্ঞান জন্মে না। ইহা বহুদর্শিতা ও শিক্ষার ফল; কিন্তু ইহা কতকপরিমাণে সংস্কারজাতও বটে। এই সংস্কার ব্যক্তিগত বহুদর্শিতা দ্বারা পরিণত ও ব্যাপৃত হইলে আমরা ওতপ্রোতভাবে ঐন্দ্রিয়িক প্রক্রিয়াগুলিকে ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত করিতে পারি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যতীত কল্পনা বা অনুমানের সাহায্যেও আমরা অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। আমরা অন্যের কথা শুনিয়া একপ্রকার মানসিক চিত্র কল্পনা করি। বিবিধ চিত্রের সমাবেশ হইলে তাহাদিগকে আশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট করিয়া আমরা একপ্রকার নূতন চিত্রের কল্পনা করিতে পারি। এই প্রকারে আমরা নূতন জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। যাহার উদ্ভাবনী শক্তি যত অধিক, তাহার জ্ঞানও তত অধিক। উদ্ভাবনী শক্তির সহিত চিন্তাশক্তি সংসৃষ্ট। প্রকৃত যুক্তিসঙ্গত চিন্তাশক্তি না থাকিলে পরিষ্কার জ্ঞানলাভ হয় না।

কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তি অত্যধিক পরিমাণে প্রযোজিত হইলে প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় না হইয়া বরং জ্ঞানের অন্তরায় হইয়া উঠে।

জ্ঞানের সহিত বিশ্বাস কিয়ৎপরিমাণে সম্বদ্ধ; কিন্তু জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত। সাধারণ বিশ্বাস ন্যায়সঙ্গত বিচার দ্বারা জ্ঞানে পরিণত হয়। সকল মানবের মনোভাব বা মানস-চিত্র একরূপ নহে; সকলের ভাব প্রকৃত ও সূক্ষ্মরূপে তুলনা করিয়া আমরা একরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারি। কিন্তু জ্ঞান যতদূর বিস্তৃত হইতে পারে, বিশ্বাস ততদূর ব্যাপক নহে। জ্ঞান বলিতে বিশ্বাস ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু বুঝায়; বিশ্বাসাপেক্ষা জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত। যে বিশ্বাস ন্যায়ানুগত বিচার দ্বারা বদ্ধমূল হইয়াছে, সে বিশ্বাসকে জ্ঞান বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়পরিচালনা এবং চিন্তা বা যুক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। প্রথম উপায়লব্ধ জ্ঞান বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব প্রকাশ করে; ২য় উপায় দ্বারা অপরিবর্ত্তনীয় কারণমূলক জ্ঞান পরিস্ফুট হয়।

কিন্তু এই প্রকার জ্ঞানলাভের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, জগদীশ্বর আমাদিগের মনের মধ্যে এক একটী ভাব নিহিত করিয়াছেন; জন্মমাত্রই সে ভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না; আমাদিগের অভিজ্ঞতার সহিত তাহা স্ফুট হইতে থাকে এবং তাহা দ্বারাই আমাদিগের জ্ঞান লাভ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, আমরা জন্ম হইতে পৈতৃক সংস্কার প্রাপ্ত হই—সেই সংস্কার স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান উৎপাদন করে।

ক্যাণ্ট (Kant) বলেন, অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়বোধের সমবায় হেতু অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হয়। কোন ইন্দ্রিয়গোচরীভূত বিষয় পুনঃ পুনঃ অনুধাবন করিলে আমরা তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি। এই অভিজ্ঞতার সহিত আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান আরম্ভ হয়; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই অভিজ্ঞতামূলক নহে। পূর্ব্বে আমরা যাহা উপলব্ধি করি নাই, সে বিষয়ে যে আমাদিগের কোনরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না, তাহা নহে। ঐন্দ্রিয়জ্ঞান চিন্তাশক্তি দ্বারা অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা কোন বস্তুর বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে পারি; কিন্তু কিরূপ হওয়া আবশ্যক বা কিরূপ হওয়া উচিত নহে, তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ণীত হয় না। যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ নহে, তাহা বস্তুর প্রকৃত কারণমূলক, এই জ্ঞান সত্যের প্রমাণসিদ্ধ গুণবিশিষ্ট। ক্যাণ্ট বলেন, এই জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য।

আমরা কোন কোন বিষয়ে ওতপ্রোতভাবে জ্ঞানলাভ করি। এই জ্ঞান আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণমূলক বিচারসিদ্ধ। গণিত, প্রাকৃতবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আমরা উক্তরূপে জ্ঞানলাভ করি। ক্যাণ্ট বলেন, আমাদিগের গণিতবিষয়ক জ্ঞান বিশ্লেষণসিদ্ধ; কিন্তু গণিতের কোন বিষয়ের গুণসম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা আশ্লেষণ দ্বারা প্রাপ্ত হই।

বাহ্য বস্তুর জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? ক্যাণ্ট বলেন, কোন বস্তু আমরা যেরূপ গোচরীভূত করি এবং যে আকার আমরা মনে ধারণা করি, তাহা এক নহে, এবং যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহার যথার্থ প্রকৃতির সংস্রবও সেরূপ নহে। যদি আমরা প্রমাতৃভাব সঙ্কুচিত করিয়া অস্ফুট রাখি, তাহা হইলে বস্তুর স্থিতি, কাল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান সমস্তই দূরীভূত হয়; আমাদিগের মনের নিরপেক্ষভাবে কোনরূপ দৃশ্যই থাকিতে পারে না। যেরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুই হউক্ না কেন ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত

না হইলে সকল পদার্থই আমাদিগের অপরিচিত থাকে। অতএব বাহ্য বস্তু আর কিছুই নয়—আমাদিগের ঐন্দ্রিয়জ্ঞান-সম্ভূত মানসিক চিত্রবিশেষ। আমাদিগের ঐন্দ্রিয়জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে মানসিক সজ্ঞানতা উপস্থিত হয়; এই সজ্ঞানতা বা চৈতন্যই জ্ঞানের সর্ব্বপ্রকার মিশ্রণ ও একীকরণ। এই চৈতন্যহেতুই আমরা পদার্থের চিত্র কল্পনা করিতে সমর্থ হই। আমরা ঐন্দ্রিয়জ্ঞান বশতঃ মনোমধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব অনুভব করি, সেগুলি আপনা হইতে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় না; আমাদিগের বুদ্ধি অথবা চিন্তাশক্তিসাহায্যে সেগুলির ঐক্য সাধিত হয়।

সেলিং (Schelling) বলেন, আমাদিগের মানসিক চিত্র এবং বাহ্য পদার্থ পরস্পর অতি নিকট সংস্থষ্ট, একটী অপরটীর সূচনা করে। একটী বলিলেই অপরটীর সত্বা উদিত হয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই এই মানসিক চিত্রের সহিত বাহ্য বস্তর ঐক্য হেতু উৎপন্ন হয়।

স্পিনোজার মতে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধি না হয়, ততক্ষণ মন আপনাকে জানিতে পারে না। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রথমতঃ অস্ফুট থাকে, মনের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। কিন্তু মনের কার্য্য করিবার কোন স্বাধীনতা নাই—পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ দ্বারা মনের কার্য্য নিয়মিত হয়, সে কারণও আবার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ দ্বারা নিয়মিত হয়। কোন এক নিত্য নিয়মের দ্বারা সকল বস্তরই বিকাশ ও পরিণতি হয়।

স্পিনোজা বলেন, প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধি হয়। তৎপরে আমাদের প্রত্যক্ষের ধারণা বা স্মরণশক্তি দ্বারা শ্রেণী বিভক্ত হয়, পরে কল্পনাশক্তিপ্রভাবে বাক্য দ্বারা সে শ্রেণীর নামকরণ হয়; তৃতীয়তঃ চিন্তা বা যুক্তিদ্বারা বিচারিত হয়। পরিশেষে সহজ জ্ঞান দ্বারা বাহ্যঘটনার স্বরূপ জ্ঞান আমরা লাভ করি। জ্ঞানের প্রথম উপায় বা প্রত্যক্ষের অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণভাব হইতে আমাদের ভ্রম বা বিপর্য্যয় হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাশী পণ্ডিত কোমতের মতে সকল বিষয়েরই জ্ঞানের উন্নতিপথে ক্রমান্বয়ে তিনটী সোপান আছে, প্রথম পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছামূলক, দ্বিতীয় দার্শনিক, কাল্পনিক বা শক্তিমূলক, তৃতীয় বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা নিয়মমূলক।

লোকে বাহ্য বস্তু দেখিলে তাহার একটী সচেতন ইচ্ছা-বিশিষ্ট কর্ত্তা অনুমান করিয়া থাকে। ইহার কারণও দৃষ্ট হয়। আমাদিগের সকল কার্য্যই সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়; এই জন্যই কোন কার্য্য দেখিলেই আমরা তাহার একটী সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তার কল্পনা করি। ক্রমে জ্ঞান যত স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, ততই লোকের ধারণা হয় যে, পূর্ব্বে যাহাকে সচেতন মনে করা হইয়াছিল, প্রকৃত-পক্ষে তাহার চৈতন্যের কোন লক্ষণ নাই। চৈতন্যের পরিবর্ত্তে তাহার কোন অদৃশ্য কার্য্যসাধিকা শক্তি আছে। প্রথমাবস্থায় লোকে মনে করে, অগ্নি ইচ্ছাপূর্ব্বক বস্তু দগ্ধ করে, পরে নিশ্চিত হয় যে, অগ্নির নিজের কোনরূপ ইচ্ছা নাই; ইহার দাহিকাশক্তিপ্রভাবেই বস্তু দগ্ধ হয়। এই দ্বিতীয় অবস্থাকে দার্শনিক কাল্পনিক বা শক্তিমূলক জ্ঞান কহে। পরে অনেক দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতার ফলে আমরা জানিতে পারি যে, সকল কার্য্যেরই এক একটী নিয়ম আছে, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোত্তরত্ব এবং সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে। নিয়মাতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যখন আমরা সকল কার্য্যেরই নিয়ম অনুসন্ধান করি, তখন আমরা তদ্বিষয়ের বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হই।

আমরা সকল বিষয়ে জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সোপান লাভ করিতে পারি না। কোন বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান প্রথম সোপানেই রহিয়া গিয়াছে; আবার কোন কোন বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সোপানে উত্থিত হইয়াছি। কোমৎ বলেন, যাহার বিষয় যত সরল, তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হয়। বিষয়ের জটিলতা নিবন্ধন কোনটা বা প্রথম কোনটা বা দ্বিতীয় সোপানে রহিয়া গিয়াছে।

কোমৎ বলেন, আন্তরিক ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। (কিন্তু এমত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কারণ আমাদিগের সুখ দুঃখ আমরা প্রতি-ক্ষণই অনুভব করিতেছি।)

কোমতের মতে জ্ঞানের প্রথম ভিত্তিতে উপস্থিত হইবার তিনটী উপায় আছে—পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং উপমা। যখন যে নৈসর্গিক ব্যাপার স্বতঃ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহার পর্য্যালোচনাকে পর্য্যবেক্ষণ কহে। ইচ্ছাপূর্ব্বক অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া পর্য্যালোচনাকে পরীক্ষা কহে। অনুসন্ধেয় বিষয়টী উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য যে পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহাকে উপমা কহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে।

যাহা আমরা জানি, তাহাই জ্ঞান, যাহা জানি, তাহা কি প্রকারে জানিয়াছি।

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, যথা—দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ ইত্যাদি। যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, সে বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করি এবং তদতিরিক্ত বিষয়েও জ্ঞান সূচিত হয়। আমি গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে অদূরে ঘণ্টার শব্দ শুনিলাম। ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ শব্দের, ঘণ্টার নহে। এই জ্ঞানকে অনুমিতি কহে। কিন্তু অনুমিতিজ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক। কারণ যাহা আমরা পূর্ব্বে কখন প্রত্যক্ষ করি নাই, সে বিষয়ে আমাদিগের অনুমিতি সম্ভব নহে।

কিন্তু জ্ঞানের এই তত্ত্ব সম্বন্ধে যুরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে একটী ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল-প্রত্যক্ষ পাওয়া যায় না। যথা--কাল, আকাশ ইত্যাদি।

এই কথা লইয়া কাণ্ট লক ও হিউমের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন। তিনি এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে, যেখানে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে, সেখানে বাহ্য বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের অতীত হইলেও আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতির নিত্যত্ব, আমাদিগের আয়ত্ত বটে; আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বহির্বিষয়ক কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থা পরিজ্ঞাত হই। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সর্ব্বত্র একরূপ, এজন্য বহির্বিষয়ের তত্তৎ অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্ব্বত্র একরূপ। এই জন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদিগেরই মধ্যে আছে, এজন্য কাণ্ট ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন।

ষ্টুয়ার্ট মিল্ বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষ দ্বারা এইরূপ একটী অকাট্য সংস্কার লাভ করিয়াছি যে, যেখানে কারণ বর্ত্তমান আছে, সেইখানে তাহার কার্য্য বর্ত্তমান থাকিবে। যেখানে পূর্ব্বে দেখিয়াছি ক আছে, সেইখানেই দেখিয়াছি খ আছে পুনর্ব্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে সেখানে খ আছে, তাহা আমরা জানিতে পারি। যদিও পৃথিবীতে যত সমান্তরাল রেখা টানা হয়, সমস্তই মিলিত হয় কি না? তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি না, তথাপি যতগুলি দেখিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি একটীও মিলিত হয় না। অতএব সমান্তরালতা সংমিলনবিরহের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী, সমান্তরালতা কারণ, সংমিলনবিরহ তাহার কার্য্য। কাজেই আমরা জানিতেছি, যেখানে দুইটী সমান্তরাল রেখা থাকিবে, সেইখানেই তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক।

কেহ কেহ বলেন, সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়বোধসমূহ যখন প্রাতিভাতিক আকারে পরিণত হয়, তখনই আমাদের বস্তুজ্ঞান জন্মে—আবার বস্তুজ্ঞান-সমূহ প্রাতিভাতিক আকার ধারণ করিয়া সহজ যুক্তির পত্তনভূমি হয়।

মানব সমাজের উন্নতি সহকারে যে পরিমাণে জীবনের কার্য্যকলাপের বহুলতা ও বিচিত্রতা সাধিত এবং অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে মনের প্রাতিভাতিক-শক্তি (Representativeness) প্রসরতা লাভ করে।

প্রাচীন গ্রীসীয় পণ্ডিতগণ বলিতেন যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে; তাঁহাদিগের মতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বার রোধ করিয়া কেবল মনে মনে বস্তুর প্রকৃতি চিন্তা করিবেন। এইরূপ চিন্তা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান।

'রাম' বলিলে একটী বিশেষ বস্তু বুঝায়, কিন্তু 'মনুষ্য' এই কথাটী বলিলে সাধারণ একটী বস্তু বুঝায়। এই জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? প্লেটো বলেন, জগতে সার বস্তুগুলি সাধারণ বস্তু। বিশেষ বিশেষ বস্তু সাধারণ বস্তুর ছায়ামাত্র, অন্ততঃ তাহাদিগের যাহা কিছু সারবত্তা আছে, তাহা তাহাদিগের আদর্শ, সাধারণ গুণ হইতে উদ্ভূত। তিনি বলেন, ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আত্মা ঐ সকল বস্তুর সহিত পরিচিত ছিল, কিন্তু যখনই ঐ দেহের সহিত সংলগ্ন হইল, তখনই সে পূর্ব্বস্মৃতি হারাইল। সাধারণ বস্তুর প্রকৃতি অবগত হইতে হইলে আমাদিগের পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইতে হয়, এবং ঐ সকল বস্তুর যে সকল উৎকৃষ্ট বিশেষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ করাই তাহার প্রধান উপায়।

মায়াবাদ (Idealism) সমর্থনকারিগণ বলেন এই যে, ভৌতিক জগৎ নামধেয় ভাবপরম্পরা আমাদিগের মনোমধ্যে উদিত হইতেছে, ইন্দ্রিয়াতীত অজ্ঞেয়প্রকৃতি অজ্ঞান জড় পদার্থ ইহাদের কারণ। ইহাই জড়বাদী দার্শনিকদিগের মত। আবার নাস্তিক মায়াবাদিগণ বলেন, কারণ বলিতে যদি নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বুঝায়, তবে এই ভাবপরম্পরা পরস্পরের কারণ; আর কারণ যদি ইন্দ্রিয়াতীত কোন বস্তুকে বুঝায়, তবে তাহার অস্তিত্বনিরূপণ করিবার আমাদিগের কোন উপায় নাই। আস্তিক মায়াবাদী বলেন, কারণ অজ্ঞেয় প্রকৃতি, অজ্ঞান জড়পদার্থ হইতে পারে না, কেবল জ্ঞানময়

আত্মায় কারণত্ব সম্ভবে। এই ভাবপরম্পরার আদি কারণ স্বয়ং পরমাত্মা, তিনিই সর্ব্বদা আমাদের নিকটস্থ থাকিয়া আমাদের মনোমধ্যে এই ভাবপরম্পরা উৎপাদন করিতেছেন। ইঁহার মতে জড়ের কোন স্বতন্ত্র জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। মানবাত্মার নিকট জড় পদার্থের আবির্ভাব ও তিরোভাব অনিত্য। সংক্ষেপতঃ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ আমাদিগের জ্ঞাননিরপেক্ষ, মনবহির্ভূত বাহ্য বস্তু নহে, আমাদিগের মানসোৎপন্ন অবস্থাপরম্পরা মাত্র।

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। আমি করিতেছি বলিলে, জ্ঞান দ্বারা করিতেছি বুঝায়। আমার অজ্ঞাতসারে যে কার্য্য হয়, তাহা কখনও আমার কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। জড়জগতে শক্তি আছে বলিলে, জড় জগতে জ্ঞান আছে বলিতে হয়। কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিৎ বলেন, শরীর সঞ্চালনের সময় আমাদিগের মাংসপেশীতে যে ইন্দ্রিয়বোধ হয়, তাহা হইতেই শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ (Sensation) এবং শক্তিবোধ (Idea of power) এ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মনুষ্যের মন প্রথমতঃ কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে; পরে সেই জ্ঞান হেতু একটী ভাব বা আবেগ উৎপন্ন হয়। সেই ভাব বা আবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া মনুষ্য তদভাবানুযায়ী কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে। মানসিক শক্তির তারতম্যানুসারে বিষয় বিশেষের জ্ঞানসম্ভূত ভাব বা আবেগের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে এবং ভাবের প্রকৃতিগত গতি অনুসারে ইচ্ছাই মানুষকে কোন না কোন কার্য্যে পরিচালিত করিয়া জীবনের গতি অবধারিত করে।

কেহ কেহ বলেন কি শরীরে, কি আত্মাতে সর্ব্বত্রই কতকগুলি স্বাভাবিক লক্ষণ আছে, ঐ গুলিকে স্বতঃসংস্কার (Instinct) কহে। যেমন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু মাতৃস্তন্য পান করে। কারণ নির্ণয় করিতে পারি না, অথচ সুন্দর পদার্থ আমাদিগের বড় প্রিয় বোধ হয়। ইহা সহজ জ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞানের বীজ মানবাত্মায় নিহিত।

বক্‌ল্ সাহেব স্বপ্রণীত ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, জ্ঞানের উন্নতিতেই সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি। তিনি বলেন, যখন সভ্যতা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত ও উন্নত হইতেছে, তখন তাহার কারণ এরূপ কিছু হইতে পারে না, যাহা পরিবর্ত্তনশীল বা উন্নতিশীল নহে।

ধর্ম্মনীতি একটী স্থির কারণ, কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে সেরূপ বলা যাইতে পারে না। জ্ঞান কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সীমায় আসিয়া বিশ্রাম করে না; ইহা চির উন্নতিশীল। বক্‌ল্ সাহেব আরও বলেন, জ্ঞান বা বুদ্ধি দ্বারা যে সকল সত্য উপার্জ্জিত হয়, তাহা সকলদেশেই যত্নপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করা হয়; এই জন্য তাহা মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু বক্‌ল্ সাহেব যাহাই বলুন, আমাদিগের ধর্ম্মনীতি বা নৈতিকজ্ঞান কখনই অচল নয়। আমরা চারিদিকেই দেখিতে পাইতেছি যে, নৈতিক-জ্ঞান ক্রমোন্নতিশীল। আবার নীতি অপেক্ষা জ্ঞানের ফল অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী, এ কথাও স্বীকার করা যায় না। তবে জ্ঞানের ফল যেরূপ জাজ্বল্যমান, নীতির ফল সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, উহা অলক্ষিতরূপে গূঢ়ভাবে মনুষ্যসমাজে কার্য্য করে।

জ্ঞান ও নীতি পরস্পর পরস্পরের উন্নতিসাপেক্ষ। এই উভয়ের সমগ্র উন্নতি ভিন্ন প্রকৃত সভ্যতা কখনই সমুদিত হয় না। জ্ঞান অর্জ্জনশীল, বাহির হইতে নানা সত্য আবিষ্কার করিয়া মানসিক উন্নতি ও সমাজের পুষ্টিসাধন করে। জ্ঞানের গতি স্বাধীনতার দিকে। জ্ঞানের ফল নীতি দ্বারা পরিশোধিত না হইলে, স্বার্থপরতা প্রভৃতি হীনবৃত্তিতে পরিণত হয়; আবার নীতিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে উদ্দেশ্য বিফল হয়। উভয়েরই পৃথক্ সাধনা আবশ্যক। তবে যে পরিমাণে জ্ঞানের উন্নতি হইবে, সেই পরিমাণেই যে নীতির উন্নতি হয়, জ্ঞান ও নীতির মধ্যে এইরূপ কোন বাধ্য বাধক সম্বন্ধ নাই।

আমরা উৎকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা সুনীতিমূলক। পরে যখন বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখি, সেই সকল কার্য্য মানবসমাজহিতকর কি না? তখন আমরা তাহা জ্ঞান দ্বারা দৃঢ়ীভূত করিয়া লই মাত্র।

৪ পরব্রহ্ম। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (শ্রুতি) ৫ বিষ্ণু। "সর্ব্বজ্ঞোজ্ঞানমুত্তমং" (ভারত)

জ্ঞানকল্প, শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য।

জ্ঞানকাণ্ড (পুং ক্লী) বেদের অংশবিশেষ, যাহাতে আত্মতত্ত্ববিষয়ক গুহ্য কথা বর্ণিত আছে।

জ্ঞানকীর্ত্তি, একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

জ্ঞানকৃত (ত্রি) জ্ঞানেন বুদ্ধিপূর্ব্বকেন কৃতং ৩তৎ। বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত, যাহা জানিয়া শুনিয়া করা হইয়াছে। জ্ঞানকৃত পাপ অনুষ্ঠিত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বিগুণ। জ্ঞানকৃত গোবধের বিষয় প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে— "গোবধস্য বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বং তদা ভবতি, যদি গাং জ্ঞাত্বা এনাং হন্মীতীচ্ছয়া হন্তি, তদা কামনাদ্বারৈব জ্ঞানস্য প্রবৃত্ত্যঙ্গত্বাৎ" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ইহা গোরু, এরূপ স্থির করিয়া ইহাকে হত করিব, এই ইচ্ছাতে বধ করিলে জ্ঞানকৃত গোবধ হয়। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

জ্ঞানকেতু (পুং) জ্ঞানের চিহ্ন।

জ্ঞানকেতুধ্বজ (পুং) দেবর্ষিভেদ।

জ্ঞানগম্য (পুং) জ্ঞানেন গম্যঃ ৩তৎ। জ্ঞান দ্বারা যাহা জানা যায় বা যাইতে পারে, জ্ঞানের বিষয়। "উত্তরো গোপতি-র্গোপ্তা জ্ঞানগম্যঃ পুরাতনঃ" (বিষ্ণুস°)

জ্ঞানমাত্রগম্য পরমেশ্বর; পরমেশ্বরকে কর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা জানা যায় না, কেবল একমাত্র জ্ঞান দ্বারা জানা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ন ত্যাগেন নৈকে অমৃতত্বমানশুঃ। (শ্রুতি) কর্ম্ম, প্রজা, ধন, ত্যাগ প্রভৃতি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, কেবল জ্ঞান দ্বারা লাভ করিতে পারা যায়।

জ্ঞানগর্ভ (ত্রি) জ্ঞানং গর্ভে যস্য বহুব্রী। যাহার মধ্যে জ্ঞান নিহিত আছে, জ্ঞানযুক্ত।

জ্ঞানগিরি, আনন্দগিরির অপর একটী নাম।

জ্ঞানঘনআচার্য্য, বোধনাচার্য্যের শিষ্য। চতুর্ব্বেদ-তাৎপর্য্য-দীপিকা ও বেদান্ততত্ত্বপরিশুদ্ধিপ্রণেতা।

জ্ঞানচক্ষুস্ (পুং) জ্ঞানং জ্ঞানসাধনং বেদাদিশাস্ত্রং চক্ষুর্যস্য বহুব্রী। ১ বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানরূপ নয়ন। ২ বিদ্বান্, পণ্ডিত। সমস্ত বস্তুই জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা অবলোকন করা উচিত।

"সর্ব্বং তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।" (মনু)

জ্ঞানতঃ (অব্য) জ্ঞান-তস্। জ্ঞান অনুসারে, জ্ঞানপূর্ব্বক।

জ্ঞানতিলকগণি, একজন জৈনগ্রন্থকার ও পদ্মরাগগণির শিষ্য। ইনি ১৬৬০ সংবতে গৌতমকুলকবৃত্তি নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

জ্ঞানতীর্থ, বৌদ্ধতীর্থবিশেষ। এই তীর্থ কেশবতী ও পাপ-নাশিনী নামক নদীদ্বয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত। বৌদ্ধদিগের মতে এখানকার শ্বেতশুভ্রনাগ নামক সর্প তীর্থযাত্রিদিগকে সুখ প্রদান করে।

জ্ঞানদ (ত্রি) জ্ঞানং দদাতি জ্ঞান-দা-ক। জ্ঞানদায়ক, জ্ঞানপ্রদ।

জ্ঞানদগ্ধদেহ (পুং) জ্ঞানেনৈব দগ্ধঃ ভস্মীভূতঃ দেহো যস্য বহুব্রী। চতুর্থাশ্রম বা ভিক্ষু, যিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন। চতুর্থাশ্রমবাসী ভিক্ষু জ্ঞান দ্বারা জীবিতাবস্থায় দেহ দগ্ধ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ দেহাদির সুখ দুঃখ প্রভৃতি ধর্ম্ম যিনি দগ্ধ করিয়াছেন, সুখ দুঃখাদির অতীত হইয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে এই দেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। এই জন্য তাঁহাদের দেহাবসান হইলে অগ্নিতে শরীর দগ্ধ করিতে নাই এবং পিণ্ডোদক ক্রিয়া প্রভৃতি কোন কার্য্যই নাই।

"সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্তস্য ধ্যানযোগরতস্য চ।
ন তস্য দহনং কার্য্যং নৈব পিণ্ডোদকক্রিয়া॥
নিদধ্যাৎ প্রণবেনৈব বিলে ভিক্ষোঃ কলেবরম্।
প্রোক্ষণং খননঞ্চাপি সর্ব্বং তেনৈব কারয়েৎ॥" (শৌনক)

চতুর্থাশ্রমবাসী ভিক্ষুর দেহ গর্ত্ত করিয়া প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক তাহাতে নিক্ষিপ্ত করিবে। ইহাদের মৃত্যু হয় না, ইচ্ছা-পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ না করিলে দেহাবসান হয় না, ইহারা ইচ্ছা করিলে যুগ যুগান্তর পর্য্যন্ত দেহ রক্ষা করিতে পারেন।

জ্ঞানদর্পণ (পুং) জ্ঞানং দর্পণ ইব যস্য বহুব্রী। পূর্ব্বজিন, মঞ্জুঘোষ। (ত্রিকা°)

জ্ঞানদাতৃ (ত্রি) জ্ঞানস্য দাতা ৬তৎ। জ্ঞানদাতা গুরু। জ্ঞান-দাতা গুরু সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্যতম।

"পিতুর্দশগুণা মাতা গৌরবেণেতি নিশ্চিতম্।
মাতুঃ শতগুণঃ পূজ্যো জ্ঞানদাতা গুরুঃ প্রভুঃ॥" (তন্ত্র°)

পিতা হইতে দশগুণ মাতা, মাতা হইতে শতগুণ গুরু পূজনীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

জ্ঞানদাস, একজন বৈষ্ণব কবি। ইনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর ছন্দ ও ভাষার অনুকরণে অনেকগুলি সুন্দর পদা-বলী রচনা করিয়া গিয়াছেন; ইহার কবিতা বড় মনোরম ও প্রসাদগুণভূষিত।

জ্ঞানদাস সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থে অতি অল্প কথাই পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দশাখা বর্ণনাস্থলে (১১শ পরি°) জ্ঞানদাসের নামটীর মাত্র উল্লেখ আছে। যথা—

"পিতাম্বর আচার্য্য শ্রীদাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥"

নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম জাহ্নবী দেবী, জ্ঞান-দাস তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। জ্ঞানদাস বিখ্যাত পদকর্ত্তা। মনোহর নামক পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন। নিত্যা-নন্দশাখাভুক্ত (নিত্যানন্দ প্রভু বা তৎপত্নী জাহ্নবীদেবীর শিষ্য) অনেক ব্যক্তিই পদকর্ত্তা ছিলেন, যথা—বলরামদাস, বৃন্দাবনদাস (চৈতন্যভাগবতরচয়িতা), কৃষ্ণদাস প্রভৃতি। [ইহাদের বিবরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নিত্যানন্দবিষয়ক কোন কোন পদে জ্ঞানদাস আপন গুরুর প্রকৃষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন।

খেতরীতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যে বিখ্যাত মহোৎ-সব করেন, যে মহোৎসবে সেই সময়ের সমস্ত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-গণ যোগ দিয়াছিলেন, সেই মহোৎসবে শ্রীমতী জাহ্নবীদেবীর সহিত জ্ঞানদাস, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি খেতরীতে গিয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে একথা লেখা আছে।

জ্ঞানদাসের জন্মতারিখাদি পাওয়া যায় না, তবে তিনি বৃন্দাবনদাস প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে প্রায় চারিশত বর্ষের লোক বলা যাইতে পারে।

বীরভূম জেলার একচক্রাগ্রাম নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম স্থান, একচক্রার দুই ক্রোশ পশ্চিমে "কাঁদাড়া" ও "মাঁদড়া" নামে পাশাপাশি দুইটী ক্ষুদ্র পল্লি আছে। এই "কাঁদড়া" গ্রামেই জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

"রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥"

জ্ঞানদাস শ্রীজাহ্নবীদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া যান। তাঁহার রচিত সকল পদেই সে পরিচয় আছে। তিনি কেবল যে রচনা করিতেন, তাহা নহে, একজন বিখ্যাত গায়ক ও বাদক ছিলেন।

এক সময়ে তিনি আপন দেশে যাইয়া "ভুবন-মঙ্গল" হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার আর একটী নাম শ্রীমঙ্গল ঠাকুর। তাঁহাকে কেহ কেহ শ্রীমদনমঙ্গল নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন; জ্ঞানদাস পরম সুন্দর পুরুষ ছিলেন, এই নামটীই তাহার পরিচায়ক।

প্রবল বৈরাগ্যবশতঃ জ্ঞানদাস বিবাহ করেন নাই; কিন্তু তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সে বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ নানাস্থানে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের মূল গদি কাঁদড়ায়; প্রতিবৎসর পৌষ পূর্ণিমায় এইস্থানে মহোৎসব ও তদুপলক্ষে তিন দিন মেলা হইয়া থাকে। ঐ দিবস জ্ঞানদাস ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর গ্রামে উক্ত বংশীয় বহু ব্যক্তি বাস করেন, তাঁহারা সকলেই মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলঠাকুর (জ্ঞানদাস) বিবাহ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বংশও নাই। যাহারা মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন, তাহারা তদীয় জ্ঞাতি-বংশ অর্থাৎ ঐ এক বংশেই জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞানদাসকে সাধারণ লোকে গোস্বামী নামে অভিহিত করিত, সেই অবধি জ্ঞানদাসের জ্ঞাতিবর্গ আপনাদের নামের শেষে গোস্বামী শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন।

জ্ঞানদেব, শূদ্রজাতীয় একজন ধার্ম্মিক বণিক্। ইনি শূদ্র হইয়া বেদ পাঠ করিতেন বলিয়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া ইঁহাকে একঘরে করিয়াছিলেন। ইনি তদ্দর্শনে ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিচারে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। (ভক্তমাল)

জ্ঞানদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবেত্তা ও সাধু। ইনি বিট্‌ঠলপন্থ নামক একজন যজুর্বেদী ব্রাহ্মণের পুত্র। বিট্‌ঠলও একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি যৌবনকালে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এই আশ্রম অবলম্বন করায়, তাঁহাকে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। সন্ন্যাসীর পক্ষে পুনরায় সংসারী হওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এই নিমিত্ত আলন্দীর ব্রাহ্মণগণ বিট্‌ঠলপন্থকে সমাজচ্যুত করিয়াছিল। ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে, বিট্‌ঠলপন্থের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রটীর নাম নিবৃত্তি রাখিলেন। ইহার পর, ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার আর একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। ইনি জ্ঞানদেব নামে অভিহিত হইলেন। তদনন্তর তাঁহার একটী পুত্র এবং আর একটী কন্যা জন্মিল। পুত্রটীর নাম সোপান এবং কন্যার নাম মুক্তা। বয়োবৃদ্ধিক্রমে সকল পুত্রেই প্রতিভার লক্ষণ দেখা দিল। তবে, জ্ঞানদেব ইঁহাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নিবৃত্তির আট বৎসর বয়স হইলে, বিট্‌ঠল তাহাকে উপনয়ন দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু তিনি সমাজ-চ্যুত হইয়াছেন। কি প্রকারে এ কার্য্য সমাধা হইতে পারে? এ সম্বন্ধে, বিট্‌ঠল তাঁহার প্রতিবাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন সদুপায় স্থির করিতে পারিলেন না। বিট্‌ঠল ও তাঁহার স্ত্রী মনের দুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পিতামাতার এই ভাব দেখিয়া নিবৃত্তির মনে বড় কষ্ট হইল। কিছুদিন গত হইলে, তিনি তাঁহার পিতাকে বলিলেন যে, কোন তীর্থস্থানে গিয়া একটী দৈবকার্য্য করিলে তাঁহাদের মঙ্গল হইতে পারিবে। বিট্‌ঠল নিবৃত্তির কথায় সম্মত হইলেন। পরে তিনি তাঁহার স্ত্রী এবং সন্তান কএকটীকে লইয়া ত্র্যম্বকে গমন করিলেন। ত্র্যম্বক অতি পবিত্র স্থান। এখানে ত্র্যম্বকেশ্বর নাম ধারণ করিয়া মহাদেব বিরাজ করিতেছেন, এবং পবিত্র সলিলা গোদাবরী এখানকার একটী পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছেন। বিট্‌ঠল একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তিনি এখানে প্রত্যহ ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিতেন। ইহাতে তাঁহার তিনটী পুত্রও যোগ দিলেন। এই ভাবে, এক বৎসর অতিবাহিত হইলে পর, একদিন একটী ব্যাঘ্র তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইল। বিট্‌ঠল জ্ঞানদেব ও সোপানকে কোলে করিয়া পলায়ন করিলেন। নিবৃত্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়া বিট্‌ঠল নিবৃত্তিকে দেখিতে পাইলেন না, নিবৃত্তি পথ হারাইয়া অঞ্জনী পর্ব্বতের উপরে উঠিলেন। এখানে একটী গুহা দেখিতে পাইয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, একজন মহাপুরুষ স্তিমিতলোচনে তপস্যায় নিমগ্ন। নিবৃত্তি তথায় উপবেশন

করিলেন। কিছুকাল পরে, মহাপুরুষ চক্ষু উন্মীলন করিলে নিবৃত্তি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। এই মহাপুরুষের নাম গৌরীনাথ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ যোগী। গৌরীনাথ দেখিলেন, বালকটী প্রতিভাশালী। তিনি নিবৃত্তিকে তাহার বৃত্তান্ত ও আগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। নিবৃত্তি নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, সদুপদেশদানে তাঁহাকে কৃতার্থ করেন, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। নিবৃত্তির আগ্রহ দেখিয়া, গৌরীনাথ তাহাকে উপদেশ প্রদান করিলেন। উপদেশের মর্ম্ম এই জগৎ মিথ্যা, কেবল ঈশ্বরই সত্য এবং তাঁহার উপাসনা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। ইহার পর, নিবৃত্তি গৌরীনাথের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তাঁহার পিতামাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর, তাঁহাদের এবং দুই ভ্রাতা ও ভগিনীর সমক্ষে সমস্ত বৃত্তান্ত ও লব্ধ উপদেশ প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান ও উপাসনাপদ্ধতি শিক্ষা করিয়া তাহারা আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিল। জ্ঞানদেব আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে সমধিক উন্নতিলাভ করিলেন। কিছুকাল উপাসনা করিয়া তিনি যোগসাধন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, ছয়মাস পরে অষ্টসিদ্ধি তাঁহার আয়ত্তাধীন হইল। বিট্‌ঠল তাঁহার পুত্রগণের উন্নতিদর্শনে অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু তিনি যে সমাজচ্যুত হইয়া আছেন এবং তজ্জন্য নিবৃত্তির উপনয়ন সমাধা হইতেছে না, এই চিন্তায় তিনি বড় ব্যাকুল হইলেন। পৈঠন বিট্‌ঠলের পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ইহা শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। বিট্‌ঠল বিবেচনা করিলেন যে, তথাকার পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র লইতে পারিলে, তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। পরে তিনি সপরিবারে তথায় গিয়া তাঁহার মাতুল কৃষ্ণাজীপন্থের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণাজীপন্থ বিট্‌ঠলের নিকট হইতে সবিশেষ অবগত হইয়া একটী বিরাট সভার আয়োজন করিলেন, ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় আগমন করিলেন। বিট্‌ঠলকে সমাজে পুনঃ গ্রহণ সম্বন্ধে কথা উঠিল। পণ্ডিতগণ নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া সন্ন্যাসীর গৃহী হওয়া সম্বন্ধে কোন বিধি পাইলেন না। সভা হইতে কোন সুফল ফলা দূরে থাকুক, তাহার বিপরীত ঘটিল, বিট্‌ঠলকে সপরিবারে তাঁহার বাটীতে রাখিয়াছিলেন বলিয়া, কৃষ্ণাজীপন্থ সমাজচ্যুত হইলেন।

বিট্‌ঠলের চিন্তার সীমা রহিল না। এতদিন তাঁহার নিজের ভাবনা ভাবিতেন, এখন আবার তাঁহার মাতুলের চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া নিবৃত্তি ও জ্ঞানদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, উপবীতধারণ বাহ্য ক্রিয়ামাত্র। ইহার সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। শাস্ত্রে বলে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানে, সেই ব্রাহ্মণ। পুত্রদের সান্ত্বনায় বিট্‌ঠল অনেক পরিমাণে প্রবোধ পাইলেন।

কিছুদিন পরে, কৃষ্ণাজীপন্থের পিতার শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। তিনি শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কৃষ্ণাজী সমাজচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল না। ইহাতে কৃষ্ণাজী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন বন্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া জ্ঞানদেব তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই কার্য্য স্থগিদ্ রাখিবার প্রয়োজন নাই। তিনি নিজে পুরোহিতের কার্য্য করিবেন এবং যাহাতে পাঁচজন ব্রাহ্মণভোজন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। জ্ঞানদেব অল্পবয়স্ক হইলেও কৃষ্ণাজী তাহাকে জ্ঞানী ও বিবেচক বলিয়া জানিতেন। তাঁহার কথা অনুসারে শ্রাদ্ধের আয়োজন করিলেন। জ্ঞানদেব মন্ত্রাদি পড়াইলেন। যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, জ্ঞানদেব যোগবলে তাঁহাদের পরলোকগত পিতৃদেবগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা শরীর ধারণপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন এবং মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণাজীপন্থের প্রতিবাসিগণ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার বাটীতে ব্রাহ্মণভোজন হইতেছে, কোন কোন ব্যক্তি ভোজন করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন ভিতরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়া সে অবাক্ হইল, এবং ইহাদের পুত্রগণকে আনাইয়া দেখাইল। এমন সময়ে পরলোকগত ব্যক্তিগণ অন্তর্ধান হইলেন। সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল। জ্ঞানদেবের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং সকলে তাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া স্থির করিল।

এক সময় কুম্ভযোগ উপলক্ষে গোদাবরীতীর-স্থিত পৈঠনে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। তদুপলক্ষে বিট্‌ঠল সপরিবারে তথায় গমন করিয়াছিলেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ তথায় একত্র হইয়াছিল। তাঁহারা বিট্‌ঠলের পরিচয় লইলেন। জ্ঞানদেবের যোগবল চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত সদালাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কোন ব্যক্তি একটী মহিষ লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। মহিষটীর নাম "জ্ঞানা"। সে ব্যক্তি

মহিষটীকে "চল জ্ঞানা" বলাতে, একজন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন—বিট্‌ঠলের মধ্যম পুত্রের নাম জ্ঞান, আর এই মহিষটীর নামও জ্ঞান। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ। ইহা শুনিয়া জ্ঞানদেব বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাতে আর এই মহিষে কোন প্রভেদ নাই, যেহেতু উভয়ের মধ্যেই ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া একজন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিল যে, তুমি আর এই মহিষ কি সমান? মহিষকে প্রহার করিলে কি তোমার গায়ে আঘাত লাগে? জ্ঞানদেব বলিলেন, অবশ্যই তাঁহার শরীরে আঘাত লাগে। তখন সেই ব্রাহ্মণ মহিষটীকে জোরে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, ওদিকে জ্ঞানদেবের গায়ে বেতের দাগ দেখা গেল এবং কোন কোন স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সে ব্রাহ্মণ আর মহিষকে প্রহার করিল না। যাত্রীগণ দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল যে, ইহা জ্ঞানদেবের যাদুমাত্র, ইহা যোগের প্রভাব নহে। ইহা শুনিয়া জ্ঞানদেব মহিষটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—জ্ঞানা তুমি এবং আমরা সকলেই সমান, অতএব তুমি ব্রাহ্মণদিগকে বেদবাক্য শ্রবণ করাও। জ্ঞানদেবের যোগবলে মহিষদেহে জ্ঞানের প্রভাব সঞ্চারিত হইল এবং মহিষ তখনই বেদগাথা উচ্চারণ করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। তাহার পর, বিট্‌ঠলপন্থ তাঁহার মাতুলালয়ে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিলেন। পৈঠনের ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানদেবের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এখন একবাক্যে বিট্‌ঠলকে শুদ্ধিপত্র দিলেন এবং তিনি সমাজভুক্ত হইলেন। বিট্‌ঠলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহার পুত্র তিনটীকে যজ্ঞোপবীত দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া জ্ঞানদেব বলিলেন যে, সন্ন্যাসীর পুত্রদের যজ্ঞোপবীত ধারণ করা উচিত নহে। এই কথা শুনিয়া বিট্‌ঠল আর তৎপক্ষে যত্নবান্ হইলেন না। কএকদিন পরে, বিট্‌ঠলপন্থ সপরিবারে আলন্দীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময়ে, বিট্‌ঠলপন্থের গুরুদেব রামানন্দস্বামী তীর্থদর্শন জন্য কাশীধাম হইতে বহির্গত হইয়া আলন্দীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজিকে দর্শন করিয়া, বিট্‌ঠলপন্থ পরম আনন্দ লাভ করিলেন। ইহার পর বিট্‌ঠলপন্থ তাঁহার গুরুদেবের আদেশে সস্ত্রীক বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। রামানন্দস্বামী জ্ঞানদেবকে সঞ্জীবনীমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন। নিবৃত্তি প্রভৃতি কিছুকাল আলন্দীতে অবস্থিতি করিয়া তীর্থদর্শন জন্য বহির্গত হইলেন। ইহারা প্রথমে নেবাস নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন। এখানে জ্ঞানদেব দুইটী অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং ভগবদ্গীতার একখানি টীকা লিখিলেন। এই টীকাতে তিনি বিদ্যাবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সেই টীকা দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানেশ্বরটীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ *। নেবাস ত্যাগ করিয়া ইহারা পুনতাম্বে নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহা গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত এবং চাঙ্গদেব নামক একজন যোগী অবস্থিতি করিতেন বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে যে, নানাস্থান হইতে লোক মৃতদেহ লইয়া তথায় উপস্থিত হইত। চাঙ্গদেব সমাধি হইতে উঠিয়া তাহাদিগকে জীবন দান করিতেন। এই স্থানে মুক্তাবাই জ্ঞানদেবের নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কএকটী মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। চাঙ্গদেব সমাধিস্থ ছিলেন বলিয়া নিবৃত্তি প্রভৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে তাঁহারা এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিয়া আলন্দীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

চাঙ্গদেব সমাধি হইতে উঠিয়া দেখিলেন যে, কোন মৃতদেহ উপস্থিত নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শিষ্যগণ বলিল যে, জ্ঞানদেবপ্রদত্ত মন্ত্রবলে তাঁহার ভগিনী মুক্তাবাই শবদিগের জীবন দান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া চাঙ্গদেব একখানি পত্র লিখিয়া জ্ঞানদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। জ্ঞানদেব ইহার প্রত্যুত্তরে ৬৫টী উপদেশপূর্ণ অভঙ্গ † লিখিয়া পাঠাইলেন। অভঙ্গগুলি কঠিন ছিল বলিয়া চাঙ্গদেব সে সমুদায়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ করাই পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া তিনি আলন্দীতে গমন করিলেন। জ্ঞানদেব তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। চাঙ্গদেব এখানে পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ জ্ঞানদেবের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

জ্ঞানদেব গ্রন্থরচনায় এবং সাধারণকে উপদেশদানে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মধ্যে কিছুকাল পণ্ঢরপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমান্বয়ে "অমৃতানুভব" (ইহা বেদ ও উপনিষদের সারসংগ্রহ) "পবনবিজয়," "যোগবাশিষ্ঠের টীকা" "পঞ্চীকরণ" ও "হরিপাঠ" নামক কএক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, "শ্রীবিট্‌ঠলবর্ণন" নামক একখানি অষ্টক এবং অনেকগুলি

* এই গ্রন্থ ১২৯০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে।

† মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পদকে অভঙ্গ বলে।

অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থখানি কঠিন হইলেও জ্ঞানদেব ইহার তাৎপর্য্য বিশদরূপে সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেন। গীতার টীকার ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং তাঁহার অন্যান্য উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেকে ভগবদ্ভক্ত হইল এবং কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিল। এতৎসম্বন্ধে দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি ;—

ত্র্যম্বক নামক একজন ব্রাহ্মণ আলন্দীতে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পার্ব্বতীবাই নানাগুণে ভূষিতা ছিলেন। তিনি মনের সাধে আপনার স্বামীর সেবা করিতেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী একটী শূদ্রারমণীর প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন, সুতরাং পার্ব্বতী-বাই মনের দুঃখে কালাতিপাত করিতেন। জ্ঞানদেব অনেক অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে সৎপথে আনিয়াছেন, ইহা পার্ব্বতীবাইয়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি এক সময় সেই মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া তিনি তাহার দুঃখের বৃত্তান্ত জ্ঞানদেবকে জানাইলেন। পরদিন জ্ঞানদেব ত্র্যম্বককে এবং তাহার রক্ষিতা রমণীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন যে, উভয়ে প্রতিদিন তাঁহার কাছে আসিয়া যেন জ্ঞানেশ্বরীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করে। ত্র্যম্বক তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, কিন্তু শূদ্রারমণীটী প্রত্যহই ধর্ম্মকথা শুনিতে আসিত। তাহার অনুরোধে ত্র্যম্বকও আসিতে আরম্ভ করিলেন। একদা জ্ঞানদেব, জীবের অজ্ঞান দশা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং এই দশা প্রাপ্ত হইয়া লোকে যে নানাপ্রকার মন্দ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এই উপদেশ উভয়ের অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করিল, বিগত পাপের জন্য উভয়েই অনুতাপ করিল। পরে জ্ঞানদেবের আদেশে, ত্র্যম্বক শূদ্রারমণীটীকে পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক ধর্ম্মালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ত্র্যম্বকের নবজীবন লাভ একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার। এতদ্দ্বারা জ্ঞানদেবের প্রতি লোকের অগাধ ভক্তি ও অনুরাগ বৃদ্ধি হইল। তাহারা দলে দলে তাঁহার উপদেশবাক্য শুনিবার জন্য আসিতে লাগিল। অধিক লোকের সমাগমে জ্ঞানদেবের গৃহ পরিপূর্ণ হইল। লোকের বসিবার স্থান পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। তখন জ্ঞানদেব আলন্দী হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে জাম্বলবেট নামক একটী গ্রামে অবস্থিতি করিলেন এবং তথা হইতে সাধারণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

জাম্বলবেট হইতে কিছুদূরে চায়োলি নামক একটী স্থান আছে। সেখানে বিমলানন্দস্বামী নামে একজন সন্ন্যাসী অবস্থিতি করিতেন। সাধারণে তাহাকে ভক্তি করিত, কিন্তু জ্ঞানদেবের অসাধারণ প্রতিভা তাহাকে হীনপ্রভ করিল। তিনি ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। জ্ঞানদেব যাহাতে লোকের নিকট হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তৎপক্ষে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার কুৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু জ্ঞানদেব লোকের হৃদয়রাজ্যকে এপ্রকার দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করা সহজ ব্যাপার নহে। একদা কোন ব্যক্তি জ্ঞানদেবের কুৎসা বাক্য শুনিয়া বিমলানন্দস্বামীকে বলিল—স্বামিজি! জ্ঞানদেব দেবতুল্য ব্যক্তি, তাঁহার কুৎসা করা আপনার উচিত হয় না। জ্ঞানদেব যেমন ধার্ম্মিক, তেমনি বিদ্বান্। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া বিমলানন্দ-স্বামী জ্ঞানদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জ্ঞানদেব ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং অসংখ্য লোক তাঁহার চারিদিকে বসিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছিল। স্বামিজী ব্যাখ্যা শুনিয়া পুলকিত হইলেন। জ্ঞানদেবের প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহা তিরোহিত হইল। ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে, স্বামীজী জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কিছু কাল সদালাপের পর, তাঁহার নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণ করিলেন।

কিছুকাল পরে জ্ঞানদেব তাহার দুই ভ্রাতা এবং ভগিনী মুক্তাবাইয়ের সহিত তীর্থদর্শন জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহা-দের ইচ্ছা হইল, একজন পরমভক্ত ও সুগায়ককে সমভি-ব্যাহারে লয়েন। নামদেব একজন উত্তম অভঙ্গরচয়িতা এবং সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী। জ্ঞানদেবের প্রস্তাবে তাঁহাকেই সঙ্গে লওয়া স্থির হইল। নামদেব পণ্ডরপুরে অবস্থান করিয়া বিঠোবাদেবের * মন্দিরে ভজন ও কীর্ত্তন করিয়া সময়ক্ষেপণ করিতেন। জ্ঞানদেব প্রভৃতি পণ্ডরপুরে গিয়া নামদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় জানা-ইলেন। এই প্রস্তাবে নামদেব প্রথমে সম্মত হয়েন নাই। কথিত আছে যে, বিঠোবাদেবের প্রত্যাদেশ পাইয়া তিনি সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহারা তিন দিন পণ্ডরপুরে থাকিয়া চতুর্থ দিবসে নামদেব সহ যাত্রা করিলেন। ইহারা নানাস্থান অতিক্রম করিয়া প্রয়াগ এবং পরে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। এখানে রামানন্দস্বামী ও সাধু কবীরের নিকটে ইহারা বিশেষরূপে সমাদর পাইলেন। এস্থান হইতে গয়া দর্শন করিতে গেলেন এবং তথা হইতে কাশীতে প্রত্যাগমন

* দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণ বিঠোবা নামে অভিহিত।

করিলেন। এখানে ভজন ও কীর্ত্তনে এবং সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণের সহিত সদালাপে কয়েক দিন পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কাশীবাসীমাত্রেই তাঁহাদিগকে পাইয়া যারপর নাই সুখী হইয়াছিল। কাশী ত্যাগ করিয়া অযোধ্যা, গোকুল, বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং জুনাগড় দর্শন করিলেন। তাহার পর ত্রৈলঙ্গ প্রদেশের নানাস্থান দর্শন করিয়া তাঁহারা পণ্ডরপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে কিছু কাল অবস্থিতি করিলেন। ভজন ও কীর্ত্তনে ইঁহাদের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের ভক্তিভাবদর্শনে অনেকেই ভগবদ্ভক্ত হইল।

পরে জ্ঞানদেব প্রভৃতি আলন্দীতে প্রত্যাগমন করিলেন। জ্ঞানদেব তীর্থদর্শন উপলক্ষে অনেকের উপকারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গিগণ যেখানে থাকিতেন, সেইখানে ভজন ও কীর্ত্তন এবং উপদেশপ্রদানে লোককে সৎপথে লইয়া যাইতেন। কোন কোন স্থানে তাঁহারা অনেক অদ্ভুত ঘটনাও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভাষাশিক্ষা করা জ্ঞানদেবের একটী বিশেষ কার্য্য ছিল। তিনি যে প্রদেশে অধিক দিন থাকিতেন, সেই প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিতেন। এই প্রকারে তিনি অনেকগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তৈলঙ্গী, কণাড়ী এবং হিন্দি ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। এই কএকটী ভাষাতেই তিনি তীর্থদর্শন সম্বন্ধে অনেকগুলি অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন।

নানা তীর্থ দর্শন করিয়া জ্ঞানদেব যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশীয় লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ উদারভাব ধারণ করিয়াছিল। ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন এবং লোকের হিতসাধন যে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যসাধন জন্য তিনি দৃঢ়ব্রত হইলেন। দিবাভাগে তিনি সাধারণকে উপদেশ দিতেন এবং রাত্রিতে ভজন ও কীর্ত্তন করিতেন। জ্ঞানদেবের গ্রন্থ কয়েকখানি পাঠ করিয়া এবং তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা ও উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া অনেক মূঢ় ব্যক্তিও জ্ঞানলাভ করিল। অনেক সংশয়বাদী ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিল এবং অনেক কুপথগামী ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করিল। জ্ঞানদেবের খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। দূর দেশ হইতে লোক তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য দলে দলে আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে আলন্দী একটী তীর্থরূপে পরিণত হইল।

এই ভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে জ্ঞানদেব সমাধি লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইলে নানাস্থান হইতে সাধুগণ আসিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে "আলন্দীমাহাত্ম্য" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। কার্ত্তিক মাসের একাদশী রাত্রিতে জ্ঞানদেব কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। দ্বাদশীতেও কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কীর্ত্তন শুনিয়া সকলে মোহিত হইল। ত্রয়োদশীতে জ্ঞানদেব সমাধি লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একটী বৃক্ষের তলে সমাধির স্থান স্থির করা হইল। তথায় একটী গুহা প্রস্তুত হইল। গুহাটী দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এই গুহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে জ্ঞানদেব আত্মীয় স্বজন ও সাধুগণের সহিত সদালাপ করিলেন এবং সকলকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলেই তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বরলাভ তাঁহার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া কেহ আর তাঁহাকে বাধা দিল না। পরে জ্ঞানদেব সকলের অনুমতি লইয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহার মধ্যে কুশাসন ও মৃগাজিন পাতা হইল। জ্ঞানদেব তাহার উপর পদ্মাসনে বসিলেন। তাঁহার সম্মুখে জ্ঞানেশ্বরী, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রাখিয়া দিলেন। গুহার মধ্যে চারিটী দীপ জ্বলিতে লাগিল। পরে জ্ঞানদেব ইন্দ্রিয়দ্বার সকল রোধ করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ইহা দেখিয়া জ্ঞানদেবের আত্মীয় স্বজন গুহার দ্বার বন্ধ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিল। আপামর সাধারণে "শ্রীজ্ঞানদেবোজয়তি" বলিতে লাগিল।

জ্ঞানদেবের জীবনী শিক্ষাপ্রদ। আমরা ইহা হইতে কয়েকটী উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। বহুদর্শিতা লাভ না করিলে কেবল বিদ্যা দ্বারা কোন বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। জ্ঞানদেব মধ্যে মধ্যে তীর্থযাত্রা এবং নানাস্থানে অবস্থিতি করিয়া কত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোকের সহিত সদালাপ করিয়া তাঁহার মন উদারভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি এই সুযোগে কত প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আবার নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। নানাস্থানে নানালোকের সহিত সদালাপে তাঁহার অন্তঃকরণে মহাপ্রেম অঙ্কিত হইয়াছিল এবং এই জন্য পরোপকারসাধন তাঁহার জীবনের একটী মহাব্রত বলিয়া গণ্য ছিল। আমাদের শাস্ত্রে তীর্থদর্শন করিবার বিধি আছে। সেই অনুসারে কার্য্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা কেবল যে আমরা ধর্ম্মপথে উন্নতিলাভ করিতে পারি, এমন নহে। অনেক পার্থিব

উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগসাধনে জীবের কিয়দংশ অতিবাহিত করা যে আবশ্যক, জ্ঞানদেবের জীবনীতে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। মনের একাগ্রতা না জন্মিলে কোন কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হইতে পারে না এবং যোগসাধন তৎপক্ষে একটী প্রকৃষ্ট উপায়। যোগসাধন করিয়া জ্ঞানদেব অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা তিনি অনেক অদ্ভুত কার্য্য করিয়া লোককে চমৎকৃত করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। যেখানে ক্ষমতা প্রকাশ করা আবশ্যক, সেইখানেই ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেক যোগী আছেন, যাঁহারা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া লোকের নিকট বুজরুকি ও ভেল্কি দেখাইয়া থাকেন। এই প্রকার যোগিগণ নিজেও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না এবং তাঁহার দ্বারা অপরেরও উপকার হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া লোকের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করা এবং উপদেশ দ্বারা অসচ্চরিত্র লোককে সৎপথে আনয়ন করা জ্ঞানদেবের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং এই উদ্দেশ্য সংসাধন করিয়া তিনি তাঁহার শেষ জীবন ঈশ্বরেতে সমাধান করিলেন।

জ্ঞানদেব এখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট পূজা পাইতেছেন। আলন্দীতে তাঁহার সমাধিমন্দির রহিয়াছে এবং তথায় তাঁহার সম্মানার্থে প্রতিবৎসর একটী মেলা হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে প্রায় ৫০০০০ লোক একত্রিত হয়। দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানদেব এবং তুকারাম সাধুদিগের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। অধিক কি বলিব, ভিখারিগণ যখন ভিক্ষার্থে নির্গত হয়, তখন তাহারা "জ্ঞানোবা তুকারাম" "তুকারাম জ্ঞানোবা", মন্ত্রের স্বরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে। [তুকারাম দেখ।]

জ্ঞানদেব, ১ গায়ত্র্যর্থরহস্য প্রণেতা। ২ অপর নাম দামোদর। বৈষ্ণবজীবনটীকা রচনা করেন।

জ্ঞাননিষ্ঠ (ত্রি) জ্ঞানে নিষ্ঠা যস্য বহুব্রী। জ্ঞানসাধনযুক্ত, তত্ত্ববিৎ।

জ্ঞানপতি (পুং) জ্ঞানস্য পতিঃ ৬তৎ। ১ জ্ঞানোপদেশক, গুরু। ২ পরমেশ্বর। জ্ঞানপতেরপত্যং জ্ঞানপতি-অণ্ (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮৪) জ্ঞানপত। জ্ঞানপতির অপত্য।

জ্ঞানপাবন (ক্লী) জ্ঞানবৎ পাবনং উপমিত-কর্ম্মধা°। তীর্থভেদ ও জ্ঞানপাবনতীর্থ অতিশয় পুণ্যজনক, এই জ্ঞানপাবনতীর্থে স্নানদানাদি করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ! জ্ঞানপাবনমুত্তমম্।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি মুনিলোকঞ্চ গচ্ছতি॥" (ভা, বন ৪৮ অঃ)

জ্ঞানপ্রভ, একজন বৌদ্ধ তথাগত। বিশেষচৈলীনামক রাজা ইহার নিকট কামসংবর অর্থাৎ শরীরসংযমন বিদ্যাশিক্ষা করেন।

জ্ঞানভাস্কর (পুং) জ্ঞানমেব ভাস্করঃ রূপককর্ম্মধা° ১ জ্ঞানরূপ সূর্য্য। ২ ভাস্করাচার্য্যপ্রণীত জ্যোতিষ্গ্রন্থ। ৩ ষড়্বর্গফল নামক জ্যোতিষ্গ্রন্থ প্রণেতা।

জ্ঞানময় (পুং) জ্ঞানস্বরূপঃ জ্ঞান-ময়ট। পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম।
"নির্ব্বাণময় এবায়মাত্মা জ্ঞানময়োঽমলঃ।" (সাং দং ভাষ্য)

জ্ঞানমুদ্রা (স্ত্রী) জ্ঞানং নাম মুদ্রা। তন্ত্রসারোক্ত রামপূজাঙ্গ মুদ্রাভেদ। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া অগ্রে হৃদয়ে স্থাপন করিবে, পরে বামহস্ত অম্বুজাকৃতি করিয়া মূর্দ্ধা ও বামজানুতে রক্ষা করিবে, এই প্রকার করিলে জ্ঞানমুদ্রা হয়। এই জ্ঞানমুদ্রা রামের অত্যন্ত প্রিয়।

"তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তাবগ্রতো বিন্যসেৎ হৃদি।
বামহস্তাম্বুজং বামজানুমূর্দ্ধণি বিন্যসেৎ॥
জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেষা রামচন্দ্রস্য প্রেয়সী।" (তন্ত্রসা°)

জ্ঞানযজ্ঞ (পুং) জ্ঞানং যজ্ঞ ইব যস্য বহুব্রী। তত্ত্বজ্ঞ, কর্ম্মযোগিসকল অগ্নিতে যজ্ঞ করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকেই যজ্ঞ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মকে অভেদ জ্ঞান করিয়া তৎস্বরূপ অবলোকন করেন। "সোঽহং ব্রহ্ম" আমিই ব্রহ্ম, সর্ব্বদা ইহাই দেখেন *। কর্ম্মযোগী সকল ইহা অনুষ্ঠানও করেন না, আরও ইহাতে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

"মহাপাপবতাং নৃণাং জ্ঞানযজ্ঞো ন রোচতে।" (শব্দার্থচি°)

জ্ঞানযোগ (পুং) যুজ্যতে ব্রহ্মণানেন যুজ-কর্ম্মণি ঘঞ্, জ্ঞানমেব যোগঃ, রূপককর্ম্মধা°। ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানরূপ নিষ্ঠাবিশেষ। ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়, জ্ঞানযোগই একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ। জীব প্রতিনিয়ত অজ্ঞান বশতঃ প্রকৃতির মায়ায় বশীভূত হইয়া নিরন্তর দুঃখে অভিভূত হইতেছে। দুঃখাভিভূত হইয়া যখন দুঃখনিবৃত্তির উপায় জানিতে ইচ্ছুক হইবে। তখন প্রথমে বস্তুতত্ত্ব জানিতে কোন কোন বস্তু দুঃখময়, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। তখন সুখ দুঃখ প্রভৃতি যাহার ধর্ম্ম, তাহার সহিত মিলিতে আর ইচ্ছা হইবে না। তখন আপনা হইতেই যথার্থতত্ত্ব জানিতে পারিবে। পরে জ্ঞানযোগ দ্বারা অভীষ্ট বস্তু অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক।

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ (গীতা৭ অঃ)

জগতে ভগবৎপ্রাপ্তির দুইটী উপায় কথিত হইয়াছে,

* ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি।"

"অপরে কর্ম্মযোগিনঃ বিলক্ষণা সন্ন্যাসিনঃ ব্রহ্ম তদুপদার্থঃ অগ্নিবির হোমাধারত্বাৎ তস্মিন্ যজ্ঞং প্রত্যাগাত্মানং ত্বং পদার্থং যজ্ঞেন আত্মনৈব উপজুহ্বতি। ত্বং পদার্থাভেদেনৈব ব্রহ্মস্বরূপতয়া পশ্যন্তি।"

জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। সাংখ্যমতাবলম্বীরা জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। অপরে কর্ম্মযোগ দ্বারা মুক্ত হন। কিন্তু কর্ম্মযোগ না করিলে জ্ঞানযোগ হইতে পারে না। কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে নির্ম্মলচিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞান উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞানযোগ দ্বারা অনায়াসে মুক্ত হইতে পারা যায়। [যোগ দেখ।]

জ্ঞানরাজ, (জ্ঞানাধিরাজ) সিদ্ধান্তসুন্দর নামক জ্যোতিষ্‌গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি নাগনাথের পুত্র ও সূর্য্যদৈবজ্ঞের পিতা।

জ্ঞানলক্ষণা (স্ত্রী) জ্ঞানং লক্ষণং যস্যাঃ বহুব্রী। অলৌকিক প্রত্যক্ষসাধনসন্নিকর্ষ ভেদ। প্রত্যক্ষ দুই প্রকার, লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিকপ্রত্যক্ষ ঘ্রাণজাদি প্রভেদে ছয় প্রকার।
"ঘ্রাণজদি প্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়বিধং মতম্‌।" (ভাষাপ°৫২)

অলৌকিকপ্রত্যক্ষ তিন প্রকার, সামান্যলক্ষণা, জ্ঞান লক্ষণা ও যোগজ। প্রথমে কোন একটী বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অগ্রে তাহার বিশেষণ জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, পরে বিশেষ্যজ্ঞান হইবেক। ঘট জানিতে হইলে ঘটত্ব জানা দরকার। ঘটত্ব না জানিলে ঘট জানা যায় না। ত্বঙ্মনঃ-সংযোগই জ্ঞানের প্রতি কারণ, মন ত্বকের সহিত মিলিত হইয়া বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হইলেই জ্ঞান হয়, কিন্তু এক ব্যক্তি কলিকাতাস্থিত ঘট দেখিয়াছে, কাশীস্থিত ঘট দেখে নাই, কিন্তু কাশীস্থিত ঘটের প্রতি ত্বঙ্মনসংযোগও অসম্ভব, সেই ব্যক্তির তাহা হইলে কাশীস্থিত ঘটের প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান হইবে না, এই জন্য অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকারের আবশ্যক। এই অলৌকিক সন্নিকর্ষে চক্ষুর অগোচর পদার্থের জ্ঞান হয়।

একটী ঘট দেখিয়া ঘটত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীস্থিত সকল ঘটের যে জ্ঞান হয়, তাহা সামান্যলক্ষণার অধীন, আর ঘট জ্ঞানদ্বারা ঘট পট মট প্রভৃতির যে সমগ্র জ্ঞান হয়, তাহা জ্ঞানলক্ষণার অধীন। এই জ্ঞানলক্ষণায় ঘটজ্ঞানের দ্বারা পৃথিবীস্থিতসকলপদার্থের জ্ঞান হইবে*। [সামান্যলক্ষণা দেখ।]

জ্ঞানবাপী, কাশীর একটী তীর্থ, ইহা একটী কূপ। [কাশী দেখ।]

জ্ঞানবৎ (ত্রি) জ্ঞানং বিদ্যতে যস্য অস্ত্যর্থে-জ্ঞান-মতুপ্‌। যাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, জ্ঞানযুক্ত।

জ্ঞানবাপী (স্ত্রী) জ্ঞানস্য জ্ঞানরূপোদকস্য বাপী দীর্ঘিকেব। কাশীস্থিত বাপীরূপ তীর্থবিশেষ, ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে, অগস্ত্য একদিন স্কন্দমুনির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহাত্মন্‌! দেবগণও জ্ঞানবাপীর বহুতর প্রশংসা করিয়া থাকেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ বলিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। তখন স্কন্দ বলিতে লাগিলেন, হে মুনে! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে এই অনাদিসিদ্ধ সংসারে যখন মেঘসমূহ জলবর্ষণ করিত না, নদী; সকল প্রবর্ত্তিত হয় নাই, স্নান বা পান প্রভৃতি কর্ম্মে জলের অভিলাষ ছিল না। যখন ক্ষীর ও লবণ সমুদ্রের জলই দেখা যাইত এবং যখন পৃথিবীর কোন কোন স্থানে মনুষ্যের সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের মধ্যস্থিতদিকের অধিপতি রুদ্রগণের অন্যতম ঈশান স্বেচ্ছাধীন ইতস্ততঃ ভ্রমণ কবিতে করিতে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন। যে কাশী নির্ব্বাণলক্ষ্মীর ক্ষেত্রস্বরূপ ও পরমানন্দ কানন, যে মহাশ্মশান সর্ব্বপ্রকারবীজসমূহের পক্ষে উষর ভূমি এবং পরিশ্রান্ত জীবগণের বিশ্রামমণ্ডপ, যাহা সচ্চিদানন্দের নিলয়, সুখসমূহের জনক ও মোক্ষপ্রদ। জটাধারী ঈশান হস্তস্থিত ত্রিশূলের বিমল রশ্মিজালে ব্যাপ্ত হইয়া সেই কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করতঃ মহালিঙ্গ দর্শন করিলেন। সেই শিবলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে জ্যোতির্ম্ময়ী মালাসমূহের দ্বারা বেষ্টিত এবং দেবতা, ঋষিগণ, সিদ্ধ ও যোগীগণ নিরন্তর তাহার পূজা করিতেছেন, গন্ধর্ব্বগণ তাহার নাম গান করিতেছে, চারণগণ তাহার স্তুতি করিতেছে, অপ্সরাগণ নৃত্যদ্বারা তাহার সেবা করিতেছে, নাগকন্যাগণ মণিময় প্রদীপসমূহ দ্বারা তাহার নীরাজনা (আরতি) করিতেছে, বিদ্যাধরী ও কিন্নরীগণ ত্রিকালীন তাহার বেশভূষা নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছে এবং দেবকন্যাগণ তাহাকে চামরদ্বারা ব্যজন করিতেছে। এই সকল দেখিয়া ঈশানের ইচ্ছা হইল যে, আমি ঘটপূর্ণ শীতল জলদ্বারা এই মহালিঙ্গকে স্নান করাইব। তখন তিনি ত্রিশূল দ্বারা সেই মহালিঙ্গের দক্ষিণদিকস্থ ভূমি প্রচণ্ড বেগে খনন করিয়া এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। তখন সেই কুণ্ড হইতে পৃথিবীর পরিমাণ অপেক্ষা দশগুণ অধিক জল নির্গত হইতে লাগিল এবং সেই জলে বসুধা আবৃত হইয়া পড়িল। তখন রুদ্রমূর্ত্তি ঈশান সেই জল দ্বারা সহস্রধার কলস পরিপূর্ণ করিয়া মহাদেবকে স্নান করাইলেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া সেই রুদ্ররূপী ঈশানকে বলিতে লাগিলেন, হে সুব্রত ঈশান! তোমার এই কর্ম্ম দ্বারা আমি অতি প্রীত হইয়াছি, তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, ইহা অতি মহৎ ও আমার অতিশয় প্রীতিকর এবং অদ্যাবধি এই কার্য্য আর কেহই করে নাই। এইক্ষণ তুমি বর প্রার্থনা কর, অদ্য তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই। তখন ঈশান বলিলেন, ভগবন্‌! যদি আপনি আমার

* অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সামান্যলক্ষণা জ্ঞানলক্ষণা যোগজস্তথা।
আসত্তিরাশ্রয়াণন্তু সামান্যজ্ঞান মিষ্যতে।
বিষয়ীযস্য তস্যৈব ব্যাপারো জ্ঞানলক্ষণঃ। (ভাষাপ° ৬৩)

প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন, যেন এই অনুপমতীর্থ আপনার নামে বিখ্যাত হয়। তাহা শুনিয়া ভগবান্ বিশ্বেশ্বর বলিলেন, ত্রিভুবন মধ্যে যত তীর্থ আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে ইহাই পরম শিবতীর্থ হইবে। যাহারা শিব শব্দের অর্থ চিন্তা করেন, তাহারাই শিবশব্দের অর্থ জ্ঞান বলিয়া থাকেন। সেই জ্ঞানই আমার মহিমায় এইস্থানে জলরূপে দ্রবীভূত হইয়াছে, এই জন্য এই তীর্থ জ্ঞানবাপী নামে বিখ্যাত হইবে। ইহা স্পর্শ করিলেই সমস্তপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। জ্ঞানোদকতীর্থ স্পর্শ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং ইহার জলে আচমন করিলে অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফল হয়। ফল্গু-তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিলে যে ফল হইয়া থাকে, এই জ্ঞানবাপীতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলেও সেই ফল লাভ হয়। বৃহস্পতিবারে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লাষ্টমীতে যদি ব্যতি-পাত যোগ হয়, তবে সেই দিনে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাতে গয়াশ্রাদ্ধাপেক্ষা কোটীগুণ ফল হয়। পুষ্করতীর্থে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই তীর্থে তিলতর্পণ করিলে তাহা অপেক্ষা কোটীগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। [কাশী দেখ।]

জ্ঞানবিমলগণি, ভানুমেরুর শিষ্য। ইনি ১৬৫৪ সংবতে শব্দপ্রভেদপ্রকাশটীকা রচনা করেন।

জ্ঞানশাস্ত্র (ক্লী) জ্ঞানপ্রদায়কং শাস্ত্রং কর্ম্মধা°। মুক্তিশাস্ত্র।

জ্ঞানসাগর (১) তপাগচ্ছজৈনসম্প্রদায়ভুক্ত দেবসুন্দরের পঞ্চশিষ্যের মধ্যে প্রথম শিষ্য। ইনি আবশ্যক, ওঘনির্যুক্তি, শ্রীমুনি সুব্রতস্তব, ঘনৌঘনবখণ্ডপার্শ্বনাথ স্তব প্রভৃতি পুস্তকের অবচূর্ণি লিখিয়া যান।

(২) রত্নসিংহের শিষ্য ও লব্ধিসাগরের গুরু।

(৩) পরমহংসপদ্ধতি প্রণেতা।

জ্ঞানসাধন (ক্লী) জ্ঞানস্য সাধনং ৬তৎ। ১ ইন্দ্রিয়। ২ তত্ত্ব-জ্ঞানসাধন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি শ্রবণ মননাদি জ্ঞান দ্বারা সাধিত হয়।

জ্ঞানসিন্ধুযোগীন্দ্র, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্যটীকা প্রণেতা।

জ্ঞানহত (ত্রি) জ্ঞানং হতং যস্য বহুব্রী। যাহার জ্ঞান হত হই-য়াছে, অজ্ঞান।

জ্ঞানাকর (পুং) জ্ঞানস্য আকরঃ ৬তৎ। জ্ঞানের আকর, বুদ্ধ।

জ্ঞানানন্দ (পুং) জ্ঞানমেব আনন্দঃ রূপককর্ম্মধা°। জ্ঞানরূপ আনন্দ অর্থাৎ জ্ঞানই, মুক্তিপুরুষসকল সর্ব্বদাই জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। তাঁহারা নিয়তই জ্ঞানরূপে অবস্থিতি করেন।

(১) শিবগীতাটীকা প্রণেতা, অয্যাজীভট্টের গুরু।

(২) সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রণেতা, প্রকাশানন্দের গুরু।

(৩) ঈশাবাস্যোপনিষট্টীকা, কৌলার্ণব, ছান্দোগ্যোপ-নিষচ্চন্দ্রিকা, জাবালোপনিষট্টীকা, তত্ত্বচন্দ্রটীকা, তত্ত্বার্ণবটীকা, যোগসূত্রটীকা, রুদ্রবিধানপদ্ধতি, বাক্যসুধাটীকা, সিদ্ধান্ত-সুন্দর, সৌভাগ্যোপনিষট্টীকা প্রভৃতি গ্রন্থকার।

জ্ঞানাপন্ন (ত্রি) জ্ঞানং আপন্নঃ ২তৎ। জ্ঞানপ্রাপ্ত, যিনি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, জ্ঞানী।

জ্ঞানামৃত (ক্লী) জ্ঞানমেব অমৃতং রূপককর্ম্মধা°। জ্ঞান-রূপ সুধা। যোগীগণ জ্ঞানামৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করেন।

জগতে ভগবৎ প্রাপ্তির দুইটী উপায় কথিত হইয়াছে, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। সাংখ্যমতাবলম্বীরা জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করেন ও অপর সকলে কর্ম্মযোগ দ্বারা মুক্ত হয়। কিন্তু কর্ম্মযোগ না করিলে জ্ঞানযোগ হইতে পারে না, কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধি হয়, তখন চিত্ত হইতে রজঃ তমঃ বিদূরিত হয় ও বিশুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, পরে নির্ম্মল চিত্তে প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হয়, এইরূপ জ্ঞান হইলে অনা-য়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। জ্ঞানযোগই মুক্তির এক মাত্র সাধন। [কর্ম্ম দেখ।]

জ্ঞানানন্দকলাধরসেন, অমরুশতকটীকা প্রণেতা।

জ্ঞানানন্দনাথ, রাজমাতঙ্গীপদ্ধতি প্রণেতা।

জ্ঞানামৃতযতি, ঐতরেয়োপনিষদ্‌ভাষ্যটীকা, তৈত্তিরীয়োপ-নিষদ্‌ভাষ্যটীকা, সাংখ্যসূত্রটীকা প্রভৃতি টীকাকার।

জ্ঞানার্ণব (পুং) জ্ঞানস্য অর্ণবঃ ৬তৎ। জ্ঞানসমুদ্র।

জ্ঞানাপোহ (পুং) জ্ঞানস্য অপোহঃ ৬তৎ। জ্ঞানলোপ, বিস্মরণ।

জ্ঞানাভ্যাস (পুং) জ্ঞানস্য অভ্যাসঃ ৬তৎ। জ্ঞানের অভ্যাস, জ্ঞেয় বিষয়ের চিন্তন, কথনপ্রবোধনাদি।

"তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ জ্ঞানাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ।"
সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্ত্যেব তৎ সদা।
ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ॥" (বেদান্তসার)

সর্ব্বদাই ঈশ্বরনামাদি কীর্ত্তন প্রভৃতি, আদি সর্গে আমি উৎপন্ন হই নাই, এই দৃশ্যজগৎ কিছুই নহে, এই জগৎ মিথ্যা, আমিই সত্যস্বরূপ ইত্যাদিরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতিকে জ্ঞানাভ্যাস বলা যায়।

জ্ঞানাবরণীয় (ত্রি) যদ্দ্বারা জ্ঞান অবরুদ্ধ হয়। [জৈন দেখ।]

জ্ঞানাসন (পুং) রুদ্রযামলোক্ত আসন বিশেষ। এই আসনে বসিয়া যোগ করিলে শীঘ্র যোগাভ্যাসী হওয়া যায় এবং এই আসন জ্ঞানবিদ্যাপ্রকাশক। এই জন্য যোগেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই

এই আসন করিয়া যোগ করা উচিত *। রুদ্রযামলে এই আসন প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ, দক্ষিণপাদের উরুমূলে বামপাদতল এবং দক্ষিণপার্শ্বে দক্ষিণপাদতল সংযোজিত করিয়া ধারণ করিবেক। এই আসন নিরন্তর করিতে করিতে পাদগ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া পড়ে।

জ্ঞানিন্ (ত্রি) জ্ঞানমস্ত্যস্য জ্ঞান-ইনি (অতইনিটনৌ। পা ৫।২ ১১৫) ১ জ্ঞানযুক্ত, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যুক্ত। "জ্ঞানান্মুক্তিঃ" জ্ঞান হইলেই মুক্ত হয়। মায়াবন্ধরহিত জ্ঞানিপুরুষ সর্ব্বদাই ভগবদুপাসনায় প্রবৃত্ত থাকেন। ভগবান বলিয়াছেন, চারিজন আমার আরাধনা করে। পীড়িত, তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু, দরিদ্র ও জ্ঞানী এই চারিজন আমাকে ভজনা করে। তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞানীই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও আমার প্রিয়। † শুক নারদ প্রভৃতি জ্ঞানী, ইহাদের কোন বিষয়ের কামনা নাই, অথচ দিবারাত্র হরিগুণানুকীর্ত্তনপ্রভৃতি করিয়া থাকে। জ্ঞানিব্যক্তিরও বর্ণাশ্রমধর্ম্মোচিত কার্য্য করা কর্ম্মক্ষয়ের জন্য আবশ্যক।

"জ্ঞানিনাজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণম্।
তাবৎ বর্ণাশ্রমং প্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্মমুক্তয়ে॥" (সাংখ্যভাষ্য)

এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সকল অনেক জন্মের পর ভগবান্‌কে পাইয়া থাকে। ২ বোধযুক্ত মাত্র, অর্থাৎ সামান্য জ্ঞানমাত্র বোধ থাকিলেই জ্ঞানী হয়।

"জ্ঞানিনোমনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্।
যতোহি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥" (চণ্ডী ১ অ°)

জ্ঞানেন্দ্রসরস্বতী, বামনেন্দ্রসরস্বতীর শিষ্য ও তত্ত্ববোধিনী, সিদ্ধান্তকৌমুদীটীকা ও প্রশ্নোপনিষদ্‌ভাষ্য প্রণেতা।

জ্ঞানেন্দ্রস্বামী, ব্রহ্মসূত্রার্থপ্রকাশিকা প্রণেতা।

---

* "অথাস্তদাসনং কৃত্বা সর্ব্বব্যাধি বিনাশনং।
যোগাভ্যাসী ভবেৎ ক্ষিপ্রং জ্ঞানাসনপ্রসাদতঃ॥
দক্ষপাদোরুমূলেতু বামপাদতলং তথা।
দক্ষপাদতলং দক্ষপার্শ্বে সংযোজ্য ধারয়েৎ॥
এতজ্জ্ঞানাসনং নাম জ্ঞানবিদ্যাপ্রকাশকম্।
নিরন্তরং যঃ করোতি তস্যগ্রন্থিঃ শ্লথাভবেৎ॥" (রুদ্রযামল)

† চতুর্বিধাভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থ মহংসচ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মেমতং।
আস্থিতঃ সহিযুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিং॥
বহুনাং জন্মনা মন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (গীতা ৭ অ°)

জ্ঞানোত্তম, গৌড়েশ্বরাচার্য্যের উপাধিভেদ।

জ্ঞানোত্তমমিশ্র, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিচন্দ্রিকা গ্রন্থপ্রণেতা।

জ্ঞানোপদেশ, শঙ্করাচার্য্য প্রণীত উপদেশ গ্রন্থবিশেষ।

জ্ঞানেন্দ্রিয় (ক্লী) জ্ঞায়তে বুধ্যতেঽনেনেতি জ্ঞা-করণে ল্যুট বা জ্ঞানপ্রকাশকং জ্ঞানসাধনং বা ইন্দ্রিয়ং। জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞান জন্মে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫টী, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা।

"জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাশ্চ নাসিকাঃ" (শা° তি°) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই ৫টী পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। শ্রোত্রের শব্দ, ত্বকের স্পর্শ, চক্ষুর রূপ, জিহ্বার রস, নাসিকার গন্ধ। এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ৫টী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন যথা, শ্রোত্রের দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ভাগবৎ প্রভৃতিতে মনকেও জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়াছেন, কিন্তু মন কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় নহে, ইহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়াত্মক ইন্দ্রিয় বলাই সঙ্গত। দর্শনকারগণ "উভয়াত্মকং মনঃ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা মনের উভয়েন্দ্রিয়ত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

[ইন্দ্রিয় দেখ।]

জ্ঞাপিকদেব, স্মৃতিসার প্রণেতা।

জ্ঞানোৎপত্তি (স্ত্রী) জ্ঞানস্য উৎপত্তিঃ ৬তৎ। জ্ঞানের উদয়, জ্ঞান জন্মান।

জ্ঞানোদয় (পুং) জ্ঞানস্য উদয়ঃ ৬তৎ। জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞান জন্মান।

জ্ঞানোদতীর্থ (ক্লী) জ্ঞানোদ ইতি নাম্না বিখ্যাতং তীর্থং কর্ম্মধা। বারাণসীর অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ জ্ঞানবাপী নামে প্রসিদ্ধ। [জ্ঞানবাপী ও কাশী দেখ।]

জ্ঞানোল্কা (স্ত্রী) সমাধিভেদ।

জ্ঞাপক (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-ণ্বুল্। বোধক, যে জানায়, আবেদক। যাহার দ্বারা জানিতে পারা যায়, যাহার দ্বারা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, সূচক, ব্যঞ্জক। যে ব্যক্ত করে, যে প্রচার করে, প্রচারক।

জ্ঞাপন (ক্লী) জ্ঞা-ণিচ ল্যুট্। আবেদন, বিদিতকরণ, বোধন, জানান, বিজ্ঞাপন।

জ্ঞাপনীয় (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-অনীয়। নিবেদনীয়, যাহা জ্ঞাপন করিতে হইবে বা করা উচিত বা আবশ্যক, কিংবা করিবার যোগ্য।

জ্ঞাপয়িতৃ (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-তৃন্। যে জানায়, জ্ঞাপক, বোধক।

জ্ঞাপ্তি (স্ত্রী) জ্ঞা-ণিচ্ ভাবে ক্তিন্। জ্ঞাপন। জপ্তিও হয়।

জ্ঞাপিত (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-ক্ত। যাহা জানান হইয়াছে।

জ্ঞাপ্য (ত্রি) জ্ঞাপনযোগ্য।

জ্ঞাস (পুং) জ্ঞা অববোধনে জ্ঞা-অসুন্। জ্ঞাতি।
"জ্ঞাস উতবা সজাতান্" (ঋক্ ১।১০৯।১১)
"জ্ঞাসঃ জ্ঞাতয়োঃ" (সায়ণ)

জ্ঞীপ্সা (স্ত্রী) জ্ঞাপ্তুমিচ্ছা, জ্ঞপ-সন্-অ ততষ্টাপ্। জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা।

জ্ঞীপ্স্যমান (ত্রি) জ্ঞপ-সন্ কর্ম্মনি শানচ্। জানিবার জন্য ইচ্ছুক।

জ্ঞু (বৈ) জানু।

জ্ঞুবাধ (ত্রি) (বৈ) জানু পাতিয়া।

জ্ঞেয় (ত্রি) জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞা-কর্ম্মণি যৎ। জ্ঞানযোগ্য, জ্ঞাতব্য।
এই জগতে একমাত্র ব্রহ্মই জ্ঞেয়। এই জ্ঞেয়-পদার্থের বিষয় গীতায় এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! এখন তোমার নিকট জ্ঞেয়বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর—এই জ্ঞেয়-পদার্থ জানিতে পারিলে অমৃতত্বলাভ (মোক্ষলাভ) হইয়া থাকে। ইহা জানিলে সুখদুঃখাদির অতীত হইতে পারা যায়। ইহার স্বরূপ এইরূপ—সেই অনাদি ব্রহ্ম ও আমি নির্ব্বিশেষ, তিনি সৎ বা অসৎ নহেন। তাহার হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, কর্ণ ও মুখ সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বিহীন, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণও তাহার বিষয়সমস্তের প্রকাশক। তিনি সঙ্গরহিত, অথচ সকলের আধারস্বরূপ। তিনি গুণহীন, কিন্তু সকল গুণভোক্তা। তিনি সচরাচর সমস্ত ভূতের অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি অতি সূক্ষ্ম, এই জন্য অবিজ্ঞেয়। তিনি সকল ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়াও কার্য্যভেদে বিভিন্নরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি ভূতগণের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। তিনি জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতিঃ ও জ্ঞানের অতীত * (গীতা)।
যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞেয়-পদার্থ জানা না যায়, ততদিন আর উদ্ধারের উপায় নাই। কিন্তু ইহাই জ্ঞেয়-পদার্থ অথচ অতি দুর্বিজ্ঞেয়।
শ্রুতি বলিয়াছেন,
"যতোবাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"
যে স্থলে মন ও বাক্য যাইতে না পারিয়া প্রত্যাগত হয়, তাহাই জ্ঞেয়-পদার্থ। আদি সর্গকালে যাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয় এবং যাহার কৃপায় জীবিত থাকে এবং যুগক্ষয়ে যাহাতে প্রলীন হয়, সেই পদার্থই জ্ঞেয়। [ব্রহ্ম দেখ।]

জ্ঞেয়জ্ঞ (ত্রি) জ্ঞেয়ং জানাতি জ্ঞেয়-জ্ঞা-ক। আত্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞ।

জ্ঞেয়তা (স্ত্রী) জ্ঞেয়স্য ভাবঃ জ্ঞেয়-ভাবে তল্-টাপ্। জ্ঞেয়ত্ব।

জ্মন্ [বৈ] অন্তরীক্ষ_নাম।
"উদেতি সূর্য্যোঽভিজ্মন্"। (ঋক্ ৭।৬০।২)
'জ্মন্নন্তরীক্ষে গচ্ছন্'। (সায়ণ)
২ পৃথিবীতে বর্ত্তমান জন্তু। "ভূরধ জ্মন্নতে" (ঋক্ ৭।২১।৬)
'জ্মন্ পৃথিব্যাং বর্ত্তমানান্ জন্তূন্' (সায়ণ)

জ্ম্যা (ত্রি) পৃথিবীতে যাহার উৎপত্তি হয়। "জ্ম্যা অত্র বসবঃ" (ঋক্ ৭।৩৯।৩) 'পৃথিব্যাং ভবাঃ' (সায়ণ)

জ্য (ত্রি) উৎপীড়া।

জ্যা (স্ত্রী) জ্যা-ড ততষ্টাপ্। ধনুর্গুণ। পর্য্যায়—মৌর্ব্বী, শিঞ্জিনী, গুণ, শিঞ্জা, জীবা, পতঞ্জিকা, গব্যা, বাণাসন, দ্রুণা। (হেমচন্দ্র) [ধনুর্গুণ দেখ।]

জ্যাকা (স্ত্রী) কুৎসিতা জ্যা জ্যাশব্দাৎ কুৎসায়াং কঃ। কুৎসিত জ্যা।
"জ্যাকা অধিধন্বসু" (ঋক্ ১০।১৩৩।১) 'জ্যাকাঃ কুৎসিতা জ্যা' (সায়ণ)

জ্যাঘাতবারণ (ক্লী) জ্যায়া আঘাতং বারয়ত্যনেন করণে বারি-ল্যুট্। ধনুর্দ্ধরগণের হস্তনিবদ্ধ চর্ম্মবিশেষ।

জ্যাঘোষ (পুং) জ্যায়াঃ ঘোষঃ ৬তৎ। জ্যাশব্দ।

জ্যান (ক্লী) উৎপীড়ন, অত্যাচার।

জ্যানি (স্ত্রী) জ্যা-নি (বীজ্যাজ্বরিভ্যোনিঃ। উণ্ ৪।৪৮) ১ বয়োহানি। ২ তটিনী। ৩ জীর্ণ। (শব্দরত্নাবলী)

জ্যামিতি (স্ত্রী) গণিতশাস্ত্র নানাভাগে বিভক্ত; ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ দ্বারা আমরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, তন্মধ্যে যদ্দারা আমরা ভূমি-পরিমাণ-সম্বন্ধীয় বিষয় অবগত হইতে পারি, তাহাকে সাধারণতঃ জ্যামিতি কহে। জ্যা=পৃথিবী (ভূমি) এবং মিতি=পরিমাণ, এই দুই কথা হইতে জ্যামিতি কথার উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরেজি ভাষায় ইহাকে Geometry কহে। Geo=earth এবং metron=measure, এই দুই কথা হইতে Geometry কথাটী হইয়াছে। জ্যামিতি

* "জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।
অবিভক্তং বিভক্তেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানংজ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।" (গীতা ১৩।১৩-১৭)

দ্বারা বিশেষ বিশেষ স্থান বা ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণীত হয়; ইহাতে রেখা, কোণ, সমতল ও ঘন পরিমাণ প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। জ্যামিতি নানাভাগে বিভক্ত, যথা—সমতল ও ঘন জ্যামিতি, ব্যবচ্ছেদক বা বৈজিক জ্যামিতি, চিত্রজ্যামিতি (Descriptive Geometry), উচ্চতর জ্যামিতি। সমতল ও ঘন জ্যামিতিতে সরলরেখা, সমতলক্ষেত্র এবং তত্তৎ সম্বন্ধীয় ঘনপরিমাণ ও বৃত্তের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উচ্চতর জ্যামিতিতে সূচীচ্ছেদ, বক্ররেখা এবং তন্নির্ম্মিত ক্ষেত্রাবলীর বিষয় আলোচিত এবং চিত্রজ্যামিতিতে পরিলেখাদির নিয়ম প্রদর্শিত হয়। দুইটী সমতল ক্ষেত্রের উপর কোন ঘনক্ষেত্রের তত্ত্বাদির অনুশীলন করাই জ্যামিতির এই বিভাগের উদ্দেশ্য। চিত্রজ্যামিতি দ্বারা অনেক কার্য্য সহজে সম্পন্ন হয়; ইহার কার্য্যকারিতা অনেক। একটী সমতলক্ষেত্র অন্য একটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দুইটীর পরস্পর সমপাতে দ্বিরাবৃত্ত বক্ররেখা উৎপন্ন হয়। খিলান প্রস্তুতকালে চিত্রজ্যামিতি দ্বারা অনেক সাহায্য হয়, ইহা দ্বারা খিলানের উপযোগী করিয়া প্রস্তরাদি কর্ত্তন করা যাইতে পারে।

বৈজিক জ্যামিতি ডেকার্ট (Des cartes) কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে। বৈজিক জ্যামিতি দ্বারা জ্যামিতিক ক্ষেত্রে বীজগণিত ও সূক্ষ্মমানগণিতের নিয়মাদি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বৈজিক জ্যামিতি কখন কখন ব্যবচ্ছেদক জ্যামিতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সমতল ও বক্রক্ষেত্রের ধর্ম্ম অবগত হওয়া যায়।

জ্যামিতি যুক্তির সহিত অতিশয় নিকট সম্বন্ধ। পূর্ব্বকালে একমাত্র জ্যামিতিশিক্ষায় প্রকৃতরূপে চিন্তা ও যুক্তির অনুশীলন হইত।

জ্যামিতির উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য। যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিতরূপ ইতিবৃত্ত দেখিতে পাই।

হিরোডোটাস্ (Herodotus) বলেন, ১৪১৬-১৩৫৭ পূঃ খৃঃ সিসোস্ত্রিসের (Sesostris) রাজত্বকালে ইজিপ্তদেশে এই বিদ্যার প্রথম উৎপত্তি হয়। ইজিপ্তের প্রজাবৃন্দের উপর কর ধার্য্য করিবার জন্য সকলের অধিকৃত ভূ-পরিমাণ অবধারণ করা আবশ্যক হইলে, তাহাদিগের ভূমি মাপ করিবার জন্য জ্যামিতির প্রথম সূত্রপাত হইল; কিন্তু ইজিপ্ত বা কালদিয়বাসিদিগের এ সম্বন্ধে কোন লিখিত বৃত্তান্ত নাই।

কেহ কেহ বলেন, নীলনদীর বন্যাহেতু প্রতিবৎসরই ইজিপ্তবাসিদিগের জমীর সীমানিদর্শন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তাহাদিগের অধিকৃত জমীর সীমা অন্ততঃ যাহাতে তাহারা মনে করিয়া রাখিতে পারে, এই জন্য ভূমির সীমানির্ণায়ক কোন বিদ্যার আবিষ্কার করিতে তাহারা বাধ্য হইয়াছিল। এই বিদ্যাই ক্রমে পরিশোধিত ও পরিস্ফুট হইয়া বর্ত্তমান জ্যামিতিতে পরিণত হইয়াছে।

অপর একটী উপাখ্যানে আমরা অবগত হই যে, ভূমি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দেবগণ মনুষ্যদিগকে এই বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছেন।

প্রোক্লাস্ (Proclus) ইয়ুক্লিডের টীকায় লিখিয়াছেন, প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ্ থেল্স্ (Thales) ইজিপ্ত হইতে শিক্ষা করিয়া গ্রীসে এই বিদ্যা প্রচার করেন। অতি শীঘ্রই গ্রীসে এই বিদ্যা যথেষ্ট আদর প্রাপ্ত হইল। গ্রীকগণ একান্ত আগ্রহের সহিত ইহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইল। থেল্সের (Thales) অনেক শিষ্য জুটিল। পিথাগোরাস্ (Pythagoras) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতিসাধন করিলেন। ইনিই প্রথমে জ্যামিতিকে যুক্তিমূলক বৈজ্ঞানিক সোপানে আনয়ন করেন। পিথাগোরাস্ জ্যামিতির অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইয়ুক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের ৪৭ প্রতিজ্ঞাটী ইহার অনুশীলনের ফল। পিথাগোরাসের পর অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ক্লাজোমেনির আনক্সগোরস্ (Anaxagoras of Clazomenæ), ব্রিসো (Briso), আণ্টিফো (Antipho), চিয়সের হিপোক্রেটিস (Hippocrates of Chios), জেনোডোরাস্ (Zenodorus) ডিমোক্রিটাস্ (Democritus), সাইরিনের থিয়োডোরাস্ (Thesdorus of cyrene) এবং ইনোপিডিস্ (Enopidis) প্রধান। প্লেটো (Plato) বলিতেন, জ্যামিতি সকল বিজ্ঞানের প্রধান এবং উচ্চতর বিজ্ঞানে প্রবেশের সোপানস্বরূপ। আথেন্স্ (Athens) নগরে তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে নিম্নলিখিত উৎকীর্ণ লিপিটী দেদীপ্যমান ছিল। 'জ্যামিতি-অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি যেন ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে, ইনি জ্যামিতির বিশ্লেষণপ্রণালী, জ্যামিতিক অবিস্থিতি, এবং সূচীচ্ছেদের আবিষ্কর্ত্তা। তদানীন্তনকালে এই সূচীচ্ছেদকেই উচ্চতর জ্যামিতি বলিত। প্লেটোর অনেক শিষ্য জ্যামিতির অনেক উন্নতি করিয়াছেন—অনেকে জ্যামিতিক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি আর এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার শিষ্যের মধ্যে দুইজন অতি প্রধান—ইয়ুডোক্সস্ (Eudoxus) এবং আরিষ্টটল (Aristotle)। ইয়ুডোক্সস্ (Eudoxus) ইয়ুক্লিডের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত অনুপাত-নিয়মের আবিষ্কারক আরিষ্টটল এবং তাঁহার দুইজন শিষ্য

থিয়োফ্রাষ্টাস্ (Theophrastus) এবং ইয়ুডেমাস্ (Eudemus) জ্যামিতি সম্বন্ধে এক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তির পুস্তক হইতেই প্রোক্লাস্ তাঁহার অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। অটোলিকাস্ (Autolycus) গতিশীল চক্র বা বৃত্তের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে, ইয়ুক্লিডের শিক্ষক প্রথিতনামা আরিষ্টিয়াস্ (Aristœus) সূচীচ্ছেদ সম্বন্ধে পাঁচ অধ্যায় এবং জ্যামিতিক ঘনক্ষেত্রের অবিস্থিতি সম্বন্ধে পাঁচ অধ্যায় রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের কোন অংশই এখন পাওয়া যায় না।

ইয়ুক্লিড জ্যামিতিক জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। ইয়ুক্লিডের নাম এবং জ্যামিতি পরস্পর সম্বদ্ধ—একটী বলিলে অপরটী মনোমধ্যে স্বতঃই উদিত হয়। ফলতঃ ইয়ুক্লিডই য়ুরোপীয় জ্যামিতির স্থাপনকর্ত্তা। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাঁহাদিগের পুস্তকে অনিয়মিতরূপে যে সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, ইয়ুক্লিড তাহার সার সংগ্রহ করিয়া সুশৃঙ্খল ভাবে জ্যামিতির পত্তন করিয়াছেন। ইয়ুক্লিড যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীনরূপে জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, অদ্যাবধি কেহই সেরূপ নৈপুণ্য ও গবেষণা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিকালে গ্রীস ও ইজিপ্তে যে সকল জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তিনি সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও সুশৃঙ্খলা সহকারে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন।

ইয়ুক্লিড কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না। ইনি আলেকজেন্দ্রিয়ায় (Alexandria) একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনেক ব্যক্তিকে গণিত শিক্ষা দিতেন। এই সময় আলেকজেন্দ্রিয়ায় টলেমি সোটার (Ptolemy Soter, first) রাজত্ব করিতেন। ইয়ুক্লিডের অধিকাংশ শিষ্যই গ্রীসবাসী। ইনি ২৮৪ পূঃ খৃঃ অব্দে জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, যাহারা গণিতশিক্ষা করিতেন, ইয়ুক্লিড তাহাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ইনি কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন।

(১) জ্যামিতি সম্বন্ধীয় যুক্তি শিক্ষা করিবার জন্য 'ভ্রান্ততর্ক' সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ। এ পুস্তকখানি এখন পাওয়া যায় না।

(২) সূচীচ্ছেদের চারি অধ্যায়। অপলোনিয়াস্ (Apollonius) এই পুস্তকের অনেক উন্নতিসাধন করিয়া আরও চারি অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুক্লিড এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন কি না প্রোক্লাস্ সে সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

(৩) বিভাগ সম্বন্ধীয় পুস্তক। এই পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সমতলের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

(৪) ছেদিতঘনক্ষেত্র (Porisms)। ইহা তিন অধ্যায়ে বিভক্ত।

(৫) Locorum and superficium.

(৬) দৃষ্টিবিজ্ঞান ও প্রতিবিম্বদর্শনবিদ্যা।

(৭) জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়কদৃষ্টি। ইহাতে মণ্ডল সম্বন্ধীয় জ্যামিতিক মত আলোচিত হইয়াছে।

(৮) ক্রমবিভাগ এবং লয়প্রবেশ। দ্বিতীয় পুস্তকে লিখিত মত প্রথম পুস্তকে জ্যামিতির নিয়মানুসারে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এই জন্য কেহ কেহ বলেন, প্রথম পুস্তকখানি ইয়ুক্লিড লেখেন নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, ২য় পুস্তকখানিও ইঁহার লেখা নয়।

(৯) স্বীকৃতবিষয়াবলী। গ্রীক্‌দিগের যতগুলি জ্যামিতিক বিশ্লেষণের পুস্তক আছে, তন্মধ্যে এইখানিই প্রধান। প্রোক্লাসের শিষ্য মেরিনাস্ (Marinus) এই পুস্তকের ভূমিকায় স্বীকৃত ও অস্বীকৃত বিষয়ের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১০) উপক্রমণিকা (জ্যামিতিক), এই জ্যামিতিক উপক্রমণিকাখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে; ইহার স্থানে স্থানে অনেক দোষ লক্ষিত হয়। এরূপ কয়েকটী স্বতঃসিদ্ধ আছে, যাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে স্বতঃসিদ্ধ বলা যাইতে পারে না।

অনেক স্থলে যাহা প্রমাণসাপেক্ষ এবং প্রমাণও করা যাইতে পারে, তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে;—যেমন সংজ্ঞানির্দ্দেশকালে লিখিত হইয়াছে যে, বৃত্তের ব্যাস উক্ত ক্ষেত্রকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে বাহুল্যদোষও লক্ষিত হয়। প্রথম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞাটী সেই স্থানে না লিখিলেও চলিতে পারিত; এই প্রতিজ্ঞাটীই আবার পরোক্ষভাবে ১৯শ প্রতিজ্ঞারূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। ইয়ুক্লিড কোণের যেরূপ সংজ্ঞা এবং যেরূপে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ৩য় অধ্যায়ের ২১শ প্রতিজ্ঞাটী অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে; অধিকন্তু তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে চলিলে ২১শ প্রতিজ্ঞাটী ২২শের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রমাণ করা যাইতে পারে না। যাহা হউক, এই পুস্তকে শুদ্ধতার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথার্থ এবং প্রয়োজন কল্পনা সম্বন্ধে নিশ্চিত এবং অল্প বর্ণনা, শৃঙ্খলার স্বাভাবিক নিয়ম, ভ্রান্তসিদ্ধান্তের পূর্ণ অভাব এবং প্রথম শিক্ষার্থিদিগের উপযোগী যুক্তিবদ্ধ প্রমাণাদি হেতু এই পুস্তকখানি সকলের নিকটই অতিশয় আদরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

ইয়ুক্লিড এই পুস্তকখানির ১৩ অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; অপর দুই অধ্যায় আলেকজেন্দ্রিয়ার হিপসিক্লিস্

(Hypsicles of Alexandria) সংযোজিত করিয়াছেন।' কেহ কেহ বলেন, হিপসিক্লিস্ ২য় শতাব্দীতে, আবার কেহ কেহ বলেন, ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

প্রথম অধ্যায়ে সমতলক্ষেত্রসম্বন্ধীয় জ্যামিতির আবশ্যক সংজ্ঞা এবং স্বীকার্য্য বিষয়গুলি প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য অধ্যায়েও কতকগুলি সংজ্ঞা আছে। যে সমস্ত সরলরেখা ও ত্রিভুজের সহিত বৃত্ত অথবা অনুপাতের কোন সংস্রব নাই, তাহাদিগের বিষয় এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পিথাগোরাসের বিখ্যাত প্রতিজ্ঞাটী এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট আছে। অসীম সরলরেখা এবং নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রবিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট স্থানব্যাপক বৃত্তের বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে দেখা যায়, কম্পাস এবং রুল (ruler) জ্যামিতির আনুষঙ্গিক পদার্থ।

ইযুক্লিড ২য় অধ্যায়ে বিভক্ত সরলরেখার উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ ও আয়তক্ষেত্রের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। পাটীগণিত ও জ্যামিতির প্রয়োগ এই অধ্যায়ে দর্শিত হইয়াছে। অসমকোণ ত্রিভুজের পক্ষে পিথাগোরাসের প্রতিজ্ঞাটী কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাও এই স্থলে দৃষ্ট হয়। এই অধ্যায় হইতে বীজগণিতের অনেকগুলি নিয়ম শিক্ষা করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্ব অধ্যায়গুলি দ্বারা অনুমেয় ত্রিভুজের গুণাবলী বিবৃত হইয়াছে।

৪র্থ অধ্যায়ে কেবলমাত্র বৃত্তের সাহায্যে অঙ্কিত সমস্ত নিয়মিত (সমবাহু ও সমকোণবিশিষ্ট) পঞ্চভুজ, ষড়্ভুজ, পঞ্চদশভুজবিশিষ্ট ক্ষেত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ৫ম অধ্যায়ে আয়তনের অনুপাত লিখিত আছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ইযুক্লিড জ্যামিতিক ক্ষেত্রে অনুপাতের প্রয়োগ এবং সদৃশক্ষেত্রের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন।

৭ম অধ্যায়ে পাটীগণিতের সংজ্ঞা আলোচিত এবং দুইটী রাশির গরিষ্ঠ সাধারণ ও লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বাহির করিবার প্রণালী ও মূলরাশির তত্ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

৮ম অধ্যায়ে গ্রন্থকার দুইটী অখণ্ডরাশির মধ্যে ২টী পূর্ণ মধ্যঅনুপাত স্থাপনের সম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়া ক্রমিক ও মধ্যঅনুপাতের আলোচনা করিয়াছেন।

৯ম অধ্যায়ে বর্গ ও ঘনসংখ্যা এবং (plane and solid numbers) দুই কিংবা তিন পুরিতাঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার বিষয় বর্ণিত আছে। এই অধ্যায়ে ক্রমিক, অনুপাত ও মূলরাশির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এইস্থলে মূলরাশির অসংখ্যতা ও পূর্ণসংখ্যা বাহির করিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়ে ১১৭টী প্রতিজ্ঞা দেখা যায়। এই অধ্যায় কতকগুলি অসম গুণিনীয়কের আলোচনায় ব্যয়িত হইয়াছে। এস্থলে ইযুক্লিড দেখাইয়াছেন যে, বীজগণিত ব্যতীত জ্যামিতি দ্বারা অনেক কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু বীজগণিতে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও এই অধ্যায় পাঠ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এই অধ্যায় গণিতের ইতিহাসরূপে পাঠ্য।

১১শ অধ্যায়ে ঘন (solid) জ্যামিতি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সরলরৈখিকও ঘনক্ষেত্রবিশিষ্ট (Plane and solid figures) জ্যামিতির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে সরলরৈখিক ক্ষেত্রের ছেদ ও ছয়টী সামন্তরালিক ক্ষেত্রবেষ্টিত ঘনক্ষেত্রের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

১২শ অধ্যায়ে ছেদিত ঘনক্ষেত্র, ক্ষেপণী, নলাকৃতি ও মোচাকৃতি ক্ষেত্রের বিষয় অবগত হওয়া যায়। অধিকন্তু এই অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, ব্যাসের উপর অঙ্কিত চতুর্ভুজগুলির পরস্পর যে অনুপাত, বৃত্তগুলিরও পরস্পর সেই অনুপাত, এবং বর্ত্তুল (spheres) ব্যাসের উপর অঙ্কিত ঘনক্ষেত্রের সমানুপাতবিশিষ্ট। Method of exhaustion এইস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দশম অধ্যায়ের কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়মিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত এবং ৫টী নিয়মিত ক্ষেত্রের একত্র অঙ্কনের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৪শ ও ১৫শ অধ্যায়ে ৫টী নিয়মিত ঘনক্ষেত্রের পরস্পরের অনুপাত ও একের মধ্যে অপরের অঙ্কন আলোচনা করিয়াছেন।

ইযুক্লিডের পর ২৩০ পূঃ খৃঃ অব্দে অপলোনিয়াস্ পরগিয়াস্ (Apollonins Pergæus) জ্যামিতিবিষয়ে অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। এই সময় আর্কিমিডিস্ (Archimedes) প্যারাবোলা ক্ষেত্র এবং পূর্ব্বোক্ত অপলোনিয়াস্ অতিক্ষেত্র ও দীর্ঘবৃত্ত আবিষ্কার করেন।

ইযুক্লিডের পর গ্রীসীয় অনেক পণ্ডিত উৎসাহের সহিত জ্যামিতি অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন গ্রীস দেশ রোমের অধীন হইল, তখনও এইদেশে অনেক প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ্ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে টলেমি (১৪৭ খৃঃ অব্দ), পপাস্ (৩৯৫ খৃঃ অব্দে), প্রোক্লাস্ (৫ম শতাব্দী) এবং ইযুটোসাস্ (Eutocious—৬ষ্ঠ শতাব্দী) প্রধান।

এইকালে রোমকগণ পাশ্চাত্য জগতে অতিশয় প্রতাপশালী বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু গণিতে তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ ছিল। যাহারা গণকতা ও দৈবজ্ঞগিরি করিত, তাহাদিগকেই রোমকগণ গণিতবিদ্ বলিত। বস্তুতঃ রোমের প্রাধান্যকালে জ্যামিতিবিদ্যার কোনরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। একমাত্র বিথিয়াস্ (Bœthius) ব্যতীত অন্য কোন রোমকই

জ্যামিতির আলোচনা করে নাই। আবার বিথিয়াস্ যাহা করিয়াছেন, তাহাও গ্রীকদিগের অনুবাদমাত্র।

রোম সাম্রাজ্যধ্বংশের পর যখন অসভ্যগণ প্রবল হইয়া উঠিল এবং ৭ম শতাব্দীতে যখন মুসলমানগণ অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া য়ুরোপের অনেক রাজ্য ধ্বংশ ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল, তখন গ্রীকদিগের গণিতবিদ্যাও শীঘ্র শীঘ্র বিলুপ্ত হইতে লাগিল।

এইকালে যাহারা গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করিত, তাহাদিগকে সকলেই ঐন্দ্রজালিক বলিয়া ঘৃণা ও অনাদর করিত। সৌভাগ্যবশতঃ অতিশীঘ্রই আরবদেশে গণিতশাস্ত্রালোচনার জন্য একটী সমিতি গঠিত হইল। আরবগণ পূর্ব্বে হিন্দুদিগের বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিল। এই শিক্ষাহেতুই এখন তাহারা গ্রীকদিগের জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতবিদ্যা আদর করিতে আরম্ভ করিল। বোগদাদনগরে পাশ্চাত্য গণিত শিক্ষাদিবার জন্য কয়েকটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। আরবগণ অতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে গ্রীকবিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ করিল। ৯ম হইতে ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহাদিগের মধ্যে অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ ও জ্যামিতিবিদ্ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপে পুনরায় এই বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইল—স্পানিয়ার্ড ও ইতালীয়গণই প্রথমে আরবদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুদ্রাঙ্কণপ্রথা আবিষ্কৃত হইলে পর অনেকস্থলে গ্রীকদিগের জ্যামিতি পঠিত হইতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীতে সর্ব্বত্রই ইয়ুক্লিডের সম্মান এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, কেহই আর ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকার উৎকর্ষসাধন করিতে চেষ্টা করিল না। অনেকেই উপক্রমণিকার টীকা ও অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু জ্যামিতির প্রসরতাবৃদ্ধি করিতে বা তাহা কোন কোন অংশ উন্নত করিতে কেহই যত্নশীল হয়েন নাই। বহুকাল পরে কেপ্লার (Kepler) প্রথমে অসীমত্বের নিয়ম জ্যামিতিতে প্রবর্ত্তিত করেন। পরে ডেকার্ট সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার বিষয়ে ভায়েটার (vieta) আবিষ্কার দেখিয়া বৈজিকজ্যামিতি আবিষ্কার করিলেন। পরে সূক্ষ্মমানজ্যামিতি প্রচলিত হইয়াছে। যদিও আরবগণ জ্যামিতির যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছিল, তথাপি তাহারা এবিষয়ে বিশেষ কোন উন্নতিসাধন করিতে পারে নাই। তাহারা অনেক গ্রীক গ্রন্থকারদিগের পুস্তক এবং ইয়ুক্লিডের পুস্তকও অনুবাদ করিয়াছিল। আরব্য ভাষায় অনূদিত অনেকগুলি পুস্তক আছে, তন্মধ্যে দমকাসের অথমানের (Othoman) অনুবাদই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

১১৫০ খৃঃ অব্দে বাথনগরের অদেলর্ড (Adelard) নামক জনৈক খৃষ্ট সন্ন্যাসী ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকা প্রথমে লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রীকভাষায় এই উপক্রমণিকাখানির অনেকগুলি হস্তলিপি আছে।

সিমসন, প্লে-ফেয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রথম ৬ অধ্যায় এবং একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ করিয়াছেন।

প্রাচীনকালে ইয়ুক্লিডের যে সমস্ত অনুবাদ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

(১) সমগ্র ইয়ুক্লিডের সংস্করণ।

১৫০৫ খৃঃ অব্দে ভিনিশনগরে বারথলমিউ জ্যামবার্টি কর্ত্তৃক লাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ১৭০৩ খৃঃ অব্দে ডেভিড্ গ্রিগোরি অক্সফোর্ড যন্ত্রে যে পুস্তকখানি মুদ্রিত করেন, সেই পুস্তকখানিই উৎকৃষ্ট।

২। গ্রীক সংস্করণ। (ক) প্রোক্লাসের টীকাসহিত, ১৫৩৩ খৃঃ অব্দ। (খ) পারিস সংস্করণ (৩) বার্লিন সংস্করণ।

৩। লাটিন সংস্করণ। (ক) কাম্পনাসের সংস্করণ ১৪৮২ খৃঃ অব্দ। (খ) দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৯১। (৩) আরব্যভাষা হইতে অনুবাদ, কাম্পনাস ও জ্যামবার্টির অনুবাদ ও টীকা-সহিত। (৪) লুকাশের সংস্করণ—(ভিনিশ)।

৪। য়ুরোপীয় প্রচলিত ভাষার অনুবাদ।

(ক) ইংরেজি সংস্করণ—১৫৭০ অব্দ। লণ্ডননগর; পুনরায় ১৬৬১ অব্দ।

(খ) ফরাসী—পারিস্ ১৫৬৫, পুনঃ সংস্করণ ১৬২৩। (গ) জর্ম্মান ১৫৬২। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে ৭ম হইতে ৯ম অধ্যায় অনূদিত হইয়াছিল।

(ঘ) ইতালীয়—১৫৪৩। (ঙ) ওলন্দাজ ১৬০৬ কিংবা ১৬০৮ (চ) সুইস্ ১৭৫৩। (ছ) স্পেনীয়—১৬৭৩ খৃঃ অঃ।

সাধারণতঃ ইয়ুক্লিডের প্রথম ছয় অধ্যায় ও একাদশ অধ্যায় পঠিত হইয়া থাকে। বহুদিন হইতেই এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। অবশিষ্টাংশ অধ্যয়ন করিতে হইলে উইলিয়মসনের ইংরেজি অনুবাদ এবং হর্সলির লাটিন অনুবাদ পাঠ করা উচিত। বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইয়ুক্লিডের সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। সকলের নাম লেখা অনাবশ্যক।

আর্কিমিডিস্, অপলোনিয়াস্, থিয়ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জ্যামিতির উন্নতিসাধন করিয়াছেন। আলেকজেন্দ্রিয়া নগরেই এই বিদ্যার উৎপত্তি এবং এই স্থানেই ইহার উন্নতি। ৬৪০ খৃঃ অব্দে যখন সারেসনগণ (Saracens) উক্ত নগর অধিকার করিল, তখন পর্য্যন্তও উক্ত নগর জ্যামিতির গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল। গোলমিতি অর্থাৎ জ্যামিতির যে অংশ

জ্যোতির্বিদ্যার সহিত সংসৃষ্ট, তাহা হিপারকাস্ (Hipparchus) মেনেলস্ (Menelaus), থিয়োডোসিয়াস্ (Theodosius) এবং টলেমি (Ptolemy) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হইতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

নিম্নে গ্রীসীয় জ্যামিতিকারগণের নাম ও তাহাদিগের জীবনের মধ্যভাগের সময় প্রদত্ত হইল।

থেল্স্—৬০০ পূঃ খৃঃ অব্দ, অমিরিস্তাস্, পিথাগোরস্ ৫৫০, অনাক্সোগোরাস্, ইনোপাইডিস্, হিপোক্রোতিস্ ৪৫০, থিয়োডোরাস্, আর্কিতস্ লিওডেমাস্ থিটেটাস্, অরিসটিয়াস্ ৩৫০, পার্সিয়াস্, প্লেটো ৩১০, মেনেকমাস্, দিনোসত্রাস্, ইয়ুডকসাস্ নিয়োক্লাইডিস্, লিয়ন, অমিক্লাস থিয়ুডিয়াস্, সিজিপিনাস্, হারমোটিমস্, ফিলিপাস্, ইয়ুক্লিড ২৮৫, আর্কিমিডিস্ ২৪০, অপলোনিয়াস্ ২৪০, ইরাটোসথনিস্ ২৪০, নিকোমেডিস্ ১৫০, হিপারকাস্ ১৫০, হিপাসিক্লিস্ ১৩০, গেমিনাস্ ১০০, থিয়োডোসিয়াস্ ১০০, মেনেসস্ ৮০ খৃঃ অব্দে, টলেমি ১২৫, পপাস্ ৩৯০, সিরিনাস্ ৩৯০, ডাইয়োক্লিস্, প্রোক্লাস্ ৪৪০, মেরিনাস্, ইসিডোরাস্, ইয়ুটোসিয়াস্ ৫৪০।

সরলরেখা, বৃত্ত এবং সূচীচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বীজগণিতের নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে এবং এই নিয়মে সরলরেখা প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্ব অতি সহজে আবিষ্কার করা যাইতে পারে। কিছুদিন উক্ত নিয়মেই কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহিত হইত, কিন্তু সকল সময় জ্যামিতির কঠোর যুক্তির প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য করা হইত না। কালে মঞ্জ (Monge) চিত্রজ্যামিতির আবিষ্কার করিলেন। পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যা ও জ্যামিতিক কোন কোন বিষয়ে বীজগণিত নিরপেক্ষভাবে রেখা, কোণ এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। চিত্রজ্যামিতি এই অভাব অনেক পরিমাণে বিদূরিত করিয়াছে। চিত্রজ্যামিতি সাহায্যে উপরিভাগের চিত্র ও উচ্চতার পরিমাণ দ্বারা অট্টালিকার আকৃতি ও পরিসর স্থির করা যাইতে পারে। সমকোণবিশিষ্ট দুইটী সমতলক্ষেত্রের উপর কোন বিন্দুর পরিলেখ দেওয়া থাকিলে, সেই বিন্দুর অবস্থিতিও অবধারণ করা যাইতে পারে, সুতরাং দুইটী সমতলক্ষেত্রের উপর কোন ঘনের পতিত লম্ব জানা থাকিলে, কোন একটী সমতল ক্ষেত্রোপরি সেই ঘনের কোন বিভাগের সদৃশ ক্ষেত্র অঙ্কিত করা যাইতে পারে। যদি বিভাগটী বক্র হয়, তবে ক্রমিক কতকগুলি বিন্দু দ্বারা ক্ষেত্র অঙ্কিত করা যায়। মঞ্জ প্রণীত চিত্রজ্যামিতিতে এবিষয় পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

চিত্রজ্যামিতি আবিষ্কৃত হইলে পর জ্যামিতিবিদ্ পণ্ডিতগণ পরিলেখের উন্নতিসাধন বিষয়ে যত্নশীল হইলেন। তাঁহারা চিত্রবিদ্যা ও সূচীচ্ছেদের প্রাথমিক নিয়ম বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। মঞ্জের সময় হইতেই চিত্রজ্যামিতি ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতেছে। বিশুদ্ধ (Pure) জ্যামিতির বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই।

পূর্ব্বে লোকের এইরূপ ধারণা ছিল যে, পাটীগণিত এবং জ্যামিতিই গণিতশাস্ত্রের প্রধান দুইটী শাখা। লোকে যখন স্থান ও সংখ্যা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, তখন তাহারা পাটীগণিত ও জ্যামিতি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জ্যামিতি নানা ভাগে বিভক্ত। বিশুদ্ধ জ্যামিতিতে কেবলমাত্র সরলরেখা ও বৃত্তের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে সমতলোপরি অঙ্কিত ঘনক্ষেত্র, বৃত্ত, সূচী এবং নলাকৃতি ক্ষেত্র ও তাহাদের রৈখিকছেদের বিষয়ও বিবৃত হইয়াছে।

ইয়ুক্লিডের জীবিতকাল হইতে অদ্যাবধি অনেকেই জ্যামিতি প্রণয়ন করিতেছেন। অনেকেই টীকা, টিপ্পনী, অনুশীলনী প্রভৃতি দ্বারা ইয়ুক্লিডের জ্যামিতিকে নূতন আকারে গঠিত করিয়াছেন। উইলসন সাহেব ইয়ুক্লিডকেই পত্তন করিয়া এক নূতন আকারে জ্যামিতি প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকা যেরূপ প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য, এরূপ একখানিও দেখা যায় না।

ইয়ুক্লিডের পরেই লেজেণ্ডারের (Legendre's) জ্যামিতিখানির নাম করা যাইতে পারে। লেজেণ্ডারের জ্যামিতিপাঠে ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ে অধিক জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

জ্যামিতি গ্রন্থে অসংখ্য প্রকার সমতল, রেখা এবং ঘনক্ষেত্র কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু জ্যামিতির উপক্রমণিকায় সরলরেখা, বৃত্ত, রৈখিক ও তদানুষঙ্গিকক্ষেত্র এবং ঘনক্ষেত্র, নলাকৃতি, মোচাকৃতি ও বর্ত্তুলাকৃতি ক্ষেত্রের বিষয় বর্ণিত হয়। এইজন্যই জ্যামিতি দুইভাগে বিভক্ত; প্রথমবিভাগে সমতলের উপর অঙ্কিত ক্ষেত্র, দ্বিতীয়বিভাগে ঘনক্ষেত্র অঙ্কন ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিষয় বিবৃত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর কোন দেশে কোন জাতীয় লোক কর্ত্তৃক জ্যামিতি শাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য। জেসুইটগণ যখন ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য চীন দেশে প্রথম গমন করিয়াছিলেন, তখন চীনবাসিদিগের স্থান সম্বন্ধীয় জ্ঞান অতি অল্পই পরিস্ফুট দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমকোণ ত্রিভুজের বিশেষ ধর্ম্ম এবং পরিমিতির কিয়দংশ-

মাত্র তাহারা অবগত ছিল। গবিল (Gaubil) বলেন, খৃষ্টের ২০৬ বৎসর পূর্ব্বে যতগুলি লিখিত পুস্তক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একখানিমাত্রকে জ্যামিতিক পুস্তক বলা যাইতে পারে।

এই বিষয়ে হিন্দুদিগের উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময় যজুর্ব্বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব ছিল, সেই সময়ে আর্য্যঋষিগণের পরিমাণবদ্ধ যজ্ঞবেদীনির্ম্মাণের জন্য জ্যামিতির প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই প্রাচীনতম আর্য্য-জ্যামিতির মূলসূত্র আমরা বৌধায়ন প্রভৃতি ঋষিরচিত শুল্বসূত্রগ্রন্থে দেখিতে পাই। [ক্ষেত্রব্যবহার ও শুল্বসূত্র দেখ।]

বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ শঙ্করদীক্ষিত শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণের একস্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, শতপথের ঐ অংশ খৃষ্টজন্মের প্রায় ৩০০০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। শথপথব্রাহ্মণ, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র প্রভৃতি যজুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে বেদীনির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এরূপস্থলে জ্যামিতি বা শুল্বসূত্রের মূল বিষয় যে অতি পূর্ব্বকালেই আর্য্যঋষিদিগের মনে উদিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে গ্রীসদেশে যেমন পূর্ব্বকালেই এই শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষে সেরূপ ঘটে নাই।

ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে পরিমিতির বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয়। তিনটী বাহুর পরিমাণ প্রদত্ত থাকিলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বাহির করিবার নিয়ম প্রথমোক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরিধি ও ব্যাসের সূক্ষ্ম অনুপাত (৩·১৪১৬:১) ভাস্করাচার্য্য অবগত ছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত ৩·১৬:১ অনুপাত কল্পনা করিয়াছিলেন। য়ুরোপে প্রথমোক্ত সূক্ষ্ম অনুপাত দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তিকালে প্রচলিত হইয়াছিল। এই অনুপাত মুসলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিল, পরে য়ুরোপীয়গণ এই বিষয় অবগত হন। ফলতঃ ভারতীয় গ্রন্থে অনেক পরিমাণে মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। যদিও ভারতে জ্যামিতির প্রথম অনুশীলনের নিশ্চিত সময় অবধারণ করা যায় না, তথাপি বীজগণিত ও পাটীগণিতের দশমিকাংশ যেরূপ ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছে, জ্যামিতিও সেইরূপ ভারতীয়গণ আবিষ্কার করিয়াছেন। বৈদিক শুল্বসূত্র পাঠে একরূপ নিশ্চয় করা যায় যে, ভারতেই পাশ্চাত্য জ্যামিতির একপ্রকার সূত্রপাত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বাবিলন দেশে ও ইজিপ্তে জ্যামিতি প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল; কিন্তু এ কল্পনার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। য়িহুদিদিগের গ্রন্থেও জ্যামিতির কোন উল্লেখ নাই। গ্রীকগণ ইজিপ্ত, ভারতবর্ষ কিংবা অন্য কোন দেশ হইতে জ্যামিতির জ্ঞানলাভ করিয়াছিল. তাহা নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। ভাস্করাচার্য্য প্রণীত 'রেখাগণিত' হিন্দুদিগের একখানি জ্যামিতি গ্রন্থ। জ্যামিতির (quadrature of the circle) বিষয়টী চীনগণ খৃষ্টীয় শকের বহুপূর্ব্বেই জানিত। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে আর্কিমিডিস্ প্রথমে এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

জ্যায়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন প্রশস্তঃ বৃদ্ধো বা ইতি প্রশস্ত-বৃদ্ধ-বা ঈয়সুন্ জ্যাদেশশ্চ (জ্যায়াদীয়সঃ। পা ৬৷৪৷১২০) ১ বৃদ্ধতম। পর্য্যায়—বর্ষীয়ান্, দশমী, প্রশস্ত, অতিবৃদ্ধ, দশমীস্থ। (জটাধর) ২ জীর্ণ। ৩ প্রশস্ত।

"জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরীক্ষাজ্জায়ানেভ্যোলোকেভ্যঃ।" (ছান্দোগ্যউ°)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। জ্যেষ্ঠা, অতিশয়বৃদ্ধা, বলবতী।

"জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন!।" (গীতা ৩৷১)

জ্যায়িষ্ঠ (ত্রি) জ্যেষ্ঠ। "জ্যেষ্ঠজ্যায়িষ্ঠভোগানাং নাভিজ্ঞঃ কিং জনার্দ্দন!।" (হরিবংশ)

জ্যাবাজ (ত্রি) বলবান্ ধনুঃ।

"নিত্যং জ্যাবাজং" (ঋক্ ৩৷৫৩৷২৪)

'জ্যাবাজং বলং ধনুঃ' (সায়ণ)

জ্যেঠ্তুতভগিনী (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাতের কন্যা।

জ্যেঠ্তুতভাই (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র।

জ্যেঠ্শ্বশুর (দেশজ) শ্বশুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

জ্যেঠ্শাশুড়ী (দেশজ) শ্বশুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ।

জ্যেঠা (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাত, পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

জ্যেঠাই (দেশজ) পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ।

জ্যেতা (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাত।

জ্যেষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন বৃদ্ধঃ প্রশস্তোবা, বৃদ্ধ-বা প্রশস্ত-ইষ্ঠন্ ততো জ্যাদেশঃ। ১ অতিবৃদ্ধ। ২ প্রশস্ত। ৩ অগ্রজ ভ্রাতা।

"আসভুবনেষু জ্যেষ্ঠং।" (ঋক্ ১০৷১২০৷১)

'জ্যেষ্ঠং প্রশস্ততমং' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠনক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী অণ্ জ্যৈষ্ঠী, সা অস্মিন্ মাসে পুনরণ্, সংজ্ঞাপ্রযুক্তত্বাৎ হ্রস্বঃ। ৬ জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠমাস। (মেদিনী) ৭ পরমেশ্বর।

"ঈশানঃ প্রাণদঃ প্রাণো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতিঃ।"(বিষ্ণুস°)

৮ প্রাণ।

"প্রাণোবা জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" (ছান্দোগ্য উ°)

জ্যেষ্ঠতম (ত্রি) অতিশয়েন জ্যেষ্ঠঃ জ্যেষ্ঠতমঃ। অতিশয় জ্যেষ্ঠ ইন্দ্র। "সতাং জ্যেষ্ঠতমায়" (ঋক্ ২৷১৬৷১)

'জ্যেষ্ঠতমায় অতিশয়েন জ্যেষ্ঠায় ইন্দ্রায়' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠতা (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠ ভাবে তল। জ্যেষ্ঠত্ব, প্রশস্ততম।

"যমযোশ্চৈব গর্ভেষু জন্মতো জ্যেষ্ঠতা স্মৃতা।" (মনু ৯।১২৬)

গর্ভে যমজ সন্তান হইলে তাহার মধ্যে যে অগ্রে প্রসূত হইবে, তাহারই জ্যেষ্ঠতা থাকিবে।

স্ত্রীদিগের জ্যেষ্ঠতা নাই। "জ্যেষ্ঠতা নাস্তি হি স্ত্রিয়াঃ" (মনু ৯।১৩৪)

জ্যেষ্ঠতাত (পুং) তাতস্য জ্যেষ্ঠঃ ৬তৎ, রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

জ্যেষ্ঠতাতি (ত্রি) জ্যেষ্ঠ।

"ইমথা জ্যেষ্ঠতাতিং" (ঋক্ ৫।৩।৪৪)

'জ্যেষ্ঠতাতিং জ্যেষ্ঠং' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠত্ব (ক্লী) জ্যেষ্ঠ ভাবে ত্ব। জ্যেষ্ঠতা।

জ্যেষ্ঠপাল (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

"কোষ্টে শূরজ্যেষ্ঠপালাদয়স্তৎসৎক্রিয়োন্মতাঃ।" (রাজতর° ৮।১৪৪৯)

জ্যেষ্ঠপুষ্কর (ক্লী) জ্যেষ্ঠং প্রশস্তং পুষ্করং কর্ম্মধা। পুষ্করতীর্থ।

"পুষ্করং জ্যেষ্ঠমাগম্য বিশ্বামিত্রং দদর্শ হ। (রামা ১।৬২।২)

[পুষ্কর দেখ।]

জ্যেষ্ঠবর্ণ (পুং) বর্ণানাং জ্যেষ্ঠঃ বর্ণেষু জ্যেষ্ঠো বা ৬।৭ তৎ, রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। ব্রাহ্মণ। সকল বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "বর্ণানাং ব্রাহ্মণশ্চাস্মি" বর্ণের মধ্যে আমিই ব্রাহ্মণ।

জ্যেষ্ঠবলা (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠাখ্যা বলা মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা। সহদেবীলতা। (রাজনি°)

জ্যেষ্ঠরাজ, অতি শ্রেষ্ঠ। "জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত।" (ঋক্ ২।২৩।১)

'জ্যেষ্ঠরাজং জ্যেষ্ঠাঃ প্রশস্ততমাঃ তেষাং মধ্যে রাজন্তং।' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠবাপী (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠা বাপী কর্ম্মধা। কাশীস্থিত জ্যেষ্ঠবাপীভেদ। [জ্যেষ্ঠস্থান দেখ।]

জ্যেষ্ঠবৃত্তি (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠস্য বৃত্তিঃ ব্যবহারঃ ৬তৎ। কনিষ্ঠভ্রাতৃপ্রভৃতির প্রতি উত্তম ব্যবহার।

"যো জ্যেষ্ঠো জ্যেষ্ঠবৃত্তিঃ স্যান্মাতেব স পিতেব সঃ।
অজ্যেষ্ঠবৃত্তির্যস্তু স্যাৎ স সংপূজ্যস্তু বন্ধুবৎ॥" (মনু ৯।১১০)

যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির উপর অতি উত্তম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি মাতা ও পিতার ন্যায় পূজনীয় এবং যদি জ্যেষ্ঠবৃত্তি (উত্তম ব্যবহার) না করেন, তাহা হইলে মাতুলাদি বন্ধুর ন্যায় তিনি পূজনীয়।

জ্যেষ্ঠশ্বশ্রূ (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠা মান্যা শ্বশ্রূরিব সংজ্ঞত্বাৎ পুংবদ্ভাবঃ। পত্নীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বড় শালী। (হেমচন্দ্র)

জ্যেষ্ঠসামন্ (ক্লী) জ্যেষ্ঠং সাম কর্ম্মধা। সামভেদ। এই সাম অধ্যয়নাঙ্গ ব্রতবিশেষ। গের রথন্তর প্রভৃতি জ্যেষ্ঠসাম।

"বামদেব্যং বৃহৎসাম জ্যেষ্ঠসাম রথন্তরং।" (দানপারিজাত)

"মূর্দ্ধাণং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত
অজাতমগ্নিং কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামসন্নঃ।"
(সামার্চ্চি ১প্র° ১অ° ১দ° ৫ক°) ইত্যাদি গেয়সাম।

জ্যেষ্ঠস্থান (ক্লী) জ্যেষ্ঠং স্থানং কর্ম্মধা। কাশীস্থিত তীর্থভেদ। ইহার বিবরণ কাশীখণ্ডে এরূপ লিখিত আছে। কাশীধামে জ্যৈষ্ঠমাসে সোমবার শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিযুক্ত অনুরাধানক্ষত্রে মহাদেব জৈগীষব্যের গুহায় প্রবেশ করেন। এই কারণে সেই স্থান জ্যেষ্ঠস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং ঐ পর্ব্বদিনে সকল লোকেরই ঐ স্থানে যাত্রা করা উচিত। এই স্থানে ঐ দিন সকল তীর্থ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ (প্রধান) হয় এবং ঐ স্থানে জ্যেষ্ঠেশ্বর নামে শিব আপনিই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই জ্যেষ্ঠেশ্বর শিব দেখিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপ সকল বিনষ্ট হয়। যদি মনুষ্যগণ জ্যেষ্ঠবাপীতে স্নান করিয়া জ্যেষ্ঠেশ্বর শিব দর্শন করে, তবে তাহার পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই জ্যেষ্ঠেশ্বর শিবের নিকটে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী জ্যেষ্ঠা গৌরী আপনিই আবির্ভূতা হন। জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে জ্যেষ্ঠা গৌরীর সমীপে মহোৎসব করিবে এবং নানাপ্রকার সম্পদলাভের জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে। অতি দুর্ভাগ্যবতী নারীও যদি জ্যেষ্ঠবাপীতে স্নান করিয়া ভক্তিভাবে এই স্থানে জ্যেষ্ঠা গৌরীকে প্রণাম করে, তাহা হইলে তাহার সকলপ্রকার দুর্ভাগ্য দূর হয়। যদি কেহ প্রথমে কাশীতে যান, তবে তাহার সকলের প্রথমে জ্যেষ্ঠেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। [কাশী দেখ।]

জ্যেষ্ঠা (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠ-টাপ্। অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টী নক্ষত্রের মধ্যে অষ্টাদশ নক্ষত্র। ইহার আকৃতি বলয়সদৃশ এবং শূকরদন্তাকৃতি তিনটী নক্ষত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার দেবতা চন্দ্র এবং গুণ মিশ্র। (দীপিকা)

"সৎকীর্ত্তিপুত্রৈর্বিবিধৈঃ সমেতো
বিত্তান্বিতোহত্যন্তলসৎপ্রতাপঃ।
শ্রেষ্ঠপ্রতিষ্ঠো বিকলস্বভাবো
জ্যেষ্ঠা ভবেৎ যস্য চ জন্মকালে॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

এই নক্ষত্রে মানব জন্মগ্রহণ করিলে যশস্বী, বহুপুত্রসম্পন্ন, ধনবান্, অতি প্রতাপশালী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিকলস্বভাব হয়।

২ গৃহগোধিকা (মেদিনী)। ৩ মধ্যমাঙ্গুলী। (হেমচন্দ্র) ৪ গঙ্গা (রাজনি°) ৫ ধীরাদিনায়িকাভেদ।

"পরিণীতত্বে সতি ভর্ত্তুরধিকস্নেহা।" (রসমঞ্জরী)

যে নারী স্বামীর অধিক প্রিয়া হয়, সেই নারী জ্যেষ্ঠা।

৬ অলক্ষ্মী। ইহার উৎপত্তিবিবরণ পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—সাগরমন্থন সময়ে লক্ষ্মীর পূর্ব্বে ইনি উত্থিত হন, এই জন্য ইহার নাম জ্যেষ্ঠা। দেবগণ ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলে জ্যেষ্ঠাদেবী রক্তমালা ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আবির্ভূতা হন। ইনি ক্ষীরসমুদ্র হইতে আবির্ভূতা হইয়াই দেবগণকে বলিলেন, আমি কোথায় অবস্থান করিব, আমার কি কি কার্য্যই বা করিতে হইবে এবং আমার অবস্থানে কি মঙ্গলই বা সাধিত হইবে, ইহা আমার প্রতি আদেশ করিয়া বাধিত করুন। তখন সকল দেবগণ যুগপৎ বলিলেন, হে শুভাননে! যাহাদের গৃহ সর্ব্বদা বিবাদে পরিপূর্ণ এবং যাহাদের গৃহকপাল, অস্থি, ভস্ম ও কেশাদিচিহ্নিত ও যাহারা নিত্য পরুষভাষী ও মিথ্যাবাদী, যাহারা সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় ও যাহারা সর্ব্বদা অশুচি থাকে, তুমি তাহাদের গৃহে অবস্থান করিবে এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে দুঃখ, ক্লেশ, রোগ, শোক প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং যে দুর্মতি পাদশৌচ (পাদধৌত) না করিয়া মুখপ্রক্ষালন করে ও যাহারা তৃণ, অঙ্গার ও বালুকা প্রভৃতি দ্বারা দন্তধাবন করে এবং যাহারা রাত্রিতে তিলপিষ্টক, কালিঙ্গ, শিগ্রু, গৃঞ্জন, ছত্রাক, বিড়্বরাহ, বিল্ব, কোশাতকী ফল, অলাবু ও শ্রীফল ভক্ষণ করে, তুমি তাহাদিগের গৃহে বাস কর এবং নিরন্তর তাহাদিগকে ক্লেশাদি প্রদান করিবে। এইরূপে তুমি কলির বল্লভা হইয়া সুখে বিচরণ কর। এই কথা বলিয়া দেবগণ তাহাকে বিদায় দিয়া পুনরায় সমুদ্রমন্থন করিতে আরম্ভ করেন। (পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড)

সমুদ্রমন্থনের সময়ে লক্ষ্মীর পূর্ব্বে ইহার উৎপত্তি হয়, কিন্তু দেবাসুরের মধ্যে ইহাকে কেহই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, পরে দুঃসহ নামে জনৈক মহাতপা ব্রাহ্মণ ইহাকে পত্নীত্বে স্বীকার করেন, ইনিও তাহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। (লিঙ্গপুরাণ)

দীপান্বিতালক্ষ্মীপূজার দিন ইহার পূজা করিতে হয়। [অলক্ষ্মী দেখ।]

জ্যেষ্ঠামূলীয় (পুং) জ্যেষ্ঠাং মূলাং বা নক্ষত্রমর্হতি পৌর্ণমাস্যাং ইতি ছ। জ্যৈষ্ঠমাস। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

"জ্যেষ্ঠামূলীয়মিচ্ছন্তি মাসমাষাঢ়পূর্ব্বজম্" (শব্দার্থচিন্তামণি)

জ্যেষ্ঠাঙ্ক, একজন যুগপ্রধান বলিয়া গণ্য।

জ্যেষ্ঠাম্বু (ক্লী) জ্যেষ্ঠং সর্ব্বরোগনাশিত্বাৎ শ্রেষ্ঠং অম্বু কর্ম্মধা তণ্ডুলধোওয়া জল, চলিত কথায় চেলুনিজল।

"কুট্টিতং তণ্ডুলপলং জলেঽষ্টগুণিতে ক্ষিপেৎ।
ভাবয়িত্বা জলং গ্রাহ্যং দেয়ং সর্ব্বসু কর্ম্মসু॥
শালিতণ্ডুলপানীয়ং জ্ঞেয়ং জ্যেষ্ঠাম্বুসংজ্ঞিতম্।" (বৈদ্যক)

ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইরূপ—পলপরিমিত তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া অষ্টগুণ অধিক জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে কিঞ্চিৎ ভাবিত করিয়া গ্রহণ করিবে, এই জল সকল কর্ম্মে গ্রহণীয় ও বিশেষ উপকারী।

জ্যেষ্ঠাশ্রম (পুং) জ্যেষ্ঠ আশ্রমোযস্য বহুব্রী। গার্হস্থ্যাশ্রমী, দ্বিতীয়াশ্রমী, গৃহী। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, এই জন্য এই আশ্রমাবলম্বীরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জ্যেষ্ঠাশ্রমিন্ (পুং) আশ্রমোঽস্ত্যস্য আশ্রম-ইনি, জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ আশ্রমী কর্ম্মধা। দ্বিতীয়াশ্রমী, গৃহী।

"যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমোগৃহী॥" (মনু ৩।৭৮)

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটী আশ্রমই গার্হস্থ্যমূলক। যেমন বায়ুকে অবলম্বন করিয়া সকল জন্তু প্রাণ ধারণ করে, সেই প্রকার এই গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া অন্য সকল আশ্রমীই হইতে পারা যায়।

জ্যেষ্ঠী (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠ গৌরা° ঙীষ্। পল্লীগৃহগোধা, চলিত কথায় জ্যেঠী, টিক্‌টিকী। পর্য্যায়—মুষলী, মুসলী, কুড্যমৎস্যা, গৃহগোধিকা, মূলী, টুক্‌টুকী, শকুনজ্ঞা, গৃহাপিকা। (শব্দরত্নাবলী)

অঙ্গবিশেষে ইহার পতনফল জ্যোতিষে এই প্রকার লিখিত আছে—জ্যেষ্ঠী যদি মনুষ্যদিগের দক্ষিণাঙ্গে পতিত হয়, তাহা হইলে স্বজন ও ধনবিয়োগ এবং বামভাগে পতিত হইলে লাভ হয়। বক্ষঃস্থলে, মস্তকে, পৃষ্ঠে ও কণ্ঠদেশে পড়িলে রাজ্যলাভ এবং হস্ত পদ বা হৃদয়ে পড়িলে সকল সুখলাভ হয় *।

গমনসময়ে ইহার শব্দফল তিথিতত্ত্বে এই প্রকার লিখিত আছে, গমনকালে ঊর্দ্ধে শব্দ করিলে বিত্তলাভ, পূর্ব্বদিকে কার্য্যসিদ্ধি, অগ্নিকোণে ভয়, দক্ষিণে অগ্নিভয়, নৈঋতকোণে শ্রেষ্ঠবস্ত্র ও গন্ধসলিল, উত্তরে দিব্যাঙ্গনা এবং ঈশানকোণে মরণ হয়। †

* "নিপততি যদি পল্লী দক্ষিণাঙ্গে নরাণাং
স্বজনধনবিয়োগো লাভদা বামভাগে।
উরসি শিরসি পৃষ্ঠে কণ্ঠদেশেচ রাজ্যং
করচরণহৃদিস্থা সর্ব্বসৌখ্যং দদাতি॥" (জ্যোতিষ্)

† "বিত্তং ব্রহ্মণি কার্য্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হুতাসে ভয়ং
যাম্যামগ্নিভয়ং সুরদ্বিষি কলির্লাভঃ সমুদ্রালয়ে।
বায়ব্যাং বরবস্ত্রগন্ধসলিলং দিব্যাঙ্গনা চোত্তরে
ঐশান্যাং মরণং ধ্রুবং নিগদিতং দিগ্‌লক্ষণং খঞ্জনে॥"
"জ্যেষ্ঠীরুতে কুতেঽপ্যেবমূচুঃ কেচিচ্চ কোবিদাঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

জ্যৈষ্ঠ (পুং) জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণিমাসী জ্যেষ্ঠ-অণ্ ঙীষ্ চ, সা অস্মিন্ মাসে ইতি পুনরণ্। মাসবিশেষ, যে মাসে পৌর্ণমাসী-দিন জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হয়। এই মাসে সূর্য্য বৃষরাশিতে উদিত হইলে তাহাকে সৌরজ্যৈষ্ঠ বলে। সূর্য্য বৃষরাশিস্থ হইলে শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্রজ্যৈষ্ঠ। পর্য্যায়—শুক্র, (অমর) জ্যেষ্ঠ। (শব্দরত্নাবলী)

"বিদেশবৃত্তিঃ পুরুষঃ সুতীব্রঃ ক্ষমান্বিতঃ স্যাৎ খলু দীর্ঘসূত্রঃ।
বিচিত্রবুদ্ধির্বিদুষাং বরিষ্ঠো জ্যেষ্ঠাভিধানে জননং হি যস্য॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

এই মাসে মানব জন্মিলে সর্ব্বদা বিদেশবাসী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, ক্ষমাযুক্ত, দীর্ঘসূত্রী ও শ্রেষ্ঠ হয়।

"জ্যৈষ্ঠে মাসি ক্ষিতিসুতদিনে জাহ্নবী মর্ত্ত্যলোকে।"
(তিথিতত্ত্ব)

জ্যৈষ্ঠমাসে মঙ্গলবারে জাহ্নবী মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন।

জ্যৈষ্ঠসামন্ (পুং) জ্যেষ্ঠং সাম অধীতে যঃ স ইত্যণ্ ১ সামভেদ। ২ সামধ্যেতা।

জ্যৈষ্ঠিনেয় (পুং, স্ত্রী) জ্যেষ্ঠায়াঃ স্ত্রিয়াঃ অপত্যং ঠক্, ইনঙ্ চ। জ্যেষ্ঠা বা প্রধানা স্ত্রীর অপত্য।

"জ্যেষ্ঠো জ্যৈষ্ঠিনেয়ঃ স্তবীত" (তাণ্ডব ব্রা° ২১।১২)

জ্যৈষ্ঠী (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসীত্যণ্ ঙীষ্ চ। ১ জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা। (শব্দরত্নাবলী)

এই দিন মন্বন্তরা হয়। এই মন্বন্তরাতে দানাদি করিলে তাহার অক্ষয় ফল হয়। [মন্বন্তরা দেখ।] জ্যেষ্ঠৈব স্বার্থে অণ্ ঙীষ্। ২ জ্যৈষ্ঠী। (টিক্‌টিকী)

জ্যৈষ্ঠ্য (ক্লী) জ্যেষ্ঠস্য ভাবঃ জ্যেষ্ঠ-ষ্যঞ্। শ্রেষ্ঠত্ব, বয়োজ্যেষ্ঠত্ব।

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥ (মনু ২।১৫৫)

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি অধিক জ্ঞানী, তিনিই জ্যেষ্ঠ, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বীর্য্যানুসারে, বৈশ্যদিগের মধ্যে ধন-ধান্যানুসারে ও শূদ্রদিগের মধ্যে জন্মানুসারে জ্যেষ্ঠত্ব হয়।

জ্যোক্ (অব্যয়) জ্যো-উকুন্। ১ কালভূয়স্ত্ব, দীর্ঘকাল। ২ প্রশ্ন। ৩ শীঘ্রার্থ। ৪ সংপ্রত্যর্থ। (শব্দার্থচি°) ৫ উজ্জ্বলত্ব।

"মম জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে" (ঋক্ ১।২৩।২১) 'জ্যোক্ চিরং' (সায়ণ) "সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোক্ জীবতি" (ছান্দো° উ°) 'জ্যোক্ উজ্জ্বলং' (ভাষ্য)।

জ্যোতিরগ্র (ত্রি) জ্যোতিঃ অগ্রে যস্য বহুব্রী। আদিত্য প্রমুখ।

"প্রজা আর্য্যা জ্যোতিরগ্রাঃ" (ঋক্ ৭।৩৩।৭) 'জ্যোতিরগ্রা আদিত্যপ্রমুখাঃ' (সায়ণ)

জ্যোতিরনীক (ত্রি) জ্যোতিঃ অনীকে যস্য বহুব্রী। জ্যোতির্মুখ, অগ্নি।

"জ্যোতিরনীকোঽস্তু" (ঋক্ ৭।৩৫।৪)
'জ্যোতিরনীকো জ্যোতির্মুখোঽগ্নিঃ' (সায়ণ)

জ্যোতিরাত্মন্ (পুং) জ্যোতিরাত্মা যস্য বহুব্রী। সূর্য্যাদি।

"যথাহয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্" (শ্রুতি)

জ্যোতিরিঙ্গ (পুং) জ্যোতিষা ইঙ্গতি ইনি-গতৌ-অচ্। খদ্যোত।

জ্যোতিরিঙ্গণ (পুং) জ্যোতিরিব ইঙ্গতি ইগ-ল্যু। কীট-বিশেষ। জ্যোতীরূপে যে কীট আকাশে গমন করে। চলিত কথায় জোনাকীপোকা। পর্য্যায়—খদ্যোত, ধ্বান্তোন্মেষ, তমোমণি, দৃষ্টিবন্ধু, তমোজ্যোতিঃ, জ্যোতিরিঙ্গ, নিমেষক, জ্যোতির্বীজ, নিমেষরুক্।

জ্যোতিরীশ (পুং) জ্যোতিষাং ঈশঃ ৬তৎ। সূর্য্য। পরমেশ্বর।

জ্যোতির্গণেশ্বর (পুং) জ্যোতির্গণানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। পরমেশ্বর। সকল প্রকার জ্যোতির্মধ্যে তিনিই একমাত্র প্রধান। তাহার জ্যোতিঃ দ্বারা এই জগৎ আলোকিত হইতেছে।

"স্বক্ষঃ সাঙ্গঃ শতানন্দো নন্দির্জ্যোতির্গণেশ্বরঃ।" (বিষ্ণুসং)

জ্যোতিরীশ্বর, ইঁহার অন্য নাম কবিশেখর। ইনি ধীরেশ্বরের পুত্র এবং রামেশ্বরের পৌত্র। পঞ্চশায়ক ও ধূর্ত্তসমাগম নামক প্রহসনদ্বয় প্রণেতা। শেষোক্ত গ্রন্থ কর্ণাটরাজ নরসিংহের আদেশে রচনা করেন।

জ্যোতির্গ্রন্থ (পুং) জ্যোতিষাং গ্রহনক্ষত্রাদীনাং গ্রন্থঃ ৬তৎ। জ্যোতিঃশাস্ত্র।

জ্যোতির্জ্ঞ (ত্রি) জ্যোতিঃ জানাতি যঃ সঃ, জ্যোতিঃ-জ্ঞা-ক। জ্যোতির্ব্বিদ্।

জ্যোতির্ময় (ত্রি) জ্যোতিরাত্মকঃ প্রাচুর্য্যে বা ময়ট্। ১ জ্যোতিরাত্মক, জ্যোতিঃস্বরূপ। ২ জ্যোতিঃপূর্ণ।

"ঋষীন্ জ্যোতির্ম্ময়ান্ সপ্ত সস্মার স্মরশাসনঃ।"
(কুমারসম্ভব ৬ স)

জ্যোতির্মল্ল, নেপালের একজন রাজা। ইনি জয়স্থিতিমল্লের পুত্র।

জ্যোতির্লিঙ্গ (ক্লী) জ্যোতির্ম্ময়ং লিঙ্গং। ১ মহাদেব।

প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টিব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে পুরুষ নারায়ণ ও প্রকৃতি নারায়ণী নামে অভিহিত হইল। সেই নারায়ণরূপী পুরুষের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে পর কিংকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া পদ্মের নালমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে নারায়ণরূপী পুরুষ উত্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি জগতের সৃষ্টির জন্য আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। ইহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুমি কে, তোমারও একজন কর্ত্তা

আছে। এইরূপ বলিতে বলিতে উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন উভয়ের বিবাদ নিবারণ করিবার জন্য কালাগ্নিসদৃশ জ্যোতির্লিঙ্গের উৎপত্তি হয়। এই মূর্ত্তি সহস্র সহস্র অগ্নি-জ্বালায় ব্যাপ্ত। ইহার ক্ষয়, বৃদ্ধি, আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, ইনি অনৌপম্য ও অব্যক্ত *। এই লিঙ্গ নানাস্থানে উৎপন্ন হইয়া বিবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। (শিবপু॰)

বৈদ্যনাথমাহাত্ম্যে জ্যোতির্লিঙ্গ সকলের নাম আছে, নিম্নে উহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

১, সোরাষ্ট্রে সোমনাথ।
২, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন।
৩, উজ্জয়িণীতে মহাকাল।
৪, নর্ম্মদাতীরে (অমরেশ্বরে) ওঙ্কার।
৫, হিমালয়ে কেদার।
৬, ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর।
৭, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর।
৮, গৌমতীতীরে ত্র্যম্বক।
৯, চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ।
১০, দ্বারকায় নাগেশ।
১১, সেতুবন্ধে রামেশ।
১২, শিবালয়ে ঘুষ্ণেশ্বর।

শেষোক্ত লিঙ্গ সম্ভবতঃ ইলোরার শিবলিঙ্গ হইবে।

জ্যোতির্ব্বিদ্ (পুং) জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং গত্যাদিকং বেত্তি বিদ্-কিপ্। জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ।

"দৃষ্ট্বা জ্যোতির্বিদো বৈদ্যান্ দদ্যাদ্গাং কাঞ্চনং মহীং।" (যাজ্ঞ॰ ১।৩৩৩)

জ্যোতির্বিদ্‌বৈদ্যকে দেখিয়া গোহিরণ্য প্রভৃতি দান করিবে।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা (স্ত্রী) জ্যোতিষাং সূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদীনাং গত্যাদি-জ্ঞানসাধনং বিদ্যা ৬তৎ। গ্রহ, নক্ষত্র ও ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি সমস্ত ঘটনানিরূপক শাস্ত্র এবং গ্রহনক্ষত্রাদির গতি, স্থিতি ও সঞ্চারানুসারে শুভাশুভনিরূপণবিষয়ক শাস্ত্র।

জ্যোতির্বীজ (ক্লী) জ্যোতির্বীজমিবাস্য জ্যোতিষো বীজমিব বা। খদ্যোত, চলিত কথায় জোনাকী। (ত্রিকা॰)

জ্যোতির্লোক (পুং) জ্যোতিষাং লোকঃ ৬তৎ। ১ কালচক্র-প্রবর্ত্তক ধ্রুবলোক। ২ সেই লোকাধিপতি পরমেশ্বর। জ্যোতির্লোকের স্থিতি প্রভৃতির বিষয় ভাগবতে এই প্রকার বর্ণিত আছে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ত্রয়োদশ লক্ষ যোজনান্তরে যে স্থান, তাহাকেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ বা জ্যোতির্লোক বলা যায়। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব কল্পান্তজীবিদিগের উপজীব্য হইয়া আজিও এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ ও ধর্ম্ম তাহার সহিত এককালেই নিযুক্ত হইয়া সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে দক্ষিণে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছেন। নিমেষশূন্য অস্ফুটবেগে ভগবান্ কাল যে সকল গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্গণকে ভ্রমণ করাইতেছেন, ধ্রুব পরমেশ্বর কর্ত্তৃক তাহাদিগের স্তম্ভস্বরূপে নিয়োজিত হইয়া নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন বলীবর্দ্দ প্রভৃতি পশুগণ ঘানীতে বদ্ধ হইয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে, সেইরূপ জ্যোতির্গণ স্থানানুসারে ধ্রুবের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করে। এইরূপে নক্ষত্র, গ্রহ ও কালচক্রের অন্তর ও বহির্ভাগে সংলগ্ন হইয়া ধ্রুবকেই অবলম্বনপূর্ব্বক বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে। জ্যোতির্গণের গতি কার্য্যবিনির্ম্মিত, যেমন কর্ম্মসহায় মেঘ ও শ্যেনাদি পক্ষী বায়ুবশে নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করে, (পতিত হয় না,) সেইরূপ জ্যোতির্গণও এই লোকে পরমপুরুষের অনুগ্রহে আকাশমণ্ডলে বিচরণ করে, ভূমিতে ভ্রষ্ট হয় না। ভগবান্ বাসুদেব যোগধারণা দ্বারা এই লোকে যে সমস্ত জ্যোতির্গণকে ধারণ করিয়াছেন, কেহ কেহ ইহাদিগকে একটী শিশুমারের আকারে কল্পনা করিয়া বর্ণন করেন; ঐ শিশুমার কুণ্ডলীভূত এবং অধঃশিরা হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। উহার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, লাঙ্গূলে প্রজাপতি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম; লাঙ্গূলের মূলে ধাতা ও বিধাতা এবং কটীদেশে সপ্তর্ষি বিরচিত হইয়াছেন। শিশুমারের শরীর দক্ষিণাবর্ত্তে কুণ্ডলীভূত হইয়া আছে। ঐ শরীরের দক্ষিণপার্শ্বে অভিজিৎ প্রভৃতি পুনর্ব্বসু পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র এবং বামপার্শ্বে পুষ্যা প্রভৃতি উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তাহাতেই কুণ্ডলাকারে বিস্তারিত শিশুমারের উভয় পার্শ্বের অবয়বসংখ্যা সমান হইয়াছে। তাহার পৃষ্ঠদেশে অজবীথী এবং উদরে আকাশগঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে।

পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা যথাক্রমে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম নিতম্বে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণ ও বামপাদে, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ ও বামনেত্রে এবং ধনিষ্ঠা ও মূলা দক্ষিণ ও বামকর্ণে যথাক্রমে সন্নিবিষ্ট আছে। মঘা প্রভৃতি অনুরাধা পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ণ সম্বন্ধীয় অষ্টনক্ষত্র উহার বামপার্শ্বের এবং মৃগশিরা

* "বিবাদশমনার্থঞ্চ প্রবোধার্থং দ্বয়োরপি।
জ্যোতির্লিঙ্গং তদোৎপন্নমাবয়োর্মধ্যমদ্ভুতম্।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং কালানলচয়োপমম্।
ক্ষয়বৃদ্ধিবিনির্মুক্তমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্।
অনৌপম্যমনির্দ্দিষ্টমব্যক্তং বিশ্বসম্ভবম্।" (শিবপু॰ জ্ঞানস॰)

প্রভৃতি পূর্ব্বভাদ্রপদ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ সম্বন্ধীয় অষ্টনক্ষত্র উহার দক্ষিণ পার্শ্বের অস্থিতে সংযুক্ত আছে। শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা যথাক্রমে দক্ষিণ ও বামস্কন্ধে স্থাপিত হইয়াছে, আর উহার উত্তর হনুতে অগস্ত্য, অধর হনুতে যম, মুখে মঙ্গল, উপস্থে শনি, পৃষ্ঠদেশে বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থলে আদিত্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিস্থলে শুক্র, স্তনদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্ব্বাঙ্গে কেতু এবং রোমসমূহে তারাগণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাই আবার ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বদেবময়রূপ; প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই জ্যোতির্লোক দর্শনপূর্ব্বক্ সংযতচিত্ত হইয়া উপাসনা করিবে,

"নমো জ্যোতির্লোকায় কালায়নায় অনিমিষাং পতয়ে মহাপুরুষায় অবিধীমহীতি"

হে জ্যোতির্গণের আশ্রয়ীভূত জ্যোতির্লোক! তুমিই কালচক্ররূপী, তুমিই মহাপুরুষ, তোমাকে নমস্কার।

(ভাগ° ৫।২৩ অঃ)

জ্যোতির্হস্তা (স্ত্রী) জ্যোতীরূপং হস্তং শরীরং যস্যাঃ বহুব্রী। দুর্গাদেবী।

"হস্তং শরীরমিত্যাহুর্হস্তঞ্চ গমনং তথা।
জ্যোতিশ্চ গ্রহনক্ষত্রং জ্যোতির্হস্তা ততঃ স্মৃতা॥"

(দেবীপুরাণ ৪৫ অ°)

হস্ত, গমন, জ্যোতিঃ, গ্রহ ও নক্ষত্র যাহার শরীর বলিয়া কথিত হয়, তিনিই জ্যোতির্হস্তা।

জ্যোতিশ্চক্র (ক্লী) জ্যোতির্ম্ময়ং চক্রং জ্যোতির্ভিঃ নক্ষত্রৈর্ঘটিতং চক্রং বা। অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রঘটিত মেষাদি দ্বাদশরাশিসংবলিত নভোমণ্ডলস্থিত মণ্ডল।

বিষ্ণুপুরাণে জ্যোতিশ্চক্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,— ভূমি হইতে লক্ষযোজন উর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল, তাহার ১ লক্ষ যোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল, তাহার ১ লক্ষযোজন উপর নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডলের ২ লক্ষযোজন উপর শুক্র, শুক্রের ২ লক্ষ যোজন উপর মঙ্গল, মঙ্গলের ২ লক্ষযোজন উপর বৃহস্পতি, বৃহস্পতির ২ লক্ষযোজন উপর শনি এবং শনি হইতে এক লক্ষ যোজন উপর সপ্তর্ষিমণ্ডল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহগণ অবস্থান করিতেছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে এক লক্ষ যোজন উপর সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের নাভিস্বরূপ ধ্রুবমণ্ডল অবস্থান করিতেছে। এখান হইতেই সূর্য্যের গমনাদি হইয়া থাকে এবং সেই জন্য দিবা রাত্রি ও তাহার হ্রাস বৃদ্ধি এবং সূর্য্যের উদয় অস্ত হয়। সূর্য্য যখন যে স্থানে থাকিলে মধ্যাহ্ন হয়, তখন তাহার বিপরীতদিকে সমসূত্রপাত স্থানে অর্দ্ধরাত্রি হইবে এবং যেখানে থাকিলে মধ্যাহ্ন হয়, তাহার দুইপার্শ্বস্থ স্থানে উদয় ও অস্ত হইবে, এই উদয় ও অস্ত সূর্য্যের সমসূত্রপাত স্থানে হইয়া থাকে। যাহারা নিশাবসানে প্রথমতঃ সূর্য্য দেখিতে পায়, তাহাই তাহাদের উদয় এবং যেখানে সূর্য্য অদৃশ্য হয়েন, তাহাই অস্ত বলিয়া গণ্য। কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয় না, সূর্য্যের দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে অভিহিত।

সূর্য্য মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাদি কাহারও পুরে থাকিয়া সেই পুর ও তাহার সম্মুখবর্ত্তী দুই পুর, পার্শ্বস্থ দুই কোণ কিরণ দ্বারা স্পর্শ করেন এবং অগ্ন্যাদি কোনও কোণে থাকিয়া সেই কোণ ও তাহার সম্মুখস্থ দুই কোণ এবং তাহার মধ্যবর্ত্তী দুই পুর কিরণ দ্বারা স্পর্শ করেন। রবি উদিত হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান এবং তাহার পর ক্ষীয়মান কিরণ বিস্তার করেন। উদয় ও অস্ত দ্বারাই পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক্ স্থির করিতে হয় অর্থাৎ নিশাবসানে যে দিকে সূর্য্য দেখা যায়, তাহাই পূর্ব্ব এবং যে দিকে সূর্য্য অদৃশ্য হয়, তাহাই পশ্চিম। সূর্য্য অস্তগত হইলে রাত্রিকালে তাহার প্রভা অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয় এবং দিবসে অগ্নির চতুর্থাংশ সূর্য্যে প্রবেশ করে, এই জন্য সূর্য্য হইতে অতিশয় প্রখর কিরণ বহির্গত হয়। সূর্য্য সুমেরুর দক্ষিণে গমন করিলে দিবসে এবং উত্তরে গমন করিলে রাত্রিতে জলে প্রবেশ করে। এই জন্য জল দিবসে ঈষৎ তাম্রবর্ণ এবং রাত্রিতে শুক্লবর্ণ দেখা যায়। সূর্য্য যখন পুষ্করদ্বীপে পৃথিবীর ত্রিংশত্তমভাগে গমন করেন, তখন তাহার মৌহূর্ত্তিকী গতি আরম্ভ হয়। এইরূপে কুলালচক্রের প্রান্তস্থিত জন্তুর ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবীর ত্রিংশৎভাগ পরিত্যাগ করিলে দিবা ও রাত্রি হয় অর্থাৎ এক এক মুহূর্ত্তে এক এক অংশ করিয়া ত্রিংশৎভাগ অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র হইবে। কর্কট হইতে ধনুঃ পর্য্যন্ত রাশিতে সূর্য্যের স্থিতিকাল দক্ষিণায়ন, দক্ষিণায়ন হইতে মিথুনরাশি পর্য্যন্ত সূর্য্যের স্থিতিকাল উত্তরায়ণ। সূর্য্য এই উত্তরায়ণের প্রথমে মকর রাশিতে, পরে কুম্ভ ও মীন রাশিতে গমন করেন। এই তিন রাশি ভোগপূর্ব্বক অহোরাত্র সমান করিয়া বিষুবগতি অবলম্বন করেন। সেই সময় ক্রমশঃ রাত্রি ক্ষয় ও দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার পর মিথুনরাশি ভোগ করিয়া উত্তরায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হন। পরে কর্কট রাশিতে গমন করিলে দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইল। কুলালচক্রের প্রান্তবর্ত্তী জন্তু যেরূপ দ্রুত গমন করে, সেইরূপ সূর্য্য দক্ষিণায়ণে দ্রুত গমন করেন। বায়ুবেগবলে অতি দ্রুত গমন করায় অল্পকালেই একস্থান হইতে অন্য প্রকৃষ্টস্থানে উপস্থিত হন। দক্ষিণায়ণে সূর্য্য দিবসে শীঘ্রগামী হইয়া দিনে

দ্বাদশ মুহূর্ত্তে জ্যোতিশ্চক্রের পূর্ব্বার্দ্ধ এবং রাত্রিকালে মৃদুগামী হইয়া অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে অপরার্দ্ধ অতিক্রম করেন। সুতরাং দক্ষিণায়নে দিবস ছোট এবং রাত্রি বড় হয়।

কুলালচক্রের মধ্যস্থ জন্তু যেরূপ মন্দ মন্দ গমন করে, সেইরূপ সূর্য্য উত্তরায়ণে দিবসে মন্দগামী এবং রাত্রিতে দ্রুতগামী হন; সুতরাং দীর্ঘকালে অল্পমাত্র স্থান এবং অল্পকালে অনেক স্থান গমন করায় দিবস বড় এবং রাত্রি ছোট হইয়া পড়ে। উত্তরায়ণের শেষভাগে জ্যোতিশ্চক্রের অর্দ্ধবৃত্ত গমন করিতে মন্দগামী সূর্য্যের যে অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত গত হয়, তাহাতে দিবস দীর্ঘ হয়। সূর্য্য দিবসে যেরূপ অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ সার্দ্ধত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন, সেইরূপ রাত্রিতেও অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ সার্দ্ধত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন। কিন্তু এই গমন উত্তরায়ণে রাত্রিতে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে এবং দিবসে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে হইয়া থাকে। দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে এবং রাত্রিতে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে গমন করেন। ধ্রুবমণ্ডল কুলালচক্রস্থ মৃৎপিণ্ডের ন্যায় এক স্থানে থাকিয়াই পরিভ্রমণ করে। এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণদিকে মণ্ডলসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে সময়ানুসারে সূর্য্যের দিবা ও রাত্রিতে শীঘ্র ও মন্দগতি হয়। কিন্তু দিবা ও রাত্রিতে তুল্য পরিমাণ পথ পরিভ্রমণ করিয়া এক অহোরাত্রে সমস্ত রাশি ভোগ করেন। রাত্রিকালে ছয় রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি ভোগ করেন। সুতরাং দ্বাদশ রাশিময় পথের অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া দিবসে গন্তব্য ও রাত্রিতে গন্তব্য পথ তুল্য হইল। দিবসের ও রাত্রির যে হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, তাহা রাশিসমূহের প্রমাণানুসারেই হইয়া থাকে। যেহেতু রাশির ভোগেই দিবারাত্রির হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়।

উত্তরায়ণে রাত্রিকালে সূর্য্যের শীঘ্র গতি এবং দিবসে মন্দ গতি হয়। দক্ষিণায়নে তাহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে শীঘ্র গতি এবং রাত্রিকালে মন্দ গতি হয়, কারণ উত্তরায়ণে রাত্রিভোগ্য রাশির পরিমাণ অল্প এবং দিনভোগ্য রাশির পরিমাণ অধিক, দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত।

ভাগবতকার বলেন, স্বর্গমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী আকাশে সূর্য্য অবস্থান করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে কিরণ বিস্তার করিতেছেন। সূর্য্য আপনার উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও বিষুবসংজ্ঞক মন্দ, শীঘ্র ও সমান গতি দ্বারা যথাকালে আরোহণ, অবরোহণ ও সমান স্থানে আরোহণাদি প্রাপ্ত হইয়া মকরাদি রাশিতে অহোরাত্রকে ছোট, বড় ও সমান করেন; অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি দ্রুত গতিতে ছোট, মন্দ গতিতে বড় এবং সমান গতিতে সমান হয়। যখন সূর্য্য মেষ ও তুলা রাশিতে গমন করেন, তখন অহোরাত্র সকল অত্যন্ত বৈষম্যভাবে প্রায় সমান হয়। যখন বৃষাদি পাঁচ রাশিতে ভ্রমণ করেন, তখন দিবস বর্দ্ধিত এবং মাসে মাসে এক এক ঘণ্টা করিয়া রাত্রি ছোট হয়। আর যখন বৃশ্চিকাদি পাঁচ রাশিতে গমন করেন, তখন অহোরাত্র সকলের বিপর্য্যয় হয় অর্থাৎ দিবস ছোট এবং রাত্রি বড় হয়। বাস্তবিক যে পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন থাকে, সেই পর্য্যন্ত দিন দীর্ঘ এবং উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত রাত্রি দীর্ঘ হয়।

বিষ্ণুপুরাণের মতে শরৎ ও বসন্তকালে সূর্য্য তুলা বা মেষ রাশিতে গমন করিলে যথাক্রমে তুলাখ্য ও মেষাখ্য বিষুব হয়, তাহা সমরাত্রিন্দিব অর্থাৎ তৎকালে রাত্রি ও দিনের পরিমাণ (অয়নাংশ বিশেষে পূর্ব্বাপর ৫৪ দিনের মধ্যে এক এক দিন) সমান হয়। সূর্য্য মেষের ও তুলার প্রথম দিনে (প্রথম দিন শব্দের তাৎপর্য্য—অয়নাংশভেদে সেই সেই মাসে পূর্ব্ব ২৭ দিন ও উত্তর ২৭ দিন, এই ৫৪ দিনের যে কোন এক দিন) বিষুব নামক শৃঙ্গে অবস্থিত থাকে, সুতরাং অহোরাত্র সমান হয়। সেই সময়েই দিবা ও রাত্রি পঞ্চদশ মুহূর্ত্তাত্মক বলিয়া কথিত হয়। সূর্য্য যে সময়ে কৃত্তিকার প্রথম ভাগে অর্থাৎ মেষান্তে অবস্থিত, চন্দ্র তখন বিশাখার চতুর্থভাগে বৃশ্চিকারম্ভে নিশ্চয়ই থাকিবেন এবং সূর্য্য যখন বিশাখার তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তুলার মধ্যভাগ ভোগ করেন, তখন চন্দ্র কৃত্তিকার প্রথমপাদে অর্থাৎ মেষান্তভাগে অবস্থান করেন।

ভাগবতে লিখিত আছে—কেবল যে জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্যই পরিভ্রমণ করিতে করিতে অস্তমিত ও উদিত হন, এরূপ নহে। সূর্য্যের সহিত অন্যান্য গ্রহগণ এবং নক্ষত্রগণও এই জ্যোতিশ্চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং উদিত ও অস্তমিত হইতেছে। ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে যেরূপ জ্যোতিশ্চক্রের বিষয় লিখিত আছে, অপরাপর পুরাণেও প্রায় সেইরূপ জানিবে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—সূর্য্যই উদিত ও অস্তমিত হন। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ ভেদে দিন রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে অন্যান্য পুরাণের সহিত এই পুরাণের একরূপ মত দেখা যায়, তবে কোন কোন স্থানে অনৈক্যও আছে। সূর্য্য গগনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর ত্রিশ ভাগ ভ্রমণ করেন। এই মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অতিবাহিত স্থানের পরিমাণ এক লক্ষ একত্রিশ হাজার যোজন। ইহাকেই সূর্য্যের মৌহূর্ত্তিকী গতি বলে। এই প্রকার গতিতে সূর্য্য মাঘমাসে দক্ষিণ কাষ্ঠায় গমন করেন এবং মাঘমাসের শেষ দিনে কাষ্ঠার শেষ সীমায় উপস্থিত হন। এইরূপে ৯১৪৫০০০ যোজন পরিভ্রমণ করেন এবং অহোরাত্র ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণকাষ্ঠা

হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বিষুবস্থ * হন, পরে ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তরদিকে গমন করেন।

শ্রাবণমাসে সূর্য্যদেব উত্তরদিকে গমন করিয়া ষষ্ঠ শাকদ্বীপের উত্তরবর্ত্তী দিক্ সকল ভ্রমণ করেন। উত্তর দিঙ্মণ্ডলের পরিমাণ ১৮০০০০৫৮ যোজন। উত্তরভাগের নাম নাগবীথি এবং দক্ষিণভাগের নাম অজবীথি। অজ-বীথিতে মূলা, উত্তরাষাঢ়া ও পূর্ব্বাষাঢ়া এই তিনের এবং নাগ-বীথিতে অভিজিৎ, পূর্ব্বাষাঢ়া ও স্বাতির উদয় হয়।

কাষ্ঠাদ্বয়ের অন্তর ১০৩১৬৭ যোজন। কাষ্ঠাদ্বয় ও রেখা-দ্বয়ের দক্ষিণ ও উত্তর বিভাগে যে পরিমিত স্থান ব্যবধান আছে, তাহার সংখ্যা ৭১০০১০৭৫ যোজন। এই কাষ্ঠাদ্বয়ের বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে দুইটী রেখা আছে। তন্মধ্যে উত্ত-রায়ণসময়ে অভ্যন্তর এবং দক্ষিণায়নে বাহ্যভাগে ১৮০ মণ্ডল পরিভ্রমণ করেন। এই মণ্ডলের পরিমাণ ২১২২১ যোজন। ইহার নাম মণ্ডলের বিষ্কুম্ভ। যথাসময়ে ইহা আবার বক্র হইয়া থাকে। সূর্য্যদেব প্রত্যহই মণ্ডলক্রমানুসারে এই সমুদায় পরিভ্রমণ করেন। উভয় কাষ্ঠামধ্যে মণ্ডলভ্রমণকালে সূর্য্যের মন্দ ও দ্রুত গতি অনুসারে দিবা ও রাত্রি হইয়া থাকে। উত্ত-রায়ণসময়ে দিবাভাগে চন্দ্রের মন্দ গতি এবং রাত্রিকালে সূর্য্যের দ্রুত গতি হয়। দক্ষিণায়নে দিবাভাগে দ্রুত এবং রাত্রিকালে মন্দ গতি হয়। এইরূপ গতি অনুসারে দিবা ও রাত্রি বিভক্ত করিয়া সম ও বিষমভাবে বিচরণ করেন। ইহাতেই দিবা ও রাত্রির পরিমাণ কম ও বেশী হয়।

জ্যোতিঃশাস্ত্র (ক্লী) জ্যোতিষাং সূর্য্যাদিগ্রহাণাং বোধকং শাস্ত্রং। সূর্য্যাদিগ্রহ ও কাল প্রভৃতির বোধক বেদাঙ্গশাস্ত্রভেদ। যে শাস্ত্র দ্বারা সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের গতি, স্থিতি প্রভৃতি ও গণিত, জাতক, হোরাদির সম্যক্ জ্ঞান হয়, তাহাই জ্যোতিঃ-শাস্ত্র। [জ্যোতিষ দেখ।]

বেদ সকল যজ্ঞকর্ম্মাত্মক। যজ্ঞ করিতে হইলে কালজ্ঞান আবশ্যক, কাল জানিতে হইলে জ্যোতিষই প্রধান উপায়, এই জন্য জ্যোতিষ বেদাঙ্গ। জ্যোতিঃশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের চক্ষুঃস্বরূপ।

জ্যোতিষ (ক্লী) জ্যোতিঃ অস্তি অস্য জ্যোতিঃ-অচ্। যে শাস্ত্র-দ্বারা নভোমণ্ডলস্থ যাবতীয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলের বিষয় যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, জানিতে পারা যায়, উহাকে জ্যোতিষ বা জ্যোতিঃশাস্ত্র কহে।

জ্যোতিষ্কগণের আকাশের স্থানবিশেষে অবস্থান হেতু মনুষ্যগণের শুভাশুভনির্ণায়ক শাস্ত্রকেও জ্যোতিষ কহে। সামুদ্রিক, দৈবগণনা ইত্যাদিও জ্যোতিষের মধ্যে পরিগণিত। প্রথম ব্যতীত শেষোক্ত বিষয় ফলিতজ্যোতিষ বলিয়া বিখ্যাত ; উহার বিষয় ফলিতজ্যোতিষ, কোষ্ঠী, জাতক, সামুদ্রিক ইত্যাদি শব্দে দ্রষ্টব্য। এখন আমরা কেবলমাত্র প্রথম প্রকার জ্যোতিষের (Astronomy) বিষয় সামান্যরূপ লিখিতেছি।

অন্য সকল শাস্ত্র অপেক্ষা এইশাস্ত্র অতিশয় উচ্চ ও মহান্। ইহার সাহায্যে আমরা বিশ্বপতির অনন্তরাজ্যে অনন্ত কৌশল-ময়ী লীলার স্থলীভূত অসংখ্য সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ, উপ-গ্রহাদির সমাবেশ দর্শন করিয়া অনন্তশূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতে পারি। ঐ সকলের বিরাট্ আকৃতি, ভীষণ অননুভবনীয় গতি, অতুল গুরুত্ব, কল্পনাতীত দূরত্ব প্রভৃতির বিষয় পর্য্যা-লোচনা করিয়া লীলাময় জগৎপতির অদ্ভুত শক্তি ও মহিমার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত অনির্ব্বচনীয় ভাবরসে আপ্লুত হইয়া পড়ে ; অসীম নভোমণ্ডলে তারারাজিরূপে প্রতীয়মান অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সমাবেশ দেখিয়া দুর্ব্বল মানবচিত্ত ভয়, বিস্ময় ও প্রীতিরসে বিহ্বল হইয়া অণু অপেক্ষাও আপনার ক্ষুদ্রত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।

গ্রহগণের গতি, পৃথিবীর ন্যায় উহাদের সূর্য্যের চারিদিকে ভীষণ বেগে আবর্ত্তন, বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনির অষ্ট চন্দ্র, ইহার বলয়ত্রয়, চন্দ্রমণ্ডলের অদ্ভুত প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, মঙ্গল-গ্রহের প্রাকৃতিকতত্ত্ব, ধূমকেতু সকলের ভ্রমণপথ, উহা-দিগের ভীষণ আকার, বেগ ও জ্যোতির্ম্ময় পুচ্ছ, ছায়াপথ, নীহারিকা, স্থির নক্ষত্রদিগের দূরত্ব, জ্যোতিঃ, তাপ, ঔজ্জ্বল্য ও আকারাদির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে মন স্বভাবতঃ উন্নত হইয়া উঠে এবং আলোচনায় মনে অপার আনন্দের আবির্ভাব হয়।

জ্যোতিষ আলোচনায় উৎকৃষ্ট গণিতজ্ঞান আবশ্যক। গণিতশাস্ত্রই জ্যোতিষের প্রধান অবলম্বন।

রজনীযোগে অগণ্য জ্যোতির্ম্ময়ী তারকারাজিবিরাজিত গগনমণ্ডলরূপ পুস্তকে তারকাক্ষরে বিশ্বপতির অপার মহিমা পাঠ করা অতুল আনন্দের আকর।

জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সম্প্রতি য়ুরোপীয়-গণ যে সকল অদ্ভুতযন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পরমেশ্বর যেমন জগতে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ মানবকে ঐ সকল বুঝিবার ক্ষমতা ও উপায় করিয়া দিয়াছেন। ঐ সকল যন্ত্রসাহায্যে চন্দ্রমণ্ডল ও গ্রহাদি প্রভৃতি হস্তস্থিত আমলকের ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহির লিখিয়াছেন—

"জ্যোতিঃশাস্ত্রমনেকভেদবিষয়ং স্কন্ধত্রয়াধিষ্ঠিতং
তৎ কাৎস্ন্যোপনয়স্য নাম মুনিভিঃ সংকীর্ত্ত্যতে সংহিতা।

* বিষুবমণ্ডলের পরিমাণ ৬০১০০০৮১ যোজন।

স্কন্ধেঽস্মিন্ গণিতেন যা গ্রহগতিস্তন্ত্রাভিধানস্ত্বসৌ
হোরান্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়শ্চ কথিতঃ স্কন্ধস্তৃতীয়োঽপরম্॥"

(বৃহৎসং ১।৯)

নানা ভেদবিষয়ক জ্যোতিঃশাস্ত্র তিন স্কন্ধে বিভক্ত ;—সংহিতা, তন্ত্র ও হোরা। যাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তাহাকে সংহিতা স্কন্ধ, যে স্কন্ধে গণিত দ্বারা গ্রহগতি নিরূপিত হয়, তাহাকে তন্ত্র এবং যাহাতে অঙ্গনির্ণয় অর্থাৎ যাত্রাবিবাহাদি নিরূপিত হইয়াছে, সেই তৃতীয় স্কন্ধকে হোরা বলে।

ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণিগণিতাধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"ক্রট্যাদিপ্রলয়ান্তকালকলনামানপ্রভেদঃ ক্রমা-
চ্চারশ্চ দ্যুসদাং দ্বিধা চ গণিতং প্রশ্নাস্তথা সোত্তরাঃ।
ভূধিষ্ণ্যগ্রহসংস্থিতেশ্চ কথনং যন্ত্রাদি যত্রোচ্যতে
সিদ্ধান্তঃ স উদাহৃতোঽত্র গণিতস্কন্ধপ্রবন্ধে বুধৈঃ॥ ৯
জানন্ জাতকসংহিতাঃ সগণিতস্কন্ধৈকদেশা অপি
জ্যোতিঃশাস্ত্রবিচারসারচতুরপ্রশ্নেম্বকিঞ্চিৎকরঃ।
যঃ সিদ্ধান্তমনন্তযুক্তিবিততং নোবেত্তি ভিত্তৌ যথা
রাজা চিত্রময়োঽথবা সুঘটিতঃ কাষ্ঠস্য কণ্ঠীরবঃ॥ ১০
যোষিৎ প্রোষিতনূতনপ্রিয়তমা যদ্বন্ন ভাত্যুচ্চকৈঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রমিদং তথৈব বিবুধাঃ সিদ্ধান্তহীনং জগুঃ॥" ১১

আদি মুহূর্ত্ত হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ ও স্বর্গস্থ জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রাদিসমূহের সঞ্চারনিরূপণরূপ দুই প্রকার গণনা এবং যন্ত্রাদি, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহগণের সংস্থান যাহাতে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাকে সিদ্ধান্ত বলে। যে জ্যোতিঃশাস্ত্রের একদেশ জাতকসংহিতামাত্র জানে, কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের সার প্রশ্ন এবং অশেষযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানে না, সে ভিত্তিতে চিত্রময় রাজা ও কাষ্ঠনির্ম্মিত সিংহের ন্যায় কোন কার্য্যকারী হইতে পারে না। সিদ্ধান্তবিহীন জ্যোতিঃশাস্ত্র অভিনব প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হয় না।

আবার তিনি গোলাধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তযুক্তং
তদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশাস্ত্রে পটিষ্ঠঃ।
যদি ভবতি তদেদং জ্যোতিষং ভূরিভেদং
প্রপঠিতুমধিকারী সোঽন্যথা নামধারী॥"

গণিত দুইপ্রকার—ব্যক্ত অর্থাৎ পাটীগণিত এবং অব্যক্ত অর্থাৎ বীজগণিত। এই দুই প্রকার গণিতশাস্ত্র যিনি জানেন এবং শব্দশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই জ্যোতিষের নানা শাখাপাঠে অধিকারী, নচেৎ তিনি নামধারীমাত্র।

য়ুরোপীয় মতে এই জ্যোতিষ (Astronomy) প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত ; যথা—

১। জ্যামিতিক অর্থাৎ গণিত জ্যোতিষ (Geometrical or Mathematical A.) ইহাতে জ্যোতিষ্কসমূহের দূরত্ব, আকার, গঠনপ্রণালী, ভ্রমণপথের আকারাদি ও গতি প্রভৃতি গণিত সাহায্যে সূক্ষ্মরূপে আলোচিত ও নিরূপিত হয়।

২। প্রাকৃতিক জ্যোতিষ (Physical A.) যে শক্তিপ্রভাবে জ্যোতিষ্কগণ আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করে এবং যে সকল নৈসর্গিক নিয়মদ্বারা উহারা পরিচালিত হয়, এই বিভাগে ঐ সকল শক্তি ও নিয়মজ্ঞান দ্বারা জ্যোতিষ্ক সকলের গতি-বিধি প্রভৃতি নির্ণীত হয়।

৩। নাক্ষত্রজ্যোতিষ (Sidereal A.) এই বিভাগে তারা-জগতের বিষয় যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাই বর্ণিত থাকে।

তদ্ভিন্ন ব্যবহারিকজ্যোতিষ (Practical A.) আর একটী বিভাগ হইতে পারে। ইহাতে জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়ক বহুবিধ যন্ত্রাদি সাহায্যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদি-বিষয়ক বহুতর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয়। গণিত ও নৈসর্গিক নিয়মজ্ঞানের আনুষঙ্গিক সাহায্যে এই বিভাগই আকাশ-মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণের প্রধান উপায় এবং বহুতর গ্রহতারাদি আবিষ্কারের একমাত্র কারণ।

এই বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকল খগোল, গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, গ্রহণ, নিরক্ষবৃত্ত, নাড়ীমণ্ডল, সূর্য্য, ক্রান্তিবৃত্ত, ধূমকেতু, নক্ষত্র, সৌরবর্ষ, পৃথিবী প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য। এস্থলে বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না।

হিন্দুজ্যোতিষ। তৈত্তিরীয়সংহিতাপাঠে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে বাসন্ত বিষুবদ্দিন (হরিতালিকা) কৃত্তিকায় সংক্রমিত ছিল। শতপথব্রাহ্মণের স্থলবিশেষে (২।১।৩।১৩) উক্ত হইয়াছে যে, হরিতালিকার সহিতই বৈদিক বর্ষ আরম্ভ হইত। পরে যখন শারদ বিষুবদ্দিন হইতে বর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন প্রাচীন ও নূতন উভয়বিধ বর্ষারম্ভই পাশা-পাশি ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইত। যখন বাসন্ত বিষুবদ্দিন কৃত্তিকাপুঞ্জ-সংক্রমিত ছিল, তখন এই নক্ষত্রপুঞ্জ বিষুবদ্দিন হইতে বর্ষারম্ভ করিত, কিন্তু অয়ন মাঘ মাস হইতে গণনা করা হইত। ইহা তৈত্তিরীয়সংহিতা ও মীমাংসাদর্শনে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, অয়ন মাঘমাসে আরম্ভ হইলে বিষুবদ্দিন কৃত্তিকা-সংক্রমিত হইবে।

ঋগ্বেদসংহিতা-প্রচারকালে কখন বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরাপুঞ্জ-সংক্রমিত ছিল। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য

অধ্যাপক বালগঙ্গাধর তিলক নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন—

১। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৭।৪।৮) বর্ণিত আছে যে, ফাল্গুনী পূর্ণিমাই বৎসরের প্রারম্ভ সূচনা করে। শতপথ-ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ, গোপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ফাল্গুনী পূর্ণচন্দ্র যে রাত্রিতে উদিত হয়, তাহা নূতন বৎসরের প্রথম রাত্রি। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ফাল্গুনী পূর্ণচন্দ্রের উদয়দিনে শীতকালীন অয়ন সঙ্ঘটিত হইত।

২। ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, শীতকালীন অয়ন ফাল্গুনী পূর্ণচন্দ্রোদয়দিনে সঙ্ঘটিত হইলে বাসন্ত বিষুবদ্দিন অবশ্যই মৃগশিরাপুঞ্জে সংক্রমিত হয়। অগ্রহায়ণী শব্দ মৃগশিরার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। পাণিনিতেও এই শব্দের উল্লেখ আছে। মৃগশিরাপুঞ্জ দ্বারাই যে বৎসর সূচিত হইত, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নিম্নে দুইটী কারণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

(ক) চন্দ্রদ্বারা নববর্ষ সূচিত হইত, এরূপ অনুমান করিলে অগ্রহায়ণী শব্দ ব্যাকরণানুসারে মৃগশিরাপুঞ্জের প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

(খ) চন্দ্রদ্বারা বর্ষ সূচিত হইলে, ইহা শীতকালীন অয়ন অথবা বাসন্ত বিষুবদ্দিন হইতে আরম্ভ হইত, এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে। কারণ, প্রাচীন হিন্দুগণ উক্ত দুইটী বর্ষা-রম্ভপদ্ধতি অবগত ছিলেন। অয়নকাল হইতে বর্ষগণনা আরম্ভ হইলে বাসন্ত বিষুবদ্দিন রেবতীর ২৭° পশ্চাতে অব-স্থাপিত হয়, কিন্তু প্রকৃত অবস্থিতি উক্তরূপ নহে। সুতরাং প্রথম কল্পনা অসিদ্ধ, দ্বিতীয় কল্পনানুযায়ী জ্যোতিষিক অবস্থিতি ১৯০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু অন্তর্বর্ত্তিকালের ঘটনানিচয়ের প্রমাণাভাবে দ্বিতীয় মত সমর্থন করা যাইতে পারে না।

৩। যদি শীতায়নে ফাল্গুনী পূর্ণিমা দ্বারাই বর্ষগণনা করা হইত, তবে গ্রীষ্মায়নও ভাদ্রপদের পূর্ণিমায় সঙ্ঘটিত হইত। প্রকৃতপক্ষে যে তাহাই ঘটিত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গ্রীষ্মায়নকে পিতৃঅয়ন কহে। এই অয়নের প্রথম মাস বা পক্ষকে পিতৃঅয়ন বা পিতৃপক্ষ অথবা প্রেতায়ন বা প্রেতপক্ষ কহে। হিন্দুগণ এখনও ভাদ্রপদের কৃষ্ণপক্ষকে প্রেতপক্ষ বলেন।

৪। যখন বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরা-সংক্রমিত ছিল, তখন এই নক্ষত্রপুঞ্জ ও ছায়াপথ স্বর্গ ও নরকের সীমা-স্বরূপ ছিল। বৈদিকগ্রন্থে স্বর্গ, নরক, দেবলোক এবং যমলোক শব্দে নিরক্ষবৃত্তের উত্তর ও দক্ষিণভাগস্থ অর্দ্ধবৃত্তকে বুঝায়। আকাশগঙ্গা, যমলোকে কুক্কুরের অবস্থিতি, বৃত্রের মৃগাকার ধারণ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রবাদ বৈদিককাল হইতে প্রচলিত আছে, সেগুলি অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরায় অবস্থিত ছিল। সেই সময়ে লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাসানুসারে তাঁহারা এইরূপ রূপকাকারে প্রবাদ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

৫। হিন্দু ও গ্রীকদিগের অনেক জ্যোতির্বিষক প্রবাদে এমন কি অনেক নক্ষত্রাদির নামের পরস্পর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গ্রীকদিগের Orion কথাটী হিন্দুদিগের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয়। প্লুটার্ক্ বলেন, গ্রীকগণ এই কথাটী ইজিপ্তবাসিদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই। Orion কথা অগ্রয়ণ (অগ্রহায়ণ) কথার অপভ্রংশ, অথবা Oros = সীমা এবং Aion = কাল বা বর্ষ এই দুইটী কথা হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। Orion কথাটী প্রাচীনকালে নববর্ষারম্ভ এই অর্থ প্রকাশ করিত। গ্রীকদিগের Orion, Canis & Ursa কথার সহিত বেদোক্ত অগ্রয়ণ, শ্বন্ এবং ঋক্ষ কথার মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। ঋগ্বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে* যে, সূর্য্য মৃগশিরা-সংক্রমিত হইলে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়।

(ক) "বর্ষ শেষ হইলে কুক্কুর সূর্য্যকিরণ জাগরিত করিবে" (ঋগ্বেদ (১।১।৬১।১৩)। ইহার সরলার্থ এই যে, প্রথম সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণাংশে থাকিলে দেবগণের রাত্রি হয়। সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশে আসিলে শ্ব তাহাকে প্রবোধিত করিবে। অর্থাৎ বাসন্ত বিষুবদ্দিনে মৃগ-শিরা বর্ষ সূচনা করে।

(খ) ঋগ্বেদে (১০।৮৬।৪-৫) ইন্দ্র সূর্য্যকে বলিতেছেন, হে ক্ষমতাশালী বৃষাকপি! যখন উর্দ্ধে উদিত হইয়া তুমি আমাদের আলয়ে আসিবে, তখন মৃগ কোথায় থাকিবে? অর্থাৎ সূর্য্য মৃগশিরা-সংক্রমিত হইলে উক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ অদৃশ্য হইয়া পড়ে এবং সূর্য্য যখন ইন্দ্রালয়ে প্রবেশ করেন অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশে গমন করেন, তখন এইরূপ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়।

এইরূপ আরও অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারাই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদের রচনাকালে অয়ন ফাল্গুনের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ হইত এবং বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরাপুঞ্জে সংক্রমিত ছিল।

কেহ কেহ মনে করেন, ৪০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে মৃগশিরাপুঞ্জ ও বিষুবদ্দিনের পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা ছিল।

বৈদিকগ্রন্থে কৃত্তিকা ও মঘা, মৃগশিরা ও ফাল্গুন এবং পুনর্ব্বসু ও চৈত্র যথাক্রমে বিষুবদ্‌বৃত্ত ও অয়ন সম্বন্ধীয় বর্ষসূচক বলিয়া বর্ণিত আছে।

১। পুনর্ব্বসুপুঞ্জের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অদিতিকে অর্চনা করিয়া যজ্ঞাদি আরম্ভ করিতে হয়। (তৈত্তি° সং)

২। সত্রের বিষুবদ্দিনের চারিদিন পূর্ব্বে অভিজিৎ দিবস উপস্থিত হয়। ইহা যদি সূর্য্যের অভিজিৎপুঞ্জে 'প্রবেশ' এই অর্থ বুঝায়, তবে বাসন্ত বিষুবদ্দিন অবশ্যই পুনর্ব্বসু-সংক্রমিত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

৩। প্রাচীনকালে যখন নক্ষত্রাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তখন বৃহস্পতিপুঞ্জ-নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত।

উপরোক্ত তিনটী বিষয় ও তৈত্তিরীয়সংহিতায় বর্ণিত বিষয়াবলী অনুশীলন করিলে অবগত হওয়া যায় যে, বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরা-সংক্রমিত হইবার বহুপূর্ব্বে হিন্দুগণ জ্যোতিষিক আলোচনা করিতেন। ইহারা প্রথমতঃ বাসন্ত বিষুবদ্দিন হইতে এবং পরে শীতায়ন হইতে নববর্ষারম্ভগণনা করিয়াছেন।

ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে বরাবর অয়নচলন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুনর্ব্বসু হইতে মৃগশিরা (ঋগ্বেদ), মৃগশিরা হইতে রোহিণী (ঐতব্রা°), রোহিণী হইতে কৃত্তিকা (তৈত্তি° সং), কৃত্তিকা হইতে ভরণী (বেদাঙ্গজ্যোতিষ) এবং ভরণী হইতে অশ্বিনী। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ইত্যাদি)

জ্যোতিষিক নিয়মানুসারে মোটামুটি গণনা করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুগণ ৬০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে জ্যোতিষিক পঞ্জিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এইকালে বা ইহার কিছু পরে হরিতালিকা পুনর্ব্বসু-সংক্রমিত ছিল। ৪০০১ পূঃ খৃঃ অব্দে ইহা মৃগশিরা-সংক্রমিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক জেকবি (Jocobi) বলেন, ঋগ্বেদে আমরা প্রথমেই বর্ষাকালের উল্লেখ দেখিতে পাই। ঋগ্বেদ যে স্থানে (পঞ্জাবে) প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই স্থানের ঋতুর প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত বর্ষাকাল গ্রীষ্মায়নে সজ্ঘটিত হইত।

ভাদ্রপদের পূর্ণিমা ফল্গুনীর গ্রীষ্মায়ন-সংপৃক্ত। সুতরাং ভাদ্রপদই বর্ষাকালের প্রথমমাস, কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, গ্রীষ্মায়ন বর্ষাকালের সহিত আরম্ভ হইত। গৃহ্যসূত্র পাঠেও ইহার আভাস পাওয়া যায়।

গোভিলসূত্রে প্রোষ্ঠপদের পূর্ণিমায় উপাকরণ স্থিরীকৃত হইয়াছে; কিন্তু শ্রাবণের পূর্ণিমা হইতে বিদ্যাশিক্ষারম্ভকাল গণনা করা হইত। ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, অতি প্রাচীনকালে প্রোষ্ঠপদ হইতে বিদ্যাশিক্ষাকাল আরম্ভ হইত। পরে নক্ষত্রাদির গতি দ্বারা তাহাদের স্থিতির অল্প পরিবর্ত্তন হেতু ঋতু প্রভৃতিরও ভেদ জন্মিয়াছে। ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী বৈদিক গ্রন্থে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে কৃত্তিকার নাম প্রথম বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। কৌষীতকিব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, উত্তরফল্গু দ্বারা বর্ষের মুখ এবং পূর্ব্বফল্গু দ্বারা পুচ্ছ গঠিত হয়; তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের টীকায় পূর্ব্বফল্গুনী বর্ষের জঘন্যরাত্রি এবং উত্তরফল্গুনী প্রথম রাত্রি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীনকালে অয়ন উত্তরফল্গুনী ছেদ করিয়া সঞ্চালিত হইত।

বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ষগণনা করিবার জন্য কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয়সংহিতায় হিমবর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ষ বর্ষাবর্ষের ৬ মাস পূর্ব্বে শীতায়ন হইতে আরম্ভ হইত। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে বর্ষ কথার পরিবর্ত্তে শারদ কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই শারদবর্ষ যে, শারদ বিষুবদ্দিন অথবা পূর্ণিমা কাল হইতে গণনা করা হইত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রীষ্মায়ন উত্তরফল্গুনী এবং শীতায়ন পূর্ব্বভাদ্রপদ-সংক্রমিত হইলে শারদ বিষুবদ্দিন মূলায় এবং বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরায় অবস্থাপিত হয়। এই গণনানুসারে মূলা প্রথম নক্ষত্র এবং ইহার নামেও উক্ত অর্থ ব্যক্ত করে; জ্যেষ্ঠা শেষ নক্ষত্র; ইহার প্রাচীন নাম জ্যেষ্ঠঘ্নী (কারণ এই নক্ষত্রে বর্ষ শেষ হয়)।

শারদবর্ষের প্রথমমাসের নাম অগ্রহায়ণ। ইহা মৃগশিরা শব্দবাচক; ইহার পূর্ণিমা মৃগশিরা নক্ষত্রে হয়। এইকালে মৃগশিরা বলিতে বাসন্ত বিষুবদ্দিনকে বুঝাইত; সুতরাং ইহা স্থির যে, শারদ পূর্ণিমা সমকল নক্ষত্রে সজ্ঘটিত হইত এবং প্রথম মাসের নাম মার্গশির ছিল।

ক্রমে ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ঋগ্বেদে যে প্রকার বর্ষবিভাগ দৃষ্ট হয়, পরে তাহা কেবলমাত্র ঈশ্বরারাধনার জন্য ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে যেরূপ অয়ন অবধারিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাহা সংশোধিত করিয়াছিলেন। শেষোক্ত লেখকগণ বলেন, কৃত্তিকা হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ পরিশোধনকালে কৃত্তিকার অবস্থিতি উক্ত প্রকারই ছিল। অধ্যাপক জেকবি বলেন, সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে হুয়িট্নি (Whitney) সাহেবের গণনায় দেখা যায় ২৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দে বাসন্ত বিষুবদ্দিন কৃত্তিকা এবং গ্রীষ্মায়ন মঘা-সংক্রমিত ছিল।

খৃঃ পূঃ ১৪।১৫শ শতাব্দীর জ্যোতিষগ্রন্থে অয়ননির্দ্ধারণের বহু উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদিকগ্রন্থে যেরূপ অয়ন অবধারিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তৎকালে উক্তরূপই ছিল। নক্ষত্রমালানুসারে গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঋগ্বেদে যেরূপ অয়ন উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ৪৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দে নির্ণীত হইয়াছিল।

নিরক্ষবৃত্তের সহিত সুমেরু (ও কুমেরু) ২৬০০০ বর্ষে ২৩½ বিষুবার্দ্ধবৃত্তে ক্রান্তিবৃত্ত-কদম্বের চারিদিকে আবর্ত্তিত হইত। ইহাতে প্রতি নক্ষত্রই সুমেরুর কিছু নিকটবর্ত্তী হয়। যে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র কোন সময়ে সুমেরুর অতিশয় নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাকে সুমেরুনক্ষত্র (North star) এবং সুমেরু হইতে যে নক্ষত্রের ব্যবধান এত অল্প যে, ইহাকে স্থির বলিলেও বিশেষ কোন দোষ হয় না, তাহাকে ধ্রুবনক্ষত্র (Pole-star) বলা হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের বিবাহমন্ত্রে ধ্রুবনক্ষত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অনুমান করা যাইতে পারে যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধ্রুবনক্ষত্রের বিষয় অবগত ছিলেন। অধ্যাপক জেকবি বলেন, ডাক্তার কুষ্টনরের (Kustner) গণনা * অনুসারে এই ধ্রুবনক্ষত্র ড্রেকিনস্ (Draconis) নামক উত্তর প্রদেশস্থ নক্ষত্রপুঞ্জকে বুঝায়।

খৃষ্ট জন্মের পাঁচ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ঐ নক্ষত্র আধুনিক ধ্রুবনক্ষত্র (Pole-star) অপেক্ষা সুমেরুর অধিক নিকটবর্ত্তী ছিল। প্রাচীন হিন্দুগণ এইটীকেই ধ্রুবনক্ষত্র বলিয়া মনে করিতেন। অধিকন্তু ইহার স্থিতি এরূপ ছিল যে, ইহাকে স্থির বলিয়াই মনে হইত, ইহার চারিদিকে অন্যান্য নক্ষত্র আবর্ত্তন করিত, সুতরাং অপর নক্ষত্র হইতে এইটীকে পৃথক্ করাও অতি সহজ ছিল।

জ্যোতির্ব্বিদ্ জেকবি বলেন, নক্ষত্রের গতি প্রভৃতি অনুসারে গণনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হিন্দুগণ প্রায় ৩০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে ধ্রুবনক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে, খৃষ্ট-জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিদ্যা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। হিন্দু জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে—ব্রহ্মা (পিতামহ), বশিষ্ঠ, অত্রি, পৌলস্ত্য, রোমশ, মরীচি, অঙ্গিরা, ব্যাস, নারদ, শৌনক, ভৃগু, চ্যবন, যবন, গর্গ, কশ্যপ, পরাশর, মনু ও আচার্য্য এই ১৮ জনই প্রাচীন জ্যোতিঃশাস্ত্রকার। তৎপরে অপর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ আবির্ভূত হন।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মধ্যেও বহু দিন হইতে মতভেদ চলিতেছে। ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে লিখিত আছে—বিষুবৎক্রান্তি ও নাড়ীমণ্ডলের সম্পাতবিন্দুকে ক্রান্তিপাত কহে। ইহার পরিবর্ত্তন বিলোমগতিশীল এবং এক কল্পে ৩০,০০০। মুঞ্জাল ও অন্যান্য পণ্ডিতদিগের মতে ক্রান্তিপাত ও অয়নের পরিবর্ত্তনে কোনরূপ প্রভেদ নাই; উভয়েরই এক আবর্ত্তন। কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকার লিখিতেছেন যে, এক কল্পে অয়নের ৩০,০০০ পরিবর্ত্তন হয়, ভাস্করাচার্য্য এরূপ কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। বস্তুতঃ ভাস্করাচার্য্যের উদ্ধৃত অংশের সহিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। শেষোক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, নক্ষত্রপুঞ্জচক্র এক যুগে ৬০০ বার পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তিত হয়। এই সংখ্যা দ্বারা এক যুগান্তর্গত সংখ্যাকে পূরণ করিলে এবং তাহাকে, যাহাতে পৃথিবীর একচক্রকাল পূর্ণ হয়, সেই সংখ্যা দ্বারা হরণ করিলে ধনুর পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ করিলে অংশ অবধারিত হয়। ইহাকে সাধারণতঃ অয়ন কহে। মুনীশ্বর বিভিন্ন উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ভাস্করাচার্য্য ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ নিযুতস্থানে অযুতের কল্পনা করেন। কেহ কেহ বলেন, কল্প বলিতে সাধারণতঃ যে কালপরিমাণ বুঝায়, প্রকৃতপক্ষে কল্প তাহার বিংশাংশ। মুনীশ্বর বলেন, ব্যষ্টা (বি=বিংশ অষ্টা=গুণ) শব্দের অর্থ বিশ গুণ; সুতরাং ভাস্করাচার্য্যের উদ্ধৃত অংশের অর্থ ৩০,০০০×২০। তিনি শেষকালে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সূর্য্য দ্বারা ইহার পরিবর্ত্তন প্রকাশিত হয় এবং ইহার বিলোমগতি এক কল্পে তিন অযুত।

লঘুবশিষ্ঠ, শাকল্যসংহিতা প্রভৃতি পুস্তকে ৬০° বার পরিবর্ত্তনের বিষয় লিখিত আছে, এবং অন্যান্য গ্রন্থে বিষুবদ্দিনের পরিলম্বন একযুগে ৬০°, ইহা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রায় সকল গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেষ ও তুলারাশির আরম্ভ স্থল হইতে ২৭° পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমার মধ্যে ক্রান্তিপাতের (জলবিষুবের) যে আলম্বন লম্বিত হয়, তাহাই ইহার আবর্ত্তন। আর্য্যভটের গ্রন্থেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে।

* Dr. Kustner ৫০০০ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ১০০ খৃঃ অব্দের উত্তর প্রদেশস্থ নক্ষত্রাবলী গণনা করিয়া নিম্নলিখিত ফল প্রকাশ করিয়াছেন;—

Draconis	3·0 magnitude	40·38 Polar dist	4700 B.C.
,,	3·3	0·06′	2780 ,,
,,	3·3	4·044′	1290 ,,
Ursa minoris	2·0	6·028′	1060 ,,
,,	2·0	0·028′	2100 A.D.

কিন্তু আমরা সে স্থানে কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। তিনি বলেন, এককল্পে আলম্বনের সংখ্যা ৫৭৮,১৫৯, এবং আলম্বন ২৭° ব্যবধানে লক্ষিত না হইয়া ২৪° ব্যবধানেই দৃষ্ট হয়।

ভাস্কর স্বকীয় মতের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য স্থানে স্থানে মুঞ্জালের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাশিচক্রের দ্বাদশ চিহ্নের মধ্য দিয়া বার্ষিক [illegible] গতিতে অয়নাবর্ত্তন হয়। তিনি করণকুতূহল গ্রন্থে মোটামুটি একাদশ অংশে অয়নচলনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদ্গণ তাঁহার বা মুঞ্জালের মত গ্রহণ করেন নাই। কেবলমাত্র ভাস্কর, মুঞ্জাল এবং বিষ্ণুচন্দ্রই ক্রান্তিপাত ও অয়নান্তবৃত্তের পূর্ণাবর্ত্তনের উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিষুবদ্দিনের সাময়িক গতির কোন উল্লেখ করেন নাই। ভাস্করাচার্য্য বলেন, পূর্ব্বে অয়নচলন তত পরিস্ফুট ছিল না, তজ্জন্যই সৌরসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিলেও উক্ত পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হয়েন নাই।

ব্রহ্মগুপ্তের কোন টীকাকার লিখিয়াছেন, বৃহত্তম দিবস ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি মিথুনের শেষভাগেই দৃষ্ট হয়; দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ যথাক্রমে অশ্লেষার মধ্য ও ধনিষ্ঠার প্রথম হইতে আরম্ভ হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, ক্রান্তিবৃত্তের মধ্য দিয়া অয়নের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু বহুসংখ্যক আবর্ত্তন হয় না। এই টীকাকার লিখিয়াছেন যে, ক্রান্তিপাত ও অয়নান্তবৃত্তের পরিবর্ত্তন ব্রহ্মগুপ্ত জ্ঞাত ছিলেন; কিন্তু তিনি ইহার সাময়িক গতি স্বীকার করিতেন না।

যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অবধারণ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ অয়নের আবর্ত্তন স্বীকার এবং কেহ কেহ অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ক্রান্তিপাতের আলম্বন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক পুরাতত্ত্ব আলোচনায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আর্য্যভটই হিন্দুদিগের মধ্যে একজন প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থেও ক্রান্তিপাত আলম্বনের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, এ বিষয় বহু দিন হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।

য়ুরোপ ও আরবের প্রাচীন জ্যোতিবিগণ উক্ত মতের পক্ষপাতী ছিলেন। স্পেনবাসী অর্জেল (Arzal) * দেশান্তর যোজনের ১০° পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সীমার মধ্যে ৭৫ বর্ষে এক অংশ বেগগামী পরিলম্বনের উল্লেখ করিয়াছেন। অলফনসাস্ (Allphonsus) প্রমুখ পণ্ডিতগণও দেশান্তর যোজনের আলম্বন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

* ইনি একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

আরবদিগের মধ্যে মহম্মদ বেনজেবার (Mahammed Ben Jaber) * একজন প্রাচীন জ্যোতিষী। ইনি অলবাটনী (Albatani) নামে পরিচিত ছিলেন। আরবদিগের মধ্যে ইহার গ্রন্থেই আলম্বনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অলবাটনী স্বকীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে জনৈক পণ্ডিত ৮° পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমার মধ্যে ৮০ কিংবা ৮৪ বর্ষে এক অংশ বেগগামী স্থির নক্ষত্রদিগের আলম্বনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি এই পণ্ডিতের নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। অলবাটনী টলেমির মতের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন। এসিয়ার পশ্চিমদিকস্থ জ্যোতির্ব্বিদ্দিগের মধ্যে ইনিই প্রথমে নক্ষত্রদিগের গতি ৬৬ বর্ষে এক অংশ, ইহা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ইহা সূর্য্যসিদ্ধান্তপ্রমুখ পণ্ডিতদিগের নির্দ্ধারিত আলম্বনগতির সহিত প্রায় সমান। পশ্চিমস্থ পণ্ডিতদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে পরিলম্বনের গতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে আর এক ব্যক্তি এই বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই ব্যক্তি ভারতীয় কোন পণ্ডিত। কারণ, প্রাচীন গ্রন্থকার আর্য্যভটের গ্রন্থেই ২৪° সীমার মধ্যে ৭৮ বর্ষে এক অংশ গতিশীল ক্রান্তিপাত পরিলম্বনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ অলবাটনীর ১০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক আরবদেশীয় জ্যোতিষীর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ভারতীয় জ্যোতিষের নিয়মানুসারেই জ্যোতিষিক নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয় অনুধাবন করিলে একরূপ বুঝা যাইতে পারে যে, হিন্দুগণ অয়ন-চলন সম্বন্ধীয় মত কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই, প্রত্যুত তাঁহারাই ইহার প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। যখন য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল, তাহার ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ অয়ন-চলনের সমগতির অভ্রান্ত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন। এই গতির প্রকৃত বেগ অবধারণে ইহারা টলেমি অপেক্ষাও অধিকতর প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় লিখিয়াছেন, পৌলিশ †, রোমক,

* ইনি নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।

† পুলিশ, শ্রীসেন ও বিষ্ণুচন্দ্র যথাক্রমে পৌলিশ, রোমকসিদ্ধান্ত ও বাসিষ্ঠসিদ্ধান্ত প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বাসিষ্ঠ, সৌর ও পৈতামহ এই পঞ্চসিদ্ধান্তে বর্ণিত সময় ও জ্যামিতিক ক্ষেত্রবিভাগের ব্যুৎপত্তি লাভ না করিলে ফলিতজ্যোতিষে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা যায় না। ভট্টোৎপল উদ্ধৃত বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থের কোন বচন হইতে নিম্নলিখিত বিষয় অবগত হওয়া যায়—যখন অশ্লেষার্দ্ধ হইতে সূর্য্যের গতি প্রত্যাবৃত্ত হইত, তখন অয়ন ঠিক হইত; এখন পুনর্ব্বসু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরবর্ত্তী গ্রন্থকার ব্রহ্মগুপ্তও পৌলিশাদি পঞ্চ সিদ্ধান্তকে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণের অন্তর্গত। আবার কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মা (পিতামহ) ভৃগুর সহিত কথোপকথনচ্ছলে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

বরাহমিহির অনেকস্থলে সূর্য্যসিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে কর্কটের প্রারম্ভেই গ্রীষ্মায়ন আরম্ভ হইত। ভাস্করের গ্রন্থেও উক্তরূপ আভাস পাওয়া যায়।

কোলব্রুক সাহেব বলেন, বর্ত্তমান সৌর বা সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক পুস্তক উক্ত নামধেয় কোন প্রাচীন পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত উভয়ই এই গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষগ্রন্থ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। ইহার একখানির সারাংশ 'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর' হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এইরূপ বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত নামে কতকগুলি পুস্তক প্রচলিত আছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পুস্তকে লিখিত জ্যোতিষিক বিষয়ের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিয়া ও রচনাপ্রণালী দেখিয়া উক্ত গ্রন্থগুলি কোন সময়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসাধ্য।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পুস্তক ছাড়িয়া দিলেও আর্য্যভটের গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ করা যায় যে, হিন্দুগণ টলেমি অপেক্ষা সূক্ষ্মতররূপে অয়নচলনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন; এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ইহা পরিলম্বনের বেগ হেতু উৎপন্ন হয়। যখন ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন অন্য কোন প্রদেশীয় জ্যোতিষিগণ এতৎ সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না।

ব্রহ্মগুপ্ত ও তাঁহার টীকাকার উদ্ধৃত আর্য্যভটবচনে দৃষ্ট হয় যে, এই প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ পৃথিবীর আহ্নিক গতির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর গতি হেতু আমরা গ্রহনক্ষত্রাদির অস্ত ও উদয় দেখিতে পাই। এই মত প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে হিরাক্লাইডিস্ (Heraclides), এবং একফনটাস্ (Ecphantus) প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবী অন্য কোন বস্তু দ্বারা অবলম্বন প্রাপ্ত হয় নাই; ইহা নিজেই শূন্যভরে স্থির আছে এবং ইহা দূরের বস্তু আকর্ষণ করিতে পারে, এই মত ভাস্করের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবী শূন্যমার্গেই নিম্নগামিনী হয়, জৈনদিগের এই মত ভাস্করাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থে খণ্ডন করিয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত সাধারণতঃ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক পুস্তকের উপর তাঁহার জ্যোতিষের পত্তন করিয়াছেন। ভাস্কর ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের ভাষ্যকার নৃসিংহ বলেন, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণের অন্তর্গত। মুনীশ্বর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মগুপ্তের পুস্তক ও উক্ত ব্রহ্ম (পৈতামহ)-সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের কোন ভাষ্যকার লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মগুপ্তের পুস্তক স্থূলতঃ পৈতামহসিদ্ধান্তের একখানি টীকাস্বরূপ।

কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিত বলেন, সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বে নিজ নিজ কক্ষাবৃত্তে পরিভ্রমণ করে। বায়ুর বেগে ইহারা গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মন্দোচ্চ, গ্রহযুতি ও ক্ষেপপাতস্থিত শক্তিবিশেষ দ্বারা অপমণ্ডলের বহির্ভাগে ইহাদের গতি প্রসারিত হয়। ভাস্করাচার্য্য বলেন, গ্রহগণ প্রতিমণ্ডলে ভ্রমণ করে, কিন্তু গণনাকার্য্যের সুবিধা হেতু নীচোচ্চবৃত্তগত ভ্রমণের উল্লেখ করা হয়। হিন্দু পণ্ডিতগণ বলেন, পাঁচটী ক্ষুদ্র গ্রহ প্রতিমণ্ডলে নীচোচ্চবৃত্তে আবর্ত্তিত হয়।

উল্লিখিত অংশে হিন্দুজ্যোতিষের সহিত টলেমিপ্রবর্ত্তিত জ্যোতিষের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

হিন্দুজ্যোতিষে হিপারকাস্ উদ্ভাবিত প্রতিমণ্ডলকক্ষ এবং অপলোনিয়াস্ (Apollonius) আবিষ্কৃত পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বস্থ কাল্পনিক বৃত্তোপরি নীচোচ্চবৃত্তের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু টলেমি পাঁচটী ক্ষুদ্র গ্রহের নিয়মিত গতি নির্ণয় করিবার জন্য যে বৃত্ত এবং চন্দ্রের পরিলম্বন গতির হ্রাসের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রতিমণ্ডলের কেন্দ্রের যে নীচোচ্চবৃত্ত এবং বুধগ্রহের অসম গতির উপযোগী উৎকেন্দ্রস্থের কেন্দ্রের যে বৃত্ত কল্পনা করিয়াছেন, তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।

হিন্দুজ্যোতিষিগণ বলেন, প্রতিমণ্ডলের ও গ্রহদিগের নীচোচ্চবৃত্তের আকার ডিম্বের ন্যায়। তাঁহাদের মতে, নীচোচ্চবৃত্তের অক্ষ কেন্দ্রের সম অংশে বৃহত্তর এবং বিষম অংশে ক্ষুদ্রতর, অন্যান্য অংশে অনুপাতানুযায়ী। কোন কোন হিন্দুজ্যোতিষী বলেন, সমস্ত গ্রহেরই নীচোচ্চবৃত্ত ডিম্বাকার। কেহ

কেহ বলেন, কোন কোন গ্রহের এইরূপ। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহাদের নীচোচ্চবৃত্ত আদৌ অণ্ডাকার নহে। আর্য্যভট্ট ও সূর্য্যসিদ্ধান্তপ্রণেতা উভয়ই বলেন, গ্রহগণের নীচোচ্চবৃত্ত অণ্ডাকার এবং বৃহস্পতি ও শনৈশ্চরের বৃত্তের ক্ষুদ্র অক্ষ তাহাদের শীঘ্রোচ্চে অবস্থিত। ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য বলেন, কেবলমাত্র মঙ্গল ও শুক্রের নীচোচ্চবৃত্ত ডিম্বাকার, অপর সকল বৃত্তাকার।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ স্থূলতঃ ক্ষুদ্রগ্রহের বিলোমগতি ও অন্যান্য কয়েকটী বিষয় অবগত হইবার জন্য কর্ণের নির্দ্দেশ করেন। সূর্য্য ও চন্দ্রের কৈন্দ্রিক সমীকরণ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, নীচোচ্চবৃত্তের মধ্যে সমকেন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধের স্থানে স্থানে মধ্যকেন্দ্রের যে শিঞ্জিনী হ্রস্বায়তন হইয়াছে, তাহা কৈন্দ্রিক সমীকরণের শিঞ্জিনীর সহিত সমান।

শিরোমণি গ্রন্থে ভাস্করাচার্য্য ক্রান্তিবৃত্ত হইতে গ্রহনক্ষত্রাদির বিক্ষেপগ্রহণ সম্বন্ধে একাধিক মতের উল্লেখ করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় যে, অপক্রান্তির বৃত্তের সম্পাত দ্বারা এবং এই সম্পাত বিন্দুতে নক্ষত্রের বিক্ষেপ ও ভুক্তি গ্রহণ করিয়া ক্রান্তিবৃত্ত হইতে নক্ষত্রাদির অবস্থিতি নির্ণীত হইত।

ব্রহ্মগুপ্ত সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়া শেষকালে রাহুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং রাহুই গ্রহণের নিকটবর্ত্তী কারণ, ইহা উল্লেখ করেন নাই বলিয়া আর্য্যভট, শ্রীসেন প্রভৃতির প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ভাস্করাচার্য্য নিজেই লিখিয়াছেন যে, তাঁহার জ্যোতিষিক গ্রন্থাদি ব্রহ্মগুপ্তের অনুকরণে রচিত; তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মগুপ্ত এক কল্পে গ্রহাদির আবর্ত্তনাদি সম্বন্ধে কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। কোন কোন টীকাকার বলেন, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণের অন্তর্গত পৈতামহসিদ্ধান্ত অবলম্বনে তাঁহার গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য ও সতানন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ ব্রহ্মগুপ্ত এবং বরাহমিহিরকে প্রধান জ্যোতির্ব্বেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহারা ভারতীয় জ্যোতিষের আবিষ্কর্ত্তা নহেন; ইহাদের গ্রন্থে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের অনেক শ্লোক সন্নিবেশিত আছে।

বরাহসংহিতা বরাহমিহিররচিত একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ। এই গ্রন্থে সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত অনুসৃত হয় নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্তে বৃহস্পতির আবর্ত্তন একযুগে ৩৬৪২০০; কিন্তু বরাহসংহিতায় ৩৬৪২২৪ উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন, আর্য্যভট্টের মতানুসারে বরাহমিহির বৃহস্পতির আবর্ত্তন নিরূপণ করিয়াছেন। গর্গের পরবর্ত্তী এবং বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে বহুসংখ্যক বিখ্যাত জ্যোতির্বী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন তাঁহাদের গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। বরাহমিহির প্রমুখ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থে তাঁহাদের নামোল্লেখ ও তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাবলী লক্ষিত হয়। ইহাদের পদ্ধতির সহিত টলেমির পদ্ধতির তত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

গ্রীকপণ্ডিতগণ গ্রহদিগের যেরূপ মধ্যগতি অবধারিত করিয়াছেন, হিন্দুপণ্ডিতদিগের মতের সহিত তাহার মিল নাই। কোলব্রুক সাহেব বলেন, "এ বিষয়ে টলেমির গণনাই সূক্ষ্মতর হইয়াছিল; কিন্তু অয়নচলন সম্বন্ধে হিন্দুজ্যোতিষিগণের গণনাই অপেক্ষাকৃত পরিশুদ্ধ।"

উপরে যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা সহজেই প্রতীতি হয় যে, হিন্দুজ্যোতিষিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে গ্রীকগণই অন্য কোন শাস্ত্রের অংশভূত না করিয়া পৃথকরূপে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুশীলন করিত। ইহাদের অনুসন্ধিৎসা ও প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণাদি দ্বারা বহুতর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হিন্দু, চীন, কাল্দীয় ও মিসরীয়গণ সকলেই জ্যোতির্ব্বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া গৌরব করে। প্রত্যেকেরই পক্ষসমর্থনকারী বহুসংখ্যক যুক্তি আছে। মোক্ষমূলর, হুইট্নি প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, হিন্দুজ্যোতিষ অতি প্রাচীন হইলেও হিন্দুগণ গ্রীক যবনদিগের নিকট জ্যোতিষবিষয়ক অনেক সাহায্যলাভ করিয়া উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আকোকের, তাবুরি প্রভৃতি গ্রীক শব্দ এই জন্য হিন্দুজ্যোতিষ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ বর্গেস্ সাহেবের মতে, কেবল কতকগুলি শব্দ দেখিয়া হিন্দুজ্যোতিষকে গ্রীকজ্যোতিষমূলক বলা যাইতে পারে না, হয়ত সেই সকল শব্দ হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্র হইতেই গ্রীকজ্যোতিষশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা বরং বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণ শিক্ষক, গ্রীকজ্যোতির্ব্বিদ্গণ তাঁহাদের ছাত্র। (Burgess' Surya Siddhanta) আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হিন্দুগণ বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে নক্ষত্রমণ্ডলের বিষয় অবগত হইয়াছেন। তদুত্তরে অধ্যাপক থিবো লিখিয়াছেন যে, বাবিলনীয়গণ পূর্ব্বকালে কেবলমাত্র ২৪টী নক্ষত্রের, কিন্তু ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বহুকাল হইতেই ২৭।২৮টী নক্ষত্রের বিষয় অবগত ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং বাবিলনীয়দিগের নিকট হিন্দুগণ নক্ষত্রমণ্ডলের বিষয়

অবগত হন নাই। হায়নরত্নপ্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ বলভদ্রের মতে—যবনজ্যোতিষ পারস্যভাষায় লিখিত, তাহা হইতে আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্গণ জাতকাদি কোন বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদেরও বিবেচনায় হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রে যে যবনের মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাকে গ্রীকজ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সকল পুরাণাদিতেই ভারতের পশ্চিমসীমা যবন লিখিত আছে। পশ্চিমপ্রান্তবাসী ম্লেচ্ছগণই গ্রীক অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুদিগের নিকট যবন নামে খ্যাত ছিলেন; সম্ভবতঃ পশ্চিমপ্রান্তবাসী কোন যবনের গ্রন্থ হইতে জাতকাদি সম্বন্ধে হিন্দুগণ কতক সাহায্য পাইয়াছিলেন।

চীনগণ বলে, তাহাদিগের জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক ঘটনাবলীর তালিকা খৃষ্ট পূর্ব্বে ২৮৫৭ বৎসরের পুরাতন। কিন্তু ঐ তালিকায় কোন্ কোন্ দিন সূর্য্যগ্রহণ এবং কখন ধূমকেতুর উদয় হয়, কেবলমাত্র তাহাই বর্ণিত আছে; গ্রহণের দিন ব্যতীত সূক্ষ্মরূপে সময় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। চীনসম্রাট্গণ গ্রহণ গণনা করিয়া বলিবার নিমিত্ত দৈবজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া রাখিতেন; গ্রহণ বলিয়া দিতে না পারিলে উহাদিগের প্রাণদণ্ড হইত। তাঁহাদিগের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, একটা দৈত্য সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল গ্রাস করে, তাহাতেই গ্রহণ হয়; এজন্য ভয় প্রদর্শন করিয়া দৈত্যকে সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রাস হইতে বিরত করিবার জন্য চীনগণ গ্রহণসময়ে ভয়ানক চীৎকার ও ঢক্কা, কাঁসী ইত্যাদি বাদ্য করিত। চীনদিগের বর্ণিত ঐ সকল গ্রহণের অনেকগুলি আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্গণ গণনা করিয়া মিলাইয়াছেন; কিন্তু টলেমির পূর্ব্ববর্ত্তী একটী মাত্র গ্রহণ ব্যতীত আর মিলে নাই। যাহা হউক, বহু পূর্ব্বকাল হইতে চীনগণ গ্রহণের ১৯ বৎসরের কালাবর্ত্ত জ্ঞাত ছিল এবং ৩৬৫. দিনে বৎসর গণনা করিত। গ্রহণের ঐ কালাবর্ত্ত মিটন (Meton) গ্রীসে প্রচার করেন; তদবধি উহা মিটনিক কালাবর্ত্ত (Metonic) বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কথিত আছে, খৃষ্টের প্রায় ১১শ শতাব্দী পূর্ব্বে ইহারা শঙ্কুচ্ছায়া দ্বারা ক্রান্তিপাত নিরূপণ করিত। চীনগণ বলে, ২২১ পূঃ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ ছিংছি হংটি জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক সমস্ত গ্রন্থ ভস্ম করিয়া ফেলেন, তজ্জন্য প্রাচীন পণ্ডিতগণ-বিরচিত বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট জ্যোতিষগ্রন্থ ও গণনানিয়মাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহারা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত অয়নচলনের (Precession of the equinoxes) বিষয় কিছুই জানিত না, কিন্তু বহুপূর্ব্ব হইতেই গ্রহণের গতির বিষয় অবগত ছিল।

প্রাচীন কাল্দীয়গণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদিগের প্রণীত নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া জ্যোতিষ্কগণের উদয়াস্ত ও গ্রহণাদি গণনা করিত। গ্রীকগণ বাবিলন নগর অধিকার করিলে আরিষ্টটল্ আলেকসান্দারের আদেশে তথা হইতে ১৯০৩ বৎসরের প্রত্যক্ষীকৃত গ্রহণ সমুদায়ের এক তালিকা গ্রীসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। টলেমি ইহা হইতে ৬টী গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্ব প্রাচীনটী ৭২০ পূঃ খৃঃ অব্দের অধিক পুরাতন নহে। ঐ সকল গ্রন্থে গ্রহণসময়ের ঘণ্টামাত্র নির্দ্দিষ্ট এবং সূর্য্যাদির গ্রস্তাংশের পাদ পর্য্যন্ত স্থূলরূপে উল্লিখিত আছে। ঐ সকল গ্রহণ দৃষ্টে হ্যালি চন্দ্রের গতির শীঘ্রতা প্রতিপাদন করেন, অর্থাৎ চন্দ্র পূর্ব্বে যে বেগে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিত, এখন তাহা অপেক্ষা অধিক দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা প্রমাণ করেন। কাল্দীয়গণের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের আর একটী প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহারা ৬৫৮৫⅓ দিনে একটী কালাবর্ত্ত ধরিত। এই সময়ে ২২৩টী চান্দ্রমাস হয় এবং গ্রহণের সংখ্যা ও গ্রস্তাংশের পরিমাণাদি প্রায় অনুরূপ হইয়া থাকে। ইহারা জলঘড়ি দ্বারা সময়, শঙ্কুচ্ছায়া দ্বারা ক্রান্তিবৃত্ত এবং অর্দ্ধচক্রাকৃতি সূর্য্যঘড়ি দ্বারা গগণমণ্ডলে সূর্য্যের অবস্থান নির্ণয় করিত। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেকে বিশ্বাস করেন, কাল্দীয়গণই সর্ব্বপ্রথম রাশিচক্র আবিষ্কার ও দিবসকে দ্বাদশ সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

প্রবাদ, গ্রীকগণ মিসরীয়দিগের নিকট জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করে। কিন্তু প্রাচীন মিসরীয় জ্যোতিষ উচ্চ অঙ্গের ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয় না। কথিত আছে, বুধ ও শুক্রগ্রহ যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, তাহা ইহারা জানিত। কিন্তু ঐ বর্ণনার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

ইহাদের কয়েকটা পিরামিড্ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে উত্তর দক্ষিণ অভিমুখে নির্ম্মিত, তাহাতে অনেকে অনুমান করেন, জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্যই উহারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহা হউক, কিরূপে ছায়া মাপিয়া পিরামিডের উচ্চতা নিরূপণ করা যায়, তাহা থেল্স্ সর্ব্বপ্রথম ইহাদিগকে শিক্ষা দেন। মিসরীয়গণ তাঁহাকে বলে, সূর্য্য দুইবার পশ্চিমদিকে উদিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, মিসরীয় জ্যোতিষ অতি অকর্ম্মণ্য ও হীনাবস্থ ছিল।

গ্রীকগণই প্রকৃতপক্ষে পাশ্চত্য জ্যোতির্ব্বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা। খৃষ্টের ৬৪০ বৎসর পূর্ব্বে থেল্স্ (Thales) গ্রীকদিগের মধ্যে

জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রচলিত করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম গ্রীকদিগের মধ্যে পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিপাদন করেন এবং গ্রীক নাবিকদিগকে ধ্রুবতারার নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ভল্লুক (Ursa Menor)-নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিয়া উত্তরদিক্ নির্ণয় করিতে শিক্ষা দেন। কিন্তু থেল্‌সের অনেক মত অসঙ্গত; তন্মধ্যে একটী এই, ইনি পৃথিবীকে জগতের কেন্দ্র এবং নক্ষত্র সকলকে প্রজ্বলিত অগ্নি বলিয়া মনে করিতেন।

থেল্‌সের পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের কয়েকটী মতের সহিত আধুনিক মতের সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

আনেক্সিমাণ্ডিস্ (Anaximandis) নিজ মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন অবগত ছিলেন। চন্দ্র যে সূর্য্যালোকে দীপ্ত হয়, তাহাও জানিতেন। অনেকে বলেন, ইনি বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে শত শত পৃথিবীর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং চন্দ্রমণ্ডলে নদীপর্ব্বতগৃহাদি আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রীক জ্যোতির্ব্বেত্তাগণের মধ্যে পিথাগোরাস্ প্রধান। ইনি প্রমাণ করেন, সূর্য্যমণ্ডল সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ ইহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা বাস্তবিক একই গ্রহ। কিন্তু ইহার মত ইহার পরবর্ত্তিগণ কেহ বিশ্বাস করিল না। অবশেষে কোপার্নিকাস্ (Copernicus) খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐমত বিশদরূপে সমর্থন করেন।

পিথাগোরাসের পর প্রায় দুই শতাব্দী পরে আলেকসান্দারের সমকালবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে যে সকল জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রাদুর্ভূত হন, তন্মধ্যে মিটন (Meton) (খৃঃ পূঃ ৪৩২) স্বনামখ্যাত কালাবর্ত্ত প্রচার, ইউডোক্সাস্ গ্রীসে ৩৬৫১ দিনে বৎসর গণনা প্রচলিত এবং সিরাকিউজ্‌বাসী নাইসেটাস্ (Nicetas) মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন স্থির করেন।

বিদ্যোৎসাহী টলেমিগণের বদান্যতায় আলেকসান্দ্রিয়ানগরে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনেক উন্নতি হয়। এ পর্য্যন্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক তথ্য প্রখরবুদ্ধি ব্যক্তিগণের উচ্চকল্পনাপ্রসূত বলিয়া গণ্য ছিল; ঐ সকল আ বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া লোকে সহজে বিশ্বাস করিত না। আলেকসান্দ্রিয়ার জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বহুতর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সৌরজগতের বিষয় অবগত হইবার চেষ্টা করেন।

এই সময় স্থির নক্ষত্র সকলের অবস্থান, গ্রহগণের কক্ষা এবং ত্রিকোণমিতিমূলক যন্ত্রাদি সাহায্যে তারা প্রভৃতির কৌণিক দূরত্ব অবধারণ করা হয়। উক্ত পণ্ডিতগণ পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডলের দূরত্ব ও পৃথিবীর পরিমাণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন।

এই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে টিমোকারিস্ (Timocharis) ও আরিষ্টাইলস্ (Aristyllus) যে সমস্ত গণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া পরবর্ত্তিকালে হিপার্কাস্ ক্রান্তিপাতগতি (Precession of the equinoxes) নির্ণয় করেন। অটোলিকাস্ (Autolycus)-প্রণীত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ গ্রীকভাষায় সর্ব্ব প্রাচীন।

ইহার পর পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম জ্যোতির্ব্বিদ্ হিপার্কাস্ (Hipparchus) জন্মগ্রহণ করেন (১৬০—১২৫ পূঃ খৃঃ,)। ইনি গণিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং যুক্তি উদ্ভাবন ও স্বয়ং জ্যোতিষিক ঘটনা পরিদর্শন করিতেন। ইনি প্রায় ১০৮১টী তারার অবস্থান নির্দ্দেশক এক তালিকা প্রস্তুত করেন; ঐ তালিকাই প্রাচীনতম ও বিশ্বাসযোগ্য। হিপার্কাস্ অয়নচলন আবিষ্কার এবং পূর্ব্বতন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অপেক্ষা সূক্ষ্মরূপে সূর্য্যের গতির গড় হ্রাস বৃদ্ধি এবং সৌর বৎসরের পরিমাণ নিরূপণ করেন। ইনি চন্দ্রের গতির হ্রাস বৃদ্ধি ও উহার উৎকেন্দ্রত্ব, মন্দফল ও চন্দ্রকক্ষার বক্রতা নির্ণয় করিয়াছেন।

ইহার প্রায় দুইশত বর্ষ পরে আলেকসান্দ্রিয়ানগরে টলেমি জন্ম গ্রহণ করেন (১৩০—১৫০ খৃঃ অঃ)। ইনি একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা, গায়ক, গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিক পণ্ডিত ছিলেন।

ইহার আবিষ্কারের মধ্যে চন্দ্রের পরিলম্বন (Libration of the Moon) প্রধান। আলোকের বক্রীভবন ইহার আবিষ্কার। ইনি নানারূপ যান্ত্রিক হেতুবাদ দ্বারা পৃথিবীর গতি অস্বীকার করেন। গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে বলেন, গ্রহগণ চক্রপথে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, সমস্ত নক্ষত্র জগৎ ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করে। তদ্ভিন্ন তাঁহার আরও কয়েকটী ভ্রমাত্মক মত তৎপরবর্ত্তিকালে সাধারণে বিশ্বাস করিত। [টলেমি দেখ।] হিপার্কাস্ যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ মাত্র করিয়া গিয়াছেন, ইনি সেই সমস্ত বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন ও অনেক স্থলে সূক্ষ্মরূপে ফল বাহির, আবার অনেক স্থলে হিপার্কাসের মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

টলেমির পর গ্রীসে জ্যোতির্ব্বিদ্যার উন্নতি একরূপ শেষ হইল। তৎপরবর্ত্তী জ্যোতিষিগণ ফলিতজ্যোতিষের আলোচনা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মতাদির টীকা, সমালোচনা ও সংশোধনাদি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন।

ইহার পর আরবদিগের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্ব্বিদ্

পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করেন। ৭৬২ খৃঃ অব্দে আরবগণ জ্যোতিষ আলোচনা আরম্ভ করে। খলিফা অল্-মন্‌সুর এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী হরুণ-অল্-রশীদ ও অল্-মামুন এই বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতিসাধন ও আলোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন। শেষোক্ত সম্রাটদ্বয় স্বয়ং জ্যোতির্ব্বিদ্যা অনুশীলন করিতেন। যাহা হউক আরবগণ এই বিদ্যার বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারে নাই। ইহারা গ্রীক জ্যোতিষকে অত্যন্ত ভক্তি করিত, তথাপি ইহাদের গণনা ও গ্রহ পর্য্যবেক্ষণাদি গ্রীকদিগের অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম হইত। ইহারা ক্রান্তিপাতের পশ্চিমগতি আরও সূক্ষ্মরূপে এবং অয়নান্ত বর্ষ (Tropical year) প্রায় সেকেণ্ড পর্য্যন্ত শুদ্ধরূপে গণনা করিত। অল্-বাটানি (৮৮০ খৃঃ অব্দ) আরবদিগের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি সূর্য্যের মন্দোচ্চের গতি আবিষ্কার, ক্রান্তিবৃত্তের বক্রতা নির্ণয় ও গ্রীকদিগের বহুতর গণনাদি সংশোধন করেন।

হিপার্কাস্ হইতে কোপার্নিকাসের সময় পর্য্যন্ত যত বৈদেশিক জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে অল্‌বাটানি সর্ব্বপ্রধান জ্যোতিষ্ক-পর্য্যবেক্ষক।

ইবন্-য়ুনিস (১০০০ খৃঃ অব্দ) নামে জনৈক মিসরীয় অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের বক্রতা ও উৎকেন্দ্রত্ব নিরূপণ করেন। ইনি দিগ্‌বলয় হইতে কোন তারার উচ্চতাপরিমাণ দ্বারা গ্রহণের স্পর্শ ও মোক্ষকাল নিরূপণ করেন। তদ্ভিন্ন ইহার অনেক গণনাদি আছে। ঐ সকল দৃষ্টে জানা যায় তাঁহার সময়ে ত্রিকোণমিতি অঙ্কশাস্ত্র উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পারস্যের উত্তরভাগে জঙ্গিস্‌খাঁর উত্তরাধিকারিগণ একটী মান-মন্দির নির্ম্মাণ করেন; তথায় নাসিরুদ্দীন কতকগুলি নক্ষত্রের তালিকা প্রস্তুত করিয়া যান। সমরকন্দে তৈমুরের একজন পৌত্র ১৪৩৩ খৃঃ অব্দে তারাগণের একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। উহা তাৎকালিক সকল তালিকা অপেক্ষা বিশুদ্ধ।

ইহার পর প্রাচ্য দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অবনতি এবং পশ্চিময়ুরোপে ইহার আলোচনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১২৩০ খৃঃ অব্দে জর্ম্মণির ২য় ফ্রেডরিকের আদেশে আরবী আলম্যাগেষ্ট নামক গ্রন্থের অনুবাদ হয়। ১২৫২ খৃঃ অব্দে কাষ্টাইলের দশমঅলন্সো আরব ও য়িহুদীদিগের সাহায্যে য়ুরোপীয় ভাষায় সর্ব্বপ্রথম জ্যোতিষ বিষয়ক তালিকা প্রস্তুত করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনায় লোকের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। ঐ তালিকা টলেমির সহিত অনেকাংশে একভাবাপন্ন।

১২২০ খৃঃ অব্দে হোলিউড (Holy wood) সাহেব টলেমির মত সংক্ষেপ করিয়া অন্ দি স্ফিয়ার্স (On the spheres) নামক একখানি পুস্তক লিখেন। ঐ পুস্তক তৎকালে খুব প্রশংসিত ছিল। ইহার পর যে সকল ব্যক্তি জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ উক্ত বিদ্যার বিশেষ কোন উন্নতি করেন নাই। তবে ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি গণিত শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল।

তৎপরে বিখ্যাত কোপার্নিকাস্ আবির্ভূত হন (জন্ম ১৪৭৩, মৃত্যু ১৫৪৩ খৃঃ অব্দ)। ইনি প্রচলিত টলেমির মত খণ্ডন করিয়া অসম্পূর্ণ হইলেও একটী বিশুদ্ধ মত উদ্ভাবন করেন। এইরূপ প্রচলিত মত খণ্ডন করা বড় বিপজ্জনক, করিলেই সাধারণের বিরাগভাজন হইতে হয়। কোপার্নিকাস্ উহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নিজ বিশুদ্ধ মত প্রচার করেন। ইহার মত কতকাংশে পিথাগোরাসের কথিত মতের ন্যায়। ইহার মতে সূর্য্যমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অচলভাবে অবস্থিত; ইহার চতুর্দ্দিকে গ্রহগণ ভিন্ন ভিন্ন দূরে নিজ নিজ কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তৎকালপরিচিত সূর্য্য হইতে ক্রমান্বয়ে দূরবর্ত্তী গ্রহগণের নাম যথা—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এই সৌরজগৎ হইতে কল্পনাতীত দূরে নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থিত। চন্দ্র এক চান্দ্রমাসে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। তারাগণের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকের গতি প্রকৃত নহে, দৃষ্টিভ্রম মাত্র; কক্ষার উপর ঈষৎ হেলানভাবে স্থিত নিজ মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন জন্য উহা সংঘটিত হয়। প্রবাদ আছে, কোপার্নিকাস্ এইরূপ মত প্রচার করিতে সাহসী না হইয়া উহা কল্পিত বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু হাম্‌বোল্ট্ (Humblodt) বলেন, কোপার্নিকাস্ তেজস্বিনী ভাষায় প্রাচীন ভ্রান্তমত খণ্ডন করিয়া নিজমত প্রচার করেন এবং স্বরচিত On the revolution of the heavenly bodies নামক পুস্তকছাপা দেখিয়া অনেকদিন পরে প্রাণত্যাগ করেন। সাধারণের বিশ্বাস ছাপা পুস্তক দেখিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহার প্রাণনাশ হয়।

কোপার্নিকাসের পরবর্ত্তী রেকর্ডি (Recorde) ইংরাজী ভাষায় জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও গোলকতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক প্রথম রচনা করেন।

আরবদিগের সময় হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত যত জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন, টাইকো ব্রাহি (Tycho Brahe) তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী

ও ব্যবহারকুশল জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ১৫৪৬ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৬০১ খৃঃ অব্দে গতাসু হন।

টাইকো-ব্রাহি কোপর্নিকাসের মত খণ্ডন করিতে গিয়া অপযশভাগী হইয়াছেন। ইহার মতে পৃথিবী স্থির, সূর্য্য ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে এবং গ্রহগণ আবার সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। এই ভ্রান্ত যুক্তি কোপার্নিকাসের সরল মতের বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও অনেক আপত্তি নিরাকরণ করে। টাইকো-ব্রাহি স্থির নক্ষত্র সকলের একটী বিশুদ্ধ তালিকা প্রস্তুত, চন্দ্রের পক্ষান্ত সংস্কারাদি নিরূপণ এবং আলোকের বক্রগতি (Refraction) নির্ণয় করেন।

টাইকো-ব্রাহির অনুসন্ধানাদি দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কেপ্লার (Kepler) জ্যোতিষ্ক-বিষয়ক অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। (জন্ম ১৫৭১, মৃত্যু ১৬৩০ খৃঃ অব্দ)।

ইহার আবিষ্কৃত নিয়মাবলী অদ্যাপি কেপ্লারের নিয়মাবলী (Kepler's Lanes) বলিয়া বিখ্যাত। ইনি কোপার্নিকাসের মতের অনেক ভ্রম সংশোধন করেন। অনেকের মতে, ইনি মাধ্যাকর্ষণের বিষয় কতক অবগত ছিলেন।

গ্যালিলিও (Galileo জন্ম ১৫৬৪, মৃত্যু ১৬৪২ খৃঃ অব্দ) সর্ব্বপ্রথমে দূরবীক্ষণ সৃষ্টি করিয়া তদ্দারা আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করেন। [গ্যালিলিও ও দূরবীক্ষণ দেখ।]

গ্যালিলিও প্রথমেই দূরবীক্ষণ সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের বন্ধুরত্ব আবিষ্কার করিলেন। তৎপরে বৃহস্পতির চারিচন্দ্র, শনি গ্রহের বলয়, সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্ক চিহ্ন এবং শুক্রগ্রহের কলা প্রভৃতি অতি শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই সকল নূতন মতের প্রবর্ত্তনা জন্য যাজকগণ গ্যালিলিওর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং অবশেষে তাঁহাকে মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিল। কিন্তু যাজকগণ যতই প্রতিকূলাচরণ করুন এবং দার্শনিকগণ যতই বিরুদ্ধযুক্তি প্রদর্শন করুন, অনন্ত জগতের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী কিছুতেই প্রতিহত হইবার নহে।

ইহার পর ইংলণ্ডে জ্যোতির্ব্বিদ্যার যুগান্তর উপস্থিত হইল। নিউটন (জন্ম ১৬৪২, মৃত্যু ১৭২৭ খৃঃ অব্দ) প্রভৃতি বড় বড় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার অতিশয় উন্নতি সাধন করেন। নিউটনের আবির্ভাবে জ্যোতির্ব্বিদ্যা নবজীবন লাভ করিল। ইতিমধ্যে নেপিয়ারের লগারিথম্ (Logerithm) দ্বারা জ্যোতির্গণনায় অনেক সাহায্য এবং আলোকের গতি, পরিদোলক ইত্যাদি দ্বারা জ্যোতিষ্ক পর্য্যবেক্ষণের বিশেষ সুবিধা হয়। ক্যাসিনি (Cassini) রাশিচক্রের আলোক (Zodical light), বৃহস্পতির চন্দ্রচতুষ্টয়ের গ্রহণ দেখিয়া উহাদের গতি, শনিগ্রহের দুইটী বলয় ও চারিটী চন্দ্র প্রভৃতি অনেক আবিষ্কার করেন।

নিউটন মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) ও তাহার নিয়মাবলী আবিষ্কার করেন। সাধারণের বিশ্বাস বৃক্ষ হইতে পক্ক আতা পতিত হইতে দেখিয়া নিউটন ঐ মহান্ আবিষ্কারে মনোযোগী হন। সম্ভবতঃ মানব-প্রতিভায় ইহা অপেক্ষা মহত্তর ও অধিক গৌরবান্বিত আবিষ্কার আর নাই *। ইহা ভিন্ন নিউটন সূচীচ্ছেদাকৃতিপথে ধূমকেতুদিগের গতি, পৃথিবীর ঈষৎ চেপ্টা গোল আকার, চন্দ্র ও জোয়ারভাটার সম্বন্ধ নির্ণয় করেন।

নিউটনের সমকালে ফ্লামষ্টিড্ (Flamsteed), হ্যালি (Hally) প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্গণ গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু তারা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনেক উন্নতি করিয়াছেন।

ইহার পর খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে দূরবীক্ষণের উৎকর্ষ সাধন, বহুসংখ্যক যন্ত্রের সৃষ্টি ও অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতিহেতু জ্যোতির্ব্বিদ্যার মহতী উন্নতি সাধিত হয়।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে হর্শেল ইউরেনস্ (Uranus) নামে একটী নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ৪০ ফিট্ দীর্ঘ স্বীয় দূরবীক্ষণ সাহায্যে ছায়াপথ বিশ্লিষ্ট করিয়া তারকাপুঞ্জ দেখিতে পান। তিনি ইউরেনসের দুইটী চন্দ্র, শনিগ্রহের আরও দুইটী চন্দ্র প্রভৃতির বিষয়, নীহারিকার রহস্য এবং দ্বন্দ্ব (Double stars) ও ত্রি (Triple stars) তারকা আবিষ্কার করেন। এইরূপে আরও অনেকানেক জ্যোতির্ব্বিদ্দিগের অধ্যবসায় গুণে ও যন্ত্রাদির সাহায্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

১৯শ শতাব্দীর আরম্ভেই ৪টী ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। ক্রমে এ পর্য্যন্ত (১৮৯৫ খৃঃ অব্দ) প্রায় শতাধিক ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেপচুন (Neptune) গ্রহের আবিষ্কার বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রধান ঘটনা।

ইউরেনস্ গ্রহের গতির বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া অনেকে অনুমান করিতেন, ইহা বৃহস্পতি ও শনি ব্যতীত অন্য কোন অনির্দ্দিষ্ট গ্রহের আকর্ষণ জন্য সংঘটিত হয়। লেভারিয়ার (Leverrier) নামে জনৈক নবীন ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ ইহা দেখিয়া ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের গ্রীষ্মকালে অজ্ঞাত ঐ গ্রহের আকার, পরিমাণ ও আকাশে অবস্থান পর্য্যন্ত নিশ্চয়

* নিউটনের বহু পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য "আকৃষ্টিশক্তি" নামে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। (গোলাধ্যায় ২।৫)

করিয়া এক প্রবন্ধ বাহির করেন। একমাস গত হইতে না হইতে বার্লিন নগরে গেল (M. Galle) নেপচুন গ্রহ বাহির করিয়া ফেলিলেন। ইহার প্রায় এক বর্ষ পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ নগরে এডাম্‌স্ (M. Adams) আরও সূক্ষ্মতর গণনা দ্বারা নেপ্‌চুনের অস্তিত্ব ও অবস্থান বাহির করিয়া উহা চালিসকে (M. Challis) জ্ঞাপন করেন। ইনি দুইবার ঐ গ্রহকে চিনিয়াছিলেন, কিন্তু সুবিধামত প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

১৮৫৯ খৃঃ অব্দে এয়ারি (Airy) শূন্যমার্গে সৌরজগতের গতি নিরূপণ করেন।

এখন য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক প্রধান প্রধান নগরে এবং উপনিবেশ সকলে মানমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজকীয় সাহায্যে ঐ সকলে পর্য্যবেক্ষণাদি চলিতেছে। প্রায় সকল সুসভ্য দেশেই জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা করিবার জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঐ সকল সমিতি হইতে প্রতি বৎসর ভূরি ভূরি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাহির হইয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া সঞ্চিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের পুস্তকাদিও মুদ্রিত হইয়া থাকে এবং আকাশ-মণ্ডলে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু নক্ষত্রাদির প্রাত্যহিক অবস্থান সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়া ঐ সমস্ত গণনা বাহির হইতেছে। ইহা দ্বারা বহুবৎসরের ঘটনা সকল বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অনেক তথ্য বাহির করিতেছেন। গগনমণ্ডলের সুন্দর চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহাতে ভিন্ন ভিন্ন কালে জ্যোতিষ্কগণের অবস্থান, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদির দৃশ্যমান গতিপথ প্রভৃতি অতি বিশদরূপে প্রদর্শিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য ও তারা প্রভৃতির যথাযথ চিত্র প্রস্তুত করিতে ফটোগ্রাফ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এখন য়ুরোপীয় ভাষায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের এত অধিক পুস্তকাদি রচিত হইয়াছে যে, যে কেহ ইচ্ছা করিলে অতি সহজে এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যা সুশৃঙ্খল ও সহজবোধ্য হইয়াছে।

জ্যোতিষিক (পুং) জ্যোতিঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রং অধীতে উক্‌থাদিত্বাৎ ঠক্। জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যয়নকারী।

জ্যোতিষিন্ (ত্রি) জ্যোতিষং জ্ঞেয়ত্বেন অস্ত্যস্য ইনি। জ্যোতিঃশাস্ত্রাভিজ্ঞ।

জ্যোতিষী (স্ত্রী) জ্যোতিরস্ত্যস্যাঃ ইতি-অচ্ ঙীপ্। তারা।

জ্যোতিষ্ক (পুং) জ্যোতিরিব কায়তি কৈ-ক। ১ মেথিকা বীজ, মেথী। (রাজনি°) ২ চিত্রকবৃক্ষ, চিতে গাছ। চিত্রক-বীজের তৈল দুগ্ধ সহযোগে সর্জ্জিকা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলে উদররোগ প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত চিকি° ২৪ অ°) ৩ গণিকারিকা বৃক্ষ। (রত্নমালা) ৪ মেরুর শৃঙ্গভেদ, এই শৃঙ্গ মহাদেবের অতিশয় প্রিয়।

"তদীশভাগে তস্যাদ্রেঃ শৃঙ্গমাদিত্যসন্নিভং।
যত্তৎ জ্যোতিষ্কমিত্যাহুঃ সদা পশুপতেঃ প্রিয়ং॥"

৫ গ্রহতারা নক্ষত্র প্রভৃতি, এই অর্থে জ্যোতিষ্ক শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

জ্যোতিষ্কা (স্ত্রী) জ্যোতিষ্ক-টাপ্। জ্যোতিষ্মতীলতা।

জ্যোতিষ্কৃৎ (ত্রি) জ্যোতিঃ করোতি জ্যোতিঃ কৃ-কিপ্। আদিত্য। "জ্যোতিষ্কৃতো অধ্বরস্য" (ঋক্ ১০।৬৬।১)।
'জ্যোতিষ্কৃতো আদিত্যাখ্যস্য তেজসঃ।' (সায়ণ)

জ্যোতিষ্টোম (পুং) জ্যোতিংষি স্তোমা যস্য বহুব্রী (জ্যোতিরায়ুষঃ স্তোমঃ। পা ৮।৩।৮৩) ইতি ষত্বং। স্বনামখ্যাত যজ্ঞ-বিশেষ, এই যজ্ঞ করিতে ১৬ জন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের আবশ্যক এবং এই যজ্ঞ সমাপনান্তে ১২শত গো দক্ষিণা দিতে হয়। [যজ্ঞ দেখ।]

জ্যোতিষ্পথ (পুং) জ্যোতিষাং পন্থা ৬তৎ। আকাশ।

জ্যোতিষ্মৎ (ত্রি) জ্যোতিরস্ত্যস্য মতুপ্। ১ জ্যোতির্যুক্ত, প্রকাশযুক্ত। (পুং) ২ সূর্য্য। ৩ প্লক্ষদ্বীপস্থিত পর্ব্বতবিশেষ।

জ্যোতিষ্মতী (স্ত্রী) জ্যোতিষ্মৎ ঙীপ্। (Cordiospermum halicacabum) ১ লতাবিশেষ, লতা ফট্‌কী, বনউচ্ছে। হিন্দুস্থানে উমিজিনী, করহী, মালকঙ্গুনী বলিয়া খ্যাত। সংস্কৃত পর্য্যায়—পারাবতপদী, নগনা, স্ফুটবন্ধনী, পূতিতৈলা, ইঙ্গুদী, পারাবতাঙ্ঘ্রি, কটভী, পিণ্যা, স্বর্ণলতা, অনলপ্রভা, জ্যোতির্লতা, সুপিঙ্গলা, দীপ্তা, মেধ্যা, মতিদা, দুর্জ্জয়া, সরস্বতী, অমৃতা। সূক্ষ্মা জ্যোতিষ্মতীর গুণ—অতিশয় তিক্ত, কিঞ্চিৎ, কটু, বাত ও কফনাশক। স্থূল জ্যোতিষ্মতীর গুণ—দাহপ্রদ, দীপন, মেধা ও প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারক। (রাজনি°) তীক্ষ্ণ ব্রণ ও বিস্ফোটকনাশক। (রাজব°) কটু, তিক্ত, কফ ও বায়ুনাশক, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবৃদ্ধি ও স্মৃতিপ্রদ (ভাবপ্র°)*।

* ইহা একপ্রকার তেজস্বিনী লতা। ইহার আকৃতি উচ্ছেপত্র সদৃশ; এজন্য ঢাকা প্রভৃতি প্রদেশে ইহাকে বনউচ্ছে কহে। ইহার ফল কোষাকার সূক্ষ্মআবরণ দ্বারা আবৃত ও তিনটী শিরাযুক্ত মধ্যে তিনটা করিয়া বীজ আছে, ঐ ফল প্রথমাবস্থায় কিঞ্চিৎ অরুণ বর্ণ হয়, যদি কোনগতিকে কেহ টিপ দেয়, তাহা হইলে পট করিয়া একটা শব্দ হয়, এই জন্য বালকেরা ইহা ক্রীড়ার জন্য ব্যবহার করে। ইহা দুই জাতি, ক্ষুদ্রজাতীয় জ্যোতিষ্মতী প্রায় বঙ্গাদি প্রদেশে দেখা যায়, মহা জ্যোতিষ্মতী কাশ্মীরাদি প্রদেশে অধিক জন্মে।

২ যোগশাস্ত্রোক্ত সত্ত্বপ্রধান চিত্তবৃত্তিবিশেষ।

"বিশোকাবা জ্যোতিষ্মতী" (পাত° দ°) সত্ত্বগুণ প্রকাশবতী বিশোকা (চিত্তের রজ-তম-পরিণামরহিত অতএব দুঃখশূন্য) প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হয়, সাত্ত্বিকপ্রকাশ হইলেই সর্ব্বদা সুখ অনুভূত হইতে থাকে, তখন রজোগুণের পরিণাম স্বরূপ শোকমোহাদি কিছুই থাকে না, তখন প্রশান্ত তরঙ্গ ক্ষীরোদসাগরতুল্য বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ভাবনা করিলেই জ্ঞানের আলোক বর্দ্ধিত হয় ও সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির ক্ষয় হইতে থাকে, তাহা হইলে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। তখন জ্যোতিষ্মতী বা চিত্তের স্থিতি নিবন্ধন প্রবৃত্তি হয়। (পাত° দ°) ৩ অগ্নিপুরী। [অগ্নিলোক দেখ।] ৪ রাত্রি। (রাজনি°) ৫ নদীবিশেষ।

"সরস্বতী প্রভবতি তস্মাজ্জ্যোতিষ্মতী তু যা।
অবগাঢ়ে হ্যভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ॥" (মৎস্যপু° ১২০।৬৫)

জ্যোতিস্ (পুং) দ্যোততে দ্যুত্যতে বা দ্যুত-ইসুন্ দস্য জাদেশ বা জ্যুত-ইসুন্। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। (মেদিনী) ৩ মেথিকাবৃক্ষ। (রাজনি°) ৪ নেত্রকনীনিকা মধ্যস্থ দর্শনসাধন পদার্থ। (শব্দার্থচি°) ৫ নক্ষত্র। ৬ প্রকাশ। (শব্দচ°) (ক্লী) ৭ স্বয়ংপ্রকাশ, সর্ব্বাবভাসক চৈতন্য। ৮ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সংখ্যাভেদ। ৯ বিষ্ণু। (বিষ্ণু স°) বেদান্তদর্শনে জ্যোতিঃ শব্দে পরব্রহ্ম।

'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ' (বেদান্তসূ° ১।১।২৪) 'চক্ষুবৃর্ত্তে নিরোধকং শার্ব্বরাদিকং তমঃ তস্যা এবানুগ্রাহকআদিকং জ্যোতিঃ' (ভাষ্য) চক্ষুর্বৃত্তির নিরোধকারী শর্ব্বরী প্রভৃতিই তমঃ, তাহার অনুগ্রাহক আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ। ১০ তেজোদ্রব্যমাত্র, জ্যোতিঃসার, জ্যোতিস্তত্ত্ব, জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত প্রভৃতি।

জ্যোতিস্তত্ত্ব (ক্লী) জ্যোতিষাং তত্ত্বং ৬তৎ বা জ্যোতিষাং তত্ত্বং যত্র বহুব্রী। জ্যোতিষ। রঘুনন্দনকৃত জ্যোতিঃ সম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ। এই গ্রন্থে জ্যোতিষের প্রায় সকল বিষয়ই সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। জ্যোতিষের তত্ত্ব।

জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত (পুং) জ্যোতিষাং সিদ্ধান্তঃ ৬তৎ। জ্যোতিঃ গ্রন্থবিশেষ।

জ্যোতীরথ (পুং) জ্যোতিরেব রথোঽস্য, জ্যোতিষঃ রথইব বা। ১ ধ্রুবনক্ষত্র, জ্যোতির্মণ্ডল ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া ইহার নাম জ্যোতীরথ। ২ নির্ব্বিষজাতীয় সর্প। (বিশ্ব)

জ্যোতীরস (পুং) জ্যোতিশ্চ রসশ্চ, (দ্বন্দ্ব)। নক্ষত্র ও পারদরস।
"কেচিৎ জ্যোতীরসপ্রভা" (রামা° ২।৯৪।৬)

জ্যোতীরূপস্বয়ম্ভু (পুং) জ্যোতিঃরূপং যস্য তাদৃশঃ স্বঃ স্বয়ম্ভূ। ব্রহ্মা, ব্রহ্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময়, এই জন্য ইহার নাম জ্যোতীরূপস্বয়ম্ভু।

জ্যোৎস্না (স্ত্রী) জ্যোতিরস্ত্যস্যাং নিপাতনাৎ ন প্রত্যয়ঃ উপধালোপশ্চ, (জ্যোৎস্নাতমিস্রেতি। পা ৫।২।১১৪) ১ কৌমুদী, চন্দ্রজ্যোতিঃ। পর্য্যায়—চন্দ্রিকা, চান্দ্রী, কামবল্লভা, চন্দ্রাতপ, চন্দ্রকান্তা, শীতা, অমৃততরঙ্গিণী। ২ জ্যোৎস্নাযুক্ত রাত্রি। (মেদিনী) ৩ পটোলিকা। (অমরটীকাস্বামী) চলিত কথায় ঝিঙ্গে। ইহার গুণ—ত্রিদোষনাশক, (রাজনি°) কষায়, মধুর, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক।

৪ শ্বেতঘোষা। (রাজব°) ৫ দুর্গা।

"জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপায়ৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ।" (চণ্ডী ৫ অঃ)

৬ প্রভাতকাল।

"জ্যোৎস্না সমভবৎ সাপি প্রাক্‌সন্ধ্যা যাভিধীয়তে।"
(বিষ্ণুপু° ১।৫।৩৬)

জ্যোৎস্নাকালী (স্ত্রী) সোমের কন্যা, ইনি বরুণপুত্র পুষ্করের পত্নী।

"রূপবান্ দর্শনীয়শ্চ সোমপুত্র্যাবৃতঃ পতিঃ।
জ্যোৎস্নাকালীতি যামাহুর্দ্বিতীয়াং রূপতঃ শ্রিয়ং॥"
(ভারত ৫।৯৭ অঃ)

জ্যোৎস্নাদি (পুং) জ্যোৎস্না, তমিস্রা, কুণ্ডল, কুতুপ, বিসর্প, বিপাদিক, এই কয়টী জ্যোৎস্নাদিগণ। মত্বর্থে এই সকল শব্দের উত্তর অণ্ হয়।

জ্যোৎস্নাপ্রিয় (পুং) জ্যোৎস্নাপ্রিয়া যস্য বহুব্রী, চকোর। (হেম°)

জ্যোৎস্নাবৎ (ত্রি) জ্যোৎস্না অস্ত্যস্য জ্যোৎস্না-মতুপ্। জ্যোৎস্নাযুক্ত।

জ্যোৎস্নাবৃক্ষ (পুং) জ্যোৎস্নায়াঃ বৃক্ষ ইব ৬তৎ। দীপাধার, (ত্রিকা°) চলিত কথায় পিলসুজ।

জ্যোৎস্নী (স্ত্রী) জ্যোৎস্না অস্ত্যস্যা ইত্যণ্ ঙীপ্ চ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ।

১ চন্দ্রিকাযুক্ত রাত্রি। ২ পটোলিকা। (অমর) চলিত কথায় ঝিঙ্গা। ৩ রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ°)

জ্যোৎস্নেশ (পুং) জ্যোৎস্নায়াঈশঃ ৬তৎ। জ্যোৎস্নার অধিপতি।

জ্যৌতিষ (ক্লী) জ্যোতিষ ইদং অণ্। জ্যোতিষ সম্বন্ধীয়।

জ্যৌতিষিক (পুং) জ্যোতিষং অধীতে বেদ বা উক্থাদি° ঠক্। জ্যোতির্ব্বিদ্, দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষাধ্যায়ী।

জ্যৌৎস্ন (ত্রি) জ্যোৎস্নয়া অন্বিতঃ ইত্যণ্। দীপ্ত, জ্যোৎস্নাযুক্ত।

জ্যৌৎস্নিকা (স্ত্রী) জ্যোৎস্না অস্তি যস্যাঃ ইতি ঠক্ পূর্ব্ববৃদ্ধিষ্টাপ্ চ। জ্যোৎস্নাযুক্ত রাত্রি। (শব্দর°)

জ্বর (পুং) জ্বরতি জীর্ণোভবত্যনেন জ্বর-করণে ঘঞ্। জ্বরণ, স্বনাম খ্যাত রোগভেদ; পর্য্যায়—জূর্ত্তি, জ্বরি, আতঙ্ক, রোগপৃষ্ঠ, মহাগদ, তাপক, সন্তাপ।

প্রাণিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক প্রাণীই কোন না কোন সময়ে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগকেই অধিক পরিমাণে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে লক্ষিত হয়। কাহাকে একাধিক, কাহাকে বা একটীমাত্র রোগে আক্রমণ করে। ফলতঃ কোন মানবই চিরকাল সুস্থ শরীরে সমভাবে থাকে না। এইজন্যই প্রাচীন পণ্ডিতগণ 'শরীরং ব্যাধিমন্দিরং' এই কথাটী প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যাধি দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক। শারীরিকব্যাধি আগ্নেয়, সৌম এবং বায়ব্য এই তিন ভাগে এবং মানসিক ব্যাধি রাজস ও তামস এই দুইভাগে বিভক্ত। নিদান, পূর্ব্বরূপ, লিঙ্গ, উপশয় এবং সংপ্রাপ্তিদ্বারা ব্যাধির জ্ঞান জন্মে। রোগের কারণ সাধারণতঃ তিনপ্রকার ধরা হইয়া থাকে—ইন্দ্রিয়ার্থ, কর্ম্ম ও কাল। ইহাদিগের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগে রোগের উৎপত্তি হয়; কিন্তু সমভাবে ব্যবহৃত হইলে শরীর সুস্থ থাকে। পূর্ব্বোক্ত শারীরিক ও মানসিক রোগ ব্যতীত আর এক প্রকার রোগ আছে, তাহাকে আগন্তুক কহে। শরীরদোষসম্ভূত রোগের নাম শারীরিক; ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও প্রহারাদিজনিত রোগের নাম আগন্তুজ এবং প্রিয় বস্তুর অলাভ ও অপ্রিয় বস্তুর লাভজনিত রোগের নাম মানসিক।

মনুষ্যগণ জ্বরেই অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয় এবং অন্যান্য যে সমস্ত রোগে পীড়িত হয় তাহারও মূলীভূত কারণ জ্বর। শারীর রোগের মধ্যে প্রথমেই জ্বর জন্মে। জ্বর হইলে, পরে তাহা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া অন্যান্য রোগ সৃষ্টি করে। শরীরের বিশেষ বিশেষ পীড়া জন্মায় এ জন্য ইহার নাম জ্বর। জ্বর যেমন দারুণ, বহু পীড়াজনক ও দুশ্চিকিৎস্য, অন্য কোন ব্যাধি সেরূপ নহে। জ্বর প্রাণিগণের প্রাণনাশক; দেহ ইন্দ্রিয় এবং মনের সন্তাপোৎপাদক; প্রজ্ঞা, বল, বর্ণ এবং উৎসাহের অবসন্নতাকারক। জ্বরে শরীরের অবসাদ, বেদনা, শ্রম, ক্লান্তি, মোহ এবং আহারে অপবোধ জন্মে। প্রাণিগণ জ্বরের সহিতই উৎপন্ন হয় এবং জ্বরাভিভূত হইয়াই প্রাণত্যাগ করে। সুশ্রুতে কথিত আছে, জ্বর সকল রোগের রাজা, রুদ্রকোপানলসম্ভূত এবং সর্ব্বলোকপ্রতাপন। বাতিক, পৈত্তিক প্রভৃতি নামে খ্যাত। প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যুকালে প্রায়ই শরীরে প্রবেশ করে বলিয়া ইহাকে সকল রোগের রাজা বলা যায়। দেবতা ও মনুষ্য ব্যতিরেকে ইহার প্রভাব কেহই সহ্য করিতে পারে না। মানবগণ কর্ম্মফল দ্বারা দেবত্ব লাভ এবং কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার স্বর্গচ্যুত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। দেহে দেবভাগ থাকা প্রযুক্তই মানবগণ জ্বরের প্রতাপ সহ্য করিতে পারে। অপরাপর তির্য্যক্‌যোনিজাত প্রাণিগণ জ্বরে নিরতিশয় বিপন্ন হয়।

হরিবংশে জ্বরের উৎপত্তি নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে। মহাদেব বাণরাজার জন্য 'জ্বর' নামক একজন যোদ্ধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাসুদেব কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বাণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও প্রদ্যুম্নের সহিত তাঁহার উদ্ধারার্থ গমন করেন। এই উপলক্ষে দানবাধিপতি বাণের সহিত তাঁহাদিগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। যুদ্ধে দৈত্যসেনাগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে কালান্তক সদৃশ ভীষণমূর্ত্তি জ্বর ভস্মাস্ত্র লইয়া সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। জ্বরের তিন পা, তিন মস্তক, ছয় বাহু, নবলোচন। ইহার কণ্ঠস্বর সহস্র সহস্র ঘন গর্জ্জিতের ন্যায়, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে মুখব্যাদান করিয়া জৃম্ভণ করিতেছে, শরীর যেন অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত ও অলস হইয়া পড়িতেছে, নেত্রদ্বয় মুখমণ্ডলকে সমাকুল করিতেছে। ইহার গাত্র রোমাঞ্চিত, চক্ষু আবিল এবং চিত্ত ক্ষিপ্তের ন্যায় *। জ্বর রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়া বলরামকে পরাজিত করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জ্বরের সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ জ্বরকে মৃত বোধ করিয়া যেমন তাহাকে বাহুবলে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইবেন, অমনি সে অতর্কিত ভাবে তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের শরীরে জ্বরাবেশ হওয়াতে রোমাঞ্চ, জৃম্ভণ, শ্বাসপতন, আলস্য ও নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার শরীরে জ্বরাবেশ হইয়াছে। তখন তিনি সেই জ্বর বিনাশের নিমিত্ত অন্য এক জ্বরের সৃষ্টি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই নবসৃষ্ট বৈষ্ণব জ্বরকে আদেশ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বলে পূর্ব্বপ্রবিষ্ট জ্বরকে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিল। কৃষ্ণ তাহাকে গ্রহণ করিয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে সে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। সেই সময় জ্বরকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণের উদ্দেশে একটী আকাশবাণী শ্রুত হইল। শ্রীকৃষ্ণ জ্বরকে পরিত্যাগ করিলেন।

* জ্বরের রূপ বর্ণনা নিতান্ত কাল্পনিক নহে। যাহারা জ্বরাক্রান্ত হয়, তাহাদিগের শারীরিক অবস্থা তখন প্রায় উল্লিখিতরূপই হইয়া থাকে।

জ্বর কৃষ্ণের হস্তে জীবন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট একটী বর প্রার্থনা করিল। জ্বর কহিল, হে কৃষ্ণ, হে দেবেশ, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন জগতে আমি ভিন্ন অন্য কোন জ্বর না থাকে।

কৃষ্ণ কহিলেন, বরপ্রার্থিদিগকে বর প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষ তুমি শরণাগত। তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় তুমিই একমাত্র জ্বর থাকিবে; দ্বিতীয় জ্বর যাহা আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, উহা আমার শরীরে লীন হউক। শ্রীকৃষ্ণ জ্বরকে আরও কহিলেন, এই জগতে স্থাবর জঙ্গম ও সর্ব্বজাতির মধ্যে তুমি যেরূপে বিচরণ করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার আত্মাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ দ্বারা চতুষ্পদ প্রাণীকে, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা স্থাবর এবং তৃতীয়ভাগ দ্বারা মানবজাতিকে ভজনা কর। তোমার তৃতীয়ভাগের চতুর্থাংশ পক্ষিকুল মধ্যে এবং অবশিষ্টাংশ মনুষ্য মধ্যে ঐকাহিক, থোরক ও চতুর্থক নামে বিচরণ করিবে। বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে কীট, পত্র মধ্যে সঙ্কোচ অথবা পাণ্ডু, ফল মধ্যে আতুর্য্য, পদ্মিনীতে হিম, পৃথিবীতে উষর, জল মধ্যে নীলিকা, ময়ূর মধ্যে শিখোদ্ভেদ, পর্ব্বত মধ্যে গৈরিক, গো মধ্যে অপস্মারক ও খোরক নামে অভিহিত হইয়া তুমি বিচরণ করিবে। তোমাকে দর্শন বা স্পর্শ করিলেই প্রাণিমাত্রেই নিধন প্রাপ্ত হইবে; দেবতা ও মনুষ্য ব্যতীত অন্য কেহ তোমার প্রভাব সহ্য করিতে পারিবে না।

জ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটী উপাখ্যান আছে। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে মহাদেব দিব্য এক সহস্র বৎসর অক্রোধ ব্রতঅবলম্বন করিলে অসুরগণ অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিল। তখন তিনি মহাত্মা মহর্ষিদিগের তপোবিঘ্ন হইতেছে জানিয়াও এবং তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াও উপেক্ষা করিলেন; কারণ তখন ক্রোধ প্রকাশ করিলে তাঁহার ব্রতভঙ্গ হইবে। ইহার পর দক্ষপ্রজাপতি দেবগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও মহাদেবের প্রাপ্য যজ্ঞভাগ কল্পনা না করিয়া যজ্ঞের সিদ্ধিকারক বেদোক্ত পাশুপত মন্ত্র এবং শৈব্য আহুতি পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর আত্মবিৎ প্রভু মহাদেব ব্রত সমাপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দক্ষ কর্ত্তৃক নিজ অপমান জানিতে পারিলেন এবং রৌদ্রভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ললাটে নয়ন সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞবিঘ্নকারী উল্লিখিত অসুরদিগকে দগ্ধ ও ক্রোধাগ্নিসন্দীপিত শত্রুনাশন এক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই বাণে দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ ধ্বংস হইল এবং দেব ও ভূতগণ সন্তপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তখন দেবগণ সপ্তর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানা প্রকারে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব দেবতাদিগের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া যেমন শৈবভাব অবলম্বন করিলেন, অমনি সর্ব্বত্র মঙ্গল বিরাজমান হইল। যখন ঐ ক্রোধাগ্নি মহাদেবকে জীবগণের মঙ্গলসাধনে অভিলাষী দেখিল। তখন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, ভগবন্! এখন আমি আপনার কি আদেশ পালন করিব, আজ্ঞা করুন। মহাদেব তাহাকে বলিলেন, তুমি জীবগণের জন্ম মৃত্যু এবং জীবিত সময়ে জ্বর স্বরূপ হইবে। * এই প্রকারে জ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে।

সন্তাপ, অরুচি, তৃষ্ণা, অঙ্গমর্দ্দ এবং হৃদয়ে বেদনা এই গুলি জ্বরের স্বাভাবিকী শক্তি।

সমনস্ক একমাত্র শরীরই জ্বরের অধিষ্ঠান। শারীরিক ও মানসিক সন্তাপ প্রত্যেক জ্বরের প্রধান লক্ষণ। জ্বরে আক্রান্ত হইলে কোনরূপ কষ্ট প্রাপ্ত হয় না, এরূপ প্রাণী জগতে বিদ্যমান নাই।

সাধারণতঃ জ্বরোৎপত্তির কারণ দুই প্রকার—সামান্য এবং প্রধান। বাতপিত্ত প্রভৃতির প্রকোপজনক আহার বিহারাদিই সামান্য কারণ এবং জল, বায়ু দেশ কাল প্রভৃতির দূষণ ভাব প্রধান কারণ।

শারীরিক বাতপিত্তাদি এবং মানসিক রজ ও তমঃ দোষ জ্বরের প্রকৃতি। কোন জ্বরই দোষের সংস্রব ব্যতিরেকে কখনও মনুষ্যদিগের দেহে প্রবেশ করিতে পারে না।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, এই জ্বরই ক্ষয়, পাপ্মা ও মৃত্যু এবং দুষ্কৃতি হইতেই ইহা উৎপন্ন হয়।

সুশ্রুতসংহিতায় লিখিত আছে জ্বর অষ্ট প্রকার—ইহা বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়। দোষ সকল স্ব স্ব কালে ও স্বীয় স্বীয় প্রকোপনহেতু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। দোষ স্ব স্ব হেতুদ্বারা কুপিত হইয়া আমাশয়ে গমনপূর্ব্বক স্বীয় উষ্ণতা সহযোগে রসধাতু আশ্রয় করে। সেই কুপিত দোষ ও রস দ্বারা স্বেদ ও রস-

* রুদ্রের ক্রোধসম্ভূত নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জ্বর স্বভাবতঃ পিত্তাত্মক, কারণ, ক্রোধ হইতে পিত্ত উৎপন্ন হয়। অতএব সর্ব্ব প্রকার জ্বরেই পিত্তবিনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন, পিত্ত ব্যতীত উষ্মা নাই এবং উষ্মা ভিন্ন জ্বর নাই। সুতরাং, সকল প্রকার জ্বরেই পিত্তের পক্ষে যে সকল দ্রব্য অহিতকর, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

বাহী শিরার পথ সমস্ত রুদ্ধ হইলে জঠরানল মন্দীভূত হয়। দোষের প্রকোপকালে পাকস্থলী হইতে সেই অগ্নি বহির্ভাগে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইলে জ্বর প্রকাশ পায়। জ্বর জন্মিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত এবং ত্বক্, মূত্র ও পুরীষাদি দোষানুসারে বিবর্ণ হয়।

মিথ্যা আহার বিহার বা স্নেহাদি ক্রিয়া দ্বারা, অভিঘাত বা অন্য কোন রোগোৎপত্তি হেতু বা শরীরে ব্রণাদি পাককালে অথবা শ্রম, ক্ষয়, অজীর্ণতা বা কোন প্রকার বিষ দ্বারা অথবা অত্যন্ত আহারাদির বা ঋতুর বিপর্য্যয় এবং ওষধি বা পুষ্প গন্ধ হেতু, শোক, নক্ষত্রপীড়া, অভিচার বা অভিশাপ অথবা কাল্পনিক শঙ্কা জন্য এবং মৃতবৎসা বা জীবিতবৎসা স্ত্রীলোকদিগের স্তন্যাবতরণকালে অহিতাচার হেতু ধাতু কুপিত হয়; এবং উদ্ভ্রান্ত বিপথগামী বেগবান্ দোষ দ্বারা অভ্যন্তরস্থ জঠরাগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে পাকস্থলীস্থিত রস রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বদেহ উষ্ণ হইয়া উঠে এবং সর্ব্বাঙ্গে এককালে ঘাম বন্ধ হয়। স্বেদের অবরোধ, গাত্রের উত্তাপ এবং সকল অঙ্গের জড়তা বা বেদনা; এইগুলি সমস্ত এক সময়ে ঘটিলে জ্বর বলা যায়। বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা ইহাদের একএকটী পৃথক্ ভাবে কিংবা দুইটী বা তিনটী একত্র দূষিত হইলে এবং আগন্তুজ কারণে জ্বর জন্মে। জ্বর অষ্টবিধ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুজ।

চরকসংহিতায় কথিত আছে, আট প্রকার কারণ হইতে মানবগণের জ্বর জন্মিয়া থাকে; যথা—বায়ু, পিত্ত, কফ, বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্মা, বাতশ্লেষ্মা, বাতপিত্তশ্লেষ্মা এবং আগন্তুক।

রুক্ষগুণবিশিষ্ট বস্তু, লঘু বস্তু, শীতল বস্তু, পরিশ্রম, বমন বিরেচন এবং আস্থাপন, (নিরূহবস্তি) প্রভৃতির অতিশয় উপযোগ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অনশন, অভিঘাত, স্ত্রীসংসর্গ, উদ্বেগ, শোক, শোণিতস্রাব, রাত্রিজাগরণ, এবং বিষম প্রকারে (বিপরীত ভাবে) শরীর ক্ষেপণ, ইহাদিগের আতিশয্যে বায়ু, প্রকুপিত হইয়া উঠে। পরে সেই প্রকুপিতবায়ু আমাশয়ে প্রবিষ্ট হইলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাকহেতু মল ধাতুকে প্রাপ্ত হয়; অনন্তর রস এবং স্বেদবহ স্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন ও পাকাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া পক্বাশয় হইতে উষ্মাকে বহির্ভাগে আনয়ন করে ও সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। এই সময় বাত জ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বাতজ্বর হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্ষণে ক্ষণে শারীরিক উষ্ণভাবের এবং জ্বরবেগ ও মলনির্গমকালের বিষমতা। প্রায়ই আহারের সম্পূর্ণ জীর্ণাবস্থায়, দিবসের অন্তে এবং অধিকাংশরূপে বর্ষাকালে এই জ্বরের আগমন অথবা অভিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষ প্রকারে নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ এবং চর্ম্মের অত্যন্ত পরুষতা এবং অরুণবর্ণতা লক্ষিত হয়।

শরীরে নানাপ্রকার ক্লিপ্ত ভাব এবং নানাপ্রকার চলাচল বেদনা, পাদদ্বয়ে ঝিনঝিনি বেদনা, পিণ্ডিকোদ্বেষ্টন অর্থাৎমাংস মোড়া দেওয়ার, স্নায় বোধ, জানু এবং সন্ধিস্থানের বিশ্লেষণ, উরুর অবসন্নতা, কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্কন্ধ, বাহু, অংস এবং বক্ষঃ প্রভৃতি স্থলে ক্রমে ভগ্নবৎ, রুগ্নবৎ, মৃদিত, মন্থনবৎ, চটিত, অবপীড়িতএবং অবতুন্নবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। হনুস্তম্ভ, কর্ণে স্বন্ স্বন্ শব্দ, শঙ্খস্থানে নিস্তোদনবৎ পীড়া, মুখে কষায় রস অথচ রসাস্বাদনে অক্ষমতা, মুখ, তালু এবং কণ্ঠশোষ, পিপাসা, হৃদয়ে বিশেষ বেদনা, শুষ্কছর্দ্দি, শুষ্ককাস, হাঁচি, উদ্গারনিরোধ, অম্লরসযুক্ত নিষ্ঠীবন, অরুচি, অপাক, মনের বিকলতা, জৃম্ভা, বিনাম (বেদনা বিশেষ), কম্প, বিনা পরিশ্রমে পরিশ্রমবোধ, ভ্রম (চক্রস্থিতের ন্যায় ভ্রমিযুক্ত বস্তু দর্শন), প্রলাপ, অনিদ্রতা, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, উষ্ণবস্তু অভিলাষ, নিদানোক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা অনুপশয় এবং তদ্বিপরীত বস্তু দ্বারা উপশয় প্রভৃতি বাতজ্বরের লক্ষণ।

উষ্ণ, অম্ল, লবণ, ক্ষার, কটু, গুরুপাক দ্রব্য ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণরসসংযুক্ত বস্তু যাহারা অধিক সময় ভক্ষণ করে, এবং অতিশয় অগ্নিসন্তাপসেবনকারী, পরিশ্রমী ও ক্রোধশীল ব্যক্তিগণ সচরাচর পৈত্তিক জ্বরে আক্রান্ত হয়। উক্ত প্রকার ব্যক্তিদিগের শরীরগত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া আমাশয় হইতে উষ্মাকে গ্রহণ, রস ধাতুকে আশ্রয় করিয়া রস এবং স্বেদহবস্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন করিয়া পিত্তের দ্রবত্ব হেতু জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত ও পক্বাশয় হইতে অগ্নিকে বহির্ভাগে বিক্ষিপ্ত করে। এই প্রকার শারীরিক প্রক্রিয়া সঙ্ঘটিত হইলে পিত্তজ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পিত্তজ্বর হইলে এক সময়েই জ্বরের আগমন এবং অভিবৃদ্ধি হয়।

আহারের পরিপাকাবস্থায়, মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাত্রে এবং প্রায়ই শরৎকালে এই জ্বর প্রকাশ পায়। এইজ্বরে মুখে কটু রসতা এবং নাসিকা, মুখ, কণ্ঠ, এবং তালুদেশে পক্বতাবোধ; তৃষ্ণা, ভ্রম, মোহ, মূর্চ্ছা, পিত্তবমন, অতীসার, আহারে অপ্রবৃত্তি, ঘর্ম্ম, প্রলাপ ও শরীরে একপ্রকার কোঠরোগের উৎপত্তি হয়। নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ এবং চর্ম্মের অত্যন্ত হরিদ্বর্ণতা অথবা হরিদ্রাবর্ণতা জন্মে। শরীর অতিশয় উষ্ণ এবং অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয়। পিত্তজ্বরাক্রান্ত

ব্যক্তি শীতল স্থানে থাকিতেও শীতল দ্রব্য ভক্ষণ করিতে অতিশয় ইচ্ছা প্রকাশ করে। নিদানোক্ত বস্তুসমূহ দ্বারা ইহার অনুপশয় এবং তদ্বিপরীত বস্তুদ্বারা উপশম বোধ হইয়া থাকে।

স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল, পিচ্ছিল, অম্ল এবং লবণ প্রভৃতি দ্রব্য যাহারা অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করে এবং যাহারা দিবানিদ্রা, হর্ষ ও ব্যায়াম প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় আসক্ত হয়, তাহাদিগের শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত লোক সাধারণতঃ শ্লৈষ্মিক অর্থাৎ কফজ্বরে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ইহাদিগের প্রকুপিত শ্লেষ্মা আমাশয়ে প্রবেশ করিয়া উষ্মার সহিত মিলিত ও ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক জন্য রসধাতুকে প্রাপ্ত হয়। পরে রস এবং স্বেদবহ স্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক পকাশয় হইতে উষ্মাকে বহির্ভাগে আনয়ন করিয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রক্রিয়া হেতু কফজ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

এক সময়েই কফ জ্বরের আগমন এবং প্রকোপ উপস্থিত হয়। ভোজন মাত্রে, দিবসের প্রথম ভাগে, প্রথম রাত্রিতে ও প্রায়শঃ বসন্তকালে এই জ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বিশেষ প্রকারে শরীরের গুরুত্ব, আহারে অপ্রবৃত্তি, মুখ নাসিকাদি দ্বারা কফস্রাব, মুখের মধুরতা, উপস্থিত বমন, হৃদয়স্থানে উপলেপবোধ, শরীরে স্তিমিতভাব (আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত বোধ), ছর্দ্দি, অগ্নির মৃদুতা, নিদ্রার আধিক্য, হস্তপদাদির স্তম্ভতা, তন্দ্রা, শ্বাস, কাশ, নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ ও চর্ম্মের অত্যন্ত শীতলতা অনুভব এবং শরীরে শীতস্পর্শ পীড়কার উদ্গম হয়। কফজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি প্রায়ই উষ্ণতা অভিলাষ করে। নিদানোক্ত বস্তু প্রভৃতি দ্বারা অনুপশয় এবং তাহার বিপরীত গুণবিশিষ্টবস্তু দ্বারা উপশয় বোধ হইয়া থাকে।

বিষমাশন (অভ্যাসের অধিক বা অল্প অথবা অসময়ে ভোজন), অনশন, ঋতুপরিবর্ত্তন, ঋতুব্যাপত্তি (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত প্রভৃতি ঋতুতে ঋত্বনুযায়ী গ্রীষ্মশীতাদির অভাব), অসহনীয় গন্ধাদির আঘ্রাণ, বিষদূষিত জলপান অথবা সংযোগ, বিষের উপযোগ, পর্ব্বতাদির উপশ্লেষ, স্নেহ, স্বেদ, বমন, আস্থাপন, অনুবাসন এবং শিরোবিরেচন প্রভৃতির অযথা প্রয়োগ, স্ত্রীদিগের বিষম ভাবে অর্থাৎ অকালে প্রসব এবং প্রসবের পর অহিতাচারাদি ও পূর্ব্বোক্ত বাতপিত্তশ্লেষ্মা জন্য সকলের মিশ্রীভাব হেতু দ্বিদাষের অথবা ত্রিদোষের নিদানগত বৈষম্য দ্বারা একই সময়ে বায়ুপিত্ত কফ প্রকুপিত হইয়া থাকে।

এই প্রকার প্রকুপিত দোষসমূহ উল্লিখিত আনুপূর্ব্বিক জ্বর আনয়ন করে। এই জ্বরের লক্ষণসমূহের মিশ্রীভাব বিশেষ দর্শন করিয়া দুই দোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলে দ্বন্দ্বজ এবং ত্রিদোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলে সান্নিপাতিক জ্বর বলা হইয়া থাকে।

অভিঘাত, অভিষঙ্গ, অভিচার এবং অভিশাপ হেতু যথাপূর্ব্বক আগন্তুজ জ্বর জন্মিয়া থাকে।

আগন্তুজজ্বর উৎপত্তিকালে স্বতন্ত্র থাকিয়া পশ্চাৎ দোষের (বায়ু, পিত্ত, কফ) সহিত মিশ্রিত হয়। অভিঘাত জন্য জ্বরে বায়ু শরীরগত দুষ্ট শোণিতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অভিষঙ্গজ জ্বর বায়ু ও পিত্ত দ্বারা, এবং অভিচার ও অভিশাপ হেতু জ্বর ত্রিদোষের সহিত মিলিত হয়।

আগন্তুজ জ্বরবিশিষ্ট লিঙ্গগ্রাহী ; ইহার চিকিৎসা ও সমুত্থানের বিধি অন্য প্রকার জ্বর হইতে পৃথক্।

শুদ্ধ সন্তাপ দ্বারা অনুভূত জ্বরকে অভিপ্রায় বিশেষ হেতু দোষজ ও আগন্তুজ ভেদে দুই প্রকার বলা হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে বাতাদি ত্রিদোষের বৈকল্প হেতু জ্বর দ্বিবিধ, ত্রিবিধ, চতুর্বিধ ও সপ্তবিধরূপ বর্ণিত হয়।

বিষভক্ষণ জন্য আগন্তুজ জ্বরে রোগীর মুখ শ্যামবর্ণ, অতিসার, অন্নে অরুচি, পিপাসা, তোদ (সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা) এবং মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। কোন প্রকার তীক্ষ্ণ ওষধির ঘ্রাণ হেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা, ক্ষবথু (হাঁচি) এবং বমি হয়। কামজনিত অর্থাৎ অভিলাষানুরূপা রমণীঅপ্রাপ্তিহেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে মনোভ্রংশ, তন্দ্রা, আলস্য ও অন্নে অরুচি জন্মে ; হৃদয়দেশে বেদনা ও শরীর শুষ্ক হইয়া থাকে। কামজ্বরে ভ্রম, অরুচি ও দাহ জন্মে এবং লজ্জা, নিদ্রা, বুদ্ধি ও ধারণাশক্তির ক্ষয় হয়। স্ত্রীদিগের কামজ্বর হইলে মূর্চ্ছা, শরীরবেদনা, পিপাসা, নেত্রচাপল্য, স্তনদ্বয়ে ও বদনে ঘর্ম্মোদ্গম এবং হৃদয়ে দাহ জন্মে।

কখন কখন ভয় ও শোকজনিত জ্বরে প্রলাপ এবং ক্রোধ জন্য জ্বরে কম্প উপস্থিত হয়।

ভূতাভিষঙ্গজ্বরে উদ্বেগ, অনর্থক হাস্য ও রোদন এবং শরীরকম্পন জন্মে। কখন কখন এই জ্বরে বেগের তারতম্য হইয়া থাকে।

অভিচার ও অভিশাপজনিত জ্বরে মোহ এবং পিপাসা উপস্থিত হয়। বাগ্‌ভট বলেন, এই জ্বরে প্রথমতঃ মনস্তাপ পরে শারীরিক উষ্ণতা, বিস্ফোট, পিপাসা, ভ্রম, দাহ ও মূর্চ্ছা জন্মে। এই জ্বর প্রত্যহই বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

শ্রান্তি, অরতি (কার্য্যে অপ্রবৃত্তি), বিবর্ণতা, মুখবৈরস্য, নয়নপ্লব (চক্ষু ছলছল করা), শীত, বায়ু ও রৌদ্রে মুহুর্মুহু ইচ্ছার পরিবর্ত্তন, জৃম্ভ, অঙ্গমর্দ্দ (গাত্রের কামড়ানি), গুরুতা,

রোমহর্ষ, অরুচি, তমোদৃষ্টি, অপ্রফুল্লতা ও শীতানুভব এই সকল লক্ষণ জ্বরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ বায়ুজন্ম জ্বরে অতি জৃম্ভণ, পিত্ত জন্ম জ্বরে নেত্রদাহ এবং কফজনিত জ্বরে অন্নে অরুচি হয়। ত্রিদোষ জ্বরে সকল লক্ষণ এবং দ্বন্দ্বজ জ্বরে দুই দোষের লক্ষণ দেখা যায়।

নিদ্রানাশ, ভ্রম, শ্বাস, তন্দ্রা, অঙ্গসুপ্তি, অরুচি, তৃষ্ণা, মোহ, মদ, স্তম্ভ, দাহ, শীত, হৃদয়ে ব্যথা, অধিককালে দোষের পরিপাক, উন্মাদ, দন্তশ্যাববর্ণ, দন্তের মলিনতা, জিহ্বা খরস্পর্শ ও কৃষ্ণবর্ণ, সন্ধিদেশে ও মস্তকে বেদনা, নেত্র বক্র ও আবিল, কর্ণে বেদনা ও শব্দশ্রবণ, প্রলাপ, মুখ নাসিকা প্রভৃতি স্রোত পথের পাক, কূজন (কোঁথ পাড়া), অচৈতন্য, স্বেদ, মূত্র ও পুরীষের অধিককালে অল্প নিঃসরণ এই লক্ষণগুলি ত্রিদোষজ জ্বরে লক্ষিত হইয়া থাকে।

চরকসংহিতায় জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে। মুখের বৈরস্য, শরীরের গুরুতা, অন্নভক্ষণে অনিচ্ছা, চক্ষুর জলপূর্ণত্ব, চক্ষুদ্বয়ের রক্তবর্ণতা, নিদ্রাধিক্য, অরতি, জৃম্ভা, বিনাম, বেপথু (কম্প), শ্রম, ভ্রম প্রলাপ, জাগরণ, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, শব্দ, শীত, বাত এবং আতপ প্রভৃতিতে কখন অভিলাষ, কখন অনভিলাষ, অরুচি, অপরিপাক, শরীরের দুর্ব্বলতা, অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গের অবসন্নভাব, অল্পপ্রাণতা (শারীরিক বলের অল্পতা), দীর্ঘসূত্রতা, অলসতা, উপস্থিত কার্য্যের হানি, নিজ কার্য্যের প্রতিকূলতা, গুরুজনের বাক্যে অভ্যসূয়া, বালকের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ, নিজ ধর্ম্মে চিন্তারাহিত্য, মাল্যধারণ, চন্দনাদি লেপন, ভোজন, ক্লেশন, মধুর ভক্ষ্য দ্রব্যে বিদ্বেষ প্রকাশ এবং অম্ল, লবণ ও কটু দ্রব্য ভক্ষণে অতিশয় আসক্তি। জ্বরের প্রথমাবস্থায় সন্তাপ, পরে ক্রমে ক্রমে লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়।

অনতি-উষ্ণ বা অনতি শীতলগাত্র, অল্পসংজ্ঞা, ভ্রান্তদৃষ্টি, স্বরভঙ্গ, জিহ্বা খরস্পর্শ, কণ্ঠশুষ্ক, পুরীষ মূত্র ও স্বেদের রাহিত্য, হৃদয় সরক্ত (রক্তনিষ্ঠীবন) ও নিস্তেজ (বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে), অন্নে অরুচি, শরীর প্রভাহীন এবং শ্বাস ও প্রলাপ এই লক্ষণগুলি অভিন্যাস অথবা হতৌজা নামক সান্নিপাতিক জ্বরে * প্রকাশ পায়।

সান্নিপাতিক রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য। অভিন্যাস রোগে নিদ্রা, ক্ষীণতা ওজোহানি ও গাত্র নিষ্পন্দ হইলে সংন্যাস নামক সান্নিপাতিকরোগ জন্মে। পিত্ত ও বায়ু বৃদ্ধি জন্য ওজঃ ধাতুর ক্ষয় হইলে গাত্রস্তম্ভ ও শীত হেতু রোগী অচেতন, জাগ্রত থাকিলেও তন্দ্রা ও প্রলাপবিশিষ্ট অঙ্গ লোমাঞ্চিত, শিথিল, অল্পতাপ ও বেদনাযুক্ত হয়। ইহা ওজঃধাতু নিরোধ জন্য ঘটে, এই অবস্থায় সপ্তম, দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে রোগ বাড়িয়া উঠে, এই কালে হয় এককালে রোগের শান্তি নয় রোগীর মৃত্যু হয়।

দুই দোষ বৃদ্ধি পাইয়া যে জ্বর জন্মে তাহার নাম দ্বন্দ্বজ। দ্বন্দ্বজ তিনপ্রকার—বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম এবং পিত্তশ্লেষ্ম। জৃম্ভ, আধ্মান, মত্ততা, কম্প, সন্ধিস্থানে বেদনা, দেহের কৃশতা ও অভিতাপ, তৃষ্ণা, ও প্রলাপ এই গুলি বাতপৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ।

শূল, কাশ, কফ, বমন, শীত, কম্প, পীনস, দেহের গুরুতা, অরুচি ও বিষ্টম্ভ এই গুলি বাতশ্লেষ্মার লক্ষণ।

শীত, দাহ, অরুচি, স্তম্ভ, স্বেদ, মোহ, মত্ততা, ভ্রম, কাস, অঙ্গের অবসাদ, বমনেচ্ছা, এইগুলি পিত্তশ্লেষ্মার লক্ষণ।

জ্বরমুক্ত, কৃশ, মিথ্যা আহারবিহারী ব্যক্তির অল্পাবশিষ্ট দোষ বায়ু দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পাঁচটী কফ স্থানের দোষ অনুসারে পাঁচ প্রকার জ্বর উৎপাদন করে। এই পাঁচ প্রকার জ্বর সর্ব্বদা অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং প্রলেপক নামে খ্যাত *। দিবারাত্রের মধ্যে দোষ সমস্ত দেহের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনপূর্ব্বক অবশেষে আমাশয় আশ্রয় করিয়া জ্বর প্রকাশ করে। প্রলেপক জ্বরে ধাতুঃশোষিত হয়। দোষ

* চরকের মতে সান্নিপাতিক জ্বর ১৩শ প্রকার। এক দোষের আধিক্যে তিনপ্রকার যথা—বাতোল্বণ, পিত্তোল্বণ, কফোল্বণ। দুই দোষের আধিক্যেও ৩ প্রকার যথা—বাতপিত্তোল্বণ, বাতশ্লেষ্মোল্বণ, পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ। তিন দোষের হীনতা, মধ্যতা এবং অধিকতা ভেদে ৬ প্রকার, যথা—অধিক বাত, মধ্যপিত্ত, হীনকফ, অধিকবাত, হীনপিত্ত ও মধ্যকফ এইরূপ ছয়প্রকার এবং তিনদোষেরই সমভাবে উল্বণ একপ্রকার। ত্রয়োদশপ্রকার সন্নিপাতিকের নাম যথা—বিস্ফারক, আশুকারী, কম্পন, বভ্র, শীঘ্রকারী, ভল্লু, কূটপাকল, সংমোহক, পাকল, যাম্য, ক্রকচ, কর্কটক এবং বৈদারক।

[সান্নিপাতিক দেখ।]

* আমাশয়, হৃদয়, কণ্ঠ, শিরঃ এবং সন্ধি এই পাঁচটী কফের স্থান। দিবাভাগ এবং রাত্রিকাল এই দুইটী জ্বরের প্রকোপের সময়। ইহার মধ্যে একটী প্রকোপের কালে দোষ হৃদয়ে লীন থাকিয়া অপর প্রকোপকালে জ্বর প্রকাশ করে। ইহাকে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর কহে। এই জ্বর প্রত্যহ দিবাভাগে প্রকাশপাইয়া রাত্রিকালে অথবা রাত্রিকালে উৎপন্ন হইয়া দিবা ভাগে মগ্ন হয়; পুনর্ব্বার সেইকালে হৃদয়ে দোষলীন থাকে। দোষ হৃদয়ে স্থিত হইলে তৃতীয় দিবসে আমাশয় আচ্ছাদন করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। ইহাকে তৃতীয়ক জ্বর কহে। এই জ্বর একদিন অন্তর প্রকাশ পায়। দোষ শিরঃস্থিত হইলে দ্বিতীয় দিবসে কণ্ঠে, তৃতীয় দিবসে হৃদয়ে এবং চতুর্থ দিবসে আমাশয় দূষিত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর দুই দিন অন্তর প্রকাশিত হয়; ইহাকে চাতুর্থক জ্বর কহে।

দুই তিন বা চারিটী কফস্থান আশ্রয় করিয়া বিপর্য্যয় নামক কষ্টসাধ্য বিষমজ্বর উৎপাদন করে *।

কেহ কেহ বলেন, বিষমজ্বর স্বভাবতই হইয়া থাকে। যাহা হউক ভয়, শোক, ক্রোধ বা আঘাত প্রভৃতি কোনপ্রকার বাহ্য কারণে সঞ্চিত দোষ কুপিত হইয়া বিষম জ্বরের আরম্ভ হয়। তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর বায়ুর আধিক্য এবং উৎপাতিক ও মন্ত্রসম্ভূতজ্বর পিত্ত জন্য হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মাপ্রধান বাতশ্লেষ্মা জন্য প্রলেপক জ্বর জন্মে। মূর্চ্ছা অনুবন্ধ হইয়া যে সকল বিষম জ্বরের উদয় হয়, তাহা প্রায়ই ত্রিদোষ জন্য জন্মিয়া থাকে।

কোন কোন জ্বরের প্রথমাবস্থায় বায়ু ও শ্লেষ্মাকর্ত্তৃক শীত প্রকাশ পায়, তাহাদিগের বেগের শান্তি হইলে জ্বরান্তে পিত্ত হেতু দাহ জন্মে। আবার কোন জ্বরের প্রথমেই পিত্ত কর্ত্তৃক দাহ এবং শেষে বায়ু ও শ্লেষ্মার বেগ হেতু শীত হয়। এই দুই প্রকার জ্বর দ্বন্দ্বজ কারণে জন্মে। এই দুই প্রকার জ্বরের মধ্যে দাহপূর্ব্বক জ্বর অতিশয় কষ্টসাধ্য।

দিবারাত্রের মধ্যে যে ছয়টী দোষের কাল কথিত হইয়াছে, সেই সকল দোষের কালে যে জ্বর হয়, সে জ্বর সহজে বিচ্ছেদ হয় না; এই জন্য ইহাকেও বিষম জ্বর কহে। বেগের শান্তি হইলে জ্বর পরিত্যাগ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয়; কিন্তু ধাত্বন্তরে লীন থাকে বলিয়া সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত উপলব্ধি হয় না। জ্বরমুক্ত ব্যক্তির দেহস্থ অল্পদোষ অহিতাচার দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া কোন একটী ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে।

গুরুদোষ সকল রসবাহী স্রোতদ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া সন্তত জ্বর উৎপাদন করে। সন্তত জ্বর নবজ্বরের ন্যায় দীর্ঘকালস্থায়ী, ইহা রক্তমাংসগত। অন্যেদ্যুষ্ক মাংসগত। [তৃতীয়]কজ্বর মেদগত এবং চাতুর্থকজ্বর মজ্জা ও অস্থিগত। এই জ্বর অতি ভয়ানক। ভূতাভিষঙ্গ জন্য জ্বরকেও কেহ কেহ বিষমজ্বর বলেন। সাতদিন দশদিন বা দ্বাদশদিন ব্যাপিয়া যে জ্বরের ভোগ হয়, তাহাকে সন্ততজ্বর বলে। সততক জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার উদয় হয়। অন্যেদ্যুষ্ক প্রতিদিন একবার, তৃতীয়কজ্বর প্রতি তৃতীয়দিবসে এবং চাতুর্থকজ্বর প্রতি চতুর্থদিবসে প্রকাশিত হয়। দোষবেগের উদয়কালে জ্বর প্রকাশ পায় এবং বেগের নিবৃত্তি হইলে জ্বর দেহ মধ্যে শান্তভাবে থাকে অথবা দোষের পরিপাক হইয়া এককালে জ্বর ত্যাগ হয়। শরীরে আঘাত প্রভৃতি বাহ্য কারণে যে সকল জ্বর হয়, তাহাকে অভিঘাত জন্য জ্বর বলে। ইহাতে * প্রায়ই বাতপিত্তের প্রাবল্য থাকে। শ্রম, ক্ষয় ও অভিঘাত জন্য বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহ আশ্রয়পূর্ব্বক জ্বর উৎপাদন করে। সংক্ষেপে বলিতে কি, যে কোনপ্রকার জ্বর হউক না কেন, তাহাতে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার একটী বা দুইটী দোষের লক্ষণ অবশ্যই প্রকাশ পাইবে।

দোষ, হীনমধ্য বা অধিক পরিমাণে থাকিলে জ্বরবেগও যথাক্রমে তিনদিন, সাতদিন বা দ্বাদশদিন তীব্রভাবে থাকে। এই ত্রিবিধ দোষ উত্তরোত্তর কষ্টসাধ্য।

জ্বর শারীর ও মানসভেদে, সৌম্য ও আগ্নেয় ভেদে, অন্তর্বেগ ও বহির্বেগ ভেদে এবং সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে দুই প্রকার। দোষ ও কালের বলাবল অনুসারে সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক এবং চাতুর্থক ভেদে পাঁচপ্রকার; রস রক্তাদি ধাতুসমূহের আশ্রয়ভেদে সাতপ্রকার এবং বাত পিত্তাদি ও আগন্তুজ কারণ ভেদে আটপ্রকার।

যে জ্বর প্রথমে শরীরে জন্মে, তাহাকে শারীর, আর যে জ্বর প্রথমে মনে জন্মে, তাহাকে মানসজ্বর কহে। চিত্তের বিহ্বলতা, অরতি এবং গ্লানি মানসিক সন্তাপের লক্ষণ। আর ইন্দ্রিয় সমুদায়ের বিকৃতি দৈহিক সন্তাপের লক্ষণ।

বাতপিত্তাত্মক জ্বরে রোগী শীতল এবং বাতকফাত্মক জ্বরে উষ্ণ, আর উভয় লক্ষণাক্রান্ত জ্বরে শীত ও উষ্ণ উভয় প্রকারই ইচ্ছা করে।

অত্যন্ত অন্তর্দাহ, অধিক পিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা, ঘর্ম্মরোধ এবং শ্বাস ও মল নিগ্রহ এই সমুদায় অন্তর্বেগ জ্বরের লক্ষণ।

অত্যন্ত বাহ্য সন্তাপ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা এবং মলনিগ্রহ প্রভৃতির অল্পতা বহির্বেগ জ্বরের লক্ষণ।

আমাশয় হইতেই জ্বরের উৎপত্তি হয়। অতএব জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণে অথবা লক্ষণ দর্শনে শরীরের হিতজনক লঘু আহারীয় দ্রব্য অথবা অপতর্পণ দ্বারা শরীরের লঘুতা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর কষায়-পান, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, প্রদেহ, পরিষেক, অনুলেপন, বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন, উপশমন, নস্যকর্ম্ম, ধূমপান, অঞ্জন এবং ক্ষীরভোজন প্রভৃতি জ্বরের প্রকার ভেদে যথাযোগ্য বিধেয়।

জ্বর রসস্থ হইলে শরীরে গুরুতা, দীনভাব, উদ্বেগ, অঙ্গাব-

* চাতুর্থক জ্বরে একদিন জ্বর হইয়া দুইদিন মগ্ন থাকে, বিপর্য্যয়ে এক দিন মগ্ন থাকিয়া দুইদিন জ্বর থাকে। সততক জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুই বার প্রকাশিত ও দুইবার মগ্ন হয়। কিন্তু সততক বিপর্য্যয়ে অহোরাত্রই জ্বরভোগ হইয়া থাকে।

* অভিঘাত জ্বরে শরীর ব্যথা, শোথ এবং বিবর্ণযুক্ত হয়

সাদ, বমন, অরুচি, শরীরের বহির্ভাগে উত্তাপ, অঙ্গবেদন এবং জৃম্ভন উপস্থিত হয়।

রক্তস্থ জ্বরে রক্তজনিত পিড়কা, তৃষ্ণা, পুনঃ পুনঃ সরক্ত নিষ্ঠীবন, দাহ, শরীরে রক্তিমা, ভ্রম, মত্ততা এবং প্রলাপ উপস্থিত হয়।

মাংসস্থ জ্বরে অত্যন্ত অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, গ্লানি, অতিসার, শরীরে দৌর্গন্ধ এবং অঙ্গবিক্ষেপ লক্ষিত হয়। জ্বর মেদস্থ হইলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, পিপাসা, প্রলাপ, অরতি, মুখের দৌর্গন্ধ, অসহিষ্ণুতা, গ্লানি এবং অরুচি জন্মে।

জ্বর অস্থিগত হইলে বমন, বিরেচন, অস্থিভেদ, কণ্ঠকূজন, অঙ্গবিক্ষেপ এবং শ্বাস উপস্থিত হয়।

জ্বর মজ্জাগত হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, অন্ধকার দর্শন, মর্ম্মোচ্ছেদ, শরীরের বহির্ভাগে শৈত্য এবং অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়।

শুক্রস্থ জ্বরে আত্মা শুক্রক্ষরণ ও প্রাণবায়ুর বিনাশ করিয়া অগ্নি এবং সোমধাতুর সহিত গমন করিয়া থাকে।

জ্বর রস ও রক্তাশ্রিত হইলে সাধ্য; মাংস, মেদ এবং অস্থিগত হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য আর শুক্রগত হইলে অসাধ্য হয়।

দোষ সকল সংসৃষ্ট হউক অথবা সান্নিপাতিকই হউক, কুপিত ও রসের অনুগত হইয়া স্বস্থান হইতে কোষ্ঠস্থ অগ্নির নিরাসপূর্ব্বক অগ্নির উষ্মা দ্বারা দেহের বল বৃদ্ধি করিয়া স্রোত সকল রুদ্ধ করে; পরে সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত ও প্রবল হইয়া দেহে অত্যন্ত সন্তাপ উৎপাদন করে। ঐ সময় মানুষের সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণ হয়।

নূতন জ্বরে প্রায়ই অগ্নি স্বস্থান হইতে স্থানান্তরিত হইলে স্রোত সকল রুদ্ধ হয়। এই হেতু রোগীর শরীরে ঘর্ম্ম হয় না।

অরুচি, অবিপাক, উদরের গুরুতা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধি, তন্দ্রা, আলস্য, অবিচ্ছেদে সর্ব্বদা কঠিন জ্বরের ভোগ, দোষের অপ্রবৃত্তি, লালাস্রাব, হৃল্লাস (গা বমি বমি), ক্ষুধানাশ, মুখের বিশদতা, শরীরের স্তব্ধতা, সুপ্ততা, গুরুতা, মূত্রাধিক্য, মলের অপরিপক্কতা এবং শরীরের অক্ষীণতা—এইগুলি আমজ্বরের লক্ষণ। ক্ষুধা, শরীরস্থ দ্রবধাতু সকলের শুরুতা, শরীরের লঘুতা, জ্বরের মৃদুতা, দোষপ্রবৃত্তি (মলমূত্রাদির উৎসর্গ), এবং অষ্টাহ ভোগ—এইগুলি নিরাম জ্বরের লক্ষণ।

নবজ্বরে দিবানিদ্রা, স্নান, অভ্যঙ্গ, গুরুতর আহার, মৈথুন, ক্রোধ, প্রবল বায়ু বা পূর্ব্বদিকের বায়ু সেবন, ব্যায়াম এবং কষায়যুক্ত বস্তু সেবন পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

ক্ষয়, নিরামবায়ু, ভয়, ক্রোধ, কাম, শোক এবং পরিশ্রম এই সকল ভিন্ন অন্য কোন কারণে জ্বর হইলে প্রথমে উপবাস করা উচিত। উপবাস ফলদায়ক হইলেও যাহাতে শরীর অধিক দুর্ব্বল না হয়, এরূপভাবে উপবাস করাইবে, কারণ শরীরে বল না থাকিলে চিকিৎসার কোনপ্রকার সুফল হইতে পারে না।

তরুণজ্বরে উপবাস, স্বেদ, ক্রিয়া, যবাগূ আহার এবং জল ও মণ্ডাদির সংযোগে তিক্তরস সেবন দ্বারা অপক্বরসের পরিপাক হয়।

বাতজনিত, কফজনিত এবং বাত ও কফ এই উভয় জনিত নূতনজ্বরে পিপাসা হইলে উষ্ণজল, অপর পিত্ত ও মদ্যপানজনিত রোগমাত্রই তিক্ত বস্তুর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া ঐ জল শীতল হইলে পান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ জলই অগ্নিদীপক, আমপাচক, জ্বরঘ্ন, স্রোতঃশোধক এবং রুচি ও ঘর্ম্মজনক।

তরুণজ্বরে পিপাসা ও জ্বরের শান্তির জন্য মুথা, ক্ষেৎপাপড়া, বেণারমূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ এই সমুদায় দ্বারা জল সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে।

যদি রোগীর আমাশয়স্থ দোষে কফের আধিক্য বোধ হয় এবং বমির উদ্বেগ থাকায় ঐ দোষ আপনা হইতে নির্গত হইবে এরূপ উপক্রম দেখা যায়, তাহা হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জ্বরের মূলীভূত দোষ নিঃসারিত করিয়া দেওয়া উচিত। অন্যথা তরুণজ্বরে রোগীকে যত্নপূর্ব্বক বমন করান উচিত নহে। কারণ বলপূর্ব্বক বমন করাইলে অসহ্য হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ এবং মোহ উপস্থিত হইতে পারে।

চিকিৎসা। জ্বরের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে বায়ু জন্য হইলে স্বচ্ছ ঘৃতপান, পিত্তজন্য হইলে বিরেচন এবং কফজন্য হইলে মৃদু বমন বিধেয়। দ্বি-দোষ জন্য জ্বর হইলে স্নিগ্ধ ক্রিয়া বা বমন বিরেচন প্রয়োজ্য নহে; লঙ্ঘন কর্ত্তব্য †। জ্বরের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইলে লঙ্ঘন একান্তই হিতকর। দোষ আমাশয়ে স্থিত হইলে ও বমনের ইচ্ছা থাকিলে বমন করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। যতক্ষণ অল্পমাত্র দোষ থাকে, ততক্ষণ অনশন কর্ত্তব্য। বায়ু জন্য ও ক্ষয় জন্য মানসিক এবং ত্রিত্রণীয় জ্বরে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে। কখন কেবল বমন, কখন কেবল

* বায়ু জন্য জ্বরের পূর্ব্বরূপে অতিশয় জৃম্ভন, পিত্তজন্য জ্বরে নেত্রদাহ এবং কফ জন্য জ্বরে অন্নে অরুচি।

† যাহা দ্বারা শরীর লঘু হয় তাহাকেই লঙ্ঘন বলে। অতএব কেবল অনশনই লঙ্ঘন নহে। উপবাস, নির্ব্বাতস্থানে বাস, বমন, বিরেচন প্রভৃতি লঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। স্নেহবস্তি পুষ্টিকর বলিয়া লঙ্ঘনের মধ্যে গণনীয় নয়।

উপবাস এবং কখন বা বমন উপবাস এই উভয় দ্বারা দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক লঘু আহার বিধেয়। প্রথমতঃ মণ্ড, পরে পেয়া, তৎপরে বিলেপী দেওয়া কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত জ্বরের মৃদুভাব না হয়, অথবা যে পর্য্যন্ত জ্বরারম্ভের দিন হইতে ছয় দিবস অতীত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত যবাগূ প্রভৃতিই হিতকর পথ্য। মদাত্যয় রোগীর জ্বর, মদ্যপায়ী ব্যক্তির জ্বর, মদ্যপানজনিত জ্বর, গ্রীষ্মকালীন জ্বর, পিত্তকফাধিক্য জ্বর এবং উর্দ্ধগ-রক্তপিত্ত-রোগীর জ্বরের পক্ষে যবাগূ অহিতকর।

মদাত্যয় রোগী প্রভৃতির জ্বরে কিসমিস্ দাড়িম প্রভৃতি জ্বরঘ্ন ফলের রসের সহিত খৈচূর্ণ ও উপযুক্ত মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া প্রথমে আহার করিতে দেওয়া বিধেয়। এই আহারের নাম তর্পণ। তর্পণ জীর্ণ হইলে সাত্ম্য ও বলানুসারে পাতলা মুগের যূষ অথবা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত ভোজন-যোগ্যকালে অন্ন প্রদান করিবে।

পরে ঐ সমুদায় রোগীর মুখে যেরূপ রস বিদ্যমান থাকে, তাহার বিপরীত রসবিশিষ্ট এবং মনোজ্ঞ-বৃক্ষশাখার অগ্রভাগ-দ্বারা অনেকবার দন্তমার্জ্জন ও শুদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখ প্রক্ষালন করিবে। এইরূপে দন্তধাবন করিলে মুখের বৈরস্য দূর হয় এবং অন্ন ও পানের অভিলাষ ও রসের অভিজ্ঞতা জন্মে। রোগীকে সপ্তমদিনে লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া তাহার পর দিন পাচন বা শমন-কষায় পান করাইতে হয়। কারণ তরুণজ্বরে কষায়রস সেবন করিলে দোষ সকল স্তব্ধ হইয়া থাকে এবং ঐ সকল দোষের পরিপাক না হওয়ায় বদ্ধ হইয়া বিষমজ্বর জন্মে। জ্বরে কফের মান্দ্য এবং বাতপিত্তের আধিক্য ও দোষের পরিপাক হইলে ঘৃতপান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দশদিন অতীত হইলেও যদি কফের আধিক্য এবং লঙ্ঘনের সম্যক্‌ফল দেখা না যায়, তাহা হইলে ঘৃতপান করা উচিত নহে। এরূপস্থলে কষায় দ্বারা জ্বরশান্তির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত শরীরের লঘুতা দৃষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত মাংসরসের সহিত অন্ন প্রদান করিবে। উষ্ণোদক * দীপ্তকর, কফবিশ্লেষকর এবং বাতপিত্তের অনুলোমকর। কফবাত জন্য জ্বরে উষ্ণোদক হিতকর ও পিপাসা-শান্তিকর। ইহাতে দোষ ও স্রোতপথ সকল সরল হয়। এই জ্বরে শীতল জলপান করিলে শৈত্য হেতু জ্বর বৃদ্ধি হয়। পিত্ত, মদ্য বা বিষজন্য জ্বর হইলে গাঙ্গেয়, নাগর, উশীর, পর্পট ও উদীচ্য রক্তচন্দন সহযোগে জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পান করিবে। আহারকালে দোষের পাচক দ্রব্য সহযোগে পেয়া প্রস্তুত করিয়া * পান করিবে। বায়ুজন্য জ্বরে পঞ্চমূলীর ক্বাথ, পিত্তজন্য জ্বরে মুথা, কটকী ও ইন্দ্রযবের ক্বাথ এবং কফজন্য জ্বরে পিপ্পল্যাদির ক্বাথ দোষের পরিপাচক। দুই দোষ জন্য জ্বরে উভয় দোষনিবারক পাচন মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। জ্বর মৃদু, দেহ লঘু এবং মল সরল হইলে দোষের পরিপাক হইয়াছে বলিয়া জানিবে, এবং এই অবস্থায় দোষ অনুসারে জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরে কেহ বা ৭ দিনের পর, কেহ বা ১০ দিনের পর ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য বলেন। পিত্ত জন্য জ্বরে অল্পদিনে ঔষধ প্রয়োগ করা যায় এবং দোষের পরিপাক হইলেও অল্পদিন ঔষধ দেওয়া যায়। অপক্কদোষে ঔষধ প্রয়োগ করিলে পুনর্ব্বার জ্বর প্রকাশ পায়, এই অবস্থায় শোধন ও শমনী প্রয়োগ করিলে বিষমজ্বর উৎপন্ন হইতে পারে। জ্বর-রোগীর মল নিঃসারণ হইতে থাকিলে তাহা রোধ করিবে না, তবে অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইলে অতিসারের ন্যায় প্রতিকার করিবে। স্রোতপথের বদ্ধমল পরিপাক পাইয়া কোষ্ঠদেশে সমাগত হইলে জ্বর অল্পদিনের হইলেও বিরেচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগী বলবান্ হইলে শ্লেষ্মজ্বরে ক্রমে ক্রমে বমন করাইবে। পিত্তাধিক্য জ্বরে মলাশয় শিথিল থাকিলে বিরেচন, বায়ু জন্য যন্ত্রণাবিশিষ্ট ও উদাবর্ত্তরোগ-বিশিষ্ট জ্বরে নিরূহবস্তি এবং কটি ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে দীপ্তাগ্নিবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে অনুবাসন বিধেয়। কফাভিভূত হইলে শিরোবিরেচন কর্ত্তব্য, তাহাতে মস্তকের ভার ও যন্ত্রণা দূর হয় এবং ইন্দ্রিয় প্রতিবোধিত হয়। দুর্ব্বলরোগীর উদর আধ্মাত হইয়া যন্ত্রণাযুক্ত হইলে দেবদারু, বচ, কুষ্ঠ, শোলুফা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব প্রলেপ দিবে এবং বায়ুর উর্দ্ধগতি থাকিলে ঐ সকল দ্রব্য অম্লরসে পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ প্রয়োগ করিবে। উর্দ্ধ ও অধোদেশ সংশোধিত হইলেও যদি জ্বরের শান্তি না হয়, শরীর রুক্ষ হইলে সেই অবশিষ্ট দোষ ঘৃত দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হয় এবং শরীর কৃশ হইলে অল্পদোষশমনী প্রয়োগে সাম্য লাভ করে। যে রোগী জ্বরে ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাকে বমন বা বিরেচন না দিয়া যথেষ্ট দুগ্ধপান করাইয়া অথবা নিরূহ দ্বারা মল নিঃসরণ করাইবে। দোষ পরিপাকের পর নিরূহ প্রয়োগ করিলে শীঘ্র বল ও অগ্নির বৃদ্ধি, জ্বরনাশ, হর্ষ এবং রুচি জন্মে। উপবাস বা শ্রম জন্য বাতাধিক্য জ্বর হইলে দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে

* উষ্ণোদক এস্থলে উষ্ণাবস্থায় পান করা বুঝায়।

* যাহার পেয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা চতুর্দ্দশ গুণ জলে পাক করিয়া অধিক দ্রব অবস্থায় পাক সিদ্ধ হইবে।

মাংসরস ও অম্ল বিধেয়। কফ জন্য জ্বরে মুদ্গযূষ ও অম্ল এবং পিত্ত জ্বরে শীতল মুদ্গযূষ ও অম্ল শর্করাযোগে ভোজন করিবে। বাতপৈত্তিক জ্বরে দাড়িম বা আমলকী যোগে মুদ্গ-যূষ, বাত শ্লেষ্মাজ্বরে হ্রস্ব-মূলকের যূষ এবং পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরে পটল ও নিম্বযূষ অন্নের সহিত ভোজন করা কর্ত্তব্য। কফ জন্য অরুচি হইলে ত্রিকটু সংযোগে তক্র বিধেয়। কৃশ, অন্নদোষবিশিষ্ট, ক্ষীণ ও জীর্ণজ্বরপীড়িত রোগীর পক্ষে এবং বাতপিত্ত জ্বরে দোষ বদ্ধ থাকিলে বা দেহরুক্ষ হইলে এবং পিপাসা বা দাহ থাকিলে দুগ্ধপান স্বাস্থ্যকর। তরুণ জ্বরে দুগ্ধপান অতি অবৈধ; কিন্তু ক্ষীণ শরীরে বাতপিত্ত জন্য জ্বরে ও অগ্নির তেজ থাকিলে দুগ্ধপান করা যাইতে পারে।

পুরাতন জ্বরে কফপিত্তের ক্ষীণতা হইলে যাহার পুরীষ রুক্ষ ও বদ্ধ এবং অগ্নি সতেজ থাকে, তাহাকে অনুবাসন দেওয়া কর্ত্তব্য। জীর্ণজ্বরে মস্তকে ভারবোধ, শূল এবং ইন্দ্রিয়স্রোত সকল আবদ্ধ থাকিলে শিরোবিরেচনে অরুচির ও শান্তি হই-বার সম্ভাবনা আছে। যে সমুদায় জীর্ণজ্বরে চর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং আগন্তুক কারণ অনুবন্ধ হয়, ধূপ ও অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সেই সমুদায় জ্বরের শান্তি হইতে পারে। ক্ষীণ ব্যক্তি অধিক কালস্থায়ী সততক বা বিষমজ্বরে আক্রান্ত হইলে তাহার পক্ষে প্রচুর পরিমাণে লঘু দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ বা মাংসরস এ স্থলে অতি উত্তম পথ্য। মুদ্গ, মসূর, চণক ও কুলত্থ এই সকলের যূষ জ্বররোগে আহারার্থ ব্যবহার্য্য। লাব, কপিঞ্জল, এণ, পৃষত, শরভ, কালপুচ্ছ, কুরঙ্গ, মৃগমাতৃক এবং শশক এই সকলের মাংস মাংসাশী রোগীর পক্ষে ব্যব-স্থেয়। জ্বরে বায়ুর প্রকোপ হইলে ইহাদের মাংস উপ-যুক্ত কালে যথা পরিমাণে আহার করা প্রশস্ত। সবল না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরে জলসেচন, অবগাহন, স্নেহসেবন, ব্যায়াম, সংশোধন, স্নান, অভ্যঙ্গ, দিবানিদ্রা, শীতলসেবন এবং স্ত্রীসংসর্গ কর্ত্তব্য নহে। জ্বরকালে কোনপ্রকার কার্য্য দ্বারা মনের শান্তি ভঙ্গ হইলে প্রমেহ জন্মিতে পারে, এই জন্য রোগীর মলমূত্র সরল রাখা ও তাহাকে নিয়মিত আহার দেওয়া বিধেয়। জ্বরের শান্তি হইলেও যদি অরুচি, দেহের অবসাদ, অঙ্গ ও মলের বিবর্ণতা থাকে, তবে অনু-বন্ধের আশঙ্কায় শোধনী প্রয়োগ করিবে। সুশ্রুতে উল্লিখিত হইয়াছে, সকল প্রকার জ্বর হেতু-বিপর্য্যয় দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শ্রম, ক্ষয় ও অভিঘাত জন্য জ্বরে মূলব্যাধির চিকিৎসা করিবে। স্তন্য অবতরণকালে মৃতবৎসাদিগের যে জ্বর হয়, তাহা দোষ অনুসারে চিকিৎসা করিবে।

জ্বররোগী অম্লাভিলাষী হইলে পুরাতন ষষ্টিকধান্য, যবাগূ প্রভৃতি দাড়িম রসদ্বারা অম্ল ও শুঁটের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। যদি রোগীর পিত্তের আধিক্য থাকে এবং তাহার মল নিঃসৃত হইতে থাকে, তবে ঐ যবাগূ শীতল করিয়া মধুর সহিত পান করাইবে। যদি রোগীর পার্শ্ব, বস্তি ও শিরঃপ্রদেশে বেদনা থাকে, তবে গোক্ষুর ও কণ্টকারী দ্বারা রক্তশালী ধান্যের চাউলের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরাতিসারী ব্যক্তিকে চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁট, শুঁট, নীলোৎপল এবং ধনিয়া দ্বারা প্রস্তুত রক্তশালীর পেয়া পান করিতে দেওয়া উচিত। শ্বাস, কাস এবং হিক্কা থাকিলে বিদারী গন্ধাদিসিদ্ধ যবাগূ পান করা কর্ত্তব্য। মলবদ্ধ থাকিলে পিপুল ও আমলকী দ্বারা যবের পেয়া প্রস্তুত করিয়া ঘৃতসংযোগে পান করা উচিত। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং বেদনা থাকিলে কিসমিস্, পিপুলের মূল, চৈ, চিতা ও শুঁট দিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে; মলদ্বারে পরিকর্ত্তিকা (কর্ত্তনবৎ পীড়া) থাকিলে বেলশুঁঠ, বেড়েলা, থৈকল, কুল, চাকুলে এবং শালপাণি এই সমুদায় দ্বারা সিদ্ধ যবাগূ পান করিবে। যে জ্বররোগীর পক্ষে যূষ হিতকর বলিয়া বোধ হইবে, তাহাদিগের নিমিত্ত মুগ, মসূর, ছোলা, কুলথিকলাই অথবা ধনমুগ দ্বারা যূষ প্রস্তুত করিবে। জ্বরে পল্‌তা, পটল, কুলক, আকন্দ, কাঁকরোল এবং করলা এই সমুদায় শাক প্রশস্ত। জ্বররোগী আহারের পর তৃষ্ণার্ত্ত হইলে অনুপানের নিমিত্ত উষ্ণজল, আর যে সকল জ্বররোগী মদ্যাসক্ত তাহা-দিগকে দোষ ও বল অনুসারে মদ্য প্রদান করিবে। নূতন জ্বরে দোষ পরিপাকের জন্য গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ এবং কষায় দ্রব্য আহার পরিত্যাগ করিবে।

কষায়ক্রম—জ্বর শান্তির নিমিত্ত মুথা এবং ক্ষেতপাপড়া দ্বারা কাথ বা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে; অথবা শুঁঠ, ক্ষেৎপাপড়া এবং দুরালভার কাথ কিংবা চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকন্দ, বেনারমূল এবং বালা এই সমু-দায়ের কাথ পান করিতে দিবে।

ইন্দ্রযব, শোণালু, আকন্দ, শঠী, কটকী, সূচিমুখী, আতুষ, নিমছাল, পলতা, দুরালভা, বচ, মুথা, বেণারমূল, মউয়াফুল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী এবং বেড়েলা এই সমুদায়ের কাথ অথবা শীতকষায় পান করিলে জ্বরের শান্তি হয়। মউয়া-ফুল, মুথা, কিসমিস্, গাম্ভারীছাল, পরুষকল, বলালতা, বেণারমূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ ব্যুষিত (বাসী) করিয়া পান করিলে অতি শীঘ্রই জ্বরের শান্তি হয়। জ্বররোগী মধু ও ঘৃত সহ-

যোগে তেউড়ীর চূর্ণ লেহন বা প্রথমে মধু আস্বাদন করিয়া ঘৃতের সহিত ত্রিফলারস পান বা দুগ্ধের সহিত শোণালু কিংবা কিসমিসের রস পান, অথবা তেউড়ী ও বলালতার চূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে অচিরে জ্বর মুক্ত হয়। কিসমিসের সহিত হরীতকী সেবন করিয়া দুগ্ধানুপান কিংবা পূর্ব্বে কিসমিসের রস পান করিয়া কিসমিসের সহিত হরীতকী সেবন করিলে কাস, শ্বাস, শিরঃশূল এবং পার্শ্বশূল হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। পঞ্চমূল দ্বারা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে জ্বরের উপশম হয়।

মলদ্বারে পরিকর্ত্তিকা থাকিলে জ্বররোগী দুগ্ধের সহিত এরণ্ডমূলের কাথ পান করিবে অথবা দুগ্ধের সহিত বেলশুঁঠ সিদ্ধ করিয়া ঐ দুগ্ধ পান করিলে পরিকর্ত্তিকা জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, গুড় এবং শুঁঠ এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে মলমূত্রের বিবন্ধ, শোথ ও জ্বর বিনষ্ট হয়। শুঁঠ, কিসমিস্ এবং খেজুর এই সমুদায় দ্বারা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত পান করিলে পিপাসা ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

বায়ুজন্য জ্বরে পিপ্পলী, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, শোল্‌ফা ও হরেণু এই সকলের কাথ গুড়ের সহিত পান করিতে হয়; অথবা গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া পান করিবে। বেড়েলা, কুশ ও শ্বদংষ্ট্রার (গোক্ষুরী) কাথ পাদাবশেষ থাকিতে শর্করা ও ঘৃত সংযোগে পান করিবে। শতপুষ্পা (শোল্‌ফা), বচ, কুড়, দেবদারু, হরেণু, ধান্য, বেণামূল, মুথা এই সকলের কাথ মধু ও শর্করা সহ সেবন করিতে হয়। দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, গাম্ভারী, ত্রায়মাণা ও শ্যামালতা এই সকলের কাথ গুড়সংযোগে সেবনীয়। গুলঞ্চ ও শতমূলীর রস গুড়ের সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। অবস্থাবিশেষে ঘৃতমর্দ্দন, স্বেদ ও আলেপন প্রয়োগ করিতে হয়। জ্বরের আমাবস্থা পরিপাক হইলে যদি বায়ুজন্য উপদ্রব থাকে, ও অপর কোন দোষের সংস্রব না থাকে, কেবল বাতজন্য জ্বর হয়, যদি জীর্ণজ্বর বায়ুজন্য হয় অর্থাৎ জ্বর প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নকালে মগ্ন হয়, তবে ঘৃতমর্দ্দন বিধেয়। যদি সন্ধ্যাকালে আরম্ভ হইয়া দুইপ্রহরের মধ্যে মগ্ন হয়, তবে গব্যঘৃত পান করা কর্ত্তব্য।

পিত্তজন্য জ্বরে শ্রীপর্ণী (গাম্ভারী), রক্তচন্দন, বেণামূল, পরূষক এবং মৌলপুষ্প ইহাদিগের কাথ শর্করাযোগে মধুর করিয়া পান করিবে। অনন্তমূলের কাথ শর্করাযোগে পান করিলেও বিশেষ উপকার হয়। যষ্টিমধু, রক্তোৎপল, পদ্মকাষ্ঠ ও পদ্ম ইহাদিগের শীতল কাথ শর্করাযোগে পেয়। গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ্র, শ্যামালতা ও উৎপল ইহাদের শীতল কাথ শর্করাযোগে পান করিবে। দ্রাক্ষা, আরগ্বধ (সোঁদাল) ও গাম্ভারী ইহাদিগের কাথ শর্করাযোগে পান করিবে। মধুর ও তিক্ত শীতল কাথ শর্করাযোগে পান করিলে প্রবল দাহ ও তৃষ্ণার শান্তি হয়। শীতল জল মধু দিয়া আকণ্ঠ পান করিয়া বমন করিলে তৃষ্ণার শান্তি হয়। যজ্ঞডুম্বুর ও চন্দন দুগ্ধের সহিত পাক করিবে; এই কাথ শীতল করিয়া পান করিলে অন্তর্দাহের শান্তি হয়। জিহ্বা, তালু, গলদেশ ও ক্লোম শুষ্ক হইলে পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, উৎপল, রক্তোৎপল, ভৃষ্টযব, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা ও গাম্ভারফল ইহাদিগের কল্ক মস্তকে লেপ দিবে। মুখের বিরসতা থাকিলে মাতুলুঙ্গের (টাবানেবুর) কেশর মধু ও সৈন্ধব সংযোগে অথবা শর্করাযোগে দাড়িম্বের কল্ক বা দ্রাক্ষা ও খর্জ্জুরের কল্ক অথবা ইহাদিগের কাথ বা রসের গণ্ডূষ মুখ মধ্যে ধারণ করিতে হয়।

কফ জন্য জ্বরে ছাতিম, গুলঞ্চ, নিম্ব, ভূর্জ্জক ইহাদের কাথ মধু সংযোগে অথবা ত্রিকটু, নাগকেশর, হরিদ্রা, কটকী ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ অথবা হরিদ্রা, চিত্রক, নিম্ব, বেণামূল, অতিবিষা, বচ, কুষ্ঠ, ইন্দ্রযব, মুথা এবং পটল ইহাদের কাথ মধু ও মরিচ সংযোগে সেবন করিবে। শ্যামালতা, অতিবিষা, কুষ্ঠ, পুরা, দুরালভা, মুথা, ইহাদের কাথ, অথবা মুথা, ইন্দ্রযব, ত্রিফলা, কটকী ও পরূষক, ইহাদের কাথ সেবনীয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে রাজবৃক্ষাদিবর্গের কাথ মধু সংযোগে উপযুক্ত কালে সেবন করিলে অথবা শুণ্ঠী, ধান্যক, বামনহাটী, হরিতকী, দেবদারু, বচ, শীগ্রুবীজ, মুথা, চিরতা ও কট্‌ফলের কাথ মধু ও হিঙ্গু যোগে উপযুক্তকালে সেবন করিলে জ্বর শীঘ্র আরোগ্য হয়। শ্বাস, কাস, শ্লেষ্মনির্গম, গলগ্রহ, হিক্কা, কণ্ঠশোথ, হৃদিশূল ও পার্শ্বশূল এই সকল উপদ্রব উক্ত কাথ পানে বিনষ্ট হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে এলাইচ, পটল, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, বৃষ ও বাসক ইহাদের কাথ মধুসংযোগে অথবা কটকী, বিজয়া, দ্রাক্ষা, মুথা ও ক্ষেত্রপর্পটী ইহাদের কাথ; অথবা বামনহাটী, বচ, পর্পটী, ধনিয়া, হিঙ্গু, হরীতকী, মুথা, দ্রাক্ষা ও নাগর ইহাদের কাথ মধু

* বিজ্ঞচিকিৎসকেরা কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তির, বক এবং বর্ত্তকপক্ষী এই সমুদায়ের মাংসরস বিবেচনাপূর্ব্বক অনম্ল অথবা অম্লরসের সহিত যথা সময়ে জ্বররোগীকে প্রদান করিবেন। কেহ কেহ বলেন, মাংসরস গুরু এবং উষ্ণ বলিয়া জ্বরে প্রশস্ত নহে। কিন্তু লঙ্ঘন দ্বারা যদি বায়ুর বল অধিক হয়, তাহা হইলে বাতাদির অংশাংশাভিজ্ঞ ভিষক্ কাল বিবেচনা করিয়া গুরু এবং উষ্ণ হইলে মাংসরস জ্বররোগীকে প্রদান করিবেন।

সংযোগে সেবন করিবে। দুইতোলা পরিমিত কটকী ও শর্করা উষ্ণবারি সহযোগে সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের শান্তি হয়।

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বলালতা, কিসমিস্ এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ পিত্তশ্লেষ্মনাশক ও অনুলোমজনক।

বাতপিত্ত জন্য জ্বরে চিরতা, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আমলকী ও শঠী ইহাদের কাথ গুড়সংযোগে সেবন করিবে। রাস্না, রসোৎ, ত্রিফলা ও সোঁদালফল ইহাদের কষায় সেবন করিলে বাতপিত্ত জ্বরের শান্তি হয়।

ত্রিদোষ জন্য জ্বরে প্রত্যেক দোষের শান্তিকর ঔষধসকল একত্র সেবন করিবে। সকল জ্বরেরই দোষের প্রাধান্য অনুসারে চিকিৎসা করিতে হয়। বৃশ্চিক (বিছুটী), বিল্ব, মুথা, দুগ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে পান করিলে সকল প্রকার জ্বরের শান্তি হয়। তিনভাগ জলে একভাগ দুগ্ধসহ শিরীষবৃক্ষের সার সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে পান করিলে সকল প্রকার জ্বরের শান্তি হয়। নল ও বেতসের মূল, মূর্ব্বামূল ও দেবদারু ইহাদের কষায় পানে জ্বরের শান্তি হয়। ত্রিদোষ জন্য জ্বরে ত্রিফলার কাথ ঘৃতসংযোগে সেবনীয়। অনন্তমূল, বালা, মুথা, শুণ্ঠী ও কটকী এই সকল একত্র দুই তোলা পরিমাণে ঈষদুষ্ণ জল দিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সেবন করিবে। অগ্নিকর, বিরেচক ও জ্বরঘ্ন এই তিন প্রকারের মধ্যে কোন একটী বা দুইটী করিয়া দ্রব্য ঔষধে যোজনা করিবে। বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, মুথা, দেবদারু, শুঁঠ এবং চই এই সমুদায়ের কাথ পান করিলে সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয়। শটী, কুড়, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকন্দ, চিরতা এবং কটকী এই সমুদায়ের নাম শট্যাদিবর্গ। এই শট্যাদিবর্গ সেবনে সান্নিপাতিক জ্বরের ধ্বংস হয়। ইহা কাস, হৃদ্রোগ, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস এবং তন্দ্রা প্রভৃতিতেও প্রশস্ত। বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামনহাটী, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পল্তা এবং কটকী এই সমুদায়ের নাম বৃহত্যাদিবর্গ। ইহা সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর দূর হইতে পারে।

বিষমজ্বরে বমন বিরেচন প্রয়োগ করিতে হয়। প্লীহোদর রোগের বিহিত ঘৃত, অথবা ত্রিফলাচূর্ণ গুড় সংযোগে গাঢ় করিয়া পান করিবে। গুলঞ্চ, নিম্ব, আমলকী এই সকলের কাথ একত্র মধুসহ পান করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঘৃতযোগে লশুন সেবনও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মধুক, পটল, কটকী, মুথা এবং হরীতকী এই পাঁচটী দ্রব্যের মধ্যে দুইটী তিনটী বা ৫টীই একত্র কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, মধু এবং পিপ্পলী একত্র যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিলেও বিষমজ্বরের শান্তি হইতে পারে।

দশমূলীর কাথসহ পিপ্পলী সেবনীয় অথবা পিপ্পলী প্রতিদিন এক একটী বৃদ্ধি করিয়া সেবনপূর্ব্বক দুগ্ধান্ন ও মাংসরস এবং অন্ন ভোজন করিবে। উত্তম মদ্যপান ও কুক্কুট মাংস ভোজন, অবস্থাবিশেষে বিধেয়। কোল, গণিয়ারি ও ত্রিফলা ইহাদের কাথ দধিসহ ঘৃতে পাক করিয়া তাহাতে তিল্বকলোধ প্রক্ষেপ করিবে। এই ঘৃত সেবনে বিষমজ্বরের শান্তি হইতে পারে।

ইন্দ্রযব, পলতা এবং কটকী ইহাদের কাথ সন্তত জ্বরে; পলতা, অনন্তমূল, আকন্দ এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ সততক জ্বরে; নিমছাল, পল্তা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, কিসমিস্, মুথা এবং ইন্দ্রযব এই সমুদায়ের কাথ অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে; চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন এবং শুঁঠ এই সমুদায়ের কাথ তৃতীয়ক জ্বরে; গুলঞ্চ, আমলকী এবং মুথা ইহাদের কাথ চাতুর্থক জ্বরে প্রদান করিবে।

বাসক, গুলঞ্চ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বলালতা এবং দুরালভা এই সমুদায়ের কাথ ঘৃত এবং ঘৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ, আর পিপুল, মুথা, কিসমিস্, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও শুঁঠ এই সমুদায়ের কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়।

পিপ্পলী, আতইচ, দ্রাক্ষা, শ্যামালতা, বিল্ব, রক্তচন্দন, কটকী, ইন্দ্রযব, বেণামূল, সিংহী, তামলকী, মুথা, ত্রায়মাণা, স্থিরা, আমলকী, শুণ্ঠী ও চিত্রক এই সকল ঘৃতে পাক করিয়া পান করিলে বিষমাগ্নি-জীর্ণজ্বর উপশান্ত হয়।

দুগ্ধ দ্বারা জীর্ণজ্বর মাত্রেরই উপশম হইয়া থাকে। অতএব জীর্ণজ্বরে ঔষধসিদ্ধ দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য।*

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বাসক, ত্রায়মাণা ও যবাস এই সকল দ্রব্যের কাথ এবং দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, মুথা, শুণ্ঠী, কুড় ও চন্দন এই সকলের কল্ক ঘৃতে পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয়। কলশী, বৃহতী, দ্রাক্ষা, ত্রায়ন্তী, নিম্ব, গোক্ষুর, বলা, পর্পট, মুথা, শালপর্ণী ও যবাস এই সকলের কাথে এবং দ্বিগুণ দুগ্ধে শঠী, তামলকী, ভার্গী (বামনহাটী), মেদ

* বেড়েলা, গোক্ষুর, শাকুড়, চাকুলে, কণ্টকারী, শালপানি, নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, বলালতা এবং দুরালভা এই সমুদায়ের কাথ, আর ভূম্যামলকী, শটী, কিসমিস্, কুড়, মেদ এবং আমলকী এই সমুদায়ের কল্ক ও দুগ্ধ এই সমুদায় দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণ জ্বরের শান্তি হয়।

(অভাবে অশ্বগন্ধা) এবং কুড় এই সকলের কল্কে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজ্বর ভাল হয়। জীর্ণজ্বর দেহের রসাদিধাতুর দৌর্ব্বল্যবশতঃ শীঘ্র নিবৃত্ত না হইয়া ক্রমেই ভোগ করিতে থাকে। অতএব জ্বররোগীকে বলকারক বৃংহণদ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। বিষমজ্বরে জ্বররোগীর পানের নিমিত্ত সুরা ও সুরামণ্ড এবং ভক্ষণের নিমিত্ত কুক্কুট, তিত্তির ও ময়ুরের মাংস প্রদান করিবে। ষট্পলঘৃত, হরীতকী, ত্রিফলার কাথ কিংবা গুলঞ্চের রস সেবন করিলে বিষম জ্বর উপশান্ত হইতে পারে।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুথা, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, উৎপল, প্রিয়ঙ্গু, এলাইচ, এলবালুক, রক্তচন্দন, দেবদারু, বর্হিষ্ট, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, পর্ণিনী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরেণু, তৃবৃৎ, দন্তী, বচ, তালীশ নাগকেশর এবং মালতীপুষ্প ইহাদের কাথ ও ঘৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ, এই সকল সহযোগে ঘৃত পাক করিবে। ইহার নাম কল্যাণ-ঘৃত। কল্যাণঘৃত পান করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। বিষমজ্বর আসিবার সময় যুক্তিপূর্ব্বক স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া নীলবুহ্না, ফোকাঁদি-জোয়ান, তেউড়ী এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ পান করিবে।

বিষমজ্বরে বহু মাত্রায় ঘৃত পান করিয়া বমন করিবে; জ্বরাগমনের সময় অন্নের সহিত প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করিয়া শয়ন, আস্থাপন বা বমন করিবে। এই জ্বরে বিড়া-লের বিষ্ঠা দুগ্ধের সহিত পান অথবা বৃষের গোময় দধির মণ্ড বা সুরার সহিত সৈন্ধব লবণ দিয়া পান করিবে। এই জ্বরে পিপুল, ত্রিফলা, দধি, তক্র, ঘৃত, * ও পঞ্চগব্য প্রয়োগ কর বিধেয়। ব্যাঘ্রের বসা ও হিঙ্গু উভয় তুল্য পরিমাণে লইয়া সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা, অথবা সিংহের বসা পুরাতন ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সৈন্ধবের সহিত নস্য গ্রহণ করিলে বিষমজ্বরে উপকার হইতে পারে। সৈন্ধব, পিপুলের দানা এবং মনঃশিলা তৈল দ্বারা পেষণ করিয়া চক্ষুদ্বয়ে অঞ্জন দিলে বিষমজ্বর শীঘ্র বিনষ্ট হয়। গুগ্গুল, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ, যব এবং ঘৃত এই সমুদায় দ্রব্য দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। বিষমজ্বরে ভোজনের পূর্ব্বে তিলতৈলের সহিত রশুনের কল্ক সেবন এবং পবিত্র উষ্ণবীর্য্য মাংস ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

* পঞ্চগব্য সমভাবে একত্র পাক করিয়া তাহাতে ত্রিফলা, চিত্রক, মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বকুল, বচ, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, চব্য ও দেবদারু এই সকল প্রক্ষেপ করিবে। ইহা সেবনে বিষমজ্বর আরোগ্য হয়। বলা অথবা গুলঞ্চযোগে পঞ্চগব্য পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণ জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

ভূতবিদ্যা ও বন্ধ্যাবেশ এবং তাড়ন দ্বারা ভূতাভিষঙ্গ জ্বরের, বিজ্ঞানাদি দ্বারা মানসিক জ্বরের এবং ঘৃতমর্দ্দন ও রসোদন ভোজন দ্বারা শ্রম ও ক্ষীণতা-জন্য জ্বরের শান্তি হয়। অভিশাপ বা অভিচার জন্য জ্বর হোমাদি দ্বারা এবং উৎপাতিক বা গ্রহপীড়া জন্য জ্বর দান, স্বস্ত্যয়ন ও আতিথ্য-ক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্ত হয়।

চরকসংহিতায় লিখিত আছে, অভিশাপ, অভিচার এবং ভূতাভিষঙ্গজনিত জ্বরে দৈবব্যপাশ্রয় (বলিমঙ্গলাদি) ও যুক্তি-ব্যপাশ্রয় (কষায়াদি) সর্ব্বপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য।

অভিঘাত জন্য জ্বরে উষ্ণক্রিয়া বিধেয় নহে। মধুর স্নিগ্ধ কষায় অথবা দোষানুসারে অন্যবিধ ঔষধ প্রয়োগ করাই উচিত।

ঘৃতপান, ঘৃতাভ্যঙ্গ, রক্তমোক্ষণ, মদ্যপান এবং সাত্ম্যমাংস রসের সহিত অন্নভোজন দ্বারা অভিঘাতজনিত জ্বরের উপশম হয়।

কোন প্রকার ঔষধের গন্ধে বা বিষজন্য জ্বর হইলে বিষ ও পিত্তের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সর্ব্বগন্ধার কাথ প্রয়োজ্য। নিম্ব ও দেবদারুর কাথ বা মালতীপুষ্পের কাথও সেবনীয়।

মদ্যপায়ী ব্যক্তির আনাহযুক্ত জ্বর হইলে মদিরা ও মাংস রসের সেবন এবং ক্ষত অথবা ব্রণরোগীর জ্বর ক্ষত ব্রণ চিকিৎসা দ্বারা শান্তি হয়।

আশ্বাস, অভিলষিত বস্তুলাভ, বায়ুর প্রশমন এবং হর্ষ দ্বারা কাম, শোক ও ভয়জনিত জ্বরের শান্তি হয়।

কাম্য ও মনোজ্ঞবস্তু, পিত্তঘ্ন চিকিৎসা এবং সদ্বাক্য দ্বারা শীঘ্রই ক্রোধজনিত জ্বরের শান্তি হয়।

কামজনিত জ্বর ক্রোধ দ্বারা এবং ক্রোধজনিত জ্বর কাম দ্বারা, আর কাম ও ক্রোধ এই উভয় দ্বারা ভয় ও শোক-জনিত জ্বর বিনষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি জ্বরের কাল ও জ্বরের বেগ চিন্তা করিতে করিতে জ্বরাক্রান্ত হয়, অভিলষিত ও বিচিত্র বিষয় দ্বারা উক্ত কাল ও বেগবিষয়ক স্মৃতি নষ্ট করিলে সেই ব্যক্তির জ্বর নিবৃত্ত হয়।

উষ্ণজ্বরে ইচ্ছানুসারে শীতলঅভ্যঙ্গ, প্রদেহ এবং পরি-ষেক; আর শীতজ্বরে উষ্ণঅভ্যঙ্গ, প্রদেহ ও পরিষেক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কফজন্য ও বায়ুজন্য জ্বরে রোগী শীতকর্ত্তৃক পীড়িত হইলে উষ্ণবর্গ দ্বারা অঙ্গে লেপ দিবে এবং উষ্ণ কার্য্যই বিধেয়। ঈষদুষ্ণ কাঞ্জী, গোমূত্র এবং শুক্ত দধিমণ্ড সেবন করিবে। অথবা পলাশের কল্ক লেপন বা রাম্না, বাবুইতুলসী এবং সজিনাবীজ একত্র কল্ক ও

লেপন কর্ত্তব্য। শুক্ত সহযোগে ক্ষার ও তৈল অভ্যঙ্গে প্রয়োজ্য। এ অবস্থায় আরগ্বধাদিগণের কাথ বিশেষ হিতকর। বাতঘ্ন দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ কাথে অবগাহন কর্ত্তব্য। এই সকল প্রক্রিয়া এবং সুখোষ্ণ জল সেচন দ্বারা শীত নিবারণ ও গাত্রে কৃষ্ণাগুরু লেপন করাইবে। পরে রূপযৌবনসম্পন্না পীনস্তনী প্রমদা দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করাইবে। রোগীর শরীর হৃষ্ট হইলে সেই স্ত্রীকে অপনীত করিবে। বাতশ্লেষ্মহর-স্বেদ, অন্ন এবং পানীয় প্রভৃতি দ্বারা শীতজ্বর আশু শান্তি হয়। অগুর্ব্বাদি তৈল অভ্যঙ্গে শীতজ্বরের আশু শান্তি হয়।

সহস্র-ধৌত-ঘৃত অথবা চন্দনাদি তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ করিলে দাহযুক্ত জ্বরের শান্তি হয়। মধু, কাঁজী, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও জলধারা সেক এবং জলে অবগাহন, এই সমুদায় শীতস্পর্শ বলিয়া সত্বই দাহজ্বরের উপশম হয়। অত্যন্ত দাহাভিভূত হইলে পুষ্করপত্র, পদ্মপত্র, নীলোৎপল পত্র, কহ্লার (শুঁদি) পত্র এবং নির্ম্মল ক্ষৌমী (রেসমী) বস্ত্রে চন্দনোদক প্রসেক করিয়া তাহাতে, অথবা হিমজলসিক্ত বা শীতলধারাগৃহে সুখ-শয়ন, চন্দনোদক দ্বারা সুশীতল সুবর্ণ, শঙ্খ, প্রবাল, মণি এবং মুক্তা এই সমুদায়ের স্পর্শ; মনোজ্ঞ সুগন্ধি পুষ্পমাল্যধারণ, চন্দনোদকবর্ষী শীতবাতাবহ উৎপল, পদ্ম এবং তালবৃন্ত প্রভৃতি দ্বারা ব্যজন করিবে। সরল, চন্দনচর্চ্চিত এবং মণি মুক্তাদি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃত প্রিয়কামিনীর সংস্পর্শেও দাহজ্বরের শান্তি হয়।

মধু ও ফেনাযুক্ত নিম্বপত্রের জলপান করাইয়া বমন করাইলে দাহের শান্তি হয়। শতধৌত ঘৃত মাখাইয়া কোল ও আমলকীসহ কিংবা শূকধান্যের কাঞ্জী সহযোগে যবশক্তু লেপন করিলে অথবা কোন প্রকার পিত্তশান্তিকর পত্র অম্লপিষ্ট করিয়া লইয়া বা পলাশতরুর পল্লব অম্লে পেষণপূর্ব্বক ফেনাইয়া কিংবা বদরীপল্লব ও নিম্বপত্র ফেনাইয়া অঙ্গে প্রদেহ প্রয়োগ বা লেপন করিলে দাহ তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছার শান্তি হয়। এক পোয়া যব চারি তোলা মঞ্জিষ্ঠা এবং একশত পল অম্ল এই সকল যোগে এক প্রস্থ তৈল পাক করিবে। এই তৈল জ্বরদাহ শান্তিকর। ন্যগ্রোধাদিগণ বা কাকোল্যাদিগণ অথবা উৎপলাদিগণ পিষিয়া লেপন করিবে। উক্তগণের কাথ ও অম্ল সহযোগে তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে কিংবা এই কাথ শীতল করিয়া দাহার্ত্ত রোগীকে তাহাতে অবগাহন করাইবে।

জ্বর রসস্থ হইলে বমন ও উপবাস, রক্তস্থ হইলে সেক প্রলেপ ও সংশমন ঔষধ, মাংস ও মেদস্থ হইলে বিরেচন এবং উপবাস, অস্থি ও মজ্জাগত হইলে নিরূহ ও অনুবাসন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

জ্বরশান্তির নিমিত্ত পিপুল, ইন্দ্রযব অথবা যষ্টিমধুর সহিত মদনফল ও উষ্ণজল পান দ্বারা বমন করাইবে। মধু ও জল বা ইক্ষুরস অথবা লবণোদক কিংবা মন্থ বা তর্পণ দ্বারা বমন অতিশয় প্রশস্ত। কিসমিস্ ও আমলকীর রস দ্বারা অথবা কেবল আমলকীর রস ঘৃতে সন্তলন করিয়া বমনের নিমিত্ত পান করান যাইতে পারে।

পল্‌তা, নিমের পাতা, বেণার মূল, শোণালু, বলা, গন্ধতৃণ, কটকী, গোক্ষুর, ময়নাফল, শালপাণি এবং বেড়েলা এই সমুদায় অর্দ্ধোদক দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইয়া তাহাতে ঘৃত, মধু, মদনফল, মুথা, পিপুল, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব এই সমুদায়ের কল্ক মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রদান করিলে জ্বর বিনষ্ট হয়। শোণালু, বেণার মূল, ময়নাফল, শালপাণি, পৃশ্নিপর্ণী, মাষপর্ণী এবং মুদ্গপর্ণী এই সমুদায়ের কাথ করিয়া তাহাতে প্রিয়ঙ্গু, ময়নাফল, মুথা, শলুকা এবং যষ্টি মধু এই সমুদায়ের কল্ক আর ঘৃত, গুড় ও মধু মিশ্রিত বস্তি অতিশয় জ্বরঘ্ন। রক্তচন্দন, অগরুকাষ্ঠ, গাম্ভারী, পল্‌তা, যষ্টিমধু এবং নীলোৎপল এই সমুদায় দ্বারা সিদ্ধ স্নেহ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা স্নেহবস্তি প্রদান করিবে। ইহা অত্যন্ত জ্বরঘ্ন।

বায়ুজন্য জ্বরে বাতঘ্ন মধুর দ্রব্যযোগে নিরূঢ় বস্তি অথবা দোষ ও বল অনুসারে অনুবাসন প্রযুজ্য। পিত্ত জন্য জ্বরে উৎপলাদিগণ চন্দন ও বেণামূল প্রচুর পরিমাণে শীত কাথ ও শর্করা সহযোগে মধুর করিয়া বস্তি প্রয়োগ করা বিধেয়। যাতনা থাকিলে আম্রাদির ত্বক্‌, শঙ্খ, চন্দন, উৎপল, গৈরিক, অঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, মৃণাল ও পদ্ম এই সকল উত্তমরূপে পিষিয়া দুগ্ধ, শর্করা ও মধু সহযোগে বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কফ জন্য জ্বরে আরগ্বধাদির কাথ, পিপ্পল্যাদিগণ ও মধু সংযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। দ্বিদোষ জন্য ও সন্নিপাত জ্বরে দোষানুসারে দ্রব্য মিলিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। পিত্ত জন্য জ্বরে মধুর ও তিক্ত দ্রব্য মিলিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মজন্য জ্বরে কটু ও তিক্ত দ্রব্য সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া বস্তি কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হয়। মস্তক কফপূর্ণ বোধ হইলে শিরোবিরোচন প্রয়োগ করিবে।

জীবন্তী, যষ্টিমধু, মেদ, পিপুল, মরিচ, বচ, ঋদ্ধি, রাস্না, বেড়েলা, শুঁঠ, শলুকা এবং শতমূলী এই সমুদায়ের কল্ক দুগ্ধ ও জল দ্বারা তৈল এবং ঘৃতপাক করিয়া অনুবাসিক স্নেহ প্রস্তুত করিবে। এই স্নেহ অতিশয় জ্বরঘ্ন। পল্‌তা

নিমছাল, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু এবং ময়নাফল দ্বারা সিদ্ধস্নেহ অতি উৎকৃষ্ট অনুবাসন।

লাক্ষা, শুণ্ঠী, হরিদ্রা, মূর্ব্বা, মঞ্জিষ্ঠা, স্বর্জিকা ও হরিতকী ইহাদিগের ছয় গুণ কাথসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে জ্বর আরোগ্য হয়।

যজ্ঞডুম্বর, আসন, নিম্ব, জম্বু, সপ্তচ্ছদ, অর্জ্জুন, শিরীষ, খদিরকাষ্ঠ, মল্লিকা, গুলঞ্চ, বাসক, কটকী, ক্ষেত্রপর্পটী, বেণামূল, বচ, গজপিপ্পলি এবং মুথা এই সমুদায়ের কাথে তৈলপাক করিবে, ইহাতে জ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বররোগীর মলবদ্ধ থাকিলে পিপুল ও আমলকী দ্বারা যবের পেয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে। গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, গুড় এবং শুঁঠ এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে মলমূত্রের বিবন্ধ ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

বাতজ, শ্রমজ এবং পুরাতন ক্ষতজ জ্বরে লঙ্ঘন হিতকর নহে। সংশমন-ঔষধ দ্বারা এই সকল জ্বরের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

অষ্টম দিবসে জ্বর নিরাম বলিয়া উক্ত হয়। যে ব্যক্তির দোষ সকল উদীর্ণ হয়, প্রায়ই সে অল্লাগ্নি হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় বিশেষরূপে গুরুতর ভোজন করিলে হয় প্রাণত্যাগ, না হয় অধিক দিবস পর্য্যন্ত কষ্ট ভোগ করে। এই জন্য বাতিক জ্বরে সহসা অত্যন্ত গুরু বা অতিশয় স্নিগ্ধ ভোজন করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু যে বাতিক জ্বরে পিত্ত বা কফের অনুবন্ধ না থাকে, সেই বাতিকজ্বরে জ্বরোক্ত চিকিৎসার ক্রম অপেক্ষা না করিয়া, অভ্যঙ্গাদি চিকিৎসা ও কষায় পান করাইয়া মাংসরসযুক্ত অন্ন-ভোজন করা বিধেয়।

যাহাদের শরীরে বায়ুর ভাগ অল্প, শ্লেষ্মার ভাগ অধিক এবং শরীরে উষ্মা কম, অথবা মৃদু-উষ্মা, তাহাদের কফপ্রধান জ্বর হইলে এক সপ্তাহেও দোষের পরিপাক হয় না। এই জ্বরে ১০ দিবস পর্য্যন্ত লঙ্ঘন এবং অল্পাশন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিয়া পরে কষায়াদি প্রয়োগ করিতে হয়।

দোষের ক্রম অপেক্ষা করিয়া দ্বন্দ্বজ জ্বরে দুইটী দোষের একটীর উৎকর্ষ অথবা উভয়ের সমতানুসারে এবং সন্নিপাত জ্বরে তিনটী দোষের একটীর উৎকর্ষ দোষদ্বয়ের সমতা অনুসারে, বৈদ্য বিবেচনাপূর্ব্বক যথোক্ত ঔষধ দ্বারা সেই সমুদায়ের চিকিৎসা করিবেন। সন্নিপাত জ্বরাবসানে যদি কর্ণের মূলপ্রদেশে নিদারুণ শোথ জন্মে, তবে কখন কোন ব্যক্তি সে জ্বর হইতে মুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তির জ্বর রক্তস্থ হওয়ায় শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ এবং রুক্ষ প্রভৃতি দ্বারা নিবৃত্ত না হয়, রক্ত মোক্ষণ করিলে সে জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। যে জ্বর বীসর্প, অভিঘাত এবং বিস্ফোটক হেতু জন্মে, সে জ্বরে যদি কফপিত্তের আধিক্য না থাকে তবে, প্রথমতঃ ঘৃত পান করা কর্ত্তব্য।

সুশ্রুতে লিখিত আছে, যে দিন জ্বরের উদয় হইবে সেই দিবস জ্বরের পূর্ব্বে নির্বিষ সর্প দ্বারা অথবা চৌর্য্যাপবাদ দ্বারা রোগীকে ভয় প্রদর্শন করিবে এবং অনাহারে রাখিবে; অথবা অতিশয় অভিষ্যন্দী বা গুরুতর দ্রব্য আহার করাইয়া পুনঃ পুনঃ বমন করাইবে; অথবা তীক্ষ্ণ মদ্য বা জ্বরনাশক ঘৃত, কিংবা যথেষ্ট পরিমাণে পুরাতন ঘৃত পান করাইবে; কিংবা সমধিক বিরেচন অথবা পূর্ব্বে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে।

জ্বরত্যাগকালে মনুষ্যের কণ্ঠকূজন, বমি, অঙ্গসঞ্চালন, শ্বাস, শরীরের বিবর্ণতা, ঘর্ম্ম, কম্প, অবসন্নতা, প্রলাপ, সর্ব্বাঙ্গের উষ্ণতা, কখন কখন শীতলতা, অজ্ঞানতা এবং জ্বরের বেগ আধিক্য হয় এবং রোগীকে ক্রুদ্ধের ন্যায় দেখায়, তাহার দোষযুক্ত মল সশব্দে ও অতিশয় বেগে নির্গত হয়। যে সমুদায় জ্বর দোষবশতঃ বেগ জন্মাইয়া ক্রমে নিবৃত্ত হয়, সেই সমুদায় জ্বরের ত্যাগকালে কোনরূপ দারুণ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

জ্বরত্যাগ হইলে মনুষ্যের ক্লান্তি, সন্তাপ ও ব্যথার নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়সমূহের নির্ম্মলতা এবং স্বাভাবিক সত্ত্ব উপস্থিত হয়।

জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যতদিন পর্য্যন্ত বলবান্ না হয়; ততদিন ব্যায়াম, স্ত্রী-সংসর্গ, স্নান ও ভ্রমণ পরিত্যাগ করিবে। এই নিয়ম পালন না করিলে সেই ব্যক্তি পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হয়।

অনুচিতরূপে দোষ সকল নিঃসারিত হওয়ার পর, যে জ্বরের নিবৃত্তি হয়, অল্পমাত্র অপচারেই সেই জ্বর পুনর্ব্বার আগমন করে। যে ব্যক্তি অনেক দিন পর্য্যন্ত জ্বরে কষ্ট ভোগ করিয়া দুর্ব্বল ও হীনচেতা হয়, যদি তাহার জ্বর একবার পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আক্রমণ করে, তবে অল্পকাল মধ্যেই তাহার প্রাণ বিনাশ হয়; কিংবা দোষ সকল ক্রমশঃ ধাতুসমূহে পরিপাক পাইয়া জ্বর না জন্মাইলেও হীনতা, শোথ, গ্লানি, পাণ্ডুতা, অরুচি, কণ্ডু, উৎকোঠ, পীড়কা এবং অগ্নিমান্দ্য ইহার মধ্যে কোন না কোন একটী উৎপন্ন হয়।

পুনরাবৃত্ত জ্বরে অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, ধূপ, অঞ্জন এবং তিক্ত ঘৃত অত্যন্ত হিতকর। সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে, ছাগের কিংবা মেষের চর্ম্মলোম, বচ, কুড়, পলঙ্কষা এবং নিম্বপত্র, মধুযোগে ঐ সকল দ্রব্যের ধূপ প্রয়োগ করিবে। কম্প থাকিলে বিড়ালের বিষ্ঠা সেই ধূপে সংযোগ করিবে।

পিপ্পলী, সৈন্ধব, সর্ষপতৈল ও নৈপালী, এই সকলের

অষ্টম চক্ষে প্রয়োজ্য। চিরতা, কট্‌কী, মুথা ক্ষেৎপাপ্‌ড়া এবং গুলঞ্চ এই সমুদায়ের কাথ কতিপয় দিবস সেবন করিলে পুনরাবৃত্ত জ্বরের শান্তি হয়।

নব জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি গুরু অথচ উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকিবে। ঔষধ ব্যতীত কেবলমাত্র পথ্য দ্বারাও সময় সময় রোগের শান্তি হইতে পারে; কিন্তু পথ্যের প্রতি অবহেলা করিলে উপশমের প্রত্যাশা থাকে না। তরুণ জ্বরে পরিষেক, প্রদেহ, স্নেহপান, সংশোধকঔষধ, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, তুষারজল, ক্রোধ, প্রবাত এবং গুরুভোজ্য দ্রব্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

জ্বরের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘন, * জ্বরের মধ্যে পাচন, জ্বরের অন্তে জ্বরঘ্ন ঔষধ এবং জ্বর মুক্ত হইলে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। সর্ব্বজ্বরেই পিপাসা রোধ করিয়া একেবারে জল পান না করা অনুচিত। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে প্রাণ ধারণের জন্য কিঞ্চিৎ জল পান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অবস্থাবিশেষে পিপাসা সহ্য করা ও বায়ু সেবন করা উচিত, কখন কখন রৌদ্রসেবনও করা যাইতে পারে। নবজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির শীতল জলপান করা উচিত নয়। বাতশ্লৈষ্মিক এবং কফ জ্বরে গরম জল হিতকর, তৃপ্তিজনক, অগ্নিপ্রদীপক, বায়ু ও পিত্তের অনুলোমকারক এবং দোষ ও স্রোতঃসমূহের মৃদুতা-সম্পাদক।

পণ্ডিতগণ জ্বরের আরম্ভাবধি সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত তরুণজ্বর, দ্বাদশরাত্রি পর্য্যন্ত মধ্যজ্বর, দ্বাদশরাত্রির পর জীর্ণজ্বর বলিয়া থাকেন।

বাতজনিত জ্বরে সপ্তমদিবসে, পিত্তজজ্বরে দশমদিবসে, এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরে দ্বাদশদিবসে ঔষধ প্রয়োগ করিবার বিধি, ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে।

সমতাবস্থাপন্ন রোগীকে সাতদিনে ঔষধ পান করাইবে; সাতদিবসের মধ্যেও যদি নিরাম লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন, বাতজ্বরে গুলঞ্চ, পিপ্পলীমূল ও শুণ্ঠীসিদ্ধ পাচন প্রস্তুত করিয়া অথবা ইন্দ্রযবকৃত পাচন সপ্তমদিবসে প্রয়োগ করিবে। পাচন ও ঔষধ সেবনের কাল সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন।

রোগীর বয়ঃক্রম, বল, অগ্নি, দোষ, দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক যথোচিত চিকিৎসা করিবেন।

* রোগী অধিক দুর্ব্বল না হয়, এইরূপ লঙ্ঘন দিয়া চিকিৎসা করা উচিত। যাহাকে বমন করান হইয়াছে, তাহাকে লঙ্ঘন দিবে, কিন্তু লঙ্ঘন ব্যক্তিকে বমন করাইবে না। গর্ভবতী, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও ভয়শীল ইহাদিগকে উপবাস করাইবে না। ইহাদিগকে সামজ্বরে পাচন ও নিরামজ্বরে শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং অন্নমণ্ডাদি পথ্য প্রদান করিবে।

আমজ্বরে দোষাপহারক ঔষধ পান করান কর্ত্তব্য নহে। উপদ্রবহীন আমজ্বরে পাচন ব্যবস্থেয়। শুণ্ঠী, দেবদারু, রৌহিষ (অভাবে বেণার মূল), বৃহতী ও কণ্টকারী দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সাধারণতঃ সকল জ্বরেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শ্বেতপুনর্ণবা, রক্তপুনর্ণবা, বেলমূলের ছাল, দুগ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বরই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। শেষোক্তটীকে সংশমনীয় কষায় কহে।

কৃশ ও অল্প দোষসম্পন্ন ব্যক্তিকে শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। আরগ্বধাদি পাচন বাতজ পিত্তজ ও কফজ এই ত্রিবিধ জ্বরেই হিতকর।

যে ব্যক্তি জলপান বা আহার করিয়াছে, তাহার পক্ষে এবং ক্ষীণশরীর, উপোষিত, অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ও পিপাসাতুরের পক্ষে সংশোধন ও সংশমন ঔষধ অপ্রশস্ত। নিম্বাদিচূর্ণ, হরিতক্যাদিগুটী, লাক্ষাদি ও মহালাক্ষাদি তৈল সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক।

উদকমঞ্জরীরস সেবন করিলে অতি উগ্রতর সন্তোজ্বরও একদিবসের মধ্যে আরোগ্য হয়। পিত্তাধিক্য জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করাইলে তাহার মস্তকে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। জ্বরধূমকেতু আদার রসসহ তিন দিবস সেবন করিলেই নবজ্বর; এবং মহাজ্বরাঙ্কুশ দুই রতি প্রমাণ লইয়া গোড়ালেবুর বীজ ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। জ্বরঘ্নীবটিকা, নবজ্বরহরবটী প্রভৃতি ঔষধ নবজ্বরনাশক। শ্বাসকুঠাররস সর্ব্বপ্রকার জ্বরঘ্ন। হুতাসনরস ও রবিসুন্দররস সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর দূরীভূত হয়। বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক রসপর্পটী প্রয়োগ করিতে পারিলে, অতিশয় উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চরকসংহিতায় কথিত আছে, রস দোষ ও মলের পাক হইয়া ক্ষুধা উদ্রিক্ত হইলে রোগীকে অন্ন প্রদান করা যাইতে পারে।

রোগীকে লঘু আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। ভাজা জীরাচূর্ণ সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা, দন্ত ও মুখের মধ্যভাগ ঘর্ষণ করিয়া কবল গ্রহণ করিলে রোগীর মুখগত মল, দুর্গন্ধ ও বিরসতা নষ্ট হয় এবং মনের প্রসন্নতা ও আহারে রুচি জন্মিয়া থাকে।

কল্পতরুরস ও ত্রিপুরভৈরবরস আদার রসের সহিত সেবন করিলে বাত ও কফজন্যজ্বর বিনষ্ট হইতে পারে। বাতশ্লেষ্মজ্বরে স্বেদ প্রদান করিলে স্রোতঃসমূহের মৃদুতা সম্পাদন ও অগ্নি নিজ আশয়ে আনীত হয়। বাতজ্বরে পার্শ্ববেদনা ও শিরোবেদনা থাকিলে গোক্ষুর এবং কণ্টকারী-সাধিত রক্ত-

শালি তণ্ডুল-কৃত পেয়া পান করিতে দিবে। কাস, শ্বাস বা হিক্কা থাকিলে পঞ্চমূলীসাধিত পেয়া আহার করিতে দেওয়া প্রশস্ত।

চতুর্ভদ্রিকা ও অষ্টাঙ্গাবলেহ সেবন করিলে শ্লৈষ্মিকজ্বর উপশান্ত হয়।

পঞ্চকোল, পিপ্পল্যাদিকাথ, চিরাতাদিকাথ, দশমূলীকাথ প্রভৃতি সেবনে বাতশ্লৈষ্মিকজ্বর বিনষ্ট হয়। এই জ্বরে বালুকা-স্বেদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অমৃতাষ্টক, কণ্টকার্য্যাদিকাথ, নাগরাদিকাথ, কটুকীকল্ক প্রভৃতি পিত্তশ্লেষ্মজ্বরনাশক।

ত্রিদোষ জ্বরে প্রথমতঃ কফনাশক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মা প্রশমিত হইলে স্রোতঃসমূহ পরিষ্কার হইয়া শরীর লঘু হয় ও পিপাসার নিবৃত্তি হয়। কেহ কেহ সন্নিপাত জ্বরে প্রথমতঃ পিত্ত প্রশমন করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এই জ্বরে লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন (কফ নির্গম), অবলেহ এবং অঞ্জন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সুশ্রুতে লিখিত আছে, সপ্তম, দশম কিংবা দ্বাদশ দিবসে সন্নিপাতজ্বর পুনরায় বর্দ্ধিত হইয়া, হয় উপশান্ত হয় নতুবা রোগীকে বিনাশ করে।

সন্নিপাত জ্বরে যাহার পিপাসা, পার্শ্ববেদনা ও তালু শোষ থাকে, তাহাকে অপক্ক শীতল জল পান করিতে দেওয়া কোন-রূপেই উচিত নহে।

দশমূল, দ্বাদশাঙ্গ, অষ্টাদশাঙ্গ প্রভৃতি কাথ সেবন করিলে সন্নিপাত জ্বরের উপশম হইতে পারে। মৃতসঞ্জীবনীবটিকা, ত্রিনেত্ররস, ভস্মেশ্বররস, অগ্নিকুমাররস, অমৃতাদিবটিকা প্রভৃতি ঔষধ সন্নিপাতজ্বরনাশক।

পর্পটাদিকাথ, যোগরাজকাথ, শৃঙ্গাদিকাথ প্রভৃতি অবস্থা বিশেষে প্রযুজ্য।

পিপ্পলী, মরিচ, বচ, সৈন্ধব, করঞ্জবীজ, ধুস্তুরবীজ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্বেতসর্ষপ, হিঙ্গু ও শুণ্ঠী এই সকল সমভাগে ছাগমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া চক্ষুতে দিলে ত্রিদোষজ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিরও চৈতন্য সম্পাদিত হয়।

আগন্তুক জ্বরে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে। বাধ, বন্ধন, শ্রম, বৃক্ষাদি হইতে পতন প্রভৃতি কারণে জ্বর হইলে প্রথমতঃ দুগ্ধ ও মাংসরসযুক্ত অন্ন দ্বারা চিকিৎসা করা বিধেয়। পথপর্য্যটন হেতু জ্বর হইলে অভ্যঙ্গ ও দিবানিদ্রা সেবন করিবে। ওষধিগন্ধজ জ্বরকে সর্ব্বগন্ধকৃত কাথ দ্বারা নিবারণ করিবে। সহদেবার মূল যথাবিধানে কণ্ঠে ধারণ করিলে চারি দিবসের মধ্যে ভৌতিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

চরক লিখিয়াছেন যে, পাঁচপ্রকার বিষমজ্বর প্রায়ই সান্নিপাতিক। পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ততাদি পাঁচপ্রকার বিষমজ্বর ভিন্ন অপর চাতুর্থকের বিপর্য্যয় 'চাতুর্থকবিপর্য্যয়' নামক জ্বরও বিষমজ্বর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এই জ্বর অস্থি ও মজ্জাগত দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই জ্বর মধ্যে দুই দিবস হয়, আদি এবং অন্ত দিবসে থাকেনা। যে জ্বর মধ্যে একদিবস হইয়া আদ্য এবং শেষ দিবসে বিমুক্ত হয়, তাহাকে 'তৃতীয়ক-বিপর্য্যয়', বলে।

বিষম জ্বরে পিত্ত দূষিত হইয়া কোষ্ঠদেশে এবং কফ দূষিত হইয়া হস্তপদে অবস্থান করিলে রোগীর শরীর উষ্ণ ও হস্তপদ শীতল হয়। কফ কোষ্ঠদেশে এবং পিত্ত হস্তপদে অবস্থিত হইলে শরীর শীতল এবং হস্তপদ উষ্ণ হয়।

যে বিষমজ্বরে শরীর গুরুতর অথচ ঘর্ম্মদ্বারা প্রলিপ্তের ন্যায় বোধ হয় এবং সর্ব্বদাই অল্প বেগের সহিত জ্বর অবস্থিতি করে ও শীতল বোধ হয়, তাহাকে প্রলেপক বিষমজ্বর কহে।

সর্ব্বপ্রকার বিষম জ্বরই ত্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে যে দোষের প্রাধান্য লক্ষিত হইবে, তাহারই চিকিৎসা কর্ত্তব্য। বিষমজ্বররোগীকে বমনবিরেচনাদি দ্বারা শোধন করিয়া স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ অন্ন ও পানীয় সেবন করাইয়া জ্বরের শমতা সাধন করিবে।

শুণ্ঠীকাথ, দুর্জ্জলজেতারস, পটলাদিকাথ, কিরাতাদিচূর্ণ প্রভৃতি সেবনে দুষ্ট জল জন্য (নানাদেশ-সমুৎপন্ন জল জন্য) জ্বর প্রশান্ত হইয়া থাকে।

যে জ্বরে রোগী সবল ও দোষের অল্পতা থাকে এবং অন্য কোন উপদ্রব উপস্থিত না হয়, সে জ্বর সাধ্য।

জ্বরের উপদ্রব ১০টী—শ্বাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, পিপাসা, অতীসার, মলরুদ্ধতা, হিক্কা, কাস ও দাহ।

ব্যাধি প্রশমিত হইলে উপদ্রব স্বতঃই বিলয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু উপদ্রবের মধ্যে যদি কোনটী অচিরে জীবন ধ্বংস করিতে পারে, এরূপ বোধ হয়, তবে অগ্রে তাহারই চিকিৎসা করা উচিত।

বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, জ্যোৎস্নী (ঝিঙ্গা), কাঁকড়া-শৃঙ্গী, পদ্মকাষ্ঠ, পুষ্করমূল, কটকী, শটীর শাক এবং শৈলমল্লীর বীজ ইহাদের কাথ সেবনে শ্বাস নষ্ট হয়।

বামনহাটী, নিম্ব, মুথা, হরীতকী, গুলঞ্চ, চিরতা, বাসক, আতইচ, বলাডুমুর, কটকী, বচ, ত্রিকটু, শোণাছাল, কুটজ-ছাল, রাস্না, দুরালভা, পল্‌তা, পারুল, শঠী, গোজিহ্বা, রাখালশশা, ভেউড়ী, ব্রাহ্মীশাক, পুষ্করমূল, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, বহেড়া এবং দেবদারু ইহাদের কাথ সেবন করিলে শ্বাস, কাস, হিক্কা প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়।

পিপুল, জায়ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে অতি উগ্রতর শ্বাসরোগ হইতেও বিমুক্তি হয়। একখানি দা বনঘুটের অগ্নিতে তপ্ত করিয়া পঞ্জরদেশ দগ্ধ করিলে শ্বাস নিশ্চয় বিলুপ্ত হয়।

আদার রস দ্বারা নস্য করিলে এবং মধু, সৈন্ধব, মনঃশিলা ও মরিচ একত্র বাটিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে মূর্চ্ছা নিবৃত্ত হয়। শীতলজল চক্ষুতে সেচন করিলে, সুগন্ধি ধূপ দিলে ও সুগন্ধি পুষ্পের ঘ্রাণ লইলে, কোমল তালপত্রের বায়ু সেবন এবং কোমল কদলীপত্র স্পর্শ করাইলেও মূর্চ্ছা প্রশমিত হইয়া থাকে।

আদার রস, অম্লরস এবং সৈন্ধব একত্র করিয়া কবল করিলে অরুচি বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা বিট্‌লবণ ও স্বর্ণমাক্ষিক, রক্তচন্দন অথবা চিনির সহিত লেহন করিলে নিশ্চয় বমন প্রশান্ত হয়।

গোড়ানেবু, ছোলঙ্গনেবু, দাড়িম, কুল এবং পালং এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মুখে লেপন করিলে পিপাসা ও মুখের অভ্যন্তরে যে ফুসকুড়ি উৎপন্ন হয়, তাহা নষ্ট হয়। মধু-সংযুক্ত শীতল দুগ্ধ আকণ্ঠ পান করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলিলে অথবা মধু বটের ঝুরি এবং খৈ একত্র করিয়া মুখে ধারণ করিলে পিপাসা নিবারিত হয়।

বলবান্ ব্যক্তিদিগের অতীসার হইলে উপবাস করা বিধেয়। গুলঞ্চ, কুড়চিছাল, মুথা, চিরাতা, নিম্ব, আতইচ এবং শুঁঠ ইহাদের কাথ সেবনে অতীসার বিনষ্ট হয়। শুঁঠ, গুলঞ্চ, কুড়চি ও মুত দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে উপকার হয়। আকন্দ, গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, শুঁঠ, চিরাতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ সর্ব্বপ্রকার অতীসারনাশক। হরীতকী, সোঁদাল, কটকী, তেউড়ী ও আমলকী-সিদ্ধ কাথ সেবন করিলে মলরুদ্ধতা নষ্ট হয়।

সৈন্ধব অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া জলের সহিত নস্য করিলে হিক্কা নষ্ট হয়। শুঁঠ চূর্ণ চিনির সহিত মিলিত করিয়া নস্য করিলে অথবা হিঙ্গুর ধূপ দিলেও হিক্কা নষ্ট হয়।

পিপুল, পিপুলের মূল, বহেড়া, ক্ষেৎপাপড়া ও শুঁঠ এই সকল চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, অথবা বাসকপাতার রস মধুর সহিত সেবন করিলে কাস নিবারিত হয়। পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ত্রিকটু, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কায়ফল, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা; এই সকল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কাস প্রশান্ত হয়।

দাহনিবারক প্রক্রিয়া, পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

বহির্বেগজ্বর এবং প্রাকৃত জ্বর (অর্থাৎ বর্ষা শরৎ ও বসন্তকালে যথাক্রমে বাতজ পিত্তজ ও কফজ্বর হইলে) সুখসাধ্য। প্রকৃতজ্বরের বিপরীত হইলে তাহাকে বৈকৃত জ্বর কহে।

বৈকৃতজ্বর কষ্টসাধ্য। বাতজ্বর প্রাকৃত হইলেও কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। অন্তর্বেগ জ্বরও কষ্টসাধ্য।

ক্ষীণ ও শোথাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর এবং গম্ভীর ও দৈর্ঘ-রাত্রিক জ্বর অসাধ্য। যে বলবান্ জ্বর কর্তৃক রোগীর মস্তকে হঠাৎ সীমন্তবৎ হয়, সে জ্বর অসাধ্য।

যে জ্বরে রোগীর আভ্যন্তরিক দাহ, পিপাসা, কাস, শ্বাস এবং অত্যন্ত মলরুদ্ধতা জন্মে, তাহাকে গম্ভীর জ্বর বলে।

জ্বরের পূর্ব্বে জ্বরের মধ্যে অথবা জ্বরের অন্তে কর্ণমূলে শোথ জন্মিলে জ্বর যথাক্রমে অসাধ্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য ও সুখসাধ্য হইয়া থাকে।

যে জ্বর বহু হেতু দ্বারা উৎপন্ন ও বলবান্ হয় এবং বহু লক্ষণাক্রান্ত থাকে, সেই জ্বর রোগীর জীবন বিনষ্ট করে। যে জ্বরের উৎপত্তি মাত্রই রোগীর চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি বিনাশ করে, সে জ্বর অসাধ্য।

যে ব্যক্তি জ্বরে হতজ্ঞান ও বিগতহর্ষযুক্ত হয়, উত্থান-শক্তি না থাকা প্রযুক্ত পতিতের ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে এবং অভ্যন্তরে দাহ অথচ বাহ্য শীতদ্বারা পীড়িত হয়, তাহার জীবন নষ্ট হয়।

যে জ্বররোগীর শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, হৃদয়ে সাঙ্ঘাতিক বেদনা এবং মুখ দ্বারা শ্বাস বিনির্গত হয়, তাহার জীবনে আশা নাই। যে জ্বরে রোগীর হিক্কা, শ্বাস, পিপাসা, মূর্চ্ছা, চক্ষুর বিভ্রম ও ক্ষীণতা উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বদা শ্বাস বিনির্গত হইতে থাকে, সে জ্বর রোগীর প্রাণনাশ করে। যে জ্বরে রোগীর প্রভা ও ইন্দ্রিয়শক্তির হীনতা, শরীরের ক্ষীণতা ও অরুচি জন্মে এবং অতি দুঃসহ বেগের সহিত গম্ভীর জ্বর হয়, সেই জ্বরে রোগী প্রাণ ত্যাগ করে। শুক্রধাতুপ্রাপ্ত জ্বরে শিশ্নের স্তব্ধতা এবং অত্যন্ত শুক্রক্ষরণ হইয়া থাকে। এই জ্বর প্রাণনাশক।

যে ব্যক্তির প্রথম উৎপত্তিকাল হইতেই বিষমজ্বর অথবা দৈর্ঘ্যরাত্রিক জ্বর হয়, তাহার জ্বর অসাধ্য। ক্ষীণকায় ও রুক্ষ ব্যক্তি গম্ভীর জ্বরাক্রান্ত হইলে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

যে জ্বর প্রলাপ, ভ্রম, শ্বাসযুক্ত এবং তীক্ষ্ণ হয়, সেই জ্বর সপ্তম কিংবা দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে রোগীর প্রাণনাশ করে।

য়ুরোপে ও আমেরিকায় চিকিৎসা সম্বন্ধে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত। এলো-

প্যাথি মতে জ্বরের নিদান ও চিকিৎসা নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে—

জ্বর কাহাকে বলে য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরনিশ্চয় হয় নাই। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত গেলেন শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধিকে জ্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন। জর্ম্মণ দেশীয় খ্যাতনামা ডাক্তার ভিরকো (Vircho) বলিয়াছেন যে, স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হইলে শরীরের সমস্ত ঝিল্লী (Tissues) ধ্বংস হইয়া যায় ও তাহাতে শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনেকেই পূর্ব্বোক্ত কারণ দুইটীকেই অস্বীকার করেন। কেহ কেহ বলেন যে, শারীরিক রক্ত বিষাক্ত হইলে সমস্ত শরীরের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহাতেই জ্বর হয়। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসকগণের অধিকাংশই বলিয়া থাকেন যে, শারীরিক ঝিল্লির ধ্বংস হেতু দৈহিক উত্তাপের বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতেই জ্বরের উৎপত্তি হয়। সংক্ষেপতঃ শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধিকেই জ্বরোৎপত্তির লক্ষণ বলিয়া গণনা করা যায়। জ্বর হইলে শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধি ব্যতীত শ্বাস ও নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি হয় এবং স্বেদনির্গম ও মূত্রাদির ব্যত্যয় হইয়া থাকে।

অধুনা মানবশরীরে যত প্রকার পীড়া সঙ্ঘটিত হয়, তাহার মধ্যে জ্বররোগই অধিক। আবার নানাবিধ জ্বরভুক্ত রোগীর সংখ্যা সমষ্টির মধ্যে অনেকেই ম্যালেরিয়া জ্বরে পীড়িত। ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ তাহা অদ্যাবধি কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কয়েকটী মত নিম্নে লিখিত হইল।

১। ইতালী-নিবাসী বিখ্যাত চিকিৎসক লেন্‌সিসাই (Lancisi) বলেন যে, উদ্ভিজ্জাতি পচিয়া ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়।

২। ডাক্তার কটক্লিফ (Cutcliff) স্থির করিয়াছেন যে সমতল ভূমি, নিম্ন ভূমি, উপত্যকা প্রভৃতি স্থানের নিম্নস্থ আর্দ্রতা যদি অধিক পরিমাণে উপরে উঠিয়া পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে রীতিমত বাষ্পোদ্গম রোধ করে, তবে তাহা হইতে ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে।

৩। ডাক্তার স্মিথ (Dr. Smith) বলেন, মৃত্তিকা যত আর্দ্র হইবে এবং সেই আর্দ্রতা যে পরিমাণে উপরে উত্থিত হইবে, ম্যালেরিয়া বিষের ততই আধিক্য হইবে।

৪। ডাক্তার ওলড্‌হাম (Oldham) বলেন, শীতলতার হঠাৎ আবির্ভাবই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। তিনি বলেন, যে স্থানে হঠাৎ উত্তাপের হ্রাস হইবে, তথায় নিশ্চয় ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইবে।

৫। ডাক্তার মুর (Dr. Moor) স্থির করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ্‌বিগলিত জলপান করিলে ম্যালেরিয়াজনিত পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। "ম্যালেরিয়া" একটী ইতালীয় শব্দ; ইহার অর্থ দূষিত বায়ু। নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে এই বিষের হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে।

(ক) বাসবাটীর চতুর্দ্দিকস্থ পয়োপ্রণালী পরিষ্কার রাখা ও যাহাতে পুষ্করিণীর জল লতাপাতা পচিয়া নষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী থাকা কর্ত্তব্য।

(খ) অগ্নি ও ধূমদ্বারা ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট হয়।

(গ) বাটীর চারিদিকে বৃক্ষ থাকিলে তাহা দ্বারা দূষিত বায়ু পরিশুদ্ধ হয়।

(ঘ) দিবা অপেক্ষা রাত্রিকালে ম্যালেরিয়া বিষ অধিক পরিমাণে বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে; সুতরাং রাত্রিকালে যতদূর সম্ভব বস্ত্র দ্বারা নাসিকাদ্বার বন্ধ করিয়া গৃহের বাহিরে যাওয়া কর্ত্তব্য। শরৎকালে তীক্ষ্ণ রৌদ্র এবং হেমন্তের দুরন্ত শিশির জ্বররোগীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

(ঙ) প্রত্যূষে কোথাও যাইতে হইলে মুখপ্রক্ষালনাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে কিছু ভক্ষণ করিয়া যাওয়া উচিত।

(চ) আমাদিগের দেশে বর্ষার শেষ হইতে অগ্রহায়ণের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত এই পীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এইকালে সকলের সাবধান থাকা উচিত। এই সময়ে ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য ঔষধের ন্যায় ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। হেলেঞ্চা, পল্‌তা প্রভৃতি ব্যঞ্জনের সহিত আহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

ম্যালেরিয়া-সমুদ্ভূত জ্বর সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত— ১ সবিরাম জ্বর (Intermittent fever) ও ২ স্বল্পবিরাম জ্বর (Remittent fever)।

সবিরাম জ্বর। এই জ্বরকে পর্য্যায়-জ্বর বলা যায়। এই জ্বর সম্পূর্ণরূপে বিরত হয়; জ্বরের বিরামাবস্থায় রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করিয়া থাকে। এই জ্বরের কারণ দ্বিবিধ— পূর্ব্ববর্ত্তী ও উদ্দীপক।

(ক) অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, অধিক সুরাপান, অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ ইত্যাদি; (খ) রক্তের অবিশুদ্ধাবস্থা; (গ) অস্বাভাবিকরূপে শারীরিক উত্তাপের হ্রাস; এইগুলিই এই পীড়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ।

দুর্ভিক্ষ, অধিক পরিমাণে অঙ্গারক (Carbon) বা অণ্ডলাল (Albumen) মিশ্রিত খাদ্যাদি ভক্ষণ, উদ্ভিজ্জাদি বিগলিত জলপান, উত্তরপূর্ব্বদিকের বায়ুসেবন প্রভৃতি এই জ্বরের উদ্দীপক কারণ।

লক্ষণ। এই জ্বরে তিনটী অবস্থা হইয়া থাকে, যথা— শৈত্যাবস্থা, উত্তাপাবস্থা ও ঘর্ম্মাবস্থা। প্রথমতঃ পুনঃ পুনঃ হাই উঠিয়া শীতবোধ হইতে থাকে, পরে ত্বক্ আকুঞ্চিত হইয়া কম্প উপস্থিত হয়। এই সময় মস্তকবেদনা, বিবমিষা বা বমন হইতে থাকে এবং ধমনীর আকুঞ্চন হেতু নাড়ী বেগবতী ও সূত্রবৎ ক্ষীণ হয়। এই অবস্থা অর্দ্ধঘণ্টা হইতে তিনঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিয়া দ্বিতীয়াবস্থায় উপনীত হয়। তখন শারীরিক শীতলতা বিদূরিত হইয়া ত্বক্ উত্তপ্ত, শুষ্ক ও উষ্ণ বোধ হয়। নাড়ী স্থূলা ও পূর্ণবেগবতী হয়। মস্তকের পীড়া বর্দ্ধিত হইয়া চক্ষুদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠে ও অত্যন্ত পিপাসা উপস্থিত এবং প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প হয়। তৃতীয়াবস্থা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জ্বর মগ্ন হইতে থাকে, চক্ষুপদাদি উষ্ণ ও তত্তৎস্থানে জ্বালা উৎপন্ন হয় ও শ্বাস প্রশ্বাস শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ রোগীর শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রোগী পূর্ব্বে দুর্ব্বল থাকিলে অথবা প্রাচীন হইলে কখন কখন জ্বরকালে অচেতন হইয়া পড়ে। প্রলাপ, উদরস্ফীতি প্রভৃতি অবসাদের লক্ষণও উপস্থিত হয়। কিন্তু জ্বরত্যাগ হইলেই রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করে। এই পীড়া কিছুদিন ভোগ করিলে প্লীহা ও যকৃতের প্রদাহ এবং কখন কখন জ্বরকালে উদরাময় আসিয়া উপনীত হয়।

প্রকারভেদ—সবিরাম জ্বর সাধারণতঃ তিন প্রকার যথা— কোটিডিয়ান (Quotidian), টার্শিয়ান (Tertian) ও কোয়ার্টন (Quartan)। যে জ্বর প্রত্যহ এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আইসে, তাহাকে ঐকাহিক (Quotidian), যাহা দুই দিন অন্তর অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আইসে, তাহাকে ত্র্যহিক (Tertian) এবং যাহা তিন দিন অন্তর অর্থাৎ চতুর্থ দিবসে এক নির্দ্ধারিত সময়ে আইসে, তাহাকে চাতুর্থিক (Quartan) জ্বর কহে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত তিনপ্রকার সবিরাম জ্বরের মধ্যে ঐকাহিক জ্বর প্রাতে, ত্র্যহিক বেলা দ্বিপ্রহরে এবং চাতুর্থিক অপরাহ্নে উপস্থিত হয়। কিন্তু নানা কারণে এই নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বর নিয়মিত সময় অতিক্রম করিয়া বিলম্বে আসিলে আরোগ্যের লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে। কখন কখন দুইটী পর্য্যায় এক দিবসে ঘটিতে দেখা যায়; প্রাতঃকালে জ্বর আরম্ভ হইয়া বৈকালে মগ্ন হয় এবং পুনরায় সন্ধ্যার পর আরম্ভ হইয়া শেষরাত্রে মগ্ন হইয়া থাকে। এইপ্রকার জ্বরকে ডবল কোটিডিয়েন কহে। এইরূপ ডবল টার্শিয়েন ও ডবল কোয়ার্টন জ্বরও দেখিতে পাওয়া যায়।

সবিরামজ্বর কখন কখন স্বল্পবিরাম জ্বর বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু তাপমানযন্ত্র ব্যবহার করিলে সবিরামজ্বর সহজেই নির্ণীত হইতে পারে; এই জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম উপস্থিত হয়, কিন্তু স্বল্পবিরাম জ্বরে সেরূপ হয় না। শারীরিক তাপের হঠাৎ বৃদ্ধি ও লাঘব হওয়াই ইহার বিশেষ লক্ষণ। সবিরামজ্বরে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়—

১। এই জ্বরে শৈত্যাবস্থা, উত্তাপাবস্থা ও ঘর্ম্মাবস্থা পরে পরে সমভাবে উপস্থিত হয়।

২। শৈত্যাবস্থায় রোগী অত্যন্ত শীতবোধ করিয়া থাকে এবং কম্পের সহিত জ্বর উপস্থিত হয়।

৩। ঐকাহিকজ্বর এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আইসে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে মগ্ন হয়। জ্বর বিচ্ছেদকালে রোগী আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করে।

৪। এই জ্বরে শারীরিক তাপ সময় সময় এত বৃদ্ধি হয় যে তাপমানযন্ত্রের পারদ ১০৫° হইতে ১০৮° পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু এই তাপের সম্পূর্ণ হ্রাস হইয়া থাকে ও রোগী তখন শীতবোধ করে।

স্বল্পবিরাম জ্বরের লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। এই জ্বরে সবিরাম জ্বরের তিনটী অবস্থা ক্রমান্বয়ে ও সমভাবে কখন প্রকাশ পায়না।

২। শৈত্যাবস্থায় অতি সামান্যরূপ প্রকাশ পায়, কখন বা আদৌ প্রকাশ পায়না। শীত বা কম্প কখনও লক্ষিত হয় না।

৩। শারীরিক উত্তাপ অধিককাল স্থায়ী হয়, হঠাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। ঘর্ম্মাবস্থা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।

৪। এই জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সময় সময় কেবলমাত্র তাহাদের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়া থাকে। জ্বরের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদাবস্থা কখনই দেখিতে পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা। ১, যদি রক্ত দূষিত হইয়া জ্বর হয়, তবে তৎসংশোধনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ২, যদি কোন স্থানে প্রদাহ উপস্থিত হয় অথবা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করা বিধেয়। ৩, ঝিল্লীর (Tissues) ধ্বংশ হওয়া প্রযুক্ত মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া বোধ হইলে উত্তেজক ঔষধ ও বলকারক পথ্য দেওয়া আবশ্যক। ৪, জ্বরের শান্তি হইলে পর শারীরিক বলবর্দ্ধনার্থ কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত বলকারক ঔষধ (Tonic) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

সবিরাম জ্বরের তিনটী অবস্থার পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা করা উচিত।

১ম—শীতলাবস্থা। যাহাতে শরীর শীঘ্র উষ্ণ হয়, তাহার

উপায় করা কর্ত্তব্য। সামান্য শীতলাবস্থায় রোগীকে লেপ কম্বল প্রভৃতি দ্বারা আবৃত রাখা ও সেবনার্থ গরম জল, গরম চা, গরম কাফি কিংবা কর্পূরমিশ্রিত গরম জলের সহিত ব্রাণ্ডি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু শীতলাবস্থা অধিককাল স্থায়ী হইলে রোগী অবসন্ন ও লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া ক্রমশঃ মুমূর্ষু হইয়া পড়িতে পারে; এইরূপ অবস্থায় রোগীর দুই বগলে দুইটী গরম জলপূর্ণ বোতল স্থাপন করিয়া হস্তপদাদি ও বক্ষঃস্থলে স্বেদ দিবার ব্যবস্থা করিবে। পদদ্বয়ের ডিমে ও বাহুতে দুই-খানা করিয়া চারিখানা রাইসরিষার পলস্ত্রা এবং নিম্নলিখিত মিশ্র সেবন করিতে দিবে।

টিংচর মস্ক	...	...	১৫ বিন্দু।
টিং সিন্‌কোনা কম	...	...	৩০ „
ভাঃ গ্যালিসাই	...	...	৩০ „
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম	...	...	১৫ „

কর্পূরের জল মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স এক মাত্রা।

রোগীর অবস্থার উন্নতি অনুসারে প্রতিমাত্রা ১ঘণ্টা হইতে ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থেয়। যদি রোগীর হস্ত পদাদিতে আক্ষেপ উপস্থিত হয়, তবে উক্ত স্থানে শুঁটের গুঁড়া উত্তমরূপে মালিস করিবে ও নিম্নলিখিত ঔষধ মর্দ্দনার্থ দিবে।

ক্লোরোফর্ম	...	...	৩ ড্রাম।
লিঃ সেপ্‌নিস্	...	...	৪ „

মর্দ্দনের জন্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। জ্বর আসিলে কোন কোন রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং তাহার ভয়ানক আক্ষেপ উপস্থিত হয়। তখন রোগীর মুখে ও চক্ষে শীতল জল সিঞ্চন করিবে ও মস্তকে শীতল জলের পটী দিবে। রোগী সংজ্ঞালাভ করিলে ও গিলিবার ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্ত হইলে নিম্নলিখিত মিশ্র দুইঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

পটাশ ব্রোমাইড	...	...	১০ গ্রেণ।
টিং বেলেডোনা	...	...	৫ বিন্দু।

একোয়া এনিসি মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ৪ ড্রাম—এক মাত্রা।

বালকদিগের জন্য—

টিং বেলেডোনা	...	...	অর্দ্ধবিন্দু।
পটাশ ব্রোমাইড	...	...	১ গ্রেণ।
সক্স কোনাই	...	...	৩ বিন্দু।
মৌরি ভিজান জল	...	...	১ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। বয়স বিবেচনা করিয়া মাত্রা ঠিক করিতে হয়। কম্পের প্রারম্ভ হইতে রোগীকে ১৫।২০ বিন্দু লডেনম (টিং ওপিয়াই) সেবন করাইলে কম্প সত্বর দূরীভূত এবং জ্বরের ভোগ হ্রাস ও কষ্ট নিবারিত হয়। শিশুদিগের পক্ষে নিম্নলিখিত ঔষধ মেরুদণ্ডের উপর মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ কম্প দূর হয় এবং জ্বরও কমিয়া যায়।

লিঃ সেপনিস্	...	...	৪ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই	...	...	„ „

মর্দ্দনার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে।

২য়—উত্তাপাবস্থা। এই অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে যদি রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে, অথবা কোন যন্ত্রে রক্ত জমিবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক; নহিলে দিবেনা। পিপাসা থাকিলে স্নিগ্ধ পানীয় সেবন করিতে দিবে। লেমনেড ব্যবস্থা করা যাইতে পারে*। যদি অত্যন্ত গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, অথবা গাত্র অত্যন্ত উষ্ণ থাকে, তবে ঈষদুষ্ণ জলে কিঞ্চিৎ ভিনিগার (সির্কা) মিশাইয়া লইবে এবং তাহাতে গাত্রমার্জ্জনী ভিজাইয়া রোগীর গাত্র উত্তমরূপে মুছাইয়া, গরম বস্ত্রাদি দ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া দিবে। কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে বিধেয় নহে।

যদি রোগী মস্তকবেদনায় অত্যন্ত কাতর হয় ও তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তিম হইয়া উঠে, তবে মস্তকে শীতল জলের পটী লাগাইবে। ইহাতে যদি উক্ত লক্ষণদ্বয় নিবারিত না হয়, তবে পূর্ব্বকথিত পটাস্‌ব্রোমাইড ও বেলেডোনা মিশ্র ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইবে।

ম্যাগনেশিয়া সলফ্	...	...	১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথর	...	...	১৫ বিন্দু।
ভাইনাম ইপিক্যাক	...	...	৫ „
লাইঃ এমনিয়া এসিটেটিস্	...	...	২ ড্রাম।
সিরপ্ লিমন্	...	...	২ „

কর্পূরের জল মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স এক মাত্রা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

---

* নিম্নলিখিত প্রকারে লেমনেড প্রস্তুত করিবে।

ডাবেরজল বা গোলাপজল	...	...	২ ঔন্স।
ক্রিষ্টাল সুগার	...	...	২ ড্রাম।
সোডা বাইকার্ব্ব	...	...	২ স্ক্রু।
অইল লেমনিস্	...	...	১বিন্দু।

এই কয়েকটী দ্রব্য একটী পাথরবাটী কিংবা মাটির পাত্রে গুলিয়া লইবে। ঐরূপ আর একটী পাত্রে ২০ গ্রেণ টার্টারিক এসিড গুলিবে; তদভাবে পাতি কিংবা কাগজীনেবুর রস অল্প পরিমাণে লইবে। পরে পাত্রদ্বয় রোগীর সম্মুখে লইয়া, উভয় পাত্রস্থ দ্রব্য একত্র করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে অথবা ৮।১০ দিন জ্বর ভোগ করিতে থাকিলে, বিশেষ আবশ্যক হইলে কেবলমাত্র ৪।৬ ড্রাম এরণ্ডতৈল (Castor Oil) জ্বর বিচ্ছেদকালে সেবন করাইবে। জ্বরের প্রকোপাবস্থায় বিরেচক ঔষধ সেবন করাইলে রোগীর পক্ষে বিশেষ বিপৎপাতের সম্ভাবনা।

পটাস্ সাইট্রাস্	...	...	৫ গ্রেণ।
পটাস্ এসিটাস্	...	...	৭ "
টিং সিনকোনা কম	...	...	২০ বিন্দু।
টিং কার্ডেমম কম	...	...	১০ "
লাইঃ এমনিয়া এসিটেটিস্	...	...	২ ড্রাম।
কর্পূরের জল	...	...	১ ঔন্স।

একমাত্রা। আবশ্যক হইলে প্রতি মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়। এই ঔষধটী অথবা নিম্নলিখিত মিশ্র সেবন করাইলে ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব হইয়া রোগীর সঞ্চিত রস সকল দূরীভূত হয়।

সিরপ্ রোজি	...	...	১ ড্রাম।
পটাস্ সাইট্রাস্	...	...	৭ গ্রেণ।
টিং হায়াসায়ামস্	...	...	১০ বিন্দু।
নাইট্রিক ইথর	...	...	২০ "

ডিককসন্ সিনকোনা মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স, এক মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

জ্বরের সহিত গাত্রে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ সেবনে উপকার হইতে পারে।

গাত্রে বেদনা না থাকিলে টিংচর হায়াসায়ামস্ উঠাইয়া দিয়া অপর কয়েকটী ঔষধ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

যদি রোগী জ্বর ও উদরাময় পীড়া এককালে ভোগ করিতে থাকে; তবে নিম্নলিখিত মিশ্র ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

লাইঃ আমনিয়া এসিটেটিস্	...	১	ড্রাম।
ভাইনাম্ ইপিকাক্	...	... ৮	বিন্দু
বিসমথ নাইট্রাস	...	... ৮	গ্রেণ
টিং কার্ডেমম কম	...	... ৩০	বিন্দু
——কাইনো	...	... ১০	"
——ক্যাটিকিউ	...	... ২০	"
মৌরির জল	...	... ১	ঔন্স।

একমাত্রা। বিসমথ্, টিং কাইনো, টিং ক্যাটিকিউ এই কয়েকটী ঔষধ উদরাময়-নিবারক।

৩য়—ঘর্ম্মাবস্থা। এই অবস্থায় জ্বরের পুনরাক্রমণ নিবারণের চেষ্টা করা উচিত। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া জলসাগু, দুধসাগু বা আরারুট ব্যবস্থা করিবে এবং রোগীর গা মুছাইয়া কুইনাইন সেবন করাইবে। জ্বরের হ্রাসাবস্থা হইতেই কুইনাইন সেবন করান যাইতে পারে। ইহার প্রয়োগের মাত্রা বিষয়ে তত ভীত হইবার আবশ্যকতা নাই। অবস্থা বিশেষে একবারে ২০ গ্রেণ সেবন করান যাইতে পারে। যে সকল জ্বরে কোলাপ্স (পতনাবস্থা) হইবার সম্ভাবনা, সেই জ্বরে অধিক পরিমাণে কুইনাইন্ ব্যবহার করা উচিত নয়।

এরূপ অবস্থায় এক বা দুই গ্রেণ কুইনাইন, ব্রাণ্ডী বা অন্য কোন উত্তেজক ঔষধের সহিত সেবন করা আবশ্যক। কেহ কেহ কুইনাইনের পরিবর্ত্তে লাঃ আর্সেনিকেলিস্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুরাতন জ্বরে কুইনাইন অপেক্ষা আর্সেনিক ব্যবহারে অধিক ফল পাওয়া যায়। ইহা আহারান্তে সেবনীয়—মাত্রা ২ হইতে ৮ বিন্দু। গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক, দ্রুতবেগে রক্ত সঞ্চালন, জিহ্বা উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ কাঁটা দ্বারা আবৃত, যোজকত্বক্ রক্তিম, অক্ষিপুটে ভারবোধ, পেটে বেদনা অনুভব, বিবমিষা, বমন, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আর্সেনিক ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সপর্য্যায় জ্বরে বিচ্ছেদকালে ৫ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় স্যালিসিন অথবা ৪ হইতে ৬ গ্রেণ মাত্রায় সল্‌ফেট অব বিবারিণ সেবন করা যাইতে পারে। ডাক্তার ম্যাগ্‌নিয়েরি বলেন, দেশীয় নেবুর ক্বাথ (Decoction of Lemon) কুইনাইনের ন্যায় জরঘ্ন। জ্বর আসিবার ৪ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে ইহা সেবন করিলে আর জ্বর আসিতে পারে না। তিনি বলেন, যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী কুইনাইন সেবনে উপকার পায় নাই, এই ক্বাথ সেবনে তাহার উপকার হইয়াছে। জ্বর আসিবার এক অথবা অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ১৫।২০ অথবা ৩০ গ্রেণ মাত্রায় রিজর্সিন (Resorcin) সেবন করিলে আর জ্বর আসিতে পারে না। সবিরাম জ্বরে সাধারণতঃ কুইনাইন ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কুইনাইন বটিকাকারে সেবন করিতে হইলে, ইহার সহিত সাইট্রিক এসিড, একস্‌ট্রাক্ট কলম্বা, চিরতা, ট্যারেক্সিকম, কন্‌ফেকসন্ অব রোজ ও আরবী গঁদ এই কয়েকটী ঔষধের যে কোন একটীর ২।১ গ্রেণ মিশাইয়া লইলেই চলিতে পারে।

জ্বরের বিকৃতাবস্থার চিকিৎসা।—জ্বর বিচ্ছেদে রোগী হিমাঙ্গ হইতে আরম্ভ করিলে, ঘর্ম্মনিবারণার্থ যে ব্রাণ্ডী ও মৃগনাভী মিশ্রিত ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, তাহার সহিত ৫।৭ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন ডাইলিউট ও সলফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। এ অবস্থায় পুনরায় জ্বর

আসিলে রোগীর জীবনে আশা করা যায় না। এ অবস্থায় পথ্যের জন্য মাংসের কাথ, দুগ্ধ, বেদানা, সাগু, বার্লি ইত্যাদি ব্যবস্থেয়। যদি জ্বরবিচ্ছেদে পাকাশয়ের উত্তেজনায় কুইনাইন বা ভুক্তসামগ্রী বমি হইয়া উঠিয়া পড়ে। তবে উত্তেজনা প্রশমিত করিবার জন্য লেমনেড, ডাবের জল, বরফ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও যদি বমি নিবারিত না হয়, তবে নাভির উপর কড়ার নিম্নে একখানি রাইসরিষার পলস্ত্রা দিবে এবং নিম্নের মিশ্রটী সেবন করাইবে।

বিসমথ নাইট্রাস্	...	...	৭ গ্রেণ।
এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল		...	২ বিন্দু।
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম	...	...	১০ ”
সিরপ লেমন	...	...	১ ড্রাম।
গোলাপ জল	...	...	১ ”

চোয়ান (Distilled) জল মিশাইয়া সর্ব্বসমেত ৪ ড্রাম এক মাত্রা। এইরূপ এক এক মাত্রা বমনের আতিশয্যানুসারে ১।২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। তৎপরে সাইট্রিক এসিডে ২ গ্রেণ কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তত করিবে ও রোগীকে তাহাই সেবন করাইবে। যদি ইহাতেও ঔষধ উঠিয়া যায়, তবে মলদ্বারে কুইনাইন শ্বেতসারের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দেওয়া কর্ত্তব্য; অথবা ত্বক্‌-ভেদ করিয়া 'হাইপোডার্ম্মিক সিরিঞ্জ' দ্বারা নিউট্যাল কুই-নাইন শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উচিত।

জ্বররোগীর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে দুইপ্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে দেখা যায়, রোগী মৃদু প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছে, তাহার নয়ন মুদ্রিত, নাড়ী দ্রুতগামিনী এবং হস্ত ও জিহ্বা স্পন্দিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে রোগীর স্নায়ুমণ্ডল দুর্ব্বল হইয়াছে। মস্তিষ্কাবরণে প্রদাহ উপস্থিত হইলে, রোগী অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করে; তাহার চক্ষু গাঢ় আরক্ত এবং নাড়ী পূর্ণা ও বেগবতী, হস্ত ও জিহ্বা উগ্রকার্য্য করিবার ভাব ধারণ করে। মস্তিষ্কাবরণের প্রদাহে সময় সময় এমনও হইয়া থাকে যে স্বাভাবিক দুর্ব্বল রোগীকেও ৩।৪ জনে ধরিয়া রাখিতে পারে না। মস্তিষ্কাবরণে রক্তের গতির লাঘব হইলেই প্রথম প্রকারের লক্ষণসমূহ এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলেই দ্বিতীয় প্রকারের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

প্রথম প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইলে চৈতন্যসম্পাদনের জন্য পূর্ব্বে যে গ্যালিসাই ও কুইনাইনের মিশ্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাই সেবন করাইবে এবং দুগ্ধ মাংসের কাথ ইত্যাদি পথ্য ব্যবস্থা করিবে। পূর্ব্বে যে ব্রোমাইড পটাশ সংযুক্ত ঔষধের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সেবন করিতে দিবে; মস্তক মুণ্ডন করিয়া শীতল জলের পটী বসাইবে এবং লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে যদি বিশেষ ফল পাওয়া না যায়, তবে মস্তকে রাইসরিষার পলস্ত্রা দিবে।

সবিরাম জ্বরে শৈত্যাবস্থায় রক্তসঞ্চয়-হেতু প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ম্যালেরিয়াই যকৃৎ-বিবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। প্লীহা ও যকৃৎ আক্রান্ত রোগী নিরতিশয় কষ্ট পায় ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। [প্লীহা ও যকৃৎ শব্দ দেখ।] সবিরাম জ্বরে অনেক সময় যকৃতের বিশৃ-ঙ্খলা হেতু পাণ্ডু, ন্যাবা বা কামল (Jaundice) উৎপন্ন হয়। যকৃতের উপাদানের ধ্বংস বা হ্রাস, অত্যন্ত মানসিক চিন্তা প্রভৃতি কারণ হইতে এই পীড়া জন্মে। [পাণ্ডু শব্দ দ্রষ্টব্য]।

যে সকল সবিরামজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি কাসগ্রস্ত, তাহা-দিগকে চিকিৎসা করিতে হইলে তাহাদের বক্ষের উপর তার্পিণ তেলের স্বেদ দিতে হয়।

পুরাতন জ্বর (Chronic fever)—এই জ্বরে সময় সময় প্লীহা ও যকৃৎ উভয়ই বর্দ্ধিত হয়, রোগীর শোণিত ক্রমশঃ অপকৃষ্ট হইয়া আইসে—পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করায় রক্ত কণিকার হ্রাস ও শ্বেতকণিকার বৃদ্ধি হয়। রোগীর চক্ষু, ওষ্ঠ, দন্তমাড়ি ও অঙ্গুলির শেষভাগ রক্তহীন হইয়া শাদা হয়। শিরোবেদনা, ঘনশ্বাস, নাড়ীর দ্রুতগতি, অজীর্ণ, বমন, অনিদ্রা, অরুচি, আম ও রক্তাতিসার, কাস, হস্ত পদাদিতে শোথ, উদরী, মুখ, দন্ত ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ইত্যাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই ব্যাধি জটিল উপসর্গবিশিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা। রোগী যদি জ্বরভোগ করিতে থাকে, তবে নিম্নলিখিত মিশ্রটী জ্বরের বিরাম অথবা হ্রাসাবস্থায় প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করিতে দিবে। জ্বর বন্ধ হইলে এই মিশ্রে, এক গ্রেণ মাত্র কুইনাইন ব্যবহার করিতে হইবে।

কুইনাইন	...	...	২॥০	গ্রেণ
ডাঃ নাইট্রিক এসিড	...	...	৫	বিন্দু
পটাস ক্লোরাস্	...	...	৪	গ্রেণ
ভাঃ রুবরম	...	...	॥০	ড্রাম
টিং নক্সভমিকা	...	...	৩	বিন্দু
চোয়ান জল (Distilled water)		...	৪	ড্রাম।

একত্র করিয়া এক মাত্রা। যদি রোগীর দেহে রক্তহীনতা লক্ষিত হয়, অথচ রোগী জ্বর ভোগ করিতে থাকে, তবে নিম্নের ঔষধটী ব্যবস্থা করিবে। রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার

না থাকিলে এই ঔষধের প্রতিমাত্রায় ৫ গ্রেণ কাবাবচিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে—

কুইনাইন	...	...	২ গ্রেণ।
ফেরি সলফ	...	...	½ "
পলভ্ কলম্বা	...	...	২ "
—— জিঞ্জর	...	...	২ "

একত্র করিয়া এক মাত্রা। এইরূপ তিন মাত্রা প্রত্যহ সেবনীয়। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে, তদুপরি টিংচর আইওডিন লাগাইবে। যদি নাসিকা, দন্তমাড়ি প্রভৃতি কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়, তবে ৩০।৪০ বিন্দু টিংচর ফেরিপারক্লোরাইড এক ঔন্স শীতলজলে মিশ্রিত করিয়া সেই স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হইবে।

মুখে ক্ষত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ অথবা কণ্ডিস্ ফ্লুইড্ (Condy's fluid) দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করাইবে—

কার্ব্বলিক এসিড	...	...	১ ড্রাম।
চোয়ান জল	...	...	১ পাইন্ট

একত্র করিয়া ব্যবহার করাইবে। ইহা যেন কোন প্রকারে সেবন করান না হয়, তৎপ্রতি সতর্ক থাকা উচিত। এরূপ অবস্থায় অন্য কোন ঔষধ দ্বারা জ্বর নিবারণ করা উচিত; যদি তাহাতে কোন ফল না হয়, তবে অত্যল্প মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করিবে।

উদরাময় থাকিলে ১৫ বিন্দু টিংচর ষ্টীল ও এক ঔন্স ইনফিউসন কলম্বা একত্র করিয়া ১ মাত্রা, দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে।

জ্বরকালে সাগু, বার্লি, আরারুট প্রভৃতি আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে। জ্বর বিরত হইলে, প্রাতে সরু পুরাতন চাউলের অন্ন, মুদেগর দাইল, ডাল্লা ও মদ্গুর মৎস্যের ঝোল এবং রাত্রিকালে দুধসাগু ব্যবস্থেয়। উদরাময় থাকিলে দুগ্ধ নিষিদ্ধ। রোগীকে কোন প্রকারে ঘন দুধ পান করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। ১০।১২ দিবস অন্তর গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে। অধিক পরিশ্রম বা রাত্রি জাগরণ রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ।

স্বল্পবিরাম জ্বর (Remittent fever)—এই জ্বর ম্যালেরিয়া হইতে উৎপন্ন হয়, উষ্ণপ্রধান দেশেই ইহার প্রভাব অধিক। সবিরাম জ্বরাপেক্ষা এই জ্বর যে গুরুতর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সচরাচর ইহা দুইভাগে বিভক্ত—সামান্য (Simple) ও জটিল (Complicated)। যে স্বল্পবিরাম জ্বরে সাধারণ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয় তাহাকে সামান্য এবং যাহাতে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া পীড়া কঠিন হইয়া উঠে, তাহাকে জটিল বলা যায়।

সাধারণতঃ ম্যালেরিয়াকেই এই প্রকার জ্বরের কারণ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু সময় সময় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত এই জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরৎকালেই এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে অপেক্ষাকৃত কম লোকই এই জ্বরে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ।—এই জ্বরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সবিরাম জ্বর বর্ণন কালেই তাহা লিখিত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই জ্বরে কখনই সম্পূর্ণ বিরাম (Remission) দেখা যায় না, অতি অল্পমাত্রায় ইহার বিরাম সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর স্বল্পবিরাম জ্বরের রেমিশন (বিরাম) প্রাতঃকালে হইয়া উর্দ্ধ সংখ্যা ৪।৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহার পর পুনরায় জ্বর প্রকাশ পায়। এই জ্বরের ভোগকালের কিছু স্থিরতা নাই, কখন কখন ২১।২২ দিন পর্য্যন্ত এই জ্বর বর্ত্তমান থাকে। এই জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে প্রবল শিরঃপীড়া, রক্তিম মুখমণ্ডল, সাময়িক প্রলাপ, পাকাশয় ও যকৃৎ বেদনা, বিবমিষা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, স্বল্প প্রস্রাব, অপরিষ্কার জিহ্বা, বেগবতী নাড়ী, শুষ্ক ও উষ্ণ চর্ম্ম, নানাবিধ যান্ত্রিক প্রদাহ ও রক্ত সঞ্চয় ইত্যাদিই প্রধান। এই পীড়া গুরুতর হইলে ইহার বিরামকাল স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না, যৎসামান্য বিরাম হইয়া অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। এই জ্বর অতিশয় প্রবল হইলে চর্ম্ম উষ্ণ, জিহ্বা আঠাবৎ ও অপরিষ্কৃত, মল দুর্গন্ধযুক্ত, বলের হ্রাস, নাড়ী ক্ষীণ, দন্তে মল সঞ্চয়, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদর্শন, তন্দ্রা, জ্ঞান-বৈলক্ষণ্য ও পরিশেষে অচৈতন্যের লক্ষণ উপস্থিত হয়।

উপসর্গ ও আনুষঙ্গিক রোগ। এই জ্বরে নানাপ্রকার উপসর্গ ও আনুষঙ্গিক রোগ লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে যে গুলি প্রধান, তাহা লিখিত হইতেছে—

১। মস্তিষ্কের উপসর্গ। ইহা দুইপ্রকারে সজ্ঘটিত হয়—

(ক) রক্তাধিক্য (Congestion of blood) রক্তসঞ্চালনের অত্যধিক উত্তেজনা প্রযুক্ত মস্তিষ্কাভ্যন্তরে রক্ত সঞ্চিত হয়। ইহাতে প্রবল প্রলাপ উপস্থিত হয় এবং রোগী উচ্চৈঃস্বরে বকিতে থাকে। এই অবস্থায় শিরঃপীড়া, রক্তিম চক্ষু, সঙ্কুচিত কনীনিকা, রক্তিম মুখমণ্ডল, দ্রুতগামী নাড়ী, গ্রীবা ও শঙ্খদেশের ধমনীসমূহের প্রবল স্পন্দন ও চিত্তভ্রম প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হয়।

(খ) শোণিত মোক্ষণ (Depletion of blood) হইলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত রোগী অস্পষ্ট ও মৃদু প্রলাপ বকিতে থাকে। এইকালে ক্ষীণ নাড়ী, শুষ্ক ও কম্পিত জিহ্বা, তন্দ্রা, অচৈতন্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

২। মস্তিষ্কাবরণপ্রদাহ (Meningitis) এই প্রদাহ উৎপন্ন হইলে রোগী ক্ষিপ্তের ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া অন্য স্থানে যাইতে চেষ্টা করে এবং হস্ত পদাদির পেশীসমূহে আক্ষেপ উপস্থিত হয়। কখন কখন তন্দ্রা ও চিত্তবিভ্রম দৃষ্ট হয়।

৩। (ক) বায়ুনলী-প্রদাহ।

(খ) ফুসফুসে রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহ। ইহাতে বক্ষঃদেশে বেদনা, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টবোধ, কাস প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

৪। পাকস্থলীর উত্তেজনা। ইহাতে বমন, বিবমিষা ও হিক্কা উপস্থিত হয়।

৬। যকৃতের রক্তাধিক্য বা পাণ্ডু।

৭। প্লীহা-বিবৃদ্ধি।

৮। কর্ণমূলপ্রদাহ। ইহাতে প্যারোটিড অর্থাৎ কর্ণমূলের প্রদাহ হেতু পূযোৎপত্তি হয়।

৯। যকৃৎ, প্লীহা ও পাকাশয়ে রক্তাধিক্য হেতু সময় সময় একপ্রকার উৎকাস উপস্থিত হয়।

১০ বৃক্ককে (Kidney) রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত আলবুমিনিউরিয়া (সাণ্ডশুক্রমূত্র) দৃষ্ট হয়।

১১। স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু ও জননেন্দ্রিয়ে পর্য্যায়ক্রমে প্রদাহ উপস্থিত হয়।

১২। শোণিতের অবিশুদ্ধতাহেতু কখন কখন বাতরোগ, মাংসপেশীতে বাতাশ্রয় ও একপ্রকার স্নায়বীয় বেদনা জন্মে।

১৩। পাকাশয়ে ও যকৃতে রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত উহাদের উপর বেদনা হয় ও গ্যাসট্রেলজিয়া (Gastralagia) উৎকাস প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তবমন ও ভেদ হয়।

স্বল্পবিরাম জ্বরের বিরামকাল যত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে ও উপসর্গাদির যত হ্রাস হইবে, আরোগ্যকাল ততই নিকটবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা। সবিরাম জ্বর আরোগ্য করিবার জন্য, যে জ্বরঘ্ন মিশ্র (Fever mixture) ব্যবস্থা করা হইয়াছে, স্বল্পবিরাম জ্বরেও প্রথমতঃ সেই মিশ্র সেবন করাইবে। পিপাসা থাকিলে শীতলজল, বরফ, লেমনেড অথবা নিম্নলিখিত পানীয় ব্যবস্থা করিবে।

এসিড টার্ট্রেট অব পটাশ	...		১ ড্রাম।
লেমন অইল	...	...	২ বিন্দু।
চিনি	...	...	১ আউন্স।
জল	...	...	২৪ "

একত্র করিয়া অল্প অল্প সেবনীয়। কোষ্ট বদ্ধ থাকিলে কম্পাউণ্ড জলাপ পাউডার (Compound jalap powder), এরণ্ডতৈল (Castor oil) ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে। যদি বিবমিষা থাকে, তবে ৫।৭।১০ গ্রেণ পরিমাণে পল্ভ ইপিকাক (Pulv. Ipecac) দ্বারা বমন করাইবে, অথবা নিম্নলিখিত পুরিয়া উপর্য্যুপরি ২ দিন দিবাভাগে দুইটী করিয়া মুখের মধ্যে জল রাখিয়া সেবন করিতে দিবে।

কেলমেল (Calomel)	...	...	২ গ্রেণ।
পল্ভ ইপিকাক	...	...	।০ "

একত্র এক পুরিয়া। কিন্তু রোগী দুর্ব্বল হইলে বমনকারক বা বিরেচক ঔষধ কিছুতেই ব্যবহার করা উচিত নহে।

যদি রোগী সবল ও তাহার অতিশয় শারীরিক দাহ উপস্থিত হয়, তবে গৃহের গবাক্ষাদি বন্ধ করিয়া উষ্ণজলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তাহার গাত্র মুছাইয়া দিবে, পরে সত্বর উষ্ণবস্ত্রাদি দ্বারা তাহার সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া রাখিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া শরীর শীতল হয়। বর্দ্ধিত তাপ কমাইবার জন্য কখন কখন টিংচর একোনাইট (Tr. aconite) ২ বিন্দু মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। অতিশয় গাত্রদাহ থাকিলে ১ ভাগ ভিনিগার (সির্কা) ও ৯ ভাগ ঈষদুষ্ণ জল একত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা গাত্রধৌত করাইবে। এইরূপে বিরামাবস্থা উপস্থিত হইলে কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে কুইনাইনের সহিত পোর্ট, ব্রাণ্ডি, টিংচর সিনকোনা কম্পাউণ্ড (Tr. cinchona compound), ক্লোরিক ইথর (Chloric ether) ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। তন্দ্রা উপস্থিত হইবার উপক্রম দেখিলে গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে সর্ষপপটী (Mustard plaster) এবং মস্তকে শীতলজল অথবা নিম্নোক্ত লোশন প্রয়োগ করিবে।

এমন মিউরিয়াস্	...	...	১ ঔন্স।
রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট	...	...	২ "
গোলাপ জল	...	...	৮ "

একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাতে সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া মস্তকে পটী দিবে। যদি ইহাতে উপকার না হয় তবে লাঃ লিটি (Liquor Lytte) ৫।৬ বার গ্রীবার পশ্চাৎ দিকে প্রয়োগ করিবে। যদি হিক্কা বা বমন হইতে থাকে, তবে ডাবের জল অল্প পরিমাণে সেবন করাইবে এবং নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

বিসমথ নাইট্রাস্	...	...	৫ গ্রেণ।
হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ডিল		...	৩ বিন্দু।
স্পিরিট ক্লোরোফরম্	...	...	১৫ "
লাইঃ মর্ফি হাইড্রো-ক্লোরেটিস্		...	১৫ "

জল মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স। একত্র এক মাত্রা ১ হইতে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

এই পীড়ায় অনেক সময় পেট ফাঁপিয়া থাকে; তার্পিণ তৈল সামান্তরূপে মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজলের স্বেদ দিলে তাহার নিবৃত্তি হয়। যদি ইহাতে বিশেষ কোন উপকার না হয়, তবে তার্পিণ তৈল ও হিঙ্গুর অরিষ্ট (Tr. assafœtida) পিচকারী দ্বারা মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে। উদরাময় উপস্থিত হইলে নিম্নের যে কোন ঔষধটী ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

টিংচর কাইনো	...	...	॥৹ ড্রাম।
বিসমথ নাইট্রাস্	...	...	১০ গ্রেণ।
মিশ্চিউরা ক্রিটি	...	...	৪ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। অথবা—

সোডি বাইকার্ব্ব	...	...	২ গ্রেণ।
পল্‌ভ ইপিকাক	...	...	॥৹ "
বিসমথ নাইট্রাস্	...	...	৫ "
মর্ফিয়া	...	...	৵৹ "

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা।

রক্তামাশয় থাকিলে নিম্নের ঔষধটী ব্যবস্থা করিবে—

বিসমথ নাইট্রাস্	...	...	৫ গ্রেণ।
কুইনাইন	...	...	২ "
পল্‌ভ ইপিকাক	...	...	।৹ "
——ওপিয়াই	...	...	।৵৹ "

একত্র এক পুরিয়া, দিবসে ২।৩টী।

জ্বরের হ্রাসাবস্থায় রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া যদি অবসন্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু যদি রোগী ক্রমশঃ হিমাঙ্গ ও তাহার নাড়ী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে নিম্নের উত্তেজক মিশ্র ব্যবস্থা করিবে।

স্পিরিট আমোনিএরোমাটিকস্	...		১৫ বিন্দু।
——নাইট্রিক ইথর	...	...	১৫ "
ভাইনম্ গ্যালিসাই	...	...	২ "
টিংচর মস্ক	...	...	১৫ "

কর্পূরের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক ঔন্স এক মাত্রা। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া ২।১।২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বর্দ্ধিত বোধ করিলে তদুপরি গরম জলের স্বেদ দিয়া অথবা টিংচর বা লিনিমেণ্ট আইওডাইনের প্রলেপ দিয়া নিম্নলিখিত মিশ্র জ্বরকালে সেবন করিতে দিবে।

এমন্ মিউরিয়াস্	...	...	৫ গ্রেণ।
পটাস ব্রোমাইড	...	...	৫ গ্রেণ।
পটাস ক্লোরাস্	...	...	৭ "
ডিঃ সিন্‌কোনা	...	...	১ ঔন্স।

এক মাত্রা। দিবসে ৩।৪ মাত্রা সেবনীয়। জ্বরের বেগমন্দীভূত হইলে নিম্নলিখিত মিশ্রটী প্রত্যহ তিনবার সেবনার্থ ব্যবস্থা করিবে—

কুইনাইন	...	...	২ গ্রেণ।
ডাঃ সলফিউরিক এসিড		...	১০ বিন্দু।
ফেরি সল্‌ফ	...	...	২ গ্রেণ।
ম্যাগনেসিয়া সলফাস্	...	...	২ "
টিংচর সিনামন কম	...	...	½ ড্রাম।
চোয়ান জল	...	...	১ ঔন্স।

একত্র এক মাত্রা। উদরাময় থাকিলে, এই মিশ্র হইতে ম্যাগ্নেসিয়া সলফাস্ পরিত্যাগ করিবে। Syrup of lactate of Iron, Phosphate of Iron, অথবা Ferri iodide সেবন করাইলে অনেক সময় প্লীহার হ্রাস হয় এবং শরীরে রক্তাংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

যকৃতের বিবৃদ্ধি হইলে তদুপরি উষ্ণজলের স্বেদ দিবে; তাহাতে উপকার না হইলে সর্ষপ পলস্তা ব্যবহার করিবে এবং নিম্নের মিশ্রটী ৩ বার সেবন করিতে দিবে—

এমন মিউরিয়াস্	...	...	৫ গ্রেণ।
লাঃ ট্যারেকসিকম	...	...	২০ বিন্দু।
ডাঃ নাইট্রিক হাইড্রোক্লোরিক এসিড	...		১০ "
ইনঃ চিরেতা	...	...	১ ঔন্স।

একত্র এক মাত্রা। এই জ্বরে কাসের প্রকোপ থাকিলে, ভাইনাম্ ইপিকাক্ ৫।১০ বিন্দু ও টিংচর ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড ½ ড্রাম, কুইনাইন মিশ্র অথবা জ্বরঘ্নমিশ্রের সহিত একত্র করিয়া সেবন করাইবে।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঔষধাদি সেবন করিয়া জ্বর মুক্ত হইবার পরও কিছুদিন বলকারক ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। কারণ সবিরাম জ্বরে রক্তাধিক্যবশতঃ আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি বিকৃত হইয়া পড়ে। জ্বর উপশমিত হইবামাত্রই যন্ত্রাদি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এই অবস্থায় ঔষধাদি সেবনে বিরত থাকিলে, পুনরায় জ্বরের উৎপত্তি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আরোগ্যলাভের পর কিছুদিনের জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, নতুবা শরীর উত্তমরূপ সবল হয় না। তৃতীয়তঃ কুইনাইন সেবনে জ্বর ২।৪ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় না। জ্বর সম্যক্ প্রকারে নাশ করিবার জন্য কিছুদিন বলকারক ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য; নতুবা কুইনাইন বন্ধ

জ্বর পুনরায় প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। জ্বর বন্ধ হইবার পর প্রত্যহ নিয়মানুসারে এটকিন্স্ সিরাপ সেবন করা উচিত। নিম্নলিখিত মিশ্রটী প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলেও রোগী শীঘ্রই স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে ও পুনরায় জ্বর হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

কুইনাইন	...	...	১॥০ গ্রেণ
ডাঃ নাইট্রিক্ এসিড	..	...	১০ বিন্দু
টিং ফেরিপারক্লোরাইড		...	১০ "
টিং নক্সভমিকা	...	...	৩ "
টিং কলম্বা	...	...	১৫ "
ইনঃ কোয়াসিয়া	...	...	৪ ড্রাম।

একত্র এক মাত্রা।

অবিরাম জ্বর (Continued fever)—এই জ্বর স্থূলতঃ চারিভাগে বিভক্ত; যথা—১ সামান্য অবিরাম জ্বর (Simple continued fever), ২ মস্তিষ্ক জ্বর (Typhus fever), ৩ আন্ত্রিক জ্বর (Typhoid fever), ৪ পৌনঃপুনিক জ্বর (Relapsing fever)।

সামান্য অবিরাম জ্বর—শীতলতা, আর্দ্রতা ও অতিশয় উত্তাপ হেতু এই জ্বর উৎপন্ন হয়। মদিরা সেবন, অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম ইত্যাদি কারণেও এই জ্বর জন্মিয়া থাকে। এই জ্বর সংক্রামক বা মারাত্মক নহে; সাধারণতঃ এক সপ্তাহের অধিককাল বেগ স্থায়ী হয় না।

নিদান। জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে রোগী আলস্য, মস্তক ও সমস্ত গাত্রে বেদনা প্রভৃতি শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করে। পরে শীত অথবা কম্পের সহিত জ্বর প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে রোগীর নাড়ী দ্রুতগামিনী, ত্বক্ উষ্ণ ও মুখমণ্ডল রক্তিম হয় এবং রোগী অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করে। জ্বর প্রকাশের পর অতিশয় পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধ, অগ্নিমান্দ্য ও জিহ্বা শ্বেতবর্ণ হয়। রাত্রিকালে রোগী কখন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে।

শারীরিক উত্তাপ ১০২° হইতে ১০৪° পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। এই জ্বরে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব কিংবা উদরাময় হইলে অথবা অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইবার পর উত্তাপের হ্রাস হইয়া অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হইলে, রোগীর জীবন-নাশ হইতে পারে। বালকদিগের দন্তোদ্ভেদকালে অথবা অন্ত্র মধ্যে কৃমি থাকিলে এই জ্বর হইতে পারে।

চিকিৎসা। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়া (এপশম্ সল্ট) ৪ ড্রাম, অথবা সিডলিজ পাউডার ব্যবস্থেয়। অন্ত্র পরিষ্কার হইলে নিম্নের মিশ্রটী ব্যবস্থা করিবে।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস্		...	২ ড্রাম
নাইট্রিক ইথর	...	...	॥০ "
ভাইনম্ ইপিকাক	...	...	৮ বিন্দু
পটাশ নাইট্রাস্	...	...	৪ গ্রেণ।

কর্পূরের জল সংযোগ করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স একমাত্রা। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবনীয়।

বালকদিগের চিকিৎসা করিতে হইলে যে যে কারণে এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়, তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দন্তোদ্গমের উপক্রম দেখিলে ছুরিকা দ্বারা মাড়ি চিরিয়া দিবে। অন্ত্রে কৃমি থাকিলে বয়ঃক্রমানুসারে মাত্রা নির্ণয় করিয়া রাত্রিকালে, কিঞ্চিৎ চিনির সহিত স্যাণ্টোনাইন দিয়া, প্রাতে এরণ্ডতৈল দ্বারা অন্ত্র পরিষ্কার করাইবে। যখন জ্বরের বিরাম হইবে তখনই কুইনাইনের ব্যবস্থা করিবে। সাগু, আরারুট প্রভৃতি লঘু দ্রব্য পথ্য দিবে।

মস্তিষ্ক জ্বর (Typhus fever)। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে এই ব্যাধি আদৌ ছিল না; কিন্তু এখন স্থানে স্থানে ইহার প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্বর আন্ত্রিক জ্বরাপেক্ষা অধিকতর সংক্রামক।

সাধারণতঃ অধিক লোকের একত্র বাস, পূর্ব্ব হইতেই শীতাদ (Scurvy) পীড়ার আক্রমণ, অপুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ, সর্ব্বদা দুর্গন্ধ ঘ্রাণ প্রভৃতি কারণে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। মস্তিষ্ক জ্বর এত সংক্রামক যে পীড়িত ব্যক্তির নিঃশ্বাস ও ঘর্ম্ম হইতে পীড়ার বিষ নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পীড়িত করে। এই জ্বর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—১ Typhus abdominalis, ও ২ Typhus exanthematicus; শেষোক্ত প্রকার জ্বর ক্রমশঃই অন্তর্হিত হইতেছে।

আহারে অনিচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধতা, দৌর্ব্বল্য, অতিশয় শিরোবেদনা, আলস্য, সমস্ত শরীরে বেদনা ইত্যাদি এই জ্বরের প্রথম লক্ষণ। আন্ত্রিক জ্বরাপেক্ষা ইহার আক্রমণ ভয়াবহ। এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে রোগীকে দুই তিন দিবসেই শয্যাশায়ী হইতে হয়। এই পীড়ায় সপ্তম হইতে ১৪শ দিবসের মধ্যে শরীরে কতকগুলি উদ্ভেদ প্রকাশিত হয়। এইগুলি প্রথমতঃ বক্ষঃস্থলে বা স্কন্ধদেশে, মণিবন্ধের পশ্চাৎ বা উদরের উপরিভাগে লক্ষিত হয়, পরে ক্রমশঃ হস্তপদাদিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উদ্ভেদগুলির উপর চাপ দিলে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং একবার অদৃশ্য হইলে আর পুনরায় প্রকাশ পায় না। এইগুলি সাধারণতঃ পঞ্চম হইতে অষ্টম দিবসের মধ্যে অধিকতর প্রস্ফুট হয়। ইহাদের সংখ্যানুসারে পীড়ার গুরুত্ব বুঝিতে পারা যায়।

এইগুলি প্রথমে লালবর্ণ হয়, পরে ক্রমে অল্প

কৃষ্ণরূপ ধারণ করে। ২।৩ দিবসের মধ্যে পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া ত্বকের সহিত মিশিয়া যায়। ইহাতে রোগীর দেহ কৃষ্ণবর্ণ দেখায় ও ভয়াবহ লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে থাকে। নাড়ীর দ্রুতগতি, দুর্ব্বলতা, প্রলাপ, অচৈতন্য, হস্তপদাদির কম্পন, শয্যান্বেষণ, পাটলবর্ণ জিহ্বা, উদর স্ফীতি, কাস, হিক্কা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়; কিন্তু উক্ত লক্ষণগুলি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিলে রোগীর জীবনে আশা করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক জ্বর আন্ত্রিক জ্বরের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সচরাচর রোগী ১৪ হইতে ২১ দিবসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মস্তিষ্ক জ্বর মসূরিকা ও আরক্ত জ্বরের (Scarlet fever) ন্যায় বিষাক্ত দ্রব্য বিশেষ দ্বারা উৎপন্ন ও সঞ্চারিত হয়। যে কারণেই ইহার উৎপত্তি হউক না কেন, এই পীড়া প্রকাশিত হইবামাত্র গৃহস্থগণের স্বাস্থ্যোপযোগী নিয়মসমূহের প্রতি দৃষ্টি করা বিশেষ কর্ত্তব্য। যাহাতে রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হয়, শয্যা পরিষ্কার থাকে ও গৃহে লোকের জনতা না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। রোগীর গৃহে কোনরূপ দুর্গন্ধ অথবা অপরিষ্কৃত দ্রব্যাদি রাখিবে না। দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য হরিত্তন (Chlorine) অথবা অন্যবিধ সংক্রমাপহ দ্রব্য ব্যবহার করিবে। রোগীর সন্নিকটে কাহারও অবস্থান করা উচিত নয়। রোগীর শুশ্রূষার জন্য বিশেষ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক ঔষধাদি সেবন করাইবে। জ্বররোগীর পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। লঘু অথচ বলকারক পথ্যই প্রশস্ত। আরারুট, মাংস (অভাবে মৎস্যের কাথ) ও দুগ্ধ ব্যবস্থেয়। উদরাময় থাকিলে দুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে না। রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে সাগু, আরারুট বা কাথের সহিত অল্প পরিমাণে ১নং Exshaw brandy মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। এক সময়ে অধিক আহার দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; অল্প অল্প করিয়া পুনঃ পুনঃ পথ্য দেওয়া উচিত। কোন প্রকার কঠিন দ্রব্য আহার করিতে দিবে না; কারণ তাহাতে অন্ত্র ফুট হইবার সম্ভাবনা। এই রোগীর বল রক্ষা করিতে পারিলে তাহার জীবনেও আশা করা যাইতে পারে; এই জন্য রোগীকে বিশেষরূপে পথ্য দেওয়া আবশ্যক। রোগী নিদ্রিত থাকিলেও তাহাকে জাগরিত করিয়া আহার করাইবে।

মস্তিষ্ক জ্বর বালকদিগের পক্ষে তত সঙ্কটজনক নহে। ডাক্তার অলিসন্ (Dr. Alison) এই রোগে মৃত্যুসংখ্যার নিম্নলিখিতরূপ তালিকা দিয়াছেন—

বয়স	আক্রমণ	মৃত্যু
১৫ বৎসরের ন্যূন	৮৩	২
১৫—৩০	১৪৯	১১
৩০—৫০	৯৩	১৭
৫০ বৎসরের ঊর্দ্ধ	১৭	৭

বয়সের আধিক্যের সহিত এই জ্বরের আক্রমণ ভীষণতর হয়। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদিগের পক্ষে এই রোগের আক্রমণ অধিকতর সাঙ্ঘাতিক; কিন্তু গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণ এই রোগাক্রান্ত হইলে প্রায়ই তাহাদিগের গর্ভস্রাব হইয়া থাকে।

মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে সহজে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও যাহারা তামাকু সেবন করে, তাহারা প্রায়ই এই জ্বরে আক্রান্ত হয় না, ক্ষয়কাসরোগীকেও এই রোগে আক্রমণ করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি একবার এই রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক মস্তিষ্কজ্বর চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ঔষধ প্রয়োগে এই জ্বরের তত উপশম দেখা যায় না। যাহাতে শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি নষ্ট না হয়, প্রথমে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। যাহারা এই রোগে অধিকদিন ভুগিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের হৃৎপিণ্ডের, কোষ্ঠের ও মস্তিষ্কাবরণ-চর্ম্মের মধ্যে অতি পাতলা রক্তাম্বুস্রাবী পদার্থ অধিক পরিমাণে একত্র হয়। কোন কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কাবরণে ক্ষত জন্মে। ডাক্তার হিণ্ডেনব্রাণ্ড বলেন, এই জ্বরে স্নায়বিক সংন্যাস হেতু রোগী প্রাণত্যাগ করে।

আন্ত্রিক জ্বর (Typhoid fever)—এই জ্বর কাহাকেও হঠাৎ আক্রমণ করে না। রোগী প্রথমে মস্তক-বেদনা, হস্তপদাদির কামড়ানি, অগ্নিমান্দ্য ও অল্প অল্প শীত অনুভব করে। এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় পেটের পীড়া হয়। ক্রমে রোগীর নাড়ী ক্ষীণ, গাত্র উষ্ণ এবং জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হইয়া আসে। বেলা দুই প্রহরের সময় জ্বরের প্রকোপ এবং পর দিন তাহার কিঞ্চিৎ হ্রাস লক্ষিত হয়। রোগী প্রথমে রাত্রিকালে দুই একটী করিয়া মৃদু প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে; ক্রমে রোগী দিবারাত্র উভয় সময়েই অনবরত প্রলাপ উচ্চারণ করিতে থাকে। জিহ্বা ক্রমে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ও ফাটা ফাটা এবং দন্তে শৈবালবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়; ওষ্ঠ কাটিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে। শরীরের অত্যন্ত উত্তাপ ও অতিসার এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ।

জ্বরের বেগ সন্ধ্যার প্রাক্কালে ও রাত্রিতে অধিক এবং প্রাতে অল্প হয়। অতিসার উপস্থিত হইয়া সামান্য পীড়ায়

প্রতিদিন ৭।৮ বার ভেদ হয়, কিন্তু পীড়া গুরুতর হইলে ২৫।৩০ বারও ভেদ হইয়া থাকে। রোগীর মল তরল ও হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং কিছু কাল কোন পাত্রে রাখিলে, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে—নিম্নে সার এবং উপরে তরলাংশ থাকে।

আন্ত্রিক জ্বরে নাড়ীর বেগ দ্রুত, গাত্রে রক্তাভ উদ্ভেদ, কর্কশ শ্বাসশব্দ প্রতিধ্বনি, উদর-গহ্বরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে মৃত্যু হইলে মধ্যান্ত্র-ত্বচ্-গ্রন্থি ও প্লীহা-বিবৃদ্ধি, বিস্তৃতক্ষত প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

এই জ্বরে যে উদ্ভেদ জন্মে, তাহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম অথবা চৌরস্ নহে, তাহা গোলাকার। চাপ দিলে উদ্ভেদগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু চাপ উঠাইয়া লইলে পুনরায় সেগুলি দৃষ্ট হয়। এই উদ্ভেদগুলি ৩।৪ দিবস থাকে এবং প্রথম আরম্ভ হইবার পর, প্রত্যহ অথবা দুইদিবস অন্তর নূতন উদ্ভেদ জন্মে। সাধারণতঃ উদর ও বক্ষঃকোটরে এবং পৃষ্ঠদেশে উদ্ভেদ দেখা যায়। রোগের সপ্তম ও চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে এইগুলির উৎপত্তি হয়। ৩।৪ সপ্তাহ এই জ্বরের বেগ থাকে, সচরাচর ৩০ দিবসে ইহার বিরাম হইতে দেখা যায়। আন্ত্রিক জ্বরে নাড়ীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও ক্ষুদ্র গ্রন্থিগুলি পীড়িত হয়।

এই জ্বর সাজ্ঘাতিক হইলে অন্ত্র ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, অক্ষিপুত্তলিকা প্রসারিত এবং শেষভাগে উদর হইতেও রক্তস্রাব হয়। আরোগ্যোন্মুখ পীড়ায় দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষভাগে জ্বর, উদরাময় ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আইসে, জিহ্বা পরিষ্কার, ক্ষুধা বৃদ্ধি, শারীরিক বেদনাদির উপশম এবং রাত্রিকালে স্বাভাবিক নিদ্রা হইতে আরম্ভ হয়। এই পীড়া বৃদ্ধি হইলে তাপমানযন্ত্র প্রয়োগ করিয়া প্রায় সর্ব্বদাই রোগীর শারীরিক উত্তাপ পরীক্ষা করা উচিত। শারীরিক উত্তাপ ১০৭ ডিগ্রীর উপর উঠিলে রোগীর জীবনে আশা করা যাইতে পারে না। সহসা উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য হইতে পারে, তন্নিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়। এই জ্বরে অধিক ভেদ হেতু কখন কখন চতুর্থ সপ্তাহে অন্ত্রে প্রদাহ ও ক্ষত জন্মে। এরূপ হইলে রোগী সান্নিপাতিকাবস্থায় পতিত হয়; তখন তাহার জীবনাশা করা যাইতে পারে না। কখন কখন রোগীর মূত্রাশয় ও জিহ্বার কার্য্যকারিতা বিনষ্ট হইয়া যায়। এরূপ স্থলে রোগীর প্রস্রাব করিবার বা কথা কহিবার ক্ষমতা থাকে না।

আন্ত্রিক জ্বর সংক্রামকধর্ম্মাক্রান্ত। জ্বররোগীর পুরীষে সংক্রামক বীজ থাকে। সুতরাং রোগী যে পাত্রে মলত্যাগ করে ও যে স্থানে মল প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই পাত্র ও স্থান ব্যবহার করা উচিত নহে।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় অতি মৃদু-বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক জ্বরে যেরূপ লবণসংযুক্ত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আন্ত্রিক জ্বরে তাহা ব্যবহার করা যায় না। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে আমোনিয়া (Ammonia) ও মদ্য ব্যবস্থেয়। এই রোগে বিশেষ বিশেষ উপসর্গ নিবারণের জন্য উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

এই জ্বরের আক্রমণের পূর্ব্বাবস্থায় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে সময় সময় ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। প্রথমে রোগীকে ধারাস্নান করাইবে, পরে তাহার গাত্র উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া দিবে; অথবা তাহাকে বমনকারক কিংবা অল্প বিরেচক ঔষধ সেবন বা উষ্ণজলে স্নান করাইবে, কিংবা যথাক্রমে উক্ত কয়েকটী উপায়ই অবলম্বন করিবে। কখন কখন স্বেদজনক ঔষধ সেবনেও উপকার পাওয়া গিয়াছে। জ্বরের প্রথমাবস্থায় ঈষদুষ্ণ তরল পদার্থ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অধিক উষ্ণ পদার্থ সেবন মঙ্গলজনক নহে। বমির উদ্বেগ থাকিলে কোনরূপ উষ্ণ দ্রব্যই ব্যবহার করিবে না। এই অবস্থায় কোন প্রকার যন্ত্রণা হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরের প্রথম অবস্থায় রোগী দুর্ব্বল হইয়া না পড়িলে কিয়ৎ পরিমাণে রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্র প্রপীড়িত হইলে জলৌকা দ্বারা সে স্থানের রক্তমোক্ষণ করাইবে। কিন্তু ১০ দিবস গত হইলে কিংবা এই জ্বর কাচ্ছপিক মস্তিষ্কজ্বরের লক্ষণবিশিষ্ট হইলে রক্ত-মোক্ষণে অপকার হইতে পারে। বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগে উপকার হইবার সম্ভাবনা। অষ্টাহের পূর্ব্বে ক্যালমেল কিংবা কাবাবচিনি মিশ্রিত ক্যালমেল ব্যবস্থেয়। অবস্থা বুঝিয়া তেঁতুল প্রয়োগ করিতে পারিলে উপকার পাওয়া যায়। যাহাতে কোন প্রকার হঠাৎ পরিবর্ত্তন বা কোষ্ঠ কাঠিন্য না জন্মে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। অল্পমাত্রায় কর্পূরের সহিত শরীরের উষ্ণতানিবারক ঔষধ ব্যবস্থেয়। নিম্নলিখিত ঔষধটীও বিশেষ উপকারী।

আমোনিয়া এসিটেটিস্ ২ ঔন্স।
আমনাইস্ মিউরিয়াটিস্ ৪ গ্রেণ।
সিরপ্ লিমনিস্ ১ ঔন্স।

স্নায়ুমণ্ডল প্রপীড়িত হইলে শারীরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ত্বকের ও অন্ত্রের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় পলস্ত্রা ব্যবস্থেয়; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে পলস্ত্রা ব্যবহার

করিবে না। গ্রীবাপৃষ্ঠে, উভয় কর্ণের নিম্নদেশে কিংবা পায়ের ডিমে পলস্তা লাগাইবে।

এই কালে কর্পূরমিশ্রিত ঔষধ বিশেষ ফলজনক। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ হইতে ২৪ গ্রেণ সেবন করাইবে। ইহা Arnica অথবা Angelica rootএর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। উচ্ছ্বাস হইলে Hydrargyrum Cumcreta এবং কাবাবচিনি (Rhubarb) কিংবা ঈষৎ লবণাক্ত দ্রব্যের সহিত শেষোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ৮।১০ দিবসগত হইলেও যদি কোন আশঙ্কাজনক উপসর্গ বিদ্যমান না থাকে, তবে লিঃ আমোনিয়া এসিটেটিসের সহিত কর্পূরের মিশ্র ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। Alkaline carbonates এবং citric acid কর্পূরমিশ্রের সহিত একত্র সেবনেও সুফল হইতে পারে। নাড়ীর অবস্থা বুঝিয়া উত্তেজক ও বলকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আমোনিয়া এসিটেট্ কিংবা সাইট্রিক্ এসিড ও কার্বনেটের কাথ বা সিনকোণা মিশ্র ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ফুস্‌ফুসের অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য যন্ত্রসাহায্যে বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যদি শ্বাসকৃচ্ছ্র কিংবা প্রদাহজনিত অন্য কোন উপসর্গ অথবা আভ্যন্তরিক যন্ত্রের অপক্রিয়া লক্ষিত হয়, তবে রক্তমোক্ষণে উপকার হইতে পারে। বায়ুনলীর রক্তস্রাব হেতু উপসর্গ উৎপন্ন হইলে Mistura ammoniaci কিংবা Decoctum polygalæ, কর্পূর, আমোনিয়া বা টিংচর ক্যাম্ফরের সহিত প্রয়োগ করিবে। বল হ্রাস হইলে লঘু পথ্যের সহিত মদ্য ব্যবস্থেয়। রোগীর গাত্র ফ্লানেল দ্বারা আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। অবস্থা বিবেচনা করিয়া Ipecacuanha, ক্যালমেল বা কর্পূরের সহিত এবং অহিফেন বা পোস্তরস ব্যবহার্য্য। শরীর শীতল ও পাণ্ডু, নাড়ী দুর্ব্বল এবং আকৃতির সংকোচ হইলে Blygala, ammonia, camphor, stimulating tonics এবং মদ্য ব্যবস্থেয়। যদি উদর স্পর্শাসহিষ্ণু এবং বায়ুগর্ভ হয়, তবে হিঙ্গু কিংবা extract of rue কিংবা ইহার সহিত উর্দ্ধপক্ষে ½ ঔন্স তার্পিণ মিশ্রিত করিয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। যদি ইহাতে উপকার না হয়, তবে camphor এবং extract of poppies সহিত chloruret of lime ব্যবস্থা করিবে। যদি রক্তস্রাব হয়, তবে superacatati of lead with opium কিংবা acetati of morphine অথবা extract of poppy ইহার বটিকা ব্যবস্থা করিবে।

যদি তালু অতিশয় উষ্ণ বা মস্তকে বেদনা হয়, কোন পেশীর আক্ষেপ লক্ষিত হয়, চক্ষু, মুখ প্রভৃতির অস্বাভাবিক অবস্থায় মস্তকে রক্ত সঞ্চালনের ব্যতিক্রম অনুমিত হয়, তবে মস্তকদেশ যাহাতে শীতল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। যদি এই সমস্ত উপসর্গের সহিত প্রলাপ উপস্থিত হয়, তবে গ্রীবার পূর্ব্বভাগে, কর্ণের নিম্নে বা পায়ের ডিমে পলস্তা দিবে। এই সকল উপসর্গের প্রাবল্যের আশঙ্কা থাকিলে অল্পমাত্রায় কর্পূর Nitric সহিত প্রয়োগ করিবে। যদি এই অবস্থায় অচৈতন্য, দ্রুত ও দুর্ব্বল নাড়ী, অতিশয় ঘর্ম্ম বা অবসাদ উপস্থিত হয়, তবে অবস্থাবিশেষে ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ১।৩।৪ গ্রেণ মাত্রায় কর্পূর নাইটারের সহিত সেবন করিতে দিবে। যাহাতে প্রস্রাব হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তন্দ্রা লক্ষণ প্রকাশিত হইলে পলস্তা ব্যবহার করা যাইতে পারে। শরীরের নিম্নপ্রদেশে উষ্ণজল ঢালিয়া দিলেও তন্দ্রা উপশমিত হয়। স্নায়বিক অবস্থায় musk, ether, cinchona প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

আন্ত্রিক জ্বরে অতিশয় পিপাসা ও তাহার সহিত বমির উদ্বেগ থাকিলে nitrate of potash কিংবা muriate of ammonia ব্যবস্থেয়। ইহার সহিত উদরের উর্দ্ধভাগে বেদনা থাকিলে camphor-mixture, solution of the acetate of ammonia, nitrate of potash এবং spirits of ether একত্র ব্যবহার করিবে। উদরের প্রদাহে acetate of morphine কিংবা তার্পিণের উষ্ণ দ্রব অবলেহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল হয়। camphor, ammonia, ethers, musk, valerian, ও opium বিবিধ প্রকারে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে হিক্কা দূর হয়। জ্বরের প্রথমাবস্থায় উদরাময়নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলে অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ জন্মিতে পারে। অনেক দিন উদরাময় ও উদরাধ্মানে ভুগিয়া রোগী যদি উদরের কোন স্থানে হঠাৎ বেদনা অনুভব করে এবং তাহাতে যদি ক্রমশঃই অবসন্ন হইয়া পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার অন্ত্রাবরণের প্রদাহ হইয়াছে। এই অবস্থায় অহিফেন ব্যবস্থা করিবে। রক্ত অবিশুদ্ধ হইলে বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পরে সিনকোনা কাথ কিংবা chlorate of potash ও chloric ether মিশ্রিত valerian ব্যবস্থা করিবে। Compound tincture nitrate of potash এবং subcarbonate of sodaর সহিত সিনকোনা-কাথ বিশেষ ফলপ্রদ। শরীরের অতিশয় বলহানি হইলে উক্ত ঔষধের সহিত ২।৩ গ্রেণ কর্পূর-মিশ্রিত বটিকা সেবনীয়। ডাক্তার ষ্টিভেন্স বলেন, muriate of soda ২০ গ্রেণ, subcarbonate of soda ৩০ গ্রেণ এবং chlorate of potash ৮ গ্রেণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া

২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে এই জ্বর শীঘ্র দূরীভূত হইতে পারে।

মস্তিষ্ক জ্বরের পূর্ব্ব ও প্রথমাবস্থায় আন্ত্রিক জ্বরে বিহিত ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। কিন্তু মস্তিষ্কজ্বরে বিশেষ আবশ্যক না হইলে কিছুতেই রক্তমোক্ষণ করিবে না। স্নায়বিক অবস্থায় পলস্ত্রা ও বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এসিটেট্ আমোনিয়া ও নাইটার মিশ্রিত কর্পূর ব্যবস্থেয়। Arnica ব্যবহার করিলে তন্দ্রা, ভ্রমি ও প্রলাপ উপশান্ত হয়। সাধারণতঃ আন্ত্রিক জ্বরে যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, এই জ্বরেও তাহা ব্যবহার করিবে। রোগী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইলে, উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইবে। Angelica ব্যবহারে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রোগে পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রদাহ হইলে তন্নাশক ঔষধ ব্যবস্থেয়। স্নায়বিক অবস্থায় প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে প্রত্যুত্তেজক ঔষধ দিবে। স্নায়বিক অবস্থায় বিবিধ প্রকার কষ্টদায়ক উপসর্গ উপস্থিত হইলে camphor, ammonia, ether, musk, cinchona, serpentaria, wine, opium মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। কেহ কেহ বলেন, এ অবস্থায় phosphorus উপকারী। মস্তকে উত্তেজনা হইলে পলস্ত্রা ও camphor এবং arnica ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোনরূপ ক্ষত হইলে যাহাতে পূযোৎপত্তি হয়, তদ্রূপ পুল্টিসাদি দিবে; কোনপ্রকার পচা ক্ষত হইলে chloride, kreosote, powdered bark, turpentine প্রভৃতি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মস্তক প্রদাহ ও প্রলাপকালে belladonna ব্যবহারে উপকার দর্শে।

আন্ত্রিক জ্বরের প্রথমাবস্থায় রোগীর গৃহের বায়ু যাহাতে বিশুদ্ধ ও নাতিশীতোষ্ণ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বার্লি, সাগু বা ভাতের মণ্ড পথ্য দিবে। ভুজনলী প্রদাহ থাকিলে ঈষৎ ঘর্ম্মোদ্দীপক পানীয় প্রদান করিবে; কিন্তু ঘর্ম্ম উৎপাদনের জন্য উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা গাত্র ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য নয়। স্নায়বিক অবস্থায় গৃহে শীতল বাতাস প্রবেশ করিতে দিবে না; বিছানা অপেক্ষাকৃত গরম রাখিবে, কিন্তু যাহাতে বায়ু দূষিত না হয় ও অধিক লোক একত্র না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। রোগীর শরীর ও বিছানা বিশেষ পরিষ্কার এবং তাহার জিহ্বা ও মুখ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দিবে। ঈষৎ উষ্ণ পানীয় এবং আরারুট অথবা সুপ প্রভৃতি খাদ্য লবণমিশ্রিত করিয়া দিবে। কোনরূপ ফল খাইতে দিবে না। মস্তিষ্কজ্বরে যাহাতে রোগীর শারীরিক ও মানসিক শক্তি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঔষধ ব্যবহার ও কথোপকথন করিবে।

আন্ত্রিক, মস্তিষ্ক ও স্বল্পবিরাম জ্বরের লক্ষণ নির্ণয় করিবার জন্য নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া হইল—

আন্ত্রিক জ্বর।—১, উদ্ভিজ্জ ও জান্তব বস্তু পচিয়া বায়ু দূষিত করে, সেই দূষিত বায়ু সেবনে এই পীড়া উৎপন্ন হয়। প্রশ্বাস বায়ু অথবা গাত্রচর্ম্ম হইতে এই পীড়ার বিষ সংক্রমণ দ্বারা অপর ব্যক্তির শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া উৎপন্ন করে না।

২, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, গণ্ডস্থল আরক্ত, কণীনিকা প্রসারিত ও প্রলাপ বৃদ্ধি হয়। পীড়া দিবাপেক্ষা রাত্রিতে প্রবল হয়।

৩, পীড়ার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নাসিকা দিয়া রক্ত পড়ে।

৪, পীড়ার আরম্ভ হইতে উদরাময় উপস্থিত হইয়া অর্দ্ধসিদ্ধ চাউলের ন্যায় মল নির্গত হয়। মলে দুর্গন্ধ হয় না, কিন্তু সচরাচর ইহার নিঃসরণের সহিত রক্তপাত হইয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তির গাত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না।

৫, ইহার উদ্ভেদগুলি গোলাকার বা অণ্ডাকার হইয়া চর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া থাকে। সেগুলি প্রথমতঃ অল্পসংখ্যায় পরে বহু সংখ্যায় উদর ও বক্ষঃস্থলে প্রকাশিত হয়; কিন্তু কখন হস্তপদাদিতে হয় না।

৬, উদরাধ্মান ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। রোগীর উদরে গড় গড় শব্দ শুনা যায়।

৭, স্থিতিকালের নিশ্চয়তা নাই।

৮, এই রোগে যুবকগণ প্রায়ই আক্রান্ত হয় না।

মস্তিষ্ক জ্বর। ১, অধিক লোকের একত্র বাস বা অবস্থিতি ও অপরিচ্ছন্নতা হেতু এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস ও ঘর্ম্ম হইতে এই রোগের সংক্রামক বিষ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া উৎপাদন করে।

২, মুখমণ্ডল গম্ভীর অথচ বিবেচনাশূন্য, কণীনিকা সঙ্কুচিত, প্রলাপ অবিরত, কিন্তু মৃদু লক্ষিত হয়।

৩, পীড়ার প্রথমে নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে না।

৪, সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত মলনিঃসরণ ও রোগীর গাত্র হইতে দুর্গন্ধ নির্গম পরিলক্ষিত হয়। মল নিঃসরণকালে রক্তস্রাব হয় না।

৫, উদ্ভেদগুলি লালবর্ণবিশিষ্ট, কিন্তু কাল আভাযুক্ত। ইহারা কোন বিশেষ আকারবিশিষ্ট বা চর্ম্ম হইতে উচ্চশীর্ষ হয় না। মুখমণ্ডল, পৃষ্ঠদেশ ও হস্তপদাদি প্রদেশে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

৬, উদরাধ্মান বা উদর মধ্যে গড় গড় শব্দ হয় না।

৭, স্থিতিকাল তিন সপ্তাহ।

স্বল্পবিরাম জ্বর। ১, ম্যালেরিয়া হেতু এই পীড়া উৎপন্ন হয়; ইহা আদৌ সংক্রামক নহে।

২, পাণ্ডু বর্ত্তমান থাকিলে রোগীর গাত্র পীতাভ দেখায়। বিবমিষা ও বমন ইহার সাধারণ লক্ষণ।

৩, কখন কখন উদরাধ্মান ও উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। মলের বর্ণ শাদা হয়। মল নিঃসরণকালে রক্তপাত হয় না।

৪, গাত্রে ফুস্‌কুড়ি বহির্গত হয় না।

পৌনঃপুনিকজ্বর (Relapsing)। এই জ্বর স্বল্পকাল স্থায়ী; কখন পাঁচদিন কখন বা সাতদিন পর্য্যন্ত থাকে। এই জন্য ইংরাজিতে ইহাকে short fever, five or seven day fever অথবা scinocha কহে। এই জ্বর একাদিক্রমে ৫।৭ দিন থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু পুনরায় আবার চতুর্দ্দশ দিবসে প্রকাশ পায়। পুনরাক্রমণের পর তৃতীয় দিবসে জ্বরের বিরাম হয়; তখন হইতে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে থাকে। কেহ কেহ বলেন, এ জ্বর আদৌ সংক্রামক নহে, আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা এতদূর সংক্রামক যে অনেক সময় পশমনির্ম্মিত বস্ত্র দ্বারা অন্য শরীরে পরিচালিত হইতে পারে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল রজক এই জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের বস্ত্রাদি ধৌত করে, তাহারা এই রোগে আক্রান্ত হয়। অনেকের মতে অভাব ও দরিদ্রতাহেতুই এই রোগের উৎপত্তি হয়। পৌনঃপুনিকজ্বর Typhus fever ন্যায় সংক্রামক। এই জ্বরে একই ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়। এই জ্বর শীঘ্রই দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ। এই জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় বিশেষ কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, হঠাৎ এক ঘণ্টার মধ্যে রোগী একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু কখন কখন জ্বর আসিবার পূর্ব্বে শীত, কম্প, মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কর্ণকুহরে ঝম্ ঝম্ শব্দানুভব প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। পৌনঃপুনিক জ্বরে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং গাত্র চর্ম্ম উষ্ণ হয়। জ্বর হইবার পর তৃতীয় দিবসে কখন কখন পাকাশয়ে অস্বচ্ছন্দতা অনুভূত হইয়া বমি হয়, কোষ্ঠ প্রায় বদ্ধ থাকে, কখন কখন বা অতিরিক্ত জলীয় দ্রব্য সেবন হেতু উদরাময় জন্মে। এই সময় সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইতে থাকে; কিন্তু প্রবল লক্ষণগুলির হ্রাস হয় না। চতুর্থ দিবসে জ্বর বৃদ্ধি হয়—শারীরিক উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রি হইয়া থাকে। পঞ্চম দিবসে নাড়ীর স্পন্দন ১২০ হইতে ১৬০ বার পর্য্যন্ত হয়। জ্বর বৃদ্ধিকালে রোগী কেবলমাত্র মস্তকবেদনা অনুভব করে। জিহ্বা শ্বেতমলাবৃত ও উহার ধারে দন্তের দাগ দৃষ্ট হয়। অনেকের গাত্র বিশেষতঃ মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ ও অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়। রক্তস্রাব প্রায়ই হয় না। পঞ্চম বা সপ্তম দিবসে হঠাৎ জ্বর উপশান্ত হয়; কিন্তু ১৪শ দিবসে উক্ত লক্ষণের সহিত জ্বর পুনরায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু তিন দিবসের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। একবিংশ দিবসে রোগী পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হয়। মস্তিষ্ক বা আন্ত্রিক জ্বরের ন্যায় ইহাতে কোনরূপ উদ্ভেদ দৃষ্ট হয় না; কেবলমাত্র গাত্রচর্ম্ম ও প্রস্রাব পীতবর্ণ দেখায়। জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ মলাবৃত ও শুষ্ক হইলে পীড়া গুরুতর বলিয়া বুঝিতে হইবে।

উপসর্গ—এই জ্বরে অধিক উপসর্গ হয় না। কখন কখন নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, প্লুরিসি প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়া উপসর্গরূপে লক্ষিত হয়। এই রোগে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অনেক পূর্ণাগর্ভা স্ত্রীলোক এই জ্বরাক্রান্ত হইলে মৃত সন্তান প্রসব করে। জ্বরত্যাগকালে মূর্চ্ছা হয় এবং তখন মৃত্যু হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে।

এই জ্বরে শতকরা পাঁচজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগীর প্রস্রাব সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত না হওয়ায় উহার যবক্ষারাংশ (urea) রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়; তাহাতে রোগীর মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণনাশ করে। নিউমোনিয়া পীড়া উপসর্গরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে।

চিকিৎসা। সাধারণতঃ দারিদ্র্য ও অভাবই পৌনঃপুনিক জ্বরের কারণ; তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে উহা নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য। এই জ্বরে ঔষধসেবনের বিশেষ প্রয়োজন নাই। একান্ত আবশ্যক হইলে ঔষধ ব্যবস্থেয়। শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধি এই রোগের একটী বিশেষ লক্ষণ। ইহা নিবারণ করিবার জন্য ম্যালেরিয়া জ্বরে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাই সেবন করিতে দিবে। জ্বর যাহাতে পুনরায় না আসিতে পারে, তজ্জন্য কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে। মস্তক গরম হইলে শীতল জলের পটী লাগাইবে। মূত্রযন্ত্র বিশৃঙ্খল হইলে লাইম জুষ সেবন করিতে দিবে। দৌর্ব্বল্য এই রোগের সাধারণ ধর্ম্ম; অতএব প্রথম হইতেই সুরা ও বলকারক পথ্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে লৌহ ও কুইনাইন ঘটিত বলকারক ঔষধ কিছুদিন সেবন করিতে দিবে।

বাতিকজ্বর (Ardent fever)। এই জ্বর কোনরূপ বিষ হইতে উৎপন্ন হয় না, এই জন্য কখন এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হয় না। প্রখর রৌদ্রসেবন, অনিয়মিত ও অপরিমিত আহার ও পান, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত

পথ ভ্রমণ প্রভৃতি কারণ হইতে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। দুই তিন দিবস রোগী অনবরত জ্বর ভোগ করিয়া আরোগ্য লাভ করে। গাত্র অধিক উষ্ণ হইলে, প্রলাপ বা তন্দ্রা থাকিলে, দিবাবসানে জ্বরের বৃদ্ধি এবং প্রাতে কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে পীড়া গুরুতর হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ এই জ্বরে মন্দাগ্নি, মস্তকে ও গাত্রে বেদনা এবং কখন কখন কম্প উপস্থিত হইয়া চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ হয়। বাতিকজ্বরে ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

চিকিৎসা। রোগীকে শ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত এবং মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। শিরঃপীড়া বর্ত্তমানে মস্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিলে ও রোগীর সুনিদ্রা হইলে এই জ্বরের শান্তি হয়। জ্বরত্যাগে শরীর দুর্ব্বল হইলে ব্রাণ্ডি ও পুষ্টিকর আহার ব্যবস্থা করিবে।

নাসাজ্বর (Nasal polypus)। নাসিকাভ্যন্তরে দূষিত রক্ত সঞ্চিত হইয়া এই জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বরে সমস্ত অঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠে, কটি ও গ্রীবাদেশে অত্যন্ত বেদনা হয়। এত তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয় যে শরীর সম্মুখদিকে নত করা যায় না। নাসাজ্বরে অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশিত হয়।

নাসিকার মধ্যে যে রক্তবর্ণ শোথ থাকে, তাহা সূচি দ্বারা ছিন্ন করিয়া দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দিলে জ্বর ভাল হয়। রক্তস্রাবের পর লবণসংযুক্ত সর্ষপতৈল কিংবা তুলসীপত্রের রসের নাস লইলে উপকার হইয়া থাকে। দুই একদিন স্নান ও অন্নাহার বন্ধ করা আবশ্যক। যাহারা এই পীড়ায় পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়, তাহারা যদি প্রত্যহ মুখপ্রক্ষালন-কালে দন্তমূল হইতে কিঞ্চিৎ রক্ত বাহির করিয়া দেয় ও নস্য ব্যবহার করে, তাহা হইলে এই পীড়ায় বারংবার আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

ঔদ্ভেদিক জ্বর (Eruptive fever)। শারীরিক রক্ত বিষাক্ত ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইলে এই রোগ জন্মে। এই রোগ অতিশয় সংক্রামক। ইহা সাধারণতঃ দ্বিবিধ—হাম (measles) এবং মসূরিকা। [হাম ও মসূরিকা শব্দ দ্রষ্টব্য।]

পীতজ্বর (Yellow fever)। আমেরিকার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে, আফ্রিকার অনেকাংশে এবং স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে এই জ্বরের প্রকোপ দেখা যায়। এই জ্বরে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; বিশেষতঃ সৈন্য-দিগের মধ্যে ইহার আক্রমণ অতিশয় ভয়ঙ্কর। এই জ্বরে বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ডাক্তার গিলক্রেষ্ট (Dr. Gillkrest) বলেন, "এই জ্বরে শরীর আংশিক অথবা সাধারণভাবে পীত-বর্ণ হইয়া পড়ে এবং শেষকালে রোগী কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করে।" অন্যান্য জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, এই জ্বরেও তাহার অধিকাংশই প্রকাশ পায়।

অনেকে অনুমান করেন, ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে গ্রানাডা দ্বীপে এই রোগ প্রথম প্রকাশিত হইয়া অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হই-য়াছে। কিন্তু উক্ত সময়ের পূর্ব্বে গ্রানাডাদ্বীপে যে সমস্ত মহামারী সংঘটিত হইত, তাহাও যে পীতজ্বর বিশেষ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই জ্বরাক্রমণের দুই তিন দিবস পূর্ব্বে মন নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও কার্য্যে বিশেষ অরুচি জন্মে। সময় সময় বমির উদ্বেগ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শীত এবং মেরুদণ্ডে, পৃষ্ঠে, হস্তপদ ও মস্তকে বেদনা অনুভূত হয়। চক্ষু আচ্ছন্ন, ঘোলা ও জলভারাক্রান্ত এবং দৃষ্টি অস্পষ্ট ও সময় সময় দুই প্রকার হয়। মানসিক বিশৃঙ্খলা, তন্দ্রা, অস্থিরতা, ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। শরীর সর্ব্বদা উষ্ণ অথবা অতিশয় উষ্ণতার পর কিঞ্চিৎ ঘর্ম্মোদ্গম এবং নাড়ী দ্রুত, দুর্ব্বল ও অনিয়মিত এবং কখন কখন রোগীর কম্প হয়। প্রথমাবস্থায়ই কোন কোন রোগীর চক্ষু ও গাত্রচর্ম্ম পীতবর্ণ হইয়া পড়ে এবং রোগী পিত্তবমন করিতে থাকে।

সাধারণতঃ এই জ্বর রাত্রিকালেই আগমন করে। কম্পের পর রোগীর শরীরে অতিশয় উদ্দীপনা হয়। মস্তক, চক্ষু-গোলক, পৃষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা এবং জঙ্ঘাস্থিডিম্বে খেঁচনি জন্মে। রোগী চিত হইয়া শুইয়া থাকিতে ভালবাসে; কিন্তু তাহাতে সুস্থ বোধ করে না। মুখ অতিশয় রক্তবর্ণ ও স্ফীত, চক্ষু লোহিত বর্ণ, স্ফীত ও ভারাক্রান্ত এবং চক্ষুর তারা যেন বাহিরে পড়ে এইরূপ দেখায়। গাত্রচর্ম্ম প্রায়ই উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে। নাড়ী দ্রুত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; শরীর অত্যধিক শীতল হইলে নাড়ীর গতি নিতান্ত মৃদু হয়। জিহ্বা স্ফীত এবং শ্বেতবর্ণ মলদ্বারা আবৃত হয়। এইকালে বমন থাকে না, কিন্তু ঈষৎ কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে, জ্ঞানেরও কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটে। ১২।১৩ ঘণ্টা এই অবস্থা থাকে, পরে দ্বিতীয়াবস্থা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় শারীরিক উদ্দীপনা বিষাদে পরিণত হয়, মুখ অতিশয় চিন্তাপ্রপীড়িত দেখায়। চক্ষু ঈষৎ পীতবর্ণ, ক্রমে নাসিকাপ্রদেশ ও মুখবিবর পীতবর্ণ হয়। রোগ যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই সমস্ত শরীর পীতবর্ণ হইয়া উঠে, গাত্রের বর্ণ অনুসারে রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট দেখায়। জিহ্বার উপরিভাগ পীতবর্ণ এবং অগ্রভাগ ও পার্শ্বদেশ শুষ্ক লোহিতবর্ণ হয়। পেটে সন্তাপ জন্মে, চাপ দিলে রোগী বেদনা অনুভব করে। এই কালে অত্যন্ত

দাহ এবং হঠাৎ বমি হইতে থাকে। প্রস্রাব অতিশয় অল্প ও পীতবর্ণ হয়। রোগী প্রায় অনবরত অতিশয় দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করে। রোগ কঠিন হইলে রোগীর শ্বাসে অম্ল গন্ধ নিঃসৃত, জ্ঞানের অতিশয় বিশৃঙ্খলা, রোগীর তন্দ্রা ও প্রলাপ আরম্ভ হয়। কখন কখন সূক্ষ্মরক্ত চিহ্ন ও প্রিয়ঙ্গুবৎ রসগুটিকা দেখা যায়। এই অবস্থা দুইদিন হইতে সাত দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। পরে মুখশ্রী অতিশয় সঙ্কুচিত, চক্ষুর পূর্ণ দৃষ্টি নষ্ট, গাত্রে কৃষ্ণ চিহ্ন, জিহ্বা উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, পিপাসা অতিশয় বর্দ্ধিত ও তীক্ষ্ণ এবং কৃষ্ণ শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ বমন হয়। মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইলে রোগী অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন এবং শ্বাস প্রশ্বাসকালে একপ্রকার শব্দ হইতে থাকে, শরীর শীতল, আঠাল ও ঘর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। মৃত্যুকালে কোন কোন রোগীর অতিশয় বেদনা ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়, আবার কোন কোন রোগী অতর্কিতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই রোগের সকল লক্ষণই সর্ব্বদা প্রকাশিত হয় না। সাধারণতঃ পীতজ্বর তিনপ্রকার—১ প্রদাহিক, ২ আবসাদিক ও ৩ সাঙ্ঘাতিক। বহুমেদ ব্যক্তিগণ প্রদাহিক (Inflamatory) এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ আবসাদিক (Adynamic) পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়। প্রদাহিকে অত্যধিক উদ্দীপনা ও রোগ শীঘ্রই সাঙ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। আবসাদিকে নাড়ীর গতি ধীর, গাত্র শীতল ও আঠাল, ৪।৫ দিনেই রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। সাঙ্ঘাতিকে রোগী প্রথম হইতেই মৃত্যুগ্রস্ত বলিয়া বোধ হয়। এই অবস্থা হইতে রোগী প্রায় রক্ষা পায় না, অনেকেই ইহার আক্রমণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পীতজ্বরে আক্রান্ত রোগীদিগের মধ্যে অনেকেই প্রাণ ত্যাগ করে। এই রোগ যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন যত রোগী মরে, কিছুদিন স্থায়ী হইলে আর তত রোগীর প্রাণবিয়োগ হয় না। এই রোগে মৃতদিগের মধ্যে যুবক ও বলিষ্ঠ লোকদিগের সংখ্যাই অধিক। ৪০° উত্তর এবং ২০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যস্থিত প্রদেশ এই রোগের লীলাক্ষেত্র। অধিক নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ এই জ্বরের আক্রমণ-বহির্ভূত নহে।

চিকিৎসা। পীতজ্বর চিকিৎসা সম্বন্ধে সকলে এক মত নহে। প্রধানতঃ প্রদাহনাশক ও উত্তেজক এই দুই প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া হয় প্রদাহনাশক নতুবা উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রদাহনাশক ঔষধের মধ্যে রক্তমোক্ষণের বিধি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। আজকাল সাধারণতঃ পারদ ব্যবহার করা হয়। প্রদাহ লক্ষণের প্রাবল্য থাকিলে রক্তমোক্ষণ করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বিরেচক, বমনকারক ও শীতল ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। এই জ্বরে স্বল্পবিরাম জ্বরের লক্ষণ দেখিলে কুইনাইন ব্যবহারে উপকার হয়। যদি ঔষধ উঠিয়া না পড়ে, তবে saline medicine প্রয়োগে উপকার হইতে পারে।

অনেকে বলেন, জৈবিক ও ঔদ্ভেদিক পদার্থ পচিয়া যে বিষাক্ত বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পীতজ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর সংক্রামক। রোগীর শরীর হইতে বিষাক্ত বাষ্প অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পীড়িত করে।

লোহিত বা আরক্ত জ্বর (scarlet fever)। এই জ্বর চর্ম্মপুষ্পিকা রোগের অন্তর্গত। গলক্ষত এই জ্বরের একটী প্রধান লক্ষণ। জ্বর প্রকাশের দ্বিতীয় দিবসে রোগীর গাত্রে রক্তবর্ণ পিত্ত উঠে, ষষ্ঠ অথবা ৭ম দিবসে বাহ্যত্বক্ খসিয়া পড়ে। অধিকাংশ চিকিৎসকগণ এই রোগকে ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন যথা, ১ সরল (S. Simple) ২ গলক্ষত (S. anginosa) ও ৩ সাঙ্ঘাতিক (S. maligna).

প্রথম প্রকার জ্বরে পিত্ত লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রায় গলক্ষত হয় না, দ্বিতীয় প্রকারে পিত্ত ও গলক্ষত উভয়ই বিদ্যমান থাকে; তৃতীয় প্রকার জ্বরের আক্রমণে সমস্ত যন্ত্র অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং রোগীর জীবনীশক্তির হ্রাস ও অত্যধিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ হয়। জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণে কম্প, আলস্য, মাথা ধরা, নাড়ীর গতি দ্রুত, মুখ রক্তবর্ণ, তৃষ্ণা, ক্ষুধার হানি এবং জিহ্বালেপ লক্ষিত হয়। জ্বর প্রকাশিত হইলেই রোগী গলদেশে প্রদাহ অনুভব করে এবং সেই স্থান রক্তবর্ণ ও কিঞ্চিৎ স্ফীত দেখায়। ক্রমে মুখের মধ্যভাগ ও জিহ্বা আরক্ত হইয়া উঠে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পিত্ত উঠিতে আরম্ভ করে, শীঘ্রই ইহাদের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, সমস্ত শরীর আরক্ত দেখায়। এই উদ্ভেদগুলি প্রথমে গ্রীবা, মুখ ও বক্ষঃদেশে দৃষ্ট হয়, পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই উদ্ভেদগুলি অতি মসৃণ, অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে কিছু কালের জন্য ইহাদের রক্তবর্ণতা অদৃশ্য হয়। সেই পিত্তের ধারে সময় সময় ঘামাচি দৃষ্ট হয়। উদ্ভেদগুলি ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত সমানভাবেই থাকে; পরে ক্রমে অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করে। ৭ দিনের পর আর একটীও দেখা যায় না। পরে বাহ্যত্বক্ খুস্কির ন্যায় অথবা বিভিন্ন আকারে পড়িয়া যাইতে থাকে। জ্বর প্রকাশের পর প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে চর্ম্মস্খলন ব্যাপার শেষ হয়। পিত্ত উঠিবার পরই জ্বরের হ্রাস হয় না। সন্ধ্যাকালে রোগের বৃদ্ধি হয়। এইকালে

রোগী প্রায়ই প্রলাপ বকিতে থাকে, কখন কখন তন্দ্রা লক্ষণও প্রকাশ পায়। চর্ম্মস্খলনের পর প্রস্রাবে অণ্ডলালাংশ দৃষ্ট হয়।

সাঙ্ঘাতিক লোহিত জ্বরে উদ্ভেদগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক-কাল পরে দেখা যায়, সময় সময় এগুলি আদৌ লক্ষিত হয় না। কখন কখন উদ্ভেদগুলি উঠিয়া হঠাৎ শরীরে বিলীন অথবা নীলাভ চিহ্নের সহিত মিশ্রিত হয়। নাড়ী দুর্ব্বল, শরীর শীতল, অতিশয় বলহানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ লোহিত জ্বরে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই রোগীর প্রাণনাশ হইতে পারে। অন্য প্রকার লোহিত জ্বর শীঘ্রই মস্তিষ্ক জ্বরের আকার ধারণ করে। নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল, জিহ্বা শুষ্ক পিঙ্গল-বর্ণ ও কম্পান্বিত, নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, গলদেশ নীলাভ, স্ফীত ও পচা ক্ষত হয়। নলীদ্বারে সঞ্চিত শ্লেষ্মাহেতু রোগী নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে অতিশয় কষ্ট অনুভব করে। এই প্রকার জ্বর ঔষধ সেবনে অতি অল্পই ভাল হয়।

দ্বিতীয় প্রকার লোহিত জ্বরও (S. anginosa) আশঙ্কা-জনক। প্রদাহ অথবা মস্তকে রসপ্রবেশ অথবা গলক্ষত হেতু এই রোগ সাঙ্ঘাতিক হইয়া পড়ে। আসন্নপ্রসবা-দিগের পক্ষে এই রোগের মৃদু আক্রমণও বিশেষ সঙ্কট-জনক। যখন রোগ একরূপ আরোগ্য হইয়াছে এইরূপ দেখায়, তখনও রোগীর বিপরীত ফল ফলিতে পারে। যে সমস্ত বালক একবার আরক্তজ্বরে আক্রান্ত হয়, তাহাদের স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য ভগ্ন হইয়া যায়। তাহারা ব্রণ, গণ্ড-মালা সম্বন্ধীয় ক্ষত, শিরস্বক্‌রোগ, কর্ণক্ষত, চক্ষু প্রদাহ প্রভৃতি কোন না কোন একটী রোগে আক্রান্ত হয়। আরক্ত জ্বর-মুক্ত রোগী কখন কখন উদরীরোগে (anasarca) আক্রান্ত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই লোহিত জ্বরের আক্রমণ মৃদু হইলে উদরীরোগ প্রকাশিত হয়; জ্বরের আক্রমণ প্রবল হইলে উক্ত উদরীরোগ সচরাচর দেখা যায় না। এই জ্বরশান্তির পর যখন নূতন বাহ্যত্বক্ উঠিতে আরম্ভ করে, তখন রোগীকে বাহিরে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে রোগীর দেহ শীতল না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

লোহিত জ্বর অন্যান্য চর্ম্মপুষ্পিকারোগের ন্যায় বহুব্যাপী হইয়া প্রকাশিত হয়। এই রোগ কখন মৃদু কখন বা কঠোর ভাব ধারণ করে। উপসর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। সরল লোহিত জ্বরে (S. simplex) রোগীকে গৃহের বাহিরে যাইতে দেওয়া, কিংবা তাহাকে কোনরূপ উত্তেজক পথ্য প্রদান করা উচিত নহে। যাহাতে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয়। দ্বিতীয় প্রকার লোহিত জ্বরে গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ থাকিলে শীতল অথবা উষ্ণ জল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদি জ্বরের বেগ প্রবল হয় এবং রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে, তবে কর্ণদেশে জলৌকা প্রয়োগ করিবে; রোগী বলিষ্ঠকায় হইলে হস্ত হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে। মস্তিষ্কে কোনরূপ ভয়াবহ উপসর্গ বিদ্যমান না থাকিলে citrate of ammonia, carbonate of ammoniaর সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে এবং যাহাতে প্রত্যহ রোগীর ১ বার কিংবা ২ বার মল নিঃসৃত হয়, তজ্জন্য মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। সাঙ্ঘাতিক জ্বরে দুইটী কারণে বিপদ্ হইতে পারে। শরীর ও স্নায়বিক ঝিল্লিতে সংক্রামক বিষ প্রবিষ্ট হইয়া তত্তৎ প্রদেশকে দূষিত করিয়া ফেলে। অল্পমাত্র চর্ম্ম বা গলক্ষত হেতুই রোগী শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় wine এবং bark অধিকমাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। রোগীর নলীদ্বারে (fances) পচা ক্ষত জন্মিয়া ক্রমে সমস্ত শরীর বিষাক্ত করে। এই অবস্থায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক quinine অথবা wine সেবন করাইবে। Chloride of sodaর সহিত nitrate of silver মিশ্রিত করিয়া অথবা কাণ্ডির সংক্রমাপহ দ্রব দ্বারা রোগীকে কুলকুচি করাইবে। যদি রোগী কুলকুচি করিতে অসমর্থ হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত দ্রব তাহার নাসারন্ধ্রে ও নলীদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

লোহিত জ্বরে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ৩টী ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ১, এক পাঁইট্ জলে এক ড্রাম পরি-মাণ chlorate of potash মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১ বা ১৷৷০ পাঁইট্ পরিমাণে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ২, অল্প পরিমাণে chlorine জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১ পাঁইট্ পরিমাণে ব্যবস্থেয়। ৩, Beef-tea, wine প্রভৃতির সহিত ৫ গ্রেণ পরিমাণ carbonate of ammonia মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিবে।

পিত্তানি উঠিবার পর লোহিত জ্বরের সহিত হামের অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই জ্বরের ভাবীফল নির্ণয় করা অতীব কঠিন। এই রোগের সংক্রামক শক্তি কোন্ অবস্থায় প্রকাশিত হয়, তাহা আজিও সম্যক্‌রূপে নির্ণীত হয় নাই। রোগীর গৃহের সাজ সরঞ্জাম ও বস্ত্রাদিতে লোহিতজ্বরের বিষ অনেকদিন পর্য্যন্ত সম্বদ্ধ থাকে। ডাক্তার ওয়াটসন্ (Dr. Watson) বলেন, এক বৎসর পরে এক খণ্ড ফ্লানেল হইতে বিষ সংক্রামিত হইয়া কোন ব্যক্তিকে পীড়িত করিয়াছিল।

ক্ষয়জ্বর (Hectic fever)। এই জ্বর অতর্কিতভাবে প্রকা-শিত হইয়া বহুকাল স্থায়ী হয়। নাড়ীর গতি দ্রুত, মধ্যাহ্নে,

সায়াহ্নে ও আহারের পর জ্বরবেগের বৃদ্ধি, হাত ও পায়ের তলা অতিশয় উষ্ণ এবং পরিশেষে ঘর্ম্ম ও উদরাময় প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে রোগী ক্রমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। অনেক চিকিৎসক মনে করেন এই রোগ দৌর্ব্বল্য অথবা প্রদাহজনিত অবসাদ হেতু জন্মে। কেহ কেহ বলেন, উদর, হৃদ্‌রোগ ও গুটিল রোগের সহিত ক্ষয়জ্বর সম্বন্ধ। ক্ষয় কাসরোগেও ইহা উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ পূযসঞ্চয়, ক্ষত, বহুদিনস্থায়ী প্রদাহ, কোন ক্ষরণযন্ত্রের প্রদাহ, শারীরিক ঝিল্লীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি এই রোগের কারণ।

এই জ্বরের প্রথমাবস্থায় শরীর পাণ্ডু ও ক্ষীণ, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে নাড়ী অতিশয় বেগবতী, সামান্য পরিশ্রমেই নিঃশ্বাস অতি দ্রুত ও গাত্রচর্ম্ম অত্যন্ত উষ্ণ হয়। জ্বরের বেগ প্রথমতঃ অল্পপরিমাণেই বৃদ্ধি পায়—সায়ংকালে অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। রোগী জ্বরের পূর্ব্বে শীত এবং পরে উষ্ণতা অনুভব করে। গাত্রচর্ম্ম প্রথমে শুষ্ক থাকে, পরে ঘর্ম্মসিক্ত হয়। সায়ংকালীন উপসর্গগুলি প্রাতঃকালে আর দেখা যায় না। প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, উদরাময় আসিয়া দেখা দেয়। মূত্র কখন পাণ্ডু, কখন বা অতিশয় রঞ্জিত হয়; কখন কখন মূত্রের নিম্নভাগে চূর্ণবৎ পদার্থ দেখা যায়। রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই গণ্ডদেশে অধিক সময় রক্তবর্ণ লক্ষিত হয়। নলী ও গলদেশ লোহিত, শুষ্ক এবং প্রদাহযুক্ত, জিহ্বা পরিষ্কার রক্তবর্ণ মসৃণ ও কণ্টকশূন্য, শেষে ওষ্ঠ ও নলীদেশের ক্ষত হইতে রস নির্য্যাস, চক্ষু কোটরগত, কিন্তু উজ্জ্বল, সমস্ত অবয়ব ক্ষীণ ও কৃশ, ললাটদেশ সঙ্কুচিত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে রোগীর চুল উঠিয়া যায়, গুল্‌ফ ও পদে শোথ দেখা দেয়, সুনিদ্রা হয় না। তাহার শরীর সর্ব্বদাই অবসন্ন বোধ হয়; কিন্তু উত্তেজনার হ্রাস হয় না। পরিশেষে উদরাময় প্রবল হইয়া উঠে। রোগী ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে থাকে ও এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, অনেক সময় রোগী কথা কহিবার বা উপবেশন করিবার উপক্রম করিবার কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগী শেষাবস্থায় কখন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে। শ্বাসযন্ত্রের বিকৃতি হেতু যে প্রকার ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে শ্বাসকৃচ্ছ্র, নিষ্ঠীবন, কাস প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকে।

অনেক ভিষক্ ক্ষয়জ্বরের তিনটী অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন;—১, এই অবস্থায় ক্ষুধা ও বল সংপূর্ণরূপে নষ্ট হয় না ও জ্বরবিরামকাল বুঝিতে পারা যায়। ২, এই অবস্থায় নাড়ী সচরাচর দ্রুত ও জ্বরবৃদ্ধিকালে অতিশয় দ্রুত, রোগীর হাত ও পায়ের তলা অতিশয় উষ্ণ ও অবসাদ-উৎপাদক ঘর্ম্মোদ্গম লক্ষিত হয়, রোগী অতি শীঘ্রই কৃশ হইয়া পড়ে। ৩, এই কালে উদরাময়, শরীরের নিম্নাংশে শোথ, অত্যন্ত কৃশতা ও অতিশয় বলহানি হয়।

ক্ষয়জ্বর নানাভাগে বিভক্ত—১, পাকস্থলীগত ২, বক্ষঃস্থলগত, ৩, জননেন্দ্রিয়গত, ৪, রক্তগত, ৫, ত্বক্‌সম্বন্ধীয় ইত্যাদি।

১ পাকস্থলীগত (Gastri-hectic) ক্ষয়জ্বরে পিপাসা, মুখ শুষ্কতা, অগ্নিমান্দ্য, উদ্গার, বুক জ্বালা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। ক্রমে রোগী অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডু এবং তাহার নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। অবশেষে ক্ষয়জ্বরের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। বালকগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে নাক ফুটা, শ্লৈষ্মিকভেদ ও কৃমি নির্গম হইয়া থাকে।

২ কণ্ঠনলীক্ষত, কণ্ঠনলী কিংবা উপজিহ্বার প্রদাহ, বিভিন্ন প্রকার বায়ুনলীপ্রদাহ, ফুসফুসের কোনরূপ বিকৃতি, কিংবা বক্ষাবরণের পরিবর্ত্তন হেতু বক্ষঃস্থলগত (pectoral) ক্ষয়জ্বর জন্মে।

৩ অতিরিক্ত মৈথুন, অথবা হস্তমৈথুন ও মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনা হেতু জননেন্দ্রিয়গত (genital) ক্ষয় জ্বর উৎপন্ন হয়। জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা অথবা ফুস্‌ফুসের পীড়া হেতু যে ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে হস্তমৈথুনে বলবতী ইচ্ছা জন্মে ও এইজন্যই এই রোগ অতিশয় দুঃসাধ্য।

৪ ফুস্‌ফুস্ অথবা পরিপাচক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে রক্তস্রাবযুক্ত (hœmorrhagic) ক্ষয় জ্বর প্রকাশিত হয়।

৫ যে সমস্ত কারণে পাকস্থলীগত ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত গাত্রে উদ্ভেদ বর্ত্তমান থাকিলে চিকিৎসকগণ তাহাকে ত্বক্‌গত (cutaneous) ক্ষয়জ্বর বলিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকার ক্ষয়জ্বর সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়, তাহা মানসিক চিন্তা হেতু উৎপন্ন। কোন প্রধান অভিলষিত বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিলে, দুঃখ হেতু সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন থাকিলে অথবা প্রিয়বস্তুর অভাব হেতু সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করিলে জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ উক্তরূপ অবস্থাপন্ন হইলে তাহাদের যকৃৎ ও ফুস্‌ফুসাদি যন্ত্র বিকৃত হইয়া কঠিন ক্ষয়জ্বর উৎপাদন করে। শারীরিক মালিন্য ও কৃশতা, জ্বরের বিবৃদ্ধি, অনিদ্রা, দৌর্ব্বল্য, ঘন ঘন নিঃশ্বাস, শ্বাসকৃচ্ছ্র, কাস, প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম, ফুস্‌ফুস্ বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া রোগ সঙ্কট হইয়া পড়ে।

ক্ষয় জ্বর অধিক দিন স্থায়ী হয়। যে কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা নিবারণ করিতে না পারিলে রোগীর প্রাণ

বিনষ্ট হয়। অধিক দিন স্থায়ী প্রদাহ হেতু যদি কোন শারীরিক ঝিল্লীর কোন নিম্নতম অংশ বিকৃত অথবা যদি কোন স্থানে পূয সঞ্চিত কিংবা গুটিল রোগ হেতু ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তবে এই রোগ সহজে ভাল হয় না। কিন্তু রোগী বৃদ্ধ না হইলে আরোগ্য লাভের আশা করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা। এই জ্বরে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় ঔষধ সেবন করিলে উপকার হইতে পারে। কিন্তু তৃতীয়াবস্থায় প্রধান প্রধান উপসর্গ দূর করিবার জন্যই ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে। এ অবস্থায় ঔষধ সেবনে আরোগ্য লাভের আশা অল্প। পরিপাচক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কোন পীড়ার সহিত ক্ষয়জ্বর সংসৃষ্ট হইলে রোগীকে লঘু আহার দিবে, তাহার গৃহের বায়ু পরিশুদ্ধ রাখিবে ও অল্পমাত্রায় ipecacuanha ও anodynes মিশ্রিত বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া acetate of ammonia অথবা অল্প পরিমাণ nitrate of potash ও spirit of nitreএর সহিত cinchona কিংবা অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শারীরিক ঝিল্লীর পরিবর্তন হইলে liquor potassic অথবা Brandish's alkaline solution ও conium ব্যবস্থেয়।

বক্ষস্থলগত জ্বরে sulphate of zinks, sulphuric acid এবং বিশেষ বিশেষ মাদক ঔষধ প্রশস্ত।

মূত্রাশয়গত জ্বরের কারণ দূরীভূত করিতে পারিলে উক্ত রোগ ভাল হয়। এই অবস্থায় প্রত্যুষে গাত্রোত্থান, শারীরিক ও মানসিক ব্যাপৃতি, লঘুদ্রব্যাহার, মাদকদ্রব্য, ভ্রমণ এবং সমুদ্র যাত্রা পরিত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে রোগীর মনোযোগী হওয়া বিধেয়। ক্ষার ও খনিজপদার্থ মিশ্রিত জল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

শরীরের কোন দূষিত অংশের শোষণ অথবা প্রদাহ হেতু ক্ষয় জ্বর উৎপন্ন হইলে প্রদাহনিবারণ ও যাহাতে সেই দূষিত অংশের সংস্রবে অপর অঙ্গ দূষিত না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা বিধেয়।

Opium, morphine, hop, henbane, hemlock প্রভৃতি প্রয়োগে প্রথম এবং বলকারক, লঘু পথ্য, বিশুদ্ধ, পরিষ্কার বায়ুসেবন, বলকারক ঔষধ, পচননিবারক ও সঙ্কোচক প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া acetate of ammonia এবং acetate of morphine মিশ্র, potash ও chlorate নির্য্যাস এবং মাদক দ্রব্যের সহিত কর্পূর ব্যবহার করিবে।

Acetate of ammonia ও গোলাপজল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে গাত্রোষ্মা ও অতিরিক্ত ঘর্ম্মোদ্গম নিবারিত হয়। মৃদু বলকারক ও শৈত্যকারক ঔষধের সহিত Prussic acid মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে অস্থিরতা নিবারিত হয়।

ক্ষয়জ্বর চিকিৎসা করিতে হইলে পথ্যের প্রতি প্রধান দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ আহারের ব্যবস্থা করিবে। গাধা, গাভী ও ছাগলের দুধ, মণ্ড, টাট্‌কা মাখম, অতি পুরাতন রম মদ্যমিশ্রিত দুগ্ধ, চিঙ্গড়ি মাছ, বলকারক অন্যান্য খাদ্য ও আঙ্গুর ফল প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। পুরাতন সেরি, পোর্ট, অথবা হারমিটেজ মদ্য ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। এই জ্বরকে বিলেপীজ্বরও বলা হইয়া থাকে।

সূতিকাজ্বর (Puerperal fever)—গর্ব্ভিণী সন্তানপ্রসবের পর কখন কখন এই রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণতঃ প্রসবের পর তৃতীয় দিবসে এই জ্বর প্রকাশ পায়। এই জ্বর ভিন্ন ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডাক্তার গুচ্ (Dr. Gooch) বলেন, সূতিকাজ্বর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত প্রদাহিক ও আন্ত্রিক। ডাক্তার লী (Dr. Robert Lee) এবং ফর্গুসনের (Dr. Ferguson) মতে, ইহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রদাহিক সূতিকাজ্বর (Inflamatory)। অন্ত্রাবরণপ্রদাহ এবং কখন কখন জরায়ুঃ, অণ্ডাধার ও মূত্রাশয়াদির উত্তেজনা হেতু এই জ্বর উৎপন্ন হয়। প্রথমে শীত ও কম্প, পরে উষ্ণতা, পিপাসা, মুখের রক্তবর্ণতা, নাড়ীর দ্রুতগতি এবং ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। গাত্রের অস্বাভাবিক তাপ শীঘ্রই কমিয়া যায়; পরে বিবমিষা, বমন, যোনিদেশ হইতে উদর পর্য্যন্ত বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। ক্রমে নাড়ীর স্পন্দন উগ্র, জিহ্বা মলাবৃত ও প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প হয়।

এই জ্বর ১০।১১ দিন স্থায়ী হয়, কখন কখন রোগী প্রথম দিবসেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আন্ত্রিক সূতিকাজ্বর (Typhoid puerperal fever) এই রোগ অতিশয় সাঙ্ঘাতিক। বিভিন্ন প্রকারে ইহা প্রকাশিত হয়। এই জ্বর সামান্য আন্ত্রিক জ্বরের সহিত সম্বন্ধ এবং আন্ত্রিক জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইহাতেও তাহাই দেখা যায়।

এই রোগে ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। রোগী কয়েক ঘণ্টা এবং কখন কখন দুই চারি দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। [সূতিকাজ্বর দেখ।]

স্বেদজ্বর (sweating or miliary fever) শারীরিক

অবসাদের পর অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া এই জ্বর হঠাৎ প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে গাত্রে প্রিয়ঙ্গুবৎ উদ্ভেদ জন্মে। স্বেদ জ্বর দেশব্যাপক ও সংক্রামক। সকলের উপর এই জ্বরের প্রভাব একরূপ নহে। জ্বরের আক্রমণ মৃদু হইলে রোগী অবসাদ, ক্ষুধাহানি, চক্ষুদেশে বেদনা ও অতিশয় দাহ অনুভব করে। মুখ চট্‌চটে ও জিহ্বা কণ্টক ও মলাবৃত হয়; কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্রের অল্পতা, শ্বাসকষ্ট ও শিরঃপীড়া, নাড়ী চঞ্চল এবং অতিশয় দ্রুত, উদ্ভেদনির্গম প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে। ক্রমে রোগীর পৃষ্ঠ হইতে সর্ব্বাঙ্গে উদ্ভেদ বহির্গত হয়; সর্ব্বদাই ঘর্ম্ম বিদ্যমান এবং ইহা হইতে পচা ঘাসের গন্ধের ন্যায় এক প্রকার গন্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে। উপসর্গগুলি ১৪।১৫ দিনের অধিক কাল স্থায়ী হয় না; সাধারণতঃ ৮।৯ম দিবসেই অন্তর্হিত হয়। জ্বরের আক্রমণ প্রবল হইলে জ্বর আসিবার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই রোগী অতিশয় অবসাদ ও ক্ষুধাহানি অনুভব করিতে থাকে। শীত, রোমাঞ্চ, মস্তকঘূর্ণন, অতিশয় মস্তক পীড়া, বিবমিষা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, মেরুদণ্ড, প্রত্যঙ্গ ও উদরোর্দ্ধপ্রদেশে বেদনা, অত্যধিক ঘর্ম্মনির্গম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তন্দ্রা, প্রলাপ ও আক্ষেপ উপস্থিত হইলে রোগীর প্রাণনাশ হয়। শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ, উদরে রক্তরোধজনিত বেদনা, বক্ষে ভারবোধ, অতিশয় চিন্তা, অন্ত্রপ্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অতিশয় রঞ্জিত প্রস্রাব, প্রস্রাবকালে যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। স্বেদ জ্বরের আক্রমণ অতিশয় প্রবল হইলে ২৪ হইতে ৪৮ঘণ্টা মধ্যে অথবা ৩।৪ দিনের মধ্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২।৩ সপ্তাহ স্থায়ী হইলে সাধারণতঃ জ্বর শান্তির আশা করা যাইতে পারে।

৪৩° হইতে ৬০° উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে স্বেদজ্বরের প্রতাপ লক্ষিত হয়। আর্দ্র ও ছায়াযুক্ত স্থান, অতিশয় উষ্ণতা, অতিরিক্ত তড়িন্মিশ্রবায়ু প্রভৃতি এই রোগের উৎপাদক।

চিকিৎসা। ভিন্ন স্থানে অবস্থান, সাময়িক স্থান-পরিবর্ত্তন, স্বেদ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্রব পরিত্যাগ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। এই জ্বরের মৃদু আক্রমণে প্রয়োগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আক্রমণ প্রবল হইলে যাহাতে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি বিকৃত হইয়া কুফল উৎপাদন করিতে না পারে, তদ্রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রক্তমোক্ষণ করিলে জ্বর হ্রাস হইতে পারে। পলস্ত্রা, সর্ষপলেপ ও বিরেচক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। উদ্ভেদ বহির্গত হইবার পর রক্তমোক্ষণ করা অবিধেয়। কেহ কেহ বলেন, প্রথমাবস্থায় শীতল জলসিঞ্চনে উপকার পাওয়া যায়। আর্দ্রকারক পুলটিস্ স্বেদ প্রদানে ও উপযুক্ত কোন ঔষধ পিচকারি প্রয়োগে উদর মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিলে উদরবেদনা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য হইলে প্রচুর পরিমাণে রক্তমোক্ষণ ও বাহ্য প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা কেহ কেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু এক সময়ে অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হইলে রোগীর অঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। অবস্থাবিশেষে camphor, ammonia, serpentaria প্রভৃতি ব্যবস্থেয়।

পথ্য। প্রথম ৪।৫ দিন রোগীকে কোনরূপ বলকারক খাদ্য দিবে না; ঈষদুষ্ণ ও সামান্য তরল পদার্থ ব্যবস্থা করিবে, ৬ষ্ঠ, ৭ম কিংবা ৮ম দিবসে অল্প পরিমাণে কচি পাঁঠা কিংবা কুক্কুটের জুষ দেওয়া যাইতে পারে। ক্রমে খাদ্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবে। অন্যান্য সংক্রামক রোগের ন্যায় স্বেদজ্বরেও পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

প্রদাহিক জ্বর (inflamatory fever)। এই জ্বরে মস্তক, পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গে বেদনা, গাত্র চর্ম্ম অতিশয় উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, অত্যন্ত পিপাসা, রঞ্জিত ও অল্প পরিমিত মূত্র, কোষ্ঠবদ্ধতা, চাঞ্চল্য, চিন্তা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনী বা শিরা অত্যধিক উত্তেজিত হইলে এই জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রৌঢ়, অধিক মেদবিশিষ্ট, ক্রোধনস্বভাব, অপরিমিতাহারী ও অতিশয়ব্যায়ামশীল ব্যক্তিগণ এই জ্বরে আক্রান্ত হয়। অতিশয় শীতল ও অতিশয় উষ্ণ প্রদেশে প্রদাহিক জ্বরের প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যালেরিয়া হইতেও এই জ্বর উৎপন্ন হইতে পারে। ম্যালেরিয়া-সংসৃষ্ট না হইলে প্রদাহিক জ্বর শীঘ্রই উপশান্ত হইয়া থাকে।

সচরাচর শারীরিক কোন যন্ত্রের বিকৃতি না থাকিলে কঠিন এবং তদ্রূপ কোন উৎপাত না থাকিলে সরল প্রদাহিক জ্বর জন্মিয়া থাকে। শীত ও বসন্তকালে এই জ্বর দেখা দেয়। সরল অবস্থায় এ জ্বর আদৌ সংক্রামক বা দেশব্যাপক নহে।

এই রোগ যত বৃদ্ধি হয়, উপসর্গও তত বাড়িতে থাকে; জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হয় এবং অনিদ্রা জন্মে। এই রোগে বালকদিগের তন্দ্রা এবং বৃদ্ধগণের প্রলাপ লক্ষিত হয়। সন্ধ্যাকালে উপসর্গের প্রাবল্য দেখা যায় এবং প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম হইয়া উপসর্গ নিবৃত্ত হইতে থাকে। তৃতীয় ও কখন কখন পঞ্চম দিবসে জ্বর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ ১৪ দিবসের অধিককাল স্থায়ী হয় না। কঠিন প্রদাহিক জ্বরে রোগী প্রায়ই প্রাণত্যাগ করে। এই জ্বর দুই হইতে ৬ দিবস স্থায়ী হয়। সচরাচর ৪র্থ কিংবা ৫ম দিবসে রোগীর জীবন শেষ হয়।

চিকিৎসা। সরল ও কঠিন উভয়বিধ প্রদাহিক জ্বরেই একপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় সুবিধানুসারে শিরা ও ধমনী হইতে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পরে বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থেয়। এই জ্বরের কোন অবস্থায় বমনকারক ঔষধ উপকারী নহে। Nitrate of potash, nitrate of soda, muriate of ammonia উত্তেজনাকালে ব্যবস্থেয়। এক স্ক্রুপল নাইটার ও ১২ গ্রে ণ মিউরিএট অব আমোনিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবনীয়। ধমনীর ক্রিয়া মন্দীভূত হইলে পলস্ত্রা প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত অবসাদ বা তন্দ্রা থাকিলে মস্তকে পলস্ত্রা দেওয়া যাইতে পারে—অন্য সময় নহে।

সাধারণতঃ নূতন মহাদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই জ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্বরে সমুদ্রজল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। কর্পূরের সহিত nitrate of potash ও muriate of ammonia মিশ্র কিংবা citrate অথবা tartarate of potash ব্যবহারে যথেষ্ট উপকারের আশা করা যাইতে পারে। কখন কখন এই জ্বর স্বল্পবিরামজ্বরের ন্যায় হইয়া উঠে। তখন বিরামাবস্থায় sulphate of quinine ব্যবহার করা আবশ্যক।

পৈত্তিকজ্বর (Bilio-gastric fever)। শীত, কম্প, পরিপাচক শ্লেষ্মা ও পিত্তের বিকৃতি এই জ্বরের নিদান। রোগ কঠিন হইলে রোগীর শরীর পীতবর্ণ হয়। উষ্ণ, জলাভূমি ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এই রোগ দেশব্যাপক অথবা কখন কখন অত্যন্ত বর্ষণ ও বন্যার পর ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে। পিত্তপ্রধান ও মাদক-সেবী ব্যক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হয়।

জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়া বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, অতিশয় রৌদ্র অথবা রাত্রির শীতল বায়ু সেবন, অপরিমিত আহার বা পান, অতিশয় পরিশ্রম ও ক্রোধপ্রকাশ করিলে এই জ্বরে আক্রান্ত হইতে হয়। জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে অবসাদ, বিবমিষা, ক্ষুধাহানি, পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, জিহ্বা পীতবর্ণ ও শ্লেষ্মাবৃত, মুখ চট্‌চটে, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। ক্রমে শিরঃপীড়া, বমন, দাহ, অস্থিরতা, অনিদ্রা, উদরবেদনা, চক্ষু জলভারাক্রান্ত, মুখ রক্তবর্ণ, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট ও নাড়ী দ্রুত, অতিশয় পিপাসা, পিত্তময় মলনির্গম, মূত্র অল্প পরিমিত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এই জ্বরে সময় সময় শরীরের উদ্ধাংশে ঘর্ম্ম কিন্তু গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

৩য়, ৪র্থ অথবা ৫ম দিবসে প্রাতঃকালে জ্বরের বিরাম দেখা যায়; কিন্তু সন্ধ্যাকালে উপসর্গগুলি বাড়িয়া উঠে। ৭ম ও ৮ম দিবস পর্য্যন্ত রোগ অতিশয় বৃদ্ধি হয়; এই কালে রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। সময় সময় তন্দ্রা, প্রলাপ ও নাড়ীর স্পন্দনহীনতা উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় কখন কখন রোগী প্রাণত্যাগ করে।

প্রথম হইতে চিকিৎসা করিলে এই জ্বর ৭ দিনের মধ্যেই উপশান্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় ঔদাস্য প্রকাশ করিলে এই রোগে প্রায়ই ৮ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। এই রোগ কখন যকৃৎ-স্ফোটক বা পীড়া, কখন বা স্বল্পবিরাম বা সবিরাম জ্বরে পরিণত হয়।

চিকিৎসা। জ্বর প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বমনকারক ঔষধ, গরম স্বেদ, বিরেচক ঔষধ, Citrate of potash, nitrate of potash এবং muriate of ammonia ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল হইতে পারে। প্রদাহিক ও স্বল্পবিরাম জ্বরে যে যে ঔষধ ব্যবস্থেয়, পৈত্তিকজ্বরেও প্রায় সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

শ্লৈষ্মিকজ্বর (Mucous fever)—এই জ্বরে শীত, শ্লেষ্মা নির্গম, পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গে বেদনা ও সময় সময় ঈষৎ বিরাম দৃষ্ট হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অবসাদ, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অত্যধিক রাত্রিজাগরণ, নিম্ন ও আর্দ্রস্থানে বাস, রৌদ্র ও আলোকের অভাব, অপরিচ্ছন্নতা, খাদ্যের অপচার, অপরিমিত বিরেচকাদি সেবন, অল্পাহার প্রভৃতি কারণে এই জ্বর জন্মে। শীত ও শরৎকালে ইহার প্রকোপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শরীরের গুরুত্ব ও বিষণ্ণতা, ক্ষুধাহানি, বেদনা, সুনিদ্রার অভাব, অম্ল উদ্গার, শীত প্রভৃতি উপসর্গ জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে উৎপন্ন হয়। ক্রমে অরুচি, ঈষৎ পিপাসা, বমন, উদরে ভারবোধ, উদরাধ্মান, অন্ত্রের শিথিলতা, জিহ্বা শ্লেষ্মাবৃত, মুখ বিরস, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন শ্লৈষ্মিক উদরাময়, কখন কোষ্ঠবদ্ধতা ও সময় সময় কৃমিনির্গম দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে জ্বরবেগ বৃদ্ধি ও সেই সময় গাত্র অতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠে। শিরঃপীড়া, মানসিক বিশৃঙ্খলা, নিদ্রাকর্ষণ অথচ নিদ্রা যাইবার অসামর্থ্য, বিষাদ, চাঞ্চল্য, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, কাস, কর্ণে শব্দ, বধিরতা প্রভৃতি উপসর্গ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়।

এই জ্বর দুই দিন হইতে সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। শরীর ও নাড়ী পরীক্ষা করিলে সময় সময় ঈষৎ বিরামের উপলব্ধি হয়। কিন্তু বিরাম যত স্পষ্ট হয়, রোগও তত বেশী দিন স্থায়ী হয়। আরোগ্যকালে পুনরায় আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। এইকালে পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ও রোগীকে আর্দ্র বা শীতলস্থানে ও বাহিরের বায়ুতে যাইতে

দেওয়া উচিত নহে। শ্লৈষ্মিকজ্বর পুনরায় প্রকাশ পাইলে সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরে পরিণত হইতে পারে।

চিকিৎসা। কেহ কেহ বলেন, প্রথমে বমনকারক ঔষধ, পরে অহিফেন ও নাইটার, তৎপরে কর্পূর ও হাইড্রাগিরাম্ (Hydragyrum cumcreta), শেষে মৃদুবিরেচক, বলকারক ঔষধ ও খাদ্য ব্যবস্থা করিবে। যখন বিরাম হইবে, তখন সল্‌ফেট্ অব্ কুইনাইন সেবন করাইবে।

কালাজ্বর (Black fever)। সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া হইতে এই জ্বর উৎপন্ন হয়। এই জ্বরে সমস্ত শরীর একরূপ কাল হইয়া যায়। আসামে এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে অধিকাংশ রোগীই প্রাণত্যাগ করে।

ডেঙ্গোজ্বর। ২২৷২৩ বৎসর গত হইল, এই জ্বর আমাদিগের দেশে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা আমেরিকা হইতে আইসে। এই জ্বরে সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা হয়, সঙ্গে সঙ্গে কাস ও ছর্দ্দি বর্ত্তমান থাকে। এই জ্বর ৫৷৬ দিন স্থায়ী হয়; তাহার অন্তে রোগী আরোগ্য লাভ বা প্রাণত্যাগ করে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)। এটীও য়ুরোপীয় জ্বর। উষ্ণ প্রধানদেশে ইহার তত প্রকোপ দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এ জ্বর আদৌ ছিল না; ৭৷৮ বৎসর হইল ইহা আবির্ভূত হইয়াছে। এখন প্রায় প্রতি বৎসরেই শীতকালের শেষভাগে এই জ্বর দৃষ্ট হয়। এই জ্বরে রোগী সর্ব্বশরীরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে এবং ছর্দ্দি ও কাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ জ্বর ডেঙ্গোজ্বরের ন্যায় ভয়াবহ নহে। রোগী প্রায়ই আরোগ্য লাভ করে। তিনদিন পর্য্যন্ত জ্বর বিদ্যমান থাকে, পরে অদৃশ্য হয়।

উপরে যতপ্রকার জ্বর উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার প্রায় অধিকাংশই পূর্ব্বে আমাদের দেশে দৃষ্ট হইত না। কেহ কেহ বলেন, জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনে ভারতবর্ষে উক্ত প্রকার রোগের আবির্ভাব ও বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা তত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শীতপ্রধানদেশে যে প্রকার ঔষধ উপযুক্ত, তাহা (আমাদিগের উষ্ণ প্রধানদেশে) সেবন ও শীতপ্রধান দেশোপযোগী খাদ্যাদি ভক্ষণ ও পরিচ্ছদাদি পরিধান করায় আমাদের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া বিবিধ প্রকার পীড়া উৎপাদন করিতেছে। অনেক জ্বর সংক্রামক ধর্ম্মাক্রান্ত; সুতরাং ক্রমশঃ দেশব্যাপী হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে।

নিম্নে জ্বর সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক মতে যে জ্বরের যে অবস্থায় যে ঔষধ দেওয়া যায়, তাহা লিখিত হইতেছে।

১। সবিরাম জ্বর।

একোনাইট্—অতিশয় শীত, মস্তক ও মুখ অতিশয় উষ্ণ, জ্বরকালে কাস, মানসিক ও স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা, বক্ষে আক্ষেপ, হৃৎকম্প।

এণ্টিমনি—পাকস্থলীগত অসুখ, জিহ্বা শ্বেত মলাবৃত, অতিশয় বিষাদ, অত্যন্ত শীত, চট্‌চটে ঘর্ম্ম।

এপিস্‌মেল—পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম ও শুষ্কতাপ্রকাশ, বামপার্শ্বে বেদনা, মলত্যাগকালে উদরে অতিশয় কষ্টানুভব।

আর্সেনিক—শিরঃপীড়া, ভ্রমি, হাইতোলা, গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ কিন্তু অভ্যন্তরে অতিশয় শীতানুভব, জ্বরকালে অতিশয় যন্ত্রণা, অস্থিরতা ও মৃত্যুভয়, জ্বর বৃদ্ধিকালে অতিশয় অবসাদ ও অতিশয় তৃষ্ণা।

বেলেডোনা—অতিশয় জ্বর কিন্তু ঈষৎ শীত, অথবা অল্প জ্বরে অতিশয় শীত। শরীরের কতকাংশ শীতল, কতক উষ্ণ, অতিশয় শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, ওষ্ঠ শুষ্ক ও শ্বাসরোধ অনুভব।

ব্রাইওনিয়া—অতিশয় শীত ও পিপাসা, অত্যন্ত কাস, বক্ষে উদরে ও যকৃতে আক্ষেপ, মল কঠিন ও শুষ্ক, রোগী অতিশয় ক্রোধপরায়ণ।

ক্যাল-কার্ব—শীত, কখন দাহ, কিঞ্চিৎ বধিরতা, পা আর্দ্রবস্ত্রাবৃতের ন্যায় বোধ, দৌর্ব্বল্য, ভ্রমি ও শ্বাসহ্রস্বতা, উদরাময়, শ্বেতাভ মল, অগ্নিমান্দ্য।

ক্যাপ্‌সিকম্—শীত ও তৃষ্ণা, পরে দাহ, কিন্তু তৃষ্ণাভাব, পুনরায় শীত, উষ্ণ বস্তু অভিলাষ, জ্বরকালে তন্দ্রা ও ঘর্ম্ম, ও প্রত্যঙ্গে বেদনা।

কার্বো ভিজিটেব্‌লিস্—দন্তশূল এবং প্রত্যঙ্গে বেদনানুভব, পরে জ্বরপ্রকাশ, শীত ও তৎকালে পিপাসা, ভ্রমি, মুখ রক্তবর্ণ, বমনেচ্ছা। আহার ও পানকালে উদরগহ্বর যেন ফাটিয়া যায় এইরূপ অনুভব।

সেড্রন্—অত্যন্ত শীত, অঙ্গাকর্ষ, শরীরের নিম্নাংশ ছিড়িয়া যায় এইরূপ যন্ত্রণাবোধ, দাহ, ঘর্ম্ম, হস্তপদ প্রভৃতি স্থানে স্পর্শজ্ঞানশূন্যতা।

কামোমিলা—অল্প শীত, অতিশয় দাহ ও স্বেদ, দাহকালে অত্যন্ত তৃষ্ণা; মুখ রক্তবর্ণ অথবা কপোলের একদিক্ রক্তবর্ণ, অপরদিক্ পাণ্ডুবর্ণ, প্রস্রাব।

চায়না—বমি, শিরঃপীড়া, ক্ষুধা, যন্ত্রণা এবং হৃৎকম্প হইয়া জ্বর-বৃদ্ধি, শীতল ও নীলবর্ণ, কর্ণে ঝন ঝন শব্দ, ভ্রমি, প্লীহা ও যকৃতে বেদনা, মলিন ও পাণ্ডুবর্ণ দেহ, পচা বা গলিত দ্রব্যোদগত বাষ্পনির্গম।

সিনা—বমি, ক্ষুধা, পিপাসা, জ্বরবৃদ্ধিকালে মুখে অতিশয়

শোথ, সর্ব্বদা নাসিকা কণ্ডুয়ন, রাত্রিকালে চাঞ্চল্য, কনীনিকা প্রসারিত, জিহ্বা পরিষ্কার।

ইউপেটোপার্—শীতের পূর্ব্ব হইতেই পিপাসা আরম্ভ, আঙ্গুলশক্ত; প্রাতে ৭।৯ ঘটিকার সময় জ্বরবেগ বৃদ্ধি, শীতভোগকালে পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, পিত্তবমন, ঘর্ম্ম।

পেরম্—শীত, পিপাসা, মাথাধরা, ত্বক্‌গত ধমনী স্ফীতি, চক্ষুর চারিপার্শ্বস্থ স্থানের স্ফীতি, রোগী যা খায় তাই উঠিয়া পড়ে, সামান্য চিন্তা বা পরিশ্রমে মুখ রক্তবর্ণ হয়, শারীরিক বলের অতিশয় হানি, পায়ে শোথ।

জেল্‌সিমিয়াম্—প্রথমে শীত পরে ঘর্ম্ম, দাহ, স্নায়বিক চাঞ্চল্য ও মানসিক চিন্তা, ভ্রমি, আলোক ও শব্দ অসহ।

ইগ্‌নেসিয়া—কেবলমাত্র শীতের সময় পিপাসা; বাহ্য উত্তাপ কিন্তু অন্তরে কাঁপনি, জ্বরকালে গাত্রে পীতপর্ণিকা।

ইপিকাক্—অতিশয় শৈত্য, অল্প উত্তাপ অথবা অতিশয় উত্তাপ, অল্প শৈত্য, হাই উঠিয়া জ্বর বৃদ্ধি, মুখে অতিশয় লালা সঞ্চয়, বিবমিষা ও বমনপ্রাবল্য। জ্বর বিচ্ছেদকালে পাকস্থলীগত পরিবর্ত্তন।

লাইকোপোডিয়াম্—অপরাহ্ণ ৪টার সময় জ্বর হ্রাস, পাকস্থলী ও উদরগহ্বরে সর্ব্বদা ভারবোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্র রক্তবর্ণ।

নক্সভমিকা—রাত্রিতে কিংবা প্রত্যূষে জ্বর বৃদ্ধি, অধিকক্ষণ স্থায়ী শীত, মুখ শীতল ও নীলাভ, হাতের নখ নীলবর্ণ, অতিশয় উষ্ণতা, পিত্তগত উপসর্গ; পৃষ্ঠদণ্ডের নিম্ন প্রান্তস্থ অস্থিতে বেদনা, জ্বরকালে মাথা ধরা, ভ্রমি, মুখ রক্তবর্ণ, বক্ষে বেদনা ও বমন।

ওপিয়ম্—তন্দ্রা অথবা অতিরিক্ত নিদ্রা, নাসিকা ধ্বনি, হা করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস লওয়া, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকালে নাকডাকা, মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখ রক্তবর্ণ ও স্ফীত।

পল্‌সাটিলা—অপরাহ্ণে ও সায়াহ্নে জ্বরের অধিক আক্রমণ, যুগপৎ শীত ও দাহ, শ্লেষ্মা বা পিত্তবমন, জিহ্বা মলাবৃত, প্রাতঃকালে মুখের বিরসতা, পেটের সামান্য অসুখ হইলেই জ্বরের পুনরাক্রমণ, চক্ষু ছল ছলে, অগ্নিমান্দ্য।

কুইনাইন্ সল্‌ফ—একদিন অন্তর একদিন শীত, তৃষ্ণা, কম্প, ওষ্ঠ, নখ নীলাভ, মুখপাণ্ডু, অত্যন্ত দাহ, পিপাসা।

রস্‌টক্স—দিবসের শেষাংশে জ্বরবৃদ্ধি, প্রত্যঙ্গাদির আক্ষেপ, ক্ষুণ্ণ, শরীরের কোন অংশ শীতল, কোন অংশ উষ্ণ, দাহকালে পীতপর্ণিকার উদ্ভেদ, অস্থিরতা, অতিশয় কাস।

সেম্বুকাস্—অতিশয় ঘর্ম্ম, শীতহেতু শরীর সুড়সুড়ী বোধ, শুষ্ক কাস, হাত ও পা বরফের ন্যায় শীতল, মুখ অত্যন্ত উষ্ণ।

সিপিয়া—শীত, চক্ষু ও ললাটে ভারবোধ, হস্তাদি অসাড়, ভ্রমি, পিপাসা অভাব, মূত্র পাংশুবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত।

সল্‌ফর—সন্ধ্যাকালে অথবা রাত্রিতে প্রথমে পিপাসা ও অবসাদ, পরে জ্বরের আক্রমণ, শৈত্য, পিপাসা ও হাতে পায়ে দাহ-অনুভব, তালুদেশে অতিশয় দাহ, দৌর্ব্বল্য, প্রাতঃকালে উদরাময়।

ভেরাট আল্‌ব—অত্যন্ত শৈত্য কিন্তু অন্তরে দাহ, ঘর্ম্মাবস্থায় অতিশয় পিপাসা, অতিশয় বলহানি, বমন, উদরাময়।

একখানি কম্বল গরমজলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া লইবে, শৈত্যাবস্থায় রোগীর হাটু পর্য্যন্ত উহা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে এবং তাহাকে গরমজল খাইতে দিবে।

দাহকালে রোগীর শরীরে গরমজল শুষাইতে পারিলে উপকার হয়। যাহাতে রোগীর গৃহে রাত্রিকালে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

২। স্বল্প-বিরামজ্বর।

একোনাইট—শীত, অতিশয় জ্বর, তৃষ্ণা, মুখলাল, ঘননিঃশ্বাস, জল ব্যতীত সর্ব্ব দ্রব্যেই অরুচি, পিত্তবমন, প্রস্রাব অল্প রক্তবর্ণ, যকৃৎ প্রদেশে আক্ষেপ, চিন্তা ও চাঞ্চল্য।

ব্রাওনিয়া—মস্তকঘূর্ণন, দৌর্ব্বল্য, বমি, কপালে ভারবোধ, মাথাধরা, ওষ্ঠ শুষ্ক, জিহ্বা শ্বেত অথবা পীত মলাবৃত, খাদ্যে ও পানীয়ে বিকৃত আস্বাদ, মলবদ্ধতা, শুষ্ক, শক্তমল, প্রদাহসূচক ভাব।

ক্যামোমিলা—রোগী অতিশয় ক্রোধী, জিহ্বা শাদা অথবা পীত মলাবৃত, অরুচি, বমন, উদরস্ফীতি, মল সবুজ ও জলযুক্ত; কামল-রোগীর ন্যায় মুখাকৃতি।

চায়না—শীত পরক্ষণে গ্রীষ্ম, গাত্রচর্ম্ম শীতল ও নীলবর্ণ, কাণে শব্দ, ভ্রমি, যকৃৎ ও প্লীহাদেশে বেদনা, আকৃতি ম্লান, পাণ্ডু।

কর্ণাস্—মাথাধরা, কনীনিকায় বেদনা, পর্য্যায়ক্রমে দাহ, শীতলতার উদ্গম, ক্ষুধাহানি, পেটে হুড়হুড় শব্দ, দৌর্ব্বল্য, মল কৃষ্ণবর্ণ, পিত্তযুক্ত।

জেল্‌সিমিয়াম্—চোখের পাতায় ভারবোধ, যকৃতে রক্তাধিক্য, ভ্রমি, অন্ধকার দর্শন, পায় অতিশয় বেদনাবোধ। চঞ্চল এবং স্নায়বিক ও অপস্মার রোগাক্রান্ত স্ত্রীর পক্ষে ব্যবস্থেয়।

ইপিকাক্—তীব্র মাথা ধরা, জিহ্বা শ্বেত অথবা পীত মলাবৃত, প্রাতঃকালে বিকৃত আস্বাদ, অনবরত বিবমিষা, ভুক্ত দ্রব্য ও পিত্ত প্রভৃতি বমন, উদরাময়, মল উৎসিক্ত অথবা ফেনিল গুড়ের ন্যায়।

লেপ্টাণ্ড্রিয়া—ললাটের সম্মুখভাগে সর্ব্বদা মাথাধরা,

জিহ্বার মধ্যভাগে পীতবর্ণ; পিত্তবমন, যকৃতে তীব্র যাতনা অনুভব, ন্যাবা; মল কৃষ্ণ অথবা মৃত্তিকাবর্ণ কম্পবোধ, পৃষ্ঠ-দেশে বেদনা।

মারকিউরিয়স্—মুখ পাণ্ডু, পীত অথবা মৃত্তিকাবর্ণ; দুর্গন্ধ-যুক্ত নিঃশ্বাস; ওষ্ঠ কপোল ও মাড়ী স্ফোটক, উদরদেশ স্পর্শাসহিষ্ণু, যকৃতে যন্ত্রণা, উদরাময়, মল গাঢ় সবুজবর্ণ অথবা গন্ধকবৎ পীতবর্ণ, মূত্র গাঢ় রক্তবর্ণ।

নক্সভমিকা—রোগী ক্রোধপ্রবণ এবং একা থাকিতে অভিলাষী, অতিশয় মাথাধরা, অরুচি, তীব্র উদ্গার, ভুক্তদ্রব্য অথবা দুর্গন্ধ শ্লেষ্মাবমন, পেটে সঙ্কোচবৎ বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, রাত্রি ৩টার পর রোগীর নিদ্রাহীনতা এবং প্রাতের অবস্থা অতিশয় মন্দ।

পোডোফাইলাম্—মনের প্রফুল্লতানাশ, জিহ্বায় দাঁতের কামড়ের ন্যায় দাগ, তীব্র আস্বাদ ও অরুচি, পিত্তবমন, মূত্র কৃষ্ণবর্ণ, গাত্রচর্ম্ম পীতবর্ণ, যকৃতে বেদনা।

পল্সাটিলা—অতিশয় বিমর্ষ, প্রতি দ্রব্যে বিরক্তি, উঠিলেই অন্ধকার দর্শন ও ভ্রমি, আধকপালে মাথা ধরা, চোখ নাড়িলেই বোধ হয় যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িবে। মুখে দুর্গন্ধ, বিবমিষা, অরুচি, রাত্রিকালে ভেদ, মল জলযুক্ত অথবা পিত্তের ন্যায় সবুজ।

সল্ফার—নিতান্ত স্ফূর্ত্তিহীনতা, ক্রন্দনেচ্ছা, বসিলেই ভ্রমি বোধ, তালু সর্ব্বদা গরম, অরুচি, ক্ষুধাহানি, কটু উদ্গার, যকৃতে খোঁচ, প্রাতঃকালে উদরাময়।

জ্বরকালে রোগীকে অল্প আহার দিবে। তৃষ্ণা ও বমি নিবারণ করিবার জন্য শীতলজল অথবা বরফ ব্যবহার্য্য। উপশমকালে ভাত, শস্য চূর্ণ, মণ্ড, টাটকা মাখন প্রভৃতি সেবন করাইবে। দুধ, চা, শাকসবজী, সুপক্কফল ক্রমে ক্রমে ব্যবস্থেয়। যে গৃহে উত্তমরূপে বায়ু সঞ্চালিত হয়, তদ্রূপ ঘরে রোগীকে রাখিবে। ঈষৎ উষ্ণজল সহযোগে রোগীর শরীর মুছাইয়া দিবে।

৩। আন্ত্রিক জ্বর।

একোনাইট্—শৈত্য, একজ্বর, নাড়ী বেগবতী, দাহ, তীব্র পিপাসা, মনে অতিশয় চিন্তা ও ভয়, স্নায়বিক উত্তেজনা; মাথাধরা (যেন কপাল ফাটিয়া পড়ে); ভ্রমি।

ব্যাপ্টিসিয়া—মুখ গাঢ় রক্তবর্ণ, চৈতন্যনাশক মাথাধরা, জিহ্বা মলাবৃত পাংশুবর্ণ ও শুষ্ক, দন্তশর্করা, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, দূষিত ও দুর্ব্বলকারক উদরাময়, ঘর্ম্ম, মূত্র ও মল অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত।

ব্রাওনিয়া—মুখ রক্তবর্ণ ও স্ফীত, ওষ্ঠ শুষ্ক পাংশুবর্ণ ও ফাটা, ঘন শ্বেত অথবা পীতবর্ণ জিহ্বালেপ, অতিশয় মাথাধরা, দিবারাত্রি প্রলাপ, বিবিধ মানসিক কল্পনা, অনবরত ঘুমাইবার ইচ্ছা এবং সময় সময় চমক ও স্বপ্ন অথবা অনিদ্রা, অস্থিরতা, মুখ শুষ্কতা, বমন, দুর্ব্বলতা, পেটে অসহনীয় বেদনা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, শুষ্কশক্ত মল।

বেলেডোনা—মুখ স্ফীত ও রক্তবর্ণ, কণীনিকা প্রসারিত, ধুকধুকে মাথাধরা ও নীলা স্পন্দনশীলতা, শব্দ আলোক ও গোলযোগ অসহ্যবোধ, প্রলাপ, কামড়ান, ঝগড়া করা, মারা প্রভৃতি ব্যাপারে ইচ্ছা, নিদ্রাকালে লম্ফন ও ধাবন, নিদ্রেচ্ছা, কিন্তু নিদ্রায় অক্ষমতা, জিহ্বা শুষ্ক রক্তবর্ণ, উদরগহ্বরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, শয্যা অসহ্যবোধ।

রসটক্স—অবসাদ, মুখ রক্তবর্ণ ও স্ফীত, চক্ষু প্রদেশে নীল দাগ, ওষ্ঠ শুষ্ক পাংশু অথবা কৃষ্ণ, জিহ্বা শুষ্ক রক্তবর্ণ ও মসৃণ অথবা অগ্রভাগে ত্রিভুজাকারে রক্তবর্ণ, প্রলাপ, শ্রবণ-শক্তির হীনতা, শুষ্ক ও কষ্টদায়ক কাস, প্রত্যঙ্গে বেদনা, উদরা-ময়, অনিচ্ছায় মলত্যাগ, অবসন্নতা, রাত্রিতে অবস্থা মন্দ।

আর্শেনিক—মুখ পাণ্ডু ও মৃতদেহবৎ শীর্ণ, কপালে শীতল ঘর্ম্ম, সর্ব্বদা ওষ্ঠ চোষা, ওষ্ঠ শুষ্ক ও ফাটা, জিহ্বা শুষ্ক নীলাভ বা কৃষ্ণ এবং উহা বর্দ্ধিত করিবার অসামর্থ্য। অতিশয় পিপাসা, প্রায় সর্ব্বদাই অল্প অল্প জলপান, তন্দ্রা ও প্রলাপ এবং প্রত্যঙ্গ কম্পন, অত্যন্ত অবসাদ ও যন্ত্রণা, মৃত্যুভয় ও চাঞ্চল্য।

এপিস্মেল—অজ্ঞানাবস্থা, প্রলাপ, জিহ্বা বাহির করিবার অসামর্থ্য, জিহ্বাক্ষত, মুখ ও জিহ্বা শুষ্কতা, গিলিবার কষ্ট, পেটে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা সর্ব্বদা দুর্গন্ধযুক্ত, সরক্ত শ্লৈষ্মিক মল, বক্ষে ও উদরে প্রিয়ঙ্গুবৎ উদ্ভেদ, অতিশয় দৌর্ব্বল্য।

আর্ণিকা—উদাসভাব, জিহ্বা শুষ্ক ও মধ্যস্থলে পাংশু চিহ্ন, মানসিক বিশৃঙ্খলা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনাবোধ এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন, শয্যা শক্ত বোধ, অনিচ্ছায় প্রস্রাব।

লাইকোপোডিয়াম্—মুখশ্রী পীত ও মৃত্তিকাবৎ, জিহ্বা শুষ্ক কাল ও শ্লেষ্মাবৃত; প্রলাপ, তন্দ্রা, মুখ হাঁ করিয়া প্রশ্বাস ত্যাগ, অবসাদ, চোয়াল ভাঙ্গিয়া পড়া; কপোলদেশে বর্ত্তুলাকার রক্তবর্ণ, মানসিক বিশৃঙ্খলা, উদরে গড়গড় শব্দ ও ভারবোধ, একা থাকিতে হইবে এইরূপ ভয়, মূত্রে রক্তবর্ণ বালুকাবৎ পদার্থ, বামপার্শ্বে শুইতে অনিচ্ছা, ঘুম হইতে উঠিলে অত্যন্ত প্রদাহ, অপরাহ্নে ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত অবস্থা মন্দ।

মারকিউরিয়স্—অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, দন্তে বিকৃত আস্বাদ, দন্তমূল স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত; উদর ও যকৃতে বেদনা, ঘর্ম্ম, সবুজ পীতাভমল; বর্ষাকালে ও রাত্রিতে উপসর্গ বৃদ্ধি।

ফস্ এসিড—অতিশয় ঔদাসীন্য, কথা কহিতে অনিচ্ছা, ফ্যাল ফ্যালে চাহনি, প্রলাপ, পেটে গুড় গুড় শব্দ, জলবৎ উদরাময়, নাড়ী দুর্ব্বল ও সময় সময় স্পন্দনহীনতা।

ক্যাল্ক কার্ব—বুক ধুকধুকনি, নাড়ীর কম্পন, চিন্তা ও চাঞ্চল্য, নৈরাশ্য, নিদ্রিত হইলে কুচিন্তা হেতু জাগরণ, শুষ্ক কাস, তীব্র উদরাময় ও মানসিক কষ্ট।

কার্ব্বো ভেজিটেবলিস্—মুখ পাণ্ডু ও সঙ্কুচিত; চক্ষু কোটরগত জ্যোতিহীন এবং দর্শনশক্তির হ্রাস; জিহ্বা শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ এবং সময় সময় কম্পমান; জীবনীশক্তির সঙ্কোচ, পাতলা উদরাময়, অবসাদ, দাহ, শরীরের শেষভাগ শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত।

ওপিয়াম্—মুখ স্ফীত, তন্দ্রা, প্রলাপ, চক্ষু উন্মীলিত, নাড়ী দুর্ব্বল অথবা শীঘ্রগতিসম্পন্ন; মূত্রহীন মলত্যাগ।

ফস্ফরস্—তন্দ্রা, ওষ্ঠ এবং মুখ শুষ্ক ও কাল, মানসিক বৃত্তির হীনভাব, অল্প প্রলাপ, শীতল বস্তু অভিলাষ, পীতদ্রব্য বমন, দৌর্ব্বল্য, উদরে খালিবোধ।

ককিউলাস্—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মানসিক বিশৃঙ্খলা, অস্পষ্ট কথন, ভ্রমি, বিবমিষা, মস্তক ও মুখ উষ্ণ।

কল্চিকম্—মুখ সঙ্কুচিত, উদরে বেদনা, উদরাময়, নীলবর্ণ জিহ্বা ও শীতল নিঃশ্বাস।

জেল্সিমিয়াম্—স্নায়বিক উপসর্গ, মস্তকে অতিশয় ভার বোধ, জিহ্বা পীতাভ, শাদা অথবা পাংশু, স্নায়বিক শৈত্য, দাঁত কড়মড়ি, পিপাসা, অভাব।

হমমেলিস্—অতিশয় রক্তস্রাব, উদরগহ্বর ও উরুদেশে বেদনাবোধ, রক্তস্রাব।

হাইওসিয়ামস্—মুখ স্ফীত ও রক্তাভ, ওষ্ঠ ঝলসিতবৎ, অতিশয় প্রলাপ, বাক্শক্তি ও জ্ঞাননাশ, শয্যা খুঁটুনি ও বিড় বিড় শব্দ, অতিশয় চাঞ্চল্য, শয্যা হইতে লম্ফন ও অন্যত্র যাইবার চেষ্টা, চক্ষু রক্তবর্ণ ও কণীনিকা ঘূর্ণায়মান, অঙ্গ আক্ষেপ।

লাকেসিস্—জিহ্বা শুষ্ক রক্তবর্ণ অথবা কাল অগ্রভাগ, ওষ্ঠ ফাটা ও রক্তাক্ত; অচৈতন্য, প্রলাপ, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, নিদ্রার পর উপসর্গের আধিক্য। রোগী মনে করে সে মরিয়াছে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করা হইতেছে।

ষ্ট্রামোনিয়ম্—জ্ঞানহানি, অনবরত কথন, সর্ব্বদা উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন, প্রলাপ ও অতিরিক্ত জল পান, শয্যা হইতে অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা, দন্তশর্করা, ওষ্ঠে ক্ষত, জলপানে অনিচ্ছা, উদরাময়, কৃষ্ণবর্ণ মল, দর্শন শ্রবণ ও বাক্শক্তির হ্রাস, অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ।

পল্সাটিলা—পাকস্থলীগত বিশৃঙ্খলা, উষ্ণতা ও শৈত্যের সংযোগ, জিহ্বা মলাবৃত, মুখে পচামাংসের গন্ধ, বিবমিষা, মানসিক ভাবের পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন, শীতলবায়ু ইচ্ছা, উষ্ণগৃহে ও সন্ধ্যাকালে অবস্থা খারাপ ও অতিশয় বিষাদ।

মিউরিয়াটিক এসিড—রোগী সংজ্ঞাহীন ও নিতান্ত অবসন্ন, শয্যায় গড়াগড়ি, মৃদু প্রলাপ, বিছানা খুঁটুনি, নিদ্রাকালে নাকডাকা, লালাক্ষরণ, অনিচ্ছায় প্রস্রাব ও মলত্যাগ, গুহ্যদেশ হইতে রক্তস্রাব।

নাইট্রিক এসিড—তরল মলত্যাগেচ্ছা, মলত্যাগকালে বেদনা, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব ও উদরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, প্রস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত, নাড়ীর গতি অনিয়মিত।

টার্টার এম্—শ্বাসকৃচ্ছ্র, উৎকাস, শ্লেষ্মানির্গমের অভাব, শ্বাসরোধের আশঙ্কা ও ফুস্ফুস্ স্ফীত।

জিন্ক—সংজ্ঞানাশ (এই কালে রোগী কাহাকেও চিনিতে পারে না), প্রলাপ, ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি, শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা, সর্ব্বদা হস্তকম্পন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অগ্রভাগে শীতলতা, নাড়ীর সময় সময় স্পন্দনহীনতা, মস্তিষ্কের আসন্ন বিকৃতি।

রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ুর বন্দোবস্ত এবং সংক্রমাপহ দ্রব্য দ্বারা দুর্গন্ধ প্রভৃতি নষ্ট করা কর্ত্তব্য। শয্যাক্ষতে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার এবং বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত ঘরে অধিক লোক যাহাতে না থাকে, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবে।

জ্বরের বেগ অধিক হইলে ৯০।১০০ ডিগ্রী উষ্ণজলে রোগীর দেহে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিবে। যদি মস্তক উষ্ণ অথবা যন্ত্রণাযুক্ত হয় কিংবা যদি প্রলাপ থাকে, তবে গরম জলসিক্ত কাপড় নিংড়াইয়া তদ্দ্বারা মস্তক ঢাকিয়া দিবে। উদরগহ্বরে যন্ত্রণা থাকিলে উষ্ণজলের স্বেদ অথবা পাতলা পুলটিস্ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

পথ্য। অল্পপরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে। টাট্কা মাখন, শস্যচূর্ণ, মণ্ড প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। রোগীর বল রক্ষা করিবার জন্য জুষ ব্যবহার করিবে। উদর অথবা অন্ত্রে কোনরূপ অসুখ থাকিলে গুরুপাক দ্রব্য ব্যবস্থা করা উচিত নহে। যাহাতে দন্তশর্করা সঞ্চিত হইতে না পারে, তজ্জন্য রোগীর মুখ প্রক্ষালন করিবে এবং তাহাকে ইচ্ছামত জলপান করিতে দিবে।

৪। ছর্দ্দিজ্বর।

একোনাইট্—শৈত্য, মস্তক ও মুখ অতিশয় উষ্ণ; শুষ্ককাস, ভয়, চিন্তা ও চাঞ্চল্য।

অলিয়ম্ সিপা—চক্ষু ও নাসিকা হইতে অত্যধিক জল নিঃসরণ, চক্ষুপ্রদেশে বেদনা, হাঁচি।

অ্যাম কার্ব—চক্ষুপ্রদেশে উষ্ণতা ও যন্ত্রণা, শুষ্ক ছর্দ্দি, নাসিকারোধ, রাত্রিতে শুষ্ককাস।

আর্সেনিক—অতিরিক্ত হাঁচি, ছর্দ্দিনির্গম, নাসিকাদেশে উষ্ণতা ও যন্ত্রণাবোধ, পিপাসা, চাঞ্চল্য ও অবসাদ।

ব্যাপ্টিসিয়া—সন্ধিদেশে বেদনানুভব, গলদেশে কণ্ডুয়ন ও কাসবেগ, মস্তকের সম্মুখভাগে পীড়া, নাসিকা হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গম।

বেলেডোনা—কন্‌কনে মাথাধরা, শুষ্ক ঘোঙ্গরাকাস, তন্দ্রাধিক্য কিন্তু ঘুমাইবার অসামর্থ্য, কাসকালে শিশুরোগীর ক্রন্দন।

ব্রাইওনিয়া—ওষ্ঠ শুষ্ক, মাথাধরা, কোষ্ঠকাঠিন্য, নিস্তব্ধতা-অভিলাষ।

ক্যামোমিলা—কফ নির্গম, এক কপোল উষ্ণ ও লাল অপর শীতল ও মলিন, রাত্রিকালে অতিরিক্ত কাস, ক্রোধনভাব।

হিপার সল্‌ফার—গলদেশে খোঁচ, ঘুঙ্গরী কাস, শ্লেষ্মা কিছু পাতলা।

ইপিকাক্—চক্ষু প্রদেশে অতিশয় বেদনা, বক্ষে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ, বিবমিষা ও শ্লেষ্মা বমন, হাঁপির ন্যায় শ্বাসকষ্ট।

কালিব্রো—কাস শক্ত ও আঠাল শ্লেষ্মা নির্গম, ঘ্রাণশক্তির হানি।

লাকেসিস্—গলদেশে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অপরাহ্ণে ও নিদ্রার পর উপসর্গবৃদ্ধি।

মারকিউরিয়স্—প্রায় অনবরত হাঁচি ও কফ নির্গম, রাত্রিতে ঘর্ম্ম, উষ্ণগৃহে আরাম বোধ।

পল্‌সাটিলা—আস্বাদ ও ঘ্রাণশক্তির হানি, দন্ত ও কর্ণশূল, শীতলবায়ু অভিলাষ, উষ্ণস্থানেও শীতবোধ, পীতবর্ণ শ্লেষ্মানির্গম, বিষণ্ণ ভাব।

সিপিয়া—নাসিকা স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত, শুষ্ক ছর্দ্দি, প্রাতঃকালে কাসের আধিক্য ও বমনচেষ্টা, উদর খালি বোধ।

৫। সূতিকাজ্বর।

একোনাইট্—গর্ভাশয়ে অতিশয় বেদনা, অত্যন্ত পিপাসা, স্পর্শজ্ঞানের আধিক্য, প্রস্রাব হ্রাস, মৃত্যুভয়।

আর্সেনিক—অতিশয় যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয়; শীতল পানীয়ে অভিলাষ; দ্বিপ্রহর রাত্রির পর বৃদ্ধি।

বেলেডোনা—আকস্মিক বেদনা; উদরগহ্বরে অতিশয় উষ্ণতা, কোঁকানি, নিদ্রাকালে উল্লম্ফন, মস্তকে রক্তাধিক্য, প্রলাপ, আলোক ও শব্দ অসহ্য বোধ।

ব্রাইওনিয়া—বিবমিষা, অচৈতন্য, কোষ্ঠকাঠিন্য।

ক্যামোমিলা—জরায়ুদেশে প্রসববেদনাবৎ যন্ত্রণা, অস্থিরতা, মূত্র অতিরিক্ত ও ঈষৎ রঞ্জিত, মস্তকদেশে উষ্ণ ঘর্ম্ম।

হায়োসিয়ামস্—প্রত্যঙ্গ, মুখ ও নেত্রচ্ছদ, খিচুনি, বিড় বিড় শব্দ ও বিছানা খুঁটা, অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা, সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অথবা অতিরিক্ত ক্রোধনভাব।

ইপিকাক্—বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণপার্শ্বে বেদনার চলাচলি, বিবমিষা ও বমন, জরায়ু হইতে গাঢ় রক্ত নিঃসরণ, সবুজ ও সজল মল।

ক্রিয়োসোট—তলপেটে দাহ ও কোঁকানি, গর্ভাশয়ের বিকৃত অবস্থা, জরায়ু ধৌত রক্তানি (পুঁজ) নির্গম, উদরগহ্বরে শীতবোধ।

লাকেসিস্—জরায়ুতে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, নিদ্রার পর বৃদ্ধি, গাত্রচর্ম্ম কখন শীতল কখন উষ্ণ।

মারকিউরিয়স্—পাকস্থলী ও উদরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, জিহ্বা আর্দ্র, অতিশয় পিপাসা ও অতিরিক্ত ঘর্ম্ম।

নক্সভোমিকা—কোষ্ঠকাঠিন্য, কর্ণে ঝিম ঝিম শব্দ, সমস্ত শরীরে ভারবোধ।

রস্‌টক্স—অস্থিরতা, প্রত্যঙ্গগুলির বলশূন্যতা, জিহ্বা শুষ্ক ও অগ্রভাগ লাল।

ভেরাট অল্‌ব—বমন, উদরাময়, শরীরের প্রান্তভাগ শীতল, মুখ মৃতবৎ পাণ্ডু, ঘর্ম্মসিক্ত, প্রলাপ, অত্যন্ত অবসাদ।

রোগিণীকে তোষকের উপর শুয়াইবে। যন্ত্রণাময় স্থানে পাতলা পুলটিস অথবা উষ্ণ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ ২।৩ বার গর্ভাশয় ও যোনিপ্রদেশ কার্বলিকএসিড দ্বারা ধৌত করা বিধেয়। তাহাকে নিস্তব্ধ ও তাহার গৃহ বিশুদ্ধবায়ু পরিপূর্ণ রাখা ব্যবস্থেয়। প্রদাহিক অবস্থায় লঘু মণ্ড ও বার্লি; পরে জুষ, দুগ্ধ, ডিম্ব, ফল প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

৬। লোহিতজ্বর।

একোনাইট্—গাত্র উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, অতিশয় পিপাসা, অত্যন্ত ভয় ও মানসিক চিন্তা, বিবমিষা ও বমন।

আলান্‌থাস্—অতিশয় মাথাধরা, প্রিয়ঙ্গুবৎ উদ্ভেদ, অতিরিক্ত বমন, তন্দ্রা ও অস্থিরতা।

এপিস্ মেল্—তীক্ষ্ণ পিত্তানি, জিহ্বা অতিশয় লাল ও ক্ষতযুক্ত, নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ শ্লেষ্মানির্গম, গলক্ষত, উদরগহ্বরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা।

আর্সেনিক—অতিশয় অবসাদ, অত্যন্ত যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয়, অত্যধিক পিপাসা, নিঃশ্বাসকালে ঘড় ঘড় শব্দ, দুর্গন্ধ উদরাময়।

ব্যাপ্টিসিয়া—নলী রক্তবর্ণ, হামবৎ উদ্ভেদ, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, জিহ্বা ফাটা ও ক্ষতযুক্ত, ঈষৎ প্রলাপ, দন্তে ও ওষ্ঠে শর্করা।

বেলেডোনা—উদ্ভেদগুলি মসৃণ ও গাঢ় রক্তবর্ণ, জিহ্বা

শ্বেতবর্ণ ও কণ্টকযুক্ত, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও প্রলাপ, নিদ্রাকালে চমকিত ভাব ও উল্লম্ফন।

ক্যালকেরিয়া কার্ব—গলদেশ স্ফীত ও শক্ত, মুখ পাণ্ডু ও শোথযুক্ত।

ক্যাম্ফর—হতাশকালে গলায় ঘড় ঘড় শব্দ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস, কপালে উষ্ণ ঘর্ম্ম; উদ্ভেদগুলির আকস্মিক বিলীনভাব।

ইপিকাক—বিবমিষা, পিত্তবমন, পেটে অতিশয় অসুখ, গাত্রকণ্ডুয়ন, অনিদ্রা, নৈরাশ্য।

লাইকোপোডিয়াম্—তালুক্ষত, মূত্রে রক্তবর্ণ পদার্থ, নাসারোধ, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ।

মিউরিয়াটিক এসিড—বিছানায় গড়াগড়ি, নাসিকা হইতে পুঁজ ক্ষরণ, গাত্র পাংশু ও মুখ রক্তবর্ণ।

ওপিয়ম্—অতিশয় তন্দ্রা, বমন, শ্বাসকষ্ট, প্রলাপ, চক্ষু-উন্মীলন।

রস্‌টক্স—পিত্তানি গাঢ় রক্তবর্ণ ও অতিশয় কণ্ডুয়নযুক্ত, তন্দ্রা, প্রলাপ, জিহ্বার অগ্রভাগ রক্তবর্ণ, অতিশয় জ্বরবেগ ও অস্থিরতা; সন্ধিস্থানে বেদনা, সর্ব্বদা স্থানপরিবর্ত্তন।

সল্‌ফার্—সমস্ত শরীর উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, অতিশয় কণ্ডুয়ন, চীৎকার, উল্লম্ফন। (অন্য ঔষধে ফল না পাইলে ইহা ব্যবহার্য্য)

জিন্‌ক—মস্তিষ্কে আসন্ন আক্ষেপ, বালক-রোগী অচেতন, সর্ব্বাঙ্গে হেঁচ্‌কা টান অথবা অঙ্গ বিশেষে খেচুনি, দন্ত কড়মড়ি, নিদ্রাকালে চীৎকার, নাড়ী দ্রুত, চক্ষু স্থির, শরীর বরফবৎ শীতল।

লোহিত-জ্বরের প্রভাবকালে (বেলেডোনা) ব্যবহার করিলে ইহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। নর্দ্দমা ও সংক্রামাপহ দ্রব্যের বন্দোবস্ত করা বিধেয়।

রোগীকে পৃথক্ গৃহে রাখিবে এবং যাহাতে ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু উত্তমরূপে প্রবেশ করিতে পারে ও রোগীর শয্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করা বিশেষ আবশ্যক।

কণ্ডুয়ন নিবারণ করিবার জন্য গাত্রে নারিকেল তৈল (Cocoa-butter) মাথাইবে। সমপরিমাণে জল ও গ্লিসারিন্ (Glycerine) সেবন করিলে অথবা গলদেশে গরম স্বেদ কিংবা পুল্‌টিস্ প্রয়োগ করিলে সঞ্চিত শ্লেষ্মা গলদেশ হইতে স্থানান্তরিত হয়।

পথ্য। আক্রমণের প্রকোপকালে দুগ্ধ, বরফ, মণ্ড, কমলানেবুর রস ইত্যাদি। বিশুদ্ধ জল পান করিতে দিবে। সুরাবীর্য্য-সম্বন্ধীয় উত্তেজক পদার্থ পরিত্যাজ্য। সঙ্কটকাল অতীত হইলে জুষ, সুপক্ক ফল প্রভৃতি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

৭। পীতজ্বর।

একোনাইট্—গাত্র শুষ্ক ও অতিশয় উষ্ণ, অত্যন্তপিপাসা ও শিরঃপীড়া, ভ্রমি, চক্ষু কোটরগত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাবমন।

বেলেডোনা—কন্‌কনে মাথাধরা, ভয়ঙ্কর প্রলাপ, জিহ্বা রঞ্জিত ও মলাবৃত; পৃষ্ঠ ও মেরুদণ্ড প্রভৃতি স্থানে সঙ্কোচ ও বেদনা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দৌর্ব্বল্য।

ব্রাইওনিয়া—চক্ষু জলভারাক্রান্ত রক্তবর্ণ অথবা ঘোলা; উপবেশন করিলেই বিবমিষা ও অচৈতন্য; নির্জ্জনতা অভিলাষ; অত্যন্ত উত্তেজন।

ক্যাম্ফর—শরীর অতিশয় শীতল, মূত্রের অভাব, অবসাদ।

কান্থারিস্—অনবরত প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, সংজ্ঞাহীনতা।

আরজেণ্ট নাইট—দুর্গন্ধ মল ও পাংশু বমি।

আর্সেনিক—চক্ষু কোটরগত, নাসিকা সূক্ষ্মায়ত, ইচ্ছাপূর্ব্বক বমন, পাংশু ও কাল পদার্থ বমন, উদরে অতিশয় দাহ, অত্যন্ত পিপাসা, আশু অবসাদ, অতিশয় চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয়।

কার্ব্বো-ভেজি—(শেষাবস্থা) মুখ পাণ্ডু, রক্তস্রাব, প্রবল মাথাধরা, শরীরে ভারবোধ, বায়ু ও ব্যজন ইচ্ছা, নিঃসৃত পদার্থে অতিশয় দুর্গন্ধ।

ক্রোটলাস্—চক্ষু, নাসিকা, মুখ, উদর ও অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, জিহ্বা আরক্ত ও স্ফীত, দুর্গন্ধ মল।

ইপিকাক্—অবিরাম বিবমিষা, উদরাময়, ফেনিল মল।

মারকিউরিয়স্—অত্যন্ত ঘর্ম্ম, স্মৃতি শক্তির হানি, ভ্রমি, পিত্ত ও শ্লেষ্ম-বমন, উদরাময়।

নক্সভমিকা—গাত্রচর্ম্ম পীতবর্ণ, ক্রোধনভাব, অম্ল ও পিত্তময় দ্রব্য বমন, উদরে সঙ্কোচ, জিহ্বা শুষ্ক ও অগ্রভাগ রক্তবর্ণ।

কুইনাইন্—জ্বর-বিচ্ছেদ কাল প্রকাশিত হইলে ব্যবস্থেয়।

টার্ট এম্—বিবমিষা অথবা বমন, অবসাদ, অতিরিক্ত শীতল ঘর্ম্ম, নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুত, তন্দ্রা, মলত্যাগেচ্ছা।

ভেরাট্ৰ আল্‌ব—মুখ পীতাভ অথবা সবুজবৎ, শীতল ঘর্ম্ম, পিত্ত বমন, উদরাময়, পিপাসা ও শীতল পানীয়-অভিলাষ; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, প্রত্যঙ্গ সঙ্কোচ, নাড়ী স্পন্দন প্রায় অবোধ্য। পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম অবস্থায় অল্প পরিমাণে আহার দিবে। পানের নিমিত্ত বিশুদ্ধ জল, চা, কমলানেবুর রস, চালধোয়ানি জল ব্যবস্থেয়। ক্রমে দুধ, মাখন, জুষ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

৮। চিত্রজ্বর (Spotted fever)—

একোনাইট্—শৈত্য, চাঞ্চল্য, পিপাসা, স্কন্ধে অতিশয় বেদনা, মৃত্যু ভয়।

আর্ণিকা—প্রত্যঙ্গ তাড়স (Soreness), গায়ে কাল দাগ (কালশিরাবৎ), গ্রীবার পেশীতে অতিশয় দৌর্ব্বল্য বোধ।

বেলেডোনা—অতিশয় কন্‌কনে মাথাধরা, প্রলাপ, ভয়ঙ্কর পদার্থ দর্শন, কণীনিকা প্রসারিত, দৃষ্টিভ্রম।

চায়না সল্‌ফর—অবসাদ হেতু চক্ষু নিমীলন, অত্যন্ত অবসাদ, মেরুদণ্ডে বেদনা।

সিমিসিফিউগা—মস্তকে অত্যন্ত বেদনা, তালুদেশ যেন ছুটিয়া পড়িবে এইরূপ বোধ, জিহ্বা স্ফীত, ক্ষণিক সঙ্কোচন

ক্রোটলাস্—ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, প্রলাপ, শরীরের সর্ব্বস্থানে লাল দাগ, হৃদয়ে ধুক্‌ধুকনি, অতি অল্পে অল্পে চক্ষু উন্মীলন।

জেল্‌সিমিয়াম্—মস্তকের পশ্চাদ্দিকে বেদনা, মত্ততা বোধ, অক্ষিপুটের সঙ্কোচন, পেশি-শক্তির পূর্ণ হ্রাস, নাড়ী দুর্ব্বল, শ্বাস কষ্ট, বিবমিষা, বমন।

লাইকোপোডিয়ম্—সংজ্ঞাহীনতা, প্রলাপ, চৈতন্যনাশক শিরঃপীড়া, নাসারন্ধ্রের বীজনের ন্যায় গতি, নিম্ন চোয়াল সঙ্কুচিত, প্রত্যঙ্গ অথবা সর্ব্ব শরীরে টান্।

ওপিয়ম্—চৈতন্য বিলোপ, মৃদু নিশ্বাস, মস্তকে রক্তাধিক্য, করোটির পশ্চাৎ দেশে অতিশয় ভারবোধ, নাড়ী অতি দ্রুত অথবা অতি ধীর, গড়াগড়ি, অঙ্গ-সঙ্কোচ, ঘর্ম্ম কালে অবস্থা মন্দতর।

এই জ্বরের প্রথমাবস্থায় ঘর্ম্মোদ্রেক করিতে পারিলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। জলের সহিত সুরাসার মিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণে যতক্ষণ ঘর্ম্ম না হয়, ততক্ষণ অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর রোগীকে সেবন করাইবে। কেহ কেহ উষ্ণজলে ধারাস্নান ও কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ঘর্ম্মোদ্রেক করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। Hypodermic injections of Pilocarpin (সিকি গ্রেণ) কিংবা Fl Extra Tabarandi (.১০ হইতে ৩০ বিন্দু) প্রয়োগ করিলেও ঘর্ম্মোদ্রেক হইতে পারে।

পথ্য। প্রথমাবস্থায় লঘু অথচ বলকারক দ্রব্য ব্যবস্থেয়। পরে ক্রমে ক্রমে জুষ, দুগ্ধ, ডিম্ব প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

৯। বাতরোগযুক্তজ্বর।

একোনাইট্—একজ্বর, হৃৎকম্প, বেদনা, মানসিক চিন্তা।

আর্ণিকা—প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, অন্য কর্ত্তৃক আহত হইবার ভয়, শরীরের পীড়িত অংশ রক্তবর্ণ, স্ফীত ও শক্ত।

আর্সেনিক—দাহ, তীব্র যন্ত্রণা, ঘর্ম্ম, শৈত্য, পিপাসা।

বেলেডোনা—অস্থিবেদনা, সন্ধিস্থানে ঝিলিক্ ও বেদনা, তন্দ্রা, অস্থিরতা, চমকিত ভাব।

ব্রাইওনিয়া—অরুচি, মুখ শুষ্ক, পিপাসা, কোষ্ঠ শক্ত ও পাংশু।

কান্‌লোফ্রাইলাম্—কব্‌জা ও অঙ্গুলিগ্রন্থিতে বাতিক বেদনা, অতিশয় জ্বর, স্নায়বিক চাঞ্চল্য।

ক্যামোমিলা—যন্ত্রণা হেতু অতিশয় উত্তেজিত ও ক্রোধন ভাব, গণ্ডস্থলের একদিক্ লাল ও অপর দিক্ পাণ্ডু, অবিরত যন্ত্রণা, রাত্রিতে উপসর্গের প্রভাব।

কেলিডোনিয়ম্—শরীর স্ফীত ও প্রস্তরবৎ শক্ত, কোষ্ঠ মেষপুরীষবৎ।

কল্‌চিকম্—অগ্নির নিকটেও শীত-ভাব, মূত্র অল্প ও কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

মারকিউরিয়স্—অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, সবুজ উদরাময়, পীড়িত অংশ পাংশুবর্ণ।

সিগেলিয়া—ঈষৎ সঞ্চালন হেতু শ্বাসরোধ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃৎকম্প, অতিশয় চিন্তা।

সল্‌ফর্—তীব্র যন্ত্রণা, তালুদেশ অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় অবসাদ।

বাতজ্বরযুক্ত ব্যক্তির গাত্রে ফ্লানেল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহাদিগের অতিরিক্ত পরিশ্রম ও যাহাতে হঠাৎ ঘর্ম্ম রোধ হয় এরূপ কোন কার্য্য করা বিধেয় নহে।

জ্বর কালে রোগীকে নরম শয্যায় ও কম্বলে শয়ন করাইবে তুলা দ্বারা শরীর ঢাকিয়া রাখিলে উপকার হয়। যাহাতে রোগীর গৃহে উত্তম রূপে বায়ু সঞ্চালিত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য।

পথ্য। শস্যের শ্বেতসার, সাগু, উত্তম পকফল প্রভৃতি লঘুপাকদ্রব্য ব্যবস্থেয়। বিশুদ্ধ জল, লেমনেড প্রভৃতি পান করিতে দিবে। মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ।

হিন্দু জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে তিথি ও নক্ষত্রাদিতে জ্বরোৎপত্তির ফল। অশ্বিনী নক্ষত্রে জ্বর হইলে এক দিন, কৃত্তিকাতে দুই দিন, রোহিণীতে তিন দিন, মৃগশিরায় পাঁচ দিন, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও হস্তাতে সাত দিন, অশ্লেষাতে নয় দিন, মঘায় এক মাস, পূর্ব্বফল্গুনী, স্বাতী ও শ্রবণাতে দুই মাস, উত্তরফল্গুনী, চিত্রা, জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদে এক পক্ষ, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া ও রেবতীতে কুড়ি দিন, অনুরাধা ও শতভিষাতে দশ দিন ভোগ হয়। আর্দ্রা, মূলা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জ্বর হইলে মৃত্যু হয়।

যদি অশ্লেষা, শতভিষা, আর্দ্রা, স্বাতী, মূলা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল ও শনিবারে চতুর্থী নবমী ও কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে জ্বর হয় আর চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়।

রবিবারে জ্বর হইলে ৭ দিন, সোমবারে ৯ দিন, মঙ্গল-

বারে ১০ দিন, বুধবারে ৩ দিন, বৃহস্পতিবারে ১২ দিন, শুক্রবারে ৩ বা ৭ দিন, শনিবারে ১৪ দিন ভোগ হয়।

নক্ষত্র অথবা বারদোষে যদি জ্বর হয় এবং তাহাতে যদি চন্দ্র ও তারা শুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সত্বর আরোগ্য হয়। (মুহূর্ত্তচি°)

শীঘ্র জ্বর হইতে আরোগ্যলাভ করিতে হইলে শান্তি করা আবশ্যক।

নক্ষত্রদোষে স্বর্ণ, বারদোষে ধান্য ও তিথিদোষে আতপ তণ্ডুল উৎসর্গ করিয়া গ্রহবিপ্রকে দান করিবে।

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ" ভাস্কর হইতে আরোগ্যলাভ করিবে, এই বচনানুসারে সূর্য্যপূজা, সূর্য্যস্তোত্র ও সূর্য্যকবচ প্রভৃতি পাঠ করিবে। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে নক্ষত্রদোষের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে—কৃত্তিকা নক্ষত্রে জ্বর হইলে ৯ দিন, রোহিণীতে ৩ দিন, মৃগশিরায় ৫ দিন, আর্দ্রায় মৃত্যু, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যায় ৭ দিন, অশ্লেষায় ৯ দিন, মঘায় মৃত্যু, পূর্ব্বফল্গুনীতে ২ মাস, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনীতে ১৫ দিন, হস্তায় ৭ দিন, চিত্রায় ১৫ দিন, স্বাতীতে ২ মাস, বিশাখায় ২০ দিন, অনুরাধায় ১০ দিন, জ্যেষ্ঠায় ১৫ দিন, মূলায় মৃত্যু, পূর্ব্বাষাঢ়ায় ১৫ দিন, উত্তরাষাঢ়ায় ২০ দিন, শ্রবণায় ২ মাস, ধনিষ্ঠায় ১৫ দিন, শতভিষায় ১০ দিন, পূর্ব্বভাদ্রপদে ১৯ দিন, অহির্ব্রধ্নে তিনপক্ষ, রেবতীতে ১০ দিন, অশ্বিনীতে ১ দিন ও ভরণীতে মৃত্যু হয়। (ভৈষজ্যর° ধৃত গৌরীকঞ্চুলিকা)

আশু জ্বররোগ হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে হইলে জ্বরবলি দেওয়া আবশ্যক। [জ্বরবলি দেখ।]

জ্বরকালকেতুরস (পুং) জ্বরস্য কালকেতুরিব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারদ, বিষ, গন্ধক, তাম্র, মনঃশিলা, ভেলা, হরিতাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে সিজের আটায় মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান মধু। এই ঔষধে অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়, মহাদেব স্বয়ং এই ঔষধ ভবানীকে বলিয়াছিলেন। (ভৈষজ্যর° জ্বরাধি°)

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস (পুং) জ্বর-এব কুঞ্জরস্তস্য পারীন্দ্রঃ সিংহ ইব। জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—মূর্চ্ছিত রস ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, সীসক, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গেরিমাটি, মনঃশিলা, গন্ধক, হেমসার (পাকাসোনা ও কাহারও কাহারও মতে তুঁতিয়া) ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ক্ষীরুই, তুলসী, পুনর্ণবা, গণিয়ারি, ভূইআমলা, ঘোষালতা, চিরতা, পদ্ম, গুলঞ্চ, ঈশলাঙ্গলা, লতাকটকী, মুগানি ও গন্ধভেদাল ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন দিন ধরিয়া মর্দ্দন করিবে; ইহার বটিকা ৪ রতি প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হয়। অনুপান পানের রস; ইহা অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক ও বিষমজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং কাস, শ্বাস, প্রমেহ, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, গ্রহণী ও ক্ষয়সংযুক্ত জ্বরও আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরকেশরিন্ (পুং) জ্বরস্য কেশরীব ৬তৎ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ;—পারদ, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও জয়পাল এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে ১ গুঞ্জা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। বালকের পক্ষে সর্ষপপ্রমাণ। অনুপান পিত্তজ্বরে চিনি, সন্নিপাতজ্বরে মরিচ, দাহজ্বরে পিপুল ও জীরা।

জ্বরঘ্ন (পুং) জ্বরং হন্তি হন-টক্। ১ গুড়ূচী। ২ বাস্তূক। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ জ্বরনাশক।

জ্বরধূমকেতুরস (পুং) জ্বরস্য ধূমকেতুরিব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারদ, সমুদ্রফেন, হিঙ্গুল ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে আদার রসে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরনাগময়ূরচূর্ণ (ক্লী) জ্বর এবং নাগ তস্য ময়ূরইব যৎ চূর্ণং। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—লৌহ, অভ্র, সোহাগা, তাম্র, হরিতাল, রঙ্গ, পারদ, গন্ধক, সজিনাবীজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন, আতইচ, আকনাদি, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, চিতামূল, দেবদারু, পটোলপত্র, জীবক, ঋষভক, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র, বংশলোচন, কণ্টকারীর ফল ও মূল, শঠী, তেজপত্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চ, ধন্যা, কটকী, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, বালা, বেলশুঁঠ ও যষ্টিমধু প্রত্যেকের একভাগ; কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ৪ ভাগ, তালজটাঙ্কার ৪ ভাগ, ডানকুনীশাকচূর্ণ ৪ ভাগ, চিরতাচূর্ণ ৪ ভাগ, সিদ্ধিচূর্ণ ৪ ভাগ; সকল চূর্ণ একত্র করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধের পরিমাণ ১ মাষা হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত। ইহাতে নানাপ্রকার বিষমজ্বর, দাহজ্বর, শীতজ্বর, কামলা, পাণ্ডু, প্লীহা, শোথ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কাশ, শূল, যকৃৎ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ১ মাষা বা ২ মাষা পরিমাণে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অসাধ্য সন্ততাদি জ্বর, ক্ষয়জজ্বর, ধাতুস্থজ্বর, কামজ ও শোকজজ্বর, ভূতাবেশজজ্বর, অতিবারজজ্বর, দাহজ্বর, শীতজ্বর, চাতুর্থিকজ্বর, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহাজ্বর, উদরী, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কাস, শূল, ক্ষয়, যকৃৎ, গুল্মশূল, আমবাত এবং পৃষ্ঠ, কটী, জানু ও পার্শ্বস্থ বেদনা বিনাশ হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরভৈরবচূর্ণ (ক্লী) জ্বরস্ত ভৈরব-ইব নাশকত্বাৎ চূর্ণং। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ – শুণ্ঠী, বলাডুমুর, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুথা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেতপাপড়া, পিপুলমূল, রাখালশসা-মূল, কুড়, শঠী, মূর্ব্বামূল, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুলি, ইন্দ্রযব, কুটজছাল, যষ্টিমধু, চিতামূল, সজিনাবীজ, বেড়েলা, আতইচ, কটুকী, তাম্রমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপাণি, মরিচ, গুলঞ্চ, বেলশুঁঠ, বালা, পঙ্কপর্পটী, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, আমলা, চাকুলে, পটোলপত্র, শোধিতগন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ সমুদায় চূর্ণের সমষ্টির অর্দ্ধেক চিরাতাচূর্ণ তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ১ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই চূর্ণঔষধ সকল প্রকার যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্রবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য, অরোচক, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে আশু উপকারপ্রদ এবং ইহা বিষমজ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধরোগনাশক। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরভৈরবরস (পুং) জ্বরে ভৈরবহব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, সোহাগার খই, বিষ, গন্ধক, পারদ ও জয়পাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘলঘলের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস; পথ্য মুগের ডাইল ও দ্রাক্ষা। ইহা সন্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরমাতঙ্গকেশরিরস (পুং) জ্বর এব মাতঙ্গঃ তত্র কেশরীব। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, নিম্ববীজ, কুঁচিলা ও চিতামূল প্রত্যেক ১ মাষা, জয়পাল ২ মাষা, বিষ ২ মাষা ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য নিসিন্দাপত্রের রসে ভাবনা দিয়া ১৷৷০ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান উষ্ণজল। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর, আম, অজীর্ণ, কামলা, পাণ্ডু ও জঠররোগ নাশ হয়; এই ঔষধ ভেদক। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরমুরারিরস (পুং) জ্বরঃ মুর ইব তস্ত অরি যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক, বিষ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক ২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, ধুতুরাবীজ ১৬ তোলা (এই স্থলে কাহার কাহার মতে ১৬ তোলা জয়পাল), তেউড়ী ২ তোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দন্তীর কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর, অজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, আমবাত, কাস, শ্বাস, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বররাজ, বৈদ্যকোক্ত জ্বররোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী ১ ভাগ পারদ, অর্দ্ধভাগ মাক্ষিক (নীলবর্ণ মক্ষিকাকৃত তোকবর্ণ মধু), ২ ভাগ মনঃশিলা, ৩ ভাগ গন্ধক, ৮ ভাগ হরিতাল, ৫ ভাগ শুল্ব (তাম্র) ও ৩ ভাগ ভল্লাতক একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে বজ্রীক্ষীর (সিজের আটা) দ্বারা দৃঢ় মৃত্তিকাপাত্রে ১ দিন পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে, পরে শীতল হইলে মর্দ্দন করিয়া ৫ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়। (চিকিৎসাসারসংগ্রহ)

জ্বরবলি, জ্বররোগের শান্তির জন্য পূজাবিশেষ। তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া হরিদ্রা দ্বারা লেপ দিয়া বীরণের কচি পাতার আসনে স্থাপন করিবে এবং তাহার চারিদিকে চারিটী পীতবর্ণের ধ্বজ ভূষিত করিয়া হরিদ্রারসপূর্ণ চারিটী পুটিকা (অশ্বত্থপত্র নির্ম্মিত ঠোঙ্গা) চারিকোণে স্থাপন করিবে; পরে সঙ্কল্পপূর্ব্বক জ্বরের ধ্যান করিয়া ক্রীত নব কর্পদ্দক ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া সন্ধ্যা সময়ে রোগীকে আরতি করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। ওঁ নমো ভগবতে গরুড়াসনায় ত্র্যম্বকায় স্বস্ত্যস্তরস্তুতঃ স্বাহা, ওঁ কঁ টঁ পঁ সঁ বৈনতেয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ ঠঠ ভোভো জ্বর শৃণু শৃণু হলহল গর্জ্জগর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থকং আর্দ্ধমাসিকং নৈমিত্তিকং মৌহূর্ত্তিকং ফট্ ফট্ হ্রীঁ ফট্ ফট্ হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ স্বাহা।

এইরূপে দিনত্রয় পূজা করিয়া কোন এক বৃক্ষে শ্মশানে অথবা চতুষ্পথে বিসর্জ্জন করিবে। এই পূজা বসতবাড়ীর দক্ষিণদিকে কোন বিশুদ্ধ স্থানে করিতে হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরশূলহররস (পুং) জ্বরস্ত শূলং বেদনাং হরতি হৃ-অচ্। জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—রস ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলী একটী ভাণ্ড মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহার উপর একটী তাম্রপাত্র অধোমুখ করিয়া আচ্ছাদন করিবে। পরে সন্ধিস্থল লেপিয়া পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। মাত্রা ২৷৩ রতি। জীরক ও সৈন্ধবলবণ চর্ব্বণান্তে পাণের রসের সহিত সেবনীয়। ইহাতে চাতুর্থকাদিজ্বর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

চিকিৎসাসারসংগ্রহ মতে ৯ তোলা পারদ ও ৮ তোলা গন্ধক একপাত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রেই হউক স্থাপন করিয়া তাম্রপাত্রে ঢাকা দিবে। ঐ পাত্রে লবণ দিয়া পুনরায়

আচ্ছাদন করিবে। পরে পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিবে। প্রাতে সেবনীয়।

জ্বরসিংহরস (পুং) জ্বরে জ্বররূপগজে সিংহ ইব যঃ রসঃ। জ্বর-নাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক, হরিতাল ও ভেলার মুটী এই চারি দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিজ-বৃক্ষের আটা দিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে ঐ মর্দ্দিত ঔষধ একটী হাঁড়ীর ভিতর স্থাপন করিয়া সরা ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে লেপ দিবে, অনন্তর উহা চুল্লীতে স্থাপন-পূর্ব্বক দুই প্রহর জাল দিবে; পরে যখন শীতল হইবে, তখন ভৃঙ্গরাজ, গণ্ডদূর্ব্বা ও চিতার রসে ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে। পরে চূর্ণ করিয়া ইহা অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। এই ঔষধ জ্বরোৎপত্তির চতুর্থ দিবস পরে প্রয়োগ করিতে হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরহন্তৃ (ত্রি) জ্বরং হন্তি হন-তৃচ্। জ্বরনাশক (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি°)

জ্বরাগ্নি (পুং) জ্বর অগ্নিরিব। জ্বররূপ অগ্নি, পর্য্যায় আধি-মন্যু। (হারাবলী)

জ্বরাঙ্কুশরস (পুং) জ্বরস্য অঙ্কুশ ইব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারা, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকে ২ মাষা, ধুতুরাবীজ ৬ মাষা, ত্রিকটুচূর্ণ মিলিত ২৪ মাষা, একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, অনুপান নেবুর বীজের শাঁস ও আদার রস, ইহাতে সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

২য় প্রকার। রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খই ২ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, দন্তীবীজ ৫ ভাগ একত্র এই সমুদয় চূর্ণ করিবে। অনুপান ১ মাষা চিনি। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ জলপান করা উচিত। ইহা ভেদিজ্বরাঙ্কুশ বলিয়া বিখ্যাত, এই জ্বরাঙ্কুশ ত্রিদোষজ্বরনাশক।

৩য় প্রকার। তাম্র ১ ভাগ, হরিতাল ২ ভাগ একত্র উচ্ছেপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। পরে সিজের আটায় মর্দ্দন ও ভূধরযন্ত্রে পাক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করিলে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক ও শীত-সংযুক্ত বিষমজ্বর আশু প্রশমিত হয়।

৪র্থ প্রকার। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, শুঁঠ, সোহাগার খই, হরিতাল ও বিষ প্রত্যেকে এক এক তোলা; এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে তিন দিন ভাবনা দিবে, চতুর্থ দিন ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা বিষম জ্বরনাশক।

৫ম প্রকার। মরিচ, সোহাগারখই, শঙ্খচূর্ণ, পারদ, গন্ধক ও বিষ একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস; ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয়।

৬ষ্ঠ প্রকার। গন্ধক, রোহিত, মৎস্যপিত্ত ও বিষ ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা; ত্রিগুণ হরিতাল দ্বারা জারিত তাম্র ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া গোঁড়ানেবুর রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার অনুপান চিনি। ইহাতেও অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরাঙ্গী (স্ত্রী) জ্বরং অঙ্গতি অঙ্গ-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ভদ্র-দন্তিকা। (রাজনি°)

জ্বরাতীসার (পুং) জ্বরযুক্তো অতীসারঃ। জ্বরযুক্ত অতি-সার রোগবিশেষ। যদি পৈত্তিকজ্বরে পিত্তজন্য অতিসার অথবা অতীসাররোগে জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দোষ ও দূষ্যের সাম্যভাবহেতু ঐ মিলিত রোগদ্বয়কে জ্বরাতীসার বলা যায়। শুদ্ধ জ্বর ও শুদ্ধ অতিসারে যে যে ঔষধ উক্ত হইয়াছে, জ্বরাতি-সারে সেই সেই ঔষধ মিলিত করিয়া প্রয়োগ করা অবিহিত; কারণ উহারা পরস্পর বর্দ্ধক। জ্বরঘ্ন ঔষধ সকল প্রায়ই ভেদক, অতীসারের ঔষধ সকল ধারক, সুতরাং জ্বরঘ্ন ঔষধ সেবনে অতীসারের বৃদ্ধি ও অতীসারের ঔষধ সেবনে জ্বরের বৃদ্ধি হয়। জ্বরাতীসারীর পক্ষে প্রথমে লঙ্ঘন ও পাচক ঔষধ ব্যবস্থেয়, কারণ রসের সম্বন্ধ ভিন্ন জ্বর বা অতীসার প্রায় উৎপন্ন হইতে পারে না। লঙ্ঘন ও পাচনদ্বারা রসের পরিপাক হইয়া রোগের বল হ্রাস হয়। (ভৈষজ্যর° জ্বরাতিসার) [জ্বর দেখ।]

জ্বরান্তক (পুং) জ্বরস্য অন্তকইব ৬তৎ। ১ নেপালনিম্ব। ২ আরগ্বধ, চলিত কথায় সোঁদাল। (রাজনি°)

জ্বরান্তকরস (পুং) জ্বরস্য অন্তক ইব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—তাম্র, গন্ধক, পারদ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন ও স্বর্ণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ভূনিম্বাদির কাথে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু; ইহাতে নানাবিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরাপহা (স্ত্রী) জ্বরং অপহন্তি নাশয়তি অপ-হন ড। ১ বিল্ব-পত্রী, চলিত কথায় বেলশুঁঠ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ জ্বরনাশক।

জ্বরারিরস (পুং) জ্বরস্য অরিঃ যঃরসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীসা, অভ্র, সোহাগা, বিট্‌লবণ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া সোঁদালপাতার রসে ১০ দিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস; ইহাতে নানাপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরার্য্যভ্র (পুং) জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—অভ্র, তাম্র, রস, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক ২ মাষা, ধুতুরাবীজ ৪ মাষা, ত্রিকটু মিলিত ১০ মাষা জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান বিধেয়; ইহা সেবনে নানাবিধ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, কাশ, শ্বাস, তৃষা, কম্প, দাহ, শীত, বমি প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরাশনিরস (পুং) জ্বরস্য অশনিরিব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—রস, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক সমভাগ, এই সকলের সমান লৌহ ও অভ্র, লৌহখলে লৌহদণ্ড দ্বারা নিসিন্দাপত্ররসে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত সমভাগ পারদ ও মরিচচূর্ণ মিলিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস; ইহাতে ধাতু, বিষমজ্বর, যকৃৎ, গুল্ম, উদর, প্লীহা, শ্বয়থু প্রভৃতি রোগ আশু বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরিত (ত্রি) জ্বরোঽস্য সঞ্জাতঃ জ্বর-ইতচ্ (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্যইতচ্। পা ৫।২।৩৬) জ্বরযুক্ত, জ্বররোগী।

জ্বরিন্ (ত্রি) জ্বরোঽস্ত্যস্য জ্বর-ইনি। জ্বরযুক্ত।

জ্বল (পুং) জ্বল-অচ্। জ্বাল, দীপ্তি। (ত্রি) দীপ্তিবিশিষ্ট।

জ্বলকা (স্ত্রী) জ্বল-ণ্বুল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। অগ্নিশিখা (হেম°) আগুনের ঝল্‌কা।

জ্বলৎ (পুং) জ্বল-শতৃ দীপ্তিমৎ, দীপ্তিযুক্ত। পর্য্যায়—জমৎ, কল্মলীকিন, জঞ্জনাভবন, মল্মলাভবন, অর্চ্চিস্, শোচিস্, তপস্, তেজস্, হর, হৃণি, শৃঙ্গ এই একাদশটী জ্বলতি নামধেয়। (বেদনিঘণ্টু ১ অঃ)

জ্বলন (ত্রি) জ্বল-যুচ্। ১ দীপ্তিশীল। ২ অগ্নি। ৩ চিত্রকবৃক্ষ (অমর) ৪ জ্বালা, অগ্নিশিখা। ৫ দাহাদিজনিত অশুভকর অনুভব।

জ্বলনান্ত, বৌদ্ধদিগের মতে দশসহস্র দেবপুত্রের নায়ক। ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে বৌদ্ধমঠে আগমন করিবামাত্রই ইনি বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব-সমুচ্চয় নাম্নী কুলদেবতা একদা বৌদ্ধাদিগের প্রধান দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! জ্বলনান্ত প্রমুখ দেবপুত্রগণ কেহই সংসার পরিত্যাগ করেন নাই, কিংবা ৬ প্রকার পারমিতায়ও তাঁহারা কেহ পারদর্শী ছিলেন না; তথাপি তাঁহারা কিরূপে বোধিজ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন। প্রধান দেবতা উত্তর করিলেন, তাঁহারা সকলেই সুবর্ণ-প্রভাসের অর্চ্চনা করিতেন এবং সেইজন্যই বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

তিনি আরও বলিলেন, সুরেশ্বরপ্রভের রাজত্বকালে সর্ব্ব প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ জতিন্ধর নামে এক ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। রাজার অধর্ম্ম হেতু কোন সময়ে রাজ্য মধ্যে নানারূপ ব্যাধি উৎপন্ন হইতে লাগিল; কিন্তু বার্দ্ধক্য ও অন্ধতা হেতু জতিন্ধর তাহা নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার পুত্র জলবাহন পিতার নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া রাজ্যকে রোগমুক্ত করিলেন।

জলাম্বর ও জলগর্ভ নামে জলবাহনের দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। একদা যখন তিনি পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে কোন সরোবরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন দেখিলেন সরোবরটী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। সেই সরোবরে দশসহস্র মৎস্য বাস করিত। জলবাহন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। এই জন্য সরোবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্দ্ধ প্রকাশিত হইয়া সেই সরোবরস্থ মৎস্যদিগের জীবন রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জলবাহন নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে জল দেখিতে না পাইয়া যাহাতে সরোবরের সামান্যমাত্র অবশিষ্ট জল সূর্য্যের প্রখরকিরণে শুকাইয়া না যায়, তজ্জন্য কতকগুলি বৃক্ষের পত্র ও শাখা জলোপরি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর বহুদূরে জলাগম নামে একটী নদী দেখিতে পাইলেন এবং রাজা সুরেশ্বরপ্রভের নিকট হইতে ২০টী হস্তী চাহিয়া লইয়া তাহাদের সাহায্যে জল আনিয়া সরোবর পরিপূর্ণ ও মৎস্যদিগকে যথেষ্ট খাদ্য প্রদান করিলেন। পরে তিনি হাঁটু পর্য্যন্ত জল মধ্যে দাঁড়াইয়া পরমেশ্বরকে যথা বিহিত অর্চ্চনার পর তাঁহার নিকট এই বর চাহিলেন, যাহারা মৃত্যুকালে আপনার নাম শুনিবে, তাহারা যেন মৃত্যুর পর ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। "নমস্তস্মৈ ভগবতে রত্নশিখিনে" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের পর তিনি মৎস্যদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের কয়েকটী গূঢ়মত শিক্ষা দিলেন।

মৎস্যগণ সেইরাত্রেই গতায়ু হইল এবং পূর্ব্বোক্ত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিল। জ্বলনান্ত প্রমুখ দেবপুত্রগণ সকলেই পূর্ব্বে দশ সহস্র মৎস্যরূপে উক্ত সরোবরে বাস করিতেছিলেন।

জ্বলনাশ্মন্ (পুং) জ্বলনঃ অশ্মা নিত্যকর্ম্মধা°। সূর্য্যকান্তমণি। (রাজনি°)

জ্বলন্ত (দেশজ) প্রজ্জ্বলিত, দীপ্ত।

জ্বলিত (ত্রি) জ্বল-ক্ত। ১ দগ্ধ। (মেদিনী) ২ উজ্জ্বল, দীপ্ত।

জ্বলিনী (স্ত্রী) জ্বল-ইনি-ঙীপ্। মূর্ব্বা লতা। (রাজনি°)

জ্বাল (পুং, স্ত্রী) জ্বল-ণ। ১ অগ্নিশিখা। (ত্রি) ২ দীপ্তিযুক্ত। (স্ত্রী) ৩ দগ্ধান্ন। (শব্দচ°) (পুং) ভাবে ঘঞ্। ৪ দীপ্তি।

জ্বালখরগদ (পুং) জ্বালখরনাম যো গদঃ। জালগর্দ্দভ নামক ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। [ক্ষুদ্ররোগ দেখ।]

জ্বালা (স্ত্রী) জ্বল-টাপ্। ১ দহন। ২ অগ্নিশিখা। ৩ স্বনামখ্যাতা ঋক্ষের পত্নী।

"ঋক্ষঃ খলু তক্ষকদুহিতরমুপযেমে জ্বালাংনাম।" (ভার° ১।৯৫।২৫)

ঋক্ষ তক্ষকদুহিতা জ্বালাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহার গর্ভে মতিনার নামে পুত্র হয়।

জ্বালাজিহ্ব (পুং) জ্বালা শিখৈব জিহ্বা যস্য বহুব্রী। ১ অগ্নি। (হেম) ২ চিত্রকবৃক্ষভেদ।

জ্বালাতন (দেশজ) উৎপীড়িত, বিরক্ত, উত্যক্ত।

জ্বালান (দেশজ) ক্লেশ দেওন, উৎপীড়ন।

জ্বালামালিনী (স্ত্রী) জ্বালানাং মালা অস্ত্যস্য ইনি ঙীপ্। দেবীবিশেষ। ইহার পূজাদির বিবরণ তন্ত্রসারে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। "ওঁং নমঃ ভগবতি! জ্বালামালিনি গৃধ্রগণপরিবৃতে হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। পরে "ওঁং নমঃ হৃদয়ং প্রোক্তং ভগবতীতি শিরঃ স্মৃতং। জ্বালামালিনীতি চ শিখা গৃধ্রগণপরিবৃতে। ততঃ বর্ম্মস্বাহাস্ত্রমিত্যুক্তং জাতিযুক্তং ন্যসেৎ তনৌ।" এই মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। "ওঁ নমঃ হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র ২৩ দিন ধরিয়া অষ্টসহস্র জপ করিলে যে বিষয় সাধন করা যায়, তাহা সিদ্ধ হয় ও এই মন্ত্র স্মরণ মাত্রেই সকল রিপু বিনষ্ট হয়। (তন্ত্রসার)

জ্বালাবক্ত্র (পুং) জ্বালেব বক্ত্রমস্য বহুব্রী। শিব। (ব্রহ্মপু°)

জ্বালিন্ (পুং) জ্বল-ণিনি। ১ শিব। ২ দীপ্তি। (ত্রি) ৩ শিখাযুক্ত।

জ্বালেশ্বর (পুং) মৎস্যপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ।

জ্বালামুখী (স্ত্রী) জ্বালৈব মুখং প্রধানং যস্য বহুব্রী। পীঠভেদ। এই স্থানে ভৈরবের নাম উন্মত্ত এবং ভৈরবীর নাম অম্বিকা। [পীঠ দেখ।]

পঞ্জাবপ্রদেশে কাঙ্গ্ড়া জেলার অন্তর্গত দেরা তহসীলের একটী প্রাচীন নগর ও হিন্দুতীর্থ। অক্ষা° ৩১° ৫২´ ৩৪´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২১´ ৯´´ পূঃ। নাদাউনের ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কাঙ্গ্ড়া হইতে নাদাউন যাইবার পথে বিপাশা নদীর উত্তরসীমাবর্ত্তী চাঙ্গা নামক দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে এই নগর অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখনও ইহার পূর্ব্ব কীর্ত্তির বিস্তর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রাদির মতে, ইহা একটী মহাপীঠ, সতীদেহ বিষ্ণু কর্ত্তৃক ছিন্ন হইলে এইস্থলে সতীর জিহ্বা পতিত হয়।

পর্ব্বতের এক স্থান হইতে প্রস্তর ভেদ করিয়া প্রস্রবণ ও এক প্রকার দাহ্য বাষ্প অবিরত নির্গত হইতেছে। দীপ সংযোগ করিলে বাষ্প জ্বলিতে থাকে। ঐ স্থানকে দেবীর জ্বলন্তমুখ বলে। এই নিমিত্তই ঐ স্থানের নাম জ্বালামুখী হইয়াছে। প্রস্রবণের উপর একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের বিস্তার ২০ হস্ত ও ইহার মধ্যস্থলে একটী চৌবাচ্চা হইতে জল ও অল্প অল্প দাহ্য বাষ্প নির্গত হয়। মন্দিরের যাজকগণ ঘৃতসংযোগে বাষ্প অনেকক্ষণ প্রজ্বলিত রাখে। রণজিৎসিংহ মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। প্রতিদিন বহুসংখ্যক যাত্রী এই তীর্থদর্শনে আইসে। আশ্বিনমাসে এখানে একটী পর্ব্ব হয়, তদুপলক্ষে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

প্রবাদ আছে, যে পূর্ব্বকালে একদিন দেবী দক্ষিণদেশস্থ এক ব্রাহ্মণকুমারকে স্বপ্নে দর্শন দেন ও উত্তরদেশে আসিয়া এই স্থান বাহির করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণকুমার এই স্থান বাহির করিয়া তথায় ভগবতীর পূজা করেন ও একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান মন্দির পর্ব্বতপার্শ্বে প্রস্রবণের উপর নির্ম্মিত। ইহার চূড়া ও গুম্বজ স্বর্ণমণ্ডিত, খড়্গসিংহ প্রদত্ত রজতনির্ম্মিত কপাটগুলিই মন্দিরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। লর্ড হার্ডিঞ্জ ঐ কপাটদর্শনে এতদূর প্রীত হয়েন যে, ইহার একটী আদর্শ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যে কোনরূপ দেবমূর্ত্তি নাই।

মন্দিরের অভ্যন্তর ব্যতীত আরও কএকস্থলে জল ও অল্প পরিমাণে দাহ্য বাষ্প নির্গত হয়। মতান্তরে ঐ অগ্নি জলন্ধর নামক দৈত্যের মুখনিঃসৃত। কথিত আছে, মহাদেব ঐ দুর্দ্দান্ত দৈত্যকে পরাস্ত করিয়া পর্ব্বত চাপা দেন, ঐ দৈত্যের মুখ হইতে অদ্যাপি অগ্নি নিঃসৃত হইতেছে। [জালন্ধর দেখ।] যাহা হউক বর্ত্তমান মন্দির ভগবতীর ও ইহার মধ্যস্থ কুণ্ড দেবীর উল্কাময়ী মুখ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

দেবীর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অনেক ক্ষুদ্র দেবালয়, ধর্ম্মশালা, পান্থনিবাস ও পাতিয়ালারাজনির্ম্মিত সরাই আছে; দরিদ্র তীর্থযাত্রিগণ ঐ সকল হইতে ভোজনাদি প্রাপ্ত হয়। এখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, অতিথি, তীর্থযাত্রী ও গবাদি বাস করে। নগরের অবস্থা ততদূর পরিচ্ছন্ন নহে, কিন্তু ইহার বাজার সুবৃহৎ। তথায় বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি, জপমালা প্রভৃতি উপাসনা সামগ্রী দৃষ্ট হয়।

এই নগর দিয়া হিমালয়ের পার্ব্বত্য দ্রব্যজাত ও সমতলের দ্রব্যজাতের বিনিময় হয়। রপ্তানীর মধ্যে কুলু হইতে অহিফেন প্রধান। নগরের ছয় স্থানে ৬টী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। ঐ সকল প্রস্রবণের জলে লবণ ও কিয়ৎ পরিমাণে পটাসিয়ম্ আইওডাইড্ মিশ্রিত আছে, তজ্জন্য উহা পান করিলে কয়েক প্রকার রোগ আরাম হয়। জ্বালামুখী নগরে একটী থানা, ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে।

কোন্ সময় হইতে জ্বালামুখীর প্রস্রবণ ও দাহ্য বাষ্পোদ্গম

আরম্ভ হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ ইহা খৃষ্টীয় শতাব্দীর বহুপূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ভারতবর্ষে আসিয়া পঞ্জাব প্রদেশের একই পর্ব্বতে শীতল ও উষ্ণপ্রস্রবণের কথা উল্লেখ করেন। সম্ভবতঃ ঐ উষ্ণপ্রস্রবণ জ্বালামুখীর অগ্নিকুণ্ড হইবে। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবাদ, দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ তোগলক জ্বালামুখীদেবীর দর্শন ও তাঁহার পূজা করিয়া কাঙ্‌ড়া দেশ জয় করেন। মুসলমানেরা একথা স্বীকার করে না। বোধ হয়, ফিরোজশাহ কৌতূহল পরবশ হইয়া জ্বালামুখীর ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনার্থ গমন করেন। তাহাতেই হিন্দুগণ ঐরূপ রটাইয়া থাকিবে।

ঝ

ঝ, ব্যঞ্জনবর্ণের নবম বর্ণ, চবর্গের চতুর্থ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ-কাল অর্দ্ধমাত্রা পরিমিত সময় ও উচ্চারণস্থান তালু। উচ্চারণ করিতে আভ্যন্তরিক প্রযত্নে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা তালু স্পর্শ। বাহ্য প্রযত্ন সংবার, নাদ ও ঘোষ। ইহা মহাপ্রাণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত। মাতৃকান্যাসকালে বামকরাঙ্গুলিমূলে ইহার ন্যাস করিতে হয়। কলাপমতে ইহার ঘোষবৎ সংজ্ঞা। ইহা কুণ্ডলী, মোক্ষরূপিণী, বিদ্যুল্লতার ন্যায় রক্তাকার, উজ্জ্বল তেজোযুক্ত, সর্ব্বদা সত্য, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তিসংযুক্ত। (কামধেনুতন্ত্র)

ইহার ধ্যান। "ধ্যানমস্য প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে!
সন্তপ্তহেমবর্ণাভাং রক্তাম্বরবিভূষিতাম্।
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গীং রক্তমাল্যবিভূষিতাম্।
চতুর্দ্দশভুজাং দেবীং রত্নহারোজ্জ্বলাং পরাম্।
ধ্যাত্বা ব্রহ্মস্বরূপাং তাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

বর্ণাভিধানতন্ত্রমতে, ইহার বাচক শব্দ—ঝঙ্কার, গুহ, মার্গী, ঝর্ঝর, বায়ু, সম্বন, অজেশ, দ্রাবিণী, নাদ, পাশী, জিহ্বা, জল, স্থিতি, বিরাজেন্দ্র, ধনুর্হস্ত, কর্কশ, নাদজ, কুণ্ড, দীর্ঘবাহু, রস, রূপ, আকম্পিত, মুচঞ্চল, দুর্ম্মুখ, নষ্ট, আত্মবান্, বিকটা, কুচমণ্ডল, কলহংসপ্রিয়া, বামা, বামাঙ্গুল, সুপর্ব্বক, দক্ষহাস, অট্টহাস, পুণ্যাত্মা ও ব্যঞ্জনস্বর।

মাত্রাবৃত্তে ইহার প্রথম বিন্যাসে ভয় ও মরণ হয়।

"ভয়মরণকরৌ ঝজ্রৌ" (বৃত্তরত্ন° টী°)

ঝ (পুং) ঝটতি ঝট-ড। (অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১) ১ ঝঞ্ঝাবাত। ২ নষ্ট। ৩ জলবর্ষণ। (শব্দর°) ৪ ঝিণ্টীশ। ৫ দেবগুরু। ৬ দৈত্যরাজ। ৭ ধ্বনিভেদ। ৮ উচ্চবাত। (মেদিনী)

ঝকড়া (দেশজ) কলহ। কুন্দল। বিবাদ।

ঝকনোদ, মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত ঝাবুয়া রাজ্যের একটী নগর। এই নগর সর্দ্দারপুর হইতে ১৫ মাইল দূরে, ঝাবুয়া নগরের ২৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একজন ঠাকুর অর্থাৎ প্রধান সামন্ত বাস করেন।

ঝকার (পুং) ঝ-কার (স্বার্থে)। ঝমাত্র বর্ণ।

"ঝকারং পরমেশানি!" (কামধেনুতন্ত্র)

ঝকিক্ (দেশজ) ভর্ৎসনা, ধমক, প্রতিক্ষেপ।

ঝক্ (দেশজ) ১ দীপ্তি। ২ চমক্। ৩ বৃথা।

ঝক্‌ঝক্ (দেশজ) ১ দীপ্তিময়। ২ দীপ্তি। ৩ ঔজ্জ্বল্য।

ঝক্‌ঝকিয়া (দেশজ) ঝক্‌ঝক্।

ঝক্‌মক্ (দেশজ) ঝক্‌ঝক্।

ঝক্‌মকানি (দেশজ) ঝক্‌মক্ করা।

ঝক্‌মারী (দেশজ) ১ ত্রুটী। ২ অপরাধ। ৩ অনুতাপ। ৪ খেদ।

ঝগতি (অব্য) ঝটিতি-পৃষো°। শীঘ্র।

ঝগঝগায়মান (ত্রি) ঝগঝগ-ক্যঙ্ শানচ্। (কর্ত্তুঃক্যঙ্ সলোপশ্চ। পা ৩।১।১১) দেদীপ্যমান।

"প্রভানিকররশ্মিভির্ঝগঝগায়মানাংশুকাং।" (দেবীপু°)

ঝঙ্কার (পুং) ক্ব-ঘঞ্-কারঃ ঝন্ ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং যত্র। ১ ভ্রমর প্রভৃতির গুঞ্জন। ২ ঝন্‌ঝন্ শব্দ। ৩ অব্যক্তধ্বনি।

"প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ।" (বল্লালসেন)

ঝঙ্কারিণী (স্ত্রী) ঝঙ্কার অস্ত্যর্থে ইনি ঙীপ্। ১ গঙ্গা। ২ ঝিণ্টীশ।

ঝঙ্কারিত (ত্রি) ঝঙ্কার-ইতচ্ (তার°) ঝঙ্কারযুক্ত।

ঝঙ্কিল (দেশজ) একজাতীয় বড় বক।

ঝঙ্কৃতা (স্ত্রী) তারাদেবতা।

"ঝর্ঝরী ঝঙ্কৃতা ঝিল্লী ঝরী ঝর্ঝরিকা তথা।" (তারাসহস্রনাম)

ঝঙ্কৃতি (স্ত্রী) ক্ব-ক্তি কৃতিঃ ঝম্ ইত্যব্যক্তশব্দস্য কৃতিঃ করণং যত্র। কাংস্যাদির ধ্বনি। (শব্দার্থচি°)

ঝঙ্গ, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। এই জেলা মূলতান বিভাগের উত্তরভাগে অক্ষা° ৩° ৩৫´ হইতে ৩২° ৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩৯´ হইতে ৭৩° ৩৮´ পূঃ। পরিমাণফল অনুসারে ধরিলে পঞ্জাবের ৩২টী জেলার মধ্যে ঝঙ্গ জেলা চতুর্থ এবং অধিবাসী সংখ্যা অনুসারে ষড়্‌বিংশস্থানীয়। ইহার উত্তরে শাহপুর ও গুজরান্‌বালা, পশ্চিমে দেরাইস্মাইলখাঁ এবং পূর্ব্বদক্ষিণে মণ্টগমরি, মূলতান ও মুজাফরগঞ্জ। পরিমাণফল ৫৭০২ বর্গমাইল। ঝঙ্গ নগরের উপকণ্ঠস্থিত মাঘিয়ানা জেলার সদর কাছারী আদালত প্রভৃতি আছে।

এই জেলার আকার কতকটা ত্রিভূজের ন্যায়। পূর্ব্বভাগ রেচ্‌না দোয়াবের অন্তর্ব্বর্ত্তী পর্ব্বতময়, তাহার পর হইতে চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীদ্বয়ের সঙ্গম পর্য্যন্ত ত্রিকোণ ভূমি, পরে ঐ সংযুক্ত নদীদ্বয়ের তীর দিয়া সিন্ধুসাগর দোয়াব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ। ইরাবতী নদী ইহার দক্ষিণ সীমার কতক অংশে প্রবাহিত। এই জেলার ভূমি অতি বিসদৃশ। পূর্ব্বভাগে উচ্চ পাহাড় ও তাহার স্থানে স্থানে বালুকাময় ব্যবধান দৃষ্ট হয়। দক্ষিণভাগে ইরাবতী-কূলবর্ত্তী ভূভাগ এবং বিতস্তা নদীর সহিত সঙ্গমস্থলের উপর ও নিম্ন উভয়দিকে চন্দ্রভাগার পশ্চিমকূলবর্ত্তী স্থানের ভূমি উর্ব্বরা ও বহুজন-সমাকীর্ণ। চন্দ্রভাগা নদীর ৭ মাইল পূর্ব্বে উর্ব্বর নিম্নভূমি সহসা জনশূন্য অনুর্ব্বর উচ্চ প্রদেশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ অনুর্ব্বর, কেবল নদীতীরে চাষ হয়। বিতস্তার পর পারে সিন্ধুসাগর থাড়ি নামক উচ্চ পাহাড় পর্য্যন্ত কএক মাইল স্থান অতিশয় উর্ব্বরা। সমস্ত জেলায় কেবল ৩৯ অংশ মাত্র স্থানে বসতি আছে ও অবশিষ্ট সমস্তই অনুর্ব্বর। অনেক স্থানে জনপ্রাণী ও তরুলতাশূন্য ভূভাগ এবং উত্তরপূর্ব্বাংশে একটী প্রাচীন নদীর শুষ্ক গর্ভ পড়িয়া আছে।

এই জেলায় কোন প্রকার খনি নাই। তবে চিনিয়টের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের নানাস্থানের খাত হইতে প্রস্তর খোদিত হয়। ঐ সমস্ত প্রস্তরে জাঁতা, খল, শিল, রুটীবেলনের পিঁড়ি, প্রদীপ, শান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কিরাণ পর্ব্বতে লৌহের খনি আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু উহা এ পর্য্যন্ত উত্তোলিত হয় নাই। দক্ষিণসীমাস্থ জলেরা হইতে মৎস্য যাইয়া মূলতানে বিক্রীত হয়। হিংস্র জন্তুর মধ্যে নেকড়ে, হাড়িগ্না, বনবিড়াল প্রধান; মৃগ, শূকর ও শশকাদি নির্জ্জন অরণ্যে দৃষ্ট হয়। সাজি নামক এক প্রকার বৃক্ষের ভস্ম হইতে ক্ষার হয়। ঐ বৃক্ষ বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী উচ্চ ভূমিতে ও রেচ্না দোয়াবের দক্ষিণভাগে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

এই জেলার ইতিহাস অতি প্রাচীন। ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী সঙ্গলবালতীর নামক পাহাড়ের উপরিস্থ বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া জেনারেল কানিংহাম স্থির করেন যে, ঐ স্থানই পুরাণোক্ত শাকল, বৌদ্ধগ্রন্থ বর্ণিত সাগল ও গ্রীক ঐতিহাসিকগণের সঙ্গল। ঐ পাহাড় গুজরান্‌বালার সীমায় অবস্থিত এবং উভয়দিকে দুইটী জলাভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। পূর্ব্বে ঐ জলাভূমিতে গভীর হ্রদ ছিল। মহাভারতে শাকল মদ্ররাজের রাজধানী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; আজিও ঐ প্রদেশকে মদ্রদেশ কহে। বৌদ্ধদিগের উপাখ্যানপাঠে জানা যায় সাগল কুশরাজের রাজধানী ছিল। রাজমহিষী প্রভাবতীকে অপহরণ করিবার নিমিত্ত সাতজন রাজা সাগল আক্রমণ করে। মহারাজ কুশ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগরের বাহিরে শত্রুদিগের সম্মুখীন হইলেন এবং তথায় এরূপ উৎকট হুঙ্কারধ্বনি করিলেন যে, স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রতিধ্বনিত হইল এবং আক্রমণকারিগণ ভয়ে পলায়ন করিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বলেন, আলেকসান্দর সঙ্গল রাজার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া গঙ্গাকূলবর্ত্তী প্রদেশ জয়ে ক্ষান্ত থাকেন এবং ঐ স্থান আক্রমণ করেন। তৎকালে সঙ্গল অতি দুরাক্রম্য ছিল, ইহার দুই দিকে গভীর হ্রদ এবং নগর ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত। গ্রীকগণ বহু কষ্টে ইহার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগর অধিকার করে। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ৬৩০ খৃঃ অব্দে শাকল পরিদর্শন করেন, তৎকালে উহার ভগ্ন প্রাচীর বর্ত্তমান ছিল এবং প্রাচীন নগরের স্তূপাকৃতি ধ্বংসাবশেষসমূহের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র সহর ছিল। হিউএন্‌সিয়াংয়ের বিবরণ পাঠ করিয়াই কনিংহাম্‌ সাহেব শাকলের অবস্থান নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন। এখনও এখানে একটী বৌদ্ধমঠে প্রায় এক শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করেন। দুইটী টোপ অর্থাৎ স্তূপও আছে, তন্মধ্যে একটী মহারাজ অশোকনির্ম্মিত। চন্দ্রভাগার নিম্ন অববাহিকাস্থিত শেরকোট আলেকসান্দর কর্ত্তৃক অধিকৃত মল্লীর নগর বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। হিউএন্‌সিয়াং পরে এই স্থানকে একটী প্রদেশের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করেন।

এই জেলার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাস শিয়ালরাজবংশের বিবরণে সংশ্লিষ্ট। এই শিয়ালরাজগণ মূলতান ও শাহপুরের মধ্যবর্ত্তী এক বিস্তীর্ণ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ইহারা দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা কথঞ্চিৎ স্বীকার করিতেন; অবশেষে রণজিৎসিংহ ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। ঝঙ্গের শিয়ালগণ রাজপুতকুলোদ্ভব এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের আদিপুরুষ রায়শঙ্কর। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জৌনপুরে বাস স্থাপন করেন। ইহার পুত্র শিয়াল ঐ নগর ত্যাগ করিয়া মোগল-প্রপীড়িত পঞ্জাবে আগমন করেন। তিনি নগরস্থাপনোপযোগী স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন সহসা পাকপত্তনের বিখ্যাত ফকির বাবা ফরিদ উদ্দীন্ শাকরগঞ্জের সম্মুখে পতিত হন। ফকিরের বাকপটুতায় মুগ্ধ হইয়া শিয়াল মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনি কিছুকাল শিয়ালকোটে থাকিয়া অবশেষে শাহপুর জেলার সাহিবালে গমন করেন এবং তথায় বিবাহ করিয়া বাস করেন। শিয়ালের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ মাণক ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে মানকেড় নগর স্থাপন করেন এবং তাঁহার প্রপৌত্র মালখাঁ ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রভাগাতীরে ঝঙ্গশিয়াল নির্ম্মাণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে মালখাঁ সম্রাটের আদেশক্রমে লাহোরে উপস্থিত হন এবং সম্রাটকে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিয়া ঝঙ্গ প্রদেশ প্রাপ্ত হন। সেই অবধি তাঁহার বংশধরগণ ঝঙ্গে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিখগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। ভঙ্গী প্রদেশের করম্‌সিং দুলু ঝঙ্গ জেলার চিনিয়ট্ দুর্গ অধিকার করেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে রণজিৎসিংহ ঐ দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। ইহার পর রণজিৎসিংহ ঝঙ্গ আক্রমণের উদ্যোগ করিলে শিয়ালবংশের শেষ রাজা আহ্মদখাঁ বার্ষিক ৭০ সহস্র টাকা ও একটী অশ্বী প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া অব্যাহতি পান।

ইহার তিন বর্ষ পরে মহারাজ রণজিৎ পুনরায় ঝঙ্গ আক্রমণ করেন, আহ্মদ খাঁ পলাইয়া মূলতানে আশ্রয় লয়েন। রণজিৎসিংহ সর্দ্দার ফতেসিংকে ঝঙ্গের সর্দ্দার করিয়া প্রত্যাগমন করিলে, আহ্মদ খাঁ পুনরায় পূর্ব্বোক্ত করদানে তাঁহার রাজ্যের কতক অংশ দখল করিতে লাগিলেন। ১৮১০ খৃঃ অব্দে রণজিৎসিংহ মূলতান অধিকার করিয়া তাঁহার শত্রু মুজাফর খাঁকে সাহায্য করা অপরাধে আহ্মদ খাঁকে বন্দী করিলেন। লাহোরে আসিয়া রণজিৎসিংহ আহ্মদ খাঁকে একটী জায়গীর প্রদান করেন। আহ্মদের পর তৎপুত্র ইনায়েত খাঁ আধিপত্য করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ইস্মাইল খাঁ অধিকার পাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গোলাপসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফলকাম হইলেন না। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে পঞ্জাব ইংরাজাধিকৃত হইলে ঝঙ্গ জেলা গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ইস্মাইল খাঁ বিদ্রোহী রাজগণের দমনে গবর্মেণ্টের সাহায্য করায় এবং সিপাহীবিদ্রোহের সময় একদল অশ্বারোহী সৈন্যসহ ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন করায়, গবর্মেণ্ট তাঁহাকে আজীবন একটী জায়গীর ও খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

ঝঙ্গজেলার মাঘিয়ানা, ঝঙ্গ ও চিনিয়ট কেবলমাত্র এই তিনটী নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে।

প্রথমোক্ত দুইটী নগর ফলে একটী নগর বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সহরের মধ্যে শেরকোট ও আহ্মদপুর প্রধান। চিনিয়ট তহসীলও অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা। অধিবাসিগণ নিজ নিজ কূপের নিকটে একাকী থাকিতে ভালবাসে। ক্বচিৎ কোনস্থানে লম্বরদার অর্থাৎ মোড়লের কূপের চতুর্দ্দিকে তাহার নিজের ও দুই চারি ঘর প্রজার কুটীর এবং একখানি দোকান একত্র দৃষ্ট হয়। এই জেলার ভাষা পঞ্জাবী ও জাট্‌কি (মূলতানী)।

এই জেলার কেবল ১/৮ অংশমাত্র কৃষিকার্য্যোপযোগী। কোন অংশেই রীতিমত জল না পাইলে ফসল জন্মে না। নদীকূল হইতে কিছু দূরের ভূমি হইতেই অধিকাংশ ফসল জন্মে, অধিক দূরের উচ্চভূমি অনুর্ব্বর। নদীকূলে অনেক সময় পলি পড়িয়া উত্তম ফসল হয় বটে, কিন্তু বন্যার উপদ্রবে অনেক সময় গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র ভাসিয়া যায়; এখানে ধান্য জন্মে না। বসন্তকালে গোধূম, যব, ছোলা, মটর প্রভৃতি রবিখন্দ এবং শরৎকালে জোয়ার, কার্পাস, মাষকলাই, তিল, ভুট্টা প্রভৃতি জন্মে।

অনেক লোক কেবলমাত্র পশুচারণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। জেলার প্রায় অর্দ্ধেক ভূমি পশুচারণের উপযোগী। পশুচৌর্য্য অপরাধে দণ্ডের কথা এখানে সর্ব্বদাই শুনা যায়। অনেকে অশ্ব ও উষ্ট্র পালন করিতে ভালবাসে। ঝঙ্গের অশ্ব সর্ব্বত্র বিখ্যাত, বিশেষতঃ এখানকার ঘোটকী পঞ্জাবের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত।

এই জেলার অধিকাংশ কৃষক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে চাস করে না। অনেকে ইচ্ছামত জমি চাস করে, আবার ইচ্ছা হইলেই ছাড়িয়া দেয়। অধিকাংশ কৃষক উৎপন্ন শস্যদ্বারাই খাজনা দেয়। শতকরা একজন মাত্র টাকা দিয়া রাজস্ব প্রদান করে।

ঝঙ্গজেলার বাণিজ্য ততদূর ভাল নহে। নানা প্রকার দ্রব্যজাতের অন্তর্বাণিজ্যই প্রধান। ইরাবতীতীর ও গুজরানবালা জেলার ওয়াজিরাবাদ হইতে এখানে শস্য আমদানী হয়। ঝঙ্গ ও মাঘিয়ানা নগরে বিস্তর মোটা কাপড় তৈয়ার হয়। কাবুলী বণিকগণ ঐ সমস্ত ক্রয় করিয়া লয়। এখানে সোণা ও রূপার জরি এবং চর্ম্মের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মূলতান হইতে উজীরাবাদ পর্য্যন্ত রাস্তা এই জেলার মধ্যে শেরকোট, ঝঙ্গ, মাঘিয়ানা এবং চিনিয়ট দিয়া গিয়াছে। অপর একটী রাস্তা মণ্টগমরী জেলায় লাহোর-মূলতান-রেলওয়ের বিচাবন্নী ষ্টেশন হইতে চাহ্‌-ভরেরী দিয়া দেরা-ইস্মাইল খাঁ পর্য্যন্ত গিয়াছে। বিচাবন্নী, দেরাইস্মাইল খাঁ ও বন্নু নগরের মধ্যে প্রতিদিন একখানি ডাকগাড়ী যাতায়াত করে। সিন্ধু-পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ের লাহোর ও মূলতান শাখা এই জেলার নিকট দিয়া গিয়াছে। বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমের ঈষৎ নিম্নে একটী নৌসেতু প্রস্তুত হইয়াছে। জেলার সর্ব্বত্র ঐ নদীদ্বয়ে বৃহৎ বৃহৎ বণিকতরী বারমাসই যাতায়াত করিতে পারে।

ভূমির রাজস্ব ও অন্যান্য কর ব্যতীত এখানে পশুচারণ ও সাজিমাটি অর্থাৎ ক্ষার প্রস্তুতের ভূমি হইতেও গবর্মেণ্টের বিস্তর আয় হয়। একজন ডেপুটি কমিসনর, ২ জন এক্‌ষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী ও পুলিস দ্বারা ইহার শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। মাঘিয়ানা নগরে জেলার আদালত জেলখানা ও গবর্মেণ্ট বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। শাসনকার্য্য ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধা জন্য এই জেলা ৩টী তহসীল ও ২৫টী থানায় বিভক্ত। ঝঙ্গ, মাঘিয়ানা, চিনিয়ট, শেরকোট ও আহ্মদপুরে মিউনিসিপালিটি আছে।

এই জেলার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত। ব্যাধির মধ্যে জ্বর ও বসন্ত প্রধান। ঝঙ্গ, মাঘিয়ানা, চিনিয়ট, শেরকোট, আহ্মদপুর ও কোট ইসাশাহ নগরে গবর্মেণ্টের দাতব্য ঔষধালয় আছে।

২ পঞ্জাব প্রদেশের পূর্ব্বোক্ত ঝঙ্গ জেলার মধ্যস্থ তহসীল। এই তহসীল চন্দ্রভাগা নদীর উভয়তীরস্থ কতক স্থান লইয়া গঠিত। পরিমাণফল ২৩৪৭ বর্গমাইল। এই তহসীলেই জেলার আদালত সকল ও ৫টী থানা আছে।

৩ পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত ঝঙ্গজেলার একটী প্রধান নগর ও মিউনিসিপালিটী। অক্ষা° ৩১° ১৬´ ১৬´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ২১´ ৪৫´´ পূঃ। ঝঙ্গের দুইমাইল দক্ষিণে মাঘিয়ানা নগর অবস্থিত, এই স্থানেই সম্প্রতি রাজকীয় আদালত আছে। ঝঙ্গ ও মাঘিয়ানা একই মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত এবং একটী নগর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। দুই নগরের লোকসংখ্যা ২৩,২৯০; তন্মধ্যে হিন্দু ১১,৩৫৫ ও মুসলমান ১১,৩৩৪। চন্দ্রভাগা নদীর বর্ত্তমান গর্ভ হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে এবং বিতস্তার সহিত উহার সঙ্গম হইতে ১০ ও ১৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে ঐ নগরদ্বয় অবস্থিত। ঝঙ্গনগর নিম্ন-ভূম, সুবিধামত বাণিজ্যস্থান হইতে কিছু দূরবর্ত্তী। সরকারী কার্য্যালয় প্রভৃতি মাঘিয়ানায় উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে ঝঙ্গের অবনতি হইয়াছে। সহরের মধ্যে একটীমাত্র বড় রাস্তা, উহার দুইপার্শ্বে একই প্রকার ইষ্টকনির্ম্মিত পথ। পথ সমুদায় ইষ্টকখণ্ডদ্বারা বাঁধান, উহাতে নর্দ্দামা প্রভৃতির বেশ বন্দোবস্ত আছে। নগরের বাহিরে বিদ্যালয় ও তথায় একটী ঝরণা, ঔষধালয় ও থানা আছে। শিয়াল-বংশীয় মালখাঁ ১৪৬২ খৃঃ অব্দে পুরাতন ঝঙ্গ নগর নির্ম্মাণ করে। ঐ নগর বহুকাল ঝঙ্গের মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান নগরের উত্তরপশ্চিমে ঐ নগর ছিল, পরে বহুকাল হইল চন্দ্রভাগার স্রোতে উহা ভাসিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান নগর খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অরঙ্গজেব সম্রাটের রাজত্বকালে ঝঙ্গের বর্ত্তমান নাথসাহেবের পূর্ব্বপুরুষ লালনাথ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। দূর হইতে নগরের একপার্শ্ব দৃষ্টি করিলে কেবল উচ্চ অপ্রীতিকর বালুকাস্তূপ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু অপরদিক্ হইতে দেখিলে সুন্দর উদ্যান, সরোবর, কুঞ্জবন, অট্টালিকা প্রভৃতি শোভিত মনোরম দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। ইহার অধি-বাসিগণ অধিকাংশ শিয়াল ও ক্ষত্রি। এখানে বিস্তর দেশীয় মোটাকাপড় প্রস্তুত হয়। কাবুলী সওদাগরগণ উহা খরিদ করিয়া লয়। উজীরাবাদ ও মিয়ানবালি হইতে শস্য আমদানি হয়।

ঝঞ্ঝন (ক্লী) ১ ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যের আঘাতে উৎপন্ন ঝন্ ঝন্ শব্দ। ২ অব্যক্তধ্বনি।

ঝঞ্ঝনা (স্ত্রী) ঝঞ্ঝন। "ঝঞ্ঝনা ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ চকমকী।"

ঝঞ্ঝনী (স্ত্রী) অস্ত্রের শব্দ।

ঝঞ্ঝা (স্ত্রী) ঝম্ ইত্যব্যক্তশব্দং কৃত্বা ঝটিতি-বেগেন বহতীতি ঝট্-ড বাহুলকাৎ টাপ্। ১ ধ্বনিবিশেষ। ২ জলকণাবর্ষণ। ৩ প্রচণ্ডানিল। (শব্দর°) বড়বৃষ্টি, বাত্যা, ঝড়। ৪ এক প্রকার ঘনযন্ত্র। ইহার প্রচলিত নাম ঝাঁঝ। ইহাকে ঝাঁঝরও বলে। ইহার আকার বৃহৎ গোলাকার ও সমতল, মধ্যভাগ ঈষৎ মুক্ত, সেই স্থলেই আঘাত করিতে হয়। ইহা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ঘণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ঘন যন্ত্রের আদি এরূপ অনুমান হয়। এ দেশে মাঙ্গল্য যন্ত্র বলিয়া গণ্য।

ঝঞ্ঝাট (দেশজ) ১ ব্যস্ততা। ২ দুঃখ। ৩ ক্লেশ।

ঝঞ্ঝাটিয়া (দেশজ) যে ঝঞ্ঝাট করে, বিশৃঙ্খলকারী।

ঝঞ্ঝানিল (পুং) ঝঞ্ঝাধ্বনিযুক্তঃ অনিলঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। ১ বর্ষাকালের বায়ু। ২ ঝঞ্ঝাবাত। (ত্রিকা°)

ঝঞ্ঝামারুত (পুং) ঝঞ্ঝাধ্বনিযুক্তো মারুতঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। বেগবান্ বায়ু।

ঝঞ্ঝারপুর, ত্রিহুতের অন্তর্গত পল্লিগ্রাম। ২৬° ১৬´ অক্ষাংশ ও ৮৬° ১৯´ দ্রাঘিমার মধ্যে এবং মধুবনী হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ছোটবলানের পূর্ব্বকূল হইতে ১ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে প্রতাপগঞ্জ ও শ্রীগঞ্জ নামে দুইটী বাজার আছে। প্রথমটী প্রতাপসিংহ ও অপরটী মধুসিংহের শ্যালিকার নামানুসারে খ্যাত। দ্বারভঙ্গের মহারাজের সন্তানগণ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য ঝঞ্ঝারপুর বিশেষ বিখ্যাত। কথিত আছে, পূর্ব্বে দ্বারভঙ্গের মহারাজগণ সকলেই নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতেন। মহারাজ প্রতাপসিংহ ইহাতে অতিশয় ভীত হইয়া নিকটবর্ত্তী মুরনম্ গ্রামবাসী শিবরতনগিরি নামক জনৈক মোহান্তের শরণাপন্ন হইলেন। মোহান্ত ঝঞ্ঝারপুরে আসিয়া তাঁহার একগাছি চুল পোড়াইলেন এবং বলিলেন যে ব্যক্তি ঝঞ্ঝারপুরে বাস করিবে তাহার পুত্র সন্তান জন্মিবে। প্রতাপ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু গৃহনির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার ভ্রাতা মধুসিংহ গৃহনির্ম্মাণ শেষ করিয়া তথায় কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। দ্বারভঙ্গরাজের মহারাণীগণ গর্ভবতী হইলেই এই স্থানে প্রেরিত হন। পূর্ব্বে এইস্থানে কোন রাজপুতবংশীয়দিগের অধিকারে ছিল, মহারাজ ছত্রসিংহ তাহাদের নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়াছেন।

এই স্থানের রক্তমালাদেবীর মন্দির বিখ্যাত। দেবীকে অর্চ্চনা করিবার জন্য বহুদূর হইতে লোক আসে। পিত্তল নির্ম্মিত দ্রব্যের জন্যও এই স্থান বিখ্যাত; এই স্থানের

পানের বাটা ও গঙ্গাজলী অতিশয় সুন্দর। বাজারে শস্যের বড় বড় কারবার আছে। ঝঞ্জারপুর হইতে হিয়াঘাট, মধুবনী, নরায়া প্রভৃতি স্থানে রাস্তা হওয়ায় ব্যবসায় দিন দিন বাড়িতেছে। বাজারের প্রায় নিকট দিয়াই দ্বারভঙ্গ হইতে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত একটী বৃহৎ রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

এই স্থানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বাস আছে; কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক।

ঝঞ্ঝাবায়ু (পুং) ঝঞ্ঝাধ্বনিযুক্তো বায়ুঃ মধ্যলো°। ঝঞ্ঝাবাত। বৃষ্টির সহিত ঝড়। বেগবান্ বায়ু।

ঝটক (পুং স্ত্রী) অন্ত্যজ বর্ণবিশেষ।

"উপাসরণ্যো ঝটকশ্চ কূপে দ্রোণাং জলং কোশবিনির্গতঞ্চ।" (অত্রি)

ঝটা (স্ত্রী) ঝট-অচ্ টাপ্। ১ শীঘ্র। ২ অলকী। (শব্দার্থচি°) (দেশজ) ঝাটা।

ঝটি (পুং) ঝটতি পরস্পরং সংলগ্নং ভবতীতি ঝট-ঔণাদিক ইন্। ১ ক্ষুদ্রবৃক্ষ। (শব্দর°) (দেশজ) ঝাটি।

ঝটিতি (অব্য) ঝট্-কিপ্ ঝট্ ইন্-ক্তিন্। ১ দ্রুত। ২ শীঘ্র। পর্য্যায় স্রাক্, অঞ্জসা, আহ্নীর, সপদি, দ্রাক্, মংক্ষু, সদ্যঃ, তৎক্ষণ। (অমর)

"ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম।" (পদাঙ্কদূত)

ঝট্ (দেশজ) ১ শীঘ্র। ২ দ্রুত। ৩ আচম্বিতে।

ঝট্কা (হিন্দি) ঝড়।

ঝট্কান (দেশজ) প্রবল বায়ুর আঘাত।

ঝট্ঝট্ (দেশজ) ১ বিচলিত হওয়া। ২ তাড়াতাড়ি।

ঝট্পট্ (দেশজ) শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

ঝড় (দেশজ) ঝটিকা। পৃথিবীমণ্ডল চতুর্দ্দিকে প্রায় ২৫ ক্রোশ গভীর বায়ুরাশি দ্বারা আবৃত। এই বায়ুরাশি নানা কারণে সর্ব্বদাই চঞ্চল যখন ইহা মৃদুমন্দহিল্লোলে মধুর গন্ধবহ রূপে প্রবাহিত হয়, তখন ইহা সকলেরই মনোহরণ করে। অনেক সময় এই বায়ুরাশি নানা নৈসর্গিক কারণে বিলোড়িত হইয়া ভীষণ প্রভঞ্জনরূপে বেগে প্রবাহিত হয় এবং কখন কখন মুহূর্ত্ত মধ্যে বহুদূর বিস্তৃত জনপদের বৃক্ষরাজি উন্মূলিত, গৃহাবলী বিপর্য্যস্ত, উদ্যান সকল লণ্ডভণ্ড, নৌকা প্রভৃতি ভগ্ন এবং যানবাহনাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। এই বেগবান্ বায়ুরাশিকে সচরাচর ঝড় কহে। হিন্দু পুরাণাদিতে ৪৯ পবনের কথা আছে। তাহারা কখন কখন একে একে কখন বা সকলে একত্র হইয়া ঝড় উৎপন্ন করেন। চীনদিগের বিশ্বাস টাইফুন্ (কিউয়ু অর্থাৎ ঝড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অনেক সন্তান তিনি) কখন কখন ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌বাহী-ঝড় রূপী নিজ সন্তানবর্গ লইয়া ক্রীড়া করেন, তাহাই ঘূর্ণবায়ু বা টাইফুন্।

ঝড়ে যেরূপ উৎপাত সাধন করে, তাহাতে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে বহু অনিষ্ট এড়াইতে পারা যায়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বায়ুমানযন্ত্র দ্বারা অনেকটা ঝড়ের সম্ভাবনা নির্ণয় করিতে পারেন। পূর্ব্বে সকল দেশেই কতকগুলি লক্ষণকে ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং তদ্দ্বারাই ভবিষ্যৎ ঝড় বৃষ্টি নির্ণয় করিত। উদয়াস্ত কালে সূর্য্যের ছবি, মেঘের বর্ণ ও বায়ুর গতি ইত্যাদি দ্বারা এখনও অনেকে ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা করিয়া থাকেন। ফলতঃ ঐ সকল নিতান্ত অমূলক নহে। [বায়ু ও প্রলয় শব্দ দেখ।]

য়ুরোপীয়দিগের প্রযত্নে পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই বায়ুরাশির গতি ও চাপনির্ণয়, বৃষ্টিপরিমাণ প্রভৃতি বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যন্ত্রাদি স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল যন্ত্রসাহায্যে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি দ্বারা তাঁহারা ঝড়ের প্রকৃত তত্ত্ব, উৎপত্তি, গতি, বিস্তৃতি ও পূর্ব্বসূচনাদি অবগত হইয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সকল স্থানের বায়বিক পরিবর্ত্তনাদির তালিকা পর্য্যাপ্ত রূপে প্রাপ্ত না হওয়ায় ইহার সূক্ষ্মতত্ত্ব অভ্রান্ত রূপে প্রতিপাদিত হয় নাই। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুতর পরীক্ষা দ্বারা ঝড়ের উৎপত্তি, প্রাকৃতিক গতি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি যেরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইতেছে।

পৃথিবী যদি নিশ্চল ও সর্ব্বত্র সমান উত্তপ্ত হইত, তাহা হইলে বায়ুরাশিও নিশ্চল হইত এবং বায়ুপ্রবাহ হইত না; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবীর গোলত্ব-নিবন্ধন নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী কতক স্থানেই—সূর্য্যকিরণ লম্ব ভাবে পতিত হয়; সুতরাং মেরুপ্রদেশদ্বয় অপেক্ষা নিরক্ষদেশ অধিক উত্তপ্ত হয়।' ইহাতে নিরক্ষদেশে ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন বায়ুরাশিও উত্তপ্ত পরে লঘু হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়া যায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী অপেক্ষাকৃত শীতলবায়ু আসিয়া উহার স্থান পূরণ করে। এই রূপে ভূপৃষ্ঠে নিয়ত উত্তর ও দক্ষিণমেরু-প্রদেশ হইতে বায়ুরাশি নিরক্ষদেশাভিমুখে এবং বায়ুসাগরের উপরিভাগে নিরক্ষদেশ হইতে বায়ুরাশি মেরুদ্বয়াভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবী নিশ্চল হইলে ঐ বায়ুপ্রবাহ ঠিক উত্তর ও দক্ষিণমুখে বহিত, কিন্তু পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপরে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে বেগে আবর্ত্তন করিতেছে, সুতরাং ভূপৃষ্ঠের বায়ুপ্রবাহ ঠিক সরল ভাবে আসিতে পারেনা। এইরূপে নিরক্ষদেশের উত্তরভাগে বায়ুপ্রবাহ ঠিক উত্তর হইতে না আসিয়া, উত্তরপূর্ব্বদিক্

হইতে এবং নিরক্ষদেশের দক্ষিণভাগে পূর্ব্বদক্ষিণ হইতে আইসে। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থল ও জলরাশির অসমান সংস্থান, সুদীর্ঘ ও অত্যুচ্চ পর্ব্বতসমূহের অবস্থান ইত্যাদি কারণে বায়ুপ্রবাহ উক্ত সরল নিয়মের বশবর্ত্তী না হইয়া নানাস্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপে বাণিজ্যবায়ু, মৌসুমবায়ু (Monsoon) প্রভৃতি বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। (ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ বায়ুপ্রবাহ এবং তত্তৎ শব্দে লিখিত হইবে)।

কোন স্থানের বায়ু কোন কারণে উত্তপ্ত হইলে বিস্তৃত, সুতরাং লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং চারিদিক্ হইতে বায়ুরাশি ঐ স্থানাভিমুখে ধাবিত হয়। ঐ সমস্ত বিভিন্নমুখী বায়ু একত্র সংঘৃষ্ট হইয়া আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে। এই ঘূর্ণায়মান বায়ুকে ঘূর্ণবায়ু কহে। ইহাদের ব্যাস কখন কখন কয়েক গজমাত্র হইয়া থাকে, তখন ইহা অত্যল্প মাত্র ভূভাগের উপর দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভীষণ বেগে গমন করে। কিন্তু কখন কখন ঐ সকল ঘূর্ণবায়ুর ব্যাস ১ মাইল হইতে ১০০০।১২০০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রকাণ্ড ঘূর্ণবায়ুর কেন্দ্রের নিকট বায়ু প্রায় স্থির থাকে, কিন্তু পরিধির দিকে বায়ুপ্রবাহ ভীষণ ঝড়রূপে প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষগৃহাদি ভগ্ন ও চূর্ণীকৃত করিয়া ফেলে। প্রাকৃততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, আমরা যে সমস্ত বড় বড় ঝড় দেখি, তৎসমুদয়ই এক একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণবায়ু মাত্র। এই সকল ঘূর্ণবায়ু ১ হইতে ১৫০০ মাইল বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গমন করে। তন্মধ্যে ৪০০ হইতে ৬০০ মাইল ব্যাসযুক্ত ঘূর্ণবায়ুই অধিক। এইরূপ এক একটা ঘূর্ণবায়ু ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং শত শত মাইল স্থানের উপর দিয়া গমন করে। ইংরাজিতে ইহাদিগকে সাইক্লোন (Cyclone) কহে। এই সকল ঘূর্ণবায়ুর পরিধিই ঝটিকাচক্র। কেন্দ্রস্থল সম্পূর্ণ শান্তভাবপন্ন, উহার চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে ঝড় প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণবায়ু গমন কালে একই সময়ে নানাস্থানে বিভিন্নমুখী ঝড় উৎপন্ন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেন্দ্রস্থলে বায়ু প্রায় নিশ্চল থাকে, সুতরাং যে স্থানের উপর দিয়া কেন্দ্র গমন করে, তথায় প্রথমে এক দিক্ দিয়া ঝড় হয়, পরে কতক্ষণ শান্ত থাকিয়া আবার ঠিক বিপরীত দিক্ হইতে ঝড় আইসে।

যে স্থানের উপর দিয়া কেন্দ্র গমন করিবে, তথায় প্রথমে ও শেষে দুই বিপরীত দিকে ঝড় হইবে এবং মধ্যে কেন্দ্র গমনকালে শান্ত থাকিবে। যদি একটা ঘূর্ণবায়ুর কেন্দ্র মান্দ্রাজের উত্তর দিয়া পশ্চিমমুখে গমন করে, তবে তথায় প্রথমে উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় বহিবে, পরে ঐ বায়ু পশ্চিম ও ক্রমে দক্ষিণপশ্চিম হইতে বহিয়া ঝড় শেষ হইবে।

ঝড় এক সময়ে যতটা স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকেই ঝড়ের বা ঘূর্ণবায়ুর আকার বলা যাইতে পারে। ঐ ব্যাপ্ত স্থান ঠিক গোল নহে, কতকটা অসমবৃত্তাভাসের ন্যায়। ক্ষুদ্র ব্যাস অপেক্ষা গুরুব্যাস দুই তিন গুণ বড় হইয়া থাকে। যে দিকে ঘূর্ণবায়ু গমন করে, সেই দিকেই গুরুব্যাস বিস্তৃত থাকে, লঘুব্যাস গমনপথের সহিত সমকোণ করিয়া অবস্থান করে। বৃত্তাভাস যতই লম্বা হয়, ততই ঝড়ের তেজ অধিক হইয়া থাকে। বহুস্থানের পরীক্ষালব্ধ ঘূর্ণবায়ুবিষয়ক কয়েকটী নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১, ঝঞ্ঝাবায়ু নিরক্ষদেশ হইতে ক্রান্তিবৃত্তদ্বয় পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে নিরক্ষরেখার নিকটবর্ত্তী বাণিজ্যবায়ুপ্রবাহের আরম্ভস্থলে শীতকালে কিংবা মৌসুমবায়ু পরিবর্ত্তনের সময় উৎপন্ন হয়। বিষুবপ্রদেশে কখন ঝড় হয়না, কখন কোন ঝড় বিষুবরেখা পার হইতে দেখা যায় নাই। বরং ইহার দুই দিকে একই দ্রাঘিমায় পরস্পর ১০।১২ অংশ অন্তরে দুইটী ঝড় একই সময়ে প্রবাহিত থাকিতে শুনা গিয়াছে। উভয় গোলার্দ্ধেই ঘূর্ণবায়ু প্রথমভাগে পশ্চিম ও শেষভাগে পূর্ব্বমুখে গমন করে। সর্ব্বত্রই উহাদের গতি নিরক্ষদেশ হইতে বক্রভাবে মেরুর দিকে হইয়া থাকে।

২, ইহাদের গতি দ্বিত্বভাবাপন্ন অর্থাৎ কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঝটিকাচক্র প্রবাহিত থাকে, আর এইরূপ আবর্ত্তন করিতে করিতে ঘূর্ণবায়ু অগ্রসর হয়। উত্তরগোলার্দ্ধে এই আবর্ত্তন ডাইন হইতে বামদিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যেরূপে ঘুরে, তাহার ঠিক বিপরীতদিকে হইয়া থাকে। দক্ষিণগোলার্দ্ধে এই আবর্ত্তন ঘড়ির কাঁটার অনুরূপ।

ঘূর্ণবায়ু সকলের গমনপথ একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেপণীর ন্যায়। ইহার শীর্ষ পশ্চিমদিকে এবং বাহুদ্বয় পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত। ঐ শীর্ষ উত্তরগোলার্দ্ধে প্রায় ৩০ ও দক্ষিণগোলার্দ্ধে প্রায় ২৬ রেখার কোন যাম্যোত্তররেখা স্পর্শ করিয়া থাকে।

৩, সচরাচর নিরক্ষরেখার নিকটস্থ ঐ ক্ষেপণীর পূর্ব্বপ্রান্তে সূর্য্যের অস্ফুট ক্রান্তির (Declination of the sun) সমপরিমাণ অক্ষরেখার ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে পশ্চিমমুখে গমন করিতে করিতে অবশেষে শীর্ষস্থান প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্ব্বমুখে গমন করিতে থাকে। শেষভাগে ইহা ক্রমাগত নিরক্ষরেখা হইতে দূরে গমন করে। চীনসাগরের অনেক ঝড় তুফান ইহার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ উহারা গমনকালে নিরক্ষরেখার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে।

৪, ঘূর্ণবায়ু সকলের গতি পৃথিবীর নানাস্থানে নানারূপ, এমন কি একস্থানে একই ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও উত্তর আমেরিকায় ইহাদের গতি ঘণ্টায় ৯ মাইল হইতে ১৩ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দক্ষিণভারতমহাসাগরে ইহাদের গতি ১০ মাইল হইতে অন্যূন ২ মাইল হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরে উহার পরিমাণ ঘণ্টায় ২ হইতে ৩৯ মাইল; চীনসাগরে ৭ হইতে ২৪ মাইল, এবং প্রশান্ত মহাসাগরে ১০ হইতে ২৪ মাইল হয়। কোন কোন ঘূর্ণবায়ু এত আস্তে গমন করে যে, ইহাদিগকে স্থির বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপ ঘূর্ণবায়ুর ঝড় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এক দিক্ হইতেই প্রবাহিত হয়।

৫, সচরাচর এই সকল ঝঞ্ঝাবাতের ব্যাস ৫০০।৬০০ মাইল; কথন কথন ৫০ মাইল পর্য্যন্ত, আবার কোন কোন সময় ১০০০ মাইল বা ততোধিক হইয়া থাকে। গমনকালে কথন আকুঞ্চিত কথন বা প্রসারিত হয় এবং আকুঞ্চনকালে অতি ভীষণ বেগশালী হইয়া উঠে। পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ঐ বায়ুর ব্যাস সচরাচর ১০০ বা ১৫০ মাইল, কিন্তু আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে আসিলেই উহারা প্রসারিত হইয়া পড়ে, তথন কথন কথন ঐ ব্যাস ১০০০ মাইল পর্য্যন্ত হয়। বঙ্গোপসাগরে ঝঞ্ঝাবায়ু সকলের পরিসর সচরাচর ৩০০ বা ৩৫০ মাইল। কথন ইহা ৬০০ মাইল আবার কথন ১৫০ মাইলও হইয়া থাকে, শেষোক্ত সময়ে ঝটিকাবেগ ভীষণ রূপে বৃদ্ধি হয়। আরবসাগরে উহারা ২৪০ মাইলের অধিক ব্যাসযুক্ত হয় না, বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। চীনসাগরের টাইফুন্ সকলের ব্যাস ৬০।৭০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ঘূর্ণবায়ু আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে, সুতরাং ঝটিকাচক্রের যে দিকে বায়ুর গতি ও ঘূর্ণবায়ুর গতি একই দিকে হয়, সেইখানে ঝড় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়। আবার যেখানে পরস্পর বিপরীত, তথায় ঝড়ের বেগ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। এই দুই বিন্দু গমনপথের উভয় পার্শ্বে পরস্পর বিপরীত ভাগে অবস্থিতি করে। আবার ঘূর্ণবায়ু প্রথমে পশ্চিম মুখে এবং শেষে হীনতেজ হইয়া পূর্ব্বমুখে গমন করে। সুতরাং উত্তরগোলার্দ্ধে অগ্রগামী ঘূর্ণবায়ুর ডানদিকের এবং দক্ষিণগোলার্দ্ধে বামদিকের ঝড় সর্ব্বাপেক্ষা বেগযুক্ত।

ঝড়ের সময় বায়ু যে দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়, বাস্তবিক সেই দিক্ হইতে ঝড় আসে না, অর্থাৎ ঘূর্ণবায়ুর গতি সেই দিক্ হইতেই হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহার চারিদিকে সকল দিক্ হইতেই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঐ ঝটিকাচক্রের যে অংশ যে স্থানের উপর দিয়া যায়, ঐ অংশে বায়ু যে দিক্ হইতে বহে, সেই স্থানে ও সেই দিক্ হইতে ঝড় প্রবাহিত হয়। এমনও হইতে পারে যে পূর্ব্বদিক্ হইতে ঝড় অগ্রসর হইলেও বায়ুর বেগ পশ্চিম, দক্ষিণ প্রভৃতি দিকে হইতে পারে।

ঘূর্ণবায়ুর গতি ঘণ্টায় ২ হইতে ৪০ মাইল, কথন কথন তাহার অধিক হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা ঝড়ের বেগ বুঝা যায় না। ঝটিকাচক্রের আবর্ত্তনবেগ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। এজন্য কথন কথন ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ৮০।৯০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণবায়ু প্রবল ঝড় উৎপন্ন করিয়া মহা অনিষ্ট সাধন করে। ইহাদের ব্যাস কয়েক গজ হইতে ১ মাইল বা তাহার কিঞ্চিদধিক হইয়া থাকে। ইহারা অধিকক্ষণ থাকে না; কিন্তু ইহাদের তেজ বড়ই ভয়ানক, দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই বৃক্ষ, ঘরদ্বার, মনুষ্য, পশু যাহা সম্মুখে পতিত হয়, তাহাই বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

এই সকল ঝড় স্বভাবতঃ উর্দ্ধসংখ্যা কয়েক ঘণ্টা এক স্থানে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু অনেক স্থানে ৮।১০ বা ততোধিক দিন প্রবল ঝড় প্রবাহিত হয়। ঐ ঝড় ঘূর্ণবায়ুজনিত নহে, পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ সাময়িক বায়ুপ্রবাহ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এইরূপে বাণিজ্যবায়ু পশ্চিমমুখে আমেজন নদীপ্রান্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আন্দিজ পর্ব্বতের নিকট প্রবল হইয়া ঝড়রূপে পরিণত হয়। পার্ব্বত্যপ্রদেশে সাময়িক বায়ুপ্রবাহ নির্ব্বিবাদে চলিতে পায় না, সুতরাং প্রতিহত হইয়া অনেক স্থলে দমকা বাতাস উৎপন্ন করে। আবার উষ্ণবায়ু লঘু হইয়া উর্দ্ধগমনকালে প্রবাহ দ্বারা পর্ব্বতোপরি নীত হইলে যদি তথাকার শীতপ্রভাবে পুনরায় শীতল, ঘণীভূত, সুতরাং গুরু হইয়া পড়ে; তবে উহা অধিক ভার হেতু পর্ব্বতপার্শ্ব দিয়া বেগে নিম্নদিকে ধাবমান হয়, এইরূপে এক স্থানে ১০।১২ দিন একই দিক্ হইতে ভীষণ ঝড় বহিতে থাকে।

ঝড়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রফেসর টেলার (Taylor) সাহেবের মতে স্থানীয় তাপ হেতু কোন স্থানের বায়ু উর্দ্ধগত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ুপ্রবাহ ঐ স্থানে ধাবিত হয়, উহাদের পরস্পর প্রতিঘাতে ও পৃথিবীর আবর্ত্তন জন্য ঘূর্ণবায়ু উৎপন্ন হয়। আবার অনেকে বলেন, পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটী বায়ুপ্রবাহের সংঘর্ষণে ইহা উৎপন্ন হয়। মিঃ ব্লান্‌ফোর্ড (Blanford) বলেন, কোন কারণে কোন স্থানে বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া মেঘে পরিবর্ত্তিত হইলে তথাকার বায়ুসাগর অবনত

হইয়া পড়ে, সুতরাং চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু ঐ স্থানে ধাবিত হইয়া ঝড় উৎপন্ন করে। এই শেষোক্ত মতই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে যে স্থানে বায়ুরাশির চাপ হ্রাস হয়, চতুর্দ্দিকস্থ অধিক চাপযুক্ত স্থান হইতে ঐ অল্প চাপযুক্ত ভূভাগে বায়ুর গতি হইয়া থাকে। যদি চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুরাশির চাপ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বায়ুপ্রবাহ ধীরে ধীরে গমন করে, আর যদি নিকটেই অধিক চাপযুক্ত প্রদেশ থাকে, তাহা হইলে বায়ুরাশি বেগে ধাবিত হয়। কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। কোন স্থানে বায়ুমানযন্ত্রে (Barometer) পারদের অবনতি দেখিলে সেই সময় যদি পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে উহার উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শীঘ্রই ঝড়ের সম্ভাবনা। নাবিকগণ এই উপায়েই ঝড় প্রভৃতি পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া সাবধান হয় এবং অনেক দুর্ঘটনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়।

যে সকল সমুদ্রে প্রায় ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে, ঐ সকল সমুদ্র দিয়া নিরাপদে যাইতে হইলে অগ্রে বায়ুমান যন্ত্রে পারদের উন্নতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, গ্রীষ্মমণ্ডল বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যখনই যন্ত্রস্থ পারদের অবনতি হইয়াছে, তখনই ঝড় হইয়াছে। কখন কখন পারদের এই অবনতি ২½ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঝড়ের কেন্দ্রস্থলেই অবনতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেকে বলেন, সমস্ত ঝড় একটী লম্ব কিংবা একপার্শ্বে ঈষৎ হেলান মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে, এবং ঐ ঘূর্ণ জন্য কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি দ্বারা কেন্দ্র হইতে বায়ুরাশি পরিধির দিকে গমন করে, এজন্য কেন্দ্রস্থলে পারদের অবনতি এবং প্রান্তভাগে উন্নতি হয়। অনেকে ইহাতে আপত্তি দেখাইয়া বলেন, ঝড় ঠিক পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে না, সকল সময়েই ইহার কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাঁহারা আরও বলেন যে, কেবল কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিতে ঐ অবনতি উৎপন্ন হইলে উহার পরিমাণ অতি অল্প হইত; কারণ যদি ঝড়ের ব্যাস ৪০০ মাইল হয় এবং ঝড় প্রান্তভাগে ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে প্রবাহিত হয়, তথাপি ইহার কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি যন্ত্রস্থ পারদকে $\frac{1}{10}$ ইঞ্চির অধিক অবনত করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু সচরাচর পূর্ণ এক ইঞ্চি বা ততোধিক অবনতি হইতে দেখা যায়।

যাহা হউক ঝড়ের পূর্ব্বে ও ঝড়ের সমকালে বায়ুরাশির চাপের অসমতাপ্রযুক্ত বায়ুমান-যন্ত্রস্থ পারদ ঘন ঘন স্পন্দিত অর্থাৎ একবার উচ্চ ও একবার নীচ হইতে থাকে। তজ্জন্য যন্ত্রস্থ পারদের এইরূপ অধিক স্পন্দন দেখিলেই বুঝিতে হইবে, একটা ঝড় অবশ্যম্ভাবী। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে চীনসাগরে যে ঝড়ে গোলকুণ্ডা নামক রণতরী জলমগ্ন হয়, ঐ ঝড় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টাকাল বায়ুমানযন্ত্রস্থ পারদ স্পন্দিত হইয়াছিল। অপর একটী জাহাজ এই দুর্ঘটনা হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহা হইতেই উল্লিখিত তালিকা পাওয়া গিয়াছে।

ঝড় শেষ হইবার পূর্ব্বে যন্ত্রে পারদের উন্নতি দেখা যায়। পিডিংটন সাহেব বলেন, এই নিদর্শনই ঝড় তুফানে পতিত নাবিকগণের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়া থাকে।

কোন কোন ঝড়ের সময় পারদের উন্নতি ও অবনতি অতি ধীরে ধীরে হইয়া থাকে, আবার কোন কোন ঝড়ের সময় অতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। যত শীঘ্র ঐ পরিবর্ত্তন হয়, ঝড়ের প্রকোপও ততই অধিক হইয়া থাকে। ঝড়ের কেন্দ্র কোন স্থানে আসিবার ৩ হইতে ৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে পারদ সহসা অবনত হইয়া পড়ে। ঝড়ের প্রকোপ অনুসারে ঐ অবনতির তারতম্য হয়; ঝড়ের বেগ অত্যন্ত অধিক হইলে ঐ অবনতি ২½ ইঞ্চিরও অধিক হয় অর্থাৎ যন্ত্রস্থ পারদ ২৯.৯ ইঞ্চি হইতে ২৬.৩০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে।

ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ। ঝড় আসিবার পূর্ব্বে বায়ু নিশ্চল থাকে, রুক্ষ ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হয়। তাহার পর উচ্ছৃঙ্খলভাবে এক দিক্ হইতে অল্প অল্প বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহার পর একঘণ্টা বা ততোধিককাল অসাধারণ শান্তভাব লক্ষিত হয় এবং তৎপরেই উক্ত দিক্ হইতেই প্রবল ঝড় বহিতে থাকে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, মেঘ ও বৃষ্টি সংঘটিত হয়। ঝড়ের পূর্ব্বে তাপমানযন্ত্রে তাপের আধিক্য দেখা যায়; ঝড় আসিলেই তাপ কমিয়া যায় এবং মেঘ ও বৃষ্টি হয়। ঝড়ের পর শীত অনুভব না হইয়া যদি পুনরায় গরম বোধ হয়, তবে বুঝিতে হইবে শীঘ্র আর একটা ঝড় হইবে। বৃহৎ বৃহৎ ঝড়ের সময় সমুদ্র উদ্বেলিত ও উচ্চ তরঙ্গাকারে কূলাভিমুখে বেগে ধাবিত হয় ও সময় সময় বহুদূর পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া ফেলে। এই তরঙ্গ দুই প্রকার,—একটী তরঙ্গ সমগ্র ঘূর্ণবায়ু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ইহার অগ্রে অগ্রে গমন করে, অপর তরঙ্গ ঘূর্ণবায়ুর চতুর্দ্দিকস্থ ঝটিকাচক্রে নানাস্থানে নানাদিকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভূমণ্ডলের কোন্ প্রদেশে কোন্ সময় কোন্দিক্ হইতে ঝড় আইসে, তাহা এ পর্য্যন্ত নিঃসংশয়রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। পশ্চিমভারতীয়দ্বীপপুঞ্জে তথাকার বর্ষা শেষে সূর্য্য যখন

মস্তকোপরি আইসে, তখনই প্রায়ই ঝড় হয়। আট্লাণ্টিক মহাসাগরের উত্তরভাগে জুন হইতে ডিসেম্বরের মধ্যপর্য্যন্ত ঝড়ের সময়, তন্মধ্যে আগষ্ট মাসেই ঝড়ের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দক্ষিণভারতমহাসাগরে নবেম্বর হইতে জুন পর্য্যন্ত ঝড়ের কাল, তন্মধ্যে জানুয়ারী ও মার্চ্চমাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং জুন ও নবেম্বর মাসে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরে অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে অর্থাৎ প্রবল উত্তরপূর্ব্ব মৌসুমবায়ু বহিবার কালেই প্রায়ই ঝড় হয়। তদ্ভিন্ন দক্ষিণপশ্চিমে মৌসুমবায়ু বহিবার কালে অর্থাৎ মে ও জুন মাসেও ঝড় হইয়া থাকে। চীনসাগরে সচরাচর জুন হইতে নবেম্বর মাসের মধ্যে তুফান (টাইফুন্) ঝড় হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সেপ্টেম্বরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও জুনমাসে অল্প। আরবসাগরে উভয় প্রকার মৌসুমবায়ু বহিবার কালেই ঝড় হয়।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতবর্ষ ও ইহার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে যে সকল ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, উহাদের বিশেষ বিবরণ অনেক ইংরাজী পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। হেন্‌রি পিডিংটন (Henry Peddington) সাহেব, ১৮৩৯ হইতে ১৮৫১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঝড় হয়, তাহাদের বিবরণ লিখেন। ইনিই প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতবর্ষ ও নিরক্ষরেখার উত্তর পর্য্যন্ত সমুদ্রে যে সমুদায় ঝড় হয়, সে সমুদয় সচল চক্রবৎ পরিভ্রাম্যমান ঘূর্ণবায়ু! তিনি ঐ সকল ঝড়ের বেগ এবং গমনপথাদিও স্থির করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের ১০৯ মাইল উত্তর হইতে ইহার ১২০ মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত স্থানে ঝড়ের প্রকোপ অতিশয় অধিক। ১৭৪৬ হইতে ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় ১৭টী অতিশয় ভীষণ ঝড় হইয়া বহু উৎপাত সাধিত হইয়াছে।

বঙ্গোপসাগরে যে সকল ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, পিডিংটন প্রভৃতির পুস্তকে তাহাদের ৭৩টার উল্লেখ আছে। ব্লান্‌ফোর্ড সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে জানুয়ারি মাসে ২টী, ফেব্রুয়ারি ০, মার্চ্চ ১, এপ্রিল ৫, মে ১৭, জুন ৪, জুলাই ২, আগষ্ট ২, সেপ্টেম্বর ৩, অক্টোবর ২০, নবেম্বর ১৪ ও ডিসেম্বরমাসে ৩টী সংঘটিত হয়। ইহাদের মধ্যে নবেম্বর হইতে এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী ঝড় হয়, সেই সকলই বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণাংশেই আবদ্ধ, নবেম্বর মাসের অধিকাংশ ঝড়ও তাহাই। মে ও জুনের প্রথম সপ্তাহ এবং অক্টোবর ও নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ এই সময়েই প্রধানতঃ বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে ঝড় হয়। মধ্যবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমবায়ু বহিবার সময়ে কখন কখন উত্তরভাগে ঝড় হয় বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি বিরল।

কাপ্তেন টেলর বঙ্গোপসাগরের ঝড়ের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন। কোন জাহাজ এইরূপ ঝড়ে পড়িলে প্রথমে এক দিক্ হইতে ঝড় পায়, তাহার পর কিছুক্ষণ বায়ু শান্তভাব ধারণ করে এবং আকাশ নির্ম্মল হয়; তাহার পরই বিপরীত দিক্ হইতে পুনরায় ভীষণ ঝড় আগমন করে। এই সকল ঝটিকার গতি পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুবর্ত্তী অর্থাৎ ঘূর্ণবায়ুর উত্তরাংশে ঝড় পূর্ব্ব হইতে, দক্ষিণাংশে পশ্চিম হইতে এবং পশ্চিমাংশে উত্তর হইতে প্রবাহিত হয়। এই সকল ঘূর্ণবায়ু প্রায়ই দক্ষিণপূর্ব্বকোণ হইতে উত্তরপশ্চিমকোণাভিমুখে গমন করে।

মান্দ্রাজ নগর ও ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অনেকবার ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। এই সকল ঝড়ের উৎপাদক ঘূর্ণবায়ু পূর্ব্বদক্ষিণপূর্ব্বদিক্ হইতে বেগে পশ্চিম-উত্তরপশ্চিমে গমন করে। কূলে উপস্থিত হইলে উহাদের গতি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া পশ্চিম বা পশ্চিমউত্তরপশ্চিমমুখী হয়। ইহাদের ব্যাস প্রায় ১৫০ মাইল ও ইহাদের আবর্ত্তন ঘড়ির কাঁটার বিপরীতদিকে হইয়া থাকে।

১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ৩রা অক্টোবর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় মান্দ্রাজ নগরে এক ভীষণ ঝড় হয়। তখন ফরাসী-সেনাপতি লাবোর্ডনে মান্দ্রাজ নগর অধিকার করিয়া তথায় ২৩ দিন বাস করিতেছিলেন। পোতাশ্রয়ে বহুসংখ্যক রণতরী ও জাহাজাদি ছিল, প্রায় সকলগুলিই ভগ্ন ও জলমগ্ন বা তীরে নিক্ষিপ্ত হইল। ৩ খানি ফরাসী নৌকায় প্রায় ১২ সহস্র লোক ছিল, তাহারা সকলেই গতাসু হইল।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল রাত্রিতে কডালূরের নিকটস্থ সমুদ্রে ভয়ানক ঝটিকা হয়। এই ঝড় উত্তরপশ্চিমদিক্ হইতে প্রবাহিত হইতেছিল। পরদিন সমস্ত দিবস ঝড় ঐ রূপেই বহিতে থাকে। পেম্ব্রোক জাহাজ পোর্টোনভো হইতে অনতিদূরে জলমগ্ন হয়; কেবলমাত্র ১২ জন আরোহী রক্ষা পায়। দেবীকোটের অনতিদূরে নমুর জাহাজ ভগ্ন হয় ও তন্মধ্যস্থ ৫২৭ জন কর্ম্মচারী ও আরোহী জলমগ্ন হয়। সেণ্ট ডেভিড ফোর্টের অনতিদূরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দুইখানি বৃহৎ জাহাজ ও যাবতীয় ক্ষুদ্র তরী নষ্ট হইয়া যায়।

১৭৫২ খৃঃ অব্দে ৩১এ অক্টোবরেও একটা ভয়ানক ঝড় হয়।

১৭৬১ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারি পুঁদিচেরীতে ভীষণ ঝড় হয়। এই সময়ে ইংরাজেরা জলে ও স্থলে আক্রান্ত হইয়াছিল। ইংরাজপক্ষীয় ৮ খানি জাহাজের মধ্যে ৪ খানি রক্ষা পায়; অপর ৪ খানির মাস্তল ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু কোনক্রমে জলমগ্ন হইতে উদ্ধার পায়। নিউকাস্‌ল্ প্রভৃতি ৩ খানি জাহাজ তীরে

নিক্ষিপ্ত হয় এবং অপর ৩ খানি জাহাজ জলমগ্ন হয়। ১১০০ জন আরোহীর মধ্যে কেবল মাত্র ৭জন য়ুরোপীয় ও ৭ জন দেশীয় প্রাণত্যাগ করে।

১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ২১এ অক্টোবর মান্দ্রাজে প্রবল ঝড় হয়। তাহাতে পোতাশ্রয়ের যত জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল, সমুদায় বিনষ্ট হয়।

১৭৮২ খৃঃ অব্দে উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। পর দিবস প্রাতে প্রায় ১০০ দেশীয় পোত তীরে নিক্ষিপ্ত হইল। ইংলণ্ডেশ্বরের দুইখানি জাহাজ মাস্তল নামাইয়া কষ্টে বোম্বাই পৌছে। এই সময়ে হায়দরআলির উৎপীড়নে বহু সংখ্যক প্রজা মান্দ্রাজ নগরে আশ্রয় লইয়াছিল। ঝড়ের পরই তথায় ভয়ানক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়। গবর্ণর মেকার্টনি তাহাদের কষ্ট লাঘব করিতে সাধ্যমত যত্ন করেন।

১৭৯৭ খৃঃ অব্দে ২৭এ অক্টোবর প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হয়। এই সময়ে বায়ুমানযন্ত্রে পারদের উন্নতি ২৯·৪৬৫ ইঞ্চির কম ছিল না।

১৮১১ খৃঃ অব্দে ২রা মে মান্দ্রাজে যে ভীষণ ঝড় হয়, তাহাতে প্রায় শতাধিক জাহাজ ও ক্ষুদ্র পোতাদি নষ্ট হয়। কেবল ২ খানি মাত্র জাহাজ সমুদ্রে পড়িয়া রক্ষা পায়। এই ঝড়ের তেজে সমুদ্রকূল হইতে প্রায় ৪ মাইল পর্য্যন্ত বেলা-ভূমি ৩৬ হস্ত গভীরজলে ডুবিয়া যায়।

১৮১৮ খৃঃ অব্দে ২৪এ অক্টোবর মান্দ্রাজে উত্তর হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। ক্রমে ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি হইয়া একবারে থামিয়া যায়; হঠাৎ দক্ষিণ দিক্ হইতে পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রবল ঝড় আইসে। এই ঘূর্ণবায়ু মান্দ্রাজ নগর দিয়া পশ্চিমমুখে গমন করে। বায়ুমানযন্ত্রে পারদ ২৮·৭৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ৩০এ অক্টোবর মান্দ্রাজে উত্তর হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণ ৪টার সময় বায়ু উত্তরপশ্চিম এবং উত্তর দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া পরে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল একবারে থামিয়া যায়। পরে সন্ধ্যা ৭টার সময় দ্বিগুণ বেগে দক্ষিণ হইতে ঝড় বহিতে থাকে। ঐ সময়ে বায়ুমান-যন্ত্রে পারদ ২৮·২৮৫ ইঞ্চি উচ্চ ছিল। ঘূর্ণবায়ু নগরের উপর দিয়া গমন করে।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ২৫এ নবেম্বর যে ঝড় হয়, তাহাতে মান্দ্রাজ নগরের মানমন্দিরের বায়ুগতিপরিমাপক যন্ত্রাদি ভাঙ্গিয়া যায়।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে ১লা নবেম্বর মসুলীপত্তনে ভয়ানক ঝড় হয়। ঝড়ের প্রকোপে সমুদ্র স্ফীত হইয়া উঠে এবং উপকূল ভাগে ১২।১৩ মাইল পর্য্যন্ত এমন কি এক স্থানে ১৭ মাইল পর্য্যন্ত প্রায় ৭৮০ বর্গ মাইল স্থান প্লাবিত করে। এই ভীষণ প্লাবনে প্রায় ৩০০০০ লোকের মৃত্যু হয়।

ঝটিকা দ্বারা সুন্দরবনের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে হরিণঘাটা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অর্থাৎ বর্ত্তমান সমগ্র বরিশাল ও বাখরগঞ্জ জেলা ঝড় দ্বারা তাড়িত সাগরতরঙ্গে প্লাবিত হইয়া যায়। [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।] তৎপরেই মগ ও পর্ত্তু-গীজ দস্যুগণ ইহার দুর্দ্দশার একশেষ করে। ১৬২২ খৃঃ অব্দে ঐ প্রদেশ পুনরায় জলপ্লাবিত হয়; তাহাতে প্রায় ১০০০০ লোক প্রাণত্যাগ করে এবং গৃহাদি নষ্ট হইয়া যায়।

একখানি ইংরাজী সাময়িক পত্রে লিখিত আছে, ১৭০৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় এক অতি ভীষণ ঝড় হয়। ঐ ঝড়ে সমুদ্রজল উচ্ছ্বসিত হইয়া কলিকাতা প্লাবিত করে। তাহাতে প্রায় ৩০০০০০ প্রাণী বিনষ্ট হয়। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মীপুরের নিকট মেঘনার জল সাধারণ সীমার উপর ৬ ফিট উচ্চ হইয়া উঠে। ১৮৩১ খৃঃ অব্দের প্রবল ঝড়ে কলিকাতার চতুর্দ্দিকস্থ ৩০০ শত গ্রাম ও প্রায় ১১ সহস্র লোক ভাসিয়া যায়। মেঘনা নদীর মোহানায় অনেক ঝড়ের বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়।

১৮৩৩ খৃঃ অব্দের প্রবল ঝড়ে সমস্ত সাগরদ্বীপ ১০ ফিট গভীর জলে ডুবিয়া যায় এবং ইহার সমস্ত লোক ও য়ুরোপীয় তত্ত্বাবধারকগণ সকলেই বিনষ্ট হয়। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে সন্দীপ ঝড়ে জলপ্লাবিত হয়।

১৮৫৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় একটী প্রবল ঝড় হইয়া বিস্তর প্রাণনষ্ট করে।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে ৫ই অক্টোবর রাত্রিকালে সমুদ্র হইতে এক ভীষণ ঝড় কলিকাতার উপর দিয়া গমন করে। এই ঝড়ে বহুসংখ্যক ষ্টিমার ও ৫০।৬০ হাজার মণ বোঝাই করা জাহাজাদি ভগ্ন এবং তীরে নিক্ষিপ্ত বা জলমগ্ন এবং প্রায় ৩০০ মাইল স্থানে গৃহবৃক্ষাদি সমস্তই ভূমিসাৎ হয়। এই ঝড় আন্দামান দ্বীপের নিকটে উৎপন্ন হইয়া উত্তরপশ্চিম-মুখে বালেশ্বর ও হিজলীর নিকট উপকূলভাগে প্রতিহত হয়। তৎপরে তথা হইতে ঐ ঝড় ৫ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় উপনীত হয় এবং কৃষ্ণনগর ও বগুড়ার উপর দিয়া গারো-পাহাড়ে গিয়া থামে। এই ঝড়ের প্রতাপেই বহু অনিষ্ট হইয়া-ছিল, তাহার উপর আবার ৩০ ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্গ আসিয়া ভাগীরথীর উভয় কূলবর্ত্তী প্রায় ৮ মাইল পর্য্যন্ত স্থান জল-প্লাবিত করে। কলিকাতা ও হাবড়ায় প্রায় ১৯৬৪৮১ গৃহ ভাসিয়া যায়। মেদিনীপুর জেলায় ও সুন্দরবনে ইহা অপেক্ষাও বিস্তর হানি হইয়া গিয়াছে। এমন কি অনেক জেলায় প্রায়

৩৷ অংশ অধিবাসী ঝড়ের প্রকোপে জলপ্লাবনে ভাসিয়া যায়। সম্প্রতি বহু অর্থব্যয়ে ২৫৷৩০ বৎসরের পরিশ্রমের পর সুন্দরবন প্রভৃতিকে কথঞ্চিৎ জলপ্লাবনের হস্ত হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। ঝড়ে কলিকাতায় যেরূপ বহুসংখ্যক অধিবাসী সহসা অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া বাল্‌ফোর সাহেব লিখিয়াছেন যে, গঙ্গা যদি টেম্‌স্‌ ও লণ্ডন অপেক্ষাকৃত অল্প অধিবাসীযুক্ত হইয়া কলিকাতা হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি শুনা যাইত এবং লিস্‌বনের ভূমিকম্প প্রভৃতি যে সকল দুর্ঘটনা ইতিহাসে এত প্রসিদ্ধ, সকলই কলিকাতার ঝড়ের বিষম উৎপাতের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হইত। এই ঝড়ে প্রায় ২০০ জাহাজ ও ৭০০০০ মনুষ্য বিনষ্ট হয়।

মেঘনা নদীর মোহানাস্থিত সন্দীপ, সাহাবাজপুর, হাতিয়া প্রভৃতি উর্ব্বরা ধান্যক্ষেত্র ও নারিকেল-বনশোভিত দ্বীপ সকল অনেক বার ঝড় ভোগ করে। ঐ সকল দ্বীপ জল হইতে অনেক উচ্চ থাকায়, যাহা কিছু উৎপাত ঝড় দ্বারাই সাধিত হয়। বায়ুরাশির অসাধারণ শান্তভাব ও আকাশের রক্তিমা দ্বারা তথাকার অধিবাসিগণ পূর্ব্বেই ঝড়ের আগমন জানিতে পারে। কিন্তু ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ৩১এ অক্টোবর সহসা উত্তর হইতে ঝড় বহিতে থাকে। পরদিন ১লা নবেম্বর রাত্রি ৩টার সময় নদীর জল অধিকতর বেগে গমন করিতে লাগিল। জোয়ার অসাধারণ উচ্চ হইলে তাহার পর পশ্চিমদক্ষিণ কোণ হইতে ভীষণ বাত্যা প্রবাহিত হইয়া ১০ হইতে ৪০ ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্গ আনয়ন করিল। প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত জল বাড়িয়া পরে কমিতে থাকে। ইহাতে প্রায় ১.৬৫,০০০ লোক ডুবিয়া মরে এবং পরে প্রায় ৭৫০০০ লোক ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করে।

ঝড়সাতল, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশান্তর্গত বল্লভগড় জায়গীরের একটী সহর। অক্ষা° ২৮° ১৯´উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২১´পূঃ। এই সহর দিল্লী হইতে ২৯ মাইল দক্ষিণে মথুরা যাইবার পথে অবস্থিত।

ঝড়ি (দেশজ) ১ ঝটিকা। ২ বাত্যা।

ঝড়িয়া (ঝরিয়া) ১ মধ্যপ্রদেশবাসী প্রাচীনজাতিবিশেষ। সম্ভবতঃ ঝাড় অর্থাৎ গুল্ম জঙ্গল হইতে ইহাদের নাম ঝাড়িয়া বা ঝরিয়া হইয়া থাকিবে। ইহাদের আচার ব্যবহার খাদ্যাখাদ্য অনেকাংশে নিকৃষ্ট। ইহারা অনেক অদ্ভুত দেবতার উপাসনা করে।

২ গুজরাটের একজাতি, ইহারা পূর্ব্বে বন্যহস্তী ধরিত

ঝণঝণা (অব্য) ঝণৎ-ডাচ্‌। ১ অব্যক্ত শব্দবিশেষ। ২ অব্যক্ত শব্দযুক্ত। ৩ ঝণঝণ শব্দ।

"সর্ব্বং ঝণঝণাভূতমাসীত্তালবনেম্বিব" (ভারত ভী° ১৯ অঃ)

ঝণাঝণায়মান (ত্রি) ঝণঝণ-ক্যঙ্‌, শানচ্‌। যাহা ঝণঝণ শব্দে শব্দিত হইতেছে।

ঝণ্ডাসিংহ, ভঙ্গীনামক শিখ সম্প্রদায়ের একজন নেতা। ইহার পিতা ভঙ্গী মিচ্ছিল অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সর্দ্দার ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নী; একের গর্ভে ঝণ্ডাসিংহ ও গণ্ডাসিংহ এবং অপরের গর্ভে চড়ৎসিংহ, দেওয়ানসিংহ ও বহুসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। হরিসিংহের মৃত্যুর পর ঝণ্ডাসিংহ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহারই সময়ে ভঙ্গী সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ঝণ্ডাসিংহ ও তদীয় ভ্রাতৃগণ বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত শিখসর্দ্দারগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ঝণ্ডাসিংহ মূলতান আক্রমণ করিয়া শতদ্রুতীরে মুসলমান-শাসনকর্ত্তা সুজাখাঁ এবং দাউদপুত্রগণকে পরাস্ত করিলেন। সন্ধি অনুসারে পাকপত্তন দুইরাজ্যের মধ্য সীমা বলিয়া ধার্য্য হইল।

ইহার পর ঝণ্ডাসিংহ কসুর আক্রমণ করিয়া তথাকার পাঠান অধিপতিকে পরাজিত করিলেন। পরে তিনি মূলতানের নবাবের সহিত সন্ধিভঙ্গ করিয়া ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দেড়মাস অবরোধের পর দাউদপুত্রগণ এবং জহান খাঁ-পরিচালিত আফগান সৈন্যগণ শিখদিগকে বিদূরিত করিয়া দিল।

পর বৎসর ঝণ্ডাসিংহ অনেক শিখসর্দ্দার ও প্রভূত সৈন্য লইয়া পুনরায় মূলতান আক্রমণ করিলেন। এই সময় মূলতানে অন্তর্বিবাদ চলিতেছিল। শরিফ বেগ তখ্‌লু নামক একজন শাসনকর্ত্তা ঝণ্ডার সাহায্য প্রার্থনা করিল। ঝণ্ডাসিংহ তৎক্ষণাৎ স্বীয় দলবল লইয়া সুজাখাঁকে পরাজিত করিয়া নগর অধিকার করিলেন এবং শিখসৈন্য দ্বারা দুর্গ সুরক্ষিত করিলেন। শরিফ্‌ বেগ হতাশ হইয়া খয়েরপুরে পলায়ন করিলেন। তথায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

মূলতান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঝণ্ডাসিংহ বলুচ প্রদেশ জয় ও লুণ্ঠন করেন, পরে ঝঙ্গ আক্রমণ করিয়া মান্‌খেড় ও কালাবাঘ অধিকার করিলেন। মূলতানের ধ্বংসাবশেষে নির্ম্মিত সুজাআবাদ আক্রমণ করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ইহার পর তিনি অমৃতসহরে আগমন করিয়া তথায় ভঙ্গী-কেল্লা নামে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত দুর্গ প্রস্তুত করিলেন। এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ লুনমণ্ডির পশ্চাতে আজিও বিদ্যমান আছে।

তাহার পর ঝণ্ডাসিংহ রামনগর আক্রমণ ও ছত্তদিগকে

পরাজিত করিয়া বিখ্যাত ভঙ্গী-কামান জমজমা * পুনরায় অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি জম্মু আক্রমণ করিয়া তথাকার কহ্নিয়া মিছিলের সর্দ্দার জয়সিংহ ও সুকর-চাকিয়া মিছিলের সর্দ্দার চড়ৎসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু দিবস দুইপক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু জয় পরাজয় স্থির হইল না। অবশেষে এক দিন দৈবাৎ সর্দ্দার চড়ৎসিংহের বন্দুক ফাটিয়া তাঁহাকে নিহত করিল। তাহার পর এক দিন কহ্নিয়াগণ পরাজিত হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু যুদ্ধকালে ঝণ্ডাসিংহ স্বজাতি শিখজাতীয় জনৈক অনুচর কর্ত্তৃক বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই দুরাত্মা জয়সিংহের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ঝণ্ডাসিংহের মৃত্যুর পর কহ্নিয়াগণ সহজেই বিজয়ী হইল। গণ্ডাসিংহ জ্যেষ্ঠের পদাভিষিক্ত হইলেন।

ঝন্তি (অব্য) ঝটিতি এই শব্দ হইতে ঝন্তি এই প্রয়োগ হইয়াছে। (কাব্যপ্রকাশ) ঝটিতি।

ঝন(ণ)ৎকার (পুং) ঝনৎ ইত্যব্যক্তশব্দস্ত কারঃ করণং যত্র। ঝন্ ঝন্ এইরূপ অব্যক্ত শব্দ।

"উদ্বেল্লদ্ভুজবল্লিকঙ্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাম্।" (কালিদাস)

ঝন্‌ঝনা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত মুজাফরনগর জেলার শামলি তহসীলের একটী কৃষিপ্রধান সহর। অক্ষা° ২৯° ৩০´ ৫৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৫´ ৪৫´´ পূঃ। এই সহর মুজাফরনগরের ৩০ মাইল পশ্চিমে যমুনানদী ও খালের মধ্যবর্ত্তী সমপ্রদেশে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্বে একটী ইষ্টকরচিত দুর্গ ছিল। এখনও ইহাতে একটী মস্‌জিদ এবং শাহ আবদুল্ রজাক্ ও তাহার চারিপুত্রের কবর আছে। ঐ সকল কবর ও মস্‌জিদ্ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় নির্ম্মিত হয়। উহাদের গুম্বজে নীলবর্ণের বহুশিল্পকার্য্যযুক্ত পুষ্প সকল বিদ্যমান আছে। দরগা ইমাম সাহেব নামক অট্টালিকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সহরের নিকট দিয়া খাল থাকায় বর্ষাকালে বহুদূর জলমগ্ন হইয়া যায়। জর, বসন্ত ও ওলাউঠা এখানকার সাধারণ রোগ। এখানে একটী থানা ও ডাকঘর আছে।

ঝন্দিনুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের আগরা জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২৭° ২২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯´ পূঃ। এই সহর আগ্রা হইতে মথুরার পথে প্রায় ২৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

ঝন্নিবাল, অক্‌বরের সমকালবর্ত্তী জনৈক জ্ঞানী ফকির। আইনআকবরিতে ইনি ২য় শ্রেণীর অর্থাৎ অন্তর্দর্শী পণ্ডিতগণের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। ইহার প্রকৃত নাম সেখ দাউদ, লাহোরের নিকটস্থ ঝন্নি হইতে ঝন্নিবাল নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ আরবদেশ হইতে আসিয়া মূলতানের অন্তর্গত সীতাপুরে বাস করেন, ঐ স্থানেই দাউদের জন্ম হয়। ইনি ৯৮২ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

* ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২১এ ডিসেম্বর রাত্রিতে সর্ হেনরি হার্ডিঞ্জ ফিরোজ-সহরের যুদ্ধে ঐ কামান অধিকার করেন। তাহা এখন লাহোর-মিউজিয়মের দ্বারদেশে রক্ষিত আছে।

ঝপ্‌ঝপ্ (দেশজ) শীঘ্র শীঘ্র।

ঝব্বাঝাড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ফয়জাবাদ জেলায় অযোধ্যা-নগরের দক্ষিণস্থ একটী মৃত্তিকার পাহাড়। তথাকার সাধারণ লোকের বিশ্বাস, রামকোট দুর্গ নির্ম্মাণকালে মজুরগণ প্রত্যহ সন্ধ্যায় ঐ স্থানে তাহাদের ঝুড়ী ঝাড়িয়া বাটী আসিত, তাহাতেই ঐ পাহাড় হইয়াছে। তজ্জন্যই উহাকে ঝব্বাঝাড় অর্থাৎ ঝুড়িঝাড়া কহে। ইহার সংস্কৃত নাম মণিপর্ব্বত।

ঝব্বু বিবি, নবাব হাসেনখাঁর পত্নী। ইনি মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুজাফরনগরের ১৫ মাইল পূর্ব্বে মোর্ণা নামক স্থানে একটী বৃহৎ মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর।

ঝম্‌ঝম্ (দেশজ) বৃষ্টিপাতের শব্দ। তদ্রূপ শব্দ।

ঝমর (দেশজ) মলের শব্দ।

ঝমর্‌ঝমর্ (দেশজ) মলের বা অলঙ্কারের শব্দ।

ঝম্প (পুং) পৃষোদরাদিত্বাৎ প্রয়োগোয়ং সাধ্যঃ। ১ লম্ফ। ২ স্বেচ্ছায় সংপাতপতন। (জটাধর) ভাবে অ টাপ্ ঝম্পা। (স্ত্রী)

"পুচ্ছাস্ফোটদলৎসমুদ্রবিবরৈঃ পাতালঝম্পাশ্চ তাঃ" (মহাবীরচ°)

ঝম্পন, পার্ব্বতীয় প্রদেশে ব্যবহৃত একপ্রকার ক্ষুদ্র পাল্কী, ইহা চারি ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাহিত হয়। পাহাড়ে উঠিবার বা নামিবার সময়ই ইহা ব্যবহৃত হয়। ঝম্পন বাহকদিগকে ঝম্পনি, ঝাঁপানি বা ঝপানি কহে।

ঝম্পাক (পুং) ঝম্পেন আকায়তি গচ্ছতীতি ঝম্প-আ-কৈ-ক অথবা ঝম্পেন অকতি গচ্ছতীতি ঝম্প-অক্-অণ্। যে ঝাঁপ দিয়া গমন করে। বানর, কপি। (শব্দচি°)

ঝম্পারু (পুং) ঝম্পং লম্ফং আরাতি দদাতীতি ঝম্প-আ-রা-ড়ু (বাহুলকাৎ) অথবা ঝম্পেন আর্চ্ছতি গচ্ছতীতি ঝম্প-আ-ঋ উ। বানর, কপি। (শব্দর°)

ঝম্পাশিন্ (পুং) ঝম্পেন স্বেচ্ছয়া পতনেন অশ্নাতি ভক্ষয়তি ইতি ঝম্প-অশ-ণিনি। যে ঝাঁপ দিয়া খায়। মৎস্যরঙ্গ পক্ষী, মাছরাঙ্গা পাখী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ ঝম্পাশিনী।

ঝম্পিন্ (পুং) ঝম্পঃ অস্ত্যস্য ইতি ইনি। ১ বানর। ২ কপি। (শব্দর°)

ঝম্মুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিবাড়ের মধ্যে ঝালাবার বিভাগের একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। ঝম্মর

গ্রাম বধান নগরের ৯ মাইল উত্তরপূর্ব্বে বোম্বাই-বরদা এবং মধ্যভারতীয় রেলপথের লাখতার ষ্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার জমিদারগণ ঝালা রাজপুত এবং বধানের জমিদারদিগের দায়াদ।

ঝর (পুং) ঝৃ-অচ্। ১ নির্ঝর। ২ পর্ব্বতাবতীর্ণ জলপ্রবাহ। "স তদুচ্চকুচৌ ভবন্ প্রভাঝরচক্রভ্রমিমাতনোতি যৎ।" (নৈষধ)

ঝরকা (দেশজ) ১ গবাক্ষ। ২ জানালা।

ঝরণ (দেশজ) ঝরিয়া পড়া, নিঃসরণ।

ঝরণা (দেশজ) ১ শৈলনিঃসৃত জল। ২ নির্ঝর।

ঝরা (স্ত্রী) ঝর। (অমরটী° ভরত)

ঝরিত (ত্রি) ঝর অস্ত্যর্থে ইতচ্। ১ নির্ঝরবিশিষ্ট। ২ গলিত।

ঝরিয়া, বাঙ্গালার মানভূম জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা ও একটী জমিদারী। পরিমাণফল প্রায় ২০০ বর্গমাইল। ঝরিয়ার রাজা গবর্মেণ্ট সরকারে বার্ষিক ২৫৬৫ টাকা রাজস্ব প্রদান করেন।

ঝরিয়ার পাথরিয়া-কয়লার খনি বিখ্যাত। এই খনি বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পাহাড় পরেশনাথের দক্ষিণে অবস্থিত। গোবিন্দপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ১৮ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত। এই খনিতে স্থানে স্থানে দুই স্তর কয়লা আছে। নিম্নতর স্তরের কয়লা অতি উৎকৃষ্ট। পরীক্ষা দ্বারা উহাতে ভস্মের ভাগ শতকরা ২.৫ হইতে ৪ ভাগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে। দামোদর এবং ইহার উপনদী জমুনিয়া, কাট্রি, কাড়্রি, ছোট কাড়্রি ও ইজ্রি প্রভৃতি নদী এই কয়লা ক্ষেত্র দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশ নদীর কূলে তথাকার ভূভাগের স্তর সকল বহুনিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

ঝরী (স্ত্রী) ঝর।

ঝরুমতিয়া, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলায় চেতিয়াবন সহরের ৩½ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত একটী প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট নগর।

ঝবরহীরা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে শাহরাণপুর জেলায় রুড়কী তহসীলের একটী সহর। এই নগর শাহরাণপুর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে শাহরাণপুর জেলার পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক শাসনকর্ত্তা নবাব হাকিম খাঁর নির্ম্মিত একটী মস্‌জিদ্ এবং একটী কূপ আছে।

ঝর্ঝর (পুং) ঝর্ঝ ইত্যব্যক্তশব্দং রাতীতি ঝর্ঝ-রা-ক। অথবা ঝর্ঝ-অর। (বহুবচনাৎ) ১ বাদ্যবিশেষ। (অমর) ২ চর্ম্মপুটাচ্ছাদিত কাষ্ঠস্থান। (অমরটী°) ৩ ডিণ্ডিম। ৪ ডেঙ্গরী। ৫ পটহ। (ভরতধৃত বৈকুণ্ঠ)। ঝর্ঝাতে বিস্তাতে ইতি ঝর্ঝ ভর্ৎসে-অর। ৬ কলিযুগ। ঝর্ঝরো ঝর্ঝশব্দ ইবাস্ত্যস্ত ইতি অচ্। ৭ নদবিশেষ। (মেদিনী) ৮ হিরণ্যাক্ষ পুত্রবিশেষ।

"হিরণ্যাক্ষ সুতাঃ পঞ্চ বিদ্বাংসঃ সুমহাবলঃ।
ঝর্ঝরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসন্তাপনস্তথা।
মহানাভশ্চ বিক্রান্তঃ কালনাভস্তথৈবচ।" (হরিবংশ)

৯ বেত্রনির্ম্মিত দণ্ডবিশেষ।

"কাঞ্চনোষ্ণীষিণস্তত্র বেত্রঝর্ঝরপাণয়ঃ।" (ভা° ভী° ৯১ অঃ)

১০ পাকসাধন লৌহময় পদার্থবিশেষ, ঝাঁঝরা; ইহার পর্য্যায়—ঝল্লকী, ঝল্লী, ঝলরী, ঝর্ঝরী।

(দেশজ) ১ উচ্চ হইতে নিম্নে পতিত জলের শব্দ। ২ ঝাঁঝ। ৩ ঝাঁঝরা। ৪ কাড়া।

ঝর্ঝরক (পুং) ঝর্ঝর-সংজ্ঞায়াং কন্। কলিযুগ। (ত্রিকা°)

ঝর্ঝরা (স্ত্রী) ঝর্ঝতে নিন্দ্যতে ইতি ঝর্ঝ ভর্ৎসে ঝর্ঝ অর্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ বেশ্যা। (ত্রিকাণ্ড°) ২ জলশব্দবিশেষ। "ঝিণ্টীশবন্দ্যা ঝঙ্কারকারিণী ঝর্ঝরাবতী।" (কাশী° ২৯।৬১) ৩ তারাদেবী।

ঝর্ঝরাবতী (স্ত্রী) ঝর্ঝরা অস্ত্যর্থে মতুপ্। মস্য বঃ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ গঙ্গা। ২ ঝিণ্টী।

ঝর্ঝারিকা (স্ত্রী) তারিণী।

ঝর্ঝরিন্ (পুং) ঝর্ঝর অস্ত্যর্থে ইনি। শিব। "ত্বং গদী ত্বং শরী বাপী খট্টাঙ্গী ঝর্ঝরী তথা।" (ভারত শা° ২৮৬ অঃ)

ঝর্ঝরী (স্ত্রী) ঝর্ঝর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ঝর্ঝর বাদ্যবিশেষ।

"গোমুখাড়ম্বরাণাঞ্চ ভেরীনাং মুরজৈঃ সহ।
ঝর্ঝরী ডিণ্ডিমানাঞ্চ ব্যশ্রূয়ন্ত মহাস্বনাঃ।" (হরিবংশ)

ঝর্ঝরীক (পুং) ঝর্ঝ-ঈকন্। ১ শরীর। (উণাদিকোষ) ২ দেশ। ৩ চিত্র। (সংক্ষিপ্তসারে উণাদিবৃত্তি)

ঝলক (দেশজ) ১ অঞ্জলি পরিমাণ তরল দ্রব্য। ২ ঔজ্জ্বল্য, চাক্‌চিক্য, দীপ্তি।

ঝলকন (দেশজ) ঝলক উঠা।

ঝলজ্ঝলা (স্ত্রী) ঝলজ্ঝল ইত্যব্যক্তশব্দঃ অস্ত্যস্য ইতি ঝলজ্ঝল অচ্। ১ হস্তিকর্ণাস্ফালনজাত শব্দবিশেষ। (ত্রিকা°)

(দেশজ) ১ ছল ছল দৃষ্টি। ২ ঝুলন।

ঝলন (দেশজ) ঝাল দেওয়া, পাইন দ্বারা জোড় দেওয়া।

ঝলা (স্ত্রী) ঝরা পৃষো°। ১ কন্যা। ২ আতপোর্ম্মি। (মেদি°)

ঝলরী (স্ত্রী) ঝল-রা-ড। ১ হুড়ুক্ক। ২ ঝর্ঝরবাদ্যবিশেষ। ৩ বালচক্র। ৪ কেশচক্র। (মেদি°)

(দেশজ) ১ কোঁকড়ান চুল।

ঝলাবর (দেশজ) ১ নির্ম্মল। ২ সুন্দর। ৩ সুশ্রী।

ঝলু, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বিজনোর জেলার বিজনোর তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২৯° ২০´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৫´ ৩০´´ পূঃ। ইহা বিজনোর নগরের ৬ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত এবং কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্য জন্য বিখ্যাত।

ঝল্‌ঝল (দেশজ) ১ ঝুলিয়া পড়া। ২ ঝুলে থাকা।

ঝল্ক (দেশজ) ১ তরঙ্গপাত। ২ ঢেউ উঠা। ৩ অগ্নির তেজ।

ঝলোনী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ললিতপুর জেলার ললিতপুর তহসীলে চান্দেরীর প্রায় ১৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটী গ্রাম। ইহার নিকটে গোয়ালিয়রের পথে একটা পাহাড়ের উপর প্রায় ১৮ ফিট্ উচ্চ একখণ্ড চীর অর্থাৎ শিলাফলকে ১৩৫১ সংবতে (১২৯৪ খৃঃ অব্দে) উৎকীর্ণ দেবনাগরী অক্ষরে এক শিলালিপি আছে।

ঝল্কন (দেশজ) ঝলক্ উঠা।

ঝল্ল (পুং স্ত্রী) ঝর্চ্ছ্ কিপ্, তং লাতি লা-ক। ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে জাত বর্ণসঙ্করবিশেষ। এখন ঝাল নামে গণ্য।

"ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ নিচ্ছিবিরেবচ।" (মনু)

মনু ইহাদের শস্ত্রবৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"ঝল্লামল্লানটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।
দ্যূতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ।"

ঝল্লক (ক্লী) ঝর্চ্ছ্ কিপ্, তং লাতি লা-ক অথবা ঝল্ল স্বার্থে কন্। যে শব্দ করে। কাংস্যনির্ম্মিত করতাল বাদ্যবিশেষ, ঝাঁজ।

"শিবগারে ঝল্লকঞ্চ সূর্য্যাগারে চ শঙ্খকম।
দুর্গাগারে বংশিবাদ্যং মধুরীঞ্চ নবাদয়েৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ঝল্লকণ্ঠ (পুং, স্ত্রী) ঝল্লোলক্ষণয়া তৎ স্বর ইব কণ্ঠঃ যস্য বহুব্রী। পারাবত। (হারা°)

ঝল্লরা (স্ত্রী) ঝর্চ্ছ্-অরন্ পৃষো°। ১ ঝর্ঝর বাদ্যবিশেষ। ২ ২ হুড়ুক্ক। ৩ বালককেশ। ৪ শুদ্ধ। ৫ ক্লেদ। (মেদি°)। ৬ বালচক্র, চলিত কথায় ইহাকে বালোড়ি বলে। (অজয়°)

ঝল্লরী (স্ত্রী) [ঝিল্লরা দেখ।]

ঝল্লিকা (স্ত্রী) ঝল্লী-কৈ-ক পৃষো°। ১ উদ্বর্ত্তনপট, যে বস্ত্র দ্বারা গাত্রের মলা তোলা যায়। ২ দ্যোত। (মেদি°) ৩ দীপ্তি। ৪ উদ্বর্ত্তনমল। (শব্দর°) ৫ সূর্য্যরশ্মির তেজঃ। (দেশজ) ঝাঝা।

ঝল্লী (স্ত্রী) ঝল্ল-ঙীষ্। ঝর্ঝরবাদ্য।

ঝল্লীসক (ক্লী) নৃত্যভেদ। "ঝল্লীষকন্তু স্বয়মেব কৃষ্ণঃ সুবংশঘোষং নরদেব পার্থ।" (হরিব° ১৪৮ অঃ)

ঝল্লেলি (পুং) তর্কুলাসক, টেকুয়ার বাঁটুল।

ঝল্লোল (পুং) ঝর্চ্ছ্-কিপ্, তথাভূতঃ সন্ লোলঃ পৃষো°। [ঝল্লেলি দেখ।]

ঝল্‌সান (দেশজ) অর্দ্ধদগ্ধ, আধপোড়া।

ঝষ (ক্লী) ঝষ গ্রহে-অচ্। ১ খিল। (অজয়°) ২ বন।

ঝষ (পুং, স্ত্রী) ঝষ কর্ম্মণি ঘ। ১ মৎস্য। স্ত্রীলিঙ্গে জাতিত্বাৎ ঙীষ্। "বংশীকলেন বড়িশেন ঝষীরিবাত্মান্।" (আনন্দ-বৃন্দা°) ২ মকর। "ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি" (গীতা) ৩ মীন-রাশি। "কার্ম্মুকন্ত পরিত্যজ্য ঝষং সংক্রমতে রবিঃ।" (মল° ত°) ঝষ ভাবে-ক। ১ তাপ। (মেদি°) ২ গ্রীষ্ম, গরমী।

ঝষকেতু (পুং) ঝষঃ কেতুঃ যস্য বহুব্রী। মদন। (হলায়ুধ)

ঝষা (স্ত্রী) ঝষ-অচ্ টাপ্। নাগবলা। (অমর)।

ঝষাঙ্ক (পুং) ঝষঃ অঙ্কে যস্য বহুব্রী। ১ কন্দর্প। উপাচার ক্রমে মদনপুত্র অনিরুদ্ধকেও বুঝায়। (হেম)

ঝষাশন (পুং, স্ত্রী) ঝষ-অশ-ল্যু। শিশুমার। (ত্রিকা°)

ঝষোদরী (স্ত্রী) ঝষস্য উদরং উৎপত্তিস্থানতয়া অস্ত্যস্য। মৎস্য-গন্ধনাম্নী ব্যাসমাতা। (ত্রিকা°) উপরিচর নৃপের শুক্রে ব্রহ্মার শাপে মৎস্যযোনিপ্রাপ্তা অদ্রিকা নাম্নী কোন অপ্সরার গর্ভে মৎস্যগন্ধার জন্ম হয়। (ভারত আ° ৬৩ অঃ)

ঝা (ওঝা), বেহারস্থ মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ।

ঝাউ, ভারতবর্ষ ও বেলুচিস্থানের মধ্যবর্ত্তী একটী উপত্যকা। এখানে অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প, উহারা বিজাঞ্জু, হলদা ও মিরবারি (ব্রাহুই) জাতীয়। সকলেই বহুসংখ্যক গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, উষ্ট্র প্রভৃতি পালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই প্রদেশে অরণ্য বিস্তর, কৃষিকার্য্য আদৌ হয় না। এখানে নন্দারু নামে একটী মাত্র গ্রাম আছে।

বহুসংখ্যক মৃত্তিকাস্তূপ ও তন্মধ্যে প্রাচীন মুদ্রাদি পাওয়ায়, এখানে পূর্ব্বে সুসভ্যজাতির বাস ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। অনেকে অনুমান করেন, আলেকসান্দর এই প্রদেশেও একটী নগর স্থাপন করিয়া যান।

ঝাউ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Tamaric Indica)। এই বৃক্ষ বহুপ্রকার। কোন কোন ঝাউ ৫০।৬০ হাত উচ্চ হয়, আবার কোন কোন প্রকার ৮।১০ হাতের অধিক বড় হয় না। এই বৃক্ষ য়ুরোপ, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, আফ্গানস্থান, সিংহল ও পূর্ব্বউপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ভারতবর্ষের উত্তরাংশ কোন কোন স্থলে ঝাউগাছের জঙ্গল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল গাছ সরল, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট, পত্র সকল গ্রন্থিযুক্ত কেশের ন্যায় এবং প্রায় অর্দ্ধ হস্ত দীর্ঘ। সামান্য বায়ু বহিলেই উহা হইতে দূরস্থ বাত্যার ন্যায় সোঁ সোঁ শব্দ হইতে থাকে। ইহাদের ফল প্রায় এক ইঞ্চি দীর্ঘ ও দেখিতে লিচুর ন্যায়; শুষ্ক হইলে কোষ সকল ফাটিয়া বীজ বহির্গত হয়।

এই গাছ সকল প্রকার ভূমিতেই জন্মে; লবণাক্ত ও কঙ্করময় ভূমিতেই উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হয়। সরোবরের বেড়া, পুষ্করিণীতীর এবং বাঁধ প্রভৃতি শক্ত করিবার জন্য ঝাউগাছ রোপিত হইয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত, উপরের অসারভাগ শ্বেতবর্ণ, সারভাগ আরক্তবর্ণ। সচরাচর লাঙ্গল ও অন্যান্য মোটা কার্য্যেই ঝাউকাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় উহাতে খাটিয়া, গাড়ীর চাকা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এই কাষ্ঠে জ্বালানি ব্যতীত অপর কার্য্য হয় না। ইহার ক্ষুদ্র শাখা দ্বারা ঝুড়ি তৈয়ার হয়। একপ্রকার ঝাউগাছ মরুভূমিতেও জল ব্যতীত জন্মে। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা এজন্য উহারই জ্বালানি করে। ঝাউ কাষ্ঠের ভস্ম অত্যন্ত ক্ষারগুণসম্পন্ন। ইহাদের শাখা ও বীজ উভয় হইতেই গাছ জন্মে।

একপ্রকার ছোট ঝাউগাছের পাতা চেপ্টা, ঘন এবং পাখার ন্যায়। এই প্রকার বৃক্ষ দেখিতে অতি সুন্দর এবং সরোবর তীরে বা উদ্যানে শোভার্থ রোপিত হইয়া থাকে। অপর এক প্রকার ঝাউগাছের পত্র ঈষৎ আরক্তিম, অতি ক্ষুদ্র ও গুচ্ছবদ্ধ। এই প্রকার ঝাউকে লালঝাউ বা রক্তঝাউ কহে।

একপ্রকার ঝাউগাছের কচি পল্লব ঈষৎ লবণাক্ত। মুলতানের নিকটস্থ দরিদ্র লোকেরা লবণের পরিবর্ত্তে ঐ পল্লব ভিজান জলদ্বারা রুটী প্রস্তুত করে।

অনেক ঝাউগাছের শাখায় এক প্রকার কীট বাস করিয়া ফলের ন্যায় গুটিকা উৎপন্ন করে। ঐ সকল গুটিকা মাজুফলের ন্যায় এবং অতিশয় তিক্তকষায় গুণসম্পন্ন। এই গাছের ছালও তিক্তকষায় গুণযুক্ত। ঐ উভয় প্রকার দ্রব্যই বস্ত্রাদি রঞ্জিত ও চামড়া ক্রষ করিতে ব্যবহৃত হয় এবং সঙ্কোচক ও বলকারক ঔষধরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্থানীয় ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্য ইহার জল অনেক সময় অত্যন্ত উপকারী। বৃক্ষের পল্লবও ঐ সকল কার্য্যে সময় সময় ব্যবহৃত হয়। ঝাউগাছের গুটি ছোটময়েন, বড়ময়েন প্রভৃতি নামে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে ঐ সকল গুটি আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষ হইতে য়ুরোপে রপ্তানী হয়।

ঝাউগাছের আঠা বড় অধিক কাজে আইসে না। আরবদেশে সিনাই পর্ব্বতে একরূপ ঝাউগাছ জন্মে, উহাদের গায়ে কখন কখন শাদা ছাতা পড়ে। ঐ সকল ছাতা বৃক্ষস্থ শর্করা হইতে জন্মে। এদেশে ঐরূপ ছাতা জন্মে না, কিন্তু সিন্ধু প্রভৃতি অনেক স্থলে ঝাউবৃক্ষজ এক পদার্থ হইতে একপ্রকার মিষ্টরস প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঝাউয়াকলা (দেশজ) একপ্রকার কদলীবৃক্ষ।

ঝাউয়ানেবু (দেশজ) একপ্রকার নেবু গাছ।

ঝাঁই (দেশজ) ভস্ম, ছাই।

ঝাঁইমরিচ (দেশজ) লালমরিচ।

ঝাঁইশর্ষা (দেশজ) খানা খাইবার সময় যে সর্ষপ ব্যবহার করে, রাইসরিষা।

ঝাঁক (দেশজ) দল, সমূহ। "হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে টাঙ্গি শেল রাখে।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২।৪)

ঝাঁকন (দেশজ) ১ ঝুঁকিয়া পড়া। ২ তর্জ্জন গর্জ্জন।

ঝাঁকা (দেশজ) বংশনির্ম্মিত ভারবহ পাত্র।

ঝাঁঝ (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ কাঁসরের বাদ্য। ৩ কোপাদি বা বিরক্তি ভাবদ্বারা যে অস্পষ্ট শব্দ করা যায়। ৪ তেজস্কর পদার্থের তেজঃ। ৫ উত্তাপ। ৬ উগ্রতা।

ঝাঁঝর (দেশজ) ১ বহু ছিদ্রযুক্ত। (স্ত্রী) ২ কাঁসর।

ঝাঁঝরা (দেশজ) ঝাঁঝরী।

ঝাঁঝরী (দেশজ) ১ বহুছিদ্রযুক্ত দর্ব্বী, যে হাতায় অনেক ছিদ্র আছে। ২ জলসেচন পাত্র।

ঝাঁঝলি (দেশজ) ১ অনুরাগী। ২ প্রচণ্ড। ৩ ঝলসান। ৪ খেঁকি।

ঝাঁঝাঁ (দেশজ) সূর্য্যকিরণের তীক্ষ্ণতা, সূর্য্যের কিরণ অতিশয় প্রখর হইলে যেন ঝাঁঝাঁ শব্দ হয়।

ঝাঁঝি (দেশজ) জলজ লতাভেদ। Utricularia Fasciculata ইহা বসন্তকালে ক্ষুদ্র অপরিষ্কার জলের উপর বিস্তর জন্মিয়া থাকে।

ঝাঁট (দেশজ) সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার।

ঝাঁটন (দেশজ) ঝাড়িয়া পরিষ্কার করা।

ঝাঁটা (দেশজ) সম্মার্জ্জনী, খাঙ্গরা।

ঝাঁটী (দেশজ) খড়ের ছাওনি।

ঝাঁটো (দেশজ) শীঘ্র, দ্রুত।

ঝাঁপ (দেশজ) ১ লম্ফ। ২ চড়কে উৎসবকালে মঞ্চ হইতে লম্ফ দেওয়া।

"ভক্তগণে বলে রাণী সবে যাও ঘর।
ঝাঁপায়ে ত্যজিব তনু শালে দিয়ে ভর॥" (শ্রীধর্ম্মম° ৫।৭১)

ঝাঁপতাল, তালবিশেষ, ইহা চারিটী পদ এবং দশমাত্রার তাল, বোল যথা

```
        ১                    ১
+   ।   ।   ।   ।   ।   ।   ।   ।   ।
ধা  গে  ধা  গে  দিন্  তা  কে  ধা  কে  দিন্ঃ
```

(সঙ্গীতদা°)

ঝাঁপসন্ন্যাস (দেশজ) মহাদেবের উৎসব বিশেষ, চড়কের

সময় বা কোন শিবোৎসবের দিনে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসিগণ শিবের প্রীতি কামনায় মঞ্চের উপরিভাগ হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। আমাদের দেশে চড়কের সময় হইয়া থাকে।

ঝাঁপনি (দেশজ) লম্ফ প্রদান।

"ঝাঁপনি কাঁপনি সারা কেবল উৎপাত।" (বিদ্যাসুন্দর)

ঝাঁপা (দেশজ) মস্তকের আভরণবিশেষ।

ঝাঁপান (দেশজ) দশহরাদিনে নীচলোকের উৎসববিশেষ। মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া দুইদলে সাপ লইয়া নানা প্রকার কৌতুক করিয়া থাকে।

ঝাঁপানিয়া (দেশজ) ঝাঁপানকারী।

ঝাঁপিপেটারী (দেশজ) [ঝাঁপী দেখ।]

ঝাঁপী (দেশজ) বেত্রাদি নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, পেটরা, পেটক।

ঝাঁসি (ঝান্সী) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন একটী বিভাগ। এই বিভাগে ঝাঁসি, জলাউন ও ললিতপুর এই তিনটী জেলা আছে। অক্ষা° ২৪° ১১´ হইতে ২৬° ২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১৪´ এবং ৭৯° ৫৫´ পূঃ। এই বিভাগের এক বিস্তীর্ণ অংশ বুন্দেলখণ্ড বলিয়া খ্যাত। পরিমাণফল ৪৯৮৩·৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২১৪৯ বর্গমাইলে চাষ হইয়া থাকে। ইহাতে ছোট বড় ১২টী নগর আছে। এই বিভাগের অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। চামারজাতির সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অন্যান্য জাতি কাছি, লোধি, আহীর, কোরি, কুড়মি, বেণিয়া, গদারিয়া, তেলী ও নাই যথাক্রমে সংখ্যায় অল্প।

মৌ, কাল্পী ও ললিতপুর এই তিনটী প্রধান নগর। এই বিভাগে ৩১টী দেওয়ানী ও কলেক্টরী এবং ৩২টী ফৌজদারী আদালত আছে।

ঝাঁসি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৫° ৩´ ৪৫´´ হইতে ২৫° ৪৮´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২২´ ১৫´´ হইতে ৭৯° ২৭´ ৩০´´ পূঃ। পরিমাণফল ১৫৬৭ বর্গমাইল। এই জেলা ঝাঁসি বিভাগের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোয়ালিয়র ও শামঠার রাজ্য ও জলাউন জেলা। পূর্ব্বে ধসাননদী ও তাহার পারে হামিরপুর জেলা, দক্ষিণ ললিতপুর ও উর্চ্ছা রাজ্য এবং পশ্চিমে দাড়িয়া, গোয়ালিয়র ও খনিয়াধানা রাজ্য।

এদিকে বহুসংখ্যক দেশীয় রাজ্য ও জায়গীর আছে। উহাদের দুই চারিটা গ্রাম জেলার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, আবার কোথার জেলার ইংরাজ শাসনাধীন দুই একটা গ্রাম চারিদিকে দেশীয় রাজ্যবেষ্টিত হইয়া আছে। তজ্জন্য অনেক সময় বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষ সময়ে শাসনকার্য্যের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। প্রাচীন ঝাঁসিনগর এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত; ঐ প্রাচীন ঝাঁসির সন্নিহিত ঝাঁন্সি নোয়াবাদ নামক স্থানে জেলার আদালত ইত্যাদি অবস্থিত। মৌনগর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনাকীর্ণ।

বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশের একাংশ লইয়া ঝাঁসি জেলা গঠিত। ইহার দক্ষিণভাগে বিন্ধ্যশ্রেণীর প্রান্তস্থিত অনুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত। উহাদের উপত্যকাপথে নদীগণ দ্রুতবেগে উত্তরাভিমুখে যমুনার দিকে ধাবিত। পাহাড় সকলের চূড়ায় প্রায় কোন বৃহৎ বৃক্ষাদি নাই, অধিত্যকা প্রদেশ তৃণাদি পূর্ণ, সানুদেশে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে। করার দুর্গ উহাদের উচ্চতম পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

উত্তরভাগের ভূমি প্রায় সমতল ও মধ্যে মধ্যে বিরল অনুচ্চ একটা একটা পাহাড় ও জলপ্রবাহ দ্বারা উৎখাত; গভীরগর্ত্ত সকল স্থানে স্থানে বিদ্যমান। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে অনেক সুবৃহৎ সরোবর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল সরোবরের অনেকগুলি তিন দিকে অত্যুচ্চ পাহাড় এবং অবশিষ্টদিক্ পাকা গাঁথনি দ্বারা দৃঢ় বদ্ধ। ইহাদের অনেকগুলি প্রায় ৯০০ বর্ষ পূর্ব্বে মহোবার চন্দেল রাজগণের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। কয়েকটী খৃষ্টীয় ১৭শ বা ১৮শ শতাব্দীতে বুন্দেলরাজগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়। ঝাঁসির প্রায় ১২ মাইল পূর্ব্বে বারোয়াসাগর নামক সরোবর ও ইহার প্রায় ৮ মাইল পূর্ব্বে অর্জর সরোবর। তাহার ৮ মাইল পূর্ব্বে স্থিত কাচ্‌নেয়া সরোবর বৃহৎ।

ঝাঁসির উত্তরভাগের ভূমি সমতল ও কৃষ্ণবর্ণ। এই ভূমি মার নামে খ্যাত এবং কার্পাসোৎপাদনের অতি উপযোগী। পাহুক, বেতবা (বেত্রবতী) ও ধসান নামক তিনটী নদী ঝাঁসিকে প্রায় বেষ্টন করিয়া আছে। বর্ষার সময় ঐ সকল নদীতে বন্যা হইয়া ঝাঁসির অন্যান্য স্থানের সংস্রব একবারে বন্ধ হইয়া যায়। গবর্মেণ্ট রক্ষিত জঙ্গলের পরিমাণ প্রায় ৭০০০০ বিঘা। ঝাঁসি পরগণার দক্ষিণভাগে বেত্রবতীনদী তীরস্থ গভীর অরণ্যেই কড়িকাঠ হইবার মত বৃক্ষ আছে। অরণ্যে খদির, রিউঞ্জাঢাক (পলাশ) প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। কড়িকাঠ ভিন্ন ঘাস বিক্রয় করিয়াও গবর্মেণ্টের বিস্তর লাভ হয়। অরণ্যে ব্যাঘ্র, চিত্রব্যাঘ্র, তরক্ষু, নানাজাতীয় হরিণ, বন্য কুক্কুর ইত্যাদি বাস করে।

ইতিহাস। অনেকে অনুমান করেন পরিহার রাজপুতেরাই প্রথমে ঝাঁসিতে রাজ্যস্থাপন করেন; তৎপূর্ব্বে ইহা আদিম অসভ্য জাতির বাসস্থান ছিল। আজিও পরিহারগণ

ঝাঁসির ২৪টী গ্রাম দখল করিতেছে। কিন্তু ইহাদের সুস্পষ্ট বিবরণ কিছুই জানা যায় না। চন্দেল্লবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকাল হইতে ঝাঁসির বিবরণ অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট। [চন্দ্রাত্রেয় দেখ।] ইহাদের রাজত্বকালেই ঝাঁসির পর্ব্বত মধ্যে বর্ত্তমান বৃহৎ সরোবর সকল প্রস্তুত হয়। চন্দেল্লরাজবংশের পর তাঁহাদিগের অধীনস্থ খাঙ্গড়গণ রাজ্য অধিকার করে। ইহারাই করারদুর্গ নির্ম্মাণ করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সমকালে বুন্দেলা নামক একদল নিম্নশ্রেণীস্থ রাজপুতজাতি এই প্রদেশ অধিকার করিয়া মাউনগরে রাজধানী স্থাপন করেন। ক্রমে তাহারা করার অধিকার করিয়া তাঁহাদের নাম দ্বারা অভিহিত বর্ত্তমান সমগ্র বুন্দেলখণ্ডে রাজ্য বিস্তার করেন। বুন্দেলাবীর রুদ্রপ্রতাপ উর্চ্ছানগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজধানী করেন। বর্ত্তমান অধিকাংশ সম্রান্ত বুন্দেলাগণ ঐ রুদ্রপ্রতাপের বংশধর বলিয়া পরিচিত। রুদ্রপ্রতাপের পরবর্ত্তী রাজগণ সময়ে সময়ে দিল্লী সরকারে কর প্রদান করিলেও একরূপ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে উর্চ্ছারাজ বীরসিংহ ঝাঁসির দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইনি রাজপুত্র সেলিমের প্ররোচনায় সম্রাট্ অক্‌বরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল-ফজলের প্রাণবধ করিয়া অক্‌বরের কোপানলে পতিত হন।

১৬০২ খৃষ্টাব্দে বীরসিংহের দমনার্থ একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। সৈন্যগণ ঐ প্রদেশ লণ্ড ভণ্ড করিয়া ফেলিল, বীরসিংহ পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন। ইহার পর তাঁহার প্রভু যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তিনি পুনর্ব্বার নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে শাহজহান সম্রাট্ হইলে বীরসিংহ বিদ্রোহী হন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্রাট্ তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বপদে স্থায়ী রাখিলেও বীরসিংহের আর পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষমতা ও স্বাধীনতা রহিল না। ইহার পর তথায় ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল এবং উর্চ্ছারাজ্য কখন বা মুসলমানদিগের হস্তে কখন বা বুন্দেলা-সর্দ্দার চর্ম্মরাও ও তৎপুত্র ছত্রশালের হস্তে আইসে। অবশেষে ১৭০৭ খৃঃ অব্দে বুন্দেলার মহাবীর ছত্রশাল সম্রাট্ বাহাদুরশাহের নিকট হইতে বর্ত্তমান ঝাঁসি সমেত নিজাধিকৃত সমস্ত ভূভাগ দখল করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মুসলমান সুবাদারগণ তথাপিও বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছত্রশাল ১৭৩২ খৃঃ অব্দে পেশবা বাজীরাও-চালিত মহারাষ্ট্রীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মহারাষ্ট্রীগণ এই সময়ে মধ্যপ্রদেশ আক্রমণ করিতেছিল। ছত্রশালের প্রস্তাব শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বুন্দেলখণ্ডে আগমন করিল। যুদ্ধশেষে ছত্রশাল পুরস্কার স্বরূপ নিজ রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্রীদিগকে দান করিলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা কোন একটা ছল ধরিয়া উর্চ্ছারাজ্য আক্রমণ ও অন্যান্য প্রদেশসহ নিজরাজ্য-ভুক্ত করিল। তাহাদের সেনাপতি ঝাঁসি নগর সংস্থাপন করিলেন এবং উর্চ্ছা হইতে অধিবাসী আনিয়া তথায় বাস করাইলেন।

ইহার পর প্রায় ৩০ বৎসরকাল ঝাঁসি প্রদেশ মহারাষ্ট্র-পেশবাদিগের অধীন ছিল, তৎপরবর্ত্তী সুবাদারগণ একরূপ স্বাধীনভাবে শাসন করিতে লাগিলেন। সুবাদার শিবরাও ভাওয়ের রাজত্বকালে ইংরাজগণ তাঁহার সহিত ১৮০৪ খৃঃ অব্দে সন্ধি করিয়া সাহায্য দান অঙ্গীকার করিলেন। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে শিবরাও ভাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র রামচাঁদরাও সুবাদার হইলেন। এই সময়ে পেশবা সমগ্র বুন্দেলখণ্ডের অধিকার ইংরাজদিগকে অর্পণ করিলেন। ইংরাজগবর্মেণ্ট রামচাঁদরাওয়ের রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। ১৮৩২ রামচাঁদ রাওয়ের সুবাদার আখ্যা ঘুচাইয়া রাজা আখ্যা দেওয়া হইল। কিন্তু রামচাঁদ নিজ পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেন না, তাঁহার রাজস্ব হ্রাস হইতে লাগিল এবং বিপক্ষ সেনা নানাস্থল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান রামচাঁদের মৃত্যু হইলে চারিজন ঐ রাজ্য প্রাপ্তির দাবী করিল। ইংরাজগবর্মেণ্ট রামচাঁদের খুল্লতাত ও শিবরাও ভাওয়ের ২য় পুত্র রঘুনাথরাওকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার সময়ে রাজস্ব আরও কমিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার সময়ের ¾ এক চতুর্থাংশ হইয়া দাঁড়াইল। ইনি বিলাসিতা ও অমিতাচারিতাদোষে রাজ্যের অনেকাংশ গোয়ালিয়র ও উর্চ্ছা রাজার নিকট বন্ধক দিয়া ফেলিলেন। ইনি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বহু ঋণ রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

রঘুনাথের কেহ প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিল না। চারি জন রাজ্যের দাবী করিলেন। ইংরাজগবর্মেণ্ট কমিশন দ্বারা শিবরাও রাওভাওয়ের একমাত্র বংশধর পূর্ব্ব রাজার ভ্রাতা গঙ্গাধররাওকে রাজ্য প্রদান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ডের পলিটিকাল এজেন্সী ঝাঁসির শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাধররাও রাজা হইলে পর ও রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা হইবার ভয়ে বৃটীশ এজেন্সী দ্বারা উহার শাসন কার্য্য চলিতে লাগিল এবং রাজা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ শাসনে শীঘ্রই ইহার রাজস্ব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট গঙ্গাধরকে শাসনভার প্রদান করিলেন। গঙ্গাধর দক্ষতাসহকারে রাজস্বাদি আদায়

এবং অল্পকালে কিছু কিছু ছাড়িয়া দিয়া রাজ্য সুশাসন করেন। তিনি প্রজাগণের প্রিয় ছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ঝাঁসি প্রদেশ ইংরাজরাজ্য ভুক্ত হইল এবং জলাউন ও চন্দেরী জেলার সহিত একজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল। মৃত গঙ্গাধরের পত্নী ঝাঁসির রাণীকে একটী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু রাণী নানা কারণে ইংরাজদিগের উপর জাতক্রোধ হইলেন। প্রথমতঃ তিনি দত্তক গ্রহণ করিতে পাইলেন না, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার রাজ্যে গোহত্যা হইতেছে দেখিয়া তাঁহার ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি গোহত্যা ও অন্যান্য ধর্ম্মবিগর্হিত ব্যাপারের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া হিন্দুদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে ঝাঁসি সহজেই যোগ দিল। ৫ই জুন ১২শ পদাতিক সৈন্যদলের কয়েক জন সহসা বিদ্রোহী হইয়া গুলি, বারুদ ও অর্থভাণ্ডার প্রভৃতি অধিকার করিল। অনেক ইংরাজ কর্ম্মচারী হত হইল। প্রায় ৬৬ জন একটা দুর্গে আশ্রয় লইল, কিন্তু অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। এই হতভাগ্যগণ সিপাহীদিগের গঙ্গাজল ও কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথপূর্ব্বক অভয়দানে জীবনে আশা করিয়াছিল, কিন্তু সকলেই হত হইল। ঝাঁসির রাণী বিদ্রোহীদিগের নেত্রী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিলেন, কিন্তু অন্যান্য বিদ্রোহী সর্দ্দারগণ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। উড্‌চার সর্দ্দারগণ ঝাঁসি আক্রমণ করিয়া উৎসন্ন করিয়া ফেলিল। বহুসংখ্যক অধিবাসী অন্নাভাবে নিরাশায় প্রাণত্যাগ করিল এবং বিস্তীর্ণ জনপদ এরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায় যে বহুকাল পরে কথঞ্চিৎ উহার ক্ষতি পূরণ হয়। সার হিউ রোজ (Sir Hugh Rose) ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩ই এপ্রেল ঝাঁসি অধিকার করিলেন এবং কাল্পী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনের পর পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। অবশেষে ১১ই আগষ্ট তারিখে কর্ণেল লিডেল (Colonel Liddel) পরিচালিত সৈন্যগণ বিদ্রোহীসেনাকে একবারে বিদূরিত করিল। ইহার পর আরও কয়েকটা সামান্য সামান্য যুদ্ধ ঘটে, অবশেষে নবেম্বর মাসে শান্তি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যেই ঝাঁসির রাণী তাত্তিয়া তোপিসহ পলায়ন করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের গিরিদুর্গের নিকট যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন। [লক্ষ্মীবাই দেখ।] তদবধি ঝাঁসি জেলা ইংরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছে। দুর্ভিক্ষ বা বন্যা প্রভৃতি দৈব বিড়ম্বনা ভিন্ন সম্প্রতি কোন বিপ্লব ঘটে নাই।

ঝাঁসিতে দৈবী ও মানুষী আপদের সমান উপদ্রব। কথনও দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি কখন বা মুষলধারে বৃষ্টি দেশ উৎসন্ন করিতেছে, তাহার উপর আবার ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য রাজগণ এরূপ নিষ্পীড়ন করিয়া প্রজাদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিত যে, তাহারা অতি হীনভাবে কথঞ্চিৎ জীবিকানির্ব্বাহ করিত, তাহার উপর রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশ ছারখার করিয়া ফেলিত। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন এই জেলা ইংরাজ শাসনাধিকৃত হয়, তখন ইহার অধিবাসী অধিকাংশই অতি দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। কৃষকবর্গ সমস্তই মহাজনদিগের নিকট ঋণজালে জড়িত ছিল। হিন্দু রাজাদিগের নিয়মে ঋণ পিতা হইতে পুত্রে গমন করে, কিন্তু উত্তমর্ণ ঋণদায়ে অধমর্ণের ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইতে পারে না। ইংরাজশাসনের সহিত জমি নীলামের প্রথাও প্রবর্ত্তিত হওয়ায় অধিবাসিগণের দুর্দ্দশা আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। আবার তাহার পরই ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহে দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। দুর্ভিক্ষ ও বন্যারও কথাই নাই। অবশেষে গবর্মেণ্ট ঝাঁসি জেলাকে এইরূপ নিতান্ত দরিদ্র দেখিয়া প্রজাকুলের হিতার্থ ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তথায় এক নূতন আইন প্রচলন করিলেন। ইহা দ্বারা ঋণগ্রস্ত প্রজাবর্গকে একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে রক্ষা করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। অধিকাংশ ভূম্যধিকারী ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ স্থলে তাহাদের ঋণের আদ্যোপান্ত তদন্ত করিয়া যদি ঐ ঋণের প্রদত্ত সুদ অতিরিক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এরূপস্থলে ঋণ কমাইয়া কিংবা অধমর্ণকে একবারে মুক্তি দেওয়া হইতে লাগিল। এই সকল কার্য্যের জন্য একজন পৃথক্ জজ নিযুক্ত হইলেন। ইহা ব্যতীত অসহায় দেউলিয়া প্রজাবর্গকে গবর্মেণ্ট অতি অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন আর কোন উপায়েই তাহাদের ঋণশোধ হইল না, তখন গবর্মেণ্ট ঐ প্রজাগণের সম্পত্তি ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই সকল নিয়ম স্থাপন জন্য প্রজাকুলের বিস্তর উপকার সাধিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত এখানে গবর্মেণ্টের প্রাপ্য রাজস্বের হার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক কম।

কেবলমাত্র ললিতপুর ব্যতীত এই ঝাঁসি জেলার ন্যায় অল্প অধিবাসীযুক্ত জেলা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আর নাই। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে ইহার প্রজাবৃদ্ধি হইতেছিল, কিন্তু কয়েকটা দুর্ভিক্ষে ইহার অনেক অধিবাসী প্রাণত্যাগ করে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পর ১৮৭২ পর্য্যন্ত ঐ আট বৎসরে প্রায় ৩৯,৬১৬ জন প্রজা হ্রাস হয় অর্থাৎ লোকসংখ্যা ৩,৫৭,৪৪২ হইতে ৩,১৭,৮২৬ জন হইয়া যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে

ইহার লোকসংখ্যা অল্পমাত্রা বৃদ্ধি হইয়া ৩,৩৩,২২৭ জন হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বরাজগণের অতিরিক্ত কর ভারে, ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহী সিপাহী-দিগের উৎপীড়নে এবং বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দেশব্যাপী মহামারী প্রভৃতি বিপদে অধিকাংশ প্রাণত্যাগ করিত কিংবা দেশ-ত্যাগ করিয়া যাইত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ঝাঁসির পরিমাণফল প্রায় ২৯২২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা আনুমানিক ২,৮৬,০০০ ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পরিমাণফল অনেক অল্প অর্থাৎ ১৫৬৭ বর্গমাইল হইলেও লোকসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে।

ঝাঁসির অধিবাসীগণ প্রায় সকলেই হিন্দু, শতকরা প্রায় ৪ জন মাত্র মুসলমান। পশুহত্যা অধিবাসীদিগের বড়ই বিরক্তিকর। জৈন ও শিখদিগের সংখ্যা আরও অল্প। তদ্ভিন্ন পারসী ও ব্রাহ্ম ২১৪ জন বাস করে এবং কর্ম্মোপলক্ষে অনেক খৃষ্টান সৈন্য, কর্ম্মচারী প্রভৃতি আসিয়া বাস করিতেছে।

অধিবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা চামার ব্যতীত আর সকল জাতি অপেক্ষা অধিক। তদ্ভিন্ন রাজপুত, কায়স্থ, বেণিয়া, কাছি, কুর্ম্মি, আহীর, কোরী, লোধি প্রভৃতি জাতির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। আদিম অসভ্যজাতিও অল্পসংখ্যক বাস করে। আহীরগণ ১০৭, ব্রাহ্মণগণ ১০২, রাজপুতগণ ৬৬, লোধিগণ ৬৮, কুর্ম্মিগণ ৪৪ এবং কাছিগণ ৭টী গ্রাম দখল করে। রাজপুতদিগের অধিকাংশই বুন্দেলা জাতীয়। অনেক নীচ ও অসভ্যজাতি নিম্নশ্রেণীস্থ শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

ঝাঁসি জেলার মাউ, রাণীপুর, গুড়সরাই, বড়বাসাগর ও ভাণ্ডের প্রভৃতি ৫টী নগরে পঞ্চ সহস্রাধিক লোক বাস করে। ঝাঁসি নোয়াবাদ নগরে জেলার আদালত, সৈন্যের ছাউনি ও মিউনিসিপালিটী থাকিলেও ইহার লোকসংখ্যা তিন সহস্রের অধিক নহে।

কৃষি। ঝাঁসির ভূমি স্বভাবতঃ অনুর্ব্বর, তাহার উপর প্রায়ই বৃষ্টির অভাব এবং খালদ্বারা কৃত্রিম উপায়ে জলসেচনের অসুবিধা হেতু এখানকার চাষের অবস্থা বড় মন্দ। বেশ সুফলা হইলে সে বৎসর ইহার অধিবাসীদিগের পক্ষে শস্যাদি কথঞ্চিৎ পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে, অল্প হানি হইলেই অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। ফলে অনেক সময়েই এই দশা ঘটিয়া থাকে। রবি শস্যের মধ্যে গোধূম, যব, ছোলা প্রভৃতি কলায় এবং সর্ষপাদি প্রধান। শরৎকালে জোয়ার, বাজ্‌রা, তিল, কার্পাস এবং কোদো জন্মে। এতদ্ভিন্ন রক্তবর্ণ ছিট করিবার জন্ম আইচ নামক বৃক্ষের মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই মূল এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমিতে জন্মে। মাউরাণী-পুরের বিখ্যাত খেরুয়া কাপড় এই আল বা আচ্ দ্বারা রঞ্জিত হয়। ঝাঁসি ও বুন্দেলখণ্ডের অনেক স্থলে কৃষকগণ এই আচ্ বিক্রয় করিয়াই রাজস্ব প্রদান করে, অনেক স্থলে আচের পরিবর্ত্তে শস্য ক্রয় করিয়া তথাকার শস্যের অভাব মোচন হয়। অনেক সময় শস্যক্ষেত্রে অধিক ঘাস জন্মিয়া শস্যের সমূহ ক্ষতি করিত, সম্প্রতি বহু কষ্টে নির্ম্মূল করা হইয়াছে। ঝাঁসির উৎপন্ন শস্য ঝাঁসিতেই সঙ্কুলান হয় না, তথাপি সুবৎসরে আশাতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায়, কখন কখন ইহা হইতে কতক-পরিমাণে শস্যাদি রপ্তানী হইতেছে।

এখানে জলসেচনের বন্দোবস্ত অতি হীন। পূর্ব্বে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ সরোবর বা কৃত্রিম হ্রদের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সংস্কারাভাবে এখন অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে এবং অত্যল্প স্থানে জল দান করিতে পারে। যাহা হউক সম্প্রতি গবর্মেণ্ট ঐ সকল পুষ্করিণীর সংস্কার ও খাল প্রভৃতি খননে মনোযোগ করিয়াছেন। কৃষকমাত্রই অতি দরিদ্র, একটী অজন্মা হইলেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হয়, তখন মহাজনের নিকট ঋণ ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না। বেতবা ও ধসান নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রায়ই অনাবৃষ্টি হয়, সুতরাং তথাকার কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত দুর্দ্দশাপন্ন, ঋণ ছাড়া কেহ নাই। ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণ প্রথম আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের ন্যায় কঠোররূপে কর আদায় করিতেছিলেন, পরে গবর্মেণ্ট প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া সদয় হইয়াছেন। এখন এখানকার রাজস্ব অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক কম।

ঝাঁসিতে দৈব বিড়ম্বনা অধিক, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অজন্মা, অনাবৃষ্টি, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি বিরল নহে। দুর্ভিক্ষ প্রায় ৫ বৎসর বাদ থাকে না। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, সুবৎসরে ঝাঁসিতে মোটামুটী যত শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে অধিবাসীগণের দশ মাসের অধিক চলিতে পারে না, সুতরাং তাহার উপর অজন্মা হইলেই দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

১৭৮৩, ১৮৩৩, ১৮৩৭, ১৮৪৭, ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। গবর্মেণ্ট দুর্ভিক্ষ সময়ে সাহায্যদানার্থ কর্ম্ম (Relief work) খুলিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শস্যাদি রপ্তানি করিয়া প্রজাগণের দুঃখ মোচন করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যের শাসনভুক্ত অনেক গ্রাম ঝাঁসির সীমার মধ্যে থাকায় রিলিফকার্য্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটে।

বাণিজ্য। ঝাঁসি হইতে শস্য রপ্তানী হয় না, বরং অনেক পরিমাণে এখানে আমদানী হইয়া থাকে, উহার পরিবর্ত্তে ঝাঁসি হইতে কার্পাস ও আল রং অন্যস্থানে প্রেরিত হয়।

শিল্প দ্রব্যাদি নাই বলিলেই হয়, কেবলমাত্র খেরুয়া নামক লালকাপড় কতক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জেলার বা ইহার পার্শ্বে কোথাও রেলপথ নাই। ঝাঁসি হইতে কাল্পি দিয়া কাণপুর যাইবার পাকা রাস্তা ও নদী প্রভৃতির উপর সেতুদ্বারা সুগম পথ আছে। অন্যান্য রাস্তাগুলি বন্যার সময় অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

শাসন। ঝাঁসি বেতনাবন্তীমহল মধ্যে গণ্য, অর্থাৎ এখানে একই জন রাজকর্ম্মচারী দেওয়ানী, ফৌজদারী ও খাজনাবিষয়ক বিচার করেন। একজন ডেপুটি কমিশনর, ২ জন আসিষ্টাণ্ট কমিশনর, ৩ জন অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ও ৪ জন তহসীলদার দ্বারা শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। ঝাঁসি বিভাগের কমিশনর ঝাঁসিনোয়াবাদে বাস করেন। এখানে ১০টী ফৌজদারী ও ১০টী দেওয়ানি আদালত আছে। তদ্ভিন্ন পুলিশ চৌকিদার প্রভৃতির সংখ্যা প্রায় ১৩০০। জেলার সদরে একটী জেল ও মাউনগরে একটী হাজত আছে। কয়েদীদিগের অধিকাংশই চৌর্য্যাপরাধে বন্দী।

এখানে বিদ্যাশিক্ষার অবস্থা ভাল নহে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর উন্নতির পরিবর্ত্তে ইহার অবনতিই হইয়া আসিতেছে; অনেক বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে।

এই জেলা ২টী তহসীলে বিভক্ত। ইহাতে ২টী মিউনিসিপালিটী আছে; একটী মাউ-রাণীপুরে ও অপরটী ঝাঁসি নোয়াবাদ নগরে।

জেলার সদর ঝাঁসিনোয়াবাদ, প্রাচীন ঝাঁসি নগরের অতি নিকটে অবস্থিত। এই প্রাচীন নগর গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত ও ঝাঁসিনোয়াবাদের প্রায় ১½ গুণ বড়। এই কারণে নূতন নগরের অনেক অসুবিধা হইয়া থাকে। ঝাঁসি জেলার মধ্যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন শাসনাধিকৃত প্রদেশ সকল পরিবর্ত্ত করিয়া জেলার অন্তর্গত সমস্ত ভূভাগ একচাপে আনিবার জন্য অনেকবার কল্পনা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই।

অনাবৃষ্টি, বৃক্ষলতাশূন্য পর্ব্বত ও মরুপ্রদেশের তাপ বিকীরণ হেতু ঝাঁসি জেলার বায়ু সাধারণতঃ উষ্ণ ও শুষ্ক। কিন্তু ইহার জলবায়ু মোটের উপর স্বাস্থ্যকর। বৎসরে গড় তাপাংশ ফারণহিটের ৮০°।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গত ২০ বৎসরের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩৫·২৪ ইঞ্চি। পর বৎসর ৫০·৮৫ ইঞ্চি বৃষ্টি পতিত হয়। অধিবাসীগণ প্রায়ই অল্লাহারে দুর্ব্বল, সুতরাং সামান্য পীড়াতেই কাতর হইয়া পড়ে ও প্রাণত্যাগ করে। মাউ-রাণীপুরে ও ঝাঁসিনোয়াবাদে দুইটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

২ উত্তরপশ্চিম প্রদেশান্তর্গত ঝাঁসি জেলার পশ্চিম ভাগের একটী তহসীল। পরিমাণফল ৩৭৮ বর্গমাইল। এই তহসীল বেত্রবতী নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। ইহার পর্ব্বতময় ভূভাগের স্থানে স্থানে পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণের গ্রামাবলী বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খলভাবে স্থানে স্থানে বিরাজিত। প্রায় ১৮৬ বর্গমাইল স্থানে শস্যাদি জন্মে। এই তহসীলে ১টী দেওয়ানি আদালত ও ১১টী থানা আছে।

ঝাঁসি নওয়াবাদ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশান্তর্গত ঝাঁসি জেলার সদর। অক্ষা° ২৫° ২৭´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩৭´ পূঃ। এই সহর ঝাঁসি জেলার পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন ঝাঁসি নগরের প্রাচীর-সন্নিকটে অবস্থিত। প্রাচীন ঝাঁসি নগর এবং ঝাঁসি দুর্গ এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত। দুর্গের নিম্নে গবর্মেণ্টের আদালত, সৈন্যনিবাস ও অন্যান্য গৃহাদি বিদ্যমান আছে। মহারাষ্ট্র-সেনাপতি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গমধ্যস্থ রাজবাটী ও প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত গোলাকার প্রাসাদশিখর অতি বিস্ময়কর। কথিত আছে, পূর্ব্বে ইহাতে ৩০।৪০টা কামান থাকিত। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব এই দুর্গ অধিকার করে ও দুর্গের অনেক স্থান ভগ্ন করিয়া ফেলে। ইহার রাস্তা ঘাট ও বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রাচীন ঝাঁসির পূর্ব্বে পার্ব্বত্যপ্রদেশে ঝাঁসি নওয়াবাদ অবস্থিত। গ্রীষ্মের সময় এখানে দারুণ গ্রীষ্ম হয়, তখন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ছায়াতেও তাপমানযন্ত্রে ১০৮° তাপ হইয়া থাকে। বর্ষাকালে বেত্রবতী নদীতে বন্যা হইলে ইহার সহিত চতুর্দ্দিকের সংস্রব একবারে বন্ধ হইয়া যায়। এখানে জেলার প্রধান আদালত, তহসীল, থানা, বিদ্যালয়, ঔষধালয় ও ডাকঘর আছে।

ঝাঁসির রাণী [লক্ষ্মীবাই দেখ।]

ঝাঙ্কৃত (ক্লী) ঝামিত্যব্যক্তশব্দস্য কৃতং করণং যত্র বহুব্রী। ১ চরণের অলঙ্কারবিশেষ, পাঁয়জোর। ২ ঝাঁ ঝাঁ শব্দ।

ঝাজরি (দেশজ) রন্ধনযন্ত্রভেদ। কোন জিনিস ভাজা হইলে ইহাতে তুলিয়া রাখা হয়। [ঝাঁঝরী দেখ।]

ঝাজ্জর, পঞ্জাবপ্রদেশস্থ রোহতক জেলার দক্ষিণদিকের একটী তহসীল। এই তহসীলের কতক অংশ বালুকাময়, নজাফগড় নামক ঝিলের নিকটস্থ স্থান জলাময়। পরিমাণফল ৪৬৯ বর্গমাইল। বাজরা, জোয়ার, মুগা, যব, ছোলা, গোধূম প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। একজন সহকারী কমিশনর, একজন তহসীলদার ও একজন অনরারি মাজিষ্ট্রেট বিচারকার্য্য সম্পন্ন করেন। ২টী দেওয়ানি, ৩টী ফৌজদারী ও দুইটী থানা আছে। রিবারি-ফিরোজপুর রেলপথ এই তহসীলের প্রান্ত দিয়া গিয়াছে।

২ পঞ্জাব প্রদেশস্থ রোহতক জেলার ঝাজ্জর তহসীলের প্রধান নগর ও সদর। পূর্ব্বে এই নগর একটী দেশীয় রাজ্যের রাজধানী ছিল, ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই স্থানেই জেলা স্থাপন করেন। এখন রোহতক নগরে উঠিয়া গিয়াছে। অক্ষা° ২৮°৩৬´৩৩´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ১৪´১০´´ পূঃ। দিল্লীর ৩৫ মাইল পশ্চিমে ও রোহতক নগরের ২১ মাইল দক্ষিণে এই নগর অবস্থিত। ১১৯৩ খৃঃ অব্দে দিল্লীনগর প্রথম মুসলমানাধিকৃত হইবার সমকালে ঝাজ্জর নগর স্থাপিত হয়। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষে এই নগর ধ্বংসপ্রায় হইয়া যায়। তাহার পর হইতে ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে সম্রাট-শাহ আলমের জনৈক সেনাপতি মুর্ত্তাজাখাঁর পুত্র নিজামত আলিখাঁ ঝাজ্জরের নবাব হয়েন। ইনি নিজ দুই সহোদর সহ সিন্ধিয়ার রাজসরকারে কর্ম্ম করেন এবং সিন্ধিয়া হইতে প্রভূত বৃত্তি ও ঝাজ্জর, বাহাদুরগড় ও পতাওধির (প্রতাপধি) নবাবীপদ প্রাপ্ত হন। ইংরাজ অধিকারের পর গবর্মেণ্ট ঐ দান মঞ্জুর করেন, কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের সময় তাৎকালিক নবাব আবদুল রহমনখাঁ ও বাহাদুরগড়ের নবাব বিদ্রোহে যোগদান করায় উভয়েই ধৃত হন এবং ঝাজ্জরের নবাবের প্রাণদণ্ড হইলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেন। এই নূতন প্রদেশে এক জেলা গঠিত হয়, কিন্তু অবশেষে ঝাজ্জর জেলা উঠাইয়া রোহতকের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। সম্প্রতি ইহার বাণিজ্যের হীনদশা। শস্য ও দেশীয়দ্রব্যজাতের কতক পরিমাণে বাণিজ্য হয়। এখানে মৃণ্ময় পাত্রাদি বিস্তর প্রস্তুত হয়। তহসীল, থানা, ডাকঘর, ডাকবাংলা, বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল আছে। নগরের চতুর্দ্দিকে পুরাতন পুষ্করিণী ও অনেক কবর দৃষ্ট হয়।

ঝাজর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বুলন্দসহর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৮° ১৬´উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪২´১৫´´ পূঃ। এই নগর বুলন্দসহরের ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। হুমায়ুনের সহযাত্রী মহম্মদখাঁ নামক জনৈক বেলুচী এই নগর স্থাপন করেন, পরে ইহা যত পলায়িত ও সমাজচ্যুত বোম্বেটিয়াদিগের আশ্রয় স্থান হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝাজর বহুসংখ্যক বেলুচী অশ্বারোহী প্রদান করিয়া সাহায্য করে। এখন এই নগর অতি দরিদ্র ও হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছে। এখানে একটী ডাকঘর, থানা ও বিদ্যালয় আছে। নগরস্থ প্রত্যেক গৃহের উপর স্থাপিত করদ্বারা চৌকিদার প্রহরী প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

ঝাট (পুং) ঝট-ঘঞ্। ১ নিকুঞ্জ, লতাগৃহ। ২ কান্তার, দুর্গমবন। ৩ ক্ষতস্থান প্রভৃতি পরিষ্কারকরণ। (মেদিনী) (দেশজ) ৪ শীঘ্র, দ্রুত।

"ঝাট অন্ন দেহ রাজা না করিও হেলা।" (শ্রীধর্ম্মম° ৪।১০৯)

ঝাটল (পুং) ঝাটং লাতি লা-ক। ঘণ্টাপাটলবৃক্ষ, পশ্চিমে ঘণ্টাপারুল এই নামে খ্যাত।

ঝাটা (স্ত্রী) ঝট-ণিচ্-অচ্ ততষ্টাপ্। ভূম্যামলকী, চলিত কথায় ভুঁই আমলা।

ঝাটামলা (স্ত্রী) ঝাট-ঘঞ্, আমলা।

ঝাটশ্চাসৌ আমলাচেতি কর্ম্মধা। ভূম্যামলকী।

ঝাটিকা (স্ত্রী) ঝাট্ স্বার্থে কন্, টাপ্ অত-ইত্বং। ভূম্যামলকী।

ঝাড (দেশজ) ১ গুচ্ছ, স্তবক। ২ স্ফটিকাদি নির্ম্মিত আলোক-আধার।

ঝাড়ন (দেশজ) ১ মন্ত্রদ্বারা রোগাদি নিবারণ, পীড়া হইলে মন্ত্রবিশেষ দ্বারা ঝাড়াইয়া দিলে পীড়া আরোগ্য হয়। ২ সং-মার্জ্জন, নির্ধূলিকরণ, নির্ম্মলকরণ।

ঝাড়ল (দেশজ) ঝাড়যুক্ত, গুল্মযুক্ত।

ঝাড়া (দেশজ) ১ পরিষ্কার করা। ২ উপদেবতায় পাইলে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহাকে দূর করা। (হিন্দী) ৩ মলত্যাগ

ঝাড়াকর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর এক শ্রেণীর মুসলমান। ইহাদিগকে ধূলধোয়াও বলে। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ধূলধোয়া বা সেকরাজাতি ছিল, অরঙ্গজেবের সময়ে ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইহারা হানেফী শ্রেণীস্থ সুন্নি মতাবলম্বী, কিন্তু ধর্ম্মে আস্থাশূন্য। বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে কাজির দ্বারা কার্য্য সমাধা করিলেও ঝাড়াকরগণ আজিও গোমাংস ভক্ষণ করে না, হিন্দু দেব দেবীর পূজা ও হিন্দুপর্ব্বাদি পালন করিয়া থাকে। স্বর্ণকারদিগের দোকানের ধূলা ধুইয়া তাহা হইতে স্বর্ণ রৌপ্য বাহির করাই ইহাদের উপজীবিকা। অনেকে দাসত্ব করিয়াও থাকে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত ও শ্যামবর্ণ, মস্তক মুণ্ডন করিয়া দীর্ঘশ্মশ্রু রাখে এবং হিন্দুদিগের ন্যায় শিরশ্ছদ ধারণ করে। স্ত্রীগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং খর্ব্বাকৃতি। এই জাতি পরিশ্রমী ও নিত্যব্যয়ী; কিন্তু অত্যন্ত তাড়ীপ্রিয়। ইহাদের ভাষা কর্ণাটী অথবা কর্ণাটীমিশ্রিত হিন্দুস্থানী।

ঝাড়ী (দেশজ) গুল্ম।

ঝাড়ীপথ (দেশজ) গুল্মযুক্ত রাস্তা।

ঝাড়ু (দেশজ) ঝাড়িবার জিনিস, সম্মার্জ্জনী।

ঝাড়ুকেশ (হিন্দী) ঝাড়ুওয়ালা।

ঝাড়ুবরদার (পারসী) ঝাড়ুওয়ালা, যে ঝাড় দেয়।

ঝান (দেশজ) ১ ফুল বা গাছ শুকিয়া বা কুঁকড়িয়া যাওয়া। ২ জ্ঞান।

ঝাপা (দেশজ) ঝাঁপা।

ঝাপ্‌সা (দেশজ) অস্পষ্ট।

ঝাপ্‌সাবৃদ্ধি (দেশজ) অস্পষ্ট দৃষ্টি বাড়া।

ঝাবুক (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

ঝাবুয়া (জাবুয়া), মধ্যভারতের অন্তর্গত ভোপাবর এজেন্সীর শাসনাধীন একটী দেশীয় রাজ্য। রতনমলের সহিত ইহার পরিমাণফল ১৩৩৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে অল্প অংশই কৃষি ও বাসের উপযোগী। অক্ষা° ২২° ৩২´ হইতে ২৩° ১৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৭´ হইতে ৭৫° ৬´ পূ°। ইহার উত্তরে কুশলগড়, রত্তম ও শৈলানরাজ্য, পূর্ব্বে ধার ও আমজিরা, দক্ষিণে আলিরাজপুর ও জোবাট, পশ্চিমে দোহাদ ও পাঁচমহালজেলার ঝালোদ উপবিভাগ। •

প্রবাদ আছে, প্রায় আড়াই শতাব্দী পূর্ব্বে এখানে ঝাবু নায়ক নামে একজন বিখ্যাত ভীলদস্যু বাস করিত, তাহার নামানুসারেই এই প্রদেশের নাম ঝাবুয়া হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান অধিপতিগণ রাঠোরবংশীয় রাজপুত ও যোধপুরের রাজাদিগের কনিষ্ঠের বংশধর। কিষণদাস নামা এই বংশীয় একজন পূর্ব্বপুরুষ সম্রাট্ আলাউদ্দীন্‌কে বঙ্গবিজয়ে সহায়তা করেন ও গুজরাটের শাসনকর্ত্তার হত্যাকারী ভীলদস্যুদিগকে দমন করেন। সম্রাট্ প্রীত হইয়া তাঁহাকে ঐ প্রদেশের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশীয়েরাই ঝাবুয়া রাজ্য ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রদিগের অভ্যুত্থানের সময় হোল্‌কর ইহার অধিকাংশ অধিকার করিয়া রাজ্যের নামমাত্র অবশিষ্ট রাখিলেন। কিন্তু তিনি ঝাবুয়ারাজের উপর চৌথ আদায়ের ভারার্পণ করেন। এখনও হোলকার ঝাবুয়ারাজের নিকট রাজস্ব পাইয়া থাকেন। ইংরাজের মধ্যস্ততায় কতক করের পরিবর্ত্তে ঝাবুয়াঁরাজ্যের কিয়দংশ হোলকরকে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ঝাবুয়ার পঞ্চদশ বর্ষীয় রাজা সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজের বিস্তর সাহায্য করেন। ইহার মান্যস্বরূপ ১১টী তোপ ধ্বনি হয়।

পূর্ব্বে ঝাবুয়া রাজ্য বিস্তৃত ছিল, এখন ইহা অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজ্যের অধিকাংশই পর্ব্বতাকীর্ণ। ঐ সকল পর্ব্বত পরস্পর ১ হইতে ৬ মাইল দূরে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। উপত্যকাপ্রদেশে মহী, অনস ও নর্ম্মদা নদীর উপনদী সকল প্রবাহিত। ভূমি মোটের উপর উৎকৃষ্ট। পর্ব্বত সকল উৎকৃষ্ট জঙ্গলে পূর্ণ, লৌহ প্রভৃতি আকরিক আছে, কিন্তু উপযুক্ত পরিশ্রম অভাবে ঐ সকল প্রায় কোন কার্য্যে আইসে না। শস্য পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। ভুট্টা, তণ্ডুল, কুরা, মুগ, উরিদ, বাদলি ও সাম্‌লি বর্ষাকালে জন্মে। গোধূম ও ছোলা রবিশস্য মধ্যে প্রধান। কিয়ৎ পরিমাণে কার্পাস ও অহিফেন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ছোলা ও গোধূম বিদেশে রপ্তানী হয়। পিট্‌লাবার ও অন্যান্য সমতল প্রদেশে ইক্ষু জন্মে। এখানকার বাগানে প্রচুর আদা, রসুন, পলাণ্ডু এবং অন্যান্য সকল প্রকার শাক সব্‌জি উৎপন্ন হয়। শস্যক্ষেত্র সকল ইতস্ততঃ নদীতীর ও অন্যান্য উর্ব্বর-স্থানে বিক্ষিপ্ত। প্রজাগণ কত জমি চাষ করে, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। এজন্য এখানে কৃষ্ণ ভূমির পরিমাণ না ধরিয়া কৃষক যত জোড়া বলদ দ্বারা চাষ করে, তদনুসারে রাজস্ব ধার্য্য হয়। ভীলপাটেল অর্থাৎ মণ্ডলগণ বংশপরম্পরাক্রমে রাজস্ব আদায় করিয়া আসিতেছে।

ঝাবুয়ারাজ্যের অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ ভীল ও ভীলাল জাতীয়; ইহারা পরিশ্রমী ও কৃষিনিপুণ।

ঝাবুয়ারাজ্যে ঝাবুয়া, রাণাপুর ও কাগুলা তিনটী নগর আছে। ঐ তিন নগরে এবং রম্ভাপুর নামক গ্রামে বিদ্যালয় আছে। যাহা হউক বিদ্যাশিক্ষায় তাদৃশ যত্ন নাই। ঝাবুয়ার রাজা ৫০ জন অশ্বারোহী ও ২০০ জন পদাতি সৈন্য রাখেন। রাজ্যের মধ্য দিয়া তিনটী রাস্তা গিয়াছে।

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর শাসনাধীন ঝাবুয়ারাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২২° ৪৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৩৮´ পূঃ। ঝালোদ হইতে মাউ নগরের পথে এই নগর অবস্থিত। নগরের চতুর্দ্দিক্ মৃত্তিকানির্ম্মিত এক প্রাচীর আছে। একটী পর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তে এক সরোবরের চতুর্দ্দিকে এই নগর নির্ম্মিত। সরোবরের উত্তরপ্রান্তে উচ্চ রাজপ্রাসাদ এবং তাহার পশ্চাতে নগর ও প্রাসাদের উপর দিয়া অনুচ্চ বৃক্ষরাজিমণ্ডিত পর্ব্বত। ঝাবুয়া নগরের পথ সকল বন্ধুর কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ এবং অসমান। সরোবরতীরে বিদ্যুতাহত ঝাবুয়ারাজের এক স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই নগরের জলবায়ু ভাল নহে। এখানে বিদ্যালয়, ডাকঘর ও দাতব্য ঔষধালয় আছে।

ঝাব্বা (দেশজ) ঝাঁপা।

ঝামক (ক্লী) ঝম-থূল্। অতিশয় পক্কইষ্টক, পোড়াইট, ঝামা।

ঝামর (পুং) ঝামং রাতি রা-ক। তকুশান (শব্দর°) চলিত কথায় টেকুয়ার শাণ, টেকুয়া প্রভৃতি শাণ দিবার ক্ষুদ্র প্রস্তর।

ঝামরাণ (দেশজ) শীত বা ঠাণ্ডা লাগিয়া নাক বা চক্ষুজলভারাক্রান্ত।

ঝামা (দেশজ) অত্যন্ত দগ্ধ ইষ্টক।

ঝাম্‌কা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণাংশস্থিত একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। ঝাম্‌কা গ্রাম কুঙ্কাবাড় নামক ষ্টেশনের ১০ মাইল দক্ষিণে ভবনগর-গোণ্ডাল রেলপথের ধোরাজি শাখারেলপথে অবস্থিত।

ঝামৃতি (ঝাঁপতি) সিন্দুপ্রদেশের মীরদিগের রাজকীয় পোত।

এই সকল জলযান বৃহৎ এবং প্রশস্ত। কোন কোন ঝাঁপ্তি ১২০ ফিট দীর্ঘ ও ১৮½ ফিট প্রশস্ত হয়, ইহাতে ৪টী মাস্তল, দুইটী প্রশস্ত অনাবৃত কামরা থাকে এবং ২½ ফিট মাত্র গভীর জল কাটিয়া যায়। ত্রিশজন মাঝী ৬টী দাঁড় বাহিয়া সরোবর ঝাঁপ্তি পরিচালন করে। করাচি ও মুগাল-ভিনেই ইহা প্রধানতঃ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

ঝাম্পোদার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটে কাঠিয়াবাড়ের ঝালাবাড় বিভাগের একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। ঝাম্পোদার গ্রাম লাথ্তার হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে, বধান ষ্টেশনের ১০ মাইল পূর্ব্বে ; বোম্বাই, বরদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথে অবস্থিত। তালুকদারগণ ঝালাবংশীয় রাজপুত এবং বধানের তালুকদারদিগের ভায়াদ কহে।

ঝার (দেশজ) একপ্রকার কার্পাস লতা।

ঝারা (দেশজ) উচ্চস্থান হইতে অল্প অল্প জল সেচন, আর্য্যগণ বৈশাখমাসে শালগ্রাম শিলারূপী নারায়ণকে ঝারায় বসান এবং তুলসীগাছেও ঝারা দিয়া থাকেন, এইরূপ ঝারা দেওয়া অতিশয় পুণ্যজনক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি রবি কিরণে উত্তপ্ত হইলে তাহাদিগকে জীবিত করিবার জন্যও ঝারা দেওয়া হয়।

ঝারী (দেশজ) জলপাত্রবিশেষ, চলিত কথা গাড়ু।

ঝারৌলী, রাজপুতনার অন্তর্গত সিরোই রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২৪° ৫৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৪´ পূঃ। ইহা উদয়-পুর হইতে প্রায় ৫১ মাইল পশ্চিমউত্তরপশ্চিমে এবং সিরোইর ১০ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

ঝার্ঝর (পুং) ঝর্ঝরবাদনং শিল্পমস্য ঝর্ঝর-অন্। ঝর্ঝর বাদ্যকারী।

ঝার্ঝরিক (পুং) ঝর্ঝর-ঠক্। ঝর্ঝর বাদ্যকারী।

ঝাল (দেশজ) ১ কটু, তীক্ষ্ণ, তীব্র। ২ পাইন্।

ঝালকাটী (মহারাজগঞ্জ) বাঙ্গালার বাখরগঞ্জ জেলার একটী গ্রাম ও মিউনিসিপ্যালিটী। অক্ষা° ২২° ৩৮´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৯° ১৫´ পূঃ। ঝালকাটী ও নাল্চিটি নামক নদীদ্বয়ের সংযোগ-স্থলে এই গ্রাম অবস্থিত। পূর্ব্ববাঙ্গলার মধ্যে ইহাও কড়ি-কাঠের একটী প্রধান বন্দর, বিশেষতঃ সুন্দরীকাঠ এখান হইতে বিস্তর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। তণ্ডুলও বিস্তর পরিমাণে রপ্তানী হয়, আমদানির মধ্যে লবণ প্রধান। এখানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসে দেওয়ালী অর্থাৎ উৎসবের সময় একটী মেলা হইয়া থাকে।

ঝালঝস্ (দেশজ) ঝালরন্ধন।

ঝালমরিচ (দেশজ) এক প্রকার কটু মরিচ।

ঝালন (দেশজ) ১ ধাতুপাত্রাদি ভগ্ন হইলে তাহার ছিদ্ররোধ করণ। ২ অলঙ্কারাদির গঠন সংযোজন, পাইন দেওন।

ঝালর্ (হিন্দী) ১ চাকৃচিক্যময় কোঁকড়ান বস্ত্রখণ্ড। ২ খট্টা ও চন্দ্রাতপাদির বেষ্টনবস্ত্র। ৩ স্ত্রীলোকদিগের পদাঙ্গুলির ভূষণবিশেষ।

ঝালরদার্ (হিন্দী) ঝালরযুক্ত।

ঝালা, গুজরাট প্রদেশের একটী রাজপুত জাতি। ইহারা সকলেই হলবুডএর অধিপতিকে আপনাদের নেতা বলিয়া স্বীকার করে। টড্সাহেব অনুমান করেন ইহারা অণহিল্লবাড় রাজগণেরই বংশধর হইবে। উক্তবংশীয় রাজগণের ধ্বংসের পর ঝালাগণ বিস্তীর্ণ প্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলে। ঝালামুখবাহন নামক সৌরাষ্ট্রবাসী একশাখা, আপনা-দিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু ইহারা, সূর্য্য, চন্দ্র, কিম্বা অগ্নিকুল কোন বংশীয়ই নহে। হিন্দুস্থান বা রাজপুতনায় এই জাতীয়েরা প্রায় বাস করেন। মিবার রাজবংশকেতু মহামাণী মহাবীর প্রতাপসিংহ ঝালা-দিগকে রাজপুতনায় আনয়ন ও প্রভুত সম্মানে ভূষিত করেন। যৎকালে অক্বর সম্রাটের সমস্ত শক্তি ঐ প্রাতঃ-স্মরণীয় রাজপুত বীরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল তখন জনৈক ঝালা বীরপুরুষ নিজ অনুচরগণ সমেত প্রতাপের অনুগামী হয়। প্রতাপসিংহ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহাকে কন্যা দান করিয়া মান্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ দক্ষিণপার্শ্বে স্থান দিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান রাজগণ ঝালাদিগের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিতে লজ্জা বোধ করেন। এই ঝালাদিগের নামানুসারে গুজরাটের এক বিস্তীর্ণ প্রদে-শের নাম ঝালাবাড় হইয়াছে। এই বিভাগের নগরের মধ্যে বাঙ্কানের, হলবুড ও দ্রাংদ্রা প্রধান। ঝালাদিগের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানা যায় নাই। কোটার ফৌজদারগণ এবং অবশেষে কোটারাজ্যের একাংশভূত ঝালাবাড়ের রাজ-গণ ঝালাবংশীয়।

ঝালাপতিমান্না, ঝালাকুলোদ্ভব রাজপুত বীর। ইনি চির-স্মরণীয় হল্দিঘাটের যুদ্ধে ভারত নৃপতিকুলগৌরব সূর্য্যবংশীয় মহাবীর রাণা প্রতাপসিংহের সাহায্যে সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধকালে প্রতাপ যখন নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলেন, তাঁহার প্রাণতম এবং তাঁহার সহিত এক মহাব্রতেব্রতী রাজপুত-বীরগণ চতুর্দ্দিকে পতিত হইল, সেই সময় সহসা অগণ্য মোগল সেনা রাণার মস্তকোপরি রাজচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করে। বীরবর ঝালাপতিমান্না এই সমূহ বিপদ উপস্থিত দেখিয়া নিজ সার্দ্ধশত মাত্র অনুচর সমেত প্রতাপের রাজচিহ্ন নিজ মস্তকো-পরি রাখিয়া রণসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন। মোগলগণ

কনক-তপন-সম সেই বীরবরকে দেখিয়া তাঁহাকেই রাণা বোধে বেষ্টন করিল, ঝালাপতি অতুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া রণস্থলে শয়ন করিলেন। এদিকে প্রতাপসিংহ রাজপুতগণ কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইলেন। এই স্বার্থত্যাগ ও প্রভুপরায়ণতা ঝালাপতির নাম রাজপুতনার ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে প্রদীপ্ত করিয়াছে। ঝালার বংশধরগণ তদবধি মিবারের রাণার রাজচিহ্ন বহন করিয়া রাণার দক্ষিণপার্শ্বে আসন প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

ঝালাবান, সিন্ধুনদের পশ্চিমে বেলুচিস্থানের একটী প্রদেশ। এই প্রদেশ এবং সহর রাল ও লাস নামক প্রদেশদ্বয় একটী মালভূমিতে অবস্থিত। ঝালাবানের অধিবাসীগণ অধিকাংশ ব্রাহুই। ঝালাবানবাসী অনেক জাতি রাজপুতবংশোদ্ভব বলিয়া অনুমিত হয়। রাজপুতনার ন্যায় এখানেও শিশুহত্যা চলিত ছিল। নবমশতাব্দীর মধ্যভাগে বাগোয়ানার নিকটবর্ত্তী একটী গুহায় বহুসংখ্যক শুষ্ক শিশুদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকলের মধ্যে কতকগুলি অল্পদিনের বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

ঝাল্লোদার, রাজাদিগের ব্যবহার্য্য একপ্রকার পাল্কী। ইহার দুই পট্টবস্ত্র নির্ম্মিত এবং স্বর্ণরৌপ্যাদির চিকণ কার্য্যযুক্ত ঝালর দ্বারা সুশোভিত।

ঝালাবার, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্য হরবতী ও টঙ্ক এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে শাসিত হয়। তিনটী পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ লইয়া ঝালাবার রাজ্য গঠিত। বৃহত্তম খণ্ডের উত্তরে কোটারাজ্য, পূর্ব্বে সিন্ধিয়া রাজ্য ও টঙ্করাজ্যের একাংশ, দক্ষিণে রাজগড় নামক ক্ষুদ্ররাজ্য, সিন্ধিয়া ও হোল্কার রাজ্যের প্রদেশ, দেবরাজ্যের একাংশ ও জাওরা রাজ্য এবং পশ্চিমে সিন্ধিয়া ও হোল্কার রাজের অধিকৃত বিচ্ছিন্ন ভূভাগ। এই খণ্ডেই রাজধানী ঝাল্রাপত্তন অবস্থিত। দ্বিতীয় খণ্ডের উত্তরে, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে গোয়ালিয়র রাজ্য এবং পশ্চিমে কোটারাজ্য। শাহাবাদ এই খণ্ডের প্রধান নগর। কৃপাপুরনামে অভিহিত তৃতীয়খণ্ড উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত এবং আয়তনে অতি ক্ষুদ্র। ইহার উত্তরে সিন্ধিয়া-রাজ্য; পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে মিবার (বা উদয়পুর) রাজ্য। সমগ্র রাজ্যের পরিমাণফল ২৬৯৪ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ১৪৫৫, সহর ২টী।

ঝালাবার রাজ্যের বৃহত্তম বিভাগ একটী উচ্চ মালভূমি। ইহার উত্তরভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১০০০ ফিট এবং দক্ষিণভাগ ক্রমশঃ ১৫০০ ফিট উচ্চ। এই খণ্ডের অধিকাংশ পর্ব্বতাকীর্ণ, উপত্যকা প্রদেশে খরস্রোতা নদীনিচয় প্রবাহিত। পর্ব্বত সকল বহুবিধ বৃক্ষতৃণাদিপূর্ণ। স্থানে স্থানে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত সকলের মধ্যে বিস্তীর্ণ গভীর হ্রদ বিরাজিত। অবশিষ্ট ভূমি প্রচুর শস্য-ফল কুসুমাদিসমন্বিত বন্ধর প্রান্তরবিশিষ্ট। শাহাবাদ বিভাগও একটী উচ্চ মালভূমি এবং জঙ্গলপূর্ণ। রাজ্যের ভূমি প্রধানতঃ উর্ব্বরা এবং অহিফেন ও অন্যান্য মূল্যবান ফসল উৎপাদন করে। মৃত্তিকা সকল তিনভাগে বিভক্ত ১ কালি, ২ মাল, ৩ বাড়্লি। তন্মধ্যে ১ম প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। ২য় প্রকার জমি ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ এবং উর্ব্বরতায় প্রায় ১ম এর সমান। ৩য় প্রকার জমি সর্ব্বাপেক্ষা অনুর্ব্বর।

পারবান নদী এই রাজ্যের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে প্রবেশ করিয়া প্রায় ৫০ মাইল ভ্রমণের পর কোটারাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পথিমধ্যে নেবাজ নামক আর একটী বৃহৎ নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। মনোহরথানা ও ভাচুর্ণির নিকট পারবাননদীতে এবং ভুরিলিয়ার নিকট নেবাজনদীতে খেয়া-ঘাট আছে। কালিসিন্ধু নদী এই রাজ্যের প্রান্তর ও অভ্যন্তর দিয়া প্রায় ৩০ মাইল প্রস্তরাদির উপর দিয়া গমন করিয়াছে। খৈরাসী ও ভোঁড়াসার নিকট ঐ নদীতে খেয়াঘাট আছে। আউনদী দক্ষিণপশ্চিম ভাগে এই রাজ্য প্রবেশ করিয়া গোয়ালিয়র, টঙ্ক ও কোটা রাজ্যের সীমাপ্রদেশ দিয়া প্রায় ৬০ মাইল গমন করিতে করিতে অবশেষে কালিসিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীর গর্ভ ও তীর কালিসিন্ধুর ন্যায় উচ্চ নীচ বা অসম নহে, অনেক স্থানে তীরস্থ বৃক্ষরাশি শাখা বিস্তার করিয়া নদীবক্ষ স্পর্শ করে। সুকেত ও ভিলবারী নামক স্থানে আউনদীতে খেয়াঘাট আছে। ছোটকালি নামে আর একটী নদী রাজ্যের কতক অংশে প্রবাহিত হইতেছে।

ইতিহাস। ঝালাবারের রাজবংশ ঝালা নামক রাজপুত বংশোদ্ভব। এই বংশীয় আদিপুরুষগণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত ঝালাবার প্রদেশে হলবুড নামক স্থানের সর্দ্দার ছিলেন। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দের সমকালে ভাওসিংহ নামক সর্দ্দারের মধ্যমপুত্র জনৈক ঝালা-বীর কতিপয় অনুচর সহ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে নিজ ভাগ্য পরীক্ষার্থে গমন করেন। পথিমধ্যে কোটার মহারাজের নিকট নিজ পুত্র মধুসিংহকে রাখিয়া যান। ইহার পর ভাওসিংহের বিষয় আর কিছুই জানা যায় নাই। মধুসিংহ রাজার অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। মহারাজ মধুসিংহের ভগিনীর সহিত নিজ জ্যেষ্ঠের পুত্রের বিবাহ দিলেন এবং মধুসিংহকে নন্দলা গ্রাম দান করিয়া ফৌজদারপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মধুসিংহের পর তৎপুত্র মদনসিংহ ফৌজদার হইলেন, ক্রমে ঐ

পদ তাঁহাদের বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িল। মদনসিংহের পর হিম্মৎসিংহ এবং পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত অষ্টাদশ-বর্ষীয় জলিমসিংহ ফৌজদার হইলেন। তিনবর্ষ পরে জলিম-সিংহ কোটাসৈন্য লইয়া জয়পুরের সৈন্যদলকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই রমণীপ্রেম লইয়া রাজার সহিত জলিমের মনোবিবাদ হইল। তিনি পদচ্যুত হইয়া উদয়পুরে গমন করিলেন এবং তথায় অনেক মহৎকার্য্য দ্বারা শীঘ্রই প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মৃত্যুকালে কোটার রাজা পুনরায় জলিমকে আহ্বান করিয়া পুত্র আমেদসিংহ এবং কোটা-রাজ্য রক্ষার ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। তদবধি জলিমসিংহই এক প্রকার কোটার অধিপতি হইলেন। ইহার সুশাসন গুণে কোটারাজ্যের সুখসমৃদ্ধি আশাতীত বৃদ্ধি হইল এবং কি মুসলমান্, কি মহারাষ্ট্র, কি রাজপুত সকলেরই নিকট খ্যাতিলাভ করিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কোটারাজের সম্মতি ক্রমে জলিমসিংহের বংশধরদিগের নিমিত্ত ঝালাবার নামক রাজ্যের একাংশ লইয়া একটী পৃথক্ রাজ্যস্থাপনের বন্দো-বস্ত করিল। তদনুসারে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক ১২ লক্ষমুদ্রা আয়ের অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের ⅓ অংশ লইয়া এই ঝালাবার রাজ্য গঠিত হইল। ইহার রাজ্য কোটারাজের ঋণক্রমেও ⅓ অংশ গ্রহণ করিলেন। পরে সন্ধি অনুসারে ইনি ইংরাজের আশ্রিত রাজা মধ্যে গণ্য হইলেন। ইংরাজগবর্মেণ্টে বার্ষিক ৮০ হাজার টাকা রাজস্ব এবং প্রয়োজন কালে সাধ্যমত সৈন্য সাহায্য করিবার জন্যও ইনি দায়ী রহিলেন। মদনসিংহের উপাধি মহারাজা ও তাঁহাকে ১৫টী মান্য তোপ প্রদান করিয়া অন্যান্য রাজপুতরাজগণের সমান মর্য্যাদাপন্ন করা হইল। মদনসিংহের পর পৃথ্বীসিংহ ঝালাবারের রাজা হই-লেন। ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহ সময়ে ইনি কতিপয় য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীকে আশ্রয় দান এবং নিরাপদে রক্ষা করিয়া গবর্মেণ্টের বিশ্বস্ত হইলেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার দত্তকপুত্র ভকতসিংহ রাজা হইলেন। ইনি নাবালক অবস্থায় আজমীরে মেওকলেজে অধ্যয়ন করিতেন, ততদিন জনৈক ইংরাজকর্ম্মচারী দ্বারা রাজকার্য্য চলিত। পরে ভকতসিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জলিমসিংহ এই কৌলিক নাম ধারণপূর্ব্বক ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে যথাবিধি শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। ঝালাবারের রাজা ১৫টী মান্যতোপ প্রাপ্ত হন। ইনি ২৪৭ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৪২৫ জন অশ্বারোহী, ৩২৬৬ জন পদাতিক সৈন্য এবং ২০টী বড় ও ৭৫টী ছোট কামান রাখেন।

ঝালাবারে প্রায় সকলপ্রকার শস্যই উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ভাগে প্রচুর অহিফেন উৎপন্ন হইয়া বোম্বাই নগরে রপ্তানী হয়। শাহাবাদে বাজ্‌রা এবং অন্যত্র সর্ব্বত্র জোয়ার, গোধুম ও অহি-ফেনই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। সচরাচর কূপদ্বারা জলসেচন কার্য্য হইয়া থাকে; অল্পনীচেই জল পাওয়া যায়। ঝাল্‌রা-পত্তনের একটী বৃহৎ সরোবর আছে, উহা দ্বারা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জলসেচন হয়।

১৬৭ জন অশ্বারোহী ও ১৪১৭ জন পদাতিক সৈন্য শান্তি রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছে। জেলখানার কয়েদীগণ রাস্তা প্রস্তুত, কম্বল বা বস্ত্রবয়ন করে।

এখানে বিদ্যাশিক্ষার ভাল ব্যবস্থা নাই, তবে ক্রমে উন্নতি হইয়া আসিতেছে। দেশীয় ভাষার পাঠশালা ব্যতীত ঝাল্‌রা-পত্তন ও ছাওনি নগরে দুইটী বিদ্যালয় আছে, উহাতে ইংরাজী, উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। বিচারকার্য্যে তহসীল আদালতে প্রথম বিচার হয়, তহসীলের উপর আপীল করিবার আদালত। সর্ব্বশেষে রাণার নিকট আপীল করিতে হয়। রাজকোষ হইতে ৫টী দাতব্য চিকিৎসালয় চলিতেছে।

অধিবাসীর মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৩ জন হিন্দু এবং ৭জন মুসলমান। এখানে সন্ধিয়া (সন্ধ্যা) নামে একজাতি বাস করে। ঝালাবারে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৩৬ হাজার ইহাদের বর্ণ নাতিগৌর নাতিকৃষ্ণ অর্থাৎ সন্ধ্যার ন্যায় মাঝামাঝি। সন্ধিয়াগণ বলে উহারা একজাতিয় রাজপুত ও শার্দ্দূলবদন জনৈক রাজার বংশধর। ইহারা অলস, ব্যভিচারী এবং অনেকেই তস্কর। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অশ্বারোহণ নিপুণ বলিয়া বিখ্যাত।

রাজ্যের মধ্যে ৫১½ মাইল রাস্তা পাকা এবং বারমাস শকটাদি গমনের উপযোগী। ৮৯½ মাইল রাস্তা বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ের সুগম নহে। ঝাল্‌রাপত্তন হইতে নীমচ, আগ্রা, উজ্জয়িনী, কোটা প্রভৃতিদিকে রাস্তা গিয়াছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্বস্থ রাস্তা দ্বারা ইন্দোর দিয়া বোম্বাই নগরের সহিত অহিফেন ও বিলাতী কাপড়ের বিনিময় হয়। ভুপাল ও হরবতী হইতে শস্য এবং আগ্রা হইতে কতক পরিমাণে বস্ত্রাদি আমদানি হয়।

ঝালাবারের স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত বহুবিধ পাত্র, পিতলের বাসন এবং বার্নিস করা বিবিধ আসবাব বিখ্যাত।

জলবায়ু। ঝালাবারের জলবায়ু মধ্যভারতের জলবায়ুর অনুরূপ ও মোটের উপর স্বাস্থ্যকর।

রাজপুতনার উত্তরভাগের ন্যায় এখানে নিদারুণ গ্রীষ্ম হয় না, গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে ছায়াতে তাপাংশ ফা° ৮৫° হইতে ৮৮° পর্য্যন্ত হয়। বর্ষাকালে বায়ু স্নিগ্ধ ও মনোরম, শীতকালে প্রায় তুহিনপাত হইয়া থাকে।

ঝাল্‌রা-পত্তন, শাহাবাদ, কৈলবার, ছিপাবুরোদ, বুকারি সুকেত, মন্দাহারথানা, পাঁচপাহাড়, ডাগ ও গাঙ্গ্‌রার প্রধান প্রধান নগর।

ঝালাবার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়াবাড়ের একটী প্রান্ত অর্থাৎ বিভাগ। ঝালা নামক রাজপুত জাতি হইতে ঐ নাম উৎপন্ন হইয়াছে। ঝালাগণই এখানকার প্রধান অধিবাসী। এই বিভাগ গুজরাট উপদ্বীপের উত্তরপূর্ব্বভাগে রন্ নামক লবণাক্ত জলার দক্ষিণে অবস্থিত। ভ্রাংদ্রা, বাঙ্কানের, লিম্ব্‌ডি, বধোয়ান এবং কয়েকটী ক্ষুদ্ররাজ্য ঝালাবারের অন্তর্গত। ভ্রাংদ্রার রাজাই ঝালা সমাজের নেতা বলিয়া আদৃত হয়েন। পরিমাণফল প্রায় ৪৪০০ বর্গমাইল, গ্রামসংখ্যা ৭০২, ইহাতে ৯টী নগর আছে।

ঝালি (স্ত্রী) ব্যঞ্জনবিশেষ, চলিত কথা ঝারি বা আমজারাণ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে, অপক্ক আম্রফল পেষণ করতঃ উহাতে সরিষা, লবণ ও ভাজা হিঙ্গু মিলিত করিয়া উত্তমরূপে চটকাইয়া লইলে তাহাকে ঝালি বলা যায়। ইহার গুণ জিহ্বাগত, কণ্ডুনাশক ও কণ্ঠশোধক, ইহা অল্প অল্প করিয়া পান করিলে রুচি ও অগ্নি প্রদীপক হইয়া থাকে।

"আম্রমামফলং পিষ্টং রাজিকা লবণান্বিতং।

ভৃষ্টং হিঙ্গুযুতং পূতং বোলিতং ঝালিরুচ্যতে॥" (ভাবপ্র°)

ঝালিদা ১ (ঝাল্‌দা) ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মানভূম জেলার একটী পরগণা। পরিমাণফল ১২৮০৩৮ বর্গমাইল।

২। ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মানভূম জেলার ঝালিদা পরগণার প্রধান নগর। পূর্ব্বে এখানে বন্দুক ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। এক্ষণে শস্ত্র-আইন জন্য ইহার আর সে গৌরব নাই। এখানে একটী প্রস্তরময়ী গোমূর্ত্তি আছে। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে এক কপিলা গাভী পঞ্চকোট রাজবংশের আদিপুরুষকে অরণ্যে পালন করিয়াছিল, পরে ঐ স্থানে প্রস্তরীভূত হইয়া আছে।

ঝালুয়া (দেশজ) ঝালযুক্ত।

ঝালেরা, মধ্যভারতবর্ষের ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী ঠাকুরাত। ইহার ঠাকুর অর্থাৎ সর্দ্দার সিন্ধিয়া রাজের নিকট হইতে বার্ষিক ১২০০ টাকা কর লইয়া ভূমির স্বত্বত্যাগ করিয়াছেন।

ঝালোতার-আজগাঞী, অযোধ্যার অন্তর্গত উনাও জেলার মোহান তহসীলের একটী পরগণা। এই পরগণা মোহান ঔরাসের দক্ষিণে এবং হড়ার উত্তরে অবস্থিত। পরিমাণফল ৯৮ বর্গমাইল; তন্মধ্যে ৫৫ মাইল কৃষির উপযোগী, অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলপথ এই পরগণা দিয়া গিয়াছে। কুসুম্ভি উহার একটী ষ্টেশন। ইহাতে ৫টী হাট আছে।

ঝালোদ (১) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পাঁচমহাল জেলার অন্তর্গত দাহোদ উপবিভাগের একটী ক্ষুদ্র অংশ। অক্ষা° ২২° ২৫´ ৫০´´ হইতে ২৩° ৩৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৬´ হইতে ৭৪° ২৩´ ২৫´´ পূঃ। ইহার উত্তরে ও পূর্ব্বে মধ্যভারতের চেলকারি ও কুশলগড় রাজ্য, দক্ষিণে দাহোদ থানার দক্ষিণে এবং পশ্চিমে রেবাকান্থা। অণসনদী ইহার পূর্ব্বভাগে প্রবাহিত। মাটির অল্প নীচেই জল পাওয়া যায় এবং কূপদ্বারাই ক্ষেত্রে জল সেচন হয়। গুজরাট ও সাগরের বাণিজ্য-পথ এই খণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ২৬৭ বর্গমাইল।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পাঁচমহাল জেলার দাহোদ থানার উক্ত ঝালোদ খণ্ডের একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১০´ পূঃ। ইহার অধিকাংশ অধিবাসী ভীল ও কোল। পূর্ব্বে ইহা এক বিস্তীর্ণ ১৭টী নগরযুক্ত পরগণার প্রধান স্থান ছিল। এখনও নানাবিধ শস্য, কার্পাস, ধাতুপাত্রাদি এবং গজদন্ত নির্ম্মিত রৎলাম-বলয়ের অনুকরণে লাক্ষানির্ম্মিত বলয় ও বিবিধ খেলনা প্রভৃতি বিস্তর রপ্তানী হইয়া থাকে। মস্‌জিদ, দেবালয় ও ইষ্টক নির্ম্মিত প্রকাণ্ড বাটী সকল নগরের সৌভাগ্য সূচিত করে। নগর সন্নিধানে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। নীমচ হইতে বরদা যাইবার পথে ঝালোদ নগর অবস্থিত।

ঝাল্‌রা-পত্তন (পত্তন) রাজপুতনার অন্তর্গত ঝালাবার রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪° ৩২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ১২´ পূঃ। অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণে বিস্তৃত একটী পর্ব্বত শ্রেণীর সানুদেশে এই নগর অবস্থিত। নগরে উত্তরপশ্চিমে পর্ব্বতের অধিত্যকা বাহিত জলরাশি সঞ্চিত করিবার জন্য এক সুদৃঢ় প্রায় ¾ মাইল দীর্ঘ এক বিরাট বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ বাঁধের উপর অসংখ্য দেবমন্দির ও সৌধাবলী বিরাজিত। বাঁধের পার্শ্বের নগরগুলি প্রায় সরোবর জলের সমোচ্ছ্রায়ে অবস্থিত। নগর হইতে পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত সুন্দর উদ্যান সকল ঐ সরোবরজলে সেচিত হয়। সরোবরদিক্ ভিন্ন নগরের অপর তিনদিকে উচ্চ প্রাচীর ও পরিখা আছে। নগরের দক্ষিণে ৪০০।৫০০ শত গজ দূরে চন্দ্রভাগা নদী পশ্চিমদিক্ হইতে প্রবাহিতা। নগর হইতে প্রায় ১৫০ ফিট ঊর্দ্ধে গিরিশৃঙ্গে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ আছে।

প্রাচীন ঝাল্‌রা-পত্তননগর বর্ত্তমান নগরের কিছু দক্ষিণে চন্দ্রভাগাতীরে অবস্থিত ছিল। ইহার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক রূপ কহিয়া থাকেন। টড্ বলেন, এখানে

পূর্ব্বে বিস্তর দেবালয় ছিল, ঐ সকল দেবালয়ে বিস্তর ঘণ্টা নিনাদিত হইত। ঐ সকল ঘণ্টা হইতে ইহার নাম ঝাল্‌রা-পত্তন অর্থাৎ ঘণ্টা-নগরী হইয়াছিল। এই স্থানেই অসংখ্য দেবমন্দির ও সৌধমালা শোভিত প্রাচীন চন্দ্রাবতী নগরী অবস্থিত ছিল। এই চন্দ্রাবতী নগরীর একটী মন্দির 'সাতনোহেলী' অর্থাৎ সাত কন্যা নূতন ঝাল্‌রা-পত্তনের নিকট অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। [চন্দ্রাবতী দেখ।] আবার অনেকে অনুমান করেন, ঝালা-রাজপুতদিগের হইতেই ঝাল্‌রা-পত্তন নাম হইয়া থাকিবে। অর্ণাটন বলেন, ঝাল্‌রা অর্থে প্রস্রবণ পত্তন অর্থে নগর অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের জল হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জলিমসিংহ ঝাল্‌রা-পত্তন এবং ইহার ৪ মাইল উত্তরে ছাউনি নামক নগরদ্বয় স্থাপন করেন। জলিম-সিংহ জয়পুর নগরের আদর্শে উহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঝাল্‌রা-পত্তনের মধ্যস্থলে একখণ্ড শিলাফলকে তিনি এই আদেশ খোদিত করিয়া দেন যে, যে কোন ব্যক্তি ঐ নগরে আসিয়া বসতি করিবে তাহাকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে এবং সে যে কোন অপরাধেই অভিযুক্ত হউক না কেন তাহার ১।০ পাঁচসিকার অধিক অর্থদণ্ড হইবে না। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজাদেশ রহিত করা হইয়াছে। দুই নগর পাকারাস্তা দ্বারা সংযোজিত। ঝাল্‌রা-পত্তন ও ছাউনি একটী পাকারাস্তা দ্বারা সংযুক্ত। মহারাজা রাণার প্রাসাদ ও রাজ-কীয় আদালত প্রভৃতি সমস্তই ছাউনিতে অবস্থিত। ঝাল্‌রা-পত্তনে প্রধান প্রধান বণিক ও অর্থসচিবগণের বাস। ঐ স্থানেই রাজকীয় টাঁকশাল ও অন্যান্য কর্ম্মস্থান আছে। ঝাল্‌রা-পত্তন নগর নিজপরগণার সদর; ছাউনি নগর সমস্ত রাজ্যের সদর। ছাউনির লোকসংখ্যা ঝাল্‌রা-পত্তনের প্রায় দ্বিগুণ। ছাউনির মধ্যস্থ রাজবাটী একটী চতুরস্র দৃঢ় দুর্গের মধ্যে অব-স্থিত। নগরের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে একটী জলাশয় ও তাহার নিম্নে বহুসংখ্যক উদ্যান আছে। ছাউনি দুর্গ একটী উচ্চ পার্ব্বত্যভূমে অবস্থিত এবং কোটারাজ্যের গগ্রাউন দুর্গ হইতে ২½ মাইল দূরবর্ত্তী। ছাউনিতে পরিষ্কৃত জল পর্য্যাপ্তরূপ পাওয়া যায় না।

ঝাবু (পুং) ঝা ঝা ইতি শব্দংকৃত্বা বাতি গচ্ছতি বা-ডু। বৃক্ষ-বিশেষ, চলিত কথা ঝাউ, (শব্দর°)

ঝাবুক (পুং) ঝাবুরেব স্বার্থে কন্‌। বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথা ঝাউ। পর্য্যায় পিচুল, ঝাবু, ঝাবূ, (শব্দর°) অফল, বহুগ্রন্থি (শব্দচ°)

ঝি (দেশজ) তনয়া, কন্যা, "শুনিয়া এতেক স্তুতি, বলেন গোয়ালা পরিতুষ্ট হেমন্তের ঝি।" (শ্রীধর্ম্ম° ২।৬৪)

"এবুড়া পাগলবরে দিলা হেন ঝি।" (কবিক°)

ঝিউড়ী (দেশজ) কন্যা, দুহিতা

ঝিঁক (দেশজ) রন্ধনপাত্রাদি রাখিবার জন্য মাটি বা পাথরের ঠেক।

ঝিঁকর (দেশজ) উত্তাপে কঠিন।

ঝিঁকরা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Alangium hexapetahim)

ঝিঁকা (দেশজ) ১ হেচ্‌কাটান। ২ দাঁড় দিয়া নৌকার গতির সাহায্য করা।

ঝিঁঝিঁ (দেশজ) [ঝিল্লী দেখ।]

ঝিক্‌মিক্‌ (দেশজ) ছটা, দীপ্তি।

ঝিকিয়া, ছোটনাগপুর প্রদেশান্তর্গত লোহার্দাগা জেলার একটী ক্ষুদ্র নদী।

ঝিগারগাছা, বাঙ্গলার অন্তর্গত যশোহর জেলার একটী সহর। যশোহর নগর হইতে ৯ মাইল। পশ্চিমে কালিয়াদক নদীতীরে এই সহর অবস্থিত। নদীর উপর একটী ঝুলান সেতু আছে। এখানে খেজুরে গুড় ও চিনির বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইয়া থাকে। নীলকর সাহেব মেকেঞ্জীর নামানুসারে নিকট-বর্ত্তী হাটের নাম মেকেঞ্জীহাট হইয়াছে। ঝিগরগাছা হইতে শান্তিপুর যাইবার পথ সোজা ও সুগম বলিয়া বহুসংখ্যক শান্তিপুরের বেপারী এখান হইতে গুড় কিনিয়া চিনি প্রস্তুত জন্য শান্তিপুরে লইয়া যায়। ঝিগরগাছাতেও কতক পরিমাণে চিনি হইয়া থাকে।

ঝিঙ্গা (Luffa-acutangulta) লতাজ, দণ্ডাকৃতি শিরালফল বিশেষ। এই ফল তরকারীরূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সচরাচর বসন্ত ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহার বীজ রোপণ করে। বর্ষাকালে লতা বর্দ্ধিত হইলে উহার নিকট গাছের ডাল পুঁতিয়া দিতে হয়। অনেক সময় লতা বেড়ার উপর দিয়া যায়। অনেক ঝিঙ্গা মাটির উপর জন্মে। বর্ষাকালেই ঝিঙ্গার প্রকৃত সময়। জাতিভেদে ইহাদের ফল নানারূপ; কোন কোন জাতি ক্ষুদ্র ৫।৬ আঙ্গুল মাত্র আবার কোন কোন ঝিঙ্গা প্রায় দুই হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। কচি অবস্থায় ইহার ছাল চাঁচিয়া তরকারী হয়। অধিকদিনের হইলে ভিতরে চাট জন্মে ও অখাদ্য হইয়া উঠে। ইহার হরিদ্রাবর্ণের ক্ষুদ্র ফুল-গুলি সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রস্ফুটিত হয়। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে পল্লীগ্রামে সকলে ঝিঙ্গাফুল ফুটিলেই সন্ধ্যার আগমন স্থির করে।

ঝিঙ্গাক (ক্লী) লিগি আকন্‌-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ফল-বিশেষ, চলিত কথা ঝিঙ্গা (হিন্দী) খটুরো, ঝিমনী। ইহার গুণ, তিক্ত, মধুর, আমবাত ও মন্দাগ্নিকারক। (রাজব°)

ঝিঙ্গিনী (স্ত্রী) লিগি-ণিনি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ জিঙ্গিনী বৃক্ষ (ভাবপ্র°) ২ উল্কা (শব্দর°)

ঝিঙ্গী (স্ত্রী) জিগি-অচ্-ঙীষ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জিঙ্গীনী বৃক্ষ (ভাবপ্র°) চলিত কথা ঝিঙ্গাগাছ।

ঝিঝিট, সম্পূর্ণজাতীয় রাগ। ইহাতে কোমলনিখাদ ব্যবহৃত হয়। এই রাগ আধুনিক। ইহা সন্ধ্যার সময় গায়, কাহার মতে, সকল সময় গান করিতে পারা যায়। (সঙ্গীত দা°)

ঝিঞ্জনু, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে মুজঃফরনগর জেলার একটী সহর। কর্ণাল হইতে মিরাটের পথে কর্ণালের ২১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এই সহর অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ৩১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৭´ পূঃ।

ঝিঞ্জিম (পুং) ঝিম্ ইত্যব্যক্ত শব্দং কৃত্বা ঝমতি অত্তি বৃক্ষাদীন্ দহতীত্যর্থঃ ঝম-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দাবানল (হারাবলী)

ঝিঞ্জিরা (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। [ঝিঞ্জিরিষ্টা দেখ।]

ঝিঞ্জিরিষ্টা, ক্ষুপবিশেষ, চলিত কথা রীটা বা ঝিঞ্জিরীটা। পর্য্যায় ফলা, পীতপুষ্পা, ঝিঞ্জিরা, রোমাশ্রয়ফলা, বৃত্তা। ইহার গুণ কটু, শীত, কষায়, রক্তাতীসারনাশক, বৃষ্য, সন্তর্পনত্ব, বল্য ও মহিষীক্ষীর বর্দ্ধক। (রাজনি°)

ঝিঞ্জী (স্ত্রী) ঝিল্লা, ইত্যব্যক্তশব্দোঽস্ত্যস্যাঃ অচ্ ততো ঙীষ্। কীটবিশেষ, ঝিল্লী, চলিত কথা ঝিঁঝিঁপোকা। "ঝিঞ্জীবাব্যক্ত মধুরাকুজন্তী মধুরাকৃতিঃ।" (আগম°)

ঝিণ্টিকা (স্ত্রী) ঝিণ্টী, ক্ষুপ। (ঝিণ্টী দেখ।]

ঝিণ্টী (স্ত্রী) ঝিমিতি কৃত্বা রটতীতি রট-অচ্ ঙীষতাৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সকণ্টক ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। চলিত কথা ঝাঁটী ও ঝিঁটী, (হিন্দী) কটসবৈয়া। পর্য্যায়—সেরীয়ক (অমর) কণ্টকুরণ্ট, সৈরেয়ক, ঝিণ্টিকা (রাজনি°) নীলঝিণ্টীর পর্য্যায়—বানা, দাসী, আর্ত্তগল, বাণ, আর্ত্তগল (অমরটী) সহচর, নীলকুরণ্টক। অরুণঝিণ্টীর পর্য্যায়—কুরবক। পীতঝিণ্টীর পর্য্যায় কুরুণ্টক, সহচরী, সহচর, সহাচর, বীর, পীতপুষ্প, দাসী, কুরণ্টক। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, দন্তাময়, শূল, বাত, কফ, শোষ, কাশ ও ত্বগ্দোষ নাশক (রাজনি°) ২ কুন্দর তৃণ।

ঝিণ্টীশ (পুং) ১ ঝাণ্টী, ঝাঁটি মূল। ২ শিব।

ঝিনুক (দেশজ) ১ শুক্তি, শম্বকজাতীয় জলচর প্রাণীর শুষ্ক গাত্রাবরণ। ২ শিশুদিগকে দুগ্ধাদি তরল পদার্থ খাওয়াইবার ক্ষুদ্র কোষাকার পাত্র।

ঝিনাইদহ, ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণফল ৪৭৫ বর্গমাইল, গ্রাম ও নগর সংখ্যা ৮২৪। প্রতি বর্গমাইলে গড়ে প্রায় ৬৮৮ জন লোক বাস করে। পূর্ব্বে এই স্থান ভুবণা উপবিভাগের অন্তর্গত ছিল। ১৮৬১ খৃঃ অব্দের নীলকর-হাঙ্গামায় মাগুরার কতকাংশ লইয়া এখানে একটী স্বতন্ত্র উপবিভাগ স্থাপিত হয়। এই উপবিভাগে ১টী দেওয়ানি আদালত, ১টী মাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টরের আদালত, ১টী ছোটআদালত, ৩টী রেজেষ্টারী আফিস এবং ৩টী থানা আছে।

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর জেলার উপরোক্ত ঝিনাইদহ উপবিভাগের সদর ও একটী সহর। অক্ষা° ২৩° ৩২´ ৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ১৫´ পূঃ। এই সহর যশোহর হইতে ২৭ মাইল উত্তরে নবগঙ্গানদীতীরে অবস্থিত। এখানকার বাজারে চিনি, তণ্ডুল ও লঙ্কার বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইয়া থাকে। নবগঙ্গানদী দ্বারা অনেক স্থানের সহিত বাণিজ্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু ঐ নদীতে অনেক সময় অতি অল্পমাত্র জল থাকে। ইষ্টারণ-বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে হইতে ঝিনাইদহ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময় এই সহরে ভুষণা থানার অধীন একটী চৌকী স্থাপিত হয়। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে ইহা মাহ্মুদশাহী বিভাগের কালেক্টরীর সদর হয়। পরে ১৮৬১ খৃঃ অব্দে একটী উপবিভাগের সদর হইয়াছে।

প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে ঝিনাইদহের চতুঃপার্শ্বে লাঠিয়ালগণ মানুষ মারিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত। সহরের অদূরে একটা বৃহৎ পুষ্করিণীতেই তস্করেরা ঐ কার্য্য করিত। অদ্যাপি ঐ পুষ্করিণীটির চক্ষুকোরা, বা মাড়িধাপা ইত্যাদি নামদ্বারা চক্ষুরুৎপাটন, দন্তভঞ্জন প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপরই মনে উদয় হয়। ঝিনাইদহের নিকটে বৃহস্পতি ও রবিবারে একটী পাক্ষিক হাট বসে। হাটে আগত সমস্ত দ্রব্য হইতেই স্থানীয় কালীঠাকুরের জন্য মুঠি আদায় করা হয়। ঝিনাইদহের নিকটবর্ত্তী চুয়াডাঙ্গা নামক একটী গ্রামে পাঁচু-পাঁচুই নামে এক ঠাকুর আছে, বহুসংখ্যক বন্ধ্যারমণী সন্তান কামনায় উহার পূজা দিতে আইসে। ঝিনাইদহ যশোহর হইতে অনেক উচ্চ এবং শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর।

ঝিন্দ্, ১ পঞ্জাবগবর্মেণ্টের শাসনাধীন শতদ্রুনদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী একটী দেশীয় রাজ্য। তিন চারিটী পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড লইয়া এই রাজ্য গঠিত। সমস্ত রাজ্যের পরিমাণফল ১২৩২ বর্গমাইল। এই রাজ্য ফুলকিয়ান্ [পাতিয়ালা দেখ।] রাজ্য সকলের অন্তর্গত এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত ও ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। ঝিন্দের রাজগণ চিরকাল ইংরাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপতনের পর ঝিন্দের রাজা বাঘসিংহ ইংরাজদিগকে বিস্তর সাহায্য করেন। যৎকালে লর্ডলেক (Lord Lake) বিপাশাতীরে হোল্কারের অনুসরণ করেন, তখন উক্ত রাজাদ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়েন। ঐ উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ

লর্ডলেক রাজার সম্পত্তি দিল্লীর সম্রাট্ ও সিন্ধিয়ার নিকট প্রাপ্ত ভূমি সমুদায় দখলের অধিকার দৃঢ় করেন। ফুলকিয়া রাজাদিগের পাতিয়ালারাজের পরই ঝিন্দের রাজার সম্ভ্রম। ফুলকিয়াবংশের স্থাপয়িতা চৌধরীফুলের জ্যেষ্ঠপুত্র তিলক ঝিন্দ্‌রাজ্য স্থাপন করেন। তিলকের পৌত্র গজপতিসিংহ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শিরহিন্দের আফ্‌গান শাসন-কর্ত্তা জেনখাঁকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া পাণিপথ হইতে কর্ণাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ঝিন্দ্ ও সফিদান প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। দিল্লীর সম্রাটকে রাজস্ব প্রদান ও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া তিনি তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। একদা রাজস্ব বাকি পড়ায় সম্রাটের উজীর নাজিবখাঁ গজপতিকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া লইয়া যান, সম্রাট্ তথায় তাঁহাকে ৩ বৎসর কাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। তাহার পর গজপতি নিজ পুত্র মেহেরসিংহকে জামিন রাখিয়া রাজধানী প্রত্যাগমন করেন এবং সম্রাটকে ৩১ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া ১৭৭২ খৃঃ অব্দে পুত্রকে মুক্ত ও রাজোপাধি লাভ করেন। ইনি তৎপরে স্বাধীন ভাবে রাজ্যশাসন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন।

১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের শিখদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহের সময় ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ গজপতিসিংহের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ, ঝিন্দের তাৎকালিক রাজা স্বরূপসিংহের নিকট শিরহিন্দ্ বিভাগের জন্য ১৫০টী উষ্ট্র প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। ইহাতে মেজর ব্রডফুট রাজার ১০ হাজার টাকা দণ্ড করিলেন। রাজা এই অপবাদ অপনয়ন জন্য এরূপ আগ্রহ ও অবিচলিত ভাবে ইংরাজের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধ বিস্মৃত হইল এবং তিনি ইংরাজের নিকট আদৃত হইলেন। ইহার পর শেখ ইমামউদ্দীন কাশ্মীরে গোলাপসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলে ঝিন্দ্‌রাজ বিদ্রোহ দমনে ইংরাজের সাহায্যার্থ নিজ সৈন্যদল প্রদান করিলেন। এই ব্যবহারে তাঁহার পূর্ব্বের ১০ সহস্র টাকা অর্থদণ্ড যে কেবল রহিত হইল তাহা নহে, প্রত্যুত তিনি যুদ্ধশেষে ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বার্ষিক ৩ তিন সহস্র টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং গবর্মেণ্ট তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের নিকট হইতে কখনই কর গ্রহণ করিবেন না স্বীকার করিলেন। ঝিন্দ্‌রাজ ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহার সৈন্যদল ইংরাজের ব্যবহারে রাখিলেন, রাজ্যমধ্যে রাস্তা সকল সুসংস্কৃত, দাসত্ব, সতীদাহ ও শিশুহত্যা নিবারিত করিতে স্বীকার করিলেন এবং বাণিজ্য দ্রব্যের উপর আমদানি ও রপ্তানী শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে প্রীত হইয়া তাহাকে আরও বার্ষিক ১০০০ টাকা আয়ের এক ভূসম্পত্তি দান করিলেন।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় ঝিন্দের রাজা স্বরূপসিংহ সর্ব্বাগ্রে বিদ্রোহীসৈন্যদিগের দমনার্থ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় তাঁহার সৈন্যগণ প্রভূত পরাক্রমের সহিত ইংরাজের পার্শ্ব-যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রভাগে যুদ্ধ করিয়া ব্রিটিস সেনাপতির প্রশংসাভাজন হইয়াছিল। বাদলিসরাইয়ের যুদ্ধে ঝিন্দের একদল সৈন্য এরূপ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে যে, রণস্থলেই ইংরাজসেনাপতি উহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই; ইহার পুরস্কারে সেনাপতি একটী লুণ্ঠিত কামান পুরস্কার দেন। আর একদল ঝিন্দ্‌সৈন্য দিল্লীর ২০ মাইল উত্তরস্থ বাগপতের সেতু বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করে, তাহাতেই মিরাট হইতে ইংরাজসৈন্য যমুনা পার হইয়া বার্ণার্ডের সহিত মিলিতে পায়। ঝাঁসি, হিসার, রোহতক্ প্রভৃতি স্থানের বিস্তর বিদ্রোহী ঝিন্দে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের উত্তেজিত করিতেছিল, কিন্তু রাজা অতি দক্ষতার সহিত সমুদায় দমন করিয়া ফেলিলেন।

ইংরাজগবর্মেণ্ট রাজার এই সকল বিস্তীর্ণ সাহায্যে অতিশয় প্রীত হইয়া প্রকাশ্যভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করিলেন। ঝিন্দের ২০ মাইল দক্ষিণস্থ দাদ্‌রির বিদ্রোহী নবাবের প্রায় বার্ষিক ১০,৩,০০০ টাকা আয়ের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে প্রদত্ত হইল।

আরও সংরুর নিকটবর্ত্তী বার্ষিক প্রায় ১৩,৮১৩ টাকা আয়ের ১৩টী গ্রাম প্রদত্ত হইল এবং রাজার মান্যস্বরূপ বিদ্রোহী মির্জা অক্‌বরের দিল্লীস্থ বাসভবন তাঁহাকে দান করা হইল। রাজা ফর্জন্দ্ দিল্‌বান্দ্ রসিক-উল্-ইতিকাদ্ রাজা স্বরূপসিংহ বাহাদুর এই মহামান্য উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মান্য তোপ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল এবং আরও অনেক ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। সংরুরের সর্দ্দারগণ ইহার অধীনস্থ সামন্ত মধ্যে গণ্য হইলেন ও রাজার উত্তরাধিকারী অবর্ত্তমানে মৃত্যু হইলে অথবা উত্তরাধিকারী নাবালক থাকিলে কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে রাজা নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডার ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর তৎপুত্র বীরপ্রকৃতি সমরকুশল সুবুদ্ধি রঘুবীরসিংহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনিও জি, সি, এস্, আই উপাধিধারী এবং মান্যস্বরূপে ১১টী তোপ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের দিল্লীর রাজকীয় দরবারে ইনি ভারতেশ্বরীর একজন সচিব নিযুক্ত হন।

ঝিন্দ্‌রাজ্যে ৪১৫টী গ্রাম এবং ৮টী সহর আছে। রাজস্ব আদায় ৬ হইতে ৭ লক্ষ টাকা। ঝিন্দের রাজা ১২টী কামান ২৩৪ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৩৯২ জন অশ্বারোহী ও ১৬০০ পদাতিক সৈন্য রাখেন। ইহার প্রদত্ত ২৫ জন অশ্বারোহী ইংরাজ-বিভাগে কার্য্য করে।

২ পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিন্দ্‌রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৯° ১৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২৩´ পূঃ। এই নগর ফিরোজশাহের খালের পার্শ্বে অবস্থিত। নগরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি উর্ব্বরা, বহুসংখ্যক কিংশুক তরু চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান আছে। নগরের বাজার, রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঝিন্দের রাজা এই নগরে বাস করেন। রাজপ্রাসাদ, আদালত, বিদ্যালয় প্রভৃতি এই স্থানে অবস্থিত।

ঝিন্দন, মহারাণী, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের প্রিয়তমা মহিষী এবং মহারাজ দলিপসিংহের মাতা। ইঁহার ভ্রাতা জবাহিরসিংহ কিছু দিন শিখরাজ্যের উজীর ছিলেন এবং অবশেষে দুর্দ্দান্ত খাল্‌সাসৈন্যদ্বারা নিহত হন।

রণজিৎসিংহের বিবাহিতা পত্নীগণের মধ্যে ঝিন্দন সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তমা ছিলেন, এজন্য রণজিৎ তাঁহাকে স্নেহভরে মাঃ বুবা অর্থাৎ প্রিয়পতির প্রিয় বলিতেন। সাহসুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিবার হাঙ্গামার কয়েক মাস পূর্ব্বে মহারাণী ঝিন্দন দলিপসিংহকে প্রসব করেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইয়া অকাতরে দরিদ্রদিগকে ধন দান করেন ও ১০১টী শিখ তোপ গভীর নিনাদে এই সুসংবাদ দিগ্‌দিগান্ত বিঘোষিত করে।

মহারাজ রণজিৎসিংহের পরলোক গমনের পর যথাক্রমে খড়্গসিংহ, নওনিহালসিংহ ও সেরসিংহ পঞ্জাব সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেরসিংহের মৃত্যুর পর পঞ্চবর্ষীয় শিশু দলিপসিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং মহারাণী ঝিন্দন তাঁহার অভিভাবকরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহ উজীরপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মহারাণী ঝিন্দনের চরিত্র অতি বিচিত্র। ইনি পুরুষোচিত অটলতা, সহিষ্ণু, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণাবলম্বীনি এবং অতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন। প্রোৎসাহিনী শক্তি সঞ্চালনে সৈন্যগণের উৎসাহবর্দ্ধন এবং অদ্ভুত মনস্বিতায় অনেকে ইঁহাকে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের সমান বলিয়া থাকেন। কিন্তু একমাত্র মহান্‌ দোষ এই বীরললনাকে সাম্রাজ্যদণ্ড পরিচালনের অনুপযুক্ত করিয়াছিল। ইনি স্বীয় চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে সমর্থ হয়েন নাই। যাহা হউক ঝিন্দন প্রতিদিন দরবারে আসীন হইয়া সরদার ও পঞ্চায়ত অর্থাৎ খাল্‌সাসৈন্যের অধিনায়কগণ সহ মন্ত্রণা করিয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরহৃদয় খাল্‌সাসৈন্য রাণীর চরিত্রে সন্দিহান করিতে লাগিল। রাজা লালসিংহ সেই সন্দেহের পাত্র। মহারাণী এই লালসিংহের প্রতি নিরতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া নিজ প্রাসাদে স্থান দিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া একদা তেজস্বী হীরাসিংহের উপদেষ্টা ও সহায় জুলা মহারাণীকে প্রকাশ্য দরবারে ভৎর্সনা করিলেন। রাণীর কোপে তাহারা শীঘ্রই লাহোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং পলায়নকালে খাল্‌সাসৈন্য কর্ত্তৃক হত হইল। এইরূপে রাণী নিজ দোষে বীরবর হীরাকে বিনাশ করিয়া শিখরাজ্যের অধঃপতন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এক্ষণে মহারাণীর ভ্রাতা জবাহিরসিংহ ও তাঁহার অনুগৃহীত লালসিংহ রাজ্যের সমুচ্চ-পদবীস্থ হইল। এই দুই ব্যক্তিই বিলাসপ্রিয় কাপুরুষ এবং বীর প্রকৃতি খাল্‌সাসৈন্যগণকে সুশাসনে রাখিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। পেশেয়ারা সিংহকে গোপনে ষড়যন্ত্র দ্বারা হত্যা করায় জবাহিরসিংহ রাণী ঝিন্দন ও দলিপের সম্মুখেই খাল্‌সাসৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হইল। মহারাণী ভ্রাতৃশোকে একান্ত অধীর হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জবাহিরকেও নিধনের প্রধান প্রধান উদ্যোগীগণ পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইলে রাণী পুনরায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তেজসিংহ সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইল। প্রথম শিখযুদ্ধের পর লালসিংহ পঞ্জাবের প্রধান সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহার পর মহারাণী ইংরাজের পরাক্রমে ঈর্ষান্বিত হইয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ভইরওয়ালার সন্ধি অনুসারে দলিপের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত পঞ্জাব রাজ্যশাসনের ভার ইংরাজ গবর্মেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। মহারাণীকে বার্ষিক দেড়লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করা হইল। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা অপরাধে লালসিংহ মাসিক দুই সহস্রটাকা মাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হন। যাহাহউক মহারাণী রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধা হইলেন এবং গোপনে সর্দ্দারদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজ্যের সমস্ত অশান্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইতে লাগিল। রেসিডেণ্ট এই সকল ব্যাপার গবর্ণরজেনারেলকে জ্ঞাত করায় তিনি শিশু মহারাজকে রাণী হইতে বিচ্যুত করিবার আদেশ

দিলেন। তদনুসারে সর্দ্দারগণের মত লইয়া রেসিডেণ্ট মহারাণীকে সেখোপুরের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে নিজ অলঙ্কার পত্রাদি লইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। যৎকালে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদত্ত হয়, তথনও এই তেজস্বিনী রমণী প্রিয়তম পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে ভাবিয়া কিছুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করেন নাই।

সেখোপুরে অবস্থানকালে মহারাণীর বৃত্তি কমাইয়া মাসিক ৪০০০৲ চারি সহস্র টাকা ধার্য্য হয়। সেখোপুরে তিনি একপ্রকার বন্দিনীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার একমাত্র পরিচারিকা ব্যতীত তিনি আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন না। ক্রমে তাঁহার এই অবস্থা অতি কঠোর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি নিজ উকীল দ্বারা তাঁহার দুরবস্থার বিষয় গবর্মেণ্টের নিকট জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু গবর্ণরজেনারল সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইহার পর মূলতানে কয়েকজন সৈন্য মহারাণীর নামে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। অনায়াসেই বিদ্রোহীদিগের নেতাগণ ধৃত ও দণ্ডিত হইল। রেসিডেণ্ট যদিও স্বীকার করেন, এই বিদ্রোহে মহারাণী দোষী এরূপ সন্দেহ করিবার প্রমাণ নাই, তথাপি মহারাণীকে সেখোপুর হইতে স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত হইল। ঝিন্দন আত্মরক্ষার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সে সকল বৃথা হইল। তিনি সমস্ত মণি রত্ন অলঙ্কারাদি লইয়া সেখোপুর হইতে বারাণসীতে প্রেরিত হইলেন।

তাঁহাকে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল, তাঁহার সম্মান রক্ষা ও আপদের কোন আশঙ্কা নাই; তিনি নূতন স্থানে বিশ্বস্ত ইংরাজকর্ম্মচারীর অধীনে থাকিবেন। কিন্তু ইংরাজের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইলে তিনি চনারে বন্দিনী হইবেন ও তাঁহার অবস্থান আরও কষ্টকর হইবে। এই সময় মহারাণীর বৃত্তি আরও কমাইয়া মাসিক এক সহস্র টাকা মাত্র রহিল। ইহার পর ঝিন্দনের আর একটী বিপদ উপস্থিত হয়। তাঁহাকে বিদ্রোহে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ভাবিয়া তাঁহার সমস্ত মণিমাণিক্য অলঙ্কার প্রভৃতি গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিল, দুইজন সম্ভ্রান্ত বিবি কর্ত্তৃক তাঁহার পরিচারিকাগণের বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া বিদ্রোহসূচক পত্রাদির সন্ধান লওয়া হইল, কিন্তু কিছুই বাহির হইল না। কিন্তু তিনি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িল। তিনি নিউমার্চ্চ সাহেবকে উকীল নিযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা নিজ দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। গবর্মেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। নিউমার্চ্চ বিলাতে ভারতসভায় মহারাণীর হইয়া আবেদন করিবার জন্য ৫০,০০০৲ টাকা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু এ সময় মহারাণী নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আত্মরক্ষায় একবারে হতাশ হইলেন।

এদিকে রণজিৎমহিষীর পঞ্জাব হইতে নির্ব্বাসনে খাল্‌সাসৈন্য নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি সমস্ত পঞ্জাববাসীর মাতৃস্থানীয়া এবং বরণীয়া; তিনি নির্ব্বাসিত ও প্রপীড়িত হইতেছেন এ সংবাদে পঞ্জাববাসী ভীতও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। অনেক নিরপেক্ষ ইতিহাসলেথক স্বীকার করেন, লর্ড ডাল্‌হৌসীকৃত মহারাণী ঝিন্দনের এই নির্ব্বাসন ২য় শিখযুদ্ধের অন্যতম কারণ। ইহার পর ২য় শিখযুদ্ধে চিলিয়নবালাক্ষেত্রে ইংরাজেরা সম্যক্‌রূপে শিখসৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে মহারাণী ঝিন্দন গবর্ণরজেনারেলের নিকট এক প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, তাঁহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিয়া পঞ্জাবে প্রেরণ করা হউক, তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। গুজরাটের যুদ্ধে শিখসৈন্য একেবারে পরাজিত হইলে, অবশিষ্ট বিদ্রোহীসৈন্য ও সেনাপতিগণ ইংরাজের আশ্রয় ভিক্ষা করিল। কিছুদিন পরেই পঞ্জাবরাজ্য ইংরাজ অধিকারভুক্ত হইল, শিশুমহারাজ বৃত্তিসহ ফতেপুরে প্রেরিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই বিধবা রণজিৎমহিষী ঝিন্দন বারাণসী হইতে চনারে নীত হইলেন। তথায় ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ৬ই এপ্রেল তারিখে তিনি কৌশলে কারাবাস হইতে পলায়ন করিয়া নেপাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুকষ্টে অশেষ দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া তিনি নেপালের সীমান্তপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। বিখ্যাত জঙ্গবাহাদুর তৎক্ষণাৎ মহারাণীকে নেপালস্থ রেসিডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিলেন। গবর্মেণ্ট এই ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া মহারাণীর অবশিষ্ট সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন ও মাসিক সহস্র টাকা বৃত্তি দিয়া সেই স্থানেই বাসের আদেশ দিলেন।

ইহার অল্পকাল পরে মহারাজ দলিপ ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। মহারাণী নেপালেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু নানাকারণে ঝিন্দনের নেপালবাস কষ্টকর হইয়া উঠিল। জঙ্গবাহাদুর ইহার উপর বিরক্ত ছিলেন, বিশেষতঃ ঝিন্দন নেপাল হইতে ২০ সহস্র টাকা পাইতেন, তাহা জঙ্গবাহাদুরের অসহ্য।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দলিপসিংহ নিজ সম্পত্তির মীমাংসা, ব্যাঘ্রশিকার এবং জননীর জন্য একটা বন্দোবস্ত করিতে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। গবর্ণরজেনারল ঝিন্দনকে নেপাল

হইতে আসিবার অনুমতি দিলেন। মহারাণী বহুকাল পরে পুত্রমুখ দর্শনে মহাপুলকিত হইয়া বলিলেন, "আর আমি পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না।" এই সময়ে মহারাণীর পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-রাশি বিলুপ্ত হইয়াছিল। দুর্ব্বিসহ চিন্তাভারে তাঁহার শরীর ক্ষীণ, মলিন ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর তিনি চনার দুর্গে যে সকল অলঙ্কার প্রভৃতি ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ও তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। এদিকে দলিপসিংহ শীঘ্র ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলে মহারাণী ঝিন্দন ও অনেক অনুচর অনুচরী দলিপের সহিত বিলাত যাত্রা করিল। লণ্ডন নগরে লাঙ্কেষ্টার-গেটের নিকটে একটী প্রকাণ্ড বাটীতে তাঁহাদের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তথায় তিনি একদিন দেশীয় পরিচ্ছদের উপর পাশ্চাত্য রমণীগণের বেশভূষা পরিধান করিয়া দলিপের শিক্ষয়িত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে মহারাজ দলিপ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এখন ঝিন্দনের প্রভাবে তাঁহার সে ধর্ম্মভাব শিথিল হইতে লাগিল দেখিয়া ইংরাজগণ দলিপকে মাতার নিকট হইতে অন্তরে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। মহারাণীর জন্য লণ্ডনে একটী পৃথক্ বাটী ভাড়া লওয়া হইল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্টমাসে মহারাণী ঝিন্দন লণ্ডন নগরীতে পরলোক গমন করিলেন। যতদিন ঐ শব সৎকারার্থ ভারতবর্ষে নীত না হয়, ততদিন উহা কেনশালের সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত হইল। বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ সমাধি সময়ে উপস্থিত থাকিয়া মহারাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দলিপসিংহ তাঁহার মাতার মৃতদেহ লইয়া বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলেন এবং নর্ম্মদাতীরে তাঁহার সৎকার সম্পন্ন করিয়া পবিত্র নর্ম্মদা-সলিলে ভস্ম নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে পঞ্জাবের অসামান্য সৌন্দর্য্যপ্রতিমা বীরকেশরী রণজিৎমহিষী সৌভাগ্যের উচ্চতম অবস্থা হইতে ভাগ্যচক্রের সকল অবস্থায় পতিত হইয়া অবশেষে বিদেশে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

ঝিনুঝুবাড়া, গুজরাটের কাঠিয়াবাড় মধ্যে, ঝালাবার উপবিভাগের একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। পরিমাণফল ১৬৫ বর্গমাইল। ইহাতে ১৭টী গ্রাম আছে। অধিপতি ইংরাজগবর্মেণ্টকে ১১০৭১৲ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। অধিবাসিদিগের অধিকাংশ কোলিজাতীয়। পূর্ব্বে এখানে তিনটী লবণের কারখানা ছিল, ইংরাজগবর্মেণ্ট তালুকদারদিগকে কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ দিয়া ঐ সকল কারখানা উঠাইয়া দিয়াছেন। রাজ্যের অনেক স্থানে সোরা উৎপন্ন হয়। সন্নিহিত রণের কতকাংশ কয়েকটী দ্বীপ সহিত এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ঝিলানন্দ নামে বৃহত্তম দ্বীপ প্রায় ১০ বর্গমাইল প্রশস্ত। এই দ্বীপে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী ও ভোট্‌বা নামক একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। প্রবাদ, আনন্দ নামে জনৈক নরপতি এই ভোট্‌বাকুণ্ডে স্নান করিয়া দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়াবাড়ে ঝালাবার উপবিভাগের উক্ত ঝিনুঝুবাড়া রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৩° ২১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ৪২´ পূঃ। এই নগর বহুপ্রাচীন, আজিও একটী দুর্গ, একটী পর্ব্বতখোদিত বৃহৎ পুষ্করিণী এবং প্রাচীন ভাস্কর ও স্থপতিনৈপুণ্যের পরিচায়ক বহুসংখ্যক শিলাফলক, ভগ্ন তোরণদ্বার প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। এখানকার অনেক প্রস্তরে মহান্ শ্রীউদাল নাম খোদিত আছে। প্রবাদ যে, ঐ উদাল অণহিল্লবাড়পত্তনের অধিপতি সিদ্ধরাজ জয়সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি নিজ জন্মভূমি ঝিনুঝুবাড়ায় উক্ত দুর্গ ও সরোবর নির্ম্মাণ করেন। আহ্মদাবাদের সুলতান ঝিনুঝুবাড়া অধিকার করিয়া নিজ দুর্গমধ্যে পরিগণিত করেন, পরে অক্‌বর অধিকার করিয়া এখানে মোগলসাম্রাজ্যের একটী থানা স্থাপন করেন। মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে বর্ত্তমান তালুকদারগণের পূর্ব্বপুরুষ কাম্ভোজী এই দুর্গ অধিকার করেন। ইহার তালুকদারগণ দ্রাংদ্রা সাম্প্রদায়িক ঝালাবংশোদ্ভব, কিন্তু কোলিদিগের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় পতিত হইয়াছেন। কথিত আছে, ঝুঞ্জো নামক জনৈক রবারি ঝিনুঝুবাড়া স্থাপন করেন। বোম্বাই, বরদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের পত্রিশাখার খাড়াঘোড়া ষ্টেশনের ১৬ মাইল উত্তরে ঝিনুঝুবাড়া অবস্থিত। এখানে একটী ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে।

ঝিনাই, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলায় একটী নদী, জামালপুরের নিকটে ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া জাফরশাহী দিয়া যমুনায় পতিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে ইহাতে অধিক জল থাকে না। অন্য সময়ে নৌকাদি গতায়াত করিতে পারে।

ঝিম, বাঙ্গালার ত্রিহুতজেলার একটী নদী। ইহাতে হঠাৎ বাণ পড়ে, তজ্জন্য নৌকাযাত্রা নিরাপদ নহে। বর্ষায় ৫০ মণ বোঝাই লইয়া এথ্‌তা নৌকা শোণবর্ষা পর্য্যন্ত যায়।

ঝিমন (দেশজ) তন্দ্রাবেশ, নিদ্রা আসিলে চক্ষুঃ মুদিয়া ঢুলা।

ঝিমা (দেশজ) ১ ধাত্রী। ২ মাতামহী বা পিতামহী।

ঝিমিক (দেশজ) ১ বিদ্যুতাদির আলো। ২ ধীরে ধীরে।

"বিভূতি মাখেন গায়, ঝিমিকে ঝিমিকে যায়।" (কবিক°)

ঝিরক, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশের করাচি জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২৪° ৪´ হইতে ২৫° ২৬´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৭° ৬´ ১৫´´ হইতে ৬৮°২২´৩০´´ পূঃ। ইহার উত্তরে সেহবান, কোহিস্থানের কতকাংশ ও বরণনদী, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে সিন্ধুনদ ও উহার শাখা সমুদায় এবং পশ্চিমে সমুদ্র ও করাচি তালুক। পরিমাণফল ২৯৯৭ বর্গমাইল। এই উপবিভাগ ঠট্টা, মীরপুরসক্রো ও ঘোড়াবাড়ী এই তিনটী তালুকে এবং ঐ তিন তালুক আবার ২০টী তপ্পায় বিভক্ত। ইহাতে ৪টী নগর ও ১৪২টী গ্রাম আছে।

এই উপবিভাগের উত্তরাংশ পর্ব্বতময় ও অনুর্ব্বর মরুভূমি মাত্র, মধ্যে মধ্যে ধঁড়নামক ক্ষুদ্র হ্রদ সকল বিরাজিত। পূর্ব্বাংশে সিন্ধুতীরবর্ত্তী কতক পরিমাণে ভূভাগও পর্ব্বতময় ও অনুর্ব্বর। এই অংশেই একটী পাহাড়ের উপর ঝিরক নগর নির্ম্মিত। দক্ষিণাংশের ভূমি পল্বলময় ও সমতল, ইহার মধ্যে মধ্যে খাল ও সিন্ধুনদের শাখা সকল প্রবাহিত। ইহাদের ছয়টী প্রধান শাখার নাম—পিতি, জুনা, রিছাল, হজাম্‌রো, ককেবারি ও খেদেবাড়ি। ঘাড়োখাড়িও এই উপবিভাগে অবস্থিত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে হজাম্‌রো অতি ক্ষুদ্র নদী ছিল, তৎপরে বর্দ্ধিত হইয়া এখন সিন্ধুনদের বৃহত্তম মোহানায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার মোহানার পূর্ব্বকূলে নাবিকদিগের সুবিধার্থ ৯৫ ফিট উচ্চ একটী আলোকস্তম্ভ স্থাপিত, উহা প্রায় ২৫ মাইল দূর হইতে দৃষ্ট হয়। এখানে গবর্মেণ্টের ব্যয়ে রক্ষিত ৪৯টী খাল আছে, উহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬০ মাইল। ইহা ভিন্ন জমিদারদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় ১৩২১টী খাল আছে। বাঘাড়, কল্‌রি ও সিয়ান এই তিনটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অনেক সময় বৃহৎ বন্যা হইয়া অনেক গোরু, ছাগল প্রভৃতি নষ্ট হয়। কোটৃরি হইতে করাচি পর্য্যন্ত রেলপথ এই সকল বন্যায় অনেকস্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। উপবিভাগের নানাস্থানে জলবায়ু নানাপ্রকার; ঝিরক ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান স্বাস্থ্যকর, আবার ঠট্টা ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি রোগের আবাস বলিয়া খ্যাত। ওলাউঠা ও বসন্তরোগ প্রায়ই প্রাদুর্ভূত হয়। সম্প্রতি টীকা দিয়া বসন্তের প্রকোপ কমিয়াছে। বার্ষিকগড় বৃষ্টিপাত ৭½ ইঞ্চি। সমুদ্রজাত কুহেলী উপকূলভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়, তজ্জন্য গোধুম উৎপন্ন হয় না।

ইহার ভূমির প্রকৃতি, জীব ও উদ্ভিদ্ সমুদায় প্রায় করাচি জেলার অন্যান্য স্থানের ন্যায়। পূর্ব্ব ও উত্তরপশ্চিমভাগ ব্যতীত সর্ব্বত্র ভূমি পলিময়। বন্যজন্তুর মধ্যে শৃগাল, নেকড়ে, খেঁকশিয়াল, শশক, বনবিড়াল ও চিতাবাঘ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণসার মৃগ কখন কখন পর্ব্বতে দেখা যায়। বহুবিধ হংস, বন্যহংস, সারস, বক, হাড়গিলা, তিতির প্রভৃতি নানাপ্রকার পক্ষী এখানে বাস করে।

একরূপ পক্ষীর পক্ষ অতি সুন্দর। এখানে সর্প ও বৃশ্চিক অত্যন্ত অধিক। সিন্ধুপ্রদেশের কুকুর বৃহৎ এবং এমন ভীষণ যে, অপরিচিত ব্যক্তির অগ্রসর হওয়া মহাবিপদজনক। হজাম্‌রোর মধুমক্ষিকাগণের মধু অতি উৎকৃষ্ট। ইহারা জলজাত গুল্মাদিতে চক্র নির্ম্মাণ করে। ইন্দুরের সংখ্যা এত অধিক যে, সময়ে সময়ে উহারা শস্যক্ষেত্রে বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে। ইহারা মাটির নীচে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। কৃষকগণ অজন্মা হইলে মাটি খুঁড়িয়া ঐ সমস্ত বাহির করিয়া লয়। এখানকার উষ্ট্র আরবদেশের উষ্ট্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু কর্ম্মঠ ও শীঘ্রগামী।

অরণ্যে প্রধানতঃ বাব্‌লাগাছ জন্মে। এই সকল অরণ্য ১৭৯৫ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তালপুরমীরদিগের যত্নে রোপিত হয়। ২০টী মাছ ধরিবার স্থান আছে, প্রতি বৎসর নীলামে ঐ সকল বিক্রয় হয়।

অধিবাসিগণের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি সর্ব্বাংশে করাচি জেলার অপরাপর স্থানের অধিবাসিদিগের ন্যায়। মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় ৭।৮ গুণ। অনেক শিখ এখানে বাস করে। অসভ্যজাতি, খৃষ্টান, য়িহুদী ও পারসীদিগের সংখ্যা অত্যল্প।

শাসন ও রাজস্ব বিভাগে একজন ডেপুটি কালেক্টর ও প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট, ২য় শ্রেণীস্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন ৩ জন মুক্তিয়ার, ২ জন কোতোয়াল ও ২০ জন তপ্পাদার বা আবগারি কর্ম্মচারী আছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহাতে ৮টী ফৌজদারী আদালত ও ২৪টী থানা ছিল।

ঝিরক, ঠট্টা ও কোটিনগরে দাতব্যঔষধালয় ও মিউনিসিপালিটী আছে।

খরিফ ও রবি দুইপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়। সমস্ত শস্যক্ষেত্রের প্রায় ¾ অংশে ধান্য রোপিত হয়, অবশিষ্টাংশে প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য শস্য আবাদ হইয়া থাকে। শণ ও পাট প্রচুর জন্মে। সিন্ধুনদ এবং ধঁড় অর্থাৎ হ্রদ সকলে বিস্তর মৎস্য ধৃত হয়।

কোটিনগর হইতে বহুপরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। অন্যান্য স্থানেও রপ্তানীর মধ্যে কৃষিজাত ও চর্ম্ম প্রধান। বস্ত্র, নানাবিধ ধাতুদ্রব্য, ফল, চিনি, মসলা ও শস্য আমদানি হয়। পূর্ব্বে ঠট্টার ছিট এবং সুন্দর মাটির বাসন বিখ্যাত ছিল, এখন আর আদর নাই। উপবিভাগের স্থানে স্থানে প্রায় ৪০টী মেলা হইয়া থাকে।

ইহাতে প্রায় ৩৯০ মাইল দীর্ঘ রাস্তা আছে। করাচি ও ঠট্টা দিয়া কোট্রি পর্য্যন্ত বৃহৎ সামরিক বর্ম্ম ঝিরক উপবিভাগের উত্তর দিয়া গিয়াছে। ২০টী ধর্ম্মশালা এবং ৩৬টী খেয়াঘাট আছে। সিন্ধু-রেলপথ এই উপবিভাগের ৬৩ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে। ইহার ছয়টী ষ্টেশনের নাম—রণপেথানি, জঙ্গশাহী, জোনাবাদ, ঝিম্‌পীর, মেটিং ও বোলারি।

ঝিরক উপবিভাগে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কৌতূহলাকর্ষক বহুসংখ্যক প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রাচীন ভাম্বোর নগরের ধ্বংসাবশেষ, ১৪শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত মারি-মন্দির, ১৫শ শতাব্দীর কালানকোট এবং ঐ স্থানেই অবস্থিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন দুর্গ প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু ঠট্টার নিকটবর্ত্তী মাকলিপর্ব্বতস্থ প্রাচীন গোরস্থান সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহল ও বিস্ময়জনক। এই গোরস্থান পর্ব্বতপৃষ্ঠে প্রায় ৬ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং ইহাতে দ্বাদশশতাব্দী ধরিয়া সকল সময়ের নির্ম্মিত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় দশলক্ষাধিক সমাধি বিদ্যমান আছে। ইহাদের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্টগুলিও আর অধিক দিন থাকিবে না। আধুনিক গোরের মধ্যে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে মৃত এডওয়ার্ড কুক নামক জনৈক ইংরাজ রেসমব্যবসায়ীর সমাধি-মন্দির প্রধান।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার উক্ত ঝিরক উপবিভাগের একটী সহর। অক্ষা° ২৫° ৩´৬´´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮°১৭´৪৪´´ পূঃ। এই নগর সিন্ধুতীরে নদীগর্ভ হইতে ১৫০ ফিট উচ্চ একখণ্ড ভূমির উপর অবস্থিত এবং সিন্ধুনদের প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান। ইহার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং অবস্থান এত সুবিধাজনক যে, সর চার্লস্ নেপিয়র ঝিরকের পরিবর্ত্তে হায়দরাবাদে ইংরাজ সৈন্যনিবাস হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঝিরক হইতে উত্তরে ২৪ মাইল দূরে কোট্রি, দক্ষিণপশ্চিমে ৩২ মাইল দূরে ঠট্টা ও ১৩ মাইল দূরে মেটিং ষ্টেশন পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে।

এখানে পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইত, পার্ব্বত্যজাতীয়েরা মেষ বিনিময়ে তণ্ডুলাদি শস্য ক্রয় করিত। এখন কোট্রি হইতে করাচি পর্য্যন্ত রেলপথ হওয়ায় ঝিরকের বাণিজ্য অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান শিল্পজাতের মধ্যে উষ্ট্রের পৃষ্ঠের জন্য একরূপ উৎকৃষ্ট পালান এবং সুসিন্ নামে একরূপ ডোরা দীর্ঘকালস্থায়ী কাপড় প্রস্তুত হয়। এখানে ঝিরকের ডেপুটিকালেক্টর বাস করেন। নদী হইতে ৫৫০ ফিট উচ্চ একটী পাহাড়ের উপর তাঁহার বাসস্থান অবস্থিত। তথা হইতে ঝিরকনগর, সিন্ধুনদী এবং চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ভূভাগ দৃষ্ট হয়। ঝিরকের উদ্যান সকল অতি মনোহর। চতুর্দ্দিকে শস্যক্ষেত্রে ধান্য, বাজরা, শণ, তামাক ও ইক্ষু জন্মে। এখানে ৩টী ধর্ম্মশালা, একটী গবর্মেণ্টবিদ্যালয়, একটী অধীনস্থ জেলখানা, একটী বাজার ও দাতব্য-ঔষধালয় আছে।

ঝিরি, ১ আসামের একটী নদী। ইহা বরাইল পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণমুখে একদিকে কাছাড় জেলা ও অপরদিকে মণিপুর রাজ্য উভয়ের মধ্য দিয়া বরাকনদীতে পতিত হইয়াছে। উভয়পার্শ্বে দুর্ভেদ্য গিরিমালার মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ উপত্যকাপথে এই নদী প্রবাহিত।

২ সিন্ধিয়া রাজ্যের একটী নগর। এই নগর কোটা হইতে কল্লীর পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২৮´ পূঃ।

ঝিল, বন্যাজলপ্লাবিত নিম্নপ্রদেশ, জলা, বিল, বৃহৎ জলাশয়। পূর্ব্ববাঙ্গালার ঝিল সকল অতি বিখ্যাত। শ্রীহট্ট ও খাসি পর্ব্বতে অপরিমেয় বৃষ্টিপাতে সুর্ম্মা ও অপরাপর নদী স্ফীত হইয়া উঠে এবং কূল ছাড়াইয়া চতুর্দ্দিকস্থ নিম্নভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলে। প্রায় ২০০ মাইল বিস্তৃত স্থান এইরূপে বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকে। শীতকালে স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকা বাহির হয় মাত্র। জলপ্লাবন সময়ে এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ এক প্রকাণ্ড শান্ত হ্রদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। স্থানে স্থানে উচ্চ ভূমিতে গ্রাম ও নগর সকল দ্বীপের ন্যায় বিরাজ করিতে থাকে। এইকালে নৌকা দ্বারা যথাতথা গমন করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থই নিজ নিজ নৌকারোহণ করিয়া নিজ প্রয়োজন সাধনে গৃহান্তরে বা গ্রামান্তরে গমন করে। খাসিয়াপর্ব্বতের গোড়া হইতে ত্রিপুরা পর্ব্বত ও সুন্দরবন পর্য্যন্ত এই ঝিল বিস্তৃত। শীতকালে এখানে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। অনেক স্থানে শৈবাল ও জলজ গুল্মে পূর্ণ থাকে। মধ্যে মধ্যে এই ঝিলে তৃণপত্রাদি লঘু দ্রব্যনির্ম্মিত ভাসমান-দ্বীপ সকল অতি মন্দ বেগে সমুদ্রদিকে নীত হইতে দৃষ্ট হয়।

নিজামরাজ্যে হায়দরাবাদের পূর্ব্বস্থ পথাল হ্রদ হিন্দুরাজগণের কীর্ত্তি। এই জলাশয়ই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

ঝিরি (স্ত্রী) ঝিরিত্যব্যক্তশব্দোঽস্ত্যস্যাঃ ইন্। ঝিল্লী।

ঝিরিকা (স্ত্রী) ঝি রীতি অব্যক্তশব্দেন কায়তি শব্দায়তে, কৈ-ক টাপ্। ঝিল্লী, ঝিঁঝিঁপোকা।

ঝিরী (স্ত্রী) ঝির ইত্যব্যক্তশব্দোঽস্ত্যস্যাঃ অচ্ ঙীষ্। ঝিল্লী (শব্দর°)

ঝিলম্, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন রাবলপিণ্ডি বিভাগের

একটী জেলা। অক্ষা° ৩২° ৩৮´ হইতে ৩৩° ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৫১´ হইতে ৭৩° ৫০´ পূঃ। পঞ্জাবস্থ ৩২টী জেলার মধ্যে এই জেলা পরিমাণফলানুসারে ৯ম এবং অধিবাসীর সংখ্যানুসারে ১৮শ স্থানীয়। পঞ্জাবপ্রদেশের শতকরা প্রায় ৩·৬৭ অংশ ভূভাগ ও ৩·১৪ অংশ অধিবাসী এই জেলার অন্তর্গত। ইহার উত্তরে রাবলপিণ্ডি জেলা, পূর্ব্বে বিতস্তা (ঝিলম্) নদী, দক্ষিণে বিতস্তা নদী ও শাহপুর জেলা এবং পশ্চিমে বন্নু ও শাহপুর জেলা অবস্থিত। পরিমাণফল ৩৯১০ বর্গমাইল। ঝিলমনগর শাসনকার্য্য ও বাণিজ্যাদির সদর।

ঝিলমের ভূমি রাবলপিণ্ডির স্থায় পার্ব্বত্য না হইলেও সমতল নহে। লবণপর্ব্বত হিমালয়ের একটী শাখা, এই প্রদেশে অবস্থিত। এই শাখা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পরস্পর সমান্তরাল ভাবে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে জেলার মেরুদণ্ডের স্থায় বিস্তৃত। পর্ব্বতের পাদদেশে বিতস্তাতীরবর্ত্তী সমতল ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা এবং অগণ্য বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম দ্বারা সুশোভিত। গৈরিকবর্ণ লবণগিরি এই স্থলে দুরারোহ এবং স্থানে স্থানে ধূসরবর্ণ গহ্বরাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই পর্ব্বতে লবণের ভাগ অধিক, সেই জন্যই উহার নাম লবণপর্ব্বত হইয়াছে। খিউরাতে গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে বহু পরিমাণে লবণ উৎখাত হইয়া থাকে। শ্যামল গুল্মাচ্ছাদিত গিরিদরী দিয়া প্রবাহিতা স্রোতস্বিনীসমূহের জল প্রথম প্রথম বেশ বিশুদ্ধ থাকে, কিন্তু লবণাক্ত ভূমির উপর আসিতে আসিতে শীঘ্রই লবণাক্ত হইয়া পড়ে, তখন আর ঐ জলে সেচন কার্য্য হয় না। উল্লিখিত দুই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে একটী সুন্দর মালভূমির উপর চতুর্দ্দিকে অনুচ্চপর্ব্বতবেষ্টিত কহ্লারকহার হ্রদ বিরাজিত। এই হ্রদের দুই প্রান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন; একদিকের দৃশ্য কতকটা মরুসাগরের অনুরূপ লবণময় কূল তৃণগুল্ম বা জলপ্রাণী বিবর্জ্জিত অপর প্রান্ত আবার শ্যামল বনরাজি-পরিবেষ্টিত এবং হংসকারণ্ডবাদি অসংখ্য কলনাদী জলচরপক্ষী সমাকুলিত। লবণপর্ব্বতের উত্তরস্থ প্রদেশ উচ্চ বন্ধুর মালভূমি এবং স্থানে স্থানে নদীপ্রপাতাদি দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া অবশেষে এই প্রদেশ অগণ্য পর্ব্বতসমাকীর্ণ রাবলপিণ্ডির নিকট গিয়া মিলিয়া গিয়াছে। লবণপর্ব্বতের সহিত সমকোণ করিয়া এই জেলাকে উত্তরদক্ষিণে ভাগ করিলে উহার পশ্চিমভাগের জল সিন্ধু ও পূর্ব্বভাগের জল বিতস্তায় আসিয়া পড়ে। এই বিতস্তা নদী জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণভাগে প্রায় ১০০ মাইল স্থানে সীমারূপে অবস্থিত। এই নদীতে নৌকাদি ঝিলম্ নগরের কিছুদূর উপর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে।

লবণপর্ব্বত বহুবিধ মূল্যবান্ আকরিক পদার্থ পূর্ণ। মনোহর মর্ম্মর ও অট্টালিকা-নির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর ব্যতীত নানাপ্রকার চূর্ণ-প্রস্তর প্রভৃত পরিমাণে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন বহুপ্রকার খনিজ বর্ণদ্রব্য, কয়লা, গন্ধক, মেটেতৈল এবং স্বর্ণ, তাম্র, সীসা, লৌহ প্রভৃতি ধাতু পর্ব্বতে বাহির হয়। কোন কোন স্থানে লৌহের ভাগ এত অধিক যে, দিগ্দর্শন-যন্ত্রের কাঁটা বাঁকিয়া দাঁড়ায়। সমস্ত পঞ্জাব প্রদেশে যত লবণ খরচ হয়, তাহার অধিকাংশ এই জেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ লবণ ব্যতীত অন্যান্য আকরিক হইতে জেলার অল্পই লাভ হইয়া থাকে। সম্প্রতি রেলপথ বিস্তার হওয়ায় ইহার আকরিক হইতে আয়ের একটী পন্থা বাহির হইয়াছে। খিউরা, সর্দ্দি, মকরাচ, কাঠা ও জতানায় লবণের এবং মকরাচ পিড, দাঙ্গোত ও কুন্দালে কয়লার খনি আছে। এখানকার কয়লা তত উৎকৃষ্ট নহে।

ইতিহাস। এই জেলার প্রাচীন ইতিবৃত্ত অস্পষ্ট। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, ইহার লবণপর্ব্বতে পাণ্ডবেরা কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান পুরাতত্ত্ববিদ্গণ স্থির করিয়াছেন, মাকিদনবীর আলেক্সান্দর এই জেলারই কোন স্থানে বিতস্তা (হাইডাস্পেস্) তীরে পুরুরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। জেনারেল কানিংহাম অনুমান করেন, বর্ত্তমান জলালাবাদের নিকট আলেক্সান্দর বিতস্তা উত্তীর্ণ হইয়া যে দিকে গুজরাট নগর অবস্থিত সেই দিকে চিলিয়ানবালা যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নিহিত মংনামক স্থানে পুরুর সহিত যুদ্ধ করেন। ইহার পর মুসলমান অধিকারকাল পর্য্যন্ত ইহার বিবরণ অজ্ঞাত।

জঞ্জুয়া ও জাঠজাতি এখন এই জেলার অধিকাংশ স্থানে বাস করে। বোধ হয় ইহারা বহুপূর্ব্ব হইতেই এখানে আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছে। ইহার পর গক্করগণ পূর্ব্ব ও আওবানগণ পশ্চিম হইতে এই জেলায় প্রবেশ করে। মুসলমান আক্রমণের সময় ও বহুকাল পর পর্য্যন্ত এই গক্করজাতি রাবলপিণ্ডি ও ঝিলমে প্রবল পরাক্রমে ও স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতেছিল। [রাবলপিণ্ডি দেখ।] মোগলসাম্রাজ্যের উন্নতি সময়ে গক্করনৃপতিগণ সম্রাটের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হইতেন। মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর অন্যান্য সমীপবর্ত্তী স্থানের ন্যায় ঝিলমও শিখরাজ্যভুক্ত হইল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে গুজরসিংহ গক্কররাজকে পরাস্ত করিয়া লবণ ও মাড়ী পর্ব্বতবাসী পার্ব্বত্যজাতিগণকে বশীভূত করিলেন। তাঁহার পুত্র ঐ প্রদেশে রাজা হইলে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে অজেয় রণজিৎসিংহ ঐ প্রদেশ অধিকার করিয়া শিখরাজ্যভুক্ত করিলেন। লাহোর দরবার এত কঠোররূপে রাজস্ব

আদায় করিতে লাগিলেন যে, শীঘ্রই ইহার পূর্ব্বতন জঞ্জুয়া, গক্কর ও আওবান জমিদারগণ ভূসম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং তাঁহাদের অধীনস্থ জাঠগণ নূতন জমিদার হইয়া দাঁড়াইল। এখন এখানে বড় জমিদার নাই বলিলেই হয়। ইহার পূর্ব্ব জমিদারদিগের বংশধরেরা কেহই একাধিক গ্রাম দখল করে না।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র শিখরাজ্যের সহিত ঝিলমও ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইল। রণজিৎসিংহের প্রবল: পরাক্রমে পার্ব্বত্য-জাতি এরূপ দমিত ও শান্ত হইয়াছিল যে, ইংরাজদিগকে তথায় রাজস্ব ও শাসন বিষয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে কিছু-মাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই।

আজিও এই প্রদেশে স্থানে স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক ভগ্নাবশেষ পতিত আছে। কাতাসের ভগ্নমন্দির সম্ভবতঃ ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের যত্নে নির্ম্মিত হয়। মালোত ও শিবগঙ্গাতেও কয়েকটী দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। ইহা ভিন্ন লবণপর্ব্বতের দুরারোহ শৃঙ্গ সকলে অবস্থিত রোহতক্, গিরঝক ও কুশাকদুর্গ সামরিক ইতিহাস লেখকদিগের কৌতূহল ও বিস্ময় উৎপাদন করে।

গ্রীক হইতে মোগলদিগের সময় পর্য্যন্ত বহুবার বিদেশীয়গণ এই পথ দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ঝিলম্ জেলাকে বহুসংখ্যক দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত এবং ইহার অধিবাসিগণকে যুদ্ধবিশারদ করিয়া তুলিয়াছিল।

ঝিলমের অধিবাসিদিগের মধ্যে, শতকরা প্রায় ৮৭ জন মুসলমান এবং ১০ জন মাত্র হিন্দু, অবশিষ্ট শিখ, জৈন ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও আরোরা অর্থাৎ কৃষকজাতি প্রধান। অবশিষ্ট অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদিগের মধ্যে জাঠ, আওবান, জঞ্জুয়া, ভট্টি, গুজার ও গক্কর প্রধান।

ঝিলম, পিণ্ডদাদনখাঁ, লওবা, তলগঙ্গ, চকওবাল ও ভাউন এই ছয়টী প্রধান নগরে পঞ্চসহস্রাধিক অধিবাসী বাস করে। ইহাদের মধ্যে ঝিলম্ ও পিণ্ডদাদন প্রধান বাণিজ্য স্থান।

পল্লীগ্রামের গৃহগুলি মৃত্তিকা কিংবা অদগ্ধ ইষ্টকনির্ম্মিত। অনেক সময় বড় বড় পাথর দেওয়ালে মাটির সঙ্গে গাঁথা হয় সম্প্রতি ধনবান্ ব্যক্তিগণ কাটা চৌরস পাথরে বাড়ী ও মস্জিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছেন। সম্ভ্রান্তদিগের দ্বারদেশ চিত্র বিচিত্র ও গৃহাভ্যন্তর সুরঞ্জিত। এখানে সকলেই গৃহগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

গোধূম ও বাজরাই অধিবাসিদিগের প্রধান খাদ্য। ভুট্টা, তণ্ডুল ও যব মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হয়। মাংস প্রায় সকলেই ভক্ষণ করে।

এই জেলার ৩৯১০ বর্গমাইল পরিমিত ভূমির মধ্যে প্রায় ১৩৩৩ বর্গমাইল চাষ হয়, ৩৩১ বর্গমাইল কৃষির উপযুক্ত, কিন্তু পতিত অবশিষ্ট ২২৪৬ বর্গমাইল চাষের অযোগ্য অনুর্ব্বর ভূমি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোধূম কিংবা বাজরার চাষ হয়। অবশিষ্ট ক্ষেত্রে উপযোগিতানুসারে ধান্যাদি আবাদ হইয়া থাকে।

আমেরিকার যুদ্ধের সময় এখানে বিস্তর কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরে উহার মূল্য হ্রাস হওয়ায় কৃষকগণ পূর্ব্ব-কৃষি অবলম্বন করিয়াছে। তথাপি এখানে কিয়ৎ পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের নানাবিধ ফল ও শাক-সবজী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের কোন প্রকার বিস্তৃত উপায় নাই। কৃষকগণ নদীতীরে বা উপত্যকায় কূপ খনন করিয়া তদ্দারা নিজের জমিতে জলসেচন করে। একটী কূপের জলে অতি অল্পমাত্র ভূমি সিঞ্চিত হয়। কিন্তু ঐ ভূমিখণ্ডই কৃষক এতাদৃশ অধিক পরিমাণে সার দিয়া যত্ন সহকারে কর্ষণ করে যে, উহাতে সংবৎসর মধ্যেই একটা না একটা ফসল অনবরত জন্মিতে থাকে। উত্তরভাগের মালভূমিতে অনেক ক্ষুদ্র সরিৎ বাঁধাইয়া জলসঞ্চয় ও তদ্দারা ক্ষেত্রের সেচন কার্য্য সমাধা হয়, কিন্তু এরূপ বাঁধপ্রস্তুত বহু অর্থসাপেক্ষ, সুতরাং সামান্য কৃষকের সাধ্যাতীত। অনেকে ইংরাজ রাজত্বে নিজ সম্পত্তি নিরাপদ ভাবিয়া অনেক কার্য্যে ঐ রূপ বাঁধ প্রস্তুত করিতেছে। বলা বাহুল্য ইহাতে চাষের সম্যক্ সুবিধা হইতেছে। কৃষকদিগের অবস্থা মোটের উপর স্বচ্ছল, ঋণ অনেকেরই নাই। একটী বিষয় বহুঅংশে বিভক্ত হওয়াতেই অনেকে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্প্রতি নিজ নিজ বিষয় অখণ্ড রাখিবার জন্য এক উপায় বাহির করিয়াছেন। উত্তরাধিকারিগণ পরস্পর লড়াই করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যে জিতিবে, সেই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে।

ঝিলমের এক একটী গ্রাম অন্যান্য স্থানের গ্রাম অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; বৃহত্তম গুলির দুই একটা ১০০।১৫০ বর্গমাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ সকল গ্রামপতিগণ অন্যান্য স্থানের গ্রাম-পতিগণের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন। অধিকাংশ স্থানেই উৎপন্ন ফসল দ্বারা জমির খাজনা প্রদত্ত হয়। ঐ খাজনার হার স্থানভেদে উৎপন্ন শস্যের ½ হইতে ¼ অংশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গ্রামে মুটে, মজুর, নাপিত, ধোপা, কামার ও কুমার সকলকেই প্রায় শস্য দ্বারা বেতন প্রদত্ত হয়। প্রতিবৎসর শস্য কাটিবার সময় কাশ্মীর হইতে অনেক মজুর এখানে

আসিয়া কর্ম্ম করে এবং কর্ম্ম শেষ হইলে পুনরায় কাশ্মীরে ফিরিয়া যায়।

বাণিজ্য। ঝিলম্‌ ও পিণ্ডদাদন নগর এই জেলার বাণিজ্যের দুইটী প্রধান কেন্দ্র। রপ্তানীর মধ্যে দক্ষিণস্থ প্রদেশের লবণ, মুলতান, সিন্ধু ও রাবলপিণ্ডিতে গোধূমাদি শস্য, উত্তর ও পশ্চিমস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ সকলে রেসম ও কার্পাসবস্ত্র এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে পিতল ও তামার বাসন প্রেরিত হয়। নদীমুখে মুলতান পর্য্যন্ত প্রস্তর আনীত হইয়া থাকে। পঞ্জাব নর্দ্দারণ ষ্টেট রেলওয়ে কোম্পানি তরকাবালার প্রস্তরখনি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, ঐ প্রস্তর দ্বারা লাহোরের প্রধান গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে। পাহাড়ের বৃহৎ বৃহৎ কড়িকাট নৌকা, রেল ও গোরুগাড়ী দ্বারা বহুস্থানে প্রেরিত হয়। পাইকারেরা জেলার ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া চর্ম্ম সংগ্রহ করে। উৎকৃষ্ট চামড়া বিদেশের জন্য কলিকাতায় ও অবশিষ্ট অমৃতসহরে প্রেরিত হয়। আমদানির মধ্যে বিলাতি কাপড়, অমৃতসহর ও মুলতান হইতে ধাতু, কাশ্মীর হইতে পশমী কাপড় ও পেশাবর হইতে মধ্যএসিয়ার দ্রব্যজাত প্রধান। কাশ্মীরের সহিত আরও অনেক বিষয়ে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

জেলার মধ্যস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর লবণখনি গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। এই খনি হইতে গবর্মেণ্টের বাৎসরিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে এই খনি হইতে বার্ষিক ৪০ লক্ষ মণ লবণ উত্তোলিত হইতে পারিবে। একরূপ নিকৃষ্ট পাথরিয়া কয়লা নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি মক্‌রাচ খনিতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট কয়লা উত্তোলিত হইয়া রেলওয়ে ব্যবহারে লাগিতেছে।

শিল্পজাত। ঝিলম ও পিণ্ডদাদনে নৌকা নির্ম্মিত হয়। সুলতানপুরের নিকটে গক্করগণ একটী কাচের কারখানা খুলিয়াছে। নানাস্থানে তাম্র ও পিত্তলের বাসন এবং রেসম ও কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। এখানকার মৃণ্ময় পাত্রাদি বেশ সক্ত। তদ্ভিন্ন আরও নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। লবণ-পর্ব্বতের নির্ঝরিণী সকলে স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া অনেকে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

লাহোর হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত পাকারাস্তা এই জেলার প্রায় ৩০ মাইল স্থানে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে গিয়াছে। ইহা ভিন্ন আর পাকারাস্তা নাই, তবে আরও প্রায় ৮৮২ মাইল পথে শকটাদি যাইতে পারে। নর্দারণ ষ্টেট রেলওয়ে জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে প্রায় ২৮ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে, জেলার অন্তর্গত ষ্টেশন সকলের নাম—ঝিলম্‌, দিনা, দোমেলী এবং সোহাবা। মিয়ানি ষ্টেশন হইতে খিউরার লবণখনি পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলপথ আছে। ঝিলমের নিকট বিতস্তা নদীর উপর রেলওয়ের সেতু ও তাহার নিম্নে একটী পৃথক্‌ অংশ দিয়া মনুষ্যাদি গমনাগমনের পথ আছে। ঝিলম্‌ জেলার পূর্ব্বদিকে বিতস্তা নদীতে প্রায় ১২৭ মাইল পর্য্যন্ত নৌকাদি যাতায়াত করে। রেলের ধারে এবং প্রধান পাকা রাস্তার পার্শ্বে খবরের তার আছে। চৈত্রমাসের শেষ ৩ দিন ধরিয়া এখানে দুইটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে; কাতাস্‌ নগরে হিন্দুদিগের, অপরটী চোঁয়া সৈদানশাহ নগরে মুসলমানদিগের যত্নে হয়। প্রত্যেক মেলায় ন্যূনাধিক ৫০০০০ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

শাসনবিভাগ। ১ জন ডেপুটি কমিশনর, ২ জন সহকারী ও ১ জন অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর, ৪ জন তহসীলদার ও তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ এবং ৩ জন মুন্সেফ দ্বারা শাসন ও রাজস্ব আদায় সম্পন্ন হয়।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। বেদি খেমসিংহ নামক জনৈক দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যত্নে প্রায় ১৮টী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গবর্মেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত বিদ্যালয় ব্যতীত আরও অনেক দেশীয় পাঠশালা আছে। মিশনরীগণও এখানে অনেকগুলি বালক ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

শাসন ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এই জেলা ৪টী তহসীলে বিভক্ত—ঝিলম্‌, পিণ্ডদাদন খাঁ, চকবাল ও তলগঙ্গ।

ঝিলম্‌ জেলার জলবায়ু মন্দ নহে, কিন্তু লবণখনির কর্ম্মচারিগণ নানাবিধ উৎকট পীড়া ভোগ করে এবং সচরাচর দুর্ব্বল। গলগণ্ড রোগও দেখা যায়। পিণ্ডদাদন খাঁর চারিদিকে অনেক সময় জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগেও অনেকে প্রাণত্যাগ করে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২৪·১১ ইঞ্চি।

২ পঞ্জাব প্রদেশের ঝিলম্‌ জেলার পূর্ব্বাংশের তহসীল। পরিমাণফল ৮৮৫ বর্গমাইল। এই তহসীলে জেলার সদর আদালত প্রভৃতি অবস্থিত। ইহাতে ৪টী থানা আছে।

৩ পঞ্জাবের ঝিলম্‌ জেলার প্রধান নগর ও সদর। এখানে একটী মিউনিসিপালিটী আছে। অক্ষা° ৩২° ৩৫′ ২৬″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৪৬′ ৩৬″ পূঃ। ঝিলমনগর বিতস্তা নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ১২৮৭০ জন; তন্মধ্যে হিন্দু ৪২৫০, মুসলমান ৭৩৭৩, শিখ ১০৬৪।

অবশিষ্ট খৃষ্টান, জৈন, পারসী ও য়িহুদী। রেলপথ হওয়ায় ইহার লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

বর্ত্তমান ঝিলমনগর আধুনিক, প্রাচীন নগর বিতস্তার দক্ষিণতীরে অবস্থিত ছিল। শিখশাসনকালে এস্থান তত প্রসিদ্ধ ছিল না। ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলে এখানে একটী সৈন্যের ছাউনি স্থাপিত হয়। কয়েকবৎসর পর্য্যন্ত ঝিলমে ঐ বিভাগের কমিশনর বাস করিতেন, পরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কমিশনরের আফিস রাবলপিণ্ডিতে উঠাইয়া লওয়া হয়। ইংরাজশাসনে এবং লবণখনির জন্য নগরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সম্প্রতি রেলপথ হওয়াতে ইহার লবণের ব্যবসা অনেক পরিমাণে লাহোরে গিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার বাণিজ্যের বিশেষ হানি হয় নাই।

ঝিলমের সহরতলী তত বৃহৎ নহে। গৃহগুলি অধিকাংশ মৃত্তিকানির্ম্মিত, নদীতীরে কয়েকটী সুন্দর অট্টালিকা আছে। রাস্তাগুলি সুন্দর বাঁধান, নর্দ্দামার বন্দোবস্ত উত্তম। এখানে পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। নৌকানির্ম্মাণে ঝিলম্ বিখ্যাত।

সহরের প্রায় ১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে সরকারী আদালত ও সৈন্যনিবাস অবস্থিত। এখানে সরকারী উদ্যান, ক্রীড়াস্থান, সৈন্যদিগের গির্জা, জেলখানা, দাতব্যঔষধালয়, মিউনিসিপাল-গৃহ ও দুইটী সরাই আছে। নগরের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এক প্রস্তরময় তৃণগুল্মশূন্য কঠিন প্রান্তরে সৈন্যনিবাস অবস্থিত।

ঝিলম্, পঞ্চনদের একটী নদী, বিতস্তা নদী। [বিতস্তা দেখ।]

ঝিলিমিলি, ১ জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর প্রতিভাত রশ্মি। ২ একপ্রকার পাতলা কাপড়, ইহা প্রায়ই জানালার পর্দ্দার জন্য ব্যবহৃত হয়; বিরলাংশুক রঞ্জিত পট্টবস্ত্রবিশেষ। ৩ জানালার খড়খড়ী।

ঝিল্লি (পুং) বাদ্যবিশেষ। [ঝিল্লী দেখ।]

দেবতাপূজার সময়ে পঞ্চবিধ বাদ্যের বিধান আছে, ঝিল্লি ইহাদের মধ্যে একটী—

"ঘণ্টাশঙ্খ তথাভেরী মৃদঙ্গো ঝিল্লিরেব চ।
পঞ্চানাং পূজ্যতে বাদ্যং দেবতারাধনেষু চ॥" (শব্দার্থচি°)

ঝিল্লিকা (স্ত্রী) ঝির্ ইত্যব্যক্তশব্দং লিশতি লিশ-ডি স্বার্থে কন্। ১ ঝিল্লী, ঝিঁঝিঁপোকা।

"ঝিল্লিকা বিরুতৈ র্দীর্ঘৈ রুদতীব সমন্ততঃ।"(রামা° ২।৯৬।১১)

২ সূর্য্যরশ্মির তেজঃবিশেষ, ঝাঁঝাঁ, চিক্‌চিক্।

ঝিল্লী (স্ত্রী) ঝিল্লি-ঙীষ্। কীটবিশেষ, ঝিঁঝিঁপোকা, পর্য্যায়—ঝিল্লিকা, ঝিল্লীকা, ঝিরিকা, ঝীরুকা, ঝিরী, চীলিকা, চীল্লিকা, চিল্লী, ভৃঙ্গারী, চীরুকা, চীরী, চীরুকা।

"অদৃশ্য ঝিল্লীস্বনকর্ণশূল উলূকবাগ্‌ভির্ব্যথিতান্তরাত্মা।"
(ভাগবত ৬।১৩।১৫)

ঝিল্লীকণ্ঠ (পুং) ঝিল্লীবৎ কণ্ঠঃ কণ্ঠশব্দো যস্য বহুব্রী। গৃহকপোত।

ঝিল্লিকা (স্ত্রী) ঝিঁঝিঁপোকা।

ঝিল্লীকা (স্ত্রী) ঝিল্লী সংজ্ঞায়াং কন্ ততষ্টাপ্। ঝিঁঝিঁ।

ঝী (দেশজ) কন্যা, তনয়া।

"ঘর বড় এত বড় আইবড় ঝী।" (বিদ্যাসুন্দর)

ঝীপুত (দেশজ) দুহিতাপুত্র।

ঝীবুকা (দেশজ) ভৃঙ্গারক কীট, পোকা।

ঝুঁকনি (দেশজ) বিড়াল ও অন্যান্য প্রাণী লাফাইবার সময় যে গতি অবলম্বন করে।

ঝুঁকি (দেশজ) ১ প্রাণীদিগের লাফাইবার গতি। ২ বিপদ, দায়, ভার। ৩ টলা, হেলাদোলা, টলমল।

ঝুঁজকাবেলা (দেশজ) প্রাতঃকাল।

ঝুঁজি (দেশজ) খারাপ ধান্য।

ঝুঁট (দেশজ) ১ মিথ্যা, অলীক। ২ উচ্ছিষ্ট।

ঝুঁট্‌মুট (হিন্দী) মিথ্যা।

ঝুঁটা (দেশজ) উচ্ছিষ্ট, আহারাবশিষ্ট।

ঝুঁটাঝুঁটি (দেশজ) পরস্পরের চুল ধরিয়া টানা। ঝুটামুটি।

ঝুঁটী (দেশজ) শিখা, টিকী।

ঝুঁটীবুলবুলী (দেশজ) একপ্রকার বুল্‌বুলী পক্ষী। (Lanius jocosus)

ঝুড়ন (দেশজ) বৃক্ষাদি ছাঁটিয়া দেওন

(দেশজ) বংশ বা বেত্রাদি নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

(ঝুন্‌ ঝুনু) রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার একটী পরগণা ও একটী নগর। অক্ষা° ২৮° ৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২৪´ ৪৫´´ পূঃ। এই নগর দিল্লী হইতে ১২০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং বিকানীরের ১৩০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। নগরের অধিবাসী সংখ্যা ১২,২৬৪ জন। তন্মধ্যে হিন্দু ৭৫৬৪, মুসলমান ৪৫২৯ এবং জৈন ১৮৪। একটী পর্ব্বতের পূর্ব্বপাদদেশে এই নগর অবস্থিত। ঐ পর্ব্বত বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। শেখাবতীর রাজাদিগের রাজত্বকালে এখানে পঞ্চজন সর্দ্দারের প্রত্যেকের এক একটী দুর্গ ছিল। এখানে কাঠের উপর সুন্দর খোদাই হয়।

ঝুঝারসিংহ, (ঝঝার) জনৈক বুন্দেলা রাজা। ইহার পিতা বীরসিংহদেব সলিমের প্ররোচনায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল-ফজলের প্রাণনাশ করেন। ঝঝারের পুত্রের নাম বিক্রমজিৎ।

ঝুঝুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হাঁসি ও মথুরার পথস্থিত একটী

নগর। অক্ষা° ২৮° ৩৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৪৩´ পূঃ। এই নগর দিল্লীর ৩৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রীগণ এই নগর জর্জ্জ টমাস নামক জনৈক বীরকে দান করে; তদনুসারে ইহা কিছুকাল তাঁহার রাজধানী ছিল। এখানে একজন নবাব বাস করেন।

ঝুড়ীঘাস (দেশজ) একপ্রকার ঘাস। (Andropogon laxum)

ঝুণ্ট (পুং) লুন্ট-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ কাণ্ডহীনবৃক্ষ। ২ স্তম্ব। ৩ গুল্ম।

ঝুন (দেশজ) পাকা নারিকেল।

ঝুপ্ (দেশজ) ১ হঠাৎ বা শীঘ্র পড়ন। ২ অবগাহন।

ঝুপড়ী (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রগৃহ, কুটীর, কুঁড়েঘর। ২ বংশ বা বেত্রাদি নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। ৩ গুচ্ছ।

"মাথায় পিঙ্গল জটা, সন্ন্যাসী জনায় ঘটা,
ঝুপড়ী বান্ধিয়া একপাশে।" (কবিকঙ্কণ)

ঝুপি (দেশজ) একপ্রকার লতা। (Impatiens Jhumpi, *Buch.*)

ঝুপুৎ (দেশজ) অবগাহনার্থ নামিয়া পড়া।

ঝুম্ (দেশজ) ১ মৌন হওয়া, নিস্তব্ধ ভাবে থাকা। ২ আবদার, ঘোট।

ঝুম্‌কা (দেশজ) কর্ণাভরণবিশেষ।

ঝুম্‌ঝুম (দেশজ) অলঙ্কারাদির অব্যক্ত শব্দ।

ঝুম্‌ঝুমী (দেশজ) বালক বালিকাদিগের খেল্‌নাবিশেষ।

ঝুম্‌রা (দেশজ) ১ লোমশ। ২ বন্ধুর।

ঝুমরি (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, ইহা প্রায় শৃঙ্গার রসে প্রযোজ্য।

"প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীকমধুরা মৃদুঃ।
একৈব ঝুমরির্লোকে বর্ণাদিনিয়মোজ্ঝিতা॥
অতো লক্ষণমেতস্যা নোদাহারি বিশেষতঃ।
ইদং হি শালিগং সূত্রং প্রসিদ্ধং নৃপরঞ্জনং॥" (সঙ্গীতদা°)

এই রাগিণীতে বর্ণাদি নিয়ম নাই, মধুর অথচ মৃদু ও প্রিয় হইবে।

ঝুমুর, ছোটনাগপুর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের নীচজাতীয়দিগের একপ্রকার নৃত্যগীত। সচরাচর দুই বা ততোধিক স্ত্রীলোক খোল বা মাদল বাজনার সহিত গান করিতে করিতে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহ নাচ করে। ঝুমুর নাচ অনেকাংশে অশ্লীল হইলেও ইহার কতকগুলি গান অতি গভীর ভাবপূর্ণ। [কবি শব্দ দেখ।]

ঝুর (দেশজ) গলিয়া পড়া।

ঝুর, রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুর রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২৬° ৩২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ১৩´ পূঃ। এই নগর যোধপুরের ১৮ মাইল উত্তর-উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

ঝুরণ (দেশজ) স্খলন। চুয়ান।

ঝুরা (দেশজ) ১ ছোট। ২ গুঁড়া। একগ্রাস, টুক্‌রা।

ঝুরাঝারা (দেশজ) খণ্ড, টুকরা, অংশ।

ঝুরী (দেশজ) একপ্রকার মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য।

ঝুর্‌ঝুর্ (দেশজ) অল্প অল্প, মন্দ মন্দ।

ঝুল্ (হিন্দী) ১ হস্তী ও অশ্বাদির পৃষ্ঠের আস্তরণ। ২ ঘরের কালি, মাকড়সার জাল বা তদ্রূপ কোন প্রকার সূক্ষ্ম দ্রব্যের উপর ধূম লাগিয়া কালি পড়ে। ক্রমে কালির ভাবে সূক্ষ্ম জাল ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়ে, তজ্জন্যই সম্ভবতঃ ঐ নাম হইয়াছে।

ঝুলন (দেশজ) শ্রীকৃষ্ণের উৎসববিশেষ। এই উৎসব শ্রাবণমাসের শুক্লাএকাদশী হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমার দিন শেষ হয়। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান উৎসব। এই উৎসবে শ্রীকৃষ্ণের দোলারোহণ ও পূজাদি হইয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত নাম হিন্দোল। এই উৎসব কতদিন চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। [বিশেষ বিবরণ হিন্দোল দেখ।]

ঝুলনী (দেশজ) দোলনী।

ঝুলা (হিন্দী) পঞ্জাবপ্রদেশে ইরাবতী ও অন্যান্য পার্ব্বতীয় নদীর উপরিস্থ ঝুলান সেতু। এই সকল ঝুলার নির্ম্মাণপ্রণালী অতি সহজ, উভয় তীরস্থ পর্ব্বতে দৃঢ়বদ্ধ এক বা দুই গাছি শক্ত দড়ি নদীর এপার ওপার বাঁধা থাকে। ঐ দড়িতে একটী ঝুড়ি অর্থাৎ একটী লোক বসিবার মত একটী চুপড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। উহাতেই আরোহী বসিলে অন্য এক ব্যক্তি টানিয়া এপার ওপার করে।

ঝুলা (দেশজ) দোলা।

ঝুলাঝুলি (দেশজ) পরস্পর পরস্পরে ব্যগ্রতাভাব।

ঝুলি (দেশজ) বস্ত্রখণ্ডরচিত আধারবিশেষ, ভিক্ষার থলি।

ঝুলী (দেশজ) থলি।

ঝুস্‌দুম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজরাটের ভাদের নদীতীরবর্ত্তী একটী সহর। অক্ষা° ২২° ৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১৫´ পূঃ। এই সহর রাজকোট হইতে ৩০ মাইল দূরে পূর্ব্বদক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

ঝুসি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আলাহাবাদ জেলায় আলাহাবাদ নগরের সন্নিকট গঙ্গার পরপারে অবস্থিত একটী সহর। অক্ষা° ২৫° ২৬´৫৮´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° পূঃ। আলাহাবাদের উপকণ্ঠস্থিত দারাগঞ্জ ও ঝুসির মধ্যে গঙ্গার খেয়াঘাট আছে; গ্রীষ্মকালে নদী অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইলে তথায় নৌসেতু প্রস্তুত হয়। এই নগর অতি প্রাচীন। হিন্দুপুরাণাদিবর্ণিত কেশিনগর বা প্রতিষ্ঠান এই স্থানে ছিল। অক্‌বরের সময়ে আলাহাবাদ,

ঝুসি ও জলালাবাদ এই তিনটী নগর আলাহাবাদ সুবার সদর ছিল। এই সহরে সরকারী ত্রিকোণমৈতিক জরিপের একটী আড্ডা এবং প্রথম শ্রেণীর থানা ও ডাকঘর আছে।

ঝূলি (পুং) ক্রমুক ভেদ। (স্ত্রী) দুষ্ট দৈবশ্রুতি। (মেদিনী)

ঝেঁকোইন্দুর (দেশজ) একপ্রকার ইন্দুর। (Mus Jencus)

ঝেঁটন (দেশজ) পরিষ্কার করণ।

ঝেঁটা (দেশজ) সম্মার্জ্জনী।

ঝেঁটুয়ানিয়া (দেশজ) যে ঝাঁট দেয়।

ঝেঁটানী (দেশজ) আবর্জ্জনা, ময়লা।

ঝেঁতলা (দেশজ) মাদুর ইত্যাদি।

ঝোঁক (দেশজ) হেলিয়া পড়ন।

ঝোঁকা (দেশজ) হেলিয়া পড়া।

ঝোঁকি (দেশজ) দায়ী।

ঝোঁটন (দেশজ) যাহার ঝোঁট বা জটা আছে।

ঝোড় (পুং) ১ গুল্ম। ২ সুপারিগাছ। ৩ জঙ্গল। (ভূরিপ্রয়োগ)

ঝোড়ন (দেশজ) গাছের ছাট।

ঝোড়া (দেশজ) বংশ বা বেত্রনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

ঝোড়া (ঝোড়িয়া থকি) ছোটনাগপুরের এক জাতি। অনেকে অনুমান করেন, ইহারা গোঁড় জাতিরই একটী শাখা মাত্র। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহারা কৈবর্ত্ত; বাঙ্গালা হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। লোহারডাগা জেলার বীরু ও কেশলপুর পরগণায় ইহাদিগের উপাধি বেহারা। ঝোড়া মালিকগণ আপনাদিগকে গঙ্গাবংশী রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। বীরু পরগণার ঝোড়া বেহারাগণ ছোটনাগপুরের রাজাকে বর্ষে বর্ষে হীরক প্রদান করিত এবং তাহার বিনিময়ে অনেক গ্রাম উপভোগ করিত। অধীনস্থ করদ-মহল সকলে ঝোড়াগণ স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। এই বৃত্তি অতি কষ্টকর এবং কঠোর পরিশ্রমেও উদরান্নের সংস্থান হয় না। ঝোড় অর্থাৎ ক্ষুদ্র নদী এবং নির্ঝরাদির বালুকা ধৌত করিয়াই স্বর্ণরেণু বাহির করা হয়। সম্ভবতঃ এই ঝোড় বা ঝোড় শব্দ হইতেই এই জাতির নাম ঝোড়িয়া বা ঝোড়া হইয়াছে।

লোহারডাগার ঝোড়াগণ তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কাশ্যপ, কৃষ্ণাত্রেয় ও নাগ। স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু ঐ নিষেধ সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হয় না। ইহারা হিন্দু-মতাবলম্বী এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণদ্বারা শ্রাদ্ধ, শান্তি ও বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করে। ঝোড়াগণ মৃতের অগ্নিসৎকার করে; তবে কুষ্ঠরোগী বা শিশু মরিলে পুতিয়া ফেলে। অনেকেরই মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, কিন্তু স্বর্ণরেণুজীবিগণ প্রাপ্ত বয়সে সন্তানগণের বিবাহ দেয়।

ঝোড়ান (দেশজ) বৃক্ষাদি ছাটন।

ঝোপ (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রবৃক্ষের বন। ২ গুল্ম।

ঝোপড়া (দেশজ) ১ কুঁড়েঘর। ২ ছাউনি।

ঝোর (দেশজ) জল-প্রণালী, জল যাইবার পথ।

ঝোরণ (দেশজ) স্খলন।

ঝোরণা (দেশজ) নর্দ্দমা।

ঝোরা (দেশজ) নর্দ্দমা, প্রণালী, মুহরী।

ঝোল (দেশজ) জুষ, ব্যঞ্জনের রস।

"পুত্রমাংস জননী রান্ধিল ঝোলে ঝালে।" (শ্রীধর্ম্মম' ৩।২৩২)

ঝোলা (দেশজ) ১ থলি। ২ পাতলা।

ঝোলাগুড় (দেশজ) মাতগুড় বা পাতলা গুড়।

ঝোলান (দেশজ) ঝুলাইয়া দেওন।

ঝোলানি (দেশজ) পাতলা।

ঝোলি (দেশজ) থলি।

ঞ

ঞ ব্যঞ্জনবর্ণের দশম অক্ষর, দ্বিতীয়বর্গের পঞ্চম। ইহার উচ্চারণস্থান তালু ও অনুনাসিক। ইহার উৎপত্তিস্থান নাসিকানুগত তালু। এই বর্ণ অর্দ্ধমাত্রা কালদ্বারা উচ্চারিত হয়।

ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরীণ প্রযত্ন জিহ্বার মধ্যভাগ দ্বারা তালুর মধ্যভাগ স্পর্শ।

বাহ্য প্রযত্ন—ঘোষ, সংবার ও নাদ। ইহা অল্পপ্রাণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত।

মাতৃকান্যাসে বামহস্তের অঙ্গুল্যগ্রে ন্যাস করিতে হয়। বর্ণমালায় ইহার লিখন প্রকার এইরূপ আছে, প্রথম বামে ও দক্ষিণে কুণ্ডলী করিবে, পরে ঋজু একটী মাত্রা টানিয়া নিম্নদিকের বামভাগ কুঞ্চিত করিয়া দিবে। এই অক্ষরে সূর্য্য, ইন্দু ও বরুণ সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন। তন্ত্র মতে ইহার পর্য্যায় বা বাচক শব্দ—ঞকার, বোধনী, বিশ্বা, কুণ্ডলী, মঘদ, বিয়ৎ, কৌমারী, নাগবিজ্ঞানী, সব্যাঙ্গুলনখ, বক, শর্ব্বেশ, চূর্ণিতা, বুদ্ধি, স্বর্গাত্মা, ঘর্ঘরধ্বনি, ধর্ম্মৈকপাদ, সুমুখ, বিরজা, চন্দনেশ্বরী, গায়ন, পুষ্পধন্বা, রাগাত্মা ও বরাঙ্গিনী। (বর্ণাভিধানতন্ত্র)। ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অভীষ্টলাভ করিতে পারে। ধ্যান যথা—

"চতুর্ভুজাং ধূম্রবর্ণাং কৃষ্ণাম্বরবিভূষিতাম্।
নানালঙ্কারসংযুক্তাং জটামুকুটরাজিতাম্॥
ঈষদ্ধাস্যমুখীং নিত্যাং বরদাং ভক্তবৎসলাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ব্রহ্মরূপাকে এইরূপে ধ্যান করিয়া তাঁহার মন্ত্র দশবার জপ করিবে।

কামধেনুতন্ত্র মতে ঞকারের স্বরূপ—সদা ঈশ্বরসংযুক্ত, রক্তবিদ্যুল্লতাকার, পরমকুণ্ডলী, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণাত্মক, ত্রিশক্তিসমন্বিত ও ত্রিবিন্দুযুক্ত। (কামধেনুতন্ত্র)

কাব্যের সর্ব্বপ্রথমে এই অক্ষরের বিন্যাস করিলে ভয় ও মৃত্যু হয়

"ভয়মরণকরৌ ঝঞৌ।" (বৃত্তর॰ টী॰)

ঞ (পুং) ১ গায়ন। ২ ঘর্ঘরধ্বনি। (একাক্ষরকোষ) ৩ বলীবর্দ্দ। ৪ শুক্র। ৫ বামমতি। (মেদিনী) গণপাঠে ধাতুর যদি ঞ অনুবন্ধ (ঙিৎ) যায়, তাহা হইলে ধাতু উভয়পদী বলিয়া জানিবে।

ঞকার (পুং) ঞ স্বরূপে কারঃ। ঞ স্বরূপবর্ণ।

"ঞকারো বোধনী বিশ্বা।" (বর্ণাভিধা॰)
"ঞকার ঘর্ঘর ধ্বনি গায়ন ঞকার।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার॥"

ঞি (পুং) ১ প্রত্যয়বিশেষ, এই প্রত্যয় প্রেরণার্থে হয় এবং ইহার ইকার থাকে। ২ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ, এই অনুবন্ধ বর্ত্তমান ক্ত প্রত্যয়বোধক। (বোপদেব)

ঞ্যন্ত (পুং) ঞি প্রত্যয়বিশেষো অন্তে যস্য বহুব্রী। ঞি প্রত্যয়ান্ত, এই প্রত্যয় ধাতু ও শব্দের উত্তর হয়। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পরিচ্ছদবিশেষ, যথা—ঞ্যন্তপাদ।

ট

ট ব্যঞ্জনবর্ণের একাদশ অক্ষর, ট বর্গের প্রথম। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রযত্ন মূর্দ্ধস্থান দ্বারা জিহ্বার মধ্যভাগ স্পর্শ। বাহ্যপ্রযত্ন বিরাম, শ্বাস ও অঘোষ। মাতৃকান্যাসে দক্ষিণস্ফিতি (দক্ষিণ নিতম্বে) ইহার ন্যাস করিতে হয়। বর্ণমালায় ইহার লিখনপ্রণালী এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। প্রথমে উর্দ্ধাধক্রমে একটী রেখা টানিবে, পরে নিম্নদিকে কুণ্ডলী করিয়া দিবে, পরে একটী মাত্রা কোণগত করিয়া উর্দ্ধদিকে টানিয়া দিবে। এই অক্ষরে কুবের, যম ও বায়ু নিত্য অবস্থিত আছেন।

তন্ত্রমতে ইহার পর্য্যায় বা বাচক শব্দ ২৭টী যথা—টকার, কপালী, সোমেশ, খেচরী, ধ্বনি, মুকুন্দ, বিনদা, পৃথ্বী, বৈষ্ণবী, বারুণী, দক্ষাঙ্গক, অর্দ্ধচন্দ্র, জরা, ভূতি, পুনর্ভব, বৃহস্পতি, ধনুঃ, চিত্রা, প্রমোদা, বিমলা, কটি, রাজা, গিরি, মহাধনুঃ, প্রাণাত্মা, সুমুখ, মরুৎ। (তন্ত্র) কামধেনুতন্ত্র মতে টকারের স্বরূপ—ইহা স্বয়ং পরম কুণ্ডলী, কোটিবিদ্যুল্লতাকার, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণযুক্ত, ত্রিগুণোপেত, ত্রিশক্তিসমন্বিত ও ত্রিবিন্দুযুক্ত।

"টকারং চঞ্চলাপাঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
কোটিবিদ্যুল্লতাকারং পঞ্চদেবময়ং সদা॥
পঞ্চপ্রাণযুতং বর্ণং গুণত্রয়সমন্বিতম্।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা॥" (কামধেনুতন্ত্র)

ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ধ্যান যথা—

"মালতী পুষ্পবর্ণাভাং পূর্ণচন্দ্রনিভেক্ষণাম্।
দশবাহুসমাযুক্তাং সর্ব্বালঙ্কারসংযুতাম্॥
পরমোক্ষপ্রদাং নিত্যাং সদা স্মেরমুখীং পরাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ইহার ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে অচিরেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে।

কাব্যের সর্ব্ব প্রথমে ইহার বিন্যাস করিলে খেদ হয়।
"টঠৌ খেদ দুঃখে।" (বৃত্তর° টী°)

ট (ক্লী) টল্-ড। ১ করঙ্ক, নারিকেলের মালা। (বিশ্ব) (পুং) ২ বামন। ৩ পাদ, চতুর্থাংশ। ৪ নিঃস্বন, শব্দ। (মেদিনী)

টক্ (দেশজ) অম্ল, খাট্টা।

টকতন্ত্রী (স্ত্রী) আর্য্যদিগের একপ্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। (সঙ্গীতদা°)

টকার (পুং) টস্বরূপে কারঃ। ট, টস্বরূপ অক্ষর।

টকুয়া (দেশজ) অম্ল, খাট্টা।

টক্রু (দেশজ) টাকুর, সূত্রপাক দেওয়ার যন্ত্রবিশেষ।

টক্‌টক্ (দেশজ) ১ গাঢ়বর্ণ। ২ শব্দবিশেষ।

টক্‌টকিয়া (দেশজ) গাঢ়বর্ণ।

টক্ক (পুং) টক-কক্ পৃষোদরাদিত্বাৎ উপধালোপশ্চ। দেশবিশেষ।

টক্কদেশ (পুং) টক্কঃ টক্ক ইতি নাম্না খ্যাতঃ দেশঃ কর্ম্মধা°। পঞ্জাবস্থ চন্দ্রভাগা ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রাচীন জনপদবিশেষ। রাজতরঙ্গিণীতে টক্কদেশ গুর্জ্জররাজ্যের একাংশ বলিয়া বর্ণিত আছে। টক্ক জাতি এক সময় প্রবলপরাক্রান্ত ও সমগ্র পঞ্জাবের একছত্র অধিপতি ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং টক্করাজ্যের এবং ইহার অধিপতি মিহিরকুলের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় টক্করাজ্য বিপাশার পশ্চিম পারে অবস্থিত। ইহার ভূমি উর্ব্বরা; স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহাদি এখানে পাওয়া যাইত। জলবায়ু উষ্ণ এবং ঝটিকার প্রাদুর্ভাব অধিক। অধিবাসিগণ কার্য্যতৎপর ও বীরপ্রকৃতি এবং রক্তবর্ণ কৌশেয় পরিধান করিত। টক্কের রাজধানী শাকলের ১৪।১৫ লি অর্থাৎ প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। হিউএন্‌সিয়ঙ্গের বিবরণে জানা যায়, তৎকালে টক্কে বৌদ্ধধর্ম্মের তাদৃশ প্রভাব ছিল না। ১০টী মাত্র সঙ্ঘারাম ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ অতিশয় আতিথেয় ছিল এবং বহুসংখ্যক অতিথিশালায় আগন্তুকদিগের এবং দীন হীনদিগের শুশ্রূষা করিত।

টক্কদেশীয় (পুং) টক্কদেশে ভবঃ ইতি ছ। বাস্তুকশাক, চলিত কথায় বেতোশাক। (ত্রিকা°) (ত্রি) টক্কদেশোৎপন্ন।

টক্কর (পুং) আঘাত করা, গুতা মারা।

টক্কারিকা, চন্দেল্লরাজ ভোজবর্ম্মার অজয়গড়স্থ শিলালিপিতে উল্লিখিত একটী প্রাচীন নগর। ঐ লিপি মতে—এই নগর কায়স্থ-নিবাসভূত ছত্রিশটী নগরের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং বাস্তব্য কায়স্থগণের আদিপুরুষ বাস্তুর বাসস্থান ছিল।

টগণ (পুং) মাত্রাবৃত্তে ত্রয়োদশ ভেদাত্মক গণবিশেষ, ইহার আকার ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় ছন্দোগ্রন্থে এই প্রকার লিখিত আছে, যথা—

(ııı) ১ শিব, (ıııı) ২ শশী, (ıııı) ৩ দিনপতি, (ıııı) ৪ সুরপতি, (ıııı) ৫ শেষ, (ıııı) ৬ অহি, (ıııı) ৭ সরোজ, (ıııı) ৮ ধাতা, (ıııı) ৯ কলি, (ıııı) ১০ চন্দ্র, (ıııı) ১১ ধ্রুব, (ıııı) ১২ ধর্ম্ম, (ıııııı) ১৩ শালিকর।

টগর (পুং) টঃ টঙ্কণঃ ক্ষারবিশেষঃ গরইব। ১ টঙ্কণক্ষার, সোহাগা। ২ হেলাবিলাসবিষয়।

(ক্লী) ৩ কেকরাক্ষ, টেরা। (মেদিনী) (তগর শব্দজ) পুষ্পবিশেষ। (Tabernæmontana coronaria) [তগর দেখ।]

টগ্‌রা (দেশজ) চালাক, সেয়ানা।

টগরিয়া (দেশজ) ১ বহুভাষী, বাচাল।

টঙ্ক (পুং) টক-ঘঞ্। ১ কোপ। ২ কোষ। ৩ খড়্গ। ৪ গ্রাব-দারণ, পাষাণভেদক অস্ত্রবিশেষ। (ক্লী) ৫ জঙ্ঘা। (মেদিনী) ৬ পরিমাণবিশেষ, ২৪ রতি বা চারিমাষায় এক টঙ্ক হয়। (বৈদ্যক) (পুং ক্লীং) ৭ নীলকপিথ। ৮ খনিত্র। ৯ দর্প। (হেম°) ১০ পরশু। ১১ রাজাম্র। (শব্দার্থচি°)

"দার্য্যতাং চৈব টঙ্কৌঘৈঃ খনিত্রৈশ্চ পুরী দ্রুতম্॥" (হরিব° ৯২ অঃ)

"শীতং কষায়ং মধুরং টঙ্কং মারুতকৃৎগুরুঃ॥" (সুশ্রুত সূত্র° ৪৬)

১২ পর্ব্বতের প্রান্তভাগ। ১৩ পর্ব্বতের উন্নতপ্রদেশ। ১৪ বিদীর্ণ প্রস্তরভাগ। ১৫ রাগবিশেষ, শ্রী, কনাড়া ও ভৈরব যোগে উৎপন্ন। ইহা সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত। স্বরগ্রাম—

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। (সঙ্গীতর°)

টঙ্ক (তোঙ্ক), ১ রাজপুতনার অন্তর্গত হরবতী ও তোঙ্ক এজেন্সীর শাসনাধীন একটী দেশীয় মুসলমান রাজ্য। রাজপুতনার মধ্যে এই একটী মাত্র রাজ্য মুসলমান রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হয়। এই রাজ্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন ৬টী বিভাগ লইয়া সংগঠিত; যথা—টঙ্ক,আলিগড়-রামপুর, নিম্বের, পিরবা, চাপরা এবং সিরোঞ্জ। সমগ্ররাজ্যের পরিমাণফল ২৫০৯ বর্গমাইল। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে) ৩৭৯,৩৩০। রাজস্ব আদায় ১২ লক্ষ টাকা।

টঙ্কের অধিপতিগণ বোনার সম্প্রদায়ের পাঠান। সম্রাট্ মহম্মদ শাহ গাজির রাজত্বকালে তালখাঁ নামে জনৈক পাঠান নিজ বাসভূমি কেশর ত্যাগ করিয়া রোহিলখণ্ডের সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন। ইহার পুত্র হেয়াতখাঁ মোরাদাবাদে কিয়ৎ পরিমাণে ভূসম্পত্তি লাভ করেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হেঁয়াতের পুত্র টঙ্করাজ্যের স্থাপয়িতা বিখ্যাত আমীরখাঁ জন্মগ্রহণ করেন।

আমীর প্রথমতঃ অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন। বল সঞ্চয় হইলে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যশোবন্তরাও হোল্‌করের সেনানায়ক হইয়া সিন্ধিয়া, পেশোবা ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে হোল্‌কর আমীরকে টঙ্করাজ্য দান করিলেন। ইহার পর আমীরখাঁ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত জয়পুর ও যোধপুর রাজদ্বয়কে একবার এ পক্ষ পরে অপরপক্ষ অবলম্বন করিয়া উভয় রাজ্যেরই ধ্বংসসাধন করিলেন। তাঁহার দুর্দ্দান্ত সৈন্যগণ উভয় রাজ্যই লুণ্ঠন করিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ৪০ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া নাগপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ২৫ সহস্র পিণ্ডারী তাঁহার দলভুক্ত হইল। ইংরাজগবর্মেণ্ট তাঁহাকে এই ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলে তাঁহার সেনাদল রাজপুতানায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস পিণ্ডারিদিগের দমনবাসনায় আমীরকে হোল্‌কর-প্রদত্তরাজ্যে স্থাপিত করিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে সৈন্যদল বিদায় দিতে আদেশ করিলেন। প্রতিবাদ করা বিফল ভাবিয়া আমীর সম্মত হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ যুদ্ধ সামগ্রী ইংরাজগবর্মেণ্ট ক্রয় করিয়া লইলেন। আলিগড়, রামপুরবিভাগ ও রামপুরদুর্গ তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আমীরের মৃত্যু হয়।

আমীরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র উজীর মহম্মদখাঁ এবং তাঁহার পর উজীর মহম্মদের পুত্র মহম্মদ আলিখাঁ টঙ্কের নবাব হন। ইনি জনৈক সামন্ত রাজার পরিবারবর্গের প্রতি অন্যায় অত্যাচারে প্রশ্রয় দান হেতু ইংরাজ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে, তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান মহম্মদ ইব্রাহিম আলিখাঁ নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার সম্পূর্ণ নাম নবাব-সার-মহম্মদ ইব্রাহিম-আলি-খাঁ-বাহাদুর সৈলত জঙ্গ, জি, সি, এস্, আই। নবাবকে কর দিতে হয় না। ইহার মান্যস্বরূপ ১৭টী তোপধ্বনি হয়। ইনি ৫৩টী কামান, ১৭৫ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৫৩৬ অশ্বারোহী ও ২৮৮৬ জন পদাতিক রক্ষা করেন।

২ রাজপুতানার অন্তর্গত উক্ত তোঙ্করাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৬° ১০´৪২´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´৬´´ পূঃ। বনাস নদীর দক্ষিণকূলে একমাইল দূরে, জয়পুর ও বুন্দীনগরের প্রায় মধ্যপথে অবস্থিত। নগরের আয়তন বৃহৎ এবং চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। এখানে মৃত্তিকানির্ম্মিত একটী দুর্গ আছে।

টঙ্কক (পুং) টঙ্ক্যতে টক ঘঞ্-সংজ্ঞায়াং কন্। রজতমুদ্রা, তঙ্কা, চলিত কথায় টাকা। (অমরটী°)

টঙ্ককপতি (পুং) টঙ্ককস্য পতিঃ ৬তৎ। রূপকাধ্যক্ষ, টাঁকশালের অধিপতি। (সারসু°)

টঙ্ককশালা (স্ত্রী) টঙ্ককস্য শালা ৬তৎ। মুদ্রাগৃহ, টাঁকশাল।

টঙ্কটীক (পুং) টঙ্কইব টীকতে টীক-ক। শিব। (ত্রিকা°)

টঙ্কণ (পুং) টক-ল্যু পৃষোদরাদিত্বাৎ ণত্বং। ক্ষারবিশেষ, সোহাগা। পর্য্যায়—পাচনক, মালতীরজঃ, লোহশ্লেষণ, রসশোধন, টঙ্কণক্ষার, রঙ্গক্ষার, রসাধিক, লোহদ্রাবী, রসঘ্ন, সুভগ, রঙ্গদ, বর্ত্তুল, কনক, ক্ষার, মলিন, ধাতুবল্লভ,

মালতীতীরসম্ভব, দ্রাবী, দ্রাবক, লোহশুদ্ধিকারক, স্বর্ণপাচক। (রত্নমালা)। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, স্থাবরাদি বিষ, কাশ ও শ্বাসনাশক। (রাজনি°) অগ্নি ও বাতপিত্তনাশক, রুক্ষ। (ভাবপ্র°) ইহার শোধনাদির বিষয় বৈদ্যকগ্রন্থে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে,—অম্লদ্বারা ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া সকল কার্য্যে প্রয়োগ করিবে।

"অম্লেন ভাবিতং চূর্ণং সর্ব্বকার্য্যেষু যোজয়েৎ।" (বৈদ্যক)

প্রথমে টঙ্কণ কাঞ্জিক অম্লে নিক্ষেপ করিবে, পরে অম্ল হইতে তুলিয়া একদিন রৌদ্রে ভাবনা দিবে, তাহার পর নরমূত্র গোমূত্রের সহিত মিলিত করিয়া একদিন রাখিয়া দিবে, পরে তাহাকে জম্বীরের রসে ফেলিয়া ও তাহা হইতে তুলিয়া নারিকেলপাত্রে মরিচচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া শীতল জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবে। টঙ্কণ এই প্রকার হইলে বিশুদ্ধ হয় এবং ইহা সর্ব্বযোগে নিয়োগ করিতে পারা যায়।

ইহা অগ্নিকর, রুক্ষ, কফনাশক, রোচন ও লঘু। (রসচ°) (ভাবে ল্যুট্) ২ ধাতুর যোজনভেদ, টাঁকা দেওয়া, পাইন দিয়া ঝালা। ৩ অশ্বভেদ।

"টঙ্কণখরনখরখণ্ডিতহরিতালপাংশুলেন।" (কাদম্বরী)

৪ দেশবিশেষ।

"কঙ্কট-টঙ্কণ-বনবাসি-শিবিক-কর্ণিকার-কোঙ্কণাভীরাঃ।" (বৃহৎসংহিতা ১৪।১২)

টঙ্কণাদিবটী, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী যথা—সোহাগার খই, শুঁঠ, গন্ধক, পারদ, বিষ, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মাদারের রসে মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা শীঘ্র অগ্নিদীপ্তিকর।

টঙ্কপতি (পুং) টঙ্কস্য পতিঃ ৬তৎ। টাঁকশালের কর্ত্তা।

টঙ্কপাণি, উড়িষ্যার একটী গ্রাম। এই গ্রাম ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ ৪৫টী পুণ্যক্ষেত্রের মধ্যে একটী এবং কুণ্ডলেশ্বরের নিকটে পুরীর পথে অবস্থিত। কাহারও মতে তীর্থযাত্রীগণের ক্ষেত্রপরিক্রমণকালে এই স্থানও দর্শন করা কর্ত্তব্য।

টঙ্কবৎ (পুং) টঙ্ক অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। পর্ব্বতভেদ।

"টঙ্কবন্তং শিখরিণং বন্দে প্রস্রবণং গিরিম্।" (রামা° ৩।৫৫।৪৪)

টঙ্কবিজ্ঞান (ক্লী) টঙ্কস্য বিজ্ঞানং ৬তৎ। নানাদেশীয় ও নানাকালীন টঙ্কপরিজ্ঞানার্থ বিদ্যা। [মুদ্রা দেখ।]

টঙ্কবিশোধন (ক্লী) টঙ্কস্য বিশোধনং ৬তৎ। মুদ্রার বিশুদ্ধি সম্পাদন, খাদ মিশ্রিত টাকা খাঁটী করা।

টঙ্কশালা (স্ত্রী) টঙ্কস্য শালা ৬তৎ। টাঁকশাল। [টাঁকশাল দেখ।]

টঙ্কা (স্ত্রী) টঙ্ক-অচ্-টাপ্। ১ জঙ্ঘা। (মেদি°) ২ তারাদেবী।

"টঙ্কারকারিণী টীকা টঙ্কা টঙ্কারিণী তথা।" (তারাসহস্রনাম)

৩ রাগিণীবিশেষ, ইহা সম্পূর্ণা, ত্রিষড়্জ ও আদি মূর্চ্ছনাযুক্তা।

"শয্যা সুষুপ্তং নলিনীদলানাং বিয়োগিনী বীক্ষ্য বিষণ্ণচিত্তম্।
সুবর্ণবর্ণা গৃহমাগতা সা কান্তং ভজন্তী কিল টঙ্কসংজ্ঞা॥" (হনুমা°)

সুবর্ণবর্ণা বিয়োগবিধুরা রাগিণী গৃহে আগমন করিয়া নলিনীদলশয্যাতে নিদ্রিত কান্তকে বিষণ্ণচিত্ত দেখিয়া ভজনা করিলে টঙ্কসংজ্ঞা হয়।

স্বরগ্রাম—"স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, স।" (হনুমা° সংসাস°)

টঙ্কানক (পুং) টঙ্কং ক্রোধং আনয়তি উদ্দীপয়তি, টঙ্ক-অন্ ণিচ্-ণ্বুল্। ব্রহ্মদারুবৃক্ষ, চলিতকথায় বামণগাছা। (শব্দচ°)

টঙ্কার (পুং) টং চিত্ত-বিকৃতিং করোতি কৃ-কর্ম্মণ্যণ্। ১ বিস্ময়। ২ শিঞ্জিনীধ্বনি। ৩ ধনুকের ছিলার শব্দ। (মেদিনী)

"টঙ্কারনৃত্যৎকল্লোলা টীকনীয়া মহাতটা।" (কাশীখ° ২৯।৬৯)

(কৃ-ঘঞ্ টং ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং যত্র) ৪ ধ্বনিমাত্র।

"শৃগালোলূকটঙ্কারৈঃ প্রণেদুরশিবাঃ শিবাঃ।" (ভাগ° ৩।১৩।৯)

টঙ্কারকারিণী (স্ত্রী) টঙ্কারস্য কারিণী, কৃ-ণিনি-ঙীপ্। তারাদেবী।

"টঙ্কারকারিণী টীকা টঙ্কা টঙ্কারিণী তথা।" (তারাসহস্রনাম)

টঙ্কারী (স্ত্রী) টঙ্কং ঋচ্ছতি ঋ-কর্ম্মণ্যণ্ ততঃ ঙীষ্। বৃক্ষভেদ, চলিত কথায় টেকারী। ইহার ফলের গুণ—বাতশ্লেষ্ম, শোথ ও উদরব্যথানাশক, তিক্ত, দীপন, লঘু। (রাজনি°)

টঙ্কিত (ত্রি) টঙ্ক-ক্ত। ১ উল্লিখিত। ২ বদ্ধ, যাহা টাঁকা হইয়াছে। ৩ শব্দিত, যে ধনুকের ছিলার ধ্বনি হইয়াছে।

"নাকৃষ্টং ন চ টঙ্কিতং ন নমিতং নোত্থাপিতং স্থানতঃ।" (উদ্ভট)

টঙ্গ (পুং ক্লী) টঙ্ক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। খনিত্র, খননাস্ত্র। ২ পরশু, টাঙ্গী। ৩ জঙ্ঘা। (মেদিনী) ৪ টঙ্গন, সোহাগা। (শব্দচ°) ৫ পরিমাণবিশেষ, চারি মাষায় এক টঙ্গ হয়। (বৈদ্যক)

টঙ্গণ (পুং ক্লী) টঙ্কণ-পৃষোদ° সাধুঃ। টঙ্কণ, সোহাগা।

টঙ্গিনী (স্ত্রী) টক-ণিনি পৃষোদ° সাধুঃ। বৃক্ষবিশেষ, আকনাদি।

টটাটিটী (দেশজ) সামান্যরূপ, তুচ্ছ।

টট্টনী (স্ত্রী) টট্টেতি শব্দং নয়তি নী-ড গৌরা° ঙীষ্। জ্যেষ্ঠী, জেঠী, টিকৃটিকী। [জ্যেষ্ঠী দেখ।]

টট্টরী (স্ত্রী) টট্টেতি শব্দং রাতি রা-ক গৌরাদি° ঙীষ্। ১ পটহবাদ্য, ঢাকের বাদ্য। ২ লম্বাবাক্য। ৩ মিথ্যাবাক্য। (মেদিনী)

টট্টা (বা ঠট্টা), ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার ঝিরক উপবিভাগের একটী তালুক। পরিমাণফল ১৩২৩ বর্গমাইল। অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।

২ সিন্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার অন্তর্গত উক্ত টট্টা তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪° ৪৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° পূঃ।

অধিবাসীগণ নগর টটো বলে। এই নগর সিন্ধুনদীর ৭ মাইল পশ্চিমে করাচি নগরের ৫০ মাইল পূর্ব্বে এবং ঝিরকনগরের ৩২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মাকলী পর্ব্বতের একপ্রান্তে অবস্থিত।

পূর্ব্বে নগরের চারিদিক্ সিন্ধুনদের জলে প্লাবিত হইত। এখনও বন্যার পর অনেক ঝিল খাল প্রভৃতিতে জল রহিয়া যায়, ক্রমে তাহা পচিয়া বায়ু দূষিত করিয়া জ্বর প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। এই সকল কারণে টট্টার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত।

সিন্ধু-পঞ্জাব-দিল্লী রেলওয়ের জঙ্গশাহী ষ্টেসন হইতে টট্টা ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার মধ্যবর্ত্তী পথ সুন্দর বাঁধান ও সুগম। এখানে একজন মুখ্‌তিয়ারকার ও তপাদারের আফিস এবং থানা আছে। এতদ্ভিন্ন গবর্মেণ্ট-বিদ্যালয়, ডাকঘর, দাতব্য-ঔষধালয় এবং একটী জেলখানা আছে। সন্নিহিত মাকলী পর্ব্বতে প্রসিদ্ধ গোরস্থান, তাহার অনতিদূরে ফৌজদারী আদালত এবং ডেপুটিকালেক্টরের বাঙ্গলা আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে টট্টা বহুজনপূর্ণ বাণিজ্য-শিল্পাদিযুক্ত এক বৃহৎ নগর ছিল। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এক ভীষণ মহামারীতে ইহার প্রায় ৮০ সহস্র অধিবাসী প্রাণত্যাগ করে। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ নাদিরশাহের টট্টা-প্রবেশ কালে তথায় ৪০ সহস্র তন্তুবায়, ২০ সহস্র অন্যান্য শিল্পজীবী এবং ৬০ সহস্র অপর অধিবাসী বাস করিত। কিন্তু ভারতীয় নৌসেনাদলের কাপ্তেন জে উড অনুমান করেন, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে টট্টার অধিবাসী ১০ সহস্রের অধিক ছিল না। টট্টার বর্ত্তমান বাণিজ্য ও শিল্প পূর্ব্বের তুলনায় নাম মাত্র। সম্প্রতি অল্প পরিমাণে লুঙ্গী পট্ট, কার্পাস বস্ত্র এবং ছিট প্রস্তুত হয়, কিন্তু মাঞ্চেষ্টারের প্রতিযোগিতায় তাহারও দুর্দ্দশা উপস্থিত। আমদানীর মধ্যে শস্য, ঘৃত, চিনি ও রেসম এবং রপ্তানীর মধ্যে কার্পাস, রেসম বস্ত্র, শস্য এবং চর্ম্ম প্রধান।

টট্টা নগরে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে ইহার দুর্গ ও জমামসজিদ উল্লেখযোগ্য। এই নগর অতি প্রাচীন। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ এই নগর লুণ্ঠন করে। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে অকবর সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণকালে এই নগর উৎসন্ন করেন।

সম্রাট্ শাহজহান জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে পলায়নকালে টট্টার মস্‌জিদে উপাসনা করিয়াছিলেন। ইহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তথায় জমামসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অধিবাসীগণ চাঁদা তুলিয়া এবং গবর্মেণ্টের সাহায্যে মেরামত করিয়া ঐ মস্‌জিদ আজও সুন্দর রাখিয়াছে। টট্টার নিকটে মাকলীপর্ব্বতে বহুবিস্তীর্ণ ও বহু-প্রাচীন বিখ্যাত গোরস্থান আছে।

টট্টুর (পুং) টট্টু ইত্যব্যক্তশব্দং রাতি রা-ক। ভেরীর শব্দ।

টড, (কর্ণেল জেমস্ টড) বহুকাল রাজপুতনায় (উদয়পুরে) ইংরাজরেসিডেণ্টরূপে বাস করেন। রাজপুতনায় অবস্থান-কালে ইনি রাজপুত জাতির বীরত্বে ও মহত্বে মোহিত হইয়া এই জাতির ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং বহুপরিশ্রমের পর বিখ্যাত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। রাজপুতনায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া কর্ণেল টড রাজপুতদিগের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সভ্যতা, সৌজন্য প্রভৃতি সমস্তই বিশেষরূপে বিদিত হইয়া উঁহাদিগের গুণের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। তিনি রাজপুতদিগেরও প্রিয় ও পূজ্য ছিলেন; নরপতিগণ তাঁহাকে পরম হিতৈষী বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

টনক (দেশজ) স্মৃতিস্থান, জ্ঞানের আসন। যথা, "কপালে টনক নড়ে, হাত হইতে হাতা পড়ে।"

টন্‌টনানি (দেশজ) জ্বালাবিশেষ, বেদনা।

টপ্ (দেশজ) ফোঁটা ফোঁটা জলপতনের শব্দ।

টপাটপ্ (দেশজ) ১ বিলম্ব না করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র। ২ বিন্দু বিন্দু পড়া।

টপ্‌কানি (দেশজ) লাফাইয়া পড়া।

টপ্‌খেয়াল (দেশজ) খেয়াল এবং টপ্পা এই উভয়বিধ গীতের প্রণালী অবলম্বন করিয়া মিশ্রপ্রণালীতে যে গীত করা যায়।

টপ্পা (হিন্দী) ১ পরগণা অপেক্ষা ক্ষুদ্র দেশ বা বিভাগ; ইহাতে এক বা ততোধিক গ্রাম থাকে। ২ একপ্রকার সঙ্গীত।

টম্‌টম্, দুই চাকার খোলা ঘোড়ার গাড়ীবিশেষ।

টলন (ক্লী) টল-ভাবে ল্যুট্। বিপ্লব, বিচলিত হওন, টলা, স্খলন।

টলা (দেশজ) বিচলিত হওয়া।

টলিত (ত্রি) টল-ক্ত। বিচলিত, যে টলিয়াছে।

টলেমী, একজন বিখ্যাত গ্রীক-জ্যোতির্ব্বিদ্ গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিক পণ্ডিত। ইহার প্রকৃত নাম ক্লডিয়াস্ টলেমিয়াস্। ইনি ১৩৯ খৃষ্টাব্দে মিসরে প্রাদুর্ভূত হন এবং সম্ভবতঃ ১৬১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই, কিন্তু তাঁহার রচিত জ্যোতিষ, ভূগোলবিদ্যাবিষয়ক বহুসংখ্যক পুস্তক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সমগ্র য়ুরোপে ও আরব প্রভৃতি স্থানে অভ্রান্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। ইনি ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যে মত প্রচার করেন তাহা অদ্যাপি টলেমীর

মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার মতে, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রসমন্বিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল ২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীর চারিদিকে আবর্ত্তন করিতেছে। টলেমী গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে এক নূতন মত এবং চন্দ্রের তুঙ্গান্তরসংস্কার (Evection) আবিষ্কার করেন। তাঁহার মতের বিশেষত্ব কিছু নাই, ইহাতে জ্যোতিষ্কগণের প্রত্যক্ষ যেরূপ গতিবিধি দৃষ্ট হয়, তাহাই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুপদার্থ মৃত্তিকা সর্ব্বপ্রথমে অবস্থিত। মৃত্তিকার উপর অপেক্ষাকৃত লঘুতর পদার্থ জল, তৎপরে বায়ুরাশির স্তর এবং বায়ুরাশির পরে তেজোরাশি অবস্থিত। তেজ বা অগ্নির পর ইথর নামক সূক্ষ্ম পদার্থ অনন্তস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। এই ইথরে মধ্যে বা বাহিরে বহুসংখ্যক স্বচ্ছ স্তর-মণ্ডল পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বহুদূরে উপর্য্যুপরি অবস্থান করিতেছে। এই সকল স্তরে প্রত্যেকে এক একটী জ্যোতিষ্ক অবস্থিত, উহা স্তরের আবর্ত্তনের সহিত পৃথিবীর চারিদিকে আবর্ত্তন করে। এই সকল স্তরের মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলের অবস্থান-স্তর পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী, তৎপরে বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এবং নক্ষত্রগণের স্তরমণ্ডল যথাক্রমে দূরবর্ত্তী। টলেমীর পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ক্রান্তিপাতগতি ব্যাখ্যার নিমিত্ত ঘূর্ণমান নবম মণ্ডল এবং দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য দশম মণ্ডলের কল্পনা করেন। এই দশম মণ্ডলই ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে একবার আবর্ত্তন করে এবং নিজ গতি দ্বারা অন্যান্য মণ্ডলের গতি উৎপাদন করে। ইহাকেই প্রাইমাম মোবিলি (Primum mobile) অর্থাৎ গতির আদিকারণ কহে। কিন্তু টলেমী মতাবলম্বী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই সকল মণ্ডলের কল্পনা করিয়াও প্রত্যক্ষ ঘটনা সকলের সূক্ষ্ম ও বিশদ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সূর্য্যের গতির হ্রাস বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য পৃথিবীকে সূর্য্যাশ্রিত মণ্ডলের কেন্দ্র হইতে একপার্শ্বে অবস্থিত বলিতেন। সূর্য্য অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিলে ইহার গতি বৃদ্ধি এবং দূরে থাকিলে গতির হ্রাস হইবে। গ্রহগণের বক্র এবং বিপরীতে গতি বুঝাইতে বলা হইত ইহারা নিজ নিজ স্তরে একটী স্থির বিন্দুর চতুর্দ্দিকে বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করে এবং এইরূপ অবস্থায় নিজ আশ্রয়-স্তরমণ্ডলের গতি দ্বারা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রামিত হয়। স্তরস্থ বৃত্তের ভিতরের অর্দ্ধাংশে অবস্থানকালে গ্রহের গতি একদিকে এবং বাহিরের অর্দ্ধাংশে অবস্থানকালে বিপরীত দিকে হইয়া থাকে। এইরূপে নানারূপ জটিল ও দুর্ব্বোধ্য নিয়ম কল্পনা দ্বারা জ্যোতিষ্কবিষয়ক তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। অবশেষে কোপার্নিকাস্ ঐ সমস্ত ভ্রান্তমতের উচ্ছেদ করিয়া জগৎসংক্রান্ত বিশুদ্ধ মত আবিষ্কার করিলেন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে, টলেমীয় মত অভ্রান্ত বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিতেছিল, তাহা এখন ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধেও টলেমীর গ্রন্থ বহুসমাদরে সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছিল।

জ্যোতিষের ন্যায় টলেমী-প্রণীত ভূগোল শাস্ত্র খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূগোল বলিয়া পরিচিত ছিল। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূগোললেখকদিগের মতের উৎকর্ষসাধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া তৎকালপরিচিত পৃথিবীখণ্ডের বিবরণ ২২টী মানচিত্রসহ লিপিবদ্ধ করেন। টলেমীর জ্ঞাত ভূভাগ পশ্চিমে কেনারিদ্বীপ হইতে পূর্ব্বে ভারতবর্ষের পূর্ব্বস্থ শ্যাম, মলয় ও চীন পর্য্যন্ত এবং উত্তরে নরওয়ে হইতে দক্ষিণে নিরক্ষরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তিনি নিজ ভূগোল ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া পশ্চিম হইতে যথাক্রমে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানের অক্ষান্তর ও দ্রাঘিমান্তর দেওয়া হইয়াছে। টলেমী কেনারিদ্বীপ হইতে দ্রাঘিমান্তর গণনা করেন এবং নিরক্ষরেখাকে আরও ১০° অংশ দক্ষিণে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত দ্রাঘিমান্তর ও অক্ষান্তরও অনেকস্থলে ঠিক নাই। তিনি নিজ বর্ণিত ভূভাগকে ১৮০° অর্থাৎ গোলার্দ্ধ ধরিয়াছেন, বস্তুতঃ উহা ১২০°র অধিক নহে।

টলেমী (সোটার), প্রিয়দর্শির অনুশাসনপত্রে ইনি তুরময় নামে বর্ণিত। ইঁহার উপাধি সোটার অর্থাৎ পুররক্ষক। সাধারণে ইঁহাকে লেগাসের পুত্র বলিত, কিন্তু মাকিদনীয়েরা ইঁহাকে ফিলিপের পুত্র ও মিণ্ডার পৌত্র জানিত, বাস্তবিক ইঁহার মাতার যখন পুত্র হইয়াছিল, তখন ফিলিপ তাঁহাকে লেগাসের করে সমর্পণ করেন।

টলেমী প্রথমে মহাবীর আলেক্‌সান্দরের একজন সেনাপতি ছিলেন, এই কার্য্যে তিনি অনেক সুখ্যাতিলাভ করেন। মহাবীর আলেক্‌সান্দরের মৃত্যুর পর ইজিপ্টরাজ্য টলেমির হস্তগত হয়; তৎকালে ইজিপ্ট গ্রীকসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত থাকিলেও টলেমী স্বাধীন করিয়া লইলেন। আলেক্‌সান্দর ক্লিওমেনেস্‌কে ইজিপ্টের ছত্রপতি নিযুক্ত করেন। টলেমী তাঁহাকে বিনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন। তাঁহার বিস্তর অর্থ ছিল, সেই অর্থবলে বলীয়ান্ হইয়া, টলেমী ক্রমে লিবিয়া ও আরবের কিয়দংশ অধিকার করিলেন।

৩২১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পারদিকাস্ ইজিপ্ট আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর

টলেমী সিলো-সিরীয়া, ফিনিকীয়া, জুদিয়া ও সাইপ্রাস্‌দ্বীপ অধিকার করিয়া বসিলেন। আলেক্‌সান্দ্রিয়ানগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। এখানে তিনি পোতবাহীদিগের সুবিধার জন্য বন্দরের উপর একটী বৃহৎ আলোকগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। য়ুরোপের যাবতীয় বাণিজ্য দ্রব্য এইখান দিয়া এসিয়ার নানাস্থানে রপ্তানী হইতে লাগিল।

টলেমী তৎপরে নীলনদ হইতে একটী সুবৃহৎ খাল খনন করিয়া ভূমধ্যস্থসাগরের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ খাল দৈর্ঘ্যে ৩৬ মাইল, বিস্তার ১০০ ফিট্‌ ও ৩০ ফিট্‌ গভীর।

টলেমীর সময়ে আলেক্‌সান্দ্রিয়ার সুখসমৃদ্ধির খ্যাতি দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে পালেস্তাইনের য়িহুদিগণ উত্ত্যক্ত হইয়া আলেক্‌সান্দ্রিয়ানগরে গিয়া বাস করিয়াছিল। টলেমি গ্রীক ও মিসরদেশবাসীদিগকে এক ধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিতে যত্নবান্‌ হইয়াছিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে য়িহুদিগণ আলেক্‌সান্দ্রিয়ানগরে আইসিস্‌ ও জুপিটার দেবের মন্দির স্থাপন করিয়াছিল।

২৮৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে টলেমী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন, রাজ্যের উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও বিজ্ঞান-প্রিয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। এণ্টিপেটারের কন্যা ইয়ুরিডিসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাহার গর্ভে অনেক পুত্র সন্তান জন্মিলেও আপন কনিষ্ঠ পুত্র টলেমী ফিলাডেলফাস্‌কে রাজ্য দিয়া যান।

২ উপাধি ফিলাডেলফাস্‌ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিয়। ইনি ২৮৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আপনার দুই সহোদরের প্রাণবিনাশ করেন, সেই জন্য ইনি ফিলাডেলফাস্‌ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিয় এই বিদ্রূপাত্মক উপাধি প্রাপ্ত হন। পিতার জীবনকালেই ইনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। কাহারও মতে, ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ইনি বাণিজ্য ও বিদ্যার প্রকৃত উৎসাহদাতা ছিলেন। ইনিই দিওনিসিয়াস্‌কে ভারতপরিদর্শন করিতে পাঠান। ভূমধ্যস্থ ও লোহিতসাগরে টলেমীর শত শত নৌকা ভাসিত। হরমোস্‌বন্দরে বিপদ্‌পাত হওয়ায় বেরেনিসে বন্দরস্থাপনের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এখানে ভারতীয় বাণিজ্য-পোত সকল নিরাপদে থাকিত। এই নূতন পথে ক্রমেই বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। আলেক্‌সান্দ্রিয়নগরীও সেই সঙ্গে সমধিক শ্রীসম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ হইল। তাঁহার প্রধান গ্রন্থাধ্যক্ষ দিমিত্রিয়াস্‌ ফিলরেতেসের অনুরোধে তিনি অরীস্তিয়া নামক এক য়িহুদী পণ্ডিতকে জেরুজিলামে প্রেরণ করেন এবং তথাকার প্রধান যাজককে একখানি বাইবেলের পুঁথি ও ১২ জন দোভাষী পাঠাইতে অনুরোধ করেন। ইহারই সময়ে হিব্রুবাইবেল্‌ গ্রীকভাষায় অনুবাদিত হয়।

টলেমী ফিলাডেলফাস্‌ বর্ত্তমান সুয়েজখালের নিকটবর্ত্তী আর্‌সেনো হইতে নীলনদের পেলুসিয়াক্‌ শাখা পর্য্যন্ত একটী খাল কাটাইয়াছিলেন। ২৪৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

টলেমী ইউয়ারগেতিস্‌, টলেমী ফিলাডেল্‌ফাসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ইনি সিরিয়া ও সাইলেসিয়ার অনেক স্থান আপন রাজ্যভুক্ত করেন। ইঁহার দিগ্বিজয়কালে শত্রুগণ সুবিধা পাইয়া ইজিপ্ট আক্রমণ করে, কিন্তু ইঁহার আগমনে অতি শীঘ্রই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হয়। অন্তিয়োকের পত্নী ইঁহার ভগিনী। তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে ইনি তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য অন্তিয়োকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইঁহার সুশাসন-গুণে ইনি ইউয়ারগেতিস্‌ অর্থাৎ পরোপকারী এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ২২১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পুত্রের বিষপ্রয়োগে ইহলোক পরিত্যাগ করেন, ইঁহার পুত্রের নাম টলেমী ফিলোপিতৃস্‌ অর্থাৎ পিতৃহন্তা। এই দুর্ব্বৃত্ত পিতামাতা ও অপরাপর আত্মীয়বর্গকে বিষপ্রয়োগে বিনাশ করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। য়িহুদি জাতি তাঁহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল, ২০৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রেনেল্‌ সাহেবের মতে উপরোক্ত টলেমী রাজগণের রাজত্ব কালে মিসরবাসীগণ পাটলীপুত্র অবধি অভিযান করিয়াছিল।

টল্‌টল্‌ (দেশজ) চঞ্চল, নড় নড়।

টল্‌দা (দেশজ) লতাবিশেষ। (Babusa talda)

টল্‌মল্‌ (দেশজ) নড়া, কাঁপা।

টল্‌মলিয়া (দেশজ) ইতস্ততঃ নড়া।

টল্‌বা (দেশজ) অস্থির।

টবর্গ (পুং) ব্যাকরণের সংজ্ঞান্তর্গত তৃতীয় বর্গ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, এই কয়টী বর্ণ লইয়া টবর্গ।

টবর, (হিন্দী টাবর) ১ পুষ্করিণী, জলাশয়। ২ কুটীর। জ্ঞাতি কুটম্ব পরিবার।

"আপন টবর নিয়া, বসিল অনেক মিঞা।
কেহ নিকা, কেহ করে বিয়া॥" (কবিক°)

টহল (দেশজ) ভিক্ষার জন্য গান করিয়া করিয়া পরিভ্রমণ।

টহলদার, যে গান করিয়া বেড়ায়।

টহলন (দেশজ) ১ গান করিতে করিতে পর্য্যটন। ২ অশ্বাদির শ্রম নিবারণের জন্য শনৈঃ শনৈঃ পাদবিহরণ।

টহলা (দেশজ) এদিক্‌ ওদিক্‌ ভ্রমণ।

টহলানিয়া (দেশজ) গোলমাল করা।

টহলিয়া (দেশজ) টহলদার।

টা (স্ত্রী) টলতি প্রলয়ে ভূকম্পাদৌ বা টল-ডঃ টাপ্। পৃথিবী।

টাউরাণ (দেশজ) শীতে কম্পমান।

টাঁকন (দেশজ) ১ দ্রব্যের প্রতি দাম লিখিয়া দেওন। ২ সেলাই করণ। ৩ কোন বিষয়ের ভবিষ্যৎ বলা।

টাঁকনিয়া (দেশজ) ১ দ্রব্যের প্রতি দাম লিখিয়া দেওয়া। ২ সেলাই করিয়া দেওয়া।

টাঁকশাল (সংস্কৃত টঙ্কশালা শব্দের অপভ্রংশ) মুদ্রা প্রস্তুতের কারখানা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রাদির মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু-রাজগণের নামাঙ্কিত বহুসংখ্যক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত মুদ্রার আকার, পরিমাণ, বিশুদ্ধতা প্রভৃতি অতি বিসদৃশ। ঐ সকল মুদ্রাদৃষ্টে সহজেই প্রতীত হয় যে, তাৎ-কালিক নরপতিগণ নিজ নিজ রাজকীয় টঙ্কশালায় আপনার রাজ্যের নিমিত্ত মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। আলেক্‌সান্দারের সময় হইতে ইংরাজাধিকারের সময় পর্য্যন্ত যে কত বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা ভারতের নানাস্থানে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মূল্য, পরিমাণ, আকার ও গঠনের পারিপাট্য প্রভৃতি প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন। [মুদ্রা দেখ।]

রাজগণ ব্যতীত অপর কাহারও মুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার ছিল না। রাজকীয় টঙ্কশালায় শিল্পিগণ হস্তদ্বারা এক একটী করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিত। বলা বাহুল্য প্রাচীন হিন্দুরাজ-গণের যে সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের স্বর্ণরৌপ্যাদি অতি বিশুদ্ধ হইলেও উহাদের গঠন হস্তদ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া ততদূর সুন্দর নহে। সম্ভবতঃ মুদ্রার সৌন্দর্য্যসাধনে তাঁহা-দিগের তাদৃশ যন্ত্র না থাকাই তাহার কারণ হইবে।

আলেক্‌সান্দারের আগমনের পর পঞ্জাব ও আফগানি-স্থানে তাঁহার স্থাপিত নগর সকলের শাসনকর্ত্তাগণ গ্রীক অক্ষরে মুদ্রা অঙ্কিত করিতেন। পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাগণ গ্রীক ও দেশীয় উভয় ভাষাই ব্যবহার করেন।

মোগল সম্রাট্‌গণ মুদ্রার সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ বিধানে সম্যক্ যত্ন করেন। ভারতবর্ষ-বিলুণ্ঠিত সুবর্ণরাশি দিল্লী ও আগরার রাজকীয় টঙ্কশালায় মুসলমান-মুদ্রায় পরিণত হইয়া দেশে দেশে প্রচলিত হইল। বলা বাহুল্য মোগল সম্রাট্-দিগের সময়েই ভারতবর্ষের বহুবিস্তৃত স্থানে দিল্লীস্থ টঙ্কশালার মুদ্রা প্রচলিত হয়।

সম্রাট্ অক্‌বরের সময়ে মোগল-সাম্রাজ্যের ৪২টী নগরে টাঁকশাল ছিল। ঐ সমস্ত টাঁকশালে যে যে স্থানে যে যে প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম, দিল্লী, বাঙ্গালা, গুজরাটস্থ আহ্মদাবাদ ও কাবুল এই চারি স্থানের টাঁকশালে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র তিন প্রকার ধাতুরই মুদ্রা প্রস্তুত হইত।

২য়, আলাহাবাদ, আগরা, উজ্জয়িনী, সুরাট, দিল্লী, পাটনা, কাশ্মীর, লাহোর, মুলতান ও তাণ্ডা এই দশ স্থানের টাঁকশালে কেবল রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত।

৩য়, আজমীর, অযোধ্যা, আটক, অল্‌বার, বদাউন, বারাণসী, ভাক্কর, বহিরা, পাটন, জৌনপুর, জালন্ধর, হরিদ্বার, হিসার, ফিরূজা, কল্পী, গোয়ালিয়র, গোরক্ষপুর, কলানূর, লক্ষ্ণৌ, মাণ্ডু, নাগর, সরহিন্দ্, শিয়ালকোট, সরোঞ্জ, শাহরাণ-পুর, সারঙ্গপুর, সম্বল, কনৌজ ও রন্তম্ভর (রণস্তম্ভপুর) এই অষ্টাবিংশতি নগরের টাঁকশালে কেবল তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত।

এই সকল টাঁকশালে যে সকল কর্ম্মচারী, শিল্পী ও মজুর প্রভৃতি থাকিত, তাহাদের নাম ও কার্য্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

১ দারোগা। ইনি টাঁকশালার কার্য্যাধ্যক্ষ স্বরূপ এবং প্রত্যেকের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। সর্ব্ববিষয়ে নিপুণ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং ন্যায়পর ব্যক্তিই এই পদে নিযুক্ত হইতেন।

২ শিরাফী বা শরাফ—স্বর্ণ পরীক্ষক, ইনি স্বর্ণরৌপ্যাদির বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া দিতেন। ইহার উপর মুদ্রার ঔৎ-কর্ষাপকর্ষ নির্ভর করিত, সুতরাং সুনিপুণ ও ন্যায়পর ব্যক্তিই এই পদের যোগ্য।

৩ আমিন। দারোগার সহকারী।

৪ মুশরিফ। দৈনন্দিন ব্যয়ের হিসাব রক্ষক।

৫ মহাজন। ইনি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ক্রয় করিয়া টাক-শালে যোগাইতেন।

৬ কোষাধ্যক্ষ। ইনি আয়ব্যয় ও লাভের হিসাব রাখিতেন।

৫ম ব্যতীত উপরোক্ত সকল কর্ম্মচারীই আহদী অর্থাৎ ১ম শ্রেণীর কর্ম্মচারী মধ্যে গণ্য হইতেন।

৭ ওজন সরকার। এই ব্যক্তি সমস্ত মুদ্রা সূক্ষ্মরূপে ওজন করিত।

৮ ধাতু গলাইবার লোক। এই ব্যক্তি মিশ্র স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র গলাইয়া বাট প্রস্তুত করিত।

৯ মিশ্র স্বর্ণ রৌপ্যাদির চাক্তি প্রস্তুত করিবার লোক। এ ব্যক্তি স্বর্ণাদির চাক্তি প্রস্তুত করিয়া শরাফকে দেখাইত। শরাফ বা স্বর্ণপরীক্ষক উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ সকল বিশোধন করি-বার অনুমতি দিতেন। মিশ্রিত সোরা ও ইষ্টকচূর্ণ মধ্যে ঐ সকল চাক্তি ঘুঁটের আগুনে বহুবার পোড়াইয়া শুদ্ধ করা হইত।

১০ বিশুদ্ধ ধাতু গলাইবার লোক। এ ব্যক্তি উপরোক্ত বিশোধিত চাক্তি সকল গলাইয়া বাট প্রস্তুত করিত।

১১ জরাব। এই ব্যক্তি প্রস্তুত বাট কাটিয়া মুদ্রার আকার ও পরিমাণানুযায়ী খণ্ড প্রস্তুত করিত।

১২ খোদকার। এই ব্যক্তি ইস্পাতের উপর চিত্র ও অক্ষরাদি খোদিত করিয়া মুদ্রার জন্য ছাঁচ প্রস্তুত করিত। অক্‌বরের সময়ে দিল্লীনিবাসী মৌলনা-আলি-আহ্মদ নামে একজন অতি সুদক্ষ খোদকার ইস্পাতের ছাঁচ প্রস্তুত করিত।

১৩ সিক্কাচি। এই ব্যক্তি গোলাকার ধাতু খণ্ড লইয়া দুইটী ছাঁচের মধ্যে ধরিত এবং অপর একব্যক্তি (পাট্‌কুচি) হাতুড়ির আঘাতে ঐ ধাতুখণ্ডে মুদ্রাঙ্কিত করিত।

১৪ সব্বাক। বিশুদ্ধ রৌপ্যের গোল পাত প্রস্তুত করিত।

১৫ কুর্শকুব। এই ব্যক্তি বিশুদ্ধ রৌপ্যের পাতা পোড়াইয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটিতে থাকিত। যতক্ষণ উহাতে সীসার গন্ধমাত্র থাকে, ততক্ষণ এইরূপ পুনঃ পুনঃ করা হইত।

১৬ কস্‌নিগীর। এই ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য বিশুদ্ধ কি না পরীক্ষা করিত এবং বিশুদ্ধ না হইলে ইচ্ছানুযায়ী বিশুদ্ধ করিয়া লইত।

১৭ নিয়ারিয়া। এই ব্যক্তি খাঁক অর্থাৎ স্বর্ণাদির ক্লেদ ধুইয়া উহা হইতে স্বর্ণ পৃথক্ করিয়া লইত।

স্বর্ণ রৌপ্যাদি বিশুদ্ধ করিতে তাম্র, সীসা প্রভৃতি ধাতু এবং গন্ধক সোহাগা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত।

১৮ পানিবার কড়াল অর্থাৎ মিশ্রিত রূপার গাদ গলাইয়া রূপা বাহির করিয়া লইত।

১৯ পাইকার। নগরস্থ স্বর্ণকারদিগের নিকট হইতে খাঁক এবং ধূলা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া উহা হইতে স্বর্ণরৌপ্য পৃথক্ করিয়া লইত।

২০ নিকোইবালা। পুরাতন তাম্রমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া গালাইত।

২১ খক্‌শো। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথাসাধ্য স্বর্ণরৌপ্যাদি বিশুদ্ধ করিয়া লইলে খক্‌শো টাঁকশালা ঝাঁটাইয়া ধুলা বাড়ী লইয়া যায় এবং উহা হইতে স্বর্ণরৌপ্যাদি বাহির করিত। ইহারাও এই উপায়ে বিস্তর উপার্জ্জন করিত।

সম্রাট্ অক্‌বরের সময়ে মুদ্রাদি অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণ রৌপ্যে নির্ম্মিত হইত। তিনি উৎকৃষ্ট শিল্পিগণ নিযুক্ত করিয়া উহাদের গঠনও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে মনোহর করেন।

অক্‌বরের টাঁকশালে ২৬ প্রকার স্বর্ণমুদ্রা, ৯ প্রকার রৌপ্যমুদ্রা ও ৪ প্রকার তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত। [মুদ্রা দেখ।] ঐ সকলের মধ্যে কতক গোল ও কতক চতুরস্র।

স্বর্ণরৌপ্যাদি হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হইলে উহার যে মূল্য বৃদ্ধি হইত, তাহার কতকাংশে কর্ম্মচারীদিগের বেতন বাবত খরচ হইত, অবশিষ্ট হইতে মহাজনকে কতক দিয়া সমুদায় রাজকোষে জমা হইত।

ষোড়শশতাব্দীর মধ্যবর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত য়ুরোপে মুদ্রার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত ধাতুর পাত কাটিয়া ছাঁটিয়া এবং হাতুড়িদ্বারা দুইদিকে পিটিয়া ছাপ মারিয়া হস্তদ্বারাই মুদ্রা প্রস্তুত হইত। বলা বাহুল্য এরূপ প্রণালীতে মুদ্রা ঠিক গোল এবং উভয়দিকে ছাপ সমান হইত না। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে একজন ফরাসী খোদকার স্ক্রু দ্বারা চাপদিয়া ছাপ তুলিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় টাঁকশালে বাষ্পীয় কলে পরিচালিত প্রকাণ্ড হাতুড়ী দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত প্রথা উদ্ভাবন হইল। ইহাই এখন সর্ব্বত্র প্রচলিত। এখন যে প্রণালীতে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

যে স্বর্ণ বা রৌপ্য হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তাহার থান টাঁকশালে আনীত হইলেই প্রথমে একজন সুদক্ষ স্বর্ণপরীক্ষক প্রত্যেক থান স্বর্ণপরীক্ষা করিয়া উহাদের বিশুদ্ধতা যত্নপূর্ব্বক লিখিয়া রাখেন। ইহার পর স্বর্ণের থান শক্ত মুচিতে গলিতে দেওয়া হয়। মুচির স্বর্ণ প্রখর উত্তাপে গলিয়া গেলে উহাতে যথোপযুক্ত তাম্র মিশাইয়া স্বর্ণকে নির্দ্দিষ্ট মিশ্রিত অবস্থায় আনয়ন করা হয়। ২২ ভাগ বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও ২ ভাগ তাম্র মিশ্রিত করিয়া ইংলণ্ডীয় স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে। রৌপ্যমুদ্রায় ২২২ ভাগ বিশুদ্ধ রৌপ্য ও ১৮ ভাগ তামার খাদ থাকে। যথোপযুক্ত মিশ্রণ হইলে স্বর্ণ বা রৌপ্যের আকার ও পরিমাণভেদে লোহার ছাঁচে ঢালিবার নানারূপ বাট প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সমুদায় বাট বাষ্পীয়কলে পরিচালিত ঘূর্ণ্যমান ইস্পাতের সুদৃঢ় জাঁতের মধ্য দিয়া বহুবার পেষিত হইলে অনেক পাতলা হইয়া যায়। এই সকল পাতা সর্ব্বত্র সমান পুরু করিবার জন্য উহাদিগকে পোড়াইয়া আবার ইস্পাতের জাঁতে তার টানার ন্যায় টানিয়া লয়। অভিপ্রেত মুদ্রানুযায়ী পাতলা হইলে ঐ সমস্ত পাত একজন পরীক্ষকের নিকট আনীত হয়। এই ব্যক্তি প্রত্যেক পাত হইতে নমুনা স্বরূপ এক এক খণ্ড কাটিয়া লইয়া ওজন করিয়া দেখে। যদি কোনটার পরিমাণ ½ গ্রেণ অপেক্ষা অধিক তারতম্য হয়, তবে সমস্ত পাতটাই পরিত্যক্ত হয়।

ঐ সকল পাত হইতে ছেনী দ্বারা গোল চাকি কাটিয়া লওয়া হয়। একটা বৃহৎ বাষ্পীয় চক্র দ্বারা পরিচালিত ছেনী দ্বারা প্রায়ই বালকেরা এই কার্য্য সম্পন্ন করে। এইরূপে একটী বালক প্রতি মিনিটে ৬০।৭০টী চাকি কাটিতে পারে।

চাকি কাটা হইলে ঐ ঝাঝরির ন্যায় পাতা আবার গলাইবার স্থানে প্রেরিত হয়।

ইহার পর প্রত্যেকটী খণ্ড ওজন করিয়া দেখা হয়। যদি কোনটী কম পড়ে, সেগুলি পৃথক্ রাখিয়া পরে পুনরায় গলাইতে দেওয়া হয়। যেগুলি বেশী হয়, সেগুলিকে ঘষিয়া ঠিক করিয়া সমানগুলির সহিত মুদ্রিত হইবার জন্য প্রেরিত হয়। ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক খণ্ডকে লোহার উপর ফেলিয়া বাজাইয়া দেখে, যদি কোনটার বাজনা ঠিক না হয়, তবে তাহা কালা বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

মুদ্রা সকলের প্রান্তভাগে খাঁজ কাটিবার জন্য উহাদিগকে প্রথমে যন্ত্র দ্বারা দুইটী গোলাকার ইস্পাতে ফেলিয়া পাশদিকে চাপ দেওয়া হয়। ইহাতে মুদ্রার প্রান্তভাগ মধ্য অপেক্ষা পুরু হইয়া উঠে এবং মুদ্রাও ঠিক গোলাকার হয়। অতঃপর পোড়াইয়া নরম করিয়া লইলেই মুদ্রিত করিবার উপযুক্ত করা হইল। কিন্তু উপরোক্ত প্রণালী সম্পাদন করিতে করিতে ঐ সকল অমুদ্রিত খণ্ড প্রায়ই মলিন হইয়া যায়। ঐ মলিনত্ব ঘুচাইবার জন্য উহাদিগকে গন্ধক দ্রাবকমিশ্রিত ফুটন্ত জলে ফেলিয়া ধৌত করিয়া লওয়া হয়। ঐ ধৌত খণ্ড সকল অনন্তর করাতের গুঁড়া দ্বারা উত্তমরূপ মুছিয়া ঈষৎ তাপে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে নূতন মুদ্রায় যে চাক্‌চিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হয় না।

অনন্তর ঐ সমস্ত খণ্ড মুদ্রিত করিবার জন্য জাঁতঘরে নীত হয়। একটা প্রকাণ্ড সুদৃঢ় লোহার যন্ত্রে দুই দিকের দুইটী ছাঁচ ঠিক উপর্য্যুপরি দৃঢ় বদ্ধ থাকে। নিম্নের ছাঁচটিতে একটী শাদা খণ্ড স্থাপিত হয়। পরে বাষ্পীয়কলের তেজে উপরিস্থ সমস্ত যন্ত্রসহ উপরের ছাঁচ আসিয়া ঐ খণ্ডের উপর চাপ দেয়, ইহাতে মুদ্রার দুই দিকে একবারেই ছাপ পড়ে। পার্শ্বে খাঁজ কাটাও এই সঙ্গে সম্পন্ন হয়। নীচের ছাঁচের চারিদিকে বলয়াকৃতি একটী ইস্পাতে দৃঢ় বেড়ী থাকে। যেমন উপরের ছাঁচ ভীষণতেজে মুদ্রার উপর চাপিয়া পড়ে, অমনি পার্শ্বের বলয়ও পার্শ্বস্থিত চাপ দিয়া খাঁজ কাটিয়া ফেলে। এইরূপে একটীর পর অন্য একটী করিয়া সমস্ত মুদ্রিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ছাঁচের মধ্যে মুদ্রা ধরা ও তাহা হইতে লওয়া কলদ্বারাই হইয়া থাকে। ইহার পর সমস্ত মুদ্রা থলি বদ্ধ করিয়া প্রত্যেক থলি হইতে যথেচ্ছা দুই চারিটা মুদ্রা লইয়া পরীক্ষা করা হয়।

১৬০১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর টাঁকশালে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া এদেশে আনয়ন করেন। ১৬৬০—৬১ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজে একটী টাঁকশাল স্থাপিত হয়।

১৭৫৯—৬০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় একটী টাঁকশাল স্থাপন করিবার পরওয়ানা প্রাপ্ত হন এবং কলিকাতায় টাঁকশাল স্থাপন করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং মূল্য বৎসর বৎসর এত হ্রাসবৃদ্ধি হইত যে, একজন সুদক্ষ শিরফি ব্যতীত কেহই মুদ্রার চলিত মূল্য নিরূপণ করিতে পারিত না। এই সকল কারণে টাঁকশালের কর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্বত্র এক সাধারণ মুদ্রা চালাইবার প্রস্তাব করিলেন। সিক্কা টাকা আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইল এবং পুরাতন টাকা সমস্ত ভাঙ্গিয়া কলিকাতার টাঁকশালে সিক্কা টাকায় পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণরজেনারেল টাঁকশালের অধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন যে, শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত পুরাতন মুদ্রাকে সিক্কা টাকায় পরিবর্ত্তন করিবার জন্য পাটনা ও মুর্শিদাবাদেও টাঁকশাল স্থাপিত হউক।

ইতিপূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলমান সম্রাট্‌দিগের মুদ্রার প্রায়ই সম্পূর্ণ ছাপ উঠিত না, ইহার কারণ মুদ্রার আকার অপেক্ষা ছাঁচ অনেক বড় থাকিত। তাহার উপর মুদ্রিত অক্ষরাদিও বেশী উচ্চ থাকিত, সুতরাং দুষ্ট লোকে মোহরের এক পার্শ্ব ঘষিয়া বা চাঁচিয়া লইলে সহজে ধরা যাইত না। বাস্তবিক এইরূপে মোহরাদির অনেক ক্ষয় হইত। এখন এই প্রতারণা এড়াইবার জন্য টাঁকশালের অধ্যক্ষ পার্শ্বে দাগ কাটা, সরু ও অনুচ্চ অক্ষর-মুদ্রিত অতি সুন্দর মোহর প্রস্তুত করিলেন। এইরূপ মোহরে সমস্ত ছাপটাই পড়িত এবং পার্শ্বে চোট থাকা জন্য কোন দিকে ঘষিলে বা চাঁচিলে সহজেই ধরা যাইতে পারিত।

ঐ বর্ষে আগষ্টমাসে গবর্ণরজেনারেলের আদেশে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদেও কলিকাতার টাঁকশালের ঠিক অনুরূপ টাকা প্রস্তুত হইতে লাগিল। ঐ সকল টাকাতে সনের পরিবর্ত্তে সম্রাটের রাজত্বের ১৯শ বর্ষাঙ্ক মুদ্রিত থাকিত। এই টাকা কোম্পানীর অধিকৃত যাবতীয় প্রদেশে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা ও পাটনার টাঁকশাল বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর মুর্শিদাবাদের টাঁকশালও উঠিয়া যায়।

তথনও কাশী, ফরক্কাবাদ, বরেলী, আলাহাবাদ, গোরক্ষপুর প্রভৃতি নগরে স্থানীয় ব্যবহার জন্য মুদ্রা প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু অনেকস্থলে টাঁকশালের কর্ম্মচারিগণের অসদ্ব্যবহারে মুদ্রা হীনমূল্য হইতে লাগিল। গবর্মেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই কোম্পানীর অধিকৃত

বিস্তীর্ণ প্রদেশে এক প্রকার মুদ্রা প্রচলনের কথা হইল। যাহা হউক নবাধিকৃত ও করদ প্রদেশসমূহে নূতন নূতন মুদ্রা চলিতে লাগিল।

পুরাতন টাকা সমস্ত ভাঙ্গিয়া নূতন মুদ্রায় পরিণত করিবার জন্য সাগর, আজমীর প্রভৃতি স্থানেও টাঁকশাল স্থাপিত হইয়াছিল।

সম্প্রতি সমগ্র ভারতবর্ষে সিক্কা, ফরক্কাবাদী, গোরক্ষপুরী, বালাশাহী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন টাকা উঠিয়া গিয়া সর্ব্বত্র ১৮০ গ্রেণ (ট্রয়) ওজনের টাকা প্রচলিত হইয়াছে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের টাঁকশাল উঠিয়া যায় এবং উহার কল প্রভৃতি সমস্ত বোম্বাই ও কলিকাতার টাঁকশালে আনীত হয়। ইহার পর কলিকাতা ও বোম্বাই টাঁকশালেই সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য মুদ্রা প্রস্তুত হইতে লাগিল, অন্যান্য স্থানের টাঁকশাল নিষ্প্রয়োজনবোধে উঠাইয়া দেওয়া হইল। এখন বোম্বাই ও কলিকাতার টাঁকশালেই মুদ্রা প্রস্তুত হইতেছে। এই দুই স্থানের টাকা প্রভৃতি ঠিক একই প্রকার।

এতদ্ভিন্ন অনেক করদ ও মিত্র রাজার নিজ নিজ রাজধানীতে টাঁকশাল আছে। ঐ সকল টাঁকশালে স্থানীয় প্রদেশের জন্য টাকা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

টাঁকা (দেশজ) ১ সীবন, সেলাই। ২ পূর্ব্বসূচনা করা, আগ বাড়াইয়া বলা।

টাক্ (দেশজ) মস্তকের কেশউঠা রোগবিশেষ। [ইন্দ্রলুপ্ত দেখ।]

টাকপড়া (দেশজ) [ইন্দ্রলুপ্ত দেখ।]

টাকরা (দেশজ) জিহ্বা ও কণ্ঠের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

টাকা (দেশজ) ১ রৌপ্যমুদ্রা, টঙ্কা, তঙ্কা।

টাকাপাণা (দেশজ) জলজ লতাবিশেষ। (Pistia stratiotes)

টাকাহার (দেশজ) একপ্রকার সুগন্ধি লতা।

টাকী, যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীতীরে কলিকাতা হইতে ৪৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটী প্রসিদ্ধ নগরী। এই স্থানে একটী গবর্মেণ্ট হাই এণ্ট্রান্স (বোর্ডিং) স্কুল, একটী বালিকাবিদ্যালয় এবং একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই স্থান স্বাস্থ্যকর। এখানে কোনরূপ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই। এখানে অনেক জমিদারের বাস, ইঁহারা রাজা বসন্তরায়ের বংশসম্ভূত। স্বর্গীয় ৺কালীনাথ রায় বারাসত হইতে একটী সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। টাকীতে অতি উত্তম গাড়ু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

টাকুয়া (দেশজ) টাকুর, সূত্র পাক দিবার যন্ত্রবিশেষ।

টাকুর (দেশজ) সূত্রপাক দিবার যন্ত্রবিশেষ

টাকুরাই (দেশজ) অঙ্গগ্রহ, খেঁচা, টাকরিয়া

টাঙ্ক (ক্লী) টঙ্কেন তত্রসেন নিবৃত্তং। মদ্যবিশেষ, এই মদ্য টঙ্করূপ নীলকপিত্থের রসে প্রস্তুত হয়। মদ্য দ্বাদশ প্রকার—পানস, দ্রাক্ষ, মাধুক, খার্জ্জুর, তাল, ঐক্ষব, মাধ্বীক, টাঙ্ক, মার্দ্বীক, ঐরেয় ও নারিকেলজ এই একাদশ প্রকার মদ্য। দ্বাদশ প্রকার মদ্যের নাম সুরা ও তাহা অতি গর্হিত। পূর্ব্বোক্ত একাদশ প্রকার মদ্য পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ইহার প্রায়শ্চিত্ত তিন দিন উপবাস।

"দ্রাক্ষেক্ষুটঙ্কখর্জ্জুরপনসাদেশ্চ যো রসঃ।
সদ্যোজাতস্তু পীত্বা তং ত্র্যহাচ্ছুধ্যেৎ দ্বিজোত্তমঃ॥" (পুলস্ত্য)
[মদ্য দেখ।]

টাঙ্কমাধ্বীক (ক্লী) মদ্যবিশেষ। এই মদ্য শতাবরী, টঙ্কমূলের রস এবং পদ্ম মধু দ্বারা একত্র করিয়া প্রস্তুত হয়।

"শতাবরী টঙ্কমূলং লক্ষ্মণপদ্মমেব চ।
মধুনা সহ সন্ধানাৎ টঙ্কমাধ্বীকমীরিতং॥" (তন্ত্র)

টাঙ্কর (পুং) টঙ্কস্তেদং টাঙ্কং রাতি-রা-ক। স্বেচ্ছাচারী, পাষণ্ড, নাগবীট। (ত্রিকা°)

টাঙ্গ (দেশজ) ১ সোহাগা। ২ পা। ৩ দোকান।

টাঙ্গন (দেশজ) ১ ঝুলন। ২ পার্ব্বতীয় টাটুঘোড়া।

"পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজী বাছিয়া কিনিল বাজী
গজ কিনে পর্ব্বতের চূড়া।" (কবিক°)

টাঙ্গা (দেশজ) ঝুলা।

টাঙ্গাইল, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার একটী সহর এবং আলিয়া মহকুমার সদর। এই নগর যমুনার একটী শাখা লহজঙ্গাতীরে অবস্থিত। টাঙ্গাইলে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল লইয়া একটী মিউনিসিপালিটী আছে। অধিবাসী সংখ্যা (১৮৯১ খৃঃ অব্দে) ১৭৯৭৩। তন্মধ্যে হিন্দু ১২১৭৫ এবং মুসলমান ৫৭৯৭। এখানে দুইটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় স্থানীয় লোকের সাহায্যে পরিচালিত হয় ও বিলাতী বস্ত্রাদির বাণিজ্য হইয়া থাকে।

টাঙ্গান (দেশজ) লম্বিত করণ, ঝুলান।

টাঙ্গাপ্রদীপ (দেশজ) ঝুলান আলো, আকাশপ্রদীপ।

টাঙ্গী (দেশজ) কুঠার, পরশু।

টাট (দেশজ) তাম্রাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, পূজার নিমিত্ত তাম্রময় পাত্র।

টাটা, সিন্ধুদেশস্থ নগরবিশেষ। ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে সোমীয়বংশোদ্ভব চতুর্দ্দশ রাজা জামমন্দল কর্ত্তৃক স্থাপিত। এই নগর সিন্ধুনদের তীরে সমুদ্র হইতে ১৩০ ক্রোশ অন্তরে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। বর্ষাকালে ইহার নিকটস্থ সমুদয় প্রদেশ জলমগ্ন হয়; ইহা কেবল দ্বীপের ন্যায় ভাসমান থাকে।

ইহার পথ সমুদয় অতি অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কার, কিন্তু ইহার গৃহগুলি উত্তম, ইহার চতুর্দ্দিকের ভূমি উর্ব্বরা। [টট্টা দেখ।]

টাটান (দেশজ) ১ কন্ কন্ করা। ২ শুকান।

টাটানী (দেশজ) অত্যন্ত বেদনা।

টাটি (দেশজ) পর্দ্দা, বেড়া, মাদুর।

টাটী (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রপাত্র। ২ খস্‌খসের পর্দ্দা বা বেড়া দেওয়া।

টাটু (দেশজ) দেশীয় ছোটজাতীয় ঘোড়া।

টাটুয়া (দেশজ) সূর্য্যকিরণে শুকাইয়া যাওয়া।

টাট্‌কা (দেশজ) তাজা, নূতন, বাসী নয়।

টাণ্ডা (টাঁড়া) বাঙ্গালার মালদহ জেলার একটী প্রাচীন নগর। এই নগর গৌড়ের নিকট গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত ছিল, গৌড়নগর ধ্বংস হইলে কিছুদিন এখানে বাঙ্গলার রাজধানী হইয়াছিল। প্রাচীন নগর কোন্ স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহা এখন স্পষ্ট জানা যায় না, সম্ভবতঃ ঐ স্থান পাগ্‌লা নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজিও ঐ স্থলে একটী গ্রাম টাণ্ডা বা টাঁড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার ইতিহাস-লেখক ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন, গৌড়নগর জনশূন্য হইবার ১১ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার শেষ আফগান নৃপতি সুলেমান শাহ-কররাণী ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে টাণ্ডা নগরে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন করেন। মোগল-সম্রাট্ অক্‌বরের সময়ে টাণ্ডা নগর সুসমৃদ্ধ ও বাঙ্গালার নবাবদিগের বাসস্থান ছিল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী সুজাশাহ অরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুম্লার ভয়ে রাজমহল হইতে টাণ্ডায় পলায়ন করেন এবং পরে যুদ্ধে পরাজিত হন। ইহার পর মোগলগণ রাজমহল ও ঢাকায় বাঙ্গালায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল।

টান্ (দেশজ) ১ আক্রা। ২ কর্কশ। ৩ আকর্ষণ।

টানন (দেশজ) আকর্ষণ।

টানসহ (দেশজ) আকর্ষণ সহ্য করিবার ক্ষমতা।

টানা (দেশজ) ১ রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বস্তুদ্বয়ের সংযোগ করণ। ২ বস্ত্রের দৈর্ঘ্য পরিমাণের সূত্র। ৩ বাঙ্গালার মুসলমান নবাবদিগের সময়কার একটী দুর্গ।

টানাজিনিয়া (দেশজ) একপ্রকার ঘাস। (Poa punctata)

টানাটানি (দেশজ) ১ অভাব, অপ্রতুল। ২ পরস্পর আকর্ষণ।

টানানি (দেশজ) ছাঁকা, চালা। ২ আকর্ষণ।

টান্‌টোন (দেশজ) ১ অপরিষ্কার, কর্কশ। ২ আকর্ষণ।

টাপর (দেশজ) ঈষৎ আঘাত, থাবড়, চাপড়।

টাপু (দেশজ) দ্বীপবিশেষ।

টাবানিম্বু (দেশজ) একপ্রকার নেবু। (Citrus acida)

টামটুম (দেশজ) ছোটকাজ

টায়টায় (দেশজ) সংগৃহীত দ্রব্যের ন্যূনাতিরিক্ত না হওয়া।

টার (পুং) টাং পৃথ্বীং ঋচ্ছতি ঋ-অণ্। ১ তুরঙ্গ, ঘোটক। ২ রঙ্গ। ৩ লঙ্গ।

টাল (দেশজ) ১ দীর্ঘসূত্রতা, বিলম্ব করা। ২ ছলনা।

টালন (দেশজ) ১ ছলনা। ২ দীর্ঘসূত্রতা।

টালাটালি (দেশজ) পরস্পর বিলম্ব করা।

টালি (দেশজ) মেজে পাতিবার জন্য যে চতুষ্কোণাকৃতি ইষ্টক ব্যবহার করা হয়, টাইল।

টাল্‌মটাল (দেশজ) ১ বৃথা বিলম্ব করা। ২ ছলনা করা।

টাল্‌মটালী (দেশজ) বিলম্ব করা।

টি, সংযুক্ত পদবিশেষ। যেমন একটি, ছেলেটি ইত্যাদি। সংস্কৃত ভাষায় স্বল্পার্থে "টী" ব্যবহৃত হয়।

টিঅা (দেশজ) তোতাপাখী।

টিকন (দেশজ) বহুকালস্থায়ী।

টিকর (দেশজ) উন্নত, আলি, জাঙ্গাল।

টিকরা (দেশজ) পক্ষীবিশেষ। (Sylvia olivacea)

টিকা (দেশজ) ১ অঙ্গারাদি দ্বারা প্রস্তুত অগ্নিপ্রজ্বলন দ্রব্য। ২ বসন্তরোগ নিবারণের জন্য হস্তে ক্ষতকরণ। [টীকা দেখ।]

টিকাদার (দেশজ) যে টীকা দেয়।

টিকায়েৎরায়, লক্ষ্ণৌএর নবাব আসফ্‌উদ্দৌলার দেওয়ান (১৭৭৭-৯৭ খৃঃ অব্দ)। ইনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। হিন্দীকবি সাগর, গিরিধর ও বেণীকবি টিকায়েতের বিশেষ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; উক্ত তিন কবিই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

টিকারা (দেশজ) দুন্দুভিবাদ্যবিশেষ, ধামাল

টিকারী, গয়াজেলার অন্তর্গত একটী সহর। অক্ষা° ২৪° ৫৬′ ৩৮″ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৪° ৫২′ ৫৩″ পূঃ। গয়ানগরীর ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে মুরহর নদীতীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১১৫৩১। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে। প্রতিলোককে ৶০ হিসাবে টেক্স দিতে হয়।

এখানকার মাটির গড় উল্লেখযোগ্য। শত্রুর আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য টিকারিরাজগণ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গপ্রাচীরের মুরচায় কামান রাখিবার স্থান ও চারিদিকে নালা কাটা আছে।

ইতিহাস। এখানকার রাজবংশ নিতান্ত অপ্রাচীন নহে। নাদিরশাহের আক্রমণের পর মোগল-শাসনের বিশৃঙ্খলা ঘটিলে বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ বীরসিংহ প্রাদুর্ভূত হন। প্রথমে তিনি একজন সামান্য জমিদার মাত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুন্দরসিংহ বঙ্গ-বেহারের সুবাদার আলীবর্দ্দীখাঁকে

মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধে সাহায্য করায় এবং পাটনার বিদ্রোহদমনে সফলকাম হওয়ায় "রাজা" উপাধি লাভ করেন। রাজা সুন্দরসিংহ একজন সাহসী বীর ছিলেন, তিনি অল্পায়াসেই আপনার সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিলেন। অল্প দিন মধ্যেই ওকড়ী, মনবৎ, একিল, ভিলাবার, দখনাইর, আঙ্‌টি ও পহারা এবং অমরাথু ও মাহের পরগণার অধিকাংশ আপনার অধিকারভুক্ত করিলেন। এ ছাড়া তিনি বেহার ও রামগড়ের নানাস্থানে সম্পত্তি করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারই এক জমাদার হঠাৎ তাঁহার প্রাণবিনাশ করে। সুন্দরের তিন পুত্র বনিয়াদসিংহ, ফতেসিংহ ও নেহালসিংহ। কেহ কেহ বলেন, ঐ তিনজনেই সুন্দরের ভ্রাতুষ্পুত্র, তিনি কেবল জ্যেষ্ঠ বনিয়াদসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন।

বনিয়াদসিংহ শান্তিপ্রিয়। ইংরাজের সহিত তাঁহার বেশ সদ্ভাব ছিল। তিনি আনুগত্য স্বীকার করিয়া ইংরাজদিগকে এক পত্র লেখেন, সেই পত্র নবাব মীরকাসিমের হাতে পড়ে। পত্র পাইয়া কাসিমআলী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বনিয়াদ ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কে পাটনায় আনাইয়া তাঁহাদিগের প্রাণসংহার করেন। উক্ত ঘটনার কিছু পূর্ব্বে বনিয়াদের এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কাসিমআলী সেই শিশুকে বিনাশ করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রাণী পুত্ররক্ষা করিবার জন্য তাহাকে এক ঘুঁটের চুবড়ীতে ভরিয়া বনিয়াদের প্রধান কর্ম্মচারী দলীলসিংহের নিকট পাঠাইয়া দেন। বক্সারের যুদ্ধ পর্য্যন্ত দলিল রাজপুত্রকে অতি সাবধানে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই রাজকুমারের নাম মিত্রজিৎসিংহ। সেতাবরায়ের শাসনকালে মিত্রজিৎসিংহ আপনার সমস্ত সম্পত্তিই হারাইয়াছিলেন। শেষে ল সাহেব (Mr. Law) বেহারের কালেক্টর হইয়া গেলে মিত্রজিৎ পূর্ব্বসম্পত্তি এবং দিল্লীদরবার হইতে 'মহারাজ' উপাধি পাইলেন। ইংরাজসরকারও তাঁহাকে 'মহারাজ' বলিয়া স্বীকার করিলেন। খরকদি জেলার কোলহান নামক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মিত্রজিৎ সসৈন্যে ইংরাজরাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি গয়া হইতে টিকারী পর্য্যন্ত জমনী নদীর উপর এক বৃহৎ সেতু ও ধর্ম্মশালায় এক বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে টিকারীরাজ্যের আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হিতনারায়ণ ॥৵০ আনা এবং কনিষ্ঠ পুত্র মদনারায়ণ সিংহ ।৵০ আনা সম্পত্তি পাইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১০ই নবেম্বর হিতনারায়ণ "মহারাজ" উপাধি এবং লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। ইনি দেবদ্বিজভক্ত ও ধার্ম্মিক ছিলেন। নিজ সহধর্ম্মিণী মহারাণী ইন্দ্রজিৎকুমারীর হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া পাটনায় গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করেন। এখানে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইন্দ্রজিৎকুমারীর সুশাসন গুণে রাজ্যের সমধিক উন্নতি ও প্রজাগণ পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিল। তিনি পতির অনুমতি লইয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র রামকৃষ্ণসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং নেহালসিংহের উত্তরাধিকারীগণের নিকট তাঁহাদের ভবিষ্যৎ দাবীদাওয়া সম্বন্ধে ছাড়পত্র লিখাইয়া লয়েন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণসিংহ উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইলেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মহারাজ' উপাধি ও বৃটীশগবর্মেণ্টের নিকট হইতে ৩৫০০৲ টাকা মূল্যের খেলাত পাইলেন। পর বর্ষে তিনি আইন আদালতে আর কোন কার্য্যে উপস্থিতি হইতে হইবে না তাহারও ক্ষমতা লাভ করিলেন। কিন্তু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি ফয়জাবাদের অন্তর্গত অযোধ্যানামক স্থানে একটী এবং গয়াজেলায় ধর্ম্মশালা নামক স্থানে আর একটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

মদনারায়ণেরও পুত্র সন্তান হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই স্ত্রী রাণী অশ্বমেধকুমারী ও রাণী শোণিতকুমারী সম্পত্তি সমান অংশে ভাগ করিয়া লইলেন। শোণিতকুমারী আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপনারায়ণসিংহকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার দেখাদেখি অশ্বমেধকুমারী এক দত্তক লইলেন। প্রতাপ সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি দাবী করিয়া বসিলেন। অশ্বমেধকুমারীর দত্তকপুত্রও মাতৃসম্পত্তির অধিকার সাব্যস্ত করিলেন।

মহারাণী ইন্দ্রজিৎকুমারী রামেশ্বর, দ্বারকা প্রভৃতি নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া বৃন্দাবনধামে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ইচ্ছাপত্র অনুসারে তাঁহার পুত্রবধূ মহারাণী রাজরূপকুমারী সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন।

ইন্দ্রজিৎকুমারী দুই তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাটনা ও বৃন্দাবনে দুইটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। তিনি সিপাহীবিদ্রোহের সময় তাঁহার অধিকারভুক্ত কলিকাতা যাইবার পথস্থিত ভলুয়াচটী নিরাপদ রাখিয়াছিলেন।

বিধবা রাজরূপকুমারীরও কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা রাধাকিশোরী তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী। মহারাণী রাজরূপকুমারী অতিশয় দানশীলা; তাঁহার যত্নে টিকারীরাজ্যের নানাস্থানে অতিথিশালা ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তজ্জন্য প্রতিবর্ষে ত্রিশহাজার টাকা দান করিতে হয়।

টিকারীরাজ্যের আয়—৪৬৮২৬০৲ টাকা, গবর্মেণ্ট রাজস্ব ১৯২৫০০৲।

টিক্‌টিকি, সরীসৃপবিশেষ। এই জাতীয় বহুপ্রকার জীব বিদ্যমান আছে। প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সকলকেই বৃহত্তর কৃকলাস, গোধা এবং প্রকাণ্ডকায় কুম্ভীরাদির সহিত সমজাতীয় বলিয়া গণনা করেন। টিক্‌টিকির আকার অনেক অংশেই কৃকলাসের মত, কিন্তু অবয়ব অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব এবং কোমল ও স্থূল। ইহাদের বর্ণ ধূসর ও কৃষ্ণ। ইহারা অণ্ড হইতে জন্মে এবং গৃহের মধ্যে গরম স্থানে কিংবা বৃক্ষের কোটরাদিতে বাস করে। ইহারা অতি নিরীহ প্রকৃতি। সমগ্র পুরাতন মহাদ্বীপেই টিক্‌টিকি দৃষ্ট হয়। ইহারা কীট পতঙ্গ ধরিয়া ভক্ষণ করে। সচরাচর প্রদীপের নিকট কীট ভক্ষণ জন্য টিক্‌টিকি থাকিতে দেখা যায়।

টিক্‌টিকির পুচ্ছ অতি সহজেই খসিয়া পড়ে। সামান্য বস্ত্রাদির আঘাতেই ছিন্ন হইয়া যায় এবং নড়িতে থাকে, এদিকে টিক্‌টিকি পলায়ন করে। যাহা হউক, পুচ্ছ খসিয়া গেলে উহা আবার গজাইয়া উঠে।

ইহারা মুখদ্বারা মধ্যে মধ্যে টিক্ টিক্ শব্দ করে, ঐ শব্দ হইতেই ইহাদের নাম টিক্‌টিকি হইয়াছে। এদেশীয় লোকের বিশ্বাস যে, ঐ শব্দ দিক্‌ভেদে যাত্রাদির শুভাশুভ নির্দ্দেশ করে। সাধারণ লোকে আরও বিশ্বাস করে যে, জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহের পুত্রবধূ মুখরা খনা অনেক সময় শ্বশুরের গণনা খণ্ডন করিয়া সর্ব্বসমক্ষেই নিজের বিশুদ্ধ মত প্রকাশ করিত। ইহাতে বরাহ লজ্জিত হইয়া পুত্রবধূর জিহ্বা কাটিতে আদেশ দেন। খনার ঐ জিহ্বাই টিক্‌টিকি হইয়া অদ্যাপি লোককে শুভাশুভ বিষয়ে সতর্ক করে।

একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু যাত্রাকালে বা কোন শুভকার্য্যারম্ভে টিক্‌টিকির শব্দ শুনিলে আর সে কার্য্যে অগ্রসর হয়না। শরীরের স্থানভেদে ইহার পতনেও ঐরূপ ফল সূচনা করে।

টিক্‌টিকী (দেশজ) গৃহগোধিকা, জেঠী। [জ্যেষ্ঠী দেখ।]

টিট্‌কার (দেশজ) অবজ্ঞা, নিন্দা বা ভর্ৎসনাসূচক শব্দ।

টিটি (দেশজ) পক্ষীবিশেষ (Parra jacana)

টিটিভ (পুং) টিটীত্যব্যক্তশব্দং ভণতি ভণ-ড। পক্ষিবিশেষ, কোযষ্টিক, টিটিরপাখী।

টিটিভক (পুং) টিটিভ-স্বার্থে কন্। টিট্টিভপক্ষী, টিটিরি।

টিটিল (স্ত্রী) সংখ্যাবিশেষ। ১০০ নাগবলে এক টিটিল।

টিট্টিভ (পুং স্ত্রী) টিট্টীত্যব্যক্তশব্দং ভণতি ভণ-ড। পক্ষীবিশেষ, টিটিরিপাখী, টিঠী। পর্য্যায় টিঠিভক, টিট্টিভক। ইহার মাংসভক্ষণ দ্বিজাতিগণের নিষিদ্ধ।

"অনির্দ্দিষ্টাংশ্চৈকশফাংষ্টিট্টিভঞ্চ বিবর্জয়েৎ।" (মনু ৫।১১) এই শ্লোকের মেধাতিথিভাষ্যে টিট্টিভ শব্দে শকুনি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"টিট্টিভঃ শকুনিরেব, টিটীতি যো বাশতো। প্রায়েণ শব্দানুকরণনিমিত্তং শকুনীনাং নামধেয়প্রতিলম্ভস্তদুক্তং নিরুক্তকারেণ কাকইতি শব্দানুকৃতিস্তদিদং শকুনিষু বহুলং" (মনুভা° মেধাতি° ৫।১১) কাক শব্দের অনুকৃতিমাত্র, বাস্তবিক টিট্টিভ শব্দে কাক নহে। ২ ত্রয়োদশ মন্বন্তরীয় ইন্দ্রশত্রু দানববিশেষ। নারায়ণ মায়ূররূপ পরিগ্রহ করিয়া ইহাকে বিনাশ করেন। (গরুড়পু° ৮৭ অঃ)

৩ বরুণের সভারক্ষক দানববিশেষ, ইনি মর্ত্ত্যধর্ম্মরহিত।

(ভারত ২।৯।১৫)

টিট্টিভক (পুং) টিট্টিভ-স্বার্থে-কন্। টিট্টিভ।

টিণ্টিনিকা (স্ত্রী) ১ অম্বুশিরীষিকা, জোঁক। (ভাবপ্র°) ২ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ।

টিণ্ডিশ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় ঢাঁড়শ। পর্য্যায় রোমশফল, তিন্দিশ, মুনিনির্ম্মিত, তিণ্ডিশ। ইহার গুণ—রোচক, ভেদক, পিত্তশ্লেষ্মা ও অশ্মরীনাশক, সুশীতল, বাতল, রুক্ষ ও মূত্রল। (ভাবপ্র°)

টিপ্ (দেশজ) ১ কপালচিহ্ন, ফোঁটা। ২ চিঠী, হুণ্ডী।

টিপনি (দেশজ) গূঢ়রূপে আঘাত করণ।

টিপাটিপি (দেশজ) পরস্পরে টিপা।

টিপিটিপি (দেশজ) নিঃশব্দে, আস্তে আস্তে।

টিপুশাহ, আর্কটের একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির। ইহার নামানুসারেই মহিসুরের শাসনকর্ত্তা বিখ্যাত টিপুসুলতানের নামকরণ হয়। টিপুসুলতানের পিতা হায়দরআলি এই ব্যক্তিকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। আজিও টিপুশাহের কবরে অনেক ফকির আসিয়া থাকে। কর্ণাটী ভাষায় টিপু শব্দে ব্যাঘ্র বুঝায়।

টিপুসুলতান, মহিসুররাজ হায়দরআলির পুত্র। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যে সময়ে খণ্ডেরাও মহারাষ্ট্রী সেনা সাহায্যে হায়দরআলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে সময়ে হায়দরআলি ১০০ শত অশ্বারোহীসহ গভীর নিশীথে শত্রুভয়ে পলায়ন করেন, সেই সময় টিপুর বয়স ৯ বৎসর মাত্র। হায়দরের পরিবারবর্গের সহিত টিপুও মহারাষ্ট্রকরে বন্দী হইয়াছিলেন। হায়দরের সহিত গোলযোগ মিটিলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। [হায়দরআলি দেখ।]

যখন টিপুর ১৭ বৎসর বয়স, হায়দরের সহিত ইংরাজদিগের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে যুবক টিপু সাহেব সসৈন্যে মান্দ্রাজের চারিদিক্ লুণ্ঠন করিতেছিলেন।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা হায়দরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, টিপুসাহেব ৫০০০ পদাতিক ও ৬০০০ অশ্বারোহী লইয়া কর্ণেল বেলীর গতিরোধার্থ পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি কর্ণেল বেলীকে আক্রমণ করেন, তাঁহার আক্রমণে ভীত হইয়া ইংরাজসেনানায়ক হেক্টর মন্‌রোর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপরে হায়দরআলি যখন মহম্মদআলিকে শাসন করিবার জন্য আর্কটাভিমুখে যাত্রা করেন, সেই সময়ে টিপু বন্দীবাস অবরোধ করেন। এ সময়ে টিপুর রণনৈপুণ্য ও কার্য্যকুশল দর্শনে ইংরাজসেনানায়ক পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। যে দিন ইংরাজসেনানায়ক আর্‌ণি অভিমুখে যাত্রা করেন, হায়দর টিপুকে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আর্‌ণিতে পাঠাইয়া দেন। আর্‌ণিতে হায়দরের প্রধান আড্ডা ছিল। ইংরাজসেনাপতি সার আয়ার কুটের সেই জন্যই আর্‌ণির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে ২রা জুন, ইংরাজসেনাপতি আর্‌ণির নিকট আসিয়া শিবির সংস্থাপন করেন। এ সময় টিপু সুবিধা পাইয়া বৃটীশসৈন্যের উপর প্রবলবেগে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজসৈন্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, সে দিনের যুদ্ধে টিপুই জয়লাভ করিলেন। সার্ আয়ার কুট্ মান্দ্রাজে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। ২০এ নবেম্বর, কর্ণেল হাম্বার্‌ষ্টন পোনানি অভিমুখে সৈন্য চালনা করেন। টিপু ফরাসী-সেনানায়ক লালির সহিত বৃটীশসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি সর্ব্বদাই রণক্ষেত্রে থাকিতেন।

৭ই ডিসেম্বর, বীরবর হায়দরআলি আপন শিবিরে প্রাণত্যাগ করেন; সে সময়ে চারিদিকে বিপদ্ ভাবিয়া পুর্ণিয়া ও কৃষ্ণরাও নামক মন্ত্রীদ্বয় তাঁহার মৃত্যুঘটনা গোপন রাখিলেন। হায়দরের দ্বিতীয় পুত্র আবদুল করিম্ গোপনে পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া দুইজন সেনাপতির সাহায্যে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু বিজ্ঞ মন্ত্রীদ্বয়ের কৌশলে অতি শীঘ্রই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল; মন্ত্রীদ্বয় যথাকালে বিশ্বস্ত অনুচর পাঠাইয়া টিপুকে পিতার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করেন। টিপু ১১ই তারিখে সেই সংবাদ প্রাপ্ত হন; তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ২রা জানুয়ারী পিতৃশিবিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখনও সকলে হায়দরের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারে নাই। টিপু সন্ধ্যাকালে সকল প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া এক সভা করিলেন। সভায় তিনি মলিনবেশে একখানি সামান্য গালিচার উপর বসিলেন। সকলে তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। অবিলম্বে সকলে হায়দরের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারিল; অমাত্যগণ টিপুকে মস্‌নদে উপবেশন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু সুচতুর টিপু অতিশয় পিতৃশোক প্রকাশ করিয়া সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন। সুচতুর মন্ত্রীদ্বয়ের কৌশলে টিপু অবিলম্বে সুলতান হইলেন

হায়দরের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ইংরাজেরা মহিসুর-রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অভিসন্ধি আঁটিতেছিলেন, কিন্তু ইংরাজরাজপুরুষগণের মতভেদের কারণ তাঁহারা সুযোগ ও সুবিধা হারাইলেন। টিপু সুলতান হইয়া প্রথমতঃ যুদ্ধবিগ্রহে মনোযোগ করেন নাই; তিনি কর্ণাটক হইতে আপনার সমস্ত দলবল উঠাইয়া আনিলেন; পশ্চিমাংশে কেবল একদল ফরাসী সৈন্য রহিল। হেষ্টিংস্ সার্ আয়ার কুটকে আবার মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু বৃদ্ধসেনাপতি রোগে ও পথকষ্টে জাহাজেই লীলাসংবরণ করিলেন। ফরাসী-সেনানায়ক বুসী ভারতে আসিয়া পৌছিলেন এবং ১০ই এপ্রেল কুদ্দালুরে ফরাসীসেনার আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। কার্য্যকালে টিপুর সহিত যোগ দিবার কথা ছিল, এ সময় ইংরাজদিগের অবস্থা বড়ই সঙ্কটজনক। ইহার অল্প দিন পরেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে সন্ধিস্থাপিত হয়। বুসী যে সকল ফরাসীসেনা টিপুর কার্য্যে রাখিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হওয়ায় তাহাদিগকে উঠাইয়া লইলেন।

এদিকে বোম্বাই গবর্মেন্ট টিপুর বিরুদ্ধে জেনারল্ ম্যাথুকে পাঠাইয়াছিলেন। মহিসুরের অধিত্যকাস্থিত বেদমুর ইংরাজঅধিকৃত হয়। টিপু ৯ই এপ্রেল তারিখে আসিয়া এই স্থান অবরোধ করেন। ইংরাজেরা ৫ মাস ধরিয়া এই স্থান রক্ষা

করিয়াছিল, কিন্তু শেষে রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া সন্ধিপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। টিপু পরাজিত ইংরাজসৈন্যগণকে মহিসুরদুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

বেদনুর হইতে টিপু প্রায় লক্ষ সৈন্য লইয়া মঙ্গলুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে কর্ণেল ক্যাম্বেলের অধীনে ৭০০ ইংরাজ ও ২৮০০ দেশীয় সৈন্য দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। ২রা আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহারা টিপুর প্রবল আক্রমণ সহ্য করিয়াছিল। তৎপরে ৩০এ জানুয়ারী পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে নাই; কিন্তু রসদের অভাবে তাহারা বাধ্য হইয়া তেলিচারী অভিমুখে প্রস্থান করিল।

এদিকে ইংরাজসেনানায়ক কর্ণেল ফুলার্টন্ ১৩০০০ সৈন্য লইয়া দিন্দিগুল, পালঘাটচেরী ও কোয়ম্বাতুর অধিকার করেন, এখন তিনিও মহিসুর রাজধানী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। আর একদল সৈন্য মহিসুরের উত্তর-পূর্ব্বাংশে কার্পারাজ্যে উপস্থিত ছিল; টিপুর অত্যাচারে তাঁহার রাজ্যস্থিত হিন্দু অধিবাসিগণ সুলতানের বিরুদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা মহিসুরের পূর্ব্বতন রাজাকে বৃটীশ সাহায্যে টিপুর হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল। এ সময় ইংরাজগণের অনেকটা সুবিধা হইলেও লর্ড ম্যাকার্টনি বড়লাটের উপদেশ না শুনিয়া টিপুর সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজের মন্ত্রীসভা টিপুর নিকট দুইজন কমিশনারকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু টিপু তিন মাসকাল বৃথা তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিলেন; তৎপরে তিনি আপনার লোক দিয়া তাঁহাদিগকে মান্দ্রাজে ফিরাইয়া পাঠান।

বড়লাট সন্ধির পক্ষে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যদি সন্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে মহিসুর-রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সন্ধি করিতে হইবে। কিন্তু লর্ড ম্যাকার্টনি আপন ইচ্ছামত টিপুর দূতের সহিত আবার কমিশনারদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। পথে সকলেই তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করিতে লাগিল; পদে পদে তাঁহারা লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। মঙ্গলূরে তাঁহাদের তাঁবুর সম্মুখে দুইটী ফাঁসিকাঠ স্থাপিত হইল। ইংরাজরাজপুরুষদ্বয় যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। তাঁহারা বহুকষ্টে গুপ্তভাবে একখানি ইংরাজজাহাজে উঠিয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ১১ই মার্চ্চ টিপুর এক অমাত্য লিপিবদ্ধ করেন—"ইংরাজকমিশনারগণ অনাবৃত মস্তকে ও সন্ধিপত্র হস্তে দণ্ডায়মান; দুই ঘণ্টা ধরিয়া কতই খোসামদ ও মনোমুগ্ধকর কথা বলিয়া সন্ধিপত্রে সম্মতি দানে অনুরোধ করেন। পুণা ও হায়দরাবাদের উকীলেরাও এই সময় বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়াছিল, অবশেষে সুলতান সম্মত হইয়াছিলেন।" এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, পরস্পর কেহ বিবাদ বিসম্বাদ বা যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে পারিবেন না। সন্ধি অনুসারে ১৮০ জন ইংরাজ-রাজপুরুষ, ৯০০ ইংরাজ ও ১৬০০ দেশীয় সৈন্য মুক্তিলাভ করিল। তাহাদেরই মুখে টিপুর অত্যাচারের বিষয়, জেনারল ম্যাথু ও অপর ইংরাজ-সেনানীর হত্যাসংবাদ সকলেই জানিতে পারিল। সন্ধি হইল বটে, কিন্তু স্থায়ী হইল না।

১৭৮৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা বঙ্গলূর ও মহারাষ্ট্র রাজ্য রক্ষার জন্য তিন দল পদাতি প্রেরণ করেন; কিন্তু নানাফড়-নবিশ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে টিপুসুলতানের দোষ বাহির হইয়া পড়ে এবং এইখানেই সন্ধিভঙ্গের সূত্রপাত হইল।

এদিকে নানাফড়নবিশ টিপুর নিকট চৌথ আদায় করিতে অগ্রসর হইলেন; ইনি স্থির করিলেন, যদি টিপু চৌথপ্রদানে অসম্মত হন, তাহা হইলে নিশ্চয় ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে জুলাইমাসে নানাফড়নবিশ ভীমানদীতীরে যাৎগির নামক স্থানে নিজামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া গোপনে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ শীঘ্রই টিপুর কর্ণ-গোচর হইল। তিনি অবিলম্বে যুদ্ধ সজ্জা করিয়া নিজামের নিকট বিজাপুর প্রদেশ চাহিয়া পাঠাইলেন এবং নিজামরাজ্যে তাঁহার স্থাপিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণাদি চালাইতে আদেশ করেন। এই অসঙ্গত প্রস্তাবে নিজাম আপনাকে অসম্মানিত বোধ করিলেন, কিন্তু সে সময় তাঁহার এমন ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি টিপুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, বরং নানাফড়নবিশের সহিত যে অভিসন্ধি আঁটিয়াছিলেন, তাহাও পরিত্যাগ করিলেন। টিপু দেখিলেন ক্রমে সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, ক্রমে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

তিনি আপনার রাজ্যের পশ্চিমাংশবাসী হিন্দু ও খৃষ্টান-দিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। কোড়-গের সহস্র সহস্র অধিবাসীকে ধরিয়া আনিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন; সকলেই ভীত ও চকিত হইল। কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে টিপু আপনার রাজ্যের উত্তরপ্রদেশসমূহের প্রতি মনোযোগ করিলেন। তাঁহার সেনাদল বহুদিন হইল, মহারাষ্ট্র-দিগের সহিত যুদ্ধ করে নাই; মহারাষ্ট্ররাজের সীমান্তস্থিত বহুসংখ্যক হিন্দু-প্রজা মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, সুতরাং টিপুর সেনাদল সুবিধা বোধ করিল। এই সময়ে ধর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা প্রাণ বিসর্জ্জন সহস্রগুণে শ্রেয় বিবেচনা করিয়া প্রায় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন;

তাহাতে নানাফড়নবিশ অতিশয় বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, নিজামের সাহায্য গ্রহণ বৃথা। টিপু যেরূপ বল সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার সৈন্যগণ ফরাসীসেনানায়কের যত্নে যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছে, তাঁহাকে আক্রমণ করা সহজ ব্যাপার নহে। নানাফড়নবিশ ইংরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মঙ্গলূরের সন্ধি অনুসারে ইংরাজেরা মধ্যস্থ থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কাজেই নানাফড়নবিশ সাহায্য-প্রার্থী হইয়া ষাৎগিরের নিকট নিজাম ও বেরারের মাধোজি ভোঁস্‌লের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে পরস্পরে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ও মহিসুররাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার জন্ত এক সন্ধি-পত্র স্থির হইল।

১৭৮৬ খৃঃ অব্দে টিপু কি ভাবিয়া তাঁহাদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। মহারাষ্ট্রগণ কতকগুলি রাজ্য ও আদনি ফিরিয়া পাইলেন। টিপুও ৪৫ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন; তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা নগদ এবং বাকি টাকা এক বৎসর মধ্যে শোধ হইবে। টিপু যে কেন হঠাৎ এইরূপ সন্ধিপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন, তৎকালীন কোন ইতিহাসে প্রকাশ নাই, টিপুও এ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া যান নাই। কিন্তু ঐ সন্ধি অধিক দিন স্থায়ী হইল না; নিজামের সহিত আবার তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইল। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিজাম ও টিপুসুলতানে যুদ্ধ চলিয়াছিল। ঐ বর্ষের শেষে গণ্টুর-সরকার সমর্পণ করিবার জন্ত বড়লাট কাপ্তেন কেনাওয়েকে পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমে একটু যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু নিজাম গণ্টুর সমর্পণে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। মসলিপত্তনের সন্ধি অনুসারে হায়দর ও টিপু নিজামের যে সকল ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন, নিজাম তাহার পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত ইংরাজগবর্মেণ্টের নিকট সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। আবার তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি টিপুসুলতানকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত একখানি কোরাণগ্রন্থ উপহার দিয়া তাঁহার নিকট একজন দূত পাঠাইয়া দিলেন; দূত আসিয়া টিপুর নিকট জানাইলেন, দিন দিন ইংরাজেরা যেরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আমাদের ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। এখন পরস্পর একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরক্ষার জন্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্রধারণ করা উচিত। সুচতুর টিপুসুলতান বৈবাহিক সূত্রে বদ্ধ হইয়া মিত্রতা স্থাপন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু নিজাম তাঁহার এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি নীচঘরে কন্যা দান করিতে সম্মত হইলেন না। এখন আবার পরস্পরে ঘোর শক্রতা বৃদ্ধি হইল; টিপুসুলতান মসলিপত্তনের সন্ধি নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া স্থির করিলেন, কারণ ঐ সন্ধিপত্রে টিপুর নাম ও ক্ষমতা স্বীকৃত হয় নাই। এদিকে ইংলণ্ডের রাজপুরুষেরা স্থির করিলেন ভারতে ইংরাজ-দিগের শক্তি চালনা সম্বন্ধে অপক্ষপাত থাকিবার প্রয়োজন নাই, সুতরাং টিপুও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মঙ্গলূরের সন্ধি অনুসারে ত্রিবাঙ্কুররাজ্য ইংরাজ আশ্রিত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ত্রিবাঙ্কুররাজ ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে কোরঙ্গনুর ও আয়াকোট নামে দুইটী নগর সম্প্রতি ক্রয় করেন। টিপু ঐ দুই নগর কৌচীনরাজের হইয়া চাহিয়া বসিলেন, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যখন ঐ দুই নগর তাঁহার আশ্রিত কোচীনরাজের অধিকারভুক্ত, তখন ওলন্দাজেরা কিছুতেই বিক্রয় করিতে পারেন না। বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ ত্রিবাঙ্কুররাজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্ত মান্দ্রাজের ইংরাজ-অধ্যক্ষ হলাণ্ড্ সাহেবকে অনুমতি করেন; কিন্তু তিনি সে কথা না শুনিয়া ত্রিবাঙ্কুররাজের নিকট টাকা চাহিয়া বসিলেন।

ত্রিবাঙ্কুররাজ পর্ব্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী তাঁহার রাজ্যের উত্তরসীমাস্থ দুর্গ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এতদিন টিপু ত্রিবাঙ্কুর জয়ের বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, এতদিন ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্য দুর্ভেদ্য ছিল, কোন দিক্ দিয়া সৈন্যপ্রবেশের পথ ছিলনা। এখন সুবিধা পাইয়া টিপু সৈন্যচালনা করিলেন।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দে ২৮এ ডিসেম্বর তিনি ত্রিবাঙ্কুররাজ্য আক্রমণ করিলেন। মান্দ্রাজ-গবর্মেণ্ট তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। ত্রিবাঙ্কুররাজ্য আক্রমণের সংবাদ পাইয়া নানাফড়নবিশ টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ১৭৯০ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। জুলাই মাসে নিজামের সহিতও ঐ সূত্রে এক সন্ধি হইল। বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ মান্দ্রাজের ইংরাজসেনাপতি মেডোজ্‌কে সৈন্য পরিচালনের ভার দিলেন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে ২৬এ মে, ১৫০০০ সুদক্ষ সৈন্য লইয়া ইংরাজসেনাপতি ত্রিচিনপল্লী হইতে যাত্রা করিলেন। ২১এ জুলাই, সৈন্যগণ কোয়ম্বাতুরে উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করিল। সেপ্টেম্বরের মধ্যে পালঘাটচেরী ও দিন্দিগুল ইংরাজের অধিকৃত হইল। এখন সেই বিপুলবাহিনী মহিসুরের সীমায় উপস্থিত। টিপুসুলতানও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তিনি বিপুল বিক্রমে শক্রর গতিরোধ করিয়া ইংরাজসেনাধ্যক্ষ কর্ণেল ফ্লাইড্‌কে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজসেনানায়ক পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। এখানে শক্রসৈন্য টিপুর কিছু করিতে পারিল না বটে, কিন্তু এদিকে মলবার উপকূলে

কর্ণেল হারটলি টিপুর সেনাধ্যক্ষ হোসেনআলিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র-সৈন্যগণ বোম্বাইস্থ ইংরাজ সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়া টিপুর অপর সেনাপতি বদর-উল্-জমান্ ও কুতুব-উদ্দীনকে পরাজয় করিয়া ধারবার দুর্গ অধিকার করিয়াছে। এদিকে নিজাম স্বসৈন্যে কপালদুর্গ ও বাহাদুরবন্দ অধিকারে অগ্রসর হইয়াছেন; এইরূপে চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ টিপু কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। অচল অটল সাহসে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে লাগিলেন। বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ দেখিলেন টিপু সহজে বশীভূত হইবার নহে, তাঁহাকে পরাজয় করাও সহজ ব্যাপার নয়। এবার তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। তিনি মহিসুরের গিরিসঙ্কট মোগলী-ঘাটে উত্তীর্ণ হইলেন, তথা হইতে কৌশলক্রমে বঙ্গলুর যাত্রা করিলেন। এখানে টিপুর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে ২০এ মার্চ রাত্রিকালে শত্রুগণ অকস্মাৎ দুর্গ আক্রমণ করিল। নিজামের প্রায় ১০ হাজার সৈন্য আসিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসের সহিত যোগদান করিল। বড়লাট সেই মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া শ্রীরঙ্গপত্তন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজ-সেনাপতি আবরক্রম্বী তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই বিষম বিপদের সময় টিপু যখন দেখিলেন, যে মহাশক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে আসিতেছে তাহার প্রতিরোধ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তখন তিনি আপনার সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া রাজধানী রক্ষার্থ যত্নবান্ হইলেন। ১৩ই এপ্রেল অরিকেরা নামক স্থানে শত্রুদিগের সহিত ভীষণ সংঘর্ষ হইল।

১০ই এপ্রিল রাত্রিকালে বড়লাট দুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। ১৪ই দিবা দ্বিপ্রহরে ঘোরতর যুদ্ধের পর টিপু পরাজিত হইলেন। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিসের জয়লাভে বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না। তাঁহার সৈন্যগণের রসদ ফুরাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বিপদ্ নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। এখন টিপু সুবিধা পাইয়া তাঁহার মালগাড়ী ও ভাণ্ডার লুট করিলেন।

তৎকালে বড়লাট বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। যদি না এই সময়ে ইংরাজসেনানায়ক কাপ্তেন লিট্‌ল্ পরশুরামরাও-পরিচালিত মহারাষ্ট্র সেনাদলের সহিত আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে হয়ত সে অভিযান হইতে তাঁহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হইত না। যাহা হউক, দ্বিতীয়বার যুদ্ধেও কিছুই ফল হইল না। এবার টিপুকে চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে পরশুরামরাও ও কাপ্তেন লিট্‌ল্ বহুসৈন্য লইয়া উত্তরপশ্চিম, নিজাম স্বসৈন্য ও ইংরাজসৈন্য লইয়া উত্তরপূর্ব্ব এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মহারাষ্ট্র-বীর হরিপন্থের সহিত মধ্যভাগ আক্রমণ করিলেন।

টিপুও মহোৎসাহে তাহার প্রতিরোধে বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। তিনি আপন প্রধান প্রধান সেনানীবর্গকে রাজ্য ও সম্মান রক্ষার জন্য উত্তেজিত করিয়া উপস্থিত বীরব্রতে নিয়োগ করিলেন।

এদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ অসম সাহসে নন্দীদুর্গ, সুবর্ণদুর্গ, রায়কোট প্রভৃতি দুর্গ সকল জয় করিলেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কর্ণওয়ালিস্ নিজাম ও মহারাষ্ট্রসৈন্য সহ মিলিত হইয়া ৫ই ফেব্রুয়ারী শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হইলেন। ১৬ই, বোম্বাইয়ের ইংরাজসেনাপতি জেনারেল আবরক্রম্বী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এই ভীমশক্তি প্রবলবেগে গিয়া টিপুকে আক্রমণ করিল। এতদিন পরে টিপু বিচলিত হইলেন, তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন, 'টিপু রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না,' এখন সেই কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। এ সময় টিপু আপনার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "আমি ইংরাজকে দেখিয়া ভীত নহি, কিন্তু আমার অদৃষ্ট ভাবিয়া ভীত হইয়াছি।"

২৪এ ফেব্রুয়ারী, সুলতান লেফ্‌টেনাণ্ট চামারস্ নামক এক বন্দী ইংরাজসেনানায়ককে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া লর্ডকর্ণ-ওয়ালিসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। প্রথমে বড়লাট সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। শেষে কোড়গের রাজার সুবিধা ভাবিয়া সম্মত হইলেন। কোড়গের রাজা জেনারল আবরক্রম্বীকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তিনি টিপুর প্রতি-জিঘাংসা বৃত্তিকেও অতিশয় ভয় করিতেন। যাহা হউক এখন কোড়গরাজের জন্যই সন্ধি হইয়া গেল। ২৬এ তারিখে টিপু আপনার দুই পুত্রকে ইংরাজ শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। ইংরাজপক্ষীয় সকলেই মহাসমাদরে সম্মানের সহিত সুলতানের পুত্রদ্বয়কে অভিনন্দন করিলেন। সন্ধিপত্রানুসারে টিপুর পুত্রদ্বয় ইংরাজ শিবিরেই রহিলেন। ১৯এ মার্চ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হইল। টিপু আপনার অর্দ্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। তন্মধ্যে মলবার, কোড়গ ও বারমহল ইংরাজদিগের অংশে পড়িল। নিজাম ও মহারাষ্ট্রগণ স্ব স্ব রাজ্যের নিকটবর্ত্তী অংশ গ্রহণ করিলেন। এ ছাড়া যুদ্ধব্যয় হিসাবে টিপু ৩৩ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তন্মধ্যে অর্দ্ধেক নগদ ও অর্দ্ধেক একবর্ষ মধ্যে দিবার কথা রহিল।

তৎপরে চারি পাঁচ বর্ষ বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটিল

না। টিপু রাজ্যের উন্নতি ও প্রজাসুখসমৃদ্ধির জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি নানাদেশ হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে অসংখ্য পারস্য, সংস্কৃত এবং দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় ভাষায় লিখিত বহুবিধ হস্তলিপি সংগ্রহ করেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের ও মহারাষ্ট্রের সেনানায়কগণ গুপ্তভাবে টিপুর সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। টিপুও পূর্ব্বোক্ত সন্ধিতে আপনাকে অতিশয় অপমানিত বোধ করেন। এতদিন তিনি সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। এখন উক্ত সেনাপতিগণের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

ইংরাজেরা এই ষড়যন্ত্র জানিতে পারিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মে লর্ড মর্ণিংটন্ গবর্ণরজেনারেল হইয়া আসিলেন। টিপুসুলতানের গতিবিধির উপরই তাঁহার প্রথম লক্ষ্য পড়িল। তখন য়ুরোপে ইংরাজে ও ফরাসীতে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। সুতরাং টিপু ভারতাগত ফরাসী সৈন্যদিগকেও সহজেই হস্তগত করিতে লাগিলেন। ফরাসী কর্ম্মচারীগণ টিপুর দেশীয় সৈন্যদিগকে রীতিমত যুদ্ধ শিক্ষা দিতে লাগিল। টিপু তাঁহার নৌ-সেনাদলের সাহায্যার্থ মরিচসহরে ফরাসী-শাসনকর্ত্তা জেনারেল মলার্টিক্কে ৩০,০০০ সৈন্যের জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। হায়দরাবাদে ফরাসী-সেনানায়ক মুসো রেমণ্ড ১৫০০০ সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিও কার্য্যকালে টিপুকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। এদিকে সিন্ধিয়ারাজ্যে ফরাসীবীর ডি বইন্ ৪০,০০০ সৈন্য ও ৪৫০টী কামান সহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনিও যথাকালে জাতীয় গৌরবরক্ষার জন্য ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উদ্যত।

লর্ড মর্ণিংটন্ ইংরাজদিগের বিপদ্ নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মান্দ্রাজে প্রধান ইংরাজসেনাপতি লর্ড হারিস্কে শ্রীরঙ্গপত্তন অভিমুখে অবিলম্বে সৈন্যচালনা করিতে আদেশ করিলেন।

তখন মান্দ্রাজে ৮০০০ মাত্র সৈন্য ছিল। মান্দ্রাজের কোষাগারও তখন এক প্রকার শূন্য। সুতরাং মান্দ্রাজের কর্তৃপক্ষগণ এ সময়ে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কিন্তু বড়লাট তাঁহাদের যুক্তি না শুনিয়া অবিলম্বে সমরসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। এদিকে তিনি হায়দরাবাদের মন্ত্রী মাসির উল্ মুল্ককে (মীর আলমকে) টিপুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন।

এই সময়ে মহাবীর নেপোলিয়ান্ ইজিপ্টে উপস্থিত। কখন ভারতে আসিয়া পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই। এ সময় অবিলম্বে কার্য্যোদ্ধার করা চাই স্থির করিয়া বড়লাট আপন ভ্রাতা কর্ণেল অর্থার ওয়েলস্লি (ভাবী ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্কে) ৩৩ সংখ্যক পদাতিকদল ও ৩০০০ সিপাহী সৈন্য সঙ্গে দিয়া মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। অবশেষে তিনি টিপুর সহিত একটা মীমাংসা করিবার জন্য স্বয়ং মান্দ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বেই কর্ণেল ডোভটন বড়লাটের পত্র লইয়া টিপুর নিকট গমন করিয়াছিলেন। যাহাতে ফরাসীদিগের সহিত টিপু আর কোন সংস্রব না রাখেন, সেই কথা জানাইয়া পত্র লেখা হইয়াছিল।

টিপু কর্ণেলের সহিত দেখা করিলেন না। কেবল বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত পূর্ব্বে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। তিনি ইংরাজগবর্মেন্টের বরাবরই মিত্র। এ দিকে তিনি ফরাসীগবর্মেন্টকে সৈন্য পাঠাইতে এবং আফগানরাজ জমান শাহকে ভারতে আসিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে অনুরোধ করিলেন।

ফরাসীগণ ইজিপ্ট জয় করিয়া শীঘ্রই পদার্পণ করিবেন, এ সম্বন্ধে টিপুর অনেকটা ভরসা ছিল। এমন কি নেপোলিয়নের সহিত তাঁহার পত্র লেখালেখিও চলিতেছিল। কৌশলক্রমে সেই পত্র তাঁহার শত্রুগণের হস্তগত হয়। ইংরাজেরা তুরুষ্কের সুলতানকে দিয়া পত্র লিখাইয়া টিপুকে সাবধান হইতে বলেন, কিন্তু টিপু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারী ২১০০০ ইংরাজ-সেনা ও ১০,০০০ নিজামসৈন্য বেলূর হইতে যাত্রা করিল। এদিকে পশ্চিম উপকূল হইতে জেনারল ষ্টুয়ার্ট ও হার্টলির অধীনে ৬০০০ সৈন্য অগ্রসর হইতেছিল। ১৫ই মার্চ জেনারল হারিস্ বঙ্গলূরে আসিয়া পৌঁছিলেন। ১৬ই এপ্রেল, কোড়গরাজ্যের সীমান্ত সদাশীর নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধে টিপুর ২০০০ সৈন্য বিনষ্ট হয়।

এখন সুলতান আপনার নির্ব্বাচিত সৈন্য লইয়া প্রবল পরাক্রমে শত্রুর গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। ২৭এ মার্চ মালবল্লী নামক স্থানে টিপুর সৈন্য পরাজিত হয়। এই পরাজয়ে টিপুও ভীত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন, পিতার নিদারুণবাণী যেন জ্বলন্ত অক্ষরে তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইতে লাগিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া রাজধানীতে চলিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া শুনিলেন, তাঁহার অনেক কর্ম্মচারী তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সময় তিনি আরও হতাশ হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে ইংরাজদিগের সহিত পুনরায় সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিলেন, প্রথমে তিনি অনেকটা সম্মতও হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন ইংরাজসেনাপতি হারিস্ ঝুলীলা নামক কাবেরী নদীর একটা অজানিত চড়া পার হই-

য়াছেন, শীঘ্রই শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিবেন। তখন সন্ধির কথা আর তাঁহার মনে স্থান পাইল না। এদিকে লর্ড হারিস্ সৈন্যগণের রসদ ফুরাইয়া আসিয়াছে দেখিয়া কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিলেন। ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ কখন করেন নাই। ৬ই এপ্রেল হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তৃতীয় দিবস টিপু কি ভাবিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ইংরাজসেনাপতি হারিস্ দুই কোটী টাকা ও অর্দ্ধেক রাজ্য চাহিয়া বসিলেন। তাহার প্রত্যুত্তরে টিপু বলিয়াছিলেন, "এরূপ ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা বীরের ন্যায় মৃত্যু বাঞ্ছনীয়। তিনি বীরের পুত্র,বীরের ন্যায় আপনার সম্মান রক্ষা করিতে জানেন।" সেই দিন তিনি আপনার প্রধান অমাত্য ও কর্ম্মচারীগণকে একত্র করিয়া বলিলেন, "আজ আমরা নিজ নিজ জাতীয়সম্মান ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিব। যিনি এই মহাকার্য্যে ভীত হইবেন, তিনি যেন এখনই এস্থান পরিত্যাগ করেন।"

সুলতানের উৎসাহবাক্যে সকলেই প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইংরাজেরা ভারতে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ দেখেন নাই বা শুনেন নাই। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে কত শত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ২রা মে দুর্গ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। ৩রা, চারি হাজার সৈন্য গড়খাই উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গের নিকট উঠিয়া দুর্গ-ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। টিপুসুলতান নিজে রণসাজে সাজিয়া দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু টিপুর প্রতি বিধাতা বাম, তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। অধিকাংশ দুর্গবাসী সন্ধ্যার প্রাক্কালে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। দুর্গে প্রবেশ করিয়া শত্রুগণ দেখিল, বীর টিপুসুলতান আপন সম্মান ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য রণশয্যায় চিরশয়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যে সময় টিপু দুর্গরক্ষার্থ আপনি যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় এক ব্যক্তি পশ্চাদ্দিক্ হইতে গুপ্তভাবে তাঁহাকে বিনাশ করেন।

যাহাই হউক, ইংরাজসেনাপতি বীরমদে আজ দুর্ভেদ্য শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ অধিকার করিলেন। যথাকালে মহাসমারোহে মুসলমানপ্রথা অনুসারে টিপুসুলতানের মৃতদেহ সমাধিস্থ হইল। বীরনাদে ইংরাজের দুর্জ্জয় কামান টিপুর সম্মান ও শ্রীরঙ্গপত্তনবিজয় ঘোষণা করিল। সেই সঙ্গে মহিসুর হইতে ক্ষণস্থায়ী মুসলমান রাজত্বেরও শেষ হইল।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বড়লাট মর্ণিংটন্ ওয়েলেস্‌লি উপাধিতে ভূষিত হইলেন। এই নামেই তিনি ভারতেতিহাসে বিখ্যাত। শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ জয় করিয়া ইংরাজেরা নগদ দুই কোটী টাকা, ৯২৯টী কামান, ৪২৪০০০ পিতল ও লৌহ-নির্ম্মিত গুলি গোলা এবং ৬৫০০ মণ বারুদ পাইয়াছিলেন।

লালবাগ উদ্যানে হায়দরের সমাধিমন্দিরে টিপু সমাহিত হন। টিপু অতিশয় অত্যাচারী, চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির লোক হইলেও তাঁহার অনেক সদ্‌গুণও ছিল। তিনি নিত্য নূতন ভালবাসিতেন। তিনি দেশীয় শিল্প ও পণ্ডিতের বিশেষ সমাদর করিতেন। তাঁহার প্রাসাদ হইতে বহুসংখ্যক সংস্কৃত-গ্রন্থ, কোরাণের অনুবাদ ও হিন্দুস্থান বিশেষতঃ মোগল-সাম্রাজ্যের ইতিহাসমূলক অনেক হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, এখন কলিকাতার পুস্তকাগারে সেই সমস্ত রক্ষিত আছে।

টিপু কেবল পুস্তকসংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। নিজে বিদ্বান্ ছিলেন, পারস্যভাষায় দুইখানি গ্রন্থও লিপিবদ্ধ করিয়া-গিয়াছেন; তাহার একখানির নাম 'ফরমাণ-বনাম আলীরাজা' এবং অপর খানির নাম 'ফত-উল্ মজাহিদীন।' এছাড়া আপনার জীবনবৃত্তান্তমূলক অনেক ঘটনা নিজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

টিপুর পরিবারবর্গ প্রথমে বেলুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সুবিধা না হওয়ায় সকলেই কলিকাতায় আনীত হইলেন। এখন টিপুর পৌত্র ও পৌত্রী-গণ সকলেই বৃটীশ গবর্মেণ্টের বৃত্তিভোগী। রসাপাগলা বা টালিগঞ্জ নামক স্থানে সকলেই বাস করিতেছেন।

টিমক (আরবী) ১ মস্তিষ্ক। ২ গর্ব্ব।

টিমকী (আরবী) গর্ব্বিত।

টিমৃটিম্ (দেশজ) ১ অল্প অল্প জ্বলা। ২ ক্ষীণ অবস্থা।

টিমৃটিমা (দেশজ) মিটি মিটি জ্বলা।

টিয়া (দেশজ) তোতাপাখী।

টিলিয়া (দেশজ) গুল্মবিশেষ।

টিল্‌কা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

টী (স্ত্রী) সংযুক্ত বর্ণ, ক্ষুদ্রতম বুঝায়।

টীকা (স্ত্রী) টীক্যতে গম্যতে বুধ্যতে বানয়া টীক-ঘঞর্থে ক-টাপ্ চ। ১ ব্যাখ্যাগ্রন্থ, যাহা দ্বারা মূলবচনের অর্থ বোধগম্য হয়, গ্রন্থের অর্থ বিশদ করিবার নিমিত্ত আদ্যন্তব্যাখ্যা, বিবৃতি, ব্যাখ্যান।

"নত্বা ভগবতীং দুর্গাং টীকাং দুর্গার্থবুদ্ধয়ে॥" (দায়ভাগ)

টীকা (দেশজ) বসন্তরোগের আক্রমণ এড়াইবার জন্য সুস্থ শরীরে অস্ত্রদ্বারা বসন্তের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেওয়াকে টীকা দেওয়া কহে। বহুপূর্ব্বকাল হইতেই এদেশে টীকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। মনুষ্য ও গোরুর বসন্তের ক্ষত হইতে পুঁজ বা রস লইয়াই টীকা দেওয়া হইত। ঐ পুঁজ বা রসকে বীজ

কহে। গোবীজের টীকাই যে নিরাপদ প্রাচীন আর্য্যঋষিরাও তাহা অবগত ছিলেন। মনুষ্যের বীজদ্বারা টীকা দিলে বসন্ত ডাকিয়া আনা হয়, অনেক সময় ইহা দ্বারাই অনেকের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত হইয়াছে। গোবীজের টীকায় সে ভয় নাই, ইহাতে সর্ব্বশরীরে গোবসন্তের রস মিশ্রিত হয় বটে, কিন্তু উহার প্রকোপ মনুষ্য-বসন্তের ন্যায় ভীষণ নহে। এমন কি ইহার বসন্ত-প্রতিরোধকতা শক্তি মনুষ্যবীজ হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে।

বসন্তের বীজ রক্তের সহিত মিশ্রিত করাই টীকা দেওয়ার উদ্দেশ্য। ইহা নানা উপায়ে সাধিত হয়। শরীরের কোন স্থানে অস্ত্রদ্বারা ক্ষত করিয়া উহাতে বসন্তের রস লাগাইয়া দিলেই টীকা দেওয়া হইল। সচরাচর বাহু ও হস্তেই টীকা দেওয়া হয়। চর্ম্মচ্ছেদ করিবার জন্য সূচী বা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি অস্ত্রদ্বারা ক্ষত করিবার পরিবর্ত্তে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ৩।৪ বা ততোধিক স্থানে ফোস্কা করে, পরে ঐ ফোস্কা ভাঙ্গিয়া উহাতে বীজ লাগাইয়া দেয়। ফলে ইহাদ্বারা টীকা দেওয়ার ফল মন্দ হয় না, বরং অনেক সময় ভালই হইয়া থাকে।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশে মনুষ্যবীজ দ্বারা টীকা দেওয়া হইত, এইরূপ টীকাকে বাঙ্গালাটীকা এবং বর্ত্তমান প্রণালীতে গোবীজের টীকাকে ইংরাজীটীকা কহে। বাঙ্গালা-টীকা রীতিমত দেওয়া হইলে ক্ষতস্থান শীঘ্রই ফুলিয়া পাকিয়া উঠে এবং জ্বর ও শরীরের স্থানে স্থানে বসন্ত বাহির হয়। এইরূপ হইলেই টীকা উঠিয়াছে বলে। বাঙ্গালা-টীকা লইলে এদেশে যতদিন টীকা না শুকায়, ততদিন আপন পরিবারবর্গ সকলেই শুদ্ধাচারে থাকে, নিরামিষ ভক্ষণ করে, বস্ত্রাদি কাচিতে দেয় না, অর্থাৎ প্রকৃত বসন্ত হইলে যেরূপ পালন করিতে হয়, তৎসমুদায়ই প্রতিপালন করে। [মসূরিকা দেখ।] বাস্তবিক বাঙ্গালাটীকা কৃত্রিমবসন্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। গোবীজের টীকা লইলে ঐ সকল কঠোর নিয়ম পালনের আবশ্যকতা থাকে না।

ইংরাজী টীকায় গোবসন্ত নামক স্বতন্ত্রব্যাধি শরীরে সংক্রামিত হয়। মসূরিকার সহিত তুলনায় ইহার মারাত্মক শক্তি অতি সামান্য ও অল্প যন্ত্রণাদায়ক। সম্প্রতি এই টীকাই এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে। গবর্মেণ্ট মনুষ্য-বসন্তের বীজদ্বারা টীকা দেওয়ার প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন এবং সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে গোবীজের টীকা দিবার কেন্দ্রস্থান স্থাপিত করিয়াছেন। ঐ সকল স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোককে শিক্ষিত করিয়া গ্রামে গ্রামে টীকা দিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। ইহার জন্য কাহাকে কিছু ব্যয় করিতে হয় না। কলিকাতায় সাধারণতঃ বলিষ্ঠ সুস্থকায় গাভী বা বৎসের বসন্ত হইতেই বীজ লইয়া প্রত্যক্ষভাবে টীকা দেওয়া হয়। অন্যান্য স্থানে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক রক্ষিত বীজ প্রেরিত হয়। বলা বাহুল্য, টীকা দেওয়ার প্রথা যত বিস্তৃত হইতেছে, বসন্তরোগে মৃতের সংখ্যা ততই হ্রাস হইতেছে।

ইংরাজীতে টীকা দেওয়াকে ভাক্সিনেশন (Vaccination) কহে। ইহার অর্থ ভাক্সিনিয়া অর্থাৎ গো-বসন্তরোগ মনুষ্য শরীরে সংক্রামিত করা। জেনার (Jennar) নামে একজন চিকিৎসক এই মহোপকারী বিষয় য়ুরোপে প্রথম উদ্ভাবন করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরীক্ষালব্ধ নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় সাধারণে প্রকাশ করেন।

১ গো-বসন্তরোগ মনুষ্যশরীরে সংক্রামিত করিলে তাহার মসূরিকা হইবার ভয় থাকে না। ২ গাভীর শরীরস্থ বসন্ত ব্যতীত অন্যকারণে উৎপন্ন বসন্তের ন্যায় পরিদৃশ্যমান ফুস্কুড়ি হইতে টীকা দিলে তাহাতে বসন্ত ভয় বিদূরিত হয় না। ৩ সুবিধামত সকল সময়েই নিপুণ অস্ত্রবৈদ্যদ্বারা গোবীজের টীকা দেওয়া যাইতে পারে। ৪ একজনকে গোবীজের টীকা দিলে তাহার বীজ লইয়া অপরকে এবং ঐ তৃতীয় হইতে আবার অন্য লোককে, এইরূপে বহুসংখ্যক লোককে সংক্রামিত করা যাইতে পারে, অথচ শেষের ব্যক্তিও প্রথম যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে গো-বসন্ত হইতে টীকা লয় তাহার ন্যায় ফল প্রাপ্ত হয়।

টীকা দিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে হইবে। নিকটে বসন্তের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে শিশুদিগকে দুর্ব্বল অবস্থায় টীকা দেওয়া ব্যবস্থা নয়। পেটের পীড়া কিংবা চর্ম্মরোগ থাকিলে অথবা কর্ণমূল, গ্রীবা ও কুচ্কিতে উত্তাপ বোধ হইলেও টীকা দেওয়া উচিত নয়। সচরাচর দেখা যায় এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুই অধিকমাত্রায় বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। এই নিমিত্ত ছেলে সুস্থ ও সবল থাকিলে খুব অল্পবয়সেই টীকা দেওয়া উচিত। ডাঃ সিটন (Dr. Seaton) বলেন, বড় বড় নগরে স্থূলকায় সবল শিশুকে ১ মাস ১½ মাস বয়সেই টীকা দেওয়া উচিত। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল শিশুকে ২।৩ মাসে এবং নিতান্ত টীকা দিবার অনুপযুক্ত না হইলে সকল শিশুকেই ৩ মাসের সময় টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য।

সুস্থ ও সবল শিশুর রীতিমত উত্থিত টীকা হইতে বীজ গ্রহণ করা উচিত। আসল বীজ একটু ঘন। অপক টীকার পাতলা বীজদ্বারা টীকা দেওয়া ভাল নহে। অধিক বয়স্ক বালক-বালিকা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুর বীজই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ

শ্যামলবর্ণ, ঘন, চিক্কণ ও পরিষ্কার ত্বক্‌বিশিষ্ট শিশুদেহেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বীজ লইয়া টীকা দেওয়াই প্রশস্ত। টীকা-দেওয়া শিশু না পাওয়া গেলে অগত্যা রক্ষিত বীজ দ্বারা টীকা দিতে হয়। বলা বাহুল্য ভাল বীজ না মিলিলে টীকা দেওয়া বন্ধ রাখা উচিত। একটী পরিপক্ব টীকার উপর অল্প কাটিয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে ৫।৬ জনকে টীকা দিবার উপযুক্ত রস নির্গত হয় এবং ভবিষ্যতে ৫।৬ জনকে টীকা দিবার নিমিত্ত গজদন্তনির্ম্মিত শলাকা-মুখ সিক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কিরূপে টীকা দেওয়া হয়, তাহাই এখন সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। বাহুর উপরিভাগই টীকা দিবার প্রশস্ত স্থান। এই স্থানের চর্ম্ম টান করিয়া ধরিয়া একটী পরিষ্কার সুতীক্ষ্ণ বীজরক্ষিত ছুরিকার মুখ দ্বারা ঈষৎ বক্রভাবে অল্প চিরিয়া দিবে। ইহার পর চর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে বীজ ছেদিত স্থানে থাকিয়া যায়। ফলে চর্ম্মের মধ্যে বীজ প্রবেশ ও শোধিত করাই টীকা দেওয়ার উদ্দেশ্য। একস্থানে টীকা দিলে যদি না উঠে, এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য প্রত্যেক বাহুতে ½ ইঞ্চি অন্তর অন্তর অন্ততঃ তিন স্থানে টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য। শলাকায় শুষ্কবীজ থাকিলে অগ্রে উহাদিগকে উষ্ণজলে বা বাষ্পে দ্রব করিয়া ছেদমুখে লাগাইয়া দিতে হয়। অনেক ডাক্তার সমান্তরভাবে কতকগুলি আঁচড় দেয়, কেহ কেহ ঢেরাকাটা করিয়া ত্বক্ ছেদন করে, আবার কেহ কেহ প্রায় দুয়ানি সমান স্থানে কতকগুলি চোট দিয়া উহাতে বীজ মাখাইয়া দেয়। অনেকে আবার একদিকে কতকগুলি বিঁধ দিয়া পরে ঐ সকলকে ঢেরাকাটা করিয়া কাটিয়া দেয়। এই শেষোক্ত প্রকারে টীকা দেওয়াই ডাঃ সিটনের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভাল টীকা দেওয়া হইলে ঐ স্থান ২।৩ দিনে ঈষৎ ফুলিয়া উঠে, ৩।৪ দিনে লাল ও শক্ত হয় এবং ৫।৬ দিনে মধ্যভাগ অবনত আনীল শ্বেতবর্ণ ফুস্কুড়ি হইয়া উঠে। ইহাতে পুঁজ জন্মে। অষ্টম দিবসে টীকা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নবম ও দশম দিবসে ইহার চারিদিক্ রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, একাদশ দিবসে ফুস্কুড়ি আরও স্ফীত হইলে মধ্যভাগের অবনতি দূর হয়। চারিদিকের ফুলা স্থান ১ ইঞ্চ হইতে প্রায় ৩ ইঞ্চ পর্য্যন্ত ব্যাসযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পর ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ দিবসে ব্রণ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয় এবং সচরাচর তাহার পর সপ্তাহ মধ্যে শুকাইয়া খুস্কি উঠিয়া যায়। পঁচিশ দিন পর্য্যন্ত প্রায় ফুস্কুড়ি থাকে না। খোলা উঠিয়া ঐ স্থান গোল, আজীবন লোমশূন্য, চিক্কণ, ঈষৎ নিম্ন এবং বিন্দুময় বা সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত হইয়া থাকে।

টীকা উঠিলে প্রায়ই চর্ম্মে রুক্ষতা, পাকযন্ত্রের বিশৃঙ্খলা, বগলের শিরা ফুলা প্রভৃতি উপদ্রব দেখা যায়। এই সকল উপসর্গ অধিক যন্ত্রণাদায়ক না হইলেও প্রায় ফাঁক যায় না। টীকার আনুসঙ্গিক উপসর্গের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় টীকা অযথা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় কিংবা অতি শীঘ্র শুকাইয়া যায়। যে টীকা রীতিমত উঠিয়া নিয়মিত রূপে শুকায় তাহাই বসন্তনিবারক, ইহার অন্যথা হইলে সে টীকায় ফল হয় না।

প্রায়ই দেখা যায় যে অধিকাংশ স্থলে টীকা ঠিক নিয়ম মত উঠে না। ইহা নানা কারণে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ টীকাদারগণ অনেকস্থলেই বিশেষ অভিজ্ঞ নহে এবং উপযুক্ত পরিমাণে বীজ প্রয়োগ করে না। দ্বিতীয়তঃ বীজের অনুপযোগিতা, তৃতীয়তঃ যত্ন ও সতর্কতার অভাব, ইহাতে অনেক সময় টীকা নিস্ফল না হইলেও অভিপ্রেত ফলোৎপাদন করে না; চতুর্থতঃ টীকা হইতে প্রত্যক্ষভাবে বীজদ্বারা সঙ্গে সঙ্গে টীকা না দিয়া বহু পুরাতন বীজ ব্যবহার।

ডাঃ সিটন সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলেন, যে পূর্ণরূপে টীকা দেওয়ার ফল অসম্পূর্ণ টীকার অপেক্ষা ৩০ গুণ বসন্তনিবারক এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট টীকাও একবারে টীকা না দেওয়া অপেক্ষা ৪৭ গুণ বসন্তনিবারক। আরও দেখা গিয়াছে যে, টীকা লইবার পরও যদি বসন্ত হয়, তাহা হইলে উহা তত মারাত্মক হয় না এবং আরোগ্য হইলে শরীরকেও তত বিকৃত করিয়া ফেলে না।

একবার টীকা হইলে পর কত দিন ইহার শক্তি থাকে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। যাহা হউক যখন দেখা যাইতেছে যে একবার বসন্তপ্রপীড়িত ব্যক্তি পুনরায় বসন্তরোগাক্রান্ত হইতেছে, তখন অন্ততঃ ৭ বর্ষ অন্তর টীকা লওয়া উচিত। টীকা দস্তুরমত না উঠিলে আরও শীঘ্র টীকা লইলে অনেকটা নিরাপদ্ থাকে। কোন কোন ডাক্তার ৩ বৎসর বা তদপেক্ষাও শীঘ্র শীঘ্র টীকা লইতে পরামর্শ দেন।

টীকার বীজ লইয়া অনেক বিপদ্ ঘটিতে পারে। যে শিশুর টীকা হইতে বীজ লওয়া হয়, উহার কুষ্ঠ, উপদংশ প্রভৃতি রোগের সংশ্রব থাকিলে তত্তৎ রোগ সহস্র বালকমণ্ডলীতে ব্যাপ্ত হইতে পারে। এজন্য ঐ শিশুর পিতা মাতার কোন সংক্রামক ব্যাধি আছে কি না পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। আবার অনেক ডাক্তারের মত এই যে, টীকা দ্বারা ব্যাধি সংক্রামিত হয় না।

মনুষ্য ও গোরুর বসন্তরোগের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে মতভেদ আছে। ডাঃ জেনার বলেন যে, তাহা বাস্তবিক

একই ব্যাধি। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, গোরুকে মনুষ্য-বীজের টীকা দেওয়ায় তাহার বসন্ত হইয়াছে এবং পরে তাহার বসন্তবীজ লইয়া টীকা দেওয়ায় প্রকৃত গোবীজের ন্যায় ফল হইয়াছে। সুতরাং মনুষ্য ও গোরুর বসন্ত একই রোগ বলিয়া অনুমান হয়। অশ্বাদিও এই রোগে আক্রান্ত হয়। অশ্ববীজ দ্বারা টীকা দিয়াও গোবীজের ন্যায় ফল হইয়াছে। বেলুচিস্থানে উষ্ট্রের একরূপ বসন্ত হয়, সেই অবস্থায় যাহারা প্রতিপালন করে বা উহাদের দুগ্ধাদি পান করে, তাহারা প্রায়ই বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

পূর্ব্বকালে ভারতবাসীরা গোবীজ ও মনুষ্যবীজ সুবিধা মত যে কোন বীজ লইয়া টীকা দিতেন। এ সম্বন্ধে ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—

"ধেনুস্তন্যমসূরিকা নরাণাঞ্চ মসূরিকা।
তজ্জলং বাহুমূলাচ্চ শস্ত্রান্তেন গৃহীতবান্॥
বাহুমূলে চ শস্ত্রাণি রক্তোৎপত্তিকরাণি চ।
তজ্জলং রক্তমিলিতং স্ফোটকজ্বরসম্ভবম্॥"

ধন্বন্তরিকৃত শাক্তেয় গ্রন্থ।

ধেনুর স্তনমণ্ডলে অথবা মানবের বাহুমূলে যে মসূরিকা হয়, তাহার রস শস্ত্রের অগ্রভাগে গ্রহণ করিয়া বাহুমূলে প্রবেশ করাইবে। শস্ত্রদ্বারা বাহুমূলে রক্তোৎপত্তি হইবে, সেই রস রক্তের সহিত মিলিত হইয়া স্ফোটকজ্বর উৎপাদন করে।

টীকাকার (পুং) টীকাং করোতি কৃ-অণ্। টীকা প্রস্তুতকর্ত্তা, যিনি টীকা করেন।

টীপ (দেশজ) কপালে চিহ্ন বা ফোঁটা।

টুঁকি (দেশজ) আঘাত করা।

টুটী (দেশজ) গলদেশ, গ্রীবা।

টুক্ (দেশজ) অল্পাঘাত।

টুক্নী (দেশজ) সামান্য ভিক্ষাপাত্র।

টুক্রা (দেশজ) খণ্ড, বস্তুর কর্ত্তিত অংশ।

টুক্রাটুক্রা (দেশজ) খণ্ড খণ্ড।

টুক্রী (দেশজ) বংশাদি রচিতপাত্র, ঝুড়ী।

টুকি (দেশজ) আঘাত।

টুক্টুক্ (দেশজ) ১ অল্প শব্দ। ২ রক্তবর্ণ।

টুক্টুকিয়া (দেশজ) ১ উজ্জ্বল। ২ গাঢ় রক্তবর্ণ।

টুট (দেশজ) ১ ভঙ্গ। ২ কম, হ্রাস।

"শত্রুর সন্তাপবাড়ে, টুটে পরাক্রম।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২।১০১)

টুটন (দেশজ) ছেঁড়া, ভাঙ্গা।

টুটান (দেশজ) অল্পকরণ, কমান।

"তপস্যা করেন গৌরী হরপদ আশে।
আহার টুটান দেবী দিবসে দিবসে॥" (কবিকঙ্কণ)

টুটী (দেশজ) ভেদ করা, বিদারণ করা, চূর্ণ করা।

"কিন্তু মায়াবল, আমি টুটী বাহুবলে।" (মাইকেল)

টুণ্টুক (পুং) টুণ্টু ইত্যব্যক্তশব্দং কায়তি কৈ-ক। ১ পক্ষী-বিশেষ, চলিত কথায় টুণ্টুনি পাখী। (শব্দচ°) ২ শ্যোনাক-বৃক্ষ, সোনালু। ৩ কৃষ্ণখদির বৃক্ষ। ৪ (ত্রি) অল্প। (মেদিনী) ৫ ক্রূর। (বিশ্ব) (স্ত্রী) ৬ টঙ্কিনীবৃক্ষ। (শব্দচ°)

টুন্টুন্ (দেশজ) ঐরূপ শব্দভেদ।

টুন্টুনি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। [টুণ্টুক দেখ।]

টুন্টুনী, ১ একতন্ত্র বিশিষ্ট একপ্রকার যন্ত্র। ২ কাচনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। (যন্ত্রকোষ)

টুনাকা (স্ত্রী) তালমূলী বৃক্ষ। (শব্দচ°)

টুপী (দেশজ) তাজ, মস্তকাবরণবস্ত্র।

টুপাকুল (দেশজ) গোলাকার বড় বড় বদরীফল।

টুম্টাম্ (দেশজ) অল্প।

টেংরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। [টেঙ্গরা দেখ।]

টেঁক (দেশজ) ১ কোমর। ২ নদীর যেখান বাঁকিয়া গিয়াছে।

টেঁকন (দেশজ) আঁটা।

টেঁকশাল, [টাঁকশাল দেখ।]

টেঁকা (দেশজ) ১ সেলাই করা। ২ মনে মনে স্থির করা।

টেঁকেটেঁকে (দেশজ) স্থির করিয়া।

টেঁটা (দেশজ) লৌহময় অস্ত্রবিশেষ।

টেঁপা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

টেঁপাগোজা (দেশজ) টিপিয়া গুজিয়া রাখা।

টেঁপাটোঁপা (দেশজ) হৃষ্টপুষ্ট।

টেঁপাল, টোঁপাল (দেশজ) হৃষ্টপুষ্ট।

টেকুয়া (দেশজ) ১ যাহার টাক আছে। টাকু।

টেঙ্গ (দেশজ) ঠ্যাঙ্গ, পা।

টেঙ্গরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Macrones vittatus) ইহাদের গ্রীবা সর্ব্বদেহের মধ্যে স্থূলতম, ক্রমে পশ্চাদ্দিকে সূক্ষ্ম। মুখ বৃহৎ, শরীর মদ্গুরাদি মৎস্যের ন্যায় শল্কহীন এবং মুখে দীর্ঘ গুম্ফ থাকে। টেঙ্গরামাছের বর্ণ ঈষৎ পীতাভ কৃষ্ণবর্ণ, অথবা রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভৃতি বহুপ্রকার হইয়া থাকে। বহু জাতীয় টেঙ্গরামাছ আছে। সকলেরই দুইপার্শ্বে ও পৃষ্ঠের পাখনার গোড়ায় এক একটী করিয়া তিনটী কাঁটা আছে, এই কাঁটা তিনটী ইহাদের অস্ত্রস্বরূপ। যদি ইহারা কোনরূপে ঐ কাঁটা দ্বারা বিঁধিতে পায়, তাহা হইলে মনুষ্যকেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়। এই মৎস্যের আর একটী বিশেষত্ব যে, ইহারা শব্দ উৎপাদন করিতে পারে। কেহ নাড়িলে ইহারা রাগে একপ্রকার

গন্ গন্ শব্দ বাহির করে ও সুবিধা পাইলেই কাঁটা বিঁধিয়া দেয়। ইহাদের আকার ও আয়তনে অনেক প্রভেদ আছে। কোন কোন জাতি ৪।৫ ইঞ্চ, আবার কোন কোন জাতি ৮।১০ ইঞ্চ বা ততোধিক বৃহৎ হয়। মান্দ্রাজের একপ্রকার টেঙ্গরামাছ কাল এবং ৪।৫টা রূপার স্থায় ডোরাযুক্ত হয়। বাঙ্গালার অনেক টেঙ্গরামাছ ঠিক রূপার স্থায় উজ্জ্বল। এই মাছ সুখাদ্য এবং প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। স্থানভেদে বৃহত্তর জাতীয় টেঙ্গরাকে আড় মাছ বলে।

টেঙ্গ্‌রী (দেশজ) চেঁচাড়ির চুবড়ী।

টেড়া (দেশজ) অসমান।

টেড়াদৃষ্টি (দেশজ) টেরা।

টেনা (দেশজ) কৌপীন।

টেপ (ইংরাজী) মাপিবার যন্ত্র।

টেপা (দেশজ) কোন স্থান চাপিয়া ধরা।

টের (দেশজ) জানা।

টেরক (ত্রি) কেকর-পৃষোদরা° সাধুঃ। বক্রচক্ষু, টেরা। পর্য্যায়—বলির, কেকর, কেদর। (শব্দর°)

টেরচা (দেশজ) অসমান, ঈষৎ হেলান।

টেরা (দেশজ) যাহার চক্ষুতারা ঠিক মধ্যস্থলে না থাকে।

টেরাদৃষ্টি (দেশজ) অসমান দেখা।

টেরীপুঁঠী (দেশজ) একপ্রকার পুঁঠী।

টেরে (দেশজ) কোণে।

টেলিগ্রাফ, এই শব্দ (Tele ও Grapho) দুইটী গ্রীক শব্দ হইতে উৎপন্ন ; ইহার মৌলিক অর্থ দূরলিপি। তাহা হইতে যে কোন যন্ত্রাদি দ্বারা বহুদূরে সঙ্কেতে সংবাদাদি জ্ঞাপন করা হয়, তাহাকেই টেলিগ্রাফ বলা যায়। বহুপ্রাচীনকাল হইতেই অগ্নিদ্বারা সঙ্কেতাদি বহুদূরবর্ত্তী স্থানে বিজ্ঞাপিত হইত। তৎপরে নানাবিধ পতাকা, লণ্ঠন, নীল আলো, হাউই প্রভৃতি দৃশ্যমান্ চিহ্ন এবং বন্দুকধ্বনি, ভেরীধ্বনি, ঘড়ি ও ঢক্কাবাদ্য দূরস্থানে সঙ্কেত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য যে, যখন কোন চিহ্ন দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করা হইত, উহার অর্থ তাহার পূর্ব্ব হইতেই উভয়পক্ষে নির্দ্দিষ্ট করা থাকিত। সুতরাং এই সমুদায় সঙ্কেত দ্বারা কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ব্যতীত অপর অভিপ্রায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে না। সম্প্রতি তাড়িত দ্বারাই সর্ব্বত্র টেলিগ্রাফ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে ; ইহা দ্বারা যে কোন সংবাদ অতিশীঘ্র বহুদূর প্রদেশেও সুস্পষ্টরূপে প্রেরিত হইয়া থাকে। [ইহার বিবরণ তাড়িতবার্ত্তাবহ শব্দ দেখ।]

যদিও তাড়িতবার্ত্তাবহ দ্বারা যে কোন সংবাদপ্রেরণের উপায় অতি আধুনিক, কিন্তু সঙ্কেত দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় দূরস্থানে ব্যক্ত করিবার প্রথা বহু প্রাচীন। খৃষ্টের প্রায় ৬ শতাব্দী পূর্ব্বে শত্রুর আগমন-জ্ঞাপনার্থ উচ্চস্থানে অগ্নির নিশান দিবার প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এস্কিলস্ বর্ণিত আগামেম্‌ননের বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে, ট্রয়-নগরের ধ্বংসসংবাদ শ্রেণীবদ্ধ অনলমালা দ্বারা বহুদূরস্থ গ্রীসে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ইহাই টেলিগ্রাফ দ্বারা সংবাদ-প্রেরণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ঘটনা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। স্কটলণ্ডে একতাড়া কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা ইংরাজ-দিগের আগমন আশঙ্কা, দুইটী দ্বারা তাহাদের প্রকৃত আগমন এবং চারিটী পাশাপাশি অগ্নি দ্বারা শত্রুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক বুঝাইত। রাত্রিকালেই এইরূপ আলোক বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইত বটে, তথাপি ধূম দ্বারা দিবাভাগেও উহাদের সঙ্কেত বুঝিতে পারা যাইত। প্রজ্বলিত মশাল নানাদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, কিংবা একবার লুকাইয়া আবার বাহির করিয়াও সঙ্কেত করা হইত। পরে সঙ্কেতের পরিবর্ত্তে মশালাদি দ্বারা অক্ষর-নির্দ্দেশ করিবার প্রথা উদ্ভাবিত হয়। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ডাক্তার রবার্ট হুক (Dr. Robert Hooke) উচ্চ স্তম্ভাদির উপর বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরের প্রতিকৃতি রাখিয়া দূর হইতে সংবাদ-প্রদানের একটী উপায় উদ্ভাবন করেন। রাত্রিতে অক্ষরের পরিবর্ত্তে হুক আলোক দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করিবার উপায় করেন। ফলতঃ ঐ সকল অক্ষর সাধারণে বুঝিত না। ইহার প্রায় ২০ বর্ষ পরে আমণ্টন (M. Amonton) ফ্রান্সে হুকের অনুরূপ এক উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ঐ দুইটীর কোনটীই অধিক কার্য্যকারী হয় নাই। ১৭৯৩ বা ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে চাপি (M. Chappe) যে টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন করেন, তাহাই তৎকালে ফরাসীগবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক তথায় প্রচলিত হয়। ইহার আকার একটী বৃহৎ Tএর স্থায়। তজ্জন্য ইহাকে কখন কখন টি টেলিগ্রাফ বলা হইয়া থাকে। একটা সোজাভাবে প্রোথিত উচ্চ কাষ্ঠের অগ্রভাগে, অপর একখণ্ড কড়ি সংলগ্ন হয়। এই কড়ির দুই প্রান্তে আবার দুই খণ্ড কাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে। ঐ সকল খণ্ডই রজ্জু দ্বারা টানিয়া নানারূপ অবস্থায় রাখিতে পারা যায়। এইরূপ প্রায় ২৫৫ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আকার দ্বারা ২৫৫ প্রকার সঙ্কেত করা হইত। ঐ সকল সঙ্কেত দ্বারা অক্ষর অঙ্ক কিংবা এক একটী শব্দ বা বাক্য সকলই হইতে পারিত। শব্দ কিংবা বাক্য সকল পুস্তকে লেখা থাকিত, সঙ্কেতানুযায়ী সংখ্যা ধরিয়া বাহির করিয়া লইতে হইত। ফরাসীবিপ্লবের সময় এই টেলিগ্রাফ দ্বারা বহুস্থানে সংবাদ প্রেরিত হয়। দূরবীক্ষণ-সাহায্যে চিহ্নাদি দেখা হইত। কোন ষ্টেশনে

একরূপ চিহ্ন প্রদর্শন করিলে পরবর্ত্তী ষ্টেশনে তৎক্ষণাৎ ঐ চিহ্ন প্রদর্শিত হইত, এবং তাহা হইতে আবার অন্যস্থানে এইরূপে শীঘ্র অতিদূর স্থানে গিয়া পৌঁছিত।

চাপির পর এজওয়ার্থ সাহেব (Edgeworth) ইংলণ্ডে একরূপ টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। ইহাতে কতকগুলি সংখ্যা নির্দ্দেশ করিত। প্রত্যেক সংখ্যার পৃথক্ অর্থ পুস্তকে লেখা থাকিত, আবশ্যক মত খুঁজিয়া লইতে হইত।

গ্যাম্বল সাহেবের টেলিগ্রাফে একটী বৃহৎ কাষ্ঠের চৌকাঠে ছয়টী প্রকোষ্ঠে ছয়টী কপাট সংযুক্ত থাকিত। ঐ সমস্ত কপাট ইচ্ছামত খোলা ও বন্ধ করা যাইত। সুতরাং ইহাদের নানাভাবে বন্ধ ও খোলা অবস্থায় নানা সঙ্কেত দ্বারা অক্ষরাদি সূচিত হইত।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে লণ্ডন হইতে ডোবর পর্য্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়। এই টেলিগ্রাফ শেষোক্ত টেলিগ্রাফের ঈষৎ রূপান্তর মাত্র। কথিত আছে, ইহা দ্বারা ৭ মিনিটে ডোবর হইতে লণ্ডনে সংবাদ প্রেরিত হইত। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ টেলিগ্রাফই ব্যবহৃত হয়।

তাহার পর অনেকে নানারূপ পরিবর্ত্তন বা উৎকর্ষ সাধন করিয়া নানা উপায় বাহির করিতে লাগিল। ফরাসীগণ এই সময়ে একটা খুঁটিতে দুই বা তিনটী বাহু দ্বারা টেলিগ্রাফ করিত।

পূর্ব্বোক্ত নানাপ্রকার সঙ্কেতের বহুপ্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া অসংখ্য প্রকার টেলিগ্রাফ ইংলণ্ড ও য়ুরোপে প্রচলিত হয়। এইরূপ সঙ্কেতাদি দূরস্থ জাহাজের সহিত সংবাদ আদান প্রদানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনেক সময় ইহার আবশ্যকতা অতি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। জাহাজে জাহাজে সঙ্কেত করিবার জন্য প্রধানতঃ নানা বর্ণের ও ভিন্ন ভিন্ন আকারের পতাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্থলভাগের টেলিগ্রাফের ন্যায় উহাতেও সংখ্যাদি নির্ণয় করিত এবং উহাদের অর্থ পুস্তক দেখিয়া লইতে হইত। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় নৌ-সেনা বিভাগ হইতে এক পুস্তক বাহির হয়। ইহাতে প্রায় ৪০০ বাক্য সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করিবার উপায় লিখিত হয়। কিন্তু যদি কোন সংবাদ ঐ ৪০০ সংখ্যার বাহিরে পড়িত, তখন ঐ টেলিগ্রাফ দ্বারা কার্য্য হইত না। ইহা দেখিয়া সর্ হোম্ পোপ্হাম (Sir Home Popham) পতাকা দ্বারা অক্ষর স্থির করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি নূতন সঙ্কেতের বিবরণ দিয়া কলিকাতার একখানি পুস্তক প্রেরণ করেন। পরে ঐ পুস্তক লণ্ডনে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ছাপা হয়।

যাহা হউক এইরূপ টেলিগ্রাফ অনেক সময় সহজ ও সুবিধাজনক হইলেও অনেক সময় অস্পষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। বায়ুরাশি কুজ্ঝটিকাময় থাকিলে দূরস্থ সঙ্কেত দৃষ্ট হয় না। বহুদূরে শব্দাদিও শ্রুত হওয়া যায় না। রজ্জুদ্বারা দূরস্থিত স্থানের ঘণ্টা বাজাইয়া এবং জল বা বায়ুপূর্ণ নলসংযোগ রাখিয়া সঙ্কেত পরিচালিত হইত। কিন্তু এই প্রকার টেলিগ্রাফই অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবশেষে তাড়িতের আবিষ্কার এবং ধাতুময় তারদ্বারা ইহা অতিশীঘ্র স্থানান্তরে পরিচালনব্যাপার আবিষ্কৃত হইলে টেলিগ্রাফের যুগপরিবর্ত্তন হইল। সম্প্রতি স্থলভাগে সর্ব্বত্র এই উপায়েই টেলিগ্রাফ চলিতেছে। [তাড়িতবার্ত্তাবহ দেখ।]

টেলিফোন (ইংরাজী) এই শব্দ গ্রীক টেলি=দূর ও ফনো=শ্রবণ করা এই দুই শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ দূর-শ্রবণ-যন্ত্র অর্থাৎ যদ্দারা বহুদূরের শব্দ শ্রবণ করা যায়।

দুইটী বাঁশ, কাগজ কিংবা টিনের চোঙ্গা একদিক্ কাগজ চর্ম্ম বা ধাতুর পাত দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া মধ্যস্থলে এক-গাছি দীর্ঘসূত্র বা তার দিয়া সংযুক্ত কর। এইরূপ দুইটী চোঙ্গার একটীতে কথা কহিলে অপর চোঙ্গায় ঐ শব্দ অবিকল উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় চোঙ্গায় কাণ রাখিয়া তাহা শুনিতে হয়। ইহা একপ্রকার সরল টেলিফোন। ইহাতে অল্প-দূরে কথাবার্ত্তা কহিতে পারা যায় বটে, কিন্তু অধিক দূর হইলে শব্দ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। আরও ইহার শব্দ নাকিসুরে হইয়া থাকে। নিম্নে তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা যেরূপে বহুদূর হইতেও শব্দাদি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

একটী চুম্বকদণ্ডের উপর রেসমাদি অপরিচালক সূত্র-মণ্ডিত তামার তার জড়াইয়া ঐ তারের দুইটী মুখ একদিকে দুইটী বন্ধনী স্ক্রুর সহিত সংযুক্ত থাকে। পরে ঐ তারজড়ান চুম্বক একটী নলের মধ্যে স্থাপিত হয় এবং উহার প্রান্তে একটী অতি পাতলা লোহার পাতা চুম্বকের অতি নিকটে বদ্ধ থাকে। লোহার পাতা কাষ্ঠের খোলের মধ্যে চারিদিকে আঁটা এবং উহার মধ্যস্থলে চুম্বকের অপরদিকে খোলা থাকে। এই প্রান্তের কাষ্ঠের খোলের আকার চুঙ্গীর ন্যায় হয়।

টেলিফোন দ্বারা কথোপকথন করিতে হইলে দুইটী এই-রূপ যন্ত্রের প্রয়োজন, একটী বলিবার ও অপরটী শুনিবার জন্য। প্রথমতঃ ঐ দুইটী নল রেসমমণ্ডিত তামার তার দ্বারা সংযুক্ত করিতে হইবে। একটীর চুম্বকের উপর জড়ান তামার তারের এক প্রান্ত উক্ত বন্ধনী দ্বারা একখণ্ড দীর্ঘ তারের সহিত সংযুক্ত করিয়া অপরটীর একটী স্ক্রুর সহিত বদ্ধ করিতে হয়। অপর দুইটী স্ক্রু হয় অন্য তারদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিতে হয়, কিংবা প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র তার দিয়া

পৃথিবীর সহিত সংযোগ করিয়া দিতে হয়। ইহার একটীর প্রশস্ত চুঙ্গীতে মুখ দিয়া কথা কহিলে অপর ব্যক্তি দ্বিতীয় নলের চুঙ্গী কাণে ধরিয়া দূর হইতে অবিকল শব্দ শুনিতে পাইবে। ইহাতে কণ্ঠস্বর অনেকাংশে ক্ষীণ এবং ঈষৎ নাকিস্বরের মত হইয়া গেলেও বহুদূর হইতে পূর্ব্বপরিচিত স্বর চিনিতে পারা যায় এবং কথা বুঝিতে পারা যায়। সাগর-মধ্যস্থ তারদ্বারা প্রায় ৬০।৭০ মাইল এবং স্থলভাগের উপরস্থ তারদ্বারা প্রায় ২০০ মাইল পরস্পর দূরস্থিত দুইস্থানে এই উপায়ে কথোপকথন চলিতে পারে। বৈজ্ঞানিক এই আবিষ্ক্রিয়া অতীব আশ্চর্য্য ও বিস্ময়জনক।

কিরূপে দূরবর্ত্তী নলে প্রতিরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। শব্দ বায়ুরাশির কম্পন মাত্র। [শব্দ দেখ।] মুখ-নির্গত শব্দতরঙ্গ চুঙ্গীর মধ্যস্থ বায়ুরাশিকে কম্পিত করিলে ইহার ঘাত প্রতিঘাতে তৎসংলগ্ন সূক্ষ্ম লোহার পাতাও স্পন্দিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্পন্দন লোহার পাতার একবার অগ্রে ও একবার পশ্চাতে গমন ব্যতীত কিছুই নহে। বলা বাহুল্য, ঐ স্পন্দন এত দ্রুত ও অল্পদূর ব্যাপী যে, আমরা সহজে দেখিতে পাই না। যাহা হউক, এইরূপ স্পন্দন জন্য নিকটস্থ চুম্বকদণ্ডের শক্তি একবার হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি হয় এবং চুম্বকের চতুর্দ্দিকস্থ তারকুণ্ডলীতে একবার একদিকে ও একবার বিপরীতদিকে তাড়িত স্রোত উৎপন্ন করে। [চুম্বক দেখ।] এই তাড়িত-প্রবাহ তারদ্বারা দূরস্থ ষ্টেশনে নীত হয় এবং তথায় চুম্বকদণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ কুণ্ডলীমধ্যে প্রবাহিত হইয়া একবার চুম্বকের শক্তি হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি করে। সুতরাং উহার নিকটস্থ লোহার সূক্ষ্ম পাত একবার অধিক ও একবার অল্প জোরে আকৃষ্ট হইয়া স্পন্দিত হইতে থাকে এবং এই স্পন্দন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও প্রথম নলস্থ পাতার স্পন্দনের অবিকল অনুরূপ বলিয়া তথায় ক্ষীণতর, কিন্তু অনুরূপ শব্দ উৎপন্ন করে।

অনেক সময় সুবিধার জন্য চুম্বকের পরিবর্ত্তে লৌহদণ্ড স্থাপিত হয় এবং তাড়িতকোষের সহিত সংযোগ করিয়া উহাকে অস্থায়ী চুম্বকে পরিবর্ত্তিত করা হইয়া থাকে।

কোন তারে অতি ক্ষীণ তাড়িতপ্রবাহ ধরিবার জন্য টেলিফোন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টেলিফোনের তারের তাড়িতপ্রবাহ সাধারণ তাড়িত-বার্ত্তাবহের তারস্থ প্রবাহ অপেক্ষা অনেক অল্প। কিন্তু তাহাতেই টেলিফোনে শ্রবণ-যোগ্য শব্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঐ তারের নিকটে টেলি-ফোনের তার থাকিলে উহাতে বিপরীত তাড়িতস্রোত উৎপন্ন হইয়া টক্ টক্ শব্দ উৎপন্ন করে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণরাজ্যে প্রথম প্রচলিত হয়। সম্প্রতি টেলিফোনের অত্যন্ত বিস্তার হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ নগরে সমস্ত ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি নিজ নিজ বাড়ীতে টেলিফোন যন্ত্র রাখিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা অতি সহজে শিক্ষা ব্যতীত যথেচ্ছ সংবাদ প্রেরণ করা যায়। বাড়ী বাড়ী টেলিফোন দ্বারা কথা কহিতে হইলে একবাড়ী হইতে প্রত্যেক বাড়ী পর্য্যন্ত তার রাখিতে হয় না। সকল বাড়ীর টেলিফোনের তার একটী সাধারণ টেলিফোন আফিসে সংযুক্ত থাকে। তথায় ইচ্ছামত যে কোন দুই বাড়ীর টেলিফোন দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইতে পারে। বৃহৎ বৃহৎ নগরে এইরূপেই টেলিফোনে তার সংযুক্ত থাকে।

টোঁকা (দেশজ) ১ কাটা। ২ সূচীদ্বারা সেলাই করা। ৩ প্রতি কথার উত্তর। ৪ অল্পসঙ্কেত। ৫ পত্র বা বংশরচিত ছত্রবিশেষ।

"বিয়নি চালনী ঝাটা, ডোমগড়ে টোঁকাছাতা।
জীবিকার হেতু একচিতে॥" (কবিকঙ্কণ)

টোকর (দেশজ) ঠোকর, আঘাত।

টোকা (দেশজ) ১ বংশের চেয়াড়িনির্ম্মিত ছত্র বা মস্তকাবরণ। ২ পোকাখেকো। ৩ একজনের ঘাড়ে দোষ চাপান। ৪ প্রত্যুত্তর।

টোকাপাণা (দেশজ) জলজ লতাভেদ। (Pistia stratiotes)

টোঘানআলু (দেশজ) এক জাতীয় আলু।

টোঙ্গর (দেশজ) ম্লেচ্ছের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষসূচক শব্দ।

টোটা (দেশজ) ১ ভাঙ্গা। ২ হতাশ করা। ৩ খণ্ড, টুকরা। ৪ সৈনিকপুরুষের থলিমধ্যে বারুদের মোড়ক থাকে, সেই মোড়কের মুখ দন্তে ছিঁড়িয়া বন্দুকে বারুদ ঢালিতে হয়, এই মোড়কের মুখকে টোটা বলে। [সিপাহীবিদ্রোহ দেখ।]

টোটো (দেশজ) বৃথা ঘুরিয়া বেড়ান।

টোডরমল, সম্রাট্ অক্‌বরের স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজস্বসচিব ও অন্যতম সেনাপতি। অযোধ্যার অন্তর্গত লাহরপুর নামক স্থানে ১৫২৩ খৃঃ অব্দে ইহার জন্ম হয়। মাসির-উল্-উমরা অনুসারে ইহার জন্মস্থান লাহোর। ইহার পিতার নাম ভগবতীদাস। টোডরমলের অতি অল্পবয়সেই তাঁহার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মাতা অতিকষ্টে তাঁহাকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। টোডরমল অতি অল্পবয়স হইতেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার মাতার মনোদুঃখ নিবারণ করিলেন। পিতৃবিয়োগের কিছুকাল পরে ইনি সম্রাটের অধীনে একটী কার্য্যপ্রার্থী হইলেন। সম্রাট্ ইহার গুণ-গ্রামে অতীব প্রীত হইয়া ইহাকে লিপিকরকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু তিনি কার্য্যদক্ষতায় শীঘ্রই উচ্চ হইতে উচ্চতরপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

৯৭২ হিজরায় যখন সম্রাট্ খানজমানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন টোডরমল সম্রাটের অধীনে সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতেন। সম্রাটের রাজত্বের অষ্টাদশবর্ষে অর্থাৎ ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে গুজরাট অধিকৃত হইলে উক্তস্থানের ভূমিপরিমাণ নির্দ্ধারণ ও আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত করিবার জন্য টোডরমল নিযুক্ত হইলেন। পরবৎসর পাটনা-বিজয়কালে তিনি অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ এবং সম্রাটের আদেশানুসারে মুনিমখাঁর সহিত বঙ্গদেশে গমন করেন। এই সময় বঙ্গদেশে দাউদখাঁ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্যই মুনিমখাঁ ও টোডরমল বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। যুদ্ধে টোডরমল অসম সাহস ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়া জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে সেনাপতি খাঁআলম নিহত হন এবং মুনিমখাঁর অশ্ব অতিশয় ভীত হইয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করে। কিন্তু টোডরমল ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া আশ্চর্য্য সাহসের সহিত বিপক্ষদিগকে পরাজিত করেন। ইহার পর তিনি বঙ্গ ও উড়িষ্যার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া সম্রাট্ দরবারে উপস্থিত হন। তিনি পুনরায় খাঁনজহানের সহকারীরূপে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দাউদকে পরাজিত করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ, মোগলমারির যুদ্ধেও টোডরমলের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। দাউদ সম্রাট্ অক্‌বরের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া হরিপুর নামক স্থানে সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া টোডরমল বর্দ্ধমান হইতে ছিতুআ পরগণায় গমন করিলেন। মুনিমখাঁ এইস্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। দাউদ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সম্রাট্‌সৈন্য যাহাতে উড়িষ্যায় প্রবেশ করিতে না পারে, তদনুরূপ কার্য্য করিবেন, কিন্তু ইলিয়াস্‌খাঁ লঙ্গা নামক জনৈক মুসলমান সম্রাট্‌সৈন্যদিগকে একটী সহজ পথ দেখাইয়াছিলেন। সেই পথে মুনিমখাঁ গন্তব্যস্থানে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। টোডরমল তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া ভদ্রকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাউদ কটকের নিকট সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন। টোডরমল এই সংবাদ অবগত হইয়া মুনিমখাঁকে তাঁহার সহিত শীঘ্রই সম্মিলিত হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন। মুনিম্ উপস্থিত হইলে উভয় সৈন্য একত্র হইয়া কটকাভিমুখে অগ্রসর হইল। এই স্থানে দাউদের সহিত একটী সন্ধি হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে টোডরমল গুজরাটে দ্বিতীয় বার প্রেরিত হইলেন। যখন তিনি আহ্মদাবাদ নামক স্থানে উজীরখাঁর সহিত সম্রাটের কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন মুজাফ্‌ফর হুসেনের প্ররোচনায় মীরআলি গুলাবী বিদ্রোহী হইলেন। উজীরখাঁ টোডরমলকে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু টোডরমল এই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য না করিয়া আহ্মদাবাদের ১২ ক্রোশ দূরে ধোলকোয়া নামক স্থানে যাইয়া বিদ্রোহীর পরামর্শদাতা ও প্রধান সহায় মুজাফ্‌ফরকে পরাভূত করিলেন।

এই বৎসর সম্রাট্ টোডরমলকে উজীরের পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতে তিনি রাজা টোডরমল নামে সম্মানিত হইতে লাগিলেন।

মুজাফ্‌ফরের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু বিদ্রোহীগণ বঙ্গ ও বেহার অধিকার করিয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইয়া সম্রাট্ রাজা টোডরমল ও শাদিকখাঁকে ফতেপুরশিক্‌রি হইতে বেহারে গমন করিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। মুহিবআলি ও মহম্মদ মসুমখাঁ সহকারী নিযুক্ত হইলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ৩০০০ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া টোডরমলের সহিত যোগদান করিলেন, কিন্তু ইহার মনে মনে বিদ্রোহাগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া মসুমখাঁকে কোনরূপে স্ববশে রাখিলেন বটে, কিন্তু এই সংবাদ সম্রাটের গোচর করিলেন।

বঙ্গদেশের বিদ্রোহিগণ মুঙ্গেরের নিকট শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা টোডরমল স্বীয় শিবিরে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা থাকায় প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিতে না পারিয়া মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। দুর্গ অবরোধকালে হুমায়ুন ফরম্লিলি ও তরখানদিবানা নামক দুইজন সেনাপতি বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। বেশীদিন অবরোধ হওয়ায় দুর্গমধ্যে খাদ্যের অভাব হইতে লাগিল। টোডরমল ইহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া সাহসের সহিত দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই রাজার সাহায্যার্থ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদ্রোহীগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। মসুম-ই-কাবুলী, দক্ষিণ বেহার এবং আরববাহাদুর পাটনা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। টোডরমল ও শাদিকখাঁ মসুমের অনুসরণে বেহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মসুম একটী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উড়িষ্যা অভিমুখে পলায়ন করিল। এইরূপে টোডরমল দক্ষিণবেহার দিল্লীসম্রাজ্যভুক্ত করিলেন।

৯৯০ হিজরায় টোডরমল দাওয়ান (দীবান) পদে উন্নীত হইলেন। এই বৎসর তিনি রাজস্বসম্বন্ধীয় নূতন নিয়মের উদ্ভাবন করেন। এই রাজস্বসম্বন্ধীয় নূতন নিয়ম হেতুই রাজা টোডরমল এত অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

এ সময় টোডরমল মুদ্রা সম্বন্ধেও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি ৪ প্রকার মোহর প্রচলিত করেন। এই চারি প্রকার মোহরের মূল্যও চারি প্রকার ছিল; যথা—৪০০, ৩৬০, ৩৫৫ ও ৩৫০ দাম। এই সময় তিন প্রকার তঙ্কা প্রবর্ত্তিত হয়; মূল্য যথাক্রমে ৪০, ৩৯ ও ৩৮ দাম। পূর্ব্বে হিন্দুমহুরিগণ রাজকীয় হিসাবাদি হিন্দি ভাষায় লিখিতেন। টোডরমল নিয়ম করিলেন যে, এখন অবধি সমস্ত রাজকার্য্যই পারস্যভাষায় লিখিতে হইবে। তখন হইতেই বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত হিন্দুগণ পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, টোডরমলের জন্য উর্দ্দু ভাষার অনেক উন্নতি সাধিত হয়।

জনৈক ক্ষত্রিয় বহুদিন হইতে টোডরমলকে অতিশয় ঘৃণা করিত; এমন কি তাঁহার জীবননাশেরও চেষ্টা করিয়াছিল। ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে তাহার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য একদিন রাত্রিকালে টোডরমলকে অস্ত্রাঘাত করে। সৌভাগ্যক্রমে সে আঘাতে রাজা টোডরমলের কোন গুরুতর অনিষ্ট হয় নাই। সেই নরাধম তৎক্ষণাৎ ধৃত ও নিহত হইল।

য়ুসুফজাইগণকে দমন করিবার জন্য রাজা বীরবল প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই; বরং তিনি তাহাদিগের হস্তে নিহত হন। বীরবলের মৃত্যুর প্রতিহিংসা গ্রহণ ও য়ুসুফজাইদিগকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিবার জন্য টোডরমল প্রধান সেনাপতি মানসিংহের সহিত ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৫৯০ খৃঃ অব্দে অক্‌বর যখন কাশ্মীরে গমন করেন, তখন লাহোররক্ষার ভার রাজা টোডরমলের হস্তেই অর্পণ করিয়া যান।

এ সময় রাজা টোডরমল বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং রাজকীয় কার্য্যের গুরুতর পরিশ্রম হেতু তাঁহার শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। এই জন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মচর্য্যায় জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিবার জন্য সম্রাট্ সমীপে প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্মতি দিয়াছিলেন। টোডরমল যখন হরিদ্বারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন সম্রাট্ তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। টোডরমলের প্রত্যাবর্ত্তনের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সম্রাটের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হইল। যাহা হউক, তিনি ৯৯৮ হিজরায় গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজা টোডরমলের চরিত্র অতি মহৎ ও উদার ছিল। সম্রাট্ অক্‌বরের শুভানুধ্যায়ীদিগের মধ্যে টোডরমল একজন প্রধান। ইঁহার কার্য্যদক্ষতাগুণে অক্‌বরের রাজত্বে অনেক সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল। সম্রাটের প্রধান সভাসদ্‌দিগের মধ্যে আবুলফজল ও মানসিংহের ন্যায় রাজা টোডরমলের নামও সকলের নিকট পরিচিত। তিনি নিজগুণে চারিহাজারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজস্ব নিয়ম-স্থাপন সম্বন্ধে অসাধারণ নৈপুণ্যের ন্যায় তাঁহার সাহসও অসীম ছিল।

আবুলফজল টোডরমলের অতিশয় বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি সম্রাটের নিকট টোডরমল সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট্ উত্তর করিতেন, 'টোডরমলের ন্যায় প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী ব্যক্তিকে তিনি দূরীভূত করিতে পারেন না।' শেষে আবুলফজলও রাজা টোডরমলের কার্য্যদক্ষতা, সত্যবাদিতা ও সাহসের যথেষ্ট প্রশংসা এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছেন।

রাজা টোডরমল প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতেন এবং পূজাদি না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। সম্রাটের সহিত পঞ্জাব-গমনকালে একদিন তাড়াতাড়িতে তাঁহার রক্ষিত দেবমূর্ত্তিগুলি হারাইয়া যায়। ইহাতে তিনি কয়েক দিবস সম্পূর্ণ উপবাস করিয়াছিলেন, কিছুই আহার অথবা পান করিতেন না। অবশেষে সম্রাট্ অতিকষ্টে তাঁহার মানসিক দুঃখের লাঘব করেন।

পূর্ব্বে হিন্দুগণ কোন কর না দিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তও কোনরূপ জনতা করিতে পারিতেন না। অক্‌বর রাজা টোডরমলের পরামর্শানুসারে উক্ত কর এবং জিজিয়া কর উঠাইয়া দেন।

কর আদায়ের কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম না থাকায় প্রজা ও ভূম্যধিকারীদিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হইত। রাজা টোডরমলের সাহায্যে অক্‌বর কৃষি-বিষয়ে নূতন নিয়ম করেন। প্রাচীন হিন্দুরীতি অনুসারে অক্‌বরের রাজস্ব নিয়ম গঠিত হইয়াছিল। প্রথমে ভূমির পরিমাণ-নির্ণয়, পরে প্রতি জমীতে যত ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্যের একতৃতীয়াংশ রাজকর নির্দ্ধারিত হইল। প্রথম প্রথম প্রতিবৎসর জমীর পরিমাণ নির্ণয় করিয়া উক্তরূপে কর আদায় করা হইত। কিন্তু ইহাতে প্রজাদিগের অতিশয় কষ্ট হইত; এইজন্য অবশেষে দশ বৎসরের জন্য প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। রাজা টোডরমল উদ্যোগী হইয়া এইরূপ নিয়ম স্থাপন করিলেন। ইহাতে প্রজাগণের অতিশয় সুবিধা হইয়াছিল। বঙ্গদেশের প্রায় সকল কৃষকের নিকটই রাজা টোডরমলের নাম পরিচিত। রাজস্বের বন্দোবস্তের

জন্যই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়। তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ভ্রান্তিপ্রযুক্ত ইহাকে পঞ্জাবী বলিয়া থাকেন। কিন্তু অযোধ্যায় তাঁহার পূর্ব্ববাস ছিল।

তিনি পারস্ত ভাষায় ভাগবতপুরাণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। নীতিসম্বন্ধেও তাঁহার অনেকগুলি কবিতা আছে।

রাজা টোডরমলের নাম কেহ কেহ 'তোদরমল' লিখিয়া থাকেন। কিন্তু টোডরানন্দ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে 'টোডরমল্ল' নাম দেখিতে পাওয়া যায়। টোডরমল এই বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে বিভক্ত—ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও বৈদ্যক। ধর্ম্মশাস্ত্রখণ্ড আবার আচার, কাল ও ব্যবহারনির্ণয় এই তিন শাখায় বিভক্ত।

টোডরমল, সম্রাট্ শাহজাহানের জনৈক সভাসদ্। তৎকালে ইনি অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

টোড়ী, রাগিণীবিশেষ। [তোড়ী দেখ।]

টোণ (তূণশব্দের অপভ্রংশ) ১ ধনুকের ছিলা। ২ একপ্রকার দড়ি।

টোণা (দেশজ) দরিদ্রলোকের ব্যবহৃত আবরণ।

টোপ (দেশজ) ১ মৎস্যের আহার। ২ টুপী। ৩ গদীর উপরে উঠা টুক্‌রা বস্ত্রখণ্ড।

টোপতোলা (দেশজ) ১ গদীতে টোপ উঠান। ২ বাসনাদির উপর অলঙ্কার করা।

টোপবৎ (দেশজ) ব্যুব্জ। (Convex)

টোপর (দেশজ) মুকুট, মস্তকাবরণবস্ত্র। ইহা বঙ্গদেশে বিবাহ প্রভৃতি প্রত্যেক মাঙ্গলিককার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রথমে সোলায় চুমকী, জরী, অভ্র প্রভৃতি দিয়া সুদৃশ্য করিয়া প্রস্তুত হয়।

টোপা (দেশজ) ১ টুপীর আকার, মুকুটাকৃতি। ২ ক্ষুদ্র পিষ্টকাকার। ৩ বিন্দু বিন্দু পড়া।

টোপান (দেশজ) চোয়ান, অথবা বিন্দু বিন্দু নিঃসরণ।

টোপাবড়ি (দেশজ) ক্ষুদ্রাকার বড়ি।

টোপি (হিন্দী) টুপী।

টোল, ১ চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার স্থান। জীবনের উন্নতি করিতে হইলে বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক; যে সমাজের লোক যত শিক্ষিত, তাহারা ততই জগতের ও আত্মার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ। একমাত্র বিদ্যাশিক্ষাই সকল প্রকার উন্নতির মূল, প্রত্যেক সভ্যজাতীয় লোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা এক এক প্রকার নির্দ্ধারিত আছে; আমাদের দেশেও সেইরূপ বিদ্যাশিক্ষার স্থান টোল। কত দিন হইতে এই টোল-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি সুকঠিন, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুমিত হয়, যে ইহা ব্রহ্মচর্য্যের অংশমাত্র। যে দিন হইতে আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্যপ্রথা চিরদিনের মত একেবারে অস্তমিত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই যে, এই টোলপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্রহ্মচর্য্যের অভাব বশতঃই আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষা ও উন্নতির অভাব ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বকালে ত্রৈবর্ণিক-বালকগণ কি প্রকারে গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতেন, এই বিষয় স্থির করিতে হইলে অগ্রে ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক।

ভারতে যখন হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণবিকাশ ছিল, চাতুর্ব্বর্ণিক বিভাগ যখন অব্যাহত ছিল, তখন গুরু ও বিদ্যার্থী কিরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেন, তাহাই দেখা যাউক।

ত্রৈবর্ণিক-বালকগণ উপনয়নের পর গুরুগৃহে অবস্থান করিতেন। উপনয়নকাল ব্রাহ্মণের অষ্টম, ক্ষত্রিয়ের একাদশ ও বৈশ্যের দ্বাদশবৎসর নির্দ্দিষ্ট ছিল। যথাকালে বালকগণ উপনীত হইয়া পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিক্ষা লইয়া গুরুগৃহে গমন করিত। গুরুগৃহে সেই বালক কি শিক্ষালাভ করিত? কোন আদর্শে তাহার হৃদয় গঠিত হইত? তাহার বিষয় মনু বলিয়াছেন—

"উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ॥" (মনু ২।৬৯)

গুরু উপনয়নের পর শিষ্যকে সর্ব্বপ্রথমে শৌচ, আচার, অগ্নিকার্য্য ও সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা করাইবেন।

বালকের হৃদয় নবনীতের ন্যায় সুকোমল, শৈশবকাল হইতে যে ভাবে পরিচালিত করা যাইবে, যৌবনকালে সেইরূপভাবে গঠিত হইবে এবং তদনুসারেই কার্য্যপ্রণালী জীবনের ভাবি-শুভাশুভ প্রসব করিবে। এই অবস্থাতেই বালকের শিক্ষাকার্য্য বিশেষ সাবধানতার সহিত পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। কেবলমাত্র কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করার নাম বিদ্যাশিক্ষা নহে। যে বিদ্যাশিক্ষা করিলে মনুষ্য দেবভাব ধারণ করে ও অশেষ গুণরাশির আধার হয়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা; গুরুগণ সেই শিক্ষাই ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহারা জানিতেন, ছাত্রদিগের অন্তঃকরণকে নির্ম্মল করাইতে না পারিলে আন্তর ও বাহ্য বিষয়ের পূর্ণ প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়িতে পারে না ও বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্ফূরণ না হইলে তাহাতে জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি উৎপন্ন হয় না, এই জন্য জ্ঞানোপদেশের পূর্ব্বে মানসিক নির্ম্মলতা আবশ্যক। এই নির্ম্মলতা একমাত্র শৌচের অধীন। শৌচও দ্বিবিধ; বাহ্য ও আন্তর। মৃদাদি দ্বারা বাহ্যশৌচ, মানসিক মলশুদ্ধি আন্তর-

শৌচ; এই উভয়বিধ শৌচ সম্পন্ন হইলে হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইয়া থাকে, এই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বেই শৌচশিক্ষা দিতেন। আর এখন শিক্ষার কি দুর্দিন! শিক্ষক বা ছাত্র শৌচ কাহাকে বলে হয়ত তাহাই জানেন না এবং জানিবার আবশ্যকতাও বিবেচনা করেন না। শৌচশিক্ষা হইলে আর্য্যঋষিগণ আচারশিক্ষা দিতেন। গুরুর প্রতি শিষ্যের কি ব্যবহার করিতে হইবে এবং এই অবস্থায় কোন্ কোন্ দ্রব্যের সেবা ও কোন্ কোন্ বিষয় পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই সকল বিষয় শিক্ষার নাম আচারশিক্ষা।

ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত নিম্নোক্ত বিধি ও নিষেধ পালন করিবেন।

বিধি। প্রথমে ইন্দ্রিয়জয়, প্রতিদিন জল, পুষ্প, গোময়, কুশ, সমিধ্ আদি আহরণ, সদ্ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে মাধুকরী বৃত্তি অনুসারে ভিক্ষান্নসংগ্রহ, স্নান, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ, দেবতাদিগের পূজা, সন্ধ্যাবন্দন, সায়ংপ্রাতর্হোম, বেদপাঠ, গুরুর নিকট সর্ব্বপ্রকার বিনীতি, গুরুর প্রতি পিতৃবৎ ভক্তি, গুরুর প্রসন্নতাসাধন, গুরুজনের প্রতি সম্মান।

নিষেধ। মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ রসাল দ্রব্য, প্রাণীহিংসা, সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন, দিবাভাগে শয়ন, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার, বিষয়াভিলাস, ক্রোধ, লোভ, স্ত্রীসঙ্গ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, অক্ষাদিক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ, পরের দোষোদ্ঘোষণ, মিথ্যাকথন, মন্দঅভিপ্রায়, স্ত্রীলোকদিগকে অবলোকন বা আলিঙ্গন, পরের অনিষ্টাচরণ, ক্ষৌরকর্ম্ম, একবার দিবাভাগে ও একবার রাত্রিতে ভোজন। এই সকল বিধি ও নিষেধাত্মক ব্রতনিয়ম পালনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বেদাদিশাস্ত্র শিক্ষালাভ করিবে। বালকের চিত্তক্ষেত্রকে বিদ্যাবীজ বপনের উপযোগী করাই এই সকল আচারের প্রধানতঃ প্রয়োজন।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যিনি যত শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন, তিনিই তত প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ছাত্রের সংখ্যা অনুসারে তাহাদেরও এক একটী উপাধি হইত, ঐ উপাধি হইতেই তিনি কত শিষ্যকে অধ্যাপনা করান, তাহা স্পষ্টই জানা যাইত। এই জন্য কণ্বাদিঋষি কুলপতি শব্দে অভিহিত হইতেন।

"মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ স বৈ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥" (মনু)

যিনি দশ সহস্র মুনিকে অন্নাদি দ্বারা পালন করিয়া অধ্যাপনা করাইতেন, তিনি কুলপতি এই আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। তখন প্রত্যেক ঋষি সাধ্যানুসারে শিষ্য রাখিয়া অধ্যাপনা করাইতেন। যে দিন হইতে নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যপ্রথা তিরোহিত হইল। কিন্তু শিক্ষার ভার পূর্ব্বমত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের হস্তেই ন্যস্ত রহিল, প্রকৃত শিক্ষা সেই দিন হইতেই বিদূরিত হইল। এখন উপনয়নের পর ত্রৈবর্ণিক বালকগণ গুরুগৃহে যাইয়া অধ্যয়ন সমাপন করিয়া গৃহে প্রতিনিবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন, কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম রহিল না, অবনতিরও সূত্রপাত আরম্ভ হইল, এই সময় হইতেই অদ্যাবধি প্রায় এক নিয়ম রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে টোলপ্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাতে গুরু সাধ্যানুসারে কএকজন ছাত্রকে আহারাদি প্রদান করিয়া বিদ্যাশিক্ষা দেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আচারাদি কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় না। কিন্তু আজকাল বিজাতীয় শিক্ষার প্রাবল্যে এইরূপ প্রথা লোপপ্রায়। পূর্ব্বে এমন গ্রাম ছিলনা, যেথানে ২।৪টী টোল না ছিল। এখন ১০।১৫ গ্রাম অনুসন্ধান করিলে এক আধখানি টোল দেখা যায়, তাহাও বিকৃতভাবে পরিচালিত। বর্ত্তমান সময়ে টোলের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যাহাতে এই প্রথা প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য গবর্মেণ্ট হইতে অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। দেশে ধনী ও জ্ঞানিগণের মধ্যেও কেহ কেহ টোল করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যাহাতে সংস্কৃতশিক্ষা প্রচলিত হয়, তৎসম্বন্ধে অনেকেই যত্নবান্ হইয়াছেন। মূলাযোড়, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বড় বড় কএকটী টোল সংস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী বিজাতীয় নিয়মানুসারে চালিত হইতেছে; পূর্ব্বের ন্যায় কিছুই নাই। আমাদের দেশে যেরূপ ভাবে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল ও যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, বোধ হয় আর কোন সভ্যজাতির মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত নাই। বিনা অর্থ সাহায্যে একজন বালক সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইতে পারে, এইরূপ প্রথা কোন জাতির মধ্যে নাই। আমাদের ধর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হওয়ায় এরূপ সুন্দর নিয়ম অবসানপ্রায়। ধীরে ধীরে জ্ঞানিগণের মধ্যে যেরূপ এই প্রণালীর আদর দেখা যাইতেছে, তাহাতে অচিরে ইহার উন্নতি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

২ কুটীর। ৩ ধাতুর পাত্র বা অলঙ্কারাদিতে চোট লাগা।

টোলখাওয়া (দেশজ) টোল পড়া, যাহাতে টোল বা চোট লাগিয়াছে।

টোলমারা [টোলখাওয়া দেখ।]

টোলা (দেশজ) পল্লী, পাড়া। যথা, বেনেটোলা।

টৌড়ী, রাগিণীবিশেষ

ট্যামট্যামী (দেশজ) ছোট তবলা বা বাদ্য।

ঠ

ঠ ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়োদশ অক্ষর। টবর্গের দ্বিতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। অর্দ্ধমাত্রা সময়ে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন ও জিহ্বা মধ্যদ্বারা মূর্দ্ধস্থান স্পর্শ। বাহ্যপ্রযত্ন বিবার, শ্বাস, অঘোষ ও মহাপ্রাণ।

মাতৃকান্যাসে দক্ষিণ জানুতে ন্যাস করিতে হয়।

বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে ইহার লিখন প্রকার এইরূপ—একটী বেগুণের মত বর্ত্তুলাকার রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার উর্দ্ধভাগে একটী মাত্রাহীন শিখা টানিয়া দিবে। এই ঠকারে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

"বার্ত্তাকুবর্ত্তুলাকারো রেখাধিষ্ঠিতদেবতাঃ।
তিষ্ঠন্তি ক্রমতো নিত্যং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নয়ঃ প্রিয়ে॥
মাত্রাহীনস্তূর্দ্ধশিখঠকারঃ পরমেশ্বরি।"

এই বর্ণাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ইহার ধ্যান—

"ধ্যানমস্য প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ কমলাননে।
পূর্ণচন্দ্রপ্রভাং দেবীং বিকসৎপঙ্কজেক্ষণাম্॥
সুন্দরীং ষোড়শভুজাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥"

এই দেবী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভা ও প্রস্ফুটিত পদ্মের মত নয়নযুক্তা, সুন্দরী, ষোড়শহস্তা এবং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদায়িনী।

কামধেনুতন্ত্রে ইহার স্বরূপ এই প্রকার লিখিত আছে—ইহা মোক্ষরূপিণী কুণ্ডলী, পীতবিদ্যুল্লতাকার, ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তিযুক্ত।

ইহার ৩১টী বাচক শব্দ আছে, যথা—শূন্য, মঞ্জরী, বীজ, পর্ণিনী, লাঙ্গলী, ক্ষয়া, বনজ, নন্দন, জিহ্বা, সুনন্দ, ঘূর্ণক, সুধা, বর্ত্তুল, কুন্তল, বহ্নি, অমৃত, চন্দ্রমণ্ডল, দক্ষজা, অনুভাব, দেবভক্ষ, বৃহদ্ধ্বনি, একপাদ, বিভূতি, ললাট, সর্ব্বমিত্রক, বৃষঘ্ন, নলিনী, বিষ্ণু, মহেশ, গ্রামণী, শশী। (নানাতন্ত্র) কাব্যের প্রথমে এই শব্দ প্রয়োগ করিলে দুঃখ হয়।

"টঠৌ খেদদুঃখে।" (বৃত্ত° র° টী°)

পদ্যের আদিতে এই শব্দ বিন্যাস করিলে শোভা হয়।

"ঠঃ শোভাং ডো বিশোভাং।" (বৃত্ত° র° টী°)

ঠ (পুং) ঠ-পৃষো° সাধুঃ বা ঠরতে ঠী বাহুলকাৎ-ড। ১ শিব। ২ মহাধ্বনি। ৩ চন্দ্রমণ্ডল। (একাক্ষরকো°) ৪ মণ্ডল। ৫ শূন্য। ৬ লোকগোচর। (মেদিনী) শূন্যশব্দে বিন্দুরূপ বর্ণবিশেষ।

"তদধষ্ঠদ্বয়ং যোজয়িত্বা।" (কর্পূরস্তব)

ঠক (দেশজ) ঠগ, পরগ্লানিকারক, পরনিন্দুক, প্রতারক।

"ঠকের মধুর বাণী, একচিত্তে রামা শুনি,
ধান্য ঘরে করে নিরীক্ষণ॥" (কবিক°)

ঠকা (দেশজ) প্রতারিত।

ঠকাঠকি (দেশজ) ১ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ২ পরস্পরে অনিষ্ট বা প্রতারণা করিবার ইচ্ছা।

ঠকান (দেশজ) ১ প্রতারণ। ২ অপ্রতিভকরণ।

ঠকামি (দেশজ) ১ পরগ্লানি, পরনিন্দা। ২ প্রতারণা।

ঠকার (পুং) ঠ স্বরূপেকার। ঠ স্বরূপবর্ণ, ঠকার।

"ঠকারং চঞ্চলাপাঙ্গি।" (কামধেনুত°)

ঠকুর (পুং) ১ দেবপ্রতিমা। ২ ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ। ৩ দেবদ্বিজবৎ পূজনীয় ব্যক্তি।

"সুদামনামগোপালঃ শ্রীমান্ সুন্দরঠকুরঃ॥" (অনন্তস°)

ঠক্‌ঠক্ (দেশজ) ১ ইত্যাকার শব্দ। ২ কঠিন, শক্ত।

ঠক্‌ঠকিয়া (দেশজ) সেয়ানা, চালাক।

ঠক্‌ঠকী (দেশজ) সঙ্কটাবস্থা।

ঠগ (দেশজ) ১ শঠ, বঞ্চক, ডাকাইত। ২ বিখ্যাত দস্যু সম্প্রদায়। বহুপ্রাচীনকাল হইতেই ইহারা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং আসাম হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত সকল স্থানেই পথ সকল এই ভীষণ দস্যুসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছিল। অকবরের রাজত্ব-কালে প্রায় ৫০০ ঠগ এতাবায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। দিল্লী ও আগরার পথে কোন অপরিচিত ব্যক্তি নিকটে না আসিতে পারে, সে জন্য পথিকদিগকে সতর্ক করা হইত। ঠগদিগের দলে হিন্দু মুসলমান উভয়ই থাকিত, তন্মধ্যে হিন্দুগণের উপাস্য দেবতা কালী।

ঠগদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে—ইহারা দিল্লীর নিকটস্থ প্রদেশবাসী মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী সপ্তজাতি হইতে উৎপন্ন। কালক্রমে ইহারা মুসলমানধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কালিকাদেবীর উপাসনা করে। ইহাদের প্রথম উৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ বংশ-পরম্পরাগত প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে;—যে কোন সময়ে এক দুর্দ্ধর্ষ অসুরের সহিত কালিকাদেবীর যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধে কালী অসুরকে খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অসুর রক্তবীজ, সুতরাং তাহার ভূতল-পতিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু হইতে তুল্য বলশালী এক এক অসুর জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। কালী ঐ সকল অসুরকেও কাটিয়া ফেলিলেন, আবার ঐ সকলের রক্তবিন্দু হইতে অসংখ্য দানব উৎপন্ন হইতে লাগিল। শেষে কালী দেখিলেন, তিনি উহাদিগকে যতই কাটিবেন, ততই উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে মাত্র। তখন তিনি দুই বীর সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে উত্তরীয়-নির্ম্মিত ফাঁস প্রদান করিলেন। তাহারা ঐ ফাঁস সাহায্যে অসুরগণের গলায় ফাঁসি দিয়া তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। ইহাতে রক্তপাত না হওয়ায় আর অসুর জন্মিল না, ক্রমে সমস্ত অসুর বিনষ্ট হইল। কালিকাদেবী ঐ বীরদ্বয়ের উপর সাতিশয় প্রীত হইয়া তাহাদিগকে ঐ ফাঁস অর্পণ করিলেন এবং পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে উহা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনের বর প্রদান করেন। ঐ বীরদ্বয়ই ঠগদিগের আদি-পুরুষ। প্রবাদানুযায়ী ঠগগণ বংশানুক্রমে নরহত্যাব্যবসায়ী হইয়া উঠে এবং মধ্যভারত হইতে দাক্ষিণাত্যের কতক-দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহারা নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বাস করিত এবং নিরীহ প্রজার ন্যায় কৃষি প্রভৃতি জীবিকা অবলম্বন করিত। কিন্তু সর্ব্বদাই চারিদিকে ইহাদের চর থাকিত এবং কোথায় নিরাশ্রয় পথিক যাইতেছে, তাহার সন্ধান রাখিত। ঠগদিগের মধ্যে এক সাধারণ সঙ্কেত ছিল, তদ্দ্বারা ইহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিত। অনেক সময় ইহারা দল বাঁধিয়া অল্পাধিক সংখ্যায় বহির্গত হইত এবং ছদ্মবেশে পথিকদিগের সহিত সুযোগ মত তাহাদের সর্ব্বনাশ করিত। প্রথমতঃ এই ঠগেরা এরূপ ভাবে পথিকগণের সহিত আলাপাদি করিত এবং সাধুতা ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিয়া উহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিত যে, পথিকেরা কোনক্রমেই ইহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিত না। পরে সুযোগ উপস্থিত হইলেই ঠগ অতর্কিতভাবে ঐ হতভাগ্য পথিকের গলায় ফাঁস দিয়া মারিয়া ফেলিত। অনন্তর হত-পথিকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া উহার মৃতদেহ গোপনে এমন স্থানে পুঁতিয়া ফেলিত, যে কেহই কোন সন্ধান পাইত না। যে সকল লোকহত্যা করিলে তাহাদের শীঘ্র খোঁজ লইবার সম্ভাবনা নাই কিংবা যাহাদের নিরুদ্দেশ পলায়ন বলিয়া বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা, এরূপ লোক সহজেই ঠগের ফাঁদে পড়িয়া প্রাণ হারাইত। অবকাশ-প্রাপ্ত সৈনিক কিংবা প্রভুর অর্থাদিবাহক ভৃত্য প্রায়ই ঠগের কবলে পড়িত। কিন্তু ঠগেরা স্ত্রীলোক, কবি, গঙ্গাজল-বাহক, ধোপা, কলু, ঝাড়ুদার, নট প্রভৃতি নীচজাতীয়কে অথবা মজুর, ফকির ও শিখকে কখন বধ করিত না। ইহাদের একরূপ সাঙ্কেতিক ভাষা ছিল, তাহা অপরে বুঝিত না। দলস্থ ঠগেরা উপ-যোগিতানুসারে কেহ নেতা হইত, কেহ পথিকদিগকে ভুলা-ইয়া অভিপ্রেত স্থানে লইয়া আসিত, কেহ গলায় ফাঁস দিয়া মারিত, কেহ বা চর থাকিত, কেহ কেহ গর্ত্ত খুঁড়িয়া শব পুঁতিত। দক্ষ ও সাহসী ঠগগণ লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ পাইত।

ঠগেরা সাধারণ দস্যুর মত কেবল দস্যু-বৃত্তি দ্বারাই পর-স্পরের সহিত সম্বদ্ধ নহে। ইহারা রীতিমত সমাজসংগঠন করিয়া ভিন্নজাতি সহ একত্র বাস করিত এবং পুরুষানুক্রমিক নরহত্যা ও চৌর্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহাদের বিশ্বাস, তাহাতে ইহাদের পাপ নাই, বরং নরহত্যা ব্যবসায়ই তাহাদের কুলধর্ম্ম। সুতরাং যে যত নিষ্ঠুরাচরণ দ্বারা নিরাশ্রয় পথিকদিগকে বধ করিতে পারিত, সেই তত প্রশংসনীয় এবং কালিকাদেবীর প্রিয়পাত্র বলিয়া গণ্য হইত। বাস্ত-বিক এই পাষণ্ড নারকীদিগের মনে কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় বা অনুতাপ ছিলনা। সুতরাং এ নির্দ্দয় ভীষণ নরহত্যা ব্যাপারে ইহাদের প্রাণে সামান্য আঘাতও লাগিত না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই নরপিশাচগণও ঐরূপ বীভৎস ব্যাপারে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে আপনাদের উপাস্যদেবতা ভবানীর পূজা করিয়া তাঁহার প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ কামনা করিত। এমন পৈশাচিক ব্যাপারেও অর্থলোভে তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার এবং কালিকাদেবীর পূজা করিবার জন্য পুরোহিত ব্রাহ্মণের অভাব ছিলনা। নিতান্ত দুষ্কর্ম্মী ব্যক্তিও নিজ পরিবার-বর্গের নিকট আপন দুষ্কর্ম্ম গোপন রাখে, কাহাকেও তাহা-দিগকে নিজের ন্যায় অসৎপথাবলম্বী করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু ঠগেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহারা বাল্যকাল হইতে পুত্র প্রভৃতিকে রীতিমত নরহত্যা শিক্ষা দিত। প্রথম প্রথম বালকগণ চররূপে সন্ধানে বেড়াইত। তাহার পর তাহাদিগকে হত পথিকদিগের শবদেহ দেখান হইত। তাহারা ঠগ-দিগের সঙ্গে বাহির হইত এবং পথিকদিগকে ভুলাইয়া এবং অন্যান্য সামান্য বিষয়ে সাহায্য করিত। অবশেষে যখন ইহারা উপযুক্ত হইয়া উঠিত, তখন সর্ব্বশেষ ইহাদের উচ্চাশয়ে চূড়ান্ত সীমা জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ফাঁসি হস্তে প্রদত্ত হইত। এই ব্যাপারে দীক্ষিত করিবার সময় একটা উৎসব হইত এবং দীক্ষাগুরু কালীর পূজাদি করিয়া তাহার কপালে দীক্ষা-ফোঁটা দিয়া তাহাকে কালীর প্রসাদী একরূপ গুড় খাইতে দিত। প্রবাদ—ঐ প্রসাদী গুড়ের শক্তি অতি ভীষণ, ইহা খাইলেই সে একজন পাকা ঠগ হইত।

ঠগেরা এতই চতুরতা ও নৈপুণ্য সহকারে তাহাদের ব্যবসায় পরিচালন করিত যে, কখন ধৃত হইত না। ইহারা বিচারকদিগকে প্রভূত উৎকোচ প্রদান করিয়া পলায়ন করিত। মধ্যভারতের অনেকস্থানে বিশেষতঃ পশ্চিমভারতে অধিকাংশ সর্দ্দার রাজকর্ম্মচারী, কেবল যে ইহাদের দৌরাত্ম্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা উহাদের চৌর্য্যলব্ধধনের অংশ পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে গ্রহণ করিতেন। অনেকে আয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া ইহাদিগকে নিজ শাসনের মধ্যে রক্ষা করিতেন। ইহাদের সহিত এইমাত্র সর্ত্ত থাকিত যে, ইহারা ঐ প্রদেশের মধ্যে নরহত্যা করিতে পাইবে না। সুতরাং অন্তস্থান হইতে এই উপায়ে অর্থাদি আনয়ন করিলে কেহই অসন্তুষ্ট ছিল না। জমিদার, মহাজন, দোকানী, মুদী প্রভৃতি সকলেই অর্থলোভে ইহাদিগের পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং এরূপস্থলে ঠগদিগকে বাছিয়া বাহির করা একরূপ অসম্ভব। কেহ ইহাদিগকে অত্যাচারের ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না। সুতরাং ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূভাগে এই নৃশংস ব্যবসায় অবাধে চলিতেছিল। অবশেষে ইংরাজদিগের শাসনে উহা নিবারিত হয়।

যেরূপে এই সকল হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইত, তাহাতে প্রতিবৎসর যে কত লোক ঠগের হস্তে নিহত হইত তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রায় ১০০০০ লোক প্রতিবৎসর ঠগের হাতে প্রাণ হারাইত। এই সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ও অভাবনীয় বোধ হইলেও যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাপার সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ গবর্মেণ্টের কর্ণগোচর হয়। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে দোয়াবের নানাস্থানে কূপে ৩০টী শব পাওয়া যায়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের সমকালে কাপ্তেন শ্লীমানের চেষ্টায় গবর্মেণ্ট জ্ঞাত হইলেন যে, ভারতবর্ষের কোন স্থানই একবারে ঠগবর্জ্জিত নহে। এই নৃশংস আচার দমন করিবার জন্য গবর্মেণ্ট এক নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিলেন। ঐ ঠগ-নিবারক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ অপরাধীদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া ঠগদিগের সন্ধান লইতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে ধৃত করিতে লাগিলেন। কি ইংরাজরাজ্যে, কি দেশীয় রাজাদিগের শাসন মধ্যে, সর্ব্বত্র এই বীভৎস ঠগ-অত্যাচার-নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়া ইংরাজগবর্মেণ্ট যে ৯ বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা করেন, তন্মধ্যে হায়দরাবাদ, সাগর ও জব্বলপুরে প্রায় ২০০০ ঠগ ধৃত ও বিচারিত হয়। ইহাদের মধ্যে ১৪৩৭ জন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত; তন্মধ্যে ৩৮২ জনের বিচারে প্রাণদণ্ড, ৯০৯ জনের নির্ব্বাসন, ৭৭ জনের আজীবন কারাবাস, ৬৯২ জনের নির্দ্দিষ্টকাল কারাবাস, ২১ জনের মুক্তি, ১১ জন পলাতক, ৩১ জন বিচারককালেই গতাসু এবং অবশিষ্ট ২৫০ জন রাজার সাক্ষী বলিয়া গণ্য হয় *। ফাঁসিদার-ঠগের ফাঁসি-দণ্ডই হইত। উক্ত দণ্ডিত ঠগদিগের মধ্যে কেহ কেহ ২০০ শতাধিক নরহত্যা করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে।

ঠগদিগকে ন্যায়োপার্জ্জিত বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে শিক্ষাদিবার জন্য জব্বলপুরের মধ্য জেলখানায় এক কার্য্যালয় স্থাপিত হইল এবং তথায় ঠগশিশু ও যুবাগণ ঊর্ণা ও কার্পাসসূত্রের বস্ত্রবয়ন ও তাম্বু প্রস্তুত বিষয়ে শিক্ষিত হইতে লাগিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের আর কোথাও ঠগের নাম শুনা গেল না। লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ভারতবর্ষে সতীদাহের ন্যায় এই একটী ভীষণ ব্যাপারও দমিত হইল। ঠগ-নিবারক বিভাগের কর্ম্মচারীগণকে পুলিস ও বিচারক উভয় ক্ষমতাই প্রদত্ত হইয়াছিল। কোন ঠগ অভিযুক্ত হইলে প্রকাশ্যভাবে তাহার বিচার হইত। বলা বাহুল্য, উক্তবিভাগের কর্ম্মচারীগণের কার্য্যকুশলতা কঠোররূপে কর্ত্তব্য পরায়ণতা ও তৎপরতা জন্য শীঘ্রই বহু সংখ্যক ঠগ ধৃত হইতে লাগিল, নানাস্থানে ভূরি ভূরি শবদেহ বাহির হইয়া পড়িল। এইরূপে ঐ বিভাগ অবিচলিত উৎসাহ, অদম্য সাহস এবং অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় সাহায্যে কঠোর আইন দ্বারা শীঘ্রই ঠগ নিবারণ করিয়া, পথিকদিগকে নিশ্চিন্ত করিলেন। গৌরবের সহিত ঠগ-বিভাগ নিজ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া অবসর হইল।

ঠগাই (দেশজ) ঠকামি।

ঠগী, ঠগের অর্থাৎ শঠদস্যুর কার্য্য, ঠগবৃত্তি।

ঠট্‌য়া (দেশজ) কর্কশ, তীক্ষ্ণ, অপ্রীতিকর।

ঠট্‌ঠা (দেশজ) ঠাট্টা, তামাসা। ২ সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত বিখ্যাত নগর [টট্টা দেখ।]

ঠট্‌ঠাবাজ (হিন্দী) ভাঁড়, পরিহাসকারী।

ঠট্‌ঠাবাজি (হিন্দী) তামাসা, পরিহাস।

ঠঠ (অব্য) অনুকরণ শব্দ। চলিত কথায় ঠন্ ঠন্ শব্দ।

"রামাভিষেকে মদবিহ্বলায়াঃ কক্ষাচ্চ্যুতো হেমঘটস্তরুণ্যাঃ।
সোপানমাক্রম্য চকার শব্দং ঠঠং ঠঠং ঠং ঠঠঠং ঠঠং ঠঃ॥"
(মহানাটক)

ঠঠঠ (অব্য) অব্যক্ত শব্দ, ঠন্ ঠন্ শব্দ।

ঠণ্ডা (হিন্দী) ঠাণ্ডা, শীতল।

* Asiatic Journal, 1836.

ঠণ্ডাই (হিন্দী) শীতলদ্রব্য, শান্তিকর দ্রব্য।
ঠণ্ডা (হিন্দী) ১ শীতল। ২ কফ, সর্দি।
ঠন্‌মনিয়া (দেশজ) চঞ্চল।
ঠন (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ, রিক্ততাবোধক শব্দ।
ঠমক (দেশজ) হেলিয়া দুলিয়া যাওয়া, ভঙ্গীক্রমে গমন করা।
ঠসা (দেশজ উত্তরবঙ্গে) বধির, কালা।
ঠাওর (দেশজ) স্থির করা, মনোযোগপূর্ব্বক দেখা।
ঠাওরান (দেশজ) মনঃসংযোগপূর্ব্বক দেখা, চিন্তন, স্থিরকরা, বিবেচনা করা।
ঠাঁই (দেশজ) স্থান।
"ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা।" (বিদ্যাসুন্দর)
ঠাকরিকলায় (দেশজ) একপ্রকার কলায়। (Dolichos pilosus
ঠাকুর (দেশজ) ১ দেবতা। ২ গুরু। ৩ ব্রাহ্মণ। ৪ পূজনীয় ব্যক্তি।
"কতকালে ঠাকুর বুঝিতে এলে ছলে।" (শ্রীধর্ম্মম° ১।১০৩)
"ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।" (শ্রীধর্ম্মম° ২।৯)
ঠাকুরকোটা (দেশজ) দেবতার গৃহ, ঠাকুরঘর।
ঠাকুরঘর (দেশজ) দেবতার গৃহ।
ঠাকুরঝী (দেশজ) ১ শ্বশুরকন্যা, শ্যালিকা। ২ গুরুকন্যা।
ঠাকুরণ (দেশজ) ১ শ্বশ্রু, শাশুড়ী। ২ দেবী প্রতিমা।
ঠাকুরদাদা (দেশজ) পিতামহ, পিতার পিতা।
ঠাকুরদাদী (দেশজ) পিতামহী, পিতার মাতা।
ঠাকুরদ্বার, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মুরাদাবাদ জেলার অধীন একটী তহসীল। অক্ষা° ২৯° ১১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫৪´ পূঃ; মুরাদাবাদ হইতে ২৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই তহসীলের মধ্যবর্ত্তী বহুস্থানে বিস্তর খেরা বা স্তূপ পড়িয়া আছে।
ঠাকুরবংশ, কলিকাতার বিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত সম্ভ্রান্ত পীরালী গোষ্ঠি। ইহারা ইংরাজদরবারে বিশেষ সম্মানিত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজরাজের নিকট পুরুষানুক্রমে 'মহারাজ' উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহারা সকলেই ভট্টনারায়ণবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই বংশে মহাত্মা দ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। [পীরালী দেখ।]
ঠাকুরবাটী (দেশজ) ১ দেবগৃহ, ঠাকুরবাড়ী। ২ গুরুগৃহ। ৩ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকেও ঠাকুরবাটী কহিয়া থাকে।
ঠাকুরবাপ (দেশজ) পিতামহ।
ঠাকুর্মা (দেশজ) পিতামহী, পিতার মাতা।

ঠাকুরাণী (দেশজ) ১ দেবী, দেবপ্রতিমা। ২ গুরুপত্নী। ৩ শাশুড়ী। ৪ মান্যা স্ত্রী।
ঠাকুরাণী দিদী (দেশজ) পিতামহী।
ঠাকুরালি (দেশজ) ১ কর্ত্তৃত্ব। ২ সম্মান।
ঠাকুরীবংশ, নেপালের একটী পরাক্রান্ত রাজবংশ।

লিচ্ছবিরাজ শিবদেবের রাজত্বকালে মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মা আবির্ভূত হন। ইনিই ঠাকুরীরাজবংশের প্রথম। আপন শৌর্য্যবীর্য্যগুণে ইনি বিস্তীর্ণ জনপদের অধীশ্বর হন। ইনি নামমাত্র লিচ্ছবিরাজের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও স্বয়ং একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। নেপালের পার্ব্বতীয়-বংশাবলীর মতে ৩০০০ কলিযুগাব্দে (অর্থাৎ ১০১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) অংশুবর্ম্মা রাজ্যাভিষিক্ত হন এবং তাঁহারই পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য নেপালে গিয়া তথায় নিজ সম্বৎ চালাইয়া আসেন। ফ্লিট, হোর্‌ন্‌লি প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, অংশুবর্ম্মা ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন *। কিন্তু উক্ত পার্ব্বতীয়-বংশাবলী ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না।

গোলমাঢ়িটোল-শিলালিপি অনুসারে অংশুবর্ম্মা ও লিচ্ছবিরাজ শিবদেব সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ঐ লিপি ৩১৬ সংখ্যক অনির্দ্দিষ্ট সম্বতে খোদিত হয়। উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ অঙ্ক গুপ্ত-সংবৎ জ্ঞাপক এবং তৎপরে অংশুবর্ম্মা প্রভৃতির লিপিতে যে অঙ্ক আছে, তাহা হর্ষসম্বৎ জ্ঞাপক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

হর্ষবর্দ্ধনের সময় চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং নেপালদর্শন করিতে ও যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, মহাজ্ঞানী অংশুবর্ম্মা তাঁহার অনেক পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। পার্ব্বতীয়বংশাবলীতে লিখিত আছে অংশুবর্ম্মা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য নেপালে আসিয়া সম্বৎ প্রচলিত করিয়া গিয়াছিলেন। ফ্লিট্ প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণ পার্ব্বতীয়বংশাবলীর উপর নির্ভর করিয়া ঐ বিক্রমাদিত্যকে হর্ষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যখন উক্ত বংশাবলীমতে অংশুবর্ম্মা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাঁহার পূর্ব্বে সম্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল এবং হর্ষের সমসাময়িক চীনপরিব্রাজক লিখিতেছেন পূর্ব্বেই অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল, তখন হর্ষদেব কর্ত্তৃক নেপালের সম্বৎ প্রচার সম্ভবপর নয়। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই

* Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, p. 184, and Dr. Hoernle's Synchronistic Table in Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1889, pt. 1.

ফেব্রুয়ারি নেপালে গিয়াছিলেন *। নেপাল হইতে অংশুবর্ম্মার সময়কার অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৯ ও ৪৫ অঙ্ক আছে। য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণ ঐ অঙ্ক হর্ষ-সম্বৎজ্ঞাপক স্থির করিয়াছেন। ডাক্তার বুহলর ও ফ্লিট্ সাহেবের মতে ৬০৬-৭ † খৃষ্টাব্দে হর্ষসম্বৎ আরম্ভ হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে অংশুবর্ম্মা (৬০৬+৩৯) ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের লোক হইতেছেন, কিন্তু চীনপরিব্রাজকের বর্ণনা অনুসারে ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল। এরূপ স্থলে অংশুবর্ম্মার শিলালিপিবর্ণিত অঙ্ক হর্ষসম্বৎজ্ঞাপক বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

পূর্ব্বে অংশুবর্ম্মার সমসাময়িক শিবদেবের যে সংবৎ-অঙ্কিত শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে, উহা শক সম্বৎজ্ঞাপক এবং অংশুবর্ম্মার শিলাফলকের অঙ্ক গুপ্তসম্বৎজ্ঞাপক ধরিয়া লইলে আর কোন গোল থাকে না। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য গুপ্তসম্বৎ প্রচার করেন। তিনি নেপালের লিচ্ছবি-রাজকন্যা কুমারদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। [গুপ্ত-রাজবংশ শব্দ দেখ।] বিবাহ করিতে গিয়া তিনিই যে নেপালে আপনার সম্বৎ প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১ম শিবদেবের শিলাফলক অনুসারে ৩১৬ (শক) সংবতে অর্থাৎ ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে অংশুবর্ম্মার পরাক্রম নেপালে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তৎপূর্ব্বেই (অর্থাৎ ৩১৯+৩৪= ৪৫৩ খৃষ্টাব্দের অনতিপরে) তিনি মহারাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

অংশুবর্ম্মার পর তদ্বংশীয় কোন্ কোন্ রাজা রাজত্ব করেন, সাময়িক শিলাফলক হইতে এখনও তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পার্ব্বতীয়বংশাবলীর মতে অংশুবর্ম্মার পর তৎপুত্র কৃতবর্ম্মা, তৎপরে যথাক্রমে ভীমার্জ্জুন, নন্দদেব, বীরদেব, চন্দ্রকেতুদেব, নরেন্দ্রদেব, বরদেব, শঙ্করদেব, বর্দ্ধমানদেব, গুণকামদেব, ভোজদেব, লক্ষ্মীকামদেব ও জয়কামদেব রাজত্ব করেন। শেষ রাজার পুত্র না হওয়ায় তাঁহার মৃত্যুর পর নরাকোটের ঠাকুরীবংশীয় ভাস্করদেব সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে বলদেব, পদ্মদেব, নাগার্জ্জুনদেব ও শঙ্করদেব রাজা হন। তাঁহার মৃত্যুর পর অংশুবর্ম্মার বংশীয় আর এক শাখাভুক্ত বামদেব সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার পর পুত্রাদি ক্রমে বামদেব, হর্ষদেব, সদাশিবদেব, মানদেব, নরসিংহদেব, নন্দদেব, রুদ্রদেব, মিত্রদেব, অরিদেব, অভয়মল্ল ও আনন্দমল্ল রাজা হন। আনন্দমল্লের সময় কর্ণাটকবংশীয় নান্তদেব নেপাল-রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন। এইখানেই ঠাকুরীবংশের রাজত্ব ফুরায়। এখনও নেপালের নানাস্থানে ঠাকুরীবংশের বাস আছে। তাঁহাদের অবস্থা হীন হইলেও তাঁহারা আপনাদিগকে রাজবংশীয় বলিয়া সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করেন।

* Cunningham's Ancient Geography of India, p. 555.

† Bühler's Note on the Twenty-three inscriptions from Nepal, p. 45; and Fleet's Inscriptions of the Gupta king.

ঠাকুরুণ (দেশজ) ১ শাশুড়ী। ২ দেবীপ্রতিমা।

ঠাট (দেশজ) ১ প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া অন্য ভাব প্রকাশ করা, ছলনা করা। ২ ভাবভঙ্গী।

"আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥" (বিদ্যাসুন্দর)

৩ ঢাঁচ। ৪ আকৃতি, পত্তন, কাঠাম। ৫ সৈন্যশ্রেণী।

"প্রবেশে অজয়তটে ভূপতির ঠাট।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২।১৮১)

ঠাটর (দেশজ) ১ তামাসা। ২ ভঙ্গিমা।

ঠাট্টা (দেশজ) পরিহাস, বিদ্রূপ, উপহাস।

ঠাট্ঠমক (দেশজ) ১ অঙ্গ ভঙ্গিমা। ২ জাঁকজমক।

ঠাঠর, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড বর্ণিত স্বর্গভূমির মধ্যভাগে কাশীর যোজনান্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। মুসলমান রাজত্বকালে এখানে অনেক ধনী ঠঠেরা বা কাংস্যকার বাস করিত, তদনুসারে ইহার ঠাঠর নাম হয়। ভুমিহার জাতি এখানকার রাজা হইয়াছিল। গোলাপসিংহ নামে একব্যক্তি মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া এখানে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানকার কোটগড় তাঁহার নির্ম্মিত। তাঁহার পর গৌতমগোত্রীয় রাজপুতগণ এখানকার অধিকারী হন। এখন পূর্ব্বসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন কেবল কৃষকের বাস। (ব্রহ্মখ° ৫৭।২৩৭-২৪৬)

ঠাড় (দেশজ) খাড়া, সোজা।

ঠাড়া, কাশীর পশ্চিমে নন্দানদীর তীরে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে হিন্দু-যবনে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। (ব্রহ্মখ° ৫৭।২৩।২৪)

ঠাড়েশ্বরী, এক প্রকার সন্ন্যাসী। ইহারা দিবারাত্র দণ্ডায়মান থাকেন। এই অবস্থায় আহারাদি সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করেন এবং সম্মুখে একটা কিছু অবলম্বন করিয়াই এইরূপ ভাবেই নিদ্রা যান।

ঠাণ্ডা (দেশজ) ১ শীতল। ২ শান্ত, সুবোধ।

ঠাণ্ডাই (দেশজ) ১ শীতল দ্রব্য। ২ যাহাতে শরীর ঠাণ্ডা বোধ হয়।

ঠাণ্ডী (দেশজ) ১ কফ, সরদী। ২ বাতরোগ।

ঠাপ (দেশজ) অঙ্গের ফাঁকা স্থানে অপরের অঙ্গ দ্বারা আঘাত।

ঠাম (দেশজ) ১ ভঙ্গী। ২ মনোহর, চারু, সুদৃশ্য।

ঠায় (দেশজ) স্থিরভাবে।

ঠার (দেশজ) সঙ্কেত, ইঙ্গিত, ইসারা।

ঠারণ (দেশজ) সঙ্কেত করণ।

ঠারাঠারি (দেশজ) পরস্পর চক্ষুদ্বারা ইসারা।

ঠারি (দেশজ) ১ দৃষ্টি নিক্ষেপ। ২ চক্ষুদ্বারা সঙ্কেত।

ঠাস্ (দেশজ) পরস্পর সংলগ্ন হওয়া, ঘন, ঘেঁসাঘেঁসি।

ঠাসন (দেশজ) ১ চাপিয়া ধরণ। ২ ঘষণ করণ।

ঠাসা (দেশজ) ১ চাপা, চাপিয়া ধরা।

ঠাসাঠাসি (দেশজ) চাপাচাপি, ঘেঁসাঘেঁসি।

ঠাহর (দেশজ) ১ বিবেচনা, ভাবিয়া দেখা।

ঠাহরণ (দেশজ) ১ বিবেচনা করিয়া দেখা। ২ সম্বন্ধ করণ।

ঠিক (দেশজ) ১ নিশ্চিত, স্থির, যথার্থ। ২ বশীকরণাদি প্রকরণ।

ঠিক্ঠাক্ (দেশজ) প্রকৃত, যথার্থ।

ঠিকজী (দেশজ) সংক্ষিপ্ত জন্মপত্রিকা, যাহাতে জন্ম লগ্নাদি ঠিক করিয়া লিখিত থাকে।

ঠিকরণ (দেশজ) ১ সরিয়া পড়া। ২ বিচলিত হইয়া। ৩ স্থান ভ্রষ্ট হওয়া।

ঠিকরা (দেশজ) ১ কোন দ্রব্য কোন দ্রব্যের উপর বেগে পড়িয়া ফিরিয়া আসে। লাফাইয়া উঠা। ২ এক প্রকার কলাই। (Dolichos pilosus) ৩ কলিকায় তামাক সাজিবার পূর্ব্বে গর্ত্তস্থানে যে খিচ দেওয়া যায়।

ঠিকরী (দেশজ) খোলা, খাবরা।

ঠিকা (দেশজ) ১ অস্থায়ী কর্ম্ম। ২ অল্প সময়ের জন্য অধিকৃত। যথা—ঠিকাজমী। ৩ দৈনন্দিন বেতনভোগী।

ঠিকানা (দেশজ) অবধারিত স্থান, বসতির নিদর্শন।

ঠিকিরী (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Phaseolus radiatus)

ঠিন্মিনা (দেশজ) রোগে বা দুর্ব্বলতায় কম্পমান বা চঞ্চল।

ঠিলি (দেশজ) ক্ষুদ্র কলসী, ছোট ঘট।

ঠুংরি, ১ সম্পূর্ণ রাগবিশেষ, মারু, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট ও লুম অথবা বারোঞা ও বেহাগ যোগে উৎপন্ন। (সং-রত্না°) ২ তাল-বিশেষ। ইহা চারিমাত্রার তাল, দুই তাল ও দুই ফাঁক। বোল যথা— •

	+	•	১	•
	׀	׀	׀	׀
(১)	ধেধা,	কিটি,	নেধা,	কিটি : :
(২)	তাত্রাকি	মুন্	ধা	থুন্না : :
(৩)	ধাক্,	ধিন্	ধেধা,	গেদিন্ : :
(৪)	ধাগে,	ধিন্ধিন্	ধাগে,	ধিন্ধিন্ : :

(সংরত্না°)

ঠুঁটা (দেশজ) ১ বিকলাঙ্গ। ২ যাহার হাত নাই।

ঠুকনি (দেশজ) ঘা, আঘাত।

ঠুকর (দেশজ) ঠোকর, আঘাত।

ঠুকি (দেশজ) আঘাত করা, ঘা মারা।

ঠুক্ঠুকনি (দেশজ) কাষ্ঠে কাষ্ঠে আঘাত।

ঠুন্ঠুন্ (দেশজ) ইত্যাকার শব্দ।

ঠুন্ঠুননি (দেশজ) ছোট ঘন্টার ঠুন্ঠুন্ শব্দ।

ঠুন্কা (দেশজ) ১ ভঙ্গপ্রবণ, যাহা অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। ২ স্ত্রীলোকের স্তনরোগবিশেষ।

ঠুলি (দেশজ) ১ গো অশ্বাদির চক্ষুর আবরণ। ২ চসমা।

ঠেঁটা (দেশজ) ১ অবাধ্য। ২ কর্কশভাষী, কেইলা, বেহায়া।
"বুড়ি বলে ঠেঁটা বেটী যানা আন্ বাটে।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ১।১৯৮)

ঠেঁটামি (দেশজ) অবাধ্যতা।

ঠেঁটী (দেশজ) ১ খাট কাপড়। ২ অবাধ্য স্ত্রীলোক।

ঠেক (দেশজ) ১ তণ্ডুলাদির আধারবিশেষ। ২ অবলম্বন, আটক। ৩ প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। ৪ স্পর্শ।

ঠেকনা (দেশজ) অবলম্বন দণ্ড, ঠেস।

ঠেকা (দেশজ) ১ অবলম্ব। ২ পড়া।
"অভাগী আপন দোষে ঠেকে গেল ফাঁদে।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ১।২০৭)

ঠেকাঠেকি (দেশজ) পরস্পরে পরস্পরের কার্য্যে বাধা দেওয়া।

ঠেকান (দেশজ) ১ থামান। ২ প্রতিবন্ধকতাচরণ।

ঠেকানি (দেশজ) বাধা, প্রতিবন্ধ।

ঠেকার (দেশজ) অহঙ্কার, দম্ভ, বাচালতা।

ঠেকারিয়া (দেশজ) অহঙ্কারী, দাম্ভিক, বাচাল।

ঠেকারী (দেশজ) অহঙ্কারী, বাচাল।

ঠেকাল (দেশজ) কঠিন, বাধা বিপত্তিময়।

ঠেকুয়া (দেশজ) অবলম্বন, ঠেস।

ঠেঙ্গ (দেশজ) পা।

ঠেঙ্গা (দেশজ) দণ্ড, লাঠি।

ঠেঙ্গাঠেঙ্গি (দেশজ) লাঠালাঠি।

ঠেঙ্গাড়িয়া (দেশজ) লেঠেল, যে লাঠি মারিয়া বেড়ায়।

ঠেঙ্গান (দেশজ) লাঠি মারা।

ঠেলন (দেশজ) হেলন, অমান্যকরণ, দূরীকরণ।

ঠেলা (দেশজ) ১ ধাক্কা। ২ প্রতিবাদ।

ঠেলাঠেলি (দেশজ) ১ পরস্পরে ঠেলা। ২ ভিড়ে পরস্পরে ধাক্কা।

ঠেলান (দেশজ) ধাক্কা মারা।

ঠেশ (দেশজ) সংলগ্ন হওয়া, আঘাত লাগা, ধাক্কা লাগা।

ঠেস (দেশজ) ঠেশ্।

ঠেসাঠেসি (দেশজ) গায়গায় লাগা।

ঠেস্ঠাস্ (দেশজ) ১ অবলম্ব, ঠেকো :

ঠোঁট (দেশজ) ওষ্ঠ, চঞ্চু।

ঠোঁটকাটা (দেশজ) ১ ধূর্ত্ত, প্রগল্ভ, দুষ্ট। ২ বাচাল।

ঠোঁটঠোঁটে (দেশজ) মুখে মুখে।

ঠোকন (দেশজ) আঘাত করণ, ধাক্কা।

ঠোকর (দেশজ) আঘাত।

ঠোকরাণ (দেশজ) মুখদ্বারা অল্প অল্প স্পর্শ বা আঘাত করা।

ঠোকা (দেশজ) আঘাত।

ঠোকান (দেশজ) অপর দ্বারা মারা।

ঠোকানি (দেশজ) মারণ, আঘাত করা।

ঠোক্চাপরা (দেশজ) খুঁতখুঁতে, সহজে সন্তুষ্ট নয়।

ঠোনা (দেশজ) অঙ্গুলি দ্বারা গালে আঘাত করা।

"করিয়া মহাক্রোধ, না মানে উপরোধ,
খুল্লনা মারিল ঠোনা।" (কবিকঙ্কণ)

ঠোস (দেশজ) ১ গলিত ধাতুর ফোঁটা। ২ ফোস্কা। ৩ ফুলিয়া উঠা

ঠোসেঠাসে (দেশজ) সংক্ষেপে।

ঠৌর (দেশজ) নিশ্চয়তা।

ঠ্যাঙ্ (দেশজ) পাদ, চরণ, পা।

ঠ্যাটা (দেশজ) অত্যাচারী, দুষ্ট, বঞ্চক।

ড

ড ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়োদশ ও টবর্গের তৃতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন, জিহ্বামধ্যদ্বারা মূর্দ্ধস্থান স্পর্শ, বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ, ঘোষ ও অল্প প্রাণ। মাতৃকান্যাসে দক্ষিণপাদগুল্ফে ন্যাস করিতে হয়।

বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে ইহার লিখনপ্রণালী এই প্রকার লিখিত হইয়াছে,—ঊর্দ্ধাধঃক্রমে একটী রেখা টানিয়া মধ্যে আকুঞ্চিত করিয়া দিবে। এই অক্ষরে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও ভবানী নিত্য বিরাজিত আছেন। এই অক্ষর ব্রহ্মরূপিণী ও মহাশক্তি মাত্রা বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"ঊর্দ্ধাধঃক্রমতোরেখা মধ্যে ত্বাকুঞ্চিতা তথা।
লক্ষ্মীর্বাণী ভবানী চ ক্রমশস্তত্র সংস্থিতা॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

বর্ণাভিধানতন্ত্রে ইহার বাচকশব্দ যথা,—স্মৃতি, দারুক, নন্দিরূপিণী, যোগিনী, প্রিয়, কৌমারী, শঙ্কর, ত্রাস, ত্রিবক্র, নদক, ধ্বনি, দুরূহ, জটিলী, ভীমা, দ্বিজিহ্ব, পৃথিবী, সতী, কোরগিরি, ক্ষমা, কান্তি, নাভি, স্বাতী, লোচন।

ইহার স্বরূপ—সদা ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুযুক্ত, চতুর্জ্ঞানময়, আত্মতত্ত্বযুক্ত ও পীত-বিদ্যুল্লতাকার। (কামধেনুতন্ত্র) ইহার ধ্যান—

"জবাসিন্দূরসঙ্কাশাং বরাভয়করাং পরাম্।
ত্রিনেত্রাং বরদাং নিত্যাং পরমোক্ষপ্রদায়িনীং॥
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ইহার বর্ণ জবা ও সিন্দূর সদৃশী, অভয়প্রদায়িনী, ত্রিনেত্রা, বরদায়িনী, নিত্যা ও ব্রহ্মরূপিণী। ইহাকে ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে।

এই অক্ষর পদ্যের আদিতে বিন্যাস করিলে শোভা হয়।

"ডঃ শোভাং চো বিশোভাং" (বৃত্ত'র'টী')

ড (পুং) ডয়তে উড্ডীয়তে ভক্তানাং হৃদয়াকাশে যঃ। ডী বাহুল-কাৎ ড। ১ শিব। ২ শব্দ। ৩ ত্রাস। (একাক্ষরকোষ) ৪ বাড়বাগ্নি। (স্ত্রী) ৫ ডাকিনী। (মেদিনী)

ডকার (পুং) ড কারপ্রত্যয়ঃ। ড স্বরূপ বর্ণ।

ডক্কারী (স্ত্রী) চণ্ডালের ঢক্কা।

ডগণ (পুং) ছন্দোগ্রন্থোক্ত পাঁচভাগে বিভক্তগণবিশেষ। যথা (ऽऽ গজ ১) (॥ऽ রথ ২) (।ऽ। অশ্ব ৩) (ऽ॥ পদাতি ৪) (॥॥ পত্তি ৫)

ডক্‌দে, ভারতবর্ষীয় আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ।

ডগ্‌মগ্‌ (দেশজ) নিমগ্ন, আবিষ্ট।

"ডগমগ তনু রসের ভরে।
ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে॥" (বিদ্যাসুন্দর)

ডগর (দেশজ) ঢক্কা, ঢাক।

ডগা (দেশজ) বৃক্ষাগ্র, আগা, অগ্রভাগ, অপক্ক, কচি।

ডগাকড়ি (দেশজ) বৃহদাকার কড়ি।

ডগাল (দেশজ) ডগা বা প্রান্তভাগযুক্ত।

ডগি (দেশজ) প্রান্ত, কচি, অপক্ক।

ডগিরা (দেশজ) উচ্চ, বৃহৎ।

ডগিরাকলা (দেশজ) এক প্রকার বৃহদাকার কদলী, ইহা অব্যবহার্য্য।

ডগ্‌ডগিয়া (দেশজ) উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ।

ডঙ্কা (স্ত্রী) ডমিত্যব্যক্তশব্দং কায়তি কৈ-ক টাপ্। ১ দুন্দুভিধ্বনি, লোকদিগকে জানান দিবার জন্য বাদিত হয়। ২ ঢিকারা।

ডঙ্কোণি (দেশজ) ডানকোণি লতা। (Pladera decussata)

ডঙ্গর (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Ficus hirsuta)

ডঙ্গরখীরেণিয়া (দেশজ) বৃক্ষভেদ

ডঙ্গরী (স্ত্রী) ডং ভয়ং গিরতি নাশয়তি গৃ-অচ্ পৃষো' সাধুঃ গৌরাং ঙীষ্। লতাফল, দীর্ঘকর্কটী, চলিত কথায় কাঁকড়ী। পর্য্যায় ডাঙ্গরী, দীর্ঘের্ব্বারু, দঙ্গরী, ডঙ্গারী, নামগুণ্ডী, গজদন্তফলা। ইহার গুণ—শীতল, রুচিকারক, দাহ, পিত্ত, অস্রদোষ, অর্শ, জাড্য ও মূত্ররোধদোষনাশক, তর্পণ ও গৌল্য। (রাজনি')

ডণ্ড (দেশজ) দণ্ড।

ডণ্ডা (দেশজ) ১ দণ্ড, লাঠী। ২ পাখীর দাঁড়। ৩ আলোক-পাত্র। ৪ অবলম্ব দণ্ড।

ডণ্ডী (দণ্ডী শব্দের অপভ্রংশ) ১ দণ্ডী। ২ যাহার দণ্ড হইয়াছে

ডম (পুং) ডং নীচযোনিত্বাৎ ভীতিং মাতি মা-ক। বর্ণসঙ্কর-জাতিবিশেষ, চলিত কথায় ডোম। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে চাণ্ডালীর গর্ভে লেটের ঔরসে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈ' পু') [ডোম দেখ।]

ডমর (স্ত্রী) মৃ-ভাবে অপ্ মরং পলায়নং ডেন ত্রাসেন মরং পলায়নং ওয়া-তৎ। ১ ভীতিদ্বারা পলায়ন, ভয় পাইয়া পলায়ন। পর্য্যায় শৃগালিকা, বিদ্রব, ডিম্ব। (হারাবলী) (পুং) ডেন ভয়েন মরো মৃতিরিব যত্র বহুব্রী। ২ পরচক্রা-দিভয়। ৩ অস্ত্রকলহ, দাঙ্গা, মারামারি। পর্য্যায় বিপ্লব, ডিম্ব, বিম্ব, ডামর। (ভরত)

"ডমরুকপোঽস্থিকেতুঃ সতু রুক্ষঃ কুত্রবাহঃ প্রোক্তঃ।
শিখস্তাদৃক্ প্রাচ্যাং শান্ত্রাখ্যো ডমরমরকায়॥" (গর্গ)

ডমরিন্ (পুং) ডমর-ণিনি। ছোট ডমর।

ডমরু (পুং) ডমিত্যব্যক্তশব্দং ঋচ্ছতি ডম ঋ-কু (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বাদ্যবিশেষ, কপালিযোগিবাদ্য। (ভরত) চলিত কথায় ডুগ্‌ডুগি। আর্য্যদিগের একটী প্রাচীন ও ক্ষুদ্র আনদ্ধযন্ত্র। সাপুড়িয়ারা ইহা বাজাইয়া সাপখেলায় ভল্লুক ও বানর-ক্রীড়কেরাও ইহা ব্যবহার করে। এই যন্ত্র মহাদেবের অতিশয় প্রিয়। যোগীরা এই যন্ত্র বাজাইয়া যে কোন আশ্রমে অবস্থান করিবে।

"বাদয়ন্ ডমরুং যোগী
যত্র কুত্রাশ্রমে স্থিতঃ।" (যোগসার)

মহাদেবের হস্তে এই যন্ত্র সর্ব্বদা রহিয়াছে।

"ত্রিশূল-ডমরুকরং।" (শিবধ্যান।)

এই গ্রাম্যযন্ত্রের দুইমুখ চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত ও ইহার মধ্যভাগ সঙ্কীর্ণ। তথায় দুইটী রজ্জুতে দুইটী সীসক-গুড়িকা আবদ্ধ থাকে। মধ্যস্থল ধরিয়া নাড়িলেই এই যন্ত্র বাজিতে থাকে। (যন্ত্রকো°)

২ বিস্ময়, চমৎকার। (ত্রিকা°)

ডমরুকা (স্ত্রী) ডমরু-কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। তন্ত্রোক্ত মুদ্রাভেদ।

ডমরুমধ্য (পুং) ডমরু ইব মধ্যঃ যস্য বহুব্রী। যোজক। যে সঙ্কীর্ণ ভূভাগ দুই বৃহৎ ভূভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে।

ডমসার, পূর্ব্ববঙ্গের একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখ° ১৯।৫২)

ডম্ফ, এক প্রকার প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্র। একটী বৃহৎ চক্রাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডের একদিকে চর্ম্মাচ্ছাদনপূর্ব্বক ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেই সমধিক ব্যবহৃত হয়। (যন্ত্রকো°)

ডম্বর (পুং) ডপ-অরন্। ১ সমূহ, আড়ম্বর। ২ আয়োজন।

"অজাযুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরঃ।" (চাণক্য)

৩ ধাতৃদত্ত কুমারানুচরভেদ।

"ডম্বরাডম্বরৌ চৈব দদৌ ধাতা মহাত্মনে।" (ভারত ৯।৪৭ অঃ)

৪ বিস্তার। ৫ বিলাস।

ডয়ন (ক্লী) ডীয়তে আকাশমার্গে গম্যতে অনেন ডি করণে ল্যুট্। ১ কর্ণীরথ, পাল্কী, ডুলি। ডী ভাবে ল্যুট্। ২ নভোগতি, আকাশে উড্ডয়ন, ওড়া।

ডর (হিন্দী) ভয়, ত্রাস, শঙ্কা।

"নিবেদন নাহি করি ডরে।" (কবিকঙ্কণ)

ডরকরঞ্জ (দেশজ) ডহর করঞ্জ। (Galedupa arborea)

ডরাণ (দেশজ) ভয় পাওয়ান।

ডরাণিয়া (দেশজ) ভীত, আশঙ্কিত।

ডলন (দেশজ) ১ কোন কিছু দ্বারা ঘর্ষণ। ২ রুটী বেলিবার যন্ত্র।

ডলনা (দেশজ) বেলিবার কাষ্ঠ বা পাষাণময় যন্ত্র।

ডলা (দেশজ) ১ ঘষা। ২ বেলা।

ডলান (দেশজ) ১ ঘষান। ২ বেলান।

ডল্লক (ক্লী) ১ বংশাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। চলিত কথায় ডালা। ব্রতাদিতে ডল্লকে ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া উপবীত ও বস্ত্র দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে হয়।

"ত্রিশতঞ্চ ষষ্ট্যধিকং ডল্লকং বস্ত্রসংযুতং।
সভোজ্যং সোপবীতঞ্চ সোপহারং মনোহরং॥" (ব্রহ্মবৈ° পু°)

২ কাশ্মীরের এক রাজা।

"অলুণ্ঠয়ৎপ্রজা নিত্যং ডল্লকোনাম দৈশিকঃ।"

(রাজতর° ৭।১৪৯)

ডল্লনাচার্য্য, নিবন্ধসংগ্রহ নামধেয় সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইহার পিতার নাম ভরত।

ডবিথ (পুং) ১ কাষ্ঠময় মৃগ। "ডিথঃ কাষ্ঠময়োহস্তী ডবিথস্তন্ময়ো মৃগঃ।" (সুপদ্মব্যা°) ২ দ্রব্যবাচি সংজ্ঞাভেদ।

"দ্রব্যশব্দাঃ একব্যক্তিবাচিনো হরিহরডিথডবিথাদয়ঃ।"

(সাহিত্যদর্পণ)

ডহর (দেশজ) ১ গভীর, অতিশয় নিম্নস্থান। ২ নৌকার খোল।

ডহরকরঞ্জ (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Galedupa arborea)

ডহালা (স্ত্রী) ডাহলভূমি, চেদিরাজ্যের অপর নাম।

[ডাহল দেখ।]

ডহু (পুং) দহতি তাপয়তি সর্ব্বশরীরং দহ-কু (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বৃক্ষবিশেষ, ডেও, মাদার। হিন্দী ডহৈার। পর্য্যায় লকুচ, লিকুচ। (অমর।) ইহার গুণ গুরু, ত্রিদোষ ও শুক্রপুষ্টিকারক। (রাজনি°)। [লকুচ দেখ।]

ডহুয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, লকুচ, ডেও।

ডহূ (পুং) পৃষো° সাধুঃ। ডহু, ডেও।

ডা (স্ত্রী) ডী-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। ডাকিনী। (মেদিনী)

ডা (আরবী) হুসেনের মৃত্যুস্মরণার্থ মুসলমানদিগের উৎসববিশেষ।

ডাইন (দেশজ) ১ দক্ষিণ। ২ ডাকিনী, ডাইনী।

ডাইন্‌কোনা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, ডানকোণা।

ডাইন্‌পনা (দেশজ) ডাকিনীর কার্য্য। কুহক।

ডাইন্‌হাত (দেশজ) দক্ষিণহস্ত।

ডাইনী (দেশজ) ডাকিনী, কুহকিনী, মায়াবিনী।

ডাঁট (দেশজ) অপক্ব, কঠিন।

ডাঁটন (দেশজ) কোন ব্যক্তিকে ভীত, চকিত বা দণ্ডিত করণ।

ডাঁটা (দেশজ) ১ দণ্ড। ২ শাখা। ৩ তীক্ষ্ণ। ৪ দণ্ডিত।
ডাঁটাল (দেশজ) দণ্ড বা শাখাযুক্ত।
ডাঁটি (দেশজ) ক্ষুদ্রদণ্ড।
ডাঁড় (দেশজ) ১ নৌকাবাহন দণ্ড। ২ পক্ষিগণের বসিবার দণ্ড।
ডাঁড়কাক (দেশজ) কাকবিশেষ, দ্রোণকাক। [কাক দেখ।]
ডাঁড়া (দেশজ) ১ মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠের শিরদাঁড়া। [মেরুদণ্ড দেখ।] ২ রীতি, চরিত্র, ধারা। ৩ দণ্ডায়মান, দাঁড়া।
ডাঁড়ান (দেশজ) উঠা, দণ্ডায়মান, দাঁড়ান।
ডাঁড়াশ (দেশজ) বৃহদাকার কিন্তু নিরীহ সর্পবিশেষ। (Coluber boœformis, *Shaw.*)
ডাঁড়িকা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus barbigar, *Buch.*)
ডাঁড়ী (দেশজ) ১ যে নৌকার ডাঁড় বহে। ২ ছেদ।
ডাঁড়ুকা (দেশজ) বেড়ী, হাতকড়ি, জিঞ্জির।
ডাঁপ (দেশজ) রেল, বাঁশের খুঁটি।
ডাঁশ (দেশজ) মশকবিশেষ, দংশমক্ষিকা। [মশক দেখ।]
ডাঁশা (দেশজ) ১ বর্ণপরিবর্ত্তন (পরিপকের ভাব। ২ চক্রবাড়।
ডাঁশাল (দেশজ) পাকার মত হওয়া।
ডাক্ (দেশজ) ১ ডাহুক পক্ষীবিশেষ। ২ আহ্বান। ৩ শব্দ, চীৎকার। ৪ একটী ক্ষুদ্র গ্রাম্য আনদ্ধ যন্ত্র। (যন্ত্রকো°)
ডাকখরচ (দেশজ) ডাকে যাইবার মাসুল, পোষ্টেজ।
ডাকঘর (দেশজ) যেখান হইতে চিঠিপত্র রওনা ও বিলি হয়। (Post-office)

ডাকঘর বা ডাকবিভাগের কাণ্ড নিতান্ত আধুনিক নয়। বহুদিন হইতেই রাজন্যবর্গ আপনাদের রাজকীয় কার্য্যের সুবিধার জন্য ডাকপিয়াদা নিযুক্ত করিতেন। তাহারা সংবাদজ্ঞাপক পত্রাদি লইয়া দ্রুতবেগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে তথা হইতে আবার আর একজন সেই পত্রাদি লইয়া দ্রুতবেগে অন্যস্থানে এইরূপে বহুদূর দেশান্তরে অল্প সময় মধ্যে সংবাদ প্রেরিত হইত। এমন কি ভারতবর্ষে ও আমেরিকার মেক্সিকোবাসী প্রাচীন অজতেক জাতির * মধ্যেও এইরূপে সংবাদ আদান প্রদানের নিয়ম প্রচলিত ছিল। রোমসাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিকালে তথায়ও বহুতর ডাক-বিভাগ ছিল, তাহাকে (Cursus publicus) বলা হইত †।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে ফ্রান্সে ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে ফরাসীরাজ ১৪শ লুইর সময়ে তাহার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী-বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের লোকসাধারণের মধ্যেও ডাকপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া-রাজের আনুকূল্যে ফ্রাঞ্জ (Franz von Thun) ও টাক্সিস্ (Taxis) সার্ব্বজনিক ডাকবিভাগ স্থাপন করেন। প্রথমে তাঁহারা ব্রুসেল্‌স্ ও ভিয়ানার মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য কএকটী ডাকঘর স্থাপন করেন, ক্রমে তাঁহাদিগের যত্নে বহু দূরস্থিত নেপল্‌স্ ও ভিনিশ পর্য্যন্ত ডাকবিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে শেরশাহের যত্নে ঘোড়ার ডাক এবং দিল্লীশ্বর অক্‌বরের যত্নে মোগলসাম্রাজ্যের সর্ব্বস্থানে অল্পসময়ের মধ্যে সংবাদ যাওয়া আসার জন্য ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। কাফিখাঁ নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে; "বাদশাহ অক্‌বর যে নূতন নিয়ম প্রচলন করেন, তন্মধ্যে 'ডাক-মেবড়া' একটী উল্লেখযোগ্য। তাহাদের সকল স্থানেই আড্ডা ছিল"। ‡ আবুল-ফজলের আইন্-ই-অকবরীতে লিখিত আছে; 'মেবড়াগণ মেবাটের অধিবাসী, তাহারা দ্রুতগামী বলিয়া বিখ্যাত। তাহারা বহুদূর হইতে অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই সংবাদাদি আনিয়া দিত। তাহারা উত্তম গুপ্তচর বলিয়াও গণ্য।'

ইংলণ্ডরাজ ১ম চার্লসের সময় গ্রেটবৃটনে ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়, কিন্তু গবর্মেণ্টের একচেটিয়া ছিল। মহামতি পিটের মন্ত্রীত্বকালে ডাকের অত্যাবশ্যকতা ইংরাজ সাধারণে উপলব্ধি করেন। এই সময় হইতে ডাকের উন্নতি আরম্ভ হয়।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ডাক প্রচলিত হয়।

ডাক হইতে বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণের সমধিক উপকার সাধিত হইলেও পূর্ব্বে বণিকগণ ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান ঊনবিংশশতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ডাকবিভাগের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ডাকবিভাগ দ্বারা কেবল রাজা ও রাজপুরুষগণের সুবিধা ছিল। এখন কি রাজা, কি প্রজা সকলেরই সমান উপকার সাধিত হইয়াছে। এই ডাক হওয়ায় বাণিজ্যাদিরও কিরূপ সুবিধা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রাউল্যাণ্ড-হিল ইংরাজদিগকে যে কোন দূরের চিঠি হউক না কেন একহারে অর্থাৎ ১ কাঁচ্চা ওজনের পত্রাদিতে এক পেনি খরচা দিতে সম্মত করাইলেন। য়ুরোপের অপরাপর দেশেও অতি অল্পদিন মধ্যেই সকলে

* Prescott's Conquest of Mexico, Vol. I. ch. II.

† A. T. Hadley's Cyclopædia of Political Science &c., art 'Post-office'.

‡ Khafi-khan, I. p. 243.

রাউল্যাণ্ড-হিলের পক্ষ অবলম্বন করিল। ভারতের ইংরাজ-শাসনকর্ত্তা বড়লাট ডালহৌসি এখানে সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বজনিক ডাকবিভাগ স্থাপন করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া হইতে সর্ব্বপ্রথম পোষ্টকার্ড প্রচলিত হয়। পরে তাহাও অতি অল্প দিন মধ্যেই জগতের সকল সুসভ্য দেশেই অবলম্বিত হইল।

পূর্ব্বে দেশভেদে ডাকখরচায় হারও কমবেশ ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ডাক-সম্মিলন (International postal union) হইল। তদনুসারে বিদেশে চিঠি পাঠাইতে হইলে আর খরচার হার লইয়া গোলযোগ থাকিল না।

এখন সকল সুসভ্য দেশের প্রধান প্রধান নগরে ও গ্রামাদিতে ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। ডাক হইতে সকল লোকে সমান সুবিধা ভোগ করিলেও ডাকবিভাগ দেশের রাজার অধীন।

ডাক্‌চৌকিয়া (দেশজ) যে ডাক বা পত্রাদি লইয়া যায়।

ডাক্‌চৌকী (দেশজ) যেখানে ডাক বদল হয়।

ডাক্‌ডোক (দেশজ) শব্দ, স্বর।

ডাকন্ (দেশজ) আহ্বান করা, ডাকা, হাঁকা, চেঁচান।

ডাকপত্র (দেশজ) ডাকের চিঠি, ডাকঘর হইতে যে পত্র আসে।

ডাকপুরুষ, এই ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কতকগুলি বচন বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। লোকে ঐ গুলিকে ডাকপুরুষের বচন বা ডাকের বচন বলিয়া অতিশয় মান্য করে। ঐ সকল বচন প্রায় খনার বচনের মত এবং রন্ধন, ভোজন, বাসস্থাননির্ণয়, সুগৃহিণী ও কুগৃহিণীর লক্ষণ, শিশুর শুশ্রূষা, নানাবিধ সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যাধির চিকিৎসা প্রভৃতি হইতে সংক্ষেপে লগ্ননির্ণয়, বিবাহগণনা, যাত্রাদি বিষয়ক উপদেশ, বর্ষাগণনা প্রভৃতি চলিত ভাষায় বর্ণিত আছে। ঐ সকল বচন দেখিয়া বোধ হয়, উহা সাধারণ গৃহস্থ ও কৃষক-দিগের জন্ম রচিত হইয়াছিল। ডাকপুরুষ নিজেও ততদূর পণ্ডিত ছিলেন না, তাহা তাঁহার বচন দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তিনি কৃষিজীবী এবং জাতিতে গোয়ালা ছিলেন। যথা—

"আয় ব্যয় করে শাশুড়ীকে পুছে।
সর্ব্বকাল স্বামীকে পূজে।
তাহাকে ধর্ম্ম আপুনি বুঝে॥
রৌদ্রে কাঁটা কুটায় রাখে।
খড় কাঠা বর্ষাকে বাখে॥
ফুট ভাষে ডাকগোয়ালে।
এ গৃহিণীতে ঘর না টলে॥"

"গৃহিণী হইয়া ঝগে বুলে।
স্বামীর পীড়ি পায়ে ঠেলে॥
ঘর নাশে অল্প কালে।
ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে॥" ইত্যাদি।

এই সকল বচন দ্বারা ডাকের বহুদর্শী অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ বিষয় জ্ঞান, লোকচরিত্রে সূক্ষ্মদৃষ্টি, জ্যোতিষ জ্ঞান প্রভৃতি স্পষ্ট প্রতীত হয়, কিন্তু ঐ সকল বচনের অনেক স্থল অস্পষ্ট, অনেক স্থল আবার ভিন্ন ভিন্ন লোকের রচিত বলিয়া বোধ হয়।

ডাকবাঙ্গলা (দেশজ) এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে রাজপুরুষ বা ভ্রমণকারীগণের সুবিধার্থ ও বিশ্রামার্থ ঘর।

ডাক্‌বালা (হিন্দী) ডাকপেয়াদা, যে ডাকঘরের পত্রাদি বিলি করে।

ডাকা (দেশজ) ১ আহ্বান করা। ২ ডাকাইত, দস্যু, সাহসী চোর।

ডাকাইত (দেশজ) প্রকাশ্য চোর, দস্যু। [দস্যু দেখ।]

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রকাশ্য ভাবে লুণ্ঠনাদি করে এবং গৃহস্থদিগকে নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিয়া তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে ডাকা-ইতের অতিশয় প্রভাব ছিল, আজকাল ইংরাজদিগের প্রভাবে ইহারা অনেকটা দমিত হইয়াছে। ইহারা অত্যন্ত কালীভক্ত। কোন স্থলে ডাকাইতী করিতে যাইলে কালীপূজা না করিয়া বহির্গত হয় না, আবার ডাকাইতী করিয়া আসিয়া পুনরায় কালীপূজা দেয়। ইহাদিগের মধ্যে একজন দলপতি থাকে। তাহার কথানুসারে আর আর সকলে চলে, লুণ্ঠনজাত দ্রব্য সকলে ভাগ করিয়া লয়।

"হেন মোর হিয়ার পুতলী চাও খেতে।
দিবসে ডাকাত তুমি অন্য কেহ রেঁতে॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ৪।১১৯)

ডাকাইতী (দেশজ) দস্যুবৃত্তি, ডাকাইতের কার্য্য।

ডাকাবুকা (দেশজ) সাহসী, নির্ভীক।

ডাকিনী (স্ত্রী) ডাঁয় ভয়দানায় অকতি ব্রজতি ডায়-অক-ইনি, বা ডাকানাং সমূহঃ ইতি ডাক-ইনি (খলাদিভ্যইনির্বক্তব্যঃ। পা ৪।২।৫১ বার্ত্তিক) ১ কালীর গণবিশেষ।

"সার্দ্ধঞ্চ ডাকিনীনাঞ্চ বিকটানাং ত্রিকোটিভিঃ।" (ব্রহ্মপু°)

২ পিশাচীবিশেষ, দর্শনমাত্রই জীবের অহিত করে। ৩ স্ত্রীবিশেষ, ইহারা ডাইন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকাদিগের অসুখ হইলে ডাইনী খাইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস ছিল, এখন আর সে অন্ধ বিশ্বাস অনেকটা দূর হইয়াছে। ৪ শিব ও পার্ব্বতীর অনুচর। ইহাকে সংহার-শক্তির অংশবিশেষ বলা যায়। মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্যের ও তাহার মন্ত্রের উপাস্য দেবতা।

"ডাকিনী শাকিনী ভূত-প্রেতবেতালরাক্ষসাঃ।"(কাশীখ° ৩০ অঃ) ভোটদেশবাসীগণ এখনও ডাকিনীর উপাসনা করিয়া থাকে।

ডাকু (হিন্দী) ডাকাইত, দস্যু।

ডাকুয়া (দেশজ) যে ডাকিয়া বেড়ায়, পেয়াদা।

ডাগর (দেশজ) বৃহৎ, বড়, প্রকাণ্ড।

ডাঙ্কৃতি (স্ত্রী) ডংডাং শব্দ, ঘণ্টাকাঁশরের শব্দ।

ডাঙ্গ (দেশজ) কোন দ্রব্য ঝুলাইয়া রাখিবার অবলম্ব।

ডাঙ্গরী (স্ত্রী) ডঙ্গরী পৃষো° সাধুঃ। দীর্ঘকর্কটী, চলিত কথায় কাঁকড়ী। (রাজনি°)

ডাঙ্গশ (দেশজ) অঙ্কুশ।

ডাঙ্গা (দেশজ) ১ নির্জলস্থল। ২ উচ্চস্থান।

ডাঙ্গাগ্রাম, দ্বারভঙ্গের অন্তর্গত করমশোণির ৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটী গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখ° ৪৭।১৬৭)

ডাঙ্গাগড়্গড়্ (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ডাঙ্গাঘেঁচু (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ডাঙ্গাপথ (দেশজ) স্থলপথ।

ডাড় (দেশজ) ১ দণ্ড। ২ করাতের মত খাঁজ কাটা।

ডাড়কাক (দেশজ) কাকবিশেষ।

ডাড়া (দেশজ) কীটের তীক্ষ্ণ পদ।

ডাড়ুকা (দেশজ) শৃঙ্খল, জিঞ্জির, বেড়ী।

"হাতে হাত কড়ি দিল গলায় জিঞ্জির।
চরণে ডাড়ুকা দিয়া তোলে মহাবীর" (কবিকঙ্কণ)

ডাণ্ডা (দেশজ) দণ্ড।

ডানা (দেশজ) পক্ষ, পাখা।

ডানকোণা, ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। ইহাদের আকার ২ ইঞ্চি হইতে ৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহারা অনেকাংশে পুঁটি মাছের মত, আঁইষ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষার প্রথম ভাগে পুঁটিমাছের ন্যায় ইহাদের চক্ষু হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত একটী উজ্জ্বল লোহিত বর্ণরেখা দেখা যায় এবং চক্ষুর চারিদিক্ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে। ইহাকেই লোকে মাছের সিঁদুর কাজল পরা বলে। পুষ্করিণী, খাল, বিল প্রভৃতির অল্প জলে ইহাদিগকে দলে দলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাব (দেশজ) নেওয়াপাতি, অপক্ক ও জলপূর্ণ নারিকেল। যে নারিকেলের মধ্যে অল্প অল্প শাঁস হইয়াছে।

ডাবর (দেশজ) পাত্রবিশেষ।

"সুপক্ক সখোল মাংস রূপার ডাবরে।
ঢালিয়া সোণার থাল ঢাকিল উপরে॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ৪।২০৬)

ডাবরী (দেশজ) জলপাত্রভেদ।

ডাবা (দেশজ) ১ পাত্রভেদ। ২ বাসন। ৩ হুঁকাবিশেষ।

ডাবু (দেশজ) জলপাত্র।

ডামর (পুং) মহাদেবকথিত তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ, এই তন্ত্রের সংখ্যা, ইহাদিগের নাম ও শ্লোকসংখ্যা বারাহীতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, ১ যোগডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ২৩৫৩৩। ২ শিবডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ১১০০৭। ৩ দুর্গাডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ১১৫০৩। ৪ সারস্বতডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ৯৯০৬। ৫ ব্রহ্মডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ৭১০৫। ৬ গন্ধর্ব্বডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ৬০০৬০। (বারাহীত°) [তন্ত্র দেখ।] ২ চমৎকার। ৩ গর্ব্ব, আটোপ।

"রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে॥"
(গীতগোবিন্দ ১২।২২)

৪ কীটচক্রবিশেষ।

"পঞ্চযোগিরিকোটশ্চ ষষ্ঠঃ কোটশ্চ ডামরঃ।" (সময়ামৃত)

৫ ক্ষেত্রপালবিশেষ। "টঙ্কপাণিস্তথা চাস্য ষ্টানবন্ধুশ্চ ডামরঃ।"
(প্রয়োগসার)

ডামর্ (হিন্দী) ১ গঁদ, আটা। ২ মশাল।

ডামাডোল (দেশজ) গোলমাল, দাঙ্গা, বিবাদ।

ডায়মণ্ডহারবার, ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণ ফল ৪১৭ বর্গমাইল। [হাজিপুর দেখ।] এই উপবিভাগে ডায়মণ্ডহারবার, দেবীপুর, বাঁকিপুর, কল্পী ও মথুরাপুর এই ৫টী থানা আছে। ৩টী দেওয়ানি ও ৩টী ফৌজদারী আদালতে বিচার কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিখ্যাত সাগরদ্বীপ এই উপবিভাগের অন্তর্গত। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ঝটিকাবর্ত্তে ইহার বহুসংখ্যক অধিবাসী প্রাণত্যাগ করে এবং সমূহ ক্ষতি হয়। প্রায় ৫৬২৫ জন অধিবাসীর মধ্যে কেবল মাত্র ১৪৮৮ জন মাত্র রক্ষা পায়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা পড়ে। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত রেলপথ হওয়ায় ইহার দুরবস্থা অনেক দূর হইয়াছে।

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার উক্ত ডায়মণ্ডহারবার উপবিভাগের প্রধান স্থান এবং একটী বিখ্যাত পোতাশ্রয়। এই স্থানের নামানুসারেই উপবিভাগের নাম হইয়াছে। ডায়মণ্ডহারবার শব্দের অর্থ (ডায়মণ্ড=হীরক, হারবার=পোতাশ্রয়) উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। ভাগীরথীর বামকূলে এই স্থান অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ১১´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ১৩´ ৩৭´´ পূঃ। পূর্ব্বে এই স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জাহাজ সকল নঙ্গর করিয়া থাকিত। এখন এখানে একটী টেলিগ্রাফ আফিস ও একটী কুঠ-ঘর আছে। যে সকল

জাহাজ নদী দিয়া প্রতিদিন গমনাগমন করে, বন্দরাধ্যক্ষ তাহাদের প্রত্যেকের বিবরণ বোঝাই ইত্যাদির বিষয় কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করিয়া প্রেরণ করেন। কলিকাতার টেলিগ্রাফ গেজেটে উহা প্রতিদিন প্রকাশিত হয়। যাহা হউক, এখন ক্রমেই বেশ নগর হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন চিহ্নের মধ্যে একটী গোরস্থান বিদ্যমান আছে। এখন রেলপথে ডায়মণ্ডহারবার কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল মাত্র। এই রেলপথ কলিকাতা ও সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলপথের সোণাপুর ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়াছে। ইহা স্থলপথে কলিকাতা হইতে ৩০ মাইল এবং নদী দ্বারা জলপথে ৪১ মাইল।

৩ ডায়মণ্ডহারবার উপবিভাগের একটী ২৩ মাইল দীর্ঘ খাল, ঠাকুরপুর হইতে খোলাখালি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ডাল (দেশজ, দলশব্দের অপভ্রংশ) শাখা, বৃক্ষাঙ্গ।

ডাল্‌কচু (দেশজ) এক জাতীয় বৃক্ষ। (Sagitharia Cordifolia)

ডালচিনি (দারুচিনি শব্দজ) [দারুচিনি দেখ।]

ডালনা (দেশজ) এক প্রকার ব্যঞ্জন, মাখ মাখ ঝোল।

ডালহৌসি, প্রকৃত নাম জেমস্ অণ্ড্রু ব্রোণ রাম্‌সে, দশম আর্ল এবং প্রথম মার্কুইস্ অব্ ডালহৌসি (James Andrew Broun Ramsay, tenth Earl and first Marquis of Dalhousie)। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ২২এ এপ্রেল জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি হার্ডিঙ্গটনসায়ারে কলস্টাউনের ব্রোণের উত্তরাধিকারিণীর তৃতীয় পুত্র। প্রথমে হারোর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন, পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্টচার্চ্চ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হন। অগ্রজ দুই সহোদরের মৃত্যু হওয়ায় ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ইনি লর্ড রামজে (Lord Ramsay) নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইনি গ্রেটবৃটনের মন্ত্রীসভায় কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন; পরে ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারল (বড়লাট) নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ১২ই জানুয়ারী কার্য্যের ভার গ্রহণ ও ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ২৯এ ফেব্রুয়ারি কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দের শেষে ভাইকাউণ্ট হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে ডালহৌসি আসিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। যখন তিনি এ দেশে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন ভারতরাজ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ছিল না। সমস্ত প্রদেশই একরূপ শান্তিসুখ ভোগ করিতেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ মুলতানে একখানি মেঘের উদয় হইল। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে সবনমলের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র মূলরাজ মূলতানের দেওয়ান মনোনীত হইলেন। তিনি ৩০ লক্ষ টাকা ও নিয়মিত কর প্রদান করিবেন, এই নিয়মে লাহোর দরবার তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন। মূলরাজ অতিশয় সাহসী ছিলেন; তিনি অধীনতা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া গোপনে স্বাধীন হইবার সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। এই সময় লাহোর দরবারে অতিশয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। প্রধান প্রধান সামন্তগণের মধ্যে প্রকৃত একতা আদৌ ছিল না। তিনি প্রতিশ্রুত ৩০ লক্ষ টাকা অথবা নিয়মিত কর কিছুই লাহোরে পাঠাইলেন না। ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী লালসিংহ মূলরাজকে লাহোরে আহ্বান করিলেন এবং যদি মূলরাজ সহজে না আইসে, তবে তাহাকে বলপূর্ব্বক আনিবার জন্য একদল সৈন্যও পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে মূলরাজও অলস ছিলেন না, তিনি বিপদের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলেন। লাহোরে সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইলে মূলরাজের সহিত একটী যুদ্ধ হইল।

যুদ্ধে মূলরাজ বিজয়লাভ করিলেন। পরিশেষে বৃটীশ গবর্মেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া উভয়পক্ষে একটী সন্ধি করাইয়া দিলেন। সন্ধির নিয়ম মূলরাজের পক্ষে সুবিধাজনক না হওয়ায় তিনি মূলতানের দেওয়ানী পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা, রেসিডেণ্টের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহার দেওয়ানী পরিত্যাগ সাধারণের নিকট প্রকাশ করা না হয়। রেসিডেণ্ট লরেন্স সাহেব এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন এই মর্ম্মে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ৬ই মার্চ্চ, স্যর ফ্রেডারিক কারি (Sir Frederic Currie) সাহেব রেসিডেণ্ট হইয়া লাহোরে আসিলেন। মূলরাজের পদত্যাগ গোপন রাখিবার জন্য লরেন্স সাহেব তাঁহাকে বলিলেন। কিন্তু লরেন্সের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। নূতন রেসিডেণ্ট মন্ত্রীসভায় মূলরাজের পদত্যাগের কথা উত্থাপিত করিলেন এবং মন্ত্রীসভা কর্তৃক তাহা গৃহীত হইল।

খাঁসিংহকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া মূলতানে পাঠান হইল। তাঁহার সহিত অগ্‌নিউ (Agnew) এবং অণ্ডারসন (Anderson) নামক দুইজন ইংরাজকর্ম্মচারী গমন করিলেন। ১৮ই এপ্রেল, ইহারা সসৈন্যে মূলতান দুর্গের নিকট এড়্গায় আসিয়া উপনীত হইলেন। মূলরাজ তথায় আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নূতন দেওয়ানকে দুর্গ অর্পণ করিতে স্বীকার করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে খাঁসিংহ ও পূর্ব্বকথিত দুইজন ইংরাজকর্ম্মচারী দুইদল গুরখাসৈন্যের সহিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যখন ইহারা দুর্গপরিখার

সেতুর উপর দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন মূলরাজের জনৈক সৈন্য হঠাৎ-অগ্রসর হইয়া অগনিউ সাহেবকে বর্ষাঘাতে অশ্ব হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তরবারি দ্বারা তাঁহাকে দুইটী গুরুতর আঘাত করিল, কিন্তু সাহেবকে বিনাশ করিবার পূর্ব্বেই এই আঘাতকারী সৈন্য পরিখামধ্যে পড়িয়া গেল। মূলরাজ এই ব্যাপারে কোনরূপ হস্তার্পণ না করিয়া নিজ আবাস আমখাস অভিমুখে স্বীয় অশ্বকে ধাবিত করিলেন। ইহার পর মূলরাজের কএকজন সৈন্য অণ্ডারসনকে আক্রমণ করিল এবং তাহাকে মৃতের ন্যায় ফেলিয়া রাখিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। অগনিউ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া লাহোরে রেসিডেণ্ট সাহেবকে সমস্ত সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন এবং মূলরাজকে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ ও দোষীদিগকে আবদ্ধ করিতে লিখিলেন। মূলরাজ উত্তর দিলেন, তিনি এই পত্রানুসারে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম।

মূলরাজের প্রথম উদ্দেশ্য যাহাই হউক না, তিনি এখন প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ১৯এ তারিখে ইংরাজদিগের যানবাহনাদি মূলরাজ কাড়িয়া লইলেন। ইংরাজপক্ষ পলায়নের কোন উপায় না দেখিয়া এড়গা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের মনে এই ভরসা ছিল যে, ৩।৪ দিবস মধ্যে লাহোর হইতে সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু তাহাদের এ আশা মুকুলেই শুকাইল। লাহোরের গোলন্দাজগণ যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইল। ২০এ, সন্ধ্যাকালে খাঁসিংহ, ৮।১০ জন সৈন্য, জন কএক মুন্সী ও ইংরাজদিগের কএকজন ভৃত্য ও কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ করিল। তাঁহারা জীবনের অন্য কোন আশা নাই দেখিয়া মূলরাজের নিকট বশ্যতাস্বীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মূলরাজ তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ এত উত্তেজিত হইয়াছিল যে, তাহারা রক্তপাত ব্যতীত কিছুতেই সন্তুষ্ট ছিল না। যখন খাঁসিংহ প্রভৃতি চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন মূলতানের সৈন্যগণ ঘোর রবে তাঁহাদিগের উপর পতিত হইল এবং খাঁসিংহকে বন্দী ও ইংরাজকর্ম্মচারীদ্বয়কে নিহত করিল। মূলরাজ সৈন্যদিগকে পুরস্কার প্রদান করিলেন।

রেসিডেণ্ট সাহেব দুই দিবস পরে বিদ্রোহ সংবাদ পাইলেন। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, মূলরাজ এ বিদ্রোহে লিপ্ত নহেন। এইজন্য তিনি কএকদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ২৩এ তারিখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন এ যুদ্ধ তত সহজে মিটিবে না। লাহোর-দরবারের সৈন্যগণ ইংরাজদিগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এই সংবাদে রেসিডেণ্ট কারি সাহেব মূলতানে ইংরাজসৈন্য পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু ইংরাজদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে শিখসর্দ্দারগণ মূলরাজকে কিছুতেই দমন করিতে পারিবেন না, এই ধারণায় লাহোর-দরবার ইংরাজসৈন্য পাঠাইবার জন্য রেসিডেণ্টকে বার বার অনুরোধ করিলে কারি সাহেব ইংরাজসৈন্য পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি সিমলায় প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। বৃটীশ শাসিত ভারতের সুনাম রক্ষা ও রাজনৈতিক স্বার্থসাধনোদ্দেশে লাহোর দরবারের সৈন্যের অভাবেও যাহাতে ইংরাজসৈন্য মূলতান দুর্গ ও নগর অধিকার করিতে পারে, এরূপ একদল সৈন্য অবিলম্বে প্রেরণ করা উচিত। কিন্তু গাফ্ তখন সৈন্য পাঠাইলেন না। মন্ত্রীসভান্বিত গবর্ণরজেনারল সাহেবেরও প্রধান সেনাপতির সহিত একমত হইল। সুতরাং যুদ্ধযাত্রার বিলম্ব পড়িয়া গেল।

এদিকে অগ্‌নিস্ সাহেব সুস্থ হইয়া লাহোরে বিদ্রোহ সংবাদ এবং লেপ্টেনাণ্ট এডওয়ার্ডস্ সাহেবকেও সত্বর সাহায্যার্থ আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। এডওয়ার্ডস্ সাহেব সেই পত্র পাইয়া অধীনস্থ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মূলতানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি লিইআ নামক স্থানে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। এই স্থানে একখানি পত্র পাইয়া তাঁহার মনে শিখদিগের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মূলরাজ চন্দ্রভাগানদী পার হইয়া লিইআ দিকে আসিতেছেন। এডওয়ার্ডস্ সাহেব তখন সিন্ধুনদের অপরপারে গিরং দুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে সেনাপতি কর্টলাণ্ড কতকগুলি মুসলমান-সৈন্যের সহিত আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ক্রমে ইংরাজদিগের সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বহবলপুরের নবাব শতদ্রু পার হইয়া মূলতান আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন। ইংরাজসৈন্য আসিয়া দেরা-গাজিখাঁ অবরোধ করিল। মূলরাজ জলালখাঁর উপর এই প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। জলালের প্রধান শত্রু খোবরাখাঁ ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া জলালকে আক্রমণ করিল। জলাল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। দেরাগাজিখাঁ ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। ইহার পর কিনেরি নামকস্থানে একটী যুদ্ধ হয়; সে যুদ্ধেও ইংরাজপক্ষ বিজয় লাভ করে। কিনেরি যুদ্ধের পর অনেক

শিখসর্দার ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল; মূলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এডওয়ার্ডস্ পুনঃ পুনঃ বিজয় লাভ করায় অতিশয় উৎসাহের সহিত মূলতান আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। শুজসাম গ্রামের নিকট উভয়পক্ষে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। ইংরাজপক্ষে সৈন্যসংখ্যা অতিশয় অধিক ছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর মূলরাজ যুদ্ধস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সৈন্য-সামন্তগণও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিল। ইংরাজগণ তাহাদের অনুকরণ করিয়া মূলতান দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইল। দুর্গ অবিলম্বে অবরোধ করা উচিত, এই মর্ম্মে এড্‌ওয়ার্ডস্ সাহেব লাহোরে রেসিডেণ্ট সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন। ডালহৌসি ও গাফসাহেব তখনই দুর্গ অবরোধ করা উচিত নয় এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের পত্র পাইবার পূর্ব্বেই রেসিডেণ্ট সাহেব দুর্গ অবরোধ করিতে মূলতানে সংবাদ দিয়াছিলেন এবং তদনুরূপ বন্দোবস্তও করিয়াছিলেন। কাজেই বড়লাট ডালহৌসি রেসিডেণ্টের ক্ষমতা ও আদেশ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দৃঢ়তর উৎসাহের সহিত মূলতান-দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য ২৪এ জুলাই সেনাপতি লুইস্ সাহেব অভিযান করিলেন। বহবলপুর হইতে লেক সাহেবের অধীনে ৫৭০০ পদাতি ও ১৯০০ অশ্বারোহী এবং রাজা সেরসিংহের অধীনে ৯০৯ পদাতি ও ৩৩৮২ অশ্বারোহী শিখসৈন্য অগ্রসর হইল। কর্টল্যাণ্ড, এডওয়ার্ডস, লেক ও সেরসিংহের অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য মূলতান অবরোধ করিল। মূলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি বৃটণেশ্বরী ও তাঁহার মিত্র মহারাজ দলীপসিংহের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু এই সময় এক নূতন ব্যাপারে সমস্ত স্রোত ফিরাইয়া দিল। ইংরাজ ও দলীপসিংহের পক্ষীয় শিখদিগের মধ্যে বিদ্রোহ লক্ষণ দেখা গেল। হাজরাদেশে সেরসিংহের পিতা ছত্রসিংহ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। মূলরাজের মনে নূতন আশা অঙ্কুরিত হইল।

৭ই সেপ্টেম্বর রীতিমত দুর্গ আক্রমণ করা হইল। সেরসিংহ এ পর্য্যন্ত তলম্বা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর মূলতানে অগ্রসর হইয়া তাঁহার জয়ঢক্কা খালসাদিগের নামে বাজাইতে আদেশ করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া ইংরাজসেনাপতিগণ পরামর্শ করিয়া টিব্বি নামক স্থানে পিছাইয়া আসিলেন এবং প্রধান সেনাপতি যে সৈন্য পাঠান, তাহাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেরসিংহ মূলরাজের সহিত যোগ দিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন; কিন্তু মূলরাজ সেরসিংহকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি শপথ করিলেও মূলরাজের সন্দেহ সমূলে দূর হইল না। অবশেষে সেরসিংহ বলিলেন যে, তাঁহার সৈন্যদিগকে কিছু অগ্রিম বেতন দিলে তিনি হাজরাদেশে যাইয়া তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হইবেন। মূলরাজ এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না, সেরসিংহ অন্য প্রদেশে এক নূতন শিখযুদ্ধ প্রজ্বলিত করিলেন।

ইংরাজগণ অবরোধ পরিত্যাগ করিলে মূলরাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরাজগণ পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে ও অধিকতর বলে দুর্গ আক্রমণ করিবে। এই জন্য তিনি দুর্গ সংস্কার করিলেন এবং সৈন্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র ইহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়া তিনি কাবুলে দোস্তমহম্মদ ও কান্দাহারে সর্দারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

ইংরাজগণও এদিকে দুর্গ জয় করিবার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। যাহাতে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয়, তজ্জন্য তাহারা বিবিধ উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। ক্রমে বোম্বাই ও বঙ্গদেশ হইতে কএকদল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অধিক সময় নষ্ট না করিয়া ইংরাজ সেনাপতি ১৭ই ডিসেম্বর পুনরায় দুর্গ আক্রমণের আদেশ দিলেন। অল্প আয়াসেই দুর্গের কয়েকস্থান ভগ্ন হইলে মূলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ইহাতে মূলরাজ স্বীকৃত না হইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন কাটিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে কি হইবে? বাহিরে শত্রু অসীম, তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অতি অল্প। শত্রুগণ দিন দিনই বিজয় লাভ করিতেছে, তিনি তাহাদিগকে দূর করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে তাঁহার সাহস ক্ষয় পাইতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরাজগণ দুর্গ অধিকার করিল। লাহোরে মূলরাজের বিচার হইল, বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হইলেন।

এদিকে ছত্রসিংহের বিদ্রোহানল ক্রমেই প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ২৪এ অক্টোবর পেশাবরের সমস্ত শিখসৈন্য বিদ্রোহী হইল। মেজর লরেন্স তাহাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে কোহাটে পলায়ন করিলেন। কোহাট দোস্তমহম্মদের ভ্রাতা সুলতান মহম্মদের শাসিত প্রদেশ। তিনি

পেশাবর বিভাগের কোন স্থানের বিনিময়ে মেজর লরেন্স, তাঁহার স্ত্রী ও তদীয় সহকারী বাউয়ি সাহেবকে ছত্রসিংহের নিকট বিক্রয় করিলেন। ছত্রসিংহ বিদ্রোহী হইয়াছেন।

সেরসিংহ ইংরাজ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদে ডালহৌসির মনে অতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, শিখগণ একত্র হইয়া পুনরায় ইংরাজ বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে বৃটীশগবর্মেণ্টের সমূহ বিপদ্। ইংরাজরাজ্য রক্ষা করিতে হইলে এখন হইতেই বিশিষ্টরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। এই বিবেচনা করিয়া তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন এবং প্রধান সেনাপতি গাফ্সাহেবকে ফিরোজপুরে সৈন্যসমাবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন। লর্ড গাফ আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না; তিনি স্বয়ং যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন এবং অবিলম্বে চন্দ্রভাগা অভিমুখে একদল সৈন্য চালিত করিলেন। উক্ত নদীর বামতটে প্রায় ১২ মাইল দূরে রামনগর নামক স্থানে সেরসিংহ অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থান হইতে তাঁহাকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা হয়। যুদ্ধে সেরসিংহেরই জয় হয়; ইংরাজপক্ষে কর্ণেল হ্বাব্লক ও কিউরটন নিহত হন। পরে স্যর জোসেফ থ্যাকওয়েল ও লর্ডগাফ্ উভয়ে মিলিয়া সেরসিংহের সৈন্য আক্রমণ করেন; কিন্তু তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষতি করিতে সমর্থ হন নাই।

১৮৪৯ খৃঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারি লর্ডগাফ্ ডিঙ্গি নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন; এস্থানে আসিয়া দেখিলেন যে নিকটেই শিখগণ অবস্থিতি করিতেছে। শত্রুদিগের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত হইবার জন্য তিনি রুসুল নামক স্থানে গমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে কএকজন খালসা-গ্রামের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ইংরাজগণের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। লর্ডগাফ্ তাহাদিগকে ভীত করিবার জন্য কএকটী তোপধ্বনি করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল না। শিখপক্ষ হইতে অসংখ্য গুলি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। এতক্ষণে গাফ্ বুঝিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তিনিও সৈন্যদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। ইহার পরই সেই প্রসিদ্ধ চিলিনবালার যুদ্ধ। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দের ১৩ই জানুয়ারি দিনটী শিখদিগের চিরস্মরণীয়। এই যুদ্ধে সেরসিংহের সৈন্যগণ যেরূপ অসীম সাহস, অমিততেজ ও প্রবল পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের পরাজয় হয়। এই যুদ্ধের পর গাফের সৈন্য অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধে ক্রকর্, পেনিকুইক প্রভৃতি কএকজন সেনাপতিও প্রায় ২৪০০০ সৈন্য নিহত হয়। শিখগণ ইংরাজদিগের ৪টী কামান ও ৮টী পতাকা কাড়িয়া লয়। যুদ্ধ করিতে করিতে রাত্রি উপস্থিত হয়; রাত্রির শেষাংশে শিখগণ এই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; এই জন্যই প্রায় অধিকাংশ ইংরাজ ঐতিহাসিক এই যুদ্ধের ফল অমীমাংসিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহার পর হইতেই সেরসিংহের অদৃষ্টে শনির দৃষ্টি পড়িল। ২১এ ফেব্রুয়ারি শিখসৈন্য গুজরাটে উপস্থিত হইল। লর্ড গাফ্ তথায় যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজের জয় হইল। এই যুদ্ধে শিখ ও আফগান একপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। ইংরাজের অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন বলিয়াই তাহারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বড়লাট ডালহৌসিও একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের অনুগ্রহেই ইংরাজসৈন্য এরূপ আশ্চর্য্যরূপে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ২১এ ফেব্রুয়ারির যুদ্ধ ভারতে ইংরাজদিগের যুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।" চিলিনবালা যুদ্ধের পর ডালহৌসি ভীত হইয়া সৈন্য পাঠাইবার জন্য ইংলণ্ডে সংবাদ দিয়াছিলেন; কিন্তু সে সৈন্য আসিবার পূর্ব্বেই গুজরাটের যুদ্ধে লর্ড গাফ্ তাহার প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেরসিংহ বিতস্তার অপরপারে পলায়ন করিলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প হইতে সম্পূর্ণরূপেই বিরত হইলেন এবং পূর্ব্বে যে মেজর লরেন্সকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদ্বারা ইংরাজগবর্মেণ্টের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন।

অতঃপর পঞ্জাব শাসন সম্বন্ধে কি করা হইবে ডালহৌসি পূর্ব্বেই তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং তাহা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র সময় অতিবাহিত হয় নাই। অবিলম্বে লাহোরে সংবাদ পাঠান হইল। মহারাজ রণজিৎসিংহের পরিবারে শোকধ্বনি উঠিল। দলীপসিংহের সুখ চিরকালের জন্য ডুবিল। ডালহৌসি লাহোরদরবারে জানাইলেন, শিখরাজত্বের শেষ হইল। দলীপসিংহের বয়স তখন একাদশ বর্ষমাত্র। দরবারের সদস্যগণ ডালহৌসির প্রস্তাবে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। বিনা দোষে দলীপসিংহের প্রতি দণ্ড হইল, ইহা ডালহৌসিকে জানাইলেও কোন উপকার হইত কিনা সন্দেহ। যাহা হউক একখানি সন্ধিপত্র লিখিত হইল এবং ইহাতে মহারাজ দলীপসিংহ স্বাক্ষর

করিলেন (১৮১৯ খৃঃ অব্দ)। এই সন্ধিপত্রে নিম্নলিখিত ৫টী নিয়ম ছিল—

(১) মহারাজ দলীপসিংহ পঞ্জাবের স্বত্ব চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন।

(২) রাজসম্পত্তি বৃটীশগবর্মেণ্টের অধীন হইল।

(৩) কোহিনূর ইংলণ্ডের রাজ্ঞীর শিরোদেশে সুশোভিত হইল।

(৪) গবর্ণরজেনারাল যেস্থানে মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে দলীপ বাস করিবেন।

(৫) 'মহারাজ দলীপসিংহ বাহাদুর' এই আখ্যা তাঁহার যাবজ্জীবন থাকিবে ও তিনি যথোচিত সম্মানের সহিত ব্যবহৃত হইবেন বা তিনি ৪ লক্ষের অন্যূন এবং ৫ লক্ষের অনধিক টাকা ভাতা পাইবেন।

২৯এ মার্চ্চ লর্ড ডালহৌসি নিম্নলিখিত মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন—

'ভারতগবর্মেণ্ট পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, গবর্মেণ্টের আর অধিক রাজ্য বিজয়ের ইচ্ছা নাই এবং এতাবৎকাল সেই প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষিত হইয়াছিল। এখনও গবর্মেণ্টের রাজ্য অধিকারে ইচ্ছা নাই, কিন্তু নিজের নিরাপদ এবং যাহাদের ভার তাহার উপর অর্পিত হয়, তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিতে গবর্মেণ্ট বাধ্য। এই উদ্দেশ্যে এবং অকারণ যুদ্ধবিগ্রহ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য যে লোকদিগকে তাহাদের নিজ অধিপতি শাসন করিতে সমর্থ হয় নাই, কোন প্রকার শাস্তিই যাহাদিগকে উৎপীড়ন হইতে বিরত বা ভীত করিতে পারে না এবং কোন প্রকার মিত্রতাই যাহাদিগকে শান্তিতে রাখিতে পারে না, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অধীন করিবার মনস্থ করিতে ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারাল বাধ্য হইয়াছেন। এই হেতু গবর্ণরজেনারাল প্রচার করিয়াছেন এবং ইহাদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে, পঞ্জাব রাজত্ব শেষ হইল, মহারাজ দলীপসিংহের অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশ এখন হইতে ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল।'

[পঞ্জাব, শিখ ও শিখযুদ্ধ দেখ।]

চিলিনবালাযুদ্ধের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিলে কোম্পানীর প্রায় সকল কর্ম্মচারীই স্যর চার্লস্ নেপিয়রকে সেনাপতি করিয়া ভারতে পাঠাইতে ডিরেক্টরদিগকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ডিরেক্টরগণ অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ডাল্‌হৌসি সাহেব নেপিয়ারের ক্ষমতায় অতিশয় ঈর্ষাপরবশ ছিলেন। ভারতে আসিলে পর ডালহৌসি ও নেপিয়ার উভয়ের মধ্যে মনোবিকার জন্মিতে লাগিল, এবং একবৎসর যাইতে না যাইতে এই মনোমালিন্য অতিশয় বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। পঞ্জাবে ইহাদের প্রকাণ্ড বিবাদের সূত্রপাত হইল। খাদ্য ক্রয় করিবার অতিরিক্ত ভাতাহেতু ডালহৌসি সিপাহীদের বেতন হ্রাস করিয়াছিলেন। ইহাতে পঞ্জাবের সিপাহীগণের মধ্যে ভাবী বিদ্রোহের সূচনা হইতেছিল। এই জন্য চার্লস্ নেপিয়ার গবর্ণরজেনারাল অথবা সুপ্রিম কৌন্সিলের অনুমতি না লইয়া গবর্মেণ্টের নিয়ম বন্ধ করিয়া দিলেন। ডাল্‌হৌসি তখন সমুদ্র বিহার করিতেছিলেন। ইহার পর বিদ্রোহাশঙ্কা করিয়া নেপিয়ার ৬৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতি-সৈন্যদিগকে কর্ম্মচ্যুত করেন। ডালহৌসি পত্রদ্বারা এই বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়টী এত সহজে পরিত্যাগ করিলেন না। এই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া সেক্রেটরী দ্বারা সৈনিক বিভাগের অডজুটাণ্ট জেনারালের নিকট নিয়মানুসারে পত্র প্রেরণ করিলেন। এই পত্রখানি তীব্র তিরস্কার-পরিপূর্ণ। এই পত্রে নিম্নলিখিত ভাব অভিব্যক্ত ছিল,—সেনাপতি পঞ্জাবের কর্ম্মচারিদিগের উপর যে আদেশ করিয়াছেন, তাহাতে মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল অতিশয় দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এক ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাকে জানান যাইতেছে যে, ভারতের সৈন্যদিগের ভাতা ও বেতন পরিবর্তন সম্বন্ধে যে কোন অবস্থারই কেন হউক না, যদি তিনি কোন আদেশ প্রচার করেন, তাহা গবর্ণরজেনারাল কখনই সম্মতি দিবেন না। এই বিষয়ে আদেশ দিবার ক্ষমতা একমাত্র সুপ্রিম-গবর্মেণ্টেরই আছে, তিনি ইহাতে কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন না। এই পত্র পাইবার পর স্যর চার্লস্ নেপিয়ার পদত্যাগ করিয়া ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন।

পঞ্জাবের গোলযোগ সম্যক্‌রূপে নিবারিত হইতে না হইতে অন্যদিকে আবার রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার একটী নিয়ম ছিল যে, বৃটীশ প্রজাগণ ব্রহ্মদেশের বন্দরে নিরাপদে বাণিজ্য করিতে পারিবে। ডালহৌসির রাজত্বকালে ১৮৫১ খৃঃ অব্দে রেঙ্গুণের শাসনকর্ত্তা ইংরাজ-বণিকদিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করিতেছেন এবং তাহাতে ব্যবসায়ের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে; এই মর্ম্মে কতিপয় বণিক ও বাণিজ্য-জাহাজের অধ্যক্ষ কলিকাতায় এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার জন্য নৌ-সেনাপতি ল্যাম্বার্ট একদল সৈন্যের সহিত রেঙ্গুণ যাইতে আদিষ্ট হইলেন। গবর্ণরজেনারাল তাঁহাকে বলিয়া দিলেন

যে, প্রথমে তিনি রেঙ্গুণের শাসনকর্ত্তার নিকট সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিবেন, যদি ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হয়, তবে তিনি চলিয়া আসিবেন। কিন্তু বিষয়টী যে সহজে নিষ্পন্ন হইবে, ইহাতে সন্দেহ থাকায় ডালহৌসি ল্যামবার্টের সহিত উভয় গবর্মেণ্টের মিত্রতা রক্ষা হেতু রেঙ্গুণের শাসন-কর্ত্তাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য ব্রহ্মরাজের নিকট একখানি পত্রও দিলেন এবং সেনাপতিকে এই আদেশ করিলেন, 'যদি রেঙ্গুণে ক্ষতিপূরণ পাওয়া না যায়, তবে যেন এই পত্র ব্রহ্মরাজের নিকট পাঠান হয়।' নবেম্বর মাসের শেষভাগে তিনি রেঙ্গুণে উপস্থিত হইলেন এবং ২৮এ তারিখে কলিকাতার কৌন্সিলে লিখিলেন যে, রেঙ্গুণের শাসন-কর্ত্তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে অভিযোগ তাহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর, এইজন্য তিনি উক্ত শাসন-কর্ত্তার নিকট কোন বিষয় উল্লেখ না করিয়াই ব্রহ্মরাজের নিকট পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন। ডালহৌসি সেনাপতির কার্য্য সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন, স্থানীয় শাসন-কর্ত্তার সহিত বাদানুবাদ না করিয়া ল্যাম্বার্ট বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু হঠাৎ যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। হয়ত ব্রহ্মরাজ পত্রের উত্তর না দিতে পারেন অথবা ইংরাজদিগের প্রস্তাবে সম্মত না হইতে পারেন, এইজন্য গবর্ণরজেনারাল এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে যাহাতে এই অনিষ্ট সহ্য করিতে অথবা হঠাৎ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে না হয়, তজ্জন্য মৌলমেনের যে দুই নদী দিয়া ব্রহ্মদেশের বাণিজ্য যাতায়াত করে, সেই দুই নদী অবরোধ করা আবশ্যক। ১৮৫২ অব্দের ১লা জানুয়ারি আবা হইতে উত্তর আসিল যে রেঙ্গুণে অন্য শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ অর্পণ করিতে তাঁহার উপর আদেশ আছে। নৌ-সেনাপতি এই সংবাদে অতিশয় উৎসাহিত হইয়া নূতন প্রতিনিধির নিকট সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিতে ফিসাবোর্ণ এবং অন্য ২ জন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত ঘটিল। রেঙ্গুণে উপস্থিত হইয়া শাসন-কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন; তাঁহাদিগকে বলা হইল "শাসন-কর্ত্তা নিদ্রিত, এখন সাক্ষাৎ হইবে না।" ইংরাজগণ সম্ভবতঃ এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া কোনরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছিলেন এবং তজ্জন্যই বিশেষ অবমানিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্যই ল্যাম্বার্টের আদেশানুসারে ফিসবোর্ণ আবারাজের একখানি জাহাজ আটক করিলেন। ইহাতে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ১০ই জানুয়ারি, প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচরণ আরম্ভ হইল। ল্যাম্বার্ট সংবাদ দিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিলেন। ডালহৌসি তখন ব্রহ্মরাজের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন;—

(১) ব্রহ্মরাজ রেঙ্গুণের বর্ত্তমান শাসন-কর্ত্তার কার্য্য অনুমোদন করিবেন এবং বৃটীশ-কর্ম্মচারীদিগের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তজ্জন্য মন্ত্রী দ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিবেন।

(২) দুইজন কাপ্তেনের প্রতি অত্যাচার ও ইংরাজ বণিকদিগের অর্থহানি হেতু আবারাজ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরাজ গবর্মেণ্টকে ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন।

(৩) যান্দাবুসন্ধি অনুসারে একজন এজেণ্ট রেঙ্গুণে অবস্থিত করিবেন এবং ব্রহ্মরাজ্যের প্রজামাত্রেই তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিবে।

(৪) রেঙ্গুণের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। উল্লিখিত নিয়মে সম্মতি প্রদান ও ১২ই এপ্রিলের পূর্ব্বে তদনুসারে কার্য্য না করিলে সমরানল প্রজ্বলিত হইবে।

এই পত্র আবায় পৌছিলে রাজা পত্রানুসারে কার্য্য না করায় উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। কলিকাতা হইতে সেনাপতি গড্উইন ২৮এ মার্চ্চ যাত্রা করিয়া ২রা এপ্রিল ইরাবতীনদীতে আসিয়া নৌ-সেনার প্রধান অধিপতি অষ্টিনের সহিত মিলিত হইলেন। মান্দ্রাজ হইতে আর একদল সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। গড্উইন অবিলম্বে মার্ত্তাবান্ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। ১১ই এপ্রিল ইংরাজসৈন্য রেঙ্গুণে অবতীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা অনবিস্তর বাধা অতিক্রম করিয়া ১৭ই মে তারিখে পাগড়া অধিকার করিয়া লইল। পাগড়ার যুদ্ধে ব্রহ্মবাসিগণ যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করিয়াছিল। যাহা হউক পুনঃ পুনঃ বিজিত হইয়াও ব্রহ্মবাসিগণ ভীত না হইয়া ২৬এ মে মার্ত্তাবান্ পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অমিততেজে ইংরাজবাহিনী আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে যদিও তাহারা জয়লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি সহজে যে তাহারা ইংরাজের বশীভূত হইবে না তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদিগকে ভীত করিবার জন্য রাজধানী আবা অথবা অমরপুর আক্রমণ করিবার কল্পনা হইল। কাপ্তেন টায়লেটন্ প্রোম পর্য্যন্ত যাইয়া অধিবাসীদিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া আসিলেন। ইহাতেও মগগণ ভীত হইল না দেখিয়া গবর্ণরজেনারাল ডালহৌসি স্বয়ং

রেঙ্গুণে যাত্রা করিলেন এবং ২৭এ জুলাই তারিখে তথায় উপস্থিত হইলেন। দশদিবস তথায় অবস্থিতিপূর্ব্বক অধিকতর সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া বিপুলতর আয়োজনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পরামর্শ দিলেন। ৯ই অক্টোবর ইংরাজ-চমূ পুনরায় প্রোম অভিমুখে উপনীত হইল। ব্রহ্মবাসিগণ এ স্থানে কোনরূপ বাধা দিল না। ইংরাজসৈন্ত ক্রমেই জয়লাভ করিতে লাগিল। তাহারা পেগু অধিকার করিল। গডউইন অল্পসংখ্যক সৈন্তের সহিত মেজর হিলকে তথায় রাখিয়া নিজে রেঙ্গুণে আগমন করিলেন। ব্রহ্মেরা কিয়ৎদিবস পরেই পেগু পুনরধিকার করিয়া পাগড়া আক্রমণ করিল। হিল তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া গডউইনের নিকট সৈন্ত চাহিয়া পাঠাইলেন। সেনাপতি সাহায্যার্থ বহির্গত হইলেন। পথে ব্রহ্মসৈন্ত কএকদিন তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে ব্রহ্মেরা পেগু হইতে প্রস্থান করিল। পেগু পুনরায় ইংরাজ-হস্তে পড়িল।

২০এ ডিসেম্বর, ডালহৌসি পেগু অধিকারের সংবাদ পাইয়া নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন ;—

"ব্রহ্মরাজের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে বৃটীশপ্রজাগণের যে অপমান ও অনিষ্ট হইয়াছে, আবা-দরবার তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় গবর্ণরজেনারাল অস্ত্রবলে তাহা আদায় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তজ্জন্ত উপকূলস্থ দুর্গ ও নগর আক্রমণ করা হইয়াছিল এবং বহুস্থান হইতে ব্রহ্মসৈন্তগণ পলায়ন করিয়াছে ও পেগু প্রদেশ ইংরাজসৈন্তের অধিকারে পতিত হইয়াছে। ভারতগবর্মেণ্টের ন্যায্য ও উপযুক্ত দাবী আবারাজ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ক্ষতিপূরণ করিবার জন্ত তাঁহাকে যে, যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করেন নাই এবং তাঁহার রাজ্য-বিনাশ নিবারণ করিবার জন্ত তিনি যথাসময়ে বশীভূত হয়েন নাই। অতএব গতবিষয়ের ক্ষতিপূরণার্থ এবং ভবিষ্যৎ নিরাপদের জন্ত মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অদ্যাবধি পেগু-প্রদেশ বৃটীশগবর্মেণ্টের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই প্রদেশে ব্রহ্মসৈন্ত আসিলে শীঘ্রই দূরীভূত হইবে, বিভিন্ন বিভাগ শাসন করিবার জন্ত ইংরাজপক্ষ হইতে শীঘ্রই কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে। মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল পেগু-অধিবাসীদিগকে বৃটীশগবর্মেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিতে আদেশ প্রচার করিতেছেন। ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হওয়ায় গবর্ণরজেনারাল ব্রহ্মদেশে আর অধিক বিজয় ইচ্ছা করেন না, এবং উভয় রাজ্যের শত্রুতা নাশ করিতে অভিলাষী আছেন। কিন্তু যদি ব্রহ্মরাজ বৃটীশগবর্মেণ্টের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব মিত্রতায় সম্বন্ধ না হন কিংবা যদি ইংরাজাধিকৃত প্রদেশে অশান্তি উৎপাদন করেন, তবে গবর্ণরজেনারাল তাঁহার ক্ষমতা পুনরায় পরিচালন করিবেন, তাঁহার রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং রাজা ও রাজবংশ নির্ব্বাসিত হইবে।

ইরাবতী নদীর মুখ ইংরাজসৈন্ত কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের অভাবহেতু ব্রহ্মরাজধানীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বৃদ্ধরাজা অতিশয় অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভ্রাতা তৎপদ অধিকার করিয়া ইংরাজের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ৪ঠা এপ্রিল বৃটীশ ও ব্রহ্ম-কমিসনরগণ সন্ধির নিয়ম অবধারিত করিবার জন্ত প্রোমনগরে মিলিত হইলেন। ডালহৌসির ঘোষণা-পত্রানুসারেই ব্রহ্মরাজপ্রতিনিধিগণ সন্ধির স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইলেন; কেবলমাত্র পেগুর প্রান্তসীমা মিদ নামক স্থান নির্দ্দিষ্ট না করিয়া প্রোমের নিকট কিছুনিম্নে কোনস্থান নির্দ্ধারিত করিতে চাহিলেন। ডালহৌসির নিকট আবেদন প্রেরিত হইল; তিনি সম্মত হইলেন। এখন প্রতিনিধিগণ বলিলেন, যাহাতে প্রদেশ অর্পণের কথা লিখিত আছে, এরূপ সন্ধিপত্র রাজা স্বাক্ষর করিতে পারেন না। ইহাতে তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলা হইল এবং পুনরায় প্রচণ্ডতর রূপে যুদ্ধ হইবে সকলেই এইরূপ অনুমান করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মরাজ পরোক্ষভাবে সমস্তই স্বীকার করিয়া ডালহৌসির নিকট এক পত্র লিখিলেন। ডালহৌসি এই পত্রকেই সন্ধিপত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের ৩০এ জুন সাধারণ বিজ্ঞাপন দ্বারা সন্ধিপত্র প্রচারিত হইল।

ডালহৌসি সার্ব্বভৌম-ক্ষমতার অতিশয় পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বৃটীশগবর্মেণ্টকে ভারতের সর্ব্বেসর্ব্বা এবং ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে ক্রমে ক্রমে বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত তিনি ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে সাতারা রাজ্যবৃটীশ শাসনভুক্ত করিলেন। সাতারার রাজা অপুত্রক ছিলেন; কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি শাস্ত্রানুসারে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিয়মানুসারে এই পোষ্যপুত্রই রাজ্যের অধিকারী। কিন্তু ডালহৌসি বলিলেন, সাতারা বৃটীশসাম্রাজ্যের অধীন রাজ্য। সাতারার রাজা বৃটীশগবর্মেণ্টের অনুমোদন ব্যতিরেকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন না, করিলে তাহা অগ্রাহ্য। বৃটীশগবর্মেণ্টের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, এইজন্ত এই বালক রাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না। এই জন্তই সাতারার দেশীয় রাজত্বের শেষ হইল।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে করৌলি-রাজের মৃত্যু হইল। এ রাজ্যটীও বিলুপ্ত করিতে ডালহৌসি ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু এবার ডিরেক্টরগণ তাঁহার প্রস্তাব রক্ষা করিলেন না। করৌলির রাজাও নিঃসন্তান অবস্থায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন; কিন্তু ডালহৌসির অনুমতি না লইয়াই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। সাতারার ন্যায় এ রাজ্যটীও ডালহৌসি গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু এটী মিত্ররাজ্য, অধীনরাজ্য নয় বলিয়া ডিরেক্টরগণ করৌলিরাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করিলেন না।

যাহা হউক ডালহৌসি দেশীয় রাজ্য গ্রাসে নিবৃত্ত হইলেন না, তিনি অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এবার ঝাঁসিরাজ্যে সুবিধা দেখা গেল। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ঝাঁসির রাজা বাবা গঙ্গাধর রাও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইনি মৃত্যুর এক দিবস পূর্ব্বে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু ডালহৌসি ঝাঁসিরাজ্য ইংরাজ সাম্রাজ্য ভুক্ত হইল এবং রাজনৈতিক নিয়মানুসারে উক্ত সাম্রাজ্যভুক্তই থাকিবে, এইরূপ স্থির করিয়া ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য ডিরেক্টরদিগের গোচর করিলেন;—

বৃটীশগবর্মেণ্টের করদ ও অধীন রাজ্য ঝাঁসির রাজা মৃত্যুর একদিবস পূর্ব্বে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রাজ্যে পূর্ব্বে যে একটী ঘটনা হইয়াছিল তদনুসারে আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এই পোষ্যপুত্রগ্রহণ সঙ্গত নহে,—ইহা দ্বারা পোষ্যপুত্রের রাজ্যশাসনের অধিকার জন্মিতে পারেনা এবং এই রাজ্যের রাজার কিংবা পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের সন্তানাদি না থাকায় রাজ্যটী বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। বিধবা রাণী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ডালহৌসির আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই ফলিল না; সাতারার ন্যায় ঝাঁসির নামও দেশীয় রাজ্যশ্রেণী হইতে বিলুপ্ত হইল।

ডালহৌসির সংযোজন-নীতি কর্তৃপক্ষীয়গণ দ্বিতীয়বার অনুমোদন করিলে তিনি অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন। এবার তিনি মহারাষ্ট্রপ্রদেশের বৃহত্তম রাজ্যটী বিলুপ্ত করিলেন। নাগপুরের রাজা রঘুজি ভোন্‌স্লে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ১১ই ডিসেম্বর গতায়ু হন। তাঁহার কোন পুত্রাদি কিংবা নিকট জ্ঞাতি ছিলনা। তিনি কোন পোষ্যপুত্রও গ্রহণ করেন নাই। এই রাজ্য গ্রহণকালে ডালহৌসি এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন;—

'এই রাজ্যের (নাগপুরের) রাজা উত্তরাধিকারিবিহীন অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করায় রাজ্যটী পুনরায় বৃটীশগবর্মেণ্টের হস্তে পতিত হইয়াছে; যে অধিকার হস্তগত হইয়াছে, তাহা আর হস্তান্তরিত করা উচিত নহে; কারণ দ্বিতীয়বার এ স্বত্বপরিত্যাগ ন্যায় ও বিচারানুসারে অবশ্যকর্ত্তব্য নহে এবং রাজনীতি অনুসারে এ স্বত্বপরিত্যাগ সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়।'

লর্ড ডালহৌসি যেন দেশীয় রাজগণের প্রভুত্ব গ্রাস করিতেই এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র উক্ত তিনটী রাজ্য বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি হায়দরাবাদের নিজামকে কতিপয় বিভাগ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য এবং সুদূর দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট ও তঞ্জোররাজ্য বৃটীশ অধিকারভুক্ত করিলেন। অপেক্ষাকৃত উত্তরাঞ্চলে পেশবা বাজিরাও সিংহাসনচ্যুত হইয়া বার্ষিক ৮০,০০০০ টাকা বৃত্তি পাইতেছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নানাসাহেব উক্ত বৃত্তি প্রার্থী হইলেন। কিন্তু ডালহৌসি বৃত্তিও বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই সমস্ত অধিকারেও ডালহৌসির রাজ্যপিপাসা পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি অবশেষে অযোধ্যারাজ্য গ্রাস করিতে উৎসুক হইলেন। এবার তিনি এক নূতন চাল চালিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে সুজাউদ্দৌলা ক্লাইবের নিকট হইতে অযোধ্যার পুনরধিকার প্রাপ্ত হন। সেই অবধি তাঁহার বংশধরগণ ইংরাজ আশ্রয়ে উক্ত দেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। ইংরাজের সহিত মিত্রতা হেতু তাঁহাদিগকে কোনরূপ যুদ্ধাদি ব্যাপারে বিশেষ ব্যাপৃত হইতে হইত না। অযোধ্যার শাসনকর্ত্তাগণ ক্রমে ক্রমে অতিশয় অকর্ম্মণ্য ও প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিতেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণরজেনারালগণ ইঁহাদিগকে রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। অবশেষে লর্ড হার্ডিঞ্জ অযোধ্যায় গমন করিয়া তখনকার অযোধ্যার শাসনকর্ত্তাকে দুই বৎসরের মধ্যে স্বীয় রাজ্য সুবন্দোবস্ত করিতে বিশেষরূপে বলিয়া আসিয়াছিলেন। তখন ওয়াজিদ আলি অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা। তিনি হার্ডিঞ্জের ভয়প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না ও রাজ্যেরও কোনরূপ উন্নতি করিলেন না। লর্ড ডালহৌসি গবর্ণর-জেনারাল হইয়া আসিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময় গত হইলেই তৎকালীন রেসিডেণ্ট স্লিমান সাহেবকে রাজ্য পরিভ্রমণপূর্ব্বক সমস্ত বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া তাঁহাকে জানাইতে লিখিয়া পাঠাইলেন। ১৮৫২ অব্দে স্লিমান ডালহৌসিকে লিখিলেন যে, রাজ্যে অত্যাচার হেতু নবাব ওয়াজিদ আলির বিরুদ্ধে যেরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে—অভিযোগের মাত্রা উহা অপেক্ষা অধিক। প্রজাসাধারণ সকলেই সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক শাসিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে—এ বিষয়ে রাজবংশীয়গণেরই সর্ব্বাপেক্ষা ইচ্ছা দেখা যাইতেছে।

ডালহৌসির যদিও তখনই এই রাজ্যটীর অস্তিত্ব লোপ করিবার ইচ্ছা ছিল, তথাপি ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধ ও পারস্য-রাজের সহিত শত্রুতা আশঙ্কা হেতু তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন নাই। এই সময় ডালহৌসির ভারত-শাসনকাল ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তিনি ডিরেক্টর-দিগকে লিখিলেন, যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন, তবে তিনি আরও কিছুদিন ভারতে থাকিয়া অযোধ্যা সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা সিদ্ধান্ত করেন, তাহা তিনি কার্য্যে পরিণত করিবেন। ডিরেক্টরগণ আনন্দের সহিত তাঁহার এ প্রস্তাব গ্রহণ করি-লেন এবং অযোধ্যা গ্রহণের পক্ষপাতী হইয়া কার্য্যের ভার সমস্তই ডালহৌসির উপর দিলেন। পূর্ব্বে অযোধ্যার সহিত যে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা লোপ করিয়া অযোধ্যা বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। ১৮০১ ও ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে অযোধ্যারাজের সহিত ইংরাজ গবর্মেন্টের দুইটী সন্ধি হয়। পূর্ব্বসন্ধি অনুসারে ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের পরামর্শ অনুসারে নবাব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন, এই সর্ত্তে অযোধ্যার অর্দ্ধাংশ বৃটীশ গবর্মেন্ট প্রাপ্ত হন। যদি সুনিয়মে রাজ্য শাসিত না হয়, তবে ইংরাজ কর্ম্মচারী উৎপীড়িত প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিয়া সুবন্দোবস্ত করিবেন এবং ব্যয়াতিরিক্ত অর্থ অযোধ্যার রাজকোষে প্রেরিত হইবে, শেষোক্ত সন্ধির এই নিয়ম ছিল। সৈন্যরক্ষাহেতু বার্ষিক ১৬০০০০০৲ টাকা ইংরাজ গবর্মেন্টকে দিতে হইবে, এ কথাও উক্ত সন্ধিতে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ডিরেক্টরগণ এই অংশ অনুমোদন করেন নাই; কারণ সৈন্য রাখিবার খরচের জন্য নবাব তাঁহাদিগকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলেন। এই অংশ ভিন্ন উক্ত সন্ধির অপর কোন অংশই ডিরেক্টরগণ অগ্রাহ্য করেন নাই।

এইরূপ সন্ধিপত্র থাকিলেও বৃটীশ গবর্মেন্ট অযোধ্যা-রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। ডালহৌসি রেসিডেন্ট আউট্রামকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন;—'বাদানু-বাদকালে হয়ত রাজা (অযোধ্যার নবাব) ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির কথা উত্থাপিত করিবেন। রেসিডেন্ট অবগত আছেন যে, উক্ত সন্ধিপত্র ডিরেক্টরগণ অনুমোদন করেন নাই। রেসিডেন্ট সাহেব আরও অবগত আছেন যে, ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির সৈন্য সম্বন্ধীয় ধারা কার্য্যে পরিণত হইবে না, ইহা রাজাকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল; কিন্তু সন্ধিপত্র যে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, তাহা তখন তাঁহাকে জানান হয় নাই। এই বিষয় গোপনে রাখিবার ফল এখন অতিশয় কষ্টজনক ও ব্যাকুলতাব্যঞ্জক বলিয়া অনুমিত হইবে। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে গবর্মেন্ট কর্তৃক মুদ্রিত পুস্তকে এই বিষয় লিখিত ছিল। অযোধ্যা সুশাসনের জন্য ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ গবর্মেন্ট কার্য্য করিতে পারেন, একথা উত্থাপিত হইলে রাজা জানিতে পারিবেন যে সন্ধিপত্র ডিরে-ক্টরগণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির কোন কোন নিয়ম রহিত করা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্মৌ দরবারকে জানান হইয়াছিল। ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে যে, তৎকালীন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য উক্ত সন্ধির যে যে নিয়মের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাহা কেহ ব্যক্ত করেন নাই। অমনোযোগ হেতু কার্য্যের এরূপ অবহেলা হইয়াছে, এইজন্য মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্মেন্টজেনারাল দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, রেসিডেন্ট সাহেব ইহা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন।'

ডালহৌসি ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধিভঙ্গ করিতে কূটরাজ-নীতি ও ক্ষুদ্র জনোচিত উপায় অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। ১৮০১ খৃঃ অব্দের সন্ধিও এইরূপ কোন অন্যায় উপায়ে ভঙ্গ করা হইল। অযোধ্যা বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। ওয়াজিদ আলিকে সম্মত করাইবার জন্য ডালহৌসি বিবিধ উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। নবাব কিছুতেই তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। লর্ড ডালহৌসি সাধারণ ঘোষণা দ্বারা অযোধ্যারাজ্য বিলুপ্ত করিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন, "অযোধ্যার প্রজাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যপালন হেতু এবং পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই কার্য্য সম্পাদন করিলাম।" এ স্থলে বলা আবশ্যক যে অযোধ্যা বৃটীশ-অধিকারভুক্ত করিবার জন্য কোন অধিবাসীই ডালহৌসির নিকট প্রার্থী হয় নাই। পক্ষান্তরে অনেকেই ইংরাজদিগকে অন্যায় আক্রমণকারী ও রাজ্যলিপ্সুরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিল। এইরূপে ডালহৌসি অযোধ্যার নবাবদিগের রাজভক্তির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া পক্ষান্তরে মিথ্যা উপায়ে স্বীয় মনস্কামনা সুসিদ্ধ করিলেন।

যাহা হউক, লর্ড ডালহৌসির সমস্ত কার্য্যই দোষাবহ নহে; কতকগুলি ভাল কার্য্যও তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় ভারতের অনেক স্থলে লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হইতে-ছিল এবং স্থানে স্থানে বাষ্পীয় যানও চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা, স্থানে স্থানে সেতু এবং ৪০০০ মাইল বৈদ্যুতিক তার বসান হইয়াছিল। এই সময় গঙ্গার খালকাটা ও পঞ্জাব খালের সংস্কার এবং ভারতের নানা স্থানে পয়ো-

প্রণালীর বন্দোবস্ত হয়। এই কার্য্যের জন্ত তিনি পব্লিক্‌ওয়ার্কস্ বিভাগের নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সাধারণ উপকারার্থে তিনি আর একটী কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্ত তিনি বিশেষ প্রশংসাভাজন। যাহাতে অল্প ব্যয়ে পত্র দ্বারা লোকে পরস্পরের সংবাদ অবগত হইতে পারে, তজ্জন্ত তিনি ডাকের নূতন বন্দোবস্ত করেন। সিভিল সার্ভিস বিভাগ ও কারাপ্রথাসংস্কারও তাঁহার সময় হয়। শিক্ষাবিভাগের উন্নতি ডালহৌসির রাজত্বের অপর একটী সুফল। ব্যবস্থাপক বিভাগেরও তিনি অনেক সংস্কার করেন। হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু কেহ সম্পত্তি অধিকার লাভে বঞ্চিত হইবে না এই দুই বিষয়ে তিনি নূতন বিধি স্থাপন করেন।

এইরূপে ৮ বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়া লর্ড ডালহৌসি ৪৪ বৎসর বয়সে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ৬ই মার্চ্চ ভারত পরিত্যাগ করিলেন। রাজকার্য্যে গুরুতর পরিশ্রম হেতু তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি স্বদেশে গমন করিয়া অধিক দিন শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অসুস্থতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ১৮৭০ খৃঃ অব্দের ১৯এ ডিসেম্বর তাঁহার জীবলীলা শেষ হইল।

লর্ড ডালহৌসি প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন ও তাঁহার দৃষ্টি সকল দিকেই পতিত হইত। তিনি কঠোর ভাবে ভারত শাসন করিয়াছেন। বোধ হয় যেন দেশীয় রাজ্য বিলুপ্ত করিতে পূর্ব্ব হইতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। অযোধ্যা সাক্ষাৎভাবে অধিকারভুক্ত করিবার জন্ত তাঁহার উন্নতহৃদয় ঘৃণিত হীনতা অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি অনেকগুলি সৎকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; কিন্তু সে গুলি অসৎকার্য্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। একচ্ছত্ররাজশক্তির বিশেষ পক্ষপাতী হওয়ায় তাঁহার সুযশ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। যাহা হউক, অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিক তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকুশল বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু ভারতীয়গণের প্রতি তিনি বিশেষ অন্যায় করিয়াছেন এবং তিনিই পরবর্ত্তী সিপাহী বিদ্রোহের মূল কারণ ইহার কিছুই অত্যুক্তি নহে। ডিরেক্টরদিগের নাম করিয়া অযোধ্যা অধিকার কার্য্যে তিনি যে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠার প্রতি সন্দেহ হয়।

তাঁহার সময় কোম্পানীর শাসনরীতির একটী প্রধান পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ২০এ আগষ্ট তারিখে পার্লামেণ্ট সভায় স্থিরীকৃত হইল যে, যতদিন পার্লামেণ্ট কোন নূতন আদেশ না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা কোম্পানীর অধিকৃত রাজ্য ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধিস্বরূপ কোম্পানীর শাসনাধীনেই থাকিবে। অল্পদিন পরেই কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে ইহা অনুমান করিয়া কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীগণ ডিরেক্টরদিগের সংখ্যা কমাইয়া ২৪ জন স্থানে ১২ জন করিলেন। এই ১২ জনের ৬ জন রাজ্ঞী মনোনীত করিবেন, অপর ৬ জন অধিকারিগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবে। এই সঙ্গে আর একটী নিয়মও হইল। পূর্ব্বে ডিরেক্টরগণ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ভারতের আসিটাণ্ট সার্জ্জন ও সিভিল সার্ভাণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন; এখন অবধি সাধারণের প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা উক্তপদে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে, এইরূপ নিয়ম হইল। ডালহৌসির সময়েই লেফ্‌টেনাণ্টগবর্ণরের পদ সৃষ্টি হয়।

ডালা (দেশজ) ১ বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। [ডল্লক দেখ।] ২ নিক্ষেপ।

ডালি (দেশজ) ১ উপহার, ভেট, উপঢৌকন। ২ ডালা।

ডালিম (দেশজ) স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ, দালিম ফল। [দাড়িম্ব দেখ।]

ডাহল (পুং) ত্রিপুরদেশ। (ত্রিকাণ্ড° ২।১।১০)

ডাহির দেশপতি, সিন্ধুপ্রদেশের একজন হিন্দু রাজা। সমগ্র সিন্ধুদেশ, মুলতান ও সিন্ধুকূলবর্ত্তী বহুদূর পর্য্যন্ত ইঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল। ইঁহার রাজত্বের পূর্ব্ব হইতে আরবগণ সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। ডাহিরের রাজত্বকালে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত দেবল বন্দরে আরবদিগের একটী জাহাজ লুণ্ঠিত হয়। আরবগণ ইঁহার ক্ষতিপূরণের দাবী করিলে ডাহির বলিলেন, দেবল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত নহে, সুতরাং তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। তাহাতে আরবগণ প্রথমে একদল সৈন্য প্রেরণ করে, কিন্তু তাহারা পরাজিত ও নিহত হয়। তৎপরে ৭১১ খৃষ্টাব্দে বসোরার শাসনকর্ত্তা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ বেন কাসিমকে প্রভূত সৈন্য সমভিব্যাহারে ডাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বেন্‌-কাসিম আসিয়া প্রথমেই দেবল আক্রমণ ও অধিকার করেন।

ইহার পর মহম্মদ-কাসিম-পরিচালিত বিজয়ী আরবসেনা নিরুণ (বর্ত্তমান হায়দরবাদ) প্রভৃতি নগর জয় করিতে উত্তরা-ভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ডাহির নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র জয়সিংহকে বহুসংখ্যক সৈন্য সমেত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পারস্ত হইতে আরও ২০০০ অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া

মহম্মদ কাসিমের সহিত যোগ দেওয়ায় জয়সিংহ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। বেন্-কাসিম রাজধানী আরোর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডাহির ইহার পর একবার প্রাণপণে সমস্ত সৈন্যদল লইয়া বেন্-কাসিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার পক্ষে তৎকালে ৫০,০০০ সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল। বেন্-কাসিম এক সুদৃঢ়স্থানে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকদিন যুদ্ধ হইল। অবশেষে একদিন ডাহির স্বয়ং হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে করিতে বিপক্ষের তীর কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইলেন। তাঁহার হস্তীও ঐ সময়ে এক জলন্ত অনল গোলায় আহত হইয়া বেগে নিকটস্থ নদীতে অবগাহন করিল। এই অতর্কিত বিপদে সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে রাজা অশ্বে আরোহণ করিয়া নিজ সৈন্যদিগকে পুনর্ব্বার উৎসাহিত করিতে ও সুশৃঙ্খলে আনিতে অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন। মিহরাণ নদী দদাহাওর মধ্যবর্ত্তী রাবর দুর্গের নিকট এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরাজিত সৈন্যগণ পলাইয়া রাবরদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ডাহিরের পুত্র জয়সিংহ ও বিধবারাণী রাণীবাই দুর্গরক্ষার প্রাণপণে যত্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ডাহিরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী জয়সিংহকে ঐ দুর্গ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন।

রাবরের দুর্গ বেন্-কাসিমের অধিকৃত হইল। দুর্গবাসী রাজপুত-সৈন্যগণ জীবন আশা বিসর্জ্জন দিয়া শত্রুমধ্যে ভীষণ বেগে ধাবিত হইল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। রাণী কয়েকটী সন্ততিসহ অনলে দেহত্যাগ করিলেন। বিজয়ী মুসলমান-সেনা দুর্গের অস্ত্রধারী পুরুষমাত্রকেই নিহত করিয়া অবশিষ্ট স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে বন্দী করিল। ইহার পর মহম্মদ কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ জয় করেন। জয়সিংহ পূর্ব্বেই ইহার রক্ষণভার ১৬ জন সেনাপতির হস্তে দিয়া হালিসরে গমন করিয়াছিলেন।

ডাহিরের দুই কন্যা মাতার সহিত দেহত্যাগ করে নাই। ইহারা মহম্মদ কাসিমের হস্তে বন্দিনী হয়। মহম্মদ ইহাদের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য দর্শনে ইহাদিগকে খলিফাকে উপহার দিবার মনস্থ করেন। উভয়ে খলিফের তাৎকালিক রাজধানী দামস্কাস্ নগরে খলিফ ওয়ালিদের সমক্ষে আনীত হইলেন। উহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা করুণস্বরে খলিফাকে বলিল, "ধর্ম্মাবতার আমরা আপনার যোগ্যা নহি, মহম্মদ কাসিম ইতিপূর্ব্বেই আমাদের ধর্ম্মনাশ করিয়াছে।" খলিফ এই কথায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই একেবারে মহম্মদ কাসিমকে চর্ম্মের থলিয়া মধ্যে পুরিয়া আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল, এবং যথাসময়ে বেন্-কাসিমের শব চর্ম্ম তন্মধ্যে খলিফ-সমক্ষে আনীত হইল। রাজকুমারী পিতৃশত্রুর মৃতদেহ দর্শনে উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "এতদিনে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইল। আমি মিথ্যাকথা বলিয়া আমার কুলোচ্ছেদকারী এই দুর্ব্বৃত্তের প্রাণনাশ করাইয়াছি।" এইরূপে ডাহিরের কন্যাদ্বয় পিতৃনিধনের প্রতিহিংসা সাধন করেন।

ডাহুক (পুং) দাত্যূহ পক্ষী, ডাকপাখী। (জটাধর) (Gallinulla phœnicura) ইহাদের উপরিভাগ হরিতাভ কৃষ্ণবর্ণ; কণ্ঠ, কপোল ও বক্ষঃস্থল শ্বেতবর্ণ, পুচ্ছ ও বস্তির নিম্নভাগ গাঢ় ধূসরবর্ণ; চঞ্চু হরিতাভ পীতবর্ণ এবং প্রান্তভাগে ঈষৎ পাটলবর্ণ, চক্ষুর পাতা ঘোর লোহিতবর্ণ এবং পদদ্বয় হরিতবর্ণ, ইহাদের দৈর্ঘ্য সচরাচর ১২½ ইঞ্চ হইয়া থাকে।

ইহারা নদী, হ্রদ, সরোবর, খাল, ঝিল প্রভৃতি জলাশয় হইতে কিছুদূরে ক্ষুদ্র গুল্মাবৃত জঙ্গলে বাস করিতে ভালবাসে। সময় সময় গ্রামের নিকট উদ্যান ও শস্যক্ষেত্রাদিতেও ইহাদিগকে দলে দলে চরিতে দেখা যায়। কেহ নিকটে গেলে তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুতবেগে পুচ্ছ উত্তোলিত করিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করে। ইহারা অতি সহজে নিবিড় গুল্মাদির ভিতর পলায়ন করিতে পারে, তজ্জন্য ইহাদিগকে ধরা সহজ নহে। ইহারা শস্য এবং কীটপতঙ্গাদি দ্বারা জীবন ধারণ করে। ইহাদের স্বর তীক্ষ্ণ। অনেকে শিকার করিবার জন্য ডাকপাখী পুষিয়া থাকে। রাত্রিকালে উচ্চস্থানে রাখিয়া দিলে পোষা ডাকপাখীর স্বর শুনিয়া নিকটস্থ জঙ্গল হইতে অন্যান্য ডাকপাখী আসিয়া থাকে এবং ফাঁদে পড়ে। ইহাদিগের মাংস সুস্বাদ। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মলয় প্রভৃতি স্থানে ইহারা বাস করে। ডাহুক জাতীয় অনেক প্রকার পক্ষী অনেকাংশে জল-মুরগী প্রভৃতি জলচর পক্ষীর সমান।

ডি (পারসী ডিহ্) কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটী ক্ষুদ্র পরগণা।

ডিগ, মধ্যভারতে, রাজপুতনার অন্তর্গত ভরতপুর রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ২৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২২´ পূঃ। এখানে একটী দুর্গ আছে। এই নগর চতুর্দ্দিকে জলাভূমি পরিবেষ্টিত, সুতরাং বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই শত্রুর পক্ষে দুর্গম থাকে। ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে ইহার দুর্গ অতি দুর্জ্জয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এখনও মথুরার ২৪ মাইল পশ্চিমে তাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। ঐ দুর্গে ভগ্নরাজপ্রাসাদ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ইহার গঠনপ্রণালী অতি দৃঢ়

সুন্দর, এবং সমগ্র স্তম্ভ প্রাচীরাদি মনোহর ও সূক্ষ্ম খোদকার্য্যে চিত্র বিচিত্রিত। এই নগর বহুপ্রাচীন, অনেক পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ আছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে নজাফ খাঁ এই নগর জাটদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ নগর পুনর্ব্বার ভরতপুরের রাজার অধিকারে আইসে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ১৩ই নবেম্বর ইংরাজসেনা হোলকরের অনুসরণ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিলে অনেক সৈন্য ডিগের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। জেনারাল ফ্রেজার (General Fraser) পরিচালিত ইংরাজসৈন্য ডিগ অবরোধ করে। ক্রমাগত মাসাধিককাল অবরোধের পর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ২৪এ ডিসেম্বর এখানকার দুর্গ ও নগর ইংরাজের অধিকৃত হয়। ডিগনগরের বনবন অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ সৌন্দর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যের নিমিত্ত বিখ্যাত। বুদনসিংহ এখানকার দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভরতপুর দুর্গ অধিকৃত হইলে পর ডিগের সুদৃঢ় নগরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। [ভরতপুর দেখ।]

ডিগ্‌বাজী (দেশজ) সম্মুখে মুখ দিয়া মাথা ঘুরিয়া উল্টাইয়া পড়া।

ডিগ্‌বাজীকর (দেশজ) যে ডিগ্‌বাজী খায়।

ডিগ্‌রী (ইংরাজী Decree) আদালতের রায় বা নিষ্পত্তি।

ডিঙ্গন (দেশজ) উল্লঙ্ঘন, উৎপ্লবন।

ডিঙ্গর (পুং) ডঙ্গর পৃষো: সাধু:। ১ ডঙ্গর। ২ ধূর্ত্ত, শঠ, ডেগরা। ৩ ক্ষেপ, ৪ বন। ৫ সেবক, দাস। (শব্দর°)

ডিঙ্গরামি (দেশজ) নীচতা, অপকৃষ্টতা।

ডিঙ্গা (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌকা, দ্রোণী। যথা—

"কোষের যতেক দ্রব্য ডিঙ্গায় তুলিল॥"

ডিঙ্গাচকা (দেশজ) এক প্রকার চক্রবাক্। (Anus acuta)

ডিঙ্গাচালক (দেশজ) পোতবাহী।

ডিঙ্গান (দেশজ) উল্লম্ফন।

ডিঙ্গি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে খয়েরপুর রাজ্যের একটী দুর্গ। অক্ষা° ২৬° ৫২´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° ৪০´ পূঃ। এখানে প্রচুর জল পাওয়া যায়।

ডিঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌকা।

ডিডকা (স্ত্রী) যৌবনকালজাত রোগভেদ। যৌবনকালে মুখে যে ব্রণ জন্মে।

"যৌবনে ডিডকাম্বেব বিশেষাচ্ছর্দ্দনং হিতং।" (সুশ্রু°)

এই রোগে বমন বিশেষ উপকারী। ধন্যা, বচ, লোধ্র, ও কুষ্ঠ অথবা রোধ্র, বচ, সৈন্ধব ও সর্ষপ একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে ইহা আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত)

ডিডিমা (পুং) প্রতুদ শ্রেণীস্থ পক্ষী। (সুশ্রুত) [প্রতুদ দেখ।]

ডিণ্ডিম (পুং) ডিণ্ডীতি শব্দং মাতি মা-ক। বাদ্যভেদ, আর্য্যদিগের প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ, ঢোল, কাড়া।

"আর্য্যবালচরিতপ্রস্তাবনাডিণ্ডিমঃ।" (বীরচ°)

২ কৃষ্ণপাকফল, পানী আমলা। (শব্দচ°)

ডিণ্ডিমেশ্বরতীর্থ (পুং) শিবপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ।

ডিণ্ডির (পুং) হিণ্ডির পৃষো° সাধুঃ। সমুদ্রের ফেনা। (হেম°)

ডিণ্ডিরমোদক (ক্লী) ডিণ্ডির ইব মোদকঃ মোদি-ণ্বুল্। গৃঞ্জন। [গৃঞ্জন দেখ।]

ডিণ্ডিশ (পুং) ডিণ্ডিক পৃষো° সাধুঃ। ডিণ্ডিশবৃক্ষ, চলিত কথায় টাঁড়শ। ইহার গুণ—রুচিকারক, ভেদক ও পিত্তশ্লেষ্মানাশক, শীতল, বাতল, রুক্ষ, মূত্রল ও অশ্মরীনাশক। (ভাবপ্র°)

ডিণ্ডীর (পুং) হিণ্ডির পৃষো° সাধুঃ। সমুদ্রের ফেনা।

ডিত্থ (পুং) ১ কাষ্ঠময় হস্তী।

"ডিত্থ কাষ্ঠময়োহস্তী ভবিথন্তময়োমৃগঃ।" (সুপদ্মব্যা°)

২ একব্যক্তিমাত্র বোধক সংজ্ঞাশব্দবিশেষ। (সাহিত্যদ°)

৩ বিশেষ লক্ষণযুক্ত পুরুষ।

"শ্যামরূপো যুবা বিদ্বান্ সুন্দরঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ ডিত্থ ইত্যভিধীয়তে॥" (কলাপব্যা° টীকা)

শ্যামবর্ণ, যুবা, বিদ্বান্, সুন্দর, প্রিয়দর্শন ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইলে ডিত্থ এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ডিম (পুং) ডিম-ক। দৃশ্যকাব্যরূপনাটকভেদ, এই দৃশ্যকাব্যে মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উদ্ভ্রান্তাদিবেষ্টিত উপরাগ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হওয়া আবশ্যক। ইহাতে রৌদ্ররস অঙ্গী (অর্থাৎ প্রধান), অঙ্ক ৪টী, বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকের প্রয়োগ করিবে না। ইহাতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ রক্ষঃ বা মহোরগ নায়ক হইবে। ভূত প্রেত ও পিশাচাদি অত্যন্ত উদ্ধত হইবে। বৃত্তি সকল কৈশিকীহীন (নাটক প্রসিদ্ধ রচনা বিশেষের নাম কৈশিকী) ও সন্ধি সকল বিমর্ষ রহিত হইবে। শান্ত, হাস্য ও শৃঙ্গার এই ৩টী রস ইহাতে বর্জ্জনীয়। অন্য ৩টী রস প্রদীপ্ত হওয়া আবশ্যক। (সাহিত্যদ°) [নাটক দেখ।]

ডিম (দেশজ) অণ্ড, ডিম্ব। [অণ্ড দেখ।]

ডিম্ব (পুং) ডিব-ঘঞ্। ১ ভয়। ২ কলল। ৩ ফুস্ফুস্। ৪ ডমর। ৫ ভয়ধ্বনি। ৬ অণ্ড। ৭ প্লীহা। ৮ বিপ্লব। (মেদিনী)

ডিম্বজ (পুং) ডিম্বাৎ জায়তে ডিম্ব-জন-ড। অণ্ডজ, ডিম্ব হইতে যাহারা জন্মে।

ডিম্বসাঁচ (দেশজ) ডিম্বের ছাঁচ। অণ্ডমধ্যস্থ পীতাংশ।

ডিম্বাহব (ক্লী) ডিম্বং ভয়ধ্বনিযুক্তং আহবং কর্ম্মধা। সামান্য যুদ্ধ, যে যুদ্ধে রাজা নাই।

"ডিম্বাহবহতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবেন চ ।" (মনু ৫।৯৫)
এই ডিম্বাহবে মৃত হইলে এক দিন মাত্র অশৌচ হয়।

ডিম্বিকা (স্ত্রী) ডিব-ণ্বুল্-টাপ্। ১ কামুকী। ২ জলবিম্ব। ৩ শোণাকবৃক্ষ। (শব্দর°)

ডিম্ভ (পুং) ডিভ-অচ্। ১ শিশু।
"শুভারম্ভেঽদন্তে মহিতমতিডিম্ভেস্মিতশতং।" (রসিকর°)
২ মূর্খ। দ্বিরূপকোষে ইহার রূপান্তর ডিম্ব।

ডিম্ভক (পুং) ডিম্ভ স্বার্থেকন্। ১ বালক। ২ শাল্বদেশাধিপতি ব্রহ্মদত্তের পুত্র। হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—

শাল্বনগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক পরম দয়ালু নরপতি ছিলেন। তাঁহার পরম রূপবতী ও অসামান্যগুণশালিনী দুই ভার্য্যা ছিল। ব্রহ্মদত্ত পুত্রের নিমিত্ত মহিষীদ্বয়ের সহিত একাগ্রচিত্তে দশবৎসরকাল মহাদেবের আরাধনা করেন।

মহাদেব ইহাদের আরাধনায় অত্যন্ত প্রীত হইলেন। একদা রজনীযোগে রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, 'রাজন্! তোমার আরাধনায় নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, এখন বর প্রার্থনা কর।' রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন, 'ভগবন্! দুই মহিষীর গর্ভে যেন দুইটী পুত্র লাভ হয়, এই আমার প্রার্থনা। ভগবান্ তথাস্ত বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নরপতিরও নিদ্রাভঙ্গ হইল

কালক্রমে রাজমহিষীদ্বয় শঙ্করপ্রসাদলব্ধ দুই মহাবীর্য্য পুত্র প্রসব করিলেন। নৃপতিতনয়দ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হংস ও কনিষ্ঠের নাম ডিম্ভক।

ক্রমে হংস ও ডিম্ভকের তপশ্চারণের অভিলাষ জন্মিল। তাঁহারা যাঁহার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই শঙ্করের আরাধনার নিমিত্ত হিমালয়প্রস্থে গমন করিয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের বীর্য্য ও অস্ত্রবল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, ইহাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মহাদেব ইহাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও বর লইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, 'ভগবন্! যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণের মধ্যে কেহই পরাস্ত করিতে না পারে, ইহাই আমাদের প্রথম প্রার্থনা, দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যেন রুদ্রাস্ত্র সমুদয় আমাদের সংগ্রহ হয়। অন্যান্য যত অস্ত্র কবচ প্রভৃতি আছে, তাহা যেন আমাদের সমস্তই অধিকৃত হয় এবং আমরা যখন যুদ্ধ যাত্রা করিব, তৎকালে দুইটী মহাভূত যেন আমাদের সহায়তা করেন।' মহাদেব তথাস্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং ভূতপ্রধান কুণ্ডোদর ও বিরূপাক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'বৎস বিরূপাক্ষ! বৎস কুণ্ডোদর! তোমরা ভূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যখন এই বীরদ্বয় যুদ্ধ যাত্রা করিবে, তখন তোমরা ইহাদের সহায়তা করিও।'

এইরূপে ইহারা মহাদেবের প্রসাদ লাভ করিয়া দেব দানব প্রভৃতির অজেয় হইয়া উঠিলেন।

একদা হংস ও ডিম্ভক অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলেন। ক্রমে বহুসংখ্যক মৃগ, ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতিকে নিহত করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে পিপাসা দূর করিবার নিমিত্ত পুষ্কর সরোবরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া সেই সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক পদ্মের মৃণাল ও পত্র ভক্ষণ করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। সেই সরোবরতীরে ব্রাহ্মণগণ মধ্যাহ্নকালোচিত বেদগান করিতেছিলেন। ইহারা তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, 'আপনারা এই যজ্ঞ সমাপন করিয়া আমাদের আলয়ে গমন করিবেন, আমার পিতা রাজসূয়যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়াছি, ত্রিভুবনে আমাদিগকে পরাজিত করে এমন কেহই বীর নাই, আমরা মহাদেবের নিকট সমুদয় অস্ত্রলাভ করিয়াছি, আপনারা জানিবেন, কোন শত্রুই আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না।'

মুনিগণ কহিলেন, 'রাজন্! যদি ইহাই হয় তাহা হইলে আমরা অবশ্যই সশিষ্য আপনার আলয়ে গমন করিব, কিন্তু এখন আমরা এই স্থানেই অবস্থান করিলাম।' অনন্তর সেই বীরদ্বয় পুষ্করহ্রদের উত্তর তীরে গমন করিলেন, সেখানে ভগবান্ দুর্ব্বাসা বাস করিতেছেন, ও শিষ্যগণ সমবেত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তখন বীরদ্বয় ভগবান দুর্ব্বাসাকে ধ্যানস্থ দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই কাষায় বস্ত্রধারী বর্ণশ্রেষ্ঠ মহাভূতটী কে? গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই বা কোন্ আশ্রম? গৃহস্থই তো ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্ব্বজীবের মাতা ও জীবন। যে মূঢ় সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত অন্যাশ্রম আশ্রয় করে, সে ত উন্মত্ত, বিকৃতরূপ ও মহামূর্খ। আমার বোধ হইতেছে, এই ভণ্ড তপস্বী কেবল ধ্যানচ্ছলে লোককে বঞ্চনাই করিয়া থাকে। ইহারা যেরূপ ঘোর মূঢ় বিজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তাহাতে সহজে না হইলে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। কোন্ মহামূর্খই বা এই দুর্ম্মতিগণের উপদেষ্টা, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া উভয়েই সহসা সেই অতীন্দ্রিয় দুর্ব্বাসা সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, 'ব্রাহ্মণ! আমি দেখিতেছি, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই, তুমি

এ কি কার্য্য করিতেছ, তুমি যাহা আশ্রয় করিয়াছ, ইহাই বা কোন আশ্রম, তুমি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এ কোন পদ সাধন করিতেছ, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ঘোরতর দম্ভই এরূপ অনুষ্ঠানের মূল কারণ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমিই সমস্ত লোক নাশ করিবে, তুমি সকলকেই নরকে পাতিত করিবে। তুমি স্বয়ং নষ্ট হইয়াছ, পরকেও নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কেহ কি তোমার শাসনকর্ত্তা নাই, এখনই বলিতেছি, সাবধান হও, এই সকল পরিত্যাগ করিয়া সত্বর গৃহী হও, পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে স্বর্গলাভ করিতে পারিবে, স্বর্গই মানবগণের পরম সুখাস্পদ।'

দুর্ব্বাসা এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাহাদের প্রতি এরূপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ের প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। যেন ত্রিলোক ভস্মসাৎ হইল। তিনি সেই রোষারুণনেত্রে নৃপতিদ্বয়কে কহিলেন, 'তোমরা শীঘ্র নিপাত হও, শীঘ্র নিপাত হও এবং এখনিই এই স্থান হইতে দূর হও, বিলম্ব করিওনা। আমি সমস্ত নরপতিকে দগ্ধ করিতে পারি, কিন্তু আমরা যতিধর্ম্মাবলম্বী, আমরা কাহারও অনিষ্ট করিব না, সেই ভূতনাথ ভগবান্ তোমাদিগকে ইহার ফল প্রদান করিবেন।' এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন বীরদ্বয় তাঁহাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া মহর্ষির হস্তধারণ করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রূরবুদ্ধিতে তাঁহার কৌপীন ছিন্ন করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য যতিগণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর হংস ও ডিম্বক উভয়ে কালপ্রেরিত হইয়া মহাক্রোধভরে মহর্ষির শিক্য, কমণ্ডলু, দারুময়বিদল, দণ্ড ও পাত্র সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। অনন্তর দুর্ব্বাসা অত্যন্ত অবমানিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কৃষ্ণ এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, 'সত্বর আমি ইহার প্রতিবিধান করিব।'

অনন্তর হংস ও ডিম্বক রাজসূয়যজ্ঞের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের অতিশয় ঔদ্ধত্য জানিতে পারিয়া সত্বর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন।

পথমধ্যে উভয় দলে অতিশয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ হংসের সহিত ও সাত্যকি ডিম্বকের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ হংসকে অতি দূরে লইয়া চলিলেন। হংস রথ হইতে অবতরণ করিয়া কালীয়হ্রদে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে ডিম্বক হংস শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া যমুনার জলে প্রবেশপূর্ব্বক নিজ জিহ্বা উৎপাটন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং এই আত্মহত্যা পাপে ঘোরনরকে গমন করিয়াছিলেন। (হরিবংশ ২৯৫-৩২০)

ডিম্বচক্র (ক্লী) ডিম্ব ইব চক্রং। মনুষ্যের শুভাশুভনির্ণায়ক চক্রবিশেষ।

ডিম্বজ (ত্রি) ডিম্ব হইতে যাহারা জন্ম গ্রহণ করে।

ডিম্বা (স্ত্রী) ডিম্ব-টাপ্। অতি শিশু।

ডিল্লী, মোগলসাম্রাজ্যের রাজধানী। বর্ত্তমান দিল্লী। [দিল্লী দেখ।]

"জব্বালো গৌড় মর্দ্দী ভ্রমরবরনৃপঃ ধ্বস্তডিল্লীন্দ্রবর্গাঃ
(গোপীনাথপুর-শিলাফলক)

ডিহি (পারস্য ডিহ্) কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটী ক্ষুদ্র পরগণা।

ডিহিদার (পারসী) ডিহির শাসনকর্ত্তা।

ডিহিবন্দী (দেশজ) ডিহির রাজস্ব নির্দ্ধারণ।

ডীতর (ত্রি) ডী-ক্বিপ্ ততস্তরপ্। নভোগতি যুক্ত তর।

"তস্মাদিমা অজা অরা-ডীতরা"। (শতপথব্রা° ৪।৫।৫।৫)

ডীন (ক্লী) ডী-ভাবে ক্ত। ১ পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। [খগগতি দেখ।] ২ আগমশাস্ত্রবিশেষ।

"ডামরং ডমরং ডীনং শ্রুতং কালীবিলাসকং।" (মুণ্ডমালাত°)

ডীনডীনক (ক্লী) ডীনেন সহ-ডীনকং নিন্দিতং পতনং। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ।

ডীনাবডীনক (ক্লী) ডীনেন সহ অবডীনকং। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। একের গতিতে অন্যের গতিমিশ্রণ।

ডুকরণ (দেশজ) চিৎকার করিয়া ক্রন্দন।

ডুগ্‌ডুগী (দেশজ) সাপুড়িয়া বা বাজিকরদিগের বাদ্যযন্ত্র।

ডুঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্রনৌকাবিশেষ।

ডুডুম (দেশজ) ১ অশ্বতর। ২ বৃক্ষ।

ডুণ্ডুভ (পুং) ডুণ্ডুঃ সন্ ভাতি-ভা-ক। সর্পবিশেষ, ঢোঁড়াসাপ। পর্য্যায়—রাজিল, ডুণ্ডুভ, নাগভৃৎ, ডুণ্ডু।

"মহাদর্পে সর্পে গিয়া ধরিছে সালুর।
বিড়ালে ডুণ্ডুভ দিয়া খেদিছে ইন্দুর॥" (শ্রীধর্ম্মম° ২।৯৪)

ডুণ্ডুল (পুং) ডুণ্ডুরিতি শব্দং লাতি-লা-ক। ক্ষুদ্রপেচক, ছোট পেঁচা। পর্য্যায়—ক্ষুদ্রোলূক, শাকুনের, পিঙ্গল, বৃক্ষাশ্রয়ী, বৃহস্রাবী, বিশালাক্ষ, ভয়ঙ্কর। (রাজনি°)

ডুপ্লে (প্রকৃত নাম ফ্রাঙ্গিস্ জোসেফ ডুপ্লে) ভারতবর্ষীয় ফরাসী-অধিকারের বিখ্যাত শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতি। ইনি ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টরের পুত্র।

অল্প বয়সেই ডুপ্লে ভারতীয় ফরাসী অধিকারের প্রধান সহর পুঁদিচেরির মন্ত্রীসভায় প্রধান সদস্যের পদে প্রাপ্ত হন। দশ বৎসর এই পদে কার্য্য করিবার পর ১৭৩০ খৃঃ অব্দে চন্দন-

নগরের কুটীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। অতিশয় দক্ষতা সহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করায় তিনি শীঘ্রই কোম্পানীর অধ্যক্ষদিগের অতিশয় বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে তাঁহারা তাঁহাকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পুঁদিচেরিতে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লে এতদিন পর্য্যন্ত ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন এবং তদ্বিষয়ে যথেষ্ট কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিন্তু এই নূতন পদ প্রাপ্তির পর তাঁহার মন অন্য দিকে প্রধাবিত হইল। তিনি স্বভাবতঃই অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অহঙ্কারী, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। পুঁদিচেরির শাসনকর্ত্তা হইয়া প্রাচ্যভূমে ফরাসী-অধিকার ও ফরাসী-প্রভাব বদ্ধমূল করিবার জন্য কল্পনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই দেশের অনেক স্থলে বৃটীশ ও ওলন্দাজদিগেরও বাণিজ্যকুঠী নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং বাণিজ্য ব্যাপারে ইহারা যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিও সম্পাদন করিয়াছিল। ডুপ্লে দেখিলেন যে, বাণিজ্য বিষয়ে ইহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তিনি কখনই স্বীয় উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবেন না। সুতরাং তিনি উপায়ান্তর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অভ্যস্ত বুদ্ধিবলে ও নৈপুণ্যগুণে শীঘ্রই দেশীয় লোকদিগের রীতি-নীতি অবগত ও দেশীয় রাজ্যের রাজনীতির অন্তস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মনস্কামনা সুসিদ্ধ করিবার উপায় দেখিতে পাইলেন।

এইকালে মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার অধীন সুবাদারগণ স্বাধীনভাবে স্বীয় স্বীয় অধিকৃত প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন এবং নবাবেরাও সুবাদারদিগের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেছিল। বাস্তবিক তৎকালে মোগলসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্ব্বল শাসনকর্ত্তা কোন বলবান্ সুবাদারের আশ্রয় ও সাহায্যে আপনার স্বাধীনতা প্রচার করিতেছিলেন। ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লেও এই সময়ে নিজ চিরপোষিতা আশা ফলবতী করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সৌভাগ্যক্রমে এই বিষয়ে তাঁহার পরম সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। স্ত্রীর সাহায্যে ডুপ্লে স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিবার সহজ ও উত্তম সুযোগ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার স্ত্রী ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন এবং ভারতেই প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন, ভারতীয় অনেকগুলি ভাষা অবগত থাকায় তিনি আপন স্বামী ও অধিবাসিবর্গের মনোভাব প্রকাশ ও পরামর্শের পথ সুগম করিয়াছিলেন। এইরূপ স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহায়তায় ডুপ্লে ফরাসীরাজ্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার উপায় গোপনে পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন।

১৭৪৪ খৃঃ অব্দে য়ুরোপে ফরাসী ও ইংরাজদিগের মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও উভয় কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। লাবোর্ডোনে ফরাসী রণপোতের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতে আগমন করিলেন। তিনিও ভারতবর্ষে ফরাসী ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার একান্ত পক্ষপাতি ছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন ডুপ্লের সহিত একযোগে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবেন। কিন্তু পুঁদিচেরিতে পৌছিয়া তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন। পুঁদিচেরিতে উপনীত হইলে, গবর্ণর ডুপ্লে তাঁহাকে সর্ব্বান্তকরণে অভ্যর্থনা করিলেন না। তিনি যে লাবোর্ডোনের প্রতি ঈর্ষা পরবশ হইয়াছেন প্রথমেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ করিলেন। ডুপ্লে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, যদি তাঁহার কখনও বিপদ্ হয়, তবে লাবোর্ডোনে তাঁহার স্থান অধিকার করিবেন। তিনি দেখিলেন যে যুদ্ধাদি তাঁহার অধিকারসীমায় সঙ্ঘটিত হইবে না; পক্ষান্তরে লাবোর্ডোনকে অনুকূল পরামর্শ এবং সৈন্য ও নিজ চেষ্টাদি দ্বারা সাহায্য করিতে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন। লাবোর্ডোনের ক্ষমতায় তিনি অতিশয় দ্বেষপরতন্ত্র হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই শত্রুভাবই লাবোর্ডোনে ও ডুপ্লের সর্ব্বনাশ করিল এবং এই প্রতিকূল কার্য্য হেতুই ভারতে ফরাসী-ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল।

যাহা হউক, লাবোর্ডোনে পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুসারে ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে মান্দ্রাজ দুর্গ আক্রমণ করিয়া ২৫এ তারিখে অধিকার করিলেন। ৪৪ লক্ষ টাকা প্রদান করিলে ৩ মাস পরে ফরাসীসৈন্য মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিবে এই নিয়মে মান্দ্রাজদুর্গবাসী ইংরাজগণ লাবোর্ডোনের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু ডুপ্লে এ সন্ধিতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মান্দ্রাজ তাঁহার শাসিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং একমাত্র তিনিই এ বিষয়ে মীমাংসা করিতে সমর্থ। এই সময় আর্কটের নবাব তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে ফরাসিদিগের মান্দ্রাজ আক্রমণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই এই মর্ম্মে ডুপ্লের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লে নবাবকে বলিলেন যে, এই নগর তাঁহার হস্তে অর্পিত হইলেই তিনি নবাবকে প্রত্যর্পণ করিবেন। নবাবকে ইহা জানাইয়া ডুপ্লে লাবোর্ডোনেকে লিখিলেন যে, তিনি যেন মান্দ্রাজ দুর্গস্থিত ব্যক্তিবর্গের সহিত সন্ধির কোন নিয়মে মত প্রদান

করেন; কারণ বিষয়টী পুঁদিচেরির শাসনকর্ত্তার বিচার্য্য। কিন্তু এই পত্র আসিবার পূর্ব্বেই দুর্গ প্রত্যর্পণের কথা স্থির হইয়াছিল। লাবোর্ডোনের যথেষ্ট আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান ছিল, যে নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ভঙ্গ করা অতি হীনমনোচিত বলিয়া তিনি মনে করিলেন। ডুপ্লের যে নগর সমর্পণের নিয়ম স্থির করিতে ক্ষমতা আছে, এ কথা তিনি স্বীকার করিতে পারিলেন না—পক্ষান্তরে ইহা যে ডুপ্লের নিতান্ত দাম্ভিকতা ও তাঁহাদের পরস্পরের কার্য্যের প্রতিকূল এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন। ডুপ্লে ইহাতে অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন এবং লাবোর্ডোনেকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি পুঁদিচেরি নগরে এক ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং অর্থ গ্রহণে মান্দ্রাজ নগর পরিত্যাগ করিলে যে, ফরাসী স্বার্থের হানি হইবে এই মর্ম্মে পুঁদিচেরির ফরাসী অধিবাসী দ্বারা এক আবেদন-পত্র উপস্থিত করাইলেন। তাঁহার সম্মতি অনুসারে প্রত্যেক কার্য্য সুসম্পন্ন না হইলে তিনি মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিবেন না, লাবর্ডোনে তাঁহার এই দৃঢ় সঙ্কল্প ডুপ্লেকে জানাইলেন। এদিকে ডুপ্লে তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে যতদিন পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে প্রস্তুত হইতে না পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত যাহাতে মান্দ্রাজ ইংরাজদিগের প্রত্যর্পণ করা না হয়, তাহার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময় ফ্রান্স হইতে আরও কএকখানি রণপোত আসিয়া উপস্থিত হইল। ডুপ্লে ও লাবর্ডোনে একমত হইয়া কার্য্য করিলে তাঁহারা এখন ইংরাজদিগের সমস্ত স্থানেই অধিকার করিতে পারিতেন। ইংরাজদিগের সৌভাগ্যবশতঃই ইঁহারা এইকালে ঘোর বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন।

কিছু পরে ডুপ্লে লাবোর্ডোনের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। লাবোর্ডোনে ডুপ্লের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে আর্কটের নবাব আনয়ারউদ্দীন্ এতদিন পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পিত হইল না দেখিয়া ১০০০০ সৈন্যের সহিত তৎপুত্র মহাফেজখাঁকে বলপূর্ব্বক উক্ত নগর অধিকার করিতে পাঠাইয়া দিলেন। ডুপ্লে কূটনীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধির প্রস্তাব করিতে ডুপ্লের নিকট হইতে যে দুইজন দূত আসিয়াছিল, মহাফেজখাঁ তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। ডুপ্লে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইলেন। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। ফরাসী বন্দুকে অনেক মোগলসৈন্য প্রাণ হারাইল, অবশিষ্ট প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মহাফেজ তাঁহার সৈন্য একত্র করিয়া মৈলাপুর নামক স্থানে শিবির সংস্থাপিত করিতে আদেশ দিলেন। এস্থানে তিনি সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয়দিক্ হইতে ফরাসিসৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

ডুপ্লে এখন একটী ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মান্দ্রাজ সম্বন্ধে লাবোর্ডোনের কোন প্রতিজ্ঞাই অক্ষুণ্ণ রাখিলেন না। ১৭৪৬ খৃঃ অব্দের ৩০এ অক্টোবর তারিখে তিনি ইংরাজদিগকে অবগত করাইলেন যে, তাহাদের সমস্ত সম্পত্তিই ফরাসীগবর্মেণ্টের কোষভুক্ত হইল এবং তাহারা হয় যুদ্ধবন্দী স্বরূপ থাকিবে, নয় পুঁদিচেরিতে প্রেরিত হইবে। ইহার পরে কেহ কেহ পলায়নপূর্ব্বক সেণ্টডেভিড দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট লোককে ধৃত করিয়া পুঁদিচেরিতে পাঠান হইল। মান্দ্রাজের ইংরাজ-শাসনকর্ত্তা এই সঙ্গে বন্দী হইলেন।

এখন ডুপ্লে ইংরাজদিগকে উপকূল-প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া সেণ্টডেভিড দুর্গ হস্তগত করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ডুপ্লে মান্দ্রাজ অধিকার করিয়া তথায় পরাডিস নামক একজন সুইজারলণ্ডবাসীকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ডুপ্লের আদেশানুসারে ডেভিড দুর্গ আক্রমণার্থ ৩০০ য়ুরোপীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে যখন তিনি পুঁদিচেরি অভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন মহাফেজখাঁ ৩০০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ডুপ্লের নিকট সংবাদ আসিলে তিনি পুঁদিচেরি হইতে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা পরাডিসকে নিরাপদে পুঁদিচেরিতে লইয়া গেল। ডিসেম্বর মাসে বেরির অধীনে সেণ্ট ডেভিড দুর্গ অধিকার জন্য কতকগুলি সৈন্য অগ্রসর হইল। ৯ই ডিসেম্বর তারিখে যখন তাহারা দুর্গের নিকটবর্ত্তী একটী স্থান অধিকার করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তখন মহাফেজখাঁ এবং মহম্মদ আলি হঠাৎ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করায় ফরাসী-সৈন্য ভীত হইয়া পলায়ন করিল। এই সামরিক সজ্জা বৃথা হওয়ায় আকস্মিক আক্রমণে দুর্গ অধিকার করিবার জন্য ডুপ্লে গোপনে ৫০০ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এবারও ডুপ্লের আশা ফলবতী হইল না। ডুপ্লে ইহাতে কিছুমাত্র ভীত বা হতাশ হইলেন না। তিনি এখন বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার আদেশে ফরাসী-সৈন্য মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী নবাব-শাসিত প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। তিনি উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতায় তাঁহার বিশেষ কোন উপকার

নাই, ইহা অবগত হইলেই নবাব ইংরাজদিগের সহিত আর সংস্রব রাখিবেন না। অতি অল্প সময়েই নবাবের সহিত ফরাসীদিগের সন্ধি হইয়া গেল। সেণ্টডেভিড দুর্গ হইতে পুনরাহৃত নবাবসৈন্যের সহিত মহাফেজখাঁ পুঁদিচেরিতে প্রেরিত হইলেন। ডুপ্লে নবাবপুত্রকে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আবার ডেভিডদুর্গ অধিকার করিতে কল্পনা করিতে লাগিলেন। ১৭৪৭ খৃঃ অব্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারি, নবাবসৈন্য ও ফরাসীসৈন্যের সেনাপতি হইয়া পরাডিস অগ্রসর হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ বঙ্গদেশ হইতে একখানি রণপোত আসিয়া উপস্থিত হইল। ফরাসীসৈন্য নিষ্ফল হইয়া প্রস্থান করিল। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে এইরূপ জনরব শুনা গেল যে, ডুপ্লে শীঘ্রই ডেভিড-দুর্গ পুনরাক্রমণ করিবেন। এই সময় ইংরাজ শিবিরে এক বিষম ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ডুপ্লে স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ত্ততাসহকারে ইংরাজপক্ষীয় দেশীয় সৈন্যদিগকে ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতে প্রলোভিত করিয়াছেন। ইংরাজগবর্ণর এ বিষয়ে যথোচিত সতর্ক হইলেন। ডুপ্লে বারবার পরাজিত হইয়া পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিতে সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু এবারও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ২৯এ জুলাই ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি রণপোত আসিয়া সেণ্টডেভিড দুর্গের নিকট নঙ্গর করিল। ইংরাজদিগের দল বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া নবাব পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইলেন। এখন ইংরাজগণ সাহসী হইয়া মিলিত-সৈন্য লইয়া পুঁদিচেরি অবরোধ করিলেন। কিন্তু কিছুদিন ইংরাজসৈন্য অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া ডেভিডদুর্গে ফিরিয়া আসিল। ইংরাজদিগের পরাজয়ে ডুপ্লে চারিদিকে ফরাসী-প্রভাব ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তিনি দেশীয় রাজন্য-বর্গের এমন কি মোগলসম্রাটের‌ও নিকট ইংরাজদিগের ভীরুতা বিষয়ক লিপি প্রেরণ করিলেন। ইহাতেই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না। মান্দ্রাজ যাহাতে হঠাৎ তাঁহার হস্তচ্যুত না হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে য়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে সন্ধি হওয়ায় এ দেশেও সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংরাজেরা মান্দ্রাজ ফিরিয়া পাইলেন।

যুদ্ধকালে ডুপ্লে দেখিলেন যে, অতি অল্পসংখ্যক য়ুরোপীয় সৈন্য বহুসংখ্যক দেশীয় সৈন্যকে সহজেই পরাজিত করিতে পারে। ইহাতে তাঁহার রাজ্যাধিকারের আশা বাড়িয়া উঠিল। দেশীয় রাজগণ তখন পরস্পর শত্রুতাচরণে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ইহার একপক্ষ অবলম্বন করিয়া ফরাসী ক্ষমতা বিস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৪১ খৃঃ অব্দে চাঁদসাহেব ত্রিচিনপল্লির বিধবা-রাণীকে ছলনা করিয়া উক্ত নগর অধিকার করেন। রঘুজী ভোন্‌সে চাঁদ-সাহেবকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য ত্রিচিনপল্লি অবরোধ করিলেন। চাঁদসাহেব তাঁহার স্ত্রী পুত্রদিগকে গোপনে ডুপ্লের আশ্রয়ে রাখিয়া রঘুজীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলে রঘুজী কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া তিনি সাতারায় প্রেরিত হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইংরাজ ও ফরাসী-যুদ্ধকালে আর্ক-টের নবাব আনওয়ারুদ্দীন্ স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্য কখন ইংরাজপক্ষ ও কখন ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতেছিলেন। ডুপ্লে এখন এই নবাবকে শাস্তি দিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। সুযোগও উপস্থিত হইল। যখন চাঁদসাহেবের স্ত্রী পুঁদিচেরিতে ছিলেন, তখন ডুপ্লের স্ত্রীর সহিত তাঁহার অতিশয় মিত্রতা জন্মিয়াছিল। তিনি ডুপ্লের স্ত্রীর নিকট তাঁহার স্বামীর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ডুপ্লে তাঁহার স্ত্রীর নিকট এই বিষয় শুনিয়া ভাবিলেন যে, চাঁদ-সাহেব আনওয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রজাসাধারণ আনওয়ার অপেক্ষা তাঁহারই বশীভূত। চাঁদসাহেব মুক্তি পাইলে সকলেই তাঁহাকে নবাবরূপে স্বীকার করিবে এবং ফরাসীসৈন্যসাহায্যে তিনি সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন। এই সঙ্গে ফরাসী-ক্ষমতাও বদ্ধমূল হইবে। এই কল্পনা করিয়া তিনি চাঁদসাহেবের স্ত্রী দ্বারা গোপনে ৭ লক্ষ টাকা রঘুজীর নিকট প্রেরণ করিলেন; চাঁদসাহেব মুক্তিলাভ করিয়া পুঁদিচেরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় নিজাম-উল-মুলকের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সিংহাসন লইয়া অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার দৌহিত্র মজফরজঙ্গ সিংহাসন দাবী করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্য পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। কিন্তু চাঁদসাহেব আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং ফরাসীসৈন্য তাঁহার পৃষ্ঠ সমর্থন করিতেছে, একথাও তাঁহাকে বলিলেন। মজফর ইহাতে সাহসী হইয়া চাঁদসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া আনওয়ারের সহিত একটী যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। যুদ্ধে আনওয়ার নিহত ও তৎ-পুত্র মহাফেজ বন্দী হইলে মজফর ও চাঁদসাহেব যথাক্রমে সুবাদার ও নবাব উপাধিগ্রহণ করিয়া আর্কটে প্রবেশ করিলেন, ইহার পর তাঁহারা পুঁদিচেরিতে আসিলে স্বীয় অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য ডুপ্লে তাহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। চাঁদসাহেবও পুঁদিচেরির নিকটবর্ত্তী ৮১ খানি গ্রাম ফরাসীদিগকে দান করেন। অল্পদিন পরেই ডুপ্লে চাঁদসাহেব ও মজফরকে ত্রিচিনপল্লি অবরোধ করিতে পরামর্শ দিলেন। এই স্থানে আনওয়ারের পুত্র মহম্মদআলি

আশ্রয় লইয়াছিলেন। চাঁদসাহেব প্রথমেই ত্রিচিনপল্লি না যাইয়া তঞ্জোরে গমন করিলেন। ইত্যবসরে নাজিরজঙ্গ (মজফরের প্রতিদ্বন্দ্বী) আসিয়া আর্কট অধিকার করিলেন। তাঁহারা এ বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না, ডুপ্লেই প্রথমে তাঁহাদিগকে নাজিরজঙ্গের আক্রমণের সংবাদ দিলেন। তাঁহারা পুঁদিচেরি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ফরাসীগণ চাঁদসাহেব ও মজফরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে দেখিয়া ইংরাজগণ মহম্মদআলি ও নাজিরজঙ্গের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। নাজিরজঙ্গ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া মজফরকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন দেখিয়া ডুপ্লে মজফর ও চাঁদকে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি ফরাসীসৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু ডুপ্লের সহিত সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের তত মনের মিল ছিলনা। কোন অপ্রকাশ্য কারণে ফরাসীসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল। মজফর আত্ম সমর্পণ করিলে নাজিরজঙ্গ তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন; চাঁদসাহেব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অন্যত্র যাইয়া আশ্রয় লইলেন।

ফরাসীসৈন্য বিনাযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করায় ডুপ্লে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি কৌশলে স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান্ হইলেন। তিনি চর নিযুক্ত করিয়া জানিতে পারিলেন যে, নাজিরজঙ্গের সৈন্যগণ বিদ্রোহভাবপরিশূন্য নহে। নাজিরজঙ্গের সহিত সন্ধি করিবেন এই প্রস্তাব করিয়া তিনি কএকজন দূত প্রেরণ করিলেন। যাহাতে নাজিরজঙ্গের অধীন সামন্তগণ বিদ্রোহী হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে ডুপ্লে তাঁহার প্রেরিত দূতদিগকে গোপনে পরামর্শ দিলেন। তাহারাও তদনুরূপ কার্য্য করিয়া ফিরিয়া আসিল।

নাজিরজঙ্গের আদেশে ফরাসীদিগের একটী বাণিজ্যকুঠী লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ডুপ্লে ১৭৫০ খৃঃ অব্দে মসলিপত্তন অধিকার করিবার নিমিত্ত জলপথে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা সেইস্থান অধিকার করিয়া লইল। মহম্মদ আলি ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। এই সময় ফরাসীদিগের বিখ্যাত সেনাপতি বুসি চাঁদসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া গিঞ্জিদুর্গ হস্তগত করিলেন।

নাজিরজঙ্গ ফরাসীদিগের কৃতকার্য্যতায় অতিশয় ভীত হইয়া ডুপ্লের সহিত সন্ধি করিবার জন্য পুঁদিচেরিতে দুইজন দূত পাঠাইলেন। ডুপ্লে নিম্নলিখিত প্রস্তাবে সন্ধি করিতে চাহিলেন;—মজফরজঙ্গ বিমুক্ত, চাঁদসাহেব কর্ণাটের নবাব উপাধি প্রাপ্ত এবং মসলিপত্তন ও তদধীন প্রদেশ সমূহ ফরাসীদিগকে প্রদত্ত হউক।' নাজিরজঙ্গ উক্ত নিয়মে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি যুদ্ধার্থই প্রস্তুত হইলেন। ডুপ্লে যে তাঁহার প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, নাজিরজঙ্গ তাহার কিছুই অবগত ছিলেন না। ডুপ্লেও টৌসে (Touche)-কে নাজিরজঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। যুদ্ধে ফরাসীসৈন্য বিজয় লাভ করিল; নাজিরজঙ্গ মৃত্যুমুখে পতিত এবং মজফর সুবাদার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মজফর মসলিপত্তন ও তাহার অধীন প্রদেশসমূহ ফরাসীদিগকে এবং ২০ লক্ষ টাকা ডুপ্লেকে প্রদান করিলেন। এই সময় আর এক বিপদ্ উপস্থিত হইল। মজফর ডুপ্লেকে বলিলেন, নাজিরজঙ্গের অধীন যে ৩ জন পাঠান সর্দ্দার ডুপ্লের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাহারা দাবী করিতেছে যে, তাহাদিগকে তাহাদের অধিকৃত প্রদেশের জন্য কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাউক এবং নাজিরজঙ্গের ধনরত্ন তাহাদিগের মধ্যে বিতরিত হউক। ডুপ্লে এই বিষয়ের মধ্যস্থ হইলেন এবং অনেক বাদানুবাদের পর উভয় পক্ষের মধ্যে একটী সন্ধি করিয়া দিলেন।

ইহার পর ডুপ্লে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ ভূভাগের মোগল-প্রতিনিধি বলিয়া আপনাকে অভিহিত করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে এই প্রদেশের সমস্ত কর তাঁহার হস্ত দিয়া মোগলসম্রাটের নিকট প্রেরিত হইত এবং পুঁদিচেরিতে যে মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তদ্ভিন্ন অন্য কোন মুদ্রা কর্ণাটপ্রদেশে চলিত না। ১৭৫১ খৃঃ অব্দে মজফরজঙ্গ নিহত হইলে ডুপ্লে সলাবৎজঙ্গকে সুবাদার স্বীকার করিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই সময় মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ডুপ্লে তাঁহাকে দূরীভূত করিবার জন্য কতকগুলি ফরাসীসৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে চাঁদসাহেবকে পরামর্শ দিলেন। ইংরাজগণ এতদিন পর্য্যন্ত কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই। ফরাসীদিগের প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহারা মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিল। এখন অবধি ডুপ্লের সৈন্য প্রায় প্রতি যুদ্ধেই পরাজিত হইতে লাগিল। চাঁদসাহেব অবশেষে প্রাণ হারাইলেন। চাঁদসাহেবের মৃত্যুর পর ডুপ্লে স্বয়ংই কর্ণাটের নবাব উপাধি গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিবস পরে তিনি রাজা সাহেবকে নবাবোচিত মান্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুরতজা আলি ৮০০০০০ টাকা প্রদান করায় শীঘ্রই ডুপ্লের নিকট নবাব উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে ইংরাজসৈন্য ফরাসীদিগের গিঞ্জি দুর্গ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হওয়ায় পলায়ন করিল। ইহাতে ডুপ্লের মনে যথেষ্ট আশার উদয় হইল;

কিন্তু যাহার নায়ক স্থানে ফরাসীসৈন্য বিশেষরূপে পরাজিত হওয়ায় ডুপ্লের আশালতা শুকাইয়া গেল। যাহা হউক, ডুপ্লে সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি দেখিলেন যে, সহজে এ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইবে না; তজ্জন্য তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার দুর্ভেদ্য কৌশলে মহারাষ্ট্র ও মহিসুর-সৈন্য ইংরাজ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ফরাসীদিগের সহিত মিলিত হইল। পুঁদিচেরিতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। এই যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী কখন ফরাসী কখন বা ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে পর্য্যন্ত এইরূপ যুদ্ধ চলিল।

এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীপ্রভাব বর্দ্ধিত ও অধিকার বিস্তৃত হইতেছিল বটে, কিন্তু অতিরিক্ত অর্থব্যয় জন্য কোম্পানি বিশেষ কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। এইজন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে ডুপ্লেকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছিলেন। যদিও ডুপ্লের অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল, তথাপি তিনি কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে ভীত হইয়া ১৭৫৪ খৃঃ অব্দের প্রথমেই মান্দ্রাজে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। মান্দ্রাজ-গবর্মেণ্টও সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া নিয়মাদি স্থির করিবার জন্য প্রতিনিধি পাঠাইলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ সন্ধি হইল না। উভয়পক্ষীয় প্রতিনিধিগণ কিছুদিন বাদানুবাদের পর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ফরাসী-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ডুপ্লের প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা শান্তির ইচ্ছা করিতেছিলেন। তাঁহারা ডুপ্লেকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া গডেহোকে (M. Godeheu) পুঁদিচেরির গবর্ণর করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ইনি ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ২রা আগষ্ট ভারতে উপস্থিত হইয়া ডুপ্লের নিকট হইতে শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। ইহার পর দুইমাস ডুপ্লে পুঁদিচেরি নগরে ছিলেন। এই দুইমাস তিনি আপনাকে কর্ণাটের নবাব বিবেচনা করিয়া বিবিধ চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিতেন।

যাহা হউক, তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাগত হইলে যথোপযুক্ত সম্মান লাভ করিলেন না। এ দেশে থাকিতে ফরাসীরাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। ফরাসী গবর্মেণ্ট তাঁহাকে কিছুই বৃত্তি প্রদান করিলেন না; কেবলমাত্র তাঁহার উত্তমর্ণদিগের হস্ত হইতে আশ্রয়লিপি (Letter of protection) প্রচার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহার অর্থ প্রাপ্ত হইবার জন্য বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু এ বিষয় সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই সর্ব্বস্বান্ত ও নিরাশ হইয়া এই বৎসরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ডুপ্লে প্রতিভাশালী অতিশয় সুদক্ষ রাজনীতিকুশল শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অহঙ্কারী ও পরাক্রমপ্রিয় ছিলেন। চরিত্রের প্রকৃত উন্নতির প্রতি তিনি উপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করিতেন না। তিনি ফরাসী অধিকার বিস্তৃত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বন করিতে পারিতেন। ভারতে ফরাসী অধিকারের সহিত ডুপ্লের নাম চিরসম্বদ্ধ।

ডুব (দেশজ) ১ নিমগ্ন। ২ জলে অবগাহন।

ডুবড়িয়া (দেশজ) যে ডুব দিয়া বেড়ায়।

ডুবন (দেশজ) নিমজ্জন, অবগাহন, বুড়ন, ডোবা।

ডুবরী (দেশজ) নিমজ্জক, যাহারা জলে অধিকক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে।

ডুবা (দেশজ) নিমগ্ন হওয়া।

ডুবান (দেশজ) নিমগ্ন করান।

ডুবারু (দেশজ) ১ জলচর পক্ষিবিশেষ। (Dol-chick) ২ একজাতীয় হাঁস। (Anus fulica)

ডুবিত (দেশজ) নিমজ্জিত।

ডুবু (দেশজ) ডুবারুপাখী।

ডুবুডুবু (দেশজ) প্রায় ডুবিয়া যাওয়া।

ডুমা (দেশজ) টুকরা, চিলতা, ক্ষুদ্র খণ্ড।

ডুমুর (দেশজ) সংস্কৃত উড়ুম্বর শব্দের অপভ্রংশ। একপ্রকার বৃক্ষ ও তাহার ফল। এই বৃক্ষ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র জন্মিয়া থাকে। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আসামস্থ পর্ব্বতসমূহে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ ফিট্ উর্দ্ধ পর্য্যন্ত এই বৃক্ষ দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষে নানাজাতীয় ডুমুর আছে। ঐ সকল বৃক্ষের ও ফলের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও আকারগত অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। কোন কোন জাতীয় ডুমুরের পাতা ও ফল অতি বৃহৎ এবং বৃক্ষ অনেকাংশে লতার ন্যায়, আবার কোন কোন জাতীয় ডুমুর বৃক্ষ অশ্বত্থাদি বৃক্ষের ন্যায় সুদীর্ঘ ও শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, কিন্তু বৃক্ষ বৃহৎ হইলেই তাহার পত্র ও ফলও ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া আইসে।

এই বৃক্ষের পুষ্প দৃষ্ট হয় না, একবারে কোষ হইতে থোপা থোপা ফল বহির্গত হয়। বৃক্ষের স্কন্দদেশ এবং শাখা প্রশাখার সন্ধিস্থান সকল হইতেই অধিকাংশ ফল ধরিয়া থাকে। এদেশে সাধারণ লোকেরা বলিয়া থাকে, ডুমুরের ফুল দেখিলে রাজা হয়, বাস্তবিকই ডুমুরের ফুল দেখা যায় না।

উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ডুমুরগাছকে অশ্বত্থ, পাকুড়, বটবৃক্ষাদির সহিত সমজাতীয় বলিয়া গণ্য করেন। সকলেরই ত্বক্ ছেদ করিলে দুগ্ধের ন্যায় আঠা নির্গত হইয়া থাকে, ঐ আঠা হইতে রবরের ন্যায় পদার্থ উৎপন্ন হয়। ডুমুরের আঠা অনেক সময় এ দেশে বেদনার উপর প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নিম্নে কয়েক প্রকার বিভিন্ন জাতীয় ডুমুরের বিষয় লিখিত হইল।

যজ্ঞ-ডুমুর (Ficus glomerata) সাধারণতঃ হোমকার্য্যে ইহার শাখা ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার নাম যজ্ঞডুমুর হইয়াছে। হিমালয়প্রদেশ, রাজপুতানা, মধ্যভারত, বাঙ্গালা, দাক্ষিণাত্য, আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। চন্দায় ইহার ক্ষীর অর্থাৎ আঠা হইতে একরূপ রবার প্রস্তুত হয়।

এই বৃক্ষ হইতে অনেক সময় লাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যাধগণ ইহার ক্ষীর হইতে পক্ষী ধরিবার আঠা প্রস্তুত করে।

লোহারডাগায় যজ্ঞডুমুরের ছাল সিদ্ধ করিয়া কাল রং প্রস্তুত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়। যজ্ঞ-ডুমুরের পত্র, মূল ত্বক্ ও ফল সমস্তই দেশীয় বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। তাঁহারা ইহার ছালের জল বিরেচক ঔষধরূপে প্রয়োগ করেন এবং ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্য ব্যবহার করেন। ব্যাঘ্র ও বিড়াল দংশনেও ইহা বিষঘ্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইহার শিকড় আমাশয় রোগে উপকারক এবং অনেক ডাক্তারের মতে শিকড়ের রস অতি তেজস্কর ও বলকারী ঔষধ, দীর্ঘকাল ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। পিত্তাধিক্যে ইহার শুষ্ক পত্র চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত প্রদত্ত হয়। আট্-কিন্সন্ সাহেব (Atkinson) লিখিয়াছেন—ইহার পত্রস্থ বসন্তের ন্যায় পদার্থগুলি দুগ্ধে ভিজাইয়া মধুর সহিত প্রদত্ত হইলে মসূরিকা জন্য শরীরে দাগ হয় না। বহুবিধ রজো-রোগ, মূত্ররোগ, মেহঘটিতরোগ ও কাশরোগে ইহা নানারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্শ ও উদরাময়রোগে যজ্ঞডুমুরের ক্ষীর প্রদত্ত হয়। ঐ ক্ষীর তিলতৈলের সহিত মিশাইয়া ঘায়ের উৎকৃষ্ট মলম প্রস্তুত হইয়া থাকে। সদ্য ডুমুরের রস অনেক ধাতুঘটিত ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়।

দেবকার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এদেশের অনেকে এই ডুমুর খায়না। ইহার আকার সাধারণ ডুমুর অপেক্ষা কিছু বড়, কিন্তু তত সুখাদ্য নহে। বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত এই ফল জন্মিয়া থাকে। ইতরলোকে কাঁচা অবস্থায় ইহার ফল তরকারীর সহিত ভক্ষণ করে। পাকিলে সমস্ত ফল পাঁশুটে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। অজন্মা ও দুর্দ্দিনের সময় অনেকে ইহা খাইয়া থাকে।

ছাগমেষাদি এই ফল খাইতে অতিশয় ভালবাসে। ইহার পত্রাদি হস্তী প্রভৃতির খাদ্য।

ইহার কাষ্ঠ অন্তঃসারশূন্য, লঘু, ভঙ্গুর ও মোটা দানা-বিশিষ্ট, জলের নীচে থাকিলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। তজ্জন্য অনেকস্থানেই ইহা কূপের চৌদিকে দেওয়া হয় এবং ইহার ভেলা ও জল সেঁচিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে।

কাক-ডুমুর (Ficus hispida) ইহার গাছ যজ্ঞ ডুমুরের গাছ অপেক্ষা ঈষৎ ক্ষুদ্র এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, মলয়, সিংহল, চীন, আন্দামান দ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে হিমালয় প্রদেশে এই বৃক্ষ ৩৫০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উর্দ্ধে জন্মিয়া থাকে।

ইহার ছাল হইতে একরূপ দড়ি প্রস্তুত হয়।

ইহার ফল, বীজ ও ছাল বমনকারক এবং বিরেচক। ইহার শুষ্ক ফলচূর্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া বোম্বাই ও কোঙ্কণ-প্রদেশে বিদারিকা প্রভৃতিতে প্রলেপ দেয়। দুগ্ধবতী গাভীকে দুগ্ধ শুকাইবার জন্যও ইহা খাওয়াইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় মতে ইহা দুগ্ধকর ও গর্ভস্থ ভ্রূণের হিতকর। [কাকোডুম্বর দেখ।]

ইহার পত্রাদি পশুদিগের খাদ্য। কাষ্ঠে জ্বালানী ব্যতীত কিছুই হয় না। ইহার বীজ পাখীরা লইয়া অট্টালিকা প্রাচীরাদিতে ফেলে, তাহাতে অট্টালিকা প্রভৃতিতে বৃক্ষ উৎপন্ন করে। ঐ সকল বৃক্ষ অট্টালিকার বড় অনিষ্টকারী।

ডুমুর (Ficus Roxburghii) এই বৃক্ষ হিমালয়প্রদেশ হইতে ভোটান, আসাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সকল স্থানে জন্মে। ৬০০০ ফিট্ উর্দ্ধ পর্য্যন্ত ইহা দেখা যায়। বৃক্ষ সাধারণতঃ বৃহৎ। ইহার ফল কাঁচা অবস্থায় তরকারীর সহিত ব্যবহৃত হয়। পাকিলে কোমল, রক্তবর্ণ এবং একটু সুগন্ধ ও সুমিষ্ট হয়। অনেকে পাকাডুমুরও খাইয়া থাকে। গাছের গোড়ায় এবং শাখার গায়ে থোপা থোপা ডুমুর ধরে। শতদ্রুতীরে ডুমুরের ছালে একরূপ মোটা দড়ি প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠ কার্য্যকর নহে। পাতার পশ্বাদির খাদ্য হয়।

ভূঁই ডুমুর (Ficus heterophylla) এই জাতীয় ডুমুর গাছ একরূপ লতানে গুল্ম। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর প্রদেশে, চট্টগ্রাম, তেনাসেরিম, সিংহল প্রভৃতি স্থানে নদীতীরে জন্মিয়া থাকে। স্থানভেদে ইহার আবার জাতিভেদ আছে। ইহার পত্র ও মূল নানাবিধ ঔষধে প্রযুক্ত হয়। ইহার শিকড়ের ছাল অতিশয় তিক্তগুণসম্পন্ন। উহার চূর্ণ

খনিরার সহিত মিশ্রিত করিয়া, কাশ, কফ প্রভৃতি রোগে প্রযুক্ত হয়। চট্টগ্রাম প্রদেশে ইহার ফল ভক্ষণ করে।

ডুমুরদহ, বাঙ্গালার অন্তর্গত হুগলী জেলার একটী সহর। এই সহর ভাগীরথীতীরে নয়াসরাইয়ের উপরেই অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ২´ ১৩˝ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ২৮´ ৫০˝ পূঃ। পূর্ব্বে এইস্থান ডাকাইতির জন্ত বিখ্যাত ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোকে এইস্থান দিয়া যাইতে ভয় করিত। সূর্য্যাস্তের পর কোন পথিকই নিকট দিয়া যাইত না, এমন কি দিবা-ভাগেও কেহ এখানকার ঘাটে নৌকাদি বাঁধিত না। এখানকার প্রসিদ্ধ ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবুর নাম তৎকালে কাহারও অবিদিত ছিল না। এই দুর্ব্বৃত্ত পথশ্রান্ত পথিক-দিগকে রাত্রিসমাগমে অতি সৌজন্ত ও আতিথেয়তা সহকারে আশ্রয় প্রদান করিত এবং নিদ্রাবস্থায় উহাদিগকে নদীতে ভাসাইয়া দিত। চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান এই দুর্দান্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইত। ইহার গতিবিধি অপরিজ্ঞাত থাকায় বিশ্বনাথ বহুকাল পর্য্যন্ত পুলিসের চক্ষে ধূলা দিয়া ডাকাইতি করিতে থাকে। পরে ইহার অনেক অনুচর সন্ধান বলিয়া ধরাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য সমধর্ম্মাবলম্বী দস্যুদিগের মনে ভীতিসঞ্চার জন্ত বিশ্বনাথকে যে স্থানে ধরা হয়, সেইস্থানে তাহার ফাঁসি হইল। বিশ্বনাথ কখন দরিদ্রকে উৎপীড়ন করিত না, বরং অনেক দীন দুঃখী তাহার অন্নে প্রতিপালিত হইত।

ডুমার, ব্রহ্মখণ্ড-বর্ণিত ভোজদেশের অন্তর্গত সিদ্ধাশ্রমের দক্ষিণাংশে অবস্থিত নগর। (বর্ত্তমান ডুম্‌রাওন্‌ বলিয়া অনু-মিত হয়।) ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডের মতে, এখানে ভূমিহারক জাতীয় প্রবল পরাক্রান্ত উদয়বন্ত সিংহের রাজত্ব। তাঁহার বংশীয় বিক্রমসিংহ এখানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করেন। (ভ°ব্রহ্ম° ৩১অঃ)

ডুম্‌রাওন্‌, শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন সহর।

এখানে ডুম্‌রাওনের রাজবংশ বাস করেন। ডুম্‌রাওনের রাজগণ পম্বর নামক রাজপুতকুলোদ্ভব। তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ উজ্জয়িনীনগরে বাস করিতেন, তথা হইতে মধ্য-ভারতে ছড়াইয়া পড়েন। মহারাজ সিদ্ধোলসিংহ সর্ব্বপ্রথম বেহারে আসিয়া বাস করেন। তিনি আপন পুত্র ভোজ-সিংহকে সোপার্জ্জিত রাজত্ব দান করিয়া যান। ভোজসিংহের নামানুসারে তাঁহার অধিকৃত জনপদ ভোজপুর নামে বিখ্যাত হয়। কালচক্রে এই রাজবংশ নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে প্রধানবংশ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের রাজধানী ডুম্‌রাওনে বাস করিতে লাগিলেন, একশাখা বক্সারে ও অপর শাখা জগদীশপুরে গিয়া বাস করিল।

এই বংশে রাজা নারায়ণমল্ল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীরের নিকট রাজা উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে বীরবরসাহি, রুদ্রপ্রতাপ-সাহি, মান্ধাতাসাহি, হোরিলসাহি, ছত্রধারীসিংহ ও বিক্রমজিৎ সিংহ রাজ্যশাসন করিয়া মোগল বাদশাহগণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আলমগীর, ফরুখশিয়ার, মহম্মদশাহ ও শাহ-আলমের নিকট উক্ত রাজগণ অনেক জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে বক্সারে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে জয়-প্রকাশসিংহ ইংরাজসেনানায়ক হেক্‌টর মন্‌রোর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

সেইজন্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ জয়প্রকাশ বড়লাট মার্কু-ইস্‌অব্‌ হেষ্টিংসের নিকট মহারাজ বাহাদুর উপাধি লাভ করেন।

জয়প্রকাশের পর তাঁহার পৌত্র জানকীপ্রসাদসিংহ অতি অল্প বয়সে রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় মহেশ্বরবক্সসিংহ বাহাদুর ডুম্‌রাওন রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করিলেন। ইনি নেপাল-যুদ্ধকালে ও সিপাহীবিদ্রোহের সময় বৃটীশ গবর্মেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। জগদীশপুরে ইহার জ্ঞাতি কুমারসিংহ বিদ্রোহী হইলে মহারাজ মহেশ্বরবক্সের যত্নেই অতিঅল্পকাল মধ্যেই বিদ্রোহীগণ পরাজিত ও শাসিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বৃটীশগবর্মেণ্ট তাঁহাকে 'মহারাজ' উপাধি এবং তাঁহারই বর্ত্তমানেই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার রাধাপ্রসাদসিংহকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন।

মহারাজ রাধাপ্রসাদের যত্নেও ডুম্‌রাওন্‌রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ডুম্বুর, বঙ্গদেশের চন্দ্রদ্বীপ ভূভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

একদিন মহাদেব উমার সহিত ব্যোমমার্গে ইন্দ্রপুরে গমন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ চন্দ্রদ্বীপে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। এখানে তিনি ভক্তগণের নৃত্যদর্শনে বিমোহিত হই-লেন। তাঁহার হস্ত হইতে ডমরু পতিত হইল। পড়িয়াই তাহা হইতে অপূর্ব্ব শব্দ হইতে লাগিল। চন্দ্রদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ তদ্দৃষ্টে বেদবিধিক্রমে ডম্বরুর পূজা করিতে লাগিলেন। তখন শিব-ডম্বরু সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিয়া গেল, "এখানকার লোকেরা সকলেই ধার্ম্মিক, বিদ্বান্‌, জ্ঞানী, ধনী ও নিরোগী হইবে।" যেখানে ডম্বরু পড়িয়াছিল, সেই স্থানই কালক্রমে ডুম্বরু বা ডুম্বুর নামে খ্যাত হয়। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৩ অঃ)

ডুম্বুর (পুং) ডুমুর। [ডুমুর দেখ।]

ডুম্বুরপর্ণী (স্ত্রী) দন্তীবৃক্ষ।

ডুরিয়া (দেশজ) ১ ডোরা কাটা। ২ কুক্কুরপালক।

ডুরী (দেশজ) ১ দড়ি। ২ পাকওয়াজ, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের পার্শ্বে যে চামড়ার বন্ধনী থাকে, তাহাকে ডুরী কহে।

ডুরীপড়া (দেশজ) দড়ি পড়া, গাঁটপড়া।

ডুরীহার, এক প্রকার শৈবযোগী। ইহারা ডুরী অর্থাৎ কার্পাসসূত্রের ও পট্টসূত্রের বস্ত্র পরিধান করে এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ডুরীহার বলে।

ডুলি (স্ত্রী) দুলি পৃষো° সাধু। ১ দুলি, কমঠী, কচ্ছপস্ত্রী। ২ যানবিশেষ। ইহাতে স্ত্রীলোকেরা যাতায়াত করে।

ডুলিকা (স্ত্রী) ডুলিরিব কায়তি কৈ-ক। খঞ্জনাকার পক্ষিবিশেষ।

ডুলী (স্ত্রী) ডুলি-ঙীষ্। চিল্লীশাক।

ডেউয়া (দেশজ) ডেও, মাদর।

ডেউয়া-পিপীড়া (দেশজ) কৃষ্ণকায় বড় জাতীয় পিপীলিকা।

ডেঁতে (দেশজ) ১ দণ্ডিত।

ডেঁপ (দেশজ) রসগ্রাহী, বৃক্ষমূল।

ডেকরা (দেশজ) ডঙ্গর, দুষ্ট, বদমাইস।

ডেকরামি (দেশজ) ডেকরার কার্য্য।

ডেকরী (দেশজ) যে স্ত্রীলোক দুষ্টামি বা বদমাইসী করে, নিষ্ঠুর স্ত্রী।

ডেগ (পারসী) তাম্র বা লৌহনির্ম্মিত স্থালীপাত্র।

ডেগরা (দেশজ) ১ ধূর্ত্ত, শঠ। ২ উচ্ছৃঙ্খল।

ডেঙ্গর (দেশজ) মৎকুণ, উকুণ।

ডেঙ্গুয়া (দেশজ) ১ এক প্রকার গুল্ম। ২ যে পুরুষের স্ত্রী নাই।

ডেঙ্গুয়াশাক (দেশজ) এক প্রকার গুল্ম।

ডেড় (দেশজ) অর্দ্ধাধিক এক, সার্দ্ধেক।

ডেড়ী (দেশজ) অভাব, দরিদ্রতা।

ডেনা (দেশজ) পক্ষ, ডানা, পাখা।

ডেন্মার্ক, য়ুরোপের উত্তরাংশবর্ত্তী একটী দেশ। অক্ষা° ৫৩° ২৩´ হইতে ৫৭° ৪৪´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮° ৫´ হইতে ১২° ৪৫´ পূঃ। ইহার উত্তরে স্কাকারাক উপসাগর, পূর্ব্বে কাটিগাট ও সাউণ্ড প্রণালী ও বাল্টিক সাগর, দক্ষিণে জর্ম্মণির কতকাংশ এবং পশ্চিমে জর্ম্মণ সাগর বা দিনেমারদিগের ভাষায় পশ্চিম মহাসমুদ্র।

জিলণ্ড, ফিউনন্, লালাণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ, জট্লাণ্ড উপদ্বীপ ও বাল্টিকসাগরস্থ বর্ণহোলম্ দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য সংগঠিত। পূর্ব্বে শ্লেস্‌ভিগ হোল্‌ষ্টিন ও লৌয়েনবার্গ নামক দুইটী প্রদেশও ডেন্মার্কের অন্তর্গত ছিল, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণির সহিত যুদ্ধে ডেন্মার্ক ঐ দুই প্রদেশ হারাইয়াছে। বর্ত্তমান রাজ্যের পরিমাণফল ১৪৭৮৯ বর্গমাইল; অধিবাসীর প্রায় অর্দ্ধেক কৃষিজীবী। প্রায় একচতুর্থাংশ শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

ইহার জট্লণ্ড উপদ্বীপ য়ুরোপখণ্ডের সহিত সংলগ্ন এবং উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তরদক্ষিণে প্রায় ৩০০ মাইল, বিস্তার পূর্ব্বপশ্চিমে নানাস্থানে নানারূপ; কোন স্থানে ৩০ মাইল মাত্র কোথাও বা ১০০ মাইল। ইহার উপকূল ভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০০ মাইল, কিন্তু এই সুদীর্ঘ উপকূলের অধিকাংশ স্থানেই জল নিতান্ত অগভীর এবং অসংখ্য চড়া, ক্ষুদ্র দ্বীপ ও বালুকা বাঁধ থাকায় বাণিজ্যের অসুবিধাজনক।

দ্বীপ সকলের মধ্যে জিলণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। রাজধানী কোপেনহেগেন এই দ্বীপে অবস্থিত। এই দ্বীপের ভূমি নিম্ন এবং প্রায় সমতল, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কয়েক ফিট্ উচ্চ। স্থানে স্থানে দুই একটী বিরল পাহাড় আছে, উহাদের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫০০ ফিটের অধিক নহে। জিলণ্ড ও জট্লণ্ডের মধ্যে ফিউনন্ দ্বীপ অবস্থিত। লালাণ্ড, সোংলাণ্ড, ফল্‌ষ্টার, মোয়েন প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্বীপ ফিউনন ও জিলণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহাদের প্রকৃতি ও সন্নিহিত সাগরের অল্প গভীরতা দৃষ্টে অনুমান হয়, বহুপূর্ব্বে ঐ সমস্ত দ্বীপ পূর্ব্বে সুইডেন ও পশ্চিমে জটলণ্ড পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া এক বৃহৎ ভূখণ্ড ছিল; কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত হইয়াছে।

ডেন্মার্কে খাড়ী অর্থাৎ দেশের মধ্যে প্রবিষ্ট সাগরশাখা বিস্তর। উত্তরভাগে লিম-জোর্ড খাড়ি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইহার পশ্চিম প্রান্তস্থ অপ্রশস্ত যোজক ভাঙ্গিয়া গিয়া ইহা জর্ম্মণ-সাগরের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। ডেন্মার্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ অনেক আছে, কিন্তু উচ্চ পর্ব্বত ও বৃহৎ নদী নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, অনতি উচ্চ পাহাড় এবং অনেক কৃত্রিম খাল আছে।

সমুদ্র-সন্নিহিত বলিয়া ডেন্মার্কে শীতগ্রীষ্মের প্রকোপ তাদৃশ অধিক নহে। বায়ু অনেক সময় সরস ও মনোরম। বড়দিনের পূর্ব্বে এবং ফাল্গুন গত হইলে শীতের প্রখরতা প্রায় থাকে না। কখন কখন গ্রীষ্মকালে অসাধারণরূপে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এখানকার জলবায়ুর অবস্থা অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল, বৃষ্টি ও কুজ্ঝটিকা প্রায় ঘটিয়া থাকে। রাজধানী কোপেনহেগনের তাপাংশ শীতকালে ৩২·৯, বসন্তকালে ৪৩·৫, গ্রীষ্মকালে ৬৩·৫ এবং শরৎকালে ৪৯·৩ ফা°।

ভূমি উর্ব্বরা এবং গোধূম, যব, রাই প্রভৃতি নানাবিধ শস্য উৎপন্ন করে। কেবলমাত্র জিলণ্ড দ্বীপে ফল শাকাদি উৎপন্ন

হয়। প্রতিবৎসর প্রায় ২০০০০ হইতে ২৫০০০ অশ্ব বিদেশে প্রেরিত হয়। প্রধানতঃ দুগ্ধের জন্যই লোকে গোমেষাদি প্রতিপালন করে। খাড়ী ও নদী সকলে মৎস্য প্রচুর। অনেক স্থানে মাছ ধরিবার আড্ডা আছে, ঐ সকল হইতে বিস্তর আয় হয়। শুক্তিও বিস্তর উত্তোলিত হয়; কিন্তু উহা রাজার একচেটিয়া। জটলণ্ডের উত্তরভাগে বহুসংখ্যক কড মৎস্য পাওয়া যায়। ইহা হইতে কড-লিভার অয়েল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তিমিও পাওয়া যায়। ডেন্মার্কে আকরিক বিরল। বর্ণহোলম্ দ্বীপে পাথরিয়া কয়লা অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। কাষ্ঠও স্বচ্ছল নহে।

এখানে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। শস্য, মাখন, পনির, লবণাক্ত মাংস, মদ্য, ছাগ, মেষ, অশ্বগবাদি পশু, চর্ম্ম, চর্ব্বি, লোম এবং নানাবিধ মৎস্য, কড, তিমি প্রভৃতির তৈলাদি বিদেশে প্রেরিত হয়। আমদানীর মধ্যে কার্পাস ও রেসমবস্ত্র, লৌহ, নানাবিধ কলকব্জা, মস্য, ফল, চা, তামাক, কাফি, কড়িকাঠ ইত্যাদি প্রধান।

ডেন্মার্কের সৈন্যসংখ্যা ৫০,৫২২ জন, প্রয়োজন মত ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারে। ৩৭টী যুদ্ধ জাহাজ ও তাহাতে ২২৭টী কামান এবং ১২৭০ জন সৈন্য ও কর্ম্মচারী আছে।

ডেন্মার্কের রেলপথের পরিমাণ প্রায় ১২০৮ মাইল এবং টেলিগ্রাফ-তার ৬৬৮৯ মাইল।

রাজ্যের আয় ১৮৮৯-৯০ খৃঃ অব্দে ৩১৯২,০০০০৲। ডেন্মার্কে বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত অতিশয় উত্তম। এইস্থানের বিশ্ববিদ্যালয় গুলি বিশেষ বিখ্যাত। ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসরের মধ্যে বালকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে প্রত্যেক অভিভাবকই বাধ্য। ডেন্মার্কের সকল বিদ্যালয়ই রাজার অধীন।

ডেন্মার্কের রাজাদিগকে লুথার-সংস্কৃত খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু প্রজাগণ ইচ্ছানুসারে যে কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে লুথারের সংস্কার ডেন্মার্কে প্রবেশ করে। এই রাজ্যে ৯ জন বিশপ আছেন। বিশপদিগকে রাজা স্বয়ং মনোনীত করেন। তাঁহাদের শাসন সম্বন্ধীয় ক্ষমতা নাই।

ডেন্মার্কের ভিন্ন ভিন্ন সহরে ও নগরে অনেকগুলি বিচারালয় আছে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বিচারালয় কোপেনহেগন নগরে অবস্থিত। কোর্ট অব কনসিলিয়েসন্ (Court of Conciliation) নামক আদালতে সর্ব্ব প্রথম অভিযোগ উপস্থিত করিতে হয়। নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এই রাজ্যে বংশানুক্রমিক রাজ-নিয়োগ প্রচলিত ছিল না। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে তৃতীয় ফ্রেডারিকের রাজত্বকালে রাজ্যশাসন ক্ষমতা বংশানুগত হয়। সেই অবধি রাজা নিজ ইচ্ছানুসারে শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অনেকে অসন্তুষ্ট হওয়ায় ১৮৩১ খৃঃ অব্দে জটলণ্ড ও দ্বীপগুলি শাসন করিবার জন্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী সভা গঠিত করিলেন। ইহাতে কার্য্যের অতিশয় বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। অবশেষে রাজা ৭ম ফ্রেডারিক কর্তৃক ডেন্মার্কের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী বদ্ধমূল হইল। প্রজাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয় এবং এই প্রতিনিধিগণ মন্ত্রীসভায় আসন গ্রহণ করেন্। এই জাতীয় সভা দুই ভাগে বিভক্ত ;—Folksthing and Landsthing। এই দুই সভা কতকাংশে বৃটীশ পার্লামেন্টের House of Commonsএর সমতুল্য।

ডেন্মার্কে রাজার দেহ অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রাজ্যের কোন রূপ বিশৃঙ্খলার জন্য মন্ত্রীগণই দায়ী।

রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণকে রাজা কাউণ্ট এবং ব্যারণ এই দুই প্রকার উপাধি দিয়া থাকেন; কিন্তু উপাধিহীন প্রাচীন বংশীয় লোকগণই সাধারণের নিকট অধিকতর মান্য প্রাপ্ত হন। উপনিবেশ শাসন করিবার জন্য রাজার অধীনে শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হয়। রাজার একটী মন্ত্রীসভা আছে। এই সভা রাজা, তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী ও ৮ জন সভ্য দ্বারা গঠিত।

দিনেমারগণ অতিশয় বলিষ্ঠ; ইহাদের আকৃতি খর্ব্ব নহে। ইহাদের দেহের বর্ণ পরিষ্কার, চক্ষু নীলবর্ণ এবং কেশ পাতলা। ইহারা সহজে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয় না; কেহ ইহাদের স্বত্ব অধিকার করিলেও সহজে তাহাকে বাধা দেয় না। কিন্তু ইহারা অতিশয় সাহসী এবং স্বদেশের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে ইহারা অণুমাত্রও কুণ্ঠিত নহে। ডেন্মার্কের সকল শ্রেণীর লোকই অতি যত্নের সহিত মৃতের কবর রক্ষা করে। ইহারা ফুল অতিশয় ভালবাসে। ইহাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান প্রশংসার্হ।

সিমরি (Cymri)-গণই ডেন্মার্কের আদিম নিবাসী। তৎপরে অডিনের অধীনে গথগণ আসিয়া এইস্থানে বাস করে। এইকালে ডেন্মার্ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং অধিবাসীগণ জলদস্যুতা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। অধিবাসীগণ বিনডার (Bœnder) এবং ট্রেল (Trælle) এই দুই শ্রেণীতে পরিচিত হইত। শেষোক্তগণ ভূমিকর্ষণ, শিকার প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। এইকালে স্ত্রীলোকগণ পুরুষের সমকক্ষ বিবেচিত হইত। রোম-সাম্রাজ্যের

অবনতিকালে ইহারা ইংলণ্ড প্রভৃতিদেশে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। ৮২৬ খৃঃ অব্দে ডেন্মার্কের রাজা হারাল্ড ক্লাক (Harold Klak) জর্ম্মণিদেশ হইতে অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন। এই সময়ে উক্ত রাজা অন্সগেরিয়াস্ কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু প্রজাগণ খৃষ্টধর্ম্মকে অতিশয় ঘৃণা করিত। ১০৪২ খৃঃ অব্দে এসট্রিডসন রাজা হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হেতু ডেন্মার্ক ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল। তৃতীয় ভলডেমারের রাজত্বকালে দিনেমারদিগের জাতীয় বিধিব্যবস্থা সংগৃহীত হইয়া প্রচারিত হইল। ১৩৭৬ খৃঃ অব্দে ভলডেমারের কন্যা মারগারেট সমস্ত স্কন্দনাভিয়ার রাজ্ঞী হইলেন; কিন্তু ১৪১২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজ্য কএকটী পুনরায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে ক্রিষ্টফার ডেন্মার্ক শাসন করিতে লাগিলেন। ১৪৪৮ অব্দে ১ম খৃষ্টিয়ান ডেন্মার্কের এবং ১৫২৩ অব্দে ১ম ফ্রেডারিক নির্ব্বাচনানুসারে ডেন্মার্ক ও নরওয়ে এই যুক্ত রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিলেন। ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে ৪র্থ খৃষ্টিয়ান রাজা হইয়া ডেন্মার্ককে অতিশয় ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিলেন। কিন্তু উচ্চবংশীয়গণ প্রতিকূল আচরণ করায় ডেন্মার্ক শীঘ্রই নিজ অধিকার হারাইল। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে Arve-Envold's Regiering's Akt অনুসারে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। ইহার পর প্রায় এক শতাব্দী কৃষকগণ অতিশয় অধীনতা সহ্য করিতে লাগিল। ৭ম খৃষ্টিয়ানের সময় ডেন্মার্কের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহারং রাজত্বকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত ও গবর্মেণ্টের অব্যাহত ব্যবসা রহিত হয়। নেপোলিয়ানের সহিত মিলিত হইয়া য়ুরোপীয় অপরাপর রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সর্ব্বদা যুদ্ধ করায় ডেন্মার্ক প্রায় দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮০৭ খৃঃ অব্দে নেল্‌সন দিনেমারদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পর ভিয়েনা সন্ধি অনুসারে ডেন্মার্ক রাজ্য হইতে নরওয়ে সুইডেনের সহিত সংযোজিত হইল। বহুপূর্ব্ব হইতেই রাজ্য লইয়া জর্ম্মণবাসীদিগের সহিত দিনেমারদিগের শত্রুভাব ছিল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এই শত্রুভাব প্রকাশ্যযুদ্ধের অবতারণা করিল। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে দিনেমারগণ জয়লাভ করিলে উভয় রাজ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। ডেন্মার্কের প্রজাগণ রাজার নিকট হইতে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখন সুখে বাস করিতেছে। কিন্তু ডেন্মার্কের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হইতে এখনও অসন্তোষভাব দূরীভূত হয় নাই। ডেন্মার্কের বর্ত্তমান রাজার নাম ৯ম খৃষ্টিয়ান্।

ডেবরা (দেশজ) স্ফীত, উন্নত।

ডেবরি (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

ডেরা (দেশজ) কিছুদিনের জন্য কোনস্থানে বাস করা, আড্ডা।

ডেলা (দেশজ) মাটির চাপ, ভাঙ্গা ইট।

ডেলাভাঙ্গামুগুর (দেশজ) মাটির চাপ বা খোওয়া ভাঙ্গিবার মুগুর। (Harrow)

ডেহরিয়া, কাশীপ্রদেশের পূর্ব্বভাগে কর্ম্মনাশা নদীকূলে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডের মতে এখানে পূর্ব্বকালে তাড়কারাক্ষসী বাস করিত। রামচন্দ্র তাহাকে বিনাশ করিলে তাহার অস্থিগুলি কালক্রমে মাটি হইয়া যায়। (ভ° ব্রহ্ম° ৫৮ অঃ)

ডেহুয়া (দেশজ) ডেও, মাদার।

ডোকরা (দেশজ) লক্ষ্মীছাড়া, ইহা প্রায় ইতর লোকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ডোকরান (দেশজ) ১ ভয় পাইয়া অস্ফুট স্বরে রোদন করা। ২ দুগ্ধপোষ্য বালকের উচ্চহাস্য।

ডোক্‌লা (দেশজ) উদরম্ভরি, পেটুক।

ডোগ (দেশজ) এক প্রকার মাছ।

ডোঙ্গা (দেশজ) তালবৃক্ষ বা কলার বাল্‌দো-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র তরি।

ডোড়িকা (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ, হিন্দী করেরুআ। [ডোড়ী দেখ।]

ডোড়ী (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—জীবন্তী, শাকশ্রেষ্ঠা, সুখালুকা, বহুবল্লী, দীর্ঘপত্রা, সূক্ষ্মপত্রা, জীবনী। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন, কফ, বাত, কণ্ঠাময়, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক এবং রুচিকর। (রাজনি°)

ডোম, ভারতবর্ষের নীচশ্রেণীর জাতিবিশেষ। এই জাতি বহু স্থানে বিস্তৃত ও নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। বেহারের মগহিয়া ডোমগণ বলিয়া থাকে যে, একদিন মহাদেব এবং পার্ব্বতী সমস্ত জাতিকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ডোমদিগের আদিপুরুষ সুপচ ভকত সকলের শেষে নিমন্ত্রণ স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, অন্যান্য জাতীয় লোকদিগের আহার শেষ হইয়াছে। তাহার অতিশয় ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে সকলের ভুক্তাবশিষ্ট একত্র করিয়া ভোজন করিল। উপস্থিত সকলেই তাহার এই কার্য্যের অতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহাকে জাতিচ্যুত করা হইল। বেহারের যে কোন ভিক্ষোপজীবী ডোমকে তাহার জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাওয়া যায় যে, সে 'জুটা-খাই' অর্থাৎ উচ্ছিষ্টভক্ষক। কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে ডোমদিগের নিকট তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এই প্রবাদটী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

ইহারা বলে বাগ্দী জাতীয় নেটশ্রেণীর পুরুষের ঔরসে ও চণ্ডাল জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে কালুবীরের জন্ম হয়। [ভম দেখ।] সেই কালুবীর এই সমস্ত ডোমশ্রেণীর আদিপুরুষ। কালুবীরের প্রাণবীর, মনবীর, বাণবীর ও শাণবীর এই চারিপুত্র হইতে আঙ্কুরিয়া, বিশতলিয়া, বাজুনিয়া এবং মগহিয়া এই চারি শ্রেণীর ডোম উৎপন্ন হইয়াছে। ধাকালদেশিয়া কিংবা তপসপুরিয়া ডোমগণও কালুবীরকে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া থাকে। ইহারা অপরের মৃতদেহ স্থানান্তর করে ও চিতা কাটে। এই ডোমগণের এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহাদেব কালুবীরের এক পুত্রকে গঙ্গা হইতে জল আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। এই ব্যক্তি গঙ্গাতটে আসিয়া দেখিল যে কএকজন লোক একটী মৃতদেহ দগ্ধ করিবার জন্য তথায় আনয়ন করিয়াছে। তখন সে মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগের নিকট অর্থ লইয়া মাটি কাটিয়া একটী চিতা প্রস্তুত করিয়া দিল। ফিরিয়া আসিলে মহাদেব তাহাকে অভিশাপ দিলেন যে, সে এবং তাহার বংশধরগণ চিরকাল মৃতদেহ সৎকারাদি করিয়া কালযাপন করিবে। ডোমদিগের স্ত্রীলোকগণ ধাত্রীর কার্য্য করায় তাহারা 'দাই' নামে উক্ত হইয়া থাকে, এই শ্রেণীর পুরুষগণ মজুরি করে। এক শ্রেণীর ডোম বাঁশ কাটিয়া চুপড়ি, ঝাঁকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহাদিগকে বাঁশফোড় বলে। ছপর প্রস্তুত করে বলিয়া এই শ্রেণীর কোন কোন ডোম ছপরিয়া নামে খ্যাত।

ডোমদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের গোত্রই অধিক প্রচলিত। সাধারণতঃ ডোমদিগের পঞ্চম পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। বেহারের মগহিয়া ডোমদিগের মধ্যে বিবাহের জন্য গোত্রের নিয়ম অতিশয় প্রবল। (১) পিতা, (২) পিতামহী, (৩) প্রপিতামহী, (৪) বৃদ্ধা প্রপিতামহী, (৫) মাতা, (৬) মাতামহী এবং (৭) প্রমাতামহী—ইহারা যে শ্রেণীভুক্ত সে শ্রেণীতে মগহিয়া ডোমগণ বিবাহ করিতে পারে না। বঙ্গদেশের ডোমগণের মধ্যে কেবলমাত্র এক মূলের স্ত্রী পুরুষের বিবাহ নিয়ম-বিরুদ্ধ। বাঁকুড়ায় অধস্তন ৩ পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না, কিন্তু ভৈয়াদি থাকিলে ৫ পুরুষের মধ্যেও বিবাহ হইতে পারে না। ২৪ পরগণাবাসী কোন ডোম সপিণ্ড স্ত্রী গ্রহণ করে না।

অন্যজাতীয় কোন লোক ইচ্ছা করিলে পঞ্চায়তকে নির্দ্দিষ্ট অর্থ ও নিকটবর্ত্তী ডোমদিগকে একটী ভোজ দিয়া ডোমজাতিভুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি ডোম শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক পঞ্চায়তের নিকট হইতে একপ্রকার দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গের ডোমগণ অতি অল্প বয়সেই তাহাদের কন্যার বিবাহ দেয়। ১০ বৎসরের অধিক বয়স্কা কোন কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিলে সমাজে কন্যার পিতার নিন্দা হয়। ইহাদের মধ্যে কন্যার পণ ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা। ঢাকাজেলার ডোমগণ বিবাহকালে আত্মীয়স্বজনাদিকে আমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হইলে বরের পিতা পুত্রকে কোলে লইয়া মরোচের মধ্যস্থলে উপবেশন করে এবং কন্যার পিতাও কন্যাকে লইয়া বরের সম্মুখে উপবিষ্ট হয়। কন্যার পিতা ৭ পুরুষের এবং বরের পিতা ৩ পুরুষের নাম উচ্চারণ করে। তৎপরে তাহারা ঈশ্বরকে এই ব্যাপারে সাক্ষী করে এবং বরের পিতা কন্যার পিতাকে তাহার কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছে কি না এই কথা জিজ্ঞাসা করে। কন্যার পিতা সম্মতিসূচক উত্তর দিলে বর কন্যার কপালে সিন্দূর দেয়। এইরূপে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ২৪ পরগণার ডোমগণ বিবাহকালে বিবাহসভার মধ্যস্থলে একপাত্র গঙ্গাজল রাখে। এই পাত্রের উপর বর ও কন্যা উভয়ের হস্ত স্থাপিত করে। ধর্ম্মপণ্ডিত মন্ত্রাদি পড়িলে অবশেষে বর ও কন্যা পরস্পরের পুষ্পমালা বদল হয়। বিবাহের পূর্ব্বে দুর্গা, মহাদেব, গণেশ প্রভৃতি দেবতা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।

ডোমদিগের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। বিধবার সহিত তাহার স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ বেহারের ডোমগণ সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করে। বস্ত্র ও সিন্দূরদানই সাঙ্গা অথবা বিধবা-বিবাহের অঙ্গ। মুর্শিদাবাদের ডোমদিগের মধ্যে পতিপত্নীপরিত্যাগ-প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু এই পরিত্যাগ পঞ্চায়তের সম্মতিক্রমে হওয়া আবশ্যক। পঞ্চায়ত 'যাও' বলিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। উত্তর ভাগলপুরে স্বামী কতকগুলি খড় লইয়া সকলের সাক্ষাতে দ্বিখণ্ড করিলে বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। মুঙ্গেরে ২য় স্বামী সকলকে ভোজন করাইবার জন্য পঞ্চায়তকে একটী শূকর দেয়। যদি কেহ কোন স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করে, তবে পূর্ব্বস্বামীকে ৯টী টাকা দিলেই সে সমাজ হইতে মুক্তি পায়।

ডোমদিগের পঞ্চায়তগণের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি আছে; যথা, সরদার, প্রধান, মণ্ডল, মরার, গোরৈত, কবিরাজ। এক ব্যক্তির সন্তানগণই উত্তরাধিকারীক্রমে পঞ্চায়ত নাম লাভ করে। প্রতি পঞ্চায়তের অধীনে এক এক জন ছড়িদার থাকে।

ডোমদিগের ধর্ম্মের শৃঙ্খলা নাই। বিভিন্ন প্রদেশীয় ডোমদিগের ধর্ম্মপ্রণালীর সামঞ্জস্য দেখা যায় না। ইহাদিগের

কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত না থাকায় ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়াছে। ভাগিনেয়-গণই সচরাচর পুরোহিতের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। যদি ভাগিনেয় অথবা ভাগিনেয়-সম্পর্কীয় কোন লোক না থাকে, তবে পরিবারের কর্ত্তা মন্ত্রাদি পাঠ করে। বঙ্গদেশে বাঁকুড়া জেলায় দেঘরিয়া এবং অন্যান্য জেলায় ধর্ম্মপণ্ডিত নামে অভিহিত ডোমগণ দ্বারা পুরোহিতের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ইহাদের পদ পুরুষানুক্রমিক। অঙ্গুলিতে তাম্র অঙ্গুরি দ্বারা ইহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। সাঁওতাল পরগণার নাপিতগণ পৌরোহিত্য করে।

বাঁকুড়া ও পশ্চিমবঙ্গের ডোমগণ অনেকাংশে বৈষ্ণব। কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণ ব্যতীত ধর্ম্মরাজও ইহাদিগের প্রধান উপাস্য। ইহারা ভাদু এবং বাজুনিয়াগণ দুর্গাপূজাকালে ঢাক-পূজা করিয়া থাকে। মধ্যবঙ্গের ডোমগণ একান্ত কালীভক্ত। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক ডোম শোভন-ভকতকে গুরুরূপে পূজা করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার মহারাজ হরিশ্চন্দ্র হইতে তাহাদিগের উৎপত্তি উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে হরিশচন্দী বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদিগের মতে, হরিশ্চন্দ্র যথাসর্ব্বস্ব বিশ্বামিত্রকে দান করিয়া পরে এক ডোমের নিকট দাসত্ব স্বীকার করেন। ডোমের সদয় ব্যবহারে হরিশ্চন্দ্র অতিশয় প্রীত হইয়া সমস্ত জাতিকে তাঁহার নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন; তদবধি ডোমগণ ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গে শ্রাবণিয়া পূজা ডোমদিগের প্রধান উৎসব। এই উৎসব শ্রাবণ মাসে সম্পন্ন হয়। তৎকালে একটী শূকর বলি দিয়া একটী পাত্রে উহার শোণিত ও অপর একটী পাত্রে দুগ্ধ এবং তিন পাত্র সুরা নারায়ণকে উৎসর্গ করা হয়। ভাদ্র কৃষ্ণনিশিতেও ঐরূপ একদিন একপাত্র দুগ্ধ, চারিপাত্র সুরা, একটী নারিকেল, এবং গাঁজা-কলিকা হরিরামকে উৎসর্গ করিয়া পরে শূকরবলি দিয়া উৎসব করে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র একটী প্রথা ছিল। সূর্য্য বা চন্দ্র-গ্রহণ সময়ে প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ বহির্দ্বারে কয়েকটী তাম্রমুদ্রা রাখিত, উহা ডোমদিগেরই প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি গ্রহাচার্য্যগণ উহা লইয়া থাকে। রিশ্‌লি সাহেব অনুমান করেন, এই প্রথাদ্বারা প্রতীত হয় যে ডোমগণ পূর্ব্বে অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি ভূতোপাসক অনার্য্য জাতিদিগের পুরোহিত ছিল।

বেহারের ডোমগণ বাঙ্গালার ডোমদিগের অপেক্ষা হিন্দু-য়ানিতে অনেক পশ্চাৎপদ। ইহারা মহাদেব, কালী, গঙ্গা, প্রভৃতির সময় সময় পূজা করিলেও শ্যামসিংহ, রক্তমালা, গোহিল, গোরৈয়া, বন্দী, লোকেশ্বর, দিহবার প্রভৃতি ইহাদের অগণ্য দেবতা আছে। ইহাদের মধ্যে শ্যামসিংহকে অনেকে ইহাদের আদিপুরুষ বলিয়া অনুমান করেন। শ্যামসিংহই ইহাদের প্রধান দেবতা, দারভঙ্গের দেওধা নামক স্থানে ইহার এক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যান্য দেবতা সকলের বিবরণ এবং আকার প্রকার ডোমদিগের ধর্ম্মজ্ঞানের ন্যায় অস্পষ্ট। বিবাহ, উৎসব কিংবা মারীভয় উপস্থিত হইলে ডোমগণ মৃত্তিকা দ্বারা পিণ্ডাকৃতি কতকগুলি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শূকরবলি দিয়া তাহাদিগের উপাসনা করে। গ্রামের প্রান্ত-ভাগে একটী গৃহে কিংবা তরুতলে ঐ সমস্ত পূজাদি সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য, ঐ সকল ঠাকুরের সংখ্যা ও উৎপত্তি-বিবরণ অসংখ্য। কোন ব্যক্তি নিজ কার্য্য, মৃত্যু বা অপর কারণে বিখ্যাত হইলে ডোমগণ তাহাকেই ঠাকুর বলিয়া উপাসনা করে। শ্যামসিংহও সম্ভবতঃ এইরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। গয়ার নিকটস্থ মগহিয়া ডোমগণ বিখ্যাত ডাকাইত। কেহ ডাকাইতি করিতে বাহির হইলে তাহার মঙ্গলার্থ সন্‌সারিমাই দেবীর পূজা করিত। অনেকে অনুমান করেন, এই দেবী কালীরই নামভেদ মাত্র, আবার অনেকে বলেন, ইহা পৃথিবী। এই দেবীর উপাসনার জন্য প্রতিমূর্ত্তি প্রয়োজন হয় না। গৃহমধ্যে সার্দ্ধ বিঘত পরিমিত স্থানে গোময়-জলে একটী মণ্ডলী করিয়া উপাসক ঐ মণ্ডলীর সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করে এবং দক্ষিণহস্তে ডোম-দিগের বিখ্যাত কাটারি লইয়া তদ্দ্বারা বামবাহুতে একস্থানে কর্ত্তন করে। পরে অঙ্গুলী দ্বারা ঐ রক্ত ৪।৫ ফোঁটা লইয়া মণ্ডলীর মধ্যে চিহ্নিত করিয়া দেয় এবং মৃদুস্বরে দেবীর নিকট প্রার্থনা করে যেন ঐ রাত্রি খুব অন্ধকারময় হয়, যেন তাহার চৌর্য্যলব্ধ ধন প্রচুর হয় এবং যেন সে কিংবা তাহার অনুচরবর্গের কেহ ধরা না পড়ে।

অনেকের বিশ্বাস ডোমগণ মৃতদেহের অগ্নিসৎকার বা গোর কিছুই করে না, তাহারা নিশিযোগে মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া সন্নিহিত নদীতে ভাসাইয়া দেয়। যাহা হউক, এই ভীষণ ধারণা নিতান্ত অমূলক, সম্ভবতঃ ডোমদিগকে পূর্ব্বে রাত্রিযোগেই মৃতসৎকার করিতে বাধ্য করায় ঐরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ঢাকাপ্রদেশে ডোমগণ মৃতদেহ নদীতে ভাসাইয়া দেয়; সম্ভ্রান্ত হইলে তাহার দেহ সমাহিত করা হয়। সম্প্রতি অধিকাংশ স্থানেই দাহ করিবার প্রথা প্রচ-লিত হইয়াছে। মৃতের সৎকার সম্পন্ন হইলে সকলে স্নান করিয়া, ক্রমান্বয়ে লৌহ, প্রস্তর ও শুষ্ক-গোময় স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হয়, এবং মৃতের প্রেতাত্মার উদ্দেশে অন্ন ও মদ্য উৎসর্গ

করে। ৯ দিন পর্য্যন্ত কেহ মৎস্য বা মাংস খায়না। ১০ম দিবসে শূকরমাংস ভোজন ও মদ্যাদি পান করিয়া উৎসব করে। পশ্চিমবঙ্গ ও বেহার প্রদেশে ডোমগণ সচরাচর মৃতের অগ্নিসৎকার করে; কচিৎ পুতিয়া ফেলা হয়। তবে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে মরিলে কিংবা ৩ বৎসরের অনধিকবর্ষবয়স্ক হইলে পুতিয়া ফেলে। তথায় স্থানে স্থানে ১১শ ১২শ বা ১৩শ দিবসে মৃতের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়।

সকল হিন্দুই ডোমদিগকে অতিশয় ঘৃণা ও ভয়ের সহিত নিরীক্ষণ করেন। ইহাদের আচার ব্যবহার, খাদ্য প্রভৃতি এতই জঘন্য যে, হিন্দুগণ ইহাদের ছায়া স্পর্শ করিলেও আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করেন। আবার ডোমদিগের কার্য্য যেরূপ নৃশংস, তদ্দ্বারা সকলের বিশ্বাস ইহারা দয়া মায়া লেশশূন্য। ইহাদের পান দোষ ও চরিত্রদোষ অতিশয় প্রবল। ইহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলে; ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চিত রাখেনা। এইরূপ প্রবাদ যে, ঢাকার কোন নবাব জল্লাদের কার্য্য করিবার জন্য একজন ডোমকে তথায় আনাইয়াছিলেন। ঢাকার ডোমগণ সকলেই এই ব্যক্তির সন্তান। ফাঁসি দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রায় প্রতি জেলায় একজন ডোম নিযুক্ত আছে। যখন দণ্ডিত ব্যক্তিকে ফাঁসি দেয়, তখন সেই ডোম দোহাই মহারাণী বা দোহাই জজসাহেব বলিয়া চীৎকার করে। ইহারা মনে ভাবে যে, এইরূপ করিলেই বুঝি পাপ হইতে মুক্তি হয়।

ডোমগণ শ্মশানঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। ডোমগণের সাহায্য ব্যতিরেকে কাশীতে মৃতদেহ সৎকারের বিশেষ অসুবিধা হয়। ইহারা প্রথমে চিতা সজ্জিত করিয়া দেয়। অগ্নি, খড় প্রভৃতিও ইহারা আনয়ন করে। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগের নিকট হইতে অবস্থানুসারে কিছু অর্থ লয়। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের দাহঘাটে অনেক ডোম নিযুক্ত আছে।

সকল ডোমই শ্মশানঘাটের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেনা; কিন্তু মৃতদেহ সৎকারের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কার্য্য যে তাহাদের জাতীয় ব্যবসায় ইহা সকলেই স্বীকার করে। খাদ্য সম্বন্ধে ইহাদের বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইহারা শূকর, অশ্ব, কুক্কুট, হংস, মূষিক প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করে। কোন কোন দেশের ডোমদিগের মধ্যে গোমাংসও চলিত আছে।

ডোমেরা ধোপার স্পৃষ্ট দ্রব্য খায়না। এই সম্বন্ধে একটী গল্প শুনা যায়। একদিন ডোমদিগের আদিপুরুষ সুপত ভকত অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দূরদেশ হইতে গৃহাভিমুখে আসিতেছিল। পথিমধ্যে সে গর্দ্দভপৃষ্ঠে কতকগুলি কাপড় বোঝাই করিয়া জনৈক ধোবাকে যাইতে দেখিল এবং তাহার নিকট কিছু খাদ্য ও একটু জল চাহিল। ধোবা তাহাকে কিছুই দিলনা; পক্ষান্তরে তাহাকে কটু কথা বলায় সে প্রহারপূর্ব্বক ধোবাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার গর্দ্দভটীকে মারিয়া এবং সেই স্থানেই তাহার মাংস রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিল। ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে গর্দ্দভহত্যার জন্য তাহার মনে অতিশয় অনুতাপ হইল। ধোবাই এই পাপকার্য্যের মূল দেখিয়া ধোপা জাতিকে অতিশয় ঘৃণার্হ বিবেচনা করিতে লাগিল। সেই অবধি কোন ডোমই ধোপার বাড়ীতে অথবা ধোপার স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না। বীরভূমবাসী অঙ্কুরিয়া এবং বিশভেলিয়া ডোমগণ ঘোড়া ধরেনা বা কুকুর মারে না। ইহারা কাঠের বাঁট লাগান দা ব্যবহার করেনা। এই দেশবাসী ডোমগণ কুকুরহত্যা করেনা বটে, কিন্তু প্রায় সকল সহরের ডোমগণ কুকুর হত্যা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে।

ঝাঁকা, চুপড়ি, দড়মা প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ডোমদিগের জাতিগত ব্যবসা। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের রাইয়তি স্বত্ব নাই; ইহারা প্রায়ই স্থান পরিবর্ত্তন করে। মানভূম জেলার দক্ষিণাংশে শিবোত্তরগুলি ডোমদিগের অধিকারভুক্ত। বাজুনিয়া ডোমগণ বিবাহকালে বাদ্যাদি করে। ইহাদের স্ত্রীলোকগণ স্বজাতীয়দিগের বিবাহকালে গানবাদ্য করিয়া থাকে। কাহারও মতে, চৌর্য্যবৃত্তিই চম্পারণের মগহিয়া ডোমদিগের ব্যবসায়। এই শ্রেণীর ডোম অধিকদিন একস্থানে থাকেনা। ইহারা কোন পল্লিগ্রামে রাস্তার নিকট সিরকি বাঁধে এবং তথায় চৌর্য্যবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। মগহিয়া ডোমদিগের প্রত্যেকেই চোর নহে। গয়াবাসী মগহিয়াগণ বাঁশ ও কৃষিকার্য্য দ্বারা কালযাপন করে।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম এখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ডোমগণ বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি বলেন, ডোমগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব স্বীকার করেনা, ধর্ম্ম-পুরোহিতশ্রেণীর ডোমগণ কর্ত্তৃক তাহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হয়। বুদ্ধদেবের একটী নাম ধর্ম্মরাজ। সর্ব্বপ্রথমে কালুডোম ধর্ম্মরাজের পৌরোহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঘনরামের পুস্তকে লিখিত আছে, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল মহামদকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহামদ রঞ্জাকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। ধর্ম্মরাজ রঞ্জাকে বিশেষ ভালবাসিতেন, মহামদ তাহার ভাগিনেয়

রাজার পুত্র লাউসেনকে বিবিধ উপায়ে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজের প্রিয়পাত্র হওয়ায় লাউসেনের কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। মহামদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি লাউসেনকে যুদ্ধার্থ কামরূপ এবং উড়িষ্যায় পাঠাইলেন। ধর্ম্মরাজের অনুগ্রহে লাউসেন প্রতিকার্য্যেই কৃতকার্য্য হইলেন। মহামদ অবশেষে নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্বীয় ভাগিনেয়কে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্য ও শূকর মাংস ভক্ষণের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লাউসেনের প্রিয় সেনাপতি কালুডোমকে ধর্ম্মরাজের পুরোহিত করা হইল। ধর্ম্মপাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য বোধহয় বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম-রাজপূজার সৃষ্টি ধর্ম্মপালের সময়েই হয়। সেই পূজা এখনও প্রচলিত আছে। জৈন ও বৌদ্ধগণের ন্যায় ডোমগণও পক্ব দ্রব্য দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করে না। ডোমগণ প্রায়ই শূকরের মাংস দ্বারা ধর্ম্মরাজের উপাসনা করে। ধ্যানের মন্ত্র শুনিলে ধর্ম্মরাজকে বুদ্ধদেব বলিয়াই প্রতীতি হয়। মন্ত্রটী এই ;—

"যস্যান্তো নাদি মধ্যো ন চ করচরণং নাস্তি কায়নিদানম্।
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্মঝ যস্য (?)
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনহিতং সর্ব্বলোকৈকনাথম্
তত্ত্বং তং চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু বঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ॥"

এই মন্ত্রটী সম্যক্ আলোচনা করিলে বুদ্ধদেবের রূপই মনোমধ্যে উদিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন যে, শূকর-বলি ও ধ্যানহেতু ধর্ম্মরাজপূজা বৌদ্ধধর্ম্মানুগত নহে বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে এ সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়। ভোট-দেশীয় তারানাথের পুস্তকে লিখিত আছে, রামপালের রাজত্বকালে বিরূপ আবির্ভূত হন। তিনি ধর্ম্মপাল নামেও খ্যাত ছিলেন। ধর্ম্মপালের শিষ্যের নাম কাল-বিরূপ, কাল-বিরূপের প্রধান শিষ্যের নাম বিরূপহেরুক। ইনি ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। ইনি আচার্য্য কালবিরূপের নিকট দীক্ষিত হন; পরে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য ভবিষ্যবাণী অনুসারে ডোমজাতিয়া পদ্মাবতী নাম্নী কোন রমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করেন। ইহাতে প্রজাগণ তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিল। রাজা ডোমনীর সহিত বনে যাইয়া ব্রত রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সিদ্ধ হইয়া ডোমরাজা বা ডোমাচার্য্য নামে পরিচিত হইলেন। পরে একদা ত্রিপুরা রাজ্যে অতিশয় বিপৎপাত উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি ধর্ম্মনামক বৌদ্ধ-তান্ত্রিকমত প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহার শিষ্য হইল। ডোমাচার্য্যের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া রাঢ় দেশের রাজা তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে অনেকেই তাহাকে মান্য করিতে আরম্ভ করিল। ধর্ম্ম উপাসনাও বৃদ্ধি পাইল। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষকালে ধর্ম্ম উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মরাজের অর্চ্চনা বৌদ্ধ উপাসনার তান্ত্রিক আকৃতি। এই উপাসনা-প্রণালী হাড়ি, ডোম, পোদ প্রভৃতি অন্ত্যজদিগের মধ্যে আবদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষাবস্থায় বুদ্ধ এবং বোধি-সত্ত্বদিগের উপাসনা পরিত্যক্ত এবং দিক্‌পাল, ধর্ম্মপাল প্রভৃতির পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। *

অনেকের মতে ডোমগণ ভারতের আদিম নিবাসী অনার্য্য জাতির এক শ্রেণী। ইহাদের আকৃতি দেখিলেও কতকটা তাহাই বোধ হয়। মগহিয়া ডোমগণের আকৃতি ক্ষুদ্র, বর্ণ কৃষ্ণ, কেশ দীর্ঘ এবং চক্ষু অনার্য্যবৎ। পূর্ব্ববঙ্গের ডোম-দিগের চুল কাল এবং লম্বা; কিন্তু তাহাদিগের গাত্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত কটা। কেহ কেহ বলেন, ডোমগণ দ্রাবিড় শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সকলে একমত নহেন। যাহা হউক, বহু শতাব্দী হইতে ডোমগণ অতিশয় হীন ও ঘৃণিত কার্য্য করিয়া কালযাপন করিতেছে। ইহাদের আচার ব্যবহার আজকাল ক্রমেই উৎকর্ষ-প্রাপ্ত হইতেছে।

এই জাতি অস্পৃশ্য, ভ্রমবশতঃ যদি ইহাকে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে স্নান করিয়া ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করিতে হয়। "স্পৃষ্ট্বা প্রমাদতঃ স্নাত্বা গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ।"
(মৎস্যসূক্ত ৩৯ পটল)

ডোমচালুয়া (দেশজ) ধুমবর্ণবিশিষ্ট এক প্রকার নিকৃষ্ট চাউল।

ডোমচিল (দেশজ) এক প্রকার চিল।

ডোমনগড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত গোরখ্‌পুর জেলার একটী প্রাচীন দুর্গ। এই দুর্গ গোরখ্‌পুর নগরের প্রায় ১॥ মাইল উত্তরপশ্চিমে রোহিন ও রাপ্তি নদীদ্বয়ের সঙ্গমের সন্নিকটে অবস্থিত। এই দুর্গের অবস্থান স্বভাবতঃ দুর্গম। ইহার উত্তরপশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে রোহিন নদী, দক্ষিণে রাপ্তিনদী, উত্তরপূর্ব্ব, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে ককরাহয়া নালা। বর্ষাকালে ইহার প্রায় চতুর্দ্দিক্ই স্বাভাবিক পরিখা-পরিবৃত থাকে। এখনও সহজে ইহাকে সুদৃঢ় দুর্গে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। ইহা পূর্ব্বে একটী দুর্জ্জয় দুর্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল সন্দেহ নাই। এখন দুর্গের ভগ্নাবশেষমাত্র আছে। ভগ্নস্তূপের উপর ইংরাজদিগের একটী

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1895, p.68.

আবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। গোরখপুর হইতে ইংরাজগণ মধ্যে মধ্যে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ তথায় গিয়া বাস করেন।

কথিত আছে, ডোমকাট্টার রাজগণ কর্ত্তৃক এই দুর্গ স্থাপিত হয়, তদনুসারেই ইহার নাম ডোমনগড় হইয়াছে। সকলের বিশ্বাস এই জাতি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইহারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ডোমরাজাদিগকে কাটিয়া রাজ্য লাভ করেন। ডোমকাট্টার নাম দ্বারাও ঐরূপ অনুমান হয়। সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস যে, ডোমনগড় অর্থাৎ ডোমদিগের দুর্গ ডোম রাজগণ দ্বারাই নির্ম্মিত। আবার অনেকের অনুমান ডোম-জাতির অধিপতিগণ ঐ দুর্গ স্থাপন করেন, বাস্তবিক তাঁহারা ডোম ছিলেন না এবং ডোমগণও এখানে রাজত্ব করেন নাই। যাহা হউক ডোমনগড়ের প্রতাপ অনেক সময় এরূপ হইয়াছিল যে, প্রায় বর্ত্তমান সমস্ত গোরখপুর এবং রাপ্তি-নদীতীরে বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার রাজ্য বিস্তৃত হয়। অনেকে অনুমান করেন, ঐ প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণ ডোম ছিল, অদ্যাপি ডোমনগড়, ডোমরি, ডোমরদার, ডোমকৈবা, ডোম্‌রা, ডোমহাট, ডোম্‌রিয়া, ডোমা, ডোমাঠ ইত্যাদি অনেক স্থানের নাম প্রাচীন ডোম অধিবাসিদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

প্রাচীন ডোমনগড়ের ভগ্নস্তূপের মধ্যে যে দুই একখান গোটা ইষ্টক পাওয়া যায়, উহাদের আকার সমচতুরস্র এবং অতি বৃহৎ ও পুরু। *

* Cunningham's Archæolo gical Survey of India, Vol. XXII. p. 65-67.

ডোমনা (যাবনিক) গ্রাম্য সঙ্গীতবিশেষ।

ডোমনী (দেশজ) ডোমদিগের স্ত্রী।

ডোম্বর, কর্ণাটকপ্রদেশের জাতিবিশেষ। [কোলাতি দেখ।]

ডোর (ক্লী) দোব রা-ড পৃষো° সাধুঃ। হস্ত প্রভৃতির বন্ধন-সূত্র, অনন্ত প্রভৃতি ব্রতে ইহা ধারণ করিতে হয়। ইহা হিন্দু স্ত্রীলোকেরা বামকরে ও পুরুষেরা দক্ষিণকরে ধারণ করিয়া থাকে। [ব্রত দেখ।]

ডোরক (ক্লী) ডোর স্বার্থে কন্। ডোর, হস্ত প্রভৃতির বন্ধনসূত্র।
"চতুর্দ্দশসমাযুক্তং কুঙ্কুমাক্তং সুডোরকম্॥" (অনন্তব্রতকথা)

ডোরডী (স্ত্রী) ডোরমিব ডয়তে ডী-ড গৌরা° ঙীষ্। বৃহতী।

ডোরা (দেশজ) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অঙ্কন, নানাবর্ণে চিহ্নিত।

ডোরাও (দেশজ) ১ ডোরা কাটা। ২ ফলবিশেষ।

ডোরিয়া (দেশজ) ডোরা কাটা।

ডোল (দেশজ) ধান্যাদি রক্ষণপাত্র, ইহা নল বা বাঁশে নির্ম্মিত হয়।

ডোলী (দেশজ) ক্ষুদ্রশিবিকা, যানবিশেষ।

ডোবা (দেশজ) ১ জলে নিমগ্ন হওয়া। ২ ক্ষুদ্র জলাশয়।

ডোবান (দেশজ) নিমজ্জিত করণ।

ডৌগুভ (দেশজ) ডুণ্ডুভ পক্ষী।

ডৌল (দেশজ) প্রকার, রকম, রূপ, ঢপ, মূর্ত্তি।

ড্যাঁপল (দেশজ) ডেও, মাদার।

ড্রেক, কলিকাতার একজন ইংরাজশাসনকর্ত্তা। যে সময় (১৭৫৬ খৃঃ অব্দে) সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময় ইনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক কলিকাতার শাসন-কর্ত্তা পদে নিযুক্ত ছিলেন।

ঢ

ঢ ঢকার ব্যঞ্জনবর্ণের চতুর্দ্দশ, এবং টবর্গের চতুর্থবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা, উচ্চারণকাল অর্দ্ধমাত্রা। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন, জিহ্বা মধ্যদ্বারা মূর্দ্ধার স্পর্শ, বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ, ঘোষ, মহাপ্রাণ।

মাতৃকান্যাসে ইহার দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে ন্যাস করিতে হয়।

ইহার লিখনপ্রণালী বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, বাম ও দক্ষিণদিকে ঊর্দ্ধ ও অধঃক্রমে একটী রেখা টানিবে, তাহার পর নিম্নে একটী কুণ্ডলী করিয়া দিবে, এই বর্ণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিত্য বিরাজিত আছেন।

"ঊর্দ্ধাধঃক্রমতো রেখা বামদক্ষিণতো গতা।
ততঃ সা কুণ্ডলীরূপা বিষ্ণ্বীশব্রহ্মরূপিণী॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

বর্ণাভিধানে ইহার বাচক শব্দ ঢক্কা, নির্ণয়, শূর, যক্ষেশ, ধনদেশ্বর, অর্দ্ধনারীশ্বর, তোয়, ঈশ্বরী, ত্রিশিখী, নব, দক্ষপাদাঙ্গুলীমূল, সিদ্ধিদণ্ড, বিনায়ক, প্রহাস, ত্রিবেরা, ঋদ্ধি, নির্গুণ, নিধন, ধ্বনি, বিঘ্নেশ, পালিনী, তক্ষধারিণী, ক্রোড়পুচ্ছক, এলাপুর, ত্বগাত্মা, বিশাখা, শ্রী, মন, রতি। (নানাতন্ত্র।) এই অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বরূপ, পরমারাধ্যা, পরা-কুণ্ডলী, পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিগুণ ও আত্মাদি সকল তত্ত্বসংযুক্ত এবং বিদ্যুল্লতাকার। (কামধেনুত°) ইহার ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ধ্যান—

"রক্তোৎপলনিভাং রম্যাং রক্তপঙ্কজলোচনাম্।
অষ্টাদশভুজাং ভীমাং মহামোক্ষপ্রদায়িনীম্॥
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইহার বর্ণ রক্তোৎপল সদৃশ, লোচন রক্তপদ্মতুল্য, ইনি অষ্টাদশভুজা, ভয়ঙ্করী ও পরমমোক্ষ প্রদায়িনী। মাত্রাবৃত্তে এই অক্ষর প্রথম বিন্যাস করিলে বিশোভা হয়। [ড দেখ।]

ঢ (পুং) ঢৌকতে শ্রবণেন্দ্রিয়ং ঢৌক-ড। ১ ঢক্কা। ২ কুক্কুর। ৩ কুক্কুর-লাঙ্গুল। ৪ নির্গুণ। ৫ ধ্বনি।

ঢক্ (দেশজ) ধাক্কা, ঠেলা।

ঢক (দেশজ) ১ পরিমাণ। ২ দ্রব্য।

ঢকঢক্ (দেশজ) দ্রবরূপে স্থাপিত বস্তুর অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

ঢকার (পুং) ঢ-স্বরূপে কার প্রত্যয়ঃ। ঢস্বরূপবর্ণ।

"ঢকারং প্রণমাম্যহং।" (কামধেনুত°)

ঢক্ক (পুং) দেশবিশেষ, চলিতকথায় ঢাকা। (ভূরিপ্র°)

ঢক্কা (স্ত্রী) ঢক্ ইতি গম্ভীরশব্দেন কায়তি-কৈ-ক টাপ্ চ। বাদ্যবিশেষ, চলিত কথায় ঢাক। পর্য্যায়—যশঃপটহ, বিজয়-মর্দ্দল। ইহা অতি প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্র, দক্ষিণমুখে দুইটী দণ্ডদ্বারা বাদিত হয়। ইহার উপর পক্ষীর পালকাদি দেওয়া থাকে। (যন্ত্রকো°)

ঢক্কানাদচলজ্জলা (স্ত্রী) ঢক্কায়া নাদ ইব চলৎ জলং যস্যাঃ বহুব্রী। গঙ্গা। (কাশীখ°)

ঢক্কারবা (স্ত্রী) ঢক্কায়া রবইব রবো যস্যাঃ বহুব্রী। তারিণীদেবী

ঢক্কারী (স্ত্রী) ঢক্ ইতি শব্দং করোতি কৃ-অণ্ গোরা° ঙীষ্। তারিণী।

"ঢক্কারবা চ ঢক্কারী ঢক্কারবরবা ঢকা।" (তারাসহস্রনামস্তো°)

ঢগণ (পুং) মাত্রাবৃত্তে ত্রৈমাত্রিক প্রস্তাববিশেষ।

ইহা তিনপ্রকার,—(।ঽ) ১ ধ্বজা, (ঽ।) ২ তাল, (।।।) ৩ তাণ্ডব।

ঢঙ্গ (দেশজ) ১ খল, শঠ, ছদ্ম, ছল। ২ বেশ।

ঢণ্টী (স্ত্রী) বাক্যভেদ।

"ঢণ্টী বাক্যস্বরূপা চ ঢকারাক্ষররূপিণী।" (রুদ্রযা°)

ঢনা (দেশজ) কৃশ, দুর্ব্বল, শুষ্ক, ম্লান।

ঢপ (দেশজ) ১ মূর্ত্তি, ধারা, প্রকার, চলন। ২ কীর্ত্তনাঙ্গ গান-বিশেষ। মধুসূদন কান নামে এক ব্যক্তি কীর্ত্তনাঙ্গে নূতন সুর মিলাইয়া এবং পূর্ব্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ঢপ প্রচলন করেন। [কৃষ্ণকীর্ত্তন দেখ।]

ঢল (দেশজ) ১ পর্ব্বতাদি হইতে নির্গত জল। ২ নিম্নস্থল।

ঢলাঢলি (দেশজ) যাহা প্রকাশ বা দেখান উচিত নয়, তাহাই করা, কেলেঙ্কারী।

ঢলান (দেশজ) ঢলাঢলি করা।

ঢলানী (দেশজ) ১ বেশ্যা। ২ যে স্ত্রী কেলেঙ্কারী করে।

ঢলক (দেশজ) আল্‌গা, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বড় হওয়া।

ঢলকন (দেশজ) আল্‌গা হওয়া।

ঢল্‌ঢল (দেশজ) ১ আল্‌গা। ২ সুন্দর বা সুশ্রী দেখান।

ঢল্‌ঢলিয়া (দেশজ) আল্‌গা।

ঢসন (দেশজ) নিঃসরণ, ভগ্ন হওন, গলন, পতন, ভাজিয়া পড়ন।

ঢসা (দেশজ) ভাজিয়া পড়া।

ঢাক (দেশজ) ঢক্কা, পটহ, বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র।

ঢাকঢেকী (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ঢাকন (দেশজ) ১ আচ্ছাদন, আবৃতকরণ। ২ লুকান।

ঢাকনা (দেশজ) আবরণ, আচ্ছাদন।

ঢাকনী (দেশজ) ১ আবরণ।

ঢাকা, ১ কমিসনরের অধীন পূর্ব্ববঙ্গের একটী বিভাগ। অক্ষা° ২১° ৪৮´ হইতে ২৫° ২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ২০´ হইতে ৯১° ১৮´ পূঃ। ইহার উত্তরে গারোপাহাড়, পূর্ব্বে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে খুলনা, যশোর, পাবনা, বগুড়া এবং রঙ্গপুর জেলা। পরিমাণফল ১৫০০০ বর্গমাইল।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ এই চারিটী জেলা উক্ত বিভাগের অন্তর্গত।

২ পূর্ব্ববঙ্গের একটী জেলা। অক্ষা° ২৩° ৬´ ৩০´´ হইতে ২৪° ২০´ ১২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৪৭´ ৫০´´ হইতে ৯১° ১´ ১০ পূঃ। ইহার উত্তরে ময়মনসিংহ জেলা, পূর্ব্বে ত্রিপুরা, দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে বাকরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং পশ্চিমের অল্লাংশে পাবনাজেলা অবস্থিত। ইহার প্রায় সব দিকেই নদী দ্বারা সীমাবদ্ধ; পূর্ব্বে মেঘনা, দক্ষিণপশ্চিমে পদ্মা এবং পশ্চিমে যমুনানদী নামক ব্রহ্মপুত্রনদের প্রধান শাখা অবস্থিত। পরিমাণফল ২৭৯৭ বর্গমাইল। ঢাকানগর ইহার সদর।

ঢাকা জেলার ভূমি সমতল; ধলেশ্বরীনদী এই সমতলের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। এই দুই ভাগের প্রকৃতি অনেকাংশে বিভিন্ন। উত্তরভাগ আবার লক্ষ্মিয়ানদী কর্ত্তৃক দুইভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগের পশ্চিমদিকের বৃহত্তর অংশে ঢাকা নগর অবস্থিত। ইহার ভূমি বন্যাজলের অপেক্ষা উচ্চ, মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর, স্থানে স্থানে কর্দ্দম ও তদুপরি গলিত উদ্ভিজ্জস্তরও দৃষ্ট হয়। লক্ষ্মিয়া-নদীর উভয়তীর উচ্চ এবং গভীর জঙ্গলপূর্ণ, স্থানে স্থানে নদীতীরের দৃশ্য অতি মনোরম। ঢাকা হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে মধুপুর জঙ্গলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় অর্থাৎ টিলা দেখা যায়, ঐ সকল টিলার উচ্চতা কোথাও ৩০।৪০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে এবং প্রায়ই তৃণ গুল্ম বা জঙ্গলাদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। এই ভূমিখণ্ডের অধিকাংশই অনুর্ব্বর এবং বন্যশ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যময়। সম্প্রতি এই বিভাগে কৃষিবিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। নগরের সন্নিকটে ঝিল ও খাল সকলের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি ধান্য, সর্ষপ, তিল প্রভৃতি উৎপাদনের উপযোগী। ঢাকার পূর্ব্বভাগ ধলেশ্বরী ও লক্ষ্মিয়া নদীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত ভূমি পঙ্কলময় এবং উর্ব্বরা। পূর্ব্বো-ত্তরখণ্ড লক্ষ্মিয়া ও মেঘনানদীর মধ্যবর্ত্তী এবং অধিকাংশ পঙ্কলময়, সুতরাং পশ্চিমস্থ খণ্ড অপেক্ষা ইহার কৃষিকার্য্যের অবস্থা অনেক উন্নত। ইহার অনেকস্থান বন্যায় প্লাবিত হয়। ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণস্থ বিভাগই জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। এই বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগ বর্ষাকালে ২ ফিট্ হইতে ১৪ ফিট্ পর্য্যন্ত বন্যার জলে আবৃত হইয়া পড়ে। এই সময়ে ঐ স্থান একটী প্রশস্ত হ্রদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম উচ্চ ডাঙ্গায় গ্রাম সকল নির্ম্মিত। বর্ষাকালে সমস্ত ভূভাগ হরিতবর্ণ ধান্যক্ষেত্রে শোভিত হয়। অধিবাসীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাদ্বারা ঐ সকল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করে। সম্প্রতি ইহাতে স্থানে স্থানে শণ পাট প্রভৃতির চাষ হইতেছে।

এই জেলায় নদীর সংখ্যা বিস্তর, বৎসরের সকল সময়েই জলপথে অধিকাংশস্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এই তিনটী বৃহৎ নদী ব্যতীত আরিয়ালখাঁ, কীর্ত্তিনাশা, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা, লক্ষ্মিয়া, মেঁদীখালী ও গাজী-খালী নামক ৭টী নদীতেও বৃহৎ নৌকাদি গতায়াত করিতে পারে। ইহাদের অধিকাংশই হয় গঙ্গা নয় ব্রহ্মপুত্রের শাখা কিংবা প্রাচীন পরিত্যক্ত নদীগর্ভ। আজিও জেলার দক্ষিণখণ্ডে নদী সকলের গর্ভ প্রায়ই বন্যার সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নদী সকলের মধ্যে হিল্‌সামারী, বাঁশী, তুরাগ, টুঙ্গী, বালু ও ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন স্রোত প্রধান। ঐ নদীতেই জোয়ারের প্রভাব লক্ষিত হয়। ঢাকার নিকটস্থ বুড়ীগঙ্গায় জোয়ার ২ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। অনেক স্থানে নদী সরিয়া গিয়া বিস্তীর্ণ ঝিল অর্থাৎ জলা উৎপন্ন হইয়াছে। এক নদী হইতে অন্য নদীতে যাইবার নিমিত্ত অনেক খাল খনন করা হইয়াছে। জেলার সমস্ত নদীই উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়া প্রান্তভাগে গঙ্গা ও মেঘনার সঙ্গমস্থলের নিকট উহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে।

কতিপয় জলজ ও জাঙ্গল ঔদ্ভিজ্জ ব্যতীত এখানে বিশেষ কোন ফল পুষ্পাদি উৎপন্ন হয় না। জঙ্গল সকলেরও কাষ্ঠাদি হইতে আয় অল্প। পশুচারণের ভূমি অধিক নাই। নদী সকল হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর মৎস্য ধৃত হয়।

ঢাকা বহুকাল পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের রাজধানী থাকায় অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সমস্ত অধিবাসীর শতকরা প্রায় ৫৯ জন মুসলমান এবং ৪০ জন মাত্র হিন্দু। অবশিষ্ট খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী।

ঢাকা জেলার জলবায়ু ও কৃষি প্রভৃতির ঔৎকর্ষনিবন্ধন এবং পাটের ব্যবসা খুলিয়া অবধি ইহার লোকসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার মুসলমানগণ অধিকাংশই সেখ-সম্প্রদায় ভুক্ত; সৈয়দ, মোগল ও পাঠানদিগের সংখ্যা অপে-ক্ষাকৃত অনেক অল্প। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য,

বাড়ুই অর্থাৎ সূত্রধর, বারুই, বেণিয়া, গোয়ালা, ধোপা, নাপিত, কুম্ভকার, জেলে, কর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত, যুগী, চাষা, শুঁড়ী ইত্যাদি প্রধান। চণ্ডাল ও কোচজাতিও হিন্দুধর্ম্ম স্বীকার করে; ইহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। জাতিভ্রষ্ট অনেক হিন্দু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম নহে। অধিকাংশ নীচজাতি পূর্ব্বে মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট সকলে আপনাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর বলিয়া পরিচয় দেয়। ঢাকার খৃষ্টানসম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিভিন্ন প্রকার, তাহারা পর্ত্তুগীজ, আর্ম্মেনীয়, গ্রীক, য়ুরোপীয় অথবা দেশীয় খৃষ্টানদিগের বংশধর। ফিরিঙ্গী অর্থাৎ পর্ত্তুগীজ খৃষ্টানও এ দেশীয়দিগের মিশ্রণে উৎপন্ন। খৃষ্টানগণ জেলার অনেক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং কৃষি ইত্যাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহারা গোয়ানগরস্থ প্রধান পাদরি সাহেবকে প্রধান ধর্ম্মগুরু বলিয়া স্বীকার করে।

নিম্নলিখিত ৭টী নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে। যথা ১ ঢাকা, ২ নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ, ৩ মাণিকগঞ্জ, ৪ চরজজিরা, ৫ শোণগড়, ৬ কামার গাঁ এবং ৭ নরিসা। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটীতে মিউনিসিপালিটি আছে। ঢাকা নগরে জেলার সদর, লক্ষ্মিয়ানদীর পরস্পর বিপরীততীরে অবস্থিত, নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ বাণিজ্যের প্রধান আড্ডা। সহরবাস অধিবাসীদিগের অভিপ্রেত নহে। শিল্পাদির বিশেষ কোন কারখানা নাই। উপরোক্ত নগর কয়টী ব্যতীত নিম্নলিখিত স্থানগুলিও উল্লেখ যোগ্য। যথা সুবর্ণগ্রাম, ইহাই পূর্ব্ববাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম মুসলমান রাজধানী; ফিরিঙ্গীবাজার পর্ত্তুগীজদিগের আদি উপনিবেশ; বিক্রমপুর সাভার ও দুর্দুরিয়া। শেষোক্ত দুইটীতে কতিপয় ভগ্ন প্রাসাদাদি দৃষ্ট হয়, লোকে উহাদিগকে ভুঁইয়া ও পাল রাজাদিগের কীর্ত্তি কহে। তদ্ভিন্ন জেলার নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

সম্প্রতি কৃষিকার্য্যের অনেক উৎকর্ষ ও বিস্তৃতিসাধন হওয়ায় এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকগণের অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে। তিল, সর্ষপ, কসুমফুল, শণ, পাট প্রভৃতির চাষ করিয়া অনেক কৃষক নিজ অবস্থার সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে। বলা বাহুল্য নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী কর্ম্মচারী বা করগ্রাহী তালুকদারদিগের এ উন্নতিতে বিশেষ কোন সংস্রব নাই।

কৃষি। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও তণ্ডুলই লোকের প্রধান খাদ্য। চারি প্রকার ধান্য প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১ আমন বা হৈমন্তিক, ২ আউশ বা আশু ধান্য, ৩ বোরোধান্য, এবং ৪ উড়ি ধান্য অর্থাৎ জলা প্রভৃতিতে স্বভাবজাতঃ ধান্য। তন্মধ্যে হৈমন্তিক বা আমনধান্যই প্রধান। ঢাকায় যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে ঐ জেলার পর্য্যাপ্ত হয় না, অন্যস্থান হইতে চাউলের আমদানী করিতে হয়। অন্যান্য খন্দের মধ্যে জোয়ার, বাজরা, ভূট্টা, নানাবিধ কলায়, তিল সর্ষপাদি, তুলা, শণ, পাট, কুসুমফুল, ইক্ষু, পাণ, গুবাক, নারিকেল প্রভৃতি প্রধান। সম্প্রতি তুলার চাষ অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে এখানকার তুলা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত ছিল; তাহা হইতেই ভুবনবিখ্যাত ঢাকাই শাড়ী প্রস্তুত হইত। এখন তিল, সর্ষপ, শণ, পাট, কুসুমফুল প্রভৃতিই অন্যস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। ধান্যক্ষেত্র অধিকাংশই বন্যাজলে প্লাবিত হয়, সুতরাং তাহাতে সারের আবশ্যকতা করেনা, অন্য খন্দের ক্ষেত্রে প্রচুর সার দেওয়া হইয়া থাকে। সমস্ত জেলার প্রায় ⅔ অংশে কর্ষণ হয়। উৎকৃষ্ট ধান্যক্ষেত্রে ধান্য কাটিয়া লইলে আবার দ্বিতীয় একটা ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ঢাকা জেলায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি দৈব দুর্ব্বিপাক বড় অধিক নহে। প্রায়ই দৈবদুর্ঘটনায় একবারে শস্য হানি হয় না। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক বন্যা এবং তৎপরেই ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৬৫ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টিতে শস্য মহার্ঘ হইয়া উঠে। সম্প্রতি আজি কয়েক বৎসর হইতে বিক্রমপুরে প্রায়ই দুর্ভিক্ষের কথা শুনা যাইতেছে। সম্প্রতি রেলপথ ও জলপথে অন্যান্য জেলার সহিত সংযোগ হওয়ায় অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অপনীত হইতেছে। ঢাকা জেলায় বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ নদী থাকায় সম্বৎসরই প্রায় সকল স্থানে জলপথে গমনাগমনের সুবিধা আছে। কোন স্থানই বৃহৎ নদী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। সুতরাং যাতায়াত ও বাণিজ্যাদি অধিকাংশ জলপথেই সম্পন্ন হয়।

রাস্তা সকলের মধ্যে ঢাকা নগরের ভিতর দিয়া ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত পাকারাস্তাই প্রধান। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত আরও দুইটী রাস্তা আছে; তন্মধ্যে নারায়ণগঞ্জের রাস্তা দিয়া অনেক বাণিজ্য হইয়া থাকে। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত রেলপথ খুলিয়াছে। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে ঢাকার কার্পাস-বস্ত্র, শঙ্খ ও স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত বহুবিধ পদার্থ, মৃত্তিকার বাসন এবং কাপড়ের উপর চিকণকার্য্য প্রধান। পূর্ব্বে ঢাকার কার্পাস সূত্র-নির্ম্মিত অতি সূক্ষ্ম নানাপ্রকার মক্‌মল্‌ বা মসলিন সর্ব্বত্র বিখ্যাত

ছিল, অদ্যাপি য়ুরোপে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট কলদ্বারাও সেরূপ আশ্চর্য্য মলমল্ প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু এখন কাটুতি না থাকায় ঢাকার সে গৌরব দিন দিন হ্রাস হইতেছে। যাহারা ঐ সকল বস্ত্রের জন্ত সুতা কাটিত এবং যে সকল তন্তুবায় ঐ সকল ভুবনবিখ্যাত মলমল্ সকল বয়ন করিত, তাহারা কেহই নাই। যে কার্পাস হইতে উহার সুতা হইত অনেকের মতে তাহাও লোপ পাইয়াছে। কথিত আছে, মলমলের জন্ত চরকা কাটা অর্দ্ধছটাক মাত্র সুতার মূল্য ৫০৲ টাকা বড় বেশী ছিল না। এখনও দুই একজন তন্তুবায় দুই চারিজন সৌখিন ব্যক্তির কৌতুহল-নিবারণার্থ বরাত মত দুই চারিখানি মলমল্ বুনিয়া থাকে। তন্তুবায়গণ অধিকাংশই নানাবিধ দেশীয় বস্ত্র বুনিয়া থাকে। ইহারা অনেকেই মহাজনদিগের নিকট ঋণগ্রস্ত, সমস্ত বস্ত্রাদি মহাজনগণই লইয়া বিক্রয় করে। স্বর্ণ ও রৌপ্যাদির অলঙ্কার-নির্ম্মাতাগণ এবং শঙ্খবণিকগণের অবস্থা এরূপ নহে; তাহারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্ম্মশালায় কর্ম্ম করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য যথা ইচ্ছা বিক্রয় করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এখানে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র, খোদকারী, স্বর্ণ রৌপ্যের ফিতা, হস্তীদন্তের নানারূপ দ্রব্য, চিত্র, ফুলতোলা সাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঢাকা একটী বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। জলপথ দিয়াই ইহার অধিকাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়, সম্প্রতি রেলপথেও অনেক বাণিজ্য চলিতেছে। য়ুরোপীয়, য়িহুদী, মুসলমান, মাড়বারী প্রভৃতি নানাজাতীয় ও দেশীয় বণিকগণ এখানে বিস্তীর্ণ বস্ত্রের কারবার করিত, সম্প্রতি এই ব্যবসা অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ ও সন্নিহিত মদনগঞ্জ বৰ্দ্ধিষ্ণু নগর। এখানেও বিস্তর বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মুন্সীগঞ্জে প্রতি বৎসর ক্রমাগত তিন সপ্তাহ ধরিয়া একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। ঐ মেলায় ভারতবর্ষীয় নানাস্থান, এমন কি দিল্লী, অমৃতসর, আরাকান প্রভৃতি দূর-দেশ হইতেও বণিকগণের সমাগম হইয়া থাকে।

এই জেলায় শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ঢাকা সহর ব্যতীত অন্যান্য অনেক স্থানেও ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি পাক্ষিক ও মাসিক সংবাদ পত্র দেশীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। পাঠশালাসমূহে গবর্মেন্টের সাহায্য প্রদত্ত হইবার প্রথা প্রচলিত হওয়া অবধি ছাত্রসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইংরাজী বিদ্যালয়ও অনেক স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকানগরে একটী কলেজ আছে। বালিকাগণ নানাস্থানের বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠ করে। মুসলমানদিগের জন্ত ঢাকায় মাদ্রাসা আছে।

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্ত এই জেলা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ এই চারিটী উপবিভাগে এবং ঐ সমস্ত উপবিভাগ আবার মোটে ১২টী থানায় বিভক্ত।

জলবায়ু। চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত নদী বেষ্টিত থাকায় গ্রীষ্মকালে ঢাকার জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। বৈশাখের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এখানে বৃষ্টিপাত হয়। এই সময়ে চতুর্দ্দিক্ জলময় হইয়া উঠে। এই বর্ষাকালের শেষভাগ এখানে বড়ই অপ্রীতিকর। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৭'৪ ইঞ্চ। গড় বার্ষিক তাপাংশ প্রায় ৭৮'৮° ফা°। ঢাকায় ভূমিকম্প বড় বিরল নহে। ১৭৬২ ও ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল।

রোগ সকলের মধ্যে জ্বর, কোরণ্ড, গলগণ্ড, আমাশয়, অতিসার, বাত, চক্ষুউঠা প্রভৃতি সাধারণ। ওলাউঠা ও বসন্ত সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া অনেকের প্রাণনাশ করে। পল্লীগ্রামবাসিদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কাহারও যত্ন নাই। নবাব আবদুলগণি ঢাকানগরের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে অর্থসাহায্য ও স্বাস্থ্যসমিতিসংগঠন এবং পরিস্কৃত জলপ্রাপ্তির সুবন্দোবস্ত করিয়া ঢাকাবাসীর অনেক উপকার করিয়াছেন। দাতব্যচিকিৎসালয়ের মধ্যে একটী পাগলাগারদ, মিটফোর্ড হাঁসপাতাল, আবদুলগণি-প্রতিষ্ঠিত একটী সদাব্রত ও ৯টী অপর হাঁসপাতাল আছে।

ইতিহাস। এখন বাঙ্গালা বলিলে যেমন রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগ্‌ড়ি প্রভৃতি স্থান বুঝায়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এখন যাহাকে ঢাকা-বিভাগ বলা হয়, তাহারই অধিকাংশ পূর্ব্বকালে বঙ্গনামে বিখ্যাত ছিল। এখন সচরাচর লোকে যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া থাকে, মহাভারত ও পৌরাণিক সময় হইতে গৌড়ের সেনরাজগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তাহাকেই কেবল বঙ্গ বলিত। বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ সেনরাজগণের সময়ে বিক্রমপুর নামে খ্যাত হইত; সেনরাজ বিশ্বরূপের তাম্রশাসন দ্বারা প্রমাণিত হয় *।

ঢাকা নাম কতদিন হইতে প্রচারিত, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, তিনি ডবাক ও সমতট জয় করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান পূর্ব্বকালে সমতট নামে খ্যাত ছিল। উভয় নাম পাশাপাশি থাকায় এখনকার ঢাকাকেই পূর্ব্বোক্ত ডবাক বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রবাদ আছে, আদিশূরাদির বহুপূর্ব্বে এখানে বিক্রমাদিত্য

* Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1895.

নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নামানুসারেই বিক্রমপুরের নামকরণ হয়।

ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

'এখানে ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়া মহাকালী অবস্থান করেন, সেই জন্য দেশীয় লোকেরা এই স্থানকে ঢক্কা (ঢাকা) বলিয়া থাকে। ইহার অপর নাম জাঙ্গিরপত্তন' (১) (জাহাঙ্গীরাবাদ)।

ঢাকা জেলার প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারময়। মহাভারতের সময় এখানে ক্ষত্রিয়-বীরগণ রাজত্ব করিতেন। [বঙ্গ দেখ।] বৌদ্ধপ্রাধান্যকালে গৌড়ের অপরাংশে বৌদ্ধধর্ম্মের সূচনা হইলেও এখানে যে কোন সময় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ বালাদিত্য পূর্ব্বসমুদ্র পর্য্যন্ত জয় করিয়া কাশ্মীরীদিগের বসবাসের জন্য এখানে কালম্ব্য নামে একটী জনপদ স্থাপন করেন (২)।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে গৌড়রাজ্য পালবংশীয়-রাজগণের অধিকৃত হইলে এখানেও তাঁহাদের বংশীয় কেহ কেহ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন। দাক্ষিণাত্যের তিরুমলয় শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, যখন (১০ম শতাব্দে) মহারাজ রাজেন্দ্রচোল বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন, তখন এখানে গোবিন্দচন্দ্র নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। [গৌড় শব্দ দেখ।]

পাশ্চাত্যবৈদিক-কুলপঞ্জিকার মতে ১০০১ শকে মহারাজ শ্যামলবর্ম্মা (পূর্ব্ব) বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। উৎকলের বিখ্যাত ভুবনেশ্বরে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে ভট্টভবদেবের এক প্রশস্তি আছে, তাহাতে বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। সেনবংশীয়-রাজগণের সময়ে দক্ষিণ-রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র এই তিন স্থানেই তাঁহাদের রাজধানী ছিল। [সেনরাজবংশ দেখ।] মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ১১৯৯ খৃঃ অব্দে কৌশলক্রমে নদীয়া অধিকার করিলে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন গৌড়রাজ্য ছাড়িয়া বিক্রমপুরে পলাইয়া আসেন। তখন এখানে লক্ষ্মণসেনের অপর পুত্র বিশ্বরূপসেন শাসনকর্ত্তা স্বরূপ ছিলেন। এখন তিনিও যবনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময় সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও সমতট স্বাধীন ছিল, মুসলমানেরা জয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার পর সদাসেন (?) কিছুকাল বঙ্গরাজ্য শাসন করেন, এ সময় সুবর্ণগ্রামে সেন-রাজগণের রাজধানী ছিল। তৎপরে প্রবল পরাক্রান্ত সেনরাজ দনোজামাধব বা দনুজমর্দ্দন বহুদিন রাজত্ব করেন। তৎকালে দিল্লীসম্রাট্ বল্‌বন্ তুগ্রিলখাঁকে শাসন করিবার জন্য গৌড়-রাজ্যে উপস্থিত হন। মহারাজ দনোজামাধব জলপথে সম্রাটের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই জন্যই লক্ষ্মণাবতীর সুবাদার তাঁহার উপর বিরক্ত হন, এবং বলবন্ প্রত্যাগমন করিলে সুবাদারগণও দনোজের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। রাজা দনোজা বাধ্য হইয়া সুবর্ণ-গ্রাম পরিত্যাগ করেন এবং চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ মুসলমান-দিগের অধিকারভুক্ত হয়। [সুবর্ণগ্রাম দেখ।] বর্ত্তমান ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ লইয়া চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপিত হয়। দনোজামাধবের বংশধরগণ বহুকাল চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন। [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।] প্রায় ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলা মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইলেও অনতিপরে বৈষ্ণবংশীয় বল্লাল নামে এক ব্যক্তি প্রবল হইয়া বিক্রমপুরের অধিকাংশ অধিকার করেন এবং কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার শিক্ষক গোপালভট্ট ১৩০০ শকে অর্থাৎ ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে 'বল্লালচরিত' রচনা করেন। তাঁহার সময় যে রাজবাটী ও সরোবর প্রস্তুত হয়, তাহা এখনও বল্লাল-বাড়ী ও বল্লালদীঘী নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ, তিনি বাবা আদম্ নামে এক মুসলমান ফকিরের সহিত যুদ্ধ করিতে যান। যুদ্ধযাত্রাকালে তাঁহার পরিবারবর্গকে বলিয়া যান যে, যদি যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গী পায়রা উড়িয়া আসিবে, তাহা হইলেই তোমরাও সকলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু যুদ্ধে বল্লালেরই জয় হইল। তিনি যেমন এক সরোবরে নামিয়া আপনার রক্তাক্তকলেবর পরিষ্কার করিতে যাইবেন, সেই অবকাশে তাঁহার পায়রাটীও উড়িয়া যায়। এদিকে পায়রাকে দেখিয়া রাজপরিবারবর্গ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। বল্লাল ফিরিয়া আসিয়া সেই ঘটনাদৃষ্টে অতিশয় শোকাতুর হইয়া সেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করেন। তাঁহার বিপুলরাজ্য ভোগ করিবার জন্য আর কেহ রহিল

(১) "বৃদ্ধগঙ্গাতটে বেদবর্ষসাহস্রব্যত্যয়ে।
স্থাপিতব্যঞ্চ যবনৈর্জাঙ্গিরং পত্তনং মহৎ।
তত্র দেবী মহাকালী ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়া সদা।
সাস্যন্তি পত্তনং ঢক্কাসংজ্ঞকং দেশবাসিনঃ॥"

(ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৯ অঃ।)

(২) "বঙ্গাদ্যাপি জয়স্তম্ভাঃ সন্তিতে পূর্ব্ববারিধৌ।
প্রভাবাস্তেন বঙ্গানাং জিত্বা যেন বাধীয়ত।
কাশ্মীরিকনিবাসায় কালম্ব্যাখ্যা জনাশ্রয়ঃ॥"

(রাজতরঙ্গিণী ৩।৪৮২।)

না। ঢাকা জেলা পুনরায় যবন কবলিত হইল। কাহারও মতে তখনও ভাবাল ও শাভার প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-জমিদারগণ স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন।

[ভাবাল দেখ।]

১৩৩০ খৃঃ অব্দে মহম্মদ তোগলক পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত করেন। এই সময়ে বঙ্গরাজ্য লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁ ও সোণারগাঁ এই তিন বিভাগে বিভক্ত হয়। ঢাকা শেষোক্ত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৩৩৮ খৃঃ অব্দে সোণারগাঁর শাসনকর্ত্তা তাতার বহরামখাঁর মৃত্যু হইলে ফকর-উদ্দীন্ সিংহাসন গ্রহণ করিয়া মুবারকশাহ নামে ১০ বৎসরের অধিককাল উক্ত প্রদেশ শাসন করিলেন। ১৩৫১ খৃঃ অব্দে সামসুদ্দীন্ ইলিয়াস শাহ এবং তাঁহার পুত্র সেকন্দরশাহের অপ্রতিহত চেষ্টায় সমগ্র বঙ্গদেশ একরাজ্যভুক্ত এবং ঢাকার নিকটবর্ত্তী সোণারগাঁয় রাজধানী স্থাপিত হইল। সেকেন্দরের পুত্র আজম শাহ দিল্লীর অধীনতা পরিত্যাগ করিলেন। রাজাগাঁর আধিপত্যকালে এই প্রদেশ ত্রিপুরা, আসাম ও আরাকানের রাজগণ কর্ত্তৃক কএকবার উৎপীড়িত হইয়াছিল। ১৪৪৫ খৃঃ অব্দে মহম্মদশাহ পুনরায় সমগ্র বঙ্গ আপনার শাসনাধীন করিলেন। এই বংশের রাজত্বকালে ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকরগঞ্জের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশগুলি জলালাবাদ ও ফতয়াবাদ নামে পরিচিত ছিল। ১৫৩৮ খৃঃ অব্দে সেরশাহ বঙ্গদেশ শাসন করেন। ইঁহার উত্তরাধিকারীগণ মোগলদিগের নিকট পরাজিত হন। ইঁহারা সম্রাট্ অক্‌বর কর্ত্তৃক মধ্যবঙ্গ হইতে দূরীভূত হইয়া উড়িষ্যা ও ঢাকায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৬০৫ খৃঃ অব্দে ইঁহাদের একজন সর্দ্দার ওসমানখাঁ কর্ত্তৃক নিম্ন বঙ্গ লুণ্ঠিত হইল। তিনি উক্ত প্রদেশ ১৬১২ অব্দ পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিলেন। এই বৎসর পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। এই সময় ইসলামখাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই যুদ্ধের পর তিনি রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। এই সময় হইতে ১৬৩৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ হেতু ঢাকা কএকবার উৎপীড়িত হইয়াছিল। এইকালে আসামবাসী ও মগগণ যথাক্রমে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ ভূ-ভাগ লুণ্ঠন করিয়াছিল। ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে সুলতান মহম্মদ সুজা ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে মীরজুম্লা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলে আবার ঢাকায় রাজধানী করা হইল। মীরজুম্লার শাসনকালেই ঢাকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মগ এবং আরাকানদিগকে বাধা দিবার জন্য তিনি লক্ষ্মিয়া ও ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গমে কতকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে হাজিগঞ্জ ও ইদরক্‌পুরের দুর্গই সমধিক বিখ্যাত। ইঁহার সময়ে ঢাকার নিকটে অনেকগুলি রাস্তা ও সেতু নির্ম্মিত হয়। সায়েস্তাখাঁর রাজত্বকালে এই নগরে স্থাপত্যবিদ্যা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তিনি অনেকগুলি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার সময় ইষ্টকালয় নির্ম্মাণের এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়, তাহাকে সায়েস্তাখানি বলে। এই পদ্ধতির দুই একটী গৃহ এখন ও ঢাকানগরীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

সায়েস্তাখাঁ ঢাকা সহর ও উপকণ্ঠ উত্তরদিকে টুঙ্গী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের আদেশে তিনি কিছুদিনের জন্য ইংরাজবণিকদিগের ঢাকাস্থিত এজেণ্টগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব সম্রাট্ হইয়া বঙ্গদেশের রাজস্ব বর্দ্ধিত করিবার জন্য মুর্শিদকুলিখাঁকে বঙ্গদেশের দেওয়ান করিয়া পাঠাইলেন। এই কালে কুমার আজিম উশান সম্রাটের আদেশে বঙ্গদেশের নিজামতে নিযুক্ত ছিলেন। মুর্শিদ ঢাকায় আসিয়া সম্রাট্ পৌত্রের অনেক জায়গীর সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। আজিম-উশান ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া মুর্শিদের প্রাণনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। মুর্শিদ অসম সাহসে ষড়যন্ত্রকারীদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুর্শিদাবাদে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ সমস্ত অবগত হইয়া পৌত্রকে বেহারে পাঠাইয়া দিলেন এবং মুর্শিদকুলিখাঁকে নাজিম করিলেন। ফরুখসিয়ারের শাসন সময়ে তিনি প্রকৃত নাজিম হইলেন। এইরূপে ১৭০৪ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে রাজধানী উঠিয়া গেল। পূর্ব্বপ্রদেশ-শাসনের ভার একজন নায়েব অর্থাৎ অধীন নাজিমের উপর অর্পিত হইল। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে মীর্জা লতীফ্‌উল্লা ত্রিপুরারাজ্য ঢাকা নিজামতের অন্তর্গত করিলেন। পরবর্ত্তী অধিকাংশ নায়েবই অধীন কর্ম্মচারীর প্রতি ভার দিয়া মুর্শিদাবাদে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে অনেক কর্ম্মচারী ঢাকা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঢাকাবাসিগণ এইরূপ অত্যাচার সহ্য করিল। এই সময় ইংরাজকোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ানি পাইলেন, ইজরী এবং নিজামত এই দুই বিভাগে ঢাকাশাসনের বন্দোবস্ত হইল। রাজস্বসম্বন্ধীয় প্রথম বিভাগের কার্য্য মুর্শিদাবাদের দেওয়ান নির্ব্বাহ করিতেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অভিযোগাদি দ্বিতীয়

বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে উত্তর বিভাগ পরিদর্শন করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দ হইতে এই কর্ম্মচারী কালেক্টর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এই বৎসরেই একটী দেওয়ানী আদালত এবং ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে এদেশে কৌন্সিল স্থাপিত হয়। নায়েবগণ রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী আদালতে বিচার করিতেন। উক্ত কৌন্সিলে ইহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে কৌন্সিল উঠিয়া গেল এবং রাজকীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবার জন্য মাজিষ্টর, কালেক্টর, জজ প্রভৃতি নিযুক্ত হইলেন।

পূর্ব্বতন জায়গীরদারগণ ঢাকা-বিভাগের ⅓ অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। প্রধান জায়গীরটীকে নবারা বলিত। মগ ও আসামবাসিগণের আক্রমণ হইতে উপকূলপ্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য নবারার আয় ব্যয়িত হইত। নবারা আবার কতকগুলি তালুকে বিভক্ত ছিল। নাবিক প্রভৃতি বেতনের পরিবর্ত্তে এই তালুকের উপস্বত্ব ভোগ করিত। এইরূপ নবাব প্রধানসেনাপতি প্রভৃতির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সরকার আলি, আহসাম প্রভৃতি প্রদেশ অবধারিত হইয়াছিল।

নবাবগণ ঢাকা হইতে নিম্নলিখিত আবওয়াব আদায় করিতেন—

(১) পাট্টা বদলাইবার সময় জমীদারদিগের নিকট হইতে এক প্রকার কর।

(২) ইদ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান মুসলমান পর্ব্ব-সময়ে নবাবের নিকট যে সমস্ত উপহার পাঠান হইত, তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ এক প্রকার কর।

(৩) বিভাগীয় রাজস্বের উপর শতকরা কর।

(৪) ঢাকা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে নায়েব কর্তৃক গৃহীত জমির উপর এক প্রকার স্থায়ী কর।

(৫) মহারাষ্ট্রীয় চৌথ।

নিম্নলিখিত বিষয়ে সায়ের আদায় হইত।

(১) নৌকাপ্রস্তুত, (যে সমস্ত জলযান ঢাকাবন্দরে আসিত বা তথা হইতে অন্যত্র যাইত, তাহাদের উপরও এই কর আদায় হইত)। (২) বাজারে বিক্রীত দ্রব্য। (৩) ঘাস বিক্রয়। (৪) যাহারা বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য বাঁশ, খড় প্রভৃতি আনিত। (৫) যাহারা যুদ্ধসজ্জা প্রস্তুত করিত। (৬) সিন্দূর প্রস্তুত। (৭) পাণ বিক্রয়। (৮) শাকসবজি বিক্রয়। (৯) কাগজ বিক্রয়। (১০) নগরে যাহারা ব্যবসা করিত। (১১) দোকানদার প্রভৃতি। (১২) বানর, ভল্লুক, সর্পক্রীড়া প্রভৃতি কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত থাকিত। (১৩) গায়ক। (১৪) কাষ্ঠবিক্রয়। (১৫) ওজনপরিদর্শনকারী কর্ম্মচারিগণও শতকরা ॥০ হিঃ কর আদায় করিতেন।

মোগল-সম্রাট্‌দিগের অধীনে ঢাকার রাজস্ব আদায় করিতে মোট রাজস্বের শতকরা দশ টাকার অধিক ব্যয় হইত না। কোম্পানী দেওয়ানি গ্রহণ করিলে ঢাকার রাজস্ব কিছু কমিয়া গেল। শ্রীহট্ট প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশ ঢাকা বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। কিন্তু ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাকরগঞ্জ ও ফরিদপুর ঢাকা কালেক্টরীর সহিত মিশিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে ১২৫০০০০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। বৃটীশ গবর্মেণ্ট সায়ের কর উঠাইয়া দিয়া মদ, অহিফেণ প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন।

ঢাকায় ৭০৩৫ সংখ্যক জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন। ১৮০টী জমীদারী পরে উক্ত বন্দোবস্তের অধীন হয়। শেষোক্তের মধ্যে ৫১ খানি লাখেরাজ এবং ১২৮ খানি চর। এই জেলায় ১৩৫০ খানির জমিদারীস্বত্ব গবর্মেণ্ট বিক্রয় করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে কর না দিলে গবর্মেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভুক্ত জমিদারীগুলিকে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতেন। ১২ই জানুয়ারী, ২৮এ মার্চ্চ, ২৮এ জুন এবং ২৮এ সেপ্টেম্বর এই কএকটী দিবস ঢাকা কালেক্টরীতে কর আমানত করিবার অবধারিত দিন। ঢাকা জরিপের সময় কতকগুলি লাখেরাজ জমি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। গবর্মেণ্ট প্রথমে এই গুলিকে আত্মসাৎ করিলেন। কিন্তু বহুকাল গবর্মেণ্টের কোন সত্ব না থাকায় অথবা অন্য জমিদারীর অন্তর্গত বলিয়া গবর্মেণ্ট এ গুলিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

ইংরাজদিগের ন্যায় ফরাসী ও ওলন্দাজগণ ঢাকায় বাণিজ্য কুঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উহাও যথাক্রমে ১৭৭৮ ও ১৭৮১ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হয়। মুসলমান-দিগের শাসনকালে ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায় ও সাধারণ বাণিজ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকার মসলিনের প্রশংসা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজশাসনে ঢাকার ব্যবসায় ঢাকা পড়িতেছে, ম্যাঞ্চেষ্টরি মহামন্ত্রে ঢাকার তাঁতিকুল নির্ম্মূল হইতেছে। ইংরাজবণিকসমিতি ঢাকা অধিকার করিয়া তথায় ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ক্রমে আয় কম হওয়ায় ১৮১৭ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের কুঠী উঠাইয়া দিলেন।

ইংরাজরাজত্বকালে ঢাকায় তত অধিক রাজকীয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই; তবে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ঢাকার সিপাহীদিগের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। ৭৩ নং দেশীয় পদাতিক সৈন্য দুই দলে ঢাকা সহরে অবস্থিতি করিত। মীরাটের

সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়াছে এই সংবাদ আসিলে ঢাকার সিপাহিদিগের মধ্যেও অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। বৃটীশগবর্মেণ্ট ভাবী অমঙ্গল বুঝিতে পারিয়া সহররক্ষার জন্য কতকগুলি সৈন্য পাঠাইলেন। য়ুরোপীয় ও য়ুরেসিয়গণও নগর রক্ষার্থ সখের সৈন্যদিগের মধ্যে আপনাদিগের নাম লেখাইলেন। ২৬এ নবেম্বর পর্য্যন্ত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। ঐ দিবসে সংবাদ আসিল যে চট্টগ্রামের সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া গবর্মেণ্ট ঢাকার সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে মনন করিলেন। পরদিন প্রাতে ৫ টার সময় সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে য়ুরোপীয়গণ উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ধনাগারের প্রহরীকে নিরস্ত্র করা হইল। পরে নৌসেনাগণ লালবাগ অভিমুখে গমন করিল। কার্য্যের প্রথম অবস্থা দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সিপাহিগণ সহজেই গবর্মেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইবে। কিন্তু লালবাগে উপস্থিত হইয়া ইংরাজগণ দেখিল যে, সিপাহিগণ বাধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং উভয়পক্ষে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাঁধিল। সিপাহিগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইহাদের মধ্যে কএকজন ধরা পড়িয়া ফাঁসিদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

১৫৫৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অকবরের রাজস্ব-সচিব টোডরমল করগ্রহণের সুবিধার জন্য বাজুহা এবং সোণারগাঁ এই দুই বিভাগে ঢাকাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ঢাকাসহর প্রথম বিভাগের অন্তর্গত এবং পূর্ব্বদিকে বারবকাবাদ হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলসম্রাট্গণ মহল এবং সায়ের এই দুই শ্রেণীর রাজস্ব আদায় করিতেন। ভূমির কর আদায় করিবার জন্য বাজুহা ৩২ এবং সোণারগাঁ ৫২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক বিভাগ হইতে যথাক্রমে ৯৮৭৯২০৲ এবং ২৫৮২৮০৲ টাকা আদায় হইত। ১৭২২ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশ ১৩শ চাকলায় পরিবর্ত্তিত হয়। সোণারগাঁ, বাকরগঞ্জ, বাজুহা বিভাগের কতকাংশ, ত্রিপুরা, সুন্দরবন এবং নোয়াখালির ফেণীনদী পর্য্যন্ত জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা আবার ২৩৬ পরগণায় ও কতকগুলি জমিদারীতে বিভক্ত হইল। এই প্রদেশ হইতে ১৯২৮২৯০৲ টাকা কর ধার্য্য হইয়াছিল *।

৩ বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাকা জেলার সদর উপবিভাগ। পরিমাণফল ১২৬৬ বর্গমাইল। ইহাতে ৪টী থানা আছে; যথা লালবাগ, সাভার, কাপাসিয়া ও নবাবগঞ্জ।

৪ বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাকা জেলার সদর নগর। এই নগরই জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঢাকা বিভাগের কমিশনার সাহেব এখানে বাস করেন। এই নগর বুড়ীগঙ্গার উত্তরতীরে অবস্থিত এবং বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন প্রদেশ নগরসমূহের মধ্যে ইহা লোকসংখ্যায় ৫ম। অক্ষা° ২৩° ৪৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৯০° ২৬´ ২৫´´ পূঃ। ঢাকা মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত স্থানের পরিমাণ প্রায় ৮ বর্গমাইল। অধিবাসীসংখ্যা ৮২০২১। তন্মধ্যে হিন্দু ৪১৫৬৬, মুসলমান ৪০১৮৩, খৃষ্টান ৪৬৭, জৈন ১৩, এবং বৌদ্ধ ১৬ জন।

নগর নদীর উত্তরকূলে প্রায় ৪ মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ, এবং নদীকূল হইতে উত্তরদিকে প্রায় ১¼ মাইল বিস্তৃত। দোলাইখাড়ীর এক শাখা ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। নগরের প্রধান রাস্তা দুইটী, একটী পশ্চিমে লালবাগ প্রাসাদ হইতে পূর্ব্বে দোলাইখাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় ২ মাইল বিস্তৃত এবং অপরটী নদী হইতে উত্তরদিকে প্রাচীন কেল্লা পর্য্যন্ত। দুইটী রাজবর্ত্মই প্রশস্ত এবং উভয়পার্শ্বে সুন্দর হর্ম্মাবলি ও বিপণিশ্রেণীদ্বারা সুশোভিত। অবশিষ্ট রাস্তাগুলির অধিকাংশ অপ্রশস্ত ও কুটিল। নগরের পশ্চিমপ্রান্তে চক অর্থাৎ হাট অবস্থিত। য়ুরোপীয়গণ নগরের মধ্যভাগে নদীতীরে প্রায় ½ মাইল পর্য্যন্ত স্থানে বাস করেন। আর্ম্মেণীয় ও গ্রীক পল্লীতে অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। দেশীয়দিগের পল্লী অতি সঙ্কীর্ণ। বিশেষতঃ তন্তুবায় ও শঙ্খবণিকদিগের পল্লীতে অনেকের বাস্তুবাটীর সম্মুখভাগ ৬৷৭ হাতের অধিক নহে। কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বাড়ী সকলের মধ্যস্থান খোলা, দুই প্রান্তে মাত্র গৃহ থাকে।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ঢাকানগর বাঙ্গালার মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী ছিল। কিন্তু এখন ইহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির অধিক পরিচয় বিদ্যমান নাই। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় প্রতিষ্ঠিত ঢাকার দুর্গ বহুকাল লুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানরাজগণের কেবলমাত্র দুইটী চিহ্ন বিদ্যমান আছে—সুলতান মহম্মদ সুজা নির্ম্মিত কাট্‌রা এবং লালবাগ প্রাসাদ। এই দুইটীও এখন ভগ্নাবশেষ মাত্র, ইহার খোদিত প্রস্তরময় অংশসকল নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত ইংরাজ ও ফরাসীদিগের কুঠী সকলও নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

বহুকাল হইতে ঢাকার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সকল মগ

* ঢাকা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে এই গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য—Dr. Taylor's Topography of Dacca, D'Oyley's Antiquities of Dacca, Hunter's Statistical Account of Bengal, vol. V.

ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইতেছিল। উহাদিগের আক্রমণ হইতে এই প্রদেশকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ১৬১০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকানগরে স্থাপিত হয়। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলিখাঁ ঢাকা হইতে নিজ প্রতিষ্ঠিত মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া লইলেন। তদবধি ঢাকার অবনতি আরম্ভ হয়। কথিত আছে, ইহার সমৃদ্ধির সময় ঢাকানগর বহুজনাকীর্ণ এবং নদীতীর হইতে উত্তরদিকে ১৫ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনও টুঙ্গী গ্রামে অরণ্যের মধ্যে বহুসংখ্যক অট্টালিকা ও মস্‌জিদ্‌ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকানগরের মলমল্‌ বহু সমাদরে য়ুরোপখণ্ডে বিক্রীত হইত। তখন এখানকার হিন্দু তন্তুবায়গণ বংশপরম্পরাক্রমে ঢাকাই-মলমলের প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। সুক্ষ্মতায়, বয়নপারিপাট্যে এবং চিক্কণতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কেহই ইহাদের সমকক্ষ ছিল না। ঢাকার কার্পাসও তৎকালে সূক্ষ্মসূত্র উৎপাদন করিতে ভূতলে অতুলনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ও দেশীয় সওদাগরগণ প্রতিবৎসর প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ঢাকাই মস্‌লিন ক্রয় করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাঞ্চেষ্টার তন্তুবায়দিগের অপেক্ষাকৃত সুলভ মলমলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকার মলমলের কাটতি কমিতে লাগিল; অবশেষে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠী উঠিয়া গেল। ইহাই ঢাকার অবনতির দ্বিতীয় কারণ। তদবধি আর ইহার উন্নতির কোন আশা রহিল না। এতদিন বস্ত্রব্যবসায়ই ঢাকার প্রধান আয়ের উপায় ছিল। এখন সে ব্যবসা বন্ধ হওয়ায় অধিবাসিগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িল। বহুসংখ্যক অধিবাসী স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অদ্যাপি তন্তুবায়গণের দুরবস্থা এবং বহুসংখ্যক পরিত্যক্ত গৃহাদি ইহার বিষম ফল ঘোষণা করিতেছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিবাসীসংখ্যা ২ লক্ষের অন্যূন বলিয়া অনুমতি হয়, কিন্তু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যা কেবল মাত্র ৬৯২১২ জন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিবাসী সংখ্যা ৭৯,০৭৬ জন মাত্র ছিল। রেল-বিস্তার এবং বাণিজ্যের সমূহ বিস্তার হওয়ায় দিন দিন ইহার লোকসংখ্যা কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা যে কখনও পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিতে পারিবে, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। সম্প্রতি ঢাকার মস্‌লিনের কিয়ৎপরিমাণে আদর হইতেছে। কয়েক জন তন্তুবায় ধনকুবেরদিগের উৎসাহে অতি সুন্দর ও সুক্ষ্ম মস্‌লিন প্রস্তুত করিতেছে।

ঢাকানগরের অবস্থান বাণিজ্য পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক। গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনা এই তিনটী বৃহৎ নদী হইতে ইহা অধিক দূর নহে। মদনগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ ঢাকারই বন্দর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার বাণিজ্য পাটনা ব্যতীত বাঙ্গালার অন্যান্য সকল মধ্যবর্ত্তী নগর অপেক্ষা অধিক। তণ্ডুল, পাট, তিল, সর্ষপাদি, চর্ম্ম এবং বস্ত্রাদি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। ঢাকার মাঝিগণ বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাঝি বলিয়া বিখ্যাত।

ঢাকা নগরের জলবায়ু অতিশয় কদর্য্য ছিল। বর্ষাকালে চতুর্দ্দিক্‌ জলমগ্ন হইয়া যাওয়ায় অনেক রোগ উৎপন্ন হইত। সংপ্রতি বিশুদ্ধ জল প্রাপ্তির সুবিধা হওয়ায় ঢাকা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মিট্‌ফোর্ড হাঁসপাতাল স্থাপিত হইল। এখানে বিস্তর রোগী বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হয়।

(দেশজ) ৫ চাপা। লুকান। ৬ আচ্ছাদন।

ঢাকাদক্ষিণ, শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। এই পরগণার মধ্যেই স্বনামখ্যাত 'ঢাকা দক্ষিণ' গ্রাম। ইহা শ্রীহট্টের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত ও গুপ্তবৃন্দাবন নামে খ্যাত।

এই গ্রাম শ্রীহট্ট সহর হইতে সাত ক্রোশ দূরে দক্ষিণপূর্ব্বকোণে অবস্থিত। সহর হইতে ঢাকাদক্ষিণ পর্য্যন্ত বাঁধা রাস্তা আছে। নৌকাযোগেও যাওয়া যায়। ঢাকাদক্ষিণ একটী সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি বহুসহস্র লোকের বসবাস।

এই ঢাকাদক্ষিণ শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথমিশ্রের জন্মস্থান ও তাঁহার পিত্রালয়। উপেন্দ্রমিশ্রের বাসভবনই এখন বৈষ্ণবতীর্থ রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রতিবৎসর অনেক বৈষ্ণব এ তীর্থ দর্শনে সমাগত হইয়া থাকেন।

চারিশত বর্ষের প্রাচীন চৈতন্যোদয়াবলী এবং পরবর্ত্তী মনঃসন্তোষণী গ্রন্থে এই তীর্থের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত আছে—

ঢাকাদক্ষিণে উপেন্দ্রমিশ্রের পুত্র জগন্নাথমিশ্রের বাস। জগন্নাথ নবদ্বীপে অধ্যয়ন করেন, নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুহিতা শচীদেবীর সহ তাঁহার পরিণয় হয়। বিবাহের পর তিনি নবদ্বীপেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি সপরিবারে পিতৃদর্শনে আগমন করেন, এখানে শচীর গর্ভ হয়, এই গর্ভের সন্তানই শ্রীচৈতন্যদেব। গর্ভাবস্থায় শচীকে লইয়া জগন্নাথ পুনর্ব্বার নবদ্বীপ গমন করেন, বিদায়ের পূর্ব্বে শচীকে তাঁহার শাশুড়ী অনুরোধ

করেন যে, তাঁহার পুত্র হইলে তাহাকে যেন একটীবার ঢাকা দক্ষিণে পাঠাইয়া দেন।

যথাকালে শ্বাশুড়ীর অনুরোধ শচীদেবী পুত্রকে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীহট্টে আসিতে পারেন নাই। সন্ন্যাসের পর ১৪৩১ শকেই তিনি শ্রীহট্টস্থ ঢাকাদক্ষিণে আগমন করেন।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, বৃদ্ধা স্বীয় পৌত্রের কাছে নানা কথাবার্ত্তার সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক সুখ দুঃখের কথাও বলিয়াছিলেন। তাহাতে চৈতন্য তাঁহাকে দুইটী মূর্ত্তি দেন, একটী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি অপরটী তাঁহার। এই মূর্ত্তি দুইটী প্রদান করিয়াই তিনি চলিয়া যান, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই দুইটী মূর্ত্তির প্রভাবে সে গ্রাম হরিভক্ত হইল—বিরুদ্ধবাদী কেহই রহিল না এবং এই মূর্ত্তি দুইটীর প্রভাবেই মিশ্রবংশের পারিবারিক অভাব দূরীভূত হইল আজিও মিশ্রবংশের অন্য কোন জীবিকা নাই, এই মূর্ত্তি পূজাই তাঁহাদের জীবিকা। উৎসবাদি উপলক্ষে এখানে যে আয় হয় তাহা হইতেই একটী বংশ (১৮ ঘর ব্রাহ্মণ) প্রতিপালিত হয়, এইজন্যই মনঃসন্তোষিণী গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—

"গুপ্ত বৃন্দাবন অতি মনোরম স্থানে।
* * * * * *
অতি গুপ্ত বিহার করেন আত্মারাম।
নিরন্তর পূর্ণ করেন যার যেই কাম॥" (ম° স°)

এই উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী, যেখানে পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিদ্বয় বিরাজিত, তাহা এখন 'ঠাকুরবাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ। এই 'ঠাকুরবাড়ীর' সম্মুখে ডাকঘর, বাজার প্রভৃতি আছে। রথযাত্রা এবং ঝুলনোৎসবই অধিক জাকজমকের সহিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতিত ঢাকাদক্ষিণে প্রসিদ্ধ 'গোপেশ্বর শিব' আছেন, ঠাকুর বাড়ী হইতে তাহা প্রায় দুই ক্রোশ দূরে। কৈলাস নামক এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর শিবালয়। চৈতন্যদেব এই শিবদর্শনে গিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কৈলাসের পার্শ্বেই অমৃতকুণ্ড।

ঢাকাঘোড়া (দেশজ) পর্দ্দা, বেড়া।

ঢাকাঢোকা (দেশজ) ১ আচ্ছাদিত। ২ লুক্কায়িত।

ঢাকী (দেশজ) ঢাকবাদ্যকারী, যে ঢাক বাজায়।

ঢাকুনী (দেশজ) আবরণী, আচ্ছাদনী, পর্দ্দা।

ঢাণ্ডা (দেশজ) সমারোহ, জনতা।

ঢাপা (দেশজ) ১ গোপন। ২ আচ্ছাদন।

ঢামরা (স্ত্রী) হংসী। (শব্দার্থচি°)

ঢামাল (দেশজ) ১ জনতা। ২ গোলমাল।

ঢাল (পুং) ঢৌক-অচ্। পৃষো° সাধুঃ। চর্ম্মনির্ম্মিতফলক।

ঢালা (দেশজ) ১ নিক্ষেপ করা, ফেলা। ২ খালি করা।

ঢালাই (দেশজ) গড়নবিশেষ, যাহাতে জোড় থাকেনা কেবল পিটিয়া গড়া হয়।

ঢালা উবরা (দেশজ) আশেপাশে ফেলা।

ঢালি [ঢালী দেখ।]

ঢালী (ত্রি) ঢালমস্যাস্তি ঢাল ইনি। ঢালবিশিষ্ট, ঢালধারী, চর্ম্মী।

"ঢালিপঙ্কজয়করী ঢকারবর্ণরূপিণী।" (অন্নপূর্ণাস্তো°)

ঢালু (দেশজ) নিম্ন, গড়ানিয়া।

ঢিপন (দেশজ) কিলমারা, ঘুষামারা।

ঢিপি (দেশজ) উচ্চস্থান।

ঢিপী (দেশজ) উচ্চস্থান, স্তূপ, ঢিবী, রাশি।

ঢিপ্‌ল্যা (দেশজ) লুটি।

ঢিবি (দেশজ) [ঢিপী দেখ।]

ঢিমা (দেশজ) মৃদু, নম্র, ক্ষীণ, কৃশ।

ঢিল (দেশজ) ক্ষুদ্র মাটির চাপ, ইষ্টখণ্ড।

ঢিলা (দেশজ) ১ শিথিল, আল্গা। ২ অলস।

ঢিলমিলিয়া (দেশজ) শিথিল, কোমল।

ঢীলা (দেশজ) [ঢিলা দেখ।]

ঢীলামি (দেশজ) শৈথিল্য।

ঢু (দেশজ) মস্তক দ্বারা আঘাত।

ঢুড় (দেশজ) অন্বেষণ, অনুসন্ধান।

ঢুকন (দেশজ) প্রবেশন, অন্তর্গত করণ।

ঢুণ্টন (ক্লী) ঢুণ্ট-ল্যুট্। অন্বেষণ, খোঁজন, ঢোঁড়ন।

ঢুণ্টি (পুং) ঢুণ্ঢ্যতে হসৌ ঢুণ্ট-ইন্। গণেশ, ইনি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করেন, কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

"অন্বেষণে ঢুণ্টিরয়ং প্রথিতোঽস্মিধাতুঃ
সর্ব্বার্থঢুণ্টিততয়া তব ঢুণ্টিনামা।
কাশীপ্রবেশমপি কো লভতেঽত্র দেহী
তোষং বিনা তব বিনায়ক ঢুণ্টিরাজ॥" (কাশীখ°)

ঢুণ্টি এই ধাতু জগতে অন্বেষণার্থক রূপেই প্রথিত আছে, সমস্ত বিষয়ই তোমার অন্বেষিত (জ্ঞাত), এই জন্যই তোমার নাম ঢুণ্টি। তোমার সন্তোষ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই কাশীতে প্রবেশ করিতে পারেনা, তুমি আমার অন্নদক্ষিণে ঢুণ্টিরাজরূপে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তগণকে অন্বেষণ করিয়া তাহাদিগকে সমস্ত অভিলষিত পদার্থ প্রদান করিতেছ, এই জন্যই তোমার নাম ঢুণ্টি। মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী তিথিতে

যে সকল লোক বিবিধ প্রকার গন্ধমাল্যাদি দ্বারা ঢুণ্ঢি-রাজের পূজা করে, তাহারা শিবের অনুচর হইয়া কাশীতে অবস্থান করে। প্রতি চতুর্থীতে যাহারা পূজা করে, তাহারাও এ জগতের অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে।

মাঘমাসে শুক্লাচতুর্থীতে নক্তব্রত করিয়া যে সকল ব্যক্তি ঢুণ্ঢিগণেশের পূজা করে, শুক্লতিল দ্বারা লাড়ু প্রস্তুত করিয়া নিবেদন করে এবং যাহারা তিলদ্বারা হোম করে, তাহারা সকল প্রকার বাধারহিত হইয়া অচিরে সিদ্ধি লাভ করে। (কাশীখ° ৫৭ অঃ) [কাশী দেখ।]

২ জাতকপদ্ধতি নামক জ্যোতিগ্র্ন্থকার। ৩ মাংসাদি-নির্ণয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা।

৪ একজন সংস্কৃত শাস্ত্রানুরাগী রাজা, ইঁহারই উৎসাহে বিশ্বনাথভট্ট বিখ্যাত "ঢুণ্ঢিপ্রতাপ" নামে একখানি বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ প্রকাশ করেন।

ঢুণ্ঢিরাজ, ১ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্, পার্থপুরবাসী নৃসিংহের পুত্র। ইনি অনেকগুলি জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—ঋণভঙ্গাধ্যায়, কুণ্ডকল্পলতা, গ্রহফলোৎপত্তি, গ্রহলাঘবোদাহরণ, জাতক-কৌস্তুভ, জাতকাভরণ, তাজিকভূষণ, তাজিকাভরণ, পঞ্চাঙ্গ-ফল, রাজযোগাধ্যায়, শিষ্টাধ্যায়, অনন্তরচিত সুধারসের সুধারসসারিণী নামে টীকা, সুধারসকরণচতুষ্ক প্রভৃতি।

ইঁহার পুত্র গণেশ গণিতমঞ্জরী রচনা করেন।

২ বৌধায়নীয় চাতুর্মাস্যপ্রয়োগরচয়িতা।

৩ কাবেরী-স্তোত্র-প্রণেতা।

ঢুণ্ঢিরাজ লল্ল, একজন বৈদিক পণ্ডিত, ইনি মৃতপত্নীকাধান, স্বর্গদ্বারেষ্টিসত্রপ্রয়োগ এবং বৌধায়নীয়হৌত্রসামান্য রচনা করেন।

ঢুণ্ঢিরাজ ব্যাসযজ্বন্, একজন মহারাষ্ট্র পণ্ডিত। ইনি ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে শাহজীর প্রীত্যর্থ শাহজিবিলাস নামে এক-খানি সঙ্গীত পুস্তক ও পরে মুদ্রারাক্ষসটীকা রচনা করেন।

ঢুণ্ঢুভ (পুং) ডুণ্ডুভ, ঢোঁড়া শাপ।

ঢুপ্ (দেশজ) ১ খালি। ২ খালি পাত্রের শব্দ।

ঢুলুঢুলু (দেশজ) ১ নিদ্রাবেশ, চক্ষু যেন বুজিয়া আসার ভাব। ১ ঝিমন।

ঢুলা (দেশজ) নিদ্রাবেশে নড়া বা মাথা দোলান।

ঢুস্ (দেশজ) ১ গুতা মারা। ২ ঢু দেওয়া।

ঢুষণ (দেশজ) ১ ঢু দেওয়া। ২ গুতা মারণ।

ঢুষণা (দেশজ) ১ কর্ম্মঠ হইয়াও যে কিছু করেনা। ২ অপব্যয়কারী।

ঢুষাঢুষি (দেশজ) পরস্পর গুঁতা মারা, ঢু দেওয়া।

ঢেউ (দেশজ) ১ তরঙ্গ, হিল্লোল। ২ খেয়াল।

ঢেওন (দেশজ) জল দিয়া ভাসাইয়া দেওন।

ঢেঁকি (দেশজ) তণ্ডুলাদি প্রস্তুত করণের যন্ত্রবিশেষ।

ঢেঁকিশালা (দেশজ) ঢেঁকিগৃহ, ঢেঁকিঘর।

"পরিবারে দিবা খুঞা উড়িতে খোসলা।
শয়ন করিতে তারে দিবা ঢেঁকিশালা॥" (কবিক° চণ্ডী)

ঢেঁটা (দেশজ) শঠ, দুষ্ট, খল।

ঢেঁট্রা (দেশজ) ঢক্কাবাদনপূর্ব্বক ঘোষণা করা, কোন একটী বিষয় সাধারণে জানাইতে হইলে একজন লোক ঢোল বাজাইতে বাজাইতে গমন করে, আর তাহার পিছনে আর একজন লোক সেই বিষয় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে গমন করিয়া থাকে।

ঢেঁড়রিয়া (দেশজ) যে ঢেঁড়া দেয়।

ঢেঁড়স (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। ইহার ফলকে দেশভেদে রামঝিঙ্গা বলে।

ঢেঁড়া (দেশজ) ঘোষণা, প্রচার।

ঢেঁড়ী (দেশজ) ১ অহিফেণ বৃক্ষের ফুল। ২ কর্ণাভরণ-বিশেষ। ৩ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ঢেঁপ (দেশজ) পদ্মের বীজকোষ।

ঢেঁশা (দেশজ) ১ আঘাত, ধাক্কা, বিদ্রূপ। ২ দোষসূচক দৃষ্টান্ত।

ঢেক (দেশজ) ছাপাইয়া উঠা।

ঢেক চালুয়া (দেশজ) যে চাল ভাল রাঁধা হয় নাই।

ঢেকা (দেশজ) ১ ধাক্কা মারণ। ২ নির্গত করণ। ৩ ঠেলন।

ঢেকাঢোকা (দেশজ) আবরণ, আচ্ছাদন।

ঢেকুর (দেশজ) হিক্কা।

ঢেঙ্গা (দেশজ) লম্বা, আয়ত।

ঢেমন (দেশজ) লম্পট, নায়কনায়িকার সংঘটনকারক, কোটনা।

ঢেমনা (দেশজ) উপপতি, প্রণয়ী, ভালবাসার লোক।

ঢেমনী (দেশজ) উপপত্নী।

ঢেমসা (দেশজ) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ঢেম্নী (দেশজ) উপপত্নী।

ঢের (দেশজ) বহু, অনেক।

ঢেরা (দেশজ) ১ পাট কাটিবার যন্ত্র। ২ নিরক্ষর লোক-দিগের দস্তখতের ঢেরাকার চিহ্ন।

ঢেরি (দেশজ) রাশি, গুচ্ছ, সমূহ।

ঢেলা (দেশজ) মাটির চাপ, ইষ্টক খণ্ড।

ঢোলপুর, রাজপুতনার উত্তরপূর্ব্বকোণে একটী দেশীয়

রাজ্য অক্ষাং ২৬° ২২´´ এবং ২৬° ৫৭´ উঃ ও দ্রাঘিং ৭৭° ১৬´ ও ৭৮° ১৯´ পূঃ। এই রাজ্যটী উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৭২ মাইল দীর্ঘ এবং গড় পড়তা ১৬ মাইল প্রস্থ। ইহার উত্তরসীমায় আগ্রা, দক্ষিণে চম্বল নদী এবং পশ্চিমে করৌলি ও ভরতপুর। প্রধান সহর ঢোলপুর। এই রাজ্যে একজন বৃটীশ গবর্মেণ্টের প্রতিনিধি কর্ম্মচারী (Political agent) বাস করেন।

চম্বলনদী এই রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব্বে ১০০ মাইল প্রবাহিত। গ্রীষ্মকালে ইহার বিস্তৃতি ৩০০ গজ, বর্ষাকালে ইহা প্রায় ১০০০ গজ বিস্তৃত হয়। চম্বলনদীর সমতলের আকস্মিক পরিবর্ত্তন হেতু নদীর উপর দিয়া নির্ভয়ে যাতায়াত করা যায় না, এই নদী পার হইয়া গোয়ালিয়রে যাইবার অনেকগুলি ঘাট আছে। রাজঘাটটীই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যের উত্তরাংশে বাণগঙ্গা (অথবা উতনগাঁ) নদী। ঢোলপুরে পার্ব্বতী ও মোর্ক নামে ইহার দুইটী শাখানদীও আছে। গ্রীষ্মকালে এই তিনটী নদী অধিকাংশ স্থলেই শুকাইয়া যায়। ঢোলপুরের নদীগুলি সাধারণতঃ দেশের সমতল অপেক্ষা অতিশয় নিম্ন এবং ইহাদের তট স্থানে স্থানে লম্বা গর্ত্তে পরিপূর্ণ।

ঢোলপুরের আড় দিকে একটী রক্তবর্ণ বালুকা পাথরের ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। অধিবাসিগণ এই পাহাড় হইতে প্রস্তর লইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে। বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে এই পাথরগুলি শক্ত হয় এবং পাত করিলেও নষ্ট হয় না। চম্বলের রেলওয়ে-সেতু এই প্রস্তর-নির্ম্মিত। নদীর তটে অনেক গর্ত্তে কাঁকর পাওয়া যায়। ঢোলপুর সহরের ২১ মাইল মধ্যে চুণের পাথর দৃষ্ট হয়। পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী ভূমি অনুর্ব্বর। উত্তর এবং উত্তরপশ্চিম ভাগের দোমাটিতে (বালুকা ও কর্দ্দমমিশ্রিত মৃত্তিকায়) যথেষ্ট ফসল জন্মে। রাজাখেরা পরগণার নিকটস্থ কৃষ্ণমৃত্তিকা হৈমন্তিক শস্যের পক্ষে অনুকূল। বাজরা, জোয়ার, যব, গোধূম ঢোলপুরের প্রধান উৎপন্ন শস্য। তুলা ও ধান্য জন্মে। কূপ ও পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া জমিতে দেওয়া হয়। সচরাচর কূপাদির ২৫ ফুট নীচে জল থাকে।

ঢোলপুরের রাজাই এই রাজ্যের সমগ্র ভূখণ্ডের একমাত্র অধিকারী। জমিদার অথবা মাতব্বরগণ কৃষকদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করেন। গ্রাম-স্থাপয়িতার বংশধরগণই জমিদার শ্রেণীভুক্ত। যতদিন পর্য্যন্ত জমিদারগণ রাজার সহিত যে নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অব্যাহত রাখেন, ততদিন তাঁহারা জমির অধিকার ভোগ করিতে পারেন। পতিত জমি পুষ্করিণী প্রভৃতি রাজার সাক্ষাৎ অধিকারান্তর্গত।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে এই রাজ্যে একবার জরিপ হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান ও জৈন ধর্ম্মের অনেক লোক ঢোলপুরে বাস করে। ব্রাহ্মণ ও চামারের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রাজপুত, গুর্জ্জর, কচ্ছী, মীনা, জাট, বণিয়া, আহীর প্রভৃতি শ্রেণীর লোক এই প্রদেশে দেখা যায়। বারী ও গির্দ্দ তালুকের গুর্জ্জরীগণ গৃহপালিত পশু চুরি করে। মীনাগণ কৃষিজীবী। বৈষ্ণব ধর্ম্মই ঢোলপুরে সমধিক প্রবল। চৌনী, বারী, পুরণী এবং রাজাখেরা এই চারিটী প্রধান সহর। এই রাজ্যে হিন্দি, পার্সি, ইংরাজী প্রভৃতি শিখাইবার জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে।

ঢোলপুর রাজ্যের মধ্য দিয়া আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে। ঢোলপুর হইতে রাজাখেরি দিয়া আগ্রা, ঢোলপুর হইতে বারী এবং ঢোলপুর হইতে কোলারী ও বসেরি পর্য্যন্ত ৩টী ভাল রাস্তা আছে। সিন্ধিয়া ষ্টেট রেলওয়ের রাস্তাও এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

রাজস্বকার্য্যের সুবিধার জন্য রাজ্যটী ৫টী তহসীলে বিভক্ত। যথা (১) গির্দ্দ ঢোলপুর, (২) বারী, (৩) বসেরী, (৪) কোলরি, (৫) রাজাখেরা। উক্ত তহসীল গুলিতে যথাক্রমে ৫,৭,২,৩ ও ২টী তালুক আছে। সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিবার জন্য ৫৫ খানি গ্রাম জায়গীর এবং ৪৪ খানি গ্রাম দেবোত্তর অর্পিত হয়। জায়গীরদারগণ অত্যাচার করিলে রাজা তাহার বিচার করেন। প্রজাদিগের জীবনমৃত্যুর ক্ষমতা রাজার হাতে। রাজকার্য্যের পরামর্শের জন্য কৌন্সিলে ৩ জন সভ্য থাকেন। নাজিম পুলিস ও বিচার বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা, কিন্তু কৌন্সিলের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া তিনি কাহাকেও ৩ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন না। এই রাজ্যে কতকগুলি থানা ফাড়ি এবং প্রতি গ্রামে একজন করিয়া চৌকিদার আছে। বনবিভাগের বন্দোবস্ত তহসীলদার করিয়া থাকেন। ঢোলপুরের কারাপ্রথা বৃটীশসাম্রাজ্যের তুল্য।

দেশের জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যজনক। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে অতিশয় উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ২৭ হইতে ৩০ ইঞ্চ। এই রাজ্যে ৩টী দাতব্যচিকিৎসালয় আছে। রাজকোষ হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

১০০৪ খৃঃ অব্দে তোমরবংশোদ্ভূত রাজা ঢোলন-দেব-তলবার চম্বল ও বাণগঙ্গা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ শাসন

করিতেন। প্রবাদ, তাঁহার নামানুসারে ঢোলপুরের রাজা বাবরকে কিছুদিন বাধা দিয়াছিলেন। অক্‌বরের সময় ঢোলপুর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে ঢোলপুরের ৩ মাইল পূর্ব্বে রঙ্কচবুত্র নামক স্থানে সাম্রাজ্য লইয়া অরঙ্গজেব মুরাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আজম ও মুয়াজমের মধ্যে ঢোলপুরে একটী যুদ্ধ হইয়াছিল। নবীন সম্রাট্ মুয়াজমকে বিপদাপন্ন দেখিয়া রাজা কল্যাণসিংহ ঢোলপুর অধিকার করিয়া বসিলেন।

ঢোলপুরের শাসন-কর্ত্তাগণ জাটবংশীয়। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাচীনকালে গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী গোহদ নামক একটী গ্রামের জমিদার ছিলেন। প্রাচীন বর্ণনানুসারে ঢোলপুর কনোজ-রাজ্যের অংশ বলিয়াই অনুমিত হয়। সম্রাট্ অক্‌বর ঢোলপুরকে আগ্রারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ঢোলপুরের শাসন-কর্ত্তাগণ অতিশয় পরিশ্রমী ও যুদ্ধকুশল হওয়ায় ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। পেশবা বাজিরাওয়ের সময় ইহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে গোহদরাজ উপাধি ভূষিত হইলেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে পাণিপথের ভীষণক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপতনের পর গোহদরাজ গোয়ালিয়র অধিকার নিজ স্বাধীনতা প্রচার ও রাণা উপাধি ধারণ করিলেন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে গোহদের মহারাণা লকিন্দর সিংহের সহিত ইংরাজদিগের এই সর্ত্তে একটী সন্ধি হইল যে, বৃটিশগবর্মেণ্ট মহারাণাকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সৈন্য সাহায্য করিবেন এবং জয়পরাজয়ের ফলভাগী হইবেন। ইংরাজদিগের সহায়তায় মহারাণার রাজ্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু মহারাণা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই, এই অপরাধে ইংরাজগবর্মেণ্ট তাঁহার সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করিলেন। সুবিধা পাইয়া সিন্ধিয়া গোয়ালিয়র ও গোহদ অধিকার এবং মহারাণাকে বন্দী করিলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি শাসন-কর্ত্তা অম্বজি ইঙ্গলিয়া গোহদ, গোয়ালিয়র ও অন্যান্য কএকটী স্থান বৃটিশগবর্মেণ্টকে প্রদান করেন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট মহারাণা লকিন্দরের পুত্র কিরাতসিংহকে গোহদ ও তাহার অধীন জনপদগুলি ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বৃটীশগবর্মেণ্টকে মহারাণা কিরাতসিংহের নিকট হইতে গোহদ প্রদেশ গ্রহণ করিয়া সিন্ধিয়াকে অর্পণ করিতে হইল। মহারাণার ক্ষতিপূরণার্থ বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ঢোলপুর, বরু এবং রজকির পরগণা প্রদান করিলেন। এই রূপে কিরাতসিংহ ঢোলপুরের মহারাণা হইলেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে কিরাতসিংহের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র ভগবন্তসিংহ মহারাণা উপাধি পাইলেন। ইনি সিপাহীবিদ্রোহকালে বৃটীশ গবর্মেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পুরস্কার স্বরূপ ভগবন্তসিংহ বৃটীশগবর্মেণ্টের নিকট হইতে 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' উপাধি পাইলেন। পাতিয়ালার মহারাজের ভগিনীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলস্বরূপ নেহালসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে মহারাণা ভগবন্তসিংহের মৃত্যুর পর নেহালসিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন। ইনি আগ্রার প্রিন্স অব ওয়েলসের অভ্যর্থনা-সভায় ও দিল্লীদরবারে উপস্থিত ছিলেন। ঢোলপুরের মহারাণাদিগের সম্মানার্থ ১৫টী তোপ হইবার নিয়ম আছে। এইরাজ্যে ৬০০ অশ্বারোহী, ৩৬৫০ পদাতি, ১০০ গোলন্দাজ সৈন্য ও ৩২টী কামান আছে।

ঢোলপুররাজ্যে শ্বেত ও রক্তবর্ণ বালুকাপ্রস্তরের থাম, খিলান, বক্র ও অন্যান্য আকারের বাতায়ন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এ গুলি দেখিতে অতিশয় মনোরম। কারুকার্য্যের তারতম্যানুসারে ইহাদের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঢোলপুরে পিত্তলের এক প্রকার হুকা প্রস্তুত হয়। এই অঞ্চলে এই হুকাকে কল্লি কহে। এই হুকাগুলি বিবিধরূপে চিত্রিত ও অলঙ্কৃত। এই রাজ্যের কাষ্ঠনির্ম্মিত খেলনা ও অন্যান্য দ্রব্যগুলিও অতিশয় সুন্দর। এই স্থানের বার্ণিস করা দ্রব্য বিশেষ বিখ্যাত।

২ মধ্যভারতের অন্তর্গত ঢোলপুররাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৬° ৪২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৬´ পূঃ। আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে আগ্রার ৩৪ মাইল দক্ষিণে এবং গোয়ালিয়রের ৩৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ঢোলপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে রাজঘাটের নিকট চর্ম্মণ্বতী নদীর উপর নৌসেতু আছে। ঐ নৌসেতু ১লা নবেম্বর হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত থাকে। বৎসরের অবশিষ্ট সময় খেয়া নৌকা দ্বারা যাতায়াত সম্পন্ন হয়। আগ্রা হইতে গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত সিন্ধিয়া ষ্টেট রেলওয়ে ঢোলপুর দিয়া গিয়াছে। এই রেলপথ ঢোলপুর হইতে ৫ মাইল দূরে সেতু দিয়া চর্ম্মণ্বতী নদী পার হইয়াছে।

কথিত আছে, রাজা ঢোলনদেব বর্ত্তমান নগরের দক্ষিণে প্রাচীন ঢোলপুর নগর স্থাপন করেন। সম্রাট্ বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ঢোলপুর অধিকার করেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তৎপুত্র হুমায়ুন চর্ম্মণ্বতী নদীর গর্ভশায়ী হইবার আশঙ্কায় নদীতীর হইতে নগরকে আরও উত্তরে স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট্ অক্‌বর এখানে একটী উচ্চ ও সুরক্ষিত সরাই নির্ম্মাণ করেন। নগরের নূতন অংশ এবং রাজপ্রাসাদ রাণা কিরাতসিংহ কর্ত্তৃক

নির্ম্মিত। কার্ত্তিকমাসে ১৫ দিন ধরিয়া এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে, ঐ মেলায় বহুসংখ্যক অশ্ব, গবাদি এবং দিল্লী, আগ্রা, কাণপুর, লক্ষৌ প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত ও নানাবিধ পণ্যজাত বিক্রয় হইয়া থাকে। ঢোলপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে মুচুকুন্দহ্রদের নিকটও প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র মাসে দুইটী মেলা হয়, ঐ সময়ে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া তথায় স্নানদানাদি করিয়া থাকে। এই হ্রদ প্রায় ১২৫ বিঘা বিস্তৃত এবং অতিশয় গভীর। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পাহাড় সকল হইতে বৃষ্টিজল আসিয়া ঐ খাতে সঞ্চিত হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে অন্যূন ১১৪টী দেবালয় আছে। ফাল্গুনমাসে ঢোলপুরের ১৪ মাইল উত্তরপশ্চিমস্থ সন্পৌ নগরেও একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।

ঢোলসমুদ্র, বাঙ্গালার অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার একটী ঝিল বা জলা। ইহা ফরিদপুর সহরের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। বর্ষাকালে এই ঝিলের পরিসর বৃদ্ধি হইয়া নগরের গৃহ-সন্নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। শীতকালে উহা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া অবশেষে গ্রীষ্মকালে এক বা দুই মাইলে পরিণত হয়।

ঢো (দেশজ) ১ ভার বহন। ২ আসিয়া বৃথা চলিয়া যাওয়া।

ঢোঁওন (দেশজ) ১ ভারবহন। ২ গাড়ী হাঁকান।

ঢোঁড়ন (দেশজ) অন্বেষণ, খুঁজন।

ঢোঁড়া (দেশজ) ১ খুঁজা, অন্বেষণ করা। ২ এক প্রকার সাপ।

ঢোক (দেশজ) ১ স্বুবর্ণাদির পরিণাম করিবার দ্রব্যবিশেষ। ২ এক ঝলক, একবার কণ্ঠদেশে যতটা ধরে।

ঢোকন (দেশজ) প্রবেশ করণ।

ঢোকা (দেশজ) প্রবেশ করা।

ঢোকান (দেশজ) প্রবেশ করান।

ঢোঢ়মিশ্র, প্রাণকৃষ্ণমিশ্রের পুত্র। ইনি শ্রাদ্ধবিবেক রচনা করেন।

ঢোল (পুং) ঢক্কা তদাকারং লাতি লা-ক পৃষো° সাধুঃ। ১ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, রুদ্রযামলে এই বাদ্যের নাম পাওয়া যায়। ইহা একটী গ্রাম্য বহির্দ্বারিক যন্ত্র। ঢোলক অপেক্ষা কিছু বড়। এই বাদ্য একদিকে দণ্ডদ্বারা ও অপরদিকে হস্তদ্বারা বাদিত হয়। ইহা গলদেশে ঝুলাইয়া বাজানই প্রসিদ্ধ। (যন্ত্রকোষ) ২ রাগ-বিশেষ, ওড়ব, বরারী ও রেথব যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতর°)

ঢোলক (পুং) ঢোল-স্বার্থে কন্। ঢোলের অনুকৃত যন্ত্রবিশেষ, ইহা কাষ্ঠকোষের উভয় মুখে চর্ম্মাচ্ছাদন করিয়া নির্ম্মিত হয়। বাম মুখে খরলি লেপিত থাকে। ঐ চর্ম্মদ্বয় রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ। স্বরের উচ্চ, নীচ ও সমতা সাধন করিবার নিমিত্ত ঐ রজ্জুতে অঙ্গুরী বা কড়া দেওয়া থাকে। ইহা সভ্যযন্ত্র এবং যাত্রা, পাঁচালী ও ঐক্যতান বাদ্য প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (যন্ত্রকো°)

ঢোলকলমী (দেশজ) এক প্রকার শাক। (Ipomœa grandiflora.)

ঢোলকী (দেশজ) ছোট ঢোল।

ঢোলন (দেশজ) নিদ্রাতে অভিভূত হওন, ঝিমন।

ঢোলা (দেশজ) ১ টলা, নড়া। ২ ঝিমন।

ঢোলী (ত্রি) ঢোল অস্ত্যস্য ইনি। যে ঢোল বাজায়।

ঢোষা (দেশজ) ১ গুতা মারা। ২ মোটা, স্থূলকায়।

ঢোষাণ (দেশজ) গুতা মারণ।

ঢৌকন (ক্লী) ঢৌক-ল্যুট্। ১ গমন। ২ উৎকোচ।

ণ

ণ ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চদশ ও টবর্গের পঞ্চমবর্ণ। এই বর্ণ অর্দ্ধমাত্রা কাল দ্বারা উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরিক প্রযত্ন, জিহ্বামধ্য দ্বারা মূর্দ্ধার স্পর্শ ও নাসিকাতে যত্নবিষয়ের প্রভেদ। বাহ্য প্রযত্ন, সংবার, নাদ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ। মাতৃকান্যাসে এই বর্ণ দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে ন্যাস করিতে হয়। তন্ত্রে ইহার লিখন-প্রণালী এই প্রকার লিখিত আছে। প্রথমে একটী রেখা কুণ্ডলী যুক্ত করিবে। পরে মধ্যস্থল হইতে উর্দ্ধদিকে টানিয়া দিবে। পুনর্ব্বার বামদিক্ হইতে অধোগত করিয়া উর্দ্ধদিকে টানিবে। এই অক্ষরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সর্ব্বদা বিরাজিত আছেন।

"কুণ্ডলীত্বগতা রেখা মধ্যতস্তত উর্দ্ধতঃ।
বামাদধোগতা সৈব পুনরূর্দ্ধং গতা প্রিয়ে॥
ব্রহ্মেশ বিষ্ণুরূপা সা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা।" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইহার বাচক শব্দ—নির্গুণ, রতি, জ্ঞান, জম্ভল, পক্ষি-বাহন, জয়া, জম্ভ, নরকজিৎ, নিষ্কল, যোগিনীপ্রিয়, দ্বিমুখ, কোটবী, শ্রোত্র, সমৃদ্ধি, বোধনী, ত্রিনেত্র, মানুষী, ব্যোম, দক্ষপাদাঙ্গুলীমুখ, মাধব, শঙ্খিনী, বীর, নারায়ণ। (নানাতন্ত্র)

ইহার স্বরূপ—পরমকুণ্ডলী, পীতবিদ্যুল্লতাকার, পঞ্চ-দেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিগুণযুক্ত, আত্মা প্রভৃতি তত্ত্বযুক্ত ও মহামোহপ্রদ। (কামধেনুত°) ইহার ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। ইহার ধ্যান—

"দ্বিভুজাং বরদাং রম্যাং ভক্তাভীষ্টপ্রদায়িনীম্।
রাজীবলোচনাং নিত্যাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইনি দ্বিভুজা, বরদায়িনী, পদ্মলোচনা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষদায়িনী। ইনি সর্ব্বদা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।

মাত্রাবৃত্তে প্রথমে এই অক্ষর বিন্যাস করিলে মরণ হয়। (বৃত্তর° টী°)

ণ (পুং) ণ থ-ড পৃষো° সাধুঃ। ১ বিন্দুদেব, বুদ্ধবিশেষ। ২ ভূষণ। ৩ গুণবর্জ্জিত। ৪ পানীয় নিলয় (মেদিনী) ৫ নির্ণয়। ৬ জ্ঞান (একাক্ষরকো°)

"ণশ্চ ণয়ে জ্ঞান ণশ্চ ণকার নির্ণয়।
ণস্বরূপা রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয়॥"

ণকার (পুং) ণ-স্বরূপে কার প্রত্যয়ঃ। ণ স্বরূপবর্ণ, ণকার।

ণত্ববিধান (ক্লী) ণত্বস্য বিধানং ৬তৎ। ণত্ববিষয়ক বিধান, পাণিনিতে ইহার বিধান এই প্রকার লিখিত আছে।

ঋ, ৠ, র ও ষ এই চারিবর্ণের পর দন্ত্য ন থাকিলে মূর্দ্ধণ্য হয়। যদি স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য, ব, হ ও অনু-স্বার ব্যবধান থাকে, তাহা হইলেও দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

পদের অন্তস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয় না এবং ন ভিন্ন তবর্গ যুক্ত (ত, থ, দ, ধ) এবং প ও ভ যুক্ত দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

যদি একপদে ঋ, ৠ, ষ থাকে, আর অন্যপদে দন্ত্য ন থাকে, তাহা হইলে ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

যদি অন্য পদস্থিত দন্ত্য ন বিভক্তিস্থানে জাত অথবা বিভক্তি যুক্ত হয় বা স্ত্রীলিঙ্গবিহিত ঈপ্রত্যয়ের সহিত মিলিত থাকে, তাহা হইলে বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়। কিন্তু যুবন্, ভগিনী, কামিনী, ভামিনী, যামিনী, যুনী প্রভৃতির দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

ওষধিবাচক ও বৃক্ষবাচক শব্দের পরস্থিত বনশব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়; কিন্তু তিরিকা, ঈরিকা, হরিদ্রা, তিমিরা, বিদারী ও কর্ম্মার এই কয় শব্দের পর বনশব্দ হইলে মূর্দ্ধণ্য হয় না।

শস্য পক্ক হইলে যে সকল উদ্ভিদের জীবন শেষ হয়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। ওষধিবাচক শব্দ দ্বিস্বর অথবা ত্রিস্বর না হইলে হয় না।

শর, ইক্ষু, প্লক্ষ, আম্র ও খদির এই কয় শব্দের পরস্থিত বন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র, নির্, অন্তর, অগ্রে এই কয়শব্দের পরস্থিত বনশব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়। অন্য পদস্থিত র প্রভৃতির পরবর্ত্তী পান শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

বয়স্ অর্থ বুঝাইলে ত্রি ও চতুর্ শব্দের পরবর্ত্তী হায়ন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র, পূর্ব্ব, অপর প্রভৃতি শব্দের পরবর্ত্তী অহ্ন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

পর, পার, উত্তর, চান্দ্র ও নারা শব্দের পরবর্ত্তী অয়ন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরবর্ত্তী নীশব্দের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

শূর্পের পরস্থিত নখের ন এবং প্র, ক্রু, খর ও বাধ্রী শব্দের পরস্থিত নসের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

গিরি নদী, স্বর্ণদী, গিরিনিতম্ব, গিরিনখ, গিরিনদ্ধ, চক্রনদী, চক্রনিতম্ব, তূর্য্যমান, মাষোর্ণ, আর্গয়ন এই সকল শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গের ও অন্তর্ শব্দের পর যদি নদ্, নম্, নশ্, নহ্, নী, নু, নুদ্, অন্, হন্ এই সকল ধাতু থাকে, তাহা হইলে উহাদের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

যদি হন্ ধাতুর ন ম ও ব যুক্ত হয়, তাহা হইলে বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

হন্ ধাতুর হ স্থানে ঘ হইলে ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গ ও অন্তর্ শব্দের পর নিংস্, নিক্ষ্, নিন্দ্ এই তিন ধাতুর বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর হিমু ও মীনার ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর লোটের আনি বিভক্তির ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর গদ্, পড্, দা, ধা, হন্, নদ্, পদ্, দান্, দো, সো, দে, ধে, মা, ষা, দ্রা, প্সা, বপ্, বহ্, শম্, চি, দিহ্ এই সকল ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী নি উপসর্গের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

ধাতুর পূর্ব্বে প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গ অথবা অন্তরশব্দ থাকিলে কৃৎপ্রত্যয়ের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

যে সকল ধাতুর আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে এবং অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্বে অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর বিহিত কৃৎপ্রত্যয়ের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

ণ্যন্ত ধাতুর উত্তর বিহিত কৃৎপ্রত্যয়ের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

ভা, ভূ, পূ, কম, গম, প্যায়, বেপ, কম্প এই সকল ধাতু ণ্যন্ত করিলে তাহাদিগের উত্তর বিহিত কৃতে ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

কৃৎ প্রত্যয়ের ন ব্যঞ্জনবর্ণে মিলিত হইলে মূর্দ্ধণ্য হয় না।

নশ ধাতুর শ মূর্দ্ধণ্য হইলে ণ মূর্দ্ধণ্য হয়।

ক্ষুভ্নাদির ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

ণ্য (পুং) ব্রহ্মলোকস্থিত সরোবরবিশেষ।

"ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যাং।" (ছান্দোগ্য উপ°)

ত

ত ব্যঞ্জন বর্ণের ষোড়শবর্ণ। ত বর্গের প্রথমবর্ণ। অর্দ্ধমাত্রাকাল দ্বারা এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরিক প্রযত্ন দন্তমূল দ্বারা জিহ্বাগ্রের স্পর্শ।

বাহ্যপ্রযত্ন বিবার, শ্বাস ও অঘোষ। ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। মাতৃকান্যাসে বামনিতম্বে ন্যাস করিতে হয়।

তন্ত্র মতে, ইহার লিখনপ্রণালী এইরূপ—

প্রথমে একটী বিন্দু লিখিবে, তাহা হইতে মধ্যস্থলে কুণ্ডলী করিয়া বাম ও দক্ষিণদিকে টানিয়া দিবে।

এই অক্ষরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিত্য বিরাজমান।

"আদৌ বিন্দুস্ততোমধ্যে কুণ্ডলীত্বমবাপ্য সা।
দক্ষাদ্বামগতানিত্যা ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশরূপিণী॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইহার বাচক শব্দ—পূতনা, হরি, শুদ্ধি, শক্তি, শুক্তি, জটী, ধ্বজী, বামস্ফিচ্, (বামনিতম্ব), বামকটী, কামিনী, মধ্যকর্ণক, আষাঢ়ী, তণ্ডতুণ্ড, কামিকা, পৃষ্ঠপুচ্ছক, রত্নক, শ্যামমুখী, বারাহী, মকর, অরুণা, সুগত, উর্দ্ধমুখ, উর্দ্ধজানু, ক্রোষ্টুপুচ্ছক, গন্ধ, বিশ্ব, মরুৎ, ছত্র, অনুরাধা, সৌরক, জয়ন্তী, পুলক, ভ্রান্তি, অনঙ্গ, মদনাতুরা। (নানাতন্ত্র°)

ইহার স্বরূপ কামধেনুতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত আছে। ইহা স্বয়ং পরমকুণ্ডলী এবং পঞ্চপ্রাণময় ও পঞ্চদেবাত্মক। এই বর্ণ ত্রিশক্তিযুক্ত এবং আত্মাদিতত্ত্বোপেত ত্রিবিন্দুযুক্ত ও পীতবিদ্যুতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। (কামধেনুত°)

ইহার ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্টলাভ করিতে পারে। ধ্যান—

"চতুর্ভুজাং মহাশান্তাং মহামোক্ষপ্রদায়িনীম্।
সদাষোড়শবর্ষীয়াং রক্তাম্বরধরাং পরাম্॥
নানালঙ্কারভূষাং বা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনীম্।
এবং ধ্যাত্বা তকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

এই বর্ণাধিষ্ঠাত্রী দেবীর চারিটী হস্ত আছে। ইনি পরম

মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন ও সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, রক্তবস্ত্র-পরিধারিনী ও নানাভূষণ দ্বারা পরিশোভিতা—ইনি সাধক-দিগকে সকল সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।

এই বর্ণ মাত্রাবৃত্তে প্রথমে প্রয়োগ করিলে কুল ধন নষ্ট হয়। "তোব্যোমাস্তলঘুর্ধনাপহরণং" (বৃত্তর° টী°)

ত (পুং) তক-ড। ১ চৌর। ২ অমৃত। ৩ পুচ্ছ। ৪ ক্রোড়। ৫ ম্লেচ্ছ। (মেদিনী) ৬ গর্ভ। ৭ শঠ। (শব্দচ°) ৮ রত্ন। ৯ সুগতদেব, বুদ্ধ। ১০ গৌরববর্জ্জিত। ১১ ক্রোষ্টুপুচ্ছ। (একাক্ষরকো°) (ক্লী) (স্ত্রী) ১২ তরণ। ১৩ পুণ্য।

ত্রিবর্ণ প্রস্তাবে (ত বলিলে যখন তিনটী বর্ণ বুঝাইবে) আদি দুইটী গুরু ও অন্ত্যটী লঘু গণবিশেষ (SSI) অর্থাৎ প্রথম ২টী গুরু ও শেষটী লঘু হইবে। "সোঽন্তগুরু কথিতো-ঽন্ত্যলঘুস্তঃ।" (ছন্দোম°)

তংসু (পুং) তসি-উন্। পুরুবংশীয় নৃপভেদ। পৌরবরাজ মতি-নারের ঔরসে সরস্বতীর গর্ভে তংসু জন্মগ্রহণ করেন। রাজা মতিনারের আরও তিনটী পুত্র ছিল। কিন্তু তংসু নিজ বীর্য্য-বলে পুরুবংশ উজ্জ্বল ও পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। (ভারত অঃ ৯৪-৯৫)

তঅজ্জব্ (আরবী) তাজ্জব, আশ্চর্য্য।

তঅলক্ (আরবী) ১ সম্বন্ধ। ২ চিন্তা। ৩ বাণিজ্য। ৪ সম্পত্তি। ৫ তালুক।

তইনাৎ (আরবী) নিয়োগ, কার্য্য।

তউ (দেশজ) তাওয়া, পাকপাত্রভেদ।

তংখা (পারসী) ১ বেতন। ২ হার।

তংখাদার (পারসী) ১ বেতনভুক্। ২ যে বেতন বা হার নির্দ্দিষ্ট করে।

তক্ (হিন্দী) পর্য্যন্ত।

তক (ত্রি) তং গৌরববর্জ্জিতং যথাতথা কায়তি কৈ-ক। ১ নিন্দিত। "ইয়ন্তকঃ কুবুন্তকন্তকং" (ঋক্ ১।১৯১।১৫) 'তকং কুৎসিতং' (সায়ণ) তক-অচ্। ২ সহনশীল। "তকাবয়ং প্রবামহে ইদং মধু" (কাত্যা° শ্রৌ° সূ° ১৩।৩।২১) ৩ স্খলিত। "শ্রুতং গায়ত্রং তকবানস্য" (ঋক্ ১।১২০।৬) 'তকবানস্য স্খলৎ গন্তেরন্ধস্য।' (সায়ণ)

তকৎ (অব্য) তক বা অতি। অতিশয় অল্প। "তকৎসু তে মনায়তি তকৎসু তে মনায়তি" (ঋক্ ১।১৩৩।৪) 'তকদিতি মনায়তি অত্যল্পমিদং।' (সায়ণ)

তকনকর, দাক্ষিণাত্য ও বরার প্রদেশবাসী এক ভ্রমণশীল জাতি। ইহারা তৈলঙ্গ ভাষায় কথা কহে। প্রস্তর কাটিয়া জাঁতা নির্ম্মাণ করাই ইহাদের উপজীবিকা। তজ্জন্য ইহাদিগকে চাকি-করনে-ওয়ালা ও পাথরীও কহিয়া থাকে। ইহারা একস্থানে অধিক দিন বাস করে না; নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাঁতা প্রস্তুত করিয়া বেড়ায়। সট্বাই নামে ইহাদের এক দেবতা আছে। তকনকরেরা উহার মূর্ত্তি গড়াইয়া গলায় ধারণ করে। ঐ মূর্ত্তি হনুমানের মূর্ত্তির ন্যায়। ইহারা তৃণপত্রাদি নির্ম্মিত কুটীরে বাস করে। বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহারা গোমাংস ভক্ষণ করেনা, কিন্তু মৃতদেহ গোর দেয়।

তকরী (স্ত্রী) তং নিন্দিতং করোতি কৃ-ট ঙীপ্। কুৎসিত-কারিণী স্ত্রী। "তেত্তিনন্দিতকরীং" (তৈত্তি° সং ৩।৩।১০।১)

তকল্লবী (আরবী তকল্লীফ্ শব্দজ) বিরক্ত, বিপদগ্রস্ত, দায়গ্রস্ত।

তকাবী (আরবী) যে টাকা অগ্রিম দেওয়া যায়, দাদন।

তকার (পুং) ত-স্বরূপে-কার। ত স্বরূপ বর্ণ।

"এবং ধ্যাত্বা তকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ ॥" (কামধেনুত°)

তকারা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পাথরকাটা মুসলমান জাতি-বিশেষ। প্রবাদ আছে, শোলাপুরের ধুন্দুফোড়া অর্থাৎ পাথরকাটা জাতি হইতে উৎপন্ন। তকারাগণ বলে, সম্রাট্ অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক তাঁহারা মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। আকৃতি ও পরিচ্ছদে ইহারা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মুসলমান-দিগের অনুরূপ। ইহারা পরস্পর হিন্দীভাষায় কথাবার্ত্তা কহে এবং অপরের সহিত মরাঠীভাষা ব্যবহার করে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত ও কৃষ্ণবর্ণ, সকলেই মস্তক মুণ্ডন এবং দীর্ঘ বা হ্রস্ব শ্মশ্রু ধারণ করে। ইহাদের পরিধেয় ধুতি, জ্যাকেট ও হিন্দী পাগড়ী। স্ত্রীলোকেরা মরাঠী কামিনী-গণের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। মোটের উপর ইহারা অপরিষ্কার। খনি হইতে প্রস্তর-উত্তোলন ও তাহা কাটিয়া জাঁতা, মূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাই ইহাদের উপজী-বিকা। ইহারা মিতব্যয়ী এবং পরিশ্রমী। কাজ না জুটিলে দরিদ্র তকারাগণ নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাঁতা কাটিয়া বেড়ায়। অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্তগণ গৃহে বসিয়া আদেশ মত লোককে কাটা পাথর ইত্যাদি সরবরাহ করে। কার্য্যাভাবে অনেকেই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেকে কৃষি, মুজুরিগিরি, চাকরি প্রভৃতি অন্যান্য উপজীবিকা অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু শূকর মাংস ভোজন করে এবং সট্বাই ও মরিয়াই ঠাকুরকে মান্য করে। সকলে রীতিমত নমাজও করেনা। মুসলমান ধর্ম্মাচরণের মধ্যে কেবল মাত্র সুন্নত্ দিয়াই ক্ষান্ত হয়। ইহাদের সমাজ-পতি বলিয়া কেহ নাই, তবে কাজিকে মান্য করে। তিনিই ইহাদের বিবাহাদি রেজেষ্টরী এবং সামাজিক বিবাদের মীমাংসা

করেন। ইহারা সন্তানদিগকে বিস্তালয়ে পাঠায় না। ক্রমেই ইহাদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে।

তকারি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পাথরকাটা এক জাতি। আহ্মদনগর জেলার জামখেড়, কর্জটনগর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। ইহারা সম্ভবতঃ তেলিঙ্গ হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। ইহারা বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও কৃষ্ণবর্ণ, অপরের সহিত মরাঠী ভাষায় কথোপকথন করিলেও ইহারা পরস্পরে তৈলঙ্গী ভাষায় কথাবার্তা কহে। গো ও শূকর প্রভৃতি ভিন্ন অন্য মাংস ভক্ষণ এবং সুরাপান করিয়া থাকে। পুরুষগণ ধুতি চাদর পিরাণ জুতা এবং মরাঠী পাগড়ী ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা মরাঠী স্ত্রীলোকের ন্যায় শাটী ও কোর্ত্তা পরে, কিন্তু কাচা দেয় না। ক্রিয়াকাণ্ড ও উৎসবাদির সময়ে সকলেই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ অলঙ্কার পরিয়া থাকে। তকারিগণ সাধারণতঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিশ্রমী, মিতাচারী ও আতিথেয়, কিন্তু অনেকেরই গাঁইটকাটা অপবাদ আছে। স্ত্রীলোকেরা ঘুঁটে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ এবং গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করে। পুরুষগণ পাথর কাটিয়া জাঁতা নির্ম্মাণ করে, ইহাতেই তাহাদের প্রধানতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। কেহ কেহ কৃষি ও মজুরিগিরিও করিয়া থাকে। ইহারা ভৈরবীদেবী ও খণ্ডোবার প্রতিমূর্ত্তি গৃহমধ্যে রাখিয়া প্রতি হিন্দু পর্ব্বদিনে পূজাদি করে। ঐ সময়ে এবং বিবাহাদি সময়েও ইহাদেরই মধ্যে একজন পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। বিবাহকালে কন্যাকর্ত্তা বা তৎপক্ষীয় অপর কোন প্রৌঢ় ব্যক্তি বর ও কন্যার বস্ত্রপ্রান্তে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান-সময়ে বেদ বা পুরাণাদি পাঠ করে না এবং অনেকাংশে কুণবীদিগের ন্যায় সন্তানদিগকে বিস্তাশিক্ষা করায় না অথবা কোন নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় না।

তকিআ (পারসী) ১ বড় অর্দ্ধগোলাকার বালিস। ২ ঠেস। ৩ বিশ্বাস।

তকিৎ (আরবী) নিশ্চয়তা।

তকিল (ত্রি) তক-ইলচ্ (মিথিলাদয়শ্চ। উণ্ ১।৫৬) ১ ধূর্ত্ত। ২ ঔষধ। (উজ্জ্বলদত্ত)

তকিলা (স্ত্রী) তকিল-টাপ্। ঔষধ। (উজ্জ্বল)

তকু (ত্রি) তক-গতৌ-উন্। গতিশীল। "পুরুমেধশ্চিৎ তকবে" (ঋক্ ৯।৫৭।৫) 'তকবে তকতি গতিকর্ম্মা ঔণাদিক উন্ প্রত্যয়ঃ সোমমধিগচ্ছতে'। (সায়ণ)

তক্ক, জাতিবিশেষ। তক্কজাতি রাবলপিণ্ডি বিভাগের অক্ষা° ৩৩° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪৯´ ১৫´´ পূঃ মধ্যে শাহধেরি গ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী। কানিংহাম বলেন, তক্ক-জাতির নামানুসারেই তক্ষশিলাদেশের নামকরণ হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে সমগ্র সিন্ধুসাগর দোয়াব ইহাদিগের অধিকারে ছিল। পরে পঞ্জাবের পশ্চিমপ্রদেশ হইতে গক্করগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মধ্যপ্রদেশে মদ্রদিগের সহিত একত্র বাস করিতে আরম্ভ করে। তক্কদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ফিলস্‌ট্রেটস্ এবং ফাহিয়ান প্রায় একরূপই বলিয়াছেন। উভয়েরই বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে তক্কগণ যে কোন বিদেশীকে তিন দিবস পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করে। আলেকসান্দার যখন ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়া ছিলেন, তখন তক্ষশিলার রাজা তাঁহাকে তিন দিন অতিথিবৎ পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকও উক্তরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে ৪০০ খৃঃ অব্দেও তক্কবংশীয় রাজগণ তক্ষশিলা প্রদেশ শাসন করিতেন এবং আলেকসান্দারের ভারত আগমনের পূর্ব্বেই সিন্ধুসাগর দোয়াব তক্কদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়।

সিন্ধুনদীর তটবর্ত্তী আটক নগরে এখনও তক্কজাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়, রাজা শঙ্করবর্ম্মা ৯০০ খৃঃ অব্দে তক্কদেশ কাশ্মীর রাজ্যভুক্ত করেন। এই কালে তক্কদেশ গুর্জ্জরের উত্তরপূর্ব্বকোণে অবস্থিত ছিল। এখনও এই প্রদেশে বিতস্তানদীর উভয় পার্শ্বে অনেক তক্কের বাস আছে। কাশ্মীরের ইতিহাস-লেখকগণ বলেন যে, প্রাচীনকালে অনেক তক্ক এই প্রদেশে বাস করিত; যাদবগণ তাহাদিগকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করিয়াছে।

সিন্ধু প্রদেশে যে ৩টী আদিম নিবাসীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তক্কজাতি তাহার একটী। কোন যুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, তক্ষশিলা প্রদেশ হইতে তাড়িত হইলে তক্কদিগের মধ্যে কেহ কেহ সিন্ধুপ্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে আষাঢ় দুর্গ তক্করাজ ছাতের অধীনে ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শারঙ্গ তক্ক মজফ্‌ফর শাহ নামে গুজরাটে রাজত্ব করিতেন।

টডসাহেবের মতে তক্ষক তক্কবংশের আদিপুরুষ। ইনি নাগবংশ স্থাপন করেন এবং হিন্দুদিগের বিশ্বাস ইনি ইচ্ছামত মনুষ্যের আকার ধারণ করিতে পারিতেন। তক্কগণ নাগের উপাসনা করিত। তক্ষশিলার রাজার দুইটী প্রকাণ্ড সর্প-বিগ্রহ ছিল। কানিংহাম বলেন, কাশ্মীর উপত্যকা-প্রদেশে পূর্ব্বে তক্কজাতি বাস করিত। নাগরাজ নীল এই প্রদেশ রক্ষা করিতেন। অধিবাসিগণ একান্ত সর্পোপাসক

ছিল। বৌদ্ধরাজ কনিষ্ক সর্পপূজা উঠাইয়া দেন, কিন্তু তৃতীয় গোনর্দ্দের সময় ইহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়।

জম্বু, রামনগর এবং কৃষ্ণবার প্রভৃতির পার্ব্বত্যপ্রদেশে তক্কজাতি বাস করে। তক্কগণ অনার্য্যবংশসম্ভূত, রাজপুত অপেক্ষা নিকৃষ্ট; ইহাদের সামাজিক মর্য্যাদা জাটদিগের ন্যায়। ভট্টিসরদার মঙ্গলরাওয়ের পুত্রগণ সর্ব্বদা তক্কের সহিত একত্র আহার করায় জাটমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তক্কদিগের সামাজিক হীনতা দৃষ্টি করিলে ইহাদিগকে অনার্য্য বলিয়াই বোধ হয়। ইহারা প্রাচীনতম তুরাণীয় বংশোৎপন্ন এবং সম্ভবতঃ তক্ষশিলা প্রদেশের আদিম অধিবাসী।

দিল্লী ও কর্ণাল জেলায় অনেক তক্ক বাস করে। ইহাদের প্রায় ⅚ অংশ ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

তক্কন্ (স্ত্রী) তক-কনিন্। অপত্য। (নিঘণ্টু)

তক্মন্ [বৈ] ১ চর্ম্মরোগভেদ, বসন্তরোগ। ২ শীতলা দেবী।

তক্মনাশন (স্ত্রী) বসন্তনাশকারী।

তক্ত (স্ত্রী) ১ তক্ষিত, ছিন্ন। ২ (পারসী) আসন।

তক্তপোস (দেশজ) শয্যাধার।

তক্ত্‌ই-সুলেমান, ১ কাশ্মীরের একটী পর্ব্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৯৫০ ফিট্ এবং চতুর্দ্দিকস্থ সমতল হইতে সহস্র ফিট্ উচ্চ। শ্রীনগরের অনতিদূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪° ৪´ ৮´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫৩´ পূঃ। এই পর্ব্বতের চূড়া হইতে দৃষ্টি করিলে চতুর্দ্দিকে সুন্দর উপত্যকাপ্রদেশ এবং তৎপরে তুষারমণ্ডিতপর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হয়। এই পর্ব্বতের চূড়াতেই জ্যেষ্ঠেশ্বর দেবের মন্দির অবস্থিত। ইহাই কাশ্মীরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির। প্রবাদ আছে, অশোকের পুত্র জলোক ৩২০ পূঃ খৃঃ অব্দে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। হিন্দুগণ ঐ দেবকে শঙ্করাচার্য্য কহে। এখন ইহা একটী মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছে।

২ পঞ্জাব ও আফগানস্থানের মধ্যবর্ত্তী সুলেমান পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শাখা। ইহার দুইটী চূড়া, তন্মধ্যে দক্ষিণদিকের চূড়াতে সলোমনের তক্ত আছে। ইহা অতি উচ্চ এবং দুরারোহ। চূড়া দুইটী যথাক্রমে ১১৩১৭ ও ১১০৭৬ ফিট্ উচ্চ। পর্ব্বতচূড়া হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। উচ্চতম চূড়া হইতে প্রায় ২ মাইল উত্তরে পর্ব্বতশীর্ষ বিস্তৃত হইয়া প্রায় অর্দ্ধবর্গমাইল বিস্তৃত মালভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। পর্ব্বতের অনেকস্থান তরুলতাশূন্য এবং প্রস্তরময়। উল্লিখিত মালভূমি অর্থাৎ ময়দানে দুইটী পুষ্করিণী আছে। বর্ষাকালে পূর্ণ হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তী শীতকাল পর্য্যন্ত জল থাকে।

তক্তপুর, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিলাসপুর জেলার বিলাসপুর তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২২° ৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৫৪´ ৩০´´ পূঃ। এই সহর বিলাসপুর নগর হইতে ২০ মাইল পশ্চিমে বিলাসপুর ও মণ্ডলের পথে অবস্থিত। রত্নপুরের রাজা তক্তসিংহ আনুমানিক ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ ও শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানেও বিদ্যালয় ও ডাকঘর আছে। সপ্তাহে একটী করিয়া হাট হয়। প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কৃত জল পাওয়া যায়।

তক্তা (পারসী) চেটাল কাষ্ঠখণ্ড।

তক্তারামা (দেশজ) ১ রাজকীয় পাল্কী। ২ বিবাহাদি সাধারণ উৎসবে ব্যবহৃত একপ্রকার দোলা।

তক্তী (দেশজ) ১ ছোট তক্তা। ২ শ্লেটের মত তক্তাখণ্ড, যাহার উপর বালকেরা লেখে। ৩ অলঙ্কারভেদ।

তক্য (ত্রি) তকং হাসং অর্হতি তক-যৎ (তকিশসি চরতি জনিভ্যো যদ্বাচ্যঃ। পা ৬।৪।৬৫ ইতি সূত্রস্থ বার্ত্তিকোক্ত্যা যৎ।) সহনীয়

তক্র (স্ত্রী) তনক্তি সঙ্কোচয়তি দুগ্ধং তন্‌চ-রক (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) দুগ্ধবিকার, চতুর্থাংশ জলযোগে মন্থনজাত দধিবিশেষ। মথিত দধি হইতে নবনীত গ্রহণ করিলে যে দ্রবভাগ অবশিষ্ট থাকে, ঘোল। পর্য্যায়—গোরসজ, ঘোল, কালসেয়, বিলোড়িত, দণ্ডাহত, অরিষ্ট, অম্ল, উদশ্বিৎ, মথিত, দ্রব। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—তক্র পাঁচ প্রকার ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা। তন্মধ্যে সরের সহিত নির্জ্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলা যায়। সরবিহীন দধি জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে মথিত বলে। চতুর্থাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তক্র ও অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ এবং বহুপরিমাণে জলমিশ্রিত করিয়া মন্থন দ্বারা নবনীত উদ্ধৃত করিলে তাহাকে ছচ্ছিকা কহে। ইহাদিগের গুণ—বায়ু ও পিত্তনাশক। [ঘোল দেখ।]

মথিত কফ ও পিত্তনাশক। তক্র মধুর ও অম্লরসবিশিষ্ট, পশ্চাৎ কষায়। লঘু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, প্রীতিজনক ও বায়ুনাশক। গরল, শোথ, অতীসার, গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শ, প্লীহা, গুল্ম, অরুচি, বিষমজ্বর, তৃষ্ণা, বমনপ্রসেক, শূল, মেদ, শ্লেষ্মা ও বায়ুরোগে হিতকর। তক্র লঘু বলিয়া ধারক। বিপাকে মধুর বলিয়া পিত্তপ্রকোপক নহে।

কিন্তু ইহার কষায়ত্ব, উষ্ণত্ব, বিকাশিত্ব এবং রুক্ষতাদ্বারা কফ নষ্ট হইয়া থাকে।

তক্রসেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ক্লেশ অনুভব অথবা তক্র সেবন করিয়া কোন রোগগ্রস্ত হইতে হয় না। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যেমন অমৃতপান দেবগণের সুখাবহ, তদ্রূপ তক্রপানও মানবের সুখাবহ।

উদশ্বিৎ। কফবর্দ্ধক, বলকারক এবং অত্যন্ত শ্রান্তিনাশক।

ছচ্ছিকা। শীতবীর্য্য, লঘু, কফকারক এবং পিত্ত, শ্রম, পিপাসা ও বায়ুনাশক। উহা লবণসংযুক্ত হইলে অগ্নিদীপ্তিকারক।

যে তক্রের ঘৃত সম্যক্ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত হিতকর ও লঘু। যে তক্রের ঘৃত অল্পপরিমাণে উদ্ধৃত করা হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত গুরু, পুষ্টিকারক ও কফজনক। যে তক্র হইতে একেবারে ঘৃত উদ্ধৃত হয় নাই, তাহা ঘন, গুরু, পুষ্টিকারক এবং কফবর্দ্ধক।

বায়ুপ্রশান্তির নিমিত্ত শুণ্ঠী, সৈন্ধব ও অম্লরসযুক্ত তক্র প্রশস্ত।

পিত্তপ্রশমনের নিমিত্ত চিনিসংযুক্ত ও মধুর রসসমন্বিত ঘোল ব্যবহার্য্য।

কফপ্রশমনের নিমিত্ত ত্রিকটুযুক্ত ঘোল ভাল।

ঘোলে হিঙ্গু, জীরা ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিলে সকল প্রকার বায়ু প্রশমিত হয়। এই ঘোল রুচিকারক, পুষ্টিকারক, বলজনক, বস্তিগতশূলনাশক, অর্শ ও অতীসাররোগে বিশেষ হিতকর।

গুড়মিশ্রিত ঘোল মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে উপকারী।

অপক্বতক্রের গুণ—কোষ্ঠগত কফনাশক, কিন্তু কণ্ঠগত কফকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

পক্বতক্র—পীনস, শ্বাস ও কাসরোগে হিতকর।

শীতকালে মন্দাগ্নিতে, বায়ুরোগে এবং অরুচিতে স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হইলে তক্র অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়।

ক্ষতরোগে, দুর্ব্বল শরীরে মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত রোগে ও গ্রীষ্মকালে তক্র সেব্য নহে। (ভাবপ্র° তক্রবর্গ)

তক্রকূর্চ্চিকা (স্ত্রী) তক্রজাতা তক্রযোগেন উষ্ণদুগ্ধাৎ জাতা কূর্চ্চিকা। ছানা, গরম দুগ্ধে অম্লসংযুক্ত হইলেই ছানা হয়, ইহা অতিশয় মলমূত্রাবরোধক, বায়ুবৃদ্ধিকর, রুক্ষ এবং অতিশয় গুরুপাক। (সুশ্রুত) এই ছানাতে নানাপ্রকার উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

তক্রপিণ্ড (পুং) তক্রেণ জাতঃ পিণ্ডঃ। তক্রদুষ্ট দুগ্ধপিণ্ড, ছানা।

"দধ্না তক্রেণ বা দুষ্টং দুগ্ধং বদ্ধং সুবাসসা।
দ্রব্যভাগেন হীনং যৎ তক্রপিণ্ডঃ স উচ্যতে॥"

দধি ও তক্র দ্বারা দুগ্ধ নষ্ট হইলে উত্তম বস্ত্রে বান্ধিয়া রাখিয়া দিবে, পরে উহা হইতে দ্রবভাগ হ্রাস হইলে পিণ্ডবৎ পদার্থ থাকিবে, তাহাকে তক্রপিণ্ড বা ছানা বলা যায়।

তক্রভিদ্ (ক্লী) কৎবেল। (Feronia elephantum)

তক্রমাংস (ক্লী) তক্রযোগেন পাচিতং মাংসং। তক্রসংযোগে পক্বমাংস, আখ্নী। তক্রমাংসের বিষয় ভাবপ্রকাশে এই প্রকার লিখিত আছে—পাকপাত্রে ঘৃত দিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইবে। পরে ছাগাদির মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ ঘৃতে ভাজিয়া যথোপযুক্ত জলদ্বারা মৃদু মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। তদনন্তর জীরকাদি সংযুক্ত তক্রে সেই মাংসখণ্ড নিঃক্ষেপ করিবে। এইরূপে প্রস্তুত করিলে তাহাকে তক্রমাংস বলা যায়। ইহার গুণ বায়ুনাশক, লঘু, রুচিজনক, বলকারক, কফনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক। এই তক্রমাংস সমস্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিপাকজনক। (ভাবপ্র°)

তক্রবটক (পুং) পিষ্টকবিশেষ। [বটক দেখ।]

তক্রবামন (পুং) তক্রং বাময়তি বাম-ণিচ্-ল্যু। নাগরঙ্গ।

তক্রাট (পুং) তক্রায় তক্রোৎপাদনায় অটতি অট-অচ্। মন্থানদণ্ড।

তক্রারিষ্ট (পুং) তক্রেণ প্রস্তুতঃ অরিষ্টঃ। অরিষ্ট ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—যমানী, আমলা, হরিতকী ও মরিচ প্রত্যেক ৩ পল; পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, একত্র চূর্ণ করিয়া ৮ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া চারি দিন রাখিবে। ইহার নাম তক্রারিষ্ট। ইহা সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং শোথ, গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ প্রায় গ্রহণীরোগে ব্যবহার্য্য।' (চক্রদত্ত)

তক্‌রার্ (আরবী) ১ বাদানুবাদ। ২ পুনরুক্তি।

"কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তক্‌রার্।
দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার॥" (বিদ্যাসুন্দর)

তক্‌রারী (আরবী) ১ বিরক্তিজনক। ২ কেঙ্গালিয়া। ৩ বাদানুবাদজনক, বিবাদী।

তক্‌লীফ্ (আরবী) ঝন্‌ঝাট্, দায়, ক্লেশ, বিপত্তি

তক্ব (ত্রি) তক গতৌ ব। গমনশীল। "তকো নেতা তদিদ্বপুরুপমা।" (ঋক্ ৮।৬৯।১৩) 'তকো গমনশীলঃ।' (সায়ণ)

তকন্ (ত্রি) তক গতৌ বণিপ্। ১ গতিশীল। "তকা ন ভূর্ণির্বনা সিষক্তি" (ঋক্ ১।৬৬।২) তক-সহনে বণিপ্। ২ চৌর। "নিমৃচ উষসস্তক বীরিব" (ঋক্ ১।১৫১।৫) 'তকা স্তেনঃ তস্য বেতা গন্তা।' (সায়ণ)

তকবী (ত্রি) তকানাং চৌরাণাং বীঃ গতিঃ ৬তৎ। চোরদিগের গতিবিশেষ। "ভগমীট্টে তকবীয়ে।" (ঋক্ ১।১৩৪।৫) 'তকবীয়ে তস্করাণাং যজ্ঞবিঘাতিনাম্ অন্যত্র গমনায়।' (সায়ণ)

তক্‌বারা, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত দেরা-ইস্মাইলখাঁ জেলার একটী সহর। ইহা কতকগুলি পল্লী সমষ্টিমাত্র এবং দেরা-ইস্মাইলখাঁ নগরের ২৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৯´উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৪০´পূঃ। অধিবাসিগণ গন্দপুর ও জাট জাতীয় এবং সকলেই কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পর্ব্বতের উপত্যকাপ্রদেশে ১২।১৪ ফিট্ গভীর কূপ খনন করিলেই জল পাওয়া যায়। এখানে রসদ সুলভ।

তক্‌বাল-বাল, পেশাবর জেলার একটী গ্রাম। এই গ্রাম পেশাবর হইতে খাইবার, জামরুড প্রভৃতির রাস্তায়, বুর্জ-ই-হরিসিংএর ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি বহুপ্রাচীন বৌদ্ধ-স্তূপের ভগ্নাবশেষ আছে। উহাদের একটীকে স্থানীয় লোকে তক্‌বাল-বাল গ্রামের নামানুসারে তক্‌বাল-বাল-কা দেহড়ি কহে। এই সকল স্তূপ অতি বৃহৎ। তক্‌বাল-বালা-কা দেহড়িতে খনন করিতে করিতে দুইটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীমূর্ত্তির প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত মস্তক পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের একটী বুদ্ধদেবের ও একটী কোন রাজার বলিয়া অনুমিত হয়। স্ত্রীমুখটী অতি বিকটাকার।

তক্ষ (পুং) নৃপতিবিশেষ, রামানুজ ভরতের পুত্র।

"তক্ষঃ পুষ্কল ইত্যাস্তাং ভরতস্ত মহীপতে।" (ভাগ° ৯।১১।১২)

২ বৃকের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৪।৪২)

তক্ষক (পুং) তক্ষ-ণ্বুল্। ১ সর্পবিশেষ, অষ্ট নাগের মধ্যে একটী।

"অনন্তো বাসুকি পদ্মো মহাপদ্মোঽথ তক্ষকঃ॥" (ভারত ১)

পুরাণ মতে, অষ্টনাগের মধ্যে শেষ, বাসুকি ও তক্ষক এই তিন জন প্রধান। কশ্যপের ঔরসে কদ্রুগর্ভে তক্ষকের জন্ম হয়। খাণ্ডবারণ্যে ইহার আবাস ছিল। শৃঙ্গী নামক ঋষিকুমারের শাপ সফল করিবার জন্য তক্ষক রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করিয়াছিল। তজ্জন্য রাজা জনমেজয় ইহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সর্প-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তক্ষক এই সর্প-যজ্ঞের সংবাদ পাইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয় এবং বাসুকি মহর্ষি আস্তিককে সর্পসত্র নিবারণ করিতে প্রেরণ করেন। রাজা জনমেজয় তক্ষককে ইন্দ্রের শরণাগত জানিয়া ঋত্বিক্-দিগকে কহিলেন, ইন্দ্র যদি তক্ষককে পরিত্যাগ না করে, তবে তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত ভস্মসাৎ করুন।

হোতা রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষকের নাম উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। সেই সময় তক্ষক সমেত ইন্দ্র যজ্ঞানলাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ইন্দ্র ভীত হইয়া তক্ষককে ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তক্ষকও ভয়বিহ্বল হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত পাবকশিখার সমীপবর্ত্তী হইল। এমন সময় আস্তীক মহারাজ জনমেজয়ের নিকট সর্প যজ্ঞ নিবারিত হউক, এই ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করেন। (ভারত আদি প°)

[পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, আস্তীক দেখ।]

হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, তক্ষক ইচ্ছানুসারে মানবদেহ ধারণ করিতে পারিত। কানিংহাম-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, তক্ষগণ তক্ষকের সন্তান। টডসাহেব বলেন, রাজা শালিবাহন তক্ষকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগাগণও তক্ষকের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়।

য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণ বলেন, প্রাচীন হিন্দুগণ অনার্য্যদিগকে তক্ষক ও নাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় তক্ষক কথাটী কেবলমাত্র একজনের প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই। খাণ্ডব-দাহকালে অর্জ্জুন এক তক্ষককে দগ্ধ করিয়াছিলেন। তক্ষক ও নাগবংশীয়গণ বৃক্ষ ও সর্পোপাসক ছিল। শকজাতীয় বিভিন্ন বংশ তক্ষক ও নাগবংশীয় বলিয়া পরিচিত হইত।

কানিংহাম বলেন, সর্পোপাসক তক্ষ এবং হিন্দুদিগের বর্ণিত তক্ষকজাতি একই বংশ; পঞ্জাবে তক্ষদিগের বাস ছিল। তিনি আরও বলেন, পঞ্জাববাসী তক্ষ অথবা তক্ষকদিগের সহিত দিল্লীর পাণ্ডবদিগের একটী মহাযুদ্ধ ঘটে। সেই যুদ্ধে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয় এবং তক্ষকগণ জয়লাভ করে। ইহাই মহাভারতে তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যুরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

টডসাহেবের মতে, তক্ষকবংশ তুরুষ্কজাতির শাখা। ইহারা প্রথমে উত্তরপশ্চিম অংশে বাস করিত। মহাভারতীয় যুদ্ধের পর হইতে ইহারা ক্রমাগত ভারতের নানা স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের জাতীয় নিদর্শন সর্প, এই হেতু ইহাদিগকে তক্ষকবংশ কহে। ৬০০ খৃঃ পূঃ অব্দে শেষনাগের অধীনে ইহারা প্রথম ভারত আক্রমণ করিয়াছিল।

মগধ পর্য্যন্ত ইহাদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। তক্ষকবংশীয় রাজগণ ১০ পুরুষ পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই রাজবংশের এক শাখার নামানুসারেই নাগপুরের নামকরণ হইয়াছে। টডসাহেব বলেন, শেষনাগের আক্রমণ পার্শ্বনাথের আবির্ভাবের সমসাময়িক। কথিত আছে, এই বংশের কেহ কেহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তাহাদের বংশ অগ্নিকুল নামে পরিচিত।

তক্ষকবংশীয় অনেক রাজা ভারতের বহু প্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। গুর্জ্জরেও তক্ষকবংশীয়গণ কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন।

ভাগলপুর জেলায় অনেকস্থলে তক্ষক একটী গ্রাম্যদেবতা।

"মসূরং নিম্বপত্রঞ্চ যোঽত্তি মেষগতে রবৌ।

অতিরোষাম্বিতস্তস্য তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি॥" (লিখিত)

রবি মেষ রাশিতে গমন করিলে (অর্থাৎ বৈশাখ মাসে) য'াহারা মসূর ও নিম্বপত্র ভক্ষণ করে, তক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াও তাহাদিগকে কিছু করিতে পারেনা। "তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি" তক্ষক এই পদটী লক্ষণা, অর্থাৎ বৈশাখ মাসে মসূর ও নিম্বপত্র-ভক্ষণ সর্পবিষনাশক।

২ বিশ্বকর্ম্মা। (শব্দর°) ৩ ক্রমভেদ। (হেম°) ৪ সঙ্কর-জাতিবিশেষ, ছুতার। সূচকের ঔরসে বিপ্রকন্যার গর্ভে জন্ম। [সূত্রধর দেখ।] ৫ স্বনামখ্যাত প্রসেনজিৎ পুত্র।

(ভাগ° ৯।১২।৮)

(ত্রি) ৬ ছেদক।

তক্ষকীয় (ত্রি) তক্ষা অস্ত্যস্য নড়াদিত্বাৎ ছ কুক্‌চ। তক্ষবিশিষ্ট।

তক্ষণ (ক্লী) তক্ষ তনূকরণে ভাবে ল্যুট্‌। কৃশকরণ, চাঁচা ছোলা, অস্ত্র দ্বারা কাষ্ঠকে সম ও মসৃণ করা, রেঁদা দেওয়া। কাষ্ঠ তক্ষণ করিলে বিশুদ্ধ হয়।

"প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ দারবাণাঞ্চ তক্ষণং।" (মনু ৫।১১৫)

তক্ষণী (স্ত্রী) তক্ষ্যতে হনয়া তক্ষ-করণে ল্যুট্‌ টিত্বাৎ ঙীপ্‌। বাসী অস্ত্র, বাইস্‌, ইহা দ্বারা কাষ্ঠ চাঁচা ছোলা প্রভৃতি হয়। [বাসী দেখ।]

তক্ষন্‌ (পুং) তক্ষ-কনিন্‌ (কনিন্‌ যুবৃষিতক্ষিরাজীতি। উণ্‌ ১।১৫৬) ত্বষ্টা, ছুতার। "আপ্লেন তক্ষা ভিষজেব তৎক্ষণং।" (মাঘ ১২।২৫)

২ বিশ্বকর্ম্মা। (অমর) ৩ চিত্রানক্ষত্র। (ত্রি) ৪ তক্ষণ-কর্ত্তৃমাত্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌। উপধায় লোপ করিয়া তক্ষ্ণী।

তক্ষশিল, তক্ষশিলার একজন রাজা। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বলেন, আলেকসান্দার ৩২৭ খৃঃ অব্দে সিন্ধুনদের তট পর্য্যন্ত আসিলে এই রাজা অগ্রসর হইয়া আলেকসান্দারের সহিত যোগ দান করেন।

আলেকসান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন পঞ্জাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিভক্ত ছিল। এই রাজগণ প্রায় সর্ব্বদাই পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এই রাজাদিগের মধ্যে পুরু অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তক্ষশিল আলেকসান্দারের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

তক্ষশিলা, দেশবিশেষ। ভরতপুত্র তক্ষের এই স্থানে রাজ-ধানী ছিল। মহাভারতের মতে এই স্থান গান্ধারের মধ্যে। (ভারত ১।৩।২২) জনমেজয় এই স্থানে সর্প-যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন। (ভারত স্বর্গারোহণ ৫ অঃ)

এই নগরের ভগ্নাবশেষ এখন ৬ বর্গবাইল ভূমির উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে অনেকগুলি বৌদ্ধমন্দির ও স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে তক্ষবংশীয়গণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। এই বংশের নামানুসারেই তক্ষশিলার নাম হইয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে তক্ষশিলা অমন্ত্র নামে পরিচিত ছিল।

তক্ষশিলার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। এইস্থানে অনেক নদী ও নির্ঝর আছে। ফল ও পুষ্প প্রচুর পরিমাণে জন্মে। অধিবাসিগণ অতিশয় সাহসী ও সতেজ। পূর্ব্বে অনেক সঙ্ঘারাম ছিল, এখন কেবল তাহার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। অতি অল্প বৌদ্ধ এই স্থানে বাস করে।

৩২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে আলেকসান্দার ভারত-আক্রমণ কালে তক্ষশিলায় আগমন করিলে এখানকার রাজা তিন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া রাখিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকগণ এই নগরে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও এই রাজ্যে তিন দিবস যথোচিত সমাদর পাইতেন। তিন দিবস পর্য্যন্ত অভ্যাগত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করিবার নিয়ম তক্ষ-শিলায় প্রচলিত ছিল।

চীনপরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তক্ষশিলাবাসিগণ ভারতের মধ্যপ্রদেশে যে ভাষা প্রচলিত সেই ভাষার কথা কহিত। ইহাদের মধ্যে তাকরি অক্ষর প্রচলিত ছিল।

তক্ষশিলার দৃশ্য অতিশয় মনোরম। রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমাংশে নাগরাজ এলাপত্রের সরোবর। এই সরোবরের জল অতিশয় স্বচ্ছ, বিবিধ বর্ণের পদ্মফুলে সরোবরটী যেন চিত্রিত হইয়া আছে। এই সরোবরের দক্ষিণ পূর্ব্বে অশোকনির্ম্মিত গহ্বর। প্রবাদ এই গহ্বরের চারিদিকে ১০০ পদ পরিমিতি ভূকম্পে কখন কম্পিত হয় না। সহরের উত্তরাংশে অশোক একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পর্ব্ব দিবসে নাগরিকগণ এই স্তূপ পুষ্পাচ্ছাদিত ও আলোকিত করিত।

পুরাবিদ্‌গণের মতে, তক্ষবংশীয়গণ বিতস্তা নদীর তটে তক্ষশিলা রাজ্য স্থাপন করিয়া বহুদিন স্বাধীন ভাবে তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। আলেকসান্দারের সময়ও তক্ষশিলা স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজার সহিত আলেক-সান্দার মিত্রতা করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের সময় তক্ষশিলা তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মৌর্য্যবংশীয়গণ কিছুকাল তক্ষশিলার শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন।

যখন অশোক পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তক্ষ-শিলা নগরেই তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র কুণালও

এই স্থানে বাস করিতেন। কানিংহাম্ বলেন, খৃঃ পূঃ শতাব্দীর প্রারম্ভে তক্ষশিলা য়ুক্রেটাইডিসের রাজ্যভুক্ত ছিল। ১২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে অবার নামক শকগণ এই প্রদেশ অধিকার করিয়া প্রায় এক শতাব্দীকাল ভোগ করিয়াছিল। পরে কুষাণ-কুলোদ্ভব কনিষ্ক অসিবলে এই প্রদেশের রাজা হন। এই সময় তাঁহার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তাগণ তক্ষশিলা শাসন করিতেন। এই শাসনকর্ত্তাদিগের কতকগুলি মুদ্রা ও উৎকীর্ণলিপি শাহধেরি নগরে পাওয়া গিয়াছে। রবার্টস্ সাহেব যে লিপি-খানি পাইছেন, তাহাতে তক্ষশিলার নাম অঙ্কিত আছে।

গ্রীকগণের বর্ণনাপাঠে জানা যায়, তক্ষশিলা নগরের চারিদিকে গ্রীকসহরগুলির ন্যায় প্রাচীর এবং সহর মধ্যে কতকগুলি গলি ছিল। কার্টিয়াস্ নগর মধ্যে একটী সূর্য্যের মন্দির, একটী উদ্যান ও একটী মনোহর সরোবরের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে নগরের বাহিরেও একটী প্রশস্ত বৃহৎ স্তম্ভ-বেষ্টিত মন্দির ছিল। গ্রীকদিগের পর বহু অব্দ পর্য্যন্ত তক্ষশিলার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া একান্ত দুর্ঘট। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে ফা-হিয়ান্ এই স্থানে আগমন করেন। তিনি তক্ষশিলাকে চৌ-শ-শি-লো বলিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব এই স্থানে তাঁহার মস্তক কোন ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলেন, এই হেতু চীনভ্রমণকারী এই নগরের উক্ত আখ্যা দিয়াছিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধগণ তক্ষশিলাকে তক্ষশির বলিয়াই জানে। ৬৩০ খৃঃ অব্দে হিউএন্-সিয়াং এই নগরে আগমন করেন। এই সময়ে রাজবংশ বিলুপ্ত এবং তক্ষশিলা কাশ্মীরের অধীন হইয়াছিল। এইকালে বৌদ্ধমঠের অপ্রতুল ছিলনা; কিন্তু অতি অল্পই মহাযান মতাবলম্বী বাস করিত।

এই নগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্লিনি বলেন, প্রাচীন তক্ষশিলা হস্তিনানগর হইতে ৫৫ মাইল দূরবর্ত্তী। প্লিনির বর্ণনা অনুসারে এই নগরটী সিন্ধুনদী হইতে দুই দিনের পথ দূরে হারনদীর তটে অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু চীনপরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে জানা যায়, সিন্ধুনদী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে তিন দিন পদব্রজে গমন করিলে এই নগরে উপস্থিত হওয়া যায়। চীনদিগের লিপি অনুসারে কলকসরের নিকটস্থ কোন স্থানে তক্ষশিলা নগর ছিল; ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। জেনারল কানিংহাম বলেন, শাহধেরি প্রাচীন তক্ষশিলা। প্রাচীন লেখকগণ সকলেই তক্ষশিলাকে ধনাঢ্য সহর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

তক্ষশিলার প্রজাগণ মগধরাজ বিন্দুসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে বিন্দুসারের আদেশানুসারের সুসিম আসিয়া নগর অবরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি অকৃতকার্য্য হইলে অশোকের উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইল। অশোক আসিলে তক্ষশিলাবাসিগণ তাহার অধীনতা স্বীকার করিল। মহারাজ অশোকের শাসন কালে তক্ষশিলার আয় ৩৬ কোটী টাকা ছিল। শাহধেরি নগরের ভগ্নাবশেষ ও স্তূপগুলি এখনও ইহার পূর্ব্ব গৌরব ও ধনশালিতার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

তক্ষশিলার ভগ্নাবশেষ কতকগুলি অংশে বিভক্ত। অদ্যাপি এইগুলি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইতেছে। দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব্বে এগুলি বিস্তৃত। দক্ষিণদিক্ হইতে ইহাদের নাম (১) বীর, (২) হাতিয়াল, (৩) শির-কপ্-কা-কোট, (৪) কাছকোট, (৫) বারথানা, (৬) শির-সুখ-কা-কোট। এই নগরের স্তূপ, মঠ প্রভৃতি অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই প্রদেশে প্রাচীন মুদ্রা ও পুরাকীর্ত্তি অধিকতর পাওয়া যায়। কচ্ছ-কোটের তব্রানলের নিকটবর্ত্তী স্থান অতিশয় উর্ব্বরা। ষ্ট্রাবো এবং প্লিনি উভয়েই বলেন, চারিদিকে বিস্তৃত পাহাড়ের উপত্যকাপ্রদেশে তক্ষশিলা অবস্থিত। শাহধেরি নগরের অবস্থিতি এবং ইহার ভগ্নাবশেষের সহিত প্রাচীন তক্ষশিলায় অবস্থিতি ও তাহার হর্ম্ম্যাদির সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। এই স্থান হইতে যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠেও এই স্থান তক্ষশিলা বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব তক্ষশিলার অনেক আত্মোৎসর্গের কার্য্য করিয়াছিলেন; তাহার নিদর্শনও এই নগরে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ও অন্যান্য কারণে শাহধেরি নগরই প্রাচীন তক্ষশিলা বলিয়া অনুমিত হয়।

ইহা পঞ্জাব বিভাগে রাবলপিণ্ডি জেলার ৩৩° ১৭´ উঃ, অক্ষা° এবং ৭২° ৪৯´ ১৫´´ পূঃ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

তক্ষশিলা নগরটী অতিশয় প্রাচীন। রামায়ণেও ইহার উল্লেখ আছে। এই নগর গন্ধর্ব্বদিগের রাজধানী ছিল। ভরত এই রাজ্য জয় করেন। কেকয়ভূপতি যুধাজিৎ এই রাজ্য জয় করিবার জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে ভরত গন্ধর্ব্বদেশ অধিকার করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। ভরত রাজ্য জয় করিয়া নিজ পুত্র তক্ষকে তথায় স্থাপন করিলেন। রামায়ণে তক্ষশিলা সিন্ধুনদের উত্তরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত আছে।

তক্ষশিলাদি (পুং) তক্ষশিলা আদি যস্য বহুব্রী। পাণিন্যুক্ত গণবিশেষ, সোঽস্যাভিজনঃ এই অর্থে তক্ষশিলাদির উত্তর প্রথমান্ত ও ষষ্ঠ্যন্তের উত্তর যথাক্রমে অণ্ ও ঢঞ্ হয়, তক্ষশিলা,

বৎস্তোদ্ধরণ, কৈর্ম্মেদুর, গ্রামণী, ছগল, ক্রোষ্টুকর্ণ, সিংহকর্ণ, সংকুচিত, কিন্নর, কাণ্ডধার, পর্ব্বত, অবসান, বর্ব্বর, কংস এইগুলি তক্ষশিলাদিগণ। (পা ৪।৩।৯৩)

তক্ষশিলাবতী (স্ত্রী) তক্ষশিলা বিদ্যতেঽস্যাঃ তক্ষশিলা-মতুপ্ (মধ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৮৮) যাহাতে তক্ষশিলা আছে।

তক্সীর্ (আরবী) দোষ। এদেশে চলিত কথায় তস্কীর বলে।

তক্সীরদার্ (পারসী) দোষী।

তখন (দেশজ) সেইকাল, তৎক্ষণ।

তখনি (দেশজ) সেইকালে।

তখ্ত (পারসী) সিংহাসন, রাজাসন।

তখ্তা (পারসী) কাষ্ঠফলক, চওড়া কাষ্ঠখণ্ড।

তগণ (পুং) ছন্দোগ্রন্থপ্রসিদ্ধ ত্রিবর্ণাত্মক গণবিশেষ, এই তগণের আদি দুইটী বর্ণ গুরু ও শেষবর্ণ লঘু (ऽऽ।)। "কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ" (ছন্দোম°)

তগর (পুং) তস্য ক্রোড়স্থ গরঃ ৬তৎ। নদীসমীপজাতবৃক্ষ, তগর-মূল। কাশ্মীরে তরবট্‌ ও কোকণদেশে পিণ্ডীতগর নামে প্রসিদ্ধ। পর্য্যায়—কালানুশারিবা, বক্র, কুটিল, শঠ, মহোরগ, নত, জিহ্ম, দীপন, তগরপাদিক, বিনম্র, কুঞ্চিত, ষণ্ড, নহুষ, দন্তহস্ত, বর্হণ, পিণ্ডীতগরক, পার্থিব, রাজহর্ষণ, কালানুসারক, ক্ষত্র, দীন। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, দৃষ্টিদোষ, বিষদোষ, ভূতোন্মাদ, ভয়নাশক ও পথ্য। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশের মতে তগর দুই প্রকার, তন্মধ্যে প্রথমটীর নাম কালানুসার্য্যতগর, পর্য্যায় কুটিল ও মধুর। দ্বিতীয়টীর নাম পিণ্ডতগর। পর্য্যায়—দন্তহস্তী ও বর্হিণ। এই উভয়বিধ তগরই উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ, লঘু এবং বিষ, অপস্মার, শূল, অক্ষিরোগ ও ত্রিদোষনাশক।

সাধরণতঃ যাহা নদী সমীপজ বৃক্ষ তাহাকে পাদুক বা তগরপাদুক (Patrocarpus Dalburjiodus) বলে। ইহা ব্রহ্মদেশে সিটাং নদীর পূর্ব্বাংশে শলুন এবং থাঙ্গাইন, উঙ্গানী ও স্যাটারণ নদীর ধারেও অল্প অল্প পাওয়া যায়। অপর পিণ্ডীতগর (Taberneamontana Coronaria) কোঙ্কণাদি প্রদেশে বহুতর জন্মে। কেহ কেহ বলেন, যখন তগরের নামান্তর দন্তহস্ত, তাহা হইলে জলকচুরী নামক নদীজ কচাজাতীয় কোঠরমধ্যকুঞ্চিত নীলপুষ্প শাক তগরপাদুক। যে হেতু ইহার কাণ্ড দণ্ডাকৃতি এবং পত্র পাদুকাকৃতি। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উক্ত শাকের পুষ্প নীলবর্ণ ও কোঠরমধ্য। তজ্জন্য উহাকে নীলবুহ্না বলাই সঙ্গত।

২ তগরমূলজাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৩ মদনবৃক্ষ, ময়না কাঁটাগাছ। ৪ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, টগরফুল, এই পুষ্প শুক্লবর্ণ ও ইহার অনেকগুলি দল আছে। পর্য্যায়—সিতপুষ্প, কালপর্ণ, কটুচ্ছদ। (শব্দর°)

এই পুষ্প নারায়ণপূজা প্রভৃতিতে প্রশস্ত।

"প্রিয়ঙ্গুচন্দনাভ্যাঞ্চ বিল্বেন তগরেণ চ।
পৃথগেবানুলিম্পেত কেশরেণ চ বুদ্ধিমান্॥" (ভারত ১৩।১০৪।৮৫)

তগর, টলেমীর ভূগোল ও পেরিপ্লাস্-বর্ণিত ভারতবর্ষের একটী প্রাচীন নগর। এই নগর প্রতিষ্ঠান নগরের পূর্ব্বে দশদিনের পথে অবস্থিত এবং বস্ত্র প্রস্তুতকরণে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন ইহার বর্ত্তমান অবস্থান ঠিক নির্দ্দেশ করা কঠিন। এই নগর এক সময়ে শিলাহার রাজাদিগের রাজধানী হইয়াছিল। পণ্ডিত ভগবানলালইন্দ্রজী বলেন, পুণা জেলায় বর্ত্তমান জুন্নার নগরই প্রাচীন টলেমীবর্ণিত তগরনগর। ইহার কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি বলেন, জুনার নগরের প্রাচীন শিলালিপি ও মন্দির গুহাদির দ্বারাই বহু প্রাচীন বলিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয়। আবার ইহা বহু প্রাচীনকালেও বাণিজ্যের স্থান বলিয়া বিখ্যাত এবং শিলার-বাড়ীর নিকটবর্ত্তী। এই শিলাবাড়ী নাম সাদৃশ্য হেতু শিলাহার রাজগণের সংস্রব অনুমিত হইতে পারে। শিলাহারগণও তগর নগরকে আপনাদিগের আদিম বাসস্থান বলিয়া বর্ণন করেন। আরও জুন্নার নগরের অবস্থান লেনাদ্রি, মানমাড় ও শিবনের এই তিনটী পর্ব্বত অর্থাৎ ত্রিগিরির মধ্যবর্ত্তী, সুতরাং ত্রিগিরি শব্দের অপভ্রংশে তগর হওয়া অসম্ভব নহে। এই মতের বিপক্ষে এই আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, জুন্নারনগর পৈঠান (প্রতিষ্ঠান) নগরের ১০০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, কিন্তু টলেমী ও পেরিপ্লাস্-লেখক বলেন, তগর নগর পৈঠানের ১০ দিনের পথে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। আরও সম্প্রতি নিজামের রাজ-ধানী হায়দরাবাদ নগরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একখানি তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে; ঐ ফলকে তগরনগরবাসী একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার কথা উল্লেখ আছে। ইহাতে আবার বর্ত্তমান হায়দরাবাদ প্রাচীন তগরনগর বলিয়া অনুমিত হয়। টলেমীর ভূগোল ও পেরিপ্লাসের নির্দ্দিষ্ট অবস্থানও হায়দরাবাদের নিকট পড়ে *।

তগরপাদিক (ক্লী) তগরস্য পাদো মূলমস্যাত্র ইতি ঠন্। তগর, গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

তগরপাদী (স্ত্রী) তগরঃ গন্ধদ্রব্যভেদঃ পাদে মূলেঽস্যাঃ জাতিত্বাৎ ঙীষ্। তগরবৃক্ষ। (শব্দার্থচি°)

* Bombay Gazetteer, vol. xviii, part ii, p. 211.

তগলুব্ (আরবী) তদ্রূপ, ঘাট্‌তি।

তগলুবী (আরবী) ছল, চাতুর্য্য।

তগাদা (আরবী) পাওনা আদায় করিবার উত্তেজনা করা, তাগাদা।

তগাবি (যাবনিক) জমির উন্নতি করিবার উদ্দেশে জমিদার বা গবর্মেণ্ট প্রজাদিগকে যে কর্জ্জ দেন।

তগীর (আরবী) পরিবর্ত্তন, বদল।

তঙ্ক (পুং) তক-অচ্। ১ পাষাণভেদনাস্ত্র, পাথরকাটা বাটালি। ২ দুঃখ দ্বারা জীবনধারণ। ৩ প্রিয় বিরহ জন্য সন্তাপ। ৪ ভয়। (ভরত) কর্ম্মণি ঘঞ্। ৫ পরিধেয় বসন। (রমানাথ)

তঙ্কন (ক্লী) তক-ভাবে ল্যুট্। কষ্ট দ্বারা জীবন-ধারণ।

তঙ্কা, মুদ্রাবিশেষ, টাকা। সংস্কৃত টঙ্ক শব্দ হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ, তুর্কিস্থান প্রভৃতি বহু স্থানে তঙ্কা প্রচলিত ছিল। এখনও তুর্কিস্থানে তঙ্কা বা তঙ্গা নামক মুদ্রা প্রচলিত হইয়া থাকে। মুসলমান রাজাদিগের সময়ে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় তঙ্কাই ব্যবহৃত হইত। সম্প্রতি তঙ্কা ও টঙ্কার পরিবর্ত্তে টাকা প্রচলিত হইয়াছে। এখন টাকা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এক সময়ে তঙ্কা শব্দও সেই অর্থে প্রচলিত ছিল।

বর্দ্ধমান প্রভৃতি রাজসরকারে অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও সৈনিক, অধ্যাপক, সভাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে যে বৃত্তি প্রদত্ত হয়, উহাকেও তঙ্কা বা তন্‌খা কহে।

তঙ্গণ (পুং) ১ ভোট দেশীয় অশ্ব। [ঘোটক দেখ।] ২ সকল প্রধান পুরাণ বর্ণিত একটী প্রাচীন জনপদ, বর্ত্তমান আফগানস্থানের নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। [আর্য্যাবর্ত্ত দেখ।]

তচ্ছীল (ত্রি) তৎ শীলং যস্য বহুব্রী। তৎস্বভাববিশিষ্ট, ফল অপেক্ষা না করিয়া যাহারা স্বভাব অনুসারে কার্য্য করে।

তজ্জ (ত্রি) ততো তস্মাৎ জায়তে জন-ড। তাহা হইতে জাত।

তজ্জলান্ (ত্রি) ততো জায়তে জন-ড, তস্মিন্ লীয়তে লী ড, তেন তজ্জলেন অনিতি অন-ক্বিপ্। তাহা হইতে জাত, তাহাতেই লীন এবং তাহাতেই অবস্থিত পদার্থবিশেষ, অর্থাৎ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, পরে তাহাতেই লীন হইবে।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।" (ছান্দো°)

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রবিশন্তি অভিসংবিশন্তি।" (শ্রুতি)

যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মাইতেছে, যাহাতেই জীবন ধারণ করিতেছে এবং পরে যাহাতেই লীন হইবে, তাহাই ব্রহ্ম।

"যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে।
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে॥" (স্মৃতি)

আদি সর্গকালে যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, যুগক্ষয়ে যাহাতেই লীন হইবে, সেই ব্রহ্ম। [ব্রহ্ম দেখ।]

(স্ত্রী) তং নিন্দিতং অবতে অু-ক্বিপ্, গৌরা° ঙীষ্। হিঙ্গুপত্রীবৃক্ষ। (রাজনি°)

তঞ্চক (দেশজ) প্রবঞ্চক, প্রতারক।

তঞ্চকতা (দেশজ) প্রবঞ্চনা, শঠতা, ছল, চাতুরী।

তঞ্জাম (হিন্দী) চতুর্দ্দোলবিশেষ। ইহার আকার অনেকাংশে এদেশের বিবাহকালে ব্যবহৃত খোলা পাল্কীর মত। পশ্চিমভারতে রাজন্যবর্গ ও বিবাহাদি সময়ে অন্যান্য লোক তঞ্জামে চড়িয়া থাকেন। চারি বা ছয়জন লোকে স্কন্ধে করিয়া বহন করে।

তঞ্জোর, তঞ্জৌর, (তঞ্জাবুর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ইংরাজ শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ৯° ৪৯´ হইতে ১১° ২৫´উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫৬´ হইতে ৭৯° ৫৪´পূঃ। পরিমাণফল ৩৬৫৪ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে কোলরুণ নদী ত্রিচিনপল্লি ও দক্ষিণ আর্কট হইতে ইহাকে পৃথক্ করিতেছে, পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে মদুরা জেলা এবং পশ্চিমে মদুরা ও ত্রিচিনপল্লী জেলা অবস্থিত। এই জেলা দক্ষিণ কর্ণাটের একটী অংশ। তঞ্জোর নগর জেলার সদর। কাবেরী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত।

তঞ্জোর জেলা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উপবন স্বরূপ। ইহার উত্তরভাগে বহুজনাকীর্ণ অগণ্য নারিকেলকুঞ্জশোভিত কাবেরী নদীর বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ প্রভূত পরিমাণে ধান্য প্রসব করে। বহুসংখ্যক পয়ঃপ্রণালী এই খণ্ডকে জালের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, অতি সহজে ও সুন্দররূপে এই সকল খাল দ্বারা শস্যক্ষেত্রে জল সেচন করিতে পারা যায়।

তঞ্জোর নগরের দক্ষিণপশ্চিমাংশ কিয়ৎপরিমাণে উচ্চ, কিন্তু সমস্ত জেলার মধ্যে কোথাও পাহাড় নাই। উপকূল ভাগে বালুকাস্তূপ ও তৎপরেই সামান্য জঙ্গল আছে কেবল মাত্র কালীমীর অন্তরীপ হইতে অদ্রমপত্তন অন্তরীপ পর্য্যন্ত একটী বহুবিস্তৃত লবণাক্ত জলাভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে প্রস্তরাদি অধিক পাওয়া যায় না।

দক্ষিণাংশে উপকূল হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে ভূমির দুই গজ মাত্র নিম্নে একটী প্রস্তরস্তর বাহির হয়। এই প্রস্তর কিছু কোমল হইলেও গৃহনির্ম্মাণোপযোগী। নগপত্তনের দক্ষিণে মৃত্তিকাগর্ভে সামুদ্রিক শুক্তি, শঙ্খ ও শম্বূকাদির বিস্তীর্ণ স্তর খোদিত হইয়াছে। এই সকল স্তরের উপরিভাগে বহু

কাল সঞ্চিত পলিরাশি পতিত হইয়াছে। এইরূপ শুক্তি-স্তরের মধ্যে অনেকগুলি অতি প্রাচীন আবার অনেকগুলি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। মোটের উপর এই জেলার ভূমি অধিক উর্ব্বরা নহে, কেবলমাত্র জলসেচনের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্তের গুণেই প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হয়। ব-দ্বীপ ব্যতীত উচ্চভূমির মৃত্তিকা লোহিতবর্ণ ও সারবান্ কৃষ্ণবর্ণ কার্পাসোৎপাদনের উপযোগী, অথবা বালুকাময় লঘু মৃত্তিকা। কোন কোন স্থানে পীতবর্ণ ক্ষারমৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, ইহা অত্যন্ত অনুর্ব্বর।

জেলার উপকূলভাগ প্রায় ১৪০ মাইল। উপকূলভাগে এরূপ ভীষণ তরঙ্গাঘাত হয়, যে সহজে এখানে জাহাজাদি আসিতে পারেনা।

তণ্ডুলই এখানকার অধিবাসিগণের প্রধান খাদ্য। কৃত্রিম উপায়ে জলসেচন করিয়া কৃষকগণ প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপাদন করে। সুতরাং ব-দ্বীপে সমতল ভূমিতে এবং উচ্চভূমিতে কেবলমাত্র বৃহৎ সরোবরাদির নিম্নস্থান সকলেই অধিকাংশ ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। প্রধানতঃ কার ও পিশানম্ নামক দুই প্রকার ধান্যের চাষ হয়। কার ধান্য জ্যৈষ্ঠমাসে বপন করে এবং কার্ত্তিকমাসে কাটিয়া থাকে। পিশানম্ ধান্য আষাঢ়ে বপন করে এবং মাঘমাসে কাটিয়া লয়।

রবিশস্যের আবাদ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। চীনা, বাজরা, কম্বু ও কলায় বেশ জন্মে। জেলার পশ্চিমভাগে উচ্চ ভূমিতে চীনা ও কলায় উৎপন্ন হয়। ব-দ্বীপে যেথানে জল-সেচনের সুবিধা নাই, এরূপ ভূমিতে কিংবা ধান্যক্ষেত্রে ধান্য কাটিবার পর ঐ সকল শস্যের চাষ করে।

তঞ্জোরে শাক সবজী সুলভ। গৃহসংযুক্ত উদ্যান এবং নদীতীর প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে মূলা, পেঁয়াজ, গোলআলু এবং বহুবিধ শাকাদি উৎপন্ন হয়। ধনে, মহুরী প্রভৃতি বহুবিধ মসলাও পাওয়া যায়।

এই জেলার ব-দ্বীপভাগে বিস্তর কদলী, তাম্বূল, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি জন্মে। উচ্চভূমিতে শণ পাট ইত্যাদি হইয়া থাকে। গৃহসংলগ্ন পতিত ভূমে এবং নদীতীরেই সচরাচর তামাকের চাষ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব-প্রান্তে কালীমীর অন্তরীপের নিকট বালুকাভূমিতেই বিস্তীর্ণ তামাকের চাষ হয়। এই তামাকের পাতা পুরু ও ঘ্রাণ অতি তীক্ষ্ণ, প্রধানতঃ নস্যরূপে কিংবা তাম্বূলের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে তামাকই প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। প্রতিবৎসর বহু পরিমাণে তামাক ত্রিবাঙ্কুড় ও ষ্ট্রেটস্‌সেটেলমেণ্টস্ প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়।

কার্পাসও অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ ব্যতীত অপর সর্ব্বত্র আম ও নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ সহজেই জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণপশ্চিমাংশে পাথরিয়া মাটি বলিয়া ভাল গাছ হয়না।

বয়ঃপ্রাপ্ত অধিবাসী পুরুষগণের প্রায় অর্দ্ধেক ভূ-সম্পত্তি-শূন্য এবং শ্রমজীবী, ইহাদের প্রায় ⅔ অংশ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। ইহারা প্রধানতঃ পল্লার ও পরিয়াজাতিসম্ভূত এবং কোন না কোন ভূম্যধিকারীর ক্ষেত্রে চিরস্থায়ীরূপে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট নীচ শ্রেণীস্থ হিন্দু এবং মরবার প্রভৃতি কাবেরীনদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশ হইতে আগত।

ব-দ্বীপ ভাগে যে স্থানে নদীর বন্যাদ্বারা ভূমি প্লাবিত হয়, তথায় পলি পড়িয়াই উত্তম সারের কার্য্য করে, কিন্তু উচ্চ ভূমিতে এবং যে স্থানে খাল প্রভৃতি দ্বারা জলসেচন করিতে হয়, তথায় সারের প্রয়োজন। সচরাচর জমিতে গো-মেষাদির গোষ্ঠ করিয়া তাহাকে উর্ব্বরা করা হয়। তদ্ভিন্ন গোময়গলিত উদ্ভিজ্জ, ভস্ম ও আবর্জ্জনা প্রভৃতি সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

তঞ্জোর জেলায় স্বভাবতঃই জল অতি প্রচুর। তাহার উপর ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক খাল খননাদি দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচনের আরও সুবিধা হইয়াছে। উত্তর সীমায় প্রবাহিত কোলরুণ নদী অতি নিম্নগর্ভ বলিয়া ইহার জলে তত কাজ হয়না।

এই জেলা স্বভাবতঃই নদী প্রচুর, তাহার উপর বহুসংখ্যক কৃত্রিম খাল খননাদি দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচনের সম্যক্ সুবিধা হইয়াছে। ত্রিচিনপল্লীর ৮ মাইল পূর্ব্বে কাবেরী নদী, তঞ্জোর জেলায় প্রবেশ করিয়া বহুসংখ্যক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া উত্তরভাগে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই প্রদেশকে কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ কহে, ইহাতে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। জেলার পশ্চিমভাগে কোলরুণ ও কাবেরী নদী পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী। ঐ স্থানে কোলরুণের গর্ভ কাবেরী নদী অপেক্ষা প্রায় ৯।১০ ফিট্ নিম্ন। সুতরাং অতি অল্পমাত্র সুযোগ পাইলেই কাবেরী নদীর সমস্ত জল কোলরুণ নদীতে আসিয়া পড়িতে পারে। এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে চোলবংশীয় জনৈক রাজা ঐ স্থানে শাখা-কাবেরী নদীর তীরে এক সুবৃহৎ পাকা বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দেন, ইহার উপরেই তঞ্জোরের উর্ব্বরতা নির্ভর করে, তজ্জন্য ইহাকে তঞ্জোরের উর্ব্বরতারক্ষক বাঁধ কহে। এই বাঁধ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর এত প্রাচীন না হইলেও যে ১২শ শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্ম্মিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত এবং দৈর্ঘ্যে ১০৮০ ফিট্, প্রস্থে ৪০ হইতে ৬০ ফিট্ এবং উচ্চতায় ১৫ হইতে ১৮ ফিট্। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কোলরুণ শাখার উপর এক আনিকট প্রস্তুত হয়; তাহাতে কাবেরীর শাখায় জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কাবেরীর উপর আর এক আনিকট নির্ম্মিত হইয়াছে। কোলরুণের নিকট ৭৫০ গজ এবং কাবেরীর নিকট ৬৫০ গজ দীর্ঘ। এই শেষোক্ত দুইটী আনিকট দ্বারা তঞ্জোরে জলাগম সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করা হইয়াছে। কোলরুণের উপর আনিকট হওয়ায় ইহার জল কমিয়া যায়, কাজেই পূর্ব্বে যে সকল স্থান ইহার জলে সিঞ্চিত হইত, এখন আর ততদূর জল উঠিল না। ইহার প্রতিকারার্থে পূর্ব্ব আনিকটের ৭০ মাইল নিম্নে আর একটী আনিকট প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সময়েই কোলরুণ হইতে দুইটী খাল কাটিয়া একটী আর্কট (অরুকত্) ও অপরটী তঞ্জোর নগর পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে। উত্তরের খালকে উত্তর-রজনবায়াখাল ও দক্ষিণের খালকে দক্ষিণরজনবায়াখাল কহে। তদ্ভিন্ন আরও অনেক খাল খাত হইয়াছে এবং ঐ সকল হইতে আবার শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া বহুবিস্তীর্ণ প্রদেশে জলসেচন হইতেছে। যাহা হউক ক্রমশঃ উন্নতি চলিতেছে। বলা বাহুল্য, নদী দ্বারাই প্রায় ১° অংশ শস্যক্ষেত্রে জল যোগান হয়। অতি অল্পমাত্র ভূমি পুষ্করিণী বা বৃষ্টিজলের উপর নির্ভর করে।

তঞ্জোরে বন্যা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বিপাক নাই বলিলেই হয়। সমুদ্রকূলে বালুকার উচ্চ পাহাড় থাকায় ঝটিকাবর্ত্ত-বিতাড়িত সাগরতরঙ্গ জেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। পূর্ব্বভাগের ভূমিও কূলের দিকে ঢালু থাকায় নদী বা বৃষ্টির জল সহজেই নিকাশ হইয়া যায়; সুতরাং জল জমিয়া দেশ প্লাবিত করিতে পারেনা।

ব্যবসা বাণিজ্য—তঞ্জোরের সর্ব্বত্র গতিবিধির বিশেষ সুবিধা আছে। দক্ষিণভারতীয় রেলপথের দুইটী শাখা ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। একটী শাখা ত্রিচিনপল্লী হইতে উপকূল দিয়া নগপত্তন নগর এবং অপর শাখা তঞ্জোর নগর হইতে বহির্গত হইয়া মান্দ্রাজ অভিমুখে চলিয়াছে। জেলার মধ্যে প্রায় ১২৩৩ মাইল লম্বাচোড়া ও নদী খালাদির উপর সেতুসম্বলিত রাস্তা আছে। একটী ৩২ মাইল দীর্ঘ খাল দিয়া নৌকাদি যাতায়াত করে। ঐ সকল নৌকায় প্রধানতঃ বেদরণ্যম্ নামক স্থানের উৎপন্ন লবণ বহন করে।

শিল্পের মধ্যে তঞ্জোরের নানাবিধ ধাতুর তার, পট্টবস্ত্র কার্পেট, কাষ্ঠ নির্ম্মিত নানাবিধ বস্তু প্রধান। কার্পাসবস্ত্র, কার্পাসসূত্র, য়ুরোপ হইতে আনীত নানাবিধ ধাতু এবং ষ্ট্রেটস্-সেট্‌লমেণ্টস্ ও সিংহলদ্বীপ হইতে গুবাক্ প্রভৃতি আমদানী হয়। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে তণ্ডুলই প্রধান।

তঞ্জোরে বৃষ্টিপাত করমণ্ডল-উপকূলের অন্যান্য স্থানের ন্যায় সকল বৎসর সমান নহে। জ্যৈষ্ঠ মাসে দক্ষিণপশ্চিম মৌসুম-বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় ভাদ্র পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। এই সময়ে বৃষ্টি অতি বিরল এবং কদাচ ক্রমাগত দুই ঘণ্টার অধিককাল ব্যাপী হয়না। আশ্বিন বা কার্ত্তিক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত উত্তরপূর্ব্ববায়ু বহে। এই সময়ে বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত প্রচুর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। এই কালে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১৫ ও ২৫ ইঞ্চি হইয়া থাকে। প্রায় সকল মাসেই বৃষ্টি হয়, তবে ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্তই অধিক। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সময় গ্রীষ্মকাল। গড় তাপাংশ ফাল্গুনে প্রায় ৮২°, গ্রীষ্মকালে প্রায় ১০৪° এবং শীতকালে ৬৪° পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ঝড় ঝাপট প্রভৃতি প্রায় ঘটিয়া থাকে। ঝড়ের সময়ে নৌকাজাহাজাদি জেলার দক্ষিণস্থ পক্ষ উপসাগরে আশ্রয় লয়।

তঞ্জোরে কোন রোগই দেশব্যাপী হইয়া পড়েনা। পূর্ব্বে তঞ্জোরে গোদরোগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন তাহা কুম্ভঘোনম্ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন স্বাস্থ্য বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় এই রোগ প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে। জ্বর, বসন্ত ও ওলাউঠা রোগই কতক পরিমাণে সংক্রামক হইয়া পড়ে। জেলায় প্রায় ৩৭টী ঔষধালয় আছে, তাহা হইতে বহুসংখ্যক লোক বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হয়। জেলার মধ্যে ৫টী নগরে মিউনিসিপালিটী আছে।

অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু। উহারা বেলিয়ার (মজুর), বেল্লনর (কৃষক), পরিয়া, ব্রাহ্মণ, শেম্বড়বন (ধীবর), ইদৈয়ার (মেষপালক), কম্মনর (কারিগর), কৈকনার (তন্তুবায়), সাতানি (মিশ্রজাতি), শানচ (তাড়িকর) ও শেঠি (বণিক), অম্বত্তান্ (নাপিত), বেন্নান্ (ধোপা), কুশবন (কুম্ভকার), ক্ষত্রিয়, কণক্কণ (লেখক) প্রভৃতি প্রধান। মুসলমানগণ শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, আবর গব্বর প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তদ্ভিন্ন খৃষ্টান ও জৈন এবং অল্প সংখ্যক অসভ্যজাতি বাস করে।

তঞ্জাপুরী-মাহাত্ম্যে তঞ্জাবুরের উৎপত্তির বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়। তঞ্জান্ নামক এক রাক্ষস তঞ্জাবুরে অতিশয় দৌরাত্ম্য করিত। অধিবাসিগণ একান্ত প্রপীড়িত হওয়ায় বিষ্ণু এই রাক্ষসকে বধ করেন। সে মৃত্যুকালে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তাহার নামে যেন এই নগর প্রসিদ্ধ হয়। ভগবান্ বিষ্ণু 'তাহাই হইবে' এই বলিয়া প্রস্থান

করিলেন। সেই রাক্ষসের নাম হইতেই সংস্কৃত নাম তঞ্জাপুর ও তামিল তঞ্জাবুর হইয়াছে।

বহুপূর্ব্ব হইতে ১৫০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চোলরাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তঞ্জাবুর নগর ঠিক কোন্ সময় রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। চোলরাজগণ ত্রিশিরাপল্লীর নিকট ওরেয়ুর নামক স্থানে এবং ইহার ধ্বংস হইবার পর কুম্ভঘোণে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

তঞ্জাবুরে বৃহদীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে খোদিত অনুশাসন হইতে জানা যায় যে রাজা কুলোত্তুঙ্গ এই অনুশাসন প্রদান করিয়াছেন। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, যে রাজা কুলোত্তুঙ্গ চোল কিংবা তাঁহার পিতা তঞ্জাবুরে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১০২৩ হইতে ১০৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে ঐ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

ডাক্তার বুর্নেল সাহেব চোলরাজবংশের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গ চোল ১১২৮ খৃঃ অব্দে তঞ্জাবুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল হইতেই তঞ্জাবুরের চোলরাজবংশের অধঃপতন আরম্ভ হইতে থাকে এবং চোলরাজলক্ষ্মী ক্রমে চঞ্চলা হয়েন।

তঞ্জাবুর-বৃহবারি-চরিত নামক হস্তলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চোলবংশীয় শেষরাজার নাম বীরশেখর। ইনি প্রভূত পরাক্রমশালী ছিলেন। ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী ইহার সময়ে তঞ্জাবুর রাজ্যভুক্ত হয়। মধুরাপুরীর সিংহাসনচ্যুত রাজা চন্দ্রশেখর বিজয়নগররাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণরায় তাঁহাকে মধুরাপুরীতে পুনঃস্থাপন করিবার জন্য কতিয়ান নাগ-নায়ক নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। এদিকে বীরশেখরও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মধুরাপুরীর নিকট উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধের পর তঞ্জাবুরের রাজা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মধুরাপুরী, ত্রিশিরাপল্লী ও তঞ্জাবুর বিজয়নগরের অধীন হইল। ১৫৩০ খৃঃ অব্দে অচ্যুতরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার শ্যালিকার সহিত সেবাপ্পানায়কের বিবাহ হয়। এই সম্বন্ধ হেতু উক্ত বর্ষে অচ্যুতরায় সেবাপ্পানায়ককে তঞ্জাবুর ও ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহা হইতে তঞ্জাবুরের নায়ক-রাজবংশের উৎপত্তি হয়। নায়ক-রাজগণ প্রথমতঃ বিজয়নগরের অধীনেই রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে বিজাপুররাজ কর্ত্তৃক বিজয়নগরের রাজাদিগের ধ্বংস সাধিত হইলে সেই সময় হইতে ১৬৬২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উক্ত রাজগণ স্বাধীনভাবে তঞ্জাবুর শাসন করিয়াছিলেন। এই রাজগণের সময়ে অক্ষণতোল্প, পত্তুকোট্টৈ, কৈলাসিবাই প্রভৃতি কয়েকটী দুর্গ ও কতকগুলি দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। নায়ক রাজাদিগের সময়ে ১৬১২ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজগণ নগপত্তনে এবং ১৬২০ অব্দে দিনেমারেরা ট্রান্‌কুইবার নামক স্থানে আবাস স্থাপন করে।

যখন নায়কবংশের চতুর্থ রাজা বিজয়রাঘব তঞ্জাবুর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন মদুরার শোক্যনাথ নায়ক তঞ্জাবুর আক্রমণ করিবার ছল খুঁজিয়া রাজকন্যার কর প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। রাজা তাহা অগ্রাহ্য করিলে তিনি ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে দেলবায় বেঙ্কট-কৃষ্ণাপ্পা নায়ককে তঞ্জাবুর অধিকার করিতে পাঠাইলেন। সেনাপতি গোবিন্দদীক্ষিত বাধা দিলেন; কিন্তু দেলবায় তাঁহাকে পরাভূত করিয়া তঞ্জাবুর দুর্গ অধিকার করিলেন এবং শীঘ্রই রাজবাটীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বিজয়রাঘব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর সমস্ত অবগত হইয়া তাঁহার বীরপুত্রকে আজ্ঞা দিলেন, রাজবাটীর সমস্ত মহিলাকে একগৃহে রাখিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে বারুদ সংগ্রহ করিয়া রাখ, সঙ্কেত পাইলে তাহাতে অগ্নি দিয়া অসি হস্তে যুদ্ধার্থ বাহিরে আসিও। বিজয়রাঘব যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইলেন। এদিকে পুত্র পিতার নিধনবার্ত্তা অবগত হইয়া অন্দরমহলে বারুদে অগ্নি প্রদান করিলেন। তঞ্জাবুর শ্মশানভূমে পরিণত হইল। রাজবাটীর দক্ষিণপশ্চিমকোণে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এই অংশ এখনও সেইরূপ ভগ্নাবস্থায় থাকিয়া অতীত দুর্ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

তঞ্জাবুর বিজিত হইলে শোক্যনাথনায়ক একস্তনপায়ী এলাগিরিকে তথায় শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এলাগিরি প্রথমে শোক্যনাথের অধীনে শাসন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার সহিত মনান্তর ঘটায় স্বাধীন হইলেন। তঞ্জাবুরের রাজবাটী বারুদে উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে ধাত্রী বিজয়রাঘবের একটী নাবালক পুত্রকে লইয়া নগপত্তনে পলাইয়া আইসে। এই বালকটী জনৈক শেটীর আলয়ে বৃদ্ধি পাইতেছিল। ৫।৭ বৎসর পর বিজয়রাঘব রায়ের অন্যতম রয়সম (সেক্রেটরী) বেনকন্না নামক কোন নিয়োগী ব্রাহ্মণ বালকটীর সন্ধান পাইয়া স্বর্গীয় রাজার কয়েকজন আত্মীয়ের সাহায্যে উক্ত বালক ও ধাত্রীকে লইয়া বিজাপুরে গমন করিলেন। বিজাপুরের সুলতান সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তঞ্জাবুরের নায়কদিগের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এই সময় শিবাজির কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা একোজি বিজা-

পুরের সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এলাগিরিকে দূর করিয়া দিয়া বিজয়রাঘবের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সিংহমালদাসকে তঞ্জাবুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিজাপুর-সুলতান একোজিকে আদেশ দিলেন। একোজি জানিতে পারিলেন যে, শোক্যনাথের সহিত এলাগিরির বিরোধ ঘটিয়াছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া আয়ামপটী নামক স্থানে এলাগিরিকে পরাজিত করিয়া সিংহমালদাসকে তঞ্জাবুরের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। বেনকয়া আশা করিয়া ছিলেন যে, সিংহমাল রাজা হইলে তিনি মন্ত্রীত্ব পাইবেন। কিন্তু ধাত্রীর অনুরোধে শেটীই মন্ত্রী হইলেন। ইহাতে বেনকয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া একোজিকে রাজ্য গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। একোজি প্রথম প্রথম এবিষয়ে আদৌ মন দেন নাই। কিন্তু বিজাপুর-সুলতানের মৃত্যুসংবাদ আসিলে তঞ্জাবুর গ্রহণ মানসে সসৈন্যে উক্ত রাজ্য অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বেনকয়াও রাজবাটীতে রটাইয়া দিলেন যে সমূহ বিপদ্ উপস্থিত। রাজা এই ঘটনায় অতীব ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। বিনা রক্তপাতে তঞ্জাবুর একোজির হস্তে আসিল। এইরূপে তঞ্জাবুরে মহারাষ্ট্রীয় রাজবংশ স্থাপিত হইল। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে ঘটিয়া থাকিবে।

একোজির অন্যতম পুত্র তকাজীর ৫ পুত্র। তকাজীর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র বাবাসাহেব রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় স্ত্রী সুজানাবাই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোহনজী ঘাটগে নামক একজন সচিব রূপনাম্নী কোন স্ত্রীলোকের পুত্রকে একাজীর ২য় পুত্র শরভোজীর উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করেন এবং কোন মুসলমান কেল্লাদারের সাহায্যে সুজানাবাইকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া রূপীর পুত্রের জন্য সিংহাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রিগণ শীঘ্রই কোহনজীর ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া তকাজীর ২য় পুত্র শয়াজীকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে তকাজীর কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপসিংহ কয়েকজন রাজামাত্যের সাহায্যে শয়াজিকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে অরকদুর নবাবের সহিত প্রতাপসিংহের ২ বার যুদ্ধ হয়। উভয় যুদ্ধেই পরাভূত হইয়া প্রতাপসিংহ নবাবকে ৭ লক্ষ টাকার খত লিখিয়া দিলেন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে শয়াজী রাজ্য পুনরায় পাইবার জন্য সেণ্ট ডেভিড দুর্গের ইংরাজগবর্ণরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রতাপসিংহ আসন্ন বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া গোপনে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন যে, যদি তাঁহাকে রাজপদে থাকিতে দেওয়া হয়, তবে তিনি দেবকোট নামক দুর্গ এবং উপস্থিত যুদ্ধের আয়োজন-ব্যয়স্বরূপ ৬ হাজার পেগোড়া ইংরাজদিগকে এবং শয়াজীর খরচের জন্য বার্ষিক ৪০০০ পেগোড়া অর্থাৎ ১৪০০০৲ টাকা দিবেন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ চাঁদসাহেবের ভয়ে তাঁহাকে ৫৮ লক্ষ টাকার এক খত লিখিয়া দেন। কিন্তু অল্পদিবস পরেই তিনি ৩০০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক সৈন্য মন্কোজীর অধিনায়কত্বে মহম্মদআলির সাহায্যার্থ চাঁদসাহেবের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। মহম্মদআলি জয়লাভ করিয়া তঞ্জাবুররাজাকে পুরস্কার স্বরূপ বাকী ১০ বর্ষের পেশকাস্ ছাড়িয়া দিলেন এবং কোইলদি ও লদাহু নামে ২টী প্রদেশ দান করিলেন।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ মন্ত্রী শকোজীর কু-পরামর্শে সেনাপতি মন্কোজীকে কার্য্য হইতে অবসর দেন। মুরারিরাও উহা জানিতে পারিয়া কোইলদি অধিকার করিয়া তঞ্জাবুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া মন্কোজীর শরণ লইলেন। মন্কোজী মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে দূরে তাড়াইয়া দিলেন।

১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ফরাসি-সেনানায়ক তঞ্জাবুর-রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া কোলরুণের বাঁধ কাটিয়া দিলেন। প্রতাপসিংহ ইংরাজদিগের সাহায্যে কোলরুণ নদীর বাঁধ সংস্কার করিয়া লয়েন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ চাঁদসাহেবকে যে ৫৬ লক্ষ টাকার খত লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ফরাসিগবর্ণরের হস্তে পড়ে। এই টাকা পাইবার জন্য ফরাসিগবর্ণর কাউণ্ট লাল্লি কয়েকস্থান লুণ্ঠন করিয়া তঞ্জাবুর দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময় তাঁহার বারুদ ও রসদ ফুরাইয়া যায়। তিনি মানে মানে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। প্রতাপসিংহ তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আসিলেন।

মহম্মদআলি ইংরাজদিগের নিকট যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অতিশয় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি নবাব হইয়া ঋণ পরিশোধের কোন সুবিধা দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে দেখিলেন যে প্রতাপসিংহ কএকবৎসর পেশকাস্ দেন নাই। তিনি ভাবিলেন যে, তঞ্জাবুর খাস দখল করিতে পারিলে অনেক নগদ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণরের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া রাজার বাকী পেশকাস্ আদায়ের সুবন্দোবস্তের জন্য কৌন্সিলের অন্যতম

সদস্ত জোসিয়াই-ডি-প্রেকে পাঠাইলেন। তিনি এই মীমাংসা করিলেন যে, রাজা প্রতিবৎসর নবাবকে ৪ লক্ষ টাকা পেশকাস্ দিবেন; বাকী পেশকাস্ (২২ লক্ষ টাকা) দুই বৎসরে ৫ বায়ে পরিশোধ করিতে হইবে। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধি হয়।

কাবেরীর উত্তরতীরে ত্রিশিরাপল্লীর নিকটে নেল্লুরনামক স্থানে একটী বাঁধ ছিল। রাজা প্রতাপসিংহের প্রার্থনায় ও ব্যয়ে ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা মহাজিজ উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কখন উক্ত শাসনকর্ত্তা কখন বা রাজার ব্যয়ে এই বাঁধের সংস্কার হইত। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে উহার এক স্থান ভাঙ্গিয়া যায়। নবাব উহার সংস্কার করিলেন না বা রাজাকেও উহা সংস্কৃত করিতে অনুমতি দিলেন না। এইকালে তুলজাজী তঞ্জাবুরের রাজা ছিলেন। তিনি ভীত হইয়া ইংরাজ-গবর্ণরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এই অবধি যখনই এই বাঁধের সংস্কার আবশ্যক হইত, তখনই রাজাকে ইংরাজদিগের সাহায্য লইতে হইত।

ইহার পর হায়দর আলি তঞ্জাবুর আক্রমণ করিলে রাজা তাঁহাকে বহু অর্থ প্রদান করেন। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহিত রাজার এক সন্ধি হয়। শিবগঙ্গার রাজা ৮ বৎসর পূর্ব্বে তঞ্জাবুরের যে সকল সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। রাজা তুলজাজী ১৭৭১ খৃঃ অব্দে তাহা পুনরধিকার করেন। নবাব ইহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হন। দুই বৎসরের খাজনা বাকী পড়িয়াছিল। এই ছলে তঞ্জাবুর আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখে নবাবপুত্র তঞ্জাবুর দুর্গ অবরোধ করিলে ২৭এ তারিখে রাজা বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধিপত্রে এই নিয়ম অবধারিত হইল যে, ২ বৎসরের বাকী পেশকাস্ ৮ লক্ষ টাকা ও যুদ্ধ ব্যয় স্বরূপ ৩২৷৷৹ লক্ষ টাকা নবাবকে দিবেন এবং শিবগঙ্গার রাজার নিকট হইতে যে সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করিয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন; আর্ণি, ত্রিবাঙ্কুর, ইলাঙ্গাড়ু ও কৈলদী ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং উক্ত ৩২৷৷৹ লক্ষ টাকা পরিশোধের জন্ম মায়াবরম্ ও কুম্ভঘোণম্ প্রদেশদ্বয় দুই বৎসরের জন্ম নবাবের অধিকারে থাকিবে, রাজা নবাবের মিত্রের সহিত মিত্রতা ও শত্রুর সহিত শত্রুতা করিবেন। ১৭৭১—৭৩ খৃঃ অব্দের পেশকাস্ পুনরায় বাকী পড়ায় নবাব ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজগবর্ণরের নিকট তঞ্জাবুর রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন যে, পেশকাস্ হিসাবে দশলক্ষ টাকা বাকী পড়িয়াছে; রাজা হায়দারআলি ও মহারাষ্ট্রীদিগের সহিত নবাব ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ইংরাজগবর্ণরের আদেশে সেনাপতি স্মিথ সেপ্টেম্বর মাসে তঞ্জাবুরে আসিয়া রাজা তুলজাজীকে বন্দী করিলেন। নবাব তঞ্জাবুর খাস দখল লইলেন।

ডাইরেক্টরদিগের নিকট এই সংবাদ আসিলে তাঁহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ১৭৬২ খৃঃ অব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজগবর্মেণ্ট তুলজাজীকে সাহায্য করিতে বাধ্য। পেশকাস্ বাকী পড়িয়াছিল বলিয়া রাজাকে বন্দী করা মান্দ্রাজগবর্মেণ্টের অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। তাঁহারা পিগট সাহেবকে মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন এবং এই আদেশ দিলেন যে, তুলজাজীকে সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্টিত করিতে হইবে। রাজা নবাবকে বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা পেশকাস্ দিবেন। মান্দ্রাজগবর্ণরের অনুমতিক্রমে নবাবের সাহায্যার্থ রাজা সময়ে সময়ে সৈন্ম সাহায্য করিবেন এবং রাজা ইংরাজদিগের মিত্র হইবেন। একদল ইংরাজসৈন্ম তঞ্জাবুরে থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিবে; তাহার ব্যয় রাজা বহন করিবেন। ইংরাজদিগের অনুমতি ভিন্ন রাজা অন্ম কাহারও সহিত সন্ধি করিতে পারিবেন না।

ডাইরেক্টরদিগের আদেশানুসারে পিগটসাহেব ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ১১ই এপ্রেল তারিখে তুলজাজীকে তঞ্জাবুর সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ১২ই এপ্রেল তারিখে রাজা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন এবং ইংরাজসৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ১৪ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে হায়দরআলি তঞ্জাবুরের দুর্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত অধিকার করিয়া ৬ মাস নিজ শাসনে রাখিয়াছিলেন।

১৭৮৭ খৃঃ অব্দে তুলজাজীর মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে শরভোজী নামক কোন এক আত্মীয় পুত্রকে দত্তক লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দত্তক শাস্ত্রসঙ্গত হয় নাই ইহা ইংরাজদিগের নিকট প্রমাণ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। অমরসিংহ তুলজাজীর বিধবা স্ত্রীকে বার্ষিক ৩ হাজার ও শরভোজীকে ১১ হাজার পেগোডা দিবেন বলিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন।

মান্দ্রাজ বাসকালে তুলজাজীর বিধবাপত্নী লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের নিকট দত্তক গ্রহণ শাস্ত্র সম্মত হইয়াছে কি না ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্য এক আবেদন করিলেন। বারাণসী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের মতানুসারে দেখা গেল যে দত্তক গ্রহণে কোন দোষ হয় নাই। ডাইরেক্টরগণ ইহা অবগত হইয়া শরভোজীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে আদেশ করিলেন। মার্কুইস অব্ ওয়েলেসলি ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করেন।

রাজকার্য্যে শরভোজীর অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার অছি স্বরূপ কিছুকাল রাজ্যশাসন করেন।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ২৫এ অক্টোবর তারিখে যে সন্ধি হয়, তাহাতে অবধারিত হইয়াছিল যে, বৃটীশ গবর্মেণ্ট রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ তঞ্জাবুর শাসন করিবেন। রাজা দুর্গমধ্যে থাকিয়া একলক্ষ পেগোডা ও সমস্ত আয়ের ১/৫ অংশ মাত্র পাইবেন। এই সন্ধি অনুসারে তঞ্জাবুর দুর্গ ভিন্ন সমস্ত প্রদেশ এক প্রকার বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়বংশীয় রাজগণ ১২২ বৎসর কাল এই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শরভোজীর পর তাঁহার পুত্র ২য় শিবাজী পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। শিবাজী মৃত্যুর পূর্ব্বে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কুইস্ অব্ ডালহৌসি সে দত্তক স্বীকার না করিয়া ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে তঞ্জাবুর রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করিলেন। রাজপরিবারবর্গের মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

এখন তঞ্জাবুরের সে পূর্ব্ব শ্রী আর নাই। দুর্গটী স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; রাজবাটীরও কোনরূপ সংস্কার হইতেছে না। রাণীদিগের নিজ নিজ ভূসম্পত্তি রিসিবরের হস্তে গিয়াছে। এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় ১॥০ লক্ষ টাকা। তঞ্জাবুরের সরস্বতীমহল নামক পুস্তকাগার যত্নের সহিত সুরক্ষিত। এই পুস্তকাগারে রাজা শরভোজী বহুসংখ্যক হস্তলিখিত-গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।

তঞ্জাবুরে বৃহদেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পশ্চিমউত্তরকোণে সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মন্দিরটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহার গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর। মূলমন্দিরের সম্মুখে যে প্রকাণ্ড নন্দীর মূর্ত্তি আছে, তাহার সম্বন্ধে একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। নন্দীর আকৃতি পূর্ব্বে ছোট ছিল, কোন সময়ে তাহার মনে হইল মহাদেব অপেক্ষা সে আয়তনে বৃহৎ হইবে। ইহা মনে ভাবিয়া সে প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। মহাদেবও নন্দী অপেক্ষা ছোট থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। অর্চ্চক তাহা দেখিয়া সঙ্কটবোধে পরিশেষে নন্দীর বৃদ্ধি নিবারণ করিবার জন্য নন্দীর পশ্চাতে একটী বৃহৎ লৌহময় প্রেক মারিয়া দিলেন; সেই অবধি নন্দী আর বাড়িতে পারে নাই; মহাদেবও তদবস্থায় আছেন। এ প্রবাদ সত্য বা মিথ্যা যাহা হউক, কিন্তু এরূপ বৃহৎ মন্দির, লিঙ্গ ও নন্দী অন্যত্র দেখা যায় না।

হিন্দুরাজাদিগের শাসনকালে তঞ্জাবুর সকল প্রকার শিল্প, বাদ্যযন্ত্র, সুরবিদ্যা, কাব্যরচনা ও চিত্রবিদ্যার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এখন উক্ত সকল প্রকার চর্চ্চা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু এখনও তঞ্জাবুরে যে চিত্র প্রস্তুত হয়, তাহা অতিশয় মনোরম। হাবভাবে কলিকাতার আর্টষ্টুডিওর চিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

২ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান উপবিভাগ। পরিমাণফল ৬৭২ বর্গমাইল। দক্ষিণভারতীয় রেলপথ এই উপবিভাগের উত্তরে প্রবেশ করিয়া তঞ্জোর নগর দিয়া পশ্চিমে বাহির হইয়া গিয়াছে।

৩ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান নগর ও সদর। ইহার প্রকৃত নাম তঞ্জাবুর। অক্ষা° ১০° ৪৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ১০´ ২৪´´ পূঃ। ইহা দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের একটী ষ্টেশন। অধিবাসী সংখ্যা ৫৪৩৯০, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৬৪০৪, মুসলমান ৩৪১৬, খৃষ্টান ৪০৮৯ ও জৈন ১৮৭ জন।

এখানে জেলার জজ, কলেক্টর, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বাস করেন। এই নগরে মিউনিসিপালিটি আছে।

এই নগর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুরাজবংশের রাজধানী এবং রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিদ্যানুশীলন প্রভৃতির কেন্দ্র স্থান ছিল। এই স্থান প্রাচীন হিন্দুরাজগণের কীর্ত্তি এবং পূর্ব্বতন স্থপতিনৈপুণ্যের পরিচায়ক। ইহার মন্দির ভুবনবিখ্যাত। এই মন্দির ১৯০ ফিট্ উচ্চ। তদ্ভিন্ন ঐ মন্দিরেই বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয় আছে। উহাদের মধ্যে কোন কোনটীর গঠনপ্রণালী ও নির্ম্মাণ-পারিপাট্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মন্দিরমধ্যস্থ দেবমূর্ত্তি, বৃষমূর্ত্তি প্রভৃতিও বিস্ময়কর।

তঞ্জোরের ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গ বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া আছে। দুর্গের প্রাচীরাভ্যন্তরেই রাজপ্রাসাদ ও নগর স্থাপিত। রাজপ্রাসাদে প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যাবলীর একটীতে রাজাদিগের পুস্তকালয় ছিল। এত সংস্কৃত গ্রন্থ আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। মান্দ্রাজ সিভিলসার্ভিসের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার বার্ণেল ঐ সকল পুস্তকের এক তালিকা প্রস্তুত করেন।

তঞ্জোর নগর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যের জন্য বিখ্যাত। ইহার রেসমী কার্পেট, সূক্ষ্ম খোদকারী তামার তার, নানাপ্রকার খেলনা প্রভৃতি অতি সুন্দর। তঞ্জোর হইতে পূর্ব্বদিকে সমুদ্রকূলে নগপত্তন বন্দর পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে ত্রিচিনপল্লী পর্য্যন্ত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত।

তট (ত্রি) তট-অচ্। নদী প্রভৃতির কূল, তীর, জলাশয়ের জলভাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্থলভাগ।

"কর্ত্তব্যমার্গৌ ভ্রাজেতে হৃদস্যান্ত তটাবুভৌ॥" (হরি° ৬৭।৫৫)

(স্ত্রী) ২ উচ্চক্ষেত্র। (মেদিনী) ৩ (পুং) শিব, শিব সর্ব্বপ্রধান বলিয়া তাঁহার নাম তট।

"নমস্তটায় তট্যায় তটানাং পতয়ে নমঃ।" (ভারত ১২।২৮৪।৬৬)

(ত্রি) ৪ উচ্ছ্রিত।

তটগ (পুং) তড়াগ পৃষো° সাধুঃ। তড়াগ। (দ্বিরূপকো°) (ত্রি) তট-গম-ড। তটগামী।

তটস্থ (ত্রি) তটে সমীপে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ সমীপস্থিত। ২ উদাসীন ব্যক্তি, নির্লিপ্ত, যাহারা সদসৎ কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না, অপক্ষপাতী।

"সমীরসঙ্গাদিব নীরভঙ্গ্যা ময়া তটস্থস্তমুপক্রতোঽসি।" (নৈষধ ৩।৫৫)

৩ তীরস্থ, যাহারা তটে থাকে। ৪ ব্যস্ত। ৫ চমৎকৃত। ৬ উদাসীন, যাহারা কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না।

"তটস্থঃ শঙ্কতে" (জাগদীশ্যাদৌ ভূরিপ্র°)

৭ লক্ষণবিশেষ, প্রত্যেক বস্তুই দুইপ্রকার লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইতে পারে, এক স্বরূপলক্ষণ, অপর তটস্থলক্ষণ।

কোন কথার অর্থ বুঝাইতে গিয়া যে, বিশেষণটী বলিলে বিশেষ কিছু মর্ম্ম না বুঝাইয়া কেবল সেই একরূপ অর্থ-ই বুঝায় অর্থাৎ পূর্ব্বের কথা দ্বারাও যাহা বুঝিয়াছিলাম, পরের কথা দ্বারাও ঠিক তাহাই বুঝা যায়, তাহাকে স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ বলে। একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে;—কলস এবং কুম্ভ, এই স্থলে কুম্ভ, কলসের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইল, আবার কলসও কুম্ভের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইতে পারে, কারণ এখানে কুম্ভ শব্দ দ্বারা কলসের কিংবা কলস শব্দদ্বারা কুম্ভের বিশেষ কিছু মর্ম্মই বুঝা যায় না। কুম্ভ বলিলেও যেরূপ বুঝা যায়, কলস বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা যায়। বিশেষ কিছুই প্রতীতি হয় না। আরও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ফাঁক পদার্থ-টী কিরূপ," তখন আপনি কহিলেন ফাঁকটা শূন্য পদার্থ, কিন্তু এই শূন্য কথা দ্বারা ফাঁকের কোন মর্ম্মই বুঝা গেল না। ফাঁক বলিলেই পূর্ব্বে যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, শূন্য বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা গেল। অতএব শূন্য কথাটা ফাঁকের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইল। এই গেল স্বরূপলক্ষণের বিবরণ। আবার অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে যদি অন্য কোন বস্তুকে লক্ষ্য করা হয়, তবে তাদৃশ বাক্যকে তটস্থলক্ষণ বলে।

"তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং। তথাচ স্বরূপং তটস্থং দ্বিধালক্ষণং স্যাৎ স্বরূপস্য বোধো যতো লক্ষণাভ্যাং। স্বরূপে প্রবিষ্টাৎ স্বরূপেঽপ্রবিষ্টাৎ যথা কাকবন্তো গৃহাঃ খং বিলঞ্চ॥" (বেদান্তসা°)

এই তটস্থলক্ষণও ঐ ফাঁক বা শূন্যের দৃষ্টান্তেই বুঝা যায়। তোমার নিকট কেহ ফাঁক বা শূন্যপদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করিলে তুমি বলিলে এই গৃহভিত্তির অভ্যন্তরে থাকা ও যেখানে এই গৃহ ভিত্তির শেষ হইয়াছে, তাহাই ফাঁক বা শূন্য, এখন এই গৃহভিত্তির সাহায্যে শূন্য পদার্থ-টী পরিজ্ঞাত হইল। অতএব এই কথাটী তটস্থলক্ষণ হইল।

ব্রহ্মকেও এই স্বরূপ ও তটস্থ এই দুই প্রকার লক্ষণে বুঝান যাইতে পারে। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, অনন্তরূপ, ইত্যাদি বলিলে তাহার স্বরূপলক্ষণ প্রকাশ করা হইল, কারণ ইহা দ্বারা তাহার বিশেষ কিছুই উপলব্ধি হয় না, সেই এক বস্তুমাত্রই বুঝায়। চিৎ বলিলেও যাহা বুঝায়, সৎ বলিলেও তাহাই বুঝায়, আবার ব্রহ্ম ইত্যাদি বলিলেও তাহাই বুঝায়। আর যখন বলা যায় যে, তিনি কর্ত্তা, তিনি হর্ত্তা ও বিধাতা, তখন কর্ত্তৃত্ব, হর্ত্তৃত্ব বিধাতৃত্বাদি গুণের সাহায্যে তাহাকে লক্ষ্য করা হইল, অতএব ইহা তটস্থলক্ষণ বিশেষণ হইল। কারণ কর্ত্তৃত্বশক্তি ও পালয়িতৃত্বাদি শক্তিগুলি প্রাকৃতপদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বিকাশিত হয়। সুতরাং ইহা ব্রহ্মের কোন গুণ বা শক্তি নহে, উহা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, অতিরিক্ত বা পৃথক্‌ভূত কোন বস্তুর সাহায্য লইয়া অন্য কোন বস্তুর প্রকাশ করিতে হইলেই তটস্থলক্ষণ বিশেষণ হইয়া থাকে। [স্বরূপলক্ষণ দেখ।]

তটাক (পুং) তট-আকন্ বা তটং অকতি অক-অণ্। তড়াগ।

তটাঘাত (পুং) তটে আঘাতঃ ৭তৎ। বপ্রক্রীড়া, বৃষ প্রভৃতির শৃঙ্গদন্তাদি দ্বারা ভূমিখননরূপ ক্রীড়াবিশেষ।

"অভ্যস্যন্তি তটাঘাতং নির্জ্জিতৈরাবতাঃ গজাঃ।" (কুমারস°)

তটিনী (স্ত্রী) তটমস্ত্যস্যাঃ তট-ইনি ততো ঙীপ্। নদী।

তটী (স্ত্রী) তট-অচ্ ততো-ঙীষ্। তীর, তট, প্রান্তভাগ।

"বিচিত্র কপাল তটী, গলায় জালের কাটি,
করজোড়া লোহার শিকলি।" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

তট্য (পুং) তটং উচ্ছ্রায়ং অর্হতি তট-যৎ। শিব। "নমস্তটায় তট্যায়" (ভারত ১২।২৮৪।৬৬)

তড়গ (পুং) তড়াগ পৃষো° সাধুঃ। তড়াগ। (দ্বিরূপকো°)

তড়তড় (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ, বৃষ্টিপতন-শব্দ।

তড়পথ (দেশজ) স্থলপথ।

তড়বড়ি (দেশজ) শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

"ধাঁও ধাঁও ধমসা বাজে ডিগ ডিগ দগড়ি।
চৌদিকে চঞ্চল সৈন্য সাজে তড়বড়ি॥" (কবিক° ২।১৬৩)

তড়াক (পুং) তণ্ড্যতে অহিস্যতে উর্ম্মিভিঃ তড়-আক (পিনাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৫।) তড়াগ।

তড়াকা (স্ত্রী) তড়াক স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ নদী ও সমুদ্রের তটভাগ। ভাবে। ২ আঘাত। (সংক্ষিপ্তসা° উণা°)। ৩ প্রভা। (উজ্জ্বল)

তড়াগ (পুং) তড়-আগ (তড়াগাদয়শ্চ। ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ যন্ত্রকূটক। (মেদিনী) ২ জলাশয়বিশেষ। পর্য্যায়—পদ্মাকর, তড়াক, তটাক, তড়গ।

পঞ্চশত ধনুঃপরিমিত গভীর পুষ্করিণী দীর্ঘিকা এবং প্রশস্ত ভূমিভাগে অবস্থিত বহুদিন স্থায়ী যে জলাশয়, তাহাই তড়াগ।

২৪ অঙ্গুলিতে একহস্ত, চারিহস্তে একধনুঃ হয়।

ইহার একশত ধনুঃ পরিমিত স্থানে যে জলাশয় তাহাকে পুষ্করিণী, আর পঞ্চশত ধনুঃ পরিমিত স্থানে যে জলাশয় তাহাকে তড়াগ কহে *। ইহার জলের গুণ বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদু, কষায় ও কটুপাক, শিশির ও হিমকালে অতিশয় প্রশস্ত। (রাজব°) যে ব্যক্তি যথাবিধি তড়াগোৎসর্গ করেন, তাহারা এককল্প ব্রহ্মালয়ে ও তৎপরে দিব্যযুগ স্বর্গে বাস করেন। [উৎসর্গবিধির বিশেষ বিবরণ পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা দেখ।]

কালবিশেষে তড়াগ জলের ফল।

বর্ষা ও শরৎকালে অবস্থিত জল অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সদৃশ, হেমন্ত ও শিশিরকালে বাজপেয়, বসন্তকালে অশ্বমেধ ও গ্রীষ্মকালে রাজসূয়যজ্ঞ সদৃশ ফলদায়ক।

"প্রাবৃট্‌কালে স্থিতং তোয়ং অগ্নিষ্টোমসমং স্মৃতম্।
শরৎকালে স্থিতং তোয়ং যদুক্তফলদায়কম্॥
বাজপেয়ফলসমং হেমন্তশিশিরস্থিতম্।
অশ্বমেধসমং প্রাহুর্বসন্তসময়স্থিতং॥
গ্রীষ্মেঽপি তু স্থিতং তোয়ং রাজসূয়ফলাধিকম্॥" (পদ্মপুরাণ)

যাহারা তড়াগোৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাহারাই এই ফল লাভ করিয়া থাকেন। এক তড়াগোৎসর্গ করিলেই সকল যজ্ঞের ফললাভ করা যায়।

তড়ি (পুং) তড়-আঘাতে তড়-ইন্। ১ আঘাত। (ত্রি) ২ আঘাতকর্ত্তা।

তড়িৎ (স্ত্রী) তাড়য়ত্যভ্রং তড়-আঘাতে ইতি প্রত্যয়ঃ (তাড়েণিলুকচ্। উণ্ ১।১০০)। বিদ্যুৎ। [বিশেষ বিবরণ বিদ্যুৎ দেখ।]

তড়িৎপ্রভা (স্ত্রী) তড়িতঃ প্রভেব প্রভা যস্যাঃ বহুব্রী। কুমারানুচর মাতৃভেদ।

"কেশযন্ত্রী ত্রুটিনামা ক্রোশনাঽথ তড়িৎপ্রভা।"
(ভারত শল্য ৪৭ অ°)

(ত্রি) বিদ্যুৎসদৃশ দীপ্তিযুক্ত। তড়িতঃ প্রভা ৬তৎ। বিদ্যুতের প্রভা, বিদ্যুতের আলোক।

তড়িত্বৎ (পুং) তড়িৎ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ, অপদান্তত্বাৎ তস্য ন দঃ। ১ মেঘ। ২ মুস্তক। (অমর) (ত্রি) ৩ তড়িদ্বিশিষ্ট।

তড়িত্বতী (ত্রি) তড়িত্বৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। তড়িৎবিশিষ্ট, তড়িদ্যুক্ত।

"সমুদিতমিচয়েন তড়িত্বতীং লঘয়তা শরদম্বুদসংহতিম্।"
(কিরাত° ৫।৪)

তড়িদ্গর্ভ (পুং) তড়িতো গর্ভে যস্য বহুব্রী। মেঘ। "তড়িদ্গর্ভ-ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।" (শ্বেতাশ্ব° উ° ৪ অ°)

তড়িন্ময় (ত্রি) তড়িদাত্মকঃ স্বরূপে তড়িৎ-ময়ট্। তড়িৎ স্বরূপ, বিদ্যুতের সদৃশ।

"তড়িন্ময়ৈরুন্মিষিতৈর্বিলোচনৈঃ।" (কুমার ৫।২৫)

তণ্ড (পুং) তড়ি-অচ্। ১ ঋষিবিশেষ। (স্ত্রী) ভাবে-অ। ২ আহতি।

তণ্ডক (পুং) তণ্ডতে নৃত্যতি তণ্ড-ণ্বুল্। ১ খঞ্জনপক্ষী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ ফেন। ৩ সমাসবহুল বাক্য। (ক্লী) ৪ গৃহদারু-বিশেষ। ৫ তরুস্কন্ধ। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ মায়াবহুল। ৭ উপঘাতক। (ক্লী) ৮ পরিষ্কার। ৯ বহুরূপী।

তণ্ডি (পুং) সত্যযুগের একজন মহর্ষি। ইনি দশসহস্রবৎসর মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব ইহার আরাধনায় প্রীত হইয়া তাহাকে দর্শন দেন এবং বলিয়াছিলেন, আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, তুমি আমার প্রসাদ বলে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র যশস্বী, তেজস্বী, দিব্যজ্ঞানসমন্বিত, অমর ও বেদের সূত্রকর্ত্তা হইবে। মহাদেবের এই বরে তণ্ডির এক পুত্র হয়। এই তণ্ডিপুত্র যজুর্ব্বেদীয় তাণ্ডিন শাখার কল্পসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। (ভারত অনু° ১৬।১৭ অ°)

তণ্ডু (পুং) মহাদেবের দ্বারপাল ভেদ, নন্দিকেশ্বর।

"নন্দী ভৃঙ্গরিটস্তণ্ডু নন্দিনৌ নন্দিকেশ্বর।" (মল্লিনাথধৃতকো°)

তণ্ডুরীণ (পুং) তণ্ডা অস্ত্যর্থে উরচ্ তত্র ভবঃ ছঃ। ১ কীট মাত্র। (ত্রি) ২ বর্ব্বর (ক্লী) তণ্ডুলে ভব ছঃ লস্য রঃ। ৩ তণ্ডুলোদক।

তণ্ডুল (পুং ক্লী) তণ্ড্যতে আহন্যতে তড়-উলচ্ (সানসিবর্ণ-সীতি। উণ্ ৪।১০৭) ১ নিস্তুষ ধান্য, চলিতকথায় চাউল, ধান ভানিয়া তুষ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিলে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে।

"শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রোক্তং সতুষং ধান্যমুচ্যতে।
নিস্তুষস্তণ্ডুলঃ প্রোক্তঃ স্বিন্নমন্নমুদাহৃতং॥" (আ° ত°)

* "প্রশস্তভূমিভাগস্থো বহু সংবৎসরোষিতঃ।
জলাশয়স্তড়াগঃ স্যাদিত্যাহুঃ শাস্ত্রকোবিদঃ।" (শব্দার্থচি°)
"চতুর্বিংশাঙ্গুলো হস্তো ধনুস্তচ্চতুরুত্তরঃ।
শত ধনুরন্তরকৈব তাবৎ পুষ্করিণী শুভা।
এতৎ পঞ্চগুণঃ প্রোক্ত স্তড়াগ ইতি নির্ণয়ঃ।" (বশিষ্ঠ)

ক্ষেত্রগত হইলে তাহাকে শস্য, তুষযুক্ত হইলে ধান্য ও তুষ রহিত হইলে তাহাকে তণ্ডুল বলা যায়। ঐ তণ্ডুল সিদ্ধ করিলে অন্ন হয়। উত্তমরূপে শালিতণ্ডুলের অন্ন দ্বারা চরু প্রস্তত করিয়া সূর্য্যদেবকে নিবেদন করিলে তণ্ডুলসংখ্যক সূর্য্যলোকে বাস হয়। সপ্তমীতিথিতে নিবেদন আরও অধিক ফলদায়ক। (তিথিতত্ত্ব)।

ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্য। প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্যও বটে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থলে ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি শস্য খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু তণ্ডুল যে ভক্ষদ্রব্যরূপে চলেনা, তাহা নহে। মোটের উপর ভারতের সকল স্থলেই ধান্য জন্মে এবং সকল স্থানের অধিবাসীই অল্পবিস্তর চাউল ব্যবহার করে। চাউল অগ্নি সাহায্যে জলে সিদ্ধ করিলে ভাত হয়। বাঙ্গালাদেশে ভাতই জীবনধারণের প্রধান উপায়। লোকে অন্যান্য উপকরণ সহযোগে ভাত খায়। অন্য দ্রব্য না পাইলে কিছুদিন ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, তণ্ডুলই প্রধানতঃ আমাদের জীবনীশক্তি রক্ষা করে।

লাঙ্গলদ্বারা মৃত্তিকা কর্ষণ করিয়া ধানের বীজ বপন করিলে ধান জন্মে। ধান পাকিলে ক্ষেত হইতে কাটিয়া লইতে হয়। পরে ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তত হয়। ভারতবর্ষে ১০০০০ প্রকার ধান্য, সুতরাং তত প্রকার চাউলও দেখা যায়। এই বিবিধ প্রকার চাউলের আকৃতি ও গঠন বর্ণন করা অসম্ভব। সূক্ষ্মদৃষ্টি অনুসারে ইহাদের আকৃতি পরস্পর বিভিন্ন; মোটামুটি কতকগুলিকে প্রায় একরূপই দেখায়।

তণ্ডুল সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, আতপ ও সিদ্ধ। ধান কেবলমাত্র রৌদ্রে শুকাইয়া ভানিলে যে চাউল হয়, তাহাকে আতপ চাউল কহে। হিন্দুদিগের মতে এই প্রকার চাউলই পরিশুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ চাউল ভক্ষণ করা উচিত। সিদ্ধচাউল প্রস্তত করিতে হইলে প্রথমে ধান ভিজাইয়া রাখিয়া পরে তাহা সিদ্ধ করিতে হয়। ধান সিদ্ধ হইলে তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া ভানিলে যে চাউল পাওয়া যায়, তাহাকে সিদ্ধচাউল কহে। দাক্ষিণাত্যে কোড়গরাজ্যে একরাত্রি ধান ভিজাইয়া রাখে। পরদিন প্রাতে আধঘণ্টামাত্র সিদ্ধ করা হয়, পরে সেই ধান ১৫ দিন ছায়ায় মেলিয়া দেয়; পরে ২ ঘণ্টামাত্র রৌদ্রে শুকাইয়া তাহা ভানা হয়। ভানিবারকালে প্রতি ধান ৪।৫ খণ্ড হইয়া যায়। এই চাউলকে কোড়গে ঐহু-নুগু-অক্কি কহে; ইহা ধনী লোকে ব্যবহার করে। ব্রাহ্মণবিধবাদিগের সিদ্ধচাউলের অন্ন ভক্ষণ করা শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। এদেশে আমন ভিন্ন অন্য কোন চাউলও ভদ্র বিধবাদের ভক্ষণ করা বিহিত নহে।

ধান্যভেদে চাউলও আমন, আউস, বোরো প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। আমন ভিন্ন অন্য কোন চাউল দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা যায় না। বালামের চাউল আমন শ্রেণীর অন্তর্গত।

ঢেঁকিতে ধান কুটিয়া চাউল বাহির করিতে হয়। প্রথমে তুষ (ধানের খোসা) বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহাকে এক পালটা কহে। দ্বিতীয় পালটার সময় কুঁড়ো বাহির হয়। কুলাদ্বারা তুষ কুঁড়ো ঝাড়িয়া ফেলিলে চাউল পাওয়া যায়। আতপ অপেক্ষা সিদ্ধ করিয়া ধান ভানিলে চাউল বেশী হয়। ঢেঁকি ভিন্ন আজকাল কলেও ধান ছাটাই হইয়া চাউল প্রস্তত হইয়া থাকে।

চাউলে ভাত, পলান্ন, মুড়ী, পিষ্টক প্রভৃতি প্রস্তত হইতে পারে। পিষ্টক প্রস্তত করিতে হইলে চাল ভিজাইয়া পরে শুকাইয়া গুঁড়া করিতে হয়।

মুড়ীর চাউল প্রস্তত করিবার প্রণালী ভাতের চাউল প্রস্তত প্রক্রিয়া হইতে অন্যরূপ।

এখন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই চাউল ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে য়ুরোপ ও আমেরিকায় চাউল পাওয়া যাইত না। বহু পূর্ব্ব হইতেই চীনদেশে চাউলের উল্লেখ দেখা যায়। আমাদের অথর্ব্ববেদে চাউলের বর্ণনা আছে। [আমন্ দেখ।] বাবিলন দেশেও চাউলের ব্যবহার বহুপূর্ব্বকালীন।

এক বৎসর গত হইলেই চাউলকে পুরাতন বলা যাইতে পারে। নূতন চাউল খাইতে কিছু ভাল লাগে, কিন্তু কিছু গুরু। পুরাতন্ তণ্ডুল অপেক্ষাকৃত অনেক উপকারী।

পুরাতন তণ্ডুল পীড়িত ও আশুরোগমুক্ত ব্যক্তিদিগের পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তণ্ডুলচূর্ণ আদা ও মরিচ প্রভৃতির সহিত জলে সিদ্ধ করিয়া যবাগূ প্রস্তত হয়। এই যবাগূও রোগীর পথ্য। এদেশে দরিদ্র লোকগণ তাহাদের প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক আহারের জন্য তণ্ডুল ভাজিয়া মুড়ী প্রস্তত করে। ইহা পীড়িতদিগের পথ্য স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। তণ্ডুল, দুগ্ধ ও মিষ্ট দ্বারা যে পায়স পাক করা হয়, তাহা অতিশয় সুখাদ্য। ডাক্তার পাউয়েল সাহেব বলেন, মূত্রাশয় রোগে ও সর্দ্দি প্রভৃতি ব্যারামে সময় সময় তণ্ডুল ব্যবস্থেয়; তপ্তজলজ ক্ষত ও দগ্ধস্থানে তণ্ডুল প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ঈষৎ পক্ব ও পরিশেষে শোষিত তণ্ডুলকে নেপাল প্রভৃতি দেশে বকবা বলে। ইহা পীড়িত লোকদিগের পথ্যস্বরূপ। চাউলের রেচকগুণ অন্যান্য শস্যাপেক্ষা অল্প, এই জন্য ভাতের মণ্ড উদরাময়াদি রোগে

ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সকল চাউলের গুণ একরূপ নহে। গম যত পুষ্টিকর, চাউল তত নহে। চাউলে যবক্ষারজানের অংশ অল্প। চালুনিজল বিশেষ স্নিগ্ধকারী। প্রদাহিক রোগে চালুনিজল ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। নেবুর রস ও শর্করামিশ্রিত চালুনিজল অতিশয় সুখাদ্য। অস্ত্ররোগে এই কাথ ব্যবস্থেয়। তণ্ডুলের পুল্‌টিস ও লেই যথেষ্ট উপকারজনক। ওলাউঠা ও উদরাময়রোগে চালের জল কষায়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয়দিগের প্রধান খাদ্য তণ্ডুল। মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অশ্ব ও গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্যের জন্যও চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পিলিভিত চাউল বহুমূল্য। টানা প্রভৃতি প্রদেশে এক প্রকার সুগন্ধ চাউল পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশের চাউল তত ভাল নহে। বঙ্গদেশের চাউল অধিকতর শ্বেতবর্ণ এবং সুস্বাদবিশিষ্ট। এখানকার পাটনার চাউল সাহেবেরা বড় ভালবাসে। উচ্চপ্রদেশজাত তণ্ডুল সাধারণতঃ স্বাদবিহীন। এই চাউল ভক্ষণে কোষ্ঠমান্দ্য জন্মে।

ভারতীয় চাউল হইতে বহুল পরিমাণে মদ্য প্রস্তুত হয়। গত ৩০০ বর্ষ হইতে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে চাউল হইতে মদ্য প্রস্তুতের উল্লেখ দেখা যায়। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই চাউল হইতে পচাই মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে অনেকেই চাউলের গুঁড়া দিয়া বিবিধ প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করে। এই জন্য চাউলের গুঁড়ারও বাণিজ্য প্রচলিত আছে। ব্রহ্মদেশ হইতে প্রতি বর্ষে প্রায় ৫০০০০ টন চাউলের গুঁড়া রপ্তানি হয়। চাউল প্রথমতঃ জলে ভিজাইয়া জাঁতায় পিশিয়া গুঁড়া প্রস্তুত করে; পরে তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া বিক্রয় করে অথবা চাউল রৌদ্রে শুকাইয়া পরে জাঁতায় ভাঙ্গিয়া গুঁড়া প্রস্তুত করা হয়। য়ুরোপীয়গণ ও দেশীয় খৃষ্টানগণ ওপার নামক তণ্ডুলচূর্ণের পিষ্টক যথেষ্টপরিমাণে আহার করিয়া থাকে।

১০০ ভাগ চাউলে নিম্নলিখিত দ্রব্য আছে;—

জল	...	...	১২·৮
অণ্ডলাল	...	...	৭·৩
শ্বেতসার	...	...	৭৮·৩
তৈলাক্ত পদার্থ	...	...	·৬
তন্তু	...	...	·৪
জল	..	...	·৬

এক সের পরিষ্কার চাউল সিদ্ধ করিলে দুই সেরের অধিক ভারী হয়। চাউলে খনিজ পদার্থের অংশ অতি অল্প। ভাতের ফেন ফেলিয়া দিলে তাহার সহিত খনিজ অংশের কতকও বাহির হইয়া যায়। এই জন্য যে পরিমাণ জল ভাতের সহিত শুষিয়া যাইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত জল না দিলেই ভাল হয়। ডাক্তার পেন বলেন, ১০০ ভাগ শুষ্ক চাউলে যবক্ষারজান ৭·৫৫, কার্ব্বোহাইড্রেটস্ ৯০·৭৫, চর্ব্বি ৮, এবং খনিজপদার্থ ·৯ অংশ আছে। চাউলের রাসায়নিক সংযোগ আলুর তুল্য।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ময়দা, জোয়ার, ভুট্টা প্রভৃতিই অধিক পরিমাণে খায় বটে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে চাউলও ব্যবহার করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ ভাতই আহার করে। মান্দ্রাজের দক্ষিণ ও বোম্বাইএর পশ্চিমাংশে চাউলই প্রধান খাদ্য। যাহারা ভাত খায়, তাহাদের দাইল, শাকসবজি প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত। যাহারা মাংস খায় না, তাহাদের পক্ষে দাইল প্রভৃতি আহারে তণ্ডুলের যবক্ষারের ন্যূন অংশ পরিপূরিত হয়।

বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন উপায়ে এই দেশে চাউলের আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। অন্তর্বাণিজ্যের ঠিক হিসাব পাওয়া দুর্ঘট। তবে রেল, ষ্টীমার প্রভৃতিতে যে পরিমাণ চাউল চালান হয় ও যাহার রেজেষ্টরী থাকে, তাহার পরিমাণ একরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দিয়া নৌকা করিয়া একস্থান হইতে অন্যত্র যে পরিমাণ চাউল নীত হয়, তাহার পরিমাণ পাওয়া যায় না। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে আসাম হইতে বঙ্গদেশে ৫৩৭৭৯৩ মণ আমদানি হইয়াছিল। বঙ্গদেশ, উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যায় ৮২৯৩৯০ মণ এবং আসাম হইতে ৩৩৫৩২৪ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। কলিকাতা নগরীতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাউল আমদানি হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ১৩৯৬২৯৮২ মণ, আসাম হইতে ৫৩৩২৪, উত্তরপশ্চিম হইতে ২৮৪৩ এবং পঞ্জাব হইতে ৮৪ মণ চাউল আসিয়াছে। জলপথে বাকরগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জ হইতে ১৬৭৩৩৬২ মণ, মেদিনীপুর হইতে ১৩৫৯৪৭৩, ঝালকাঠি হইতে ৬৪৮১০৫, দিনাজপুর হইতে ৪৩৯৬৬১, হুগলি হইতে ৩৩৬০৪৯, বরিশাল হইতে ৩০৩৭৬৩ এবং ১৬টী বন্দরের প্রত্যেক স্থান হইতে প্রায় ২ লক্ষ মণ চাউল কলিকাতায় আইসে। বর্দ্ধমান হইতেও কলিকাতায় রেলপথে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হয়।

নেপাল, সিকিম ও ভুটান হইতে ১০৩৮৯৮১ মণ বঙ্গদেশে আমদানি ও বঙ্গদেশ হইতে পূর্ব্বোক্তপ্রদেশে ৪৭৫২৬ মণ রপ্তানি হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ, চট্টগ্রাম ও বালেশ্বর হইতে ৫৮৩৮০৫ মণ চাউল রপ্তানি হয়।

ভারতবর্ষের বহির্ভাগেও বঙ্গদেশের চাউল যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। বাহ্য দেশের মধ্যে সিংহলেই বাঙ্গালার চাউলের কাট্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সিংহলের পরেই গ্রেট-বৃটেন। য়ুরোপে ১ লক্ষ টনের অধিক চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত বর্ষে মরিচ দ্বীপে চাউলের আমদানি কিছু কম হইয়াছিল। জর্ম্মণ রাজ্যেও আমদানি পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় হয় নাই, কিন্তু ফ্রান্সে অনেক বাড়িয়াছিল।

এক বঙ্গদেশেই প্রায় ৪০০০ বিভিন্ন প্রকার চাউল পাওয়া যায়। কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) আউস (২) আমন—(ক) ছোটনা, (খ) বড়ান, (৩) বোরো (৪) রায়দা (৫) বেনাফুলি (৬) কামিনী, (৭) বাসমতী (৮) রাঁধুনী-পাগলা (৯) কাজলা (১০) লক্ষ্মীভোগ (১১) উড়ি প্রভৃতি। ৫ম হইতে ৮ম প্রকার চাউল অতি সুগন্ধযুক্ত। ভদ্রলোকগণ ছোটনা আমনের চাউল ব্যবহার করেন; পাটনা চাউল, যাহা রক্তবর্ণ, ছোট ও মোটা, গরিবলোকেরা সাধারণতঃ ভক্ষণ করে। মুসলমানগণ পিলিভিত চাউল অধিক পছন্দ করে। ব্রহ্মদেশের চাউল অতিশয় কাঁকরযুক্ত, সুতরাং অস্বাস্থ্যকর।

বঙ্গদেশে প্রায় ৬৬ লক্ষ লোকের বাস এবং ৪২ লক্ষ প্রকার ধানের জমী। যে পরিমাণ চাউল আমদানি হয়, তাহা ধরিয়া রপ্তানি বাদ দিলে বেহারে প্রতি লোক প্রতিদিন গড়পড়তা ১৩ ছটাক এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থানের প্রতি অধিবাসী ১১ ছটাক চাউল ভক্ষণ করে।

ঢাকাবিভাগে নিম্নলিখিতরূপ চাউল দৃষ্ট হয়;—

রায়ন্দা, বাওয়া, খামা, রোয়া, সাল, ভেসলান, বোয়ৈলা-খাইটা, সূর্য্যমণি, লেপি, বোরো।

ফরিদপুর জেলায় আমন, আউস, বোরো এবং রায়দা প্রধান খাদ্য। এখানে আশ্বিনি আমনের চাউলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সাধারণ আমন খাইতে সকলের চেয়ে ভাল। যশোর জেলায়ও উক্ত সকল প্রকার তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। এখানে দিঘার চাউল যথেষ্ট মিলে। খুলনাজেলায় বিবিধ প্রকার বালাম জন্মে। বাকরগঞ্জ জেলার আমন মোটা ও চিকণ এই দুইভাগে বিভক্ত। বাকরগঞ্জের বালাম বিশেষ বিখ্যাত। নদিয়া জেলায় কার্ত্তিকমাসে কলি চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রঙ্গপুরে কাউনিয়া আউস, সাধারণ আউস, জালি আউস, রোপা এবং ভূঁইয়া চাউল পাওয়া যায়। নিম্ন বঙ্গের বোরো দুই প্রকার—কলপিন বোরো এবং ছাটা বোরো। ছোটনাগপুরে দুরহান্, লহহান এবং তেবান্ চাউল প্রধান। মানভূম জেলার চাউলের নাম পোড়া দুয়ান এবং আমন। উড়িষ্যায় নানা রকমের চাউল পাওয়া যায়;—সাতিকা, কুলিআ, আশ্বিনা, খৈরা, কলাসুর, রাকৈ, মন্তরা, ধজিআসিনা, নৃপতিভোগ, গোপালভোগ, বাসমতী, বল্কিরি, পিয়া, কমুন্দা, দালুয়া, লক্ষ্মীনারায়ণপ্রিয়, বামনবহা, অন্তরথা, সরিষাফুল, দুধসর, নিয়ালি, দোকশালি, হার্বসাতিয়া, বকরি, ইন্ধিরি, চৌলি, হাকুয়া ইত্যাদি।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজ হইতে ২৫৭৭১৩৬ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। শতকরা ৭০ মণ সিংহলে, ১১ মণ বোম্বাই প্রদেশে, ৮ মণ গোয়ায় এবং ৪ মণ গ্রেটবৃটনে গিয়াছিল। সম্বা, (কদম, কলবন, চিনা, জদম), কার, (মুটা পেরম্), মনকট, মোকানম্, পুমপালৈ, পিসিনি, পুনৈসা, পেইরি, মিলাপি প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার চাউল মান্দ্রাজ বিভাগে পাওয়া যায়। তঞ্জাবুরে কার এবং পিশানম্ চাউলই প্রধান খাদ্য। কোড়গের লোকেরা সচরাচর দোদাবট্ট চাউল ভক্ষণ করে। এস্থানের সন্নবট্ট এবং কেসারি উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাই বিভাগে সৌরাষ্ট্রে মৃগনাভিগন্ধি তণ্ডুল পাওয়া যায়। এই চাউলের দানা সাধারণ চাউলের অর্দ্ধেক। এই চাউলের ভাত বরফ অপেক্ষাও অধিক শ্বেতবর্ণ দেখায়। হল্ভা, গর্ভা, কুড়ৈ, তর্ণা, মহাড়ি, পতনি, আম্বিমোরি, কোঁক-শালি, সংভাতা, বেদারশালি, হগকালশালি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার তণ্ডুল বোম্বাই বিভাগে ব্যবহৃত হয়।

মহা, বাসমতী, বাসফল, ঝিলমা, ঝালি, কপূরচীনা, গজেশ্বর, বেন্দি, গজবেল, অঞ্জনবা, ঝক্মী, খোনদার প্রভৃতি উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যার তণ্ডুল। পিলিভিত, উয়া, পুয়া, হাকুয়া প্রভৃতি নেপালের চাউল।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বিস্তর চাউল পঞ্জাবেও আমদানি হয়। বাঙ্গালা হইতে প্রায় ৫০ হাজার মণ চাউল পঞ্জাবে যায়। পঞ্জাব হইতেও রাজপুতনা, করাচী, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে চাউল রপ্তানি হইয়া থাকে। চহোরা, বেগমি, ঝোলা, রতক, সুখচেন, মুঞ্জি, খসু, কলোনা প্রভৃতি তণ্ডুল এই প্রদেশে প্রচলিত। কাশ্মীরে শাদা ও লাল দুই রকম চাউল পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রদেশে প্রায় ১২০২৮০ মণ আমদানি এবং ৯৪২০২৪ মণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়। এই প্রদেশের টিন্নুর চাউল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। চতরী, রাধাবালাম, আম্রমোহর, কালিকা, মুড়, রামকেল, দুধরাম, কেল তেলাসি, লালবেনি, সারিহানি, হকলুমি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার তণ্ডুল পাওয়া যায়। পেশাবরের চাউলে উত্তম পলান্ন প্রস্তুত হয়।

ব্রহ্মদেশের তণ্ডুল-বাণিজ্য বিশেষ বিখ্যাত। ১৮৮১

হইতে ১৮৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ টন চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে নিম্ন ব্রহ্ম হইতে প্রায় ১১ লক্ষ মণ চাউল অন্যত্র চালান দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে আসাম হইতে ৫,৯১,১১৭ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। আসামের চা-বাগানে বঙ্গদেশের চাউল অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঢাকা হইতে প্রায় ২৫০০০ মণ চাউল উক্ত বর্ষে আসামে গিয়াছিল। নাগা, মিস্‌মি, লুসাই, ত্রিপুরা প্রভৃতি হইতে আসামে চাউল আইসে, এবং আসামের চাউল ভুটান, তোয়াঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যায়। আসামে লাহি, বোর, আহু, বারো, অতিস, মুরালি, সাইল, আমন, কতরিয়া, বুরা, ছুমৈ, অসরা প্রভৃতি তণ্ডুল প্রধান।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর কোথাও সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। ১৮৮৯-৯০ খৃঃ অব্দে ২৬,৭৭৪,২৫১ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল থাকে ও লোকসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রতি ব্যক্তি গড়পড়তা ৵৩ সের চাউল খায়। কতক চাউল গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কতক অপ্রতিহতকারণবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে প্রায় ২৭০০০ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন কোচিন, জাপান, ইটালি, স্পেন প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট চাউল জন্মে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ভারতীয় তণ্ডুল গ্রেটবৃটন, মাল্টা, ফ্রান্স, ইজিপ্ট, জর্ম্মণী প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশে প্রায় ১৩৯৭৭ হাণ্ড্রেডওয়েট, সিংহল, আরব, পারস্য প্রভৃতি এসিয়ার বিভিন্ন দেশে ৮৭২২ হাণ্ড্রেডওয়েট, মরিচসহর, রুনিও, ইষ্টকোষ্ট প্রভৃতি আফ্রিকার দেশে ২২৭০, আমেরিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে এবং কানাডায় ১৭৪৮ এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ৫৬ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল রপ্তানি হইয়াছিল।

বিদেশে চাউল তিন প্রকার কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা খাদ্য, কলপ ও মদ্যের উপকরণ। ব্রহ্মদেশের চাউল অতিশয় মোটা এবং ইহার ভাত তত রুচিকর নহে। এই তণ্ডুল দ্বারা সাধারণতঃ কলপ ও মদ্য প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশ হইতে এক প্রকার উৎকৃষ্ট চাউল য়ুরোপে রপ্তানি হয়; এই চাউল য়ুরোপীয়গণ ভক্ষ্যার্থ গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ চাউলই মদ্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ২২৯,২৯২ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল হইতে মদ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানি করিতে হইলে গবর্মেণ্টকে শুল্ক দিতে হয়। এই শুল্ক শতকরা ১৫৲ টাকা অবধারিত আছে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ধান ও চাউল রপ্তানি হেতু ৭৫,৬৪,৯৮৫ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছিল।

ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের তণ্ডুল বিদেশে চলিয়া যাইত না। সুতরাং তখন সুলভ মূল্যে চাউল বিক্রীত হইত। এখন রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি আধিক্য প্রযুক্ত একস্থলের চাউল শীঘ্রই অন্যত্র নীত হয়। সুতরাং ইহার মূল্যও বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতের চাউল য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চলিয়া যাওয়ায় ভারতের নানাস্থানে প্রায় অনবরতই অন্নকষ্ট হইতেছে। ভারতে অনেক দরিদ্রতম লোকের বাস। রপ্তানি হেতু চাউলের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় অনেক গরিবকে দিনান্তর একবেলা আহার এবং স্থানে স্থানে উপবাসও করিতে হইতেছে। ইতিহাসে লিখিত আছে, সায়েস্তাখাঁর শাসনকালে বঙ্গদেশে টাকায় ৮৵ মণ করিয়া তণ্ডুল বিক্রীত হইত; কিন্তু এখন টাকায় ১২।১৩ সেরের অধিক মোটা চাউলও পাওয়া যায় না। এখন প্রতি বর্ষেই ভারতের কোন না কোন স্থানে দুর্ভিক্ষে ক্রন্দন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এবং অনেক লোক না খাইতে পাইয়া মরিতেছে। বিদেশে চাউলের রপ্তানি বন্ধ না হইলে এ বিপৎপাতের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া দুর্ঘট।

ভাবপ্রকাশ মতে, বিভিন্ন তণ্ডুলের বিভিন্ন গুণ। শালিধান্যের যে তণ্ডুল হয়, তাহার গুণ স্নিগ্ধ, বলকারক, মলের কাঠিন্য ও অল্পতাকারক, লঘুপাকী ও রুচিকারক, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ঈষৎ বায়ু ও কফবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক এবং মূত্রবর্দ্ধক। দগ্ধভূমিজাত শালিধান্যের তণ্ডুল-গুণ—কষায়রস, লঘুপাকী, মলমূত্রনিঃসারক, রুক্ষ এবং কফনাশক। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া ধান্য বপন করিলে যে ধান্য জন্মে তাহার তণ্ডুলের গুণ বায়ু ও পিত্তনাশক। গুরু, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস, মলের অল্পতাকারক, মেধাজনক এবং বলবর্দ্ধক।

অকৃষ্ট ভূমিতে স্বভাবতঃ আপনা হইতে যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহার তণ্ডুলের গুণ ঈষৎ তিক্তসংযুক্ত, মধুর, কষায় রস, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক, কটু, বিপাক।

একবার তুলিয়া যাহা বপন করা যায়, তাহাকে বাপিতধান্য কহে। ইহার তণ্ডুল গুণ—মধুর, কষায়রস, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্তঘ্ন, কফবর্দ্ধক, মলের অল্পতাকারক, গুরু এবং শীতবীর্য্য।

অবাপিতধান্যের অর্থাৎ বুনাধান্যের তণ্ডুল বাপিতধান্যের গুণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনযুক্ত।

রোপিতধান্যের তণ্ডুল নূতন অবস্থায় শুক্রবর্দ্ধক, এবং

পুরাতন হইলে লঘু। অতি রোপ্যারোপ্য তণ্ডুল, রোপ্যা-রোপ্য ধান্যের তণ্ডুল অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত ও লঘুপাকী। শালিধান্য তণ্ডুলের মধ্যে রক্তশালি ধান্য-তণ্ডুলই শ্রেষ্ঠ। এই তণ্ডুলকে দাউদ্‌খানী চাউল কহে। ইহার গুণ—বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, মূত্রবর্দ্ধক, স্বর-প্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, পুষ্টিজনক এবং পিপাসা, জ্বর, বিষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহনাশক। মহাশালি প্রভৃতি ধান্যের তণ্ডুল রক্তশালি তণ্ডুল অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত। ব্রীহিধান্যের তণ্ডুল মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, ঈষৎ অভিষ্যন্দী এবং মলবেরিক ও ষষ্টিকতণ্ডুল সদৃশ। এই ষষ্টিকধান্যের তণ্ডুল উদরস্থ হইলেই পরিপাক হয়। ইহাদিগকে ব্রীহিতণ্ডুলও কহে; ইহার গুণ—মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, মলবেরিক বাতঘ্ন, পিত্তনাশক এবং শালিতণ্ডুলের ন্যায় গুণযুক্ত। এই ষষ্টিকধান্য তণ্ডুল অনেক প্রকার—তন্মধ্যে ষষ্টিকধান্য-তণ্ডুলই ইহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত। এই তণ্ডুল লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, মধুর রস, মৃদুবীর্য্য, ধারক, বলকারক, জ্বর-নাশক এবং রক্তশালি তণ্ডুলের ন্যায় গুণযুক্ত।

তৃণধান্যের তণ্ডুল—ঈষৎ উষ্ণ, কষায়, মধুর রস, কটু, বিপাক, লঘু, লেখন গুণযুক্ত, রুক্ষ, ক্লেদশোষক, বায়ুবর্দ্ধক, মলমূত্ররোধক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফনাশক।

কঙ্গুধান্যের তণ্ডুল বায়ুবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ভগ্ন সন্ধানকারক, গুরু, রুক্ষ, কফনাশক, শুক্রবর্দ্ধক এবং অতিশয় গুণকর। চীনাকধান্যের তণ্ডুলের গুণ কঙ্গু তণ্ডুলের সদৃশ।

শ্যামাক ধান্য-তণ্ডুল শোষক, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, কফ এবং পিত্তনাশক। কোদ্রব-তণ্ডুল বায়ুবর্দ্ধক, ধারক, শীতবীর্য্য, পিত্ত এবং কফনাশক। বনকোদ্রবধান্য তণ্ডুল উষ্ণবীর্য্য, ধারক এবং অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক। নীবার-তণ্ডুল, (উড়ীধানের চাউল) শীতবীর্য্য, ধারক, পিত্তনাশক এবং কফ ও বায়ুজনক।

নূতন তণ্ডুল মধুর রস, গুরু এবং কফকারক। পুরাতন তণ্ডুল লঘু, হিতজনক। ধান্য এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পুরাতন হয়। এই ধান্যের তণ্ডুলকে পুরাতন তণ্ডুল বলা যায়।

তণ্ডুল পুরাতন হইলে লঘু হয় বটে, কিন্তু বীর্য্য হ্রাস হয় না। বেশী পুরাতন হইলে ক্রমেই স্বীয় বীর্য্য হ্রাস হইতে থাকে। (ভাবপ্রকাশ)। [ধান্য দেখ।]

অগ্রহায়ণমাসে নবান্ন অর্থাৎ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া নূতন তণ্ডুল খাইতে হয়। অগ্রহায়ণমাসে নবান্ন না করিতে পারিলে মাঘ বা ফাল্গুন মাসে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া নূতন তণ্ডুল আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিকে দিয়া ভক্ষণ করিতে হয়। যিনি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে না পারেন, তাঁহার অন্ততঃ দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া নূতন তণ্ডুল ভোজন বিধেয়। শুভদিনে চন্দ্র ও তারা বিশুদ্ধিতে নব তণ্ডুল-ভক্ষণ শ্রেয়স্কর। [নবান্ন দেখ।] ভ্রষ্ট তণ্ডুলের গুণ, রুক্ষ, সুগন্ধি ও কফ-নাশক, পিত্তকারী। (রাজব°)

২ বিড়ঙ্গ। "পুংসি ক্লীবে বিড়ঙ্গঃ স্যাৎ কৃমিঘ্নোজন্তুনাশনঃ। তণ্ডুকশ্চ তথা বেল্লমমোঘা চিত্রতণ্ডুলা॥" (ভাবপ্রকাশ)
[বিড়ঙ্গ দেখ।]

৩ তণ্ডুলীয়শাক। ৪ হীরকের পরিমাণবিশেষ, ৮টী শ্বেত-সর্ষপে এক তণ্ডুল হয়।

"সিতসর্ষপাষ্টকং তণ্ডুলোভবেৎ।" (বৃহৎসংহিতা ৮০।১২)

তণ্ডুলপরীক্ষা (স্ত্রী) তণ্ডুলেন পরীক্ষা ৩তৎ। দিব্যবিশেষ, নয় প্রকার দিব্য মধ্যে ইহা এক প্রকার। চলিত কথায় চাউলপড়া। বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে—সন্দেহ হইলে বিচারক এই দিব্য প্রয়োগ করিবেন। ইহার বিধান—তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক হইলে দেবতাস্নান-জলে একটী নূতন মৃণ্ময়পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে। এই রূপে একরাত্রি রাখিবে, বিচারক পরদিন শুচি হইয়া যথানিয়মে আসন পরিগ্রহ করিবেন। পরে যাহাদের উপর সন্দেহ হইবে, তাহাদিগকে স্নান করাইয়া শুদ্ধাচারে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইবেন। পরে একখানা ভূর্জ্জপত্রের উপর অথবা ভূর্জ্জপত্রের অভাবে পিপ্পলপত্রের উপর এই মন্ত্র লিখিলেন।

"আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপোহৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মোহি জানাতি নরস্য বৃত্তং॥"

তৎপরে সেই পত্রিকা তাহাদের মস্তকস্থ করিয়া ঐ তণ্ডুল চর্ব্বণ করিতে দিবেন। সেই সময় যাহার গাত্রকম্প ও তালু শুষ্ক হইবে এবং চর্ব্বণ করিয়া ভূর্জ্জপত্রে বা পিপ্পলপত্রে নিষ্ঠী-বন ত্যাগ করিলে রক্ত দৃষ্ট হইবে, সেই দোষী, পরে বিচারক তাহাকে অপরাধানুসারে দণ্ড দিবেন। (বীরমিত্রোদয়)

তণ্ডুলা (স্ত্রী) তণ্ড-উলচ্‌ ততষ্টাপ্‌। ১ বিড়ঙ্গ। ২ মহাসমঙ্গা বৃক্ষ, হিন্দী কগহিয়া। (রাজনি°)

তণ্ডুলাম্বু (ক্লী) তণ্ডুলক্ষালিতং অম্বুঃ মধ্যলো°। তণ্ডুলোদক, চাউল ধোয়া জল, চেলুনীজল। পর্য্যায়—জোষ্ঠাম্বু, তণ্ডুলো-দক, তণ্ডুলোথ। পল পরিমিত তণ্ডুল ৮ গুণ জলে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে ইহা ভাবিত করিয়া গ্রহণ করিবে, এই প্রকার জল বিশেষ হিতকর। (বৈদ্যক)

তণ্ডুলিকাশ্রম (পুং ক্লী) তীর্থবিশেষ, যাহারা এই তীর্থে গমন করে, তাহারা ইহলোকে কষ্ট পায় না, অন্তিমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

"জম্বুমার্গাদপাবৃত্য গচ্ছেত্তণ্ডুলিকাশ্রমং।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি॥"
(ভারত বন° ৮২ অঃ)

তণ্ডুলী (স্ত্রী) তণ্ডুল-ঙীষ্। ১ যবতিক্তা লতা। ২ শশাণ্ডলী কর্কটী। ৩ তণ্ডুলীয়শাক। (রাজনি°)

তণ্ডুলীক (পুং) তণ্ডুলীব কায়তি কৈ-কঃ। তণ্ডুলীয়শাক।

তণ্ডুলীয় (পুং) তণ্ডুলায় তন্ডক্ষণায় হিতঃ তণ্ডুল-ছ। (বিভাষা-হবিরপূপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৪) পত্রশাকবিশেষ, চলিত কথায় চাঁপানটে কুদেনটে ও গোয়ালনটে কহে। হিন্দী চবরাই ও অন্নমরুষা। পর্য্যায়—অল্পমারিষ, তণ্ডুলীক, তণ্ডুল, ভণ্ডীর, তণ্ডুলী, তণ্ডুলীয়ক, প্রস্থিল, বহুবীর্য্য, মেঘনাদ, ঘনস্বন, সুশাক, পথ্যশাক, ক্ষুর্জথু, স্বনিতাহ্বয়, বীর, তণ্ডুলনামা। (Amaranthus polygonoides)। ইহার গুণ শিশির, মধুর, বিষ, পিত্ত, দাহ ও ভ্রমনাশক, রুচিকারক, দীপন ও পথ্য। ইহার পত্রের গুণ হিম, অর্শ, পিত্তরক্ত ও বিষকাশনাশক, গ্রাহক, মধুর, বিপাকে দাহ ও শোষনাশক এবং রুচিকারক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশের মতে চাঁপানটের পর্য্যায়—কাণ্ডের, তণ্ডুলেরক, ভণ্ডীর, তণ্ডুলী, বীর, বিষঘ্ন, অল্পমারিষ। ইহার গুণ—লঘু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, রক্তদোষাপহারক, মলমূত্র-নিঃসারক, রুচিজনক, অগ্নিপ্রদীপক ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

আরও আর এক প্রকার তণ্ডুলীয় দেখা যায়, তাহাকে পানীয়তণ্ডুলীয় কহে। এই জল তণ্ডুলীয়কঞ্চট বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"পানীয়ং তণ্ডুলীয়ঞ্চ কঞ্চটং সমুদাহৃতং।" (ভাবপ্র°)

ইহার গুণ তিক্ত, রক্ত, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক ও লঘু। (ভাবপ্র°)

তণ্ডুলীয়ক (পুং) ১ তণ্ডুলীয়শাক, চাঁপানটেশাক। ২ বিড়ঙ্গ।

তণ্ডুলীয়কমূল (ক্লী) তণ্ডুলীয়কস্য মূলং ৬তৎ। তণ্ডুলীয় শাকের মূল, কাঁটা নটের শিকড়। ইহার গুণ উষ্ণ, শ্লেষ্মনাশক, রজোরোধকর, রক্তপিত্ত ও প্রদরনাশক। (আত্রেয়সংহিতা)

তণ্ডুলীয়িকা (স্ত্রী) তণ্ডুলীয় স্বার্থে কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্ কাপি অতইত্বং। বিড়ঙ্গ। (রাজনি°)

তণ্ডুলু (পুং) তণ্ডুল পৃষো° উত্বে সাধুঃ। বিড়ঙ্গ। (শব্দর°)

তণ্ডুলের (পুং) তণ্ডুল বাহুলকাৎ স্বার্থে ঢ্র। তণ্ডুলীয় শাক।

তণ্ডুলেরক (পুং) তণ্ডুলের স্বার্থে কন্। তণ্ডুলীয় শাক।

তণ্ডুলোত্থ (ক্লী) তণ্ডুলাৎ উত্তিষ্ঠতি উৎ-স্থা-কঃ। তণ্ডুলাম্বু, চাউল ধোয়া জল, চেলনী জল। [তণ্ডুলাম্বু দেখ।]

তণ্ডুলোদক (ক্লী) তণ্ডুলস্য উদকং ৬তৎ। তণ্ডুলক্ষালিত জল, চেলনী জল। [তণ্ডুলাম্বু দেখ।]

তণ্ডুলৌঘ (পুং) তণ্ডুলানামোঘঃ ৬তৎ। ১ তণ্ডুলরাশি। ২ তণ্ডুলরাশির ন্যায় দৃশ্যমান বলিয়া বেণুবাঁশ।

তণ্ডেশ্বর (পুং) ৩২ জন শিবভক্তের মধ্যে এক প্রধান ভক্ত। [তণ্ডি দেখ।]

তৎ (অব্য) ১ হেতু। (অমর)

"তদঙ্গমগ্র্যং মঘবন্ মহাক্রতো।" (রঘু ৩।৪৬)

তৎ এই অব্যয় শব্দ হেত্বর্থে ব্যবহৃত হয়। (ত্রি) তন-ক্বিপ্। ২ বিস্তারক। (ক্লী) ৩ ব্রহ্মের নামবিশেষ।

"ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা পুরা॥" (গীতা ১৭।২৩)

ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম। এই ত্রিবিধ নাম দ্বারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ দান ও তপ ওঁকারপূর্ব্বক উদাহৃত হইয়া থাকে। (ত্রি) (সর্ব্বনাম) বুদ্ধিস্থ।

তৎ, পরামর্শবিশেষ। সেই, তিনি, বিশেষ্য শব্দের পরিবর্ত্তে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। "যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ।" (শব্দশ°)

যৎ ও তৎ শব্দের সহিত নিত্য সম্বন্ধ। যৎ শব্দ প্রয়োগ করিলেই তৎ শব্দের প্রয়োগ করিতেই হইবে। কিন্তু তৎ শব্দ যদি প্রসিদ্ধার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে যৎ শব্দের প্রয়োগ না করিলেও চলিতে পারে।

তত (ক্লী) তনোতি তন-তন্ (তনিমৃঙ্ভ্যাং কিচ্চ। উণ্ ৭।৮৮) ১ বীণাদিবাদ্য যন্ত্র, যে সকল বাদ্য যন্ত্র তন্ত্র বা তার সংযোগে বাদিত হয়।

"সততমৃষভহীনং ভিন্নকীকৃত্য ষড়জং।" (মাঘ ১১ স°)

'সততং বীণাদিবাদ্যসহিতং।' (মল্লিনাথ)

যেমন বীণা, সেতার, রবাব, সারঙ্গী, রঞ্জনী, তম্বুরা, কানুন, সুরশৃঙ্গার, এস্‌রার, একতারা ও গৌরীযন্ত্র প্রভৃতি। (যন্ত্রকোষ) ইহা দুই প্রকার। এক প্রকার ধনুঃযোগে বাদিত হয়, তাহাদিগকে ধনুঃযন্ত্র কহে যথা বেহালা, এস্‌রার ইত্যাদি। অপর প্রকার অঙ্গুলিত্র বা কোণ যোগে বাদিত হয়, উহাদিগকে অঙ্গুলিত্রযন্ত্র কহে। (সঙ্গীতর°) (ত্রি) তন-ক্ত। ২ বিস্তারিত। ৩ ব্যাপ্ত। ৪ বায়ু। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ৫ বিস্তার, সন্তান। ৬ পিতা। ৭ পুত্র। "কারুরহং ততো ভিষক্" (ঋক্ ৯।১১২।৩) 'ততইতি সন্তান নাম তন্যতে হস্মাৎ ততঃ পিতা তন্যতে হসৌ ততঃ পুত্রো বা' (সায়ণ)

ততত্ম (ক্লী) সঙ্গীতশাস্ত্রে অন্নমাত্রা।

ততদিন (দেশজ) সেই অবধি।

ততস্তুষ্টি (পুং) ততং ধর্ম্মসন্ততিং সুদতি বষ্টি কাময়তে কামান্ সুদ-ডু বশ-কিচ্। ধর্ম্মসন্ততিনোদক, ধর্ম্মসন্ততিকামুক। "অপাপশক্রস্ততসুষ্টিমূহতি" (ঋক্ ৫।৩৪।৩) 'ততং ধর্ম্মসন্ততিং সুদতি বষ্টি কাময়তে কামান্ ততস্তুষ্টি।' (সায়ণ)

ততপত্রী (স্ত্রী) ততং বিস্তৃতং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ। (শব্দচ°)

ততম (ত্রি) তেষাং মধ্যে নির্দ্ধারিতো যোঽসৌ তদ্ ডতমচ্। (বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে ডতমচ্। পা ৫।৩।৯৩)

বহুর মধ্যে তিনি, অনেকের মধ্যে সেই।

"স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদং।"

(ঐতরেয়োপনি° ৩।১২।১৩)

ততর (ত্রি) তয়োর্মধ্যে নির্দ্ধারিতো যো ঽসৌ তদ্ ডতরচ্। (কিংযত্তদো নির্দ্ধারিণে দ্বয়োরেকস্য ডতরচ্। পা ৫।৩।৯২) দুই জনের মধ্যে তিনি।

ততস্ (অব্য) তদ্-তসিল্। তদ্ শব্দের উত্তর সকল বিভক্তিতে তসিল্ হয়। অনন্তর, তন্নিমিত্ত, সেই হেতু, তথায়, সেই স্থানে, তবে, তৎকর্তৃক। প্রথমাদির অর্থে তসিল্ প্রত্যয় হইলে সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ততঃপ্রভৃতি (অব্য) সেই অবধি, তদবধি।

ততস্ততঃ (অব্য) ততঃততঃ বীপ্সায়াং দ্বিত্বং। তাহার পর তাহার পর। "ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা" (শকুন্ত° ১ অ°)

ততস্তরাং (অব্য) হেতুভূতয়ো র্দ্বয়োর্মধ্যে একস্যাতিশয়ে ততঃ-তরপ্। হেতু স্বরূপ দুইটীর মধ্যে একটীর উৎকর্ষ।

ততস্তমাং (অব্য) হেতুভূতানাং বহূনাং মধ্যে একস্যাতিশয়ে ততঃ তমপ্। হেতু স্বরূপ বহুর মধ্যে একটীর উৎকর্ষ।

ততস্ত্য (ত্রি) ততস্তত্র ভবঃ ততঃ ত্যপ্। তত্র ভব, তত্রত্য, তদাগত, তজ্জাত, তৎসম্বন্ধি। "ততস্ত্যাং বিনিবৃত্তমক্ষমা" (মাঘ)

ততামহ (পুং) ততস্য পিতুঃ পিতা পিতরি তত ডামহঃ। পিতামহ। "অস্মাকং তাবকানামবনতানাং ততামহ।" (ভাগ° ৬।৯।৪১) কোন কোন পুস্তকে তত তত এই রূপ পাঠ দেখা যায়। সেইস্থলে তত তত ইহার অর্থও পিতামহ।

ততি (স্ত্রী) তন-ক্তিন্। ১ শ্রেণী। ২ সমূহ। ৩ বিস্তার। "বিশ্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভিঃ মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে।" (শকুন্তলা)

(ত্রি) তৎ পরিমাণং যেষাং তৎ ডতি। তৎ পরিমাণ, ততগুলি। এই ততি শব্দ নিত্যবহুবচনান্ত।

ততিথী (স্ত্রী) তাবতীনাং পূরণী তাবৎ ডট্ তিথুডাগমঃ ঙীপ্ বেদে অবশব্দলোপঃ। তাবতের পূরণীভূত। "পরিদিদেশ ততিথীং সমাং" (শত° ব্রা° ১৮।১।১৫) 'তাবতিথীমিতি প্রাপ্তে ছান্দসোঽবশব্দলোপঃ।' (ভাষ্য°)

ততিধা (অব্য) ততঃ প্রকারে ততিধাচ্। তত প্রকার। "তাবন্তেজস্ততিধা বাজিনানি" (অথর্ব্ববে° ১২।২।৩২)

ততুরি (ত্রি) তুর্ব্ব হিংসায়াং কি দ্বিত্বং পৃষো° সাধুঃ। ১ হিংসক। "সন্তো হ্যস্মা ভিরন্তে ততুরিঃ" (ঋক্ ৬।৬৮।৭) 'ততুরির্হিংসকঃ' (সায়ণ) ২ তারক। "দদথু র্মিত্রাবরুণং ততুরিং" (ঋক্ ৪।৩৯।২) 'ততুরিং তারকং' (সায়ণ)

ততৃপি [তাতৃপি দেখ।]

তৎকর (ত্রি) তৎ করোতি তৎ-কৃঞঃ-ট। তৎপদার্থকারক।

তৎকাল (পুং) স চাসৌ কালশ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ বর্ত্তমানকাল। ২ সেই সময়, সেইকাল। (ত্রি) স কালো যস্য বহুব্রী। ৩ তৎ কালবৃত্তি। "প্রতিনিধৌ তৎকালাৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৪।১৫)

'সকালো যস্যাসৌ তৎকালঃ ভাবপ্রধানোনির্দ্দেশঃ প্রতিনিধেস্তৎকালত্বাৎ যতঃ প্রতিনিধেঃ স এব কালো যো মুখ্যদ্রব্যস্যাভাবঃ' (কর্ক)

তৎকালধী (ত্রি) তস্মিন্‌কালে কার্য্যকালে ধী উপস্থিতা বুদ্ধির্যস্য বহুব্রী। প্রত্যুৎপন্নমতি, উপস্থিত বুদ্ধি, যাহার সেই সময়ে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়।

তৎকাললবণ (ক্লী) বিট্‌লবণ।

তৎকালসংক্রান্ত (ত্রি) তস্মিন্ কালে সংক্রান্ত ৭তৎ। সেই সময় যাহা ঘটিয়াছে।

তৎকালসম্ভূত (ত্রি) তস্মিন্ কালে সম্ভূতঃ ৭তৎ। সেই সময় যাহা উৎপন্ন হইয়াছে।

তৎকালে (দেশজ) সেই সময়ে।

তৎকালোচিত (দেশজ) সেই সময়ের উপযুক্ত।

তৎক্রিয় (ত্রি) বেতনং বিনা স্বভাবতঃ সা ক্রিয়া কর্ম্ম যস্য বহুব্রী। কর্ম্মকরণশীল, বেতন বিনা ভারবহনাদি কর্ত্তা, কর্ম্মকার। (অমর)

তৎক্ষণ (পুং) স চাসৌ ক্ষণঃ কালঃ কর্ম্মধা। সদ্য, তখনই, সেইক্ষণে। "আপ্তেন তক্ষা ভিষজেব তৎক্ষণঃ।" (মাঘ)

তৎক্ষণাৎ (দেশজ) তখনই, অবিলম্বে।

তৎক্ষণে (দেশজ) সেই সময়ে, তখনই।

তত্তুল্য (ত্রি) তাহার সমান, তৎসদৃশ, তৎসম।

তত্ত্ব (ক্লী) তনোতি সর্ব্বমিদং তন-ক্বিপ্ তুক্‌চ পৃষো° সাধুঃ। তস্য ভাবঃ তৎ-ত্ব। ১ যাথার্থ। ২ স্বরূপ। ৩ ব্রহ্ম। (অমর) ৪ অনারোপিত স্বরূপ পরমাত্মা। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" (শ্রুতি) এই সকল জগৎই ব্রহ্মময়, যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই ব্রহ্ম। ৫ বিলম্বিত বাদ্যাদি। ৬ চেতঃ। ৭ বস্তু। ৮ সাংখ্যোক্ত প্রকৃত্যাদি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, কার্য্য দেখিয়া ইহার কারণ অনুমান করাই সঙ্গত। পূর্ব্বে বস্তু না থাকিলে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। মনুষ্যের শৃঙ্গ থাকা যেমন অসম্ভব, অসৎ অর্থাৎ অবস্তু হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। কেননা প্রত্যেক বস্তুরই উপাদানকারণ আছে,

ইহা স্বতঃ প্রসিদ্ধ। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট ও সূত্র হইতে পট্ট ইত্যাদি। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে এই জগতের মূল কোন তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্ব প্রথমতঃ প্রকৃতি ও পুরুষ।

আদিকারণ হইতে ক্রমশঃ কার্য্যপরম্পরার উৎপত্তি হয় বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা আদিকারণকেই প্রকৃতি বলিয়াছেন। কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরায় অন্য কারণ এইরূপ যদি কারণপরম্পরা থাকে, তাহা হইলেও এক স্থানে গিয়া কারণের পর্য্যবসান হইবে। প্রকৃতি সেই আদি-কারণের সংজ্ঞামাত্র। এই প্রকৃতি হইতে তত্ত্ব সমুদয় আবির্ভূত হইয়াছে। প্রকৃতিতে উত্তম মধ্যম ও অধম অর্থাৎ সুখ দুঃখ মোহ এই তিনটী গুণ দেখা যায়। সুতরাং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তত্ত্ব সকলেও ঐ ঐ গুণসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই জন্যই জগৎ সুখ দুঃখ ও মোহময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

তত্ত্ব পদার্থ গুণ হওয়া অসম্ভব, কারণ গুণ হইতে পদার্থ বা তত্ত্ব উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণদ্রব্য নহে, পদার্থ দ্রব্য।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি মহৎ (বুদ্ধিতত্ত্ব) অহঙ্কার, মন, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব।

এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই এই জগতের মূল কারণ। এই তত্ত্ব সমূহ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আবার যখন এই জগতের নাশ হইবে, তখন এই তত্ত্বসমূহ ও প্রকৃতিতেই লীন হইবে। আবার সৃষ্টির প্রথমে প্রকৃতি হইতে তত্ত্বসমূহ উৎপন্ন হইবে।

প্রকৃতি হইতে এই প্রকারে তত্ত্ব সকল উৎপন্ন হয়। প্রথম প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি), মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্ব, পঞ্চ-তন্মাত্রতত্ত্ব হইতে পঞ্চমহাভূততত্ত্ব, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, আবার সৃষ্টির বিলোপ কালে পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চ-তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইবে। সেই সময় প্রকৃতি ও পুরুষ-মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। * (সাংখ্যদ°)

পাতঞ্জলদর্শনের মতে তত্ত্ব ষড়্‌বিংশতি, সাংখ্যোক্ত পঞ্চ-বিংশতি ও ঈশ্বর; মায়াবাদী বৈদান্তিকদিগের মতে ব্রহ্মই এক মাত্র পরমার্থতত্ত্ব, তাহা ভিন্ন আর কিছুই তত্ত্ব নহে, কেবল মায়াকল্পিত। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সকলই ব্রহ্মময়, যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা সকলই ব্রহ্ম, এইজন্য একমাত্র ব্রহ্মই পরমার্থতত্ত্ব, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য তত্ত্বান্তর নাই।

মায়া পরব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ। ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেই জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু স্থলান্তরে তিনি নিত্য মুক্ত-স্বভাব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বৈদান্তিকেরা একটী উপমা দিয়া এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধকথার সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন। যেমন বৃক্ষশ্রেণীর অভ্য-ন্তর দিয়া উহার অন্তরালস্থ মহান্ আকাশ দর্শন করিলে সেই আকাশ খণ্ড খণ্ড দেখায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হয় না। সেইরূপ ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেও বাস্তবিক অবচ্ছিন্ন হয় না। তিনি স্বভাবতঃ পূর্ণ ও মুক্ত স্বরূপ, সেইরূপই থাকেন।

বেদান্তের মতে পরব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও চিন্ময় স্বরূপ। জগৎ যদি ভ্রম হইল, তাহা হইলে তিনি জগৎকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা ইত্যাদি যে সকল উক্ত হইয়াছে, ইহা সত্য নহে, আরোপমাত্র। বাস্তবিক স্বরূপ নয়। জীব বাস্তবিক পরব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়। অয়মাত্মা, অহংব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই এক তত্ত্ব, তদতিরিক্ত অন্য কোন তত্ত্ব নাই। [বিস্তৃত বিবরণ ব্রহ্ম ও প্রকৃতি শব্দ দেখ।]

চতুস্তত্ত্ব তেজঃ অপ পৃথিবী আত্মা। পঞ্চতত্ত্ব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। ষট্‌তত্ত্ব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, পরমাত্মা।

সপ্ত তত্ত্ব পঞ্চমহাভূত, জীব ও পরমাত্মা। নবতত্ত্ব পুরুষ, প্রকৃতি, মহতত্ত্ব, অহঙ্কার, নভঃ, বায়ু, জ্যোতি, অপ্, ক্ষিতি। একাদশতত্ত্ব শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, মনঃ।

ত্রয়োদশ তত্ত্ব নভঃ, বায়ু, জ্যোতি, অপ্, ক্ষিতি, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, ঘ্রাণ, জিহ্বা, মন, জীবাত্মা, পরমাত্মা। ষোড়শতত্ত্ব পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। সপ্তদশতত্ত্ব ষোড়শতত্ত্ব ও আত্মা।

শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের মতে শূন্যই একমাত্র জগতের তত্ত্ব-ভাব অর্থাৎ যাহা আছে বলিয়া অনুভূত হয় তাহার শেষফল অভাব বা বিনাশ। সেই বিনাশ বস্তুমাত্রেরই স্বধর্ম্ম বা স্বভাব। শূন্যবাদিদিগের মনোভাব এই যে, বস্তুর আদিতে উৎপত্তির পূর্ব্বে শূন্য বা অভাবই তত্ত্ব, শেষেও শূন্য বা অভাব। মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ স্থায়িত্ব দেখা যায়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাও অভাব বা শূন্য বলিয়া গ্রাহ্য। সুতরাং

* "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থাপ্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহ-ঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষইতি পঞ্চবিং-শতির্গণঃ।" (সাংখ্যদ° ১।৬১)

"প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চেভ্যঃ পঞ্চভূতানি।" (সাংখ্যকা°)

শূন্যতত্ত্ববাদীদিগের মতে, মৃত্যুর পর শূন্য ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। অতএব মরিলেই মুক্তি। শূন্যই তত্ত্ব সার, ইহা মূঢ়বুদ্ধি কুতার্কিকদিগের প্রলাপ। শূন্যবাদী নাস্তিকবুদ্ধি মোহবশতঃ ঐ রূপ জল্পনা করে। তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে না।

চার্ব্বাকের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, এই চারিটী তত্ত্ব, ইহাই জগতের কারণ। এই চারিভূত হইতেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইতেছে। এই চারিটী ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্বান্তর নাই। (চার্ব্বাক)

কোন অর্হৎদিগের মতে জীব ও অজীব এই দুই তত্ত্ব, ইহাই জগতের আদিকারণ। অপর অর্হৎদিগের মতে জীব, আকাশ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, অস্তিকায় এই ৫টী তত্ত্ব এই ৫টী তত্ত্বই জগতের মূল।

অপর অর্হৎদিগের মতে জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জ্জর, মোক্ষ এই ৭টী তত্ত্ব। [জৈন দেখ।]

দ্বৈতবাদী পূর্ণপ্রজ্ঞাচার্য্যদিগের মতে তত্ত্ব দুই প্রকার স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। রামানুজদিগের মতে চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর এই ত্রিতত্ত্ব।

পাশুপতশাস্ত্রবিৎ নকুলীশাচার্য্য শৈবদিগের মতে পতি, পশু ও পাশ এই ত্রিবিধ তত্ত্ব।

জ্যোতিষে তত্ত্বের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—তত্ত্ব ৫ প্রকার পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ। ইহাদিগের গুণ অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্, লোম এই ৫টী পৃথ্বীতত্ত্বের গুণ। শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল, মূত্র, এই ৫টী জলতত্ত্বের গুণ। নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, আলস্য এই ৫টী তেজস্তত্ত্বের গুণ। ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচন ও প্রসারণ এই ৫টী বায়ুতত্ত্বের গুণ। কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টী আকাশতত্ত্বের গুণ। আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির এবং অগ্নি হইতে জলের ও জল হইতে মহীর উৎপত্তি হইয়াছে। মহী জলেতে, জল রবিতে এবং রবি বায়ুতে লয় হয়। এই পঞ্চতত্ত্ব হইতে সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথ্বীতত্ত্বের ৫টী গুণ। জলের ৪টী গুণ। তেজের ৩টী গুণ। বায়ুর গুণ দুইটী। আকাশের এক গুণ। পৃথ্বী গন্ধতন্মাত্র। জল রসতন্মাত্র। অগ্নিরূপতন্মাত্র। বায়ু স্পর্শতন্মাত্র। আকাশ শব্দ তন্মাত্র। এই ৫টী পঞ্চতত্ত্বের গুণ।

তত্ত্বের প্রকৃতি। পৃথ্বীতত্ত্ব কঠিন, জল শীতল, অগ্নি উষ্ণ, বায়ু চর ও আকাশ স্থির।

তত্ত্বের স্থান। পৃথ্বীতত্ত্বের স্থান নাভির উপরদেশ, জলতত্ত্বের স্থান মস্তিষ্ক, অগ্নিতত্ত্বের স্থান পিত্ত, বায়ুতত্ত্বের স্থান নাভিদেশ এবং আকাশতত্ত্বের স্থান মস্তক।

তত্ত্বের দ্বার। পৃথ্বীতত্ত্বের দ্বার মুখ, জলতত্ত্বের দ্বার লিঙ্গ, অগ্নির নেত্রদ্বয়, বায়ুর উভয় নাসিকা এবং আকাশতত্ত্বের দ্বার কর্ণদ্বয়।

তত্ত্বদ্বারের ক্রিয়া। পৃথ্বীতত্ত্বদ্বারের ক্রিয়া ভোজন, জলদ্বারের ক্রিয়াবমন, অগ্নিদ্বারের দৃষ্টি, বায়ু দ্বারের আঘ্রাণ এবং আকাশদ্বারের ক্রিয়া শব্দ।

তত্ত্বের গুণ। পৃথ্বীতত্ত্বের ভয়, জলের লোভ, অগ্নির লজ্জা, বায়ুর সন্তোষ এবং আকাশের দুঃখ।

এক এক তত্ত্ব মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের উদয়চক্র—

পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল।
জল	পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু	অগ্নি।
অগ্নি	জল	পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু।
বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথ্বী	আকাশ।
আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথ্বী।

প্রায় অনেকেই অবগত আছেন যে, শ্বাস প্রশ্বাস অহরহ উভয় নাসিকায় সমানরূপে বহন হয়, কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। শ্বাস প্রশ্বাস জোয়ার ভাটার ন্যায় চন্দ্র সূর্য্যের ও অন্যান্য গ্রহাদির আকর্ষণে এবং তিথি অনুসারে যথানিয়মে ইড়া পিঙ্গলা অর্থাৎ বাম কিংবা দক্ষিণ নাসাপুট মধ্যে প্রথমতঃ সূর্য্যোদয়কালে উদয় হয়। পরে এক এক নাসিকা আড়াই দণ্ড (ইংরাজি একঘণ্টা) কাল স্থিতি হইয়া উভয় নাসিকায় ২৪ বার সংক্রমণ হইয়া থাকে। ঐ আড়াই দণ্ডকাল যখন কোন নাসিকার মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস বহন হয়, তৎকালে পৃথ্বী জল অগ্নি বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় হয়। পৃথ্বীতত্ত্ব উদয় হইয়া ৫০ পল (ইংরাজি ২০ মিনিট) কাল অবস্থিতি করে; ঐরূপ জলতত্ত্ব ৪০ পল (ইংরাজি ১৬ মিনিট), অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল (ইংরাজি ১২ মিনিট), বায়ুতত্ত্ব ২০ পল (ইংরাজি ৮ মিনিট), আকাশতত্ত্ব ১০ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) উদয় হইয়া স্থিতি থাকে।

প্রতি নাসাপুটে বায়ুবহনকালে পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ নিম্নলিখিত উপায়ে জানিতে পারা যায়। প্রথমে তত্ত্বের সংখ্যা নিরূপণ, দ্বিতীয়ে শ্বাসের সন্ধান, তৃতীয়ে স্বরের চিহ্ন, চতুর্থে বায়ুর গতি, পঞ্চমে বর্ণ, ষষ্ঠে তত্ত্বের উপদেশস্থান, সপ্তমে সাধুর নিকট উপদেশ-গ্রহণ, অষ্টমে গতির লক্ষণ জানিতে হইবে। প্রাতঃকালে যত্নপূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা উভয় নাসাপুট ধারণ করিয়া তত্ত্বাদি জ্ঞাত হইবে।

পৃথ্বীতত্ত্বের লক্ষণ নাসিকারন্ধ্রের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া অন্য কোন পার্শ্বে না ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। ঐ শ্বাস দ্বাদশা-

মূল পর্য্যন্ত নির্গত হয়। তৎকালে গলায় মধুর রস উৎপত্তি হইবে। এই সময় কেবল মনে পীতবর্ণ বিষয় চিন্তা হইবে। কোন প্রকরণ করিলে পীতবর্ণ দর্শন হইবে। উত্তম দর্পণে নিঃশ্বাস ফেলিলে চতুষ্কোণ এবং পীতবর্ণ দৃষ্টি হইবে। জানুদেশে ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে ৫০ পল কাল এই অবস্থায় স্থিত থাকিবে। এই রূপ কার্য্য হইলে তাহাকে পৃথ্বীতত্ত্ব বলিয়া জানিতে হইবে। রবিগ্রহের আকর্ষণে বাম নাসিকায় পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয় এবং দক্ষিণ নাসিকা বহন কালে যখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয়, তখন বুধগ্রহ তাহার অধিপতি হন। পৃথ্বীতত্ত্বের নক্ষত্র ২৩ ধনিষ্ঠা ২৭ রেবতী ১৮ জ্যেষ্ঠা ১৭ অনুরাধা ২২ শ্রবণা অভিজিৎ ২১ উত্তরাষাঢ়া।

জলতত্ত্বের লক্ষণ। ইহার গতি অধোগামী অর্থাৎ নাসিকাপুটের নিম্নভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। শ্বাসের পরিমাণ ১৬ আঙ্গুল হইবে। তখন গলায় কষায় রস অনুভব হয়, দর্পণে নিশ্বাস ফেলিলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। মনে শ্বেতবর্ণ উদয় হইবে। কোন প্রকরণ করিলে শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। পাদান্তে ইহার স্থিতিও আড়াই দণ্ড মধ্যে ৪০ পল কাল। এই সকল কার্য্যই জলতত্ত্বের লক্ষণ জানিবে। দক্ষিণ নাসিকাবহনকালে শনিগ্রহ ইহার অধিপতি হয় এবং বাম নাসিকা বহনকালে চন্দ্র এই তত্ত্বের অধিপতি হয়। এই তত্ত্বের নক্ষত্রের নাম ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া ৯ অশ্লেষা ১৯ মূলা ৬ আর্দ্রা ৪ রোহিণী ২৬ উত্তরভাদ্রপদ ২৪ শতভিষা। অগ্নিতত্ত্বের লক্ষণ—ইহার গতি ঊর্দ্ধগামী অর্থাৎ নাসিকাপুটের উপরিভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হয়। প্রশ্বাসের পরিমাণ ৪ আঙ্গুল। গলাতে তিক্ত রসের উদ্ভব হয়। দর্পণে নিশ্বাসত্যাগ করিলে ত্রিকোণাকার ও রক্তবর্ণ দৃষ্টি হইবে। আড়াই দণ্ড মধ্যে ৩০ পল ঐ ভাবে স্থিতি থাকিবে এবং রক্তবর্ণ মনে উদয় হইবে ও কোন প্রকরণ করিলে রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইবে। স্কন্ধদেশে ইহার স্থিতি, দক্ষিণ নাসিকা বহনকালে মঙ্গলগ্রহ ইহার অধিপতি এবং বাম নাসিকাবহনকালে শুক্রগ্রহ ইহার অধিপতি। এই তত্ত্বের যে যে নক্ষত্র তাহাদের নাম ২ ভরণী ৩ কৃত্তিকা ৮ পুষ্যা ১০ মঘা ১১ পূর্ব্বফল্গুনী ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১৫ স্বাতি। বায়ুতত্ত্বের লক্ষণ—শ্বাস তির্য্যক্‌গামী অর্থাৎ নাসাপুট মধ্যে তির্য্যক্‌রূপে পার্শ্বে ঠেকিয়া বহন হয়। ঐ বায়ুর পরিমাণ ৮ আঙ্গুল। ঐ সময় গলায় অম্ল রসের উৎপত্তি হয়, দর্পণে শ্বাস নিক্ষেপ করিলে গোলাকৃতি ও শ্যামবর্ণ কিংবা নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। নাভিমূল ইহার স্থিতি। দক্ষিণনাসিকা-বহনকালে অধিপতি রাহু, বাম নাসিকা বহনকালে অধিপতি বৃহস্পতি। এই তত্ত্বে নক্ষত্রগণের নাম ১৬ বিশাখা ১২ উত্তরফল্গুনী ১৩ হস্তা ১৪ চিত্রা ৭ পুনর্ব্বসু ১ অশ্বিনী ৫ মৃগশিরা।

আকাশতত্ত্বের লক্ষণ। সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ নাসাপুটের সর্ব্বস্থান দিয়া বায়ু নির্গম হয়। সর্ব্বগামী এইজন্য পরিমাণ স্থির করা যায় না। গলায় কটুরসের উদ্ভব হয়। দর্পণে নিঃশ্বাস ফেলিতে বিন্দু বিন্দু নানা রকমের বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং মিশ্রিত বর্ণ মনে হয়। ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে মস্তকে ১০ পল মাত্র। এই তত্ত্ব সর্ব্বকার্য্যে নিষ্ফল। এজন্য এ তত্ত্ব বহন সময় কোন কার্য্যাদি করিতে নাই, করিলে সেই কর্ম্ম সিদ্ধি হয় না।

পৃথ্বীতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, জলতত্ত্বের বিষ্ণু, অগ্নিতত্ত্বের রুদ্র, বায়ুতত্ত্বের ঈশ্বর ও আকাশতত্ত্বের সদাশিব।

পৃথ্বী কিংবা জলতত্ত্ব-সময় প্রশ্ন হইলে কর্ম্মের শুভফল হয়। বহ্নিতত্ত্ব সময় প্রশ্ন হইলে শুভাশুভ মিশ্রফল হয়। বায়ু কিংবা আকাশতত্ত্ব সময় প্রশ্ন হইলে হানি ও মৃত্যুকর ফল হয়।

অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে মারণাদি কার্য্য করিবে। জলতত্ত্ব-বহনকালে শান্তিকার্য্য। বায়ুতত্ত্বে উচ্চাটন, পৃথ্বীতত্ত্বে স্তম্ভনাদি কার্য্য, আকাশতত্ত্ব সময় কোন কার্য্য করিবে না। পৃথ্বীতত্ত্ব সময়ে স্থির কার্য্য ও জলতত্ত্ব সময়ে চর কার্য্য করিবে।

জলতত্ত্ব পশ্চিমদিকের অধিপতি, পৃথ্বীতত্ত্ব পূর্ব্বদিকের, অগ্নিতত্ত্ব দক্ষিণদিকের, বায়ুতত্ত্ব উত্তরদিকের, আকাশতত্ত্ব ঊর্দ্ধ অধঃ মধ্যস্থলে এবং অগ্নি, ঈশান, বায়ু, নৈঋতদিকের অধিপতি।

পঞ্চতত্ত্বের উদয় ও স্থিতি জানিবার উপায়।—৬ ঘণ্টা হইতে ৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত যখন বাম নাসিকায় বায়ু বহন হইবে, তখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হইয়া ৫০ পল (ইংরাজি ২০ মিনিট) পর্য্যন্ত স্থিতি। তৎপরে জলতত্ত্বের উদয় হইয়া ৪০ পল (ইংরাজি ১৬ মিনিট পর্য্যন্ত), তৎপরে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইয়া ৩০ পল (ইং ১২ মিনিট), তৎপরে বায়ুতত্ত্বের উদয় হইয়া ২০ পল (ইং ৮ মিনিট) তাহার পর আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়া ১০ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) পর্য্যন্ত স্থিতি হইবে। বামনাসাপুটে বায়ুর স্থিতি-সময় তত্ত্বের উদয় ও স্থিতির উদাহরণ।

ঘণ্টা	মিনিট	তত্ত্ব	গ্রহ
৬	২০	পৃথ্বী	বৃহস্পতি
৬	৩৬	জল	শুক্র
৬	৪৮	অগ্নি	বুধ
৬	৫৬	বায়ু	চন্দ্র
৭	•	আকাশ	•

দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুর স্থিতিকালে তত্ত্বের উদয়—

ঘণ্টা	মিনিট	তত্ত্ব	গ্রহ
৭	২০	পৃথ্বী	রবি
৭	৩৬	জল	শনি
৭	৪৮	অগ্নি	মঙ্গল
৭	৫৬	বায়ু	রাহু
৮	•	আকাশ	•

এই নিয়মে কোন্ সময় কোন্ তত্ত্বের উদয় হইবে তাহা জানিতে পারিবে।

তত্ত্বজ্ঞ (ত্রি) তত্ত্বং জানাতি তত্ত্ব-জ্ঞা-কঃ। তত্ত্বজ্ঞানী, যাহার ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছে। এই জগতে সকল বস্তুই দুঃখময় ইহা জানিয়া যাঁহারা তত্ত্বকে (ব্রহ্ম) জানিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সমাধির আবশ্যক। [জীবন্মুক্ত দেখ।]

তত্ত্বজ্ঞান (ক্লী) তত্ত্বস্য ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানঃ ৬তৎ। ব্রহ্মজ্ঞান। নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান, এই ষোড়শ পদার্থের জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান, * ইহার স্বরূপ জানিতে পারিলে জীব অপবর্গ লাভ করিতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান না হয়, ততদিন অপবর্গ হইতে পারে না। (ন্যায়দর্শন)

সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। পুরুষ যখন নিরন্তর দুঃখে অভিভূত হইয়া প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে, 'সুখ, দুঃখ ও মোহময়ী প্রকৃতির মায়ায় অভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, আমি পুরুষ নির্গুণ, নির্লেপ, সচ্চিদানন্দময়, প্রকৃতি আমাকে এতদিন বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন হইতে সাবধান হওয়া আবশ্যক।' এইরূপ জ্ঞান হইলে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ থাকিবার চেষ্টা করিবে। প্রকৃতি ও পুরুষের এই প্রকার ভেদজ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান। এই মতে প্রত্যেক পুরুষের (জীবাত্মার) কোনও এক সময়ে তত্ত্বজ্ঞান হইবেই হইবে। যতদিন না এই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে, ততদিন প্রকৃতি পুরুষসঙ্গ হইতে বিরত হইবে না। প্রকৃতি পুরুষের এইজ্ঞান উৎপন্ন করাইয়া নিবৃত্ত হইবে। (সাংখ্যদ°)

বেদান্তমতে জীব অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত হইয়া বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারে না। রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে পরিদৃশ্যমান জগৎ অবলোকন করে। জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সকলই ব্রহ্ম, কিন্তু অবিদ্যাভিভূত জীব জগতে ব্রহ্মকে অবলোকন না করিয়া ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি দেখিয়া থাকে, যতদিন না অবিদ্যা নাশ হইবে, ততদিন ব্রহ্মের স্বরূপ কিছুতেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না।

অবিদ্যা নাশ হইলেই আর জগৎ দেখিতে পাইবে না, তখন দেখিবে জগৎই ব্রহ্ম। পূর্ব্বে যাহা বিচিত্র বলিয়া ভাবিয়াছিল, তাহাই দেখিবে ইহা আর কিছুই নহে, কেবল ব্রহ্ম, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (শ্রুতি) সকলই ব্রহ্মময়। তখন আর "ত্বং অহং" তুমি আমি ভেদ থাকিবে না, সকলই অহংপদবাচ্য হইবে। এই প্রকার জ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান।

জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবামাত্র ব্রহ্ম হয়, আত্মজ্ঞ সংসার দুঃখ অতিক্রম করে ইত্যাদি বহুতর শ্রুতিবাক্য প্রমাণে ও তদনুকূলযুক্তিতে স্থির হয় যে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জীবের দুঃখাতীত হইবার আর কোন উপায় নাই, ব্রহ্মই আমি, ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভবের নাম তত্ত্বজ্ঞান, এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী মাত্র। শাস্ত্রকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয়, তাহা হয় না। গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনা, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ করা, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আছে, এ বিষয়ে বিশ্বাস, এতগুলি একত্র হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। তদ্ভিন্ন শ্রবণ শ্রবণ নহে। ইহার একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে।

মনে কর, তোমার বাটীতে গিয়া তোমার চাকরকে কহিলাম 'তামাক সাজ' সে তামাক সাজিল না, পরে আমি দুঃখিত হইয়া কহিলাম, তোমার চাকর আমার কথা শুনে নাই। এখন দেখ, সত্য সত্যই কি তোমার চাকর, আমার কথা শুনে নাই, "তামাক সাজ" এ শব্দ কি তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহা হইয়াছিল, সে তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু সে কথা মনে স্থান দেয় নাই, আদর করে নাই, অর্থাৎ সে কথার অর্থ কার্য্যে পরিণত করে নাই।

অতএব উপর উপর শুনা শুনা নহে। শত শত লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করে, তত্ত্বমসি বাক্যও শ্রবণ করে এবং তাহার অর্থও আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করে, অথচ তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। অথচ অনেকে বেদান্ত অধ্যয়ন না করিয়াও তত্ত্বমসি এই বাক্য না শুনিয়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। শাস্ত্রে কথিত আছে, কপিল, বামদেব প্রভৃতি জন্ম হইতে তত্ত্বজ্ঞানী, সুতরাং শ্রবণের জন্য তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের কার্য্য একথা কিরূপে স্বীকার করা যায়, এই জন্য আচার্য্যদেব শঙ্কর বলেন, ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে,

* "প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্কনির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।" (গৌতমসূ° ১)

চিত্তের অনির্ম্মলতা ও জন্মান্তরীয় পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণ-ফল তত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে। তাহাতে তাহার কারণতার অভাব থাকে না। যেমন অগ্নি সংযোগ থাকিলেও মণিমন্ত্রাদি প্রতিবন্ধকে দাহ কার্য্য অবরুদ্ধ থাকে, তেমনি শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান নানা প্রতিবন্ধকে অবরুদ্ধ থাকে। প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা উদয় হয়। কপিল প্রভৃতির তাহাই হইয়াছিল। তাহাদের পূর্ব্বজন্মের শ্রবণ এ জন্মে প্রতিবন্ধক শূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই জন্য ইহজন্মে তাহাদের শ্রবণ মননাদি করিতে হয় নাই। অতএব শ্রবণই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সহকারী কারণ। তত্ত্বমসি মহাবাক্য শ্রবণ করিলে তাহার অর্থে যে অবিশ্বাস ও অসম্ভব বোধ প্রভৃতি ঘটনা হয়, সে ঘটনা মনন দ্বারা নিবারিত হয়, মননের পরেও যদি স্পষ্টরূপে আমি ব্রহ্ম অন্য কিছু নহি এ অনুভব না হয়, তাহা হইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্যক হয়। নিদিধ্যাসনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই ঐ অনুভব স্থিরতর হয়। অন্যথা হইলে তত্ত্বজ্ঞান হইবে না।

কোন কোন আচার্য্য বলেন, নিদিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের মূল কারণ, শ্রবণ ও মনন তাহার সহায়। আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষজ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন মরুমরীচিকায় জল ভ্রান্তি, সেই প্রকার ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জ্জন ও দৃঢ় করিতে হয়, অনন্তর আমি এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সমস্তই ভ্রান্তিবিশেষের বিলাস, অন্য কিছু নহে, সুতরাং আমি জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রহ্মে, রজ্জু সর্পের ন্যায় মিথ্যা এই জ্ঞান যখন অবিচাল্য হয়, তখন আপনা আপনি "অহং" অর্থাৎ আমি এই জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে। অহংজ্ঞান-ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য্য। তত্ত্বজ্ঞানই জীবের একমাত্র উদ্ধারের উপায়, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে, তাহাকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলা যাইতে পারে। এই তত্ত্বজ্ঞান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মনোবৃত্তির অতীত, সুতরাং গুণাতীত। এখন যাহা সুখ দুঃখ বলিয়া জান, সে অবস্থা সে সুখ দুঃখের অতীত। (বেদান্ত)

তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন (ক্লী) তত্ত্বজ্ঞানস্য অহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎকারস্য অর্থঃ তস্য দর্শনং ৬তৎ। তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত আলোচন ও মোক্ষের নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান-সাধন। আমিই ব্রহ্ম এইরূপ সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য নিখিল দুঃখ নিবৃত্তিরূপ ও পরম আনন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, তাহার আলোচনাই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন। [মোক্ষ দেখ।]

তত্ত্বজ্ঞানী (পুং) তত্ত্বস্য জ্ঞানমস্ত্যস্তি জ্ঞান-ইনি। ব্রহ্মজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। [তত্ত্বজ্ঞ দেখ।]

তত্ত্বতঃ (অব্য) তত্ত্ব-তসিল্। পরমার্থতঃ, যথার্থরূপে, বস্তুতঃ।

তত্ত্বতা (স্ত্রী) তত্ত্ব ভাবে-তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। যথার্থতা, পরমার্থতা।

তত্ত্বদর্শ (ত্রি) ১ যে তত্ত্ব দর্শন করিয়াছে, যাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে। (পুং) ২ সাবর্ণি মন্বন্তরের ঋষিভেদ।

তত্ত্বদর্শিতা (স্ত্রী) তত্ত্বদর্শিনোভাবঃ তত্ত্বদর্শিন্ তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। বিচক্ষণতা, তত্ত্বজ্ঞতা, দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা।

তত্ত্বদর্শিন্ (পুং) তত্ত্বং পশ্যতি তত্ত্ব-দৃশ-ণিনি। ১ জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, তত্ত্ববিৎ। ২ রৈবত মনুর এক পুত্র।

তত্ত্বদীপন (ক্লী) তত্ত্বালোক, যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান উদ্দীপিত করে।

তত্ত্বনিরূপণ (ক্লী) তত্ত্বস্য নিরূপণং ৬-তৎ। স্বরূপনির্ণয়, যথার্থ স্থিরীকরণ, ব্রহ্মনিরূপণ।

তত্ত্বনির্ণয় (পুং) তত্ত্বস্য নির্ণয়ঃ ৬তৎ। স্বরূপাবধারণ, ঈশ্বরনিরূপণ, ব্রহ্মনির্ণয়।

তত্ত্বন্যাস (পুং) তন্ত্রোক্ত বিষ্ণুপূজাঙ্গন্যাসবিশেষ। এই ন্যাসের বিষয় তন্ত্রসারে এই প্রকার লিখিত আছে; প্রথমতঃ পূজাবিধি অনুসারে পূজাদি করিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য সাধক এই ন্যাস করিবে।

"নম পরায়েত্যুচ্চার্য্য ততস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ।" (গৌতমীয়ত°)

প্রথমে নমঃ পরায় এবং পরে তত্ত্বাত্মনে নমঃ এই বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

মং নমঃ পরায় জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ ভং নমঃ পরায় প্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ এতদ্দ্বয়ং সর্ব্বগাত্রে।

ততোহৃদয়মধ্যে তত্ত্বত্রয়ঞ্চ বিন্যসেৎ।

বং নমঃ পরায় মতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ ফং নমঃ পরায় অহঙ্কার তত্ত্বাত্মনে নমঃ পং নমঃ পরায় মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ এতত্রয়ং হৃদি।

নং নমঃ পরায় শব্দতত্ত্বাত্মনে নমঃ মস্তকে।

ধং নমঃ পরায় স্পর্শতত্ত্বাত্মনে নমঃ মুখে।

দং নমঃ পরায় রূপতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।

থং নমঃ পরায় রসতত্ত্বাত্মনে নমঃ গুহে।

তং নমঃ পরায় গন্ধতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ।

ণং নমঃ পরায় শ্রোত্রতত্ত্বাত্মনে নমঃ শ্রোত্রয়োঃ।

ঢং নমঃ পরায় ত্বক্ তত্ত্বাত্মনে নমঃ ত্বচি।

ডং নমঃ পরায় চক্ষুস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ চক্ষুষোঃ।

ঠং নমঃ জিহ্বাতত্ত্বাত্মনে নমঃ জিহ্বায়াং।

টং নমঃ পরায় ঘ্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ ঘ্রাণয়োঃ।
ঞং নমঃ বাক্তত্ত্বাত্মনে নমঃ বাচি।
ঝং নমঃ পরায় পাণিতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাণ্যোঃ।
জং নমঃ পরায় পাদতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ।
ছং নমঃ পরায় পায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ গুহে।
চং নমঃ পরায় উপস্থতত্ত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে।
ঙং নমঃ পরায় আকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ মূর্দ্ধি।
ঘং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ মুখে।
গং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
খং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে।
কং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ।

ইত্যচ্যুতীকৃততমু র্বিদধীত তত্ত্বন্যাসং ম পূর্ব্বক পরাক্ষরনত্যুপেতং। ভূয়পরায় চ তদাহ্বয়মাত্মনে চ নত্যন্তমুদ্ধরতু তত্ত্বমমুক্রমেণ॥

সকল বপুষি জীবং প্রাণমাযোজ্যমধ্যে
হৃসতুমতিমহঙ্কার তত্ত্বং মনশ্চ।

গুণগণমথকর্ণাদিস্থিতং শ্রোত্রপূর্ব্বং॥
বাগাদীন্দ্রিয়বর্গমাত্মনি নমেদাকাশপূর্ব্বং গণং।
মূর্দ্ধাস্যে হৃদয়ে শিরে চরণয়ো হৃৎপুণ্ডরীকং হৃদি।
শং নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
হং নমঃ পরায় দ্বাদশ-কলাব্যাপ্ত-সূর্য্যমণ্ডল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
সং নমঃ পরায় ষোড়শকলা ব্যাপ্ত সোমমণ্ডল তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
ষং নমঃ পরায় পরমেষ্ঠি-তত্ত্বাত্মনে বাসুদেবায় নমঃ মস্তকে।
যং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে সঙ্কর্ষণায় নমঃ মুখে।
লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্ত্বাত্মনে প্রদ্যুম্নায় নমঃ হৃদি।
বং নমঃ পরায় নিবৃত্তিতত্ত্বাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নমঃ লিঙ্গে।
লং নমঃ পরায় সর্ব্বতত্ত্বাত্মনে নারায়ণায় নমঃ পাদয়োঃ।
ক্ষং নমঃ পরায় কোপতত্ত্বাত্মনে নৃসিংহায় নমঃ সর্ব্বগাত্রে।"
এবং তত্ত্বানি বিন্যস্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। (তন্ত্রসা°)

এই প্রকারে উক্ত মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে। যথা নিয়মে তত্ত্বন্যাস করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় এবং সেই ব্যক্তি বিষ্ণুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

তত্ত্বপ্রকাশ (পুং) তত্ত্বস্য প্রকাশঃ ৬তৎ। তত্ত্বদীপন।

তত্ত্ববোধিনী (স্ত্রী) যাহা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

তত্ত্বভাব (পুং) প্রকৃতি, স্বভাব।

তত্ত্ববৎ (ত্রি) তত্ত্বং বিদ্যতেঽস্য তত্ত্ব-মতুপ্। তত্ত্ববিশিষ্ট

তত্ত্বভাষী (ত্রি) তত্ত্বং ভাষতে ভাষ-ণিনি। যথার্থবাদী, স্পষ্টবাদী।

তত্ত্বমঙ্গলম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোচিন রাজ্যের চিত্তুর জেলার একটী সহর। অক্ষা° ১০° ৪১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৪৬´ পূঃ। এখানে একটী মুন্সেফী আদালত আছে।

তত্ত্বরায়র, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর জনৈক বিখ্যাত তামিল শৈব সন্ন্যাসী। ইনি তামিল ভাষায় অনেক গ্রন্থ লিখিয়া যান।

তত্ত্ববাদী (ত্রি) তত্ত্বং বদতি বদ-ণিনি। যথার্থবাদী।

তত্ত্ববেত্তা (পুং) তত্ত্বজ্ঞানী।

তত্ত্বরশ্মি (পুং) তন্ত্রোক্ত বধূবীজ, স্ত্রী দেবতার বীজ।
"নাদবিন্দুসমাক্রান্তস্তত্ত্বরশ্মিসমন্বিতঃ।"
'তত্ত্বরশ্মিঃ বধূবীজং॥' (তন্ত্রসার)

তত্ত্ববিদ্ (ত্রি) তত্ত্বং বেত্তি তত্ত্ববিদ-ক্বিপ্। ১ তত্ত্বজ্ঞানী। পদার্থ সকলের যথার্থজ্ঞাতা। [তত্ত্বজ্ঞ দেখ।]
২ পরমেশ্বর। "তত্ত্বং তত্ত্ববিদেকাত্মা" (বিষ্ণুস°)

তত্ত্বসঙ্গ্রহ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তত্ত্বার্থসূত্র (ক্লী) জৈনধর্ম্মের মূলতত্ত্বপ্রকাশক সূত্রগ্রন্থবিশেষ, ইহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

তত্ত্বানুসন্ধান (ক্লী) তত্ত্বস্য অনুসন্ধানং ৬তৎ। প্রকৃত অবস্থার অন্বেষণ, তথ্যানুসন্ধান, স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা, কিরূপ আছে ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদ লওয়া।

তত্ত্বানুসন্ধায়িন্ (ত্রি) তত্ত্ব-অনু-সংধা-ণিনি। যে তত্ত্বানুসন্ধান করে, তত্ত্বান্বেষী।

তত্ত্বাবধান (ক্লী) তত্ত্বস্য অবধানং ৬তৎ। কোন বিষয় প্রকৃতরূপে সম্পন্ন হইতেছে কিনা এই বিষয়ের অবলোকন, অধ্যক্ষতা করা।

তত্ত্বাবধায়ক (পুং) তত্ত্বস্য অবধায়কঃ ৬তৎ। তত্ত্বাবধানকারী, যাহার উপর কোন বিষয় দেখিবার ভার থাকে।

তত্ত্বাবধারক (পুং) তত্ত্বস্য অবধারকঃ ৬তৎ। যিনি কোন বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণ করেন, স্বরূপ-পরিজ্ঞাতা।

তত্ত্বাবধারণ (ক্লী) তত্ত্বস্য অবধারণং ৬তৎ। তত্ত্বনির্ণয়, স্বরূপজ্ঞান, যথার্থবোধ।

তত্ত্বাববোধ (পুং) তত্ত্বস্য অববোধঃ ৬তৎ। তত্ত্বজ্ঞান। [তত্ত্বজ্ঞান দেখ।]

তৎপত্রী (স্ত্রী) তৎপত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। হিঙ্গুপত্রী। (শব্দার্থচি°)

তৎপদ (ক্লী) তদিতি পদং কর্ম্মধা। বিষ্ণুর পরম পদ। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইত্যাদিবাক্যস্থং তৎসত্যং স আত্মেত্যাদি" (শ্রুতি) হে শ্বেতকেতো! তাহাই সত্য, সেই আত্মাই এক মাত্র সত্য, এইজন্য সেই আত্মাকে তৎপদ বলিয়া জানিবে।
"তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

তৎপদলক্ষ্যার্থ (পুং) তৎপদস্য লক্ষ্যোঽর্থঃ ৬তৎ। ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদি সমূহ যে উপাধি তাহার আধার স্বরূপ অনুপহিত চৈতন্য, চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম।

তৎপদবাচ্য (ত্রি) তৎপদস্য বাচ্যঃ ৬তৎ। ব্রহ্ম, শ্রুতি-প্রতিপাদ্য একমাত্র ব্রহ্মই তৎপদবাচ্য।

তৎপদবাচ্যার্থ (পুং) তৎপদবাচ্যস্য অর্থঃ ৬তৎ। ব্রহ্মের বাচ্যার্থে অজ্ঞানাদিসমূহ উপস্থিত সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট চৈতন্য ও অনুপহিত চৈতন্য এই তিনটী তৎপদবাচ্যের অর্থ। "অজ্ঞানাদিসমষ্টিঃ এতদুপহিতসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট-চৈতন্যং এতদনুপহিতচৈতন্যঞ্চৈতৎ ত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ একত্বেনাব-ভাসমানং তৎপদবাচ্যার্থে ভবতি ব্যুৎপাদিতেঽর্থে।"(বেদান্তটী°)

তৎপদার্থ (পুং) তৎপদস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য অর্থঃ ৬তৎ। জগৎকারণ পরমাত্মা। "তৎ জগৎকারণং তত্ত্বং তৎপদার্থঃ স উচ্যতে।" (বেদান্তসা°) ব্রহ্মই একমাত্র জগতের কারণ। [ব্রহ্ম দেখ।]

তৎপদাবিধ (ত্রি) তৎপদস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্থস্য অবিধা যস্য বহুব্রী। তৎপদবাচ্য, তৎপদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম।

"মায়োপাধির্জগদ্‌যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লক্ষণঃ।
পরোক্ষ শবলঃ সত্যাদ্যাত্মাকস্তৎপদাবিধ॥" (বেদান্তকা°)
[ব্রহ্ম দেখ।]

তৎপর (ত্রি) তৎ পরমং উত্তমং যস্য বহুব্রী। ১ তদ্গত। ২ তদাসক্ত। (অমর) তস্মাৎপরং ৫তৎ। ৩ তাহা হইতে পর বস্তু, তৎপ্রধান। ৪ নিবিষ্ট, যত্নবান্। ৫ নিপুণ। ৬ সতর্ক, চতুর। (পুং) ৭ নিমেষ পরিমিত কালের ৩০ ভাগের একভাগ।

"অক্ষোর্নিমেষস্য স্বরামভাগঃ
স তৎপরস্তচ্ছতভাগ উক্তঃ" (সিদ্ধান্তশিরো°)

তৎপরতা (স্ত্রী) তৎপর-তল্ টাপ্। ১ সচেষ্টতা। ২ দক্ষতা। ৩ যত্ন, আগ্রহ, অভিনিবেশ। ৪ সতর্কতা।

তৎপরায়ণ (ত্রি) তদেব পরং অয়নং যস্য বহুব্রী। ১তদাসক্ত, তদাশ্রিত। ২ তৎপ্রধান।

তৎপুরুষ (পুং) সমাসবিশেষ। এই সমাসে উত্তরপদের প্রাধান্য হয়, অর্থাৎ দুই পদে সমাস হইয়া পরে যে পদ থাকে তাহার লিঙ্গ প্রভৃতি হয়; প্রধানতঃ এই সমাস ৬ ভাগে বিভক্ত—দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী তৎ-পুরুষ। দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্তের উত্তর দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষ হয়। [বিশেষ বিবরণ সমাস দেখ।] সঃ প্রসিদ্ধঃ পুরুষঃ। ২ রুদ্র-ভেদ। (ধরণি) তস্য পুরুষঃ। ৩ তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষ।

"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি" (তৈত্তি° আ° ১০।১।৫।৬)

তৎপূর্ব্ব (ত্রি) সএব পূর্ব্বঃ কর্ম্মধা°। সর্ব্ব প্রথম, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী।

তৎপ্রকার (ত্রি) সেইরূপ।

তৎফল (পুং) তনোতি তন-ক্বিপ্ তৎ ফলং যস্য বহুব্রী বা তৎ বিস্তৃতং ফলতি ফল অচ্। ১ কুবলয়, পদ্ম। ২ কুষ্ঠনামক ওষধিবিশেষ। ৩ চৌরনাম সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। (ধরণি) (ক্লী) তস্য ফলং ৬তৎ। ৪ তাহার ফল।

তত্র (অব্য) তস্মিন্ তৎ-ত্রল্। তথায়, সেখানে, তদ্বিষয়ে। "কথং তত্র বিভাগঃ স্যাদিতি চেৎ সংশয়ো ভবেৎ॥" (মনু ৯।১১২)

তত্রত্য (ত্রি) তত্র ভবঃ অব্যয়াৎ ত্যপ্। সেখানে যাহা ঘটে, সে স্থানে উৎপন্ন, তৎস্থানস্থ, সে স্থানসংক্রান্ত।

"মূর্চ্ছাং মাপ্নোত্যুরুক্লেশ স্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈ র্মুহুঃ॥" (ভাগ° ৩।৩১।৬)

তত্রভবৎ (ত্রি) পূজ্যার্থে তত্র ভবান্ নিত্যস° বা সুপ্সুপেতি সমাসঃ। পূজ্য, মান্য, শ্লাঘ্য। নাটকে ইহার ভূরিপ্রয়োগ দেখা যায়। [অত্রভবান্ দেখ।]

তত্রস্থ (ত্রি) তত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক। তত্র স্থিত, সেইখানে স্থিত।

তত্রাপি (অব্য) তথাপি, তথাচ, তবু।

তৎসংক্রান্ত (ত্রি) তস্য সংক্রান্তঃ ৬তৎ। তদ্ঘটিত, তদীয়।

তৎসদৃশ (ত্রি) তস্য সদৃশঃ ৬-তৎ। তাহার তুল্য, তাহার মত, তথাবিধ।

তৎসমনন্তর (অব্য) তদনন্তর।

তৎস্থলাভিষিক্ত (ত্রি) তস্য স্থলে অভিষিক্তঃ ৬ ও ৭তৎ। তাহার স্থলে অভিষিক্ত, তৎপ্রতিনিধি।

তৎস্বরূপ (ত্রি) তস্য স্বরূপঃ ৬তৎ। তাহার সহিত অভিন্ন, তাহার সহিত এক, তৎপ্রতিনিধি।

তৎসাধুকারিন্ (ত্রি) তৎসাধু যথা তথা করোতি তৎ-সাধু-কৃ ণিনি। তাহার প্রতি সাধুকারী, তাহার প্রতি উত্তম ব্যবহার-কর্ত্তা।

তৎস্থ (ত্রি) তত্র তিষ্ঠতি তৎ-স্থা-ক। তথায় অবস্থিত।

তথা (অব্য) তেন প্রকারেণ তদ-থাল্ (প্রকার বচনে থাল্। পা ৫।৩।২৩)। ১ সেই প্রকার। "যথা কামো ভবতি তথা ক্রতু র্ভবতি" (শতপথব্রা° ১৪।৭।২।৭)

২ সাম্য। (অমর) ৩ অভ্যুপগম। ৪ পূর্ব্বপ্রতিবচন, পৃষ্ট প্রতিবাক্য। ৫ সমুচ্চয়। ৬ নিশ্চয়। ৭ সত্য। (মেদিনী)

তথাকর (অব্য) নিন্দিতপ্রতিবচনে তথা-কৃ-ণমুল্ (যথা তথয়োরসূয়াপ্রতিবচনে। পা ৩।৪।২৮) কোন প্রকারে করিয়া। "তথাকরমহং ভোক্ষ্যে" (সি° কৌ°)

তথাগত (পুং) তথা সত্যং গতং জ্ঞানং যস্য বহুব্রী বা যথা স

পুনরাবৃত্তি র্ভবতি তথা তেন প্রকারেণ গতঃ। ১ গৌতম বুদ্ধ, সুগত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধের ন্যায় আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম তথাগত। [বুদ্ধ দেখ।]

"যথাগতন্তে মুনয়ঃ শিবাং গতিং তথা গতিং সোঽপি গত স্তথাগতঃ॥" (সর্ব্বদ° বৌদ্ধাগম) (ত্রি) তথা তেন প্রকারেণ আগতঃ ৩তৎ। সেইরূপে, সেই প্রকারে আগত। "নলং দৃষ্ট্বা তথাগতঃ" (ভারত ৩।৭৭।৫)

তথাগতগর্ভ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তথাগতগুণাজ্ঞানাচিন্ত্যবিষয়াবতারনির্দ্দেশ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তথাগতগুপ্ত (পুং) একজন বৌদ্ধ রাজা।

তথাগতগুহ্যক (পুং) নেপালী বৌদ্ধগণের ৯ খানি প্রধান শাস্ত্রের মধ্যে একখানি।

তথাগতভদ্র, নাগার্জ্জুনের একজন প্রধান শিষ্য।

তথাগুণ (ত্রি) তদ্রূপ গুণসম্পন্ন।

তথাচ (অব্য) তথাচ চ, চ, ইতিদ্বন্দ্বঃ। তত্রাপি, তবুও, পূর্ব্বোক্ত কথনের সমর্থন ও দৃঢ়ীকরণ।

"তথাচ শ্রুতয়ো বহ্ব্যো নিগীতা নিগমেষপি।" (মনু ৯।১৯)

তথাতা (স্ত্রী) তথা ভাবে তল্ টাপ্। তথাত্ব, তথাভূতত্ব, সেইপ্রকার।

তথাত্ব (ক্লী) তথা ভাবে ত্ব। তথাভূতত্ব, সেইপ্রকার।

"তথাত্বং চেদিন্দ্রিয়ানাং উপঘাতে কথং স্মৃতিঃ॥" (ভাষাপ° ৪৭)

তথাপি (অব্য) তথাচ অপিচ দ্বন্দ্বঃ। তত্রাপি, তবুও, তাহা হইলেও।

"তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥" (উদ্ভট)

তথাভাবিন্ (ত্রি) তৎস্বভাবসম্পন্ন।

তথাভূত (ত্রি) তেন প্রকারেন ভূতঃ ভূ-কর্ত্তরি ক্ত। সেইপ্রকারে সম্পন্ন। "স্মরস্তথাভূতমযুগ্মনেত্রং" (কুমারস°)

তথামুখ (ত্রি) সেই দিকে মুখ ফেরান।

তথায় (দেশজ) সেইখানে, সেইস্থানে।

তথায়ত (দেশজ) সেই দিকে ফিরান।

তথারাজ (পুং) তথেতি রাজতে রাজ-টচ্। বুদ্ধ। (শব্দার্থচি°)

তথারূপ (ত্রি) সেইরূপ, তদনুরূপ।

তথারূপিন্ [তথারূপ দেখ।]

তথাবিধ (ত্রি) তথা বিধা যস্য বহুব্রী। তাদৃশ, সেইপ্রকার।

"তথাবিধ স্তাবদশেষ মস্ত সঃ" (কুমারস°)

তথাবিধেয় (ত্রি) সেইরূপ কর্ত্তব্য।

তথাব্রত (ত্রি) সেইরূপ ব্রতপরায়ণ।

তথাস্তু (অব্য) তাহাই হউক, সেইরূপ হউক।

তথাস্বর (ত্রি) সেইরূপ উচ্চারিত।

তথাহি (অব্য) তথাচ হি চ দ্বন্দ্বঃ। ১ নিদর্শন। ২ প্রসিদ্ধি। (শব্দার্থচি°) ৩ পূর্ব্বোক্ত অর্থের দৃঢ়ীকরণ, সমর্থন।

তথৈব (অব্য) তথাচ এব চ দ্বন্দ্বঃ। তদ্বৎ, সেইপ্রকার, তৎসমুচ্চয়াবধারণ। (শব্দার্থচি°)

"যথা নদী নদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিং।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিঃ॥" (মনু)

তথৈবচ (অব্য) তথাচ এব চ চচ দ্বন্দ্বঃ। ১ সেইরূপই, সেই প্রকারই। ২ রীতিপূর্ব্বক নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে নয়, মনোযোগ ব্যতিরেকে।

তথ্য (ক্লী) তথা-সাধু তথা-যৎ (তত্র সাধুঃ। পা ৪।৪।৯৮) ১ সত্য, প্রকৃত, যথার্থ।

"তথ্যেনাপি ব্রুবন্‌দাপ্যো দণ্ডং কার্ষাপণাবরং॥" (মনু ৮।৩৭৪)

(ত্রি) তদ্যুক্ত।

তথ্যজ্ঞান (ক্লী) তথ্যস্য জ্ঞানং ৬তৎ। যথার্থ জ্ঞান, প্রকৃতজ্ঞান। [তত্ত্বজ্ঞান দেখ।]

তথ্যভাষিন্ (ত্রি) তথ্যং ভাষতে ভাষ-ণিনি। যথার্থবাদী, সত্যবাদী, যে প্রকৃত কথা বলে।

তথ্যবাদিন্ (ত্রি) তথ্যং বদতি বদ-ণিনি। সত্যবাদী।

তথ্যবোধ (পুং) তথ্যস্য বোধঃ ৬তৎ। তথ্যজ্ঞান, যথার্থ জ্ঞান। [জ্ঞান দেখ।]

তথ্যানুসন্ধান (ক্লী) তথ্যস্য অনুসন্ধানং ৬তৎ। প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধান, স্বরূপ-নিরূপণ চেষ্টা, যথার্থনির্ণয়-প্রয়াস, তত্ত্বান্বেষণ।

তদ্ (ত্রি) তন্-আদি ডিচ্চ। ১ বুদ্ধিস্থপরামর্শবিশেষ, তিনি সেই।

এই সর্ব্বনাম তদ্ শব্দের প্রথমাদি বিভক্তির রূপানুসারে তিনি, তাহাকে, তাহা দ্বারা, তাহা হইতে, তাহাতে ইত্যাদি বুঝাইবে। [তৎ দেখ।]

তদংশ (পুং) তস্য অংশঃ ৬তৎ। তাহার ভাগ।

তদতিরিক্ত (ত্রি) তস্য অতিরিক্তঃ ৬তৎ। তাহার অতিরিক্ত, তাহা অপেক্ষা অধিক, তদধিক, তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন, তদ্ব্যতিরিক্ত।

তদধিক (ত্রি) তদতিরিক্ত।

তদনন্তর (ক্লী) তস্য অনন্তরং ৬তৎ। তাহার পর, তৎপরে।

তদন্ত (ত্রি) এইরূপে সম্পন্ন বা শেষ হওয়া। (পুং ক্লী) অভিপ্রায়, মতলব, তদারক।

তদন্ন (ত্রি) তদেব অন্নং যস্য বহুব্রী। তাদৃশ জাগ্রদবস্থায় যেরূপ অন্নাদি ভোজনশীল স্বপ্নাবস্থায়ও সেই প্রকার।

"তদন্নায় তদপসে তং ভাগং" (ঋক্ ৮।৪৭।১৬)

'যদেব জাগরাবস্থায়াং ভোজ্যত্বেন প্রসিদ্ধং মধুপায়সাদি তদেব অন্নং যস্য সঃ। তাদৃশায় প্রত্যক্ষভোজনবৎ স্বপ্নেঽপি ভোক্তে' (সায়ণ) তস্য অন্নং ৬তৎ। তাহার অন্ন।

তদনন্যত্ব (ক্লী) তয়োরনন্যত্বং ৬তৎ। কার্য্য ও কারণের অভেদ, কার্য্য ও কারণ একই।

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (বেদান্তদ°) বেদান্তদর্শনের মতে কার্য্য ও কারণ এক; ইহারা বলেন শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ কার্য্যকারণের ভেদ না থাকাই প্রতীত হয়। আকাশাদি বহু পদার্থান্বিত জগৎ কার্য্য ও পরব্রহ্ম কারণ। জগৎ কার্য্য যে ব্রহ্ম, কারণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উপনিষদ্ সকল এক-বাক্যে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে—যেমন মৃত্তিকা জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় জানা হয়। মৃণ্ময়ই সত্য, বাক্যসৃষ্টি বিকার সকল নাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই বাক্যে বলা হইয়াছে, মৃত্তিকাই ঘট শরাবাদির পারমার্থিক রূপ, ঘট, শরাব এই সকল কেবল নাম অর্থাৎ কথামাত্র। সুতরাং মৃত্তিকা জানিলে ঘট শরা-বাদি সমস্ত মৃত্তিকা জানা হয়। ঘট শরাব এ সকল মৃত্তিকাই উহাদের রূপ, সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য, তদ্বিকার সকল মিথ্যা বা নামমাত্র। মৃত্তিকার অন্য সংস্থান কাল্পনিক, মৃত্তিকার ও মৃত্তিকাকার্য্যের দৃষ্টান্তে কারণ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কার্য্যভূত জগৎ নাই। এ সমুদয় ব্রহ্ম; যদি এ সকল ব্রহ্ম বলিয়া অস্বী-কার কর, তাহা হইলে শ্রুতিপ্রমাণোক্ত এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান সিদ্ধ বা সম্পন্ন হইবে না। যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, মৃগতৃষ্ণিকা যেমন উষর ভূমির অনতিরিক্ত; সেইরূপ কারণ ও কার্য্য একই। (বেদান্তদ°) [হেতু ও ব্রহ্ম দেখ।]

তদনুরূপ (ত্রি) তস্য অনুরূপঃ ৬তৎ। তাহার মত, তদ্রূপ, তৎসদৃশ।

তদনুসার (পুং) তস্য অনুসারঃ ৬তৎ। সেই অনুসারে, তাহা যেরূপ সেই প্রকারে।

তদনুসারিন্ (ত্রি) তদনুসরতি অনু-সৃ-ণিনি। অনুযায়ী, সেই অনুসারে যে চলে।

তদন্য (ত্রি) তস্মাদন্যঃ ৫তৎ। তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন।

তদন্যবাধিতার্থপ্রসঙ্গ (পুং) তদন্যঃ বাধিতার্থস্য প্রসঙ্গঃ। প্রমাণবাধিত অর্থের প্রসঙ্গ রূপ তর্কভেদ। তর্ক পাঁচ প্রকার আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা, প্রমাণবাধিতার্থ-প্রসঙ্গ। [বিশেষ বিবরণ তর্ক দেখ।]

তদপি (অব্য) তথাপি।

তদভিন্ন (ত্রি) তস্মাদভিন্নঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অভিন্ন, তাহার সহিত এক, তৎস্বরূপ।

তদপস্ (অব্য) [বৈ] তৎপ্রসবকর্ম্ম।

"শশ্বত্তমং তদপা বহ্নিরস্থাৎ।" (ঋক্ ২।৩৮।১)

তদর্থ (ত্রি) ১ তৎপ্রয়োজনক, তদুদ্দেশ্যক। "অন্তেবাসী বার্থাং তদর্থেষু ধর্ম্মকৃত্যেষু।" (দায়ভাগ°) ২ তদভিধেয়। ৩ তৎ প্রয়োজন, সেই কারণ, তজ্জন্য, তন্নিমিত্ত।

তদর্পণ (ক্লী) তস্য তস্মিন্ নিক্ষিপ্তস্য অর্পণং ৬তৎ। তদ্বস্তুর, প্রত্যর্পণ, তাহার বা তাহাতে ন্যস্ত বস্তুর প্রত্যর্পণ।

তদর্হ (ত্রি) তদ্যোগ্য।

তদবধি (ক্লী) সঃ অবধি যস্মিন্ তৎ বহুব্রী। সেই অবধি, সেই সময় বা ঘটনা হইতে, তদা প্রভৃতি।

তদবস্থ (ত্রি) সা অবস্থা যস্য বহুব্রী। যে সেই অবস্থায় আছে, যে সেইভাবে রহিয়াছে, যাহার পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্তন বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তদ্ভাবাপন্ন।

তদা (অব্য) তস্মিন্ কালে তদ্-দা। (তদোদা চ। পা ৫।৩।১৯) তখন, সেই সময়ে। "ন চ স্বং কুরুতে কর্ম্ম তদোৎক্রামতি মূর্ত্তিতঃ॥" (মনু ১।৫৫)

তদাত্মন্ (পুং) ১ তৎস্বরূপ। ২ তদ্ভিন্ন, তাহা হইতে অভিন্ন, তাহার সহিত এক।

তদাত্ব (ক্লী) তদা ইত্যস্য ভাবঃ তদা-ত্ব। তৎকাল, বর্ত্তমান কাল। "তদাত্বে চাঽয়তিকাং পীড়াং তদা সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ॥"(মনু ৭।১৬৯)

তদানীং (অব্য) তস্মিন্ কালে তদ্-দানীং (তদোদা চ। পা ৫।৩।১৯) তখন, সেই সময়ে। "নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং" (ঋক্ ১০।১২৯।১)

তদানীন্তন (ত্রি) তত্র ভব ইতি ট্যুল্ তুট্ চ। তদাতন, তৎ-কালীন, সেই সময়ে যাহা ঘটিয়াছে।

তদাপ্রভৃতি (ত্রি) তদা তৎকালঃ প্রভৃতি র্যাদির্যস্য বহুব্রী। সেই অবধি, তদবধি। "তদা প্রভৃত্যেব বিমুক্তসঙ্গঃ" (কুমার) তদাশব্দ সকল স্থলেই প্রায় সপ্তমীর অর্থে ব্যবহৃত হয়, কচিৎ প্রথমার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তদামুখ (ত্রি) তদা মুখং যস্য বহুব্রী। প্রারব্ধ, আরব্ধ।

তদাযুক্তক (পুং) তস্মিন্ আযুক্তঃ ৭তৎ। স্বার্থে কন্। রাজ-পারিষদবিশেষ।

তদিৎ (ত্রি) তদেতি ইণ কিপ্ তুক্। তদ্বিষয়ক স্তোত্র।

তদিদর্থ (ত্রি) তদিৎ তদেবার্থঃ প্রয়োজনং যস্য বহুব্রী। তদ্বি-ষয়ক স্তোত্র, যাহাদের প্রয়োজন আছে। "বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র" (ঋক্ ৮।২।১৬) 'যদ্বিষয়কং স্তোত্রং তদিৎ তদেবার্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তাদৃশাঃ' (সায়ণ)

তদীয় (ত্রি) ১ তৎসম্বন্ধীয়, তাহার। ২ তাহার অধিকৃত। ৩ তাহার সম্বান্পদীভূত।

তদুপরি (ত্রি) তৎ উপরি। তাহার উপর, তাহার উর্দ্ধে।

তদেক (ত্রি) সএব একঃ প্রধানং যস্য বহুব্রী। তাহার সহিত এক, তৎস্বরূপ, তদভিন্ন।

তদেকাত্মন্ (ত্রি) স এব একঃ আত্মা আত্মস্বরূপঃ যস্য বহুব্রী। তাহার সহিত অভিন্ন, তাহার সহিত এক।

তদোকস্ (ত্রি) সেই স্থান। "তদোকসে পুরুশাকায় বৃষ্ণে" (ঋক্ ৩।৩৫।৭) 'তদ্বহিরোকোনিলয়ে যস্য তস্মৈ' (সায়ণ)

তদোজস্ (ত্রি) সর্ব্ববলস্বরূপ। "সহস্রশৃঙ্গে বৃষভস্তদোজা" (ঋক্ ৫।১।৮) 'যৎপ্রসিদ্ধবলং তেজো বাস্তি তদেবোজো যস্য তাদৃশঃ সর্ব্ববলস্বরূপ ইত্যর্থ।' (সায়ণ)

তদ্গত (ত্রি) তৎ গতঃ ২তৎ। তৎপর, তন্নিষ্ঠ, তদাসক্ত।

তদ্গুণ (ত্রি) তস্য গুণ ইব গুণো ২স্য বহুব্রী। তত্তুল্য গুণযুক্ত, তদীয় গুণের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। ২ অর্থালঙ্কারবিশেষ, যেখানে নিজ গুণ পরিত্যাগ করিয়া অপরের অত্যুৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণ করা হয়, সেইখানে এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। "তদ্গুণঃ স্বগুণত্যাগাদত্যুৎকৃষ্টগুণগ্রহঃ॥" (সাহিত্যদ° ১০ প°) উদাহরণ—"পদ্মরাগায়তে নাসামৌক্তিকং তেঽধরত্বিষা" (সাহিত্যদ°)

তোমার নাসামৌক্তিক অধর কান্তিদ্বারা পদ্মরাগ মণিসদৃশ হইয়াছে, এইস্থলে নাসামৌক্তিক নিজের গুণ পরিত্যাগ করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট পদ্মরাগমণির গুণ গ্রহণ করায় তদ্গুণ অলঙ্কার হইল। (পুং) তস্য গুণঃ ৬তৎ। ৩ তাহার গুণ। ৪ প্রধান বিশেষণ, তদ্গুণসংবিজ্ঞান। "তদ্গুণসারত্বাৎ" (বেদান্তসূ°) 'তত্র প্রধানে গুণঃ বিশেষণং' (ভাষ্য)

তদ্গুণসংবিজ্ঞান (পুং) তত্র বহুব্রীহৌ গুণস্য গুণীভূতস্য বিশেষণস্য সংবিজ্ঞানং সম্যক্জ্ঞানং যত্র বহুব্রী। সমাসবিশেষ। বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার তদ্গুণসংবিজ্ঞান ও অতদ্গুণসংবিজ্ঞান। বহুব্রীহি সমাস করিলে সমস্যমান পদার্থ যেখানে সমাসবাচ্যে থাকে, তাহাকে তদ্গুণসংবিজ্ঞান বলা যায়। যথা "ত্রীণি লোচনানি যস্য স ত্রিলোচনঃ শিবঃ।" এখানে সমাস বাচ্যে অর্থাৎ শিবে তিনটী লোচন রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম তদ্গুণসংবিজ্ঞান। [বিশেষ বিবরণ সমাস দেখ।]

তদ্দণ্ড (ত্রি) তৎদণ্ডং কর্ম্মধা। সেই দণ্ড, সেই সময়, সেইক্ষণ।

তদ্দিন (ক্লী) তৎ দিনং কর্ম্মধা। সেই দিন। "তদ্দিনং হি দুর্দ্দিনং যদেব হরিহরকথামৃতং" (পদাবলী)

তদ্দিনম্ (অব্য) ১ দিন মধ্য। ২ প্রতিদিন। (শব্দার্থচি°)

তদ্ধন (ত্রি) তদেব অব্যয়েনা হীনং ধনং যস্য বহুব্রী। ১ কৃপণ। (হেম°) কৃপণ লোকদিগের যতই কেন ধন হউক না, তাহারা তাহাতে পর্য্যাপ্ত বিবেচনা না করিয়া ব্যয় করিতে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত থাকে, এইজন্য পরে তাহারা তদ্ধন এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। (ক্লী) তৎ ধনং কর্ম্মধা। ২ সেই ধন। তস্য ধনং ৬তৎ। ৩ তাহার ধন।

তদ্ধর্ম্মন্ (ত্রি) স ধর্ম্ম যস্য বহুব্রী। তথাভূতধর্ম্মযুক্ত।

তদ্ধিত (ত্রি) তস্মৈ হিতং ৪তৎ। ১ তাহার হিত, তাহার পক্ষে মঙ্গল, তদ্বিষয়ে উপযুক্ত। (পুং, ক্লী) ২ ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয়বিশেষ, তদ্ধিত প্রত্যয় শব্দের উত্তর হয়।

"বিভক্ত্যাদি ত্রিকাদন্যঃ প্রত্যয়ঃ তদ্ধিতং মতং।
নামপ্রকৃতিকো নৈব মতিব্যাপ্ত্যাদিদোষতঃ॥"

"বিভক্তিধাত্বংশ কৃত্ভ্যোঽন্যঃ প্রত্যয়ঃ তদ্ধিতঃ" (শব্দশক্তিপ্র°) বিভক্তি ধাত্বাংশ ও কৃৎ প্রত্যয় হইতে ভিন্ন যে প্রত্যয় তাহাই তদ্ধিত প্রত্যয়। তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বিবিধ। প্রকৃত্যর্থভিন্নার্থক ও স্বার্থিক। যে স্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন হয় তাহাই প্রকৃত্যর্থ-ভিন্নার্থক আর যে স্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন হয় না, প্রকৃতির অর্থানুরূপ থাকে, তাহাই স্বার্থিক।

তদ্বল (পুং) তস্মিন্ লক্ষ্যে এব বলং যস্য বহুব্রী। বাণবিশেষ। (হেম°)

তদ্ভাব (পুং) তস্য ভাব ৬তৎ। ১ তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম। যথা ঘটে ঘটত্ব, গোতে গোত্ব। তস্মিন্ ভাবঃ ৭তৎ। ২ তদ্বিষয়ক চিন্তন। "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" (গীতা)

তদ্ভাবাপন্ন (ত্রি) তদ্ভাবং আপন্নঃ ২তৎ। সেই ভাব প্রাপ্ত, তাহার ভাব প্রাপ্ত, যে সেই ভাবে রহিয়াছে, তাহার পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্ত বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তদবস্থ।

তদ্ভিন্ন (ত্রি) তস্মাৎ ভিন্নঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অন্য, তাহা হইতে পৃথক্, তদন্য, তদ্ব্যতিরিক্ত।

তদ্রাজ (পুং) তস্য রাজা ৬তৎ। ১ তাহার নৃপতি। ২ তদ্রাজ এই অর্থ বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়বিশেষ। "তে তদ্রাজা ইত্যেবমাদয়ঃ প্রত্যয়াস্তদ্রাজসংজ্ঞকা ভবন্তি" (পা ৪।১।১৭৪) এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যয় সকল তদ্রাজসংজ্ঞা হইবে।

তদ্রূপ (ত্রি) তৎ রূপং কর্ম্মধা। ১ তদ্বিধ, সেই প্রকার। তৎ রূপং যস্মিন্ বহুব্রী। সেইরূপে, সেই প্রকারে, তদনুসারে।

তদ্বৎ (অব্য) তেন তুল্যং বা তয়া তুল্যা সা-চেৎ ক্রিয়া ইত্যর্থে বতি। ১ তৎসদৃশ ক্রিয়াযুক্ত। তস্যেব তত্রেব বা ইত্যর্থে বতি। ২ তত্তুল্য অর্থ, তৎসদৃশ। "তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতে নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং।" (সাংখ্যকা°) (ত্রি) তদ্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। তদ্বিশিষ্ট, তত্তুল্য, তাহার ন্যায়। "দ্রব্যাণি তদ্বন্তি পৃথক্পৃথক্সংখ্যো" (ভাষাপ°) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তদ্বত্তা (স্ত্রী) তদ্বতো ভাবঃ তদ্বৎ-তল্-টাপ্। তদ্বিশিষ্ট। "পদার্থে তত্র তদ্বত্তা যোগ্যতা পরিকীর্ত্তিতা॥" (ভাষাপ° ৮২)

তদ্বশ (ত্রি) তৎকাম। "তস্মা এতং ভরত তদ্বশায়" (ঋক্ ২।১৪।২) 'তদ্বশায় সোমকামায়' (সায়ণ)

তদ্বা [তদ্বৎ দেখ।]

তদ্বাচক (ত্রি) তদর্থক, তৎপ্রকাশক।

তদ্বিধ (ত্রি) সা-বিধা প্রকারো যস্ত বহুব্রী। তৎপ্রকার, তথাবিধ, সেই প্রকার। "ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা॥" (মনু ২।১১২)

তদ্ব্যতিরিক্ত (ত্রি) তস্মাৎ ব্যতিরিক্তঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অন্য, তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন, তদন্য।

তন (পুং) ধন। "মিত্রা তনা ন রথ্যা৩ বরুণে॥" (ঋক্ ৮। ২৫।২) 'তন্বস্তি মুকুটকটকাদিনেতি তনানি ধনানি' (সায়ণ)

তনক (পুং) বেতনক।

তনবাল (পুং) জনপদবিশেষ ও তৎস্থানবাসী। (ভারত ভী°)

তনয় (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি কুলং তন-কয়ন্ (বলি মলিতনিভ্যঃ কয়ন্। উণ্ ৪।৯৯) ১ পুত্র। [পুত্র দেখ।] ২ জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান। (বৃহৎস°)

তনয়া (স্ত্রী) তনয়-টাপ্। ১ কন্যা। ২ চক্রকুল্যালতা, চাকুলে লতা। ৩ ঘৃতকুমারী। তনয়া শব্দ "প্রিয়াদিষু" প্রিয়াদির মধ্যে গণনা হেতু সমাস করিলে পূর্ব্বপদ পুংবৎ হয় না, অর্থাৎ পুংলিঙ্গের মত হয় না, যথা, তনয়া জাতা যস্য সঃ তনয়াজাতঃ তনয়জাতঃ এই প্রকার হইবে না।

তনয়িত্নু (পুং) তন-শব্দে তন-ইত্নু পৃষোদরা° সাধুঃ। ১ অশনি। "অগ্নিং পুরা তনয়িত্নো রচিত্তাৎ" (ঋক্ ৪।৩।১) 'তনয়িত্নুরশনিঃ' (সায়ণ) ২ মেঘ। "অজ একাপাত্তনয়িত্নুরর্ণবঃ" (ঋক্ ১০।৬৬।১১) 'তনয়িত্নুর্মেঘঃ' (সায়ণ)

তনস্ (পুং) তনোতি বংশং তন-অসুন্। পৌত্রাদি। "মা শেবসা মা তনসা" (ঋক্ ৫।৭০।৪) 'তনসা পৌত্রাদিনা' (সায়ণ)

তনা (স্ত্রী) তন-অচ্ টাপ্। ধন। (নিঘণ্টু)

তনাদি (পুং) ধাতুপাঠোক্ত ধাতুগণবিশেষ। এই তনাদি ধাতুর উত্তর সার্ব্বধাতুক (লট্, লঙ্ বিধিলিঙ্) বিভক্তিতে উ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি)

তনিকা (স্ত্রী) তন্যতে ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ বধ্যতে ঽনয়া করণে ইন্ সংজ্ঞায়াংকন্ কাপি অত ইত্বং। বন্ধনরজ্জু। (শব্দার্থচি°)

তনিমন্ (পুং) তনোর্ভাবঃ তনু-ইমনিচ্। ১ তনুত্ব, সূক্ষ্মত্ব, কৃশতা। "বিরলাতপস্তনিমানমতনুত" (কাদ°) তনয়তি তনুং করোতি তনু ণিচ্ ইমনিচ্। ২ যকৃৎ। "অথ পার্শ্বয়ো রথ তনিম্নো ঽথযুক্তয়োঃ" (শত° ব্রা° ২।৮।৩।১৭) 'তনিম্নঃযকৃতঃ' (ভাষ্য)

তনিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়ো রতিশয়েন তনুঃ বা অয়মেষা মতিশয়েন তনুঃ তনু-ইষ্ঠন্। ক্ষুদ্র, দুই জনের মধ্যে অতিশয় কৃশ বা অনেকের মধ্যে অতিশয় তনু। "এতেষাং লোকানাং অন্তরিক্ষলোকস্তনিষ্ঠঃ" (শতপথব্রা° ৭।১।২।২০)

তনীয়স্ (ত্রি) বহূনাং মধ্যে ঽয়মতিশয়েন। অল্প, অনেকের মধ্যে একজন, অতিশয় তনু। "পক্ষপুচ্ছানি তনীয়াংসীব" (শতপথ ব্রা° ৮।৭।২।১) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

তনু (স্ত্রী) তন-উ (ভৃমৃশী তৃচরীতি। উণ্ ১।৭) ১ শরীর। ২ ত্বচ্। "তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ" (শকুন্তলা) (ত্রি) ৩ কৃশ। ৪ অল্প। ৫ বিরল। "নহ্নলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং" (মনু ৩।১০)

৬ যোগশাস্ত্রোক্ত অস্মিৎ প্রভৃতি ক্লেশ। "অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাং" (পাতঞ্জল সাধন° ৪।)

অবিদ্যাই সকল প্রকার দুঃখের মূল, অনাত্মাতে আত্মাভিমানের নামই অবিদ্যা। এক অবিদ্যা হইতেই অস্মিতাদি চতুর্বিধ ক্লেশের উৎপত্তি হয়। এই অস্মিতাদি ক্লেশ চারি প্রকার—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। যে ক্লেশ চিত্তভূমিতে অবস্থিত থাকিয়াও তাহার সহকারী উদ্বোধক ব্যতিরেকে স্বীয় কার্য্য করিতে পারেনা, তাহাকে প্রসুপ্ত বলা যায়। যেমন বাল্যাবস্থায় বালকদিগের চিত্ত বাসনারূপে অবস্থিত হইয়াও সহকারী উদ্বোধকের অভাব হেতু তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। যে ক্লেশ স্ব স্ব প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা স্বকার্য্যশক্তি শিথিল হইলে বাসনারূপে চিত্ত মধ্যে অবস্থিত থাকে, কিন্তু প্রভূত কার্য্যারম্ভক সামগ্রীর অভাবে স্বকার্য্য আরম্ভ করিতে অক্ষম হয়, তাহাকে তনু বলা যায়। যেমন যোগিগণের চিত্তে বাসনা থাকে বটে, কিন্তু সেই বাসনা উপযুক্ত সামগ্রীর অভাবে কোন রূপ কার্য্য দেখাইতে পারে না। যে ক্লেশ অন্য প্রবল ক্লেশের আক্রমণে পরাভূত থাকে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন বলে। যে ক্লেশ সহকারীর সন্নিধান মাত্র স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে উদার বলে।

(স্ত্রী) ৭ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন স্থান। "তনুনিধনখভেশাঃ কেন্দ্রকোণে ত্রিলাভে॥" (জাতকালঙ্কার)

তনুক (ত্রি) তনু-স্বার্থে কন্। শরীর। [তনু দেখ।]

তনুক্ষীর (পুং) তনু অল্পং ক্ষীরং নির্য্যাসো যস্য বহুব্রী। আম্রাতক বৃক্ষ, আমড়া গাছ।

তনুগৃহ (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত গৃহভেদ। [তনু দেখ।]

তনুচ্ছদ (পুং) তনুং দেহং ছাদয়তি ছাদের্ঘঃ হ্রস্বশ্চ। (ছাদের্ঘেঽদ্ব্যুপসর্গস্য। পা ৬।৪।৯৬) কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। "মাতলিস্তস্য মাহেন্দ্রমামুমোচ তনুচ্ছদং॥" (রঘু ১২।৮৬)

তনুচ্ছায় (পুং) তন্বী ছায়া যস্য বহুব্রী। ১ জালবর্ব্বুরক বৃক্ষ। (রাজনি°)। (স্ত্রী ক্লী) ২ শরীরচ্ছায়া। (ত্রি) ৩ অল্প-ছায়াযুক্ত। (স্ত্রী) তন্বী ছায়া কর্ম্মধা। ৪ অল্পচ্ছায়া।

তনুজ (পুং) তনোর্দেহাৎ জায়তে জন-ড। ১ পুত্র। ২ জ্যোতি-ষোক্ত লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান।

তনুজা (স্ত্রী) তনুজ স্ত্রিয়াং টাপ্। কন্যা, দুহিতা।

তনুতা (স্ত্রী) তনু-ভাবে তল্ টাপ্। তনুত্ব, অল্পত্ব, কৃশতা।

তনুত্যজ্ (ত্রি) তনুং ত্যজতি ত্যজ-ক্বিপ্। যে তনু ত্যাগ করে, তনুত্যাগকারী। "যোগেনান্তে তনুত্যজাং" (রঘু ১।৮)

তনুত্যাগ (পুং) তনূনাং ত্যাগঃ ৬তৎ। দেহত্যাগ।

তনুত্র (ক্লী) তনুং ত্রায়তে ত্রা-ক। বর্ম্ম, সাঁজোয়া, যুদ্ধকালে আঘাত নিবারণ জন্য যে লৌহময় আবরণ দ্বারা শরীর রক্ষা হইয়া থাকে।

তনুত্রবৎ (ত্রি) তনুত্রং বিদ্যতে অস্য তনুত্র-মতুপ্। তনুত্র-ধারী, বর্ম্মধারী।

তনুত্রাণ (ক্লী) তনুস্ত্রায়তেঽনেন ত্রৈ করণে ল্যুট্। বর্ম্ম।

তনুত্বচ্ (স্ত্রী) তন্বী ত্বক্ বল্কলং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ ক্ষুদ্রাগ্নি-মন্থ বৃক্ষ, গণুরীগাছ। (ত্রি) ২ সূক্ষ্মত্বগ্‌যুক্ত।

তনুপত্র (পুং) তনূনি কৃশানি পত্রানি যস্য বহুব্রী। ১ ইঙ্গুদী বৃক্ষ। (ত্রি) ২ অল্প পত্রযুক্ত বৃক্ষ মাত্র।

তনুভব (পুং) তনোর্ভবতি ভূ-অচ্ ৫তৎ। ১ পুত্র। "দৃশ্যতে তনুভবঃ শিশিরাংশো" (বৃহৎস° ৭।১৮) (স্ত্রী) কন্যা।

তনুভস্ত্রা (স্ত্রী) তনোঃ শরীরস্য ভস্ত্রাইব। নাসিকা। (শব্দর°)

তনুভাব (পুং) পাতলা। "সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টসলিলাঃ।" (শকু°)

তনুভূমি (স্ত্রী) বৌদ্ধশ্রাবকগণের জীবনের একঅংশ।

তনুভৃৎ (ত্রি) তনুং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্। দেহধারী। "ছায়া-ফলং তনুভৃতাং শুভমাদধাতি" (বৃহৎস° ৬৭।৯২)

তনুমধ্যা (স্ত্রী) তনু কৃশং মধ্যং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ কৃশমধ্যা। ২ ষড়ক্ষরযুক্ত গায়ত্রীজাতীয় ছন্দঃবিশেষ, ইহার ১।২।৫।৬ বর্ণ গুরু। "মূর্ত্তিমুরশত্রোরত্যদ্ভুতারূপা আস্তাং মম চিত্তে নিত্যং তনুমধ্যা। (ছন্দোম°) (ত্রি) ৩ অল্প মধ্য।

তনুরস (পুং) তনোর্দেহস্য রস ইব। ঘর্ম্ম। (হারাবলী)

তনু(নূ)রুট্ (পুং) তনৌ তন্বাং বা রোহতি রুহ-ক্বিপ্। লোম।

তনুরুহ (ক্লী) তনৌ তন্বাং বা রোহতি রুহ-ক। লোম।

তনুল (ত্রি) তন-উলচ্। বিস্তৃত।

তনুবাত (পুং) তনুঃ ক্ষীণঃ বাতঃ যত্র বহুব্রী। ১ নরকবিশেষ। (ত্রি) ২ অল্পবায়ুযুক্ত স্থান।

তনুবার (ক্লী) তনুং দেহং বৃণোতি বৃ-অণ্ উপপদস°। কবচ, সন্নাহ, সাঁজোয়া।

তনুবীজ (পুং) তনূনি কৃশানি বীজানি যস্য বহুব্রী। ২ রাজ বদরবৃক্ষ, নারিকেলেকুল (রাজনি°) (ত্রি) ২ স্বল্পবীজযুক্ত।

তনুব্রণ (পুং) তনুঃ ক্ষুদ্রঃ ব্রণো যত্র বহুব্রী। বল্মীকরোগ।

তনুস্ (ক্লী) তনোতি তন-উসি। শরীর, দেহ।

তনুসঞ্চারিণী (স্ত্রী) তনু অল্পং যথা তথা সঞ্চরতি সম্-চর-ণিনি ঙীপ্। যুবতী স্ত্রী। (শব্দমালা)

তনুসর (পুং) তনোঃ সরতি তনু সৃ-অচ্ ৫তৎ। স্বেদ, ঘর্ম্ম।

তনু(নূ)হ্রদ (পুং) তনো হ্রদইব। পায়ু। (ত্রিকা°)

তনূ (পুং) তনোতি কুলং তন-উ। ১ পুত্র। "তাবাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে" (ঋক্ ৮।৮৬।১) 'তনোতি কুলমিতি তনূঃ পুত্রঃ' (সায়ণ) (স্ত্রী) তনু-ঊঙ্। ২ শরীর। ৩ প্রজাপতি। ৪ গো। ৫ অপ্। [তনূনপাৎ দেখ।]

তনূকরণ (ক্লী) অতনুং তনুং করণং অভূততদ্ভাবে চ্বি। অল্পী-করণ। "সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ" (পাতঞ্জলসূ° ২।২)

তনূকৃ, অতনুং তনুং করোতি তনু অভূততদ্ভাবে চ্বি কৃঞোঽনু-প্রয়োগঃ। অল্পীকরণ, পূর্ব্বে যাহা তনু (অল্প) ছিল না তাহাকে তনু করা।

তনূকৃৎ (ত্রি) তনু-কৃ ক্বিপ্। পুত্ররূপশরীরকারী। "তনূকৃ-দ্বোধিপ্রমতিশ্চ" (ঋক্ ১।৩১।৯) 'তনূকৃৎ পুত্ররূপশরীর-কারী' (সায়ণ)

তনূকৃত (ত্রি) তনূ-কৃ-কর্ম্মণি ক্ত। ১ তষ্ট, অল্পীকৃত। (অমর)

তনূকৃথ (বৈ) পুত্রনিমিত্ত স্তুতি। "তা বাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে" (ঋক্ ৮।৮৬।১) 'তনূকৃথে তনোতি কুলমিতি তনূঃ পুত্রঃ তস্য বিষ্ণাপো নিমিত্ত হবতে স্তুতিভিরাহ্বয়তি।' (রামায়ণ)

তনূজ (পুং) তন্বাঃ দেহাৎ জায়তে জন-ড। পুত্র।

তনূজনি (পুং) তন্বাঃ জনিঃ ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা।

তনূজন্মন্ (পুং) তন্বাঃ জন্ম ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা।

তনূজা (স্ত্রী) তনূজ-টাপ্। কন্যা।

তনূজাঙ্গ (ক্লী) পক্ষ, পালক।

তনূতল (পুং) পরিমাণভেদ, এক ব্যাম।

তনূত্যজ্ (ত্রি) শরীরত্যক্তা। "যে যুধ্যন্তে প্রধনেষু শূরাসো যে তনূত্যজঃ" 'তনূত্যজঃ শরীরাণাং ত্যক্তারঃ।' (সায়ণ)

তনূদূষি (ত্রি) শরীরদূষণ বা নাশকারী।

তনূদেবতা (পুং) অগ্নিমূর্ত্তিভেদ।

তনূদেশ (পুং) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

তনূদ্ভব (পুং) তনোরুদ্ভবতি উদ্-ভূ-অচ্ ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা।

তনূনং (ক্লী) তন্বা ঊনং। বায়ু।

তনূনপ (ক্লী) তন্বা ঊনং কৃশং পাতি পা-ক। ঘৃত, ঘৃত শরীরের পুষ্টিসাধন করে এই জন্য ইহার নাম তনূনপ।

তনূনপাৎ [দ্‌] (পুং) তনুং ন পাতয়তি পত-ণিচ্‌ ক্বিপ্‌। (নপ্রান্নূনপাৎ। পা ৬।৩।৭৫) ইতি নিপাতনাৎ ন লোপঃ বা তনূনপং ঘৃতং অত্তি-অদ ক্বিপ্‌। ১ অগ্নি। "তনূনপাত্থচ্যতে গর্ভ আসুরো" (ঋক্‌ ৩।২৯।১১) 'সোঽগ্নিস্তনূনপাদুচ্যতে। তনূঃ শরীরাণি ন পাতয়তি ন দহতীতি ব্যুৎপত্তেঃ' (সায়ণ) ২ প্রজাপতির পৌত্র।

"নরাশংসঃ প্রতিশূরো মিমানস্তনূনপাৎ" (যজুঃ ২০।৩৭) 'তনূনপাৎ তনোতি বিস্তারয়তি সৃষ্টিং তনুঃ প্রজাপতির্মরীচিঃ তস্য নপাৎ পৌত্রঃ কশ্যপাত্মজঃ' (বেদদীপ) (ক্লী) ৩ ঘৃত। ৪ অগ্ন্যুদ্দেশ্যক প্রযাজভেদ। "তনূনপাৎ পথ ঋতস্য যানাৎ" (নিরুক্ত ৮।৬)

তনূনপ্তৃ (পুং) তনোতি তনুঃ পরমাত্মা তস্য নপ্তা পৌত্র ৬তৎ। বায়ু, তনুই পরমাত্মা, পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, এই জন্য বায়ু পরমাত্মার পৌত্র। শ্রুতি ও বেদান্তদর্শনের মতে প্রথমে পরমাত্মা হইতে নিখিল জগতের উপাদান আকাশ উৎপন্ন এবং আকাশ হইতে বায়ু প্রভৃতি সমুদ্ভূত হইয়াছে। "এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ুঃ" (শ্রুতি)

তনূপা (পুং) তনূঃ পাতি পা-ক্বিপ্‌। জঠরাগ্নি, জঠরাগ্নিদ্বারা ভুক্ত দ্রব্য সকল পরিপাক হয়, সারাংশ সকল রক্তমাংসাদিরূপ শরীরে পরিণত হইয়া দেহকে পোষণ করে, এই জন্য জঠরাগ্নির নাম তনূপা।

"তনূপা অগ্নেঽসি" (শুক্লযজুঃ ৩।১৭) 'জঠরানলেন ভুক্তান্নে জীর্ণে রসবীর্য্যাদিপাকে সতি দেহপালনং ভবতি' (ভাষ্য) ২ দেহপালকমাত্র। "উগ্রোঽবিতা তনূপাঃ" (ঋক্‌ ৪।১৬।২০) 'তনূপাঃ শরীরাণাং পালকঃ ইন্দ্রঃ' (সায়ণ)

তনূপান (ত্রি) শরীরপালক, অঙ্গরক্ষ। "দেবপরাস্তনূপানাঃ" (তৈত্তিরীয়সং ৫।৭।২।২)

তনূপাবন্‌ (ত্রি) তনু বা জীবনরক্ষাকারী।

তনূপৃষ্ঠ (পুং) সোমযাগভেদ। [সোমযাগ দেখ।]

তনূবল (ক্লী) শরীর-বল।

তনূর (আরবী) উনান, চুলা।

তনূরুহ (ক্লী) তন্বাং রোহতি রুহ-ক। ১ লোম। ২ পক্ষীদিগের পক্ষ, পাখীর ডানা। ৩ পুত্র। ৪ গরুৎ। (হেম)

তনূরুহাঙ্কুর (ত্রি) লোম। "নাভি সরোবর তথির উপর তনূরুহাঙ্কুরদাম" (কবিকঙ্কণ-চণ্ডী)

তনূর্জ (পুং) উত্তম মনুর পুত্র একজন নৃপ।

"ঔত্তমেয়ান্‌ মহারাজ দশ পুত্রান্‌ মনোরমান্‌
ইষ ঊর্জ্জস্তনূর্জশ্চ মধুর্মাধব এব চ ॥" (হরিবং ৭ অং)

তনূবশিন্‌ (পুং) অগ্নি।

তনূশুভ্র (ত্রি) শরীরশুভ্রক।

তনূহবিস্‌ (ক্লী) বৈদিক তনূরূপ হবিঃ। বেদমন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত ঘৃতাদি হবনীয় বস্তু। "দ্বাদশাহাস্তে তনূহবীংষি নির্ব্বপাত" (কাত্যাং শ্রৌং ৪।১০।৭) 'তনূহবীংষি অগ্নয়ে পবমানায়েত্যাদি' (কর্ক)

তনূহৃদ [তনুহৃদ দেখ।]

তনখা (পারসী) ১ অনুসন্ধান। ২ আন্দাজ করা। ৩ বেতন। ৪ হার।

তনখাদার (পারসী) বেতনভুক্‌।

তন্তি (স্ত্রী) তন কর্ম্মণি ক্তিচ্‌ বেদে ন দীর্ঘঃ ন লোপাভাবশ্চ। ১ দীর্ঘপ্রসারিতা রজ্জু। "বৎসানাং ন তন্তয়স্ত ইন্দ্র" (ঋক্‌ ৬।২৪।৪) 'তন্তির্নাম দীর্ঘপ্রসারিতা রজ্জুঃ' (সায়ণ) ২ গোমাতা।

তন্তিপাল (পুং) তন্তিং গোমাতরং পালয়তি পালি-অণ্‌। ১ গোমাতৃপালক। ২ সহদেব, বিরাটগৃহে সহদেব গুপ্তাবস্থানকালে এই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। "তেষাং গোসংখ্যং আসন্‌ বৈ তন্তিপালেতি মাং বিদুঃ" (ভারত বিরাট ১০ অং)

কোন কোন স্থলে তন্ত্রিপাল এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু নীলকণ্ঠ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন 'তন্ত্রিং বশীভূততাং পালয়তি ইতি বিগ্রহেণ তন্ত্রিপালং বচনকরং।'

"তন্ত্রিপাল ইতি খ্যাত নাম্নাহং বিদিতস্তথা।" (ভারত ৪।৩৯ অং)

তন্তু (পুং) তন্যতে বিস্তুর্য্যতে তন-তুন্‌ (সিত নিগমীতি। উণ্‌ ১।৭০) ১ সূত্র। তস্মিন্নেতি মিদং প্রোক্তং বিশ্বং শাটীব তন্তুষু" (ভাগং ৯।৯।৭) ২ গ্রাহ, হাঙ্গর। ৩ সন্তান, অপত্য। "তেষামুৎপন্নতন্তূনামপত্যং দায়মর্হতি ॥" (মনু ৯।২০৩) ৪ তাঁত (Fibre)। [তাঁত দেখ।]

তন্তুক (পুং) তন্তুরিব কায়তি কৈ-ক বা সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ সর্ষপ। (স্ত্রী) নাড়ী।

তন্তুকাষ্ঠ (ক্লী) তন্তুসমন্বিতং কাষ্ঠং মধ্যলোং। তন্তুযুক্ত কাষ্ঠ, তাঁতের কাঠ।

তন্তুকী (স্ত্রী) তন্তুক স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌। নাড়ী। (রাজনিং)

তন্তুকীট (পুং) তন্তুৎপাদকঃ কীট মধ্যলোং। কীটবিশেষ, কোষকার, গুটিপোকা।

তন্তুণ (পুং) তন বাহুলকাৎ তুনন্‌ নিপাতনাৎ ণত্বং দন্ত্যনকারান্ত ইত্যেকে। গ্রাহ, হাঙ্গর। (হেম)

তন্তুনাগ (পুং) তন্তুর্নাগ ইব। গ্রাহ, হাঙ্গর।

তন্তুনাভ (পুং) তন্তুর্নাভৌ যস্য বহুব্রী, অচ্‌ সমাসান্তঃ। লূতা, মাকড়সা।

তন্তুনির্য্যাস (পুং) তন্তুবৎ নির্য্যাসো যস্য বহুব্রী। তালবৃক্ষ।

তন্তুপর্ব্বন্ (ক্লী) তন্তোঃ যজ্ঞোপবীতসূত্রস্য দানরূপং পর্ব্ব যত্র বহুব্রী। চান্দ্রশ্রাবণ-পৌর্ণমাসী, শ্রাবণমাসের পূর্ণিমা, এই তিথিতে ভগবান্ বামনদেবকে যজ্ঞোপবীত দান করিতে হয়।

"শিষ্য ত্রিজন্মদিবসে সংক্রান্তৌ বিষুবায়নে।
সত্তীর্থেঽর্কবিধুগ্রাসে তন্তুদামনপর্ব্বণোঃ॥
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্ব্বাণো মাসর্ক্ষাদীন্ন শোধয়েৎ।" (স্মৃতি)

'তন্তুপর্ব্ব পরমেশ্বরোপবীতদানতিথিঃ'—শ্রাবণী পূর্ণিমা। (রঘুনন্দন)

এই তিথিতে নক্ষত্র প্রভৃতি বিরুদ্ধ হইলেও যজ্ঞোপবীত দান অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পূর্ণিমাতে মঙ্গলের জন্য হস্তে রক্ষা-সূত্র ধারণ করিতে হয়। ইহার বিষয় নির্ণয়সিন্ধুতে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকালে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও ঋষিদিগের তর্পণ করিবে। পরে অপরাহ্ণ সময়ে রক্ষা পোটলিকা সিদ্ধার্থ ও অক্ষত দ্বারা অর্পিত করিয়া তাহাতে সুবর্ণসংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। তাহার পর পুরোহিত এই মন্ত্রদ্বারা রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়া দিবেন। মন্ত্র—

"যেন বদ্ধো বলিরাজা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
তেন ত্বামপি বধ্নামি রক্ষে মা চল মা চল॥"

এই রক্ষাসূত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র প্রত্যেকেরই যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া ধারণ করিতে হয়। এই রক্ষাবন্ধ প্রতিপৎ ও দ্বিতীয়াযুক্ত হইলে করিবে না। [রক্ষা-বন্ধন দেখ।]

তন্তুভ (পুং) তন্তুরিব ভাতি ভা-ক। ১ সর্ষপ।

"মরীচং পিপ্পলং কোষং জীরকস্তন্তুভং তথা।
সংস্কারে চ সমক্ষে চ মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ॥" (কালিকাপু°)

২ বৎস, বাছুর।

তন্তুমৎ (পুং) তন্তুঃ বিদ্যতে ২স্য তন্তু-মতুপ্। অগ্নি।

তন্তুমতী (ত্রি) তন্তুমৎ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মুরারির মাতা।

তন্তুর (ক্লী) তন্তুরস্ত্যস্য কুঞ্জাদিত্বাৎ তন্তু-র। মৃণাল। (শব্দর°)

তন্তুল (ক্লী) তন্তু-র রস্য ল বা তন্তু-লচ্। মৃণাল। (হেম°)

তন্তুবান (ত্রি) বয়ন।

তন্তুবাপ (পুং) তন্তুন্ বপতি বপ অন্। ১ তন্তুবায়, তাঁতি। ২ তন্ত্র, তাঁত। (শব্দমালা)

তন্তুবায় (পুং) তন্তুন্ বয়তি বিস্তারয়তি বৈ-অণ্। ১ লূতা, মাকড়সা। ২ নবশাখা (শায়ক)র অন্তর্ভুক্ত জাতিবিশেষ, তন্ত্রবায়, তাঁতি। [নবশাখ দেখ।]

বস্ত্রবয়নোপজীবী লোক মাত্রকেই তন্ত্রবায় বলে, সুতরাং যে সকল লোক এই ব্যবসায় মাত্র অবলম্বন করিয়াছে তাহারা সকলেই নবশাখ অন্তর্ভুক্ত তন্তুবায় জাতিসমুদ্ভব নহে। নানা ভিন্ন জাতি এক ব্যবসা অবলম্বন করায় ঐ সাধারণ বৃত্তিবোধক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলেই বলিয়া থাকে, উহারা শিবদাস বা ঘামদাসের বংশধর। এক দিন ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে মহাদেবের শরীর হইতে একবিন্দু ঘর্ম্ম পতিত হয়; ঐ ঘর্ম্ম বিন্দু হইতে তৎক্ষণাৎ শিবদাস উৎপন্ন হইল। ঘর্ম্ম হইতে জন্ম বলিয়া ইহার নাম ঘামদাস। অতঃপর মহাদেব একটী কুশ গ্রহণ করিয়া উহা হইতে ঘামদাসের জন্য কুশবতী নামে কন্যা সৃষ্টি করিলেন। ঐ কুশবতী ঘামদাসের পত্নী হইল। শিবদাসের চারিপুত্র বলরাম, উদ্ধব, পুরন্দর ও মধুকর। এই চারিজন হইতে চারি সম্প্রদায়ের তন্তুবায় সৃষ্টি হইল। জাতিকৌমুদীর মতে মণিবন্ধ পুরুষ ও মণিকার স্ত্রী হইতে তন্তুবায় উৎপন্ন। পরশুরামের জাতিমালা মতে—

"তৈলিকাৎ মণিকন্যায়াং তন্ত্রবায়স্য সম্ভবঃ

তৈলিকের ঔরসে মণিকারকন্যার গর্ভে তন্ত্রবায়ের জন্ম হইয়াছে।

রুদ্রযামলোক্ত জাতিমালা মতে—

"মণিবন্ধ্যাৎ খানিকার্য্যাং তন্তুবায়শ্চ জগ্মিবান্।
তন্তুন্ দত্বা মুনিশ্রেষ্ঠে তন্ত্রবায়মবাপ্তবান্॥
মণিবন্ধ্যাং তন্ত্রবায়াৎ গোপজীবস্য সম্ভবঃ।"

মণিবন্ধের ঔরসে ও খানিকারী-কন্যার গর্ভে তন্তুবায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মুনিবরকে তন্তু দিয়াছিল বলিয়া তন্ত্রবায় নাম প্রাপ্ত হয়। তন্ত্রবায়ের ঔরসে ও মণিবন্ধ-কন্যার গর্ভে গোপজীবের জন্ম।

মনুসংহিতার মতে—

"নৃপায়াং বৈশ্যসংসর্গাদায়োগব ইতি স্মৃতঃ।
তন্তুবায়ো ভবত্যেব বসুকাংস্যোপজীবিনঃ।
শীলকাঃ কেচিত্তত্রৈব জীবনং বস্ত্রনির্ম্মিতৌ॥"

ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে আয়োগব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তন্তুবায়ও এইরূপ। ইহাদের জীবিকা বস্ত্রনির্ম্মাণ। আবার অনেকের মতে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে শাপভ্রষ্টা ঘৃতাচীর গর্ভে ৮ পুত্র জন্মে। বিশ্বকর্ম্মা ঐ অষ্ট পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পশাস্ত্র শিক্ষা দেন। তাহাদিগের হইতেই অষ্টজাতীয় শিল্পী উৎপন্ন হয়। তন্তুবায় ইহাদেরই একতম।

বাঙ্গালায় তন্তুবায়গণ নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত যথা—আশ্বিনা বা আসন তাঁতি, ইহারা আবার বর্দ্ধমানী, বর্ণকুল, মধ্যকুল, মান্দারণ ও উত্তরকুল এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। বলরামী, বঙ্গ, বড়ভাগিয়া বা ঝাঁপানিয়া, বারেন্দ্র, ছোটভাগিয়া

বা কায়েত, তাঁতি কাতুর, কোরা, ক্ষীর, মধুকরী, মগন, মড়িয়ালী, নীর, পাত্র, পুরন্দরী, পূর্ব্বকুল, রাঢ়ী ও উদ্ধবী।

বেহারস্থ তন্তুবায়গণ বৈশ্বর, বনৌধিয়া, চামার, জৈশ্বর, কাহার, কনৌজিয়া, ত্রিহুতিয়া ও উত্তরা।

উড়িষ্যার তন্তুবায়গণ মাতিবংশতাঁতি, গালাতাঁতি ও হংসীতাঁতি এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

বাঙ্গালায় তাঁতিদিগের উপাধি বরাশ, বসাক, ভড়, ভদ্র, বৌ, বিটু, চন্দ্র, হুগরী, দালাল, দাস, দত্ত, দে, শুঁই, প্রামাণিক, হংসী, যাচনদার, কর, লু, মণ্ডল, মেষ, মুখিম, নন্দী, পাল, সাধু, সর্দ্দার, রক্ষিত ও শীল।

বেহারে উপাধি দাস, মহাতো, মাঝি, মরাস্ত ও মারিক।

বাঙ্গালায় তাঁতিগণ অগস্ত্য ঋষি, অলদাসী, অলম্যান, অত্রিঋষি, বড়ঋষি, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, ব্রহ্মাঋষি, গর্গঋষি, গৌতম, জনঋষি, কাশ্যপ, কুল্যঋষি, মধুকুলা, পরাশর, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ ও ব্যাস এই কয়েকটী গোত্রে বিভক্ত। বেহারে ইহাদের চামরতানি, হিন্দুয়া, কাশ্যপ প্রভৃতি গোত্র আছে।

পশ্চিমবঙ্গে আশ্বিনা তাঁতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা বলে আশ্বিন তাঁতিগণই মূল জাতি; ইহা হইতেই অপরাপর তন্তুবায়গণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নামানুসারে ৫টী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। আশ্বিন তাঁতিদিগের একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাদের স্ত্রীলোকেরা নাসিকায় কখন মাকড়ী ধারণ করে না।

ঢাকার তাঁতিগণ বড়ভাগিয়া বা ঝাম্পানিয়া ও ছোটভাগিয়া বা কায়তিয়া এই দুই দলে বিভক্ত। ঝম্পনে চড়িয়া বিবাহ করে বলিয়া প্রথম শাখাকে ঝাম্পানিয়া বলে। শেষোক্ত তাঁতিগণ পূর্ব্বে কায়স্থ ছিল, পরে বস্ত্রবয়নবৃত্তি অবলম্বন করায় জাতিচ্যুত হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থাৎ বড়ভাগিয়া শাখাই বহুবিস্তৃত। ইহাদের অনেকের উপাধি বসাক। পূর্ব্বে কোন সম্ভ্রান্ত তন্তুবায় বস্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়া কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করিলে তাঁহাকে এই উপাধি অর্পণ করা হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠিতে যে সকল তন্তুবায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের উপাধি বংশানুক্রমিক অদ্য পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। যথা—যাচনদার বা মূল্যনিরূপক, মুখিম পরিদর্শক, দালাল এবং সর্দ্দার অর্থাৎ এক দল কারিকরের সরদার।

ঢাকার মগ-বাজারে মগী শ্রেণী নামে এক দল জাতিভ্রষ্ট তন্তুবায় বাস করে। ইহারা পতিত হইলেও আচার ব্যবহার শুদ্র তন্তুবায়গণের সমান।

ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, ছোটভাগিয়া অর্থাৎ কায়েত তাঁতিগণ পূর্ব্বে সেক্‌রা ছিল, পরে স্বব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত লাভজনক বস্ত্রবয়নব্যবসা আরম্ভ করে। এখন উহারাও বসাকদিগের সঙ্গে ভোজন করিতে পায়। বসাকগণ আবার তাহাদিগকে সামাজিক মর্য্যাদা প্রত্যর্পণ করেন।

অপেক্ষাকৃত ধনী কায়েত তাঁতিগণ আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। এই তাঁতি ঢাকায় বাস করে। অনেকেই সেক্‌রাগিরি, মহাজনী বা খোদক (নকাশি) বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

পূর্ব্ববঙ্গে বঙ্গতাঁতি নামে আর এক শ্রেণীর তাঁতির বাস আছে। ইহারা নাগরিক তাঁতিদিগের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা বলে, তাহারাই ঐ দেশের আদিম তাঁতি এবং সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশে বস্ত্রদান করিয়া আসিতেছিল। যাহা হউক বসাক তাঁতিগণ ইহাদিগকে আপনাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। ঢাকার ২০ মাইল উত্তরে ধামরাই নগরে প্রায় ২৫০ ঘর বঙ্গতাঁতি বাস করে। ঢাকার তাঁতিগণ বিবাহকালে রক্ত পট্টবস্ত্র পরিধান করে। কিন্তু এই বঙ্গ তাঁতিগণ বিবাহকালে শুক্লবস্ত্র পরিয়া থাকে। ইহারা শাড়ী, উড়ানী, ডোরিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ঢাকায় ফুল তোলার জন্য প্রেরণ করে। পূর্ব্বে এই ধামরাই নগরেই সুবিখ্যাত সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইত। স্ত্রীলোকগণ চরকায় হস্ত দ্বারা ঐ সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিত। উহাদের হস্তনির্ম্মিত সূক্ষ্ম সূত্রের প্রশংসা করিয়া একজন বলিয়াছেন যে, একজন কাটুনীর প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ৮৮ গজ সূত্র ওজনে এক রতি অপেক্ষাও কম হইয়াছিল। এখন এক রতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্মতম সূত্র ৭০ গজের অধিক হয় না। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, হয় স্ত্রীগণ পূর্ব্বের ন্যায় সূতা কাটিতে পারেনা, কিংবা কার্পাস মোটা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উহাদের ঐ ব্যবসা বিলুপ্ত হইয়াছে।

বেহারের তাঁতিদিগকে তাঁতবা কহে। ইহারা প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কনৌজিয়া ও ত্রিহুতিয়া।

বেহারের চামারতাঁতি ও কাহারতাঁতিগণ বোধ হয় কোন চামার ও কাহারজাতি হইতে উৎপন্ন। সম্ভবতঃ কোন চামার ও কাহার বস্ত্রবয়ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমে তাঁতি হইয়া পড়িয়াছে। উড়িষ্যার মাতিবংশ তাঁতিগণ মোটা কাপড় বয়ন করে। ইহাদের অনেকেই সম্প্রতি বস্ত্রবয়ন বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাঠশালের গুরু মহাশয় গিরি করিতেছে। গালাতাঁতিগণ সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং হংসীতাঁতিগণ নানাবিধ রঙ্গিন বস্ত্র প্রস্তুত করে।

ঢাকায় অনেক হিন্দুস্থানী বা মুঙ্গেরিয়া তাঁতি বাস করে। ইহাদের অনেকেই বাহিরে পেয়াদা, মুটিয়া, মজুর ও মালি-গিরি এবং পাখাটানা ইত্যাদি কার্য্য করে। আবার গৃহে বস্ত্রবয়ন ও কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে, কনৌজিয়া ও ত্রিহুতিয়া। কনৌজিয়াগণই সংখ্যায় অধিক, সমাজে ইহারা অনেক উন্নত। ত্রিহুতিয়াগণ পাকীবাহক, গায়ক, বাদ্যকর, সহিস, মাঝি প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করায় সমাজে হেয়।

বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ নবশাখের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইহা-দের বিবাহাদি অন্যান্য নবশাখ জাতির ন্যায়। পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কেহ কেহ পণ গ্রহণ করিয়া কন্যার বিবাহ দেয়। কন্যাদান করাই সমাজে সর্ব্বত্র সম্মান-সূচক ও যশস্কর। সম্প্রতি অপর উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুর ন্যায় কন্যাকর্ত্তাকেও বরের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যানুসারে পণ দিয়া কন্যাদান করিতে হইতেছে।

বেহারে তাঁতিদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পরিত্যক্তা-স্ত্রীর পুনর্ব্বার সাঙ্গা প্রচলিত আছে। স্ত্রী স্বজাতীয় কোন পুরুষের সহিত সহবাস করিলে ইহারা একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করে, কিন্তু ভিন্ন জাতীয় পুরুষের সহিত রত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে। এই তাঁতি-দিগের সমজাতীয়া কোন স্ত্রীলোক ইহাদের উপপত্নী রূপে থাকিলে এবং পরে তাহাদের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহারা প্রথমতঃ সমাজে গৃহীত হয় না। কিন্তু মুখ্যদিগকে একত্র করিয়া একটা ভোজ এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলে পুনরায় ঐ স্ত্রী এবং তাহার সন্তানগণকে সমাজে গ্রহণ করা হয়।

বাঙ্গালার তাঁতিগণ প্রায় সমস্তই বৈষ্ণব ও খড়দহবাসী গোস্বামীদিগের শিষ্য। ইহারা মুখে গুম্ফ রাখা সমাজ-নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করে। আজিও গোঁড়া এবং বৃদ্ধ তাঁতিগণ গোঁফ রাখেনা; যাহা হউক সম্প্রতি অধিকাংশ যুবকই এ কুসংস্কার বড় মানে না। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁতিদিগের মধ্যে কেহ পঞ্চায়ত বা সমাজপতি নাই। সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি নিজ সমাজভুক্ত অন্যান্য নির্ধন তাঁতিদিগের উপর প্রভুত্ব করে এবং উহাদের মধ্যে কলহাদি মীমাংসা করিয়া দেয়। ব্যব-সায়সংক্রান্ত বিষয় সকল বৃহৎ বৃহৎ দল ও দলপতিদিগের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই তন্তুবায়গণ ভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মা-ষ্টমী উপলক্ষে মহোৎসব করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ঢাকার তন্তুবায়গণ এই সময় বিস্তর অর্থব্যয়ে মহা আড়ম্বর ও ঘটা করিয়া রাজপথে পর্ব্ব বাহির করে। পূর্ব্বে যখন ঢাকায় নবাব ছিলেন, তখন তাঁহার সৈন্যদল ও বাদ্যকরগণ এই ঘটায় যোগদান করিত। এখন ইহার জাঁক জমক অনেক কমিয়া গেলেও পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকার জন্মাষ্টমী উৎসবই সর্ব্বপ্রধান। এই উৎসব ঢাকায় দুই অংশে হইয়া থাকে। ঢাকার তন্তুবায়গণ বহুকাল হইতে তাঁতিবাজার ও নবাবপুর নামক নগরের দুইটী পল্লীতে বাস করিয়া আসিতেছে। এই দুই পল্লী হইতে নন্দোৎসবের দিন এক একটী পর্ব্ব বাহির হয় এবং সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ঐ দুই দল পরস্পর মুখোমুখী হইয়া পড়ে, সুতরাং উভয় দলে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া যায়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট ভবিষ্যতে এইরূপ দাঙ্গার সম্ভাবনা নিবারণার্থ নিয়ম করিয়াছেন যে, একদিনেই দুই দল বাহির হইতে পারিবে না এবং পালাক্রমে এক এক বৎসর এক এক দল পূর্ব্ব দিনে এবং অন্যদল পর দিনে পর্ব্ব বাহির করিবে। তাঁতিবাজারের তন্তুবায়গণ কৃষ্ণের মুরলী-মোহন মূর্ত্তির পূজা করে। নবাবপুরের তন্তুবায়দিগের ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম। উৎসব বাহির হইবার সময় অগ্রভাগে একশ্রেণী হস্তী ও ভূতপূর্ব্ব নবাবপ্রদত্ত পাঞ্জা অর্থাৎ মহরমের সময় বাহিত করের প্রতিমূর্ত্তি গমন করে। তৎপরে চতুর্দ্দোলে বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি, যানাদির উপর বহুসংখ্যক মনুষ্য পশ্বাদির নানারূপ হাস্যোদ্দীপক ও ব্যঙ্গব্যঞ্জক ছবি এবং নর্ত্তকী, কবি প্রভৃতি কৌতুকজনক গীত গাহিতে গাহিতে ও নানারূপ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা লোক সকলকে প্রীত করিতে করিতে গমন করে। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রাম হইতে অসংখ্য লোক ঠাকুর দেখিতে যত না হউক ঠাকুরের পর্ব্বোপলক্ষে উৎসব দেখিতে ঢাকা নগরে আসিয়া থাকে।

বঙ্গতাঁতিগণ মহাসমারোহে কামদেবের পূজা করে। বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ সাধারণতঃ এবং ঝাঁপানিয়া তাঁতিগণ একবারেই এই উৎসব করে না। কিন্তু ভাবাল, কামরূপ ও উহাদের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অদ্যাপি এই পূজা প্রচলিত। মদনচতুর্দ্দশী অর্থাৎ চৈত্রকৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর দিন ঐ উৎসব সমা-হিত হয়। পূর্ব্বে এই উৎসব সাতদিন ধরিয়া হইত। বঙ্গ-তাঁতিগণ জন্মাষ্টমী করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা ভিন্ন রূপ। দুইটী বালককে বহুমূল্য বেশভূষায় কৃষ্ণ ও নন্দগোপ সাজাইয়া মহা আড়ম্বরে গীতবাদ্যাদি সহ রাস্তায় ভ্রমণ করে। তন্তুবায়গণ সকলেই প্রথমতঃ কুলদেবতা বিশ্বকর্ম্মার পূজা করে, ঐ সময় চর্কি, নাটাই, দক্তি, মাকু, শানা প্রভৃতি তন্ত্রের যন্ত্র সকলেরও পূজা হয়। বিশ্বকর্ম্মাপূজায় প্রায় প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হয় না; অন্যান্য শিল্পীদিগের ন্যায় যন্ত্রাদিতেই বিশ্বকর্ম্মার অধিষ্ঠান জ্ঞান করিয়া পূজা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গেও

তাঁতিগণ প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, অনেকেই শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ সকল ঠাকুরের সম্মুখে ছাগবলি প্রদান করে না।

বেহারে তাঁতবা বা তাঁতিগণের মধ্যে অতিঅল্পই বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়। অধিকাংশই শক্তি-উপাসক। কনৌজিয়া তাঁতি-গণ মহামায়া রূপে দুর্গার উপাসনা করে। বাঙ্গালাবাসী বেহারী তাঁতবাগণ দুর্গাপূজা করে, কালীপূজার দিন ঠাকুরের সম্মুখে ছাগবলি দেয় এবং মধু কুমার নামক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের নামে একটী খাসি অর্থাৎ ছিন্নমুষ্ক ছাগ বলি দেয়। ত্রিহুতিয়া তাঁতিগণ অনেকে কালী, দুর্গা, মহাদেব প্রভৃতির উপাসনা করে, কিন্তু অধিকাংশই বুদ্ধরাম নামক ত্রিহুতবাসী জনৈক মুচির প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম মানিয়া চলে। এই বুদ্ধরাম মুচির মত অনেকাংশেই নানকশাহের ন্যায়। তাঁহার মতাবলম্বী তাঁতিগণ জাতিভেদ মানেনা, কিন্তু ধর্ম্মাচরণের নানাবিধ বাহ্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বেহারের লোকে বন্দী, গোরৈয়া, ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি যে সকল ঠাকুর পূজা করে সে সমস্ত ভিন্ন তাঁতিগণ সৈসিয়ার, কারুবর প্রভৃতি তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের পূজা করে। শ্রাবণ মাসের শনি ও মঙ্গলবারে ইহাদের উদ্দেশে মেষ বলি প্রদান করিয়া প্রেত পুরুষদিগকে প্রসন্ন করা হয়। এই কার্য্যে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। পুরুষগণ স্বয়ং কার্য্য সমাধা করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাঙ্গালায় তন্তুবায়গণ নবশাখের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণই তন্তুবায়-দিগেরও পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য তন্তুবায়দিগের যাজকতা করার জন্য তাঁহারা দুই চারিজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট হেয় হইলেও ব্রাহ্মণসমাজে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের সমান মান্য লাভ করিয়া থাকেন।

বেহারের তাঁতবাগণের অনেক স্থানেই পুরোহিত নাই, আবার যেখানে আছে সেখানেও ইহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণ-গণ অতি নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত। অধিকাংশ স্থলে যেখানে তাঁতবাদিগের পুরোহিত নাই, ইহাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ সাজিয়া পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। অনেক সময় ভাগিনেয়ই পুরোহিত হয়। এইরূপ অনার্য্য ক্রিয়া দ্বারা স্পষ্টই বোধ হয়, বেহারস্থ তাঁতিগণ নীচজাতীয় এবং নীচজাতি হইতে ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজে প্রবেশ করিতেছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের অনুকরণ করিয়া বেহারস্থ তাঁতিগণ ত্রয়োদশ দিবসে অশৌচান্ত করিয়া থাকে। যাহা হউক তথাপি হিন্দুসমাজে এবং কোন সদ্ব্রাহ্মণ ইহাদের হস্তে জল গ্রহণ করেন না।

কোন তাঁতি উচ্চ কি নিম্নশ্রেণীস্থ তাহা তাহাদের ব্যবহৃত মণ্ডহারাই জানিতে পারা যায়। উচ্চশ্রেণীস্থ তন্তুবায়গণ বস্ত্রবয়নের সময় খৈ-মণ্ড ব্যবহার করে, এবং অন্নমণ্ডকে উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র জ্ঞান করে; কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ তন্তুবায়গণ অন্নমণ্ড ব্যবহার করিয়া থাকে তজ্জন্য ইহাদিগকে মেড়ো তাঁতি কহে। বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে অন্যান্য নবশাখ জাতির ন্যায়। ইহারা সমাজে মদ্য বা মাংস ভক্ষণ করে না। কিন্তু বেহারস্থ তাঁতবাগণের মদ্যমাংস সেবনে কোন বাধা নাই। মদ্যপানের পূর্ব্বে ইহারা প্রথমে দুই চারি ফোঁটা ইষ্টদেবতা কালী বা মহাদেবের নামে ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট পান করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বস্ত্রবয়নই তন্তুবায়গণের উপজীবিকা। এই ব্যবসা উহারা আবহমান কাল অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি বিলাতী সস্তা কাপড়ের প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় উহাদিগের ঐ ব্যবসা বিলুপ্ত প্রায়। অধিকাংশ তন্তুবায় বাধ্য হইয়া বস্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। এইরূপে আশ্বিনা ও মড়িয়ালীদিগের প্রায় ¾ অংশ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে। বলা বাহুল্য, যাহারা এইরূপে বৃত্তিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে; কিন্তু যাহারা পুরুষানুক্রমিক বস্ত্রবয়নবৃত্তি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহা-দের উন্নতির কথা দূরে থাকুক, ক্রমশঃ দুর্দ্দশাই বৃদ্ধি হইতেছে, বস্ত্রবয়ন দ্বারা তাহাদের অন্নসংস্থান হয় মাত্র, সহজে কেহ সঞ্চয় করিতে পারেনা। এ বিষয়ে এদেশে একটী প্রবাদ আছে, সে প্রবাদটী এইরূপ।—মহাদেব শিবদাসকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বস্ত্রবয়ন করিতে আদেশ করিলে শিবদাস সূত্র, তন্তু প্রভৃতির অভাব জানাইল। মহাদেব এক অসুরকে বধ করিয়া তাহার চক্ষু হইতে কার্পাসের গুটি সৃষ্টি করিলেন। ঐ গুটি হইতে কার্পাসবীজ সৃষ্টি হইল। পরে ঐ বীজ হইতে কার্পাস বৃক্ষ এবং ক্রমে উহা হইতে তুলা উৎপন্ন হইল। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া চর্কা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। দুর্গা স্বয়ং সূতা কাটিয়া দিলেন, কিন্তু বলিলেন যে, প্রথম বস্ত্রখানি তাঁহাকে দিতে হইবে। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা তন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে দেবতাগণ আসিয়া উহার পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গে অধিষ্ঠান করিলেন। মাকুতে পবন, নালায় অগ্নি ইত্যাদি। শিবদাস প্রথম বস্ত্রখানি বুনিয়া গৌরীকে প্রদান করিলে গৌরী পরম প্রীত হইয়া শিবদাসকে বরদিতে চাহিলে শিবদাস বলিল, যেন একখানি বস্ত্র বুনিয়া ছয়মাস খাইতে পাই

এই বর দাও। গৌরী তথাস্তু বলিলেন। এদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণ দেখিলেন, শিবদাস বর লইয়া গেল যে একখানি বস্ত্রে তাহার ছয়মাস চলিবে। সুতরাং এত লোকের বস্ত্র সঙ্কুলান হইবে না। যাহাতে সে অনেক বস্ত্র বয়ন করে, তাহার উপায় করা নিতান্ত প্রয়োজন। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা সরস্বতীকে শিবদাসের পত্নী কুশাবতীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সরস্বতী কুশাবতীর কণ্ঠে গিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে শিবদাস বর লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলে কুশাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি বর লইয়াছ।" শিবদাস আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিল। কুশাবতী সরস্বতীর প্ররোচনায় বলিল; "ও কি বর লইয়াছ? একখানি কাপড় বুনিয়া ছয়মাস বসিয়া থাকিবে, তাহা হইলে ছেলেরা কাজ কর্ম্ম শিখিবে কেমন করিয়া; প্রতিদিন কাপড় বুনিবে, তবে ত পুত্রগণ কর্ম্মিষ্ঠ হইবে। যাও এখনি বর ফিরাইয়া আন যে, রোজ কাপড় বুনিব আর রোজ খাইব।" শিবদাস স্ত্রীবুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তৎক্ষণাৎ বর ফিরাইয়া আনিল। তদবধি সে প্রতিদিন বুনিতে লাগিল আর প্রতিদিন তাহা বেচিয়া খাইতে লাগিল। দেবতাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এইরূপে বুদ্ধিমান্ তন্তুবায়দিগের সুবুদ্ধি আদিপুরুষ স্বীয় মহা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া আপনাকে এবং নিজ বংশধরদিগকে কর্ম্মকুশল ও পরিশ্রমী হইতে বাধ্য করিলেন। অদ্যাপি অজ্ঞ তন্তুবায়গণ আপনাদের দুরবস্থার জন্য এই উপাখ্যান বলিয়া তাহাদের আদিপুরুষকে দোষী করিয়া থাকে।

এই গল্পটীর মূলে কিছু সত্য থাকুক আর নাই থাকুক, সাধারণ লোকের দৃঢ় বিশ্বাস তন্তুবায়গণের বুদ্ধি তাহাদের উপাখ্যানবর্ণিত আদিপুরুষ হইতে অধিক পৃথক্ নহে। তাঁতির নির্ব্বুদ্ধি ও ভীরুতার অর্থ যেন পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর ইহারা নিরীহ, দুর্ব্বল, স্বতঃই ভীরু, উদ্যমশূন্য ও স্বল্পেই সন্তুষ্টচিত্ত, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কষ্টে দিনপাত করিতে পারিলে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। বলবানের অত্যাচার শান্তভাবে সহ্য করে, ক্ষমতা সত্বেও কাহারও বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করে না। ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা যত হউক না হউক, লোকের বিশ্বাস তাঁতি বলিলেই নির্ব্বোধ ও কাপুরুষ বুঝিতে হইবে। এই বিশ্বাস এতই প্রবল যে, ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার এই প্রকার নানারূপ গল্প প্রচলিত হইয়াছে। কোন তাঁতি উলুবনে বস্ত্রাভ্রমে সন্তরণ দিতেছে, ওদিকে কোন তাঁতি ভূপতিত পিষ্টককে জীর্ণ চন্দ্র ভ্রমে চাহিয়া দেখিতেছে, কোন তাঁতি খৈ বন্ধনে বদ্ধ আছে, আবার চাএলী অর্থাৎ বলপতি আসিয়া মুখ হইতে খড়ের ঢাকা, চক্ষু বন্ধন ও কর্ণের তুলা খুলিয়া অগাধ বুদ্ধির একবারমাত্র বিকাশ করিয়া থাম কাটিয়া হাত বাহির করিবার সুযুক্তি প্রদান করিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার চক্ষে ঠুলি, মুখে খড় ও কর্ণে তুলা ঢাকা দিতেছে, কি জানি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি বাহির হইয়া যায়। এদিকে কোন তন্তুবায় পয়স্বিনী গাভীকে একমাস কাল দোহন না করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে একবারেই তাহার এক মাসের দুগ্ধ দোহন করিতে গিয়া যখন পাইতেছে না, তখন গাভী পৃষ্ঠোপবিষ্ট দংশকে ক্ষীরচোর বোধে তাহাকে মারিতে গিয়া গাভীকে হত্যা করিতেছে এবং দংশ যেমন উড়িয়া তাহার ভ্রাতার কপালে বসিতেছে, অমনি ভ্রাতা হস্ত দ্বারা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিতেছে, ডাঁশ এখানে; তন্তুবায় ভ্রাতাকেও ধরাশায়ী করিতেছে। ওদিকে কোন তাঁতি লোভে কষ্ট পাইতেছে। কোন তাঁতি জাল হইতেছে। কোথাও তাঁতিগণ দলবলে ভেকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছে। এরূপে শত শত গল্প অতিরঞ্জিত ভাবে ইহাদের গ্লানি করিয়া থাকে। এই সকল গল্প তন্তুবায়দিগের নির্ব্বুদ্ধিতা-পরিচায়ক হউক বা না হউক, রচয়িতাদিগের বিদ্বেষ বুদ্ধি, পরনিন্দাপ্রিয়তা ও তন্তুবায়দিগের উপর বদ্ধমূল বিরাগ স্পষ্ট প্রকাশ করে।

যাহা হউক সম্প্রতি বহুসংখ্যক তন্তুবায় যুবক প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন। ইহারা যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সর্ব্বকার্য্যকুশলতা, উদ্যমশীলতা প্রভৃতি দ্বারা অনেককে পরাস্ত করিতেছেন, তাহাতে আর কেহ তন্তুবায়গণের কুৎসাবাদ করিতে সাহস করিবে না। মুসলমান জোলাতাঁতিগণ নির্ব্বোধের আদর্শ। [জোলা দেখ।]

তন্তুবায়গণের মধ্যে একটী বিশেষ পার্থক্য আছে। উত্তরকুলসম্প্রদায় কেবলমাত্র কার্পাসসূত্রের বস্ত্র প্রস্তুত করে, মড়য়ালী তাঁতিগণ কেবল পট্ট বা তসরের বস্ত্র প্রস্তুত করে, কখন সূত্র বস্ত্রবয়ন করে না; আশ্বিনা তাঁতিগণ উভয় বস্ত্রই বুনিয়া থাকে।

ঢাকার তাঁতিগণ পূর্ব্বে জগদ্বিখ্যাত উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিত। এখন সেরূপ উৎকৃষ্ট বস্ত্র আর হয় না। তাহাদের সৌভাগ্য সময়ে যে সকল সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইত, ডাক্তার ওয়াইজ (Dr. Wise) তাহার ৫ প্রকারের একটী তালিকা দিয়াছেন, যথা—

১। মলমল—ইহার মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অব্রবান, তঞ্জেব, দেশীয় কার্পাস সূত্রে নির্ম্মিত মলমল। ২য় প্রকার শাবনাম, খাসা, ঝুনা, (সরকার আলি) গঙ্গাজল ও তেরিন্দম্। ৩য় প্রকার মসলিন সর্ব্বাপেক্ষা মোটা, ইহাদের

সাধারণ নাম বাফ্‌তা। ইহার হাম্মাম, দিমৃতি, শণ, জঙ্গলখাসা ও গলাবন্ধ এই কয়টী ভিন্ন নাম।

২। ডোরিয়া—অর্থাৎ ডোরা দেওয়া মলমল, যথা রাজকোট, ঢাকান, পাদশাহীদার, বুটিদার, কাগজী ও খেলাপাট।

৩। চারখাশ—চৌকাকাটা মলমল, যথা নন্দনশাহী, আনারদাশ, কবুতরখোপী, শাকুট্টা, বাচ্ছাদার ও কুন্টিদার।

৪। জামদানি—অর্থাৎ ছোট বুটদার মলমল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব য়ুরোপীয় বণিকগণ ইহাকে নয়নসুখ বলিতেন। বুটার আকার, লতা, ফুল প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি ও উহাদের বর্ণভেদে জামদানির নামভেদ হয়, তন্মধ্যে শাহ, বর্ণাবুটি, চৌবল, মেল, তেড়্‌চা ও ধুবুলীজাল সাধারণ।

৫। কসিদা বা চিকণ—মলমলকে লাল, নীল, হরিদ্রা, বেগুনে প্রভৃতি বর্ণে রঞ্জিত করিয়া উহার উপর মুগা, তসরের ফুলতোলা কাপড়। এই প্রকারের মধ্যে কটাওরুমি, নৌবাড়ি, য়িহুদী, আজিজুল্লা ও সমুদ্র লহর প্রধান।

তন্তুবায়দণ্ড (পুং) তন্তুবায়স্য দণ্ডঃ ৬তৎ। বেমা, তন্তুবায়সাধনদণ্ড।

তন্তুবিগ্রহা (স্ত্রী) তন্তুভিঃ নির্ম্মিতে বিগ্রহো যস্যাঃ বহুব্রী। কদলী। (ত্রিকা°)

তন্তুশালা (স্ত্রী) তন্তুবপনার্থং যা শালা। তন্তুবপনগৃহ, তাঁতঘর।

তন্তুসন্তত (ত্রি) তন্তুভিঃ সন্ততং ব্যাপ্তং ৩তৎ। স্যূতবস্ত্র, সূত্র বিস্তৃত বস্ত্র, সিঙ্গান কাপড়। পর্য্যায়—উত, উত, স্যূত। (অমর)

তন্তুসন্ততি (স্ত্রী) তন্তূনাং সন্ততিঃ ৬তৎ। বয়ন।

তন্তুসার (পুং) তন্তুঃ এব সারো যত্র বহুব্রী। গুবাক বৃক্ষ, সুপারি গাছ। (ত্রিকা°)

তন্ত্র (ক্লী) তনোতি তন্যতে বা তন-ষ্ট্রন্ বা তন্ত্রি কুটুম্বধারণে ঘঞ্। ১ কুটুম্বকৃত্য, কুটুম্বদিগের ভরণাদি কার্য্য।

"সর্ব্বানুপায়ানর্থ সম্প্রধার্য্য সমুদ্ধরেৎ স্বস্য কুলস্য তন্ত্রং।"
(ভারত ১৩৪৮।৬)

২ বেদের শাখাবিশেষ। ৩ সিদ্ধান্ত, মীমাংসা। ৪ দৃঢ় প্রমাণ। ৫ পরিচ্ছদ। ৬ ঔষধ। ৭ ঝাড়ন মন্ত্র। ৮ প্রধান। ৯ কার্য্য। ১০ কারণ। ১১ উপায়। ১২ রাজসমভিব্যাহারী লোক। ১৩ সেতু। ১৪ অধিকার। ১৫ রাজ্য। ১৬ স্বরাজ্যচিন্তা। ১৭ ইতিকর্ত্তব্যতা। ১৮ সূত্র। ১৯ তন্তুবায়। ২০ যে তন্তু দ্বারা তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করে, তাঁত। ২১ পদ, ব্যবসায়। ২২ সমূহ। ২৩ বস্ত্রবয়নের সামগ্রী। ২৪ আহ্লাদ। ২৫ রাজ্যশাসন। ২৬ রাজ্যের সমৃদ্ধি-সম্পাদন। ২৭ গৃহ। ২৮ ধন। ২৯ অধীনতা, অন্যের উপর নির্ভর করা। ৩০ চর্ম্মনির্ম্মিত সূক্ষ্ম রজ্জু। ৩১ দল, সম্প্রদায়। ৩২ উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি। ৩৩ কুল। ৩৪ শপথ। ৩৫ অধীন, আয়ত্ত। ৩৬ উভয়ার্থ প্রয়োজক। ৩৭ শিবোক্ত শাস্ত্র। ৩৭ বিধির অঙ্গে অঙ্গসমুদায়। "দর্শপৌর্ণমাসৌ তু পূর্ব্বং ব্যাখ্যাস্যামস্তন্ত্রস্য তত্রাম্নায়ত্বাৎ।" (আশ° শ্রৌ° ১।১।৩) 'তন্ত্রমঙ্গসংহতিঃ বিধ্যন্ত ইত্যর্থঃ স চাবস্থানাদিসংস্থারূপান্তঃ প্রধানস্য তন্ত্রণাৎ তন্ত্রমিত্যুচ্যতে।' (কর্ক)

৩৮ শিবোক্ত শাস্ত্রভেদ। এই শাস্ত্র প্রধানতঃ আগম, যামল ও তন্ত্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বারাহীতন্ত্রের মতে—

"সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং যথার্চ্চনম্।
সাধনঞ্চৈব সর্ব্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ॥
ষট্‌কর্ম্মসাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্ব্বিধঃ।
সপ্তভির্লক্ষণৈর্যুক্তমাগমং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥"

সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাগণের পূজা, সকলের সাধন, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্ম্মসাধন ও চতুর্বিধ ধ্যানযোগ এই সপ্ত প্রকার লক্ষণ থাকিলে তাহাকে আগম বলা যায়।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ।
দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনম্॥
তথৈবাশ্রমধর্ম্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ।
সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রাণাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ॥
উৎপত্তির্বিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতম্।
সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমেব চ॥
কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্।
শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্॥
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্।
রাজধর্ম্মো দানধর্ম্মো যুগধর্ম্মস্তথৈব চ॥
ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥"

সৃষ্টি, লয়, মন্ত্রনির্ণয়, দেবতাদিগের সংস্থান, তীর্থবর্ণন, আশ্রমধর্ম্ম, বিপ্রসংস্থান, ভূতাদির সংস্থান, যন্ত্রনির্ণয়, বিবুধগণের উৎপত্তি, তরু উৎপত্তি, কল্পবর্ণন, জ্যোতিষ-সংস্থান, পুরাণাখ্যান, কোষকথন, ব্রতকথা, শৌচাশৌচবর্ণন, স্ত্রী পুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের বর্ণনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে তাহাকে তন্ত্র বলা যায়।

"সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যকৃত্যপ্রদীপনম্।
ক্রমসূত্রং বর্ণভেদো জাতিভেদস্তথৈব চ॥
যুগধর্ম্মশ্চ সংখ্যাতো যামলস্যাষ্টলক্ষণম্।

সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্যোতিষের কথা, নিত্যকৃত্য, ক্রম, সূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও যুগধর্ম্ম, এই আটটী যামলের লক্ষণ।

বারাহীতন্ত্রের মতে সমস্ত তন্ত্রের শ্লোক মোটামোটী দেবলোকে, ব্রহ্মলোকে ও পাতালে ৯ লক্ষ এবং এই ভারতে এক লক্ষ মাত্র। ইহার মধ্যে—

"আগমং ত্রিবিধং প্রোক্তং চতুর্থমৈশ্বরং স্মৃতম্॥
কল্পশ্চতুর্বিধঃ প্রোক্তঃ আগমো ডামরস্তথা।
যামলশ্চ তথা তন্ত্রং তেষাং ভেদাঃ পৃথক্ পৃথক্॥"

আগম তিন প্রকার, চতুর্থ ঐশ্বর। কল্পও চারি প্রকার— আগম, ডামর, যামল ও তন্ত্র এই প্রকারভেদ দেখা যায়। মহাবিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে—

"চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি যামলাদীনি পার্ব্বতি।
সফলানীহ বারাহে বিষ্ণুক্রান্তাসু ভূমিষু॥
কল্পভেদেন তন্ত্রাণি কথিতানি চ যানি চ।
পাষণ্ডমোহনায়ৈব বিফলানীহ সুন্দরি॥"

যামলাদি লইয়া ৬৪ খানি তন্ত্র বিষ্ণুক্রান্তা ভূমিতে ফলদায়ক। কল্পভেদে যে সকল তন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহা পাষণ্ড মোহনের জন্য, তাহাতে কোন ফল হয় না।

শ্রেষ্ঠতা। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন—

"কলিকল্মষদীনানাং দ্বিজাতীনাং সুরেশ্বরি।
মেধ্যামেধ্যবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা।
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্নৃণাংভবেৎ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেন কলৌ নাস্তিঃ গতিঃ প্রিয়ে॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।" ২ উঃ।

কলিদোষে দীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির পবিত্র ও অপবিত্র বিচার থাকিবে না। সুতরাং বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারা তাহারা কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে? এইরূপ অবস্থায় স্মৃতিসংহিতাদি দ্বারাও মানবগণের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। প্রিয়ে! আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, কলিযুগে আগমপথ ব্যতীত আর গতি নাই। শিবে! আমি বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বলিয়াছি, কলিযুগে সাধক তন্ত্রোক্ত বিধানদ্বারা দেবগণের পূজা করিবেন।

"কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"

কলিকালে যে আগম (তন্ত্র) উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যমার্গে গমন করে, সত্য সত্যই বলিতেছি—নিশ্চয়ই তাহার সদ্গতি হয় না।

"নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা।
ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্॥
কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥
কলৌ তন্ত্রাদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥"

এখন বৈদিক মন্ত্রসকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যহীন হইয়াছে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ঐ সকল মন্ত্র সফল হইত, এখন মৃততুল্য হইয়াছে। ভিত্তিতে চিত্রিত পুত্তলিকা যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও স্বকার্য্যসাধনে অসমর্থ, কলিতে অন্যান্য মন্ত্র সমুদায়ও প্রায় সেইরূপ। বন্ধ্যাস্ত্রীর যেমন ফল হয় না, সেইরূপ অন্য মন্ত্রদ্বারা কার্য্য করিলে ফলসিদ্ধি হয় না, কেবল শ্রম মাত্র। কলিকালে অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্ব্বোধ তৃষ্ণাতুর হইয়া গঙ্গাতীরে কূপ খনন করে। কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র শীঘ্র ফলপ্রদ, জপ, যজ্ঞ প্রভৃতি সকল কর্ম্মেই প্রশস্ত।

এই জন্যই রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ তন্ত্রগ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

গুহ্যশাস্ত্র। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই তন্ত্র অতি গুহ্যতত্ত্ব (Mystic doctrine) বলিয়া গণ্য। প্রকৃত দীক্ষিত ও অভিষিক্ত ব্যতীত কাহারও নিকট এই শাস্ত্র প্রকাশ করিতে নাই। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে, ধন দিবে, স্ত্রী দিবে, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিবে, কিন্তু এই গুহ্যশাস্ত্র অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। *

আগমতত্ত্ববিলাসে এই কয়খানি তন্ত্রের উল্লেখ আছে— ১ স্বতন্ত্রতন্ত্র, ২ ফেৎকারীতন্ত্র, ৩ উত্তরতন্ত্র, ৪ নীলতন্ত্র, ৫ বীরতন্ত্র, ৬ কুমারীতন্ত্র, ৭ কালীতন্ত্র, ৮ নারায়ণীতন্ত্র, ৯ তারিণীতন্ত্র, ১০ বালাতন্ত্র, ১১ সময়াচারতন্ত্র, ১২ ভৈরবতন্ত্র, ১৩ ভৈরবীতন্ত্র, ১৪ ত্রিপুরাতন্ত্র, ১৫ বামকেশ্বরতন্ত্র, ১৬ কুক্কুটেশ্বরতন্ত্র, ১৭ মাতৃকাতন্ত্র, ১৮ সনৎকুমারতন্ত্র, ১৯ বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র, ২০ সম্মোহনতন্ত্র, ২১ গৌতমীয়তন্ত্র, ২২ বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্র, ২৩ ভূতভৈরবতন্ত্র, ২৪ চামুণ্ডাতন্ত্র, ২৫ পিঙ্গলাতন্ত্র, ২৬ বারাহীতন্ত্র, ২৭ মুণ্ডমালাতন্ত্র, ২৮ যোগিনীতন্ত্র, ২৯ মালিনীবিজয়তন্ত্র, ৩০ স্বচ্ছন্দভৈরব, ৩১ মহাতন্ত্র, ৩২ শক্তিতন্ত্র, ৩৩ চিন্তামণিতন্ত্র, ৩৪ উন্মত্তভৈরবতন্ত্র, ৩৫ ত্রৈলোক্যসারতন্ত্র, ৩৬ বিশ্বসারতন্ত্র, ৩৭ তন্ত্রামৃত,

* কুলাচারপুজাপ্রসঙ্গে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

৩৮ মহাফেৎকারীতন্ত্র, ৩৯ বারবীরতন্ত্র, ৪০ তোড়লতন্ত্র, ৪১ মালিনীতন্ত্র, ৪২ ললিতাতন্ত্র, ৪৩ ত্রিশক্তিতন্ত্র, ৪৪ রাজ-রাজেশ্বরীতন্ত্র, ৪৫ মহামোহস্বরোত্তরতন্ত্র, ৪৬ গবাক্ষতন্ত্র, ৪৭ গান্ধর্ব্বতন্ত্র, ৪৮ ত্রৈলোক্যমোহনতন্ত্র, ৪৯ হংসপারমেশ্বর, ৫০ হংসমাহেশ্বর, ৫১ কামধেনুতন্ত্র, ৫২ বর্ণবিলাসতন্ত্র, ৫৩ মায়াতন্ত্র, ৫৪ মন্ত্ররাজ, ৫৫ কুব্জিকাতন্ত্র, ৫৬ বিজ্ঞানলতিকা, ৫৭ লিঙ্গাগম, ৫৮ কালোত্তর, ৫৯ ব্রহ্মজামল, ৬০ আদিজামল, ৬১ রুদ্রজামল, ৬২ বৃহজ্জামল, ৬৩ সিদ্ধজামল, ৬৪ কল্পসূত্র। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি তান্ত্রিক গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয়। যথা—১ মৎস্যসূক্ত, ২ কুলসূক্ত, ৩ কামরাজ, ৪ শিবাগম, ৫ উড্ডীশ, ৬ কুলোড্ডীশ, ৭ বীরভদ্রোড্ডীশ, ৮ ভূতডামর, ৯ ডামর, ১০ যক্ষডামর, ১১ কুলসর্ব্বস্ব, ১২ কালিকাকুলসর্ব্বস্ব, ১৩ কুলচূড়ামণি, ১৪ দিব্য, ১৫ কুলসার, ১৬ কুলার্ণব, ১৭ কুলামৃত, ১৮ কুলাবলী, ১৯ কালীকুলার্ণব, ২০ কুলপ্রকাশ, ২১ বাশিষ্ঠ, ২২ সিদ্ধসারস্বত, ২৩ যোগিনীহৃদয়, ২৪ কালীহৃদয়, ২৫ মাতৃকার্ণব, ২৬ যোগিনীজালকুরক, ২৭ লক্ষ্মীকুলার্ণব, ২৮ তারার্ণব, ২৯ চন্দ্রপীঠ, ৩০ মেরুতন্ত্র, ৩১ চতুঃশতী, ৩২ তত্ত্ববোধ, ৩৩ মহোগ্র, ৩৪ স্বচ্ছন্দসারসংগ্রহ, ৩৫ তারাপ্রদীপ, ৩৬ সঙ্কেতচন্দ্রোদয়, ৩৭ ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বক, ৩৮ লক্ষ্যনির্ণয়, ৩৯ ত্রিপুরার্ণব, ৪০ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, ৪১ মন্ত্রদর্পণ, ৪২ বৈষ্ণবামৃত, ৪৩ মানসোল্লাস, ৪৪ পূজাপ্রদীপ, ৪৫ ভক্তিমঞ্জরী, ৪৬ ভুবনেশ্বরী, ৪৭ পারিজাত, ৪৮ প্রয়োগসার, ৪৯ কামরত্ন, ৫৯ ক্রিয়াসার, ৫০ আগমদীপিকা, ৫১ ভাব-চূড়ামণি, ৫২ তন্ত্রচূড়ামণি, ৫৩ বৃহৎশ্রীক্রম, ৫৪ শ্রীক্রম, ৫৫ সিদ্ধান্তশেখর, ৫৬ গণেশবিমর্শিনী, ৫৭ মন্ত্রমুক্তাবলী, ৫৮ তত্ত্বকৌমুদী, ৬৯ তন্ত্রকৌমুদী, ৬০ মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ, ৬১ রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা, ৬২ শারদাতিলক, ৬৩ জ্ঞানার্ণব, ৬৪ সারসমুচ্চয়, ৬৫ কল্পদ্রুম, ৬৬ জ্ঞানমালা, ৬৭ পুরশ্চরণচন্দ্রিকা, ৬৮ আগমোত্তর, ৭৯ তত্ত্বসাগর, ৭০ সারসংগ্রহ, ৭১ দেব-প্রকাশিনী, ৭২ তন্ত্রার্ণব, ৭৩ ক্রমদীপিকা, ৭৪ তারারহস্য, ৭৫ শ্যামারহস্য, ৭৬ তন্ত্ররত্ন, ৭৭ তন্ত্রপ্রদীপ, ৭৮ তারাবিলাস, ৭৯ বিশ্বমাতৃকা, ৮০ প্রপঞ্চসার, ৮১ তন্ত্রসার, ৮২ রত্নাবলী। এ ছাড়া মহাসিদ্ধিসারস্বতে সিদ্ধীশ্বর, নিত্যাতন্ত্র, দেব্যাগম, নিবন্ধতন্ত্র, রাধাতন্ত্র, কামাখ্যাতন্ত্র, মহাকালতন্ত্র, যন্ত্রচিন্তামণি, কালীবিলাস ও মহাচীনতন্ত্রের উল্লেখ আছে।

উপরোক্ত তন্ত্র ব্যতীত আরও কতকগুলি তন্ত্র ও তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথা—আচারসারপ্রকরণ, আচারসারতন্ত্র, আগমচন্দ্রিকা, আগমসার, অন্নদাকল্প, ব্রহ্মজ্ঞান-মহাতন্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্র, ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্র, চিন্তামণিতন্ত্র, দক্ষিণাকল্প, গৌরীকঞ্চুলিকাতন্ত্র, গায়ত্রীতন্ত্র, ব্রাহ্মণোল্লাস, গ্রহযামলতন্ত্র, ঈশানসংহিতা, জপরহস্য, জ্ঞানানন্দ-তরঙ্গিনী, জ্ঞানতন্ত্র, কৈবল্য-তন্ত্র, জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, কৌলিকার্চ্চনদীপিকা, ক্রমচন্দ্রিকা, কুমারীকবচোল্লাস, লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র, নির্ব্বাণতন্ত্র, মহান্নির্ব্বাণতন্ত্র, বৃহন্নির্ব্বাণতন্ত্র, বরদাতন্ত্র, মাতৃকাভেদতন্ত্র, নিগমকল্পদ্রুম, নিগম-তত্ত্বসার, নিরুত্তরতন্ত্র, পিচ্ছিলাতন্ত্র, পীঠনির্ণয়, পুরশ্চরণ-বিবেক, পুরশ্চরণরসোল্লাস, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, সরস্বতীতন্ত্র, শিবসংহিতা, শ্রীতত্ত্ববোধিনী, স্বরোদয়, শ্যামাকল্পলতা, শ্যামার্চ্চন-চন্দ্রিকা, শ্যামাপ্রদীপ, তারাপ্রদীপ, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, তত্ত্বা-নন্দতরঙ্গিণী, ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়, বর্ণভৈরব, বর্ণোদ্ধারতন্ত্র, বীজচিন্তামণিতন্ত্র, যোগিনীহৃদয়দীপিকা, জামল প্রভৃতি।

বারাহীতন্ত্রে তন্ত্রসমূহের নাম ও শ্লোকসংখ্যা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।	তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।
মুক্তক	৬০৫০	যোগার্ণব	৮৩০৭
শারদা	১৬০২৫	মায়াতন্ত্র	১১০০০
প্রপঞ্চ (১ম)	১২৩০০	দক্ষিণামূর্ত্তি	৫৫৫০
প্রপঞ্চ (২য়)	৮০২৭০	কালিকা	১১০১৩
প্রপঞ্চ (৩য়)	৫৩১০	কামেশ্বরীতন্ত্র	৩০০০
কপিল	৬০৮০	তন্ত্ররাজ	৯০৯০
যোগ	১৩৩১১	হরগৌরীতন্ত্র (১ম)	২২০২০
কল্প	৫০৯০	হরগৌরীতন্ত্র (২য়)	১২০০০
কপিঞ্জল	২৮০১২০	তন্ত্রনির্ণয়	২৮
অমৃতশুদ্ধি	৫০০৫	কুব্জিকাতন্ত্র (১ম)	১০০০৭
বীরাগম	৬৬০৬	কুব্জিকাতন্ত্র (২য়)	৬০০০
সিদ্ধসম্বরণ	৫০০৬	কুব্জিকাতন্ত্র (৩য়)	৩০০০
যোগডামর	২৩৫৩৩	কাত্যায়নীতন্ত্র	২৪২০০
শিবডামর	১১০০৭	প্রত্যঙ্গিরাতন্ত্র	৮৮০০
দুর্গাডামর	১১৫০৩	মহালক্ষ্মীতন্ত্র	৫৫০৫
সারস্বত	৯৯০৫	দেবীতন্ত্র	১২০০০
ব্রহ্মডামর	৭১০৫	ত্রিপুরার্ণব	৮৮০৬
গান্ধর্ব্বডামর	৬০০৬০	সরস্বতীতন্ত্র	২২০৫
আদিযামল	৩৫৩০০	আম্নাতন্ত্র	২২৯১৫
ব্রহ্মযামল	২২১০০	যোগিনীতন্ত্র (১ম)	২২৫৩২
বিষ্ণুযামল	২৪০২০	যোগিনীতন্ত্র (২য়)	৬৩০৩
রুদ্রযামল	৬৪ ৬৫	বারাহীতন্ত্র	„
গণেশযামল	১০৩২৩	গবাক্ষতন্ত্র	৬৫২৫
আদিত্যযামল	১২০০০	নারায়ণীতন্ত্র	৫০২০৩
নীলপতাকা	৫০০০	মৃড়ানীতন্ত্র (১ম)	৪৪৯০

তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।	তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।
বামকেশ্বর	২৫	মৃড়ানীতন্ত্র (২য়)	৩০০০
মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্র	১৩২২০	মৃড়ানীতন্ত্র (৩য়)	৩৩০

বারাহীতন্ত্রে লিখিত আছে—এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ ও কপিলোক্ত অনেক উপতন্ত্র আছে। জৈমিনি, বসিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গ, পুলস্ত, ভার্গব, সিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু, শুক্র, বৃহস্পতি মুনিগণ অনেক উপতন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাহাদের আর সংখ্যা করা যায় না।

হিন্দুগণের তন্ত্র যেমন শিবোক্ত, বৌদ্ধদিগের তন্ত্র সেইরূপ বজ্রসত্ব বুদ্ধ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল বৌদ্ধতন্ত্রও সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও সংখ্যায় বিস্তর; তন্মধ্যে এই সকল তন্ত্রই প্রধান। ১ প্রমোদমহাযুগ, ২ পরমার্থসেবা, ৩ পিণ্ডী-ক্রম, ৪ সম্পুটোদ্ভব, ৫ হেবজ্র, ৬ বুদ্ধকপাল, ৭ সম্বরতন্ত্র বা সম্বরোদয়, ৮ বারাহীতন্ত্র বা বারাহীকল্প, ৯ যোগাম্বর, ১০ ডাকিনীজাল, ১১ শুক্লযমারি, ১২ কৃষ্ণযমারি, ১৩ পীতযমারি, ১৪ রক্তযমারি, ১৫ শ্যামযমারি, ১৬ ক্রিয়াসংগ্রহ, ১৭ ক্রিয়াকন্দ, ১৮ ক্রিয়াসাগর, ১৯ ক্রিয়াকল্পদ্রুম, ২০ ক্রিয়ার্ণব, ২১ অভি-ধানোত্তর, ২২ ক্রিয়াসমুচ্চয়, ২৩ সাধনমালা, ২৪ সাধনসমুচ্চয়, ২৫ সাধনসংগ্রহ, ২৬ সাধনরত্ন, ২৭ সাধনপরীক্ষা, ২৮ সাধন-কল্পলতা, ২৯ তত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধি, ৩০ জ্ঞানসিদ্ধি, ৩১ গুহ্যসিদ্ধি, ৩২ উদ্যান, ৩৩ নাগার্জ্জুন, ৩৪ যোগপীঠ, ৩৫ পীঠাবতার, ৩৬ কালবীরতন্ত্র বা চণ্ডরোষণ, ৩৭ বজ্রবীর, ৩৮ বজ্রসত্ব, ৩৯ মরীচি, ৪০ তারা, ৪১ বজ্রধাতু, ৪২ বিমলপ্রভা, ৪৩ মণি-কর্ণিকা, ৪৪ ত্রৈলোক্যবিজয়, ৪৫ সম্পুট, ৪৬ মর্ম্মকালিকা, ৪৭ কক্ককুল, ৪৮ ভূতডামর, ৪৯ কালচক্র, ৫০ যোগিনী, ৫১ যোগিনীসঞ্চার, ৫২ যোগিনীজাল, ৫৩ যোগাম্বরপীঠ, ৫৪ উড্ডামর, ৫৫ বসুন্ধরাসাধন, ৫৬ নৈরাত্ম, ৫৭ ডাকার্ণব, ৫৮ ক্রিয়াসার, ৫৯ যমান্তক, ৬০ মঞ্জুশ্রী, ৬১ তন্ত্রসমুচ্চয়, ৬২ ক্রিয়াবসন্ত, ৬৩ হয়গ্রীব, ৬৪ সঙ্কীর্ণ, ৬৫ নামসঙ্গীতি, ৬৬ অমৃতকর্ণিকানামসঙ্গীতি, ৬৭ গূঢ়োৎপাদনামসঙ্গীতি, ৬৮ মায়াজাল, ৬৯ জ্ঞানোদয়, ৭০ বসন্ততিলক, ৭১ নিষ্পন্নযোগাম্বর ও ৭২ মহাকালতন্ত্র। এতদ্ভিন্ন হিন্দুদিগের তান্ত্রিককবচের মত নেপালী বৌদ্ধদিগেরও অসংখ্য ধারণীসংগ্রহ আছে। বৌদ্ধতন্ত্রগুলি অধিকাংশই চীন ও তিব্বতের ভাষায় অনুবা-দিত হইয়াছে। তিব্বতে তন্ত্র খগ্যুদ্ নামে আখ্যাত, খগ্যুদ্ ৮৭ ভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ২৬৪০ খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। তাহাতে প্রধানতঃ বৌদ্ধদিগের গুহ্য ক্রিয়াকাণ্ড, উপদেশ, স্তব, কবচ, মন্ত্র ও পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে। শিবোক্ত তন্ত্রগুলি আবার শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবভেদে তিন প্রকার। তান্ত্রিকগণ স্বসম্প্রদায়ভুক্ত তন্ত্র অনুসারে চলিয়া থাকেন।

উৎপত্তি। কতদিন হইল তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্থির করা যায় না। প্রাচীন স্মৃতিসংহিতায় চতুর্দ্দশ বিদ্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে তন্ত্র গৃহীত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন কোন মহাপুরাণেও তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ নাই, ইত্যাদি কারণে তন্ত্রশাস্ত্রকে প্রাচীনতম আর্য্যশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তন্ত্রোক্ত মারণোচ্চাটনবশীকরণাদি আভিচারিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গ অথর্ব্বসংহিতায় দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তন্ত্রের অপরাপর প্রধান লক্ষণগুলি পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে তন্ত্রকে আমরা অথর্ব্বসংহিতামূলক বলিতে পারি না। অথর্ব্ববেদীয় নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে আমরা সর্ব্বপ্রথম তন্ত্রের লক্ষণ দেখিতে পাই। এই উপনিষদে মন্ত্ররাজ-নরসিংহ-অনুষ্টুভ্ প্রসঙ্গে তান্ত্রিক মালামন্ত্রের স্পষ্ট আভাস সূচিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যও যখন ঐ উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তখন উহা যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীরও পূর্ব্ব-বর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের তন্ত্রের অনুকরণে বৌদ্ধতন্ত্র সকল রচিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে বহুসংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনু-বাদিত হয়। এরূপ স্থলে মূল বৌদ্ধতন্ত্রগুলি খৃষ্টীয় ৭ম শতা-ব্দীর পূর্ব্বে এবং তাহার আদর্শ হিন্দুতন্ত্রগুলি বৌদ্ধতন্ত্রেরও পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে, দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শুনিয়া নন্দী শিবনিন্দাকারী দক্ষ ও তাহার সমর্থনকারী ব্রাহ্মণগণকে অভিসম্পাত করিলে ভৃগুও এইরূপ প্রতিশাপ দিয়াছিলেন—

> "ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
> পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥
> নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থিধারিণঃ।
> বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈব সুরাসবম্॥
> ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যদ্যূয়ং পরিনিন্দথ।
> সেতুং বিধরণং পুংসামত পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ॥"

যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রতধারণ করিবে এবং যাহারা তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে, তাহারা সৎশাস্ত্রের প্রতিকূলাকারী ও পাষণ্ডী নামে খ্যাত হউক। শৌচাচারহীন ও মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিরাই জটাভস্মধারী হইয়া শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক, যেখানে সুরাসবই দেববৎ আদরণীয়। তোমরা শাস্ত্রের মর্য্যাদাস্বরূপ ব্রহ্ম বেদ ও ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিয়াছ, এই জন্য তোমাদিগকে পাষণ্ডাশ্রিত কহিলাম।

পদ্মপুরাণে পাষণ্ডোৎপত্তি অধ্যায়ে লিখিত আছে, লোক-

দিগকে ভ্রষ্ট করিবার জন্তই শিব নামের দোহাই দিয়াই পাষণ্ডীরা অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছে। উক্ত ভাগবত ও পদ্মপুরাণে যে ভাবে পাষণ্ডীমত কথিত, তন্ত্রে তাহাই শিবোক্ত উপদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণববর্গের গ্রন্থপাঠে জানা যায়, চৈতন্তদেবও তান্ত্রিকদিগকে পাষণ্ডী নামে সম্বোধন করিয়াছেন। এরূপ হইলে ভাগবত ও পদ্মপুরাণ রচনাকালে যে তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এক-প্রকার গ্রহণ করা যায়।

চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ও হিউএন্সিয়াং ভারতে আসিয়া এখানকার নানাসম্প্রদায়ের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উভয়েই তান্ত্রিকগণের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে ভোটদেশে বৌদ্ধতন্ত্র অনুবাদিত হয়। কিন্তু খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে হিউএন্সিয়াং নানাপ্রকার বৌদ্ধশাস্ত্রের উল্লেখ করিলেও বিখ্যাত তন্ত্রশাস্ত্রের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। যখন ৯ম শতাব্দে মূল গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে অবশ্যই মূল তান্ত্রিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তবে এই সময় সেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই, অথবা সাধারণে বিশুদ্ধ মত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের অনেকের বিশ্বাস, অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যই তান্ত্রিক মত প্রচার করেন এবং তিনি মায়াবাদী বলিয়া খ্যাত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যকে আমরা তন্ত্রমত-প্রচারক বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না। [শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

দক্ষিণাচার তন্ত্ররাজে লিখিত আছে, গৌড়, কেরল ও কাশ্মীর এই তিন দেশের লোকেরাই বিশুদ্ধ শাক্ত। কিন্তু আমরা গৌড়দেশকেই প্রধান শাক্ত বা তান্ত্রিকগণের জন্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তান্ত্রিকগণের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত এই সম্প্রদায় ভেদ থাকিলেও কার্য্যতঃ সকলেই শাক্ত। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণকেও আমরা এই হিসাবে শাক্ত বলিতে বাধ্য। [শাক্ত দেখ।]

বঙ্গে যেরূপ শাক্তের প্রাধান্ত, ভারতের আর কোন স্থানে এরূপ নাই। যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে গৌড়ে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এখন যে সকল শিবোক্ত তন্ত্র পাওয়া যায়, তাহার রচনাপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে এই গৌড়দেশে রচিত হইয়াছে বলিয়া সহজেই ধারণা হয়। তন্ত্রে যেরূপ পৃথক্ বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ এই গৌড় বা বঙ্গদেশে প্রচলিত। বরদাতন্ত্র, বর্ণোদ্ধারতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে যেরূপ বর্ণমালার লিখনপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও আমরা বাঙ্গালা অক্ষর ভিন্ন অপর কোন লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তন্ত্রোক্ত লিপি এখন কেবল বাঙ্গালা দেশেই প্রচলিত। এই লিপিকে হাজার বারশত বর্ষের অধিক প্রাচীন বলা যায় না। সুতরাং ঐরূপ লিপিমূলক তন্ত্রও যে তৎপরে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভোটদেশে অতিশের নাম অতি প্রসিদ্ধ। ইনি একজন বাঙ্গালী, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে তিব্বতে গিয়া তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহারও পূর্ব্বে যে, বঙ্গবাসী গিয়া ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। সুতরাং বঙ্গ বা গৌড় হইতেই যে নেপাল, ভোট, চীন প্রভৃতি দূরদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অধিক সম্ভবপর।

গুজরাতী ভাষায় লিখিত আগমপ্রকাশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—হিন্দুরাজগণের আধিপত্যকালে বাঙ্গালীগণ গুজরাট, ডভোই, পাবাগড়, আহ্মদাবাদ, পাটন প্রভৃতি স্থানে আসিয়া কালিকামূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক হিন্দু রাজা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদের মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (আগমপ্রকাশ ১২।) বাস্তবিক এখন যে মন্ত্রগুরুর প্রচলন আছে, তাহাও তান্ত্রিকদিগের প্রাধান্তকালে প্রচলিত হয়। এরূপ মন্ত্রগুরুর নিয়ম পূর্ব্বকালে ছিল না। বাঙ্গালী তান্ত্রিকেরাই এ প্রথা প্রথম প্রচলন করেন। তাঁহাদের দেখা দেখি ভারতের নানাস্থানে বা নানা সম্প্রদায় মধ্যে ঐরূপ মন্ত্রগুরুগ্রহণপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

সকল তন্ত্রই প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যোগিনী-তন্ত্রে কোচরাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা বিশুসিংহের পরিচয় আছে। বিশ্বসারতন্ত্রে নিত্যানন্দের জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ তন্ত্র যে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে মহানির্ব্বাণতন্ত্র সর্ব্বত্র বিশেষ আদৃত, কিন্তু অনেক স্থলে প্রবাদ প্রচলিত যে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের গুরু এই তন্ত্রখানি রচনা করেন। শক্তিরত্নাকরে বৃহন্নির্ব্বাণতন্ত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু নিতান্ত আধুনিক প্রাণতোষিণী ব্যতীত কোন প্রাচীন বা আধুনিক তন্ত্রসংগ্রহে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের উল্লেখ না থাকায়, ইহার আধুনিকত্বই প্রতিপন্ন হয়। আবার মেরুতন্ত্রে লণ্ডুজ, ইংরেজ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ভারতের ইংরাজাগমনের পর যে ঐ তন্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রতিপাদ্য বিষয়। তন্ত্রে প্রাতঃস্মরণ, স্নানবিধি, ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ, ভূশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, সন্ধ্যা, জপ, পুরশ্চরণ, করাঙ্গন্যাস, অন্তরমাতৃকা, বহির্মাতৃকা, চিত্রান্যাস, নামাদি-বিদ্যা, নিত্যাদিবিদ্যা, মূলবিদ্যা, তত্ত্বন্যাস, দ্বারপূজা, তর্পণ,

দশবিদ্যান্যাস, পাত্রনির্ণয়, নিত্যপূজা, সূর্য্যার্ঘ্য, তীর্থসংস্কার, গুর্ব্বাদিপূজন, দীক্ষা, পূর্ণাভিষেক, প্রায়শ্চিত্ত, বিল্বপুষ্পপূজা, দমনকপূজা, বসন্তপূজা, শ্রীচক্রপূজা, দীক্ষাকাল, দীক্ষাভেদ, সর্ব্বতোভদ্রাদিচক্রনির্ণয়, যন্ত্রনিরূপণ, পুণ্যাহবাচন, নান্দীশ্রাদ্ধ, নবযোনি, কৌলশ্রাদ্ধ, মন্ত্রশোধন, মন্ত্রোদ্ধার, নামপারায়ণ, তত্ত্বপারায়ণ, পঞ্চাঙ্গন্যাস, মহাষোঢ়ান্যাস, মহান্যাস, সম্মোহনন্যাস, সৌভাগ্যবর্দ্ধনন্যাস, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বিবিধমুদ্রা, অবধূতাদি নির্ণয় প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মনুটীকাকার কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন—

"বৈদিকী তান্ত্রিকীশ্চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিকীর্ত্তিতাঃ।"

বৈদিকী ও তান্ত্রিকী এই দুই শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং কুল্লূকভট্টের মতে তন্ত্রকেও শ্রুতি বলা যাইতে পারে। আদিযামলের মতে—

"আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতোপি গিরিজালয়ে।
মগ্ন তস্য হৃদম্ভোজে তস্মাদাগম উচ্যতে॥"

হে দুর্গে! শিবের বদন হইতে নির্গত হইয়া তোমার হৃদয়পদ্মে মগ্ন হইয়াছে, সেই জন্যই ইহাকে আগম বলে।

কুলার্ণবের মতে—

"কৃতে শ্রুত্যুক্ত আচারস্ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তং কলৌ আগমকেবলম্॥"

বিষ্ণুযামলে বর্ণিত আছে—

"আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধী।
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥"

বুদ্ধিমান্ কলিকালে আগমোক্ত ব্যবস্থা অনুসারেই পূজা করিবে, অপর কোন নিয়মে পূজা করিলে দেবগণ প্রসন্ন হন না।

রুদ্রযামলের মতে—

"পঞ্চমন্ত্রৈর্ব্বেদীক্ষাস্বাগমোক্ত শৃণু প্রিয়ে।
যাং কৃত্বা কলিকালে চ সর্ব্বাভীষ্টং লভেন্নরঃ॥"

আগমোক্ত পঞ্চমন্ত্র দ্বারা দীক্ষা লইবে, যাহা করিলে মানব কলিকালে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করে।

দীক্ষা। তন্ত্র মতে, সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়; নহিলে তান্ত্রিক কার্য্যে অধিকার নাই।

গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে—

"দ্বিজানামনুপনীতানাং স্বধর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মসু॥
তথা হ্যদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রতন্ত্রার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতম্॥"

যেমন দ্বিজাতিগণের উপনয়ন না হইলে অধ্যয়ন এবং সন্ধ্যাপূজা প্রভৃতি স্বকর্ম্মে অধিকার হয় না, সেইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের মন্ত্রতন্ত্র ও পূজাদি কর্ম্মে অধিকার জন্মে না। সেই জন্য শিবসংস্কৃত হওয়া আবশ্যক। উক্ত তন্ত্রের ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"দদাতি দিব্যতাবশ্যেৎ ক্ষিণুয়াৎ পাপসন্ততিঃ।
তেন দীক্ষেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্রপারগৈঃ॥
যাং বিনা নৈব সিদ্ধিঃ স্যান্মন্ত্রো বর্ষশতৈরপি।"

দিব্যতা প্রদান করে এবং পাপসন্ততি নাশ করে বলিয়া তন্ত্রপারগ মুনি কর্ত্তৃক ইহা দীক্ষা নামে বিখ্যাত। যাহা ব্যতীত শত বর্ষ মন্ত্রপাঠ করিয়াও সিদ্ধি হয় না।

দীক্ষা লইতে হইলে সদ্‌গুরু চাই। দীক্ষাগুরুর লক্ষণ এইরূপ—

"শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
পঞ্চতত্ত্বার্চ্চকো যস্তু সদ্‌গুরুঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সিদ্ধোঽসাবিতি চেৎ খ্যাতো বহুভিঃ শিষ্যপালকঃ।
চমৎকারী দৈবশক্ত্যা সদ্‌গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥
অশ্রুতং সম্মতং বাক্যং ব্যক্তি সাধু মনোহরম্।
তন্ত্রং মন্ত্রং সমং ব্যক্তি য এব সদ্‌গুরুশ্চ সঃ॥
সদা যঃ শিষ্যবোধেন হিতায় চ সমাকুলঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ সদ্‌গুরুর্গীয়তে বুধৈঃ॥
পরমার্থে সদা দৃষ্টিঃ পরমার্থং প্রকীর্ত্তিতম্।
গুরুপাদাম্বুজে ভক্তির্যস্যৈব সদ্‌গুরুঃ স্মৃতঃ॥" (কামাখ্যাতন্ত্র ৪র্থ)

শান্ত, দান্ত, কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, পঞ্চতত্ত্বের পূজক, সিদ্ধ, খ্যাত, বহুশিষ্যপালনকারী, চমৎকারী, দৈবশক্তিসম্পন্ন, সাধু, মনোহর, অশ্রুত ও তন্ত্রসম্মত বাক্যবাদী, তন্ত্রমন্ত্র সমভাবে যাহার জানা আছে, শিষ্যবোধে যিনি সর্ব্বদাই হিত করিয়া থাকেন, নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, সর্ব্বদা পরমার্থে দৃষ্টি ও যিনি সর্ব্বদা পরমার্থতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, গুরুর পাদপদ্মে যাহার অচলাভক্তি; তাহাকেই সদ্‌গুরু বলিয়া জানিবে। এইজন্য সকল প্রধান তন্ত্রে লিখিত আছে—

"অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
নেত্রমুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অজ্ঞানরূপ তিমিররোগে যে অন্ধ হইয়াছে, জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা যিনি সেই অন্ধতা ঘুচাইয়া জ্ঞাননেত্র খুলিয়া দিতে পারেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

যেমন গুরু শিষ্যও তদনুরূপ চাই। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে—

"শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ।
অধীতবেদকুশলঃ পিতৃমাতৃহিতে রতঃ॥

ধর্ম্মবিৎকর্ম্মকর্তা চ গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো দৃঢ়দেহো দৃঢ়াশয়ঃ॥
হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যং পরলোকার্থকর্ম্মকৃৎ।
বাঙ্মনঃকায়বসুভির্গুরুশুশ্রূষণে রতঃ॥
অনিত্যকর্ম্মণস্ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতালস্যো জিতমোহবিমৎসরঃ॥
গুরুবদ্‌গুরুপুত্রেষু তৎকলত্রাদিষু ভক্তিমান্।
এবম্বিধো ভবেচ্ছিষ্যস্থিতরো গুরুদুঃখদঃ॥
বর্ষৈকেণ ভবেদ্যোগ্যো বিপ্রঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ।
বর্ষদ্বয়ে তু রাজন্যো বৈশ্যস্ত বৎসরৈস্ত্রিভিঃ॥
চতুর্ভির্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা।
যদা শিষ্যো ভবেদ্‌যোগ্যঃ কৃপয়া সদ্‌গুরুস্তদা॥
কৃপয়া পরয়া সম্যগ্‌ দীক্ষায়া বিধিমাচরেৎ।" (৫ অঃ)

শিষ্য কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, পুরুষার্থপর, বেদপাঠে নিপুণ, পিতামাতার মঙ্গলে তৎপর, ধর্ম্মজ্ঞ, ধার্ম্মিক, গুরুসেবায় অনুরক্ত, সর্ব্বদা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্মজ্ঞ, দৃঢ়কায় ও দৃঢ়চিত্ত, প্রাণীগণের সর্ব্বদা মঙ্গলকারী, পরলোকের মঙ্গলের জন্য কর্ম্মকারী, কায়মনোবাক্যে যাবজ্জীবন গুরুসেবায় নিরত, অনিত্য কর্ম্মত্যাগকারী, সর্ব্বদা তন্ত্রানুষ্ঠানে তৎপর, জিতেন্দ্রিয়, আলস্য জয়কারী, মোহ ও মৎসর যিনি জয় করিয়াছেন, গুরুপুত্র ও গুরুর পরিজনবর্গকে গুরুর মত ভক্তিকারী, এইরূপ শিষ্য হইবে; অন্যপ্রকার শিষ্য গুরুর দুঃখদায়ক। সর্ব্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণ একবর্ষে, ক্ষত্রিয় দুইবর্ষে, বৈশ্য তিন ও শূদ্র চারিবর্ষে শিষ্য হইবার উপযুক্ত। শিষ্য উপযুক্ত হইলে সদ্‌গুরু কৃপাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ দীক্ষার বিধি পালন করাইবেন।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও সকলের নিকট দীক্ষা লইবার বিধি নাই। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে—

"পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াত্তথা মাতামহস্য চ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ॥"

পিতা, মাতামহ, সহোদর বা আপন অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এবং শত্রুপক্ষীয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

কামাখ্যাতন্ত্রের মতে—

"অন্ধং খঞ্জং তথা কুব্জং স্বল্পজ্ঞানযুতং পুনঃ।
সামান্যকৌলং বরদে বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা॥
উদাসীনং বিশেষেণ বর্জ্জয়েৎ সিদ্ধিকামুকঃ।
উদাসীনমুখাদ্দীক্ষা বন্ধ্যা নারী যথা প্রিয়ে॥
অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাদুদাসীনস্য পামরঃ।
অভিষিক্তো ভবেদ্দেবি বিঘ্নস্তস্য পদে পদে॥
সর্ব্বং হি বিফলং তস্য নরকং যাতি চান্তিমে।" (৮ অঃ)

অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ, অল্পজ্ঞানী, সামান্য কৌল, বিশেষতঃ উদাসীনকে মতিমান্ সিদ্ধিকামুক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে। বন্ধ্যা নারী যেমন, উদাসীনের নিকট দীক্ষাও তদ্রূপ। যদি অজ্ঞানে কিংবা মোহে উদাসীনের নিকট অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। তাহার সকলই বিফল। অন্তিমে নরকে গমন করে।

গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্রের মতে—

"যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ।
বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা॥"

যতি, পিতা, বনবাসী ও গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগীর নিকট দীক্ষা মঙ্গলজনক নহে।

রুদ্রযামলে লিখিত আছে—

"ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্।
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ।
শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ॥"

পতি পত্নীকে, পিতা কন্যা বা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষা দিবেন। পতি সিদ্ধমন্ত্র হইলে পত্নীকে দীক্ষিত করিতে পারেন, কারণ তাঁহার শক্তিত্ব নিবন্ধন কন্যা বলিয়া গণ্য নহেন।

গণেশবিমর্ষিণীর মতে—

"প্রমাদাদ্বা তথাজ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষা সমাচরন্।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ॥"

প্রমাদবশতঃ বা অজ্ঞানতঃ যদি পিতার নিকট দীক্ষা লওয়া হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষা লইতে হইবে।

কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসারে লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবে শৈবশ্চ শক্তিকে।
শৈবঃ শাক্তোপি সর্ব্বত্র দীক্ষা স্বামী ন সংশয়ঃ॥"

বৈষ্ণবের বৈষ্ণব, শৈবের শৈব ও শাক্ত গ্রাহ্য। শৈব ও শাক্ত সর্ব্বত্রই দীক্ষাগুরু হইতে পারে।

দেশভেদে আবার গুরুর তারতম্য আছে।

বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্রের মতে—

"পাশ্চাত্যা গুরবো মুখ্যা দাক্ষিণাত্যাশ্চ মধ্যমাঃ।
গৌড়দেশোদ্ভবা ন্যূনা কামরূপোদ্ভবাস্তথা।
কলিঙ্গাদ্যাশ্চ যে প্রোক্তা অধমাস্তে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ॥"

পাশ্চাত্য বৈদিক গুরুই প্রধান, দাক্ষিণাত্য মধ্যম, গৌড় ও কামরূপীয় ব্রাহ্মণগণ তদপেক্ষা ন্যূন, কলিঙ্গাদি অধম।

বিদ্যাধরাচার্য্যধৃত জামল বচনের মতে—

"মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্রং লাটকোঙ্কণসম্ভবাঃ।
অন্তর্ব্বেদি প্রতিষ্ঠানা অবন্ত্যাশ্চ গুরূত্তমাঃ॥

গৌড়া শাম্বোদ্ভবা সৌরা মাগধা কেরলাস্তথা।
কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ॥
কর্ণাট-নর্ম্মদা-রেবা-কচ্ছতীরোদ্ভবাস্তথা।
কলিঙ্গাশ্চ কম্বলাশ্চ কাম্বোজাশ্চাধমা মতাঃ॥"

মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্র, লাট, কোঙ্কণ, অন্তর্বেদি, প্রতিষ্ঠান ও অবন্তি এই সকল স্থানের গুরু উত্তম বা শ্রেষ্ঠ; গৌড়, শাম্ব, সৌর, মগধ, কেরল, কোশল, দশার্ণ এই সপ্তস্থানবাসী গুরু মধ্যম; কর্ণাট, নর্ম্মদা, রেবা ও কচ্ছতীরবাসী, কলিঙ্গ, কম্বল ও কাম্বোজবাসী গুরু অধম।

তান্ত্রিকদীক্ষা বা মন্ত্রগুরু গ্রহণ স্ত্রীশূদ্র সকলেরই সমান অধিকার। গৌতমীয়তন্ত্রের প্রথমেই লিখিত আছে—

"সর্ব্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাং যোগ্য এব চ।"

কঙ্কালমালিনীতন্ত্রের মতে—

"শূদ্রাণাং প্রণবং দেবি চতুর্দ্দশস্বরং প্রিয়ে।
নাদবিন্দুসমাযুক্তং স্ত্রীণাঞ্চৈব বরাননে॥
মনৌ স্বাহা চ যা দেবি শূদ্রোচ্চার্য্যা ন সংশয়ঃ।
হোমকার্য্যে মহেশানি শূদ্রঃ স্বাহাং ন চোচ্চরেৎ।
মন্ত্রোপ্যূহো নাস্তি শূদ্রে বিষবীজং বিনা প্রিয়ে॥"

হে দেবি! শূদ্রের ও স্ত্রীগণের প্রণব বা বীজমন্ত্র নাদবিন্দুসমাযুক্ত চতুর্দ্দশ স্বর। মনে মনেও শূদ্রের স্বাহা উচ্চারণ করিতে নাই। হোমকার্য্যেও শূদ্র স্বাহা উচ্চারণ করিবে না। বিষবীজ ব্যতীত শূদ্রের আর কোন মন্ত্র নাই।

নীলতন্ত্রের মতে দীক্ষাকাল এইরূপ—

"কৃষ্ণপক্ষস্য চাষ্টম্যাং শুভে লগ্নে শুভেঽহনি।
পূর্ব্বভাদ্রপদাযুক্তে মিত্রতারাদিসংযুতে॥
অথবা হ্যনুরাধায়াং রেবত্যাং বা প্রশস্ততে।
জানীয়াচ্ছোভনং কালং চন্দ্রার্কগ্রহণং প্রতি॥
ইষে মাসি বিশেষেণ কার্ত্তিকে চ বিশেষতঃ।
মহাষ্টম্যাং বিশেষেণ ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।
রোহিণী শ্রবণার্দ্রা চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ং।
পুষ্যা শতভিষা চৈব দীক্ষানক্ষত্রমুচ্যতে।"

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শুভ লগ্নে ও শুভদিনে, মিত্রতারাদিযুক্ত পূর্ব্বভাদ্রপদ, অনুরাধা বা রেবতীনক্ষত্রে, চন্দ্রগ্রহণ কালে; আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে দীক্ষা প্রশস্ত। বিশেষতঃ ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধির জন্য মহাষ্টমী অতি প্রশস্ত। রোহিণী, শ্রবণা, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফাল্গুনী, পুষ্যা ও শতভিষা এই কয়টী দীক্ষানক্ষত্র বলিয়া গণ্য।

মতভেদে দীক্ষাগুরুরও ভেদ আছে। নীলতন্ত্রের মতে—

"বিষ্ণুর্বিষ্ণুমতস্থানাং সৌরঃ সৌরবিদাং মতঃ।
গাণপত্যাস্তু দেবেশি গণদীক্ষাপ্রবর্ত্তকঃ।
শৈবঃ শাক্তশ্চ সর্ব্বত্র দীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ॥"

বৈষ্ণবদিগের বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক গুরু, সৌরমতাবলম্বীগণের সৌর এবং গাণপত্যগণের গণদীক্ষাপ্রবর্ত্তক গুরু হইবে। শৈব ও শাক্ত সর্ব্বত্রই দীক্ষাগুরু হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্ত পাঁচ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উপাস্য বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি ও অসংখ্য বীজ আছে, সেই সেই বীজ অনুসারেই ইষ্টদেবের ধ্যানপূজাদি হইয়া থাকে। [বীজ দেখ।]

তান্ত্রিকগণ উপাসনা ও বীজমন্ত্রভেদে নানা শাখায় ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও কোন কোন তন্ত্রে ব্রাহ্মণমাত্রই শাক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"সর্ব্বে শাক্তা দ্বিজাঃ প্রোক্তা ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
আদিদেবী চ গায়ত্রী উপাসকবিমোক্ষদা॥"

সকল দ্বিজই শাক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব নহে, কারণ উপাসকের মুক্তিদাত্রী আদি দেবী গায়ত্রী (সকলের আরাধ্য)।

আচারভেদ। তান্ত্রিকগণ পাঁচ প্রকার আচারে বিভক্ত। কুলার্ণবতন্ত্রের মতে—

"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥"

সকল অপেক্ষা বেদাচার শ্রেষ্ঠ, বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার মহৎ, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণাচার হইতে বামাচার উত্তম, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাচার উত্তম। কৌলাচারের পর আর নাই।

বেদাচার। প্রাণতোষিণীধৃত নিত্যাতন্ত্রের মতে—

"বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় গুরুং নত্বা স্বনামভিঃ॥
আনন্দনাথ শব্দান্তৈঃ পূজয়েদথ সাধকঃ।
সহস্রারাম্বুজে ধ্যাত্বা উপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ॥
প্রজপ্য বাগ্ভববীজং চিন্তয়েৎ পরমাঙ্কলাম্।"

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! বেদাচার বলি, শোন। সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া গুরুর নামের শেষে আনন্দনাথ এই শব্দ বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। সহস্রদলপদ্মে ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচারে পূজা করিবে এবং বাগ্ভববীজ জপ করিয়া পরম কলাশক্তিকে চিন্তা করিবে।

বৈষ্ণবাচার—"বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিয়মতৎপরঃ।
মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥

হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনম্।
রাত্রৌ মালাঞ্চ যন্ত্রঞ্চ স্পৃশেন্নৈব কদাচন ॥"

বেদাচারের বিধি অনুসারে সর্ব্বদা নিয়মতৎপর হইবে, মৈথুন বা তাহার কথাপ্রসঙ্গও কখন করিবে না, হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে কখন মালা বা যন্ত্র স্পর্শ করিবে না।

শৈবাচার—"বেদাচারক্রমেণৈব শৈবে শাক্তে ব্যবস্থিতম্।
তদ্বিশেষং মহাদেবি! কেবলং পশুঘাতনম্ ॥"

শৈব ও শাক্তের যেরূপ বেদাচার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ। শৈবাচারের বিশেষ এই যে ইহাতে কেবল পশুহত্যার ব্যবস্থা আছে।

দক্ষিণাচার—"বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥"

বেদাচার ক্রমানুসারে আদ্যাশক্তির পূজা করিবে এবং রাত্রিকালে বিজয়া গ্রহণ করিয়া একমনে মন্ত্র জপ করিবে।

বামাচার—
"পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্।
বামাচারোভবেত্তত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্ ॥" (আচারভেদ ত°)

পঞ্চতত্ত্ব অথবা পঞ্চ মকার, খপুষ্প অর্থাৎ রজস্বলার রজঃ ও কুলস্ত্রীর পূজা করিবে। তাহা হইলে বামাচার হইবে। ইহাতে নিজে বামা হইয়া পরা শক্তির পূজা করিবে।

সিদ্ধান্তাচার—"শুদ্ধাশুদ্ধং ভবেৎ শুদ্ধং শোধনাদেব পার্ব্বতি।
এতদেব মহেশানি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্ ॥"

পার্ব্বতি! শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সকল বস্তু শোধন করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তাচারের এই লক্ষণ।

সময়াচারতন্ত্রে সিদ্ধান্তাচারী সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"দেবপূজারতোনিত্যং তথা বিষ্ণুপরো দিবা।
নক্তং দ্রব্যাদিকং সর্ব্বং যথালাভেন চোত্তমম্।
বিধিবৎ ক্রিয়তে ভক্ত্যা স সর্ব্বঞ্চ ফলং লভেৎ ॥"

যে সর্ব্বদা দেবপূজায় নিরত, দিবায় বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া রাত্রিকালে যথাসাধ্য ও ভক্তিভাবে যথাবিধি মদ্যদান ও মদ্যপান করে, সে সকল ফল প্রাপ্ত হয়।

কৌলাচার—"দিক্কালনিয়মো নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মো ন চ।
নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে ॥
কচিৎ শিষ্টঃ কচিৎ ভ্রষ্টঃ কচিৎ ভূতপিশাচবৎ।
নানাবেশধরা কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে ॥
কর্দ্দমে চন্দনেঽভিন্নং মিত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥" (নিত্যাতন্ত্র)

দিক্‌কালের নিয়ম নাই, তিথ্যাদিরও নিয়ম নাই, দেবেশি! মহামন্ত্রসাধনেরও নিয়ম নাই। কখন শিষ্ট, কখন ভ্রষ্ট, কোথাও বা ভূতপিশাচতুল্য, এই প্রকার নানা বেশধারী কৌল মহীতলে বিচরণ করেন। প্রিয়ে! কর্দ্দম ও চন্দনে, মিত্র ও শত্রুতে ভেদ নাই, শ্মশান বা গৃহে, স্বর্ণ বা তৃণে যাহার ভেদজ্ঞান নাই, তাহাকেই কৌল বলা যায়।

যদিও নিত্যাতন্ত্রে ও কুলার্ণবে সাত প্রকার আচারের কথা লিখিত আছে, কিন্তু প্রধানতঃ দক্ষিণাচার ও বামাচার এই দুই প্রকার আচারই দেখা যায়। দক্ষিণাচারতন্ত্ররাজে লিখিত আছে—

"দক্ষিণাচারতন্ত্রোক্তং কর্ম্ম তচ্ছুদ্ধবৈদিকম্।"

দক্ষিণাচার তন্ত্রে যেরূপ কর্ম্মপদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে, তাহাই শুদ্ধ বৈদিক।

বাস্তবিক দক্ষিণাচারীরা বেদোক্ত বিধি অনুসারে অর্থাৎ পশুভাবে ভগবতীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বামাচারীদের মত মদ্যমাংস ব্যবহার বা শক্তিসাধনাদি করেন না। দক্ষিণাচারতন্ত্রের মতে রক্ত মাংসাদিরহিত সাত্ত্বিক বলি দেওয়াই ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধেয়। দাক্ষিণাত্যে অনেক দক্ষিণাচারীর বাস আছে। কামাখ্যাতন্ত্রে (৪র্থ পটল) পশুভাবের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—

"পঞ্চতত্ত্বং ন গৃহ্লাতি তত্র নিন্দাং করোতি ন।
শিবেন গদিতং যত্তু তৎসত্যমিতি ভাবয়ন্।
নিন্দায়াঃ পাতকং বেত্তি পাশবঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্যাচারং বদাম্যাশু শৃণু সংশয়নাশকম্।
হবিষ্যং ভক্ষয়েন্নিত্যং তাম্বূলং ন স্পৃশেদপি।
ঋতুস্নাতাং বিনা নারীং কামভাবে নহি স্পৃশেৎ।
পরস্ত্রিয়ং কামভাবো দৃষ্ট্বা সঙ্গং সমুৎসৃজেৎ।
মস্ত্যজেন্মৎস্যমাংসানি পশবো নিত্যমেবচ।
গন্ধমাল্যানি বস্ত্রাণি চীরাণি প্রভজেন্ন চ।
দেবালয়ে সদা তিষ্ঠেদাহারার্থং গৃহং ব্রজেৎ।
কন্যাপুত্রাদিবাৎসল্যং কুর্য্যান্নিত্যং সমাকুলঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রার্থয়েন্নৈব যদস্তি তত্তু ন ত্যজেৎ।
সদাদানং সমাকুর্য্যাদ্ যদি সন্তি ধনানি চ।
কার্পণ্যদ্রোহান্ ক্ষিপেৎ সর্ব্বানহঙ্কারাদিকাংস্ততঃ।
বিশেষেণ মহাদেবি! ক্রোধং সংবর্জ্জয়েদপি।
কদাচিদ্দীক্ষয়েন্নৈব পাশবঃ পরমেশ্বরি।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নান্যথা বচনং মম।
অজ্ঞানাদ্ যদি বা লোভান্মন্ত্রদানং করোতি চ।
সত্যং সত্যং মহাদেবি দেবীশাপং প্রজায়তে।

ইত্যাদি বহুধাচারা কচিদ্‌ভ্রমঃ পশোর্মতিঃ।
তথাপি চ ন মোক্ষঃ স্যাৎ সিদ্ধিশ্চৈব কদাচন।
যদি চংক্রমণে শক্ত খড়্গাধারে সদা নরঃ।
পশ্বাচারং সদা কুর্য্যাৎ কিন্তু সিদ্ধির্ন জায়তে।
জম্বুদ্বীপে কলৌ দেবি ব্রাহ্মণো হি কদাচন।
পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ শিবাজ্ঞয়া।"

যাহারা পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করে না বা নিন্দাও করে না। শিবোক্ত কথাই সত্য বলিয়া ভাবে এবং পাপকার্য্য নিন্দনীয় বোধ করে, তাহারাই পশু বলিয়া খ্যাত। তোমার সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তাহাদের আচার বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রতিদিন হবিষ্য আহার করে, তাম্বূল স্পর্শ করে না, ঋতুস্নাতা নিজ ভার্য্যা ব্যতীত আর কাহাকেও কামভাবে দেখে না, পরস্ত্রীর কামভাব দেখিলে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে, মৎস্য মাংস কখন গ্রহণ করেনা, গন্ধমাল্য, বস্ত্র ও চীর কখন লয় না, সর্ব্বদা দেবালয়ে বাস করে, আহার করিতে গৃহে যায়, পুত্রকন্যাদিগকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখে, তাহারা ঐশ্বর্য্য চায় না বা যাহা আছে তাহাও ত্যাগ করেনা; ধন থাকিলে সর্ব্বদাই দরিদ্রকে দান করিয়া থাকে, কখন কার্পণ্য, দ্রোহ ও অহঙ্কারাদি প্রকাশ করে না, বিশেষতঃ মহাদেবি! তাহার ক্রোধ বর্জ্জন করিয়া থাকে। পরমেশ্বরি! এরূপ পশুদিগকে কখন দীক্ষা দিতে নাই। সত্য সত্যই বলিতেছি, আমার কথা কখন অন্যথা হইবে না। অজ্ঞানে বা ভ্রমক্রমে পশুকে মন্ত্রদান করিলে, সত্য সত্যই দেবীর শাপভাগী হইবে। এইরূপ বহুপ্রকার আচারীকে পশু বলে, ইহাদের কখন মোক্ষ বা সিদ্ধি হয় না। পশ্বাচার যতই কেন করুক না, কিছুতেই সিদ্ধি হইবে না। হে দেবি! শিবের আজ্ঞা এই জম্বুদ্বীপে ব্রাহ্মণ কখন পশু হইবে না।

এই বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বলিলে প্রধানতঃ বামাচারীকেই বুঝায়। কাহারও মতে ইহারা অনেক বেদবিরুদ্ধ বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন বলিয়া বামাচারী নামে খ্যাত। এখনকার বঙ্গীয় তান্ত্রিকগণের মধ্যে বামাচার ও দক্ষিণাচার উভয়াচার মিশ্রিত দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত তান্ত্রিকেরা একথা স্বীকার করেন না।

বামকেশ্বর তন্ত্রে ৫১ পটলে লিখিত আছে—

"আচারো দ্বিবিধো দেবি বামদক্ষিণভেদতঃ।
জন্মমাত্রং দক্ষিণং হি অভিষেকেন বামকম্॥"

দেবি! বামাচার ও দক্ষিণাচারভেদে আচার দুই প্রকার। জন্মমাত্র দক্ষিণ এবং অভিষেক হইলে বামাচারী হয়।

ভাব। উক্ত সাতটী আচার নির্দ্দিষ্ট হইলেও তন্ত্রে প্রধানতঃ তিনটী ভাবের কথা বর্ণিত আছে। যথা পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। বামকেশ্বরতন্ত্রের মতে—

"জন্মমাত্রং পশুভাবং বর্ষষোড়শকাবধি।
ততশ্চ বীরভাবস্তু যাবৎ পঞ্চাশতো ভবেৎ।
দ্বিতীয়াংশে বীরভাব তৃতীয়ো দিব্যভাবকঃ।
এবং ভাবত্রয়েণৈব ভাবৈক্যং ভবেৎ প্রিয়ে।
ঐক্যজ্ঞানাৎ কুলাচারো যেন দেবময়ো ভবেৎ।
ভাবোহি মানসো ধর্ম্মো মনসৈব সদাভ্যসেৎ।"

জন্মমাত্র ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত পশুভাব, তৎপরে দ্বিতীয়াংশে পঞ্চাশবর্ষ পর্য্যন্ত বীরভাব, তৎপরে তৃতীয় দিব্যভাব। এই ভাবত্রয় দ্বারা ভাব-ঐক্য হয়। ঐক্যজ্ঞান হইতে কুলাচার, এই কুলাচার দ্বারাই (মানব) দেবময় হইয়া থাকে। ভাবই মানসধর্ম্ম, সর্ব্বদাই মনে মনে অভ্যাস করা উচিত।

কুব্জিকাতন্ত্রে ৭ম পটলে লিখিত আছে—

"ভাবশ্চ ত্রিবিধো দেবি দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।
বিশ্বঞ্চ দেবতারূপং ভাবয়েৎ কুলসুন্দরি।
স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্ব্বং পুরুষং শিবরূপিনম্।
অভেদে চিন্তয়েদ্ যস্তু সএব দেবতাত্মকঃ।
নিত্যস্নানং নিত্যদানং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ জপার্চ্চনম্।
নির্ম্মলং বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ।
বেদশাস্ত্রে দৃঢ়জ্ঞানং গুরৌ দেবে তথৈব চ।
মন্ত্রেচৈব দৃঢ়জ্ঞানং পিতৃদেবার্চ্চনং তথা।
বলিবশুং তথা শ্রাদ্ধং নিত্যকার্য্যং শুচিস্মিতে।
শত্রুং মিত্রসমং দেবি চিন্তয়েত্তু মহেশ্বরি।
অন্নঞ্চৈব মহেশানি সর্ব্বেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ।
গুরোরন্নং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
কদর্য্যঞ্চ মহেশানি নিষ্ঠুরং পরিবর্জ্জয়েৎ।
সত্যঞ্চ কথয়েদ্দেবি ন মিথ্যা চ কদাচন।
কেবলং দিব্যভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।"

ভাব তিন প্রকার—দিব্য, বীর ও পশু। হে কুলসুন্দরি! এই বিশ্ব দেবতারূপ, সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় ও পুরুষ শিব এইরূপ অভেদে যে চিন্তা করে, সে দেবতাত্মক বা দিব্য। সে নিত্যস্নান, নিত্যদান, ত্রিসন্ধ্যা জপপূজা, নির্ম্মল বসন পরিধান, বেদশাস্ত্র গুরু ও দেবতায় দৃঢ়জ্ঞান, মন্ত্র ও পিতৃদেবপূজায় অটল বিশ্বাস, বলিদান, শ্রাদ্ধ ও নিত্যকার্য্য, শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান, সকলের অন্ন পরিত্যাগ, সর্ব্বসিদ্ধির জন্য গুরুর অন্নভোজন, কদর্য্য ও নিষ্ঠুরতাচরণ ত্যাগ ও দিব্যভাবে সর্ব্বদা পরমেশ্বরীর পূজা করিবে। সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে; কখন মিথ্যা কথা বলিবে না।

পিচ্ছিলাতন্ত্রে ১০ম পটলে—
"দিব্যবীরৌমহাভাবাবধমঃ পশুভাবকঃ।
বৈষ্ণবঃ পশুভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরি ॥
শক্তিমন্ত্রে বরারোহে পশুভাবো ভয়ানকঃ।
দিব্যৈর্বীরৈর্মহেশানি জায়তে সিদ্ধিরুত্তমা ॥
দিব্যে বীরে ন ভেদোঽস্তি ভেদো বীরো মহোদ্ধতঃ।
দিব্যবীরৌ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বভাবোত্তমৌ মতৌ ॥
বিনা শক্তিং ন পূজাস্তি মৎস্যমাংসং বিনা প্রিয়ে।
মুদ্রাঞ্চ মৈথুনঞ্চাপি বিনানৈব প্রপূজয়েৎ ॥
স্ত্রীভগং পূজনাধারঃ স্বর্ণরূপ্যাত্মকঃ কুশঃ।
অভাবে সর্ব্বদ্রব্যাণামনুকল্পঃ কলৌ যুগে।
অথবা পরমেশানি মানসং সর্ব্বমাচরেৎ ॥
স্নানন্তু মানসং প্রোক্তং বৈদিকো মানসঃ সদা।
যত্র ভুক্ত্বা মহাপূজা মানসং ভোজনন্তু তৎ ॥
স্বকীয়াং পরকীয়াং বা মানসন্তু রমেৎ স্ত্রিয়ং।
মানসং মদ্যমাংসাদি স্বীকুর্য্যাৎ সাধকোত্তমঃ ॥
স্বয়ম্ভুকুসুমং তদ্বন্মানসং সমুপাচরেৎ।
মানসং ভগরোমাদিমানসং ভগপূজনং।
সর্ব্বন্তু মানসং কুর্য্যাত্তেন সিদ্ধ্যতি সাধকঃ।
ন কলৌ প্রকৃতাচারঃ সংশয়াত্মনি নৈব সঃ ॥
মানসেনৈব ভাবেন সর্ব্বসিদ্ধিমুপালভেৎ ॥"

দিব্য ও বীর এই দুই মহাভাব, পশুভাব অধম। বৈষ্ণব পশুভাবে পূজা করিবে। শক্তিমন্ত্রে পশুভাব ভীতিজনক। দিব্য ও বীরভাবে প্রভেদ নাই। বীরভাব অতি উদ্ধত। সর্ব্বভাবের শ্রেষ্ঠতম দিব্য ও বীরভাবের বিষয় বলিতেছি। শক্তি বা মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন ব্যতীত পূজা করিতে নাই। স্ত্রীভগ পূজার আধার, স্বর্ণ ও রৌপ্যাত্মক কুশ। সর্ব্বদ্রব্যের অভাবে কলিযুগে অনুকল্প আছে অথবা মনে মনে সকল কর্ম্ম করিবে। মানসস্নান, সর্ব্বদা মানস বৈদিককাণ্ড, যেখানে মহাপূজাভোগ সেইখানেই মানসভোজন ও মনে মনে স্বকীয়া বা পরকীয়া নারীর রমণ করিবে। সাধকশ্রেষ্ঠ মনে মনে মদ্যমাংসাদি গ্রহণ করিবে এবং তদ্রূপ স্বয়ম্ভুকুসুমও উপাচার দিবে। মনে মনে ভগরোমাদি চিন্তা ও ভগপূজা এইরূপ মনে মনে সকল কার্য্য করিবে। কলিকালে নিশ্চয়ই প্রকৃত আচার নাই। এই প্রকার মানসভাব দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

পশুভাবের লক্ষণ ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। রুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—
"দুর্গাপূজাং বিষ্ণুপূজাং শিবপূজাঞ্চ নিত্যশঃ।
অবশ্যং হি যঃ করোতি স পশুরুত্তমঃ স্মৃতঃ ॥
কেবলং শিবপূজাঞ্চ যঃ করোতি চ সাধকঃ।
পশূনাং মধ্যতঃ শ্রীমান্ শিবয়া সহ চোত্তমঃ ॥
কেবলং বৈষ্ণবো ধীরঃ পশূনাং মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
ভূতানাং দেবতানাঞ্চ সেবাং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বদা ॥
পশূনামধমাঃ প্রোক্তা নরকাস্থা ন সংশয়ঃ।
ত্বৎ সেবাং মম সেবাঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিসেবনম্।
কৃত্বাস্তুসর্ব্বভূতানাং নায়িকানাং মহাপ্রভো।
যক্ষিণীনাং ভূতিনীনাং ততঃ সেবাং শুভপ্রদাং ॥
যঃ পশু ব্রহ্মকৃষ্ণাদি সেবাঞ্চ কুরুতে সদা।
তথা শ্রীতারকব্রহ্মসেবাং যে বা নরোত্তমাঃ ॥
তেষামসাধ্যাভূতাদিদেবতা সর্ব্বকামহা।
বর্জ্জয়েৎ পশুমার্গেণ বিষ্ণুসেবাপরোজনঃ ॥"

যে নিত্যই দুর্গাপূজা, বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজা অবশ্য করিয়া থাকে, সেই পশু উত্তম। পশুদিগের মধ্যে যে শক্তিসহ শিবপূজা করে অথবা যে ব্যক্তি ধীর ও কেবল বৈষ্ণব, তাহাকে মধ্যম এবং পশুদিগের মধ্যে যাহারা ভূতাদি উপদেবতার সর্ব্বদা সেবা করে, তাহারা অধম ও নিশ্চয় নরকস্থ। যে পশু তোমার, আমার ও ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতির সেবা করিয়া পরে সর্ব্বভূত, নায়িকা, যক্ষিণী, ভূতিনী প্রভৃতির সেবা করে, তাহাও শুভপ্রদ জানিবে। আবার যে পশু ব্রহ্ম কৃষ্ণাদি ও তারকব্রহ্মের সেবা করে, ভূতাদি দেবতার সেবা তাহাদের পক্ষে কামহারী, সুতরাং সাধনযোগ্য নহে। বৈষ্ণব পশুমার্গে ভূতাদির সেবা পরিত্যাগ করিবে।

রুদ্রযামলের মতে—
"পশুভাবস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধিমেকামবাপ্নুয়াৎ।
যদি পূর্ব্বাপরস্থাঞ্চ মহাকৌলিকদেবতাম্ ॥
কুলমার্গস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধিমাপ্নোতি নিশ্চিতং।
যদি বিদ্যাঃ প্রসীদন্তি বীরভাবং তদা লভেৎ ॥
বীরভাবপ্রসাদেন দিব্যভাবমবাপ্নুয়াৎ।
দিব্যভাবং বীরভাবং যে গৃহ্ণন্তি নরোত্তমাঃ।
বাঞ্ছাকল্পদ্রুমলতাপতয়স্তে ন সংশয়ঃ ॥"

যদি পূর্ব্বাপর পশুভাবে থাকিয়া মহাকৌলিক দেবতার মন্ত্রগ্রহণকারী কেবল সিদ্ধিলাভ করে, তাহা হইলে কুলমার্গস্থ মন্ত্রগ্রহণকারী নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ করিবে। মহাবিদ্যা প্রসন্ন হইলে বীরভাব প্রাপ্ত হয়। বীরভাবের প্রসাদে দিব্যভাব লাভ করে। যে নরবর দিব্য ও বীরভাব গ্রহণ করে, সে নিঃসন্দেহে বাঞ্ছাকল্পতরুলতার অধিপতি অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।

অভিষেক। তান্ত্রিক কার্য্যাদির প্রকৃত সাধন করিতে

হইলে পূর্ব্বে অভিষিক্ত হওয়া চাই, অভিষেক না হইলে চক্রপূজায় বা সাধনে অধিকার জন্মে না। নিরুত্তরতন্ত্রে (১০ম পটলে) লিখিত আছে—

"অভিষিক্তো ভবেৎ বীরো অভিষিক্তা চ কৌলিকী।
এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ॥...
নাভিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তা চ কৌলিকী।
বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"

বীর ও কুলস্ত্রী উভয়েই অভিষিক্ত হইবে, এইরূপ বীর ও শক্তিকে চক্রে নিযুক্ত করিবে। যে অভিষিক্ত হয় নাই, এরূপ পুরুষ বা কুলস্ত্রীকে চক্রে বসিতে দিবে না। বসিলে, সত্য সত্য বলিতেছি নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।

অভিষেক সাধারণতঃ পট্টাভিষেক বা পূর্ণাভিষেক নামে খ্যাত। যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া গুরুর উপদেশ, সঙ্কেত এবং তান্ত্রিক পরিভাষা বুঝিয়া তদনুসারের সকল প্রকার তান্ত্রিককার্য্য করিতে সমর্থ, (শত শতবার পঞ্চমকারের সেবা করিয়াও যিনি বিচলিত হন না, তাহাকে পূর্ণাভিষিক্ত বলা যায়।) এইরূপ পূর্ণাভিষিক্ত আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইলে সেই ক্রিয়ার নাম পট্টাভিষেক। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে—

"গুরূপদিষ্টমার্গেণ বোধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
পাশমুক্তক্ষণাৎক্লিষ্য পরানন্দময়ো ভবেৎ॥
বোধবিদ্বা শিবঃ সাক্ষান্ন পুনর্জন্মতাং ব্রজেৎ।
এষা তীব্রতরা দীক্ষা ভববন্ধবিমোচনী॥
সজীবমীনযুক্তেন সুরয়া পূরিতেন চ।
অয়ং সিদ্ধাভিষেকস্য আচার্য্যস্যাস্য পার্ব্বতি॥
পূর্ণাভিষেকহীনা যে মৃতাশ্চ কুলনায়িকে।
সিদ্ধা পূর্ণাভিষেকেন শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
তেন মুক্তিং ব্রজন্তীতি শাম্ভবী বাক্যমব্রবীৎ॥"

দীক্ষিত বিচক্ষণ ব্যক্তি গুরুর উপদিষ্টমার্গে বিচরণ করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলে ভববন্ধন মুক্ত ও ক্লেশ পরিশূন্য হইয়া পরানন্দময় হয়। সেই বোধবিৎ সাক্ষাৎ শিব, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। (মৎস্যমদ্যাদিযুক্ত এই কঠোর দীক্ষায় জীব ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়।) হে কুলনায়িকে! যাহাদের পূর্ণাভিষেক হয় নাই, তাহাদিগকে মৃত বলিয়া জানিবে। পূর্ণাভিষেক দ্বারা সিদ্ধ শিবসাযুজ্য লাভ করে। স্বয়ং শিব বলিয়াছেন, এই পূর্ণাভিষেক দ্বারা নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হয়।

পূর্ণাভিষেকের বিধান মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমাসীদ্যুগত্রয়ে।
গুপ্তভাবেন কুর্ব্বন্তো নরামোক্ষং যযুঃ পুরা॥
প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্ত্মনঃ।
নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ স প্রকাশাভিষেচনম্॥
নাভিষেকং বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্যসেবনাৎ।
পূর্ণাভিষিক্তঃ কৌলঃ স্যাচ্চক্রাধীশঃ কুলার্চ্চকঃ॥
তত্রাভিষেকপূর্ব্বাহ্নে সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।
যথাশক্ত্যুপচারেণ বিঘ্নেশং পূজয়েদ্গুরুঃ॥
গুরুশ্চেন্নাধিকারী স্যাৎ শুভপূর্ণাভিষেচনে।
তদাভিষিক্ত কৌলেন তৎসর্ব্বং সাধয়েৎ প্রিয়ে॥
থান্তার্ণং বিন্দুসংযুক্তং বীজমস্য প্রকীর্ত্তিতম্।
গণকোঽস্য ঋষিচ্ছন্দো নীবৃদ্বিঘ্নস্তু দেবতা॥
কর্ত্তব্যকর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগিতা।
ষড়্দীর্ঘযুক্তমূলেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েদ্গণপতিং শিবে।
সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতর জঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং॥
খড়্গপাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভং।
বালেন্দুদ্দীপ্তমৌলীং করিপতিবদনং বীজপূরার্দ্রগণ্ডং॥
ভোগীন্দ্রা বদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং।
ধ্যাত্বৈবং মানসৈ বিষ্ট্বা পীঠশক্তিং প্রপূজয়েৎ॥
তীব্রা চ জ্বালিনী নন্দা ভোগদা কামরূপিণী।
উগ্রা তেজস্বতী সত্যা মধ্যে বিঘ্নবিনাশিনী॥
পূর্ব্বাদিতোঽর্চ্চয়িত্বৈতাঃ পূজয়েৎ কমলাসনং।
পুনর্ধ্যাত্বা গণেশানং পঞ্চতত্ত্বোপচারকৈঃ॥
অভ্যর্চ্চ্য চ চতুর্দ্দিক্ষু গণেশং গণনায়কং।
গণনাথং গণক্রীড়ং যজেৎ কৌলিনিসত্তমঃ॥
একদণ্ডং বক্রতুণ্ডং লম্বোদরগজাননৌ।
মহোদরঞ্চ বিকটং ধূম্রাভং বিঘ্ননাশনং॥
ততো ব্রাহ্মীমুখাঃ শক্তীর্দ্দিক্পালাংশ্চ প্রপূজয়েৎ।
তেষামস্ত্রানি সংপূজ্য বিঘ্নরাজং বিসর্জ্জয়েৎ॥
এবং সংপূজ্য বিঘ্নেশমধিবাসনমাচরেৎ।
ভোজয়েচ্চ পঞ্চতত্ত্বৈ র্ব্রহ্মজ্ঞান্ কুলসাধকান্॥
ততঃ পরদিনে স্নাতঃ কৃতনিত্যোদিতক্রিয়ঃ।
আজন্মকৃতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনম্॥
উৎসৃজেৎ কৌলতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যৈকৈকমপি প্রিয়ে।
অর্ঘ্যং দত্বা দিনেশায় ব্রহ্মবিষ্ণুনবগ্রহান্॥
অর্চ্চয়িত্বা মাতৃগণান্ বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ।
কর্ম্মণোভ্যুদয়ার্থায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ॥
ততো ত্বা গুরোঃ পার্শ্বং প্রণম্য প্রার্থয়েদিদং।
এহি নাম কুলাচার নলিনীকুলবল্লভ॥
ত্বৎপাদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি কৃপানিধে।

আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ শুভপূর্ণাভিষেচনে ॥
নির্বিঘ্নং কর্ম্মণঃ সিদ্ধিমুপৈমি ত্বৎ প্রসাদতঃ।
শিবশক্ত্যাজ্ঞয়া বৎস কুরু পূর্ণাভিষেচনম্ ॥
মনোরথময়ী সিদ্ধির্জায়তাং শিবশাসনাৎ।
ইত্থমাজ্ঞাং গুরোঃ প্রাপ্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে ॥
আয়ুর্লক্ষ্মী বলারোগ্যাবাপ্ত্যৈ সঙ্কল্পমাচরেৎ।
ততস্তু কৃতসঙ্কল্পো বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥
কারণৈঃ শুদ্ধিসহিতৈরভ্যর্চ্চ্য বৃণুয়াদ্‌গুরুং।
গুরুর্মনোহরে গেহে গৈরিকাদিবিচিত্রিতে ॥
চিত্রধ্বজপতাকাভিঃ ফলপুষ্পেণ শোভিতে।
কিঙ্কিনীজালমালাভিশ্চন্দ্রাতপবিভূষিতে ॥
ঘৃতপ্রদীপাবলিভিস্তমোলেশবিবর্জ্জিতে।
কর্পূরসহিতৈর্ধূপৈর্গন্ধধূপৈঃ সুবাসিতে ॥
ব্যজনৈশ্চামরৈর্বর্হৈর্দর্পণাদ্যৈরলঙ্কৃতে।
সার্দ্ধহস্তমিতাং বেদীমুচ্চৈকৈশ্চতুরঙ্গুলাং ॥
রচয়েন্মৃণ্ময়ীং তত্র চূর্ণৈরক্ষতসম্ভবৈঃ।
পীতরক্তাসিতশ্বেতশ্যামলৈঃ সুমনোহরৈঃ।
মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রং বিদধ্যাৎ শ্রীগুরুস্ততঃ ॥
স্ব স্ব কল্পোক্তবিধিনা কুর্য্যাদর্চ্চা বিধিক্রিয়াং।
কৃত্বা পূর্ব্বোক্তবিধিনা পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ ॥
সংশোধ্য পঞ্চতত্ত্বানি পূর্ব্বকল্পিত মণ্ডলে।
স্বর্ণং বা রাজতং তাম্রং মৃণ্ময়ং ঘটমেব বা ॥
ক্ষালিতং চন্দ্রবীজেন দধ্যক্ষতবিচর্চ্চিতম্।
স্থাপয়েদ্বহ্নিবীজেন সিন্দুরেণাঙ্কয়েৎ প্রিয়া ॥
ক্ষকারাদ্যৈরকারাদ্যৈর্বর্ণৈর্বিন্দুবিভূষিতৈঃ।
মূলমন্ত্রপ্রজাপেণ পূরয়েৎ কারণেন তং ॥
অথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পাথসাপিবা ॥
নবরত্নং সুবর্ণং বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ।
পনসোড়ুম্বরাশ্বত্থবকুলাম্রসমুদ্ভবং ॥
পল্লবং তন্মুখে দদ্যাদ্বাগ্‌ভবেন কৃপানিধিঃ।
সরাবং মার্ত্তিকঞ্চাপি ফলাক্ষতসমন্বিতং ॥
রমাং মায়াং সমুচ্চার্য্য স্থাপয়েৎ পল্লবোপরি।
বধ্নীয়াদ্বস্ত্রযুগ্মেন গ্রীবাং তস্য বরাননে ॥
শক্তৌ রক্তং শিবে বিষ্ণৌ শ্বেতবাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
স্থাং স্থীং মায়াং রমাং স্মৃত্বা স্থিরীকৃত্য ঘটান্তরে ॥
নিঃক্ষিপ্য পঞ্চতত্ত্বানি নবপাত্রাণি বিন্যসেৎ।
রাজতং শক্তিপাত্রং স্যাদ্‌গুরুপাত্রং হিরণ্ময়ম্ ॥
শ্রীপাত্রন্তু মহাশঙ্খং তাম্রান্যন্যানি কল্পয়েৎ।
পাষাণদারুলোহানাং পাত্রাণি পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
শক্ত্যা প্রকল্পয়েৎ পাত্রং মহাদেব্যা প্রপূজনে।
পাত্রাণাং স্থাপনং কৃত্বা গুরুন্ দেবীং প্রতর্পয়েৎ ॥
ততস্ত্বমৃতসংপূর্ণঘটমভ্যর্চ্চয়েৎ সুধীঃ।
দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ সর্ব্বভূতবলিং হরেৎ ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যাত্বা বাহ্য মহেশ্বরীম্।
স্বশক্ত্যা পূজয়েদিষ্টাং বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥
হোমন্তু কৃত্বা নিষ্পাদ্য কুমারীশক্তিসাধনং।
পুষ্পচন্দনবাসোভিরর্চ্চয়েৎ স গুরুঃ শিবে ॥
অনুগৃহ্নন্তু কৌল মে শিষ্যং প্রতিকুলব্রতাঃ।
পূর্ণাভিষেকসংস্কারে ভবন্তিরনুমন্যতাম্ ॥
এবং পৃচ্ছতি চক্রেশে তে ব্রূয়ুর্গুরুমাদরাৎ।
মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ ॥
শিষ্যো ভবতি পূর্ণস্তে পরতত্ত্বপরায়ণঃ।
শিষ্যেণ চ গুরুর্দ্দেবীমর্চ্চয়িত্বার্চ্চিতে ঘটে ॥
কামং মায়াং রমাং জপ্ত্বা চালয়েদ্‌ঘটমুত্তমম্।
উত্তিষ্ঠ ব্রহ্ম কলসমুত্তরাভিমুখং গুরুঃ ॥
মন্ত্রৈরেতৈর্বক্ষ্যমাণৈরভিষিঞ্চেৎ কৃপান্বিতঃ।
শুভপূর্ণাভিষেকস্য সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ দেবতাদ্যা প্রণবং বীজমীরিতং।
শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥”

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই পূর্ণাভিষেকের বিধান সাতিশয় গুপ্ত ছিল। তখন গুপ্তভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া মানবগণ মোক্ষলাভ করিয়াছে। পরে যখন কলির প্রভাব বৃদ্ধি হইবে, তখন কুলাচারী মানবগণ রাত্রিকালে বা দিবসে প্রকাশ্যভাবে অভিষেক করিবে। অভিষেক ব্যতিরেকে কেবল মদ্যসেবন করিলেই কৌল হয় না, যাঁহার পূর্ণাভিষেক হইয়াছে, তিনিই কুলার্চ্চক চক্রাধীশ্বর ও কৌল হইতে পারেন। অভিষেকের পূর্ব্ব দিন গুরু সর্ব্ববিঘ্ন শান্তির উদ্দেশে যথাশক্তি উপচার দ্বারা বিঘ্নরাজের পূজা করিবেন। যদি গুরু শুভ পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হন, তাহা হইলে পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে।

গ এই বর্ণের অন্তিম বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া (গঁ) গণপতির বীজ হইবে। এই গণপতি মন্ত্রের ঋষি গণক, ছন্দঃ নীবৃৎ, দেবতা বিঘ্ন, কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে *। ছয়টী দীর্ঘস্বর যুক্ত মূল

* ঋষ্যাদিন্যাস যথা—অস্য গণপতিবীজমন্ত্রস্য গণকঋষিঃ নীবৃচ্ছন্দো বিঘ্নো দেবতা কর্ত্তব্যস্য পূর্ণাভিষেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি গণকায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে বিঘ্নায় দেবতায়ৈ নমঃ। কর্ত্তব্যস্য শুভপূর্ণাভিষেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে *। অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া † গণপতির ধ্যান করিতে হইবে।

যিনি সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি নয়নত্রয়বিশিষ্ট, যাঁহার জঠর স্থূলতর, যিনি বাহুচতুষ্টয় দ্বারা শঙ্খ, পাশ, অঙ্কুশ ও বর ধারণ করিয়া আছেন, যিনি বিশাল শুণ্ডদ্বারা বারুণীপূর্ণ কুম্ভ ধারণ করিতেছেন, নূতন শশিকলা দ্বারা যাঁহার মৌলি শোভমান হইতেছে, যাঁহার বদন গজরাজের বদন সদৃশ, যাঁহার গণ্ডদ্বয় সর্ব্বদা মদস্রাবে আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে; যাঁহার শরীর সর্পরাজ দ্বারা বিভূষিত, যিনি রক্তবস্ত্র ও রক্ত অঙ্গরাগ ধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ দেব গণপতিকে ভজনা কর।

এইরূপ ধ্যানপূর্ব্বক মানস উপচারদ্বারা পূজা করিয়া (প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া নমঃ এইপদ অন্তে দিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা) পীঠশক্তিদিগের পূজা করিবে। তীব্রা, জ্বালিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী, উগ্রা, তেজস্বতী ও সত্যা, এই অষ্ট পীঠশক্তির পূর্ব্বাদিক্রমে পূজা করিয়া মধ্যদেশে বিঘ্নবিনাশিনীর পূজা করিবে ‡। (পরে প্রণব পাঠপূর্ব্বক নমঃ পদান্ত নাম উচ্চারণ করিয়া) কমলাসনের পূজা করিতে হইবে। কৌলিকশ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া মন্ত্রশোধিত পঞ্চতত্ত্বরূপ উপচার দ্বারা গণেশের পূজা করিবে। পরে তাঁহার চতুর্দ্দিক্, গণেশ, গণনায়ক, গণনাথ, গণক্রীড়, একদন্ত, রক্ততুণ্ড, লম্বোদর, গজানন, মহোদর, বিকট, ধূম্রাভ, বিঘ্ননাশন ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে।

অনন্তর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি এবং ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিয়া দিক্পালদিগের অস্ত্রসমুদায়ের পূজাপূর্ব্বক (বিঘ্নরাজ ক্ষমস্ব এই বাক্য দ্বারা) বিঘ্নরাজের বিসর্জ্জন করিবে।

এইরূপে বিঘ্নরাজের পূজা করিয়া অধিবাস করিবে এবং পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ কুলসাধকদিগকে ভোজন করাইবে।

অনন্তর পরদিনে স্নানপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া জন্মাবধি কৃত সমুদয় পাপপুঞ্জের ক্ষয়ের নিমিত্ত তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে।** প্রিয়ে! তৎপরে কৌলদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত একটী ভোজ্য উৎসর্গ করিবে ††। পরে সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ, মাতৃগণ, ইঁহাদের পূজা করিয়া বসুধারা দিবে। পরে কর্ম্মের অভ্যুদয় কামনায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে।

অনন্তর গুরুর নিকট গমন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে যে, নাথ! আপনি কৌলিকরূপ পদ্মবনের বসন্ত। কৃপানিধে! এখন আমার মস্তকে ভবদীয় চরণ কমলের ছায়া প্রদান করুন। মহাভাগ! আমার শুভপূর্ণাভিষেক বিষয়ে আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন। আমি আপনার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব।

বৎস! শিবশক্তির আজ্ঞানুসারে পূর্ণাভিষেকে অভি-

* অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি ষড়ঙ্গন্যাস যথা—গামঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। গৈম্ অনামিকাভ্যাং হুম্। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। হৃদয়াদি ষড়ঙ্গন্যাস যথা—গাং হৃদয়ায় নমঃ। গীং শিরসে স্বাহা। গুং শিখায়ৈ বষট্। গৈং কবচায় হুম্। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

† গঁ এই বীজমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিতে হইবে।

‡ পূর্ব্বদিকে, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ। অগ্নিকোণে, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ। দক্ষিণদিকে, ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ। নৈর্ঋতকোণে, ওঁ ভোগদায়ৈ নমঃ। পশ্চিমদিকে, ওঁ কামরূপিণ্যৈ নমঃ। বায়ুকোণে, ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ। উত্তরদিকে, ওঁ তেজস্বত্যৈ নমঃ। ঈশানকোণে, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ। মধ্যে, ওঁ বিঘ্নবিনাশিন্যৈ নমঃ।

** এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কমলাসনায় নমঃ।

†† এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণনায়কায় নমঃ ইত্যাদি।

‡ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকবারে জম্বুদ্বীপান্তর্গতভারতবর্ষৈকদেশস্থিতামুকগ্রামবাসী অমুক গোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখাধ্যায়ী শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আজন্মকৃতাশেষ দুষ্কৃত পুঞ্জক্ষয়কামঃ অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় ভারতবর্ষৈক দেশস্থিতামুকগ্রামবাসিনে অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখাধ্যায়িনে শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতান্ তিলানহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া তিল কাঞ্চন উৎসর্গ করিবে।

ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদান্তার্গতামুক শাখাধ্যায়ী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা কৌলপরিতৃপ্তিকামঃ অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকবেদান্তার্গতামুকশাখাধ্যায়িনে শ্রীমতে অমুক দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় কৌলায় দাতুং ভোজ্যমহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া ভোজ্য উৎসর্গ করিবে।

ষিক্ত হও। মহেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধি হউক। শিষ্য গুরুর নিকট এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রব শান্তির নিমিত্ত এবং আয়ুঃ, লক্ষ্মী, বল ও আরোগ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সংকল্প করিবে *।

এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও শুদ্ধি সহিত কারণ দ্বারা গুরুর অর্চ্চনা করিয়া বরণ করিবে †।

গুরু গৈরিকাদি দ্বারা চিত্রিত মনোহর গৃহে উপবেশন করিবেন। ঐ গৃহে মনোহর ধ্বজ পতাকা দ্বারা ও ফল পল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত থাকিবে। কিঙ্কিনী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহের মালায় বিভূষিত বিচিত্র চন্দ্রাতপ দ্বারা ঐ গৃহ অলঙ্কৃত হইবে। সে স্থলে এরূপ ঘৃতপ্রদীপশ্রেণী জালিয়া দিতে হইবে, যে সেখানে অন্ধকারের লেশমাত্র থাকিবে না। কর্পূর সহিত শালনির্য্যাস নির্ম্মিত ধূপ দ্বারা সেই স্থান সুবাসিত হইবে। টানাপাখা, তালবৃন্ত, চামর, ময়ূরপুচ্ছ ও দর্পণাদি দ্বারা সেই গৃহ সুসজ্জিত থাকিবে।

গুরু এই গৃহের অভ্যন্তরে চারি অঙ্গুলি উচ্চ সার্দ্ধ হস্ত-পরিমিত মৃণ্ময়ী বেদী রচনা করিবেন। অনন্তর পীত, রক্ত, কৃষ্ণ, শ্বেত, শ্যামল, এই পঞ্চবর্ণের অক্ষত চূর্ণ দ্বারা সুমনোহর সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল রচনা করিবেন। পরে স্ব স্ব কল্পোক্ত বিধানানুসারে মানসপূজা অবধি সমুদায় কার্য্য সমাপন করিয়া মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবেন।

পঞ্চতত্ত্ব শোধনের পর পূর্ব্বকল্পিত সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলের উপরি, সুবর্ণ নির্ম্মিত, রজত নির্ম্মিত, তাম্র নির্ম্মিত, অথবা মৃত্তিকা নির্ম্মিত ঘট আনয়নপূর্ব্বক ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা ঐ ঘট প্রক্ষালিত করিবে। তাহাতে দধি ও অক্ষত বিলেপনপূর্ব্বক প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহা ঐ মণ্ডলে স্থাপন করিবে। পরে শ্রীঁ এই বীজ পাঠ করিয়া সিন্দুর দ্বারা উহা অঙ্কিত করিবে। অনন্তর চন্দ্রবিন্দুবিভূষিত ক্ষ অবধি অ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণদ্বারা ঐ ঘট পূর্ণ করিবে অথবা তীর্থজল দ্বারা কিংবা বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা ঘট পূর্ণ করিয়া পশ্চাৎ নবরত্ন বা সুবর্ণ ঐ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। অনন্তর কৃপানিধি গুরু ঐঁ এই বীজ উচ্চারণ-পূর্ব্বক কলস মুখে কাঁঠাল, উড়ুম্বর, অশ্বথ, বকুল ও আম্র, এই পঞ্চপল্লব স্থাপন করিবে। পরে শ্রীঁ হ্রীঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আতপ তণ্ডুল ও ফলসমন্বিত সুবর্ণময়, রজতময়, তাম্রময় বা মৃণ্ময় শরাব পল্লবোপরি স্থাপন করিবে। বরাননে! বস্ত্রযুগল দ্বারা ঐ ঘটের গ্রীবাবন্ধন করিবে। শিবে! শক্তিমন্ত্রে রক্তবস্ত্র ও বিষ্ণুমন্ত্রে শ্বেতবস্ত্রই প্রশস্ত। পরে স্থাঁ স্থীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স্থিরীভব, এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্থিরীকৃত অন্য ঘটে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপন করিয়া নবপাত্র বিন্যাস করিবে।

শক্তিপাত্র রজতনির্ম্মিত, গুরুপাত্র সুবর্ণনির্ম্মিত, শ্রীপাত্র মহাশঙ্খবিরচিত ও অন্য সমুদায় পাত্র তাম্র নির্ম্মিত করিতে হইবে। মহাদেবীর পূজাকালে পাষাণনির্ম্মিত পাত্র, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্র ও লৌহনির্ম্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া শক্ত্যনুসারে অন্য পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত পাত্র ব্যবহার করিবে। পরে পাত্র সংস্থাপন করিয়া গুরুগণের ভগবতীর (ও আনন্দ ভৈরবাদির) তর্পণ করিবে। অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃত-পূর্ণ ঘটের অর্চ্চনা করিবে। পরে ধূপ দীপ প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া সর্ব্বভূত বলি প্রদান করিবে। অনন্তর পীঠদেবতাদিগের পূজা করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। পরে প্রাণায়াম করিয়া মহেশ্বরী ধ্যান ও আবাহনপূর্ব্বক স্বশক্তি অনুসারে সেই অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে, কোন মতে বিত্তশাঠ্য করিবে না। শিবে। সদ্‌গুরু, হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পুষ্প চন্দন ও বস্ত্র দ্বারা কুমারীদিগকে ও শক্তিসাধকদিগকে অর্চ্চিত করিবেন। হে কুলব্রত কৌলগণ! আপনারা আমার শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। এই পূর্ণাভিষেক সংস্কারে আপনারা অনুমতি প্রদান করুন।

চক্রেশ্বর এইরূপ প্রশ্ন করিলে কৌলগণ সমাদরপূর্ব্বক বলিবেন যে, মহামায়ার প্রসাদে এবং পরমাত্মার প্রভাবে আপনকার শিষ্য পরমতত্ত্বপরায়ণ ও পূর্ণ হউন।

অনন্তর গুরু, শিষ্যদ্বারা দেবী ভগবতীর পূজা করিয়া

---

* ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকনক্ষত্রে অমুক গোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদী অমুকশাখাধ্যায়ী কুমারিকা-খণ্ডান্তর্গতামুকপ্রদেশীয়ামুকগ্রামবাসী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা নিঃশেষোপদ্রবশান্তিকামঃ আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যকামশ্চ শুভ-পূর্ণাভিষেচনমহং করিষ্যে। এই বাক্য পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে।

† ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকনক্ষত্র অমুক গোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুক বেদী অমুকশাখাধ্যায়ী কুমারিকা খণ্ডান্তর্গতামুক প্রদেশীয়ামুকগ্রামবাসী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ অমক গোত্রং অমুক প্রবরম্ অমুক বেদীনম্ অমুক শাখা-ধ্যায়িনং কুমারিকাখণ্ডান্তর্গতামুক প্রদেশীয়ামুক গ্রামনিবা-সিনং শ্রীমন্তমমুকানন্দনাথং গুরুত্বেন ভবন্তং বস্ত্রালঙ্কারাদি-ভিরহং বৃণে। এইরূপ সংকল্প পাঠ করিয়া গুরুকে বরণ করিবে।

অর্চ্চিত ঘটের উপরি ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র জপ করিয়া সেই নির্ম্মল ঘট চালনা করিবেন। (এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবেন যে) হে ব্রহ্মকলস তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবতা স্বরূপ উত্থান কর। আমার শিষ্য তোমার জল ও পল্লবদ্বারা সিক্ত হইয়া ব্রহ্মনিরত হউক।

গুরু এই মন্ত্রদ্বারা কলস সঞ্চালিত করিয়া কৃপাযুক্ত হৃদয়ে উত্তরাভিমুখে শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবেন এবং এই মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবেন যে, শুভপূর্ণাভিষেকে ঋষি সদাশিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, বীজ প্রণব, শুভ পূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে।*

তৎপরে এই অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিবে—

"গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
দুর্গা লক্ষ্মী ভবানীস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মাতরঃ॥
ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দ্দিনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥
জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ সরস্বতী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বগলা বরদা শিবা॥
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী।
ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষিঞ্চন্তু শক্তয়ঃ॥
ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা।
শ্রদ্ধাকান্তির্দয়া শান্তিরভিষিঞ্চন্তু তে সদা॥
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহানীলসরস্বতী।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ অভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো ভার্গবরামস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা॥
অসিতোঙ্গরুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা॥
কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তামহোগ্রাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥
ইন্দ্রোগ্নিঃ শমনোরক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা।
ধনদশ্চ মহেশানঃ সিঞ্চন্তুমাং দিগীশ্বরাঃ॥
রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ শিতঃ শনিঃ।
রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহা।
নক্ষত্রং করণং যোগো বারাঃ পক্ষোদিনানি চ॥
ঋতুর্মাসোহায়নস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলান্তকাঃ।
সমুদ্রাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥
গঙ্গা সূর্য্যসুতা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী॥
অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সুপর্ণাদ্যা পতত্রিণঃ।
তরবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং দিগীশ্বরাঃ॥
পাতালভূতলব্যোমচারিণঃ ক্ষেমচারিণঃ।
পূর্ণাভিষেকসন্তুষ্টা অভিষিঞ্চন্তু পাথসা॥
দৌর্ভাগ্যং দুর্যশোরোগা দৌর্মনস্যং তথা শুচঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ॥
ভূতঃ প্রেতঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যে রিষ্টকারিণঃ।
বিদ্রুতাস্তে বিনশ্যন্তু রমাবীজেন তাড়িতাঃ॥
অভিচারকৃতা দোষা বৈরিমন্ত্রোদ্ভবাশ্চ যে।
মনোবাক্কায়জাদোষা বিনশ্যন্ত্বভিষেচনাৎ॥
নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেণ পূর্ণেন পূর্ণা সন্তু মনোরথাঃ॥
ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মন্ত্রৈঃ সংসিক্তসাধকম্।
পশোর্মুখাল্লব্ধমন্ত্রং পুনঃ সংশ্রাবয়েদ্গুরুঃ॥
পূর্ব্বোক্ত নাম্না সংবোধ্য জ্ঞাপয়ন্ শক্তিসাধকান্।
দত্ত্বাদানন্দনাথান্তমাখ্যানং কৌলিকো গুরুঃ॥
শ্রুতমন্ত্রগুরোর্যন্ত্রে সংপূজ্য নিজ দেবতাম্।
পঞ্চতত্ত্বোপচারেণ গুরুমভ্যর্চ্চয়েত্ততঃ॥
গোভূহিরণ্যবাসাংসি নানালঙ্করণানি চ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা যজেৎ কৌলান্ শিবাত্মকাম্॥
কৃতকৌলার্চ্চনো ধীরঃ শান্তোঽতিবিনয়ান্বিতঃ।
শ্রীগুরোশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নত্বেদমর্থয়েৎ॥
শ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্নাথ করুণানিধে।
পরামৃতপ্রদানেন পূরয়াস্মন্মনোরথম্।
আজ্ঞাং মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ।
সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদামি পরমামৃতম্॥
চক্রেশ পরমেশান কৌলপঙ্কজভাস্কর।
কৃতার্থং কুরু সৎশিষ্যং দেহ্যমুষ্মৈ কুলামৃতম্॥
আজ্ঞামাদায় কৌলীশং পরমামৃতপূরিতম্।
সশুদ্ধিকং পানপাত্রং শিষ্যহস্তে সমর্পয়েৎ॥
হুত্বাকৃষ্য গুরুর্দ্দেবীং স্রুবসংলগ্নভস্মনা।
স্বস্ত শিষ্যস্ত কৌলানাং কূর্চ্চে চ তিলকং ন্যসেৎ॥
ততঃ প্রসাদতত্ত্বানি কৌলেভ্যঃ পরিবেশয়ন্।

* মন্ত্র যথা—এষাং শুভপূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দ আদ্যাকালী দেবতা ওঁ বীজং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ওঁ বীজায় নমঃ। শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। এইরূপ ঋষিন্যাস করিতে হইবে।

চক্রানুষ্ঠানবিধিনা বিদধ্যাৎ পানভোজনম্ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি শুভপূর্ণাভিষেচনম্।
ব্রহ্মজ্ঞানৈকজননং শিবত্বফলসাধনম্ ॥
নবরাত্রং সপ্তরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রকম্।
অথবাপ্যেকরাত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনম্ ॥
সংস্কারেঽস্মিন্ কুলেশানি পঞ্চকল্পাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নবরাত্র বিধাতব্যং সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্ ॥
নবনাভং সপ্তরাত্রে পঞ্চাব্জং পঞ্চরাত্রকে।
ত্রিরাত্রে দ্বৈকরাত্রে চ পদ্মমষ্টদলং প্রিয়ে ॥
মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে নবনাভেঽপি সাধকৈঃ।
স্থাপনীয়া নব ঘটাঃ পঞ্চাব্জে পঞ্চসংখ্যকাঃ ॥
নলিনে হষ্টদলে দেবি ঘটস্ত্বেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অঙ্গাবরণদেবাংশ্চ কেশরাদিষু পূজয়েৎ ॥
পূর্ণাভিষেকসিদ্ধানাং কৌলানাং নির্ম্মলাত্মনাম্।
দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ প্রাণাৎ দ্রব্যশুদ্ধির্ব্বিধীয়তে ॥"

গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করুন। দুর্গা, লক্ষ্মী, ভবানী, এই মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ষোড়শী, তারিণী, নিত্যা, স্বাহা, মহিষমর্দ্দিনী ইহারা মন্ত্রপূতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। জয়দুর্গা, বিশালাক্ষী, ব্রহ্মাণী, সরস্বতী, বগলা, বরদা, শিবা, ইহারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। নারসিংহী, বারাহী, বৈষ্ণবী, বনমালিনী, ইন্দ্রাণী, বারুণী, রৌদ্রী, এই সমুদায় শক্তি তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ভৈরবী, ভদ্রকালী, তুষ্টি, পুষ্টি, উমা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, কান্তি, দয়া, শান্তি, ইহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহানীলসরস্বতী, উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা ইহারা সর্ব্বদা তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, ইহারা সর্ব্বদা তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ, ইহারা সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচণ্ডা, মহোগ্রা, ইহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ইন্দ্র, অগ্নি, পিতৃপতি, নৈর্ঋত, বরুণ, মরুৎ, কুবের, ঈশান এই অষ্টদিক্‌পাল তোমাকে অভিষিক্ত করুন। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু এই গ্রহগণ ও নক্ষত্রগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ, বব প্রভৃতি করণগণ, বিষ্কম্ভ প্রভৃতি যোগগণ, রবি প্রভৃতি বারগণ, শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ, দিনগণ, বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতু, বৈশাখ প্রভৃতি দ্বাদশ মাস, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ইহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। লবণ-সমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র ও জলসমুদ্র এই সমুদায় সমুদ্র মন্ত্রপূতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। গঙ্গা, যমুনা, রেবা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সরযূ, গণ্ডকী, কুন্তী, শ্বেতগঙ্গা, কৌশিকী, ইহারা মন্ত্রপূতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম প্রভৃতি মহানাগগণ, গরুড় প্রভৃতি পক্ষিগণ, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষগণ ও পর্ব্বতগণ, তোমাকে অভিষিক্ত করুন। পাতালচারী, ভূতলচারী ও ব্যোমচারী জীবগণ তোমার মঙ্গল করুন এবং তাঁহারা পূর্ণাভিষেক দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। পূর্ণাভিষেক দ্বারা এবং পর ব্রহ্মের তেজোদ্বারা তোমার দুর্ভাগ্য, অযশ, রোগ, দৌর্ম্মনস্য, ও শোক সমুদায় বিধ্বস্ত হউক।

অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, ডাকিনীগণ, যোগিনীগণ, ইহারা অভিষেক দ্বারা ও কালীবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হউক। ভূতগণ, প্রেতগণ, পিশাচগণ, গ্রহগণ আর আর সমুদায় অনিষ্টকারিগণ রমাবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া পলায়ন করুক এবং নষ্ট হউক। অভিচারজনিত দোষ, বৈরমন্ত্রসমুৎপন্ন দোষ, মানসিক দোষ, বাচনিক দোষ, কায়িক দোষ, এই সমুদায় তোমার অভিষেক দ্বারা ধ্বস্ত হউক। তোমার সমুদায় বিপদ্ দূর হউক। তোমার সমুদায় সম্পদ স্থিরতর হউক। এই পূর্ণ অভিষেক দ্বারা তোমার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হউক।

এই একবিংশতি মন্ত্র দ্বারা সাধক অভিষিক্ত হইবে। যদি শিষ্য পশুর নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরু তাহাকে পুনর্ব্বার সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। অনন্তর কৌলিক গুরু শক্তি সাধকদিগকে জানাইয়া পূর্ব্বনাম গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া আনন্দনাথান্ত নাম প্রদান করিবেন। শিষ্য গুরুর মুখে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া পঞ্চতত্ত্বোপচার দ্বারা মন্ত্র মধ্যে নিজ অভীষ্ট দেবতার পূজা করিয়া গুরুপূজা করিবে।

অনন্তর গুরুকে গাভী, ভূমি, সুবর্ণ, বস্ত্র, পেয়দ্রব্য, অলঙ্কার এই সমুদায় দক্ষিণাপ্রদান করিয়া সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ কৌলদিগের পূজা করিবে। পরে জ্ঞানী ব্যক্তি কৌলদিগের অর্চ্চনাপূর্ব্বক শান্ত ও অতি বিনীত হইয়া ভক্তি সহকারে শ্রীগুরুর চরণস্পর্শপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিবে যে, শ্রীনাথ আপনি জগতের নাথ, আমার নাথ ও করুণানিধি। আপনি পরমামৃত প্রদানপূর্ব্বক আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। (গুরু কৌলদিগকে বলিবেন যে,) কৌলগণ! আপনারা প্রত্যক্ষ শিবরূপী। আপনারা আজ্ঞা দিউন,

আমি এই বিনয়সম্পন্ন সৎশিষ্যকে পরমামৃত প্রদান করি। (কৌলগণ কহিবেন), চক্রেশ্বর! আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। আপনি কৌলরূপ পদ্মবনের ভাস্কর স্বরূপ। আপনি এই সৎশিষ্যকে চরিতার্থ করুন। ইহাকে কুলামৃত দিউন।

পরে গুরু কৌলদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া শুদ্ধি সহিত পরমামৃত-পূরিত পানপাত্র শিষ্য হস্তে সমর্পণ করিবেন। পরে গুরু, দেবী ভগবতীকে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়া স্রবসংলগ্ন ভস্ম দ্বারা স্বশিষ্যের ও কৌলদিগের ললাটে তিলক করিয়া দিবেন। অনন্তর প্রসাদতত্ত্ব সমুদায় কৌলদিগকে পরিবেশন করিয়া চক্রানুষ্ঠানের বিধানানুসারে পান ও ভোজন করিবে। এই আমি তোমার নিকট শুভ পূর্ণাভিষেক কহিলাম। ইহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ও শিবত্বলাভ হয়।

নবরাত্রি, সপ্তরাত্রি, পঞ্চরাত্রি, ত্রিরাত্রি অথবা একরাত্রি পূর্ণাভিষেক করিবে। কুলেশ্বরি! এই সংস্কারে পাঁচটী কল্প আছে। যদি নবরাত্রি অভিষেক হয়, তাহা হইলে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল রচনা করিতে হইবে। প্রিয়ে সপ্তরাত্রি অভিষেক স্থলে নবনাভমণ্ডল, পঞ্চরাত্রি অভিষেক স্থলে পঞ্চাব্জমণ্ডল, ত্রিরাত্রি ও একরাত্রি অভিষেক স্থলে অষ্টদলপদ্ম রচনা করিতে হইবে। সাধকগণ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে এবং নবনাভমণ্ডলে নয়টী ঘট এবং পঞ্চাব্জমণ্ডলে পাঁচটী ঘট স্থাপন করিবে। অষ্টদলপদ্ম স্থলে একটী মাত্র ঘট স্থাপন করিতে হইবে। এই পদ্মের কেশরাদিতে অঙ্গদেবতা ও আবরণ দেবতাদিগের পূজা করিতে হয়। যাঁহারা পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত কৌল, যাঁহারা নির্ম্মল হৃদয়, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন বা ঘ্রাণ দ্বারা দ্রব্য শুদ্ধি হইয়া থাকে।

সাধক ও সাধিকা। তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকার লক্ষণও তন্ত্রে বর্ণিত আছে। নিরুত্তর তন্ত্রের (১১শ পটলে) মতে—

"আত্মনো জ্ঞানমাত্রেণ তত্ত্বজ্ঞান ভবেৎ প্রিয়ে।
তত্ত্বজ্ঞানী ভবেদ্‌যোগী স যোগী ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥
নিরালম্বশ্চ সালম্বো ভক্তশ্চ পরমেশ্বরি।
ভক্তোপি বীরভাবেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্॥
শক্তিমাত্রং যজেদ্‌যোগী ভক্তো যোগপরায়ণঃ।
অভিষেকেন দেবেশি ভৈরবো জায়তে ভুবি॥
অবধূতো ভবেদ্বীরো দিব্যশ্চ কুলসুন্দরি।
শ্মশানাগমনিষ্ঠশ্চ কুলযোষিৎপরায়ণঃ॥
কুলশাস্ত্রার্থসংবক্তা বলিদানরতঃ সদা।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারো নির্লোভো নির্ভয়ঃ শুচিঃ॥
গুরুদেবরতঃ শান্তো ঘৃণালজ্জাবিবর্জ্জিতঃ।
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গো রক্তকৌপীনভূষণঃ॥
উদারচিত্তঃ সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাচাররতৎপরঃ।
কুলাচাররতো বীরঃ পণ্ডিতঃ কুলবর্ত্মনা॥
কুলসঙ্কেতসংবেত্তা কুলশাস্ত্রবিশারদঃ।
মহাবলো মহাবুদ্ধিঃ মহাসাহসিকঃ শুচিঃ॥
নিত্যকর্ম্মণি নিষ্ঠাতো দম্ভহিংসাবিবর্জ্জিতঃ।
পরনিন্দাসহিষ্ণুঃ স্যাৎ পরোপকাররতঃ সদা।
বীরমাসনমাসীনঃ পিতৃভূমিগতঃ শুচিঃ॥
সর্ব্বদানন্দহৃদয়ঃ কুমারীপূজনে রতঃ।
এবং যদি ভবেদ্বীর স্তদেব হীনজাং যজেৎ॥
দিব্যোঽপি বীরভাবেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্।
কুলঞ্চ সর্ব্বজাতীনাং পূজনীয়ং কুলার্চ্চনে॥
শ্মশানে নির্জ্জনে রম্যে ত্রিপান্তে শূন্যমণ্ডলে।
গ্রামে পাতালকে বাপি সাধয়েৎ কুলসাধনম্॥"

প্রিয়ে! আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয়। তত্ত্বজ্ঞানী যোগী হইতে পারে; সেই যোগী তিন প্রকার— নিরালম্ব, সালম্ব ও ভক্ত। ভক্তও বীরভাবে কুলসাধন করিবে। যোগপরায়ণ ভক্তযোগী শক্তিমাত্র পূজা করিবে। দেবেশি! অভিষেক দ্বারা এ সংসারে ভৈরব এবং দিব্য ও বীরাচারী অবধূত হইয়া থাকে। (শ্মশানাগমে নিষ্ঠাবান্, কুলস্ত্রীপরায়ণ, কুলশাস্ত্রার্থ যে ভাল বলিতে পারে, নিত্য বলিদানে রত, দ্বন্দ্বহীন, অহঙ্কারহীন, নির্লোভ, নির্ভয়, শুদ্ধ, গুরু ও দেবতার প্রতি অনুরক্ত, শান্ত, ঘৃণালজ্জারহিত, অঙ্গে রক্তচন্দনলিপ্ত, রক্তবর্ণের কৌপীনধারী, উদারচিত্ত, সকল সময়ে বৈষ্ণবাচারতৎপর, কুলাচাররত, বীরচারী, কুলমার্গে পণ্ডিত, কুলসঙ্কেতবেত্তা, কুলশাস্ত্রবিশারদ, মহাধনবান্, বুদ্ধিমান্, অতি সাহসী, শুদ্ধাচারী, নিত্যকর্ম্মনিষ্ঠ, দম্ভ ও হিংসাবর্জ্জিত, পরনিন্দাসহিষ্ণু, সর্ব্বদা পরোপকারে নিরত, বীরাসনে সমাসীন, পিতৃভূমিগত, সর্ব্বদাই আনন্দিত, কুমারীপূজনে রত।) এইরূপ হইলে বীর তান্ত্রিকসাধনে হীনজা যজন করিবে। দিব্যও বীরভাবে কুলসাধন করিবে। কুলপূজায় সকল জাতির কুলস্ত্রীই পূজনীয়া। শ্মশানে নির্জ্জন বা রমণীয় স্থানে, ত্রিমাত্রাপথে ও শূন্য মণ্ডলে গ্রাম বা সুড়ঙ্গের মধ্যে কুলপূজা করিবে।

সাধিকার লক্ষণ—

"নির্লোভা কামনাহীনা নির্লজ্জা দম্ভবর্জ্জিতা।
শিবসমাগতা সাধ্বী স্বেচ্ছয়া বিপরীতগা॥
চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্যা প্রশস্তা কুলপূজনে।
চতুর্বর্ণোদ্ভবানাঞ্চ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে॥
বর্ণশঙ্করতো জাতা হীনজা পরিকীর্ত্তিতা

লজ্জা নাস্তি তত্তালা যা সা সাক্ষাদ্ভুবনেশ্বরী ॥
নানাজাত্যুদ্ভবানাঞ্চ সা দীক্ষা কুলপূজনে।
ব্রাহ্মণো হীনজাং দেবীং মনসা বা প্রপূজয়েৎ ॥
অজ্ঞাত্বা কৌলিকীং দেবীং পশুবৎ পরিপূজয়েৎ।
পশুবৎ পূজয়েদ্বীরো দীক্ষিতাং বাপ্যদীক্ষিতাম্।
শক্তিমাত্রং যজেদ্বীরঃ প্রাপ্তযোগমনাঃ স্মরেৎ ॥
হীনজাতে তু সংযুক্তা দীক্ষিতাশ্চৈব সর্ব্বদা।
শাঙ্করী শক্তিকা বাপি বৈষ্ণবী বাপ্যবৈষ্ণবী।
সর্ব্বদা সাধনে যোজ্যা সাধকানাং কুলার্চ্চনে ॥” (নিরু° ১১ প°)

যে রমণীর লোভ নাই, কামনা নাই, লজ্জা নাই, দম্ভ নাই, যে সাধ্বী শিব * সঙ্গ করিয়াছে, স্বইচ্ছায় বিপরীত রমণ করে, এইরূপ চারিবর্ণজাতা রমণীই কুলপূজার প্রশস্ত। চারি বর্ণের কুলস্ত্রীরই পুরশ্চরণের বিধান আছে। বর্ণশঙ্কর হইতে জাতা নারী হীনজা বলিয়া খ্যাত। যাহার মুখমণ্ডল লজ্জার আভা সে সাক্ষাৎ ভুবনেশ্বরী। এরূপ নানা জাতীয়া রমণীই কুলপূজার দীক্ষিত করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ হীনজাতীয় দেবীকে মনে মনে পূজা করিবে। কৌলিকীদেবী না জানা থাকিলে পশুবৎ অর্চ্চনা করিবে। বীরাচারী দীক্ষিতা বা অদীক্ষিতাকে পশুবৎ পূজা করিবে অথবা প্রাপ্তযোগমনা হইয়া শক্তিমাত্র স্মরণ করিবে। হীনজা মাত্রেই সর্ব্বদা দীক্ষিতা। শৈবা বা শাক্তরমণী, বৈষ্ণবা অথবা অবৈষ্ণবী সাধকগণের কুলসাধনে যোগ্য বলিয়া জানিবে।

সঙ্কেত। তান্ত্রিক উপাসক মাত্রেরই সঙ্কেত জানা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে কুলপূজায় তাহার আদৌ অধিকার নাই অথবা চক্র মধ্যে সে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। নিরুত্তরতন্ত্রে—

“ক্রমসঙ্কেতকঞ্চৈব পূজাসঙ্কেতমেব চ।
মন্ত্রসঙ্কেতকঞ্চৈব যন্ত্রসঙ্কেতকস্তথা ॥
লিখনং মন্ত্রযন্ত্রাণাং সঙ্কেতং গুরুমার্গতঃ।
সঙ্কেতজ্ঞং বিনা বীরং যদি চক্রে নিয়োজয়েৎ ॥
নিষ্ফলং পূজনং দেবি দুঃখং তস্য পদে পদে।
সঙ্কেতহীনো যো বীরো নাভিষেকী গুরুঃ ক্রমাৎ ॥
কুলভ্রষ্ট স পাপিষ্ঠস্তং ত্যজেদ্বীরচক্রকে।” (নিরু° ১০ প°)

ক্রমসঙ্কেত, পূজাসঙ্কেত, মন্ত্রসঙ্কেত, যন্ত্রসঙ্কেত, গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র ও যন্ত্র লিখিবার সঙ্কেত, এই সকল সঙ্কেত যাহার জানা নাই, তাহাকে চক্রে নিযুক্ত করিলে পূজা নিষ্ফল ও পদে পদে তাহার দুঃখ হইয়া থাকে। যে বীর সঙ্কেত জানে না অথবা যে গুরু ক্রমানুসারে অভিষিক্ত নহে, সে কুলভ্রষ্ট, সে পাপিষ্ঠ, তাহাকে বীরচক্রে পরিত্যাগ করিবে।

ক্রমসঙ্কেত।

খপুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডোদ্ভব, গোলোদ্ভব, বজ্রপুষ্প, উল্লাস, প্রৌঢ় ইত্যাদি।

তন্ত্রে ঐ সকল তান্ত্রিক শব্দের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। আবার অনেক সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ অভিষিক্ত গুরুর নিকট ভিন্ন আর কোন প্রকারে জানা যায় না।

স্বয়ম্ভুকুসুম প্রথম ঋতুমতীর রজঃ। যথা—

“হরসম্পর্কহীনায়ালতায়াঃ কামমন্দিরে।
জাতং কুসুমমাদৌ যন্মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥
স্বয়ম্ভুকুসুমং দেবি রক্তচন্দনসংজ্ঞিতম্।
তথা ত্রিশূলপুষ্পঞ্চ বজ্রপুষ্পং বরাননে ॥
অনুকল্পং লোহিতাক্ষচন্দনং হরবল্লভং।” (মুণ্ডমালাতন্ত্র ২ প°)

হর অর্থাৎ পুরুষের সংস্রব ব্যতিরিক্তে লতা অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যোনি হইতে যে কুসুম অর্থাৎ রজঃ হয়, তাহাকেই স্বয়ম্ভুকুসুম বা রক্তচন্দন বলা যায়। ইহার অভাবে ত্রিশূলপুষ্প ও বজ্রপুষ্প (চণ্ডালীর রজঃ) মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। ইহার অনুকল্প শিবপ্রিয় লোহিতাক্ষ চন্দন।

কুণ্ডোদ্ভব অর্থাৎ সধবা স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা—

“জীবদ্ভর্ত্তৃকনারীণাং পঞ্চমং কারয়েৎ প্রিয়ে।
তস্যা ভগস্থ যদ্দ্রব্যং তৎকুণ্ডোদ্ভবমুচ্যতে ॥”
(সময়াচারতন্ত্র ২য় প°)

গোলোদ্ভব অর্থাৎ বিধবা স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা—

“মৃতভর্ত্তৃকনারীণাং পঞ্চমঞ্চৈব কারয়েৎ।
তস্যা ভগস্থ যদ্দ্রব্যং তদ্গোলোদ্ভবমুচ্যতে।”

কুলার্ণবের মতে—

“তত্ত্বত্রয়ং স্যাদারম্ভঃ কথিতং কুলনায়িকে।
কথিতস্তরুণোল্লাসে হরুণং মুখমম্বিকে ॥
যৌবনং মনসঃ সম্যগুল্লাসঃ কথিতঃ প্রিয়ে।
স্খলনং দৃগ্ মনোবাচাং প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে ॥”

তত্ত্বত্রয়কে আরম্ভ, অরুণ মুখকে তরুণ উল্লাস, যৌবনকে মনের মহোল্লাস, দৃষ্টি মন ও কথার স্খলনের নাম প্রৌঢ় ইত্যাদি।

পূজা-সঙ্কেত। তন্ত্রসারে উদ্ধৃত হইয়াছে—

“দ্রব্যাণাং যাবতী সংখ্যা পাত্রাণাং দ্রব্যসংহতিঃ।
হাটকং রাজতং তাম্রং মারকতমৃদাদিনা ॥
উপচারবিধানে তদ্দ্রব্যমাহুর্মনীষিণঃ।
আসনে পঞ্চপুষ্পানি স্বাগতে ষট্‌চতুঃপলম্ ॥

* “অষ্টোত্তরশতং দেবি তদ্যোগং সুরতো জপেৎ।
প্রণম্য মনসা দেবীং চুম্বনং মনসা স্মরেৎ।
সুন্দরীং নাগরীং দৃষ্ট্বা এবং সন্নিধয়েন্নরঃ।
স এব কালিকাপুত্রঃ সদাশিব ইহাপরঃ।” (নিরু° ১১ প°)

জলং শ্যামাকদূর্ব্বা চ বিষ্ণুক্রান্তাভিরীরিতম্।
পাদ্যে চার্ঘ্যে জলং তাবদ্গন্ধপুষ্পাক্ষতং জবা।
দূর্ব্বাস্তিলাশ্চ চত্বারঃ কুশাগ্রঃ শ্বেতসর্ষপাঃ।
জাতীফললবঙ্গক-কক্কোলাশ্চ ষট্‌পলম্।
প্রোক্তমাচমনং কাংস্যে মধুপর্কঃ ঘৃতং মধুঃ॥
দধ্না সহ পলৈকন্তু শুদ্ধং বাড়ি তথাচ মে।
পরিমার্গস্তু পঞ্চাশৎ পলং স্নানার্থসম্ভবঃ॥
নির্ম্মলেনোদকেনাথ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণতা।
মলিনং গর্হিতং সর্ব্বং ত্যজেৎ পূজাবিধৌ হরেঃ॥
বিতস্তিমাত্রাদধিকং বাসোযুগ্মন্তু নূতনম্।
স্বর্ণাদ্যাভরণান্যেবং মুক্তারত্নযুতানি চ॥
চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধফলাবধি।
নানাবিধানি পুষ্পানি পঞ্চাশদধিকানি চ॥
কাংস্যাদিনির্ম্মিতে পাত্রে ধূপো গুগ্‌গুলু কর্ষভাক্।
সপ্তবর্ত্ত্যাস্থ সংযুক্তো দীপস্যাচ্চতুরঙ্গুলঃ॥
যাবত্তক্ষং ভবেৎ পুংসস্তাবদ্দদ্যাজ্জনার্দ্দনে।
নৈবেদ্যং বিবিধং বস্তুভক্ষ্যাদিকচতুর্ব্বিধম্॥
কর্পূরাদিযুতা বর্ত্তি সা চ কার্পাসনির্ম্মিতা।
সপ্তবর্ত্ত্যাস্থ সংযুক্তো দীপস্যাচ্চতুরঙ্গুলঃ।
শিলাপিষ্টং চন্দনায়াং সপ্তধা বত্তয়েন্নরঃ।
কার্য্যং তাম্রাদিপাত্রে তৎ প্রীতয়ে হরিমেধসঃ।
দূর্ব্বাক্ষতপ্রমাণঞ্চ বিজ্ঞেয়ন্তু শতাধিকম্।
উত্তমোঽয়ং বিধিঃ প্রোক্তে বিভবে মতি সর্ব্বদা।
এষামভাবে সর্ব্বেষাং যথাশক্ত্যাতু পূজয়েৎ।
অনুকল্পং বিবর্জ্জেচ্চ দ্রব্যাণাং বিভবে সতি॥”

দ্রব্যের যত সংখ্যা পাত্রের তত সংখ্যা বুঝিতে হইবে। উপচারে দ্রব্য বলিলে সুবর্ণ, রজত, তাম্র ও কাংস্য এই চারিটী। পঞ্চবিধ পুষ্পে আসন, ষট্ পুষ্পে স্বাগত, চারি পল জলে পাদ্য, শ্যামাক (বিষ্ণুক্রান্তা) অপরাজিতা, গন্ধপুষ্প, আতপতণ্ডুল, দূর্ব্বা, তিল, কুশাগ্র, শ্বেতসর্ষপ, জায়ফল, লবঙ্গ ও কক্কোল এই সকলে অর্ঘ্য, ষট্‌পল পরিমিত জলে আচমন, কাংস্যপাত্রে ঘৃত মধু ও দধি দিয়া মধুপর্ক, একপল বিশুদ্ধ জলে আচমন, ৫০ পল বিশুদ্ধ জলে স্নান, বিতস্তিমাত্রার অধিক দুইখানি নূতন কাপড়ে বসন, মুক্তা ও রত্নাদিযুক্ত স্বর্ণাদি দ্বারা আভরণ, চন্দন অগুরু ও কর্পূরে গন্ধ, ৫০ প্রকারের অধিক ফুলে পুষ্প, কাংস্যাদি পাত্রে ধুনা ও গুগ্‌গুলু দ্বারা ধূপ, সপ্তবর্ত্তীযুক্ত দীপ দ্বারা দীপ। একটী পুরুষে যে পরিমাণ দ্রব্যভক্ষণ করিতে পারে, তাহার দ্বারা নৈবেদ্য। (এই নৈবেদ্যে বিবিধ প্রকার বস্তু দিতে হয়, খাদ্য বস্তু ৪ প্রকারের কম না হয়)। কার্পাসাদি সূত্র দ্বারা ৪ আঙ্গুল পরিমিত ৭টী বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কর্পূর সংযুক্ত করিয়া প্রজ্বলিত করিয়া দিলে দীপ, ৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলে বন্দনা বুঝিতে হইবে। (বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত তাম্রাদিপাত্রে এই সকল কার্য্য করিবে)।

দূর্ব্বাক্ষত বলিলে একশতের অধিক দূর্ব্বা ও অক্ষত লইতে হয়। ধনশালী ব্যক্তির পক্ষে ইহাই উত্তম বিধি। এই বিধি অনুসারে যে পূজা করে, সেই ব্যক্তি সকল ভোগান্বিত হইয়া অন্তকালে হরির পুরে গমন করে। বিত্তহীন ব্যক্তির পক্ষে যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিতে পারে। এই অনুকল্প ধনবানের পক্ষে নহে। ধনবান্ ব্যক্তি এইরূপ অনুকল্প করিলে তাহা নিষ্ফল।

মন্ত্রসঙ্কেত অর্থাৎ বীজ। যেমন ভুবনেশ্বরী বীজ।

“নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়ো বামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্।”

নকুলীশ শব্দে ‘হ্’, অগ্নি শব্দে ‘র্’, বামনেত্র শব্দে ‘ঈ’, এবং অর্দ্ধচন্দ্র শব্দে ‘ঁ’, এই সমুদায়ে হ্রীঁ এই মন্ত্রটী উদ্ধার হইল।

কালীবীজ যথা—

“বর্গাদ্যং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দুসমন্বিতম্।”

বর্গাদ্য শব্দে ‘ক্’ বহ্নি শব্দে ‘র্’ রতি শব্দে ‘ঈ’ এবং বিন্দু ‘ঁ’ ইহাতে ক্রীঁ এই মন্ত্র উদ্ধার হইল। এই সাঙ্কেতিক পদসমূহকে মন্ত্র সঙ্কেত বলা যায়। [বীজ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এইরূপে কিরূপ চক্র থাকিলে তাহাকে কোন্ যন্ত্র বলে, তাহা কি প্রকারে আঁকিতে হয়, এই সকল সঙ্কেত জানাকে যন্ত্রসঙ্কেত বলা যায়। [যন্ত্র শব্দ দেখ।]

বীরাচারপূজা। তন্ত্রে বীরাচারপূজা একটী প্রধান অঙ্গ। কৃকলাস-দীপিকায় তৃতীয় পটলে লিখিত আছে—

“আদৌ দীপনী দেবেশি বক্তব্যা বীরপূজিতে।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥
সর্ব্বেষামেব দেবানাং দীপনীয়া প্রকীর্ত্তিতা।
অনায়ত্তং বিনা বিদ্যা ন সিধ্যতি কদাচন॥
বিনাপূজাং বিনাধ্যানং বিনাচারং মহেশ্বরি।
সাধকো জ্ঞানমাত্রেণ ভবেন্মুক্তো মহানঘঃ॥
তৎকুলে নৈব দারিদ্র্যং তদ্গোত্রে নাস্ত্যপণ্ডিতঃ।
প্রাণং দেয়াৎ ধনং দেয়াৎ কুলং দেয়াৎ স্ত্রিয়োঽপি চ॥
এনাং বিদ্যাং মহেশানি ন দদ্যাৎ যস্য কস্যচিৎ।
কালী বীজত্রয়ং কূর্চ্চযুগলং তদনন্তরম্॥
লজ্জাবীজদ্বয়ং দেবি দক্ষিণে কালিকে তথা।

পুনস্তান্যেব বীজানি বহ্নিকান্তাবধির্ম্মনুঃ॥
ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্‌ছন্দ উদাহৃতম্।
দক্ষিণা কালিকা প্রোক্তা দেবতা তন্ত্রগোপিতা॥
বীজশক্তিঞ্চ দেবেশি কূর্চ্চং লজ্জাং ক্রমাৎ প্রিয়ে।
অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ মায়য়া পরিকীর্ত্তিতৌ॥
করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্॥
সদ্যঃ কৃত্য শিরঃ খড়্গাবামোর্দ্ধাধঃকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং কয়কঙ্কালকান্বিতাম্।
কণ্ঠাবশক্তমুক্তালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্॥
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাম্॥
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং।
এবং ধ্যাত্বা প্রযত্নেন মদ্যৈ র্মাংসৈশ্চ ভক্তিতঃ॥
রক্তপুষ্পৈ রক্তপদ্মৈ রক্তাম্বরসমন্বিতৈঃ।
সংপূজ্য যত্নতো মন্ত্রী পরিবারান্ সমর্চ্চয়েৎ॥
পীঠপূজাং ততো দেবি আধারশক্তিপূর্ব্বকম্।
প্রকৃতিং কমঠঞ্চৈব শেষং পৃথ্বীং তথৈব চ॥
সুধাম্বুধিং মণিদ্বীপং চিন্তামণিগৃহং তথা।
শ্মশানং পারিজাতঞ্চ তন্মূলে মণিবেদিকাম্॥
তস্যোপরি মণেঃ পীঠং ন্যসেৎ সাধকসত্তমঃ।
চতুর্দ্দিক্ষু মুনীন্ দেবান্ শিবাংশ্চ নরমুণ্ডকান্॥
ধর্ম্মাদ্যধর্ম্মাদীংশ্চৈব ওঁ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ।
কেশরেষু চ পূর্ব্বাদিষ্বিচ্ছা জ্ঞানাক্রিয়া তথা॥
কামিনী কামদা চৈব রতিঃ প্রীতিস্তথৈব চ।
প্রিয়া নন্দা মহেশানি মধ্যে চৈব মনোন্মনী॥
কালীং কপালিনীং কুল্লাং কুরুকুল্লাং বিরোধিনীম্।
বিপ্রচিত্তাং মহেশানি বহিঃ ষট্‌কোণকে বুধঃ॥
উগ্রামুগ্রপ্রভাং দীপ্তাং ন্যসেৎ পত্রত্রিকোণকে।
মাত্রাং মুদ্রাং সিতাঞ্চৈব ন্যসেচ্চান্যত্রিকোণকে॥
সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ।
তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ॥
দিগাম্বরাহসন্মুখ্যঃ স্ব স্ব বাহনভূষিতাঃ।
এবং ধ্যাত্বা প্রযত্নেন পূজয়েদষ্টপত্রকে॥
ব্রাহ্মীং নারায়ণীঞ্চৈব তথা মাহেশ্বরীং প্রিয়ে।
অপরাজিতাঞ্চ কৌমারীং বারাহীমর্চ্চয়েদ্বুধঃ॥
নারসিংহীং প্রপূজ্যৈব ততো দক্ষিণতো যজেৎ।
মহাকালং যজেৎ দেবি বিপরীতরতান্তরে॥
দিগম্বরং মুক্তকেশং চণ্ডবেশং প্রযত্নতঃ।
এবং সংপূজ্য যত্নেন যজেৎ মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
বিনা মদ্যং বিনা মাংসং যদি দেবীং প্রপূজয়েৎ।
দেবতা শাপমাপ্নোতি মৃতো নরক মজ্জতে॥"

বীরাচার পূজাতে প্রথমে দীপনী আবশ্যক। যাহা জানিলে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয়। এইজন্য সকল দেবতার দীপনী কথিত হইয়াছে, এই বিদ্যা আয়ত্ত না হইলে কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না। সাধক পূজা, ধ্যান ও আচার ব্যতীত একমাত্র জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয় এবং যাহারা মুক্ত হয়, তাহাদের কুলে কেহ দরিদ্র ও অপণ্ডিত থাকে না। প্রাণ, ধন, কুল, এমন কি স্ত্রীও দান করিতে পার, কিন্তু এই মন্ত্র যাহাকে তাহাকে দান করিবে না। কালীর বীজদ্বয়, তাহার পর কূর্চ্চবীজদ্বয় ও লজ্জাবীজদ্বয়, দেবী দক্ষিণকালিকা, পুনর্ব্বার এই সকল বীজ হইবে। ইহার ঋষি ভৈরব, ছন্দ উষ্ণিক্, দক্ষিণাকালিকা দেবী।

ইহার বীজ কূর্চ্চ ও লজ্জাশক্তি, অঙ্গন্যাস ও করন্যাস মায়াবীজ দ্বারা করিয়া দেবীর ধ্যান করিতে হইবে।

করাল-বদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, চতুর্ভুজা, ইত্যাদি রূপে কালীর ধ্যান করিয়া মদ্য মাংস, রক্তপুষ্প ও রক্তপদ্ম দ্বারা এবং রক্ত বস্ত্রান্বিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতে হয়।

তাহার পর পরিবারপূজা, তৎপরে পীঠ পূজা করিতে হয়। প্রকৃতি, কমঠ, শেষ, পৃথ্বী, সুধাম্বুধি, মণিদ্বীপ, চিন্তা-মণিগৃহ, শ্মশান, পারিজাত, এই সকলের মূলে মণিবেদিকা প্রস্তুত করিবে। তাহার মধ্যে সাধকশ্রেষ্ঠ মণিপীঠ ন্যস্ত করিবে। চারিদিকে মুণি, দেবতা, শিব, নরমুণ্ড, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ওঁ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ এই বলিয়া স্থাপন ন্যস্ত করিবে।

পরে কালী, কপালিনী কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা, এই সকলকে সাধক, বহিঃ ষট্‌কোণে ন্যস্ত করিবে।

উগ্রা, উগ্রপ্রভা ও দীপ্তা পত্রত্রিকোণে এবং মাত্রা, মুদ্রা ও মিতা অন্য ত্রিকোণে ন্যস্ত করিবে।

পরে "সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ধ্যান করিয়া অষ্টপত্রে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে।

পরে সাধক ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, অপরাজিতা, কৌমারী ও বারাহীকে পূজা করিবে। পরে নারসিংহীকে পূজা করিয়া তাহার পর দক্ষিণে যাগ করিবে। বিপরীত রতান্তরে মহাকাল যাগ করিবে। সাধক অনন্যচিত্ত হইয়া চণ্ডবেশ, মুক্তকেশ ও দিগম্বরকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে। মদ্য ও মাংস ব্যতীত যদি দেবীকে পূজা করা হয়, তাহা হইলে দেবতা

সকল শাপগ্রস্ত হন এবং পূজাকারিব্যক্তি অন্তে নরকে গমন করে।)

"বিনা পরস্ত্রিয়া দেবি জপেৎ যদি তু সাধকঃ।
শতকোটিজপেনৈব তস্য সিদ্ধি র্ন জায়তে॥
স্ত্রিয়ো গতি স্ত্রিয়ো প্রাণাঃ স্ত্রিয়ঃ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।
নারীণাং স্মরণে কালী স্মারিতা স্যান্ন সংশয়ঃ॥
কণ্ঠে কণ্ঠং মুখে বক্ত্রং বক্ষোজং চোরসি প্রিয়ে।
তস্যৈ কুলরসং দেবি পায়য়িত্বা যথোচিতম্॥
স্বয়ং পীত্বা জপেন্মন্ত্রং সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।"

(সাধক পরস্ত্রী ব্যতীত যদি জপ করে, তাহা হইলে শত কোটি জপ দ্বারাও সিদ্ধি হইবে না। যেহেতু ইহাতে স্ত্রীই একমাত্র গতি, স্ত্রীই একমাত্র প্রাণ, স্ত্রীই একমাত্র সিদ্ধি, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। নারীর স্মরণে কালীকে স্মরণ করা হয়। কণ্ঠে কণ্ঠ, মুখে মুখ, উরস্থলে বক্ষোজ, এই প্রকারে তাহাকে কুলরস পান করাইয়া স্বয়ং পান করিয়া যথোচিত জপ করিবে। এই প্রকার জপ করিলে সিদ্ধি হয়, অন্যথা হইলে সিদ্ধি হইবে না।)

ইহাতে অনধিকারী।

"এতস্য চ প্রয়োগেন গ্লানির্যস্য প্রজায়তে।
কালিকামন্ত্রবর্গেষু নাধিকারী স উচ্যতে॥

(উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে যাহার গ্লানি উপস্থিত হয়, সে বীরাচার পূজার অনধিকারী।)

পুরশ্চরণ—

"লক্ষমাত্রজপেনৈব পুরশ্চরণমুচ্যতে।
ক্ষত্রিয়ানাং দ্বিলক্ষং স্যাৎ বৈশ্যানাঞ্চ ত্রিলক্ষকম্॥
শূদ্রানান্তু চতুর্লক্ষং পুরশ্চরণমুচ্যতে।
লক্ষমাত্রং জপেদ্দেবি হবিষ্যাশী দিবাশুচিঃ॥
রাত্রৌ নিশীথে তাবচ্চ পীত্বা কুলরসং প্রিয়ে।
কুলনারীগণোপেতো জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
এবমুক্তবিধানেন দশাংশং হোমমাচরেৎ।
তদ্দশাংশং তর্পণঞ্চ তদ্দশাংশাভিষেচনম্॥
তদ্দশাংশং বিপ্রভোজ্যং কীর্ত্তিতং পরমেশ্বরি।
পুষ্পিণীমকরন্দেন হোমতর্পণমাচরেৎ॥
এবং প্রয়োগমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।
বাক্‌সিদ্ধিং লভতে দেবি কবিত্বং নির্ম্মলং প্রিয়ে॥
ধনেনাপি কুবেরস্যাৎ বিদ্যয়া স্যাৎ বৃহস্পতিঃ।
আকল্পোজীবনো ভূত্বা অন্তে মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥"

লক্ষমাত্র জপই ইহার পুরশ্চরণ, কিন্তু বৈশ্যদিগের ত্রিলক্ষ ও শূদ্রদিগের চারিলক্ষ জপ পুরশ্চরণ। শুচিপূর্ব্বক হবিষ্যাশী হইয়া নিশীথরাত্রে কুলরস পান করিয়া এবং কুলনারীযুক্ত হইয়া অনন্যচিত্তে এই মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে জপকার্য্য সমাধা করিয়া উক্ত বিধানানুসারে দশাংশ হোম, দশাংশ তর্পণ ও দশাংশ অভিষেক করিতে হইবে, পরে দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পুষ্পিণীমকরন্দদ্বারা হোম ও তর্পণ করিবে। এইরূপ প্রয়োগ করিতে পারিলেই সিদ্ধ হয়, ইহার অন্যথা হইলে হয় না। বাক্‌সিদ্ধি হইলে নির্ম্মল কবিত্বশক্তি লাভ হয়, অর্থে কুবের সদৃশ, বিদ্যাতে বৃহস্পতি তুল্য এবং জীবন কল্পান্ত স্থায়ী হয়। অন্তে মুক্তিলাভ করে।

"প্রয়োগারম্ভকালে চ সুরা দুগ্ধময়ী ভবেৎ।
লোহিতং বা ভবেদ্দেবি মাংসং পুষ্পময়ং ভবেৎ॥
সুরাপাত্রং ভবেৎ শূন্যং মাংসপাত্রং বিশেষতঃ।
কলাকলান্তরঞ্চৈব পুষ্পং পুষ্পান্তরং ভবেৎ॥
নবনীতং মাংসতুল্যং মাংসং পুষ্পং ভবেৎ প্রিয়ে।
এবং জ্ঞাত্বা সাধকেন্দ্রো জায়তে চ ক্রমেণ তু॥"

ইহার প্রয়োগারম্ভকালে সুরাই দুগ্ধতুল্য ও মাংস পুষ্প স্বরূপ হয়। সুরা ও মাংসপাত্র পরে শূন্য হইবে। তাহাতে অবশিষ্ট যেন কিছু না থাকে। ইহাতে নবনীত মাংসতুল্য, সাধক শ্রেষ্ঠ এই প্রকার জানিয়া কার্য্য করিবে।

"সৌবর্ণং রাজতঞ্চৈব তথা মৌক্তিকমেব চ।
বিদ্রুমং পদ্মরাগঞ্চ তথৈব বরবর্ণিনি॥
প্রোক্তং মালাচতুষ্কঞ্চ সমভাগেন মালিকাং।
গ্রথয়েৎ পট্টসূত্রেণ পুষ্পিণী গৃহবর্ত্তিনী॥
লোহিতেন বরারোহে সর্পাকারাং সুশোভনাম্।
স্নাপয়েৎ পঞ্চগব্যেন মকরন্দেন পার্ব্বতি।
তারং মায়া কূর্চ্চযুগ্মং মালে মালে পদং তথা।
বহ্নি কান্তাং সমুচ্চার্য্য শতং জপ্তাভিমন্ত্রয়েৎ॥
স্নাপয়েৎ পীঠমধ্যেতু শূন্যাগারে বরাননে।
ততস্তাং মালিকাং দেবি গৃহীত্বা যত্নতঃ সুধীঃ॥
জ্ঞাত্বা সিদ্ধিস্ত নিকটে মহোৎসবমথাচরেৎ।
ষোড়শাব্দাং সুযুবতীং সমানীয় প্রযত্নতঃ॥
তামুদ্বর্ত্ত্য স্বয়ং গন্ধৈঃ স্নাপয়েৎ শুদ্ধবারিণা।
দিব্যালঙ্কারশোভাভির্দিব্যপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ॥
পূজয়িত্বা চ মিষ্টান্নৈর্ভোজয়েত্তাং বরাননাম্।
আসবং পায়য়েৎ যত্নাৎ নিশ্চয়ং তন্ময়ং পিবেৎ॥
ততো মন্ত্রী রময়েত্তাং রতিমিচ্ছতি সা যদা।
তস্যা হস্তে ততো মালাং দত্বা তাং যাচয়েদ্বুধঃ॥
নীত্বা মালাং তয়া দত্তাং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ।
তদা জপেদর্দ্ধরাত্রৌ সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা॥"

সুবর্ণ, রৌপ্য, মৌক্তিক, বিক্রম ও পদ্মরাগ, ইহাদিগের মালা পট্টসূত্র দ্বারা গ্রথিত করিয়া তাহা দ্বারা গৃহবর্ত্তিনী পুষ্পিণী স্ত্রীকে গ্রথিত করিবে। পরে পঞ্চগব্য ও মকরন্দ দ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর বহ্নিকান্তা (স্বাহা) উচ্চারণ করিয়া অভিমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং পীঠমধ্যে মালিকা স্নান করাইবে। এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি নিকটে জানিয়া মহোৎসব করিবে। ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীকে যত্নপূর্ব্বক আনিয়া শুদ্ধবারি ও গন্ধ দ্বারা স্বয়ং স্নান করাইবে। পরে দিব্যালঙ্কার সুগন্ধ পুষ্প ও মিষ্টান্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া তন্ময় হইয়া তাহাকে আসব পান করাইয়া স্বয়ং পান করিবে। সেই সময়ে যদি ঐ ষোড়শী রতি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাকে রমণ করিবে এবং তাহার হস্তে মালা দিবে, পরে ঐ মালা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরে অর্দ্ধরাত্রি সময় জপ করিলে নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নো চেৎ কলামধ্যে বিশেদ্বুধঃ।
পর্য্যঙ্কস্য চতুঃপার্শ্বে পট্টসূত্রং মনোরমম্॥
বদ্ধা দ্বাবিংশতিং গ্রন্থিং রমাপূটিতমূলকৈঃ।
নিবিশ্যৈব স্বরক্ষার্থং পাঞ্চালীং সৈন্ধবীং তথা॥
বক্ষ্যমাণক্রমেণৈব বস্ত্রোপরি নিধাপয়েৎ।
ষোড়শাব্দাং পরলতাং গণিকাঞ্চ বিশেষতঃ॥
সমানীয়প্রযত্নেন দিব্যপুষ্পৈর্নিবেদয়েৎ।
ভোজয়েৎ মিষ্টভোজ্যানি ক্ষৌমকং পরিধাপয়েৎ॥
লেপয়েৎ দিব্যগন্ধেন ভূষণৈ র্ভূষয়েৎ স্বয়ম্।
রময়েৎ পরয়া ভক্ত্যা সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে॥
জপস্যার্দ্ধজপেনৈব সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।
বিনা মদ্যং মহেশানি ন সিদ্ধ্যতি কদাচন॥
তস্মাদাদৌ প্রযত্নেন পীত্বা তাং পায়য়েদ্বুধঃ।"

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, অর্থাৎ সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে এই প্রকার করিলে সিদ্ধি হইবে।

সাধক কলামধ্যে নিবেশিত হইবে, পরে পর্য্যঙ্কের চতুঃপার্শ্বে মনোরম পট্টসূত্রে দ্বাবিংশতি গ্রন্থি রমাপূটিত মূলক দ্বারা বদ্ধ করিয়া নিজের রক্ষার নিমিত্ত বক্ষ্যমান নিয়মানুসারে পাঞ্চালী ও সৈন্ধবী বস্ত্রের উপর স্থাপিত করিবে। পরে সাধক যত্নসহকারে ষোড়শী পরলতা বা গণিকা আনিয়া তাহাকে দিব্যপুষ্প নিবেদন করিবে, এবং মিষ্ট ভোজ্য ভক্ষণ ও ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান এবং দিব্য গন্ধ ও ভূষণ দ্বারা ভূষিতা করাইবে। সাধক সিদ্ধির নিমিত্ত পরাভক্তি দ্বারা তাহাকে রমণ করিবে। এই প্রকার করিয়া জপের অর্দ্ধভাগ জপ করিলেই সিদ্ধি হয়। কিন্তু ইহাতে মদ্য বিনা কখনই সিদ্ধি হইতে পারে না। সেইজন্য পূর্ব্বে যত্নপূর্ব্বক স্বয়ং মদ্যপান করিয়া এবং তাহাকে পান করাইয়া জপ করিবে।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ চরুহোমং প্রকল্পয়েৎ।
নিশীথে নির্ভয়ো দেবি শ্মশানে প্রান্তরে তথা॥
গন্ধৈঃ স্নানাদিকং কৃত্বা পাদশৌচাদিপূর্ব্বকং।
ঘটমারোপয়েত্তত্র সৌবর্ণং রাজতং তথা॥
তাম্রং বা তন্মহেশানি বিভবানুক্রমেণ তু।
কল্পয়িত্বা নিশাভাগে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্॥
উপচারৈর্যথাশক্তি বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
দেবীপূজাং বিধায়ৈব পিষ্টন্তু পরিদাপয়েৎ॥
চরৌ নিধায় যত্নেন চতুঃপিষ্টকবর্ত্তুলম্।
ততশ্চরুং পাচয়েত্তু কুণ্ডমধ্যে তু পূজয়েৎ॥
রক্তাং ঘনাং বলাকাঞ্চ নীলাং কালীং কলাবতীং।
দ্বারেষু পূজয়েন্মন্ত্রী লোকপালান্ প্রযত্নতঃ॥
গ্রহান্ সংপূজয়েন্মন্ত্রী চতুষ্কোণক্রমেণ তু।
হবির্দ্ধারাং হুনেন্মন্ত্রী যথাশক্ত্যা ততশ্চরুং॥
শ্রাবয়েৎ মূলমন্ত্রেণ মধুনা সিদ্ধিহেতবে।
হুত্বা সংচ্ছাদয়েন্মন্ত্রী ততো দক্ষিণকালিকাং॥
ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।
পিষ্টবর্ত্তুলসংখ্যাতং সুবর্ণাদি প্রজায়তে॥
একেনৈব প্রয়োগেণ যদি সিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে।
তথা হোমো দ্বিতীয়েন রৌপ্যং বাপি সুরেশ্বরি॥
তৃতীয়েন ভবেত্তাম্রং লৌহং তুর্য্যেণ চ স্মৃতং।
এষামন্যতমাং জ্ঞাত্বা সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাং॥
সিদ্ধায়াং কালিকায়াঞ্চ নেন্দ্রং দুর্ল্লভমুচ্যতে।
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মাদাদৌ সমর্চ্চয়েৎ॥
তস্য প্রসাদমাত্রেণ সিদ্ধোভবতি নান্যথা।"

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সাধক চরু হোম করিবে। সাধক শ্মশান বা প্রান্তরে নিশীথ সময়ে নির্ভয় হইয়া স্নানাদি করিবে। অনন্তর পাদশৌচাদি পূর্ব্বক বিভবানুসারে সুবর্ণ, রজত, বা তাম্রময় ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। দেবী পূজার উপচার বিষয়ে কৃপণতা করিবে না। এই প্রকারে যথাশক্তি দেবী পূজা করিয়া পিষ্ট প্রস্তুত করিবে। বর্ত্তুলাকার চতুঃপিষ্টক যত্নপূর্ব্বক চরুতে রাখিয়া চরুপাক করিবে এবং কুণ্ড মধ্যে পূজা করিবে। সাধক রক্তা, ঘনা, বলাকা, নীলা, কালী, কলাবতী এবং দ্বার সমূহে লোকপালদিগকে পূজা করিবে। পরে চতুষ্কোণ ক্রমে গ্রহদিগকে পূজা এবং যথাশক্তি হবির্দ্ধারা প্রক্ষেপ করিবে। মূল

মন্ত্র ও মধুদ্বারা হোম, এবং ধূপদীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পরে পিষ্ট বর্ত্তুল সংখ্যানুসারে সুবর্ণাদি উৎপন্ন হয়। এক প্রয়োগ দ্বারা যদি সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে হোম করিতে হইবে। দ্বিতীয় দ্বারা রৌপ্য, তৃতীয় তাম্র, চতুর্থ দ্বারা লৌহ হয়, ইহাদের অন্যতম হইলে উত্তম সিদ্ধি সাধন করিবে।

এই প্রকারে কালিকাসিদ্ধ হইলে ইন্দ্রত্ব দুর্ল্লভ নহে।

এই সকল সিদ্ধি সকলই গুরু মূলক, গুরু ব্যতীত কোন প্রকারে সিদ্ধি হইতে পারে না, এই জন্য সর্ব্ব প্রথম গুরুর অর্চ্চনা করিবে এবং গুরু সাধকের প্রতি প্রসন্ন হইলেই সিদ্ধি হয়। ইহার অন্যথা হয় না।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।
অমাবাস্যা দিনে চৈব নিশীথে গত সাধ্বসঃ॥
শ্মশানে প্রান্তরে বাপি গত্বা দেবীং প্রপূজয়েৎ।
মদ্যমাংসোপচারৈশ্চ ধূপদীপৈ র্মনোরমৈঃ॥
নৈবেদ্যৈঃ সামিষান্নৈশ্চ তথৈব বরবর্ণিনি।
দ্রব্যৈর্ল্লোহিতবস্ত্রেণ স্বর্ণাভরণভূষিতৈঃ॥
জপন্মূলং ক্রোধরুদ্ধং প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবনিশং গিরিসম্ভবে॥
নিশায়া মুত্তমং যাবন্নিশাশেষং মহেশ্বরি।
যদি ভীতির্ভবেত্তস্য তদা দৃঢ়তরো ভবেৎ॥
দন্তাদন্তিবিধায়ৈব মনসেব মনুস্মরেৎ।
অবশ্যং শ্রূয়তে শব্দঃ শিখা চ দৃশ্যতে স্থলে॥
যদি তত্র ভবেদ্দেবি শব্দো গুণগুণাভবেৎ।
ততঃ পরলতাসক্তঃ পুনঃকার্য্যং তথৈব চ॥
তদা ভবতি চার্ব্বঙ্গি দেববাণী সুশোভনা।
সিদ্ধিমাবশ্যকং জ্ঞাত্বা মহোৎসবমথাচরেৎ॥"

ইহাতেও যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে প্রদক্ষিণ আচরণ করিবে। সাধক অমাবস্যার দিন নিশীথরাত্রে ভয়রহিত হইয়া শ্মশান অথবা প্রান্তরে গমন করিয়া দেবীকে পূজা করিবে। মদ্য, মাংস, ধূপ, দীপ ও মনোরম উপচার, সামিষান্ন, রক্তবস্ত্র ও স্বর্ণাভরণাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র জপ এবং দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে প্রদক্ষিণ করিবে।

যে পর্য্যন্ত নিশাশেষ না হয়, সেই পর্য্যন্তই জপাদি উত্তম। যদি সাধকের মনে সেই সময় ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সময় অতিশয় দৃঢ়তর হইবে এবং দন্তাদন্তি হইয়া মনে মনে স্মরণ করিবে। সেই সময় অবশ্যই শব্দ শ্রুত হইবে, এবং সেইস্থলে শিখা দৃষ্ট হইবে, যদি সেইখানে গুন্ গুন্ শব্দ হয়, তাহা হইলে, পরলতাতে আসক্ত হইয়া পুনর্ব্বার কার্য্য আরম্ভ করিবে এবং তাহার পর সুশোভনা দৈববাণী যদি হয়, তাহা হইলে সিদ্ধি উপস্থিত জানিয়া মহোৎসব করিবে।

"তথাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ ভগযাগমথাচরেৎ।
কামিনীং যুবতীং যত্নাৎ পুষ্পিতাঞ্চ বিশেষতঃ॥
তামানীয় প্রযত্নেন স্বঞ্চ ভূষণমাচরেৎ।
তামুদ্বর্ত্ত্য স্বয়ং গন্ধৈ র্ভূষণৈর্ব্বসনৈস্তথা॥
মিষ্টান্নৈ র্ভোজয়িত্বা চ ভক্ত্যা পরময়া শিবে।
তাং বিবস্ত্রাং বিধায়ৈব স্থাপয়েদূর্দ্ধতল্পগে॥
ততঃ পূজাং বিধায়ৈব নানাসম্ভারসংযুতৈঃ।
তত্রৈব রময়েৎ যন্ত্রং রক্তচন্দনযাবকৈঃ॥
ভগনামাং ভগপ্রাণাং ভগদেহাং ভগস্তনীং।
পূজয়েদষ্টপত্রেষু মধ্যে দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
রক্তগন্ধৈ রক্তমাল্যৈ রক্তবস্ত্রৈ র্মনোরমৈঃ॥
পূজয়েদ্ভক্তিতো মন্ত্রী দেবীদর্শনকাম্যয়া।
এতস্মিন্ সময়ে দেবি রতিমিচ্ছতি সা যদা॥
লতাস্ত রময়েদ্দেবি যাবদ্ধোমং করোতি ন।
পুষ্পিণী মকরন্দেন ততো হোমং সমাচরেৎ॥
ওঁ নমস্তে ভগমালায়ৈ ভগরূপধরে শুভে।
ভগরূপে মহাভাগে ভোগমোক্ষৈকদায়িনি॥
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন মম সিদ্ধি র্ভবিষ্যতি।
অবশ্যং কথয়েৎ কান্তা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পরং।
প্রকাশাৎ কার্য্যহানিঃ স্যাৎ তস্মাৎ যত্নেন গোপয়েৎ॥"

ইহাতে সিদ্ধি না হইলে সাধক ভগযাগ করিবে। যুবতী পুষ্পিণী কামিনীকে যত্নপূর্ব্বক আনিয়া তাহাকে সাধক স্বয়ং গন্ধাদি দ্বারা ভূষিত করাইবে। তাহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া বিবস্ত্রা করিয়া, ঊর্দ্ধতল্পে স্থাপন করিবে। পরে রক্তচন্দন ও অলক্তক দ্বারা যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। অনন্তর নানা উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে। ভগযাগে ভগই নাশা, ভগই প্রাণ, ভগই দেহ, ভগই স্তন, অষ্টপত্র মধ্যে দেবীকে পূজা করিবে। পূজা করিবার সময় রক্তগন্ধ, রক্তবস্ত্র, রক্তমাল্য প্রভৃতি প্রদান করিবে। দেবীর দর্শন কামনা করিয়া এই প্রকারে পূজা করিবে। এই সময়ে তিনি রতি প্রার্থনা করিলে যে পর্য্যন্ত হোম না হয়, সে পর্য্যন্ত লতাতে রত থাকিবে। পরে পুষ্পিণী মকরন্দ দ্বারা হোম করিবে। ওঁ ভগমালায়ৈ নমঃ, তুমি ভগরূপধারিণী, তুমি মহাভাগা তুমিই একমাত্র মোক্ষদায়িনী, ইত্যাদি রূপে প্রণাম করিবে। তোমার অনুগ্রহে আমার সিদ্ধি হউক, এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি হয়।

ইহা অতিশয় গুহ্যতম। কেহ ইহা প্রকাশ করিলে কার্য্য হানি হয়। এইজন্ত ইহা সর্ব্বতোভাবে গোপন করিবে।

"অত্রাশক্তো মহেশানি কলাবতীং সমাচরেৎ।
কুঙ্কুমং চন্দনং চন্দ্রং একীকৃত্য তু পেষয়েৎ॥
জপেৎ সহস্রং দেবেশি দেবীঞ্চৈব প্রপূজয়েৎ।
কামিনী পূজয়েৎ ভক্ত্যা তস্যা মূর্দ্ধনি কারয়েৎ॥
তিলকং বশ্যমাত্রেণ স্বয়ং শিরসি ধারয়েৎ।
রমা বাণী র্ভবানী চ সর্ব্বসম্মোহিনী তথা॥
ঙেযুতা পরমেশানি বহ্নিকান্তাবধির্ম্মনুঃ।
অনেন শতজপেন তিলকং মূর্দ্ধি কারয়েৎ॥
কলাঞ্চ পূজয়েত্তত্রান্ নানাভরণভূষিতাম্।
পায়য়েৎ সা স্বয়ং যত্নাৎ স্বয়ং পীত্বা চ যত্নতঃ॥
জায়তে দেববাণী চ ততো দেবী ন সংশয়ঃ।
এবং ভূত্বা বরারোহে ততো যত্নং সমাচরেৎ॥
অথবা দেবদেবেশি নগ্নীভূয় বিচক্ষণঃ।
নগ্নাং পরলতাং পশ্যন্ জপেৎ মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
যামোত্তরং সমারভ্য যামদ্বয়মতন্দ্রিতঃ।
মদ্যমাংসোপচারৈশ্চ পূজয়িত্বেষ্টদেবতাম্॥
রক্ষার্থখড়্গপাণিস্তু স্বপার্শ্বেপি নিযোজয়েৎ।
গণনাথং ক্ষেত্রপালং বটুকং যোগিনীং তথা॥
বলিভিঃ সামিষান্নৈশ্চ যজেৎ পরমসুন্দরি।
ঘৃতপ্রদীপং প্রজ্বাল্য ততো দেবীং সমর্চ্চয়েৎ॥
ততঃ সহস্রং জপতো দেবতাদর্শনং ভবেৎ॥
অথবা নিয়মীভূত্বা ভূতলিপ্যাদিসংপুটম্।
জপেৎ প্রতিদিনং দেবি সহস্রং সিদ্ধিহেতবে॥"

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে সাধক অশক্ত হইলে কলাবতী আচরণ করিবে। কুঙ্কুম, চন্দন ও চন্দ্র (কর্পূর) একত্র করিয়া পেষিত করিবে এবং সহস্র জপ করিয়া দেবী পূজা করিবে। অনন্তর কামিনীপূজা করিবে। ঙেযুতা ইত্যাদি মন্ত্র শতবার জপ করিয়া তাহার মস্তকে তিলকধারণ করাইবে এবং নিজেও ধারণ করিবে ও যত্নপূর্ব্বক নানাভরণ ভূষিত কলা পূজা করিবে। পরে যত্নপূর্ব্বক পান করিয়া তাহাকে পান করাইবে এবং সেই সময়ে দৈববাণী হইবে, তখন আরও যত্ন সহকারে জপাদি আচরণ করিবে। অথবা তখন সাধক নগ্ন হইয়া এবং তাহাকে নগ্না করিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে অনন্যচিত্ত হইয়া জপ করিবে।

যামোত্তরে আরম্ভ করিয়া যামদ্বয় অতন্দ্রিত ভাবে মদ্য ও মাংস প্রভৃতি উপচার দ্বারা ইষ্টদেবীকে পূজা করিবে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত খড়্গধারী হইবে এবং পার্শ্বে রক্ষা করিবে। অনন্তর গণনাথ, ক্ষেত্রপাল, বটুক ও যোগিনী, ইহাদিগকে সামিষান্ন দ্বারা যাগ করিবে এবং ঘৃত প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দেবীকে অর্চ্চনা করিবে। এই প্রকারে সহস্র জপ করিলে দেবতার দর্শন হয়। অথবা নিয়মী হইয়া ভূতলিপ্যাদি সংপুট প্রতিদিন সহস্র করিয়া জপ করিবে। তাহা হইলেও সিদ্ধি হয়।

"দিবারাত্রৌ সংস্মরণং হবিষ্যাশনমেব চ।
কুমারীং পূজয়েৎ যত্নাৎ নানাভরণসংযুতাম্॥
মাসে পূর্ণে বরারোহে নিশীথে গতসাধ্বসঃ।
মহাপূজাং প্রকুর্ব্বীত লতামণ্ডলমধ্যগঃ॥
মদ্যৈ র্মাংসৈশ্চ বিবিধৈরন্নৈশ্চ বিবিধৈস্তথা।
সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা সর্ব্বদা তিমিরালয়ে॥
সহস্রজপমাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।
সাক্ষাদায়াতি সা দেবী সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
সাক্ষাৎ যাতি বরারোহে ভবেদিন্দুসমোনরঃ।
অঞ্জনং পাদুকাসিদ্ধিঃ খড়্গসিদ্ধির্বরাননে॥
অজরামরতা দেবী কামিনী সিদ্ধিহেতবে।
তথা মধুমতী সিদ্ধির্জ্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
দেবচেটী শতশতং তস্য বশ্যা ভবন্তি হি।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে স যত্র গন্তুমিচ্ছতি॥
তত্রৈব চেটিকা সর্ব্বা নয়ন্তি নাত্র সংশয়ঃ।
রম্ভা বা ঘৃতাচী বা যদি জপ্যাতি সাধকঃ॥
তদৈব যাতি সা দেবী নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ইচ্ছামৃত্যু র্ভবেদ্দেবি কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥"

অথবা সাধক হবিষ্যাশী হইয়া দিবারাত্র ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিবে এবং নানাভরণভূষিতা কুমারী পূজা করিবে। এই প্রকারে এক মাস করিয়া মাসের পূর্ণ দিনে নিশীথ সময়ে নির্ভয়ে লতামণ্ডল মধ্যগত হইয়া মহাপূজা করিবে। মদ্য মাংস প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়া সহস্র জপ করিবে, তাহাতে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। সিদ্ধি লাভ করিলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন। এই প্রকারে পাদুকা সিদ্ধি, খড়্গসিদ্ধি, মধুমতী প্রভৃতি সিদ্ধি নিশ্চয় হইবে। যাহার সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার শত শত দেবতা চেটী প্রভৃতি বশীভূত হয় এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যেখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, সেই স্থলে চেটিকা সকল লইয়া যাইবে। সাধক যদি রম্ভা, ঘৃতাচী প্রভৃতিকে জপ করে, তাহা হইলে স্বয়ং তাহারা উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের ইচ্ছামৃত্যু হইবে।

"অথবা গণিকাং গত্বা পূজয়েৎ ভক্তিভাবতঃ।
তয়া সহ জপেন্মন্ত্রং পিবেদনিশমাসবং॥

নিবেদ্য পরয়া ভক্ত্যা পায়য়েত্তাং প্রযত্নতঃ।
এবং জ্ঞাত্বা বিধানন্তু মাসমেকং বরাননে॥
প্রত্যহং হোময়েদ্বিদ্বান্ নিত্যং স্যাদ্বিপ্রভোজনম্।
মাসপূর্ণে সাধকেন্দ্রো নিশীথে চ লতাবৃতঃ॥
সাক্ষাৎ পূজাক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
মহাতিমিরমধ্যস্থো জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
তৎক্ষণাৎ জায়তে সিদ্ধি সত্যং দেবি বদামি তে।”

অথবা সাধক গণিকাতে গত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। তাহার সহিত সহস্র মন্ত্র জপ করিবে, ও অতিশয় ভক্তি সহকারে আসব নিবেদন করিয়া তাহাকে পান করাইয়া স্বয়ং পান করিবে। এই প্রকারে একমাস কাল অনুষ্ঠান করিবে। প্রতিদিন হোম করিতে হইবে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। মাস পূর্ণ হইলে সাধক নিশীথ রাত্রে ৮লতাযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ পূজাক্রমদ্বারা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে এবং মহাতিমির মধ্যস্থিত হইয়া অনন্যচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি হইবে।

“অথবাপি বরারোহে প্রয়োগবিধিমাচরেৎ।
নরমুণ্ডং সমানীয় মার্জ্জারস্যাপি পার্ব্বতি॥
গোমুণ্ডং সাত্রমানীয় ভূমৌ নিঃক্ষিপ্য যত্নতঃ।
ততঃ পীঠং সমারোপ্য দেবীং ধ্যাত্বা তু সাধকঃ॥
পূজয়েদর্দ্ধরাত্রাদৌ আসবাদিসমন্বিতঃ।
জপেত্তু পরয়া ভক্ত্যা সহস্রাবধিসাধকঃ॥
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥”

অথবা সাধক প্রয়োগ বিধি অনুষ্ঠান করিবে। সাধক নরমুণ্ড ও মার্জ্জারের মুণ্ড আনিবে এবং গোমুণ্ড যত্নপূর্ব্বক আনিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিবে। তাহাতে পীঠ আরোপণ করিয়া দেবীকে ধ্যান ও অর্দ্ধরাত্র সময়ে পূজা করিবে এবং আসবাদি যুক্ত হইবে। অত্যন্ত ভক্তি সহকারে এক সহস্র জপ করিবে, তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন এবং সাধকও সিদ্ধিলাভ করিবে।

“অথবা বনিতাং রম্যাং গত্বা দেবেশি যত্নতঃ।
পীত্বা তদধরং সম্যক্ কর্পূরেণ তু পূরয়েৎ॥
তদ্যোনৌ কুঙ্কুমঞ্চৈব তৎকর্ণে ক্ষৌদ্রমেব চ।
ততো ভুক্ত্বা তু তাং কান্তাং তন্মন্ত্রং পরমেশ্বরি॥
তৎ কুঙ্কুমঞ্চ তৎক্ষৌদ্রমেকীকৃত্য প্রযত্নতঃ।
তদেব তিলকং কৃত্বা নিশীথে গতসাধ্বসঃ॥
সহস্রন্তু জপেৎ মন্ত্রী ততঃ সাক্ষাৎ ভবেত্তদা।”

অথবা সাধক রম্যা বনিতাতে রত হইয়া তাহার অধর পান করিয়া পরে কর্পূর পূরণ করিবে। যোনিতে কুঙ্কুম ও কর্ণে ক্ষৌদ্র প্রদান করিবে। পরে যত্ন সহকারে সেই কুঙ্কুমাদি একীকৃত করিয়া তাহার দ্বারা তিলক করিবে। তিলক করিয়া নিশীথ রাত্রে নির্ভয় হইয়া সহস্র বার মন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন।

“অথবাপি শরীরোত্থরুধিরেণ বরাননে।
যন্ত্রং নির্ম্মায় যত্নেন তত্র দেবীং সমর্চ্চয়েৎ॥
মত্স্যমাংসোপচারৈশ্চ অর্কপুষ্পৈ র্বরাননে।
সহস্রজপমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা॥”

অথবা সাধক শরীর হইতে উত্থিত রুধির দ্বারা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া মত্স্য ও মাংস উপচার এবং অর্ক পুষ্প দ্বারা দেবী পূজা করিবে, তাহার পর অনন্যচিত্ত হইয়া সহস্র জপ করিবে, তাহা হইলে সাধক সিদ্ধ হইবে।

“অথবা পরমেশানি গঙ্গাতীরে বসেৎ সুধী।
উপবাসদ্বয়ং কৃত্বা কুর্য্যাৎ স্নানমতন্দ্রিতঃ॥
ততো দেবীং সমভ্যর্চ্চ ধূপদীপৈ র্মনোরমৈঃ।
হবিষ্যান্নৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ॥
ভুক্ত্বা পীত্বা স্ত্রিয়া সার্দ্ধং নিশীথে গতসাধ্বসঃ।
জপেৎ সহস্রং দেবেশি ততঃ সিদ্ধির্ব্বরাননে॥”

অথবা সাধক গঙ্গাতীরে বাস করিয়া দুইটী উপবাস করিবে, পরে অতন্দ্রিত ভাবে স্নান করিবে, ধূপ দীপ ও হবিষ্যান্ন নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে এবং নিজেও হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে।

ভোজন ও পান করিয়া স্ত্রীর সহিত নিশীথরাত্রে নির্ভয় হইয়া সহস্র জপ করিবে। তাহাতে সাধক সিদ্ধি হইবে।

“অথবা বটমূলস্থো দিগ্বাসামুক্তকেশবান্।
লতাভির্বেষ্টিতোভূত্বা জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।”

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে যদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহা হইলে সাধক নগ্ন ও আমুক্ত কেশ হইয়া বটবৃক্ষমূলে লতা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অনন্যচিত্তে মন্ত্রজপ করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয় দেবীর সাক্ষাৎ লাভ হইবে।

“এতেনাপি প্রয়োগেন যদি সাক্ষান্নজায়তে।
ততো দেবি! প্রবক্ষ্যামি উপায়ং পরমাদ্ভুতম্॥
একেনৈব প্রয়োগেণ যদি সাক্ষান্নজায়তে।
দ্বিতীয়ং বাপি কুর্ব্বীত তৃতীয়ং বাথবা প্রিয়ে॥
তৃতীয়েন নচেৎ সিদ্ধি স্তত্রোপায়ং বদামি তে।
বস্ত্রে শুক্লে তথা রক্তে পীতে বা নীলবাসসি॥
পুত্তলীং রচয়েদ্দেব্যাঃ সর্ব্বাবয়বসুন্দরীম্।
পূজয়েৎ ক্রোধরূপেণ রক্তবস্ত্রৈ র্মনোহরৈঃ॥

তত্র দেবীং জপেৎ যত্নে সমভ্যর্চ্চ্য সহস্রকম্।
রক্তচন্দনবীজেন তত্র কল্পিতমালয়া ॥
ততঃ শাল্মলীকাষ্ঠেন নিম্বকাষ্ঠেন বা প্রিয়ে।
বহ্নিং প্রজ্বাল্য যত্নেন তত্র বহ্নিং প্রপূজয়েৎ ॥
ততঃ পুত্তলিকা ভালে লিখেৎ মন্ত্রং বরাননে।
সিন্দুরপুত্তলীং দেবি ততো বহ্নৌ তু তাপয়েৎ ॥
তাড়য়েৎ মূলমন্ত্রেণ মূলমন্ত্রেণ রক্ষয়েৎ।
ক্ষালয়েৎ শুদ্ধদুগ্ধেন অথবা দধিবারিণা ॥
ততো হুংকারং প্রজপেৎ সহস্রং পরমেশ্বরি।
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥"

পূর্ব্বে যে সকল উপায় কথিত হইয়াছে, তাহাতে দেবীর সাক্ষাৎ না হইলে সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত পরমাদ্ভুত উপায় বর্ণিত হইতেছে। যদি একটী প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় জানিতে হইবে।

[প্রথমে শুক্ল, রক্ত, নীল ও পীত বস্ত্রে সকল অবয়বসম্পন্না একটী পুত্তলিকা রচনা করিবে। মনোহর রক্ত বস্ত্রদ্বারা ক্রোধরূপে ঐ মূর্ত্তিকে পূজা করিতে হইবে। তাহার পর যত্নে রক্তচন্দনলিখিত বীজমন্ত্র দ্বারা অভ্যর্চ্চনা করিয়া সহস্র জপ করিতে হইবে। তাহার পর শাল্মলীকাষ্ঠ বা নিম্বকাষ্ঠ দ্বারা বহ্নি প্রজ্বলিত করিবে এবং পূজা করিতে হইবে। অনন্তর পুত্তলিকার কপালে মন্ত্র লিখিবে এবং সিন্দুর পুত্তলী বহ্নিতে তাপিত করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা তাড়ন ও রক্ষা করিবে। পরে দুগ্ধ অথবা দধি বা বারি দ্বারা ক্ষালিত করিবে। পরে সহস্র হুঙ্কার মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেবী সাক্ষাৎ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।]

"অথবা তাড়য়েৎ দেবি! নারসিংহেন পার্ব্বতিঃ।
হবিষ্যাশী দিবা ভূত্বা ব্রহ্মচারিসমোনরঃ ॥
রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যো লতামণ্ডলমধ্যগঃ।
নারসিংহেন দেবেশি পুটিতন্তু মনুং জপেৎ ॥
ততো লক্ষজপেনৈব সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা।
অবশ্যং জায়তে সাক্ষাৎ মমৈব বচনং যথা ॥"

অথবা নারসিংহ মন্ত্রদ্বারা দেবীকে তাড়িত করিবে। দিবাতে হবিষ্যাশী হইয়া ব্রহ্মচারীর সমান হইবে। রাত্রিতে তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া লতামণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হইয়া নারসিংহমন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে, এইরূপ লক্ষ জপ করিলে দেবী সাক্ষাৎ হইয়া থাকেন। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

"অথবাপি বরারোহে নৌকালোহেন পার্ব্বতি।
শূলং নির্ম্মায় যত্নেন পটে দেবীন্তু কল্পয়েৎ ॥
তাং পূজয়েৎ প্রযত্নেন রক্তচন্দনপুষ্পকৈঃ।
পূজয়িত্বা প্রযত্নেন তস্যাঙ্গে পীঠদেবতাং ॥
আবাহ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
শূলং সংপূজয়েত্তত্রাত্তীক্ষ্ণং পরমদুর্লভম্ ॥
ওঁ মহাশূল নমস্তভ্যং সর্ব্বদৈত্যান্তকারিণে।
অস্ত্রদ্বয়ং সমুচ্চার্য্য ততঃ শূলেন বক্ষসি ॥
উদ্যমে নৈব সা কালী আয়াতি চ ন সংশয়ঃ।
অবশ্যং জায়তে সাক্ষাৎ মমৈব বচনং যথা ॥"

পূর্ব্বলিখিত উপায়ে যদি দেবী সাক্ষাৎ না হন, তাহা হইলে নৌকালোহ দ্বারা শূল নির্ম্মাণ করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক দেবী কল্পিত করিবে। রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্প দ্বারা ভক্তিসহকারে তাঁহাকে এবং পীঠ দেবতা সকলকেও পূজা করিবে। পরে বিধিপূর্ব্বক অনন্যচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর শূল পূজা করিবে। "ওঁ মহাশূল" এই মন্ত্র দ্বারা প্রণাম করিবে, এই প্রকার প্রয়োগে কালী নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবেন।

"অথবা কালিকাবীজং শতং সংলিখ্য যত্নতঃ।
পূর্ব্বপত্রে কুঙ্কুমেন মন্ত্রং স্বর্ণশলাকয়া ॥
বিলিখ্য ভুবি দেবেশি তত্র কান্তাং সমানয়েৎ।
তদ্গাত্রে পূজয়েদ্দেবীং নানাভরণসংযুতাম্ ॥
নিশীথে তু জপেন্মন্ত্রমেকান্তে কান্তয়া সহ।
জপেন্মন্ত্রং সহস্রন্তু ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরম্।
অপ্রকাশ্যমিদং দেবি গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ ॥"

পূর্ব্বোপায়ে সাক্ষাৎ না হইলে কুঙ্কুম ও স্বর্ণশলাকাদ্বারা শত কালিকা বীজ লিখিবে। লিখিয়া তাহাতে কান্তা আনয়ন করিবে এবং তাহার গাত্রে দেবীকে পূজা করিবে। নির্জ্জনে নিশীথরাত্রে কান্তার সহিত অনন্যচিত্ত হইয়া সহস্র মন্ত্র জপ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয় দেবী সাক্ষাৎ হইবেন। ইহা অতিশয় গুহ্যতম ও অপ্রকাশ্য, মাতৃজারবৎ এই মন্ত্র গোপনীয়।

"শ্মশানকালিকায়াস্তু কলায়ামুপবেশনম্।
কলাস্থানে মহেশানি কুমারীযাগ উচ্যতে ॥
অষ্টবর্ষাতু যা বালা দ্বাদশাব্দো মহেশ্বরি।
স্থাপয়েত্তু চতুঃপার্শ্বে মিষ্টভোজনভোজিতা ॥
পূজয়েৎ শরয়া ভক্ত্যা স্বয়ং ভুঞ্জীত সাধকঃ।
পায়য়েৎ আসবং যত্নাৎ স্বয়ঞ্চাপি পিবেত্ততঃ ॥
সকারঞ্চ মকারঞ্চ লকারেণ সমন্বিতম্।
জপেদষ্টোত্তরশতং তাসাং কর্ণে পৃথক্ পৃথক্ ॥
তমভ্যর্চ্চ প্রযত্নেন কৃত্বা বক্ষসি সাধকঃ।
অঙ্গন্যাসযুতং দেবি জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥

এতস্মিন্ সময়ে দেবী রতি মিচ্ছতি সা যদা।
তদা তাং রময়েৎ মন্ত্রী পীড়া ন জায়তে যথা॥
শনৈরধরপানঞ্চ শনৈর্বক্ষোজমর্দ্দনম্।
শনৈর্গুদনিবেশঞ্চ শনৈরালিঙ্গনং প্রিয়ে।
যদ্যত্র জায়তে পীড়া তদা সিদ্ধিবিনাশিনী।
এবং প্রয়োগেতু কালী সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাৎগুহ্যতরং পরং।
ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ॥
তদাসিদ্ধিবিলম্বেন নিষ্ফলং নৈব জায়তে।
অবিশ্বাসো নকর্ত্তব্যং আলস্যং নৈব পার্ব্বতি॥
সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং সারমুদ্ধৃত্য পার্ব্বতি।
দুগ্ধমধ্যে যথা সর্পি কাষ্ঠ মধ্যে যথা নলঃ।
তথা সমুদ্ধৃতঃ সারো দেবি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
স্বয়ং সিদ্ধাহি তে মন্ত্রাঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
ইতি তে কথিতং দেবি গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।"

[এই তন্ত্রশাস্ত্র অতিশয় গুহ্যতম, বিশেষ গুরূপদেশ ভিন্ন ইহার কোন প্রকার প্রক্রিয়াই হইতে পারে না। এইজন্য ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত লেখা দুঃসাধ্য।

এই বীরাচারপূজা ও সিদ্ধি প্রক্রিয়া আরও কত আছে, তাহা সংখ্যা হয় না, এবং এই প্রক্রিয়া করিলেও কাহার কাহারও সিদ্ধি বিলম্বে হয়। কোন কোন লোকের হয়ত এই জন্মে সিদ্ধি হয় না। ইহার কারণ কেহ ভক্তিহীন, কেহ ক্রিয়াহীন, কেহ বিধিহীন, এই নিমিত্ত সিদ্ধির বিলম্ব হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই আশু সিদ্ধি লাভ হয়।]

[ইহার গুহ্যতম বৃত্তান্ত যে কি, তাহা সদ্‌গুরু ভিন্ন অন্য কেহ অবগত নহেন। এই জন্য ইহা পাঠ করিলেই আপাততঃ মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বার্থ নিরূপণ গুরূপদেশ ভিন্ন কিছুতেই সাধ্যাতীত নহে।]

পঞ্চমকার। তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ।

"মকার পঞ্চকং দেবি দেবানামপি দুর্লভং।
মদ্যৈ র্মাংসৈস্তথা মৎস্যৈ র্মুদ্রাভির্মৈথুনৈরপি॥
স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং মহাসাধু রর্চ্চয়েৎ জগদম্বিকা।
অন্যথা চ মহানিন্দা গীয়তে পণ্ডিতৈঃ সুরৈঃ॥
কায়েন মনসা বাচা তস্মাত্তত্ত্বো পরোভবেৎ।
কালিকা তারিণী দীক্ষাং গৃহীত্বা মদ্যসেবনম্॥
ন করোতি নরোযস্তু স কলৌ পতিতো ভবেৎ।
বৈদিকে তান্ত্রিকে চৈব জপহোমবহিষ্কৃতঃ॥
অব্রাহ্মণ সএবোক্তঃ সএব হস্তিমূর্খকঃ।
শুনীমূত্রসমং তস্য তর্পণং যৎ পিতৃষপি।
কালীতারামন্ত্রপ্রাপ্য বীরাচারং করোতি ন॥
শূদ্রত্বং তচ্ছরীরেণ প্রাপ্নুয়াৎ স ন চান্যথা।
যা সুরা সর্ব্বকার্য্যেষু কথিতা ভুবি মুক্তিদা॥
তস্যা নাম ভবেদ্দেবি তীর্থপানং সুদুর্লভম্।
শূদ্রাণাং ভক্ষযোগ্যানাং যন্মাংসং দেবনির্ম্মিতম্॥
বেদমন্ত্রেণ বিধিবৎ প্রোক্তা সা শুদ্ধিরুত্তমা।
ভোক্ষ্য যোগ্যাশ্চ কথিতা যে যে মৎস্যা বরাননে॥
তে রহস্যে ময়া প্রোক্তা মীনাঃ সিদ্ধিপ্রদায়কাঃ।
পৃথুকা তণ্ডুলা ভ্রষ্টা গোধুমচণকাদয়ঃ॥
তস্য নাম ভবেদ্দেবি মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী।
ভগলিঙ্গস্য যোগেন মৈথুন যদ্ভবেৎ প্রিয়ে॥
তস্যনাম ভবেদ্দেবি পঞ্চম পরিকীর্ত্তিতং।
প্রথমন্তু ভবেৎ মদ্যং মাংসঞ্চৈব দ্বিতীয়কম্॥
মৎস্যঞ্চৈব তৃতীয়ং স্যাৎ মুদ্রাঞ্চৈব চতুর্থিকা।
পঞ্চমং পঞ্চমং বিদ্যাৎ পঞ্চৈতে নামতঃ স্মৃতাঃ॥"

পঞ্চমকার তন্ত্রের প্রাণ স্বরূপ পঞ্চমকার ব্যতীত তান্ত্রিকের কোন কার্য্যেই অধিকার নাই। পঞ্চমকার দেবতাদিগেরও দুর্লভ, মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা জগদম্বিকাকে পূজা করিতে হয়। ইহা না করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না এবং তন্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা নিন্দা করিয়া থাকেন। কালী বা তারামন্ত্র গ্রহণ করিয়া যে মদ্য সেবন না করে, সেই ব্যক্তি কলিতে পতিত হয়, তান্ত্রিক জপ হোম প্রভৃতি কার্য্যে অনধিকারী হয় এবং সেই ব্যক্তি অব্রাহ্মণ ও হস্তিমূর্খ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই ব্যক্তির পিতৃদিগের তর্পণ কুকুরের মূত্রতুল্য। যে ব্যক্তি কালী ও তারামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া বীরাচার করে না, তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সকল কার্য্যে উক্ত এবং পৃথিবীতে একমাত্র মুক্তিদায়িনীই সুরা, এই সুরার নামই তীর্থ ও পান।

বৈদিক প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল মাংস ভক্ষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, সে মাংসই বিশুদ্ধ মাংস। রহস্যে যে সকল মীন ভোক্ষ্যযোগ্য কথিত হইয়াছে, তাহারা সিদ্ধিপ্রদায়ক মৎস্য। পৃথুক, তণ্ডুল-ভ্রষ্ট, গোধুম, চনকাদি ইহার নাম মুদ্রা, এই মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী। ভগ লিঙ্গযোগে মৈথুন হয়। সেই মৈথুনই পঞ্চম। মকারের প্রথম মদ্য, দ্বিতীয় মাংস, তৃতীয় মৎস্য, চতুর্থ মুদ্রা, পঞ্চম মৈথুন, এই ৫ দ্রব্যই পঞ্চমকার।

পঞ্চ মকারের অর্থ।

"মায়ামলাদি শমনাৎ মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ।
অষ্টদুঃখাদিবিরহাম্মৎস্যেতি পরিকীর্ত্তিতম্।

মাঙ্গল্যজননাদ্দেবি সম্বিদানন্দদানতঃ।
সর্ব্বদেবপ্রিয়ত্বাচ্চ মাংস ইত্যভিধীয়তে।
পঞ্চমং দেবি সর্ব্বেষু মম প্রাণপ্রিয়ং ভবেৎ।
পঞ্চমেন বিনা দেবি চণ্ডীমন্ত্রং কথং জপেৎ।
যদি পঞ্চমকারেষু ভ্রান্তিশ্চেৎ কুরুতে প্রিয়ে।
তস্য সিদ্ধিঃ কথং দেবি চণ্ডীমন্ত্রং কথং জপেৎ।
আনন্দং পরমং ব্রহ্ম মকারাস্তস্য সূচকাঃ।"

যাহা হইতে মায়া মলাদি প্রশমন, মোক্ষমার্গের নিরূপণ ও অষ্ট প্রকার দুঃখের অভাব হয়, তাহার নাম মৎস্য। মাঙ্গল্য-জনন, সম্বিদ্‌দিগের আনন্দদান হেতু এবং সকল দেবতার প্রিয় এই জন্য ইহার নাম মাংস। পঞ্চমকার সকল কার্য্যে আমার প্রাণতুল্য প্রিয়। পঞ্চমকার ব্যতীত চণ্ডীমন্ত্র জপ কেমন করিয়া হইতে পারে। এই জন্য তাহার সিদ্ধিও অস-। আনন্দই পরম ব্রহ্ম পঞ্চমকার তাহার সূচক।

"সুমনঃ সেবিতত্বাচ্চ রাজত্বাৎ সর্ব্বদা প্রিয়ে।
আনন্দজননাদ্দেবি সুরেতি প্রতিকীর্ত্তিতা॥
মুদং কুর্ব্বন্তি দেবানাং মনাংসি দ্রাবয়ন্তি চ।
তস্মান্মুদ্রা ইতি খ্যাতা দর্শিতা ব্যাকুলেশ্বরী॥"

উত্তম লোক সকল ইহা সেবন করে এবং রাজত্ব ও আনন্দ-জনন হেতু, এই জন্য ইহার নাম সুরা। ইহাতে দেবতাদিগের আনন্দ ও মন দ্রবীভূত হয় এবং ইহা দর্শিত হইলে পরমেশ্বরী ব্যাকুলা হন, এই জন্য ইহার নাম মুদ্রা।

পঞ্চমকারের ফল নির্ব্বাণ তন্ত্রে একাদশ পটলে এইরূপ লিখিত আছে—

"অষ্টৈশ্বর্য্যং পরং মোক্ষং মদ্যপানেন শৈলজে।
মাংসভক্ষণমাত্রেণ সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ॥
মৎস্যভক্ষণমাত্রেণ কালী প্রত্যক্ষতামিয়াৎ।
মুদ্রাসেবনমাত্রেন ভূপুরো বিষ্ণুরূপধৃক্॥
মৈথুনেন মহাযোগী মম তুল্যো নসংশয়ঃ।"

মদ্যপান করিলে অষ্টৈশ্বর্য্য ও পরমোক্ষ এবং মাংস ভক্ষণ মাত্রেই সাক্ষাৎ নারায়ণত্ব লাভ হয়। মৎস্য ভক্ষণ সময়ই কালী দর্শন হয়। মুদ্রা সেবন মাত্রই বিষ্ণুরূপ প্রাপ্তি হয়। মৈথুন দ্বারা আমার (শিব) তুল্য হয়। ইহাতে সংশয় নাই।

পঞ্চমকার দানফল।—

"দ্রব্যং মধুঃ তথা মৎস্যং মাংসং মুদ্রা চ মৈথুনম্।
মকারপঞ্চসংযুক্তং পূজয়েৎ ভৈরবেশ্বরম্॥
কন্যাকোটিপ্রদানস্য হেমভারশতানি চ।
ফলমাপ্নোতি দেবেশি কৌলিকে বিন্দুদানতঃ॥
পৃথিবীহেমসংপূর্ণা দত্বা যৎফলমাপ্নুয়াৎ।
তৎপুণ্যং কৌলিকে দত্বা তৃতীয়ং প্রথমাযুতম্॥
দ্বিতীয়ং প্রথমাযুক্তং যো দদ্যাৎ কুলযোগিনে।
তৃপ্যন্তি মাতরঃ সর্ব্বাঃ যোগিন্যো ভৈরবাদয়ঃ॥
অশ্বমেধাদিকং পুণ্যমন্নদানাম্মহর্ষীণাম্।
তৎফলং লভতে দেবি কৌলিকে দত্তমুদ্রয়া॥
গবাং কোটিপ্রদানেন যৎপুণ্যং লভতে নরঃ।
তৎপুণ্যং লভতে দেবি পঞ্চমস্য প্রদানতঃ॥
পঞ্চমেন বিনা দ্রব্যং যঃ কুর্য্যাৎ সাধকাধমঃ।
তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
চাণ্ডালী চর্ম্মকারী চ মাতঙ্গী মাংসকারিণী।
মদ্যকর্ত্রী চ রজকী ক্ষৌরকী ধনবল্লভা॥
অষ্টৈতাঃ কুলযোগিন্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ।"

মধু, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা ভৈরবেশ্বরকে পূজা করিবে। কোটি কন্যা প্রদান করিলে এবং ভূমি ও এক ভার সুবর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, কৌলিক কার্য্যে ইহার বিন্দুমাত্র দান করিলেও সেই ফল হয়। সুবর্ণ সংযুক্ত পৃথিবী দান করিলে যে ফল হয়, প্রথমযুক্ত তৃতীয় দ্রব্য অথবা প্রথমযুক্ত দ্বিতীয় দ্রব্য দান করিলেও সেই ফল হয়। মাতৃ সকল, যোগিনী সকল ও ভৈরবাদি ইহাতে তৃপ্ত হন। কোটি গোদান করিলে যে পুণ্য হয়, পঞ্চমকার প্রদান করিলে মনুষ্য সেই পুণ্য লাভ করে। যে সাধকাধম পঞ্চমকার ভিন্ন দ্রব্য কল্পিত করে, তাহার সকলই নিষ্ফল, ইহা অতিশয় সত্য।

চাণ্ডালী, চর্ম্মকারী, মাতঙ্গী, মৎস্যকারিণী, মদ্যকর্ত্রী, রজকী, ক্ষৌরকী, ধনবল্লভা এই ৮টী স্ত্রী কুলযোগিনী, ইহারাই সকল সিদ্ধিপ্রদায়িনী।

পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হইল, কিন্তু পঞ্চমকার শোধন করিতে হয়।

"সংশোধনমনাচর্য্য স্ত্রীষু মদ্যেষু সাধকঃ।
আচর্য্যঃ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি সুন্দরী॥"

যে সাধক পঞ্চমকার শোধন না করিয়া মদ্যাদি ব্যবহার করে, তাহার কার্য্যহানি হয়, তৎপ্রতি দেবী ক্রুদ্ধা হন ও সেই ব্যক্তি কখনই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

পঞ্চতত্ত্ব।—তান্ত্রিক প্রত্যেক কার্য্য যেমন পঞ্চমকার সাধ্য, সেইরূপ সকল কার্য্যেই পঞ্চতত্ত্বের আবশ্যক।

"পূজয়েৎ বহুযত্নেন পঞ্চতত্ত্বেন কৌলিকঃ।
এবং কৃত্বা লভেৎ সিদ্ধিং নাস্তস্য দৃষ্টিগোচরে॥
শৈবে শাক্তে গাণপত্যে সৌরে চান্দ্রে সুলোচনে।
তত্ত্বজ্ঞানমিদং প্রোক্তং বৈষ্ণবে শৃণু যত্নতঃ॥

গুরুতত্বং মন্ত্রতত্বং মনস্তত্বং সুরেশ্বরি।
দেবতত্বং ধ্যানতত্বং পঞ্চতত্বং বরাননে॥"

কৌলিক অতিশয় যত্ন সহকারে পঞ্চতত্ব দ্বারা পূজা করিবে। এই প্রকার করিলেই সিদ্ধি লাভ হয়। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব এই সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে এই পঞ্চতত্ব জানিতে হইবে। গুরুতত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনস্তত্ব, দেবতত্ব ও ধ্যানতত্ব এই পঞ্চতত্ব।

মাংসাদি শোধন।—

"বক্ষ্যেহং পরমেশানি মাংসাদেঃ শোধনং প্রিয়ে।
পূর্ব্ববৎ মণ্ডলং কৃত্বা পূজয়েৎ মণ্ডলোপরি॥
আধারশক্তিং কূর্ম্মঞ্চ অনন্তঃ পৃথিবীং তথা।
তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ মাংসং মৎস্যং মুদ্রাঞ্চ পার্ব্বতি॥
হুঁ বীজেন সংমন্ত্র্য ফট্‌কারৈঃ প্রোক্ষণঞ্চরেৎ।
বারুণেন চ ধেন্বাদিং দর্শয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥
ততো মায়াং বধূঞ্চৈব শ্রীবীজং ক্রমশো জপেৎ।
শুদ্ধিমন্ত্রং পঠেদ্ভক্ত্যা মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
পবিত্রং কুরু দেবেশি মাংসং মৎস্যং কুলেশ্বরি।
মুদ্রাং শম্ভোস্তবাং দিব্যাং পূজার্থং কুলনায়িকে॥
ততো হুঁ ফট্ বারুণঞ্চ তস্যোপরি জপেৎ প্রিয়ে।
মূলমন্ত্রঞ্চ তন্মধ্যে দশধা জপনঞ্চরেৎ॥"

মাংসাদির শোধন করিতে হইলে পূর্ব্বের ন্যায় মণ্ডল করিয়া মণ্ডলোপরি আধারশক্তি, কূর্ম্ম, অনন্ত ও পৃথিবীপূজা করিবে এবং সেই মণ্ডলের মধ্যে মৎস্য, মাংস ও মুদ্রা স্থাপন করিবে। পরে হুঁ এই বীজ মন্ত্র সংমন্ত্রিত করিয়া ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে এবং ধেন্বাদি মুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। তাহার পর মায়াবীজ, বধূবীজ ও শ্রীবীজ ক্রমশঃ জপ করিবে। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিপূর্ব্বক "পবিত্রং কুরু দেবেশি" এই শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করিবে এবং হুঁ ফট্ এই মন্ত্র তাহার উপর ও মূল মন্ত্র তাহার মধ্যে জপ করিবে। এই প্রকারে মৎস্য, মুদ্রা ও মাংস শোধিত হয়।

মদ্যাদি শোধন।

আপনার বামদিকে ষট্‌কোণান্তর্গত ত্রিকোণবিন্দু লিখিয়া বৃত্তচতুরস্র বিধানপূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্যোদক দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া তাহাতে "আধারশক্তিভ্যো নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিতে হইবে।

"নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আধারপাত্র প্রক্ষালিত করিয়া মণ্ডলোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া "ফট্" এই মন্ত্র দ্বারা কলস প্রক্ষালিত করিবে। রক্তবস্ত্র ও মাল্যাদিভূষিত করিয়া আধারোপরি দেবী এই বিবেচনা করিয়া সংস্থাপিত করিবে। তাহার পর "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আধার পূজা করিয়া "অং অর্কমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে কলস, "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তাহার পর কট্ এই মন্ত্রে দর্ভ দ্বারা সন্তাড়িত করিয়া "হুং" এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠিত করিবে। পরে মূলমন্ত্রে বীক্ষণ করিবে। তাহার পর অভ্যুক্ষণ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা তিনবার গন্ধগ্রহণ করিবে। "ওঁ" এই মন্ত্রে কুম্ভে পুষ্প প্রদান করিবে। "হ্‌সৌঃ" এই মন্ত্রে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। "হ্‌সৌঃ হ্‌সৌঃ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ক্রীঁঃ ক্রীং পরমস্বামিনি পরমাকাশশূন্যবাহিনি চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভক্ষিণি পাত্রং বিশ বিশ স্বাহা' এই মন্ত্রে ঘট ধরিয়া দশবার জপ করিবে। "ঐং হ্রীং ক্রীং আনন্দেশ্বরায় বিদ্মহে সুধাদেব্যৈ ধীমহে। তন্নোঽর্দ্ধনারীশ্বরঃ প্রচোদয়াৎ" এই মন্ত্র পাত্রের উপরি জপ করিতে হইবে, ইহাতে শাপবিমোচন হয়।

অন্যশাপবিমোচনমন্ত্র—

"অন্যচ্চ শৃণু দেবেশি যথা পানাদিকর্ম্মণি।
দোষো ন জায়তে দেবি তান্ বৈ মন্ত্রান্ শৃণুষ্ব মে॥
একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্॥
সূর্য্যমণ্ডলসংভূতে বরুণালয়সম্ভবে।
অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্॥"

এই পূর্ব্বোক্ত তিনটী মন্ত্র দ্বারা সুরাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া কালিকাকে প্রদান করিবে। তাহার পর নিজে ভোজন করিবে। এই মন্ত্র দেবীর ঘট ধরিয়া তিনবার জপ করিতে হইবে। "ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ ব্রহ্মশাপ-বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র তিনবার পড়িলে ব্রহ্মশাপ বিমোচিত হয়।

শুক্রশাপ বিমোচন—

"ওঁ শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ শুক্রে শাপাদ্বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র দশবার জপ করিতে হইবে, এই রূপে শুক্রের শাপ বিমোচিত হয়।

কৃষ্ণশাপ-বিমোচন—

"ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ কৃষ্ণশাপং বিমোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা," এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে কৃষ্ণশাপ বিমোচিত হয়।

দ্রব্যশুদ্ধি—

"ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষং সদ্ধোতা বেদিসদতিথিদুর্রোনসৎ। নৃসদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।" এই মন্ত্র দ্রব্যের উপর তিনবার পড়িতে

হইবে। তাহার পর দ্রব্য মধ্যে আনন্দভৈরব ও আনন্দ-ভৈরবীকে এই মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করিতে হইবে।

পূর্ব্বে পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হইল, অনেকের মনে ধারণা হইতে পারে যে পঞ্চমকার সেবন পুণ্যপ্রদ, কিন্তু শোধন ও সাধন ভিন্ন মদ্যপান নিষেধ। এইজন্য কুলার্ণবতন্ত্রে পঞ্চমকারের বিষয় নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"বহবঃ কৌলিকং ধর্ম্মং মিথ্যাজ্ঞানবিড়ম্বকাঃ।
স্ববুদ্ধ্যা কল্পয়ন্তীত্থং পারম্পর্য্যবিমোহিতাঃ॥
মদ্যপানেন মনুজা যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যাগতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি॥
স্ত্রীসংভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ॥
বৃথাপানন্তু দেবেশি সুরাপানং তদুচ্যতে।
যন্মহাপাতকং দেবি বেদাদিষু নিরূপিতম্॥
অনাঘ্রেয়মনালোচ্যমস্পৃশ্যঞ্চাপ্যপেয়কং।
মদ্যং মাংসং পশূনান্তু কৌলিকানাং মহাফলম্॥
অমেধ্যানি দ্বিজাতীনাং মদ্যান্যেকাদশৈব তু।
দ্বাদশাখ্যং মহামদ্যং সর্ব্বেষামধমং স্মৃতম্॥
সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপাত্মা মলমুচ্যতে।
তস্মাৎ ব্রাহ্মণ রাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥
সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্য্যাৎ সূর্য্যাবলোকনম্।
তৎসমাঘ্রাণমাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ॥
আজানুভ্যাং ভবেৎ মগ্নো জলে চোপবসেদহঃ।
ঊর্দ্ধং নাভেস্ত্রিরাত্রন্তু মদ্যস্য স্পর্শনে বিধিঃ॥
সুরাপানেঽজ্ঞানকৃতে জ্বলন্তীং তাং বিনিক্ষিপেৎ।
মুখে তয়া বিনিক্ষিপ্তে ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
মৎস্যমাংসাদিদোষস্য প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্মৃতঃ।
অবিধানেন যোঽশ্নাৎ আত্মার্থং প্রাণিনঃ প্রিয়ে॥
নিবসেন্নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্মিতানি দুরাচারস্তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে॥
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদিতাষ্টৌ চ ঘাতকাঃ॥
ধনেন চ ক্রেতা হন্তি খাদিতা চোপভোগতঃ।
ঘাতকোঘাতবন্ধাভ্যামিত্যেষ স্ত্রিবিধোবধঃ॥
মাংসসন্দর্শনং কৃত্বা সূর্য্যদর্শনমাচরেৎ।
তস্মাদবিধিনা মাংসং মদ্যঞ্চ নাচরেৎ কচিৎ॥
বিধিবৎ সেব্যতে দেবি পরমার্থং প্রসীদতি।"(কুলার্ণবতন্ত্র)

[অনেক লোক মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা বিড়ম্বিত হইয়া মদ্যাদিপান করিলে পুণ্য হয়, এই প্রকার কল্পনা করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের ভ্রম মাত্র। মদ্যপান করিলেই যদি সিদ্ধি লাভ হইত, তাহা হইলে মদ্যপপামর সকলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিত। মাংসভক্ষণ মাত্রেই যদি পুণ্য হয়, তাহা হইলে সকল মনুষ্যই পুণ্যশালী হইতে পারে। স্ত্রী সম্ভোগ করিলে যদি মোক্ষলাভ হয়, তাহা হইলে এই মোক্ষ সকলেরই অনায়াসলভ্য, কিন্তু বৃথা যে মদ্যপান তাহাকে সুরাপান বলে। বেদাদিতে সুরাপানের যে সকল দোষ উল্লেখ আছে, সেই সকল প্রকার মহাপাপ বৃথা পান করিলে হইবে। এই সুরা অস্পৃশ্য, অনাঘ্রেয় এবং অপেয়। কৌলিক কার্য্যেই কেবল ফলপ্রদ।]

সকল প্রকার মদ্যই দ্বিজাতিদিগের অপেয়। অন্নের মলই সুরা, সেই জন্য দ্বিজাতিগণ ইহা সেবন করিবে না। যদি কোন ক্রমে সুরা অবলোকন করেন, তাহা হইলে সূর্য্য দর্শন করিবে। দৈবাৎ যদি সুরা আঘ্রাণ করেন, তাহা হইলে প্রাণায়ামত্রয় আচরণ করিতে হইবে। আজানু পর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইয়া একদিন উপবাস করিলে সুরা আঘ্রাণ জন্য পাপ নাশ হয়। যদি দৈবাৎ স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে নাভি পর্য্যন্ত জলে তিনদিন উপবাস করিয়া বাস করিলে সুরাস্পর্শজন্য পাপ দূর হয়। অজ্ঞান কৃত সুরাপান করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্বয়ং তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা হইলে অজ্ঞানকৃত সুরাপান জন্য পাপ মুক্ত হয়। মৎস্য ও মাংসাদি দোষের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ। অবিধানে নিজের প্রীতির নিমিত্ত যাহারা মৎস্য ও মাংসাদি হনন করে, তাহারা হতপশুর রোম সংখ্যানুসারে ঘোর নরকে বাস করে এবং পরে তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হয়। এই পশুহত্যায় ঘাতক, অনুমন্তা, বিশসিতা, নিহন্তা, ক্রয়ী, বিক্রয়ী, সংস্কর্ত্তা, উপহর্ত্তা ও খাদক এই ৮ জনই পাপভাগী হয়। এই জন্য মাংস অবলোকন করিলে সূর্য্য দর্শন করিতে হয়। কিন্তু বিধিবৎ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে পঞ্চমকার সেবন করিলে পরমার্থ তত্ত্ব লাভ হয়। অন্যথা সকলই নিষ্ফল ও বিশেষ পাপজনক। এই জন্য তান্ত্রিক কোন কার্য্য নিজের ইচ্ছানুসারে করিবে না।

শুদ্ধ শক্তির ফল।—

"সাধিতা চ জগদ্ধাত্রী যদ্‌যদ্বদতি পার্ব্বতি।
তৎসর্ব্বং সত্যতাং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"

নারী শোধিতা হইলে জগদ্ধাত্রী তুল্যা হয় এবং সেই নারী যাহা বলে, তাহা সকলই সত্য হয়। ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

শক্তিশোধন।—

"ইদানীং কথয়িষ্যামি নারীণাং শোধনং প্রিয়ে।
অগ্রে বা দক্ষিণে বাপি সংস্থাপ্য মণ্ডলোপরি॥
ভালে চ মণ্ডলং কুর্য্যাৎ ত্রৈপুরং সিন্দুরেণ চ।
নয়নে কজ্জলং দদ্যাৎ মূলমন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ॥
অন্যৈশ্চ বিবিধৈ র্দ্রব্যৈ র্ভাবয়েৎ শাক্তমন্ত্রতঃ।
তাম্বূলং বদনে দদ্যাদিষ্টমূর্ত্তিং বিভাব্য চ॥
ততঃ ষড়ঙ্গমন্ত্রৈশ্চ ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ।
মাতৃকার্ণং ততোঽন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসমাচরেৎ॥
মূলেন ব্যাপক কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি মূলং শতং জপেৎ।
হৃদয়ে কামবীজঞ্চ বধূবীজঞ্চ সংজপেৎ॥
নাভৌ শ্রী গুহ্যদেশে চ সর্ব্ববীজঞ্চ পার্ব্বতি।
মৌলৌ চ বাগ্‌ভবং কামং কুণ্ডলীং কুলকুণ্ডলীম্॥
শক্তিবীজং জপেন্মন্ত্রী সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
বামে মায়াং শ্রাবয়েচ্চ কর্ণেচৈব মহেশ্বরী॥
এবং ক্রমেণ দেবেশি নারী শুদ্ধিঃ প্রজায়তে।"

নারী শুদ্ধি করিতে হইলে, নারীকে আনয়ন করিয়া অগ্রে বা দক্ষিণে মণ্ডলের উপরিদেশে স্থাপিত করিবে। কপালে সিন্দুর দ্বারা ত্রৈপুর মণ্ডল করিবে। নয়নে কজ্জল প্রদান করিবে। পরে সাধক মূল মন্ত্র জপ করিবে। অন্য বিবিধ দ্রব্য দ্বারা শাক্ত মন্ত্রে তাহাকে সম্ভাষণা করিবে। বদনে তাম্বূল প্রদান করিবে ও ইষ্ট মন্ত্র ভাবনা করিয়া ষড়ঙ্গ-মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হইবে। পরে মাতৃকান্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। মূল দ্বারা ব্যাপক করিয়া মস্তকে শত মূল মন্ত্র জপ করিতে হইবে। হৃদয়ে কামবীজ ও বধূবীজ, নাভিতে শ্রীবীজ, গুহ্যদেশে সর্ব্ববীজ, মৌলিতে কামবীজ এবং কুণ্ডলীতে কুলকুণ্ডলী শক্তিবীজ জপ করিবে। বামে মায়া ও কর্ণে মহেশ্বরী শ্রবণ করাইবে, উক্তরূপ অনুষ্ঠান করিলে নারী শুদ্ধি হয়।

"সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
অষ্টাদশভুজং দেবং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্॥
অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রহ্মপদ্মোপরিস্থিতম্।
বৃষারূঢ়ং নীলকণ্ঠং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
কপালখট্টাঙ্গধরং ঘণ্টাডমরুবাদিনম্॥
পাশাঙ্কুশধরং দেবং গদামুষলধারণম্।
খড়্গাখেটকপট্টীশমুদ্গরং শূলদণ্ডধৃক্।
বিচিত্রং খেটকং মুণ্ডং বরদাভয়পাণিনম্॥
লোহিতং দেবদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া "হসক্ষমলবরয়ুং আনন্দভৈরবায় বষট্" এই মন্ত্র দ্বারা আনন্দভৈরবকে তিনবার পূজা করিবে। পরে আনন্দভৈরবীকে ধ্যান করিতে হইবে।

"ভাবয়েচ্চ সুধাং দেবীং চন্দ্রকোট্যাযুতপ্রভাং।
হিমকুন্দেন্দুধবলাং পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাম্॥
অষ্টাদশভুজৈর্মুক্তাং সর্ব্বানন্দকরোদ্যতাম্।
প্রহসন্তীং বিশালাক্ষীং দেবদেবস্য সম্মুখীম্॥"

এইরূপে আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিয়া "হসক্ষ মলবরয়ীং সুধাদেব্যৈ বষট্" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া দ্রব্য মধ্যে শক্তিচক্র লিখিবে এবং ক্রমানুসারে "হং লং ক্ষং" মধ্যে লিখিতে হইবে।

এইরূপ করিয়া শিব ও শক্তির যোগ হয়, এই জন্য দ্রব্য মধ্যে অমৃতত্ব চিন্তা করিয়া ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতী করিবে, "বং" এই বরুণবীজ ও মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিয়া দেবতা স্বরূপ সেই দ্রব্য চিন্তা করিবে। এইরূপে দ্রব্যশুদ্ধি হয়।

"এতত্তু কারণং দেবি সুরসঙ্ঘনিষেবিতম্।
অতএব তস্যানাম সুরেতি ভুবনত্রয়ে॥
অস্যাঃ গন্ধঃ কেশবস্তু তেন গন্ধেন কৌলিকঃ।
পূজয়েচ্চ পরাং দেবীং কালিকাং দক্ষিণাং শিবাম্॥"

দেবসমূহ ইহা সেবন করেন, এই জন্য ত্রিভুবনে ইহার নাম সুরা এবং এই সুরার গন্ধই কেশব, সেই গন্ধ দ্বারা কৌলিক পরা কালিকা দেবীকে পূজা করিবে।

মাংসশোধন। "ওঁ প্রতদ্বিষ্ণু স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগোন ভীমঃ কুচরোগ বিষ্ঠা যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমে ধিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা।" এই মন্ত্র দ্বারা মাংস শোধিত হয়।

মৎস্যশুদ্ধি—"ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি শূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপস্য বোজাগৃবাং সঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং" এই মন্ত্র দ্বারা মৎস্যশুদ্ধি করিবে।

মুদ্রাশুদ্ধি।—"ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংসতু আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।
গর্ভং দেহি সিনীবালী গর্ভং দেহি সরস্বতী।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ॥"

এই মন্ত্র দ্বারা মুদ্রা শুদ্ধি করিবে। পূর্ব্বে যে সকল বিধান কথিত হইল, তাহাতে পঞ্চমকার শোধিত হয়। কিন্তু পঞ্চমকার শোধিত করিতে হইলে সিদ্ধ গুরুর দরকার। সিদ্ধগুরু ভিন্ন ইহা যে কোন সাধক ইচ্ছানুসারে করিতে পারিবেন না এবং যদি করেন, তাহা হইলে তাহার ফল লাভ হইবে না।

চক্রানুষ্ঠান। সিদ্ধতান্ত্রিকেরা চক্রানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহা অতি গুহ্য ব্যাপার। নিশীথরাত্রে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

বীরচক্র।—"বীরচক্রং প্রবক্ষ্যামি যেন সিদ্ধ্যন্তি সাধকাঃ।
অনয়া পূজয়া দেব দেহসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
শক্তে যোন সমপ্রাদি যৎপ্রশস্তং নিবেদয়েৎ।
ভূচরাণাং খেচরাণাং তত্তন্মাংসঃ সুসাধয়॥
মুদ্রা সর্ব্বাণি ধান্যানি যুক্তানি পরমেশ্বরি।
শ্বেতপীতঞ্চ পুষ্পাণি রক্তানি চ বিশেষতঃ॥
অষ্টবীরঞ্চ ষড়্বীরং নববীরং তথা প্রিয়ে।
কল্পয়েৎ বীরপশ্চিন্ত যথালব্ধাশ্চ সুন্দরী॥
বীরেভ্যো দক্ষিণাং দত্তাৎ আচার্য্যায় বিশেষতঃ।
অসংখ্যপাতকঞ্চৈব ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্॥
নাশয়েৎ তৎক্ষণাদ্দেবি বীরচক্রপ্রভাবতঃ।
দক্ষিণাবিধিহীনঞ্চ তচ্চক্রং নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

বীরচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, যে বীরচক্রপূজা-প্রভাবে সাধক সকল অচিরে সিদ্ধ হয়। ইহাতে সমর্থ হইলে সমস্ত না দিয়া কেবল প্রশস্ত দ্রব্য নিবেদন করিবে।

ভূচর ও খেচর প্রভৃতি মাংসই উত্তম সিদ্ধিপ্রদ। সকল প্রকার ধান্যই মুদ্রা, শ্বেত, পীত, ও রক্তপুষ্প, আনয়ন করিবে। ষড়্বীর, অষ্টবীর বা নববীর ইহার মধ্যে যাহা লাভ হয়, তাহা কল্পনা করিবে। এইরূপ কল্পনা করিলে বীরচক্র হয়। আচার্য্যকে দক্ষিণা দিয়া পরে বীরকে দক্ষিণা দিবে। অসংখ্য পাতক ও ব্রহ্মহত্যাদি পাতক বীরচক্র প্রভাবানুসারে তৎক্ষণাৎ দূর হয়। যদি বিধি ও দক্ষিণা হীন চক্র হয়, তাহা হইলে সে চক্র নিষ্ফল।

রাজচক্র।—"চতুর্বর্ণাকুমার্যাশ্চ স্বরূপা সুমনোহরা।
যামিনী যোগিনীচৈব রজকী শ্বপচী তথা॥
কৈবর্ত্তকসমুৎপন্না পঞ্চশক্তিরুদাহৃতা।
এতা প্রশস্তা সকলা সাধকেন নিযোজিতা॥
অর্পয়েৎ মধুমদ্যঞ্চ শুদ্ধিচ্ছাগলসম্ভবা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থং রাজচক্রং বিধীয়তে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দেবলোকে মহীয়তে।"

অতিশয় রূপবতী সুমনোহরা চতুর্বর্ণা কুমারী এইরূপ যামিনী, যোগিনী, রজকী, চাণ্ডালী ও কৈবর্ত্তী ইহারাই পঞ্চশক্তি, এই পঞ্চকন্যা সাধক কর্ত্তৃক নিযোজিতা হইলে প্রশস্তা হয়। পরে মধু, মদ্য ও মাংস অর্পণ করিবে, এইরূপে রাজচক্র হয়। এই রাজচক্রপ্রভাবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ এবং দেবলোকে ষষ্টি সহস্র বর্ষ বাস হয়।

দেবচক্র।—"দেবচক্রং প্রবক্ষ্যামি যৎসুরৈঃ ক্রিয়তে সদা।
শক্তয়স্তত্র বক্ষ্যামি দিব্যরূপা মনোরমা॥
রাজবেশ্যা নাগরী চ গুপ্তবেশ্যা তথা প্রিয়ে
দেববেশ্যা ব্রহ্মবেশ্যা শক্তয়ঃ পঞ্চদেবতা॥
রাজসেবাপরা রাজবেশ্যা গুপ্তা চ কৌলজা।
দেববেশ্যা নৃত্যকারা ব্রহ্মবেশ্যা চ তীর্থগা॥
নাগরী কস্যচিৎ কন্যা রম্ভাকামরজস্বলা।
পঞ্চৈতা শক্তয়া দেবি দেবচক্রে নিয়োজয়েৎ॥"

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, দেবতা সকল সর্ব্বদা যে দেবচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই দেবচক্রে রাজবেশ্যা, নাগরী, গুপ্তবেশ্যা, দেববেশ্যা ও ব্রহ্মবেশ্যা এই পঞ্চবেশ্যাই পঞ্চশক্তি। রাজসেবাপরায়ণা রাজবেশ্যা, কৌলজা গুপ্তবেশ্যা, নৃত্যকারিণী দেববেশ্যা, তীর্থগামিনী ব্রহ্মবেশ্যা এবং যে কোন রজস্বলা কন্যা নাগরী এই পঞ্চ বেশ্যা, ইহাদিগকে দেবচক্রে নিয়োজিত করিবে।

"রাজচক্রে রাজদং স্যাৎ মহাচক্রে সমৃদ্ধিদম্।
দেবচক্রে চ সৌভাগ্যং বীরচক্রঞ্চ মোক্ষদম্॥"

রাজচক্রানুষ্ঠান করিলে রাজ্যলাভ, মহাচক্রে সমৃদ্ধি, দেবচক্রে সৌভাগ্য ও বীরচক্রে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। (রুদ্রযামল)।

"পঞ্চচক্রে প্রশস্তায়াস্তাঃ শৃণুষ্ব বরাননে।
চক্রং পঞ্চবিধং প্রোক্তং তত্র শক্তিং প্রপূজয়েৎ॥
রাজচক্রং মহাচক্রং দেবচক্রং তৃতীয়কম্।
বীরচক্রং চতুর্থঞ্চ পশুচক্রঞ্চ পঞ্চমম্॥"

পঞ্চচক্রে যাহা যাহা প্রশস্ত তাহার বিষয় কথিত হইতেছে, চক্র পঞ্চবিধ, তাহাতে শক্তি পূজা করিবে। রাজচক্র, মহাচক্র, দেবচক্র, বীরচক্র ও পশুচক্র এই ৫টী চক্র।

"পঞ্চচক্রে যজেদ্দিব্যো বীরশ্চ কুলসুন্দরি।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ পঞ্চচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বীরচক্রেণ পূজয়েৎ।
যোগিভিঃ পূজ্যতে দেবি সর্ব্বচক্রেষু কামিনী॥
মাতা চ ভগিনী চৈব দুহিতা চ স্নুষা তথা।
গুরুপত্নী চ পঞ্চৈতা রাজচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
গৌরী বাপ্যথবা সাধ্বী সুরা শস্তা কুলেশ্বরী।
শুদ্ধিশ্চাগোদ্ভবা শস্তা তৃতীয়া বেদসম্ভবা॥
মুদ্রা গোধূমজা শস্তা স্বয়ম্ভুকুসুমন্তথা।
কুণ্ডগোলোদ্ভবং দ্রব্যং অনুকল্পং নিয়োজয়েৎ॥"

বীর পঞ্চচক্রে যাগ করিবে। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থও পঞ্চচক্রে পূজা করিতে পারে। যোগিগণ সকল চক্রেই কামিনীপূজা করিতে পারেন। মাতা, ভগিনী দুহিতা, স্নুষা (পুত্রবধূ), গুরুপত্নী এই পাঁচজনকে রাজচক্রে পূজা করিতে হয়। গৌরী, সাধ্বী, সুরা, মুদ্রা, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডগোলোদ্ভবদ্রব্য এই সকল দ্রব্য অনুকল্পে প্রয়োগ করিতে হইবে।

"রক্তচন্দনং তথাশ্বেতমনুকল্পঞ্চ চন্দনম্।
বস্ত্রালঙ্কারভূষাদ্যৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনম্॥
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ।
ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং নানাবস্ত্রসমন্বিতম্॥
আসবং শুদ্ধিসংযুক্তং তাভ্যো দদ্যাৎ পুনঃ পুনঃ।
প্রণমেৎ প্রজপেন্মন্ত্রং দৃষ্ট্বা তাশ্চ সহস্রকম্॥
অঙ্গং নৈব স্পৃশেত্তাসাং স্পৃশেচ্চ নরকং ব্রজেৎ।
মধুমত্তা সদা তাস্ত ন শপন্তি সুসম্পদঃ॥
তত্তদৈব ভবেৎ সর্ব্বং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

রক্তচন্দন ও অনুকল্পে শ্বেতচন্দন বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করিবে এবং পরমভক্তি সহকারে দেবতাকে নিবেদন করিবে। নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য, চিত্র বিচিত্র বস্ত্র প্রভৃতি এবং আসব শুদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে, প্রণাম করিয়া তাহাদিগের দিকে অবলোকনপূর্ব্বক সহস্র জপ করিবে, তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিবে না, যদি অঙ্গস্পর্শ করে, তাহা হইলে রৌরব নরকে গমন হয়। সেই মধুমত্তাগণ তাহাকে শাপ প্রদান করে না এবং তাহারা ষষ্টি সহস্রবর্ষ স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে।

"মাতা ভগ্নী স্নুষা কন্যা বীরপত্নী কুলেশ্বরী।
মহাশক্তী যজেদেতাঃ পঞ্চশক্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥
দ্রব্যদানে তু সংপূজ্যা ন শক্তৌ শিবযোজনম্।
যোজয়েৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
মহাব্যাধির্ভবেদ্দেবি ধনহানিং প্রজায়তে।
সদৈব দুঃখমাপ্নোতি সর্ব্বং তস্য বিনশ্যতি॥
আদ্যঞ্চ গৌড়িকং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কুক্কুটোদ্ভবং।
তৃতীয়ং রোহিতং প্রোক্তং চতুর্থং মাসসম্ভবম্।
করবীরোদ্ভবং পুষ্পং চন্দনং রক্তচন্দনম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা শিবলোকে মহীয়তে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি তত্র দেবীং প্রপূজয়েৎ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং অমায়াঞ্চ কুজেঽহনি॥
রাজচক্রে মহাচক্রে ভক্ত্যা শক্তীঃ প্রপূজয়েৎ।
শুক্লপক্ষে গুরোর্বারে চতুর্থসপ্তমী তিথৌ॥
মহাচক্রে যজেৎ ভক্ত্যা সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।"

[মাতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, কন্যা ও বীরপত্নী ইহারা কুলেশ্বরী ও পঞ্চ মহাশক্তি, চক্রে বার বার ইহাদের পূজা করিতে হয়। দ্রব্য দিয়া ইহাদের পূজা করিবে, এই শক্তিতে কখন লিঙ্গ যোজন করিবে না। যোজন করিলে সিদ্ধিহানি, রৌরব নামক নরকে বাস, মহাব্যাধি, ধনহানি, সর্ব্বদা দুঃখ ভোগ ও তাহার সকলই বিনষ্ট হইয়া থাকে।] প্রথম গৌড়ী, দ্বিতীয় কুক্কুটোদ্ভব, তৃতীয় রোহিত, চতুর্থ মাসজাত, করবীর পুষ্প, চন্দন ও রক্তচন্দন এই সকল দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিলে শিবলোকে গমন করে। তথায় ভক্ত ষাটহাজার বর্ষ দেবীকে পূজা করিয়া থাকে। অষ্টমী চতুর্দ্দশী অমাবস্যা অথবা মঙ্গলবারে রাজচক্র নামক মহাচক্রে ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চ শক্তির পূজা করিবে। সকল কামনা ও অর্থসিদ্ধির জন্য শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে চতুর্থী বা সপ্তমী তিথিতে মহাচক্রে ভক্তিপূর্ব্বক যাগ করিবে।

মাতা ভগিনী প্রভৃতি যে পঞ্চ মহাশক্তির কথা লিখিত হইল, ঐ পাঁচটী শব্দই পারিভাষিক বলিয়া জানিবে। নিরুত্তর তন্ত্রে ১০ম পটলে লিখিত আছে—

"ভূমীন্দ্রকন্যকা মাতা দুহিতা রজকীসুতা।
শ্বপচী চ স্বসা জ্ঞেয়া কাপালী চ স্নুষা স্মৃতা॥
যোগিনী নিজশক্তিঃ স্যাৎ পঞ্চকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

মাতা বলিলে রাজকন্যা, দুহিতা বলিলে রজকীর কন্যা, স্বসা বলিলে চণ্ডালী, স্নুষা বলিলে কাপালী এবং নিজ শক্তিই যোগিনী—এই পাঁচজন পঞ্চ কন্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

"দেবচক্রং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব বরবর্ণিনি।
বিদগ্ধা সর্ব্বজাতীনাং পঞ্চকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
গৌড়িকং ফলজং রম্যং দ্বিতীয়ং পক্ষিসম্ভবম্।
তৃতীয়ং শালমৎস্যস্ত চতুর্থং ধান্যসম্ভবম্॥
সুগন্ধি গন্ধপুষ্পঞ্চ দেবচক্রে নিয়োজয়েৎ।
দেবচক্রে যজেৎ শক্তিং দেবলোকে মহীয়তে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দেবকন্যাঃ প্রপূজয়েৎ।
পঞ্চকন্যাং যজেচ্চক্রে নাতিরিক্তাং কদাচন॥
লোভাদ্বা কামতো বাপি ছলাদ্বা বরবর্ণিনি।
যদি স্যাৎ সঙ্গমস্তাসাং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
পিতৃভূমিং সমাগম্য বীরচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
দিব্যবীরান্বিতো মন্ত্রী যজেৎ শক্তিং বলিয়সীম্।"

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে—

সর্ব্বজাতিদিগের বিদগ্ধা ৫টী কন্যা, ফলজ রম্য গৌড়িক, দ্বিতীয় পক্ষিসম্ভব, তৃতীয় শালিমৎস্য, চতুর্থ ধান্যসম্ভব ও সুগন্ধি গন্ধপুষ্প ইহা দ্বারা দেবচক্রে শক্তিপূজা করিতে হইবে। দেবচক্রে শক্তি যাগ করিলে দেবলোকে গতি হয়; পঞ্চকন্যা চক্রে যাগ করিবে, কখনই ইহার অতিরিক্ত যাগ করিবে না। [লোভ হেতু অথবা ছল বা কামানুসারে ইহাদের সহিত যদি সঙ্গম হয়, তাহা হইলে রৌরব নামক

নরকে গতি হয়।] উভয় পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে পিতৃভূমি গমন করিয়া বীরচক্রে পূজা করিবে।

"সিদ্ধমন্ত্রী ভবেৎ বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ।
অভিষিক্তো ভবেৎ বীরো অভিষিক্তা চ কৌলিকী॥
এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ।
নাভিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তাচ কৌলিকী।
বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
এবং ক্রমং বিনা দেবি বীরচক্রে বসেৎ যদি।
সিদ্ধিহানিং সিদ্ধিহানিং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
সর্ব্বমদ্যং সর্ব্বশুদ্ধিং সর্ব্বমীনং কুলেশ্বরি।
সর্ব্বমুদ্রাং সর্ব্বপুষ্পং স্বয়ম্ভুকুসুমন্তথা॥
কুণ্ডগোলোদ্ভবং দ্রব্যং নানারসসমন্বিতম্।
প্রদদ্যাৎ সাধকো শ্রেষ্ঠো বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ॥
স্বশক্তিং পূজয়েত্তত্র তদুচ্ছিষ্টং পিবেৎ প্রিয়ে।
চব্যঞ্চ জ্যেষ্ঠতোগ্রাহ্যং কনিষ্ঠায় নিবেদয়েৎ॥
একাসনে ন ভুঞ্জীত ভোজনং নৈকভাজনে।
পরস্পরমুখস্পর্শং নকর্ত্তব্যং কদাচন।
এবং ক্রমেণ দেবেশি বীরচক্রং সমাচরেৎ।
আনীয় হীনজাং দেবীং শক্তিমন্ত্রেণ শোধয়েৎ।
সংশোধ্য হীনজাং পূজ্যাং বীরশক্তিং নিবেদয়েৎ।
মধুসক্তায় বীরায় যো দদ্যাৎ হীনজাং সুতাম্।
বক্তৃকোটিসহস্রেণ তস্য পুণ্যং ন পদ্যতে।
বীরায় শক্তিদানন্তু বীরচক্রে বিধীয়তে।
চক্রভিন্নে চরেৎ দানং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
ঘাতয়েদ্‌গোপয়েদ্বাপি ন নিন্দেন্ন নিরীক্ষয়েৎ।
কামং ক্রোধঞ্চ মাৎসর্য্যং বিকারং লোভমেব চ।
কুৎসা নিন্দা দুরালাপং গোপয়েদষ্টকং প্রিয়ে।
মন্ত্রং মুদ্রামক্ষমালাং যোনিঞ্চ বীরসঙ্গমম্।
মণ্ডলঞ্চ ঘটং পীঠং সিদ্ধিদ্রব্যানি গোপয়েৎ।
পণ্ডিতং বীরসন্তানং ক্ষেত্রং দেবীঞ্চ যোগিনীং॥
কুলাচারং গুরুদূতীং মনসাপি ন নিন্দয়েৎ।
মাতৃযোনিং পশুক্রীড়াং নগ্নাং স্ত্রীমুন্নতস্তনীং॥
কান্তেন ক্ষোভিতাং কান্তাং কামতো নাবলোকয়েৎ।
দেবীং গুরুং সুধাং বিদ্যাং শ্রেষ্ঠাং শক্তিং ক্রিয়ান্বিতাম্॥
যোগিনীং ভৈরবীতত্ত্বং অষ্টতত্ত্বপ্রপূজয়েৎ।
বিমাতা দুহিতা ভগ্নী স্নুষা পত্নী চ পঞ্চমী॥
পশুচক্রে যজেদ্ধীমান্ পশুবত্তোষণং চরেৎ।
গন্ধপুষ্পঞ্চ মাল্যঞ্চ বস্ত্রাদ্যাভরণানি চ॥
সিন্দুরাগুরুকস্তূরীং নানাপুষ্পাণি সুন্দরি।
ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং ফলং নানাবিধং প্রিয়ে॥
এতদ্দ্রব্যগণং যত্ন ভক্ত্যা তাভ্যো নিবেদয়েৎ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ক্ষিতৌ রাজা ভবেদ্ধ্রুবম্॥
বীরচক্রে মন্ত্রসিদ্ধি র্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
অমাবস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি॥
শ্মশানেন গত্বে নার্চ্চেৎ সূচিতং ন প্রকাশিতম্।"

মন্ত্রসিদ্ধ হইলেই বীর হয়, মদ্য পান করিলে বীর হয় না। যথাবিধি অভিষিক্ত হইলে বীর ও যথাবিধি অভিষিক্তা হইলে কৌলিকী হয়। বীরচক্রে এই প্রকার বীর ও শক্তি নিযুক্ত করিতে হইবে।

বীর ও কৌলিকী অভিষিক্ত না হইয়া চক্রে বসিয়া যাগ করিবে না, এবং করিলে রৌরব নামক নরকে গমন করে। এই ক্রম ব্যতীত বীরচক্রে কখনই বসিবে না। এই ক্রমভিন্ন বীরচক্রে বসিলে পদে পদে তাহার সিদ্ধি হানি হয়, রৌরব নরকে গমন করে। সকল প্রকার মদ্য, সকল রকম মৎস্য, সর্ব্ব মুদ্রা, সর্ব্ব পুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডগোলোদ্ভব দ্রব্য, সাধক বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে এবং স্বশক্তি পূজা করিবে। ভক্ষ্য দ্রব্য জ্যেষ্ঠাদি ক্রমে কনিষ্ঠকে নিবেদন করিবে। পরস্পর স্পর্শ করিবে না। একাসনে ও একপাত্রে ভোজন করিবে না। হীনজা দেবীকে আনিয়া শক্তি মন্ত্র দ্বারা শোধিত করিবে। বীর হীনজা পূজা ও শোধিত করিয়া শক্তি নিবেদন করিবে। মধুসক্ত বীরকে যে হীনজা কন্যা প্রদান করে, কোটি মুখ দ্বারা তাহার পুণ্য বলিয়া শেষ করা যায় না।

বীরচক্র আচরণ করিবার জন্য বীরকে শক্তিদান করিতে হইবে। বীরচক্র ভিন্ন যদি শক্তিদান করা হয়, তাহা হইলে দাতা রৌরব নরকে গমন করে। এই সকল কার্য্য অতিশয় গোপনে করিবে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, বিকার, লোভ, কুৎসা, নিন্দা, দুরালাপ, এই ৮টী গুপ্ত রাখিবে।

মন্ত্র, মুদ্রা, অক্ষমালা, যোনি, বীরসঙ্গম, মণ্ডল, ঘট, পীঠ ও সিদ্ধিদ্রব্য এই সকলকে গোপন করিবে। পণ্ডিত বীর সন্তান, ক্ষেত্র, দেবী যোগিনী, কুলাচার, গুরুদূতী ইহাদিগকে মনেও নিন্দা করিবে না।

[মাতৃযোনি, পশুক্রীড়া, নগ্নাস্ত্রী, উন্নতস্তনী, কান্ত ক্ষোভিতা কান্তা, ইহাদিগকে কাম ভাবে অবলোকন করিবে না।] দেবী, গুরু, সুধা, বিদ্যা, শ্রেষ্ঠাশক্তি, যোগিনী, ভৈরবীতত্ত্ব ও অষ্টতত্ত্ব পূজা করিবে।

পশুচক্র—মাতা, দুহিতা, ভগ্নী, স্নুষা ও পত্নী এই পঞ্চশক্তি-সমন্বিতা হইয়া পশুচক্রে যাগ করিবে। ইহাতে পশুবৎ

তুষ্টি আচরণ করিবে। গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, বস্ত্রাদি আভরণ, সিন্দূর, অগুরু, কস্তূরী, নানাবিধ পুষ্প ও নানাবিধ ফল এই সকল দ্রব্য ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবেদন করিবে। এই প্রকার পশুচক্রে যাগ করিলে যাট্ হাজার বৎসর পৃথিবীতে রাজা হয়, বীরচক্রে মন্ত্র সিদ্ধি নিশ্চয় হইবে, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। উভয় পক্ষের অমাবস্যা ও চতুর্দ্দশীতে শ্মশানে গমন করিয়া এইরূপ আচরণ করিবে। কখন কাহাকেও প্রকাশ করিবে না। (নিরুত্তরতন্ত্র)

"ন নিন্দেৎ ন হসেৎ বাপি চক্রমধ্যে মদাকুলান্।
এতচ্চক্রগতাং বার্ত্তাং বহির্নৈব প্রকাশয়েৎ।
তেভ্যো ভোজনং কুর্ব্বীত নাহিতঞ্চ সমাচরেৎ।
ভক্ত্যা সংরক্ষয়েদেতান্ গোপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।"

চক্রমধ্যে মদিরাসক্ত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া হাস্য ও নিন্দা করিবে না। এই চক্রের বার্ত্তা বাহিরে প্রকাশ করিবে না। তাহাদের নিকটে ভোজন করিবে, অহিত আচরণে বিরত থাকিবে। ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক এই সকল বৃত্তান্ত গোপন করিয়া রাখিবে। (প্রাণতোষণী)

বীরসাধন।—

"পুরশ্চরণসম্পন্নো বীরসিদ্ধিং সমাচরেৎ।
সম্যক্‌পরিশ্রমেণাপি নৈব সিদ্ধিং সমাস্থিতা॥
জায়তে তত্র কর্ত্তব্যা সাধকৈ র্বীরসাধনা।
পুত্রদারধনস্নেহলোভমোহবিবর্জ্জিতঃ॥
মন্ত্রং বা সাধয়িষ্যামি দেহং বা পাতয়াম্যহম্।
প্রতিজ্ঞামীদৃশীং কৃত্বা বলিদ্রব্যাণি চিন্তয়েৎ॥
যস্য মন্ত্রস্য যদ্দ্রব্যং তত্তদ্দ্রব্যঞ্চ সাধকৈঃ।
শবলক্ষণং দেবেশি শৃণু পর্ব্বতনন্দিনি॥
সর্ব্বেষাং জীবহীনানাং জন্তূনাং বীরসাধনে।
ব্রাহ্মণো গোময়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েৎ বীরসাধনম্॥
মহাশবাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ প্রধানে বীরসাধনে।
ব্রাহ্মণস্তু স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েদ্বীরসাধনম্॥
ক্ষুদ্রাঃ প্রয়োগকর্ত্তৃণাং প্রশস্তাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
ঊর্দ্ধং দ্বিবর্ষাৎ যদি বা পঞ্চধা তরুণং যদি॥
সপ্তমাষ্টমমাসীয়ং গর্ভদং যদি বা শবম্।
চাণ্ডালং চাভিভূতঞ্চ শীঘ্রং সিদ্ধিফলপ্রদম্॥
যষ্টিপ্রভৃতিভির্বিদ্ধং অস্ত্রং বা বিজনে মৃতম্।
শবমানীয় কর্ত্তব্যং না হরেৎ স্বেচ্ছয়া মৃতম্॥
স্ত্রীরমণপতিতঞ্চাস্পৃশ্যং বর্জ্জং হি তৎশবম্।
কুষ্ঠাদিরোগসংযুক্তং বৃদ্ধস্ত্রিয়ং শবং হরেৎ॥
ন দুর্ভিক্ষং মৃতং বাপি ন পর্য্যুষিতমেব বা।
স্ত্রীজনসদৃশং রূপং সর্ব্বদা পরিবর্জ্জয়েৎ॥...
শূন্যাগারে নদীতীরে বিল্বমূলে চতুষ্পথে॥
শ্মশানে বা বিশেষেণ নীত্বা চোদ্ধৃত্য ভূষয়েৎ।
শূন্যাগারে অরণ্যে বা নীত্বা চৈব বিভূষয়েৎ॥
সংস্থাপ্য কুশশয্যায়াং পুরুষং দিব্যরূপিণম্।
আনীয় স্থাপয়েদাদৌ ন্যাসজালং সমাচরেৎ॥
পীঠমন্ত্রং সমালিখ্য গন্ধপুষ্পাদিভিস্ততঃ।
অভ্যর্চ্চ্য চাসনং দত্ত্বা রক্ষাং মন্ত্রেণ কারয়েৎ॥
ততঃ শবাস্যে বিধিবৎ দেবতাপ্যায়নং চরেৎ।
ভুবনেশী ফড়ন্তাঃস্যুঃ কথিতা মানবোত্তমাঃ॥
ততঃ শবং ক্ষালয়িত্বা স্থাপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
যদি যত্নেন ন তিষ্ঠেৎ ভৈরব্যাচ্চ ভয়ং ভবেৎ॥
এলালবঙ্গকর্পূরজাতিখদিরসার্দ্রকৈঃ।
তাম্বূলং তন্মুখে দত্ত্বাৎ শবং কুর্য্যাদধোমুখম্॥
স্থাপয়িত্বা চ তৎপৃষ্ঠে চন্দনেন বিলেপয়েৎ।
বাহুমূলাদিকট্যন্তং চতুরস্রং বিধায় চ॥
মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্বারং দলাষ্টকসমন্বিতম্।
ততশ্চৈলেয়মজিনং কম্বলান্তরিতং ন্যসেৎ॥
পূজাদ্রব্যং সন্নিধৌ চ দূরে চোত্তরসাধকম্।
সংস্থাপ্য শবমভ্যর্চ্চ্য তত্র চারোহণং ভবেৎ॥
কুশান্ পদতলে দত্ত্বা শবকেশান্ প্রসার্য্য চ।
দৃঢ়ং নিবধ্য ঝুটিকাং তঞ্চ দেবস্বরূপিণম্॥
তস্য দেহং সুপংপূজ্য পঠেদুত্থায় সম্মুখে।
ওঁং ভীমভীরুভয়াভাবভবালোচনভাবুকঃ॥
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ।
ইতি পাদতলে তস্য ত্রিকোণযন্ত্রমালিখেৎ॥"

সাধক পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইয়া বীরসিদ্ধি বা শবসাধনা করিবে। সম্যক্ পরিশ্রম ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না, সাধক ইহা স্থির করিয়া বীরসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। [বীরসাধন করিতে হইলে পুত্র দারা ও ধনাদির প্রতি স্নেহ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে।] মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে এবং বলিদ্রব্য সকল আহরণ করিবে। যে যে মন্ত্রের যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, সাধক সেই সেই দ্রব্য আহরণ করিবে।

এই বীরসাধনের প্রধান উপকরণ শব, সেই শবের বিষয় প্রথম কথিত হইতেছে। সকল জীবহীন জন্তুর শবই বীরসাধনে উপযুক্ত, কিন্তু শবের মধ্যে কতকগুলি শবসাধনে প্রশস্ত, ব্রাহ্মণ গোময় ত্যাগ করিয়া শবসাধন করিবে। প্রধান বীরসাধনে মহাশবই একমাত্র

প্রশস্ত। এই বীরসাধনে স্ত্রীত্যাগ করিয়া সাধনা করিতে হইবে। প্রয়োগকর্ত্তৃদিগের পক্ষে ক্রুদ্রই প্রশস্ত ও সকল সিদ্ধির নিমিত্ত জানিবে। দুই বর্ষের উপর পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত অথবা তরুণ এবং সপ্তম বা অষ্টম মাসীয় গর্ভজ চাণ্ডালের শবই প্রশস্ত। এইরূপ শবদ্বারা আরাধনা করিলে আশু ফল লাভ হয়।

যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা বদ্ধ অর্থাৎ যে চণ্ডাল যষ্টি, শূল, খড়্গ বা বস্ত্রের আঘাতে কিংবা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথবা অভিভূত জলমগ্ন বা সম্মুখ যুদ্ধে পলায়ন পরাঙ্মুখ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সে যদি সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট, শৌর্য্যবান্ ও তরুণবয়স্ক হয়, তাহা হইলে শবসাধনার্থ তাহার শব আনয়ন করিবে *।

স্ত্রীরমণ দ্বারা পতিত ও কুষ্ঠাদি মহাপাতক রোগগ্রস্ত শবকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির শব ও বৃদ্ধ লোকের শব গ্রহণ করিবে না। দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তির শব অথবা বাসি মড়াও শবসাধনের অনুপযুক্ত। স্ত্রীজন সদৃশ রূপবিশিষ্ট ব্যক্তির শবও বর্জ্জনীয়।

নানা প্রকার সাধনের মধ্যে শবসাধন বীরাচারীদিগের একটী প্রধান সাধন, এই জন্য ইহার স্থান বিশেষ আবশ্যক। শূন্য গৃহে, নদীতীরে, পর্ব্বতে, নির্জনস্থানে, বিল্ববৃক্ষ মূলে বা শ্মশানে অথবা তাহার সমীপবর্ত্তী বনস্থলে সাধনা করিতে হয়। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে অথবা কৃষ্ণপক্ষীয় মঙ্গলবারে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে শবসাধনার উপযুক্ত সময়। শ্মশানাদি স্থলে শব আনিয়া কুশ শয্যাতে সংস্থাপন করাইয়া ন্যাস করিতে আরম্ভ করিবে এবং পীঠ মন্ত্র লিখিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে আসন প্রদান করিয়া মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিবে। তাহার পর শবের মুখে বিধিপূর্ব্বক দেবতাদিগের আপ্যায়ন (তুষ্টি) আবরণ করিবে। ভুবনেশী ও অস্ত্রে ফট্ এই প্রয়োগ করিবে। তাহার পর শব প্রক্ষালিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক স্থাপিত করিবে এবং কোনক্রমে ভীত হইবে না, যত্নেও যদি স্থাপিত না হয় তাহা হইলে এলা, লবঙ্গ, কর্পূর, জাতী, খদির ও আর্দ্রক দ্বারা শবকে অধোমুখী করিবে এবং তাহার মুখে তাম্বূল প্রদান করিবে। তৎপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া চন্দন বিলেপিত করিবে, পরে মূল আদি করিয়া কটীদেশ পর্য্যন্ত চতুরস্র মণ্ডল করিয়া মধ্যে চতুর্দ্বারযুক্ত অষ্টদল পদ্ম প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার পর চৈলের, অজিন, কম্বলান্তরিত করিয়া ন্যাস করিবে এবং সন্নিকটে পূজা দ্রব্য সকল রাখিয়া দিবে। কিছু দূরে একজন উত্তর সাধক রাখিতে হইবে। শবকে সংস্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করিতে হইবে এবং তাহাতে আরোহণ করিবে। কিছু কুশ তাহার পদতলে প্রদান করিবে, শবকেশ প্রসারিত করিয়া তাহাতে ঝুটী বান্ধিয়া দিবে। তাহার দেহ দেবস্বরূপ বিবেচনা করিয়া পূজা করিবে, পরে উত্থিত হইয়া "ভীম-ভীরু-ভয়াভাব" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পদতলে ত্রিকোণযন্ত্র লিখিবে।

"তেনোত্থাতুং ন শক্নোতি শবশ্চ নিশ্চলো ভবেৎ।
উপবিশ্য পুনস্তত্র বাহূ নিঃসার্য্যপাদয়োঃ॥
হস্তয়ো কুশমাস্তীর্য্য পাদৌ তত্র নিধাপয়েৎ।
ওষ্ঠৌ তু সংপুটীকৃত্বা স্থিরচিত্তং স্থিরেন্দ্রিয়ঃ॥
সদা দেবীং হৃদিধ্যাত্বা মৌনীজপমথাচরেৎ।
চলাসনাৎ ভয়ং নাস্তি ভয়ে জাতে ভয়েত্তুতম্।
যৎপ্রার্থয়সি দেবেশি দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্।
দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে॥
ইত্যুক্ত্বা সংস্কৃতেনৈব নির্ভয়স্তু পুনর্জপেৎ।
ততশ্চেন্মধুরং বক্তি বক্তব্যং লীলয়া নবৈ॥
ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বরন্তু প্রার্থয়েন্নরঃ।
যদি সত্যং ন কুর্য্যাচ্চ বরং বা ন প্রযচ্ছতি॥
তদা পুনর্জপেদ্ধীমান্ একাগ্রযতমানসঃ।
সত্যে কৃতে বরং লব্ধা সংত্যজেত্তু জপাদিকম্
ফলং জাতমিদং জ্ঞাত্বা ঝুটিকাং মোচয়েত্ততঃ।
শবং প্রক্ষাল্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পাদবন্ধনম্॥
পাদচক্রং মোচয়িত্বা পূজাদ্রব্যং জলে ক্ষিপেৎ।
শবং জলে চ গর্ত্তে বা নিঃক্ষিপ্য স্নানমাচরেৎ॥
ততশ্চ স্বগৃহং গত্বা বলিং দত্বা দিনান্তরে।
পূজয়িত্বা ততো দেবীং যাচিতোহং বলিপ্রিয়ম্॥
তেন গৃহ্নন্তু সর্ব্বে চ ময়া দত্তমিদং বলিম্।
পরেঽহ্নি নিত্যমাচার্য্যঃ পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র পঞ্চবিংশতিসংখ্যকান্।
সপ্তপঞ্চবিহীনং বা ক্রমাচ্চৈব দশাবধি॥
ততঃ স্নাত্বাচ ভুক্ত্বা চ নিবসেদুত্তমে স্থলে।
যদি ন স্যাৎ বিপ্রভোজ্যং তদা নিধনিতাং ব্রজেৎ॥
তেন চেন্নিধনং নস্যাৎ তদা দেবী প্রকুপ্যতি।
ত্রিরাত্রং বা ষড্রাত্রং বা নবরাত্রঞ্চ গোপয়েৎ॥
স্ত্রীশয্যা যদি গচ্ছেত্তু তদা ব্যাধিং বিনির্দ্দিশেৎ।
গীতং শ্রুত্বা চ বধিরো নিশ্চক্ষু নৃত্যদর্শনাৎ॥

* "যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গবিদ্ধং পয়োমৃতম্।
বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালঞ্চাভিভূতকম্।
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
পলায়নবিশূন্যঞ্চ সম্মুখে রণবর্ত্তিনম্॥" (তন্ত্রসারধৃত ভাবচূড়ামণি)

যদি বক্তি দিবা বাক্য তদাস্ত মূকতাং ব্রজেৎ।
পঞ্চদশ দিনং যাবৎ দেহে দেবস্ত সংস্থিতিঃ॥
না স্বীকুর্য্যাৎ গন্ধপুষ্পে বহির্যাতি যদা ভবেৎ।
তদা বস্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহ্লীয়াদ্বসনান্তরম্॥
গোব্রাহ্মণবিনিন্দাঞ্চ ন কুর্যাচ্চ কদাচন।
দেবগোব্রাহ্মণাদীংশ্চ সংস্পৃশেৎ প্রত্যহং শুচিঃ॥
প্রাতর্নিত্যক্রিয়ান্তে চ বিল্বপত্রোদকং পিবেৎ।
ততঃ স্নাত্বা চ গঙ্গায়াং প্রাপ্তে ষোড়শবাসরে॥
স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য তর্পণান্তে নমঃ প্রদম্।
এবং শতত্রয়াদূর্দ্ধং দেবং বৈ তর্পয়েজ্জলে॥
স্নানতর্পণশূন্যস্ত নস্তাদ্দেবস্ত তর্পণম্।
ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সাধকঃ॥
ইতি ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ অন্তে যাতি হরেঃ পদম্।"

পদতলে ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিবার পর উত্থান করিতে শক্ত হইবে এবং শবও নিশ্চল হইবে। পুনর্ব্বার তাহাতে উপবেশন করিয়া পাদ দ্বারা বাহুদ্বয় নিঃসারিত করিবে, এবং তাহাতে কুশ বিছাইয়া পাদদ্বয় স্থাপিত করিবে। ওষ্ঠ-দ্বয় সংপুট করিয়া স্থিরচিত্ত ও স্থিরেন্দ্রিয় হইবে। এইরূপে অনন্যচিত্তে হৃদয়ে দেবীকে ধ্যান করিয়া জপ করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলে যদি আসন চঞ্চল হয়, তাহা হইলে ভয় করিবে না। ভয় হইলে তাহাকে পূজা করিবে, এই সময় তাহাকে কহিবে, হে দেবেশি! তুমি যাহা প্রার্থনা কর, দিনান্তরে আমি তাহা প্রদান করিব। আপনার নাম প্রকাশ করুন। সংস্কৃতে তাহাকে এই কথা বলিয়া নির্ভয় হইয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। তাহার পর যদি সে মধুর বাক্য না বলে, তাহাকে সত্য করাইয়া সাধক বর প্রার্থনা করিবে। যদি তিনি সত্য না করেন, বা বর না দেন, তাহা হইলে সাধক পুনরায় অনন্যচিত্তে জপ করিতে আরম্ভ করিবে। পুনরায় এই প্রকার হইলে যখন তিনি সত্য করিবেন এবং বর দিবেন, তাহার পর সেই বর প্রাপ্ত হইয়া সাধক জপ পরিত্যাগ করিবে। তাহার পর ফল হই-য়াছে ইহা জানিয়া ঝুটিকা মোচন করিবে। পরে শবকে প্রক্ষালিত করিয়া সংস্থাপনপূর্ব্বক পাদ বন্ধন মোচন করাইবে এবং পাদচক্র মোচন করাইয়া পূজাদ্রব্য জলে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর শব জলে বা গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া স্নান করিয়া গৃহে গমন করিবে।

দিনান্তরে সাধক দেবীকে পূজা করিয়া বলি প্রদান করিবে এবং প্রার্থনা করিবে, হে দেবি! আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই বলি গ্রহণ করুন, এবং তাহার পরদিন পঞ্চগব্য পান করিয়া পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তাহার পর স্নান ও ভোজন করিয়া উত্তম স্থলে বাস করিবে। সাধক যদি ব্রাহ্মণ ভোজন না করায় তাহা হইলে সে নির্ধন হয় এবং যদি নির্ধনও না হয়, তাহা হইলে দেবী তাহার প্রতি কুপিতা হন। ৩ দিন, ৬ দিন, ৯ দিন, পর্য্যন্ত ইহা গোপন করিবে। সাধক যদি স্ত্রীশয্যা গমন করে, তাহা হইলে তাহার ব্যাধি হয় এবং গীত শ্রবণ করিলে বধির, নৃত্য দর্শন করিলে চক্ষুহীন, দিবাভাগে কথা কহিলে বোবা হয়, এই প্রকারে পঞ্চদশ দিন অতিক্রম করিবে। যে হেতু এই পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত দেহে দেবতার সংস্থান থাকে এবং ঐ ১৫ দিনের মধ্যে গন্ধ বস্ত্র স্বীকার করিবে না। যে সময়ে বাহিরে গমন করিবে, সেই সময় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র গ্রহণ করিবে। গোব্রাহ্মণ ইহাদিগের কখনই নিন্দা করিবে না এবং দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে প্রতিদিন স্পর্শ করিবে। প্রাতঃকালে নিত্য ক্রিয়ার পর বিল্বপত্রোদক পান করিবে। তাহার পর ১৬ দিনের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া স্বাহান্ত মূল উচ্চারণপূর্ব্বক তর্পণ করিবে এবং তর্পণান্তে নমঃ পদ প্রয়োগ করিবে।

এই প্রকারে তিন শতের ঊর্দ্ধজলে দেবতর্পণ করিবে। স্নান করিয়া এইরূপ তর্পণ না করিলে, দেবতর্পণ হইবে না। সাধক এইরূপ আচরণ করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। এই প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিলে ইহসংসারে বিবিধ ভোগ করিয়া অন্তে স্বর্গে গমন করে। (নীলতন্ত্র)

তন্ত্র মতে সৃষ্টিতত্ত্ব—

"নিরাকারং নির্গুণঞ্চ স্তুতিনিন্দাবিবর্জ্জিতম্।
সুনিত্যং সর্ব্বকর্ত্তারং বর্ণাতীতং সুনিশ্চলম্॥
সংজ্ঞাবিরহিতং শান্তং কিমাকারং প্রতিষ্ঠিতং।
তস্মাদুৎপত্তির্দ্দেবেশ কিমাকারেণ জায়তে॥
শঙ্কর উবাচ।
শৃণু দেবি পরং তত্ত্বং বর্ণাতীতাঞ্চ বৈখরীং।
গুণালয়াং গুণাতীতাং স্তুতিনিন্দাদিবর্জ্জিতাম্॥
আকাররহিতাং নিত্যাং রোগশোকাদিবর্জ্জিতাম্।
পূজাযোগঞ্চ দেবেশি স্বয়মুৎপত্তিকারণম্॥
যেন রূপেণ ব্রহ্মাণ্ডা জায়ন্তে শৃণু তৎ শিবে।
আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ॥
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী।
পঞ্চভূতেষু ব্রহ্মাণ্ডা ভবেযুঃ পর্ব্বতাত্মজে॥
ব্রহ্মাণ্ডস্থাপনার্থায় কূর্ম্মপৃষ্ঠে হ্যনন্তকঃ।
তন্মূর্দ্ধি বায়ুরাকারা ব্রহ্মাণ্ডা বহব স্থিতাঃ॥

কারণ্য বারিমধ্যেতু কূর্ম্মশ্চরতি নিত্যশঃ।
অহমেব ত্রিশূলেন পালয়ামি পুনঃ পুনঃ॥'

হে দেবেশ! নিরাকার, নির্গুণ স্তুতিনিন্দাবিবর্জ্জিত, বর্ণাতীত, সুনিশ্চল, সংজ্ঞাবিরহিত ইহা কি আকারে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার উৎপত্তিই বা কোথা হইতে এবং কি আকারেই বা জন্মে, ইহার প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন। মহাদেব পার্ব্বতীর এই প্রশ্নে পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে পার্ব্বতি! শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আমি বর্ণন করিতেছি, এবং যেরূপে এ ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

গুণালয়া, গুণাতীতা, স্তুতি ও নিন্দাদিবর্জ্জিতা, আকার-রহিতা, নিত্যা রোগ ও শোকাদি বর্জ্জিতা শক্তি স্বয়ংই উৎপত্তির কারণ, তাহার পর যেরূপে ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। প্রথম আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রবি, রবি হইতে জল, জল হইতে মহী উৎপন্ন হয়, এই ৫টী পঞ্চ ভূত, এই পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। কূর্ম্মপৃষ্ঠে ব্রহ্মাণ্ড সংস্থাপিত আছে এবং অনন্তের মস্তকে বালুকাকার অনেক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। কারণ বারিমধ্যে কূর্ম্ম বিচরণ করে, আমি ত্রিশূল দ্বারা পুনঃ পুনঃ পালন করি।

"শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
কথং বা লভতে জন্ম কথং মৃত্যুর্ভবেৎ প্রভো।
তৎ প্রকারং মহাদেব শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
শ্রীশঙ্কর উবাচ।
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎপরত্রোপভুজ্যতে।
জীবস্তৃণজলোকেব দেহাদ্দেহান্তরং ব্রজেৎ॥
সংপ্রাপ্য চোত্তমং দেহং দেহং ত্যজতি পূর্ব্বকম্।
ইতি শ্রুত্বা চ সা চণ্ডী পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্॥
শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
প্রাপ্তুকোত্তরদেহস্ত পিণ্ডদানাদিকং কথম্।
শিব উবাচ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মায়াদেহং তদৈবহি।
মায়াদেহং পরেশানি বায়ুরূপেণ চান্যথা॥
বায়ুরূপো মতোদেহ আকাশস্থোনিরাশ্রয়ঃ।
ততশ্চ পিণ্ডদানেন বায়ুঃ স্থিরতরো ভবেৎ॥
প্রথমে মস্তকং দেবি জায়তে চ ক্রমাবধি।
ততো যমপুরং গত্বা ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকঞ্চ যৎ॥
তদ্ভুক্ত্বা চাপরে কিঞ্চিৎ যদা কর্ম্ম ন বিদ্যতে।
তদাজ্ঞয়া তদা জীবঃ প্রযয়ৌ ব্রহ্মশাসনম্॥
তস্মাৎ কর্ম্মানুসারেণ যদিভাগ্যাদ্দুর্লভাং তনুম্।
মহাবিদ্যাং ভাগ্যবশাৎ যদি প্রাপ্নোতি সদ্গুরুম্॥
তত্ত্বজ্ঞানং মহেশানি যদি ভাগ্যবশাল্লভেৎ।
তদৈব পরমং মোক্ষং যাবদ্ব্রহ্মাণ্ডং তিষ্ঠতি॥
ব্রাহ্মণস্ত মহামোক্ষং সাযুজ্যং ক্ষত্রিয়স্ত চ।
সারূপ্যঞ্চোরুজাতস্ত শূদ্রস্ত সহলোকিকম্॥
মহাবিদ্যাপ্রসাদেন পুনরাগমনং নহি।
বৃহৎব্রহ্মাণ্ড নাশে তু সর্ব্বমোক্ষং যদা শিব॥
তদা সর্ব্বস্ত নির্ব্বাণং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
বৃহৎব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে তু কিং পুনঃ পরমেশ্বর।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি॥
শিব উবাচ।
ব্রহ্মাণ্ডস্ত বাহ্যদেহো ব্রহ্মাণ্ডা বহবঃ স্থিতাঃ।
অনন্তস্ত প্রমাণন্তু কিং বক্তুং শক্যতে ময়া॥
স এব নির্ম্মিতং সর্ব্বং সৈব সর্ব্বং মহেশ্বরি।"

মনুষ্য কেমন করিয়াই বা জন্মলাভ করে এবং কি প্রকারেই বা তাহাদের মৃত্যু হয়, এই বিষয় আমার শুনিতে নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। হে শিব! আপনি ইহার প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করুন। মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে শিবে! মনুষ্য সকল ইহজগতে যে সকল কর্ম্ম করে, অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য অনুষ্ঠান করে, সেই কর্ম্মানুসারে পরলোকে স্বর্গ নরকাদি ভোগ করিয়া থাকে। জলৌকা (জোঁক) যেমন তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমন করে, সেই প্রকার জীবও দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। জলৌকা একটী তৃণ আশ্রয় না করিলে পূর্ব্ব তৃণ পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ জীবও একটী দেহ আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে না। পার্ব্বতী মহাদেবের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, যদি জীব অপর আর একটী দেহ গ্রহণ না করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে না, তাহা হইলে সেই মৃতব্যক্তির পিণ্ডাদি গ্রহণ কি প্রকারে হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এ সংশয় অপনোদন করুন। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব কহিলেন, হে শিবে! মরণের সময় মায়াদেহ হয়, মায়ারূপ দেহ ইহা বায়ুস্বরূপ, এই মায়াদেহ আকাশস্থিত হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত পিণ্ডদান না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপ নিরাশ্রয়।

তাহার পর মৃতব্যক্তির পিণ্ডদান হইলে সেই বায়ু স্থির হয়, তৎপরে ক্রমে মস্তক জন্মে, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য অবয়ব সকল হয়, তাহার পর যমপুরে গমন করিয়া পাপ ও পুণ্য যাহা কিছু থাকে তাহা ভোগ করে, পাপ ও পুণ্য থাকিলে

স্বর্গ ও নরক ভোগ হয়। সেই সকল ভোগ হইলে যে সময় আর কোন কর্ম্ম থাকে না, সেই সময় জীব যমের আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মশাসনে গমন করে। তাহার পর কর্ম্মানুসারে উত্তমা প্রভৃতি তনুলাভ করে।

কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে সৎগুরু, মহাবিদ্যা বা তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করে, তাহা হইলে সেই জীব যতদিন পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মাণ্ড থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ মহামোক্ষ, ক্ষত্রিয় সাযুজ্য, বৈশ্য সারূপ্য ও শূদ্র সালোক্য লাভ করিয়া থাকে। মহাবিদ্যার প্রভাবে আর পুনরাগমন হয় না। হে শিবে! যে সময় এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইবে, তখন সকল জীবই মুক্তিলাভ করিবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য দেহ এবং ব্রহ্মাণ্ড অনেক অবস্থিত, এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত। এই অনন্তের প্রমাণ বলিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়?

"প্রকৃত্যা জায়তে পুংসাং প্রকৃত্যা সৃজ্যতে জগৎ।
তোয়াত্তু বুদ্বুদং দেবি যথাতোয়ে বিলীয়তে॥
প্রকৃত্যা জায়তে সর্ব্বং প্রকৃত্যা সৃজ্যতে জগৎ।
তোয়াত্তু বুদ্বুদং দেবি যথা তোয়ে বিলীয়তে॥
তস্মাৎ প্রকৃতিযোগেন জায়তে নান্যথা কচিৎ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবো দেবি প্রকৃত্যা জায়তে ধ্রুবম্॥
তথা প্রলয়কালেতু প্রকৃত্যা লুপ্যতে পুনঃ।" (নির্ব্বাণতন্ত্র)

প্রকৃতি হইতেই সমস্ত পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে, প্রকৃতি হইতেই জগতের উৎপত্তি, যেমন জল হইতে বুদ্বুদ হয়, আবার জলেই বিলীন হয়, সেই প্রকার প্রকৃতি হইতেই সমস্ত জন্মে, আবার প্রকৃতিতেই লয় হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রকৃতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আবার প্রকৃতিতেই লীন হইবেন। যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, তখন এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতেই বিলুপ্ত হইবে।

তান্ত্রিকতত্ত্ব।—

"স্ত্রীরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং পুংরূপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে।
স্মরেদ্বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণীম্॥
নেয়ং যোষিন্ন চ পুমান্ ন ষণ্ডো ন জড়ঃ স্মৃতঃ।
তথাপি কল্পবল্লীবৎ স্ত্রীশব্দেন চ যুজ্যতে॥
সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী।"

সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবীকে স্ত্রীরূপেই হউক, পুংরূপেই হউক অথবা নিষ্কল ব্রহ্ম ভাবেই হউক স্মরণ করিবে। বাস্তবিক তিনি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, ষণ্ডও নহেন অথবা জড়ও নহেন। তথাপি কল্পলতা যেমন স্ত্রীবাচক, তাঁহাতে তদ্রূপ স্ত্রী শব্দই প্রয়োগ করিবে। তাঁহার রূপ নাই, সাধকগণের মঙ্গলের জন্যই রূপধারিণী।

প্রপঞ্চসারে লিখিত হইয়াছে—

"ভাবেতাং কুণ্ডলীত্যেকে সম্মোহনত্ময়নাং বিদুঃ।
সা রৌতি সততং দেবী ভৃঙ্গীসঙ্গীতকধ্বনিম্॥"

সেই মহাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী যোগীন্দ্রগণের হৃদয় আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনিই জীবের মূলাধারে নিরন্ত ভ্রমরসঙ্গীতবৎ গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতেছেন।

সারদাতিলকে কথিত আছে—

"যোগিনাং হৃদয়াম্ভোজে নৃত্যন্তী নৃত্যমঞ্জসা।
আধারে সর্ব্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ॥
শঙ্খাবর্ত্তক্রমাদ্দেবী সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
কুণ্ডলীভূতসর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী॥
সর্ব্ববেদময়ী দেবী সর্ব্বমন্ত্রময়ী শিবা।
সর্ব্বতত্ত্বময়ী সাক্ষাৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা বিভুঃ।
ত্রিধামজননী দেবী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী॥"

তিনি যোগিগণের হৃদয়সরোজে স্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজানন্দে নৃত্য করিতেছেন। সর্ব্বভূতের আধারে বিদ্যুতের আকারে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন, তিনি সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে সকলকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই দেবী কুণ্ডলীভূত সর্পগণের অঙ্গশ্রীধারিণী, সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বমন্ত্রময়ী, সর্ব্বতত্ত্বময়ী, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতরা, ত্রিলোকজননী ও শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী।

কুলার্ণবে বর্ণিত হইয়াছে—

"যঃ শিবঃ সর্ব্বগঃ সূক্ষ্মা নিষ্কলশ্চোন্মনাব্যয়ঃ।
ব্যোমাকারো হ্যজোনন্তঃ স কথং পূজ্যতে প্রিয়ে॥
অতএব গুরুঃ সাক্ষাদ্গুরুরূপঃ সমাশ্রিতঃ।
ভক্ত্যা সংপূজয়েদ্দেবি! ভুক্তিং মুক্তিং প্রযচ্ছতি॥
শিবোহমাকৃতির্দ্দেবি! নরদৃগ্‌গোচরা নহি।
তস্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥
মনুষ্যচর্ম্মণা নদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং।
স্বশিষ্যানুগ্রহার্থায় গূঢ়ং পর্য্যটতি ক্ষিতৌ॥
সম্ভক্তরক্ষণার্থায় নিরহঙ্কারমাকৃতিঃ।
শিবঃ কৃপানিধির্লোকে সংসারীবহিচেষ্টিতঃ॥"

যে শিব অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বগ, নিষ্কল, উন্মনা, অব্যয়, ব্যোমাকার, অজ, অনন্ত, তাঁহাকে কিরূপে পূজা করা যাইবে? এই জন্য পরম গুরু স্বয়ং শিব মানব গুরুরূপকে আশ্রয় করিয়াছেন। দেবি! সাধক সেই পরমগুরুকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে তিনি ভোগ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। দেবি! যদিও আমি স্থূলরূপ গ্রহণ করিয়া এই শিব মূর্ত্তিতে আছি, কিন্তু এ তেজোময় মূর্ত্তি মনুষ্যের নয়ন গোচর হইবার

যোগ্য নহে, সেই জন্য নরলোকে গুরুরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক আমি শিষ্যকুলকে সর্ব্বদা রক্ষা করি। মনুষ্যচর্ম্ম আবৃত হইয়া সাক্ষাৎ পরম শিব সশিষ্যবর্গকে অনুগ্রহ করিবার জন্য গূঢ়-রূপে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছেন।

এই জন্যই তান্ত্রিক গুরুর এত আদর এত যত্ন এবং সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজার বিধান লক্ষিত হয়।

তন্ত্রমতে কন্যাপুরুষের জন্মবৃত্তান্ত—

"কথং বা জায়তে পুত্রঃ শুক্রস্য কুত্র বা স্থিতিঃ।
পদ্মমধ্যে গতে শুক্রে সন্ততিস্তেন জায়তে॥
পুরুষস্য চ যচ্ছুক্রং শুক্রং বা চাধিকং ভবেৎ।
তদা কন্যা ভবেদ্দেবি বিপরীতাৎ পুমান্ ভবেৎ॥
উভয়োস্তুল্যশুক্রেন ক্লীবং ভবতি নিশ্চিতম্।"

(মাতৃকাভেদতন্ত্র)

স্ত্রী ও পুরুষ সহযোগে পুত্র কন্যাদির উৎপত্তি হয়। স্ত্রী পুরুষ সহযোগে শুক্র পদ্মমধ্যে অবস্থিত থাকে, এই মতে পুরুষের শুক্রাধিক্য হইলে কন্যা, স্ত্রীর রজো অধিক হইলে পুত্র, এবং শুক্র ও রজঃ তুল্য হইলে ক্লীব হয়।

এই মত আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির সহিত বিরোধ দেখা যায়।

বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব। নির্ব্বাণতন্ত্রে বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ এই-রূপ নির্ণীত হইয়াছে;—

প্রথমে মেরুপর্ব্বত, এখানে সকল দেবতার বাস, ইহার মধ্যদেশে মহাধীরা নদী প্রবাহিত। এই সুমেরুর ঊর্দ্ধদেশে সত্যলোক ও অধোভাগে রসাতল। এইরূপে মেরুমধ্যে চতুর্দ্দশ লোক ও সপ্ত পাতাল আছে। উহার ঊর্দ্ধে ব্রহ্মপদ্ম। সেই চতুর্দ্দশদল পদ্মের নিম্নমুখে বীজকোষে মনোহর বলয়া-কারে সপ্ত সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষিতিচক্র অবস্থিত। এই ক্ষিতিচক্রের মধ্যদেশে চতুষ্কোণ ও মনোহর জম্বুদ্বীপ, ইহার চারিদিকে নীলাচল, মন্দর, চন্দ্রশেখর, হিমালয়, সুবেল, মলয় ও ভস্মাচল অবস্থিত। এই সকল পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে তৃণগুল্মলতাকীর্ণ নানাবিধ পর্ব্বত বাহির হইয়াছে।

ঐ পদ্মের ঊর্দ্ধভাগে ষড়্পত্র ও চতুর্দ্বারভূষিত ভীম নামক পদ্ম, পদ্মমধ্যে রাজকোষে মনোহর সিন্দূরবর্ণ ভুবলোক। এখানে লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত বিষ্ণু বাস করেন। ইহারই অপর নাম বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠের দক্ষিণে গোলোক, এখানে রাধিকাদেবী ও দ্বিভুজমুরলীধর কৃষ্ণ অবস্থান করেন। ইহার মধ্যে ও বাহিরে জ্যোতির্মণ্ডল, এখানে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে দেখা যায়।

বীজকোষের বাহিরে জলমণ্ডল। তথায় গঙ্গাদি নদী সকল প্রকাশিত। এই পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে দশপত্র নীলবর্ণ ব্যোমরূপ ও জলযুক্ত দুর্লভ মহাপদ্ম আছে, ইহারই অপর নাম স্বর্লোক। এখানেই রুদ্রালয়, ভদ্রকালী প্রভৃতি বাস করেন। এই পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে দ্বাদশপত্রশোভিত শোনবর্ণ পদ্মসুন্দর আছে, ইহাই মহর্লোক। এখানে ঈশ্বরের বামভাগে মহাবিদ্যা অবস্থান করেন। এই মহর্লোকের মাহাত্ম্য গোলোক অপেক্ষা শতগুণ। তাহার ঊর্দ্ধে ষোড়শপত্রযুক্ত মোহান্ধকার-নাশক নির্ম্মল পদ্ম অবস্থিত, তাহাই জনলোক। এখানে বামে গৌরী, দক্ষিণে সদাশিব বিরাজমান। এই পদ্মের ঊর্দ্ধে পত্রদ্বয়সমন্বিত জ্ঞানপদ্ম অবস্থিত, ইহাই তপোলোক। এখানে শিবের বামভাগে সদানন্দরূপিণী সিদ্ধকালী অবস্থান করেন।

"তপোলোকং গোলোকস্য চতুর্লক্ষগুণং শিবে।
ব্রহ্মলোকেষু যে দেবা বৈকুণ্ঠে যে সুরাদয়ঃ॥
তপসাপি ন লভ্যেত তপোলোকমতঃ শিবে।
তপোলোকসমা নাস্তি লোকমধ্যে সুলোচনে॥
সালোক্যং মহর্লোকং স্যাৎ সারূপ্যং জনলোককে।
সাযুজ্যং তপোলোকেষু নির্ব্বাণং হি তদূর্দ্ধগে॥
অতো ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তপোলোকার্থিনঃ সদা।
তস্য লোকস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে॥"

তপোলোক গোলোক অপেক্ষা চারিলক্ষ গুণ প্রধান, ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠস্থিত দেবগণও তপস্যা দ্বারা এই ভব-লোক প্রাপ্ত হন না। এই তপোলোকের মত আর কোন লোক নাই। মহর্লোকে সালোক্য, জনলোকে সারূপ্য এবং এই তপোলোকে সাযুজ্য লাভ হয়। ইহার পরই নির্ব্বাণ। ব্রহ্মাদি সকল দেবতাই এই তপোলোক প্রার্থনা করেন। এই লোকের মাহাত্ম্য বলিতে সমর্থ নহি।

"কিমাকারস্তু ব্রহ্মাণ্ডং তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর।
সৃষ্টিপ্রকারং তন্মধ্যে কিমাকারং হি তত্ত্ববিৎ॥
শঙ্কর উবাচ।
অণ্ডোরাকারং ব্রহ্মাণ্ডং নানাবিগ্রহং পার্ব্বতি॥
ব্রহ্মাণ্ডং বিগ্রহং প্রোক্তং মূলকুণ্ড্রাদিকং হি তৎ।
মেরুঃ পর্ব্বতস্তন্মধ্যে তথা সপ্তকুলাচলাঃ॥
মূলাদিমস্তকান্তং বৈ সুমেরুর্নাম পর্ব্বতঃ।
স্থিতং মেরোরধোভাগে হ্যঙ্গুল্যাশ্চোর্দ্ধদেশতঃ॥
ভূর্লোকাদি মহেশানি সপ্তবর্গং ক্রমেণ হি।
হ্যঙ্গুল্যাঃ সপ্তপাতালাস্তিষ্ঠন্তি পরমেশ্বরি॥
সত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী।
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং চনকাকাররূপিণী॥
হস্তপাদাদিরহিতা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী।
মায়াবল্কলসংত্যজ্যা দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী॥

শিবশক্তিবিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা।
প্রথমে জায়তে পুত্রো ব্রহ্মসংজ্ঞো হি পার্ব্বতি॥"

ব্রহ্মাণ্ডের আকার কিরূপ এবং সৃষ্টি বা কি প্রকারে হয়, পার্ব্বতী মহাদেবকে এই প্রশ্ন করিলে মহাদেব পার্ব্বতীর এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, হে পার্ব্বতি! নানা বিগ্রহবিশিষ্ট জন্তুর আকারই ব্রহ্মাণ্ড এবং স্থূল সূক্ষ্মাদি বিগ্রহই ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া অভিহিত। তাহার মধ্যে মেরু পর্ব্বত, ও সপ্তকুলাচল (মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষপর্ব্বত, বিন্ধ্য, পারিষাত্র, এই ৭টী কুল পর্ব্বত) মূল আদি করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত সুমেরু পর্ব্বত মেরুর ঊর্দ্ধদেশে ভূর্লোকাদি সপ্তসর্গ, অধোভাগে সপ্ত পাতাল অবস্থিত। সত্যলোকে আকাররহিতা মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী মহাশক্তি মায়া দ্বারা আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই মহাশক্তি চনকাকাররূপিণী, এবং হস্তপদাদিরহিতা ও চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিস্বরূপিণী। এই মহাশক্তি মায়া রূপবল্কল ত্যাগ করিয়া উন্মুখী হইয়া আপনি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। সেই সময় শিব ও শক্তি বিভাগে প্রথমে সৃষ্টি কল্পনা হয়। সেই সময় প্রথম পুত্র হয়, তাহার নাম ব্রহ্মা।

"শৃণু পুত্র মহাবীর বিবাহং কুরু যত্নতঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা ততো ব্রহ্মা উবাচ সাদরং প্রিয়ে॥
ত্বাং বিনা জননী নাস্তি শক্তিং মে দেহি সুন্দরীম্।
তচ্ছ্রুত্বা জগতাং মাতা স্বদেহান্মোহিনীং দদৌ॥
দ্বিতীয়া সা মহাবিদ্যা সাবিত্রী পরমা কলা।
অস্যাঃ সঙ্গং সমাসাদ্য বেদবিস্তারণং কুরু॥
অনায়াসং সৃষ্টিকর্ত্তা ভবত্বং মহীমণ্ডলে॥"

এইরূপে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে মহাশক্তি তাহাকে কহিলেন, হে মহাবীর! তুমি বিবাহ কর। ব্রহ্মা শক্তির এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আপনি ব্যতীত আমার আর কেহ জননী নাই, আমি বিবাহ করিব না। আপনি আমাকে শক্তি প্রদান করুন। মহাশক্তি ব্রহ্মার এই কথায় নিজ শরীর হইতে মোহিনীশক্তি উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন। এই শক্তি দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা ও পরমা কলা, ইহার নাম সাবিত্রী, তুমি ইহার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া বেদবিস্তার কর, এবং এই মহীমণ্ডলে তুমি অনায়াসে সৃষ্টিকর্ত্তা হইবে।

"দ্বিতীয়ে জায়তে পুত্রো বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ।
শৃণু পুত্র মহাবীর! বিবাহং কুরু যত্নতঃ॥
তব দর্শনমাত্রেণ নিষ্কামী জায়তে পুমান্।
কথং করোমি হে মাতঃ মোহিনীং দেহি মে শিবে॥
দেহাচ্ছক্তিঞ্চ নির্গত্য দদৌ তস্মৈ চ কালিকা।
শ্রীবৈষ্ণবীং মহাবিদ্যাং শ্রীবিদ্যাং পরমেশ্বরীম্॥
তামাশ্রিত্য মহাবিষ্ণুঃ পালয়ত্যখিলং জগৎ।
তৃতীয়ে জায়তে পুত্রো মহাযোগী সদাশিবঃ॥
তং দৃষ্ট্বা সা মহাকালী তুষ্টিযুক্তাভবন্ মুদা।
শৃণু পুত্র মহাযোগিন্ মদ্বাক্যং হৃদয়ে কুরু॥
ত্বাং বিনা পুরুষো কোথা মাং বিনা কাপি মোহিনী।
অতস্ত্বং পরমানন্দ বিবাহং কুরু মে শিব॥
শিব উবাচ।
যদুক্তং ময়ি হে মাতস্ত্বাং বিনা নাস্তি মোহিনী॥
সত্যমেতজ্জগন্মাতঃ মাং বিনা পুরুষো ন চ।
অস্মিন্ দেহে সংস্থিতে চ ন করোমি বিবাহকম্॥
কুরু দেহান্তরং মাতঃ করুণা যদি বর্ত্ততে।
তৎক্ষণে সা মহাকালী দদৌ ভুবনসুন্দরীম্॥
তামাশ্রিত্য মহাযোগী সংহরত্যখিলং জগৎ।
শম্ভোরষ্টবিভাগশ্চ শক্তিশ্চাষ্টবিধা ভবেৎ॥
কালীকান্তা মহাবিদ্যা হ্যনেন পরমেশ্বরি।
ইতি তে কথিতং কান্তে যথা ব্রহ্মনিরূপণম্॥
গোপনীয়ং প্রযত্নেন বিদ্যোৎপত্তির্যথা প্রিয়ে।"

তাহার পর দ্বিতীয় পুত্র জন্মে, ইহার নাম বিষ্ণু, এবং ইনি অতিশয় সত্ত্বগুণপ্রধান। এই বিষ্ণু জন্মিলে মহামায়া তাহাকে কহিলেন, হে পুত্র তুমি বিবাহ কর, যে হেতু তোমার দর্শনমাত্রেই লোক সকল নিষ্কামী হইবে। বিষ্ণু কহিলেন, হে মাতঃ! কেমন করিয়া আমি বিবাহ করিব, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মোহিনী প্রদান করুন, তখন মহাকালী নিজ দেহ হইতে শক্তি নির্গত করাইয়া তাহাকে দিলেন ও বলিলেন, এই শক্তির নাম বৈষ্ণবী ও । তুমি এই শক্তি আশ্রয় করিয়া জগৎ পালন কর। বিষ্ণু তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন হইল, এই পুত্র মহাযোগী ও ইহার নাম সদাশিব। এই পুত্রকে দেখিয়া মহাকালী অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, হে পুত্র, আমি যাহা তোমাকে বলিতেছি, তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর, তুমি ভিন্ন আর পুরুষ নাই, আমি ভিন্ন আর স্ত্রী নাই, এইজন্য তুমি আমাকে বিবাহ কর। মহাদেব এই কথা শুনিয়া কহিলেন, হে মাতঃ! তুমি ব্যতীত অন্য স্ত্রী অথবা আমা ব্যতীত অন্য পুরুষ নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তোমার এই দেহ থাকিতে বিবাহ করিতে পারিব না। যদি আমার প্রতি করুণা থাকে, তাহা হইলে আপনি ঐ মূর্ত্তি পরিহার করিয়া অন্যমূর্ত্তি গ্রহণ করুন। মহাশক্তি এই কথা শুনিয়াই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভুবনসুন্দরীরূপ ধারণ করিলেন। ভুবনসুন্দরী ও মহাশক্তি একই, মহাযোগী শিব এই

ভুবনসুন্দরীকে আশ্রয় করিয়া অখিল জগৎকে সংহার করেন। শিবের ৮টী বিভাগ, মহাশক্তি কালী তারাভেদেও অষ্টভাগে বিভক্ত। হে পার্ব্বতি! ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবে। ইহা অতিশয় গোপনীয়।

"শ্রীচণ্ডিকোবাচ।

ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতং নাথ পরং ব্রহ্মনিরূপণম্।

ইদানিং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্ষিতৌ সৃষ্টির্যথা ভবেৎ॥

শ্রীশিব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা সৃষ্টিঃ প্রজায়তে॥

সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্রেণ সংপুটা।

চনকাকৃতিবিস্তারা চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপিকা॥

অনাদিরূপসংযুক্তা তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ।

জলদগ্নে র্যথা দেবী স্ফুরন্তি বিস্ফুলিঙ্গকাঃ॥

তস্মাচ্চ্যুতং পরং ব্রহ্ম যদা ভূমৌ পতত্যপি।

তদৈব সহসা দেবি শক্ত্যাযুক্তো ভবত্যপি॥

স্থাবরাদিষু কীটেষু পশুপক্ষিষু শৈলজে।

চতুরশীতিলক্ষং বৈ জন্ম চাপ্নোতি সোব্যয়ঃ॥

ততো লভেৎ পরেশানি মানুষ্যাং দুর্লভাং তনুম্।

যতো মানুষদেহস্থ ধর্ম্মাধর্ম্মাধিপশ্চ সঃ॥

ততোঽপি লভতে জন্ম পুনর্মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ।

জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ কর্ম্মপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ॥

চতুরশীতিসহস্রেষু নানাযোনিষু শৈলজে।"

হে দেবদেব, তোমার প্রসাদে আমি পরব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইলাম, এখন এই ক্ষিতিতলে কি প্রকারে সৃষ্টি হয়, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাদেব কহিলেন, হে দেবী! সত্য-লোকে মহাকালী মহারুদ্র দ্বারা সংপুটিতা হন, এই মহাকালী চন্দ্রসূর্য্যাদি রূপ বিশিষ্টা, অনাদি রূপসংযুক্তা এবং চনকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্টা। জীব সকল এই মহাকালীর অংশমাত্র। যে প্রকার জলদগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ সকল স্ফুরিত হয়, কিন্তু ঐ বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিভিন্ন নহে, সেইরূপ জীব সকলও মহাকালী ভিন্ন নহে, তবে তাহার অংশমাত্র। মহাকালী, হইতে পরব্রহ্ম যে সময় চ্যুত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হন হে দেবি! সেই সময়ই তিনি শক্তিযুক্ত হন। স্থাবরাদি কীট ও পশুপক্ষি প্রভৃতি চতুরশীতিলক্ষ জন্মপরিগ্রহ করিয়া তাহার পর দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়; এই মনুষ্য দেহই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আকর। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা মানুষ একবার জন্ম পরিগ্রহ করে, আবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপে মানব সকল কর্ম্মপাশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নানা প্রকার যোনিতে ভ্রমণ করে।

তন্ত্রমতে তত্ত্বজ্ঞান—

পঞ্চভূত, এক একটী ভূতের পাঁচ পাঁচ করিয়া ২৫টী গুণ। অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্, লোম এই ৫টী পৃথিবীর গুণ। শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র এই ৫টী জলের গুণ। নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও আলস্য এই ৫টী তেজের গুণ। ধারণ, চালন, ক্ষেপ, সঙ্কোচ ও প্রসব এই ৫টী বায়ুর গুণ। কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টী আকাশের গুণ। সমুদায়ে পঞ্চভূতের এই ২৫টী গুণ। এই পঞ্চভূত মহী জলে, জল রবিতে, রবি বায়ুতে ও বায়ু আকাশে বিলীন হয়।

এই পঞ্চতত্ত্বের পরও তত্ত্ব আছে, স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ, চক্ষুঃ ও শ্রবণ এই পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন সাধন্য ইন্দ্রিয়। এই ব্রহ্মাণ্ড লক্ষণ দেহ মধ্যে ব্যবস্থিত আছে এবং সপ্তধাতু আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা, ইহাও শরীর মধ্যে অবস্থিত; শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক্ এই সপ্তধাতু।

শরীরই আত্মা, অন্তরাত্মা মনঃ, পরমাত্মা শূন্যময়, এই পর-মাত্মাতেই মন বিলীন হয়।

রক্তধাতু মাতা, শুক্রধাতু পিতা ও শূন্যধাতু প্রাণ ইহাতেই গর্ভপিণ্ড উৎপত্তি হয়।

অব্যক্ত হইতে প্রাণ জন্মে, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে বাক্য উৎপত্তি এবং মন বাক্যের সহিত বিলীন হয়। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও মন ইহারা কোথায় অবস্থান করে? তালুমূলে চন্দ্র, নাভিমূলে দিবাকর, সূর্য্যের অগ্রে বায়ু ও চন্দ্রের অগ্রে মন এবং সূর্য্যাগ্রে চিত্ত ও চন্দ্রাগ্রে জীবন অবস্থিত। কোন স্থানে শক্তি শিব অবস্থান করেন? কালই বা কোথায় অবস্থিত এবং জরাই বা কেন হয়?

পাতালে শক্তি অবস্থিতা, ব্রহ্মাণ্ডে শিব বাস করেন, অন্ত-রীক্ষে কালের অবস্থিতি, এই কাল হইতেই জরার উৎপত্তি হয়। কে আহার আকাঙ্ক্ষা করে, কেই বা পান ভোজন করে, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিই বা কার হয় এবং কেইবা প্রতিবুদ্ধ হয়?

প্রাণ আহার আকাঙ্ক্ষা করে, হুতাশন পান ও ভোজন করে, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে বায়ুই প্রতিবুদ্ধ হয়।

কে কর্ম্ম করে, কেই বা পাতকে লিপ্ত হয়, এবং পাপ আচরণ করে, পাপ হইতেই বা কে মুক্ত হয়? মন পাপ কার্য্য করে, মনই পাপে লিপ্ত হয়। মনই তন্মনা হইয়া পুণ্য ও পাপ সাধন করে। জীব কি প্রকারে শিব হয়? ভ্রান্তিযুক্ত হইলে তাহাকে জীব বলা যায়, ভ্রান্তি মুক্ত হইলে শিব হয়। তামস ব্যক্তি সকল এই তীর্থ এইরূপে ভ্রমণ করিয়া থাকে। অজ্ঞানান্ধ হইয়া আত্মতীর্থ অবগত হয় না। আত্মতীর্থ না জানিলে কি প্রকারে মোক্ষ হয়?

বেদও বেদ নয়, অর্থাৎ ঐ বেদকে বেদ বলা যায় না, সনাতন ব্রহ্মই বেদ। চারিবেদ ও সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগীরা সার গ্রহণ করেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা তক্র পান করিয়া থাকে। তপঃ তপস্যা নহে, ব্রহ্মচর্য্যই তপস্যা, যে ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায়, সেই তপস্বী।

হোম প্রভৃতিও হোম নহে, ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণ সমর্পণ করার নামই হোম, মোক্ষ লাভ করিতে হইলে পাপ পুণ্য দুই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞান না জন্মে, ততদিন বর্ণবিভাগ থাকে, জ্ঞান জন্মিলেই আর বর্ণাদি বিভাগ থাকে না। চঞ্চলচিত্তে শক্তি অবস্থান করে, স্থিরচিত্তে শিব বাস করেন, স্থিরচিত্ত হইতে পারিলে দেহধারী হইলেও সিদ্ধি হয়।

(জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র°)

শূদ্র-লিখিত পটলাদি পাঠ নিষেধ।—

"বিপ্রোবা ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা নগনন্দিনি।
পতত্যয়নরকে ঘোরে শূদ্রস্য লিখনাৎ প্রিয়ে॥
তস্মাত্তু শূদ্রলিখিতং পটলং ন জপেৎ সুধীঃ।
শূদ্রেণ লিখিতং দেবি পটলং যস্তু পঠ্যতে॥
যং যং নরকমাপ্নোতি তং তং প্রাপ্নোতি মানবঃ।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, যদি শূদ্রলিখিত পটলাদি পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার ঘোর নরকে গমন হয়। এইজন্য শূদ্রলিখিত স্তব কবচ প্রভৃতি পাঠ করিবে না।

তন্ত্রের এইরূপ নানা কথা জানিবার আছে। বাস্তবিক এখন ভারতের সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড ও পূজাপদ্ধতি প্রচলিত, তাহা সমস্তই তান্ত্রিক। [মন্ত্র, বীজ, তন্ত্র, গায়ত্রী, ন্যাস, মুদ্রা, দুর্গা, তারা, প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

হিন্দুতন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বে যেরূপ লিখিত হইল, বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও ঐরূপ বিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। হিন্দুতন্ত্রোক্ত শিব দুর্গা প্রভৃতি নাম গুলিই যেন বজ্রসত্ত্ব, বজ্রডাকিনী প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রেও চণ্ডী তারা বারাহী প্রভৃতি মহাবিদ্যা, যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা প্রচলিত আছে। শিবোক্ত তন্ত্রে যেরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রেও হেরুকাদি দেবদেবীর মূর্ত্তিও তদ্রূপ বর্ণিত আছে।

বৌদ্ধতন্ত্রমতে বজ্রডাক ও বজ্রডাকিনীর পূজাই প্রধান। হিন্দুতান্ত্রিকগণ যেমন দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে ন্যাস করেন, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বামাবর্ত্ত বিধানে সেইরূপ ন্যাস করিয়া থাকেন।

"বামাবর্ত্তবিবর্ত্তেন পূজান্যাসপ্রদক্ষিণম্।
যোহি জানাতি তত্ত্বজ্ঞস্তস্যেদং চক্রদর্শনং॥"

(অভিধানোত্তরহৃদয় ৩ পটল)

বৌদ্ধতান্ত্রিকেরাও বলিয়া থাকেন, সাধনের কোন নিয়ম নাই, যখন ইচ্ছা যে অবস্থায় হউক, সাধন করিবে।

"ন তিথিং ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে।
শুচিনা বাপ্যশুচির্বা ন শৌচয়োদকক্রিয়া॥
কালবেলাবিনির্ম্মুক্ত শৌচাচারবিবর্জ্জয়েৎ।
তন্ত্রমন্ত্রপ্রয়োগজ্ঞঃ সর্ব্বসত্ত্বার্থতৎপরঃ॥
গিরিগহ্বরকুঞ্জেষু নদীতীরেষু সঙ্গমে।
মহোদধিতটে রম্যে একবৃক্ষে শিবালয়ে॥
মাতৃগৃহে শ্মশানে বা উদ্যানে বিবিধোত্তমে।
বিহারচৈত্যালয়নে গৃহে বাথ চতুষ্পথে॥
সাধয়েৎ সাধকো যোগং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।"

(অভিধানোত্তর°)

বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও মালামন্ত্র, মাতৃকা, কবচ, হৃদয়াদি অতি গুহ্য বলিয়া জানেন। বৌদ্ধতন্ত্রেও ঐ সকল গুহ্যবিষয় অধিকারী ভিন্ন অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার নিষেধ আছে।

"আচারযোগিনীতন্ত্রাঃ যোগতন্ত্রাশ্চ বিস্তরাঃ।
ক্রিয়াভেদক্রমেণৈব সর্ব্বতন্ত্রেষ্বভিজ্ঞয়া॥
আগমৈঃ সিদ্ধিশাস্ত্রাণি স্বতন্ত্রৈর্জাতকৈ স্তথা।
অনুত্তরপদাশ্বাচ প্রজ্ঞাপারমিতাদয়ং॥
বাহ্যশাস্ত্রপরিজ্ঞানমাচারবিবিধোত্তমম্।
যোগভাবনয়া যুক্তং নৈষ্ঠিকং পদবিন্যসেৎ॥
সর্ব্বাহারবিহারস্তু নির্ব্বিশঙ্কেন চেতসা।
শতাক্ষরেণ সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণাং দৃঢ়ভাবনা॥
মালামন্ত্রং যোগনিত্যং সর্ব্বকামার্থসাধনং।
উত্তমে বাপি চোত্তরং যোগিনীজালসম্বরং।
মন্ত্রোদ্ধারঞ্চ কবচো হৃদয়ে হৃদয়েন তু।
লিপিমণ্ডলবিন্যাসং বীরযোগিনীতত্ত্বকং।
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং উত্তমো মাতৃকোত্তমং।
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং রম্যং সর্ব্বজ্ঞানসমুচ্চয়ং।
আলয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং মাতৃকাখ্যজপাত্তবা।
এতত্ত্বয় কথয়ন্ সিদ্ধিহানি র্ভবিষ্যতি।
ভাবনৈষাঞ্চ পরমাকাশসিদ্ধিরনুত্তমা।
ভাবয়েৎ জন্মজন্মানি বজ্রসত্ত্বমাপ্নুয়াৎ।
অপ্রকাশ্যমিদং সর্ব্বং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥"

(অভিধানোত্তর ৪প°)

বুদ্ধমত প্রতিপাদ্য বৌদ্ধশাস্ত্রে পঞ্চমকারের নিন্দা ও গ্রহণে নিষেধ আছে। কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ তাহার অন্যথা করিয়া থাকেন। পঞ্চমকারের সেবা বৌদ্ধতন্ত্রের একটী প্রধান অঙ্গ। যে মদ্য মাংস গ্রহণ বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রে তাহার সুখ্যাতি দৃষ্ট হয়।

"নিত্যং মহামাংসভোজী মদিরাপ্রবঘূর্ণিতম্।"

"......মহামাংসং পীত্বা মদ্যং প্রিয়া সহ।

স্বচ্ছচিত্তো মৃতাগারে ভাবয়েদ্বীরনায়কম্।"

(অভিধান° ৪ প°)

বৌদ্ধতন্ত্রে পশু ও বীর এই দুই ভাবের উল্লেখ আছে। যিনি প্রকৃত সিদ্ধ তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রে তিনিই বীরনায়ক বলিয়া অভিহিত। বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও এই জগৎ বামোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধতন্ত্রে চক্রপূজা, বীরযাগ, ভগপূজা প্রভৃতির বিষয়ও বর্ণিত আছে। এখনকার সাত্বিক বৌদ্ধগণ প্রায় জাতিভেদ স্বীকার করেন না, কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বিশেষরূপে চতুর্বর্ণ বিচার করিয়া থাকেন। (ক্রিয়াসংগ্রহ-পঞ্জিকা ১ম অ দ্রষ্টব্য)

তান্ত্রিক ব্যাপার যেমন ভারতীয় হিন্দুগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, সেইরূপ বৌদ্ধতান্ত্রিক ব্যাপার তিব্বত ও চীনের বহুসংখ্যক বৌদ্ধগণের মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পদ্মকর্প নামে তিব্বতের একজন লামা (খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে) বলিয়াছেন, 'যে প্রকৃত তন্ত্রতত্ত্ব অবগত নহে সে মোক্ষমার্গে পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় সন্দেহ নাই। ভগবান্ বজ্রসত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট মার্গের বহুদূরে সে বিচরণ করে *।'

তন্ত্রক (ক্লী) তন্ত্রাৎ সূত্রবাপাৎ অচিরাপহৃতং তন্ত্র-কন্ (তন্ত্রাদচিরাপহৃতে। পা ৫।২।৭০) নূতন বস্ত্র।

"বসানস্তন্ত্রকনিভে সর্ব্বাঙ্গীনে তরুত্বচৌ।" (ভট্টি)

তন্ত্রকাষ্ঠ (ক্লী) তন্ত্রস্থং কাষ্ঠং। তন্ত্রস্থিত কাষ্ঠভেদ, তন্ত্রবায়ের তুরী।

তন্ত্রণ (ক্লী) শাসন, শৃঙ্খলাস্থাপন। অধীন করণ।

তন্ত্রতা (স্ত্রী) তন্ত্রস্য ভাবঃ তন্ত্র-তল্ টাপ্। অনেকোদ্দেশে সকৃৎ প্রবৃত্তি, বহুবিধ কার্য্যের উদ্দেশে একটী কার্য্য করা, এবং তাহাতেই বহুবিধ কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

যেমন শাস্ত্রানুসারে স্নান না করিয়া কোন কার্য্যই করিতে নাই, কিন্তু একজন পূজা, তর্পণ ও হোম করিবে

"অস্নাত্বা নাচরেৎ কর্ম্ম জপহোমাদি কিঞ্চন॥" (দক্ষ)

এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে তাহার প্রত্যেক কার্য্যের পর স্নান আবশ্যক হইয়া উঠে। তজ্জন্য তন্ত্রতা স্বীকার করিয়া সকলকর্ম্মোদ্দেশে একবার স্নান করিলে সর্ব্ব কর্ম্মাঙ্গ স্নান সিদ্ধ হইবে। প্রত্যেক কার্য্যের পর স্নান করিতে হইবে না।

একজন বহুতর ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়াছে, কিন্তু এই ব্রহ্মহত্যা পাপনাশের জন্য এক একটী প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া সর্ব্বোদ্দেশে একটী প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহাতে তন্ত্রতানুসারে সকল ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপ নাশ হইবে। (স্মৃতি) *

তন্ত্রধারক (পুং) তন্ত্রং তন্ত্রজ্ঞাপকপদ্ধতিগ্রন্থং ধারয়তি ধারি ণ্বুল্। পুস্তকধারক। পূজাপ্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে যিনি পুস্তক ধরেন, যাজ্ঞিক বিশেষ পারদর্শী হইলেও তন্ত্রধারক ব্যতীত কোন পূজা যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে না। পূজাদিতে একজন পূজা করিতে বসিবে, অপর একজন তন্ত্র (পুস্তক) ধরিয়া বলিয়া দিবে।

"একস্তত্র নিযুক্তস্যাদপরস্তন্ত্রধারকঃ।" (স্মৃতি)

তন্ত্রযুক্তি (স্ত্রী) ত্রায়তে শরীরমনেন তন্ত্রং চিকিৎসিতং তস্য যুক্তয়ঃ ৬তৎ। সুশ্রুতোক্ত ৩২ প্রকার যুক্তিভেদ। অধিকরণ, যোগ, পদার্থ, হেত্বর্থ, উদ্দেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ, অপদেশ, প্রদেশ, অতিদেশ, অপবর্গ, বাক্যশেষ, অর্থাপত্তি, বিপর্য্যয়, প্রসঙ্গ, একান্ত, অনেকান্ত, পূর্ব্বপক্ষ, নির্ণয়, অনুমত, বিধান, অনাগতাবেক্ষণ, অতিক্রান্তাবেক্ষণ, সংশয়, ব্যাখ্যান, স্বসংজ্ঞা-নির্ব্বচন, নিদর্শন, নিয়োগ, বিকল্প, সমুচ্চয়, উহ্য এই ৩২ প্রকার তন্ত্রযুক্তি।

এই ৩২ প্রকার তন্ত্রযুক্তি স্বীকারের প্রয়োজন কি, ইহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এই যুক্তি দ্বারা বাক্য ও অর্থ যোজিত হয়। যে স্থলে অসম্বন্ধ বাক্য থাকে, সেই অসম্বন্ধ বাক্যকে সম্বন্ধ করিয়া গ্রহণ করা হয়। অসদ্বাদি প্রযুক্ত বাক্যের প্রতিষেধ ও স্ববাক্য সিদ্ধি এই তন্ত্রযুক্তি দ্বারা হয়

"অসদ্বাদিপ্রযুক্তানাং বাক্যানাং প্রতিষেধনম্।

স্ববাক্যসিদ্ধিরপিচ ক্রিয়তে তন্ত্রযুক্তিতঃ॥" (সুশ্রুত ৬৫ অ°)

যে সকল স্থলের অর্থ পরিস্ফুট নাই, এবং যে সকল স্থল জটিল, সেই সকল স্থল এই তন্ত্রযুক্তি দ্বারা পরিস্ফুট ও বিশদ হয়।

---

* E. Schlagintweit's Buddhism in Tibet, p. 49.

* "তথা নানা ব্রহ্মবধসঙ্গে সর্ব্বোদ্দেশেন সকৃৎ প্রায়শ্চিত্তে কৃতে ব্রহ্মবধজন্য পাপনাশঃ। তন্ত্রতায়া হেতুশ্চঃ। অদৃষ্টার্থৈকজাতীয় কর্ম্মণঃ কালদেশকর্ত্রাদীনাং প্রয়োগানুবন্ধবৈধহেতুভূযানামভেদে উদ্দেশ্যবিশেষাবগ্রহ ইতি। এবঞ্চ স্নাতোঽর্ণকারী ভবতি দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি। পবিত্রাণাং তথা জপো দানে চ বিধিদর্শিতঃ। (বিষ্ণু)

ইতি ক্রিয়াজন্মানং কর্ত্তৃসংস্কারত্বাদৈব তদ্দিনকর্ত্তব্যাশেষকর্ম্মার্থমেকমেব সকৃ প্রতিকর্ম্মকর্ত্তব্যং।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

১ অধিকরণ। এই শব্দের অর্থ অধ্যায় বা অধিকার। যথা দীর্ঘঞ্জীবিতীয় অধ্যায়।

২ যোগ। এই শব্দের অর্থ অন্বয়। যথা বায়ু, পিত্ত ও কফ যথাক্রমে শীতল, উষ্ণ ও সৌম্যগুণবিশিষ্ট, এইরূপ স্থলে বায়ু শীতল, পিত্ত উষ্ণ এবং কফ সৌম্যগুণ বিশিষ্ট, এইরূপ অন্বয় বুঝিতে হইবে।

৩ হেত্বর্থ। এক অর্থ অন্তের সাধক হইলে তাহাকে হেত্বর্থ কহে। যথা পিত্ত ও রক্তের চিকিৎসার তুল্যতা আছে, এই বাক্য দ্বারা ইহাও বুঝাইতেছে, যে পিত্তের প্রকোপ হইলে রক্তেরও প্রকোপ সম্ভাবনা করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

৪ পদার্থ। পদার্থ শব্দের অর্থ অভিধেয়ার্থ, লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থ নহে। যথা শ্বাসে ও অধোগত রক্তপিত্তে বিরেচন দিতে নাই। এস্থলে বিরেচন শব্দে ত্রিবৃৎপ্রভৃতি বিরেচন-বর্গোক্ত যোগ বুঝিতে হইবে। কিন্তু এরণ্ডতৈল বুঝিতে হইবে না। কারণ বিরেচনবর্গে এরণ্ডতৈলের উল্লেখ নাই।

৫ প্রদেশ। যাহা হইয়াছে, তাহা হইবে, এরূপ সম্ভাবনাকে প্রদেশ কহে। যথা চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা চরকোক্ত বিধিতে প্রশমিত হইয়াছিল, এই জন্য অপরেরও রাজযক্ষ্মা এই বিধিতে প্রশমিত হইবে।

৬ উদ্দেশ। সংক্ষেপ কথনকে উদ্দেশ বলা যায়। যথা স্বাদু, অম্ল ও লবণ বায়ুনাশ করে, ইহাই এই স্থলে সংক্ষেপে হইতেছে, এইজন্য ইহার নাম উদ্দেশ।

৭ নির্দ্দেশ। উদাহরণ দিয়া বিস্তারপূর্ব্বক কথনকে নির্দ্দেশ কহে।

৮ বাক্যশেষ। বাক্যের মধ্যে কোন কথা অসমাপ্ত থাকিলে তাহাকে বাক্যশেষ কহে। যথা বাহ্য বায়ুর সহিত আভ্যন্তর বায়ুর তুল্যতা আছে, এস্থলে বাহ্য বায়ু ও আভ্যন্তর বায়ু এক নহে, এই বাক্যটী অসমাপ্ত আছে।

৯ প্রয়োজন। [বিমানস্থান দেখ।]

১০ উপদেশ। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশকে উপদেশ কহে।

১১ অপদেশ। কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্য করাকে অপদেশ কহে। যথা জলপান করিলে শরীরে জল সঞ্চয় হয়, এই জন্য জলোদরের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু জল পান না করিলে জলোদর বৃদ্ধি হইতে পারে না।

১২ অতিদেশ। প্রকৃত অর্থের অতিরিক্ত নির্দ্দেশকে অতিদেশ কহে। যথা হিক্কাশ্বাসী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে দশমূল বা দেবদারুর কাথ বা মদিরা পান করিবে, যে হেতু সন্নিপাত জ্বরে রোগীর শ্বাস ও তৃষ্ণার আধিক্য থাকে। অতএব সন্নিপাত জ্বরে দশমূল ও মদিরা সংযুক্ত করিয়া সেবন করান যাইতে পারে। এস্থলে সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকলের অন্তর্গত বাক্যকেই অতিরিক্ত নির্দ্দেশ বলা যায়।

১৩ অর্থাপত্তি। প্রকৃত অর্থের সহিত বিপরীত অর্থের বোধকে অর্থাপত্তি কহে। যথা প্রদর ও শুক্রশৈথিল্যের চিকিৎসা একই, অতএব যাহা প্রদরে অপথ্য তাহাও শুক্রশৈথিল্যে অপথ্য জানিতে হইবে।

১৪ নির্ণয়। প্রশ্নের উত্তরের নামই নির্ণয়।

১৫ প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গক্রমে অর্থান্তর নির্দ্দেশ।

১৬ একান্ত। নির্দ্দেশ করাকে একান্ত কহে। যথা উষ্মা বিনা জ্বর নাই, এস্থলে যদি বলা হইত যে কোন কোন জ্বরে উষ্মা থাকে না, তবে একান্ত নির্দ্দেশ হইত না।

১৭ অনেকান্ত। অনেকান্ত শব্দের অর্থ হইতেও পারে, কখন বা না হইতেও পারে।

১৮ অপবর্গ। যাহা নিয়মের বহির্ভূত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ম নির্দ্দেশ করাকে অপবর্গ কহে। যথা দাড়িম্ব ও আমলকী ভিন্ন সকল প্রকার অম্লই পিত্তকর।

১৯ বিপর্য্যয়। বিপরীত অর্থের গ্রহণকে বিপর্য্যয় কহে। যথা স্বাদু, অম্ল ও লবণ বায়ু নাশ করে, অতএব কটু, তিক্ত ও কষায় বায়ু প্রকোপ করে।

২০ পূর্ব্বপক্ষ। এই শব্দের অর্থ প্রশ্ন।

২১ বিধান। ইহার অর্থ পর্য্যায় ক্রমে নির্দ্দেশ। যথা উদর রোগ ৮ প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া পরে পর্য্যায়ক্রমে ৮প্রকারের চিকিৎসা নির্ণীত হইয়াছে।

২২ অনুমত। পরমতের প্রতিষেধ না করাকে অনুমত কহে। যথা কাহার কাহার মতে বস্তি চিকিৎসার একমাত্র উপকরণ।

২৩ ব্যাখ্যান। এই শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা।

২৪ সংশয়। এই শব্দের অর্থ এই কি না, এইরূপ সন্দেহ।

২৫ অতীতাবেক্ষণ। পূর্ব্বোক্তের পুনরুল্লেখকে অতীতাবেক্ষণ কহে। যথা সূত্রস্থানের বিধি শোণিতীয় অধ্যায়ে রক্তপিত্ত রোগের কএকটী গূঢ় তত্ত্ব আছে।

২৬ অনাগতাবেক্ষণ। বক্ষ্যমাণের বর্ত্তমান উল্লেখকে অনাগতাবেক্ষণ কহে। যথা জ্বর পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, বমন বিরেচনের বিষয় কল্পস্থানে দেখ।

২৭ স্বসংজ্ঞা। যে সংজ্ঞা অন্য কোন শাস্ত্রে ব্যবহার হয় না, তাহাকে স্বসংজ্ঞা কহে। যথা চতুষ্পদ শব্দের অর্থ আয়ুর্ব্বেদে বৈদ্য, রোগী, পরিচারক ও ঔষধ।

২৮ উহ্য। যাহা বাক্যের মধ্যে না থাকিলেও বুঝিয়া লওয়া যায়, তাহাকে উহ্য কহে। যথা দোষ দোষান্তর দ্বারা আবৃত

থাকিলে রোগ নির্ণয় করা কঠিন হয়, এস্থলে অবশ্য এই কথা উহ্য রহিল যে কেবল বায়ুর লক্ষণ দেখিয়া বায়ুর চিকিৎসা করিলে কখন কখন ভ্রান্তও হইতে হয়।

২৯ সমুচ্চয়। সমুচ্চয় শব্দ ইত্যাদি বোধক। যথা দাড়িম্ব প্রভৃতি অম্ল ফল। এস্থলে আমলকী প্রভৃতিও অম্ল হেতু বুঝিতে হইবে।

৩০ নিদর্শন শব্দের অর্থ উপমা। যথা জলধারা মৃৎপিণ্ড যেরূপ প্রক্লিন্ন হয়, মুগ ও মাষ দ্বারা ব্রণও সেইরূপ প্রক্লিন্ন হয়।

৩১ নির্ব্বচন। নিশ্চয় করিয়া বলাকে নির্ব্বচন কহে। যথা কুষ্ঠনাশক দ্রব্যের মধ্যে খদির প্রধান।

৩২ সন্নিযোগ। এই বাক্যের অর্থ শাসনবাক্য (বা হুকুম)। যথা মাত্রা ভোজী হইবে।

৩৩ বিকল্পন বা এই অর্থবোধক। যথা বহু বা অল্প বা অপ্রাপ্ত কালে বা কালাতিক্রমে ভোজন করার নাম বিষমাসন।

৩৪ প্রত্যুচ্চার। শিষ্যবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা,মধ্যতা, নিকৃষ্টতা-ভেদে বা অন্যান্য কারণে একই অধ্যায় একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দুই তিন বার বলাকে প্রত্যুচ্চার কহে।

৩৪ উদ্ধার। সূত্রের অনুবর্ত্তিকে উদ্ধার কহে। যথা কটু বলিলে মরিচাদি, তিক্ত বলিলে নিম্বাদি বুঝিতে হইবে।

৩৫ সম্ভব। এই শব্দের অর্থ উৎপত্তির কারণ। যথা দোষের প্রকোপ রোগের কারণ।

এই তন্ত্রযুক্তি প্রতিকার্য্যেই প্রয়োজনীয়। (সুশ্রুত ৬৫ অ°)

তন্ত্রবাপ (পুং) তন্ত্রং বপতি বপ-অণ্। ১ তন্তুবায়, তাঁতি। ২ লূতা, মাকড়সা

তন্ত্রবায় (পুং) তন্ত্রং বয়তি বে-অণ্। তন্তুবায়, তাঁতি। ইহারা সঙ্কর জাতি। [তন্তুবায় দেখ।] মণিবন্ধের ঔরসে মণিকারীর গর্ভে তন্ত্রবায় জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, এই জাতির উৎপত্তি-বিষয়ে পরাশরের সহিত ভগবান্ মনুর মতভেদ দেখা যায়। মনুর মতে, ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ২ লূতা, মাকড়সা। আধারে ঘঞ্। ৩ তন্ত্র, তাঁত।

তন্ত্রসংস্থা (স্ত্রী) তন্ত্রস্য সংস্থা ৬তৎ। রাজ্যশাসনপ্রণালী।

তন্ত্রসংস্থিতি (স্ত্রী) তন্ত্রস্য সংস্থিতিঃ ৬তৎ। রাজ্যশাসন-প্রণালী।

তন্ত্রহোম (পুং) তন্ত্রেণ হোমঃ ৩তৎ। তন্ত্রশাস্ত্র মতে অনুষ্ঠিত হোম। [হোম দেখ।]

তন্ত্রা (স্ত্রী) তন্দ্রি ভাবে অ টাপ্। অল্প নিদ্রা, তন্দ্রা। (দ্বিরূপকো°)

তন্ত্রায়িন্ (পুং) তন্ত্রে কালচক্রে এতি গচ্ছতি পিনি। কালচক্রগামী সূর্য্যাদি। "তন্ত্রায়িনে নমো দ্যাবা পৃথিবীভ্যাং" (শুক্লযজু° ৩৮।২১) 'তন্তুতে হনেন তন্ত্রং পটরচনায় শলাকাযুক্তং যন্ত্রভেদঃ তদ্বৎ নভসি কালচক্রমপি তন্ত্রমুচ্যতে।' (বেদদীপ)

তন্ত্রি (স্ত্রী) তন্ত্র-ই (অবিতৃস্তৃ তন্ত্রিভ্যঃ। উণ্ ৩।১৫৮) ১ তন্ত্রী। ২ তন্দ্রা।

তন্ত্রিকা (স্ত্রী) তন্ত্রী এব স্বার্থে কন্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। গুড়ূচী। [গুড়ূচী দেখ।]

তন্ত্রিজ্ঞ [তন্ত্রি দেখ।]

তন্ত্রিত (ত্রি) তন্দ্রা তন্দ্রাজাতা অস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। আলস্যযুক্ত। "ধার্ম্মিকো নিত্যভক্তশ্চ পিতুর্নিত্যমতন্ত্রিতঃ॥" (ভারত ১২)

তন্ত্রিন্ [তন্ত্রিন্ দেখ।]

তন্ত্রিপাল [তন্তিপাল দেখ।]

তন্ত্রিপালক (পুং) জয়দ্রথ রাজা। (শব্দমালা)

তন্ত্রী (স্ত্রী) তন্ত্রয়তি মোহয়তি লোকান্ তন্ত্র-ঙীপ্। ১ বীণাগুণ। "নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা না চক্রো বিদ্যতে রথঃ।" (রামা° ২।৩৯।২৯) ২ গুড়ূচী। ৩ দেহশিরা। ৪ নাড়ী। ৫ নদীভেদ। ৬ যুবতীভেদ। ৭ রজ্জু।

"ন লঙ্ঘয়েৎ বৎস তন্ত্রীং ন ধাবেচ্চ বর্ষতি।" (মনু ৪।৩৮)

তন্ত্রীমুখ (পুং) হস্তের অবস্থানভেদ।

তন্ত্বগ্র (ক্লী) তন্তূনাং অগ্রং ৬তৎ। সূত্রের অগ্রভাগ।

তন্থী (অব্য) স্বীকার, অভ্যুপগম, পাণিনীয় উর্য্যাদিগণে ইহার পাঠান্তর তন্থী এইরূপ দেখা যায়।

তন্দ্র (ক্লী) তন্দ্র ঘঞ্। পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ। "তন্দ্রং ছন্দঃ" (যজু° ১৫।৫) 'পঙ্‌ক্তি বৈ তন্দ্রং ছন্দঃ ইতি শ্রুতেঃ' (বেদদীপ)

তন্দ্রয়ু (ত্রি) তন্দ্রাং আলস্যং যাতি যা-কু পৃষো° সাধুঃ। আলস্য-যুক্ত। "মোষু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভবো বাজানাং" (ঋক্ ৮।৮১।৩০) 'তন্দ্রয়ুরালস্যযুক্তঃ।' (সায়ণ)

তন্দ্রবাপ (পুং) তন্ত্রবাপ পৃষো° সাধুঃ। তন্তুবায়, তাঁতি। [তন্তুবায় দেখ।]

তন্দ্রবায় (পুং) তন্ত্রবায় পৃষো° সাধু। [তন্তুবায় দেখ।]

তন্দ্রা (স্ত্রী) তৎ দ্রাতীতি তৎ দ্রা-ক, বা তন্দ্র- অবসাদে তন্দ্র-ঘঞ্-ততষ্টাপ্। ১ নিদ্রাবেশ, অল্পনিদ্রা। ২ আলস্য, অব-সন্নতা। পর্য্যায় প্রমীলা, তন্ত্রী, তন্দ্রি, তন্দ্রিকা, বিষয়াজ্ঞান।

ইহার লক্ষণ, ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ে অসংবিত্তি (জ্ঞানাভাব), জৃম্ভণ, ক্লম ও শরীরের গুরুতা এবং নিদ্রাতুরের যে ইচ্ছা, তাহাই তন্দ্রা বলিয়া জানিবে।

"ইন্দ্রিয়ার্থে স সংবিত্তি গৌরবং জৃম্ভনং ক্লমঃ।
নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেহা তস্য তন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ॥" (নিদান)

তন্দ্রা উপস্থিত হইলে জৃম্ভন (হাই) উঠিতে থাকে, শরীরের গ্লানি বোধ হয় ও ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান থাকে না। ইহাই তন্দ্রার প্রকৃষ্ট লক্ষণ।

চরকসংহিতায় ইহার লক্ষণ এই প্রকার লিখিত আছে মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু ও অম্লসেবন, চিন্তন, ভয়, শোক ও ব্যাধ্যানুষঙ্গ (রোগক্রান্ত) হেতু কফ বায়ু প্রেরিত হইয়া হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া হৃদয়স্থিত জ্ঞান সকলকে আচ্ছাদন করে, তাহাতে তন্দ্রা উপস্থিত হয়। এই তন্দ্রা উপস্থিত হইলে হৃদয়ে ব্যাকুলীভাব, বাক্য, চেষ্টা ও ইন্দ্রিয় সকলের গুরুতা, মনঃ ও বুদ্ধির অপ্রসন্নতা জন্মে। * নিদ্রা ও তন্দ্রা এই দুটীর মধ্যে প্রভেদ এই, নিদ্রায় জাগরিত হইলে ক্লান্তির বোধ হয়, আর তন্দ্রায় জাগরিত হইলে শ্রান্তি বোধ হইতে থাকে। কফনাশক বস্তু ও কটুতিক্ত ভক্ষণ অথবা ব্যায়াম ও রক্তমোক্ষণ করিলে তন্দ্রা বিনষ্ট হয়।

তন্দ্রা সুখের ভার্য্যা, নিদ্রার কন্যা ও প্রীতির ভগিনী। (শব্দার্থচি°)

তন্দ্রালু (ত্রি) তন্দ্রা-আলুচ্ (স্পৃহি গৃহিতী। পা ৩।২।৫৮। ঈষন্নিদ্রাযুক্ত, আলস্যযুক্ত। (জটাধর)

তন্দ্রি (স্ত্রী) তদি সৌত্রোধাতু ক্রিন্। (বঙ্‌ক্রাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৬৬) অল্পনিদ্রা, আলস্য।

তন্দ্রিকা (স্ত্রী) তন্দ্রিরেব স্বার্থে কন্ টাপ্ চ। তন্দ্রি, তন্দ্রা।

তন্দ্রিজ (পুং) যদুবংশীয় কনবক নৃপতির পুত্র। (হরিব° ৬৫ অ°)

তন্দ্রিত [তন্দ্রিত দেখ।]

তন্দ্রিতা (স্ত্রী) তন্দ্রিনো ভাবঃ তন্দ্রি-তল্ টাপ্। নিদ্রালুতা, আলস্যতা।

তন্দ্রিপাল (পুং) যদুবংশীয় কনবক নৃপতির পুত্রভেদ। [তন্দ্রিজ দেখ।]

তন্দ্রী (স্ত্রী) তন্দ্রি ঙীষ্। তন্দ্রা, নিদ্রাবেশ, আলস্য, অত্যন্ত পরিশ্রমাদি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহের অপ্রভুত্ব। [তন্দ্রা দেখ।]

তন্ন (অব্য) তৎ-ন। তাহা নহে।

তন্নতন্ন (দেশজ) তাহা নহে তাহা নহে, এ প্রকারে অনুসন্ধান, বিশেষরূপে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম।

তন্নি (স্ত্রী) তনয়তি নী বাহুলকাৎ ডি। চক্রকুল্যা, চাকুলিয়া, কোন কোন স্থলে তন্বি এইরূপ পাঠান্তর আছে।

* "মধুর স্নিগ্ধগুর্ব্বম্লসেবনাৎ চিন্তনাদ্ভয়াৎ।
শোকাদ্ব্যাধ্যনুষঙ্গাচ্চ বায়ুনোদীরিতঃ কফঃ।
যদাসৌ সমবাপ্নোতি হৃদয়ং হৃদয়াশ্রয়াৎ।
সমাবৃণোতি জ্ঞানানি তদাতন্দ্রোপজায়তে।
হৃদয়ে ব্যাকুলীভাবো বাক্চেষ্টেন্দ্রিয়গৌরবম্।
মনোবুদ্ধ্যপ্রসাদশ্চ তন্দ্রায়াঃ লক্ষণং মতং।" (চরক)

তন্নিমিত্ত, তদর্থ, তজ্জন্য, তাহার নিমিত্ত।

তন্নিবন্ধন (ক্লী°) তৎ নিবন্ধনং কর্ম্মধা। সেই কারণ, সেই জন্য। তস্য নিবন্ধনং ৬তৎ। সেই কারণযুক্ত।

তন্মততা (স্ত্রী) তস্য মতং ৬তৎ তন্মত-তল্ টাপ্। সেই মত।

তন্মধ্য (ক্লী) তস্য মধ্যং ৬তৎ। তাহার মধ্য।

তন্মধ্যস্থ (ত্রি) তন্মধ্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক। তন্মধ্যবর্ত্তী, তাহার মধ্যস্থিত।

তন্ময় (ত্রি) তদাত্মকং তদ্-ময়ট্। তৎস্বরূপ, তদ্গত, তদ্ভাবাপন্ন, তদাসক্ত চিত্ত। "তন্ময়ং বিদ্ধিমাং বিপ্র ধৃতোঽহং বৈ মর্য্যাচতে।" (হরিব° ১৭৯ অঃ)

তন্মাত্র (ক্লী) তদেব এবার্থে মাত্রচ্ বা সা মাত্রা যস্য বহুব্রী। সাংখ্যমতে সূক্ষ্ম অমিশ্র পঞ্চভূত; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহতত্ত্বের অপর পর্য্যায় বুদ্ধিতত্ত্ব।

সেই ত্রিগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণান্বিত অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। সেই অহঙ্কারও তিন প্রকার সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার।

রাজস অহঙ্কারের সহিত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও তামস অহঙ্কার ও রাজস অহঙ্কারের যোগে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয় এবং অল্প সাত্ত্বিক সম্বন্ধ প্রযুক্ত তল্লিঙ্গ উৎপন্ন হয়। তল্লিঙ্গ অর্থাৎ অনুভূত স্বভাব বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য মোহাদি লিঙ্গ।

শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র যোগিগ্রাহ্য, সেই সেই মাত্রা যাহাতে এই ব্যুৎপত্তিতে তন্মাত্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি নিজে অবয়বশূন্য অথচ সকল পদার্থের অবয়ব, তাহাকে তন্মাত্র কহে। সেই তন্মাত্র ৫টী এই—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র

এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উত্তরোত্তর এক একটী তন্মাত্রের বৃদ্ধি ক্রমে উৎপন্ন হয়। যে যাহা হইতে জন্মে সে তাহার গুণ প্রাপ্ত হয়, এই ন্যায়ানুসারে শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দ গুণ আকাশ ও শব্দ-তন্মাত্রসংযুক্ত স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শগুণ বায়ু, শব্দ-স্পর্শ-তন্মাত্র যুক্ত রূপ-তন্মাত্র হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ গুণ তেজঃ।

শব্দস্পর্শরূপ-তন্মাত্রযুক্ত রস-তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণ অপ্ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস তন্মাত্র সহকারে গন্ধ তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-গুণ পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি এই পঞ্চ তন্মাত্র স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে বিশিষ্ট ভাবাপন্ন হয়।

এই পঞ্চ তন্মাত্র সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই পঞ্চতন্মাত্রের সুখ দুঃখ ও মোহ এই তিনটী ধর্ম্ম আছে বলিতে হইবে অর্থাৎ শব্দ তন্মাত্রাদি ক্রমে সুখ দুঃখ ও মোহাদি রূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অনুভবযোগ্য হয়। সুতরাং এস্থলে বুঝিতে হইবে, যে অবিশিষ্ট ভাবাপন্ন পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্মত্ব হেতু তাহা সুখ দুঃখাদি রূপ দ্বারা বিশেষরূপে অনুভব করা যায় না। যেমন কোন প্রকার সুললিত শব্দ প্রবল বেগে হইলে তাহা শ্রবণ করিয়া সুখ ও বিকৃত শব্দ শ্রবণ করিয়া দুঃখ অনুভব করা যায়, এবং যদি ঐ সুললিত ও বিকৃত শব্দ অতি সূক্ষ্মভাবে হয়, তাহা হইলে শুনিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহাতে সুখ বা দুঃখ কিছুই হয় না। মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টী ইন্দ্রিয়সমূহের ও ভূতের কারণত্ব হেতু ইহা-দিগকে দর্শনবিদ্‌গণ প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতায় মনকে ইহার মধ্যে ধরিয়া ৮টী প্রকৃতি কথিত হইয়াছে।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥" (গীতা ৭।৪)

মূল প্রকৃতির কোন কারণ নাই, এইজন্য ইহাকে প্রকৃতি বলা দার্শনিকগণের অভিপ্রেত।

কিন্তু মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টীকে প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া জানিবে।

প্রকৃতি স্বয়ংই কারণ, ইহার পৃথক্‌ কারণ নাই। মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র ইহারা সকল কার্য্য। (সাংখ্যদ°) [ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।]

তন্মাত্রতা (স্ত্রী) তন্মাত্রস্য ভাবঃ তন্মাত্র-তল্‌-টাপ্‌। তন্মাত্রত্ব। [তন্মাত্র দেখ।]

তন্মাত্রিক (ত্রি) তন্মাত্রসম্বন্ধিয়।

তন্যতা [তন্যতু দেখ।]

তন্যতু (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি তন যতুচ্‌। (ঋতন্যঞ্জিবনীতি। উণ্‌ ৪।২) ১ বায়ু। ২ রাত্রি। ৩ বাদ্য সঙ্গীতযন্ত্রবিশেষ। স্তন-শব্দে স্তন যতু চ সলোপশ্চ। ৪ গর্জ্জন। "ন বেপসা তন্যতেন্দ্রং" (ঋক্‌ ১।৮০।১২) 'তন্যতা ঘোরেণ গর্জ্জনশব্দেন।' (সায়ণ) ৫ অশনি। "হস্তোরিন্দ্র তন্যতুং" (ঋক্‌ ১।৫২।৬) 'তন্যতুং শব্দকা-রিণং বজ্রং' (সায়ণ) ৬ পর্য্যন্ত। 'আবিষ্কৃণোমি তন্যতু র্দৃষ্টিং' (বৃহ° উ°) 'তন্যতু পর্য্যন্ত।' (ভাষ্য)

তন্যু (ত্রি) তন ল্যুন্‌। অনাদেশঃ। "বিসৃত রজাংসি চিত্রা বিচরন্তি তন্যবঃ।" (ঋক্‌ ৫।৬৩।৫)

তন্বী (স্ত্রী) তনু-ঙীষ্‌ (বোতো গুণবচনাৎ। পা ৪।১।৪৪) ১ কৃশাঙ্গী। ২ শালপর্ণী। ৩ শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রী। "শৈব্যাস্ত চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপ্সরসাং সমাং।" (হরিবংশ ১৩৮ অঃ) ৪ ছন্দোবিশেষ, ইহার প্রত্যেক চরণে ২৪ করিয়া বর্ণ থাকে, এবং ১।৪।৫।১২।১৩।১৬।২৩।২৪ বর্ণ গুরু; পঞ্চম, দ্বাদশ ও চতুর্বিংশতিতে যতি। "ভূতমুনীনৈর্যতিরিহভতনাঃ সভৌ ভনয়শ্চ যদি ভবতি তন্বী।" (ছন্দোম°)

তপ (পুং) তপ-অচ্‌। ১ গ্রীষ্ম, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস। ২ তপস্যা। "অম্বকুট্টানিরশনা দশপঞ্চ তপাইমে।"(হরিবংশ ৪৬অঃ)

তপ (স্) কর (ত্রি) তপঃ করোতি কৃ-ট। ১ যে তপস্যা-করে, তপস্যাকারী। (পুং) ২ তপস্বী মৎস্য, তপসেমাছ।

তপঃক্লশ (ত্রি) তপসা কৃশঃ ৩তৎ। ব্রতদ্বারা শীর্ণ দেহ।

তপঃক্লেশসহ (ত্রি) তপসঃ ক্লেশং সহতে সহ-অচ্‌। তপঃ-জনিত ক্লেশ যে সহ্য করে, ইন্দ্রিয় সংযমাদি কারক তপস্বী।

তপঃপ্রভাব (পুং) তপসঃ প্রভাবঃ ৬তৎ। তপস্যার প্রভাব।

তপঃশীল (ত্রি) তপঃ এব শীলং স্বভাবো যস্য বহুব্রী। তপস্যা-পরায়ণ।

তপঃসাধ্য (পুং) তপসা সাধ্যঃ ৩তৎ। তপস্যাদ্বারা সাধনীয়।

তপঃসিদ্ধ (ত্রি) তপসা সিদ্ধঃ ৩তৎ। তপস্যাদ্বারা সিদ্ধ, যিনি তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

তপতী (স্ত্রী) ১ সূর্য্যকন্যা। এই কন্যা সূর্য্যপত্নী ছায়ার গর্ভ-সম্ভূতা, ইনি অসামান্যা রূপবতী ছিলেন। কুরুবংশীয় ঋক্ষ-রাজপুত্র সম্বরণ অতিশয় সূর্য্যভক্ত ছিলেন, তাহার শুশ্রূষায় তুষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব তপতীকে সম্বরণের সহিত বিবাহ দেন। (ভারত ১।১৭১ অঃ) [সম্বরণ দেখ।] ২ নদীবিশেষ। এই নদী দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে সহ্যাদ্রি পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিম মুখে আরব্য সাগরে পতিত হইয়াছে, এই নদী কোঙ্কণ দেশের উত্তর সীমা। [তাপী দেখ।]

তপন (পুং) তপতীতি তপ কর্ত্তরি ল্যু। ১ সূর্য্য। ২ ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলাগাছ। ৩ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। ৪ গ্রীষ্মকাল। ৫ অগ্ন্যাদিতে দাহযুক্ত নরকবিশেষ, যে নরকে গমন করিলে শরীর কেবল দগ্ধ হইতে থাকে। ৬ ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ বৃক্ষ। ৭ সূর্য্যকান্ত মণি। ৭ সাহিত্যদর্পণোক্ত স্ত্রীদিগের যৌবন কালে সত্ত্বজাত অলঙ্কার ভেদ।

"যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসাং অষ্টবিংশতিসংখ্যকাঃ।"

(সাহিত্যদ° ৩ প°)

স্ত্রীদিগের প্রিয় বিরহে কামাবেশজনিত চেষ্টা বিশেষের নাম তপন। "তপনং প্রিয়বিচ্ছেদে কামাবেশোত্থচেষ্টিতং।"

(সাহিত্যদ°)

৮ অগ্নিভেদ। (পুং) ৯ শিব। "যজ্ঞবাহায় দান্তায় তপ্যায় তপনায় চ।" (ভারত শা° ২৮৬ অ:) (ক্লী) ১০ তাপ। (ধরণি)

তপনকর (পুং) তপনস্য করঃ ৬তৎ। সূর্য্যকিরণ, রশ্মি।

তপনচ্ছদ (পুং) তপনঃ অতিরুক্ষঃ ছদো যস্য বহুব্রী। আদিত্যপত্র বৃক্ষ, হুড়্‌হুড়ে গাছ।

তপনতনয় (পুং) তপনস্য তনয়ঃ ৬তৎ। সূর্য্যপুত্র, যম, কর্ণ, শনি, সুগ্রীব প্রভৃতি।

তপনতনয়া (স্ত্রী) তপনতনয়-টাপ্। ১ শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ। ২ সূর্য্যকন্যা যমুনা, তপতী প্রভৃতি।

তপনমণি (পুং) তপনঃ সূর্য্যঃ তৎ প্রিয়ো মণিঃ। সূর্য্যকান্তমণি।

তপনাংশু (পুং) তপনস্য অংশুঃ ৬তৎ। সূর্য্যকিরণ, রশ্মি।

তপনাত্মজ (পুং) যম, কর্ণ প্রভৃতি। (স্ত্রী) তপনস্য আত্মজা ৬তৎ। সূর্য্যকন্যা, গোদাবরী নদী, যমুনা।

তপনী (স্ত্রী) তপ্যতে পাপ মনয়া তপ-ল্যুট্-ঙীষ্। গোদাবরী নদী। (হেম°)

তপনীয় (ক্লী) তপ-অনীয়র্। ১ স্বর্ণ। ২ কনকধুস্তূর। (ত্রি) ৩ যাহা উত্তপ্ত করিবার উপযুক্ত, যাহা সন্তপ্ত করা উচিত বা আবশ্যক।

তপনীয়ক (ক্লী) তপনীয় স্বার্থে কন্। সুবর্ণ। (রাজনি°)

তপনেষ্ট (ক্লী) তপনস্য সূর্য্যস্য ইষ্টঃ ৬তৎ। তাম্র। (রাজনি°)

তপনোপল (পুং) তপন ইতি নাম্না খ্যাতঃ য উপলঃ। সূর্য্যকান্ত মণি।

তপন্তক (পুং) মহারাজ উদয়নের বিদূষক বসন্তকের পুত্র, নরবাহন দত্তের বন্ধু। (কথাস°)

তপশ্চরণ (ক্লী) তপসঃ চরণং। তপশ্চর্য্যা, তপস্যা, তপঃ সাধন।

তপশ্চর্য্যা (স্ত্রী) তপসঃ চর্য্যা ৬তৎ। ব্রতচর্য্যা, তপস্যা।

তপস্ (ক্লী) তপ-অসুন্। ১ যাহা দ্বারা মনঃ নির্ম্মল হয়, তাদৃশ ব্রতনিয়মাদি বৈধ ক্লেশময় কর্ম্মবিশেষ, তপস্যা, মুনিব্রত। ২ আলোচনাত্মক ঈশ্বরজ্ঞান বিশেষ। ৩ ক্ষুৎপিপাসা, শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা। ৪ মৌনাদি ব্রত। ৫ শরীর ইন্দ্রিয় ও মনঃ সমাধান (সংযম)। ৬ শাস্ত্রানুসারে শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের শোধন। ৭ কষ্টসাধ্য চান্দ্রায়ণ প্রাজাপত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত। ৮ শাস্ত্রবিহিত তপ্তশিলারোহণাদি। ৯ বাণ প্রস্থাবলম্বীর অসাধারণ ধর্ম্ম।

তপঃ তিন প্রকার, শারীরিক, বাচিক ও মানসিক।

দেব, দ্বিজ ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য, ও অহিংসা এই কয়টী শারীরিক তপঃ।

হিত ও প্রিয়, সত্য, অনুদ্বেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস (বিধি পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন) এই কয়টী বাচিক তপঃ।

মনঃ, প্রসাদ, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি এই কয়টী মানসিক তপঃ।

এই তপঃ আবার তিন প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক তপঃ। যাহারা মনুষ্যসমাজে সৎকার, সম্মান ও পূজাদি লাভের নিমিত্ত দম্ভভরে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, সেই পারত্রিক ফলশূন্য তপস্যাকে রাজস তপঃ এবং অতি দুরাগ্রহ দ্বারা পরের উৎসাদনের নিমিত্ত আত্মার নানাপ্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপস্যা করে, তাহাকে তামস তপঃ কহে।* (গীতা) পাতঞ্জলদর্শনে তপস্যাকে ক্রিয়াযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে—

"তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ" (পাত° ২।১)

শাস্ত্রান্তরোপদিষ্ট চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্যা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, মনের একাগ্রতা জন্মে। চিত্তনিরুদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়।

তপস্যা দ্বারা লোক সকল অভীষ্ট ফললাভ করে। তপস্যা দ্বারা পাপ ক্ষীণ হয়। স্বর্গলোকে গমন ও যশঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহ ও পরলোকে মনুষ্যের যাহা কিছু অভিলষিত থাকে, তাহা সকলই এই এক তপস্যা দ্বারা লাভ হয়।

এ জগতে তপোসিদ্ধ লোকদিগের কিছুই অসাধ্য থাকে না। মনুর মতে ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র জ্ঞানই তপঃ। ব্রাহ্মণগণ যাহাতে জ্ঞান উপার্জ্জিত হয়, কেবল তাহাই করিবেন। ক্ষত্রিয়দিগের রক্ষণই তপঃ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণকে বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন। এই রক্ষণই তাহাদিগের একমাত্র তপস্যা। বৈশ্যদিগের বার্ত্তাই (কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি) একমাত্র তপস্যা। শূদ্রদিগের পক্ষে প্রথম তিন বর্ণের সেবাই তপঃ।

"ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥" (মনু ১১।৫৬)

* "দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।
মনঃপ্রসাদঃসৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে।"

সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান ছিল, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিতে দানই প্রধান। (মনু ১।৮৬)

ব্রাহ্মণদিগের বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নই পরম তপস্যা। (মনু ২।১৬৬) তপোসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ তপস্যা দ্বারা ত্রিভুবন অবলোকন করিয়া থাকেন।

১০ মাঘ মাস।

"তপসেস্থা" (শুক্লযজুঃ ৭।৩০) "তপসে মাঘায়" (বেদদীপ)

১১ নিয়ম। ১২ ধর্ম্ম।

"বিনাপ্যস্মদলং ভূষ্ণুরিজ্যায়ৈ তপসঃ সুতঃ।" (মাঘ ২ সং)

১৩ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন স্থান হইতে নবম স্থান। ১৪ তপোলোক, এই লোক জনলোকের উর্দ্ধে, এই লোক তেজোময়।

যাহারা বাসুদেবে অতিশয় ভক্তিপরায়ণ এবং সকল কর্ম্ম পরম গুরু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন, তপস্যা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করিয়াছেন ও সকল অভিলাষ যাহাদের পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহারাই এই লোকে বাস করেন এবং যাহারা শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যাহারা গ্রীষ্মে অতি কঠোর পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যা, বর্ষাকালে স্থণ্ডিলশায়ী, হেমন্ত ও শিশিরকালে সলিলে অবস্থান করিয়া তপশ্চর্য্যা করেন, তাহারাই এই লোকের অধিকারী।

যাহারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত প্রভৃতি অতি কঠোর নিয়ম সকল পালন করেন, সর্ব্বদা ঈশ্বরে ভক্তিমান্ থাকেন, তাহারা ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিমিতকাল অকুতোভয়ে এই লোকে বাস করেন। (পদ্মপু°)

১৪ অগ্নি।

তপস (পুং) তপ-অসচ্। ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ৩ পক্ষী।

তপসোমূর্ত্তি (পুং) দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ)

তপস্তক্ষ (পুং) তপঃ তপস্যাং তক্ষতি তনূকরোতি তক্ষ-অন্। ইন্দ্র।

তপস্পতি (পুং) তপসাং পতিঃ ৬তৎ। হরি।

"দশবর্ষসহস্রাণি তপসার্চ্চংস্তপস্পতিং" (ভাগবত ৪।২৪।১৪)

তপস্য (পুং) তপসি সাধুঃ যৎ। ১ ফাল্গুন মাস।

"তপাশ্চ তপস্যশ্চ শৈশিরাবৃতুঃ" (শুক্লযজু° ১৫।৫৭)

২ অর্জ্জুন, অর্জ্জুনের ফাল্গুন এক নাম ছিল, এই জন্য তপস্যও অর্জ্জুনের নাম হইয়াছে। (ক্লী) ৩ কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল। তপশ্চরতি তপস্ ক্যঙ্ তপোভাবে ঘঞ্। ৪ তপশ্চরণ।

"সংকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্।" (গীতা ১৭ অঃ)

"অথাস্য বুদ্ধিরভবৎ তপস্যে ভরতর্ষভ।" (ভারত ১৩।১০।১৩)

৫ তাপস মনুর দশ পুত্র মধ্যে একজন। (হরিব° ৭।২৪)

তপস্যা (স্ত্রী) তপশ্চরতি তপস্ ক্যঙ্ (কর্ম্মণো রোমন্থতপোভ্যাং বর্ত্তিচরোঃ। পা ৩।১।১৫) ততো অ, ততঃ টাপ্। তপঃ। পর্য্যায় ব্রতাদান, পরিচর্য্যা, নিয়মস্থিতি, ব্রতচর্য্যা। (মেদিনী) [তপস্ দেখ।]

তপস্যামৎস্য (পুং স্ত্রী) মৎস্যভেদ, তপ্‌সে মাছ, পর্য্যায় তপঃকর, চেষ্টক, চেষ্ট। (শব্দচ°)

তপস্বৎ (ত্রি) তপস্- মতুপ্ মস্য ব। তপস্বী।

"তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্" (ঋক্ ৬।৫।৪) 'তপস্বান্ তপস্বী' (সায়ণ)

তপস্বিতা (স্ত্রী) তপস্বিনো ভাবঃ তপস্বিন্ তল্ টাপ্। তপস্বিত্ব।

তপস্বিন্ (ত্রি) তপো বিদ্যতে২স্য তপস্-বিনি (তপঃ সহস্রাভ্যাং বিনীনী। পা ৫।২।১০২) তপোযুক্ত। পর্য্যায়-তাপস, পারিকাঙ্ক্ষী, পারকাঙ্ক্ষী, তপোধন। (শব্দর°) চান্দ্রায়ণাদিব্রতধারী।

স্বাধ্যায়রূপতপ, সময়রূপতপ এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতারূপতপ, এই তিন প্রকার তপস্যাবিশিষ্টকে তপস্বী বলা যায়। বিধিপূর্ব্বক বেদাদি অধ্যয়ন সময় যথাশাস্ত্র নিয়মাদি পালন ও মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা অর্থাৎ স্থিরত্ব সম্পাদন না করিলে তপস্বী হওয়া যায় না।

যাহার একাধারে বশিত্ব, নিয়মিত্ব ও বৈদিকত্ব এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে, তিনিই প্রকৃত তপস্বী। যিনি সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছেন, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া দেবতার আরাধনা করেন, তিনিও তপস্বিপদবাচ্য।

এ জগতে মানবগণ দুর্নিবার ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া এককালে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে জগৎ সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া তপস্যাবিষয়ে যত্নশীল হইয়া থাকেন এবং তাহারা কায়মনোবাক্যে পবিত্র, অহঙ্কারপরিশূন্য ও সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে থাকেন।

প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে তাহাদের উপর অনুরাগ জন্মাইতে পারে, অতএব লোকানুকম্পায় উপেক্ষা প্রদর্শন করা তপস্বিগণের উচিত। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যদি দুঃখভোগ করিতে হয়, তাহাতে তাহারা বিরত থাকেন না। তপস্বীরা অহিংসা, সত্যবাক্য, ভূতানুকম্পা, ক্ষমা ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

তাঁহারা অবহিতচিত্তে সমুদয় জীবের প্রতি সমান দৃষ্টিতে অবলোকন করেন। পরের অনিষ্টচিন্তা, অসম্ভব স্পৃহা এবং ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান হইতে সর্ব্বদা বিরত

থাকেন। দৃঢ়তর যত্ন সহকারে তপস্যার ফল জ্ঞানার্জ্জনে অভিনিবিষ্ট হন। তাহাদিগের বেদবাক্যানুশীলনপ্রভাবে জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাহারা অবিচলিতচিত্তে হিংসা, অপবাদ, শঠতা, পরুষতা, ক্রূরতাপরিশূন্য ও পরিমিত সত্যবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যাহার সংসারে বিরাগ জন্মিবে, তিনি নিজমুখে স্বীয় হিংসাদি তামসিক কার্য্য সকল প্রকাশ করেন। তপস্বিগণ সংসারভয়ে ভীত হইয়া রাজসিক ও তামসিক কার্য্য সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসার যন্ত্রণা অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির হাত হইতে বিমুক্ত হন। তাহারা বীতস্পৃহ, পরিগ্রহপরিশূন্য, নির্জ্জনবিহারী, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয়। যিনি তপস্যাপ্রভাবে সকল ক্লেশ নিবারণ ও যোগাঙ্গানুষ্ঠানে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃত চিত্তপ্রভাবে পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অগ্রে বুদ্ধি বৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধী-শক্তি প্রভাবে মনকে এবং মনঃ প্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহকে নিগৃহীত করেন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তকে বশীভূত করিলে ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হইয়া বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই তপস্যার ফল ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়।

তপস্বিগণ বিশুদ্ধবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে তণ্ডুলকণা, সুপক মাষ, শাক, উষ্ণজল, পক্বযবচূর্ণ, শক্তু ও ফল মূল প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন। তাহাদিগের দেশ কালের গতি বিবেচনাপূর্ব্বক আহার নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত।

তপস্যা কার্য্য আরম্ভ হইলে তাহার ব্যাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয়। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় তপস্যার ফল ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে। জ্ঞানানুগত অজ্ঞান, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লোককে অভিভূত করে। আর বুদ্ধি বৃত্তির অনুগত জ্ঞান ও অজ্ঞান দ্বারা উপহত হইয়া থাকে। লোকে যতকাল অবস্থাত্রয়াতীত পরমাত্মাকে ঐ তিন অবস্থাযুক্ত বলিয়া বোধ করে, ততকাল সে কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না। আর যখন তপস্যাপ্রভাবে পৃথক্ত্ব ও অপৃথক্ত্ব বিষয় বিদিত হইতে সমর্থ হয়, তখন তাহার স্পৃহা একেবারে দূরীভূত হইয়া যায় এবং সেইকালে তপস্বিগণ তপস্যা প্রভাবে জরা ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া শাশ্বত পরমব্রহ্মলাভে অধিকারী হন। [বিশেষ বিবরণ যোগিন্ দেখ।]

২ অনুকম্পার যোগ্য। ৩ দীন। ৪ তপস্তামৎস্য, তপসে মাছ। ৫ ঘৃতকরঞ্জ বৃক্ষ। ৬ নারদ। (শব্দর°) ৭ চতুর্থ মন্বন্তরে কশ্যপাত্মজ ঋষিভেদ। [তপসোমূর্ত্তি দেখ।] ৮ ভাগবতোক্ত দ্বাদশমন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিভেদ। [তপোমূর্ত্তি দেখ।]

তপস্বিনী (স্ত্রী) তপস্বিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ তপোযুক্তা, তপস্যাপরায়ণা। ২ জটামাংসী। ৩ কটুরোহিণী। ৪ মহাশ্রাবণিকা। ৫ দীনা, দুঃখিতা। ৬ পতিব্রতা।

"মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা নবপ্রসূতির্বরটা তপস্বিনী
(নৈষধ ১।১৩৫)

তপস্বিপত্র (পুং) তপস্বিপ্রিয়ং পত্রং যস্য বহুব্রী। দমনক বৃক্ষ। (রাজনি°)

তপাত্যয় (পুং) তপস্য গ্রীষ্মস্য অত্যয়ো যত্র বহুব্রী। ১ বর্ষাকাল। "তপাত্যয়ে বারিভিরুক্ষিতানবৈঃ" (কুমারস° ৫।২৩) তপস্য অত্যয়ঃ ৬তৎ। ২ গ্রীষ্মাবসান।

তপান্ত (পুং) তপস্য অন্তো যত্র বহুব্রী। ১ গ্রীষ্মকাল। তপস্য অন্তঃ ৬তৎ। ২ গ্রীষ্মাবসান।

তপিত (ত্রি) তপ দাহে-ক্ত। তপ্ত, উষ্ণ। (দ্বিরূপকো°)

তপিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন তপ্তা তপ্তৃ ন্ ইষ্ঠন তৃণোলোপঃ। ১ অতিশয় তাপক। "তপিষ্ঠেন শোচিষা যঃ" (ঋক্ ৪।৫।৪) 'তপিষ্ঠেন শোচিসাতিশয়েন শত্রূণাং তাপকেন' (সায়ণ) ২ অতিশয়তপ্ত। "তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্" (ঋক্ ৬।৫।৪) 'হে তপিষ্ঠ তৃপ্ততম অগ্নে' (সায়ণ)

তপিষ্ণু (ত্রি) তপ-ইষ্ণুচ্। তাপকারী, তপন।

তপীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন তপ্তা তপ্তৃ-ঈয়সুন্, তৃণোলোপঃ। ১ অতিশয়তাপকারী। ২ অতিশয় তপস্যাকারক। "তপস্তপীয়াং স্তপতাংসমাহিতঃ" (ভাগ° ২।৯।৮)।

তপু (ত্রি) তপ-উন্। ১ তাপক। "তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পতে" (ঋক্ ৯।৮৩।২) 'তপোঃ শত্রূণাং তাপকস্য' (সায়ণ) ২ তাপযুক্ত। ৩ তপ্ত, উষ্ণ। "তপুর্যমুস্ত" (ঋক্ ৭।১০৪।২) 'তপুস্তপ্তঃ' (সায়ণ)

তপুরগ্র (ত্রি) অগ্রভাগ উষ্ণতাযুক্ত।

তপুর্জম্ভ (ত্রি) উত্তপ্ত জম্ভ, অগ্নি।

তপুর্মূর্দ্ধন্ (পুং) যাহার মস্তক উত্তপ্ত, অগ্নি।

তপুর্বধ (ত্রি) উত্তপ্ত অস্ত্রযুক্ত।

তপুষি (ত্রি) তপ-উসিন্ বেদে নেকারস্য ইৎ। তাপক। "ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতিমস্য" (ঋক্ ৩।৩০।১৭) 'তপুষিং তাপকং' (সায়ণ)

তপুষী (স্ত্রী) তপুষি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ক্রোধ। (নিঘণ্টু)

তপুষ্পা (ত্রি) জ্বালা হইতে রক্ষা।

তপুস্ (পুং) তপতি তাপয়তি বা তপ-উসি (অর্ত্তিপৃবপীতি।

উণ্ ২।১১৮) ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। ৩ তাপযুক্ত। ৪ তপন। 'তপুর্জম্ভ যো অশ্বক্রক্' (ঋক্ ১।৩৬।১৬) 'হে তপুর্জম্ভ! তপ্যমানরশ্মিযুক্ত' (সায়ণ) (ক্লী) ৫ তপনশীল। "তপুরগ্রাভিঋষ্টিভিঃ" (ঋক্ ১০।৮৭।২৩) 'তপুরগ্রাভিস্তপনশীলাগ্রাভিঃ' (সায়ণ)

তপোজ (ত্রি) তপসঃ তপস্যাতঃ অগ্নের্বা জায়তে জন-ড। ১ তপস্যাজাত। ২ অগ্নিজাত।

তপোজা (স্ত্রী) তপোজ-টাপ্। জল। "তপসো অগ্নের্জাতা স্তপোজাঃ অগ্নের্বৈ ধূমো জায়তে ধূমাদভ্রমভ্রাদ্বৃষ্টিরগ্নের্বা এতা জায়ন্তে তস্মাদাহ তপোজাঃ" (শ্রুতি)

তপস্যার অগ্নি হইতে অপ্ উৎপন্ন হয়। প্রথমে অগ্নি হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র (মেঘ) ও অভ্র হইতে বৃষ্টি হয়, এই জন্য বৃষ্টি তপস্যাজাত বলিয়া ইহার নাম তপোজা হইয়াছে।

তপোদ (পুং) মগধের একটী তীর্থ।

তপোদান (ক্লী) তপ ইব দানং যত্র বহুব্রী। তীর্থভেদ, পুণ্য তীর্থের মধ্যে তপোদান একটী প্রধান তীর্থ। (ভারত ১৩।৫২ অঃ) [তীর্থ দেখ।]

তপোধন (ত্রি) তপোধনং যস্য বহুব্রী। ১ তপোরত, তপস্বী, যাহাদের তপস্যা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের আশক্তি নাই। তপোধন সকল মনঃ, বাক্য কায় প্রভৃতি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ পাপ করেন, সেই পাপ তপস্যা দ্বারা দগ্ধ হয়।

"যদ্‌কিঞ্চিদেনঃ কুর্ব্বন্তি মনোবাঙ্‌মূর্ত্তিভির্জনাঃ।
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহন্ত্যাশু তপসৈব তপোধনাঃ॥" (মনু ১১।২৪২)

[তপস্বিন্ দেখ।]

(ক্লী) তপ এব ধনং কর্ম্মধা। ২ তপোরূপ ধন। (ত্রি) তপঃ ধনং মূল্যং যস্য। ৩ তপস্যাদ্বারালভ্য স্বর্গাদি। ৪ দমনক বৃক্ষ। (রাজনি°)

তপোধনা (স্ত্রী) তপোধন-টাপ্। মুণ্ডীরীবৃক্ষ। (মেদিনী)

তপোধর্ম্ম (পুং) তপঃ এব ধর্ম্মোযস্য বহুব্রী। ১ তপস্যাই যাহাদের ধর্ম্ম, তপস্বী। তপসোধর্ম্মঃ ৬তৎ। ২ তপস্যার ধর্ম্ম। ৩ গ্রীষ্মকালের ধর্ম্ম।

তপোধৃতি (পুং) তপসি ধৃতিঃ সন্তোষো যস্য বহুব্রী। ১ তপোরত, তপস্বিবিশেষ। ২ সপ্তর্ষিভেদ, দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

তপোনিষ্ঠ (ত্রি) তপসি নিষ্ঠা যস্য বহুব্রী। তপস্যাদিরত।

তপোনিধি (পুং) তপএব নিধিঃ ধনং যস্য বহুব্রী। তপোধন, তপস্বী। "বিধেঃ সায়ন্তনস্যান্তে স দদর্শ তপোনিধিং।" (রঘু ১ সঃ)

তপোভৃৎ (ত্রি) তপোবিভর্ত্তি তপঃ ভৃ কিপ্ তুক্‌চ। তপোধারক, যাহারা তপস্যা ধারণ করে।

"স্বর্গে তপোভৃতাং রাজন্ ফলং পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ।" (হরিবংশ ৮ অঃ)

তপোময় (ত্রি) তপঃ প্রচুরঃ তপঃ স্রষ্টব্যপদার্থালোচনং তদাত্মকো বা তপস্-ময়ট্। ১ তপঃপ্রচুর। (পুং) ২ স্রষ্টব্য পদার্থালোচনাত্মক পরমেশ্বর।

"ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়স্তপোময়ঃ" (ভাগবত ২।৪।১৮)

তপোময়ী (স্ত্রী) তপোময়-ঙীপ্। তপঃপ্রচুরা, তপঃস্বরূপা। "প্রবিশ্য বদরীং পুণ্যাং মুনিজুষ্টাং তপোময়ীং।" (হরিবংশ ২৬৪ অঃ)

তপোমূর্ত্তি (পুং) তপঃ আলোচনভেদ এব মূর্ত্তি র্যস্য বা তপঃপ্রধানা মূর্ত্তি র্যস্য বহুব্রী। ১ পরমেশ্বর। ২ তপস্বী। ৩ সপ্তর্ষিভেদ, দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ) [তপসোমূর্ত্তি দেখ।]

তপোমূল (ত্রি) তপো মূলং যস্য বহুব্রী। ১ তপস্যাহেতু স্বর্গাদি। (পুং) ২ তামস মনুর পুত্রভেদ [তপস্য দেখ।]

তপোযুক্ত (ত্রি) তপসা যুক্তঃ ৩তৎ। তপস্যা দ্বারাযুক্ত।

তপোরতি (ত্রি) তপসি রতি র্যস্য বহুব্রী। ১ তপঃপরায়ণ। (পুং) ২ তামস মনুর পুত্রভেদ। [তপস্য দেখ।]

তপোরবি (পুং) তপসা রবিরিব। ১ সূর্য্য সদৃশ তেজোযুক্ত, তপস্ক। ২ দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় পুলহতনয় সপ্তর্ষিভেদ।

তপোরাশি (পুং) মহামুনি, মুনিশ্রেষ্ঠ।

তপোলোক (পুং) তপোনাম লোকঃ মধ্যালো° কর্ম্মধা°। ঊর্দ্ধস্থিত লোকবিশেষ, এই তপোলোক ভূতল হইতে চারিকোটি যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত আছে।

"চতুঃকোটিপ্রমাণং তু তপোলোকোস্তি ভূতলাৎ।"
(কাশীখ° ২৪।২০)

ভূ প্রভৃতি ৭টী লোক ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মার পাদদ্বয় হইতে ভূলোক, নাভি হইতে ভুবর্লোক, হৃদয় হইতে স্বর্লোক, বক্ষঃস্থল হইতে মহর্লোক, গ্রীবা হইতে জনলোক, স্তনদ্বয় হইতে তপোলোক ও মস্তক হইতে সত্যলোক উৎপন্ন হইয়াছে। (ভাগ° ২।৫।৩৮।৩৯) [বিশেষ বিবরণ সপ্তলোক দেখ।]

তপোবট (পুং) তপসো বট ইব। ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ। (ত্রিকা°)

তপোবন (ক্লী) তপসো বনং ৬তৎ। ১ তাপস-সেব্য বনবিশেষ, মুনিদিগের আশ্রম স্থান, যে স্থানে মুনিগণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তপস্যা করেন। ২ তন্নামক তীর্থবিশেষ, বৃন্দাবনস্থিত একটী বন। এইখানে গোপকন্যাগণ কাত্যায়নী-ব্রত করেন। ইহার নিকটেই চীরঘাট। (ভক্তমাল) [বৃন্দাবন দেখ।]

তপোবল (ক্লী) তপসঃ বলং ৬তৎ। তপস্যার বল, তপঃপ্রভাব।

তপোবৃদ্ধ (ত্রি) তপসা বৃদ্ধঃ ৩তৎ। তপস্যাদ্বারা বৃদ্ধ, তপোজ্যেষ্ঠ।

তপোহশন (পুং) ১ সপ্তর্ষিভেদ। [তপসোমূর্ত্তি দেখ।] ২ তাপস মনুর পুত্রভেদ। [তপস্ত দেখ।]

তপ্ত (ত্রি) তপ-ক্ত। ১ দগ্ধ। ২ তাপযুক্ত।

তপ্তকাঞ্চন (ক্লী) তপ্তং যৎ কাঞ্চনং কর্ম্মধা। অগ্নিসংযোগ দ্বারা বিমল কাঞ্চন।

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।" (দুর্গাধ্যান)

তপ্তকুম্ভ (পুং) তপ্তঃ কুম্ভো যত্র বহুব্রী। নরকভেদ। এই নরক অতিশয় ভয়ানক, ইহার চারিদিকে তপ্তকুম্ভ সকল পরিবৃত আছে। এই কুম্ভের মধ্যে লৌহচূর্ণ ও তৈল পূর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে অগ্নিশিখা সকল প্রজ্বলিত হইতেছে। যমদূতগণ দুষ্কর্ম্মকারী লোকদিগের মস্তক অধোদিকে করিয়া এই কুম্ভমধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিতেছে। গৃধ্রগণ নেত্র, অস্থি প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া তাহাতে নিঃক্ষেপ করিতেছে। সেই কুম্ভমধ্যে শিরঃ, গাত্র, স্নায়ু, মাংস, ত্বক্ ও অস্থি প্রভৃতি দ্রবীভূত হইলে যমকিঙ্করগণ দর্ব্বী (হাতা) দ্বারা ইহা ঘুটিয়া থাকে।

এই প্রকারে আবর্ত্তযুক্ত মহাতৈলে দুষ্কর্ম্মকারী লোকগণ উন্মথিত হইয়া অশেষবিধ যন্ত্রণাভোগ করে। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ) [বিশেষ বিবরণ নরক দেখ।]

তপ্তকৃচ্ছ্র (পুং ক্লী) তপ্তেন জলদুগ্ধাদিনা আচরিতং কৃচ্ছ্রং যত্র বা তপ্তেন আচরিতং। দ্বাদশাহ সাধ্য ব্রতবিশেষ। এই ব্রতে প্রথম তিন দিন তপ্তদুগ্ধ, দ্বিতীয় তিন দিন তপ্ত ঘৃত, তৃতীয় তিন দিন তপ্ত জল ও চতুর্থ তিন দিন তপ্ত বায়ু, সমাহিত চিত্ত হইয়া সেবন করিলে দ্বিজগণ পাপ হইতে বিমুক্ত হন। দুগ্ধ উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে যে উষ্ণবাষ্প উঠিতে থাকে, তাহাই তপ্ত বায়ু বলিয়া কথিত হইয়াছে। তপ্তবায়ু ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ দুগ্ধের উত্তপ্ত বাষ্প ভক্ষণ করিবে। দুগ্ধাদি ভক্ষণের পরিমাণ ষট্পল জল, ত্রিপল দুগ্ধ ও এক পল ঘৃত।

প্রায়শ্চিত্তবিবেকের মতে এই ব্রত ৪ দিনেও হইতে পারে। প্রথম তিন দিন যথাক্রমে দুগ্ধ, ঘৃত ও জল পান করিবে, চতুর্থ দিবসে উপবাস। ইহাকে চতুরহসাধ্যতপ্তকৃচ্ছ্র কহে*। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

"তপ্তকৃচ্ছ্রং চরন্ বিপ্রো জলক্ষীরঘৃতানিলান্।
প্রতি ত্র্যহং পিবেদুষ্ণান্ সকৃৎস্নায়ী সমাহিতঃ॥" (মনু ১১।২১৫)

তপ্তপাষাণকুণ্ড (পুং) তপ্তানাং পাষাণানাং কুণ্ডমিব। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তবালুক (পুং) তপ্তা বালুকা যত্র বহুব্রী। ১ নরকবিশেষ। [নরক দেখ।] (ত্রি) ২ উত্তপ্ত বালুকাময়।

"সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে" (ভাগবত ৩।৩০।২২)

তপ্তমাষ (পুং) তপ্তং মাষমিতং সুবর্ণাদিকং যত্র বহুব্রী। পরীক্ষাবিশেষ। একটী লৌহ বা তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে বিংশতি-পল তৈল ও ঘৃত স্থাপন করিয়া অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত করিতে হইবে। পরে তাহাতে এক মাষা সুবর্ণ নিক্ষেপ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা তাহা উত্তোলন করিলে যদি অঙ্গুলী দগ্ধ বা বিস্ফোটাদি না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে। (বৃহস্পতি)

ইহার আরও এক প্রকার বিধান এই—

সুবর্ণ, রাজত, তাম্র, লৌহ ও মৃণ্ময় পাত্র ধৌত করিয়া অগ্নিতে স্থাপন করিবে। তাহাতে গব্যঘৃত অথবা তৈল নিক্ষেপ করিবে। পরে প্রাড়্বিবাক (বিচারক) ধর্ম্মের আবাহন ও পূজাদি যথাবিধি করিয়া এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নি শুদ্ধ করিবেক।

"ওঁ পরং পবিত্রমমৃতং ঘৃতত্বং যজ্ঞকর্ম্মসু।
দহ পাবক পাপং ত্বং হিমশীতশুচৌ ভব॥"

পরে যে ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, তিনি শুদ্ধ, স্নাত, কৃতোপবাস ও আর্দ্র বস্ত্রযুক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্র মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক

"ওঁ ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরতি পাবক।
সাক্ষিমৎ পুণ্যপাপেভ্যো ব্রূহি সত্যং করে মম॥"

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া তপ্তমাষ উদ্ধার করিবে। যদি হস্ত দগ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ জানিতে হইবে। (দিব্যতত্ত্ব) [দিব্য দেখ।]

তপ্তমুদ্রা (স্ত্রী) তপ্তা অগ্নিসন্তপ্তা মুদ্রা কর্ম্মধা। শরীরে ধারণো-পযোগী অগ্নিসন্তপ্ত ভগবানের আয়ুধাদি চিহ্ন। [মুদ্রা দেখ।]

তপ্তরহস (ক্লী) তপ্তং রহঃ কর্ম্মধা অচ্ সমাসান্ত। ১ বহ্নি। ২ তপ্তবৎ নির্জ্জন স্থান, অন্যের অনধিগম্য স্থান

তপ্তরাজতৈল (ক্লী) আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈলবিশেষ।

প্রস্তুতপ্রণালী—সর্ষপ তৈল ৴৪ সের, নোড়, সজিনা, ধুতুরা, বাসব, নিসিন্দা, আকন্দ, দশমূল, করঞ্জ, বেড়েলা, প্রত্যেকের রস ৴৪ সের। কল্কার্থ পিপুল, বেড়েলা, শুঁঠ, পিপুলমূল, চিতামূল, কট্ফল, ধুতুরাবীজ, চই, জীরা, শুল্ফা, পুনর্ণবা, হরিদ্রা, দেবদারু, ঈশলাঙ্গলা, শুকমূলা, কুড়, দুরা-

* "তপ্তকৃচ্ছ্রং ব্রতং কুর্ব্বন্ ত্র্যহং সায়ং পিবেচ্ছুচিঃ।
ষট্পলানি সুতপ্তস্য তোয়স্য সুসমাহিতঃ॥
প্রভাতে ত্রীণি দুগ্ধস্য সুতপ্তস্য পিবেৎ ত্র্যহম্।
পানং ঘৃতস্য তপ্তস্য মধ্যাহ্নে ত্রিদিনং পিবেৎ॥
বায়ুভক্ষস্ত্র্যহং চান্ত্যং নির্দহেৎ পাতকং দ্বিজঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)
"তপ্তক্ষীরঘৃতাম্বুনামেকৈকং প্রত্যহং পিবেৎ।
একরাত্রোপবাসস্তু তপ্তকৃচ্ছ্রঃ সা সাধনং॥'
এতচ্চতুরহসাধ্যং তপ্তকৃচ্ছ্রম্।" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

লতা, কৃষ্ণজীরা, সিজআটা, আকন্দআটা, জয়পালমূল, নাগদনা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, রক্তচন্দন, সজিনামূল, উৎপল, মরিচ, যষ্টিমধু, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী ও বরুণছাল প্রত্যেক দুই তোলা। এই প্রকারে এই তৈল প্রস্তুত হয়। শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ এবং নেত্রশূল, কর্ণশূল, ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত, বাতশ্লেষ্মা, গলগ্রহ, সকল প্রকার শোথ, জ্বর, প্লীহা, শ্লেষ্মারোগ এই সকল রোগ উপশান্ত হয়।

আর এক প্রকার—

কটুতৈল /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কাথের নিমিত্ত ধুতুরা, (পূতিকা), ডহরকরঞ্জ, ঝাঁটী, জয়ন্তী, নিসিন্দা, শিরিষ, হিজল ও সজিনা মিলিত দশমূল প্রত্যেক দুইসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ মদনফল, ত্রিকটু, কুড়, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, কট্‌ফল, বরুণছাল, মুথা, হিজল, বেলশুঁঠ, হরিতাল, জবাপুষ্প, বিষ, মনছাল, কাকঁড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন, সজিনাছাল, যমানী ও বঁইটিমূল, প্রত্যেক দুই তোলা। ইহা দ্বারা শিরঃশূল, নেত্রশূল, কর্ণশূল, জ্বর, দাহ, স্বেদ, কামলা, পাণ্ডু ও ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত নষ্ট হয়।

শিরঃশূলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

তপ্তরূপক (ক্লী) তপ্তং বহ্নিশোধিতং রূপকং রূপ্যং কর্ম্মধা। বিশুদ্ধ রৌপ্য। (রাজনি°)

তপ্তশূর্ম্মিকুণ্ড (পুং) তপ্তা অগ্নিময়ী শূর্ম্মি লৌহপ্রতিমূর্ত্তি র্যত্র তথাবিধং কুণ্ডং যত্র বহুব্রী। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তশূর্ম্মী (পুং) তপ্তা শূর্ম্মী যত্র বহুব্রী। নরকবিশেষ। যদি পুরুষ সকল অগম্যা স্ত্রীতে ও নারী সকল অগম্য পুরুষে উপরত হয়, তাহা হইলে এই নরকে গমন করিয়া থাকে।

এই নরকে পুরুষ সকল তপ্তলৌহময়ী নারী আলিঙ্গন করিয়া ও নারী সকল তপ্ত লৌহময় পুরুষ আলিঙ্গন করিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে *। [নরক দেখ।]

তপ্তসুরাকুণ্ড (ক্লী) তপ্তায়াঃ সুরায়া কুণ্ডমিব। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তান্ন (ক্লী) তপ্তং অন্নং কর্ম্মধা। তপ্তঅন্ন, গরম ভাত।

তপ্তায়নী (স্ত্রী) তপ্তেন অয্যতেঽত্র অয়-ল্যুট্-ঙীপ্। ভূমিভেদ, দরিদ্রগণ সন্তপ্ত হইয়া যে ভূমি প্রাপ্ত হয়, তাহাকে তপ্তায়নী-ভূমি কহে। "তপ্তায়নী মেহসি" (শুক্লযজু° ৫।৯) 'তপ্তং পুরুষময়তি প্রাপ্নোতীতি তপ্তায়নী। যোহি দরিদ্রক্ষেত্ররহিতোঽহমিতি সন্তপ্যতে তং তাপোপশান্ত্যর্থং প্রাপ্নোবি যদ্বা তপ্তঃ সন্ নরো যস্যাং অয়তি সা তপ্তায়নী।' (বেদদীপ)

* "যস্থিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়ং পুরুষোঽগম্যং বা পুরুষং যোষিদভিগচ্ছতি তাবমুত্র কশয়া তাড়য়ন্তস্তিগ্ময়া শূর্ম্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়ন্তিস্ত্রিয়ঞ্চ পুরুষরূপয়া শূর্ম্ম্যা।" (ভাগ° ৫।২৬।২০)

তপ্য (পুং) তপ-যৎ। ১ শিব। "যজ্ঞাবাহায় দাত্রায় তপ্যায় তপনায় চ।" (ভারত ১৩।২৮৬ অ°) (ত্রি) ২ তপনীয়।

তপ্যতু (ত্রি) তপ-যতুন্। তাপক সূর্য্যাদি। "সূর্য্যস্তপতি-তপ্যাতুর্থা" (ঋক্ ২।২৪।৯) 'তপ্যতুস্তাপকঃ সূর্য্যঃ' (সায়ণ)

তফা (আরবী) উত্তম, উৎকৃষ্ট, চমৎকার, অদ্ভুত।

তফাৎ (আরবী) অন্তর, দূরত্ব, প্রভেদ।

তফরীক্ (আরবী) বিভাগ, অন্তর।

তফসীল (আরবী) জায়, তালিকা। বিশেষ দর্শন।

তবঈ (আরবী) ১ স্বাভাবিক। ২ চুম্বক, চূর্ণক।

তবক্ (আরবী) ১ স্তর। ২ থাক। ৩ অংশ। ৪ শ্রেণীভাগ।

তবকী (ত্রি) তবকযুক্ত।

তবল্ (আরবী) বাদ্যযন্ত্রভেদ।

তবলক্ (আরবী) তবলা।

তবলা (আরবী) বাদ্য যন্ত্রবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম তল-মৃদঙ্গ, ইহা সভ্য যন্ত্র।

তব (পারসী) পাকসাধন লৌহ পাত্রভেদ, তাওয়া।

তবাকা (আরবী) নির্ভর, আশা।

তবাজা (আরবী) ১ অবধান, দৈন্যভাব। ২ ভান। ৩ ফাঁকা শিষ্টাচার।

তবাস (আরব্য) অনুসন্ধান।

তবাহি (আরবী) বিপদ, আপদ, ধ্বংস।

তবিঅৎ (আরবী) ১ অধীনতা। ২ ত্যাগস্বীকার। ৩ স্বভাব, প্রকৃতি। ৪ শরীর।

তবীকুর (দেশজ) লতাভেদ। (Unona dumosa)

তবীল (আরবী) তহবীল, জিম্মা, বিশ্বাস, নির্ভর।

তবু (দেশজ) তথাপি।

তম (ক্লী) তাম্যত্যনেন তম করণে সংজ্ঞায়াং ঘঞর্থে ঘ। ১ অন্ধকার। ২ পাদাগ্র। ৩ তমোগুণ। ৪ রাহু। (পুং) ৫ তমালবৃক্ষ।

তমক (পুং) তাম্যত্যত্র তম-বুন্। শ্বাসরোগ ভেদ, এই শ্বাস রোগে তৃষ্ণা, স্বেদ, বমথুপ্রায় (সর্ব্বদা গা বমি ২ করা) ও কণ্ঠ ঘুর্ঘুরিকা হয়। দুর্দিনে (মেঘাচ্ছন্নদিন) ইহা অতিশয় বাড়িয়া উঠে। "তমকশ্বাসদুঃসাধ্যক্ষুদ্রসাধ্যতমস্তেষাং তমকঃ কৃচ্ছ্র উচ্যতে। ত্রয়ঃ শ্বাসা ন সিধ্যন্তি তমকো দুর্ব্বলস্য চ।" (সুশ্রুত)

তমকা (স্ত্রী) তমাল বৃক্ষ। (Phyllanthus Emblica)

তমঙ্গ (পুং) মঞ্চ স্থান।

তমঙ্গক (পুং) ইন্দ্রকোষ, মঞ্চক, বারাণ্ডা।

তমত (ত্রি) তম কাঙ্ক্ষায়াং অতচ্। তৃষ্ণাপর, তৃষিত।

তমপ্রভ (পুং) তমইব প্রভা অস্মিন্ বহুব্রী। নরকভেদ [নরক দেখ।]

তমর (ক্লী) তমং রাতি রা-ক। বঙ্গ।

তমরসেরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মলবার বিভাগের একটী গিরিপথ। অক্ষা° ১১° ২৯´ ৩০´´ ও ১১° ৩০´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪´ ৩০´´ ও ৭৬° ৫´ ১৫´´ পূঃ। কালিকট হইতে মহিসুর পর্য্যন্ত রাস্তা পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের উপর দিয়া তমরসেরি অভিমুখে গিয়াছে। কাফি প্রভৃতির রপ্তানির জন্ম এই পথটী বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

১৭৭৩ খৃঃ অব্দে কালিকটে যাত্রাকালে হায়দার আলি এবং মলবার আক্রমণ করিবার জন্ম সুলতান টিপু এই পথটী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তমরাজ (পুং) তমইব রাজতে রাজ-টচ্। শর্করাবিশেষ। পর্য্যায় শালক। ইহার গুণ জ্বর, দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্তনাশক। (রাজব°)

তমলা, একটী নদী, বর্দ্ধমান জেলায় উথরা গ্রামের পশ্চিমে সেরগড় পরগণা হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বমুখে ভোটরা গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া দামোদরে পতিত হইয়াছে।

তমলুক, বঙ্গদেশে মেদিনীপুর জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২১° ৫৩´ ৩০´´ ও ২২° ৩২´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৩৯´ ৪৫´´ ও ৮৮° ১৪´ পূঃ। এই স্থানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির বাস আছে, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই উপবিভাগে তমলুক, পাঁচকুড়া, মসলন্দপুর, সুতাহাটা এবং নন্দিগ্রাম এই পাঁচস্থানে ৫টী পুলিশ থানা আছে। ১৮৮৪ সালে এই মহকুমায় ৪টী ফৌজদারী, ২টী দেওয়ানী আদালত এবং ১৪৭ জন পুলিসের কর্ম্মচারী ও ১৩৮০ জন চৌকিদার ছিল।

এখানে ১১ জন বিখ্যাত জমিদার আছেন। এই মহকুমায় ভূমির আয় ১২৭৪১০ টাকা। তমলুক সহর ও কেলোমাল গ্রামটী প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্ব্বে তমলুক হিজলির কলেক্টরের অধীনে লবণ মহল ছিল।

পূর্ব্বকালে এখানে বৌদ্ধদিগের একটী বিখ্যাত সহর এবং পূর্ব্বদেশীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বহুদিন হইল, তমলুক হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সকল নিদর্শনই বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তমলুকের কোন কোন হিন্দু পরিবার বৌদ্ধদিগের ন্যায় মৃতদেহ কবরিত করে। রাজপুতকুলোদ্ভব ময়ূরবংশ পূর্ব্বে তমলুকে রাজত্ব করিতেন। ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ, গরুড়ধ্বজ এবং বিদ্যাধর রায়, তমলুকের এই প্রথম পাঁচজন রাজার সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তমলুকের অষ্টচত্বারিংশৎ রাজা কেশবরায় কর না দেওয়ায় ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে মোগল সম্রাট্ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন এবং ১৬৫৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হরিরায় এই রাজ্যশাসন করেন। হরিরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। ১৭০১ খৃঃ অব্দে হরিরায়ের ভ্রাতার বংশলোপ হইলে পুনরায় তমলুক রাজ্য একত্র হইয়া নারায়ণরায় ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তগত হয়। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে মীর্জা দিদার-বেগ বলপূর্ব্বক সিংহাসন হস্তগত করিয়া ১৭৬৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিজ অধিকারে রাখিলেন। উক্ত খৃঃ অব্দে গবর্ণরের আদেশে তমলুক পুনরায় সিংহাসনচ্যুত রাজার স্ত্রী সন্তোষপ্রিয়া এবং কৃষ্ণপ্রিয়ার অধিকারে আসিল। রাণী সন্তোষপ্রিয়ার দত্তক এবং কৃষ্ণপ্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র ছিল। ইহারা যথাক্রমে ।৵০ এবং ॥৵০ আনা অংশ পাইলেন। ১৭৯৫ অব্দে ॥৵০ আনার অংশীদার আনন্দনারায়ণ রায় ।৵০ আনা অংশীদার শিবনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে একটী দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। আনন্দনারায়ণ রায় অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পত্নী লক্ষ্মীনারায়ণ রায় এবং রুদ্রনারায়ণ রায় নামে দুইটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। ইহারা সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইলেন। কিন্তু দুই ভ্রাতার মধ্যে অনবরত বিবাদ বিসম্বাদ হওয়ায় ক্রমে উভয়েরই সম্পত্তি নষ্ট হইল।

তমলুক পরগণায় কয়েকটী বাঁধ আছে; এই জন্ত বন্যায় দেশ ভাসিয়া যায় না। গঙ্গা ও রূপনারায়ণের নিকট তমলুক অবস্থিত। এই জন্ম এই প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্য সহজেই অন্যত্র চালান দেওয়া যাইতে পারে। চাউল, নারিকেল, তুঁত এবং নানাবিধ শাকসবজি এই পরগণার বাণিজ্য দ্রব্য। এই পরগণায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে।

তমলুকের অনেক অধিবাসী পূর্ব্বে লবণ প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এখানকার লবণের ব্যবসায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই প্রদেশ ইংরাজগবর্মেন্টের হস্তগত হইলে গবর্মেন্ট লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন আর তমলুকবাসিগণ লবণ প্রস্তুত করিতে পারে না। ইহাতে অনেক দরিদ্রলোকের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে।

তমলুক গঙ্গার মোহানার নিকট অবস্থিত। ৪র্থ হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশ হইতে বাণিজ্যপোত এই স্থানে আগমন করিত।

গঙ্গার পশ্চিম মোহানার নিকটস্থ তমলুকের অধিবাসী-দিগকে দমলিপ্ত বা তমলিপ্ত কহে।

তমলুক অতিশয় সমৃদ্ধিশালী বলিয়া অনেক পুস্তকে বর্ণিত আছে। রত্নাকর নামে তমলুকে একটী সহর ছিল। এই নামের অস্তিত্ব ক্রমেই লোপ পাইতেছে। রত্নাকর নামেই প্রাচীন তমলুকের ধনশালিতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করে।

এই উপবিভাগের ভূ-পরিমাণ ৬২০ বর্গমাইল। ইহার অধীনে ১৫২২ খানি গ্রাম আছে। ১৮৫২ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে তমলুক উপবিভাগে পরিণত হইয়াছে। এখানে ৫১৫ একর জমি জায়গীর আছে।

২ উক্ত তমলুক উপবিভাগের সদর। অক্ষা' ২২° ১৭´ ৫০´´ উঃ, এবং দ্রাঘি' ৮৭° ৫৭´ ৩০´´ পূঃ, মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব অংশে ও রূপনারায়ণ নদীর উপর অবস্থিত। তমলুক সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। এই স্থানে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করে; হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তমলুক সহর মেদিনীপুর জেলার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র।

আধুনিক ইতিহাসে তমলুক বৌদ্ধদিগের একটী বন্দর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। খৃঃ ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান এই স্থান হইতে অর্ণব-যানে আরোহণ করিয়া সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। ইহার ২৫০ বর্ষ পরে হিউএন্ সিয়াং তমলুকে আসিয়াছিলেন। তিনিও তমলুককে বৌদ্ধধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই স্থানে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-মঠ ও বৌদ্ধসন্ন্যাসী এবং মহারাজ অশোক নির্ম্মিত ২৫০ ফিট্ উচ্চ একটী স্তম্ভ ছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবনতির পরও এই স্থান সামুদ্রিক বাণিজ্যের আগার বলিয়া বর্ণিত আছে। বহুসংখ্যক ধনাঢ্য বণিক ও জাহাজা-ধিকারী এই বন্দরে বাস করিত। নীল, তুঁত, পশম এবং বঙ্গ ও উড়িষ্যার বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রাচীন তমলুক নগর হইতে বিদেশে রপ্তানি হইত। পূর্ব্বে নগরের নীচেই সমুদ্র প্রবাহিত ছিল; সমুদ্র দূরে সরিয়া গেলেও ইহার বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। ৬৩৫ খৃঃ অব্দে হিউএন্ সিয়াং এই নগরের নিম্নেই সমুদ্র দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সমুদ্র নগরের ৬০ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। গঙ্গার মোহানায় মৃত্তিকাস্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় তমলুক এখন গঙ্গার নিকট হইতে দূরে পড়িয়াছে। কৃষকগণ কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিবার সময় ১০ হইতে ২০ ফিটের মধ্যে অনেক সামুদ্রিক শুক্তি পায়।

প্রাচীন ময়ূরবংশের শাসনকালে পরিখা ও দৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ৮ মাইল ভূমির উপর রাজবাটী নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান কৈবর্ত্তরাজগণের প্রাসাদের পশ্চিমাংসে উক্ত ময়ূরবংশের রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়; উহার অন্য কোন চিহ্ন নাই। কৈবর্ত্তরাজ-প্রাসাদ রূপনারায়ণ নদীতটে ৩০ একর জমীর উপর অবস্থিত।

তমলুকের বর্গভীমা (কালী) দেবীর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেকগুলি আখ্যায়িকা আছে। নিম্নের বর্ণনাটী তমলুকের অধিকাংশ অধিবাসী বিশ্বাস করে। ময়ূরবংশীয় রাজা গরুড়ধ্বজের আদেশে একজন ধীবর রাজার ভক্ষ্যার্থ প্রত্যহ শোলমাছ আনয়ন করিত। একদিন ধীবর দুরদৃষ্টবশতঃ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও শোলমাছ পাইল না। ইহাতে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। দরিদ্র ধীবর কোন উপায়ে কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জঙ্গলে পলায়ন করিল। এই স্থানে ভীমাদেবী তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে যথাযথ সমস্ত প্রকাশ করিল। বর্গভীমা তাহাকে কতকগুলি মাছ ধরিয়া শুকাইয়া রাখিতে বলিলেন। দেবী একটী কূপের উল্লেখ করিয়া ধীবরকে জানাইলেন যে, এই কূপের জল প্রক্ষেপ করিলে তাহার ইচ্ছামত মাছ জীবিত হইবে। ধীবর দেবীর অনুগ্রহে উক্ত উপায়ে প্রত্যহ রাজাকে মাছ যোগাইতে লাগিল। সকল সময়েই ধীবর মাছ আনিতেছে, ইহা দেখিয়া রাজা অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং কি উপায়ে মাছ আনিতে সমর্থ হইতেছে ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে প্রথমে এই গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতে অসম্মত হইল; কিন্তু পরিশেষে রাজার ভয়ে সেই মৃতসঞ্জীবক কূপের কথা বলিল। ভীমাদেবী ধীবরের প্রতি অনুগ্রহ পরবশ হইয়া তাহার বাটীতে বিরাজ করিতেছিলেন; কিন্তু কূপের বিষয় প্রকাশ করায় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি ধীবরের গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং প্রস্তর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপবেশনাবস্থায় কূপের মুখের নিকট রহিলেন। ধীবর রাজাকে কূপটী দেখাইয়া দিল। রাজা কূপের নিকট যাইতে পারিলেন না; তিনি সেই প্রস্তরমূর্ত্তির উপর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই মন্দিরই বর্ত্তমান বর্গভীমার মন্দির। কথিত আছে, এই কূপে কোন দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা স্বর্ণে পরিণত হইত। দেবীর মন্দিরটী রূপনারায়ণ নদীর তটে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। [তাম্রলিপ্ত দেখ।]

আবার তমলুকের বর্ত্তমান কৈবর্ত্তবংশীয় রাজগণ বলেন

তাঁহাদের আদিপুরুষ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অপর একটী উপাখ্যানে আমরা অবগত হই যে, ধনপতি নামক জনৈক প্রসিদ্ধ বণিক রূপনারায়ণ নদী দিয়া যাইবার কালে তমলুক বন্দরে অবরোহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি কোন এক ব্যক্তিকে একটী স্বর্ণকলস লইয়া যাইতে দেখিলেন। কথা প্রসঙ্গে, তাহার নিকট অবগত হইলেন যে, নিকটবর্ত্তী একটী ঝরণার জল পিত্তলকে স্বর্ণ করিতে পারে। সেই ব্যক্তি তাহাকে ঝরণাটী দেখাইয়া দিল, ধনপতি তমলুক-বাজারের সমস্ত পিত্তল ক্রয় করিয়া স্বর্ণে পরিণত করিলেন, এবং সিংহলের অধিবাসীদিগের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান্ হইলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তমলুকে এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। এই মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য অতিশয় বিস্ময়জনক। মন্দিরটী ত্রিরাবৃত্ত প্রাচীরে বেষ্টিত, দেখিতে বিশেষ সুন্দর। প্রাচীরটী ৬০ ফিট্ উচ্চ, পত্তনের উপর ইহা ৯ ফিট্ প্রস্থ। এই মন্দিরের স্থানে স্থানে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে এত উচ্চে যে, কিরূপে এই প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডগুলি উত্তোলন করা হইয়াছে, তাহা ভাবিলে তমলুকবাসীদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। মন্দিরের চূড়ায় বিষ্ণুচক্র দৃষ্ট হয়। মন্দিরটী ৪ অংশে বিভক্ত, (১) বড় দেউল (এই স্থানে দেবীমূর্ত্তি স্থাপিত), (২) জগমোহন, (৩) যজ্ঞমণ্ডপ, (৪) নাটমন্দির। মন্দিরের বহির্ভাগের দরজা হইতে সাধারণ রাস্তা পর্য্যন্ত কতকগুলি সিঁড়ি এবং সিঁড়ির উভয়পার্শ্বে ২টী স্তম্ভ আছে। মন্দিরের অধিকৃত স্থানের মধ্যে বাহিরের দিকে একটী কেলিকদম্ব বৃক্ষ দেখা যায়। প্রবাদ, এই বৃক্ষের অনুগ্রহ হইলে বন্ধ্যানারীও সন্তান লাভ করে। স্ত্রীগণ বৃক্ষের অনুগ্রহলাভার্থ তাহাদের চুলে দড়ি প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষশাখার সহিত ইট ঝুলাইয়া রাখে।

বর্গভীমাদেবীকে সকলেই অতিশয় ভয় করে। দেবীর রাগ অতিশয় প্রচণ্ড। ১৮শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীগণ বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে যখন তমলুকে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দেবীর ভয়ে তথায় কোনরূপ অত্যাচার করিল না; পক্ষান্তরে দেবীকে অতিশয় ধূমধামের সহিত অর্চ্চনা করিল। মন্দিরের নিকটে রূপনারায়ণ নদী প্রশান্ত, কিন্তু কিয়দ্দূরেই ইহার বেগ অতিশয় তীব্র। অধিবাসিগণ বলে, রূপনারায়ণ নদী দেবীর ভয়ে ভীত হইয়াই মন্দিরের নিকটে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়। অনেকবার নদী বর্দ্ধিত হইয়া মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছিল এবং একবার মন্দির হইতে নদীর ৫ গজ মাত্র ব্যবধান ছিল। জলের আঘাতে মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় পুরোহিতগণ পলায়ন করিলেন। কিন্তু নদীর জল আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। মন্দির নিরাপদে রহিয়া গেল।

তমলুকে বিষ্ণুর একটী মন্দির আছে। প্রবাদ, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব তমলুকে আসিলে তমলুকের ময়ূরবংশীয় রাজা তাম্রধ্বজ সেই অশ্ব ধৃত করিলেন। সুতরাং অশ্বরক্ষক সৈন্যদিগের সেনাপতি অর্জ্জুনের সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে তাম্রধ্বজ জয়লাভ করিয়া কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকে আবদ্ধ করিয়া আনিলেন। কৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণু; এই জন্য কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আবদ্ধ করায় তাম্রধ্বজের পিতা তাহাকে অতিশয় তিরস্কার এবং কৃষ্ণের বিস্তর অনুনয় করিলেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবেন এই আশায় একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিতে রাজা আদেশ দিলেন। এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের নাম জিষ্ণু ও নারায়ণ। প্রায় ৫।৬ শত বর্ষ গত হইল, স্থানীয় নদী এই মন্দিরটীকে আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহদ্বয়কে রক্ষা করা হইয়াছিল। এই বিগ্রহের জন্য গোপ-জাতীয় কোন স্ত্রীলোক একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছে। এই মন্দিরের আকৃতি ও নির্ম্মাণ-কৌশল বর্গভীমাদেবীর মন্দিরের সদৃশ।

তমলুক অতি প্রাচীন সহর। ইহার সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্ত। মহাভারতেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ দেখা যায়। দশকুমারচরিত, বৃহৎকথা প্রভৃতি গ্রন্থে তাম্রলিপ্তি বঙ্গদেশের প্রধান বন্দর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপাবলীর সহিত তাম্রলিপ্তের যথেষ্ট বাণিজ্য চলিত এবং সমুদ্র হইতে ৮ মাইল মাত্র দূরে এই সহর অবস্থিত ছিল। তাম্রলিপ্তে হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলে ইহা হিন্দুধর্ম্মের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

কেহ কেহ তমসা লিপ্তঃ অর্থাৎ পাপকলঙ্কিত, এই দুই কথা হইতে তাম্রলিপ্তের ব্যুৎপত্তি নির্দ্ধারণ করেন। ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বকালে এই স্থানে ধর্ম্মনিয়ম তাদৃশ প্রতিপালিত হইত না। যাহা হউক, তাম্রলিপ্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যান প্রচলিত আছে—বিষ্ণু কল্কিঅবতারে দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্ত হইলে তাঁহার গাত্র হইতে তাম্রলিপ্তে ঘর্ম্ম পতিত হইল। দেবঘর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হওয়ায় এই স্থান পবিত্র ক্ষেত্রে পরিণত ও ইহার নাম তাম্রলিপ্ত হইল। সংস্কৃত গ্রন্থবিশেষে লিখিত আছে

যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণদিকস্থ তাম্রলিপ্ততীর্থে স্নান করিলে নরগণ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। আরও কথিত আছে, যখন মহাদেব দক্ষকে বিনাশ করিলেন, তখন ব্রহ্মহত্যা পাপ-হেতু তাঁহার হস্ত হইতে দক্ষের ছিন্ন মস্তক পরিভ্রষ্ট হইল না। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি দেবগণের শরণ লইলেন। দেবগণ তাহাকে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিতে পরামর্শ দিলেন। মহাদেব তাম্রলিপ্ত ব্যতীত অপর সমস্ত তীর্থেই গমন করিলেন। কিন্তু তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তাহার হস্তে দক্ষের মস্তক ঘর্ম্মলিপ্ত অবস্থায় রহিয়া গেল। তখন তিনি হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই কালে বিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তাম্রলিপ্তে যাইতে বলিলেন। তদনুসারে মহাদেব তাম্রলিপ্তে যাইয়া বর্গ-ভীমা ও জিষ্ণুনারায়ণের মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী জলাশয়ে স্নান করিলেন। স্নান করিবামাত্র দক্ষের মস্তক তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। এই জন্য এই স্থানকে কপাল-মোচন কহে এবং ইহা একটী প্রধান তীর্থক্ষেত্ররূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কালক্রমে এই স্থানটী নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। এখনও বহুসংখ্যক যাত্রী পূর্ব্বে যে স্থানে বিষ্ণু মন্দির অবস্থিত ছিল, সেই স্থানে বারুণী পর্ব্বোপলক্ষে স্নান করিয়া থাকে।

তাম্রলিপ্তের প্রাচীনতম রাজগণ ক্ষত্রিয় এবং ময়ুর-বংশ-সম্ভূত। এই রাজগণের প্রকৃত ঐতিহাসিক ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ময়ুরধ্বজপ্রমুখ পাঁচজন রাজার বিষয়ে অনেক আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। ময়ুরবংশের শেষ রাজার নাম নিঃশঙ্কনারায়ণ। ইনি নিঃ-সন্তান অবস্থায় গতায়ু হন। ইহার মৃত্যুর পর কালু ভুঁইয়া নামা জনৈক সরদার তাম্রলিপ্তের সিংহাসন অধিকার করি-লেন। এই কালুভুঁইয়া তাম্রলিপ্তের কৈবর্ত্ত-রাজবংশের আদিপুরুষ। পাশ্চাত্য লেখকগণের বিশ্বাস কৈবর্ত্তগণ আদিম নিবাসী ভুঁইয়াদিগের সন্ততি এবং ইহারা পরবর্ত্তিকালে হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে।

বৃটিশগবর্মেণ্টের অধীনে এই সহরে ফৌজদারী ও দেও-য়ানি বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে একটী থানা, একটী দাতব্য ঔষধালয় ও একটী ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। [তাম্রলিপ্ত, মেদিনীপুর ও ময়নাগড় প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

তমস্ (স্ত্রী) তাম্যত্যনেন তম-অসুন্ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) প্রকৃতির গুণবিশেষ।

তমস (পুং) তম-অসচ্। (অত্যবিচমিতমীতি। উণ্ ৩।১১৭) ১ কূপ। ২ অন্ধকার। (স্ত্রী) ৩ নগর।

তমসা (স্ত্রী) তমইব জলমস্ত্যস্যাঃ তমস্-অচ্-টাপ্। নদী-বিশেষ। ইহা একটী তীর্থ স্থান, যাহার নাম স্মরণ করিলে সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়, তাহার নাম তমসা।

'যস্যাঃ স্মরণাৎ তাম্যতি পাপং সা তমসা।' (জয়মঙ্গল)

রামচন্দ্র বনগমন সময়ে এই তমসা নদী তীরে প্রথম রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সুমন্ত্র রামচন্দ্রের সহিত এই নদীতীর পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়াছিলেন, পরদিন প্রভাতে এই নদীতীর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। (রামা° ২।৪৫ অঃ)

বামনপুরাণের মতে—শোন, নর্ম্মদা, সুরসা, মন্দাকিনী, তমসা, করতোয়া প্রভৃতি নদী অতিশয় বেগবতী, এবং এই সকল নদী বিন্ধ্যাচল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

"মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটাহি বেদিকা।
চিত্রোৎপলা বৈ তমসা করতোয়া পিশাচিকা॥"
"বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাশ্চ নদ্যপুণ্যজলাঃ শুভাঃ।"

(বামনপু° ১৬ অঃ)

এই নদীর জল অতিশয় পবিত্র, পাপবিনাশক এবং দৈব ও পৈত্রাদি কার্য্য করিলে আশুফলপ্রদ। এই নদী জগতের মাতৃস্বরূপা ও মহাসাগরের পত্নী। (বামনপু°)

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহার উৎপত্তি ঐ একরূপই দেখা যায়। (মার্ক° ৫৮।২২-২৫) ইহার বর্ত্তমান নাম তোন্‌স্।

তমসা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বাল রাজ্য ও দেরাদুন জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থলের নিকট-বর্ত্তী যমুনোত্তরীর উত্তরাংশে অক্ষা° ৩১° ৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৪০´ পূঃ। সমুদ্রতট হইতে ১২৭৮৪ ফিট্ উচ্চ হইতে এই নদী উত্থিত হইয়াছে। উৎপত্তি-স্থান হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ৩১ ফিটের অনধিক এবং জলও হাঁটুর অধিক নহে। ৩০ মাইল পর্য্যন্ত পশ্চিমবাহিনী; ইহার স্থানে স্থানে কতকগুলি নির্ঝর আছে। ৩০ মাইল পরেই ইহা রূপী নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই স্থলে ইহার বিস্তৃতি ১২০ ফিট্। ১৯ মাইল পরে পাবর নদীর সহিত তমসার মিলন দৃষ্ট হয়। এই স্থান হইতে উক্ত মিলিত নদী জৌনসর, ববার এবং জুব্বল ও শিরমুর রাজ্যের সীমারূপে প্রবাহিত হইয়াছে। এইখানে তমসা কতকগুলি উচ্চ নীচ চূর্ণপ্রস্তরময় গহ্বরের মধ্য দিয়া প্রায় ঠিক দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে; কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ইহা শলবী নদীর সহিত মিলিয়াছে, পরে ৩০° ৩০´ উঃ, অক্ষা° এবং ৭৭° ৫৩´ পূঃ দ্রাঘি° মধ্যে যমুনায় পড়িয়াছে।

তমসার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মাইল। যমুনার সহিত সঙ্গম-স্থলে তমসাকে যমুনাপেক্ষা বৃহত্তর দেখায়। সুতরাং ইহাকেই প্রধানরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

তমসার দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল। ইহার উৎপত্তিস্থলের ২৬ মাইল দূরে বামতট দিয়া জব্বলপুর হইতে আলাহাবাদের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। আলাহাবাদ হইতে মীর্জাপুরের রাস্তা দিয়া চলিতে হইলে তমসার মোহানার ১২ মাইল দূরে এই নদী পার হইতে হয়। এই নদীর উপর দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের সেতু আছে। গ্রীষ্মকালে এই নদীর স্থানে স্থানে নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। জলের বেগ অতি প্রচণ্ড, সময় সময় বান হয়, হঠাৎ জল ২৪।২৫ ফিট্ উচ্চ হইয়া উঠে। ইহার জল ৬৫ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে।

সতনি, বেহাবা, মোহন, বেলুন, মেওতি এবং অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্রনদী তমসার সহিত মিলিত হইয়াছে। দেরাদুনে মহেশপুর এবং আলাহাবাদের রামনগরের নিকট এই নদী প্রবাহিত। মহাকবি ভবভূতি উত্তরচরিতে এই নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে এই নদী ও মুরলা সীতার সখীরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

তমসাকৃত (ত্রি) তমসাচ্ছন্ন।

তমস্সুক (আরবী) দলিল, অধমর্ণ রাজকীয় পত্রে যাহা লিখিয়া দিয়া উত্তমর্ণের নিকট ঋণ স্বরূপ অর্থাদি গ্রহণ করে, খত।

তমস্ক (ত্রি) তমস্-কন্। তমঃস্বরূপ।

তমস্কান্ত (পুং) তমসঃ কান্তঃ ৬তৎ। কস্কাদি° বিসর্গস্য সঃ। তমঃসমূহ। "ক্ষপাতমস্কান্তমলীমসং নভঃ" (মাঘ)

তমস্ততি (স্ত্রী) তমসাং ততিঃ ৬তৎ। ১ অন্ধকারসমূহ। তমিস্র। (মেদিনী)

তমস্বৎ (ত্রি) তমস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। তমোযুক্ত।

তমস্বতী (স্ত্রী) তমস্বৎ-ঙীপ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

তমস্বিন্ (ত্রি) তমো হস্তীতি তমস্ বিনি সান্তত্বাৎ মত্বর্থে ন বিসর্গঃ। ১ তমোযুক্ত।

তমস্বিনী (স্ত্রী) তমস্বিন্ ঙীপ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

তমাক, [তামাক দেখ।]

তমাচা (পারসী) চড়, থাবড়।

তমাম্ (আরবী) সম্পূর্ণ।

তমাল (পুং ক্লী) তম্যতে কাঙ্ক্ষ্যতে তম- কালন্ (তমিবিশিবিড়ীতি। উণ্ ১।১১৭) ১ পত্রক, তেজপাত। (পুং) ২ বৃক্ষবিশেষ, তমাল গাছ। পর্য্যায়—কালস্কন্ধ, তাপিঞ্ছ, নীলতাল, তমালক, নীলধ্বজ, কালতাল, মহাবল। (Xanthocymus pictorius) এই বৃক্ষ দেখিতে অতিশয় মনোরম। ২০ হইতে ২৭।২৮ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে অনেক স্থানে এই বৃক্ষ জন্মে। তমালের ফুল বৃহৎ ও শাদা। বৈশাখ মাসে ফুল ফুটিয়া থাকে। তমাল ফলও অত্যন্ত সুন্দর এবং দেখিলেই ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে। ইহার আয়তন কমলানেবুর ন্যায়; উপরিভাগ কুলের ন্যায় মসৃণ, উজ্জ্বল ও পীতবর্ণবিশিষ্ট। কিন্তু এই ফল তীব্র অম্লরসযুক্ত। ইহার বহিস্ত্বক্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টক। কোমল অংশ (যে স্থানে বীজ জন্মে) অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এই অংশ ভক্ষণ করিলেও কাহারও কাহারও প্রায় দুই দিবস পর্য্যন্ত দাঁত টকিয়া থাকে। এইরূপ তীব্র অম্লতা স্বত্বেও তমাল ফলের একরূপ সুস্বাদ আছে। শ্রাবণ ভাদ্রমাসে এই ফল পাকে। এই কালে শৃগালেরা ঐ ফল বহু পরিমাণে ভক্ষণ করে। তমাল-ফলের আচার সুখাদ্য নহে।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—মধুর, বল্য, বৃষ্য, শৈত্য, গুরু, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও শ্রমশান্তিকর। (রাজনি°)

এই বৃক্ষের সার শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং উপরিস্থ ত্বক্ মলিনাভ। পত্র তেজঃপত্রাকৃতি। ইহার ছায়া অন্ধকারময় ও সচঞ্চল। ইহার পর্য্যায়গত নীলতাল, কালতাল ও নীলধ্বজ শব্দত্রয় দ্বারা ইহাকে নীলবর্ণের তালসদৃশ তরু বলিয়া ভ্রম জন্মে। ফলে ইহার সার তালতরুর সদৃশ এবং ফল তালফলাকৃতি, তজ্জন্য নীলতাল কালতাল কহে। তমালদল পর্য্যুষিত হয় না *। ৩ তিলকবৃক্ষ। ৪ খড়্গভেদ। ৫ বরুণবৃক্ষ। ৬ কৃষ্ণখদির। ৭ বংশত্বক্।

তমালক (ক্লী) তমালপত্রবৎ বর্ণেন কায়তি কৈ-ক। ১ সুনিষণ্ণ শাক। তমালমেব স্বার্থে কন্। ২ পত্রক, তেজপাত। ৩ স্থলপদ্ম। (পুং) ৪ তমালবৃক্ষ। [তমাল দেখ।]

তমালপত্রচন্দনগন্ধ (পুং) বুদ্ধভেদ।

তমালিকা (স্ত্রী) তমালাঃ সন্ত্যত্র তমাল-ঠন্। ১ তাম্রলিপ্ত প্রদেশ, তমলুক। ২ তাম্রবল্লী। ৩ ভূম্যামলকী। (রাজনি°)

তমালিনী (স্ত্রী) তমালো তমালবর্ণো হস্ত্যস্যাঃ ইতি ইনি ঙীপ্। ২ তমোলিপ্ত, তমলুক। (হেম°)

তমালী (স্ত্রী) তম-কালন্ গৌরা° ঙীষ্। ১ তাম্রবল্লী। ২ মঞ্জিষ্ঠা। ৩ বরুণবৃক্ষ।

তমি (পুং) তম্যতে গ্লায়তে হত্র তম-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ১ রাত্রি। ২ মোহ।

তমিন্ (ত্রি) তম-ঘিনুণ্ (শমিত্যষ্টাভ্যো ঘিনুণ্। পা ৩।২।১৪১) অন্ধকারযুক্ত।

* "বিল্বপত্রঞ্চ মাধ্যঞ্চ তমালামলকীদলং।
কহ্লারং তুলসীচৈব পদ্মকং মুনিপুষ্পকং॥
এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকং॥"(যোগিনীতন্ত্র)

তমিনাথ (পুং) তমীনাং নাথঃ ৬তৎ। নিশানাথ, চন্দ্র।

তমিষীচি (স্ত্রী) তমিং মোহং সিঞ্চতি সিচ-ইন্ সংজ্ঞায়াং ষত্বং পৃষো° দীর্ঘঃ। ১ অপ্সরোভেদ।

"যাঃ ক্লন্দান্তমিষীচয়োঽক্ষকামা মনোমুহঃ" (অথর্ব্ব ২।২।৫)

(ত্রি) ২ বলবান্। "নিরত্রসন্ তমিষীচীরভৈষুঃ" (ঋক্ ৮।৪৮।১১) 'তমিষীচী বলবত্যঃ' (সায়ণ)

তমিস্র (ক্লী) তমোঽস্ত্যত্র (জ্যোৎস্না তমিস্রেতি। পা ৫।২।১১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ বা তমিস্রা অস্ত্যাস্ত্রয়ত্বে-নাস্ত অচ্। ১ অন্ধকার। ২ ক্রোধ। ৩ নরকবিশেষ।

"অমঙ্গলানাঞ্চ তমিস্রমুল্বণং বিপর্য্যয়ঃ কেন তদেব কস্যচিৎ।" (ভাগবত ৪।৭।৪৪)

তমিস্রপক্ষ (পুং) তমিস্রং অন্ধকারং তৎপ্রধানো পক্ষঃ মধ্যলো°। কৃষ্ণপক্ষ।

তমিস্রা (স্ত্রী) তমো বহুত্বমস্তি অস্যাং (জ্যোৎস্না তমিস্রেতি। পা ৫।২।১১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অন্ধকার রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ নিশা, তমোযুক্ত রাত্রিমাত্র। ২ দর্শরাত্রি। ৩ তমস্ততি, অন্ধকার রাশি।

"সূর্য্যতপত্যা বরণায় দৃষ্টেঃ কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্রা।" (রঘু ৫।১৩)

তমী (স্ত্রী) তমি-ঙীষ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

তমুষ্টুহীয় (ক্লী) তমুষ্টুহি ইত্যাদিকর্চমধিকৃত্য প্রবৃত্তঃ ইতিচ্ছ। সূক্তভেদ।

তমেরু (ত্রি) তাম্যতি তম-এরু। গ্লানিযুক্ত।

"অতমেরু র্যজ্ঞো ২তমেরু র্যজমানস্য প্রজা ভূয়াৎ।" (শুক্লযজুঃ ১।২৪) 'তমু গ্লানৌ তাম্যতীতি তমেরু ঔণাদিক এরু প্রত্যয়ঃ ন তমেরুঃ অতমেরুঃ। ভস্মাচ্ছাদনেন গ্লানিরহিতো ভবতু।' (বেদদীপ°)

তমোগা (ত্রি) ১ অন্ধকারে গমনকারী। (পুং) ২ শুক্রের নামান্তর।

তমোগু (পুং) রাহু।

তমোগুণ (পুং) তমসঃ গুণঃ ৬তৎ। প্রকৃতির তৃতীয় গুণ, এই গুণের প্রাধান্য হইলে মনুষ্য সকল কাম ক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলে। [তমস্ দেখ।]

তমোঘ্ন (পুং) তমোঽন্ধকারং বা মোহং অজ্ঞানং হন্তি হন-টক্। ১ সূর্য্য। ২ বহ্নি। ৩ চন্দ্র। ৪ বুদ্ধ। ৫ বিষ্ণু। ৬ শিব। ৭ জ্ঞান। ৮ দীপ। (ত্রি) ৯ তমোনাশক।

তমোজ্যোতিস্ (পুং) তমসি জ্যোতির্যস্য বহুব্রী। জ্যোতি-রিঙ্গণ, খদ্যোত।

তমোদর্শন (স্ত্রী) পৈত্তিক জ্বর।

তমোনুদ্ (ত্রি) তমোঽজ্ঞানং অন্ধকারং বা নুদতি নুদ-ক্বিপ্। ১ অগ্নি। ২ সূর্য্য। ৩ চন্দ্র। ৪ দীপ। (ত্রি) ৫ তমোনাশক।

তমোনুদ (পুং) তমোনুদতি নুদ-ক (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৫) ১ অগ্নি। ২ চন্দ্র। ৩ ঈশ্বর, প্রকৃতিপ্রেরক।

"ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥" (মনু ১।৬)
'তমোনুদঃ প্রলয়াবস্থাধ্বংসকঃ।' (মেধাতিথি)

(ত্রি) ৪ অন্ধকারনাশক। ৫ অজ্ঞাননাশক।

তমোঽন্তকৃৎ (পুং) তমসোঽন্তং করোতি কৃ-ক্বিপ্। ১ যিনি সমস্ত অজ্ঞান বিনাশ করেন। ২ সকল অন্ধকারনাশক।

তমোঽন্ত (ক্লী) গ্রহণ ভেদ, যে দশবিধ উপায়ে গ্রহণ হইতে পারে, তাহার একটী।

তমোঽপহ (পুং) তমোঽন্ধকারং অপহন্তি অপ-হন-ড (অপে ক্লেশতমসোঃ। পা ৩।২।৫০) ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। ৩ অগ্নি। ৪ বোধ। (ত্রি) ৫ তমোনাশক প্রদীপাদি। ৬ মোহনাশক।

"তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেৎ" (বেদান্তকা°)
বুদ্ধিদ্বারা অজ্ঞান রাশিকে বিনষ্ট করিবে।

তমোভিদ্ (পুং) তমস্তিমিরং ভিনত্তি নাশয়তি ভিদ্-ক্বিপ্। ১ খদ্যোত। (ত্রি) ২ তমোভেদক।

তমোভিদ (পুং) তমো ভিনত্তি ভিদ-ক। ১ খদ্যোত (ত্রি) ২ তমোভেদক।

তমোভূত (ত্রি) ১ অন্ধকারকৃত। ২ অজ্ঞ।

তমোমণি (পুং) তমসি অন্ধকারে মণিরিব। ১ খদ্যোত। ২ গোমেদক মণি। (রাজনি°)

তমোময় (ত্রি) তম আত্মকং তমঃ প্রচুরং বা তমস্ ময়ট্। ১ অন্ধকারাত্মক, অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ২ অজ্ঞানাবৃত। ৩ তমঃ-প্রচুর। (পুং) ৪ রাহু। "তমোময়ং সৈংহিকেয়াখ্যং" (বৃহৎস° ৫।৩) রাহুর কোন প্রকার আকার নাই, উহা অন্ধকারময়।

তমোহরি (পুং) তমসোহরিঃ ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। ৩ অগ্নি। ৪ জ্ঞান।

তমোলিপ্তী (স্ত্রী) তমসা লিপ্যতে লিপ-ক্ত নিপাতনাৎ ঙীপ্। জনপদবিশেষ, তমলুকের নামান্তর। পর্য্যায় তামলিপ্ত, বেলাকুল, তমালিকা, দামলিপ্ত, তমালিনী, স্তম্বপূ, বিষ্ণুগৃহ। (হেম°) [তমলুক দেখ।]

তমোবিকার (পুং) তমসৈব বিকারো যত্র বহুব্রী। ১ রোগ। তমসো বিকার ৬তৎ। তমোগুণের বিকার, নিদ্রা ও আলস্য প্রভৃতি [তমস্ দেখ।] ৩ তমিস্রা, রাত্রি। (শব্দার্থচি°)

তমোবৃধ্ (ত্রি) তমসি বা তমসা বর্দ্ধতে বৃধ-ক্বিপ্। ১ ঘোর

অন্ধকারে আচ্ছন্না রজনীতে ভ্রমণশীল রাক্ষসাদি। ২ অজ্ঞান বৃদ্ধ। "স্থর্পয়তং বৃষণা তমোবৃধঃ" (ঋক্ ৭।১৪০।১) 'তমোবৃধঃ তমসা আবরকেণ অন্ধকারেণ মায়ারূপেণ বর্দ্ধমানান্ তমসি রাত্রৌ বর্দ্ধমানান্ বা' (সায়ণ)

তমোহন্ (ত্রি) তমো হন্তি হন-ক্বিপ্। ১ অজ্ঞাননাশক "জ্যোতীরিয়ং শুক্রবর্ণং তমোহনং" (ঋক্ ১।১০৪।১) ২ অন্ধকারনাশক সূর্য্য চন্দ্র। "তমোহা যদি পাপেণ ত্রয়েণৈব হি বীক্ষিতঃ" (জ্যোতিস্তত্ব)

তমোহর (ত্রি) তমো হরতি হৃ-অচ্। ১ অজ্ঞাননাশক ২ অন্ধকারনাশক। (পুং) ৩ চন্দ্র। ৪ সূর্য্য।

তম্পা (স্ত্রী) তম্বতি গচ্ছতি তম্ব-অচ্ পৃষো° সাধুঃ। সৌর-ভেয়ী গাভী।

তম্বা (স্ত্রী) তম্বতি তম্ব্-অচ্-টাপ্। গাভী।

তম্বিকা (স্ত্রী) তম্ব-ণ্বুল্-টাপ্ কাপি অত ইত্বং। গাভী। (হেম°)

তম্বী (আরবী) শাসন, তাড়ন, ধমকান, তাগাদা।

তম্বীর (পুং) তম্ব-ঈরন্। যোগভেদ। "বলী রাশ্যন্তগোহন্যর্ক্ষ-গামী দীপ্তাংশকৈর্ম্মুহুঃ। দত্তেহন্যস্মৈ কার্য্যকরস্তম্বীরো লগ্ন-কার্য্যয়োঃ" (নীলকণ্ঠতা°) [যোগ দেখ।]

তম্বু (হিন্দী) তাঁবু।

তম্বুলী (দেশজ) পাণবিক্রেতা। [তাম্বূলী দেখ।]

তম্বৌর, অযোধ্যার সীতাপুর জেলার বিসবান তহসীলের একটী পরগণা। ইহার উত্তরে খেরি জেলা এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে কুন্ত্রি, বিসবান এবং লাহরপুর পরগণা। ভূ-পরিমাণ ১৯০ বর্গমাইল। এই পরগণায় বহু নদী প্রবাহিত। উত্তরে দহাবর নদী এবং পশ্চিমে ঘর্ঘরা, চৌকা ও কতকগুলি ক্ষুদ্র নদী মধ্যদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পরগণার সর্ব্বত্রই তরাই এবং গাঞ্জর মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। এই মাটি অতিশয় আর্দ্র, ক্ষেত্রে জলসেচনের আবশ্যক হয় না। বর্ষাকালে পরগণার প্রায় সকল গ্রামই জল প্লাবিত হইয়া পড়ে। চৌকা ও দহাবর নদী প্রায়ই প্রবাহপথ পরিবর্ত্তন করে। এই দুইটী নদী যে যে গ্রামে প্রবাহিত, প্রতিবর্ষেই সেই সেই গ্রামের কিয়দংশ গ্রাস করে।

তম্বৌর পরগণার কুরমী ও মুরাও কৃষকগণ চাষ কার্য্যে বিশেষ সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ।

পরগণায় ১৬৬ খানি গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে ৮০ খানি তালুক। ইহার ৪৩ খানি গৌড় রাজপুতগণের অধিকার-ভুক্ত। ৮৬ খানি গ্রাম জমিদারী। ইহারও ৪০ খানির অধিকারী গৌড়রাজপুত।

তম্বৌর পরগণায় সোরা প্রস্তুত হয়। একটী রাস্তা পরগণা ভেদ করিয়া সীতাপুর হইতে মল্লাপুর চলিয়া গিয়াছে।

২ উক্ত সীতাপুর জেলার বিসবান তহসীলের একটী সহর। মল্লাপুরের ৬ মাইল পশ্চিমে এবং সীতাপুর সহরের ৩৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ৭০০ বৎসরের অধিককাল গত হইল, তাম্বূলীগণ এই নগর প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাদের নামানুসারে ইহার 'তম্বৌর' নাম হইয়াছে।

আহ্মদাবাদ গ্রাম তম্বৌর নগরের অন্তর্নিবিষ্ট। ইহা এখন কুরমী পঞ্চায়তের হস্তগত।

এই স্থানে একটী স্কুল, বাজার, মহাদেবের মন্দির ও এক মহাত্মার কবর আছে। তথাকার ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাণ সরোবরটী ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এখানে পূর্ব্বে একটী দুর্গ ছিল।

তম্র (ত্রি) তাম্যত্যনেন তম করণে র। গ্লানিসাধন। "প্রতম্রা অবপত্তমাংসি" (ঋক্ ১০।৭৩।৫)

তয়ফা (আরবী) তয়ক্ অর্থে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করা। পূর্ব্বে রজনীযোগে চৌকীদারের ন্যায় গায়কগায়িকারা বাটী বাটী ফিরিয়া গান করিত, সেই জন্য আধুনিক নৃত্যকারিণী স্ত্রীদিগকে তয়ফা বলা যায়। নর্ত্তক-সম্প্রদায়।

তর (পুং) তৃ ভাবে অপ্ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ১ তরণ, পার হওয়া। ২ কৃশানু, অগ্নি। ৩ বৃক্ষ। (ভূরিপ্র°) ৪ প্রত্যয়-বিশেষ, দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে গুণবাচক শব্দের পর তর প্রত্যয় হয়। ৫ পথ। ৬ গতি। ৭ সন্তরণ। ৮ পারাণি কড়ি।

"দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরো ভবেৎ।" (মনু ৮।৪০৬)

তরকশ (পারসী) তূণীর।

তরকশী (পারসী) তূণীরযুক্ত।

তরকারী (হিন্দী) ১ ভক্ষ্য শাকসবজি। ২ ব্যঞ্জন। ৩ আনাজ, ব্যঞ্জনের যোগ্য ফলমূলাদি।

তরক্ষ (পুং) তরক্ষু পৃষোদরাদ্বুলোপঃ। [তরক্ষু দেখ।]

তরক্ষু (পুং) তরং বলং মার্গং বা ক্ষিণোতি ক্ষিণ্ ডু। ব্যাঘ্রবিশেষ, নেকড়িয়া বাঘ, পর্য্যায় তর্ক্ষু, মৃগাদন, তরক্ষুক। (শব্দার°)

ইহারা মাংসাশী হিংস্রজন্তু। ব্যাঘ্রের সদৃশ আকার ও সর্ব্বাঙ্গ রেখাদি দ্বারা চিত্রিত বলিয়া ইহাদিগকে হায়নাও বলে। (Hyæna striata)। ইহাদের আকার কুক্কুরের অপেক্ষা ঈষৎ বড়, গাত্রের চর্ম্ম পিঙ্গলবর্ণ লোমাবৃত এবং কপিশ রেখান্বিত, স্কন্দ ও পৃষ্ঠদেশে কেশরের ন্যায় দীর্ঘলোমা-বলিযুক্ত। ইহাদের সম্মুখের পদদ্বয় পশ্চাতের পদদ্বয় অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ এবং পুচ্ছ ক্ষুদ্র। উদরের ডোরা সকল সুস্পষ্ট, পৃষ্ঠের বর্ণ ঘোরাল থাকায়, তাহার বক্র ডোরা সকল স্পষ্ট লক্ষ্য হয় না।

ইহাদের দন্ত দুই পাটী অতি সবল ও দৃঢ়, এমন কি অস্থি পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিতে পারে। ইহারা ভারতবর্ষ, সিংহল, আফ্রিকা, আরব প্রভৃতি স্থানে বাস করে। গভীর অরণ্যে থাকিতে ইহারা ভালবাসে না। বিরল গুল্মপূর্ণ পর্ব্বতের গুহা, নদীতীরস্থ বনের প্রান্ত প্রভৃতি স্থানেই ইহারা বাস করে। দিবাভাগে পর্ব্বতগুহায় বা অরণ্য মধ্যে গর্ত্তে নিদ্রা যায় এবং সন্ধ্যার পর শ্মশানে, লোকালয়ের ধারে বা প্রান্তরে আহারান্বেষণে নির্গত হয়। ইহারা শব মাংস খায় ও উহার অস্থি চর্ব্বণ করিতে ভালবাসে। কুকুর, বিড়াল, গোরু, ছাগল ইত্যাদি পাইলে ধরিয়া লইয়া যায়।

ইহাদের গর্জ্জনে একরূপ বিকট শব্দ হয়, কুকুরেরা উহা শুনিলে দৌড়িয়া সেই দিকে যায়; তরক্ষুও সেই সুযোগে তাহাকে ধরিয়া লয়। স্বভাবতঃ ইহারা ভীরু প্রকৃতি। মানুষকে প্রায় আক্রমণ করে না। সমতল ক্ষেত্রে ইহারা অধিক বেগে দৌড়িতে পারে না বটে, কিন্তু পার্ব্বত্য স্থানে ইহাদের দ্রুতগতি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। শৈশবাবস্থায় পোষমানাইলে ইহারা পোষমানে, কিন্তু অতিশয় উত্তেজিত বা বিরক্ত করিলে ভয়ানক হয়। নানা স্থানে নানা প্রকার তরক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকলেরই স্বভাবাদি প্রায় একরূপ।

ইহাদের গুহ্য দ্বারের নিম্নে থলির আকারে চর্ম্ম কোঁকড়ান, এই জন্য পূর্ব্বে গ্রীক দেশীয় লোকেরা বিশ্বাস করিত ইহারা উভয় লিঙ্গ। প্লিনি, ইলিয়াস্ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ আবার লিখিয়া গিয়াছেন, ইহারা একবর্ষ পুংলিঙ্গ থাকে, পরবৎসর স্ত্রী হয়। এইরূপ আরও অনেক অলীক উপাখ্যান থাকায় গ্রীক-ঐন্দ্রজালিকগণ ইহাদের অস্থিচর্ম্ম লোমাদি যাদুকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আশ্চর্য্যশক্তিসম্পন্ন বোধে সাদরে রাখিয়া দিত।

তরক্ষুক (পুং) তরক্ষু-স্বার্থে কন্। [তরক্ষু দেখ।]

তরখা (হিন্দী) তরঙ্গ, দ্রুতবেগ।

তরঙ্গ (পুং) তরতি প্লবতে ইতি তৃ-অঙ্গচ্ (তরত্যাদিভ্যশ্চ। উণ্ ১।১১৯) ঊর্ম্মি, ঢেউ।

বায়ুদ্বারা নদী প্রভৃতির জল সঞ্চালিত হইয়া তির্য্যক্ ঊর্দ্ধাদিভাবে যাইতে থাকে, এই প্রকার গতির নাম তরঙ্গ। একমাত্র বায়ুই তরঙ্গের কারণ। পর্য্যায় ভঙ্গ, ঊর্ম্মি, ঊর্ম্মী, বিচি, বিচী, হলী, বিলি, লহরি, লহরী, জললতা, ভৃঙ্গি, উৎকলিকা, ঊর্ম্মিকা। (জটাধর) ২ বস্ত্র। ৩ হয় প্রভৃতির সমুৎফাল, অশ্ব প্রভৃতির প্লুত গমন। (উজ্জ্বল)

তরঙ্গক (পুং) তরঙ্গ-স্বার্থে কন্। ঢেউ। [তরঙ্গ দেখ।]

তরঙ্গভীরু (পুং) তরঙ্গেন ভীরুঃ ৩তৎ। চতুর্দ্দশমনুর পুত্রভেদ

তরঙ্গিণী (স্ত্রী) তরঙ্গিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নদী। "গজবাজি-মনুষ্যাণাং শোণিতানাং তরঙ্গিণী।" (ভারত ভী° ৯৪ অঃ)

তরঙ্গিত (ত্রি) তরঙ্গঃ সঞ্জাতো২স্য তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ জাত তরঙ্গ। ২ চঞ্চল। ৩ ভঙ্গি বিশিষ্ট।

তরঙ্গিন্ (ত্রি) তরঙ্গো২স্ত্যস্য তরঙ্গ-ইনি। তরঙ্গযুক্ত।

তরজমা (আরবী) অনুবাদ, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় প্রয়োগ।

তরজা (আরবী) সঙ্গীতসংগ্রাম, একদল গানে প্রশ্ন করে, অপর একদল গান গাহিয়া তাহার উত্তর দেয়। যে দল ভাল উত্তর দিতে পারে, তাহারই জয় হয়। মুসলমান নবাবগণের সময়ে এই গীতের বড় আদর ছিল। এখন আর সেরূপ আদর নাই। এখন অসভ্য ও নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণই প্রায় এই গান করিয়া থাকে। ইহা অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ, তবে ইহাতে উপস্থিত বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তরণ (পুং) তীর্য্যতে অনেন তৃ করণে ল্যুট্। ১ প্লব, ভেলক। ২ স্বর্গ। (ক্লী) ভাবে ল্যুট্। ৩ প্লবনপূর্ব্বক দেশান্তর গমন। ৪ পারগমন। ৫ সন্তরণ।

"ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"
(মোহমুদ্গর ৬)

তরণ-তারণ, পঞ্জাবের অমৃতসর জেলার দক্ষিণভাগে অবস্থিতি একটী তহসীল। এই তহসীলের সর্ব্বত্রই প্রকাণ্ড প্রান্তর, ইহার অধিকাংশ স্থলেই চাষ হইয়া থাকে। ভূপরিমাণ ৫৯৬ বর্গমাইল। এই তহসীলের সহর এবং গ্রামের সংখ্যা ৩৪৩। তরণতারণে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্নধর্ম্মীর বাস, মুসলমানের সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক।

এই তহসীলে গম, যব, জোয়ার, কলাই, ধান, ভুট্টা, ইক্ষু, তুলা এবং বিবিধ প্রকার শাক সবজি উৎপন্ন হয়। তহসীলের বার্ষিক আয় ২৯৩৮৯০৲ টাকা। এখানে ১টী ফৌজদারী ও ২টী দেওয়ানী বিচারালয় আছে। একজন তহসীলদার ও একজন মুন্সেফ সমস্ত বিচার করিয়া থাকেন। এই তহসীলে ৪টী থানা এবং অনেকগুলি কনেষ্টবল ও চৌকিদার আছে।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান সহর। অক্ষা° ৩১° ২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৮´ পূঃ। অমৃতসর সহরের ১২ মাইল দক্ষিণে শতদ্রু ও বিপাসা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী লোক এই সহরে বাস করে।

গুরু রামদাসের পুত্র গুরু অর্জ্জুন এই নগর স্থাপন করিয়াছেন। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নগর মধ্যে একটী মনোরম সরোবর ও তৎপার্শ্বে একটী শিখ ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবাদ, যে কুষ্ঠরোগী সন্তরণ দ্বারা এই সরোবর পার হইতে পারে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করে, এই জন্যই সহরের নাম তরণ-তারণ হইয়াছে। সরোবরের পার্শ্বস্থিত মন্দিরের প্রতি মহারাজ রণজিৎ সিংহের অগাধ ভক্তি ছিল। তিনি এই মন্দিরকে বহুমূল্য দ্রব্য দ্বারা অলঙ্কৃত এবং উপরিভাগ তাম্রের গিল্টিপাত দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছিলেন। উক্ত সরোবরের উত্তর তটে নবনেহালসিংহ-নির্ম্মিত উচ্চ স্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তরণতারণ মঞ্জার রাজধানী বলিয়া খ্যাত। ইহা বারি দোয়াবের মধ্যস্থল। এই স্থল ইতিহাসে শিখদিগের দুর্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এখনও এই স্থান হইতে বৃটীশ গবর্মেণ্ট বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।

অমৃতসরের সহিত এই সহরের বাণিজ্য চলে। এই স্থানে লৌহের পাত্র প্রস্তুত হয়।

ইহার কিছু দূরেই বারি দোয়াব খালের সোত্রাওন্‌শাখা। এই শাখা হইতে একটী নালা দিয়া তরণ-তারণের সরোবরে জল প্রবেশ করিয়া সরোবরকে জল পূর্ণ রাখে। এই নালাটী ঝিন্দের রাজার ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সহরে বিচারালয়, পুলিস থানা, সরাই, চিকিৎসালয়, ডাকঘর এবং বিদ্যালয় আছে। অমৃতসর এবং লাহোর বিভাগের দরিদ্র কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য যে কুষ্ঠাশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা সহরের বহির্ভাগে অবস্থিত। সহরের উপকণ্ঠে অনেক কুষ্ঠরোগীর বাস। ইহারা বলে যে, গুরু অর্জ্জুন ইহাদের আদিপুরুষ।

তরণি (পুং) তীর্য্যতানেন তৄ-অনি (অর্ত্তি সৃ ধৃ ধমীতি। উণ্ ২।১০৩) ১ সূর্য্য। ২ ভেলক। ৩ অর্কবৃক্ষ। ৪ কিরণ। ৫ তাম্র। (স্ত্রী) ৬ নৌকা। ৭ ঘৃতকুমারী। ৮ তারক, উদ্ধারকর্ত্তা। ৯ শীঘ্রগন্তা।

"যেবা ধৃষু তরণীন্ যো বহন্তি" (ঋক্ ৭।৬৭।৮) 'তরণীন্ তারকান্' (সায়ণ) ১০ শত্রুকে উত্তীর্ণ করিয়া বর্ত্তমান। "পৃৎসু তরণির্নাবা" (ঋক্ ৩।৪৯।৩) 'শত্রূনুত্তীর্য্য বর্ত্ততে তরণি' (সায়ণ)

তরণি-তনয় (পুং) তরণেঃ সূর্য্যস্য তনয়ঃ ৬তৎ। সূর্য্যপুত্র যম, শনি, কর্ণ।

তরণিধন্য (পুং) শিব।

তরণিপেটক (পুং) তরণিঃ পেটক ইব। কাষ্ঠাম্বুবাহিনী, জলতোলা কেটো। (জটাধর)

তরণিপোত (পুং) তরণেঃ পোত ইব। কাষ্ঠাম্বুবাহিনী, জলতোলা কেটো। (জটাধর)

তরণিমণি (পুং) তরণিপ্রিয়ঃ মণিঃ। সূর্য্যপ্রিয় মাণিক্য।

তরণিরত্ন (ক্লী) তরণিঃ সূর্য্য স্তৎ প্রিয়ং রত্নং মধ্যলো° কর্ম্মধা। পদ্মরাগমণি, মাণিক্য। (রাজনি°)

তরণী (স্ত্রী) তরণি ঙীষ্। ১ নৌকা। ২ পদ্মচারিণী লতা। ৩ ঘৃতকুমারী। (রাজনি°)

তরণীসেন (পুং) বিভীষণের পুত্র ও একজন রামভক্ত। বিভীষণের কথায় রামচন্দ্র ইহাকে যুদ্ধ স্থলে বিনাশ করেন। (কৃত্তিবাসী রামা°) বাল্মীকি রামায়ণে এই তরণীসেনের কথা কিছুই লিখিত হয় নাই।

তরণীয় (ত্রি) তৄ-অনীয়র্। তরণযোগ্য।

তরণ্ড (পুং ক্লী) তরতি প্লবতে তৄ বাহুলকাৎ অণ্ডচ্। ১ বড়িশীসূত্রবদ্ধ কাষ্ঠ, ছিপ্, মৎস্য ধরিবার সূত্রের মধ্যে বদ্ধ ফাতা। ২ প্লব, ভেলা। ৩ নৌকা। ৪ কুম্ভতুম্বী বা কদলীপত্রের ভেলা। ৫ দেশবিশেষ। (শব্দরত্নাবলী)

তরণ্ডক (ক্লী) তরণ্ড সংজ্ঞায়াং কন্। ১ তীর্থভেদ।

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র! দ্বারপালং তরণ্ডকং।
তচ্চ তীর্থং সরস্বত্যাং যক্ষেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ॥" (ভারত বন° ৮৩ অঃ)

[তীর্থ দেখ।] ২ বড়িশসূত্রবদ্ধ লঘু কাষ্ঠভেদ, মৎস্য ধরিবার সূত্রের মধ্যে বদ্ধ ফাতা।

"সংসারসাগরাবর্ত্তপতজ্জন্তুতরণ্ডকম্॥" (কাশীখ° ২২ অঃ)

তরণ্ডপাদা (স্ত্রী) তরণ্ডঃ প্লবনশীলঃ পাদঃ প্রায়েন তুরীয়াংশো যস্যাঃ বহুব্রী°। নৌকা। (শব্দর°)

তরণ্ডী (স্ত্রী) তরত্যনয়া তরণ্ড গৌরা° ঙীষ্। নৌকা। (শব্দর°) হারাবলীতে তরণ্ডা এইরূপ পাঠ আছে।

তরৎসম (ত্রি) তরৎ সমেত্যাদি ঋচঃ সন্ত্যত্র। ইতি অচ্। পাবমান সূক্তান্তর্গত সূক্তভেদ। [তরৎসমন্দীয় দেখ।]

তরৎসমন্দীয় (ক্লী) পাবমানসূক্তান্তর্গত সূক্তভেদ, মানব সকল যদি অপ্রতিগ্রাহ্য (যাহা প্রতিগ্রহ করিতে পাপ জন্মে) অর্থাদি প্রতিগ্রহ করে, অথবা বিগর্হিত অন্ন ভক্ষণ করে, তাহা হইলে এই সূক্ত তিন দিন জপ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

"প্রতিগৃহ্যা প্রতিগ্রাহ্যং ভুক্‌ত্বাচান্নং বিগর্হিতম্।
জপংস্তরৎসমন্দীয়ং পূয়তে মানবস্ত্র্যহাৎ॥" (মনু ১১।২৫৪)

তরতিব্ (আরবী) ১ সজ্জিত। ২ নিয়মানুযায়ী।

তরতম (ত্রি) তরেতি তমেতি প্রত্যয়ার্থৌ বোধ্যতয়া অস্ত্যত্র অচ্। ন্যূনাধিক।

তরদ্ (স্ত্রী) তরত্যনেন তৄ বাহুলকাদদি। ১ প্লব, ভেলা। তৄ কর্ত্তরি অদি। ২ কারণ্ডব পক্ষী। (মেদিনী)

তরদী (স্ত্রী) তরেণ তরণেন দীপ্যতে খণ্ডাতে দো খণ্ডনে ঘঞর্থে-ক, গৌরা° ঙীষ্। কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ, কণ্টকিবৃক্ষ। পর্য্যায়—তারদী, তীব্রা, খর্বু্রা, রক্তবীজকা। ইহার গুণ তিক্ত, মধুর, গুরু, বল্য ও কফনাশক। (রাজনি°)

তরদ্দুদ্ (আরবী) ১ অসম্মতি, ইতস্ততঃ করা। ২ চিন্তাকৌশল।

তরদ্বটী (স্ত্রী) পকান্নভেদ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ও দধি দ্বারা মর্দ্দিত ফেণিবাতাসা একত্র করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। পরে ঘৃতে মন্দ মন্দ অগ্নিতে পাক করিয়া কর্পূর ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিলে তরদ্বটী প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ বল্য, পুষ্টিকর, হৃদ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক; স্নিগ্ধ ও কফকারক। (শব্দার্থচি°) *

তরদ্বেষস্ (পুং) শত্রু আক্রমণকারী ইন্দ্র।

তরন্ত (পুং) তরতীতি তৃ ঝচ্। (তৃভূবহিবসীতি। উণ্ ৩।১২৮) ১ সমুদ্র। ২ প্লব, ভেলা। ৩ ভেক। ৪ রাক্ষস।

তরন্তী (স্ত্রী) তরন্ত গৌরা° ঙীষ্। নৌকা।

তরন্তুক (ক্লী) কুরুক্ষেত্রস্থ স্থান ভেদ। [কুরুক্ষেত্র দেখ।]

তরপণ্য (ক্লী) তৃ ভাবে অপ্ তরস্তরণং তস্য পণ্যং। আতর, পারাণি কড়ি।

তরফ্ (আরবী) ১ পক্ষ, দিক্। ২ শেষসীমা, ধার। ৩ মহালের অন্তর্গত গোমস্তাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন স্থানকে তরফ কহে।

তরফ, চট্টগ্রাম বিভাগের একটী প্রধান জমি বিভাগ। এই বিভাগ হইতে অধিক রাজস্ব আদায় হয়। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে গবর্মেণ্ট কৌন্সিল এই বিভাগের জমীদারদিগের স্বত্ব স্থির করেন। জমীদারদিগের অধিকৃত-মহল জরিপ করিয়া বন্দোবস্ত করা হইল। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দের জরিপ অনুসারেই ১৭৯০ খৃঃ অব্দে তরফে দশশালা বন্দোবস্ত হয়, এবং পরে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে এই দশশালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইল। ১৭৬৪ অব্দে যে জমীগুলির বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কেবলমাত্র সেই জমীগুলির মালিকানা স্বত্ব গবর্মেণ্ট ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তরফদারগণ উক্ত বন্দোবস্তের বহির্ভূত অনেকগুলি জমী আপনাদিগের অধিকারভুক্ত করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রামে গবর্মেণ্ট পক্ষীয় বন্দোবস্তকারী রিকেটস্ সাহেব এই অধিকারকে চৌর্য্যাধিকার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

রিকটস্ সাহেব জরিপ করিয়া কতকগুলি জমী বাহির করিয়া তাহাদের উপর কর নির্দ্ধারিত করিলেন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে মহালগুলির সংখ্যা ৩৩৮১ ছিল, কিন্তু ১৮৪৮ অব্দের বন্দোবস্তের পর ইহার সংখ্যা ৩৩২০ এবং ১৮৭৫ অব্দে ৩৩৭৮ দৃষ্ট হয়। এই কালে ৪৪৩,১৩৭৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইতে দেখা যায়। কিন্তু অনেকগুলি জমী নদীশিখস্থ হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে রাজস্ব কিছু কমিয়া গিয়াছে।

তরফগুলির আয়তন ক্ষুদ্র। এগুলি এক থানার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন মৌজায় অথবা একই মৌজায় বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। তরফগুলির এরূপ অবস্থিতি ও আকৃতি সম্বন্ধে অনেকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণা আছে। কেহ কেহ বলেন, হুমায়ুন ও সেরসাহের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হেতু গৌড় অধিবাসিগণ শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের জঙ্গলময় প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকে। বঙ্গদেশের সুবাদার অথবা তাহার করদ জমীদারবর্গের অধীনতা স্বীকার না করিয়া ইহারা প্রথমে খুসবাস অবস্থায় থাকেন। এই খুসবাসগণ চট্টগ্রামে তরফদার নামে পরিচিত। গৌড় অধিবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে চট্টগ্রামে আসিয়াছিল। এখানে ভূরি পরিমাণ জমী দেখিয়া ইহারা ইচ্ছামত এক এক স্থানে বাস করিতে লাগিল। প্রত্যেক অধিনায়ক তাঁহার বশীভূত লোকদিগের জন্য কতকগুলি জমী অধিকার করিলেন। অবশিষ্ট ভূ-ভাগ চট্টগ্রাম কৌন্সিলের ঘোষণা অনুসারে ১৬৬৫ হইতে ১৭৬০ খৃঃ অব্দের মধ্যে কতকগুলি বিদেশী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। প্রত্যেক অধিনায়কের অধীন জমীগুলি একত্র সন্নিবেশিত ছিল। জরিপ-কালে এগুলি যে অধিনায়কের অধীনে ছিল, গবর্মেণ্ট তাহার তরফ বলিয়া গণ্য করিলেন। অপর একটী কল্পনায় আমরা অবগত হই যে এক ব্যক্তির অনেকগুলি উত্তরাধিকারী ছিল। সেই উত্তরাধিকারিগণ জমী বিভক্ত করিয়া লইলেন। কালক্রমে এক এক মহাজন অনেক মালিকের অংশ খরিদ করিলেন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে এক এক মহাজনের অধিকৃত বিভাগগুলি তাহার নামে তরফ-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। তরফ-উৎপত্তি সম্বন্ধে তৃতীয় একটী মত প্রচলিত আছে। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে বন্দোবস্তের কর্ম্মচারীবর্গ তাহাদের কার্য্যে পারদর্শিতা হেতু পুরস্কার স্বরূপ কতকগুলি ভিন্ন জমী পাইলেন। এই জমীগুলি তাহারা এক এক মহালের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। এই মহালগুলিই শেষে তরফ নামে খ্যাত হইয়াছে। চট্টগ্রামে কানুনগো নামে কতকগুলি তরফ আছে। এই তরফগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিচ্ছিন্ন।

কালেক্টরীর হিসাবে চট্টগ্রামে ৩৩৭৮ সংখ্যক তরফ দৃষ্ট

* "ঘৃতেন মর্দ্দিতাং দধ্না ফেণিকামেলয়েত্ততঃ।
বিধায় বটিকাস্তস্যা ঘৃতে মন্দাগ্নিনা পচেৎ॥
প্রলিপ্তাঃ খণ্ডপাকেন কর্পূরেণ বিমিশ্রয়েৎ।
তত এতাঃ সমরিচাস্তরদ্বটাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ॥" (শব্দার্থচিন্তামণি)

হয়। জেলার মধ্যভাগেই তরকের সংখ্যা অধিক। উত্তরাংশে কতেকচরি থানার অধীনে ইহার সংখ্যা সমধিক অল্প।

তরবালিকা (স্ত্রী) করপালিকা পৃষো' সাধুঃ। খড়্গাভেদ, (হেম') [খড়্গ দেখ।]

তরমান (পুং) তর শানচ্‌। যাহা দ্বারা পার হওয়া যায়, ১ নৌকা, তরি। (ত্রি) ২ নদী প্রভৃতি পার হইতেছে।

তরমুজ [তরম্মুজ দেখ।]

তরম্মুজ (ক্লী) তরং তরলং অম্বুবৎ জায়তেঽত্র জন বহুলবচনাৎ ড। ফলবিশেষ, এই ফলের মধ্যে জল থাকে। পর্য্যায়—কালিন্দক, কৃষ্ণবীজ ও ফলবর্ত্তুল। ইহার গুণ শীতল মলরোধক, মধুর রস, পাকে মধুর, গুরু, বিষ্টম্ভি, অভিষ্যন্দকারক এবং দৃষ্টিশক্তি, শুক্র ও পিত্তনাশক। পক্কফলেরগুণ পিত্তবৃদ্ধিকারক, উষ্ণ, ক্ষার এবং কফ ও বায়ুনাশক। ইহার পত্রের গুণ তিক্ত ও রক্তস্থাপক। (পথ্যাপথ্যবি') জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা তিথিতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে মহাকালী তৃষ্ণাতুরা হইয়া পিতৃকাননে ভ্রমণ করেন, ইহা জানিয়া যে ব্রাহ্মণ তদুদ্দেশে তরমুজফল দান করেন, তাহাতে হরপ্রিয়া মহাকালী এই ফল ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া বরপ্রদান করিয়া থাকেন এবং সেই ব্যক্তি চিরায়ুঃ হয়।* এইজন্য জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন অর্দ্ধরাত্রি সময়ে তরমুজ ফল মহাকালীকে উৎসর্গ করা উচিত।

(উত্তরকামাখ্যাতন্ত্র)

প্রাচীন মহাদ্বীপের প্রায় সর্ব্ব দেশে এই তরমুজ পাওয়া যায়। উষ্ণ প্রধান দেশেই ইহা অধিক পরিমাণে জন্মে। হিন্দি ভাষায় ইহাকে তরবুজা, তরমুজ, খরবুজ প্রভৃতি, গুজরাটী ভাষায় তরবুচ, তুরবুচ ও করিঙ্গ, মহারাষ্ট্রী ভাষায় তরবুজ ও কলিঙ্গদ; বঙ্গভাষায় তরবুজ ও তরমুজ এবং সংস্কৃতে ইহাকে তরম্মুজ কহে। পারস্য ভাষায় ইহার নাম দিলপসন্দ ও কচরেহন ও ইংরাজি নাম ওয়াটার-মেলন। (Citrullus Cucurbita)

তরমুজের পত্র গোলাকার ও মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ গভীর। ইহার ফল গোলাকার ও আয়তনে বৃহৎ। ইহার খোলা মসৃণ গাঢ় সবুজবর্ণ ও চিত্রিতবৎ। পক্কতরমুজের খাদ্যাংশ পীত, পাটল অথবা রক্তবর্ণ; আর কাঁচাগুলির মধ্যভাগ শাদা। আবার সকল তরমুজের বীজ একরূপ নহে;—লাল, কাল প্রভৃতি বর্ণবিশিষ্ট দেখা যায়। তরমুজ কুটি জাতীয়; কিন্তু ইহাতে জলের ভাগ অনেক অধিক।

ভারতের সকল স্থানেই তরমুজের চাষ হইয়া থাকে। উত্তরাংশে ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণ ও য়ুরোপীয়গণ এই ফল অতিশয় ভালবাসে। পৌষ ও মাঘ মাসে কৃষকগণ তরমুজের চাষ করে এবং গ্রীষ্মকালের প্রথমেই ইহা জন্মে। অকালে বৃষ্টি অথবা শিলা পতিত হইলে তরমুজের ফসল নষ্ট হইয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কালিন্দ নামে একপ্রকার তরমুজ পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ইক্ষু-ক্ষেত্রে বপিত হয় এবং কার্ত্তিকমাসে পাকে। গ্রেট-বৃটনে তরমুজের চাষ অতিশয় অল্প; কিন্তু অধিবাসিদিগের নিকট অতিশয় প্রিয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার তরমুজ সাধারণ তরমুজ অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র। আফ্রিকার সর্ব্বত্রই তরমুজ পাওয়া যায়। চীনদেশেও তরমুজ জন্মে। চীনগণ যে তরমুজের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ, সেই তরমুজই বহুল পরিমাণে ভক্ষণ করে। য়ুরোপীয়গণ স্পেনীয় ইম্পিরিয়াল ও কেরোলিনা তরমুজকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে বঙ্গদেশের প্রতি হাট বাজারে অসংখ্য তরমুজ বিক্রীত হয়।

লিনিয়াস্ বলেন, তরমুজ ইটালিদেশের দক্ষিণাংশ হইতে পৃথিবীর অন্যত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেরিঞ্জের মতে, ইহা ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার উৎপন্ন ফল। লিভিংষ্টোনের বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে আফ্রিকার বহু ভূ-ভাগ তরমুজ দ্বারা আবৃত হয় এবং অসভ্য অধিবাসিগণ ও বিবিধ বন্য জন্তু এই ফল ভক্ষণ করে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে অতিশয় শীতলতাসম্পাদক শাকসবজি যে সকল প্রদেশে পাওয়া যায় না, তথায় তরমুজাদি ফল বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অতি প্রাচীনকালাবধি আফ্রিকায় ও এসিয়ায় তরমুজের প্রচলন আছে। ইহা যে প্রথমে কোন দেশে জন্মিয়া ছিল, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ভারতীয় অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তরমুজের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গ্রেটবৃটনে ১৬ শতাব্দীর পূর্ব্বে তরমুজ পাওয়া যাইত না। কোন দেশ হইতে যে প্রথম এখানে তরমুজ আসিয়াছিল, তাহাও আজ পর্য্যন্ত কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। প্রাচীন ইজিপ্ত-বাসিদিগের চিত্র-দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে, ইহারা তরমুজের চাষ করিত। য়ুরোপীয়গণ বলে, দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে চীনদেশে তরমুজ ছিল না। সংক্ষেপতঃ উষ্ণ প্রধান দেশেই যে তরমুজের প্রথম উৎপত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* "জ্যৈষ্ঠে মাসি মহেশানি ! পৌর্ণমাস্যাং নিশার্দ্ধকে
তৃষ্ণাতুরা মহাকালী ভ্রমন্তী পিতৃকাননে।
তজ্জ্ঞাত্বা ব্রহ্মণাতস্যৈ ফলং দত্তং তরম্মুজম্।
তৎফলভক্ষণা তৃপ্তা বরদা সা হরপ্রিয়া।
যো মে দদ্যাৎ ফলং রম্যং স চিরায়ুশ্চতুর্যুগম্।
(উত্তরকামাখ্যাতন্ত্র')

তরমুজের বীজ হইতে এক প্রকার পাংশুবর্ণ ও পরিষ্কার তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা জালানি তৈলরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানের অধিবাসিগণ এই তৈল দ্বারা ভক্ষ্যদ্রব্যও প্রস্তুত করে।

শৈত্যসম্পাদক ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য তরমুজের বীজের প্রয়োগ দেখা যায়। এই বীজ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে এবং ইহার কাটতিও যথেষ্ট। ইহার গুণ মূত্রোৎপাদক, শীতলকারক ও বলকর। বোম্বাই বিভাগেই ইহার বহু প্রচলন। তরমুজ মধ্যস্থিত জলপানে তৃষ্ণা এবং মস্তিষ্কজ্বরে পচন নিবারিত হয়। ডাক্তার এন্সলি ইহা ব্যবস্থা করিয়া যথেষ্ট ফল পাইয়াছিলেন।

তরমুজের বীজ চাপা ও চেপ্টা এবং সকল গুলির আকৃতি ও রঙ্গ একরূপ নহে। বীজ শুকাইয়া রাখিলে তাহার শাঁস খাওয়া যায়।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও অযোধ্যায় অনেক জমীতে তরমুজ উৎপন্ন হয়। বিকানীরে আপনা হইতেই বহুল পরিমাণে তরমুজ জন্মে। এখানে তরমুজের সংখ্যা এত অধিক যে, বৎসরের কয়েকমাস এই ফল স্থানীয় লোকদিগের প্রধান খাদ্যের অংশ হইয়া উঠে। দুর্ভিক্ষকালে তরমুজ ও এই জাতীয় ফলের বীজ চূর্ণ করিয়া একরূপ ময়দা প্রস্তুত করিয়া অধিবাসিগণ জীবন রক্ষা করে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যেরূপ সুস্বাদু তরমুজ জন্মে, ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে সেরূপ পাওয়া যায় না। এই তরমুজ সর্ব্বত্র বিখ্যাত। অতিশয় গরমের সময় এই তরমুজের সরবত অনেকেই পান করে।

পাতলা পুরীষ তরমুজের জমীর সার রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তরল (পুং) তৃ-কলচ্ (বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১।১০৮)ইতি কল-প্রত্যয়শ্চিৎ। ১ হারমধ্য মণি, ধুক্‌ধুকি। ২ হার। ৩ তল। (ত্রি) ৪ চপল। ৫ কামুক। ৬ বিস্তীর্ণ। ৭ ভাস্বর। ৮ মধ্যশূন্য দ্রব্য। ৯ দ্রবীভূত পদার্থ। ১০ জনপদবিশেষ। ১১ তদ্দেশবাসী এই অর্থে তরল শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

"বৎসান্ কলিঙ্গান্ তরলানশ্মকানৃষিকানপি। (ভারত ৮।৮।২০) ১২ হীরক রত্ন।

তরলতা (স্ত্রী) তরলভাবে তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। তরলত্ব, চঞ্চলতা।

তরলনয়না (স্ত্রী) তরলং নয়নং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ চঞ্চলাক্ষি। ২ ছন্দোভেদ।

তরললোচন (ত্রি) তরলং লোচনং যস্য বহুব্রী। ১ চঞ্চল নেত্র। (স্ত্রী) তরলং লোচনং কর্ম্মধা। ২ চঞ্চল নয়ন।

তরললোচনা (স্ত্রী) তরলং লোচনং যস্যাঃ বহুব্রী। চঞ্চল-নয়না স্ত্রী। (হেম°)

তরলা (স্ত্রী) তরল-টাপ্। ১ যবাগূ। ২ সুরা। ৩ মধুমক্ষিকা। (হেম)

তরলিত (ত্রি) তরলমস্য সঞ্জাতং তারকাদিত্বাদিতচ্ যদ্বা তরল ইবাচরতি তরলং করোতি, তরল-ক্বিপ্ পিচ্-ক্ত। জাত-তারল্য। পর্য্যায়—প্রেঙ্খোলিত, লুলিত, প্রেঙ্খিত, দ্রুত, চলিত, কম্পিত, ধূত, বেল্লিত, আন্দোলিত। (হেম°)

"ব্যালোলঃকেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদলোলৌ কপোলৌ।" (গীতগো° ১২।১৫)

তরবট (ক্লী) বৃক্ষভেদ। (Cassia auriculata)

তরবারি (পুং) তরং সমাগতবিপক্ষবলং বারয়তি বৃ-ণিচ্ ইন্। খড়্গভেদ, তলবার। [অসি ও খড়্গ দেখ।]

তরবিৎ (আরবী) শিক্ষা। জীবিকা। আশ্রয়।

তরবী (পারস্য) শুক্লপক্ষের প্রথম সপ্ত এবং কৃষ্ণপক্ষের শেষ সপ্ত দিন।

তরস্ (ক্লী) তৃ-অসুন্। ১ বল। ২ বেগ। ৩ তীর। ৪ বানর। ৫ রোগ। (শব্দার্থচি°)

"তিষ্ঠতু প্রধনমেব মপ্যহং তুল্যবাহুতরসা জিতস্ত্বয়া।" (রঘু ১১।৭৭)

তরস (ক্লী) তৃ বাহুলকাৎ অসচ্। ১ মাংস। "তরসময়া পূর্ব্বোক্তভাগাঃ" (কাত্যা° শ্রৌতসূ° ২৪।৫।২০)

'তরসময়াঃ মাংসময়াঃ' (কর্ক)। (ত্রি) তরস্ অস্ত্যর্থে অচ্। ২ বেগযুক্ত।

তরসৎ (পুং স্ত্রী) তরস ইব আচরতি তরস্ ক্বিপ-শতৃ। মৃগ-ভেদ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"অপশ্যমত্তরসন্তী ন ভুজ্যুঃ" (ঋক্ ১০।৯৫।৮) 'তরসন্তীম মৃগন্তস্য পত্নী' (সায়ণ)

তরসান (পুং) তরত্যনেন তৃ-আনচ্ সুট্ চ। নৌকা। (উজ্জ্বল)

তরস্থান (ক্লী) তরায় অবতরণায় যৎ স্থানং তরস্য স্থানং বা। ১ ঘট্ট, উত্তরণস্থান, ঘাট। ২ পারের ভাড়া লইবার স্থান।

তরস্বৎ (ত্রি) তরো বলং বেগো বা অস্ত্যস্যেতি মতুপ্ মস্য বঃ। ১ শূর। ২ বেগযুক্ত। ৩ চতুর্থ মনুর পুত্রভেদ।

"তরস্বীক্রপ্রশ্চ তরস্বানুগ্র এব চ॥" (হরিব° ৭।৮৮)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তরস্বিন্ (ত্রি) তরো বেগঃ বলং বাস্ত্যস্য তরস্-বিনি (অস্ মায়ামেধাস্রজো বিনিঃ। পা ৫।২।১২১) ১ বেগযুক্ত। ২ শূর। (পুং) ৩ গরুড়। ৪ বায়ু। (রাজনি°)। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"নিশুম্ভ শুম্ভয়ো দেবী ভদ্রকালী তরস্বিনী।" (ভাগ° ৮।১০।৩১)

তরহ্ (আরবী) ভাব।

তরাই, হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশস্থ একটী উপত্যকা। ইহার সর্ব্বত্র একরূপ নহে. কোন স্থানে ১০, কোন স্থানে বা ৩০ মাইল বিস্তার দৃষ্ট হয়। ইহা একটী প্রকাণ্ড বনভূমি; অযোধ্যা হইতে আসাম পর্য্যন্ত হিমালয়ের মেখলারূপে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই বনভাগে শাল ও শিশুবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কোশি এবং কুশীনদী দিয়া ভাসাইয়া এই সকল কাঠ অন্যত্র আনীত হয়।

নেপাল তরাইকে মোরাঙ্গ কহে। তরাইর মৃত্তিকাস্তর পর্য্যায়ক্রমে বালুকা, কঙ্কর এবং প্রস্তরময়। পর্ব্বতের নিকট-বর্ত্তী ভূভাগে বৃহৎ প্রস্তর দেখা যায়। সিকিম পর্ব্বতের ২০ মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত কঙ্করস্তর বিস্তৃত।

এই প্রদেশে আয়ুল নামে এক প্রকার রোগ আছে। বৎসরের ৯।১০ মাস এই ব্যাধি অতিশয় প্রবল থাকে। এই কালে কেহই তরাই ভূমি অতিক্রম করিতে পারেনা। খাসি পাহাড়ের উত্তরাংশে তরাই ব্রহ্মপুত্রনদ পর্য্যন্ত ৬০ মাইল বিস্তৃত। এই স্থানে অনেক উৎকৃষ্ট বৃক্ষ পাওয়া যায়। এপ্রে-লের শেষ হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত যদি কোন যুরোপীয় এই প্রদেশে কোন সময়ে নিদ্রিতাবস্থায় থাকে, তবে সে নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে তাপমানযন্ত্রে পারদ ৭৭° হইতে ৮০° ও নবেম্বরে ৭৫° হইতে ৭৭° পর্য্যন্ত উঠে। নেপাল রাজ্যের অধীন তরাই ভূমে অনেক বৃক্ষ জন্মে; তাহা হইতে নেপাল রাজ্যের বহু আয় হইয়া থাকে। ব্যবসায়িগণ এই প্রদেশ হইতে বহুমূল্য বৃক্ষ, তারাপন, গজদন্ত, নানাবিধ চর্ম্ম বুড়ীগণ্ডক নদী দিয়া কলিকাতায় আনয়ন করে। ১৮১৫ খৃঃ অব্দে যুদ্ধের পর নেপালরাজ কুমায়ুন ও অন্য কএকটী পার্ব্বত্য প্রদেশের সহিত তরাইএর কতকাংশ গবর্মেণ্টকে প্রদান করিয়াছেন। নেপালীগণ অযোধ্যা ও বরেলির উত্তরাংশে ইংরাজাধিকৃত প্রদেশে সময় সময় লুণ্ঠন করিত। লর্ড মিণ্টো নেপাল দরবারকে এবিষয় অবগত করাইলেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই। লর্ড ময়রার শাসনকালে নেপালীদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি এ বিষয়ের প্রতিবিধান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার আদেশে ভুটুয়াল নগর অধিকৃত হইল। নেপাল দরবারে তখন দুই পক্ষ ছিল। অমরসিংহ অপার পক্ষীয় যুদ্ধের অনুকূল, কিন্তু অপর পক্ষ সন্ধি করিতে মত দিলেন। যাহা হউক, নেপাল গবর্মেণ্ট ইংরাজ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের জয় হইল। নেপালীগণ সন্ধির চেষ্টা করিতে লাগি-লেন। বাম সা নেপালপক্ষ হইতে ইংরাজ পক্ষীয় গার্ডনার সাহেবকে জানাইলেন যে, নেপাল দরবার কালীনদীর পশ্চিম অংশস্থিত ভূভাগ ইংরাজগবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তরাই প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। গার্ডনার প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, তরাই প্রদেশ না পাইলে বৃটীশ-গবর্মেণ্ট সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইবেন না। বাম সা পুনরায় বলিলেন, যে পার্ব্বত্য প্রদেশে একমাত্র তরাই নেপালরাজের লাভজনক সম্পত্তি, ইহা পরিত্যাগ করিতে হইলে পার্ব্বত্য-প্রদেশে তাঁহার সমূহ ক্ষতি হয়। ইংরাজ গবর্মেণ্ট যদি এই প্রদেশ অধিকারভুক্ত করিতে একান্ত চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে নেপালে পুনরায় সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। পূর্ব্বে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে নেপালের সকল লোক যোগ দেয় নাই। কিন্তু তরাই প্রদেশ লইয়া যুদ্ধ হইতেছে, এই সংবাদ প্রচারিত হইলে নেপালের আপামর সকলেই ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও অন্তর্কলহ পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে অণুমাত্রও দ্বিধা করিত না। তাহা হইলে ফল যে কি হইত, তাহা বলা যায় না। বৃটীশ-গবর্মেণ্টও অবগত হইলেন যে, গোরখালি সৈন্যসামন্তগণ সকলেই একবাক্যে তরাই পরিত্যাগের প্রতিকূলে মত দিতেছে। গার্ডনার সাহেব বলিলেন যে, গবর্ণর জেনারল এবিষয়ে বিবেচনা করিবেন। তরাই প্রদেশ কিছু দিন ইংরাজ অধিকারে ছিল; সেই সময় তাহারা দেখিয়াছিলেন যে, এ অঞ্চলের জলবায়ু অতিশয় অহিতকর ও অধিবাসি-দিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখাও কষ্টকর। সুতরাং এই প্রদেশ অধিকারভুক্ত, করিতে গবর্ণর জেনারলের তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিপক্ষদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি সৈন্যসজ্জার আদেশ দিলেন। এদিকে গোরখালি-গণ বরপর্শা (মকবানপুর), বিজিপুর, মহোতরি সবোতরি (মোরাঙ্গ) এবং পর্ব্বতের পাদদেশস্থিত বনভূমি ব্যতীত তরাইএর অবশিষ্ট অংশ বৃটীশগবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইল। ২রা ডিসেম্বর তারিখে গজরাজমিত্র ইংরাজপক্ষীয় কর্ণেল ব্রাডসএর সহিত সন্ধি নিয়ম স্থির করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজগবর্মেণ্ট কালীনদীর পশ্চিমাংশে পার্ব্বত্যপ্রদেশ এবং মেচির পূর্ব্বস্থ প্রদেশ পাইলেন। ১৫ দিন মধ্যে নেপালরাজ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন ইহা স্থির হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে অমরসিংহ অপর পক্ষীয়গণ দরবারে প্রধান হইয়া উঠায়, সন্ধিপত্র স্বাক্ষ-রিত হইল না। উভয়পক্ষে পুনরায় নূতন উৎসাহে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। সামান্য একটী যুদ্ধের পর উভয়পক্ষ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ২রা ডিসেম্বর তারিখ গুরু গজরাজমিত্র সন্ধির যে সর্ত্ত অবধারিত করিয়াছিলেন, প্রায়

সেই সর্ত্তগুলিই অব্যাহত রহিল; কেবলমাত্র ইংরাজগবর্মেন্ট তরাইএর যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার কতকাংশ নেপাল দরবার ফেরত পাইলেন, অযোধ্যার প্রান্তবর্ত্তী তরাই-এর অংশ অযোধ্যার নবাব এবং মেচি ও তিস্তানদীর মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র অংশ সিকিমের রাজাকে প্রদত্ত হইল।

শারদানদীর সমীপবর্ত্তী তরাইভূমি জঙ্গল পরিপূর্ণ। এ অঞ্চলে আজ পর্য্যন্ত উপযুক্ত আবাদ করা হয় নাই। শীতকালে কয়েকমাস এ প্রদেশের প্রান্তরে গৃহপালিত পশুগণ ঘাস খায়। কিন্তু এ স্থানে ব্যাঘ্রের প্রতাপ অতিশয় প্রবল। রক্ষকগণের একান্ত সতর্কতা স্বত্বেও ব্যাঘ্র অসংখ্য গো, মহিষের প্রাণবধ করে। দিনের বেলাও বাঘে গৃহপালিত পশুদিগকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। স্থানীয় ব্যাঘ্রগুলি এত ভয়ানক যে, রাখালগণ ইহাদিগকে বাধা দিতে সাহসপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে পারে না। এই প্রদেশে অনেকগুলি ঝিল ও জলাভূমি আছে। এইগুলি আবার বিবিধ তৃণে আচ্ছাদিত। বামনিয়া তালই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহার মধ্যেই ব্যাঘ্রগণ লুক্কায়িত থাকে। যে জলাভূমিতে খাগড়া ও ঘাসের অংশ অধিক ও ঘন, সেই স্থানে গণ্ডার বাস করে। সিকিমের তরাইভূমে ধিমল, বোদা এবং কোচ দৃষ্ট হয়।

তরাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্গত বৃটীশ গবর্মেন্টের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৮° ৫০´ ৩০´´ ও ২৯° ২২´ ৩০´´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪৬´ ও ৭৯° ৪৭´ পূঃ। এই জেলার উত্তরে কুমায়ুন জেলা, পূর্ব্বে নেপাল ও পিলিভিত জেলা, দক্ষিণে বরেলি, মুরাদাবাদ ও রামপুর রাজ্য এবং পশ্চিমে বিজনোর। জেলার প্রধান সহর কাশী-পুর, কিন্তু গ্রীষ্মকালে জেলার কর্ত্তৃপক্ষীয় য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণ নৈনিতালে অবস্থিতি করেন। বৈশাখের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত নৈনিতাল তরাইএর প্রধান সহরে পরিণত হয়।

তরাই জেলা হিমালয়ের পাদদেশে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে প্রায় ৯০ মাইল বিস্তৃত। ইহার বিস্তার গড়পড়তা ১২ মাইল। কুমায়ুনের জনশূন্য বনপ্রদেশে কতকগুলি নির্ঝর আছে। এই নির্ঝর-নিঃসৃত জল নানাদিক্ হইতে একত্র হইয়া বহুসংখ্যক নদীর আকারে তরাই জেলার সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াছে। তরাইএর দক্ষিণপূর্ব্বকোণে প্রতি মাইলে ১২ ফিট্ ঢালু। উক্ত নদীগুলির তটদেশ সাধারণতঃ অসমান এবং নদীগর্ভস্থ স্তরগুলিও জলময়। তৃণময় প্রান্তরের উপর দিয়া এই নদীগুলি চলিয়া গিয়াছে। নিম্নস্থ পাহাড় প্রদেশ হইতে যে নদীগুলি উত্থিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সনিহনদী শারদা নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই জেলায় দেওহা নদীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। পিলিভিতের নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যতীত এই নদীর উপর দিয়া নৌকায় যাতায়াত করা যায় না। শুখী নদী বর্ষাকাল পরেই শুকাইয়া যায়। কিচহা নদীর জোয়ার অতিশয় প্রবল। কুশি নদী কাশীপুর পরগণায় প্রবাহিত। কিচহা ও কুশিনদীর উৎপত্তি স্থলের মধ্যে পহ, ভকরা, ভৌর এবং দবকা নদী ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে। সকল নদীই শেষে রামগঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

হাতি, বাঘ, ভল্লুক, চিতাবাঘ, হায়েনা, নেকড়েবাঘ, শূকর, বিবিধ প্রকার হরিণ প্রভৃতি বন্যজন্তু এই স্থানে পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কালাবধি তরাই নেপালরাজ্যের পার্ব্বত্য প্রদেশের অধীন ছিল। রোহিলাগণ পুনঃ পুনঃ অধিবাসী-দিগকে অতিশয় প্রপীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। সম্রাট্ অকবরের রাজত্বকালে এই প্রদেশের আয় ৯ লক্ষ টাকা এবং ইহা ৮৪ ক্রোশ বিস্তৃত ধরা হইত; এই জন্য তরাইকে তখন নৌলক্ষিয়া ও চৌরাশিমাল বলিত। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে ইহার কর ৪ লক্ষ এবং রোহিলাদিগের সময়ে ২ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। বরবাইক ও মেবাতিগণ চৌথ আদায় করিতে আরম্ভ করায় এই স্থান দস্যু ও পলাতকদিগের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। অন্তর্কলহে পার্ব্বত্য রাজ্যের অবনতি হইলে কাশীপুরের শাসনকর্ত্তা সুযোগ দেখিয়া বিদ্রোহী হইলেন এবং অবশেষে অযোধ্যার নবাবকে তরাই প্রদেশ সমর্পণ করিলেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দে যখন রোহিলখণ্ড ইংরাজ-দিগের হস্তগত হয়, তখন নন্দরামের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবলাল এই রাজ্যের ইজারাদার ছিলেন। তরাইএর আম্রকুঞ্জ, কূপ প্রভৃতি দেখিলে প্রতীতি হয় যে, এই প্রদেশ এককালে সমুন্নত ছিল। বৃটীশগবর্মেন্টের অধীনে এই প্রদেশের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম গবর্মেন্ট এই স্থানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। ১৮৫১ খৃঃ অব্দ হইতে তরাই প্রদেশে বাঁধ ও জলসেচন কার্য্যের সুন্দর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে তরাই জেলার সৃষ্টি এবং ১৮৭০ অব্দে ইহা কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তরাই আশ্চর্য্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

থারু ও ভুক্সাগণ এই প্রদেশে সর্ব্বদা বাস করে। অপরা-পর অধিবাসিগণ বিশেষ বিশেষ সময়ে তরাই হইতে অন্যত্র চলিয়া যায়। থারু ও ভুক্সাগণ আপনাদিগকে রাজপুত বংশোৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেয়। এই স্থানে একপ্রকার সংক্রামক রোগ জন্মে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রায়ই

মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। কিন্তু এই সংক্রামক রোগ থারু ও ভুক্সাদিগের কোন অনিষ্টই করিতে পারেনা। ইহারা বলে যে অনবরত শুকর ও হরিণ মাংস ভক্ষণ হেতু তাহারা এই রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার পায়। জ্বর ও অন্ত্ররোগ হেতু অনেক লোক এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে। আবাদের বহুলতা নিমিত্ত তরাইএর অধিবাসীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী লোক এই প্রদেশে বাস করে। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বণিয়া, গোসাঞি, কায়স্থ, চামার, কুরমি, কাহার, মালি, লোধ, গদারিয়া, লোহার, অহার, ভঙ্গী, আহীর, নাই, বর্হাই, জাট ও ধোবীর সংখ্যাই অধিক।

এই জেলায় কাশীপুর ও যশপুর দুইটী প্রধান সহর। এই দুই স্থানেই লোকসংখ্যা অধিক।

তরাইএর জমী অতিশয় উর্ব্বরা; অল্প পরিশ্রমেই বহু ফসল জন্মে। এই স্থানের প্রধান শস্য ধান্য। যব, গম, বাজরা, ভুট্টা, কলাই, তিসি, সরিষা, ইক্ষু, তুলা, তামাক, তরমুজ, আদা, হরিদ্রা, মরিচ, পাট প্রভৃতি অল্প বিস্তর উৎপন্ন হয়। এই প্রদেশের ভূমি ও বায়ু আর্দ্র, সুতরাং অনাবৃষ্টি হেতু উৎপন্ন দ্রব্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে একবার দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তরাই জেলার কোন কোন গ্রামবাসিদিগের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল।

রোহিলখণ্ডের জমীদারদিগের ও বঞ্জারদিগের অনেক পশু তরাই প্রান্তরে বিচরণ করে।

শারদা নদী হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম মুখে একটী রাস্তা আছে। এই রাস্তাটী পরগণার সকলদিকেই গিয়াছে। রাজপুর পরগণার মধ্য দিয়া মুরাদাবাদ ও নৈনিতালের রাস্তা ২১ মাইল বিস্তৃত। বরেলি এবং নৈনিতালের রাস্তা ১৩ মাইল দীর্ঘ। মুরাদাবাদ এবং রাণীখেট রাস্তা রামনগর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেলরাস্তা তরাই জেলার মধ্যে বরেলি, নৈনিতাল রাস্তার সহিত সমস্তরাল ভাবে অবস্থিত।

তরাই জেলায় একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তাঁহার সহকারী এবং রুদ্রপুরের তহসীলদার দেওয়ানী বিচার করেন। ইহাদের ফৌজদারী বিচার করিবারও ক্ষমতা আছে। কুমায়ুনের কমিসনারের নিকট ইহাদের বিচারের আপীল হইতে পারে। রাজপুর, গদারপুর এবং রুদ্রপুরে এক একজন দেশীয় বিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট থাকেন। এই জেলাটী কাশীপুর, বাজপুর, গদারপুর, রুদ্রপুর, কিলপুরি, নানকমাতা এবং বিলহরি এই কয়টী পরগণায় বিভক্ত। কাশীপুর ও নানকমাতা ব্যতীত অন্য পরগণায় কাহারও জমীতে মালিকানা স্বত্ব নাই। গবর্মেণ্টই সমগ্র জমীর মালিক। এই জেলায় পশুচুরির মোকদ্দমাই অধিক। পূর্ব্বে মেবাতি, গুর্জ্জর ও আহীরগণ এই কার্য্যে অতিশয় লিপ্ত ছিল। তরাই জেলায় ৭টী পুলিশ ষ্টেশন ও অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। এস্থানের অনেক স্ত্রীলোক লিখিতে ও পড়িতে পারে।

তরাই, দার্জিলিঙ্গ জেলার একটী উপবিভাগ। ক্ষেত্রফল ২৭১ বর্গমাইল। ইহার অধীনে ৭৩৭ খানি গ্রাম এবং তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির বাস আছে। এই উপবিভাগের প্রধান সহর শিলিগুড়ি। এই স্থানটী হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। শিলিগুড়িতে উত্তর বঙ্গষ্টেট রেলওয়ে ও দার্জিলিঙ্গ হিমালয়-রেলওয়ে শেষ হইয়াছে। তরাই উপবিভাগে ৪৩টী চা-বাগান আছে।

তরাই প্রদেশ বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে গবর্মেণ্ট এই প্রদেশের উত্তরাংশ দার্জিলিঙ্গ ও দক্ষিণাংশ পূর্ণিয়া কালেক্টরীভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলবাসিগণ পূর্ণিয়ার কালেক্টরের অধীন হইতে একান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করায় সমগ্র তরাই দার্জিলিঙ্গের এলাকাধীন করা হইল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে পূর্ণিয়ার কালেক্টর তরাইএর নিম্নস্থানবাসী রাজবংশী ও মুসলমানদিগের সহিত তিন বৎসরের জন্য জমির কর নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তরাই হইতে নিম্নলিখিত প্রকারে রাজস্ব আদায় হইত;—(১) মেচ ও ধিমালদিগের নিকট হইতে দা-কর। (২) নিম্ন তরাইএর বাঙ্গালী অধিবাসিগণের নিকট জমির কর। (৩) তরাইএর নিকটবর্ত্তী বঙ্গদেশের ভূ-ভাগ হইতে আগত গৃহপালিত পশুর বিচরণ জন্য পশুপালকদিগের নিকট শুল্ক। (৪) বনে উৎপন্ন দ্রব্যের আয়। (৫) আবকারি আয়। (৬) বাজার শুল্ক। (৭) অর্থদণ্ড। (৮) গায়কদিগের উপর এক প্রকার কর। উক্ত প্রথম দুই প্রকার কর চৌধুরীগণ আদায় করিত। চৌধুরীগণ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী এবং সকলেই জোতদার। ইহাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের ক্ষমতা ছিল। এই চৌধুরীগণ নিজ অধিকার মধ্যে নির্দ্ধারিত বেতন ও দস্তুরি পাইত। ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইবারকালে এইরূপ আটজন চৌধুরী ছিল।

তরাই প্রদেশে ৫৪৪টী জোত ছিল এবং প্রায় ১৯৫০২ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। প্রতি বর্ষের শেষে জোতদারগণ চৌধুরীদিগের নিকট হইতে তাহাদের জোতের অধিকার-স্বত্ব গ্রহণ করিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জোতদারদিগের একরূপ পুরুষানুক্রমিক স্বত্ব ছিল।

বৃটীশ গবর্মেন্টের প্রথম শাসন সময়ে চৌধুরীগণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা হারাইলেন এবং তাঁহারা যত টাকা রাজস্ব আদায় করিবেন, তাহার শতকরা ১০৲ টাকা দস্তুরি পাইবেন, বোর্ড অব রেভিনিউ এইরূপ আদেশ দিলেন। জোতদারগণ তিন বৎসরের অধিকার স্বত্ব পাইলেন এবং উক্ত সময়ের পর পুনরায় পাট্টা দেওয়া হইবে, এ নিয়মও পরোক্ষভাবে স্থিরীকৃত হইল। তরাইবাসিগণ অনাবাদী জঙ্গল মহালে পাঁচ বৎসরের জন্ম পাল-পাট্টা (নিষ্কর অধিকার) পাইল।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে তরাইএর আবাদী অংশ ১০ বর্ষের জন্ম পুনরায় বন্দোবস্ত করা হইল। এই বন্দোবস্ত কেবলমাত্র জোতদারদিগের সহিত করা হইয়াছিল। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ৫৯৫টী জোতের উপর ৩০৭৩০৲ টাকা কর স্থির করিলেন। কর নির্দ্ধারিত হইবারকালে গবর্মেণ্ট জমীর জরিপ না করিয়া মোটামুটি হিসাবে কর আদায়ের আদেশ দিলেন। তখনও চৌধুরিগণ কতক রাজস্ব আদায় করিত। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তখনও জঙ্গল মহালের জন্ম পালপাট্টা দিতেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে গবর্মেন্টের আদেশে এই নিয়ম ও ১৮৬৪ অব্দে চৌধুরী দ্বারা কর আদায়ের নিয়ম রহিত হইয়া গিয়াছে।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ৮৬০টী জোতের মিয়াদ ফুরাইল। গবর্মেণ্ট জরিপ করিয়া সেগুলি পুনরায় বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এ গুলির সরাসরি বন্দোবস্ত করা হইল। পরে জরিপ করিয়া ৭৩৯টী জোতের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গবর্মেণ্ট জমি অনুসারে ⁄০ আনা হইতে ৷৶০ আনা পর্য্যন্ত প্রতি বিঘায় আদায় করিতে আদেশ করিলেন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দের বন্দোবস্ত কালে তরাইএর সকল জোতের অধিকারকাল ফুরায় নাই। যখন ইহাদের সময় ফুরাইতে লাগিল, তখন নূতন নিয়মে ইহাদের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। কেবলমাত্র ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ৭৬২৫ বিঘা জমী পুরাতন নিয়মে বন্দোবস্ত করা হইল।

পাল-পাট্টা অনুসারে ইজারাদারের ৬০০ বিঘা জমী আবাদ করিবার অধিকার ছিল। জরিপ কালে ইজারাদারদিগকে তাহাদের অধিকৃত জমী দেখাইয়া দিতে বলা হইল এবং জরিপান্তে ৬০০ বিঘার অধিক দেখা গেল। ৬০০ বিঘার অবশিষ্ট জমীকে গবর্মেণ্ট অতিরিক্ত বলিয়া লিখিয়া রাখিলেন। এই সময় ৪২৬৮৪ বিঘা ভূমি বন-বিভাগের জন্ম রাখা হইয়াছিল।

তরাণ (দেশজ) পারকরণ, উদ্ধার করণ, বাঁচান।

তরাণ্ডু (পুং) তরায় তরণায় অণ্ডুরিব, অতিগভীরত্বাৎ। নৌকাবিশেষ, ভড়। পর্য্যায়—হোড়, বহন, বার্ব্বট, বহিত্র। (ত্রিকাণ্ড)

তরায়োন, বুন্দেলখণ্ডের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। কালীগঞ্জ চৌবে নামে খ্যাত। এই রাজ্যটী মধ্যভারতের এজেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন। ভূ-পরিমাণ ১২ বর্গ মাইল। রাজস্ব ২০০৮০৲ টাকা। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে কালিঞ্জরের রামকৃষ্ণ চৌবের রাজ্য ৫ ভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে তরায়োন একটী। জায়গীরদার অর্থাৎ তরায়োনের রাজার ২৫০ জন পদাতিক সৈন্ম আছে। এখানকার রাজগণ ব্রাহ্মণবংশীয় ও চৌবে উপাধিধারী। রাজধানীর নাম তরায়োনখাস।

তরালু (পুং) তরায় তরণায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি-অল-উণ্। নৌকাবিশেষ। (হারাবলী)

তরাবগঞ্জ, অযোধ্যার অন্তর্গত গোণ্ডা জেলার একটী তহসীল। ইহার উত্তরদিকে গোণ্ডা ও উৎরৌলি তহসীল, পূর্ব্বদিকে বস্তি জেলা ও দক্ষিণপূর্ব্বকোণে ঘর্ঘরা নদী। ভূমির পরিমাণ ৬৫৭ বর্গমাইল; ইহার ৩৭০১ বর্গমাইল ভূমে আবাদ হয়। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির বাস আছে; হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নবাবগঞ্জ, দিগসর, মহাদেও, গুআরিং এই চারিটী পরগণা তরাবগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত। বার্ষিক আয় ৪০,৫৪১০৲ টাকা। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে এই তহসীলে একটী দেওয়ানি, ২টী ফৌজদারী আদালত, ৪টী থানা, ৯০ জন পুলিসের কর্ম্মচারী এবং ৮৪১ জন চৌকিদার ছিল।

তরাহ্বান, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বান্দা জেলার একটী প্রাচীন সহর। বান্দা নগরের ৪২ মাইল পূর্ব্বে পয়োষ্ণী নদীর নিকট অবস্থিত। এই সহরটী ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এখানে একটী জমকাল দুর্গ আছে, কিন্তু দুর্গটী এখন ধ্বংসপ্রায়। কথিত আছে, প্রায় ২৬০ বর্ষ পূর্ব্বে পন্নার রাজা বসন্তরায় এই দুর্গটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গে এক মাইল দীর্ঘ একটী সুড়ঙ্গ ছিল। এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া যাতায়াত করা যাইত। এখন এই পথটী প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হইয়াছে। ৬টী হিন্দুমন্দির ও ৫টী মসজিদ্ সহরে বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা বসন্তরায়ের পর রহিমখাঁ নবাব উপাধি ও তরাহ্বান রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এখানে মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। পেশবা রঘুভাইএর পুত্র অমৃতরাও এখানে বাস করিতেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে বার্ষিক ৭০০০০৲ টাকা বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তিনি তরাহ্বানে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে তিনি একটী ক্ষুদ্র জায়গীরও পাইয়াছিলেন।

অমৃতরাওয়ের পুত্র বিনায়করায়ের মৃত্যু হইলে বৃটীশ গবর্মেণ্ট বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে তাহার দত্তক পুত্রদ্বয় নারায়ণরাও এবং মধুরাও বিদ্রোহী সিপাহিদিগের সহিত মিলিত হইলেন। নারায়ণরাও ১৮৬০ খৃঃ অব্দে বন্দী অবস্থায় হাজারিবাগে প্রাণত্যাগ করেন; মধুরাওকে ক্ষমা করিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্ট ৩০০০৲ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলেন।

তরাহ্বানে একটী বিদ্যালয় ও একটী বাজার আছে। এই সহরের পথঘাট প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার জন্য এবং পুলিশের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এক প্রকার গৃহকর আদায় করা হইয়া থাকে।

তরাস্ (দেশজ) ত্রাস, অকস্মাৎ ভয়।

তরি (স্ত্রী) তরত্যনয়া তৃ ই (অচ্ ইঃ। উণ্ ৪।১৩৮) ১ নৌকা। ২ বস্ত্রাদিপেটক। ৩ বস্ত্রের দশা, দশী। (হেম)

তরিক (পুং) তরায় তরণায় হিতঃ তৃ ঠন্। ১ প্লব, ভেলা। তরে তরণার্থং দেয়শুল্কগ্রহণে অধিকৃত ইতি ঠন্। ৩ পার গমনের শুল্কগ্রহণকারী।

"তরিকঃ স্থলজং শুল্কং গৃহ্নন্ দাপ্যঃ পণান্ দশ ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৬৬)

'তীর্য্যত্যনেন তরোনাবাদিস্তজ্জন্যং শুল্কং তদ্গ্রহণে অধিকৃতস্তরিকঃ।' (মিতাক্ষরা)

তরিকা (স্ত্রী) তরিক-টাপ্। নৌকা। (শব্দর°)

তরিকিন্ (পুং) তরিক-ইনি। নাবিক, খেয়ার মাজী, পাটনী।

তরিণী (স্ত্রী) তরস্তরণং কৃত্যত্বেনাস্ত্যস্যাঃ ইতি ইনি ঙীপ্চ। নৌকা। (হেম)

তরিত (ত্রি) উত্তীর্ণ, পারগত।

তরিতা (স্ত্রী) তরস্তরণং কৃত্যত্বেনাস্ত্যস্যাঃ তারকাদিত্বাৎ ইতচ্-টাপ্। ১ তর্জ্জনী। ২ গৃঞ্জন, গাঁজা।

"সম্বিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরং।

অহিফেনং খর্জ্জুরসন্তাড়িকা তরিতা তথা ॥" (কুলার্ণবতন্ত্র)

তরিত্র (ক্লী) তরত্যনেন তৃ-ত্রন্। তরণসাধন নৌকাদি।

তরিয়া, দিনাজপুর জেলায় বড়গাঁও পরগণার মধ্যে একটী খ্যাত গ্রাম।

তরিরথ (পুং) তরেঃ রথইব পরিচালনাৎ। অরিত্র, দাঁড়।

তরিবৎ (পারসী) ১ শিক্ষা, উপদেশ। ২ প্রতিপালন।

তরী (স্ত্রী) তরত্যনয়া তৃ-ঈ (অবিতৃস্তৃ-তন্ত্রিভ্যঈঃ। উণ্ ৩।১৫৮) ১ নৌকা। ২ গদা। ৩ বস্ত্রপেটক। ৪ ধূম। ৫ দ্রোণী, জলসেচনী। ৬ বস্ত্রের দশা। (মেদিনী)

তরীক্ (আরবী) ১ পথ। ২ ভাব। ৩ অবস্থা। ৪ নিয়ম।

তরীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন তরীতা ঈয়সুন্-তৃণোলোপঃ। অতিশয় তারক। "সনভস্তরীয়ান্" (ঋক্ ৫।৪১।১২) 'তরীয়ান্ তরিতব্যঃ।' (সায়ণ)

তরীষ (পুং) তৃ ঈষণ্ (কৃতৃভ্যামীষণ্। উণ্ ৩।১৫৮)। ১ শুষ্ক গোময়। ২ নৌকা। ৩ শোভনাকার ভেলা। ৪ ব্যবসায়। ৫ সমুদ্র। ৬ সমর্থ। ৭ স্বর্গ।

তরীষন্ (পুং) তৃ ছন্দসি ঈষন্ নকারস্ত নেত্বং। তরণ। "বিশ্বা আশাস্তরীষণি।" (ঋক্ ৫।১০।৬) 'তরীষণি তরণে।' (সায়ণ)

তরীষী (স্ত্রী) তরীষ সংজ্ঞায়াং ঙীষ্। ইন্দ্রকন্যা। (মেদিনী)

তরু (পুং) তরতি সমুদ্রাদিকমনেনেতি তৃ-উ (ভৃমৃশীতৃচরীতি। উণ্ ১।৭) ১ বৃক্ষ। (ত্রি) ২ তারক। "ভূর্ভুবঃ স্ব স্তরুস্তারঃ" (বিষ্ণুস°) 'ভূর্ভুবঃ স্বস্তরুঃ লোকত্রয়তারকঃ।' (ভাষ্য) ৩ তরুবিকার। "সংজর্ভরাণস্তরুভিঃ।" (ঋক্ ৫।৪৪।৫) 'তরুভিস্তরুবিকারৈঃ।' (সায়ণ)

তরুই (দেশজ) ফলবিশেষ, একপ্রকার ঝিঙ্গা।

তরুকূণি (পুং) তরৌ বৃক্ষে কূণয়তি কূণ-ইন্। পক্ষীবিশেষ। বাগ্‌গুদপক্ষী। (ত্রিকাণ্ড)।

তরুক্ষ (ত্রি) তৃ-বাহুলকাৎ উক্ষন্। ১ গো অশ্বাদির তারক। ২ গো অশ্বাদির পালনে নিযুক্ত।

"বিপ্রস্তরুক্ষ আদদে" (ঋক্ ৮।৪৬।৩২) 'তরুক্ষে গবাশ্বাদীনাং তারকে গবাদ্যধিকৃতে বা' (সায়ণ)

তরুখণ্ড (পুং) তরূণাং সমূহঃ। (ভিক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।২।৩৮ ইতি সূত্রস্য কাশিকায়াং বৃক্ষাদিভ্যঃ খণ্ডঃ)। বৃক্ষসমূহ।

তরুজ (ত্রি) তরু-জন-ড। বৃক্ষজ, বৃক্ষোৎপন্ন।

তরুণ (ক্লী) তৃ-উনন্ (ত্রো রশ্চ লো বা। উণ্ ৩।৫৪) ১ কুব্জপুষ্প, সেঁওতিফুল। (পুং) ২ স্থূলজীরক। ৩ এরণ্ডবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ যাহার যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে, যুবা। ৫ নব, নূতন, নবীন, অভিনব।

"তরুণং সর্ষপশাকং নবৌদনং পিচ্ছিলানি দধীনি।" (ছন্দো°)

তরুণক (পুং) তরুণ-কন্। ১ তরুণ। ২ তরুণদধি।

তরুজীবন (ক্লী) তরোর্জীবনং ৬তৎ। বৃক্ষমূল, গাছের শিকড়।

তরুণজ্বর (পুং) তরুণশ্চাসৌ জ্বরশ্চেতি কর্ম্মধা। নবজ্বর, ৭ দিন পর্য্যন্ত জ্বরকে তরুণজ্বর বলা যায়।

"আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্ম্মনীষিণঃ।" (চক্রদত্ত) [জ্বর দেখ।]

তরুণদধি (ক্লী) তরুণং তরুণলক্ষণোক্তং দধিঃ কর্ম্মধা। পঞ্চদিনাতীত দধি, পাঁচদিনের দই, এই দধিভক্ষণ বিশেষ অহিতকর।

"দধি পঞ্চদিনাতীতং তরুণং দধি উচ্যতে।" (বৈদ্যক)

দধি পাঁচদিন অতীত হইলে তাহাকে তরুণদধি বলা যায়।

"শুষ্কং মাংসং স্ত্রিয়োবৃদ্ধোবালার্কস্তরুণং দধিঃ।

প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যোপ্রাণহরাণি ষট্ ॥" (চাণক্য)

তরুণপ্রভসূরি, ইনি চন্দ্রকুলোদ্ভূত জিনকুশলের শিষ্য। জিনকুশলের নিকট হইতেই দীক্ষা ও আচার্য্যপদ পাইয়াছিলেন। জিনপদ্ম ও জিনলব্ধি ইহার নিকট সূরিমন্ত্র প্রাপ্ত হন।

তরুণপ্রভসূরি ১৪১১ সম্বতে শ্রাবকপ্রতিক্রমণসূত্রবিবরণ নামক পুস্তক রচনা করেন।

তরুণী (স্ত্রী) তরুণঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ যুবতী স্ত্রী। ১৬ বৎসর হইতে ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীকে তরুণী কহা যায়।

"ততস্তুতরুণীজ্ঞেয়া দ্বাত্রিংশদ্বৎসরাবধি।" (ভাবপ্র°)

তরুণীস্ত্রীতে উপগত হইলে শক্তি হ্রাস হয়। ইহার পর্য্যায়—যুবতী, তলুনী, যুবতি, যূনী, দিক্করী, ধনিকা, ধনীকা। ২ ঘৃতকুমারী। ৩ দন্তীবৃক্ষ। ৪ চীড়া নামক গন্ধদ্রব্য। ৫ পুষ্পবিশেষ, সেঁওতী, পর্য্যায়—সেবতী, সহা, কুমারী, গন্ধাঢ্যা, চারুকেশরা, ভৃঙ্গেষ্টা, রামতরণী, সুদলা, বহুপত্রিকা, ভৃঙ্গবল্লভা। ইহার গুণ শিশির, স্নিগ্ধ, পিত্ত, দাহ, জ্বর মুখপাক, তৃষ্ণা ও বিছর্দ্দিনাশক এবং মধুর। (রাজনি°)

এক সহস্র অশোক পুষ্প দিয়া পূজা করিলে যে ফল হয়, ইহার একটী পুষ্প দিলে সেই ফল লাভ হয়।

"চম্পকাৎ পুষ্পশতাদশোকং পুষ্পমুত্তমং।
অশোকাৎ পুষ্পসাহস্রাৎ সেবতী পুষ্পমুত্তমং॥" (নারসিংহপু°)

তরুণীকটাক্ষমাল (পুং) তরুণীনাং কটাক্ষাণাং মালা যত্র বহুব্রী। তিলকপুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি°)

তরুতল (ক্লী) তরুণাং তলং ৬তৎ। ১ বৃক্ষমূল, গাছের তলা, বৃক্ষমূলের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তীস্থান, মধ্যাহ্নকালে মূলের চতুর্দ্দিকে যতদূর ছায়া পড়ে। ২ তরুস্বরূপ।

তরুণপীতিকা (স্ত্রী) মনঃশিলা।

তরুণাভাস (পুং) একপ্রকার পাণা।

তরুণাস্থি (ক্লী) কোমলাস্থিবিশেষ।

তরুতুলিকা (স্ত্রী) তরুস্থিতা তুলিকা চিত্রশলাকাইব বা তরৌ বৃক্ষে তোলয়তি দোলয়তি বা তুল-ণ্বুল টাপি অত ইত্বং পৃষো° সাধুঃ। বাতুলি, বাদুড়পক্ষী, এই পক্ষী বৃক্ষশাখায় তুলা দণ্ডের ন্যায় ঝুলিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে তরুদুলিকা পাঠ দেখা যায়।

তরুতুলিকা [তরুতুলিকা দেখ।]

তরুতৃ (ত্রি) তৃ-তৃচ্ (প্রসিতস্কভিতস্তভিতত্তরুতৃতরূতৃবরূত্রিতি। পা ৭।২।৩৮) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সিদ্ধং। তারক। "অস্ততরুতা বিপ্রেভিঃ" (ঋক্ ১।২৭।৯) 'তরুতা তারয়িতা' (সায়ণ)

তরুত্র (ত্রি) তৃ-বাহু° উত্র। তারক।

"তরুত্রো অভ্যস্তিব্রুষ্টীঃ" (ঋক্ ৪।২।১২) 'তরুত্রস্তারকঃ।' (সায়ণ)

তরুদুলিকা [তরুতুলিকা দেখ।]

তরুনখ (পুং) তরোর্নখইব। কণ্টক, কাঁটা। (হারাবলী)

তরুপঙ্ক্তি (স্ত্রী) তরুণাং পঙ্ক্তিঃ ৬তৎ। বৃক্ষশ্রেণী।

তরুভুজ (পুং) তরুং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ক্বিপ্। বন্দাক, পরগাছা। (রাজনি°) বৃক্ষে ইহা জন্মিলে শীঘ্রই বৃক্ষ নষ্ট হইয়া যায়।

তরুমূল (ক্লী) তরুণাং মূলং ৬তৎ। বৃক্ষমূল, গাছতলা।

তরুমৃগ (পুং স্ত্রী) তরৌ তিষ্ঠন্ মৃগইব মধ্যলো°। শাখামৃগ, বানর। (শব্দচ°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

তরুরাগ (ক্লী) তরুণাং রাগো রক্তিমাভা যস্মাৎ বহুব্রী। কিশলয়, নূতন পল্লব।

তরুরাজ (পুং) তরুণাং রাজা ৬তৎ অত্যুচ্চত্বাৎ সমাসে টচ্। ১ তালবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ পারিজাতপুষ্প বৃক্ষ, এই বৃক্ষ নরলোকে পূজিত দেবলোকের ভোগ্য, এইজন্য ইহা তরুরাজ।

"যদেতদ্ধা হৃতং স্বর্গাৎ তৎ ত্বদর্থং ময়া বিভো।
দেবোপভোগ্যমেতদ্ধি তরুরাজসমুদ্ভবং।" (হরিব° ১২৪।৫৫)

(ত্রি) তরুশ্রেষ্ঠ মাত্র।

তরুরুহা (স্ত্রী) তরৌ রোহতি রুহ-ক টাপ্। ১ বন্দাক, পরগাছা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বৃক্ষরোহিমাত্র।

তরুবা, মধ্যপ্রদেশে চাঁদাজেলার একটী হ্রদ। সেগাঁওয়ের ১৪ মাইল পূর্ব্বে চিমুর পাহাড় হইতে এই হ্রদ উদ্ভূত হইয়াছে। হ্রদটী অতিশয় গভীর।

অনেক পুত্রাভিলাষিণী স্ত্রীলোক এই হ্রদের নিকট আসিয়া অর্চ্চনাদি করিয়া থাকে। পীড়িত লোকগণও স্বাস্থ্য লাভের জন্য এই স্থানে আগমন করে।

মধ্য প্রদেশীয়লোকের বিশ্বাস দেবতাদিগের ইচ্ছায় এই হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই হ্রদের একদিকে একটী কৃত্রিম বাঁধ আছে।—

প্রবাদ, বহুবর্ষ অতীত হইল গোলীরা বর লইয়া মহা সমারোহে চিমুর পাহাড়ের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। এই পথ দিয়া যাইবারকালে বরযাত্রীয় কতিপয় ব্যক্তি অতীব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহারা কোন স্থানে জল পাইল না। হঠাৎ জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা এই বৃদ্ধের নিকট তাহাদের জলকষ্টের বিবরণ বলিলে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, যে বর ও নবোঢ়া বধূ একত্র মৃত্তিকা খনন করিলে একটী ঝরণার উৎপত্তি হইবে এবং সেই ঝরণার জলে তাহারা পিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারিবে। বৃদ্ধের উপদেশানুসারে বর ও বধূ মৃত্তিকা খনন করিবামাত্র একটী উৎস উদ্ভূত হইয়া হ্রদে পরিণত হইল। এই হ্রদের তটে একটী তালবৃক্ষ জন্মিল। এই গাছটী প্রত্যহ দিনের বেলা পলাইত, কিন্তু সন্ধ্যাকালে

মাটির নীচে বসিয়া যাইত। এক দিন প্রত্যুষে জনৈক যাত্রী উক্ত বৃক্ষের উপরিভাগে বসিয়া ছিল। সে হঠাৎ বৃক্ষের সহিত আকাশে উঠিল এবং তথায় সূর্য্যকিরণে দগ্ধ এবং বৃক্ষটীও তৎক্ষণাৎ ধূলিকণায় পরিণত হইল। বৃক্ষের পরিবর্ত্তে তথায় হ্রদের অধিষ্ঠাতৃদেবী তারোবা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখা গেল। এরূপও প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে যাত্রিগণ কার্য্যান্তে হ্রদে নৌকা রাখিয়া যাইত। কালক্রমে একজন অসৎ লোক নৌকাগুলি প্রত্যর্পণ না করিয়া তাহার সঙ্গে লইয়া চলিল। কিন্তু নৌকাগুলি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। সেই অবধি জলমধ্য হইতে আর নৌকা উঠে নাই।

এই হ্রদের মধ্যে ঢাকের ন্যায় শব্দ শুনা যায়। স্থানীয় বৃদ্ধেরা বলে যে ভাঁটার সময় এই হ্রদের মধ্যে স্বর্ণচূড়শোভিত একটী মন্দির দেখা যায়।

তরুরোহিণী (স্ত্রী) তরুম্ রোহতি রুহ-ণিনি-ঙীপ্। বন্দাক, পরগাছা। (রাজনি॰)।

তরুলতা (দেশজ) একপ্রকার সুন্দর লতাবিশেষ। (Ipomœa Quamosa)

তরুবল্লী (স্ত্রী) তরুম্ বল্লীব। মালবদেশে প্রসিদ্ধ জতুকালতা। (রাজনি॰)

তরুবিটপ (পুং) তরূণাং বিটপঃ ৬তৎ। বৃক্ষশাখা, গাছের ডাল।

তরুবিলাসিনী (স্ত্রী) তরোবিলাসিনীব। নবমল্লিকা।

তরুশ (ত্রি) তরুঃ অস্ত্যত্র তরু-শ। (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্য শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০।) তরুযুক্ত।

তরুশায়িন্ (ত্রি) তরৌ তরুকোটরে শাখায়াং বা শেতে শী-ণিনি। ১ পক্ষী। (হারাবলী) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তরুষ্ (ক্লী) তরুষ্যতি হিনস্ত্যত্র তরুষ আধারে ক্বিপ্। যুদ্ধ। "তনূরুচা তরুষি রুধৈতে" (ঋক্ ৬।২৫।৪) 'তরুষি যুদ্ধে।' (সায়ণ)

তরুষ (ত্রি) তৃ-উষন্। তারক। "অর্যঃ পরস্তাৎ তরন্ত তরুষঃ" (ঋক্ ৬।১৫।৩) 'তরুষস্তরীতা' (সায়ণ)

তরুষণ্ড (পুং) বৃক্ষশ্রেণী।

তরুস্ (ত্রি) তৃ-উসি। তারক। "কৃত্বা দক্ষশ্চ তরুষঃ" (ঋক্ ৩।২।৩) 'তরুষস্তারকঃ।' (সায়ণ)

তরুসার (পুং) তরোঃ সারঃ ৬তৎ। ১ কর্পূর। (হারাবলী) ২ বৃক্ষসার মাত্র।

তরুস্থ (ত্রি) তরৌ তিষ্ঠতি তরু-স্থা-ক। বৃক্ষস্থিত।

তরুস্থা (স্ত্রী) তরুস্থ-টাপ্। বন্দাক, পরগাছা।

তরূট (পুং) তরোঃ উট ইব। উৎপলকন্দ, পদ্মমূল, পদ্মের গেঁড়ো, ইহার গুণ গুরু, বিষ্টম্ভি, শীতল। (রাজব॰)

তরূণক [তরুণক দেখ।]

তরূষস্ (ত্রি) তৃ-উষস্। ১ তরণকুশল। ২ আপদুদ্ধারক। "ত্বং ন ইন্দ্রয়া তরূষসোগ্রং" (ঋক্ ১।১২৯।১০) 'তরূষসা তরণকুশলেন অস্মান্ আপদ্ভ্যঃ উত্তরীতুং শক্তেন।' (সায়ণ)

তরে (দেশজ) জন্য, নিমিত্ত।

"তুমি মর যার তরে, সে তোমায় চায়না।"

তরোতাজা (পারসী) সতেজ, (বৃক্ষাদির) সবুজবর্ণ যুক্ত।

তরোলি, মথুরা জেলার অন্তর্গত ছাতা তহসীলের একটী পল্লিগ্রাম। অক্ষা॰ ২৭° ৪০´৪৬´´ উঃ ও দ্রাঘি॰৭৭° ৩৭´৪৫´´ পূঃ। কৃষিকার্য্যের জন্যই এই পল্লিটী উল্লেখযোগ্য। এই স্থানের রাধাগোবিন্দদেবের মন্দির বিশেষ খ্যাত। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উক্ত মন্দিরের নিকট একটী মেলা হইয়া থাকে। তরোলিতে হাট ও বাজার আছে।

তরৌচ, সিমলাপাহাড়ের অন্তর্গত ও পঞ্জাব গবর্মেন্টের অধীন একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা॰ ৩০° ৫৫´ ও ৩১° ৩´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৭°৩৭´ ও ৭৭°৫১´ পূঃ। এই রাজ্যের ক্ষেত্রফল ৬৭ বর্গমাইল। কতিপয় মুসলমান ব্যতীত এই প্রদেশের সকল অধিবাসীই হিন্দু। তরৌচ পূর্ব্বে সরমোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরাজদিগের হস্তগত হইবার কালে ঠাকুর করমসিংহ তরৌচের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত তিনি কোন কার্য্যই করিতে পারিতেন না। তাঁহার ভ্রাতা ঝোবু সমগ্র রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে করমসিংহের মৃত্যুর পর ঝোবু এই মর্ম্মে এক সনন্দ পাইলেন যে, তাঁহার ও উত্তরাধিকারীগণের হস্তে তরৌচ রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হইল। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ঠাকুর কেদারসিংহ তরৌচের রাজা ছিলেন। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া সদস্যগণ কর্ত্তৃক রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

এই রাজ্যের আয় প্রায় ৬০০০৲ টাকা। রাজার অধীনে ৮০ জন সৈন্য থাকে।

তর্ক (পুং) তর্ক ভাবে অচ্। ১ আকাঙ্ক্ষা। ২ ব্যভিচারাশঙ্কানিবর্ত্তক উহভেদ, অর্থাৎ অবিজ্ঞাত অর্থবিষয়ে সযুক্তিক কারণদ্বারা তর্কবিশেষ, শাস্ত্রের অবিরোধী যে তর্ক সন্দিগ্ধ পূর্ব্ব পক্ষের নিরাশ করিয়া উত্তরপক্ষে ব্যবস্থাপনপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থের নিশ্চয়তা অবধারণ করার নাম তর্ক।

৩ ব্যাপ্যের আরোপ হেতু ব্যাপকের প্রসঞ্জন। ৪ আগমের অবিরোধী ন্যায়। ৫ আগমার্থ পরীক্ষা। ৬ মীমাংসারূপ বিচার। ৭ মানস জ্ঞানভেদ। ৮ নিজের বুদ্ধি অনুসারে তর্ক (বিচার) মাত্র।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
না প্রতিষ্ঠিততর্কেন গম্ভীরার্থস্ত নিশ্চয়ঃ॥" (বেদান্তপ্র॰)

যে সকল ভাব অচিন্ত্যনীয়, কিছুতেই যাহা চিন্তার বিষয় হইতে পারেনা, সেই সকল বিষয় তর্ক দ্বারা কখন স্থির করিবে না, অপ্রতিষ্ঠিত তর্কদ্বারা কখনই গম্ভীরার্থের নিশ্চয় হইতে পারেনা।

এইরূপ তর্ক করিলে অপ্রতিষ্ঠা দোষ জন্মে। তর্কে অপ্রতিষ্ঠা দোষ জন্মিলে তাহা নিরাকৃত হয়; সে তর্ক গ্রহণীয় নহে। তর্ক না করিয়া শাস্ত্রমীমাংসা করিবে না এইরূপ বিধি আছে; কিন্তু সে এরূপ কুতর্ক নহে, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি ঐকমত্য করিয়া তর্ক করিবে। ঐরূপ তর্ক করিলেই যথার্থ জ্ঞান জন্মে। এই জন্য বেদান্তদর্শনে তর্কের বিষয় এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—

"তর্কা প্রতিষ্ঠানাদিত্যাদি।" (বেদান্তসূত্র°)

যে বস্তু শাস্ত্রগম্য তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া সে বস্তুর বিরুদ্ধে উত্তম করিতে নাই। কারণ পুরুষ শাস্ত্রালম্বন ব্যতীত বুদ্ধিমাত্রের সাহায্যে যে সকল তর্কের উদ্ভাবন করেন, সেই সকল তর্কের প্রতিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না কল্পনার কোন অঙ্কুশ (নিয়ামক) নাই। যে যে পরিমাণ বুঝে, সে সেই পরিমাণই কল্পনা করে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এক পণ্ডিত অতি যত্নে এক তর্ক উদ্ভাবিত করেন, অন্য পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মিথ্যাত্ব (ভুল) দেখান। আবার তদপেক্ষা অধিক পণ্ডিত সে তর্ককেও মিথ্যা কহেন। মানববুদ্ধি বিচিত্র, সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত তর্ক অসম্ভব। যেহেতু মানববুদ্ধি অনবস্থিত, একপ্রকার নহে, সেই হেতু তৎপ্রভব তর্কও অনবস্থিত অর্থাৎ একরূপ নহে। এই জন্য তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষ দূষিত অর্থাৎ স্থিরতর তর্ক হয় না। এই কারণে তর্ক অবিশ্বাস্য। তর্কের প্রতি বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করা অন্যায্য। মনে কর খ্যাতনামা কপিলদেব সর্ব্বজ্ঞ, এই কারণ তাহার তর্ক প্রতিষ্ঠিত, এরূপ বলিলে বলিব, তাহাও অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ঐ কথাটীও তর্কে অন্যরূপ হইয়া যায়। কপিল সর্ব্বজ্ঞ, গৌতম অসর্ব্বজ্ঞ এই বিষয়ে প্রমাণ কি? কপিল, কণাদ, গৌতম ইহারা সকলেই খ্যাতনামা, সকলেই মহাত্মা ও সর্ব্ববিদিত অথচ তাহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মত-বৈপরীত্য দেখা যায়।

কপিলের মতে কণাদের ও গৌতমের আপত্তি এবং কণাদ গৌতমের মতে কপিলের আপত্তি দৃষ্ট হয়। যদি বল আমরা এমন একটি তর্কের অনুমান করিব অর্থাৎ অনুমান খাটাইয়া এমন একটী তর্ক বাছিয়া লইব, যাহার প্রতিষ্ঠা-দোষ নাই।

এমন কিছু বলিতে পারা যায়না যে একটীও অপ্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই। একটী না একটী প্রতিষ্ঠিত তর্ক আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তবে এরূপ বলিতে পার যে কোন কোন তর্ককে অপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব কল্পনা করিতে গেলে ব্যবহার উচ্ছেদের আপত্তি হইতে পারে, সকল তর্কই যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে লোকের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ব্যবহার কি প্রকারে নির্ব্বাহ হয়।

আমরা দেখিতেছি প্রত্যেক লোক ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের প্রাপ্তি পরিহারের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টমান; সে চেষ্টা তর্কমূলক। তর্কের অন্য নাম কল্পনা, তর্কের সত্যতা না থাকিলে সে সকল ব্যবহার থাকিত না; এতদিন উচ্ছিন্ন হইত। শ্রুতির অর্থ সন্দেহ হইলে বাক্যবৃত্তি-নিরূপণ-রূপ তর্ক দ্বারা তাহার তাৎপর্য্যার্থনির্ণয় করেন। একথা ভগবান মনুও বলিয়াছেন—

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতাঃ॥
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" (মনু)

যাহারা ধর্ম্মশুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাহারা প্রত্যক্ষ অনুমান (তর্ক) ও বিবিধশাস্ত্র উত্তমরূপে বিদিত হইবেন। যে পুরুষ বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক অবলম্বন করিয়া ঋষিসেবিত ধর্ম্মবিধি অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য অবগত হন। অপ্রতিষ্ঠিত তর্কের শোভা দোষ নহে। যে তর্কে দোষ আছে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, নির্দ্দোষ তর্ক গ্রহণীয়। পূর্ব্বপুরুষ মূঢ় ছিলেন বলিয়া কি আমাকেও মূঢ় হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। এক তর্কের দোষ দেখিয়া সকল তর্কের দোষোদ্দোষণ অতিশয় অন্যায্য।

আরও দেখ সম্যক্‌জ্ঞান একই প্রকার, নানাপ্রকার নহে। আমার একপ্রকার তোমার একপ্রকার এরূপ নহে, কারণ সম্যক্‌জ্ঞান বস্তুর অধীন, মনুষ্যের অধীন নহে। যেমন অগ্নি উষ্ণ। অগ্নি উষ্ণ এ জ্ঞান একরূপ অর্থাৎ সকল কালে ও সকল পুরুষে সমান, এই জন্য সম্যক্‌জ্ঞানে মতামত (তর্ক) থাকা অসম্ভব। তর্ক বুদ্ধিপ্রভব, তজ্জন্য তাহা নানাজনের নানাপ্রকার এবং বিরুদ্ধ তর্কজনিত জ্ঞান বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু সম্যক্‌জ্ঞান একই প্রকার। কোন সময়েও বিভিন্ন হয় না।

এক তার্কিক তর্ক বলে বলিবেন, ইহাই সম্যক্‌জ্ঞান, আবার অন্য তার্কিক তাহার মত খণ্ডন করিয়া বলিবেন না, তাহা সম্যক্‌জ্ঞান নহে, ইহাই সম্যক্‌জ্ঞান। অতএব যাহা একরূপ নহে, তাহা অস্থির তর্কপ্রভব, তাদৃশজ্ঞান কিরূপে সম্যক্‌ হইতে পারে?

এই জন্ত তর্কদ্বারা ইহা মীমাংসিত হয় না। দুরূহ স্থলে তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের অনুসরণ গ্রহণ করা কর্তব্য, শাস্ত্র বুঝিতে হইলেও তর্কের আবশ্যক, কিন্তু সে তর্ক শাস্ত্রানুকূল তর্ক, শাস্ত্রের প্রতিকূল তর্কই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্র প্রভৃতি যে কোন বিষয় জ্ঞাত হইলে তর্কই একমাত্র বুঝিবার কারণ। তর্ক না করিলে কোন বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্বার্থ অবগত হওয়া যায় না। এই তর্ক শাস্ত্রানুযায়ী হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে তাহাকে কুতর্কবাদ প্রভৃতি বলে। এই প্রকার কুতার্কিকের সহিত কোন প্রকার তর্ক করিবে না এবং করিলেও কোন ফল হইবে না। (বেদান্তদ°)।

গৌতমসূত্রে তর্কের বিবরণ এই প্রকার লিখিত আছে—'অবিজ্ঞাততত্ত্বে ঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ।' (গৌতমসূত্র ১।৪০)

ব্যাপ্যের আরোপপ্রযুক্ত ব্যাপকের আরোপই তর্কপদার্থ অর্থাৎ ধূমাদির আরোপ করিয়া ব্যাপক। ব্যাপক বহ্ন্যাদির যে আরোপ হয়, তাহার নাম তর্ক।

আরোপ ইহার অর্থ অযথার্থ জ্ঞান। সূত্রে "কারণোপপত্তিতঃ" এই শব্দ দ্বারা ব্যাপ্যের আরোপপ্রযুক্ত এই অর্থ এবং উহ শব্দে ব্যাপকের আরোপ এই অর্থলাভ হইয়াছে।

তর্কদ্বারা কি ফল জন্মে? শিষ্য গৌতমদেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি ইহার উত্তরে কহিয়াছেন—

"অবিজ্ঞাততত্ত্বে ঽর্থে তত্ত্বজ্ঞানার্থং।"

অর্থাৎ কোন পদার্থের বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইলে তর্ক করিবে, তর্ক করিলে সংশয়নিবৃত্তি হইয়া যথার্থ পক্ষের নির্ণয় হইবে।

এই জন্ত তর্ক এই পদার্থনির্ণয় বিশেষ প্রয়োজন। তর্ক না হইলে কদাচ একতরের নিশ্চয় হয় না। যেমন জলে উত্থিত বাষ্প দেখিয়া অনেকের এইটী বাষ্প কি ধূম এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে। অনন্তর এটী যদি ধূম হয়, তাহা হইলে জলে অগ্নি থাকিতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ জলে অগ্নি থাকে না, তাহা হইলে বাষ্প কি প্রকারে সম্ভবে, অতএব এটী ধূম নহে। এই প্রকার আপত্তি যাহার উপস্থিত হয়, তাহার এই তর্ক দ্বারা এইটী ধূম নহে, এইটী বাষ্প, এইরূপ নিশ্চয়তা জন্মে এবং দূর হইতে একটা প্রকাণ্ড অর্থাৎ বৃক্ষের গুঁড়ি দেখিলে এইটী মনুষ্য কি না, এইরূপ সংশয় জন্মিয়া থাকে। পরে যদি এইটী মনুষ্য হইত, তবে ইহার হস্তপদাদি অবশ্যই থাকিত, এই প্রকার তর্ক উদিত হইলে এটী প্রকৃতই মনুষ্য নহে, এইরূপ স্থির হয়। সৌগত নামক বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকে, এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র পদার্থ সকল বিজ্ঞানময় জ্ঞানস্বরূপ, অর্থাৎ নিদ্রাকালে যে সকল ব্যাঘ্র কি হস্তী মনুষ্য প্রভৃতি দেখা যায়, তাহারা বস্তুতঃ ব্যাঘ্র, হস্তী ও মনুষ্য নহে, কেবল জ্ঞানরূপ। সেই প্রকার জাগ্রদবস্থায় পৃথিবী, জল, মনুষ্য প্রভৃতি যাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ঐ পদার্থ সকলও জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানের অতিরিক্ত নহে।

ইহাতে নৈয়ায়িকেরা কহেন, নিদ্রাকালে যে পদার্থ সকল অনুভূত হয়, নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঐ পদার্থ সকল মিথ্যা অর্থাৎ মনঃকল্পিত মাত্র বোধ হয়। এ জন্ত স্বাপ্নিকপদার্থ জ্ঞান স্বরূপ হইলেও জাগ্রদবস্থায় যে নানাপ্রকার পদার্থ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, ইহারা কখন জ্ঞানময় নহে, জ্ঞান হইতে ভিন্ন। এরূপ উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা যে পদার্থ সকল দেখিতেছি, ইহারা জ্ঞানস্বরূপ, কি জ্ঞানের অতিরিক্ত এই সংশয় অবশ্যই উপস্থিত হয়। পরে দৃশ্যমান চরাচর পৃথিবী, জল, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি পদার্থ সকল যদি জ্ঞান স্বরূপ হয়, জ্ঞান হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া, জলকে জল বলিয়া, মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া প্রতিদিন আমরা একরূপ জানিতে পারিতাম না এবং পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া ও জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি রূপে আমাদের যেরূপ জ্ঞান হইতেছে, সেই প্রকার সকলেরই জ্ঞান হইতেছে, বাস্তবিক বাহ্যপদার্থ স্বপ্নিক জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞানরূপ হইলে পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি একরূপে সকল ব্যক্তির অনুভবের বিষয় হইত না। যখন দেখিতেছি, স্বপ্নাবস্থায় একরূপ জ্ঞান সকলের কখন হয় না, এই প্রকার তর্ক উদিত হইলে দৃশ্যমান পদার্থ সমুদয় জ্ঞান স্বরূপ নহে, জ্ঞান হইতে পৃথক্ অবশ্যই এইরূপ অবধারণ জন্মে। ঐ সকল তর্ক উপস্থিত না হইলে অসংশয়রূপে কখন একতরের অবধারণ হইত না। এজন্ত তর্কপদার্থনির্ণয় অতি আবশ্যক। প্রাণি মাত্রেরই তর্ক জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষরূপ পরিচয় না থাকায় উহাকে তর্ক বলিয়া জানেনা।

ন্যায়শাস্ত্রে তর্কপদার্থের বিস্তাররূপে প্রকাশ থাকায় ন্যায়শাস্ত্রকে তর্কশাস্ত্রও বলে। তর্ক করিতে হইলে প্রথম সংশয়, অনন্তর তর্ক, তৎপশ্চাৎ নির্ণয়, এই তিন অংশে পরিসমাপ্ত হয়।

উক্ত তর্কে যে কোন পদার্থ আপাদ্য বা আপাদক অর্থাৎ (ব্যাপ্য ব্যাপকভাব) হয় না। কারণ জলাশয় যদি ধূমবিশিষ্ট হয়, তবে পটবিশিষ্ট হইত, এই প্রকার আপত্তি কখন সম্ভবে না এবং এইটী যদি মনুষ্য হইত, তবে শৃঙ্গবিশিষ্ট হইত, এইরূপ আপত্তি কেহ করে না। এই জন্ত ব্যাপ্যের আরোপযুক্ত ব্যাপকের আরোপ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যাপক

পদার্থেরই আপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত স্থলে ধূমের ব্যাপক পট নহে, মনুষ্যত্বের ব্যাপক শৃঙ্গ নহে, একারণে তাহাদের আপত্তি হইল না। ঐ আপত্তি পক্ষে আপাদ্যের অভাব নিশ্চয় থাকিলে এই জ্ঞান জন্মে। এজন্য জলাশয় যদি ধূমবিশিষ্ট হয়, তবে দ্রব্য হইত, এইরূপ আপত্তি হয় না। কারণ জলাশয়ে দ্রব্যত্বের অভাব নিশ্চয় নাই, কিন্তু দ্রব্যত্বের নিশ্চয় আছে। এই তর্ক আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও বাধিতার্থপ্রসঙ্গ এই ৫ প্রকার।

ইহাদিগের মধ্যে স্বতে স্ব অপেক্ষণীয় হইলে যে আপত্তি উপস্থিত হয়, ঐ আপত্তির নাম আত্মাশ্রয় অর্থাৎ ঐ আপত্তিতে আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অপেক্ষা করে এই জন্য ঐ আপত্তির নাম আত্মাশ্রয় হইয়াছে।

যাহার অভাবে যে বস্তু সম্ভব হয় না, তাহাকে অপেক্ষা কহে, অপেক্ষাও উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। যথা বৃক্ষ জন্মাইতে বীজ ও পুত্রাদির উৎপত্তিতে পিতা মাতা, বস্ত্রাদিজননে তুরী তন্তু প্রভৃতির অপেক্ষা চাই এবং কোন পদার্থের সংস্থাপন আবশ্যক হইলে অধিকরণের অপেক্ষা করে, কোন পদার্থের জ্ঞপ্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি (জ্ঞান) আবশ্যক হইলে ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষিত হয়, এই জন্য উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি এই তিন প্রকার অপেক্ষা হওয়ায় আত্মাশ্রয়ও তিন প্রকার, বস্তুতঃ যে আপত্তিতে স্বতে স্বজন্য আপাদক হয়, ঐ আপত্তি প্রথম আত্মাশ্রয়, যেমন একটী বৃক্ষ দেখিয়া এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষ হইতে জন্মিয়াছে কি না, এই সন্দেহ জন্মিলে এই বৃক্ষটী যদি এই বৃক্ষজন্য হয়, তবে এই বৃক্ষের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না অর্থাৎ এই বৃক্ষটী জন্মাইবার পূর্ব্বেও এই বৃক্ষ থাকিত। কারণ যে বস্তু যে পদার্থ হইতে জন্মে, সে বস্তুর পূর্ব্বকালে সেই পদার্থ অবশ্যই থাকে। আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে আপনি কখন থাকে না। এজন্য এ বৃক্ষটী এই বৃক্ষ জন্য নহে। অপর যে আপত্তিতে স্বতে স্ববৃত্তিত্বটী আপাদক হয়, সেই আপত্তির নামও আত্মাশ্রয়। যে প্রকার এই পৃথিবীর উপরে পর্ব্বত প্রভৃতি স্থিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার এই পৃথিবীর উপরিস্থিত হইয়া এই পৃথিবী আছে কি না? এই সংশয় জন্মিলে যদি এই পৃথিবী এই পৃথিবীর উপর স্থিত হইত, তবে এই পৃথিবী হইতে এই পৃথিবী ভিন্ন হইত, কারণ অধিকরণ হইতে আধেয় পৃথক্, ইহা সকল স্থানে দেখা যায়। অধিকরণ ও আধেয় এক ব্যক্তি কখন কাহার দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই আপত্তিটী দ্বিতীয় আত্মাশ্রয়। যে আপত্তিতে স্বপ্রত্যক্ষে স্বমাত্র অপেক্ষণীয় হয় কিংবা স্বতে স্বজ্ঞানস্বরূপটী আপাদক হয়, সেই আপত্তি তৃতীয় আত্মাশ্রয়। যথা এই ঘটের প্রত্যক্ষ যদি এই ঘট মাত্র হইতে উৎপন্ন হইত, তবে ঘটের উৎপত্তির পর সকল কালেই ইহার প্রত্যক্ষ হইত, যেহেতু এই ঘটের প্রত্যক্ষের কারণ এই ঘট মাত্র এবং এই ঘটটী সর্ব্বদাই আছে। কারণ থাকিলে কার্য্য না হইবে কেন, অথবা এই ঘটটী যদি এতদ্‌ঘট জ্ঞানরূপ হয়, তবে এই ঘটটী জ্ঞান সামগ্রী হইতে উৎপন্ন হইত, কারণ যে জ্ঞানরূপ হয়, সে জ্ঞান সামগ্রী হইতে অবশ্যই জন্মে। সামগ্রী শব্দে যে যে কারণ থাকিলে কার্য্য হইয়া থাকে, সেই কারণ সমুদায়কে বুঝায়।

স্বতে স্বাপেক্ষটী অপেক্ষণীয় হইলে যে অনিষ্টের আপত্তি হয়, তাহাকে অন্যোন্যাশ্রয় কহে। ফলতঃ যে আপত্তিতে স্বজন্য জন্যত্ব স্ববৃত্তি বৃত্তিত্ব, স্বজ্ঞান জ্ঞানময়ত্ব ইহার মধ্যে যে কোনটী আপাদক হয়, সেই অন্যোন্যাশ্রয়। যথা এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষজন্য জাত, ফল জন্য হইত তবে এই বৃক্ষ জন্য ফলের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না। অর্থাৎ এই বৃক্ষটী যদি এই বৃক্ষজাত ফল জন্য হইত তবে এই বৃক্ষজাত ফলটী এই বৃক্ষ জন্মিবার পূর্ব্বে অবশ্যই থাকিত, যে হেতু কারণ কার্য্যের পূর্ব্বে অবশ্যই থাকে। কিন্তু যেরূপ এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না, সেইরূপ এই বৃক্ষ জন্য ফলটীও এই বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না, সুতরাং এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষ জাতফলজন্য নহে। এরূপ এই ঘটটী যদি এই ঘটে স্থিত হয়, তবে এই ঘটটী এই ঘট হইতে ভিন্ন হইত এবং এই ঘটটী যদি এই ঘটজ্ঞান স্বরূপ হয়, তবে এই ঘটটী জ্ঞান সামগ্রী হইতে জন্য হইত এবং যে পদার্থটী স্বীকার করিলে সেইরূপ পদার্থের অসীম আপত্তি ধারা কল্পনা প্রযুক্ত অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয়, সেই অনবস্থাদোষ এবং উক্ত অনবস্থাদোষ ভয়ে কোন একটী পদার্থকে সীমা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যথা অবিভজ্য পরমাণুকে নিরবয়ব স্বীকার না করিয়া তাহাকে সাবয়ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পরমাণু অবয়বেরও অবয়ব কল্পনা করিতে হয় এবং উক্ত অবয়বের পুনর্ব্বার অবয়ব কল্পনা আবশ্যক। এইরূপে অনন্ত অবয়ব কল্পনা করিলে সর্ষপ ও সুমেরুর সমান পরিমাণাপত্তি হইতে পারে। কারণ যে বস্তু যদপেক্ষায় অধিক সংখ্যক অবয়ব দ্বারা সংগঠিত সেই বস্তু তদপেক্ষা মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট এবং যে দ্রব্য যে বস্তু অপেক্ষা অল্প সংখ্যক অবয়ব দ্বারা সংগঠিত সেই বস্তু তদপেক্ষা ক্ষুদ্র।

অতএব এই স্থলে যেরূপ পার্ব্বতীয় পরমাণুর অবয়ব অনন্ত, সেইরূপ সর্ষপীয় পরমাণুর অবয়বও অনন্ত, উভয়ের ন্যূনাধিক্য

স্থির করিবার কাহারও সাধ্য নাই। অতএব উভয়ই অনন্ত অবয়ববিশিষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং উভয়ের পরিমাণগত কোন বৈলক্ষণ্য না থাকায় উভয়েরই সমান পরিণামের আপত্তি হইতে পারে। এই অনবস্থাভয়ে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিতে হইবে এবং যেরূপ বিচারস্থলে অপরাধী কি নিরপরাধী ইহা নিশ্চয় করিবার জন্য সাক্ষীর আবশ্যক করে, সেইরূপ সাক্ষিব্যক্তি সেই ঘটনাস্থলে ছিল কিনা, এইরূপ আপত্তিতে যদি সাক্ষীর সাক্ষী স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত সাক্ষী ব্যক্তিরও সাক্ষীর আবশ্যক হয়, এইরূপে অসংখ্য সাক্ষীর আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং কোন প্রকারেই বিচার নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, এস্থলেও এইরূপ অনবস্থাদোষ ভয়ে একটীমাত্র সাক্ষী প্রচলিত আছে, অথবা বস্তুমাত্রেই কোন শরীরী কর্ত্তৃক সৃষ্ট, সুতরাং নিরাকার জগদীশ্বর দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারেনা, এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিয়া যদি তাঁহারও শরীর কল্পনা কর, তবে জগদীশ্বরের শরীর সৃষ্টির জন্য স্বতন্ত্র কোন শরীরী জগদীশ্বর কল্পনা করিতে হয় এবং তাঁহার শরীর সৃষ্টিনির্ব্বাহার্থেও পুনর্ব্বার শরীরী স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ অনন্ত কোটী কোটী সাকার জগদীশ্বর কল্পনা করিলেও কোন প্রকারেই সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারেনা। এজন্য দার্শনিকগণ একমাত্র জগৎস্রষ্টা স্বীকার করিয়াছেন, অথবা এই সসাগরা পৃথিবী শূন্যে স্বীয় শক্তিবলে আছে কি না, অন্য কোন সুবৃহৎ সাকার আধারের উপর আছে, এইরূপ সন্দেহাক্রান্ত হইয়া যদি পৃথিবীর কোন সাকার আধার স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই আধার-বস্তুর স্থিতির জন্য পুনর্ব্বার আর একটী সাকার আধার কল্পনা করিতে হয়।

ঐরূপে তাহারও আধার কল্পনা করা হইবেক, কিন্তু পৃথিবী কাহার উপর অবস্থিত আছে, তাহা নির্ণীত হইবে না। এইরূপ অনবস্থাদোষে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পৃথিবীর কোন সাকার আধারান্তর স্বীকার করেন নাই, পৃথিবী স্বীয় শক্তিবলে আকাশে নিয়তই বিদ্যমান আছে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন।

আত্মাশ্রয় প্রভৃতি যে আপত্তি চতুষ্টয় উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আপত্তি সকলের নাম প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ।

এই প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ দুই প্রকার—ব্যাপ্তিনির্ণায়ক ও বিষয়পরিশোধক, অর্থাৎ যে তর্কদ্বারা ব্যাপ্তির নিশ্চয়তা জন্মে সেই তর্কের নাম ব্যাপ্তিনির্ণায়ক, যথা ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলেই সেই ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে। কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত ধূমে বহ্নির ব্যভিচার সন্দেহ থাকে, সেইকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না।

এ জন্য তর্কদ্বারা ব্যভিচার সন্দেহ (বহ্নির অর্থাৎ অভাবাধিকরণে ধূমের বিদ্যমানতার অভাব) দূর করা আবশ্যক, যথা ধূম বহ্নি ব্যভিচারী কি না, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে ধূম যদি বহ্নি-ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে বহ্নি হইতে জন্মাইত না। কারণ যে যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহার ব্যভিচারী হয় না এই নিয়ম আছে। এই আপত্তি করিলে ধূমে বহ্নি-ব্যভিচারের সন্দেহ নিবৃত্তি হইয়া বহ্নির ব্যাপ্তিনির্ণয় জন্মে। একারণে এই তর্ক ব্যাপ্তিনির্ণায়ক। যে তর্ক দ্বারা ব্যাপ্তি ভিন্ন বিষয়ের অবধারণ হয়, তাহার নাম বিষয়-পরিশোধক, যথা পর্ব্বত যদি বহ্নির অভাববিশিষ্ট হয়, তবে ধূমের অভাববিশিষ্ট হইতে পারে। এই তর্কদ্বারা পর্ব্বতে বহ্নির সন্দেহ নষ্ট হইয়া বহ্নির রূপ বিষয়ের অবধারণ জন্মে, এজন্য এই তর্কের নাম বিষয়পরিশোধক। (গৌতমসূত্রং)

করণে ঘঞ্। ৯ ন্যায়শাস্ত্র। তর্ক ন্যায়শাস্ত্রের নামান্তর ভেদ। এই ন্যায়শাস্ত্রে তর্কবিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম তর্কশাস্ত্র। ন্যায়শাস্ত্র চারিভাগে বিভক্ত।

"প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতি শাব্দজঃ।" (ভাষাপ॰)

প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দজ। তাহার মধ্যে অনুমান খণ্ডেই তর্কের আধিক্যবশতঃ ইহাকেই তর্ক কহে, কিন্তু এই চারিখণ্ডেই তর্কপ্রণালী বিশেষরূপে অবলম্বিত হইয়াছে। নবদ্বীপে গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই তর্কশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গদেশে তর্কশাস্ত্রের উন্নতি বিধান ইহাই একটী বিশেষ গৌরবের বিষয়। [ন্যায় দেখ।]

১০ মীমাংসাশাস্ত্র, তর্কদ্বারা শাস্ত্রমীমাংসা হয় এইজন্য মীমাংসার নামও তর্কশাস্ত্র।

তর্কক (ত্রি) তর্কেণ আকাঙ্ক্ষয়া কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক। ১ যাচক। তর্কয়তি তর্ক-ণ্বুল্। ২ তর্ককারক।

তর্ককারিন্ (ত্রি) তর্কং করোতি কৃ-ণিনি। তর্ককারক, তার্কিক।

তর্কগ্রন্থ (পুং) তর্কাধিকৃতঃ গ্রন্থঃ মধ্যলো। তর্কপ্রধান গ্রন্থ।

তর্কজ্বালা (স্ত্রী) ১ যাহাতে উদ্দীপনা আছে। ২ বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তর্কণ (ক্লী) চিন্তন, বিচার।

তর্কণীয় (ত্রি) চিন্তনীয়, বিচার্য্য।

তর্কমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ। [মুদ্রা দেখ।]

তর্কবাগীশ (পুং) তর্কশাস্ত্র যে উত্তম বলিতে পারে, তর্কশাস্ত্রবেত্তা।

তর্কবিদ্যা (স্ত্রী) তর্করূপা যা বিদ্যা তর্কস্য বিদ্যা বা। ন্যায়-

বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা। গৌতম প্রণীত প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থরূপ বিদ্যা ও কণাদোক্ত ষট্‌পদার্থরূপ বিদ্যা, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা।

"আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যা মনুরক্তো নিরর্থিকাং।"(ভা° ১৩৩৭।১২)

তর্কশাস্ত্র (ক্লী) তর্করূপং শাস্ত্রং মধ্যলো°। ন্যায়শাস্ত্র।

তর্কাভাস (পুং) তর্কস্য আভাসঃ ৬তৎ। কুতর্ক, যাহাতে তর্কের সাদৃশ্য মাত্র আছে কিন্তু যথার্থতঃ তাহা কুতর্ক, অকিঞ্চিৎকর যুক্তি।

তর্কারী (স্ত্রী) তর্কং ঋচ্ছতি ঋ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ঙীপ্ চ। জয়ন্তী বৃক্ষ, ধনচে গাছ। পর্য্যায় বৈজয়ন্তী, জয়ন্তী, বিজয়া, জয়া। (Sesbania Ægyptiaca or Æschynomene Sesban)

বঙ্গে সাধারণতঃ জয়ন্তীনামেই খ্যাত। বেহারে সন্তরি বা সেবরি, উৎকলে বর্জ-জন্তি, উত্তরপশ্চিমে জৈন্ত, বোম্বাইএ জৈত বা জন্‌জন্, মহারাষ্ট্রে সেবরি, গুজরাটে বায়সিংগণি, দ্রাবিড়ে চম্পই বা করুমসেম্বাই ও তৈলঙ্গে সইমিণ্ডা বা সমিণ্ডা বলে।

ভারতের সর্ব্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে, এমন কি হিমালয়ের চারিহাজার ফিট্ উর্দ্ধে এই বৃক্ষ দেখা যায়। তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই কিছু বেশী। কৃষ্ণা ও বেণ্বানদীর তটে যে সকল স্থান বন্যায় ডুবিয়া যায়, সেই সেই স্থানে এই গাছ এক একটা ২০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠ নরম। বেড়া অথবা অপর লতাদির আশ্রয় জন্য ইহাতে মাচা প্রস্তুত হয়। ইহার ছালে ভাল দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে।

ইহার পাতা ও বীজ বড় উপকারী। পূয়সঞ্চয় নিবারণ জন্য ইহার পাতার পুলটিস হয়। আবার কোরণ্ড বা বাত রোগে স্ফীত স্থানে প্রয়োগ করিলে ক্রমে ফুলা কমিয়া থাকে। হাকিমী গ্রন্থের মতে ইহার বীজ তেজস্কর, রজোনিঃসারক ও সঙ্কোচক, উদরাময়নাশক, অধিক রজোস্রাবনিবারক ও প্লীহাবৃদ্ধিহ্রাসকারক। অনেক হিন্দু চুলকানি, পাঁচড়া প্রভৃতিতে ইহার মলম ব্যবহার করেন। এরূপ স্থলে ইহার ছালের নির্য্যাসও ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে বীজ বাটিয়া ময়দা মিসাইয়া খোসপাঁচড়ায় প্রলেপ দিয়া থাকে। মরাঠাদিগের বিশ্বাস, ইহার বীজ দর্শন মাত্রই বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ঢাকার অনেকে ইহার টাট্‌কা পাতা বাটিয়া ১ ছটাক পর্য্যন্ত খাইয়া কৃমি রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ স্বাদু, তিক্ত, কফ ও বাতনাশক। (বাভট ৬ অঃ)

২ গণিকারিকা, গুণুরীগাছ (ভাবপ্র°) [গণিকারিকা দেখ।]

তর্কিত (ত্রি) তর্ক-ক্ত। ১ বিচারিত। ২ আলোচিত। ৩ সম্ভাবিত। ৪ অনুমিত।

তর্কিণ (পুং) চক্রমর্দ্দবৃক্ষ, চাকুন্দেগাছ। [চক্রমর্দ্দ দেখ।]

তর্কিল (পুং) তর্ক-ইলচ্। [তর্কিণ দেখ।]

তর্কিন্ (ত্রি) তর্কয়তি তর্ক-ণিনি। তর্ককারক, পণ্ডিতবিশেষ, মীমাংসক।

"ত্রৈবিদ্যোহৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তোধর্ম্মপাঠকঃ।" (মনু ১২।১১১)

তর্কু (স্ত্রী) কৃত-উ নিপাতনাৎ সাধুঃ। সূত্রনির্ম্মাণযন্ত্র, টেঁকো। পর্য্যায়—কপালনালিকা, তর্কুটী, সূত্রলা। (হারাবলী)

তর্কুক (ক্লী) তর্কু স্বার্থে কন্। [তর্কু দেখ।]

তর্কুট (ক্লী) তর্কয়তি সূত্রোৎপাদকতয়া শোভতে তর্ক-উটন্। কর্ত্তন, কাটনাকাটা।

তর্কুটী (স্ত্রী) তর্কুট স্ত্রিয়াং গৌরা° ঙীষ্। তর্কু। [তর্কু দেখ।]

তর্কুপিণ্ড (পুং) তর্কুস্থিতঃ পিণ্ডঃ মধ্যলো°। টেকোর নিম্নস্থ মৃৎপিণ্ড, টেকোর বাঁটুল। পর্য্যায়—বর্ত্তিনী, তর্কপীঠী, বর্ত্তুলা। (হারাবলী)

তর্কুপীঠী (স্ত্রী) তর্কুস্থিতা পীঠী। তর্কুপিণ্ড। [তর্কুপিণ্ড দেখ।]

তর্কুলাসক (পুং) তর্কুং লাসয়তি লস্-ণিচ্-ণ্বুল্। ঝল্লোল, তর্কুচালক যন্ত্র, চরকা।

তর্কুশাণ (পুং) তর্কোঃ শাণঃ ৬তৎ। সানক, টেকোর শাণ

তর্ক্য (ত্রি) তর্কের যোগ্য, বিচার্য্য।

তর্ক্ষু (পুং) তরক্ষুঃ পৃষো° সাধুঃ। তরক্ষু, নেকড়েবাঘ।

তর্ক্ষ্য (পুং) তৃক্ষ যৎ বাহুলকাংগুণঃ। যবক্ষার, সোরা।

তর্খান, প্রাচীন তুরস্ক ভাষায় সম্ভ্রমসূচক উপাধিবিশেষ। উচ্চবংশোৎপন্ন ও যাহাদিগকে কোনরূপ বিশেষ কর দিতে হয় না, তর্খান বলিলে তাহাদিগকেই বুঝায়। প্রাচীন তুরস্কভাষায় লিখিত অনেক দলীলে তর্খ কথাটী দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ আশ্রয়লিপি ও সম্ভ্রান্তবংশজ্ঞাপক লিপি। তুরাণীয়দিগের অভিধানে ইহার অর্থ উচ্চপদবী। নরষখি ও তবরিগণ তর্খানের স্থলে তের্খুন লিখিয়া থাকে। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য তাহারা এই কথাটী প্রয়োগ করে। চেঙ্গিজ খাঁকে বিনষ্ট করিবার জন্ প্রেষ্টার জন্ যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, বট ও কসলক তাহা অবগত হইয়া চেঙ্গিজকে বলিয়া দেন। তাঁহাদের পরামর্শে জীবন রক্ষা হওয়ায় চেঙ্গিজ উহাদের উভয়কে তর্খান উপাধি প্রদান করিলেন। ইহাদের সন্তানসন্ততিগণও তর্খান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। খোরাসান ও তুর্কিস্থানে ইহাদের বাস।

ভারতবর্ষে সিন্ধুদেশে তর্খানবংশ দেখা যায়। কথিত আছে, তৈমুর এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তুরুমিস

খাঁ যখন তৈমুরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন অর্ঘুন খাঁর প্রপৌত্র একুতৈমুর ভীমপরাক্রমে তাহার গতি রোধ করিয়া যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তৈমুর স্বচক্ষে একুতৈমুরের বীরত্ব সন্দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। তিনি একুতৈমুরের আত্মীয়বর্গকে তর্খান উপাধি দিলেন। এই অবধি সিন্ধুদেশে তর্খানবংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

পরগণা প্রদেশেও তর্খানদিগের বাস আছে। ৭০৩ খৃঃ অব্দে এই স্থানের তর্খানগণ পারস্যের সম্রাট্‌কে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে খজরের খাকনদিগের কর্ম্মচারী বিশেষকে তর্খান কহে।

ভারতে তর্খান বংশীয়গণ এখন নসরপুর ও ঠটায় বাস করে।

১৫২১ খৃঃ অব্দ হইতে সিন্ধু দেশে অর্ঘুনবংশের আধিপত্য দৃষ্ট হয়। ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে এই বংশীয় শাহ হুসেন অপুত্রক অবস্থায় গতাসু হইলে তর্খানবংশ অর্ঘুনবংশের স্থানাধিকার করিল। কিন্তু কয়েক দিন মাত্র এই বংশীয়গণ সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অকবর মীর্জা জানি বেগকে পরাভূত করিয়া সিন্ধুদেশ মোগল-সাম্রাজ্য ভুক্ত করিলেন।

তর্জ্জন (ক্লী) তর্জ্জ ভাবে ল্যুট্। ১ ভর্ৎসন, তিরস্কার। ২ অবজ্ঞাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করণ। ৩ ভয়প্রদর্শন। ৪ আস্ফালন। ৫ ক্রোধ।

তর্জ্জনগর্জ্জন (দেশজ) ১ ক্রোধব্যঞ্জক উচ্চনাদ দ্বারা ভয়-প্রদর্শন। ২ ভর্ৎসনা করণ, তিরস্কার করণ, গালি দেওন।

তর্জ্জনী (স্ত্রী) তর্জ্জত্যনয়া তর্জ্জ করণে ল্যুট্ ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অঙ্গুষ্ঠসমীপাঙ্গুলি। পর্য্যায় প্রদেশিনী।

"তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্ম্মধ্যং পিতৃতীর্থং প্রচক্ষতে।" (স্মৃতি)

তর্জ্জনীমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মুদ্রাভেদ। বামহস্তমুষ্টি করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা তাহাতে প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়।

"বামমুষ্টিং বিধায়ার্থ তর্জ্জনীমধ্যমে ততঃ।
প্রসার্য্য তর্জ্জনীমুদ্রা নির্দ্দিষ্টা শূলপাণিনা।" (তন্ত্র°)

তর্জ্জিক (পুং) তর্জ্জ স্বর্জ্জনমস্ত্যত্র তর্জ্জ-ঠন্। দেশবিশেষ, তাম্রিকদেশ। (হেম°)

তর্জ্জিত (ত্রি) তর্জ্জ-ক্ত। ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত, অপমানিত।

তর্ণ (পুং) তর্ণোতি তৃণাদিকং ভক্ষয়তি তৃণ-অচ্। বৎস, বাছুর।

তর্ণক (পুং) তর্ণ এব স্বার্থে কন্। ১ সদ্যোজাত বৎস, কুমলে বাছুর। ২ শিশু বালক। (হেম°)

"গোকর্ণতর্ণকোঽয়ং তর্ণোত্যুপকণ্ঠকচ্ছেষু।" (অনর্ঘরা° ২।২৩)

তর্ণি (পুং) তরন্ত্যাকাশপদ্ধতিং তৃ-নি। ১ সূর্য্য। ২ প্লব, ভেলা। (শব্দার্থ°)

তর্ত্তরীক (ক্লী) তীর্য্যতানেন তৃ ঈক (কর্ফরীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ নৌকা। কর্ত্তরি-ঈক। (ত্রি) ২ পারগ। (মেদিনী)

তর্ত্তব্য (ত্রি) তৃ-তব্য। তরণীয়।

তর্দূ (স্ত্রী) তরতি প্লবতে তৃ-উ দুকাগমশ্চ (ত্রো দুকচ। উণ্ ১।৯১) দারুহস্তক, কাষ্ঠের হাতা, তাড়ু।

তর্দ্মন্ (পুং) তৃদ বা মনিন্। ১ চষাল-ছিদ্রাগ্রবেধ।

"দ্ব্যঙ্গুলং ত্র্যঙ্গুলং বা তর্দ্মাতিক্রান্তং যূপস্য।"(কাত্যা° শ্রৌ° ৬।১।৩০)

'তর্দ্মাতিক্রান্তং চষালছিদ্রাগ্রবেধাদতিক্রান্তং' (কর্ক)। আধারে মনিন্। ২ তর্দন প্রদেশ। "তর্দ্মসমূতে পশ্চাত্তবতঃ" (শত° ব্রা° ৩।২।১।২) 'তর্দ্মসমূতে-ইতি যথোভয়োর্মাংসপ্রদেশয়োঃ সম্বন্ধী ভবতি তথা চ তর্দনপ্রদেশেষু পশ্চাৎভাগে' (ভাষ্য)।

তর্পণ (ক্লী) তৃপ- প্রীণনে ভাবে ল্যুট্। ১ তৃপ্তি, প্রীণন। ২ যজ্ঞকাষ্ঠ। তৃপ্যন্তি পিতরো যেন তৃপ-করণে ল্যুট্। ৩ জল-দান দ্বারা দেবর্ষি পিতৃ মনুষ্য প্রভৃতির তৃপ্তিসম্পাদন। এই তর্পণ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্তর্গত মহাযজ্ঞভেদ।

তর্পণ দ্বিবিধ। প্রধান তর্পণ ও অঙ্গতর্পণ। শাতাতপ প্রধান তর্পণের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন—

স্নাতক দ্বিজগণ শুচি হইয়া প্রত্যহ দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের যথাক্রমে তর্পণ করিবে ও বিধবা স্ত্রী কুশতিলোদক দ্বারা ভর্ত্তার ও শ্বশুরাদির নামগোত্র উল্লেখ করিয়া প্রতিদিন তর্পণ করিবে।* তাঁহার মতে অঙ্গতর্পণ এইরূপ—

স্নান তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। তর্পণ তাহার অঙ্গ। প্রাত্যহিক প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সম্বন্ধীয় স্নান নিত্য। গ্রহণাদি নিমিত্ত স্নান নৈমিত্তিক। গঙ্গাদি তীর্থে যে স্নান তাহা কাম্যস্নান। চাণ্ডালাদিস্পর্শ, শ্মশ্রু কর্ম্ম, অশ্রুপাত, মৈথুন, ছর্দ্দন ও অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে যে স্নান করিতে হয়, তাহাকেও নৈমিত্তিক স্নান কহে। কিন্তু এইরূপ নৈমিত্তিক স্নানে তর্পণাদি জলক্রিয়া করিবে না। পূর্ব্বোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নান করিলেই তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যে পুত্র নাস্তিকতা প্রযুক্ত প্রতিদিন পিতৃগণের তর্পণ না করেন, পিতৃগণ জলার্থী হইয়া তাহার দেহ-রুধির পান করেন, অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক প্রতিদিন তর্পণ করিবে। স্নান করিয়া তর্পণ করা উচিত, এই নিয়মানুসারে যদি কোন

* "তর্পণন্তু শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকো দ্বিজঃ।
দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমম্॥
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎপিতু স্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্ব্বকম্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা। গৌতম প্রণীত প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি যোড়শ পদার্থরূপ বিদ্যা ও কণাদোক্ত ষট্‌পদার্থরূপ বিদ্যা, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা।

"আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যা মনুরক্তো নিরর্থিকাং।"(ভা° ১৩।৩৭।১২)

তর্কশাস্ত্র (ক্লী) তর্করূপং শাস্ত্রং মধ্যলো°। ন্যায়শাস্ত্র।

তর্কাভাস (পুং) তর্কস্য আভাসঃ ৬তৎ। কুতর্ক, যাহাতে তর্কের সাদৃশ্য মাত্র আছে কিন্তু যথার্থতঃ তাহা কুতর্ক, অকিঞ্চিৎকর যুক্তি।

তর্কারী (স্ত্রী) তর্কং ঋচ্ছতি ঋ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ঙীপ্ চ। জয়ন্তী বৃক্ষ, ধনচে গাছ। পর্য্যায় বৈজয়ন্তী, জয়ন্তী, বিজয়া, জয়া। (Sesbania Ægyptiaca or Æschynomene Sesban)

বঙ্গে সাধারণতঃ জয়ন্তীনামেই খ্যাত। বেহারে সন্তরি বা সেবরি, উৎকলে বর্জ-জন্তি, উত্তরপশ্চিমে জৈন্ত, বোম্বাইএ জৈত বা জন্‌জন্, মহারাষ্ট্রে সেবরি, গুজরাটে বায়সিংগণি, দ্রাবিড়ে চম্পই বা করুমসেম্বাই ও তৈলঙ্গে সইমিণ্ডা বা সমিণ্ডা বলে।

ভারতের সর্ব্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে, এমন কি হিমালয়ের চারিহাজার ফিট্ উর্দ্ধে এই বৃক্ষ দেখা যায়। তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই কিছু বেশী। কৃষ্ণা ও বেগ্নানদীর তটে যে সকল স্থান বন্যায় ডুবিয়া যায়, সেই সেই স্থানে এই গাছ এক একটা ২০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠ নরম। বেড়া অথবা অপর লতাদির আশ্রয় জন্য ইহাতে মাচা প্রস্তুত হয়। ইহার ছালে ভাল দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে।

ইহার পাতা ও বীজ বড় উপকারী। পূয়সঞ্চয় নিবারণ জন্য ইহার পাতার পুলটিস হয়। আবার কোরও বা বাত রোগে স্ফীত স্থানে প্রয়োগ করিলে ক্রমে ফুলা কমিয়া থাকে। হাকিমী গ্রন্থের মতে ইহার বীজ তেজস্কর, রজোনিঃসারক ও সঙ্কোচক, উদরাময়নাশক, অধিক রজোস্রাবনিবারক ও প্লীহাবৃদ্ধিহ্রাসকারক। অনেক হিন্দু চুলকানি, পাঁচড়া প্রভৃতিতে ইহার মলম ব্যবহার করেন। এরূপ স্থলে ইহার ছালের নির্য্যাসও ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে বীজ বাটিয়া ময়দা মিসাইয়া খোসপাঁচড়ায় প্রলেপ দিয়া থাকে। মরাঠাদিগের বিশ্বাস, ইহার বীজ দর্শন মাত্রই বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ঢাকার অনেকে ইহার টাট্‌কা পাতা বাটিয়া ১ ছটাক পর্য্যন্ত খাইয়া কৃমি রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ স্বাদু, তিক্ত, কফ ও বাতনাশক। (বাভট ৬ অঃ)

২ গণিকারিকা, গুণুরীগাছ (ভাবপ্র°) [গণিকারিকা দেখ।]

তর্কিত (ত্রি) তর্ক-ক্ত। ১ বিচারিত। ২ আলোচিত। ৩ সম্ভাবিত। ৪ অনুমিত।

তর্কিণ (পুং) চক্রমর্দ্দবৃক্ষ, চাকুন্দেগাছ। [চক্রমর্দ্দ দেখ।]

তর্কিল (পুং) তর্ক-ইলচ্। [তর্কিণ দেখ।]

তর্কিন্ (ত্রি) তর্কয়তি তর্ক-ণিনি। তর্ককারক, পণ্ডিতবিশেষ, মীমাংসক।

"ত্রৈবিদ্যোহৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তোধর্ম্মপাঠকঃ।" (মনু ১২।১১১)

তর্কু (স্ত্রী) কৃত-উ নিপাতনাৎ সাধুঃ। সূত্রনির্ম্মাণযন্ত্র, টেঁকো। পর্য্যায়—কপালনালিকা, তর্কুটী, সূত্রলা। (হারাবলী)

তর্কুক (ক্লী) তর্কু স্বার্থে কন্। [তর্কু দেখ।]

তর্কুট (ক্লী) তর্কয়তি সূত্রোৎপাদকতয়া শোভতে তর্ক-উটন্। কর্ত্তন, কাটনাকাটা।

তর্কুটী (স্ত্রী) তর্কুট স্ত্রিয়াং গৌরা° ঙীষ্। তর্কু। [তর্কু দেখ।]

তর্কুপিণ্ড (পুং) তর্কুস্থিতঃ পিণ্ডঃ মধ্যলো°। টেকোর নিম্নস্থ মৃৎপিণ্ড, টেকোর বাঁটুল। পর্য্যায়—বর্ত্তিনী, তর্কপীঠী, বর্ত্তুলা। (হারাবলী)

তর্কুপীঠী (স্ত্রী) তর্কুস্থিতা পীঠী। তর্কুপিণ্ড। [তর্কুপিণ্ড দেখ।]

তর্কুলাসক (পুং) তর্কুং লাসয়তি লস্-ণিচ্-ণ্বুল্। ঝল্লোল, তর্কুচালক যন্ত্র, চরকা।

তর্কুশাণ (পুং) তর্কোঃ শাণঃ ৬তৎ। সানক, টেকোর শাণ।

তর্ক্য (ত্রি) তর্কের যোগ্য, বিচার্য্য।

তক্ষু (পুং) তরক্ষুঃ পৃষো° সাধুঃ। তরক্ষু, নেকড়েবাঘ।

তর্ক্ষ্য (পুং) তৃক্ষ যৎ বাহুলকাৎগুণঃ। যবক্ষার, সোরা।

তর্খান, প্রাচীন তুরস্ক ভাষায় সম্ভ্রমসূচক উপাধিবিশেষ। উচ্চবংশোৎপন্ন ও যাহাদিগকে কোনরূপ বিশেষ কর দিতে হয় না, তর্খান বলিলে তাহাদিগকেই বুঝায়। প্রাচীন তুরস্কভাষায় লিখিত অনেক দলীলে তর্খ কথাটী দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ আশ্রয়লিপি ও সম্ভ্রান্তবংশজ্ঞাপক লিপি। তুরাণীয়দিগের অভিধানে ইহার অর্থ উচ্চপদবী। নরষখি ও তবরিগণ তর্খানের স্থলে তের্খুন লিখিয়া থাকে। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য তাহারা এই কথাটী প্রয়োগ করে। চেঙ্গিজ খাঁকে বিনষ্ট করিবার জন্ প্রেষ্টার জন্ যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, বট ও কসলক তাহা অবগত হইয়া চেঙ্গিজকে বলিয়া দেন। তাঁহাদের পরামর্শে জীবন রক্ষা হওয়ায় চেঙ্গিজ উঁহাদের উভয়কে তর্খান উপাধি প্রদান করিলেন। ইহাদের সন্তানসন্ততিগণও তর্খান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। খোরাসান ও তুর্কিস্থানে ইহাদের বাস।

ভারতবর্ষে সিন্ধুদেশে তর্খানবংশ দেখা যায়। কথিত আছে, তৈমুর এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তুর্কমিস

খাঁ যখন তৈমুরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন অর্ঘুন খাঁর প্রপৌত্র একুতৈমুর ভীমপরাক্রমে তাহার গতি রোধ করিয়া যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তৈমুর স্বচক্ষে একুতৈমুরের বীরত্ব সন্দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। তিনি একুতৈমুরের আত্মীয়বর্গকে তর্খান উপাধি দিলেন। এই অবধি সিন্ধুদেশে তর্খানবংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

পরগণা প্রদেশেও তর্খানদিগের বাস আছে। ৭০৩ খৃঃ অব্দে এই স্থানের তর্খানগণ পারস্যের সম্রাট্‌কে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে খজরের খাকনদিগের কর্ম্মচারী বিশেষকে তর্খান কহে।

ভারতে তর্খান বংশীয়গণ এখন নসরপুর ও ঠটায় বাস করে।

১৫২১ খৃঃ অব্দ হইতে সিন্ধু দেশে অর্ঘুনবংশের আধিপত্য দৃষ্ট হয়। ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে এই বংশীয় শাহ হুসেন অপুত্রক অবস্থায় গতাসু হইলে তর্খানবংশ অর্ঘুনবংশের স্থানাধিকার করিল। কিন্তু কয়েক দিন মাত্র এই বংশীয়গণ সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অকবর মীর্জা জানি বেগকে পরাভূত করিয়া সিন্ধুদেশ মোগল-সাম্রাজ্য ভুক্ত করিলেন।

তর্জ্জন (ক্লী) তর্জ্জ ভাবে ল্যুট্। ১ ভর্ৎসন, তিরস্কার। ২ অবজ্ঞাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করণ। ৩ ভয়প্রদর্শন। ৪ আস্ফালন। ৫ ক্রোধ।

তর্জ্জনগর্জ্জন (দেশজ) ১ ক্রোধব্যঞ্জক উচ্চনাদ দ্বারা ভয়-প্রদর্শন। ২ ভর্ৎসনা করণ, তিরস্কার করণ, গালি দেওন।

তর্জ্জনী (স্ত্রী) তর্জ্জত্যনয়া তর্জ্জ করণে ল্যুট্ ততঃস্ত্রিয়াং ঙীপ্। অঙ্গুষ্ঠসমীপাঙ্গুলি। পর্য্যায় প্রদেশিনী।

"তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্মধ্যং পিতৃতীর্থং প্রচক্ষতে।" (স্মৃতি)

তর্জ্জনীমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মুদ্রাভেদ। বামহস্তমুষ্টি করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা তাহাতে প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়।

"বামমুষ্টিং বিধায়ার্থ তর্জ্জনীমধ্যমে ততঃ।
প্রসার্য্য তর্জ্জনীমুদ্রা নির্দ্দিষ্টা শূলপাণিনা।" (তন্ত্র°)

তর্জ্জিক (পুং) তর্জ্জ স্বর্জ্জনমস্ত্যত্র তর্জ্জ-ঠন্। দেশবিশেষ, তাম্রিকদেশ। (হেম°)

তর্জ্জিত (ত্রি) তর্জ্জ-ক্ত। ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত, অপমানিত।

তর্ণ (পুং) তর্ণোতি তৃণাদিকং ভক্ষয়তি তৃণ-অচ্। বৎস, বাছুর।

তর্ণক (পুং) তর্ণ এব স্বার্থে কন্। ১ সদ্যোজাত বৎস, কুমলে বাছুর। ২ শিশু বালক। (হেম°)

"গোকর্ণতর্ণকোঽয়ং তর্ণোত্থ্যপকণ্ঠকচ্ছেষু।" (অনর্ঘরা° ২।২৩)

তর্ণি (পুং) তরত্যাকাশপদ্ধতিং তৃ-নি। ১ সূর্য্য। ২ প্লব, ভেলা। (শব্দার্থ°)

তর্ত্তরীক (ক্লী) তীর্য্যতানেন তৃ ঈক (কর্ফরীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ নৌকা। কর্ত্তরি-ঈক। (ত্রি) ২ পারগ। (মেদিনী)

তর্ত্তব্য (ত্রি) তৃ-তব্য। তরণীয়।

তর্দূ (স্ত্রী) তরতি প্লবতে তৃ-উ দুকাগমশ্চ (ত্রো দুকচ। উণ্ ১।৯১) দারুহস্তক, কাষ্ঠের হাতা, তাড়ু।

তর্দ্মন্ (পুং) তৃদ বা মনিন্। ১ চষাল-ছিদ্রাপ্রবেধ।

"দ্ব্যঙ্গুলং ত্র্যঙ্গুলং বা তর্দ্মাতিক্রান্তং যূপস্য।"(কাত্যা° শ্রৌ° ৬।১।৩০)

'তর্দ্মাতিক্রান্তং চষালছিদ্রাগ্রবেধাদতিক্রান্তং' (কর্ক)। আধারে মনিন্। ২ তর্দন প্রদেশ। "তর্দ্মসমূতে পশ্চাত্তবতঃ" (শত° ব্রা° ৩।২।১।২) 'তর্দ্মসমূতেইতিযথোভয়োর্মাংসপ্রদেশয়োঃ সম্বন্ধী ভবতি তথা চ তর্দনপ্রদেশেষু পশ্চাৎভাগে' (ভাষ্য)।

তর্পণ (ক্লী) তৃপ-প্রীণনে ভাবে ল্যুট্। ১ তৃপ্তি, প্রীণন। ২ যজ্ঞকাষ্ঠ। তৃপ্যন্তি পিতরো যেন তৃপ-করণে ল্যুট্। ৩ জল-দান দ্বারা দেবর্ষি পিতৃ মনুষ্য প্রভৃতির তৃপ্তিসম্পাদন। এই তর্পণ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্তর্গত মহাযজ্ঞভেদ।

তর্পণ দ্বিবিধ। প্রধান তর্পণ ও অঙ্গতর্পণ। শাতাতপ প্রধান তর্পণের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন—

স্নাতক দ্বিজগণ শুচি হইয়া প্রত্যহ দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের যথাক্রমে তর্পণ করিবে ও বিধবা স্ত্রী কুশতিলোদক দ্বারা ভর্ত্তার ও শ্বশুরাদির নামগোত্র উল্লেখ করিয়া প্রতিদিন তর্পণ করিবে।* তাঁহার মতে অঙ্গতর্পণ এইরূপ—

স্নান তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। তর্পণ তাহার অঙ্গ। প্রাত্যহিক প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সম্বন্ধীয় স্নান নিত্য। গ্রহণাদি নিমিত্ত স্নান নৈমিত্তিক। গঙ্গাদি তীর্থে যে স্নান তাহা কাম্যস্নান। চাণ্ডালাদিস্পর্শ, শ্মশ্রু কর্ম্ম, অশ্রুপাত, মৈথুন, ছর্দ্দন ও অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে যে স্নান করিতে হয়, তাহাকেও নৈমিত্তিক স্নান কহে। কিন্তু এইরূপ নৈমিত্তিক স্নানে তর্পণাদি জলক্রিয়া করিবে না। পূর্ব্বোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নান করিলেই তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যে পুত্র নাস্তিকতা প্রযুক্ত প্রতিদিন পিতৃগণের তর্পণ না করেন, পিতৃগণ জলার্থী হইয়া তাহার দেহ-রুধির পান করেন, অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক প্রতিদিন তর্পণ করিবে। স্নান করিয়া তর্পণ করা উচিত, এই নিয়মানুসারে যদি কোন

---

* "তর্পণন্তু শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকো দ্বিজঃ।
দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমম্॥
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎপিতুস্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্ব্বকম্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

দিন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন প্রাতঃ মধ্যাহ্ন স্নান না করা হয়; তাহা হইলে কি সেই দিন তর্পণ নিষিদ্ধ? অথচ বচনান্তরে "তর্পণং প্রত্যহংকার্য্যং" ইত্যাদি বচন দ্বারা তর্পণের নিত্যতা রহিয়াছে।

"নাস্তিক্যভাবাৎ যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ সুতঃ।
পিবন্তি দেহরুধিরং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ॥" (যোগী যাজ্ঞবল্ক)

তর্পণের নিত্যতা হেতু "শুচি হইয়া তর্পণ করিবে" এই বচনানুসারে প্রধান তর্পণ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার পরেই কর্ত্তব্য। যে হেতু পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত পিতৃযজ্ঞরূপ তর্পণ মধ্যাহ্নকালে বিহিত হইয়াছে।

যদি প্রাতঃস্নানতর্পণ করিয়া মধ্যাহ্ন স্নান করিতে না পারা যায়, তাহা হইলেও প্রধান তর্পণ করা বিধেয় কি না? ইহার উত্তরে শাতাতপ লিখিয়াছেন, প্রাতঃ স্নানাঙ্গ তর্পণ করিলেই প্রসঙ্গাধীন পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত প্রধান তর্পণেরও সিদ্ধি হয়। মনু বলিয়াছেন, দ্বিজগণ স্নান করিয়া জল দ্বারা পিতৃগণকে যে তর্পণ করেন, সেই তর্পণ দ্বারাই সমস্ত পিতৃযজ্ঞ ক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হন।

"যদেব তর্পয়ত্যদ্ভিঃ পিতৃন্ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
তেনৈব সর্ব্বমাপ্নোতু পিতৃযজ্ঞক্রিয়াফলম্॥" (মনু)

মনুর এই বচন দ্বারা রাত্রির শেষ চারি দণ্ড হইতে আগামী রাত্রির প্রথম চারি দণ্ডের মধ্যে স্নান করিবে, অর্থাৎ প্রাতঃ কি মধ্যাহ্ন স্নান ইত্যাদির অনুল্লেখ না থাকায় অরুণোদয় কালীন তর্পণ দ্বারাও পিতৃযজ্ঞ তর্পণ সিদ্ধি হয়। অরুণোদয় সময়ে স্নান করিলে সামবেদিগণের সন্ধ্যাঙ্গ তর্পণের পর পিতৃতর্পণ করিতে হইবে। পরে মধ্যাহ্ন স্নান করিলে মধ্যাহ্নসন্ধ্যাঙ্গতর্পণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিতে হইবে। প্রাতঃস্নান না করিলে সূর্য্যোদয়ের পর যে স্নান হয়, তাহাকে অহঃস্নান বলে, সুতরাং পিতৃতর্পণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার পর হইবে।

প্রাতঃকালে স্নান ও তর্পণ করিয়া যদি অহঃস্নান না করা হয়, তাহা হইলে মধ্যাহ্নকালে প্রধান তর্পণ করিতে হয় না। কারণ অরুণোদয় তর্পণেই প্রধান তর্পণের সিদ্ধি হয়। চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণে ও অর্দ্ধোদয় প্রভৃতি যোগে স্নান করিলে কেবল তর্পণ করিতে হয়।

শরীর অসুস্থ হইলে যদি প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন স্নান না করা যায়, তাহা হইলে মধ্যাহ্নসন্ধ্যাঙ্গ তর্পণের পর প্রধান তর্পণ করিতে হয়। কোন কারণে যে ব্যক্তি একদা প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিয়া অহঃস্নান করেন, তাহার মধ্যাহ্নস্নানানন্তর তর্পণ করিতে হইবে। সন্ধ্যাদি করিয়া যদি তীর্থাদিতে স্নান করা হয়, তাহা হইলেও স্নানের উপর তর্পণ করিতে হইবে।

যে জলাশয়ের জল সকল প্রাণীর নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত হয় নাই ও অভোজ্য অর্থাৎ ম্লেচ্ছাদি খানিত কূপ পুষ্করিণ্যাদির জল ও নিপানজ যে জল তাহার দ্বারা তর্পণ করিবে না। (কূপ সমীপে গবাদির পানার্থ রচিত জলাশয়ের নাম নিপান।)

"যন্ন সর্ব্বায় চোৎসৃষ্টং যচ্চাভোজ্যনিপানজম্।
তদ্বর্জ্জ্যং সলিলং তাত সদৈব পিতৃকর্ম্মণি।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বৃষ্টির জলে তর্পণ করিতে নাই, শূদ্রের ও মেষাদি নিঃসৃত জল দ্বারা স্নান, আচমন, দান, দেব ও পিতৃতর্পণ করিবে না। যে অজ্ঞব্যক্তি বর্ষণ হইতে থাকিলে বৃষ্টিজল মিশ্রিত জল দ্বারা তর্পণ করে, তাহার নিশ্চয়ই ঘোর নরকে গমন হয়। ইষ্টকরচিত স্থানে পিতৃ তর্পণ করিবে না।

"নেষ্টকারচিতে স্থানে পিতৄং স্তর্পয়েৎ।" (শঙ্খ-লিখিত)

আর্দ্র বস্ত্র হইয়া তর্পণ করিলে জলে থাকিয়াই তর্পণ করিতে হয়। আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তীরে বসিয়া তর্পণ করিবে। কিন্তু তীর্থে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ করিলে জলে এক চরণ ও স্থলে এক চরণ করিয়া তর্পণ করিবে। জলে নামিয়া তর্পণ করিতে হইলে নাভিমাত্র জলে থাকিয়া করিবে। স্থলে তর্পণের একটু বিশেষ আছে, যদি কেহ উদ্ধৃত জল দ্বারা তর্পণ করে, তাহা হইলে তিল মিশ্রিত করিয়া লইবে। যদি তিলমিশ্রিত না করা হয়, তাহা হইলে বিচক্ষণ ব্যক্তি বামহস্ত দ্বারা তিল গ্রহণ করিবে।

তিলতর্পণ করিতে হইলে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা বাম কর হইতে তিল গ্রহণ ও পাত্রস্থ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিবে। যে ব্যক্তি তিল রোমসংস্থ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করেন, পিতৃগণ সেই তর্পণ দ্বারা তর্পিত না হইয়া তাহার রুধির ও মল দ্বারা তর্পিত হন।

"রোমসংস্থান্ তিলান্ কৃত্বা যস্তু সংতর্পয়েৎ পিতৄন্।
পিতরস্তর্পিতাস্তেন রুধিরেন মলেন চ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বাম করে যেখানে রোম না থাকে সেইখানেই তিল রাখিবে। কোন শুদ্ধ পাত্রে তিল রাখিয়া তর্পণ করা উচিত, তাহা হইলে রোমের সহিত মিলিত হয় না। ব্যবহারও এইরূপ দেখা যায়। তাম্রনির্ম্মিত তিলধানী বাম হস্তের মণিবন্ধে সংযুক্ত করিয়া বিজ্ঞগণ তর্পণ করিয়া থাকেন। তিল ভিন্ন শুদ্ধ জল দ্বারা তর্পণ হইতে পারে। কিন্তু তিলতর্পণ অধিক ফলদায়ক।

কুশ, রৌপ্য বা স্বর্ণাঙ্গুরীয় দক্ষিণ হস্তের অনামিকাতে ধারণ করিবে। এক হস্তে তর্পণ নিষিদ্ধ। যব ও ত্রিপত্র

দ্বারা দেবতর্পণ, তিল ও কুশমোটক দ্বারা পিতৃদিগের তর্পণ বিধেয়। তিলের অভাবে সুবর্ণ ও রজতযুক্ত করিয়া জল দিবে। তদভাবে দর্ভযুক্ত জলদ্বারা করিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকার করিবে না। তিল অভাবে পর পর প্রতিনিধি কল্পিত হইয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তিলযুক্ত তর্পণই প্রশস্ত। রবিবার, শুক্রবার, দ্বাদশী ও অমাবস্যানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্যশ্রাদ্ধদিন, সপ্তমী, জন্মতিথি ও সংক্রান্তিতে তিলতর্পণ করিবে না। কিন্তু অয়ন ও বিষুবসংক্রান্তি, গ্রহণকাল, যুগাদি, প্রেতপক্ষ, (মহালয়া-অমাবস্যার পূর্ব্বপ্রতিপদ হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রেতপক্ষ) এবং গঙ্গাদি তীর্থে সকল দিনেই তিলতর্পণ করা যায়, দাহান্তে ও প্রেতোদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ দিনেও তিলতর্পণ করিবে। এই সকল স্থলে কোন দিনেই তিলতর্পণ নিষিদ্ধ নহে।

সৌবর্ণ, তাম্র বা রৌপ্যময় অথবা খড়্গনির্ম্মিত পাত্র দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে।

সুবর্ণাদি পাত্র ব্যতীত অথবা তিল ও দর্ভ ভিন্ন তর্পণোদক পিতৃগণের তৃপ্তিকর হয় না। কিন্তু ইহা সমগ্র দ্রব্যের অভাবে বুঝিতে হইবে।

সৌবর্ণাদি পাত্রে সুবর্ণ দ্বারা উদক পিতৃতীর্থ স্পর্শ করিয়া দিতে হইবে।

জলদ্বারা তর্পণ করিলে পাত্র হইতে জল গ্রহণ করিয়া অন্য শুদ্ধ পাত্রে অথবা জলপূর্ণ গর্ত্তে নিঃক্ষেপ করিবে, বহিঃশূন্য স্থানে পরিত্যাগ করিবে না। তর্পণ জলপাত্র হইতে এক বিঘত উচ্চ করিয়া ফেলিতে হয়।

উপবীতী হইয়া দেবগণের, নিবীতী হইয়া মনুষ্যগণের ও প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হয়। তর্পণ করিবার সময় বামহস্ত বহুতর কুশযুক্ত করিবে এবং দক্ষিণ হস্ত কুশপত্রদ্বয় নির্ম্মিত পবিত্রযুক্ত করিবে। কিন্তু প্রত্যহ এ সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহিগণের কার্য্য করা অতীব কঠিন, এইজন্য শাস্ত্রকারগণ একটী সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীতে রজত ও অনামিকাতে সুবর্ণ ধারণ করিবে, তাহা হইলে কুশাদি ধারণের কার্য্য হইবে।

"তর্জ্জন্যা রজতং ধার্য্যং স্বর্ণং ধার্য্যমনাময়া।
কুশকার্য্যকরং যস্মাত্তুবস্যাঃ কুশাঃ কুশাঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

সামবেদিগণ সনকাদি দিব্যমনুষ্যের তর্পণ প্রত্যঙ্মুখ হইয়া করিবেন, সামগেতর উদঙ্মুখ হইয়া করিবেন। দেবগণ পূর্ব্ব, পিতৃগণ দক্ষিণ, মনুষ্যগণ প্রতীচী ও অসুরগণ উত্তর দিক্ ভজনা করিয়া থাকেন, সুতরাং তর্পণাদি কার্য্যও উক্ত দিকে মুখ করিয়া করা কর্ত্তব্য। দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার জলতর্পণ করিবে, ঋষিগণের একবার বিধেয়। পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী ইহাদিগকে তিনবার করিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তর্পণ করিবে। কিন্তু মাতার অনুরোধে মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে একবার করিয়া তর্পণ করিতে হইবে।

এই দ্বাদশ ব্যক্তির মধ্যে যিনি জীবিত থাকেন, তাহাকে বাদ দিয়া তদূর্দ্ধ পুরুষকে গ্রহণ করিয়া পূরণ করিবে। সন্ন্যাসী এবং পতিত ব্যক্তির বিষয়ে এইরূপ বিধান জানিবে।

তদনন্তর বিমাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল প্রভৃতিকে তর্পণ করিবে। বান্ধবগণের তর্পণের পর সুহৃদ্‌গণের তর্পণ করিবে। সুহৃদ্ যদি অসবর্ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে তর্পণ করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণের অসবর্ণ হইলেও ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মের তর্পণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণাদি যে বর্ণ ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মকে জল না দেন, তাহাদের সম্বৎসরকৃত পুণ্য নাশ হয়।

"ব্রাহ্মণাদ্যাস্তু যে বর্ণাদদ্যুর্ভীষ্মায় নোজলম্।
সম্বৎসরকৃতং তেষাং পুণ্যং নশ্যতি সত্তম॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

প্রথমে দেবতর্পণ, পরে মনুষ্যতর্পণ, তৎপরে মরীচ্যাদি ঋষিতর্পণ, তৎপরে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের তর্পণ, অনন্তর চতুর্দ্দশ যমতর্পণ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে। পরে রাম তর্পণ করিবে।

এই সকল তর্পণে অসক্ত হইলে শঙ্খমুনি লিখিত সংক্ষিপ্ত তর্পণ করিবে। এই সংক্ষিপ্ত তর্পণে সকল তর্পণ সিদ্ধ হইবে।

স্ত্রী ও শূদ্র তর্পণমন্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়া নিজে "নমঃ নমঃ" উচ্চারণ করিয়া জল দিবে। কিন্তু পিত্রাদির নাম উল্লেখপূর্ব্বক যে বাক্য করিতে হয়, তাহা স্ত্রী ও শূদ্র করিবে। অনুপনীত ও জীবৎপিতৃক ব্যক্তি প্রেততর্পণ ভিন্ন অন্য তর্পণ করিতে পারিবে না।

তর্পণ করিবার পূর্ব্বে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যিনি তর্পণের পূর্ব্বে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করেন তাহার পিতৃগণ মহর্ষিগণের সহিত নিরাশ হইয়া গমন করেন।

তর্পণ-প্রয়োগ।—

পূর্ব্বে যে সময় উক্ত হইয়াছে সেই সময়ানুসারে প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক—

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তীর্থ আবাহন করিবে। পরে পূর্ব্ব মুখে উপবীতি হইয়া দেবতর্পণ করিবে। ওঁ ব্রহ্মাতৃপ্যতাং, ওঁং বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং, ওঁং রুদ্রস্তৃপ্যতাং, ওঁং প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং, ব্রহ্মাদি প্রত্যেক দেবতাকে ত্রিপত্র সহিত দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। এইরূপে দেবতর্পণ করিয়া—

"ওঁং দেবা যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জম্ভগা খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারা স্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে॥
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।"

এই মন্ত্র পড়িয়া দেবতীর্থ দ্বারা এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। পরে পশ্চিম মুখে নিবীতী হইয়া—

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা॥
সর্ব্বেতে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।

এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া প্রজাপতিতীর্থদ্বারা দুই অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে পূর্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া 'ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং, ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং' ইহা বলিয়া মরীচি হইতে নারদ পর্য্যন্ত যথাক্রমে বলিয়া প্রত্যেককে দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

তাহার পর দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া ওঁ অগ্নিষ্বাত্তা পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা, ওঁ সৌম্যাঃ, ওঁ হবিষ্মন্তঃ, ওঁ উষ্মপাঃ, ওঁ সুকালিনঃ, ওঁ বর্হিষদঃ, ওঁ আজ্যপাঃ।

ইহাদিগকে পিতৃতীর্থ দ্বারা সতিল এক এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ওড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

এই মন্ত্রটী তিনবার পড়িয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিন অঞ্জলি জল দিবে। যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে চতুর্দ্দশ যমের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে।

তাহার পর তর্পণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিলতর্পণ করিবে। কৃতাঞ্জলি হইয়া—

'ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্বপোঽঞ্জলিং।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃগণের আবাহন করিবে। পরে 'বিষ্ণুরোং অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।"

এই বাক্যটী তিনবার করিয়া তিন অঞ্জলি জল পিতৃ উদ্দেশে দিবে। এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকেও সতিল তিনঅঞ্জলি জল দিতে হইবে।

"বিষ্ণুরোং অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা।" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে।

পরে পিতামহী ও প্রপিতামহীকেও এইরূপে তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহী, বিমাতা, পিতৃব্য, মাতুল এবং ভ্রাতা প্রভৃতি সকলকেই এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

পিতৃতর্পণ সমাপ্তি করিয়া ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মের তর্পণ করা বিধেয়। ভীষ্মাষ্টমী ভিন্ন ভীষ্মের তর্পণ করিতে হইবে না।

ভীষ্মতর্পণ——

'ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥'

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥"

এই মন্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে নমস্কার করিবে। অনন্তর—

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥'

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবাবা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তি মখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥"

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥"

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিয়া "ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।"

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে—

"ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রাগোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥"

এই মন্ত্রে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার জল দিবে।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এই মন্ত্র দ্বারা পিতৃচরণোদ্দেশে নমস্কার করিবে।

প্রত্যহ তর্পণ করিতে অশক্ত হইলে—

"ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।"

এই মন্ত্রে তিনবার জলাঞ্জলি দান করিয়া তর্পণ সম্পন্ন করিতে পারেন।

সংক্ষেপ তর্পণের মন্ত্রান্তর—

"আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু সর্ব্বে পিতরো মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকং॥"

শূদ্র ও যজুর্ব্বেদিগণ তর্পণকালে "তৃপ্যতু" এই শব্দ প্রয়োগ করিবেন, যথা "ব্রহ্মা তৃপ্যতু" "সনকশ্চ সনন্দশ্চ" এই মন্ত্র উত্তরমুখী হইয়া পাঠ করিয়া দুই অঞ্জলি জল দিবেন।

"ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ।"

এই মন্ত্রদ্বারা প্রথমে তীর্থ আবাহন করিবে।

শূদ্রগণ ভীষ্মতর্পণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে। আর আর সকল সামবেদীদিগের সহিত সমান।

ঋগ্বেদীদিগের তর্পণ যজুর্ব্বেদীয় তর্পণের সহিত সমান, কেবলমাত্র অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের তর্পণ তিনবার করিয়া করিতে হয়। জন্মাষ্টমী তিথিতে উদকমাত্র দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে শতবর্ষ গয়া শ্রাদ্ধের ফল হয়। (আহ্নিকতত্ত্ব)

তন্ত্রমতে তর্পণ ত্রিবিধ—আন্তর, মানস ও বাহ্য। সোম, অর্ক ও অনলের সংঘট্ট হইতে স্খলিত যে পরম অমৃত, সেই দিব্য অমৃত দ্বারা পরমদেবতাকে তর্পণ করিতে হয়। ইহার নাম আন্তর। আত্মাকে তন্ময় করিয়া অর্থাৎ যে দেবতার তর্পণ করিবে, সেই দেবতাস্বরূপ হইয়া তর্পণ করার নাম মানস তর্পণ। বিশুদ্ধ স্থানে উপবেশন করিয়া তর্পণ আরম্ভ করিবে। প্রথমে গুরুকে তর্পণ করিয়া পরে মূলদেবীকে তর্পণ করিবে। প্রথমে বীজদ্বয় গ্রহণ করিয়া তাহার পর বিদ্যা ও হুতভুগ্দয়িতা (স্বাহা) যুক্ত করিয়া মূলদেবীর নাম কথনের পর "তর্পয়ামি নমঃ" এই পদ প্রয়োগ করিবে।

কুলবারি দ্বারা দেবতা, অগ্নি ও ঋষিদিগকে তর্পণ করিবে। তর্পণের আদিতে "তৃপ্যতাং" এই পদ প্রয়োগ করিতে হয়।

এই প্রকারে বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও ভৈরবদিগকে তর্পণ করিবে। তর্পণের প্রথমে ত্রিপুর পূর্ব্ব এই পদ প্রয়োগ করিবে *।

তর্পণঘাট, দিনাজপুর জেলার সরহট্ট পরগণার অধীন একটী পল্লিগ্রাম। পরগণার মধ্যে এই গ্রামটীই সমধিক খ্যাত। করতোয়া নদীতটে অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে কতকগুলি বিল ও শালবন আছে। প্রতিবৎসর চৈত্র কিম্বা বৈশাখমাসে তর্পণঘাটে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। মেলাস্থলে প্রায় ৪।৫ হাজার লোকের সমাগম হয়।

তর্পণী (স্ত্রী) তৃপ-ণিচ্ করণে ল্যুট্ ঙীপ্। ১ গুরুস্কন্দ বৃক্ষ। ২ গঙ্গা।

"তর্পণী তীর্থতীর্থাচ ত্রিপথা ত্রিদশেশ্বরী।" (কাশীখ° ২৯।৩২)

(ত্রি) ৩ প্রীতিদায়িনী।

তর্পণীয় (ত্রি) তৃপ্তির যোগ্য।

তর্পণেচ্ছু (পুং) তর্পণং ইচ্ছতি ইষ উ নিপাতনাৎ সাধুঃ ১ ভীষ্ম। (ত্রি) ২ তর্পণাকাঙ্ক্ষী, তর্পণ করিতে ইচ্ছুক।

তর্পয়িতব্য (ত্রি) তৃপ-ণিচ্-তব্য। তৃপ্তি বা প্রীণনযোগ্য।

তর্পিণী (স্ত্রী) তর্পয়তি প্রীণয়তি তৃপ্-ণিচ্ ণিনি, ততো ঙীপ্। পদ্মচারিণীলতা। (শব্দচ°)

তর্পিত (ত্রি) তৃপ-ণিচ্-ক্ত। প্রীণিত, সন্তোষিত।

তর্পিন্ (ত্রি) তৃপ-ণিচ্ ণিনি। তর্পক, প্রীণয়িতা।

তর্পিলী (স্ত্রী) তৃপ-ইল গৌরা° ঙীষ্। পঞ্চচকারিণী। এই অর্থে তল্লিলী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়। তর্পিলী কপিলকাদি° রস্য ল, তল্লিলী। স্বার্থে কন্। তর্পিলিকা, তল্লিলিকা।

* তর্পণঞ্চ ত্রিধা প্রোক্তং সাম্প্রতং তচ্ছৃণুষ মে।
সোমার্কানলসংঘট্টাৎ স্খলিতং যৎপরামৃতং॥
তেনামৃতেন দিব্যেন তর্পয়েৎ পরদেবতাং।
আন্তরং তর্পণং হ্যেতন্মানসং শৃণু সাম্প্রতং॥
আত্মানং তন্ময়ং কৃত্বা সদা সন্তর্পিতাত্মবান্।
সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেষু সন্তুষ্ট স্থিরমানসঃ।
উপবিষ্টঃ শুচৌদেশে ততস্তর্পণমারভেৎ।
তর্পয়িত্বা গুরুমাদৌ মূলদেবীঞ্চ তর্পয়েৎ।
বীজদ্বয়ং ততোবিদ্যা হুতভুগ্দয়িতা তথা।
ততো দেব্যাঃ স্বনামান্তে তর্পয়ামি নমঃ পদং।
দেবানগ্নীনৃষীংশ্চৈব তর্পয়েৎ কুলবারিণা।
তর্পণাদৌ প্রযুঞ্জীত তৃপ্যতাং বৃদ্ধ ভৈরব।
তথৈব পরমেশানি বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিং।
এবং ঋষীন্ প্রতর্প্যাথ পিতৄনপি চ ভৈরবান্।
তৃপ্যতাং সুন্দরীমাতা পিতা ভৈরব তৃপ্যতাং।
আদৌ ত্রিপুরপূর্ব্বঞ্চ তর্পণে বিনিযোজয়েৎ।" (গন্ধর্ব্বতন্ত্র°)

তর্বট (পুং) তর্বতি দ্রুতং গচ্ছতি তর্ব বাহুলকাৎ অটন্। ১ বৎসর। ২ চক্রমর্দ্দ, চাকুন্দে গাছ। (রাজনি°)

তর্ম্মন্ (ক্লী) তরতি তৃ-মনিন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪) যূপাগ্র, যজ্ঞীয়কাষ্ঠের অগ্রভাগ।

তর্য্য (পুং) ঋষিভেদ। "বধীয়াৎ বাহুবৃক্তঃ শ্রুতবিত্তর্য্যঃ।" (ঋক্ ৫।৪৪।১২) 'শ্রুতস্ত বেত্তাচ তর্য্যশ্চ' (সায়ণ)

তর্ষ (পুং) তৃষ তৃষ্ণায়াং ভাবে ঘঞ্। ১ অভিলাষ। ২ তৃষ্ণা।
"লবণার্ণবপানেন তর্ষোৎকর্ষমিবোদ্বহন্।
যৎ প্রতাপো রিপুস্ত্রীণাং সনেত্রাম্ভোঽভজন্মুখং॥"
(রাজত° ৩।৪৮২)

তীর্য্যত্যনেন তৃ-স (বৃতৃবদিহনীতি। উণ্ ৩।৬০) ৩ প্লব, ভেলক। ৪ সমুদ্র। ৫ সূর্য্য।

তর্ষণ (ক্লী) তৃষ ভাবে ল্যুট্। ১ পিপাসা। ২ অভিলাষ।
"নির্ব্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্ন সদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ॥" (ভাগ° ৯।৬।২৭)

তর্ষিত (ত্রি) তর্ষোঽস্য জাতঃ। তর্ষ তারকা° ইতচ্। ১ তৃষিত, পিপাসিত। ২ জাতাভিলাষ, বাঞ্ছিত।
"অতিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনতর্ষিতঃ।" (রামা° ২।১০৪।১)

তর্ষুল (ত্রি) তৃষ-উলচ্। তৃষ্ণাযুক্ত।

তর্ষ্যাবৎ (ত্রি) তৃষাবৎ বেদে পৃষো° সাধুঃ। তৃষ্ণাযুক্ত, তৃষিত। "নিরুদ্ধ চিন্নহিষস্তর্ষ্যাবান্।" (ঋক্ ১০।২৮।১০) 'তর্ষ্যাবান্ তৃষাবান্' (সায়ণ)

তর্হন (ত্রি) অনিষ্ট করা, দমন।

তর্হি (অব্য) তদ্-র্হিল্। সেই সময়ে, তজ্জন্ত, তবে।
"তদভাবে তদভাবাৎ শূন্তং তর্হি।" (সাংখ্য সূ° ১।৪৩)

তল (পুং ক্লী) তলতি তল অচ্। ১ অধোভাগ, তলা। ২ পাতাল। ৩ উপরিভাগ, পৃষ্ঠদেশ। ৪ মূলদেশ, মূলের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান, মধ্যাহ্নকালে যতদূর ছায়া পড়ে; যথা তরুতল। ৫ টালি। ৬ পায়ের তেলো। ৭ মধ্যদেশ। ৮ স্বরূপ। (ক্লী) ৯ কানন। ১০ গর্ত্ত। ১১ জ্যাঘাতবারণ। ১২ গৃহের পরিচ্ছেদ, যথা একতল গৃহ। ১৩ কার্য্যবীজ। ১৪ চপেট, চাপড়। ১৫ তালবৃক্ষ। ১৬ খড়্গাদির মুষ্টি। ১৭ সব্য হস্ত দ্বারা তন্ত্রীবাদন। ১৮ গোধা। ১৯ ৎসরু। ২০ নরক বিশেষ। এইখানে ব্যাভিচারী হত্যাকারী প্রভৃতিরা বাস করিয়া থাকে। ২১ আধার। ২২ মহাদেব।
"তলস্তালঃ করস্থালী উর্দ্ধসংহননো মহান্।" (ভারত ১৭।১২৮)

তলওয়ার (হিন্দি) ইহার অর্থ তরবারি। সোডা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্ত যে কাস্তিয়া দ্বারা গুল্মাদি কর্ত্তিত হয়, তাহাকেও তলওয়ার কহে। [তলবার দেখ।]

তলওয়ার, মহিসুরের জাতিবিশেষ। পলিগারদিগের আধিপত্যকালে ইহারা বার্ষিক একটী ভেড়া ও একপাত্র ঘৃত কর স্বরূপ প্রদান করিত।

তলক (ক্লী) তলেন গভীর গর্ত্তেন কায়তি কৈ-ক। ১ পুষ্করিণী। ২ ফলবিশেষ।

তলকর, ১ জমা বিশেষ। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই জমা সমধিক প্রচলিত। শুষ্ক জলাশয়ের জমীর স্বত্বকে তলকর কহে।

২ মুর্শিদাবাদ জেলার একটী বিলের নাম। এই জেলায় যতগুলি বিল আছে, তাহার মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বহরমপুর হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমদিকে গেলেই এই বিলটী দেখা যায়।

তলকাড়্, মহিসুর রাজ্যে মহিসুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক।

২ উক্ত তালুকের প্রাচীন নগর। পূর্ব্বকালে এই নগরটী তলকাড়্, তল্কাড়্ এবং তালকাড়্ নামেও খ্যাত ছিল। মহিসুর জেলায় নর্সাপুর তালুকে কাবেরী নদীর বাম তটে ১২° ১১´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৭৭° ৫´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। মহিসুর নগর হইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে ২৮ মাইল গেলে তলকাড়ে উপস্থিত হওয়া যায়।

এই নগরে কাবেরী নদীর এক পার্শ্বে কতকগুলি শৈবমন্দির দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরগুলির প্রায় সর্ব্বাংশ বালুকা ঢাকা পড়িয়াছে। অপর তটে যে মন্দিরটী আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী শুনা যায়। একদা এক ভিক্ষু মহাদেবকে অর্চ্চনা করিবার জন্ত তলকাড়ে উপনীত হইলেন। এই স্থানে আসিয়া তিনি বিষম গোলযোগে পড়িলেন। অসংখ্য শিবমন্দির দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে প্রত্যেক মন্দিরে পূজা করিতে হইলে যে উপকরণের আবশ্যক তাহার যৎসামান্ত সঞ্চিত অর্থে কিছুতেই তাহার সঙ্কুলান হয় না; অথচ সকল মন্দিরে পূজা না করিলেও নয়; কারণ যদি কোন মন্দিরে তিনি অর্চ্চনা না করেন, তবে সেই মন্দিরস্থিত বিগ্রহ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তাহার সংগৃহীত অর্থে তিনি কতকগুলি কলাই ক্রয় করিলেন। ইহার এক একটী কলাই তিনি প্রতি মন্দিরে উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একটী মন্দিরে উপাসনা বাকী থাকিতে তাহার কলাই ফুরাইয়া গেল। ভিক্ষু অনন্যোপায় হইয়া পড়িলেন। যে মূর্ত্তির পূজা হইল না, যাহাতে অপর মূর্ত্তিগুলি তাঁহার উপর প্রাধান্ত লাভ করিতে না পারেন, তজ্জন্য নদীর অপর পারে আপনাকে চালিত করিলেন। তাঁহার ইচ্ছায় অপর বিগ্রহগুলি বালুকা সমাচ্ছন্ন হইল।

প্রাচীন তলকাড় নগরের অট্টালিকাগুলি বালুকাস্তূপে সম্পূর্ণরূপে ঢাকা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র পর্ব্বতবৎ এই বালিরাশি প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ। প্রতিবর্ষে ১০ ফিট্ করিয়া বালুকাস্তূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। উক্ত বালুকাস্তূপে ৩০টী মন্দির গ্রাস করিয়াছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে ২টীর উচ্চতম চূড়া এখনও দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কোন কোন পর্ব্বোপলক্ষে কীর্ত্তিনারায়ণের মন্দিরের বালুকারাশি কিয়ৎপরিমাণে অপসারিত করা হইয়া থাকে। এই নগরের প্রায় সকল অংশই বালুকাময়; বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে প্রতীতি হয় যে, শীঘ্রই অবশিষ্টাংশ বালুকাচ্ছাদিত হইবে। স্থানীয় লোকগণ বলেন যে, এই নগরের শেষ রাণী এই স্থান বালুকায় পরিণত হইবে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া কাবেরীজলে পতিত হইয়া নিজ জীবন পরিত্যাগ করেন।

তলকাড়ের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই হিন্দু। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তলকাড় নর্সাপুর তালুকের প্রধান সহর ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তলকাড়কে দলবন কহে। দল-বনপুর নামেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

তলকাড়ের প্রাচীনতম ইতিহাস পাওয়া যায় না। ২৮৮ খৃঃ অব্দ হইতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত অব্দে গঙ্গবংশীয় হরিবর্ম্মা তলকাড়ে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই বংশীয় অন্য এক রাজা তলকাড়ের দুর্গাদি সংস্কার করেন। ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজগণ তলকাড় শাসন করিতে থাকেন। চেরবংশীয়গণ কিছুদিন এই স্থান আপনাদিগের অধীনে রাখিয়াছিলেন। ১০ম শতাব্দীতে তলকাড়ে হয়সালবল্লালবংশের রাজধানী ছিল। ১৬শ শতাব্দীতে পুনরায় গঙ্গবংশীয়দিগের জয়পতাকা এই নগরে উড়িতে আরম্ভ করে। শিবসমুদ্রের পরাক্রমেই এই স্থান পুনরায় গাঙ্গেয়দিগের হস্তগত হয়। কিন্তু এই বংশীয় তিন জনের অধিক রাজা তলকাড়ে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। পরে ইহা বিজয়নগরের জনৈক করদ রাজার অধীনে আসিল। অবশেষে ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে মহিসুরের হিন্দুরাজা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তলকাড় অধিকার করিয়া লইলেন।

তলকাবেরী, কাবেরী নদীর উৎপত্তি-স্থল। কোরগ প্রদেশে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের ব্রহ্মগিরি অংশে অক্ষা° ১২° ২৩´ ১০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৩৪´ ১০´´ পূঃ। এই স্থানে একটী দেব মন্দির আছে। অনেক হিন্দুযাত্রী প্রতিবর্ষে এই স্থানে আগমন করে। কার্ত্তিক অথবা অগ্রহায়ণ মাসে তলমাস পর্ব্বোপলক্ষে বহুতর লোক এই স্থানে স্নান করিয়া থাকে। এই কালে কোড়গের প্রত্যেক পরিবার স্নানার্থ একএকজন প্রতিনিধি পাঠায়। প্রতিবর্ষে মন্দিরের জন্য গবর্মেণ্টের প্রায় ২৩২০ টাকা ব্যয় হয়।

তলকোট (পুং) বৃক্ষবিশেষ। "তলকোটস্য বীজেষু পচেচ্ছৎ-কারিকাং শুভাং।" (সুশ্রুত)

তলঘাট, মান্দ্রাজ বিভাগের সালেম জেলার দক্ষিণাংশ। পূর্ব্বকালে এই প্রদেশ কোঙ্গুদেশের অংশভুক্ত ছিল। কোঙ্গু-বংশীয় রট্ট এবং গঙ্গরাজগণ চোল-রাজগণের পূর্ব্বে এই প্রদেশ শাসন করিতেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কোঙ্গুবংশীয় রাজগণ নন্দিদুর্গ পর্য্যন্ত ও ৮ম শতাব্দীতে তুঙ্গভদ্রানদীতীরস্থ হরিহর পর্য্যন্ত আপনাদিগের রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ৮৯৪ খৃঃ অব্দে ইহারা চোলবংশ কর্ত্তৃক আপনাদিগের অধিকার চ্যুত হন। ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চোলরাজগণের অধীন অনেক সামন্ত প্রবল হইয়া উঠিলেন। ইহাদিগের মধ্যে হয়শাল-বংশীয় কোন সামন্ত ১০৮০ খৃঃ অব্দে সালেম প্রদেশ অধিকার করিলেন। ১৩১০ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ মুসলমানদিগের হস্তে পড়িল। কিছুকাল পরে ইহা বিজয়নগর রাজ্যভুক্ত হইল। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রদেশে নায়কগণের আধিপত্য দেখা যায়। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনের অবরোধের পর ইহা বৃটীশরাজ্য ভুক্ত হইয়াছে।

তলতাল (পুং) তলেন করতলেন তাড্যতে তাড় কর্ম্মণি ঘঞ্ ডস্য লঃ। করতল দ্বারা বাদনীয় বাদ্যভেদ। "আস্ফোটয়ন্ খেলয়ংশ্চ তলতালঞ্চ বাদয়ন্।" (ভারত ৩।১৭৮ অ°)

তলত্র (ক্লী) তলং ত্রায়তে ত্রৈ-ক। চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা।

তলত্রাণ (ক্লী) তলং করতলং ত্রায়তে ত্রৈ-করণে ল্যুট্। কর-তল রক্ষক, চর্ম্মময় গোধা বিশেষ, চর্ম্ম নির্ম্মিত দস্তানা।

তলদাবাঁশ (দেশজ) এক প্রকার ফাঁপা অথচ সরু বাঁশ, ইহাতে ডালা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

তলপ্ (আরবী) ১ আহ্বান। ২ হুকুম। ৩ বেতন।

তলধ্বনি (পুং) তলস্য ধ্বনিঃ ৬তৎ। করতলের শব্দ, হাততালি।

তলম্ব, পঞ্জাবে মুলতান জেলার সরাইসিধু তহসীলের একটী সহর। মুলতান সহরের ৫১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং চন্দ্রভাগা নদীর বামতটের ২ মাইল দূরে ৩০° ৩১´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৭২° ১´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সহরে মিউনিসিপালিটি আছে।

এই স্থানে অনেক প্রত্নতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এক মাইল দক্ষিণে একটী প্রাচীন দুর্গ ছিল। এই দুর্গের ইট দ্বারা তলম্বের অনেক সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দুর্গের ইটগুলি প্রাচীন মুলতানের অট্টালিকার ইটের ন্যায়। অনেকের মতে, আলেক্সান্দার এই স্থানে চন্দ্রভাগা উত্তীর্ণ হইয়া-

ছিলেন এবং মল্লিদিগকে পরাজিত করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করেন। এই প্রদেশ একবার মাহ্মুদের হস্তগত হয়। তৈমুর ভারতে আসিয়া তলম্ব লুণ্ঠন ও অধিবাসীদিগকে হত্যা করিলেন; কিন্তু দুর্গটী নষ্ট করেন নাই।

তলম্বে অনেক ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, মাহ্মুদ লঙ্গের সময়ে (১৫১০-১৫২৫ খৃঃ অব্দ) চন্দ্রভাগা নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এই স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানকার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ একটী নগরের ন্যায়; দক্ষিণদিকে উচ্চ দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। বহির্ভাগের কর্দ্দম-প্রাচীর ২০০ ফিট্ পুরু ও ২০ ফিট্ উচ্চ। এই প্রাচীরের উপর প্রায় সমান উচ্চের অপর একটী প্রাচীর দেখা যায়। পূর্ব্বে উভয়েরই সম্মুখভাগ বৃহৎ ইষ্টক দ্বারা সমাচ্ছাদিত ছিল।

বর্ত্তমান তলম্বগ্রামে একটী পুলিশ, একটী ডাক-ঘর, একটী স্কুল ও একটী সরাই আছে। এগুলি একটী অট্টালিকার মধ্যে অবস্থিত।

সহরের প্রায় ½ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে একটী ছাউনি স্থান ও ২টী উত্তম কূপ আছে।

তলপরম্ব [তলিপরম্ব দেখ।] মান্দ্রাজ বিভাগে মলবার জেলার একটী সহর।

২ মলবার জেলায় চেরকল তালুকের একটী সহর। কন্নূরের (কননোর) ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে ১২° ২´ ৫০´´ উঃ অক্ষা° ও ৭৫°২৪´ ১৬´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এই স্থানে বাস করে। হিন্দুর সংখ্যা অধিক। এখানে সব ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী ও একটী মন্দির আছে। মন্দিরের ছাদ পিত্তল-নির্ম্মিত। নিকটস্থ বালিপাথরের পাহাড়ে বহুসংখ্যক গুহা কর্ত্তিত হইয়াছে। এগুলি দেখিতে অতিশয় মনোরম ও আশ্চর্য্যজনক।

তলপেট (দেশজ) উদরের নাভিকুণ্ডের নিম্নস্থ অংশ, উদরের অধোভাগ।

তলপেট্যাল (দেশজ) নিম্ন হইতে সাহায্যকারী ব্যক্তি।

তলপ্রহার (পুং) তলেন প্রহারঃ ৩তৎ। চপেটাঘাত, চাপড় মারা। "তল প্রহারমশনেঃ সদৃশং ভীমনিস্বনং।" (রামা° ৬।৭৬ অঃ)

তলভেদ (পুং) তলস্য ভেদঃ ৬তৎ। তলা ফুটা হইয়া যাওয়া।

তলমীন (পুং) তলে জলনিম্নে স্থিতো মীনঃ। জলনিম্নস্থিত মৎস্য, চিঙ্গড়ী মাছ।

তলযুদ্ধ (ক্লী) তলস্য চপেটস্য আঘাতেন যুদ্ধং। চপেটাঘাত দ্বারা যুদ্ধ বিশেষ, চড়াচড়ি।

তললোক (পুং) তলস্থো লোকঃ মধ্যলো°। পাতাল।

তলব্ (আরবী) [তলপ্ দেখ।]

তলব্‌চিঠী (আরবী) আহ্বানপত্র, আদেশপত্র।

তলব (ত্রি) তলঃ হস্তাদি তলং বাতি নিহন্তি বা-ক। তল-বাদ্যকারক। "তাম্‌ত্রাযানন্দায় তলবং" (যজু° ৩০।২০) 'তলবং তল-বাদ্যবাদকং' (মহীধর)

তলবকার (পুং) ১ সামবেদের শাখাভেদ। ২ তলবকারোপনিষদ্।

তলবা, ভাগলপুর জেলার একটী ক্ষুদ্র নদী। এই নদীটী পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ছিল। স্থানে স্থানে ইহার প্রাচীন গর্ভ দৃষ্ট হয়। এই গর্ভ ১৫ হইতে ২০ চেইন প্রশস্ত। দেখিলে বোধ হয় যে, এখন যে স্থান হইতে তিলজুগা নদীতে জল আইসে, পূর্ব্বে সেই স্থান হইতে জল নদীতে আসিত। বর্ষান্তে তলবা স্থানে স্থানে শুকাইয়া যায়। নদীগর্ভস্থ শুষ্ক স্থান চাষ করা হইয়া থাকে। এই স্থানে অল্পায়াসেই প্রচুর ফসল জন্মে। এই নদী নিঃশঙ্কপুরকুরা পরগণার পশ্চিম-দিকে প্রবাহিত। বর্ষাকালে সোনবর্ষা পর্য্যন্ত ২০০ মণ বোঝাই নৌকা এবং বৈজনাথপুর পর্য্যন্ত ৫০ মণ বোঝাই একতা যাতায়াত করিতে পারে। এই নদী পর্ব্বান ও লোরনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

তলবানা (আরবী) বাদী প্রতিবাদী বা সাক্ষিদিগের প্রতি শমন বা অন্য কোন আদেশ পাঠাইবার জন্য যে খরচ লাগে।

তলবার (হিন্দী) [তরবারি দেখ।]

তলবারণ (ক্লী) তলে বাহুতলে বারয়তি বারি ল্যুট্। ১ জ্যাঘাত-বারণার্থ হস্ততলবদ্ধ বর্ম্মভেদ, চামাটী। ২ খড়্গ। ৩ খাপ।

তলসান, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাঠিয়াবাড় বিভাগে ঝালাবারের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ৪টী পল্লিগ্রাম দ্বারা তলসান রাজ্য গঠিত। ইহার অংশীদার ২ জন।

ভূ-পরিমাণ ৪৩ বর্গ মাইল। রাজস্ব প্রায় ২২৯২০৲ টাকা। প্রায় ৯১৫৲ টাকা বৃটিশগবর্মেণ্টকে ও প্রায় ১৪০৲ টাকা জুনাগড়ের নবাবকে কর স্বরূপ দিতে হয়।

বোম্বাই, বরোদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের বড়বান শাখার লখতর ষ্টেসনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে তলসান গ্রাম অবস্থিত। প্রতিকনাগের মন্দিরের জন্য এই গ্রামটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। কাঠিয়াবাড়ে সর্পপূজার যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ইহা একটী।

তলসারক (ক্লী) তলে সারো বলং যস্য বহুব্রী কপ্। ঘোটকের বক্ষস্থলবন্ধনরজ্জু। পর্য্যায়—বক্রপট্ট, তলিকা। (হেম°) কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঘোটকের অন্নভোজনপাত্র।

তলহৃদয় (ক্লী) তলস্য হৃদয়মিব। পদতলের মধ্যভাগ, পায়ের তেলো।

তলস্থিত (ত্রি) তলে স্থিতঃ ৭তৎ। তলে অবস্থিত, যে তলে থাকে।

তলা (স্ত্রী) তল স্ত্রিয়াং টাপ্। গোধা, জ্যাঘাতবারণা, জ্যাঘাত নিবারণ জন্য বাম প্রকোষ্ঠের চর্ম্মময় আবরণ।

তলহারি, মধ্যপ্রদেশে রায়পুর জেলার অন্তর্গত রাজিমে জগপালের যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে রত্নদেবের রাজত্বকালে জগপাল এই স্থান জয় করেন। ৮৬৬ সম্বতের রত্নপুর শাসনে লিখিত আছে যে, তলহারি হইতে জাজল্লদেব বার্ষিক কর আদায় করিতেন।

তলাগাঙ্গ, ১ পঞ্জাবের ঝিলম্ জেলার একটী তহসীল। ঝিলম্ জেলার সমস্ত পশ্চিমাংশ এই তহসীলের অন্তর্ভুক্ত। লবণ-শৈল দ্বারা তহসীলটী স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন। মুসলমান, হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি এই স্থানে বাস করে। মুসলমানের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

গম, যব, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, কলাই, তুলা এইগুলি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

রাজস্ব প্রায় ১১১৪৯০৲ টাকা। এখানে একটী দেওয়ানি ও একটী ফৌজদারী বিচারালয় এবং ২টী থানা আছে। এক-জন তালুকদার সকল প্রকার বিচার কার্য্য করিয়া থাকেন।

২ ঝিলম্ জেলার অধীন তলাগাঙ্গ তহসীলের প্রধান সহর। ৩২° ৫৫´ ৩০´´ উঃ অক্ষা° ও ৭২°´ ২৮´´ পূঃ দ্রাঘিমায় এবং ঝিলম্ নগরের ৮০ মাইল উত্তর পশ্চিমকোণে অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। সহরে মুসলমানের বাস অধিক।

১৬২৫ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে জনৈক অল্পন সরদার এই নগর স্থাপন করেন। তদবধি এই সহরেই স্থানীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। শিখরাজত্বে এবং বৃটীশ শাসনেও এই স্থান হইতে বিচারালয়াদি স্থানান্তরিত হয় নাই। এই নগরটী একটী মালভূমির উপর নির্ম্মিত। কতকগুলি গুহা দিয়া নগরের জল নিকাশ হইয়া যায়।

তলাগাঙ্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিবিধ শস্য জন্মে। এখান-কার ব্যবসায় বহু বিস্তৃত। এখানে এক প্রকার জুতা প্রস্তুত হয়। এই জুতায় সোণালী জরির কাজ থাকে। পঞ্জাবের স্ত্রীলোকেরা এই জুতা ব্যবহার করে। দূরবর্ত্তী প্রদেশে ইহা রপ্তানি হয়। এই স্থানের মুসির (পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ) দেশ বিদেশে সমাদর দেখা যায়।

শিখ-আধিপত্য কালে করদার যে দুর্গে বাস করিতেন সেটী কর্দ্দম নির্ম্মিত। এখন এই দুর্গের মধ্যেই পুলিশ ও তহসীলের কাছারী।

ইংরাজ আধিপত্যের সময় হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত এই স্থানে একটী সেনাবাস ছিল। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ইহা উঠিয়া গিয়াছে।

এখানে একটী স্কুল ও একটী দাতব্য ঔষধালয় আছে।

তলা (দেশজ) তলদেশ, নিম্নভাগ।

তলাও (হিন্দী) জলাশয় বিশেষ।

তলাগুচি (দেশজ) ১ বিক্ষিপ্ত বস্তুর সংগ্রহ করণ। ২ যোগান দেওন। ৩ আনুকূল্য। ৪ মন্দ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান।

তলাচী (স্ত্রী) তলমঞ্চতি অন্চ ক্বিপ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। নলনির্ম্মিত কট, বেত বা বংশনির্ম্মিত আস্তরণ, দরমা, চেটাই।

তলাজ, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের ভবনগর রাজ্যের একটী নগর। নগরটী চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত এবং ভবনগর সহরের ৩১ মাইল দক্ষিণে ২১° ২১´ ১৫´´ উঃ অক্ষাঃ ও ৭২° ৪´ ৩০´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার দৃশ্য একটী ক্ষুদ্র দুরারোহ সূচ্যগ্র পর্ব্বতবৎ। ইহা সমুদ্রের সমতল হইতে ৪০০ ফিট্ উচ্চ। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর একটী হিন্দু মন্দির ও একটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর জল অতিশয় বিশুদ্ধ। পাহাড়ের স্থানে স্থানে গহ্বর আছে। পূর্ব্বে দস্যুগণ এই গুহাগুলিতে লুকাইয়া থাকিত। ১৮২৩ খৃঃ অব্দেও এই সকল গহ্বরে দস্যু দেখা যাইত।

তলাড়ু, তামিল ভাষায় লিখিত কতকগুলি পদ্য। ইহাতে দেবগণের শৈশবাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিবর্ষে নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বের দিনে মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশবাসিগণ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি দোলায় রাখিয়া দোলাইতে দোলাইতে এই পদ্যগুলি গান করে। এই পদ্যের কতকগুলি অশ্লীল, আর কতকগুলি কেবল শব্দাড়ম্বরপরিপূর্ণ। ইহার একটীর নাম চক্কড়ু। এই পদ্যটীর ভাষা বেশ মধুর। মান্দ্রাজ রমণীগণ শিশু সন্তানদিগকে নিদ্রিত করিবার কালেও তলাড়ু গাহিয়া থাকে। পদ্যগুলি পয়ার লক্ষণাক্রান্ত।

তলাতল (ক্লী) নাস্তি তলং যস্যেতি অতলং তলাদপি অতলং। পাতালভেদ, সপ্তপাতালের একটী পাতাল বিশেষ। এইখানে ময়দানব শিব কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া বাস করেন। (ভাগ°)

[পাতাল দেখ।]

তলান (দেশজ) নিমগ্ন হওন, নিমজ্জন।

তলানি (দেশজ) অধোভাগ, নিম্নভাগ, জলাদির নিম্নে সঞ্জাত মল।

তলাভিঘাত (পুং) তলেন অভিঘাতঃ ৩তৎ। করতলদ্বারা প্রহার, চপেটাঘাত।

তলাশা (বৈ) বৃক্ষভেদ।

তলিকা (স্ত্রী) তলং বক্ষস্থলতলং বন্ধনস্থানত্বেনাস্তস্ত তল-ঠন্। তলসারক, ঘোটকের বক্ষস্থলবন্ধনরজ্জু।

তলিৎ (স্ত্রী) তড়িৎ ডস্য-ল। বিদ্যুৎ। (শব্দার্থচি°)

তলিত (ক্লী) তল-তারকা° ইতচ্। ভৃষ্টমাংস, ভাজা মাংস। শুদ্ধ মাংস যেরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, সেই নিয়মে মাংস সম্যক্ সিদ্ধ করিয়া পুনরায় ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। মাংস এই প্রকারে ঘৃতপক্ক হইলে পণ্ডিতগণ "তলিত" বলিয়া থাকেন।

"শুদ্ধমাংস বিধানেন মাংসং সম্যক্ প্রসাধিতং।

পুনস্তদাজ্যে সম্ভৃষ্টং তলিতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥" (ভাবপ্র°)

ইহার গুণ বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজোধাতু ও শুক্রবৃদ্ধি-কারক, তৃপ্তিজনক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকর এবং শরীরের দৃঢ়তা-সম্পাদক। (ভাবপ্র°)

তলিন্ (ত্রি) তলা অস্যাস্তি ইনি। গোধাযুক্ত। "ততঃ কবচধারী চ তলী খড়্গী শরাসনী।" (ভারত উদ্যো° ১৫৭ অ°)

তলিন (ক্লী) তল্যাতে শয়নার্থং গম্যতেঽত্র তল-ইনন্ (তলি পুলিভ্যাংচ। উণ্ ২।৫৩) ১ শয্যা (ত্রি) ২ বিরল। ৩ স্তোক। ৪ স্বচ্ছ। ৫ দুর্ব্বল। (হেম°)

তলিম (ক্লী) তল বাহুলকাৎ ইমন্। ১ কুট্টিম, ছাত। ২ শয্যা। ৩ খড়্গ। ৪ বিতানক, চাঁদোয়া। ৫ চন্দ্রহাস।

তলীড্য (বৈ) প্রত্যঙ্গভেদ।

তলুন (পুং) তরতি বেগেন গচ্ছতি তৄ উনন্ (ত্রোরশ্চলোবা। উণ্ ৩।৫৪) রস্ত লশ্চ। ১ বায়ু। ২ যুবা।

তলুনী (স্ত্রী) তলুন-ঙীষ্। তরুণী, যুবতী।

তলুয়া (দেশজ) ভাত রান্ধিবার জন্য বড় হাঁড়ী, তলোহাঁড়ী।

তলেক্ষণ (পুং) তলে অধোভাগে ঈক্ষণং যস্য বহুব্রী। শূকর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

তলৈঙ্গ, পেগুর অধিবাসীদিগের সাধারণ নাম। মগগণ ইহাদিগকে তলৈঙ্গ ও শ্যামবাসীগণ মিঙ্গ-মোন বলিয়া থাকে। তলৈঙ্গদিগের অনেকে ইরাবতী নদীর বদ্বীপে বাস করে। পেগু, মার্ত্তাবান, মৌলমেন এবং আমহার্ষ্টের অধিবাসীগণ মোন নামে খ্যাত। এই নামটী ইহাদের আপনাদিগের মধ্যে প্রচলিত।

পেগুর ভাষাকে মোন (অথবা তলৈঙ্গ) বলে। এই ভাষার অক্ষর ভারতীয় অক্ষরমূলক। পালি অক্ষরের সহিত ইহার বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই অক্ষরে লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাওয়া যায়। মগ ও শ্যামবাসীগণ এই ভাষা বুঝিতে পারেনা। তলৈঙ্গ শব্দ সম্ভবতঃ তৈলঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ।

তলেতলে (দেশজ) গোপনে গোপনে, ভিতরে ভিতরে, চুপে চুপে।

তলোদরী (স্ত্রী) তলং নিম্নমুদরং যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ ঙীষ্। কৃশোদরী ভার্য্যা, স্ত্রী।

তলোদা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খাঁদেশ জেলার উত্তরপশ্চিম অংশে অবস্থিত একটী উপবিভাগ। ছিথলি ও কাথী নামক ২টী ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ইহার অধীন। এই প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেক মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মের লোক বাস করে।

স্থানীয় নৈসর্গিক দৃশ্যের মধ্যে সাতপুরা পাহাড়শ্রেণীর দৃশ্য অতিশয় মনোহর। এই পাহাড় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত। পাহাড়ের সানুদেশে একটী বৃহৎ বনভূমি দৃষ্ট হয়। এই বন-প্রদেশে বিবিধ পশু বাস করে।

তলোদার মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও উদ্ভিজ্জাদির সার মিশ্রিত। যে স্থানে চাষ করা হয়, তথাকার জলবায়ু মন্দ নহে। সাতপুরার পাদদেশের নিকটবর্ত্তী ও পশ্চিমস্থ পল্লিগ্রামগুলিতে ম্যালেরিয়া রোগ অতি প্রবল। এখানে জ্বর ও প্লীহারোগ সচরাচর দেখা যায়। এপ্রেল ও মে মাস ব্যতীত য়ুরোপীয়গণ এই স্থানে নির্ভয়ে থাকিতে পারেনা।

ভূপরিমাণ ১১৭৭ বর্গমাইল। এই প্রদেশে বিবিধ প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান সহর। গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলা রেলওয়ের ভুষাবাল ষ্টেসনের ১০৪ মাইল পশ্চিমে এবং ধূলিয়ার ৬২ মাইল উত্তরপশ্চিমে ২১° ৩৪´ উঃ অক্ষা° এবং ৭৪° ১৮´ ৩০´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটি আছে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পারসী প্রভৃতি অধিবাসী দেখা যায়। হিন্দুর সংখ্যা অধিক। খান্দেশ জেলার মধ্যে তলোদার বৃক্ষের ব্যবসায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বাহাদুরি কাঠ এই স্থানে আনীত হইয়া বিক্রীত হয়। রোয়াঘাস, তৈল এবং শস্যের ব্যবসায়ও মন্দ নহে। খান্দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাষ্ঠ-শকট এই স্থানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার এক এক খানির মূল্য ৪০।৪৫৲ টাকা।

তলোদায় একটী ডাকঘর, স্কুল ও দাতব্য ঔষধালয় আছে।

তলোদা (স্ত্রী) তলে উদকং যস্যাঃ বহুব্রী; উদকশব্দস্য উদাদেশঃ। নদী। (ত্রিকা°)

তল্ক (ক্লী) তল বাহুলকাৎ কন্। বন। (ত্রিকা°)।

তল্‌তলিয়া (দেশজ) কোমল, অকঠিন।

তল্প (পুং ক্লী) তল্যাতে শয়নার্থং গম্যতে তল-প (খষ্পশিল্পশষ্পবাষ্পরূপপর্পতল্পাঃ। উণ্ ৩।২৮) ১ শয্যা। ২ অট্টালিকা। ৩ দারা, স্ত্রী।

"পিতৃব্যদারগমনে ভ্রাতৃভার্য্যাগমে তথা।
গুরুতল্পব্রতং কুর্য্যাৎ নান্যা নিষ্কৃতিরুচ্যতে॥" (সম্বর্ত্তস° ১৫৮)

তল্পক (পুং) তল্প-কন্। শয্যাসংস্কারকারক ভৃত্য।

তল্পকীট (পুং) তল্পে শয্যায়াং জাতঃ কীটঃ। কীটবিশেষ, ছার-পোকা। "জন্মৈকং তল্পকীটশ্চ তদা শূদ্রো ভবেৎ ধ্রুবং" (ব্রহ্মবৈ°)

তল্পগিরি (পুং) দাক্ষিণাত্যের তিরুপতির অদূরে বিষ্ণুর নামে উৎসর্গীকৃত একটী পাহাড়।

তল্পজ (ত্রি) তল্প জন-ড। স্ত্রীর গর্ত্তজাত, ক্ষেত্রজ পুত্র।
"য স্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।" (মনু ৯।১৬৭)

তল্পন (ক্লী) তল্প ইব আচরতি তল্প-কিপ্ ল্যুট্। ১ করিপৃষ্ঠ। ২ পৃষ্ঠাস্থির মাংস, পিঠের ডাঁড়ার মাংস। কোন কোন স্থলে তল্পল এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

তল্পশীবন্ (ত্রি) শয্যাশায়ী, শয্যায় বিশ্রামী।

তল্পী (দেশজ) পুটলী, গাঁঠরী, বস্তা।

তল্পেশয় [তল্পশীবন্ দেখ।]

তল্প্য (পুং) তল্পে ভব তল্প-যৎ। ১ রুদ্রভেদ। "নমস্তল্প্যায় গেহ্যায়" (যজু° ১৬।৪৪) (ত্রি) তল্পে সাধু যৎ। ২ শয্যা সাধু। "শতং তল্প্যা রাজপুত্রা আশাপালাঃ" (শতপথব্রা° ১৩।১।৬।২)

তল্ল (ক্লী) তস্মিন্ লীয়তে লী-ড। ১ বিল, গর্ত্ত। (ত্রি) ২ তাহাতে লীন। (পুং) ৩ জলাধার বিশেষ, পুষ্করিণী ইহার হিন্দী নাম তলাও।

তল্লচেরি, মান্দ্রাজ বিভাগের অন্তর্গত মলবার জেলায় কোতায়ম্ তালুকের একটী সহর ও বন্দর। ১১° ৪৪´ ৫৩´´ উঃ অক্ষা° এবং ৭৫° ৩১´ ৩৮´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ধর্ম্মের লোক তল্লচেরিতে বাস করে। হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নগরকে তেল্লিচেরি ও তলসেরি বলা হইয়া থাকে।

তল্লচেরি মলবার জেলার একটী উপবিভাগ। এই স্থানে উত্তর-মলবার জেলার আদালত, জেল, শুল্ক-কার্য্যালয়, গবর্মেণ্টের অন্যান্য কয়েকটী কার্য্যালয় এবং কতকগুলি বাণিজ্য-কার্য্যালয় আছে। সহরটী স্বাস্থ্যকর ও দেখিতে বেশ সুশ্রী। উহা বৃক্ষময় পাহাড়ের উপরিভাগে নির্ম্মিত। এই পাহাড় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপকণ্ঠ সমেত সহরের ভূ-পরিমাণ ৫ বর্গ-মাইল। এক সময়ে ইহার চারিদিকে একটী দৃঢ় কর্দ্দম নির্ম্মিত প্রাচীর শোভা পাইত। নগরের উত্তরাংশে তল্লচেরি দুর্গ। এটী এখনও দৃঢ়ভাবে রহিয়াছে। আজকাল ইহা কারাগাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। দুইটী সমচতুর্ভুজাকার দক্ষিণপূর্ব্ব ও উত্তরপশ্চিমভাগে বপ্র আছে। দক্ষিণপূর্ব্ব বপ্রে একজন অশ্বারোহী যোদ্ধা দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকে আর একটী বপ্র দেখা যায়; ইহা দুর্গ হইতে ১৫০ গজ দূরে একটী দৃঢ় প্রাচীর দুর্গের অব্যবহিত সীমা রক্ষা করিত। এই প্রাচীরের স্থানে স্থানে বন্দুক ছাড়িবার ছিদ্র ছিল।

কাফি, এলাচি ও চন্দনকাষ্ঠ এই প্রদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানকার রপ্তানি আমদানীর প্রায় দ্বিগুণ।

বার্ষিক বৃষ্টিপাত মোটের উপর ১২৪·৩৪ ইঞ্চ।

১৬৮৩ খৃঃ অব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী মরিচ ও এলাচির ব্যবসায় করিবার জন্য এই স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ১৭০৮ হইতে ১৭৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কএকবার কোম্পানী চেরাকল রাজা ও স্থানীয় অপরাপর জমিদারদিগের নিকট তেলিচরি ও তাহার নিকটে অনেক জমী পান এবং উক্ত জমীদারী মধ্যে শুল্ক আদায় ও বিচারাদি করিবার ক্ষমতাও তাহাদিগকে দেওয়া হয়। হায়দরআলি কোম্পানীর অধিকৃত কতকগুলি জমী অধিকার করিয়া লইলেন। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে এই কুঠী রেসিডেন্সির আকার ধারণ করিল। ১৭৮০ হইতে ৮২ পর্য্যন্ত দুই বৎসর কাল এই প্রদেশ হায়দর আলির সেনাপতি সরদার খাঁ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। বোম্বাই হইতে সৈন্য আসিয়া এই স্থান উদ্ধার করে। পরবর্ত্তী মহিসুরযুদ্ধে তল্লচেরি হইতে ইংরাজসৈন্য ঘাটপর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছিল। যুদ্ধান্তে এই স্থানে উত্তর মলবারের সুপারিটেণ্ডেণ্টের কার্য্যালয় ও প্রাদেশিক শাসনসভা স্থাপিত হইল।

তল্লজ (পুং) তৎ প্রসিদ্ধং যথা তথা লজতি লজ-অচ্। প্রশস্ত-বাচক, শ্রেষ্ঠতাবোধক শব্দ। শব্দোত্তর প্রযুজ্যমান এই শব্দ অজহল্লিঙ্গ যথা কুমারীতল্লজ।

তল্লহ (পুং) কুকুর।

তল্লাট (দেশজ) প্রদেশ, বহুদূরব্যাপক স্থান।

তল্লাস (আরবী) অনুসন্ধান, অন্বেষণ।
"অধর্ম্মে হইলি বাঁঝ, দিনে ভুঞ্জ তিন সাঁজ,
সতিনের না কর তল্লাস।" (কবিক°)

তল্লিকা (স্ত্রী) তস্মিন্ লীয়তে লী-ড সংজ্ঞায়াং কন্ কাপি অত ইত্বং। ১ কুঞ্চিকা, তালী। ২ চাবি।

তল্লী (স্ত্রী) তৎ প্রসিদ্ধং যথা তথা লসতি লস-ড স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ তরুণী, যুবতী। ২ নৌকা। ৩ বরুণপত্নী।

তল্ব (ক্লী) সুগন্ধিদ্রব্যের ঘর্ষণে উৎপন্ন সৌরভ।

তল্বকার (পুং) সামবেদের শাখা ভেদ।

তব (ত্রি) যুষ্মদ্ ৬ একব°। তোমার।

তবক (ত্রি) তব-ক। তোমার, ত্বদীয়, তোমার সম্বন্ধীয়।

তবক (যাবনিক) তোমর, অস্ত্রাস্ত্র।
"মুকুটীর শব্দ যেন তবকের গুলি।
একঘায়ে বাঘের ভাঙ্গিল মাথার খুলি।" (শ্রীধর্ম্ম°)

তবকী (যাবনিক) তবকধারী।

তবক্ষীর (ক্লী) তু অচ্ তবং ক্ষীরমিতি কর্ম্মধা°। ক্ষীর জল, হিন্দী তোয়াক্ষীর, ইহার গুণ মধুর, শিশির, দাহ, পিত্ত, ক্ষয়, কাস, কফ, শ্বাস ও অস্রদোষনাশক। (রাজনি°)

তবক্ষীরী (স্ত্রী) তবক্ষীর ঙীষ্। গন্ধপত্রা, মালবে পলাশশটী। (রাজনি°)

তবর (ক্লী) নির্দ্দিষ্ট উচ্চ সংখ্যা।

তবরাজ (পুং) তু-অচ্ তবঃ পূর্ণঃ সন্ রাজতে রাজ-অচ্। যবাসশর্করা, চলিত কথার মেনা। (রাজনি°) [যবাসশর্করা দেখ।]

তবরাজোদ্ভবখণ্ড (পুং) তবরাজাদুদ্ভবতি উৎ-ভূ-অচ্। তবরাজোদ্ভবঃ যঃ খণ্ডঃ কর্ম্মধা°। যবাসশর্করাভব খণ্ড, মেনার খাঁড়। পর্য্যায়—সুধামোদকজ, খণ্ডজোদ্ভবজ, সিদ্ধমোদক, অমৃতসারজ, সিদ্ধখণ্ড। ইহার গুণ দাহ, তাপ, তৃষ্ণা, মোহ, মূর্চ্ছা ও শ্বাসনাশক, ইন্দ্রিয়ের তর্পণকারী, শীতল ও সদা মধুর রস। (রাজনি°)

তবর্গ (পুং) ত, থ, দ, ধ, ন, এই পাঁচটী তবর্গ।

তবর্গীয় (পুং) তবর্গে ভব বর্গান্তত্বাৎ ছ। তবর্গভব বর্ণ, তবর্গের বর্ণ।

তবস্ (ক্লী) তু-অসুন্। ১ বৃদ্ধ। ২ মহৎ। ৩ বল। (নিঘণ্টু)
"অন্নাদচিন্তং তবসা জবন্তঃ।" (ঋক্ ৩।৩০।৮) 'তবসা বলেন' (সায়ণ)

তবস্য (ক্লী) তবসে বলায় হিতং তবস্ যৎ। বলসাধন। "তস্মৈ তবস্য মনুদাতি" (ঋক্ ২।২০।৮) 'তবস্যং তবসে বলায় হিতং বলবর্দ্ধনং।' (সায়ণ)

তবস্বৎ (ত্রি) তবোঽস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ সান্তত্বাৎ মত্বর্থে ন বিসর্গঃ। বলযুক্ত। "বীর উশতে তবস্বান্" (ঋক্ ৯।৯৭।৪৬) 'তবস্বান্ বেগবান্' (সায়ণ)

তবাগা (ত্রি) তবসা বলেন গীয়তে গৈ কর্ম্মণি কিপ্ পৃষো° সাধুঃ। প্রবৃদ্ধ বলযুক্ত। "সৃষ্টিঃ স সুব স্থবিরং তবাগাং।" (ঋক্ ৪।১৮।১০) 'তবাগাং প্রবৃদ্ধবলং' (সায়ণ)।

তবিপুলা (স্ত্রী) বিপুলা ছন্দোভেদ, চারিটী অক্ষরের তগণ হইলে এই ছন্দঃ হয়।
"তোঽব্ধেস্তৎপূর্ব্বাপ্যা ভবেৎ।" (বৃত্তর°) "অব্ধেশ্চতুর্থাক্ষরাৎ পরং তগণশ্চেৎ তপূর্ব্বা তবিপুলা নামছন্দঃ।" (টীকা)

তবিয়স্ (ত্রি) অতি বলবান্, শক্তি ও সম্পদশালী।

তবিষ (পুং) তব-টিষচ্ (তবের্ণিদ্বা। উণ্ ১।৪৯)। ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র। ৩ ব্যবসায়। ৪ শক্তি। ৫ স্বর্গ। (ত্রি) ৬ বৃদ্ধ। ৭ মহৎ। ৮ বলবান্।
"ঘনো বৃত্রাণাং তবিষো বভূথ। (ঋক্ ৮।৮৫।১৮) 'তবিষঃ প্রবৃদ্ধো বলবান্ বা' (সায়ণ)
কোন স্থলে তবীষ এই প্রকার পাঠ দেখা যায়, কিন্তু ইহা লিপিকর প্রমাদ বলিয়া বোধ হয়।

তবিষী (স্ত্রী) তবিষ সংজ্ঞায়াং ঙীষ্। ১ ভূমি। ২ নদী। ৩ দেবকন্যা। ৪ বল। "কৃষ্ণরজাংসি তবিষীং দধানঃ।" (ঋক্ ১।৩৫।৪) 'তবিষীং বলং স্বকীয়ং প্রকাশরূপং' (সায়ণ)

তবিষীমৎ (ত্রি) তবিষী অস্ত্যস্য মতুপ্। দীপ্তিমৎ, দীপ্তিযুক্ত। "তমনুনং তবিষীমন্তমেষাং" (ঋক্ ৫।৫৮।১) 'তবিষীমন্তং দীপ্তিমন্তং' (সায়ণ)

তবিষীয়ু (ত্রি) তবিষীয়-উ। বল আচরণকারী, বলপ্রয়োগকারী। "বৃষণস্তবিষীযবঃ" (ঋক্ ৮।৪।১১) 'তবিষীযবঃ বলং আচরন্তঃ।' (সায়ণ)

তবিষীবৎ (ত্রি) বলবান্, সাহসী।

তবিষ্যা (স্ত্রী) বল, শক্তি।

তব্য, ১ বেদস্তভেদ। (ত্রি) তব-যৎ। [বৈ] শক্তিশালী।

তশলা (হিন্দী) ১ অর্গল, হুড়কা। ২ পিত্তলের রন্ধনপাত্র।

তষ্ট (ত্রি) তক্ষ-ক্ত। ১ তনূকৃত, যাহা চাঁচিয়া সূক্ষ্ম করা হইয়াছে। ২ দ্বিধাকৃত। ৩ তাড়িত। ৪ গুণিত।

তষ্টি (স্ত্রী) তক্ষ-ক্তিচ্। তক্ষণ।

তষ্টিদার, তষ্টিরাম (দেশজ) একশ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ, ইহারা আদ্যশ্রাদ্ধকালে উপস্থিত হইয়া করুণস্বরে মৃতব্যক্তির গুণানুকীর্ত্তন করে। ইহারা অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপযুক্ত বিদায় না পায় ততক্ষণ বসিয়া থাকে এবং শরীরকে নানা প্রকারে কষ্ট দেয়।

তষ্টৃ (পুং) তক্ষ-তৃ পৃষোদরা° কলোপে সাধুঃ। ১ সূত্রধর, ছুতার। ২ বিশ্বকর্ম্মা। ৩ আদিত্যভেদ। (রমানাথ)।

তসর (পুং) তনোতীতি তন-সরন্ কিচ্চ।
(তনৃষিভ্যাং কসরন্। উণ্ ৩।৩৫)। ১ ত্রসর, সূত্রবেষ্টন।
"রসং পরিস্রুতা ন রোহিতং নগ্নহুধীরস্তসরং ন বেম।"
(বাজসনেয় সং ১৯।৮৩)।
২ গুটিপোকার সূতা, এই জন্য ঐ সূতা হইতে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহাকেও তসর কহে।

তসর, কৌষেয় সূত্র বিশেষ; অপেক্ষাকৃত শক্ত, মোটা রেশম। বাঙ্গালার অন্তর্গত ছোটনাগপুর প্রদেশে, বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝড়, প্রভৃতি স্থানে এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলে এবং বাঙ্গালার অন্যান্য কতিপয় স্থানে শাল,

পিয়াল, হরিতকী, বিভীতকী, আমলকী, কুসুম, মৌল, বদরী প্রভৃতি বৃক্ষে তসর জন্মে। রেশমকীট-জাতীয় কীট উল্লিখিত বৃক্ষ সকলে তসর গুটি প্রস্তুত করে। বলা বাহুল্য তসর রেশমেরই প্রকার ভেদ মাত্র। [রেশম দেখ।]

উপরে যে সকল স্থানের নাম লিখিত হইল ঐ সকল প্রদেশে তসর জঙ্গলে স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়, তবে ইহার চাষও বহু বিস্তৃত। তসরের চাষ রেসম চাষের মত নহে। রেশমের চাষে যেরূপ তুতপাতা খাওয়াইয়া রেশমকীটদিগকে পালন করা হয় এবং যত্নপূর্ব্বক কীটদিগকে গৃহ মধ্যে প্রতিপালন করিয়া গৃহেই গুটিকা উৎপাদন করা হয়, তসর চাষে ঐ সকল প্রদেশে সেরূপ করে না। চাঁইবাসা, হাজারিবাগ, লোহারডাগা প্রভৃতি স্থানে তসর উৎপাদনকারিগণের তসরচাষ সেরূপ যত্নসাধ্য নহে। অরণ্য মধ্যে স্বভাবে উৎপন্ন তসরকীটদিগকে পশু পক্ষ্যাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তসর-চাষ। পূর্ব্ব হইতে কতকগুলি পরিপক্ক বীজ অর্থাৎ গুটি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেয় এবং যথা সময়ে ঐ গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইলে উহাদিগকে ধরিয়া সন্নিহিত অরণ্যে ছাড়িয়া দেয়। এই সময়ে ইহাদের স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন হয়। অবিলম্বেই স্ত্রী প্রজাপতিগণ বৃক্ষের পত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেপ্টা সর্ষপাকার অণ্ড প্রসব করে। ঐ সকল অণ্ড ঈষৎ আটা সুতরাং পত্রাদিতে দৃঢ় লগ্ন হইয়া যায়। এক একটা প্রজাপতি ৩।৪ দিন ধরিয়া ২০০ হইতে ২৫০ পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। একবার সমস্ত অণ্ড প্রসব করিলেই প্রজাপতিগণের জীবনের কার্য্য শেষ হইল। অণ্ড প্রসব করিবার ৩।৪ দিন পরেই ইহারা মরিয়া যায়। পুংপ্রজাপতিগণ শীঘ্র মরিয়া যায়। তখন কেবল অণ্ডগণই ভবিষ্যৎ তসর কীটবংশের বংশরক্ষক বলিয়া বর্ত্তমান থাকে।

ঐ সকল অণ্ড হইতে ১০।১২ দিন মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট নির্গত হয় এবং পত্রোপরি চঞ্চল ভাবে বিচরণ করিতে থাকে। এই সময় ঐ সকল কীট অতিশয় পেটুক হয়। অনবরত কোমল পত্র ভক্ষণ করিতে করিতে শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময় ইহারা ৩।৪ বার খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়িবার সময় ইহারা কিছুক্ষণ আহার বিহার পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধভাবে থাকে। এইরূপে ১০।১৫ দিন পরে ঐ সকল কীট পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাদের আকার ৩।৪ ইঞ্চ হইতে ৫।৬ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই সকল কীট ধূসরবর্ণ এবং নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণে চিত্র বিচিত্র। চক্ষু দুটী উজ্জ্বল এবং পদ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

ডিম্ব ফুটিবার পর হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত এই সকল কীটের অনেক শত্রু। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র অবস্থায় পিপীলিকা প্রভৃতি ইহাদের পরম শত্রু। চিল, কাক ও অন্যান্য বনচর পক্ষী, কাষ্ঠমার্জ্জার, সর্প প্রভৃতি প্রাণী সুবিধা পাইলেই ঐ সকল কীট ধরিয়া ভক্ষণ করে। এজন্য এই সময়ে তসর-চাষীদিগকে অতি সন্তর্পণে ঐ সকল কীট রক্ষা করিতে হয়। রক্ষকগণ তীরধনু, প্রস্তর, বংশ প্রভৃতি দ্বারা ঐ সকল অধিকারীদিগকে তাড়াইয়া দেয়; জঙ্গলা ভাষায় ইহাকে আড়া দেওয়া কহে।

যাহারা আড়া দেয়, তাহারা এই সময়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বনমধ্যে বাস করে। তাহাদের বিশ্বাস এরূপ না করিলে কীট মরিয়া যায়। সুতরাং তাহারা অরণ্য মধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ২।৩ মাস কাল ব্রতপরায়ণ হইয়া শুদ্ধাচারে থাকে। মল মূত্র ত্যাগ করিলেই স্নান করে, প্রত্যহ একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করে এবং তৃণশয্যায় শয়ন করে। যে পর্য্যন্ত গুটিগুলি পরিপক না হয় সে পর্য্যন্ত স্ত্রী পুত্রাদির মুখাবলোকন করে না। ইহাদের আর এক বিশ্বাস আছে যে, আড়া দিয়া ব্যাঘ্র গমন করিলে গুটিপোকার উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং ব্যাঘ্র গমন করিলে রক্ষকগণ অধিক লাভের আশা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য সাঁওতাল, কোল, কুড়মি প্রভৃতি জাতীয়েরাই প্রধানতঃ তসর চাষ করে। অনেক ইংরাজ বণিক সম্প্রতি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

কীট সকল পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে গুটি নির্ম্মাণ জন্য ব্যগ্র হয়। তখন ইহারা বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখায় মুখ নিঃসৃত লালা দ্বারা একটী বৃন্ত নির্ম্মাণ করে। এই লালাই পরে শুষ্ক হইয়া দৃঢ় তসরসূত্ররূপে পরিণত হয়। বৃন্ত নির্ম্মিত হইলে ঐ সকল কীট মুখনিঃসৃত লালদ্বারা ক্রমান্বয় ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্বোক্তরূপে একটী কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বন্দী হয়। এই সকল কোষ বা গুটির আকার ঈষৎ লম্বা গোল অর্থাৎ অণ্ডাকৃতি। কীটের জাতি অনুসারে উহারা ছোট বড় নানা প্রকার হইয়া থাকে। বৃহত্তম তসর গুটি ৩—৩½ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

গুটির মধ্যে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত কীট ক্রমাগত সূত্র বাহির করিয়া পরে ক্লান্ত হয় এবং গুটির মধ্যে নিদ্রা যাইতে থাকে। এই অবস্থায় ইহারা পানাহার সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া মৃতবৎ নিষ্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই রূপে ২।৩ মাস থাকিলেও ইহাদের মৃত্যু হয় না। এই অবস্থায় কোষ কাটিয়া ইহাদিগকে বাহির করিলে পিঙ্গলাবর্ণ অসাড় মাংসপিণ্ডবৎ কীট বহির্গত

হয়; কিন্তু অবিলম্বেই উহারা নড়িতে থাকে এবং সজীবতার প্রমাণ প্রদর্শন করে। কিন্তু এইরূপে অকালে নিদ্রাভঙ্গ করিলে ইহারা অধিকক্ষণ জীবিত থাকে না, শীঘ্রই মরিয়া যায়। যথা সময়ে আপনা হইতে কাটিয়া ইহারা সুন্দর প্রজাপতি-রূপে বাহির হয়।

গুটি সকল সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হইলে রক্ষকগণ উহা-দিগকে তুলিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। উহারা অভি-জ্ঞতা দ্বারা কখন গুটি পরিপক্ক ও ভাঙ্গিবার উপযুক্ত তাহা অনায়াসেই ঠিক করিতে পারে। এই সময়ে শুভ্র কোষ-মণ্ডিত তরুরাজিবহুল বনভূমি পর্য্যাপ্ত ফলশোভিত ফলো-দ্যানের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। যখন কোষ কাটিয়া দুই একটী পোকা পলাইবার উপক্রম করে, তখন রক্ষকগণ গুটি সংগ্রহ করিয়া বাড়ী লইয়া আসে। কিন্তু কীট জীবিত থাকিলেই গুটি কাটিয়া পলায়ন করিবে, সেই ভয়ে ঐ সকল গুটি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া অভ্যন্তরস্থ কীট মারিয়া ফেলে। একটা হাঁড়ীর ভিতর কিঞ্চিৎ জল ও ক্ষার দিয়া তন্মধ্যে গুটি সকল রাখিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করা হয়। যে গুটি গুলিকে সিদ্ধ করা হয় না, সে গুলি অ্যাও বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গুটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাকে মুদলগুটি কহে। এই গুটি অত্যন্ত কঠিন, এমন কি সজোরে টিপিলেও নত হয় না। অপেক্ষা-কৃত নিকৃষ্ট গুটির নাম ডাবা, বগুই, জাড়ুই। যে সকল গুটীর মুখ কাটিয়া বাহির হইয়া যায়, উহারা রাসকাটা, আমপেতে, বোড়র, ধুকে, ফুকি প্রভৃতি নামে আখ্যাত হয়। আর যে সকল গুটি পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই অকালে ভগ্ন হইয়া সিদ্ধ হয়, তাহারা অতি কোমল এবং সহজেই তোবড়া হইয়া যায়। ইহারা নিতান্ত অপদার্থ এবং অতি অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কাটা গুটিগুলি একবারে নষ্ট হইয়া যায় না। কীটগুলি গুটির বোঁটার নিকট সূতা ঠেলিয়া বাহির হইয়া যায়। সুতরাং উহা হইতে সূতা পাওয়া যায়। পিপীলিকা, মূষিকাদি কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইলে কোষ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আষাঢ় শ্রাবণে আমপেতে, ভাদ্রে মুদল, আশ্বিনে মুগা, কার্ত্তিকে ডাবা, অগ্রহায়ণে বগুই, পৌষ ও মাঘে জাড়ুই গুটি উৎপন্ন হয়।

গুটি সমস্ত সংগ্রহ করা হইলে উহাদিগকে উৎকর্ষ অনু-সারে বাছিয়া পৃথক্ করা হয়। পরে ঐ সমস্ত গুটি বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। চাঁইবাসা, সিংভূম, মানভূম প্রভৃতি জেলায় এবং ধলভূম, শিখরভূম, তুঙ্গভূম প্রভৃতি স্থানের ব্যব-সায়িগণ জঙ্গলবাসিদিগের নিকট হইতে ঐ সকল গুটি ক্রয় করিয়া লয়। উহারা আবার বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, সোণামুখী, মানকর, বাঁকুড়ার নিকটস্থ রাজগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে আগত ব্যবসায়ী বা তাহাদিগের পাইকারগণের নিকট বিক্রয় করে। এই দালাল ও পাইকারগণ অনেক সময় অধিক লাভের প্রত্যাশায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সকল গুটি সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়; কিন্তু অধিকাংশ গুটিই নিকটস্থ হাটে বিক্রীত হইয়া থাকে। তসরগুটি সংগ্র-হের সময় ঐ সকল হাট পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়া থাকে। চাঁইবাসার অন্তর্গত হলুদ-পুকুর নামক হাটে এবং বওড়া গুড়া নামক স্থানে বিস্তর পরিমাণে এই সকল গুটির ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। বিক্রয় জন্য হাটে গুটি আসিলে বিক্রেতা ঐ সমস্ত গুটি পৃথক্ পৃথক্ স্তূপে সজ্জিত করে। ক্রেতা এক এক স্তূপ হইতে যথেচ্ছা এক মুষ্টি গুটি লইয়া উহাদিগকে পরীক্ষা করে। ইহাকে চাখ বা চাখতি করা কহে, ঐ কয়েকটী গুটির চাখ্তিতে যেরূপ ঔৎকর্ষ বা অপকর্ষ দাঁড়ায় সমস্ত স্তূপ সেইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়। পরে এক এক স্তূপের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এইরূপে তসরের ছোট বড় ইত্যাদি আকার, অক্ষুণ্ণতা, পুষ্টতা প্রভৃতির গুণানুসারে মূল্যের কমবেশী হইয়া থাকে। অনেক সময় এই অরণ্যবাসী তসরবিক্রেতাগণ ধূর্ত্ত দালাল ও পাইকের দ্বারা বিশেষরূপে প্রতারিত হইয়া থাকে।

সংখ্যা গণনা দ্বারাই এই সকল গুটির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। ওজনদ্বারা বিক্রয় করিবার রীতি নাই। পাইকার বা দালাল-গণ খুচরা কিনিবার সময় গণ্ডা পণ দরে কিনিয়া থাকে। গণনার নিয়ম ৪টীতে গণ্ডা ২০ গণ্ডায় পণ এবং ১৬ পণে কাহন। অনেকে আবার ৫ টীতে গণ্ডা ধরিয়া তদনুসারে পাকা পণ পাকা কাহন ইত্যাদি ধরিয়া থাকে। বড় বড় হাটে যখন বহুসংখ্যক গুটির ক্রয় বিক্রয় হয়, তখন আর সমস্ত গণিয়া উঠা সম্ভব হয় না। এই সময় কুত অর্থাৎ অনুমান দ্বারা এক এক স্তূপের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। কিন্তু অধিক সংখ্যা হইলেও অনেক সময় গণনা করাই শ্রেয়স্কর বিবেচিত হয়। সংখ্যা স্থির হইলে উহাদের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। তসর ভাল না জন্মিলে উৎকৃষ্ট প্রকার গুটির দর প্রতি কাহন ১২৲ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত, মধ্যম প্রকারের গুটির ৭৲ হইতে ৫৲ টাকা এবং নিকৃষ্ট প্রকারের দর প্রতি কাহন ৫৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আর সুবৎসরে অর্থাৎ উত্তম গুটি জন্মিলে সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট গুটির দর ৯৲ হইতে ৬৲ টাকা, মধ্যমের দর ৭৲ হইতে ৫৲ টাকা এবং নিকৃষ্ট প্রকারের ৪৲ হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীতঋতুতেই তসর-

গুটি জন্মে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যখন সূর্য্যের তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তখন তসরকীট কোষ মধ্যে নিদ্রা যায়।

ক্রেতাগণ ঐ সমস্ত গুটি ক্রয় করিয়া বাঁকুড়া ও তাহার অন্তর্গত রাজগ্রাম, সোণামুখী, বিষ্ণুপুর, জয়পুর এবং বর্দ্ধমানে মানকর ও হুগলী জেলায় বদনগঞ্জ, শ্যামবাজার, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি নানাস্থানে প্রেরণ করে। ঐ সকল স্থানে গুটি হইতে তসরসূত্র তোলা হয়। ঐ সূত্র কতক পরিমাণে স্থানীয় তন্তুবায়গণ ক্রয় করিয়া সাদা ও নানাবর্ণে রঞ্জিত বিবিধ প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করে, অবশিষ্ট কলিকাতা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরীতে রপ্তানী হয়।

মুর্শিদাবাদ ও তন্নিকটবর্ত্তী বহরমপুর এবং মালদহ প্রভৃতি স্থানেও কতক পরিমাণে তসর উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল স্থানের তসর অপেক্ষা রেশম পাট অর্থাৎ রেশমেরই চাস অধিক।

গুটি হইতে সূত্র তুলিতে হইলে প্রথমতঃ উহাদিগকে ক্ষার জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ইহাতে কোষ কোমল হইয়া সহজে সূতা উঠিতে থাকে এবং সূতার মলাও কতক কাটিয়া গিয়া সূতা কতক পরিমাণে পরিষ্কার হইয়া পড়ে। অনন্তর সমস্ত গুটি শীতল ও পরিষ্কৃত জলে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া ফেলিয়া উহাদের বুঁটি এবং উপরের অপরিষ্কার কতকাংশ ফেলিয়া দেওয়া হয়। পরে একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল রাখিয়া উহাতে ৪।৫ বা ততোধিক গুটি ভাসাইয়া দিয়া উহাদের সকলের ক্ষাই একত্র করিয়া একটী বাঁশের নাটাইয়ে গুটান হয়। সচরাচর স্ত্রীলোকেরাই এই সকল কার্য্য করিয়া থাকে। সূতা বাহির করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় না। সমস্ত সূত্র বাহির হইলে পরে গুটার মধ্য হইতে কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ মাংসপিণ্ডবৎ মৃত তসরকীট বাহির হইয়া পড়ে। নীচ জাতীয়েরা ইহাদিগকে তসরলাড়ু কহে এবং উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করে। তসরকাটনীগণ ঐ তসরলাড়ুগুলি রাখিয়া দেয় এবং ঐ সকল নীচলোককে বিক্রয় করে।

গুটির পুষ্টতা ও আকার অনুযায়ী উহা হইতে লব্ধ সূত্রের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উৎকৃষ্ট গুটি ১০।১২টী হইতেই ১ তোলা সূতা বাহির হয়। গুটি নিকৃষ্ট হইলে তদনুসারে গুটির সংখ্যা অধিক প্রয়োজন হয়। তসর সূতা অতি উত্তম হইলে টাকায় ৮।১০ তোলা পর্য্যন্ত দর হয়। নিকৃষ্ট হইলে দর ১২।১৩ তোলা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

গুটির বুঁটি এবং সূতা বাহির হইলে পর গুটির যে পোতা অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা ও ছিন্ন তসর সূত্রাদিও নষ্ট হয় না। ঐ সকল এবং কাটা গুটি গুলি হইতে এক প্রকার মোটা সূতা প্রস্তুত হয়। স্ত্রীলোকেরা উহাদিগকে কোমল করিয়া এড়ি রেশমের মত তুলার ন্যায় পিঞ্জিয়া লাতা করে এবং ঐ লাতা হইতে টাকুর দ্বারা সূতা কাটিয়া থাকে। ঐ সকল সূতার ঘুনশী প্রভৃতি এবং একরূপ খুব শক্ত পুরু কাপড় প্রস্তুত হয়। স্থানভেদে এইরূপ কাপড়কে কেটিয়া, মট্‌কা ইত্যাদি বলিয়া থাকে। পবিত্র অথচ অত্যন্ত টেকসই বলিয়া অনেকে এই কাপড় দেবপূজাকালে ও ব্রতোপবাস প্রভৃতিতে ব্যবহার করে। তসরসূত্রের স্বাভাবিক বর্ণ গোধূমের ন্যায়। উহা আবার কুসুমফুল, হরিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ মনোরম বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তদ্দারা উৎকৃষ্ট ধুতি, শাটী, উড়ানী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সাদা তসরের সূতায় দীর্ঘকালস্থায়ী অথচ সুন্দর চিক্কণ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বিশুদ্ধ তসরের থানে এবং তসরের টানা ও সূতার পড়ান বা ভরণা দিয়া নানারূপ চর্কা গর্ভসূতি প্রস্তুত হয়। ঐ সকল কাপড়ে সুন্দর ও দীর্ঘকালস্থায়ী জামা প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট জামার তসরের থান প্রতি গজ ১৲ হইতে ১৷৷০ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে সুন্দর সুন্দর তসরের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তসরের কাপড় টেকসই এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়া সাধারণে বলিয়া থাকে—

পরে তসর খায় ঘি,
তার কড়ির ব্যয় কি ?

উৎকৃষ্ট তসরের ধুতি শাড়ী ইত্যাদি পাটের ধুতি শাড়ী অপেক্ষা অধিক হীন নহে, অথচ দীর্ঘকালস্থায়ী।

তসর সূতা জলে সহজে পচিয়া যায় না, এবং সমান স্থূল কার্পাস সূত্র অপেক্ষা অনেক দৃঢ়। এজন্য ইহাতে মাছ ধরিবার সুন্দর ডোর প্রস্তুত হয়। পল্লীগ্রামাদিতে যাহাদিগের মাছ ধরিবার বিশেষ সখ আছে, তাহারা সূতা আরও দৃঢ় করিবার জন্য কাঁচা অর্থাৎ সিদ্ধ না করিয়াই কেবল জলে ভিজাইয়া এক একটী গুটি হইতে সূতা তুলিয়া লয়। অনেকে জীবহত্যার ভয়েও কাঁচা গুটি হইতে সূতা তুলে। বলা বাহুল্য এরূপ প্রণালীতে সূতা উৎকৃষ্ট হইলেও বস্ত্রাদির জন্য সূতার এত পরিশ্রম পোষায় না। [তসরকীটাদির বিস্তৃত বিবরণ এবং উহাদিগের প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভৃতি রেশম শব্দে দ্রষ্টব্য।]

তসবী (আরবী) মুসলমানদিগের জপমালা। ইহাতে ৯৯টি বা তাহার অধিক গুটিকা থাকে।

তসবীর (আরবী) প্রতিমূর্ত্তি, ছবি।

তস্কর (পুং) তদ্ করোতি কৃ-অচ্ সুট্ দলোপশ্চ। ১ চৌর, চোর। ২ পৃক্কশাক, পিড়িঙ্ শাক। ৩ মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ। ৪ চোরনাম গন্ধদ্রব্য।

"কামিনীকায়কান্তারে কুচপর্ব্বতদুর্গমে।
মাসঞ্চ রমণঃ পান্থ! তত্রাস্তে স্মর তস্কর॥" (ভর্তৃহরি)

৫ শ্রবণ, কর্ণ।

তস্করতা (স্ত্রী) তস্করস্য ভাবঃ তস্কর-তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। চৌর্য্য, চোরের ব্যবসা।

তস্করস্নায়ু (পুং) তস্করস্য স্নায়ুরিব নাড়িকা যস্যাঃ বহুব্রী। কাকনাসালতা। (রাজনি°)

তস্করী (স্ত্রী) তস্কর তদ্-কৃ চৌরাদ্যর্থে ট, টিত্বাৎ ঙীপ্। কোপনা নারী। (শব্দার্থকল্পত°)

তস্তুব (ক্লী) চৈত্র বিবয় ঔষধ।

তস্থিবন্ (ত্রি) স্থা-কস্থ। স্থিত।

"স পাটলায়াং গবিতস্থিবাংসং।" (রঘু)

তস্থু (ত্রি) স্থা-কু দ্বিত্বঞ্চ। স্থাবর।

"দেহঞ্চ সর্ব্বসংঘাতো জগৎ তস্থুরিতি দ্বিধা।" (ভাগ° ৭।৭।২৩)

তস্থুস্ (পুং) স্থা-কুসি দ্বিত্বঞ্চ। মানব। (নিঘণ্টু)

তস্য (পুং) তদ্ ৬ একব° সর্ব্ব°। তাহার।

তস্মিন্ (পুং) তদ্ ৭ একব° সর্ব্ব°। তাহাতে।

তহমম্ (আরবী) ১ নালিশ। ২ অপবাদ, মিথ্যা দোষারোপ।

তহবিল (আরবী) ধন, সঞ্চিতধন। ন্যস্তধন।

তহবিলদার (আরবী) ধনাধ্যক্ষ, যাহার নিকট তহবিল থাকে।

তহবিলদারী (আরবী) ধনাধ্যক্ষতা।

তহলীল, আরবদেশের স্ত্রীলোকের একপ্রকার কর্কশ শব্দ। জিহ্বা ও কণ্ঠের গতির একত্র সংযোগে এই শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দ উৎপাদন করিবার কালে মুখের উপর হস্ত অতিবেগে সঞ্চালিত করে। তহলীল শুনিলে আরব অথবা কুর্দগণ উত্তেজনায় জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে। অতিশয় তাড়াতাড়ি পুনঃ পুনঃ লেল, লেল শব্দ উচ্চারণ করিলে যেরূপ শুনায়, তহলীল শুনিতেও তদ্রূপ।

কজেরুন ও বুসহরের মধ্যবর্ত্তী আরববংশীয়া স্ত্রীলোকগণ কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনাকালে এই শব্দ করে। ইহা তাহাদের আমোদ-জ্ঞাপক নিদর্শন। মৃতব্যক্তির জন্য শোকপ্রকাশ করিবার কালেও তাহারা এই শব্দ করিয়া থাকে।

তহসীল, রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এক একটী প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহার এক একভাগকে এক একটী তহসীল বলা যায়। একজন তহসীলদার তহসীলের প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পন্ন করেন। তহসীলদারই তহসীলের কর্ত্তা।

তহসীলদারের প্রধান কার্য্য তহসীলের করসংগ্রহ। পঞ্জাবের তহসীলদারদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতা আছে। ইহারা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন।

তহসীলদারের কার্য্যালয়কে সময় সময় তহসীল বলা হইয়া থাকে।

সব্-কলেক্টর অথবা তহসীলের ভারার্পিত কর্ম্মচারীকে তহসীলদার কহে।

গবর্মেন্টের ন্যায় জমীদারদিগের অধীনে অনেক তহসীল থাকে। জমীদারীর পরগণা অনেকগুলি তহসীল ও ডিহিতে বিভক্ত।

তহসীলদার, কোন পরগণা কিম্বা তালুকের প্রধান কর-আদায়কারী। পারস্য তহসীলদার ও আরব্য তহসীল কথা হইতে হিন্দি তহসীলদার শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে এই শব্দের সৃষ্টি হয়। পরে ইংরাজ গবর্মেন্টও এই শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

তহসীলদার বলিলে পূর্ব্বে কলিকাতার কোন বাণিজ্যালয়ের খাজাঞ্চীকে বুঝাইত। কিন্তু এই অর্থে তহসীলদার শব্দের প্রয়োগ আজকাল দেখা যায় না।

তহসীলদারী (আরবী) রাজস্বাদি সংগ্রাহকের পদ।

তা (দেশজ) ১ শাবক বাহির করিবার জন্য পক্ষী কর্ত্তৃক অণ্ডের উপরি উপবেসন, অণ্ডের উপর বসিয়া উষ্ণতা করণ। ২ সম্পূর্ণ একখণ্ড কাগজ। ৩ তাহাই।

তাই (দেশজ) ১ তাহাই। ২ করতালি।

তাই (আরবী) ১ উত্তেজনা করা। ২ শাসন করা।

তাউই (দেশজ) ভ্রাতার শ্বশুর, স্থান ভেদে তালুই বলে।

তাওই (তাওচি নামেও খ্যাত) চীন দেশের এক প্রাচীন ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায়। ৬০৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে লেওকাং নামে একজন দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করেন, তিনিই এই মত ও সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অদ্ভুত ও অলীক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। তাঁহার কেশ অতিশয় শুভ্র ছিল, এই জন্য তিনি 'লাওচি' অর্থাৎ শুভ্রকেশ নামে বিখ্যাত।

প্রথমে লাওচি চুবংশীয় এক চীনসম্রাটের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কার্য্যে তাহার নানা শাস্ত্র পরিদর্শনে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ক্রমে তাহার পাণ্ডিত্যের কথা নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। চীনসম্রাট্ তাঁহাকে মান্দারিণপদ প্রদান করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি তিব্বতে আসিয়া এক লামার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা

করেন। এই শিক্ষাবলেই তিনি তাওই বা তাওচি অর্থাৎ অমরপুত্র নামক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাওই গ্রন্থই সর্ব্ব প্রধান। তাওচি মত অনেকটা গ্রীকপণ্ডিত এপিকিউরসের মতের অনুযায়ী এবং কতকটা চার্ব্বাকের মত সদৃশ।

এই মতে উগ্রস্বভাবসুলভ দুরন্ত কামনা সকল পরিত্যাগ করিয়া দুর্দ্দম ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করাই মানবের প্রধান ধর্ম্ম ও উদ্দেশ্য। আত্মা ও মনকে যেরূপে পার সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদাই সুখী রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কখন কুচিন্তা অথবা শোকরূপ মূষিককে মনে স্থান দান করিবে না।

লাওচি প্রথমে যে মত প্রচার করেন, তাঁহার শিষ্যগণ তাহার অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহারা দেখিল, ভয়াবহ মৃত্যুকাল স্মৃতিপথারূঢ় হইলে মন অস্থির হইয়া উঠে, সুখ দূরে পলাইয়া যায়। এই জন্য তাহারা স্থির করিল, এমন এক অমৃতরস প্রস্তুত করা যাউক, যাহা পান করিলে অমরত্ব লাভ হইবে, রোগ, শোক, জরা মৃত্যু আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত তাহারা রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। অমৃতরস পান করিয়া অমর হইব, এই আশায় শত শত লোক তাহাদের মত গ্রহণ করিতে লাগিল। কি ধনী কি দরিদ্র, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই অভিনব নীতিশিক্ষায় ব্যগ্র হইয়া পড়িল। এই রূপে অল্প দিন মধ্যেই তাওচির দল অতিশয় প্রবল হইল। চীনের সর্ব্বত্রই ইন্দ্রজাল, প্রেতাধিষ্ঠান, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির প্রসার হইতে লাগিল। অনেক চীনসম্রাট্‌ও তাওচিদিগের আপাত-মনোরম বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। তাওচিরাও লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্য নানাস্থানে দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা, হোম, বলি ইত্যাদি আরম্ভ করিল। এদেশের তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে যে চীনাচারক্রমের উল্লেখ আছে, তাওচিদিগের ক্রিয়াকাণ্ড অনেকটা তাহার অনুরূপ। এ দেশীয় লোকের বিশ্বাস তন্ত্রোক্ত চীনাচার চীনদেশ হইতে এ দেশে প্রচারিত হয়। বোধ হয় চীনের তাওচিরা যে মত প্রচার করেন, তাহাই এ দেশে চীনাচার নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

তাওচিদিগের মধ্যে অনেক পিশাচসিদ্ধ দেখা যায়।

এখন তাওচিরা শূকর, পক্ষী ও মৎস্য দিয়া উপাস্য দেবতার পূজা করিয়া থাকে। এখন অনেকে দৈবজ্ঞ নামে খ্যাত।

বহুকাল হইতে অনেক চীন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাওচি ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, তথাপি বহুসংখ্যক চীনবাসী কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক তাওচি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

তাওচিদিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ চীনের কোন প্রধান মান্দারিন্ অপেক্ষা বহু সুখসম্পদ ভোগ করিয়া থাকেন। কিয়াংসী প্রদেশের প্রধান নগরে ধর্ম্মাধ্যক্ষের প্রাসাদ আছে, দেবতা বোধে তাহার শ্রীচরণ দর্শন অথবা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য বহু দূর দেশান্তর হইতে শত শত ব্যক্তি ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট গমন করিয়া থাকে।

তাওয়া (পারসী) লৌহাদি নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ।

তাওয়ান (দেশজ) ১ উত্তপ্তকরণ, তাপ দেওন। ২ কুপিত করণ।

তাঁইস্ (আরবী) [তাই দেখ।]

তাঁত (দেশজ) ১ বস্ত্রবপনযন্ত্র। ২ চর্ম্মসূত্র। ৩ বীণাদির তন্ত্রী।

তাঁতকাটা (দেশজ) তাঁত হইতে নূতন বাহির করা।

তাঁতগাড় (দেশজ) তাঁতের গহ্বর।

তাঁতা (দেশজ) ভাবী উন্নতিসূচক আয়োজন বিশেষ।

তাঁতি (দেশজ) জাতিবিশেষ, বস্ত্র বপন করা ইহাদিগের ব্যবসায়। [তন্তুবায় দেখ।]

তাঁতিপাড়া, বীরভূম জেলায় হরিপুর পরগণার একটী পল্লি-গ্রাম। নগরের কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামে বহু সংখ্যক তাঁতির বাস। ইহারা তসরের কাপড় ও সূতা প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করে। এই গ্রামের পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে প্রায় ৩০০।৪০০ গজ বিস্তৃত প্রস্তরের একটী সুবিখ্যাত বাঁধ এবং এক মাইল দক্ষিণে বক্রেশ্বর নামক কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। [বক্রেশ্বর দেখ।]

তাঁতিপাড়া, মালদহ জেলায় ভট্টিয়া গোপালপুর পরগণার একটী পল্লিগ্রাম। গ্রামটী মহানন্দা নদীর অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে বহুসংখ্যক লোক বাস করে, এই জন্যই পরগণার মধ্যে গ্রামটী বিশেষ খ্যাত।

তাঁবা (দেশজ) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাঁবে (আরবী) অধীনে।

তাঁবেদার (আরবী) সেবক, ভৃত্য, অধীনস্থ।

তাক্ (আরবী) ১ ভিত্তি প্রভৃতির উপরিভাগস্থ পুস্তকাদির আধার কাষ্ঠফলক বিশেষ। ২ লক্ষ্য, স্থিরদৃষ্টি।

"পক্ষ পসারিতে পাক, নুহিশ্চন্দ্র করে তাক,"

(শ্রীধর্ম্ম° ৪।৪১)

তাকৎ (আরবী) শক্তি, ক্ষমতা।

তাকন (দেশজ) অবলোকন, দর্শন

তাকরিলিপি, বামিয়ান হইতে যমুনা নদীর তট পর্য্যন্ত প্রদেশে যে যে অক্ষর প্রচলিত তাহার নাম তাকরি। নাগরী অক্ষর যে প্রকার, তাকরি অবিকল সেইরূপ নহে; ইহা নাগরীর রূপভেদ। সম্ভবতঃ তক্ষক বা তাকগণ এই অক্ষর সর্ব্ব প্রথম প্রবর্ত্তিত করে; এই জন্যই তাহাদিগের নামানুসারে ইহার তাকরি নাম হইয়াছে। সিন্ধু নদীর পশ্চিমদিকে ও শতদ্রু নদীর পূর্ব্বভাগে এবং কাশ্মীর ও কাঙ্গড়ার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই অক্ষর প্রচলিত আছে। কাশ্মীর ও কাঙ্গড়ার উৎকীর্ণ লিপিতে ও মুদ্রায় এই অক্ষর দেখা যায়। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থও তাকরি অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। যুসুফজাই ও সিমলার মধ্যে ২৬টী স্বতন্ত্র স্থানে এই অক্ষর দৃষ্ট হয়। ইহার কোন কোন স্থানে তাকরি মুণ্ডে ও লুণ্ডে নামে পরিচিত।

এই লিপির বিশেষত্ব এই যে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনের সহিত কখন সংযুক্ত হয় না, পৃথক্ করিয়া লিখিতে হয়। এই লিপির সংখ্যাবোধক অক্ষরগুলি ঠিক এখনকার প্রচলিত অক্ষরের ন্যায়। ইহা সহজে লেখা যায়। কেবল মাত্র 'অ' ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত করা হইয়া থাকে।

তাকারি, একটী গণ্ডগ্রাম। সাতারা তাসগাঁও পথের দক্ষিণে, পেঠ নামক স্থানের ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং করাড়ের ১৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সাতারা রাস্তার প্রায় ১ মাইল উত্তরে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় দৃষ্ট হয়, পাহাড়টী দক্ষিণপূর্ব্বমুখে বিস্তৃত। এই পাহাড়ে একটী অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় গুহা আছে। এই গুহার জন্য তাকারি গ্রামটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রায় ½ মাইল পাহাড়ের উপর উঠিয়া কিছুদুর গেলেই উক্ত গুহার নিকট যাওয়া যায়। গুহার পশ্চিমদিকস্থ পার্ব্বতীয় ভূমি প্রায় ২০ গজ পর্য্যন্ত অনেকটা সমতল। কমলভৈরবীর শ্বেতবর্ণ মন্দির দক্ষিণপূর্ব্বকোণে প্রতিষ্ঠিত। গুহাটীর ৪০ ফিট্ দৈর্ঘ্য ও ৩০ ফিট্ গভীরতা নৈসর্গিক কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী আয়তাকার সরোবর আছে। তাহার জল অতিশয় পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যজনক। পূর্ব্বদিকে জল পর্য্যন্ত কতকগুলি সোপান নামিয়া আসিয়াছে। পুকুরটী দেখিতে অতি সুন্দর। পরিমাণ ১১´×১৩´। গহ্বরের পশ্চিমদিকে মহাদেবের মন্দির ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরটী আধুনিক, পরিমাণ ২৫×১০ ফিট্। আয়তাকার, নলাকার ও অষ্টকোণাকার এই তিন প্রকার ৬ ফিট্ উচ্চ কএকটী স্তম্ভ দ্বারা মন্দিরের দালানটী সুরক্ষিত। ইহার ছাদ প্রস্তরময়। যে কুঠুরির মধ্যে শিবলিঙ্গ থাকে, তাহা সমচতুষ্কোণাকার। মন্দিরের উপরিভাগে একটী সূচ্যাকার গাথনি ও চূড়ায় একটী কলস দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, বেলগামের অধীন চিকোড়ির নিকটবর্ত্তী চন্দরের রামরাও ভগবন্ত ১৭৩০ খৃঃ অব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মাঘ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে এই স্থানে প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষের রাত্রিকালে কমলভৈরবীর প্রতিমূর্ত্তির পাল্কী-যাত্রা হয়।

তাকাবী (আরবী) শক্তি, সামর্থ্য।

তাকিদ্ (আরবী) ১ স্বীকার। ২ তত্ত্বাবধান। ৩ নির্দ্ধারণ। ৪ বারম্বার চাহিয়া উত্তেজিত করা।

তাকিদে (আরবী) অতি শীঘ্র, সত্বরে।

তাকে তাকে (দেশজ) পর পর, থাকে থাকে।

তাক্ষক (ত্রি) তক্ষকীয়া সম্বন্ধীয়।

তাক্ষণ্য (পুং স্ত্রী) তক্ষ্ণোঽপত্যং তক্ষন্-ণ্য তক্ষোঅপত্যং। তক্ষের পুত্র।

তাক্ষশিল (ত্রি) তক্ষশিলোঽভিজনোঽস্য তক্ষশিল-অণ্ (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যোঽণঞৌ। পা ৪।৩।৯৩)। তক্ষশিলাজাত বা তক্ষশিলা হইতে আগত।

তাক্ষ্ণ (পুং স্ত্রী) তক্ষ্ণোঽপত্যং তক্ষন্-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২। তক্ষের অপত্য।

তাগ (দেশজ) স্থিরলক্ষ্য, স্থির দৃষ্টি।

তাগা (দেশজ) ১ পীড়ার উপশম নিমিত্ত দেবোদ্দেশে ধৃতহস্তবন্ধনসূত্র।

কোন কঠিন পীড়া হইলে তারকনাথ বা বৈদ্যনাথ প্রভৃতি দেবতার মানস করিয়া স্ত্রীলোক বামহস্তে ও পুরুষ দক্ষিণহস্তে যে যজ্ঞোপবীতসূত্র ধারণ করে, তাহাকে তাগা কহে। মহাদেবের মানস করিয়া ধারণ করিলে সোমবার করিতে হয়।

২ সর্পকর্ত্তৃক দংশিত হইলে তাহার বিষ শরীরে সঞ্চারিত হইতে না পারে, তদুদ্দেশে ক্ষতস্থানের উর্দ্ধভাগে দৃঢ় বন্ধ-রজ্জু।

> "শুনলো শুনলো সহি, লোচনে দংশিল অহি,
> কোন খানে দিব তাগা বন্ধ।" (কবিক°)

৩ উর্দ্ধবাহুতে ধারণযোগ্য অলঙ্কার বিশেষ।

তাগাড় (দেশজ) ১ চুণ সুরকী প্রভৃতি একত্র মসলা। ২ যে গর্ত্তে চুণ সুরকী প্রভৃতি মিশাইয়া গৃহনির্ম্মাণ মসলা প্রস্তুত হয়।

তাগাড়ী (দেশজ) রাজমিস্ত্রীর মসলা রাখিবার গামলা।

তাগাড়ী (আরবী) ১ দৃঢ়ীকরণ। ২ সাহায্যদান। ৩ প্রতিযোগিতা। ৪ অগ্রিম অর্থদান।

তাগাদা (আরবী) ১ অধমর্ণের নিকট প্রাপ্য অর্থের জন্য পীড়ন। ২ উত্তেজনা

তাঙ্গা (দেশজ) এক প্রকার ঘাস।

তাচ্ছল্য (দেশজ) হেলা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অশ্রদ্ধা।

তাচ্ছীলিক (পুং) তচ্ছীলার্থে-বিহিতঃ ঠঞ্। তচ্ছীলার্থ বিহিত-প্রত্যয়।

তাচ্ছীল্য (ক্লী) তৎ শীলং যস্য তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। নিয়ততৎ-স্বভাব, তচ্ছীলতা।

তাজ্ (পারসী) ১ শিরোভূষণ, টুপি। ২ একপ্রকার শিরস্ত্রাণ, মূলতঃ অগ্নি-উপাসকের শিরস্ত্রাণকে বুঝায়। মধ্যএসিয়ার অধিবাসিগণ এই টুপি ব্যবহার করে, ইহা দেখিতে বৃত্তাকার। ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মধ্যে ইহার সমধিক প্রচলন আছে।

মুসলমানদিগের প্রবেশাবধি ভারতে এই টুপি দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের মধ্যেও অনেকে তাজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তবে হিন্দুতাজ ও মুসলমানী তাজে কিছু পার্থক্য আছে।

বৃত্তাকার ব্যতীত দুইভাগে বিভক্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার তাজও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের অনেক তাজে জরির কাজ থাকে।

তাজ, স্বনামপ্রসিদ্ধ তাজমহল সময় সময় তাজ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। [তাজ-মহল দেখ।]

তাজপরাকাঠি, বোম্বাই বিভাগে বোউড় ও গধার অঞ্চলবাসী এক জাতি। সামতের পুত্র মগাল থাছর ইহাদের আদিপুরুষ।

তাজক (ক্লী) জ্যোতিষের গ্রন্থ বিশেষ, ইহাতে বর্ষ, লগ্ন প্রভৃতির বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

"ন স্যাচ্ছুভং কচন তাজকশাস্ত্রগীতং" (নীল° তা°)

[তাজিক দেখ।]

তাজক, ইরাণীয় জাতিবিশেষ। বোখারার খানেতে ও বদক্সানে ইহাদিগকে বেশী দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে খোকন, খিবা, চীনতাতার এবং আফগানিস্থানে বাস করে।

তাজক শব্দের উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতীব সুকঠিন। উজবক, হাজারা, আফগান, ব্রহুই ও তুর্কশাসিত প্রদেশে যাহারা স্থায়ী ভাবে বাস করে, তাজক সাধারণতঃ তাহাদের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সমস্ত প্রদেশে তুর্কি, পুস্ত, ব্রহুই এবং বেলুচি ভাষা ব্যবহৃত, মোটের উপর পারস্যই প্রচলিত। আফগানিস্থান ও তুর্কিস্থানে যে সকল অধিবাসীর জাতিগত ভাষা পারস্য তাহারা তাজক ও পারসিবন উভয় নামেই পরিচিত। পারস্যদেশে তাজক ও ইলিয়ত এই দুইটী বিপরীত অর্থবোধক সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। তথায় সর্ব্বত্রই তাজক বলিলে সহরবাসীকে না বুঝাইয়া কৃষককে বুঝায়। বোখারার এই জাতি সর্ত, আফগানস্থানে দেহান্ এবং বেলুচিস্থানে দেহবার নামে খ্যাত। কাবুল নদীর তটবর্ত্তী ইরাণীয়-দিগকে কাবুলি কহে। সিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীই তাজক। ইহারা তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে বাস, মৎস্য ও পক্ষী ধৃত করিয়া জীবন যাপন করে। তুর্ক আক্রমণের পূর্ব্বেই বদক্সানে তাজকগণ বাস করিত। এই স্থানের ইরাণীয়গণ পর্ব্বতে, উপত্যকায় ও উদ্যান-পরিবেষ্টিত পল্লিতে বাস করে। বদক্সানের তাজকগণ চিত্রলের লোকদিগের ন্যায় সুশ্রী নহে। ইহাদের পরিচ্ছদ উজবকাদির ন্যায়।

বোখারার তাজকগণ স্মরণাতীতকাল হইতে তথায় বাস করিতেছে। ইহারা পূর্ব্বে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। হিজরার প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে। বোখারার তাজকগণ লম্বা ও সুশ্রী, ইহাদের চক্ষু ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা অতিশয় ভীরু, অর্থ-গৃধ্নু, মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক।

কেহ কেহ বলেন, তাজ কথা হইতে তাজক কথার উৎপত্তি হইয়াছে। তাজ শব্দের অর্থ অগ্নিপূজকের উষ্ণীষ। কিন্তু তাজকগণ উক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করে না।

তাজকগণ কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায়ে অধিকতর রূপে নিযুক্ত থাকে; সভ্যতা ও শিক্ষার আলোচনায় ইহারা বিরত নহে। ইহাদের যত্নেই মধ্যএসিয়াস্থ বোখারা, সভ্যতা ও উন্নতির কেন্দ্রস্থল হইয়াছে। বহুকালাবধি ইহারা মানসিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট আছে এবং অসভ্য বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়াও তাহাদিগকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছে। মধ্যএসিয়ার অধিকাংশ মহৎ ব্যক্তিই তাজক-বংশসম্ভূত। বোখারা ও খিবার প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকলেই তাজক।

তাজক ও সর্ত্তদিগের দেহ-গত অনেক বৈষম্য লক্ষিত হয়। ভম্বেরি সাহেব বলেন, পারসিক ক্রীতদাসীর সহিত সর্ত্ত পুরুষের বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকায় সর্ত্তদিগের আকৃতি খর্ব্ব হইয়াছে।

মধ্যএসিয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কবিতা ও গল্প বলিতে ভালবাসে। এই স্থানের সাহিত্য বৈদেশিক অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। স্থানীয় মোল্লা ইসানগণ অনেক ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু সমস্তগুলিই দুর্ব্বোধ—সাধারণ লোকে এ পুস্তকের মধ্যে আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। তাজক-দিগের পুস্তক-লিখিত দৃষ্টান্তগুলি বিদেশীয় ছাঁচে ঢালা।

উজবক, তুর্ক ও খিরঘিজগণ অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়। গানকালে ইহারা মৃদু রাগিণী ধরিয়া থাকে। উজবকদিগের

কবিতার মূলভাব আরব্য অথবা পারস্ত হইতে সংগৃহীত। ইহাদের অপূর্ব্বত্ব একান্ত বিরল।

তাতারগণ বীরত্ব গাথা রচনা ও তাহা গান করিতে অত্যন্ত ভালবাসে।

তাজগী (পারসী) টাট্‌কা, রসাল।

তাজৎ (ত্রি) তনুজ সঙ্কোচে অদিবৃদ্ধির্নলোপৌ। শীঘ্র। (নিঘণ্টু)

তাজদ্রুঙ্গ (পুং) [বৈ] কোবিদার বৃক্ষ।

তাজপুর, দ্বারভাঙ্গা জেলার একটী উপবিভাগ। ইহা পূর্ব্বে ত্রিহুতের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারী হইতে দ্বারভাঙ্গা, মধুবনী ও তাজপুর এই তিনটী মহকুমা লইয়া দ্বারভাঙ্গা জেলা গঠিত হইয়াছে। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে এই স্থানে প্রথম মহকুমা স্থাপিত হয়। ২৫°২৮´১৫´´ ও ২৬° ২´ উঃ অক্ষাংশে এবং ৮৫° ৩´ ৬´´ ৮৬° ৪´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭৬৪ বর্গমাইল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, কোল প্রভৃতির বাস আছে। হিন্দুর সংখ্যা অধিক।

তাজপুর মহকুমায় ৩টী থানা, একটী দেওয়ানি ও ২টী ফৌজদারী বিচারালয় আছে।

২ উক্ত তাজপুর মহকুমার প্রধান সহর; মুজাফরপুর হইতে ২৪ মাইল দূরে দলসিঙ্গসরাই রাস্তায় ২৫° ৫১´৩৩´´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৫°৪৩´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এ স্থানে একটী স্কুল, দাতব্য ঔষধালয় ও বিচারালয় আছে। সহরের নীচে বলন নদী প্রবাহিত।

তাজপুর, পূর্ণিয়া জেলার একটী পরগণা, এই পরগণায় প্রচুর পরিমাণে ধান্ত জন্মে। তিল, সরিষা, পাট, আলু প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

পরগণার কোন কোন স্থানে ৪½ হইতে ৭½ হাত নিরিখ চলিয়া থাকে; সাধারণতঃ ৪ হইতে ৫ হাতের নিরিখ অধিক রূপে প্রচলিত। প্রজাদিগকে প্রতি বিঘায় এক টাকা করিয়া কর দিতে হয়।

পরগণায় ৪৪টী জমীদারী আছে। পাইখস্তা ও খোদখস্তা জমীদারী ও করচী আছে। রাইয়তী জমার সংখ্যা ২৭। পরগণার কর প্রায় ৬৯৯৪২ টাকা।

তাজপুর, দিনাজপুর জেলার একটী পরগণা। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্থিত। এই প্রদেশের মৃত্তিকা সমতল নহে; কিছু উচু নীচু, দক্ষিণপশ্চিমদিকে একটু ঢালু, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০ ফিট্ উচ্চ। অল্প পরিশ্রমেই ক্ষেত্রের চাস কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে অনেক ঘাসের জমী ও জলাভূমি আছে। বর্ষাকালে পরগণার সকল নদীর জল তীর ছাড়াইয়া উপরে উঠে এবং গ্রামগুলিকে জলময় করিয়া ফেলে। ধান, ইক্ষু, তিল, সরিষা কলাই প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। গ্রামের নিকটস্থ জমীতে প্রচুর পরিমাণে তামাকু জন্মে। পূর্ব্বে এস্থানে অনেক নীলের জমী ছিল।

তাজপুর পরগণার সকল বিলেই মাছ পাওয়া যায়। ধীবরগণ মাছ ধরিয়া রাইগঞ্জ ও নিকটবর্ত্তী বাজারে বিক্রয় করে।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষকালে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগের অল্প ব্যয়ে পরগণার মধ্যে কয়েকটী রাস্তা প্রস্তত করান হইয়াছে।

এ স্থানের মাটী ঈষৎ ধূসরবর্ণ ও বালুকামিশ্রিত কর্দ্দমবৎ। বিলের নিকটস্থ মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ উদ্ভিজ্জাদি মিশ্রিত।

জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে। বর্ষার পরেই জ্বরের আধিপত্য আরম্ভ হয়। এইকালে অনেক লোক প্রাণত্যাগ করে। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা অতিশয় গরম, কিন্তু রাত্রিকালে অপেক্ষাকৃত শীতল বোধ হইয়া থাকে। জ্বর অধিক কালস্থায়ী হইলে বাত জন্মে। অতীসার ও কুষ্ঠরোগের প্রকোপ নিতান্ত কম নহে।

তাজপুর, দিনাজপুর জেলায় বিজয়নগর পরগণার অধীন একটী পল্লিগ্রাম। এই স্থানে হাট ও বাজার আছে।

তাজপুর নিতান্ত আধুনিক নহে। মুসলমানদিগের সময়ে এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়। তৎকালে তাজপুর একটী প্রধান সৈন্যাবাসরূপে দৃষ্ট হয়। পুর্ণিয়া ও দিনাজপুরের সীমান্ত প্রদেশে এই স্থানটী অবস্থিত ছিল। সরকার তাজপুর এখন এই স্থানের নাম রক্ষা করিতেছে। তাজপুরের পূর্ব্বাংশেই প্রথম মুসলমান-রাজধানী দেবকোট নগর। কক্কলগণ বিদ্রোহী হইয়া তাজপুরে দিল্লীর সম্রাটের সৈন্যের সহিত কয়েকটী যুদ্ধ করে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধীনে তাজপুরের জেলের সংস্কার করা হয়। এই স্থানে একটী জজ-আদালত ছিল; ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে তাহা উঠিয়া যায়। নগর হইতে তাজপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

তাজবাওড়ি, অপর নাম তাজকারী, বোম্বাই বিভাগে বিজাপুর সহরের পশ্চিমকেন্দ্রে এবং নগরের মক্কাদ্বারের ১০০ গজ পূর্ব্বে বাণিজ্যকেন্দ্রের সন্নিকটে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণদিকে মৃগয়া-বন। তাজকূপের প্রবেশদ্বারে যে একটী প্রকাণ্ড খিলান আছে, তাহার দৃশ্য অতিশয় মনোহর।

১৬২০ খৃঃ অব্দে তাজরাণীর সম্মানার্থ ইব্রাহিম রোজার স্থপতি মালিক সন্দল এই বিখ্যাত বাপী নির্ম্মাণ করেন। ইহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ একটী উপাখ্যান আছে। মালিক সন্দল সুলতান মাব্দুদের অন্যতম অমাত্য ছিলেন। সুলতান রমণী-সৌন্দর্য্যের অতিশয় সমাদর করিতেন। একদা

রুম্বাকে সুলতান দরবারে আনিবার জন্য মালিক সন্দলের প্রতি আদেশ হইল। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মালিক অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে রাজার অনিষ্ট করিয়াছেন এই মর্ম্মে তাহার বিরুদ্ধে নিশ্চয় অভিযোগ উপস্থিত হইবে এবং রুম্বাকে সুলতান সমীপে আনয়ন করিতে বিষম বিপদে পতিত হইবেন। বিপদ্ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তিনি পূর্ব্বেই তাহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রুম্বাকে আনিতে যাত্রা করিলেন। রুম্বাকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে তাহার বধদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে তাহার পূর্ব্বসংগৃহীত প্রমাণাবলী রাজসমীপে উপস্থিত করিলেন। সুলতান দেখিলেন যে মালিকের প্রতি নিতান্ত অন্যায় বিচার করা হইয়াছে, ইহাতে তিনি অতিশয় লজ্জিতও হইলেন। তখন সুলতান কহিলেন সে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই তাহাকে দেওয়া হইবে। মালিক বলিলেন যে তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তিনি একটী কীর্ত্তি স্থাপন করিতে চাহেন। মালিকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য সুলতান উপযুক্ত অর্থ দিতে আদেশ দিলেন এবং সেই অর্থে তাজবাপী নির্ম্মিত হইল। কূপটী ৫২ ফিট্ গভীর।

তাজমহল, আগ্রানগরে যমুনানদীতীরে অবস্থিত জগৎ বিখ্যাত সমাধি-মন্দির। স্থানীয় লোকের নিকট রৌজা বা তাজ্-কা রৌজা নামে অভিহিত। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে এটীও একটী।

সম্রাট্ শাহজহান আপনার প্রিয়তমা পত্নী মুমতাজ্-ই-মহলের স্মরণার্থ এই সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। মুম্‌তাজের প্রকৃত নাম অর্জমন্দ-বানু বেগম্ বা নবাব আলিয়া-বেগম্। শাহজহান্ এই বেগমকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। এক দিন বেগম স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার গর্ভস্থ শিশু কাঁদিতেছে। তিনি সম্রাট্‌কে ডাকিয়া কহিলেন,—'প্রিয়তম, আমি গর্ভস্থ শিশুর রোদন শুনিয়াছি। এরূপ রোদন কখন কেহ শুনে নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমি আর বাঁচিব না। তবে আমার এই মাত্র প্রার্থনা, আমার মৃত্যুর পর যেন আপনি আর কাহারও পাণিগ্রহণ না করেন। যেন আমার পুত্রগণকেই রাজ্যাধিকারী করেন। আর একটী নিবেদন, আপনি বলিয়াছিলেন, আমার গোরস্থানের উপর একটী হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন। আপনার এ কথাটীও যেন পূর্ণ হয়।' বেগমের কথা মিথ্যা হইল না, প্রসব হইবার পরই তিনি ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শাহজহানও প্রিয়তমার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি পরে আর অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণও করেন নাই, অথবা পরে তাঁহার অপর কোন সন্তান হইবারও কথা শুনা যায় নাই।

প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুর পরই শাহজহান তাজমহলের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করাইলেন। সে সময় ভারতবর্ষে দেশীয় ও বিদেশীয় যে সকল প্রধান প্রধান শিল্পী ও স্থপতি উপস্থিত ছিলেন, প্রবাদ এই রূপ, তাঁহারা সকলেই এই মহা কার্য্যে যোগ দান করিয়াছিলেন।

যমুনাতীরে প্রসিদ্ধ আগ্রানগরে তাজমহল আরম্ভ হইল। প্রসিদ্ধ ভ্রমনকারী টাভার্ণিয়ার এই অনুপম অট্টালিকা আরম্ভ ও সম্পূর্ণ হইতে দেখিয়াছিলেন। তৎকালে বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা মালমসলা ও পরিশ্রম শত গুণ সুলভ হইলেও ৩১৭৪৮০২৪ টাকা ব্যয়ে ও ৩০ বর্ষ অনবরত পরিশ্রমের পর এই মহাকার্য্য সমাধা হইল।

১৮ ফিট্ উচ্চ ও ৩১৩ ফিট্ শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত ঠিক চতুরস্র ভূখণ্ডের উপর তাজ প্রতিষ্ঠিত। ইহার প্রতি কোণে ১৩৩ ফিট্ উচ্চ এক একটী অতি সুন্দর ভারতে অতুলনীয় মিনার দ্বারা সুশোভিত। ঐ শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত ভিত্তির মধ্যস্থলে ১৮৬ ফিট্ চতুরস্র বিখ্যাত সমাধি মন্দির অবস্থিত। ঠিক মধ্যভাগে ৫৮ ফিট্ বিস্তৃত ও ৮০ ফিট্ উচ্চ একটী প্রধান গুম্বজ আছে। এই গুম্বজের ভিতরেই খিলানের মাতলায় শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের জাল্‌তি ব্যবহৃত। এমন সুন্দর ও শিল্পনৈপুণ্যময় জালতি বা যবনিকা জগতের আর কোথাও নাই। এই গুম্বজের ভিতর ঠিক মধ্যস্থলে মহারাণী মুম্‌তাজ-মহলের সমাধি এবং তাঁহারই পার্শ্বে সম্রাট্ শাহজহানের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই মহাগৃহের প্রতি কোণেই গুম্বজাকৃতি ২৬ ফিট্ ৮ ইঞ্চ আয়তন দ্বিতল গৃহ দেখিতে পাইবে। ইহার মধ্য দিয়া গৃহান্তরে যাতায়াতের জন্য নানাপথ ও দালান দৃষ্ট হয়। সর্ব্ব মধ্যবর্ত্তী গৃহের ভিতর আলোক যাইবার বন্দোবস্ত আছে। এই গৃহের প্রত্যেক খিলানের মাথায়, ভিতরে ও বাহিরে অতি উজ্জ্বল শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের জাল্‌তি দেওয়া আছে, তন্মধ্য দিয়া বেশ আলোক যাইতে পারে। অকবরের মৃত্যুর পর মোগলেরা কিরূপ শিল্পনৈপুণ্যের আদর করিত, তাহা এই গৃহটীর কারিকুরী দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। নানা প্রকার ও নানা বর্ণের মূল্যবান্ মণি প্রস্তরাদির দ্বারা কত সুন্দর, কত মনোহর ও কত স্বাভাবিক শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাজের প্রত্যেক

থাক, প্রত্যেক কোণ ও প্রত্যেক ভাস্কর কার্য্যে অকীক চুণী বা লালী, সবুজা প্রভৃতি মূল্যবান্ পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার নিখুত ফুলের কাজ ও মালা রচনা দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়। এমন কি একটী গোলাপফুলে তাহার প্রত্যেক পাকড়ীতে যত প্রকার বর্ণ যেরূপ আয়তন হইতে পারে, সেই সেই বর্ণের পাথর দিয়া যেন প্রকৃতির ছাঁচ হইতে খুদিয়া তোলা হইয়াছে। এমন অপূর্ব্ব মনোহর শিল্পনৈপুণ্য আর জগতে কোথাও কি আছে! তাজের যেখানে যাইবে যেখানে দৃষ্টিপাত করিবে, সেইখানেই এইরূপ মনোমুগ্ধকর ছবি তোমার নেত্রপথের পথিক হইবে। বহুদিন নহে ভারতবাসী যেরূপ অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও ভাস্করকার্য্যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর তুলনা কোথায়? তাজই তাহার তুলনা! চিত্রকরের তুলিতে, কবির কল্পনায় ও ভাবুকের ভাবনায় তাজমহলের প্রকৃত ছবি প্রকাশ করা যাইতে পারে না। যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, সেই গলিয়াছে, তাহারই মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে! সামান্য লেখনী দ্বারা সে ভাব, সে ছবি প্রকাশ করা অসম্ভব।

তাজমহল।
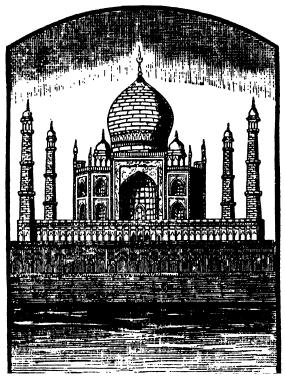
বহুকালের কথা নয় প্রসিদ্ধ ঠগদমনকারী কর্ণেল শ্লিমান সস্ত্রীক একবার এই অনুপম ভারতীয় কীর্ত্তি দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনিত নিজেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি যখন আপনার প্রণয়িনীকে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন দেখিলে? শ্লিম্যান-ভার্য্যা উত্তর করিয়াছিলেন, আমিও কাল মরিতে চাই, এমন যদি আর একটী আমার উপর প্রস্তুত হয়। বাস্তবিক যে রমণী একবার তাজ দেখিয়াছে; তাহারই মনে এই ভাব উদয় হইয়াছে!

তাজের দুই পাশে দুইটী ত্রিগুম্বজযুক্ত শ্বেত মর্ম্মরের মস্‌জিদ্ আছে। ডান ধারের মস্‌জিদ্‌কে সাধারণে জবাব বলিয়া থাকে, ইহাতে উপাসনাদি হয় না, কেবল সাক্ষী গোপালের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। এই জবাবের চূড়ায় পিত্তলের গোলা, অর্দ্ধচন্দ্র ও কীলক দৃষ্ট হয়।

তাজের কোন্ অংশ কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হয়, তাহাও এখানকার উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা জানা যায়। মস্‌জিদের সম্মুখে পশ্চিমদিকের খিলানে শাহজহানের রাজ্যস্থ বর্ষের ১০ম অঙ্ক ও ১০৪৬ হিজরা দেওয়া আছে। তাজ মধ্যে প্রবেশ-পথের বামভাগে ১০৪৮ হিজরা এবং ফটকের সম্মুখে ১০৫৭ হিজরা (অর্থাৎ ১৬৪৮ খৃঃ অব্দ) অঙ্কিত আছে। এই শেষ অঙ্কই তাজ সম্পূর্ণ হইবার তারিখ। এইরূপ মুম্‌তাজমহলের গোরের উপর ১০৪০ হিজরা এবং শাহজহানের গোরের উপর ১০৭৬ হিজরা উৎকীর্ণ আছে। পূর্ব্বে যেখানে যেখানে তারিখ খোদা আছে, তাহার সমুদয় খিলানে তুঘ্‌রা অক্ষরে কোরাণের উপদেশপূর্ণ সুরা সকল লিখিত হইয়াছে। এই-রূপ ফটকের সম্মুখে 'পবিত্র ও সরল হৃদয়! চিরশান্তিময় স্বর্গীয় উদ্যানে এস!' ইত্যাদি বচনসমূহ লিখিত আছে।

তাজা (পারসী) নূতন, টাট্‌কা, সজীব, অশুষ্ক।

তাজিক (ক্লী) জ্যোতিগ্রন্থ বিশেষ যবনাচার্য্যকৃত জাতক-বিষয়ক গ্রন্থ; ইহা পারস্য ও আরবী ভাষায় লিখিত ছিল। রাজা সমরসিংহ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ইহা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত তাজিক গ্রন্থে এই সকল বিষয় বর্ণিত দেখা যায়। প্রধান দ্বাদশ রাশির মধ্যে মেষাদি চারি চারি রাশির যথা-ক্রমে পিত্ত, বায়ু, সম ও কফ স্বভাব অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধনুঃ ইহারা পিত্তস্বভাব, ও মকর, বৃষ, কন্যা এই তিন রাশি বায়ু-স্বভাব, মিথুন, তুলা ও কুম্ভ এই তিন রাশি সমস্বভাব অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফের সমতা; কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন এই সকল রাশির কফস্বভাব।

মেষ হইতে চারি চারি রাশি ক্রমে ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ, অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধনু এই তিন রাশি ক্ষত্রিয় বর্ণ; বৃষ, কন্যা ও মকর এই তিন রাশি বৈশ্যবর্ণ; মিথুন, তুলা ও কুম্ভ এই তিন রাশি শূদ্রবর্ণ এবং কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন

ইহারা ব্রাহ্মণ বর্ণ। এই রূপে রাশির স্বরূপ ও বর্ণ জানিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনা করিবে, এই জন্ত প্রথমে রাশির স্বরূপ অভিহিত হইয়াছে।

বৎসরের শুভাশুভ ফল পরিজ্ঞানার্থ বর্ষপ্রবেশ-সময় নির্ণয়। জন্ম সময়ে রবি যে রাশির যত অংশাদিতে অবস্থিতি করেন, পুনর্ব্বার রবি যে সময়ে সেই রাশির তত অংশাদিতে আগমন করেন, সেই সময়ই বর্ষপ্রবেশ-সময়।

রবিস্ফুট স্থির করিয়াও বর্ষপ্রবেশ সময় নির্ণয় করা যায়। পরে বর্ষপ্রবেশে তিথ্যানয়ন, বর্ষপ্রবেশে যোগানয়ন, বর্ষ প্রবেশে গ্রহস্ফুটানয়ন, চন্দ্রস্ফুটানয়ন, প্রাঙ্নত ও পশ্চান্নত দণ্ডানয়ন। লগ্নখণ্ডা, লগ্নকুণ্ডলী ও ভাবকুণ্ডলী, পঞ্চবর্গ, দ্রেক্কানচক্র, উচ্চ নীচ কথন, লগ্নখণ্ডাচক্র, বলনিরূপণ, দ্বাদশ বর্গবিবরণ, ক্ষেত্রচক্র, হোরাচক্র, চতুর্থাংশচক্র, পঞ্চমাংশচক্র, ষষ্ঠাংশচক্র, সপ্তাংশচক্র, অষ্টমাংশচক্র, নবাংশচক্র, দশমাংশচক্র, একাদশাংশচক্র, দ্বাদশাংশচক্র, ভাবচিন্তা, বর্ষাধিপানয়ন, গ্রহের স্বরূপ দৃষ্টি-প্রকরণ, দৃষ্টিসাধন, মৈত্রীভাব, নক্তযোগ, বর্ষপ্রবেশ, দশানিরূপণ, মাসপ্রবেশানয়ন, অন্তর্দ্দশানয়ন, বর্ষরিষ্ট, বিচাররিষ্টভঙ্গ, ভাববিচার, ধনভাব, সহজভাব, চতুর্থভাব, পঞ্চমভাব, ষষ্ঠভাব, সপ্তমভাব, অষ্টমভাব, নবমভাব, দশমভাব, একাদশভাব, দ্বাদশভাব ও রবি প্রভৃতি দশার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

আর কতকগুলির বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাদের নাম সংস্কৃত বলিয়া বোধ হয় না, আরবী বা পারসী হইতে গৃহীত। নিম্নে ইহাদের নাম প্রদত্ত হইল।

হদ্দাবিবরণ, মুন্থানয়ন, ইক্কবালযোগ, ইস্থিহাযোগ, ইথশালযোগ, ঈসরাফযোগ, নক্তযোগ, যময়াযোগ, মনূর্ত্তযোগ, কম্বূলযোগ, গৈরিকবুলযোগ, খল্লাসরযোগ, রদ্দাযোগ, দুকালিকুত্যযোগ, দুয়োথ্য দবীথযোগ, তব্বীথযোগ, কুথ্যযোগ, ও দুরথযোগ, এই ১৬টী ষোড়শযোগ, সহমনাম, সহম ৫০ প্রকার, সহমসাধন, সহমদল, মুন্থাভাবফল।

তাজিয়া, মৃতব্যক্তির জন্য বিলাপ-করণ ও শোক প্রকাশ। মহরমকালে মুসলমানগণ সামান্য উপকরণে হুসেন ও হাসনের কবরের যে প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বহিয়া লইয়া বেড়ায়, ভারতবর্ষে তাহাকেই তাজিয়া কহে।

পারস্যদেশে মহরমকালে অলৌকিক বর্ণনাযুক্ত অনেক নাটিকাদি রচিত হয়। এইগুলি তথায় তাজিয়া নামে পরিচিত।

আমেরিকা মহাদেশেও তাজিয়া শব্দ প্রচলিত আছে। এ দেশ হইতে যে সমস্ত কুলি উক্ত মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়াছে, তাহারা আমেরিকায় তাজিয়া কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। মহরমই এই কুলিদিগের প্রধান পর্ব্ব, হিন্দু কুলিগণও মহরমকে প্রধান পর্ব্ব বলিয়া গণ্য করে।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ত্রিনিদাদের কোন একটী সহরের মধ্য দিয়া তাজিয়া লইয়া যাইতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। ইহাতে পরিশেষে একটী ভীষণতম ঘটনা ঘটে।

মহরমকালে অনেক মুসলমান তাজিয়া প্রস্তুত করে। অনেক ফকীর ও অন্যান্য লোক বিবিধ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে তাজিয়ার পশ্চাৎবর্ত্তী হয়। অনেক মরাঠী সরদারকে তাজিয়া প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। ইহারা ব্রাহ্মণ-বংশীয় নহে। ব্রাহ্মণ সরদারগণ তাজিয়া নির্ম্মাণ করেনা।

ভারতবর্ষে জুনাগড়াদি অঞ্চলে তাজিয়া লইয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগের সহিত ঘোরতর দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধে।

[মহরম দেখ।]

তাজিয়াখানা, অপর নাম অসুরখানা, মুসলমানদিগের মধ্যে শোকাগার।

তাজী (পারসী) ১ অশ্ববিশেষ, একজাতীয় ঘোটক। ২ জাতি বিশেষ।

তাটঙ্ক (পুং) তাড্যতে তাড় পৃষো• ডস্ত টঃ তথাভূতোঽঙ্কং চিহ্নং যস্য বহুব্রী। কর্ণাভরণবিশেষ, কর্ণের অলঙ্কার।

তাটস্থ্য (ক্লী) তটস্থস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ ঔদাসীন্য। ২ নৈকট্য, নিকটবর্ত্তিতা।

তাড় (পুং) চুরাদি• তড় ভাবে অচ্। ১ তাড়ন, প্রহার। ২ গুণন। কর্ম্মণি অচ্। ৩ শব্দ। ৪ মুষ্টিপরিমিত তৃণাদি। ৫ পর্ব্বত। ৬ হস্তের অলঙ্কার বিশেষ। ৭ তালবৃক্ষ।

তাড়ক (ত্রি) তাড়-কন্। তাড়নকারী, প্রহারকারী।

তাড়কজঙ্গল [তাড়কা দেখ।]

তাড়কা (স্ত্রী) রাক্ষসী-ভেদ, সুকেতু নামে কোন পরাক্রমশালী যক্ষ অনপত্যতা হেতু ব্রহ্মার উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করেন। ব্রহ্মা তপস্যায় প্রীত হইয়া তাহাকে বরপ্রদান করেন। সুকেতু ব্রহ্মার এইবরে কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন, এই কন্যা ব্রহ্মার বরে সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালিনী ছিল। জম্ভনন্দন সুন্দের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মহামুনি অগস্ত্য কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া সুন্দকে বিনাশ করেন। তাহাতে এই রাক্ষসী ক্রুদ্ধা হইয়া মারীচ নামক স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া অগস্ত্যকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক ইহাদের দুই জনকে রাক্ষসত্ব প্রদান করেন। তাহাতে এই রাক্ষসী তাহার তপোবন নষ্ট করিয়া প্রাণীশূন্য অরণ্যে পরিণত করে। সেই অরণ্য

তাড়কাজঙ্গল নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাহাদের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিত এবং যজ্ঞীয় বহ্নির ধূম আকাশে উদ্গত হইতে দেখিলেই সদলে উপস্থিত হইয়া তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিত। ইহাদের এইরূপ অত্যাচারে কেহই আর যজ্ঞাদি করিতে সমর্থ হইত না। এই রূপে তাড়কা এই জঙ্গলে অবস্থিতি করিত। পরে বিশ্বামিত্র ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য দশরথের শরণাপন্ন হইয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আগমন করেন। পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের আদেশে রামচন্দ্র ইহাকে বিনাশ করেন এবং মারীচকে বাণদ্বারা সুদূরে নিক্ষেপ করেন। (রামা° ১।২৫-২৬ স°)।

তাড়কাফল (ক্লী) তারকেব নক্ষত্রমিব ফলমস্য বহুব্রী। বৃহদেলা, এলাচ। (রত্নমা°)

তাড়কায়ন (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। "মহানৃষিশ্চ কপিল স্তথর্ষিস্তাড়কায়নঃ।" (ভারত আনু ৪ অ°)।

তাড়কারি (পুং) তাড়কায়াঃ অরিঃ ৬তৎ। তাড়কার শত্রু, রামচন্দ্র।

তাড়কেয় (পুং) তাড়কায়াঃ অপত্যং ঠক্। তাড়কার পুত্র, মারীচ। "মারীচঃ সুন্দপুত্রশ্চ তাড়কায়াং ব্যজায়ত॥" (হরিব° ৩ অ°)

তাড়ঘ (পুং) তালং হন্তি হন-টক্ (পাণিঘতাড়ঘৌ শিল্পিনি। পা ৩।২।৫৫) তালবাদক শিল্পিভেদ? কশাঘাত বা বেত্রাঘাতকারী।

তাড়ঘাত (পুং) তাড়ং হন্তি হন-অণ্। যে হাতুড়ি প্রভৃতি দ্বারা পিটিয়া শিল্পকর্ম্ম করে।

তাড়ঙ্ক (পুং) তাড়ঃ অঙ্কঃ চিহ্নং যস্য বা তালং অঙ্ক্যতে লক্ষ্যতে অঙ্ক-ঘঞ্ লস্য ড়ত্বং শকন্ধাদিত্বাৎ সাধুঃ। কর্ণাভরণবিশেষ, কাণতড়্কা। পর্য্যায়—কর্ণদর্পণ, তাটঙ্ক, কর্ণিকা, তালপত্র, তাড়পত্র, কর্ণমুকুর।

"তাড়ঙ্কাঙ্গদমেখলাগুণরণন্মঞ্জীরতাং প্রাপিতাং" (মনসাধ্যান) ২ হস্তাভরণবিশেষ, তাড়।

তাড়ন (ক্লী) তাড়ি ভাবে ল্যুট্। ১ আঘাত, প্রহার, তর্জ্জন, ভর্ৎসন।

"লালনে বহবোদোষাস্তাড়নে বহবোগুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ॥" (চাণক্য)।
২ দীক্ষাঙ্গবিষয়ে দীক্ষণীয় মন্ত্রসংস্কারবিশেষ।
"মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা।
প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্রোত্তাড়নং সমুদাহৃতং॥" (শারদাতি°)
মন্ত্রবর্ণ সকল চন্দনদ্বারা লিখিয়া প্রত্যেক মন্ত্র বায়ুবীজদ্বারা (যংবীজ) তাড়িত করিবে, তাহা হইলে তাড়ন হয়। ৪ গুণন। ৫ শাসন, দণ্ড।

তাড়না (স্ত্রী) তাড়ন-টাপ্। ১ প্রহার। ২ ভর্ৎসনা। ৩ শাসন। ৪ উৎপীড়ন।

তাড়নী (স্ত্রী) তাড়ন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অশ্বতাড়নযষ্টি, কশা, চাবুক। পর্য্যায়—চর্ম্মযষ্টি, কশা, ভীমা, চর্ম্মনালিকা। (শব্দমালা)

তাড়নীয় (ত্রি) তাড়-অনীয়র্। শাসনযোগ্য, দণ্ডনীয়।

তাড়পত্র (ক্লী) তালস্য পত্রমিব লস্য ড়। কর্ণভূষণবিশেষ। [তাড়ঙ্ক দেখ।]

তাড়পত্রি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বেলারি জেলার অধীন একটী সহর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই সহরটী স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে রাম ও চিত্তরায়ের নামে উৎসর্গীকৃত দুইটী মন্দির আছে। মন্দির দুইটী বিচিত্রভাস্কর কার্য্য সুশোভিত। ইহা দেখিতে বিশেষ রমণীয়।

তাড়য়িতৃ (ত্রি) তাড়ি-তৃচ্। তাড়নকারী, আঘাতকারী, শাসনকারী।

তাড়স (দেশজ) ব্যথার উত্তেজনা।

তাড়া (দেশজ) ১ ধমক, বাক্য দ্বারা ভয়প্রদর্শন। ২ যষ্টিগুচ্ছ, তালপত্রাদির গুচ্ছ। ৩ তসলা।

তাড়াগ (ত্রি) তড়াগে ভবঃ অণ্। তড়াগভব জল, তড়াগের জল। ইহার গুণ বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদু, কষায় ও কটুপাক। হেমন্তকালে তড়াগ জল হিতকর। (সুশ্রুত)

তাড়াতাড়ি (দেশজ) শীঘ্র, ঝটিতি, ব্যস্তভাবে।

তাড়ান (দেশজ) বহিষ্কৃত করণ, দূরকরণ।

তাড়ি (স্ত্রী) তাড়য়তি পত্রৈঃ শোভতে তড়-ণিচ্-ইন্। বৃক্ষবিশেষ। [তাড়ী দেখ।]

তাড়ি (দেশজ) মাদকশক্তিবিশিষ্ট তালের রস। প্রধানতঃ তালের রসকে তাড়ি বলা হইলেও ইক্ষু, খর্জ্জুর, নিম্ব, মৈরেয়, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ হইতেই যে গেঁজাযুক্ত রস পাওয়া যায়, যাহা পান করিলে নেসা হয়, তাহাকেও সচরাচর তাড়ি বলা হয়।

ভারতে তাড়ির ব্যবহার আজ নূতন নহে। কুলার্ণবতন্ত্রে তারিকা নামে তাড়ির উল্লেখ আছে। যথা—

"সম্বিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরম্।
অহিফেনং খর্জ্জুরসস্তারিকা তরিতা তথা॥"

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ১৫শ পটলে ইক্ষুরস, বদরীরস, জম্বূরস, খর্জ্জুররস, নারিকেল ও দ্রাক্ষারসে মাদক দ্রব্য প্রস্তুতের বিধান আছে।

"ইক্ষুরসং সমাদায় পর্য্যুষিতং সুসংস্কৃতম্।
বাদরং জাম্ববঞ্চৈব রসং খার্জ্জুরমেব চ॥
নারিকেলোত্তবস্তত্র দ্রাক্ষারসমনুত্তমম্।" [মদ্য দেখ।]

কুলার্ণবতন্ত্রে ৫ম উল্লাসে লিখিত আছে—

"তালজা স্তম্ভনে শস্তা খার্জ্জুরী রিপুনাশিনী।
নারিকেলভবা শ্রীদা পানসী চ শুভপ্রদা॥
মধুজাখ্যা জ্ঞানকরী দারিদ্র্যরিপুনাশিনী।
মৈরেয়াখ্যা কুলেশানি সর্ব্বদা পাপহারিণী॥"

বাস্তবিক এখনও ভারতের নানাস্থানে নেশার জন্য তাল, খেজুর, নারিকেল, মৈরেয় প্রভৃতির তাড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাড়িতে মাদকতাশক্তি থাকিলেও তাড়ি ও মদ্য এই দুই শব্দে অনেক পার্থক্য আছে। স্বভাবতঃ বা কৃত্রিম উপায়ে তালাদি বৃক্ষ হইতে যে রস বাহির হয়, তাহা রৌদ্রে বা তাপে ফেনা উঠিয়া তেজস্কর হইলে তাহাকে তাড়ি এবং ঐরূপ রস পচাইয়া চোঁয়াইয়া লইলে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তাহাকে মদ্য বলা যায়।

ভারতে যে যে গাছ হইতে যে রূপ উপায়ে তাড়ি সংগ্রহ করা হয়, নিম্নে তাহার প্রণালী লিখিত হইতেছে।

তালগাছের উর্দ্ধভাগে যে কচি কচি পুষ্পিত শাখা বা মোচ বাহির হয়, তাহার মাথা প্রথমে ভাল করিয়া চাঁচিয়া দিয়া রস বাহির হইয়া পড়িবার স্থানে একটী আধার বা ভাণ্ড বাঁধিয়া দেয়। সচরাচর প্রতিদিন প্রাতেই ভাণ্ড খালি করিয়া রস ঢালিয়া লওয়া হয়; আবার পূর্ব্ববৎ ভাল করিয়া চাঁচিয়া দেয়। এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার মূল পর্য্যন্ত কাটা হয়, সে পর্য্যন্ত চাঁচা হইয়া থাকে। সচরাচর আশ্বিন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত তালগাছ কাটিয়া রস বাহির করা হইয়া থাকে। ভারতের সর্ব্বত্রই তালের রস বাহির করা হয়, তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই কিছু অধিক। [তাল দেখ।]

সচরাচর তাড়িকরেরা রস লইয়া তাহাতে খানিকটা পুরাতন কাঞ্জি অথবা ফেনাযুক্ত তাড়ি মিশাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই রসের মাদকতাশক্তি অল্প সময় মধ্যেই বৃদ্ধি হইয়া পড়ে।

তালের রস বা তাড়ি সাধারণ লোকের নেশা করিবার সহজ উপায়। তাহাতে গবর্মেণ্টের আবকারী আয়ের হানি হয় দেখিয়া একবার বোম্বাই গবর্মেণ্ট সমস্ত তাল ও খেজুর গাছ নির্ম্মূল করিতে আদেশ করেন *। তাহাতে এক সুরাটে প্রায় লক্ষাধিক বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্তু রক্ত-বীজের ঝাড় সহজে কি যায়। তাহার অল্পকাল পরেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার তাল বৃক্ষ দেখা গেল। যাহা হউক এখন আর ইংরাজরাজের তাল ও খেজুর বৃক্ষ নির্ম্মূল করিবার ইচ্ছা নাই, বরং ইহা হইতে যে যে তাড়ি প্রস্তুত করে, গবর্মেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু কর আদায় করিয়া থাকেন।

* Bombay Gazetteer, Vol II, p. 39.

ভারত ও সিংহলের রুটীওয়ালারা প্রায় সর্ব্বত্রই পাউরুটী করিবার জন্য এই তালের তাড়িই ব্যবহার করে। ইহাতে সির্কাও প্রস্তুত হয়।

ভাবপ্রকাশের মতে—

"তালজং তরুণং তোয়মতীব মদকৃন্মতম্।
অম্লীভূতং তদা তু স্যাৎ পিত্তকৃৎ বাতদোষহৃৎ॥"

তালের টাট্‌কা রস অত্যন্ত মাদক, উহা অম্লরস হইলে পিত্তজনক ও বায়ুদোষনাশক।

খেজুর।—দেশীখেজুর, পিণ্ডখেজুর প্রভৃতি নানাবিধ খেজুর গাছের উর্দ্ধদণ্ড কাটিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া যে রস বাহির হয়, তাহাতেও তাড়ি প্রস্তুত হয়। খেজুর রস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব ও প্রাক্কালে বেশ সুমিষ্ট ও মাদকতারহিত থাকে, কিন্তু যতই বেলা হইতে থাকে, তাহাতে ফেনা উঠিয়া তাড়িতে পরিণত হয়। তখন ঐ ফেনিল খেজুর রস পান করিলে নেসা হইয়া থাকে।

মৈরেয়। (Caryota urens)—ইহার তাড়ি বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশে ইহার বহুল প্রচার লক্ষিত হয়। যখন ঐ গাছ ১৫ হইতে ২৪ বর্ষ পর্য্যন্ত বড় হয়, তখন মান্দ্রাজীরা মৈরেয়গাছ চাঁচিয়া ছুলিয়া রস বাহির করে। গ্রীষ্মকালেই অধিক রস বাহির হয়, এমন কি এক একটী গাছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক মণের অধিক রস পাওয়া যায়। গাছ কাটা হইলে এক মাস পর্য্যন্ত রস বাহির হয়। টাট্‌কা রস খাইতে অতি মধুর, কিন্তু অতি অল্পকাল রাখিলে তাহা ফেনাযুক্ত তীব্র মাদকতাশক্তিবিশিষ্ট তাড়িতে পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ অনেকেই এই তাড়ি ব্যবহার করে। ইহা চুঁয়াইয়া লইলে মৈরেয় সুরা (Gin) প্রস্তুত হয়।

নারিকেল।—যেমন তালগাছের মোচ চাঁচিয়া তাহা হইতে রস বাহির করে, নারিকেল গাছের মাথী কাটিয়া চাঁচিয়া সেই রূপ রস বাহির হয়। আর্য্যাবর্ত্তে নারিকেল বৃক্ষ হইতে রস বাহির করিবার পদ্ধতি অধিক প্রচলিত না থাকিলেও দাক্ষিণাত্যে খুব প্রচলিত আছে। বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা দুই প্রকারে নারিকেলগাছ রক্ষা করে, এক ফল পাইবার জন্য, অপর রসের জন্য। যে গাছে রস বাহির করা হয়, তৎকালে সে গাছে ফল হয় না। বোম্বাই অঞ্চলে সানারগণ নারিকেল রস বাহির করিয়া থাকে। ইহার জন্য প্রত্যেক বৃক্ষে বর্ষে ১৲ হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত কর দিতে হয়। তাল বা খেজুর রস অপেক্ষা নারিকেল গাছের রস অতি শীঘ্রই ফেনাযুক্ত হইয়া তাড়িতে পরিণত হয়। এই জন্য যাহাদের গুড় করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহারা টাট্‌কা রস লইয়া শীঘ্র জ্বাল

দিয়া লয়। নারিকেলের তাড়ি সাধারণতঃ নীরা নামে খ্যাত। ভারতবর্ষ ব্যতীত ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জেও নীরা ব্যবহৃত হয়। [নারিকেল দেখ।]

নিম।—কোন কোন নিমগাছের কাণ্ডে দুই তিন স্থান হইতে রস বাহির হয়। কেহ কেহ রসকে নিমের তাড়ি বলে। রস বাহির হইবার অল্প পূর্ব্বে হইতেই যেথান হইতে রস হইবে, তথা হইতে এক প্রকার চুঁই চুঁই শব্দ শুনা যায়। শব্দ শুনিলেই অনেকে বুঝিতে পারে যে. গাছে রস হইয়াছে, শীঘ্র বাহির হইবে ; তথন যে স্থান হইতে রস বাহির হইবার সম্ভাবনা, তথায় এক একটী পাত্র রাখিয়া দেয়। তাহাতে অতি অল্প পরিমাণে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়িতে থাকে। নিমগাছ হইতে যেমন স্বভাবতঃ রস বাহির হয়, সেই-রূপ কৃত্রিম উপায়েও কোন কোনও স্থানে রস বাহির করা হয়। জলা, নালা, থাল বা বিলের নিকট যে নিমগাছ জন্মে, তাহা হইতেই কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির করা যাইতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির করিতে হইলে গাছের গুঁড়ীর প্রায় অর্দ্ধেকটা কাটিয়া দিয়া তাহার নীচে পাত্র রাখিয়া দেয়। স্বভাবতঃ যেমন স্বচ্ছ ও বর্ণহীন রস বাহির হয়, কৃত্রিম উপায়ে সেরূপ বা তাহার এক তৃতীয়াংশ রসও বাহির হয় না। মান্দ্রাজ প্রদেশে নিমের তাড়ি হইতে তেজস্কর সুরা প্রস্তত করিয়া কেহ কেহ পান করে।

তাড়িত (ত্রি) তড়-ণিচ্-ক্ত। ১ আহত। ২ তিরস্কৃত। ৩ উৎপীড়িত। ৪ দূরীকৃত। ৫ দণ্ডিত। ৬ বিদ্ধ। (ক্লী) তড়িৎ ভাবার্থে অণ্। বিদ্যুৎ। তাড়িতের উৎপত্তিবিষয় সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—সমুদ্র মধ্যে বাড়বাগ্নি রহিয়াছে, জলভরনিমগ্ন এই বাড়বাগ্নি হইতে ধূমরাশি উত্থিত হয় এবং ঐ ধূমরাশি আকাশে বায়ুকর্ত্তৃক নীত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হয়, পরে দ্যুমণি-কিরণ দ্বারা প্রদীপ্ত হইলে স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়, তাহাই বিদ্যুৎ। অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ুর আঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পার্থিবাংশের সহিত মিশ্রিত হয়, পরে অকস্মাৎ বৈদ্যুত তেজঃ নির্গত হয়, ইহা প্রায় অকাল বর্ষণে হইয়া থাকে। ইহা তিন প্রকার পার্থিব, আপ্য ও তৈজস। যাহাতে পৃথিবীর অংশ অধিক থাকে, তাহাই পার্থিব, যাহাতে জলীয় অংশ অধিক থাকে তাহার নাম আপ্য ও যাহাতে তেজের ভাগ অধিক থাকে, তাহাকে তৈজস কহে। *

☞ য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে তাড়িতের এইরূপ পরিচয় আছে।—অম্বর (Amber) নামক পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে উহা ক্ষুদ্র পালক, তৃণ প্রভৃতি আকর্ষণ করে। বহুকাল হইতে অম্বরের এই গুণ লোকে জানিত। অম্বরের গ্রীক নাম হইতে ইংরাজি electricity শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থে তৃণমণি নামক পদার্থের উল্লেখ দেখা যায়। হয়ত তৃণমণি এবং অম্বর একই পদার্থ। ডাক্তার গিলবার্ট তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অন্যান্য পদার্থেরও অবস্থা ভেদে এইরূপ আকর্ষণশক্তির আবিষ্কার করেন।

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে তাড়িতের সম্বন্ধে মনুষ্য জাতির জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিখ্যাত আমেরিক বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্ক্‌লিন ও ইংরাজ কাবেণ্ডিসের সময় হইতে তাড়িত-বিজ্ঞানের সৃষ্টি। পরে দ্রুতগতিতে তাড়িত-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়া সম্প্রতি উহা বিজ্ঞানের প্রায় শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানকালে মনুষ্যসমাজের স্থিতি ও উন্নতির পক্ষে তাড়িতশক্তিই প্রধান অবলম্বন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সভ্যতম মনুষ্য জাতির ব্যবসায়, বাণিজ্য, রাজনীতি সমুদয়ই তাড়িতরাশির বিবিধ ক্রিয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলা যাইতে পারে।

য়ুরোপের ও আমেরিকার প্রধান প্রধান মনস্বী ব্যক্তির হস্তে তাড়িত সম্বন্ধে বিবিধ আবিষ্ক্রিয়ার সাধন ও তাড়িত বিজ্ঞানের বিবিধ উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকলের উল্লেখ অসম্ভব। কিন্তু কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকে। ফ্রাঙ্কলিন্ ও কাবেণ্ডিসের পর আঁপেয়ার, মাইকেল ফারাদে, লর্ড কেনবিল (সর উইলিয়ম টমসন) ও ক্লার্ক মক্সবেল ও হার্ট-জের নাম তাড়িতবিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে আঁপেয়ার ফরাসী, হার্টজ জর্ম্মন্ এবং আর সকলেই ইংরাজ। ইংলণ্ডের পক্ষে ইহা নিতান্ত শ্লাঘার বিষয়। লর্ড কেনবিল অদ্যাপি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজে মহিমা-ন্বিত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছেন।

বর্ত্তমানকালে তাড়িতশক্তি বিবিধ বিধানে মনুষ্যের ও মনুষ্যসমাজের ভৃত্যভাবে উপকার সাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে। কত বিষয়ে কত উপায়ে তাড়িতশক্তির

* "সুজল-জলধিমধ্যে বাড়বোঽগ্নিঃ স্থিতোঽস্মাৎ
সলিলভরনিমগ্নাদুত্থিতা ধূমপালাঃ।
বিয়তি পবননীতাঃ সর্ব্বতস্তা ভ্রবন্তি
দ্যুমণিকিরণদীপ্তা বিদ্যুতস্তৎ স্ফুলিঙ্গাঃ।" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

'অকস্মাদ্বৈদ্যুতং তেজঃ পার্থিবাংশকমিশ্রিতম্।
বাত্যাবদুদ্‌ভ্রমদাঘাতে প্রতিকূলানুকূলয়োঃ॥
বায়োস্তৎ পততি প্রায়ো হ্যকালপ্রাজ্যবর্ষণে।
যতঃ প্রাবৃষি নৈবেতে পাংসব প্রসরন্তি হি॥
তৎ ত্রেধা পার্থিবং চাপ্যং তৈজসং তড়িদুত্থিতম্।
ততো নির্ঝরদাদৈক্ত ভূমিবে রম্ভুরতে॥' (সিদ্ধান্তশিরোমণিটীকা)

ব্যবহারিক প্রয়োগ হইতেছে তাহার সংখ্যা করাই দুষ্কর; বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাড়িতশক্তির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা যাইবে। তাড়িতের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আবশ্যক। গ্রেহাম বেল, এডিসন প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি যে সকল সুন্দর কৌশল সহকারে বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া তাড়িতশক্তিকে মনুষ্যের কার্য্যসাধনে নিয়োজিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সকলের আলোচনার স্থান হইবে না।

তাড়িত কোনরূপ জড় পদার্থ অথবা জড় পদার্থের কোনরূপ ধর্ম্মমাত্র, অথবা শক্তির কোনরূপ ভেদমাত্র, তাহা অদ্যাপি নিঃসংশয় নিরূপিত হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত এই বিষয় লইয়া বিবিধ বিতর্ক চলিতেছে। সম্প্রতি আমরা সে বিতণ্ডাক্ষেত্রে প্রবেশ করিব না। তৎসম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত প্রবন্ধের শেষে বলা যাইবে।

তাড়িত কাহাকে বলে?—তাড়িত অর্থে আমরা কি বুঝি, প্রথমে বলা আবশ্যক। একটা কাচের দণ্ডকে রেশমী রুমালে ঘষিয়া ছোট ছোট কাগজের টুক্‌রার নিকট ধরিলে দেখা যাইবে, কাগজের টুক্‌রাগুলি লাফাইয়া কাচদণ্ডের নিকট উঠিতেছে। লাক্ষাদণ্ডকে ফ্লানেলে ঘষিয়া ধরিলে অথবা রবরের চিরুণী চুলে ঘষিয়া ধরিলেও ঠিক্ এই রূপ দেখা যায়। কাচের লাক্ষাদণ্ডের অথবা চিরুণীর ঐরূপ ঘর্ষণের ফলে কোন রূপ বিকৃতি দেখা যায় না; ঘষিবার পূর্ব্বে কাগজও দেখিতে যেমন ছিল, ঘর্ষণের পরও ঠিক সেইরূপই থাকে, অথচ তাহাতে একটা নূতন ক্ষমতা বা ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নবাবিভূর্ত আকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট কাচদণ্ড ও লাক্ষাদণ্ডকে তাড়িতধর্ম্মান্বিত বলা যায়। এই নূতন আবির্ভূত ধর্ম্মের নাম তাড়িত-ধর্ম্ম।

তাড়িত-বিকাশের উপায়। কাচে রেশমে ও লাক্ষায় পশম ঘর্ষণ করিলে অতি সহজে তাড়িতধর্ম্মের বিকাশ হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকৃতিক যে কোন দুইটী দ্রব্য পরস্পর ঘর্ষণ করিলেই ন্যূনাধিক মাত্রায় তাড়িতের বিকাশ হইয়া থাকে অথবা ঘর্ষণেরও প্রয়োজন হয় না। ইতালি-নিবাসি বল্‌তা প্রথমে দেখাইয়াছিলেন, দুই খানি ধাতু দ্রব্য পরস্পর সংস্পর্শে থাকিলেই উভয়েই তাড়িতধর্ম্মের বিকাশ হয়। অবশ্য বিকাশের মাত্রা সর্ব্বত্র সমান হয় না। সাধারণতঃ এই নিয়ম নির্দ্দেশ করা হইতে পারে যে দুইটা বিভিন্ন রাসায়নিক প্রকৃতিসম্পন্ন দ্রব্য পরস্পর ছুঁইয়া দিলে উভয়ই তাড়িত-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকে। স্পর্শই যেখানে তাড়িত-বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট, সেখানে দুইটী দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে যে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে তাহা নিশ্চিত।

স্পর্শ ও ঘর্ষণ ব্যতীত অন্য নানা কারণে তাড়িতের বিকাশ পরস্পর লক্ষিত হয়। আঘাতপ্রয়োগে ও তাপপ্রয়োগে তাড়িতের বিকাশ দেখা যায়। অনেক জীবশরীরে তাড়িতের বিকাশ হয়। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য সেই তাড়িতের ব্যবহার করে। জল বাষ্প হইবার সময় তাড়িতের বিকাশ হয়। এতদ্ভিন্ন তাড়িতের প্রবাহ উৎপাদনের যে সকল উপায় আছে, পরে তাহাদের উল্লেখ করিব।

তাড়িত-নিরূপণের উপায়।—তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে কিনা বুঝিবার জন্য বিবিধ উপায় আছে। এক টুক্‌রা সোলা এক গাছা সূতাতে লম্বিত করিয়া ধরিলেই সংক্ষেপে তাড়িত-নিরূপণের সুন্দর উপায় হয়। কোন তাড়িতাক্রান্ত পদার্থ উহার নিকটে আসিলেই শোলার টুক্‌রা উহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইবে। একটা কাচের বোতলের মুখ ছিপি দিয়া আঁটিয়া সেই ছিপির মধ্যে ছিদ্র করিয়া একটা পিতলের দণ্ড পরাইয়া দাও। পিত্তল-দণ্ডের এক প্রান্ত বোতলের ভিতর আর এক প্রান্ত যেন বোতলের বাহিরে থাকে। যে প্রান্ত ভিতরে থাকিল, তাহাতে দুইখানা সূক্ষ্ম লঘু সোণার বা তামার পাত (রাংতা) আঁটিয়া দাও। এই যন্ত্রকে তড়িন্নিরূপণ বা তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্র বলা যাইতে পারে। কাচ বা গালা বা অন্য কোন পদার্থে তাড়িতের বিকাশ হইলে সেই পদার্থ বোতলের বহিঃস্থ পিত্তল প্রান্তের নিকট ধরিলেই অন্য প্রান্তস্থ পাত দুইখানি ছাড়াছাড়ি হইবে। দুইখানি পাতের পরস্পর বিকর্ষণ হইবে। এই বিকর্ষণের বিষয় পরে আরও বলা যাইবে।

তাড়িত দ্বিবিধ।—রেশমে কাচ ঘষিয়া সেই কাচ তড়িদ্বীক্ষণের নিকট ধরিলে পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি হয়, আবার ফ্লানেলে বা পশমে গালা ঘষিয়া সেই গালা তড়িদ্বীক্ষণের নিকট ধরিলেও পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি হয়, অর্থাৎ কাচ ও গালা উভয়েই তাড়িতধর্ম্মের বিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থায় কাচ ও গালা উভয়কেই যদি একত্র করিয়া যন্ত্রের নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে আর পাত দুই খানি ততটা ছাড়াছাড়ি হয় না। কাচ ও গালা উভয়ে যে তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে, তাহা যেন পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত। পৃথক্ ভাবে উভয়ে যে কাজ করে, একত্র থাকিলে পরস্পর সেই কাজের প্রতিকূলতা করে। সূতা দিয়া কাচখণ্ড ও লাক্ষাখণ্ড ঝুলাইয়া দিলে দেখা যাইবে, উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ হইতেছে। দুইখণ্ড কাচ রেশমে ঘষিয়া ঝুলাইলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ না হইয়া বিকর্ষণ দেখা যায়। আবার দুই টুক্‌রা গালা পশমে ঘষিয়া সূতায়

লম্বিত করিলে উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিকর্ষণ দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে—

(১) কাচের তাড়িত কাচের তাড়িতকে বিকর্ষণ করে বা ঠেলিয়া দেয়।

(২) গালার তাড়িত গালার তাড়িতকে বিকর্ষণ করে বা ঠেলিয়া দেয়।

(৩) কাচের তাড়িত গালার তাড়িতকে আকর্ষণ করে বা টানিয়া লয়।

এই সকল দেখিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে কাচের তাড়িত ও গালার তাড়িত বিরুদ্ধ বা বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত। কাচের তাড়িতকে ধন-তাড়িত ও গালার তাড়িতকে ঋণ-তাড়িত বলা প্রথা দাঁড়াইয়াছে।

বীজগণিতের ধনরাশির সহিত ঋণ রাশির যে সম্বন্ধ, পাওনার সহিত দেনার যে সম্বন্ধ, প্রবেশের সহিত নির্গমের যে সম্বন্ধ, পূর্ব্ব মুখে গতির সহিত পশ্চিমমুখে গতির যে সম্বন্ধ, ধন-তাড়িতের সহিত ঋণ-তাড়িতের ঠিক এইরূপ সম্বন্ধ। দান ও গ্রহণ এক সঙ্গে চলিলে যেমন দানও অধিক হয় না, গ্রহণও অধিক হয় না; অগ্রবর্ত্তী হইয়া পাছু হাঁটিলে যেমন অগ্রে বা পশ্চাতে কোন মুখেই অধিক দূর গতি হয় না; সেইরূপ ধন-তাড়িতে ঋণ-তাড়িত যোগ করিলে অর্থাৎ ধন-তাড়িতের নিকট ঋণ-তাড়িত আনিলে উভয়েরই স্বতন্ত্র ফল সম্যক্ পরিমাণে লক্ষিত হয় না।

আবার দশ টাকা দেনা বাড়িলেও যে ফল, দশ টাকা পাওনা থাকিলেও ঠিক্ সেই ফল; সেইরূপ ধনতাড়িত খানিকটা বাড়িলে যে ফল, ঋণ-তাড়িত সেই পরিমাণে কমিলেও ঠিক্ সেই ফল। কোন বস্তুতে ধন-তাড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে বলিলে যাহা বুঝিতে হইবে, তাহা হইতে ঋণ-তাড়িতের তিরোভাব হইয়াছে বলিলেও ঠিক্ তাহাই বুঝিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে এই ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ নাই। এই টুকু স্মরণ রাখিতে হইবে যে ধন-তাড়িত ক হইতে খয়ে গেল, অথবা ঋণ-তাড়িত খ হইতে কয়ে গেল, উভয় বাক্যই ঠিক সমানার্থবাচী।

আর এক কথা;—কাচের তাড়িতকে ঋণ না বলিয়া ধন বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। দুই রকম তাড়িতের মধ্যে একক ধন ও অপরকে ঋণ বলিলেই চলিবে। কাচের তাড়িতকে ধন ও গালার তাড়িতকে ঋণ বলা প্রথা দাঁড়াইয়াছে মাত্র।

পরিচালক ও অপরিচালক পদার্থ।—তাড়িতাক্রান্ত কোন দ্রব্যকে শুষ্ক রেশমী সূতা দিয়া শুষ্ক বায়ু মধ্যে বহু দিন পর্য্যন্ত রাখা যায়, তাহার তাড়িতধর্ম্ম লুপ্ত হয় না। কিন্তু সূতা যদি ভিজা হয়, বা বায়ু আর্দ্র হয়, অথবা হাত দিয়া বা কোন ধাতু দ্রব্য দিয়া উহাকে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্র তাড়িতধর্ম্মের লোপ হয়। শুষ্ক সূতা ও বায়ু অপরিপালক এবং আর্দ্র সূতা, আর্দ্র বায়ু এবং মনুষ্যের শরীর ও ধাতুপদার্থ তাড়িতের পরিচালক। অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িত অন্যত্র যাইতে পারে না; পরিচালক পদার্থ তাড়িতের গমনে বাধা দেয় না। কাচ গালা প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থের গায়ে যেখানে ঘর্ষণ হয়, তাড়িত ঠিক সেই খানেই আবদ্ধ থাকে; ধাতুপদার্থের গায়ে এক স্থানে তাড়িতের বিকাশ হইলে উহা তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত ধাতুপদার্থ দ্বারা তাড়িতকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারা যায় না। ধাতুপদার্থ তাড়িত সঞ্চিত ও আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইলে উহাকে শুষ্ক বায়ু মধ্যে শুষ্ক রেশমী সূতা দ্বারা টানাইয়া বা কাচ প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ নির্ম্মিত দণ্ডের উপর বসাইয়া রাখিতে হয়। বায়ু অধিক আর্দ্র থাকিলে কাচাদির গায়ে জল ও ময়লা জন্মে; তখন তাহার গা বাহিয়া তাড়িত অন্যত্র চলিয়া যায়। কাচ, গালা, রেশম, পশম, বায়ু, তুলা, শুষ্ক কাষ্ঠ, শোলা, কয়লা, গন্ধক, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য অপরিচালক। ধাতুপদার্থ মাত্রই সাধারণতঃ উত্তম পরিচালক। মনুষ্যের শরীর পরিচালক। কোন দ্রব্যে তাড়িত থাকিলে স্পর্শ মাত্র সেই তাড়িত অন্যত্র চলিয়া যায়।

পরিচালকের ধর্ম্ম।—পরিচালক পদার্থের অভ্যন্তরদেশে তাড়িতের ক্রিয়ার প্রকাশ হয় না। সাধারণতঃ হাল্‌কা দ্রব্যের নিকট তাড়িত সঞ্চিত হইলে ঐ সকল দ্রব্য তাড়িতের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়; স্থলবিশেষে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি তাড়িতের অনুরূপ ক্রিয়াও দেখা যায়। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি প্রভৃতি তাড়িতে বিবিধ ক্রিয়া দেখিয়া তাড়িতের বিকাশ ও অস্তিত্ব বুঝা যায়। কিন্তু কোন ধাতুময় দ্রব্যের অভ্যন্তরে এইরূপ কোন ক্রিয়ারই প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ একটা টিনের বাক্সর বা লোহার খাঁচার ভিতর হাল্‌কা দ্রব্য বা তড়িদ্বীক্ষণযন্ত্র প্রভৃতি রাখিয়া দিলে বাক্সের বা খাঁচার বাহিরে প্রভূত পরিমাণে তাড়িতের সঞ্চয় থাকিলেও সেই সকল হাল্‌কা দ্রব্যের উপর বা তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্রের উপর উহার অণুমাত্র প্রভাব দেখা যায় না। মাইকেল ফারাদে একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স রাঙ্‌তার মুড়িয়া যন্ত্রযোগে তাহাতে প্রভূত তাড়িতের সঞ্চয় করিয়া স্বয়ং তড়িদ্বীক্ষণাদি লইয়া সেই বাক্সের ভিতরে প্রবেশ করেন। বাক্সের বাহির

হইতে সুদীর্ঘ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল; কিন্তু বাক্সের ভিতরে তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই।

গণিতশাস্ত্রানুসারে দেখাইতে পারা যায় যে, যে প্রদেশে তাড়িতের কোন ক্রিয়া নাই, সেখানে তাড়িতের অস্তিত্বও নাই। ধাতু দ্রব্যের ভিতর যেমন তাড়িতের ক্রিয়া ঘটে না, সেইরূপ উহার ভিতরে তাড়িতও সঞ্চিত থাকে না। নিরেট বা ফাঁপা যেমন হউক না, কোন ধাতুময় পদার্থে তাড়িত সঞ্চয় করিলে সমগ্র তাড়িত উহার পৃষ্ঠে বা গায়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহার অভ্যন্তরে একটুও থাকে না। কোন তাড়িতবিশিষ্ট দ্রব্য বাক্স বা খাঁচার মত ফাঁপা ধাতুময় দ্রব্যের ভিতর প্রবেশ করাইয়া স্পর্শ করিয়া দিবা মাত্র সমগ্র তাড়িত সেই বাক্সের বা খাঁচার বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সেই দ্রব্যটী বাহির করিয়া তড়িদ্বীক্ষণ-দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহাতে কিছু মাত্র তাড়িত বর্ত্তমান নাই।

একটা খাঁচার ভিতর বা লোহার জালের ভিতর বাস করিলে বজ্রাঘাতের কোন আশঙ্কা থাকে না।

অপরিচালক পদার্থের অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র তাড়িতক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হয় এবং উহার গাত্রে ও অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই তাড়িত সঞ্চিত রাখা যাইতে পারে।

পরিচালকের পৃষ্ঠদেশ ভিন্ন অন্যত্র তাড়িত থাকে না। আবার পিঠেও সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে থাকে না। একটা ঠিক্ বর্ত্তুলাকৃতি ভাঁটার গায়ে সব জায়গায় সমান ভাবে তাড়িত থাকে। কিন্তু ধাতুময় দ্রব্যের পিঠ উচু নীচু হইলে আর সব জায়গা সমান পরিমাণে থাকে না। পিঠের যে জায়গা যত উচু বা কুব্জ, সে জায়গায় তত অধিক জমে, যে জায়গা যত নীচু ও ন্যুব্জ সে জায়গায় তত কম জমে। ফলে উহার প্রান্তভাগ বা যেখানে যেখানে কোণা খোঁচা বা শিরা বাহির হইয়া আছে, সমুদয় তাড়িত প্রায় সেই ভাগেই আসিয়া জমে, অন্যত্র বড় কিছু থাকে না।

পরিচালকের ভিতরে যে তাড়িতের ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, ঠিক্ সেই ধর্ম্মের ফলে এরূপ ঘটে; তাহা গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। কোন নির্দ্দিষ্ট আকারের ধাতুময় দ্রব্যের পিঠের কোন অংশে কতখানি তাড়িত জমিলে ভিতরে সমগ্র তাড়িতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে না, তাহা গণিতসাহায্যে গণনা চলে। গণিতপ্রয়োগ বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত।

পরিচালক ও অপরিচালকের প্রভেদ।—পরিচালকের ভিতরে তাড়িত বলপ্রয়োগ করে না; অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িতের বল প্রযুক্ত হয়। দুইখণ্ড তাড়িত-যুক্ত পদার্থ বায়ুমধ্যে থাকিলে উভয়ের মধ্যে হয় টান নয় ঠেল দেখা যায়। দুইএর মধ্যে একটাকে খাঁচা বা বাক্সে পূরিলে আর টান বা ঠেল কিছুই সেই বাক্সের ধাতু ভেদ করিয়া যায় না। খাঁচা বা বাক্সটা যেন মাটি ছুঁইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ভিতরের তাড়িত ও বাহিরের তাড়িত পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে থাকে। পরিচালক পদার্থ তাড়িতবল সঞ্চালনে অক্ষম, অপরিচালক তাহাতে পটু। উভয়ের এই প্রভেদ কতকটা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে। ইস্পাত, কাচ, মাটি, পাথর, রবর প্রভৃতি কঠিন দ্রব্য টানিতে, ভাঙ্গিতে ও বাঁকাইতে পারা যায়; কিন্তু জল, তেল, গুড়, কাদা প্রভৃতি তরলদ্রব্য ঐরূপে টানিতে, ভাঙ্গিতে বা বাঁকাইতে পারা যায় না। কাচকে দুই হাতে ধরিয়া টানা যায়; কাচ সেই টানে যথেষ্ট বাধা দেয়। খানিকটা কাদা লইয়া টানিতে গেলে কাদা এত কম বাধা দেয় যে টানই পড়ে না। জল আবার ততোধিক। তাড়িতের পক্ষে অপরিচালক পদার্থ যেন কঠিন দ্রব্যের মত, আর পরিচালক পদার্থ যেন জলের মত বা কাদার মত। অপরিচালকের ভিতরে তাড়িতের টান পড়ে ও ঠেলও পড়ে; পরিচালকের ভিতরে টানও পড়ে না, ঠেলও পড়ে না। কঠিন মাটির পিঠ উচু নীচু, বা বন্ধুর হইতে পারে, কিন্তু তরল জলের পিঠ সমতল হয়, তবু নীচু হয় না। জলের ভিতর যৎসামান্য চাপের ইতর বিশেষ হইলেই জল আপনা হইতে সরিয়া গিয়া চাপ সর্ব্বত্র সমান করিয়া লয়; কিন্তু কঠিন পদার্থের ভিতর বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন মাত্রায় চাপ দিলে কঠিন পদার্থ বাঁকিয়া বা নোয়াইয়া যায়; কিন্তু জলের মত বহিয়া ও গড়াইয়া যায় না। তেমনি অপরিচালকে পিঠে বা ভিতরে বিভিন্নস্থলে তাড়িতের বিভিন্ন মাত্রায় চাপ পড়িতে পারে, সেই চাপে তাড়িতকে এক জায়গা হইতে অন্যত্র ঠেলিয়া দিতে চায়। কিন্তু অপরিচালক ভেদ করিয়া তাড়িত সহজে যাইতে পারে না। পরিচালকের ভিতরে তাড়িতের চাপের একটু ইতর বিশেষ হইলেই তৎক্ষণাৎ খানিকটা তাড়িত জলের মত অবাধে গড়াইয়া সরিয়া যায়, পরিচালক তাহাতে কিছুই বাধা দেয় না। কাজেই পরিচালকের ভিতরে তাড়িতের চাপের কোন ইতর বিশেষ থাকে না; সর্ব্বত্র সমান চাপ হওয়ায় টানও পড়েনা, ঠেলও পড়ে না।

জলের চাপের সহিত তাড়িতের যে গুণের তুলনা করা গেল, তাহাকে আমরা উদ্ধৃতি (potential) এই শব্দে ব্যবহার করিব। কঠিন পদার্থের বিভিন্ন স্থলে চাপের ইতর

বিশেষ থাকিতে পারে, তরল পদার্থের বিভিন্ন স্থানে চাপের যৎসামান্ত ইতরবিশেষ ঘটিলেই তরল পদার্থ সরিয়া গিয়া চাপ সমান করিয়া লয়। অপরিচালকের ভিতর তাড়িতের উদ্ধৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণ হইতে পারে। পরিচালকের ভিতর তাড়িতের উদ্ধৃতি সর্ব্বত্র সমান হইবে; একটু ইতর বিশেষ হইলেই তাড়িত খানিকটা সরিয়া গিয়া উদ্ধৃতি সমান করিয়া লইবে। পরিচালক ও অপরিচালক উভয়ের স্বভাব এই। উভয়ে তাড়িতের যে সকল ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তৎসমুদয়ই এই বিভিন্ন স্বভাব হইতে উৎপন্ন। পরিচালকের ভিতরে উদ্ধৃতি সর্ব্বত্র সমান থাকে; এই কারণে পরিচালকের ভিতরে বহিঃস্থ তাড়িতের কোন টান বা ঠেল প্রবেশ করে না। এই কারণে পরিচালকের কোন স্থানে খানিকটা তাড়িত সঞ্চার করিলেই সমুদয় তাড়িতটা কেবল পিঠেরই উপর ছড়াইয়া পড়ে, আবার এমন হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, যাহাতে সমুদয় পরিচালক ব্যাপিয়া উহার উদ্ধৃতি সমান হয়, অর্থাৎ পরিচালকের ভিতরে কোন জায়গায় টান বা ঠেল না যায়। জল যেমন যেখানে চাপ অধিক সেখান হইতে যেখানে চাপ অল্প সেইখানে যাইতে চেষ্টা করে, তাড়িত সেইরূপ যেখানে উদ্ধৃতি অধিক, সেখান হইতে যেখানে উদ্ধৃতি অল্প, সেইখানে যাইতে চেষ্টা করে, মধ্যে যদি অপরিচালকের ব্যবধান থাকে, তবে ফলে চেষ্টা মাত্রই দাঁড়ায়, তাড়িত এক স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে পারে না, মধ্যে একটা টান পড়ে মাত্র। আর যদি পরিচালকের ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে তাড়িত অক্লেশে গড়াইয়া যায়, উভয়ত্র উদ্ধৃতি সমান হইয়া পড়ে, টান পড়িতে পায় না।

পরিচালকের ও অপরিচালকের এই স্বাভাবিক প্রভেদ মনে রাখিলে তাড়িতঘটিত প্রায় সমুদয় ক্রিয়াই একরূপ বুঝা যায়। মনে কর একটী পিতলের ভাঁটায় ধন-তাড়িত সঞ্চিত করিয়া সূতা দিয়া ঝুলান গেল। তাহার চারি পার্শ্বে অপরিচালক বায়ু মাত্র বর্ত্তমান। নিকটে উদ্ধৃতি অধিক, যত দূরে যাইবে উদ্ধৃতি ততই কমিবে। আর একটা ছোট ভাঁটায় ধন-তাড়িত লইয়া নিকটে ধরিলে উহা ক্রমে দূরে যাইতে চাহিবে। কেননা এই ধন-তাড়িত যে দিকে গেলে উদ্ধৃতি কমে, সেই দিকেই যাইতে চায়। ধন-তাড়িতের সহিত ঋণ-তাড়িতের বিভেদ মনে করিলেই বুঝা যাইবে, যে সেই প্রদেশে ঋণ-তাড়িতযুক্ত একটী ছোট ভাঁটা রাখিলে সে ক্রমে দূর হইতে নিকটে আসিবে। ধন-তাড়িত যেখানে উদ্ধৃতি অধিক সেখান হইতে যেখানে কম সেই দিকে যায়, ঋণ-তাড়িত যেখানে কম সেখান হইতে যেখানে বেশী, সেই মুখে যায়। ধন-তাড়িত ধন-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়া দেয়, ঋণ-তাড়িতও ঋণ-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়া দেয়, আর ধন-তাড়িত ঋণ তাড়িতকে যেন টানিয়া লয়।

তাড়িতের পরিমাণ।—তড়িদ্বীক্ষণযন্ত্র তাড়িতের অস্তিত্ব-নিরূপণার্থ ব্যবহৃত হয়। তাড়িত কোন্ জাতীয় তাহাও সহজে স্থির করা যাইতে পারে। উপস্থিত তাড়িতে যখন যন্ত্রের পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি করিয়াছে, সেই সময় কাচের তাড়িত নিকটে আনিলে যদি সেই ছাড়াছাড়ি আরও বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে উপস্থিত তাড়িত ধন-তাড়িত, আর যদি ছাড়াছাড়ি কমিয়া যায় তাহা হইলে বুঝিবে যে উহা ঋণ-তাড়িত। ধন ও ঋণ উভয় পাসাপাসি করিয়া আনিয়া ধরিলে যদি পাত দুইখানির কিছুই ছাড়াছাড়ি না হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে ধন ও ঋণ উভয়ের পরিমাণ সমান। কতটা ছাড়াছাড়ি হইল দেখিয়া তাড়িতের পরিমাণও স্থূলতঃ নির্ণীত হইতে পারে। সূক্ষ্মভাবে তাড়িত পরিমাণের যে সকল প্রণালী আছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই পর্য্যন্ত মনে রাখিতে হইবে যে যন্ত্রদ্বারা তাড়িতের জাতি ও পরিমাণ উভয়ই নির্ণীত হইতে পারে।

তাড়িতের অনশ্বরতা।—এইরূপে যন্ত্রদ্বারা পরিমাণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে তাড়িতের ধ্বংস নাই। উহা এক স্থান হইতে বা এক আধার হইতে অন্য স্থানে বা আধারে যাইতে পারে, কিন্তু উহার কণিকামাত্র ধ্বংস পায় না। সাধারণতঃ তাড়িত যে বহুক্ষণ একত্র আবদ্ধ রাখিতে পারা যায় না, তাহার কারণ পার্শ্ববর্ত্তী পদার্থের আংশিক পরিচালকত্বমাত্র। তাড়িত বায়ুপথে ও ধূলিকণা জলকণা প্রভৃতি আশ্রয়ে আস্তে আস্তে পরিচালিত হইয়া এক দ্রব্যের পিঠ হইতে অন্য দ্রব্যের পিঠে যায়, কিন্তু ধ্বংস পায় না। লর্ড কেলবিন কাচের ফাঁপা বর্ত্তুল বায়ুশূন্য করিয়া তাহার ভিতর বহু বৎসর ধরিয়া তাড়িতযুক্ত বস্তু আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; বহু বৎসরেও তাড়িতের পরিমাণ কমে নাই।

অর্থাৎ দশভাগ ধন-তাড়িতে পাঁচভাগ ধন-তাড়িত যোগ করিলে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ঠিক্ পোনের ভাগ ধন-তাড়িতই পাওয়া যায়। যোগের সময় পরিমাণ কমে না। আবার দশ ভাগ ঋণ-তাড়িতে পাঁচ ভাগ ঋণ-তাড়িতের যোগে সর্ব্বত্র পোনের ভাগ ঋণ-তাড়িত হয়। আবার দশ ভাগ ধনে আট ভাগ ঋণ যোগ করিলে দুই ভাগ ধন হয়। দশ ভাগ ধনে দশ ভাগ ঋণ যোগ করিলে ধন বা ঋণ কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। এ স্থলেও ধনে ও ঋণে যোগ হইয়াছে বলিতে হইবে; উহাদের ধ্বংস বা নাশ হইয়াছে বলিলে ভুল হইবে।

তাড়িতের সংক্রমণ।—খানিকটা ধন-তাড়িতের নিকটে একটা পিতলের কোন জিনিষ সূতা দিয়া ধর। পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে ধন-তাড়িতের নিকটে উদ্ধৃতি বেশী, দূরে উদ্ধৃতি কম; কাজেই এই ধাতু দ্রব্যের যে পার্শ্বটা ধন-তাড়িতের সম্মুখস্থ ও নিকটস্থ সেখানে উদ্ধৃতি অধিক, ও যে পার্শ্ব পশ্চাতে ও দূরে স্থিত, সেখানে উদ্ধৃতি কম। জিনিষটা সেখানে আনিবার পূর্ব্বে উহার পৃষ্ঠে কোনস্থানে তাড়িতের চিহ্নমাত্র ছিল না; কিন্তু যখন দেখিতে পাইবে, সম্মুখের ভাগে ঋণ-তাড়িত ও পশ্চাৎভাগে ধন-তাড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে অর্থাৎ পরিচালক ধাতুদ্রব্যের স্বভাবক্রমে খানিকটা ধন-তাড়িত যেখানে উদ্ধৃতি অধিক ছিল সেখান হইতে যেখানে উদ্ধৃত কম, সেখানে গিয়াছে, নিকট হইতে দূরে, সম্মুখ হইতে পশ্চাতে গিয়াছে। আর খানিকটা ঋণ-তাড়িত বিপরীত মুখে অর্থাৎ দূর হইতে নিকটে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে গিয়াছে। মাপিলে দেখিতে পাইবে নূতন আবির্ভূত ধন-তাড়িতের পরিমাণ ঠিক ঋণ-তাড়িতের সমান। পূর্ব্বে যেন সেই ধাতুর ভিতরে শূন্য পরিমিত তাড়িত প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল; এখন সেই শূন্য পরিমিত তাড়িত খানিকটা ধন ও ঠিক ততখানি ঋণে বিশ্লিষ্ট হইয়া বিভিন্নমুখে সরিয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারের নাম তাড়িতের সংক্রমণ।

বলা বাহুল্য পরিচালকের স্বভাবধর্ম্মে এইরূপ ঘটে। অপরিচালক পদার্থে এরূপ ঘটে না; কেননা উহার উভয় পার্শ্বে উদ্ধৃতি সমান না হইলেও তাড়িতের গতি হইবে না। আর পরিচালকের উভয় পার্শ্বে উদ্ধৃতি অসমান হইলেই খানিকটা ধন-তাড়িত আপনা হইতে সরিয়া গিয়া পশ্চাৎ ভাগের উদ্ধৃতি একটু বাড়াইয়া দেয়। খানিকটা ঋণ-তাড়িত আপনা হইতে সরিয়া গিয়া সম্মুখের উদ্ধৃতি কমাইয়া দেয়। ফলে উহার বিভিন্ন অংশে উদ্ধৃতি অসমান থাকিতে পার না, এবং সর্ব্বত্র উদ্ধৃতি সমান হইয়া পড়ে। তখন উহার ভিতরে আর তাড়িতের টান থাকে না বা তাড়িতের ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি থাকে না।

আবার এই সংক্রমণ-কালে যতখানি ধন ঠিক ততখানি ঋণের বিকাশ হওয়াতে সমগ্র তাড়িতের পরিমাণ পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই থাকে। তাড়িতের যেমন ধ্বংসও নাই, তেমনি সৃষ্টিও নাই। বোধ হয় জগতে সমগ্র তাড়িতের পরিমাণ চিরকালই শূন্য। এক জায়গা হইতে খানিকটা ধন-তাড়িত সরাইয়া একত্র সঞ্চিত করিলে অন্যত্র কোন না কোন স্থলে ঠিক্ ততখানি ঋণের আবির্ভাব ও বিকাশ হয়। যোগফল শূন্যই থাকে। মাইকেল ফারাদে এই মতের প্রতিষ্ঠাতা।

একটা টিনের বা অন্য ধাতুর বাক্স ভূমি হইতে তফাত করিয়া অর্থাৎ অপরিচালক দ্রব্যে পরিবৃত করিয়া তাহার ভিতরে একটা ধন-তাড়িতযুক্ত ভাঁটা ঝুলাইয়া দাও। বাক্সটার বাহিরের গায়ে ধন-তাড়িত ও ভিতরের গায়ে ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে। উল্লিখিত সংক্রমণই ইহার হেতু। বাক্সের বহির্দ্দেশ ছুঁইলে সেখানকার ধন-তাড়িত তৎক্ষণাৎ শরীর মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। অভ্যন্তরে ভাঁটার ধন ও বাক্সের ভিতর গায়ে ঋণ বর্ত্তমান থাকে। তড়িদ্বীক্ষণ দ্বারা বাহিরে কোথাও কোন তাড়িতক্রিয়া দেখা যায় না। ভিতরের ভাঁটাটী সহসা বাহির করিয়া লইলে ঋণ-তাড়িতও সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের অন্তঃপৃষ্ঠ হইতে বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে ও তড়িদ্বীক্ষণে ধরা দেয়। আর ভাঁটাটী যদি বাহির করিবার পূর্ব্বে ভিতরে বাক্সের গাত্র স্পর্শ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাহির করার পর ভাঁটায় অথবা বাক্সে কোথাও কোন তাড়িতের লেশ মাত্র পাওয়া যায় না। প্রমাণ হইল যে ভাঁটাতে যতখানি ধন ছিল, বাক্সের ভিতরে ঠিক ততখানি ঋণের আবির্ভাব হইয়াছিল; নতুবা উভয়ের যোগফল শূন্য হইত না।

যে কুঠারির ভিতর আমি বসিয়া আছি, উহাকে একটা বৃহৎ পরিচালক বাক্সের সদৃশ মনে করিতে পারি। কুঠারির ভিতর কোন স্থানে খানিকটা ধন-তাড়িত রাখিলে কুঠারির ভিতর গায়ে ঠিক্ ততখানি ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে অর্থাৎ চারি দিকের দেওয়াল, নীচের মেজে ও উপরের ছাদ সর্ব্বত্রই একটু না একটু ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে, সমুদয় একত্র করিলে ঠিক অভ্যন্তরস্থ ধন-তাড়িতের সহিত পরিমাণে সমান হইবে, একটু কম বা একটু বেশী হইবে না।

কুঠারির ভিতর না হইয়া খোলা ময়দানে যদি ধন-তাড়িত-যুক্ত একটা ভাঁটা ঝুলান যায়; তাহা হইলে তাহার চতুর্দ্দিকে যেখানে যেখানে পরিচালকের পৃষ্ঠ আছে, সেই সেই খানে কিছু কিছু ঋণ-তাড়িতের বিকাশ ঘটিবে। নিম্নে ময়দানে জমির গায়ে খানিকটা দূরবর্ত্তী গাছ বা পাহাড়ের গায়ে কিঞ্চিৎ উপরিস্থ আকাশে একখণ্ড মেঘ থাকিলে তাহার গায়েও যৎকিঞ্চিৎ ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে। কিন্তু যদি জগতের যেখানে যে কিছু ঋণ-তাড়িতের এইরূপ আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার সমষ্টি সেই সূত্রলম্বিত ভাঁটাটীর পৃষ্ঠদেশ-বর্ত্তী ধন-তাড়িতের অপেক্ষা একটু অধিক বা অল্প হইবে না।

উপরে যে টিনের বাক্সের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার ভিতর ধন-তাড়িত লইয়া গেলে বাহিরের গায়ে ধন ও ভিতরের গায়ে

ঋণ-তাড়িত আবির্ভূত হয়। কিন্তু বাক্সের ভিতরে যদি রেশম দিয়া কাচ ঘষা যায়, তাহা হইলে কাচে ধন-তাড়িতের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু বাক্সের বাহির পিঠে কোন তাড়িতেরই চিহ্ন পাওয়া যায় না। কাচে যেমন ধনের বিকাশ হয়, রেশমে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ঋণের বিকাশ হয়। কাচে যতখানি ধন জন্মে, রেশমে ঠিক্ ততখানি ঋণ উৎপন্ন হওয়াতেই বাহিরে কোন ফলই পাওয়া যায় না।

তাড়িতের প্রকৃতি।—পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাড়িত পদার্থ কি শক্তি বা ধর্ম্ম তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। তাড়িতের স্বরূপনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। তাড়িত যাহাই হউক না, জগতে উহার নূতন সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই। শুদ্ধ ধন বা শুদ্ধ ঋণ তাড়িত আমরা কোন উপায়েই সঞ্চয় করিতে পারি না। খানিকটা ধন-তাড়িত কোন স্থলে কোন উপায়ে সঞ্চিত হইলে ঠিক ততখানি ঋণতাড়িত সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন স্থলে আবির্ভূত হইবে। আবার খানিকটা ধনের কোন স্থানে লোপ হইলে ঠিক্ ততখানি ঋণের অন্য কোথাও লোপ হইবে। যোগফল সমানই থাকিবে। ধন-তাড়িত যেন সমপরিমাণ ঋণ-তাড়িত হইতে বিশ্লিষ্ট বা পৃথক্‌ভূত হয় মাত্র। জল যেমন চাপ দেয়, তাড়িত তেমনি উদ্ধৃতির উৎপাদন করে। ধন-তাড়িতের যত নিকট যাইবে উদ্ধৃতি তত অধিক, ঋণের যত নিকটে যাইবে উদ্ধৃতি তত কম হইবে। ধন অধিক উদ্ধৃতিযুক্ত স্থান হইতে দূরে যাইতে ও ঋণ তাহার বিপরীত মুখে যাইতে চেষ্টা করে। ধন যখন একমুখে চলিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে ঋণও বিপরীত মুখে চলিতেছে। অপরিচালক প্রদেশে উদ্ধৃতির ইতর বিশেষ থাকিতে পারে, কেননা, অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িত সহজে যাইতে পারে না; পরিচালকের ভিতরে উদ্ধৃতি সর্ব্বত্র সমান থাকে, কেন না সেখানে ধন ও ঋণ অবাধে চলিয়া সর্ব্বত্র উদ্ধৃতি সমান করিয়া লয়। সর্ব্বত্রই উদ্ধৃতি সমান করিবার কালে ধনতাড়িতের গতি ঋণের দিকে, অথবা ঋণের গতি ধনের দিকে, ফল উভয়ের সম্মিলন বা যোগই অর্থাৎ খানিকটা ধন ও ঠিক ততখানি ঋণের তিরোভাব হয়।

তাড়িত-গ্রহণের ক্ষমতা।—সাধারণতঃ দুইটা ধাতু দ্রব্য তাড়িতযুক্ত করিয়া পরস্পর ছুঁইয়া দিলে সমুদয় তাড়িতটা উভয় দ্রব্যে বাঁটিয়া লয়। মোটের উপর যেটা বড় সেইটার ভাগে বেশী পড়ে। দ্রব্যের আয়তন ও আকার দেখিয়া কাহার ভাগে কতটা পড়িবে, গণনা করিতে পারা যায়।

কোন দ্রব্যে খানিকটা ধন-তাড়িত দিলে অবশ্য উহার উদ্ধৃতি পড়ে; তাড়িত যত বেশী দেওয়া যাইবে, উদ্ধৃতি ততই বাড়িবে। আবার ছোট জিনিষে খানিকটা তাড়িত দিলে যতটা উদ্ধৃতি পড়ে, একটা বড় জিনিষেও ততটুকু দিলে উদ্ধৃতি ততটা পড়ে না। একখানা থালায় ও একটা চোঁঙায় সমান জল ঢালিলে উচ্চতা ও বাষ্প চোঁঙায় যত হয়, থালায় ততটা হয় না, কতকটা সেইরূপ। আকৃতি ও পরিমাণ জানা থাকিলে কতটা তাড়িতে কতটা উদ্ধৃতি বাড়ে, বলিতে পারা যায়। দুইটা দ্রব্য ছুঁইয়া দিলে যেটায় উদ্ধৃতি অধিক সেখান হইতে যেটায় কম সেইটায় খানিকটা ধনতাড়িত চলিয়া যায়। ফলে সমগ্র তাড়িতটা উভয় দ্রব্যে বাঁটিয়া লওয়ার পর উভয়েরই উদ্ধৃতি সমান হয়।

অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় পৃথিবীর আকার এত বড় যে অন্য দ্রব্য হইতে পৃথিবীতে তাড়িতের যাতায়াতে পৃথিবীর উদ্ধৃতির ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হয় না। কাজেই কোন তাড়িতযুক্ত দ্রব্যের ভূমির সহিত স্পর্শ ঘটিলে প্রায় সমগ্র তাড়িতটা পৃথিবীতে চলিয়া যায়; পৃথিবীর ভাগে প্রায় সবটাই পড়ে। তথাপি পৃথিবীর উদ্ধৃতির কিছুই ব্যতিক্রম হয় না। মহাসাগরে কত জল পড়িতেছে, আবার মহাসাগর হইতে কত জল উঠিতেছে, তথাপি উহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি বুঝা যায় না, উহার পৃষ্ঠ সমানই থাকে, কতকটা সেইরূপ।

পৃথিবীর উদ্ধৃতির সহজে হ্রাস বৃদ্ধি নাই বলিয়া অন্যান্য তাড়িতযুক্ত পদার্থের উদ্ধৃতি পৃথিবীর সহিত মিশাইয়া পরিমাণ করা প্রথা আছে। পর্ব্বতের উচ্চতা মাপিতে হইলে উহা সাগরপৃষ্ঠ হইতে কত উচু, আর সমুদ্রের গভীরতা মাপিতে হইলে উহা কত নীচু তাহাই দেখা যায়, সেইরূপ কোন স্থানে তাড়িতের উদ্ধৃতি স্থির করিতে হইলে উহা পৃথিবীর উদ্ধৃতি হইতে কত বেশী বা কত কম তাহাই নিরূপণ করা হয়।

জল যেমন উচ্চ হইতে স্বতঃ নিম্নমুখে যায়, তাপ যেমন গরম জায়গা হইতে শীতল জায়গায় যায়, ধন-তাড়িতও তেমনি যেখানে উদ্ধৃতি অধিক, সেখান হইতে যেখানে উদ্ধৃতি কম সেই খানে যাইতে চায়। সুতরাং কোন স্থলে তাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখিবার দরকার হইলে উদ্ধৃতি যত কম হয়, ততই সুবিধা। জল যেমন উচ্চ স্থলে না রাখিয়া নিম্ন স্থলে রাখিলে সুবিধা হয়, পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না; কতকটা সেইরূপ। সেই জন্য এমন স্থলে ও এমন উপায়ে ধনতাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত, যেখানে উদ্ধৃতি খুব অধিক না হয়। নতুবা তাড়িত বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে।

লীডেন-জার।—একখানা টিনের চাদরে খানিকটা ধন-তাড়িত সঞ্চিত রাখ। আর একখানা টিনের চাদর ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া তাহার সম্মুখে সমান্তরাল করিয়া রাখ। এই থালার যে পিঠ প্রথম থালার সম্মুখীন সেই পিঠে ঋণ-তাড়িত সংক্রমণবশে আবির্ভূত হইবে। প্রথম থালার যতটা ধন এ থালাতে ততটা ঋণ থাকিবে। ধন-তাড়িত একাকী থাকিলে উহার যথেষ্ট উদ্ধৃতি হইত, নিকটে ঋণ থাকায় উহার উদ্ধৃতি ততটা হইতে পারিবে না।

দ্বিতীয় চাদরখানা যত কাছে রাখিবে, উদ্ধৃতি ততই কম হইবে। কাজেই এরূপ স্থলে প্রথম চাদরে অনেকটা ধন তাড়িত সঞ্চয় করিলেও উহার উদ্ধৃতি বড় উচ্চে উঠে না। তাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখিবার দরকার হইলে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হয়। একটা কাচের বোতলের ভিতরের গায়ে ও বাহিরের গায়ে রাঙ্‌তা যুড়িলে তাড়িত ধরিয়া রাখিবার সুন্দর যন্ত্র তৈয়ার হয়। এইরূপ যন্ত্রকে লীডেন-জার বলে। গোটা কত লীডেন-জার সারি সারি সাজাইয়া সবগুলার ভিতর-দেশ ধাতুদ্বারা যোগ কর ও সবগুলার বহির্দ্দেশ ধাতুদ্বারা যোগ কর; এইরূপের যে ব্যাটারি তৈয়ারি হয়, উহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাড়িত বহুক্ষণ ধরিয়া যেন সঞ্চিত থাকিতে পারে। বাহিরের পিঠ ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে; ভিতরে যতটা ধন, বাহিরে ততটা ঋণ সঞ্চিত থাকিবে। ফল কথা ধন তাহার সহচর ঋণের কাছে থাকিলে উভয় উভয়কে যেন বাঁধিয়া রাখে, অন্যত্র পলায়ন করিতে দেয় না। আর দূরে থাকিলে উভয়েই অন্যত্র পলায়নের চেষ্টাতে থাকে।

ধরিতে গেলে যে কোনখানে তাড়িত আছে, সেইখানেই একরূপ লীডেন-জারেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কোন দ্রব্যের পিঠে খানিকটা ধন-তাড়িত থাকিলেই আর কোন দ্রব্যের পিঠে, দেওয়ালের গায়ে অথবা ভূ-পৃষ্ঠে, তাহার সহবর্ত্তী ঋণ-তাড়িত থাকিবেই থাকিবে। আর, খানিকটা ধনের সম্মুখে খানিকটা ঋণ রাখিয়া মাঝে অপরিচালক ব্যবধান দিলেই লীডেন-জারের সৃষ্টি হইল। কথাটা এই যে সেই ব্যবধান যত কম হয়, ধন ও ঋণ যত কাছাকাছি হয়, সেই লীডেন-জারের কার্য্যকারিতা, অর্থাৎ উভয় তাড়িতের স্থিতি-শীলতা, ততই অধিক হয়। আবার বায়বীয় ব্যবধান অপেক্ষা কাচাদি দ্রব্যের ব্যবধান সেই স্থিতিশীলতার অধিক অনুকূল।

তাড়িতের সঞ্চালন।—পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, ধন তাড়িত যেখানে উদ্ধৃতি অধিক সেখান হইতে যেখানে উদ্ধৃতি অল্প সেই মুখে এবং উহার সহবর্ত্তী ঋণ তাড়িত বিপরীত মুখে যাইতে চেষ্টা করে। মধ্যে অপরিচালক থাকিলে সহজে যাইয়া পরস্পর মিলিতে পারে না, পরিচালক থাকিলে তৎক্ষণাৎ যাইয়া মিলে। তাড়িতের এই সঞ্চালন বা গতায়াত সাধারণতঃ তিন প্রণালীতে ঘটে।

(১) মধ্যে পরিচালকের ব্যবধান থাকিলে উভয় তাড়িত তৎক্ষণাৎ সম্মিলিত হয়। একটা তামার বা পিতলের বা যে কোন ধাতুর দণ্ড, তার বা শিকল দিয়া ধন-তাড়িত ও ঋণ-তাড়িত পরস্পর স্পর্শ করিয়া দিলে, উভয়ই সেই ধাতু দ্রব্য দ্বারা বিপরীত মুখে ধাবিত হয়। সেই ধাতু মধ্যে ক্ষণিক প্রবাহের সঞ্চার হয়। প্রবাহের ফল উভয় তাড়ি-তের সম্মিলন। সম্মিলন ঘটিলে সর্ব্বত্র উদ্ধৃতি সমান হইয়া যায়, প্রবাহ বন্ধ হয়। তাড়িতপ্রবাহের বিশেষ ধর্ম্মের বিষয় পরে বলা যাইবে। ফলে এইটী মনে রাখিতে হইবে, উদ্ধৃতি সমীকরণের চেষ্টাতেই পরিচালক মধ্যে এইরূপ ক্ষণিক প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। যাহার ভিতর দিয়া প্রবাহ চলে, তাহা উত্তপ্ত হয়।

(২) ধন ও ঋণ-তাড়িতের মধ্যে কাচ, বায়ু প্রভৃতি অপরিচালক ব্যবধান থাকিলে উভয়ের সম্মিলন সহজে ঘটে না। ধনের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে উদ্ধৃতি অধিক ও ঋণের নিকটস্থ দেশে উদ্ধৃতি কম থাকিয়া যায়। কিন্তু এই উদ্ধৃতি-বৈষম্যের ফলে ধন নিয়ত ঋণমুখে ও ঋণ ধনমুখে যাইতে চেষ্টা করে। যে দুই পৃষ্ঠে উভয় তাড়িত সঞ্চিত থাকে, তাহারা পরস্পর আকৃষ্ট হয়, এবং আট্‌কাইয়া না রাখিলে অগ্রসর হইয়া শেষ পর্য্যন্ত পরস্পরকে স্পর্শ করে। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে যেন একটা টান পড়ে। এই উদ্ধৃতির বৈষম্য ক্রমশঃ বাড়াইলে সেই টানটা শেষ পর্য্যন্ত এত বেশী হয়, যে মধ্যবর্ত্তী অপরিচালক তখন আর উভয় তাড়িতকে পৃথক্ রাখিতে পারে না। ইস্পাতের অথবা রবরের তার অনেকটা টান সহে, কিন্তু অধিক টানে শেষে ছিঁড়িয়া যায়; সেইরূপ মধ্যের পরিচালক যেন শেষ পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া যায়। পরিচালককে ছিঁড়িয়া তাড়িত যেন আপনার রাস্তা করিয়া লয় এবং সেই রাস্তা দিয়া উভয় তাড়িতের সম্মিলন ঘটে। সম্মিলনের পর আর উদ্ধৃতির বৈষম্য থাকে না, অপরিচালক মধ্যে টানও থাকে না।

এইরূপে অপরিচালককে ছিন্ন করিয়া উভয় তাড়িতের মিলন ঘটিলে বিবিধ উৎপাত ঘটে। অপরিচালক বায়বীয় দ্রব্য হইলে তাহা সহসা এত উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়, যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় ও শব্দ উঠে। কাচের বা কাগজের বা কাঠের ও কঠিন পদার্থ মধ্যে থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া বা যায়। মধ্যে বারুদের মত দাহ্য পদার্থ থাকিলে উহা

জলিয়া উঠে। কোন জীব-শরীর থাকিলে উহাতে প্রচণ্ড আঘাত লাগে।

তাড়িতের স্ফুলিঙ্গ, তাহার আনুষঙ্গিক শব্দ ও আঘাত প্রভৃতি ব্যাপার এইরূপে ঘটিয়া থাকে।

বড় বড় তাড়িতযন্ত্রের সাহায্যে এই সকল ব্যাপার সুন্দররূপে দেখান যায়। আলোক শব্দ প্রভৃতির উৎপাদনে বিবিধ কৌশলে নানাবিধ তামাসা দেখান যাইতে পারে। লীডেন-জারের ব্যাটারিতে প্রভূত পরিমাণ তাড়িত সঞ্চয় করিয়া সেই তাড়িতের এইরূপ সঞ্চালন দ্বারা নানাবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পাদিত করা যাইতে পারে, অনেকগুলি লোককে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া হাত ধরাধরি দাঁড় করাইয়া একটা লীডেন-জারের তাড়িতের আঘাত দিলে সকলেরই শরীর কাঁপিয়া উঠে।

বড় বড় কাচের নলে অল্পমাত্রায় অম্লজান, অঙ্গনক প্রভৃতি বিবিধ বায়ু পুরিয়া তন্মধ্যে এইরূপে তাড়িত সঞ্চালন ঘটাইলে নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের আলোকের বিকাশ হয়। এই সকল আলোকের বিকাশ বড় মনোহর। বিচিত্র আকারের নল তৈয়ার করিয়া বিবিধ সুন্দর কৌতুক দেখান যাইতে পারে। এইরূপ নলকে গাইস্‌লারের (Geissler) নল বলে।

বজ্র বিদ্যুতের সহিত তাড়িতযন্ত্রে উৎপাদিত এই অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারের সাদৃশ্য দেখিয়া বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ উভয়ই যে এক কারণে উৎপন্ন এইরূপ অনুমান করেন। ঘুড়ী উড়াইয়া তিনি উহাতে মেঘস্থ তাড়িতের সংক্রমণ করান, ঐ তাড়িত ঘুড়ীতে সংলগ্ন আর্দ্রসূতা বাহিয়া চলিয়া আসিয়া তাঁহার আঙ্গুলে স্ফুলিঙ্গ দিতে থাকে। অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা তিনি মেঘের তাড়িত ও যন্ত্রের তাড়িত উভয়েরই একতা প্রমাণ করেন। বস্তুতঃ বিদ্যুৎ তাড়িতের বৃহৎ স্ফুলিঙ্গমাত্র ও বজ্রধ্বনি তদানুষঙ্গিক বায়ুর আকস্মিক উত্তাপ ও প্রসারণজনিত শব্দ মাত্র।

লর্ড কেলবিনের উদ্ভাবিত উদ্ধৃতিমানযন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে, ভূপৃষ্ঠের উপরে বায়ুমণ্ডলে প্রায় সর্ব্বদাই তাড়িতের কিছু না কিছু টান রহিয়াছে। বায়ু বাহিত মেঘ প্রায় সর্ব্বদাই তাড়িতযুক্ত থাকে। জলের বাষ্পীভবন ও বায়ুর সহিত ঘর্ষণ বোধ হয় এই তাড়িত বিকাশের কারণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য জলকণা যখন জমাট বাঁধিয়া বৃহত্তর জলকণায় পরিণত হয় ও মেঘের সৃষ্টি করে, তখন সেই তাড়িতের পরিমাণ অল্প হইলেও তাহার উদ্ধৃতি অত্যন্ত অধিক হইয়া দাঁড়ায়। ভূপৃষ্ঠে বা পার্শ্ববর্ত্তী মেঘে পূর্ব্বে তাড়িত না থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে বিপরীত তাড়িতের সংক্রমণ হয়। উদ্ধৃতির বৈষম্য ও তাড়িতের টান অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িলে মধ্যস্থ বায়ুরাশি ছিন্ন করিয়া প্রকাণ্ড তাড়িত স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জনাদি ব্যাপার ঘটে।

(৩) সহবর্ত্তী বিপরীত তাড়িত যদি অত্যন্ত দূরে থাকে, তাহা হইলে তাড়িতের পক্ষে মধ্যস্থ ব্যবধান ভেদ করিয়া তাহার সহিত সম্মিলন কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু এরূপ স্থলেও কোন একটা জিনিষের গায়ে যত ইচ্ছা তাড়িত সঞ্চিত রাখা যায় না। পৃষ্ঠদেশের যেখানে যেখানে উচু, কুব্জ, সূচ্যগ্র স্থান বর্ত্তমান, অধিকাংশ তাড়িত সেই সেই স্থানে আসিয়া জমে ও চারিপার্শ্বের তাড়িত তাহাকে ঠেলিয়া ধরে। এইরূপ ঠেলিয়া ধরায় তাড়িত সেই সেই স্থান হইতে বায়ুপথে বাহির হইতে চায়। বায়ুরও অপরিচালক অংশ নষ্ট হয়। বায়ুর কণাগুলি প্রত্যেক সেই সঞ্চিত তাড়িতের কিছু কিছু গ্রহণ করে এবং বিকৃষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যে দেশে উদ্ধৃতি কম সেই দেশ দিয়া চলিতে থাকে। এইরূপে বায়ুমধ্যে প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া বায়ুপথে বায়ুকণা অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে তাড়িতটা বাহির হইতে থাকে।

কোন সূচ্যগ্র পদার্থে তাড়িত সঞ্চয় করিলে সেই তাড়িতকে আট্‌কাইয়া রাখা কঠিন। সূচীর মুখে তাড়িত জমে এবং চারিদিকে ঠেলা পাইয়া সেস্থান হইতে বায়ুপথে বাহির হইয়া যায়। বায়ুতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহা কৌশলক্রমে প্রত্যক্ষ দেখান চলে। আবার সূচীর মুখের নিকট বায়ুমধ্যে নানাবিধ আলোকের বিকাশ হয়। অন্ধকার ঘরে তাড়িতযন্ত্র চালাইলে সূচীমুখে এইরূপ আলোকের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বজ্রপাতের আশঙ্কা-নিবারণার্থ গৃহপার্শ্বে সূক্ষ্মাগ্র ধাতুদণ্ড পুতিয়া রাখা প্রথা আছে। উপরে মেঘে তাড়িত সঞ্চয় হইলে নিম্নে ভূতলেও তাহার সহবর্ত্তী বিপরীত তাড়িতের সংক্রমণ ঘটে। সেই তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ না থাকিয়া ধাতুদণ্ডের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ বাহির হইয়া যায়। একবারে অধিক পরিমাণ তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ বা সঞ্চিত হইতে না পারায়, বজ্রপাতের অর্থাৎ সঞ্চিত তাড়িতের টানে বায়ুরাশির আকস্মিক ভেদজনিত স্ফুলিঙ্গ সম্ভবের আশঙ্কা থাকে না।

সম্প্রতি তাড়িত-স্ফুলিঙ্গ সম্বন্ধে বিবিধ নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, এইরূপ ধাতুদণ্ড দ্বারা সম্যক্ ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। বজ্রপাতের আশঙ্কা একেবারে ঘুচাইতে হইলে ঘর খানিকে লোহার বা তামার জালে না ঢাকিলে গত্যন্তর নাই।

তাড়িত-যন্ত্র।—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাড়িত উৎপাদন ও সঞ্চয় করিবার জন্য বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে। অল্প মাত্রায় তাড়িতের প্রয়োজন হইলে তাহা সহজে পাওয়া যায়। একখানা রেকাবে খানিকটা গালা গলাইয়া ঢাল। আর একখানা রেকাব কাচ বা অন্য অপরিচালক দণ্ডের হাতল লাগাইয়া ধর। প্রথম থালার গালার পিঠে ফ্লানেল বা বিড়ালের চামড়া বার দুই ঘষিলেই উহাতে খানিকটা ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে। দ্বিতীয় রেকাবখানা এই তাড়িতের সম্মুখে আন ও আঙ্গুল দিয়া একবার ছুঁইয়া দাও। এখন এই রেকাবে খানিকটা ধনতাড়িত সংক্রমিত ও আবির্ভূত দেখিবে। বস্তুতঃ প্রথমের ঋণ ও দ্বিতীয়ের ধন উভয়ের মধ্যে খানিকটা বায়ুভারও ব্যবধান থাকায় এক রকম লীডেন-জারের সৃষ্টি হইল। এখন হাতল ধরিয়া দ্বিতীয় রেকাব স্থানান্তরিত কর ও সঞ্চিত ধন-তাড়িতের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার। এইরূপ যন্ত্রকে তড়িদ্বহযন্ত্র বলা যাইতে পারে। ইংরাজী নাম (Electro-phorus)

প্রচুর পরিমাণ তাড়িতোৎপাদনের জন্য বড় বড় নানা রকমের যন্ত্র আছে। এই সকল যন্ত্র সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীতে ঘর্ষণদ্বারা কাচের বা অন্য দ্রব্যের গায়ে তাড়িত জন্মান হয়। সেই তাড়িত আবার বড় বড় তাড়িতাধারে কোনক্রমে সঞ্চালিত ও সঞ্চিত করা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে রামস্‌দেনের (Ramsden) যন্ত্র প্রসিদ্ধ। ইহাদের দোষ এই যে ইহাতে তাড়িতশক্তির অত্যন্ত অপচয় ঘটে। যতটা মেহনত করা যায়, তাহার অধিকাংশ বৃথা নষ্ট হয়। ততটা ফল পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্র কতকটা তড়িদ্বহযন্ত্রের অনুরূপ। মনে কর দুইটা বড় বড় দ্রব্য ক ও খ তাড়িতের আধার স্বরূপ বর্ত্তমান। আরম্ভে ক'য়ে কিঞ্চিৎ ধন ও খ'য়ে কিঞ্চিৎ ঋণ সঞ্চিত আছে। আর একটা তৃতীয় ক্ষুদ্র দ্রব্য গ লও। গ'কে ক'য়ের নিকট ধর ও একবার ভূমিস্পর্শ করাও। গ'তে খানিকটা ঋণের সংক্রমণ হইবে। গ'কে এখন সরাইয়া খ'কে ছুঁইয়া দাও; গয়ের সমস্ত ঋণটাই প্রায় খ'য়ে যাইবে। কেননা, গ ছোট, খ বড়, খ'য়ে ঋণের মাত্রা বাড়িয়া গেল। আবার খ'কে গ'র সম্মুখে রাখিয়া ভূমিস্পর্শ করাও। এবার গ'য়ে ধন সংক্রান্ত হইবে। গ'কে ক'য়ের নিকট লইয়া ক'কে ছুঁইয়া দাও। প্রায় সমুদয় ধনটা ক'য়ে যাইবে। এবার ক'য়ে ধনের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এইরূপে মধ্যবর্ত্তী গ'কে একবার ক'য়ের দিকে ও একবার গ'য়ের দিকে লইয়া গেলে এবং মাঝে মাঝে ভূমিস্পর্শের ব্যবস্থা করিলে ক'তে ক্রমশঃ ধন ও খ'তে ক্রমশঃ ঋণের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে। উভয় তাড়িতের অল্প পরিমাণ লইয়া আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত উভয়ের প্রচুর সঞ্চয় ঘটিবে।

এই শ্রেণীর যন্ত্রে শক্তির অধিক অপব্যয় হয় না, এবং ছোট খাটো একটা যন্ত্রে অল্প সময়ে এত তাড়িত সঞ্চয় হয় যে, তাহার টানে ক ও খ উভয়ের মধ্যেই বায়ুপথে কয়েক ইঞ্চি বা কয়েক ফুট্‌ লম্বা স্ফুলিঙ্গ অনায়াসে পাওয়া যায়।

হোলৎজ্‌ (Holtz), বস্‌ (Voss) বিম্‌হরসৎ (Wimhurst) প্রভৃতির নির্ম্মিত তাড়িতযন্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আজকাল এই সকল যন্ত্রেরই আদর।

তাড়িতপ্রবাহ।—একটা তাড়িতযন্ত্রের তাড়িতাধারে খানিকটা তাড়িতের সঞ্চয় করিয়া একটা তামার তার দিয়া ঐ তাড়িতাধার ভূমিস্পর্শ করিয়া দিলে তখনি সমগ্র তাড়িতটা ঐ তার লইয়া ভূমিতে চলিয়া যায়। ফলে তাড়িতাধারের উদ্‌গতি ভূমির উদ্‌গতির সমান হইয়া পড়ে, ইহারই নাম তাড়িতের প্রবাহ। এই প্রবাহ ক্ষণমাত্র স্থায়ী। প্রবাহের ফলে তারটা একটু গরম হয়। প্রবাহ যদি স্থায়ী করিতে চাহ, তবে যন্ত্রের কাজ বন্ধ না রাখিয়া অবিশ্রামে তাড়িতের উৎপাদন কর। এক দিকে যেমন তাড়িত আধার হইতে বাহির হইয়া তার বাহিয়া চলিবে, অন্য দিকে তেমনি নূতন তাড়িত আধারে সঞ্চিত হইতে থাকিবে। এইরূপে যতক্ষণ ইচ্ছা তাড়িতের প্রবাহ তার মধ্যে চালান যাইতে পারে। তারটা ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। তারের নিকটে যদি একটা চুম্বকের কাঁটা রাখা যায়, সেটা স্বস্থান হইতে একটু ঘুরিয়া যাইবে।

লীডেন-জারের উভয় পৃষ্ঠ ধাতুদণ্ড বা তারদ্বারা যোগ করিয়া দিলে দণ্ড ও তারের মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ চলে। ঋণমধ্যে সঞ্চিত তাড়িতটা বাহির হইয়া যায়। ধনতাড়িত এক পিঠ হইতে এক মুখে যায়, ঋণ তাড়িত অন্য পিঠ হইতে অন্যমুখে যায়। এ স্থলেও তাড়িতপ্রবাহ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। প্রবাহ স্থায়ী করিতে হইলে এক পিঠ তাড়িত-যন্ত্রের সহিত অপর পিঠ ভূমির সহিত যোগ করিয়া অবিরত যন্ত্র চালাইতে হইবে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, পরিচালক পদার্থ উদ্‌গতি সমান করিবার চেষ্টায় এই প্রবাহের উৎপত্তি। যতক্ষণ জোর করিয়া বা নূতন তাড়িতের উৎপাদন করিয়া পরিচালক পদার্থের দুই অংশের উদ্‌গতি অসমান রাখা যায়, ততক্ষণই তাড়িতের স্রোত এক অংশ হইতে অন্যত্র চলিতে থাকিবে। উদ্‌গতি সমান হইলেই স্রোতের বন্ধ হইবে।

তাড়িত-যন্ত্রের দ্বারা তাড়িতের যে স্রোত জন্মে, তাহাতে বাহিত তাড়িতের পরিমাণ অধিক হয় না। তাড়িতের প্রবল স্রোত পাইবার অন্য উপায় আছে।

সাধারণতঃ তাড়িতের প্রবাহ বলিলে ধন-তাড়িতেরই প্রবাহ বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাড়িত ক হইতে খ মুখে বহিতেছে, বলিলেই ধন-তাড়িত ক হইতে খ মুখে ও সঙ্গে সঙ্গে ঋণতাড়িত খ হইতে ক মুখে বহিতেছে বুঝিতে হইবে।

তাড়িতযন্ত্র ব্যতীত তাড়িতস্রোত উৎপাদনের প্রধান উপায় তিনটী।

(১) একখণ্ড তামা ও একখণ্ড দস্তার দুই প্রান্ত একত্র করিয়া অপর দুই প্রান্ত ব্যাঙের গায়ে বা শল্কহীন মাছের গায়ে ধরিলে উহাদের নির্জ্জীব দেহ লাফাইয়া উঠে, গালবানি (Galvani) এই ঘটনার আবিষ্কার করেন। দুই খানা বিভিন্ন ধাতুর স্পর্শ মাত্র উভয়ের তাড়িতের আবির্ভাব হয়, একে ধন ও অন্যে ঋণ আবির্ভূত হয়। বলতা (Volta) এই ঘটনার আবিষ্কর্ত্তা। খানিকটা জলে একটু নুন বা কয়েক ফোঁটা দ্রাবক ঢালিয়া তাহাতে একখানা তামা ও একখানা দস্তা আংশিক ভাবে ডুবাও এবং একটা তার দ্বারা তামার সহিত দস্তার বাহিরে সংলগ্ন করিয়া দাও। বাহিরে তামা হইতে দস্তার অভিমুখে তার বাহিয়া তাড়িতের (অর্থাৎ ধন-তাড়িতের) স্রোত বহিবে। জলের ভিতর দস্তা হইতে তামার অভিমুখে স্রোত চলিবে। যতক্ষণ উভয় ধাতু জল-মধ্যে ডুবান থাকিবে, ততক্ষণ এই তাড়িতস্রোত বহিতে থাকিবে। নিমগ্ন দস্তাখানা ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইবে।

এইরূপে তাড়িতের কোষ (cell) তৈয়ার হয়। কোষের ভিতরে সাধারণতঃ গন্ধকদ্রাবক জলে মিশাইয়া ব্যবহৃত হয়। এই গন্ধকদ্রাবকে একখণ্ড দস্তা ও অন্য একখণ্ড ধাতু ডুবান থাকে। এই দ্বিতীয় ধাতু বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন। তামা, প্লাটিনম্, পারদ, এমন কি জমাট বাঁধা কয়লা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়। এই ধাতুখণ্ডকে তার দ্বারা দস্তার সহিত যোগ করিয়া দিলে সেই তার বাহিয়া তাড়িতের স্রোত বহে। দস্তা ক্রমশঃ গন্ধকদ্রাবকের সহিত রাসায়নিক মিশ্রণে মিলিয়া গিয়া ক্ষয় পায়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ায় অজ্জনক বায়ু উদ্ভূত হইয়া তামা বা তদ্বিধ অন্য যে ধাতু কোষে থাকে, তাহার গায়ে জন্মে ও তাড়িতপ্রবাহকে ক্রমশঃ ক্ষীণ করে। এই জন্য সেই উদজন বায়ুকে পোড়াইয়া ফেলা আবশ্যক হয়। প্লাটিনম্ অথবা কয়লাকে এই নিমিত্ত একটা মাটির ভাণ্ড করিয়া নাইট্রিক এসিডে (যবক্ষারদ্রাবকে) আর্দ্র করিয়া রাখা রীতি আছে। উক্ত দ্রাবক অজ্জনক বায়ুকে পোড়াইয়া ফেলে।

তাড়িতপ্রবাহের জন্য বিবিধ কোষ প্রচলিত আছে। দানিয়েলের কোষে তামা ও দস্তা, গ্রোবের কোষে প্লাটিনম্ ও দস্তা, বুনসেনের কোষে কয়লা ও দস্তা ব্যবহৃত হয়। দানিয়েলের কোষ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। ক্ষীণপ্রবাহ উৎ-পাদনের জন্য উহার ব্যবহার হয়। অজ্জনক পোড়াইবার জন্য নাইট্রিকের বদলে বাইক্রোমিক এসিড প্রভৃতিরও ব্যবহার আছে।

বাহিরে তাড়িতস্রোতের প্রতিবন্ধ অধিক থাকিলে কতক-গুলি কোষ সারি করিয়া সাজাইয়া একের তামা অপরের দস্তা এইরূপে ক্রমান্বয়ে সংলগ্ন করিয়া ব্যাটারি তৈয়ার হয়। বাহিরে প্রতিবন্ধ অধিক না থাকিলে একটা কোষে ও দশটা কোষে সমান ফল; কেননা কোষগুলার নিজেরই কতকটা প্রতিবন্ধ ক্ষমতা আছে। সংখ্যা বাড়াইলে প্রতিবন্ধও বাড়িবে।

তাড়িতযন্ত্র হইতে তাড়িতস্রোত উৎপন্ন করিলে সে তাড়িতের পরিমাণ বড় অধিক হয় না, কিন্তু উহার উদ্গতি খুব বেশী হয়। কোষ হইতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহার উদ্গতি উহার তুলনায় সামান্য, কিন্তু প্রবাহগত তাড়িতের পরিমাণ থাকে বেশী। যন্ত্রজাত প্রবাহকে ঊর্দ্ধ হইতে বেগে পতনশীল ক্ষীণ জলধারার সহিত ও কোষজাত প্রবাহকে প্রায় সমভূমে ধীরে প্রবহমান বিশাল নদী স্রোতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যন্ত্রের প্রবাহ যেন নায়াগ্রার জলপ্রপাত; কোষের প্রবাহ যেন ভাগীরথীর স্রোত।

(২) একটা তামার ও একটা লোহার তার মুখে মুখে জোড়া করিয়া একটা সন্ধিস্থলে যদি উত্তাপ দেওয়া যায়, ও অপর সন্ধিস্থল শীতল থাকে, তাহা হইলে উভয় তার বহিয়া তাড়িতপ্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে। কোষজ প্রবাহ রাসায়নিক শক্তি ও এস্থলে প্রবাহ তাপ হইতে জন্মে।

এই প্রবাহের উদ্গতি খুব সামান্য; তবে উভয় সন্ধির মধ্যে উষ্ণতার যৎসামান্য ইতর বিশেষ হইলেই একটু না একটু প্রবাহ দেখা দেয়। তামা ও লোহার বদলে অন্য দুই ধাতু, বিশেষতঃ এণ্টিমণি (রসাঞ্জন) ও বিসমথের ব্যবহার চলিতে পারে। উভয় সন্ধিতে উষ্ণতার সামান্য তারতম্যে তাড়িতপ্রবাহ জন্মে বলিয়া এই প্রবাহ উষ্ণতা আবিষ্কার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উষ্ণতা যেখানে এত কম যে সাধারণ পারদঘটিত তাপমান-যন্ত্রে উহা ধরা পড়ে না, সেখানেও এই উপায়ে উহা ধরা যাইতে পারে। চাঁদের

আলোর ও নক্ষত্রালোকের উত্তাপ আনিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল।

(৩) আজি কালি সচরাচর বিবিধ কার্য্যে অত্যুচ্চ উদ্ধৃতিযুক্ত অথচ পরিমাণেও প্রবল তাড়িতপ্রবাহের নিয়োগ হইয়া থাকে। যন্ত্রজ কোষজ বা তাপজ প্রবাহে এ সকল কাজ চলে না। ডাইনামো নামক যন্ত্র দ্বারা এই সকল উগ্র প্রবল প্রবাহের উৎপাদন হয়। একটা চুম্বকের নিকট তামার তার ঘুরাইতে থাকিলে উহাতেই তাড়িতপ্রবাহ জন্মে। ডাইনামোর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

তাড়িত-প্রবাহের বহনের নিয়ম।—তাড়িত-প্রবাহ অপরিচালক পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে পারে না; এই জন্য ইহাতে তাড়িত স্ফুলিঙ্গাদি ব্যাপার ভাল দেখান যায় না। ইহার উদ্ধৃতি যন্ত্রজ তাড়িতের তুলনায় বড় কম। তবে ইহা পরিচালক মাত্রের মধ্য দিয়া অনায়াসে যায়। সকল ধাতুর পরিচালকতা সমান নহে। যাহার পরিচালকতা কম, তাহার প্রবাহ প্রতিবন্ধের ক্ষমতা অধিক। ধাতুর মধ্যে রূপার পরিচালকতা সব চেয়ে অধিক; তার নীচে তামা। প্লাটিনম্, লোহা, সীসা প্রভৃতির পরিচালকতা কম, প্রতিবন্ধ অধিক। যাহার প্রতিবন্ধ অধিক, তাহার ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহ চলে, তবে শীঘ্র যাইতে পারে না। অধিক সময়ে অল্প পরিমাণ তাড়িত প্রবাহিত হয়। যাহার প্রতিবন্ধ কম, তাহার ভিতরে অল্প সময়ে অনেকটা তাড়িত চলে। আবার যে তারটা যত দীর্ঘ, তাহার প্রতিবন্ধ তত বেশী; যে যত স্থূল, তাহার প্রতিবন্ধ তত কম। তামার মোটা খাটো তারের বা স্থূল দণ্ডের প্রতিবন্ধ খুব সামান্য।

কোষ হইতে তাড়িতপ্রবাহ বাহির হইয়া পরিচালক রাস্তা ধরিয়া চলে। পথি মধ্যে দুই চারিটা রাস্তা পাইলে সব রাস্তায় কিছু কিছু চলে। যে রাস্তায় প্রতিবন্ধ অধিক, সে রাস্তায় প্রবাহ ক্ষীণ হয়; যে পথে কম, সে পথে প্রবল হয়। আবার রাস্তাগুলা যেখানে একত্র হয়, তাড়িতপ্রবাহও সেইখানে গিয়া মিলে। এ বিষয়ে নদীর সহিত তাড়িত-প্রবাহের বেশ সাদৃশ্য আছে।

প্রবাহের ধর্ম্ম।—প্রবাহের বিবিধ ধর্ম্মের মধ্যে তিনটী প্রধান এবং তিনটীই আমাদের অনেক কাজে লাগে—

(১) যে ধাতুর ভিতর প্রবাহ চলে, তাহা গরম হয়। কোষের ভিতর কতটা দস্তার ক্ষয় হইল দেখিয়া কতটা তাপ মোট জন্মিল তাহার হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। প্রবাহের রাস্তায় যেখানকার প্রতিবন্ধ অধিক, সেইখানে তাপও অধিক পরিমাণে উদ্ভূত হয়। প্লাটিনম্ ধাতুর পরিচালকতা কম; সরু প্লাটিনম্ তারে প্রবাহ চালাইলে উহা তাপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কাচের বর্ত্তুলের ভিতর প্লাটিনম্ বা কয়লার সূক্ষ্ম তার রাখিয়া সাধারণ তাড়িতপ্রদীপ তৈয়ার হয়। ঐ তার দিয়া প্রবাহ চলিলে উহা উত্তপ্ত হইয়া আলো দেয়। কয়লার তার হইলে কাচের বর্ত্তুলটীকে বায়ুশূন্য করিতে হয়, নতুবা কয়লা পুড়িয়া যাইবে।

রাজপথ, বাড়ী প্রভৃতি আলোকিত করিতে হইলে দুই একটা কোষে চলে না। বহুসংখ্যক কোষ সারি করিয়া সেই ব্যাটারি হইতে প্রবাহ লইতে হয়। বাহিরে যে তার থাকে, তাহার এক স্থান কাটিয়া দুই টুক্‌রা কয়লা দিতে হয়। দুই মুখের মাঝে সামান্য বায়ুর স্তর ব্যবধান থাকে। প্রবল প্রবাহ সেই বায়ুস্তর ভেদ করিয়া চলে। কয়লার টুক্‌রা ও মধ্যগত বায়ুস্তর উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত হইয়া ধপ্ ধপে আলো দেয়।

আজি কালি এরূপ স্থলে ডাইনামো-জনিত প্রবাহ ব্যবহৃত হয়। একটা ক্ষুদ্র ডাইনামো বহুসংখ্যককোষের কাজ করে।

(২) তাড়িত-প্রবাহের পথে খানিকটা জল রাখ। অর্থাৎ কোষের দুই প্রান্ত হইতে আগত তার দুইটার মুখ জলে ডুবাও। জলে দুই চারি ফোঁটা গন্ধকদ্রাবক মিশাও। প্রবাহ যত চলিবে, জল ততই বিশ্লিষ্ট হইবে। যে তারটা দস্তায় সংলগ্ন তাহার মুখে অজনক আর যেটা তামা বা প্লাটিনমে লগ্ন তাহাতে অম্লজন উদ্গত হইবে। জল ভিন্ন অন্যান্য পদার্থেও এইরূপে বিশ্লেষণ চলিতে পারে।

সাধারণতঃ দ্রাবক পদার্থ, ক্ষার পদার্থ ও দ্রাবক ও ক্ষারের সমবায়ে উৎপন্ন লাবণিক পদার্থ মাত্রই যদি তরল অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা উহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকে। কোন কোন বায়বীয় ও কঠিন পদার্থেরও বিশ্লেষণ হয়, ইহা বিশেষ লক্ষিত হইয়াছে। লাবণিক পদার্থের এক ভাগ ধাতুময়, অন্যভাগ উপধাতুময় (Non-metallic), ধাতু ভাগ দস্তালগ্ন তারের মুখে, আর উপধাতু ভাগ তাম্রলগ্ন তারের মুখে সঞ্চিত হয়। অনেক মূল পদার্থ, যাহা অন্য রাসায়নিক উপায়ে যৌগিকের ভিতর হইতে বাহির করিতে পারা যায় নাই, তাহা এই উপায়ে বিশ্লেষিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভে সর হম্‌ফ্রি ডেভী এইরূপে পটাসিয়ম্ (পত্রক), সোডিয়ম (সর্জ্জিক) কালসিয়ম্ (খটিক) প্রভৃতি কতিপয় নূতন ধাতুর আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি ফরাসী মোয়াসাঁ সাহেব ফ্লুরিন্ (দীপক) নামক অত্যুগ্র বায়বীয় উপধাতু এই উপায়ে যৌগিক পদার্থ মধ্য হইতে বাহির করিয়াছেন।

ধাতুজ দ্রব্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ধাতুভাগকে পৃথক্ করিতে পারা যায় বলিয়া তাড়িতপ্রবাহ আজ কাল গিল্টির কাজে ব্যবহৃত হয়। কোন পদার্থের গায়ে রূপা, সোণা, তামা, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ দেওয়াকে গিল্টি করা বলে। এই সকল ধাতুঘটিত কোন লাবণিক পদার্থ জলে দ্রব করিয়া তন্মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ চালিত কর। যে দ্রব্যের গায়ে গিল্টি করিতে হইবে, তাহাকে দস্তালগ্ন তারে আট্‌কাইয়া সেই দ্রবমধ্যে ডুবাও। অচিরে উহার গায়ে ধাতুময় সূক্ষ্ম আবরণ জমিবে। কোন দ্রব্যের উপর একটু স্থূল আস্তরণ জমাইয়া উহার ছাঁচ তোলা চলে।

(৩) যে তার দিয়া তাড়িত-প্রবাহ চলিতেছে, উহাকে একটা চুম্বকের কাঁটার উপরে সমান্তরাল ভাবে ধরিলে কাঁটাটা তখনি ঘুরিয়া তারের সহিত লম্ব ভাবে দাঁড়াইবার চেষ্টা করে। চুম্বকের কাঁটা স্বভাবতঃ উত্তর দক্ষিণে থাকে, তারটাকে তাহার নিকটে উত্তর দক্ষিণে ধরিলে কাঁটা ঘুরিয়া যায়। পৃথিবীর চৌম্বক বল কাঁটাকে উত্তর দক্ষিণে রাখিতে চায়; আর তাড়িতপ্রবাহ উহাকে লম্বভাবে অর্থাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিমে রাখিতে চায়। ফলে কাঁটাটা মাঝা মাঝি হেলিয়া রহে। তারবাহিত প্রবাহ যদি দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে চলে, আর কাঁটা তারের নীচে থাকে, তাহা হইলে কাঁটার উত্তরবর্ত্তী মুখ বামে বা পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া যায় ও দক্ষিণবর্ত্তী মুখ ডাহিনে পূর্ব্বমুখে যায়। একটা উল্টাইলে আর সমস্ত উল্টায়।

চুম্বক শলাকাকে তাড়িতপ্রবাহের এইরূপ ঘুরাইবার শক্তি থাকায় টেলিগ্রাফ বা তাড়িত-বার্ত্তাবহের সৃষ্টি। কলিকাতায় তাড়িতকোষ আছে, দিল্লীতে চুম্বকের কাঁটা আছে। কলিকাতার কোষ হইতে তার বাহির হইয়া দিল্লী চলিল, আবার সেখানে চুম্বকের কাঁটার নিকট হইতে ফিরিয়া কলিকাতার কোষে আসিল। প্রবাহ কলিকাতা হইতে তার পথে দিল্লী গেল, সেখানে কাঁটা ঘুরাইয়া দিয়া আবার তারপথে কলিকাতার কোষে ফিরিয়া আসিল। ফিরিবার সময় তার পথে না আসিয়া ভূমিপথে আসিলেও চলে। ভূমিপথে পরিচালকতাও অধিক, খরচও কম। কাজেই কলিকাতায় বসিয়া ইচ্ছামত দিল্লীতে চুম্বকের কাঁটা ঘুরাইয়া দেওয়া চলে। চুম্বকের কাঁটা ঘুরালেই সঙ্কেত হইল। কাঁটাটা পাঁচরকমে ঘুরাইয়া পাঁচরকম সঙ্কেত প্রেরণের জন্য বিবিধ কৌশল প্রচলিত আছে। আজ কাল এদেশে টেলিগ্রাফ ষ্টেশনে মোর্সের পদ্ধতিতে সঙ্কেত করা হয়। উহাতে চুম্বক-লগ্ন একটা হাতুড়ী টক্ টক্ করিয়া নানাবিধ শব্দ করে, অথবা একখানা কাগজে আঁক কাটে। এই শব্দ শুনিয়া বা আঁক দেখিয়া সঙ্কেত নিরূপিত হয়। টেলিগ্রাফি এখন একটা প্রকাণ্ড ও স্বতন্ত্র বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সমুদয় উল্লেখের স্থানাভাব। [তাড়িতবার্ত্তা দেখ।]

তারযোগে প্রবাহ নিমেষ মধ্যে বহুদূরে নীত হয়। প্রবাহ কতক্ষণে কতদূর চলে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট হিসাব নাই। বস্তুতঃ তাড়িত-প্রবাহের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট বেগ নাই। আজ কাল মহাসাগরের ভিতর দিয়া এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশে সঙ্কেত প্রেরিত হইতেছে। এই সকল তারের প্রতিবন্ধ এত বেশী, যে তাড়িত-প্রবাহ তন্মধ্যে অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। এত ক্ষীণ হয়, যে সহজে চুম্বকের কাঁটা নড়াইতে পারে না। এক ষ্টেশনে তার কোষে লগ্ন করিবামাত্র তারে একটা তাড়িতের ধাক্কা পড়ে। সেই ধাক্কাটা আবার দূরস্থ অন্য ষ্টেশনে পৌঁছিতে একটু সময় লাগে। সেই ধাক্কাটা আসিয়া পৌঁছিলে সঙ্কেত পাওয়া যায়। এইরূপ স্থলে সঙ্কেত সুচারুরূপে পাইবার জন্য প্রথমে বড় কষ্ট হইয়াছিল। গ্লাস্‌গোর অধ্যাপক সর উইলিয়ম টম্‌সনের প্রতিভা সকল বাধা বিঘ্ন পরাজয় করিয়া তাহার নাম জগ-দ্বিখ্যাত করে। এই টমসনই এক্ষণে লর্ড কেলবিন নামে পরিচিত।

তাড়িত-প্রবাহ মাপিবার উপায়।—প্রতি সেকেণ্ডে তার দিয়া কতটা তাড়িত চলিতেছে স্থির করিয়া প্রবাহের পরিমাণ হয়। দুই উপায়ে এই পরিমাণ সহজ। জল বা অন্য তরল পদার্থ কত সময়ে কতটা বিশ্লেষিত হইল দেখিয়া প্রবাহের প্রাবল্য বা ক্ষীণতা বুঝা যাইতে পারে। অথবা চুম্বকের কাঁটাকে কতটা ঘুরাইয়া দিল তাহা দেখিয়াও প্রবাহের পরিমাণ হয়। প্রবাহ যত প্রবল হইবে, চুম্বকপ্রতি তৎ-প্রযুক্ত বলও তত অধিক হইবে। প্রবাহ যদি নিতান্ত ক্ষীণ হয়, তবে তারটাকে এক পাকের বদলে কয়েক পাক কাঁটার চারিদিকে বেষ্টন করিতে হয়। যত পাক বেষ্টন দিবে, প্রবাহের বলও তত গুণ বাড়িবে। চুম্বকের কাঁটা বাক্সে ঝুলাইয়া বাক্সের গায়ে তার জড়াইলে তাড়িতের প্রবাহ-মাপক যন্ত্র তৈয়ার হয়। ইহার ইংরাজি নাম (Galvanometer.)

তাড়িত-প্রবাহের চুম্বকত্ব।—তাড়িত-প্রবাহ চুম্বকের কাঁটা ঘুরাইয়া দেয়। বস্তুতঃ তাড়িতপ্রবাহ স্বয়ংই সর্ব্বাংশে চুম্বকধর্ম্মযুক্ত। একটা চুম্বকের চারিপার্শ্বস্থ প্রদেশে যে যে ব্যাপার ঘটে, তাড়িত-প্রবাহের পার্শ্বস্থ প্রদেশেও ঠিক সেই সেই ব্যাপার ঘটে। তারের একটা আংটী তৈয়ার

করিয়া তাহাতে প্রবাহ চালাইবা মাত্র উহা ঠিকই চুম্বকে পরিণত হয়। একটা বড় ইস্পাতের চুম্বকের পার্শ্বে লোহা রাখিলে উহা চুম্বকধর্ম্ম পায়, চুম্বকের কাঁটা রাখিলে উহা একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে লম্বা হইয়া অবস্থান করে। ঐরূপ তাড়িত-প্রবাহের সমীপেও লোহা চুম্বকত্ব পায়; চুম্বক-শলাকা নির্দ্দিষ্ট মুখে অবস্থান করে। ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় ইত্যাদি।

ইস্পাতকে প্রবল চুম্বকের নিকট অধিকক্ষণ রাখিলে বা চুম্বক দিয়া ঘষিলে ইস্পাত স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়। তেমনি ইস্পাতের গায়ে তাড়িতবাহী তার জড়াইয়া রাখিলে উহা স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়। কাঁচা লোহার গায়ে জড়াইলে যতক্ষণ প্রবাহ থাকে, ততক্ষণই উহার চুম্বকত্ব থাকে। বস্তুতঃ স্থায়ী বা অস্থায়ী চুম্বক তৈয়ার করিবার জন্য তাড়িতের প্রবাহই আজকাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রবলপ্রবাহ সাহায্যে ক্ষমতাশালী চুম্বক সহজে প্রস্তুত হয়।

একটা কাঠের রুলের গায়ে খানিকটা তার পাক দিয়া সুন্দর আকারে জড়াও; পরে কাঠ খানা বাহির করিয়া লইলে যে জড়ানো তারটা থাকে, উহাকে ইংরাজিতে Solenoid বলে। বাঙ্গালায় উহাকে কুণ্ডলী বলিব। তারের একটা দীর্ঘ কুণ্ডলীতে তাড়িত বহিলে উহা সর্ব্বাংশে চুম্বকের দণ্ডের বা শলাকার অনুরূপ হয়। উহার এক প্রান্ত আপনা হইতে উত্তরমুখে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণমুখে থাকে। চুম্বকে চুম্বকে যেমন আকর্ষণ বিকর্ষণাদি ঘটে, কুণ্ডলীতে চুম্বকে ও কুণ্ডলীতে কুণ্ডলীতে ঠিক সেইরূপ আকর্ষণ বিকর্ষণাদি ঘটিয়া থাকে। অথবা কুণ্ডলীতে দরকার কি। খানিকটা তার কেবল এক পাক মাত্র ঘুরাইয়া (কতকটা অঙ্গুরীর মত করিয়া) উহাতে তাড়িতস্রোত চালাইলে উহা চুম্বকধর্ম্মাক্রান্ত ইস্পাতের থালা বা রেকাবের মত কাজ করে। উহার একটা দিক্ বা পাশ উত্তরবর্ত্তী ও অন্য পাশ দক্ষিণবর্ত্তী হইতে চায়। আবার এইরূপ দুইটা অঙ্গুরী পরস্পর সম্মুখীন করিলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ হয়। প্রবাহ যদি দুই-টাতেই একমুখে চলে, তবে আকর্ষণ ঘটে, বিপরীত মুখে চলিলে বিকর্ষণ ঘটে। ফরাসী পণ্ডিত আঁপেয়ার প্রথমে উচ্চ গণিত প্রয়োগে এই আকর্ষণাদি ব্যাপার গণনা করেন। সম্প্রতি ফারাদে ও মক্সবেলের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে এই সকল গণনা আরও সহজে সম্পাদিত হয়।

তাড়িত এঞ্জিন।—চুম্বকের পাশের প্রদেশকে চৌম্বক প্রদেশ বলিব। ঐ প্রদেশে লোহা রাখিলে তাহা চুম্বকত্ব পায়। চৌম্বক প্রদেশের প্রধান লক্ষণই এই যে সেখানে আর আর চুম্বককে যদৃচ্ছাক্রমে স্থাপন করা যায় না। সেই অপর চুম্বককে যে ভাবেই রাখ, ছাড়িবামাত্র উহা ঘুরিয়া একটা নির্দ্দিষ্টরূপ অবস্থান গ্রহণ করিবে। সেখান হইতে বলপূর্ব্বক সরাইলেও পুনশ্চ ঘুরিয়া সেই খানে আসিবে। তাড়িতপ্রবাহের চারিপাশেও চৌম্বক-প্রদেশ। সেখানেও চুম্বক বা অন্য তাড়িতপ্রবাহ যদৃচ্ছাক্রমে যে সে অবস্থানে রাখা চলে না। তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। কাজেই এই চৌম্বক প্রদেশে চুম্বক ও তাড়িতপ্রবাহ আপনা হইতে গতিহীন হয়। গতিটা প্রধানতঃ ঘূর্ণন-গতি। কৌশলক্রমে তাড়িতপ্রবাহের পুনঃ পুনঃ দিক্ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া এই গতিকে স্থায়ী ঘূর্ণনে পরিণত করা চলে। প্রবল তাড়িতপ্রবাহ তারের কিয়দংশে প্রবাহিত থাকিয়া শক্তিশালী চৌম্বক প্রদেশের সৃষ্টি করে। সেই প্রদেশে তারের অপর অংশ এরূপে সাজান থাকে, যে উহাতে প্রবাহ চলিবামাত্র উহা বেগে ঘুরিতে আরম্ভ করে। উহার সহিত বড় বড় চাকা সংলগ্ন করিয়া অবলীলাক্রমে ঘুরান চলে। সাধারণ বাষ্পীয় এঞ্জিনে যে সকল কাজ হয়, এইরূপ তাড়িত এঞ্জিনেও তৎসমুদয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে। বাষ্পীয় এঞ্জিনের কাজ তাপ হইতে জন্মে, উহা কয়লা পোড়াইয়া পাওয়া যায়। তাড়িত এঞ্জিনের কাজও তাড়িতশক্তি হইতে জন্মে, এবং উহা কোষের মধ্যে গন্ধকদ্রাবকে দস্তা পোড়াইয়া পাওয়া যায়। গন্ধকদ্রাবকের সহিত দস্তার সম্মিলন সাধারণ দাহনক্রিয়া হইতে মূলতঃ অভিন্ন নহে। কয়লা অপেক্ষা দস্তাতে ব্যয় বাহুল্য বলিয়া তাড়িত এঞ্জিন বাষ্পীয় এঞ্জিনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই।

তাড়িত-প্রবাহের সহিত চুম্বকের সম্বন্ধ।—চুম্বকের সহিত তাড়িত-প্রবাহের এই সাধর্ম্ম্য দেখিয়া উভয়ের প্রকৃতিগত অভিন্নতা সহজেই মনে আইসে। চুম্বক মধ্যে লোহার প্রত্যেক অণুর চারিদিকে তাড়িতপ্রবাহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অনুমান করিলে উভয়ের এই সাদৃশ্য বেশ বুঝা যায়। বিবিধ যুক্তি এই অনুমান সমর্থন করে। বস্তুতঃ লৌহ মাত্রেরই (তাহাতে চুম্বকত্ব থাক আর নাই থাক) প্রত্যেক অণু তাড়িতের এক একটী ক্ষুদ্র আবর্ত্ত স্বরূপ। ভাঁটা যেমন একটা অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরে, পৃথিবী যেমন আপন অক্ষরেখার উপর আবর্ত্তন করিতেছে, প্রত্যেক আণবিক তাড়িত-আবর্ত্ত সেইরূপ এক একটা অক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার চারিদিকে চিরকাল ঘুরিতেছে। সাধারণ লৌহপিণ্ডে এই অক্ষরেখাগুলি ইতস্ততঃ বিভিন্নদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে, চুম্বকে এই অক্ষরেখাগুলি প্রধানতঃ একই দিকে থাকে। আর

শুধু চুম্বকের অভ্যন্তরে কেন, চুম্বকের বাহিরে চৌম্বক প্রদেশেও এই আবর্ত্তসকল বর্ত্তমান। আমরা যাহাকে শূন্য বলিয়া থাকি, তাহা বস্তুতঃ শূন্য নহে। কোন একটা অদৃশ্য সামগ্রী সমগ্র শূন্যপ্রদেশ ব্যাপিয়া আছে। চুম্বকের চতুর্দ্দিকে এই অদৃশ্য সর্ব্বদেশব্যাপী পদার্থেও তাড়িতের ক্ষুদ্র আবর্ত্তগুলি বর্ত্তমান। সেখানে এখনও লোহা আনিলে সেই আবর্ত্তগুলি লোহাতে সংক্রান্ত হইয়া উহাতে চুম্বকত্বের উৎপত্তি করে অর্থাৎ সেই আবর্ত্তের বেগে লোহার আণবিক অক্ষরেখাগুলি নির্দ্দিষ্ট মুখে ঘুরিয়া যায়।

তাড়িত-প্রবাহের সংক্রমণ।—উপরে বলিয়াছি, চৌম্বক প্রদেশে তাড়িতপ্রবাহ যদৃচ্ছাক্রমে স্থাপন করা চলে না। সে আপনা হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। সে আপনা হইতে যেদিকে যাইতে চায়, উহাকে সেদিকে অবাধে যাইতে দাও। দেখিতে পাইবে প্রবাহ চলিতে চলিতে একটু ক্ষীণ হইল। যেন প্রবাহ যে মুখে চলিতেছিল, তাহার বিপরীত মুখে আর একটা প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বতন প্রবাহকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া দিল। প্রবাহ যেদিকে যাইতে চায়, উহাকে সেদিকে যাইতে দিও না; বলপূর্ব্বক উহার উলটা মুখে ঠেলিয়া লইয়া চল। দেখিবে প্রবাহ আরও একটু প্রবল হইয়া উঠিল। যেন আর একটা নূতন প্রবাহের উৎপত্তি হইয়া পূর্ব্বতন প্রবাহকে বাড়াইয়া দিল। চৌম্বক প্রদেশে গতির বশে তাড়িত-প্রবাহ এইরূপে কখন ক্ষীণ হয়, কখন প্রবল হয়; অথবা এ মুখে বা ও মুখে নূতন প্রবাহের সৃষ্টি হইয়া বর্ত্তমান প্রবাহকে কমায় বা বাড়ায়। চৌম্বক প্রদেশে গতির বশে এই নূতন প্রবাহ-সৃষ্টির নাম তাড়িত-প্রবাহের সংক্রমণ। মাইকেল ফারাদে ইহার আবিষ্কর্ত্তা। যে তার অথবা পরিচালক দ্রব্য চৌম্বক প্রদেশে চলিয়া বেড়াইতেছে, উহাতে তাড়িত-প্রবাহ একবারে অস্তিত্বহীন হইলেও এই গতির বশে নূতন প্রবাহের আবির্ভাব হয়। উহা যতক্ষণ চলে, প্রবাহ ঠিক্ ততক্ষণ থাকে; গতি বন্ধ হইলে প্রবাহও বন্ধ হয়। বলা বাহুল্য তারকে চুম্বকের কাছ দিয়া লইয়া গেলে যে ফল, চুম্বককে দূর হইতে তারের নিকটে আনিলেও ঠিক্ সেই ফল। আবার তাড়িত-প্রবাহ সকল বিষয়ে চুম্বকের সদৃশ; সুতরাং তারের নিকট একটা প্রবাহ সহসা উপস্থিত করিলেও ঠিক সেই ফল। গতির বশে নূতন প্রবাহের আবির্ভাব হয়; নবাবির্ভূত প্রবাহ এমন দিকে বহিতে থাকে, যাহাতে সেই গতিকেই আবার বাধা দেয়। এই হিসাবটা স্মরণ রাখিলে কোন্ মুখে প্রবাহ জন্মিবে সহজে বলা চলে। হঠাৎ ঘোড়া চলিলে আরোহী যেমন পশ্চাতে ঝোঁকে, আর হঠাৎ থামিলে আরোহী সম্মুখে ঝোঁকে কতকটা সেইরূপ। সহসা তাড়িত-প্রবাহ কোন তারে চালাইতে গেলে ভিতর হইতে যেন একটা বাধা পড়ে; সহসা প্রবাহমান স্রোতকে থামাইতে গেলে উহা থামিতে চাহে না, বরং ক্ষণকালের জন্য প্রবলতর হয়, সেও এই কারণে। চৌম্বক প্রদেশে একটা তারকে ঘুরাইলেই উহাতে প্রবাহের আবির্ভাব বা সংক্রমণ হইবে ইহাই সাধারণ নিয়ম। চৌম্বক প্রদেশে কোন না কোন চুম্বকের অথবা তদনুরূপ তাড়িত-প্রবাহের প্রভাব বিদ্যমান। সেই প্রভাব সর্ব্বত্র সমান না হইতে পারে। কোথাও প্রভাব অধিক, কোথাও অল্প। অধিক প্রভাব হইতে অল্প প্রভাবের স্থানে, অথবা অল্প প্রভাব হইতে অধিক প্রভাবের স্থানে, যে কোন পরিচালককে লইয়া যাওয়া যায় উহাতেই হয় এ মুখে নয় ও মুখে তাড়িত-প্রবাহ জন্মিবে। যতক্ষণ চলিবে প্রবাহের স্থিতি ততক্ষণ। যদি উভয়ত্র প্রভাব সমান হয়, তাহা হইলে প্রবাহ না জন্মিতেও পারে। পরিচালকটা যত বেগে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবে, উৎপন্ন প্রবাহও তত প্রবল ও পুষ্ট হইবে। বস্তুতঃ তামার তারকে কয়েক পাক জড়াইয়া অতিবেগে চৌম্বক প্রদেশে চালাইতে বা ঘুরাইতে থাকিলে খুব প্রবল তাড়িত-প্রবাহ পাওয়া যাইতে পারে। ব্যবস্থাপূর্ব্বক তাড়িত-প্রবাহ এইরূপে উৎপাদন করিলে উগ্রতা ও উদ্ধৃতি বিষয়ে উহা তাড়িতযন্ত্রোৎপন্ন প্রবাহের তুলনীয় হয়।

বস্তুতঃ রুম্‌কর্ফের কুণ্ডলী (Roomkorff's coil) নামক যে একরূপ যন্ত্র সচরাচর ব্যবহৃত হয়, উহাতে তাড়িত-প্রবাহের উদ্ধৃতি এত অধিক যে, সেই প্রবাহ অনায়াসে অপরিচালক বায়ুভেদ করিয়া যায়। দু ইঞ্চি দশ ইঞ্চি দীর্ঘ তাড়িত-স্ফুলিঙ্গ ছোট খাটো কুণ্ডলী দ্বারা অনায়াসে পাওয়া যায়। প্রকাণ্ডকোষ ব্যাটারিতে সিকি ইঞ্চি স্ফুলিঙ্গ মিলে না। বায়বীয় পদার্থে তাড়িতস্ফুলিঙ্গ চলিলে যে সকল ব্যাপার ঘটে, সে সমুদাই এই যন্ত্রের সাহায্যে সুচারুরূপে দেখান যাইতে পারে। গাইস্‌লরের নলের কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। উহার ভিতরে বিবিধ বায়বীয় পদার্থ অল্প মাত্রায় থাকে। তাহার মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ চলিলে বিবিধ বর্ণের বিচিত্র আলোকের বিকাশ হয়। ক্রুক্‌স্ সাহেব কাচের নলের ভিতর হইতে বায়ু প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাষিত করিয়া কুণ্ডলীদ্বারা তাড়িতপ্রবাহ চালাইয়া বিবিধ বিস্ময়কর ঘটনা দেখাইয়াছেন। ক্রুক্‌সের নলের ভিতরে বায়ু প্রায় থাকে না বলিলেই হয়। গোটা কতক অণু এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি

করিয়া বেড়ায়। ইহারাই তাড়িত বহন করিয়া ইতস্ততঃ ছুটে। নলের ভিতর এক টুকরা খড়ী, একখণ্ড হীরক প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ রাখিলে এই সকল অণু উহাদের গায়ে ধাক্কা দিয়া বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের আলোক বিকাশ করে। ক্রুক্‌স্ নলের এই সকল ব্যাপার অতি সুন্দর ও মনোহর।

রুমকর্ফের কুণ্ডলীতে যে উগ্র তাড়িত প্রবাহ জন্মে, তাহা একটানা অবিচ্ছেদ স্রোতে বহে না। থাকিয়া থাকিয়া ও থামিয়া থামিয়া বহে। মিনিটের মধ্যে বিশ ত্রিশ বার অথবা ত্রিশ চারিশ বার করিয়া থামে ও বহে। এই বিচ্ছেদের সংখ্যা যদি কোন ক্রমে দশক ও শতক ছাড়াইয়া লক্ষক ও নিযুতকে তোলা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহের উগ্রতা ও উদ্গতি খুব উচ্চে উঠান যায়, তাহা হইলে ক্রুক্‌স্ নলকে আর যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন রাখারও দরকার করে না। যন্ত্রের পার্শ্বে কোন স্থানে নলকে রাখিলেই উহার অন্তর্দেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, মধ্যে মনুষ্যের শরীর ব্যবধান থাকিলে উগ্র তাড়িত-প্রবাহ তাহা ভেদ করিয়া চলিয়া যায় ও দূরস্থ নলকে প্রদীপ্ত করে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে যাহার শরীর ভেদ করিয়া যায়, সে কিছুই টের পায় না। সাধারণ রুমকর্ফের যন্ত্রের বা সাধারণ ডাক্তারি ব্যাটারির ধাক্কা মনুষ্যশরীর সহিতে পারে না; কিন্তু এই অত্যুগ্র তাড়িত-প্রবাহের ধাক্কা সেকণ্ডে শতলক্ষবার প্রচণ্ড উগ্রতার সহিত দেহ ভেদ করিলেও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তিন চারি বৎসর মাত্র হইল ইতালীর যুবক নিচ্‌লা তেস্‌লা এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কৃত করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

ডাইনামো।—চৌম্বক প্রদেশে তামার তার বেগে ঘুরাইলে পুষ্ট ও উগ্র তাড়িতস্রোত জন্মে। পুষ্ট অর্থে পরিমাণে অধিক। উগ্র অর্থে উদ্গতি বিষয়ে উচ্চ। ক্লার্ক, সাইমেনস্, গ্রাম, এডিসন প্রভৃতির প্রস্তুত বিবিধ ডাইনামো আজ কাল বিবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। চৌম্বক প্রদেশ বিবিধ প্রকারে প্রস্তুত হয়। কোথাও বড় বড় প্রতাপশালী ইস্পাতের চুম্বক ব্যবহৃত হয়। কোথাও ব্যাটারি হইতে তাড়িতপ্রবাহ বৃহৎ লৌহপিণ্ডে জড়াইয়া ঐ লৌহকে পরাক্রান্ত চুম্বকে পরিণত করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তার ঘুরাইয়া যে প্রবাহ জন্মিতেছে তাহারই কিয়দংশ বা সমস্তটা লৌহপিণ্ডে বেষ্টন করিয়া চুম্বক তৈয়ার হয়। প্রবাহ ক্রমশঃ পুষ্ট হয়; চুম্বকের প্রভাবও ততই বাড়ে। প্রবাহ ও চুম্বক উভয়েই ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরস্পরকে আরও প্রবল করিয়া তোলে।

নগরের রাজপথ আলোকিত করিবার জন্য, ট্রেণ চালাইবার জন্য ও অন্যান্য বড় বড় কাজ সম্পাদনের জন্য তাড়িত-প্রবাহ বড় বড় ডাইনামো হইতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই সকল ডাইনামোর তার বেগে ঘুরাইবার জন্য বাষ্পীয় এঞ্জিনের দরকার। ছোট ছোট ডাইনামো হাতে ঘুরান চলে।

ডাক্তারী ব্যাটারী ক্ষুদ্র ডাইনামো বিশেষ। যে ডাইনামোতে ইস্পাতের স্থায়ী চুম্বকের দ্বারা চৌম্বক প্রদেশ জন্মান হয়, উহাকে ডাইনামো না বলিয়া মাগ্নেটো যন্ত্র বলা হয়। ডাক্তারী ব্যাটারি ক্ষুদ্র মাগ্নেটো মাত্র। একটা ইস্পাতের চুম্বকের কাছে তার ঘুরাইয়া যে প্রবাহ জন্মে তাহাই রোগীর শরীরে চালিত হয়। এই ব্যাটারীর প্রবাহ একটানা নহে; একবার এ মুখে, একবার ও মুখে চলে। প্রবাহকে একটানা ও অবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ডাইনামোবিশেষে বিশেষ বিশেষ কৌশল আছে।

এক পাক বা কয়েক পাক জড়ান তার চৌম্বক প্রদেশে ঘুরাইলে তাহাতেই রীতিমত প্রবাহ বা স্রোত জন্মে। খানিকটা ধাতুময় পিণ্ডকে চৌম্বক প্রদেশে সহসা ঠেলিয়া দিলে তাহাতে রীতিমত প্রবাহ জন্মে না। তাহার গা বাহিয়া খানিকটা তাড়িত ক্ষণিকের মত সরিয়া যায় মাত্র। তাহার গায়ে যেন তাড়িতের একটা ধাক্কা পড়ে। এই ধাক্কা উহার গাত্র ভেদ করিয়া যত প্রবেশ করে, ততই ক্ষীণ হইয়া যায়, আর উহার প্রবেশের বেগ অতি শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায়। আর যদি একটা ধাক্কার বদলে পুনঃ পুনঃ সেকণ্ডে হাজার বার কি লক্ষবার, একবার এ মুখে একবার ও মুখে ধাক্কা পড়ে, তাহা হইলে সেই ধাক্কাগুলা প্রবেশ লাভেই একরকম অসমর্থ হয়। কিয়দ্দূর মাত্র প্রবেশের পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায় বা উত্তাপে পরিণত হয়।

তাড়িত-প্রবাহের আন্দোলন বা স্পন্দন।—ডাক্তারী ব্যাটারিতে অনেক ডাইনামোতে রুমকর্ফের যন্ত্রে বা তেসলার যন্ত্রে তাড়িতের একটানা স্রোত বহে না। স্রোতটা একবার এ মুখে একবার ও মুখে যায়। প্রকৃত পক্ষে প্রবাহটা যেন আন্দোলিত বা স্পন্দিত হইতে থাকে। এত দিন সকলের ধারণা ছিল, তাড়িতের এক একটা স্ফুলিঙ্গ এক একটা ধাক্কা মাত্র। প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে খানিকটা ধনতাড়িত একমুখে ও ঋণতাড়িত অন্যমুখে সহসা চলিয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি স্থির হইয়াছে, এই একটা স্ফুলিঙ্গ একটা মাত্র ধাক্কা নহে; ইহাও একটা আন্দোলন মাত্র। লীডেন জারে বা তাড়িত যন্ত্রে ক হইতে খ মুখে, এক পিঠ হইতে অন্য পিঠে খানিকটা ধন তাড়িত সহসা বায়ু ভেদ করিয়া গেল; ফলে স্ফুলিঙ্গ জন্মিল; একটা ক্ষণিক আকস্মিক উগ্র প্রবাহ উৎপন্ন হইল। এইরূপ এতকাল বিশ্বাস ছিল। কিন্তু

বস্তুতঃ তাহা নহে। ধাক্কাটা একবার এদিক্ হইতে ওদিক্, আবার ওদিক্ হইতে এদিক্ এইরূপে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করে। প্রবাহ যায়, আবার ফিরিয়া আসে। একটা স্ফুলিঙ্গ ক্ষণিক ব্যাপার; উহার স্থিতিকাল সেকেণ্ডের লক্ষাধিক ভাগ মাত্র। কিন্তু সেই ক্ষণিকের মধ্যে আবার শত লক্ষ ধাক্কা এদিকে ওদিকে পড়িয়া যায়। বহুসংখ্য বার তাড়িত-প্রবাহের ইতস্ততঃ স্পন্দন বা আন্দোলনের সমষ্টিফল একটা স্ফুলিঙ্গ। একটা স্ফুলিঙ্গের দর্পণগত প্রতিবিম্ব দর্পণের বেগে ঘূর্ণন দ্বারা বিস্ফারিত করিলে প্রতিবিম্বটা কাটা কাটা বোধ হয়। স্ফুলিঙ্গ মধ্যে তাড়িতের আন্দোলনই এইরূপ দেখাইবার কারণ।

তাড়িতের ঢেউ।—পরিচালকের বিভিন্ন অংশে তাড়িতের উদ্ধৃতি বিভিন্ন থাকিতে পারে না। পরিচালকের ইহাই স্বধর্ম। এই স্বধর্মের বশে পরিচালকে তাড়িতপ্রবাহ জন্মে। প্রবাহফলে পরিচালক গরম হয় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র দেশটা চৌম্বক ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। প্রবাহ কেবল পরিচালকের ভিতরেই যায় এমন নহে। তবে অপরিচালকের ভিতর প্রবাহ সহজে যায় না; যখন যায় তখন একটা উগ্র প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া অপরিচালকে ছিঁড়িয়া যায়। ধাক্কাটাও আবার এক মুখে হয় না। একটা ধাক্কা পড়িলেই সাধারণতঃ কিয়ৎক্ষণ তাহার ইতস্ততঃ আন্দোলন চলে। এই আন্দোলন থাকিলে স্ফুলিঙ্গের অন্তর্দ্ধান হয় ও সর্ব্বত্র উদ্ধৃতি সমান হয়। পরিচালক ও অপরিচালকে এই প্রভেদ। আবার প্রবাহ পরিচালকের ভিতর দিয়া যায়, সকল সময়ে ইহা বলা চলে না। পরিচালক প্রবাহের রাস্তাটা দেখাইয়া দেয় মাত্র। তাড়িতস্রোত উহার গা বাহিয়া চলে। শরীরের ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করে এবং প্রবেশের পর তাপে পরিণত হয়। প্রবাহ যে রাস্তায় চলে, তাহার চারিপাশে চৌম্বক প্রদেশ। চতুর্দ্দিক্ একবারে বায়ুশূন্য হইলেও উহার চুম্বকত্ব যায় না। অনুমান হয়, শূন্য স্থানেও এমন পদার্থ বিদ্যমান, যাহাতে ঐ চুম্বকত্ব বর্ত্তমান থাকে। বস্তুতঃ আমরা যে স্থানকে শূন্য বলিয়া থাকি তাহা একবারে শূন্য নহে। আলোকবিজ্ঞানে বলে যে শূন্যস্থানও পদার্থ বিশেষে একবারে ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত। ঐ পদার্থকে ইংরাজীতে ঈথর বলে; বাঙ্গালায় আকাশ বলিব। এই আকাশ অর্থে শূন্য নহে; উহা শূন্যব্যাপী পদার্থ বিশেষ। এই ঈথর বা আকাশ সূক্ষ্ম অদৃশ্য ও অনুভবের অতীত হইলেও অত্যন্ত কঠিন স্থিতি-স্থাপক পদার্থ, বায়ুকণা ও লোষ্ট্রখণ্ড হইতে গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত ইহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়, অথচ আশ্চর্য্য যে কাঠিন্যবিষয়ে ইস্পাতও ইহার নিকট পরাজিত। এই আকাশ জড় পদার্থের অণু সকলের ইতস্ততঃকম্পন ও আন্দোলন-জাত ধাক্কার ঢেউ বহন করে। ঢেউগুলি সেকণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে আকাশের ভিতর দিয়া চলে।

সম্ভবতঃ তাড়িতপ্রবাহ চতুঃপার্শ্বস্থ আকাশেই এই চৌম্বক ধর্ম্ম দেয়। মাইকেল ফারাদে চুম্বকের সহিত আলোকের কতিপয় সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন। আলোক আকাশের স্পন্দনমাত্র। এই স্পন্দনের একটা নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে। চৌম্বক প্রদেশে এই স্পন্দনের দিক্‌কে ঘুরাইয়া দিতে পারে। চৌম্বক ধর্ম্ম যে আকাশেরই ধর্ম্ম ইহা হইতে ও অন্যান্য কারণেও অনুমিত হয়।

চৌম্বক ধর্ম্ম যদি আকাশেরই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে যে স্থলে তাড়িতপ্রবাহ এক টানে না বহিয়া ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে, সেখানে এই আকাশেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইবে। জড় পদার্থের অণুর কম্পনে ঢেউ জন্মিয়া যেমন চারিদিকে আকাশে ব্যাপ্ত হয় ও আলোকের উৎপাদন করে, তাড়িতের আন্দোলনেও এইরূপ ঢেউ জন্মিয়া চারিদিকে আকাশে প্রসারিত হইবে। এই সকল ঢেউকে তাড়িতোর্ম্মি বা চৌম্বকোর্ম্মি বলিতে পারা যায়। বস্তুতঃ কোনস্থানে তাড়িতের একটা ঢেউ উৎপন্ন হইলে তার সঙ্গে চুম্বকত্বেরও ঢেউ জন্মিবে, উভয়ে সহবর্ত্তী ও সহচারী; কেননা যেখানে তাড়িতের প্রবাহ, উহার পার্শ্বেই চুম্বকত্বের আবির্ভাব ঘটে। তাড়িতের প্রবাহের তুলনা স্রোতের সহিত, চুম্বকের তুলনা আবর্ত্ত বা ঘূর্ণীর সহিত এবং এই প্রবাহের সহিত ঘূর্ণীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখা যায়।

যে আকাশে আলোক বহে, সেই আকাশেই তাড়িতের ঢেউ কেন বহন না করিবে, মনস্বী ক্লার্ক মক্সবেলের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়। যদি উহাই হয় অর্থাৎ যদি একই আকাশ উভয় ঢেউ বহন করে, তাহা হইলে আলোকের ঢেউ ও তাড়িতের ঢেউ উভয়ই একই বেগে আকাশপথে ধাবিত হইবারই সম্ভাবনা। বিবিধ যুক্তিদ্বারা মক্সবেল নিজ মত সমর্থন করিয়াছিলেন।

তাড়িতের স্ফুলিঙ্গ যে কম্পন বা আন্দোলনমাত্র উহা কয়েক বৎসর হইল স্থির হইয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে যে চতুঃপার্শ্বে আকাশে তাড়িতের ঢেউ জন্মিতে পারে, মক্সবেল তাহা অনুমানমাত্র করিয়াছিলেন। সেই সকল ঊর্ম্মির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। জর্ম্মণ পণ্ডিত হার্টজ (Hertz) ১৮৮৭ সালের শেষভাগে আকাশবাহী তাড়িতোর্ম্মির অস্তিত্ব সকলকে প্রত্যক্ষ করান। তদবধি

তাড়িতোর্ম্মি এক রকম চর্ম্মচক্ষুর গোচর হইয়াছে। ঢেউ-গুলি কত লম্বা তাহার পরিমাণ হইয়াছে। সেকণ্ডে কত গুলা করিয়া ঢেউ চলে উহার গণনা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে তাড়িতোর্ম্মিও ঠিক আলোকোর্ম্মির মত একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে আকাশ বাহিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। দেখা গিয়াছে, তাড়িতোর্ম্মি সর্ব্বাংশেই আলোকোর্ম্মিরই অনুরূপ, সদৃশ ও সজাতীয়। মক্ষবেলের অনুমান ও ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, এই আবিষ্কার বোধ হয় সকলেরই প্রধান।

ফলে তাড়িতের ঢেউ ও আলোকের ঢেউ সর্ব্বাংশে সমধর্ম্মা। আলোকের রশ্মি যেমন প্রতিফলিত, বক্রীকৃত বা বিবর্ত্তিত ও বিস্ফারিত হয়, তাড়িতের রশ্মিও ঠিক্ সেইরূপ আচরণ করে। আলোকের স্পন্দনের যেমন নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে, তাড়িতোর্ম্মির স্পন্দনেরও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে। তাড়িতের ঊর্ম্মিগুলির প্রকৃতি লইয়া বিবিধ গবেষণা অদ্যাপি চলিতেছে। আমাদের স্বদেশী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সম্প্রতি এই সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

উভয় ঊর্ম্মির মধ্যে অন্য বিভেদ নাই, বিভেদ কেবল দৈর্ঘ্য লইয়া। বর্ণভেদে আলোকোর্ম্মির মধ্যেও আবার ছোট বড় আছে। সাধারণতঃ চক্ষুর গোচর আলোকের ঢেউ অতি ক্ষুদ্র, এক ইঞ্চির লক্ষভাগ বা দশলক্ষ ভাগ হিসাবে উহাদের দৈর্ঘ্য মাপ হয়। তাড়িতের ঢেউ গুলা খুব বড় বড়। দু হাত দশহাত হইতে দু মাইল দশমাইল দীর্ঘ ঢেউ আকাশপথে দেখা গিয়াছে। উপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা ক্ষুদ্র ঘনান্দোলিত প্রবাহোৎপাদন দ্বারা এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি পর্য্যন্ত তাড়িতোর্ম্মির উৎপাদন হইয়াছে। অণুপ্রমাণ যন্ত্রের সৃষ্টি হইলে তাপাদির সাহায্য ব্যতীত আলোকসৃষ্টিও সম্ভবপর হইবে।

মক্ষবেল ও হার্টজের গবেষণা ফলে আলোক তাড়িতেরই ছোট ছোট ঢেউমাত্র স্থির হইল, এবং আলোকবিকাশ তাড়িত-বিজ্ঞানেরই শাখা হইয়া গেল।

তাড়িতের স্বরূপ।—তাড়িতের স্বরূপ এখন কতকটা বুঝা যাইতে পারে। আকাশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, ধাতু পদার্থের ভিতর আকাশ যেন তরল; অপরিচালক মধ্যে ও শূন্যদেশে আকাশ যেন কঠিন। কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া ধাক্কা সঞ্চারিত হয়, তরলের ভিতর হয় না। কঠিনে টান পড়ে, তরলে টান পড়ে না। ইস্পাত বা কাঠের সহিত কাদা বা মোমের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। উদ্ধৃতির বৈষম্যে আকাশে টান পড়ে। টানে আকাশ ডাহিনে সরিলে যদি ধন-তাড়িতের আবির্ভাব হয়, বামে সরিলে ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে। ডাহিনে একটু সরিলে সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বামেও একটু সরে।• ধন-তাড়িতের সঙ্গে সঙ্গে ঋণ-তাড়িতেরও বিকাশ হয়। অপরিচালক মধ্যে টান থাকে, পরিচালকের মধ্যে টান নাই, তাই অপরিচালক হইতে পরিচালকে প্রবেশমাত্র একটা পরিবর্ত্তন অনুভূত হয়। সেই জন্য ধাতুময় পদার্থের গায়ে ভিন্ন অন্যত্র তাড়িতের বিকাশ বুঝা যায় না। ধাতুর ভিতর যৎসামান্য টানেই তরল আকাশে স্রোত জন্মে, যতক্ষণ টান থাকে, ততক্ষণ স্রোত থাকে। এই স্রোত তরল জলস্রোতের সহিত তুলনীয়। অপরিচালকের ভিতর কঠিন আকাশে অল্প টানে প্রবাহ জন্মে না, অধিক টানে আকাশ ছিঁড়িয়া যায়। অপরিচালকের টান ইস্পাতের টানের সহিত তুলনীয়। আকাশ ছিঁড়িয়া গেলে উত্তাপ, আলোক, স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতির বিকাশ হয়। কঠিন আকাশ স্থিতিস্থাপক পদার্থ; টানে ছিঁড়িবার পর দুলিতে বা স্পন্দিত হইতে থাকে। সেই স্পন্দন চতুর্দ্দিকে আকাশে ঊর্ম্মির উৎপাদন করিয়া আকাশ কর্ত্তৃক দশধা বিপুল বেগে প্রবাহিত হয়। অপরিচালক ভেদ করিয়া ধাক্কার পর ধাক্কা, ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মি সঞ্চারিত হয়; পরিচালক ভেদ করিতে পারে না। কেননা পরিচালক ধাক্কা সঞ্চালনে অক্ষম, ধাক্কা পাইলেই তরল আকাশ সরিয়া গড়াইয়া যায়। ধাক্কা উহার গায়ে লাগিয়া ফিরিয়া আইসে ও প্রতিফলিত হয়; যদি একটু প্রবেশ করে, তাহা কিয়দ্দূর যাইতে যাইতেই তরল পদার্থের ঘর্ষণে তাপে পরিণত হয়। তাড়িতের প্রবাহ চারিদিকের আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণী বা আবর্ত্ত উৎপাদন করে, সেই প্রদেশ চৌম্বকপ্রদেশে পরিণত হয়। সেই প্রদেশে লোহা রাখিলে তাহার অণুগুলি বেষ্টন করিয়া আকাশের আবর্ত্ত ঘুরিতে থাকে। অণুগুলিও হয়ত নির্দ্দিষ্ট মুখ অক্ষরেখার উপরে ঘুরিতে লাগে। শুধু লোহা কেন অন্যান্য জড়-পদার্থের অণুতেও এই আবর্ত্তোৎপাদন ও এই ঘূর্ণনারম্ভ হয়। ফারাদে দেখাইয়াছেন, পদার্থ মাত্রই অল্পবিস্তর চুম্বকধর্ম্ম পাইতে পারে। তাড়িতের ঢেউগুলা বড় বড় হইলে সাধারণ অপরিচালক পদার্থ ভেদ করিয়া যায়; সাধারণ পরিচালকের গায়ে লাগিয়া প্রতিফলিত হয় ও ফিরিয়া আইসে। সেই জন্য এতদিন উহাদের অস্তিত্ব ধরিতে পারা যায় নাই। ছোট ছোট ঢেউ-গুলি পরিচালক ধাতু পদার্থের গায়ে পড়িয়া কতকটা প্রতিফলিত হয়, কতকটা বা ভিতরে ঢুকিয়া উত্তাপ জন্মায়; কাজেই ত্বগিন্দ্রিয়, তাপমানযন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা ধরা পড়ে, উহা-

রই মধ্যে আবার কতকগুলা ছোট ছোট ঢেউ চক্ষুর স্নায়বিক যন্ত্রে গৃহীত হইয়া দৃষ্টিবিধান করে। পরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িতের ঢেউ বা আলোকের ঢেউ যাইতে পারে না। ধাতুপদার্থ মাত্রই এই জন্য আলোকের পক্ষে স্বচ্ছতাহীন।

রন্তগেনের আবিষ্কৃত রশ্মি।—বর্ত্তমান বর্ষের (১৮৯৬) আরম্ভে অস্ট্রিয়-অধ্যাপক রন্তগেন (Rontgen) একটা নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। উপরে ক্রুক্‌স্‌ নলের কথা বলিয়াছি। উহার অভ্যন্তর প্রায় বায়ুশূন্য, বায়বীয় পদার্থের গোটাকতক অণু-তাড়িত বহন করিয়া ছুটাছুটি করে ও পদার্থ বিশেষে প্রতিহত হইলে বিচিত্র আলোক জন্মায়। রন্তগেন দেখাইয়াছেন, ক্রুক্‌স্‌ নলের ভিতর হইতে একরকম রশ্মি নির্গত হয়, যাহা আলোকরশ্মি বা তাড়িতরশ্মি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতিক। কাঠ, কাল কাগজ প্রভৃতি অনচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া এই রশ্মি অবাধে বাহির হয়। ধাতুর মধ্যে আলুমিনিয়মকে সহজে ভেদ করে, সীসাকে ভেদ করিতে পারে না। কাচের ভিতর দিয়া সহজে যাইতে পারে না। নলের বাহিরে অদৃশ্য রশ্মিগুলি সরল রেখাক্রমে চলে। বাহিরে ফটোগ্রাফির জন্য তৈয়ারি কাগজ বা কাচ ধরিলে আমাদের চিরপরিচিত আলোকের দাগের মত দাগ পড়ে। বিশেষ বিশেষ পদার্থে পড়িলে উহাকে প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল করে। রাস্তায় যদি সীসা বা কাচের মত জিনিষ ধরা যায়, যাহাকে ঐ রশ্মি ভেদ করিতে পারে না, উহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যের ছায়া পড়ে। মনুষ্য-শরীরের অস্থিকঙ্কাল এই রশ্মির পক্ষে অনচ্ছ, মাংসপেসী প্রভৃতি অংশ স্বচ্ছ। কাজেই রশ্মির পথে মানুষ দাঁড়াইলে উহার কঙ্কাল ভাগের ছায়া পড়ে এবং ফটোগ্রাফি দ্বারা বা আলোকজনন দ্বারা সেই কঙ্কালের ছায়া স্পষ্ট দেখা যায়। হাড়ের ভিতর কোন স্থান ভাঙ্গিলে, কোথাও কোন ব্যাধি হইলে, কোথাও সীসার গুলি প্রবেশ করিলে, এই নূতন ফটোগ্রাফিতে উহা সহজে ধরা পড়ে।

ক্রুক্‌স্‌ নল ভিন্ন অন্য উপায়েও এই রশ্মি উৎপাদনের চেষ্টা কতক সফল হইয়াছে। এই রশ্মির আবিষ্কারে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী চকিত হইয়াছিল। প্রতি সপ্তাহ, প্রতি দিন, ইহার সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির হইতেছে। বস্তুতঃ রন্তগেন একটা নূতন জগতের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাড়িত রশ্মির সহিত ইহার সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে বোধ করি পদার্থ-বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত করিবে।

উপসংহার।—শতবৎসর পূর্ব্বে তাড়িত কৌতুকের সামগ্রী ছিল। সম্প্রতি মনুষ্যের সভ্যতা ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে রন্তগেনের রশ্মির আবিষ্কার হইল। ১৯৯৬ অব্দে বিজ্ঞানের অবস্থা কি হইবে তাহা কল্পনারও অগোচর।

তাড়িতবার্ত্তা, তারের খবর। (Electric telegraph) কিরূপ সঙ্কেতাদি দ্বারা পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদাদি প্রেরণ করা হইত, তাহা টেলিগ্রাফ শব্দে কিছু কিছু লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ, ঐ সমস্ত সঙ্কেত সমুদ্র মধ্যে এবং সময়ে সময়ে স্থলভাগে প্রয়োজনীয় হইলেও তাড়িতের আবিষ্কারের পর ইহাই বিজ্ঞান বলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বার্ত্তাবহরূপে সর্ব্বত্র নিয়োজিত হইয়াছে। তাড়িত দ্বারা যেরূপ অতি সহজে বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশেও অতি অল্প সময় মধ্যে অভ্রান্তরূপে সংবাদ প্রেরণ করা যায়, তাহা অতীব বিস্ময়কর। বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষে তাড়িতের এই উপযোগিতা এখন ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত সভ্যদেশেই সম্যক্‌রূপে সদ্ব্যবহারে লাগিতেছে এবং সন্ধি বিগ্রহ, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতির প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। সভ্য সমাজের দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য এই মহোপকারী ব্যাপার কিরূপে আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ তাহার স্থূল মর্ম্ম আমরা এস্থলে বর্ণনা করিতেছি।

তাড়িতের অত্যদ্ভুত দ্রুতগতির আবিষ্কারের পরই ইহা দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থানে সঙ্কেত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইল। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বিশপ্‌ ওয়াট্‌সন্‌ সাহেব এই বিষয় লইয়া বহুতর পরীক্ষা করেন। তিনি ৬০০ ফিট দীর্ঘ তার দিয়া একটা লীডেন-জার (Leyden-jar) তাড়িত মুক্ত করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে স্কটস্‌ ম্যাগাজিন (Scots' Magazine) নামক পত্রিকায় কিরূপে তাড়িত দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থানে অক্ষর প্রেরণ করা যায়, তাহার এক সহজ উপায় বর্ণিত হয়। কিন্তু উহা কদাপি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জেনিভা নগরে ২৪টী অক্ষরের জন্য ২৪টী তারের প্রত্যেকে এক একটী পিথ-বল ইলেক্ট্রোস্কোপ (Pith-ball electroscope) সংযুক্ত করিয়া টেলিগ্রাফ প্রস্তুত হয়। ঐ বর্ষেই জর্ম্মণিতে রিউসর (Reusser) পিথ-বলের পরিবর্ত্তে সোণার দুইটী পাত ও উহাতে একবারে অক্ষর লিখিয়া তদ্দ্বারা অক্ষর প্রকাশ করেন। এই সমস্ত টেলিগ্রাফ ঘর্ষণ-জনিত তাড়িত (Frictional electricity) দ্বারা সম্পন্ন হইত। ইহাতে অনেক সময় কষ্টে সঙ্কেত জ্ঞাপিত হইত, কখন কখন বা পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হইত, কার্য্যে কিছুই হইত না। অবশেষে বল্‌তা সাহেব প্রবাহ-তাড়িত (current-electricity) আবিষ্কার করিলেন। এই তাড়িত সহজে এবং সুবিধামতে তারের মধ্য দিয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইতে পারে এবং তাহাতে ইহার শক্তিরও তাদৃশ অপচয় হয় না।

কিরূপে প্রবাহতাড়িত দ্বারা সংবাদ প্রেরিত হইতে পারে, তাহা লইয়া অনেক পরীক্ষা হইল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মিউনিকবাসী সোমারিং সাহেব (Sommering) ৩৫টী পৃথক্ পৃথক্ তার দ্বারা ৩৫টী জলপাত্র সংযুক্ত করিয়া পাত্রস্থ জলের বিশ্লেষণ দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করিবার প্রস্তাব করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে আঁপেয়ার (Ampère) সাহেব জলপাত্রের পরিবর্ত্তে ২৫টী কোম্পাসের কাঁটার হেলন দ্বারা অক্ষর প্রকাশ করেন। পরে ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ব্যারণ স্কিলিং (Baron Schilling) রুষরাজ্যে কেবল একটী মাত্র কোম্পাসের স্চীর পরিদোলন দ্বারা টেলিগ্রাফ প্রস্তুত করেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বেবর (Weber) ও গশ (Gauss) সাহেব দুইটী তার দ্বারা ৯০০০ ফিট্ দূরে একটী ক্ষুদ্র চুম্বক-শলাকা সংলগ্ন দর্পণের আন্দোলন দ্বারা সঙ্কেত পরিচালন করেন। এই যন্ত্র টমসন সাহেবের বর্ত্তমান দর্পণতাড়িতমান-যন্ত্রের (Mirror galvanometer) মত।

উঁহাদিগের প্রার্থনা ক্রমে মিউনিকবাসী অধ্যাপক ষ্টাইন-হিল (Stein heil) সাহেব এই বিষয় লইয়া বহুতর পরীক্ষা করেন এবং তাড়িতবার্ত্তার বহু উন্নতি সাধন করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম তাড়িতপ্রবাহ প্রত্যাবর্ত্তন জন্য অপর একটী তার না রাখিয়া একটী তারেরই দুই মুখ দুই ষ্টেশনে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া একটী তার দ্বারাই টেলিগ্রাফ করিবার প্রথা আবিষ্কার করেন। এই সময় দুইটী কোম্পা-সের কাঁটার হেলন-জনিত দুইটী মূল সঙ্কেতের সংমিশ্রনে সমুদায় বর্ণমালা প্রকাশ হইতে লাগিল। এই দুইটী কাঁটা একটী ধন ও অপরটী ঋণ-তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা একই দিকে হেলিয়া পড়িত। কখন কাঁটার গতি দেখিয়া কখন বা কাঁটাদ্বারা এক খণ্ড কাগজের উপর বিন্দু অঙ্কিত করিয়া অক্ষর সূচিত হইত। বিন্দু অক্ষরের জন্য কাঁটার অগ্রভাগ সূচী বা মসীপূর্ণ সূক্ষ্মনল থাকিত। ক্রমশঃ সরিয়া যাইত এবং দুই কাঁটাদ্বারা দুই শ্রেণী বিন্দু অঙ্কিত হইত। স্থায়ী চুম্বক উৎপন্ন তাড়িত দ্বারা এই সমুদায় তাড়িতবার্ত্তা সম্পন্ন হইত।

একটী লৌহদণ্ডের উপর অপরিচালক সূত্রাদি মণ্ডিত তামার তার জড়াইয়া ঐ কুণ্ডলী মধ্যে তাড়িতস্রোত প্রবা-হিত করিলে ঐ লৌহ চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, আবার তাড়িত স্রোত বন্ধ হইলে লৌহের চুম্বকধর্ম্ম নষ্ট হয়। এই রূপ তাড়িতীয় চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট করিয়া একটী ঘণ্টায় আঘাত করিয়া সঙ্কেত করিবার প্রথা ক্রমে উদ্ভাবিত হইল। ইহাই মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের মূল সূত্র। হুইট্‌ষ্টোন সাহেব (Wheatstone) এই উপায়ে ঘণ্টা বাদিত করিয়া টেলিগ্রাফ করিবার পূর্ব্বে কেরাণীকে সতর্ক করিবার উপায় প্রচলিত করেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম তিন দেশে টেলিগ্রাফ ব্যবসা-রূপে সংস্থাপিত হয়। মিউনিকে ষ্টাইনহিল সাহেবের, আমে-রিকায় মোর্স সাহেবের এবং ইংলণ্ডে হুইট্‌ষ্টোন ও কুক সাহেবের টেলিগ্রাফ প্রচলিত হইল। ইংলণ্ডে লণ্ডন-বার্মিংহাম ও গ্রেট ওয়েষ্টারণ রেলপথে সর্ব্ব প্রথম টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়। ঐ সমুদায় টেলিগ্রাফের তার অপরিচালক পদার্থে মণ্ডিত করিয়া মাটীর নীচে প্রোথিত হইত, কিন্তু ইহাতে ব্যয় বাহুল্য হওয়ায় কাঠের খুঁটিতে তার ঝুলাইয়া লইয়া যাইবার কথা হয়। একটী কাঁটার যন্ত্রে একটী তার ও দুইটী কাঁটার যন্ত্রে দুইটী তার দ্বারা টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হইয়া ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহার পর হুইট্‌ষ্টোন সাহেব টেলিগ্রাফের অনেক উন্নতিসাধন করেন।

তাড়িতকোষ।—সম্প্রতি যাবতীয় টেলিগ্রাফ প্রবাহ-তাড়িত দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। চৌম্বকীয় তাড়িত টেলি-গ্রাফে নিয়োজিত করিবার বিস্তর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু উহাতে বিস্তর অনর্থক ব্যয় ও অসুবিধা ঘটে বলিয়া বড় ব্যবহৃত হয় না।

তাড়িত-বার্ত্তাবহের জন্য এখন নানা দেশে নানা প্রকার তাড়িতকোষ প্রচলিত। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ডানিয়েল সাহেবের তাড়িতকোষ ব্যবহৃত হইত। এখন অধিকাংশ স্থলে উহার পরিবর্ত্তে বাইক্রমেট তাড়িতকোষ অধিক উপযোগী বোধে প্রচলিত হইতেছে। এদেশে টেলিগ্রাফ আফিস সকলে মিনোটোর (Minotto's) তাড়িতকোষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তার।—টেলিগ্রাফের তার সচরাচর লৌহনির্ম্মিত ও দস্তায় মণ্ডিত হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও বিশেষ সুবিধার জন্য তামার তারও ব্যবহৃত হয়। কাঠ বা ধাতুময় খুঁটির উপর সংবদ্ধ চীনামাটীর অপরিচালক টুপি-সংলগ্ন করিয়া তার লইয়া যাওয়া হয়। ঐ সকল টুপি এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, বৃষ্টির সময়েও উহার কতকাংশ শুষ্ক থাকে, সুতরাং তার হইতে তাড়িতপ্রবাহ খুঁটিতে যাইতে পারে না। এইরূপে খুঁটির উপর শূন্যে ঝুলান তারই অধিকাংশস্থলে ব্যবহৃত, তবে স্থানবিশেষে যেখানে বাহিরে বিপদের আশঙ্কা অধিক তথায় ভূগর্ভ দিয়া তার নীত হয়। ভূগর্ভস্থ তার গুটাপার্চা, কুচুক, রবর প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ মণ্ডিত এবং কঠিন নলের মধ্যে স্থাপিত করা হইয়া থাকে। এইরূপ তারে তাড়িতের অপচয় অল্প হয় বটে, কিন্তু ইহা দ্রুত সঙ্কেতজ্ঞাপনের পক্ষে তত উপযোগী নহে।

তাড়িতবার্ত্তাবহের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আবিষ্কর্ত্তাগণের বিশ্বাস ছিল যে তাড়িতপ্রবাহ প্রত্যাবর্ত্তন জন্য একটী দ্বিতীয় তার না থাকিলে বার্ত্তাবহ কার্য্য হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত ষ্টাইনহিল সাহেব একদা রেলপথের লৌহবর্ত্ম লাইনের তাড়িতবাহী তারের স্থানীয় হইতে পারে কিনা পরীক্ষা করিতে গিয়া আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীই তাড়িত প্রত্যাবর্ত্তন জন্য তারের কার্য্য করিতে পারে। তারের দুইমুখ দুই ষ্টেশনে ভূগর্ভে সংযোগ করিয়া দিলে, উহাদিগকে অপর একটী তার দ্বারা সংযোগ করার কার্য্য হয়। তাহা হইলেও তারে যেরূপ বাস্তবিক তাড়িতস্রোত ফিরিয়া আসে পৃথিবী দিয়া সেরূপ ফিরিয়া আসে না। পৃথিবী তারের উভয় মুখ হইতে দুই বিভিন্নপ্রকার তাড়িত শোষণ করিয়া লয়, সুতরাং তারের মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। ভূগর্ভে তার উত্তমরূপে প্রোথিত হওয়া প্রয়োজন। তারের এক প্রান্তে বৃহৎ তামার পাত সংলগ্ন করিয়া সচরাচর গভীর পুষ্করিণী বা কূপাদিতে প্রোথিত করা হয়। বড় বড় সহরে গ্যাস বা জলের কলের নলের সহিত তারের মুখ সংযোগ করিলে উত্তম ভূসংযোগ হয়। স্থান বিশেষে বজ্রাঘাত-নিবারক দণ্ডের সহিত সংযোগ করিলেও চলে। ফলতঃ তারের প্রান্ত যে ভূমিতে প্রোথিত হয়, তাহা যেন সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে, কখন শুষ্ক হইয়া না যায়।

তাড়িত বার্ত্তাবহের মূল উপাদান তিনটী যথা—১ম দুই স্থানের মধ্যে ধাতুময় তারের সংযোগ ও তাড়িতপ্রবাহ-উৎপাদক একটী যন্ত্র। ২য়, এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে সংবাদ দান করিবার যন্ত্র। ৩য়, সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র। যে কৌশলে এই সকল ব্যাপার বিশেষতঃ শেষোক্ত দুই কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা বহু প্রকার। তন্মধ্যে কাঁটার টেলিগ্রাফ, ডায়েল টেলিগ্রাফ, এবং প্রিণ্টিং টেলিগ্রাফ বা মুদ্রণবার্ত্তা প্রধান।

কোম্পাসের কাঁটা বা সূচীর টেলিগ্রাফ প্রধানতঃ একটী তড়িৎপ্রবাহমানযন্ত্র (Galvanometer) ব্যতীত আর কিছুই নহে। একটী অপরিচালক পদার্থমণ্ডিত তারকুণ্ডলী মধ্যে উর্দ্ধাধোভাবে একটী চুম্বকশলাকা লম্বিত ও এই চুম্বকশলাকার সহিত তারের একটী কাঁটা সংলগ্ন থাকে। এই শেষোক্ত কাঁটাই যন্ত্রের বাহিরে দৃষ্ট হয়। তার দিয়া বিভিন্ন প্রকার তাড়িতপ্রবাহ ঐ কুণ্ডলী মধ্যে প্রবাহিত করিলে চুম্বক-শলাকা দুই বিভিন্ন দিকে হেলিতে থাকে। তাহাতেই সঙ্কেত বুঝা যায়। প্রেরক ইচ্ছামত ধন বা ঋণ-তাড়িত প্রবাহ চালাইয়া ঐ কাঁটাকে ডাহিনে বা বামে হেলাইতে পারেন।

ডায়েল টেলিগ্রাফে একটী ডায়েল বা গোলাকৃতি কাগজে ২৪টী অক্ষর লেখা থাকে। কেন্দ্রস্থলে বদ্ধ একটী কাঁটা তাড়িতীয় চুম্বকের বলে দূরবর্ত্তী ষ্টেশন হইতে ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারা যায়। ঐ কাঁটা যে অক্ষরের দিকে নির্দ্দেশ করে, উহাই প্রেরিত অক্ষরে ধরিতে হয়। এইরূপ টেলি-গ্রাফে বিস্তর সময় নষ্ট হয় এবং যন্ত্রাদি অত্যন্ত কুটিল বলিয়া সহজেই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। অব্যবসায়িগণ স্ব স্ব ব্যবহার জন্য এইরূপ টেলিগ্রাফ কখন কখন ব্যবহার করিয়া থাকেন; নতুবা সাধারণ কার্য্যে ইহা একটা বড় ব্যবহৃত হয় না।

মোর্সের টেলিগ্রাফ—এই টেলিগ্রাফ সম্প্রতি বহুল প্রচলিত। মোর্সের টেলিগ্রাফের প্রধান অঙ্গ একটী লৌহ-দণ্ড এবং তাড়িতপ্রবাহ গমনকালে ইহার অস্থায়ীরূপে চুম্বক-ধর্ম্ম প্রাপ্তি। নিম্নে ইহার কার্য্যপ্রণালী মোটামুটী লিখিত হইতেছে।

লৌহনির্ম্মিত একটী তাড়িতীয় চুম্বকের উপর অপরিচালক পদার্থমণ্ডিত তামার তার জড়ান থাকে। ঐ তারের এক প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত অপর প্রান্ত লাইনের তারের সহিত সংলগ্ন। ঐ চুম্বকের উপরিভাগে একটী লৌহদণ্ড মধ্যস্থানে অবস্থানের উপর আন্দোলিত হইতে পারে, এরূপ ভাবে বদ্ধ থাকে। একটী ক্ষুদ্র স্প্রিংদ্বারা ঐ দণ্ড চুম্বক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করে। চুম্বক হইতে অপর-দিকে দণ্ডের শেষে একটী সূক্ষ্ম পেন্সিল বা সূচী বদ্ধ থাকে। ঐ সূচী বা পেন্সিলের অতি নিকট দিয়া, কিন্তু উহাকে স্পর্শ না করিয়া একটী কাগজের সরু ফিতা থাকে। এই যন্ত্রকে ইণ্ডিকেটর বা রিসিভার (Indicator or Receiver) অর্থাৎ সংবাদ নির্দ্দেশ বা গ্রহণ করিবার যন্ত্র বলে।

লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ যেমন ঐ তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলী দিয়া গমন করে, অমনি ইহার লৌহ চুম্বকে পরিণত হয় এবং সম্মিলিত লৌহদণ্ডকে আকর্ষণ করে। দণ্ডের একপ্রান্ত আকৃষ্ট হইয়া নত হইলে অন্যপ্রান্ত উঠিয়া পড়ে এবং উহার পেন্সিল বা সূচী কাগজ সংলগ্ন হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত থাকে, ততক্ষণ সূচী বা পেন্সিল কাগজে সংযুক্ত থাকে এবং তাড়িত-প্রবাহ বন্ধ হইলেই স্প্রিংএর বলে উহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাড়িতস্রোত অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত করিয়া সংবাদদাতা ইচ্ছামত অল্প বা অধিক কাল পেন্সিল বা সূচীর মুখ কাগজে সংলগ্ন রাখিতে পারেন। ঐ কাগজের ফিতা একটী চাকায় জড়ান থাকে এবং হস্ত বা ঘড়ির ন্যায় কোন যন্ত্রদ্বারা সমানভাবে টানিয়া লওয়া হয়; সুতরাং পেন্সিল

বা সূচী ক্ষণমাত্র বা কিছু অধিককাল কাগজে সংলগ্ন থাকিলে কাগজে যথাক্রমে একটী বিন্দু - বা রেখা— অঙ্কিত হয়। সম্প্রতি অনেক স্থলে পেন্সিল বা সূচীর পরিবর্ত্তে কালির সূক্ষ্ম নল ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে চিহ্নও সুস্পষ্ট হয় এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা কার্য্য হয়। এই বিন্দু ও রেখার বিন্যাস দ্বারা সমস্ত অক্ষর বিন্যাস হইয়া থাকে। নিম্নে মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের বর্ণমালা লিখিত হইল।

A · —	N — ·	
B — · · ·	O — — —	1 · — — — —
C — · — ·	P · — — ·	2 · · — — —
D — · ·	Q — — · —	3 · · · — —
E ·	R · — ·	4 · · · · —
F · · — ·	S · · ·	5 · · · · ·
G — — ·	T —	6 — · · · ·
H · · · ·	U · · —	7 — — · · ·
I · ·	V · · · —	8 — — — · ·
J · — — —	W · — —	9 — — — — ·
K — · —	X — · · —	0 — — — — —
L · — · ·	Y — · — —	Understood · · · — ·
M — —	Z — — · ·	

দুইটী অক্ষরের মধ্যে একটী ড্যাশ বা রেখা-পরিমিত স্থান ফাঁক রাখা হয় এবং দুইটী শব্দের মধ্যে উহার প্রায় দ্বিগুণ স্থান ফাঁক রাখা হইয়া থাকে। এক কাঁটার যন্ত্রে \ এই চিহ্ন কাঁটার বামদিকে এবং / চিহ্ন দক্ষিণদিকে হেলন বুঝায়। ফলতঃ ইহারা যথাক্রমে মোর্স সাহেবের বিন্দু ও রেখার সম্পূর্ণ অনুরূপ। ইংরাজী বর্ণমালার ন্যায় ঐ সকল চিহ্নদ্বারা বাঙ্গালা অ, আ, ক, খ প্রভৃতিও সূচিত হইতে পারে।

সংবাদ প্রেরণ করিবার যন্ত্র অথবা মোর্স সাহেবের চাবি (Morse's key)।—এই যন্ত্র একটী ক্ষুদ্রকাঠের পিঁড়ি। উহার
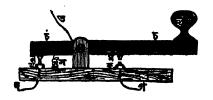
উপর ধ অবস্থানে নিবদ্ধ চ চ ধাতুময় দণ্ড অবস্থিত। ইহার ন প্রান্ত স ক্ষুদ্র স্প্রিংদ্বারা সর্ব্বদা দ তারের সহিত সংলগ্ন থ নামক একটী ধাতুখণ্ডে সংলগ্ন থাকে, এবং অপর প্রান্ত ম উঠিয়া থাকে। ত লাইনের তার চ চ দণ্ডের সহিত সংলগ্ন। ক ধাতুখণ্ড গ তারদ্বারা তাড়িতকোষের এক মেরুর সহিত সংলগ্ন। খ ধাতুপিণ্ড দ তারদ্বারা ইণ্ডিকেটর বা নির্দ্দেশক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন। হ চীনামাটী বা অপর অপরিচালক পদার্থ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র হাতল। উপরিস্থ চিত্রে সংবাদগ্রহণের সময় ইহার যেরূপ অবস্থা থাকে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর ষ্টেশন হইতে তাড়িতপ্রবাহ লাইনের ত তার দিয়া আসিয়া চ চ দণ্ডে প্রবেশ করে, এবং তথা হইতে ন প্রান্ত দিয়া দ তারদ্বারা সংবাদনির্দ্দেশক যন্ত্রের তারকুণ্ডলী পরিভ্রমণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে। নির্দ্দেশক যন্ত্র দিয়া গমনকালে তথায় সঙ্কেত জ্ঞাপিত হয়। সংবাদ-প্রেরণের সময় সংবাদদাতা হাতল টিপিয়া মএর সহিত তাড়িতকোষের সংযোগ করিয়া দেন, অমনি অপর প্রান্ত থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাড়িতকোষ হইতে তাড়িত-প্রবাহ সুতরাং চ চ দণ্ড এবং ত তারের লাইন দিয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গমন করে। এইরূপে সংবাদদাতা ইচ্ছামত হাতল অল্প বা অধিকক্ষণ টিপিয়া রাখিয়া তার দিয়া অল্প বা অধিক-ক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত রাখিতে পারেন এবং পর-বর্ত্তী ষ্টেশনে বিন্দু বা রেখা উৎপন্ন করিতে পারেন। দুইটী ষ্টেশন কিরূপে সংযুক্ত হয়, নিম্নে তাহার একটী মোটামুটি চিত্র প্রদত্ত হইল। চিত্রে দেখা যাইতেছে দুইটী ষ্টেশনের
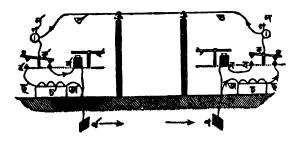
যন্ত্রাদি অবিকল অনুরূপ, বাস্তবিকও তাহাই। চ ও চ´ তাড়িতকোষ দ্বয়, ক ও ক´ সংবাদ দান করিবার যন্ত্র বা চাবি (Key), ন ও ন´ সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র বা নির্দ্দেশক, গ ও গ´ তাড়িতমান যন্ত্র এবং ত ও ত´ লাইনের তার। চ ও চ´ তাড়িতকোষদ্বয়ের এক এক প্রান্ত ছ ও ছ´ স্থানীয় সংবাদ দান করিবার যন্ত্রে এবং অপরপ্রান্ত জ ও জ´ ভূগর্ভের সহিত সংযুক্ত চিত্রে দক্ষিণদিকের ষ্টেশন হইতে বামদিকের ষ্টেশনে সংবাদ আসিতেছে, এবং বামভাগের ষ্টেশনে ঐ সংবাদনির্দ্দেশক যন্ত্রে বিজ্ঞাপিত হইতেছে। চ তাড়িতকোষ হইতে তাড়িতস্রোত ক চাবির মধ্য ও গ তাড়িতমানযন্ত্র দিয়া লাইনের তারে প্রবেশ করিতেছে এবং পরবর্ত্তী ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তথাকার গ´ তাড়িতমানযন্ত্র দিয়া ক´ চাবিতে প্রবেশ করিতেছে। এই চাবি এখন ন নির্দ্দেশক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকায় তাড়িতপ্রবাহ তথায় গমন করিয়া

সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে এবং অবশেষে প´ দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। তাড়িতমানযন্ত্রদ্বারা তাড়িতপ্রবাহ যাইতেছে কিনা তাহাই জানা যায়। একই তারদ্বারা সংবাদ গ্রহণ ও প্রদান উভয় কার্য্যই হইয়া থাকে।

টেলিগ্রাফ কার্য্যালয়ে আরও কয়েকটী যন্ত্র থাকে। নিম্নে তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

রিলে (Relay)—এই যন্ত্রটী নির্দ্দেশক যন্ত্রেরই অনুরূপ, তবে উহা অপেক্ষা অনেকাংশে সূক্ষ্ম এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে। তারের তাড়িতপ্রবাহ স্বভাবতঃ ক্ষীণ, তাহাতে আবার বহুদূর গমন করিতে হইলে নানাকারণে আরও ক্ষীণতর হইয়া যায়, সুতরাং নির্দ্দেশক যন্ত্রকে সম্যক্‌তেজে পরিচালিত করিতে পারে না এবং কাগজে পর্য্যাপ্ত ভাবে দাগ পড়ে না। এই কারণে প্রত্যেক ষ্টেশনে কেবলমাত্র স্থানীয় নির্দ্দেশক যন্ত্রে প্রেরিত সংবাদ মুদ্রনের জন্য একটী পৃথক্ তাড়িতকোষ থাকে। ঐ তাড়িতকোষের দুইটী মেরুর একটী সাক্ষাৎ ভাবে নির্দ্দেশক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে, অপরটী জ তার
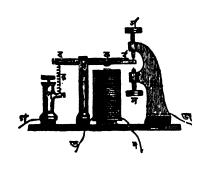
দ্বারা রিলে যন্ত্রের ন এর সহিত সংলগ্ন। নির্দ্দেশক-যন্ত্রের তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলীর অপর প্রান্ত গ তার দ্বারা প র দিয়া ব ক দণ্ডের সহিত সংলগ্ন। রিলে স্থিত দ তার-কুণ্ডলীর এক প্রান্ত লাইনের তার ও অপর প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত সংযুক্ত। এখন যেমন লাইনের তার দিয়া তাড়িত-স্রোত রিলে স্থিত তাড়িতীয় চুম্বকের দ তারকুণ্ডলীর মধ্য দিয়া ভূগর্ভে গমন করে, অমনি ঐ তাড়িতীয় চুম্বক ক দণ্ডকে আকর্ষণ করে এবং ইহার ব প্রান্ত ন এর সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং স্থানীয় তাড়িতকোষের দুই মেরু সংযুক্ত হওয়ায় উহার প্রবল তাড়িতপ্রবাহ অবাধে জ ন ক ব র গ পথে নির্দ্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়া গমন করে এবং উহাকে কার্য্যকারী করে। আবার যেমন লাইনের তারে তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ হয়, অমনি র স্প্রিংএর জোরে ক উঠিয়া পড়ে, সুতরাং নির্দ্দেশক যন্ত্রে তাড়িতপ্রবাহ ছিন্ন হয়। এইরূপে প্রত্যেকবার যেমন রিলে দিয়া তাড়িতপ্রবাহ গমন করে, নির্দ্দেশক যন্ত্রেও অবিকল সেই রূপভাবে প্রবলতর তাড়িতপ্রবাহ গমন করে এবং সুস্পষ্ট সঙ্কেত নির্দ্দেশ করে।

টেলিগ্রাফ-কার্য্যালয়ে কর্ম্মচারিগণ যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত অভ্রান্তরূপে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী প্রতি মিনিটে সচরাচর ৩০।৪০টী শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে পারে। সুনিপুণ কর্ম্মচারী সংবাদ গ্রহণের সময় কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, কেবলমাত্র নির্দ্দেশক যন্ত্রের তাড়িতীয় চুম্বকের সহিত লৌহদণ্ডের আঘাতজনিত শব্দ দ্বারাই সঙ্কেত বুঝিতে পারে। এই উপায়ে আমেরিকায় একরূপ টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাতে রিলে যন্ত্রের ন্যায় একটী যন্ত্র থাকে। যখন তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ উহাতে প্রবেশ করে, তখনই ইহার তাড়িতীয় চুম্বক একটী ক্ষুদ্র হাতুড়িকে আকর্ষণ করে। ঐ হাতুড়ি চুম্বকে আঘাত করিয়া ঠুং শব্দ করিয়া উঠে। আবার প্রবাহ বন্ধ হইলে স্প্রিংএর জোরে হাতুড়ি উঠিয়া পড়ে। এইরূপে তাড়িত-স্রোত অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত রাখিয়া শব্দের হ্রস্ব ও দীর্ঘতার তারতম্য করা যাইতে পারে। এই হ্রস্ব ও দীর্ঘ শব্দ যথাক্রমে মোর্সের বিন্দু ও রেখার অনুরূপ। সম্প্রতি অধিকাংশ স্থলেই এই প্রণালী সহজ ও সুবিধাজনক বোধে প্রচলিত হইয়াছে।

যে ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, উহার কর্ম্মচারিগণের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য একটী যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার নাম তাড়িতীয় ঘণ্টা। ইহার গঠনপ্রণালী এইরূপ। একখণ্ড কাষ্ঠের তক্তায় একটী চুম্বক বদ্ধ থাকে। ঐ তাড়িতীয় চুম্বকের এক প্রান্তে স্প্রিং দ্বারা বদ্ধ একটী ধাতুর পাতা ও উহাতে একটী ক্ষুদ্র হাতুড়ি এবং ঐ হাতুড়ির পার্শ্বে একটী ঘণ্টা বদ্ধ থাকে। স্প্রিংএর বলে ঘণ্টা ও চুম্বক হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলীর একপ্রান্ত হাতুড়ির সহিত সংলগ্ন। লাইনের সহিত এই যন্ত্র যোগ করিয়া রাখিলে যেমন তাড়িতপ্রবাহ ঐ হাতুড়ি দিয়া তারকুণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ করে এবং অন্যদিকে বাহির হইয়া যায়, অমনি চুম্বকের শক্তিতে হাতুড়ি আকৃষ্ট হইয়া ঘণ্টায় আঘাত করে। কিন্তু ঐ হাতুড়ি আকৃষ্ট হইবামাত্র তাড়িতপ্রবাহ খণ্ডিত হইয়া যায়, সুতরাং হাতুড়ি আর আকৃষ্ট না হওয়ায় স্প্রিংএর জোরে সরিয়া যায়। কিন্তু সরিয়া পূর্ব্বাবস্থা পাইবামাত্র

আবার তাড়িতপ্রবাহ সংযুক্ত হয়, সুতরাং আবার হাতুড়ি আকৃষ্ট হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ চলিতে থাকে, ততক্ষণ ঘণ্টায় টুং টুং শব্দ হইতে থাকে। কেরাণী ঐ শব্দ শুনিয়া আসিয়া তাড়িতস্রোত ঐ যন্ত্র হইতে কৌশলে অপসৃত করিয়া একবারে নির্দ্দেশক যন্ত্রে আসিতে দেয়।

অনেক সময় ঝঞ্ঝা মেঘ প্রভৃতি দ্বারা তারস্থ স্বাভাবিক তাড়িত বিশ্লিষ্ট হইয়া সংবাদ পরিচালকের বিষম ব্যাঘাত উৎপন্ন করে, এমন কি ভয়াবহ উৎপাতও ঘটিয়া থাকে। এই দৈব উৎপাত নিরাকরণ জন্য তাড়িতপরিচালক একটী যন্ত্র তারের সহিত সংযুক্ত থাকে। লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ একেবারে টেলিগ্রাফের যন্ত্রসমূহে প্রবেশ না করিয়া প্রথমে এই যন্ত্র দিয়া গমন করে। ইহার গঠন-প্রণালী এইরূপ। করাতের মত দুইটী তামার পাত লম্ব-ভাবে পাশাপাশি এরূপে সজ্জিত থাকে যে ইহাদের দাঁতগুলি পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী থাকে, কিন্তু কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে না। ইহাদের একটী লাইনের তার ও অপরটী ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। মেঘাদির প্রণোদনশক্তি হেতু যেমন তারে তাড়িত সঞ্চিত হয়, অমনি উহা করাতের সূচ্যগ্র দাঁত দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, সুতরাং বিপদের আশঙ্কা নিরাকৃত হয়। দাঁত পরস্পর স্পর্শ না করায় তারের স্রোত তাড়িত ভূগর্ভে পলাইতে পারে না, সুতরাং বার্ত্তাবহের কিছু অনিষ্ট হয় না, কেবলমাত্র মেঘাদি কর্ত্তৃক উপচীয়মান তাড়িতই পলায়ন করে।

দুইটী প্রধান ষ্টেশনের মধ্যে এক বা ততোধিক ষ্টেশন থাকিলে উহাদের মধ্য দিয়া কিরূপে সংবাদ গমন করে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।
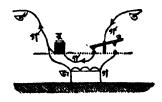
জ গ তাড়িতকোষ। ইহার এক মেরু গ সংবাদ দান করিবার যন্ত্রের পিঁড়ির সহিত সংলগ্ন, অপর মেরু ত″ লাইনের তারের সহিত সংলগ্ন। ত′ লাইনের তার দিয়া তাড়িত প্রবাহ সংবাদ দান করিবার যন্ত্রে প্রবেশ করিতেছে, এবং তথা হইতে গ′ অভিমুখে নির্দ্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়া ত″ লাইনের তারে যাইতেছে। এইরূপ গমনকালে তথায় নির্দ্দেশক যন্ত্রে সংবাদ সূচিত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে কালবিলম্ব হয় না। তাড়িতপ্রবাহ অব্যাহতভাবে সঙ্গে সঙ্গেই ঈপ্সিত ষ্টেশনে গমন করিয়া তথায় সংবাদ জ্ঞাপন করে। এইরূপে এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণের সময় মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন সকলেও ঐ সংবাদ জ্ঞাপিত হয়।

দুই ষ্টেশন বহুদূরবর্ত্তী হইলে প্রবল তাড়িতকোষ ব্যবহার করিলেও প্রবাহ গমনকালে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এজন্য দূরবর্ত্তী ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে একটী ষ্টেশন থাকা প্রয়োজন। এই মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনের যন্ত্রাদি কিরূপে বিন্যস্ত থাকে, তাহা লিখিত হইতেছে।

জ তাড়িতকোষ; ইহার এক মেরু গ, চ চ′ দণ্ডের সহিত সংলগ্ন। অপর মেরু জ ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। ম তাড়িতীয় চুম্বক; ইহার তারকুণ্ডলীর এক প্রান্ত লাইনের তার ও অপর প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। দ ধাতুময় দণ্ড অপরদিকে ত″ লাইনের তারের সহিত সংযুক্ত। চ চ′ দণ্ড সচরাচর স্প্রিংএর বলে দ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে। ত′ লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ ম তাড়িতীয় চুম্বকের কুণ্ডলী ভ্রমণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, কিন্তু ঐ সময়ে চ চ′ দণ্ডের চ প্রান্ত চুম্বকের বলে আকৃষ্ট হয় এবং চ দ সংযুক্ত হওয়ায় জ তাড়িতকোষ হইতে নূতন ও প্রবলতর তাড়িতপ্রবাহ চ চ′ দণ্ড ও দ দিয়া গ″ গ″ অভিমুখে ত″ লাইনের তারে প্রবাহিত হয়। আবার ত′ তার দিয়া তাড়িতস্রোত বন্ধ হইলেই দ ও চ পৃথক্ হইয়া যায়, সুতরাং ত″ তারেও তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ হয়। এইরূপে ত′ তারে যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ থাকে, ততক্ষণ ত″ তারেও মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনের তাড়িতকোষ হইতে প্রবল তাড়িতস্রোত প্রবাহিত হয়, সুতরাং দূরগমনবশতঃ প্রবাহের ক্ষীণতা জন্য হানি হয় না।

এ পর্য্যন্ত সাধারণ ব্যবহারে যে টেলিগ্রাফ প্রচলিত, তাহাই সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত বহুপ্রকার তাড়িতবার্ত্তাবহ দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে। বহুবিধ অদ্ভুত অদ্ভুত টেলিগ্রাফের মধ্যে আমরা নিম্নে কএকটীমাত্র উল্লেখ করিতেছি।

হিউ সাহেবের প্রিণ্টিং টেলিগ্রাফ (Hughe's Printing telegraph)। ইহা দ্বারা দূরবর্ত্তী ষ্টেশনে একবারেই ইংরাজী বর্ণমালায় ছাপা সংবাদ প্রেরণ করিতে পারা যায়। বলা

বাহুল্য ইহার যন্ত্রাদি অত্যন্ত কুটিল এবং সুনিপুণ কর্ম্মচারী ব্যতীত অপরে সহজে ব্যবহার করিতে পারে না।

ক্যাসেলি সাহেবের অটোগ্রাফিং টেলিগ্রাফ (Caselli's Autographic telegraph) ইহার দ্বারা চিত্রাদির প্রতিলিপি পর্য্যন্ত প্রেরণ করিতে পারা যায়।

কাউপার সাহেবের রাইটিং টেলিগ্রাফ (Cowper's Writing telegraph) এই অদ্ভুত যন্ত্র দ্বারা এক ষ্টেশনে সংবাদদাতা যেরূপ লিখিবেন, তৎক্ষণাৎ অপর ষ্টেশনে সেইরূপ লেখা হইবে।

বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি সহকারে এই সকল অদ্ভুত যন্ত্র যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভাবনীয় কার্য্যসাধন করিতেছে, তাহা দেখিলে ঐ সকল যন্ত্রের নির্ম্মাতাদিগকে আলৌকিক শক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়।

এই সকল যন্ত্রের ব্যবহার তত অধিক নহে। ইহাদের যন্ত্রাদি অতি জটিল এবং অতি সাবধানতা ও নিপুণতা ব্যতীত সুশৃঙ্খলে থাকে না। বাহুল্য ভয়ে ইহাদের গঠন ও কার্য্য প্রণালী বর্ণন করিতে বিরত হইলাম।

সামুদ্রিক তার।—সমুদ্র মধ্য দিয়া যে সমুদায় তার স্থাপিত হয় তাহা অতি দৃঢ় এবং সমুদ্রজল হইতে সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উপায়ে উহা গঠিত হইয়া থাকে। ৫।৭টী বিশুদ্ধ তামার তার একত্র জড়াইয়া উহার উপর অপরিচালক কোন পদার্থ মণ্ডিত হয়। তাহার উপর গুটাপার্চা, কুচুক প্রভৃতি পদার্থ ৪।৫ পর্দ্দা লাগান হইয়া থাকে। অবশেষে উহার উপর লৌহের তার ও আল্‌কাতরা-মাখান শণ প্রভৃতি দ্বারা ঘন বেষ্টন করা হয়। এইরূপে মধ্যস্থ তামার তার সুরক্ষিত হইলে উহা পুনর্ব্বার ধুনা, তার্পিণ তৈল, আল্‌কাতরা, মোম, মসিনা তৈল প্রভৃতি পূর্ণ উত্তপ্ত কটাহে ডুবাইয়া লওয়া হয়।

পূর্ব্বে দুই ষ্টেশনের মধ্যে এক সময়েই সংবাদ আদান প্রদানের জন্য দুইটী তার ব্যবহৃত হইত, এখন একটী তার দ্বারাই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তাড়িতপদার্থ (পুং) তাড়িতরূপঃ যঃ পদার্থঃ কর্ম্মধা°। পদার্থবিশেষের ঘর্ষণ দ্বারা যে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ আবির্ভূত হয়।

তাড়িতপরিচালক (পুং) তাড়িতস্য পরিচালকঃ ৬তৎ। (The conductor of electricity) যে সকল বস্তু দ্বারা তাড়িত পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুতবেগে চালিত হয়।

তাড়িতবার্ত্তাবহ (পুং) তাড়িত এব বার্ত্তাবহঃ কর্ম্মধা°। (Electric teligraph) তড়িদ্বল দ্বারা শীঘ্র সংবাদ প্রেরণের যন্ত্র। যে যন্ত্রে বিদ্যুতের ন্যায় শীঘ্র সংবাদ আইসে।

[তাড়িতবার্ত্তা দেখ।]

তাড়িতবিয়োজন (ক্লী) তাড়িতস্য বিয়োজনং ৬তৎ। (Electrical repulsion) যে তাড়িত পদার্থের গুণ দ্বারা লঘুবস্তু কাচ অথবা লাক্ষা হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে তাড়িত-বিয়োজন কহে।

তাড়িতাকর্ষণ (ক্লী) তাড়িতস্য আকর্ষণং ৬তৎ। (Electrical attraction) যে তাড়িত পদার্থের গুণদ্বারা বস্তু কাচ অথবা লাক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই তাড়িতাকর্ষণ কহে।

তাড়িতাপরিচালক (পুং) তাড়িতস্য অপরিচালকঃ ৬তৎ। (Non-conductor of electricity) যে সকল বস্তুদ্বারা তাড়িত পদার্থের সঞ্চালন নিবারণ করা যায়।

তাড়িতালোক, তাড়িতের আলোক বা তাড়িত সাহায্যে যে আলো বাহির হয়, (Electric light)। [বিদ্যুৎ ও তাড়িত দেখ।]

তাড়ী (স্ত্রী) তাড়ি-ঙীষ্। পত্রপ্রধান বৃক্ষ, পত্রদ্রুম, তাড়িয়াৎ গাছ, পর্য্যায়—তাড়ি, তালী, তালি।

"শুষ্যত্তমালপত্রাণি শীর্ণতাড়ীদলানি চ॥" (রাজতর° ৩।৩।২৮)

২ আভরণবিশেষ। (দুর্গসিংহ)

তাড়ুল (পুং) তাড়য়তি তড়-ণিচ্-উল্। তাড়য়িতা, তাড়ক।

তাড্য (ত্রি) তড়-ণিচ্-যৎ। তাড়নযোগ্য।

তাড্যমান (ত্রি) তড়-ণিচ্-শানচ্। ১ বাদ্যমান, পীড্যমান, আহন্যমান, তাড়নযুক্ত। (পুং) ২ পটহাদি বাদ্যভেদ, ঢক্কা। ৩ যাহাকে প্রহার, দণ্ড বা শাসন করা যাইতেছে।

তাণ্ড (ক্লী) তণ্ডিনা মুনিনা কৃতং অণ্। নৃত্যশাস্ত্র।

তাণ্ডব (ক্লী) তণ্ডিনা মুনিনা কৃতং তাণ্ডি নৃত্যশাস্ত্রং তদস্ত্যস্তীতি বা তণ্ডুনা নন্দিনাপ্রোক্তং তণ্ডু-অণ্। ১ নৃত্য। ২ পুরুষের নৃত্য।

"পুংনৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তং স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমুচ্যতে।" (শব্দার্থচি°)

পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব নৃত্য কহে, এই নৃত্য মহাদেবের অতিশয় প্রিয়, এইজন্য কেহ কেহ বলেন, এই নৃত্যের প্রবর্ত্তক নন্দী। তাণ্ডব মুনি নৃত্যপ্রণালী প্রথম শিক্ষা দেন, এই নিমিত্ত নৃত্যের নাম তাণ্ডব। ৩ উদ্ধতনৃত্য। ৪ শিবের নৃত্য। ৫ তৃণবিশেষ। (মেদিনী)।

তাণ্ডবতালিক (পুং) তাণ্ডবে শিবনৃত্যকালে যস্তালঃ স কার্য্যতয়াস্ত্যস্যেতি ঠন্। মহাদেবের দ্বাররক্ষক নন্দী। (ত্রিকা°)।

তাণ্ডবপ্রিয় (পুং) তাণ্ডবং প্রিয়ং যস্য বহুব্রী। ১ মহাদেব। (ত্রি) ২ নৃত্যপ্রিয়মাত্র।

তাণ্ডবিত (ত্রি) তাণ্ডব-কৃতৌ ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। নর্ত্তিত।

তাণ্ডি (ক্লী) তাণ্ডেন মুনিনা কৃতং তাণ্ড-ইঞ্। নৃত্যশাস্ত্র।

তাণ্ডিন্ (পুং) তাণ্ড্যেন প্রোক্তং অধীয়তে ইতি ইনি যলোপঃ। তণ্ডিমুনিপুত্র তাণ্ডপ্রোক্ত শাখাধ্যায়ী, যাহারা যজুর্ব্বেদের তাণ্ডিনশাখা অধ্যয়ন করেন।

তাণ্ডিন (পুং) তাণ্ডিন্ অণ্ ইনো ন টিলোপঃ। মুনিভেদ, তণ্ডিমুনির পুত্র, ইনি যজুর্ব্বেদের কল্পসূত্র প্রণয়ন করেন। [তণ্ডি দেখ।]

তাণ্ড্য (পুং) তণ্ডিমুনেরপত্যং গর্গাদি° যঞ্। তণ্ডিমুনির অপত্য।

তাণ্ডী (স্ত্রী) তাণ্ড্য স্ত্রিয়াং ঙীষ্ যলোপঃ। তণ্ডিমুনির স্ত্রী অপত্য।

তাত (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি গোত্রাদিকং তন-ক্ত, দীর্ঘশ্চ (হুতনিভ্যাং দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৯০)। অনুদাত্তেতিতনের্ণ-লোপঃ। ১ পিতা। ২ স্নেহাস্পদ অল্পবয়স্কের প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ, বৎস। ৩ অনুকম্পা। (ত্রি) ৪ পূজ্য, মান্য।
"তস্মান্মুচ্যে যথা তাত সংবিধাতুং তথার্হসি।" (রঘু ১।৭২)।
(দেশজ) ১ তপ্ত। ২ তাপ।

তাতগু (পুং) তাতস্য পিতুরিব গৌ র্বাচকশব্দো যত্র বহুব্রী। খুল্লতাত, পিতৃব্য, খুড়া। (ত্রি) জনকহিত, জনকের হিতকারী।

তাতজনয়িত্রী (স্ত্রী) তাতশ্চ জনয়িত্রী চ। পিতা ও মাতা। এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত।

তাততুল্য (ত্রি) তাতস্য পিতুস্তুল্যঃ ৬তৎ। পিতার তুল্য, পর্য্যায়—পিতৃসম, মনোজবস, মনোজব, পিতৃসন্নিভ, তাতল। (মেদিনী)

তাতন (পুং) তাতং প্রশস্তং যথা তথা নৃত্যতি তাত নৃৎ-ড। খঞ্জন পক্ষী।

তাতল (পুং) তাপং লাতি-লা-ক পৃষো° পস্য তঃ। ১ রোগ। ২ পাক। ৩ লৌহকুট। ৪ মনোজব। (মেদিনী)। (ত্রি) ৫ তপ্তমাত্র।

তাতান (দেশজ) উত্তপ্তকরণ।

তাতার, মধ্যএসিয়ার উচ্চপ্রদেশবাসী বহুবিস্তৃত এক জাতি। ইহারা মোগলশাখাভুক্ত। ভারত, চীন ও পারস্যের উত্তরে, জাপানের পশ্চিমে, কাস্পিয়ানসাগর ও কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্বে এবং হিমানী মহাসাগরের দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া আছে, তাহার অধিবাসীগণ য়ুরোপীয়দিগের নিকট তাতার নামে পরিচিত। পূর্ব্বে, কেবল মোগলজাতিই তাতার নামে খ্যাত ছিল, কিন্তু জঙ্গিস্খাঁর অভ্যুদয়ের পর মোগল-শাসনাধীন সকল জাতিই এক তাতার নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই সময়ে মধ্যএসিয়াস্থ মোগলশাসনাধীন ভূভাগও তাতারী এবং তাহাদের ভাষাও তাতারী নামে খ্যাত হয়। এখন হিমালয়ের সীমান্তবর্ত্তী তিব্বতের ভোটগণ, য়র্কন্দ, খোতেন ও বোখারার তুর্কগণ এবং চীনের সাঙ্কুজাতি আপনাদিগকে তাতারবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

অনেকের মতে—তাতার জাতি তুর্ক, মোগল ও মাঞ্চু প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

কাশ্মীরের উত্তরে লদাক প্রদেশেও বিস্তর তাতারের বাস। এই তাতার পরিবারের মধ্যে প্রতি ব্যক্তির দ্বিতীয় পুত্র লামা এবং তৃতীয় পুত্র টোলা পদ প্রাপ্ত হয়, উভয়েই বিবাহ করিতে পারে না, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে যে কিম্রিয়ী, কেল্ট ও গলজাতি য়ুরোপের উত্তর ভাগ অধিকার করিয়াছিল, তাহারাও তাতার দেশ হইতেই গিয়াছিল। গথ, হূণ, সুইদিস্, ভান্দাল ও ফ্রাঙ্ক জাতিও এই তাতারবংশসম্ভূত।

তাতারী ভাষা বলিলে সচরাচর দুই ভাব প্রকাশ পায়। এসিয়ার ভ্রমণশীল হূণ জাতিগণ যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহা একটী, ইহা তুরাণীয় নামেও খ্যাত। আবার মধ্য-এসিয়ায় যে ভাষার সহিত তুরুক ভাষার অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহাকেও তাতারী বলা হয়।

তাতি (পুং) তায়-ক্তিচ্। ১ পুত্র। (জটাধর) তায় ভাবে ক্তিন্। (স্ত্রী) ২ বৃদ্ধি। "তদত্র ভবতা নিষ্পন্নাশিষাং কাম-মরিষ্টতাতিং" (বীরচ°)

তাৎকালিক (ত্রি) তস্মিন্ কালে ভবঃ তৎকাল-ঠঞ্। (আপ-দাদিপূর্ব্বপদাৎ কালান্তাৎ। পা ৪।২।১১৬, অস্য সূত্রস্য বার্ত্তি-কোক্ত্যা ঠঞ্)। তৎকালভব, তৎকালীন, সেই সময়ে যাহা ঘটিয়াছে। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।
"ততঃশ্রাদ্ধমশুদ্ধো তু কুর্য্যাদেকাদশে তথা।
কর্ত্তুস্তাৎকালিকী.শুদ্ধিরশুদ্ধঃ পুনরেব সঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্বে শঙ্খ)
মহাগুরু নিপাতে দ্বাদশাহ অশৌচ হয়। কিন্তু একাদশ দিনে অশৌচ সত্ত্বেও শ্রাদ্ধাদিকার্য্য করিবে, সেই সময় অর্থাৎ শ্রাদ্ধকালীন কর্ত্তার তাৎকালিক শুদ্ধি হইয়া থাকে।

তাৎকাল্য (ক্লী) তৎকালতা।

তাত্ত্বিক (ত্রি) তত্ত্বসম্বন্ধীয়, যথার্থ।

তাৎপর্য্য (ক্লী) তাৎপরস্য ভাবঃ তৎপর ষ্যঞ্। ১ বক্তার ইচ্ছা। ২ অভিপ্রায়। ৩ তৎপরতা।
"আকাঙ্ক্ষা বক্তুরিচ্ছাতু তাৎপর্য্যং পরিকীর্ত্তিতং।" (ভাষাপ°)
বক্তার ইচ্ছাই আকাঙ্ক্ষা, তাহাই তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্যানুসারে অর্থবোধ হইয়া থাকে। একটী উদাহরণ

দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই বাক্যটী বলিলে গঙ্গাতীরে ঘোষ এইরূপ বুঝায়, তাৎপর্য্যানুসারেই এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে। যদি তাৎপর্য্য স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে গঙ্গা মধ্যে মৎস্যাদির বোধ হইতে পারে, "গঙ্গায়াং" এই পদে গঙ্গাতীরে এইরূপ লক্ষণাশক্তি দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয়, কিন্তু "গঙ্গায়াং" এই পদে গঙ্গা মধ্যে ও "ঘোষ" পদে মৎস্যাদি লক্ষণা হয় না, অর্থাৎ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই কথা বলিলে গঙ্গা মধ্যে মৎস্যাদি এই অর্থ কিছুতেই হয় না, কারণ, বক্তার এই স্থানে অভিপ্রায় এরূপ নহে, গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে, বক্তার ইহাই প্রকৃত অভিপ্রায়। এইরূপ অভিপ্রায়ের নামই তাৎপর্য্য। এইরূপ সকল স্থলে বক্তার তাৎপর্য্যানুসারে অর্থবোধ হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্যক (ত্রি) ১ ভাবোদ্দীপক, অর্থবোধক। ২ তৎপর।

তাত্য (ত্রি) তদ্ ছান্দসত্বাঃ দকারস্য আত্বং। তৎকালীন। "স্বিত্তাত্যা পিতরা ব আসতুঃ" (ঋক্ ১।১৬১।১২) 'তাত্যা তৎকালীনৌ' (সায়ণ)

তাৎস্তোম্য (ক্লী) সেইরূপ স্তোম বা স্তুতি।

তাৎস্থ (ক্লী) তাহাতে স্থিত।

তাথাভাব্য (ত্রি) যে স্বরিতের পর উদাত্ত উচ্চারিত হয়।

তাদর্থিক (ত্রি) সেই মত।

তাদর্থ্য (ক্লী) তদর্থস্য ভাবঃ তদর্থ-ষ্যঞ্ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪)। ১ তদুদ্দেশ্যক, তন্নিমিত্ত। ২ তদর্থতা, তন্নিমিত্তার্থ।

তাদাত্ম্য (ক্লী) তদাত্মনোভাবঃ তদাত্মন্-ষ্যঞ্। ১ তৎস্বরূপ, অভেদ সম্বন্ধ।

তাদীত্না (অব্য) তদানীং পৃষো° সাধুঃ। তদানীং, সেই সময়ে। "তাদীত্না শত্রুং ন কিলা বিবিৎসে" (ঋক্ ১।৩২।৪) 'তাদীত্না তদানীমিত্যস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ বর্ণবিপর্য্যয়ঃ।' (সায়ণ)

তাদুরী (স্ত্রী) ভেকের নামভেদ।

তাদৃক্ষ (ত্রি) স ইব দৃশ্যতে তদ্-দৃশ-ক্স, সর্ব্বনাম টেরাত্বং। তাহার মত, সেইরূপ। "ততঃ প্রভৃতি তাদৃক্ষ যোগ্যার্থপ্রাপ্তিলালসঃ" (রাজত° ৪।২৪২)।

তাদৃগ্‌বিধ (ত্রি) তাদৃশী বিধা যস্য বহুব্রী। সেইপ্রকার, তাহার মত।

তাদৃশ্ (ত্রি) স ইব দৃশ্যতেঽসৌ তদ্-দৃশ-কিন্ (ত্যদাদিষু দৃশো ঽনালোচনে কঞ্চ। পা ৩।২।৬০) সর্ব্বনামটেরাত্বং। সেইরূপ, তাহার মত।

তাদৃশ (ত্রি) স ইব দৃশ্যতে তদ্-দৃশ্-কঞ্। তাহার মত, দেখিতে তত্তুল্য। "কতবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ।" (কুমারস° ৫ স°)।

তাদৃশী (স্ত্রী) তাদৃশ-ঙীষ্। তাহার তুল্যা, তৎসদৃশী।
"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" (উদ্ভট)

তাদ্ধর্ম্ম্য (ক্লী) একধর্ম্ম, একনিয়মতা।

তান (পুং) তন-ঘঞ্। ১ বিস্তার, অবতান, সন্তান। ২ জ্ঞানের বিষয়। ৩ গানাঙ্গভেদ, স্বরাংশ রাগের স্থিতিপ্রবৃত্ত্যাদির হেতু বংশ্যাদি সাধ্য স্বর বিশেষ; অনুলোম বিলোম গতিতে গমন ও মূর্চ্ছনাদি দ্বারা কোন রাগাদিকে সম্যক্ প্রকারে বিস্তার করার নাম তান। ইহা অশেষ মূর্চ্ছনা সংশ্রিত, সপ্তস্বরোদ্ভূত এবং সংখ্যায় উনপঞ্চাশটী। ইহা হইতে আবার ৮৩০০ কূট তান উৎপন্ন হইয়াছে। (সঙ্গীতদামো°)।*

কিন্তু বাঙ্গালা সঙ্গীতরত্নাকরে লিখিত আছে, তান চারি প্রকার যথা—অরচক, ঘাতক, সাতক ও সুরাতক। যে তানে অনুলোমে বা বিলোমে এক সুর দুইবার প্রয়োগ হয়, তাহাকে অরচক কহে। যাহাতে অনুলোমে একবার ও বিলোমে একবার প্রযুক্ত হয় তাহাকে ঘাতক, তিনবার ব্যবহৃত হইলে সাতক ও চারিবার ব্যবহৃত হইলে সুরাতক কহে।

এক সুরে	১ তান।
দুই সুরে	২ তান।
তিন সুরে	৬ তান।
চারি সুরে	২৪ তান।
পাঁচ সুরে	১২০ তান।
ছয় সুরে	৭২০ তান।
সাত সুরে	৫০৪০ তান।
সমগ্র	৫৯১৩ তান। (সঙ্গীতরত্না°)

তানপূরা (দেশজ) সঙ্গীতের সহযোগী বীণাকার যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে একটী অলাবুনির্ম্মিত খর্পর বা ধ্বনিকোষ, একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত দণ্ড ও ধ্বনি পট্টকাদি দ্বারা প্রস্তুত হয়। তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। গীতবাদ্যের সময় সুর বিরাম নিবারণ জন্য এই যন্ত্রের প্রয়োজন। ইহাতে দুইটী পিত্তলের ও দুইটী লৌহের তার থাকে। সুরবন্ধনক্রম—

পি	লৌ	লৌ	পি
স়	স	স	প়

তানপূরাতে যে চারিটী তার থাকে, তাহা এই রীতিতে সুরবদ্ধ হয়। (যন্ত্রকোষ)

তানব (ক্লী) তনোর্ভাবঃ তনু-অণ্ (ইগন্তাচ্চ লঘুপূর্ব্বাৎ। পা

* "বিস্তার্য্যন্তে প্রয়োগা যে মূর্চ্ছনা শেষসংশ্রয়াঃ।
তানাস্তেঽপ্যূনপঞ্চাশৎ সপ্তস্বরসমুদ্ভবাঃ॥
তেভ্যএব ভবন্ত্যন্যে কূটতানাঃ পৃথক্ পৃথক্।
তে স্যুঃ পঞ্চসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশৎ শতানি চ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

৪।১।১৩১) শরীরের তনুতা। "তানবং তনুতাগাত্রে দৌর্ব্বল্য-ভ্রমণাদিবৎ।" (উজ্জ্বলনীলমণি)

তানব্য (পুংস্ত্রী) তনোরপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। তনুর অপত্য।

তানব্যায়নী (স্ত্রী) তনোরপত্যং স্ত্রী তনু লোহিতাদিত্বাৎ ষ্ফ, ষিত্বাৎ ঙীষ্। তনুর অপত্য স্ত্রী।

তানসেন, ভারতের একজন অদ্বিতীয় গায়ক। আবুল-ফজল লিখিয়াছেন সহস্রবর্ষের মধ্যে এরূপ গায়ক আর দেখা যায় নাই। প্রথমে ইনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বৃন্দাবনে গিয়া হরিদাস স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভাটের বাঘেলা-রাজ রামচাঁদ তাঁহার সঙ্গীতগুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত আপন সভায় রাখেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি তানসেনের গানে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রায় কোটি তঙ্কা দান করিয়াছিলেন।

তানসেনের খ্যাতি অতি অল্প দিন মধ্যেই ভারত বিখ্যাত হইয়াছিল। এই সময় ইব্রাহিম সুর অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে একবার আগ্রায় আনিতে পারেন নাই। অকবরও তানসেনের অপূর্ব্ব গীতশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আনিবার জন্য ব্যগ্র হন। তানসেনকে আগ্রায় আনিবার জন্য জলাল্উদ্দীন্ কুর্চী প্রেরিত হইলেন। রাজা রামচাঁদ অকবরের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তানসেনকে বিদায় দিলেন। তানসেন যে দিন প্রথম দরবারে উপস্থিত হইয়া অকবরকে গান শুনান, সে দিন সম্রাট্ সঙ্গীতনায়ককে দুই লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

প্রবাদ এইরূপ, প্রথমে তানসেন দিল্লীশ্বরের সহিত দেখা করিতে চাহিতেন না। তাঁহার নিকট দিয়া গেলেও গান গাহিতেন না। সম্রাট্ অনেক সময় গুপ্তভাবে তাঁহার গান শুনিতেন। শেষে এক দিন বাদশাহ আপন কন্যাকে তানসেনের নিকট পাঠাইয়া দেন। রমণীর রূপে তানসেন মুগ্ধ হইলেন। তানসেনের গান শুনিয়া অকবরদুহিতাও মজিলেন। অকবর উভয়ের বিবাহ দিলেন। তখন হইতে তানসেন মুসলমান ও অকবরের সভাসদ হইলেন। পূর্ব্বে তিনি স্বরচিত যে সকল গান গাহিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিপালক রামচন্দ্রের নামের স্তুতিপ্রকাশ অথবা ভনিতা থাকিত। (ঐ সকলের গান সহজ চক্ষে দেখিলেই বোধ হয় যেন রঘুপতি রামচন্দ্রের মহিমাপ্রকাশক)। কিন্তু অকবরের আশ্রিত হইবার পর হইতে তাঁহার রচিত গানে অকবর অথবা 'তানসেনপতি অকবর' এইরূপ ভনিতা দৃষ্ট হয়।

তানসেন একজন সঙ্গীতসাধক। সাধকের ভাব তাঁহার হৃদয় হইতে কখন বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি বৈদান্তিক ভাবে ব্রহ্মকে জগতের সহিত একাকার ভাবিতেন। তাঁহার একটী গান আছে।

"প্যারে! তুঁই ব্রহ্ম তুঁই বিষ্ণু তুঁই শেষ তুঁই মহেশ।
তুঁই আদ তুঁই নাদ তুঁই অনাথ তুঁই গণেশ॥
জলস্থল মরুত ব্যোম, তুঁই অকার যম সোম,
তুঁই উকার তুঁই মকার নিরোঙ্কার তুঁই ধনেশ।
তুঁই বেদ তুঁই পুরাণ, তুঁই হদীশ তুঁই কোরাণ,
তুঁই ধ্যান তুঁই জ্ঞান তুঁই ভুবনেশ।
তানসেন কহে ব্যান তুঁই দেন তুঁই রমণ।
তুঁই ঘর পলযুন তুঁই বরুণ তুঁই দিনেশ॥"

মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর তিনি মিঞা তানসেন নামে খ্যাত হইলেন।

তানসেনের মৃত্যু সম্বন্ধেও এক অপূর্ব্ব উপাখ্যান শুনা যায়। তানসেন অকবরের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, এজন্য অনেকেই তাঁহার ঈর্ষা করিতেন। অনেক ওস্তাদ তাঁহার নিকট সঙ্গীতসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া সকলে স্থির করিল, দীপকরাগ গাহিলে গায়ক জ্বলিয়া যায়, সুতরাং তানসেনকে দীপকরাগ গাহিতে বলিলেই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। একদিন অক্বর সভাস্থ হইলে ওস্তাদগণ দীপকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। সম্রাট্ তাহাদিগকে দীপক গাহিতে অনুরোধ করিলেন। তাহারা সকলেই কহিল, 'দীপক জানিনা, কেবল এক মিঞা তানসেন জানেন।' অকবর তানসেনকে দীপক গাহিতে আদেশ করিলেন। গায়কচূড়ামণি তানসেন সম্রাটের নিকট আসিয়া কহিলেন, "যদি আমাকে চান, তবে দীপক গাহিতে আদেশ করিবেন না।" কিন্তু দীপক শুনিবার জন্য দিল্লীশ্বরের অতিশয় কৌতুহল জন্মিল। তিনি তানসেনের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন তানসেন কি করেন! আপন কন্যাকে মল্লার গাহিতে বলিয়া নিজে দীপক ধরিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মল্লারের গুণে দীপকানল কতক প্রশমিত হইবে। তানসেনের কন্যা মল্লার গাহিতে লাগিল, কিন্তু পিতার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া তাহার সুর বিকৃত হইল। * তানসেনও দীপকরাগ গাহিতে গাহিতে আপনার দাহনে আপনি দগ্ধ হইলেন। কথিত আছে, তাহার স্বরপ্রভার

* এই বিকৃত মল্লারই মিঞা-মল্লার নাম ধারণ করিয়াছে।

সভায় নির্ব্বাপিত দীপ সমূহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনপ্রদীপের সহিত সেই দীপাবলীও নির্ব্বাপিত হইল।

তানসেনের আদিলীলাক্ষেত্র গোয়ালিয়রে মহা সমারোহে তাঁহার সমাধি হইল। এখনও দূরদেশ হইতে বহু গায়ক ও নর্ত্তকী তাঁহার গোরস্থান দর্শন করিতে গিয়া থাকে। তাঁহার গোরের উপর এখনও একটী বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস, ঐ গাছের পাতা চিবাইলে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ও গীতশক্তির বৃদ্ধি হয়। এই জন্য অনেক নর্ত্তকী সেই গোরস্থানে গিয়া সেই পাতা চিবাইয়া আসে। [গোয়ালিয়র দেখ।]

তানসেন যে কেবল একজন অদ্বিতীয় গায়ক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি অনেক নূতন রাগ রাগিণী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। আশাবরী যোগিয়া ও দরবারী কানাড়া তাঁহারই উদ্ভাবিত। আইন্-ই-অক্‌বরী ও পাদশা-নামায় যথাক্রমে তানতরঙ্গ ও বিলাস নামে তাঁহার দুই পুত্রের উল্লেখ পাওয়া পাওয়া যায়। উভয়েই প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। প্রসিদ্ধ গায়ক সুরতসেন তাঁহারই বংশধর। তাঁহার বংশীয় প্যারসেন কানুনযন্ত্র সংস্কার করেন।

তানসেনের শিষ্যগণও প্রসিদ্ধ গায়ক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চাঁদ খাঁ ও সুরজ খাঁর নাম বিখ্যাত।

তানূনপাত (ত্রি) তনূনপাৎ বা অগ্নি সম্বন্ধীয়।

তানূনপ্ত্র (ক্লী) তনূনপ্তা দেবতা অস্য-অণ্। তনূনপ্তৃ-দেবতাক পৃষদাজ্য, বায়ুর উদ্দেশে দত্ত দধিমিশ্রিত ঘৃত।

"তানূনপ্ত্রমেতৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।১।২৪) 'এতদাজ্যং তানূনপ্ত্রসংজ্ঞং ভবতি' (কর্ক)

তানূর (পুং) তন-বাহুলকাৎ ঊরণ্। জলাবর্ত্ত, জলের ভ্রম, ঘূর্ণীজল।

তান্ত (ত্রি) তম-ক্ত। ১ ম্লান, পরিশুষ্ক। ২ ক্লান্ত, শ্রান্ত, ক্লিষ্ট, দুর্ব্বল, ক্ষীণ।

তান্তব (ক্লী) তন্তোর্বিকারঃ অঞ্। ১ বস্ত্র। (ত্রি) তন্তুনির্ম্মিত, যে সকল দ্রব্যকে টানিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করা যায়।

তান্তবতা (স্ত্রী) তান্তব-তল্-টাপ্। কঠিন দ্রব্যের বিশেষ ধর্ম্ম। যে গুণ থাকাতে কতকগুলি দ্রব্যকে টানিয়া তন্তু অর্থাৎ তার প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহার নাম তান্তবতা। আঘাতসহ গুণের সহিত তান্তবতা গুণের কোন সম্পর্ক নাই।

যাহার পাতলা পাত হয়, তাহারই যে সরু তার হয়, এমন নহে। লৌহের তার যেমন সূক্ষ্ম হয়, পাত তেমন সূক্ষ্ম হয় না। রাং ও সীসাকে পিটিয়া উত্তম পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে টানিয়া তার প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। প্লাটিনম্, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, দস্তা, রাং, সীসক ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি অপেক্ষা পরবর্ত্তীগুলিতে এই গুণ ক্রমশঃ অল্প পরিমাণে লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ প্লাটিনম্ অর্থাৎ সিতকাঞ্চন নামক ধাতুর তান্তবতা গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কেহ কেহ ইহার এরূপ সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিয়াছেন, যে তাহার ব্যাস এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের তিন ভাগ মাত্র।

তান্তব্য (পুংস্ত্রী) তন্তোঃ সন্তানস্য অপত্যং গর্গা° যঞ্। তন্তুর অপত্য, সন্তানের অপত্য।

তান্তব্যায়নী (স্ত্রী) তন্তোরপত্যং স্ত্রী ষ্ফ ষিত্বাৎ ঙীষ্। তন্তুর অপত্য স্ত্রী।

তান্তিয়াটোপী (তাঁতিয়া টোপী) সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক বিখ্যাত নানা সাহেবের প্রধান মন্ত্রী ও পৃষ্ঠপোষক। সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাসে নানাসাহেব যেরূপ খ্যাতিলাভ করেন, তান্তিয়াটোপী তাহার কোন অংশে ন্যূন নহেন। কানপুরের বিদ্রোহে তান্তিয়া যেরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন, তাহাতে তৎকালে সেনাপতি উইণ্ডহাম্, কলিন্ প্রভৃতি অনেকেই ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন। ইহারই প্ররোচনায় গোয়ালিয়ারের বৃহতী চমূ সিন্ধিয়ার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, এবং চর্খাড়ীরাজকে বিশেষরূপে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিল। ইংরাজসেনা আসিয়া রাজাকে সাহায্য দান না করিলে বোধ হয় সে যাত্রা চর্খাড়ীরাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত। যে সময় ঝাঁসির রাণী আপনার পাত্রমিত্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ও ইংরাজ সেনানায়কের প্রবল আক্রমণে অতিশয় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন, তান্তিয়া সেই সময় সসৈন্য রাণীর সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাণীর সহিত বৃটীশসৈন্যের যতবার যুদ্ধ হইয়াছিল, ইনি সকল সময়ই রাণীর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরাজ হস্তে কাল্পী পতিত হইবার পর গোপালপুরে গিয়া ইনি রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং গোয়ালিয়ার অধিকার করেন। এখানে তিনি প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইংরাজসৈন্য আসিয়া গোয়ালিয়র অধিকার করিলে এবং ঝাঁসির বীর রাণী শত্রুর গুলিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তান্তিয়া এক প্রকার নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন, তবে সঙ্গে বিস্তর সৈন্য ও অর্থবল থাকায় তিনি নানা সাহেবের নাম করিয়া দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে অগ্রসর হইলেন। বৃটীশ গবর্মেণ্টও তাহাতে অতিশয় ভীত হইয়া ছিলেন। বড়লাটের আদেশ

ক্রমে সেনাপতি নেপিয়ার তান্তিয়াকে ধৃত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তান্তিয়া রাও সাহেবের সহিত চর্ম্মণ্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া রাজপুতানার প্রবেশ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, রাজপুত রাজন্যবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ করিবেন। রাজপুতনার দুই এক স্থানে বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা গেলেও তান্তিয়ার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হয় নাই। জয়পুরে তিনি চর পাঠাইয়া ছিলেন, এখানে বিশেষ সাহায্য পাইবারও সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়ায় নসিরাবাদ হইতে রবার্টসাহেব দুই হাজার সৈন্য সহ তান্তিয়ার গতিরোধার্থ উপস্থিত হইলেন। তান্তিয়া স্বদলে নর্ম্মদানদী পার হইবার অভিপ্রায়ে তোঙ্কের মধ্য দিয়া ধাবিত হইলেন। তখন চম্বল নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে তাঁহার সৈন্যগণ নদীপার হইতে সাহসী হইল না। তজ্জন্য তিনি পশ্চিমাভিমুখে বুন্দীগিরি পার হইলেন। সে সময় রাজপুতানার নদী সকল উদ্বেলিত হইয়াছিল। তথনও রবার্ট সাহেব তান্তিয়ার অনুশরণে প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই। ভীলবাড়ার নিকট রবার্ট একবার তান্তিয়া সৈন্যের দেখা পাইয়াছিলেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহারা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়াছিল। বনাস্ নদীতীরে আসিয়া রবার্ট তান্তিয়াকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করেন। এখানে তান্তিয়াও নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি সৈন্যগণকে সতর্ক করিয়া নিকট দেবালয়ে পূজা করিতে গমন করেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে, শত্রুগণ অতি নিকটবর্ত্তী। অবিলম্বে তূর্য্যধ্বনি করিতে আদেশ করিলেন। পদাতিকগণ সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা তান্তিয়ার আদেশ গ্রাহ্য করিল না। অশ্বারোহী ও গোলন্দাজগণ সকলে প্রস্তুত হইল। তৎপরদিন একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাঁধিল। কিন্তু দুরাদৃষ্ট ক্রমে তান্তিয়ার সৈন্যগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে তান্তিয়া চম্বলনদী পার হইয়া ঝাল্‌রাপাটন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ঝাল্‌রাপাটন একটী সুবিখ্যাত দেশীয় রাজ্যের রাজধানী। তান্তিয়া অবলীলাক্রমে এই রাজধানী অধিকার করিলেন এবং অধিবাসীদিগের নিকট কর স্বরূপ ৬ লক্ষ টাকা আদায় লইলেন। এ ছাড়া রাজকোষ হইতে প্রায় চারি লক্ষ টাকার জিনিস ও ৩০টী কামান পাইয়া ছিলেন। এখানে তিনি অতি অল্প সময় মধ্যে অনেক নূতন সৈন্য নিযুক্ত করিলেন।

এখন তান্তিয়া সৈন্য বলে ও অর্থ বলে বিশেষ বলীয়ান্। ইন্দোরের উপর তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। মহারাষ্ট্রী মাত্রেই নানা সাহেবকে পেশবা বলিয়া গণ্য করিতেন। তান্তিয়ার বিশ্বাস ছিল যে ইন্দোর জয় করিতে পারিলে এবং নানার নাম ঘোষিত হইলে সমস্ত হোলকর-রাজ্যের লোক আসিয়া তাঁহার সাহায্য করিবেক। কিন্তু তাঁহার সেনানীমধ্যে পরস্পর মিল না থাকায় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তান্তিয়াকে আক্রমণ করিবার জন্য লথার্ট, হোপ ও মেজর জেনারেল মাইকেল সসৈন্যে রাজগড়ের নিকট উপস্থিত হইল। তান্তিয়া কৌশলী ও বুদ্ধিবান্ হইলেও সেরূপ সাহসী ছিলেন না, যুদ্ধের সময় তিনি প্রায়ই রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন না। এই দোষেই তাঁহার সৈন্যগণ কাপুরুষ বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। এই দোষেই বিপুল সহায় থাকিলেও তিনি বারবার ইংরাজ হস্তে পরাজিত হইয়া আসিতেছেন। এই দোষে এবারও তিনি পরাজিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিছুদিন তান্তিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার সৈন্যগণকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া এক দল রাও সাহেবের অধীনে উত্তরাভিমুখে ও অপর একদল তান্তিয়ার সহিত দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল।

তান্তিয়া নর্ম্মদা নদী পার হইয়া দক্ষিণাপথে অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া বোম্বাই গবর্মেণ্ট ভীত ও চকিত হইলেন। যাহাতে তান্তিয়া নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তান্তিয়া অপর কোন দিকে সুবিধা না পাইয়া পশ্চিমমুখে আসিয়া কার্গুন নামক গ্রামে পৌছিলেন। এদিকে মেজর সাদার্লণ্ড তাঁহার গতিরোধার্থ ঝিলবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তান্তিয়া কাল বিলম্ব না করিয়া নর্ম্মদা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ছোট উদয়পুর নামক স্থানে পৌছিবামাত্র বিগেডিয়ার পার্কি স্বদলে আসিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে পরাস্ত করিলেন। তাহাতে তান্তিয়া ভগ্নহৃদয় হইয়া বংশবাড়ার নিবিড় জঙ্গলে ফিরিতে লাগিলেন। আবার যে তিনি বৃটীশসৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিবেন, সে আশা আর বড় ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ আশার ক্ষীণালোক দেখা দিল। সংবাদ পাইলেন, কুমার ফিরোজশাহ অযোধ্যা হইতে আসিতেছেন, তাঁহার সহিত যোগ দিবেন। তিনি যে দারুণ জালে জড়িত হইয়াছেন, এখন সেই জাল ছিন্ন ভিন্ন করিবার জন্য একবার শেষ মস্তক উত্তোলন করিলেন। প্রতাপগড়ের গিরিসঙ্কট ভেদ করিয়া তিনি মেজর রোককে সসৈন্যে পরাস্ত করিলেন। কর্ণেল বেন্‌সন মালব হইতে এই সংবাদ পাইয়া জীরাপুরে তান্তিয়ার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া ৬টী হস্তী কাড়িয়া লইলেন।

তান্তিয়া ইন্দ্রগড় নামক স্থানে আসিয়া ফিরোজশাহের সহিত মিলিত হইলেন। এ সময় উভয়পক্ষের দুর্দ্দশার এক

শেষ হইয়া ছিল। তবে উভয়দল একত্র হওয়ায় কতকটা আশার সঞ্চার হইল। তাহারা দ্রুতবেগে মালবের মধ্য দিয়া রাজপুতানার উত্তরাংশে ধাবিত হইলেন। এদিকে কর্ণেল হল্‌মেস্ নসিরাবাদ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৬ ক্রোশপথ অতিক্রম করিয়া শীকার নামক স্থানে বিদ্রোহী-দিগকে আক্রমণ করিলেন। এই অকস্মাৎ আক্রমণে তান্তিয়া নিতান্ত বিচলিত হইলেন। তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়া কতিপয় অনুচর সঙ্গে লইয়া চম্বল নদী পার হইয়া সিরোঞ্জের নিকটবর্ত্তী নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল মধ্যে মানসিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মানসিংহ সিন্ধিয়ার অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, সিন্ধিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি দস্যুবৃত্তি করিয়া জঙ্গল মধ্যে জীবন যাপন করিতেছিলেন। তান্তিয়ার সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতে আলাপ ছিল। এখন তিনি তান্তিয়ার সমুদয় অবস্থা অবগত হইয়া সাদরে তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

এদিকে সেনাপতি নেপিয়ার মেজরমিডকে মানসিংহ ও তান্তিয়াকে ধৃত করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। (১৮৫৯ খৃঃ অব্দ) ৮ই মার্চ মিড্‌সাহেব যে গ্রামে মানসিংহ অবস্থান করিতে ছিল, সেই গ্রামের ঠাকুরকে পত্র দিয়া মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তিনি নিজে আসিয়া ধরা দেন, তাহা হইলে তাহার অনেক সুবিধা হইবে। শেষে মানসিংহকে বলা হইল, তাঁহাকে বৃটীশশিবিরে রাখা হইবে, সিন্ধিয়া তাঁহার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবেন না, বরং তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধির জন্য ইংরাজ-সেনানায়ক বিশেষ চেষ্টা করিবেন। মানসিংহ ইংরাজ-সেনানায়কের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তখনও তান্তিয়ার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি এখানে থাকিবেন কি ফিরোজশাহের সহিত পুনরায় মিলিত হইবেন। মানসিংহ বলিয়া পাঠাইলেন যে তিন দিন মধ্যে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বৃটীশ-সেনানায়ক জানিতেন, মানসিংহ ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই যে তান্তিয়াকে ধরিয়া আনে। সুতরাং নানা লোভ দেখাইয়া মানসিংহের উপর এই ভার অর্পিত হইল। ৭ই এপ্রেল তারিখে সন্ধ্যার পর মানসিংহ আসিয়া তান্তিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন, মিড্ সাহেব তাহার উপর সদয় হইয়াছেন। তখনও তান্তিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে এখানে থাকিবেন কি ফিরোজশাহের কাছে যাইবেন। 'আগামী কল্য ইহার ঠিক উত্তর দিব' বলিয়া মানসিংহ চলিয়া আসিলেন। সেই রাত্রে দ্বিপ্রহরের সময় মানসিংহ কতকগুলি সিপাহীর সহিত আসিয়া দেখিলেন, যে তান্তিয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। বিশ্বাসঘাতক মানসিংহ সেই অবস্থায় তান্তিয়াকে বন্দী করিয়া মিড সাহেবের শিবিরে আনিলেন, পরে তান্তিয়াকে সিক্রিতে পাঠান হইল। বিচারে তান্তিয়া দোষী সাব্যস্ত হইলেন। বিচারকালে তান্তিয়া জবাব দিয়া ছিলেন, "আপন প্রভুর আদেশে এতদিন যুদ্ধ করিয়াছি; আমি কখন ইংরাজ পুরুষ রমণী বা বালকের প্রাণবধ করি নাই।" ১৮ই এপ্রেল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণদণ্ডের দিন স্থির হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই কয়টী কথা বলিয়া ছিলেন, "আমি নিজের জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নাই, আমার পরিবারবর্গ যেন কষ্ট না পায়।" [নানাসাহেব, সিপাহী বিদ্রোহ, লক্ষ্মীবাই প্রভৃতি শব্দে অপরাপর কথা দ্রষ্টব্য।]

তান্তিয়াভীল, (তাঁতিয়া) একজন বিখ্যাত ভীল-দস্যু। মধ্য-প্রদেশে নিমার জেলার অন্তর্গত ঘাটকেরির নিকটবর্ত্তী বিরদা নামে এক গ্রাম আছে, এই স্থানে হিন্দু ভীলদিগের মধ্যে কএক ঘর গোপের বাস। এই বংশে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কৃষিজীবী ভাওসিংহের ঔরসে তাঁতিয়া জন্ম গ্রহণ করে।

তাহার বাল্যাবস্থায় মাতৃবিয়োগ হয়। বিদ্যাশিক্ষার অসদ্ভাব হেতু জ্ঞান মার্জ্জিত হইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার অনেক সৎগুণ, অসাধারণ বুদ্ধি ও ন্যায়পরতা ছিল।

বাল্যকাল হইতেই তাঁতিয়া অস্ত্র শস্ত্রের সহিত ক্রীড়া করিতে ভালবাসিত। তাহার শারীরিক সামর্থ্যও মন্দ ছিল না। একদিন একটা মহিষ ক্ষিপ্ত অবস্থায় গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু গ্রামস্থ সকলে তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারে নাই, কিন্তু তান্তিয়া অবলীলাক্রমে তাহার শৃঙ্গদ্বয় এরূপ জোর করিয়া নোয়াইয়া ধরে, যে ঐ মহিষ আর মস্তক তুলিতে পারে নাই এবং গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়।

সেই হইতেই তাঁতিয়ার পরাক্রম সকলে অবগত হইতে লাগিল। যে গ্রামে ভাওসিং বাস করিত, সেইখানে তাহার কোন সম্পত্তি ছিল না।

গ্রামের কিছুদূরে পোখার নামক এক গ্রামে তাহাদের কিছু জমী ছিল। শিব পেটেল নামক ঐ গ্রামের এক ব্যক্তির সহিত তাহারা একত্র চাস করিত। তাঁতিয়ার ৩০ বৎসর বয়ক্রমের সময় তাহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যু হইলে শিব পেটেল তাহাকে ঐ জমী হইতে দূর করিয়া দেয়। সে শিব পেটেলের নামে আদালতে নালিশ করে, কিন্তু অর্থাভাবে সে মোকদ্দমায় তাঁতিয়ার হার হইল।

তান্তিয়া মোকদ্দমায় হারিয়া শিব পেটেলকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দেয়। এই অন্যায় অত্যাচারে তাহার একবৎসর কারাদণ্ড হয়।

এই তাহার প্রথম কারাগার দর্শন। নাগপুর সেণ্ট্রল জেলে অতিকষ্টে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইল।

তান্তিয়া জেল হইতে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু এইস্থানে বাস করিতে করিতে কতকগুলি লোকের ষড়যন্ত্রে পুনরায় তাহার তিনমাস জেল হয়।

জেল হইতে খালাস পাইলে এবার আর ইংরাজ রাজত্বের মধ্যে বাস না করিয়া হোল্‌কর রাজত্বের ভিতরে সেওয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিল।

এই সময় পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ষড়যন্ত্রকারীদিগের ষড়যন্ত্রে তান্তিয়া পুনর্ব্বার পতিত হইল। এই ষড়যন্ত্র ও জেলের কঠোর ব্যবহারই তান্তিয়ার ডাকাইত হইবার একটী প্রধান কারণ। তান্তিয়া ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক এক স্থান হইতে অন্যস্থানে এক জঙ্গল হইতে অন্য জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিল, এই সময় জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে অল্প অল্প চুরি ও ডাকাইতি করিতে হইত।

খড়োজাগ্রামে বিজনিয়া নামে তাহার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল,—তান্তিয়া তাহার নিকট হইতে ষড়যন্ত্রের অনেক সন্ধান পাইত। তান্তিয়া পুনরায় হিম্মত পেটেল প্রভৃতি কএকটী লোকের ষড়যন্ত্রে পুলিশ কর্ত্তৃক পুনরায় ধরা পড়িল।

তাহার সঙ্গে বিজনিয়া ও দৌলিয়া এই দুই জন ধৃত হয়। এই হাজতে তান্তিয়ার অনুচর ভীল কএদী ১০-জন ছিল,—তাহারা হাজত ঘরে সিঁদ কাটিয়া বহির্গত হইয়া জেলের প্রহরীদিগকে বলিয়া প্রস্থান করিল।

তান্তিয়া স্বদলবলে জেল হইতে আসিয়া ৬ ঘণ্টা অনবরত চলিয়া ৩০ ক্রোশ আসিয়া সকলে নিরাপদ হইল এবং গলার লৌহনির্ম্মিত হাসলী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যে সকল লোক তান্তিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তান্তিয়া এইবার সময় পাইয়া তাহাদিগের প্রত্যেককেই উপযুক্ত শাস্তি দিতে লাগিল। এইরূপে তান্তিয়া কৃপণের ধন লুট করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করিত, যে অন্নাভাবে খাইতে পাইতেছে না, তান্তিয়া তাহাকে প্রভূত অর্থ-প্রদান করিত। যে কৃপণ, বা দুর্দ্দান্ত, তান্তিয়া তাহার পক্ষে যমস্বরূপ।

যে যে লোক তান্তিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং তাহাকে পুলিশে ধরাইয়া দিবার জন্য চেষ্টিত ছিল, তান্তিয়া তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষরূপে দণ্ড প্রদান করিল। তাহাদের ঘর দ্বার পোড়াইয়া দিল, অর্থ সকল লুট করিয়া দরিদ্রদিগকে প্রদান করিল। পুলিশ ইহাকে ধরিবার জন্য কত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পুলিশের সকল চেষ্টাই নিস্ফল হইতে লাগিল। পুলিশ শত শত চেষ্টাতেও যখন তান্তিয়াকে ধরিতে পারিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া হোলকর রাজের সাহায্য প্রার্থনা করিল। হোলকর-রাজও বৃটীশ পুলিশের সহিত এক মত হইয়া তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

তান্তিয়াকে ধরিবার জন্য পুলিশ যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, তান্তিয়াকে ধরা ততই তাহাদের পক্ষে কঠিন হইতে লাগিল। এখন ভীলগণই যে তান্তিয়ার দলভুক্ত তাহা নহে, কোরকু ও বুনজারাদিগের মধ্য হইতে অনেকেই আসিয়া তাহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল।

তান্তিয়াকে ধরিতে না পারার প্রধান কারণ, তান্তিয়া দরিদ্রের পিতা, বিপন্নের একমাত্র আশ্রয় দাতা। তান্তিয়া যে গ্রামে লুট করিত, সেই গ্রামের দরিদ্র প্রভৃতি লোকদিগকে সর্ব্ব সাক্ষাতে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিত।

বালক, ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীলোক তান্তিয়ার নিকট বিশেষ রূপে দোষী হইলেও সে কোনরূপ অনিষ্ট করিত না।

যে সকলগুণে তান্তিয়া সেই প্রদেশীয় দরিদ্র প্রজামণ্ডলীর নিকট বিশেষ সমাদৃত ছিল, ডাকাইত হইবার পরে তান্তিয়া তাহা শিক্ষা করে নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহার এই গুণ সকল তাহার হৃদয়পটে অঙ্কিত ছিল।

তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত গবর্মেণ্টের রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল, হোলকর মহারাজের অনেক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও সুদক্ষ পুলিশ কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তান্তিয়া এইরূপে কখন ইংরাজ রাজত্বে কখন বা হোলকর রাজ্যে এইরূপে দুষ্টদিগকে দমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। '

ইতি মধ্যে তান্তিয়ার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ দৌলিয়া ধৃত হইয়া চির নির্ব্বাসিত হইল। তান্তিয়া অনেকগুলি ডাকাইতি করিয়া কি জানি কি ভাবিয়া কিছুদিন সাম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

তান্তিয়া ৫ বৎসরে যতগুলি ডাকাইতি করিয়াছে, তাহার বর্ণনা অসম্ভব। তাহা দ্বারা যথাক্রমে বড় বড় ৪০০ শত প্রসিদ্ধ ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। কখন পুলিশের সম্মুখে কখন বা পুলিশকে প্রতারিত করিয়া এই সকল ডাকাইতি ঘটে। তৎকালে তান্তিয়া কতকগুলি পুলিশ কর্ম্মচারীর নাক কাটিয়া দিয়াছিল। এখন তান্তিয়ার বয়স ৪৫ বৎসর,

এইরূপ অসময়ে বহু পরিশ্রম, শারীরিক অনেক অত্যাচার প্রভৃতিতে তাহার শরীর কিছু দুর্ব্বল হইল এবং ক্রমাগত ১১ বৎসর পর্য্যন্ত পুলিশ, পল্টন, মালগুজার প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া সহস্র সহস্র গৃহ দাহ করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এখন দস্যুপতি এই সকল পরিত্যাগ করিয়া গবর্মেণ্টের নিকট ক্ষমা পাইবার উপায় সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিল। এই নিমিত্ত পরিশেষে সে অনেকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। তাহার পক্ষ হইয়া গবর্মেণ্টকে দুইটী কথা বলিবার নিমিত্ত অনেককে অর্থপ্রদানও করা হইল।

পূর্ব্বে ইহার এতদূর সাহস ও পরাক্রম ছিল যে, যখন যে কোন দরিদ্র ব্যক্তির অন্নকষ্ট নিবারণের ইচ্ছা হইত অথচ সহজে কোনস্থান হইতে দ্রব্যসংগ্রহের উপায় দেখিত না, তখন চল্‌তি রেলগাড়ীতে অবলীলাক্রমে উঠিয়া পড়িত, জোর করিয়া মালগাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিত। এইরূপে মধ্যে মধ্যে জি, আই, পি, রেল-গাড়ীতে উঠিয়া চাউল, গম প্রভৃতি বস্তা বস্তা আহারীয় দ্রব্য সকল নীচে ফেলিয়া দিত এবং পরে সেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সেই দ্রব্য দ্বারা দরিদ্রদিগের অভাব মোচন করিত। এখন তাহার সেই বল হ্রাস হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গিয়াছে, সে তেজ সে উদ্যম আর কিছুই নাই।

তান্তিয়া মেজর ঈশ্বরীপ্রসাদ সি আই ই,র সহিত ইং-রাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত বন্দুক্ত করিল। ঈশ্বরীপ্রসাদ একদিন তান্তিয়াকে নিমন্ত্রণ করেন। তান্তিয়া ইহার আলয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলে ইহারই ষড়যন্ত্রে তান্তিয়া পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল। তান্তিয়ার অনুচর-বর্গ এই সংবাদে পুলিশের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।"

তান্তিয়া ধৃত হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজ গব-র্মেণ্টের আর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। পুলিশ কর্ম্ম-চারী মাত্রই তাহাদিগের কষ্টের লাঘব হইল, ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ তান্তিয়াকে বিচারার্থ ইংরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি প্রকৃত তান্তিয়া কিনা। কিন্তু শেষে অনেক প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল, এ-ই প্রকৃত তান্তিয়াভীল।

এইবার তান্তিয়ার বিচার আরম্ভ হইল, তান্তিয়ার বিরুদ্ধে রাশি রাশি অভিযোগ উপস্থিত হইল। তান্তিয়ার বিচার দিন আদালত লোকে লোকারণ্য হইল। তান্তিয়াকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তান্তিয়া তাহার সকলই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তান্তিয়ার ফাঁসির হুকুম হইল। দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া জব্বলপুরের জেলের ভিতর নীত হইল। অনেক লোক তান্তিয়ার জন্য কাঁদিতে লাগিল। তান্তিয়া রাজদণ্ডে জন্মের মতন ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

তান্তুবায়ি (পুংস্ত্রী) তন্তুবায়স্ত অপত্যং তন্তুবায়-ইঞ্‌। তন্তু-বায়ের অপত্য।

তান্তুবায্য (পুং স্ত্রী) তন্তুবায়স্ত অপত্যং তন্তুবায়-ণ্য (সেনান্ত-লক্ষণকারিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১৫২) তন্তুবায়ের অপত্য।

তান্ত্র (ক্লী) ১ তন্ত্রবিশিষ্ট, তারযুক্ত। ২ তন্ত্রশাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

তান্ত্রিক (ত্রি) তন্ত্রং সিদ্ধান্তমধীতে বেদ বা তন্ত্র-উক্‌থাদিত্বাৎ ঠক্‌। ১ জ্ঞাতসিদ্ধান্ত। ২ শাস্ত্রাভিজ্ঞ। ৩ তন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা। ৪ তন্ত্রসম্বন্ধীয় বা শাস্ত্রসম্বন্ধীয়। ৫ সন্নিপাত রোগবিশেষ, যে সন্নিপাতে অত্যন্ত তন্দ্রা, ততোধিক পিপাসা, অতীসার, অতিশয় শ্বাস, কাস, গাত্রবেদনা, শরীর অতিশয় উষ্ণ, গল-দেশে শোথ, নাসিকার অগ্রভাগ শীতল, জিহ্বা অত্যন্ত কৃষ্ণ-বর্ণ, ক্লান্তিবোধ, শ্রবণশক্তির হ্রাস ও দাহ জন্মে, তাহাকে তান্ত্রিক সন্নিপাত বলে। * (বৈদ্যক)। ৬ তন্তুসম্বন্ধীয়।

তান্ত্রিকী (স্ত্রী) তান্ত্রিক-ঙীপ্‌। ১ তন্ত্রসম্বন্ধীয়া। শ্রুতিপ্রমা-ণকধর্ম্ম দুইপ্রকার, বৈদিক ও তান্ত্রিক। [তন্ত্র দেখ।]

তান্দন (পুং) বায়ু, পবন।

তান্দুর (ক্লী) তন্দুরেণ পাকযন্ত্রভেদেন নির্ব্বৃত্তং অণ্‌। তন্দুর-পক্বমাংসভেদ, অঙ্গারপূর্ণগর্ত্তে অলগ্ন অবলম্বিত সংস্কৃত মাংস আচ্ছাদন করিয়া তন্দুর যন্ত্রদ্বারা (পাকযন্ত্রভেদ) পাক করিলে তান্দুর মাংস হয়।

"অঙ্গারপূর্ণে গর্ত্তে যদলগ্নমবলম্বিতং।
সংস্কৃতং পিহিতং মাংসং পক্বং তান্দুরমুচ্যতে॥" (শব্দার্থচি°)

এইমাংস রুচিকর, বল্য ও পথ্য। [মাংস দেখ।]

তান্ব (পুং) তন্বাঃ প্রাণাধিষ্ঠিতত্বাৎ প্রাণবত্যা অয়ং অঞ্‌ সংজ্ঞাপূর্ব্বকবিধেরনিত্যত্বাৎ বেদে ন গুণঃ। ১ তনুজ, পুত্র। তন্বুনামকস্য ঋষেরপত্যং অঞ্‌। ২ ঋষিভেদ, তন্বুনামক ঋষির অপত্য। "সপ্তোদিদিষ্ট তান্বঃ" (ঋক্‌ ১০।৯৪।১৫) 'তান্বঃ নামর্ষিঃ' (সায়ণ) তনু দশা পবিত্রবস্ত্রং তস্যেদং অণ্‌। ৩ দশাপবিত্র বস্ত্রসম্বন্ধী। স্বার্থে অণ্‌। ৪ দশাবস্ত্র।

* "শ্রান্তিতন্দ্রাজ্বরঃ শ্বাস কাসস্তাপোঽতিসারকঃ।
স্থূলকণ্ঠঃ সিতাস্যাস্যা জিহ্বাকণ্ঠে চ কূজতি।
শ্রুতিরুদ্ধা চেতি বিদ্যাৎ তান্ত্রিকে সন্নিপাতিকে।" (বৈদ্যক)

"গৃভ্ণাতিরিপ্রমবিরন্ত তাম্বা"। (ঋক্ ৯।৭৮) 'তাম্বা স্বকীয়েন বস্ত্রেণ'। (সায়ণ)

তাম্রঙ্গ (পুং) তম্বঙ্গের অপত্য।

তাপ (পুং) তপ-ঘঞ্। ১ ক্লেশজনক উষ্ণাদি স্পর্শ জন্য সন্তাপ। ২ কৃচ্ছ্র। ৩ উষ্ণতা। ৪ যাতনা, মনঃপীড়া। ৫ জ্বর। ৬ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ। [দুঃখ দেখ।]

তাপ (Heat) প্রকৃতিকার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষ উপযোগী।

ইহা দ্বারা বাত্যা প্রভৃতি কত শত আশ্চর্য্য ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হইতেছে। ইহা না হইলে রসায়নশাস্ত্র বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা আলোচনা করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ পদার্থগণের সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, অবস্থান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্রিয়ার তাপ একটী প্রধানতম সাধক।

অধিক কি, এমন কোন রাসায়নিক ক্রিয়াই নাই যাহাতে তাপের বিনিয়োগ উদ্ভব বা বিলয়ন হয় না। ইহার মূলতত্ত্ব ও যথাযোগ্য বিনিয়োগ প্রণালী অবগত হইতে পারিলে সংসারে কত শত অদ্ভুত ও মহোপকারক কার্য্য সংসাধন করিতে পারা যায়! বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয়যান ও তাপমান যন্ত্র প্রভৃতিই ইহার নিদর্শন। কি প্রাণিরাজ্যে, কি জড়রাজ্যে তাপের মহোপাদেয়তা সর্ব্বত্র বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

তাপ না থাকিলে প্রাণী বা উদ্ভিজ্জগণের জন্ম, পরিবর্দ্ধন বা পচন কিছুই হইত না। তাপবিশেষ উপকারী, কিন্তু তাহার লক্ষণ কি? তাপ অদৃশ্য। প্রদীপ জ্বলিতেছে, দেখিয়া কিছু বলা যায় না, যে সে উত্তপ্ত। ইহা ভারবিহীন; কোন বস্তুর শীতকালেও যতটুকু ভার, গ্রীষ্মকালেও ততটুকু ভার থাকে। তাপনিবন্ধন ভারের কিছুই বৈলক্ষণ্য হয় না। অথচ তাহার সত্তার উপলব্ধি হইতেছে। সে সত্ত্বা স্পর্শগ্রাহ্য ও প্রক্রমানুমেয়। তাপ কোন বস্তুতে উপসংক্রামিত হয়, বস্তু তাহা শোষণ করে এবং তখন অবস্থান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। তখন তাপের প্রক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তখনই বিস্তারণ, তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়।

তাপ সকল পদার্থেই বর্ত্তমান থাকে। তবে অল্প আর অধিক। তুষারপিণ্ড যে এত শীতল, ইহাতেও তাপ আছে। কারণ তাপমান-যন্ত্রদ্বারা ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে, শীতপ্রধান দেশে তুষার গ্রীষ্মকালে যত শীতল থাকে, শীতকালে তাহা অপেক্ষা অধিক শীতল হইয়া যায়।

তাপের গতি সরলরেখায় এবং আলোকের ন্যায় ইহা বস্বন্তরে প্রতিফলিত বা সংক্রামিত হয়। কোন কোন বস্তু ইহাকে আত্মসাৎ বা শোষিত করে। কোন কোন বস্তু দ্বারা প্রতিফলিত হয়। কোন কোন বস্তুদ্বারা পরিচালিত, প্রসারিত ও বিকীরিত হয়। সকল স্থলে তাপ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ও পরিমেয়। কোন কোন বস্তু তাপকে শোষিত করে, কিন্তু সে বস্তু উত্তপ্ত হয় না, কিম্বা হইয়াছে, এমন দেখা যায় না। এখানে তাপ গূঢ়, অনিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বা অনুমিতি-গ্রাহ্য।

সুতরাং তাপ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষগ্রাহ্য (sensible) ও অনুমিতিগ্রাহ্য (latent)।

কিন্তু তাপের লক্ষণ কি? যাহা কোন বস্তুতে থাকিলে সেই বস্তু উষ্ণ বোধ হয়, তাহার নাম তাপ।

এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পার, যখন গূঢ়ভাবে কোন বস্তুতে থাকে, তখন কি সে তাপ তাপ পদবাচ্য হইবে না? হইবে, কারণ সেখানে পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হইয়াছে এবং পরেও তাহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং সে অবস্থায় দৃষ্ট না হইলেও অনুমান করা যাইতে পারে, যে তাপ সেখানে বর্ত্তমান।

কোন এক বর্ত্তুল উপরে ফেলিয়া দিলাম, তাহা না পড়িয়া কোন এক ছাতে বা অন্য কোন উচ্চ ভূমিতে গিয়া রহিল, তাহার পতন সেই আধার সংযোগে নিবারিত হইল। তখন কি বলিব যে তাহার পতনশক্তি নষ্ট হইল না, কারণ সেই আধার শূন্য করিলে সেই বর্ত্তুল অমনি ভূমিতে পতিত হইয়া যাইবে। ক্ষণকালমাত্র সেই আধার ভূমি উক্ত বর্ত্তুলের পতনশক্তির প্রতিরোধ করিয়াছিল। তুল্য বল বিরোধিতা-নিবন্ধন সে শক্তি তখন প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই. সেইরূপ তাপও সময়ে গূঢ়ভাবে থাকে, বস্তু উষ্ণ হইয়াছে, এমন বোধ হয় না, অর্থাৎ তাপের কোন কার্য্যই সেখানে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অবস্থান্তরে বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহা একে একে বাহুল্যরূপে বলা যাইতেছে।

তাপের প্রকৃতি (Nature of heat) কি?

অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এ বিষয়ে নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সকলের মধ্যে একটীও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু এটা স্থির তাপ, আলোক এবং তাড়িত এ তিনই এক পদার্থ। একই প্রকৃতির রূপান্তর মাত্র।

এই তিনের উপাদানীভূত পদার্থ ইথর (Ether), ইহা অণু সকলের পরস্পর অবান্তর প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিতেন, যাহার উষ্ণ স্পর্শ আছে, তাহার নাম তেজ। পূর্ব্বতন য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ

ইহাকে একপ্রকার অতি সূক্ষ্মপদার্থ বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু নব্যেরা বলেন, তাপ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।

তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন, জড়াত্মক অণুসমূহের কম্পনই তাপ। তাঁহাদের মতে জড় পদার্থের পরমাণু সকল ইথর বা আকাশ নামক যে একপ্রকার বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম পদার্থে পরিবেষ্টিত তাহারই আন্দোলনে জড়দ্রব্যের অণু সকল আন্দোলিত হইলে তাপ উৎপন্ন হয়।

যাহা হউক তাপের প্রকৃতি বিষয়ে এই দুইটী প্রধানতমমত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে শেষোক্তটীই সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে।

১ম। তাপ একটী সূক্ষ্মতম অদৃশ্য তরল পদার্থ ইথর (Ether)। ইহা সকল স্থলে এবং সকল বস্তুর সহযোগে অবস্থান করিতে এবং প্রয়োজন বশতঃ আবার সেই সকল হইতে পৃথক্‌ভূত হইতে সমর্থ। এইরূপ সহযোগে এবং বিচ্ছেদে প্রসারণ, গলন প্রভৃতি তাপের ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে।

২য়। তাপ অণু সকলের কম্পন জাত। যখন কোন বস্তুর অণু সকল কম্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে স্পর্শ করিলে সেই কম্পন আমাদের স্নায়ুতে আসিয়া আঘাত করে এবং তাহাতেই আমাদের উষ্ণ স্পর্শানুভব হয়। আরও সেই কম্পন যে শুদ্ধ অণুসকলেই অবস্থান করে, এমন নহে। সেই অণু সকলের অবান্তর প্রদেশস্থিত ইথরের মধ্যেও বর্ত্তমান থাকে। এই শেষোক্ত মতই এখন বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ এই সংসারে যত কিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, প্রকৃত ধরিতে গেলে সকলই অনবচ্ছিন্ন গতিশীল।

বস্তুতঃ প্রকৃত স্থিতি কাহারও নাই, স্থিতিশীল এরূপ কাহাকেও বলিতে পারা যায় নাই। তবে সেই গতি কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষ হয় এবং কোন কোন স্থলে বা অনুমিত হয়। সেই গতি আবার বলের অন্যরূপ মাত্র। সেই বল আবার আত্মগত বা অন্যলভ্য হইতে পারে। যাহা হউক সেই গতি বা বল হইতে তাপ জন্মে। পদার্থে পদার্থে সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি হয়। যে সকল অণুর সংযোগে সেই সেই পদার্থ জন্মিয়াছে, তাহাদের চলনে বা পরস্পর সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি। বস্তুতে আঘাত করিলে বস্তু উষ্ণ বোধ হয়, সুতরাং যত অধিক বলপ্রয়োগ করা যাইবে, তত অধিক তাপ জন্মিবে। বাষ্পীয় শকট বা বাষ্পীয়যানের বাষ্প ইহার নিদর্শন স্বরূপ। যখন সেই তাপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন তাহাকে আবার কোনরূপ গতি সমুৎপাদনে প্রবৃত্ত করা যায়, তখন তাপ আবার তিরোহিত হয়।

তাপের উৎপত্তি-স্থান (Sources of heat)। এখন তাপের উৎপত্তি-স্থানের বিষয় বিবৃত হইতেছে। যতগুলি তাপপ্রভব পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে সূর্য্য একটী প্রধানতম। সূর্য্যের তাপ পৃথিবীতে পড়ে এবং তাপের সমুদায় কার্য্য সেখানে দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মকালে অধিক তাপ অনুভূত হয়, সেই সময়ে উদ্ভিজ্জগণের পরিবর্দ্ধনাদি তাপের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। তাপ পৃথিবীতে পতিত হইয়া পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে, পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ উত্তপ্ত হয়। কিন্তু তাহা পৃথিবীর অভ্যন্তরে হাত কএক মাত্র প্রবেশ করে বলিয়া অনেকে গ্রীষ্মকালে মাটির ভিতর ঘর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। রেলগাড়ীর রাস্তায় রেলের যেখানে পরস্পর সংযোগ, সে স্থলে গ্রীষ্মকালে অধিক তাপের সময় পরিসরণ হইবে বলিয়া একটু একটু ফাঁক করিয়া রাখা হয়। এই সময়ে নানাবিধ ফল পরিপক্ব হয়। এই সময় তাপের আধিক্য হয় বলিয়া পরিশোষণ ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। খাল, বিল প্রভৃতি শুকাইয়া যায়।

সূর্য্যব্যতীত সংঘর্ষণ (friction), পেষণ, সংঘট্টন (percussion), রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি ইহারাও তাপপ্রভব। তাড়িত ও দহন ইহারা উক্ত রাসায়ণিক ক্রিয়ার অন্যপরিণতি মাত্র। ঐ সকল হইতেও তাপের উৎপত্তি হয়।

সংঘর্ষণ। বস্তুতে বস্তুতে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি হয়। কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি হয়। হাতে হাতে ঘর্ষণ করিলে হাত উত্তপ্ত হয়। কাচের শিশির ছিপি বদ্ধ হইয়া গেলে রজ্জুদ্বারা শিশির গলায় ঘর্ষণ করিলে সে স্থান উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়, সুতরাং ছিপি খুলিয়া যায়। বরফে বরফে ঘর্ষণ করিলে বরফ গলিয়া যায়।

ডেভি সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, রেলের উপর কলের গাড়ীর চাকার ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে। পাছে ঘর্ষণে তাপ জন্মে; এই জন্যই কলের গাড়ীতে চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ জন্যই কলের সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথাযোগ্যরূপে বিনিযোজিত হইয়া থাকে।

সংঘট্টন। সংঘর্ষণ এবং পেষণ এই উভয়ের একত্র সংঘট্টন। চকমকির পাথরে চকমকি দিয়া অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে। কর্ম্মকারেরা হাতুড়ি দিয়া লৌহ পিটিবার সময় লৌহ উত্তপ্ত হয়।

রাসায়নিক ক্রিয়া। বস্তুতে বস্তুতে মিলিত হইলে যে নূতন প্রকার বস্তুর সৃষ্টি করে, তাহাকে রাসায়নিক ক্রিয়া বলা যায়। অনেক সময়ে ইহাতে অগ্ন্যুৎপাত হয়। যদিও সময়ে সময়ে ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয় না। চুণে জল দিলে, জলে

গন্ধক দ্রাবক দিলে তাপ উদ্গত হয়। জলে পটাশ দিলে জ্বলিয়া উঠে। প্রদীপ জ্বলা প্রভৃতিও রাসায়নিক ক্রিয়ার উদাহরণ স্থল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাপ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ও গূঢ় বা অনুমিতিগ্রাহ্য। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য তাপ প্রায়ই স্পর্শশক্তি দ্বারা অনুভূত হয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে স্পর্শবোধ আমাদের একপ্রকার তাপমানযন্ত্র। যখন আমরা কোন উষ্ণ বস্তু স্পর্শ করি, তখন আমাদের উষ্ণ-স্পর্শানুভব হয়, তেমনি যখন আমরা কোন এক তুষারপিণ্ডে হাত দিই, তখন আমাদের শীতল স্পর্শানুভব হয়। কিন্তু উহা কত শীত বা উষ্ণ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারি না। নির্দ্দেশ না করিতে পারিলেও তাপের বৈলক্ষণ্য ও হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি কিছুই স্থির করিতে পারি না। এই জন্যই তাপমানযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইন্দ্রিয় দ্বারা সামান্যতঃ যাহা কিছু স্থির করা যায়, তাহা প্রকৃত হইবার সম্ভব নাই। কেননা যদি কোন গৃহস্থের তিনটী পদার্থ থাকে, একটী ধাতুর, একটী কাষ্ঠের আর এক খানি বস্ত্র, এখন তাহাদের প্রত্যেক-কেই যদি ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে আমাদের তিনটী বিভিন্ন প্রকার স্পর্শানুভব হয়। যদি গৃহস্থিত বায়ু উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে বস্ত্রখানি উষ্ণ, কাষ্ঠ উষ্ণতর এবং ধাতুর পদার্থটী উষ্ণতম বোধ হয়, কিন্তু সেই বায়ু শীতল থাকিলে তদ্বৈপরীত্য ঘটিবে অর্থাৎ ধাতব পদার্থটী শীতলতম, কাষ্ঠ শীতলতর এবং বস্ত্রখানি শীতল বোধ হইবে। বস্তুতঃ আমাদের স্পর্শশক্তি বিলক্ষণ অনিশ্চিত।

কোন এক পথিক কোন এক পর্ব্বত হইতে নামিতেছেন, আর একজন সেই পর্ব্বতে উঠিতেছে, যিনি নামিতেছেন, তিনি যতই নামেন, ততই উষ্ণ বোধ করেন, আর যিনি উঠিতেছেন, তিনি কেবলই শীত অনুভব করিতেছে, এ দুই জনের মধ্যে কেহই উষ্ণত্বের বা শীতলত্বের হ্রাস বৃদ্ধি বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। এমন কি কখন কখন গ্রীষ্মকালেও এক এক দিন শীতানুভব হয়, এবং শীত-কালেও সময়ে সময়ে উষ্ণ বোধ হয়। এই সকল বৈলক্ষণ্য সূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারণ করিতে গেলে স্পর্শশক্তির উপর কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না। কেহ কেহ তাপকে একটী সূক্ষ্ম তরল পদার্থ বলিয়া বর্ণন করেন, কিন্তু ইহাকে তরল পদার্থের ন্যায় সের হিসাবে ওজন করিতে পারা যায় না। ফলতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাপকে কোনরূপেই মাপিতে পারা যায় না, কিন্তু আমরা পদার্থোপরি তাপের নানাবিধ প্রথমে পরিমাণ করিয়া তাপের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই। [তাপমান দেখ।]

উষ্ণতা ও শৈত্য।—উষ্ণতা ও শৈত্যে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। এক বস্তুর সহিত তুলনায় যাহাকে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়, অন্য আর এক বস্তুর সহিত তুলনায় তাহা-কেই আবার শীতল বলিয়া জ্ঞান হয়। এক হস্ত অত্যুষ্ণ জলে ও অন্য হস্ত অত্যন্ত হিম জলে নিমগ্ন করিয়া পরে যদি উভয় হস্তই নাতি শীতোষ্ণজলে নিমজ্জিত করা যায়, তাহা হইলে যে হস্ত উষ্ণ জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্বারা শৈত্যের, আর যে হস্ত হিমজলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্বারা উষ্ণতার অনুভব হয়।

তাপ নিবন্ধন জড় বস্তুর প্রসারণ। তাপ নিবন্ধন জড় দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পরকে দূরীভূত করে। এই নিমিত্ত তাপসমাগমে দ্রব্যাদি প্রসারিত হয়। উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য অপেক্ষা তরল এবং তরল দ্রব্য অপেক্ষা বায়বীয় দ্রব্য সকল অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তৃত হয়। তাদৃশ উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য দ্রব ও দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইয়া যায়, কঠিন দ্রব্য সকল উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয়। এই নিমিত্ত রেলের রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে রেলগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফাঁক রাখিতে হয়।

যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কোন শীতল লৌহদণ্ড যে ছিদ্র মধ্যে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু উত্তপ্ত হইলে আর তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। যে সকল কঠিন পদার্থ তাপ সমাগমে বিশ্লিষ্ট না হয়, তাহাদিগকে উত্তপ্ত করিলে ক্রমে ক্রমে কোমল হইয়া আইসে, এবং অবশেষে তরল হইয়া যায়। কঠিন দ্রব্যের ন্যায় দ্রব দ্রব্য সকলও উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয়।

এই নিমিত্ত জলপূর্ণ পাত্রে তাপ দিলে তাহা হইতে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। বায়বীয় বস্তু সকল তাপ পাইলে বিলক্ষণ প্রসারিত হয়। যদি কোন বায়ুপূর্ণ চর্ম্মমশকের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা অমনি স্ফীত হইয়া উঠে।

সমান তাপ প্রাপ্ত হইলেও সকল প্রকার কঠিন ও তরল দ্রব্য সমান পরিমাণে প্রসারিত হয় না, কিন্তু যাবতীয় বায়বীয় বস্তুই সমান তাপ প্রাপ্ত হইলে প্রায় সমান পরিমাণে বিস্তৃত হয়।

তাপের ফল। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঘন, তরল বা বাষ্পীয় সকল পদার্থই তাপে প্রসারিত ও শৈত্যে সঙ্কোচিত হয়। এই প্রসরণ ঘন পদার্থে অল্প, তরল পদার্থে অপেক্ষাকৃত অধিক ও বাষ্পীয় পদার্থে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষিত হয়। অর্থাৎ পদার্থের অণু সকল যত

শিথিলবদ্ধ হইবে, প্রসরণও তত অধিক লক্ষিত হইবে। সকল বস্তু এক তাপক্রমে একরূপ প্রসারিত হয় না।

ঘন পদার্থের প্রসরণ এত অল্প, যে আমরা তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারি না। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে পরিমাণ করিলেই জানিতে পারা যায়।

লোহার বেড় উত্তপ্ত না করিলে চাকায় পরান যায় না। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, উত্তাপে উহার আয়তনের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সে বৃদ্ধি এত অল্প যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিরও অগোচর। কাচ সহসা উত্তপ্ত বা শীতল হইলে ফাটিয়া যায়। কারণ কাচ অপরিচালক। তাহার সকল ভাগে সমভাবে তাপ ঝটিতি পরিচালিত হয় না।

সুতরাং যে স্থলের তাপ অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া পড়ে, সেইস্থল একটু অধিক প্রসারিত হইতে চেষ্টা করে। এইরূপে অসম প্রসরণ বলেই সেই কাচ ফাটিয়া উঠে। কোন বস্তু অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া শীতল হইবার সময় তাহার সঙ্কোচনে যে বল উৎপাদিত হয়, তাহা অত্যন্ত অধিক। একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে।

পারি নগরে কোন একটী বাটীর ভিত্তি ফাটিয়া বাহিরের দিকে ফুলিয়া উঠিয়াছিল, লৌহদণ্ড দিয়া সেই বাটী বেষ্টিত করা হয়, পরে ঐ লৌহদণ্ড সকল উত্তপ্ত করিয়া যথেষ্ট উত্তপ্ত হইলে ঐ দণ্ডগুলি স্ক্রুপ্ দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। ঐ দণ্ডগুলি যখন ক্রমে শীতল হইয়া সঙ্কোচিত হইতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে ভিত্তিও সঙ্কোচিত হইয়া গেল।

তরল পদার্থের প্রসরণ আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইহা দুই প্রকার যথার্থ (real) এবং প্রত্যক্ষ (apparent)। একটী তাপক্রম যন্ত্রের বর্ত্তুলাকার ভাগে তাপ দাও পারদ নলে উঠিতে থাকিবে। যতটুকু উঠিতে দেখিবে, সেইটুকু তাহার প্রত্যক্ষ প্রসরণ। কারণ তাপে পারদ যেমন প্রসারিত হইল, বর্ত্তুলাকার ভাগটীও ঈষৎ প্রসারিত হইল। সুতরাং বর্ত্তুলাকার ভাগে এখন পারদকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান পূর্ণ করিতে হইল, কিন্তু উহা যদি পূর্ব্বাবস্থা থাকিত, তাহা হইলে পারদ নলের আরও উপরিভাগে উঠিত এবং সেইটীই পারদের যথার্থ (real) প্রসরণ হইত। এইরূপ তরল পদার্থ যে পাত্রেই থাকুক না কেন, তাপে তরল পদার্থের সহিত সে পাত্রেরও কিছু প্রসরণ হয়। সুতরাং তরল পদার্থের প্রসরণে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ প্রসরণই দেখিতে পাই।

তরল পদার্থের প্রসরণ সকল পদার্থের প্রসরণ অপেক্ষা অল্প নিয়মানুযায়ী এবং তাপক্রম যতই বাষ্পীভাব বিন্দুর সমীপবর্ত্তী হয়, ততই ইহার নিয়মের ব্যতিক্রম বাড়িতে থাকে।

ঘন ও তরল উভয় পদার্থের মধ্যেই কতকগুলিতে প্রসরণ-নিয়মের বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। গন্ধক ও কোন কোন মিশ্রধাতু গলাইলে ঘণীভূত হইবার সময় সঙ্কোচিত না হইয়া প্রসারিত হইয়া থাকে। যে ধাতুতে ছাপিবার অক্ষর প্রস্তুত হয়, ছাঁচে ঢালার পর শীতল হইবার সময় তাহা অল্প প্রসারিত হইয়া অক্ষরের অগ্রভাগ সুস্পষ্ট রূপে বিভিন্ন করে।

তাপের অংশ সকল লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে এক একটী ক্ষুদ্র শূন্য দিতে হয় এবং শতাংশিক ফারেনহীট্ কি রিওমার যে প্রণালীর অংশ তাহার নামের আদ্যক্ষর লিখিত হয়। যথা ২৭° শ, ৬০° ফা ১২° রি, অর্থাৎ শতাংশিকের ২৭, ফারেণহীটের ৬০, রিওমারের ১২ অংশ। শূন্যের নিম্নস্থ কোন অংশ লিখিতে হইলে ঋণ চিহ্ন দিতে হয়। যথা ১৫° শ অর্থাৎ শতাংশিক তাপমানের শূন্যের ১৫ অংশ নিম্নে।

তরল পদার্থের মধ্যে জলই ইহার উদাহরণ স্থল। শতাংশিক তাপক্রমের ৮° অংশ পর্য্যন্ত জল শৈত্যে সঙ্কোচিত হয়। কিন্তু জলের তাপক্রম ইহার নীচে যতই কমিতে থাকে, জল তত প্রসারিত হইবে। কারণ ৪°শে জল গাঢ়তম অর্থাৎ সঙ্কোচনের চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাকে উত্তপ্ত বা শীতল কর, ইহা প্রসারিত হইবে। জলের এই বৈপরীত্য না থাকিলে শীতপ্রধান দেশে শীতকালে যে সকল হ্রদ, নদ, নদী প্রভৃতি তুষারাবৃত থাকে, সেই সকলের তলস্থ জল বরফ না হইয়া উপরস্থিত জল বরফ হওয়া অসম্ভব হইত। তলস্থ জল বরফ হইলে কোন জলচরই জীবিত থাকিতে পারে না। কিন্তু ৪°শে জল গাঢ়তম হওয়াতে বরফ যাহার তাপক্রম ০° শে তাহা অপেক্ষা লঘু বলিয়া ভাসিতে থাকে এবং বরফ অপরিচালক ইহা উপরে থাকাতে বাহিরের শৈত্য নিম্নস্থ জলে প্রবেশ করে না। সে জলের তাপক্রম ৪°শে থাকে এবং সেই জলে মৎস্য ও অন্যান্য জলচর প্রাণিগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

বাষ্পীয় পদার্থের প্রসরণ সকল পদার্থের প্রসরণ অপেক্ষা অধিক নিয়মানুযায়ী এবং সকল বাষ্পীয় পদার্থই প্রায় সমভাবে প্রসারিত হয়। এই প্রসরণ তরল পদার্থের প্রসরণ অপেক্ষা ১৩ গুণ অধিক। বাষ্পীয় পদার্থের প্রসরণ যে মানব জীবনের কত শত মঙ্গলসাধন করে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। কেবল মানব-জীবন কেন, এমন কোন জীবনই নাই, যাহা ইহার অভাবে নষ্ট হয় না।

যাহার অভাবে আমরা মুহূর্ত্তমাত্রও বাঁচিতে পারি না, সেই বায়ুতে আচ্ছন্ন থাকিয়াও আমরা তাহারই অভাবে মরিয়া যাইতাম। আমরা যে বায়ু নিশ্বাস দ্বারা ত্যাগ করি, তাহা যদি প্রসরণ গুণে তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধগত না হইত এবং তাহার পরিবর্ত্তে যদি পরিষ্কার বায়ু না পাইতাম, তাহা হইলে সেই পরিত্যক্ত বায়ুই আমাদিগকে আবার গ্রহণ করিতে হইত এবং ঐ বায়ুই আমাদিগের জীবন সংহার করিত। মৃদু মলয়ানিল হইতে প্রচণ্ডবাত্যা পর্য্যন্ত সকল বায়ুগতির ইহাই একমাত্র কারণ। এই বায়ুগতি না থাকিলে আবার মেঘ যেখানে হইত, সেইখানেই অর্থাৎ সমুদ্রের উপরেই থাকিয়া যাইত, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অনাবৃষ্টি হইত। কৃষিকার্য্য চলিত না। ইত্যাদি অশেষবিধ অমঙ্গল উৎপাদিত হইত; কিন্তু তাপের প্রসরণ বলে পূর্ব্বোক্তরূপ অমঙ্গল সকল ঘটে না।

তাপ বস্তুর অবস্থার পরিবর্ত্তন করে। পদার্থকে ঘন, তরল ও বাষ্পীয় এই তিনপ্রকার অবস্থায় যে দেখা যায়, তাপই তাহার কারণ।

পদার্থ তাপের সংক্রমণে ঘন হইতে তরল, তরল হইতে বাষ্পীয় এবং তাপের অবসরণে বাষ্পীয় হইতে তরল এবং তরল হইতে ঘন অবস্থায় পরিণত হয়। বরফ, জল ও জলীয় বাষ্প একই উপাদানে নির্ম্মিত, কেবল তাপভেদে অবস্থাত্রয়ে পরিণত।

লৌহ এত কঠিন, কিন্তু তাপ দেও গলিয়া যাইবে, আরও তাপ দেও বাষ্প হইয়া যাইবে।

সকল পদার্থকে আমরা অবস্থাত্রয়ে পরিণত করিতে পারিনা, কিন্তু পারিনা বলিয়া যে হয় না, তাহা নহে। উৎকৃষ্টতম উপায় অবলম্বন করিলে যে হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। বায়ু ও অজনক কথনও অবস্থান্তরে পরিণত হয় নাই। আল্‌কোহলকে জমাইতে পারা যায় নাই, কিন্তু যথেষ্ট তাপ অপসৃত করিতে পারিলে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। অঙ্গার ও কোন কোন ধাতব পদার্থ সাধারণ অগ্নিতে গলে না, কিন্তু যে কোন পদার্থই হউক না তাড়িতাগ্নিতে উহা গলিয়া বাষ্প হইয়া যাইবে।

তাপ সকল বস্তুরই একরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করে, অর্থাৎ যথেষ্ট উত্তপ্ত করিতে পারিলে সকল বস্তুই বাষ্পীভূত এবং যথেষ্ট তাপ অপসৃত করিতে পারিলে সকল বস্তুই ঘনীভূত হয়।

তরল: পদার্থ দুইপ্রকারে বাষ্পীভূত হয়—সাধারণ তাপক্রমে ও উদ্গমশীল তরল পদার্থ সকল অনাবৃত অবস্থায় উপরিভাগ হইতে অল্পে অল্পে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া। তাপক্রমের বৃদ্ধির সহিত এই বাষ্পীভাবের বৃদ্ধি হয়, এই কারণে কোন পাত্রে জল পরিপূর্ণ করিয়া অনাবৃত রাখিলে ক্রমে কমিয়া নিঃশেষিত এবং জলাশয়াদি গ্রীষ্মকালে শুষ্ক প্রায় হয়। এই কারণেই আর্দ্রবস্ত্র বাতাসে দিলে শুষ্ক হয়। এই বাষ্পীভাবের নাম উৎশোষণ (Evaporation)। আর তাপসংযোগে কোন তরল পদার্থের সমস্ত ভাগ যথন বাষ্পাকারে পরিণমনশীল হয় এবং অধঃ হইতে যথন বাষ্প সকল ত্বরিত উদ্গত হইতে থাকে, তথন সেই বাষ্পীভাবের নাম স্ফুটন। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, কিন্তু পূর্ব্বোক্তটী সকল সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তরল পদার্থের বাষ্পীভাবে পরিণত হইতে সকল সময় সমান তাপ লাগে না। ভূবায়ুর পেষণ অল্প হইলে অল্প তাপ এবং অধিক হইলে অধিক তাপ লাগে। ভূবায়ুর পেষণ যেথানে নাই সেথানে জল আল্‌কোহল প্রভৃতি কোন কোন তরল পদার্থের আদৌ তাপের আবশ্যকতা হয় না। একটী জলপূর্ণ পাত্র বায়ু-নিকাশকযন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া ভিতর শূন্য করিয়া ফেলিলে জল স্বতঃই ফুটিতে থাকে। অথচ জল উত্তপ্ত হয় না, বরং শীতল হইতে থাকে। সচরাচর ১০০° তাপ ক্রমে জল ফুটিয়া উঠে, কিন্তু উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতের উপর যেথানে ভূবায়ুর পেষণ অপেক্ষাকৃত অল্প, ৮০° বা ৮৫°তেই জল ফুটিয়া উঠিবে।

এতদ্ভিন্ন তাপের আরও অনেক ফল আছে। তাপ রাসায়নিক সংযোগ ও বিয়োগের এক প্রধান উত্তেজক। তড়িৎ চুম্বকাকর্ষণ সম্বন্ধে তাপের ফল পরে বিবৃত হইবে।

তাপ নিবন্ধন জড় বস্তুর অবস্থান্তরোৎপত্তি। উত্তাপে কঠিন দ্রব্য দ্রব হয়। কাষ্ঠ, কাগজ, পশম প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যকে দ্রব করিতে পারা যায় না। উষ্ণ করিলে ইহাদের উপাদান সকল পৃথক্ হইয়া পড়ে। অনেকে মনে করিয়া থাকেন, অঙ্গারাদি কতিপয় দ্রব্যকে কথনই দ্রব করিতে পারা যাইবে না। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। অঙ্গারকে কোমলাবস্থায় পরিণত করা হইয়াছে এবং কালক্রমে ইহাকে দ্রবীভূত করিতে পারা যাইবে ইহা কোনক্রমেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। দ্রব্যমাত্রই এক একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উষ্ণতায় দ্রব হয়। ০°শ উষ্ণতায় বরফ দ্রব হইয়া জল হয়। সকল দেশেই ও সকল সময়ে ০°শ, অথবা ৩২° ফা পরিমাণ উষ্ণতায় বরফ গলিয়া জল হয়। ভূতলস্থ দ্রব্য সকল বায়ুরাশির চাপে সমাক্রান্ত। সাগরপৃষ্ঠে বায়ুরাশির চাপ প্রায় ৩০ ইঞ্চির সমান।

৩০ ইঞ্চি চাপে ০°শ উষ্ণতায় বরফ দ্রব হয়। কিন্তু অধিক চাপ প্রযুক্ত হইলে সমধিক উষ্ণ না হইলে দ্রব হয় না।

দ্রবমাণ বস্তুতে যত তাপ প্রয়োগ করা যাউক না কেন, কিছুতেই তাহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না।

আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রবমাণ দ্রব্য ও তদুৎপন্ন দ্রব্যের উষ্ণতা সমান। ০°শ, অথবা ৩২° ফা পরিমাণে উষ্ণ হইলে পর বরফে যে তাপ প্রয়োগ করা যায়, তদ্দ্বারা উহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ঐ তাপের প্রভাবে বরফ দ্রব হইতে থাকে। দ্রবমাণ তুষার হইতে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহারও উষ্ণতা ঠিক ০°শ, অথবা ৩২° ফা।

অতএব দৃষ্ট হইতেছে ০°শ বরফকে ০°শ জলে পরিণত করিলে কিয়ৎপরিমাণ তেজ অন্তর্হিত হয়। এই অন্তর্হিত তেজকে জলের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ প্রচ্ছন্ন ও গূঢ় তেজ বলা যায়। ৮০°শ প্রমাণ উষ্ণ এক সের জলের সহিত ০°শ প্রমাণ উষ্ণ একসের জল মিশ্রিত করিলে ৪০°শ প্রমাণ উষ্ণ দুই সের জল হয়।

কিন্তু ৮০°শ প্রমাণ উষ্ণ ১ সের জলের সহিত ০°শ প্রমাণ উষ্ণ ১ সের তুষারচূর্ণমিশ্রিত করিলে ০°শ প্রমাণ উষ্ণ দুই সের জল হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে, ০°শ প্রমাণ এক সের বরফ দ্রব হইয়া ০°শ প্রমাণ উষ্ণ এক সের জল হইলে যে তেজ অন্তর্হিত হয়, তদ্দ্বারা ১ সের জলের উষ্ণতা ৮০°শ অংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, অন্যান্য কঠিন দ্রব্য দ্রব হইবার সময়েও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সকল দ্রব দ্রব্যের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ প্রচ্ছন্ন তেজের পরিমাণ সমান নহে।

০°শ পরিমাণে উষ্ণ হইলে যেরূপ বরফ গলিয়া জল হয়, তদ্রূপ ০°শ পরিমাণে শীতল হইলে জল জমিয়া বরফ হয়। বরফ দ্রব হইবার সময় যতখানি তেজ অন্তর্হিত হয়, জল জমিবার সময়ে ঠিক ততখানি তেজ বিনির্গত হয়।

ফলে যে উষ্ণতায় কোন বস্তু দ্রব হয়, ঠিক সেই উষ্ণতায় তদুৎপন্ন দ্রব দ্রব্য পুনরায় ঘনীভূত হয়। আর গলিবার সময় যে পরিমাণ তেজ অন্তর্হিত হয়, জমিবার সময়েও সেই পরিমাণ তেজ নির্গত হয়। এই নিমিত্ত শীতপ্রধানদেশে যখন দারুণ শীতের প্রভাবে জলাশয়াদির জল জমিয়া বরফ হইতে আরম্ভ হয়, তৎকালে সেই হিমময় জলের অন্তর্গত গূঢ়তেজ প্রকাশিত হইয়া দুরন্ত শীতের পরাক্রম কিছু খর্ব্ব করিয়া দেয়।

দ্রবীভূত হইলে দ্রব্যাদির আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১০০ ঘন ইঞ্চি গন্ধক দ্রব হইলে ১০৫ ঘন ইঞ্চি হয়। কিন্তু বরফ দ্রব হইলে সঙ্কুচিত এবং জল জমিলে প্রসারিত হয়। অন্যান্য তরল দ্রব্য জমিলে ভারি হয়, কিন্তু জল জমিয়া বরফ হইলে লঘু হয়, এই নিমিত্ত জলে ভাসে। জল জমিবার সময়ে বিস্তৃত হয়, ইহাতে শীতপ্রধান দেশীয় নদ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতির জল জমিয়া বরফ হইলে উপরিভাগে ভাসিতে থাকে এবং নিম্নে ৪°শ প্রমাণ উষ্ণজল থাকাতে মৎস্যাদি জলচর জীবগণ জলাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। জল জমিয়া যখন বরফ হয়, তখন উহার আয়তনের বৃদ্ধি সহকারে প্রসারণশক্তিরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়। যদি কোন জলপূর্ণ লৌহময় বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া অতিশয় শীতল কোন পদার্থের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখা হয়, তাহা হইলে ইহার অভ্যন্তরস্থ জল বরফে পরিণত হয় এবং বরফ হইবার সময়ে উহার প্রসারণের বল এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে ঐ লৌহময় পাত্র বিদীর্ণ ও ভগ্ন হয়। শীতপ্রধান দেশে রাত্রিকালে শীতের প্রভাবে জলপ্রণালীর অন্তর্গত জল জমিয়া যাওয়ায় কখন কখন নল সকল বিদীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া যায়।

পর্ব্বতের উপর যে বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহার কিয়দংশ ছিদ্রাদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পরে শীতদ্বারা যখন তাহা তুষাররূপে পরিণত হয়, তখন এই কারণে প্রস্তরখণ্ড সকল বিদারিত হয়।

কঠিন দ্রব্য উত্তপ্ত হইলে বাষ্প হয়। কাগজ, কাষ্ঠ প্রভৃতি কতকগুলি কঠিন দ্রব্যকে যেরূপ দ্রব করিতে পারা যায় না; মেদ, নারিকেল, তৈল প্রভৃতি কতিপয় তরল দ্রব্যকেও সেইরূপ বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায় না, উত্তাপনিবন্ধন ইহাদিগের উপাদান সকল পৃথগ্‌ভূত অথবা ভিন্ন প্রকারে সংযুক্ত হয়। কর্পূর, আয়দীন (অরুণক) প্রভৃতি কতিপয় কঠিন বস্তু দ্রব না হইয়া একবারে বাষ্প হয়। বাষ্পীয় দ্রব্য সকল সচরাচর বর্ণহীন ও স্বচ্ছ হইয়া থাকে। কেবল আয়দীন প্রভৃতি কএকটী দ্রব্যের বাষ্প বর্ণবিশিষ্ট। বাষ্প ও বায়ুতে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। বাষ্পের বায়ব্যভাব নৈমিত্তিক, আর বায়ুর স্বাভাবিক।

যে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ তরল, তাহাদিগের পরিণামে যে বায়ুবৎ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাষ্প বলা যায়। বায়বীয় বস্তুদিগের ন্যায় বাষ্প সকলও স্থিতিস্থাপক। উষ্ণতা ও চাপের তারতম্যানুসারে বায়বীয় দ্রব্য সকলের আয়তনাদির যেরূপ তারতম্য হয়, বাষ্পদিগেরও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে।

শতাংশিকের এক অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি হইলে বায়বীয় ও বাষ্পীয় বস্তুদিগের আয়তন $\frac{১}{২৭৩}$, বা .০০৩৬৬৫ পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ ১ ঘন ইঞ্চি কি ১ ঘন ফুট কোন

বায়ু কি বাষ্পের উষ্ণতা যদি ১°শ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে উহার আয়তন ২৭৩ বা ১°০০৩৬৬৫ ঘন ইঞ্চি বা ঘন ফুট প্রমাণ হয়। সুতরাং ২৭৩ অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি হইলে আয়তন দ্বিগুণিত হয়।

যেরূপ সকল কঠিন দ্রব্যকে দ্রব করিতে সমান উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয় না। সেইরূপ সকল দ্রব দ্রব্যকে বাষ্প করিতে সমান উত্তাপ আবশ্যক হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণতায় বাষ্পাকার ধারণ করে। সুরাসার, জল, তার্পিণতৈল ও পারদ এই কএকটী দ্রব দ্রব্যকে ফুটাইতে হইলে তাহাদিগকে যথাক্রমে ফারেণহীটের ১৭৩°, ২১২°, ৩১৬° ও ৬৬০° অংশ পরিমাণে উষ্ণ করিতে হয়।

একজাতীয় কঠিন বস্তু সকল যেমন একরূপ উষ্ণতায় দ্রব হয়, একজাতীয় দ্রব বস্তু সকল সেইরূপ সমান পরিমাণে উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে। যেরূপ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব সময়েই ০°শ বা ৩২০ ফা প্রমাণ উষ্ণ হইলে জল ফুটিতে থাকে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ভূতলস্থ সকল পদার্থ বায়ুরাশির চাপে আক্রান্ত। এই চাপ অতিক্রম করিতে না পারিলে দ্রব দ্রব্য সকল কখনই ফুটে না। বাস্তবিক যখন কোন দ্রব দ্রব্যসম্ভূত বাষ্পের প্রসারণশক্তি বায়ুরাশির চাপের সমান হয়, তখনই উহা ফুটিতে থাকে।

যখন বায়ুরাশির চাপ ৩০ ইঞ্চি পারদের সমান হয়, কেবল সেই সময়ই ফারেণহীটের ২১২° অংশে জল ফুটিয়া উঠে। চাপের ন্যূনাধিক্য হইলে ফুটন-বিন্দুরও ন্যূনাধিক্য হয়।

পর্ব্বতের উপর বায়ুরাশির চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প, এই জন্য তথায় অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে জলকে ফুটাইতে পারা যায়।

পরীক্ষাদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, যত উচ্চে উঠা যায়, ততই প্রতি ৫৩০ ফিটে ফারেণহীটের ১ অংশ করিয়া ফুটন-বিন্দুর হ্রাস হয়। পর্ব্বতাদির উচ্চতা-নিরূপণ করিবার এই একটী উপায়।

বায়ু-নিষ্কাশনযন্ত্রের আবরণপাত্রের ভিতর একটী জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া বায়ু নিষ্কাশন করিলে পাত্রস্থিত জল এমন কি ৭০° ফা পরিমিত উষ্ণতায়ও টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে। ফলতঃ উষ্ণ হইলেই যে জল ফুটে, কি ফুটিলেই জল উষ্ণ হয়, এরূপ কোন নিয়ম নাই।

দ্রব দ্রব্য সকল ফুটিয়া উঠিলে তাহাদিগকে যত উত্তপ্ত করা যাউক না কেন কিছুতেই তাহাদের উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রবমাণ কঠিন দ্রব্য ও তদুৎপন্ন দ্রব দ্রব্যের উষ্ণতা যেরূপ একবারে অভিন্ন ফুটন্ত দ্রব্য ও তদুৎপন্ন বাষ্পের উষ্ণতাও ঠিক সেইরূপ সমান। বিশুদ্ধ জল ২১২° ফা পরিমাণে উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে এবং একবার ফুটিয়া উঠিলে উহাতে যত উত্তাপ দেওয়া যায় তদ্দ্বারা উহার উষ্ণতার কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না, আবার ফুটন্ত জল হইতে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহারও উষ্ণতা ঠিক ২১২° ফা। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে, কঠিন দ্রব্য দ্রব হইবার সময়ে যেরূপ কিয়ৎপরিমাণ তেজ অপ্রত্যক্ষ হয়, দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইবার সময়েও সেইরূপ কিয়দংশ তেজ প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যে পরিমাণে তাপ দিলে ১ দণ্ডের মধ্যে তুষার হিমজল ফুটিয়া উঠে, সেই পরিমাণে প্রায় আর সার্দ্ধ পাঁচদণ্ডকাল উত্তপ্ত না হইলে উহা বাষ্প হয় না অর্থাৎ হিমজলকে ৩২° ফারেণহীট হইতে ২১২° ফা প্রমাণ উষ্ণ করিতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করিতে হয়, ২১২° ফা প্রমাণ উষ্ণ জলীয় বাষ্পে পরিণত করিতে তদপেক্ষা ৫.৪ গুণ অধিক পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করার আবশ্যক। অতএব জলীয় বাষ্পের অপ্রত্যক্ষ গূঢ় তেজের পরিমাণ প্রায় ১৮০ × ৫.৪ = ৯৭২° ফা। ০°শ ১ সের জলের সহিত ১০০°শ ১ সের জল মিশ্রিত করিলে ৫০°শ প্রমাণ উষ্ণ ২ সের জল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১০০°শ ১ সের জলীয় বাষ্পকে শীতলজলের মধ্যস্থিত কোন নলের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া ১০০°শ ১ সের জল উৎপাদন করিলে এত তেজ বিনির্গত হয় যে তদ্দ্বারা ৫.৪ সের জল ১°শ হইতে ১০০°শ পর্য্যন্ত উষ্ণ হয়। সুতরাং জলীয় বাষ্পের [illegible]গত অপ্রত্যক্ষ তেজের ১০০ × ৫.৪ = ৫৪০°শ ৯৭২ ফা।

আরও দেখা যাইতেছে জল বাষ্প হইলে যে তেজ অন্তর্হিত হয়, জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল হইতে পুনর্ব্বার সেই তেজ প্রকাশিত হয়।

যে সকল দ্রব্য জলে দ্রবীভূত হইয়া থাকে, উহা বরফে কি বাষ্পে পরিণত হইলে তৎসমুদয় বিমুক্ত হইয়া যায়। বরফ দ্রব কি জলীয় বাষ্প ঘন হইলে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহা এই কারণে বিশুদ্ধ। বৃষ্টির জলও এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ। সচরাচর বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত করিতে হইলে জলাশয়াদির জল লইয়া তাহাকে উত্তাপ দ্বারা বাষ্প এবং সেই বাষ্পকে ঘনীভূত করিয়া পুনর্ব্বার জল করা যায়। এইরূপে যে জল বিশোধিত হয়, তাহাকে চোয়ান জল বলে।

দ্রব দ্রব্যের উপরিভাগ হইতে সর্ব্বদাই বাষ্প উত্থিত হইয়া থাকে। নদী, হ্রদ, সরোবরাদির পৃষ্ঠ দেশ হইতে নিয়তই বাষ্প উত্থিত হইতেছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন।

চাপের ন্যূনাধিক্য হেতু বায়ুনিঃসরণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। জলাদির উপর বাষ্প রাশির চাপ যত অল্প হয়, বাষ্প নিঃসারণ তত অধিক হইয়া থাকে। বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্রে কিঞ্চিৎ ইথর নামক তরলদ্রব্য স্থাপন করিয়া বায়ু নিষ্কাশন করিলে এরূপ প্রবলবেগে বাষ্প নিঃসরণ হইতে থাকে যে অনতিবিলম্বেই উহা ফুটিয়া উঠে। ফলতঃ বাষ্পপরিণামশীল দ্রব দ্রব্যমাত্রই নির্ব্বাতস্থলে স্থাপিত হইলে অমনি তৎক্ষণাৎ বাষ্পরূপে পরিণত হয়।

ইউডিকলন, ইথর প্রভৃতি শীঘ্র বাষ্পপরিণামশীল বস্তু-সংস্পর্শে শরীর শীতল হয়, তাহার কারণ এই যে উহারা বাষ্প হইবার সময়ে শরীর হইতে তেজ গ্রহণ করে। বৃষ্টির পর বাতাস শীতল হয়, কেন না বৃষ্টিসম্ভূত জলকণা সকল ভূমি ও বায়ু হইতে তেজগ্রহণ করিয়া বাষ্প হয়। গ্রীষ্মকালে কুজাতে জল রাখিলে অপেক্ষাকৃত শীতল হয়; তাহার কারণ এই যে কুজার ছিদ্র দিয়া জলকণা সকল বহির্ভাগে নির্গত হইয়া বাষ্পাকার ধারণ করিবার সময়ে অভ্যন্তরস্থ জল হইতে তেজ গ্রহণ করে। বাতাসে রাখিলে কুজার জল আরও শীতল হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের প্রাসাদে পাখা ও জলসিক্ত খস্খস্ দ্বারা যে শৈত্য সুখানুভব হইয়া থাকে, জলবিন্দু সকল বাষ্প হইবার সময় তেজপরিগ্রহ করাই তাহার কারণ।

তাপ-সঞ্চালন। পরিচালন, পরিবাহন ও বিকিরণ এই তিন প্রকারে এক স্থানের তাপ তাপান্তরে নীত হইয়া থাকে। সকলেই অবগত আছেন, কোন লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত অগ্নির উপর ধরিলে ক্রমে ক্রমে অপর প্রান্ত [illegible] হইয়া উঠে।

যে গুণ থাকায় জড় দ্রব্যের পরমাণু সকল এইরূপে তাপ সঞ্চালন করে, তাহার নাম পরিচালকতা। আর যে ক্রিয়া দ্বারা এইরূপে কণা হইতে কণান্তরে তাপ সঞ্চালিত হয়, তাহার নাম পরিচালন। যে সকল বস্তু তাপ-পরিচালনক্ষম, তাহাদিগকে তাপপরিচালক বলা যায়।

সকল দ্রব্যের পরিচালকতাগুণ সমান নহে, বাষ্প ও দ্রব দ্রব্যাপেক্ষা কঠিন বস্তু সকল সমধিক তেজপরিচালক এবং কঠিন বস্তুদিগের মধ্যে ধাতুদ্রব্য সকলের পরিচালকতা-শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, পিতল, রাঙ্গ, লৌহ, ইস্পাত, সীস, প্লাটিনম্ এই কয়টী দ্রব্য বিশেষ পরিচালক। কিন্তু ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটীর অপেক্ষা উত্তর উত্তরটীর পরিচালকতাশক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প। ধাতু দ্রব্য অপেক্ষা প্রস্তর ও কাচের পরিচালকতাশক্তি অনেক অল্প এবং অঙ্গার, কাষ্ঠ, বরফ, বালুকা প্রভৃতি দ্রব্যের পরিচালকতা শক্তি তদপেক্ষাও অল্প। কোন দীর্ঘ লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত অগ্নিসংযুক্ত হইলে অপর প্রান্ত এরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে স্পর্শ করিতে পারা যায় না। কিন্তু কোন প্রজ্বলিত কাষ্ঠ-খণ্ডের যে ভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার ঠিক পার্শ্বে হাত দিলেও কিছুই হয় না। এইরূপ অঙ্গারের একভাগ অগ্নিময় হইয়া উঠিলেও অন্যভাগ দ্বারা উহা অনায়াসে হস্তে ধরিতে পারা যায়। কাচখণ্ডের এক ভাগ অগ্নিতে দ্রব হইয়া গেলেও অপরদিক্ কিছুমাত্র উত্তপ্ত হয় না।

তুলা, রেশম প্রভৃতি দ্রব্যের পরিচালকতা শক্তি এত অল্প যে ইহাদিগকে অপরিচালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল বস্তুর পরিচালকতা-শক্তি অল্প, তদ্দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। কেন না তাহা হইলে শীতকালে শরীরস্থ তেজ বিনির্গত হইয়া বাহিরে যাইতে পারে না এবং গ্রীষ্মকালে বাহিরের তেজ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কম্বল দিয়া বরফ জড়াইয়া রাখিলে যে উহা শীঘ্র দ্রব হয় না, কম্বলের দুর্ব্বল পরিচালকতা তাহার কারণ।

তাপ-পরিবাহন। তরল ও বায়বীয় দ্রব্য সকলের ভিতর দিয়া তেজ পরিচালিত হয় না। এই কারণে কোন জলপূর্ণ পাত্রের ঊর্দ্ধদেশে তাপ প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা নিম্নস্থ জল কিছুমাত্র উষ্ণ হয় না।

তবে কোন পাত্রে জল রাখিয়া তাহার নীচে জ্বাল দিলে সমুদয় জল যে উষ্ণ হয়, তাহার অন্যবিধ কারণ আছে। তাপ সংযোগে নিম্নস্থ জল প্রথমে উত্তপ্ত হয়, উত্তপ্ত হইলেই লঘু হয়, লঘু হইলেই সুতরাং ঊর্দ্ধগামী হয়। এইরূপে নীচের লঘু জল উপরে উত্থিত হইলে উপরিস্থ শীতল ও ভারি জল নীচে পতিত হয় এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই উত্তপ্ত হইয়া পুনরায় উপরে উত্থিত হয়, এইপ্রকার ঊর্দ্ধপ্রবাহ ও অধঃপ্রবাহ দ্বারা ক্রমে ক্রমে পাত্রের সমুদয় জল উষ্ণ হইয়া উঠে। তরল দ্রব্যের যে গুণ থাকাতে ঊর্দ্ধ ও অধঃপ্রবাহ দ্বারা তাহাদের পরমাণুসমূহ তাপ প্রবাহিত করে, তাহার নাম পরিবাহকতা। এইরূপে তাপ সঞ্চালিত হওয়ার নাম পরিবাহন।

দ্রব দ্রব্য অপেক্ষা বায়বীয় দ্রব্যদিগের পরিবাহকতা-শক্তি সমধিক প্রবল। বায়ু অথবা বায়ুবৎ বস্তু পরিপূর্ণ কোন পাত্রের অধোভাগে জ্বাল দিলে পূর্ব্বোক্তরূপ ঊর্দ্ধ ও অধঃপ্রবাহ-নিবন্ধন উহার অভ্যন্তরস্থ বায়ু ক্ষণকালের মধ্যেই বিলক্ষণ উষ্ণ হইয়া উঠে, চুল্লী হইতে এই কারণে ধূমময় উষ্ণ বায়ু ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং চতুঃপার্শ্ব হইতে শীতল বায়ু আসিয়া উহার স্থান পূরণ করে, এই বায়ু আবার চুল্লীস্থ অগ্নিসংস্পর্শে উষ্ণ হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে পুনর্ব্বার বায়ু আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে। ফলতঃ কোন স্থানের

বায়ু কোন কারণে উষ্ণ হইলে ঊর্দ্ধগামী হইলেই চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ু আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে। বাহিরের বায়ু সৌরকরসংস্পর্শে এই কারণে উষ্ণ হয়। সূর্য্যকিরণ দ্বারা বহিঃস্থ বায়ু উষ্ণ হইয়া ঊর্দ্ধগামী হইলে তাহার স্থানপূরণার্থ গৃহাদির মধ্য হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং ঐ উষ্ণ বায়ু ঊর্দ্ধদেশ দিয়া আসিয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপে ভিতর হইতে বাহিরে ও বাহির হইতে ভিতরে কিয়ৎক্ষণ বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হইলে অবশেষে বাহিরের ও ভিতরের বাতাস সমান উষ্ণ হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ সকল বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য। এই পরিবাহনই যাবতীয় বায়ুপ্রবাহের একটী প্রধান কারণ। বাণিজ্যবায়ু, মৌসুম বায়ু প্রভৃতি বায়ুপ্রবাহ সকল এই প্রকারে উৎপন্ন হয়।

তাপ-বিকিরণ। যদি কোন ধাতুদ্রব্যের উপর কোন উত্তপ্ত অয়ঃপিণ্ড স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে উহার কিয়দংশ তাপ আধার দ্রব্য দ্বারা পরিচালিত হয়, আর কিয়দংশ চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুদ্বারা প্রবাহিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ কিরণরূপে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ও পার্শ্ববর্ত্তী দ্রব্যাদি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, এই নিমিত্ত লৌহপিণ্ডটী ক্রমশঃ শীতল হইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর সমান উষ্ণ হয়। যে ক্রিয়া দ্বারা দ্রব্যাদির তেজ কিরণাকারে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, তাহাকে বিকিরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অগ্নি সম্মুখে দাঁড়াইলে তথা হইতে তৈজসকিরণ নির্গত হইয়া গাত্রোপরি পতিত ও তৎকর্ত্তৃক পরিশোধিত হওয়াতে উষ্ণতার উপলব্ধি হয়, সূর্য্যের তেজ কিরণরূপে আসিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। নতুবা পরিচালিত কি পরিবাহিত হইয়া আইসে এরূপ নহে।

সূর্য্যকিরণ বায়ুরাশির মধ্য দিয়া আসিয়া পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা বায়ুরাশির উষ্ণতার তাদৃশ বৃদ্ধি হয় না। পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে তেজ প্রতিফলিত, পরিচালিত ও পরিবাহিত হইয়া উহাকে উষ্ণ করে। এই নিমিত্ত বায়ুরাশির অধোদেশ মাত্র উষ্ণ, কিন্তু ঊর্দ্ধপ্রদেশ অতিশয় হিম। সকল বস্তুর বিকিরণশক্তি সমান নহে। ভুষা নামক যে বস্তুটী দ্বারা তেলকালি প্রস্তুত করা যায়, তাহার বিকিরণশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নিমিত্ত কোন দ্রব্যের উপরিভাগে ভুষা মাখাইয়া রাখিলে তাহার বিকিরণশক্তি সমধিক প্রবল হয়। পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, যে দ্রব্য যে পরিমাণে তেজ পরিশোষণ করে, তাহার বিকিরণশক্তিও ঠিক সেই পরিমাণে প্রবল হয়। উজ্জ্বল ও মসৃণ ধাতুদ্রব্যের উপর তৈজস কিরণ পতিত হইতে না হইতে প্রতিফলিত হয়, এ কারণ তৎকর্ত্তৃক তেজ পরিশোষিত হয় না, সুতরাং উহার বিকিরণশক্তিও নিতান্ত অল্প হইয়া থাকে।

অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে দ্রব্যাদি হইতে তেজ বিকীর্ণ হয় না এরূপ নহে। উষ্ণই হউক আর অনুষ্ণই হউক যাবতীয় দ্রব্য নিয়ত তেজ বিকিরণ করিয়া থাকে। বরফ যে এত শীতল তথাপি ঘনীভূত পারদ কি অন্য কোন অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুর অনতিদূরে স্থাপিত হইলে উহা হইতে এত তেজ বিনির্গত হয় যে, হিমময় পারদাদির উষ্ণতা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়, যে বস্তু যত তেজ বিকিরণ করে, যদি অন্যান্য দ্রব্য হইতে ঠিক সেই পরিমাণে তেজ বিকীর্ণ হইয়া আসিয়া সেই বস্তুর উপর পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার উষ্ণানুষ্ণতার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, ইহার অন্যথা হইলেই উষ্ণানুষ্ণতার তারতম্য হয়। উত্তপ্ত দ্রব্য সকল তেজ বিকিরণদ্বারা শীতল হয়, তাহার কারণ এই—চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দ্রব্যাদি হইতে তাহারা যে পরিমাণ তৈজস কিরণ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের উপরিভাগ হইতে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ তেজ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, উষ্ণ দ্রব্য সংস্পর্শেই যে কেবল দ্রব্য সকল উষ্ণ হয়, এমত নহে। উষ্ণ দ্রব্য হইতে দূরে স্থাপিত হইলেও শীতল দ্রব্য সকল তদ্দ্বারা উষ্ণ হইয়া উঠে। উষ্ণ দ্রব্যের তেজ পরিচালন কি পরিবাহন করিলে দ্রব্য সকল যেরূপ উষ্ণ হয়, দূর হইতে তন্নিক্ষিপ্ত তৈজসকিরণ পরিশোষিত করিয়াও সেইরূপ উষ্ণ হইয়া থাকে। আবার শীতল দ্রব্যসংস্পর্শে উষ্ণ দ্রব্য সকল যেরূপ শীতল হয়, তেজঃ বিকিরণ নিবন্ধনও সেইরূপ হইয়া থাকে।

এই বিকিরণশক্তি শিশির উৎপত্তির প্রধান কারণ। রাত্রিকালে ভূতলস্থ বস্তু সকল তেজ বিকীর্ণ করিয়া বায়ুরাশি অপেক্ষা সমধিক শীতল হইলে চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর অন্তর্গত কিয়দংশ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দুরূপে উহাদিগের উপরিভাগে বিন্যস্ত হয়। বাষ্পীয় বস্তুদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে, দিবাভাগে সূর্য্যকিরণসংযোগে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হইলে তৎসংসৃষ্ট বায়ুতে যে পরিমাণ বাষ্প থাকিতে পারে, রাত্রিকালে তেজ বিকিরণ করিয়া ভূপৃষ্ঠ সমধিক শীতল হইলেও তদুপরিস্থ বায়ুতে সেই পরিমাণ বাষ্প থাকিবে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। উষ্ণতার যতই হ্রাস হয়, বায়ুরাশিতে তত অল্প বাষ্প থাকিতে পারে অর্থাৎ তত অল্প বাষ্প দ্বারা বায়ুরাশি পরিষিক্ত হয়। সুতরাং দিবাভাগে বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, রাত্রিতে সমধিক

শীতল হইলে যদি তদ্দ্বারা উহা পরিষিক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে শীতল দ্রব্য স্পর্শমাত্রই উহার অন্তর্গত কিয়দংশ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দুরূপে পরিণত হয়। বায়ুতে যত অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে, তত অল্প পরিমাণে শীতল হইলেই শিশির উৎপন্ন হয়। এতদ্দেশে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে বায়ুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, কিন্তু রাত্রিতে সেরূপ শীতল হয় না, একারণ বায়ুস্থ বাষ্পও শিশিররূপে পরিণত হয় না।

যে সকল বস্তুর বিকিরণশক্তি সমধিক প্রবল, তাহারা রাত্রিকালে সমধিক শীতল হয়, এ কারণ সেই সকল বস্তুর উপর সমধিক শিশির সঞ্চিত হয়। ধাতুদ্রব্য সকলের বিকিরণ-শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর তাদৃশ শিশির সঞ্চিত হয় না, কিন্তু মৃত্তিকা, কাচ, বালুকা, বৃক্ষপত্র, পশম প্রভৃতি দ্রব্য সমধিক বিকিরণশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাহাদের উপর প্রচুর পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হইয়া থাকে।

তাপের উৎপত্তিস্থান। জড় দ্রব্য সকলের পরস্পর সংঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন হয়। পুরাকালে আর্য্যগণ অরণিদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। অসভ্য লোক সকল কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে। ঘষিলে দেশলাই জ্বলিয়া উঠে। চকমকির পাথর ও ইস্পাতের পরস্পর প্রতিঘাতেই ইস্পাতের রেণু সমুদয় অগ্নিময় হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। বরফ যে এত শীতল, তথাচ ঘর্ষণ করিলে উষ্ণ হয়।

সঙ্কোচন।—যেরূপ তাপ অপগত হইলে বস্তু সকল সঙ্কুচিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কুচিত হইলে তাপ সমুদ্ভূত হয়। আকুঞ্চিত হইলে আয়তনের যেরূপ হ্রাস হয়, উষ্ণতার তদনুরূপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বারিঘটিত পেষণযন্ত্র দ্বারা কোন কঠিন বস্তুর উপর চাপ প্রয়োগ করিলে উহা আকুঞ্চিত ও উত্তপ্ত হয়। জল ও তৈল সঙ্কুচিত হইলে উষ্ণ হয়।

আঘাত।—আঘাত প্রাপ্ত হইলে জড় দ্রব্য সকল উষ্ণ হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নাইয়ের উপর এক খণ্ড সীসক স্থাপিত করিয়া হাতুড়ি দিয়া তদুপরি আঘাত করিলে সীসকের পরমাণু সকল হাতুড়ির বেগ প্রাপ্ত হইয়া বিকম্পিত ও উত্তপ্ত হয়। বেগগামী বন্দুকের গুলি কোন কঠিন বস্তুর উপরে পতিত হইলে কখন কখন অগ্নি উৎপন্ন হয়। পতনশীল বস্তু ভূতলে পতিত হইলে তাহার পরিদৃশ্যমান গতির তিরোভাবে অপরিদৃশ্যমান আণবিক গতি বা তাপ সমুদ্ভূত হয়। পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে ১ সের পরিমিত ভারী কোন দ্রব্য ১৩৯২ ফিট্ অথবা ১৩৯২ সের ভারীদ্রব্য ১ ফিট্ উচ্চ হইতে পতিত হইলে যে বেগ প্রাপ্ত হয়, তাহার তিরোভাবে এত তাপ জন্মে যে তদ্দ্বারা ১ সের জলের উষ্ণতা শতাংশিক তাপমানের ১ অংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

রাসায়নিক সংযোগ।—কাষ্ঠাদি হইতে যে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদগত দাহ্যপদার্থের সহিত বায়ুস্থ অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগই তাহার কারণ। দীপাদি হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহাও তৈলাদির অঙ্গার ও অম্লজনকের সহিত বায়ুস্থ অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগ নিবন্ধন উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা যে অগ্নিশিখা দেখিতে পাই, তাহা অত্যুষ্ণ বাষ্প মাত্র। বাষ্প বা বায়বীয় দ্রব্য সমধিক উত্তপ্ত হইলেই অগ্নিশিখারূপে প্রতীয়মান হয়।

তড়িৎ।—তড়িৎ হইতেও তাপ উৎপন্ন হয়। বজ্রাগ্নিও এই তাড়িতাগ্নির রূপান্তর মাত্র। [তাড়িত দেখ।]

জীবদেহ।—জীবশরীর তাপের আর একটী উৎপত্তিস্থান। আমাদের শরীরের উষ্ণতা চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর সমান নহে। কি আরবদেশীয় বালুকাময় মরুভূমি, কি হিমার্ণবপরিধৌত সুমেরু সন্নিহিত প্রান্তর সকল স্থানেই মনুষ্যশরীরের উষ্ণতা ফারেণহীটের ৯৮ অংশ।

ভূগর্ভ।—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম ও উৎস জলের উষ্ণতা দেখিয়া বোধ হয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অগ্নিময় পদার্থে পরিপূর্ণ। সূর্য্যের উত্তাপে উপরিস্থ দুই তিন ফিট্ মাত্র মৃত্তিকা রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগে সমধিক উত্তপ্ত হয়। কিন্তু শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে তদপেক্ষা অধিক দূর নিম্ন পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক ৬০, ৭০, কি ১০০ ফিট্ অপেক্ষা অধিক নিম্নে সৌরতেজের প্রভাব অনুভূত হয় না। ফরাসীদেশের রাজধানী পারি-নগরীর মানমন্দিরের ৫৯ ফিট্ নিম্নে একটী তাপমানযন্ত্র নিহিত আছে। শীত গ্রীষ্ম দিবারাত্র কিছুতেই তাহার অন্তর্গত পারদের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় নাই। ভূপৃষ্ঠস্থ সকল স্থানেরই কিয়দ্দূর নিম্নে এমন একটী স্থান আছে, যেখানে দিবারাত্রি, শীত, গ্রীষ্ম, কিছুতেই উষ্ণতার তারতম্য হয় না। ঐ স্থলটীর ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে যথাক্রমে সৌরপার্থিব তেজের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে চিরসমোষ্ণস্থল বলা যায়। এই চিরসমোষ্ণস্থলের উষ্ণতা সর্ব্বত্র সমান নহে। মানচিত্রে সমোষ্ণরেখা দ্বারা যে উষ্ণতা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহার নিম্নস্থ চিরসমোষ্ণ স্থলেও সেই উষ্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ চিরসমোষ্ণস্থল হইতে যত নিম্নে যাওয়া যায়। ততই গড়পড়্তা প্রতি ৬০ ফিটে ১০ ফারেণহীট করিয়া উষ্ণতার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেই বোধ হয়, ভূপৃষ্ঠ হইতে কএক ক্রোশ নিম্নে তাপের এত প্রাদুর্ভাব যে তথায় নীত হইলে লৌহও দ্রবীভূত হইতে পারে।

সূর্য্য।—যে সকল তেজের কথা উল্লিখিত হইল, সৌর তেজের সহিত তুলনা করিলে সে সমুদয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্যই তাপের আদি কারণ। তাহা হইতেই আমরা তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হইতেছি, কিন্তু সূর্য্য তাপ ও আলোক কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি। তাপ ও আলোকঘটিত সকল ব্যাপারই তাঁহা হইতে সম্পাদিত হইতেছে। দীপশিখা ও ইন্ধনাগ্নিতে সূর্য্যই প্রকাশমান। দাবাগ্নি, বিদ্যুদগ্নি ও বজ্রাগ্নিতেও রবিই বিরাজমান। তিনিই সাগরকে জলীয় শরীর ও পবনকে বায়বীয় আকার প্রদান করিয়াছেন। তিনিই সমুদ্র-জলকে বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া মেঘ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই নব পল্লবে তরুদলকে সুশোভিত করিতেছেন। তিনিই কাননরাজি দ্বারা ধরণীকে বিভূষিত করিতেছেন। তিনিই ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই তেজরূপে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় তেজরূপে তিরোভূত হইতেছেন এবং তাঁহার আগমন ও অন্তর্ধানকালে যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে।

অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ।—যে তাপ স্পর্শশক্তি কি তাপমান যন্ত্র কিছুতেই লক্ষিত হয় না, অথচ উহার সত্ত্বা উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহার নাম গূঢ় বা অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ। তাপে অনেক পদার্থ গলিয়া যায়। দেখা যাইতেছে গলিবার সময় যতক্ষণ না গলন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহাদের তাপক্রম স্থির ও সমভাবে থাকে। যদি তাপ লাগিতেছে, তাপমানে তাহার তাপ বৃদ্ধির কোন লক্ষণই প্রত্যক্ষ হইতেছে না, ইহার কারণ কি? পদার্থ সকল গলিবার সময় কতক তাপ শোষণ করে, কিন্তু সে তাপ কোথায় যায়, কেনই বা লক্ষিত হয় না? সেই তাপ সেই পদার্থকে তরল অবস্থায় রাখিতে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়া যায়, যখন পদার্থ তরলীকৃত হয়, তখন আর সে তাপের সে কার্য্যে আবশ্যক হয় না, সুতরাং তাহার সত্ত্বা তাপমানে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ইহার পূর্ব্বাবস্থায় তাপ অলক্ষিত থাকে, কিন্তু তাহা না থাকিলে অন্য আর কে সেই পদার্থকে তরলাবস্থায় রাখিতে পারিবে, এইরূপ অনুমানে তাহার সত্ত্বার উপলব্ধি হয় বলিয়া তাহাকে অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ বলা যায়। ইহা আরও স্পষ্ট করিতে পারা যায়। দেখা যাইতেছে, যদি অর্দ্ধসের বরফ যাহার তাপক্রম ৮০° আর অর্দ্ধসের জল যাহার তাপক্রম ০°, যদি এই দুইকে একত্র মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে সেই মিশ্রণের তাপক্রম ৪০° হয়। কিন্তু যদি অর্দ্ধসের চূর্ণিত বরফ যাহার তাপক্রম ০° আর অর্দ্ধসের জল যাহার তাপক্রম ৮০° এ উভয়কে মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে বরফ বিগলিত হয়। সেই মিশ্রণ হইতে ১ সের জল পাওয়া যায় আর তাহার তাপক্রম ০° থাকে। এখানে ০° তাপক্রমের অর্দ্ধসের বরফ সেই একই অর্থাৎ ০° এত তাপক্রমের কিছু বৃদ্ধি হয় নাই, তবে সেই ৮০° তাপ কোথায় গেল? সেই বরফকে তরল করিতে সেই পরিমাণ তাপ লাগিল। সে তাপ মিশ্রণের কোন তাপ বৃদ্ধি করিল না, প্রসারণ প্রভৃতি অন্য কোন কার্য্যে বিনিযুক্ত হইল না, কেবল সেই বরফকে তরলাবস্থায় অর্থাৎ সেই জলের অবস্থায় রাখিতেই পর্য্যবসিত হইল। সুতরাং বরফকে সমান পরিমাণের ও সমান তাপক্রমের জলে পরিণত করিতে গেলে যতটুকু পরিমাণ তাপে সেই এক পরিমাণের জলকে ৮০° তাপক্রমে লইয়া যাইবে, ততটুকু তাপের আবশ্যক। এই পরিমাণ তাপকে গূঢ় বা অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ বলা যায়। বরফ গলিবার সময় এত অধিক তাপ লাগে বলিয়া তাহা জমিতে হইলে অনেক সময় লাগে, কারণ সেই পরিমাণের তাপ যতক্ষণ না বাহির হইয়া যায়, ততক্ষণ সে কখনই জমিতে পারেনা।

আপেক্ষিক তাপ।—সমান তাপক্রমের কোন দুই বিভিন্ন পদার্থকে একরূপ পাত্রে ও সমান দূরে রাখিয়া এক সময়ে এক আগুনের সমান জ্বাল দেও, শেষে দেখিবে তাহাদের তাপক্রমের অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, পারদ ও জলকে সেই রূপ অবস্থায় রাখ, দেখিবে, পারদ জল অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইবে।

পারদকে ০° তাপক্রম হইতে কোন এক নির্দ্দিষ্ট তাপক্রমে উঠাইতে ততটুকু তাপে হইবে না। তাহা অপেক্ষা অধিক তাপ লাগিবে অর্থাৎ পারদ ও জলকে সমান তাপক্রমে উষ্ণ করিতে হইলে জলে অধিক তাপের আবশ্যক হইবে। সেইরূপ আবার যদি সমান পরিমাণের জল ও পারদকে ১০০° তাপক্রম হইতে শীতল করিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে পারদের সঙ্গে সমান শীতল হইতে জলের অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগিবে। সেইরূপ জল যেমন পারদের সঙ্গে সমান উষ্ণ হইতে যত অধিক তাপ আবশ্যক করিবে এবং তাহার সঙ্গে সমান শীতল হইতে তেমনি তত অধিক তাপ আবার ত্যাগ করিবে।

যখন এক তাপক্রমের পদার্থ অপর তাপক্রমের পদার্থের সহিত মিশ্রিত করা যায়, উভয়ের পরিমাণ একই থাকুক; তখন তাহাদের তাপক্রমের অনেক ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে।

যদি ১০০° তাপক্রমের অর্দ্ধসের পরিমিত পারদকে ০°

তাপক্রমের অর্দ্ধ সের পরিমিত জলের সঙ্গে মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে উভয়ের সেই মিশ্রের তাপক্রম ন্যূনাধিক ৩° হইয়া পড়ে, অর্থাৎ পারদের তাপক্রম ৯৭° কমিয়া জলের তাপক্রম ৩° মাত্র বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং সমান পরিমাণের জল ও পারদ, এ উভয়কে সমান তাপক্রমে আনিতে গেলে জলে পারদ অপেক্ষা ৩২ গুণ তাপ অধিক প্রয়োগ করিতে হয়।

এইরূপ যদি অন্যান্য পদার্থ লইয়া জলের সঙ্গে তুলনা করিয়া পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সকল পদার্থে-ই তাপক্রমের এরূপ ইতরবিশেষ লক্ষিত হইবে। কোন পদার্থের তাপক্রমকে ০° হইতে ১°তে বর্দ্ধিত করিতে গেলে সে পদার্থ যতটুকু তাপ শোষণ করিবে আর সমান অবস্থায় সমান ভাবের জলকে সেই তাপক্রমে আনিতে গেলে জল ততটুকু তাপ শোষণ করিবে, এই বিভিন্ন তাপের তুলনায় যে তাপটুকু দাঁড়াইবে, তাহাই সেই পদার্থের আপেক্ষিক তাপ অর্থাৎ সীসের আপেক্ষিক তাপ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সমান পরিমাণের জল ও সীস গ্রহণ কর, সেই সীসকে ০° হইতে ১° তাপক্রমে আনিতে যতটুকু তাপের আবশ্যক হইবে, ততটুকু তাপে জলের কত তাপক্রম বৃদ্ধি করিবে। ততটুকুতে সেই পরিমাণ জলের ০°০৩১৪ তাপক্রম হইবে। সুতরাং সীসের আপেক্ষিক তাপ তুলনায় ০°০৩১৪ দাঁড়াইবে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অর্দ্ধসের পরিমিত জলের তাপক্রম ০° হইতে ১° পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে যতটুকু তাপের আবশ্যক হইবে, ততটুকুকে তাপাঙ্ক (Thermal unit) স্থির করিয়াছেন, তাহাই আপেক্ষিক তাপের মান।

ঘন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিবার জন্য ত্রিবিধ উপায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে—বরফগলন, মিশ্রণ ও শীতলীকরণ। এই শেষোক্তটী সময় দ্বারা জানিতে পারা যায়, অর্থাৎ কোন এক বিশেষ তাপক্রমে আসিয়া পদার্থসমূহের শীতল হইতে যাহার যে সময় লাগে, সেই সময়ের ইতর বিশেষানুসারে বিভিন্ন পদার্থে আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করা যাইতে পারে।

অর্দ্ধসের পরিমিত বরফকে গলাইতে গেলে ৮০ তাপাঙ্ক আবশ্যক হয়। যদি কোন পদার্থকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট তাপক্রমে মনে কর, ১০০° তাপক্রমে আনিয়া সহসা তুষারের মধ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সে শীতল হইয়া ১০০° হইতে ০° তাপক্রমে আসিতে আসিতে কতটুকু বরফ গলাইয়া জল করিয়া ফেলিয়াছে। সেই জলের ওজন ও সেই পদার্থের ওজন, শীতল হইতে হইতে যত তাপাংশ নাবিয়া পড়িবে, তাহার সংখ্যা দেখিয়া পদার্থের আপেক্ষিক তাপ অনায়াসেই নিরূপণ করিতে পারা যায়। ইহা অতি সহজে জানিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাপ্লাস্ তাপমিতি (Calorimeter) নামক এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই যন্ত্রে তিনটী ধাতব বাক্স ভিতর ভিতর বসান থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয়টীর মধ্যবর্ত্তী স্থান বরফে পূর্ণ করা হয়। আর তৃতীয় বাক্সের মধ্যে যে পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিতে হইবে তাহাকে রাখা হয়। প্রত্যেক বাক্স ঢাকুনি দিয়া আটাঁ থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্সের মধ্যবর্ত্তীস্থানে যে বরফ থাকে, তাহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্সের মধ্যবর্ত্তী স্থানস্থিত বরফের সঙ্গে বাহ্য তাপের সংশ্রব নিবারণ করে, তৃতীয় বাক্সস্থিত পদার্থের তাপই কেবল সেইস্থলে আসিতে পারে, অন্য কোন তাপের সেইস্থলে প্রবেশ সম্ভবে না, সুতরাং সেই তাপে বরফ গলিয়া যতটুকু জল হইবে, কৌশল করিয়া নল দ্বারা তাহা হইতে সে জলকে বাহির করিয়া ওজন করিলে তাহা হইতে আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিতে পারা যাইবে।

তাপবিষয়ক প্রস্তাব একপ্রকার শেষ হইল। বিজ্ঞানের এই অংশ অতি বিস্তৃত। তাপ, তাড়িত ও আলোক ইহার দ্বারা দিন দিন কত নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার বর্ণনা দুঃসাধ্য। এই তাপ হইতেই কুজ্ঝটিকা, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, শিশির ও তুষার সম্ভূত হইতেছে।

তাপক (পুং) তাপয়তীতি তপ্‌-ণিচ্‌-ণ্বুল্‌। ১ তাপকারক। ২ জ্বর। ৩ রজোগুণ; একমাত্র রজোগুণই তাপের প্রতিকারণ। তাপই (দুঃখ) রজোগুণের ধর্ম্ম। [দুঃখ ও রজোগুণ দেখ।]

তাপতী (স্ত্রী) সূর্য্যকন্যা তাপী। [তাপী দেখ।]

তাপত্য (পুং স্ত্রী) তপত্যাঃ সূর্য্যকন্যায়াঃ অপত্যং ক্ষত্রিয়ত্বাৎ ণ্য। তপতীর অপত্য কুরু। [তপতী ও তাপী দেখ।]

তাপত্রয় (ক্লী) তাপানাং ত্রয়ঃ ৬তৎ। ত্রিবিধ দুঃখ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ। [দুঃখ দেখ।]

তাপদুঃখ (ক্লী) তাপরূপং দুঃখং। দুঃখভেদ। পাতঞ্জলদর্শনে এই দুঃখের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে।

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।" (পাত° দ° ২।১৫)

কর্ম্ম সকলের পুণ্যাপুণ্যত্বহেতু সুখ ও দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মফলে উৎকৃষ্ট জাতি, চিরায়ুঃ ও বিষয় ভোগাদি ফল সুখপ্রদ হয় এবং পাপ কর্ম্মপ্রভাবে পরিতাপাদি দুঃখ ভোগরূপ ফল হইয়া থাকে। অতএব সুখ ও দুঃখভোগই কর্ম্মফলরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধারণ লোকের উক্ত দ্বিবিধ ফল ভোগ হয়, কিন্তু যোগিগণ সুখ দুঃখাদি

ভোগরূপ কর্ম্মফল সমস্তই দুঃখ বলিয়া গণ্য করেন। ক্লেশাদি পরিজ্ঞানে যাহাদের বিবেক উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা ভোগসাধন দ্রব্য সকলকে কেবলমাত্র বিষাক্ত সুস্বাদু অন্নের ন্যায় প্রতিকূল বিবেচনা করেন। যোগিগণ দুঃখলেশ মাত্রই উদ্বিগ্ন হন। যেমন চক্ষুঃ কোমল স্পর্শ ঊর্ণাসূত্রের স্পর্শমাত্রও মহতী পীড়া অনুভব করে, সেইরূপ অল্প দুঃখানুভবেও বিবেকীর মহৎ দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে। কারণ বিষয় সকল উপভোগ করিলেই পরিণামে সংস্কারবশতঃ দুঃখ পাইতে হয়। যে পরিমাণে লোকে বিষয়ভোগ করে, তদপেক্ষাও ভোগলালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু বিষয়ভোগ সময়ে কোন বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে যে দুঃখ হয়, তাহা কেহ পরিহার করিতে পারে না; বরং দুঃখান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয়ভোগে কিঞ্চিন্মাত্র সুখের সম্ভাবনা নাই। সুখসাধন সামগ্রী উপস্থিত হইলে তাহার বিরোধীর প্রতি দ্বেষ উপস্থিত হয় এবং সুখানুভবকালেও তাপরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন সুখ এবং যখন অনভিমত দ্রব্য উপস্থিত হয়, তখন দুঃখ হইয়া থাকে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি হয়। অতএব সকলই দুঃখময় বিবেচনা করিয়া বিবেকশালী মুনিগণ বিষয়ভোগাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সুখানুভবকালেও তাপদুঃখ উপস্থিত হয়, যেহেতু সুখসাধন সামগ্রীর উপস্থিত কালেও তৎপরিপন্থি বস্তুর প্রতি দ্বেষ থাকে, সুতরাং তাপদুঃখ সংস্কারদুঃখ ও পরিণামদুঃখ এই ত্রিবিধ দুঃখ দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বৃত্তি-স্বরূপ দেখা যায়। অতএব কোন প্রকার বিষয়ভোগই দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। [বিশেষ বিবরণ দুঃখ দেখ।]

তাপন (ক্লী) তপ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ তাপকরণ। (পুং) কর্ত্তরি ল্যু। ২ সূর্য্য। ৩ কামদেবের পঞ্চবাণের একটী বাণ। ৪ সূর্য্যকান্তমণি। ৫ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। ৬ আনন্দযন্ত্র। (ত্রি) ৭ তাপক। (ক্লী) ৮ নরকবিশেষ। "অসিপত্রবন-ঞ্চৈব তাপনঞ্চৈকবিংশকং।" (যাজ্ঞ° ৩।২২৪)

তাপনী, তাপনীয় (ক্লী) ১ উপনিষদ্ ভেদ। তপনীয়স্য স্বর্ণস্য বিকার অণ্। ২ স্বর্ণময়, সুবর্ণনির্ম্মিত। স্বর্ণস্য বিকারঃ অণ্। ৩ সুবর্ণ, নিষ্ক পরিমাণ স্বর্ণ। (ত্রি) ৪ তাপযোগ্য।

তাপমান, যন্ত্রবিশেষ (Thermometer)। যে যন্ত্রদ্বারা উষ্ণতার পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহার নাম তাপমান-যন্ত্র। সচরাচর যে তাপমানযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা একটী পারদ-পূর্ণ কন্দসমন্বিত সূক্ষ্ম ও সমছিদ্রসম্পন্ন কাচনলী মাত্র। ইহার কন্দ ও নলের কিয়দংশ পারদপূর্ণ থাকে। উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমে যন্ত্রের অন্তর্গত পারদের সঙ্কোচ ও বিস্তৃতি হইয়া থাকে। দ্রবমাণ তুষার বা তুষার হিমজলে নিমজ্জিত হইলে যে অঙ্ক পর্য্যন্ত পারদ নামিয়া পড়ে, তাহার নাম দ্রবণাঙ্ক, আর ফুটন্ত জলে অথবা তন্নিঃসৃত বাষ্পমধ্যে নিমজ্জিত হইলে যে অঙ্ক পর্য্যন্ত পারদ উত্থিত হয়, তাহারই নাম ফুটনাঙ্ক।

এই দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থানকে কেহ বা ১৮০ কেহ বা ১০০ ও কেহ বা ৮০ সমান অংশে বিভাগ করিয়া উষ্ণতার অংশ চিহ্ন সকল অঙ্কিত করেন।

ইংলণ্ডদেশে প্রথম প্রকার তাপমান প্রচলিত। ফারেণহীট নামক একজন ওলন্দাজ পণ্ডিত ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, এই নিমিত্ত ইহাকে ফারেণহীটের তাপমান কহে। ফারেণহীটের দ্রবণাঙ্ক ৩২ ও ফুটনাঙ্ক ২১২ এবং দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ১৮০ সমান অংশে বিভক্ত। দ্রবণাঙ্কের ৩২ অংশ নিম্নে ইহার শূন্য।

ফরাসীদেশে দ্বিতীয় প্রকার তাপমান প্রচলিত। ইহার দ্রবণাঙ্ক ০° এবং ফুটনাঙ্ক ১০০° এবং এই দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ১০০ সমান অংশে বিভক্ত। তৃতীয় প্রকার তাপমান রুষরাজ্যে প্রচলিত। রিওমার নামক এক ব্যক্তি ইহার প্রথম প্রচার করেন। ইহার দ্রবণাঙ্ক ০° এবং ফুটনাঙ্ক ৮০° এবং এই দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ৮০ সমান অংশে বিভক্ত। অতএব দেখা যাইতেছে, যে পরিমাণ উষ্ণতানিবন্ধন তুষার হিমজল ফুটিয়া উঠে, তাহারই ১৮০, ১০০ অথবা ৮০ ভাগের এক ভাগকে একক স্বরূপে ধরিয়া উষ্ণতার পরিমাণ প্রকাশিত হয়।

তুষার-হিমজল যত উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে, তাহারই তত উষ্ণ হইলে ফারেণহীট শতাংশিক ও রিওমারের মান-দণ্ডসমন্বিত যন্ত্রত্রয়ের অন্তর্গত পারা যথাক্রমে ৩২,০ ও ০ হইতে ২১২, ১০০ ও ৮০ চিহ্ন পর্য্যন্ত উত্থিত হয়।

উষ্ণতার অংশ সকল লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে এক একটী ক্ষুদ্র শূন্য দিতে হয় এবং শতাংশিক ফারেণহীট কি রিওমার যে প্রণালীর অংশ তাহার নামের আদ্যক্ষর লিখিত হয়।

যথা—২৭°শ, ৬০° ফা, ১২° রি, অর্থাৎ শতাংশিকের ২৭, ফারেণহীটের ৬০, রিওমারের ১২ অংশ। ০° শূন্যের নিম্নস্থ কোন অংশ লিখিতে হইলে ঋণ চিহ্ন দিতে হয়। যথা ১৫°শ অর্থাৎ শতাংশিক তাপমানের শূন্যের ১৫ অংশ নিম্নে।

কিন্তু তাপমানের বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে অগ্রে তাপের একটী বিশেষ গুণ বর্ণন করা অতি আবশ্যক।

সেই গুণের নাম প্রসারণ (Expansian), তাপের সংক্রমণে সকল বস্তুই প্রসারিত হয়। বস্তুগত পরমাণু সকল বিশ্লিষ্ট হইলে বস্তুর প্রসরণ প্রত্যক্ষীভূত হয়। ঘন, তরল, আর বাষ্পীয় এই তিন পদার্থই তাপের এই গুণ বিশেষের বশবর্ত্তী। তন্মধ্যে বাষ্প সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তরল, তাহা অপেক্ষা ন্যূন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বশবর্ত্তী। দুগ্ধ তরল পদার্থ। কোন এক কটাহে দুগ্ধ রাখিয়া অধিক উত্তাপ দিলে উথলিয়া উঠে।

কটাহ ঘনপদার্থ, সুতরাং উত্তাপ লাগিলে উহার প্রসরণ তত লক্ষিত হয় না। দুগ্ধ তরল, সুতরাং ইহারই প্রসরণ বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। কিম্বা একটা মসকের প্রায় দশ আনা অংশ বায়ুতে উত্তপ্ত করিলে মসকের সমুদয় বায়ুতে পরিপূর্ণ হইয়া সর্ব্বতোভাবে ফুলিয়া উঠিবে। কিন্তু এই প্রসরণ-নিয়ম সর্ব্বত্র-লব্ধ প্রসারণ নহে। জলের সম্বন্ধে ইহার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা পরে বিবৃত হইবে। যাহা হউক এই প্রসারণ গুণ অবলম্বন করিয়া তাপমানযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই তাপমানযন্ত্র নানা পদার্থের হইতে পারে, তন্মধ্যে পারদ, বায়ু এবং সুরাসার (Alcohal) এই তিনটীই বিশেষ প্রশস্ত। কিন্তু এই তিনেরই নির্ম্মাণ বিধি একই রূপ। পারদের তাপমান সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাহারই বর্ণন করা যাউক। প্রথমে ইহা কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা বলা যাউক। একটী কাঁচের নল তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম চুলের ন্যায় একটী আপাদমস্তক ছিদ্র থাকে। উক্ত নলের একভাগ অনাবৃত মুখ এবং আর একভাগ একটু প্রসারিত হইয়া একটী গোলাকার বর্ত্তুলের আকার ধারণ করিয়াছে, এই নলের একমুখ খোলা, সুতরাং বাহ্যবায়ু নলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। নলের মধ্যেও বায়ু আছে, এখন নলের সেই বর্ত্তুলাকার ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে নলস্থিত বায়ু উত্তপ্ত হইতে থাকে; উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়। অধিক স্থান ব্যাপিতেছে বলিয়া নলের মধ্যে আর থাকিতে পারে না। উপরের মুখ খোলা আছে, সুতরাং উহা সেখান দিয়া বহির্গত হয়। এইরূপে নলের মধ্যে বায়ু শীতল না হইলে উক্ত নলের অনাবৃত ভাগকে একটী পারদপূর্ণ পাত্রে মজ্জিত কর। নলস্থিত বায়ু শীতল হইয়া সঙ্কোচিত হইলে নলমধ্যে শূন্য হইয়া পড়ে। তখন বাহ্যস্থিত বায়ুর পেষণে পাত্র স্থিত পারদের কতক অংশ শূন্যস্থল পূর্ণ করিতে করিতে ক্রমে বর্ত্তুলাকার ভাগে গিয়া পড়ে ও তাহার কতকটা পূর্ণ করে। পরে সেখান হইতে উক্ত নলকে তুলিয়া পূর্ব্ববৎ উক্ত বর্ত্তুলাকার ভাগ পরে নলের সমুদায় ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত কর। পারদ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে, ক্রমে ফুটিয়া যখন বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তখন সমুদয় নলকে ব্যাপিয়া ফেলে এবং অবশিষ্ট বায়ুকে নল হইতে বহির্গত করিয়া দেয়। উক্ত নলে এবং উহার বর্ত্তুলাকার ভাগে পারদবাষ্প ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। তখন উক্ত নলের অনাবৃত ভাগকে আবার পারদপূর্ণ পাত্রে মজ্জিত কর; এখন উক্ত নলে বায়ু আর নাই; সমুদয়ই কেবল পারদবাষ্পে পূর্ণ. উক্ত বাষ্প ক্রমে শীতল ও সঙ্কোচিত হইয়া তরল পারদরূপে পরিণত হয় এবং নলের কতকভাগ শূন্য করিয়া ফেলে; তখন বাহ্যস্থিত বায়ুর পেষণে পাত্রস্থিত পারদ ক্রমে নলের মধ্যে উঠিতে থাকে, নল ও উহার বর্ত্তুলাকার ভাগ পারদে পূর্ণ হয়। পারদ সম্পূর্ণ শীতল হয় নাই; এমন অবস্থায় সাবধানে উক্ত অনাবৃত মুখকে তুলিয়া অগ্নিতে গলাইয়া বৃদ্ধি কর, তাহা হইলে আর বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহার পর সেই নল সম্পূর্ণ শীতল হইলে দেখা যায়, যে বর্ত্তুলাকার ভাগ ও নলের কিয়দংশ মাত্র পারদপূর্ণ অপরাংশ শূন্য থাকে।

এখন উহা লইয়া একটী তুষারপূর্ণ পাত্রে ডুবাও। তুষার তখন প্রথমতঃ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুষার নিতান্ত শীতল বলিয়া পারদ সঙ্কোচিত হইয়া নলের নিম্নদেশে পতিত হইতে থাকে, কিন্তু প্রায় ১৫ মিনিটকাল রাখিলে যখন পারদ আর নামিয়া পড়ে না, তখন সেইখানে এক রেখা অঙ্কিত কর। যখনই কেন পারদকে দ্রবমাণ তুষারে বা তদ্বৎ অন্য কোন শীতল পদার্থে ডুবান যাউক না, সে ঐ রেখার নিম্নে কখনই আর নামিয়া পড়িবে না। তাহার পর উক্ত তাপমান নলকে লইয়া সমুদয় ভাগ ফুটন্ত জলপূর্ণ এক পাত্রে ডুবাইয়া ১৫ মিনিট কাল রাখিলে তখন পারদ নলের যতদূর উঠিবে, সেখানে, সেই চরমসীমায়, আর এক রেখা অঙ্কিত কর। জলে যতই জ্বাল দেওয়া যাউক না কেন, পারদ তাহার উপরে আর কখনই উঠিবে না। এখন দুইটী রেখা হইল। প্রথমটীতে দ্রবমাণ তুষারের সংসর্গে পারদ নামিয়া পড়িলে অবনতির চরমসীমা ব্যক্ত করে, আর দ্বিতীয়টী ফুটজলে নিক্ষেপ করিলে নলের মধ্যে পারদের উর্দ্ধগতির চরমসীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু এখানে বলা আবশ্যক, যে ফুটজলের তাপ সকল সময়ে সমভাবে থাকে না। আর ভূবায়ুর পেষণ জন্য তাহার ইতরবিশেষ হয়। যাহা হউক এখন মোটের উপর স্বীকার করিয়া লওয়া গেল যে সমভাবে থাকে। এখন জানা গেল যে এই দুই রেখা দুইটী চরমসীমা ব্যক্ত করিয়া থাকে, প্রথমটী জলের ঘনীভাব বা তুষারাকার-বোধিকা, দ্বিতীয়টী বাষ্পীভাববোধিকা। এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী

ভাগকে একশত সমান ভাবে বিভক্ত করিলে শতবোধক তাপমান হইবে। প্রথম রেখায় এক শূন্য বিন্দু এবং দ্বিতীয় রেখায় ১০০ একশত অঙ্ক অঙ্কিত থাকে। এই সব অঙ্ক নলের উপর, কখন বা নলের আধারে থাকে। নলের উপর অঙ্ক রাখিতে গেলে উক্ত নলকে মোম দিয়া সর্ব্বতোভাবে আবৃত কর। পরে তাহাতে প্রথম রেখা হইতে দ্বিতীয় রেখা অর্থাৎ শেষ রেখা পর্য্যন্ত সূচিকা দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে সমান ভাগে অঙ্ক দিয়া সমুদায় নলকে হাইড্রোফ্লুরিক (Hydrofluoric) অম্লে ডুবাইয়া রাখ। কিছুক্ষণ পরে তুলিয়া মোম পরিষ্কার করিলে দেখা যাইবে, যে (উক্ত অম্লের সম্বন্ধে কাঁচের এক বিশেষ গুণ থাকায় তাহার সহযোগে) কাচে উক্ত অঙ্কিত স্থান সকল ক্ষত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত নলের বর্ত্তুলাকার ভাগকে অধোদিকে রাখিয়া সোজা করিয়া ধরিলে শূন্যবিন্দু হইতে পর পর স্থিত অঙ্ক সকল তাপের ক্রমিক বৃদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং উক্ত রেখাবলীর মধ্যে কোন এক রেখার ঊর্দ্ধতন রেখা অপেক্ষাকৃত অধিকতর শৈত্য প্রকাশ করে।

উক্ত শতাংশিক তাপমানযন্ত্র প্রথমে ব্যবহৃত হয়। এখন নিতান্ত সুবিধাজনক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রশস্ত হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাতা জনৈক সুইডেন দেশীয় বৈজ্ঞানিক। তাহার নাম সেল্‌সিয়স্ (Celsius)। ইনি ১৬৭০ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

এতদ্ভিন্ন ফারেণহাট্ (Fahrenheit) নামক এক জন প্রুসিয়া দেশীয় বিজ্ঞানবিৎ এক তাপমান যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এই তাপমান যন্ত্র ইংলণ্ডে অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা সেল্‌সিয়সের তাপমান হইতে বিভিন্ন. ঘনীভাববোধিকা হইতে বাষ্পীভাববোধিকা রেখা পর্য্যন্ত তাপমান ১৮০ ভাগে বিভক্ত। তাঁহার যন্ত্রে বাষ্পীভাব বিন্দুতে ২১২ ও ঘনীভাব বিন্দুতে ৩২ অঙ্ক অঙ্কিত থাকে। শূন্যবিন্দু ঘনীভাব বিন্দু ৩২ অংশ নিম্নে; কারণ তাহার মতে লবণ ও তুষার একত্র হইলে নিম্নতম তাপক্রম উৎপাদন করে, সেই জন্য তিনি সেখানে শূন্য বিন্দু নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। উক্ত দুই তাপমান ভিন্ন আরও একটী তাপ-মান আছে। তাহার নাম রিউমার (Reaumer)। রিউমার নামক জনৈক রাসায়নিক এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহা উত্তর-জর্ম্মণিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বাষ্পীভাববোধিকা হইতে ঘনীভাববোধিকা রেখা ৮০ অংশে বিভক্ত। এই তিনপ্রকার তাপমানযন্ত্রের প্রয়োজন মতে দীর্ঘতার তারতম্য হইয়া থাকে এবং ঘনীভাব বিন্দু ইহার মধ্যস্থলে কখন ১০ ভেদে কখন বা ৫ ভেদে অঙ্কিত হইয়া থাকে এবং তাপাংশ প্রকাশ করিতে গেলে ইহাদের পরস্পরের অঙ্কের উপরে এক বিন্দু থাকে। যেমন ইংলণ্ডে গ্রীষ্মকালে তাপক্রম ৩৫°।

ইতর বিশেষ নিশ্চয় করিতে গেলে অর্থাৎ ফারেণহীট তাপমানের সহিত সেলসিয়স্ বা রিউমার তাপমানের তুলনা কিম্বা সেলসিয়স্ বা রিউমার তাপমানের সহিত ফারেণহীটের তুলনা করিতে গেলে এইরূপ করিতে হয়।

ফারেণহীট ফ, সেলসিয়স্ স, রিউমার র,

ঘনীভাব বিন্দু হইতে বাষ্পীভাব বিন্দু ফএ ১৮০, সএ ১০০° ও রএ ৮০ অংশে বিভক্ত। সুতরাং ১৮০° ফ = ১০০° স = ৮০° র প্রত্যেককে ২০ দিয়া ভাগ দিয়া ৯° ফ = ৫° স = ৪° র

সুতরাং ১° ফ ৫/৯ স = ৪/৯ র আর ১° স = ৯/৫° ফ = ৪/৫° র এবং ১° র = ৯/৪° ফ = ৫/৪ র

এখন ইহাদ্বারা এক তাপমানের তাপাংশের অঙ্ক দিলে অপর দুই তাপমানের তাপাংশের অংশ সহজেই উপলব্ধি হয়। তাহার তিনটা নিয়ম নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

কিন্তু জানা উচিত ফএর ৩২ = র ও সএর ০°, সুতরাং ফকে র ও সএ আনিতে হইলে পরে ৩২ যোগ করিয়া লইতে হইবে।

১ম নিয়ম। ফকে সএর বা রএর মতানুসারে করিতে হইলে অঙ্কপাত এইরূপ।

ফ = ৩২

স = ৯ × ৫

ফ = ৩২

র = ৯ × ৪

ফকে সএ আনিতে গেলে ফএর অঙ্ক হইতে ৩২ বিয়োগ করিয়া সেই অবশিষ্ট অঙ্ককে ৫/৯ দিয়া গুণ কর, যথা—

২১২° ফ = (২১২—৩২) ৫/৯ = ১৮০ × ৫/৯ = ১০০° স।

ফকে রএ লইয়া আসিতে গেলে ফএর অঙ্ক হইতে ৩২ বিয়োগ কর এবং অবশিষ্টকে ৪/৯ দিয়া গুণ কর—

২১২° ফ = (২১২—৩২) ৪/৯ = ১৮০ × ৪/৯ = ৮০ র।

২য়। সকে ফ বা রএ আনিতে হইলে—

ফ = স/৫ × ৯ + ৩২,

র = স/৫ × ৪

৩য়। রকে স বা ফএ আনিতে হইলে

$$স = \frac{র}{৪} \times ৫$$

$$ফ = \frac{র}{৪} \times ৯ + ৩২$$

রকে সএ লইয়া আসিতে গেলে $\frac{৫}{৪}$ দিয়া গুণ করিতে হয়। যথা ৮০° র=৮০°× $\frac{৫}{৪}$ =১০০° স। রকে ফএ আনিতে গেলে $\frac{৯}{৪}$ দিয়া গুণ এবং সেই গুণ $\frac{৯}{৪}$ ফলে ৩২ যোগ কর।

যথা ৮০° র=৮০× $\frac{৯}{৪}$ =১৮০+৩২=২১২ ফ।

পারদ ভিন্ন স্পিরিট এবং বায়ুরও তাপমান হইয়া থাকে। একটী স্পিরিটের তাপমান (Alcohol-thermometer) অতি নিম্নতম তাপক্রম জানাইয়া দেয়। কারণ আল্‌কোহল কথনই জমিয়া যায় না, কিন্তু পারদ ঘনীভাব বিন্দুর ৪০ অংশ নিম্নে জমিয়া যায়। সুতরাং তাহা অপেক্ষাও অল্পসংখ্যক তাপক্রম জানিতে গেলে আল্‌কোহলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত প্রকার তাপমানে অধিকতর তাপক্রম জানিতে পারা যায় না। কারণ শতাংশিক তাপমানের ৭৮ অংশ উঠিলেই আল্‌কোহল ফুটিয়া উঠে। তাপক্রমের অল্প অল্প ইতর বিশেষ বুঝিবার জন্য বায়ুর তাপমান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা প্রস্তুত করিতে গেলে তাপমানের বর্ত্তুলাকারভাগ ও দণ্ডাকারভাগের কতক অংশ বায়ুদ্বারা পূর্ণ করিয়া পরে নলের অপর অংশ কোন এক তরল পদার্থ দিয়া পূর্ণ করিতে হয়। নলের মুখ সেই তরল পদার্থে মজ্জিত থাকে। সেই তরল পদার্থের প্রসরণ ও সঙ্কোচনই তাপের হ্রাস ও বৃদ্ধির পর্য্যায়বোধক। যখন উক্তরূপ তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তখন অবশ্যই বর্ত্তুলাকার ভাগ উর্দ্ধদিকে থাকে। বায়ুর তাপমানসকল নানা প্রকারের হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের নির্ম্মাণবিধি অতি সূক্ষ্ম ও অবয়ব অতি দীর্ঘ, সেইজন্য ইহাদিগকে সচরাচর ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু ভাল করিয়া নির্ম্মাণ করিতে পারিলে ইহা আর সকল প্রকার যন্ত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতমরূপে তাপক্রম জ্ঞাপন করে।

এতদ্ভিন্ন আর এক ভেদজ্ঞাপক তাপমানযন্ত্র আছে। কোন একস্থলের তাপক্রমের সহিত নিকটবর্ত্তী স্থলের তাপক্রমের কত অন্তর তাহা জানিবার নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দুইটী বর্ত্তুলাকার নলমুখ বায়ুদ্বারা পরিপূর্ণ এবং নিম্নদেশে আর একটী বক্র নলদ্বারা পরস্পর সংযত থাকে। উক্ত বক্রনল আবার কোন এক রঞ্জিত তরল পদার্থে পূর্ণ। আর এই নিম্নস্থিত বক্রনলে তরল পদার্থ দুই সমীর এক সমতলে অবস্থান করে। এখন যদি একদিকের বর্ত্তুলাকার মুখ আর একদিকের বর্ত্তুলাকার মুখ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে তৎস্থিত বায়ুর বিস্তারে পেষণ অধিকতর হইবে, সুতরাং একের তরলপদার্থ সেই পেষণে দ্বিতীয়ে উত্থিত হইবে। আর সেইরূপ যদি দ্বিতীয় উত্তপ্ততর হয়, তাহা হইলে প্রথম নলে ঐরূপ ক্রিয়া লক্ষিত হইবে। বস্তুতঃও এরূপ যন্ত্রদ্বারা তাপক্রমের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভেদ নির্ণীত হইতে পারে।

যদিও পারদ-তাপমান যন্ত্রকে বিশেষরূপে এবং যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, ততদূর উৎকৃষ্ট করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়, তথাপি সময়ে সময়ে তাহার সংশোধন আবশ্যক।

১। শূন্যবিন্দু পরিবর্ত্তন। ঘনীভাববিন্দুও মাসের মধ্যে শূন্য বিন্দু হইতে $\frac{২}{১০}$ অংশ উঠিয়া থাকে। সকল তাপমানেরই বিশেষতঃ আপাত-নির্ম্মিত তাপমান সকলের এইরূপ গতি। ইহার কারণ তাপমানযন্ত্রে পারদ পূর্ণ করা হইলে বর্ত্তুলাকার ভাগ সহসা শীতল হইয়া সঙ্কোচিত হয়, কিন্তু সেখানেই সঙ্কোচের চরমসীমা পায় না, তখনও অল্প অল্প সঙ্কোচিত হইতে থাকে এবং সেইজন্য তাহার পারদ নলের মধ্যে উঠিয়া যায়। কিন্তু এই সঙ্কোচনশক্তি ক্রমে কমিতে থাকে এবং সেইজন্যই আপাতনির্ম্মিত তাপমানে ইহা বিশেষ লক্ষিত হয়, সুতরাং পূর্ব্বে তাপমানে যে পর্য্যন্ত তাপক্রম নির্দ্ধারিত ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু উপরে উপরে উঠিতে থাকিবে। এই দোষ সংশোধন করিতে গেলে তাপমান যন্ত্র মধ্যে মধ্যে দ্রবমাণ তুষারে নিমগ্ন করিতে হয়। প্রত্যেকবারে তাপাংশ কত দাঁড়াইল, তাহা মনে করিয়া রাখিলে ক্রমে সেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পরীক্ষা দ্বারা পরস্পরের কত প্রভেদ তাহা লক্ষিত হয়। অর্থাৎ যদি শূন্য বিন্দু $\frac{২}{১০}$ তাপাংশ উঠিয়া থাকে তাহা হইলে তাপক্রমে ঐরূপ $\frac{২}{১০}$ বাদ দিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

২য়। ইহা ভিন্ন আরও সাময়িক পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। ইহার কারণ তাপমানযন্ত্র উত্তপ্ত হইয়া সহসা শীতল হইয়া যাওয়া। এইজন্য কোন তাপমানযন্ত্রে বাষ্পীভাববিন্দু নির্দ্দিষ্ট করিবার পূর্ব্বেই ঘনীভাববিন্দু নির্দ্দিষ্ট করা উচিত অন্যথা হইলে গণনা নিশ্চয়ই পরিশুদ্ধ হইবে না।

অধুনা তাপমান যন্ত্রদ্বারা তাপনির্ণয় করিয়া ঝড় মেঘ বৃষ্টি প্রভৃতি কত বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অর হইলে ইহা দ্বারা দুঃসাধ্য বা সুসাধ্য তাহা নির্ণীত হইতেছে ও অশেষবিধ মঙ্গল সাধিত হইতেছে।
[তাপ দেখ।]

তাপয়িষ্ণু (ত্রি) তাপ-ইষ্ণুচ্। ১ তাপনীয়, জ্বলনীয়। ২ যন্ত্রণাদায়ক।

তাপশ্চিত (ক্লী) তপসি চীয়তে চি-ক্ত স্বার্থে অণ্। ১ যজ্ঞভেদ। [যজ্ঞ দেখ।] ২ যজ্ঞাগ্নিভেদ।

তাপস (ত্রি) তপঃ শীলমস্য তপস্-ণ (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২) ১ তপস্বী, তপশ্চরণশীল।

"তাপসেষ্বেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাচরেৎ।" (মনু ৬।২৭)

(পুং) ২ দমনকবৃক্ষ। ৩ বকপক্ষী। ৪ ইক্ষুবিশেষ। (সুশ্রুত ১।৪৫) (ক্লী) ৫ তমালপত্র। তেজপাত। (রাজনি°)। ৬ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী পৌরাণিক জনপদ। টলেমি *Tabassi* নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান অবস্থিতি খান্দেশের মধ্যে অনুমিত হয়।

তাপসক (পুং) তাপস অল্পার্থে কন্। সামান্য যোগী, যে ব্যক্তি অল্পদিন মাত্র তপস্যারত হইয়াছে।

তাপসজ (ক্লী) তাপসাৎ জায়তে জন-ড। তেজপাত।

তাপসতরু (পুং) তাপসপ্রিয় স্তরুঃ মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। ইঙ্গুদীবৃক্ষ, তপস্বীরা এই বৃক্ষজাত তৈল ব্যবহার করিতেন বলিয়া ইহার নাম তাপসতরু বা তাপসদ্রুম।

তাপসদ্রুম (পুং) তাপসপ্রিয়ঃ দ্রুমঃ। ইঙ্গুদীবৃক্ষ।

"ইঙ্গুদোঽঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তকস্তাপসদ্রুমঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

তাপসদ্রুমসন্নিভা (স্ত্রী) তাপসদ্রুমেণ সন্নিভা তুল্যা ৩তৎ। গর্ভদাত্রীক্ষুপ, গর্ভদাগাছ। (রাজনি°)

তাপসপত্রী (স্ত্রী) তাপসপ্রিয়ং পত্রং যস্যা বহুব্রী জাতিত্বাৎ ঙীষ্। দমনকবৃক্ষ। (রাজনি°)

তাপসপ্রিয় (পুং) তাপসানাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ, পিয়ালগাছ। ২ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। "পীতপুষ্পোঽঙ্গারপুষ্পইঙ্গুদীতাপসপ্রিয়ঃ।" (বৈদ্যক রত্নমা°) (ত্রি) ৩ তাপস প্রিয়মাত্র।

তাপসপ্রিয়া (স্ত্রী) তাপসানাং প্রিয়া ৬তৎ। দ্রাক্ষা, কিস্মিস্। (রাজনি°) [দ্রাক্ষা দেখ।]

তাপসবৃক্ষ (পুং) [তাপসতরু দেখ।]

তাপসেষ্ট [তাপসপ্রিয় দেখ।]

তাপসেষ্টা [তাপসপ্রিয়া দেখ।]

তাপস্য (ক্লী) তাপসস্য ধর্ম্ম ষ্যঞ্। তাপসধর্ম্ম, তপস্বীদিগের ধর্ম্ম। "স্ত্রীধর্ম্মযোগং তাপস্যং মোক্ষং সন্ন্যাসমেব চ। (মনু ১।১১৪) বাণপ্রস্থের হিতকর ধর্ম্মই তাপস্য, এই তাপস্যই মোক্ষের একমাত্র সাধন। পূর্ব্বে রাজর্ষিগণ এই ধর্ম্ম অন্তিমে আশ্রয় করিতেন।

তাপস্বেদ (পুং) তাপেন স্বেদঃ ৩তৎ। স্বেদক্রিয়াবিশেষ, সেক দেওয়া। [স্বেদক্রিয়া দেখ।]

তাপহর (ত্রি) তাপং হরতি হৃ-ট। তাপনাশক, স্নিগ্ধকর।

তাপহরী (স্ত্রী) তাপহর স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ব্যঞ্জনবিশেষ, ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—হরিদ্রা মিশ্রিত ঘৃতদ্বারা মাষকলায়ের বটী ও সুধৌত তণ্ডুল একত্র ভাজিয়া লইবে। অনন্তর ঐ উভয় দ্রব্য সিদ্ধ হইলে পরে তৎপরিমাণ জল দিয়া উহাদিগকে পাক করিবে। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে যথোপযুক্তমাত্রা সৈন্ধব, আদা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিবে। এইরূপে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহাকে তাহরী বা তাপহরী বলে। ইহার গুণ বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, শরীরের উপচয়কারক, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, গুরু এবং ইহার উপাদান সামগ্রীতে যে যে গুণ আছে ইহাতেও সেই সেই গুণ অবস্থিতি করে। (ভাবপ্র°)। (ত্রি) তাপহারিণী মাত্র।

তাপায়ন (পুং) বাজসনেয়ীশাখা ভেদ।

তাপিক (ত্রি) তাপে তাপকালে ভবং ঠঞ্। গ্রীষ্মভব জলাদি।

তাপিচ্ছ (পুং) তাপিনং ছাদয়তি ছদ-ড পৃষো° সাধুঃ। [তাপিঞ্জ দেখ।]

তাপিঞ্ছ (পুং) তাপিনং ছদতি আচ্ছাদয়তি ছদ্-ড পৃষোদরা° সাধুঃ। ১ তমালবৃক্ষ।

"অক্ষোর্নিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিঞ্ছ গুচ্ছাবলীং।" (গীতগো° ১১।১১)

(ক্লী) ২ তাপিঞ্ছপুষ্প।

তাপিঞ্জ (ক্লী) তাপিনং জয়তি জি-ড। ১ ধাতুমাক্ষিক। (পুং) ২ তমালবৃক্ষ। ৩ নিসিন্দে গাছ।

তাপিত (ত্রি) তপ-ণিচ্ ক্ত। তাপযুক্ত, দুঃখিত, যন্ত্রণাযুক্ত। "তারিণী স্বরিতে তার, তাপিত তনয় তোর," (শ্রীধর্ম্মম° ২।৬২)

তাপিন্ (ত্রি) তাপয়তি তাপ-ণিনি। ১ তাপক। তপ-ণিনি। ২ তাপযুক্ত। (পুং) ৩ বুদ্ধদেব। (ত্রিকা°)

তাপী (স্ত্রী) তাপয়তি তপ-ণিচ্ অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নদীভেদ, এই নদী পশ্চিমবাহিনী ও বিন্ধ্যাচল হইতে আবির্ভূতা হইয়াছে।

"তাপীপয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা ক্ষিপ্রা চ ঋষভা নদী। বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাস্তাঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ॥"(মাৎস্য ১১৩।২৭)

বিষ্ণুপুরাণের মতে এই নদী সহ্যপাদোদ্ভবা। (বিষ্ণুপু° ২।৩।১১)

এই নদীর জল ঘন, শীত, পিত্তঘ্ন, কফকৃৎ, বাতদোষহর, হৃদ্য, কণ্ডু ও কুষ্ঠনাশক। (হারীত ৭ অ°)

স্কন্দপুরাণে তাপীখণ্ডে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। জগৎবিখ্যাত সোমবংশে সম্বরণ নামে এক রাজা ছিলেন। বরুণ অগস্ত্য মুনির শাপে সম্বরণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজা কঠোর তপঃসাধন করিয়া সূর্য্যকন্যা তাপীকে

ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হন। এই তাপী অশেষ পাপদহনী ও অতিশয় রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন। [তপতী দেখ।]

তাপীর নাম। তাপীর একবিংশতি নাম—সত্যা, সত্যোদ্ভবা, শ্যামা, কপিলা, কাপিলা, অম্বিকা, তাপনী, তপনা, হার্দ্দা, নাসিকোদ্ভবা, সাবিত্রী, সাহস্রকরা, সনকা, অমৃতস্যন্দনা, সুষুম্না, হংস্বরমণী, সর্পা, সর্পবিষাপহা, তিগ্মতিগ্মরয়া (?), তারা, তাম্রা।

মাহাত্ম্য। যাহারা তাপীতে স্নান করে, তাহারা সকল পাতক হইতে বিমুক্ত হয় এবং তাপী নাম উচ্চারণ করে, তাহাদেরও পাপ দূর হয়।

আষাঢ়মাসে তাপীতে স্নান দানাদির ফল। দ্বাদশমাসের মধ্যে আষাঢ়মাসের সদৃশ মাস নাই, যেহেতু এই মাসে জগৎপতি শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত অনন্তশয্যায় শয়ন করেন এবং এই মাসে বিশ্বকর্ম্মা ভূত সকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

"আষাঢ় সদৃশো মাসো ন মাঘো ন চ কার্ত্তিকঃ।
যত্র সৃষ্টানি ভূতানি ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণা॥"
"যস্মিন্‌মাসে সুখীভূত্বা যোগনিদ্রাং জগৎপতিঃ।
শেতে ভুজঙ্গশয়নে লক্ষ্ম্যা সহ জনার্দ্দনঃ॥" (তাপীখ° ৩।২১-২২)

আষাঢ়মাসে তাপীতে স্নান করিলে সকলপ্রকার পাপ বিমুক্ত হয়। প্রয়াগে গমন করিয়া মাঘমাসে দ্বাদশবার স্নান করিয়া যে পুণ্যলাভ করিয়া থাকে, আষাঢ়মাসে এই তাপীতে একবার স্নান করিলে তদপেক্ষা অধিক পুণ্যলাভ হয়।

যদি কোন লোক কপটতা করিয়া ইহাতে স্নান করে, তাহা হইলেও তাপীর মাহাত্ম্যানুসারে তাহার শতজন্মার্জ্জিত পাপ ধ্বংস হয়। যদি বালস্বভাবশতঃ আষাঢ়মাসে তাপীতে ক্রীড়া করিয়া স্নান করে, তাহা হইলে তাহার দেবালয়, বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার পুণ্যলাভ হয়। যদি কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য কামনা করিয়া ইহাতে স্নান করে, সে সকল পাপ বিমুক্ত হইয়া অশ্বমেধ ফল লাভ করে।

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আষাঢ়মাসে যাহারা স্নান করে, তাহারা সকল পাপ মুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।

"জ্ঞানতো ঽজ্ঞানতো বাপি আষাঢ়ে ভানুজাজলং।
সেবেত মানবো যস্তু যাতি ব্রহ্ম সনাতনং॥" (তাপীখ° ৩।৩০)

তাপীর মৃত্তিকা শরীরে লেপন করিয়া অন্যত্র স্নান করিলে জন্মান্তরকৃত পাতক নিশ্চয়ই ধ্বংশ হয়।

আষাঢ় মাসে তাপীতীরে যে দীপদান করে, সে সহস্র কোটি কুলকে উদ্ধার করিয়া থাকে।

"যো দীপদানং কুরুতে আষাঢ়ে তপতীতটে।
কুলকোটীসহস্রাণি স তারয়তি মানবঃ॥" (তাপী° ৩।৪১)

কুরুক্ষেত্রে প্রভৃত সুবর্ণদান করিলে যে পুণ্য হয়, এই তাপীতটে কেবল দীপদানে সেই পুণ্য হইয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্র, কাশী, নর্ম্মদা প্রভৃতিতে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, আষাঢ়মাসে তপতীতে নিমেষার্দ্ধ স্নান করিলে সেই ফল পাওয়া যায়।

"কুরুক্ষেত্রে তথা কাশ্যাং নর্ম্মদায়াস্তু যৎফলং।
তৎফলং নিমিষার্দ্ধেন তপত্যাষাঢ়সেবনাৎ॥" (তা[illegible] ৩।৫৩)

তাপী নদীর উভয়তীরে ১০৮টী মহালিঙ্গ বিদ্যমান, তাপীখণ্ডে তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। তপনে তপনেশ, ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মেশ, গোকর্ণে সিদ্ধনাথ, পার্ব্বতীবনে মহেশ, চ্যবনক্ষেত্রে সুজাতীশ্বর, নিষ্কলঙ্ক মুনির ক্ষেত্রে পঞ্চশিখের লিঙ্গ, পুরূরবার ক্ষেত্রে নরবাহনলিঙ্গ, বালক্ষেত্রে বাল, শ্রাবণক্ষেত্রে ককোদাসঙ্গমে ক্রীড়ালিঙ্গ, পাঞ্চালমুনির ক্ষেত্রে পুণ্ডরীকেশ্বর, হৈমিনিক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, গাধিসুতক্ষেত্রে ভরতেশ, বৈরোচনক্ষেত্রে বিরোচনেশ্বর, কল্লোলকূট ও গাধীশ্বর, বহ্নিক্ষেত্রে অর্ব্বুদ, নলেশ্বর, ধুন্ধুমারেশ্বর, কর্কোটক, পদ্মকোষেশ্বর ও হয়গ্রীব মহালিঙ্গ, খদ্যোতনাথক্ষেত্রে কার্ত্তবীর্য্যাখ্যলিঙ্গ, কুব্জক্ষেত্রে শ্রীকণ্ঠ ও সুকণ্ঠ, ভৃগুক্ষেত্রে চন্দ্রচূড়, পাশুপতক্ষেত্রে উগ্র, তারকক্ষেত্রে তারেশ, শশিভূষণক্ষেত্রে হংস, বশিষ্ঠক্ষেত্রে মুচুকুন্দেশ্বর ও কুন্তলক লিঙ্গ, বুধেশে বিমলেশ্বর, কুশমুনির ক্ষেত্রে কমল ও নীলকণ্ঠ, অরুন্ধতীবনে শান্তেশ, কুঞ্জর, রোচক, পুষ্কর, লক্ষেশ, দুর্ব্বারেশ্বর, জামদগ্ন্যেশ ও আশাপ্রদ্যোতনেশ্বর; পূর্ব্বে বামনেশ, সুন্দরে সুন্দরেশ, রাঘবক্ষেত্রে রামেশ, নন্দনে মৃকণ্ডেশ, শরভঙ্গ মুনির ক্ষেত্রে উজ্জ্বলেশ্বর, যুগ্মক্ষেত্রে মহালিঙ্গ, পরমুক্তিতে সুরেশ্বর লিঙ্গ ও অম্বরাশক্তি, নান্দিকক্ষেত্রে নন্দেশ, নারদক্ষেত্রে জ্বালেশ্বর, ব্রহ্মক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, প্রকাশার উপর মতঙ্গক্ষেত্রে গঙ্গেশ্বর, অর্জ্জুনক্ষেত্রে অর্জ্জুনেশ, যৌধিষ্ঠিরক্ষেত্রে শ্রীকরেশ্বর, অম্বিকাক্ষেত্রে অম্বেশ, কৃষ্ণাশিবক্ষেত্রে কল্মষাপহ, পঞ্চমুখক্ষেত্রে আমর্দ্দকেশ্বর, কপিলক্ষেত্রে সিংহেশ্বর ও ব্যাঘ্রেশ্বর, চুতভূজক্ষেত্রে চতুর্ভুজেশ্বর, বৃহন্নদীতীরে মন্ত্রেশ্বর ও ভূতেশ্বর, গৌতমক্ষেত্রে গৌতমেশ্বর, নারদক্ষেত্রে গলিতেশ, এইখানে রত্নসরিত্তীরে শ্রীকণ্ঠের ক্ষেত্রে রক্তেশ্বর লিঙ্গ এবং ষোড়শী শক্তি; বরুণক্ষেত্রে প্রাচেতস ও বাসবেশ, ভীমকক্ষেত্রে ভীমেশ্বর, করঙ্কপাবনক্ষেত্রে করঙ্কেশ্বর, খঞ্জনমুনির ক্ষেত্রে খঞ্জনেশ্বর ও বজ্রকেশ, কশ্যপের ক্ষেত্রে কশ্যপেশ, ভৈরবীক্ষেত্রে ভৈরব, মোক্ষেশ্বর, ভৈরবীশক্তি, ধূতপাপ ও কামপালেশ্বর, মন্ত্রিক্ষেত্রে মন্ত্রেশ্বর ও পরত্রীশ্বর, নীলাম্বরক্ষেত্রে কোটীশ্বর, অজপালীশ্বর ও একবীরা শক্তি, রাঘবক্ষেত্রে রুদ্র ও দণ্ডপাণি,

অম্বরীষের ক্ষেত্রে অম্বরীষেশ্বর, অশ্ব বা অশ্বিনীকুমারক্ষেত্রে মহাতীর্থ এবং কাতরীশ্বর লিঙ্গ, গঙ্গাক্ষেত্রে গুপ্তকেশ্বর বা গুপ্তেশ্বর, লোমশের ক্ষেত্রে লোকেশ্বর, তপতীনদীর উত্তর-বেদীতে বিশ্বেশ্বর ও কাপালিক লিঙ্গ, পূর্ব্বার্কক্ষেত্রে সুরেশ্বর, নারদেশ, কামলেশ, ঋতুপর্ণেশ্বর ও তপতী স্থাপিত তপনেশ লিঙ্গ, কুরুক্ষেত্রে কৌরবনামক মহালিঙ্গ, সোমক্ষেত্রে সোমেশ, জনকেশ্বর ও মোক্ষেশ্বর; কুমুদাক্ষেত্রে অটব্যেশ্বর, রাঘবক্ষেত্রে রামেশ্বর, শতানীকক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, ত্রয়স্ত্রিংশৎ সুরক্ষেত্রে দেবেশ্বর, পিণ্ডেশ্বর, দর্ভাবতীপতি, জগৎকারুমুনির ক্ষেত্রে ও তপসীসঙ্গমে তিনটী নাগেশ্বর। মোট ১০৮ লিঙ্গস্থান আছে। শ্রাদ্ধকালে এই ১০৮ লিঙ্গের নাম পাঠ করিবে। পাঠ করিলে সত্যলোকে পিতৃ সকল সুধারস দ্বারা পরিতৃপ্ত হন; অপুত্র পুত্র, নির্ধন ধন এবং মোক্ষার্থী মোক্ষ লাভ করে। তাপীনদীতে স্নান করিয়া পাঠ করিলে পৃথিবীর সকল তীর্থের ফল লাভ হয়। এতদ্ভিন্ন তাপীখণ্ডে আর কএকটী প্রধান তীর্থের উল্লেখ আছে।

গোলানদী—এই নদী কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, ইহাতে স্নানাদি করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

তাপীতটে গোলানদীর জলে স্নান করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ হয় এবং তাহার সপ্তজন্মের মধ্যে কুষ্ঠ হয় না।

অক্ষমালাতীর্থ—তপতীর বিভব দেখিয়া মহাত্মা গৌতমের হস্ত হইতে অক্ষমালা পতিত হইয়াছিল, সেই অবধি এই স্থান অক্ষমালাতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা একটী প্রধান তীর্থ। ইহাতে যে নর পিণ্ডদান ও স্নানাদি করে, তাহার নিরাময় পদ এবং পিতৃগণের অক্ষয়াতৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। এই তীর্থে সঙ্গমেশ্বর নামে গুপ্ত ত্র্যম্বক লিঙ্গ আছেন, ইহার পূজাদি করিলে সকল প্রকার মনোরথ সিদ্ধি হয়।

গজতীর্থ—তপতীর উত্তরকূলে যেখানে গৌতমীর সহিত তাপীর সঙ্গম হইয়াছে, সেইস্থানে এই তীর্থ আছে, এই তীর্থ মনুষ্যদিগের সকল প্রকার পাপনাশক। যাহারা তাপীসাগর-সঙ্গমে সস্ত্রীক স্নান করিয়া জরৎকন্যাকে দেখে, তাহাদের কোন সময়ে বিয়োগ হয় না এবং যাহারা প্রসঙ্গক্রমে বা দৈবাৎ এইখানে আসিয়া স্নানাদি করে তাহা হইলে, তাহারা নিরাপদ প্রাপ্ত হয় ও পিতৃদিগের তর্পণাদি করিলে তাহা অক্ষয় হয়। (স্কন্দপুরাণ তাপীখ°)।

এই ত তাপীর পৌরাণিক কথা। এখন এই নদী তপ্তী বা তাপ্তী নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইহা দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশের একটী প্রধান নদী।

মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলায় (অক্ষা° ২১°৪৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১৫´ পূঃ) ইহার উৎপত্তিস্থান। মুলতাই নগরে (অক্ষা° ২১° ৪৬´ ২৬´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৮´ ৫৬´´ পূঃ) একটী পবিত্র তীর্থ আছে, অনেকে তাহা হইতে তাপ্তী নদীর উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন।

প্রথমে মুলতাই নগর হইতে প্রবলবেগে সুজলা সুফলা ভূমির উপর দিয়া আসিয়া সাতপুরা পাহাড়ের দুইটা শাখা ভেদ করিয়াছে, ইহার বামধারে বেরারস্থ চিকলদা পাহাড় ও ডানধারে কালীভিৎ গিরিমালা। প্রায় ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত তাপ্তীর উপত্যকায় তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ চলিয়াছে। এইরূপে সাতপুরা পাহাড় হইতে নিম্নমুখে আসিয়া সুগভীর ও প্রায় ৭৫ হইতে ১০০ হাত বিস্তৃত স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থানে আবার জল এত কম যে গ্রীষ্মকালে অনায়াসে হাটিয়া পার হওয়া যায়। ইহাতে উভয় তট উচ্চ হইলেও তেমন চড়া নাই। কেবল বাঁকের মুখ ছাড়া সর্ব্বত্রই উভয় তীরভাগ ক্রমশঃ ঢালু ও নানাবিধ বৃক্ষতৃণগুল্মলতাকীর্ণ দেখা যায়।

তৎপরে তাপ্তী খান্দেশের উচ্চভূমিতে আসিয়াছে। এখানে পূর্ব্বাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০০ হইতে ৭৫০ ফিট্ উচ্চ হইবে। তথা হইতে ক্রমে নিম্নমুখী হইয়া যে মালভূমি সুরাট জেলা হইতে খান্দেশকে পৃথক্ করিতেছে, তথায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এখানে তাপ্তীনদী হইতে অনেক গুলি শাখা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে বামধারে পূর্ণা, বাঘর, গিরণা, বোরি, পাঁজড়া ও শিবা এবং ডানধারে সুকি, অনের, অরুণাবতী, গোমই (গোতমী) ও বালহা প্রধান। খান্দেশের প্রথম ১৬ মাইল সমতল ও সুন্দর কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে বটে কিন্তু শেষ ২০ মাইলের দুইধারে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গবেষ্টিত নিবিড় জঙ্গল স্পর্শ করিয়াছে, এ অংশে লোকালয় নাই, মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘর অরণ্যবাসী ভীলজাতির কুটীর দৃষ্ট হয়।

এখানে তাপী পাষাণের ঘাত প্রতিঘাতে প্রবল স্রোতাকার ধারণ করিয়া অতি অল্প পরিসর স্থান দিয়া পতিত হইতেছে। এই সঙ্কীর্ণ পথের নাম 'হরণফাল' অর্থাৎ হরিণলম্ফ। ইহারই পর গুজরাটের বিস্তৃত প্রান্তর আরম্ভ। ঐ অংশে তাপ্তী কথন খুব চৌড়া আবার কোথাও খুব সরুমুখে নানা গিরি দরী ও ও নির্জ্জন বনরাজি ভেদ করিয়া প্রায় ৫০ মাইল আসিয়াছে। দাঙ্গ নামক জঙ্গল পার হইয়াই পশ্চিমমুখী হইয়া সুরাট জেলায় আসিয়া পৌছিয়াছে।

এখানে রাজপিপ্‌লার পাহাড় ছাড়া আর কোন শৈল তাপ্তীর মুখে পতিত হয় নাই; এখান হইতে ৭০ মাইল গিয়া

তাপ্তী সাগরে মিলিয়াছে। ইহার মধ্যে কোথাও নাতি উর্ব্বর কোথায় বা সমধিক শস্তশালী কৃষিক্ষেত্র দৃষ্টগোচর হয়। আম্‌রোলী হইতে সুরাট নগর পর্য্যন্ত তাপীর এক প্রকাণ্ড বাক আছে। আম্‌রোলী হইতে স্থলপথে সুরাট এক ক্রোশের অধিক হইবে না। কিন্তু জলপথে আসিতে হইলে প্রায় ৫।৬ ক্রোশ ঘুরিতে হয়। সুরাট হইতে দক্ষিণপশ্চিম-মুখী হইয়া প্রায় ৪ মাইল আসিয়াই খুব চৌড়া হইয়া দক্ষিণমুখে সাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

তাপ্তী দৈর্ঘ্যে ৪৫০ মাইল এবং প্রায় ত্রিশহাজার বর্গ মাইল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও সকল স্থানে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না। এমন কি ইহার মোহানা হইতে ১৭ মাইল উপরে জোয়ার গেলে স্থানে স্থানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। মোহানার নিকট বিস্তর বালি ও চড়া আছে, সেই জন্য পোতাদি সকল সময় নিরাপদ নহে। সুরাট বন্দরে যে সকল জাহাজ আসিয়া লাগে, তাহা এই নদী দিয়াই যায়।

আশ্বিন হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত এখানে নির্ব্বিঘ্নে জাহাজাদি লঙ্গর করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তৎপরে আর নিরাপদ নহে। মোহানায় নিকটে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বৃক্ষশ্রেণীও দেখা যায়, কিন্তু স্রোতের সময় তাহার অনেক স্থান ডুবিয়া যায়।

সকল স্থানে সুবিধামত জোয়ার ভাটা খেলে না। বরাচা হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত বেশ জোয়ারভাটা চলে।

এই নদীতে বড় পলি পড়ে, সেজন্য ইহার গতি পরিবর্ত্তন দেখা যায় এবং বাণের সময় কূল ভাসাইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম নগরাদি প্লাবিত করে। পূর্ব্বে দশ বিশ বর্ষ অন্তর এক একবার ভয়ানক বন্যা হইত, তাহাতে সুরাট ও নিকটবর্ত্তী জনপদের কত প্রাণীর মৃত্যু হইয়াছে, কত দ্রব্যজাত নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এখন আর পূর্ব্বেকার মত সেরূপ ভীষণতর বন্যা হয় না, তাই রক্ষা। কিন্তু পলি পড়ার কামাই নাই। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ নানা কৌশল করিয়াও তন্নিবারণে কিছুমাত্র সমর্থ হন নাই।

তাপ্তীর মোহানায় সুবেলী নামে একটী বিধ্বস্ত বন্দর দেখা যায়। এক সময় য়ুরোপীয় বণিকগণের বহুতর বাণিজ্য-পোত এখানে উপস্থিত হইত। ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজে এখানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এখন সুবেলীকে আর বন্দর বলা যায় না, পলি পড়িয়া এখানে নদীর স্রোত বন্ধ হওয়ায় এই প্রাচীন বন্দর পরিত্যক্ত হইয়াছে।

তাপ্তী নদীর উত্তরতীরে যেমন বিস্তর হিন্দু তীর্থ আছে, সেইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্রেরও অভাব নাই। প্রসিদ্ধ অজন্তা (অজণ্ট)-গুহা তাপ্তীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। ইহার তটে বাঘ নামক স্থানে ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর বৌদ্ধদিগের খোদিত তিনটী গুহা দেখা যায়।

প্রতি দ্বাদশবর্ষ অন্তে তাপ্তীর তীরবর্ত্তী বোড়ন নামক গ্রামে মহামেলা হইয়া থাকে; তাহাতে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। সুরাটের দুই মাইল দূরে গুপ্তেশ্বর ও অশ্বিনীকুমার তাপ্তীর তীরে এখন সর্ব্বপ্রধান তীর্থ। এখনও শত শত হিন্দু ঐ তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে তাপীখণ্ডে ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে অশ্বিনীকুমার ও গুপ্তেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখনও অনেক লোক গুপ্তেশ্বরে শবদাহ করিতে আসে। অনেকের বিশ্বাস এখানে তাপ্তীর সহিত গঙ্গা মিলিত হইয়াছেন।

"দশ কেদারযাত্রায়াং যৎপুণ্যঞ্চ নৃণাং ভবেৎ।
তৎফলং শিবযোগেন শ্রীগুপ্তেশ্বরদর্শনাৎ॥
সুগুপ্তা যত্র গঙ্গা চ তপত্যা সহ সঙ্গতা।
তস্য তীর্থস্য কো নাম মহিমা বর্ণ্যতে তব॥ ৮॥
ব্রহ্মহত্যাভিভূতোহং পুরা গঙ্গা গতোপি চ।
সুগুপ্তঞ্চ তদা যাতি স্নাতুং গঙ্গা সরিদ্বরা॥ ৯॥
কিং গঙ্গেতি প্রবদতা গচ্ছ মালাকরে ধৃতা।
ততো বৈ সা ভবৎ গুপ্তা দাহমন্ত্রৈব সংস্থিতঃ॥ ১২॥
অন্য তীর্থসমং তীর্থং কুত্র পুত্র ন বিদ্যতে।
দাহং বিনাত্র পুরুষো যাতি খং বারিসেবনাৎ॥" ১৩॥

তাপ্তী নদীর মোহানার নিকট বারিতাপ্য নামক এক তীর্থ আছে ইহার বর্ত্তমান নাম বারিআব। কথিত আছে, এখানে তপতী তপস্যা ও তপতেশ লিঙ্গ স্থাপন করেন। তাহার পশ্চিমে কিছুদূরে একটী কুরুক্ষেত্র আছে।

তাপীখণ্ডের মতে—এই পুণ্যক্ষেত্রে তপতীর পুত্র কুরু কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, এই জন্য এই স্থান কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হয়। (তাপীখ° ৬৮ অঃ)

তাপীসাগরসঙ্গমও একটী বিখ্যাত তীর্থ। ইহার কিছুদূরে নাবিকদিগের সুবিধার জন্য একটী অত্যুচ্চ ইষ্টক-নির্ম্মিত আলো ঘর আছে। সমুদ্রে প্রায় আট ক্রোশদূর হইতে তাহার আলো দেখা যায়।

তাপীজ (পুং) তাপ্যা নদ্যাঃ সমীপে আকরভেদে জায়তে জন-ড। মাক্ষিকধাতু।

"এবঞ্চ মাক্ষিকং ধাতুং তাপীজমমৃতোপমং।" (সুশ্রুত)

[মাক্ষিক দেখ।]

তাপীসমুদ্ভব (ত্রি) ১ তাপীনদীর তীরে বা তাহার নিকটে

উৎপন্ন। (ক্লী) ২ অগ্নিপ্রস্তর অথবা খনিজ পদার্থভেদ। ৩ মণিভেদ।

তাপেশ্বর (পুং) তীর্থভেদ। (শিবপু॰)

তাপ্য (ক্লী) তাপে হিতং তাপ-যৎ। ধাতুমাক্ষিক, হেমচন্দ্র এই শব্দ পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাপ্যক (ক্লী) তাপ্যমেব স্বার্থে কন্। ধাতুমাক্ষিক।

তাপ্যাখ্যসংজ্ঞক (ক্লী) তাপ্যাখ্যা সংজ্ঞা যস্য বহুব্রী, কপ্। ধাতুমাক্ষিক।

তাবুব (ক্লী) [বৈ] বিষঘ্ন ঔষধভেদ।

তাম (পুং) তাম্যত্যনেন তম করণে ঘঞ্। ১ ভীষণ। ২ দোষ। ৩ গ্লানিকারণ। ৪ গ্লানি।

তামর (ক্লী) তামং গ্লানিং রাতি রা-ক। ১ জল। ২ ঘৃত।

তামরস (ক্লী) তামরে জলে সন্তীতি সস্-ড। ১ পদ্ম। তাম্যতেঽনেন রস্যতে ইতি রসং কর্ম্মধা॰। ২ স্বর্ণ। ৩ তাম্র। ৪ ধুস্তূর। ৫ সারস। ৬ ছন্দোভেদ। ইহা দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত। ইহার ৫।৮।১১।১২ বর্ণ গুরু।

> "ইহ বদ তামরসং নজজায়ঃ।"
>
> "স্ফুটসুষমামকরন্দমনোজ্ঞং
> ব্রজললনানয়নালিনিপীতং।
> তব মুখতামরসং মুরশত্রো
> হৃদয়তড়াগবিকাশি মমাস্তু॥" (ছন্দোম॰)

তামরসী (স্ত্রী) তামরস-ঙীপ্। পদ্মিনী।

তামলকী (স্ত্রী) ভূম্যামলকী।

তামলিপ্ত (পুং) দেশভেদ, তমলুক। [তমলুক ও তাম্রলিপ্ত দেখ।]

তামলিপ্তক (পুং) তামলিপ্ত-স্বার্থে কন্। তমলুক দেশ।

তামলী (দেশজ) জাতিভেদ। [তাম্বূলী দেখ।]

তামস (পুং) তমস্তমোগুণঃ প্রধানত্বেনাস্ত্যস্যেতি অণ্। ১ সর্প। ২ খল। ৩ উলূক। ৪ চতুর্থ মনু, এই মন্বন্তরে বিষ্ণুর অবতার হরি, ইন্দ্র ত্রিশিখ, দেবতা বৈধৃতিগণ, জ্যোতির্ধাম প্রভৃতি সপ্তর্ষি, বৃষখ্যাতি নরাদি মনুপুত্রগণ। (ভাগ॰ ৮।১।২৪ অ॰)। (ত্রি) ৫ তমোগুণযুক্ত। ৬ তমঃপ্রধানগুণক, যাহার তমোগুণ প্রধান। তমোঽধিকৃত্য প্রবৃত্তং অণ্। তমোগুণাধিকার দ্বারা প্রবৃত্ত শাস্ত্রবিশেষ, তামস শাস্ত্রের বিষয় পদ্মপুরাণে এই প্রকার লিখিত আছে।

> "শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমং।
> যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥" (পদ্মপু॰)

প্রথম পাশুপত নামক শৈবশাস্ত্র, কণাদোক্ত মহৎ বৈশেষিক শাস্ত্র, গৌতমোক্ত ন্যায়শাস্ত্র, কপিলোক্ত সাংখ্য, জৈমিনিকথিত মীমাংসা, বৃহস্পতিকথিত চার্ব্বাকশাস্ত্র, বুদ্ধরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক বৌদ্ধশাস্ত্র, শঙ্করাচার্য্যকথিত মায়াবাদযুক্ত বেদান্তশাস্ত্র, এই সকল তামস শাস্ত্র। ইহা শ্রবণ করিলে জ্ঞানীদিগেরও পাতিত্য জন্মে। এই সকল তামস শাস্ত্রে বেদের প্রকৃত অর্থ তিরোহিত হইয়াছে এবং ইহাতে কর্ম্ম মাত্রই ত্যজ্য; জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠরূপ নিগুর্ণরূপে দর্শিত হইয়াছে। জগতের নাশের নিমিত্ত কলিযুগে এই সকল শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে।

তামস তন্ত্রের বিষয় কূর্ম্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। এই জগতে শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ যে সকল শাস্ত্র আছে, তাহা সকলই তামস শাস্ত্র। করাল, ভৈরব, যামল, বাম এই সকল তামস তন্ত্র।

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ছয়খান করিয়া সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। তাহার মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ এই ৬ খানি তামসপুরাণ। এই সকল তামসপুরাণে শিবের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম, বরাহ এই ৬ খান সাত্ত্বিকপুরাণ, এই সাত্ত্বিকপুরাণে বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন, ব্রহ্ম এই ৬ খানি রাজসপুরাণ। এই রাজসপুরাণে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (মৎস্যপু॰)

কণাদ, গৌতম, শক্ত্রি, উপমন্যু, জৈমিনি, দুর্ব্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, জমদগ্নি ইহারা কয়জন তামস মুনি। গৌতম, বার্হস্পত্য, সামুদ্র, যম, শঙ্খ, ঔশনস এই কয়খানি তামস স্মৃতি।

মনুষ্যদিগের স্বভাবতই তিনপ্রকার শ্রদ্ধা আছে—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। যাহারা ভূত ও প্রেতাদির উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উপাসনা করে, তাহাদের তামসী শ্রদ্ধা জানিতে হইবে'।

এতদ্ব্যতীত আহার, যজ্ঞ, তপ, দান প্রভৃতি যাবতীয় জগতের কার্য্যই ত্রিবিধ। অর্দ্ধপক এবং বিরসতা প্রাপ্ত (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।) পূতিমৎ, পর্য্যুসিত উচ্ছিষ্টাদি অমেধ্য আহার তামস আহার এবং এই আহারই তামস লোকদিগের প্রিয়।

অতি দুরাগ্রহদ্বারা পরের উৎসাদনের নিমিত্ত আত্মার নানা প্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপ করা হয়, তাহাই তামস তপ, এবং তামস প্রকৃতির লোকেরাই এই প্রকার তপস্যা করিয়া থাকে।

দেশ কাল পাত্রাদির বিচার না করিয়া যে কোন দেশে

যে কোন কালে বা যে কোন পাত্রে অসৎকার ও অবজ্ঞতা সহকারে যে দান করা যায়, তাহার নাম তামস দান।

ভবিষ্যতের অশুভফল, শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয় ও পরিজনাদির ক্ষয় এবং প্রাণিহিংসা ও আত্মসামর্থ্যাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া অজ্ঞান বা অবিবেক বশে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসক্রিয়া।

যে ব্যক্তি অত্যন্ত অসমাহিত অর্থাৎ কোন কার্য্যেই বিশেষরূপ মনোযোগ করে না, যাহার বুদ্ধি অত্যন্ত অসংস্কৃত, নৈপুণ্য সহকারে বিচার করিতে না পারিয়া প্রকৃতিবশে যে কোন প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদিত হয়, তদনুসারে কার্য্য করিয়া ফেলে, জ্ঞান পর্য্যালোচনা দ্বারা কিছু মাত্রও পরিমার্জ্জিত হয় নাই, সদুপদেশ দ্বারা যাহাদিগকে কোন প্রকারেই ঠাণ্ডা করা যায় না, অন্তঃসারবিহীন, মায়াবী, যাহারা অন্তঃকরণের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে অন্যরূপ ব্যবহার করে, এবং পরবৃত্তিচ্ছেদনতৎপর, চিন্তা প্রভৃতিতে অলস, সর্ব্বদা অবসন্নভাব আর দীর্ঘসূত্রী, এই প্রকার কর্ত্তার নাম তামসকর্ত্তা।

যে মন দ্বারা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং অকর্ত্তব্য বিষয়কে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, এইরূপ বিপরীত ভাবপ্রকাশক মনকে তামস মন বলা যায়।

যে ধারণাবিশেষ দ্বারা সর্ব্বদাই মনোমধ্যে শোক, ভয়, স্বপ্ন, বিষাদ, মত্ততা প্রভৃতি উদ্রিক্ত হইয়া থাকে, সেই দুর্ম্মেধা ব্যক্তির ধারণাকে তামসধৃতি কহে।

নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদদ্বারা যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা এখন ও পরিণামে আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই উৎপাদন করে না, তাহাকে তামসসুখ কহে। (গীতা)। পৌরোহিত্য, যাচন, দৈবল্য, (শূদ্রাদির প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির নিত্যপূজা), গ্রামযাজন, বিষ্ণুসেবাপরাধ, বিষ্ণুনামাপরাধ, অসৎপ্রতিগ্রহ, অভিচার, পশুজীবাদি হনন, পাতক, উপপাতক, অতিপাপ, মহাপাপ, অনুপাতক, লোভ, মোহ, অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ এই সকল তামস কর্ম্ম। (পদ্মপু° উ° খ°)

তামস ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক তামস দ্রব্যদ্বারা তামস ভাব অবলম্বন করিয়া যে যজ্ঞ হয়, তাহার নাম তামস যজ্ঞ, এই প্রকার তামস যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা নরকে জন্ম হয়।

তমসো রাহোরপত্যং অণ্। ৮ রাহুসুত, তামসকীল। ৯ শিবের অনুচর ভেদ।

[তমোগুণ] তমোগুণ প্রকৃতির তিনটী গুণের মধ্যে একটী গুণ, যে গুণদ্বারা তমঃ অর্থাৎ গ্লানি উৎপাদন হয়, তাহাকে তমঃ অর্থাৎ আবরক গুণ কহে, সুতরাং তমোগুণ মোহের হেতু। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটীগুণ পরস্পর জড়িত, যখন একটী গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে সেই গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। তমঃ রজঃ ও সত্ব ভিন্ন থাকিতে পারেনা, তবে যখন সত্ব ও রজকে পরাভব করিয়া নিজ ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে থাকে, তখনই তাহাকে তমঃ বলা যায়। কিন্তু পরাভূত ভাবে সত্ব ও রজঃ তাহাতে থাকিবে। এইরূপ রজঃ ও সত্ব সম্বন্ধে জানিতে হইবে। তমঃ তমোগুণ, এই গুণশব্দে বৈশেষিকোক্ত গুণপদার্থ নহে, ইহা দ্রব্যপদার্থ জানিতে হইবে।

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিলে অব্যক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই গুণত্রয় সর্ব্বকার্য্যব্যাপী, অবিনাশী ও স্থির। যখন এই গুণত্রয় ক্ষুভিত হয়, তখন উহা পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বারযুক্ত পুররূপে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ পুরমধ্যে ইন্দ্রিয়গণ অবস্থান করিয়া জীবকে বিষয়বাসনায় আক্রান্ত করে। মন ঐ পুরমধ্যে থাকিয়া বিষয় সমুদয়কে অভিব্যক্ত করিয়া দেয়, বুদ্ধি ঐ পুরের কর্ত্রী। লোকে ভ্রান্তি প্রযুক্ত ঐ পুরকে জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, জীব ঐ পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। এই গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিয়া থাকে। যে স্থানে উহাদের মধ্যে একের আধিক্য হয়, তথায় অন্যের হীনতা লক্ষিত হয়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সত্ব ও রজঃ হীন হইলে তমোগুণ প্রকাশিত হয়। সেইরূপ আবার তমঃ হীন হইলে রজঃ ও রজঃ হীন হইলে সত্ব প্রকাশিত হয়। তমোগুণ অপ্রকাশাত্মক, উহাকে মোহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

এই তমোগুণের প্রাবল্যে মনুষ্যের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চিয়তা, স্বপ্ন, স্তম্ভ, ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্য্যদূষণ, অস্মৃতি, অফলতা, নাস্তিকতা, দুশ্চরিত্রতা, সদসদ্‌বিবেকরাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্যজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথা চিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, অন্যের অপবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, মৎসরতা, নীচকর্ম্মে অনুরাগ, অসুখকর কার্য্যের অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান, এই সকল তমোগুণের কার্য্য। যাহারা এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে তামস প্রকৃতির লোক বলিয়া জানিতে হইবে। এই তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরা জন্মান্তরে স্থাবর পদার্থ রাক্ষস, সর্প, কৃমি, কীট

পক্ষী বিবিধ চতুষ্পদ জন্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা সর্ব্বদা নিকৃষ্ট কার্য্য করে, তাহাদিগের তমোগুণের প্রাধান্যে তামস প্রকৃতি বলিতে হইবে। সত্ত্ব রজঃ ও তম এই তিনগুণ সর্ব্বদা প্রাণিগণের দেহে অবিচ্ছিন্ন রূপে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং উহাদিগকে কখনই পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; সত্ত্বগুণ সত্ত্বে ও তমোগুণ তমে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমে কোন সময়ই তিরোহিত হয় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কেবল জন্মান্তরীণ পাপপুণ্যনিবন্ধন প্রাণিগণের দেহে ইহাদের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। স্থাবর সমুদায়ে তমোগুণের আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে ; কিন্তু উহারা রজঃ ও সত্ত্বগুণ একেবারে বিরহিত নহে। জাগতিক প্রত্যেক পদার্থে এই তমঃ বিদ্যমান রহিয়াছে ; ন্যূনাধিক্যভাবে থাকায় কোন দ্রব্যের নাম সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামস হইয়াছে।

"অধ্যবসায়ো বুদ্ধি ধর্ম্মোজ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যং।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তং॥" (সাংখ্যকা°)

অধ্যবসায়, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিরাগ, ঐশ্বর্য্য এইগুলি সাত্ত্বিক, ইহার বিপরীত তামস। এই তমঃ বিষাদাত্মক।

"প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥" (সাংখ্যকা° ১২)

বিষাদের নাম মোহ, বিষাদের স্বরূপই তমোগুণ, যখনই এই গুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই বিষণ্ণতা আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন তমোগুণ প্রকাশিত হয় তখন রজঃ ও সত্ত্বকে পরাভব করিয়া নিজের বৃত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

সত্ত্বগুণ লঘু-প্রকাশক ও ইষ্ট ; রজঃ উপষ্টম্ভক ও চঞ্চল এবং তমঃ গুরু বরণক। গুণ সকল পরস্পর বিরোধী, কিন্তু পরস্পর বিরোধী হইলেও আপনারা সুন্দ ও উপসুন্দবৎ বিনষ্ট হয় না, যে প্রকার বর্ত্তি ও তৈল পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত, ও শ্লেষ্মা পরস্পর বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া শরীর ধারণ রূপ কার্য্য করে। সেইরূপ এই গুণত্রয় পরস্পর বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের বৃত্তি অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও মোহ প্রকাশ করিয়া থাকে। তমের ভেদ অষ্টবিধ।

"ভেদস্তমসোঽষ্টবিধঃ মোহস্য চ দশবিধঃ।" (সাংখ্যকা° ৪৮)

তমঃ অর্থাৎ অবিদ্যা ইহার ভেদ ৮ প্রকার অব্যক্ত, মহদ্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। এই ৮ প্রকার তমঃ অজ্ঞান।

"সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতং।" (মনু)

নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, আলোকের অভাবই তমঃ। প্রভাকরদিগের মতে রূপ দর্শনাভাবই তমঃ। [বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।]

তামসকীলক (পুং) তামসঃ রাহুসুতঃ কীলকইব। রাহুসুত-কেতু ভেদ, তামসকীলক প্রভৃতি সংজ্ঞাবিশিষ্ট রাহুসুত কেতু সকল ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার। বর্ণ, স্থান ও আকারাদি দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ফল নির্ণয় করিতে হয়। উহারা যদি সূর্য্যমণ্ডলগত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গল, চন্দ্রমণ্ডল গত হইলে শুভফল আর যদি চন্দ্রমণ্ডলে উহারা কাক, কবন্ধ, বা প্রহরণরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গলদায়ক। ঐ কেতু সকলের উদয়ে সকলই বিরূপ হয়। জল সকল মলিন ও আকাশ ধূলি সমাচ্ছন্ন হয়। প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকে, চারিদিকেই অনিষ্ট রাশি উপস্থিত হয়। ঐ রাহুসুত সকলের মধ্যে যদি শিখী ও কীলকাদিরূপবিশিষ্ট রাহুদর্শন হয়, তবে পূর্ব্ববৎ ফল হইবে। সূর্য্যবিম্বস্থ কেতু সকল যে যে দেশে দৃষ্ট হইবে, সেই সেই দেশের রাজগণের অমঙ্গল হয়। সূর্য্যমণ্ডলে দণ্ডাকৃতি কেতু সংস্থান দৃষ্ট হইলে নরপতির মৃত্যু, কবন্ধ সংস্থান দৃষ্ট হইলে ব্যাধিভয়, ধ্বাঙ্ক্ষাকার দৃষ্ট হইলে চৌরভয় এবং কীলকাকার দৃষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ হয়। (বৃহৎসংহিতা ৩ অঃ) [কেতু দেখ।]

তামসধ্যান (ক্লী) বটুক ভৈরবের ধ্যেয়রূপ ভেদ। বটুক ভৈরবের ধ্যান তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। (তন্ত্রসা°)

তামসসন্ন্যাসিন্ (ত্রি) যিনি গার্হস্থ্য সুখাস্বাদনে নিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষকামনার অভিমান সহকারে বনে বিচরণপূর্ব্বক তপস্যা করেন, তিনি তামস সন্ন্যাসী।

তামসিক (ত্রি) তমসা তমোগুণেন নির্ব্বৃত্তং তমস-ঠঞ্। তমোগুণের কার্য্য, তমোগুণের প্রাবল্য হেতু যাহা অনুষ্ঠিত হয়, গর্হিত, নিন্দিত, অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তামস। [তামস দেখ।]

তামসী (স্ত্রী) তমোঽন্ধকারপ্রাধান্যেন অস্তি অস্যাং তমস-অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ অন্ধকারবহুলা রাত্রি। ২ মহাকালী। ৩ জটামাংসী। ৪ তমোগুণযুক্তা। ৫ এক প্রকার মায়া-বিদ্যা। মহাদেব নিকুম্ভিলা যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া মেঘনাদকে এই বিদ্যা দান করেন। এই বিদ্যাপ্রভাবে মেঘনাদ অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধ করিত। (রামা°)

তামা (দেশজ) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তামাক, এক প্রকার উদ্ভিদ্। ইহার পাতা, ডাঁটা, ফুল সবই লোকে মৃদু নেশার জন্য নানাবিধ উপায়ে ব্যবহার করে। ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য সর্ব্বত্র ইহাকে শুষ্ক

করিয়া অগ্নি সংযোগে ইহার ধুম পান করে। এরূপ ধূমপানের জন্ত ত্রিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়।

১ম চুরুট—তামাকুর পাতা হইতে ডাঁটা বাদ দিয়া বাছিয়া ফেলিয়া কুচিকুচি করিয়া তামাকু পাতাতেই জড়াইয়া সাধারণতঃ অঙ্গুলী প্রমাণ দীর্ঘ করিয়া লয়।

২য় কুচা—বা গুঁড়া তামাক পাইপে সাজিয়া খায়।

৩য় বিড়ি—কাগজ বা অন্তবৃক্ষের পত্রে তামাক কুচা চুরুটের মত জড়াইয়া লয়। ভারতে শেষোক্ত প্রকার বিড়ি ব্যতীত অন্ত ত্রিবিধ উপায়ে তামাকু সেবন করিয়া থাকে।

১ম গুখা—তামাকুপাতা গুঁড়াইয়া চুণ দিয়া মলিয়া গালে রাখিয়া দেয়।

২য় দোক্তা—তামাকুপাতা গুঁড়াইয়া তৎসঙ্গে দারুচিনি, লবঙ্গ, মৌরী, এলাচ প্রভৃতি মশলা মিশাইয়া পাণের সঙ্গে ব্যবহার করে, উড়িষ্যাবাসী স্ত্রী পুরুষ ও বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকের মধ্যেই ইহার ব্যবহার বেশী।

৩য় গুড়ুক—তামাকুপাতায় গুড় মিশাইয়া কুটিয়া পচাইয়া পিণ্ডবৎ দ্রব্য প্রস্তুত করে। কলিকায় সাজিয়া অগ্নিসংযোগে হুকায় ইহার ধূম পান করে। বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহার ব্যবহার আছে।

বাঙ্গালীরা সচরাচর গুড়ুককেই "তামাক" ও তামাকু পাতাকে "দোক্তা" নামে অভিহিত করে। গুড়ুক বাঙ্গালীর এত প্রিয় সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে যে ইহার প্রশংসার্থ এদেশে একটী প্রবাদ চলিয়া গিয়াছে "গুড়ুকে গম্ভীরাঃ বুদ্ধিঃ।" এতদ্ভিন্ন কি ভারতে কি পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই দোক্তা গুড়াইয়া বা পচাইয়া 'নস্ত' রূপে ব্যবহার করে। নস্ত নানাবিধ আছে।

তামাক যে কেবলই নেশার দ্রব্য তাহা নহে, ইহাতে অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

য়ুরোপীয় উদ্ভিদ্ তত্ত্বানুসারে তামাক নিকোটিয়ানা-(Nicotiana) শ্রেণীর অন্তর্গত। ফ্রান্সের নিস্‌মেস্ নগর-নিবাসী জিয়া নিকো (Gean Nicot of Nismes) নামক এক ব্যক্তিই ফ্রান্সে সর্ব্বপ্রথমে তামাক আনয়ন করেন। তাঁহারই নামানুসারে এই শ্রেণীর উদ্ভিদের নাম-করণ হইয়াছে। নিকোটিয়ানা শ্রেণীতে কয়েক প্রকার তামাক ভিন্ন আর কোন উদ্ভিদ্ গৃহীত হয় না। বন্ত ও কৃষিলব্ধ সমুদায় তামাকের মধ্যে এপর্য্যস্ত ৫০ প্রকার তামাকের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ৫০ প্রকার তামাক গাছের মধ্যে ৪৮ প্রকারের আদিস্থান আমেরিকা, অপর ২ প্রকারের মধ্যে একপ্রকার অষ্ট্রেলিয়ায় ও একপ্রকার নব ক্যালিডোনিয়া দ্বীপে পাওয়া যায়। উক্ত ৪৮ প্রকার তামাক গাছের মধ্যে বিশেষতঃ এ দেশে নিকোটিয়ান টাবাকাম্ (N. tabacum) ও নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা (N. rastica) এই দুই শ্রেণীর প্রচলন অধিক। দেশভেদে জমীভেদে

১। সাধারণ তামাক গাছ। ২। তুর্কী তামাক গাছ।

কৃষির প্রকৃতিভেদে ইহাদের আবার নানারূপ সামান্ত বিভাগ দেখা যায়, অধিকাংশই ব্যবসায়ের স্থলের ও জন্মস্থানের নামে পরিচিত হয়। ভার্জ্জিনিয়া, মেরিল্যাণ্ড, কেণ্টাকি, লাটা-কিয়া, হাভানা, মানিলা, সিরাজ প্রভৃতি এসিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার বিখ্যাত তামাক এক নিকোটিয়ানা টাবাকাম্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিখ্যাত তুর্কী তামাক নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা হইতে উৎপন্ন।

নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা বা তুর্কী তামাক সাধারণতঃ য়ুরোপীয়-গণের মধ্যে পূর্ব্বভারতীয় তামাক (Turkish or East Indian tobacco) নামে এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে বিলাতী বা কলিকাতার তামাক নামে খ্যাত। পঞ্জাবে কলাহারী তামাক বা কান্দাহারী কক্কর নামে খ্যাত।

নিকোটিয়ানা টাবাকাম্ বা সাধারণ তামাক। আমেরিকা বা ভার্জ্জিনিয়ার তামাক নামে খ্যাত।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে তামাকুর নাম।

বাঙ্গালায়	...	তামাক্, তামাকু, দোক্তা।
উত্তরপশ্চিমে	...	তমাকু, তম্বাকু, বজ্জরভাঙ্।
সিন্ধু, গুজরাট ও রাজপুতানায়		তামাকু।
বোম্বাই প্রদেশ	...	তম্বাখু।
উড়িষ্যায়	...	ধূমপতড় (ধূম্রপত্র)।
সংস্কৃত	...	কলঞ্জ।
ঐ (গঠিত)	...	ধূমপত্র, তাম্রকূট।

তামিল	...	পোগাই-ইলাই।
তেলগু	...	পোগাকু, ধূম্রপত্রমু।
কাশ্মীরে	...	সবন্ পাণ্ডব।
কর্ণাটিকে	...	হোগেসপ্পু।
মলয়ে	...	পুকাইলা, পোকালো, তাম্রাকো।
ব্রহ্মদেশে	...	সে, সাক, সাকপিন্।
সিংহলে	...	দিঙ্গাজহা, দিংকোলা।
পারস্যে	...	তম্বাকু।
আরবে	...	তুতন্, বজ্জরভাঙ্গ্।
তুরুস্কে	...	তুতন্, দোখন্।
বালি ও যবদ্বীপে	...	তাম্রাকো।
চীনদেশে	...	সিয়াংইয়েন, হয়েনসাই, তান্পা।
জাপানে	...	টাবাকো।
ইতালীতে	...	ট্যাবাকো।
লাটিন	...	টাবাকাম্।
রুষ, জর্ম্মণী, দেন্মার্ক ও ফ্রান্সে		টাবাক।
হলণ্ডে	...	টোবাক্।
পর্ত্তুগাল, স্পেন ও ইংলণ্ডে		টোবাকো।
মেক্সিকোদেশে	...	উরিয়েট্।

তামাকুর গাছ সোজা হয়। ইহার পাতা কাণ্ডাশ্লেষী, বৃন্তহীন, কোণাকার এবং ইহা একবারে গুঁড়ির গোড়া হইতে উঠে। গুঁড়ির গায়ে অতি ক্ষুদ্র কোমল লোমবৎ কাঁটা হয়। পাতায় আবরক পত্রগুলি সবুজ বর্ণ ও পঞ্চকোণী হয়। ইহার গাছ বড় কোমল।

এই বৃক্ষ প্রকৃত পক্ষে কোন্ দেশের স্বভাবজাত তাহা স্থির হয় নাই, তবে ইহা স্থির হইয়াছে যে, মধ্য বা দক্ষিণ আমেরিকার কোন না কোন স্থান হইতে ইহা পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, বিষুবরেখা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানই ইহার আদি জন্মভূমি। এখন ইহা পৃথিবীর সমস্ত উষ্ণ দেশে ও নাতিশীতোষ্ণ দেশে যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে।

বিলাতী বা তুর্কী (Turkish) তামাক মেক্সিকো বা কালিফোর্ণিয়ার স্বভাবজাত বৃক্ষ। উদ্ভিদ্ তত্ত্বানুসারে ইহা ভার্জ্জিনিয়ার তামাক হইতে অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র। এই জাতীয় তামাকই সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে নীত হয় বলিয়া ইহাকে বিলাতী তামাক বলে। সার ওয়াল্টার রালে এই তামাক ভাল বাসিতেন।

পঞ্জাবের বন-বিভাগের পরিদর্শক ডাক্তার ষ্টুয়ার্ট (১৮৬৫ খৃঃ অঃ) উত্তরভারতে যে এই জাতীয় তামাকুর চাষ আছে, তাহা প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি লাহোর, মুলতান, হুসিয়ারপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে অন্যবিধ তামাকুর ন্যায় এই শ্রেণীর তামাকেরও বিস্তর চাষ দেখিয়াছিলেন। ইরাবতীপ্রদেশের উত্তরাংশে পাঙ্গি নামক স্থানে, চন্দ্রভাগার অববাহিকায়, কৃষ্ণগঙ্গাতীরে, খাগান প্রদেশে এবং এমন কি লদাক্ প্রদেশে ১০৫০০ ফিট্ উর্দ্ধেও ইহার চাষ আছে। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে কোচ-বিহার, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, কাছাড়, মণিপুর, আসাম প্রভৃতি স্থানেও ইহার চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী জেলার "লঙ্কা তামাকু" এই জাতীয় তামাক হইতে উৎপন্ন। অন্যবিধ তামাক অপেক্ষা ইহা কড়া বলিয়া তামাক ব্যব-সায়ীরা গ্রাহকের রুচি অনুসারে অপরাপর তামাকের সহিত মিশাইয়া থাকে। অন্যবিধ তামাক অপেক্ষা ইহার গাছ দৃঢ় হয়, জন্মে বেশী, চাষ করিতেও পরিশ্রম অল্প প্রয়ো-জন, অথচ ইহা মিশাইয়া যে তামাক প্রস্তুত হয়, তাহাতে অর্থাগম বেশী। পঞ্জাবে ইহার পাতা ভাঙ্গিয়া তাড়া বাঁধিয়া রাখে, বাঙ্গালাদেশের মত দড়িতে বা খড়ে গাঁথিয়া রাখে না। ইহাতে অল্প পরিমাণে নস্য প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু ইহা কেহই 'শুখা' করিয়া খায় না। ইহাতে গুড় মিশাইয়া গুড়ুক প্রস্তুত হয় না অথচ চুরুটের জন্য ইহার বেশী প্রচলন। এই তামাকের চুরুটে একটু মিষ্টতা আছে বলিয়া মিঃ ব্যাডেন পাউয়েল অনুমান করেন, ইহাতে অল্প পরিমাণে মধু আছে। ইহাকে উঃ পঃ প্রদেশে কান্দাহারী তামাকু, বিলাতী তামাকু, চিলাসী তামাকু ইত্যাদি বলে। এই সকল নাম হইতে অনুমান হয় যে ইহা ভারতে ঐ সকল দেশ হইতে প্রথমে আনীত হইয়া থাকিবে।

আমেরিকা বা ভার্জ্জিনিয়ার তামাকই সচরাচর সর্ব্বদেশে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে তামাকের চাষ যথেষ্ট থাকিলেও আজকাল অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে ভারতবর্ষের বন্য-প্রদেশে এই জাতীয় তামাক অর্দ্ধ বন্যভাবে যথেচ্ছ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ঐ ভাবে এদেশে তুর্কী বা বিলাতী তামাক জন্মিতে কোথাও দেখা যায় না। ডাঃ ওয়াট্ বলেন, কলি-কাতার নিকটস্থ ২৪ পরগণার মধ্যবর্ত্তী স্থানে গ্রামের মধ্যে, পথপার্শ্বে, বাঁশবাগানে, রৌদ্রশূন্য ঝুপ্সী ও স্যাঁতসেঁতে স্থানে এই শ্রেণীর তামাক গাছ আপনা আপনি জন্মিতে দেখা যায়। অতি পুরাতন দেওয়ালের গাত্রে এবং হুগলী ও গঙ্গার বালুময় চড়াতেও ইহা আপনা আপনি জন্মে। যে চড়ায় এই গাছ গজায়, সে স্থলে অন্য কোন স্বভাবজাত তৃণগুল্মাদি জন্মিতে পারে না, তবে এ গুলি চাষের তামাক গাছের ন্যায় পরিপুষ্ট হয় না, মরকুটে হইয়া থাকে। ইহারা বর্ষার শেষে জন্মে, আর চৈত্র বৈশাখে ইহাদের ফুল হয়। ডাঃ ওয়াট্ যে জাতীয়

বন্তগাছকে তামাক গাছের বন্ত অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহা যে কি তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। ডাক্তার ইহার বহুলতা সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পল্লীগ্রামের লোকেরা এই জাতীয় গাছকে নিশ্চয়ই জানেন ও নিশ্চয়ই অন্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তবে বহু-চেষ্টায়ও আমরা তাহা যে কি তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কেহ বলেন যে, ডাক্তার যে গাছের কথা বলেন, তাহা "নিকোটিয়া টোব্যাকাম" নহে, তাহা উক্তজাতীয় "নিকোটিয়ানা প্লাম্বগিফোলিয়া"; কিন্তু ডাক্তার তাহাও অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তামাকুর ইতিহাস।—১৪৯২ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয়গণের নিকট তামাকু প্রথম পরিচিত হয়। কলম্বস্ স্বদলে পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পঁহুছিয়া এই দ্রব্যটী লক্ষ্য করেন। তিনি কোন্ দ্বীপে ইহা প্রথমে দেখেন, তাহা লইয়া অনেকটা গোল আছে। কেহ বলেন, কিউবাতে তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন, কেহ বলেন, তিনি যে সকল লোককে আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা গুয়ানাহানিদ্বীপে (সান্ স্যালভেডরে) উপস্থিত হইয়া এই বস্তুটী দর্শন করে। তাঁহারা সে দেশীয় লোককে এক তাড়া জ্বলন্তপাতা হাতে ধরিয়া তজ্জাত ধূমের শ্বাস গ্রহণ করিতে দেখিয়াছিলেন। সে দেশীয়েরা এই গাছকে "কোহিবা" বলিত এবং জ্বলন্ত তাড়াকে 'টোবাকো' বলিত। কলম্বসের দ্বিতীয় যাত্রায় (১৪৯৩—৯৬ খৃঃ অঃ) স্পেনদেশীয় সন্ন্যাসী রোম্যানো পানো সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলেন সান্ ডোমিঙ্গো দ্বীপের লোকেরা "গুইয়োজা" বা "কোহেবা" নামক এক প্রকার গাছের পাতা পাকাইয়া 'টোবাকো' নামক নলে ধূমপান করিত। তাঁহার বিবরণে উক্ত দেশে নস্য-গ্রহণের বিষয়ও জানা যায়। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের সান্ ডোমিঙ্গোর শাসন-কর্ত্তার লিখিত গঞ্জালো ফার্ণাণ্ডেজ ডি ওভিডো নিজ পুস্তকে এই 'টোবাকো' নামক ধূমপানের নলের এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা দেখিতে ঠিক ইংরাজী Y নামক অক্ষরের ন্যায়। ইহাতে তামাক সাজিতে হয় না। আগুনের উপর তামাকের পাতা ফেলিয়া দেয়, তাহা হইতে ধূম উঠিতে থাকে, সেই ধূমের উপর ঐ নলের নীচের দিক্‌টা ধরিয়া উপরের দুইটী মুখ দুই নাসা-ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিয়া শ্বাসের সহিত ধূম টানিয়া পান করিতে থাকে। উক্ত গ্রন্থ হইতে ইহাও জানা যায় যে, সান্ ডোমিঙ্গোর লোকেরা ইহার ভেষজ-গুণের জন্য ইহাকে বড়ই আদর করিত। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়েরা দক্ষিণ-আমেরিকার উপকূলের লোক-দিগের মধ্যে তামাক-চর্ব্বণ প্রথা প্রথম দেখিতে পান। প্রথম আমেরিকায় যে সকল ভ্রমণকারী গিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বিবরণেই আমেরিকায় ইহার ত্রিবিধ ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়; কিন্তু টাইভমান বলেন যে, দক্ষিণ-আমেরিকার লোকেরা তামাকের ধূমপান করিত না, কেবল নস্যগ্রহণ ও তামাকুচর্ব্বণ করিত এবং লাপ্লাটার, উরুগোয়া ও পারাগোয়া এই তিন দেশে তামাকুর কোন প্রকার ব্যবহারই ছিল না। উত্তর আমেরিকার পানামাযোজক হইতে কাণাড়া, কালিফর্ণিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সর্ব্বস্থলে ধূমপানের বহুল প্রচার ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ধূমপানপ্রথা যে তদ্দেশে প্রচলিত ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। উক্ত 'টোবাকো' নামক নলের গাত্রে অতি সূক্ষ্ম, সুদৃশ্য ও মনোহর কারুকার্য্য আছে তাহা অল্পদিনের উদ্ভাবনা নহে। মেক্সিকো দেশের অজতেক্ জাতির সমাধি মধ্যে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্তূপরাশির মধ্যে ঐরূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট নল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের গাত্রে এমন কতকগুলি জীবের আকৃতি আছে, সে সকল জীব উত্তর আমেরিকায় নাই।

আমেরিকার নানাস্থানে ইহার ভিন্ন নাম আছে। মেক্সিকো দেশে ইহার নাম পিতম্ (Petum) বা পিটন (Petun) এই শব্দ হইতেই এক শ্রেণীর তামাকুর নাম 'পিটুনিয়া' (Petunia) হইয়াছে। 'য়ট্‌ল্' নামও (Yetl) মেক্সিকোর কোন কোন অংশে শুনা যায়। পেরুতে ইহাকে 'স্যরি' (Sayri) বলে।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথম তামাকু আনীত হয়। দ্বিতীয় ফিলিপের সময় ফ্র্যান্সিস্কো ফার্ণাণ্ডেজ মেক্সিকোর অপরাপর স্থান আবিষ্কার করিতে গিয়াছিলেন, তিনিই তামাকুর শুষ্কপাতা লইয়া আসেন। স্পেনে কয়েকবৎসর ধূমপান প্রচলিত হইলে তামাকুর বিশেষ আদর হয় নাই। শেষে পর্ত্তুগাল হইতেই ইহার বিশেষ প্রচার হয়। জিঁয়া-নিকো (Gean Uicot) নামে একব্যক্তি এই সময়ে পর্ত্তু-গীজ দরবারে ফরাসীদূতরূপে অবস্থিতি করিতেন। তিনি একজন ওলন্দাজের নিকট তামাকুর বীজ প্রাপ্ত হইয়া লিস-বন্ নগরে নিজ উদ্যানে রোপণ করেন। তামাকুর ভেষজ গুণে তিনি নিজ লোকজনের অনেক রোগ আরোগ্য হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও প্রলোভিত হইয়া ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ফরাসী রাজ্ঞী ইহার গুণ শুনিয়া ইহার আদর করায় ইহার কৃষি অতি দ্রুত উন্নতি-লাভ করিল। ইহা এই সময়ে নানাবিধ পবিত্র নাম প্রাপ্ত হয়—"হার্ব্বা সাঙ্কটা" (পবিত্র গুল্ম), "হার্ব্বা প্যানিসিয়া,

"হার্ব্ব ডিলারেইন" "হার্ব্ব ভি এল আম্ব্যাস্তডিউর" (দূতগুল্ম) ইত্যাদি। পর্ত্তুগাল হইতে কার্ডিনাল সাণ্টাক্রোশ ইতালীতে লইয়া যান, তথায় ইহা তন্নামে "আর্ব্বা সাণ্টাক্রোশ নামে কথিত হয়। ইতালী হইতে ইহা ক্রমশঃ উত্তর য়ুরোপে বিস্তৃত হয়।

সার্ ওয়াণ্টার রালে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ভার্জ্জিনিয়ায় কাপ্তেন রাল্‌ফ্ লেন নামক একব্যক্তির অধীনে একটী উপনিবেশ স্থাপন করেন। সেখানে ঔপনিবেশিকেরা ইহার চাষ করেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লেন ইহা ইংলণ্ডে প্রথম পাঠাইয়া দেন। তখন তামাকুর উপর ২ পেন্স শুল্ক দিতে হইত, কিন্তু ১৭ বৎসর পরে প্রথম জেম্‌স ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ইহা বাড়াইয়া ৬ শিলিং ১০ পেন্স করেন।

কিছুদিন ধরিয়া য়ুরোপে ইহার প্রচার বেশ আদরের সহিত বাড়িতে থাকে, সকলেই ভাবিত যে ইহার ভেষজগুণ অতি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ, মানসিক পীড়ার একপ্রকার অব্যর্থ মহৌষধ। শেষে কিছুদিন পরে সে ভুল ভাঙ্গিল, তখন সম্রাট্, রাজা ও পোপেরা ইহার ব্যবহার কমাইবার জন্য অতি নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। তুরুস্কে ধূমপায়ীদিগের ওষ্ঠাধর-ছেদন ও নস্যগ্রাহকদিগের নাসাচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়। কোন কোন স্থলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। এত করিয়াও কিন্তু তামাকের ব্যবহার কমিল না। শেষে ইহা প্রায় প্রত্যেকের ব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশী তামাকুর আমদানী-মাশুল বড়ই বাড়িয়া গিয়াছিল, শেষে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। আয়ার্লণ্ডে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে উহা উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কতক-গুলি বাঁধাবাঁধি নিয়মে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে শস্যরূপে তামাকের চাষ করিবার বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভারতে তামাক। য়ুরোপীয়গণের মতে অকবর বাদ-শাহের রাজত্বের শেষে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ভারতে আনীত হয়। অনেকে বলেন, আমেরিকা আবিষ্কারের বহুপূর্ব্বে এশিয়ায় এবং ভারতে ধূমপান প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু আজও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভ্রমণকারীরাও কেহ এবিষয়ে কিছু উল্লেখ করিয়া যান নাই। য়ুরোপীয়েরা বলেন যে, সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না এবং এশিয়ায় ও ভারতে সর্ব্বত্র ইহার বৈদেশিক নাম গৃহীত হওয়ায় আরও বিশ্বাস হইতেছে যে, ইহা এদেশের কোথাও খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পূর্ব্বে পরিচিত ছিল না। কিন্তু সিদ্ধান্তসারাবলী নামক বৈদ্যক গ্রন্থোক্ত "কলঞ্জ" শব্দের অর্থ "তামাকু" ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। "কলঞ্জসংবেষ্টন" অর্থে চুরুট বলিয়াই অনুমিত হয়। [কলঞ্জ দেখ।] এতদ্ভিন্ন ইয়ুল ও বার্ণেলের দেশীয় শব্দের ইতিহাসে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত আসাদ-বেগের বিবরণ হইতে তামাকুর কথা পাওয়া যায়।

আসাদবেগ লিখিতেছেন—'বিজাপুরে আমি তামাকু দেখিলাম। ভারতবর্ষে এরূপ আর দেখি নাই। আমি কিছু সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইলাম এবং একটী জহরতের নলও তৈয়ার করাইয়া লইলাম। অকবর বাদশাহ আমার উপহার-গুলি পাইয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি এত আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি কিরূপে সংগ্রহ করিলাম? এই সময়ে বারকসের উপর ধূমপানের নল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কি এবং আমি কোথায় পাইলাম।

নবাব খাঁ-আজম উত্তর দিলেন, ইহার নাম তামাকু, ইহা মক্কা ও মদিনায় বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। হাকিম সাহেব আপনার ঔষধের জন্য ইহা আনিয়াছেন। সম্রাট্ ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমাকে উহা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার চিকিৎসক তাঁহাকে উহা পান করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গে কিছু বেশী তামাকু ছিল, আমি আমীর ওমরাহগণকে পাঠাইয়া দিলাম। সকলেই সেবন করিয়া আরও পাইবার ইচ্ছা করিলেন। এইরূপে তামাকু ব্যবহার প্রচলিত হইল। তারপর সওদাগরগণ ইহার ব্যবসায় আরম্ভ করিল। কিন্তু সম্রাট্ ইহার ব্যবহার অভ্যাস করিলেন না।"

ভারতেও ইহার কিছুদিন পরে য়ুরোপের মত ঘটনা ঘটে। অক্‌বরের সময়ে তামাকু ব্যবহার প্রচলিত হয় বটে, কিন্তু জাহাঙ্গীর ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া ইহার ব্যবহার রহিত করণাশায় আদেশ করেন যে "তামাকু সেবনে যুবকগণের মনে ও স্বাস্থ্যে নানাদোষ ঘটিতেছে বলিয়া কেহ ইহা ব্যব-হার করিবে না।" ইরাণদেশে জাহাঙ্গীরের ভ্রাতা শাহ আব্বাসও এই সময়ে তামাক রহিতের আদেশ প্রচার করেন। জাহাঙ্গীর ধূমপানাপরাধীর জন্য "তশীর" (উল্টা গাধায় আরোহণ) দণ্ড বিধান করেন।

শিখ, ওহাবি এবং কয়েক শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম্মহানিকর বলিয়া তামাক ব্যবহার করেন না। মুসলমানেরা পূর্ব্বে ইহাকে যতটা ঘৃণা করিতেন, ততটা ঘৃণা ক্রমশঃ তাঁহাদের মধ্যে লোপ হইয়া যায়। এখন ভারতের সকল স্থানেই তামাক চাষের একটী প্রধান দ্রব্য হইয়া পড়িয়াছে।

বিহারে তামাকুপ্রিয়তা এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে সে দেশে একটী প্রবাদ চলিয়া গিয়াছে—

'খায় না খায় তামাকু পিয়ে।
সে নর বেটাওয়া কৈসে জীয়ে॥'

ভারতবর্ষের তামাকু আমেরিকা বা বিলাতী তামাকুর ন্যায় ব্যবসায়ে ততটা আদরণীয় নহে, তবে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট হইতে চেষ্টা করা হয়। কাপ্তেন বাসিল হল এ বিষয় কলিকাতার এগ্রিহর্টিকলচরাল সোসাইটীতে যেরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা মেরিল্যাণ্ড ও ভার্জ্জিনিয়া তামাকুর বীজ হইতে চাষ করিয়া যে তামাক উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহা বিলাতে বড়ই আদরের সহিত গৃহীত এবং বিলাতী বণিকেরা বলেন যে ভারতীয় তামাক এত ভাল আর তাঁহারা দেখেন নাই। এই তামাক বিলাতে ৬ শিলিং ৮ পেন্স করিয়া প্রতি পাউণ্ড বিক্রয় হইয়া ছিল; কিন্তু ইহার পর আহ্মদাবাদ হইতে একবার তামাকু প্রেরিত হয়, তাহা আদৃত হয় নাই। তাহার পাতা অধিক শুষ্ক, ছোট ও বেশী মুড়মুড়ে হইয়াছিল। ভারতীয় তামাকে বালির ধূলা বেশী থাকে ও ইহার আমদানী মাশুল বেশী দিতে হয়, এজন্য বিদেশে ব্যবসায়পক্ষে ভারতের তামাকু বণিক্‌গণের নিকট আদৃত হয় না।

তামাকের চাষ। ১৮৮৮।৮৯ খৃষ্টাব্দে স্থির হয় যে দেশীয় রাজ্যগুলি ভিন্ন বৃটীশাধিকারে প্রায় লক্ষ বিঘা পরিমিত ভূমিতে তামাকুর চাষ হয়, আর ইহা হইতে প্রায় কোটী মণ তামাকু উৎপন্ন হয়। ভারতের মধ্যে মান্দ্রাজ, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কোয়ম্বাতুর জেলায়, বাঙ্গালার মধ্যে ত্রিহুত ও রঙ্গপুর জেলায়, বোম্বাইয়ে খেড়া ও আহ্মদাবাদজেলায় তামাকুর চাষ বেশী হয়। বিখ্যাত "লঙ্কা তামাক" গোদাবরী ও কৃষ্ণাজেলায় এবং ত্রিচীনপল্লীচুরুটের তামাক কোয়ম্বাতুর ও মদুরা জেলায় উৎপন্ন হয়।

বাঙ্গালা।—এ দেশে তামাক যথেষ্ট জন্মে। তামাকচাষে এ দেশের কত জমী লাগিয়া আছে তাহা নিরূপিত হয় নাই, কারণ এদেশে তামাক প্রচুর জন্মিলেও ইহা এদেশের কৃষি দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ গণ্য নহে। রঙ্গপুর, ত্রিহুত, পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা, ২৪ পরগণা, দুয়ার, চট্টগ্রাম পাহাড় ও কোচবিহার জেলায় অপেক্ষাকৃত তামাকুর চাষ বেশী এবং সকল স্থানের উৎপন্ন দ্রব্যেই ব্যবসায় চলিয়া থাকে। অন্যান্য স্থানের তামাক তদ্দেশবাসীর ব্যবহারেই শেষ হয়। যে চাষী তামকুর চাষ করিবে বলিয়া স্থির করে, সে প্রায় তাহার বাড়ীর নিকটে গোয়ালের কাছে তামাকের জমী করে। বারাসত অঞ্চলে যেথানে নীলের চাষ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই সকল জমীতে তামাকুর চাষ ভাল হয়। শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনমাসে তামাকুর চারা তৈয়ার করে, কার্ত্তিকমাসে চারা চারাইয়া বসায় এবং মাঘ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত পাতা ভাঙ্গিতে থাকে। রঙ্গপুর ও কাছাড়ের তামাক সমস্ত পূর্ব্বভারতে ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হয়। রঙ্গপুরের জমী ও আবহাওয়া তামাকের পক্ষে অতি উপযুক্ত। রাজপুরুষেরা অনুমান করেন, আরও কিছুদিন পরে, এথানকার তামাকু আরও ভাল হইয়া বহুদেশে বিস্তৃত হইবে। তামাকু রক্ষা করিবার ব্যবস্থার উন্নতি হইলে এ বিষয়ে আশামত ফললাভ করা যাইতে পারে।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরের একজন লোক তাহার স্বযত্নপ্রস্তুত তামাক পারী প্রদর্শনীতে পাঠাইয়া পদক পুরস্কার পাইয়াছিল। রঙ্গপুরের তামাক দেশীয়দের নিকট অতি প্রিয়। ইহার চাষ এতদ্দেশে আজকাল অন্যান্য জেলায় ধান্য বা পাটের সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছে। প্রতি বৎসর ৪০।৫০ জন মগ এদেশে আসিয়া এই সমস্ত তামাকু কিনিয়া লইয়া কলিকাতা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে চালান দেয়। ইহার অধিকাংশই ব্রহ্মে ও কলিকাতায় "বর্ম্মাচুরুট" প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। এদেশে প্রতি বিঘার গড়ে ৩।৪ মণ তামাকু উৎপন্ন হয় ও গড়ে ৬।৭ টাকায় মণ বিক্রীত হয়। মগেরা ব্রহ্মে চুরুটের জন্য তামাক বাছিয়া লয়। খুব চওড়া, পুরু ও মিঠেকড়া তামাক ৭৲ টাকায় মণ দিয়াও তাহারা লইয়া যায়। এ দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাকুর পাতা হাতীর কাণের ন্যায় দেখিতে হয় এবং "হাতীকাণ" নামেই বিখ্যাত। মগেরা এই তামাকই বেশী পছন্দ করে। কোচবিহারের তামাকও অতি উত্তম হয়। ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় তামাক যাহা জন্মে, তাহা তদ্দেশবাসীর ব্যবহারেই লাগে। বারাসত, বনগাঁ ও রাণাঘাটে যে তামাক প্রস্তুত হয়, তাহার কতকটা রপ্তানি হয়।

গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী গাইঘাটা থানার ৩।৪ মাইল দূরে যমুনা নদীর পশ্চিমতীরে হিঙ্গলী নামক গ্রামে যে তামাক উৎপন্ন হয়, তাহাই বাঙ্গালাদেশে "হিঙ্গলী" নামে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও উৎকৃষ্ট। রাণাঘাট ও বারাসতের তামাকও হিঙ্গলী নামে চলিয়া যায়। আসল হিঙ্গলী গ্রামোৎপন্ন তামাক পরিমাণে খুব অল্প। শুনা গিয়াছে, হিঙ্গলী গ্রামে ২।৩ বিঘা মাত্র জমীতে উহার চাষ হয়। হিঙ্গলী তামাক ৫ হইতে ৮ টাকা পর্য্যন্ত মণ বিক্রীত হয়।

বিহারে গঙ্গানদীর উত্তরকূলে তামাকের চাষ আছে। এথানে তিনপ্রকার তামাক উৎপন্ন হয়, দেশী বা বড়্‌কি, বিলাতী বা কলকত্তিয়া ও জেঠুয়া। জেঠুয়া তামাক পৌষ

মাঘে বুনে ও বর্ষাকালে পাতা কাটে। দ্বারভাঙ্গায় তামাকের চাষই বেশী। ত্রিহুত ও তাজপুরের তামাকই এ অঞ্চলে ভাল। এই তামাকের পাতা খুব বড় হয়। সম্ভবতঃ এই তামাকই কলিকাতা অঞ্চলে "মতিহারী তামাক" নামে খ্যাত। এদেশে গড়ে প্রতি বিঘায় ৬।৭ মণ তামাক জন্মে, কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাকের প্রতি মণের মূল্য ৫৲ টাকার বেশী হয় না। এই দিকের তামাকই নেপাল, গোরখপুর এবং রেলে ও নদীতে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্যান্য স্থলে রপ্তানী হয়। কোন কোন জমীতে প্রথম ফসলে ২০ মণ ও দ্বিতীয় ফসলে ১৫ মণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। কোন কোন জমীতে ৩।৪ বার ফসলও হয়। এখানে ত্রিহুতের মধ্যে পুষা নামক স্থানে একদল ইংরাজ কুঠিয়াল নীলকুঠির ন্যায় তামাকের কুঠি করিয়াছেন। তাঁহাদের চাষ বেশ ভাল হইতেছে।

আসামে তামাক খুব অল্প জন্মে, কিন্তু এখানকার মিশ্‌মি ও আবরজাতীয় স্ত্রীপুরুষ মাত্রেই তামাকপ্রিয়। তাহাদিগকে প্রায় হুঁকা ছাড়া দেখা যায় না। বাঙ্গালা হইতে এদেশে তামাক আমদানী হয়। পার্ব্বত্যজাতিরা অল্প পরিমাণে আপনাদের মত তৈয়ার করে। কুকীরা হুঁকার কাঠ খাইয়া নেশা করিতে ভালবাসে।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল। এখানে প্রায় ১২৩৮৮৪ বিঘা জমীতে তামাক উৎপন্ন হয়। ফরুখাবাদ ও বুলন্দসহরেই তামাক বেশী জন্মে। এ অঞ্চলে কোথাও দুই কোথাও বা তিনবার ফসল উৎপন্ন হয়।

প্রথম ফসল (শ্রাবণে চাষ আরম্ভ হয় বলিয়া) "শ্রাবণী" নামে খ্যাত। দ্বিতীয় ফসল (জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে ফসলকাটা হয় বলিয়া) "আষাঢ়ী" নামে খ্যাত। "শ্রাবণী" ফসল কাটা হইলে তাহার গোড়াগুলি যাহা ক্ষেত্রে থাকে, তাহা হইতে পর বৎসর বৈশাখমাসে আর এক ফসল পাওয়া যায়, তাহাকে 'রতুন্' ফসল বলে। "রতুন্" ফসল ভাল হয় না। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় আলাহাবাদের পশ্চিমাঞ্চলে ফসল গোড়া ঘেসিয়া কাটিয়া লয় ও আলাহাবাদের পূর্ব্বাঞ্চলে এক একটী করিয়া পাকাপাতা ভাঙ্গিয়া লয়। বিহারের পুষা কুঠির আগে এদেশে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গাজিপুরে তামাকের এক কুঠি হয়। তথায় যে তামাক উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ইংলণ্ডে ও অষ্ট্রেলিয়ায় নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হয়, তাহা তৎকালে ৷৷০ আনা সেরে বিক্রীত হইয়াছে।

এতদ্দারা প্রমাণ হইতেছে যে যত্নপূর্ব্বক ভারতীয় তামাকের চাষ হইলে তাহা আমেরিকার তামাক অপেক্ষা কোন অংশে হীন বলিয়া গণ্য হইবে না।

অযোধ্যা। এখানে প্রায় ৪০১২২ বিঘা জমীতে তামাকের চাষ হয়। সীতাপুর ও খেরীজেলায় তামাকের চাষ অপেক্ষাকৃত অধিক।

পঞ্জাব। এখানে ১৮৫৬৯৮ বিঘায় তামাকের চাষ হয়। জালন্ধর, শিয়ালকোট ও লাহোর জেলায় ইহার চাষ বেশী। এ অঞ্চলে বিশেষতঃ লাহোর জেলায় তামাকের মধ্যে নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা বা কান্দাহারী বা কক্কর তামাকই বেশী পরিমাণে আবাদ হয়। লাহোরী কক্কর ও শিকারপুরী কক্কর বেশী খ্যাত। ইহার পাতা ক্ষুদ্র ও গোল। এতদ্ভিন্ন আর কয়েকপ্রকার বিখ্যাত তামাক এই অঞ্চলে জন্মে।

"বোগ্‌দাদী" তামাক অধিক পরিমাণে জন্মে বলিয়া চাষীরা ইহার বীজই চাষ করিবার জন্য বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে। সম্ভবতঃ বোগ্‌দাদ্ হইতে সর্ব্বপ্রথমে ইহার বীজ এদেশে আনীত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম ঐরূপ হইয়াছে।

নোকী।—ইহার পাতা বেশী লম্বা ও কোণাকার হয় বলিয়া ইহার নাম "নোকী"। ইহা দেশী ও "নোকী" ভেদে দুইপ্রকার।

সামলী।—ইহা লাহোর, অমৃতসহর ও শিয়ালকোটে জন্মে। ইহার কেবল পাতাই ব্যবহার হয়, ডাঁটা কোন কাজেই লাগে না।

পূর্ব্বী।—প্রথমে বাঙ্গালাদেশ হইতে এই জাতীয় তামাকের বীজ আনিয়া লাহোর অঞ্চলে চাষ করা হয় বলিয়া ইহার নাম পূর্ব্বী। ইহার চাষে এদেশে কিছু বেশী খরচ পড়ে। ইহাই এ অঞ্চলে পাণের সঙ্গে খায়। ধনীলোকে ইহার ধূমও পান করে।

বেগুণী।—কুলিবেগুণের পাতার ন্যায় ইহার পাতা হয় বলিয়া ইহার নাম বেগুণী। ইহাই সে দেশের চলিত তামাক।

সুরাটী।—সুরাট হইতে বীজ আনিয়া ইহার প্রথম চাষ হয় বলিয়া ইহার নাম সুরাটী; ইহা তিক্ত ও কড়া। কর্ণাল জেলায় দেশী তামাক চাষের গুণে পাতার আকারানুসারে তিনপ্রকার জন্মে—বুগড়ী, সুরনালী, ও খজুরী। ডেরা ইস্মাইল খাঁ জেলায় দুই প্রকার তামাক জন্মে—সিঙ্গার ও গারোবা। গারোবা অতি নিকৃষ্ট তামাক। কান্দাহারী তামাকের সহিত ইহা মিশাইয়া এখানকার লোকেরা গুড়ুক প্রস্তুত করে। গারোবা তামাকের বিশেষ একটা স্বাদ গন্ধ নাই।

সিন্ধু। খরিফ ফসলের পর এদেশে তামাকের চাষ হয়। তামাকের প্রথম ফসলকে নেইরী বলে। একমাস পরে দ্বিতীয় ফসল কাটে, ইহাকে বাউটী বা "বাজরা" বলে। শিকার-

পুরী তামাক এদেশে উৎকৃষ্ট। এ ছাড়া, টক, মিঠে ও সিদ্ধী এই তিনপ্রকার তামাক এদেশে জন্মে।

টক—অম্ল ও তিক্ত আস্বাদবিশিষ্ট। মিঠে—মিষ্ট আস্বাদ-বিশিষ্ট। সিদ্ধী—অতি নিকৃষ্ট।

মধ্যভারত। গোয়ালিয়রের মধ্যে ভিলশা নামক স্থানের তামাক অতি উৎকৃষ্ট। বাঙ্গালাদেশে ইহাই ভ্যালশা নামে খ্যাত। রাজপুতানার অন্তর্গত অম্বর অঞ্চলেও এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহাকে অম্বুরী বলে।

বোম্বাই। এ প্রদেশে ১৭১৪৬১ বিঘায় তামাক জন্মে, খেড়া ও খান্দেশ অঞ্চলেই তামাকুর চাষ বেশী। খেড়া ও বেলগাম্ জেলায় আবাদী শস্যরূপে চাষ হয়। গুজরাটে একপ্রকার উত্তম তামাক জন্মে, ইহা উঃ পঃ প্রদেশে রপ্তানী হয়। পারস্যদেশীয় সিরাজী এবং আমেরিকার হাভানা, মেরিলাণ্ড প্রভৃতি তামাক এদেশে জন্মে।

বরোচ জেলায় ঐ সকলের আবাদ বেশী। এখানকার উৎপন্ন তামাক অধিকাংশ মরিচসহর ও বোরবোঁ দ্বীপে রপ্তানী হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ। এ অঞ্চলে ২৬৩৫৮০ বিঘা জমিতে তামাক জন্মে, তন্মধ্যে কৃষ্ণা জেলায় বেশী উৎপন্ন হয়।

গোদাবরী জেলার লঙ্কা-তামাক ব্যতীত দিন্দিগুল ও ত্রিচীনপল্লীর তামাক ইংলণ্ডে অতি খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে অতি উত্তম চুরুট হয়।

এদেশে সাহেবেরা শেষোক্ত দুই প্রকার তামাকের চুরুট বড় ভালবাসেন। দিন্দিগুল তামাকুর ব্যবহার বড় বেশী। মসলীপত্তনের তামাক নস্যের জন্য বিখ্যাত। এখানকার নস্য পৃথিবীময় প্রচলিত।

মান্দ্রাজেও হাভানা, মেরিলাণ্ড, ভার্জিনিয়া, মানিল্লা, সিরাজী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট তামাকুর চাষ অতি উত্তম হইতেছে। এই সকল বিদেশী তামাক দ্বারা বর্ষে প্রায় এ জেলায় ৫½ লক্ষ টাকা আয় হয়।

গোদাবরী মধ্যস্থ সীতানগরম্ নামক দ্বীপের লঙ্কা-তামাক সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আরাকান। সান্দোওয়ে নামক স্থানের উৎপন্ন তামাক উৎকৃষ্ট। লণ্ডনেও ইহার ৬ পেন্স কি ৮ পেন্স করিয়া পাউণ্ড বিক্রয় হয়। ইহার মধ্যে একশ্রেণী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা মার্ত্তাবান তামাক নামে খ্যাত। এই তামাক সেবনে ঠিক মেরিলাণ্ডের স্বাদ ও হাভানার গন্ধ পাওয়া যায়। ইহাতে গুড়ুক ও চুরুট উভয়ই অতি উত্তম হয়।

সিংহল। কাণ্ডী, জাফনা, নেগাম্বো, চিল্ল ও মট্টবা নামক স্থানে তামাকের চাষ বেশী। জাফনায় তামাক ত্রিবাঙ্কুড় প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়। এখানে তামাকের চাষ গবর্মেণ্টের একচেটিয়া ছিল।

পারস্য। এ দেশের "সিরাজী" তামাকু অতি উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। ইহার মৃদুগন্ধ বড়ই সুখদ। ইহার ডাঁটা ও পাতার শির ফেলিয়া দিয়া থাকে। এদেশে আর এক প্রকার নিকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহা খোরাসান প্রদেশেই বেশী জন্মে। বোধ হয় এই খোরাসানী তামাকের বীজ হইতে বাঙ্গালার 'খর্সান' তামাক উৎপন্ন হইয়াছে।

চীন। এ দেশে সম্ভবতঃ পশ্চিম হইতেই তামাক প্রথম আসে। কিন্তু এখন চীনের অনেক স্থানেই তামাকের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশে তামাকু যাহা জন্মে, তন্মধ্যে নিকোটিয়ানা ফ্রুটিওকোণা ও নিকোটিয়ানা রাষ্টিকাই প্রধান। এথান হইতে রুষরাজ্যে চুরুটের জন্য তামাক রপ্তানি হয়। আজকাল "বার্ডস্ আই" নামে যে সূত্রবৎ ছেদিত তামাকের প্রচার কলিকাতা অঞ্চলে বেশী হইয়াছে, চীনে এই তামাকই সেইরূপ সূত্রাকারে ছেদিত হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে পেউড়ী ও সেঁকো ঈষৎ পরিমাণে মিশ্রিত করে, কখন কখন ইহা অহিফেনের জলে ভিজাইয়া লয়।

জাপান। এ দেশীয় লোকেরা আপনাদিগের ব্যবহারের মত তামাকের চাষ করে। নাগাসিক, সিণ্ডে, সাসমা প্রভৃতি স্থানে তামাক জন্মে। সাসমার তামাকই উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধ-বিশিষ্ট, কিন্তু বড় কড়া। জাপানীরা অতি উত্তমরূপে এবং কৌশলে তামাকের পাট করে। যাহারা কোন তামাক ব্যবহার করিতে পারেনা, তাহারাও জাপানী তামাক ব্যবহার করিতে কষ্ট বোধ করে না।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। জগদ্বিখ্যাত মানিল্লা তামাক এই দ্বীপে উৎপন্ন হয়। এই তামাকের চুরুট সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানকার গভর্মেণ্ট চুরুটের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। এক তামাকের ব্যবসায়ে এ দেশে যথেষ্ট লাভ ও এতদ্দেশীয় অনেকগুলি লোকের জীবিকার উপায় হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের যে সমস্ত তামাকের কথা বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত এ দেশে সুরাটী, ভ্যালশা ও আরাকানী তামাকের অতি উৎকৃষ্ট আবাদ আছে। সুরাটী ও ভ্যালশা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানেই ভাল জন্মে। চন্দননগরের নিকটে সিঙ্গুরে আরাকানী তামাক অপেক্ষাকৃত উত্তম জন্মে। চনারের তামাক গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে জন্মে। বাঙ্গালার তামাকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হিঙ্গলী, তৎপরে ভ্যালশা, দেশের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। ভ্যালসা তামাকে যথেষ্ট সার ও ছাই দিতে

হয়। ভুরস্থট পরগণায় একজাতীয় নিকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহা "ভুরস্থটে" তামাক বলিয়া খ্যাত। ইহার গন্ধ বিশ্রী. স্বাদ মন্দ, কিন্তু গুণ এই বড় অল্প পোড়ে। এক কলিকা তামাকে আগুণ দিয়া বোধ হয় একটা লোক তিন ঘণ্টা খাইয়াও শেষ করিতে পারে না। এই তামাক একবার টানিয়া রাখিয়া দেয়, আবার টানিবার সময় কল্কের উপর থাবা মারিয়া ছাই ঝাড়িয়া টানিলেই চলে। কৃষকেরা ইহা বেশী ব্যবহার করে। "খর্সান" তামাকও গরীবের মধ্যে বেশী প্রচলিত।

তামাকের ব্যবহার।—বাঙ্গালায় গুড়ুক, নস্য, সুখা বা দোক্তা এবং চুরুট সকল প্রকারেই তামাক ব্যবহৃত হয়। গুড়ুকের ব্যবহারই বেশী। তামাকের পাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া গুড় ও জলের সহিত ঢেঁকিতে কুটিয়া পিণ্ডবৎ করিলেই সামান্যতঃ গুড়ুক প্রস্তুত হয়। তারপর এই গুড়ুক সুমিষ্ট সুস্বাদ সুগন্ধ করিবার জন্য ইহাতে কলা পচা, অন্যান্য মশলা ও আতর মিশাইয়া থাকে।

গুড়ুকের মধ্যে খাম্বিরা বা খামিরা বিশেষ বিখ্যাত। অতি উৎকৃষ্ট তামাক পাতার সহিত গুলকন্দ (মিছরি ও গোলাপফুলের পাপড়ীতে প্রস্তুত হয়), আপেলের মোরব্বা, পাঁড়ি (পাণের কুচা শুকনা), মুকবাল (চন্দনের ন্যায় সুগন্ধবিশিষ্ট এক জাতীয় কাষ্ঠ), চন্দন, এলাচ, খেসরা (কেওড়া বা গগনফুলের আতর), কোকনবর (সুমিষ্টফল বিশেষ) ও সোঁদালের ফলের আটা মিশাইয়া পচাইয়া প্রস্তুত করে। আবার সস্তা খামিরা শুদ্ধ চন্দন, গুগ্‌গুল ও বেল মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। সস্তা খামিরা টাকায় ৭ সের পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া থাকে। আসল খামিরা কলসী করিয়া থাউকা দরে বিক্রয় হয়। পঞ্জাব, দিল্লী, লক্ষৌ প্রভৃতি স্থলে খামিরা প্রস্তুত হয়। খামিরার সহিত আবার সাদা তামাক পাতা মিশাইয়া "দোরসা" তামাক প্রস্তুত হয়।

বিহার অঞ্চলে খামিরা প্রস্তুত করিতে জটামাংসী, ছড়িলা, সুগন্ধওয়ালা ও সুগন্ধ কোকিল নামক গন্ধ দ্রব্য মিশায়। লক্ষৌয়ে খামিরা শ্রেণীতে "বাদসাহী" তামাক পাওয়া যায়। ইহা অতি উপাদেয় বস্তু।

গুড়ুক অনেক স্থলেই ভাল হয়। পঞ্জাবের খামিরা, ও লক্ষৌয়ের বাদসাহী ভিন্ন, চনার, চণ্ডালগড়, গয়া প্রভৃতির তামাকও অতি উৎকৃষ্ট। বাঙ্গালাদেশে বিষ্ণুপুর, আনরপুর এই উভয় স্থানের গুড়ুক অতি উত্তম। কলিকাতার বাজারে বিষ্ণুপুর, আনরপুর, গয়া ও চণ্ডালগড়ের তামাকই বেশী বিক্রীত হয়। ইহার সহিত গ্রাহকের রুচি অনুসারে খামিরা মিশাইয়াও বিক্রীত হয়। বিষ্ণুপুরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুড়ুক কলিকাতার বাজারে প্রতি সের ১৷৷॰ টাকায় বিক্রীত হয়। হিজলীতে গুড়ুককে 'পিয়ানী' বা "পিইনি" বলে। গুড়ুক খাইতে হইলে হুকা শটকা প্রভৃতি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

নস্য বা নাস।—মছলীপত্তনের নস্য জগদ্বিখ্যাত ও জগদ্ব্যাপ্ত। এই নস্য বোতলে করিয়া বিক্রয় হয়। ইহা বেশ সরস ও সুগন্ধযুক্ত। এতদ্ভিন্ন কাশী, উড়িষ্যা ও পঞ্জাব অঞ্চলে চূর্ণ নস্য প্রস্তুত হয়। কাশীর নস্য সুগন্ধযুক্ত ও বিখ্যাত, কিন্তু বড় কড়া। বাঙ্গালায় ভট্টাচার্য্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণের গুড়ুক ও নস্য উভয়ই প্রিয়। পঞ্জাবে নোকী ও বিহারে মতিহারী হইতে নস্য প্রস্তুত হয়। কর্ণাটক প্রদেশে গুড়ুক চলে না, নস্যই অধিক প্রচলিত। এদেশে হিন্দুগণ হুঁকা কি তাহা জানে না। মুসলমানের হুঁকায় হিন্দুর পক্ষে তামাকের ধূমপান জাতিনাশের কারণ বলিয়া গণ্য, কিন্তু নস্য সেবন অতি আদরণীয়। য়িহুদী, আর্ম্মানি ও আরব বণিকেরা মসলিপত্তনের নস্য লইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে যায়। মসলিপত্তনের নস্য প্রস্তুত প্রণালী অতি সহজ। যতগুলি দোক্তার নস্য করিতে হইবে তাহার ডাঁটা ও শির বাছিয়া ফেলিয়া অর্দ্ধেকগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়াইয়া লইতে হয়। অপরার্দ্ধ দুইবার লবণজলে সিদ্ধ করে। সিদ্ধ করার পর যে জল অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে নূতন তামাক সিদ্ধ করা চলে। এইরূপ সিদ্ধ করিতে করিতে জল ক্রমশই তামাকের আরকে গাঢ় হইয়া আসিতে থাকে, শেষে যখন চিটাগুড়ের মত হয়, তখন তাহা সংগ্রহ করিয়া শীতল হইতে দেয়। তৎপরে তাহাতে ঈষৎ ব্রাণ্ডি নামক মদ্য মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত দোক্তার গুঁড়া চালিয়া দেয়। ছয় দিন ইহা পচে। পরে তুলিয়া বোতলে পুরিয়া বিক্রয় করে।

চুরুট। ত্রিশিরাপল্লী, ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানে চুরুটের কারখানা আছে। এই সকল স্থান হইতে স্বনামখ্যাত চুরুট বিদেশে রপ্তানী হয়। এতদ্ভিন্ন সকল স্থানেই দেশী চুরুট প্রস্তুত হয়। মানিল্লা, হাভানা, লঙ্কা ও যবদ্বীপের তামাকের চুরুটও বিদেশে রপ্তানী হয়।

বিড়ি। উড়িয়ারা ও হিন্দুস্থানীরা শালপাতা, বাদামপাতা প্রভৃতিতে তামাক-কুচি জড়াইয়া একপ্রকার সামান্য চুরুট করে, ইহাই বিড়িনামে অভিহিত হয়। দরিদ্র লোকে ইহাই ব্যবহার করে। উড়িষ্যায় ইহাকে পিকা বলে। ইহা ব্রাহ্মণেতর জাতিমাত্রেরই অতিশয় প্রিয়।

সুখা বা দোক্তা।—পশ্চিমে সর্ব্বত্র সুখা, বিহারে খাইনী,

সুরতি ও বাঙ্গালায় দোক্তা নামে তামাকপাতা প্রস্তুত করিয়া চিবাইয়া খায়।

সুখা।—তামাকপাতা চূণের সহিত মিলাইয়া হাতে টিপিয়া টিপিয়া ডেলা করিয়া গালে রাখিয়া দেয়। মুখের লালায় ভিজিয়া ইহার রস গালে যায় ও ঈষৎ নেশা হয়।

সুরতি।—তামাক, কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতি মশলা দিয়া কুটিয়া মটর প্রমাণ বড়ি করিয়া রাখে, ইহা পাণের সঙ্গে হিন্দুস্থানী স্ত্রীপুরুষে খায়। কাশীর সুরতি অতি উৎকৃষ্ট।

বাঙ্গালায় তামাকপাতা গুঁড়াইয়া তাহার সহিত ধনের চাউল, দারুচিনি, এলাচ, মৌরী, লবঙ্গ ও চোঁয়া আরক মিশাইয়া পাণে খাইবার দোক্তা প্রস্তুত করে। বাঙ্গালী স্ত্রীগণই ইহা বেশী ব্যবহার করে। উড়িয়ারা ও গরীব বাঙ্গালী স্ত্রীরা মশলা না দিয়াও তামাকপাতার কুচি পাণের সঙ্গে খায়।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা তামাকপাতা পোড়াইয়া তাহার ছাই ও খড়ের ছাই একত্র মিশাইয়া দন্তধাবন করে। প্রাচীনারা উপবাসের দিন "দোক্তাপোড়া" মুখে দিয়া উপবাস ক্লেশ কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিতে চেষ্টা করেন।

তামাকের চাষ। বাঙ্গালাদেশে উচ্চ জমীতে ধূলিবৎ মাটিতে তামাক ভাল জন্মে। বেগুণের চাষের ন্যায় ইহার চারাও আলের উপর বসাইতে হয়। চারা শক্ত হইলে জল ও সার দেওয়া আবশ্যক।

তামাকের পাতা হইতে একপ্রকার তৈলবৎ নির্য্যাস নির্গত হয়। ইহা বিষাক্ত। হুঁকার নলিচায় এই তৈল ও তামাকপাতা ব্যবহৃত হয়। দেশীয় বৈদ্যের মতে তামাক সংক্রামকবিষঘ্ন।

হুঁকার জলে বিষফোড়া প্রভৃতির বিষ ও ফুলা নষ্ট হয়। হুঁকার কাট হইতে যে তৈলবৎ স্নেহ দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাতে নালী ঘা ও রাতকাণা রোগ ভাল হয়। কোষপ্রদাহ রোগে নস্য, চূণ ও সুলতানী চাঁপাগাছের ছালের গুঁড়া একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়। ডাঃ লিপ বলেন, ধনুষ্টঙ্কারে শিরদাঁড়ার উপরে তামাকের পুলটিস্ দিলে উপকার হয়। অধিক নস্য ব্যবহারে অজীর্ণ, অধিক ধূমপানে (চুরুটের) শরীরযন্ত্রের দৌর্ব্বল্য, যকৃতের কার্য্যহ্রাস, পাকযন্ত্রের কার্য্যহানি ইত্যাদি ঘটে; সময়ে সময়ে পক্ষাঘাতের ন্যায় আক্ষেপও হয়। তামাকসিদ্ধ জলে তাপ দিলে ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ কমে। তামাকের ডাঁটা শিশুর গুহ্যদেশে দিলে মৃদু বিরেচন হয়। একশিরায় তামাকপাতা বাঁধিয়া রাখিলে ফুলা ও ব্যথা কমে, কিন্তু গামাপা জ্বরে ও বমি হয়। ষ্ট্রীকনাইন বিষে তামাক ভিজান জল প্রতিষেধের কার্য্য করে। চূণে তামাকপাতার গুঁড়া মিশাইয়া প্লীহার উপর প্রলেপ দিলে উপকার হয়। দাঁতের মাড়ি ফুলিলে তামাক টিপিয়া রাখিলে উপকার দর্শে।

এতদ্ভিন্ন তামাকের সেবনে অনভ্যাস থাকিলে, ইহাতে উদ্গার, বমন, ভেদ ও কাশ হইতে থাকে, হঠাৎ পক্ষাঘাতও হইতে পারে। তামাকের চর্ব্বণে যতটা অনিষ্ট ঘটে, ধূমসেবনে তত নহে এবং নস্য গ্রহণে তদপেক্ষাও অল্প অনিষ্ট হয়। নস্যগ্রহণে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি, ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতানাশ, অগ্নিমান্দ্য ও স্বরের পরিবর্ত্তন ঘটে।

তামাকে দুইপ্রকার তৈল ও একপ্রকার ক্ষার আছে। এই তিন দ্রব্য হইতেই ঐ সকল ব্যাপার উৎপন্ন করে। এক প্রকার তৈল উদ্বায়ু। জলে তামাক সিদ্ধ করিলে জলের উপর এই তৈল ভাসে। ইহাতেই তামাকের গন্ধ ও গ্রাহিত্ব (অল্প নেশাকর) গুণ থাকে। ইহা উত্তাপে বায়ুতে মিশিয়া যায়। ধূমপানকালে ধূমের সহিত ইহাই শরীরে গিয়া ইহার ক্রম প্রকাশ করিতে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার তৈল তামাক পুড়িবার সময়ে চোঁয়াইতে থাকে। ইহার স্বাদ তিক্ত ও ইহা অতি বিষাক্ত। বিড়াল ইহার একবিন্দু তৈলে মরিয়া যায়। ভিনিগার বা সির্কায় এই তৈল শোধন করিয়া লইলে ইহার বিষ নষ্ট হয়।

তামাকের ক্ষার।—গন্ধকদ্রাবক অল্প মিশাইয়া ঈষৎ অম্ল জলে তামাক ভিজাইয়া তাহাতে কলিচূণ দিয়া চোঁয়াইলে একপ্রকার বর্ণহীন তৈলবৎ উদ্বায়ু ক্ষার পাওয়া যায়। ইহা জল অপেক্ষা গুরু। ইহাও অতি বিষাক্ত। একবিন্দুতে একটা কুকুর মরে। ইহার গন্ধ এত তীব্র যে একটী ঘরে যদি ইহার একবিন্দু বায়ুতে মিশিয়া যায়, তবে সেখানে শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর হয়। শুষ্ক তামাকপাতায় ঐ ক্ষার ২ হইতে ৮ ভাগ থাকে। সুখা ভোজীরা দোক্তার সহিত চূণ মিশাইয়া খায়, সুতরাং তাহাদের শরীরে এই দ্রব্যের অনিষ্টকারিতা বড়ই বেশী হয়।

হুঁকায় জল থাকে বলিয়া হুঁকায় তামাকু সেবনে ঐ সকল বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে অল্প পরিমাণে প্রবেশ করে। ধূমের সহিত নলিচার মধ্য দিয়া আসিবার সময় উহার কতক নলিচায় ও কতক জলে থাকিয়া যায়। গড়্গড়ার নল বড় বলিয়া তাহাতে উহা আরও অল্প আসে। চুরুট সেবনে এ সকল সুবিধা হয় না। নস্য প্রস্তুতকালে তামাকের ক্ষার ও তৈলভাগ অনেক নষ্ট হয় বলিয়া উহা ব্যবহারে চুরুট সেবনাপেক্ষা অল্প অনিষ্ট হয়।

পৃথিবীতে ৮০ কোটীরও অধিক লোকে তামাকসেবী।

গ্রাহী দ্রব্যের সেবনে শরীর মন কিয়ৎপরিমাণে উত্তেজিত ও অবসাদ শূন্য হয় বলিয়াই সকল প্রকার গ্রাহী দ্রব্যের মধ্যে অল্লানিষ্টকর তামাকের এত প্রচলন হইয়াছে।

সম্প্রতি পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে তামাকসেবীর ফুসফুস্-যন্ত্র অতি শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। [কীটভুক্ উদ্ভিদ্ দেখ।]

তামাচা (পারসী) চড়, চাপড়।

তামাম্ (আরবী) সমগ্র, সমস্ত, সমুদায়।

তামামী (আরবী) শেষ, সমাপ্তি।

তামালেয় (ত্রি) তমাল সংখ্যাদি° ঠঞ্। তমালবৃক্ষের অদূর দেশাদি।

তামাসা (আরবী) ১ কৌতুক, রহস্য। ২ আমোদার্থ নাচ প্রভৃতি দৃশ্য।

তামিল, দক্ষিণাপথের দক্ষিণপ্রান্তবাসী এক বিস্তীর্ণ জাতি ও তাহাদের ব্যবহৃত ভাষা।

তামিল শব্দের সংস্কৃত দ্রাবিড়। মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দ্রবিড় নামক জনপদ ও ইহার অধিবাসিগণ দ্রাবিড় নামে বর্ণিত হইয়াছে। দ্রবিড় শব্দের মাগধী (পালি)-রূপ দমিলো *। তামিল ভাষায় 'দ' স্থানে 'ত' হয়, এই রূপে দমিলো 'তমিল' বা 'তমির' রূপ ধারণ করিয়াছে। † পূর্ব্ব নিয়মানুসারে দ্রাবিড় শব্দ পালি ভাষায় দামিলো এবং তাহা হইতে তামির বা তামিল হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের শারীরক-ভাষ্যে দ্রমিল শব্দের উল্লেখ আছে। এই দ্রমিল শব্দ তামিল ব্যকরণ অনুসারে 'তিরমিড়' রূপ হয়, কাহারও মতে এই তিরমিড় হইতেও তামিল শব্দ হইতে পারে।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পদার্থবিৎ প্লিনি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে এই তামিল দেশ তরপিনা (Tropina) এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী-ভূবৃত্তান্তমূলক পিটিঞ্জারের তালিকায় দমিরিক (Damirice) নামে উল্লেখ দেখা যায়।

নামকরণ। জৈনদিগের শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্যের মতে—

"ইতশ্চ বৃষভস্বামিসূনুর্দ্রবিড় ইত্যভূৎ।
যন্নাম দ্রবিড়ো দেশঃ পপ্রথে বহুশস্যভূঃ॥" (শত্রুঞ্জয় ৭।১)

এখানে আদিনাথ ঋষভদেবের দ্রবিড় নামে এক পুত্র হইয়াছিল, যাহার নামে বহু শস্যশালী দ্রবিড় দেশ খ্যাত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারত, হরিবংশাদির মতে দ্রাবিড় নামক জাতির বাস হেতু এই জনপদ দ্রবিড় বা দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে। মনুসংহিতা প্রভৃতির মতে দ্রাবিড় জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, ব্রাহ্মণের অদর্শনপ্রযুক্ত তাহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়। (মনু ১০।৪৪)

"দ্রাবিড়াশ্চ কলিন্দাশ্চ পুলিন্দাশ্চাপ্যুশীনরাঃ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ।"
(ভারত অনুশাসন ৩৩।২৩)

আবার আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে লইয়া যান, সেই সময় নন্দিনীর প্রস্রাব হইতে দ্রাবিড়গণের উৎপত্তি হয়।

"অসৃজৎ পহ্লবান্ পুচ্ছান্ প্রস্রাবাদ্দ্রাবিড়াঞ্চকান্।"
(আদি ১।১৭৫।৩)

এ দিকে জৈনদিগের শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, ঋষভপুত্র দ্রবিড়ের অপত্যগণই দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে।
(শত্রুঞ্জয় ৭।২)

জনপদের অবস্থান। মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠে প্রাচীন দ্রাবিড় বা তামিল দেশ সাগরতীরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

"দ্বিজাতিমুখ্যেষু ধনং বিসৃজ্য গোদাবরীং সাগরগামগচ্ছৎ।
ততো বিপাপ্মা দ্রবিড়েষু রাজন্ সমুদ্রমাসাদ্য চ লোকপুণ্যম্॥"
(বন ১১৮।৪)

"অর্চ্চিতঃ প্রযযৌ ভূয়োঃ দক্ষিণং সলিলার্ণবম্।
তত্রাপি দ্রবিড়ৈরান্ধ্রৈ রৌদ্রৈর্মাহিষিকৈরপি॥"(অশ্ব° ৮৩।১১)

কল্ড্ওয়েল্ সাহেব দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণে লিখিয়াছেন—সমস্ত কর্ণাটিকের অথবা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের নিম্নে, পুলি-কাট হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং উত্তরে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত তামিল ভাষা প্রচলিত। ভাষার উপর নির্ভর করিলে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত দক্ষিণাংশই দ্রাবিড় বা তামিল দেশ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এখন তামিল দেশের ভূপরি-মাণ প্রায় ৬০০০০ বর্গ মাইল।

জাতিতত্ত্ব। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্গণ তামিল, তৈলঙ্গ, কণাড়ী, মলয়ালী, তুলু, তোড়া, কোটা, গোণ্ড ও কন্ধ এই কয় শ্রেণীকে দ্রাবিড়ীয় জাতি বা শাখাসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বজ্রসূচী উপনিষদে এই কয় জাতি দ্রাবিড় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—

"আন্ধ্রাঃ কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জ্জরা দ্রাবিড়াস্তথা।
মহারাষ্ট্রা ইতি খ্যাতাঃ পঞ্চৈতে দ্রাবিড়া স্মৃতাঃ॥"
(বজ্রসূচী ২৫৩)

আন্ধ্র, কর্ণাটক, গুর্জ্জর, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র এই পাঁচটী লইয়া পঞ্চদ্রাবিড়। [দ্রাবিড় দেখ।]

* মহাবংশ ২১ পরিচ্ছেদ।

† খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং দ্রাবিড় দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে চি-মো-লো (Chi-mo-lo) নামে উল্লেখ করেন, ইহার এদেশী রূপ 'দ্বিমল' বা 'দ্বিমর'।

পুরাবিদ্‌গণ তামিলদিগকে আর্য্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা ইহাদিগকে ভারতের প্রাচীনতম অনার্য্যজাতি-সম্ভূত বলিয়া মনে করেন। রামচন্দ্র যে কপিসেনা লইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই প্রাচীন দ্রাবিড় বা তামিল জাতি হইতে উৎপন্ন। তাহারা সে সময় অনেকটা অসভ্য ও তাহাদের ভাষা আর্য্য-জাতির অবোধ্য ছিল বলিয়া বাল্মীকি তাহাদিগকে বানর নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিক তাহারা প্রকৃত বানর নহে।

খাঁটি তামিল শব্দ দৃষ্টে কল্‌ডওয়েল্ প্রভৃতি কোন কোন ভাষাবিদ্ স্থির করিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশের পূর্ব্বে তামিলগণ কতকটা সভ্য হইয়াছিল। সে সময়েও তাহাদের রাজা ছিল, দুর্ভেদ্য গৃহে রাজগণ বাস করিত ও ছোট ছোট ভূভাগে রাজ্য করিত। উৎসবে বন্দী বা গায়কগণ গান করিত। তালপাতায় লেখনী দিয়া লিখিবার অক্ষর ছিল। তাহারা এক ঈশ্বর মানিত, তাহাকে 'কো' অর্থাৎ রাজা বলিত। তাঁহার সম্মানার্থ তাহারা কো-ইল্ অর্থাৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিত। টিন্, সীসা ও দস্তা ছাড়া আর সকল ধাতুর বিষয়ও তাহারা জানিত। তাহারা শত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত গণিতে পারিত। ঔষধ, কুঞ্জ, গ্রাম, ছোট নগর, নৌকা, ছোট খাট সমুদ্রযানও ছিল। তবে তাহাদের কোন বড় সহর বা রাজধানী ছিলনা, অপর সকল গ্রহের নাম জানা থাকিলেও বুধ ও শনিগ্রহের নাম জানা ছিল না। তীর, ধনু, অসি ও পরশু এই গুলি তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র। যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যে তাহাদের বড় আমোদ হইত। তাহারা এক প্রকার কাপড় বুনিতে জানিত, রং করিতে পারিত, মৃন্ময় পাত্রই ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা ছিল না। দর্শনশাস্ত্রের দূরের কথা, ব্যাকরণেরও একটা নিয়ম করিতে পারে নাই। মহাত্মা অগস্ত্য হইতে ইহাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার স্রোত বহিয়াছে।

এখন সে কাল গিয়াছে। আর্য্য সংস্পর্শে আর্য্যভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু বাহ্যদৃশ্যে সেই অনার্য্যভাব এক কালে বিদূরিত হয় নাই। এখন যেখানে টাকা সেইখানে তামিল, যেখানে বড় ঘর পড়িতেছে সেই খানে তামিল উঠিতেছে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বতন কুসংস্কার অনেকটা দূর হইয়াছে। সকলেই এখন গোঁড়া হিন্দু হইলেও সমাজে বাধা বিঘ্নে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর।

ধর্ম্ম। পূর্ব্বকালে তামিলেরা ভূতপ্রেতের পূজা করিত। এখনও দক্ষিণাঞ্চলে নীচলোকেরা ভূতপূজায় আসক্ত। তাহাদের মতে, যে মানুষের অপঘাতে বা অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, তাহারাই ভূত হইয়া মানুষের অনিষ্ট করে। এই ভূতেরা সকলেই অতিশয় শক্তিশালী, ক্রূর ও সুবিধা পাইলে ঘাড়ে চাপিয়া বসে। সকলে বলিদানের রক্ত ও তাণ্ডবনৃত্য ভালবাসে। ইহাদের মধ্যে কেহ ছাগ, কেহ শূকর ছানা ও কেহ মুর্গীতে সন্তুষ্ট হয়। আবার কেহ সুরা না পাইলে সন্তুষ্ট হয় না। অনেক নিম্ন শ্রেণীর তামিলের বিশ্বাস ভূত হইতেই দুঃস্বপ্নাদি ঘটে। এক প্রকার ভূত আছে, তাহারা নিদ্রাকালে গলা চাপিয়া ধরে।

তামিল ছাত্র।

কাহারও রোগ হইলে এখনও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে রোঝা আসে। তাহাদের মাথায় পাগড়ী, গলায় মালা, হাতে বালা ও ঊর্দ্ধবাহুতে তাগাবদ্ধ এবং সঙ্গে অনেকগুলি ঘণ্টাসংযুক্ত একখানি ধনুক থাকে। সে অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া লাফাইতে লাফাইতে মন্ত্র উচ্চারণ করে ও সেই ধনুক বাজাইতে থাকে। তাহাতে রোঝার দেহে ভূতাবেশ হয়। তখন সে রোগের ব্যবস্থা করে। ভূত-পূজা নীচ লোকের ধর্ম্ম হইলেও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এ সকল প্রায় লোপ পাইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বহুকাল এখানে জৈনধর্ম্ম প্রবল ছিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, জৈনগ্রন্থ শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যের মতে আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পুত্রের নামানুসারে দ্রবিড় নাম হয় এবং তাঁহারই অপত্যগণ দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে। তামিল দেশে যে এক সময়ে জৈনগণ প্রবল ছিল, তাহা ঐ দ্রবিড়ের উপাখ্যান দ্বারা স্পষ্ট জানা যায়।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এ দেশে যখন আগমন করেন, সেই সময়েও তিনি নির্গ্রন্থ বা দিগম্বর জৈনের প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। জৈনদিগের সময়ে দ্রাবিড়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

এখনও দ্রাবিড়ের নানাস্থানে প্রভৃত জৈনকীর্ত্তি প্রাচীন জৈন সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখানকার প্রাচীন জৈনধর্ম্মাবলম্বিদিগকে নীচ অসভ্য বা ম্লেচ্ছজাতি বলিয়া গণ্য করা যায় না। কোন কোন ভাষাবিদ্ অনুমান করেন, সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট "আন্ধ্রদাবিড়" শব্দে যে দ্রাবিড়ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই সমকালীন জৈনগণের ব্যবহৃত তামিল ভাষা।

পাণ্ড্যরাজ সুন্দরপাণ্ড্য পরম শৈব ছিলেন। তাঁহারই সময়ে তামিল-ভূমে শৈবদিগের প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং জৈনধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত ঘটে। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ে এখানকার জৈনধর্ম্ম এককালে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে।

তামিলদিগের মধ্যে বহুকাল শৈবধর্ম্মই প্রবল ছিল, এখন শিবোপাসকগণ স্মার্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামানুজের যত্নে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তামিলদিগের মধ্যে এখন দুইশ্রেণীর বৈষ্ণব দেখা যায়, একের নামে তেঙ্গল বা দক্ষিণ-বেদী এবং অপর শ্রেণীর নাম বড়গল বা উত্তরবেদী।

উত্তরভারতে যেমন এখন আর পূর্ব্ববৎ বেদের প্রচলন নাই, কিন্তু দ্রাবিড়ে এখনও সেরূপ ঘটে নাই। তামিলে এখনও বেদের যথেষ্ট আদর দেখা যায়। এমন কি দ্রাবিড়ের এমন কোন মন্দির নাই, যেখানে প্রত্যেহ না বেদ পাঠ হয়। তামিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এখনও সকল ধর্ম্মকর্ম্মে বেদপাঠই একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য। ব্রাহ্মণগণ এখনও যথাসাধ্য শাস্ত্র মানিয়া চলেন। এখানে বর্ণবিচার প্রথাও শিথিল হয় নাই। এখনও এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ শূদ্র স্পর্শ করিলেও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা করিয়া থাকেন। এমনও অনেক ব্রাহ্মণগ্রাম আছে, যেখানে শূদ্রের প্রবেশ করিবারও অধিকার নাই।

মুসলমান-আধিপত্যকালে অতি অল্প সংখ্যক তামিলই ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ আবার অনেকে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে ফ্রান্সিস্ জেভিয়রের যত্নে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এখন তামিলদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় এক জন করিয়া খৃষ্টান দেখা যায়।

ভাষা ও সাহিত্য। ভারতে যতগুলির বর্ণমালা আছে, তন্মধ্যে তামিল বর্ণমালা অসম্পূর্ণ। ডাক্তার বুর্ণেল সাহেবের মতে, তামিল বর্ণমালা বত্তেলুত্তু নামক এক প্রাচীন বর্ণমালা হইতেই উদ্ভাবিত এবং অতি প্রাচীন কালে ফিনিকীয় বণিক-দিগের নিকট হইতে গৃহীত। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ আছে। [বর্ণমালা দেখ।]

ইহাতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, (দীর্ঘ) এ, ও, (দীর্ঘ) ও, ঐ এবং ঔ এই বারটী স্বর এবং ক, চ, ট, ত, প, র, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, স, য, র, ল, ব, ড়, ল, এই ১৮টী ব্যঞ্জন।

এই ভাষায় ক, খ, গ, ঘ এই চারিটী বর্ণের, চ, ছ, জ, ঝ এই চারিটীর, ট, ঠ, ড, ঢ এই চারিটীর, ত, থ, দ, ধ এই চারিটীর এবং প, ফ, ব, ভ এই চারিটী বর্ণের উচ্চারণ এক। অর্থাৎ ক থাকিলে তাহাতে ক, খ, গ, ঘ এই চারিটী বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন শ, ষ, স, হ, ং, ঃ এই কয়টী বর্ণ এককালেই নাই। সংস্কৃত ভাষায় যেমন বহুসংখ্যক যুক্তব্যঞ্জন হইয়া থাকে, তামিলভাষায় সেরূপ হয় না। কেবল ণ্ট, ন্ত, ম্ন, ম্ম, ক্ক, চ্চ এইরূপ কএকটী এবং ট্ক, ট্প, র্ক, র্চ, র্প, য্য, ল্ল, ব্ব, ন্র এই কয়টী যুক্তব্যঞ্জন দেখা যায়। তিনটী ব্যঞ্জনের যোগ কেবল র্ত এবং র্ক। সংস্কৃতের ন্যায় সকল ব্যঞ্জন তামিলভাষায় না থাকায় কোন সংস্কৃত শব্দ তামিল ভাষায় প্রয়োগ করিতে হইলে তাহার রূপান্তর হয়; যেমন সংস্কৃত কৃষ্ণ তামিল কিরুট্টিনন্ বা কিট্টিনন্।

যুরোপীয় ভাষাবিদ্গণ স্থির করিয়াছেন—তামিল ভাষা সংস্কৃতমূলক নহে। সংস্কৃতমূলক হইলে তামিলভাষায় এত অল্প বা অসম্পূর্ণ বর্ণমালা থাকিত না। কেহ কেহ প্রাকৃত-মূলক দ্রাবিড়ী ভাষাকেই তামিল ধরিয়া সংস্কৃতমূলক বলিতে প্রস্তুত। আধুনিক তামিলভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও তামিলভাষায় লিখিত যে সকল প্রাচীনতম শিলালিপি বা গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সংস্কৃতের প্রভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। এই সকল কারণে মূল তামিলকে সংস্কৃতমূলক বলা সঙ্গত নহে।

তামিলভাষাও নিতান্ত অপ্রাচীন নহে। বোধ হয় রাম-চন্দ্রও এখানে বর্ত্তমান তামিলভাষার প্রাচীনস্বর শ্রবণ করিয়াছিলেন। বাইবেলের প্রাচীনভাগে হিরমের জাহাজে সলোমানের নিকট ময়ূর আনিবার প্রসঙ্গ আছে। বাই-বেলের এই স্থানে ময়ূরের যে নাম * দেওয়া হইয়াছে, তাহা তামিলভাষামূলক। এতদ্ভিন্ন গ্রীকভাষায় ধান্য প্রভৃতি ভারতের বহু প্রয়োজনীয় শস্যাদির যে নাম লিখিত হইয়াছে এবং যাহা ভারত হইতেই যুরোপে প্রথম নীত হয়, তাহার অধিকাংশ নাম আমরা সংস্কৃত ভাষায় পাই না, কিন্তু তামিল ভাষায় দেখিতে পাই।

তামিলভাষা আবার দুই প্রকার। একটীর নাম শেন্দমির অর্থাৎ প্রাচীন তামিল এবং অপরটীর নাম কোড়ুন্

---

* বাইবেলে ময়ূরের 'টুকি' নাম দেওয়া আছে, এই শব্দ তামিল 'টোকৈ' বা 'টুকৈ' হইতে গৃহীত।

দমির অর্থাৎ আধুনিক তামিল। উভয়ে এত ভিন্ন যে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিলেও চলে।

জৈনদিগের যত্নেই তামিলভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। আর্য্য ব্রাহ্মণগণ এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দ মিশাইয়া ফেলেন। দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, মহর্ষি অগস্ত্যই বিন্ধ্যাদ্রি লঙ্ঘনপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত সভ্যতা ও সংস্কৃত সাহিত্য প্রচার করেন। দ্রাবিড় ও মলবারের লোকদিগের বিশ্বাস যে অগস্ত্য এখনও জীবিত আছেন এবং মলয়াচলের অন্তর্বর্ত্তী অগস্ত্যাদ্রিতে এখনও তিনি বাস করেন। এখনও কুমারী অন্তরীপের নিকট অগস্ত্যেশ্বর নামে তিনি পূজিত হইয়া থাকেন। কোন কোন দ্রাবিড় পণ্ডিত বলেন যে সুন্দরপাণ্ড্যের সময়েই অগস্ত্য আসিয়া তামিল বর্ণমালা ও তামিল ব্যাকরণ প্রচার করেন। এরূপ স্থলে পাণ্ড্যরাজের সাময়িক অগস্ত্যকে আমরা পুরাণ-বর্ণিত অগস্ত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সম্ভবতঃ ইনি অগস্ত্য-নামধারী স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইবেন। তামিলেরা আরও বলিয়া থাকে যে অগস্ত্যই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ণ, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এমন কি অনেক আধুনিক গ্রন্থও অগস্ত্যের নামে চলিয়া গিয়াছে।

জৈনদিগের যত্নে তামিল সাহিত্যের সমধিক উন্নতি সাধিত হয়। শ্রাবণবেলগোলার শিলাফলক ও জৈনগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু বহুকাল দ্রাবিড় দেশে বাস করিয়াছিলেন; মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত এখানে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি ঘটনা প্রকৃত হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে, বহুপূর্ব্বকাল হইতেই জৈনগণ এখানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল প্রাচীনতম তামিল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ জৈন। অনেকে অনুমান করেন, তামিলভাষায় যে সকল প্রাচীন হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে জৈনগ্রন্থই সর্ব্বপ্রাচীন। কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্য জৈনাচার্য্যদিগকে তর্কে পরাভূত করিয়াছিলেন এবং উক্ত উভয় মহাত্মার পর হইতেই দ্রাবিড়ে জৈনপ্রভাব হ্রাস হইতে থাকে। এরূপ স্থলে তামিল-জৈন-সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতি তৎপূর্ব্বেই স্বীকার করিতে হয়।

তামিলভাষায় কবি তিরুবল্লুবর রচিত কুরল্ গ্রন্থই সর্ব্ব প্রধান। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কবি নিম্নশ্রেণীর পরিয়া জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। বিখ্যাত বিদুষী ঔবেয়ার (আবিয়ার) তিরুবল্লুবরের ভগিনী। এই স্ত্রীরত্নের কবিতাও দ্রাবিড়সমাজে বিশেষ আদর পাইয়াছে। কম্বনের তামিল রামায়ণে কবির যথেষ্ট কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে। সুন্দর-পাণ্ড্য তামিলভাষায় কতকগুলি শিবস্তোত্র লিখিয়া গিয়াছেন; তামিল শৈবগণ তাহা তামিল বেদ বলিয়া গ্রহণ করেন। এইরূপ ৪০০০ কবিতাত্মক বিষ্ণুস্তোত্র আছে, বৈষ্ণবদিগের নিকট তাহাও বেদ স্বরূপ।

তামিলভাষায় রচিত জৈনকাব্যের মধ্যে ১৫০০০ শ্লোকাত্মক 'চিন্তামণি' নামক গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের রচনা প্রণালী, শব্দযোজনা ও বর্ণনামাধুর্য্য কম্বনের রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তামিস্র (পুং) তমিস্রা তমস্ততি রস্ত্যস্ত অণ্। ১ নরক বিশেষ। এই নরক সর্ব্বদা অতিশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যাহারা লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহারাই এই নরকে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। (ভাগ° ৫।২৬ অ°)। তমিস্রয়া সাধ্য অণ্। ২ দ্বেষ।

"ভেদস্তমসোঽষ্টবিধঃ মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ। তামিস্রো অষ্টাদশধা" (সাংখ্যকা°)। [মোহ দেখ।] ৩ অবিদ্যাবিশেষ, ভোগেচ্ছার ব্যাঘাত ঘটিলে যে ক্রোধ জন্মে, তাহারই নাম তামিস্র। (ভাগ° টীকা শ্রীধর)।

তামু (ত্রি) তম-উণ্। স্তোতা, স্তুতিকারক। (নিঘণ্টু)

তাম্বলী (স্ত্রী) তাম্বুলী পৃষো° সাধুঃ। পাণ, তাম্বূল। "মুঞ্জ কাশ তাম্বল্যা রসানাঃ।" (গোপথব্রা° ২।১০।৭)

তাম্বু (হিন্দী) বস্ত্রগৃহ, শিবির, কাণাৎ, তাঁবু।

তাম্বূল (ক্লী) তম-উলচ্ বুগাগমো দীর্ঘশ্চ (খজিপিঞ্জাদিভ্য উরো লচৌ। উণ্ ৪।৯০)। পর্ণ, পাণ।

তাম্বূলবল্লী, তাম্বূলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী এই কয়েকটী তাম্বূলের নামান্তর।

স্বনামখ্যাত লতাবিশেষের পাতাকে তাম্বূল বা পাণ বলে (Piper Betle)। পাণ শব্দটী সংস্কৃত পর্ণ শব্দের অপভ্রংশ অর্থ 'পাতা'। পাণ ভারতের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, একান্ত উত্তরদেশে পাওয়া যায় না।

পাণের বিভিন্ন নাম—

হিন্দী	...	...	পাণ, তাম্বূলী।
বাঙ্গালা	...	...	পাণ।
বোম্বাই	...	...	পাণ, বিলিদেলে।
মহারাষ্ট্রী	...	...	বিড়েচা-পাণ।
গুজরাটী	...	...	পাণ, নাগর-বেল।
তামিল	...	...	বেত্তিলাই।
তেলগু	...	...	তমালপাকু, নাগবল্লী।
কর্ণাট্টী	...	...	বিলেদেল্লে।

মলয়	...	...	বেত্তা, বেত্তিলা।
ব্রহ্ম	...	...	কুনিয়োই, কামিনেত্।
সিংহল	...	...	বলাত।
আরব	...	...	তান্বোল।
পারস্য	...	...	বর্গে তাঁবোল, তাম্বোল।

পাণ উষ্ণদেশে সঁাৎ সেঁতে স্থানে জন্মে। ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মে পাতার জন্য ইহার চাষ হয়। অনেকে অনুমান করেন যবদ্বীপে পাণের আদিবাস, সেখান হইতে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

পাণের চাষ বড় কষ্টসাধ্য। ইহার ক্ষেত্রে তাপ ও রসের পরিমাণ বরাবর সমান থাকা আবশ্যক। কৃষককে সর্ব্বদা পরিদর্শন করিতে হয়। স্থানভেদে ইহার চাষের কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। মান্দ্রাজ কোইম্বাতুর জেলায় পাণের চাষ ভাল হয়, সেখানে জমী তৈয়ার করিয়া তাহাতে ২ ফিট্ চওড়া নালা কাটিয়া আল বাঁধিয়া দেয়। ভাদ্রমাসে এই আলের ধারে বকফুলের বীজ রোপণ করে ও আশ্বিনমাস পর্য্যন্ত বকফুলের চারায় জলটল দেয়। তারপর দুই বৎসরের পুরাতন পাণের গাছ তুলিয়া তাহার এক এক গাঁট লইয়া এক এক টুক্‌রা প্রস্তুত করে। প্রতি বকের তলায় দুইখানি টুক্‌রা রোপণ করিয়া দেয়। প্রথম ১৫ দিন একদিন অন্তর জল দেয়, তার পর প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া জল দেয়; এইরূপে তিন মাস চলে। তার পর মাঘমাসের প্রথমে গোময় ছাই ইত্যাদি সার দিতে থাকে। সারের উপর নালা হইতে পলি তুলিয়া চাপা দেয়। তৎপরে পাণের লতাগুলি কলার ছোটা দিয়া বকফুলের গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া দেয়। এক বৎসর কাল এইরূপে লতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষককে প্রায়ই বাঁধিয়া দিতে হয়। এক বৎসরের পর লতা আপনি জড়াইয়া উঠিতে পারে। আষাঢ় শ্রাবণে আবার সার দিতে হয়। প্রথম বৎসরের পর হইতেই প্রতিদিন গোড়ার পাতা ভাঙ্গিতে থাকে। ১৬ মাস কাল এইরূপ পাতা ভাঙ্গা চলে।

খুব্ ভাল ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় প্রতি মাসে ৫ কোণি জন্মে (১০০টী পাতায় ১ কত্তুস (গোছা) ২৫ কত্তুসে ১ পালাগি ৮০ পালাগিতে ১ কোণি। প্রতি পালাগি, ৵০ আনা দরে বিক্রীত হয়। কাজেই প্রতি বিঘায় মাসে ১০ টাকার পাণ জন্মে এবং ষোল মাসে ১৬০৲ টাকার ফসল হয়। পাণের চাষেও যেমন পরিশ্রম, লাভও তেমনি বেশী, তবু লোকে ইহার চাষ তত অধিক করে না।

মধ্যভারত। মান্দ্রাজ অপেক্ষা এ প্রদেশে পাণের আদর বেশী, সুতরাং চাষেও লোকের একটু বেশী আগ্রহ আছে। এদেশে যাহারা পাণ চাষ করে, তাহারা 'বরে' (বারুই) নামে খ্যাত এবং পাণের ক্ষেত্রকে বরোজা (বরজ) বলে। কোথাও কোথাও "পাণ কাটাওা"ও বলে। পাণের লতা বড় কোমল হয়, অতি অল্পেই উত্তাপ আলোকে নষ্ট হইয়া বা দোষ ধরিয়া যায়। যদি ভাল করিয়া পরিদর্শন ও পাঠ করা যায়, তাহা হইলে লাভে দুই বৎসরের পরিশ্রম পোষায়। পাণের ক্ষেত্র বাঁশ ও দরমা দিয়া চতুর্দ্দিকে ঢাকিয়া দিতে হয়। এরূপে ঢাকিতে হয়, যে পাণের গায়ে রৌদ্র বা জোর বাতাস না লাগে। পাণের লতা ঢাকিবার জন্য ও জড়াইয়া উঠিবার জন্য বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট অরুণবৃক্ষ রোপণ করে। এদেশে পাণের বরজ খুব বৃহৎ হয় ও ক্ষেত্র চিরকাল থাকে এবং যতগুলি কৃষক আছে সকলে কয়েক-খানি বরজের জমি তদ্দেশ-প্রচলিত ভাগ করিয়া লয়। এদেশে বরজের ভিতর অতি সুশীতল বলিয়া গ্রীষ্মকালে ব্যাঘ্রাদি আসিয়া লুকাইয়া থাকে। এখানেও পাণের চাষ ২ বৎসর হয়। প্রথম বৎসরকে উটক ও দ্বিতীয় বৎসরকে করওয়া বলে। প্রথম বৎসরের ফসলেরই দর বেশী হয়। নিমার নামক স্থানে চাষের ঈষৎ প্রভেদ আছে। এ দেশে একবার চাষ করিলে ১০।১২ বৎসর চলে। এখানকার চাষ মান্দ্রাজের ন্যায় হয়। বকফুলের গাছের পরিবর্ত্তে এখানে 'সাওরা' বা জয়ন্তীগাছ লাগায়। ক্ষেত্রের চারিদিকে 'পাংরা' বা পাল্‌তে মাদারের খুঁটা দিয়া বেড়া দেয়। জয়ন্তীগাছ মরিয়া গেলে কুঁন্দর বা গুগ্‌গুলের গাছ লাগাইয়া দেয়। দশ বার বৎসর পরে ইহারা বরজ বদলাইয়া ফেলে। এখানকার চাষ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে ও সুবিধায় হয়।

বাঙ্গালা। বাঙ্গালায় যাহারা পাণের চাষ করে, তাহারা বারুই নামে খ্যাত। ইহারা তাম্‌লী বা তাম্বূলী জাতি হইতে পৃথক্ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ। পাণের ক্ষেত্রকে বাঙ্গালায় বরজ বলে। বরজ দেখিতে বেশ। এ দেশে বর্দ্ধমানে ও গঙ্গার ধারে পাণের চাষ বেশী হয়। উলুবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী বাটুল গ্রামের পাণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সেই দেশের চাষের প্রণালী লিখিত হইল। বাঙ্গালায় তিন প্রকার পাণ জন্মে, দেশী বা বাঙ্গালা, সাচি বা খাসা ও কর্পূরকাঠি। কর্পূরকাঠি পাণের আস্বাদ মিষ্ট ও কর্পূরগন্ধবিশিষ্ট, ইহার চাষ খুব অল্প, ইহার চাষ বেশী হইলেও জন্মে অল্প।

পাণের বরজ কোন পুকুর বা খালের নিকটবর্ত্তী উচ্চ জমীতে হওয়া আবশ্যক। মাটি এঁটেলা হইলেই ভাল হয়। বরজে আগাছা হইতে দিতে নাই, হইলে সমূলে তুলিয়া

ফেলিতে হয়। মাটি ১ কি ১৷৷০ ফুট্ গভীর করিয়া কোদ্লাইয়া চারিদিকে পগার কাটিয়া পাড় উঁচা করিয়া দিতে হয়। নূতন বরজে পুকুরের পাঁক দিতে হয়। জমীর ডেলা ভাঙ্গিয়া সারি দিয়া বাখারি বা পাকাটির গোঁজ পুতিয়া তাহার প্রত্যেকের গোড়ায় পাণের গাছের এক একখানি গাঁট পুতিয়া দেয়, গোজগুলি ৪।৫ হাত উচ্চ হওয়া আবশ্যক। বরজের চারিদিকে মাথায় পাকাটি, ধঞ্চে প্রভৃতি দিয়া টাটি বাঁধিয়া দেয়। টাটি শক্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বাঁশের খোঁটা থাকে। গোঁজগুলির একসারি ১৮ ইঞ্চি ও একসারি ২৭ ইঞ্চি অন্তরে পুতে ও ১৮ ইঞ্চির সারির সাম্না সাম্নি দুটী গোঁজের মাথা টানিয়া একত্র বাঁধিয়া দেয়। পাণের গাঁট ২৭ ইঞ্চি দূরের গোঁজের নীচে পুতিয়া দেয়। এক একটা গাঁট ১ হাত বা ১ ফুট্ লম্বা করিয়া কাটিতে হয়। ইহা বাঁকা করিয়া পুতিয়া খেজুরপাতা চাপা দিয়া রাখে। জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত রোপণকার্য্য চলিতে পারে। লতা গজাইলে গোঁজের গায়ে উলুখড় দিয়া বাঁধিয়া দেয়; পরে বরজের চালে পঁহুছিলে তাহা ঘুরাইয়া নিম্নমুখ করিয়া দেয়। পুকুরের পাঁক ও গাছ-গাছড়া পচা মাটি বেশ শুকাইয়া মধ্যে মধ্যে লতার গোড়ায় দিতে হয়। এইরূপে প্রতিবারে মাটি দিতে দিতে বরজ বিলক্ষণ উচা হইয়া পড়ে। বাঁটুল গ্রামের এক একটা পুরাতন বরজের ভূমি একতালা বাড়ীর ছাদের সমান উঁচা হইয়া পড়িয়াছে। গোময় গুঁড়া, পুকুরের পাঁকমাটির গুঁড়া, সর্ষপের খোল প্রভৃতি পাণের পক্ষে অতি উত্তম সার। রেড়ীর খোল চারা নষ্ট করে। ময়লা জল বরজে দিতে নাই। বরজে জল জমাও বড় অনিষ্টকর। পাণের লতায় এই কয়টী পীড়া বা দোষ হয়—

১। ভুতেধরা—পাণের পাতায় কাল কাল দাগ ধরে। এই দাগ ক্রমশঃ আয়তনে বাড়িতে থাকে ও পাতা নষ্ট করে।

২। বোঁট আঙ্গারী—পাতার বোঁটা কাল হইতে আরম্ভ হয়, শেষে পাতা ঝরিয়া যায়।

৩। নোনালাগা—ইহাতে পাতা ক্রমশঃ শুকাইয়া ম্লানলেনে হইয়া পড়ে।

৪। তসরি—পাতার ধারি লাল হইতে থাকে।

৫। চিত্তিগাবৃরি—পাতার ধারি কোঁকড়াইয়া যায়।

এই রোগগুলি কেবল পাতায় ঘটে।

৬। আঙারী (অঙ্গারী)—ইহা সংক্রামক পীড়া, ইহা লতার গাঁটে ধরে এবং ক্রমে কাল হইয়া শুকাইয়া যায়। যে লতায় আঙারী ধরে, যদি সেই লতার জল অন্য লতায় লাগে, তবে তাহাতেও এই রোগ সঞ্চারিত হয়। এই রোগ হইলে তৎক্ষণাৎ সেই লতা ও তাহার মূলের কতকটা মাটি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

৮। গান্দি (গাঁদি)—লতায় গাঁদি লাগিলে গোড়া হইতে লাল হইয়া উঠে ও শেষে শুকাইয়া যায়।

এই সকল রোগে পেঁয়াজের রস মাটিতে মিশাইয়া সেই মাটি গাছের গোড়ায় দিলে উপকার হয়।

উড়িষ্যা। বাঙ্গালার ন্যায় চাষ হয়। এখানে পাণের লতা অতি দীর্ঘজীবী হয়। এক একটা লতায় ৫০।৬০ বৎসর পর্য্যন্ত পাতা ভাঙ্গা চলিতে পারে। কাজেই উড়িষ্যায় প্রতি বিঘায় প্রতি বৎসরে খরচ খরচা বাদে ২০০৲ হইতে ৩৫০৲ পর্য্যন্ত টাকা লাভ হয়।

বোম্বাই। পাণের চাষের তত আদর নাই। আহ্মদ-নগরে ৩ বৎসর না হইলে পাতা ভাঙ্গিবার মত হয় না। মান্দ্রাজের মত চাষ হয়। ৮ দিন অন্তর পাতা ভাঙ্গে।

পুণায় বরজকে পাণমালা বলে। কূপের জলে চাষ হয়। ধারবারের পাণ আবাদের বস্তু। ইহা খোলা জমীতে হয়, বরজ বাঁধিতে হয় না। ৩ বিঘায় প্রায় হাজার লতা বসান হয়। একটা আবাদ ৩ হইতে ৭ বৎসর কাল থাকে।

কাণাড়ায় পাণ আমগাছের গোড়ায় বুনে। ৩ বৎসর পরে পাতা ভাঙ্গে। থানা জেলায় ইহা নিতান্ত লোণা, পাথুরে ও জলা জমি ভিন্ন আর সকল জমিতে জন্মে। এখানে ১ ফুট্ বা দেড় ফুট্ গভীর খানা কাটিয়া রাখে, পৌষ মাঘে ঐ গর্ত্ত জলে ভরিয়া দেয়। জল শুকাইলে ভিজা থাকিতে থাকিতে এক হাত লম্বা পাণের ডাঁটা কাটিয়া প্রতি গর্ত্তে চারিটী করিয়া পুতিয়া দেয় ও গজাইলে গোঁজের গায়ে বাঁধিয়া দেয়। প্রায় অর্দ্ধ পোয়া সর্ষপের খোল প্রতি গর্ত্তে দিতে হয়। একমাস পরে আবার প্রতি গর্ত্তে একপোয়া করিয়া সর্ষপের খোল দিলে ভাল হয়। লতা বাড়িলে ইহার বাঁধন খুলিয়া মাটিতে লতাইতে দেয়। আবার প্রতি গর্ত্তে একপোয়া খোল দেয় ও লতার মূলে পাঁস মাটি চাপা দেয়। তখন লতায় প্রতি গাঁটে ডাল বাহির হইয়া বেশ বর্দ্ধিত হয়। আর একপ্রকার চাষে লতা মাটিতে ছাড়িয়া না দিয়া মাচায় তুলিয়া দেয়। এক বৎসর পরে পাতা ভাঙ্গিতে থাকে। কোলাবা জেলায় মাছের সার দেয় ও তালপাতা ঢাকা দেয়। পুণা, সাতারা ও ঘাটপর্ব্বতে উৎকৃষ্ট পাণ জন্মে।

উত্তরপশ্চিম। বুন্দেলখণ্ডে ভাল পাণ জন্মে। এখানে পাণের চাষ বড় নাই।

ব্রহ্মদেশ।—করেণ জাতি এখানে উচ্চ স্থানে বৃহৎ বৃক্ষ তরুর মূলে পাণ চাষ করে। ঐ সকল গাছের নিম্নদিকের

সমস্ত পাতা ডাল কাটিয়া ফেলা। পাণ লতা শুঁড়ি বাহিয়া লতাইয়া উঠে ও চারিদিকে বড় বড় পাতা ছড়াইতে থাকে। তাহা দেখিতে বড় মনোহর। যুবকেরা পাণ গাছে উঠা বড় কৌশলে শিক্ষা করে। বোধ হইতেছে এই জাতির নাম হইতেই "কড়ি" পাণের নামকরণ হইয়াছে। "মঘাই" নামে একপ্রকার ও 'মিঠা' নামে আর একপ্রকার অতি সুস্বাদু পাণ আছে।

বৈদ্যক মতে, ইহা বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বীর্য্য, কষায়, তিক্ত, কটুরস, সারক, বশীকরণক্ষম, ক্ষারযুক্ত, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক এবং কফ, মুখগত দুর্গন্ধমল, বায়ু ও শ্রান্তিনাশক।

ভোজনান্তে সুপারি, কর্পূর, কস্তুরী, লবঙ্গ, জাতীফল অথবা মুখের নির্ম্মলত্বজনক কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত ফলের সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে।

রতিকালে, নিদ্রাবসানে, স্নানান্তে, ভোজনান্তে, বমনান্তে ও পরিশ্রমের পর, পণ্ডিতসভায় এবং রাজসভায় তাম্বূল চর্ব্বণ প্রশস্ত। (রাজবল্লভ)

মতান্তরে তাম্বূল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অত্যন্ত রুচিকারক, সারক, ক্ষারসংযুক্ত, তিক্ত, কটুরস, কামোদ্দীপক, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বশ্যতাজনক, কফঘ্ন, মুখের দুর্গন্ধ ও মলনাশক, বাতঘ্ন, শ্রমাপহারক, মুখের নির্ম্মলতা ও সৌগন্ধজনক, কান্তিজনক, অঙ্গসৌষ্ঠবকারক, হনু ও দন্তগত মলনাশক, রসনেন্দ্রিয়ের শোধক, মুখস্রাব ও গলরোগবিনাশক।

নূতন তাম্বূল ঈষৎ কষায়সংযুক্ত, মধুর রস, গুরু ও কফকারক এবং প্রায়ই পত্রশাক সদৃশ। পত্রশাকে যে যে গুণ অবস্থিতি করে, নূতন তাম্বূলপত্রেও সেই সেই গুণ আছে। যে সকল তাম্বূল বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত কটুরস, সারক, পাচক, পিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য এবং কফনাশক।

পুরাতন তাম্বূল কটুরসবিহীন, লঘু, কোমলতর ও পাণ্ডুরবর্ণ, ইহা অত্যন্ত গুণদায়ক ; অন্যান্য তাম্বূল ইহা অপেক্ষা হীনগুণবিশিষ্ট। পাণ, সুপারি, খদির ও চূর্ণ একত্র ভক্ষণ করিলে কফ, পিত্ত ও বায়ু নষ্ট হয়, মন প্রফুল্ল হয়, মুখ নির্ম্মল ও সুগন্ধি হয় এবং কান্তি ও অঙ্গের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে তাম্বূল ভক্ষণ করিতে হইলে সুপারি অধিক, মধ্যাহ্ন সময়ে খদির অধিক এবং রাত্রে অধিক চূণ মিশাইয়া তাম্বূল ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

তাম্বূলের অগ্রভাগে পরমায়ু, মূলভাগে যশ এবং মধ্যদেশে লক্ষ্মী অবস্থিতি করেন, এই জন্য তাম্বূলের অগ্রভাগ মূলভাগ এবং মধ্যদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভক্ষণ করা উচিত। (রাজনির্ঘণ্ট)

তাম্বূলের মূলদেশ ভক্ষণে ব্যাধি, অগ্রভাগ ভক্ষণে পাপসঞ্চয়, চূর্ণ পর্ণ ভক্ষণ করিলে পরমায়ুর হ্রাস এবং তাম্বূলের শিরা ভক্ষণ করিলে বুদ্ধি নষ্ট হয়। (রাজবল্লভ)

পাণ, সুপারি প্রভৃতি চর্ব্বণ করিলে প্রথমে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা বিষোপম, দ্বিতীয়বার চর্ব্বণ দ্বারা যে রস উৎপন্ন হয় তাহা ভেদক ও দুর্জ্জর এবং তৃতীয়বার চর্ব্বণ দ্বারা যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা অমৃত তুল্য গুণদায়ক ও রসায়ন। অতএব তাম্বূলের তৃতীয়বার চর্ব্বিত রসই পান করিবার উপযুক্ত। অতিশয় তাম্বূল ভক্ষণ করিবে না এবং বিরেচনের পর অথবা ক্ষুধা উপস্থিত হইলে তাম্বূল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত তাম্বূল ভক্ষণে শরীর, দৃষ্টি, কেশ, দন্ত, অগ্নি, শ্রবণেন্দ্রিয়, বর্ণ ও বল হ্রাস হয় এবং শেষে পিত্ত ও বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দন্ত দুর্ব্বল এবং চক্ষুরোগ, বিষরোগ, মূর্চ্ছারোগ, মদাত্যয়, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত ইহাদের মধ্যে কোন এক রোগে আক্রান্ত হইলে তাম্বূল ভক্ষণ কর্ত্তব্য নহে। (ভাবপ্রকাশ)

বিধবা, স্ত্রী, যতি, ব্রহ্মচারী ও তপস্বী ইহাদিগের তাম্বূল ভক্ষণ বিশেষ নিষিদ্ধ। তাম্বূল ইহাদের পক্ষে গোমাংস সদৃশ। (ব্রহ্মবৈ°)

গুবাক ব্যতীত তাম্বূল ভক্ষণ করিবে না, যদি কেহ গুবাক ব্যতীত ভক্ষণ করে, তাহা হইলে যত দিন পর্য্যন্ত গঙ্গা গমন না করেন, ততদিন চাণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

"বিনাপর্ণং মুখে দত্ত্বা গুবাকং ভক্ষয়েদ্যদি।
তাবদ্ভবতি চণ্ডালো যাবদ্গঙ্গাং ন গচ্ছতি॥" (কর্ম্মলোচন)

আচমন করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণ দেবতা ও ব্রাহ্মণকে না দিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করেন না।

কবিরাজ মহাশয়েরা পাণের ভেষজ গুণের বড় পক্ষপাতী। নানাবিধ ঔষধের অনুপান স্বরূপ পাণের রস ব্যবহৃত হয়।

সুশ্রুতের মতে—পাণ সুগন্ধ, বায়ুনিঃসারক, ধারক ও উত্তেজক। ইহা সেবনে নিশ্বাসে সুগন্ধ হয়, স্বর পরিষ্কার হয়, মুখের দোষ নষ্ট হয়।

পাণের বোঁটা শিশুদিগের গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিলে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা নষ্ট হয়। পাণপাতা ভিজাইয়া রগে দিলে মাথাধরা উপশম হয়। গাল গলা ফুলিলে পাণ বাঁধিয়া রাখিলে উপকার দর্শে। ঠুন্‌কারোগে স্তনে বাঁধিলে পাণে বিশেষ উপকার হয়। ঘায়ের উপর পাণ বাঁধিয়া রাখিলে ঘা দূষিত হয় না ও উপকার হয়। পাণের সহিত চূণ, সুপারি, খদির ও অন্যান্য মশলা মিশাইয়া খাওয়া ভারতের সকল জাতি মধ্যে প্রচলিত। ইহা অভ্যর্থনাকালে অতি প্রিয় ও উপাদেয় উপহাররূপে আগন্তুককে

দেওয়া হয়। নিত্য আহারের পরেও প্রায় সকলেই পাণ চিবায়। ইহাতে পরিপাকের সাহায্য করে। অম্লরোগীর পক্ষে বেশী তাম্বূল ব্যবহার উপকারী। পাণের রস গরম করিয়া কাণে দিলে কাণের পূঁজ, চোখে দিলে নানাবিধ চক্ষুরোগ এবং মধুর সহিত খাওয়াইলে শিশুদিগের বসা কাশী ভাল হয় হিষ্টিরিয়ায় দুগ্ধের সহিত পাণের রস সেবনে উপকার হয়। ইহার শিকড় বিষগুণবিশিষ্ট। পাণের শিকড় বাটিয়া খাইলে স্ত্রীগণের গর্ভগ্রহণক্ষমতা জন্মের মত নষ্ট হয়। কার্পাস-শিকড় পাণের রসে বাটিয়া কবিরাজ মহাশয়েরা হীরকচূর্ণ ঔষধার্থে শোধিত করেন। পাণের ফল মধুর সহিত খাইলে কাশী আরোগ্য হয়। লোণাদেশে পাণের ব্যবহারে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

টাট্‌কা পাণপাতা জলে চোঁয়াইলে ঈষৎ পীতবর্ণ দুই প্রকার তৈল জন্মে, একপ্রকার তৈল জলাপেক্ষা গুরু ও অপর প্রকার লঘু। উভয়েই পাণের গন্ধ আছে।

ইথরের সহিত পাণের পাতা দ্রব করিলে আরাকিন নামে একপ্রকার ক্ষার পাওয়া যায়, ইহা হইতে কোকেনের ন্যায় লবণ উৎপাদন করা যায়।

২ ক্রমুক। (মেদিনী)

তাম্বূলকরঙ্ক (পুং) তাম্বূলস্য করঙ্কঃ ৬তৎ। তাম্বূলপাত্র, পাণের বাটা। পর্য্যায় স্থগী। (হেম°) পানের ডিবা।

তাম্বূলদ (ত্রি) তাম্বূলং দদাতি দ-ক। তাম্বূলদাতা, পর্য্যায় বাগ্‌গুলিক, রাজাদিগের তাম্বূল প্রদানে নিযুক্ত ভৃত্য।

তাম্বূলদায়ক (পুং) তাম্বূল-দা ণ্বুল্। তাম্বূলদাতা, তাম্বূল-প্রদানে নিযুক্ত ভৃত্য।

তাম্বূলধর (পুং) তাম্বূল লইয়া যে ভৃত্য দাঁড়াইয়া থাকে।

তাম্বূলপত্র (পুং) তাম্বূলমিব পত্রমস্য। ১ পিণ্ডালু চুবড়ী-আলু। (ক্লী) ২ পাণ।

তাম্বূলপাত্র (ক্লী) তাম্বূলস্য পাত্রং ৬তৎ। তাম্বূলকরঙ্ক, পাণের বাটা।

তাম্বূলপেটিকা (স্ত্রী) তাম্বূলস্য পেটিকা ৬তৎ। তাম্বূল-করঙ্ক, তাম্বূলাধার।

তাম্বূলরাগ (পুং) তাম্বূলকৃতো রাগঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। ১ পাণের পিচ্। তাম্বূলস্য রাগইব রাগো রক্ততা যস্য। ২ মসূর।

তাম্বূলবল্লিকা (স্ত্রী) তাম্বূল, পাণের গাছ। (শব্দর°)

তাম্বূলবল্লী (স্ত্রী) তাম্বূললতা, পাণের গাছ। পর্য্যায়—তাম্বূলী, নাগবল্লিকা, বর্ণলতা; সপ্তশিরা, সপ্তলতা, ফণিবল্লী, ভুজগলতা, ভক্ষপত্রা, তাম্বূলবল্লিকা, পর্ণবল্লী, তাম্বূলি, দিব্যভীষ্টা, নাগিনী, নাগবল্লরী। (ভাবপ্র°)

তাম্বূলবাহক (পুং) রাজভৃত্যবিশেষ।

তাম্বূলাধিকার (পুং) যে রাজকর্ম্মচারীর উপর তাম্বূল যোগাইবার ভার থাকে।

তাম্বূলিক (ত্রি) তাম্বূলং তদ্রচনং শিল্পমস্য তাম্বূল-ঠন্। ১ তাম্বূল রচনাধিকৃত, তাম্বূলবিক্রেতা। ২ তামলীজাতি।

তাম্বূলিন্ (ত্রি) তাম্বূলং পণ্যতয়া অস্ত্যস্য ইনি। ১ তাম্বূল-বিক্রেতা। ২ তাম্লীজাতি। [তাম্বূলী দেখ।]

তাম্বূলী (স্ত্রী) তাম্বূল-গৌরাং ঙীষ্। ১ তাম্বূলবল্লী, পাণগাছ।

তাম্বূলী, সাধারণতঃ তাম্লী বা তামুলী নামে খ্যাত। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার ইহাদের বেশ সম্ভ্রম আছে। ইহারা মূলতঃ তাম্বূল-ব্যবসায়ী বলিয়া এই নামে অভিহিত হয়। এই জাতিও বর্ণশঙ্কর বলিয়া কথিত। বৈশ্য পিতা ও ব্রাহ্মণী-মাতা হইতে ইহাদের উৎপত্তি।

বেহারের তাম্বূলিদিগের গোত্রভেদ নাই। আবহমান কাল চলিত নিয়মানুসারে ইহাদের বিবাহাদি হয়। "দিয়া-নিয়া" সম্পর্ক ধরিয়া ৬ পুরুষের মধ্যে ও "দেয়াড়ি" সম্পর্ক ধরিয়া ১৪ পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না।

বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণগোত্র ধরিয়া ইহাদের নানা বিভাগ আছে। কুলমানানুসারেও ইহাদের মধ্যে বিভাগ আছে। সমানগোত্র ও সমানকুলের হইলে বিবাহ হয় না, সপিণ্ড বা সমানোদক হইলেও হয় না। সগোত্রীয় কিন্তু ভিন্ন কুলের হইলে, বা সমোপাধি কিন্তু ভিন্ন গোত্রীয় হইলে বিবাহে বাধা নাই।

বাঙ্গালার তাম্বূলীরা পাঁচটী থাকে বিভক্ত—সপ্তগ্রামী বা কুশদহী, অষ্টগ্রামী বা কটকী, চৌদ্দগ্রামী, বিয়াল্লিশগ্রামী ও বর্দ্ধমানী। সপ্তগ্রামীরা বলে তাহারা উত্তরভারত হইতে আসিয়া সপ্তগ্রামে প্রথমে বাস করে, এখানে তাহাদের চৌদ্দ শত ঘর আছে। কোন মুসলমান নবাব ইহাদের কোন স্ত্রীর উপর অত্যাচার করায় ইহারা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া কুশদহে আসিয়া বাস করে। বিয়াল্লিশগ্রামীরাও আপনাদের আদিইতিহাস ঐ রূপই বর্ণনা করে। ইহারা বাঙ্গালায় সপ্তগ্রামীদিগের পরে আসিয়াছে; কিন্তু ইহাদের সংখ্যাই অধিক। চৌদ্দগ্রামীর আজকাল বেশী সন্ধান নাই। বিয়াল্লিশ-গ্রামী থাকের বক্রীবর সিংহ বর্দ্ধমানী থাকের শ্রীমন্তপালের এক কন্যাকে বিবাহ করায় পিতাকর্ত্তৃক গৃহবহিষ্কৃত হন এবং শ্বশুরের সহিত হুগলী জেলায় বৈঁচিতে আসিয়া বাস করেন। ইনিই চৌদ্দগ্রামী থাকের প্রবর্ত্তক। ইনি ধনে ও প্রভাবে নিকটবর্ত্তী চৌদ্দখানির গ্রামের তাম্লীদিগকে স্বশ্রেণীতে আনিয়া এই থাক স্থাপন করেন। এই ঘটনার প্রমাণও

কতক পাওয়া যায়। বৈঁচিতে এক দেবমন্দিরে একখানি প্রস্তরফলকে লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বষ্টীবরের পুত্র গোকুল ১৫০৪ শকে (১৫৮২ খৃষ্টাব্দে) এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং চৌদ্দগ্রামী থাক প্রবর্ত্তন আরও ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। বর্দ্ধমানী থাক চৌদ্দগ্রামীর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। বীরভূমে ও বর্দ্ধমানে এই থাকের লোকই বেশী। অষ্টগ্রামীরা বলে যে পূর্ব্বে সপ্তগ্রামীদিগের সমকালেই তাহারাও উত্তরভারত হইতে আসিয়া প্রথমে উড়িষ্যায় বাস করে এবং সেই জন্যই তাহারা মানে অন্য থাক অপেক্ষা কিছু খাট। ইহাদের মধ্যে কয় থাকে কাশ্যপ, পরাশর, শাণ্ডিল্য ও ব্যাসগোত্র আছে।

বিহারী তাম্লীদিগের মধ্যে প্রধানতঃ আদি বাসস্থান-ভেদে কয়টী শ্রেণী আছে—মগহিয়া, ত্রিহুতীয়া, কনৌজীয়া, ভোজপুরীয়া, কুরম, করণ, সূর্য্যদ্বিজ।

বাঙ্গালায় তাম্লীদিগের মধ্যে চৌধুরী, চৈল, দত্ত, দে, খুর, পাল, পান্তি, রক্ষিত, সেন ও সিংহ উপাধি আছে। বিহারে ভকত, খিলিওয়ালা, নাগবংশী ও পৈটি উপাধি আছে।

বিবাহ।—ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ আছে, কন্যাপণ আছে। বংশমর্য্যাদানুসারে কন্যাপণের বেশীকমী হয়। হরিদ্রাক্ত বস্ত্র বা পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্র বা পট্টবস্ত্র ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক বসন। ইহারা নবশাখ শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু বিধবারা ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিধবার ন্যায় আচার রক্ষা করে। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় বিধবা বিবাহ নাই। বিহারে বিধবা-বিবাহ চলে। বিধবার পক্ষে কনিষ্ঠ দেবর-বিবাহই প্রশংসাজনক। ইহা 'সাগাই' বিবাহ হইলেও কুমারী বিবাহের সঙ্গে কিছু পার্থক্য নাই। পঞ্চায়তের অনুমত্যনুসারে স্ত্রীত্যাগ চলিতে পারে। পরিত্যক্তা স্ত্রী আর বিবাহ করিতে পারে না।

বাঙ্গালী তাম্বূলীরা সাধারণতঃ বৈষ্ণব। ইহাদের ব্রাহ্মণ শ্রেণী স্বতন্ত্র বা পতিত নহে; ইহাদের মধ্যে ক্ষেত্রদেবতা চন্দ্র-সূর্য্যের পূজা আছে। বিহারে বন্দী ও নরসিংহ নামে গ্রাম্য-দেবতা আছে। গোধূমের পিষ্টক, মিষ্টান্ন, কলা ও দধি দিয়া তাঁহাদের পূজা হয়। অন্যান্য শ্রমজীবী বণিকজাতির ন্যায় তাম্বূলীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বকর্ম্মাপূজায় যন্ত্রপূজার ন্যায় বৈশাখী পূর্ণিমায় চূণের ভাঁড়, পাণ, জাঁতি ও কাটারি পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের অশৌচ ৩০ দিন।

তাম্বূলের চাষ ও বিক্রয় ইহাদের আদি ব্যবসায়। উত্তর-ভারতে এখনও তাহাই আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় তাম্লীরা প্রায় জাতীয় ব্যবসা ছাড়িয়া সামান্য দোকানদারী, শস্যব্যবসায় ও চূণ বিক্রয় করিতেছে। অনেকে কেরাণীগিরি, গোমস্তাগিরি প্রভৃতি চাকুরী ও উচ্চতর জীবিকা অবলম্বন করিয়াছে। যাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা নিজে লাঙ্গল ধরে না। সৎশূদ্র সম্বন্ধে যে পৌরাণিক বা স্মার্ত্তবিধি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কেহ তেলিকে, কেহ বা তাম্বূলীকে শুদ্ধজাতি বলিয়া গ্রহণ করেন। পরাশর মতে তেলী ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে তাম্বূলী সৎশূদ্র, কিন্তু বাঙ্গালায় অধিকাংশ স্থলে তাম্বূলীরা জলাচরণীয় নহে। ইহারা পাঙ্গাস্, গোর্চা, ইটা প্রভৃতি শল্কহীন মৎস্য খায় না।

পুণার তাম্বূলীরা পেশবাগণের সময়ে সাতারা ও আহ্মদনগর হইতে আসিয়া পাণের ব্যবসায় অবলম্বন করে। ইহারা মরাঠী কুণবীগণের সঙ্গে আহার ব্যবহার করে, আদান প্রদানও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় উপাধি প্রচলিত। সমোপাধী ব্যক্তিগণের মধ্যে আদান প্রদান হয় না। ইহারা খদির, সুপারি, পাণ ও তাম্বূল বিক্রয় করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা ব্যবসায়ে যোগ দেয় না। বালকদিগকে লেখা পড়া শিখায় না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুসলমান আছে। তাহারা প্রকৃত পক্ষে কুণবী, অরঙ্গজেবের প্রভাবে নাকি তাহারা মুসলমান হয়। ইহারা আপনারা হিন্দুস্থানীতে ও অপরের সহিত মরাঠী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। ইহারা মহা-রাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার এবং তাম্বূলের ব্যবসায় করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা এখনও অনেক হিন্দুক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহারা আপনাদের শ্রেণীর মধ্যেই আদান প্রদান করিয়া থাকে। ধারবারের হিন্দু তাম্বূলীরা ক্ষত্রী ও অত্যন্ত মদ্যপায়ী। দাক্ষিণাত্যের সকল স্থানের মুসলমান তাম্বূলী হানিফী সম্প্রদায়ভুক্ত সুন্নী মুসলমান ও সর্ব্বত্র এক আচারান্বিত। মুসলমান তাম্বূলীরা তাম্বূল কিনিয়া আনিয়া দোকান বাঁধিয়া বসিয়া বিক্রয় করে।

তাম্র (ক্লী) তম্যতে আকাঙ্ক্ষ্যতে তম-রক্ দীর্ঘশ্চ (অমিতম্যা-দীর্ঘশ্চ। উণ্ ২।১৬) ১ তৈজস ধাতুভেদ, তাঁবা। পর্য্যায়—তাম্রক, শুল্ব, ম্লেচ্ছমুখ, দ্ব্যষ্ট, বরিষ্ঠ, উডুম্বর, দ্বিষ্ট, উদম্বর, উদুম্বর, উড়ুম্বর, তপনেষ্ট, অম্বক, অরবিন্দ, রবিলোহ, রবি-প্রিয়, রক্ত, নৈপালিক, রক্তধাতু, মুনিপিত্তল, অর্ক, সূর্য্যাঙ্গ ও লোহিতায়স। (শব্দরত্না°)

বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী	তাঁবা, তামা।
গুজরাটী	তাম্বা, ত্রাম্বু।
কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রীয়	তাম্র।
তামিল	শেঁবু, সেম্বু।
তেলগু, মলয়	রাগি, তাম্রমু, শেন্বা।

ভোট	জঙ্গস্। নীলঠোকর।
পঞ্জাবী	নীল টুসিয়া।
আরবী	নোহস্।
পারসী, তুর্কী	মিস্।
ব্রহ্ম	কেয়ানি।
চীন	চিটুং, টুং, চিকিন।
দিনেমার	কোবার।
ফরাসী (ফ্রান্স)	কুইভার।
ওলন্দাজ (হলণ্ড) স্থইডেন	কোপার।
জর্ম্মণী	কুপার।
ইটালী	রামে।
লাটিন	কিউপ্রাম।
পোলণ্ড	মিয়েজ।
পর্ত্তুগীজ, স্পেন	কেমবার।
রুষ	ক্রীন্সনয়জেড্ ম্রেড়।

ইহার উৎপত্তির বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। পূর্ব্বকালে গুড়াকেশ নামে একজন মহাস্থর তাম্ররূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করে। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইলে ঐ অস্থর বিষ্ণুর চক্রে মৃত্যু কামনা করে। বিষ্ণুভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্ত বৈশাখমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে তাহাকে বিষ্ণু-চক্র দ্বারা নিহত করেন, ঐ অস্থর বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। পরে তাহার মাংসে তাম্র, রক্তে স্বর্ণ, অস্থিতে রৌপ্যাদি এবং তৎসমুদায়ের মলাতে অন্যান্য ধাতু উৎপন্ন হয়। * (বরাহপু°)

মতান্তরে কার্ত্তিকেয়ের যে শুক্র পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তাম্র ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে। †

তাম্র ধাতু যে আকারে সাধারণতঃ বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, খনিতে ঠিক সে ভাবে পাওয়া যায় না। অন্যান্য ধাতুর ন্যায় খনিতেও ইহা অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে, ভারতের উপদ্বীপাংশেই তাম্রের আকর বেশী আছে। সিংহভূম জেলায় ও ধলভূম রাজ্যে তামার আধিক্যবশতঃ তথায় খনির কার্য্য করিবার জন্য কতবার কত বণিকদল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই সফল হইতে পারে নাই। হাজারীবাগে বরাগণ্ডা নামক স্থানে তামার আকর দেখা গিয়াছে এবং সেখানে পূর্ব্বে যে খনন কার্য্য চলিত, তাহার চিহ্নও পাওয়া যায়। সম্প্রতি সেই সকল খনি চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাজপুতানায় দেশীয় রাজ্যে অনেকগুলি তাম্র আকর আছে, ইংরাজাধিকৃত আজমীরে সম্প্রতি একদল ইংরাজ বণিক খনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এখন কিন্তু খনির কার্য্য বন্ধ। কুমাউন ও গাড়োবাল জেলায় তামার আকর থাকিলেও আজমীরের ন্যায় দুর্দ্দশা হইয়াছে। দার্জিলিঙ্গের মধ্যে যোংগড়ি নামক স্থানের আকরে একটী খনির কার্য্য চলিতেছে। পশ্চিম-দুয়ারে যে সমস্ত আকর আছে, নেপালীরা তাহা চালায়। মান্দ্রাজে কর্ণূল ও নেল্লূর জেলায় খনির কার্য্য চলিতেছে।

ভারতে তামার খনির কার্য্য সম্বন্ধে নূতন কিছু জানিবার নাই। পূর্ব্বকালে ভারতে দেশীয়েরাই অধিক পরিমাণে তাম্র উত্তোলনাদি করিত, কিন্তু তাহারাও ক্রমশঃ ইহা ত্যাগ করিতেছে। নেল্লূর, সিংহভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানে তামার পুরাতন খনিগুলি পরিদর্শন করিলে বুঝা যায় যে এককালে এই কার্য্যে যথেষ্ট লোক খাটিত। অনেকবার ভারতে তামার খনি চালাইবার জন্য ইংরাজ বণিকদল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই স্থায়ী হইতে পারে নাই। এ দেশের তামার আকরের কার্য্যে তাঁহারা কোনরূপে স্থবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই জন্য ইংরাজেরাও অনুমান করেন যে, এ বিষয়ে দেশীয়েরা মনোযোগী না হইলে উন্নতি হইবে না।

ভারতে ইহা অক্‌সাইড্, এক প্রকার সাল্‌ফিউরেট, এক প্রকার সাল্‌ফেট, কার্ব্বনেট, আর্সেনেট ও ফস্ফেট অবস্থায় পাওয়া যায়। শিখাবতী, রামগড় প্রভৃতি স্থানে সাল্‌ফিউরেট তামার আকর আছে। আজমীরে কার্ব্বনেট তামা পাওয়া যায়। এখানকার লৌহ-আকরেও কার্ব্বনেট তামা পাওয়া যায়। নেল্লূর ও অঙ্গুলে সিলিকেট তামার আকর আছে, কিন্তু তাহা উত্তোলনাদি করিবার মত স্থানে নহে। নজিবাদ, নাগপুর, ধনপুর ও জয়পুররাজ্যেও তামার আকর আছে। কচ্ছে তামার আকরে কার্য্য চলিতেছে।

পঞ্জাব-প্রদর্শনীতে গড়গাঁও হইতে একখণ্ড পাইরাইটিস্ তামা প্রেরিত হইয়াছিল। হিসার জেলা হইতে অতি উত্তম তামা প্রেরিত হয়। কাঙ্গ্ড়া জেলায় কুলূর নিকট মণিকর্ণ ও পিলাং হইতে পাইরাইটিস্ নামক তামা ও স্পিতি হইতে নীলবর্ণের কার্ব্বনেট তামাও প্রেরিত হয়। কাশ্মীরে তামা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার ব্যবসা চলে না। কুমাউন্,

* "তদেব চক্রেণ বিপাটিতোঽসৌপ্রাপ্তোঽপি মাং ভাগবতপ্রধানঃ।
তাম্রন্তু তস্যাংসমস্থক্‌স্থবর্ণং অস্থীনি রূপ্যং বহধাতবশ্চ॥"

† "শুক্রং যৎকার্ত্তিকেয়স্ত পতিতং ধরণীতলে।
তস্মাত্তাম্রং সমুৎপন্নমিদমাহুঃ পুরাবিদঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

গাড়োবাল, সিকিম, নেপাল প্রভৃতি স্থানে তামার খনি আছে, দেশীয়েরাই অত্যল্প পরিমাণে তাহার কার্য্য চালায়। কুমাউনে সিংহানা নামক স্থানে এবং পাপুলি, প্রিন্সলপাণি, মার্ব্‌গেট্টি, কেরাই, বেলারসিরা, রোই, টৌমাকেট্টি, দোবিরি এবং ধনপুরে তামার খনি আছে। বৈদ্যনাথের নিকট দেওঘরেও তামার আকর দেখা যায়। ২ ফিট্ খুঁড়িয়াই এখানে তামা পাওয়া যাইতে পারে। রাজমহলের বাঁশলী কুল্লানামক স্থানের কয়লা খনির লোক আনাইয়া একবার পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে শতকরা ৩০ ভাগ ভাল তামা ও ২৫ ভাগ জলে বিকৃত তামা অনায়াসে পাওয়া গিয়াছিল। নেপালের পার্ব্বত্য-প্রদেশে লৌহ ও তামার খনি যথেষ্ট আছে। এখানকার তামা এত ভাল যে এক সময়ে বিলাতী আমদানী তামা অপেক্ষা এই তামার সহস্রগুণ আদর ছিল। সিংহভূমে মেদিনীপুরের পশ্চিমে ৮০ মাইলের অধিক স্থানে তামার আকর আছে। ১৩৯ পাউণ্ড ওজনের ৩ খানি পাত এই স্থান হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা মুদ্রা প্রস্তুতের সম্পূর্ণ উপযোগী বটে। এ তামাও আমদানী তামা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে কালহস্তী, বেঙ্কটগিরি, নেল্লূর ও বঙ্গপাড়ুতে তামার আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ণুলের ২০ মাইল পূর্ব্বে গুল্লিগ্রামের ২ মাইল দূরে তামার আকর আছে। লাম্পেইদ্বীপের তামা বেশ ভাল। মাগু´ই দ্বীপপুঞ্জের অনেকদ্বীপে ধূসরবর্ণের আকর দেখা যায়, ইহার মধ্যে শতকরা অর্দ্ধেক ভাল তামা এবং অর্দ্ধেক অঞ্জন, লোহা ও গন্ধক থাকে। অট্টিরান্, সলবিন্ ও চেদুবাদ্বীপে সবুজ কার্ব্বনেট তামা পাওয়া যায়। আসামে শিবসাগরের ৩০ মাইল দূরে ভাল তামা আছে।

শানরাজ্যে, কোলেন, মাইয়ো ও সগৈং নামক স্থানে উৎকৃষ্ট ম্যালকাইট তামা পাওয়া যায়।

সগৈং নামক স্থানে পূর্ব্বে চীনেরা খনি চালাইত। ভামো-উরা নদীতীরে মউন-স্তং, টুংঘু প্রভৃতি ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত স্থানে তামার আকর আছে।

সুমাত্রা ও সিলিবিস্‌দ্বীপে তামার খনি চলিতেছে। তিমুর দ্বীপেও তামা আছে। জাপানদ্বীপপুঞ্জে প্রচুর তামা উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর অন্য কোথাও এরূপ উৎকৃষ্ট তামা পাওয়া যায় না। জাপানীরা ইহা পরিষ্কার করিয়া এক ইঞ্চ মোটা এক ফুট লম্বা পাত তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। অপেক্ষাকৃত মন্দ তামা ইটের আকারে বিক্রীত হয়। এখানকার তামার আকরে খাদের সঙ্গে স্বর্ণও পাওয়া যায়। চীন হইতে ওলন্দাজেরা প্রতিবৎসর এই তামা দুই হাজার টন রপ্তানী করে। চীনে একপ্রকার নিকেল মিশ্রিত শাদা তামা পাওয়া যায়। ইহা কেবল চীনেই উঠে। ইহাতে থালা, রেকাব প্রভৃতির ঢাকন, বাতিদান ও পেয়ালা প্রস্তুত হয়। নূতন অবস্থায় ইহা প্রায় রূপার ন্যায় দেখায়।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপেও তামার আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাশ্মীরে জান্‌স্কর নদীতীরে অতি উৎকৃষ্ট তামা পাওয়া যায়, ইহাতে অল্প পরিমাণে রৌপ্য মিশ্রিত থাকে।

তামার ইতিহাস। অতি পুরাকাল হইতে তামা মানুষের পরিচিত হইয়াছে এমন কি লৌহ আবিষ্কারের পূর্ব্বে তামাতেই অস্ত্রাদি ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। আদিমজাতি যে লৌহের অগ্রে ইহার ব্যবহার করিত, তাহার কারণ বোধ হয় যে, অন্যান্য ধাতুকে খনি হইতে তুলিয়া ব্যবহারিক ধাতুরূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, কিন্তু ইহাকে তাহা করিতে হয় না, কারণ খনিতেই ইহা ব্যবহারিক অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত আঘাতসহ ও ইহাতে তার হইয়া থাকে।

রোমকেরা কাইপ্রাস্ (সাইপ্রাস্) দ্বীপ হইতে প্রথম প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে প্রথমে 'কাইপ্রিয়াম্' বলিত, ক্রমে তাহাই কিউ-প্রাম্ (কুপ্রাম্ বা কপার) হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

খনিতে তামা নানাবিধ অবস্থায় পাওয়া যায়—অক্‌সাইড, ক্লোরাইড, কার্ব্বনেট, ফস্ফেট, সাল্‌ফেট, আর্সেনেট, সিলিকেট, ভানাডেট, সাল্‌ফাইড ও ব্যবহারিক ধাতু। প্রকৃতির প্রায় সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব বস্তুতে অল্পবিস্তর তামা আছে। সমুদ্রজ তৃণাদিতে তামা পাওয়া যায় বলিয়া স্বীকার করিতে হয় যে সমুদ্রজলে তামা আছে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদেহেও তামা আছে। ময়দা, খড়, শুষ্ক ঘাস, মাংস, ডিম্ব, পনীর প্রভৃতি দ্রব্যে তামা আছে। জীবরক্তেও তামার সত্ত্বা আছে, যকৃৎ ও মূত্রযন্ত্রে তামার সত্ত্বা শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অনেক অধিক। উপরে যতপ্রকার তামার কথা বলা গেল। ইহা তাহার সকল প্রকার তামা হইতেই ব্যবহারিক ধাতু পাওয়া যায় না।

খনি মধ্যে আকর তামার সঙ্গে ব্যবহারিক তামা সর্ব্বদাই পাওয়া যায়, কোথাও পাতলা পাত, কোথাও ছোট ছোট খোঁচাখোঁচা টুকরা আর কোথায় বা বড় বড় চাপ (Solid blocks) অবস্থায় পাওয়া যায়। আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদের তীরের আকরে ব্যবহারিক ধাতুই বেশী পাওয়া যায়। এখানে এক একটা চাপ ৫০০ টন পর্য্যন্ত হয়। উত্তর আমেরিকায় তামার শতকরা ৩ অংশ রৌপ্য থাকে। এই রৌপ্য একখণ্ড তামার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া থাকে, কোথাও বা তামার সঙ্গে চূর্ণবৎ বা সূত্রবৎ অবস্থায় পাওয়া যায়।

আকর তামার নানা বর্ণব্যত্যয় দেখা যায়; এই সকল তামাই সাল্‌ফাইড অবস্থাপন্ন।

১। ধূসর তামা (Grey sulphide of copper) ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল নামক স্থানে ইহা সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

২। বেগুণে তামা—(Purple copper) তামা ও ফেরিক সাল্‌ফাইড (Cuprous and Ferric sulphides) বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত হইয়া এই খনিজ উৎপন্ন হয়। ইহা ত্রিবিধ অর্থাৎ একপ্রকারে শতকরা ৭০ ভাগ, একপ্রকারে শতকরা ৬০ ভাগ ও অপর প্রকারে ৫৬ ভাগ খাঁটি তামা থাকে। কর্ণওয়াল, সুইডেন ও উত্তর আমেরিকায় ইহা প্রচুর পাওয়া যায়।

৩। পাইরাইটিস্ বা পীত তামা (Copper pyrites or yellow copper) এই শ্রেণীর তামাই অধিক পাওয়া যায়। শতকরা ৩৪·৪ অংশ তামা থাকে। কর্ণওয়াল, ডিভনসায়ার, সুইডেন, কিউবাদ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের অনেক স্থলে পাওয়া যায়। কর্ণওয়ালের খনিতে বৎসরে ইহা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার হইতে ৩০ হাজার টন উৎপন্ন হয়। ইহাতে ব্যবহারিক তামা প্রায় ১২ হাজার টন প্রস্তুত হয়।

৪। ফহ্‌ল্ ওর বা প্রকৃত ধূসর তামা (Fahl-ore or true grey copper) ইহাতে বহুধাতু মিশ্রিত থাকে, তন্মধ্যে প্রোটোসাল্‌ফাইড-তামা (Protosulphide of copper), আর্সেনিক, রসাঞ্জন, দস্তা, লোহা, রূপা ও পারা-ই বেশী; শতকরা ৩০।৪৮ অংশ বিশুদ্ধ তামা থাকে। পারা শতকরা ২ হইতে ১৫ অংশ থাকে। রূপা যত কম থাকে, বিশুদ্ধ তামার পরিমাণ তত বেশী হয়। গন্ধক ও রসাঞ্জনযোগে ইহার আর একশ্রেণী উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'বুর্ণোনাইট' (Sulphantimonite of copper) বলে।

৫। আটাকামাইট—(Atacamite) পেরু ও চিলিদেশে পাওয়া যায়। ইহাকে Oxychloride of copper বলে।

৬। ক্রিসোকোল্লা—(Chrysocolla) উষ্ণদেশে তাম্র খনিতে পাওয়া যায়। ইহাকে Silicate of copper বলে। এই দুই ধাতু হইতেও তাম্র পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়।

তামার তাড়িত পরিচালনশক্তি রূপার পরেই অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা অনেক অধিক, এই জন্য ইহার তারের সাহায্যে তাড়িতবার্ত্তা প্রেরিত হয়।

তাম্র প্রায় সকল প্রকার মৌলিকধাতুর সহিতই মিশিয়া থাকে, তন্মধ্যে অধিকাংশই ঔষধাদিতে ব্যবহার হয়। নাইট্রো মিউরেটিক অ্যাসিড ও আমোনিয়া সংযোগে তামা দ্রব হয়। ক্লোরাইন গ্যাস সংযোগে তামায় জ্বালাইতে পারা যায়।

তামা হইতে নিত্য ব্যবহার্য্য আরও কতকগুলি মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে পিত্তল [পিত্তল দেখ।], মুন্ত্রের ধাতু (Muntz's metal), প্রিন্সের ধাতু (Prince's metal), মোসেয়িক স্বর্ণ (Mosaic gold), মানহিম স্বর্ণ (Mannheim gold) নকল ব্রোঞ্জ (Immitation bronze), সিমিলর (Similor) টম্বাক (Tombac), কাঁসা (Bell-metal.)

তামার আণবিক গুরুত্ব ৩১·৭৫, আপেক্ষিক তাপ হইতে ১০০° মধ্যে ০·০৯৫১৫ অবস্থাভেদে আপেক্ষিক গুরুত্বের বিভিন্নতা ঘটে। শুদ্ধ তামার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৯·০০০।

তামার স্বাদ কষা, ইহাতে গ্রাহিতাগুণ আছে। তামা অধিকক্ষণ হাতে থাকিলেও বমনোদ্রেক হয়। ইহা রৌপ্য অপেক্ষা কঠিন। ইহা অত্যন্ত ঘাতসহ, পিটিয়া ইহাকে এত পাতলা পাত করা যায় যে বাতাসে উড়িয়া যাইতে পারে। ইহাতে তারও অতি সূক্ষ্ম হয়; ০·০৭৮ ইঞ্চ মোটা তারে ৩০২·২৬ পাউণ্ড ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া যায় না। স্যাঁতায় বা বায়ুতে থাকিলে ইহাতে মরচে পড়ে, ইহাকে তামার কলঙ্ক বলে। এই কলঙ্ক বিষাক্ত। তামায় টিন মিশাইয়া ইহাকে আরও ঘাতসহ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে ইহার ভঙ্গপ্রবণতা বাড়ে। শতকরা ৫ ভাগ টিন মিশাইলে ইহার বর্ণ রক্তাভ পীতবর্ণ, কঠিন, ঘন ও ধ্বনিকর হয়, মরচে ধরে না। এই জন্য টিন মিশাইলে তামার আরও বেশী কার্য্য হয়। ৫ ভাগের অধিক যত টিন মিশিবে তামার ভঙ্গপ্রবণতা ততই বাড়িবে।

১। Speculum metal—তামার সহিত $\frac{1}{3}$ অংশ টিন মিশাইলে যে ধাতু হয়, তাহাতে আলোক প্রতিক্ষেপ করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়, এজন্য ইহাকে Speculum metal (স্পেকুলাম ধাতু) বলে। প্লিনি বলেন এই ধাতুতে পূর্ব্বে দর্পণ প্রস্তুত হইত। আমাদের দেশেও কাংস্যখণ্ডে দর্পণ প্রস্তুত হইত ইহা দেখা যায়। আজিও পূজাবিবাহ প্রভৃতিতে কাংস্য ধাতুফলক (মলিন হইলেও) দর্পণরূপে ব্যবহৃত হয়।

২। Muntz's metal—জাহাজ ও বড় বড় নৌকার তলা মুড়িবার জন্য এই ধাতু ব্যবহৃত হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জি, এফ, মুঞ্জ সাহেবকে ইহার পেটেণ্ট দেওয়া হয়। ৬০ ভাগ তামা ও ৪০ ভাগ দস্তায় এই ধাতু প্রস্তুত হয়। ইহা গলাইয়া চালিয়া চাদরের মত বড় বড় পাত প্রস্তুত করে। পাত প্রস্তুত হইলে গন্ধকদ্রাবক মাখাইয়া ধুইয়া ফেলে। ইহা দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ, খালি তামার পাত অপেক্ষা এই ধাতুর পাতে উদ্দেশ্য ভালরূপে সাধিত হয়। তামা অপেক্ষা ইহা দ্বারা তলা মোড়াই করিতে খরচ কম পড়ে, কিন্তু যুদ্ধ জাহাজের জন্য এখনও ইহা ব্যবহৃত হয় না।

৩। Prince's metal—৮০ ভাগ তামার সহিত দস্তা, টিন

ও সিসা মিশাইয়া এই ধাতু প্রস্তুত করে। ইহা দ্বারা ব্রোঞ্জ-ধাতুর ন্যায় রঙ্গের কলাই করা চলে। ৮৫·৫ ভাগ তামা ও ১১·৫ ভাগ দস্তা মিশাইয়া লইলে এই ধাতুতে বাটালি কাটিয়া মূর্ত্তি প্রস্তুত করা চলে। ইহা গাঢ় রক্তবর্ণ হয়।

৪। Mosaic gold—অতি শীতল স্থানে সমভাগে দস্তা ও তামা মিশাইয়া গলাইতে হয়। গলিত দ্রব্যকে খুব ঘুঁটিতে হয়, ঘুঁটিবার সময় আবার অল্প পরিমাণে দস্তা মিশাইতে হয় ও ঘুঁটিতে হয়, শেষে রং পরিবর্ত্তন হইতে হইতে দিব্য শ্বেতবর্ণ হয়। তৎপরে শীতল হইলে স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে।

৫। Mannheim gold—এই ধাতুও প্রিন্সেস্ ধাতুর ন্যায়, তবে উপাদানে ভাগের ঈষৎ তারতম্য আছে।

৬। Tombac—৮৪·৫ ভাগ তামা ও ১৫·৫ দস্তা মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার ন্যায় ঘাতসহ ধাতু নাই বলিলেও চলে, ইহার তারও খুব বড় সূক্ষ্ম ও ভাল হয়।

৭। Immitation bronze—এই দুই ধাতুও প্রিন্সেস্ ধাতুর ন্যায়। ভাগ তারতম্যে ৪ ভাগ টিন, ৬৬ ভাগ তামা ও ৩২ ভাগ দস্তা। ইহা দিব্য পীতবর্ণ, ইহাতেই মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৯। কাঁস্য—(Bell-metal or bronze) [কাংস্য দেখ।]

টম্বাক ধাতু পিটিয়া $\frac{১}{২৮০০০}$ ইঞ্চি পুরু পাত প্রস্তুত করা যায়। এইরূপ সূক্ষ্ম পাতকে "ওলন্দাজী ধাতু" (Dutch metal) বলে। ব্রোঞ্জরং ও ব্রোঞ্জচূর্ণ এই ওলন্দাজী ধাতু রজন ও জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রস্তুত হয়, কোন কোন স্থলে তৈল অথবা বসার সহিত পিষিয়া লয়।

তামা অতি পবিত্র ধাতু বলিয়া আমাদের দেশে দেব-পূজার সমস্ত বাসনাদি প্রস্তুত হয়, কোশা, কুশী, তাম্রকুণ্ড, ঘট, ঘটী, পুষ্পপাত্র, চন্দনের বাটী, জলশঙ্খ ইত্যাদি। তামার পুষ্পপাত্রে পশ্চিমাঞ্চলে নানাবিধ খোদিত কারুকার্য্য দেখা যায়। হিন্দুর বিশ্বাস, কলিকালে তাম্রপাত্রে ভোজন নিষেধ আছে, কিন্তু মুসলমানেরা ঝারিবৎ তামার "বদনা" নামক নলবিশিষ্ট ঘটী নিত্য ব্যবহার করে। ডেকচি, শানক, বাটী প্রভৃতি বাসন রাং দিয়া কলাই করিয়া লয়। তামাকু রাখিবার জন্য তামার বড় বড় হাঁড়ী বা জালা ব্যবহৃত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাকিমী ও অব-ধৌতিক চিকিৎসা প্রণালীতে নানাবিধ আকারে ঔষধার্থে তামা ব্যবহৃত হয়।

যে তামা জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল এবং যাহা আঘাতদ্বারা নষ্ট হয় না ও লৌহ বা সিসা মিলিত না থাকে, সেই তাম্রই উত্তম, এবং মারণের উপযোগী।

যে তাম্র কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, অত্যন্ত স্বচ্ছ বা শুক্লবর্ণ এবং আঘাত দিলে নষ্ট হয়, যাহাতে লৌহ ও সিস মিশ্রিত, সেই তাম্র দূষিত, এইরূপ তাম্র মারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

তাম্রের শোধনবিধি।—তাম্রের অতি সূক্ষ্মপাত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইবে। পরে উহা জলন্ত অঙ্গারবৎ তপ্ত থাকিতে থাকিতে তৈল, তক্র, কাঞ্জি, গোমূত্র এবং কুলথ কলায়ের কাথ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটীতে তিন তিন বার করিয়া নিমগ্ন করিলে তাম্র বিশুদ্ধ হয়।

অশোধিত তাম্র বিষ অপেক্ষায়ও অনিষ্টকারী, কারণ বিষে একটী মাত্র দোষ পরিলক্ষিত হয়, আর অশোধিত তাম্রে ৮ প্রকার দোষ আছে। অশোধিত তাম্র সেবনে ভ্রম, বমি, বিরেচন, ঘর্ম্ম, উৎক্লেদ, মূর্চ্ছা, দাহ ও অরুচি উৎপন্ন হয়। এই অষ্ট দোষযুক্ত তাম্রই একমাত্র বিষ।

তাম্রের মারণবিধি।—তাম্রের পত্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে তিন দিন অম্লে ভিজাইয়া খলে ফেলিয়া উহার চারি অংশের এক অংশ পারদ মিশ্রিত করিবে। তাহার পর অম্লদ্বারা এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া খল হইতে উদ্ধৃত করিবে। পরে দ্বিগুণ গন্ধক অম্লদ্বারা পেষণ করিয়া ঐ তাম্র পত্রগুলি লেপিয়া গোলকাকৃতি করিবে এবং স্বরস (আর্দ্রক), হিঞ্চা বা আমরুল বা পুনর্ণবা পেষণ করিয়া কল্ক করিবে। ঐ কল্কদ্বারা উক্ত গোলকের উপরি দুই অঙ্গুলি পরিমাণ লেপ দিবে। তৎপরে ঐ গোলক একটী পাত্র মধ্যে স্থাপন ও বালুকাদ্বারা ঐ পাত্র পূর্ণ করিয়া মুখে একখানা শরা দিয়া ঢাকা দিবে। অনন্তর মৃত্তিকা, লবণ ও জল একত্র করিয়া পাত্র ও শরার সন্ধিস্থান রুদ্ধ করিবে। পরে চুল্লীর উপর রাখিয়া চারি প্রহর অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। অগ্নির উত্তাপ ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। এইরূপে পাক সম্পন্ন করিয়া শীতল হইলে গোলকটীকে তুলিয়া ওলের রসদ্বারা এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া ওলের মধ্যে পুরিতে হইবে। তৎপরে সেই ওলের চতুর্দ্দিকে এক অঙ্গুলি পুরু করিয়া মৃত্তিকা লেপিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে তাম্র মারিত হয়। এই মারিত তাম্র বমন, বিরেচন, ভ্রম, ক্লম, অরুচি, বিদাহ, স্বেদ ও উৎক্লেদ কখন জন্মায় না।

মারিত তাম্রের গুণ,—কষায়, মধুর, তিক্ত, অম্লরস, কটু-বিপাক, সারক, পিত্তনাশক, কফাপহারক, শীতবীর্য্য, ব্রণ-রোপক, লঘু, লেখন গুণযুক্ত, কিঞ্চিৎ বৃংহণ এবং পাণ্ডু, উদর, অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূলনাশক।

অসম্যক্ মারিত তাম্র সেবন করিলে দাহ, স্বেদ, অরুচি, মূর্চ্ছা, ক্লেদ, বিরেচন, বমি ও ভ্রম উপস্থিত হয়। (ভাবপ্র°)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে তাম্রে অষ্টবিধ দোষ আছে। এই জন্য তাম্র শোধন করা আবশ্যক।

তাম্রশোধন। লবণ ও আকন্দদুগ্ধে তামার পাতায় লেপ দিয়া পোড়াইয়া নিসিন্দাপাতার রসে নিঃক্ষেপ করিলে তাম্রশোধন হয়।

মতান্তরে। গোমূত্রে তাম্রপত্র দিয়া অতিশয় অগ্নিসন্তাপে এক প্রহর কাল পাক করিলে তাম্র শোধিত হয়।

তাম্রপাক। দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত পারদ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তামার পাতায় মাখাইয়া লবণযন্ত্রে চারিপ্রহর কাল পাক করিবে, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে। জম্বীর নেবুর রস, সৈন্ধব লবণ ও গন্ধক তামার পাতায় লেপ দিয়া ভস্ম হওয়া পর্য্যন্ত পুট প্রদান করিতে হইবে, এইরূপে তাম্র পাক হয়।

অন্যমতে তামার পাতায় লবণ, ক্ষার ও জম্বীর নেবুর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া সিজ ও আকন্দ দুগ্ধ মাখাইয়া বার বার পোড়াইয়া নিসিন্দার রসে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে সমভাগ পারদ, দুগ্ধ, ঘৃত ও গন্ধক মিশাইয়া তিনপুট দিলে ভস্ম হইবে এবং পঞ্চামৃতে তিনপুট দিবে।

শোধিত তাম্রের গুণ। অনুপান বিশেষে সেবন করিলে ক্ষয়, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শূল, মেহ, অর্শ ও বাত নষ্ট হয়। এক রতি হইতে দুই রতি মাত্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবন করিলে মেদ, মৃত্যু ও জরা নষ্ট হয়।

তাম্র উষ্ণ, বিষদোষ, যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, ক্রিমি, শূল, আমবাত, গ্রহণী, অর্শ এবং অম্লপিত্ত প্রভৃতি নাশ করিয়া থাকে। (রসেন্দ্রসারস°)

তাম্র অম্লযোগে শুচি হয় "তাম্রমম্লেন শুদ্ধতি" (মনু)। তাম্রপাত্রে ভোজন করিতে নাই। দেবপূজা প্রভৃতিতে তাম্র পাত্র প্রশস্ত, দেবপূজায় তাম্রনির্ম্মিত পাত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২ কুষ্ঠভেদ। ৩ রক্তবর্ণ। ৪ দ্বীপভেদ।

"দ্বীপং তাম্রাহ্বয়ঞ্চৈব পর্ব্বতং রামকং তথা॥" (ভারত ২।৩১।৬৫)

তাম্র, মহিষাসুরের এক বিখ্যাত সেনাপতি। এই দানব ইন্দ্র সমাদি দেবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া শেষে দেবীর হস্তে নিহত হয়। (দেবীভা° ৫ম স্কন্ধ)

তাম্রক (ক্লী) তাম্র-স্বার্থে কন্। তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাম্রকণ্টক (পুং) নির্যাসপ্রধানকণ্টক বৃক্ষবিশেষ।

তাম্রকর্ণী (স্ত্রী) তাম্রবর্ণৌ কর্ণৌ যস্যাঃ বহুব্রী স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পশ্চিমদিক্ হস্তীর পত্নী। ইহার নাম অঞ্জনা। (অমর)

তাম্রকার (পুং স্ত্রী) তাম্রং করোতি তাম্রধাতুভিঃ পাত্রাদিকং নির্ম্মাতি কৃ-অণ্। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। পর্য্যায়—তাম্রিক, শৌল্বিক, তাম্রকুট্টক। (শব্দর°) এই জাতির বিষয়ে অনেক প্রকার মত আছে। কোনমতে আয়োগবের ঔরসে ও বিপ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

"আয়োগবেন বিপ্রায়াং জাতাস্তাম্রোপজীবিনঃ॥"

শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে আয়োগব জাতির উৎপত্তি হয়। এই তাম্রকার জাতি কংসকার জাতির অন্তর্গত এবং এই জাতি বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আর একমতে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে শূদ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা তাম্রের পাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। [কংসকার দেখ।]

তাম্রকিলি (পুং) লোহিতবর্ণ কীটবিশেষ।

তাম্রকুট্ট (পুং স্ত্রী) তাম্রং কুট্টয়তি কুট্ট-অণ্। তাম্রকার। [তাম্রকার দেখ।]

তাম্রকুট্টক (পুং) তাম্রং কুট্টয়তি কুট্ট-ণ্বুল্। [তাম্রকার দেখ।]

তাম্রকুণ্ড (ক্লী) কুণ-ড, তাম্রময়ং কুণ্ডং। তাম্রময় জলাধার পাত্রভেদ, দেবপূজাদি করিবার সময় ইহাতে জল ফেলা হইয়া থাকে।

"শাশ্বতঃ উপচারাৎ তাম্রকুণ্ডং।" (উজ্জ্বল)

তাম্রকূট (পুং স্ত্রী) তাম্রস্য কূটমিব। ক্ষুপবিশেষ, তামাক।

"সম্বিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরং।
অহিফেনং খর্জ্জুরসন্তারিকা তরিতা তথা।
ইত্যষ্টৌ সিদ্ধিদ্রব্যাণি যথা সূর্য্যাষ্টকং প্রিয়ে॥" (কুলার্ণবত°)

তন্ত্রের মতে সম্বিদা, কালকূট, তাম্রকূট, ধুস্তুর, অহিফেন, খর্জ্জুররস, তারিকা, তরিতা এই ৮টী সিদ্ধি দ্রব্য।

তাম্রকৃমি (পুং) তাম্রবর্ণঃ কৃমিঃ কীটঃ মধ্যলো°। ইন্দ্রগোপ-কীট। (হারা°)

তাম্রগর্ভ (ক্লী) তাম্রং গর্ভ ইব উৎপত্তিস্থানং যস্য বহুব্রী। তুথ, তুঁতে। ইহা তাম্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। [তুথ দেখ।]

তাম্রচক্ষুস্ (পুং) তাম্রচক্ষুষী যস্য বহুব্রী। যাহার চক্ষুঃ রক্তবর্ণ।

তাম্রচূড় (পুং স্ত্রী) তাম্রা রক্তা চূড়া যস্য বহুব্রী। ১ কুক্কুট, কুকড়া, তাম্রচূড়গণ ভীত হইয়া "কুকু কুকু" শব্দ করিয়া থাকে। রাত্রিকালে যদি উক্তশব্দ ত্যাগ করিয়া অপর প্রকার শব্দ করে, তাহা হইলে ভয় হয়। কিন্তু নিশাবসানে স্বস্থ চন্দ্রচূড় তারস্বরে স্বাভাবিক শব্দ করিলে রাজার রাষ্ট্র ও পুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (বৃহৎস° ৮৬।৩৪) [কুক্কুট দেখ।]

২ কুকুরদ্রুম, কুকসিমা, এই বৃক্ষের অগ্রভাগ রক্তবর্ণ। (স্ত্রী) ৩ কুমারানুচর মাতৃভেদ।

"সুভগা নন্দিনী লম্বা তাম্রচূড়া বিকাসিনী" (ভারতস° ৪৭ অঃ)

(ত্রি) ৪ রক্ত শিখাযুক্ত।

তাম্রচূড়ভৈরব (পুং) ভৈরবভেদ।

তাম্রজাক্ষ (পুং) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ (হরিব° ১৬২ অ°)

তাম্রতনু (ত্রি) তাম্রের ন্যায় শরীরবর্ণ।

তাম্রতুণ্ড (পুং) একপ্রকার বানর, ইহাদের মুখের রঙ্ অনেকটা তামার মত।

তাম্রত্রপুজ (পুং) তাম্রঞ্চ ত্রপু চ তাভ্যাং জায়তে জন-ড। কাংস্য, কাঁসা। [কাংস্য দেখ।]

তাম্রত্ব (ক্লী) তাম্রস্য ভাবঃ তাম্র-ত্ব। তাম্রের ভাব। রক্তবর্ণ।

তাম্রদুগ্ধা (স্ত্রী) তাম্রং রক্তং দুগ্ধং ক্ষীরং রসো যস্যাঃ বহুব্রী। গোরক্ষদুগ্ধা। (রাজনি°)

তাম্রদ্রু (পুং) রক্তচন্দন।

তাম্রদ্বীপ (পুং ক্লী) দক্ষিণদেশস্থিত দ্বীপবিশেষ, সহদেব দক্ষিণদিক্ বিজয় সময়ে এই দ্বীপ জয় করেন। তাম্রপর্ণী।

"দ্বীপতাম্রাহ্বয়ঞ্চৈব পর্ব্বতং রামকং তথা।
তিমিঙ্গিলঞ্চ স নৃপং বশে কৃত্বা মহামতিঃ॥"

(ভারতস° ৩০ অ°)

তাম্রধাতু (পুং) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাম্রধূম্র (ত্রি) কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ, তামাটে লাল

তাম্রধ্বজ (পুং) রত্ননগরের রাজা ময়ূরধ্বজের পুত্র। ইনি যুদ্ধে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে পরাভব করিয়াছিলেন।

[তাম্রলিপ্ত ও ময়ূরধ্বজ দেখ।]

তাম্রপক্ষা (স্ত্রী) সত্যভামার গর্ভজাতা শ্রীকৃষ্ণের কন্যাভেদ। (হরিব° ১৬২ অ°)

তাম্রপক্ষিন্ (পুং) কৃষ্ণের এক পুত্র।

তাম্রপট্ট (ক্লী) তাম্রনির্ম্মিতং পট্টং মধ্যলো° কর্ম্মধা। তাম্রময় লেখনপত্রভেদ, তাম্রশাসন। পুরাকালে ধর্ম্মবিদ্ রাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে তাম্রপত্রে ভূমির পরিমাণাদি সমস্ত বিবরণ লিখিয়া স্বমুদ্রা চিহ্নিত করিয়া প্রদান করিতেন, ব্রাহ্মণগণ পুরুষানুক্রমে সেই ভূমি ভোগ করিতেন। পরে অন্য কোনও রাজা ঐ ভূমির করাদি লইতেন না। ঐরূপ ভূমি দান করা অপেক্ষা পরদত্ত ভূমির রক্ষা করা অতিশয় পুণ্যজনক। * ভারতের সকল স্থান হইতেই এইরূপ শতশত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা ভারতীয় রাজগণের বংশাবলী ও ইতিহাস অনেকটা স্থির হইতেছে।

তাম্রপত্র (পুং) তাম্রং রক্তং পত্রং যস্য বহুব্রী। ১ জীবশাক। ২ রক্তবর্ণ পত্র বৃক্ষমাত্র। কর্ম্মধা। ৩ তাম্রময় লেখনপত্র। ৪ রক্তদল নবপল্লব।

তাম্রপত্রক (পুং) [তাম্রপত্র দেখ।]

তাম্রপর্ণ, সিংহল দ্বীপের নামান্তর (Taprobane)।

[সিংহল দেখ।]

তাম্রপর্ণী, মান্দ্রাজের অন্তর্গত তিন্নেবেলি জেলার একটী নদী। ইহার স্থানীয় নাম "পরুনৈ"। টলেমী ও পেরিপ্লাস্ ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে শর্ম্মদেবী পর্য্যন্ত গিয়াছে, তৎপরে উত্তরপূর্ব্বমুখে তিন্নেবেলি হইতে পালমকোটা পর্য্যন্ত তৎপরে কখন দক্ষিণ কখন বা পূর্ব্বমুখে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

ইহার মূলে চিত্তার প্রভৃতি উপনদী আছে। ইহার দৈর্ঘ্য মোট ৭০ মাইল। এই নদীদ্বারা তিন্নেবেলি জেলায় ১৯৫০০০ বিঘা জমীতে জল সঞ্চার হয়। এই জল সঞ্চারের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে নদীগর্ভে এনিকাট প্রস্তুত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ আটটী এনিকাট আছে; সাতটী হিন্দুরাজগণের প্রস্তুত, ৮মটী শ্রীবৈকুণ্ঠম্ নামক স্থানে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ দ্বারা নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে। এই এনিকাট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭·৪০ ফিট্ উচ্চ। কখন কখন নদী এত পূর্ণমাত্রায় ভরিয়া উঠে যে, তখন এনিকাট ডুবিয়া যায়, এ পর্য্যন্ত এরূপ ডুবিয়া এনিকাটের উপরেও ১১½ ফিট্ জল জমিতে দেখা গিয়াছে। ইহার তীরে কোলকাই নামক একটী স্থান এখন সমুদ্র হইতে ৫ মাইল দূর হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু টলেমীর বর্ণনায় এই স্থানটী সমুদ্রবর্ত্তী বন্দর বলিয়া জানা যায়। এই কোলকেই এখন গ্রামমাত্রে পর্য্যবসিত। তামিল ভাষায় কোলকেই অর্থে সেনাদল বা সেনা-শিবির বুঝায়। কয়াল নামে আরও একটী ক্ষুদ্রগ্রাম সমুদ্র হইতে দুই মাইল দূরে আছে। মার্কপোলো এই কয়ালকেই কয়েল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

রামায়ণ, মহাভারত ও সকল প্রধান পুরাণে এই নদীর উল্লেখ আছে। প্রিয়দর্শী অশোকের ১৩শ অনুশাসনে এই নদীর উল্লেখে লিখিত আছে যে 'দক্ষিণে চোড়গণ ও পাণ্ড্যগণ তম্বপন্নী (তাম্রপর্ণী) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেন, সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল'।

এই নদীর উৎপত্তির নিকট আর এক তাম্রপর্ণী নদী আছে, তাহা পশ্চিমমুখে ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

* "দত্ত্বা ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যঞ্চ কারয়েৎ
আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ
পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতং।
অভিলেখ্যাত্মনোবংশ্যানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ।
প্রতিগ্রহপরীমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনং।
স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরং॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাম্ জেলায় ঘাটপ্রভা নদীতে সিদ্ধিহল নামকস্থানে তাম্রপর্ণী নামে এক উপনদী দক্ষিণ হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই উপনদী গন্ধর্ব্বগড়ের নিকট মল্লপ্রভা শিখরে প্রবাহিত।

৩ সিংহলদ্বীপের একটী নগরী, তাহা হইতে সমস্ত সিংহল তাম্রপর্ণ নামে খ্যাত হয়। ৪ মঞ্জিষ্ঠা।

তাম্রপর্ণীয় (পুং) সিংহলদ্বীপবাসী বৌদ্ধ।

তাম্রপল্লব (পুং) তাম্রাণি পল্লবানি যস্য বহুব্রী। অশোকবৃক্ষ, পর্য্যায়—হেমপুষ্প, বঞ্জুল, কঙ্কেলি, পিণ্ডপুষ্প, গন্ধপুষ্প, নট। (ভাবপ্র°)

তাম্রপাকিন্ (পুং) পচ্যতে ইতি পাকঃ পচ্-ঘঞ্, তাম্রঃ রক্তবর্ণঃ পাকঃ পরিণতি রস্যাস্ত ইতি ইনি। গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ, গাঁধিভাঁট গাছ। (রত্নমালা)

তাম্রপাত্র (ক্লী) তাম্রনির্ম্মিতং পাত্রং কর্ম্মধা। তাম্রময় পাত্র, তাম্রপাত্রে তর্পণ প্রশস্ত। কোন দৈবকার্য্য করিতে হইলে তাম্রপাত্রে সঙ্কল্প করিতে হয়। তাম্রপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ। তাম্রপাত্রে মধু ও দুগ্ধ রাখিলে মদ্যতুল্য হয়।

"নারিকেলজলং কাংস্যে তাম্রপাত্রে স্থিতং মধু।
গব্যঞ্চ তাম্রপাত্রস্থং মদ্যতুল্যং ঘৃতং বিনা॥" (স্মৃতিসাগর)

তাম্রপাত্রে ঘৃত রাখা প্রশস্ত। তাম্রপাত্রে দধি ও মাংস দূষণীয়, কিন্তু দ্রব্যান্তরযুক্ত মাংস ও ঘৃতযুক্ত দধি দূষণীয় নহে। তাম্রের পাত্র প্রশস্ত। তাম্রপাত্রাভাবে মৃৎপাত্রই হিতকর।

"জলপাত্রন্তু তাম্রস্য তদভাবে মৃদো হিতং।" (ভাবপ্র°)

২ তাম্রশাসন, যে তাম্রপট্টে লিখিয়া রাজা ভূম্যাদি দান করেন।

"তাম্রপাত্রে কুলং লেখ্য শাসনানি বহুনি চ।
এতেভ্যো দত্তবান্ পূর্ব্বং কলৌ বল্লালসেনকঃ॥"
(হরিমিশ্র কারিকা।)

তাম্রপাদী (স্ত্রী) হংসপদীলতা, গোয়ালে লতা। (রাজনি°)

তাম্রপুষ্প (পুং) তাম্রবর্ণং পুষ্পং যস্য বহুব্রী। রক্তকাঞ্চনপুষ্পবৃক্ষ, পর্য্যায়—কোবিদার, চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, স্বস্তক, স্পল্লকেশরী। ২ ভূমিচম্পক, ভুঁইচাঁপা। (ত্রি) ৩ রক্তপুষ্পযুক্ত মাত্র। (ক্লী) তাম্রং পুষ্পং কর্ম্মধা। ৪ রক্তপুষ্প।

তাম্রপুষ্পিকা (স্ত্রী) তাম্রবর্ণং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী কপ্ টাপি অতইত্বং। রক্তত্রিবৃৎ, লাল তেউড়ী। (রাজনি°)

তাম্রপুষ্পী (স্ত্রী) তাম্রং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ ধাতকীপুষ্প, ধাঁইফুল, পর্য্যায়—ধাতুপুষ্পী, কুঞ্জরা, সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী, বহ্নিজ্বালা। (ভাবপ্র°)

২ পাটলাবৃক্ষ, পারুলগাছ। [পাটলা দেখ।] ৩ শ্যামাত্রিবৎ।

তাম্রপ্রয়োগ (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—৮ তোলা পরিমিত তাম্র পাত্রে দগ্ধ করিয়া যথাক্রমে আকন্দের আটায়, নিসিন্দার রসে, গোক্ষুরের রসে ও সিজের আটায় তিন বার প্রক্ষিপ্ত করিয়া শোধন করিয়া লইবে। পরে পারা ৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলীর অর্দ্ধভাগ জামীরের রসে মাড়িয়া তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তাম্রপত্র লিপ্ত করিবে। অনন্তর ঐ তাম্রপাত্র অন্ধমূষায় রুদ্ধ করিয়া ৫টী পুট দিবে।

ইহার মাত্রা ২ রতি। অনুপান মধু ও ঘৃত। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার ভগন্দর ও ক্ষত প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্য রত্না° ভগন্দরাধিকার)

তাম্রফল (পুং) তাম্রং রক্তবর্ণং ফলং যস্য বহুব্রী। ১ অঙ্কোঠ বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ রক্তফলযুক্ত বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তাম্রং ফলং কর্ম্মধা। ৩ রক্তফল।

তাম্রফলক (ক্লী) তাম্রনির্ম্মিতং ফলকং মধ্যলো° কর্ম্মধা। তাম্রনির্ম্মিত পট্ট। [তাম্রপট্ট দেখ।] তামার চাদর।

তাম্রমুখ (ত্রি) তাম্রং মুখং যস্য বহুব্রী। অরুণবদন, যাহাদের মুখ রক্তবর্ণ।

তাম্রমূলা (স্ত্রী) তাম্রং মূলং যস্যাঃ বহুব্রী অজাদেরাকৃতিগণত্বাৎ টাপ্। ১ দুরালভা। ২ লজ্জালু, লাজালু। ৩ কচ্ছুরাবৃক্ষ, হিন্দীভাষায় খিরাই। ৪ মঞ্জিষ্ঠা। ৫ রক্তমূলক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তাম্রং মূলং কর্ম্মধা। ৬ রক্তমূল।

তাম্রমৃগ (পুং) তাম্রঃ রক্তবর্ণঃ মৃগঃ কর্ম্মধা। লোহিতবর্ণ হরিণ।

তাম্রযোগ (পুং) তাম্রস্য যোগঃ ৬তৎ। চক্রদত্তোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ ১ মাষা ও গন্ধক ১ মাষা লইয়া যথাবিধানানুসারে শোধন ও মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, তৎপরে ঐ কজ্জলী একটী দৃঢ় ও নুতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া তদুপরি কাঁটানটের মূলচূর্ণ ২ মাষা দিবে, তাহার পর ১৫ মাষা পরিমিত কণ্টকবেধ যোগ্য নেপালদেশীয় তাম্রপাত আমরোলীর রসে শোধিত করিয়া পাত্রস্থ ঔষধে ঢাকা দিতে হইবে এবং কাই বা লেই করিয়া তাম্রপাত মৃত্তিকাপাত্রের সহিত উত্তমরূপে জোড় লাগাইয়া দিবে, যেন উহা ভেদ করিয়া ভিয়ে বালুকা প্রভৃতি প্রবেশ করিতে না পারে। তদুপরি বালুকা দিয়া পাত্র পূর্ণ করিতে হইবে। তৎপরে ঐ পাত্রের তলায় অর্থাৎ নীচে এক ঘণ্টাকাল জাল প্রদান করিয়া পাত্রটী নামাইতে হইবে।

শীতল হইলে পাত্রের উপরিস্থিত বালুকাগুলি বাহির করিয়া ফেলিবে এবং নিম্নস্থ তাম্রপাত ও কজ্জলী প্রভৃতি তুলিয়া একত্র খলে পেষণ করিয়া লইতে হইবে।

ঐ পেষিত চূর্ণ ১ রতি, ত্রিফলাচূর্ণ ১ রতি, ত্রিকটুচূর্ণ ১ রতি ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিয়া শীতলজল পান করিবে। উক্ত দ্রব্য একরতি হইতে ১২ দিন পর্য্যন্ত ক্রমে এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে। পরে ১২ দিনের পর হইতে এক এক রতি করিয়া কমাইয়া সেবন করিবে। উক্ত ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণের মাত্রাও এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু বিড়ঙ্গের মাত্রা ঠিক রাখিতে হইবে। যদি রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং বিরেচন আবশ্যক হয়, তবে বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ রতি দিবে, তাহা হইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। এই তাম্রযোগ গ্রহণী-রোগের একটী উত্তম ঔষধ। ইহাতে অম্লপিত্ত, ক্ষয় ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (চক্রদত্ত গ্রহণ্যধিকার)

তাম্ররসায়নী (স্ত্রী) তাম্ররসস্ত ঃ ঃনির্যাসস্ত অয়নী ৬তৎ। গোরক্ষদুগ্ধ। (জটাধর)

তাম্রলিপ্ত, একটী অতি প্রাচীন জনপদ। মহাভারত ভীষ্ম-পর্ব্ব (৯।৫৬), হরিবংশ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অথর্ব্বপরিশিষ্ট প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। শব্দরত্নাবলী, ত্রিকাণ্ডশেষ ও হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে ইহার এই কয়টী পর্য্যায় দেখা যায়—

তমোলিপ্তি, তামলিপ্ত, বেলাকূল, তমালিকা, তামলিপ্তী, দামলিপ্ত, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ।

জৈমিনিভারতে রত্নগর এবং বঙ্গকবি কাশীরামদাসের মহাভারতে রত্নাবতীপুর নামে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার স্থানীয় একটী প্রাচীন নাম রত্নাকর। বর্ত্তমান নাম তমো-লুক, তম্লুক বা তাম্লুক।

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি তামলিতিস্ (Tamalites) এবং মহাবংশ ও দাথবংশকার তামলিত্তি নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। উভয় শব্দই সংস্কৃত তাম্রলিপ্তি শব্দ হইতে উৎপন্ন।

গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস্ গঙ্গার পরপারে তালক্তি (Taluctæ) নামে একজাতির উল্লেখ করিয়াছেন। অনুবাদক মাক্রিণ্ডল্ সাহেবের মতে ঐ শব্দ তাম্রলিপ্তবাসি-নির্দ্দেশক।*

তাম্রলিপ্তের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, কিন্তু কেন এই নাম হইল, এখনও তাহা স্থির হয় নাই। [তমলুক দেখ।] দিগ্বিজয়প্রকাশে নাম সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত উপাখ্যান আছে, তাহা এই-

যে সময়ে বৃন্দাবনে বাসুদেব রাসলীলা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্য্যের স্তম্ভন হইয়াছিল। পরে সূর্য্যদেব সারথিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন করিব, তুমি উদয়াচল হইতে শীঘ্র এস। সারথি রশ্মি লইয়া উত্থিত হইলে তাহাতে জ্যোৎস্না পতিত হইল, তখন অরুণ দূরীভূত হইয়া সমুদ্রপ্রান্তে লিপ্ত হইল, যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছিল সেইস্থান তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয়।* পরে রাসলীলা অবসান হইলে দিবাকর অরুণকে উদ্ধার করিলেন ও সেই স্থান ধনধান্যবান্ হইয়া পড়িল।

প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থান। মহাভারত পাঠে বোধ হয় এই জনপদ সমুদ্রের ধারে ও কলিঙ্গের পার্শ্বে ছিল। পালি মহাবংশ পাঠে জানা যায়, খৃষ্টজন্মের ৩০৭ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে তাম্রলিপ্তনগরী সমুদ্রকূলবর্ত্তী একটী বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে সিংহলরাজ এই বন্দরে অর্ণবযানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই বন্দর হইতেই বৌদ্ধদিগের আরাধ্য বোধিদ্রুম সিংহলদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল,—যাহার জন্য সাগরকূলে দাঁড়াইয়া সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক বিলাপ করিয়া-ছিলেন†। দাথবংশে লিখিত আছে, দন্তকুমার ও হেমমালা এই প্রাচীন বন্দরে জলযানে উঠিয়া বুদ্ধদন্ত সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন। বৃহৎকথার উপাখ্যান পাঠে জানা যায় যে শত শত বণিক এখানে অর্ণবপোতে আরোহণ করিতেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ দুই বৎসরকাল এখানে অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থাদির প্রতিলিপি লইয়া সমুদ্রপথে সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন।‡ তাঁহারও দুইশত বর্ষ পরে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং এখানে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে নগর হইতে সাগর-স্রোত কিছুদূরে সরিয়া গিয়াছিল §।

পাণ্ডববিজয় নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"তাম্রলিপ্তদেশশ্চক্ষে ভাগীরথ্যাস্তটে নৃপ।
ত্রিযোজনপরিমিতো গাবো যত্র চ ভূরিশঃ॥"

ভাগীরথীর তটে উত্তরভাগে ত্রিযোজন পরিমিত তাম্রলিপ্ত দেশ, যেথানে অনেক গোরু আছে।

* Indian Antiquary Vol VI p 339n

*জ্যোৎস্নাপতিতকিরণৈর্দূরীভূতোহি চারুণঃ।
সমুদ্রপ্রান্তভূমৌ চ নিমগ্নশ্চাতিমোহিতঃ॥৫৬
অরুণাখ্য সারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখর।
তাম্রলিপ্তমতো লোকে গায়ন্তি পূর্ব্ববাসিনঃ॥" ৫৭ (দিগ্বিজয়প্রকাশ)

† মহাবংশ ১১শ ও ১৯শ পরিচ্ছেদ।

‡ S Beal's Fa Hian.

§ Beal's Records of the Western World.

ইহাতে বোধ হয়, একসময়ে গঙ্গার কোন শাখার নিকট তাম্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল।

ত্রিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

"মণ্ডলঘট্টদক্ষিণে চ হৈজলস্য চ হ্যুত্তরে।
তাম্রলিপ্তো প্রদেশশ্চ বণিকস্য নিবাসভূঃ॥
দ্বাদশযোজনৈর্যুক্তঃ রূপানদ্যাঃ সমীপতঃ॥"

মণ্ডলঘাটের দক্ষিণে ও হিজলীর উত্তরে বণিকদিগের বাসভূমি তাম্রলিপ্তপ্রদেশ ১২ যোজন বিস্তৃত ও রূপা অর্থাৎ রূপনারায়ণ নদীর নিকট অবস্থিত।

দিগ্বিজয়প্রকাশ পাঠে বোধ হয়, তৎকালে তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্রকূল হইতে অনেকদূরে অবস্থিত ছিল, তবে মধ্যে মধ্যে বন্যার সময় সমুদ্রের জল আসিয়া পড়িত।

এখন আর তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্রতটে নহে, সমুদ্র এখন ত্রিশ ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছে।

[তমলুক শব্দে বর্ত্তমান অবস্থান দ্রষ্টব্য।]

পুরাতত্ত্ব। তাম্রলিপ্ত অতি প্রাচীন জনপদ, বেদ, উপনিষদ্ অথবা রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও মহাভারত এবং সকল প্রধান পুরাণে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণে তাম্রলিপ্তের নিকটবর্ত্তী জনপদের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই বিখ্যাত স্থানের কোন উল্লেখ না থাকায়, বোধ হয় তৎকালে এই স্থান সমুদ্রের গর্ভশায়ী ছিল। মহাভারতের সময়ে এই স্থান জাগিয়া উঠে ও জনপদে পরিণত হয়। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, তৎকালে এই স্থান কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু—

"কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা"

ভারত আদি ১৮৬।৩১।

মহাভারতের এই বচনানুসারে কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত বিভিন্ন রাজার অধীন বিভিন্ন জনপদ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দ্রোণপর্ব্বে লিখিত আছে, এখানকার ক্ষত্রিয় রাজাও পরশুরামের নিশিত শরাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন। *

সভাপর্ব্বের মতে রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীমসেন এখানকার রাজাকে পরাজয় করিয়া কর আদায় করিয়াছিলেন।

(সভাপ° ২৯ অঃ।)

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে এখানকার বীরগণ দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"শকাঃ কিরাতাদরদাবর্ব্বরাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
অন্যে চ বহবো ম্লেচ্ছা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ॥" (দ্রোণপ° ১১৯।১৫)

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হয়, মহাভারতের সময় এখানে ম্লেচ্ছের রাজত্ব ছিল। জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বে লিখিত আছে—

যে সময় ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ পিতার অশ্বমেধীয় মুক্ত অশ্ব রক্ষায় ছিলেন, সেই সময় অর্জ্জুনের অশ্ব তাহার অশ্বের নিকট আসিল। তাম্রধ্বজের সেনাপতি বহুলধ্বজ সেই অশ্বের ললাটস্থ পত্র পাঠ করিয়া তাম্রধ্বজকে জানাইলেন। অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ গৃধ্রব্যূহ রচনা করিয়া অশ্ব উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অর্জ্জুন, অনুশাল্ব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, সাত্যকি, যৌবনাশ্ব, বভ্রুবাহন প্রভৃতি মহাযোধগণও সঙ্গে ছিলেন। তাম্রধ্বজের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর তাম্রধ্বজের নিকট একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন। এমন কি কৃষ্ণার্জ্জুন পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। মণিপুরে এই ঘটনা হয়। ঘটনাক্রমে ময়ূরধ্বজের যজ্ঞীয় অশ্ব ও সেই সঙ্গে অর্জ্জুনের অশ্বও রত্নপুর (তাম্রলিপ্ত) অভিমুখে চলিল। কাজেই তাম্রধ্বজ মূর্চ্ছিত কৃষ্ণার্জ্জুনকে ফেলিয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ও পিতার নিকট সকল কথা জানাইলেন। ময়ূরধ্বজ পুত্রের মুখে কৃষ্ণার্জ্জুনের অবমাননা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন ও পুত্রকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। এ দিকে মূর্চ্ছান্তে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অর্জ্জুন বালকবেশে রত্নপুরে আসিয়া ময়ূরধ্বজের নিকট উপস্থিত হইলেন। এখানে কৃষ্ণ ছলনাপূর্ব্বক ময়ূরধ্বজকে জানাইলেন যে তাঁহার এক পুত্রকে সিংহ ধরিয়াছে; যদি রাজা আপনার অর্দ্ধশরীর প্রদান করেন, তাহা হইলে সিংহ তাঁহার পুত্রটী ফিরিয়া দেয়। ধার্ম্মিকপ্রবর ময়ূরধ্বজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহধর্ম্মিণী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজ উভয়েই তাঁহার জন্য স্ব স্ব দেহ উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া আপনার অঙ্গ দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। ভার্য্যা ও পুত্র উভয়ে মিলিয়া করাত দ্বারা রাজা ময়ূরধ্বজের মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। এই সময় সাধুচেতা ময়ূরধ্বজ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "পরের উপকারের জন্য যাহাদের শরীর ও অর্থ, তাঁহারাই প্রকৃত মানুষ। যে দেহ বা যে অর্থ পরের উপকারে ব্যয়িত না হয়, তাহা সর্ব্বদা শোচনীয়।"

* "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাংশ্চ বিদেহান্ তাম্রলিপ্তকান্।
শিবীনন্যাংশ্চ রাজন্যান্ দেশাদ্দেশাৎ সহস্রশঃ।
নিজঘান শিতৈর্বাণৈর্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।" (ভারত দ্রোণ ৭০।১১।)

বাসুদেব ময়ূরধ্বজের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং স্ব স্ব রূপে দেখা দিলেন। নর-নারায়ণের-রূপ দেখিয়া আজ ময়ূরধ্বজ কৃতকৃতার্থ হইল। তিনি ধনজন রাজ্য-সম্বল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। (১)

তমলুকে এখনও প্রবাদ আছে, পরম বৈষ্ণব রাজা ময়ূরধ্বজ সর্ব্বদা নর-নারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জ্জুনের সহবাসে থাকিতে ও সর্ব্বদা তাঁহাদের দেখিতে পাইবে এই অভিপ্রায়ে একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উভয়ের মূর্ত্তি স্থাপন করেন, এই মূর্ত্তিদ্বয় এখন জিষ্ণুনারায়ণ নামে খ্যাত। বহুকাল হইল, সেই প্রাচীন মন্দির রূপ-নারায়ণের গর্ভশায়ী হইয়াছে; এখন সেই মূর্ত্তিদ্বয় অন্য একটী মন্দিরে রক্ষিত আছে। বর্ত্তমান মন্দির চারি পাঁচশত বর্ষের অধিক প্রাচীন হইবে না।

তাম্রলিপ্তমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

'তমোলিপ্ত তীর্থ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়স্থান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, দেখ অর্জ্জুন! তমোলিপ্ত অপেক্ষা প্রীতিকর স্থান আর আমার নাই। লক্ষ্মী যেমন আমার বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করে না, তেমনি আমিও তমোলিপ্ত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয় জানিও, কালে কালে যুগে যুগে আর সব পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু এই তমোলিপ্ত কখন পরিত্যাগ করিব না।' (২)

এখানকার জিষ্ণুনারায়ণের মন্দির, বর্গভীমা দেবী ও কপালমোচন তীর্থ সমধিক বিখ্যাত। তাম্রলিপ্তমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"কপালমোচনে স্নাত্বা মুখং দৃষ্ট্বা জগৎপতেঃ।
বর্গভীমাং সমালোক্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

কপালমোচনতীর্থে স্নান করিয়া জিষ্ণুনারায়ণ ও বর্গভীমার মুখ দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এইরূপ তাম্রলিপ্তের মাহাত্ম্যসূচক অনেক কথা স্থানীয় মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে।

এইরূপ বহুকাল হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়ের নিকট বিশেষ খ্যাতিলাভ করিলেও বহুদিন হইতেই তাম্রলিপ্তের সেই পূর্ব্বতন মহাসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন আর এখানে সেরূপ বন্দর নাই। অথবা হিন্দু তীর্থযাত্রিগণ প্রধান তীর্থ ভাবিয়া এই স্থান দর্শন করিতে কেহ গমন করেন না।

তাম্রলিপ্তের পূর্ব্বসমৃদ্ধি কেন বিলুপ্ত হইল? এ সম্বন্ধে দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে একটী অপূর্ব্ব উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা এই—

কায়স্থবংশে পরশুধার নামে এক অস্ত্রশাস্ত্রবিশারদ রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাম্রলিপ্ত ও কাশজোরা শাসন করিতেন। তিনি বহুদূর দেশ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া ভীমাদেবীর প্রসাদে যাগ করাইয়া ছিলেন; ঘটনাক্রমে এক দিন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজার নিকট শত ভার রৌপ্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা পরশুধার জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কেনই বা ধন চাহিতেছেন?' ব্রাহ্মণ উত্তর করেন, 'ভাগীরথীর উত্তরে কৌশিকীনদীতীরে মাড়বপুরে আমার বাস, সনাঢ্যগোত্রে আমার জন্ম। আমায় তিনটী বিবাহ করিতে হইবে। যদি তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ করিতে চাও, তবে এখনি আমায় লক্ষ মুদ্রা প্রদান কর।' রাজা ব্রাহ্মণের অসঙ্গত বাক্য শুনিয়া 'দূর দূর' করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া রাজাকে শাপ দিলেন, 'তুই নির্ব্বংশ হ, আজ হইতে তাম্রলিপ্তের মধ্যে মধ্যে শস্যশালী ভূমি সকল সমুদ্রের জলে প্লাবিত হউক। এই স্থান ক্ষার ভূমিতে পরিণত হউক। এখানকার অধিবাসিগণ ক্রিয়াহীন, শ্লীপদ ও বৃদ্ধিরোগে ভুগুক। যেন কেহ আর এখানে সুখী না হয়। কলির ৪৫০০ বর্ষ হইলে এখানে ম্লেচ্ছের আধিপত্য হইবে, তোর বংশ নির্ব্বংশ হইবে এবং ভীমাদেবীও নিজধামে গমন করিবেন।' (৩)

এখন কলির গতাব্দ ৪৯৯৭। যদি দিগ্বিজয়প্রকাশ মানিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ৪৯৭ বর্ষ গত হইল বর্গভীমা দেবী অন্তর্হিত হইয়াছেন, এখন কেবল তাঁহার মূর্ত্তিখানি পড়িয়া আছে।

এখানে কৈবর্ত্তজাতিরই বাস অধিক, ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থজাতির অধিক বাস নাই। এমন কি এখানকার ব্রাহ্মণগণও অনেকটা হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে। বোধ হয়, এই জন্য দিগ্বিজয়প্রকাশে তাম্রলিপ্ত-বিবরণে লিখিত আছে—

(১) জৈমিনিভারত ৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায়। কাশীদাসী মহাভারতেও এই গল্পটী আছে, কিন্তু মূল মহাভারতে আদৌ নাই।

(২) "তমোলিপ্তং পরং স্থানং নাস্ত্যাকং প্রীতিবিষয়তে।
মামকং হৃদয়ং লক্ষ্ম্যা যথাত্যাজ্যং তথা ময়া।
তমোলিপ্তং নহি ত্যাজ্যমিদমেব সুনিশ্চিতম্।
ত্যজামি সর্ব্বতীর্থানি কালে কালে যুগে যুগে।
তমোলিপ্তন্তু কৌন্তেয় ন ত্যজামি কদাচন।"

(৩) "কলের্ব্বর্ষসহস্রাণি বেদপঞ্চশতানি চ।
তদা ম্লেচ্ছমুখা দেশে তাম্রলিপ্তে হি ভাবিনঃ।
তব বংশাহি নির্ব্বংশা ভবিষ্যন্তি তদা খলু।
ভীমাদেবী তদৈবাপি নিজধাম গমিষ্যতি।
অর্থহীনা বলৈর্হীনা ভাবিনো মানবাঃ সদা॥"
(দিগ্বিজয়প্রকাশ ১০১-১০৩।)

"প্রায়ো ভানকবিপ্রাশ্চ বভুবুঃ পতিতাঃ দ্বিজাঃ।
কৈবর্ত্তসদৃশাঃ প্রায়াঃ কৃষিকর্ম্মরতাঃ সদা॥"

বর্গভীমার মন্দিরের উপর যে ম্লেচ্ছের লক্ষ্য হইয়াছিল, তাহা তথাকার বাদশাহী পঞ্জী দৃষ্টে জানা যায়।

পূর্ব্বকালে তাম্রলিপ্তে যে সকল রাজা রাজত্ব করেন, তাহাদের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অধিক দিন এখানকার প্রাচীনতম রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে; বর্ত্তমান রাজবংশের পুত্রাদিক্রমিক ধারাবাহিক তালিকা এইরূপ পাওয়া যায়।

১ বিদ্যাধর রায়।	২১ কৌশিকনারায়ণ রায়।
২ নীলকণ্ঠ রায়।	২২ অজিতনারায়ণ রায়।
৩ জগদীশ রায়।	২৩ কৃষ্ণকিশোর রায়।
৪ চন্দ্রশেখর রায়।	২৪ চন্দ্রার্ক রায়।
৫ বীরকিশোর রায়।	২৫ মৌঞ্জীকিশোর রায়।
৬ গোবিন্দদেব রায়।	২৬ ইন্দ্রমণি রায়।
৭ যাদবেন্দ্র রায়।	২৭ সুধন্বা রায়।
৮ হরিদেব রায়।	২৮ মৃগয়াদেবী। (সুধন্বার ভগিনী ও কুমার জমিনুভঞ্জ রায়ের স্ত্রী।)
৯ বিশ্বেশ্বর রায়।	
১০ নৃসিংহ রায়।	
১১ শম্ভুচন্দ্র রায়।	২৯ ভানুরায়। (মৃগয়ার পুত্র)
১২ দীপচন্দ্র রায়।	৩০ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
১৩ দিব্যসিংহ রায়।	৩১ চন্দ্রাদেবী (লক্ষ্মীর কন্যা ও রাজা নিঃশঙ্করায়ের স্ত্রী)
১৪ বীরভদ্র রায়।	
১৫ লক্ষ্মণসেন রায়।	৩২ কালুভূঁঞা রায়।
১৬ রামচন্দ্র রায়।	৩৩ ধাঙ্গড়ভূঁঞা রায়।
১৭ পদ্মলোচন রায়।	৩৪ মুরারিভূঁঞা রায়।
১৮ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।	৩৫ হরবাবভূঁঞা রায়।
১৯ গোলোকনারায়ণ রায়।	৩৬ ভাঙ্গড়ভূঁঞা রায়।
২০ বলিনারায়ণ রায়।	(১৩২৫ শকে মৃত্যু)

৩৬শ রাজা ভাঙ্গড়ভূঁঞার পর পুত্রাদিক্রমে প্রত্যেক রাজার রাজ্যকাল লিখিত আছে।

নাম	রাজ্যশক
৩৭ ধিতাই রায়	১৩২৬—১৩৭০।
৩৮ জগন্নাথভূঁঞা রায়	১৩৭১—১৪১৩।
৩৯ যদুনাথভূঁঞা রায়	১৪১৪—১৪৪২।
৪০ রামভূঁঞা রায় *	১৪৪৩—১৪৮১।

* ইহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীমন্তরায় ও কনিষ্ঠ ত্রিলোচন রায়। শ্রীমন্তের ৭ পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেশব, তৎপরে শ্যাম, মনোহর, হরি, অনন্ত, রূপ ও দুর্গাদাস। শ্রীমন্তের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ সহোদর ত্রিলোচন।০, জ্যেষ্ঠ কেশব ৵০, আর ছয় পুত্র প্রত্যেক ⁄১০ পাই করিয়া অংশ পাইলেন।

৪১ শ্রীমন্তরায়	(রাজ্যশক) ১৪৮২—১৫৩৪।
৪২ ত্রিলোচন রায়	
৪৩ হরিরায়	নাগাদ ১৫৭০।
৪৪ রামরায় (হরির পুত্র) ৷৴১০ ৪৫ গম্ভীর রায় (মনোহরের পুত্র। ৵১০	১৫৭১—১৬১৯।
৪৬ নরনারায়ণ (রামের পুত্র) ৷৴১০ ৪৭ প্রতাপনারায়ণ (গম্ভীরের পুত্র) ৷৵১০	১৬১৯—১৬৫৫।
কৃপানারায়ণ কমলনারায়ণ (নরনারায়ণের দুই স্ত্রীর পুত্র)	১৬৫৬—১৬৮০।

১৬৭৪ শকে কৃপানারায়ণের মৃত্যু হয় ও কমলনারায়ণ সমস্ত রাজ্য পান। ১৬৮০ শকে নবাব মস্‌নদী মহম্মদ খাঁর অনুগ্রহে মির্জা দেদার আলিবেগ সমস্ত সম্পত্তি দখল করেন। ঐ বর্ষে কমলনারায়ণের পরলোক হয়।

রাজবাটীর হাতার মধ্যে এখনও দেদার আলিবেগের কবর দেখা যায়। [অপরাপর বিবরণ তমলুক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণের মধ্যে পরস্পর বিবাদে ও প্রজারা কর না দেওয়া জমীদারী নিলাম হইয়া যায়। অর্দ্ধাংশ সুলতানগাছার মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ও অপরার্দ্ধ কলিকাতার ছাতুবাবু ক্রয় করেন। 'ছাতুবাবুর অংশ বিক্রয় হইলে মহিষাদলের রাজা লইয়া এখনচলিল। রিতেছেন।

১২৬২ সালে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র উপেন্দ্র ও নরেন্দ্র। উপেন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। ১২৯৫ সালে নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারও দুই পুত্র জ্যেষ্ঠের নাম যোগেন্দ্রনারায়ণ।

তাম্রলিপ্তক (পুং) তাম্রলিপ্ত-স্বার্থে কন্। দেশবিশেষ।

তাম্রলিপ্তিকা (স্ত্রী) [তাম্রলিপ্ত দেখ।]

তাম্রলিপ্তী (স্ত্রী) নগরীবিশেষ।

তাম্রবর্ণ (পুং) তাম্রস্যেব বর্ণো যস্য বহুব্রী। ১ পল্লিবাহ তৃণ। (ত্রি) ২ তাম্রবর্ণযুক্ত মাত্র। কর্ম্মধা। ৪ রক্তবর্ণ। ৫ ভারতবর্ষীয় দ্বীপভেদ, সিংহল। [সিংহল দেখ।]

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্ নিবোধ মে।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্॥" (মাৎস্য ১১৩৮)

তাম্রবর্ণা (স্ত্রী) তাম্রস্যেব বর্ণং যস্যাঃ বহুব্রী। ওড্রপুষ্পবৃক্ষ, জবাফুল। (শব্দচ°)

তাম্রবল্লী (স্ত্রী) তাম্রবর্ণা বল্লী মধ্যলো° কর্ম্মধা°। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ চিত্রকূটদেশীয়া লতা। পর্য্যায়—তাম্রা, তালী, তমালী, তমালিকা, সূক্ষ্মবল্লী, সুলোমা, শোধনী, তালিকা। ইহার গুণ কষায়, কফদোষ, মুখ ও কণ্ঠোত্থদোষনাশক এবং শ্লেষ্মাশুদ্ধিকারক। (রাজনি°)

তাম্রবীজ (পুং) তাম্রং বীজং যস্য বহুব্রী। কুলথ, কুল্‌থি কলায়। (রাজনি°) (ত্রি) ২ রক্তবীজকবৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তাম্রং রক্তং বীজং কর্ম্মধা। ৩ রক্তবর্ণ বীজ। (স্ত্রী) ৪ কুলখিকা।

তাম্রবৃক্ষ (পুং) ১ রক্তচন্দন বৃক্ষ। ২ কুলথ। ৩ রক্তবর্ণক বৃক্ষ।

তাম্রবৃন্ত (পুং) তাম্রং বৃন্তং যস্য বহুব্রী। ১ কুলথ কলায়। (ত্রি) ২ রক্তবৃন্তক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) রক্তং বৃন্তং কর্ম্মধা। ৩ রক্তবৃন্ত।

তাম্রশাটীয় (পুং) তাম্রবর্ণ পরিচ্ছদধারী বৌদ্ধসম্প্রদায় ভেদ।

তাম্রশাসন (ক্লী) তাম্রে তাম্রপট্টে লিখিতং শাসনং। তাম্রপট্টে রাজনির্দ্দিষ্ট অনুশাসন। [তাম্রপট্ট দেখ।]

তাম্রশিখিন্ (পুং স্ত্রী) তাম্রবর্ণা শিখা চূড়া অস্ত্যস্য ইতি ইনি। কুক্কুট, কুকড়া। (জটাধর) (ত্রি) তাম্রশিখা যুক্ত।

তাম্রসার (ক্লী) তাম্রবৎ রক্তবর্ণঃ সারোযস্য বহুব্রী। ১ রক্তচন্দন। (ত্রি) ২ রক্তসারকবৃক্ষমাত্র। (পুং) রক্তঃ সারঃ কর্ম্মধা। ৩ রক্তসার।

তাম্রসারক (ক্লী) তাম্রসার-স্বার্থে কন্। রক্তচন্দন। (রাজনি°) (পুং) রক্তবর্ণঃ সারো যস্য ইতি কপ্। রক্তখদির। (রাজনি°)

তাম্রসারিক (পুং) তাম্রঃ সারোঽস্ত্যস্য ঠন্। ১ রক্তখদির। ২ রক্তচন্দন। (শব্দার্থচি°)

তাম্রা (স্ত্রী) তাম্র-টাপ্। ১ সৈংহলী। ২ তাম্রবল্লীলতা ৩ গুঞ্জা, কুচ। ৪ দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, ইনি কশ্যপের অন্যতমা ইহার গর্ভে কশ্যপের ৬টী কন্যা হয়, তাহাদের নাম—শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা। (গরুড়পু°)

তাম্রাকু (পুং) উপদ্বীপ ভেদ। (শব্দরং)।

তাম্রাখ্য (পুং) তাম্রমিতি আখ্যাযস্য বহুব্রী। উপদ্বীপভেদ, তাম্রদ্বীপ। (শব্দমা°)

তাম্রাক্ষ (পুং স্ত্রী) তাম্রে রক্তাভে অক্ষিণী যস্য বহুব্রী। অক্ষিন্ অচ্। ১ কোকিল। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ত্রি) তাম্রনয়ন, রক্তলোচন।

"তত আসাদ্য তরসা দারুণং গৌতমীসুতং।
ববন্ধামর্ষ তাম্রাক্ষঃ পশুং রসনয়া যথা॥" (ভাগ° ১।৭।৩৩)

তাম্রাভ (ক্লী) তাম্রস্য আভাইব আভা যস্য বহুব্রী। ১ রক্তচন্দন। (ত্রি) তাম্রা আভা যস্য। রক্তবর্ণ আভাযুক্ত।

তাম্রায়ণ (পুং) যাজ্ঞবল্ক্যের এক শিষ্য।

তাম্রায়নি (পুং) শুক্ল যজুর্ব্বেদী একজন ঋষি। যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য।

তাম্রারি (পুং) তাম্রবর্ণ শক্রভেদ (?)।

তাম্রারুণ (ক্লী) তীর্থভেদ, এই তীর্থে সমাহিত হইয়া স্নান দানাদি করিলে অশ্বমেধের ফল পাওয়া যায় এবং অন্তিমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

"তাম্রারুণং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি॥" (ভারত ৩।৮৪ অঃ)

তাম্রার্দ্ধ (ক্লী) কাংস্য, কাঁসা, কাঁসাতে তাম্রের ভাগ অর্দ্ধেক আছে।

তাম্রাবতী (স্ত্রী) তাম্রমাধেয়ত্বেনাস্ত্যস্য তাম্র-মতুপ্ মস্য ব, সংজ্ঞায়াং দীর্ঘঃ। নদীভেদ, এই নদী তাম্রের আকর।

"তাম্রবতী বেত্রবতী নস্তস্ত্রিস্রোঽথ কৌশিকী।"
(ভারত বনপ° ২২১ অঃ)

তাম্রাশ্মন্ (পুং) তাম্রং অশ্ম কর্ম্মধা। পদ্মরাগমণি।

"তাম্রাশ্মরশ্মিচ্ছুরিতৈনখাগ্রৈঃ।" (মাঘ) 'তাম্রাশ্মনাং পদ্মরাগানাং।' (মল্লিনাথ)

তাম্রিক (পুং) তাম্রং তৎপাত্রাদিনির্ম্মাণং কার্য্যত্বেনাস্ত্যস্য তাম্র-ঠন্। ১ কংসকার, কাঁসারী। (ত্রি) তাম্রনির্ম্মিত।

"কার্ষাপণস্তু বিজ্ঞেয়স্তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ।" (মনু ৮।১৩৬)

তাম্রিকা (স্ত্রী) তাম্রিক-টাপ্। ১ গুঞ্জা। ২ বাদ্যবিশেষ, মান রন্ধ্রবাদ্য। (ভূরিপ্র°)

তাম্রিমন্ (পুং) তাম্রস্য ভাবঃ তাম্র-ইমনিচ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ। পা ৫।১।১২৩) তাম্রের ভাব।

তাম্রী (স্ত্রী) তাম্রস্য বিকারঃ ইতি অণ্ ততো ঙীপ্। ১ বাদ্যবিশেষ, পর্য্যায় মানরন্ধ্রা, বিকারিকা। (ত্রিকা°) ২ ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ঘটিকাযন্ত্র। ইহা সময়নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। অধুনা য়ুরোপীয় "ক্লক ও ওয়াচ" ঘড়ির বহুল প্রচার সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বহুপ্রদেশে এই প্রাচীন ঘটিকাযন্ত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (মৃণ্ময়ী)

তাম্রোপজীবিন্ (ত্রি) তাম্রেণ উপজীবতি, তাম্র-উপ-জীব-ণিনি। যাহারা তাম্রদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কাংস্যকার।

তাম্রোষ্ঠ (পুং) তাম্র ইব ওষ্ঠো যস্য বহুব্রী। যাহার অধর ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ। সমাস করিলে অকারের পর ওষ্ঠ শব্দ থাকিলে ওষ্ঠ শব্দের বিকল্পে অকারের লোপ হয়। তাম্র ওষ্ঠ তাম্রোষ্ঠ, তাম্রৌষ্ঠ, একস্থলে অকারের লোপ অন্যস্থলে অকারের লোপ না হইয়া অ-ওকারে বৃদ্ধি ঔকার হইল। (পাণিনি)

তাম্র্য (ক্লী) তাম্রস্য ভাবঃ তাম্র-ষ্যঞ্। তাম্রের ভাব।

তায়ন (ক্লী) তায়-ভাবে ল্যুট্। ১ বৃদ্ধি। ২ উত্তমগতি।

তায়িক (পুং) তায়ে পালনে মুধুরিতি ঠঞ্। দেশবিশেষ, তর্জ্জিকদেশ।

তায়ু (পুং) তায়-উন্। চৌর। (নিঘণ্টু)

"অপত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা।" (ঋক্ ১।৫০।২)

তায়ূশ (পারসী) তত যন্ত্রবিশেষ। ইহার অপর নাম ময়ূরী। এই যন্ত্র এস্‌রাজের অবয়বভেদ মাত্র। কেবল ইহার খর্পরমূলে একটী কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত ময়ূরের সুগ্রীবমুখ যোজিত থাকিতে

দেখা যায়। তজ্জন্য ইহার সংস্কৃত নাম মায়ুরী, পারস্য নাম তায়ূর্শ। এই যন্ত্র অতিশয় আধুনিক। বঙ্গদেশস্থ বিষ্ণুপুরনিবাসী সেবারাম নামক জনৈক শিল্পী ইহার আবিষ্কর্ত্তা, এইরূপ প্রবাদ আছে। (যন্ত্র°)

তার (ক্লী) তার্য্যতে বিস্তার্য্যতে তৃ-ণিচ্ অচ্। ১ রৌপ্য। (পুং) তারয়তি স্বজাপকান্ সংসারসমুদ্রাৎ তৃ-ণিচ্-অচ্। ২ প্রণব, ওঙ্কার।

"তারয়েদ্ যস্তবাম্ভোধেঃ স্বজপাসক্তমানসং।
ততস্তার ইতি খ্যাতো যস্তং ব্রহ্মা ব্যলোকয়ৎ॥" (কাশী°১২অ°)

যাহারা এই মন্ত্র জপ করে, তাহারা ভবসংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৩ বানরবিশেষ, ইনি রামচন্দ্রের একজন সেনাপতি। বৃহস্পতির অংশে ইহার জন্ম হয়। (রামা°১।১৭স°) ৪ শুদ্ধমৌক্তিক। ৫ মুক্তাবিশুদ্ধি। ৬ দেবীপ্রণব, কূর্চ্চবীজ (হ্রীং)। ৬ তারণ। ৭ মহাদেব ত্রিজগতের উদ্ধার করিয়া থাকেন এই জন্য তাঁহার নাম তার। ৮ নক্ষত্র। ৯ অধ্যয়নরূপ প্রথম গৌণসিদ্ধিভেদ, বিধিপূর্ব্বক গুরুমুখ হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহাতে যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার নাম তারসিদ্ধি, ইহা গৌণ সিদ্ধি *। (তত্ত্বকৌ°) ১০ বিষ্ণু।

"অশোকস্তারণস্তারঃ শূরঃ শৌরির্জ্জনেশ্বরঃ।" (ভা° অনু° ১৪৯ অঃ)

১১ উচ্চশব্দ। ১২ (ত্রি) উচ্চশব্দযুক্ত। ১৩ স্ফুরিতকিরণ। ১৪ নির্ম্মল। দিক্‌বাচক শব্দ পরে থাকিলে তীর শব্দ স্থানে তার হয়। ১৫ তীর। "দক্ষিণতারং দক্ষিণতীরমিত্যর্থঃ।" ১৬ উচ্চৈঃস্বর। ১৭ নেত্রকনীনিকা। ১৮ প্রণব (ওঁ, শ্রীঁ, হ্রীঁ) (তন্ত্র°)।

তারক (ক্লী) তারেণ কনীনিকয়া কায়তি কৈ-ক। ১ চক্ষুঃ। স্বার্থে কন্। (পুং) ২ নক্ষত্র। (স্ত্রী) ৩ চক্ষুর কনীনিকা। তারয়তি দৈত্যান্ তৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। ৪ দ্বাদশ মন্বন্তরীয় ইন্দ্রশত্রু অসুরবিশেষ। এই অসুর ইন্দ্রকে অতিশয় উৎপীড়িত করিয়াছিল, পরে নারায়ণ নপুংসক হইয়া ইহাকে বিনাশ করেন।

"ঋতধামাচ তত্রেন্দ্রস্তারকোনাম তদ্রিপুঃ।
হরির্নপুংসকো ভূত্বা ঘাতয়িষ্যতি শঙ্কর॥" (গরুড়পু° ৮৭।৫১)

৫ অপর অসুরভেদ, তারকাসুর। ৬ কর্ণ। ৭ ভেলক। ৮ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১৮ করিয়া অক্ষর থাকে।

"ত্র্যধিকদশযতি র্নসৌস্যৌ ভবেতাং রয়ৌ তারকা।" (বৃত্তর°)

এই ছন্দের ১৩শ অক্ষরে যতি। [তারকাসুর দেখ।]

* "ঊহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ। দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ॥" (সাংখ্যকা°)
"বিধিবদ্‌গুরুমুখাদধ্যাত্মবিদ্যাং অক্ষরস্বরূপগ্রহণমধ্যয়নং প্রথমসিদ্ধিস্তার মুচ্যতে।"

তারকজিৎ (পুং) তারকং তারকাসুরং জয়তি জি-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। কার্ত্তিকেয়, ইনি তারকাসুরকে হত করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গ সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করেন। [তারক ও কার্ত্তিকেয় দেখ।]

তারকতোড়ী, রাগবিশেষ। পঞ্চমবর্জ্জিত ও কোমল ঋষভযুক্ত। যথা—

"ধ নি সা ঋ গ ম •।" (সংগীতরত্না°)

তারকতীর্থ (ক্লী) তারকং তীর্থং কর্ম্মধা। তীর্থভেদ, গয়াতীর্থ, এই তীর্থে পিণ্ড দিলে সকলেই মুক্ত হয়।

তারকব্রহ্ম (ক্লী) তারকং সংসারসাগরপারকারকং ব্রহ্ম কর্ম্মধা। ষড়ক্ষর মন্ত্রবিশেষ, "ওঁ রামায় নমঃ", পঞ্চক্রোশী কাশীতে মৃত্যু হইলে মহাদেব স্বয়ং এই মন্ত্র মৃতব্যক্তির কর্ণে প্রদান করেন এবং ঐ মৃত ব্যক্তি ষড়ক্ষরমন্ত্রপ্রভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সকল মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই মন্ত্রদ্বারা যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করে, নিশ্চয়ই তাহাদের মুক্তি হয়। এই মন্ত্রপ্রভাবে সকল দুঃখ নষ্ট হয় এবং ইহা পাপীদিগেরও মোক্ষপ্রদ। নিত্য এইমন্ত্র জপ করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। *

তারকহিন্দোল—হিন্দোলের মত ঠাট্। "সা" বাদী, "গ" সম্বাদী, ইহাতে তীব্রমধ্যম ব্যবহৃত হয়।

যথা—গ ম • ধ নি সা ঋ। (সঙ্গীতর°)

তারকাক্ষ (পুং) অসুরবিশেষ। তারকাসুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তারকাক্ষ দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত অতি কঠোর তপ করিতে থাকে, ইহাদের তপে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বরদান করিতে উদ্যত হইলে ইহারা প্রার্থনা করিল যে, আমরা সর্ব্বভূতের অবধ্য হইব। কিন্তু ব্রহ্মা এই বর দিতে অস্বীকৃত হইলেন। তাহাতে ইহারা প্রার্থনা করিল যে, আমরা পুরত্রয়ে বাস করিব ও সকলের পূজ্য হইব। পরে ইহারা ব্রহ্মার বরে পুরত্রয় লাভ করিল। ব্রহ্মার এইরূপ বর ছিল, যে ইহারা পুরত্রয়ে আরোহণ করিয়া অপথে ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া সহস্র বৎসরান্তে কেবল একবার একত্র হইবে। সেই সময় যদি কেহ

* "ষড়ক্ষরং মহামন্ত্রং তারকং ব্রহ্মউচ্যতে।
যে ভুজন্তি চ মাং ভক্ত্যা তেষাং মুক্তির্ন সংশয়ঃ॥
রামায় নম ইত্যেবমুচ্চার্য্য মন্ত্রমুত্তমং।
সর্ব্বদুঃখহরকৈতৎ পাপিনামপি মুক্তিদং॥
ইমং মন্ত্রং জপন্নিত্যমনলং ভবিষ্যসি।
তস্মান্নিধারণাদস্য সত্ত্বস্তাণ্ডচিবনি॥
মুমূর্ষোর্মে নির্ব্বাণং অর্দ্ধোদকনিবাসিনঃ।
অহং দিশামি তে মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মবাচকং॥" (পদ্মপুরাণ)

এক বাণে ঐ পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন, তবে ইহাদের মৃত্যু হইবে। ঐ পুরত্রয়ের নির্ম্মাতা ময়দানব। উহার একটী স্বর্ণ, দ্বিতীয়টী রৌপ্য ও তৃতীয়টী লৌহনির্ম্মিত। ঐ পুরত্রয় যথাক্রমে স্বর্লোক, অন্তরীক্ষলোক ও মর্ত্ত্যলোকে ছিল। তারকাক্ষ স্বর্ণনির্ম্মিত পুরের অধিকারী।

ঐ সময়ে তারকাক্ষের হরি নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক পুত্র কঠোর তপ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করে, 'আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটী বাপী প্রস্তুত করিব। ঐ বাপীজলে যে সকল অস্ত্র নিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করা যাইবে, তাহারা আপনার প্রসাদে পুনর্জ্জীবিত ও সমধিক বলশালী হইবে।' ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ইহারা অতিশয় বলদর্পিত হইয়া ত্রিভুবনের পীড়া উপস্থিত করিতে লাগিল। দেবগণ এই অসুরগণ দ্বারা অশেষ প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব সেই সময় সকল দেবতার বলার্দ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিপুর ভেদ করিয়া উহাদিগকে বিনাশ করেন। (ভা° কর্ণ ৩৫ অঃ) [ত্রিপুর দেখ।]

তারকাখ্য (পুং) তারকইতি আখ্যা যস্য বহুব্রী। তারকাক্ষ। [তারকাক্ষ দেখ।]

তারকান্তক (পুং) অন্তয়তি ইতি অন্তকঃ তারকস্য অন্তকঃ ৬তৎ। কার্ত্তিকেয়।

তারকাদি (পুং) তারক আদির্যস্য। পাণিন্যুক্তগণ বিশেষ, সঞ্জাত অর্থে তারকাদির উত্তর ইতচ্ প্রত্যয় হয়। তারকা, পুষ্প, কর্ণক, মঞ্জরী, ঋজীষ, ক্ষণ, সূত্র, মূত্র, নিষ্ক্রমণ, পুরীষ, উচ্চার, প্রচার, বিচার, কুড্মল, কণ্টক, মুসল, মুকুল, কুসুম, কুতূহল, স্তবক, কিসলয়, পল্লব, খণ্ড, বেগ, নিদ্রা, মুদ্রা, বুভুক্ষা, ধেনুষ্যা, পিপাসা, শ্রদ্ধা, অভ্র, পুলক, অঙ্গারক, বর্ণক, দ্রোহ, দোহ, সুখ, দুঃখ, উৎকণ্ঠা, ভর, ব্যাধি, বর্ম্মন্, ব্রণ, গৌরব, শাস্ত্র, তরঙ্গ, তিলক, চন্দ্রক, অন্ধকার, গর্ব্ব, মুকুর, হর্ষ, উৎকর্ষ, রণ, কুবলয়, গর্ধ, ক্ষুধ্, সীমন্ত, জ্বর, গর, রোগ, রোমাঞ্চ, পণ্ডা, কজ্জল, তৃষ্, কোরক, কল্লোল, স্থপুট, ফল, কঞ্চুক, শৃঙ্গার, অঙ্কুর, শৈবাল, বকুল, শ্বভ্র, আরাল, কলঙ্ক, কর্দ্দম, কন্দল, মূর্চ্ছা, অঙ্গার, হস্তক, প্রতিবিম্ব, বিঘ্ন, তন্ত্র, প্রত্যয়, দীক্ষা, গর্জ্জ। (পাণিনি) আকৃতিগণত্ব হেতু এই সকল শব্দের সাদৃশ্যবাচক শব্দের উত্তরও হইবে।

তারকাময় (পুং) শিব।

তারকায়ণ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (হরিব° ২৭ অ°)

তারকারি (পুং) তারকাসুরের শত্রু।

তারকিত (ক্লী) তারকা সঞ্জাতা অস্য তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। নক্ষত্রযুক্ত, নক্ষত্রশোভিত।

তারকিন্ (ত্রি) তারকাঃ নক্ষত্র ইনি। তারকাযুক্ত।

তারকিনী (স্ত্রী) তারকিন্ ঙীপ্। নক্ষত্রযুক্তা রাত্রি।

তারকাসুর (পুং) অসুরবিশেষ। ইহার বিবরণ শিবপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

এই অসুর তার নামক অসুরের পুত্র। দেবতাদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত তারকা সহস্র বৎসর সুদারুণ তপস্যা আরম্ভ করিল। কিন্তু তপস্যার ফল লাভ করিতে পারিল না। তখন ইহার মস্তক হইতে এক তেজঃ নিঃসৃত হইল। সেই তেজে দেবগণ দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইন্দ্রকেও যেন কে টানিতে লাগিল। ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই অতিশয় ভীত হইলেন, দেবগণ মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন; বোধ হয় অকালেই এই ব্রহ্মাণ্ড লোপ হইবে। ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিবার জন্য দেবগণ সকলে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তারকের তপোবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা দেবতাদিগের আগ্রহে বরপ্রদান করিতে তারকের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন।

তারকাসুর ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইলে তাহার অসাধ্য কি থাকে, আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে ২টী বর প্রদান করুন। এই জগতে আমার তুল্য কেহ যেন বলবান্ না হয়। যদি মরিতেই হয় তাহা হইলে যেন শিববীর্য্যসমুৎপন্ন পুত্রের অস্ত্রে মৃত্যু ঘটে। তারক ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। তারকের সেই তেজঃ নিবৃত্ত হইল।

তারক স্বালয়ে ফিরিয়া আসিল। সকল অসুর মিলিত হইয়া তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল এবং চারিদিকে আজ্ঞা প্রচার করিল, এ জগতে আর কাহারও শাসন প্রচলিত হইবে না। তারক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াই অতি দুর্দান্ত হইয়া উঠিল। দেবতাদিগকে অতিশয় নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিম্পুরুষ প্রভৃতি সকলেই বিলক্ষণ উৎপীড়িত হইল।

ইন্দ্রাদি দেবগণ নিগৃহীত হইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রধান প্রধান রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ধর্ম্ম রত্নদণ্ড, ঋষিগণ কামধুক্ ধেনু ও সমুদ্র রত্ন সকল প্রদান করিতে লাগিল।

সূর্য্য ভীত হইয়া তারকপুরে প্রখররূপে কিরণ প্রদান করিত না, চন্দ্র পূর্ণভাবেই দুইপক্ষে উদিত হইত, বায়ু অনুকূল হইয়া সর্ব্বদা মন্দ মন্দ বহিত। ত্রিভুবন তারকের

আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। দেবগণ তাহার সেবা করিত। ঋষিসকল তাহার দৌত্যকার্য্য করিত। দেবতাদিগের যে হব্য কব্য তারকাসুর নিজে গ্রহণ করিত।

শেষে দেবগণ উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন সকলে মিলিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মাকে সকলের দুঃখ জানাইলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন, আমি তাহাকে মারিতে পারিব না। শিববীর্য্যোৎপন্ন পুত্র ব্যতীত তাহার মৃত্যু হইবে না। হিমালয়ের শিখরে মহাদেব তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। পার্ব্বতী সখীদ্বয়ের সহিত তাহার পরিচর্য্যা করিতেছেন, তোমরা সকলে তথায় গমন করিয়া পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের যাহাতে সহবাস হয়, তাহার চেষ্টা কর। মহাদেবের পুত্র ভিন্ন তারকবধের আর উপায় নাই।

ইন্দ্রাদি দেবগণ রতির সহিত কন্দর্পকে লইয়া মহাদেবের তপোভঙ্গ করিতে হিমালয়ে গমন করিলেন। কন্দর্প তথায় উপস্থিত হইলে বসন্ত পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে লাগিল, মহাদেব অকালে বসন্তের আবির্ভাব দেখিয়া তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময় পার্ব্বতী পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া শিবপূজার নিমিত্ত মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

কন্দর্পের প্রভাবে পার্ব্বতী বিকৃত ভাবাপন্ন হইলেন, মহাদেবেরও চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইল।

এই সময় মহাদেব ক্ষণকাল বিচার করিয়া কহিলেন, 'কি! আমি ঈশ্বর হইয়া পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক, আমার এইরূপ চিত্ত বিকৃতি হইলে ক্ষুদ্রব্যক্তিরা কি দুষ্কর্ম্ম করিতে না পারে' এই বিবেচনা করিয়া মহাদেব দৃঢ় পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবিষ্ট হইয়া তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন।

মহাদেব আসনবদ্ধ হইয়াও চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কন্দর্প রতির সহিত তাহার তপোভঙ্গ করিতে অনতিদূরে অবস্থিত। ইহা দেখিয়া মহাদেব যেমন ক্রোধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে অবলোকন করিলেন, অমনি কন্দর্প মহাদেবের নেত্রসমুদ্ভূত অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হইল।

মদনভস্ম হইলে মহাদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতীও নিজরূপের নিন্দা করিতে করিতে ফিরিলেন। পরে পার্ব্বতী মহাদেবকে পতি পাইবার জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনেকদিন কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া পার্ব্বতী মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। পরে যথাবিধি পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ হইল। বিবাহের পর অনেক দিন অতীত হইল, তথাচ আর শিববীর্য্যসমুৎপন্ন পুত্র জন্মে না। দেবগণ পুনরায় ভীত হইলেন। মহাদেব ও পার্ব্বতী ক্রীড়ায় আসক্ত, তথায় কেহ গমন করিতে পারেন না। ক্রমে এদিকে তারকাসুরের পীড়ন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল, দেবগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিয়া মহাদেবের সমীপস্থ হইলেন, মহাদেব যেমন কপোতরূপধারী অগ্নিকে দেখিলেন, অমনি তাহাকে কহিলেন, হে কপটরূপধারী কপোত, তুমি কে, এই শুক্রধারণ কর। এই কথা বলিয়া তাহাতে শুক্র নিক্ষেপ করিয়া ভোগ হইতে বিরত হইলেন, পরে সেই শুক্র হইতে কার্ত্তিক জন্ম গ্রহণ করেন। [কার্ত্তিকেয় দেখ।]

কার্ত্তিক জন্ম গ্রহণ করিলে দেবগণ তাহাকে সেনাপতি করিয়া তারকাসুরের বধোদ্দেশে শোণিতপুরে গমন করিলেন।

এই পুরে তারকাসুরের সহিত অতি ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দশদিন ধরিয়া অতি তুমুল সংগ্রাম হইল। এই দশ দিনের পর তারকাসুরের সৈন্য সকল ক্ষীণ হইতে লাগিল, পরে কার্ত্তিকের সুদারুণ শরে তারকাসুর নিহত হইল। (শিবপু° ৯-২০ অঃ ও দেবীভাগবত)

তারকেশ্বর (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, দুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ, হরীতকী, এই সমুদয় সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া কুমড়ার জলে কুশাদি তৃণ পঞ্চমূলের কাথে ও গোক্ষুর রসে ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।

মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে। ঔষধ সেবনান্তে পক্ব যজ্ঞডুম্বুর ফলচূর্ণ ২ তোলা, মধুসংযুক্ত করিয়া অবলেহ করা কর্ত্তব্য। পথ্য—ছাগদুগ্ধ চিনি ও ইক্ষুরস। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

অন্যবিধ—রসসিন্দুর, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, প্রত্যেক সমভাগে মধুর সহিত ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া মাষা পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান মধুসংযুক্ত পক্ব যজ্ঞডুম্বর চূর্ণ। ইহাতে বহুমূত্র নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহাধিকার)

২ হুগলী জেলার অন্তর্গত পুণ্যস্থান। অক্ষা° ২২°৫৩´উ, দ্রাঘি° ৮৮°৪´ পূঃ। তারকেশ্বর লিঙ্গ ও তাঁহার মন্দিরের জন্য এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ।

কালীঘাটে নকুলেশ্বরের যেমন উৎপত্তি, অনেকে তারকেশ্বরের উৎপত্তিও সেইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। কোন প্রাচীন পুরাণ অথবা তন্ত্রে ইহার বিবরণ না থাকায় ইহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। তবে দুই তিন

শত বর্ষ অপেক্ষা যে প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে (৭।৫৮) এই লিঙ্গের উল্লেখ আছে।

তারকেশ্বর রাঢ়বাসীর পরমভক্তির দেবতা। তাঁহার নিকট হত্যা দিয়া শত শত দুঃসাধ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অনেক রাঢ়বাসী এখনও বাবা তারকনাথের নামে ভীত হয়। শিবরাত্রিতে ও চড়ক সংক্রান্তির দিন এখানে মহা ধুমধাম হইয়া থাকে, তাহাতে কখন কখন ৫০।৬০ হাজার যাত্রী উপস্থিত হয়। তারকনাথের বিলক্ষণ আয় আছে, তাহা সমস্ত মহান্ত উপভোগ করেন।

পূর্ব্বে অনেক লোকই তারকেশ্বর যাইবার সময়ে দুর্দ্দান্ত দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত। তাহাতে কত যাত্রী কত সময়ে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন তারকেশ্বরের পার্শ্বে রেলষ্টেসন হওয়ায় সে কষ্ট ও ভয় দূর হইয়াছে। তারকেশ্বরের যাত্রীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে।

তারকোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

তারক্ষিতি (পুং) তারা উচ্চা ক্ষিতির্যত্র। দেশভেদ, এই-দেশ পশ্চিমদিকে ১৮।১৯।২০ নক্ষত্রে অবস্থিত। এইখানে নির্ম্মর্য্যাদ ম্লেচ্ছদিগের বাস। (বৃহৎস° ১৪।২১)

তারজ (পুং ক্লী) ধাতবদ্রব্যভেদ।

তারটী (স্ত্রী) [তারদী দেখ।]

তারণ (পুং) তারত্যনেন ল্যু। ১ তেলক। কর্ত্তরি ল্যু। ২ বিষ্ণু। (ত্রি) ৩ তারয়িতা। ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ৪ তারণ করণ। ৫ উদ্ধারণ, বিপদ হইতে উদ্ধারকরণ। ৬ ষষ্টি-সংবৎসরের অষ্টাদশবর্ষভেদ। এই তারণ বৎসরে অতিবৃষ্টি হয়, ধান্য প্রভৃতি সকল শস্য নষ্ট হয়।

"অতিবৃষ্টিশ্চ জায়েত ধান্যস্যাথ প্রপীড়নং।
শস্যং ভবতি সামান্যং তারণে সুরবন্দিতে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

চতুর্থ হুতাশনামক তৃতীয়বর্ষের নাম তারণ, ইহাতে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। (বৃহৎস° ৮।৩৫।) [ষষ্টিসংবৎসর দেখ।]

তারণি (স্ত্রী) তার্য্যতে হনয়া তৄ-ণিচ্ অনি। ১ নৌকা।

তারণী (স্ত্রী) তারণি ঙীপ্। কাশ্যপের পত্নীভেদ, যাজোপ-যাজের মাতা।

তারণেয় (পুং) তারণ্যাঃ অপত্যং ঠক্। তারণীর অপত্য।

"তারণেয়ৌ যুক্তরূপৌ ব্রাহ্মণাবৃষিসত্তমৌ॥"
(ভারত আ° ১৬৭ অ°)।

তারতণ্ডুল (পুং) তারং মুক্তেব শুভ্রস্তণ্ডুলো যস্য। ধবল যাব-নাল, শাদা দেধান। (রাজনি°)

তারতম্য (ক্লী) তরতময়োর্ভাবঃ তরতম-ষ্যঞ্। ন্যূনাধিক্য, ইতরবিশেষ।

"নির্দ্ধনং নিধনমেতয়োর্দ্ধয়ো স্তারতম্যবিধিমুগ্ধতেজসা।
বোধনায় বিধিনা বিনির্ম্মিতা রেফএব জয় বৈজয়ন্তিকা॥"
(উদ্ভট)

তারতার (ক্লী) তারয়তীতি তারং তৎপ্রকারঃ প্রকারে দ্বিত্বং। সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত গৌণ তৃতীয় সিদ্ধিভেদ। আগমের অবিরোধি ন্যায় দ্বারা অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত তর্কদ্বারা আগমের অর্থ পরীক্ষা-পূর্ব্বক সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণ দ্বারা উত্তরপক্ষ ব্যবস্থাপন করাই মনন বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার নাম তারতার। ইহা গৌণ সিদ্ধি। * (তত্ত্বকৌ°) [সিদ্ধি দেখ।]

তারদী (স্ত্রী) তরদী এব স্বার্থে অণ্-ততো ঙীষ্। তরদীবৃক্ষ। (রাজনি°)

কোন কোন পুস্তকে তারটী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

তারনাথ (পুং) [তারানাথ দেখ।]

তারনাদ (পুং) তারঃ নাদঃ কর্ম্মধা। উচ্চনাদ, উচ্চশব্দ।

তারপরম, মৃদঙ্গে যে সকল পরম বাদিত হয়, আলাপ বাদন-কালে ছেড়সংযোগে তারেও সেই সকল পরম বাদিত হয়। সেতারাদি যন্ত্রে এক প্রকার প্রণালীতে রাগাদির আলাপ বাদিত হইয়া থাকে, তাহাতে তালের নিতান্ত আবশ্যক দেখা যায়। সেই প্রণালীর বাদনকে তারপরম বলে।

তারপুষ্প (পুং) তারং রজতমিব পুষ্পং যস্য। কুন্দবৃক্ষ। (রাজনি°)

তারমাক্ষিক (ক্লী) তারং রূপ্যমিব মাক্ষিকং। উপধাতু-ভেদ, এই ধাতু রজততুল্য, উপধাতু ৭টী, তাহার মধ্যে তার-মাক্ষিক রূপার উপধাতু, এই ধাতু রৌপ্য সদৃশ গুণযুক্ত। ইহাতে কিঞ্চিৎ রৌপ্য সংযুক্ত আছে বলিয়া ইহাকে তার-মাক্ষিক কহে। রৌপ্য অপেক্ষা অপ্রধানতা হেতু গুণেও কিছু খাট। তারমাক্ষিকে যে কেবল রৌপ্যের গুণ আছে, তাহা নহে, অন্যান্য দ্রব্য ইহাতে মিশ্রিত আছে বলিয়া অন্যান্য গুণও ইহাতে আছে। বিশুদ্ধ তারমাক্ষিক কিঞ্চিৎ তিক্ত-সংযুক্ত মধুররস, মধুর বিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিত-কারক; বস্তি বেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডূ ও ত্রিদোষনাশক। অবিশুদ্ধ তারমাক্ষিক অবিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিকের ন্যায় মন্দাগ্নিজনক, অতিশয় বল-নাশক, বিষ্টম্ভী, নেত্ররোগ, কুষ্ঠরোগ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগোৎ-পাদক। এইজন্য তারমাক্ষিক শোধন করা আবশ্যক।

* "ঊহস্তর্কঃ আগমাবিরোধন্যায়েনাগমার্থপরীক্ষণং সংশয়পূর্ব্বপক্ষ-নিরাকরণেনোত্তরপক্ষব্যবস্থাপনং তদিদং মননমাচক্ষতে আগমিনঃ, সা তৃতীয়া সিদ্ধিস্তারতারমুচ্যতে"। (তত্ত্বকৌ°)

কাঁকরোল, মেষশৃঙ্গী ও গোঁড়ানেবুর রসদ্বারা এক দিন প্রখর রৌদ্রে ভাবনা দিলে তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়।

তারমাক্ষিক মারণ। কুলথ কলায়ের কাথ দ্বারা পেষণ করিয়া তৈল, তক্র অথবা ছাগমূত্র দ্বারা পুটপাক করিলে তারমাক্ষিক মারিত হয়। (ভাবপ্র°) অন্যমতে ওলের মধ্যে তারমাক্ষিক রাখিয়া মূত্র, কাঁজি, তৈল, গোদুগ্ধ, কদলীরস, কুলথ কলায়ের কাথ ও কোদধান্যের কাথ ইহাদের স্বেদ দিয়া ক্ষার, অম্লবর্গ পঞ্চলবণ, তৈল ও ঘৃতসহ তিনবার পুট দিলে বিশুদ্ধ হয়। জম্বীর নেবুর রসে স্বেদ দিয়া মেষশৃঙ্গী ও কদলী-রসে এক দিবস পাক করিলেও তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়।

তারমূল (ক্লী) স্থানভেদ।

তারয়িতৃ (ত্রি) যে উদ্ধার করে।

তারল (পুং ক্লী) তরল এব অণ্। ১ তরল। ২ সন্তুষ্ট।

তারল্য (ক্লী) তরলস্য ধর্ম্মঃ। তরল বস্তুর ধর্ম্ম। কঠিন ও তরল দ্রব্যে প্রভেদ। কঠিন দ্রব্যের কণা সকল সহজে সঞ্চালিত হয় না। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, প্রস্তর, ইষ্টক প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যের এক দিকের কণা সকলকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে পারা যায় না। কিন্তু জলাদি দ্রব্যের অণু সকল অল্প বল-প্রয়োগেই সঞ্চালিত হয় এবং তাহাদিগের এক দিকের কণা সকলকে অনায়াসেই অপর দিকে লইয়া যাইতে পারা যায়।

যে গুণে জলাদি দ্রব দ্রব্যের অণু সকল সহজেই সঞ্চালিত ও প্রবাহিত হয়, তাহাকে তারল্য কহে। এই গুণ থাকাতেই জলাদিকে তরল পদার্থ বলা যায়।

দ্রব দ্রব্য মাত্রেই এই গুণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সকল দ্রব দ্রব্যে সমান পরিমাণ থাকে না।

ঈথার নামক দ্রব দ্রব্য অতিশয় তরল। ঘৃত, মধু, গুড় প্রভৃতি দ্রব্যের তারল্য গুণ অতি অল্প, এমন কি সময়ে সময়ে তাহারা কঠিন ভাব ধারণ করে।

আণবিক আকর্ষণ ও আণবিক বিকর্ষণের তারতম্যে জড় বস্তু সকল কখন কঠিন, কখন তরল ও কখন বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আণবিক বিকর্ষণের অপেক্ষা আণবিক আকর্ষণের প্রভাব অধিক হইলে কাঠিন্যের সঞ্চার হয়। উভয়ের পরাক্রম প্রায় সমান হইলে তারল্যের উৎপত্তি হয়। আর আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণের বল তাদৃশ অধিক হইলে সকল বস্তুই বাষ্পাকার ধারণ করে। উষ্ণতার যত বৃদ্ধি হয়, বিকর্ষণের বলও তত অধিক হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই তাপপ্রভাবে যাহার উপাদান বিশ্লিষ্ট হয় না, উত্তপ্ত হইলে তাদৃশ কঠিন বস্তু তরল ও তরলবস্তু বাষ্প হইয়া যায়।

কঠিন বস্তুর পরমাণু সকল আণবিক আকর্ষণ গুণে যেরূপ দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তরল ও বায়বীয় বস্তুর পরমাণু সকল সেরূপ নহে।

কঠিন বস্তুর পরমাণু সকল নিবিড় সন্নিবেশ-নিবন্ধন সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। কিন্তু তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের পরমাণু সকল বিরল বিনিবেশে সহজেই সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কঠিন পদার্থ সকল এক একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট আকৃতি-বিশিষ্ট। কিন্তু তরল ও বায়বীয় পদার্থের কোন নির্দ্দিষ্ট আকৃতি নাই। তাহাদিগকে যেরূপ পাত্রে রাখা যায়, তাহারা সেইরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হয়।

তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের প্রভেদ। তরলদ্রব্যের পরমাণু সকল যেরূপ সহজেই সঞ্চালিত হয়। বায়বীয় দ্রব্যের অণু সকলও সেইরূপ অল্প বলপ্রয়োগেই সঞ্চালিত হয়। কিন্তু বায়বীয় দ্রব্য সকল চাপপ্রভাবে যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, তরল দ্রব্য সকলকে চাপদ্বারা সেরূপ সঙ্কুচিত করিতে পারা যায় না। বায়বীয় দ্রব্য সকল যেরূপ আকুঞ্চনীয় তরল পদার্থ সকল সেইরূপ দুরাকুঞ্চনীয়। তবে তরল বস্তু সকল যে একবারে অনাকুঞ্চনীয়, তাহা নহে। পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সমধিক বল প্রয়োগ করিলে তরল দ্রব্যমাত্রই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত হয়। প্রতি ইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের প্রমাণ চাপ প্রযুক্ত হইলে দশ লক্ষ ভাগ জলের আয়তন পাঁচভাগ কম পড়ে। চাপ অপসৃত হইলে জল ও জলবৎ পদার্থ সকল পুনরায় প্রসারিত হইয়া পূর্ব্ব আয়তন প্রাপ্ত হয়। অতএব তরল বস্তু সকল স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তরল পদার্থে চাপসঞ্চালনের নিয়ম। তরল বস্তুর এক অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে সেই চাপ তাহার সকল দিকে সমভাগে সঞ্চালিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাস্কাল নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত তরল পদার্থের চাপসঞ্চালন সংক্রান্ত এই নিয়মটী আবিষ্কার করেন, এইজন্য এই নিয়মটী পাস্কালের নিয়ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

জলাদির এক দিকে কোন চাপপ্রয়োগ করিলেই সেই চাপ তাহার সকল দিকে সমভাবে সঞ্চালিত হয়। ইহা বিশিষ্ট পরীক্ষা দ্বারা দেখান যাইতে পারে।

একটী পিচ্‌কারি সদৃশ বহুছিদ্রসম্পন্ন যন্ত্র জলপূর্ণ করিয়া যদি তাহার অর্গলটীকে বলপূর্ব্বক ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সকল ছিদ্র হইতেই জল নির্গত হয়। সকল দিকে চাপ সঞ্চালিত না হইলে সকল দিকের ছিদ্র দিয়া কখনই জল নিঃসৃত হইত না।

জলাদির এক অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে ঐ চাপ তাহার সর্ব্বাংশে সঞ্চালিত হইয়া চাপপ্রযুক্ত অংশের সহিত সমায়তনসম্পন্ন অংশ সকলের উপর সমপরিমাণে ও লম্বভাবে কার্য্যকারী হয়। তরল পদার্থের এক অংশে প্রযুক্ত চাপ সর্ব্বাংশে সঞ্চালিত হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তরল পদার্থের উৎক্ষেপক তাপ। তরল দ্রব্যের উপরিস্থিত অণুসকলের নিম্নাভিমুখ অবক্ষেপক চাপে যেরূপ নিম্নস্থ অণু সকল আক্রান্ত, অণু সকলের ঊর্দ্ধাভিমুখে উৎক্ষেপক চাপেও উপরিস্থ অণু সকল সেইরূপ উত্তাসিত। নিম্নস্থ স্তর সকলের উপর উপরিস্থ স্তর সকলের অবক্ষেপক চাপ এবং উপরিস্থ স্তরের প্রতি নিম্নস্থ স্তরের উৎক্ষেপক চাপ সমান; ইহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কোন জলপূর্ণ পাত্র মধ্যে উভয়মুখ অনাবদ্ধ এরূপ একটী নলাকার পাত্র নিমগ্ন করিলে নলের বাহিরে জল যত উন্নত, উহার ভিতরেও ঠিক তত উন্নত হইয়া উঠিবে। ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু এই নলটীর নিম্নদিকের মুখে ঠিক তাহার সমান করিয়া একখণ্ড পাতলা কাচ কি অভ্র লইয়া সেই কাচ বা অভ্র দিয়া ঐ মুখ আবদ্ধ করিয়া এক গাছি সূতা দিয়া ঐ কাচ কি অভ্র কি অভ্রখানি টানিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে জলে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে সূতা গাছটী ছাড়িয়া দিলেও উহা পড়িয়া যাইবে না, জলের চাপে উত্তাসিত হইয়া থাকিবে। এথন যদি নলমধ্যে জল ঢালা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, নলের ভিতরের জল যেমন বাহিরের জল অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠিবে, অমনি উহা পড়িয়া যাইবে। সুতরাং দৃষ্ট হইতেছে, নিম্নদিকের মুখস্থিত কাচ কি অভ্রখানি যে বলে উত্তাসিত হয়, তাহা উহার সমায়ত ও উহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বহির্ভাগে জল যত উন্নত তত উন্নত, জলের ভারের সমান। অর্থাৎ উহার উপরে ঊর্দ্ধ হইতেও যে চাপ উহার নিম্নেও নিম্নদিক্ হইতে ঊর্দ্ধদিকেও সেই চাপ অর্থাৎ জল মধ্যস্থিত যে কোন অণুটীকে ধর, তাহার উপর উৎক্ষেপক ও অবক্ষেপক চাপ সমান।

সাম্যাবস্থায় তরল বস্তুর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্র সমতল।

কঠিন পদার্থের উপরিভাগ কোথাও উন্নত, কোথাও অবনত হইতে পারে, কিন্তু তরলদ্রব্যের পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্রই সমান উচ্চ। কঠিনাবস্থায় আণবিক আকর্ষণ গুণে পরমাণুগণ পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণ কোন কঠিন দ্রব্যের অংশ বিশেষ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠিলেও মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নিম্নে পতিত হয় না। কিন্তু তরলাবস্থায় আণবিক আকর্ষণ তাদৃশ প্রবল না হওয়ায় তরলবস্তুর পরমাণু সকল সহজেই বিচলিত ও প্রবাহিত হইয়া সমতল ভাব ধারণ করে।

কোন তরলবস্তুর যদি কোন ভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠে, তাহা হইলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে তাহাকে পুনরায় নিপতিত হইতে হয়। বাস্তবিক তরলপদার্থদিগের পৃষ্ঠদেশ স্বভাবতঃ সমোচ্চ। জল উচু নীচু হওনের কারণ সকলেই জ্ঞাত আছেন।

ভূপৃষ্ঠে যেরূপ কোথায় উন্নতগিরিশিখর, কোথাও বা গভীর গহ্বর নয়নগোচর হয়, সাগরপৃষ্ঠে সেরূপ কিছুই দৃষ্ট হয় না। যদি কখন কোন কারণে সাগরবারির কোন স্থানে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই কারণের অসদ্ভাব হইলেই নিপতিত হইয়া সমতলভাব ধারণ করে। যদিও মহাসমুদ্রের যে ভাগে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেইখানেই উহার পৃষ্ঠদেশ সমতল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া উহার সমগ্র পৃষ্ঠদেশ যে দর্পণাকার সমতল তাহা নহে। উহার পৃষ্ঠদেশের প্রত্যেক বিন্দুটী পৃথিবীর কেন্দ্রের সহিত তুলনায় সমতল ভাবে অবস্থিত, কিন্তু ভূপৃষ্ঠস্থ জলরাশির পৃষ্ঠদেশের আকার বর্ত্তুলপৃষ্ঠের ন্যায় গোল। ফলে যেখানে বহুদূর ব্যাপিয়া জল থাকে, সেখানে তাহার সমুদায় পৃষ্ঠভাগের দর্পণাকার সমতল হওয়া সম্ভব নহে। ২ তরলতা। ৩ পাতলা।

তারবায়ু (পুং) তারঃ বায়ু কর্ম্মধা। অত্যুচ্চ শব্দযুক্ত বায়ু।

তারবিমলা (স্ত্রী) তারং রূপ্যমিব বিমলা। উপধাতুবিশেষ, তারমাক্ষিক। [তারমাক্ষিক দেখ।]

তারশুদ্ধিকর (ক্লী) তারস্য রজতঃ শুদ্ধিং করোতি কৃ-ট। সীসক সংযোগে রৌপ্য বিশুদ্ধ এবং রৌপ্যমল সীসক দ্বারা দূর হয়।

তারসার (পুং) উপনিষদ্ভেদ।

তারহার (পুং) তারনির্ম্মিতোহারঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। স্থূল মুক্তাহার।

তারা (স্ত্রী) তারয়তি সংসারার্ণবাৎ ভক্তান্ তৃ-ণিচ্ অচ্ টাপ্। ১ বৌদ্ধদিগের দেবতা বিশেষ। ২ বানররাজ বালীর পত্নী, ইনি সুসেন বানরের কন্যা, রামচন্দ্র সপ্ততাল ভেদ করিয়া বালীকে বধ করেন। বালী নিহত হইলে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে তারা সুগ্রীবকে বিবাহ করে। ইহার পুত্রের নাম অঙ্গদ। (রামা°) প্রাতঃকালে উঠিয়া ইহার নাম স্মরণ করিলে সেই দিন মঙ্গল হয়।

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥"

কিন্তু প্রাতঃকালে ইহাদের নামস্মরণের নিয়ম রঘুনন্দনের আহ্নিকতত্ত্বে নাই।

৩ অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী এই ২৭টী প্রধান তারা। [খগোল শব্দ ৭—৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

অশ্বিনীর অশ্বি, ভরণীর যম, কৃত্তিকার দহন, রোহিণীর কমলজ, মৃগশিরার শশি, আর্দ্রার শূলভৃৎ, পুনর্ব্বসুর অদিতি, পুষ্যার জীব, অশ্লেষার ফণি, মঘার পিতৃগণ, পূর্ব্বফল্গুনীর যোনি, উত্তরফল্গুনীর অর্য্যমা, হস্তার দিনকৃৎ, চিত্রার ত্বষ্টা, স্বাতির পবন, বিশাখার শক্রাগ্নি, অনুরাধার মিত্র, জ্যেষ্ঠার শক্র, মূলার নির্ঋতি, পূর্ব্বাষাঢ়ার তোয়, উত্তরাষাঢ়ার বিশ্ব-বিরিঞ্চি, শ্রবণার হরি, ধনিষ্ঠার বসু, শতভিষার বরুণ, পূর্ব্বভাদ্রপদের অজৈকপাদ, উত্তরভাদ্রপদের অহির্ব্বুধ্ন এবং রেবতীর পুষ্যা অধিপতি। আর্দ্রা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, শ্রবণা, রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ ইহারা ঊর্দ্ধমুখ। মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ এই কয় নক্ষত্র অধোমুখ এবং অশ্বিনী, রেবতী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, পুনর্ব্বসু, জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা ও অনুরাধা এই কয়টী নক্ষত্রের নাম তির্য্যঙ্মুখ তারা। অশ্বিনী ও শতভিষা অশ্বজাতি; রেবতী ও ভরণী হস্তী; কৃত্তিকা অজা; রোহিণী ও মৃগশিরা সর্প; আর্দ্রা, হস্তা ও স্বাতি ব্যাঘ্র; পুনর্ব্বসু মেষ; পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘা ইন্দুর; পূর্ব্বফল্গুনী ও চিত্রা মহিষ; বিশাখা ও অনুরাধা হরিণ; জ্যেষ্ঠা কুক্কুর; মূলা ও শ্রবণা বানর; পূর্ব্বাষাঢ়া নকুল; ধনিষ্ঠা পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ সিংহজাতি।

মৃগশিরা, হস্তা, স্বাতি, শ্রবণা, পুষ্যা, রেবতী, অনুরাধা, অশ্বিনী ও পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে দেবগণ; উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, রোহিণী, ভরণী ও আর্দ্রায় নরগণ এবং জ্যেষ্ঠা, মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, শতভিষা, চিত্রা, মঘা, ধনিষ্ঠা ও বিশাখায় রাক্ষসগণ হয়।

কোন শুভকার্য্য করিতে হইলেই চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি দেখা আবশ্যক। বিশেষতঃ শুক্লপক্ষে চন্দ্রশুদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে তারাশুদ্ধি দেখিয়া কার্য্য না করিলে নানাপ্রকার অমঙ্গল হয়। তারাশুদ্ধি। যথা—জন্ম, সম্পৎ, বিপৎ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও অতিমিত্র এই ৯টী তারা, ইহাদের মধ্যে জন্ম, বিপৎ, প্রত্যরি ও বধ বর্জ্জনীয়, এতদ্ভিন্ন অন্য তারা শুভকর।

জন্মতারায় বিবাদ, শ্রাদ্ধ, ভৈষজ্য, যাত্রা ও ক্ষৌরকর্ম্ম নিষিদ্ধ।

নিষিদ্ধ তারায় যাত্রা করিলে বন্ধন, কৃষিকার্য্যে শস্যনাশ, ঔষধ সেবনে মরণ, গৃহারম্ভে গৃহদাহ, ক্ষৌরে রোগোৎপত্তি, শ্রাদ্ধে অর্থনাশ, বিবাদে বুদ্ধি নষ্ট ও যুদ্ধে ভয় হয়।

জন্মতারা হইতে গণনা করিতে হয়। চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি থাকিলে অন্য সকল দোষ বিনষ্ট হয়। *

[বিশেষ বিবরণ নক্ষত্র দেখ।]

৪। দশমহাবিদ্যার প্রথমা বিদ্যা—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যা।

সতী দক্ষযজ্ঞে যাইবার সময় মহাদেবের নিকট বারংবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেব কোনক্রমেই অনুমতি প্রদান করিলেন না। তাহাতে সতী ক্রমে ক্রমে মহাদেবকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ দশরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পরে মহাদেব ইহাতে ভীত হইয়া সতীকে দক্ষালয়ে যাইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

"যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হইলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ এক জটাবিভূষণা॥

* "জন্মসম্পৎবিপৎক্ষেমপ্রত্যরিঃ সাধকোবধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ নবতারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
সর্ব্বমঙ্গলকর্ম্মাণি ত্রিষু জন্মসু কারয়েৎ।
বিবাদশ্রাদ্ধভৈষজ্যযাত্রাক্ষৌরাদিবর্জ্জয়েৎ॥
যাত্রায়াং পথিবন্ধনং কৃষিবিধৌ সর্ব্বস্য নাশো ভবেৎ।
ভৈষজ্যে মরণং তথা মুনিমতঃ দাহো গৃহারম্ভণে॥
ক্ষৌরে রোগসমাগমো বহুবিধঃ শ্রাদ্ধেঽর্থনাশস্তদা।
বাদে বুদ্ধিবিনাশনং যুধি ভয়ং প্রাপ্তোত্যয়ং জন্মভে॥
পাপাখ্যাস্তু ত্রিবিধা পঞ্চচতুর্দ্দশ বিংশতিত্রিযুতা।
সিদ্ধিফলাবৃদ্ধিকরী বিনাশসংজ্ঞাক্রমাৎ কথিতা॥
তারাচন্দ্রবলেপ্রাপ্তে দোষাস্তাস্তে ভবন্তি যে।
তে সর্ব্বে বিলয়ং যান্তি সিংহং দৃষ্ট্বা গজা ইব॥" (শ্রীপতিসমুচ্চয়)

অর্দ্ধচন্দ্র পাচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ডখর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥"

(অন্নদাম° ২৯ অঃ) [দশ মহাবিদ্যা দেখ।]

প্রথমা তারা, দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা (শ্লোকে "কালী তারা মহাবিদ্যা") এরূপ নহে, কালী ও তারা দুই আদ্যা মহাবিদ্যা। তবে শ্লোকে কালী তারা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় পর্য্যায় বোধক নহে, কালিকা হইতেই তারার উৎপত্তি।

"বিনিঃসৃতায়াং দেবাস্তু মাতঙ্গ্যাকায়তস্তদা।"
"ভিন্নাঞ্জননিভা কৃষ্ণা।" (কালিকা পু°)

কথিত আছে, যে কৌষিকী কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, কালিকী সর্ব্বময়ী, তারা বিশ্বময়ী ধরিত্রিরূপিণী।

"অর্থভেদান্ প্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাং।
যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তস্তু সাধকঃ।
কবিতাং লভতে শুদ্ধামনর্গলবিজৃম্ভিনীং।
পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ॥" (তন্ত্রসার)

তারা সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী, সাধক তারামন্ত্রাদি জ্ঞাত হইলে অচিরে মুক্তি লাভ করে এবং অনর্গল কবিতা বলিবার শক্তি জন্মে, সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে এবং ধনাধিপতি হয়। [দশমহাবিদ্যা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৫ বৃহস্পতির স্ত্রী। এক দিন অঙ্গিরাতনয় চন্দ্র তারার অলোকসামান্য রূপ দর্শন করিয়া তাহাকে হরণ করেন। বৃহস্পতি ইহা অবগত হইয়া দেবতাদিগের নিকট বলিলেন। দেবগণ এই কথা শুনিয়া ঋষিগণের সহিত সমবেত হইয়া চন্দ্রের নিকট তারাকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি সোমদেব কিছুতেই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন না। তখন দেবাচার্য্য বৃহস্পতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শুক্রাচার্য্য ইহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। মহাতেজা রুদ্র পূর্ব্বে বৃহস্পতির পিতা অঙ্গিরার শিষ্য ছিলেন, তিনিও গুরু-পুত্রের প্রতি স্নেহ নিবন্ধন বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। মহাত্মা রুদ্রদেব ব্রহ্মশির নামক যে পরমাস্ত্র দৈত্যগণ উদ্দেশে প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং যদ্দ্বারা দৈত্যগণের যশোরাশি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই অতিভীষণ আজগব শরাসন ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তারার জন্য এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল বলিয়া ইহা তারকাময় বলিয়া প্রখ্যাত হইল। এই দেবদানব সমরে প্রভূত লোকক্ষয় হইতে লাগিল। তখন দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সমরভূমিতে আসিয়া শুক্রাচার্য্য ও শঙ্কর রুদ্রদেবকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন এবং তারাকে লইয়া বৃহস্পতিকে প্রদান করিলেন। তখন বৃহস্পতি তারাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমার ক্ষেত্রে অন্যজনিত গর্ভধারণ করিতে পারিবে না। তারা স্বামীর বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ গর্ভস্থ পুত্র দস্যুহন্তমকে প্রসব করিয়া শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিলেন। সদ্যঃপ্রসূত কুমার শরস্তম্বে পতিত হইয়া জলন্ত পাবকের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল, তাহার শরীরকান্তিতে দেবগণ যেন তিরস্কৃত হইতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ সংশয়াপন্ন হইয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! সত্য করিয়া বল, এ পুত্র সোমদেবের না বৃহস্পতির? দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেও তারা কিছু প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তখন অচিরজাত সেই দস্যুহন্তম স্বীয় জননী তারাকে শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাহাকে নিষেধ করিয়া পুনর্ব্বার তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তারে! তুমি সত্য করিয়া বল এ পুত্র কাহার?' তখন তারা কৃতাঞ্জলিপুটে বরদাতা বিধাতাকে মৃদু বচনে কহিলেন, 'এই মহাত্মা কুমার দস্যুহন্তম ভগবান্ সোমদেবের তনয়।' এই কথা শুনিয়া প্রজাপতি সোমদেব স্বীয়পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার নাম বুধ রাখিলেন। এই বুধ অদ্যাপি গগনাঙ্গণে চন্দ্রের প্রতিকূল দিকে উদিত হইয়া থাকেন।

সোমদেব এই পাপে সহসা রাজযক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণমণ্ডল হইতে লাগিলেন। তখন চন্দ্র ইহার শান্তির নিমিত্ত পিতার শরণাপন হন, মহাতপা অত্রি ইহার পাপ শান্তি করিয়া দেন, পরে চন্দ্র পাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ দীপ্তিশালী ও পূর্ণমণ্ডল হইয়া উঠিলেন।

৫ অক্ষিমধ্য চক্ষুর তারা। পর্য্যায়—বিম্বিনী, কনীনিকা, তারকা।

"তারে জ্যোতিষি সংযোজ্য কিঞ্চিদুন্নময়েদ্ভ্রুবৌ।"
(হটযোগপ্রদী° ৪।৩৯)

৬ বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধের স্ত্রী। ৭ এক জৈনশক্তি।

তারাকূট (ক্লী) তারাণাং কূটং ৬তৎ। তারাবিষয়ককূটভেদ। বিবাহ বিষয়ে দম্পতীর শুভাশুভজ্ঞাপক কূটভেদ। বিবাহ বিষয়ে ইহাদ্বারা মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় জানা যায়।

[বিশেষ বিবরণ বিবাহ ও নক্ষত্র দেখ।]

তারাক্ষ (পুং) দৈত্যভেদ, তারকাসুরের পুত্র, তারকাক্ষ।

[তারকাক্ষ দেখ।]

তারাগঞ্জ, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে ধান্য, পাট ও তামাকের ব্যবসা প্রধান।

তারাগড়, ১ আজমীরের মৈরবারার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। অক্ষা° ২৬° ২৬´২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৪০´১৪´´ পূঃ। আজমীরের দিকে শৈলশৃঙ্গ ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর এই দুর্গ অবস্থিত। ইহার চারিদিকে দুর্ভেদ্য সানুসকল বেষ্টিত, পূর্ব্বতন রাজগণ সকলেই এই দুর্ভেদ্য দুর্গে বাস করিতেন। রাঘোন ও চৌহানের সহিত যুদ্ধে ১২১০ খৃষ্টাব্দে যেস্থানে সৈয়দ হোসেন প্রাণত্যাগ করেন, সেখানে তুঙ্গশৃঙ্গের উপরে তাহারও একটী সুন্দর মস্‌জিদ্ আছে। এখন নসিরাবাদের ইংরাজ সৈনিক পুরুষেরা তারাগড়ে হাওয়া খাইতে আসেন।

২ পঞ্জাবের নলাগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ অক্ষা° ৩১°১০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৫০´ পূঃ। শতদ্রুনদীর বামধারে পর্ব্বতশিরে অবস্থিত। ১৮১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে সমরকালে গোর্খা-সৈন্য এই দুর্গে থাকিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

তারাচক্র (ক্লী) তারাণাং চক্রং ৬তৎ। তন্ত্রোক্ত চক্রভেদ, এই চক্রদ্বারা দীক্ষণীয় মন্ত্রের শুভাশুভ জানা যায়।

[নক্ষত্র ও দীক্ষা দেখ।]

তারাচমন (ক্লী) তারায়াঃ আচমনং ৬তৎ। তারাপূজাবিষয়ক আচমন, তারাপূজায় এই আচমন করিতে হয়। [তারা দেখ।]

তারাজ্ (স্ত্রী) একটী বৈরাজ্। (ঋক্‌প্রাতি° ১৭।৪)

তারাদেবী (স্ত্রী) ১ এক মহাবিদ্যা। [তারা দেখ।]

২ হিমালয়ের গভীর-গহ্বর ও ভীষণদৃশ্য একটী গিরিশৃঙ্গ। সিমলার নিকট বিদ্যমান।

তারাধিপ (পুং) তারাণাং অধিপঃ ৬তৎ। ১ চন্দ্র। তারায়াঃ অধিপঃ। ২ শিব। ৩ বৃহস্পতি। ৪ বালি ও সুগ্রীব বানর। ৫ নক্ষত্রাধিপ, অশ্বি যম প্রভৃতি নক্ষত্রগণের অধিপতি।

[তারা দেখ।]

তারাধীশ (পুং) তারায়াঃ অধীশঃ ৬তৎ। [তারাধিপ দেখ]

তারানগর, বরদপ্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখ° ১৯।৪০)

তারানাথ (পুং) তারাণাং নাথঃ। ১ চন্দ্র। ২ তিব্বতের একজন খ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত। ইনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে এক-খানি বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস রচনা করেন; ভারতীয় পুরাবিদ্‌গণ তাহার বড় আদর করেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বর্দ্ধমান-জেলার অন্তঃপাতী কাল্‌না গ্রামে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইহার বিদ্যাশিক্ষার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ইনি অল্প দিন মধ্যেই তৎকাল-প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজে ইনি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ৬ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া এই স্থানের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে কাশীতে গমন করিয়া কিছুদিন বেদান্তাদি শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করেন। ইনি নিজগ্রামে (কাল্‌না) টোল করিয়া অনেক ছাত্রকে অন্ন-দান করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। সেই সময় ইনি কাহারও প্রতিগ্রহ করিতেন না, নিজে ব্যবসা করিয়া যে উপস্বত্ব পাইতেন, তাহাদ্বারা আপনার সংসারখরচ ও ছাত্রদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

ইনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয় করিতেন, চাউল, বস্ত্র, শাল, চাষ প্রভৃতি তাঁহার ব্যবসায়ের অন্তর্ভূত ছিল। পরে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যা-পকের পদ শূন্য হইলে ঈশ্বরচন্দ্র-বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ইনি প্রতিগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় কলেজের কার্য্যে অধিক সময় ব্যয়িত হইত, ব্যবসার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না। বিস্তর টাকার শাল কীটদষ্ট হইয়া অনেক টাকা দায়ী হইয়া পড়েন।

ইহার এই দেনার সংবাদ পাইয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাউয়েল সাহেব তাঁহাকে প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সকল মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিবার পরামর্শ দেন। ইনি তাঁহার পরামর্শানুসারে পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে দেনা শোধ দিয়া বিশেষ লাভবান্ হইলেন। পরে ইনি শব্দকল্পদ্রুমের আদর্শে প্রতি-শব্দের ব্যুৎপত্তির সহিত "বাচস্পত্য" নামে এক বৃহৎ অভিধান সঙ্কলন করেন। এই অভিধান সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে এক অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ, এই অভিধানে সকল শাস্ত্রের কথা আছে। ইহার মুদ্রাঙ্কনে প্রায় ৮০০০০৲ টাকা ও ১২ বৎসর সময় ব্যয়িত হয়।

ইনি বাচস্পত্য ব্যতীত শব্দস্তোমমহানিধি (অভিধান), তত্ত্বকৌমুদীর টীকা, পাণিনির সরলা টীকা, ধাতুরূপাদর্শ প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত পুস্তক লিখিয়াছেন এবং অনেক প্রাচীন সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া জন সাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। কাশীধামে ইহার মৃত্যু হয়।

তারাপতি (পুং) তারাণাং পতিঃ ৬তৎ। [তারাধিপ দেখ।] ১ চন্দ্র। ২ বৃহস্পতি। ৩ শিব। ৪ বালি। ৫ সুগ্রীব। ৬ খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর এক জন বিখ্যাত হিন্দি কবি, ইনি আদিরসঘটিত অনেক কবিতা লিখিয়াছেন।

তারাপথ (পুং) তারাণাং পন্থাঃ ৬তৎ, অচ্ সমাসান্তঃ। আকাশ।

তারাপীড় (পুং) তারাণাং আপীড়ঃ ভূষণমিব ৬তৎ। ১ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ২ চন্দ্রাবলোকের পুত্র, অযোধ্যার এক রাজা। ইহার পুত্রের নাম চন্দ্রগিরি। (মৎস্যপু°) ৩ কাশ্মীরের এক বিখ্যাত রাজা। [কাশ্মীর দেখ।]

তারাপুর, ১ বোম্বাই প্রদেশের খম্বাৎরাজ্যের একটী নগর। খম্বাৎ (কাম্বে) নগর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

২ থানা জেলাস্থ একটী বন্দর। অক্ষা° ১৯° ৫০´উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৪২´৩০´´পূঃ। তারাপুর খাড়ীর দক্ষিণধারে বৈসর ষ্টেসনের ৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। খাড়ীর উত্তরধার তারাপুর-ছিছ্‌নী নামে খ্যাত। এখানে লক্ষাধিক টাকার কারবার হয়।

তারাপ্রমাণ (ক্লী) তারাণাং প্রমাণং ৬তৎ। অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের স্বরূপ-নিরূপক সংখ্যাবিশেষ, বৃহৎসংহিতায় এই সংখ্যার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—শিখি ৩, গুণ ৩, রস ৬, ইন্দ্রিয় ৫, অনল ৩, শশী ১, বিষয় ৫, গুণ ৩, ঋতু ৬, পঞ্চ ৫, বসু ৮, পক্ষ ২, এক ১, চন্দ্র ১, ভূত ১৪, অর্ণব ৪, অগ্নি ৩, রুদ্র ১১, অশ্বি ১, বসু ৮, দহন ৩, শত ১০০ এবং দ্বাত্রিংশৎ ৩২, ইহা তারকা পরিমাণ। অশ্বিনী আদি করিয়া নক্ষত্রের সহিত পূর্ব্বলিখিত তারাসংযুক্ত আছে। ইহাদিগের ফল তারার সংখ্যানুসারে হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৮৯অ°)

তারাভ (পুং) নারদ। (নিঘণ্টুপ্র°)

তারাভূষা (স্ত্রী) তারা ভূষা ভূষণং যস্যাঃ বহুব্রী। রাত্রি। (রাজনি°)

তারাভ্র (পুং) তারঃ নির্ম্মলঃ অভ্রোমেঘইব শুভ্রত্বাৎ। কর্পূর।

তারামণ্ডল (ক্লী) তারাণাং মৌক্তিকানাং মণ্ডলং যত্র। ১ ঈশ্বরমণ্ডলভেদ, দেবমন্দিরবিশেষ। তারাণাং মণ্ডলং ৬তৎ। ২ নক্ষত্রমণ্ডল।

তারামণ্ডূর গুড় (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শুদ্ধমণ্ডূর ৯ পল, গোমূত্র ১৮ পল, গুড় ৯ পল, প্রক্ষেপার্থ বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, ত্রিফলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল, মৃদু-অগ্নিতে অল্পে অল্পে পাক করিয়া পিণ্ডীভূত হইলে স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। ইহাতে পিত্তশূল, কামলা, পাণ্ডুরোগ, শোথ, মন্দাগ্নি, অর্শ, গ্রহণী, গুল্মোদর প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শূলাধি°)

তারাময়ী (স্ত্রী) তারায়াঃ স্বরূপা স্বরূপে ময়ট্। তারাস্বরূপ।

তারামৃগ (পুং) তারারূপঃ মৃগঃ মৃগশিরঃ। মৃগশিরানক্ষত্র।

"অন্বধাবন্ মৃগং রামো রুদ্রস্তারামৃগং যথা।"

(ভারত বনপ° ২৭৭ অ°)

তারারি (পুং) তারাণাং অরিঃ ৬তৎ। বিট্‌মাক্ষিক উপধাতুভেদ।

তারাবতী (স্ত্রী) চন্দ্রশেখর রাজার পত্নী। আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত ভোগবতী নগরীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় ককুৎস্থ নামে এক নরপতি ছিলেন। ভর্গদেবের কন্যা মনোন্মাথিনীকে ইনি বিবাহ করেন। ইহার ক্রমান্বয়ে ১০০ শত পুত্র হয়। কিন্তু একটীও কন্যা না হওয়ায় ককুৎস্থপত্নী কন্যাকামনায় চণ্ডিকার আরাধনা করেন। তিন বৎসর পরে চণ্ডিকা সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে এই বর প্রদান করেন, 'শ্রীলক্ষণসম্পন্না সার্ব্বভৌম রাজার স্ত্রী এবং নক্ষত্রমালাযুক্তা তোমার একটী কন্যা হইবে।' কালক্রমে মনোন্মাথিনী অসামান্যসুন্দরী একটী কন্যা প্রসব করেন। দেবতার বরে এই কন্যার স্বাভাবিক তার চিহ্ন আছে বলিয়া পিতা যথাকালে তাহার নাম তারাবতী রাখিলেন। তারাবতীর যৌবনকাল উপস্থিত দেখিয়া তাহার পিতা বৈশাখমাসের প্রারম্ভে বৃদ্ধচন্দ্রে ও শুভদিনে স্বয়ম্বরসভা করিয়া চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন। রাজন্যবর্গ এই স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পৌষ্যতনয় চন্দ্রশেখররাজও নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বয়ম্বরস্থলে আগমন করিয়াছিলেন।

তারাবতী স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চণ্ডিকার মন্দিরে গিয়া দেবী কালিকার আরাধনা করেন। চণ্ডিকা প্রীত হইয়া তাহাকে বলেন, চন্দ্রশেখর নামে মহেশ্বরাবতার পৌষ্য-তনয় মনোহর রূপসম্পন্ন। তাহাকেই তুমি বরমাল্য প্রদান কর। তারাবতী কালিকার এই আদেশ শুনিয়া স্বয়ম্বরস্থলে চন্দ্রশেখরকেই বরমাল্য প্রদান করেন।

পরে চন্দ্রশেখর পত্নী তারাবতীর সহিত নিজ রাজধানীতে গমন করেন। ককুৎস্থের চিত্রাঙ্গদা নামে অপর তনয়া রূপে তারাবতীর সমান, তিনি স্বয়ং দাসীদিগের অধীশ্বরী হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী তারাবতীর সহিত গমন করিয়াছিলেন। ইনি উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে একদা মহর্ষি অষ্টাবক্রকে ব্যঙ্গ করায় তাঁহার শাপে ইনি তারাবতীর দাসী হইয়াছিলেন। মহারাজ চন্দ্রশেখর দৃষদ্বতী নদীতীরে করবীরপুর নামে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেইখানে ইহারা বহুদিন সুখে বাস করেন। একদিন তারাবতী দৃষদ্বতী নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় কপোত নামে এক ঋষি, ইহাকে দেখিয়া কামপীড়িত হন। এই ঋষি প্রাণিবধের আশঙ্কায় কপোতশরীর ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেন, এই জন্য মুনির নাম কপোত হইয়াছিল।

কপোত অত্যন্ত কামাতুর হইয়া ইহার নিকট সম্ভোগাভি-লাষ প্রকাশ করেন। তারাবতী ভীত হইয়া মুনিকে প্রণাম

করিয়া কহিলেন, 'আমি চন্দ্রশেখরের পত্নী, আমার নাম তারাবতী, আমি কি করিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি।' মহর্ষি কহিলেন, ভয় পাইওনা আমি তোমাতে সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন মহাবলশালী পুত্রদ্বয় উৎপন্ন করিব এবং তুমি আমার বাক্য না শুনিলে শাপদ্বারা তোমাদিগকে ভস্ম করিয়া দিব। তারাবতী মুনিকে কহিলেন, 'আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন' এই বলিয়া তারাবতী গৃহে গমন করিয়া ভগিনী চিত্রাঙ্গদাকে কহিলেন, 'তুমি আমার তুল্য রূপবতী, তুমি ভিন্ন অন্য এ বিপদ হইতে রক্ষার উপায় নাই' চিত্রাঙ্গদা কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া তারাবতীর আদেশে মুনির নিকট গমন করেন।

চিত্রাঙ্গদার অনূঢ়াবস্থায় কপোত মুনির ঔরসে সুবর্চ্চা ও তুম্বুরু নামে দুই পুত্র হয়। এইরূপে চিত্রাঙ্গদা কপোত মুনির নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর এক দিন তারাবতী ঐ দৃষদ্বতী নদীতে স্নান করিতেছিলেন। এমন সময় ঐ মুনি চিত্রাঙ্গদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ অলোকসামান্যা সুন্দরী কে?' তখন চিত্রাঙ্গদা সভয়ে কহিলেন, ইনি চন্দ্রশেখর পত্নী তারাবতী, আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পুনর্ব্বার এই নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, আপনি ইহাকে ক্ষমা করুন।' কপোত চিত্রাঙ্গদার নিকট তারাবতীর প্রতারণা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত কোপপরবশ হইলেন এবং তাহার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, তারাবতি! তুই আমাকে প্রতারণা করিয়াছিস্, ইহার ফল ভোগ কর। আমার শাপে বীভৎসবেশধারী বিরূপ ধনহীন নরকপাললোভী বৃদ্ধ কোন ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে এবং এক বৎসর মধ্যে তোর গর্ভে সদ্য দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইবে। তখন তারাবতী ঋষির শাপ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, আমি যদি বাস্তবিক সতী হই এবং আমার মাতা যদি আমাকে চণ্ডিকা আরাধনা করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, দেবতা ভিন্ন আমায় কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

এই কথা বলিয়া তারাবতী নিজগৃহে প্রত্যাগত হইয়া চন্দ্রশেখরের নিকট মুনির শাপবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা চন্দ্রশেখর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সর্ব্বদাই তারাবতীর নিকটেই থাকিতেন। এক দিন ক্ষণকাল চন্দ্রশেখর নিকটে ছিলেন না; তারাবতী তদ্গতচিত্তে চন্দ্রশেখরের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময় মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, 'হে পার্ব্বতি! তুমি এই তারাবতীর শরীরে প্রবিষ্ট হও, আমি উহাতে উপগত হইয়া মুনির শাপমোচন করি। তারাবতী তোমারই অংশ। ইহার গর্ভে ভৃঙ্গী ও মহাকাল উৎপন্ন হইয়া তোমার শাপ হইতে মুক্ত হইবে,' পরে পার্ব্বতী তারাবতীর শরীরে প্রবেশ করিলেন। মহাদেব তারাবতীকে মুগ্ধ করিয়া অস্থিমাল্যধারী বীভৎসবেশ দুর্গন্ধদেহ জরাজীর্ণ ও অতি বিরূপ শরীর ধারণ করিয়া তারাবতীতে উপগত হইলেন।

সেই সময়ই তারাবতীর গর্ভে বানরমুখ দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইল। পুত্র উৎপন্ন হইলেই পার্ব্বতী তারাবতীর দেহ হইতে বাহির হইলেন।

তখন মোহ দূর হইল। তখন তারাবতী সম্মুখে বীভৎসবেশধারী মহাদেব ও সদ্যোজাত বানরমুখ দুইটী পুত্রকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন এবং আপনাকে ভ্রষ্টা বিবেচনা করিয়া নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় চন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইয়া তারাবতীকে এই অবস্থায় দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় আকাশবাণী হইল, 'রাজন্! তারাবতীর প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না, সত্য সত্যই মহাদেব আপনার ভার্য্যার নিকট আসিয়াছিলেন, এই দুইটী পুত্র মহাদেবের। আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করুন। ইহার আমূল বৃত্তান্ত নারদের নিকট অবগত হইতে পারিবেন।' এক দিন নারদ চন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিত হইয়া তারাবতী ও চন্দ্রশেখরকে কহিলেন, 'রাজন্! মহাদেব সাবিত্রীর শাপে পার্ব্বতীকে এই দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া ইহাতে উপগত হইয়াছিলেন, আপনি ইহাকে ভ্রষ্টা বিবেচনা করিবেন না এবং আপনিও স্বয়ং মহাদেব এবং তারাবতীও সাক্ষাৎ পার্ব্বতী, এখন আপনাতে শিবত্ব অনুভব করুন।'

নারদ এই কথা বলিবামাত্র, চন্দ্রশেখর আপনাতে শিবত্ব ও তারাবতী সাক্ষাৎ পার্ব্বতী বলিয়া জানিতে পারিলেন। পূর্ব্বকালে বিষ্ণুমায়া আপনাদিগের দুইজনকে মনুষ্য যোনিতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সেই হেতু মনুষ্য শরীরদ্বারা আপনার শিবত্ব আপনি অনুভব করিতে পারেন নাই। এইরূপে তাহাদের সকল সন্দেহ দূর হইল। তারাবতীর গর্ভসম্ভূত চন্দ্রশেখরের তিনটী পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠের নাম উপরিচর, মধ্যমের নাম দমন ও কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। তারাবতীর গর্ভে বেতাল ও ভৈরব মহাদেবের সদ্যোজাত দুইটী সন্তান। সমুদয়ে তারাবতীর ৫ পুত্র। পরে পতি-পত্নী উভয়েই মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া শিব ও গৌরীতে মিলিত হইলেন। (কালিকাপু° ৪৮-৫৩ অ°) ২ কাঞ্চনপুররাজ ধর্ম্মধ্বজের পত্নী।

তারাবর্ষ (স্ত্রী) তারাপতন। (অদ্ভুতব্রা°)

তারাবলী (স্ত্রী) মণিভদ্র যক্ষের কন্যা।

তারাবাই, বেদনূরের বিখ্যাত বীরবালা। বেদনূরের

সোলাঙ্কীরাজ রাও সুরতানের কন্যা। অনহলবাড়ের প্রসিদ্ধ বলহরাবংশে সুরতানের জন্ম।

সুরতানের পূর্ব্বপুরুষগণ কিছুকাল তোঙ্কথোড়ায় রাজত্ব করেন। লয়লা নামে একজন আফগান সুরতানকে তাড়াইয়া ঐ স্থান অধিকার করিলে সুরতান আরাবল্লীর পাদদেশে বেদনূরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

যে সময়ে পিতার ভাগ্যপরিবর্ত্তন হয়, তৎকালে তারাবাই কিশোরী; বসন ভূষণ তাঁহার ভাল লাগিত না, তিনি সর্ব্বদা অসিবর্ম্ম লইয়া খেলা করিতেন, অশ্বে আরোহণ করিয়া বাণ প্রয়োগ করিতেন। বীরবালা সর্ব্বদাই বীরবেশে থাকিতে ভালবাসিতেন। দেখিতে দেখিতে বীরবালার কমনীয় অঙ্গে যৌবন ভাব দেখা দিল। তাঁহার রূপের কথা, তাঁহার গুণের কথা, তাঁহার অদ্ভুত অসিচালনা ও বাণশিক্ষার কথা রাজপুতানার বীরসমাজে অনতিবিলম্বে প্রচারিত হইল। মিবারের রাণা রায়মলের তৃতীয় পুত্র জয়মল তাঁহার কর প্রার্থনা করিলেন। বীরবালা জয়মলকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'যে থোড়া উদ্ধার করিবে, এ কর তাহারই হইবে।' জয়মলও থোড়া উদ্ধারের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হইতেই পিতার করালকবলে পতিত হইয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। জয়মলের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ মাড়বারে নির্ব্বাসিত ছিলেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি মহাবীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক গড়বার রাজ্য উদ্ধার করিয়া পিতার ক্ষমালাভ করিলেন।

এখন বীরবর পৃথ্বীরাজ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞাপূরণে অগ্রসর হইলেন। শত্রুমিত্র সকলেই পৃথ্বীরাজের মহাবীরত্বের সুখ্যাতি করিতেন। সেই সুখ্যাতির মোহে বীরবালা তারাবাইএর শ্রবণকুহর পরিতৃপ্ত হইল। এ দিকে পৃথ্বীরাজ তারাবাইকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। জনকের আদেশে তারাবাই পৃথ্বীরাজকে পতিত্বে বরণ করিতে সম্মতি দান করিলেন, কিন্তু তিনি বিবাহের সময় বলিয়াছিলেন, 'যদি পৃথ্বীরাজ থোড়া উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজপুত নহেন।' এই কয়টী কথা পৃথ্বীরাজ কখন ভুলেন নাই।

মহরমের দিন আসিল। থোড়ায় সকল মুসলমান উৎসবে উন্মত্ত। মহাসমারোহে তাজিয়া বাহির হইয়াছে। দম্পতী পঞ্চশত নির্ব্বাচিত অশ্বারোহী সহ থোড়ায় উপস্থিত হইলেন। নগরের কিছু দূরে সৈন্যগণকে রাখিয়া পৃথ্বীরাজ, তারাবাই ও সেনগড়ের সামন্ত নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাজিয়ার সহিত আফগাননায়কও সমাজে যাইতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এই নবাগত তিন জন কে?' এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতেই পৃথ্বীরাজের বর্শা ও তারাবাইএর নিশিত শায়ক যবনপতিকে ভূতলশায়ী করিল। উপস্থিত সকলেই অকস্মাৎ ভীত ও ত্রস্ত হইল। তাহারা কি করিবে এই স্থির করিতে না করিতেই তিন জন অশ্বারোহী নগরতোরণে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে এক বিরাটকায় হস্তী তাঁহাদের গন্তব্যপথে বাধা প্রদান করিলে বীরমহিলা তারাবাই অসির আঘাতে তাহার মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া পথ পরিষ্কার করিলেন।

অনতিবিলম্বেই রাজপুতসৈন্যগণ আসিয়া আফগানদিগকে আক্রমণ করিল। আফগানসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। অনায়াসেই থোড়া উদ্ধার হইল। ইহার পর পৃথ্বীরাজ মালবেশ্বরকে বন্দী করিয়া পিতার নিকট আনয়ন করেন। ইহার কিছু দিন পরেই মহাবীর পৃথ্বীরাজের নবীন জীবনমুকুল এইরূপে ছিন্ন হইল—

যে সময় তিনি নিজ ভ্রাতা উদ্ধত প্রকৃতি সঙ্গকে শাসন করিবার জন্য শ্রীনগর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় সিরোহীর সামন্তের ভার্য্যা তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনীর এক পত্র পাইলেন। ঐ পত্রে সামন্ত প্রভুরাও কর্ত্তৃক তাহার ভগিনীর অশেষ লাঞ্ছনার কথা জানিতে পারিলেন। ভগিনীর কষ্ট শুনিয়া তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া পড়িল। তিনি অবিলম্বে সিরোহীতে গিয়া প্রাসাদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক শাণিত অসিহস্তে ভগিনীপতির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শ্যালকের ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া প্রভুরায়ের আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল, তিনি স্ত্রী ও শ্যালকের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এখানে পৃথ্বীরাজ পাঁচ দিন থাকিয়া চলিয়া আসেন। আসিবার কালে প্রভুরাও তাঁহাকে কএকটী মোদক খাইতে দেন। কমলমীরে আসিয়া তিনি একটী মোদক খাইলেন। মাতাদেবীর মন্দিরের নিকট আসিলে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। বুঝিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। তারাবাইকে সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু আর প্রণয়িনীর সহিত দেখা হইল না।

অকালে পতির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তারাবাই চিতারোহণ করিলেন। এখনও রাজবাড়ায় বীরবালা তারাবাই ও পৃথ্বীরাজের বীরগাথা ও প্রণয় কথা অনেকে গান করিয়া থাকেন।

তারাবাই, মহারাষ্ট্রনায়ক রাজারামের জ্যেষ্ঠা পত্নী ও ভারতপ্রসিদ্ধ শিবাজীর পুত্রবধূ।

১৭০০ খৃষ্টাব্দে সিংহগড়ে রাজারামের মৃত্যু হইল। সম্রাট্ অরঙ্গজেব সিংহগড় অবরোধ করিলেন। রাজারামের জ্যেষ্ঠা মহিষী তারাবাই এই সময় শোক, লজ্জা ও ভয় বিসর্জ্জন দিয়া স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও পতিরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য অগ্রধারণ করিলেন। এ সময় অনেক মহারাষ্ট্র অরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন

করিয়াছিল। কিন্তু রাণী তারাবাইএর সুমধুর ভৎর্সনায় ও উৎসাহ বাক্যে আবার অনেক মহারাষ্ট্র-বীর উত্তেজিত হইয়া তাঁহার সহিত যোগ দান করিয়াছিলেন।

প্রথমে তারাবাই রামচন্দ্র পন্থ অমাত্য, শঙ্করজী নারায়ণ সচিব ও ধনাজী যাদবের সাহায্যে ১০ম বর্ষীয় বালক (২য়) শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন ও ছোট সপত্নী রাজস্‌-বাইকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

১৭০০ হইতে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অরঙ্গজেব সিংহগড় অবরোধ করিয়া শেষ অধিকার করেন। গড়ের নাম পরিবর্ত্তন হইয়া 'বক্‌সিন্দ্‌ বক্‌শ' অর্থাৎ ঈশ্বরের দান এই নাম হইল।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্‌ সসৈন্যে পুণা পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোগলসৈন্য পুণা ছাড়িয়া যাইতে না যাইতে তারাবাই শঙ্করজী নারায়ণকে সিংহ-গড় অধিকার করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে শঙ্করজী সিংহগড় ও পরে কোহ্লাপুরস্থ পনহালা অধিকার করিয়া বসিলেন, তাহাতে অরঙ্গজেব অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছিলেন।

কাফিখাঁর মুন্ত্‌খবুল্‌ লুবাব্‌নামক পারসী ইতিহাসে লিখিত আছে, এই সময় তারাবাই মহারাষ্ট্র-সেনাগণের হৃদয় অধিকার করিয়া মহোৎসাহে মহাদর্পে মোগলাধিকার-ভুক্ত জনপদ লুট্‌ করিতে লাগিলেন। অরঙ্গজেব অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কিছু করিতে পারিলেন না। মোগল-বাদশাহ যতই যুদ্ধোদ্যোগ, অবরোধ ও প্রতিবিধানের উপায় করিতে লাগিলেন, তারাবাইএর প্ররোচনায় মহারাষ্ট্রগণের বলবীর্য্য হ্রাস না হইয়া ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাদশাহ যেরূপ সৈন্য সামন্ত ও আমীর ওমরাহ সঙ্গে লইয়া মহাসমা-রোহে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন; সেইরূপ মহা-রাষ্ট্র-সেনানায়কগণও যখন যেখানে উপস্থিত হইতে লাগি-লেন, সেইখানেই গজবাজি শিবির ও পুত্রপরিজন লইয়া মহাআমোদে কাটাইতে লাগিলেন। তাহাদের সাহস খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। নবজিত স্থানের এক একটী পরগণা এক একজনে ভাগ করিয়া লইলেন, মোগলসাম্রাজ্যের নিয়-মের অনুকরণে সেই সেই পরগণা এক একজন সুবাদার, কমাইস্‌দার (রাজস্বসংগ্রাহক) ও রাহাদার (শুল্ক আদায়কারী) প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। (১)

মহারাষ্ট্রগণের পুনরভ্যুদয়ে অরঙ্গজেব বিচলিত হইয়া-ছিলেন। বিশেষতঃ সিংহগড় হস্তচ্যুত হইলে সেই দুঃখে তাঁহার কএক দিন অতিশয় পীড়া হইয়াছিল। একটু সুস্থ হইলেই তিনি সম্ভাজীর পুত্র সাহুকে জুলফিকার খাঁর সঙ্গে সিংহগড় জয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। জুলফিকার সাহুকে দিয়া মহারাষ্ট্র সামন্তগণের নিকট পত্র পাঠাইলেন, 'সাহুই প্রকৃত মহারাষ্ট্র-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। মহারাষ্ট্রীয় মাত্রেই তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত।' রসদ অভাবে সিংহগড় জুল্‌ফি-কারের অধীনে আসিল, কিন্তু এখানে তাঁহারও এই অভাব ঘটায় শঙ্করজী নারায়ণ আবার সিংহগড় দখল করিয়া বসিলেন।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সিন্দখেড়ের যাদব ও কিন্নরখেড়ের সিন্দিয়ার কন্যার সহিত মহাসমারোহে সাহুর বিবাহ হয়। নানা যৌতুকের মধ্যে অরঙ্গজেব সাহুকে শিবাজীর প্রসিদ্ধ ভবানী অসি ও অফজল খাঁর তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। এই বর্ষেই অরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

ভবানীর উপর মহারাষ্ট্রমাত্রেরই শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। মোগলসৈন্য চলিয়া গেলে তারাবাই পুণা অধিকার করিবার আয়োজন করেন। ধনাজী যাদব পুণাতে মোগল-সেনাপতি লোদীখাঁকে পরাস্ত করিয়া চাকন দখল করিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই ধনাজী সাহুর সহিত যোগ দিলেন। এখন সাহুর অনেকটা বল বাড়িল।

মহারাষ্ট্রদিগের মধ্যে যে যে লোক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এখন তিনি সকলকেই বিনাশ করিতে লাগি-লেন। তখন শঙ্করজী নারায়ণ তারাবাইএর পক্ষে পুরন্দর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। সাহু তাঁহাকে পুরন্দর ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলে তিনি তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তখন সাহু শিবাজীর প্রথম রাজধানী রাজগড় কাড়িয়া লই-লেন। শঙ্করজী তারাবাইএর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, যতক্ষণ তাঁহার প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ তিনি তাঁহারই সাহায্য করিবেন, এখন দেখিলেন তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না। তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয় ভাবিয়া জলসমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন।

তারাবাই শঙ্করজীর মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া-ছিলেন। এ সময়ে অনেকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সাহুর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১৭১২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তারাবাইএর পুত্র শিবাজীর বসন্ত-রোগে মৃত্যু হয়। তাহাতে তারাবাই আপনার রাজকীয় ক্ষমতা হারাইলেন। এখন তাঁহারই সপত্নী রাজস্‌বাইএর পুত্র সম্ভাজী তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। এখন তারাবাই ও তাঁহার পুত্রবধূ ভবানীবাই উভয়েই বন্দী হইলেন। এ সময় ভবানীবাই গর্ভবতী ছিলেন, যথাকালে তাঁহার একটী পুত্র হইল। তারা-বাই অতি সাবধানে তাহাকে গোপন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু এ সময় বীরমহিলা তারাবাইএর কষ্টের এক শেষ হইয়াছিল।

(১) Elliot's Muhammadan Historians, Vol. VII. p. 373-375.

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সাহুর মৃত্যু হইল। এত দিন তারাবাই যাহাকে গোপন করিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার সেই প্রিয়তম পৌত্র রামরাজের উত্তরাধিকারী স্থির হইলেন। পেশবা বালাজী সাহুর নিকট তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে লিখিয়া লইয়াছিলেন যে, তারাবাইএর পৌত্র রাজা হইলেও রাজ্যশাসন বালাজীর হস্তেই থাকিবে এবং যাহাতে শিবাজীর বংশীয়দিগের নাম উজ্জ্বল থাকে, পেশবা তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

এখন তারাবাইএর বয়স সপ্ততি বর্ষ। কিন্তু এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সে চেষ্টা সে বুদ্ধিবৃত্তি কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। রঘুজীর উপর রামরাজের ভার দিয়া বালাজী পুণায় চলিয়া আসিলেন। এখন হইতে পুণাই মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল। রামরাজ নামমাত্র সাতারার রাজা ছিলেন, তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। এখন বালাজীই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু তারাবাই সে প্রকৃতির রমণী নহেন যে বালাজীর অধীন থাকিবেন। বালাজীও বড় একটা তাঁহাকে গ্রাহ্য করেন নাই। এখন তিনি বালাজীর হস্ত হইতে রাজশক্তি লইয়া নিজে পরিচালন করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

তারাবাই পন্থসচিবকে অনুরোধ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমি সিংহগড়ে পতির সমাধি দর্শন করিতে যাইব, এই সময় যেন তিনি আমাকে সাম্রাজ্যের নেত্রীরূপে প্রচার করিতে চেষ্টা পান।' বালাজী এ সংবাদ পাইয়া একটু বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি তারাবাইকে হাতে রাখিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন, 'তাঁহার ন্যায় সদাশয়া বুদ্ধিমতী ও উচ্চপ্রকৃতির রমণী আর নাই; তিনি যাহাতে অধিকাংশ স্থলেই শাসনশক্তির পরিচালন করিতে পারেন, তৎপক্ষে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আমি রাজা সাহুর নিকট যে ক্ষমতা পাইয়াছি, রামরাজ যাহাতে তাহা স্বীকার করেন, বৃদ্ধারাণী তৎপক্ষে অবশ্যই চেষ্টা করিবেন।'

মহারাষ্ট্রসামন্তগণ বালাজীর কূটনীতি বুঝিতে পারিলেন। এ সময় প্রধান পদলাভের জন্য তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিবাদ বিসম্বাদ হইল। এই সময় বালাজী ভিতরে ভিতরে মহাশত্রুতা আরম্ভ করিলেন। রামরাজ সাতারাদুর্গে বন্দী হইলেন। তারাবাই কোহ্লাপুরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। কিছুদিন পরে বালাজী তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

তারাবাই বালাজীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য চারিদিক্ হইতে মহারাষ্ট্রগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পেশবা দেখিলেন, তারাবাইএর অনিষ্ট আচরণ করিলে তাঁহার কোন ফল হইবে না। তিনি তারাবাইকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনি সাম্রাজ্যের মধ্যে গুণে মানে ও বয়সে সর্ব্বপ্রধান, আপনার বিরুদ্ধ আচরণ করা আমাদের উচিত নয়। আপনি পুণায় আসিয়া প্রধানশক্তি গ্রহণ করুন।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তারাবাই এইরূপে আহূত হইলেন। রামরাজও কিছু দিনের জন্য মুক্তি পাইলেন। কিন্তু রামরাজ তারাবাইএর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তারাবাই তাহাতেই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দামাজী গাইকবাড় ও রঘুজী ভোন্সলার সাহায্যে রামরাজকে বন্দী করিয়া নিজে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। বালাজী নিজামরাজ্যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, তথা হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবার পরই তারাবাই সকল ক্ষমতা হারাইলেন। মনের দুঃখে কিছু দিন পরে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

তারাযোঢ়া (স্ত্রী) তারায়াঃ যোঢ়া ৬তৎ। তারাপূজাঙ্গ যোঢ়ান্যাসভেদ।

তারাস্থান, সুরবিশেষ।

তারিক (ক্লী) তৃ-ণিচ্-ঠন্। (অতইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) তরণমূল্য, পারের কড়ি।

"গর্ভিণী তু দ্বিমাসাদিস্তথা প্রব্রজিতো মুনিঃ।
ব্রাহ্মণা লিঙ্গিনশ্চৈব ন দাপ্যাস্তারিকং তরে॥" (মনু ৮।৪০৭)

গর্ভিণী স্ত্রী, ভিক্ষু, বাণপ্রস্থাশ্রমী মুনি, ব্রাহ্মণ, লিঙ্গী ও ব্রহ্মচারী ইহাদের নিকট হইতে তরপণ্য (পারের কড়ি) লইতে নাই।

তারিকা (স্ত্রী) তাড়িকা ড়স্য র। তালরসজাত মদ্যভেদ, তাড়ী।

তারিখ (আরবী) দিন, মাসের নির্দ্দিষ্ট দিন।

তারিন্ (ত্রি) তারয়তি-তৃ-ণিচ্ ণিনি। তারক, উদ্ধারকর্ত্তা।

তারিণী (স্ত্রী) তারিন্ ঙীপ্। ১ বুদ্ধদিগের দেবতাভেদ, পর্য্যায়—তারা, মহাশ্রী, ওঁকারা, স্বাহা, শ্রী, মনোরমা, জয়া, অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরাত্মজা, খপুরবাসিনী, ভদ্রা, বৈশ্যা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বসুধারা, ধনদা, ত্রিলোচনা, লোচনা। (ত্রিকা°) ২ দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা, তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী চামুণ্ডা, এই ৮ জন তারিণী। ইহার আরাধনা করিলে মনুষ্য কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও ধনলাভ, রাজদ্বারে সভায় ও বিবাদ প্রভৃতি সকল কার্য্যে জয়লাভ করে।* [তারা দেখ।]

৩ উদ্ধারিণী, উদ্ধারকর্ত্রী

* "তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা নীলসরস্বতী।
কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী স্মৃতাঃ॥" (মন্ত্রকোষ)
"অথ ভেদান্ প্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদান্।
যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো হি সাধকঃ॥

তারিফ্ (আরবী) ১ ব্যাখ্যান। ২ প্রশংসা।

তারুই (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

তারুক্ষায়ণি (পুং) তারুক্ষের অপত্য।

তারুক্ষ্য (পুং) তরুক্ষস্য ঋষেরপত্যং পুমান্ তরুক্ষ গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। তরুক্ষঋষির অপত্য।

তারুক্ষ্যায়ণী (স্ত্রী) তরুক্ষস্য ঋষেরপত্যং স্ত্রী তরুক্ষ-ষ্ফ (সর্ব্বত্র লোহিতাদিকতন্তেভ্যঃ। পা ৪।১।১৮) তরুক্ষঋষির অপত্য স্ত্রী।

তারুণ (পুং স্ত্রী) তরুণস্য অপত্যং উৎসাদিত্বাৎ অঞ্। ১ তরুণ ঋষির অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (ত্রি) ২ তরুণ, অল্পবয়স্ক।

তারুণ্য (ক্লী) তরুণস্য ভাবঃ তরুণব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। যৌবন। "তৃণকোটীসমং বিত্তং তারুণ্যাদ্বিত্তকোটিষু।" (মার্কপু° ২৪।৭)

তারেয় (পুং) তারায়াঃ অপত্যং তারা-ঢক্। ১ বালিপুত্র, অঙ্গদ। ২ বৃহস্পতিভার্য্যা তারার পুত্র বুধ।

তার্কব (ত্রি) তর্কোর্বিকারঃ তর্কোরবয়ব ইতি বা তর্কু-অণ্ (কোপধাচ্চ। পা ৪।৩।১৩৭) তর্কু বিকার।

তার্কিক (ত্রি) তর্কং বেত্তি তর্কশাস্ত্রমধীতে বা তর্ক-ঠক্। ১ তর্কশাস্ত্রবেত্তা। ২ তর্কশাস্ত্রাধ্যয়নকারী। তর্কশাস্ত্র ৬ প্রকার— বৈশেষিক, ঔলুক্য, বাহস্পর্ত্য, নাস্তিক, লৌকায়তিক (বৌদ্ধভেদ) ও চার্ব্বাক, এই সকল শাস্ত্র যাহারা অধ্যয়ন করে বা যাহারা এই সকল শাস্ত্রতত্বার্থবিৎ, তাহারাই তার্কিক।
[তর্ক দেখ।]

তার্ক্ষ (পুং) তৃক্ষ এব অণ্। ১ কশ্যপ ঋষি। ২ বিনতা গর্ভজাত কশ্যপের পুত্র গরুড়।

তার্ক্ষজ (ক্লী) রসাঞ্জন।
"মধুনা তার্ক্ষজং বাপি কাসীসং বা সসৈন্ধবং।" (সুশ্রুত উ° ১২ অঃ)

তার্ক্ষী (স্ত্রী) তার্ক্ষ-গৌর° ঙীষ্। পাতালগরুড়লতা।

তার্ক্ষাক (পুং স্ত্রী) তৃক্ষাকস্য অপত্যং তৃক্ষাক-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২।) তৃক্ষাকের অপত্য।

তার্ক্ষ্য (পুং) তার্ক্ষস্য অপত্যং তার্ক্ষ-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ১ তৃক্ষমুনির গোত্রাপত্য। ২ গরুড়াগ্রজ অরুণ। ৩ গরুড়।
"স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ" (ঋক্ ১।৮৯।৬) 'তার্ক্ষ্যস্তৃক্ষস্য পুত্রো গরুত্মান্।' (সায়ণ)
"তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ সেনানী গ্রামণ্যৌ।" (শুক্লযজু° ১৫।১৮)
'তীক্ষ্ণে হস্তরীক্ষে ক্ষিপতিপক্ষৌ তার্ক্ষ্যঃ'। (বেদদীপ) ৪ অশ্ব।

কবিত্বাং লভতে শুদ্ধামনর্গলবিজৃম্ভিনীং।
পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ।
রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিবাদে ব্যবহারকে।
সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি বৃহস্পতিরিবাপরঃ।" (তন্ত্রসার)

৫ সর্প। ৬ শাল বৃক্ষ। ৭ স্বর্ণ। ৮ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ। ৯ স্যন্দন। ১০ পর্ব্বতভেদ। ১১ বিহগমাত্র। ১২ ক্ষত্রিয়বিশেষ।
"অম্বষ্ঠা কৌকুরাস্তার্ক্ষ্যা বস্ত্রপাঃ পহ্লবৈঃ সহ। (ভারত ১৩। ১৭।১৫।) ১৩ মহাদেব। "গন্ধর্ব্বোঽহদিতিস্তার্ক্ষ্যঃ সুবিজ্ঞেয়ঃ সুশারদঃ।" (ভারত ১৩।১৭।৯৭) (ক্লী) ১৪ রসাঞ্জন।

তার্ক্ষ্যজ (ক্লী) তার্ক্ষ্যে পর্ব্বতে জায়তে জন-ড। রসাঞ্জন।

তার্ক্ষ্যকেতন (পুং) তার্ক্ষ্যঃ কেতনঃ যস্য বহুব্রী। গরুড়ধ্বজ, বিষ্ণু।

তার্ক্ষ্যধ্বজ (পুং) তার্ক্ষ্যো ধ্বজোঽস্য বহুব্রী। গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু।

তার্ক্ষ্যনায়ক (পুং) তার্ক্ষ্যাণাং সর্পাণাং নায়কঃ প্রাপকঃ ৬তৎ। গরুড়, গরুড় নিজ মাতার দাসত্বকালে সর্পদিগকে বহন করিয়াছিলেন।

তার্ক্ষ্যনাশক (পুং) তার্ক্ষ্যাণাং সর্পাণাং নাশকঃ ৬তৎ। সর্পনাশক গরুড়।

তার্ক্ষ্যপ্রসব (পুং) অশ্বকর্ণ বৃক্ষ। (রাজনি°)

তার্ক্ষ্যশৈল (ক্লী) রসাঞ্জন। (রাজনি°)

তার্ক্ষ্যসামন্ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যায়ন ১।৬।১৯।)

তার্ক্ষ্যায়ণ (পুং স্ত্রী) তৃক্ষস্য ঋষেরপত্যং যুবা গর্গাদিত্বাৎ যঞ্ যূনি ফক্। তৃক্ষ ঋষির যুবা অপত্য।

তার্ক্ষ্যায়ণী (স্ত্রী) তৃক্ষস্য গোত্রাপত্যং স্ত্রী তৃক্ষলোহিতাদিত্বাৎ ষ্ফ। তৃক্ষ ঋষির অপত্য স্ত্রী।

তার্ক্ষী (স্ত্রী) বনলতাবিশেষ। (শব্দর°)

তার্ণ (ত্রি) তৃণস্য ইদং শিবাদিত্বাৎ অণ্। ১ তৃণসম্বন্ধী। ২ তৃণজন্য বহ্নি। তৃণাৎ তদ্বিক্রয়াৎ স্থানাদাগতঃ শুণ্ডিকাদি°-অণ্। ৩ তৃণবিক্রয়রূপ অর্থ স্থানজাত কর।

তার্ণক (ত্রি) তৃণানি সন্ত্যস্মিন্ ছণ্ কুক্ চ তীর্ণকায়াস্তস্মিন্ ভবঃ বিল্বকাদিত্বাৎ ছ মাত্রস্য লুক্। তৃণযুক্ত দেশভেদ।

তার্ণকর্ণ (পুং স্ত্রী) তৃণকর্ণস্য ঋষেরপত্যং শিবাদিত্বাৎ অণ্। তৃণকর্ণ ঋষির অপত্য।

তার্ণবিন্দবীয় (ত্রি) তৃণবিন্দুঃ দেবতা অস্য তৃণবিন্দু-ছ (ছ চ। পা ৪।২।২৮) তৃণবিন্দুর উদ্দেশে দেয়।

তার্ণায়ন (পুং স্ত্রী) তৃণস্য ঋষের্গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্। তৃণনামক ঋষির গোত্রাপত্য।

তার্তীয় (ত্রি) তৃতীয় এব স্বার্থে অণ্। তৃতীয় পাদন্যাস।
"ক্রমতো গাং পদৈকেন দ্বিতীয়েন দিবং বিভোঃ।
খঞ্চ কায়েন মহতা তার্তীয়স্য কুতো গতিঃ॥" (ভাগ° ৮।১৯।৩৪)
'তার্তীয়স্য তৃতীয়পাদন্যাসস্য'। (শ্রীধরস্বামী)

তার্তীয়সবন (ত্রি) তৃতীয়সবন সম্বন্ধীয়।

তার্তীয়াহ্নিক (ত্রি) তৃতীয় দিন সম্বন্ধীয়।

তার্তীয়ীক (ত্রি) তৃতীয় এব স্বার্থে ঈকক্। তৃতীয়।

তার্ত্তীয়িকং পুরারেস্তদবতু মদনপ্লোষণঃ লোচনং বঃ।"
(মালতীমা°)

তাপ্য (ক্লী) তৃপ-ণ্যৎ। তৃপানামক লতাজাত বস্ত্রভেদ। (সায়ণ)

তার্য্য (ত্রি) তর কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ তরণীয়। তরে তরণে দেয়ং য্যঞ্। ২ তরণার্থ দেয় শুল্ক, তরপণ্য, পারানি কড়ি।

তার্ষ্ট্যাধ (পুং) বৃক্ষভেদ।

তাল (পুং) তলএব-অণ্। ১ করতল। তাড্যতে তড়-কর্ম্মণি অচ্ ড়স্য ল। (ক্লী) ২ হরিতাল। ৩ তালীশপত্র। ৪ দুর্গা-সিংহাসন। তলত্যত্র তল-ঘঞ্। ৫ বৃক্ষবিশেষ, তালগাছ, পর্য্যায়—তালদ্রুম, পত্রী, দীর্ঘস্কন্ধ, ধ্বজদ্রুম, তৃণরাজ, মধুরস, মদাঢ্য, দীর্ঘপাদপ, চিরায়ুঃ, তরুরাজ, দীর্ঘপত্র, গুচ্ছপত্র, আসবদ্রু, লেখ্যপত্র, মহোন্নত। (রাজনি° ভাবপ্র°)

ভারতের নানস্থানে, সিংহল, ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ ও পারস্যোপসাগরের দুইধারে তাল গাছ জন্মে। বাঙ্গালায় পুষ্করণীর পাড়েই এই গাছ অধিক দেখা যায়। এক একটা ৭০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়, কিন্তু গুড়ি ৫২ ফিটের অধিক প্রায় মোটা হয় না।

তালবিলাস্ নামক তামিল গ্রন্থে এই তালগাছের ৮০১ প্রকার গুণের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক তালের সর্ব্বাংশই এক রকম না এক রকমে লাগান যাইতে পারে।

পুরাতন তালই অধিক ব্যবহার্য্য। গাছ বয়সে যত বৃদ্ধ হইতে থাকে, ততই কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসে। ততই তাহার পেটী উত্তম বলিয়া গণ্য।

ইহার পেটীতে বরগা, বাতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সিংহলের জাফনার তালকাঠ বিশেষ খ্যাত ছিল। ইহাতে নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইবার জন্য পূর্ব্বকালে নানা দেশে রপ্তানী হইত। ডাক্তার ওয়াইট্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ভাল তালকাঠ শালকাঠ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

তালগাছের আটা হইতে কৃষ্ণোজ্জ্বলবর্ণের গঁদ হয়। পত্রগুচ্ছের আঁশ বা তন্তুতে বেশ সক্ত দড়ি প্রস্তুত হয়। এক এক গাছা তন্তু ২ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহাতে মৎস্যজীবিগণ একপ্রকার সুন্দর জাল প্রস্তুত করে।

পাতায় পাখা, চুবড়ী, পেটিকা প্রস্তুত হয় ও দাক্ষিণাত্যে অনেক স্থলে কাগজের পরিবর্ত্তে লেখাপড়ার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অতি সহজে দেশালাইএর বাক্স তৈয়ারি হইতে পারে, তাহাতে খরচাও বড় কম পড়ে। কোন কোন স্থানে তালপাতায় ঘর ছাওয়া হয়।

তালগাছের রস হইতে প্রধানতঃ সির্কা, তাড়ি ও মদ্য প্রস্তুত হয়।

তালের রস প্রধানতঃ তেজস্কর, শ্লেষ্মানাশক ও টাট্কা অবস্থায় অতিশয় মধুর। যদি প্রত্যহ প্রাতে রীতিমত পান করা যায়, তাহা হইলে মৃদু বিরেচনের কার্য্য করে। প্রদাহিক রোগ ও শোথেও বিশেষ উপকারী।

শুষ্ক তালগুচ্ছ বুকজ্বালায় অম্লনাশক। তালের ফেনাযুক্ত রসকে তাড়ি বলে। [তাড়ি দেখ।]

তাড়ির পুলটিস্ পচা ক্ষত, নালী ও কঠিন ব্রণরোগে উপকারী। টাট্কা তালের রস ময়দায় মিশাইয়া অল্প অগ্নির উত্তাপে ধরিলেই গাঁজা উঠিতে থাকে, তখনই পুল্টিস হইল। পাকা তালের মজ্জা চর্ম্মরোগে উপকারী। শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলে সিংহলের চিকিৎসকেরা রক্তবন্ধ করিবার জন্য তাল আঁটির রোঁয়া ক্ষতস্থানের উপর চাপড়াইয়া দেন।

যে রসে সবে মাত্র গেঁজা উঠিয়াছে, তাহা খাইলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ কতকটা ভাল থাকে; ইহা শোথেও উপকারী। তালশাঁসের জলে বমন ও বমনোদ্রেক নিবারিত হয়।

তালের টাট্কা রসে উত্তম গুড় ও চিনি হয়। [চিনি দেখ।] তাড়ি চোঁয়াইয়া লইলে ভাল আরক বা সুরা হয়। [মদ্য দেখ।]

চৈত্রের প্রথমে তালগাছে ফুল ধরে এবং বৈশাখে ফল হয়; ভাদ্রমাসে তাহা বেশ পাকিয়া উঠে। এক একটী ফলে প্রায় ৩টী করিয়া আঁটি থাকে, তবে আয়তনে ছোট হইলে প্রায় দুটী দেখা যায়। অপক্ক অবস্থায় তালগুচ্ছ ছাড়াইয়া যে কোয়া পাওয়া যায়, তাহাকেই আমরা তালশাঁস বলি। অপক্ক অবস্থায় উহার মধ্যে জল থাকে। যতই পাকিতে থাকে, তত জল চাপ বাধিয়া শাঁসের সহিত কঠিনাকার ধারণ করে। শেষে সেই আঁটির মধ্যে ফোপর হয়। তাহা খাইতে মিষ্ট, মুখপ্রিয় ও গুণ অনেকটা নারিকেলের ফোঁপরের মত।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তালকাঠে নানা প্রকার গৃহসামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। সেইরূপ রসও আহারাদি ভিন্ন আরও অনেক কাজে লাগে। তন্মধ্যে একটী উল্লেখ করিব। ডিম্বের লালায় তালের রস ঢালিয়া শঙ্খ বা শুক্তির চুণ মিশাইয়া মসলা করিয়া মেজের উপর লেপন করিলে উৎকৃষ্ট পালিস্ হয়, তাহা দেখিতে ঠিক মর্ম্মর পাথরের মত হইয়া থাকে।

তালের অসংখ্য গুণ দেখিয়া হিন্দুগণ ইহাকে পবিত্র বৃক্ষ মধ্যে গণ্য করেন। কেহ কেহ ইহাকেই কল্পদ্রুম মনে করিয়া থাকেন।

পশ্চিমদেশে এই বৃক্ষকে তার বা তাড়বৃক্ষ কহে। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—মধুর, শীতল, পিত্ত, দাহ ও শ্রমনাশক। ইহার রসের গুণ—কফ, পিত্ত, দাহ ও শোথনাশক এবং

মত্ততাকারক। ফলের গুণ—পাকাতাল দুর্জর, মূত্র, তন্দ্রা, অভিষ্যন্দ, শুক্র, পিত্ত, রক্ত ও কফবৃদ্ধিকর। (ভাবপ্র°) বাত, কৃমি, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তনাশক, বৃংহণ, বৃষ্য ও স্বাদু। (রাজব°)

তালশাঁসের গুণ—মূত্রকর, মিষ্ট, বাতপিত্তনাশক ও গুরু। তালের অস্থিমজ্জার গুণ মধুর, মূত্রল, শীতল, গুরু। তাল-জলের গুণ—পিত্তনাশক, শুক্র ও স্তন্যবৃদ্ধিকর এবং গুরু। তালজাত নূতনতোয়গুণ অর্থাৎ নূতন তাড়ীর গুণ—মদকর, কফ, পিত্ত, দাহ ও শোথনাশক, ইহা অম্ল হইলে বাতনাশক ও পিত্তবৃদ্ধিকর। তালের মাতির গুণ—স্বাদু, তিক্ত, কষায়, মূত্র-রোগনাশক, বল, প্রাণ ও শুক্রবৃদ্ধিকর। তালের তরুণ মজ্জার গুণ সারক, লঘু, শ্লেষ্মল, বাত ও পিত্তনাশক। তালপ্রলম্বের অর্থাৎ তালজটার গুণ—রুক্ষ ও ক্ষতরোগনাশক। (রাজবল্লভ)

৬ গীতকাল ক্রিয়ামান। এই স্বর এই কাল পর্য্যন্ত গেয়, এই কাল পর্য্যন্ত বিলম্বিত, এই কাল পর্য্যন্ত দ্রুত ইত্যাদি বিষয় হস্তাঙ্গুলির আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি দ্বারা গীত ও নৃত্যবিষয়ক কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণই তাল, গীত ও বাদ্যবিষয়ে কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণবিশেষই তাল, ক্রিয়া দ্বারা অখণ্ডদণ্ডায়মান-কালের ছন্দোনুযায়িক পরিমাণ বিশেষের নামও তাল।

মহাদেব ও পার্ব্বতীর নৃত্যে তাল উৎপন্ন হয়; মহাদেবের নৃত্য তাণ্ডব, পার্ব্বতীর নৃত্যের নাম লাস্য, তাণ্ডব শব্দের তা, ও লাস্য শব্দের ল এই দুই বর্ণ মিলিত হইয়া তাল এই শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।*

গীত, বাদ্য ও নৃত্য তালে প্রতিষ্ঠিত। ইহা মার্গ ও দেশী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মার্গতালের মধ্যে ১ চচ্চৎপুট, ২ চাচপুট, ৩ ষট্‌পিতাপুত্রক, ৪ উৎঘট্টক, ৫ সন্নিপাত, ৬ কঙ্কণ, ৭ কোকিলারব, ৮ রাজকোলাহল, ৯ রঙ্গবিদ্যাধর, ১০ শচী-প্রিয়, ১৪ পার্ব্বতীলোচন, ১২ রাজচূড়ামণি, ১৩ জয়শ্রী, ১৪ বাদকাকুল, ১৫ কন্দর্প, ১৬ নলকুবর, ১৭ দর্পণ, ১৮ রতি-লীন, ১৯ মোক্ষপতি, ২০ শ্রীরঙ্গ, ২১ সিংহবিক্রম, ২২ দীপক, ২৩ মল্লিকামোদ, ২৪ গজলীল, ২৫ চর্চ্চরী, ২৬ কুহক, ২৭ বিজয়ানন্দ, ২৮ বীরবিক্রম, ২৯ টেঙ্গিক, ৩০ রঙ্গাভরণ ৩১ শ্রীকীর্ত্তি, ৩২ বনমালী, ৩৩ চতুর্ম্মুখ, ৩৪ সিংহনন্দন, ৩৫ নন্দীশ, ৩৬ চন্দ্রবিম্ব, ৩৭ দ্বিতীয়ক, ৩৮ জয়মঙ্গল, ৩৯ গন্ধর্ব্ব, ৪০ মকরন্দ, ৪১ ত্রিভঙ্গি, ৪২ রতিতাল, ৪৩ বসন্ত, ৪৪ জগ-ঝম্প, ৪৫ গারুণি, ৪৬ কবিশেখর, ৪৭ ঘোষ, ৪৮ হরবল্লভ, ৪৯ ভৈরব, ৫৯ গতপ্রত্যাগত, ৫১ মল্লতালী, ৫২ ভৈরবমস্তক, ৫৩ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫৪ ক্রীড়া, ৫৫ নিঃসারু, ৫৬ মুক্তাবলী, ৫৭ রঙ্গরাজ, ৫৮ ভরতানন্দ, ৫৯ আদিতালক, ৬০ সম্পর্কেষ্টাক, এই ৬০টী তাল ভরতের অভিমত, আদি তাল প্রভৃতি ১২০টী তাল দেশী শ্রেণীভুক্ত, ভিন্ন ভিন্ন মতে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তালের নাম এবং সংখ্যার বিভিন্নতাও দৃষ্ট হয়। ঐ সমুদয় তালের অধিকাংশ এখন আর ব্যবহৃত হয় না, কতকগুলির নাম মাত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহাতে মাত্রাদির নিয়মে কিছুমাত্রও ঐক্য নাই। সেই সমুদায়ের নাম ও মাত্রা বিবরণ অকারাদিক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

[হ্রস্বমাত্রার চিহ্ন (।), দীর্ঘমাত্রার চিহ্ন (॥), প্লুত চিহ্ন (৷৷৷), দ্রুত চিহ্ন (˘), অনুদ্রুত চিহ্ন (×), বিরাম চিহ্ন (,) বিভিন্নতাস্থলে ১।২ ইত্যাদি চিহ্ন দেওয়া গেল।]

অক্রতালী—১। (˘ । ।)—২। (˘ ˘ । ।)

অনঙ্গতাল—১। (। ॥ । । । ॥)—২। (। ˘ । । ॥)

অন্তরক্রীড়া—(˘ ˘ ˘)

অভঙ্গ—১। (॥ ৷৷৷) ২। (। । । ॥)

অভিনন্দ—(। । ˘ ˘ ॥)

।—(˘ । ˘ । ˘ ˘ ˘ । ˘ ।)

অষ্টতালী—(× × ˘ ।)

অসম (কঙ্কাল)—(। ॥ ॥)

আড়খেমটা—ইহা এখন প্রচলিত, ইহাতে ১২ মাত্রা আছে। কাহার কাহারও মতে, সার্দ্ধ ত্রয়োদশ মাত্রার তাল, তিনটী তাল ও একটী ফাঁক।

ঠেকা—

+ ।	।	।	১ ।	।
ধাগে	ত্রেকেটে	ধেনে	ধাগে	ধাগে
।	০ ।	।	।	১ ।
তেনে	তাকে	ত্রেকেটে	ধেনে	ধাগে
।	।			
ধাগে	ধেনে ঃঃ			

আড়া চৌতাল—ইহা এখন প্রচলিত, ইহা ৭ মাত্রার তাল; চারিটী তাল ও তিনটী ফাঁক।

ঠেকা—

+ ।	১ ।	০ ।	১ ।	০ ।
ধাগে	ধাধা	দিন্তা	কত্তি	নাধা
১ ।	০ ।			
ত্রেকেট্ ধা	দিন্তা ঃঃ			

* “কালস্ত এক দ্বি ত্রিমাত্রাদ্যুচ্চারণনিয়মিতস্ত ক্রিয়ায়াঃ পরিস্পন্দা-ত্মিকায়াঃ পরিচ্ছেদহেতুস্তালঃ।” (মধুসূদন)

‘কালেন নর্ত্তনগনবাদনক্রিয়াণাং মানং তাল ইত্যস্তে।”

(অমরটীকায়াং ভরত)

‘হরনৃত্যস্ত তাণ্ডবং গৌর্য্যা নৃত্যস্ত লাস্যং ইতি সংজ্ঞা পুরুষনৃত্যস্ত তাণ্ডবং গৌর্য্যানৃত্যস্ত লাস্যং ইতি নিয়মাৎ। তাণ্ডবস্যাদ্যাক্ষরেণ লাস্যস্য আদ্যাক্ষরেণ চ মিলিত্বা তাল ইতি সংজ্ঞা জাতা।’

ইহার অপর নাম ছোট চৌতাল।

আড়াঠেকা—এই তাল প্রচলিত, ইহা ৯ মাত্রার তাল, তিনটী তাল ও একটী ফাঁক।

ঠেকা—

+। ।+ ১। ০'। ।+
ধিধি তাধি ধিধা তিতি তাধি
। +
ধি ধা ::।

আদিতাল (।)

ইহাতে একটী লঘুতাল থাকে।

ইড়াবান্—(ˇ ।ˇ ˇ ।)

উৎসব—(। ॥।)

উদীক্ষণ—(। । ॥)

উদ্‌ঘট্ট—(॥ ॥ ॥)

উদ্দণ্ড—১। (ˇ ˇ ।)—২। (ˇ, ।)

একতালী বা একতালিকা—

১। রামা (ˇ) ২। চন্দ্রিকা (।, ॥) ৩। প্রসিদ্ধা (। ˇ ।)—৪। বিপুলা—(× ˇ, ।)—৫। (ˇ।) ৬। × ˇ ˇ ˇ।)—৭। (ˇ॥) ৮।

প্রচলিত একতালে ৬টী দীর্ঘ মাত্রা দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বাদশ মাত্রার তাল, কেহ কেহ ইহাকে তিনটী কেহ কেহ বা ৪টী পদে বিভক্ত করেন। যাহারা তিনপদে বিভক্ত করেন, তাহারা বলেন ইহার ফাঁক নাই; যাহারা চারিপদে বিভক্ত করেন, তাহারা বলেন ফাঁক আছে।

+। । । । । ১। ।
(১) ধিন্ ধিন্ ধা ধা, তিন্ তা
। । ১। । । ।
কৎ তে, ধাগে নাগে ধিন ধা ::

+। । । ১। । ।
(২) ধিন্ ধিন্ ধা ধা, থুন্ না,
০। । । ১ । । ।
কৎ তে ধাগে ত্রেকেটে ধিন্ ধা ::

কেহ ইহাতে বারমাত্রার পরিবর্ত্তে ছয়মাত্রা আছে বলেন, সে একই কথা।

কঙ্কণ—(॥ ॥। । ॥। ।)

কঙ্কাল—১। পূর্ণ (ˇˇˇˇ॥) মতান্তরে—(ˇˇˇˇ।॥)—২। খণ্ড (ˇˇ॥॥) মতান্তরে (ˇˇ॥)—৩ সম (॥ ॥।)—৪। অসম (। ॥ ॥)

কন্দতাল—১। (॥ । ॥ ˇ ˇ ॥ ॥)—২। (।ˇˇ)

কন্দর্প—১। (ˇ ˇ ॥। ॥ ।)—২। (।ˇˇ ॥ ॥)

কন্দুক—১। (। । । । ॥)—২। (ˇ ˇ,)

করণ—(॥)

করণযতি—(ˇˇˇˇ)

কলধ্বনি—(। । ॥। ॥।)

কল্যাণ—(+++)

কাওয়ালী, এই তাল এখন প্রচলিত, কাবালীনামপ্রসিদ্ধ। কাবালশ্রেণীভুক্ত গায়কেরা প্রায় এই তাল ব্যবহার করেন বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। ইহা ত্রিতালী ও দ্রুতত্রিতালী নামেও পরিচিত। দ্রুতত্রিতালী (জলদ তেতালা), শ্লথত্রিতালী (ঢিমাতেতালা), মধ্যমান ও আড়াঠেকা এই কয়টীই একজাতীয়, কেবল দ্রুতবিলম্বিত বা আড় করিয়া বাজাইলে একই বোলে এই সমুদয় বাদ্য সাধিত হইতে পারে। মধ্যমানকে দ্বিগুণ দ্রুত করিলে কাওয়ালী, মধ্যমান হইতে দ্রুত কাওয়ালী হইতে বিলম্বিত হইলে জলদ তেতালা ও মধ্যমান বিলম্বিত হইলে ঢিমাতেতালা হইতে পারে। আড়াঠেকার বোল মধ্যমানকে কিঞ্চিৎ আড় বাজাইলেই হইতে পারে, ইহার তাল চারিমাত্রা একটী ফাঁক্ ঠেকা—

১+ । ।১ ।
(১) ধা ধিন্ দিন্ তা, তেৎ ধাগে ত্রেকেটে দিন্,
।০ । ।১ ।
তা ধিন্ তিন্ তা, কৎ তাগে ত্রেকেটে দিন্ ::

।+ । ১।
(২) ধা ধিন্ ধিন্ ধা, তা ধিন্ ধিন্ তা,
।০ । ।১ ।
তা তিন্ তিন্ তা না ধিন্ ধিন্ তা ::

।+ ।১
(৩) ধা ধিন্·ধা, না ধিন্ ধা,
।০ ।১
তি তিন্ তা, না ধিন্ ধা ::

তৃতীয় প্রকার ঠেকা দ্রুত বাজাইবার সময় এবং সেতার সঙ্গতে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

কাশ্মীরখেমটা—এখন প্রচলিত আছে।

+ˇ
ধিক্· না ধা তিতা ::

কাহারবা—এই তাল এখন প্রচলিত, ইহাতে দুইটী তাল ও পাঁচটী মাত্রা আছে

+। ।ˇ ১। ।ˇ
ধিধি কৎ নাক্ দিন ::

কীর্ত্তিতাল—১। (। ॥। ॥ । ॥।)—২। (।॥ ॥ ।॥)

কুড়ুক্ক—(ˇˇ। ।)

কুণ্ডনাচি (ˇ॥, ˇ॥, ˇˇˇˇ॥, ˇ)

কুণ্ডল ১। (ˇˇ। ।)—২। (ˇ। । । । ।ˇ॥ˇ।)

কুবিন্দক (।ˇˇ ॥ ॥।)

কুমুদ ১। (।ˇˇ।॥)—২। (।ˇˇˇˇ॥)

কুম্ভতাল (ˇˇˇˇˇ ×ˇ, ।ˇ ×ˇ, ॥)

কোকিলপ্রিয় (॥ । ॥)

ক্রীড়াতাল (˘˘,)

খণ্ড (কঙ্কাল)—১। (˘˘ ॥ ॥)—২। (˘˘ ॥)

খণ্ডতাল (˘˘ ॥ + ˘)

খয়রা—অধুনা চলিত। কেহ কেহ ইহাকে খরতা বলেন

+। । । ১ । ।
ধাক্ ধিধা ধিধি ধাক্ তিৎ : :

খাম্‌সা—এই তাল এখন প্রচলিত।

+
। । । । । । । ।
ধা কেটে নাক দিৎ থুনা কেটে তাক থুন্না : : ।

খেম্‌টা—অধুনা প্রচলিত, ইহার ৬ মাত্রা, কাহারও মতে চারিমাত্রা।

+ • ১ • ˘ ১ •
। । । ।
(১) ধাটে ধে, নাতে নে, তাটে ধে, না ধেনে : :

+ ১ ১
। । । ।
(২) ধাগেধি নাতিন্ নাক্‌ধি নাতিন্ : :

গজ—(। । । ।)

গজধম্প—(॥ ˘ ˘ ˘ ,)

গজলীল—(। । । । ,)

গারুগি—(˘ ˘ ˘ ˘ ,)

গার্গ—(˘ ˘ ˘ ˘ ,)

গৌরী—(। । । । ।)

ঘটকর্কট—(॥ ॥ ॥ । ॥ ॥ ॥ । । ॥ ˘ ˘˘ ॥ । । ॥ ॥ । । । ॥ ˘ ˘ ˘ ˘ । , । , । , । ,)

চচ্চৎপুট—(॥ ॥ । ॥ ।)

চচ্চরী—১। (˘ ˘ , । ˘˘ , । ˘˘ , । ˘ ˘ , । ˘˘ , ।)—২।) ˘ ˘ , ˘ ˘ , ˘ , ˘ , ˘ ˘ , ˘ , ˘ ˘ , ˘ ˘ , ˘ , ˘ ˘ , ˘ ,)

চণ্ডতাল—(˘ ˘ ˘ ˘ । ।)

চতুরস্র—(॥ । ˘ ˘ ॥)

চতুর্থতাল—(। । ˘)

চতুর্মুখ—(। ॥ । ॥)

চতুস্তাল—অধুনা প্রচলিত চৌতাল ১। (॥ ˘˘ ˘) —২। (˘˘ ।)

চন্দ্রকলা—১। (। । । ,)—২। (॥ ॥ । ॥ । ॥ ॥ । ।)

চন্দ্রক্রীড় (˘˘ + ।)

চন্দ্রতাল (। । । ॥ ॥ ॥ ॥ ˘ ˘ ˘ । ˘ । ˘ ˘ ,),

চন্দ্রিকা (একতালী) (। , ॥)

চাচপুট (॥ । । ॥)

চিত্রতাল (। ˘)

চৌতাল—এখন প্রচলিত ৬টী দীর্ঘমাত্রার তাল, তন্মধ্যে ১।৩।৫।৬ এই চারিটী পদে আঘাত এবং ২।৪ পদে ফাঁক। চৌতালের পদ দুই মাত্রা বিশিষ্ট। ইহাতে চারিটী আঘাত বলিয়াই চৌতাল। যথা—

।+ । ।• । ।১ । ।•
(১) ধা ধা দিন্তা কৎ তেটে, তেটে তা

।১ । ।১ ।
তেটে কতা গেদি ঘিনা : :

।+ । ।• । ।১ । ।• ।
(২) ধা গে, দিন্ তা কৎ তাগে দিন তা,

।১ । ।১ ।
তেটে কতা গেদি ঘিনি : :

ছোট চৌতাল—অধুনা এই তাল প্রচলিত ; ইহা ৭ মাত্রার তাল। চারিটী তাল ও তিনটী ফাঁক। ইহাকে আড়া-চৌতাল কহে।

জগঝম্প—(। ॥ ˘)

জগণমঞ্চ—(। ॥ ।)

জনক—১। (। । । । ॥ ॥ ॥ । ॥ ॥)—২। (। ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥)

জয়তাল।—১। (। ॥ । । । ˘˘ ॥ ।)—২। (। ॥ ।)—৩ (। ॥ । । । ˘ ˘ ˘ । । ।)

জয়মঙ্গল—১। (। । ॥ ॥ ॥)—২। (॥ ॥ ॥ ॥)

জয়শ্রী—১। (। ॥ । । ॥)—২। (॥ । ॥ । ॥)

জলদ তেতালা—অধুনা প্রচলিত, ইহাই দ্রুতত্রিতালী নামে খ্যাত, কাহার কাহারও মতে ইহা কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত। [কাওয়ালী দেখ।]

ঝম্পতাল ১। (˘˘ , ।)—২। (˘˘ ,)—৩ (˘˘ , +)—৪। অধুনা প্রচলিত ঝাঁপতাল (॥ ॥ । , ॥ ॥ ,)

ইহা চারিটীপদ এবং দশমাত্রার তাল। বোল—

+ ১
। । । ।
ধা গে ধা গে দিন্

• ১
। । । ।
তা কে ধা কে দিন : :

টঙ্ক—(॥ । ॥ ˘ ˘ ˘ +)

ঠুংরি—অধুনা প্রচলিত, ইহা চারি হ্রস্বমাত্রার তাল। দুই তাল ও দুই ফাঁক। বোল—

+ • ১ •
। । । ।
(১) ধেধা, কিটি, নেধা, কিটি : :

(২) তাত্রাকি, থুন, ধা, থুন্না : :

(৩) ধাক্ ধিন ধেধা গেদিন্ : :

(৪) ধাগে ধিন্‌ধিন্ ধাগে ধিন্‌ধিন্ : :

ঢিমাতেতালা—অধুনা প্রচলিত, এই তাল ১৬টী দীর্ঘমাত্রার তাল, ইহার অপর নাম শ্লথত্রিতালী।

ঢেঙ্কিকা—(॥।॥)

তিওট—অধুনা প্রচলিত চারিটী পদযুক্ত তাল, তিনটী তাল ও একটী ফাঁক। প্রথম ও তৃতীয়পদে তিন মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপদে চারিমাত্রা। কখন কখন দুইটী সার্দ্ধ এবং চারিটী হ্রস্বমাত্রা ব্যবহৃত হয়। বোল—

+			১			
ধিন্	ধা	ত্রেকেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	ত্রেকেটে
•			১			
তিন্	তা	ত্রেকেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	ত্রেকেটে : :

তুরগলীল বা তুরঙ্গলীল—১। (ˇ ˇ, ˇ ˇ,)—২। (ˇˇ। ।।॥।)

তৃতীয়তাল—১। (ˇˇˇ,)—২। (ˇ।,)

তেওরা—এখন এই তাল প্রচলিত। ইহা তীব্র তাল, ইহার তিনটী পদ, এবং ৭ মাত্রা। প্রথম ও দ্বিতীয়পদ প্রত্যেক দুইমাত্রা, তৃতীয় পদ তিন মাত্রাবিশিষ্ট।

বোল—

+			১		১	
ধা	ঘিনি	নাক্	ধাগে	নাগে	ঘিনি	নাক্ : :

তোম্বুলী—(।।,)

ত্রিপুট—(ˇ ˇ।)

ত্রিভঙ্গি—১। (।। ॥॥)—২। (॥।।॥)

ত্রিভিন্ন—১। (।॥॥।)—২। (।॥ˇ)

ত্র্যস্র—(।।ˇˇ।।)

দর্পণ—(ˇ ˇ॥)

দীপক—১। (ˇ।॥ˇ।॥)—২। (ˇ ˇ।।॥॥)

দুর্ব্বল—(ˇ ˇ।।)

দোবাহার—এই তাল অধুনা প্রচলিত, ইহা দ্বাদশমাত্রার তাল। ইহার তিনটী ফাঁক এবং সম্ দ্বিমাত্রা কালস্থায়ী।

+	•	১	১
ধা	ধিন্নাক্	তেরে কেটে	গেদে ঘিনি
১	•	১	১
ঘিটিতাক্	ধিনতাক্	ধুমাকিটি	থুন্ থুন্
	১		১
নাকদিৎ	ধাধা	ঘিটিতাক	: :

দ্রুতত্রিতালী—অধুনা প্রচলিত ৮টী দীর্ঘমাত্রার তাল, কেহ কেহ ইহাকে কাওয়ালী কহেন। আর কেহ কেহ বলেন, ইহা কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত।

[কাওয়ালীর বিবরণ দেখ।]

দ্বন্দ্ব—(।।॥॥ ।।॥)

দ্বিতীয়—(ˇ ˇ॥)

ধত্তা—(।।ˇ ˇ।॥)

ধামার—এই তাল অধুনা প্রচলিত, (।।ˇ,।।ˇ,।।,)

নন্দন।—১। (।ˇˇ॥।)—২ (।।ˇˇ॥।)

নন্দিবর্দ্ধন—(॥।।॥।)

নান্দী—১। (।ˇˇ।।॥॥)—২। (।ˇ।॥)

নিঃশঙ্ক—(।॥॥।॥॥।)

নিঃশঙ্কলীল—(॥ ॥ ॥ ॥ ।)

নিঃসারুক—১। (॥,)—২। ˋ ,।)

নৃপ—(। ˇ ˇ।)

পঞ্চতালী—(ˇ।)

পঞ্চম—(ˇ ˇ)

পঞ্চম সওয়ারী অধুনা প্রচলিত।

(।ˇ, ।ˇ, ।।, ।।, ।।, ।।, ।।, ।।,)

পঞ্চাঘাত—(॥ ॥ ।, । ॥,)

পঠতাল—অধুনা প্রচলিত দুইমাত্রার তাল।

পরিক্রম—(ˇ ˇ॥॥)

পার্ব্বতীনেত্র—(।।ˇˇ।।।॥॥।॥।।)

পার্ব্বতীলোচন—(॥॥।॥॥॥ˇ ˇ)

পূর্ণ (কঙ্কাল)—১। (ˇ ˇ ˇˇ॥।)—২। (ˇˇˇˇ।॥)

পোস্তা—অধুনা প্রচলিত তাল (।ˇ,।। × ,)

প্রতাপশেখর—(॥।ˇˇ,)

প্রতিতাল—১। (।ˇˇ)—২ (।।ˇˇ)

প্রতিমঞ্চ—১। (।।॥)—২ (॥।।)—৩। (॥॥॥।।)

প্রত্যঙ্গ—(॥॥॥।।)

প্রসিদ্ধা—(একতালী) (।ˇ।)

ফোরদস্ত—এই তাল অধুনা প্রচলিত, ইহা ৭টী দীর্ঘমাত্রার তাল। [ফোরদস্ত দেখ।]

বঙ্গদীপক—(॥।।॥॥।)

বঙ্গাভরণ—(॥॥।।॥।)

বঙ্গোদ্যোত—(॥॥॥।॥।)

বনমালী—১। (ˇˇˇˇ।।ˇˇ॥)—২। (।ˇˇˇˇ॥)

বর্ণতাল—(॥।ˇˇ॥।)

বর্ণভিন্ন—(ˇˇ।॥)

বর্ণভীরু—(।।।।ˇ।)

বর্ণমঞ্জিকা—১। (॥ˇˇ।ˇˇ)—২ (।ˇ।ˇˇ)

বর্ণযতি—১। (।।ˇˇ)—২। (।।॥॥)

বর্ণলীল—(ˇˇ।॥)

বর্দ্ধন—(ˇˇ।॥)

বর্দ্ধমান—(ˇˇ।॥)

বসন্ত—১। (।।। ॥॥॥)—২। (॥॥॥)

বিজয়—১। (॥॥॥।)—২। (॥।॥)

বিজয়ানন্দ—(।।॥॥॥)

বিদ্যাধর—(॥ ॥)

বিন্দুমালী—(॥ˇˇˇˇ॥)

বিপুলা (একতালী)—(× ˇ,।)

বিলোকিত—(॥ˇˇ॥)

বিষম—(ˇˇˇˇ,ˇˇˇˇ,)

বীরপঞ্চ—অধুনা প্রচলিত তাল, ইহাতে ৮টী হ্রস্ব মাত্রা ব্যবহৃত হয়। [বীরপঞ্চ দেখ।]

বীরবিক্রম—(।ˇˇ॥)

ব্রহ্মতাল—১। (।ˇ।ˇˇ।ˇˇˇ।)—২। (।॥।।॥) ৩। (।ˇ।।ˇˇ।ˇˇˇ)—৪। অধুনা প্রচলিত চতুর্দ্দশ মাত্রার তাল। [ব্রহ্মতাল দেখ।]

ব্রহ্মযোগ—অধুনা প্রচলিত অষ্টাদশমাত্রার তাল। [ব্রহ্মযোগ দেখ।]

ভগ্নতাল—(ˇˇˇˇ।।।)

ভৃঙ্গতাল—(॥।।॥)

মকরন্দ—১। (ˇˇ।।।)—২। (ˇˇ)

মঞ্চ—১। (॥।।ˇ,ˇ,)—২। (।।।।॥।।)

মঞ্চক—১। (।।॥ ।।।।,)—২। (।।॥।।॥ ॥॥॥ˇ)

মঞ্জিকা—১। (॥ˇ॥)—২। (।।ˇ,ˇ)—৩। (।,॥ ॥।।)

মদনতাল—(ˇˇ॥)

মধ্যমান—অধুনা প্রচলিত ৮টী দীর্ঘমাত্রার তাল। [মধ্যমান দেখ।]

মলয়তাল—(॥।॥)

মল্লতাল—(।।।।ˇˇ)

মল্লিকামোদ—(।।ˇˇˇˇ)

মহাসন্নি—(ˇˇˇ।।ˇ।ˇ।ˇ।।।)

মিশ্রতাল—(ˇˇˇˇ, ˇˇˇˇ, ˇˇˇˇ, ॥॥ˇˇ॥।।॥)

মিশ্রবর্ণ—(ˇˇˇˇ,ˇˇˇˇ,ˇˇˇˇ, ॥॥ˇˇ।॥॥)

মুকুন্দ—১। (।ˇˇˇˇ॥)—২। (।ˇ।)—৩। (।ˇˇˇˇˇ)

মুদ্রিতমঞ্চ—(॥।।।।।।।)

মোক্ষপতি—(১৬ দীর্ঘ, ৩২ হ্রস্ব, এবং ৬৪ অর্দ্ধমাত্রা পর পর ন্যস্ত)

মোহনতাল—এইতাল অধুনা প্রচলিত, ইহা ১২ মাত্রার তাল। [মোহনতাল দেখ]।

যৎ—(।ˇ,।।,।ˇ,।।,)।—অধুনা প্রচলিত [যৎ দেখ।]

যতিতাল—(।ˇˇ।)

যতিলগ্ন—(ˇˇ।)

যতিশেখর—(ˇˇ।।ˇˇ।ˇ।ˇ)

রঙ্গতাল—(ˇˇˇˇ॥)

রঙ্গপ্রদীপক—(॥ ॥ । ॥ ॥।)

রঙ্গলীল—(।॥ˇˇ)

রঙ্গাভরণ—(॥॥॥।॥)

রতিতাল—(।॥)

রতিলীল—১। (।।॥॥)—২। (।।ˇˇˇˇˇˇˇˇ)

রাগবর্দ্ধন—(ˇˇ,ˇ॥)

রাজকোলাহল—(ˇ॥।॥।॥)

রাজচূড়ামণি—১। (ˇˇ।ˇ।॥)—২। (ˇˇ।।।ˇˇ।॥)

রাজঝঙ্কার—(॥।॥ˇˇ)

রাজতাল—(॥॥ˇˇ॥।।॥)

রাজনারায়ণ—(ˇˇ।॥।॥)

রাজমার্ত্তণ্ড—(॥।ˇ)

রাজমৃগাঙ্ক—(ˇ।॥)

রাজবিদ্যাধর—(।॥ˇˇ)

রাজশীর্ষক—(॥॥॥॥)

রামা—(একতালী)—(ˇ)

রায়বঙ্কোল—(॥।॥ˇˇ)

রাসক—(।)

রাসতাল—অধুনা এইতাল প্রচলিত, ইহা ১৩ মাত্রার তাল। [রাসতাল দেখ।]

রুদ্রতাল—অধুনা প্রচলিত ১৬ মাত্রার তাল। [রুদ্রতাল দেখ।]

রূপক—১। (।।)—২। এইতাল এখন প্রচলিত, ইহা ৭ মাত্রার তাল। [রূপক দেখ।]

লক্ষ্মীতাল—১। (ˇˇ।× ×ˇ,ˇˇ।× ×ˇ,ˇˇ,।× ।,)—২। (ˇˇ,॥॥)—৩। অধুনা প্রচলিত ১৮ মাত্রার তাল। [লক্ষ্মীতাল দেখ।]

লক্ষ্মীশ—(ˇˇ,।॥)

লঘু—(।।।।॥)

লঘুচচ্চরী—(˚˚। ×, ˚˚। ×, ˚˚। ×, ˚˚। ×, ˚˚ । ×, ˚˚। ×, ˚˚। ×)

লঘুশেখর—১। (।)—২ (।।,)

লয়তাল—(॥।॥।।॥॥˚˚˚,)

ললিত—(˚˚।॥)

ললিতপ্রিয়—(। । ॥ । ॥)

লীলাতাল—(˚।॥)

শম (কঙ্কাল)—(॥॥।)

শরভলীলক—১। (। ˚ ।)—২ (।।˚˚˚˚।।৩)—এই তাল অধুনা প্রচলিত। [শরভলীলক দেখ।]

শার্ঙ্গীদেব—(˚˚॥॥॥॥।)

শিবতাল—(।॥)

শ্রীকান্তি—(॥ ॥ । ।)

শ্রীকীর্ত্তি—(॥ ॥ । ।)

শ্রীনন্দন—(॥ । । ॥)

শ্রীরঙ্গ—১। (।। ॥ । ॥)—২। (।।॥।।।॥)

শ্লথত্রিতালী—অপর নাম ঢিমা তেতালা।

[ঢিমা-তেতালার বিবরণ দেখ।]

ষট্‌তাল—(˚˚˚˚˚˚)

ষট্‌পিতাপুত্রক—১। (॥ । ॥।।।।॥)—২। (॥ ॥ ॥ ॥ ॥)

সন্নিতাল—(˚˚˚।।˚˚)

সন্নিপাত—১। (॥)—২। (॥)

সম—১। (।˚˚,)—২। (।।, ˚˚˚)

সম্পর্কেষ্টীক—১। (॥॥॥॥)—২। (॥॥॥)

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ—(॥॥।।˚˚)

সারঙ্গ—(˚˚˚˚)

সারস—(।˚˚˚।।)

সিংহ—(।˚˚˚˚)

সিংহনন্দন—(॥।॥।॥˚˚॥।॥।॥॥।।।।।)

সিংহনাদ—(।॥˚˚॥)

সিংহবিক্রম—১। (॥।।।॥।॥)—২। (।।॥।॥।॥॥)

সিংহবিক্রীড়িত—১। (।।॥।॥।।॥॥।॥)—২। (।।॥।॥॥।॥॥॥।।)

সিংহলীল—(।˚˚˚)

সুরফাক্তা—(।।, ।, ।।,) এইতাল অধুনা প্রচলিত।

[সুরফাক্তা দেখ।]

হংস—(।।,)

হংসনাদ—(।॥˚˚॥)

হংসলীল—(।।,)

পূর্ব্বোক্ত তালের নামগুলির মধ্যে এখন যে সমুদয় চলিত আছে, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প, প্রসিদ্ধ তাল সমুদয়ের লক্ষণ স্ব স্ব নামে দ্রষ্টব্য। বোল সাধনপ্রণালী বোল-শব্দে দ্রষ্টব্য। (সঙ্গীতরত্না°)

তালক (ক্লী) তালমেব স্বার্থে কন্। ১ হরিতাল। পর্য্যায়—তাল, আল, মাল, শৌলুষ, পিঞ্জক, রোমহরণ, হরিতাল। তালক দুইপ্রকার পত্র-হরিতাল ও পিণ্ড-হরিতাল, তন্মধ্যে পত্র হরিতাল শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত, পিণ্ড-হরিতাল উহা হইতে অল্পগুণযুক্ত। পত্র-হরিতাল সুবর্ণবর্ণতুল্য, ভারবহুল, স্নিগ্ধ অভ্রের ন্যায় স্তর-সমন্বিত, শ্রেষ্ঠগুণদায়ক ও রসায়ন। পিণ্ডতাল পিণ্ডসদৃশ, স্তরহীন, স্বল্প, সত্ব ও অল্পগুণযুক্ত, লঘু এবং রজোনাশক।

শোধিততালক—কটুকষায় রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ পিত্ত ও কণ্ঠব্রণনাশক। অশোধিত অসম্যক্ মারিত তালক সেবন করিলে শরীরের লাবণ্য নষ্ট হয় এবং বহুবিধ সন্তাপ, আক্ষেপ, কফ, বায়ুবৃদ্ধি ও কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ)

অশুদ্ধ হরিতাল আয়ুনাশক, কফ বায়ু ও মেহকর। এই অশুদ্ধতালক তাপ, স্ফোট ও অঙ্গ সংকোচন করে, এই জন্য শোধন অত্যাবশ্যক।

তালকশোধন। কুষ্মাণ্ডের রসে চূর্ণের জলে ও তৈলে পাক করিয়া শোধন করিলে হরিতাল দোষহীন হয়।

খণ্ড খণ্ড হরিতাল ১০ ভাগের একভাগ সোহাগাতে মিশাইয়া জম্বীরলেবুর রসে ধুইয়া কাঞ্জিতে বার বার প্রক্ষালন করিয়া চারপুরু কাপড়ে বান্ধিয়া দোলাযন্ত্রে একদিন পাক করিবে। পরে কাঞ্জিতে কুষ্মাণ্ডের রসে ও শিমূলের কাথে এক এক দিন স্বেদ দিলে বিশুদ্ধ হয়।

প্রকারান্তর। °হরিতাল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া কাঞ্জিতে কুষ্মাণ্ডের রসে তৈলে ও ত্রিফলার কাথে এক প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিলে শোধন হয়।

বিশুদ্ধ হরিতাল চূণের জলে ও অপামার্গ মূলের ক্ষার জলে মাড়িয়া ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে যবক্ষারচূর্ণ দিয়া হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া শরা ঢাকা দিয়া কুষ্মাণ্ডে হাঁড়ি পূর্ণ করিবে। তাহার পর মুখ বন্ধ করিয়া চারি প্রহরকাল পাক করিবে। এই হরিতাল কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক।

শোধিত তালকের গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, কষায়রস, বিসর্প, কুষ্ঠ, মৃত্যু ও জরাহারক, দেহশোধক, কান্তি, বীর্য্য ও ওজঃবর্দ্ধক।

হরিতালমারণ। হরিতাল আমরুলের রসে, কাগজী

নেবুর রসে ও চূণের জলে দ্বাদশ প্রহর ভাবনা দিয়া ধুইয়া দ্বিগুণ শাল্মলীর ক্ষার মধ্যে রাখিয়া কবচীযন্ত্রে বালুকাদ্বারা উর্দ্ধদেশ পূর্ণ করিয়া ১২ প্রহর পাক করিয়া শীতল হইলে গুঁড়া করিবে। ইহা এক রতি মাত্রায় সেবনীয়। ইহাতে কুষ্ঠ, শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

তালমেব কায়তি কৈ-ক। ২ দ্বারকপাট, রোধনযন্ত্র, তালা, চাবি। ৩ তুরবিকা। স্বার্থে-ক। ৪ তালবৃক্ষ।

তালকট (পুং) দেশভেদ, কোন পুস্তকে ইহার নাম তালিকটও দেখা যায়। এই দেশ দক্ষিণে এবং ১২।১৩।১৪ নক্ষত্রে অবস্থিত। (বৃহৎসংহিতা ১৪।১১) [তালিকোট দেখ।]

তালকন্দ (ক্লী) তালস্যেব কন্দমস্য। তালমূলী।

"কসেরুকোবিদারঞ্চ তালকন্দং তথামিষং" (প্রায়ঃতত্ত্বধৃত বায়ুপুঃ) 'তালকন্দং তালমূলীতি প্রসিদ্ধং' (রঘুনন্দন)

তালকাভ (পুং) তালকস্য হরিতালস্য আভাইব আভাযস্য বহুব্রী। হরিদ্বর্ণ। (ত্রি) হরিদ্বর্ণযুক্ত।

তালকী (স্ত্রী) তালকস্য ইয়ং অণ্ ঙীপ্। তালজ মদ্যভেদ, তাড়ী। (ত্রিকাঃ)

তালকেতু (পুং) তালস্তালচিহ্নিতঃ কেতুরস্য। ভীষ্ম।

"তাসাং প্রমুখতো ভীষ্ম তালকেতু র্ব্যরোচত।" (ভারত উঃ ১৪৯ অঃ)

তালকেশ্বর (পুং) ঔষধ বিশেষ; প্রস্তুত প্রণালী—হরিতাল ২ মাষা, কুমড়ার রস, ত্রিফলার জল, তিল তৈল, ঘৃতকুমারীর রস ও কাঁজিতে ভাবনা দিবে। পরে গন্ধক ২ মাষা ও পারদ ১ মাষা, উভয়ে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলীর সহিত, উল্লিখিত হরিতাল ২ মাষা মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধে লেবুর রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে যথাক্রমে তিনদিন ভাবনা দিবে। পরে শুষ্ক ও চক্রাকার করিয়া হাঁড়ির মধ্যে পলাশের ক্ষারের ভিতর স্থাপন করিয়া ১২ প্রহর পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ২ রতি। ইহাতে কুষ্ঠ, বাত, রক্ত ও ব্রণরোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাঃ)

আর এক প্রকার—কিছু হরিতাল, চাকুন্দে পত্রের রসে ও শরপুঙ্খ পত্রের রসে পুনঃ পুনঃ মাড়িয়া ও শুষ্ক করিয়া পলাশ ক্ষারপূর্ণ স্থালীর মধ্যে রাখিয়া পুটপাক দিতে হইবে, যেন হরিতালের নিম্ন ও উপর উভয়দিকেই ঐ ক্ষার থাকে। অহোরাত্র পাক করিলে হরিতাল ভস্ম হইবে। যখন উহা শুক্লবর্ণ হইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূমোদ্গম হইবে না, তখন জানিবে, যে হরিতাল ভস্ম হইয়াছে। এইরূপে প্রস্তুত করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে কুষ্ঠাদিরোগের শান্তি হয়। ইহার মাত্রা ১ যব। এই ঔষধ সেবনে মসূর, ছোলা ও মুগের ডাইল পথ্য। (ভৈষজ্যরত্নাঃ কুষ্ঠাধিকার)

রসেন্দ্রসারের মতে, হরিতাল, পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, সমভাগ মধুতে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান পাকা যজ্ঞডুম্বুর এক তোলা ও মধু, অথবা কেবল মধুর সহিত সেবনীয়। এই ঔষধে বহুমূত্র রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারসঃ)

তালক্রোশা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তালক্ষীর (পুং) তালজাতং ক্ষীরমিব শুভ্রত্বাৎ। শর্করাভেদ, তালের চিনি। (রাজনিঃ)

তালক্ষীরক (ক্লী) তালক্ষীর স্বার্থে কন্। তালের চিনি।

তালগর্ভ (পুং) তালস্য গর্ভঃ ৬তৎ। তালমজ্জা, তালের-মাথি। "ঋষপিত্তমৃগাশ্ববস্তদুগ্ধৈঃকরিহস্তচ্ছিদয়ে সতালগর্ভৈঃ।" (বৃহৎসং ৫০।২৪) তরবারিতে যদি তালের মাথির পান দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই তরবারি দ্বারা হস্তিশুণ্ড ছেদ করা যায়।

তালঘাট, দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই হইতে নাসিক যাইবার পথে অবস্থিত একটী প্রধান গিরিপথ, সমুদ্র হইতে ১৯১২ ফিট্ উচ্চ ও ইহা হইতে নিকটবর্ত্তী গিরিচূড়া প্রায় ৩২৪১ ফিট্ উচ্চ। অক্ষাঃ ১৯° ১৪´ উঃ, দ্রাঘিঃ ৭৩° ৩৩´ পূঃ।

তালঙ্ক (পুং) তাড়ঙ্ক ডস্যলঃ। ভূষণ বিশেষ। (শব্দার্থচিন্তাঃ)

তালচর (পুং) ১ দেশভেদ। ২ তদ্দেশবাসী। ৩ তালচর দেশের রাজা। "অন্ধ্রাস্তালচরাশ্চৈব চুচুপারেণুপাস্তথা।" (ভারত উঃ ১৩৯ অঃ)

তালচের, উড়িষ্যার দেশীয় রাজার অধীন একটী গড়জাত-মহল। এই রাজ্যের উত্তরে পাললহরা, পূর্ব্বে ঢেঁকানল, দক্ষিণ ও পশ্চিমে অঙ্গুলরাজ্য। অক্ষাঃ ২০° ৫২´ ৩০″ হইতে ২১° ১৮´ উঃ, এবং দ্রাঘিঃ ৮৪° ৫৭´ হইতে ৮৫° ১৭´ ৪৫″ পূঃ। ভূপরিমাণ ৩৯৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। এখানে কয়লা ও লৌহের খনি আছে, যেথানে ব্রাহ্মণী নদী পাললহরা ও ঢেঁকানল হইতে তালচের রাজ্য পৃথক্ হইয়াছে, সেইখানে নদীতীরে চূণ পাওয়া যায়। এখানে নদীর বালি ধুইয়া স্বর্ণরেণু সংগৃহীত হয়।

এই রাজ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণীনদীতীরে অবস্থিত তালচের নগরই প্রধান। এখানে রাজধানী ও ৫০০ ঘর লোকের বাস।

তালচের-রাজগণ বলিয়া থাকেন যে, ৫০০ বর্ষ অতীত হইল, অযোধ্যারাজের এক পুত্র এখানে আসিয়া অসভ্য অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া রাজ্যস্থাপন করেন। বর্ত্তমান রাজা তাঁহারই বংশধর। অঙ্গুল-বিদ্রোহের সময় এখানকার রাজা বৃটীশগবর্মেণ্টকে সাহায্য করায় 'মহেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২১এ মে তারিখে রাজা রামচন্দ্র বীরবর হরিচন্দন বৃটীশগবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক পুরুষানুক্রমিক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। এখনকার রাজার নাম রাজা কিশোরচন্দ্র বীরবর হরিচন্দন। রাজ্যের আয় প্রায় ৬০০০০৲ টাকা, বৃটীশ গবর্মেণ্টকে ১০৩০৲ টাকা মাত্র কর দিতে হয়। রাজার প্রায় ৯০০ শত সেনা আছে।

তালজঙ্ঘ (পুং) তাল ইব জঙ্ঘা যত্র। ১ দেশভেদ। ২ তালজঙ্ঘদেশবাসী। ৩ তালজঙ্ঘদেশের রাজা। ৪ গ্রহভেদ।

"নির্ভাসাস্তালজঙ্ঘাশ্চ ব্যাদিতাস্যাঃ ভয়ঙ্করাঃ।"

"এতে গ্রহাশ্চ সততং রক্ষন্তু মম সর্ব্বতঃ॥"

(হরিবংশ ১৬৮ অ°)

(কণ্ঠপৃষ্ঠগ্রীবাজঙ্ঘশ্চ। পা ৬।২।১১৪) পাণিনির এই সূত্রে তালজঙ্ঘ এই পদের উদাত্ত স্বরতা হইয়াছে। যদুবংশীয় এক জন নৃপতি। তালজঙ্ঘগণ ইহারই পুত্র, তাহারা হৈহয়গণ ও শশবিন্দুর সহিত সগরের পিতা অসিত বা বাহুরাজাকে রাজ্যচ্যুত করে। (রামা° হরি° বিষ্ণু°)

তালজটা (স্ত্রী) তালস্য জটেব ৬তৎ। তালবৃক্ষের জটাকার পদার্থবিশেষ, তালপ্রলম্ব।

তালদণ্ডা, ৩২ মাইল দীর্ঘ উড়িষ্যার একটী প্রধান খাল। কটক সহর হইতে মহানদীর প্রধান শাখায় মিলিত হইয়াছে। নৌকা যাতায়াত ও ক্ষেত্রে জল-সেচন এই উভয় কার্য্যের জন্য এই খাল কাটা হয়।

তালধ্বজ (পুং) তালো ধ্বজো যস্য বহুব্রী। ১ বলরাম। ২ পর্ব্বতবিশেষ।

"শত্রুঞ্জয়ো রৈবতশ্চ সিদ্ধিক্ষেত্রং সুতীর্থরাট্।

টঙ্কঃ কপর্দ্দী লৌহিত্যস্তালধ্বজকদম্বকৌ॥"

(শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য ১।৩৫২)

তালধ্বজা (স্ত্রী) তালস্তালবৃক্ষেব ধ্বজশ্চিহ্নং যস্যা বহুব্রী। পুরীবিশেষ। "অস্তিস্তালধ্বজা নাম নগরী ত্রিদশোপমা।"

(ক্রিয়াযোগসার)

তালনরু (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তালনবমী (স্ত্রী) তালোপহারা নবমী। ১ ভাদ্র শুক্লা নবমী।

"মাসি ভাদ্রপদে যাস্যান্নবমী বহুলেতরা।

তস্যাং সংপূজ্য বৈ দুর্গামশ্বমেধফলং লভেৎ।"

ভাদ্রমাসে শুক্লা নবমী তিথিতে দুর্গাপূজা করিলে অশ্বমেধ ফল লাভ হয়।

২ ব্রতবিশেষ। ভাদ্র শুক্লানবমী তিথিতে সৌভাগ্য কামনা করিয়া স্ত্রীগণ তালোপহার দ্বারা এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এই জন্য এই ব্রতের নাম তালনবমী। এই ব্রত ৯ বৎসর সাধ্য। আরব্ধ বৎসর হইতে নবমবৎসরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

ব্রতপ্রয়োগ—পূর্ব্বদিনে সংযত হইয়া থাকিবে, ব্রতদিনে প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। "শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য ভাদ্রে মাসি শুক্লপক্ষে নবম্যাস্তিথাবারভ্য অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী সৌভাগ্য-সৌন্দর্য্য-পুত্র পৌত্রাদি-নিত্য-ধন-ধান্য-বিবর্দ্ধনেহলৌকিক-মহা-সুখ-পরলোকাধিকরণক-পরমগতি-প্রাপ্তিকামা নববর্ষপর্য্যন্তং তালনবমীব্রতমহং করিষ্যে।" এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সূর্য্যাদি পঞ্চদেবতা পূজা করিবে। পরে তালপল্লবে গৌরীকে আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া নবতালযুক্ত নৈবেদ্য প্রদান করিবে। "নমো গৌর্য্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে। পরে একটী ফল হস্তে লইয়া ব্রতের কথা শুনিতে হইবে। ব্রতকথা এই—

"রুক্মিণ্যুবাচ

কেনোপায়েন ভগবন্নারী দুঃখং ন বিন্দতি।

সৌভাগ্যমর্থসৌন্দর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিকং লভেৎ॥

ইহলোকে মহৎসৌখ্যং পরলোকে পরাং গতিং

তন্মে কথয় তত্ত্বেন সম্ভাবো যদি তে ময়ি॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শৃণু দেবি মহাভাগে সৌভাগ্যং যেন জায়তে।

পুত্রপৌত্রাদিকং নিত্যং ধনধান্যবিবর্দ্ধনং॥

ইহলোকে মহৎসৌখ্যং পরলোকে পরাং গতিং।

তালনবমীব্রতং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং॥

কুরু দেবি প্রযত্নেন সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদং।

ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে নবমী যা শুভা ভবেৎ॥

তস্যামারভ্য কর্ত্তব্য নববর্ষাণি সুব্রতে।

কৃত্বা চ তদ্ব্রতং দেবী ত্যজেত্তালস্য ভক্ষণং॥

তালস্য ব্যজনাদ্বায়ুর্নকর্ত্তব্যঃ কদাচন।

অষ্টম্যাং নিয়মীভূত্বা প্রাতরুত্থায় সত্বরং॥

স্নানং কৃত্বা নবম্যাঞ্চ ব্রতসংকল্পমাচরেৎ।

তালপল্লবমারোপ্য তত্র গৌরীং প্রপূজয়েৎ॥

পাদ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য নৈবেদ্যং নবতালকং।

সম্পূর্ণে নবমে বর্ষে প্রতিষ্ঠামাচরেৎ ততঃ॥

ফলানি নবদত্বা চ তালস্য ডল্লকোত্তমে।

পিণ্ডখর্জ্জুরজাতী চ এলাচৈব হরীতকী॥

নারিকেলং তথা পূগং রম্ভা পক্বফলান্বিতং।

তত্র মুখ্যং প্রদাতব্যং তালস্য ফলমুত্তমং॥

বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য দদ্যাত্তু ডল্লকং দক্ষিণান্বিতং।
প্রতিষ্ঠার্থং প্রদাতব্যং কাঞ্চনং রজতং তথা॥
ব্রতাহনি তু ভুঞ্জীত নিরামিষং সতালকং।
এবং কৃতে ন সন্দেহঃ পূর্ব্বোক্তঞ্চ ফলং লভেৎ।
কথিতং তব যত্নেন কুরুষ ব্রতমুত্তমং॥

রুক্মিণ্যুবাচ।

ব্রতং কেন কৃতং দেব মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশিতম্।
তন্মে কথয় তত্ত্বেন ব্রতমেতৎ সুদুর্ল্লভং॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

রম্যে তু যমুনাকূলে কংসস্য তালবৃন্দকে।
ধেনুকস্য পুরং গত্বা ময়া দৃষ্টং সুশোভনং॥
তত্র গৌরী শচী মেধা সাবিত্রী চাপরাপরা।
দেবীমারোপ্য তত্রৈব তালস্য পল্লবে শুভে।
কাচিদ্ধ্যানপরা তত্র জপস্তুতিপরায়ণা॥
তাস্তু দৃষ্ট্বা ময়া পৃষ্টং ব্রতং কস্যেদমুত্তমং।
কিং ফলং কিং স্বরূপঞ্চ তন্মে কথয়ত স্ত্রিয়ঃ॥

স্ত্রিয় উচুঃ।

যস্যেদং যৎফলং চাস্য শৃণু বীর সুরোত্তম।
ইদং ব্রতং চাম্বিকায়া স্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং॥
তালনবমীতি বিখ্যাতং ধনধান্যবিবর্দ্ধনং।
সৌভাগ্যমথ সৌন্দর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিকং ততঃ॥
ইহৈব কুশলং সর্ব্বমন্তে গৌরীপদপ্রদং।
বিধানং শৃণু ধর্ম্মজ্ঞ যেনেদং ক্রিয়তে ব্রতং॥
অষ্টম্যাং নিয়মীভূত্বা নবম্যাং ব্রতমারভেৎ।
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে তালস্য পল্লবে শুভে॥
গৌরীমারোপ্য যত্নেন বিধানেন প্রপূজয়েৎ।
ফলং তালস্য নবকং দত্ত্বা নৈবেদ্যমুত্তমং॥
পাদ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ গন্ধপুষ্পাদিভিস্তথা।
নিরামিষং ব্রতান্তে চ কর্ত্তব্যং তালভক্ষণং॥
নববর্ষং ব্রতং কৃত্বা প্রতিষ্ঠাং কারয়েত্ততঃ।
ব্রতাচার্য্যায় দাতব্যং কাঞ্চনং রৌপ্যমুত্তমং॥
ডল্লকং শোভনং দত্ত্বা ব্রতসাঙ্গং ভবেত্ততঃ।
ইত্যেতৎ কথিতং ভদ্র ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

তাভিঃ কৃতং ময়া দৃষ্টং সত্যং সত্যং ব্রতং শুভে।
তস্মাৎ কুরু প্রযত্নেন সৌভাগ্যবর্দ্ধনং শুভে॥
ইতি শ্রুত্বা ততো দেব্যা ব্রতং কৃত্বা যথাবিধি।
রুক্মিণ্যা কৃষ্ণপরয়া সৌভাগ্যং লব্ধমুত্তমং॥
যা নারী চ প্রযত্নেন করোতি ব্রতমুত্তমং।
সা সর্ব্বফলমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ॥
ইতি ভবিষ্যে তালনবমীব্রত কথা সমাপ্তা।

এই কথা শুনিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, পরে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে। এইরূপে ৯ বৎসর হইলে প্রতিষ্ঠা করিবে। [ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ।] প্রতিষ্ঠা বৎসরে প্রতিষ্ঠা বিধি অনুসারে হোমাদি পর্য্যন্ত শেষ করিয়া তালডল্লক উৎসর্গ করিতে হইবে।

তালের ডালা বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া "নমোঽদ্যেত্যাদি শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীগৌরী প্রীতিকামা ইমং নবফলযুক্তং সবস্ত্রং তালডল্লকং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে", এইরূপে ডল্লকোৎসর্গ করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে।

"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ তালনবমীব্রতকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।" এইরূপে দক্ষিণান্ত করিবে, পরে ব্রাহ্মণদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে।

যাহারা এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহারা তাল ভক্ষণ ও তালবৃন্ত দ্বারা বায়ুসেবন বর্জ্জন করিবেন। এই ব্রতে ৯টী ফল প্রদান করিতে হয়।

পিণ্ডখর্জ্জুর, জাতি, এলাচ, হরীতকী, নারিকেল, পূগ, রম্ভা, পক্কফল ও তাল এই ৯টী ফল।

ভবিষ্যপুরাণে ইহার আর একটী প্রকারান্তর আছে, তাহাতে বিশেষ এই নারায়ণ ও লক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়। কথা—

মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনং কৃষ্ণং কমলয়া সহ।
উবাচ মধুরং বাক্যং স্মিতপূর্ব্বং মুদান্বিকা॥
শৃণু মে বচনং দেব স্ত্রীণাং সৌভাগ্যকারণং।
কেন বা সুভগা আসীৎ কেন বা দুর্ভগা ভবেৎ॥
কিং কৃতেন বিমুচ্যেত কিং কৃতেন ফলং লভেৎ।
তন্মে ব্রুহি সুরশ্রেষ্ঠ নারীণাং কারণং ধ্রুবং॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পূর্ব্বং হি মম ভার্য্যে দ্বে সত্যভামা চ রুক্মিণী।
রুক্মিণী সুভগা সাধ্বী সত্যভামা চ দুর্ভগা॥
তস্যাঃ কর্ম্মবিপাকেন সৌভাগ্যমন্যথা গতং।
কেনচিৎ বাক্যদোষেণ সত্যভামা চ দুর্ভগা॥
দুঃখার্ত্তা শোকসন্তপ্তা রুদতী বহুশো মুহুঃ।
কিয়ৎকালে চ সম্পন্নে ব্রজন্তী চ তপোবনে॥
অরণ্যে বিজনে গত্বা কশ্যিন্মুনিবরাশ্রমে।
রুদিত্বা চ বিধানেন সর্ব্বং দুঃখং স্তবেদয়ৎ॥

তচ্ছ্রুত্বা তু মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রোবাচ রুদতীং শুভাং।
ভব্যে পুত্রিণি মা রোদীঃ সৌভাগ্যং তে ভবিষ্যতি।

সত্যভামোবাচ।

দুঃখং মে বহুশস্তাত! শরীরং দুর্ভগং কথং।
কথ্যতাং মুনিশার্দ্দূল স্বামি সৌভাগ্যকারণং॥

মুনিরুবাচ।

ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে নবমী যা তিথির্ভবেৎ
তস্যাং নারায়ণং লক্ষ্মীং পূজয়েচ্চ বিধানতঃ॥

সত্যভামোবাচ।

বিধানং কীদৃশং তস্য কিং দানং কিঞ্চ পূজনং।
তস্মে ব্রুহি মুনিশ্রেষ্ঠ কারণং কিং তদুচ্যতাং॥

মুনিরুবাচ।

স্থণ্ডিলে মণ্ডলং কৃত্বা ঘটং তত্র নিবেশয়েৎ।
তত্র নারায়ণং লক্ষ্মীং গন্ধপুষ্পাদিনার্চ্চয়েৎ॥
নৈবেদ্যেন সদা ভক্ত্যা পূজয়েৎ ভক্তবৎসলাং।
তালেন পূজয়েৎ দেবীং তালেনৈব বিনির্ম্মিতং॥
তস্মৈ তৎ পিষ্টকং দত্ত্বা ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ।
গন্ধমাল্যৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য বিপ্রহস্তে সমর্পিতং॥
স্বস্তীতি ব্রাহ্মণো ব্রুয়াৎ ব্রতং সাঙ্গং সমাচরেৎ।
এবং ক্রমেণ সাধ্বীভিঃ কর্ত্তব্যমতিযত্নতঃ॥
নবমং বৎসরং যাবৎ মাসি ভাদ্রপদে তথা।
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতা সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ॥
ধনধান্যসমৃদ্ধিঞ্চ অবৈধব্যঞ্চ নিত্যশঃ।
অভীষ্টফলমাপ্নোতি নবমীব্রতকারণাৎ॥
সম্পূর্ণে তু ব্রতে ভুক্তে প্রতিষ্ঠাং তদনন্তরং।
বিপ্রায় দক্ষিণা দেয়া সুভোজ্যঞ্চ বিধানতঃ॥
এবং কুরু সদা বিজ্ঞে শৃণু ভাষণমুত্তমং।
তথা চক্রে চ সা সাধ্বী মুনের্বচনগৌরবাৎ॥
ব্রতে সম্পূর্ণতাং যাতে কেশবস্তামুপাগতঃ।
অসৌভাগ্যেন যদ্দুঃখং তৎ তে সর্ব্বং বিনশ্যতু॥
সৌভাগ্যমতুলং প্রাপ্য যথা গৌরীহরস্য চ।
শচীব পুরুহূতস্য রতী চ মদনস্য চ॥
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথাত্বং ভব শোভনে।
ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা গৃহীত্বা তাং পুরং যযৌ॥
ইদং যা কুরুতে সাধ্বী ব্রতং সা সুভগা ভবেৎ।
এবং ব্রতঞ্চ যা নারী কুরুতে ধর্ম্মতৎপরা॥
তস্যাশ্চ ভবনে লক্ষ্মীশ্চঞ্চলা নিশ্চলো ভবেৎ।
জন্মান্তরে ভবেৎ সাধ্বী অবৈধব্যং সদা পুনঃ॥
পত্যুশ্চ সুভগা সাধ্বী পুত্রপৌত্রান্বিতা ভবেৎ।
ধনধান্যসমৃদ্ধিঞ্চ ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্ত তালনবমীব্রতকথা সমাপ্তা।

এই তাল নবমী ব্রতপ্রভাবে স্ত্রীদিগের ইহলোকে সকল প্রকার সুখ, পরলোকে স্বর্গ এবং জন্ম জন্ম অবৈধব্য লাভ হয়। তাহাদিগের ভবনে লক্ষ্মী নিশ্চলা হইয়া থাকেন

তালপত্র (ক্লী) তালস্য পত্রমিব। ১ কর্ণভূষণভেদ, তাড়ঙ্ক। তালস্য পত্রং ৬তৎ। ২ তালবৃক্ষের পত্র, তালপত্র দ্বারা বায়ু সেবনের গুণ—রুক্ষ, ঈষৎ উষ্ণ, বাতশান্তিকর, নিদ্রাকারক, প্রীতিকারক, শোষরোগ ও বিকারনাশক, দাহ, পিত্ত, শ্রম ও গ্লানিনাশক। মধুর, অতিশ্রম নাশক। তালপত্র আর্দ্র করিয়া বায়ুসেবন করিলে বায়ু বৃদ্ধি হয় *। (হারীত)

তালপত্রিকা (স্ত্রী) তালপত্রী-স্বার্থে-কন্-টাপ্ হ্রস্বশ্চ। মুষলী, তালমূলী। (রাজনি°)

তালপত্রী (স্ত্রী) তালস্য পত্রমিব পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। মূষিক-পর্ণী। (মেদিনী)

তালপর্ণ (ক্লী) তালঃ পত্রমস্য। মুরা নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দর°) মুরামাংসী, মিশ্রেয়া, সলফ।

তালপর্ণী (স্ত্রী) তালস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ। মধুরিকা, মুরা।

তালপাত (দেশজ) তালপত্র, তালের পাতা, প্রাচীনকালে তালপত্রে শাস্ত্রগ্রন্থাদি লিখিত হইত, তালপত্রই শাস্ত্ররক্ষার এক প্রকার প্রধান উপায় ছিল। এখন বহু পরিমাণে কাগজের আমদানি হওয়ায় তালপত্রে শাস্ত্রাদি লেখা কম পড়িয়া গিয়াছে। তালপত্রে লিখিত গ্রন্থাদি ৪০০।৫০০ বৎসর উত্তমরূপে থাকে।

তালপুর, (তলপুর) সিন্ধুদেশের শেষ স্বাধীন আমীরদিগের বংশগত উপাধি। সিন্ধুদেশে ইয়ার মহম্মদের শাসনকালে শাহদাদ খাঁর পুত্র মীর বহরাম খাঁ কলহোড়দিগের উন্নতির জন্য বহুতর কষ্টসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তালপুরদিগের মধ্যে ইহার নামই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। তালপুরগণ বলোচী মুসলমানদিগের শাখাবিশেষ। গোলামশাহের রাজত্বকালে মীর বহরাম তালপুর অতিশয় খ্যাতনামা হইয়া উঠেন। কিন্তু সরফরাজখাঁ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মীরবহরাম ও তাঁহার পুত্রকে গোপনে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে কলহোড়বংশীয় গোলাম নবীর সহিত মীর বহরমের

* "তালপত্রমরুৎরুক্ষঃ কোষ্ণো বাতস্য শান্তিকৃৎ।
নিদ্রাকরঃ প্রীতিকরঃ শোষরোগবিকারহা।
দাহপিত্তশ্রমগ্লানিনাশনো শ্রমশান্তিকৃৎ।
মধুরোঽতিশ্রমঘ্নঃ স্যাদার্দ্রস্তু কফকোপনঃ।" (হারীত ৫ম°)

অন্যতম পুত্র মীরবিজর তালপুরের এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মীরবিজর জয়লাভ করেন। যুদ্ধান্তে গোলাম নবীর ভ্রাতা আবদুল নবী খাঁ সিন্ধুদেশের রাজা ও মীর বিজর তাঁহার অমাত্য হইলেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে মীর বিজর শিকারপুরের নিকট সিন্ধু আক্রমণকারী কান্দাহার সৈন্যকে পরাজিত করিলেন। ইহার পরাক্রম ও ক্ষমতা দেখিয়া আবদুল নবী অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। এই নরাধমের ইঙ্গিতে মীরবিজরের প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইল। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা ঘটে। নারকী আবদুল নবী ভীত হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া খিলাতে যাইয়া আশ্রয় লইল। মীরবিজরের পুত্র আবদুল খাঁ তলপুর মীর ফতেখাঁর সহিত একযোগে সিন্ধুর শূন্য সিংহাসন অধিকার করিলেন।

আবদুল নবী পুনরায় সিন্ধুরাজ্য অধিকার করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। পরে অতিশয় হীনবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক আবদুল খাঁ তালপুরকে নিহত করিল, কিন্তু ইহাতেও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিল না। মীরফতে আলি খাঁ তাহাকে পুনরায় সিন্ধুদেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। ফতে আলিখাঁ সচেষ্ট হইয়া কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা জমালশাহের নিকট হইতে 'সিন্ধুরাজ্যের শাসনভার তালপুরবংশীয়দিগের হস্তগত হইল'—এই মর্ম্মে এক সনন্দ পত্র গ্রহণ করিলেন। এই ফতে আলি খাঁ হইতেই তালপুরবংশীয়দিগের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।

১৭৮৩ খৃঃঅব্দে মীরফতে আলিখাঁ সিন্ধু সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পুত্র মীর ফরো খাঁ শাহবন্দর ও মীর সোহরব খাঁ রোহরি প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন।

তালপুরবংশ সাধারণতঃ ৩ শাখায় বিভক্ত, (১) হায়দরাবাদ (কিম্বা শাহদাদপুর) (২) মীরপুর, (৩) খয়েরপুর (কিম্বা সোহরবানি)। প্রথম শাখা মধ্যসিন্ধুদেশে, ২য় মীরপুরে এবং ৩য় শাখা খয়েরপুরে বাস করিত। হায়দরাবাদের কিয়দ্দূরে যুদবাদ নামক স্থানে তালপুরবংশীয় অনেকের বাস ছিল। হায়দরাবাদের তালপুরগণ সকল শাখার নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইত। তাঁহাদের পরামর্শ ছাড়া কোন তালপুর-শাসনকর্ত্তা কোন গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন না।

১৭৯৯ খৃঃঅব্দে তালপুরবংশীয় মীরদিগের সহিত বাণিজ্যকার্য্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য জনৈক ইংরাজদূত গমন করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। মীরগণ করাচীস্থিত ইংরাজ-দূতকে সহর পরিত্যাগ করিতে আদেশ করায় তিনি অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ১৮০৯ খৃঃঅব্দে তালপুরদিগের সহিত ইংরাজদিগের সখ্যতা-সূত্রে সন্ধি হয়। ক্রমে ইংরাজগণ প্রবেশ লাভ করিতে আরম্ভ করিল।

কাবুল যুদ্ধকালে আমীরগণ রীতিমত ইংরাজদিগের সাহায্য করেন নাই, এই ছলনায় বৃটীশ গবর্মেণ্ট সিন্ধুরাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। এইকালে তালপুরীয়দিগের মধ্যে একান্ত গৃহবিবাদ চলিতেছিল। তালপুরীয়গণ অবশেষে কর-প্রদান করিতে সম্মত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু চার্লস্ নেপিয়ার দেশটী সম্যক্‌প্রকারে গ্রাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া তলপুরীয়দিগকে নূতন নিয়মে সন্ধি করিবার প্রস্তাব জানাইলেন। অবশেষে গৃহকলহে নিযুক্ত হীনমতি তালপুরবংশীয়দিগের সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্টের যুদ্ধ বাঁধিল। যুদ্ধান্তে তালপুরবংশীয়দিগের রাজ্যশাসনের অস্তিত্ব লুপ্ত হইল।

তালপুরীয়গণ বলেন, হাসিমের পুত্র মীরহমজা ইহাদের আদিপুরুষ। ইহারা আরব-জাতীয় বলোচি-শাখা হইতে উদ্ভূত। ইহাদের জনৈক আদিপুরুষ মীর শাহদাদ খাঁ, তাঁহার খুল্লতাতের সহিত মনান্তর হওয়ায়, কলহোড়-রাজ মিয়ান সহলের অধীনে কার্য্য করেন এবং সিয়া ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহার সহিত অনেক বলোচি সিন্ধুদেশে আইসে। আতিথেয়তা ও অভ্যাগতের অভ্যর্থনার জন্য তালপুরবংশীয় রাজগণ অতিশয় প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই রাজগণ বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। খয়েরপুরের তলপুরগণ সৈন্যদিগকে যথেষ্ট জায়গীর প্রদান করিতেন। ইহারা অতি মিতব্যয়ী ছিলেন; কেবলমাত্র অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার কালে মিতব্যয়িতার প্রতি ইহারা তাদৃশ মনোযোগ করিতেন না। মৃগয়ার জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন।

তালপুর মীরগণ বহুমূল্য লুঙ্গি, কাশ্মীরিশাল প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য পরিধান করিতেন। সিন্ধুদেশে যেরূপ টুপির ব্যবহার আছে, ইহারা সেইরূপ টুপি পরিতেন। ইহাদের তরবারির ও কটিবন্ধের কিয়দংশ স্বর্ণখচিত।

ইহারা রাজকার্য্যের জন্য অধীন বলোচ সামন্তদিগকে জায়গীর প্রদান করিতেন। শরীর-রক্ষক সৈন্যব্যতীত ইহাদের অপর সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত না। যুদ্ধকালে পদাতিকগণ প্রত্যেকে প্রত্যহ প্রায় ৵৹ আনা ও অশ্বারোহীসৈন্যদিগের প্রত্যেক প্রায় ।৹ আনা বেতন পাইত। যদিও তালপুরী মীরগণের সৈন্য সজ্জিত থাকিত না, তথাপি যুদ্ধকালে ইহারা অনায়াসে প্রায় ৫০০০০ সৈন্য একত্র করিতে পারিতেন।

ইহাদের করসংগ্রহ জমীদারদিগের প্রথার ন্যায় ছিল।

রাজকর অধিকাংশ স্থলে ফসল হইতে আদায় হইত। ইহার নাম বণ্টাই। কোন কোন স্থলে জমীর ⅓, ½ অথবা ¼ অংশের মূল্য স্থানীয় অর্থ রাজকরস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই করের নাম মহ্‌সুলি (মাসুল)। ক্ষেত্রে জলসেচন করিবার জন্য এক প্রকার কর ও কৃষকদিগের উপর এক প্রকার জিজিয়াকর প্রচলিত ছিল। পতিত জমী অল্পকরে বন্দোবস্ত করা হইত। খর্জ্জুর গাছের উপরও একপ্রকার কর ছিল। ইহাদিগের অধীনে অনেকগুলি জমীদার দেখা যায়। মালকানো, জমীদারী ও রাজখরচ এই তিন প্রকার লাপো জমীদারগণ আদায় করিতেন। জমীদারগণ মীরদিগের নিকট যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত, জমীদারগণ সেই অনুসারে লাপো আদায় করিতেন। আমদানী ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর শুল্ক আদায়ের প্রথা দৃষ্ট হয়। বাজারে যত দ্রব্য বিক্রীত হইত তাহার তরাজু-কর দিতে হইত। বিনা লাইসেন্সে কেহ মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিত না। ধীবর, তাঁতি ও দোকানদারদিগকে কিছু কিছু শুল্ক দিতে হইত। মীরগণ কর্ম্মচারিদিগকে যথেষ্ট ইনাম ও জায়গীর দিতেন।

তলপুরদিগের শাসনকালে করদার, কোতয়াল ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ফৌজদারী বিচার করিতেন। সময় সময় মীরগণও এই কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে হস্ত-পদচ্ছেদন, বেত্রাঘাত, বন্ধন ও অর্থদণ্ড প্রভৃতি শাস্তি ছিল। মৃত্যুদণ্ড প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। হত্যাকারী মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগকে অর্থদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিলে সকল দণ্ড হইতেই অব্যাহতি পাইত। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নির্দ্দোষ প্রচার করিলেও সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাইলে অগ্নি ও জলদ্বারা পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম দেখা যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জলনিম্নে রাখা হইত। এক ব্যক্তি ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া যতদূরে পারে, ততদূরে নিক্ষেপ করিত। অপর এক ব্যক্তিকে সেই বাণ আনিতে পাঠান হইত। যতক্ষণ সেই ব্যক্তি বাণ লইয়া তথায় উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি জলের নীচে থাকিতে পারে, তবে তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিত। আর যদি বাণ আনিবার পূর্ব্বেই সে জলমধ্য হইতে মাথা উঠাইত, তবে তাহার দোষ প্রমাণ হইয়া যাইত। অগ্নিপরীক্ষা ইহা অপেক্ষাও ভীষণ। ৭ হাত লম্বা একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা কাষ্ঠদ্বারা পরিপূর্ণ করিত; পরে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির হস্তপদ কলার পাতায় বাঁধিয়া তাহাকে গর্ত্তের মধ্যে ছাড়িয়া দিত। পরে তাহাকে গর্ত্তের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে যাইতে হইত। ইহাতে উদ্ধার পাইলে সকলেই তাহাকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করিত। এই জল ও অগ্নিপরীক্ষা চর ও টুবিনামে খ্যাত ছিল। কয়েদীদিগের জন্য রীতিমত জেল ছিলনা। দিনের বেলা প্রহরিগণ ভিক্ষা করাইবার জন্য তাহাদিগকে সহরমধ্যে আনিত। রাজসরকার হইতে ইহারা খাদ্য পাইত না। রাত্রিকালে ইহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় অথবা হাতকোড়ি লাগাইয়া রাখিত। ফৌজদারী বিচারকগণই দেওয়ানি বিচার করিতেন। তালপুরদিগের শাসনকালে দেওয়ানী অতিশয় ব্যয়-সাধ্য ছিল; এই জন্যই দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যার অল্পতা দেখা যায়।

ইতিহাসে তালপুরদিগের মুদ্রা কলদার নামে অভিহিত হইয়াছে।

তালপুষ্প (ক্লী) তালরণ্ড, তালের জটা।

তালযন্ত্র (ক্লী) মৎস্যতালুবৎ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত যন্ত্রভেদ, ইহার একমুখ বা দুইমুখই মৎস্যের তালুর ন্যায়। কর্ণ, নাসিকা এবং নাড়ীর মধ্যে যে শল্য থাকে, তাহা বাহির করিবার নিমিত্ত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। * (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৭অ°)

এই যন্ত্র মৎস্যের তালুর ন্যায় বলিয়া কেহ কেহ ইহার নাম তালুযন্ত্র বলেন।

তালপুষ্পক (ক্লী) তালঃ খড়্গামুষ্টিরিব পুষ্পমস্য পুষ্প-কপ্। ১ প্রপৌণ্ডরীক, পুণ্ডরিয়া। ২ তালবৃক্ষকুসুম।

তালপ্রলম্ব (ক্লী) তালে বৃক্ষে প্রলম্বতে প্র-লম্ব-অচ্। তালের জটা।

তালভৃৎ (পুং) তালং বিভর্ত্তি ধ্বজরূপেণ ভৃ-কিপ্। বলরাম। (ত্রিকা°)

তালমর্দ্দক (পুং) বাদ্যভেদ, তালমর্দ্দল।

তালমর্দ্দল (পুং) তালস্য তালার্থং মর্দ্দলইব। বাদ্যভেদ। (হারা°)

তালমাখ্না, ঔষধ বৃক্ষবিশেষ।

সংস্কৃত	...	অতিচ্ছত্রা।
বাঙ্গালা	...	কুলিয়াখাড়া, কণ্টকলিকা।
হিন্দী, বিহার		তালিমাখানা।
বোম্বাই, মান্দ্রাজ		তালিমখানা, কোলশুণ্ডা।
সাঁওতালী	...	গোকুল জনম্।
তামিল	...	নির্ম্মলি।
কর্ণাটী	...	কালবঙ্কবীজ।

ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় কণ্টকবৃক্ষ। ভারতের সর্ব্বত্র সাঁাতসেঁতে জমীতে ইহা জন্মে। ইহার বৃক্ষ, বীজ, মূল

* "তালযন্ত্রে দ্বাদশাঙ্গুলে মৎস্যতালুবৎ একতালদ্বিতালকে কর্ণনাসানাড়ীশল্যোদ্ধরণার্থমুপদিশ্যতে।" (সুশ্রুত সূত্র° ৭অ°)

সমস্তই ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহা কণ্টিকারী, গোক্ষুর প্রভৃতির স্বজাতি। মুসলমান ও আর্য্যবৈদ্যশাস্ত্রে ইহার বহু ব্যবহার দেখা যায়। ইহার শৈত্য ও মূত্রকারক গুণ অতি বিখ্যাত। মূত্রকৃচ্ছ্র, উদরী, বাত ও লিঙ্গসম্বন্ধীয় রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ কামবর্দ্ধক। ইহার মূলসিদ্ধ জল অর্দ্ধচামচ পরিমাণে দিনে দুইবার সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে উপকার হয়। মলবার প্রদেশে চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত লোকে ঐ ঐ রোগে ঐরূপে ইহা ব্যবহার করে। য়ুরোপীয় ডাক্তারগণও আপাততঃ ইহা পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত গুণ জ্ঞাত হইয়াছেন।

বীজ—স্নিগ্ধকারক, মূত্রকারক, বলকারক, লিঙ্গদোষ-প্রশমনক।

মূল—স্নিগ্ধকারক, তিক্ত, মূত্রকারক, বলকারক।

পত্র—স্নিগ্ধকারক ও মূত্রকারক।

বোম্বাই প্রদেশে ইহার বীজের ব্যবসায় আছে, ৬৲ টাকায় মণ বিক্রীত হয়। [অতিচ্ছত্র দেখ।]

তালমুট (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তালমূলিকা (স্ত্রী) তালমূলী স্বার্থেকন্ টাপ্ হ্রস্বশ্চ। তালমূলী।

তালমূলী (স্ত্রী) তালস্য মূলমিব মূলমস্যাঃ বহুব্রী। স্বনামখ্যাত ক্ষুপ বিশেষ, দীর্ঘকন্দমূল জাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষভেদ, হিন্দী মুষলী, পর্য্যায়—তালিকা, তালমূলিকা, অর্শোঘ্নী, মুষলী, তালী, খলিনী, সুবহা, তালপত্রিকা, গোধাপদী, হেমপুষ্পী, ভূতালী, দীর্ঘকন্দিকা। ইহার গুণ শীত, মধুর, বৃষ্য, পুষ্টি, বল ও কফপ্রদ, পিচ্ছিল, পিত্ত, দাহ ও শ্রমহারক। তালমূলী দুইপ্রকার, শ্বেত ও কৃষ্ণ। শ্বেত অল্পগুণযুক্ত, কৃষ্ণ রসায়ন। শ্বেততালমূলী সফেদ্‌মুষলী, কৃষ্ণ তালমূলী, সয়ামুষলী নামে খ্যাত। গুণ—মধুর, রম্য, বৃষ্য, উষ্ণবীর্য্য ও বৃংহণ, গুরু, তিক্ত, রসায়ন এবং গুদজ রোগানিলনাশক। (ভাবপ্র°)

তালযন্ত্র (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত শল্যোদ্ধারণার্থ যন্ত্রভেদ।

তালরেচনক (পুং) তালেন রেচয়তি রিচ্-ণিচ্-ল্যু স্বার্থে-কন্। নট। (শব্দরত্না°)

তাললক্ষ্মন্ (পুং) তাল এব লক্ষ্ম চিহ্নং যস্য। বলরাম।

তাললক্ষণ (পুং) তালো লক্ষণং ধ্বজো যস্য বহুব্রী। বলরাম। (হেম)

তালবন (ক্লী) বৃন্দাবনস্থিত তালপ্রচুর বনভেদ, এই তালবন দ্বাদশবনের মধ্যে একটী। ইহা মধুবনের পার্শ্বে অবস্থিত। বলরাম এইখানে ধেনুক বধ করেন। ধেনুকবধের পূর্ব্বে এই বন জীবজন্তুর অগম্য ছিল, তৎপর হইতে পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। (শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত, ভক্তমাল)

এই তালবন গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উত্তরদিকে ও যমুনাতীরে অবস্থিত। এই বন তালবৃক্ষদ্বারা পরিপূর্ণ, এই স্থানের ভূমি সমতল, স্নিগ্ধ, প্রশস্ত এবং কুশসমাকীর্ণ, এই তালবন মনুষ্য-সমাগমশূন্য এবং নিরতিশয় দুষ্প্রবেশ্য, এই বনের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ, লোষ্ট্র বা পাষাণখণ্ডের সম্পর্কও নাই। এই বনে নরমাংসলোলুপ গর্দ্দভরূপধারী অতিদুর্দ্দান্ত প্রভূত বলশালী ধেনুক নামে এক দৈত্য বাস করিত। এক দিন কৃষ্ণ ও বলরাম কালিয়দমন করিয়া এই বনে উপস্থিত হন। ধেনুক দৈত্য ইহাদিগকে আক্রমণ করে, পরে বলরাম তৎক্ষণাৎ তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া বিঘূর্ণিত করিতে করিতে তালবৃক্ষের মস্তকে নিঃক্ষেপ করেন, এই আঘাতেই ধেনুক গতাসু হয়। ধেনুক আত্মীয়গণের সহিত নিহত হইলে এই বন নিরুপদ্রব হয়, সেই অবধি এই বন একটী তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। (হরিবংশ ৬৯ অ°) ২ তালের বন।

তালবৃন্ত (ক্লী) তালে করতলে বৃন্তং বন্ধনমস্য তালস্যেব বৃন্তমস্য বা বহুব্রী। ব্যজন, তালের পাখা।

"তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে।" (উদ্ভট)

ইহার বায়ুগুণ ত্রিদোষশমন ও মধুর। (ভাবপ্র°) [তালপত্র দেখ।]

(পুং) ২ সোমবিশেষ।

"একএব খলু ভগবান্ সোমঃ স্থাননামাকৃতিবীর্য্যবিশেষৈশ্চতুর্বিংশতিধা ভিদ্যতে। প্রতানবাংস্তালবৃন্তঃ করবীরোংংশবানপি।" (সুশ্রুত চিকি° ২৯ অ°)

তালবেচনক (পুং) তালস্য বেচনং পৃথক্‌করণং সংস্থানেন নিয়মনং যত্র কপ্। নট। (শব্দর°) তালরেচনক এইরূপও পাঠ দেখা যায়।

তালবেতাল, স্বনাম খ্যাত উপদেবতা দ্বয়, এইরূপ প্রবাদ আছে, রাজা বিক্রমাদিত্য অসাধারণ সাহস প্রভাবে ও বুদ্ধিচাতুর্য্যে তালবেতাল সিদ্ধ হইলে উক্ত উপদেবতাদ্বয় তাহার বশীভূত ও আজ্ঞাবহ হইয়াছিল।

তালবেহাত, উ° প° প্রদেশে ললিতপুর জেলার অন্তর্গত প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৫° ২´ ৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ২৮´ ৫৫´´ পূঃ। একটী উচ্চ শৈলের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে একটী অতি বৃহৎ তাল (হ্রদ) আছে, তাহারই নাম হইতে স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এক সময় এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল; ভগ্নদুর্গ, শৈলের চারিদিকে শোভিত দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকার, প্রাসাদ ও ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা প্রাচীন সমৃদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে। সার্ হিউ রোজ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার প্রাচীন দুর্গটী ধূলিসাৎ করেন।

এখন এখানে প্রায় ছয় হাজার লোকের বাস। একটী

তাল বাজার আছে। নানাপ্রকার শস্য ও কার্পাসের ব্যবসা চলে। পুলিসের খরচা চালাইবার জন্য প্রতি গৃহস্থের নিকট হইতে কিছু কিছু কর আদায় হয়।

তালব্য (ত্রি) তালৌজাতং তালু-যৎ (শরীরাবয়বত্বাৎ যৎ। পা ৫।১।৬) তালুজাত, তালু হইতে উচ্চারিত বর্ণ "ইচু যশানাং তালুঃ" (পা) ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ শ এই কয়টী বর্ণ তালু হইতে উচ্চারিত হয়, এইজন্য ইহাদের নাম তালব্য।

তালশাঁস (দেশজ) তালফলের অপক্ব অবস্থার আঁটী অথবা পক্বতালের শুষ্ক আটীর ভিতর যে শাঁস থাকে।

তালা (দেশজ) ১ দ্বারাবরোধযন্ত্র, কুলুপ। ২ গৃহপরিচ্ছেদ, অট্টালিকার থাক। ৩ উচ্চনাদজনিত শ্রবণশক্তির ক্ষণিক অবরোধ।

তালাক্ (আরবী) মুসলমানী প্রথায় বিবাহভঙ্গ।

তালাক্নামা (পারসী) বিবাহচুক্তিভঙ্গের পত্র।

তালাখ্যা (স্ত্রী) তালং তৎপত্রমিব আখ্যায়তে আখ্যা-ক। বা তালং আখ্যা যস্যাঃ। মুরানামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ°)

তালাঙ্ক (পুং) তালস্তালচিহ্নিতঃ অঙ্কঃ ধ্বজোযস্য বহুব্রী। ১ বলদেব। ২ করপত্র। ৩ শাকভেদ। ৪ মহালক্ষণসম্পন্ন পুরুষ। ৫ পুস্তক। ৬ হর। (হেম°)

তালাঙ্কুর (স্ত্রী) ১ তালাস্থি শস্য, তালের আঁটির শাঁস। (পুং) ২ মনঃশিলা, মনছাল।

তালাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণবিশেষ। "তালাদিভ্যো ২৭" বিকারার্থে তালাদি শব্দের উত্তর অণ্ হয়। বার্হিণ, ইন্দ্রালিশ, ইন্দ্রাদৃশ, ইন্দ্রায়ুধ, চয়, শ্যামাক, পীযুক্ষা। (তালাদ্ধনুষি) তাল, ধনুঃ, বিকল্পপক্ষে অঞ্ ও ময়ট্ হয়।

তালাবচর (পুং) তালেন অবচরতি নৃত্যতি অব-চর-অচ্। নট। (ত্রিকাণ্ড)

তালি (স্ত্রী) তালয়তি প্রতিতিষ্ঠত্যনয়া তল-ণিচ্-ইন্ (সর্ব্ব ধাতুভ্যোইন্। উণ্ ৪।১১৭) ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলা, তালী, তাড়িয়াৎ। (দেশজ) ২ হাতে তাল দেওয়া। ৩ শ্রবণাবরোধ, কর্ণের তালা। ৪ জুতা ছিঁড়িয়া যাইলে মুচিরা যে চামড়ায় দিয়া সেলাই করে তাহাকে তালি বলে। ৫ আঘাত।

"বলে পক্ষী খেয়ে তালি বিনা অপরাধে মেলি" (শ্রীধর্ম্মম° ৪৪।২)

তালিক্ (আরবী) ১ স্থগিদ। ২. তালিকা।

তালিক (পুং) তলেন করতলেন নির্বৃত্তঃ তল-ঠক্ (তেন নির্বৃত্তং। পা ৫।১।৭৯) ১ চপেট, প্রসারিতাঙ্গুলিপাণি, পর্য্যায়—চপেট, প্রতল, তল, প্রহস্ত, তাল। (হেম°)

"যথৈকেন ন হস্তেন তালিকঃ সম্প্রপদ্যতে।
তথোদ্যমপরিত্যক্তং ন ফলং কর্ম্মণঃ স্মৃতং ॥" (পঞ্চত° ২।১৩৭)

২ লিখিত-নিবন্ধন, কাগজ। পর্য্যায়—কাচনী, কাচনকী। (শব্দর°) ৩ বান্ধিবার দড়ি।

তালিকট [তালকট দেখ।]

তালিকা (স্ত্রী) তালিক স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ চপেট, চড়। ২ তাল-মূলী, তাম্রবল্লী। ৩ মঞ্জিষ্ঠা।

তালিকা (আরবী) ফর্দ্দ, দ্রব্যের খায়।

তালিকোট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিজাপুর জেলার মধ্যে মুদ্দেবিহাল উপবিভাগের একটী প্রধান নগর, কলাড়গী নগরের ৬০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৫ জানুয়ারী, এই নগরের ৩০ মাইল দূরে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরে বিজয়নগরের রাজা রামরাজ ও তাঁহার তিন ভ্রাতার সহিত নিজামসাহী, কুতুবশাহী ও আদিলশাহী রাজ্যের সমবেত মুসলমান শক্তির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিজাপুরের হিন্দুরাজ্য একবারে নষ্ট হয়। নিজামশাহী জয়ী হইয়া অধিকার তালিকোট করেন। মরাঠীগণের অভ্যুদয়ের সময়ে এই সহরে একটী প্রধান আড্ডা হইয়াছিল।

তালিত (ক্লী) তাড্যতে যৎ তড়-ণিচ্-ক্ত ড়স্য লত্বং। ১ বাদ্য-ভাণ্ড। ২ লুলিত পট, রঞ্জিত বস্ত্র। ৩ গুণ, রজ্জু, দড়ি।

(অজয়পাল)

তালিন্ (পুং) তলেনর্ষিণা প্রোক্তং অধীয়তে শৌনকাদি° ণিনি। ১ তলোক্তাধ্যেতা, তল ঋষি কথিত যাহারা অধ্যয়ন করে। (ত্রি) তালো বাদ্যস্বেনাস্ত্যস্য ইনি। ২ দত্ততাল। (পুং) ৩ শিব। "বৈষ্ণবী পণবী তালী খলী কালকটঃ কটঃ।

(ভারত অনু° ১৭ অঃ)

তালিপাত, (তালপত্র শব্দের অপভ্রংশ)। দাক্ষিণাত্যের তাল-পত্র। অতিদীর্ঘাকার ও প্রশস্ত হয় বলিয়া ইহাতে ঘর ছাইয়া থাকে, ঝুড়ির ন্যায় পাত্র তৈয়ার করে। ইহার পত্র দীর্ঘস্থায়ী বলিয়া ইহাতে পুস্তকাদি লিখিত হয়। ইহার বৃহৎ পত্রে হাতপাখা প্রস্তুত হয়। হাতপাখাকে "আড়ানী" বলে। দাক্ষিণাত্যের এক জাতীয় তালের গুঁড়িতে খোড়ের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে, তাহা শুকাইয়া ময়দার ন্যায় গুঁড়াইয়া রাখে। ইহার রুটি দাক্ষিণাত্যের লোকের প্রিয় খাদ্য। দাক্ষিণাত্যের লোকেরা এই জাতীয় তালের আঁটির খোলার নক্সা করিয়া গহনা ও রং করিয়া নকল প্রবাল প্রস্তুত করে। [তাল দেখ।]

তালিম (আরবী) অভ্যাস দ্বারা শিক্ষা।

তালিযুনিয়া (দেশজ) বড় লতানিয়া গাছ।

তালিশ (পুং) তলতীতি তল-গতৌ ইশ ণিৎ (ইশঃ কপ্যর্পি-বড়িত্যন্তলেস্ত ণিৎ। উণ্ ১।৩৩৯) ইতি সূত্রস্য টীকাধৃতসূত্রাৎ ইশঃ নিদ্বাৎ বৃদ্ধিশ্চ। পর্ব্বত।

তালী (স্ত্রী) তালেন তন্নির্যাসেন নির্বৃত্তা অণ্। ১ তাড়ী, তালজাত সুরা। তল-গ্যন্তাৎ অচ্ ঙীষ্। ২ বৃক্ষভেদ। ৩ তালমূলী, ভূম্যামলকী, তাড়িয়াৎ, ভুঁইআমলা। ৪ অড়হর। ৫ তালীশপত্রাখ্য বৃক্ষ। ৬ তালোদ্‌ঘাটনযন্ত্র, কাটী, কুঞ্চিকা। ৭ চিত্রকূটে প্রসিদ্ধ তাম্রবল্লী লতা। ৮ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে তিনটী করিয়া অক্ষর আছে।

"তালী সা নির্দ্দিষ্টা। উদ্দিষ্টো মো যত্র।"

যথা— "জ্ঞানী তে জানীতে।
সারূপ্যং বৈরূপ্যং॥" ছন্দোম॰

এই তালী ছন্দের নারীও এক নাম।

তালীপত্র (ক্লী) তাল্যাইব পত্রমস্য। তালীশ পত্র। (রাজনি॰)

তালীয়ক (পুং ক্লী) করতাল, মন্দিরা।

তালীশ (ক্লী) তালীব রোগান্ শ্যতি-শো-ড। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ, তালীশ পত্র।

তালীশক (ক্লী) তালীশ। [তালীশ দেখ।]

তালীশপত্র (ক্লী) তালীশং রোগনাশকং পত্রং যস্য। ভূম্যামলকী, স্বনামখ্যাত বণিকদ্রব্য, তালীশ, পত্রাখ্য, তালিশ পাতা। পর্য্যায়—শুকোদর, ধাত্রীপত্র, অর্কবেধ, করিপত্র, করিচ্ছদ, নীল, নীলাম্বর, তাল, তালীপত্র, তমাহ্বয়, তালীশপত্রক। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, কফ, বাত, কাস, হিক্কা, ক্ষয়, শ্বাস ও ছর্দ্দিদোষ, গুল্ম, আম ও অগ্নিমান্দ্যনাশক এবং লঘু, অরুচি। (ভাবপ্রকাশ)

তালিশাদ্যমোদক (পুং) চক্রদত্তোক্ত মোদক ভেদ, এই মোদক ঔষধ কাসাধিকারে ব্যবহৃত হয়। প্রস্তুত প্রণালী—তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন* ৫ তোলা, গুড়ত্বচ্ ॥০ তোলা, এলাইচ ॥০ তোলা, চিনি ॥০ সের, একত্র মর্দ্দন করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। চিনির সমান জলে সকলে যথাবিধানে পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিলে, তাহা মোদক অপেক্ষা লঘু হইয়া থাকে, ইহার গুণ—সেবনে কাস, শ্বাস, অরুচি ও প্লীহা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না॰)

তালু (ক্লী) তরন্ত্যনেন বর্ণা ইতি তৄ ঞুণ্ রস্য লশ্চ (ত্রোরশ্চ লঃ। উণ্ ১।৫) জিহ্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান স্থান, পর্য্যায়—কাকুদ, তালুক।

"মুখতস্তালুনির্ভিন্নং জিহ্বা তত্রোপজায়তে।
ততো নানারসো জজ্ঞে জিহ্বয়া যোঽধিগম্যতে॥" (ভাগ॰)

মুখ হইতে তালু নির্ভিন্ন হইয়াছে, তাহাতে জিহ্বা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে নানারস জন্মে, জিহ্বা ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে।

বিরাট পুরুষের তালু নির্ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্ রূপে উৎপন্ন হইলে লোকপাল বরুণ, আপনার অংশে জিহ্বার সহিত তাহাতে অধিদেবতা স্বরূপে প্রবিষ্ট হন। (ভাগ॰ ৩।৬।৪১)

তালুগত রোগ হইলে তাহার প্রতিকার সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে—গলশুণ্ডিকারোগে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও দ্বিতীয় অঙ্গুলি একত্র সংলগ্ন করিয়া গলশুণ্ডিকা আকর্ষণপূর্ব্বক জিহ্বার উপরে রাখিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে; তাহা অল্লাংশ বা সমুদায় আকর্ষণ বা ছেদন করিবে না, একাংশ অবশিষ্ট রাখিয়া তিন অংশ ছেদন করিবে। অত্যন্ত ছেদন করিলে ছেদন জন্য মৃত্যু হইতে পারে, হীনচ্ছেদ হইলে শোক, লালাস্রাব, নিদ্রা, ভ্রম ও তমোদৃষ্টি এই সকল উপদ্রব জন্মে। অতএব দৃষ্টকর্ম্মা ও চিকিৎসাবিশারদ বৈদ্য গলশুণ্ডী রোগে ছেদন করিয়া নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া করিবে। মরিচ, অতিবিষা, পাঠা, বচ, কুষ্ঠ ও কুটন্নট (শোনবৃক্ষ) এই সকলের কাথ বা চূর্ণ মধু ও সৈন্ধব লবণযোগে প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে। বচ, অতিবিষা, পাঠা, রাস্না, কটুকী ও নিম্ব এই সকলের কাথ কবলগ্রহে প্রয়োজন। ইঙ্গুদী, দন্তী, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু ও অপামার্গ ইহাদিগকে পিষিয়া বর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক ধূম প্রয়োগ করিবে। সেই ধূম প্রাতে ও সায়াহ্ন উভয় কালে পান করিবে। ক্ষারযুক্ত মুদ্গযূষ সহ ভোজন করিবে।

তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, কূর্ম্মসঙ্ঘাত ও তালুপুপ্পুট এই সকল রোগে রোগানুসারে শস্ত্রকার্য্য করিবে। তালুপাক রোগে পিত্তনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। তালুশোষে স্নেহ, স্বেদ ও বায়ুশান্তিকর ক্রিয়া কর্ত্তব্য। (সুশ্রুত চিকিৎসিতস্থান ২২ অঃ)

তালুআ (দেশজ) তালু।

তালুক (ক্লী) তাল স্বার্থে কন্। ১ তালু, টাক্‌রা। ২ তালুরোগ।

তালুক্, বাঙ্গলাদেশে জমীদারীর পরই তালুক ভূসম্পত্তির একটী বিভাগ। কতকগুলি গ্রাম বা কয়েক পরগণা লইয়া এক একটী তালুক হয়। জমীদারীর খাজনা গবর্মেণ্টকে দিতে হয়। তালুকীস্বত্ব একপ্রকার ইজারাস্বত্বের ন্যায়। এই স্বত্ব-বংশানুক্রমে বর্ত্তমান থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত খাজনা বাকী না পড়ে, ততদিন তালুকীস্বত্ব নষ্ট হয় না। অনেক তালুক জমীদারীর ন্যায় গবর্মেণ্টের সহিত খাস বন্দোবস্ত আছে। সেই সকল তালুক ও জমীদারীতে প্রায় বিভিন্নতা নাই। বঙ্গদেশে তালুকগুলি কোন সহর, গ্রাম বা প্রথম

* বংশলোচন ৫ তোলা 'এই স্থানে কেহ কেহ বলেন শুভা' পিপ্পলী, যে পৈত্তিক কাসে বংশলোচন বুঝিতে হইবে এবং অন্যত্র উহা পিপ্পলী এই পদের বিশেষণ স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে।

অধিকারীর নামে কথিত হইয়া থাকে। তালুকীস্বত্ব বিক্রয় করিতে পারা যায়। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জেলার উপবিভাগকে তালুক বলে। তালুকের প্রধান রাজস্ব আদায়-কারী কর্ম্মচারী তহসীলদার বা আমলদার নামে কথিত হয়। মামলতদারের অধীনে জমীর এক একটী উপবিভাগকেও তালুক বলে। ২ অধিকার। ৩ বিষয় সম্পত্তি। ৪ পরগণা। ৫ ভূসম্পত্তি।

বাঙ্গালায় তালুক অনেক প্রকার আছে,—থারিজাতালুক, সামিলা তালুক, বাজেআপ্তী তালুক, পত্তনী তালুক ইত্যাদি।

তালুকদার, ১ তালুকের অধিকারী। ২ গুজরাটে ভূসম্পত্তি-শালী লোকমাত্রেই তালুকদার নামে খ্যাত। ৩ নিজামরাজ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী। ৪ জমীদার। ৫ সনন্দবলে জমী ভোগী। ৬ গবর্মেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত মতে জমীর অর্দ্ধাংশ রাজস্বভোগী জমীদার সম্প্রদায়। ৭ অযোধ্যার বিখ্যাত তালুকদারেরা প্রকৃতপক্ষে জমীদার এবং তালুকদারও বটেন।

তালুকদারী (পারসী) তালুকদার বা জমীদারের কার্য্য।

তালুকদারীগ্রাম, কতকগুলি গ্রাম, বংশানুক্রমিক বন্দোবস্তানুসারে উক্ত গ্রামসমূহের খাজনা গবর্মেণ্ট ও তালুকদার উভয়ে সমভাগে ভাগ করিয়া লয়েন এবং তালুকদারকে গ্রামের শাসন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে হয়। অনেক সময়ে এই সকল তালুকদার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিলে গবর্মেণ্ট তাঁহাদের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লন, কিন্তু রাজস্বের ভাগ দিয়া থাকেন, এই সকল গ্রামকে তালুকদারীগ্রাম বলে। আহ্মদাবাদ জেলায় এইরূপ গ্রামের সংখ্যা বেশী। রাজপুত, কোলি ও কুশবতী মুসলমানের মধ্যেই এরূপ তালুকদার দেখা যায়।

তালুকণ্টক (পুং ক্লী) শিশুদিগের তালুগত রোগভেদ।

তালুকা (স্ত্রী) তালুর দুইটী নাড়ী।

তালুক্ষ্য (পুং স্ত্রী) তলুক্ষস্যে গোত্রাপত্যং যঞ্। তলুক্ষ ঋষির গোত্রপত্য। (স্ত্রী) লোহিতাদিত্বাৎ ষ্ফ বিত্বাৎ ঙীষ্। ত .

তালুজিহ্ব (পুং) তালু এব জিহ্বা যস্য বহুব্রী। ১ কুম্ভীর। ২ আলজিভ, কুম্ভীরদিগের জিহ্বা নাই, ইহারা তালুদ্বারা রসাস্বাদন করিয়া থাকে এইজন্য কুম্ভীরের নাম তালুজিহ্ব। স্ত্রিয়াং টাপ্।

তালুন (ত্রি) তলুনস্যাপত্যং তলুন-অঞ্ (উৎসাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।৮৬) তলুন সম্বন্ধীয়।

তালুপাক (পুং) সুশ্রুতোক্ত তালুগত রোগভেদ। এই রোগের বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে। তালুগত রোগ যথা—গলশুণ্ডিকা, তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, মাংসকচ্ছপ, অর্ব্বুদ, মাংসসংঘাত, তালুপুপ্পুট, তালুশোষ ও তালুপাক তালুগত রোগ এই ৯ প্রকার।

শ্লেষ্মা এবং রক্ত দ্বারা তালুমূলে বায়ুপূর্ণ বস্তির ন্যায় (স্ফীত মশকের ন্যায়) দীর্ঘ উন্নত শোফ জন্মে ও তাহাতে তৃষ্ণা, কাস ও শ্বাস হয়, ইহাকে গলশুণ্ডীরোগ বলে। ফুলা, স্থূল ঘা, বেদনা, দাহ ও পাকিয়া উঠা, এই লক্ষণ হইলে তুণ্ডিকেরী বলে। তালুদেশে ফুলা, স্তব্ধভাব (ভার হয়ে থাকা) ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে অধ্রুষ বলা যায়। এই রোগ রক্ত কর্ত্তৃক জন্মে এবং ইহাতে অতিশয় জ্বর হয়, তালুদেশ কচ্ছপের ন্যায় উন্নত, বেদনাহীন এবং ফুলা অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইলে কচ্ছপী বলে। ইহা শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক জন্মে। তালু মধ্যে পদ্মাকার শোফ হইলে তাহাকে রক্ত জন্য অর্ব্বুদ বলা যায়। ঐ অর্ব্বুদের লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তালুর অভ্যন্তরে শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক মাংস দূষিত হইয়া বেদনাহীন যে ফুলা হয়, তাহাকে মাংসসংঘাত বলে। তালু-দেশে বেদনাহীন স্থায়ী ও কুলের মত যে ফুলা হয়, তাহা কফ মেদজন্য পুপ্পুটরোগ। বায়ু পিত্ত জন্য তালু শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইলে ও তদ্দ্বারা তালুশ্বাস হইলে তাহাকে তালুশোষ বলে। পিত্ত কর্ত্তৃক তালুদেশ পাকিয়া উঠিলে তালুপাক জন্মে।

তালুপাত (পুং) শিশুদিগের তালুগত রোগভেদ।

তালুপীড়ক (পুং) তালুপাত রোগ

তালুপুপ্পুট (পুং) তালুগত রোগভেদ। [তালুপাক দেখ।]

তালুযন্ত্র (ক্লী) মৎস্য তালুবৎ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত যন্ত্রভেদ। [তালযন্ত্র দেখ।]

তালুর [তালূর দেখ।]

তালুবিদ্রধি (পুং) তালুগত শোথবিশেষ, ত্রিদোষ হেতু তালুতে দাহরাগ যুক্ত হইলে এই রোগ হয়।

"স্যাত্তালুবিদ্রধ্যপি দাহরাগৈর্যতোভবেত্তালুনি স ত্রিদোষাৎ।" (চরক)

তালুবিশোষণ (ক্লী) তালু শুষ্ক হওয়া

তালুশোষ (পুং) সুশ্রুতোক্ত তালুগত রোগভেদ। [তালুপাক দেখ।]

তালূর (পুং) তালয়তি তল-নিচ্ বাহুলকাৎ উর। আবর্ত্ত, জলের ঘূর্ণী

তালূষক (ক্লী) তল-বা উষক। তালু। "অক্ষ তালূষকে শ্রোণী ফলকে চ বিনির্দ্দিশেৎ।" (যাজ্ঞ°) 'তালূষকং ককুদং' (মিতা°)

তালেবর (পারসী) ধনাঢ্য, মান্য।

তালেশ্বর নদী, যশোর জেলার একটী নদী। আঠারবাঁকার শাখানদী চিত্রা হইতে নরেন্দ্রপুরের নিকট তালেশ্বর নদীর উৎপত্তি। ইহা তালেশ্বর গ্রামের নিকট ভৈরব নদীতে মিলিয়াছে। এই নদী ৫ মাইল দীর্ঘ, বর্ষায় ৫০ গজ প্রশস্ত হয়। সারা বৎসরেই ইহাতে ছোট ছোট নৌকা চলাচল করিতে পারে।

তাল্ল (ত্রি) তল্লের অপত্য।

তাবক (ত্রি) তব ইদং যুষ্মদ্-অণ্ একবচনে তবকাদেশঃ। ত্বৎসম্বন্ধী, তদীয়।

"মৃগং তত্তে তাবকেভ্যো রথেভ্যঃ।" (ঋক্ ১।৯৪।১১)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

তাবকীন (ত্রি) তব ইদং যুষ্মদ্ খঞ্। (যুষ্মদস্মদোরন্যতরস্যাং খঞ্চ। পা ৪।২।১) একবচনে তবকাদেশঃ। ত্বৎসম্বন্ধী, তদীয়, তোমার।

তাবৎ (অব্য) তৎপরিমাণমস্য তৎ ডাবতু। ১ সাকল্য। ২ অবধি। ৩ মান। ৪ অবধারণ। ৫ প্রশংসা। ৬ পক্ষান্তর। ৭ সংগ্রাম। ৮ অধিকার। ৯ তদা, সেই সময়। ১০ বাক্যালঙ্কার।

"ভর্ত্তাপি তাবৎ ক্রথকৌশিকানাং" (রঘু) (তাবৎ তদা)

এই শ্লোকে তাবৎ অর্থে তদা, অর্থাৎ সেই সময় অবধি।

"বক্তুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ" (রঘু)

'তাবৎ আলোকমার্গপ্রাপ্তিপর্য্যন্তং' (মল্লিনাথ)

মানার্থ—"ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় স্বয়ং" (কুমা°)

অবধারণ—"ইন্দ্রপ্রস্থগমস্তাবৎ কারি মা সন্তু চেদয়ঃ" (মাঘ)

(ত্রি) তৎ পরিমাণমস্য তদ্-বতুপ্। (যত্তদেতেভ্যঃ পরিমাণে বতুপ্। পা° ৪।২।৩৮) ১১ পরিমাণবিশিষ্ট।

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥" (গীতা)

তাবৎ শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণ হইলে ক্লীবলিঙ্গ হয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"যাবতী সংভবেৎ বৃত্তিস্তাবতী দাতুমর্হতি।" (মনু)

তাবৎক (ত্রি) তাবতা ক্রীতঃ সংখ্যাত্বাৎ কন্। তত দামে কেনা।

তাবৎকৃত্বস্ (ত্রি) তাবৎকৃত্ব ইতি বহুত্বাৎ ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি-গণনে কৃত্বসুচ্। তত সংখ্যা।

"যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎকৃত্বো হ মারণং।" (মনু ৫।৩৮)

'যাবৎ সংখ্যানি পশুরোমাণি তাবৎ সংখ্যাবৃত্তং জন্মনি জন্মনি প্রাপ্নোতি।' (কুল্লূক)

তাবদ্বয়স (ত্রি) তাবদেব তাবৎ দ্বয়স (প্রমাণে দ্বয়সজ্ দঘ্নজ্ মাত্রচঃ। পা ৫।২।৩৭ ইতিসূত্রস্য "বহুত্বাৎ স্বার্থে দ্বয়সজ্মাত্রচৌ বহুলং" ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যাদ্বয়সচ্। তাবৎ।

তাবতিক (ত্রি) তাবৎক ইট্ (বতোরিড্ বা। পা ৫।১।২৩) সেই পরিমাণে কেনা।

তাবতিথ (ত্রি) তাবতাং পূরণঃ ডট্, বা "বতো রিথুক্" ইতি সূত্রেণ ইতুক্। তাবতের পূরণ। "যাবৎ সামিধেনি বেদেদমহং তাবতিথেন বজ্রেণেতি" কাত্যা° শ্রৌ° ২।১।৯।

তাবন্মাত্র (ত্রি) তাবদেব তাবৎ-মাত্রচ্ (বহুত্বাৎ স্বার্থে দ্বয়সজ্ মাত্রচৌ বহুলং। পা ৫।২।৩৭) সেই পরিমাণ।

"তাবন্মাত্রং প্রকুর্ব্বন্তি যাবতা প্রাণধারণং" (হরিবংশ)

তাবর (ক্লী) ধনুর্গুণ, ধনুকের ছিলা। (ভূরিপ্রয়োগ)

তাবিজ, ১ মুসলমানী কবচ। কোরাণের কোন কোন মন্ত্র বা শ্লোক কাগজে লিখিয়া চৌকা রৌপ্য কবচে বাহুতে বা গলায় ধারণ করিতে হয়। ইহাদ্বারা রোগ, দুঃখ বা অপদেবতার দৃষ্টি নিবারিত হয়। পুরাকালে য়ুরোপেও তাবিজ-ধারণ প্রথা ছিল। ডিউটেরোনমী ১১ অধ্যায় ১৮ পদে এ বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে,—"Therefore shall ye lay up these my words in your heart, in your soul and bind them for a sign upon your hand that they may be as frontlets between your eyes" ইহা হইতেই বাইবেলের স্থল বিশেষ বা মৃত মহাত্মগণের মহিমা গীতি কাগজে লিখিয়া ধারণ করার প্রথা প্রচলিত হয়। হিন্দুদের মধ্যেও রাজাগ্নিচৌরভয়নিবারণ জন্য, রোগশোক দুঃখ কষ্ট হ্রাসের জন্য ও গ্রহদোষ শান্তির জন্য নানা দেবদেবী ও গ্রহ দেবতার কবচ ধারণ প্রথা প্রচলিত আছে।

২ অলঙ্কার বিশেষ। এই অলঙ্কার স্বর্ণ বা রৌপ্যদ্বারা নির্ম্মিত করিয়া হস্তে ব্যবহৃত হয়।

তাবিষ (পুং) তব্যতে গম্যতে সৎকর্ম্মিভিরত্র তব সৌত্রধাতুঃ-তব-টিষচ্ (তবে র্ণিদ্বা। উণ্ ১।৪৯) ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র।

তাবিষী (স্ত্রী) তবতি সৌন্দর্য্যং গচ্ছতি তব-টিষচ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ দেবকন্যা। ২ নদী। ৩ পৃথিবী।

তাবীষ (পুং) তাবিষ পৃষো° দীর্ঘঃ। ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র। ৩ কাঞ্চন। (মেদিনী)

তাবীষী (স্ত্রী) তাবিষী পৃষো° দীর্ঘঃ। ১ চন্দ্রকন্যা। ২ ইন্দ্রকন্যা।

তাবুরি (পুং) বৃষ রাশি। [কৌর্প দেখ।]

তাষ্ট্র (ত্রি) তষ্টৃ-অণ্। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত।

তাস (হিন্দী) খেলার জন্য ব্যবহৃত কাগজ। (Playing card) গ্রেট মোগলমার্কা চৌকা তাস সকলেই অবগত আছেন। ইহার এক জোড়ায় ৫২ খানা তাস থাকে। উহাতে চারি প্রকার "রং" থাকে—রংয়ের নাম হরতন, রুইতন, চিড়িতন ও ইস্কাপন। প্রত্যেক রংয়ে ১৩ খানি করিয়া তাস থাকে।

টেক্কার ফোঁটা এক, তাহার পর ক্রমে দুরি, তিরি, চৌকা, পঞ্জা, ছক্কা, সাতা, আটা, নহলা ও দহলা পর্য্যন্ত ক্রমে দুই হইতে দশ ফোঁটা পর্য্যন্ত উঠে। তাহার পর গোলাম, বিবি ও সাহেব। এই বাহান্নখানি তাস লইয়া নানারূপ খেলা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে গ্রাবু সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাতে চার জন খেলোয়ার থাকে। সামনা সামনি দুই দুই জনে এক এক দল হইয়া থাকে। গ্রাবু খেলার সাতা হইতে সাহেব পর্য্যন্ত সাতখানি এবং টেক্কা এই আটখানি তাস লইতে হয়। দুরি হইতে ছক্কা পর্য্যন্ত পাঁচখানি তাস পড়িয়া থাকে। প্রথম খেলা আরম্ভ হইবার সময়ে কে তাস দিবে, তাহা যদি আপোষে সিদ্ধান্ত করিয়া না লওয়া হয়—তাহা হইলে তাস গুলি ভাঁজিয়া সামনে রাখিতে হয় এবং দুই দলে কেহ লাল, কেহ কাল লইবে বলে। কাটাইলে যে দলের রং উঠিবে সেই দলই প্রথম তাস দিবে। ডাইনদিকে যে বসে সেই তাস কাটায়; যে কাটায় সেই তাস প্রথমে পায়। প্রথম বারে প্রত্যেককে দুইখানি করিয়া তাস দিতে হয়—তাহার পর দুই দফা তিন তিনখানি করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকের হাতে আটখানি করিয়া তাস থাকে। যদি তাস দিতে কম বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে খেলা ভেস্তা হয়। ভেস্তা হইলে যে দলের হাতে ভেস্তা হয়, তাহারা আর তাস দিতে পারে না। তাস দিবার স্বত্বের নাম "হাতের পাঁচ"। উহার মূল্য পাঁচ ফোঁটা। যে রং কাটান হয়, তাহার নাম "রং"। অপর রং গুলির নাম "বদ রং"। রংয়ের গোলাম বড়, উহার মূল্য কুড়ি ফোঁটা। তাহার নীচে নহলা, উহার মূল্য চৌদ্দ ফোঁটা। তাহার পর টেক্কা এগার ফোঁটা। তাহার পর দহলা দশ ফোঁটা। সাহেব তিন ফোঁটা বিবি দুই ফোঁটা, কিন্তু সাহেব ও বিবি দহলাকে মারিয়া লইতে পারে। সাতা ও আটার মূল্য নাই।—বদরংয়ের টেক্কা বড়, মূল্য এগার ফোঁটা। তাহার পর সাহেব তিন ফোঁটা তাহার পর বিবি দুই ফোঁটা। তাহার পর গোলাম ১ ফোঁটা। দহলা ১০ ফোঁটা। নহলা, আটা ও সাতার কোন মূল্য নাই। সাহেব, বিবি এবং গোলাম প্রভৃতির মূল্য কম হইলেও দহলা প্রভৃতিকে মারিয়া লইতে পারে।—রংয়ের তাস ক্ষুদ্র হইলেও বদরংয়ের সর্ব্বোচ্চ তাস টেক্কাকেও মারিয়া লইতে পারে। যদি এক দলে আটখানি রংই পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে "আট তুরুপ" বলে। আট তুরুপে খেলা হয় না। আট তুরুপ যাহাদের হয়, তাহারা একখানি তিরি ধরে, আবার অপর পক্ষের আটতুরুপ না হইলে সে তিরি উঠায় না। (তিরি ধরিলে হাতের পাঁচ বিপক্ষে পায়; কিন্তু যদি তিরি না ধরে তাহা হইলে হাতের পাঁচ তাহাদেরই থাকে।) যদি একপক্ষে সাতখানি রং গিয়া থাকে, তাহা হইলে "সাততুরুপ" হয়। সাততুরুপে খেলা হয় না। যাহারা সাতখানি রং পায়, হাতের পাঁচ তাঁহাদেরই হয়। উপরি উপরি তিনখানি এক রংয়ের তাস একজনের হাতে হইলে "বিস্তি" হয়—যথা সাতা আটা নহলা; আটা নহলা দহলা; নহলা দহলা গোলাম; দহলা গোলাম বিবি; গোলাম বিবি সাহেব; বিবি সাহেব টেক্কা। রংয়ে ও বদরংয়ে একই রূপ বিস্তি হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি চার খানি এক রংয়ের তাস এক জনের হাতে হইলে "পঞ্চাশ" কহে। যথা সাতা আটা নহলা দহলা, আটা নহলা দহলা গোলাম; নহলা দহলা গোলাম বিবি; দহলা গোলাম বিবি সাহেব; গোলাম বিবি সাহেব টেক্কা। রংয়ে ও বদরঙ্গে একই পঞ্চাশ হইয়া থাকে। উপর্য্যপরি পাঁচখানি এক হাতে হইলে "হন্দর" হয়। যথা—সাতা আটা নহলা দহলা গোলাম, আটা নহলা দহলা গোলাম বিবি, নহলা দহলা গোলাম বিবি সাহেব; দহলা গোলাম সাহেব বিবি টেক্কা। রংয়ের ও বদরংয়ে হন্দর একই রূপ হইয়া থাকে। হন্দর হইলে খেলা হয় না। যে দলের হন্দর হয় তাহাদের জিত হয়। তাহারা একখানি কাগজ ধরে এবং হাতের পাঁচ পায়। রংয়ের সাহেব ও বিবি একজনের নিকটে থাকিলে ইস্তক কহে, ইস্তকের সহিত বিস্তি হইলে অর্থাৎ রংয়ের সাহেব, বিবি গোলাম বা সাহেব বিবি টেক্কা হইলে তাহাকে "ইস্তক বিস্তি" বলে। কিন্তু একই হাতে "ইস্তক" এবং বদরঙের "বিস্তি" থাকিলে তাহাকে "ইস্তকবিস্তি" বলে না। আবার এক পক্ষের এক হাতে ইস্তক এবং অপর হাতে যে কোন বিস্তি থাকিলে ইস্তকবিস্তি হয়। "ইস্তক পঞ্চাশ" হইলে অর্থাৎ রংয়ের সাহেব, বিবি, গোলাম, টেক্কা বা সাহেব বিবি গোলাম দহলা থাকিলে খেলা হয় না। যাহারা ইস্তক পঞ্চাশ পায়, তাহারা জিতে কাগজ ধরে আর হাতের পাঁচ পায়। যে কাটায় সেই সব প্রথম খেলে। সে যে রং খেলে, অন্য লোকের হাতে সে রং থাকিতে অন্য রং দিতে পারে না; তবে সে রং থাকিলেও "রং" মারিতে পারে। ইহাকে "তুরুপ করা" কহে। যে রং খেলিয়াছে, সে রং যদি না থাকে, তবে বদ রং দিতে পারে, ইহাকে "পাস দেওয়া" কহে। যে রং খেলিয়াছে, সেই রংয়ের উচ্চতর তাস যে দিতে পারিবে অথবা উচ্চতর তুরুপ করিবে, সেই "পিঠ" পাইবে অর্থাৎ সে দফার চারিখানি তাস সে জিতিয়া লইবে। যে পিঠ পাইবে সেই পুনরায় দ্বিতীয় দফা আরম্ভ

করিবে। এইরূপ আঠ দফা খেলা হইলে এক বাজী খেলা হইবে। শেষ পিঠ যে পাইবে, সেই হাতের পাঁচ পাইবে। যদি কাহারও বিস্তি আদি না থাকে, তাহা হইলে দুই কুড়ি সাত ফোঁটা উভয় পক্ষকেই দেখাইতে হইবে। যে পক্ষ ৪৭ ফোঁটা দেখাইতে অক্ষম হইবে, সে পক্ষ বাজী হারিবে। জেতৃপক্ষ একখানি কাগজ ধরিবে ও হাতের পাঁচ পাইবে। যদি উভয় পক্ষই খেলা হইয়াছে দেখাইতে পারে তাহা হইলে যে শেষ পিঠ পাইবে, হাতের পাঁচ তাহারই থাকিবে অর্থাৎ তাস সেই বিভাগ করিবে। ফোঁটা গণিবার সময়ে হাতের পাঁচের পাঁচ ফোঁটাও ধরা হইয়া থাকে।—যদি কোন পক্ষে বিস্তি থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষপক্ষকে তিন কুড়ি সাত ফোঁটা দেখাইতে হয়। না পারিলে হার হয়। অপরপক্ষে একখানি কাগজ ধরে এবং হাতের পাঁচ লয়। যদি উভয়পক্ষে বিস্তি থাকে, তাহা হইলে যাহার বড় বিস্তি সেই বিস্তিটী পাইবে, অপরের বিস্তি অগ্রাহ্য হইবে। অর্থাৎ যদি একজনের "বিবি-বড়-বিস্তি" হইল, তাহা হইলে যাহার সাহেব বড় বিস্তি হইবে সেই বিস্তি পাইবে। উভয় পক্ষেরই সমান বিস্তি থাকিলে যাহাদের হাতের পাঁচ অর্থাৎ যাহারা কাগজ দিয়াছে তাহারা বিস্তি পাইবে না। যদি কোন পক্ষে ইস্তক বিস্তি থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষপক্ষকে চারি কুড়ি সাত ফোঁটা দেখাইতে হইবে। না পারিলে অপরপক্ষ কাগজ ধরিবে এবং হাতের পাঁচ পাইবে। যদি একপক্ষে ইস্তক থাকে, তাহা হইলে বিরুদ্ধ পক্ষকে তিনকুড়ি ফোঁটা দেখাইতে হয়, না পারিলে তাহাদের হার হয় ও বিরুদ্ধপক্ষ কাগজ ধরে ও হাতের পাঁচ পায়। যদি কোন পক্ষে পঞ্চাশ থাকে, তাহা হইলে সেইপক্ষ যদি ৫০ ফোঁটা দেখাইতে পারে তাহা হইলে তাহাদের জিত হয়। ইহাকে "পঞ্চাশ কাবার" কহে। যে কোন পিঠে "পঞ্চাশ কাবার" করা যায়, পঞ্চাশকাবার হইলেই খেলা শেষ হইয়া যায়। শেষ পিঠে পঞ্চাশকাবার করিলে ৬০ ফোঁটা দেখাইতে হয়। গুণিতে ভুলক্রমে কম হইলে বিপক্ষপক্ষের জিত হইবে। যদি এক পক্ষের একহাতে ইস্তক এবং অপর হাতে পঞ্চাশ থাকে, তাহা হইলে ৩০ ফোঁটায় পঞ্চাশ কাবার হয়। যদি বিরুদ্ধপক্ষ ইস্তক কাবার করে তবে ৬০ ফোঁটায় পঞ্চাশকাবার করিতে হয়, শেষ পিঠে করিলে ৬৭ ফোঁটা দেখাইতে হয়। যদি বিরুদ্ধপক্ষ একটীও পিঠ না পায়, তাহা হইলে যাহারা সব পিঠ পায় তাহারা ছক্কা ধরে।—অর্থাৎ একখানি ছক্কা চিৎ করিয়া রাখে আর সঙ্গে সঙ্গে একখানি কাগজও ধরে। উপর্য্যুপরি পাঁচখানি কাগজ ধরা যায়, তাহা হইলে একখানি পঞ্জা চিৎ করিয়া রাখে। ইহার সহিত কাগজ ধরা নাই। যদি কোন দলে চারিখানি ধরা কাগজের উপর ছক্কা হয় তাহা হইলে তাহাকে "ব্যোম" কহে। ব্যোম ধরার রীতি নানা রূপ;—কোথাও কোথাও পঞ্জা ও ছক্কা একত্র ধরে; কোথাও কোথাও ছুরি, চৌকা, পঞ্জা ও ছক্কা একত্র ধরে; কোথাও কোথাও "মূর্ত্তিমান ব্যোম"—(মহাদেবের একখানি ছবি) তাসের সহিত থাকে। "ব্যোম" চূড়ান্ত জিত। কাগজ উঠাইতে হইলে বিরুদ্ধপক্ষকে কাগজ ধরিতে হয়। এক পক্ষের চারিখানি পর্য্যন্ত কাগজ ধরা হইয়াছে এমন সময়ে যদি অপর পক্ষের জিত হয়, তাহা হইলে চারিখানি কাগজই উঠিয়া যায়। ছক্কা উঠাইতে হইলে বিরুদ্ধ পক্ষকে ছক্কা ধরিতে হয়, পঞ্জা উঠাইতে হইলে পঞ্জা ধরিতে হয়, ব্যোম উঠাইতে হইলে ব্যোম ধরিতে হয়।

"বিস্তি" খেলায় ফোঁটা গণা, বিস্তি পঞ্চাশ—ইত্যাদি হওয়া ও কাগজ ধরার নিয়ম সমস্তই গ্রাবু খেলার ন্যায়। কেবল দুইজন লোকে খেলে একজন কাটায় ও আর একজন তাস দেয়। প্রথমে দুই পরে তিন তিন করিয়া আটখানি তাস দেওয়া হইয়া গেলে, যে তাসখানি কাটান হইয়াছিল সেইখানি চিত করিয়া রাখিয়া অপর ১৫ খানি তাস তাহার উপর উপুড় করিয়া রাখে। যে কাটায় সেই খেলিতে থাকে। যে পিঠ পায় সে ঐ উপুড় করা তাস হইতে প্রথম তাসখানি লয় যে হারে সে দ্বিতীয়খানি লয়। এইরূপে আটবার খেলার পর জমা করা তাস ১৬ খানি ফুরাইয়া যায়। তাহার পর হাতের তাসগুলিও ক্রমে ফুরাইয়া যায়। খেলা শেষ হইয়া গেলে উভয়ের ফোঁটা গণিয়া যাহার যত কুড়ি বেশী হয় সে ততখানি কাগজ ধরে। ইহাতে তিরি, ছক্কা ও পঞ্জা ধরা হইতে পারেনা। ইহা ছাড়া একপ্রকার বিস্তি খেলা আছে তাহাকে "দেখা বিস্তি" বলে। তাস দেওয়া হইবার পর যে আট আটখানি তাস পাওয়া গেল তাহা সম্মুখে ফেলিয়া খেলিতে হয়। যে পিঠ পায়, সেই জমা করা কাগজ হইতে প্রথমখানি লয়, পরে দ্বিতীয়খানি যে হারে সেই লয়। যে কাগজখানি লইবে, সেখানিও দেখাইয়া খেলিতে হইবে।

এইরূপ চারিজনে বিবিধরা গ্যাম ও গোলামচোর খেলা হয়। তিনজনে ডাকতুরুফ খেলে। বিবিধরা গ্যাম খেলায় কাটাইয়া যে রং হয় সেই রংয়ের বিবি ধরিতে পারিলেই জিত হইল। ডাকতুরুফ খেলায় একখানা ছবি রাখিয়া কাটাইয়া রং করিয়া প্রত্যেকে ১৭ খানি করিয়া তাস লয়। পিঠ লইয়া যাহার ১৭ খানির অধিক হয় তাহারই জিত।

যাহার যত কম হয়, তত তাহাকে ডাক দিতে হয়। এইরূপে ডাকিতে ডাকিতে যখন কাহারও সকল পিঠ হয় এবং অপরের আদৌ পিঠ না হয়, তাহা হইলে চূড়ান্ত জিৎ হইল। যাহার আদৌ পিঠ না হয়, তাহাকে ভুরুস্ করা বলে।

তাসের আরও অনেক প্রকার খেলা আছে, যথা, তেতাস, গ্রেমারা, নক্সা ইত্যাদি। বাজী রাখিয়া এ সকল খেলা খেলে। বাহুল্য ভয়ে অধিক লেখা হইল না।

প্রথম কোন দেশে তাস খেলার সৃষ্টি হয় তাহা লইয়া য়ুরোপে নানা প্রকার মতভেদ আছে। কেহ বলে মিশরেরা প্রথম তাস খেলা সৃষ্টি করে; কেহ বলে, বাবিলোনিয়ার আসিরীয়গণ উহার প্রথম সৃষ্টি করে; কেহ বলে, ভারতবর্ষে উহার প্রথম আবির্ভাব হয়। আবার অনেকে বলেন, ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লস বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন, তাঁহারই চিত্তবিনোদন জন্য তাসখেলার সৃষ্টি হইল। সেক্ষপিয়রে তাস খেলার উল্লেখ আছে। এখন যে "গ্রেট মোগল" মার্কা তাস কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা য়ুরোপ হইতে আমদানি হয়। সাহেব, বিবি, গোলাম ভারতবাসীদিগের তত মনঃপুত নহে দেখিয়া উহার পরিবর্ত্তে নানারূপ দেব দেবীর ছবি দেওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি বেলজিয়ম্ হইতে যে "কদম্বকেলী" তাস আইসে, তাহাতে কৃষ্ণলীলার ছবিই অধিক।

তাস খেলার উৎপত্তি কোন দেশে ও কোন কালে হয় তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে বিলাতে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীতে হাজার বৎসরের অপেক্ষা পুরাতন এক জোড়া তাস আছে। কিন্তু উহা যে হাজার বৎসরের তাহার কোন প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষের যে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ঐ তাস ক্রয় করা হইয়াছিল সে বলিয়াছিল উহা হাজার বৎসরের পুরাতন। স্যর উইলিয়ম জোন্স লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষের চতুরাজী নামক একপ্রকার খেলা সমধিক প্রাচীন (আইন-ই-অকবরীতে আবুলফজল সাহেব বলেন—"প্রাচীন ঋষিরা স্থির করিয়াছিলেন, প্রতিপ্রস্থ তাসে ১২ খানি করিয়া তাস থাকিবে কিন্তু তাহারা বার রংয়ের ভিন্ন প্রকারের বারজন রাজা করিতেন না।

অকবরের তাসে এই কয়রূপ রং ছিল। (১) অশ্বপতি এই রংয়ের প্রধান। তাসের উপর দিল্লীর বাদশাহ অকবর অশ্বারোহণে রহিয়াছেন, তাঁহার হস্তে ছত্র ও পতাকা শোভিত। দ্বিতীয় তাসখানিতে উজীর ঘোড়ায় চড়িয়া রহিয়াছেন। ইহার পর দহলা হইতে টেক্কা পর্য্যন্ত দশখানি তাস ঘোড়ার চিত্রেই চিত্রিত। (২) গজপতি—ইহার প্রথম তাস খানিতে উড়িষ্যার রাজা গজে আরোহণ করিয়া আছেন। তাঁহার উজীরও গজারূঢ়। খুচরা তাসগুলিও গজ চিত্রে চিত্রিত। (৩) নরপতি—বিজাপুররাজ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট। পাদপীঠে তাঁহার উজীর। খুচরা তাসগুলি পদাতিসৈন্যের চিত্রে চিত্রিত। (৪) গড়পতি—গড়ের উপর সিংহাসনে রাজা; গড়ের উপর পাদপীঠে উজীর। খুচরা তাসগুলিতে কেবল গড়ের চিত্র। (৫) ধনপতি—রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে অর্থরাশি; উজীর পাদপীঠে বসিয়া রাজকোষের হিসাব লইতেছেন। খুচরা তাসে কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্যপূর্ণ ঘড়া। (৬) দলপতি—বর্ম্মাবৃত রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট ও বর্ম্মাবৃত পুরুষে পরিবেষ্টিত; উজীরের বুকে বুকপাটা। খুচরা তাস গুলিতে কেবল বর্ম্মাবৃত পুরুষেরই চিত্র। (৭) নৌপতি—রাজা জাহাজের উপর সিংহাসনে উপবিষ্ট; উজীর জাহাজের উপর পাদপীঠে। খুচরা তাসে কেবল নৌকার চিত্র। (৮) স্ত্রীপতি—প্রথম থানিতে সিংহাসনোপরি রাণী; দ্বিতীয় থানিতে উজীরপত্নী পাদপীঠে। অপর তাসগুলি স্ত্রী চিত্রে পরিপূর্ণ। (৯) দেবপতি—প্রথম থানিতে ইন্দ্র সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। দ্বিতীয় থানিতে উজীর পাদপীঠে। অপরগুলি কেবল দেব চিত্রে পূর্ণ।—(১০) অসুরপতি—দায়ুদের পুত্র সুলেমান সিংহাসনে উপবিষ্ট। উজীর পাদপীঠে উপবিষ্ট, অপর তাসগুলিতে কেবল দৈত্যের ছবি। (১১) বনপতি—পশুরাজ ব্যাঘ্র প্রথম তাসে; দ্বিতীয় তাস চিত্রব্যাঘ্র, অবশিষ্ট দশখানি তাসে বন্য পশুর প্রতিমূর্ত্তি আছে। (১২) অহিপতি—মকরের উপর সর্পরাজ আসীন; উজীর সর্পাসনে উপবিষ্ট। অবশিষ্ট তাস গুলিতে সর্পের চিত্র।

প্রথম ছয় রংয়ের তাসকে "বিশবর" অর্থাৎ বিশবল বা "অধিকবল" এবং শেষ ছয় প্রকারে "কমবর" অর্থাৎ কমবল বা "অল্পবল" কহিত।

বাদশাহ অক্‌বর তাস গুলিতে আরও নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ধনপতি ধনদান করিতেছেন। উজীর ভাণ্ডারের খবর লইতেছেন। আর দশখানি তাসে রাজকোষে নিযুক্ত পুরুষদিগের প্রতিমূর্ত্তি যথা;—জহুরী, ধাতু দ্রব করিবার লোক, টাকা, মোহর প্রভৃতি কাটিবার লোক, ওজন করিবার লোক, ছাপদিবার লোক, মোহর গণিবার লোক, "মান" নামক মুদ্রা গণিবার লোক, পোদ্দার এবং ধাতু পিটিবার লোক। আর একপ্রকার তাসে বাদশাহ অকবর ভূমিদাতা রাজাকে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে "ফরমান", দানপত্র, দপ্তরের

কাগজ পত্র। পাদপীঠে উজীর বসিয়া আছেন, সম্মুখে দপ্তর। অন্যান্য খুচরা তাসে রাজস্ব সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারীগণের চিত্র। যথা—কাগজী, কাগজে রুল টানার লোক, দপ্তরের কাগজে লিখিবার লোক, কাগজে সোণালী ও রূপালী কাজ করিবার লোক, নক্সা করিবার লোক, সোণার জল ও নীলরং দিয়া রেখা টানিবার লোক, ফর্‌মান লিখিবার লোক, বই বাঁধিবার লোক এবং রংরেজ।—আর একপ্রকার তাসে অকবর বাদসাহ শিল্পকার্য্যের রাজাকে খুব জাঁকাল করিয়া চিত্র করিয়াছেন, তিনি রেশম, রেশমের কাপড় প্রভৃতি পদার্থ নিরীক্ষণ করিতেছেন। উজীর পাদপীঠে বসিয়া সমস্ত তদারক করিতেছেন। খুচরা তাসে ভারবাহী জন্তুদিগের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত।—আর একপ্রকার তাসে বংশীরাজ সিংহাসনে বসিয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন। উজীর গায়ক ও বাদকদিগের তদ্‌বির করিতেছেন। অবশিষ্ট তাসে গায়ক ও বাদকদিগের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত। আবার অন্যপ্রকার তাসে রৌপ্যরাজ রৌপ্যমুদ্রা বিতরণ করিতেছেন। উজীর দানের তদারক করিতেছেন। খুচরা তাসগুলি রৌপ্যমুদ্রাযন্ত্রের কর্ম্মচারিবর্গের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত। একপ্রকার তাসে অসিরাজ তরবারি চালাইতেছেন। উজীর আয়ুধাগার তদারক করিতেছেন। অপর দশখানি তাসে আয়ুধাগারের কর্ম্মচারীগণের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত।

তাজপতি—রাজা রাজচিহ্ন প্রদান করিতেছেন। উজীরকে পাদপীঠ দিয়াছেন, পাদপীঠেও রাজচিহ্ন।—ধুনুরী প্রভৃতি শিল্পিগণের মূর্ত্তি।—ক্রীত-দাস-পতি—রাজা গজারোহণে যাইতেছেন; উজীর গোযানে যাইতেছেন। অন্যান্য তাসে ভৃত্যগণ কেহ বসিয়া আছে, কেহ মদ খাইতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ বা দেবতার উপাসনা করিতেছে।

আইন-ই-অকবরীতে দৃষ্ট হইবে যে বাদশাহ অকবর যে তাসে খেলা করিতেন, তাহাতে বারপ্রকার রং ও ১৪৪ খানি তাস ছিল। আবুল ফজল ঐ সকল তাস ভারতবর্ষ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নতুবা উহাতে ভারতবর্ষীয় নাম থাকিত না। প্রত্যেক রংয়ে বারখানি করিয়া তাস থাকাই এদেশের নিয়ম ছিল। "গোলাম"টী পাশ্চাত্য দেশসমূহের নূতন সৃষ্টি।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে একপ্রকার তাস খেলা হইয়া থাকে, তাহাকে দশাবতার খেলা বলে। ইহার তাস বা ওরক সকল গোলাকার এবং কাপড়ের উপর গালা মাখাইয়া প্রস্তুত হয়। ওরক্ বা তাসের সংখ্যা ১২০ খানি। ঐ সকল তাস সচরাচর ৪ ইঞ্চ ব্যাস বিশিষ্ট এবং ⅛ ইঞ্চ পুরু হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরে ঐ সকল তাস প্রস্তুত হয়। কতদিন এবং কাহা কর্ত্তৃক এই খেলা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, তবে ইহা বহু প্রাচীনকাল হইতে বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

[বিষ্ণুপুর দেখ।]

ইহাতে স্থানভেদে নানারূপ খেলিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। ফলতঃ সকলেরই পরস্পর বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েক প্রকার প্রধান প্রধান খেলার স্থূল মর্ম্ম লিখিত হইল।

সাধারণ তাসের যেমন চারিটী রং দশ অবতার তাসে সেইরূপ দশটী রং। ভগবানের দশ অবতার লইয়া ইহার এক একটী রং হইয়াছে। তদনুসারেই ইহাকে দশ অবতার খেলা কহে। ঐ দশ অবতারের নাম যথা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রঘুনাথ, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কি। প্রত্যেক রঙ্গের ১২ খানি তাস। ঐ ১২ খানি তাসের দুইখানি চিত্রময়, অবশিষ্ট ১০ খানি ফোঁটা বা অবতার বিশেষের চিহ্নযুক্ত। প্রত্যেক রঙ্গের চিত্রময় তাস দুইখানির একটী রাজা এবং অপরটী উজীর। দশ অবতারের যেরূপ মূর্ত্তি রাজা ও উজীরের চিত্রও সেইরূপ, রাজা ও উজীরের মধ্যে প্রভেদ এই যে রাজার চিত্রে অশ্ব, রথ, বা অন্য যানবাহনাদি যুক্ত অবতারের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে, উজীরের তাসে সেরূপ যানবাহনাদি থাকেনা, কেবল মাত্র অবতারের মূর্ত্তি থাকে। অপর দশ দশটী তাসে বিশেষ বিশেষ চিহ্নদ্বারা এক হইতে দশ পর্য্যন্ত ফোঁটা অঙ্কিত থাকে। যথা মীনের মীন, কূর্ম্মের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, বামনের কমণ্ডলু, পরশুরামের পরশু, বলরামের গদা, রঘুনাথের তীর, জগন্নাথের পদ্ম ও কল্কির তরবার। ফোঁটার সংখ্যা অনুসারে ঐ তাস গুলিকে এক্কা বা এক, দুক্কা বা দুই, তেক্কা বা তিন, চৌকা বা চার, পঞ্জা বা পাঁচ, ছক্কা বা ছয়, সাত্তা বা সাত, আট্টা বা আট, নহলা বা নয়, এবং দশ বলিয়া থাকে। সকল রঙ্গেরই রাজা সকলের বড় এবং রাজার ছোট উজীর। প্রথম পাঁচ রঙ্গের অর্থাৎ মৎস্য, কচ্ছপ, শঙ্খ, (বরাহ), চক্র (নৃসিংহ) ও বামনের রাজা ও উজীরের পর দশ বড় এবং তাহার পর ফোঁটার সংখ্যা অনুসারে ক্রমিক ছোট। এক্কা সকলের ছোট। অবশিষ্ট পাঁচ রঙ্গের অর্থাৎ পরশুরাম, রঘুনাথ, বলরাম, জগন্নাথ ও কল্কির রাজা ও উজীরের পর এক্কা বড়, এক্কার ছোট দুক্কা, তারপর তেক্কা ইত্যাদি এবং দশ সকলের ছোট। এক্কা রঘুনাথের রাজা সকলের বড়, এবং সর্ব্বপ্রথম ইহারই খেলা হয় এবং ইনি মাশুলস্বরূপ দুইটী পিঠ অর্থাৎ প্রত্যোকের নিকট দুইখানি করিয়া তাস পান। রাত্রিতে খেলা হইলে রঘুনাথের পরিবর্ত্তে সর্ব্বপ্রথম মীনের

খেলা ও মীনের রাজাকে মানস্বরূপ দুই পিঠ দেওয়া হয়। * খেলিবার সময় বৃষ্টি হইতে থাকিলে কূর্ম্মরাজ সকলের বড় এবং ইহারই সর্ব্বপ্রথম খেলা ও মান্য হইয়া থাকে।

চারি পাঁচ বা ছয়জনে এই খেলা খেলিয়া থাকে, খেলিবার সময় কতকগুলি নিয়ম অনুসারে চলিতে হয়। অস্নাত বা অশুচি শরীরে কেহ দশ অবতার খেলে না। খেলিবার পূর্ব্বে দশ অবতারের উদ্দেশে সকলেই প্রণাম করে।

বিন্তি খেলার ন্যায় ইহার তাস কাটিতে হয়। যে ব্যক্তি তাস বণ্টন করে, তাহার বামদিকের খেলুড়ি তাস কাটিয়া দেয়। বণ্টনকারী প্রত্যেককে ৪ খানি করিয়া তাস বাঁটিয়া দিয়া যান। শেষবার যদি ৪ খানি করিয়া না কুলায়, তবে প্রত্যেককে সমান ভাগ করিয়া দিতে হয়। পরবারের খেলায় প্রথমবারের বণ্টনকারীর ডানদিকের খেলুড়ী এবং তৎপর বারে তাহার ডানদিকের খেলুড়ি ইত্যাদি ক্রমে তাস বাঁটিয়া থাকে। প্রথম বাঁটিবার সময় যথেচ্ছাক্রমে ৪ জনকে ৪ খানি তাস দিয়া যাহার তাস বড় সে হাতে তাস পায়।

এখন মনে কর ৪ জনে খেলা হইতেছে। তাহা হইলে প্রত্যেকের হাতে ৩০ খানি করিয়া তাস থাকিবে। এখন যে ব্যক্তি রঘুনাথের রাজা পাইয়াছে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম ঐ তাস এবং তাহার সঙ্গে আর একটী তাস খেলিবে। অপর তিনজন প্রত্যেকে দুইখানি করিয়া তাস দিবে। ইহাকে খরচ দেওয়া কহে। এই আটখানি তাস অর্থাৎ দুইপিঠ রঘুনাথের পিঠ হইল। এই আটখানি তাসের মধ্যে রঘুনাথের রাজা ব্যতীত অপর ৭ খানি যে কেহ অন্য তাস দিয়া বদলাইয়া লইতে পারেন। অন্য সময় সেরূপ বদলান চলেনা, তাস বদলাইয়া লইলে পর যাঁহার হাতে রঘুনাথের উজীর এক্কা প্রভৃতি বা অপর রঙ্গের রাজা, উজীর, দশ প্রভৃতি বড় তাস থাকে, তবে তিনি ঐ বড় কয়টীর মধ্যে প্রত্যেক রঙ্গের সর্ব্ব ছোট এক একটী রাখিয়া তাহার বড় কয়টীর পিঠ করিয়া লইবেন। এইরূপ কোন এক রঙ্গের রাজা, উজীর, দশ বা এক্কা প্রভৃতি থাকিলে এক্কা বা দশটী রাখিয়া রাজা ও উজীরের পিঠ করিয়া লইতে হইবে; রাজা ও উজীর থাকিলে উজীর রাখিয়া রাজার পিঠ করিয়া লইতে হইবে। ইহাকে জোড়ভাঙ্গা কহে। জোড় না ভাঙ্গিলে বড় তাসগুলির সর্ব্ব ছোটটী ব্যতীত অপর সকলগুলি জ্বলিয়া যায়, অর্থাৎ উহাদের পিঠ হয় না, তবে ঐ রঙ্গের সকলের ছোটটী গেলে উহাদের পিঠ হইতে পারে। প্রত্যেক পিঠে সকলে এক একখানি ইচ্ছামত যে কোন তাস খরচ দেন।

প্রথম যিনি খেলিতেছেন, তিনি রঘুনাথের রাজা এবং অন্যান্য বড় তাসের পিঠ লইয়া যদি দেখেন, তাঁহার হাতে অন্য রঙ্গের এমন তাস আছে, যাহার রাজা বা উজীর বা অন্য একটীমাত্র তাস গেলেই সেইটী বড় হয়, তখন তিনি সুবিধা মত সেই রঙ্গের একখানি ছোট তাস ফেলিয়া দিয়া সেই রঙ্গের খেলা চালান। ইহাকে সেরোয়া করা কহে। যদি সেরোয়া করিবার সুবিধা না থাকে, তবে তিনি সমস্ত বড় তাসগুলির পিঠ করিয়া হাতবোঝ (বুঝান) করিয়া দেন অর্থাৎ তাঁহার হাতের সমস্ত তাসগুলি একজন গোলমাল করিয়া ধরে এবং বামদিকের খেলুড়ী ইচ্ছামত ডাকবুরুজ খেলার ন্যায় উপর বা নীচের যেখানে ইচ্ছা একটী তাস বাহির করিতে বলেন। তখন সেই রঙ্গের হুকুম হয় এবং তাহারই খেলা চলে। প্রথম খেলুড়ীর সেরোয়া বা বোঝে যে রং বাহির হয়, ঐ রঙ্গের যাহার হাতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় থাকে, তিনি তাহার পিঠ করিয়া প্রথম খেলুড়ীর ন্যায় খেলিতে থাকেন এবং অবশেষে সেরোয়া বা বোঝ করিয়া দেন। তখন অন্য ব্যক্তি খেলিতে থাকেন। হাতের বড় অর্থাৎ ফেরাই থাকিতে হাত বোঝ করিয়া দিলে ঐ ফেরাই কয়টী জ্বলিয়া যায়। কিন্তু যদি বোঝে ঐ ফেরাই কি সেই রঙ্গের কোন তাস বাহির হয়, তবে তাহার পিঠ হইবে। একবার হাত বোঝ হইলে তিনি আর সেরোয়া করিতে পারেন না। বোঝে যে তাসখানি বাহির হয়, ঐ খানি সেই রঙ্গের অপর ছোট তাস দিয়া বদলাইয়া রাখিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ রঙ্গের আর তাস না থাকিলে সেইখানিই খেলিতে হয়।

খেলিতে খেলিতে যদি কেহ ফেরাই নয় এরূপ কোন তাস খেলেন এবং অপর তিনজনেই ক্রমক্রমে উহাতে খরচ দিয়া ফেলেন, তবে ঐ তাসের বড় ফেরাই কয়টী জ্বলিয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ খরচ দেন এবং যাহার হাতে তাহার বড় আছে, তিনি ধরিয়া ফেলেন, তবে যে ব্যক্তি ছোট তাস খেলিয়াছিলেন, তিনি আর সেরোয়া করিতে পারিবেন না, তাঁহার হাত বোঝ হইয়া যাইবে। বোঝ হইবার পূর্ব্বে তিনি বড় তাস থাকেত পিঠ করিয়া লইতে পারেন।

সেরোয়া দিলে পর যদি রাজাকে সেরোয়া করা হয়, তাহা হইলে যাঁহার হাতে রাজা আছে, আর যদি তাহার দশ, নয় বা এক্কা কি দোক্কা থাকে, তাহা হইলে তিনি রাজার সঙ্গে ঐ দুইটীর একটী দিয়া টিপিতে (খেলিতে) পারেন। যদি নয় দিয়া টিপান হয় আর যিনি সেরোয়া করিয়াছেন, তাঁহার হাত

* কোন কোন স্থানে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ দিবসে মীন এবং রাত্রে রঘুনাথকে সকলের বড় ধরে।

ব্যতীত অপর দুইহাতে তাহার দশ না থাকে, তবে রাজার দুই পিঠ হয়। আর যদি দশ থাকে তবে যাহার দশ তিনি একপিঠ ছাড়াইয়া লয়েন এবং খেলিতে থাকেন। তিনি তখন ইচ্ছামত জোড় ভাঙ্গিয়া সেরোয়া করিতে পারেন, বা হাত বোঝ করিয়া দিতে পারেন।

যে ব্যক্তি সেরোয়া করেন, যদি তাঁহার বামদিকে খেলোয়াড় হাত পান, তবে তিনি রাজা, উজীর বা অপর বড় তাসের সহিত সেই রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া টিপিতে পারেন এবং তাঁহার দুই পিঠ হয়, কেহ টিপের বড় তাস দিয়া ছাড়াইতে পারে না। ইহাকে বামদস্তি পাওয়া বলে।

সেরোয়া করিবার সময় সেই রঙ্গের একখানি তাস ফেলিয়া না দিলে সেরোয়া করা হয় না, হাতে না থাকিলে অপরের নিকট চাহিয়া লইতে পারে। কিন্তু তাহা অপরের ইচ্ছাধীন। হাতে ১১ খানি পর্য্যন্ত তাস থাকিলে সেরোয়া চলে। হাতে ১০ খানি তাস হইলে পর আর সেরোয়া চলেনা। তখন হাত বোঝ করিয়া খেলা চলিতে থাকে। যখন সকলের হাতে ৪ খানি তাস হয়, তখন যদি কেহ কোনবার খরচ না দিয়া হাতে ৫ খানি তাস রাখেন, তবে তাঁহার একটী ফেরাই জ্বলিয়া যায়। খেলা শেষ হইলে সকলে নিজের ৩০ খানি মূল রাখিয়া হার জিত হিসাব করেন। ৩০ খানির যাঁহার যত বেশী তাস হয় তাঁহার তত জিত, আর যত কম হয়, তাঁহার তত হার হইয়া থাকে।

৫ জনের খেলা প্রায় ৪ জনের খেলার মত, তবে ইহাতে সেরোয়া করিবার সময় রং দিয়া সেরোয়া করিতে হয় না, মুখে বলিয়া দিলেই হয়।

৬ জনের খেলাও অনেকাংশে ৪ জনের খেলার ন্যায়, ইহার এই কয়েকটী নিয়ম পৃথক্। যথা—ইহাতেও রং না দিয়া মুখে বলিয়া দিলেই সেরোয়া করা হয়। ছয়জনের খেলায় প্রত্যেক হাতে ২০ খানি করিয়া তাস থাকে এবং প্রথম ৫ দস্ত খেলায় অর্থাৎ হাতে ১৫ খানি তাস হওয়া পর্য্যন্ত খরচের তাস হইতে যে যাহা ইচ্ছা বদলাইয়া লইতে পারেন। ইহাতে বামদস্তি টিপ পায়না এবং যিনি সেরোয়া পাইবেন তিনি রাজা হইলে দশ বা এক্কা, উজীর হইলে নয় বা দোক্কা ইত্যাদি মধ্যের একটী অর্থাৎ যেটীর জন্য সেরোয়া করা হয়, সেইটীর ছোটটী দিয়া টিপিতে পারেন; অন্য তাস দিয়া টিপ হয় না। ইহাদের ১২ খানি তাস হাতে হইলে সেরোয়া বন্ধ হয় এবং ৬ খানি হাতে থাকিলে জ্বলিয়া যায়।

সামন্তভূমে এক প্রকার দশাবতার খেলা হয়। এই খেলা ৪।৫ বা ৬ জনে খেলা যায়। ইহাতে পাঁচ রঙ্গের এক্কা ও দশ বড়। যিনি তাস দিবেন, তাহার বাম ধারে যিনি বসিবেন তিনি তাস কাটিয়া দিবেন, পরে তাস বিলি হইবে। এখানে কেহ ফেরাই (হুকুম) পাইলে অপর খেলোয়াড়গণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে খরচ দিবেন এবং ঐ সময়ে সেরোয়া দিয়া বন্ধ করা হয়। মনে কর খেলা চলিতেছে, কিন্তু যাহার হাতে খেলা সুরু (আরম্ভ) হইয়াছে, সে যদি আপন হাতের (জোড় হুকুম) অর্থাৎ একের অধিক ফেরাই তাস যদি তাহার হাতে থাকে, আর সে তাহা যদি জোড় ভাঙ্গিতে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাহার হুকুম কথাটীর উপস্থিত পিঠ হইল না বটে, কিন্তু পুনরায় যখন তাহার হাতে খেলা আসিবে, সেই সময় পিঠ করিয়া লইতে পারিবে। তাহার হাতে যদি উজীর থাকে এবং তাহা যদি হুকুম না হয়, তাহা হইলে অগ্রে তাহাকেই সেরোয়া করিতে হইবে, যদি উজীরও থাকে, আর কোন রঙ্গের এমন দুইখানি তাস আছে, যে তাহারা উজীর নহে, কিন্তু উপস্থিত উজীরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যেমন ভৃগুরামের এক্কা ও দোক্কা, কি চক্রীর দশ নয়, কিম্বা রঘুনাথের পঞ্জা ছক্কা, কি মীনের দশ ও নয়, এখন বল দেখি তাহার কোনটীকে সেরোয়া দিতে হইবে? উক্ত চারিরঙ্গের ভাল ৮ খানির যে গুলি বড়, তাহার সকল তাসেরই পিঠ হইয়া থাকে। কেবল ঐ চারি রঙ্গের এক একখানি করিয়া বড় আছে, যে কোনটীকেই সেরোয়া কর, তাহাতে দুইখানি তাস হুকুম হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া ইচ্ছানুসারে সেরোয়া দেওয়া যাইতে পারিবে না। দেখিতে হইবে যদি উজীর থাকে, তাহা উহার রাজাকে সেরোয়া করিতে হইবে। কিন্তু যদি কোন রঙ্গের টিপ্* ২ খানি হুকুম হয়, এস্থলে উজীর থাকিয়াও অগ্রে টিপ্‌কে সেরোয়া দিতে পারে। যে রাজার সেরোয়া পাইবে, সে ঐ রঙ্গের যে কোন তাস কেবল হপ্তা খরচ ও সকলের ছোট তাস দিয়া টিপিতে পারিবে।

রাজা টিপিলে পর অপর খেলোয়ারের মধ্যে যে সেরোয়া দিয়াছে এবং সেরোয়া পাইয়াছে, তাহার ডানধারের খেলোয়াড় ছাড়াইতে পারিবেনা, অর্থাৎ ঐ দুইজন বাদ যাহার হাতে ঐ রঙ্গের বড় থাকিবে, সে ছাড়াইয়া লইবে। মীন প্রভৃতির দশ এবং রঘুনাথ প্রভৃতির এক্কা দিয়া টিপিলে কেহ ছাড়াইতে পারিবে না। অর্থাৎ উজীরের টিপ অপেক্ষা টিপের তাস বোঝ হুকুম হওয়া চাই। তাহা হইলেই উজীর থাকিলেও এমন স্থলে টিপকে সেরোয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদি সমান হুকুম হয়, তাহা হইলে উজীরকেই

* উজীর ও রাজা ছাড়া অপর একশ তাস সকলগুলিকেই টিপ কহে।

সেরোয়া করিতে হইবে। যদি জানিতে পারা যায়, উজীর আছে, অথচ টিপকে সেরোয়া করা হইয়াছে এবং টিপকে সেরোয়া করায় কোন লাভ হয় নাই, এইরূপ হইলে যে সময় অবধি সে ঐ নিয়ম অবহেলা করিয়াছে, সেই সময় হইতে তাহার যত দস্ত (পীট) হইবে, সকলে মিলিয়া তাহা ভাগ করিয়া লইবেন।

উজীর যদি না থাকে আর যদি দশ বা এক্কা থাকে, তাহা হইলে সে দোসরী অর্থাৎ দুইবার সেরোয়া করিতে পারে। যেমন প্রথম রাজাকে ও দ্বিতীয়বার উজীরকে সেরোয়া করিতে পারে, এজন্য ইহাকে দোসরী কহে এবং যখন সেরোয়া করিতে হইবে, তখন বলিয়া দিতে হইবে যে অমুকে দোসরী করিলাম।

দোসরীও যদি হাতে না থাকে তাহা হইলে অগত্যা হাত বুঝান করিয়া দিতে হইবে। যে রঙ্গের সেরোয়া পাইবে সে ইচ্ছা করিলে ঐ রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া মারিতে পারে। যদি কেহ ছাড়াইয়া না লয়, তাহা হইলে তাহার দুইদস্ত (পিঠ) হইবে। কেবল মীন প্রভৃতি রঙ্গের এক্কা ও দোক্কা এবং রঘুনাথ প্রভৃতির নয় ও দশ দিয়া মারিতে পারিবে না। কারণ উক্ত দোক্কা এবং নয় তাসগুলি হপ্তা (যাহার প্রথমে খেলা চলে) খরচের জন্য, প্রথমতঃ যাহার হাতে থাকিবে তাহাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। অপর এক্কা ও দশগুলি ফেলিয়া বা হাতে রাখিতে পারে এবং ঐ গুলি যদি হুকুম করিতে পারে তাহা হইলেই পিঠ পাইবে। নচেৎ উহা দ্বারা অন্য কোন কার্য্য হইবে না অর্থাৎ হুকুমের সঙ্গে টিপ্ যাইতে পারে। যদি কেহ সেরোয়া করে আর তাহা তাহার বাঁ দস্তী পায়, তাহা হইলে সে সেই রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া টিপিতে পারে ও তাহা দুই দস্ত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, মীন প্রভৃতির এক্কা ও দশ দিয়া টিপিতে পারিবে। যাহার হাত বোঝ হইবে, তাহার বাঁধারের খেলোয়াড় জানান করিলে পর যে তাস বাহির হইবে, যদি উজীর হয়, তবে তাহাকে রং দিতে হইবে না। আর যদি উজীর ছাড়া অন্য তাস হয়, তাহা হইলে আর ঘুরাইয়া বা বদলাইয়া লইতে পারিবে না। যে তাসটী বাহির হইবে তাহা ফেরত দিতে হইবে। যাহার হাত বোঝ হইয়াছে সে যদি হুকুম খাইতে ভুলিয়া যায় এবং পরে জানাইয়া দেয় এবং হুকুম যাহার হাতে ছিল সেই তাস বাহির হয় তাহা হইলে সে হুকুমের পিঠ পায়। আর যদি অন্য রং বাহির হয়, তাহা হইলে তাহা জ্বলিয়া যায়। এরূপ স্থলে তাস ফেলিয়া দিতে হইবে। ইহাকে সেরোয়া বলে।

দস্তীবাড়ী খেলাও প্রায় এইরূপ। তাহাতে বিশেষ এই যে, তাস কাটিতে, দিতে, জানাইতে ও টিপিতে সকলই ঐ রকম, ইহার উজীর না থাকিলে দোসরী বলে। কেবল দুইটী নিয়ম ভিন্ন। হপ্তাখরচ, নয় ও দোক্কা যেমন নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ঐ কয়টী তাস দ্বারা সেরোয়া হইবে, অর্থাৎ যখন যিনি সেরোয়া করিবেন, তখন সেই রঙ্গের তাস হপ্তাখরচ হইতে বাহির করিয়া দিলে পর সেরোয়া লইবে। যদি হপ্তাখরচ একবার সেরোয়া করিয়া বাহির হইয়া যায় বা আর না থাকে তাহা হইলে যিনি সেরোয়া করিবেন তিনি নিজের হাত হইতে সেরোয়ার রং একখানি দিবেন, যদি রং না দিতে পারে, তাহা হইতে যিনি সেরোয়া পাইবেন তিনি ইচ্ছা করিলে একখান রং দিয়া সেরোয়া লইতে পারেন, নচেৎ সেরোয়া করা হইবে না। যদি কেহ সেরোয়া করে, আর তাহার বাঁ দস্তী পায়, তাহা হইলে সেই লোক টিপিতে পাইবে। কিন্তু সেরোয়া তাসের বড় হওয়া চাই। সকল রঙ্গের ছোট যেটী সেইটীকে দস্তী কহে। অর্থাৎ মীন প্রভৃতি ৫ রঙ্গের এক্কা ও রঘুনাথ প্রভৃতি ৫ রঙ্গের দশ। দস্তী সকল রঙ্গেরই আছে, ইহার পরিমাণ ১০টী—

ঐ দশটীর মধ্যে যে কেহ শেষে একটী দস্তী হুকুম করিয়া খাইতে পারিবে, সে সকলের কাছে এক এক দস্ত করিয়া পাইবে। এইরূপ প্রত্যেকের কাছে দস্ত পাইলেই দস্তীবাড়ী করা হইল, এই জন্য ইহার নাম দস্তীবাড়ী খেলা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরে চলিত আর একপ্রকার তাসের নাম "নক্স খেলার তাস।" সচরাচর জুয়াখেলার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ১২ খানি করিয়া চারি প্রস্থে ৪৮ খানি তাস আছে। কিন্তু এই চারিপ্রস্থ তাসে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এই জন্য চারিখানি করিয়া বারপ্রস্থ তাস বলা বরং ভাল। ইহার টেক্কা চারিখানিতে পরী (স্ত্রীর) প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। দুরি চারি খানিতে মল্ল পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতেছে। তিরিগুলিতে তিনটী করিয়া পাতা। চৌকা চারিখানিতে চারিটী করিয়া শঙ্খ। পঞ্জা চারিখানিতে পাঁচটী করিয়া পানিফলের পাতা। ছক্কা চারিখানিতে ছয়টী করিয়া গালিচার আসন। সাতা চারিখানিতে সাতটী করিয়া তরবারি। আটা চারিখানিতে আটটী করিয়া বকুল ফল। নহলা চারিখানিতে নয়টী করিয়া প্রস্ফুটিত পুষ্প। দহলা চারিখানিতে দশটী করিয়া কুল।

ইহার পর চারিখানি অশ্বপতি অর্থাৎ অশ্বারূঢ় রাজা এবং চারিখানি গজপতি অর্থাৎ গজারূঢ় রাজা আছে। অশ্বের ১১ ফোঁটা ও গজের ১২ ফোঁটা দুইটী মল্লে দুই কোঁটা ও এক একটী পরী এক ফোঁটা ধরা হয়। এই তাসের শঙ্খ ও তর-

বারি গুলি ঠিক দশ অবতার তাসের ন্যায়, বোধ হয় এই তাস গুলি দশ অবতার তাসের পর প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাতে দশ অবতার হইতে কতক কতক লওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলি প্রকৃতিগত পুষ্পফল হইতে লওয়া হইয়াছে। কেবল টেক্কা, ছুরি, অশ্বপতি এবং গজপতি ইহারাই নূতন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বহুসংখ্যক খোদিত লিপিতে আমরা "অশ্বপতি", "গজপতি", "নরপতি" ও "রাজ্যত্রয়াধিপতি" এই কয়টী শব্দ প্রথমেই পাইয়া থাকি। এইরূপ খোদিতলিপি ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক পাওয়া যায়। অশ্বপতি ও গজপতি এ তাসে আছেই। ইহাতে বোধ হয় যে এই তাস খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র এই খেলা খেলিয়া থাকে। প্রথমে একজন তাস কাটিয়া প্রত্যেককে এক একখানি তাস দেয়। যাহার তাস সর্ব্বাপেক্ষা বড় সে হাতে তাস পায় এবং আবার তাস বাঁটিয়া প্রথমতঃ এক একজনকে এক একখানি তাস দেয়। এই তাসগুলিকে পায়া বলে। বলা উচিত, নক্সখেলার তাস উপর হইতে বিলি হয় না, নীচদিক্ হইতে এক একখানি করিয়া দিতে হয়। পায়া বিলি হইলে পর বণ্টনকারী তাঁহার ডানিদিকের খেলুড়ীকে নীচ হইতে এক একখানি তাস দিতে থাকেন। তিনি যতক্ষণ তাস চাহিবেন, ততক্ষণ সকলকে দেখাইয়া এক একখানি দিতে হইবে এবং তাহার পরে তাহার ডানিদিকের ব্যক্তিকে এইরূপ ক্রমে তাস দিয়া যাইতে হইবে। যদি তাহার হাতে ফোঁটা গণিয়া ১৭ হয় তবে নক্স হইল এবং সে বাজি তাহারই জিত হইয়া পুনরায় খেলা আরম্ভ হয়। ১৭ গণিতে না হইলেও যদি কাহারও পায়া দশ, কি ঘোড়া কি হাতী থাকে এবং বিলির সময় প্রথম বারেই তাহার জোড় পায় তাহা হইলেও দশে দশে, ঘোড়ায় ঘোড়ায় বা হাতীতে হাতীতে নক্স হয়। পায়া ছোট হইলে অর্থাৎ নয়ে নয়ে বা আটে আটে নক্স হয় না। তাস দিতে দিতে যদি কাহারও হাতে ১৭ অপেক্ষা অধিক ফোঁটা হইয়া গেল, তবে তাঁহার সে বাজি জলিয়া গেল, তাহাকে তাস ফেলিয়া দিতে হইবে এবং তাহার পরের ব্যক্তি তাস লইতে থাকিবে। তাস লইতে লইতে যদি কেহ এরূপ বুঝে যে এর পর তাস লইলে জলিয়া যাইবার সম্ভাবনা, তখন সে তাস লওয়া বন্ধ করে, এবং থাক্ কহে। যদি কাহারও ১৭ ফোঁটা অর্থাৎ নক্স হয়, আর থাক্ কহে, তাস তাহার জবানে গেল অর্থাৎ সে বাজি তাস ফেলিয়া দিতে হইবে। ফোঁটা গণিতে ভুল করিয়া বলিলেও জবানে যায়। খেলিতে খেলিতে যাহার প্রথম নক্স হয় তাহারই সে বাজি জিত। যদি সকলের জলিয়া যায় আর একজন ১৭ অপেক্ষা কম হাতে রাখিয়া দেয়, তবে তাহারই জিত। আর যদি ২ বা ততোধিক ব্যক্তি হাত রাখিয়া যায়, তবে যাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফোঁটায় আছে, সে জিতিবে। দুইজনের সমান ফোঁটা হইলে যাহার কম সংখ্যক তাস সে জিতিবে। আর যদি সমান সংখ্যক তাসে সমান ফোঁটা থাকে, তবে যাহার পায়া বড় সে পাইবে। পায়াও সমান হইলে বণ্টনকারীর ডানিদিকে যে প্রথম সে জিতিবে।*

সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে যে কোন জাতির প্রথম চিত্রগুলি স্বভাব হইতেই গৃহীত হয়। পরে ক্রমে তাহাতে ধর্ম্ম এবং ইতিহাস সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলি আসিয়া মিশ্রিত হয়। সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্ম শিল্পেই প্রথম স্বভাব তৎপরে স্বর্গ এবং তদনন্তর ইতিহাসের প্রভাবই অধিক। একথা সত্য হইলে উড়িষ্যাদেশপ্রচলিত ছোট ছোট গোলতাস দশাবতার তাস অপেক্ষাও প্রাচীন, কারণ ইহার সমস্ত চিত্রই স্বভাব হইতেই গৃহীত। ইহাতে ধর্ম্ম ও ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই। ইহার বার খানিতে এক এক প্রস্থ হয়। এইরূপ ইহাতে আট প্রস্থ আছে—অতএব মোট ৯৬ ছিয়ানব্বই খানি তাস আছে। এই আট প্রস্থের নাম, যথা, (১) ফুল, (২) সমস্বর, (৩) চন্দ্র, (৪) গোলাপ, (৫) কুমাচ, (৬) বরাত, (৭) সূর্য্য, (৮) চ্যাং। ফুলের চিত্রগুলি সাদা কুঁড়ি, উহার জমী পাটল ও কিনারায় লাল ও পীতবর্ণ। সমস্বর শব্দে বাঁশরী; উহাতে বাঁশীর ছবি চিত্রিত, জমী ধূমল, ধারে কাল ও পীতবর্ণ। চন্দ্রের চিত্র সাদা পূর্ণচন্দ্র, জমী কাল, ধারে লাল ও পীতবর্ণ। গোলাপে এক পাপড়ী গোলাপের চিত্র আছে, উহাকে সেঁউতি (সিমন্তী) কহে, জমী সাদা, ধারে লাল ও পীতবর্ণ।—কুমাচ শব্দের অর্থ জানা নাই, কিন্তু কুমাচের চিত্রক্রীড়া কন্দুকের ন্যায়—ইহার জমী পীত, ধারে লাল ও সবুজবর্ণ। (৬) বরাত শব্দের অর্থ জানা যায় না, কিন্তু চিত্র দেখিয়া বোধ হয় যে বসিবার আসন ঐ তাসের জমি রাঙ্গা, কানায় হরিদ্রা ও সবুজ রং। (৭) সূর্য্যের চিত্র গোল ফোঁটা মধ্যস্থলে হরিদ্রা ও চতুষ্পার্শ্বে লাল মাত্র, উহার জমি নীল কানায় রাঙ্গা ও সবুজ রং। (৮) চ্যাং এ শব্দের অর্থ জানা যায় না, ছবি ঝুমকার ন্যায়, জমি সবুজ, কানায় রাঙ্গা ও হরিদ্রা রং।

* অপরপত্রে দশাবতার তাসের চিত্র দেওয়া গেল, অবতারের মূর্ত্তিগুলি উজীর এক্কা (টেক্কা) প্রভৃতি এক একখানি ছবি দেখিয়া অন্য ছবি বুঝিয়া লইতে হইবে। নক্স খেলার তাসের কেবল চারিখানি ছবির চিত্র দেওয়া গেল।

দশাবতার খেলার তাস।

পরশুরামের নহলা

রামের দহলা

দশাবতার খেলার তাস।

নক্সর তাস
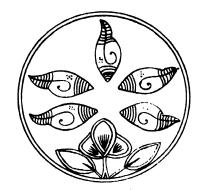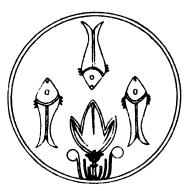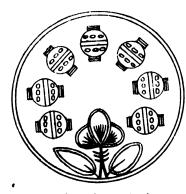
নরসিংহের টেক্কা

বরাহের পঞ্জা

গজপতি

কল্কির দুরি

জগন্নাথের ছক্কা

অশ্বপতি

মৎস্যাবতারের তিরি

বামণের সাতা

মল্ল

কুর্ম্মের চৌকা

বলরামের আটা

স্ত্রী
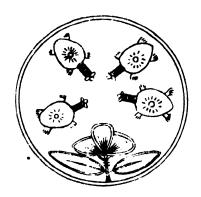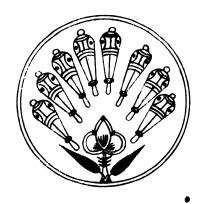
প্রতি প্রস্থ তাসের রাজা উৎকল দেশীয় পাল্কী চড়িয়া থাকেন, মন্ত্রী অশ্বারূঢ়, সূর্য্য ও চন্দ্রের রাজা মনুষ্যাকৃতি নহেন, সূর্য্য ও চন্দ্রাকৃতি। প্রথম চারি প্রস্থের (দহ) দহলা বড়, একা (টেক্কা) ছোট, শেষ চারিপ্রস্থের একা (টেক্কা) বড়, দহ (দহলা) ছোট। এই তাসে নানারূপ খেলা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সার-খেলাই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই খেলায় চারিজনে গ্রাবুর ন্যায় দুই দল হইয়া বসে, যাহার বয়স বড় সেই তাস দেয়, উহার ডাহিনের লোক তাস কাটায়; কিন্তু উপরের তাসখানিই তিনি কাটাইতে বাধ্য। সে তাসখানি যদি হাকিম অর্থাৎ রাজা বা মন্ত্রী হয়, তবে আবার কাটাইতে হয়, কাটাইবার রীতি পূর্ব্ববৎ। কাটুনির ডাহিনে যে বসে, সেই সব প্রথম তাস পায়, সুতরাং কাটান তাসখানি যে কাটায়, সেই পাইয়া থাকে। তাস চারিখানি করিয়া দিতে হয়। যে রং কাটান হয়, তাহার রাজা যে পায়, সে খেলিবে, কিন্তু সে না খেলিয়া অন্যকে হুকুম দিতে পারে। সব কটি পিঠ লওয়াই এ খেলার জিত। যদি এমন বুঝা যায় যে কেহই সব পিঠ লইতে পারিবে না, তাহা হইলে আবার তাসাইয়া তাস বাঁটিয়া দেওয়া হয়।

যদি কেহ খেলিতে আরম্ভ করিয়া সব পিঠ লইতে না পারে, তবে তাহার হার হয়। যে দলে রংএর রাজা পাইয়াছে, তাহারা যদি না খেলে, তবে বিরুদ্ধ পক্ষীয়ের যে কেহ একখানি বিনা বা ছোট তাস দিয়া রাজা বদলাইয়া লইতে পারে। এরূপ রাজা বদলাইয়া লইলে যাহার রাজা ছিল, তাহার খেলুড়ীর সহিত আর একখানি ছোট তাসও বদলাইয়া লইতে হইবে, কিন্তু যে রং দিয়া রাজা বদল হইয়াছে, সে রং দিতে পারিবে না।

প্রথম খেলিতে হইলে রংএর রাজা ও তাহার সঙ্গে যে কোন রংএর একখানি বিনা (ছোট) তাস খেলিতে হইবে, রাজার সহিত খেলা বলিয়া ছোটখানিও বড় কাগজের মধ্যে গণ্য। অপর সকলে সেই সেই রংএর ছোট তাস তাহাতে দিবে, সে রং না থাকিলে যে কোন রংএর ছোট কাগজ দিবে। কিন্তু অন্যান্য বারে কোন তাসের হাকিম অর্থাৎ বড় কাগজ খেলা হইলে অপর সকলকে সেই রংএর তাস না থাকিলে অন্য রংএর হাতের মধ্যে বড় তাস পাশ দিতে দিবে। সে রং থাকিলে তাহারই ছোট দিতে পারিবে।

এইরূপে অন্য হাত হইতে সব বড় বড় তাস বাহির হইয়া গেলে, যে পিঠ লইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সব পিটগুলি পাইতে পারে ও জিতিতেও পারে। এ খেলায় বাজি নাই। এ খেলা চারিপ্রকার যথা—(১) নমাগী (২) মাগী (৩) দর্শনীও (৪) কান্দা। যে খেলিবে সে রাজা বদলাইয়া না লইয়া খেলিলে নাগী হয়। রাজা মাগিয়া লইয়া খেলিলে মাগী হয়। বাজির (রং) রাজা মাগিয়া হাতের সব বড় বড় কাগজ দেখাইয়া সব পিঠ লওয়া দর্শনী। হাতে বাজির রাজা প্রভৃতি সমুদয় হাকিম থাকিলে সমুদয় পিঠ লওয়ার নাম কান্দা। (ইহা বড় জোরের খেলা)।

এ তাসে বাজি লইয়া খেলাকে "দস্ত" খেলা বলে। ইহাতে দুইজন তিনজন চারিজন খেলুড়ি থাকিতে পারে। আপনার হাতের ২৪ খানি কাগজ বাদ দিয়া যত কাগজ জিতিবে, সেই পরিমাণে অন্য লোকে হারিবে ও তাহাকে টাকা পয়সা প্রভৃতি দিতে হইবে। ৩ জনে খেলিলে প্রত্যেক রংএর ৩ খানি করিয়া বিনা (ছোট) কাগজ আলাদা করিয়া রাখিতে হয়। পরে পিঠ অনুসারে, কিন্তু নিজের সেই ২৪ খানি তাস বাদে পয়সাদি জিত হয়।

এই কয় প্রকার তাস ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও অন্যান্য প্রকার নানারূপ গোলতাস প্রচলিত আছে। পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থলে গঞ্জিফা নামক একপ্রকার গোল তাস প্রচলিত আছে, ঐ তাস সময়ে সময়ে অনেক দরে বিক্রয় হয়, উহার খেলিবার রীতি অনেকটা উড়িষ্যা-দেশপ্রসিদ্ধ সার খেলার ন্যায়।

তাসন (দেশজ) ১ তাড়ন, ভয় প্রদর্শন। ২ সূতা গুটান।
"রোজা নমাজ করি কেহ হৈল গোলা।
তাসন করিয়া নাম বলাইল জোলা॥" (কবিক°)

তাসা (দেশজ) ১ তাসে জড়ান। যেমন তাসাসূতা। ২ বাদ্য-যন্ত্র ভেদ। কোন ধাতুর পাত্রের উপর পাতলা চামড়া আটিয়া এই বাদ্য প্রস্তুত হয়।

তাসুন (পুং) তস-বাহুলকাৎ উনণ্। শণবৃক্ষ। তস্যেদং অণ্। তৎসম্বন্ধী।

তাসুনী (স্ত্রী) তাসুন স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শণনির্ম্মিত মেখলা।
"মুঞ্জকাশতাসুন্যো রসনাঃ" (জ্যোতিস্তত্ত্বে গোভিল।)
'তাসুনঃ শণঃ তদ্ভবা রসনা মেখলা তাসুনী।' (টীকা)

তাস্কর্য্য (ক্লী) তস্করস্য ভাবঃ তস্কর-ষ্যঞ্। তস্করতা, চৌর্য্য।
"প্রকাশমেতৎ তাস্কর্য্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতি র্যত্নবান্ ভবেৎ॥" (মনু ৯।২২২)

তাস্যন্দ্র (ক্লী) সামভেদ।

তাহা (দেশজ) তৎ, সেই।

তাহুৎ (আরবী) ১ চুক্তি। ২ কর, খাজনা।

তাহুৎখানা (পারসী) চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল।

তাহেরপুর, বাঙ্গালার একটী বিখ্যাত পরগণা। এই পরগণা দিনাজপুর জেলার অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ৭৬২ বর্গ বিঘা। এই পরগণা একটী মাত্র জমীদারী। ২ রাজসাহী জেলার অন্তর্গত একটী বিখ্যাত জমীদারী। ইহার বর্ত্তমান জমীদার বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ও গবর্মেণ্ট হইতে রাজা উপাধি পাইয়াছেন। এই জমীদার বংশ বারেন্দ্রশ্রেণীর ভাহুড়ীগ্রামীণ ব্রাহ্মণ। বারেন্দ্রকুলজী মতে এই বংশ চৌগাঁয়ের রাজবংশের জ্ঞাতি। [বিশ্বকোষ কুলীন শব্দ ৩১৯—৩২০ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

তি (অব্য) ইতি বেদে। পৃষো° সাধুঃ। ইতি শব্দার্থ।

"সহোবাচান্তীহ প্রায়শ্চিত্তিরিত্যস্তীতি কা তি পিতা তে" (শত° ব্রা° ১১।৬।১।৩) 'কা প্রায়শ্চিত্তিস্তি ইতি প্রশ্নঃ' (ভাষ্য)

তিআত (দেশজ) ১ তৃতীয়। ২ সামান্ত।

তিআত্তর (দেশজ) ত্রিসপ্ততি, ৭৩।

তিআদাদ্ (আরবী) ১ তায়দাদ। ২ গণনা।

তিআরা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Celastrus monaspermus)

তিউড়ী (দেশজ) উনান।

"উজ্জল চন্দনকাষ্ঠে জালিল তিউড়ি।" (শ্রীধর্ম্মম° ৪।২০২)

তিঁহ্ (দেশজ) তিনি।

তিক (পুং) তিক্-ক। ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্যং তিকাদিত্বাৎ ফিঞ্। তৈকায়নি, তৎগোত্রাপত্য। তস্য তিককিতবাদিত্বাৎ দ্বন্দ্বে গোত্রপ্রত্যয়স্য লুক্ বহুত্বার্থে। তিক ও কিতব ইহাদের দ্বন্দ্ব সমাস করিলে বহুত্বার্থে গোত্রার্থ প্রত্যয়ের লুক্ হয়। তিককিতবাঃ, তিককিতবের গোত্রাপত্য সকল।

তিককিতবাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণভেদ।

(তিককিতবাদিভ্যো দ্বন্দ্বে। পা ২।৪।৬৮)

দ্বন্দ্বসমাসে তিককিতবাদির বহুত্ব অর্থ বুঝাইলে গোত্রপ্রত্যয়ের লুক্ হয়। তিককিতব, বঙ্খরভণ্ডীরথ, উপকলমক, ফলকনরক, বক-নখ-গুদ-পরিণদ্ধ, উব্জককুভ, কলঙ্কশাস্তমুখ, উত্তরশলঙ্কট, কৃষ্ণাজিনকৃষ্ণসুন্দর, ভ্রষ্টককপিষ্ঠল, অগ্নিবেশদশেরুক এই কয়েকটী শব্দ তিককিতবাদিগণভুক্ত।

তিকাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণভেদ।

(তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪)

অপত্য অর্থে তিকাদি শব্দের উত্তর ফিঞ্ হয়। তিক, কিতব, সংজ্ঞা, বালা, শিখা, উরস্ শাট্য, সৈন্ধব, যমুন্দ, রূপ্য, গ্রাম্য, নীল, অমিত্র, গোকক্ষ, কুরু, দেবরথ, তৈতিল, ঔরস, কৌরব্য, ভৌরিকি, মৌলিকি, চৌপত, চৈটয়ত, শীকয়ত, ক্ষৈতয়ত, ধ্যানবৎ, চন্দ্রমস্, শুভ, গঙ্গা, বরেণ্য, সুযামন্, আরদ্ধ, বাহ্যক, খল্ল, বৃষ, লোমক, উদন্য ও যজ্ঞ এই কয়টী শব্দ লইয়া তিকাদিগণ।

তিকীয় (ত্রি) তিক-ছ (উৎকরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪।২।৯০) তিকের সন্নিহিত দেশাদি।

তিক্ত (পুং) তেজয়তি তিজ বাহুলকাৎ কর্ত্তরি-ক্ত। ১ রসভেদ, ছয় রসের মধ্যে একটী রস, তিত। (ক্লী) ২ পর্পটকৌষধি। ৩ সুগন্ধ। ৪ কুটজবৃক্ষ। ৫ বরুণবৃক্ষ। এই সকল বৃক্ষে তিক্তরসের আধিক্যবশতঃ ইহারা তিক্তপর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৬ তিক্তরসযুক্ত। ৭ তিক্তরসবৎ।

"তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টিঃ।" (মেঘদূত)

'তিক্তৈঃ সুগন্ধিভিস্তিক্তরসবদ্ভিশ্চ।' (মল্লিনাথ)

। * । এই রসের বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি এই পঞ্চভূতে যথাসংখ্যা উত্তরোত্তর এক একটী বৃদ্ধি হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণ জন্মে। অতএব রস জলীয় গুণসম্ভূত, পরস্পর সংসর্গ, আনুকূল্য এবং মিশ্রিত হওয়ায় সকল ভূতের অংশ সকলেই মিলিত আছে, তবে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে গৃহীত হইয়া থাকে।

জলীয় গুণসম্ভূত সেই রস ও অবশিষ্ট সকল ভূতের সহিত মিলিত হইয়া বিদগ্ধ হইলে ৬ প্রকারে বিভক্ত হয়। ৬ রস—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। [বিশেষ বিবরণ রস দেখ।] বায়ব্য ও আকাশ গুণ-বাহুল্যে তিক্ত রস জন্মে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, জগতের অগ্নিসোমীয়ত্ব প্রযুক্ত রস দুই প্রকার—আগ্নেয় ও সৌম্য। মধুর, তিক্ত ও কষায় সৌম্য। কটু, অম্ল ও লবণ আগ্নেয়। কটু, তিক্ত ও কষায় লঘু। সৌম্য অর্থে শীতল।

যে রস দ্বারা গলদেশে জ্বালা, মুখের বৈশদ্য, অন্নে রুচি এবং হর্ষ জন্মে, তাহাকে তিক্তরস কহে।

তিক্তরস ছেদন, রুচি, দীপ্তি ও শোধনকর এবং কণ্ডু, কোষ্ঠ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও জ্বরশান্তিকারক, স্তন্যশোধক এবং বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেদ, মেদ, বসা ও পূয়শোষণকর; এই প্রকার গুণবিশিষ্ট হইলেও ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে গাত্রের স্পন্দরহিত এবং মন্যাস্তম্ভ (গ্রীবাদেশের সঞ্চালনশক্তির অভাব), হস্তপদাদির আক্ষেপ (খেঁচুনি), শিরঃশূল, ভ্রম, তোদ, ভেদ, ছেদ ও মুখের বৈরস্য জন্মে।

আরগ্বধাদিগণ, গুড়ূচ্যাদিগণ, মঞ্জিষ্ঠা, বেত্রকরীর (বেতের কুড়ী), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, বরুণবৃক্ষ, গোক্ষুরী, সপ্তপর্ণ, বৃহতী, কণ্টিকারী, চোরহুলী, মূষিকপর্ণী, ত্রিবৃৎ (তেউড়ী), ঘোষাফল, কর্কোটক (কাকরোল,) কারবেল্লক (করেলা),

বার্ত্তাক, করীর, করবীর, মালতী, শঙ্খহুলী, অপামার্গ, বলা, অশোক, কটুকী, জয়ন্তী, ব্রাহ্মী, পুনর্নবা, বৃশ্চিকালী (বিছুটী) ও জ্যোতিষ্মতী লতা প্রভৃতি সামান্যতঃ তিক্তবর্গ। তিক্তের মধ্যে পটোল ও বার্ত্তাকু উৎকৃষ্ট। (সুশ্রুত সূত্র° ৪২ অ°)

তিক্তক (পুং) তিক্তেন তিক্তরসেন কায়তি কৈ-ক বা তিক্ত সংজ্ঞায়াং কন্। ১ পটোল। ২ চিরতিক্ত, চিরতা। ৩ কৃষ্ণখদির। ৪ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। এই সকল বৃক্ষের তিক্তরস প্রাধান্য বশতঃ ইহাদের নাম তিক্তক। স্বার্থে-কন্। ৫ তিক্তরস। (ত্রি) ৬ তিক্তরসযুক্ত। ৭ নিম্ববৃক্ষ। ৮ কুটজবৃক্ষ, কুরচী।

তিক্তকন্দিকা (স্ত্রী) তিক্তরসপ্রধানঃ কন্দোমূলং সোঽস্ত্যস্যা-তিক্তকন্দ-কন্-টাপ্ ইত্বং। গন্ধপত্রা। (রাজনি°)

তিক্তকা (স্ত্রী) তিক্তেন রসেন কায়তি কৈ-ক টাপ্। কটুতুম্বী, তিতলাউ, পর্য্যায়—ইক্ষ্বাকু, কটুতুম্বী, তুম্বী, মহাফলা। গুণ—শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, তিক্তরস, কটুবিপাক এবং পিত্ত, কাস, বিষ, বায়ু ও পিত্তজ্বরনাশক। (ভাবপ্র°)

তিক্তকাণ্ড (পুং) ভূনিম্ব, চিরতা।

তিক্তকাণ্ডেরুহা (স্ত্রী) কটুকা, কটকী।

তিক্তগন্ধা (স্ত্রী) তিক্তঃ গন্ধো যস্যা বহুব্রী। বরাহক্রান্তা। (শব্দমালা)

তিক্তগন্ধিকা (স্ত্রী) তিক্তগন্ধা-কপ্-টাপ্ অতইত্বং। বরাহক্রান্তা। (শব্দমালা)

তিক্তগুঞ্জা (স্ত্রী) গুঞ্জেব তিক্তা রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। করঞ্জ। পর্য্যায়—ক্ষুদ্ররসা, রসঘ্না, বিদ্ধপর্কটী। (হারাবলী)

তিক্তঘৃত (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত ঘৃতভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিফলা, পটোল, নিম্ব, বাসক, কটুকী, দুরালভা, ত্রায়মাণা ও পর্প্পট প্রত্যেকে দুই পল পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ (চতুর্থ ভাগ) থাকিতে নামাইতে হইবে। ত্রায়মাণা, মুতা, ইন্দ্রযব, চন্দন, ভূনিম্ব ও পিপ্পলী, প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উক্ত ক্বাথে পিষিতে হইবে। সেই কল্ক সহযোগে প্রস্থ পরিমিত ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে কুষ্ঠ, বিষমজ্বর, গুল্ম, অর্শ, গ্রহণী, শোফ, পাণ্ডু, বিসর্প ও ষণ্ডতা নিবৃত্ত হয়। (সুশ্রুত চিকি° ৯অ°)

তিক্ততণ্ডুলা (স্ত্রী) তিক্তস্তণ্ডুলোঽস্তঃশস্যং যস্যাঃ। পিপ্পলী, পিপুল। পর্য্যায়—চপলা, শৌণ্ডী, বৈদেহী, মাগধী, কণা, কৃষ্ণোপকুল্যা, মগধী, কোলা। (বৈদ্যক রত্নমালা)

তিক্ততা (স্ত্রী) তিক্তস্য ভাবঃ তিক্ত-তল্-টাপ্। তিক্তরস, কটুতা।

তিক্ততুণ্ডী (স্ত্রী) তিক্ততুম্বী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কটুতুম্বীলতা। (রাজনি°)

তিক্ততুম্বী (স্ত্রী) তিক্তা তুম্বী। কটুতুম্বী, তিৎলাউ। (রত্নমালা)

তিক্তদুগ্ধা (স্ত্রী) তিক্তং দুগ্ধং নির্য্যাসো যস্যাঃ। ১ ক্ষীরিণী বৃক্ষ। ২ অজশৃঙ্গী, স্বর্ণক্ষীরী, চলিতকথায় মেঢ়াশিঙ্গেগাছ। (জটা°)

তিক্তধাতু (পুং) তিক্তঃ তিক্তরসপ্রধানো ধাতুঃ। পিত্ত। (রাজনি°)

তিক্তপত্র (পুং) তিক্তানি পত্রাণি যস্য। ১ কর্কোটক, কাঁকরোল। (ত্রি) ২ তিক্তপত্রক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তিক্তং পত্রং। ৩ তিতপাতা।

তিক্তপর্ণিকা (স্ত্রী) গোরক্ষকর্কটী।

তিক্তপর্ণী (স্ত্রী) গোরক্ষকর্কটী।

তিক্তপর্ব্বা (স্ত্রী) তিক্তং পর্ব্বগ্রন্থির্যস্যাঃ বহুব্রী। ১ দূর্ব্বা। ২ হিলমোচী। ৩ গুড়ূচী। ৪ যষ্টিমধুলতা। (মেদিনী)

তিক্তপুষ্পা (স্ত্রী) তিক্তানি পুষ্পাণি যস্যাঃ। ১ পাঠা, আকনাদি। (ত্রি) তিক্তপুষ্পবৃক্ষমাত্র। (ক্লী) ৩ তিক্ত ফুল।

তিক্তফল (পুং) তিক্তানি ফলানি অস্য। ১ কতকবৃক্ষ, নির্ম্মলফল। (ত্রি) ২ তিক্তফলক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) ১ তিতফল।

তিক্তফলা (স্ত্রী) তিক্তানি ফলানি যস্যাঃ। ১ যবতিক্তা লতা, যবেচী। ২ বার্ত্তাকী। ৩ ষড়্ভুজা, খরমুজ।

তিক্তভদ্রক (পুং) তিক্তস্তিক্তরসপ্রধানো ভদ্রকঃ ততঃ স্বার্থে কন্। পটোল। (শব্দচন্দ্রিকা)

তিক্তমরিচ (পুং) তিক্তোমরিচ ইব। কতকবৃক্ষ, নির্ম্মলফল। (রাজনি°)

তিক্তযবা (স্ত্রী) তিক্তঃ যব ইন্দ্রযব রসোঽস্যাত্র অচ্। শঙ্খিনী।

তিক্তরসা (স্ত্রী) তিক্তঃ রসোযস্যাঃ। ব্রাহ্মীশাক।

তিক্তরাজ (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Andersonia Rohituki *Rox.*)

তিক্তরোহিণিকা (স্ত্রী) তিক্তরোহিণী স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। কটুকা।

তিক্তরোহিণী (স্ত্রী) তিক্তা সতী রোহতি রুহ-ণিনি ঙীপ্। কটুকা। (রাজনি°)

তিক্তলা (স্ত্রী) শঙ্খিনী।

তিক্তবর্গ (পুং) তিক্তানাং বর্গঃ ৬তৎ। তিক্তরসাত্মক দ্রব্যসমূহ। [তিক্ত দেখ।]

তিক্তবল্লী (স্ত্রী) তিক্তা বল্লী। ১ মূর্ব্বালতা, শোঁচমুখী। (রত্নমালা) ২ তিক্তলতা মাত্র।

তিক্তবীজা (স্ত্রী) তিক্তং বীজং যস্যাঃ। কটুতুম্বী, তিতলাউ। (রাজনি°)

তিক্তশাক (পুং) তিক্তঃ শাকো যস্য। ১ খদিরবৃক্ষ। ২ বরুণদ্রুম, বর্ণে গাছ। ৩ পত্রসুন্দর বৃক্ষ। গিমেশাক। (ক্লী) ৪ তিতশাক।

তিক্তশাকতরু (পুং) শ্বেতপ্রসূনক বৃক্ষ। (শব্দমা°)

তিক্তশাকদ্রু (পুং) বরুণবৃক্ষ, বর্ণে গাছ।

তিক্তসার (পুং) তিক্তঃ সারো নির্যাসোঽস্য। ১ খদির। ২ বিট্-খদির বৃক্ষ, গুয়েবাবলা গাছ। (ক্লী) ৩ দীর্ঘরোহিষক তৃণ, হিন্দীতে বড়রোহিষ। (ত্রি) ৩ তিক্তসারক বৃক্ষমাত্র। ৪ তিক্তসার, তিতসার।

তিক্তা (স্ত্রী) তিক্তস্তিক্তরসোঽস্ত্যস্যাঃ অচ্ ততষ্টাপ্। ১ কটু-রোহিণী। পর্য্যায়—কট্বী, কটুকা, তিক্তা, কৃষ্ণভেদা, কটুম্ভরা, অশোকা, মৎস্যশকলা, চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মৎস্যপিত্তা, কাণ্ডরুহা, রোহিণী, কটুরোহিণী। (ভাবপ্র°) ২ পাঠা, আকনাদি। ৩ যবতিক্তালতা, যবেচী। ৪ ষড়্‌ভুজা, খরমুজ। ৫ ছিক্কনী, হাঁচুটীর গাছ। ৬ লতাকস্তুরী

তিক্তাখ্যা (স্ত্রী) তিক্তেতি আখ্যা যস্যা। কটুতুম্বী, তিতলাউ।

তিক্তাহ্বয়া (স্ত্রী) তিক্তেতি আহ্বয়ো যস্যাঃ। কটুতুম্বী, তিতলাউ।

তিক্তাঙ্গা (স্ত্রী) তিক্তং অঙ্গং যস্যাঃ। পাতালগরুড়ীলতা হিন্দীতে ছেউড়ী। (রাজনি°)

তিক্তামৃতা (স্ত্রী) লতাভেদ। (Menispermum glabrum)

তিক্তিকা (স্ত্রী) তিক্তা স্বার্থে কন্ টাপ্ অতইত্বং। ১ কটু-তুম্বী, তিতলাউ। ২ কাকমাচী, গুড়কামাই। ৩ কটুকা।

তিক্তিরী, তিত্তিরী, আর্য্যদিগের একটী প্রাচীন ধ্বনিযন্ত্র। ইহা দেখিতে কতকটা য়ুরোপীয় ব্যাগ-পাইপ (Bag-pipe) যন্ত্রের ন্যায় ছিল। কিন্তু এখন ইহার আকার আর সেরূপ নাই। এখন তুবড়ী নামে খ্যাত। আহিতুণ্ডিকেরা ইহা ব্যবহার করে। ইহার নামান্তর পুঙ্গী। এই যন্ত্রের নিম্নদেশে সচ্ছিদ্র দুইটী নল পরস্পর সমসূত্রপাতে সংযত এবং উপরি-ভাগে একটী তিক্ত অলাবুকোষ সংযোজিত থাকে। উহাই বায়ুকোষ। তাহার উপরিভাগ নলাকার ও ঈষৎ বক্র। তাহাতে একটী ছিদ্র আছে, উহাই ফুৎকার-রন্ধ্র। তিক্ত অলাবু ব্যবহার জন্য ইহার নাম তিক্তিরী হইয়াছে।

য়ুরোপীয় সংগীত-ইতিহাস-লেখক হিল সাহেব তৎপ্রণীত ট্রাভল্‌স্ ইন্ সাইবিরিয়া (Travels in Siberia) নামক গ্রন্থে ইহাকে তিত্তি (Titty) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও ইহাকে য়ুরোপীয় ব্যাগপাইপের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক তিক্তিরির সহিত ব্যাগপাইপের বিভিন্নতা এই যে, ব্যাগপাইপের বায়ুকোষ চর্ম্মনির্ম্মিত। প্রাচীনকালে ঋষি-গণ কখন কখন তিক্ত অলাবু অভাবে মৃগচর্ম্মদ্বারা এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন, সুতরাং তখনকার তিক্তিরি ব্যাগপাইপের ন্যায় বলা যাইতে পারে। ইহা কখন কখন নাসাদ্বারা বাদিত হয় বলিয়া ইহাকে নাসাবংশীও বলা যায়। ইহার এক নলে একাঙ্গুলি অন্তর নয়টী ও অপর নলে ৫টী ছিদ্র আছে। নয়টীর সর্ব্বনিম্ন দুইটী ছিদ্র মোমদ্বারা আবদ্ধ থাকে। উহা উপরিস্থিত নলের উভয় দিকে থাকে। অপর নলস্থ পাঁচটী ছিদ্রের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থটী আমুক্ত। আর তিনটী মোমদ্বারা আবদ্ধ থাকে। প্রথম নলের সাতটী ব্যব-হার্য্য স্বর। দ্বিতীয় নলটী কেবল স্বরযোগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। এই দ্বিনলযন্ত্র পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান দেশেই অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কৈম্বতুর সনেরাত (Coimbotour Sonnerat)এর ভয়েজেস্ ও ইণ্ডিস্ ওরিয়েণ্টালিস্ (Voyages aux Indes Orientales) নামক গ্রন্থে (Tourte) তৌর্ত্তি নামে বর্ণিত। হিল সাহেব লিখিয়াছেন, তিনি মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে এই যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। ঔস্লী সাহেব (Sir William Ously) পারস্যে এরূপ যন্ত্র দেখিয়া-ছিলেন। তথায় ইহা "নি আম্বানা" (Nei Ambana) নামে প্রসিদ্ধ। মিশরে প্রাচীন "জুক্কারা" (Zouggarah) এবং আধু-নিক "আর্গুল" (Argool) ও জুম্মারা (Zummarah) যন্ত্র এই রূপ। দুইটী নল বিভিন্ন ও অলাবুশূন্য থাম নামে এক যন্ত্র আছে, বাইবেলে সামকোনিয়া নামে এইরূপ এক যন্ত্রের উল্লেখ আছে, সেই যন্ত্র আধুনিক ইতালীর "জামপোনা" (Zam-pogna) ও হিব্রু মাগ্রেপার মত। (যন্ত্রকোষ)

তিখুর, হরিদ্রাজাতীয় একপ্রকার গাছ। ইহার গেঁড় হইতে আরারুট প্রস্তুত হয়। [আরারুট দেখ।] মধ্যভারতেই ইহা অপর্য্যাপ্ত জন্মে। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের পাহাড় অঞ্চলেও ইহার চাষ হয়। হরিদ্রা, আমাদা, শঠী প্রভৃ-তির ন্যায় মধ্যভারতের রায়পুর জেলায় তিখুরের ব্যবসায়ও বেশ বিস্তৃত। উত্তরপশ্চিম হিমালয়ে, কাণাড়া জেলায় রাম-ঘাট পর্ব্বতে, ত্রিবাঙ্কুড়ে ও কোচীনেও ইহা জন্মে। ইহা দ্বিবিধ—ইংরাজীতে এই দুইজাতির নাম Curcuma angusti-folia এবং Curcuma leucorrhiza। বাঙ্গালায় উভয় শ্রেণীকেই তিখুর এবং তৈলঙ্গে আরারুট গড্ডালু বলে।

অনেকের মতে ইহার প্রথম শ্রেণীর দেশী নাম কুভা বা কুয়া ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম তিখুর।

ইহার চাষ ঠিক হলুদের চাষের ন্যায়, তবে ইহা তুলিবার জন্য লাঙ্গল দেওয়া আবশ্যক। ইহার গেঁড় এত কঠিন যে লাঙ্গল দিয়া আল্‌গা করিয়া না লইলে উঠাইতে বড় কষ্ট হয়। যত্নপূর্ব্বক চাষ দিয়া প্রস্তুত করিলে ইহা হইতে বিলাতী আরা-রুটের ন্যায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

কাণাড়া, কোচীন ও ত্রিবাঙ্কুড়ে ইহার আরারুট

প্রস্তুত হয়। ইহার ময়দা কাশীর বাজারে বিক্রীত হয়, সেখানকার হালুইকরেরা ইহা হইতে একপ্রকার মিষ্ট লাড়ু প্রস্তুত করে, তাহা খাইতে চমৎকার লাগে। ইহাতে বিস্কুটও ভাল হয়। ইহাতে কিছু কোষ্ঠবদ্ধ করে। বোম্বাইয়ে জল দেওয়া দুগ্ধ বা ক্ষীর ঘন করিবার জন্য এই ময়দা ব্যবহৃত হয়। ইহাও রোগীর পক্ষে উপযুক্ত। নানাস্থানে নানা উপায়ে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গোদাবরী জেলায় যে উপায় অবলম্বিত হয়, তাহাই আরারুট শব্দে লিখিত হইয়াছে। অধিক রৌদ্র লাগাইলে ইহাতে ঈষৎ অম্লত্ব জন্মে। যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিলে এক বিঘায় দেড়শত টাকা লাভ হইতে পারে।

তিগর, সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত শিকারপুর জেলার মেহের উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। ইহার পরিমাণ ৩০১ বর্গমাইল।

তিগরিয়া, উড়িষ্যার করদমহলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার উত্তরে ঢেঁকানল রাজ্য, পূর্ব্বে আঠগড় রাজ্য, পশ্চিমে বড়ম্বা রাজ্য ও দক্ষিণে মহানদী। করদ মহলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও অনেক লোকের বাস আছে। এখানে নিতান্ত পার্ব্বত্য ও জঙ্গলী অংশ ছাড়া অন্যান্য স্থানে চাষবাসের অবস্থাও ভাল। মোটা চাউল, তামাকু, তুলা, ইক্ষু ও তৈলকর সর্ষপাদি এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাজ্যে প্রায় শতাবধি গ্রাম আছে। হিন্দুঅধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। তিগরিয়া সহরে রাজার আবাস, ইহা অক্ষা° ২০° ২৮´ ১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৪° ৩৩´ ৩১´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। প্রায় ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সুরতুঙ্গ সিংহ নামে একজন উত্তরভারতীয় লোক জগন্নাথ তীর্থ হইতে প্রত্যাগমনকালে এইখানে আসিয়া এ দেশের অসভ্য আদিম অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্যপত্তন করেন। ইনিই বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ। পূর্ব্বে এখানে তিনটী গড় ছিল, সেই ত্রিগড় হইতে ইহার নাম তিগাড়িয়া বা তিগরিয়া হইয়াছে। মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ের সময়ে এই রাজ্যের অনেকাংশ পার্শ্ববর্ত্তী রাজারা জয় করিয়া লইয়াছেন। এই রাজ্যের আয় ৮০।৮৫ হাজার টাকা ও রাজস্ব ৮।৯ শত টাকা। ইহার সৈন্য সংখ্যা ৩০০। রাজ্যে ১২টী স্কুল আছে। বর্ত্তমান ভূপরিমাণ প্রায় ৪৬ বর্গমাইল। এখনকার রাজা বনমালী-ক্ষত্রিয়বর চম্পৎসিংহ মহাপাত্র।

তিগিত (ত্রি) নিশিত। "অগ্নিজম্ভৈস্তিগিতৈ রত্তি" (ঋক্ ১।১৪৩।৫) "তিগিতৈ র্নিশিতৈস্তীক্ষ্ণীভূতৈঃ" (সায়ণ)

তিগ্ম (ক্লী) তেজয়তি উত্তেজয়তি তিজ-মক্ (যুজিরুজিতিজাং-কুশ্চ। উণ্ ১।১৪৫)। ১ তীক্ষ্ণ। ২ তীক্ষ্ণস্পর্শ। (ত্রি) তীক্ষ্ণস্পর্শযুক্ত। ৪ বজ্র (নিঘণ্টু) "তিগ্মবীর্য্যবিবাহেন্তে দন্দশূকা মহাবলা" (ভারত ১।২০।১১) ৫ ক্ষত্রিয়বিশেষ, পুরু-বংশীয় মৃদুর পুত্র। (মৎস্যপু° ৫০।৮৪)

এই রাজা তিমি নামে বিখ্যাত। [তিমি দেখ।]

তিগ্মকর (পুং) তিগ্মঃ করঃ কিরণো রাজগ্রাহ্যো বা যস্য। ১ সূর্য্য। ২ উচ্চরাজগ্রাহ্য নৃপ। তিগ্মঃ করঃ কর্ম্মধাঃ। ৩ তিগ্মকর, প্রখরকিরণ।

তিগ্মকেতু (পুং) ধ্রুববংশীয় বৎসরের ঔরসে সুবীথীর গর্ভজ এক পুত্র। (ভাগ° ৪।১৩।১২)

তিগ্মজম্ভ (ত্রি) তীক্ষ্ণমুখ।

"স তিগ্মজম্ভরক্ষসো দহ"। (ঋক্ ১।৭৯।৬)

'হে তিগ্মজম্ভ তীক্ষ্ণমুখাগ্নে' (সায়ণ)

তিগ্মতা (স্ত্রী) তিগ্মস্য ভাবঃ তিগ্মভাবে তল্ টাপ্। তীক্ষ্ণতা, কটুত্ব, উষ্ণতা।

তিগ্মতেজস্ (ত্রি) তিগ্মং তেজঃ যস্য। তীক্ষ্ণতেজযুক্ত, অতি-তীক্ষ্ণ

তিগ্মদীধিতি (পুং) তিগ্মা দীধিতির্যস্য বহুব্রী। তিগ্মাংশু, সূর্য্য।

তিগ্মভৃষ্টি (ত্রি) তিগ্মাভৃষ্টির্যস্য। তীক্ষ্ণ তেজযুক্ত।

"সামদ্বিবর্হামহি তিগ্মভৃষ্টিঃ" (ঋক্ ৪।৫।৩) 'তিগ্মভৃষ্টি-স্তীক্ষ্ণতেজাঃ' (সায়ণ)

তিগ্মমন্যু (ত্রি) তিগ্মঃ মন্যু র্যস্য। ১ উগ্রক্রোধক, যিনি অতি-শয়ক্রোধী। (পুং) ২ মহাদেব।

"অহশ্চরোনক্তচরস্তিগ্মমন্যুঃ সুবর্চ্চসঃ" (ভারত ১৩।১৭।৪৬)

তিগ্মরশ্মি (পুং) তিগ্মা রশ্ময়ো যস্য। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ প্রখর-রশ্মিক, যাহার প্রখর রশ্মি আছে। ৩ প্রখর রশ্মি।

তিগ্মরুচ্ (ত্রি) তিগ্মা রুক্ যস্য। তিগ্মরুচি, তীক্ষ্ণকান্তি।

তিগ্মবৎ (ত্রি) তিগ্ম-মতুপ্ মস্য বঃ। তীক্ষ্ণযুক্ত, অতিশয় তীক্ষ্ণ।

তিগ্মশৃঙ্গ (ত্রি) তীক্ষ্ণশৃঙ্গ। "য উগ্রইব শর্যহা তিগ্মশৃঙ্গো ন" (ঋক্ ৬।১৬।৩৯) 'তিগ্মশৃঙ্গোনবংসগস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গঃ' (সায়ণ)

তিগ্মশোচিস্ (ত্রি) তিগ্মং শোচিঃ যস্য। তীক্ষ্ণজ্বাল। "প্র পূতা স্তিগ্মশোচিষে" (ঋক্ ১।৭৯।১০) 'তিগ্মশোচিষে তীক্ষ্ণজ্বালায়া-গ্নয়ে'। (সায়ণ)

তিগ্মহেতি (ত্রি) তিগ্মা স্তীক্ষ্ণা হেতয়োর্যস্য বহুব্রী। তীক্ষ্ণ-জ্বাল, যাহার জ্বালা (শিখা) অতিশয় তীক্ষ্ণ। "মিত্রাঁ ওষতা-তিগ্মহেতে" (ঋক্ ৪।৪।৪) 'তিগ্মাস্তীক্ষ্ণা হেতয়ো জ্বালা যস্য স তথোক্তঃ' (সায়ণ)

তিগ্মাংশু (পুং) তিগ্মা অংশবো যস্য। ১ সূর্য্য। "তিগ্মাংশুরস্তং গত" (জয়দেব) (ত্রি) ২ প্রখরকিরণযুক্ত। ৩ প্রখর কিরণ।

তিগ্মাত্মন্ (পুং) উর্ব্বের পুত্র এক রাজকুমার।

তিগ্মানীক (ত্রি) তিগ্মং তীক্ষ্ণং অনীকং যস্য। তীক্ষ্ণমুখ, তীক্ষ্ণতেজা। "তিগ্মানীকং স্বযশসং" (ঋক্ ১।৯৫।২) 'তিগ্মানীকং তীক্ষ্ণমুখং তীক্ষ্ণতেজসং। তিজ-নিশানে (যুজিরুচিতিজাং কুশ্চ। উণ্ ১।১৪৫) ইতি মক্, অনপ্রাণনে অনিদৃশিভ্যাং চেতি কীনন্ তিগ্মং অনীকং যস্য, বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং'। (সায়ণ)

তিগ্মায়ুধ (ত্রি) তিগ্মং তীক্ষ্ণং আয়ুধং যস্য। তীক্ষ্ণায়ুধ। "তিগ্মায়ুধঃ অজয়ৎ" (ঋক্ ১।৩০।৩) 'তিগ্মায়ুধস্তীক্ষ্ণায়ুধঃ' (সায়ণ)

তিগ্মেষু (ত্রি) তীক্ষ্ণবাণ।
"তিগ্মেষব আয়ুধা" (ঋক্ ১০।৮৫।১) 'তিগ্মেষবস্তীক্ষ্ণবাণাঃ' (সায়ণ)

তিঙ্গড়ী (দেশজ) ১ বৃক্ষভেদ। (Scytalia rimosa) ২ গুল্মবিশেষ। (Stilago tomertosa)

তিজারা, আলবার রাজ্যের একটী সহর ও তহসীলের নাম। আলবার নগরের ৩০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৫৫´ ৫০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ৫´ ৩০´´ পূঃ। এখান হইতে রাজপুতানা মালব রেলওয়ের খৈরতাল ষ্টেশন অতি নিকট; উভয়ের মধ্যে পাকা রাস্তা আছে। এই তহসীলের অধিকারী মিও, মাল্লী ও খাঁজাদাগণ। চাষবাস, বস্ত্রবয়ন ও কাগজ প্রস্তুত এখানকার লোকদিগের প্রধান উপজীবিকা। এই সহর মেবাত রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। তেজপাল নামে এই ব্যক্তি এই সহরের প্রতিষ্ঠাতা। তহসীলের পরিমাণ ২৫৭ বর্গমাইল।

তিঙ্গুদ (পুং) লতাবিশেষ। তিঙ্গড়ী।

তিজরতী (আরবী) ব্যবসায়। এদেশে প্রধানতঃ টাকা ধার দেওয়া ব্যবসা।

তিজারৎ (আরবী) ব্যবসা, বাণিজ্য।

তিজিন (পুং) তিজ-ইনচ্ কিচ্চ। চন্দ্র।

তিজিল (পুং) তেজয়তি তীক্ষ্ণীকরোতি, তিজ-ইলচ্ (তিজগুপাদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।৫৭) ১ চন্দ্র। ২ রাক্ষস।
(সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

তিজেল (দেশজ) ব্যঞ্জনাদি তরকারি রাঁধিবার মৃৎপাত্র।

তিণ্টী (স্ত্রী) ত্রিবৃৎ, তেউড়ী। (শব্দচ°)

তিনিশ (পুং) তিন্বকবৃক্ষ, লোধ্রদ্রুম।
"ন্যগ্রোধাশ্বত্থতিন্বকহরিদ্রুময়োঃ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ২১।৩।২০)
'তিন্বকস্তিনিশঃ' (কর্ক)

তিড়িংমিড়িং (দেশজ) লম্প ঝম্প, যন্ত্রণায় ধড়ফড় করণ।

তিড়িংবিড়িং [তিড়িংমিড়িং দেখ।]

তিত (দেশজ) ১ তিক্ত, কটু। ২ সিক্ত, ভিজা।

তিতআলু (দেশজ) তিক্তস্বাদযুক্ত কন্দ ভেদ।

তিতউ (পুং) তনুস্তে ভৃষ্টযবা অত্রেতি তন-ডউ (তনোতের্ডউঃ সন্বচ্চ। উণ্ ৫।৫২) ১ চালনী। সচ্ছিদ্র বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।
"সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্রধারা।" (ঋক্ ১০।৭১।২)
"শূর্পবৎ দোষমুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্নন্তি সাধবঃ।
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী অসাধুস্তিতউর্যথা॥" (উদ্ভট)
কাহার কাহারও মতে এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।
"ক্ষুদ্রচ্ছিদ্রসমোপেতং চালনং তিতউ স্মৃতং।"
২ ছত্র। (উজ্জ্বল)

তিতধুঁদুল (দেশজ) তিক্তধুঁদুল ফল।

তিতন (দেশজ) ভিজান, আর্দ্রকরণ।

তিতপাট (দেশজ) তিক্ত কোষ্টা শাক। তিক্তপাট দ্বারা নালিতা প্রস্তুত হয়।

তিতপুঁঠী (দেশজ) তিক্ত পুঁঠীমাছ।

তিতর (দেশজ) তিত্তিরি পক্ষী।

তিতলাউ (দেশজ) তিক্ত অলাবু।

তিতা (দেশজ) তিক্ত, কটু।

তিতাল্লিশ (দেশজ) ত্রিচত্বারিংশৎ।

তিতিক্ষ (ত্রি) তিজ-স্বার্থে সন্-অচ্। ১ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহনশীল। যাহারা শীত গ্রীষ্ম সমানভাবে সহ্য করিতে পারে। ২ ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। তৈতিক্ষ্য, ঐ গোত্রের যুবা অপত্য। যঞন্তত্বাৎ ফক্। তৈতিক্ষায়ণ, ঐ গোত্রজাত যুবা অপত্য।

তিতিক্ষা (স্ত্রী) তিতিক্ষ-অ-টাপ্। ১ ক্ষমা, ক্ষান্তি, সহিষ্ণুতা। ২ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহন। মুমুক্ষুব্যক্তি শম, দম প্রভৃতি ষট্ সম্পত্তি লইয়া মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হন। তিতিক্ষা ষট্ সম্পত্তির মধ্যে একটী।
"তিতিক্ষা শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা।" (বেদান্তসা°)
শীতোষ্ণাদি সহনের নাম তিতিক্ষা, মুমুক্ষু প্রথমে শম, দম ও উপরতি সাধন করিতে পারিলে তিতিক্ষা সাধন করিবে। শম, দম সাধিত না হইলে তিতিক্ষা সাধিত হইতে পারে না।
"সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্ব্বকং।
চিন্তা বিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥" (বিবেকচূড়া°)
অপ্রতীকারপূর্ব্বক চিন্তা ও বিলাপ রহিত হইয়া সকল প্রকার দুঃখের সহনই তিতিক্ষা। যখন তিতিক্ষা সাধিত হইবে, তখন সুখে হৃদয় উদ্বেলিত ও দুঃখে সন্তপ্ত হইবে না। তখন সুখ দুঃখ ও মোহ অন্তঃকরণকে কোন প্রকারে ক্ষুব্ধ করিতে পারিবে না।

তিতিক্ষিত (ত্রি) তিতিক্ষা সঞ্জাতা অস্য তারকাদিত্বাৎ ইতচ্‌। ক্ষান্ত, সহিষ্ণু।

তিতিক্ষু (ত্রি) তিতিক্ষ-উ (সনাশংসভিক্ষউঃ। পা ৩২।১৬৮) ক্ষমাশীল, ক্ষান্ত, সহিষ্ণু, তিতিক্ষাশীল।

"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবান্‌ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যাত্মানমবলোকয়েৎ" (বেদান্তসা' ধৃত শ্রুতি) শান্ত, দান্ত, উপরত ও তিতিক্ষু ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও সমাহিত চিত্ত হইয়া আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করিয়া থাকেন।

২ পুরুবংশীয় মহামনার পুত্র। (হরিবংশ ৩১।২১)

তিতিভ (পুং) তিতীতি শব্দেন ভণতি ভণ-ড। ইন্দ্রগোপ-কীট, খদ্যোত।

তিতির (পুং স্ত্রী) তিত্তিরি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তিত্তিরি পক্ষী। (রাজনি°)

তিতিল (ক্লী) তিলতি স্নিহ্যতি তিল বাহুলকাৎ-ক দ্বিত্বঞ্চ। ১ নন্দক, নাদা, মৃণ্ময়পাত্রভেদ। ২ তৈতিলকরণ। ৩ তিল-পিপ্পট। (অজয়)

তিতুমীর, জেলা চব্বিশ পরগণায় বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হায়দরপুর গ্রামে তিতুমীরের জন্ম হয়। হায়দরপুর বঙ্গ-মধ্য-রেলপথের গোবরডাঙ্গা ষ্টেসন হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এবং ইছামতী নদী হইতেও প্রায় ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গ্রামখানিতে কেবল মুসলমানের বাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৮২ খৃষ্টাব্দে) তিতু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। তখনও ইংরাজ-প্রভুত্ব বাঙ্গালায় বদ্ধমূল হয় নাই। তখন চোর ডাকাইতের উপদ্রবে দেশের লোক জ্বালাতন। সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বলের বাস করা ভার। তখন জমিদার-শ্রেণীও বিশেষ প্রবল এবং প্রজার উপর তাঁহাদিগের একাধিপত্য।

বাল্যকাল হইতে তিতু নিজধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ ছিল। নিজ ধর্ম্মে যেমন অনুরাগ ছিল নিজ সম্প্রদায়ের উপরও ততোধিক মমতা ছিল। এখনকার মত পল্লীবাসিদিগের তখন দেশের সংবাদ জানিবার উপায় ছিল না। তথাপি অনেক খবর তাহারা জানিতে পারিত। টিপু সুলতানের পরাজয় ও শাহ আলমের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তিতুমীর নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। যাহা হউক যৌবনে তিতু শান্তস্বভাব গৃহস্থের ন্যায় বিষয়কর্ম্ম করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিয়া ছিল। ক্রমে তাহার পুত্র হইল।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিতু মক্কাতীর্থে গমন করে। সেখানে ওয়া-হাবি সম্প্রদায়ের নায়ক সৈয়দ আহ্মদের সহিত তাহার পরিচয় হয়। উক্ত সৈয়দের নিকট দীক্ষিত হইয়া তিতু দেশে ফিরিয়া আইসে ও নূতন মত প্রচার করিতে তাহার অভিলাষ জন্মে। তখন বাঙ্গালার মুসলমানেরা হিন্দুর ন্যায়ই চলিত। জোলা, নিকারী, পটুয়া, বাগ্নকর প্রভৃতি মুসলমান সম্প্রদায় পূর্ব্বে হিন্দুই ছিল। আজও তাহাদের নাম হিন্দু রহিয়াছে। তাহারা যে অনেকটা হিন্দুর ন্যায় চলিবে ইহা তীর্থপ্রত্যাগত তিতুমীরের সহ্য হইল না। তিতু মুসলমানদিগকে সত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিল, দেশস্থ সকল মুসলমানকেই তাহার মতে আনিতে উদ্যোগী হইল। কিন্তু সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা কেহই তাহার মতানুবর্ত্তী হইল না। কেবল কতকগুলি জোলা জাতীয় লোক তাহারা উপদেশ বাক্যে আকৃষ্ট হইল। তিতু নিজ শিষ্যদিগকে দাড়ি রাখিতে বলিল। তাহারা পর্ব্বোপ-লক্ষে বা পুত্রকন্যার বিবাহে বাদ্যোদ্যম করিবে না, টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদ লইবে না, কাছা দিয়া কাপড় পরিবে না ইত্যাদি অনেক আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে রাত্রিতে তিতুর বাটীতে এই সকল লোকের সমাগম হইতে লাগিল। এই সময়ে একজন ফকির আসিয়া তিতু-মীরের সহায় হইল। সে অনেক কেরামত দেখাইয়া অজ্ঞ জোলাদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। জোলারা আর বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি কার্য্যে মনোযোগ দেয় না—পরিবারাদির যত্ন লয় না—কেবল তিতুমীর ও ফকিরের নিকট থাকে। ইহাতে অন্যান্য মুসলমানেরা শঙ্কিত হইল এবং এই বিষয় নিকটবর্ত্তী পুঁড়াগ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট জানাইল। যে সকল জোলা তিতুমীরের মতানুসারে চলিতেছিল, তাহাদের আত্মীয়েরাও উক্ত জমিদার রায়মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল। রায়মহাশয় জোলাদিগকে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া অবসর মত ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে বলিলেন এবং তাঁহার কথা না শুনিলে তাহাদের বিশেষ শাস্তি দিবেন অর্থাৎ দাড়ি প্রতি পাঁচসিকা কর লইবেন এই ভয় দেখাইলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। এ কথা তিতুমীরের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিতু রাগে জ্বলিয়া উঠিল। বিধর্ম্মী হিন্দুদিগকে বল প্রয়োগ দ্বারা স্বমতে আনিবার আদেশ করিল। প্রথমতঃ খাসপুরের যে সম্ভ্রান্ত মুসলমান তিতুর বিরুদ্ধে জমিদারকে উত্তেজিত করিয়া ছিল, তাহারই বাড়ী লুঠ করিল। তাহার কন্যাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়া ধর্ম্মনাশ করিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে এই ঘটনা ঘটে।

অতঃপর পুঁড়া আক্রমণ করিয়া জমিদারকে জব্দ করা তিতু-মীরের প্রতিজ্ঞা হইল। যে রাত্রে খাসপুর লুণ্ঠিত হয়, তাহার পরদিন প্রাতেই ইছামতী পার হইয়া তিতুর অনুচরেরা পুঁড়া আক্রমণ করিল। পুঁড়ায় সেদিন বারয়ারি পূজা। কার্ত্তিকী

পূর্ণিমার পরদিন। তদুপলক্ষে যাত্রাও হইতেছিল। তিতুমীর আসিতেছে শুনিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। লোকজন সকলই পলাইল। কেবলমাত্র পুরোহিত তখন পূজাকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, কাজেই পলায়ন করেন নাই। তিতু বারয়ারিতলায় আসিয়াই একটী গোহত্যা করিল। পুরোহিত সে দৃশ্য সহিতে পারিলেন না। দেবীর হস্তস্থিত খড়্গ লইয়া হত্যাকারী মুসলমানদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অধিক লোক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিজেও হত হইলেন। ইত্যবসরে জমিদার বাবুদিগের লোকজন ও গ্রামস্থ সকলে বাধা দিতে প্রস্তুত হইল, তাহাদিগকে পরাভব করা সহজ হইবে না দেখিয়া তিতু প্রত্যাগমনের আদেশ করিল। কিন্তু যাইবার সময় দেবীমন্দিরে গোমাংস টাঙ্গাইয়া অপবিত্র করিতে ভুলে নাই। যাইবার পথে দুজন ব্রাহ্মণকে পাইয়া তাঁহাদেরও মুখে নিষিদ্ধ মাংস দিয়াছিল।

এই সকল কথা বারাসতের জয়েণ্ট-মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণে উঠিল। তখন বারাসত জেলা ছিল। এক কদম্ব-গাছীতে থানা। বসিরহাটে তখন মহকুমা বা বাদুড়িয়াতে থানা হয় নাই। কেবল গোবরডাঙ্গায় থানা ছিল, কিন্তু উক্ত স্থান নদীয়াজেলার অধীন ছিল। মাজিষ্ট্রেট-সাহেব এই সংবাদ পাইয়া কদম্বগাছীর দারোগাকে তদন্তে পাঠাইলেন। দারোগা জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহার উপাধি চট্টোপাধ্যায় ছিল। নিবাস নৈহাটীর নিকট। তিনি প্রায় দেড়শত বরকন্দাজ ও চৌকী-দার লইয়া আসিলেন এবং কৌশলে তিতুকে ধরিতে গিয়া কয়েকজন অনুচরের সহিত প্রাণ হারাইলেন। তখন তিতুর প্রায় ৫০০।৬০০ শত লোক আজ্ঞাবহ হইয়াছে এবং প্রতিদিন তাহার দলপুষ্টি হইতেছে। দারোগাকে হত্যাকরার পর তিতুর মস্তিষ্ক আরও বিকৃত হইল এবং আপনাকে সসাগরা ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিল। গোবর-ডাঙ্গা ও টাকীর জমিদারদিগের নিকট কর চাহিয়া পাঠাইল এবং তিতুর আধিপত্য স্বীকার না করিলে ও কর না পাঠা-ইলে তাঁহাদের মাথা কাটিয়া ফেলিবে এরূপ ভয় দেখাইল। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান হইল বলিয়া তাহার অনু-চরেরা স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। তিতুর পরামর্শদাতা সেই ফকির ইংরাজের গোলাগুলি সব খাইয়া ফেলিবে তাহাদের এরূপ বিশ্বাসও জন্মিয়াছিল, তিতুও প্রাণপণে সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, নিজ অনুচরদিগকে নিরা-পদ স্থানে রাখিবার জন্য তিতু একটী বাঁশের কেল্লাও তৈয়ার করিতে লাগিল। বাঁশবেড়িয়া নামক গ্রামে এই কেল্লা প্রস্তুত হইয়াছিল। একটী আম্রকাননের চতুর্দ্দিকে গড় কাটিয়া বাঁশ পুতিয়া সকল দিক্ ঘেরিয়া ছিল তাহারই মধ্যে তিতু অনুচরদিগের সহিত রাত্রিযাপন করিত, সেইখানেই তাহার দরবার হইত।

এই সকল ঘটনাদ্বারা নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোক এতদূর আতঙ্কিত হইয়াছিল যে সকল স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল, অনেকে যাইয়া টাকীতে আশ্রয় লইল এবং কতক লোক গোবরডাঙ্গায় যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিন্তু গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের লোকও নিঃশঙ্কভাবে রাত্রিযাপন করিতে পারিত না। যমুনার দক্ষিণ-কূলবর্ত্তী সকল লোকই গ্রাম ছাড়িয়াছিল। গোবরডাঙ্গার লোকও ঘাটে নৌকা প্রস্তুত রাখিয়াছিল, বিপদের সূচনা দেখিলেই নৌকা করিয়া পলা-ইবে। কিন্তু এসময় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গার জমিদার ছিলেন। তাঁহার প্রতাপ বিলক্ষণ ছিল, তাহাতে তাঁহার বন্ধু লাটুবাবু তাঁহার সাহায্যের জন্য কলিকাতা হইতে ২ শত হাবশী পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজেরও ৩।৪ শত লাঠিয়াল, পাইক ও কয়েকটা হস্তী সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। কাজেই তিতু গোবরডাঙ্গা আক্রমণ করিয়া তাহার অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবুর সুন্দরী জ্যেষ্ঠা স্ত্রীকে নিকা করিতে, উক্তবাবুর কালীমন্দিরে গোহত্যা করিতে এবং ব্রাহ্মণ বিধবাদিগের নিকা দিয়া তাহাদের হাতের ব্যঞ্জনাদি খাইতে তাহার নিতান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছিল এবং কালীপ্রসন্ন বাবুকে পত্রদ্বারা মনোভাবও জানিতে দিয়াছিল।

কালীপ্রসন্ন বাবুর চেষ্টায় মোল্লাহাটী কুঠির ম্যানেজার ডেবিস্ সাহেব প্রায় ২ শত লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালা লইয়া ঐক্য করিয়া তিতুকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া তিতু প্রস্তুত ছিল। সাহেব নিকটস্থ হইলে তিতু সাহেবের লোকজনকে আক্রমণ করিল। সাহে-বের বজরা টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিল ও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। সাহেব কোন গতিকে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সাহে-বের লোকজন অনেক হত ও আহত হইল। কতকাংশ গোবরা গোবিন্দপুরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, এইসূত্রে ঐ গ্রামের রায়মহাশয়দিগের সহিত তিতুমীরের বিবাদ বাঁধিল। তিতু প্রায় পাঁচশত লোক লইয়া ঐ গ্রাম আক্রমণ করিল। রায়মহাশয়েরাও প্রস্তুত ছিলেন তাঁহারাও স্বদলে আসিয়া তিতুর অনুচরদিগকে বাধা দিলেন। বিদ্রোহীদের কতকাংশ নদী পার হইয়া কূলে উঠিয়াছিল, অপর সকলে নদী পার হইতেছিল এই সময়ে বিবাদ বাধে। তিতুর যে সকল লোক কূলে উঠিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ হত হইল,

কতকাংশ নদীতে ডুবিয়া মরিল। ইছামতী নদী লালবর্ণ হইয়া গেল। তিতুও কোন গতিকে নদী পার হইয়া প্রাণ-রক্ষা করিল। সে এই লড়াইয়ে এতদূর বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল যে তাহাকে জীয়ন্ত দেখিয়া তাহার অনুচরেরা তাহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করিল। কেহ কেহ বলিল তাহারা তিতুকে সুগভীর ও কুম্ভীরপূর্ণ ইছামতী হাঁটিয়া পার হইতে দেখিয়াছে। যাহা হউক তাহার অনুচরদিগের সাহস না কমিয়া বরং বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সাহসী রায়মহাশয়ের জন্য তিতু পরাজিত হইয়াছিল তিনি সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অতঃপর তিতুমীর যে কয়দিন বাদশাহী করিয়াছিল, সে সময় আর অন্য গ্রাম আক্রমণ করে নাই। অবসরও পায় নাই। কদম্বগাছি থানার দারোগা নিহত হইলে বারাসতে জয়েণ্ট-সাহেব নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি গবর্মেণ্টকে রিপোর্ট করিয়া উপযুক্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিতেছিলেন। নানাস্থান হইতে গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন প্রদত্ত হইয়াছিল। গবর্মেণ্ট মনে করিতে পারেন নাই যে অস্ত্রশস্ত্রবিহীন কয়েকশত চাষালোককে নিরস্ত করিতে সৈন্যদলের প্রয়োজন হইবে। সেইজন্য পুনরায় কয়েকশত চৌকীদার, বরকন্দাজ, কয়েকজন অনিয়মিত সৈন্য ও ৪ জন গোরা অশ্বারোহী বারাসতের নাজীরের অধীনে পাঠাইলেন। ইহারাও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। একটী ইংরাজ অশ্বারোহী ও আরও কয়েকজন সিপাহী হত হইল, তিতুমীরের দলে তখন সহস্রাধিক লোক জমিয়াছে ও নিত্যই জমিতেছে। সকলেই জয়দৃপ্ত; লাটী, শড়কি, কাস্তে, কুঠার লইয়া ইংরাজ প্রভুতার মূলোৎপাটন করিতে তাহারা অভিলাষী। তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রামের মুসলমানদিগের গোলা লুঠিয়া খাদ্যসংস্থান করিতেছে। হিন্দু প্রভৃতি বিধর্ম্মীদিগকে সত্যধর্ম্মের আলোকে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং আপনাদিগকে ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে। তাহাদের মত্ততা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে গোলাগুলিতে তাহাদের আঘাত লাগিবে না ইহাও বিশ্বাস করিয়াছে। যাহা হউক অধিক দিন আর তাহাদের বাদশাহী রহিল না, তাহাদের মোহও শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ১৯এ নবেম্বর প্রাতে (রাত্রি থাকিতে) লেপ্টেনেণ্ট ষ্টুয়ার্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত একদল ইংরাজ সৈন্য, একদল দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য পূর্ব্ব-প্রেরিত লোক জনের সহিত মিলিত হইয়া নারিকেলবেড়িয়ার বাঁশের কেল্লা ঘেরিয়া ফেলিল। বিদ্রোহীদের ধর্ম্মোন্মত্ততা তাহাদিগকে এতদূর উৎসাহিত করিয়াছিল যে তাহারা কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া এই সুশিক্ষিত ইংরাজ-সৈন্যের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বদিন তাহারা যে সকল ইংরাজসৈন্য নষ্ট করিয়াছিল তাহাদের মৃতদেহ বাঁশের কেল্লার বাহিরে জয়চিহ্নস্বরূপ রাখিয়াছিল।

এতগুলি লোকের প্রাণনাশ করা লেপ্টেনাণ্ট ষ্টুয়ার্টের ইচ্ছা ছিলনা। তজ্জন্য তিতুমীরকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিতু তাঁহার দূতকে সংহার করিল। সেনাপতি অতঃপর বিদ্রোহীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কামানের ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। ইতি পূর্ব্বেই বাঁশের-কেল্লার চারিকোণে চারিটা কামান সজ্জিত হইয়াছিল. এখন তাহা হইতে ফাঁকা আওয়াজ হইতে দেখিয়া মুসলমানেরা মনে করিল বাস্তবিকই ফকির গোলা খাইয়া ফেলিয়াছে এবং সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "হজরৎ গোলা খা ডালা" এবং সকলে বাহির হইয়া ইংরাজসৈন্য আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইল। তখন বাধ্য হইয়া সেনাপতি সৈন্য-দিগকে গোলাগুলি চালাইবার অনুমতি দিলেন। কামানের গোলায় বাঁশের কেল্লা ভূমিসাৎ হইল। তিতুমীর প্রভৃতি কেল্লার মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল, তাহার ভাগিনেয় ও সেনাপতি নসিরদ্দি সাড়ে তিনশত বিদ্রোহীর সহিত বন্দী হইল। অবশিষ্ট সকলে যে যেমন পাইল পলাইল। কিন্তু ইংরাজসৈন্য এই হতভাগাদের অনুসরণ করিয়া পশুপক্ষীর ন্যায় বধ করিতে লাগিল। কেহবা প্রাণভয়ে বাঁশবনে কেহবা আম্রবৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল। অনুসরণকারী ইংরাজসৈন্য তদবস্থাতেই তাহা-দিগকে সংহার করিল। এইরূপে ৪।৫ শত নিরক্ষর লোকের জীবলীলা সাঙ্গ হইল। বারাসতে বন্দীগণের বিচার হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে নসিরদ্দি ও আরও দেড়শত লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। এই ঘটনার পর সরাওয়ালা-দিগকে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, সকলই দাড়ি ফেলিয়া হিন্দু সাজিতে বাধ্য হইয়াছিল। পরামাণিক-দের প্রতি দাড়ী ক্ষৌরী করিতে ১৲ টাকা, ১।০ পাঁচসিকা রোজগার হইয়াছিল। নিম্নোদ্ধৃত গীতাংশ হইতে বুঝাইবে সরাওয়ালাদের কিরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল—

"জোলানী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা ঝাট।
হাজামবাড়ী গিয়া শীঘ্র গোঁপদাড়ি কাট॥
তিতুমীরের গলা ধরি নসরদ্দি কয়,
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একি দায়।
এসেছে রাঙ্গা গোরা, উর্দ্দিপরা, ব্যাতের টোপ মাথায়॥
এরা মারছে গুলি, ভাঙ্গছে খুলি, হজরোৎগুলি মানলে না।
সারলে ইংরাজে মামু এবার আর জানে রাখলে না॥"

তিতুমীরের বিদ্রোহ হইতে—"গোলা খা ডালা" ও "তিতুমীরের বাদসাই" (অল্পদিনের প্রভুত্ব) প্রবাদ বাক্যে দাঁড়াইয়াছে। (Hunter's Indian Mussulmans ও Statistical Act. 24 Perghs, Nuddia and Jessore দ্রষ্টব্য।)

তিতো (দেশজ) তিক্ত, কটু।

তিত্তটীরা (দেশজ) লতাভেদ। (Casearia Vareca)

তিত্তির (পুং) তিত্তি ইতি শব্দং রাতি দদাতি রা-ক। ১ তিত্তির পক্ষী। ২ তিত্তটীরাবৃক্ষ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

তিত্তিরি (পুং) তিত্তি ইতি শব্দং রৌতি রু-ডি। পক্ষীভেদ। পর্য্যায়—তৈত্তির, যাজুষোদর, তিত্তির, কপিঞ্জল, লঘুমাংস, খরকোণ, চিত্রপক্ষ, তিত্তির, বসন্তগৌর। ইহার মাংসগুণ রুচ্য, লঘু, বীর্য্যবলপ্রদ, কষায়, মধুর, শীত, ত্রিদোষশমন। (রাজনি°) তিত্তিরি দুইপ্রকার কৃষ্ণ ও গৌর। কৃষ্ণবর্ণ তিত্তিরিকে কৃষ্ণতিত্তিরি এবং চিত্র বিচিত্র তিত্তিরিকে গৌরতিত্তিরি বলা যায়। তিত্তিরি বলকারক, ধারক এবং হিক্কা, ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস ও জ্বরনাশক। গৌরতিত্তিরি উহা অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। (ভাবপ্র°) ২ শ্রুতিবিশেষের শাখা, তৈত্তিরীয়শাখা। ৩ নাগ বিশেষ।

"কুমুদঃ কুমুদাখ্যশ্চ তিত্তিরির্হলিকস্তথা।" (ভার° ১।৩৫।১৫)

৪ মুনিগণভেদ। এই মুনিগণ তিত্তিরি রূপধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যত্যক্ত যজুঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগবতে ইঁহাদের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে, যজুর্ব্বেদসংহিতাধ্যেতা বৈশম্পায়নের শিষ্যগণের নাম অধ্বর্য্যু আর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয় সাধন স্বীয় গুরুর অনুষ্ঠেয় ব্রত আচরণ করাতে তাহাদিগের অপর এক নাম হয় চরক। ঐ ব্রতাচরণকালে যাজ্ঞবল্ক্য নামক তাহার অন্য এক শিষ্য কহিলেন, ভগবন্ এই অল্পসার শিষ্যগণের আচরিত ব্রত দ্বারা আপনার কি হইবে? আমি ইহা হইতে সুদুশ্চর ব্রতাচরণ করিয়া আপনার পাপক্ষয় করিব। ইহা শুনিয়া তাহার গুরু বৈশম্পায়ন ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, 'যাজ্ঞবল্ক্য তুমি আমার শিষ্য হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা কর। অতএব তুমি আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, শীঘ্র তাহা পরিত্যাগ করিয়া এ স্থান হইতে দূর হও।' তখন দেবরাতপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য অধীত যজুঃ বমন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিগণ সেই উদ্গীর্ণ যজুর্গণকে দেখিতে পাইলেন এবং ঋষিগণ তদ্বিষয়ে লোলুপ হইয়া তিত্তিরিরূপ ধারণ করিয়া সেই যজুর্গণকে উদরস্থ করিলেন। তদবধি সেই রমণীয় যজুঃশাখার নাম তৈত্তিরীয় হইল। (ভাগ° ১২।৬।৫৪-৫৮)

তিত্তিরিক (পুং) তিত্তিরি-স্বার্থে কন্। [তিত্তিরি দেখ।]

তিত্তিরীক (ক্লী) তিত্তিরেঃ পক্ষদাহেন জাতং তিত্তিরি-বাহুলকাৎ ইক। তিত্তিরিপক্ষীর পক্ষ দগ্ধদ্বারা জাত অঞ্জনবিশেষ।

"অঞ্জনং তিত্তিরীকঞ্চ নলদং পত্রমুৎপলং।" (সুশ্রু)

কেহ কেহ তিত্তিড়ীক এইরূপ পাঠান্তর স্বীকার করেন, তাহাদের মতে দগ্ধতিত্তিড়ীক জাত অঞ্জনবিশেষ।

তিথ (পুং) তেজয়তি তিজ-থক্ (উণ্ ২।১২) ১ অগ্নি। ২ কাম। ৩ কাল। ৪ প্রাবৃট্কাল।

তিথি (পুং স্ত্রী) অততীতি অত-সাতত্যগমনে অত-ইথিন্। ১ পঞ্চদশ চন্দ্রকলা ক্রিয়ারূপ প্রতিপদাদি। ২ অমাবস্যা হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত ও পৌর্ণমাসী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত শশিকলার নাম তিথি *। যে কালবিশেষ ক্ষীয়মান বা বর্দ্ধমান চন্দ্রকলাকে বিস্তার করে, সেই কাল বিশেষের নামই তিথি। আধারস্বরূপা যে মহামায়া যিনি দেহীদিগের দেহধারিণী হইয়া সংস্থিতা আছেন এবং যিনি চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শভাগ পরিমিত চন্দ্রের দেহধারিণী অমানাম্নী ও মহাকলা নামে বিখ্যাতা, নিত্যা ও ক্ষয়োদয়রহিতা তাহার নামও তিথি। এইরূপ তিথি দুই ভাগে বিভক্ত—শুক্লা ও কৃষ্ণা। অমাবস্যার পর প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিবসে এক এক পক্ষ হয়। এই প্রকার ভেদে চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন (বৃদ্ধিকরঃ শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চন্দ্র ক্ষয়াত্মকঃ) যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রবৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্ল ও যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রের হ্রাস হয় তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। চান্দ্রমাসে প্রথমে শুক্ল পরে কৃষ্ণ ব্যবহৃত হয়। সকল তিথিরই প্রায় ৬০ দণ্ড পরিমাণ। সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া চন্দ্র যে ত্রিংশদ্ভাগাত্মক রাশির দ্বাদশভাগ গমন করেন তাহাই এক এক তিথি; রাশির পরিমাণ ১৫০ দণ্ড, সুতরাং তাহার ৩০ ভাগের ১২ ভাগে ৬০ দণ্ড হইল, এই ৬০ দণ্ডই এক এক তিথির পরিমাণ।

যাহার নাম অমা এবং যিনি ক্ষয়োদয়বর্জ্জিতা, ধ্রুবা, ষোড়শীকলা, এই কালই তিথিসামান্য।

* "অথ তিথয়ো নির্ণীয়ন্তে। তনোতি বিস্তারয়তি বর্দ্ধমানাং ক্ষীয়মানাং বা চন্দ্রকলামেকাং যঃ কালবিশেষঃ সা তিথিঃ। যদ্বা যথোক্ত কলয়া তন্যতে ইতি তিথিঃ। যদুক্তং সিদ্ধান্তশিরোমণৌ

অমাষোড়শভাগেন দেবি প্রোক্তা মহাকলা।
সংস্থিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিণী॥
অমাদি পৌর্ণমাস্যন্তা যাএব শশিনঃ কলা।
তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে।

অয়মর্থ যা মহামায়া আধাররূপা দেহিনাং দেহধারিণী সংস্থিতা যা সা চন্দ্রমণ্ডলস্য ষোড়শভাগেন পরিমিতা চন্দ্রদেহধারিণী অমানাম্নী মহাকলেতি প্রোক্তা ক্ষয়োদয়রহিতা নিত্যা তিথিসংজ্ঞিকৈব।" (তিথিতত্ত্ব)

বৃদ্ধক্ষয়যুক্ত পঞ্চদশকলারূপ যে কালবিভাগ তাহাই পঞ্চদশতিথি। এই পঞ্চদশকলা বহ্নি প্রভৃতি পঞ্চদশদেবতা ক্রমে ক্রমে পান করেন। যথা—বহ্নি প্রথম কলা পান করেন, এইজন্য তাহার নাম প্রথমা এবং তদ্ব্যক্ত কাল বিশেষের নামই প্রতিপদ্।

এই প্রকার দ্বিতীয়াদি বিষয়ে জানিতে হইবে। এইরূপে কলা সকল যখন পীত হয়, তখনই কৃষ্ণপক্ষ। এইরূপে প্রথমাকলা, দ্বিতীয়া কলা এবং তদ্ব্যক্ত কালই প্রতিপদ্, দ্বিতীয়া ইত্যাদি। এইরূপে যখন কলা সকল চন্দ্রমণ্ডলকে পূরণ করে, সেই সময়ের নাম শুক্লপক্ষ।

চন্দ্রের প্রথম কলা অগ্নি, দ্বিতীয় কলা রবি, তৃতীয় বিশ্বদেব, চতুর্থ সলিলাধিপ, পঞ্চম বষট্‌কার, ষষ্ঠী বাসব, সপ্তম ঋষি সকল, অষ্টম অজএকপাদ্, নবম যম, দশম বায়ু, একাদশ উমা, দ্বাদশ পিতৃসকল, ত্রয়োদশ কুবের, চতুর্দ্দশ পশুপতি ও পঞ্চদশ প্রজাপতি পান করিয়া থাকেন। সমস্ত কলা পীত হইলে চন্দ্রমণ্ডল আর দেখা যায় না। যে ষোড়শ কলা সর্ব্বদা জল মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং অমাতে সোম ওষধিকে প্রাপ্ত হন, ওষধিগত ও অম্বুগত হইলে গোসকল তাহা পান করে, সেই গোসম্ভূত ক্ষীরসমূহ অমৃত স্বরূপ, দ্বিজাতি কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত হইয়া যজ্ঞীয় অগ্নিতে হুত হয়, তাহাতে শশী পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমাতে পূর্ণতা লাভ করে।

সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে, চন্দ্র সূর্য্য হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে।*

অমাবস্যার দিন শীঘ্রগামী চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলের অধঃপ্রদেশে ও মন্দগামী সূর্য্য চন্দ্রমণ্ডলের ঊর্দ্ধপ্রদেশে অবস্থিত থাকে, এখন দেখা যাউক, সূর্য্যের সমুদয় কিরণ চন্দ্রের উপরিভাগে পতিত হয়, নিম্ন বা পার্শ্ব কোনদিক্ হইতে সূর্য্যকিরণ বহির্গত হইতে পারে না। চন্দ্রের উপরিভাগে পতিত হইয়া সেইরূপ ভাবেই অবস্থিত থাকে, এইরূপ চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিবিশেষ হেতু এবং সূর্য্যরশ্মি সকল সম্পূর্ণ অভিভূত হয় বলিয়া চন্দ্রমণ্ডল ঈষন্মাত্রও দেখা যায় না। পরে চন্দ্র শীঘ্রগতিদ্বারা সূর্য্য হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে অর্থাৎ ত্রিংশৎ অংশযুক্ত রাশিতে দ্বাদশ অংশদ্বারা সূর্য্য উলঙ্ঘন করিয়া গমন করে। অতএব এই সময় চন্দ্রের পঞ্চদশ ভাগে প্রথমভাগ দর্শনযোগ্য হয়, সূর্য্যের কিরণ সেই প্রথমভাগ দিয়া বহির্গত হয়, এই জন্যই সকলে চন্দ্রের ঐ প্রথম কলা দেখিতে পায় এবং ঐ কলাকেই প্রথমাকলা বলিয়া থাকে, ঐ কলানিষ্পত্তিপরিমিত কালই প্রতিপদ্ তিথি। দ্বিতীয়া প্রভৃতিতে এইরূপ জানিতে হইবে।

চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিদ্বারা যে সময়ে কালের পরিচ্ছেদ হয়, সেই চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিবিশেষ আশ্রয় করিয়া তিথির স্বরূপ নির্ণয় করিবে। সমগ্র নক্ষত্রে দ্বাদশটী রাশি ভোগ করে; ৩০ অংশ রাশির ভাগ হয়। চন্দ্র আদিত্য হইতে বহির্গত হইয়া ত্রিংশৎ ভাগাত্মক রাশির দ্বাদশভাগ গমন করে, সেই সময় চন্দ্রমাতিথি অর্থাৎ শুক্লপক্ষ হয়°। চন্দ্র নিত্যরাশিচক্রের মধ্যে ১৩ অংশ ১০ কলা ৩৪ বিকলা ৫২ অনুকলা করিয়া পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে। সূর্য্য প্রত্যহ পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে ৫৯ কলা ৮ বিকলা গমন করে। এজন্য চন্দ্র সূর্য্য হইতে দিন দিন ১২ অংশ ১১ কলা ৪৭ বিকলা গমন করিলে এক এক তিথি হয়। ইহা মধ্যগতি দ্বারা সংঘটিত হয়। কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্যের শীঘ্রগতি ও মন্দগতি অনুসারে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। স্ফুটগণনা দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে চন্দ্র সূর্য্য হইতে দ্বাদশ অংশ গমন করিলে এক এক তিথি হয়। এইরূপে ৩৬০ অংশ গমনদ্বারা প্রতিপদ্ প্রভৃতি ত্রিশটী তিথি হইয়া থাকে। যখন চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইতে থাকে, তাহাকে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ বলে। শুক্লঅষ্টমীর দিন চন্দ্র সূর্য্য হইতে ৯০ অংশ পূর্ব্বাংশে অবস্থিতি করে, এজন্য ঐ দিন অর্দ্ধচন্দ্র দেখা যায়।

চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে, সূর্য্য রশ্মিদ্বারা চন্দ্রের প্রকাশ হয়, এজন্য চন্দ্রমণ্ডলের একদিক্ ক্রমাগত ১৫ দিন দীপ্তিমান্ ও অপরদিকে নিয়ত তিমিরাবৃত থাকে।

* "অর্কাদ্বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্যাত্যহরহঃ শশী।
তচ্চন্দ্রমানমংশৈস্তু জ্ঞেয়া দ্বাদশভিস্তিথিঃ। অয়মর্থঃ।
সূর্য্যমণ্ডলস্য অধঃপ্রদেশবর্ত্তী শীঘ্রগামীচন্দ্রঃ ঊর্দ্ধপ্রদেশবর্ত্তী মন্দগামী-সূর্য্যঃ তথা সতি তয়োর্গতিবিশেষবশাৎ দর্শে চন্দ্রমণ্ডলং অন্যূনমনতিরিক্তং সূর্য্যমণ্ডলস্যাধোভাগে ব্যবস্থিতং ভবতি তদা সূর্য্যরশ্মিভিঃ সাকল্যেনাভিভূতত্বাৎ চন্দ্রমণ্ডলমীষদপি ন দৃশ্যতে। উপরিতনে শীঘ্রগত্যা সূর্য্যাদ্বিনিঃসৃতঃ শশী প্রাচীং যাতি। ত্রিংশদংশোপেতরাশৌ দ্বাদশভিরংশৈ সূর্য্যমুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছতি। তথা চন্দ্রস্য পঞ্চদশসু ভাগেষু দর্শনযোগ্যঃ ভবতি। সোঽয়ং ভাগঃ প্রথমঃ কলা ইত্যভিধীয়তে। তৎকলানিষ্পত্তিপরিমিতকালঃ প্রতিপত্তিথির্ভবতি এবং দ্বিতীয়াদিষ্বপ্যূহ্যং।" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

° "চন্দ্রার্কগত্যা কালস্য পরিচ্ছেদো যদা ভবেৎ।
তদা তয়োঃ প্রবক্ষ্যামি গতিমাশ্রিত্য নির্ণয়ং॥
ভগণেন সমগ্রেণ জ্ঞেয়া দ্বাদশরাশয়ঃ।
ত্রিংশাংশশ্চ তথা রাশের্ভাগ ইত্যভিধীয়তে॥
আদিত্যাদ্বিপ্রকৃষ্টস্তু ভাগদ্বাদশকং যদা।
চন্দ্রমাঃ স্যাত্তদারামতিথিরিত্যভিধীয়তে॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

"তরণিকিরণসঙ্গাদেষ পীযূষপিণ্ডো
দিনকরদিশিচন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি।
তদিতরদিশি বালাকুন্তলশ্যামলশ্রীঃ
ঘটইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ ॥" (জ্যোতিষ)

চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যাভিমুখে অবস্থিতি করে, সেই সেই অংশ সূর্য্যের কিরণ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। ইহা ভিন্ন চন্দ্রের অপর অংশ বালাস্ত্রীর কেশের ন্যায় শ্যামবর্ণ থাকে। যেরূপ রৌদ্রস্থিত ঘট দ্বারা এক পার্শ্ব তাহার নিজচ্ছায়ায় অপ্রকাশ থাকে, এ স্থলেও সেইরূপ। আমরা চন্দ্রমণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ দেখিতে পাই, সেই অর্দ্ধাংশ যখন সূর্য্য কিরণদ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত থাকে, তৎকালে তাহাকে পূর্ণচন্দ্র বলে এবং সেই দিন পূর্ণিমা তিথি হয়। সেই উজ্জ্বল অংশের ন্যূনাধিক্য অনুসারে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হয়, কাজেকাজেই তিথিও প্রতিপদাদি সংজ্ঞাবিশিষ্ট হয়। অমাবস্যার পর শুক্ল দ্বিতীয়াতে চন্দ্র পশ্চিমদিকে উদয় হয় এবং ঐ তিথি হইতে চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চিমাংশ সূর্য্য কিরণদ্বারা ক্রমশঃ এক এক কলা প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে পূর্ণিমার দিবসে পূর্ণচন্দ্র হইয়া প্রকাশ পায়। আর যখন কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়, তখন প্রতিদিন চন্দ্রমণ্ডলের দৃশ্য অংশ হইতে এক এক কলা হ্রাস হইয়া অমাবস্যার দিন সম্পূর্ণরূপ অদর্শন হয়।

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্র ক্রমে সূর্য্য হইতে দূরগামী হয়, এবং তদনুসারে চন্দ্রমণ্ডলের প্রদীপ্ত অংশ পৃথিবীর সম্মুখবর্ত্তী থাকিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্র নিজ বৃত্ত বা পথ ১৮০ অংশ ভ্রমণ করে, এই কাল পর্য্যন্ত সূর্য্য হইতে (পৃথিবী সম্বন্ধে) পশ্চিমদিকে অবস্থিতি করে। আর কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত হয়। সুতরাং চন্দ্র যতই সূর্য্যের নিকটগামী হয়, ততই উহার এক এক কলা পৃথিবীস্থ লোকের দৃষ্টিতে অপ্রকাশ হইতে থাকে। অবশেষে অমাবস্যার দিবস ইহার সমস্ত প্রদীপ্ত অংশ পৃথিবীর বিপরীতদিকে হয় এবং তিমিরাবৃত অংশটী পৃথিবীর সম্মুখস্থ হইয়া থাকে।

তিথির ব্যবস্থা।—প্রতিপদ্। যে প্রতিপদ্ ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী হয়, সেই প্রতিপদ্ই গ্রাহ্য, ইহাতে যুগ্মাদরতা অর্থাৎ দুই তিথির পূজ্যত্ব নাই। কেবল ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী যে তিথি তাহাই পূজ্য। ইহা সর্ব্বত্রই হইবে, কেবল হরিবাসরে তাহার প্রকার ভেদ আছে। কৃষ্ণ প্রতিপদ্ দ্বিতীয়াযুক্ত ও শুক্লা প্রতিপদ্ অমাবস্যাযুক্ত হইলে আদরণীয়। কিন্তু উপবাস স্থলে এরূপ ব্যবস্থা নহে অর্থাৎ প্রতিপদ্দিনে উপবাস করিলে কৃষ্ণা-দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপদে উপবাস করিবে।

কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্দিনে বলিরাজার পূজা করিতে হয়। উক্ত দিনে যে বলিরাজার পূজা করে, তাহার অশেষবিধ সুখ হয় এবং এই পূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, এই প্রতিপদের নাম দ্যূতপ্রতিপদ্।

কার্ত্তিকের প্রথম দিনে অর্থাৎ শুক্ল প্রতিপদ্দিবসে হর-গৌরী দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত দ্যূতপ্রতিপদ্ কহে। সে ক্রীড়াতে শঙ্কর পরাজয় ও শঙ্করী জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শিব দুঃখী ও দুর্গা সুখী হইয়াছিলেন। অধুনা মনুষ্য সকল উক্তদিবসে দ্যূতক্রীড়া করিয়া থাকে। তাহাতে যাহার জয় ও পরাজয় হয়, সম্বৎসর তাহার সুখ ও দুঃখ হয়। বৎসরের ফলাফল জানিবার জন্য উক্ত দিনে দ্যূতক্রীড়া বিধেয়।* ঐ তিথিতে যদি গঙ্গাস্নান ও দান করে, তবে শতগুণ পুণ্য হয়।

"স্নানং দানং শতগুণং কার্ত্তিকেঽস্যাতিথৌ ভবেৎ" (তিথিত°)

যদি অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত হয় এবং তাহাতে যদি গঙ্গাস্নান করে, তাহা হইলে শতসূর্য্য-গ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। এই তিথিতে কুষ্মাণ্ড-ভক্ষণ, তৈলমর্দ্দন ও ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে নাই।

দ্বিতীয়া। যে দ্বিতীয়া প্রতিপদ্যুক্ত সেই দ্বিতীয়া গ্রাহ্য, শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষেই এই নিয়ম। কিন্তু কেহ কেহ পরযুক্তই গ্রাহ্য এইরূপ বলিয়া থাকেন।

উপবাস তিথিতে যে সকল তিথি আছে, তাহার পরযুক্ত ও পূর্ব্বযুক্ত দুইপ্রকার প্রভেদ আছে। তাহা এই—দ্বিতীয়া, একাদশী, অষ্টমী, ত্রয়োদশী ও অমাবস্যা ইহার উপবাস বিধিতে পরযুক্ত গ্রাহ্য নহে। কৃষ্ণা তিথিস্থলে ঐ নিয়ম খাটিবে, শুক্লাতে নহে।

শুক্লপক্ষীয় একাদশী, অষ্টমী, ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া, চতুর্দ্দশী, ত্রয়োদশী ও অমাবস্যা ইহার উপবাস শেষ ধরিয়া করিবে।

"একাদশ্যষ্টমী ষষ্ঠী দ্বিতীয়া চ চতুর্দ্দশী।
ত্রয়োদশ্যাপ্যমাবস্যা উপোষ্যাঃ স্যুঃ পরান্বিতা ॥" (বিষ্ণুরহস্য)

আষাঢ়ের শুক্লপক্ষীয় পুষ্যানক্ষত্রসংযুক্ত দ্বিতীয়াতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইয়া থাকে, এই জন্য সেই দিনে যাত্রা-মহোৎসব ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যদি নক্ষত্রসংযুক্ত

* "শঙ্করশ্চ পুরা দ্যূতং সসর্জ্জ সুমনোহরং।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু প্রথমেঽহনি ভূপতে।
জিতশ্চ শঙ্করস্তত্র জয়ং লেভে চ পার্ব্বতী।
অতোঽর্থাচ্ছঙ্করো দুঃখী গৌরী নিত্যং সুখোষিতা।
তস্মাৎ দ্যূতং প্রকর্ত্তব্যং প্রভাতে তত্র মানবৈঃ।
তস্মিন্ দ্যূতে জয়ো যস্য তস্য সংবৎসরঃ শুভঃ।
পরাজয়ো বিরুদ্ধস্তু লব্ধনাশকরো ভবেৎ।" (স্মার্ত্তধৃত ব্রহ্মপু°)

না হয়, তথাপি তিথির মাহাত্ম্য জন্য উক্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য। তাহাতে ভগবানের অত্যন্ত প্রীতি হয়।

যমদ্বিতীয়া। কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়াকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কহে। ঐ দিবসে ভগিনীগণ ভ্রাতৃপূজা করিবে।

এই যম দ্বিতীয়াতে যম ও যমুনার পূজা করিতে হয়। যত্নপূর্ব্বক ঐদিন ভগিনীর হস্তে ভোজন করিবে, ভগিনীর দান প্রতিগ্রহ করিবে এবং ভগিনীকে দান করিবে।

অপর পক্ষের পর শুক্লদ্বিতীয়া, কোজাগরের পর কৃষ্ণদ্বিতীয়া, চৈত্র পৌর্ণমাসীর পর ও কার্ত্তিকের পূর্ণিমার পর কৃষ্ণদ্বিতীয়া, ইহারা তৃতীয়ার সহিত যুগ্মাদর। সুতরাং ঐ দিবসে অনধ্যায়।

যমদ্বিতীয়াতে যাত্রা করিতে নাই, যাত্রা করিলে মৃত্যু হয়। এই তিথিতে বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ।

তৃতীয়া। রম্ভাব্রত ব্যতীত দৈব ও পৈত্রকর্ম্মে চতুর্থীযুক্ত তৃতীয়া গ্রাহ্য। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে রম্ভাব্রত হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ায় কৃত্তিকা ও রোহিণীযুক্ত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

ঐ দিনে স্নান ও দানাদি করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়, এই জন্য ইহার নাম অক্ষয়া ; ঐ দিনে জলদান করিলে মহাপুণ্য এবং ঐ দিনে বিষ্ণুকে চন্দনাক্ত দেখিলে বিষ্ণুলোকে বাস হয়।

এই তিথি সত্যযুগের প্রথম। বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় ভগবান্ যব সৃষ্টি করিয়া সত্যযুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই জন্য ঐ যবদ্বারা বিষ্ণুর অর্চনা, যবহোম ও যবান্ন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। আর ঐ তিথিতে গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন, এই জন্য শঙ্কর, গঙ্গা, হিমালয়, কৈলাস ও সগর নৃপতির পূজা করিবে। ঐ দিন যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া গঙ্গাস্নান ও তপ হোমাদি করে, তাহার অনন্তকাল স্বর্গবাস হয়। এই তৃতীয়াতে যুগ্মাদর নাই। তৃতীয়া তিথিতে মাংস ও পটোলভক্ষণ নিষেধ।

চতুর্থী। চতুর্থী ও পঞ্চমী সংযুক্তই গ্রাহ্য হইলে, একাদশী, অষ্টমী, ষষ্ঠী, অমাবস্যা ও চতুর্থী ইহাতে শেষ ধরিয়া উপবাস করিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণান্তর্গত গণেশব্রততে তৃতীয়াযুক্তা চতুর্থী গ্রাহ্য।

"চতুর্থীসংযুতা কার্য্যা তৃতীয়া চ চতুর্থিকা।

তৃতীয়ায়া যুতানৈব পঞ্চম্যা কারয়েৎ কচিৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী ও মঙ্গলবারে চতুর্থী হইলে অক্ষয়া হয় অর্থাৎ ইহাতে স্নানদানাদি করিলে অক্ষয়তিথির ফল হয়। ত্রয়োদশী, চতুর্থী, সপ্তমী ও দ্বাদশী এই কয় তিথিতে প্রদোষে অধ্যয়ন করিবে না। হেমাদ্রির মতে প্রদোষ শব্দার্থ প্রথম প্রহর। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় পক্ষেরই চতুর্থীর নাম নষ্টচন্দ্র। এই চন্দ্র কখনই দর্শন করিবে না। দৈবাৎ দর্শনে শান্তি করিতে হয়। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে গৌরীপূজা করিতে হয়। এই তিথিতে মূলা ভক্ষণ ও ক্ষৌরকার্য্য নিষিদ্ধ।

পঞ্চমী। যে পঞ্চমী চতুর্থী এবং চতুর্থীর চন্দ্রযুক্তা, সেই পঞ্চমী গ্রাহ্য। পরযুক্ত গ্রাহ্য নহে।

"চতুর্থীসংযুতা কার্য্যা পঞ্চমী পরয়া নতু।" (হারীত)

পঞ্চমীর সকল কার্য্য চতুর্থী সংযুক্ত হইলে করিবে, পরযুক্ত গ্রাহ্য নহে। কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চমী পূর্ব্ববিদ্ধ গ্রাহ্য হইলে, শুক্লপক্ষে পরবিদ্ধ গ্রহণীয়, যদি পঞ্চমী পূর্ব্বদিনে পূর্ব্বাহ্লে চতুর্থীযুক্ত হয়, আর পরদিন পূর্ব্বাহ্লে ষষ্ঠীযুক্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে উপবাসাদি দৈবকার্য্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাহ্লে চতুর্থীযুতা পঞ্চমী যদি না হয়, আর পরদিনে পূর্ব্বাহ্লে মুহূর্ত্তের অন্যূন যদি পঞ্চমী লাভ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্লের অনুরোধে পরদিনে পূজা হইবে। আর ঐ দিনে পূজার প্রাধান্য হেতু পূজার দিনই উপবাস করিবে।

আষাঢ় মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী কহে। ঐ দিনে প্রাঙ্গণে মনসাবৃক্ষে মনসাদেবীর পূজা ও অষ্টনাগের পূজা করিতে হয়। এইরূপ প্রতি পঞ্চমী অর্থাৎ ভাদ্রমাসীয় কৃষ্ণপঞ্চমী পর্য্যন্ত পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সর্পভয় নিবারিত হয়।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্থীকে বরদাচতুর্থী কহে, ঐ দিনে গৌরীপূজা করিতে হয়, আর পঞ্চমীতে লক্ষ্মীসরস্বতীর একত্র পূজা করিয়া মস্যাধার ও লেখনীপূজা করিবে। এই শ্রীপঞ্চমীতে অধ্যয়ন বা লিখিতে নাই এবং এই দিনে সরস্বতীর উৎসব করিতে হয়। এই তিথিতে বিল্বভক্ষণ করিতে নাই।

ষষ্ঠী। সপ্তমীযুক্ত ষষ্ঠীই গ্রহণ করিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে অরণ্যষষ্ঠী বলে। এই নিমিত্ত উক্ত ষষ্ঠীতে স্ত্রীলোকেরা এক এক পাখা হস্তে করিয়া অরণ্যে ষষ্ঠীপূজা করিবে। ইহাকে জামাইষষ্ঠীও কহে।

ভাদ্রমাসের শুক্লাষষ্ঠীকে অক্ষয়াষষ্ঠী কহে। এই দিন স্নানাদি করিলে অক্ষয় ফল হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে গুহষষ্ঠী কহে, তাহাতে শিবার শান্তি করিতে হয়।

চৈত্র মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে স্কন্দষষ্ঠী বলে, এই ষষ্ঠীতে কার্ত্তিকের পূজা করিলে ইহকালে সুখ, সৌভাগ্য ও পরকালে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়।

আশ্বিন মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে বোধনষষ্ঠী কহে।

কৃষ্ণাষ্টমী অর্থাৎ জন্মাষ্টমী, স্কন্দষষ্ঠী ও শিবরাত্রি ইহাদের শেষ ধরিয়া কার্য্য করিবে। তিথি অন্তে পারণ করিবে।

সপ্তমী। ষষ্ঠীযুক্তা সপ্তমী যুগ্মাদয়হেতু গ্রহণীয়। পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, ত্রয়োদশী, প্রতিপৎ ও নবমী এই কয় তিথি উপবাস বিধিতে সাম্মুখী অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী, পরযুক্ত গ্রাহ্য। কেবল হরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীতে শেষ ধরাই কর্ত্তব্য। উপবাস বিধিতে ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমীতেই উপবাস করিবে, অষ্টমীযুক্ত হইলে নয়। যদি শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতে রবিবার হয়, তবে তাহার নাম বিজয়াসপ্তমী, তাহাতে স্নানদান ও সূর্য্যপূজা করিলে ফল হয়।

ভাদ্রমাসের শুক্লাসপ্তমীকে ললিতাসপ্তমী কহে। ইহাতে কুক্কুটীব্রত করিতে হয়। যাহারা এই ব্রত করে, তাহার পরজন্মে পৃথিবীতে কিছু দুষ্প্রাপ্য থাকে না।

মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীকে মাকরী সপ্তমী কহে এবং তাহাকে যুগাদ্যাও বলে, ঐ দিবসে অরুণোদয়ে যদি গঙ্গাস্নান করে, তবে শতসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফল হয়। মাকরী সপ্তমী তিথিতে সপ্তবদরীপত্র ও সপ্তঅর্কপত্র মস্তকে ধারণ করিয়া স্নান করিবে। মহানবমী, দ্বাদশী, ভরণীনক্ষত্রযুক্ত দিবসে অক্ষয়াতৃতীয়া এবং রথাখ্যসপ্তমী অর্থাৎ মাঘ মাসের সপ্তমী এই কয় তিথিতে অধ্যয়ন করিতে নাই।

মন্বন্তরা তিথি। আশ্বিনের শুক্লানবমী, কার্ত্তিকের দ্বাদশী, চৈত্রের ও ভাদ্রের শুক্লাতৃতীয়া, পৌষের একাদশী, ফাল্গুনের অমাবস্যা, আষাঢ়ের শুক্লাদশমী, মাঘের শুক্লাসপ্তমী, শ্রাবণ মাসের রাধাষ্টমী, আষাঢ়ের পূর্ণিমা ও কার্ত্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমাকে মন্বন্তরা বলা যায়, ঐ সকল তিথিতে দানাদি করিলে মহাফল হয়।

অষ্টমী। শুক্লপক্ষের অষ্টমী শুক্লা নবমীযুক্ত এবং কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী কৃষ্ণাসপ্তমীযুক্ত হইলেই গ্রাহ্য। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী উপবাস বিধিতে পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ পূর্ব্ব তিথিযুক্তই গ্রাহ্য। কিন্তু শুক্লপক্ষে পরযুক্তই গ্রাহ্য।

শনিবারে ও মঙ্গলবারে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী হইলে অতিশয় পুণ্যজনক তিথি হয়। বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী ও মঙ্গলবারে চতুর্থী, ইহাতে যে লোক ধর্ম্ম বা পাপ করে, তাহা ৬০ হাজার বৎসর অক্ষয় হয়।

জন্মাষ্টমী। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে সাবর্ণি মন্বন্তরীয় প্রথম যুগে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রাবণেই হউক বা ভাদ্রেই হউক রোহিণীযুক্তা কৃষ্ণা অষ্টমীকে জয়ন্তী বলে, জয়ন্তী অষ্টমীরই অপর নাম জন্মাষ্টমী। বিবেচনাপূর্ব্বক দেখিলে এইস্থলে এক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে একবার শ্রাবণমাসে ও একবার ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী কথিত হইতেছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রাবণের মুখ্যচন্দ্রে ও ভাদ্রের গৌণচন্দ্রে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী। এই নিমিত্ত শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুইপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্রতে ভাদ্র মাসের উল্লেখ করিতে হইবে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত এবং ঐ দিনেই উপবাস করিবে। [জন্মাষ্টমী দেখ।]

উভয় দিনে নিশীথ সম্বন্ধ হইলে কিম্বা না হইলে পরদিনে ইংরাজি মতে অমাবস্যাদি তিথি গণনার নিয়ম নিম্নে দেখান হইতেছে।

তিথির তালিকা।

সন	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর
১৮৭১	৯	১১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৭	১৭	১৯	১৯
১৮৭২	২০	২২	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৮	২৮	০	০
১৮৭৩	১	৩	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯	৯	১১	১১
১৮৭৪	১২	১৪	১৩	১৪	১৬	১৬	১৭	১৮	২০	২০	২২	২২
১৮৭৫	২৩	২৫	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	১	১	৩	৩
১৮৭৬	৪	৬	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১২	১২	১৪	১৪
১৮৭৭	১৫	১৭	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২৩	২৩	২৫	২৫
১৮৭৮	২৬	২৮	২৭	২৮	২৯	০	১	২	৪	৪	৬	৬
১৮৭৯	৭	৯	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৫	১৫	১৭	১৭
১৮৮০	১৮	২০	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৬	২৬	২৮	২৮
১৮৮১	০	২	১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৮	১০	১০
১৮৮২	১১	১৩	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৯	১৯	২১	২১
১৮৮৩	২২	২৪	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	০	০	২	২
১৮৮৪	৩	৫	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১১	১১	১৩	১৩
১৮৮৫	১৪	১৬	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২২	২২	২৪	২৪
১৮৮৬	২৫	২৭	২৬	২৭	২৮	২৯	০	১	৩	৩	৫	৫
১৮৮৭	৬	৮	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৪	১৬	১৬
১৮৮৮	১৭	১৯	১৮	১৯	০	২১	২২	২৩	২৫	২৫	২৭	২৭
১৮৮৯	২৮	০	২৯	০	১	২	৩	৪	৬	৬	৮	৮

প্রথমবিধি। যে সনের যে মাসের নিম্নে যে অঙ্ক আছে, সেই অঙ্ক যে মাসের তিথির আবশ্যক হইবে, সেই মাসের তারিথ ঐ অঙ্কের সহিত একুন করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাই তিথির সংখ্যা।

প্রমাণ। তালিকার ১৮৭১ সনের জুনমাসের স্তম্ভের ১৩ অঙ্ক ঐ মাসের দুই তারিথ দিয়া একুন করিলে ১৫ হয়, ৩২ তারিখে পূর্ণিমা। যদি ৩০ হয়, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

অমাবস্যার দিন নিরূপণের বিধি। উপরের অনুক্রমণিকায় সনের পূর্ব্বভাগে যে অঙ্ক আছে তাহা ৩০ হইতে বাদ দিলে যাহা বক্রী থাকিবে, সেই সংখ্যক দিন অমাবস্যা। যথা—

১৮৭১ সনের জুন মাসের স্তম্ভের ১৩ অঙ্কের উপরে ৩০ রাখিয়া বাদ দিলে ১৭ বক্রী থাকে। সুতরাং জুন মাসের ১৭ দিনে অমাবস্যা।

তিথিদিগের অধিপতি। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্ তিথির অধিপতি অগ্নি, দ্বিতীয়ার প্রজাপতি, তৃতীয়ার গৌরী, চতুর্থীর গণেশ, পঞ্চমীর অহি, ষষ্ঠীর কার্ত্তিক, সপ্তমীর রবি, র শিব, নবমীর দুর্গা, দশমীর যম, একাদশীর বিশ্ব, দ্বাদশীর হরি, ত্রয়োদশীর কাম, চতুর্দ্দশীর হর, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার অধিপতি চন্দ্র।

মাসদগ্ধা তিথি। বৈশাখমাসের শুক্লাষষ্ঠী, আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রের শুক্লাদশমী, কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী, পৌষের শুক্লাদ্বিতীয়া ও ফাল্গুনের শুক্লাচতুর্থী মাসদগ্ধা হয়। শ্রাবণের কৃষ্ণাষষ্ঠী, আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাদশমী, মাঘের কৃষ্ণা দ্বাদশী, চৈত্রের কৃষ্ণাদ্বিতীয়া ও জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্থীতে মাসদগ্ধা হয়।

এই মাসদগ্ধাতে যে ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করে, অথবা যাত্রা করে, সে ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য হইলেও তথাপি তাহার মরণ হয় এবং বিবাহে বিধবা, কৃষিকর্ম্মে ফলের অভাব, বিদ্যারম্ভে মূর্খ, স্ত্রীসঙ্গমে গর্ভপাত ও বাণিজ্যে মূলধনের নাশ হয়। এই জন্য পণ্ডিতেরা দগ্ধা তিথিতে কোন শুভকর্ম্ম করে না।

প্রতিপদ্ হইতে অষ্টমীর ব্যবস্থা পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে।

জন্মাষ্টমীর পারণবিধি—রোহিণীযুক্তা অষ্টমী থাকিলে পারণ করিবে না। করিলে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম এবং উপবাসজনিত ফল নষ্ট হয়। জন্মাষ্টমীর পারণপক্ষে এই নিয়ম, অন্য অন্য ব্রতের পক্ষেও এইরূপ বিধি। যে তিথি ও নক্ষত্রের যোগে উপবাসাদি করিবে, তাহার একের ক্ষয় ব্যতীত পারণ করা কর্ত্তব্য নহে। জন্মাষ্টমীতে রোহিণীযুক্ত হইলে উপবাসাদি হইবে এবং পূর্ব্বদিনে ষষ্ঠীদণ্ডাত্মিকা অষ্টমী আছে, কিন্তু রোহিণীযোগ নাই। পরদিনে যদি রোহিণীযুক্ত হয়, তবে পরদিনে উপবাসাদি করিবে।

যদি জয়ন্তীযোগে পূর্ব্বদিন উপবাস হয়, পরদিন রাত্রি সার্দ্ধপ্রহর যামান্তে তিথি নক্ষত্র উভয়ের কি একের বিমুক্ত হয়, তবে ঐ দিনে প্রাতে পারণ করিবে। উপবাস-পরদিনে তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিতে হইবে। আর যখন মহানিশার পূর্ব্বে একের অবসান হয়, অন্যের মহানিশাতে স্থিতি থাকে, তখন একের অবসানে পারণ করিবে। মহানিশায় যদি উভয়ের স্থিতি থাকে, তবে সেই দিনে প্রাতঃকালে পারণ করিবে। কোন পণ্ডিত দ্বাদশমাসেই রোহিণীযুক্ত অষ্টমীকে জয়ন্তী অষ্টমী কহেন, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ সূর্য্যের সমসূত্রপাত অবস্থানে অমাবস্যা হয়, জ্যোতিঃশাস্ত্রে এই নিয়ম আছে, এখানে সূর্য্য দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশিতে ভ্রমণ করেন, ইহা স্বীকার্য্য। যদি তাহাই হইল, তবে ভাদ্রমাসে যে রাশিতে ভোগ করেন, অন্য মাসে সে রাশিতে কি প্রকারে ভোগ সম্ভব হয়। অতএব দ্বাদশ মাসের রোহিণীযুক্ত অষ্টমী নিতান্ত অসম্ভব।

দূর্ব্বাষ্টমী—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীকে দূর্ব্বাষ্টমী কহে, এই অষ্টমী পূর্ব্বযুক্ত গ্রাহ্য।

মহাষ্টমী—আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীকে মহাষ্টমী কহে, ইহাতে দুর্গার পূজা ও উপবাস করিবে, পুত্রবান্ ব্যক্তির উপবাস নাই, স্ত্রীলোকের মধ্যে সকলেই করিতে পারে, পরে নবমীতে পারণ করিবে। সহস্রকোটি একাদশী করিলে যে ফল হয়, মহাষ্টমীর উপবাসে সেই ফল হয়। মহাষ্টমীর ব্রত নবমীযুক্ত হইলেই করিবে।

গোষ্ঠাষ্টমী—কার্ত্তিকের শুক্লাষ্টমীকে গোষ্ঠাষ্টমী কহে, সেই দিনে গোপূজা, গোগ্রাসদান ও গবানুগমন করিলে মহাপুণ্য হয়।

অষ্টকা—অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীকে অষ্টকা কহে। অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাষ্টমীর নাম পূপাষ্টকা, এই অষ্টমীতে পিষ্টকদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পৌষ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর নাম মাংসাষ্টকা, ইহাতে পিতৃদিগকে মাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হয়। মাঘ মাসে কৃষ্ণাষ্টমীর নাম শাকাষ্টকা, ইহাতে শাকদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

ভীষ্মাষ্টমী—মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীর নাম ভীষ্মাষ্টমী। এই দিনে চারি বর্ণেরই ভীষ্মকে তর্পণ করিতে হয়। [তর্পণ দেখ।]

অশোকাষ্টমী—চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীকে অশোকাষ্টমী কহে। ইহাতে ৮টী অশোককলিকা ভক্ষণ করিতে হয় ও স্নানদানাদি করিলে শোক পাইতে হয় না। লৌহিত জলে স্নানই বিধি।

অশোককলিকা পানের মন্ত্র—

"ত্বামশোকহরাভীষ্ট মধুমাসসমুদ্ভব।
পিবামি শোকসন্তপ্তা মামশোকং সদা কুরু॥"

[অশোকাষ্টমী দেখ।]

নবমী—অষ্টমীযুক্ত নবমী গ্রাহ্য, যে হেতু অষ্টমীর সহিত নবমীর যুগ্মাদর। ভাদ্র মাসের আদ্রাযুক্তা কৃষ্ণা নবমীতে বোধন কল্পের আরম্ভ করিতে হয়। ঐ নবমীকে বোধননবমী কহে। সঙ্কল্পস্থলে আশ্বিন মাস উল্লেখ করিতে হইবে। যদি ঐ দিন আদ্রানক্ষত্র না পায়, তবে তিথিমাহাত্ম্য হেতু ঐ দিবসে করিতে হইবে।

কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষীয় নবমীতে ব্রহ্মা চণ্ডীপূজা করিয়াছিলেন ও সেই দিবস যুগের প্রধান, এইজন্য ঐদিনে চণ্ডীপূজা করিতে হয়।

মাঘমাসের শুক্লানবমীর নাম মহানন্দা, সেই দিনে স্নানাদি করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়।

শ্রীরামনবমী—চৈত্র মাসের পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত শুক্লানবমীতে ভগবান্ রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য এই তিথির নাম রামনবমী। কোটিসূর্য্যগ্রহণকালের ন্যায় ঐ দিনে যাহা কিছু করা যায়, তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়।

রামনবমী বৈষ্ণবের পক্ষে অষ্টমীবিদ্ধা কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি দশমীযুক্ত হইলে উপবাসাদি করিবে। উপবাসের পর দশমীতে পারণ করিবে, যদি পরদিনে দশমী না থাকে, সেই দিনে একাদশী হয়, তবে অষ্টমী বিদ্ধাতে সাধারণেই উপবাস করিবে।

দশমী—শুক্লপক্ষীয় দশমী একাদশীযুক্ত ও কৃষ্ণপক্ষের দশমী নবমীযুক্ত হইলে গ্রাহ্য, অর্থাৎ উপবাস ও দৈব পৈত্রকর্ম্মে উক্ত প্রকার প্রসিদ্ধ।

দশহরা—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীকে দশহরা কহে, উক্ত দিনে গঙ্গাস্নান করিলে দশবিধ পাপক্ষয় হয়, এইজন্য ইহার নাম দশহরা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীতে যদি হস্তানক্ষত্র যোগ হয়, তাহা হইলে গঙ্গাস্নান মাত্র দশজন্মকৃত দশবিধ পাপ নষ্ট হয়।

বিজয়াদশমী—আশ্বিনের শুক্লাদশমীর নাম বিজয়াদশমী। সেই দশমী তিথি উদয়ে প্রশস্ত। এই দশমীতে দেবীর বিসর্জ্জন করিতে হয়। এই দশমী পরযুক্ত হইলে গ্রাহ্য নহে।

একাদশীর সহিত যুগ্মাদরহেতু পরযুত অর্থাৎ দ্বাদশীযুক্ত একাদশীই প্রশস্ত। উভয়পক্ষীয় একাদশীতেই গৃহস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী ও সাগ্নিক সকলেই উপবাস করিবে। কিন্তু পুত্রবান্ গৃহস্থ কৃষ্ণপক্ষে উপবাস করিবে না। শয়ন ও বোধন মধ্যে যে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী তাহাতে পুত্রবান্ গৃহস্থব্যক্তিও উপবাস করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে না। আর পুত্রবতী সধবা কোন একাদশীই করিবে না। উপবাস করিলে স্বামীর আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামীর অনুমতি লইয়া উপবাস করিতে পারে। যে নারী বিধবা হয়, তাহার একাদশীব্রত উভয়পক্ষেই কর্ত্তব্য। যদি না করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পুণ্যাদির নাশ ও ভ্রূণ হত্যাদি জনিত পাতক হয়।

বৈষ্ণবদিগের পক্ষে শুক্ল ও কৃষ্ণ বলিয়া একাদশীর প্রভেদ নাই। যে ব্যক্তি এইরূপ সমান জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি বৈষ্ণব। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবেরা ভক্তিযুক্ত হইয়া পক্ষে পক্ষে একাদশীর উপবাস করিবে। ইহাদিগের মধ্যে গৃহস্থ পুত্রবান্ বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। বিষ্ণুভক্তের পক্ষে একাদশী নিত্যব্রত। বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে একাদশী তাহাদের নিত্য কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে সকল পাতক আছে, তাহা একাদশীর দিনে অন্নকে আশ্রয় করিয়া বাস করে। অতএব ঐ দিনে অন্নভক্ষণ করিলে সেই সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে। কিন্তু একাদশীর দিনে অন্নভক্ষণ করিতে নাই। আর ৮ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত একাদশীর উপবাস করা কর্ত্তব্য।

একাদশীর ব্যবস্থা—পূর্ণ একাদশী অর্থাৎ ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা একাদশীকে পরিত্যাগ করিবে। যদি দ্বিতীয় দিনে কিছুকাল একাদশী থাকে, তবে পূর্ণ একাদশীকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ দ্বিতীয় দিনে উপবাস করিতে হইবে। আর যদি দ্বাদশীতে পারণযোগ্য কাল না পায় অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ৬০ দণ্ড একাদশী পরদিনে ১ দণ্ড তৎপরে দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে দ্বাদশীর ক্ষয় হইয়া ত্রয়োদশী হইয়াছে, এমন স্থলে পূর্ণাকেই গ্রাহ্য করিবে। কারণ এরূপ স্থলে পারণযোগ্যকাল পাওয়া যায় না। আর যদি পূর্ব্বদিনে দশমীযুক্তা একাদশী আর পরদিনে দ্বাদশীযুক্তা একাদশী অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ১৫ দণ্ডের পর একাদশী হইয়াছে এবং পরদিনে যদি পারণযোগ্যকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকে বা না থাকে, তথাপি দশমীযুক্ত একাদশী পরিত্যাগ করিতে হইবে।

দশমীবিদ্ধা একাদশী কখন করিবে না। যদি সূর্য্যোদয়ের পর অল্পকাল দশমী, পরে একাদশী ও তাহার ক্ষয় হইয়া দ্বাদশী হয়, তবে শুদ্ধ দ্বাদশীতেই উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। এইরূপ একাদশী করিলে শত যজ্ঞের ফল হয়। কিন্তু এরূপ অতি দুর্ল্লভ।

যদি একাদশী ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা পর দিনে না থাকে, ও দ্বাদশী হয়, তবে দ্বাদশীর একপাদ পরিত্যাগ করিয়া পারণ করিবে। কারণ দ্বাদশীর প্রথম পাদ একাদশীর তুল্য। একাদশী ব্রত নিত্য, এই নিমিত্ত তাহাতে অশৌচাদির প্রতিবন্ধক হইলেও ব্রত ভঙ্গ হয় না।

যদি একাদশী দিনে স্ত্রীলোক রজস্বলাদি কারণে অশুদ্ধ থাকে, তবে স্বয়ং উপবাস করিয়া অন্য দ্বারা পূজাদি করাইবে। একাদশী করিতে না পারিলে তাহার অনুকল্প আছে, উপবাসাসমর্থ ব্যক্তি যদি ফল মূল বা জলাহার করে, বা একবার হবিষ্য বা বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভোজন করে, তবে সে প্রত্যবায়ী হইবে না। আর উপবাস করিতে একেবারে অসমর্থ হইলে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে বা আপনি যাহা আহার করিবে তাহার মূল্যের দ্বিগুণ ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

এই স্থলে বিশেষ নিয়ম এই যে, বিষ্ণুশয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান একাদশীতে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিয়ম থাকিবে না।

ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে আমার শয়ন, উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশীতে যে ফল মূল ও জল মাত্র ভক্ষণ করে, সে আমার হৃদয়ে শল্য নিক্ষেপ করে। এই জন্য এই সকল একাদশী সকলেরই কর্ত্তব্য। ভীমএকাদশী সম্বন্ধেও এইরূপ জানিতে হইবে।

একাদশীদিনে পতিতশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি করিতে হয়। [পতিতশ্রাদ্ধ দেখ।]

দ্বাদশী—যুগ্মত্ব হেতু অর্থাৎ যুগ্মাদরপ্রযুক্ত দ্বাদশী প্রশস্তা।

বৈশাখ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে বৈষ্ণবীতিথি বা পিপীতকী দ্বাদশী কহে। অতএব ঐ দিনে পিপীতকীব্রত করিবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে বিশোকা দ্বাদশী কহে। ঐ দিনে বিষ্ণুপূজা করিতে হয়।

আষাঢ়ের শুক্লাদ্বাদশী রাত্রিতে বিষ্ণুর শয়ন, ভাদ্রের শুক্লাদ্বাদশীতে পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশীতে উত্থান হয়। যদ্যপি অনুরাধানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে উত্তম, নচেৎ তিথিমাহাত্ম্য হেতু রাত্রিযোগে বিষ্ণুর শয়ন করাইবে। শ্রবণানক্ষত্রে পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও রেবতীনক্ষত্রে উত্থান করাইবে। বিষ্ণুর নিশিতে শয়ন দিনে উত্থান ও সন্ধ্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করাইবে।

যদি ঐ সকল নক্ষত্র তিথিতে সম্যক্ যোগ না হয়, তবে পাদযোগ হইলেও ঐ সকল কর্ম্ম অর্থাৎ শয়নোত্থানাদি করাইবে। বিষ্ণু কোন সময়ই দিবাতে শয়ন ও রাত্রিতে উত্থান বা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেন না।

শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থানে যদি দ্বাদশীতে তত্তৎ নক্ষত্র যোগ না হয়, তাহা হইলে একাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা এই চারি তিথির মধ্যে যে তিথিতে নক্ষত্রের পাদযোগ হয়, সেই তিথিতেই শয়নাদি কৃত্য হইবে। কিন্তু একদশ্যাদি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কোন তিথিতে নক্ষত্র যোগ না হয়, তবে দ্বাদশীতে সন্ধ্যা সময়ে উক্ত কার্য্য সকল হইবে। আর যদি দ্বাদশী দিনে রাত্রিতে রেবতীর অন্তপাদ যোগ হয়, তবে দিবার তৃতীয় ভাগে উত্থান হইবে।

ভাদ্রের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে যদি শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হয়, তবে সেই তিথিকে শ্রবণাদ্বাদশী ও বিজয়াদ্বাদশী কহে। ঐ দিনে উপবাস ও বিষ্ণুপূজা করিলে অত্যন্ত ফল হয়। যদি ঐ নক্ষত্র একাদশীতে যুক্ত হয়, তাহা হইলে একাদশীর উপবাসেই দ্বাদশীর উপবাসের ফল সিদ্ধ হয়। কারণ দ্বাদশী হইতে একাদশীর কাম্যত্ব আছে। আর যদি একাদশীতে যোগ না হইয়া দ্বাদশীতে যোগ হয়, তবে একাদশী ও দ্বাদশী দুই দিনেই উপবাস হইবে। শ্রবণানক্ষত্রের অবসানে পারণ করিতে হইবে।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে অখণ্ডা দ্বাদশী কহে।

ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পুষ্যানক্ষত্র যোগ হইলে গোবিন্দদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশীতে গঙ্গাস্নান করিলে মহৎ ফল হয়। এই দিনে গঙ্গাস্নানের মন্ত্র—

"মহাপাতক সংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে।
গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহ্নবি॥"

ত্রয়োদশী—শুক্লাত্রয়োদশী দ্বাদশীযুক্ত ও কৃষ্ণাত্রয়োদশী চতুর্দ্দশীযুক্তই প্রশস্ত।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে যদি মঘানক্ষত্র যোগ হয়, তাহা হইলে মধু ও পায়স দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। এ স্থলে বিবেচনা করিয়া দেখ শঙ্খ বচনে মধু ও পায়স দ্বারা মনুবচনে যৎ কিঞ্চিৎ মধু দ্বারা ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত শ্রাদ্ধ নিত্য উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এখন কেবল মধু বা মধুপায়স দ্বারা করিতে হইবে, এই সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও শাতাতপে এইরূপ লিখিত আছে—

"পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্যন্নমষ্টকাসু মঘাসু চ।
তস্মাদ্দদ্যাৎ সদোৎযুক্তো বিদ্বৎসু ব্রাহ্মণেষু চ॥" (শাতাতপ°)
"মঘাযুক্তা চ তত্রাপি শস্তা রাজংস্ত্রয়োদশী।
তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ শ্রাদ্ধং মধুনা পায়সেন চ॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

এস্থলে প্রথমোক্ত বচনে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্ন দিয়া মঘাষ্টকাদি যাবতীয় অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিতে ও পর বচনে মধু ও পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে বিধি আছে। এই স্থলে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য (তত্রাশ্বযুক্ কৃষ্ণপক্ষে অত্র মৎ শ্রাদ্ধং তন্মধুযোগেন

পারসযোগেন বা স্বয়ং ভবেৎ) এইরূপ করিয়াছেন। এবং মনু বচনের স্থলে (অতোঽত্র সুতরাং শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ) এইরূপ বলিয়াছেন।

আশ্বিন মাসের দশম দিন পর্য্যন্ত হস্তানক্ষত্রের অধিকার, অর্থাৎ ১০ দিন পর্য্যন্ত হস্তানক্ষত্রে সূর্য্য থাকেন। তাহাতে যদি মঘানক্ষত্র যুক্ত কৃষ্ণাত্রয়োদশী হয়, তবে তাহাকে গজচ্ছায়াযোগ কহে। তাহাতে উক্ত শ্রাদ্ধ করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা ফলাধিক্য হয়। ইহাতে বিভক্ত অবিভক্ত প্রভেদ নাই, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলেই করিতে পারে।

যেমন বার্ষিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের ভেদ নাই, ইহাতেও সেই প্রকার। এই শ্রাদ্ধে পুত্রবান্ ব্যক্তির পিণ্ডদান করিতে নাই। যে শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান নিষেধ হয়, সেই শ্রাদ্ধে স্বধাবচন ("স্বধাং বাচয়িষ্যে") পাঠ করিয়া পবিত্র মোচন করিবে না। কিন্তু ইহাতে অগ্নিদগ্ধার পিণ্ড দিতে হইবে।

বারুণী—চৈত্র মাসের শতভিষানক্ষত্রযুক্তা কৃষ্ণাত্রয়োদশীকে বারুণী কহে। ইহাতে গঙ্গাস্নান করিলে শতসূর্য্য গ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং ইহাতে যদি শনিবার যোগ হয়, তবে ইহাকে মহাবারুণী কহে। ইহাতে স্নান করিলে কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন স্নানের ফল লাভ হয়। আর যদি শনিবারে শতভিষানক্ষত্র শুভযোগের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাকে মহামহাবারুণী কহে, এই মহামহাবারুণীতে গঙ্গাস্নান করিলে তিন কোটি কুল উদ্ধার হয়। এস্থলে ফাল্গুনের মুখ্যচন্দ্র ও চৈত্রের গৌণচন্দ্র থাকিলেও স্নানের সঙ্কল্প করিতে হইলে চৈত্র মাসের উল্লেখ হইবে। সধবা স্ত্রীলোক বারুণীতে স্নান করিবে না এবং সামান্য শতভিষা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার যোগাদি অপ্রাপ্তে যে শতভিষা তাহাতেও স্নান করিবে না। শতভিষানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রে যে নারী স্নান করে, সে নিশ্চয়ই সপ্তজন্ম বিধবা ও হতভাগিনী হয়। বারুণীতে স্নানে দিবারাত্র সন্ধ্যা বিচার নাই, অর্থাৎ কি দিন, কি রাত্রি, কি সন্ধ্যা, যখন তিথিনক্ষত্রের সমাগম হইবে, তথনই স্নান করিতে হইবে। ঐ দিনে গৃহস্থিত গঙ্গাজলে স্নান করিলেও অশ্বমেধের ফল হয়।

চৈত্র মাসের ত্রয়োদশীতে মদনের পূজা করিতে হয়। চৈত্র মাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে যে মদনের পূজা করিয়া ব্যজন করে, তাহার সম্বৎসর কোন বিপদ্ হয় না।

চতুর্দ্দশী—শুক্লাচতুর্দ্দশী পূর্ণিমাযুক্ত ও কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী ত্রয়োদশীযুক্ত হইলে গ্রহণীয়। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশী উপবাসাদি কার্য্যে পরবিদ্ধা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববিদ্ধাতে করিবে।

জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর নাম সাবিত্রীচতুর্দ্দশী। এই চতুর্দ্দশী তিথিতে অবৈধব্য কামনায় স্ত্রীগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা সাবিত্রীব্রত করিবে। এই ব্রত অনন্তচতুর্দ্দশীর ন্যায় ১৪ বৎসর করিতে হয়।

সাবিত্রীব্রত পরবিদ্ধা কর্ত্তব্য। যদি দুই দিনেই ব্রত কাল পায়, তবে পরদিনে ব্রত করিবে। আর যদি উভয় দিনের প্রদোষ সময়ে চতুর্দ্দশী লাভ না হয়, তবে পরদিনে ব্রত করিবে, ব্রতের কাল প্রদোষ, অর্থাৎ রজনীমুখ সময়ে করিবে।

"চতুর্দ্দশ্যামমাবাস্যা যদা ভবতি নারদ।

উপোষ্যা পূজনীয়া সা চতুর্দ্দশ্যাং বিধানতঃ॥" (জ্যোতিষে)

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীকে অঘোরাচতুর্দ্দশী কহে। ইহাতে শিবপূজা ও উপবাস করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়।

ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্দ্দশীকে অনন্তচতুর্দ্দশী কহে। এই অনন্তচতুর্দ্দশীতে ব্রত করিলে সর্ব্বকাম ও সর্ব্বফল লাভ হয়। ঐ অনন্তব্রতের নিমিত্ত পূজাহোমাদি করিতে হয়। এ ব্রত পূর্ব্বাহ্ণকালে না করিতে পারিলে মধ্যাহ্নকালে করিলেও ব্রত সিদ্ধ হইবে।

কার্ত্তিকের কৃষ্ণপক্ষের উদয়গামিনী চতুর্দ্দশীর নাম ভূতচতুর্দ্দশী। এই তিথিতে গঙ্গাস্নান, হোম ও তর্পণ করিতে হয়। অপামার্গ পল্লব মস্তকোপরি ভ্রমণ করাইবে এবং প্রদোষে দীপদান করিবে। ঐ তিথিতে দীপদান করিলে নরক হইতে উদ্ধার হয়। আর যমতর্পণের যে সকল মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্র বলিয়া এক এক উদ্দেশে তিলের সহিত তিনবার জল দান করিবে।

অপামার্গ মস্তকোপরি ভ্রমণের মন্ত্র—

"শীতলোষ্ঠসমাযুক্তসকণ্টকদলান্বিত।

হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥"

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীকে পাষাণচতুর্দ্দশী কহে। এই তিথিতে রাত্রিকালে গৌরীর অর্চ্চনা করিয়া পাষাণাকার পিষ্টক ভোজন করিয়া ব্রত করিবে।

মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীকে রটন্তীচতুর্দ্দশী কহে। ইহাতে অরুণোদয় কালে স্নান করিলে যমভয় থাকে না। স্নান ও তর্পণে সকল পাপমুক্তি হয়। ঐ চতুর্দ্দশীতে রটন্তীপূজা হয়। যদি ঐ তিথি দুইদিনেই অরুণোদয় কাল পায়, তবে পূর্ব্বদিনে স্নান ও আর যেদিনে সন্ধ্যামুখ পাইবে সেইদিনে রটন্তীপূজা করিবে। ঐ রটন্তীপূজা পৌষের গৌণচন্দ্র ও মাঘের মুখ্যচন্দ্র হইবে।

মাঘ মাসের শেষেই হউক আর ফাল্গুন মাসের প্রথমেই হউক কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিকে শিবচতুর্দ্দশী কহে এবং

তাহাতে শিবরাত্রি ব্রত করিবে। কিন্তু মাঘের গৌণচন্দ্র ও ফাল্গুনের মুখ্যচন্দ্র গ্রহণীয়। মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে রবিবার কি মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে ইহার ফলের আধিক্য হয়। আর রবি বা মঙ্গলবারযুক্ত ব্রতদিবসে শিবযোগ যদি হয়, তাহা হইলে এই ব্রতফল উত্তম হইতেও উত্তমতম হয়। এই তিথি যদি পূর্ব্বদিনে মহানিশি পায় ও পরদিনে প্রদোষ পায়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে ব্রত ও উপবাস হইবে। পূর্ব্বদিনে মহানিশিতে চতুর্দ্দশী না পাইয়া যদি পরদিনে প্রদোষ লাভ হয়, তবে পরদিনে ব্রতাদি করিবে।

পূর্ব্বে জন্মাষ্টমী প্রকরণে কথিত হইয়াছে, যে তিথির অন্তে পারণ করিবে, কিন্তু তাহা কেবল জন্মাষ্টমীর পক্ষে, এখানে সে বিধি নহে। এখানে যে তিথিতে উপবাস সেই তিথিতেই পারণ উচিত। মধ্যরাত্রিব্যাপিনী চতুর্দ্দশীতে যদি শিবরাত্রিব্রতকাল হয়, অর্থাৎ দিবসে চতুর্দ্দশী পতিত হইয়া মধ্যরাত্রিব্যাপিনী হইয়াছে, তাহা হইলে সেই চতুর্দ্দশীতেই পারণ করিবে। ইহাতে ফলাধিক্য আছে—

"ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যেতু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
পূজিতানি ভবন্তীহ ভূতায়াং পারণে কৃতে॥" (স্কান্দপু॰)

এই পৃথিবীর মধ্যে যে সকল তীর্থ আছে, চতুর্দ্দশীতে পারণ করিলে তাহাদের পূজার ফল প্রাপ্ত হয়। যদি পর দিনে উক্ত চতুর্দ্দশী না থাকে ও পরদিনে প্রদোষব্যাপিনী তিথি না হয়, তবে পূর্ব্ব নিশীথব্যাপিনী চতুর্দ্দশীতে উপবাস ও অমাবস্যাতে পারণ করিতে হইবে।

চৈত্রমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীকে অঙ্গারকচতুর্দ্দশী কহে। ঐদিনে গঙ্গাস্নানে ও গঙ্গাতে ভোজনকরণে পিশাচত্ব প্রাপ্তি হয় না। এ স্থলে ফাল্গুনের মুখ্যচন্দ্র ও চৈত্রের গৌণচন্দ্র ব্যবস্থা।

পূর্ণিমা।—চতুর্দ্দশীর সহিত যুগ্মত্ব হেতু পূর্ণিমা গ্রাহ্য এবং দৈবকর্ম্মে আদরণীয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে গঙ্গাস্নান করিলে যমপুর দর্শন হয় না। যদি পূর্ণিমাতে চন্দ্র ও বৃহস্পতিগ্রহের যোগ থাকে, তবে তাহাকে মহাপূর্ণিমা কহে। ইহাতে স্নান ও উপবাসের ফল হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে যদি গুরু ও শশী থাকেন এবং সেইদিনে গুরুবার হয়, তাহা হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হয় অথবা জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে কি অনুরাধানক্ষত্রে গুরুচন্দ্র উভয় থাকে, তাহা হইলে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা মহাজ্যৈষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। যখন জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে অথবা অনুরাধা নক্ষত্রে বৃহস্পতি থাকেন এবং তৎপঞ্চদশকে অর্থাৎ রোহিণী ও মৃগশিরা নক্ষত্রে রবি থাকেন ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত শশী হইলে পূর্ণিমা মহাজ্যৈষ্ঠী হয়।

জ্যৈষ্ঠনামা সম্বৎসরে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত হইলে মহাজ্যৈষ্ঠীযোগ হয়।

যে বৎসর মধ্যে জ্যেষ্ঠা কিংবা মূলা নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় বা অস্ত হয়, সেই বৎসরকে জ্যৈষ্ঠনামাবৎসর কহে।

পূর্ণিমা মন্বন্তরার বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, মাঘ ও শ্রাবণী পৌর্ণমাসীতে এবং আশ্বিনের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। যদি পূর্ব্বদিনে সঙ্গমকালে পূর্ণিমা তিথি লাভ হয়, তবে ঐ দিনেই শ্রাদ্ধ করিবে। যদি উভয় দিনেই সঙ্গমকাল লাভ হয়, তবে পরদিনেই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্তত্রয়কে প্রাতঃকাল কহে, তৎপরে মুহূর্ত্তত্রয়ে সঙ্গমকাল।

কোজাগরপূর্ণিমা প্রদোষ পাইলেই গ্রাহ্য অর্থাৎ যে দিনে প্রদোষ ও নিশীথব্যাপিনী তিথি হয়, সেই দিনেই কোজাগর হইবে। যদি পূর্ব্বদিনে নিশীথ সময়ে ও পরদিনে প্রদোষে উক্ত তিথি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পরদিনে তৎকৃত্য হইবে। যদি পূর্ব্বদিনে নিশীথকালে উক্ত তিথি হয় ও পরদিনে প্রদোষ সময়ে উক্ত তিথিপাত না হয়, তাহা হইলে নিশীথব্যাপিনী তিথিতে অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে কোজাগরকৃত্য হইবে। কার্ত্তিকের পূর্ণিমাতে রাসযাত্রা ও মন্বন্তরা হয়।

পৌষমাসের পূর্ণিমা অতীত হইয়া মাঘমাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন যথানিয়মে বিষ্ণুপূজা করিবে, আর ঐ সময় পর্য্যন্ত মূলক ভক্ষণ করিবে না। মাঘমাসে মূলা ভক্ষণ করিলে অধিক দোষ হয়।

ফাল্গুনের পূর্ণিমার নাম দোলপূর্ণিমা, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা করিবে। [দোল দেখ।]

অমাবস্যা। অমাবস্যা প্রতিপদ্‌যুক্ত হইলেই গ্রাহ্য। ভাদ্রের অমাবস্যাকে মহালয়া কহে। ঐদিনে বিহিত পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ ও ষোড়শ পিণ্ড দান করিতে হয়।

কার্ত্তিকের অমাবস্যাকে দীপান্বিতা অমাবস্যা কহে। ঐদিনে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিতে হয়। যে মহালয়াতে এই শ্রাদ্ধ না করে, সেই ব্যক্তি দীপান্বিতাতে এই শ্রাদ্ধ করিবে।

কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যাতে স্নানান্তর দধি, ক্ষীর ও গুড়াদি দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে দীপদান করিতে হয়। কারণ পিতৃগণ আসিয়া শ্রাদ্ধভাগ গ্রহণ করেন এবং প্রতিগমনকালে ঐ আলোকে তাহাদের পথ দেখাইতে হয়।

আর ঐ দিনে লক্ষ্মীপূজা ও উক্ত সময়ে দেবগৃহে দীপদান করিবে। তন্ত্রমতে এইদিনে কালিকাপূজারই ব্যবস্থা দেখা যায়। এই পূজা প্রদোষকালে করিতে হয়। যদ্যপি উভয় দিন এই তিথি প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে

যুগ্মাদর হেতু পরদিনে হইবে। উভয়দিনে প্রদোষকাল না পাইলে পার্ব্বণের অনুরোধে পরদিনে উল্কাদান করিবে।

"অমাবস্যা যদা রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দ্দশী।
পূজনীয়া তদা লক্ষ্মীর্বিজ্ঞেয়া সুখরাত্রিকা॥"

যদি দিবাভাগে চতুর্দ্দশী, রাত্রিতে অমাবস্যা হয়, তাহা হইলে এই দিনে লক্ষ্মীপূজা করিবে এবং ইহার নাম সুখরাত্রিকা। কিন্তু ইহার একটী বিশেষ বচনে যদি পরদিনে একদণ্ড রজনী পর্য্যন্ত অমাবস্যা থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বদিন ত্যাগ করিয়া পরদিনে লক্ষ্মীপূজা হইবে।

"দণ্ডৈকো রজনীযোগো দর্শস্য স্যাৎ পরেঽহনি।
তদা বিহায় পূর্ব্বেদ্যুঃ পরেদ্যুঃ সুখরাত্রিকা॥" (তিথিতত্ত্ব)

যদি উভয় দিনে প্রদোষ সময়ে অমাবস্যা না পায়, তবে শ্রাদ্ধের পরক্ষণে দিবাতেই উল্কাদান করিবে। আর পূর্ব্বদিনে প্রদোষ সময়ে অমাবস্যা যোগ হইয়া পরদিন শ্রাদ্ধকাল পায়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে প্রদোষ সময়ে উল্কাদান করিয়া পরদিন শ্রাদ্ধ করিবে। আর যদি উভয়দিনে প্রদোষকালে অমাবস্যা লাভ হয়, তাহা হইলে পর দিনে করিতে হইবে। (তিথিতত্ত্ব)

প্রতিপদাদি তিথিতে জন্মফল।

প্রতিপদে জন্ম হইলে সর্ব্বদা নানারত্নে বিভূষিত, মনোহর কান্তিবিশিষ্ট, প্রতাপশালী ও সূর্য্যবিম্বের ন্যায়, স্বীয় কুলরূপ কমলের প্রকাশ স্বরূপ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়ার ফল। দ্বিতীয়ায় জন্ম হইলে নিখিল গুণযুক্ত ও গভীর হৃদয়সম্পন্ন, দানশীল, দয়ালু, নির্ম্মলচিত্ত, অতিশয় শূর, স্বীয় কুমুদ কুলের চন্দ্রমা সদৃশ, বিপুল কীর্ত্তিশালী এবং নিজ ভুজবল দ্বারা অরাতিকুলকে পরাজিত করেন।

তৃতীয়ার ফল। তৃতীয়ায় জন্ম হইলে সকল গুণ, গভীরমনা, নৃপানুরাগী, বায়ুরোগযুক্ত, সর্ব্বলোকের উপকারক, অন্যাধিকারে আশ্রয়ী, কৌতুকপ্রিয়, সত্যবাদী ও সমস্ত বিদ্যাসম্পন্ন হইবে।

চতুর্থীর ফল। চতুর্থীতে জন্ম হইলে সর্ব্বদা স্বীয় পুত্র মিত্র ও প্রমদা প্রমোদী, দ্যূতাভিলাষী, কৃপান্বিত, বিবাদশীল, বিবাদে বিজয়ী এবং কঠোর হয়।

পঞ্চমীর ফল। পঞ্চমীতে জন্ম হইলে রাজমান্য, সুন্দরদেহ, দয়াবান্, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, কামী, গুণবান্ ও বন্ধুজনের একমাত্র মাননীয় হইবে।

ষষ্ঠীর ফল। ষষ্ঠীতে জন্ম হইলে বিদ্বান্, বরিষ্ঠ, চতুর, সুন্দরকীর্ত্তিসম্পন্ন, আলম্বিত বাহুবিশিষ্ট, ব্রণাকীর্ণদেহ, সত্যপ্রতিষ্ঠ, ধনপুত্রযুক্ত ও চিরায়ু হয়।

সপ্তমীর ফল। সপ্তমীতে জন্ম হইলে কন্যাসন্ততিযুক্ত, অরাতিমাতঙ্গের মৃগেন্দ্রস্বরূপ, বিশালনেত্র, বিখ্যাত প্রভাব, দেবদ্বিজের অর্চ্চনাপরায়ণ, রসিক, মহাত্মা এবং পিতৃধনহারী হইয়া থাকে।

অষ্টমীর ফল। অষ্টমী তিথিতে জন্ম হইলে রাজলব্ধ ধনসম্পন্ন, কৃশাঙ্গ, সুখী, দয়াবান্, যুবতীপ্রিয়, চতুষ্পদযুক্ত, ধনধান্যসম্পন্ন এবং উত্তম ধীর হয়।

নবমীর ফল। নবমীতে জন্ম হইলে বিরোধকর, সাধুগণের অগম্যস্থল, পরের অনিষ্টকর মতিসম্পন্ন, দুশ্চরিত্র, আচারবিহীন, কৃপণ ও কঠোর হয়।

দশমীর ফল। দশমীতে জন্ম হইলে বিদ্যাবিনোদী, ধনপুত্রযুক্ত, লম্বকর্ণবিশিষ্ট, কন্দর্পাপেক্ষা অধিক শ্রীসম্পন্ন, উদারচেতা, প্রশস্তান্তঃকরণবিশিষ্ট ও দয়ালু হয়।

একাদশীর ফল। একাদশী তিথিতে জন্ম হইলে ক্রোধোৎকটমূর্ত্তিবিশিষ্ট, ক্লেশসহনশীল, সুভাষী, যোগাদিকর্ত্তা, আত্মীয়বর্গের একমাত্র ভর্ত্তা, মহামতিসম্পন্ন, দেবগুরুপ্রিয় এবং অতিশয় হৃষ্ট হইবে।

দ্বাদশীর ফল। দ্বাদশীতে জন্ম হইলে অনেক সন্তানবিশিষ্ট, সর্ব্বজনানুরাগী, নৃপমান্য, অতিথিপ্রিয়, প্রবাস বাসহীন এবং ব্যবহারদক্ষ হয়।

ত্রয়োদশীতে জন্ম হইলে রূপযুক্ত দেহ, সাত্ত্বিকভাবশূন্য, বাল্যকালে সুখী, জননীর প্রিয়কর, সর্ব্বদা আলস্যযুক্ত এবং একমাত্র শিল্পগুণবেত্তা হইবে।

চতুর্দ্দশীতে জন্ম হইলে বিরুদ্ধস্বভাব, সর্ব্বদা রোষপরায়ণ, তস্কর, কঠোর, পরবঞ্চক, পরান্নভোজী ও পরদারচিত্ত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর ফল পৃথক্ হইয়া থাকে, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথির পরিমাণ দণ্ডকে ৬ ভাগ করিবে, প্রথমভাগে জন্ম হইলে বালকের শুভ হইবে, দ্বিতীয়ভাগে জন্ম হইলে পিতার হানি, তৃতীয়ভাগে জননী, চতুর্থভাগে মাতুল, পঞ্চমে বংশনাশ, ষষ্ঠে ধনহানি ও আত্মবংশ নাশ হইয়া থাকে।

পূর্ণিমায় জন্ম হইলে কন্দর্পতুল্য রূপবান্, যুবতীপ্রিয়, ন্যায়োপার্জ্জিত ধনসম্পন্ন, সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত, শূর, বলবান্ ও শাস্ত্রবিচারে দক্ষ হয়।

অমাবস্যায় জন্ম হইলে ক্রূর, সাহসিক, কৃতজ্ঞ, ত্যাগশীল এবং সর্ব্বদা চৌর্য্যকার্য্যরত হইবে।

সিনীবালী তিথিতে যদি দাসী, পত্নী, পশু, গজ, অশ্ব, মহিষী প্রভৃতির কোন একটী প্রসব হয়, তাহা হইলে গৃহস্বামীর ধনহানি হয়। যদি দেবরাজ ইন্দ্রেরও এরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে তাঁহারও ধনহানি হইয়া থাকে। যেরূপ

গণ্ডপ্রভৃত দোষ বর্ণিত আছে, সিনীবালীতে প্রসব হইলে সেইরূপ দোষকর হইবে। এই তিথিতে প্রসব হইলে গৃহস্বামীর আয়ুঃ ও ধননাশ হয়।

প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথি নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা এই পাঁচ সংজ্ঞায় বিভক্ত আছে।

তন্মধ্যে প্রতিপদ্, একাদশী ও ষষ্ঠী এই তিন তিথির নাম নন্দা। দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী ভদ্রা। তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী জয়া। চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী এই তিন তিথি রিক্তা। পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এইকয় তিথির নাম পূর্ণা।

নন্দাতিথিতে জন্ম হইলে মহামানী, পণ্ডিত, দেবতা ভক্তিনিষ্ঠ এবং জ্ঞাতিগণের প্রিয়বৎসল হইয়া থাকে।

ভদ্রাতিথিতে জন্ম হইলে বন্ধুবর্গের মাননীয়, রাজসেবী, ধনবান্, সংসারভয়ভীত ও পরমার্থতত্ত্বপণ্ডিত হয়।

জয়াতিথিতে জন্ম হইলে রাজপূজ্য, পুত্রপৌত্রাদিসংযুক্ত, শূর, শাসনকর্ত্তা, দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট ও মহাবিজ্ঞ হইয়া থাকে।

রিক্তাতিথিতে জন্ম হইলে ধনহীন, প্রমাদবিশিষ্ট, গুরুনিন্দাকর, শাস্ত্রবেত্তা, শত্রুহন্তা ও ধার্ম্মিক হইবে।

পূর্ণাতিথিতে জন্ম হইলে ধনপূর্ণ, শাস্ত্রার্থের তত্ত্ববেত্তা, সত্যবাদী ও শুদ্ধচেতা হয়। (জ্যোতিষ লগ্নচন্দ্রিকা)

মৃত্যু-তিথি-নির্ণয়।

বয়স, রাশি ও স্বরাঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাদ্বারা নন্দাদি তিথি নির্ণীত হইবে। এক অবশিষ্ট থাকিলে নন্দাতিথিতে মৃত্যু হইবে। এইরূপে ২ অবশিষ্ট থাকিলে ভদ্রাতিথিতে, ৩ অবশিষ্ট থাকিলে জয়া, ৪ অবশিষ্ট থাকিলে রিক্তা, ও ৫ অবশিষ্ট থাকিলে পূর্ণা তিথিতে মৃত্যু হইবে।

মতান্তরে। বয়সের অঙ্ক, রাশির অঙ্ক ও স্বরাঙ্ক, একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাদ্বারা নন্দাভদ্রাদি তিথি নির্ণয় করিবে।

বয়োরাশি স্বরাঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্কদ্বারা মৃত্যু তিথি নির্ণয় করিবে। বয়সের অঙ্ক, স্বরাঙ্ক ও রাশির অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ দিয়া গুণ করিবে, পরে ঐ গুণফলকে ১৫ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা মৃত্যুতিথি স্থির হইবে। ১ অবশিষ্ট থাকিলে প্রতিপদ্, ২ অবশিষ্ট থাকিলে দ্বিতীয়া, ৩ অবশিষ্ট থাকিলে তৃতীয়া ইত্যাদি।

চন্দ্রবলসাধন। শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে ১০ দিবস অর্থাৎ শুক্লাদশমী পর্য্যন্ত চন্দ্রমধ্যবল, শুক্লা একাদশী হইতে দশদিবস অর্থাৎ কৃষ্ণাপঞ্চমী পর্য্যন্ত চন্দ্র পূর্ণবল, কৃষ্ণাষষ্ঠী হইতে দশদিবস অর্থাৎ অমাবস্যা পর্য্যন্ত চন্দ্র হীনবল।

তিথি বিশেষে দ্রব্যাদি ভক্ষণ নিষেধ। প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড-ভক্ষণে অর্থহানি হয়, দ্বিতীয়াতে বৃহতী (ব্যাকুড়), তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে মাংস ও নারিকেল, নবমীতে তুম্বী (লাউ), দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিম্বি, দ্বাদশীতে পূতিকা, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই ও মাংস, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ।

আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী হইতে কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত শ্বেতশিম্বী, পটোল, বরবটী, কদম্ব, কলমীশাক, বার্ত্তাকু ও কথবেল এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

কার্ত্তিকের শুক্ল একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। (স্মৃতি)

তিথিবিশেষে যোগিনীনির্ণয়। প্রতিপদ্ ও নবমীতে পূর্ব্বদিকে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্ঋতে, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশীতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরে এবং অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানে যোগিনী থাকে।

যাত্রার ফল। ষষ্ঠী, অষ্টমী, দ্বাদশী, পূর্ণিমা, কৃষ্ণপ্রতিপৎ, অমাবস্যা, রিক্তা, যমদ্বিতীয়া, অবম ও ত্র্যহস্পর্শে যাত্রা নিষেধ, এতদ্ভিন্ন অন্য তিথিতে যাত্রা শুভকর। রবি আদি করিয়া বারে দ্বাদশী প্রভৃতি তিথি হইলে দিনদগ্ধা হয়।

রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী ও বুধবারে সপ্তমী হইলে দিনদগ্ধা হয়, ইহাতে কোন শুভ কার্য্য করিবে না।

বর্ষপ্রবেশে তিথ্যানয়ন। গতবর্ষ সংখ্যাতে ১১ দ্বারা গুণ করিয়া এক স্থানে রাখিবে। পরে ঐ গুণফলকে ১৭০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহা ঐ পূর্ব্বস্থাপিত অঙ্কের সহিত যোগ করিবে। এই যুক্তাঙ্ককে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার সহিত জন্ম তিথ্যঙ্ক যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, সেই অঙ্ক দ্বারা বর্ষপ্রবেশের তিথি নির্ণীত হইবে, এই অঙ্ক ত্রিশের অধিক হইলে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা গ্রহণ করিবে। কখন কখন নিরূপিত তিথির পূর্ব্বাপর তিথিতেও বর্ষপ্রবেশ হইয়া থাকে। (জ্যোতিষ)

তিথিভেদে দেবপূজা ভেদ।

"যদ্দিনং যস্য দেবস্য তদ্দিনে তস্য সংস্থিতিঃ।" (নারদ)

যে দেবতার যেদিন নির্দ্ধারিত আছে, সেইদিন সেই দেব-

তার সংস্থিতি হয়। প্রতিপদে অগ্নি, দ্বিতীয়াতে বেধা, দশমীতে যম, ষষ্ঠীতে গুহ, চতুর্থীতে গণনাথ, তৃতীয়াতে গৌরী, নবমীতে সরস্বতী, সপ্তমীতে ভাস্কর, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও একাদশীতে শিব, দ্বাদশীতে হরি, ত্রয়োদশীতে মদন, পঞ্চমীতে ফণীশ, পর্ব্বদিনে (অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা) ইন্দ্রপূজা করিবে, এই এই তিথিতে পূর্ব্বোক্ত দেবতা সকল পূজা করিলে আশুফলপ্রদ হয়। (অগ্নিপু°)

তিথিকৃত্য (ক্লী) তিথিষু কৃত্যং ৭তৎ। তিথিবিহিত কার্য্য। বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম সমুদয় যে যে তিথিতে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

উদ্বাহ, যাত্রা, উপনয়ন, প্রতিষ্ঠা, চৌলকর্ম্ম, বাস্তুকর্ম্ম, গৃহপ্রবেশ ও সকল প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য শুক্লপক্ষের প্রতিপদে করিবে না।

"নোদ্বাহযাত্রোপনয়নপ্রতিষ্ঠা সীমন্তচৌলাখিল বাস্তুকর্ম্ম।
গৃহপ্রবেশাখিল মঙ্গলাদ্যং কার্য্যং হি মাসাদ্যতিথৈঃ কদাচিৎ॥"
(পীযূষধারাধৃত বসিষ্ঠোক্ত)

কেহ কেহ বলেন, শুক্লা প্রতিপদের ন্যায় কৃষ্ণা প্রতিপদও বর্জ্জনীয়, কিন্তু ইহা সুসঙ্গত নহে। কারণ মূলবচনে "মাসাদ্য তিথৈঃ" এইরূপ উল্লেখ আছে, কৃষ্ণ প্রতিপদ্ও নিষিদ্ধ এইরূপ অভিপ্রায় হইলে "পক্ষাদ্য তিথৈঃ" এইরূপ উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। দ্বিতীয়াতে রাজার সপ্তাঙ্গ চিহ্ন, বাস্তু ও ব্রতপ্রতিষ্ঠা, যাত্রা, বিবাহ, বিদ্যারম্ভ, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি সকল প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য শুভজনক। তৃতীয়াতে এই এই কার্য্য হিতজনক নহে। পঞ্চমী তিথিতে ঋণপ্রদান ভিন্ন অন্যান্য মঙ্গলকার্য্য শুভকর। ষষ্ঠীতে অভ্যঙ্গ, যাত্রা ব্যতীত পৌষ্টিক মঙ্গলকার্য্য বিধেয়। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমীতে যে যে কার্য্য শুভকর, সপ্তমীতে সেই সেই কার্য্য শুভজনক। অষ্টমীতে সংগ্রামযোগ্য অখিল বাস্তুকর্ম্ম, শিল্প, বিবাহ প্রভৃতি বিধেয়।

দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমীতিথিতে যে যে কার্য্য উক্ত হইয়াছে, দশমীতে সেই সেই কার্য্য বিধেয়। একাদশীতে ব্রত, উপবাস, পিতৃকর্ম্ম, সমগ্র ধর্ম্মকার্য্য ও শিল্পকর্ম্ম বিধেয়। দ্বাদশীতে যাত্রা ও নবগৃহ ব্যতীত অন্যান্য শুভকর্ম্ম হিতকর। ত্রয়োদশীতে দ্বিতীয়াদি তিথি কথিত সকল প্রকার কার্য্য বিধেয়। পূর্ণিমাতে যজ্ঞক্রিয়া, পৌষ্টিক ও মঙ্গলকার্য্য, সংগ্রামযোগ্য অখিল বাস্তুকর্ম্ম, উদ্বাহ, শিল্পপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমগ্র মঙ্গল কার্য্য করিতে পারা যায়।

অমাবস্যাতে পিতৃকর্ম্ম ভিন্ন অন্য শুভকর্ম্ম বর্জ্জনীয়। যদি মোহপ্রযুক্ত নিষিদ্ধ এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইতে সকলই বিনষ্ট হয়। (পী° ধা° বসিষ্ঠবচন)

তিথিক্ষয় (পুং) তিথীনাং তিথ্যুপলক্ষিতচন্দ্রকলানাং ক্ষয়ো ক্ষয়ারম্ভো যস্মিন্ বহুব্রী। ১ দর্শ, অমাবস্যা। (শব্দার্থচ°) তিথীনাং ক্ষয়ঃ ৬তৎ। ২ তিথির নাশ, দিনক্ষয়।

"একস্মিন্ সাবনেহ্নহি তিথীনাং ত্রিতয়ং যদা।
তদা দিনক্ষয়ঃ প্রোক্তস্তত্র সাহস্রিকং ফলং॥" (জ্যোতিষ)

একদিনে তিনটী তিথি হইলে তাহাকে দিনক্ষয় কহে এবং ইহাতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ করিলে সহস্র গুণ ফল হয়। [অবম ও ত্র্যহস্পর্শ দেখ।]

তিথিপতি (পুং) তিথীনাং পতয়ঃ ৬তৎ। তিথিদিগের অধিপতি। ব্রহ্মা, বিধাতা, হরি, যম, শশাঙ্ক, ষড়ানন, শক্র, বসু, ভুজগ, ধর্ম্ম, ঈশ, সবিতা, মন্মথ এবং কলি এই সকল দেবতা প্রতিপদাদি তিথির যথাক্রমে অধিপতি। অমাবস্যার অধিপতি পিতৃগণ। অধিপতিদিগের সংজ্ঞা সদৃশ ক্রিয়া সকল উক্ত উক্ত তিথিতে করা কর্ত্তব্য। (বৃহৎসং ৯৯ অ°)

শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের অধিপতি অগ্নি, দ্বিতীয়ার প্রজাপতি, তৃতীয়ার গৌরী, চতুর্থীর গণেশ, পঞ্চমীর অহি, ষষ্ঠীর গুহ, সপ্তমীর রবি, অষ্টমীর শিব, নবমীর দুর্গা, দশমীর যম, একাদশীর বিশ্ব, দ্বাদশীর হরি, ত্রয়োদশীর কাম, চতুর্দ্দশীর হর, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার অধিপতি শশী।

"অগ্নিপ্রজাপতির্গৌরী গণেশোহহি গুহো রবিঃ।
শিবো দুর্গা যমো বিশ্বো হরিঃ কামঃ হরঃ শশী।
পিতরঃ প্রতিপদাদীনাং তিথীনামধিপঃ ক্রমাৎ॥" (জ্যোতিষ)

তিথিপ্রণী (পুং) তিথিং প্রণয়তি তিথি প্র-নী-ক্বিপ্। চন্দ্র

তিথিযুগ্ম (ক্লী) তিথ্যো স্তিথিবিশেষয়ো যুগ্মং ৬তৎ। তিথিবিশেষের যুগ্ম অর্থাৎ তিথিদ্বয়।

তিথিসন্ধি (পুং) তিথ্যোঃ সন্ধিঃ ৬তৎ। তিথির সন্ধি, পূর্ব্বাপর তিথির সন্ধি।

তিথী (স্ত্রী) তিথি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। [তিথি দেখ।]

তিথ্যর্দ্ধ (ক্লী) তিথীনাং অর্দ্ধং ৬তৎ। করণ।

তিন (দেশজ) ৩ সংখ্যা।

তিনকাল (দেশজ) ১ বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থা ও প্রৌঢ়াবস্থা। ২ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর। ৩ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। ৪ খণ্ডপ্রলয়, দৈনন্দিনপ্রলয় ও মহাপ্রলয়। ৫ যমত্রয়। ৬ সংহার কর্ত্তাত্রয়। [ত্রিকাল দেখ।]

তিনখান (দেশজ) তিনখণ্ড। তিন্পাতী।

তিনগুণ (দেশজ) তিনবার গুণিত।

তিনাশ (দেশজ) তিনিশ বৃক্ষ।

তিনাশক (পুং) তিনিশ স্বার্থে কন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ আত্বং। তিনিশ বৃক্ষ।

তিনি (দেশজ, তদ্ শব্দের প্রথমার ১ব) সেই, অনুপস্থিত মান্য ব্যক্তিতে প্রযুক্ত।

তিনিশ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, মথুরা প্রভৃতি স্থলে তিনাশ এই নামে বিখ্যাত। পর্য্যায়—স্যন্দন, নেমী, রথদ্রু, অতিমুক্তক, বঞ্জুল, চিত্রকৃৎ, চক্রী, শতাঙ্গ, শকট, রথ, রথিক, ভস্মগর্ভ, মেষী, জলধর, স্যন্দনি, অক্ষক, তিনাশক। (Dalbergia Ougeinsis) ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ, কফ, রক্ত, অতিবাতাময়নাশক, গ্রাহক, দাহজনক, শ্লেষ্মা, পিত্ত রক্তদোষ, মেদ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, শ্বিত্র, দাহ, ব্রণ, পাণ্ডু ও ক্রিমিনাশক। (ভাবপ্র°)

তিন্তিড় (পুং) তিন্তিড়ী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল।

তিন্তিড়িকা (স্ত্রী) তিন্তিড়ী স্বার্থে কন্—টাপ্ পূর্ব্ব হ্রস্বশ্চ। তিন্তিড়ী।

তিন্তিড়ী (স্ত্রী) তিম্যতে ক্লিদ্যতে মুখাভ্যন্তরমনেন তিম-ঈকন্ পৃষোদরা°। বৃক্ষবিশেষ, তেঁতুল। পর্য্যায়—চিঞ্চা, অম্লিকা, তিন্তিড়িক, তিন্তিড়ীকা, অম্লীকা, আম্লিকা, আম্লীকা, চুক্র, চুক্রা, চুক্রিকা, অম্লা, অত্যম্লা, ভুক্তা, ভুক্তিকা, চারিত্রা, গুরুপত্রা, পিচ্ছিলা, যমদূতিকা, শাকচুক্রিকা, সুচুক্রিকা, সুতিন্তিড়া। (Tamarindos Indica) কাঁচা তেঁতুলের গুণ—অত্যম্ল, কফ ও পিত্তকারক এবং বাতনাশক।

পাকা তেঁতুল দীপন, রুচিকারক, ভেদক, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক, বিষ্টম্ভনাশক, মধুরাম্ল, পিত্ত, দাহ, অস্র ও কফ-দোষ-প্রকোপক। পাকা তেঁতুলের রসের গুণ মধুরাম্ল, রুচি-প্রদ, শোফ ও পাককর, ইহা প্রলেপ দিলে ব্রণদোষ নষ্ট হয়। তেঁতুলপত্রের গুণ শোফ, রক্তদোষ ও ব্যথানাশক। তেঁতুলের শুষ্ক ত্বক্সারের গুণ—শূল ও মন্দাগ্নিনাশক। (রাজনি°) তেঁতুলের পক্বফল জলদ্বারা দৃঢ়রূপে মর্দ্দিত করিয়া শর্করা ও মরিচ মিশ্রিত করিবে, পরে লবঙ্গ ও হিঙ্গুদ্বারা সুবাসিত করিবে, এইরূপে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, ইহা অতিশয় মুখরোচক, বাতনাশক, পিত্তশ্লেষ্মাকর ও বহ্নিরোধক। (ভাবপ্র°)

[তেঁতুল দেখ।]

তিন্তিড়ীক (ক্লী পুং) তিম-ঈকন্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল। [তিন্তিড়ী দেখ।]

তিন্তিড়ীদ্যূত (ক্লী) তিন্তিড়ীভিঃ তিন্তিড়ীজাতদ্যূতৈঃ যদ্দ্যূতং। চুক্তুরী, কাঁই বিচির খেলা, তেঁতুলের বিচি লইয়া যে খেলা হয়, তাহাকে তিন্তিড়ীদ্যূত কহে।

তিন্তিরাঙ্গ (ক্লী) বজ্রলোহ।

তিন্তিলিকা (স্ত্রী) তিন্তিড়িকা ডস্য লত্বং। তিন্তিড়ী, তেঁতুলগাছ।

তিন্তিলী (স্ত্রী) তিন্তিড়ী ডস্য লত্বং। তেঁতুলগাছ।

তিন্তিলীকা (স্ত্রী) তিন্তিড়ীকা ডস্য লত্বং। তেঁতুলগাছ।

তিন্তিলীফল (ক্লী) জয়পাল বীজ।

তিন্দিশ (পুং) টিণ্ডিশবৃক্ষ। (রাজনি°)

তিন্দু (পুং) তিম্যতি আর্দ্রীভবতি তিম-কু প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। তিন্দুক বৃক্ষ।

তিন্দুক (ক্লী) তিন্দুরিব কায়তি কৈ-ক। ১ কর্ষপরিমাণ, দুই তোলা। (বৈদ্যকপরি°) (পুং স্ত্রী) তিন্দু স্বার্থে কন্। রক্তলোধ্র বৃক্ষ। পীলুবৃক্ষ, হিন্দীভাষায় পীল, বৃক্ষবিশেষ, গাবগাছ। পর্য্যায়—স্ফূর্জ্জক, কালস্কন্ধ, শিতিশারক, স্ফূর্জ্জক, কেন্দু, তিন্দু, তিন্দুল, তিন্দুকি, তিন্দুকী, নীলসার, অতিমুক্তক, স্বর্ষ্যক, রামণ, স্ফূর্জন, স্পন্দনাহ্বয়, কালসার।

অপক্ক গাব ফলের গুণ—কষায়, গ্রাহী, বাতকারক, শীতল, লঘু। পক্ক গাবফলের গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, দুর্জ্জর, শ্লেষ্মদ, গুরু, ব্রণ ও বাতনাশক, পিত্ত, মেহ ও রক্তদোষকারক এবং বিষদ। (রাজনি°)

অপক্কগাব—ধারক, বায়ুবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য ও লঘু। পক্ক-গাব—মধুর রস, গুরু, পিত্তদোষ, প্রমেহ, রক্তদোষ ও কফ-নাশক। (ভাবপ্র°)

তিন্দুকতীর্থ, তীর্থ বিশেষ। এই তীর্থ মথুরার অতি সন্নিকট, এই তীর্থে স্নানদানাদি করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়।

(শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত)

তিন্দুকি (স্ত্রী) তিন্দুকী নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ। তিন্দুক।

তিন্দুকিনী (স্ত্রী) তিন্দুকস্তদাকারঃ ফলেঽস্ত্যস্যাঃ তিন্দুক-ইনি ঙীপ্। আবর্ত্তকীলতা, কোকণদেশে ভগতবল্লী। (রাজনি°)

তিন্দুকী (স্ত্রী) তিন্দুক গৌরা° ঙীষ্। তিন্দুক।

তিন্দুল (পুং) তিন্দুক পৃষোদরাদিত্বাৎ কস্য ল। তিন্দুক।

তিন্নেবেলী (তিরু-নেল্-বেলী অর্থাৎ পবিত্র ধান্যের বেড়া বা বাঁশের বেড়া)—দাক্ষিণাত্যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মদুরা রাজ্যের ভিতর একটী জেলা ও তাহার প্রধান নগর।

মদুরা যখন ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে আর্কটের নবাবের রাজ্যভুক্ত হয়, সেই সময় হইতেই তিন্নেবেলী একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে গণ্য হয়। ইহার পরিমাণ ৫৩৮১ বর্গ মাইল। ভারতের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে এই জেলাই একেবারে উপকূল-বর্ত্তী, ইহার উত্তরে ও উত্তরপূর্ব্বে মদুরা জেলা, দক্ষিণে মনআর উপসাগর, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা। এই পর্ব্বতমালা দ্বারাই ইহা ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্য হইতে বিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ভেম্বার নামক স্থান হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত উপকূলভাগ ৯৫ মাইল দীর্ঘ। জেলাটী দৈর্ঘ্যে ১২২ মাইল ও প্রস্থে ৭৪ মাইল। এখানকার ভূমি সাধারণতঃ

সমতল, জমীর ঢাল পূর্ব্বদিকে। পশ্চিমে পর্ব্বতমালা ৪০০০ ফিট্ উচ্চ। পর্ব্বততলে জমীর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮০০ ফিটের অধিক নহে। জেলায় ৩৪টী নদী আছে, তন্মধ্যে প্রধান তাম্রপর্ণী ৮০ মাইল দীর্ঘ, পশ্চিমঘাটে উৎপন্ন হইয়াছে। পাপনাশম্ নামক স্থানে ইহার একটী সুন্দর জলপ্রপাত আছে। চিত্রানদী ইহার প্রধান উপনদী, ইহা কুত্তালম্ নামক স্থানের উর্দ্ধে উৎপন্ন হইয়াছে। তাম্রপর্ণীতীরে তিন্নেবেলী ও পালামকোটা নগর অবস্থিত। বৈপার আর একটী প্রধান নদী, ইহার তীরে সাতুর নগর। এই জেলার উত্তরভাগ প্রায় বৃক্ষশূন্য, দক্ষিণভাগে তালবন।

ইতিহাস। ইহার স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। মদুরা ও ত্রিবাঙ্কুড়ের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। এখানে বহুদিন হইতে দ্রাবিড়-সভ্যতা প্রচলিত হইয়াছে ও এখানকার মুক্তা-উত্তোলন ব্যবসা গ্রীকদিগের নিকটেও জানা ছিল। কোল্কেই নগরে পাণ্ড্য, চের ও চোলরাজগণ রাজত্ব করিতেন। শেষে বিবাদের পর পাণ্ড্যই এই দেশে রহিলেন। অগস্ত্যঋষি প্রথমে এদেশে আর্য্যব্রাহ্মণ উপনিবেশ স্থাপিত করেন। প্রবাদ অগস্ত্যঋষি তাম্রপর্ণী নদীর উৎপত্তিস্থলে অগস্ত্যপর্ব্বতে আজিও জীবিত আছেন। ব্রাহ্মণেরা বলেন, অগস্ত্যই তামিল ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। পাণ্ড্যদিগের প্রথম রাজধানী কোল্কেই, দ্বিতীয় মদুরা। কোল্কেইর উল্লেখ টলেমীর গ্রন্থে ও পেরিপ্লাস্গ্রন্থে পাওয়া যায় (১৩০ ও ৮০ খৃষ্টাব্দ।) উক্ত গ্রন্থে এই নগর মুক্তা উত্তোলন-ব্যবসায়ের প্রধান স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই নগর এখন একটী ক্ষুদ্রগ্রাম মাত্রে পর্য্যবসিত ও সমুদ্র হইতে প্রায় ৫ মাইল দূর হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই প্রাচীন কয়াল্ নগরী। মার্কোপোলো ইহাকে কেইল্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান নাম কোরকেই। বর্ত্তমান রামেশ্বরম্ নগরের প্রাচীন নাম কোটী, ইহাও মুক্তা ব্যবসায়ের জন্য গ্রীকদিগের নিকট পরিচিত ছিল। "কোল্কেই" অর্থে সৈন্যদল বা স্কন্ধাবার। কোল্কেই ও সমুদ্রের মধ্যে একটী স্থানকে এখনও প্রাচীন কয়াল বলে। এই প্রাচীন কয়াল্ সমুদ্রতীর হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। কয়াল্ অর্থে সমুদ্রের সহিত সংযোগবিশিষ্ট বৃহৎ হ্রদ। চীন ও আরবের সহিত এই কয়াল্ নগরের প্রাচীন কালে সাক্ষাৎ বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। ইহার চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। পর্ত্তুগীজেরা আসিয়া কয়ালকে সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী দেখিয়া তুতিকোরিণ (তুতকুড়ি) সহরকে বাণিজ্য বন্দর করিয়া তুলেন। এখনও তিন্নেবেলী জেলায় তুতকুড়ি প্রধান বন্দর। বর্ত্তমান কোল্কেই সহর প্রাচীন কয়ালের অংশ বিশেষ ছিল, তাহা মন্দিরাদির খোদিত লিপি ও আকাসালেই (টাঁকশাল) প্রভৃতি নামীয় স্থান দৃষ্টে প্রমাণিত হয়। প্রাচীন চীনের বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়ালের কোন স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে নানাপ্রকার চীনে মাটির টুকরা ও চীনদিগের প্রাচীন জঙ্কনামক জাহাজের ভগ্নখণ্ড পাওয়া যায়। এখন এখানে লাবিনামক দেশীয় মুসলমান ও রোমান কাথলিক মৎস্য ব্যবসায়ীরা বাস করে। মার্কোপোলো বলেন, পাণ্ড্যবংশীয় পঞ্চভ্রাতার মধ্যে আষায়নামক জ্যেষ্ঠভ্রাতা কেইলে রাজত্ব করিতেন। এডেন, হরমস্ প্রভৃতি আরবীয় জনপদ হইতে জাহাজ এদেশে আসিত, এই জাহাজে প্রায় ঘোড়া আমদানী হইত। রাজার যথেষ্ট মণিমাণিক্য ছিল। তাঁহার ৩০০ পত্নী ছিল। এইস্থান মিঃ ক্যাল্ডওয়েল উৎখাত করাইয়া কতকগুলি কলসীবৎ মৃৎপাত্র প্রাপ্ত হন। এই পাত্রে প্রাচীনকালে একজাতি শব প্রোথিত করিত। যতগুলি পাত্র পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটীর বেড় প্রায় ১১ ফুট্। ইহার মধ্যে মনুষ্য-কঙ্কাল ছিল। এখানে স্থানে স্থানে মাঠে ঘাটে বুদ্ধমূর্ত্তি দেখা যায়, পূজাদি হয় না, একস্থলে এক বুদ্ধমূর্ত্তি উল্টাইয়া ফেলিয়া ধোপারা কাপড় কাচিবার পাটা করিয়া লইয়াছে। পর্ত্তুগীজেরা যখন এদেশে প্রথম আসেন, তখন এদেশে জুইলন্-রাজকে বাস করিতে দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ত্রিবাঙ্কুড়ের কোন রাজপুত্র হইবেন, কারণ পর্ত্তুগীজ-আগমনের সময় ইহা ত্রিবাঙ্কুড়-রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ১০৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাণ্ড্যরাজগণের অধীনে থাকিয়া সুন্দরপাণ্ড্য কর্ত্তৃক এই প্রদেশ অধিকৃত হয়। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে ইহা একবার মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, কিন্তু পাণ্ড্যরাজ জয়ী হন। এই সময়ে ২৫০ বৎসর একপ্রকার অরাজকতা ছিল। পাণ্ড্যরাজবংশীয়েরা ও কর্ণাটী নায়কেরা ইহা টুক্রা টুক্রা করিয়া অধিকার করিয়াছিল। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের সেনাপতি নায়কগণ মদুরার নায়ক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর ধ্বংস হইলে ইহা স্বাধীন হয়। ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে উপকূলে পর্ত্তুগীজদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ওলন্দাজেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ইহারা তুতকুড়িতে প্রথম য়ুরোপীয় কুঠি স্থাপন করেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থান আর্কটের নবাবের নামমাত্র অধীন হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন পালৈয়কারর (পলিগার) সর্দ্দারগণের অধীনে ছিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে কেবল সর্দ্দারদিগের পরস্পর ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহে অরাজকতার স্যায় হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ য়ুসুফ খাঁ মদুরা ও তিন্নেবেলী রাজ্যদ্বয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য আসিয়া তিন্নেবেলী

একজন হিন্দু সর্দ্দারের হস্তে ১১০০০০০৲ টাকা বার্ষিক কর ধার্য্য করিয়া প্রদান করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ য়ুসুফ খাঁ চলিয়া গেলে আবার পূর্ব্ববৎ অরাজকতা দেখা দিল। তিনি আবার আসিয়া নিজে উভয় রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজস্ব করেন, তৎপরে তিনি রাজস্ব দিতে অক্ষম হওয়ায় সৈন্যদল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ফাঁসীতে প্রাণত্যাগ করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব হিসাবে আর্কটের নবাব এই জেলা ইংরাজদিগকে দান করেন।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে চক্কনপত্তি ও পাঞ্চালম্‌কুরিচ্চি নামক দুইটী পলিগার সর্দ্দারের রাজ্য কর্ণেল ফুলার্টন জয় করেন। কতকগুলি পলিগার-সর্দ্দার তখনও কয়েকস্থানে শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বিদ্রোহী হওয়ায় টিপু-সুলতানের সহযোগিতার ভয়ে ইংরাজগণ তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া আসেন ও দুর্গ ধ্বংস করেন। ১৮০১ আবার বিদ্রোহ হয়, কিন্তু সমস্ত কর্ণাট ও তিন্নেবেলী এই সময় ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় সমস্ত গোলমাল থামিয়া যায়। এখানে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানের বাস আছে, মুসলমান অপেক্ষা খৃষ্টানের সংখ্যা অধিক। মুসলমানেরা প্রাচীন আরব-দিগের বংশধর, ইহারা আপনাদিগকে সোনাগর বা বোনাগর বলে। ইংরাজেরা লাব্বি বলেন। ইহারা মৎস্যব্যবসায়ী।

হিন্দুদের মধ্যে বল্লীয় (মজুর ও কৃষক), বেল্লালর (কৃষি-ব্যবসায়ী), শানান (তাড়িওয়ালা), পরিয়া (চণ্ডালের ন্যায় নীচ জাতি ও জাতিভ্রষ্ট), কম্মালর (শিল্পী), ব্রাহ্মণ, কৈকলর (তাঁতি), সাতানী (বর্ণসঙ্কর ও নীচজাতি), অম্বত্তন (নাপিত), বন্নন (ধোপা), শেঠী (বণিক্), কুশবন (কুম্ভকার), ক্ষত্রিয়, শেম্বাড়বন (জেলে), কণকন্ (মসীজীবী) প্রভৃতি জাতি প্রধান। শানান ও পরবর জাতীয় লোকেরা এদেশে এক প্রকার প্রধান। পরবর জাতীয় সমস্ত লোক রোমক কাথ-লিক খৃষ্টান। শানানেরা তালগাছের কৃষি লইয়াই আছে। ইহাদের মধ্যে প্রেতোপাসনা প্রচলিত, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব এখানে অতি অল্প। অনেক ব্রাহ্মণও প্রেতপূজা অবলম্বন করিয়াছেন।

বেল্লালর জাতির মধ্যে কোট্টাই বেল্লালর নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাহারা সকলে এক মৃণ্ময় দুর্গমধ্যে বাস করে, ইহাদের স্ত্রীজাতি এই দুর্গের বাহিরে আসিতে পায় না।

সমুদ্রতীরে তেরুচেন্দুর তাম্রপর্ণীর উপর পাপনাশম্ ও চিত্রাতীরে কোত্তালুম্ নামক স্থানে তিনটী বিখ্যাত হিন্দু মন্দির আছে। কোত্তালুমের শিবমন্দির ও সহরের দক্ষিণ "তেন্কাশী" অর্থাৎ দক্ষিণবারাণসী নামে খ্যাত।

১৫৪২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ সেন্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার নামক পাদরী পরবরদিগকে প্রথম খৃষ্টান করেন। মুসলমান অত্যাচারের সময় ইহারা পর্ত্তুগীজদিগের আশ্রয় পাইয়া আপনাদিগকে তদবধি সেন্ট জেভিয়ারের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়।

মদুরা ও তিন্নেবেলী জেলা হইতে সিংহলে কাফিচাষের জন্য লোক চালান হয়। ইহাদের মধ্যে ২।৩ বৎসর বাদে বার আনা ভারতে ফিরিয়া আসে, সিকি সিংহলে থাকিয়া যায়।

এখানে ৩৯টী নগর আছে। তন্মধ্যে তিন্নেবেলী, পালম্‌কোটা, তুতকুড়ি ও শ্রীবিল্লপত্তুর নগর প্রধান। এখানকার প্রধান ভাষা তামিল। তৎপরে তেলগু, কর্ণাটী, গুজরাটী, হিন্দী ও পতনুল ভাষা চলিত। এখানে ধান, কম্বু, ছোলা, চিনা, কলাই প্রভৃতি চাষ হয়। তামাক, কাফি, পেঁয়াজ, পাণ, লঙ্কা, ধনে, তিল, রেড়ী, তুলা, ইক্ষু ও তাল প্রধান কৃষিদ্রব্য। তুতকুড়ি হইতে ভেড়া, ঘোড়া ও গোরু সিংহলে রপ্তানী হয় এবং তুলা, কাফি, তালের মিছরি ও লঙ্কা অন্যত্র চালান হয়। উপকুল-ভাগে কড়ি, শঙ্খ ও শুক্তিধারণের ব্যবসায় বিখ্যাত। এক সময়ে ওলন্দাজেরা শঙ্খধারণ-ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়া ছিল। মনআর উপসাগরে ইংরাজেরা ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুক্তা উত্তোলন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এখানকার মুক্তার বর্ণ তত উৎকৃষ্ট নহে। শঙ্খ বঙ্গদেশে বেশী রপ্তানী হয়। এই জেলা শাসন জন্য ৪ ভাগ ও ৯ তালুকে বিভক্ত যথা—তিন্নেবেলী তালুক, (পালম্‌কোটা), তাপীড়ারম্ ও তেঙ্করাই তালুক (তুতকুড়ি), নানগুণেরী, অম্বাসমুদ্রম্ তেনকাশী (শর্ম্মদেবী), শ্রীবিবপুত্তর, সাতুর, শঙ্করণৈনারকয়ল (শ্রীবিল্লিপত্তুর)। এজেলায় রেলপথ আছে।

তিন্নেবেলী সহর তাম্রপর্ণীর বামতীরে ১ মাইল দূরে ৮° ৪৩′ ৪৭″ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৭° ৪৩′ ৪৯″ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

ইহার লোকসংখ্যা ২৪৭৬৮, তন্মধ্যে হিন্দু ২২৯৪৮, মুসল-মান ১৫০৪ ও খৃষ্টান ৩১৬। এই নগরের শিবমন্দির অতি বিখ্যাত। দ্রাবিড়ের বৃহৎ মন্দিরাদি এই মন্দিরের ধরণে ও নিয়মে নির্ম্মিত। সমস্ত মন্দিরাধিকৃত স্থান দৈর্ঘ্যে ৭৫৬ ফিট্, প্রস্থে ৫৮০ ফিট্। অন্যান্য বৃহন্মন্দিরের ন্যায় ইহারও সহস্রস্তম্ভ নাটমন্দির আছে।

তিপাই, দক্ষিণ আসামের একটী নদী। মণিপুরে ইহাকে তুয়াই বলে। লুসাই পর্ব্বতে ইহার নাম তুইবর। লুসাই পাহাড়ে এই নদী ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাছাড়ের দক্ষিণপশ্চিম কোণে "বরাক" নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই সঙ্গমস্থলে

তিপাইমুখ নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে লুসাই-দিগের সহিত ব্যবসা চলিয়া থাকে। লুসাইরা তুলা, পারি-কাপড়, কুচুক (ভারতীয় রবার), হস্তিদন্ত, মোম প্রভৃতি বনজাত দ্রব্য লইয়া আসিয়া লবণ, চাউল, লৌহযন্ত্রাদি, কাপড়, পুঁতিরমালা ও তামাকুর সহিত বিনিময় করে।

তিপাগড়, মধ্যভারতের একটী প্রাচীন স্থান। ইহা চান্দা-জেলায় অবস্থিত। এখানে তিপাগড় পর্ব্বতের উপর তিপাগড় নামে একটী কেল্লা আছে। সেই কেল্লার নিকট একটী সরো-বর হইতে তিপাগড়ী নামে একটী নদীও উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রাচীন দুর্গ কানিংহাম্ সাহেবের মতে গোঁড়রাজাদিগের কীর্ত্তি। দুরারোহ পর্ব্বত, বাঁশবন ও গম্য পথ অভাবে এই দুর্গে সহজে যাওয়া যায় না। পথ এত দুর্গম যে এক তিপা-গড়ী নদীই সাতবার পার হইতে হয়। এই দুর্গটী তিপাগড় পর্ব্বতের একটী দুর্গম উপত্যকার উপর অবস্থিত। এই দুর্গের নিম্নে একটী বৃহৎ সরোবর আছে। ইহা পার্ব্বত্য-হ্রদের ন্যায়। এই দুর্গসরোবর প্রায় চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত, কেবল দক্ষিণপূর্ব্বদিকে প্রাচীর নাই। প্রাচীর পর্ব্বতের অধিরোহ ও অবরোহ অনুসারে একক্রমে পাঁচটী শিখরকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। এই বেষ্টিত স্থানের মধ্যে অনেকটা সমতল উপত্যকা আছে। এই উপত্যকায় তিপাগড়ী নদীর উপনদীগুলি প্রবাহিত। এই সকল উপনদীর জল প্রায় পাহাড়ের ঢালুস্থান দিয়া উত্তীর্ণ না হইয়া যেথান সেথান হইতে সমতল ভূমিতে পড়ায় ক্ষুদ্র বৃহৎ জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে। দুর্গের সমস্ত অংশ নিকটবর্ত্তী হরলদন্দ গ্রামের লোকেরাও দেখে নাই এবং পাহাড়ের সে অংশে উঠিবার সুবিধা না থাকায় কেহ যাইতেও পারে নাই। প্রাচীরটী বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে গঠিত, কিন্তু এখন কোথাও ৫ ফিটের অধিক উচ্চ দেখা যায় না।

পর্ব্বতের দক্ষিণপশ্চিম শিখরের নিকটে অনেকগুলি বাসগৃহের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কথিত আছে, এখানে এক রাজবাটী ছিল।

পর্ব্বতের গাত্রে একটী হনুমানের আকৃতি খোদিত আছে মাত্র; এখানে উৎকীর্ণ শিল্পের আর কিছুই কোথাও নাই। সরোবরটী চতুর্দ্দিকে বৃহৎ প্রস্তর দিয়া বাঁধান। চুণসুরকী বা কোনরূপ মশলার ব্যবহার কোথাও নাই। ইহাতে সিঁড়ি ছিল। সরোবরের এক দিক্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই ভাঙ্গার মুখ হইতেই তিপাগড়ী নদী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে, কিন্তু এ ভাঙ্গা দিয়া জল নির্গত হয় না বলিয়া অনুমান হয়, অন্য দিক্ হইতে তিপাগড়ীর উৎপত্তির কারণ জলনালী আছে। সরোবরের তলদেশ হইতে জলজ তৃণ জন্মিয়া জলরোধ হইলেও এখনও ইহার জল অতি স্বচ্ছ, স্বাদু ও স্বাস্থ্যকর। সরোবরের মধ্য স্থলে প্রায় ৫০০ ফিট্ পরিমিত স্থানে কোন প্রকার তৃণ নাই এবং যে দিকে এখনও পাথর বাঁধান আছে, সে দিকেও নাই। প্রবাদ এইরূপ যে এই দুর্গের শেষ রাণী একদিন গোবাহিত রথে নামিতে নামিতে হ্রদের মধ্যে রথসহ অদৃশ্য হন, তদবধি ইহা জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। আর একটী প্রবাদ আছে যে, দ্রুপদরাজ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; তিনি যুইরাগড়ে থাকিতেন। মাটির মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ করিয়া তিনি এখানে আসিতেন। এখানে তাঁহার আখড়া (মল্লভূমি) ছিল। পাউ-নির রাজাও ভূগর্ভ দিয়া সুড়ঙ্গ দ্বারা এই আখড়ায় আসিতেন। দ্রুপদরাজ কিন্তু ইঁহাকে ধরিতে পারিতেন না।

তিব্বত, হিমালয়ের উত্তরে একটী দেশ। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার নাম 'পো'। ইহার উত্তরে চীনতাতার, পূর্ব্বে চীন, দক্ষিণে হিমালয় পর্ব্বত, পশ্চিমে তুরাণ। ইহার পরিমাণ ফল ১,৮০,৫০০ বর্গক্রোশ, লোকসংখ্যা ৫০,০০,০০০। ইহার দক্ষিণে যেমন হিমালয় উত্তরেও সেইরূপ এক অতি বিস্তীর্ণ পর্ব্বত আছে, চীনেরা এই পর্ব্বতকে 'কিয়ুন্‌লন' এবং হিন্দুরা 'কৈলাস' বলেন। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেকগুলি পর্ব্বত আছে। এই সকল পর্ব্বত হইতে এসিয়ায় অনেকানেক নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই দেশ অতিশয় উন্নত ও শীত-প্রধান। শীতের অতি প্রাদুর্ভাব বলিয়া অধিক উদ্ভিদ্ জন্মে না, এজন্য জ্বালানি অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। নানাপ্রকার পশু পক্ষী আছে। গো, মেষ, অশ্ব ও অশ্বতরই সাধারণ পশু। হিমালয়-পথে শকট বা গবাদি পশু চলিতে পারেনা, মেষ ও ছাগই সেজন্য ভারবহনের কার্য্য করে। চমরী নামে এক প্রকার গোজাতি আছে, তাহার পুচ্ছে চামর হয়। [চমরী দেখ।] কস্তুরিকা মৃগও এদেশে বিস্তর। এই দেশীয় ছাগলোমে শাল হয়। [অজ দেখ।]

এদেশীয় কুকুর অতি দীর্ঘাকার ও বলবান্। [কুকুর দেখ।] তিব্বতের আকরে স্বর্ণ, পারদ, সোহাগা ও লবণ পাওয়া যায়। তিব্বতবাসীরা দেখিতে অনেকাংশে তাতারদিগের ন্যায়। ইহারা অলস, শান্ত, সন্তুষ্টচিত্ত। শাল ও লোমজ বস্ত্রবয়নই ইহাদের প্রধান শিল্প। চীনের সহিতই ইহাদের বাণিজ্য বেশী হয়। শবদাহ বা শবপ্রোথিতকরণ-প্রথা এদেশে নাই, ইহারা পারসীদিগের ন্যায় শ্মশানে শব ফেলিয়া দিয়া আসে, কেবল যাজকের দেহ দাহ করে। মেষমাংস প্রধান। অনেকে আমমাংস ভক্ষণ করে। ইহারা সকল

সহোদরে মিলিয়া একটী স্ত্রীকে বিবাহ করে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্ত্রী মনোনীত করিবার অধিকারী। তিব্বতবাসীরা বৌদ্ধ, ইহাদের যাজকসম্প্রদায় 'লামা' নামে খ্যাত। দলইলামা সর্ব্বপ্রধান, তশিলামা দ্বিতীয়। তিব্বতবাসীদের সকলের বিশ্বাস, দলইলামা স্বয়ং ঈশ্বর, মনুষ্যবেশে মনুষ্য মধ্যে অবস্থিতি করেন, তাঁহার মৃত্যু নাই, মধ্যে মধ্যে শরীর পরিবর্ত্তন করেন মাত্র। দলইলামার মৃত্যু হইলে শাস্ত্রোক্ত বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত শিশুকে দলইলামার "নবশরীর ধারণ" জানিয়া তাহাকেই তৎপদে অভিষিক্ত করা হয়। সকলে পূর্ব্ব দলইলামার দেহ সোণায় মুড়িয়া মন্দিরে রাখিয়া পূজা করে। তশিলামা বুদ্ধের অংশ বলিয়া গণ্য। ইনি চীনসম্রাটের গুরু ও ধর্ম্মোপদেশক।

তিব্বতের সমস্ত মন্দিরে বুদ্ধপ্রতিমা আছে। তিব্বতের ভাষা স্বতন্ত্র। অক্ষর অত্যল্প পরিমাণে নাগর সদৃশ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে ঐ লিপি ভারত হইতে তিব্বতে গিয়াছে। ইহারা কাষ্ঠফলকে উৎকীর্ণ করিয়া পুস্তকাদি মুদ্রিত করে।

লে, লাসা ও টিসুলম্বু এই তিন নগর এদেশে সর্ব্বপ্রধান। লাসানগরে দলইলামার মন্দির আছে, এজন্য ইহা অতি পবিত্র স্থান। কাশ্মীর-সন্নিহিত লদ্বগ (লদাক) প্রদেশ ব্যতীত তিব্বতের অপর সমস্তাংশ চীনের অধীন। চীনরাজের একজন প্রতিনিধি এখানকার শাসনকর্ত্তা। লাসা নগরেই তিনি বাস করেন। লদাকের রাজধানী লে। [লদাক দেখ।]

আম্‌দো নামক স্থানের লামা সোনপো নোমনথন তিব্বতের একখানি ভূ-বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগৃহীত হইল।

তিব্বতদেশে সমশীতোষ্ণতাবশতঃ এখানে অতিগ্রীষ্ম বা অতি শীতের প্রাদুর্ভাব নাই। ঐ কারণে এখানে দুর্ভিক্ষ, বিশেষ হিংস্র পশু ও কীটাদি নাই।

পর্ব্বতমালা।—লোহত্রা প্রদেশে তেসি (কৈলাস), চোমোকন্‌কর্, ফুলহরি, কুল-কন্‌গ্রি; উত্তর নাংগ প্রদেশে হবে; দো-কাম্দস্ প্রদেশে ছি-কঙ্গচরিত ও নাঙ্গেন-মঙ্গল, এতদ্ভিন্ন যর্‌লহ-সহম্বু, তোইরিকর্পো, খবা-লোদি, সহত্রাকর্পো, মজ্বেন-পোমর প্রভৃতি তুষারাবৃত শ্বেতশিখরযুক্ত উচ্চ পর্ব্বতমালা আছে। হোতি-গোঙ্গিয়া, মরি-রব্-চাম, জোমোনগ্‌রি কোল-ৎস্থন-ছেমো প্রভৃতি পর্ব্বত সুগন্ধ তৃণে, ভেষজ-উদ্ভিদে ও সুদৃশ্য তরুলতাগুল্মে পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি কৃষ্ণপর্ব্বত দেশময় ব্যাপ্ত আছে।

হ্রদ।—মফম্-যু-চহো (মানস-সরোবর) নন্-চহো, ফিউগ-মো, চহা-চহো, ঙ্গম্-ত্রোগ যু-চহো, ফগ্-চহো, চহো কিররেঙ্গ্, ঙ্গোরেঙ্গ্, খ্রি স্‌হো, গিয়া-মো প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি পরিষ্কার মিষ্ট ও স্বচ্ছ সলিলবিশিষ্ট হ্রদ-দেশের নানাস্থানে আছে।

নদী।—চাঙ্গ্-পো (ব্রহ্মপুত্র), সেঙ্গেখবব্ (সিন্ধু), মব্-চিয় খবব, চহা-স্‌হিক, জ-ছু, ঙ্গু-ছু, ত্রি-ছু, ম-ছু (হোয়াংহো), মে-ছু, বে-ছু, সাঙ্গ্-ছু, হজুলগ্-ছু, চাঙ্গ-ছু এবং ইহাদের অসংখ্য উপনদীসহ এতদ্দেশের নানা স্থানে প্রবাহিত।

বিস্তৃত অরণ্য, চারণ ভূমি, তৃণময় প্রান্তর, তৃণপূর্ণ উপত্যকা, তৃণযুক্ত জলা মাঠ, কর্ষিতক্ষেত্র এবং অনুর্ব্বর অধিত্যকা বালুময় মরুদেশের নানাস্থানে আছে। গ্য-নগ্ (চীন), গ্য-গর্ (ভারতবর্ষ), পের্‌সিগ (পারস্য) প্রভৃতি বৃহদ্দেশের সীমায় যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্র আছে, এদেশের চতুর্দ্দিকে সেইরূপ বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত আছে। এই সকল পর্ব্বতের অপর পারে গ্য-নগ্ (চীন) গ্য-গর্ (ভারতবর্ষ), মোন্ (হিমালয়-প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশ), ব-যো (নেপাল), খ-ছে (কাশ্মীর), স্তগ-সিস্‌গস্ (তাজিক বা পারস্য) ও হোর (তাতার) প্রভৃতি বৃহৎ দেশ অবস্থিত। এই সকল দেশের উর্ব্বরতা যে সকল বৃহৎ নদীদ্বারা ঘটিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই এই পো (তিব্বত বা ভোট) দেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই পো দেশ জম্বু-লিঙ্গ্ (জম্বুদ্বীপ) খণ্ডের কেন্দ্রস্থান বলা যাইতে পারে।

পো দেশ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—

১। তো ঙ্গহ্-রি কোর্-সুম—উচ্চ বা ক্ষুদ্র তিব্বত।

২। বু সাঙ্গ্ (চারিটীপ্রদেশে বিভক্ত) প্রকৃত তিব্বত।

৩। দো, খম ও গঙ্গ্ ... ... বৃহৎ তিব্বত।

উচ্চ তিব্বত (পো-ছুঙ্গ্ নামে সংক্ষেপে কথিত) ইহার কয়েক উপবিভাগ আছে—তগ্‌মো লদ্বগ, মঙ্গ্-যু স্‌হাঙ্গ্‌স্-হৃঙ্গ্, গুগে বুহ্‌রঙ্গ্ (পুরঙ্গ্) এই প্রত্যেক উপবিভাগ আবার নয়টী জেলায় বিভক্ত।

পূর্ব্বে পো দেশের শাসনসীমা তুরুষ্কদিগের (তুর্কীদিগের) দেশের কোণ পর্য্যন্ত ছিল। উচ্চ তিব্বত প্রকৃত উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে বিভক্ত। উত্তরভাগ বদকশানের মধ্যে। এখানে তিব্বতীয়দিগের একটী দসোঙ্গ্ (দুর্গ) আছে। দোক্‌প নামক দুর্দ্দান্ত জাতিকে শাসনে রাখিবার জন্য দুর্গাধিপতি তিব্বতাধিপতির অধীনে প্রতিনিধিস্বরূপ আছেন। ইনি পূর্ব্বে দোকপ-রাজ নামে কথিত হইতেন। উচ্চ তিব্বতের পূর্ব্বে তুষারমণ্ডিত উচ্চ তেসি (কৈলাস পর্ব্বত), মফম্ (মানস সরোবর) হ্রদ ও থুঙ্গ্-গ্রোল্ নামক নির্ঝরের জল অতি পবিত্র বলিয়া খ্যাত। যে পান করে, সে মুক্তি পায়। এগুলি তো-গর্ নামক স্থানে একজন স্বতন্ত্র গারপোন (গবর্ণরের) বা শাসন-

কর্ত্তার অধীনে আছে; তিনিও লাসার প্রধান শাসনকর্ত্তার অধীন।

মানস-সরোবর ও কৈলাস পর্ব্বতের মহিমা-প্রকাশক একখানি তিব্বতীয় পুস্তকে লিখিত আছে যে, কৈলাস হইতে চারিটী প্রধান নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদী চতুষ্টয়ের উৎপত্তিস্থল যথাক্রমে হস্তী, গৃধ্র, ঘোটক ও সিংহমুখ সদৃশ। অন্যান্য পুস্তকে এগুলি যথাক্রমে গো, অশ্ব, ময়ূর ও সিংহমুখ সদৃশ বলিয়া বর্ণিত। এই সকল স্থান হইতে গঙ্গা, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র), পক্ষু (অক্সস্) ও সিন্ধুর উৎপত্তি হইয়াছে।

সিন্ধুনদী পশ্চিমমুখে তিব্বতের অন্তর্গত বল্তি প্রদেশ দিয়া কাশ্মীরের অন্তর্গত কপিস্থান নামক স্থানে দক্ষিণপশ্চিম মুখে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। পক্ষুনদী কৈলাসের উত্তর-পশ্চিমাংশ হইতে নির্গত হইয়া থোকর প্রদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমমুখে তুর্কীদিগের দেশে প্রবেশ করিয়াছে। কৈলাস-পর্ব্বত হইতে সীতানামে আর একটী নদী পূর্ব্বাংশ হইতে নির্গত হইয়া এখন মানস সরোবরে পড়িতেছে। কথিত আছে, ইহা পুরাকালে হোরদেশ ও চীনদেশের মধ্যদিয়া পূর্ব্বসাগরে পড়িত।

কৈলাস পর্ব্বতের সম্মুখে গোন্‌পেরি নামে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত তীর্থিকগণ কর্ত্তৃক হনুমন্ত নামে কথিত হইয়া থাকে। এই পর্ব্বতের গাত্রে লাঙ্গলের খাদের ন্যায় (লাঙ্গল দিয়া খুড়িলে ভূমিতে যেরূপ খাদ হয় সেইরূপ) দাগ আছে। এতৎ সম্বন্ধে নানা গল্প আছে। তিব্বতীয়েরা বলে, জে-ৎসুন্ মিলরপ ও নরোপোনছুঙ্ নামক দুইজন তিব্বতীয় জ্ঞানী পণ্ডিতের ধর্ম্ম-বিচারের সময় শেষোক্ত ব্যক্তি পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার দেহ-ভারে এই দাগ হইয়াছে। ভারতবাসীর মতে ইহা কার্ত্তিকের বাণশিক্ষাকালে তাঁহার শরাঘাতে উৎপন্ন। তাঁহারা আরও বলেন, পূর্ব্বে এই পর্ব্বত কৈলাসের উপরেই ছিল, কিন্তু হনুমান্ বাস করিবার জন্য ইহা কৈলাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি বাস করেন। ইহা হইতেই বোধ হয় তীর্থিকেরা (ব্রাহ্মণেরা) ইহাকে হনুমন্ত পর্ব্বত বলে। এই পর্ব্বতের উপর অনেকস্থলে পদচিহ্ন আছে। ভারতবাসী তাহা শিবদুর্গা, কার্ত্তিক, বকাসুর, হনুমান্ প্রভৃতির পদচিহ্ন বলে। তিব্বতীয়েরা বুদ্ধপদ এবং উক্ত দুই জ্ঞানীর পদচিহ্ন বলিয়া থাকে। এখানে জিগতেন বৌগছিয়ুগের নামে উৎসৃষ্ট এক পবিত্র গুহা আছে। কৈলাসের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা বলে ঐ সকল পদচিহ্ন সিদ্ধ পুরুষগণের। (লদাক) প্রদেশে লে-খর (লে) দুর্গ অবস্থিত। এখানকার লোকেরা কাশ্মীরের ন্যায় পরিচ্ছদধারী। ইহাদের টুপী চীনদেশীয় অপরাধিগণের টুপীর ন্যায়। যাজকেরা রক্তবর্ণ ও অপরে কৃষ্ণবর্ণ টুপী ধারণ করে। লদগের পূর্ব্বদিকে গুগে প্রদেশ। এখানে থোডিঙ্গের আশ্রম অতি বিখ্যাত। ইহা লোচব রিঙ্ছেন সাঙ্‌পো কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার পূর্ব্বে পুরঙ্ প্রদেশ। এখানে পূর্ব্বে রাজা স্রোন্-ৎসন্-গম্পো-বংশীয় নৃপতিরা রাজত্ব করিতেন। রাজা হোদ এই বংশে অতি বিখ্যাত ছিলেন। ইহার দক্ষিণে অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ চোভো জমলির মন্দির, ইহাকে খুরছোগ মন্দিরও বলে। পূর্ব্বে এই স্থানের কিছু দূরে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি নিজ কুটীরে ৭ জন আর্য্যবৌদ্ধপণ্ডিতকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই সকল আচার্য্য যখন ভারতে ফিরিয়া যান, তখন তাঁহারা সন্ন্যাসীর নিকট সাতটী বড় বস্তা রাখিয়া আসেন। বহু বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহারা ফিরিলেন না। শেষে সন্ন্যাসী বস্তা খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুঁটলী আছে, আর তাহাতে জমলী এই নাম লিখিত আছে। সন্ন্যাসী তাহাও খুলিয়া কতকগুলি রূপার থান পাইলেন। এইগুলি লইয়া জুম্‌লাস্ নামক স্থানে গমন করিলেন এবং ঐ রূপায় এক বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। প্রতিমার হাঁটু পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইলে প্রতিমা আপনি চলিতে আরম্ভ করে। তখন সন্ন্যাসী লোক নিযুক্ত করিয়া সেই প্রতিমা তিব্বতে লইয়া আসে। এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত প্রতিমা অচল হইয়া গেল। তখন এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াই সন্ন্যাসী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং 'জমলী' নামে অভিহিত করেন। জমলী অর্থে অচল। নিম্ন পুরঙের পূর্ব্বে লব-মন্থস্ নামে বহুবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র আছে, ইহা পূর্ব্বে লাসা শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল, এখন নেপালাধিকারে আছে। ইহার পূর্ব্বে জোঙ্-দ্‌সোঙ্গ নামক স্থান। এখানে একটী বৃহৎ কেল্লা ও কারাগার এবং অনেকগুলি সঙ্ঘারাম আছে। ইহার দক্ষিণে কিরোঙ্ নামক স্থান, ইহাই উচ্চ তিব্বতের সর্ব্বশেষ সীমা। এখানকার সম্‌তন্ লিঙ্গ নামক আশ্রম পুরাতন ও পবিত্র। তিব্বতের চারিটী বিখ্যাত চোভো (বুদ্ধ) মন্দিরের একটীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আর একটী অর্থাৎ চোভো-ওয়তি স্‌সাঙ্-পো নামক মন্দির এই স্থানে আছে। ইহার দক্ষিণে সম্‌খু নায়াকোট (নবকোট) ও অন্যান্য স্থান নেপালাধিকৃত। ইহার পূর্ব্বে নলন্ বা নলম্ এবং তৎসংলগ্ন গুণ্‌থঙ্ নামক স্থান জেৎসুন্ মিলরপ, র-লোচব ও তৈপকুগ নামক পণ্ডিতত্রয়ের জন্মস্থান। চুঘর নামক স্থানে মিলরপ প্রাণত্যাগ করেন। নলমের নিম্নে নলম্ নামক গিরিবর্ত্ম নেপাল প্রবেশের একটী পথ।

প্রকৃত তিব্বতের প্রধানতঃ দুই ভাগ—ৎসাঙ্ ও উ (বু)। ইহাও আবার চারিটী রু অর্থাৎ সামরিক বিভাগে বিভক্ত। যথা উরু, যেরু, যোনরু এবং রুলস্। হোর সম্রাট্‌গণের সময়ে এ প্রদেশ ছয়টী থি-কোর নামক বিভাগে বিভক্ত ছিল। যাম্‌দো নামক হ্রদ-প্রদেশ একটী স্বতন্ত্র থি-কোর বলিয়া গণ্য হইত। নেপালসীমার জোমো কঙ্‌কর নামক উচ্চ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতের নিকট মিলরপ পণ্ডিত পাঁচটী পরী সিদ্ধ হইয়াছিলেন। লব্-ছিয়ি নামক শিখরে ৎশেরিঙ্ ৎশে-ঙ্গা নামক জ্ঞানীর বাসস্থান ছিল। ইহার মূলদেশে পাঁচটী তুষার-হ্রদ আছে। এই হ্রদগুলির জলের বর্ণ পরস্পর বিভিন্ন। এই হ্রদগুলি উক্ত জ্ঞানীর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এখানকার আশ্রমের উত্তরে কোমা নামক একটী বৃহৎ তুষার-হ্রদ। ইহা তিব্বতের চারিটী প্রধান তুষারহ্রদের মধ্যে একটী। ইহার নিকটে রিবো তগ্‌সাঙ্ নামক অতি পবিত্র স্থান; ইহাই পদ্মসম্ভব নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্যের পত্নী লচম্ মন্দরবার প্রিয়াবাস। এই স্থানে সেই দেবীকল্পিতা স্ত্রীর পদচিহ্ন আছে। নলমের উত্তরে গুঙ্‌মঙ্‌লা নামক উচ্চ পর্ব্বতে বিখ্যাত তন্মচুণী নামক দ্বাদশটী অপ্সরার বাস। পদ্মসম্ভব ইহাদিগকে শপথ করাইয়া তীর্থিক (ব্রাহ্মণ) কবল হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম-রক্ষা ও ভারত হইতে শত্রুভাবে ব্রাহ্মণাগমন বন্ধ করিয়াছিলেন। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, তদবধি শত্রুভাবে আর তীর্থিকেরা তিব্বতে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, ভারতবর্ষ হইতে এখনও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকেরা তিব্বত দর্শনে গিয়া থাকেন। এই পর্ব্বতে গুঙ্‌থঙ্‌লা গিরিবর্ত্ম আছে। এই পথ দিয়া উত্তরে গেলে টেঙ্গ্রি নামক জেলা। এখানে কা তন্প সাঙ্গে নামক পণ্ডিতের তপোবন, গুহা ও সমাধিস্তম্ভ আছে। ইনিই তিব্বতীয় ধর্ম্মের শিচেৎ শাখার মতপ্রবর্ত্তক। এখানে চীনরাজের একদল সৈন্য ও একজন সীমান্ত-রক্ষক সেনাপতি আছেন। ইহার পূর্ব্বাংশে তেসি জোঙ্গ (দুর্গ) ও উত্তরে শেকর দোর্জে জোঙ্গ (দুর্গ) এবং তৎসংলগ্ন কারাগার অবস্থিত। ইহার নিকটে শেকর ছোদে আশ্রম। এই আশ্রমের নিকটে পা-শাক্য নামক সঙ্ঘারাম। ইহার মধ্যে এত বড় একটী দৌড়দার গৃহ আছে যে তন্মধ্যে ঘোড়দৌড় হইতে পারে। এই গৃহের নাম দুথঙ্ কর্ম্মো। এখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত চলিত। পা শাক্য আশ্রম হইতে একদিনের পথ উত্তরে থহ্ তগ্‌জোঙ্ (দুর্গ) নামক স্থানে থহলামা গোন্‌পো শাহুব নামক মহাপুরুষ সিদ্ধ হন। এখানে পা-গোন্‌থিম নামক একটী গুহা এবং আরিগ কর্পো নামে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ অক্ষরে লিখিত লিপি আছে। ইহার নিকট একখানি ত্রিকোণাকৃতি কাল পাথর দেখা যায়, তাহাকে লোদোন বলে। প্রবাদ এই, উহা পা-গোম লামার হৃৎপিণ্ডের প্রস্তরীভূত অবস্থা। ইহা হইতে অনেক ভক্ত টুকরা চটা উঠাইয়া লইয়া যায়। থহ্ জোঙ্গের উত্তরে এক তুষারাবৃত উচ্চ পর্ব্বতমালা আছে। ইহার অপর পারে শৃম্পো নামক হোর (মনুষ্যভক্ষক) জাতীয় ব্যক্তির বংশধরগণ তোই-হোর নামে বাস করিত। উক্ত পর্ব্বতমালার তুষাররাশি গলিয়া মাটিতে পড়িলে তিব্বতে অনিষ্টপাত হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস আছে। ইহার পর থিসেলালোগণ (মুসলমান) বাস করে, তাহারা কাসগরের অধীন। ইহাদের দেশের পর ঝ্যানম্ নামক বিস্তৃত মরুভূমি। এই মরুভূমির পর অঞ্জিয়া নামক মুসলমান জাতির বাস, তাহাদের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের চিরশত্রুতা চলিয়া আসিতেছে। যোন-থঙ্ নামক স্থানে যথেষ্ট নরাস্থি ও নরকপাল দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্যপ ও দিগুন্‌প আশ্রমের যুদ্ধে যে সকল লোক হত হইয়াছিল, এ সমস্ত তাহাদেরই অস্থিমালা বলিয়া কথিত হয়। পা-শাক্য সঙ্ঘারামের নিকট ৎসাঙ্‌পো নদী প্রবাহিত। ইহার তীরবর্ত্তী লহ্-রৎসে, ঙ্গম্-রিঙ্গ ও ফুন-ৎস-হোস্ জোঙ্গ প্রভৃতি স্থান সান্ গবর্মেণ্টের অধীন। এই সকল স্থানে অনেক পবিত্র মূর্ত্তি আছে। এখানকার থোপু-চাম-ছেন নামক স্তম্ভ থোপু লোচব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, আর একটী উচ্চ স্তম্ভ সন্ন্যাসী থনঙ্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং একটী বৃহৎ মন্দির সিতু-নম্‌গ্যা-তগ্‌প কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ফুন্-ৎস্‌হো-লিঙ্ নামক আশ্রম সম্ভলের বৌদ্ধ মন্দিরের ধরণে কুন-খিয়েন-জোমো নঙ্‌প কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই স্থানে ও ফুন-ৎসো-লিঙ্গ প্রভৃতি স্থলে রওয়্-ব নামক বৌদ্ধাচার্য্যের শিষ্যপরম্পরা বাস করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের কালচক্র, ব্যাকরণ ও বিচার গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। ফুন-ৎসো-লিঙ্ হইতে জোনঙ্ মত প্রচলিত হয়। এখানে কুব্‌লই নামক সম্রাটের গুরু দোগোন-ফগ্‌পা বাস করিতেন। পরে জোনঙ্‌প সাম্প্রদায়িক মতের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় ইহার এক প্রকার লোপ হয়। ইহার দক্ষিণে তশি-লহুন্‌পো সঙ্ঘারাম। ইহা গ্যা-ব গেদুন্দুব কর্ত্তৃক স্থাপিত। এখানে অমিতাভ বুদ্ধ মনুষ্যাকারে পঞ্চেন থম্ চে থন্‌পা নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি একবার মাত্র জন্মিয়াছিলেন তাহা নহে, ঐ একনামে তিনি পর পর কয়েক জন্ম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তশি-লহুন্‌পো নামক আশ্রমে তাঁহার কয়েক জন্মের সমাধি আছে। ইহার নিকটে কুন-থ্যাব্-লিঙ্ নামক প্রাসাদ পঞ্চেন তনুপই-নিম

কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তশি-লহুনপো আশ্রমের পূর্ব্বে উত্তর গুঙ্গ্ নামক স্থানে তিব্বতের তৃতীয় প্রসিদ্ধ নগর গ্যান্-ৎসে অবস্থিত। এই সহরের ব্যবসায় অতি বিস্তৃত। পূর্ব্বে ইহা সিতু-রব্তন্-কুন্-স্সঙ্গে নামক রাজার রাজধানী ছিল। উক্ত রাজা এখানে গোমঙ্গ্ গন্ধোল ছেন্পো নামক সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন। তশি লহুনপো আশ্রমের দক্ষিণে ছোইকিং দোর্জে নামক এক সন্ন্যাসীর তপোবন, ইহা গর্ম্মো ছোই-জোঙ্গ্ নামে কথিত। এখানে একটী অদ্ভুতসম্ভব নির্ঝর আছে, তাহার জলে রোগনাশ হয়। তদ্ভিন্ন হরপার্ব্বতীর লিঙ্গমূর্ত্তি পর্ব্বতগাত্রে খোদিত আছে। ৎসাঙ্গ্পো নদীতীরে ৎসাঙ্গ-রঙ্গ্ উপত্যকায় রিঞ্চেন পুঙ্গ্প জোঙ্গ্ অবস্থিত। ইহা দেব রিঞ্চেন পুঙ্গ্ নামক রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। নিকট-বর্ত্তী থব-গ্য নামক গ্রামে পঞ্চেন রিন্পোছে নামক তশি-লামার জন্ম হয়। এই উপত্যকার নানাস্থানে অনেক লামা জন্ম গ্রহণ করেন। এখানে অনেকের তপোবন আছে, কিন্তু লোকাবাস বেশি নাই।

গ্যান্-ৎসে নগরের দক্ষিণে পর্ব্বতমালার অপর পার্শ্বে হিঁ নামক স্থান। ইহার পূর্ব্বে মিবঙ্গ্ ফোল্হ নামক রাজার জন্মস্থান ফোল্হ গ্রাম। তশিল্ হুন্পো আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্বে কিঙ্গ্করল নামক পর্ব্বতমালার পরপারে সোন্ জোঙ্গ নামে দুর্গ ও কারাগার একটী হ্রদের মধ্যে নির্ম্মিত। এই স্থানের পর টিঙ্কি জোঙ্গ। ইহার দক্ষিণে মোন-দজোঙ্গ্ নামক রাজ্য, ভারতবর্ষীয়েরা ইহাকে সিকিম বলে। গ্যান্ৎসে নগরের ঠিক দক্ষিণে পর্ব্বতমালার পরপারে ফগ্রি জোঙ্গ নামে দুর্গ অবস্থিত; ইহাই লাসা গবর্মেণ্টের সীমান্ত দুর্গ। ইহার দক্ষিণপূর্ব্বে ল্হো-দ্রুক (ভুটান্) রাজ্য।

উত্তর গুঙ্গ্নামক স্থান হইতে খরুল পর্ব্বতমালা পার হইলে যরদোক (যম্ দো) নামক স্থান, ইহা ঠিক ফগরির উত্তরে। এখানে তিব্বতের প্রধান হ্রদচতুষ্টয়ের মধ্যে যর্-দোক্-যুন্ৎশো নামক হ্রদ আছে। শীতকালে হ্রদের উপরিভাগ জমিয়া যায়। তখন সর্ব্বদাই হ্রদগর্ভ হইতে বজ্র-ধ্বনির ন্যায় শব্দ উত্থিত হইতে থাকে। এই শব্দ কাহারও মতে সমুদ্র বা সিংহের গর্জ্জন, কাহারও মতে বায়ুর শব্দ। এই হ্রদের মৎস্য ক্ষুদ্রকায় এবং সকলগুলিই এক আকারের। যরদোক্ নামকস্থানের পূর্ব্বে ৎসাঙ্গ্পো এবং ক্যি-ছু নামক নদীর সঙ্গমস্থলেরও কিছু পূর্ব্বে গুঙ্গ্নামক স্থানে প্রতি বৎসর লামাগণের সভা হয়। সভায় তাঁহারা ৎশানন্ত্রি নামক দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করেন। ইহার নিকটবর্ত্তী থকা নদীর তীরে হুসঙ্গ দোই লহখঙ্গ্ নামক মন্দির রাজা রলপচন্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার পূর্ব্বে লেগ্পই শেরব্খুপোন নামক স্থানে জোগ-লোদন-শেবর নামক দেবতার স্বয়ম্ভু প্রতিমাদ্বয় আছে। প্রথম প্রতিমায় শিরা সংস্থান ও মাংসপেশীসমূহ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। সাঙ্গ্কু উপত্যকায় নেহজোঙ্গ নামে প্রাসাদ ও দুর্গ আছে, এখানে ফগমো দ্রুব্ বংশীয় সিতু চঙ্গ-ছুর-গ্যংশান নামক রাজা ছিলেন। উহার ভগ্নাবশেষ এখন তিসগণের (গন্ধর্ব্বগণের) আবাস বলিয়া কথিত হয়।

কিছুদূর পূর্ব্বাভিমুখে গেলে বিভো-গেকেল নামক পর্ব্ব-তের নিকট পদন্দ-পুঙ্গ নামক আশ্রম, ইহা সমস্ত উত্তর এসিয়ার বিখ্যাত। এখানকার বৃহৎ উপাসনাগৃহে মৈত্রেয়ের (চাম্পথোঙ্গদোর) বৃহৎ প্রতিমা আছে। এতদ্ভিন্ন ভারত-বর্ষীয় চন্দ্র পণ্ডিতের হস্তলিখিত পুথি, অবলোকিতেশ্বরের (চনরসিগ) প্রতিমা ও র্ব লোচবের সমাধিও আছে। এখানে দলই লামার এক প্রাসাদ আছে। এখানকার তান্ত্রিক মতের দেবতা বজ্রভৈরবের প্রতিমা অতি প্রসিদ্ধ। এখানে বিনয়, অভিধর্ম্ম ও মাধ্যমিক দর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রজ্ঞাপার-মিতা পড়ান হয় ও নি-তা-ৎশঙ্গ তান্ত্রিকমতের কিয়দংশের অধ্যাপনাও হয়। ইহার পূর্ব্বে তিব্বতের রাজধানী পা লহদন (লাসা) নগর। আর্য্যাবর্ত্তের কোন বৃহৎ নগরের সহিত ইহার তুলনা না হইলেও তিব্বতের মধ্যে ইহাই প্রধান নগর। লাসা নগরের মধ্যস্থলে ত্রিতল উচ্চ শাক্যবুদ্ধের মন্দির আছে। ইহার মধ্যে শাক্যসিংহের যে প্রতিমা আছে, তাহা তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়সের প্রতিরূপ। রাজা স্রোন্ৎসন্ গম্পো যে চীনরাজকন্যাকে বিবাহ করেন, তিনিই এই প্রতিমা চীন হইতে এদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে অবলোকিতেশ্বর (চনরসিগ) ও মৈত্রেয় বুদ্ধের স্বয়ম্ভু প্রতিমা আছে। এতদ্ভিন্ন ৎসোঙ্গখপ, শ্রী-স্থন্ গ্যমোদেবী (ভারতবর্ষে শচী কামিনী নামে খ্যাত) প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে।

তিব্বতের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ও জমীদার লাসা নগরে বাস করেন। চীন, কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থান হইতে এখানে বণিকেরা আগমন করে। এই নগরের অর্দ্ধ মাইল দূরে পোতালা নামক প্রাসাদ। প্রবাদ, এই প্রাসাদে জগন্নাথ অবলোকিতেশ্বর বাস করিতেন। ইনিই দলই-লামা-রূপে বর্ত্তমান। পোতালা প্রাসাদ একাদশ-তল উচ্চ ও শ্বেতবর্ণ। স্রোন্ৎসন্ গম্পোনামক রাজা ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এখানে লোহিতপ্রাসাদ (কো-দ্রুঙ্গ-মর্পো) আছে। এই প্রাসাদে লোকেশ্বরের প্রতিমা ও কোন্গস-ঙ্গপ নামক ৫ম দলই লামার সমাধি আছে। ইহা ত্রয়োদশতল উচ্চ। পোতালা প্রাসাদের দক্ষিণপশ্চিমে চগ্পোইরি পর্ব্বতে

চিকিৎসাশাস্ত্রশিক্ষার বিদ্যামন্দির আছে। ঐ মন্দির বজ্রপাণির নামে ও এই পর্ব্বতের পশ্চিমে দরি পর্ব্বত আর্য্যমঞ্জুশ্রীর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এখানে দল্হ যুঙ্গচুঙ্গ রাজা। পোতালা ও লাসার মধ্যে অম্পন নামে একজন রাজকর্ম্মচারীর বাস আছে। ইনি চীনসম্রাট্ কর্ত্তৃক দলই-লামার গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য নিযুক্ত। এই নগরের উত্তরে সের্-থেগ্ছে-লিঙ্গ্ নামক আশ্রমে অবলোকিতেশ্বরের একাদশমুখ প্রতিমা আছে। উ-ছু নদীতীর দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া একটী জঙ্গল পার হইলে ডগ্যের নামক পাহাড়ের উপর অতিষদেবের তপোবন ও গুহা, আচার্য্য (দফুগ) পদ্মসম্ভবের এবং ৮০ জন যোগীর গুহা দেখা যায়। এখানে অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি, কৃষ্ণপ্রস্তরসম্ভূত স্বয়ম্ভুমণি, নীলপ্রস্তরক্ষেত্র-মধ্যগত একখানি শ্বেতপ্রস্তর হইতে স্বয়ং জাত তারামূর্ত্তি, জম্ভল (কুবের) মূর্ত্তি, রিগচোম (বেদমতী) মূর্ত্তি ও দুব্স্থোব বির্বপমূর্ত্তি আছে। চারিজন মৈত্রেয়ের মধ্যে এখানে যেরূপ চাম্ছেন এই প্রদেশে অমৃতবর্ষণ করিয়াছিলেন। এখানে পল্হ শিবনামক এক অদ্বিতীয় দেবতার প্রতিমা আছে। উছুনদীর দক্ষিণতীরে প্রসিদ্ধ সংস্কারক শর চোঙ্গ্খপ কর্ত্তৃক স্থাপিত গধননামক আশ্রম ও তাঁহার নিজ সমাধিস্থান আছে। এখানে যমান্তক মহাকাল কালরূপ নামক দেবতার প্রতিমা ও গুহ্য-সমাজের মণ্ডল আছে। গধনের উত্তরপূর্ব্বে ছুগল পর্ব্বতের পরপারে রদেঙ্গ নামক আশ্রম। অতিষের প্রিয় ও প্রধান শিষ্য ডোম রিণ্পোছে ইহার স্থাপয়িতা। ইহা অতিষের (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে স্থাপিত হয়। এখানে অতিষের প্রতিষ্ঠিত মৈত্রেয়মূর্ত্তি ও গুহ্যসমাজতন্ত্রের জম্-পল্-দোর্জে নামক জ্ঞানীর মূর্ত্তি আছে। উ ও চঙ্গ্ প্রদেশের উত্তরে তিব্বতের প্রসিদ্ধ হ্রদ চতুষ্টয়ের আর একটী হ্রদ আছে, ইহা নম্ছো ছ্যুগমো (টঙ্গ্রিনর) নামে খ্যাত। চঙ্গ্পো ও উ-ছু (ক্যি-ছু) নদীর সঙ্গমস্থলে গোঙ্গ্কর-জঙ্গ নামে দুর্গ ও কারাগার অবস্থিত। এখান হইতে অর্দ্ধদিনের পথ উত্তরে দোর্জেতগ নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের প্রধান আশ্রম। এই আশ্রমের পূর্ব্বে সম্যে নামক অতি প্রাচীন সঙ্ঘারাম। মগধের ও দন্তপুরীর সঙ্ঘারামের অনুকরণে পদ্মসম্ভবের নির্দ্দেশানুসারে খিস্রোঙ্গ দিউৎসন্ নামক রাজা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে ইহাতে নূতন এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। চঙ্গপো নদীর উত্তরতীরে ল-ছো নামক হ্রদ, ইহা পাদন-ল্হমো বা কালীদেবীর হৃদয় বলিয়া খ্যাত। দ্বগপো গোঙ্গমোল নামক পর্ব্বতের উপর চরি-খি-খোর্-থঙ্গ নামক পবিত্র স্থান। এই স্থান খদোমগণ (ডাকিনী) কর্ত্তৃক রক্ষিত। লোকে সহজে এই দেশে আসিতে পারে না। ১৩শ বৎসরে (প্রবঙ্গ সংবৎসরে) ১০০০০ যাত্রী একত্র চরিদর্শনে যাত্রা করে। তাহারা ক্যিঘোর্-থঙ্গ্ নদীর তীর দিয়া নয়টী পার্ব্বত্য সংকীর্ণপথ, নয়টী প্রবাহ, নয়টী সেতু উত্তীর্ণ হইয়া অতি ভয়ানক ও সংকীর্ণ চ্যাক্তিল্ ও চিক্তিল্ নামক পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া দ্বগপো চরি থুগ্কা নামক স্থানে উপস্থিত হয়। ইহার পর তাহারা চ্যাচুল নামক স্থানে আরোহণ করিয়া ছোস্থিস্-সামচুঙ্গ নামক বৌদ্ধতীর্থের শেষ সীমায় পৌছে। ইহার অপর পারে আর বৌদ্ধতীর্থ নাই। এখানে মেষ, ছাগ প্রভৃতি ভারবাহী পশু চরিতে আরম্ভ করিলেই তাহাদের শৃঙ্গে দেবমূর্ত্তি ও মন্ত্রাদি আপনা হইতে অলৌকিক রূপে লিখিত হইয়া যায়, এইরূপ প্রবাদ আছে। খোরলো-ডোম্প নামক তান্ত্রিক দেবতার হৃদয়স্থান বলিয়া চরি অতি পবিত্র ও বিখ্যাত। তীর্থিকগণ (ব্রাহ্মণগণ) বলেন, এই দেশ উলঙ্গ স্ত্রী পুরুষের আবাসভূমি ও ইহাই মহাদেবের আলয়।

প্রকৃত তিব্বতের উত্তরপূর্ব্বে বৃহৎ তিব্বত প্রদেশ অবস্থিত। ইহার মধ্যে আমদো, খম্ ও গঙ্গ্ প্রদেশ সন্নিবিষ্ট। বৃহৎ তিব্বত মজ-সম্বো গঙ্গ্, চহচগঙ্গ, পোম্পো গঙ্গ, মর্খম গঙ্গ্, নিমগ গঙ্গ্ ও যর্ম্মোগঙ্গ্ এই ছয় ভাগে বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন চারিটী পার্ব্বত্য প্রদেশ আছে,—ছভ রোঙ্গ্, সঙ্গনন রোঙ্গ্, নাগরোঙ্গ ও গ্যামো রোঙ্গ্।

প্রকৃতি। তিব্বতের সীমাবর্ত্তী কঙ্গপো নামক স্থানের পূর্ব্বে পর্ব্বতের পারে খম্ প্রদেশ আরম্ভ। ইহার পূর্ব্বে ছভরোঙ্গ্ প্রদেশ, ইহার পূর্ব্বে জঙ্গ। ইহার নিকটে ন-খওয় কর্পো নামক অতি পবিত্র স্থান। ইহার দক্ষিণে চীনের যুনান নামক স্থান। নঙ্গ্ নামক স্থানের পূর্ব্বে পর্ব্বতপারে খম ল্হরি। ইহার পূর্ব্বে ঙ্গু-ছু (রৌপ্য) নদীর বামতীরে রিভোছে নামক প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারাম। ইহার পূর্ব্বে মর্খম্ প্রদেশ। এখানে রাজা স্রোন্ৎসন্-গম্পোর সময়ে নির্ম্মিত কয়েকটী মন্দির আছে। ইহার পূর্ব্বে কোঙ্গ্চে-থ নামক স্থান, ইহাই চীন ও তিব্বতের সীমা। ইহার পূর্ব্বে বাহ্ বিভাগের মধ্যে থুব-ছেন চ্যম্বলিঙ্গ্ নামে সঙ্ঘারাম লিথঙ্গ্ নামক স্থানে অবস্থিত। এখানে চন্-নি শাস্ত্রমতাবলম্বী ২৮০০ সন্ন্যাসী অবস্থিতি করে। লিথঙ্গ্ নামক স্থানের উত্তরপূর্ব্বে নাগরঙ্গ জেলা। এখানে নাগছু নদীতীরে কোড নামক মন্দির ভারতবর্ষীয় আচার্য্য ফ-তম্প সঙ্ঘের (সিচ্যেপ-শাস্ত্রমত প্রবর্ত্তকের) যোগাশ্রম-মন্দির। গ্যমো-রোঙ্গ নামক প্রদেশে লোচব বিরোচনের তপস্যার স্থান ও গুহা আছে। আম্দো প্রদেশে চ্য-খ্যুঙ্গ নামক স্থানের

উত্তরে পর্ব্বতের পারে চোঙ্গ্‌ম জেলা। বর্ত্তমান যুগের দ্বিতীয় বুদ্ধ শার চোঙ্গ্‌খপ লোসং তগ্‌প নামক প্রসিদ্ধ সংস্কারকের জন্মভূমির উপর কুম্বুম নামক সঙ্ঘারাম স্থাপিত। এখানে একটী শ্বেতচন্দন বৃক্ষ আছে। প্রবাদ যে, উক্ত সংস্কারকের জন্মকালে উহার প্রতি পত্রে সেঙ্গেনারো বুদ্ধের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এখান হইতে উত্তরপূর্ব্বে আম্‌দো গোমঙ্গ্‌ গোন্‌প বা সেরখঙ্গ্‌ গোন্‌প নামক সঙ্ঘারাম অবস্থিত। এই সঙ্ঘারামের প্রধান আচার্য্য তগ্‌চে চোভো লামার অবতার। তিনিই এই ভূবিবরণপ্রণেতা। এখানে চন্‌নি মতাবলম্বী ২০০০ শ্রমণ বাস করেন। এখানকার উত্তরে আম্‌দো পরি নামক জেলার জোমোখোর সঙ্ঘারামগুলি অতি বিখ্যাত। চ্যম্বলিঙ্গ্‌ নামক একটী মন্দিরে ১ লক্ষ বুদ্ধ মূর্ত্তি ও মৈত্রেয়বুদ্ধের ৮০ ফিট্ উচ্চ প্রতিমা আছে। লোক্যাতুন সঙ্ঘারামে সম্বর নামক তান্ত্রিক দেবতার মূর্ত্তি আছে। এই দেবতা স্বীয় শক্তি আলিঙ্গন করিয়া আছেন। ইহার উত্তরে কো-কোনর নামক হ্রদ। ইহার গর্ভে মহাদেব নামে এক পর্ব্বত আছে। এখানে কো-কোনর মোঙ্গোল নামক এক শ্রেণীর হোর জাতি ৩৩ জন সর্দ্দারের অধীনে বাস করে, ইহারা বৌদ্ধ। আজকাল তিব্বতের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা প্রায়ই কংফুচির মত গ্রহণ করিতেছে, লদাকের লোকেরা নানকের মত গ্রহণ করিতেছে। এই দেশের স্থানে স্থানে চীন-তাতার, তুর্কীস্থান ও মোঙ্গলিয়ার মুসলমানের বাস আছে, তাহারা তদ্দেশীয় দস্যুব্যবসায়ী লোকদিগকে মুসলমান করিয়াছে।

বর্ত্তমান তিব্বত রাজ্য ২৭° হইতে ৩৭° উত্তর অক্ষাংশে ও ৭২° হইতে ১০৫° পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোবি নামক বিস্তৃত মরুভূমি। ইহার উচ্চতম সমতল ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪ হাজার ফিট্ উচ্চ। উচ্চ তিব্বতে ঐরূপ ভূমি ১২ হইতে ১৩ হাজার ফিট্ উচ্চ। তিব্বতকে চীনেরা চঙ্গ্‌ বা সি-তঙ্গ্‌ দেশ বলে। তিব্বত শব্দ টু-পেহ্‌-তেহ্‌ (তুবো) শব্দের অপভ্রংশ। তিব্বতীয়েরা নিজে স্বদেশকে পো বা পো-যুল্ বলে। পো শব্দ হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা ইহাকে ভোট আখ্যা দিয়াছেন। পো শব্দ লিখিতে 'বোদ' এইরূপ লিখিত হয়, সুতরাং উহা হইতে ভোট হওয়া আশ্চর্য্য নহে। পো-যুল্ অর্থে পোদেশ, পো-প অর্থে পো দেশীয় পুরুষ এবং পো-মো অর্থে পো-দেশীয় স্ত্রী। তিব্বতীয়েরা মধ্যতিব্বত-কেই প্রকৃত পক্ষে পো বলে। পূর্ব্বতিব্বত সাধারণতঃ খম্ বা বৃহৎ তিব্বত নামে অভিহিত হয়। চীন গবর্মেণ্ট তিব্বতকে দুইভাগে বিভক্ত করেন—অগ্রতিব্বত ও পশ্চাৎতিব্বত। চঙ্গ্‌ প্রদেশ (প্রকৃত তিব্বত) সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত পূর্ব্বে চিয়েন চঙ্গ (খম), মধ্যে চুঙ্গ্‌ চঙ্গ্‌, পশ্চিমোত্তরে ইউ চঙ্গ্‌ (প্রকৃত গুতি) ও পশ্চিমে নরি (লদাক)।

লদাক প্রদেশে লে প্রধান নগর এবং ইস্কার্দো বল্‌তি প্রদেশের প্রধান নগর। বল্‌তির মধ্যে সিন্ধুনদীতীরে বল্‌তি ও রোঙ্গদো, সিঙ্গ্‌-গে-চু নদীতীরে খরটক্‌সো, তোল্‌তি, পর্কুত, শগর নদীতীরে শগর এবং শ্বেওক নদীতীরে খোবল্, চোর্ব্বত ও কিব্‌স সহর।

তিব্বতবাসীরা হিমালয় পর্ব্বতকে কঙ্গি বলে।

গিরিপথ। ভারতবর্ষ হইতে শতদ্রু-নদীর পার্শ্ব দিয়া একটী পথ আছে। এই পথ তিব্বতের প্রধান রাস্তা। ইহা মধ্যএসিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গড়বাল রাজ্যের মধ্যে তেহ্‌রি প্রদেশে নীলন্‌ঘাট গিরিপথ, ইংরাজাধিকৃত গড়বাল রাজ্যে নিতি ও মানা গিরিপথ, কমায়ুন প্রদেশে যোহর গিরিপথ, কুমায়ুন রাজ্যের সীমান্তে দর্ম্ম ও ব্যাস গিরিপথ ভারত হইতে তিব্বত-প্রবেশের কয়টী প্রধান রাস্তা।

অধিবাসী। তিব্বতবাসীরা মোঙ্গলীয় জাতি সম্ভূত। নেপাল ও ভুটানের লোকেরাও এই জাতি হইতে উৎপন্ন। তিব্বতীয়েরা এই সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশের লোককে মোন্ বলে। লদাকের লোকেরা আপনাদিগকে ভুটীয়া বলিয়া পরিচয় দেয়। গোবি মরুর দক্ষিণে খোর্প নামক জাতি বাস করে। ইহারা উইগুর জাতি হইতে উৎপন্ন। হোর বা হোর-প জাতি মোঙ্গলিয়ার ইলুথ জাতি হইতে উৎপন্ন, ইহারা উত্তরতিব্বতে বাস করে। মুসলমানেরা সাধারণতঃ ললো নামে আখ্যাত হয়।

বেশভূষা। ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা গ্রীষ্মে চীনা সাটীন ও শীতে ঐ সাটীনের নিম্নে পশুলোম লাগাইয়া ব্যবহার করে। সাধারণ লোকে গ্রীষ্মে লোমজ বস্ত্র ও শীতে মেষচর্ম্ম ব্যবহার করে। সকলেই জুতা পায় দেয়। সাধারণ লোকে শীতে প্রায়ই স্নান করেনা; বস্ত্রাদিও সর্ব্বদা ধৌত করে না; এজন্য তাহাদের গাত্রচর্ম্ম ঈষৎ জলস্পর্শে ফাটিয়া উঠে ও শীতব্রণ উৎপাদন করে। সহরবাসী যাহারা বেশীর ভাগ বাড়ীর বাহির হয় না, তাহারা স্নান করে না বা স্নান করাকে অপকর্ম্ম বলিয়া মনে করে। কেহ বড় সাবান ব্যবহার করে না। এক প্রকার বৃক্ষের শিকড় জলে বাটিয়া তদ্দ্বারা কাপড় কাচিয়া লয়।

ব্যবসায়।—পার্ব্বত্য প্রদেশের লোক সকলেই ব্যবসা করে। ইহারা মার্চ্চ হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত উপত্যকায় থাকে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা এখানে অত্যন্ত চাষবাস করে। তদুৎপন্ন শস্যে পুরুষেরা চাউল, ময়দা, তুলা ও চিনি প্রস্তুত করিয়া

তিব্বতে লইয়া যায় এবং সোহাগা, লবণ ও পশম লইয়া আসে। নবেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাহারা পর্ব্বত ছাড়িয়া অলকনন্দাতীরে, কুরুপ্রয়াগে ও নন্দীপ্রয়াগে আসিয়া নজিবাবাদের বণিক্‌গণের সহিত বাণিজ্য করে। ইহারা চমরীকে ভারবহনে নিযুক্ত করে। এই পশু ১৫০ হইতে ২০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২॥০ মণ পর্য্যন্ত ভার বহিতে পারে। তিব্বতে পর্ব্বতে ও নদীতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়, কিন্তু সোহাগার আদর বাণিজ্য-ব্যাপারে অতি অধিক। এখানে কিছু দিন হইল চাএর ব্যবসায় চলিয়াছে। ৪ সের ওজনের এক এক বাণ্ডিল চা ২৪ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। মেষলোম ও ছাগলোম এবং এই দুই প্রকার পশুপালনই এখানকার নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীদিগের সর্ব্বপ্রধান ব্যবসায়। পশুপাল চরাইতে তিব্বতীয়েরা ১৫।১৬ হাজার ফিট্ উর্দ্ধে উঠে, তাহার উপর উঠিতে সাহস পায় না।

ধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্মই সমগ্রদেশের প্রধান ধর্ম্ম। ক্ষুদ্র তিব্বতবাসীরা সিয়া-মুসলমান। দলই-লামা বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান যাজক, ইনি লাসা নগরে বাস করেন। তশিলামা দ্বিতীয় যাজক সাম্পু (ব্রহ্মপুত্রতীরে) তশি-ল্‌হুনপো নগরে বাস করেন। সাধারণ যাজকেরা (শ্রমণ) "গাইলঙ্গ" নামে কথিত হয়। ইহাদের পর "তোহ্ব" বা "তুপ্প"গণ ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ের শিক্ষার্থিবৃন্দ। ইহারা ৮।১০ বৎসর হইতে কোন ধর্ম্ম মন্দিরে শিক্ষার্থে সন্নিবিষ্ট হয়। ১৫ বৎসরে 'তুপ্প' উপাধি ও ২৪ বৎসরে 'গাইলঙ্গ' উপাধি প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মীরা এখানে দুই সম্প্রদায়ে প্রধানতঃ বিভক্ত—"গেলুগ্‌প" ও "শম্মর"। প্রথম সম্প্রদায়ের যাজকেরা পীত পরিচ্ছদ ধারণ করে ও অবিবাহিত থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের যাজকেরা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করে ও বিবাহ করিয়া থাকে। লামা, গাইলঙ্গ ও তুপ্প ব্যতীত ইহাদের মধ্যে সন্ন্যাসিনী অনেক আছে। ইহারা সকল প্রকার কাজকর্ম্ম করে।

উৎসব। কোন গোন্‌প বা গুম্বের লামার মৃত্যুতিথি উপলক্ষে প্রতি বৎসর সেই গুম্বে উৎসব ও আলোকমালা প্রদান করা হয়। তশি-ল্‌হুনপো গুম্বে প্রতিবৎসরে তিনবার এইরূপ উৎসব হয়। যে দিন এখানে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়, সেই তিথ্যনুসারে প্রতিবৎসর লাসা নগরে 'লাসা মিউহলুম্' নামক উৎসব হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ফন্‌সুপেচ, চুন্সুপেচ, গেস্সুপেচ, মেন্সুপেচ, গোমুঙ্গপেচ, গ্যাজিপেচ, লল্লুপেচ, চিন্দুপেচ, দুদুপেচ, ক্‌ওারপেচ ও লুক্‌কোপেচ নামক দ্বাদশটী বার্ষিক উৎসব আছে। ইহাদের মধ্যে বার্হস্পত্য সংবৎসর প্রচলিত। খৃষ্টীয় ১০২৫ অব্দে ইহাদের অব্দ আরম্ভ হয়।

(৬৩৮ হইতে ৫৪৩ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বের মধ্যে) শাক্যকালে, দ্বিতীয়তঃ অশোককালে (শাক্যের মৃত্যুর ১১০ বৎসর পরে) ও তৃতীয়তঃ কনিষ্ককালে (শাক্যের মৃত্যুর ৪০০ শত বৎসরেরও অধিক পরে) ভারতে যে সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তিব্বতবাসী বৌদ্ধগণেরও সেই মত। বুমনামক ধর্ম্মগ্রন্থ ১২ খণ্ডে বিভক্ত; ইহাতে এলুথক্ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র বর্ণিত আছে।

সৎকারবিধি।—ইহারা শব দাহ বা প্রোথিত করে না, কোন উচ্চস্থানে ফেলিয়া দেয়, শকুনিতে আহার করিয়া অস্থি অবশেষ করে। ধনীর দেহ মাচায় করিয়া একটী পর্ব্বতে লইয়া যায়, (শ্মশান উদ্দেশ্যেই এই পর্ব্বত ব্যবহৃত হয়), সেখানে শববাহী লোকেরা শবদেহ হইতে মাংস কাটিয়া পৃথক্ করে, অস্থি গুঁড়াইয়া চূর্ণ করে, পরে অগ্নি জ্বালিয়া ধূমোৎপাদন করে। ধূমদর্শনে গৃধ্র, শকুনি প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী হয় এবং ঐ সমস্ত উহাদিগকে প্রদত্ত হয়। প্রধান প্রধান লামাদিগের মৃতদেহ তাঁহাদিগের স্ব স্ব গোন্‌প মধ্যে নবপ্রস্তুত সমাধি মন্দিরে প্রোথিত করা হয়। নিম্নপদস্থ লামার দেহ দাহ করা হয়, কিন্তু ভস্মরাশি ধাতব পুত্তলিকার মধ্যে পুরিয়া মন্দিরে রক্ষা করে। সাধারণ লোকের জন্য পারসিকদিগের ন্যায় প্রাচীর বেষ্টিত 'মৃতস্থাপন স্থান' আছে। মোঙ্গলদিগের মধ্যে কেহ কেহ দাহ করে, কেহ কেহ প্রস্তররাশির মধ্যে প্রোথিত করে, কেহ কেহ শূন্যস্থানে ফেলিয়া দেয়। হঠাৎ মৃত শিশুর দেহ পথে নিক্ষিপ্ত হয়।

ধর্ম্ম-বিস্তার ও ধর্ম্মমত। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচীন বা নদর্ ও আধুনিক বা ছ্যি-দর এই দুইভাগে বিভক্ত। নহ্‌-থিৎ-ৎসম্পো রাজার সময় হইতে অধস্তন ২৬ পুরুষ নমরি-স্রোন্-ৎসন্ রাজার রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা কেহ জানিত না। ল্‌হ-থো-রি-নন্-ৎসন্ নামক রাজার (ইনি সামন্তভদ্রের অবতার বলিয়া বিখ্যাত) রাজত্বকালে রাজপ্রাসাদে কয়েকভাগ পং কোং ছ্যাগ-গ্য পুস্তক আকাশ হইতে পতিত হয়। এই পুস্তকের অর্থগ্রহ করিতে না পারায় তিব্বতীয়েরা ইহার 'নং-পো সাং-ব' নাম প্রদান করে। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম বীজ। রাজা স্বপ্নে জানিলেন যে তাঁহা হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষে এই পুস্তকের অর্থ প্রচারিত হইবে। এতদনুসারে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার স্রোন্‌ৎসন্-গম্পো রাজার অধিকার কালে তদীয় মন্ত্রী থোন্-মি-সম্ভোট ভারতবর্ষে উপস্থিত হন ও বৌদ্ধধর্ম্মের নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি হিন্দুদিগের শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিব্বতে ফিরিয়া যান। স্বদেশে গিয়া তিনিই তিব্বতের 'বুচন' নামক অক্ষরমালা সৃষ্টি করেন। মাত্রাযুক্ত নাগরী

অক্ষর ও মাত্রাহীন বুর্ত্তু অক্ষর (কাফিরিস্থান বা বাক্‌ট্রিয়া-প্রচলিত ভাষা ও অক্ষরমালা) হইতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মাত্রা-যুক্ত 'বুচন' অক্ষর উদ্ভাবিত হয়। ইহাই তিব্বতদেশীয় প্রথম বর্ণমালা। রাজা স্রোন্‌-ৎসন্‌-গম্পো নেপাল-রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া তথা হইতে অক্ষোভ্য-বুদ্ধের (পঞ্চজাতি বা ধ্যানী বুদ্ধের এক জন) ও চীনরাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া তথা হইতে শাক্যমুনির প্রতিমা আনয়ন করেন। এই দুই মূর্ত্তিই তিব্বতের সর্ব্বপ্রথম ও প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিমা। রস-থুল্ নং-কিচুং-লখং নামে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া রাজা ঐ দুই প্রতিমা স্থাপিত করেন। এই মন্দিরের নামানুসারে তাঁহার রাজধানীর নাম 'লাসা' হয়। থোন্‌-মি-সম্ভোট ও তাঁহার অনুযাত্রীরা রাজাদেশে তিব্বতের নবসৃষ্ট অক্ষরে তিব্বতীয় ভাষায় সংস্কৃত হইতে বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করিতে নিযুক্ত হন। সংগ্যে-ফলপো-ছে প্রভৃতি গ্রন্থই সর্ব্বপ্রথমে অনুবাদিত হয়।

থি-স্রোন্‌-দে-ৎসন্ রাজা মঞ্জুঘোষের অবতার বলিয়া কথিত হইতেন। তাঁহার রাজত্বকালে মহাপণ্ডিত শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব ও অন্যান্য ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধপণ্ডিত তিব্বতে আমন্ত্রিত হন। ইঁহাদের সঙ্গে সাতজন শ্রমণ (বৌদ্ধসন্ন্যাসী) আসিয়াছিলেন, বৈরোচন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। ইঁহাদের শিক্ষাদানগুণে শীঘ্রই দেশে অনেকগুলি লোচব (সংস্কৃতজ্ঞ এবং দুই বা তিন ভাষাবিৎ তিব্বতীয় লোক) উৎপন্ন হইল। লোচবগণের মধ্যে লুই-বন্‌পো, সেগোর বৈরোচন, আচার্য্য রিঞ্চেন-ছোগ, যেসে বন্‌পো, কছোগ শং প্রভৃতি প্রধান। ইঁহারা সূত্র, তন্ত্র ও ধ্যানশাস্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। শান্তরক্ষিত দুব (বিনয়) শাস্ত্র হইতে মাধ্যমিক শাস্ত্র পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতেন। পদ্মসম্ভব জ্ঞানী ছাত্রদিগকে তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এই সময় হ্বষন্ মহাযান নামক একজন চীনদেশীয় পণ্ডিত তিব্বতে আগমন করিয়া এক নূতন মত প্রচার করেন। তিনি বলেন, "সতেই হউক আর অসতেই হউক মন যতদিন আসক্ত থাকিবে, ততদিন তাহার মুক্তি নাই; শৃঙ্খল লোহেরই হউক আর স্বর্ণেরই হউক সমান ভাবে বাঁধিয়া রাখে। নিরাসক্ত না হইলে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহ হইতে পরিত্রাণ নাই।" এইমত প্রচারিত হইলে শান্তরক্ষিতের দর্শন ও শাস্ত্রজ্ঞান ভাসিয়া গেল। হ্বষন্ মহাযানের মত অতি শীঘ্রই প্রসারিত হইতে লাগিল। রাজা থি-স্রোন্‌-দে-ৎসন্ আকুল হইয়া ভারতবর্ষ হইতে পণ্ডিত কমলশীলকে আনাইলেন। কমলশীল তর্কে চীনপণ্ডিতকে পরাস্ত করায় তাঁহার মতও ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে লাগিল। কমলশীল তিব্বতে আবার শিক্ষা বিস্তার করিতে লাগিলেন। শান্তরক্ষিত ও কমলশীল উভয়ে স্বতন্ত্র-মাধ্যমিক মতাবলম্বী ছিলেন। ইঁহার পরে কয়েকজন যোগাচার্য্য পণ্ডিত আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা স্বতন্ত্র-মাধ্যমিক মতের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। রাজা রলপচন্‌এর রাজত্বকালে পণ্ডিত জিনমিত্র আসিয়া সাধারণের প্রাপ্তিসুলভ করিয়া অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইহার পর যখন লন্‌দর্ম্ম নামে রাজা সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তাঁহারই যত্নে কিছুকালের জন্য তখন বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বত হইতে বিলুপ্ত হয়। এই সময় তিনজন সন্ন্যাসী পল্-ছেন্-ছু-বো-রি হইতে পলায়ন করিয়া আমদো দেশে গোন্‌-প-রব্-সল্ নামক লামার শিষ্য হন। ইঁহাদের পর আরও দশজন ঐ লামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রমণ হন। লুম-ছল থিম্ ইঁহাদের প্রধান ছিলেন। লন্‌দর্ম্মের মৃত্যুর পর ইঁহারা ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব সঙ্ঘারামে উপস্থিত হইয়া আবার বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা শ্রমণসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য উ ও ৎসন্ প্রদেশে প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করেন। এইরূপে পুনরায় দুইজন আম্‌দোপ্রদেশীয় লামা গোন্‌-পরব্-সল্ ও লুমে ছুল্-থিম কর্ত্তৃক তিব্বতে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। ল্‌হ-লামার সময়ে লোচব রিণছেন্‌-স্‌সংপো ভারতে শাস্ত্রাদি শিক্ষার্থ গমন করেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া সূত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র অনুবাদ করেন।

লন্‌দর্ম্মরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে 'ন-দর' বলে ও পরবর্ত্তী কালকে 'ছি-দর' বলে।

রিণছেন্ স্‌সংপো তান্ত্রিক মতাবলম্বীদিগের অনেক আচার ব্যবহারেরও সংস্কার করেন। তাঁহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনেক অশ্লীল ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিল। ইনি প্রসঙ্গ মাধ্যমিক মতাবলম্বী ছিলেন।

রাজা ল্‌হ-লামা ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মপাল ও তাঁহার তিন শিষ্যকে আহ্বান করেন। পূর্ব্বভারত হইতে ধর্ম্মপাল শিষ্য সিদ্ধিপাল, গুণপাল ও প্রজ্ঞাপাল-সহ এদেশে আসেন। ইঁহাদের নিকট গ্যাল-বৈ-সেরব দীক্ষিত হইয়া নেপালে বিনয়-শাস্ত্র শিখিবার জন্য হীনযান মতাবলম্বী পণ্ডিত প্রেতকের নিকট গমন করেন। ইঁহার শিষ্যগণই তো-দুব (উত্তরদেশীয় বিনয়-বিৎ) বলিয়া খ্যাত। তৎপরে রাজা ল্‌হদের সময়ে কাশ্মীরপণ্ডিত শাক্যশ্রী আহূত হন। তাঁহা দ্বারা বহুতর শাস্ত্র অনূদিত হয়। তিনি যে আচার-বিধি প্রচার করেন, তাহা 'পঞ্চেন ডোম গ্যাং' নামে খ্যাত। আম্‌দো দেশীয় পঞ্চেন আর একপ্রকার আচার-বিধি নিবদ্ধ করেন, তাহা "লছেন ডোমগ্যাং" নামে খ্যাত। এইরূপে বিনয় শাস্ত্রই

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তিরূপে এবং ডোম্‌গুাণ বা আচার-বিধি বৌদ্ধধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক আবরণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কালক্রমে নানা পণ্ডিতের নানা ব্যাখ্যাবলে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয় ১৮শ প্রকার বৈভাষিক মতের ন্যায় নানা সাম্প্রদায়িক মতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল মতের কতকগুলি মত প্রবর্ত্তয়িতার নামে, কতকগুলি মতপ্রচারের প্রথম স্থানের নামে ও কতকগুলি মতপ্রবর্ত্তকদিগের ভারতীয় গুরুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে, কতকগুলি বা তত্তন্মতের ক্রিয়াবিশেষের নামেও অভিহিত হয়।

সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত আবার পুরাতন ও সংস্কৃত (গেলুগ্-প) এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পুরাতন সম্প্রদায়ে নিং ম-প, কহ্ দম্প, কহ্ গুাংপ, শি-চ্যে-প, জোনংপ ও নিছেপ এই সাতটী শাখা আছে। পুরাতন সম্প্রদায় আবার মোটের উপর দুইভাগে বিভক্ত নিং-ম-প ও শর্ম্মপ। এই ভেদের কথা নাকি তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত আছে। যে সকল গ্রন্থ পণ্ডিত স্মৃতির পূর্ব্বে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত, তাহাই নিংস-প ও যাহা রিন্‌ছেন্-স্‌সংপো কর্ত্তৃক অনূদিত তাহাই শর্ম্মপ। মঞ্জুশ্রীমূল তন্ত্রগুলি রাজা থি-স্রোন্-এর রাজত্বকালে অনূদিত হইলেও সেগুলি শর্ম্মতন্ত্র মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এইরূপ আরও দুএকটী গোলমাল থাকিলেও রিন্‌ছেন্-স্‌সংপোই শর্ম্মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হন। লোচব রিন্‌ছেন্-স্‌সংপো প্রজ্ঞাপারমিতা, মাতৃ ও পিতৃতন্ত্র প্রচার করেন, সর্ব্বোপরি যোগতন্ত্র তাঁহাদ্বারাই তিব্বতে প্রচারিত হয়। গো নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত নাগার্জ্জুনের মতে সমাজগুহ্য মত প্রচার করেন এবং সর্প নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত পিতৃতন্ত্রানুসারে সমাজগুহ্যমত, মাতৃতন্ত্রানুসারে মহামায়া-অনুষ্ঠান, বজ্রহর্ষ এবং সম্বর-অনুষ্ঠান বিধি প্রচলিত করেন। এই সকল লোচবদিগের প্রতিষ্ঠিত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও বিধিগুলি 'শর্ম্মতন্প' বা নব্যতন্ত্র নামে খ্যাত।

রাজা স্রোন্‌ৎসন্-গম্পো নিজে একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। ইহার ছাত্রেরা যে সকল পুস্তক ব্যবহার করিত, তাহা 'ক্যেরিম' নামে ও অবলোকিতশ্বরের উপদেশসমূহ 'ঝোগ-রিম' নামে কথিত হইত। স্রোন্‌ৎসন্-গম্পোই সর্ব্ব প্রথমে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" এই মন্ত্র প্রচলিত ও জপবিধি শিক্ষা দেন। তিনিই ভারতবর্ষের কুশর ও শঙ্কর ব্রাহ্মণ নামক আচার্য্যদ্বয়কে ও কাশ্মীর হইতে পণ্ডিত শিলমঞ্জুকে আনয়ন করেন। ইহার পঞ্চপুরুষ পরে রাজা থি-স্রোন্ প্রথমে শান্তরক্ষিতকে আনয়ন করেন। ইনি দেশীয় লোকের ধর্ম্মাচরণের অবস্থা দেখিয়া অল্পে অল্পে তাহাদিগকে অনুষ্ঠানাদি শিখাইবার জন্য প্রথমে 'দশধর্ম্ম' অর্থাৎ প্রাণীহিংসানিষেধ, চৌর্য্যনিষেধ, ব্যভিচারনিষেধ, মিথ্যাকথননিষেধ, পরনিন্দা বা কুবাক্যকথন-নিষেধ, বৃথা বাক্যব্যয়নিষেধ, লোভনিষেধ, অমঙ্গলচিন্তা-নিষেধ, সত্যের অপলাপ নিষেধ এই দশবিধি প্রচার করেন। তৎপরে তন্ত্রমতশিক্ষাদানার্থ শান্তরক্ষিতের অনুরোধে উদ্যয়ন হইতে পদ্মসম্ভবকে আনান হয়। ইনি এখানে কূটাগারের ন্যায় এক বিহার স্থাপন করেন। পদ্মসম্ভব রাজাকে যোগশিক্ষা দেন। রাজা ও ছাব্বিশ জন শ্রমণ ত্রিবিধ যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া নানা অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন হন। তৎপরে ধর্ম্মকীর্ত্তি, বিমলমিত্র, বুদ্ধগুহ্য, শান্তিগর্ভ প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতেরা এদেশে আসেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি বজ্রধাতু-যোগ নামক তান্ত্রিক আচার এবং বিমলমিত্র তন্ত্রের গুপ্তরহস্য শিক্ষা দেন। নিংম মতে নয় প্রকার অনুষ্ঠান আছে—

(১) নং-থো (২) রং গ্যাল্ (৩) চ্যব্ সেম (৪) ক্রিয়া (৫) উপ (৬) যোগ (৭) ক্যেপ মহাযোগ (৮) লুং অনু-যোগ (৯) ঝোগ-ছেন্‌পো-অতিযোগ।

ইহার প্রথম তিনটী নির্ম্মাণকায়-বুদ্ধের (বুদ্ধশাক্যসিংহের) উপদেশ। ইহাই সাধারণ 'যান'। দ্বিতীয় তিনটী সম্ভোগ-কায় বজ্রসত্ত্বের উপদেশ; ইহাই বাহ্যতন্ত্রযান। শেষ তিনটী ধর্ম্মকায় সামন্তভদ্র বা কুন্তুৎসংপোর উপদেশ; ইহাই অনুত্তর অন্তর যানত্রয় নামে খ্যাত। কুন্তুৎসংপো এখানে সর্ব্বপ্রধান বুদ্ধ। বজ্রধর সংস্কৃতমত সম্প্রদায়ীদিগের (গেলুগ্‌প) মধ্যে প্রধান বুদ্ধ। বজ্রসত্ত্ব নিংম মতে দ্বিতীয় ও শাক্যসিংহ বুদ্ধাবতার বলিয়া তৃতীয় বুদ্ধরূপে সম্মানিত হন। বাহ্য ও অন্তর তন্ত্রের মধ্যে বুদ্ধশাক্যসিংহ স্বয়ং ক্রিয়াতন্ত্রগুলির উপদেষ্টা ও উপ বা কর্ম্মতন্ত্র ও যোগতন্ত্রগুলি বৈরোচন কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। পঞ্চজাতি বা ধ্যানী বুদ্ধগণের নাম—(১) অক্ষোভ্য (২) বৈরোচন (৩) রত্নসম্ভব (৪) অমিতাভ ও (৫) অমোঘসিদ্ধ। প্রত্যেকে বুদ্ধাবস্থার পাঁচটী জ্ঞানের প্রতিমাস্বরূপ। বজ্রধর অনুত্তর বা অন্তর তন্ত্রের উপদেষ্টা। নিংম মতে লামাদিগের নয়টী শ্রেণী—

(১ম) বুদ্ধ—যেমন শাক্যসিংহ, কুন্তুৎসংপো, দোর্জেসেম্স, অমিতাভ। (২য়) রিগ্‌জিন। যাহারা শৈশবেই মহৎগুণসম্পন্ন ও পরে নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে মহাবিদ্বান ও শেষে বিদ্যাধরীগণ (যে সে খহ্‌দোম) কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হন; যথা—পদ্মসম্ভব, শ্রীসিংহ, মানপুর ও অন্যান্য বোধিসত্ত্বগণ। (৩য়) গং-সগ্-নন্ বা অনমুপ্রাণিত সন্ন্যাসী, যাঁহারা অতি যত্নে গুহ্যবিষয় রক্ষা করেন। (৪র্থ) কহ্-বব্-লুন্ তন্—স্বপ্নাদিষ্ট ও স্বপ্নানুপ্রাণিত লামাগণ। (৫ম) লে-থো-তের—যে সকল লামা হঠাৎ লুক্কা-

স্থিত ধর্ম্মপুস্তক প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষকের বিনা সাহায্যে তাহা বুঝিতে ও শিখিতে পারেন ও (৬ষ্ঠ) মোন্-লম্-তংগ্য—যে সকল লামা উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করেন। এই ছয় উচ্চশ্রেণীর ভেদ ভিন্ন আনুষ্ঠানিক অবস্থার আর তিনটী ভেদ আছে;—(১ম) রিংকহ্‌ম্ (সিদ্ধির দূরস্থ শ্রেণী) (২) নে-তের্ম (সিদ্ধির নিকটস্থ শ্রেণী) ও (৩) সব্-মো দগ্-নন্ (গভীর ভাবশ্রেণী)। ১ম শ্রেণীতে আবার তিন উপবিভাগ আছে—গ্যথুল, ছুপৈদো ও সেমছোগ।

গ্যথুল শ্রেণী—উ-চং ও খম প্রদেশে ব্যাপ্ত। পণ্ডিত বিমলমিত্র এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা। ছুপৈদো শ্রেণীর মূলশাস্ত্র দ্বিবিধ মূলতন্ত্র ও বাক্যতন্ত্র। ভারতীয় পণ্ডিত দানরক্ষিত কাশ্মীরের ধর্ম্মবোধি ও বসুধর নামক পণ্ডিতদ্বয়কে উক্ত দুই পুস্তক শিক্ষা দেন, পরে তাঁহারাই তিব্বতে প্রচার করেন।

সেমছোগ-শ্রেণী ভারতীয় পণ্ডিত কালাচার্য্যের অবতার রোন্‌সেম লোচব কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। হয়গ্রীব (তামদেন) এই শ্রেণীর তান্ত্রিক দেবতা, ইনি ক্রোধপ্রকৃতিক ও দৈত্য-বিনাশক। ইহাদের মতে জম্পল-কু, পদ্মশ্রব্, থুগ্‌ম ছচি, যোনতন ও কুর্প-থিন্‌লে নামক পঞ্চ দেবোপাসনা মোক্ষসাধক। জম্পল-কু নামক দেবতার পূজা শান্তিগর্ভ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। এই দেবতা মঞ্জুশ্রীর প্রতিরূপ বলিয়া কথিত, কিন্তু প্রতিমার আকৃতি ভয়ঙ্কর ও বহুমস্তক এবং বাহুমধ্যে কুৎসিতভাবে আলিঙ্গিত স্ত্রীমূর্ত্তি। যংদগ নামক দেবোপাসনা হুঙ্কার নামক তান্ত্রিক যোগী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হয়গ্রীব, ফুর্প ও ছুচি উপাসনা বিমলমিত্র কর্ত্তৃক স্থাপিত।

অনুত্তরযানতন্ত্রই এখন নেপালে প্রচলিত। ইহার দার্শনিক ভাব অতি মহৎ। অতিযোগ ইহার প্রধান অনুষ্ঠান। ইহার সেম্‌দে, লোন্‌দে ও মনন্‌গদে নামে ত্রিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থ আছে। সেমদে গ্রন্থ ১৮ খানি, তন্মধ্যে ৫ খানি বৈরোচন ও ১৩ খানি বিমলমিত্র কর্ত্তৃক রচিত। লোন্‌দে গ্রন্থ ৯ খানি বৈরোচন ও পংমিকম্ গোন্‌পে কর্ত্তৃক রচিত। লামা ধর্ম্মবোধি ও ধর্ম্মসিংহ এই শাস্ত্রের প্রধান উপদেশক ছিলেন। মন্‌গ্‌দে শাস্ত্রের ৩ খানি গ্রন্থ বড় আলঙ্কারিক ভাষায় রচিত। বিমলমিত্র ইহা রাজা থি-স্রোন্‌কে শিক্ষা দেন। বুদ্ধ বজ্রধর প্রথমে ভারতীয় পণ্ডিত আনন্দবজ্রের নিকট ইহা প্রাপ্ত হন। তিনি স্বশিষ্য শ্রী-সিংহকে দেন। তাঁহার নিকট পদ্মসম্ভব ইহা প্রাপ্ত হন।

তিব্বতের ইতিহাস। শাক্যসিংহের পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকালে রূপতি নামে এক ক্ষত্রিয় নৃপতি যুদ্ধে ভীত হইয়া তুষারাবৃত তিব্বতে পলায়ন করেন। তিনি কৌরবের পক্ষে সেনানী ছিলেন। দুর্য্যোধনের ভয়ে বা পাণ্ডবদিগের পশ্চাদানুসরণের ভয়ে স্ত্রীবেশে এক সহস্র অনুচরসহ পুগ্যাল দেশে আশ্রয় লয়েন। এখানকার আদিম অধিবাসীরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। তিনি নিজ নম্র ও শান্তিপ্রিয় ব্যবহারে তাহাদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া রাজত্ব করেন। ইহার পর খৃষ্টজন্মের চারিশত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিব্বতের ইতিহাস আর কিছুই জানা যায় না। কোনরূপ প্রবাদও পাওয়া যায় না। খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর বিবরণ পাঠে জানা যায় যে রূপতি বংশ ধ্বংস হইলে তিব্বত নানা ক্ষুদ্র স্বাধীনবিভাগে বিভক্ত হয়।

ভোটপণ্ডিত বুতোনের তালিকা অনুসারে বুদ্ধ-নির্ব্বাণের ৪১৭ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪১৬ অব্দে ভারতবর্ষে তিব্বতের প্রথম একছত্রী রাজা নহ্-থি-ৎসম্পো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভারতীয় নাম কি ছিল, তাহা তিব্বত ইতিহাসে জানা যায় না। তাঁহার পিতা প্রসেনজিৎ কোশল দেশের রাজা ছিলেন। প্রসেনজিতের পঞ্চমপুত্র এক অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তুর্কী-দিগের ন্যায় তাহার গাত্রবর্ণ, ভ্রূলোম নীলবর্ণ, চক্ষুদ্বয় বিষম ভাবে অবস্থিত এবং অঙ্গুলি সকল জলচর প্রাণীর ন্যায় সূক্ষ্মচর্ম্মদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। সদ্যোজাত শিশুর সমস্ত দন্তেরই পূর্ণবিকাশ ও শঙ্খবৎ শুভ্র হইয়াছিল। প্রসেনজিৎ এই পুত্রকে কুলক্ষণাক্রান্ত বুঝিয়া তাম্রপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দেন। এক কৃষক তাহাকে তুলিয়া লইয়া প্রতিপালন করে। কৃষক সরলান্তঃকরণের লোক ছিল বলিয়া এই পালিত পুত্র আপন ঔরস পুত্র বলিয়া প্রচারিত করে নাই, বরং সে যে রাজকুমার তাহা সকলকেই বলিত। বালক বড় হইয়া স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত শুনিল এবং মনে মনে বড় ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, রাজপুত্র হইয়া জন্মি-য়াছি, কিন্তু অদৃষ্টদোষে কৃষকগৃহে কৃষকবৃত্তিতে কালযাপন করিতেছি, ইহা অপেক্ষা মরণ মঙ্গল। যদি রাজা হইতে পারি, তবেই জীবন রাখিব, নতুবা এ অকিঞ্চিৎকর জীবন রাখিব না। কিছুদিন পরে বালক প্রতিপালকের গৃহ ও জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া গোপনে চলিয়া গেল। বন্য ফলে জীবন ধারণ করিয়া বালক কতদিন পরে হিমালয়পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আরও উত্তরমুখে চলিতে লাগিল। চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিতে কষ্ট হইতে লাগিল বটে, কিন্তু যাহার জীবন মরণ দুই সমান, সে তাহাতে দৃক্‌পাত করিবে কেন? ক্রমশঃ আর্য্য অবলোকিতেশ্বরের কৃপায় বালক তিব্বতের তুষারমণ্ডিত লহরি পর্ব্বতে উপনীত হইল। এই স্থানের

শোভায় মুগ্ধ হইয়া বালক ক্রমশঃ অবতরণ করিয়া চারিদিকে চারিটী পথবিশিষ্ট চল-অব্ নামক মালভূমিতে উপনীত হইল। এখানকার লোকেরা তাহার মহিমান্বিত আকার-দর্শনে সসম্ভ্রমে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বালক সে দেশের ভাষা জানিতনা, আকার ইঙ্গিতে জানাইল যে সে একজন রাজ-পুত্র, ল্হরি পর্ব্বতের দিক্ হইতে আসিতেছে। তিব্বতীয়েরা তাঁহাকে উর্দ্ধ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছে, সুতরাং বুঝিল যে বালক একজন দেবতা। সকলে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তদ্দেশের রাজা হইবার জন্ত অনুরোধ করিল। বালকও স্বীকৃত হইল। পরে তাঁহাকে এক কাষ্ঠাসনে বসাইয়া অনেকে স্কন্ধে করিয়া দেশমধ্যে লইয়া গেল। আসনে বসিয়া মনুষ্যস্কন্ধে বাহিত হওয়ায় বালক নহ্-থি-ৎসম্পো (নহ্ = পৃষ্ঠ, খ্রি বা থি = কাষ্ঠাসন, ৎসম্পো = রাজা) নামে অভিহিত হইলেন। এখন যেখানে লাসানগরী অবস্থিত, সেইখানে নব নৃপতি যম্ব-লগব্ নামে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন।

নম-মুগ-মুগ নামে এক তিব্বতীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া নূতন রাজা অতি প্রশংসার সহিত অপক্ষপাতে প্রজা-পালন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ইহার পুত্র মুগ্ থি-ৎসম্পো রাজা হন। নব নৃপতি হইতে অধস্তন সাতজন রাজা "নম্থি" নামে ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে। অষ্টম রাজা দি-গুম্-ৎসম্পো লু-ৎসন্-মের-চম্ নামে কন্যাকে বিবাহ করেন, ইহার গর্ভে রাজার তিন পুত্র জন্মে। রাজমন্ত্রী লো-নম্ উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। ঘোর যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে রাজা নিহত হন। এই যুদ্ধে তিব্বতে প্রথম খুব (লৌহ বর্ম্ম) ব্যবহৃত হয়। থম প্রদেশের মারথম নামক স্থান হইতে এই কবচ এই সময়ে প্রথম এদেশে আনীত হয়। মন্ত্রী যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজা হন ও একজন বিধবা রাণীকে বিবাহ করেন। রাজকুমারত্রয় কোন্‌পো নামক স্থানে পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন। নবপরিণীতা রাণী ও রাজকুমারত্রয়ের মাতা একযোগে যর-ল্হ-ৎসম্পো নামক অপদেবতাকে প্রসন্ন করিয়া এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্র কালক্রমে মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হয় ও দুষ্ট মন্ত্রিরাজকে নিহত করিয়া পলায়িত রাজকুমারত্রয়কে দেশে আনয়ন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ-চ্য-থি-ৎসম্পো রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই রাজা রোম-থং নামক কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বংশীয় রাজারা প্রথম হইতে অধস্তন ২৭ পুরুষ পর্য্যন্ত "বোন্" নামক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই ধর্ম্ম নানাবিধ অপদেবতার উপাসনাপূর্ণ। প্রথম হইতে ৮ম রাজা দি-গুম্-ৎসম্পোর রাজত্বকাল হইতে এই ধর্ম্মের উন্নতি হয়। এই রাজাদিগের নাম রাখিবার সময় স্ব-স্ব পিতা-মাতার নামের কোন কোন অংশ লওয়া হইত। দি-গুম্-ৎসম্পো ও তৎপরবর্ত্তী একজন রাজা তিব্বতে পের্কিা-দিং নামে কথিত হইতেন। ইহাদের সকলের পত্নীই দেবকন্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। রাজার মৃত্যুকালে রাণীরা স্ব স্ব স্বামীকে লইয়া স্বর্গে চলিয়া যাইতেন, কাজেই ইহাদের কোন চিহ্ন পৃথিবীতে নাই। চ্য-থি-ৎসম্পোর পরবর্ত্তী ছয় জন রাজা 'সৈ-লেগ্' (ভৌমবর) নামে ইতিহাসে কথিত হন। ইহাদের পর ৮ জন রাজারই নামের পূর্ব্বে "দে" উপসর্গ যোগ আছে, ইহা সংস্কৃত 'সেন' শব্দার্থপ্রকাশক। তৎপরে তো-রি-লোং-ৎসন্ নামে রাজা হয়। ইহা হইতে পাঁচজন "ৎসন্" (রাজা) নামে খ্যাত। এসময়েও বোন্ ধর্ম্মের প্রভুত্ব প্রবল, তখনও বৌদ্ধধর্ম্মের বিন্দুমাত্র তিব্বতে প্রচারিত হয় নাই।

৪৪১ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের সুবিখ্যাত রাজা ল্হ-থো-থো-রি নন্-ৎসন্ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বোন্ ধর্ম্মের প্রধান দেবতা কুন্তু-ৎসম্পের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি একবিংশতি বৎসর বয়সে রাজ্যারোহণ করেন। রাজা ল্হ থো-থোরির ৮০ বৎসর বয়ক্রম কালে ৫২১ খৃষ্টাব্দে যম্বুলগং প্রাসাদের উপর আকাশ হইতে এক বহুমূল্য সিন্ধুক পতিত হয়। তন্মধ্যে "দোদে সম্‌তোগ" (সূত্রান্তপিটক) 'সে-ক্যি-ছোর্ত্তেন' (স্বর্ণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র চৈত্য), "পন্‌কোং-ছ্যগ্য ছেন পো" (সামুদ্রিক শাস্ত্র) ও 'চিন্তামণি নর্পো' (চিন্তামণি মণি ও পাত্র) ছিল। এই রাজাই এইরূপে তিব্বতীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দেবপ্রসাদ লাভ করায় তিব্বতীয়ের নিকট ইনিও দেবসম্মান লাভ করিয়াছেন। রাজা মন্ত্রিগণ সহ এই সমস্ত দ্রব্যের আলোচনা করিতে-ছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, তাঁহা হইতে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ পরে ৫ম রাজার সময়ে এই সমস্ত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফুট হইবে। রাজা যত্নপূর্ব্বক সং-বনং-পো (যাহার অর্থ অপরিজ্ঞাত' এরূপ দ্রব্য) নাম দিয়া প্রাসাদে রক্ষা করিলেন ও প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিতেন। ৫৬১ খৃষ্টাব্দে ১২০ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার প্রপৌত্র অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু অন্য উত্তরাধিকারী না থাকায় অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর অন্ধ রাজকুমারই সিংহাসনারোহণ করেন। ইহার অভিষেককালে ঐ সকল দেবদত্ত দ্রব্যের পূজা করায় ইহার অন্ধত্ব দূর হয়। চক্ষুষ্মান্ হইয়াই সর্ব্বপ্রথম ইনি তগ্রি পর্ব্বতে একটী মেষ ছুটিতেছে দেখিতে পান এবং তজ্জন্য ইহার নাম তগ্রি-নন্-সিগ্ হয়। ইহার পর ইহার পুত্র নম্-রি-স্রোন্-ৎসন্ রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে তিব্বতীয়েরা চীন হইতে চিকিৎসাশাস্ত্র ও অঙ্কশাস্ত্র প্রথম শিক্ষা করে।

এ সময়ে পশুপালন ও গোধনের এত আদর ও প্রাচুর্য্য হইয়াছিল যে রাজা নিজ প্রাসাদ-নির্ম্মাণকালে গো ও চমরীর দুগ্ধে গাথনীর সমস্ত মসলা মাখাইয়াছিলেন। ইনি (লাসার নিকটবর্ত্তী ২০ মাইল বিস্তৃত) ত্রগসুম-দিনুম নামক হ্রদতীরে এক সুন্দর দ্রুতগামী ও বলশালী ঘোটক প্রাপ্ত হন। এই ঘোটক তাঁহার অতিপ্রিয় ছিল, ইহার নাম রাখা হয় দোবংচং। একদিন এই অশ্বে আরোহণ করিয়া এক দুর্দ্দান্ত চমরী শীকার করিয়া আসিবার সময় রাজা নম্‌-রি বিখ্যাত চাম্‌গি-ছু নামক লবণক্ষেত্র সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হইলে ইহার পুত্র সুবিখ্যাত অদ্ভুতকর্ম্মা স্রোন্‌-ৎসন্‌-গম্পো রাজা হন। ইহা হইতে তিব্বতে এক নূতন যুগ আবির্ভূত হয়।

স্রোন্‌-ৎসন্‌-গম্পো ৬০০ হইতে ৬১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মস্তকের তালুতে একটী 'আব' ছিল, উহা অমিতাভ বুদ্ধের মূর্ত্তির চিহ্ন বলিয়া লোকে অনুমান করিত এবং ইহাকে স্বয়ং অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য করিত। রাজার মস্তকের ঐ চিহ্ন অতি পরিস্ফুট ও জ্যোতিঃবিশিষ্ট ছিল বলিয়া তিনি উহা রক্তবর্ণ সাটিনের টুপি দিয়া ঢাকিয়া রাখিতেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার রাজত্বকালে নানা পর্ব্বতগুহা ও পর্ব্বতের নানা গুপ্ত স্থান হইতে অবলোকিতেশ্বর, তারা, হয়গ্রীব প্রভৃতি দেবতার স্বয়ম্ভূ-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি খোদিত লিপিও পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' এই যড়াক্ষর মন্ত্রও বর্ত্তমান ছিল। রাজা উক্ত দেবপ্রতিমাগুলি স্বয়ং দর্শন করিয়া স্বহস্তে পূজা করেন। এখন যে স্থলে পোতালা প্রাসাদ অবস্থিত, এই রাজা সেই স্থলে নবতল এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার অতি বৃহৎ সৈন্য দল ছিল এবং বিদ্যাবলে তিনি কতকগুলি প্রেতযোনিকে বশীভূত করিয়া একদল সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জ্ঞান ও বলবীর্য্যে এই রাজা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিবেশী রাজগণ ইহাকে বহুমূল্য উপহার পাঠাইতেন। তিনিও তাঁহাদের সভায় দূত প্রেরণ করিতেন। ইনি অধীন সামন্ত রাজগণের প্রতি সদয় সুহৃদ্বৎ ব্যবহার করিতেন। ইহার রাজত্বের প্রথমেও তিব্বতে কোনরূপ লিখনপ্রণালী-সম্বলিত ভাষা ছিল না; কিন্তু রাজা বিদেশী রাজাদিগকে তত্তদ্দেশীয় ভাষায় পত্রাদি লিখিয়া মিত্রতা রক্ষা করিতেন। তিনি নিজে সংস্কৃত, চীন ও নেবারী (নেপালের) ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। রাজা পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী প্রদেশ যুদ্ধে জয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন এবং সমরব্যাপার হইতে অবসর লইয়া ধর্ম্মোন্নতির দিকে মন নিবিষ্ট করেন।

রাজা নিজে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রিয় ও ভক্ত ছিলেন, তিনি স্বরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান্ হইলেন। তিনি দেখিলেন, লেখনপ্রণালী বিশিষ্ট ভাষা ভিন্ন ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা হইবে না বা দেশ শাসনের জন্য রাজবিধিও প্রচারিত হইতে পারিবে না। এই স্থির করিয়া অমুর পুত্র থোন্‌-মি-সম্ভোটকে ১৬ জন সহচর দিয়া ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র শিখিতে পাঠান। তিনি তাঁহাদিগকে সংস্কৃত অক্ষর অবলম্বন করিয়া তিব্বতীয় ভাষার উচ্চারণ অনুসারে তদ্ভাষার জন্য বর্ণোদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন।

সম্ভোট আর্য্যাবর্ত্তে উপস্থিত হইয়া পণ্ডিতগণকে বিস্তর স্বর্ণাদি উপহার দিয়া লিবিকর নামক বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিকট শিখিতে লাগিলেন। সম্ভোট অল্পদিনেই সংস্কৃত ভাষা ও ৬৪ প্রকার লিপিপ্রণালী এবং পণ্ডিত দেববিদ্‌সিংহের নিকট কলাপ, চান্দ্র ও সারস্বত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। তৎপরে সম্ভোট ও সহচরগণ ২৪ খানি বৌদ্ধপ্রবচন ও রহস্য-গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা বিদ্যা ও জ্ঞানদেবতা মঞ্জুশ্রীর পূজা করেন এবং তিব্বতীয় ভাষা লিখিবার জন্য সম্ভোট "উ চন্" (মাত্রাবিশিষ্ট) বর্ণমালা সৃষ্টি করেন। তাঁহারাই ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ শাস্ত্র "সুমচু দগ্‌যিগ্" প্রণয়ন করেন। রাজাদেশে জ্ঞানবান্ লোকে সকলেই লেখা পড়া শিখিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ নবোদ্ভাবিত অক্ষর-সাহায্যে ধর্ম্মগ্রন্থাদি সংস্কৃত হইতে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইতে লাগিল। রাজা লোককে ধর্ম্মনিষ্ঠ করিবার জন্য ১৬টী আদেশ প্রচার ও প্রজাসাধারণকে তদনুসারে চলিতে বাধ্য করেন। সেই ১৬টী আদেশ যথা—

(১) কোন্‌-ছোগে (ঈশ্বরে) বিশ্বাস করিবে।
(২) ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবে।
(৩) পিতামাতাকে ভক্তি করিবে।
(৪) জ্ঞানীকে ভক্তি করিবে ও বিদ্বান্‌কে উচ্চাসন দিবে।
(৫) উচ্চবংশীয় ও বয়োবৃদ্ধদিগকে সম্মান করিবে।
(৬) বিনয় ও ন্যায়পর হইবে।
(৭) ধনধান্যের সুব্যবহার জানিতে হইবে।
(৮) মহাজনের পদানুসরণ করিবে।
(৯) উপকারীর প্রত্যুপকার ও তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হইবে।
(১০) সদ্ভাব ও প্রীতি রাখিয়া হিংসাদ্বেষ ত্যাগ করিবে।
(১১) আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সেবাপর হইবে।
(১২) দেশের হিতসাধনে ও দেশের কর্ম্মে তৎপর হইবে।

(১৩) খাঁটি ওজন (বাট্‌খেরা) ব্যবহার করিবে।

(১৪) স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনিবে না।

(১৫) নম্র, সভ্য ও কথোপকথনে পটু হইবে।

(১৬) ধৈর্য্য ও নম্রতা সহকারে বিপদ্ ও ক্লেশ সহ্য করিবে।

এই সকল ব্যবহারে তাঁহার প্রজাবৃন্দের সুখ স্বচ্ছন্দ এবং শীলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল

কথিত আছে, রাজা স্রোন্-ৎসন্ গম্পো ভারতমহাসাগরের কূল হইতে অবলোকিতেশ্বরের নাগসারচন্দনের স্বয়ম্ভূ প্রতিমা প্রাপ্ত হন।

রাজা নেপালাধিপতি জ্যোতির্ব্বর্ম্মার কন্যাকে বিবাহ করেন। যৌতুক স্বরূপ রাজা সাতটী অমূল্য দ্রব্য প্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে অক্ষোভ্যবুদ্ধের ও মৈত্রেয়ের প্রতিমা, তারাদেবীর চন্দন প্রতিমা এবং 'রত্নদেব' নামক বৈদূর্য্যমণি প্রধান।

তৎপরে ভোটপতি চীনরাজ সেঙ্গে-ৎসন্-পো (বৈথ-চুং)র-কন্যা হুণ-ষিন্ কুমারীকে তাহার গরনামা প্রধান কৌশলে আনাইয়া বিবাহ করেন। চীনরাজকুমারী সঙ্গে করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি, এক একখানি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ এবং চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্র আনিয়াছিলেন।

ভোটের অধিবাসিগণ রাজা স্রোন্-ৎসন্ গম্পোকে চেন্‌রে-স্‌সিগের (অবলোকিতেশ্বরের) অবতার এবং উপরোক্ত দুই মহিষীকে তারাদেবী বলিয়া বিশ্বাস করিত। বাস্তবিক এই তিনজনের যত্নে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল। রাজা ১০৮টী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি মঞ্জুশ্রীর ভবন পেকিনের উত্তরাংশে ১০৮টী মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মন্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন।

৬৩৯ খৃষ্টাব্দে স্রোন্-ৎসন্ তিব্বতের বিখ্যাত লাসা নগরী স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ সকল অনুবাদ করাইবার জন্য তিনি ভারত হইতে কুশর ও শঙ্কর পণ্ডিতকে, নেপাল হইতে পণ্ডিত শিলমঞ্জুকে এবং চীন হইতে হ্ব-যন্ মহা-ৎযে নামক প্রসিদ্ধ আচার্য্যকে আনাইয়া ছিলেন।

চীনরাজকুমারী ও নেপাল-রাজকুমারীর গর্ভে কোন পুত্র সন্তান হয় নাই, সেই জন্য স্রোন্-ৎসন্ জে-থি-কর ও থি-চন্ নামে দুইকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে প্রথমার গর্ভে মন্-স্রোন্-মন্-ৎসন্ ও দ্বিতীয়ার গর্ভে গুন্-রি গুন্-ৎসন্ নামে এক এক পুত্র জন্মে। গুন্‌রি ১৩শ বর্ষে পদার্পণ করিলে স্রোন্-ৎসন্ তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৮শ বর্ষে রাজকুমারের হঠাৎ মৃত্যু হইল। কাজেই স্রোন্-ৎসন্‌কে আবার রাজদণ্ড পরিগ্রহ করিতে হইল। শেষাবস্থায় তিনি কেবল শাস্ত্রচর্চ্চায়, ধর্ম্মচিন্তায় ও মন্দির-প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেন। বৃদ্ধবয়সে যথাকালে তিনি অমিতাভের ধর্ম্মকায়ে সংযুক্ত হইলেন। তাঁহার দুই প্রধান মহিষীও তুষিতলোকে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ইহলোক পরিত্যাগের পূর্ব্বে রাজা হয়গ্রীব ও যম পূজা বিধি প্রচার করিয়া যান।

তৎপরে মন্-স্রোন্ মন্-ৎসন্ রাজা হইলেন। এদিকে চীনরাজ দেবাবতার ভোটরাজের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিব্বত অধিকার করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। লাসার নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে চীন-সৈন্য পরাস্ত হইল। তিব্বতীয় সৈন্যগণও চীনরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য শত্রুদিগের অনুগমন করিয়াছিল। কিন্তু এবার চীনদিগের নিকট তাহারা সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। সেই যুদ্ধে বৃদ্ধ সেনাপতি গর প্রাণত্যাগ করেন।

চীনেরা আসিয়া লাসানগরী আক্রমণ করিল। তিব্বতীয়েরা অনেক কষ্টে চীনরাজনন্দিনী কর্ত্তৃক আনীত সোণার শাক্যমূর্ত্তি লুকাইয়া রক্ষা করিলেন।

চীনেরা রাজপ্রাসাদ পুড়াইয়া দিল। অক্ষোভ্যমূর্ত্তিও লইয়া যাইতে ছিল, কিন্তু বড় ভারী হওয়ায় একদিনের পথে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল।

২৭ বর্ষ বয়সে রাজা মন্-স্রোনের মৃত্যু হয়। তাঁহার দু-স্রোন্-মন্‌পো নামে এক শিশুপুত্র সিংহাসন লাভ করিল। দু-স্রোনের রাজত্বকালে ৭ জন মহাবীর তিব্বতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

দু-স্রোনের পর তৎপুত্র মেগ-অগ্‌ৎষোম রাজা হন। তিনি আপন প্রপিতামহ স্রোন্‌সনের লিখিত একখানি তাম্রানুশাসন পাইয়াছিলেন। তৎপাঠে জানিয়াছিলেন, তাঁহারই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সমধিক প্রবল হইবে। এখন সেই অনুশাসনবাক্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য তিনি কৈলাসবাসী ভারতীয় পণ্ডিত বুদ্ধগুহ্য ও বুদ্ধশান্তিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিতদ্বয় আসিতে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু যে সকল দূত তাঁহাদের আনিতে গিয়াছিল তাহারা পাঁচ ভাগ মহাযান-সূত্রান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া আসেন, পরে তাহাই আবার তাঁহারা তিব্বতীয় ভাষায় প্রচার করেন। রাজা পাঁচটী বৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রত্যেকটীতে এক ভাগ করিয়া মহাযাগসূত্রান্ত রক্ষা করেন। এ ছাড়া তাঁহারই যত্নে সেরহোড্ তম্প প্রভৃতি কএকখানি শাস্ত্র অনুবাদিত হয়। তখনও তিব্বতে কেহ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিত না। তিনি

ভিক্ষুসঙ্ঘ স্থাপন করিবার জন্ম নেপাল (লিয়ুল্) হইতে কতকগুলি বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে আনাইয়াছিলেন। তিনি এক খানি অতি বৃহৎ বৈদূর্য্য মণি পাইয়াছিলেন। প্রবাদ এই-রূপ যে, তত বড় বৈদূর্য্য আর জগতে কাহারও ছিল না। তিনি জন্-রাজকুমারী থি-ৎসুকের পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে জান্‌তষা-লাপোন্ নামে এক অতি রূপবান্ পুত্র জন্মে। রাজা বিবাহ দিবার জন্ম পাত্রীর অনুসন্ধানে রাজ্যের চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু উপযুক্ত কন্যা কোথাও মিলিল না। শেষে চীনসম্রাট্ বৈজুনের নিকট লোক গেল। তাঁহার কন্যা ক্যাইম্-যন্ অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। রাজবালাও তিব্বতের রাজকুমারের অনুপম রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি পিতার অনুমতি লইয়া তিব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিব্বতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তিব্বতের একজন সামন্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক রাজকুমারের প্রাণ বিনাশ করেন। রাজা অগৃংষোম অবিলম্বে সেই নিদারুণ সংবাদ চীনরাজকুমারীর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন। রাজবালার শোকের অবধি রহিল না। কিন্তু তিনি আর চীনে ফিরি-লেন না। তিব্বতের তুষাররাজ্য ও শাক্যমূর্ত্তি দর্শন করি-বার জন্ম এখানেই উপস্থিত হইলেন। ভোটরাজ পরম যত্ন সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। এই রাজকুমারীর যত্নেই তিন বর্ষ পরে আবার অক্ষোভ্য মূর্ত্তি বাহির হইল।

সেই চীনকুমারীর রূপে ভোটরাজারও মন মজিল। তিনি তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে চীনরাজবালা সম্মত হন নাই, অবশেষে কি ভাবিয়া সম্মত হইলেন। এইরূপে পুত্রের স্থলে পিতা চীনরাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

তাঁহার গর্ভে থি-স্রোন্-দে-ৎসন্ জন্ম গ্রহণ করেন। এই রাজপুত্রকেই সকলে মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। তিব্বতের ইতিহাসে ইনি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ৭৩০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। রাজপুস্তকালয়ে যত প্রাচীন গ্রন্থ ছিল, সেই সমস্ত সমা-লোচনাপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচারে উদ্যোগী হইয়া-ছিলেন। এ সময়ে রাজসভায় দুই দল লোক ছিল, এক দল বৌদ্ধ ও এক দল বৌদ্ধবিদ্বেষী। বৌদ্ধবিদ্বেষী মন্ত্রিগণ সর্ব্বদাই রাজাকে বলিত যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে রাজ্যে ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, রাজ্যের মঙ্গল জন্ম বৌদ্ধ-দিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। প্রধান মন্ত্রী মষন্ এই দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের উপর রাজার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণ দৈবজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্‌গণকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। তাহারা বলিতে লাগিল, রাজার শীঘ্রই মহা বিপদ্ ঘটিবে, যদি সর্ব্বপ্রধান দুইজন রাজকর্ম্মচারী অন্ধকার গহ্বর মধ্যে গিয়া তিন মাস কাল বাস করেন, তাহা হইলে রাজার জীবনরক্ষা হইবে। রাজা সভাস্থ সকলকে একথা বলি-লেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহার জন্ম আত্মোৎসর্গ করিবেন, তাঁহাকে যথেষ্ট উপহার দিবেন, তাহাও জানাইলেন। প্রধান মন্ত্রী মষন্ রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বৌদ্ধমন্ত্রী গো তাঁহার অনুশরণ করিলেন। দুই জনে অন্ধকার গহ্বরে নামি-লেন। তিন জন মানুষ যত লম্বা হয়, সেই গহ্বরটীও ততটা গভীর। মধ্যরাত্রে গোর বন্ধুগণ পূর্ব্বসঙ্কেত অনুসারে একগাছি দড়ি ফেলিয়া গোকে তুলিয়া লইল এবং একখানি বৃহৎ প্রস্তর আনিয়া সেই গভীর গহ্বরের মুখে ঢাকা দিল। এইরূপে প্রধান মন্ত্রী মষনের জীবিতাবস্থায় সমাধি হইল। রাজা বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলে উড্ডয়ন হইতে শান্তরক্ষিত ও পণ্ডিত পদ্ম-সম্ভবকে আনাইয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগি-লেন। রাজার সাহায্যে পদ্মসম্ভব এখানে সম্যে নামে একটী বৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই রাজার সময় হ্বষন্ মহাযান চীন হইতে আসিয়া ভ্রষ্ট বৌদ্ধমত প্রচার করিয়া নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে স্বমতে আনিতে লাগিলেন। ভারত হইতে কমলশিল আসিয়া তাঁহাকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত করেন। তখন রাজাও বোন্ ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বিশেষরূপে শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি আপন শাসনবিধি বৃহৎ ফলকে লিখাইয়া সমস্ত রাজ্যে প্রচার করিলেন। প্রজা সাধারণের মঙ্গলের জন্ম দেওয়ানী ও দণ্ডবিধি প্রচলিত হইল। ৪৬ বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী ৎযে-পোঁ-স্যাহের গর্ভে তিন পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মুনি-ৎসন্‌পো পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। যখন রাজা হন, তখন মুনি-ৎসন্‌পো বালক। তাঁহার ধার্ম্মিক মন্ত্রিগণ তাঁহার হইয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তিনি আপন প্রতাপে রাজ্যস্থ ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলকে এক শ্রেণী ভুক্ত করেন। ধনিগণ দরিদ্রদিগের অভাবমোচন করিবার জন্ম ধনসম্পত্তি সমভাবে বণ্টন করিতে লাগিল। বাস্তবিক যাহা কোন রাজার রাজত্বকালে হয় নাই, তাঁহার সময়ে তাঁহার যত্নে তাহাই সংসাধিত হইল। কিন্তু রাজা দেখিলেন, তাঁহার এত চেষ্টা কৌশল সকলই বৃথা হইতেছে। দরিদ্রের দরিদ্রতা ঘুচিতেছে না। আবার ধনবানেরা সমস্ত ধন

বিতরণ করিয়াও পূর্ব্ববৎ ধনশালী হইতেছে। রাজা অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পণ্ডিত ও লোচবেরা রাজাকে বুঝাইলেন যে, মানব পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে, উচ্চ নীচ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহা হউক রাজার সাধুসঙ্কল্পের জন্য আপামর প্রজাসাধারণ সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিতে লাগিল। কিন্তু এমন রাজা অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। একবর্ষ নয়মাস না হইতে হইতেই তাঁহার মাতা কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজা করিবার জন্য বিষ খাওয়াইয়া তাঁহার প্রাণবিনাশ করিলেন। তখন রাজার কনিষ্ঠ সহোদর মুতিগ্-ৎসন্পো রাজা হইলেন। রাজমাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। মুতিগ্ পদ্মসম্ভবের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আট কি নয় বর্ষের সময় তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময় রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল ও তিব্বত ভাষায় অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুবাদিত হয়। বৃদ্ধ বয়সে ৫ পুত্র রাখিয়া তিনি জীবলীলা শেষ করেন। তাঁহার প্রথম দুই পুত্র অতি অল্পকাল রাজ্য ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। বৌদ্ধ মন্ত্রিগণের ষড়যন্ত্রে অতি অল্প দিন মধ্যেই বিনষ্ট হন। কনিষ্ঠ রল্‌পচন্ মন্ত্রিগণের নির্ব্বাচনে রাজপদ লাভ করেন।

৮৪৫ হইতে ৮৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রল্‌পচন্ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সময় তিব্বত ভাষার এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। ঐ রাজা মগধ, উজ্জয়িনী, নেপাল, চীন প্রভৃতি নানা স্থানে লোক পাঠাইয়া অসংখ্য বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তিব্বতীয় ভাষায় সেই সমস্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য তিনি ভারত হইতে তৎকালীন বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত জিনমিত্র, সুরেন্দ্রবোধি, শিলেন্দ্রবোধি, দানশীল ও বোধিমিত্রকে আহ্বান করেন। পূর্ব্বে যে সকল অনুবাদে ভ্রম ও যে সকল অসম্পূর্ণ ছিল, সেই সকল সংশোধন করিবার জন্য রত্নরক্ষিত, মঞ্জুশ্রীবর্ম্মা, ধর্ম্মরক্ষিত, জিনসেন, রত্নেন্দ্রশীল, জয়রক্ষিত, কবপল্-ৎসেগ্, চোদে গুল্-ৎষন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যবসায়ীদিগের সুবিধার জন্য রাজা রল্‌পচন্ চীনদেশের ওজন ও মাপ স্বরাজ্যে প্রচলিত করিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধযাজকগণ যেরূপ বিধি ও রীতি নীতি পালন করিতেন, তিনি এখানকার যাজকদিগের মধ্যেও সেই নিয়ম প্রচলিত করিলেন। তিনি জানিতেন, যাজকদিগের হস্তে ধর্ম্মশাসন নিহিত, এই জন্য তিনি উপযুক্ত লোক দেখিয়া যাজকশ্রেণীভুক্ত করিতে লাগিলেন।

ইঁহারই সময় চীন ও তিব্বতে বিবাদ বাঁধে। চীন আক্রমণ করিবার জন্য রল্‌পচন্ বিস্তর সেনা পাঠাইলেন। চীন ও তিব্বতের যুদ্ধে রক্তের নদী বহিয়াছিল। উভয় দেশের জ্ঞানিগণ এই অনর্থকর রক্তপাত নিবারণের জন্য অনেক চেষ্টা করেন। তাঁহাদেরই যত্নে যুদ্ধ থামিয়া গেল ও সন্ধি হইল। এই সময় গুসুমেরু নামক স্থানে প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করিয়া উভয় রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। একখানি প্রস্তরস্তম্ভে সেই সন্ধিপত্র খোদিত হইয়াছিল।

রল্‌পচনের সময় তিব্বতে অনেক সুনিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। এ সময় শ্রমণ ও যাজকমণ্ডলী যাহাতে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিতে না পারে, তৎপক্ষে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। শেষে এক দুর্বৃত্ত গলা টিপিয়া রাজার প্রাণবিনাশ করেন। ৯০৮ হইতে ৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজসহোদর লন্দর্মের প্ররোচনায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

এখন দুষ্ট লন্দর্ম রাজা হইলেন। তাঁহার মত বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজা আর দেখা যায় না। তিনি সর্ব্বদাই বলিয়া বেড়াইতেন, 'বুদ্ধের প্রাধান্য ঘটিলে তাঁহার অসদুপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া ভারত ও চীনের লোকেরা সুখশান্তি হারাইয়াছে।' বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহার দৌরাত্ম্যে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। লন্দর্ম কোন শ্রমণকে গৃহী করিলেন ও কাহাকে বা তাঁহার জন্য পশু শীকার করিয়া আনিতে বনে পাঠাইলেন। যেখানে যত বৌদ্ধগ্রন্থ পাইলেন, সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলেন বা ছিঁড়িয়া নষ্ট করিলেন। কত শত বৌদ্ধমন্দির তাঁহার আদেশে বিধ্বস্ত হইল। যে মন্দির ভাঙ্গিবার সুবিধা ছিল না, তাহার সম্মুখে প্রাচীর তুলিয়া দ্বারবন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার মন্ত্রী ও তোষামোদকারিগণ সেই প্রাচীরের গায় আবার কুরুচিপূর্ণ চিত্র আঁকিয়া দিল। এ সকল অত্যাচার ধর্ম্মপ্রাণ তিব্বতবাসিগণের অসহ্যবোধ হইল। লহলুন্-পল্-দোর্জে নামে এক সাধু পাপিষ্ঠ রাজার হস্ত হইতে ধার্ম্মিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একদিন রণনৃত্য করিতে করিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং একটী তীক্ষ্ণ শরদ্বারা রাজাকে বিদ্ধ করিয়া সেস্থান হইতে দ্রুত পলায়ন করিলেন। সেই শরাঘাতেই লন্দর্মের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তাঁহার সহিত তিব্বতীয় রাজগণের একাধিপত্যও বিলুপ্ত হইল।

লন্দর্মের দুই রাণী ছিল। প্রথমে ছোট রাণী অন্তঃসত্ত্বা হয়, তাহাতে বড় রাণীর ঈর্ষা হইল। তিনিও গর্ভের ভাণ করিলেন। যথাকালে কনিষ্ঠা মহিষীর এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার নাম নম্-দেহোদ-স্রুন্। বড়রাণী তাহাকে বধ করিবার অথবা হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নবজাত শিশুর নিকট একটী জ্বলন্ত বাতি থাকায় তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তাহাতে বড়রাণী আরও

ক্ষুব্ধ হইলেন এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য তথনই এক দরিদ্র পুত্রকে আনিয়া আপনার পুত্র বলিয়া প্রচার করিলেন। বড় রাণীকে সকলেই ভয় করিত, সকলের সন্দেহ হইলেও ঐ পুত্র সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। সেই বালকের নাম হইল থি-দে-যুম্‌ত্তেন্।

প্রথমে বৌদ্ধমন্ত্রিগণই রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তাঁহারা বৌদ্ধকীর্ত্তি সকল পুনরায় স্থাপন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। লন্দর্মের দৌরাত্ম্যে যে সকল মন্দির অঙ্গহীন হইয়াছিল, মন্ত্রিগণ সে সমস্ত সংস্কার করাইতে লাগিলেন।

দুই ভাই বড় হইয়া উঠিল, সেই সঙ্গে রাজ্য লইয়া উভয়ে বিবাদ বাঁধিল। অবশেষে সমুদয় রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইল। হোদ্-স্রুন্ পশ্চিমভাগ এবং যুম্‌তেন্ * পূর্ব্বভাগ পাইলেন। এই ভাগ হওয়া অবধি রাজ্যময় যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে লাগিল। তাহাতে রাজ্যের আভ্যান্তরিক অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইয়া পড়িল।

৯৮০ খৃষ্টাব্দে হোদ্‌স্রুন্ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র পল্-থোরৎ-সন্ ১৩ বর্ষমাত্র রাজত্ব করিয়া (৯৯৩ খৃষ্টাব্দে) ৩১শ বর্ষ বয়সে পিতার অনুগমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র, ৎসেগ্‌প-পল ও থি-ক্যি-দেৎ নিমগোন্। কনিষ্ঠ সেগ্‌প নাহ্‌রি (লদাক) দেশে গমন করেন এবং সেখানে তিনি রাজা হইয়া 'পুরাণ' নামে রাজধানী ও নি স্থন্ নামে দুর্গপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ পলগ্যি-দেরিগম্ন-গোন্ মন-য়ূল প্রদেশে, মধ্যম তসি-দেগোন পুরাণ প্রদেশে ও কনিষ্ঠ দেৎসুগ্-গোন শান স্থম্ (বর্ত্তমান গুণে) প্রদেশে রাজা হন। দেৎসুগ্-গোনের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ খোর-রে ও কনিষ্ঠ স্রোন্‌নে। জ্যেষ্ঠ যেশে-হোদ নাম গ্রহণ করিয়া শ্রমণ হন।

তসি-ৎসেগ্‌প পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র হয়—পল-দে, হোদ্-দে ও ক্যি-দে।

এই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। লন্দর্মের সময় হইতে এই সময় পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে আসেন নাই। বহুকাল পরে একজন নেপালী দ্বিভাষী পণ্ডিত (তিব্বতে লেক্ল-ৎসে নামে পরিচিত) পণ্ডিত থল-রিণ্‌ব ও স্মৃতিকে তিব্বতে আহ্বান করেন; কিন্তু যখন পণ্ডিতেরা তিব্বতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় অন্য লোকে পণ্ডিতদিগকে গ্রাহ্যও করিল না। স্মৃতি বিদেশে নির্ব্বান্ধব অবস্থায় তনগ নামক স্থানে পশুপালবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিব্বতীয় ভাষায় অধিকার জন্মিলে তাঁহার বিদ্যার কথা ক্রমে প্রচারিত হইল, শেষে তিনি খম প্রদেশের পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করেন।

তিনি তিব্বতীয় ভাষায় একখানি "শব্দমালা" রচনা করেন, এই পুস্তকের "কথনাস্ত্র" নাম দেন।

রাজবংশীয় শ্রমণ যেশে-হোদের যত্নে, পরিশ্রমে ও চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। উক্ত শ্রমণ মগধ হইতে ভারতীয় পণ্ডিত ধর্ম্মপালকে আহ্বান করেন। তাঁহার সহিত তিনজন শিষ্য ছিল। রাজা ইঁহাদের সাহায্যে দেশে আবার ধর্ম্ম, কলাশাস্ত্র ও বিনয়শাস্ত্র প্রচারে যথেষ্ট সুবিধা পাইলেন।

খোর-রে শ্রমণের পুত্র লহ-দে পণ্ডিত সুভূতি শ্রীশান্তিকে আহ্বান করেন। এই মহাপণ্ডিত এদেশে আসিয়া প্রজ্ঞাপারমিতা (শের-চিন্) সমস্ত অনূদিত করেন। বিখ্যাত অনুবাদক রিন্‌ছেন-স্‌সান্‌পো সুভূতি কর্ত্তৃক যাজক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। লহদের তিনপুত্র হোদ্ দে, শিব হোদ্ এবং চ্যন-ছুব-হোদ্। কনিষ্ঠ পুত্র বৌদ্ধশাস্ত্র ও তদ্বিরুদ্ধ মতের দর্শন শাস্ত্রাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্য এই পণ্ডিতরাজপুত্র আর্য্যবর্ত্তে লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ জ্ঞানী পণ্ডিতের অনুসন্ধানার্থ প্রেরিত হন। অনুসন্ধানে প্রভু অতিষ পণ্ডিতের নাম ও যশ তিব্বতে ছড়াইয়া পড়িল। চ্যান্-ছুব-হোদ্ তাঁহাকে তিব্বতে আনিবার জন্য নগৎস্তো লোচবের সঙ্গে আরও লোকজন পাঠাইয়া দেন। উক্ত লোচব আর্য্যাবর্ত্তে তথনকার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান স্থান বিক্রমশিল নগরে উপস্থিত হন। ঐ স্থানে তখন যিনি রাজা ছিলেন, তিনি ইহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করেন। সেই রাজা তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক গ্য-ৎসোন্-সেন্‌গে নামে অভিহিত হইয়াছেন। তৎপরে এই সকল পণ্ডিত প্রভু অতিষের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া রাজপ্রেরিত স্বর্ণাদি বহুমূল্য উপহার দিয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার, শ্রীবৃদ্ধি, ধ্বংস ও পুনঃ প্রচার

* যুম্‌তেনের এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়—

যুম্‌তেন
|
খ্রি-দে-গোন্‌পো
|
গোন্‌পো-পেন্

ব্রিগ্‌প-গোন্‌পো	নি-হোদপল্-গোন্
প্রি-দে-পো	ম্নিহোদ-পল-গোন্
প্রি-হোদ-পো	গোন্ প্যো
	ৎব নল্ যেশেপ ল-ৎবন্

জ-ৎস-র — গোণপো-ৎসন্ — গোণপো-ৎসেগ

চেষ্টার সমগ্র ইতিহাস বলিলেন এবং কাতর হৃদয়ে জানাইলেন যে, এখন তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় লোক নাই যে তিব্বতকে এই ধর্ম্মবিপ্লব হইতে উদ্ধার করিতে পারে, অতএব তাঁহাকে একবার তিব্বতে যাইতে হইবে।

লোচব ও তাঁহার অনুযাত্রী পণ্ডিতেরা অতিষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সম্মতি পাইবার জন্য দাসের ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন। শেষে অতিষ তারাদেবীর প্রত্যাদেশে তিব্বতে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি তিব্বতের বহু উপকার এবং একজন মহাসাধকের (উপাসকের) বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন, এইরূপ প্রত্যাদেশ হওয়ায় ৫৯ বৎসর বয়সে ১০৪২ খৃষ্টাব্দে নিজ প্রাণ উপেক্ষা করিয়া বিক্রমশিলের সঙ্ঘারাম পরিত্যাগপূর্ব্বক তিব্বত যাত্রা করিলেন। নহ্‌-রি প্রদেশের থো-ডিং সঙ্ঘারামে অতিষ বাস করিতেন। তিনি রাজাকে তন্ত্রসূত্র সকল শিক্ষা দেন। তৎপরে উ ও ৎসন্ প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি অনেক শাস্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে লম্‌দোন (সত্যপথপ্রদীপ) প্রধান। ৭৫ বৎসর বয়সে ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে অতিষের মৃত্যু হয়। হোদ্‌-দের পুত্র অৎসেদের রাজত্ব কালে অতিষ উ, ৎসন্ ও থম্ প্রদেশের সমস্ত লামা ও শ্রমণকে একত্র করিয়া কালগণনার নূতন নিয়ম প্রচার করেন। উত্তরভারতে শম্ভল প্রদেশে ষষ্টি সংবৎসরে বর্ষচক্র গণনার যে নিয়ম অতিষ পাইয়াছিলেন, তাহাই এই সময়ে প্রচারিত করেন। তিব্বতীয়েরা ইহাকে রব্‌-জুন্ নামে অভিহিত করেন। ১২০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অতিষের মতেই শিক্ষা চলে। এ সময় অনেক বিখ্যাত লোচব সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত করেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত মর্প, মিল গোন্‌পো, কাশ্মীরীয় পণ্ডিত শাক্যশ্রী ও অন্যান্য ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে অশেষ সাহায্য করেন। ৎসেদে হইতে নবম পুরুষ অধস্তন রাজা তগ্‌-প-দের * রাজত্বকালে মৈত্রেয় বুদ্ধের এক প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, তাহাতে ১২০০০ দোত-ষদ (অর্থাৎ ১৫ লক্ষ টাকা) খরচ হয়। তিনি মঞ্জুশ্রীদেবের এক প্রতিমা ৭ ত্রে (প্রায় ১ মণ) স্বর্ণরেণুদ্বারা নির্ম্মাণ করান। ইহার পুত্র অসোদে পিতার চেয়ে ভক্তিমান্ ছিলেন ও প্রতিবৎসর বুদ্ধগয়ার বজ্রাসন (দোর্জে-দন) নামক বৌদ্ধপীঠে পূজা পাঠাইতেন। এই প্রথা তিনি আমরণ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ইহার পৌত্র অনন্‌মল্ 'কহ্‌গ্যুর' নামক ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে সোণার পাটায় লিখাইয়াছিলেন। অনন্‌মলের পুত্র রিহুমল্ লাসানগরে বহুব্যয়ে বুদ্ধমূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দিরের গুম্বজ স্বর্ণমণ্ডিত করেন। রিহুমলের পুত্র সঙ্‌-হ-মল্ শাক্যপ লামাগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজ্যারোহণ করেন। এই বংশীয় শেষ রাজা অপুত্রক পর-তব-মলের এক আত্মীয় সো-নম্‌-দে আহূত হইয়া পুণ্য-মল্ নাম ধারণ করিয়া রাজ্যারোহণ করেন।

তশ-ৎসেপ্‌-প রাজের পুত্র পল্‌-দের বংশধরগণ গুগ-থন্ লুগ্যাল্‌ব, চিৎ-প, লহ্‌-ৎসে, লন্‌লুন্ ও ৎসকোর প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। কি-দের বংশধরগণ মৃ, জন, তনগ, য-রু-লগ ও গ্যল্‌-ৎসে জেলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করেন। হোদের চারিপুত্র—ফব্‌দেসে, থিদে, থিছুন ও নগ্‌-প। প্রথম ও চতুর্থ ৎসন্‌-রোন প্রদেশে, দ্বিতীয় আমদো ও ৎসোন্‌খ প্রদেশে ও তৃতীয় উপ্রদেশে অধিকার স্থাপন করেন। তৃতীয় থি-ছুন যর্‌-লুন্ নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। থি-ছুনের † অধস্তন পঞ্চম পুরুষ জোবো-নাল্‌-জোর চোন্‌-ন-রিন্‌পোছে ও পল-ফগমো-দ্রু-প নামক লামাদ্বয়কে বিশিষ্টরূপে পরিপোষণ করিতেন। ইহার পৌত্র শাক্যগোন প্রসিদ্ধ শাক্যপণ্ডিতের পরিপোষক ছিলেন। শাক্যগোনের পৌত্র তগ্‌প-রিন্‌-পোছে সুবিখ্যাত ফগ্‌প সমভিব্যাহারে চীনসম্রাটের নিকট মহা আদর প্রাপ্ত হন। তিনি তগ-থৈ-ফোদনের বিখ্যাত প্রাসাদ নির্ম্মাণ

* ৎসেদের বংশাবলী—

(১) ৎদে
(২) বর্‌-দে
(৩) ক্রশি-দে (১ম)
(৪) ভনে
(৫) নাগ-দেব
(৬) ৎসন্ ফ্যুগ্
(৭) ক্রশি-দে (২য়)
(৮) গ্রগ্‌-ৎসন্‌-দে
(৯) তগ্‌-প-দে
(১০) অসো-দে
(১১) জে-দর্‌-মল্ (১ম)
(১২) অনন্‌-মল্
(১৩) রিহ মল্
(১৪) সঙ্‌-হ-মল্
(১৫) জে-দর্ মল্ (২য়)
(১৬) অ-জিন্‌-মল্
(১৭) কলন্‌-মল্
(১৮) পর্‌-তব্‌-মল্
ইহার পর বংশলোপ।

† থি-ছুনের বংশাবলী—

ত্রিছুন্ বা থিছুন্
|
হোদ্‌-কি্য-দ্‌-বম্
|
যুম্ চন (আর ৬ পুত্র)
|
জো গহ্
|
দর্ম্ম (অন্যান্য কয়েক জন)
|
জোবো-নল্‌-ব্যোর্

জোবো বগ্
|
শাক্য-গোন্ (১ম)
|
শাক্যক্রশি
|
গ্রগ্‌ প্ রিন্‌পোছে
|
শাক্যগোন্‌পো (২য়) আর ৩জন
|
জে-শাক্য-রিন্‌ছেন্।

করেন। ইহার পুত্র শাক্য-গোন্‌পো (২য়) যুয়ু-লগন্ প্রাসাদে একটী সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন।

তিব্বতে মোগল অধিকার।—খিছুন্ বংশীয় রাজারা অনেকেই দুর্ব্বল ছিলেন। যে মোগলবীর ভারতাক্রমণ করেন, সেই ছেঙ্গিস্‌খাঁ * [জঙ্গিস বা চেঙ্গিজখাঁ দেখ।] ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অনায়াসে সমস্ত তিব্বত অধিকার করেন। ছেঙ্গিসের পর তাঁহার এক পুত্র গোগন তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বাংশের অধিকার প্রাপ্ত হন। গোগনের দুই পুত্র গোদন ও গোয়ুগন আপনাদের সভায় শাক্যপণ্ডিতকে আহ্বান করেন। এই ঘটনা হইতে শাক্য-সঙ্ঘারামের প্রধান যাজকেরা তিব্বতের রাজনৈতিক যুগে মোগলদিগের ধর্ম্ম-মত-পরিবর্ত্তনের এক নবযুগ গণনা করেন।

তিব্বতে যাজকাধিকার।—(১২৭০-১৩৪০ খৃষ্টাব্দ)। চীন-দেশের প্রথম মোগলসম্রাট্ প্রসিদ্ধ † কুব্‌লৈ (ক্‌হ্‌বলৈ) শাক্যপণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ফগ্‌পলোদোই গ্যাল্‌ৎষন্ নামক পণ্ডিতকে আপন সভায় আহ্বান করেন। তিনি ১৯শ বৎসর বয়সে চীনরাজসভায় উপস্থিত হন। তিনি উপস্থিত হইলে সম্রাট্ তাঁহাকে স্বর্ণসনন্দ, আপনার মোহর, মণিমুক্তার অলঙ্কার, মণিমুক্তার মুকুট, স্বর্ণ দণ্ড ও স্বর্ণসূত্রের বৃহৎছত্র এবং নিশান প্রভৃতি উপহার দেন। সম্রাট্ তাঁহাকে আপন গুরু করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। অবশেষে সম্রাট্ গুরুকে প্রকৃত তিব্বত (উ ও ৎসন্ প্রদেশের ১৩টী জেলাসহ), ‡ খম্ ও আম্‌দো প্রদেশ দান করেন। এই অবধি

* জঙ্গিস্‌খাঁ তিব্বতে জেঙ্গির্ গ্যাল্‌পো বা থৈ দ্‌-মুন্ নামে খ্যাত। যে ফোর্গ বাহ্‌দুর (বাহাদুর ?) নামক কাল্‌কা (ক্‌হল ক্‌হ)-রাজের ঔরসে রাজ্ঞী হলানের (ক্‌হলান) গর্ভে জঙ্গিস্‌খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তিব্বতীয় গণনানু-সারে ১১১২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ৩৮ বৎসর বয়সে পৈতৃক সিংহা-সনে আরোহণ করেন, ২৩ বৎসর ধরিয়া ইনি ভারত, চীন, তিব্বত ও এসিয়ার অন্যান্য প্রদেশ আক্রমণ করিয়া কোনটা জয় ও কোনটা লুঠ মাত্র করিয়া ৬১ বৎসর বয়সে পত্নীক্রোড়ে প্রাণত্যাগ করেন।

† ক্‌হবলৈ (কব্‌লাই) অর্থ অবতার বা অলৌকিক জন্মবিশিষ্ট।

‡ তিব্বতের ১৩ জেলা যাহা কুব্‌লৈ খাঁ ফগ্‌পকে দান করেন, তাহার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

ৎসন্ প্রদেশে ৭টী—

১।২ উত্তর ও দক্ষিণ লাটো (লো-টো)।
৩ গুর্ম্মো (ক্‌র্ম্মো) ৫ বন্।
৪ চুমিগ ৬ বলু।

উ প্রদেশে ৬টী—

১ গাম ৪ থম্-পো-ছে-ব
২ দিগুণ ৫ ফগ-দু
৩ ৎযল্-প ৬ যহ-সন্।

উ ও ৎসন্ প্রদেশের মধ্যে যরু-দগ্ জনপদের ১৩টী জেলা (য-দোৎ-বো বা যম্-দো-ছো জেলাসহ) অবস্থিত।

শাক্যপ-লামারা তিব্বতের স্বাধীন শাসনকর্ত্তা হন ¶। ফগ্‌প এই সময় দোগন্ ফগ্‌প নামে বিশেষ বিখ্যাত হন। ১২ বৎসর চীনে বাস করিয়া ফগ্‌প শাক্যভূমিতে ফিরিয়া আসেন।

ফগ্‌প-দো-গোন শাক্যভূমে ৩ বৎসর বাস করিবার সময়ে কহ্‌গুার পুস্তকের আর একপ্রস্থ প্রতিলিপি প্রস্তুত করান। এই প্রতিলিপি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়। প্রকৃত তিব্বতের ত্রয়োদশ জেলার রাজস্ব আদায় করিয়া শাক্যভূমে তিনি একটী উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি এক স্বর্ণের প্রকাণ্ড বৌদ্ধপ্রতিমা, এক অত্যুচ্চ ছোর্‌তেন (চৈত্য) ও অন্যান্য দেবপ্রতিমা স্থাপন করেন এবং প্রত্যহ একশত শ্রমণকে আহার্য্য ও ভিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। চীনসম্রাটের প্রার্থনানুসারে ইনি আরও একবার চীনে গমন করেন, ফিরিয়া আসিবার সময় ৩০০ ব্রে স্বর্ণ, ৩০০০ ব্রে রৌপ্য ও ১২০০০ ব্রে সাটিনের পোষাক আনিয়াছিলেন। শাক্যলামা-দিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী প্রতিনিধিগণ দুর্ব্বলমনা ও অক্ষমপ্রকৃতি বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের সময়ে প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়, সামন্ত ও সম্ভ্রান্ত লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহে মত্ত হইয়া উঠেন। শাক্যলামারা এই সকল প্রতিনিধিগণের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় ছিলেন বলিয়া তাঁহারা ঐ সকলের কোন প্রতিবিধান করিতেন না। কলহ, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, খুন ইত্যাদি যথেষ্ট প্রচলিত হইলেও

¶ শাকাপ রাজপ্রতিনিধিগণ—

(১) শাক্যস্‌সন্‌পো
|
কুন্‌গহ্-স্‌সন্‌পো (ইনি রাজত্ব করেন নাই)
(২) যন্ ৎস্থন্
|
(৩) বন কর্পো
|
(৪) চ্যান্-রিন্-ক্যোপ
|
(৫) কুন্-যন্
|
(৬) যন্-ঘন্
|
(৭) চ্যান্-দোর
|
(৮) অন্‌লোন্
|
(৯) জেগ-পা-পল্
|
(১০) সেঙ্গেপল্
|
(১১) হো-স্‌সের্দ্দপল্

(১২) হো স্‌সের সেঙ্গে (১ম)
|
(১৩) কুন্-রিন্
|
(১৪) দোন-যো-পল্
|
(১৫) যোন্‌ৎ-সুন্
|
(১৬) হো-স্‌সের সেঙ্গে (২য়)
|
(১৭) গ্যাল্-ব-স্‌সন্‌পো (১ম)
|
(১৮) ঘন-ফ্যাগ-পল্
|
(১৯) সো নম্ পল্
|
(২০) গ্যাল-ব-স্‌সন্-পো (২য়)
|
(২১) বন্-ৎস্থন্।

ঐ সকল প্রতিনিধিরা কেহই লামাদিগের অধীনতা পরিত্যাগ করেন নাই।

ফগ্‌পর পরবর্ত্তী চতুর্থ প্রতিনিধি চান্-স্রিন্-ক্যোপ চীন-সম্রাটের নিকট হইতে এক সনন্দ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহার পরেই তিনি স্বীয় ভৃত্য কর্ত্তৃক নিহত হন। ইহার পরবর্ত্তী প্রতিনিধিদ্বয় আইনাদির সংস্কার করিয়াছিলেন। অন্‌লেন্ নামক অষ্টম প্রতিনিধি শাক্য-সঙ্ঘারামের বেষ্টনী প্রাচীরাদি নির্ম্মিত করেন, তিনিই খন্-সম্-লিন্ ও পোন্-পাই-রি নামক দুইটী সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে দিগুণ সঙ্ঘারামের ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়। এখানে তখন ১৮ হাজার শ্রমণ বাস করিত। শাক্যসঙ্ঘারাম ও দিগুণ সঙ্ঘারামের মধ্যে এই প্রাধান্য লইয়া মহাবিবাদ ঘটে। সে বিবাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও শেষে ভয়ানক আকার ধারণ করায় অন্‌লেন্ সৈন্য পাঠাইয়া দিগুণ সঙ্ঘারাম লুঠ ও দাহ করেন। সঙ্ঘারামে অগ্নি দেওয়া হইলে অনেকগুলি শ্রমণ পলাইয়া যান, অনেকে দগ্ধ হন। এই দুর্দ্দশায় কএক বৎসর পরে আবার এই সঙ্ঘারাম প্রবল ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। তখন আবার গলুগ্-প মতাবলম্বীদিগের সহিত বিবাদ ঘটে; সে বিবাদেও ইহার আর একবার ধ্বংস হয়। তৎপরে ইহা এখন শাক্যসঙ্ঘারামের সমান অবস্থায় উন্নীত হইয়া আছে। অন্‌লেন্ দি-গুন্ সঙ্ঘারাম ধ্বংস করিয়া শাক্যভূমে প্রতিগমনকালে পথে মারা যান। বন্-ৎস্নন নামক শেষ প্রতিনিধি ফগ্‌দ্রু-প নামক প্রধান মন্ত্রীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। এই সঙ্গে তিব্বতে ৭০ বৎসরের যাজকাধিকার লোপ পাইল।

তিব্বতে চীনাধিকার। শাক্য-সঙ্ঘারামের প্রভুত্ব লোপ হইলে দি-গুন্, ফগ্ দ্রুব্ ও ৎসল্ নামক সঙ্ঘারামগুলি ক্রমশঃ প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। ১৩০২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ত-সি চান্-চুব্-গ্যাল্‌ৎসন্ যিনি ফগ্‌মো-দ্রু * নামে বিখ্যাত, তিনি ফগ্‌মোদ্রু নগরে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই প্রকৃত তিব্বতের ২৩টী জেলা ও খম্ প্রদেশ বশীভূত করিয়া স্বীয় রাজত্ব স্থাপন করেন। তিন বৎসর বয়সে ইনি লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন, ছয় বৎসর বয়সে ছো-ক্যি-ভোন্‌চন্ নামা ধর্ম্মশাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন। সাত বৎসর বয়সে ইনি চানব-ন লামা কর্ত্তৃক উপাসকধর্ম্মে দীক্ষিত হন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তিনি শাক্যসঙ্ঘারামে গিয়া প্রধান লামা দগ ছেন রিন্‌পোছের সহিত আলাপ করেন ও তাঁহাকে একটী টাটুঘোড়া উপহার দেন। তিনি কিছু দিন শাক্য-সঙ্ঘারামে বাস কালে এক দিন প্রধান লামার ভোজনকালে তৎকর্ত্তৃক তৎপ্রসাদভোজনে আমন্ত্রিত হন। সতর বৎসর বয়সে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা ও পরীক্ষা শেষ হয়। আঠার বৎসর বয়সে চীনসম্রাটের নিকট হইতে ১০ হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্বের সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সম্মানলাভে দি-গুন্, ৎসল, যহ্ সন ও শাক্যপ্রদেশের সর্দ্দারেরা তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিলেন। শেষে উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। প্রথম যুদ্ধে ফগ্‌মোদ্রু পরাজিত হন, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়ী হন। এই যুদ্ধ আবার কয়েক বৎসর ধরিয়া চলে, শেষে ফগ্‌মোদ্রুই জয়ী হন। বিপক্ষ সর্দ্দারেরা ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হন। ইহার পর উ ও ৎসন্ প্রদেশের সর্দ্দার এবং লামারা একযোগে চীনসম্রাটের নিকট আবেদন করেন যে, ফগ্‌মোদ্রু বড় অত্যাচারী হইয়াছেন, বিশেষতঃ শাক্য সর্দ্দারগণকে তিনি কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ফগ্‌মোদ্রুও চীনে স্বয়ং গিয়া তদানীন্তন থো-গন্-থু-ম নামক প্রসিদ্ধ চীনসম্রাট্‌কে নানাবিধ বহুমূল্য সামগ্রী, দুর্লভ ধনরত্ন ও শ্বেত সিংহচর্ম্ম উপহার দিয়া প্রকৃত ঘটনা জানাইলেন। সম্রাট্ রহস্য বুঝিয়া ফগ্‌মোদ্রুকে আরও সম্মান প্রদান করিলেন এবং ন্যায়পরতার পুরস্কারস্বরূপ বংশানুক্রমে ভোগ করিবার জন্য উ প্রদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত করিয়া দিলেন। ৎসন্ প্রদেশ শাক্যদিগের রহিল। চীন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ফগ্‌মোদ্রু রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা ও নিয়মাদি স্থির করিলেন। প্রাচীন রীতিনীতি ও আইনের সংস্কার করিলেন। শাক্যশাসনকর্ত্তারা স্রোন্ ৎসন্-গম্পো ও থি-স্রোনের আইনাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইনি তাহাই সংস্কার করিয়া পুনঃ গ্রহণ করেন। ইনি নেদেন-ৎসে নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ করেন। বিনয়শাস্ত্রানুসারে ফগ্‌মোদ্রু সংযম আচরণ করিতেন এবং মদ্য ও রাত্রিভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি গোন্‌কর্, ত্রগকর্ প্রভৃতি ১৩ দুর্গের ও ৎসে-থন্ সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠাতা। শাক্য সর্দ্দারেরা দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতায় এবং চীনমোগলীয় নিয়ম অবলম্বন করায় তাহারা প্রজাবর্গের

* ফগ্‌মো-দ্রুর বংশতালিকা—

(১) ফগ-মো-দ্রু (তিস্রি) বা কিং-সিতু।

(২) জম্-যান্-শু-শৃ-ছেন্‌পো	(৮) স্রিন্‌ছেন্-দোর্জে-যস
(৩) গ্রগ্-প-রিন্‌ছেন্	(৯) পল-নগ্-যস
(৪) সো-নম্-গ্রগ্-প	(১০) নম্-যন্-ক্রশি
(৫) শাক্যরিন্‌ছেন	(১১) নম্-যন্-গ্রগ্‌পো
(৬) গ্রগপ গ্যাল্‌ৎযন্	(১২) নথেস্-গ্যান্‌পো
(৭) য্যান্-গ্রগ-য্যুন্‌নে	(১৩) সোদ্-নম্-যম্-ফ্যুগ্।

বিশেষ অসন্তোষভাজন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের সহিত প্রজাদিগের প্রায়ই বিবাদ হইত। ফগ্‌মোড্র চীনসম্রাট্‌কে এই সকল ব্যাপার জানাইলে তিনি তাঁহাকে খম্ ও তিব্বতের অন্যান্য প্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইবার আদেশ দেন। কথিত আছে, ফগ্‌মোড্র সমস্ত তিব্বতের একাধিপত্য পাইয়া এক ক্রোর ধাতুপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন ও 'কিংসিতু' নাম গ্রহণ করেন।

ফগ্‌মোড্রর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ শাক্য-রিন্‌ছেন্ চীনসম্রাট্ থো-গন্-থুমের প্রিয় মন্ত্রী ছিলেন। চীনসম্রাট্ প্রথমে ইহাকে সম্রাট্‌পুরীর রক্ষকপদে, পরে চীনসাম্রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের সর্ব্বাধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। শাক্য রিন্‌ছেন্ কিন্তু সম্রাটকে খুন করিবার জন্য চীনের প্রধান মন্ত্রীর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। তিনি কতকগুলি ভারবাহী শকটে সাটিনের বস্ত্র আবরণ দিয়া কতকগুলি সশস্ত্র সৈন্য সম্রাট্‌পুরীমধ্যে প্রেরণ করেন। সম্রাট্ হঠাৎ জানিতে পারিয়া গোপনে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া মোঙ্গলিয়ায় পলায়ন করেন। প্রধান মন্ত্রী চীনের সম্রাট্ হইলেন। এই সময় হইতে চীন স্বদেশীয় অধিকারে আসিল ও কব্‌লাই-মোগল-বংশের উচ্ছেদ হইল। প্রধান মন্ত্রী কোন্-হনের পুত্র যুন্-মিন্ প্রথম সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

শাক্য রিন্‌ছেনের তখন মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পুত্র তগ্‌প গ্যাল্‌ৎষন্ সম্রাট্ কর্ত্তৃক নানারূপে সম্মানিত হইলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে খম্ ও আম্‌দো প্রদেশেরও অধিকার প্রদান করিলেন। তগ্‌প-গ্যাল্‌ৎষন্ এইরূপে নহ্-রি-কোর্-সুম হইতে খম্ প্রদেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান তিব্বতের সমগ্র ভূভাগের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি প্রধান সংস্কারক ৎসোন্‌খপের বিশেষ পরিপোষক বন্ধু ছিলেন। ইহার সময়েই ১ লক্ষ 'ধারণী' লিখিত হয়। বহু বৎসর ইনি নিজব্যয়ে ১ লক্ষ শ্রমণ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। হ-যুল্-লিন্ ও কর্জোনদুর্গ ইনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পৌত্র চীনসম্রাটের নিকট 'বন্' (রাজা) উপাধি লাভ করেন। এই বংশীয় দশমরাজা নন-বন্-তশি ভুটানের ধর্ম্মরাজের (পদ্মকর্পোর) বন্ধু ছিলেন। তিনি লাসানগরে চৈত্যাদি নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার রিন্‌ছেন্ পুম্পনামক মন্ত্রী বহুবার তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হন। চীনসম্রাট্ তাঁহাকে 'ক্দিন-কৌ-শৃহ্' উপাধি প্রদান করেন।

এই বংশের রাজত্বকালে তিব্বতে যথার্থ সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষাদি হ্রাস ও বিদেশীর আক্রমণ বন্ধ হওয়ায় প্রজা বড় সুখে ছিল। সময়ে সময়ে লোভপরতন্ত্র মন্ত্রীরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধাদি উপস্থিত করিলেও এই বংশের অধীনে তিব্বতে শান্তিভঙ্গ ঘটে নাই। এই বংশের দ্বাদশ রাজা নথের গ্যাল্‌বনের রাজত্বকালে উ ও ৎসনের সর্দ্দারদ্বয় প্রবল হইয়া রাজার সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধে রাজা সমস্ত ক্ষমতা হারাইয়া নামমাত্র রাজা হইয়া থাকেন এবং ৎসনের রাজাই প্রকৃতপক্ষে রাজক্ষমতা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন ভাগ্যলক্ষ্মী ৎসনের রাজার প্রতি প্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে মোগলবীর গুশ্‌রি খাঁ তিব্বত আক্রমণ ও জয় করেন। গুশ্‌রি খাঁ ৫ম দলই লামাকে তিব্বতের রাজত্ব প্রদান করেন। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হয়। তদবধি আজ পর্য্যন্ত তিব্বত একপ্রকার দলই-লামার অধীনে রহিয়াছে। [লামা দেখ।]

বিশ্বকোষ।

তিমি (পুং) তিম্-ইন্ বা তাম্যতি তম ইন্ অকারস্ত ইকারাদেশঃ। সমুদ্রচর সুবৃহৎ স্তন্যপায়ী মৎস্যাকার জীববিশেষ। কি জলচর কি স্থলচর জীবশ্রেণীর মধ্যে তিমির অপেক্ষা বৃহৎকায় জীব আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। মৎস্যের ন্যায় ইহাদের পুচ্ছ (ল্যাজা) আছে। জলে সাঁতার দিবার জন্য মৎস্যের ন্যায় কাণের নীচে পাখ্না আছে। ইহাদের পা নাই, তলপেটের কিছু উপরে স্তন আছে, স্তনের দুটী বোঁটা, দুগ্ধাধার দেহের মধ্যেই থাকে, পালানের ন্যায় উচ্চ হয় না। ইহাদের বর্ণ ও আকরগত নানা প্রভেদ আছে, প্রাণীতত্ত্ববিদেরা ইহাদিগকে তদনুসারে প্রায় ৩০।৩২ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই তিমির অস্তিত্ব ও তাহার মৎস্যজাতি হইতে স্বাতন্ত্র্য সভ্যজগতে বিদিত হইয়াছে। মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে 'তিমি', 'তিমিঙ্গিল', 'মহাতিমিঙ্গিল' প্রভৃতি শব্দে এই বৃহদাকার জীবের উল্লেখ আছে। আরিষ্টটল্ তাঁহার জীবতত্ত্বে তিমি, শুশুক ও মৎস্য পরস্পর বিভিন্ন শ্রেণীর জীব বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, তিমি ঠিক অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস লয়, সঙ্গম করে, জীবিত ও আকারবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, স্তন্য দিয়া সন্তান পালন করে। ইহাদের ফুস্ফুস্ প্রভৃতি আভ্যন্তরিক শারীরযন্ত্রের কার্য্যও অন্যান্য চতুষ্পদের ন্যায়।

তিমি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—দন্তহীন ও দন্তবিশিষ্ট। যাহাদের দন্ত নাই, তাহাদের মুখ মধ্যে কোমল অস্থিফলকবৎ একপ্রকার কোমলাস্থি জন্মে। ইহাদের খোব্না খুব ভারি ও মোটা হয়। ইহাদের গায় আঁইস (শল্ক) নাই। নাসিকার ছিদ্র অতি বৃহৎ। ইহারা জলজ তৃণ ও জীব জন্তু আহার করে। যাহাদের দন্ত নাই, ইংরাজ প্রাণীতত্ত্ববিদেরা তাহাদের বলিনিডি (Balænidæ) নাম দিয়াছেন, অর্থাৎ ইহাদের উপর কাচকড়ার ন্যায় একপ্রকার কোমলাস্থি জন্মে, ইহাকেই ইংরাজীতে Balæn or whale-bone বলে, ইহাতেই এই জাতির নামকরণ হইয়াছে। দন্তহীন তিমিও আবার চারিভাগে বিভক্ত। বলিনা (Balæna) অর্থাৎ সমপৃষ্ঠ দন্তহীন তিমি, কইমাছের পৃষ্ঠের উপরিভাগে কাঁটার ন্যায় ইহাদের ক্ষুদ্র পাখ্না বা পৃষ্ঠকণ্টক নাই, পৃষ্ঠ উষ্ট্রের ন্যায় কুব্জ নহে বা ষাঁড়ের ন্যায় ঝুঁটিবিশিষ্ট নহে। উদরে (মনুষ্যের ভুঁড়ি বাড়িলে যেমন স্তরাবলী দৃষ্ট হয় সেইরূপ) স্তর নাই। এই শ্রেণীতেই তিম্যস্থি (Balæn) খুব পুরু ও দৃঢ় হয়। এই তিম্যস্থি ঠিক দাঁতের ন্যায় তালুতে উপর সারি দিয়া জন্মে। এক এক জাতিতে এক এক দিকের মাড়িতে ৩১৪ খান পর্য্যন্ত তিম্যস্থি জন্মে। ইহার এক এক খানিতে আবার অভ্রের পাতের ন্যায় ১২ খানি পর্য্যন্ত পাত থাকে।

তিম্যস্থিগুলি তালুর মধ্যরেখা হইতে আড়ভাবে সমস্ত তালু জুড়িয়া থাকে। সংখ্যায় অধিক বলিয়া ইহা খুব ঘন হইয়া জন্মে। প্রত্যেক অস্থিখানির কসের দিকে ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া কোমলাস্থিকণ্টকবৎ মাড়ির কাছে ঝুলিয়া থাকে। এই তিম্যস্থি ব্যবসায়ের একটী মূল্যবান্ উপকরণ, ব্যবসায়ীরা ইহাকে তিমিকণ্টক নামে অভিহিত করেন। ইহাদের জিহ্বা কোমল, গলনালী অতিক্ষুদ্র, এমন কি অতি বৃহৎ শ্রেণীর তিমিতেও এক ইঞ্চির অপেক্ষা বড় ছিদ্র হয় না। মস্তক খুব বৃহৎ ও

সমস্তদেহের দৈর্ঘ্যের এক তৃতীয়াংশ হইবে। মাথার দুই পার্শ্ব সমান নহে। ডাহিনের অংশ বামাংশ হইতে বড়, মাংস রক্তবর্ণ, দৃঢ় ও থসথসে। গায়ে কাঁটা বা আঁইষ নাই, কেবল কসের কাছে কয়েকগাছা কণ্টকবৎ লোম হয়। ইহাদের চর্ম্মের ঠিক নিম্নে মাংসের উপরিভাগে ১ ফুট হইতে ২ ফিট্ পর্য্যন্ত পুরু জালের মত আচ্ছাদনের ভিতর চর্ব্বি থাকে। বৃহৎকায় তিমির শরীরের সমস্ত চর্ব্বির পরিমাণ ৭৫০ মণের উপর হয়। ইহার জন্যই ইহাদের শরীর উষ্ণ থাকে, ইহার জন্যই ইহাদের শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায় ও জলের উপর ভাসিয়া থাকে এবং ইহার জন্যই অতি গভীর

বৃহৎকায় তিমি।

জলেও জলের কোন ভার লাগেনা। ইহাদের গাত্রে আঁটুলীর মত পোকা হয়। এই পোকা অনেক রকম, তন্মধ্যে 'তিমির উকুণ' নামে এক শ্রেণী আছে, তাহারা ইহাদের গাত্রেই জন্মে ও উপরের চর্ম্ম কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া থাকে। ইহাদের গাত্রে গেঁড়ি গুগ্লিও লাগিয়া থাকে। তিম্যস্থির সংখ্যা ও পরিমাণ দেখিয়া ইহাদের বয়স নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের পরমায়ু ৮০০ হইতে ৯০০ বৎসর পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে, কিন্তু ইহা ভ্রমশূন্য নহে বলিয়া বিবেচিত হয়।

তিমির উকুন।

এই দন্তহীন সমপৃষ্ঠ তিমি জাতির মধ্যে আবার কএকটী দেশভেদে উপভেদ আছে যথা—

১। *Balæna mysticetus* or the Right Whale—বৃহত্তিমি—গ্রীণলণ্ড।

২। *Balæna marginata* or the Western-Australian Whale—পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াদেশীয় তিমি—প-অষ্ট্রেলিয়া।

৩। *Balæna Australis* or the Cape Whale, উত্তমাশা অন্তরীপের তিমি—উত্তমাশা অন্তরীপ।

৪। *Balæna Japonica* or the Japan Whale—জাপান দেশীয় তিমি—জাপান সাগর।

৫। *Balæna antarctica* or *Balæna Antipodarum* or the New Zeeland Whale—নিউজিলণ্ড দেশীয় তিমি—দক্ষিণ মহাসাগর।

৬। *Balæna gibbosa* or the Scrag-Whale অস্থিসার তিমি—আট্লাণ্টিক মহাসাগর।

৭। *Balæna Hunterius Temminckii*—দক্ষিণ দেশীয় শিকারী তিমি—উত্তমাশা অন্তরীপ।

৮। *Balæna Hunterius Swedenborgii*—উত্তর দেশীয় শিকারী তিমি—উত্তর বা জর্ম্মণ সাগর।

এই অষ্ট প্রকার তিমির মধ্যে বৃহত্তিমি (the Right Whale) অতি বিখ্যাত। ইহারা তুষারাবৃত উত্তর মহাসাগরেই থাকে, কখন কখন ইহাদিগকে ফ্রান্সের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত আসিতে দেখা যায়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৬০।৭০ ফিট্ হয়। ইহাদের পুচ্ছ ঠিক গঙ্গাদেবীর বাহন মকরের পুচ্ছের ন্যায়, পুচ্ছ ২০।২৫ ফিট্ বিস্তৃত হয়। সম্মুখের পাখনা ৮।৯ ফিট্ দীর্ঘ ও ৪।৫ ফিট্ চওড়া ; মুখ ১৫।১৬ ফিট্ দীর্ঘ। চক্ষুদ্বয় মুখের কোল হইতে এক ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। ইহাদের জলোৎক্ষেপের ছিদ্রদ্বয় খুব সূক্ষ্ম ও মস্তকের সর্ব্বোচ্চস্থানে অবস্থিত। ইহাদের গাত্রবর্ণ চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ (কাল মখমলের মত) পেটের দিক্ শাদা। বৃদ্ধ তিমির বর্ণ কিছু ধূসর। ইহারা কতদিন গর্ভ ধারণ করে, তাহা জানা যায় না। এক গর্ভে এক মাত্র সন্তান জন্মে। সদ্যজাত সন্তান ১০ হইতে ১৪ ফিট্ দীর্ঘ হয়। ইহাদের সন্তানস্নেহ অতি প্রবল, এইজন্য বৃহত্তিমি-শিকারীরা সময়ে সময়ে শাবকহত্যা করিয়া শাবকের জননীকে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ধরিয়া আনিয়া থাকে। তিমিপ্রসূতি স্থলে উঠিয়া চিতাইয়া পড়িয়া থাকে, সন্তান পেটের উপর উঠিয়া স্তন্যপান করে। ইহারা সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৪।৫ মাইল বেড়াইয়া থাকে। জলের বেশী নীচে ইহারা বেড়ায় না, বেড়াইবার সময় মুখ হাঁ করিয়া চলে ও গালে জলের সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য প্রবেশ করিলেই মুখ বন্ধ করিয়া মৎস্যের ন্যায় জল বাহির করিয়া দেয়। ইহারা দৌড়াইবার সময়ে আরও দ্রুত চলে। শীকারের সময় ইহারা বর্শাদ্বারা আহত হইলে কয়েক সেকেণ্ড মধ্যে অতি বেগে গভীর জলে তলাইয়া যায়। ইহাদের বেগ অতি প্রচণ্ড। পুচ্ছের ঝাপ্টায় বড় বড় শিকারী নৌকা ডুবাইয়া দিয়া থাকে। তিমিরা জলের মধ্যে একাদিক্রমে অর্দ্ধঘণ্টারও কিছু অধিক কাল ডুবিয়া থাকিতে পারে। শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য জলের উপর প্রতি ৮।১০ মিনিটে মুখ তুলিয়া ভাসিয়া উঠে। শ্বাস প্রশ্বাসের সময়েই জলোৎক্ষেপ করিতে থাকে, জলক্ষেপ সময় ইহাদের মাথার ছিদ্র দুটী দিয়া ফোয়ারার ন্যায় উর্দ্ধে জল উঠিতে থাকে। এই জল উর্দ্ধে ১০।১৫ হাত পর্য্যন্ত উঠে ও শব্দ হইতে থাকে। কখন কখন ইহারা ক্রীড়াচ্ছলে মস্তক নিম্নে রাখিয়া ঠিক সিধা হইয়া

জলের উপর পুচ্ছ দিয়া জল আন্দোলিত ও মুখে এক প্রকার শব্দ করিতে থাকে, এই শব্দ ২।৩ মাইল দূর হইতে শুনা যায়। ইহারা দল বাঁধিয়া বেড়ায় না, প্রায় একা কখন বা স্ত্রী পুরুষে একত্র বেড়াইয়া থাকে। উত্তমাশা অন্তরীপের তিমির মস্তক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, বর্ণ সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ, ইহারা তীরের নিকট অল্পজলে বেড়াইয়া বেড়ায়। এই জাতীয় তিমি বিষুবরেখার নিকট হইতে দক্ষিণ মহাসাগরের তুষার-ক্ষেত্রের মধ্যে বেড়াইয়া থাকে এবং উত্তরে জাপান পর্য্যন্ত গমনাগমন করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিলণ্ডের নিকট তিমি-শীকারীরা ইহাদিগকেই অধিকাংশ ধরিয়া থাকে। আইস্‌লণ্ডের নিকট বৃহত্তিমির (the Right Whale) এক উপবিভাগ আছে, আইস্‌লণ্ডীয়েরা তাহাকে Nord-kapper বলে। ইহাদের শরীর বৃহত্তিমি অপেক্ষা সবল, মস্তক ক্ষুদ্র, নিম্নের কস গোল ও চওড়া, বর্ণ ধূসর, মস্তকের নিম্নাংশ উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ ও বৃহত্তিমি অপেক্ষা অধিকতর চতুর এবং ভয়ঙ্কর স্বভাব। গ্রীণলণ্ডের অধিবাসী ও এস্কুইমো জাতি বৃহত্তিমির মাংস খায় ও উদরের পাতলাচর্ম্ম পরিধান করে এবং অন্ত্রাবরক ঝিল্লী লইয়া জানালার শার্সীরূপে লাগায়।

দন্তহীন তিমির দ্বিতীয় ভাগের নাম *Megaptera* or the Humpbacked Whale বা কুব্জপৃষ্ঠ তিমি। এই শ্রেণীর পৃষ্ঠদেশ উষ্ট্রের ন্যায় কুব্জ। অনেকের মতে, এই কুব্জ ভাগ আর কিছুই নহে কেবল পিঠের পাখ্‌না বা পৃষ্ঠকণ্টকেরই রূপান্তর। ইহাদের সম্বন্ধে আর বড় বেশী কিছু জানা যায় না, তবে সাধারণতঃ ইহারা সমপৃষ্ঠ তিমিশ্রেণীরই মত। ইহাদের মধ্যে দেশভেদে নিম্নলিখিত কয়েকটী শাখা আছে।

১। *Megaptera Longimana* or the Johnston's Hump-backed Whales, বৃহৎ কুব্জপৃষ্ঠ তিমি—উত্তর বা জর্ম্মণ সাগর।

২। *Megaptera Kuzira* or the Kuzira—কুজীয় তিমি বা জাপান দেশীয় কুব্জপৃষ্ঠ তিমি—জাপানসাগর।

৩। *Megaptera Americana* or the Bermuda Humpbacked Whale—বার্ম্মদা দ্বীপীয় কুব্জপৃষ্ঠ তিমি।

৪। *Megaptera pocskop* or The Cape Hump-backed Whale—উত্তমাশা অন্তরীপের কুব্জপৃষ্ঠ তিমি—দক্ষিণ আফ্রিকা।

৫। M. Eschrichtus Robustus—স্থূলকায় কুব্জ-পৃষ্ঠ তিমি *Balœnoptera* or the Rorqual (or the pike whales) সুইডেন।

দন্তহীন তিমিশ্রেণীর তৃতীয় ভাগের নাম চঞ্চুমুখ তিমি। ইহাদের মুখ ক্রমসূক্ষ্ম বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে। ইহাদের পৃষ্ঠে একখানি ক্ষুদ্র পাখ্‌নার ন্যায় পৃষ্ঠকণ্টক আছে। বৃহত্তিমি অপেক্ষা ইহাদের গলায়ও লম্বালম্বি ভাঁজ পড়ে। জলে উদর ভরিয়া গেলে এই সকল ভাঁজ খুলিয়া পেট নিটোল হইয়া উঠে। তিমিজাতীয় জীবের মধ্যে এই শ্রেণীই বৃহৎ। এই তিমি অপেক্ষা বড় জীব আর জগতে নাই। উত্তরদেশীয় চঞ্চুমুখ তিমি ১০০ ফিটের অপেক্ষাও দীর্ঘ হয়। এই বৃহৎ শ্রেণীই ইংরাজীতে Rorqual নামে খ্যাত, এজন্য বাঙ্গালায় ইহাকে রর্কোয়াল বা বৃহৎকায় চঞ্চুমুখ তিমি বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীতে ২৫।২৬ ফিট্ দীর্ঘ এক জাতীয় তিমি আছে, তাহাকেই ইংরাজীতে Pike-whale বা বর্ষামুখ তিমি বলে। ইহাদের মুখাকৃতি ইংরাজী পাইক নামক বর্ষা অস্ত্র-ফলকের ন্যায়। এই শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক। উত্তর য়ুরোপীয় রর্কোয়ালের বর্ণ শ্লেটের ন্যায় ধূসর, উদর আরও শাদা। ইহারা বৃটন দ্বীপের দক্ষিণে আসে না। জলে এক স্থানে স্থির হইয়া ভাসিয়া থাকে না, সাঁতার দিয়া বেড়ায়। ঘণ্টায় ৪।৫ মাইল চলিয়া বেড়াইতে পারে এবং অতি উচ্চ শব্দ করিয়া থাকে। ইহারা বর্ষাদ্বারা আহত হইলে এক দৌড়ে ৩০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। শিকারীরা এই জাতীয় তিমি ধরিতে যায় না। একে ইহাদের ধরাও বড় কষ্টকর ও বৃহত্তিমি ধরা অপেক্ষা বিপদ্‌জনক, তাহাতে আবার ইহাদের চর্ব্বি অল্প, তিমাস্থি ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট। রর্কোয়ালের গলনালী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, এজন্য ইহারা মৎস্যাদি ভক্ষণ করিতে পারে ও ক্ষুদ্র কীটাদি পাইলে তাহাদের এক এক ঝাঁক একবারে খাইয়া ফেলে। একটী রর্কোয়ালের উদরে একবার ৬ শত কড মৎস্যের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। এই জাতির দুইটী মাত্র উপভেদ দেখা যায়।

১। *Balænoptera rostrata*—উত্তরদেশীয় চঞ্চুমুখ তিমি—উত্তর বা জর্ম্মণ সাগর পর্য্যন্ত।

২। *Balænoptera Swinhoa* or *Chinansis*—চীন-দেশীয় চঞ্চুমুখ—ফর্ম্মোজা দ্বীপের নিকট।

দন্তহীন তিমির ৪র্থ বিভাগের নাম Physalus অর্থাৎ পৃষ্ঠকণ্টকী। ইহারা দেখিতে ঠিক রর্কোয়ালের ন্যায়, তবে ইহাদের পৃষ্ঠকণ্টক বৃহৎ ও প্রশস্ত। ইহারাও চঞ্চুমুখ বটে। প্রকৃত পক্ষে ইহাদিগকে চঞ্চুমুখ তিমির এক উপবিভাগ বলাই যুক্তি সঙ্গত। ইহাদের স্বভাবাদি ঠিক রর্কোয়ালের মত। ইহাদের মধ্যে এই কয়টী ভেদ আছে—

১। *Physalus Antiquorum* or the Razor-back ক্ষুরপৃষ্ঠ—গ্রীণলণ্ড ও উত্তরমহাসাগর।

২। *Physalus Boops* বুপ—উত্তরসাগর।

৩। *Physalus fasciatus* or the Peruvian Finner—পেরুদেশীয় পৃষ্ঠকণ্টক—পেরু উপকূল।

৪। *Physalus Iwasi* or the Japan Finner—জাপানী পৃষ্ঠকণ্টক—জাপান উপকূল।

৫। *Physalus Australis* or the Southern Finner দক্ষিণ মহাসাগরীয় পৃষ্ঠকণ্টক—দক্ষিণ মহাসাগর।

৬। *Physalus Dugnidii*—অর্কেনিদ্বীপীয় পৃষ্ঠকণ্টক—উত্তরসাগর, অর্কেনি উপকূল।

৭। *Physalus Patachonicus*—আমেরিকার পৃষ্ঠকণ্টক—রাইওপ্লাটা উপকূল।

৮। *Physalus Sibbaldii*—সিবল্দী পৃষ্ঠকণ্টক—উত্তরসাগর।

৯। *Physalus sibbaldius borealis*—তুষারদেশীয় সিবল্দী—উত্তরসাগর।

১০। *Physalus sibbaldius schligelii*—যবদ্বীপীয় পৃষ্ঠকণ্টক—যবদ্বীপের উপকূল।

১১। *Physalus sibbaldius Antarcticus*—দক্ষিণ মেরুর পৃষ্ঠকণ্টক—বুনোআয়ার উপকূল।

১২। *Physalus Rudolphius laticeps* রডল্‌ফের পৃষ্ঠকণ্টক—উত্তরসাগর।

তিমির দ্বিতীয় শ্রেণী দন্তবিশিষ্ট, য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদেরা

ইহাদিগকে ডেণ্টিসিটি (Denticete) বলে। ইহারা প্রধানতঃ তিন শাখায় বিভক্ত—(১) *Catodontidæ* বা তৈলকর তিমি, (২) *Kogia* or Short-headed Whales বা ক্ষুদ্রশীর্ষ তিমি ও (৩) Physeter বা তৈল-পৃষ্ঠ তিমি। দন্তবিশিষ্ট তিমির প্রথম শাখার নাসাছিদ্র দুইটী স্বতন্ত্র, তালু সমতল, মাঢ়ীতে দন্ত আছে এবং মস্তক খুব বৃহৎ হয়। ইংরাজীতে ইহারা সাধারণতঃ Catodon, Cachalot বা Sperm whale নামেই কথিত হয়। ইহাদের পুরুষজাতি গড়ে ৬৫ ফিট্ দীর্ঘ ও স্ত্রীজাতি গড়ে ৩৫ ফিট্ দীর্ঘ হয়। ইহাদের শরীরের বর্ণ সকল স্থানে সমান নয়, প্রায়ই উদর ও পুচ্ছভাগ শাদা হয়, অন্যাংশ কাল। ইহারা লাঙ্গুল-তাড়নে জল উৎক্ষেপ করিয়া খেলা করিয়া বেড়ায়। নাসাছিদ্র দিয়া ইহারাও ১০।১৫ মিনিট পরে জলোৎক্ষেপ করে। ইহাদের তৈলকর বসা খুব গাঢ় ও একটার শরীরে ৮০।৯০ মণ জন্মে; তাহা মস্তকগহ্বরে হয়। ইহাদের জলোৎক্ষেপ-ছিদ্রনালীর নিম্নে দক্ষিণাংশে কতকগুলি ক্ষুদ্র গহ্বরে তৈলবৎ তরল পদার্থ জন্মে, উহাই প্রকৃতি তিমি-তৈল (Spermacete Oil), প্রত্যেক প্রাণীতে এই তৈল প্রায় ৪০।৫০ মণ পাওয়া যায়। ইহার বসাতৈলকে Sperm Oil বলে। প্রকৃত তিমি-তৈল বসাতৈলের সহিত মিশ্রিত থাকে। এই জাতীয় তিমি ভূমধ্য-সাগরেও প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহারা ৮০ ফিট্ পর্য্যন্তও দীর্ঘ হয়। ইহাদের মস্তক ভাগ এত বড় যে সমস্ত শরীরের এক তৃতীয়াংশ বলা যায়। সাধারণতঃ ইহাদের বর্ণ গাঢ় ধূসর বর্ণ। পূর্ণবয়স্ক তিমিকে শীকারীরা Bull-whale (ঋষভ তিমি) বলে। ইহাদের থোব্‌না এত থ্যাবড়া বা প্রশস্ত যে সমস্ত শরীরের উচ্চতাও প্রায় ততটা। মুখবিবর খুব বৃহৎ ও প্রশস্ত। নীচের মাঢ়ী অপেক্ষা উপরের মাঢ়ী কয়েক ফিট্ বড়। ইহাতে তিম্যস্থি বা দন্ত নাই। নিম্নের মাঢ়ীতে দন্ত আছে, মুখ বন্ধ করিবার সময় সেই সকল দন্তপ্রবেশের জন্য উপরের মাঢ়ীতে গর্ত্ত আছে। ইহার বামচক্ষু দক্ষিণচক্ষু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহাদের পৃষ্ঠের মধ্যস্থল কুব্জপৃষ্ঠ তিমির ন্যায় উচ্চ। সন্তরণের সময় এই কুব্জভাগ জলের উপর জাগিয়া থাকে। ইহারা ঘণ্টায় ৭ মাইল পর্য্যন্ত চলে। শীকারী কর্ত্তৃক তাড়া পাইলে আরও দ্রুত যায়। ইহাদের পাথ্‌না অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। পুচ্ছের পাথ্‌না খুব প্রশস্ত। ইহারা যখন মাথা জাগাইয়া জলের মধ্যে বিশ্রাম করে, তখন বোধ হয় জলে যেন একখণ্ড কৃষ্ণপাহাড় জাগিয়া আছে। ইহাদের বসাময় ছাল বৃহত্তিমির ন্যায় মোটা হয় না, বক্ষে ১৪ ইঞ্চি ও অন্যত্র ৭।৮ ইঞ্চি মাত্র পুরু হয়। মস্তকের তৈল-গহ্বরের নিম্নে এক চাপ বসা হয়, তাহাকে Junk (জঙ্ক) বলে। ইহা হইতে বসা তৈল হয়। বসাময় ছাল তুলিয়া গালাইয়া তৈল করে। এই তৈল গালাইবার সময় তিমির চর্ম্মই জ্বালানি কাষ্ঠের কার্য্য করে। ইহারা জলজকীট ও অন্যান্য জীবাদি ভক্ষণ করে। ইহারা একত্র ৫।৬ শত মিলিয়া দল বাঁধিয়া বেড়ায়। ইহাদের দলে স্ত্রীজাতিই অধিক থাকে। ইহাদের পুরুষের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে দন্ত, মাঢ়ী বা থোবনার হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। এই তিমির প্রথম শাখায় এই কয়টী ভেদ আছে—

১। *Catodon macrocephalus*—সমমণ্ডলের তৈলকর তিমি—সমমণ্ডলের সমুদ্র।

২। *Catodon cabeesi* মেক্সিকো দেশীয় তৈলকর তিমি—মেক্সিকো-উপকূল।

৩। *Catodon polycyphus* দক্ষিণ সাগরীয় তৈলকর তিমি—দক্ষিণ সাগর।

এই তিমির দ্বিতীয় শাখা ক্ষুদ্র মস্তক। তিমির মস্তকের ক্ষুদ্রতা ভিন্ন ইহাদের আর কোন আকৃতিগত প্রভেদ নাই—এই শ্রেণীতে দুটী মাত্র উপবিভাগ আছে—(১) Kogia breniceps or Short-headed Sperm-whale ক্ষুদ্রমস্তক তৈলকর তিমি—দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে ও (২) Kogia macbayii ভারতীয় ক্ষুদ্রমস্তক তৈলকর তিমি অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতমহাসাগরে বাস করে।

এই তিমির তৃতীয় শাখা কুব্জপৃষ্ঠ তৈলকর তিমির উপবিভাগ—(১) *Physter tursis* or the black fish কৃষ্ণ মৎস্য—স্কটলণ্ডের উপকূল এবং (২) Euphysetes Grayii বা অষ্ট্রেলিয়ার তৈলকর তিমি—দক্ষিণমহাসাগর।

এই জাতীয় তিমি শীকারীর বড় লোভের সামগ্রী। শীকারীরা ইহা পাইলে আর কিছুই চাহে না। ইহাদের শীকারে বড় বিপদ্ ঘটে। ল্যাজের ঝাপ্‌টায় প্রায়ই নৌকা উল্‌টাইয়া দেয়। ইহাদের শীকারের নিয়ম বৃহত্তিমির ন্যায়। শীকারীরা নৌকা করিয়া হারপুন্ নামক বড়শী লইয়া ইহাদের আক্রমণ করিয়া একত্র উপর্য্যুপরি বর্শা মারিতে থাকে। হারপুনের আঘাতে ইহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ইহাদিগকে মারা কষ্টকর হয় না। হারপুনে বড় দড়ি বাঁধা থাকে। আঘাত খাইয়া ইহারা ডুবিয়া যায়, সেই সময় মাছধরার ন্যায় দড়ি ছাড়িতে হয় ও নৌকা লইয়া দ্রুত ইহার সঙ্গে ঘুরিতে হয়, শেষে ভাসিয়া উঠিলে বর্শা রাখিয়া ধরিতে হয়। হারপুনের ফলা ঠিক বড়শীর ফলার ন্যায় উলটা-খোঁচ দেওয়া। ইহা দেখিতে নঙ্গরের ফলার ন্যায়। নৌকায় ৪০।৫০ জন শীকারী, দুইটা হার্‌পুন ও ৫।৬ টা বর্শা থাকে। নৌকা হইতে হারপুন্ ছুঁড়িয়া মাড়িলেই নৌকা প্রথমে পশ্চাতে হটাইতে হয়। টান পড়ায় তিমি ভয়ে সম্মুখে দৌড়ায় না, জলের নীচেই ডুবিতে থাকে, এমন কি ২০০ হাত নীচে তলিয়া যায়। হারপুনের দড়ি তদপেক্ষাও বড় রাখিতে হয়। ২০।২৫ মিনিট পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকে, তৎপরে শ্বাসকষ্ট হইলে আবার ভাসিয়া উঠে। কোন কোন সময়ে ইহারা ঝাপ্‌টা মারিয়া নৌকা নষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। বর্শার আঘাতেই ইহারা মরে। কখন কখন তিমি আর ভাসে না। যেটা না ভাসে, সেটা আর পাওয়া যায় না। তিমির ঝাপ্‌টা নিবারণের জন্য নৌকার গাত্রে বড় বড় লৌহ কাঁটা লাগান থাকে। তিমি মরিলে শীকারীরা নৌকা করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয় ও নৌকা হইতে জলের মধ্যে তিমির শরীরের উপর দাঁড়াইয়াই তাহার ছাল বসা ছাড়াইয়া কাটিতে থাকে। ইহাদের সঙ্গে জাহাজ থাকে, নৌকা জাহাজে বাঁধিয়া বা লঙ্গর করিয়া ঐরূপে বসা, তৈল, ইত্যাদি সংগ্রহ করে। বসন্তকালে শীকার আরম্ভ হয় ও শরৎকালে শেষ হয়। নরওয়ের লোকেরা ৯ম শতাব্দী হইতে বৃহত্তিমি শীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফরাসী স্পেনিয়ার্ড ও ফ্লেমিজগণ এই শীকার আরম্ভ করেন এবং ইংরাজেরা ১৬শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের আইন অনুসারে ইংলণ্ডের উপকূল হইতে ৩ মাইলের মধ্যে যে তিমি ধৃত হয়, তাহা রাজসম্পত্তি। দূর সাগরে যে সর্ব্বপ্রথমে বড়শী মারিয়া তিমি আট্‌কাইতে পারে, সে ব্যক্তিই তাহার অর্দ্ধাংশের অধিকারী হয়। অপর অনুচরেরা অর্দ্ধেক পায়। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় নিয়ম নানারূপ আছে।

"অস্তি মৎস্যস্তিমির্নাম শতযোজনবিস্তৃতঃ।" (ভরতধৃতবাক্য)

২ সমুদ্র। ৩ রাজবিশেষ, পুরুবংশীয় দুর্ব্বের পুত্র, এই তিমিরাজা ৪৭।৯ মাস রাজ্য করিয়াছিলেন।

"তিমিং পুত্রং ততোরাজ্যে ন্যস্য স্বর্গং স্বয়ং গতঃ।
মুনিবেদমিতান্ বর্ষান্ নবমাসাধিকান্ তিমিঃ।
পালয়িত্বাখিলং রাজ্যং ভুক্ত্বা ভোগমনুত্তমং॥"

(রাজাবলী ১ পরি°)

তিমিকোষ (পুং) তিমেঃ কোষইব। সমুদ্র। (ত্রিকা°)

তিমিঙ্গিল (পুং) তিমিং গিলতি ততঃ মুম্ (গিলেঽগিলস্য। পা ৬।৩।৭০) ১ বৃহৎকায় মৎস্যবিশেষ।

"অস্তি মৎস্যস্তিমির্নাম তথা চাস্তি তিমিঙ্গিলঃ।"

(শব্দার্থচিন্তামণিধৃত বাক্য)

২ দ্বীপবিশেষ

"তিমিঙ্গিলঞ্চ স নৃপং বশে কৃত্বা মহামতিঃ।" (ভারত ২।৩২।৩)

(ত্রি) ৩ তদ্দ্বীপজাত।

তিমিঙ্গিলগিল (পুং) তিমিঙ্গিলং গিলতি তিমিঙ্গিল গৃ-ক, রস্য ল অগিলস্যেতি পর্য্যুদাসাৎ ন মুম্। অতি বৃহৎ মৎস্যভেদ।

"তিমিঙ্গিলগিলোঽপ্যস্তি তদ্গিলোপ্যস্তি লক্ষণঃ।"

(শব্দার্থচিন্তামণিধৃতবাক্য)

তিমিঙ্গিলাশন (পুং) তিমিঙ্গিলো মৎস্যঃ অশ্যতে যত্র অশ আধারে ল্যুট্। দক্ষিণস্থ দেশভেদ। দক্ষিণে লঙ্কা প্রভৃতি তিমিঙ্গিলাশন দেশ ১২।১৩।১৪ নক্ষত্রে অবস্থিত। (বৃহৎসং ১৪।১১-১৬)। সোঽভিজনোঽস্য তস্য রাজা বা অণ্। তস্য বহুষু লুক্। ২ তদ্দেশবাসী লোক সকল। ৩ তিমিঙ্গিলাশন দেশের রাজা।

তিমিজ (স্ত্রী) তিমিতো জায়তে জন-ড। মুক্তাভেদ, এই মুক্তা তিমিমৎস্য হইতে জন্মে, এই মুক্তা বেধনীয়, কিন্তু

অপরিমিত গুণশালী বলিয়া ইহার মূল্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ইহা রাজাদিগের সুত, অর্থ, সৌভাগ্য ও যশঃসম্পাদক, রোগশোকহারক এবং কামপ্রদ। (বৃহৎস' ৮১ অ')

তিমিত (ত্রি) তিম-কর্ত্তরি ক্ত। ১ নিশ্চল। ২ ক্লিন্ন, আর্দ্র, ভিজা।

তিমিতিমিঙ্গিল (পুং) মহামৎস্য ভেদ। এত বড় মাছ আর নাই। "তিমিঙ্গিলাঃ কচ্ছপাশ্চ তথা তিমিতিমিঙ্গিলাঃ।" (ভারত বনপর্ব্ব)

তিমিধ্বজ (পুং) দানব বিশেষ, ইহার নাম শম্বর, ইহার পুত্রের নাম সুবাহু, রামচন্দ্র ইহাকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। (রামা' ২।৪৪।১১)

তিমির (ক্লী পুং) তিম্যতীতি তিম-কিরচ্ (ইষি মদি মুদীতি। উণ্ ১।৫২) ১ অন্ধকার। ২ চক্ষুরোগবিশেষ, ইহার বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে—

দৃষ্টিবিশারদ পণ্ডিতেরা বলেন, যে মানবের দৃষ্টি পঞ্চভূতের গুণ হইতে সমুদ্ভূত। বাহ্যপটলে অব্যয় তেজ কর্ত্তৃক আবৃত, শীতলপ্রকৃতিবিশিষ্ট, খদ্যোতের বিস্ফুলিঙ্গদ্বয়ে নির্ম্মিত এবং মসূরদল পরিমাণে বিবরাকৃতিবিশিষ্ট, এই দৃষ্টিগত রোগ ও পটলের অভ্যন্তরস্থ তিমির রোগের লক্ষণ বলা যাইতেছে।

দোষ বিগুণ হইয়া শিরাসমূহের অভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক দৃষ্টির প্রথম পটলে অবস্থিতি করিলে সকল রূপ অব্যক্তভাবে দৃষ্ট হয়। বিগুণিত দোষ দ্বিতীয় পটলে অবস্থিতি করিলে দৃষ্টিবিহ্বল হয় এবং সর্ব্বত্র মক্ষিকা, মশক, কেশজাল, মণ্ডল, পতাকা, মরীচি ও কুণ্ডল সমূহ দৃষ্ট হয়। অথবা জলমগ্ন বা বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিম্বা মেঘাচ্ছন্ন বা তিমিরাচ্ছন্নের ন্যায় দেখায়। দৃষ্টির ভ্রান্তিতে দূরস্থিত বস্তু নিকটে ও নিকটস্থিত বস্তু দূরে জ্ঞান হয় এবং যত্ন করিলেও সূচীপার্শ্ব দৃষ্ট হয় না। দোষ তৃতীয় পটল আশ্রয় করিলে বৃহদাকার ও বস্ত্রাচ্ছন্নের ন্যায় এবং কর্ণ, নাসিকা ও চক্ষুঃবিশিষ্ট আকৃতি সমস্ত বিপরীত ভাবে দেখায়। দোষ বলবান্ হইয়া দৃষ্টির অধোভাগে স্থিত হইলে সমীপস্থ দ্রব্য, ঊর্দ্ধভাগে স্থিত হইলে দূরস্থ দ্রব্য এবং পার্শ্বভাগে স্থিত হইলে পার্শ্বস্থ দ্রব্য দৃষ্ট হয় না। দোষ দৃষ্টির সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে সমস্তই সঙ্কুচিতের ন্যায় দেখায়। দৃষ্টির দুই স্থানে দোষ অবস্থিত হইলে এক আকৃতি দ্বিধা এবং অনবস্থিত ভাবে থাকিলে বহুধা জ্ঞান হয়। দোষ চতুর্থ পটলে অবস্থিতি করিলে তিমিররোগ জন্মে। এই তিমিররোগে এককালে দৃষ্টিরোধ করিলে লিঙ্গনাশ কহে। তিমির রোগ অতিশয় গভীর না হইলে চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রবিশিষ্ট আকাশ দেখিতে পায় এবং নির্ম্মল তেজঃ ও জ্যোতিঃ পদার্থ দৃষ্ট হয়। লিঙ্গনাশ রোগের এই অবস্থাকে নীলিকা বা কাচ বলা যায়। এই লিঙ্গনাশ রোগ বায়ু কর্ত্তৃক জন্মিলে সকল পদার্থ অরুণ বর্ণ, সচল ও আবিল দেখায়। পিত্ত কর্ত্তৃক জন্মিলে আদিত্য, খদ্যোত, ইন্দ্রধনু, তড়িৎ ও ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় বিচিত্রবর্ণ অথবা নীল বা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, অথবা শ্বেত চামর বা শ্বেতবর্ণ মেঘের ন্যায় অত্যন্ত স্থূল, অথবা মেঘশূন্য সময়ে মেঘাচ্ছন্নের ন্যায়, অথবা সমস্ত জলপ্লাবিতের ন্যায় দেখায়। রক্ত কর্ত্তৃক জন্মিলে সমস্ত রক্তবর্ণ ও অন্ধকারময়, কফজন্য এই রোগ জন্মিলে সমস্তই শ্বেতবর্ণ ও স্নিগ্ধ তৈলাক্তের ন্যায়, সকল পদার্থই দ্বিধা বা বহুধা, অথবা হ্রস্ব ও দীর্ঘ বিম্বভাবে দেখায় অথবা জ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়। পিত্ত কর্ত্তৃক পরিম্লায়িরোগ উদ্ভূত হয়। ইহাতে দিক্ সকল নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় বা খদ্যোতপূর্ণ বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণের ন্যায় দেখায়। বায়ু কর্ত্তৃক দৃষ্টিমণ্ডল রক্তবর্ণ, পিত্ত কর্ত্তৃক পরিম্লায়িরোগ অথবা নীলবর্ণ, শ্লেষ্ম কর্ত্তৃক শ্বেতবর্ণ, শোণিত কর্ত্তৃক রক্তবর্ণ এবং সন্নিপাত কর্ত্তৃক বিচিত্র বর্ণ হয়।

পরিম্লায়িরোগে দৃষ্টিমণ্ডলে রক্তজন্য অরুণবর্ণ মণ্ডলাকার স্থূল কাচ জন্মে, অথবা সমস্ত মণ্ডল ঈষৎ নীলবর্ণ হয়। এই রোগে কখন কখন আপনা হইতে দোষ ক্ষয় হইয়া দৃষ্টিশক্তি প্রকাশ পায়।

এতদ্ব্যতীত পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি, কফবিদগ্ধদৃষ্টি, রাত্র্যান্ধতা, ধূমদর্শী, হ্রস্বজাড্য, নকুলান্ধতা এবং গম্ভীরক এই ৭ প্রকার রোগ জন্মে। দৃষ্টি স্থানে দুষ্টপিত্ত আশ্রয় করিলে ঐ স্থান পীতবর্ণ হয় এবং সকল পদার্থ পীতবর্ণ দেখায়। ইহাকে পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি বলে। দোষ তৃতীয় পটলে আশ্রয় করিলে রোগী দিবাভাগে দেখিতে পায় না, রাত্রিকালে দেখিতে পায়। দৃষ্টি শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক বিদগ্ধ হইলে সকল পদার্থ শ্বেতবর্ণ দেখায়।

তিন পটলেই অল্পদোষ অবস্থিতি করিলে সহসা নক্তান্ধতা জন্মে। ইহাতে দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে কফের অল্পতাপ্রযুক্ত প্রকাশ পায়। শোক, জ্বর, পরিশ্রম ও মস্তকের অভিতাপ দ্বারা দৃষ্টি অভিহত হইলে সকল পদার্থ-ই ধূম্রবর্ণ দৃষ্ট হয়। ইহাকে ধূমদর্শী কহে। ইহাতে দিবাভাগে অতি ক্ষুদ্র পদার্থ অতি কষ্টে দেখা যায়।

রাত্রিকালে শৈত্যগুণ দ্বারা পিত্তের অল্পতাপ্রযুক্ত সেই সকল পদার্থ দেখিতে পায়, ইহাকে হ্রস্বজাড্য কহে। যে রোগে দৃষ্টি দোষাভিভূত হইলে নকুলের দৃষ্টির ন্যায় তাহাতে বিদ্যুতের আভা প্রকাশ পায় এবং দিবাভাগে বিচিত্রবর্ণ দেখিতে পায়, তাহাকে নকুলান্ধ কহে। বায়ু কর্ত্তৃক দৃষ্টিস্থান বিরূপ হইলেও তাহার অভ্যন্তরভাগ অতিশয় গভীরভাবে প্রকাশিত হয়।

এই সকল রোগ ব্যতীত দৃষ্টি স্থানে সনিমিত্ত ও অনিমিত্ত নামক দুইপ্রকার বাহ্যরোগ হয়, ইহার জন্ম মস্তকের অভিতাপ জন্ম দৃষ্টিহত হইলে সনিমিত্ত বলা যায়। এই রোগ অভিষ্যন্দ নিদর্শন দ্বারা জানা যায়। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, মহোরগ বা জ্যোতিঃ পদার্থের বা দীপ্তিমান্ পদার্থের সন্দর্শনে দৃষ্টিহত হইলে অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ বলা যায়। এই রোগে দৃষ্টি স্পষ্ট বিমল বৈদুর্য্যমণির ন্যায় দেখায়। দৃষ্টি অভিঘাত জন্ম হত হইলে, বিদীর্ণ অবসন্ন বা হীন দেখায়। (সুশ্রুত চিকিৎসিত ৭ অ')

কুপিতদোষ বাহ্যপটলে অবস্থান করিলে সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি রুদ্ধ হয়, ইহাকে তিমির, কেহ কেহ বা লিঙ্গনাশ কহিয়া থাকেন। এই তমঃসদৃশ তিমিররোগ অচিরজাত হইলে রোগী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, অগ্ন্যাদির তেজ এবং রত্ন সুবর্ণাদি দীপ্তিশীল বস্তুর ন্যায় দেখিতে পায়, এই লিঙ্গনাশ রোগকেই নীলিকা ও কাচ কহে। (ভাবপ্র') ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ নেত্ররোগ দেখ।]

তিমিরনুদ্ (পুং) তিমিরং নুদতি খণ্ডয়তি নুদ্-কিপ্। ১ সূর্য্য।
"তিমিরনুদো মণ্ডলং যদি স লেহঃ।" (বৃহৎস' ৫।৪৫)
(ত্রি) ২ অন্ধকার নাশক।

তিমিরভিদ্ (পুং) তিমিরং ভিনত্তি ভিদ-কিপ্। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ অন্ধকারনাশক।

তিমিররিপু (পুং) তিমিরস্য রিপুঃ ৬তৎ। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ তিমিরনাশক।

তিমিরারি (পুং) তিমিরস্য অরিঃ ৬তৎ। সূর্য্য।
"তিমিরারি স্তমো হস্তি প্রাতঃ স্ববধভীরবঃ।
বয়ং কাকা বয়ং কাকা ইতি জল্পন্তি বায়সাঃ॥" (উদ্ভট)

তিমিরি (পুং) তিমি মৎস্য। (রাজনি')

তিমিরিন্ (পুং) তিমিরং অস্ত্যস্য তিমির-ণিনি। অন্ধকারকারী।

তিমির্ঘ (পুং) দৌরুশ্রুত।

তিমিষ (পুং) তিম-ইসক্। ১ গ্রাম্যকর্কটী, কাকুড়। ২ কুষ্মাণ্ড, কুমড়া। ৩ নাটাম্র, তরমুজ। (শব্দার্থচি')

তিমী (স্ত্রী) তিমি পৃষোদরাদিত্বাৎ ঙীষ্। তিমি মৎস্য।

তিমীর (পুং) বৃক্ষভেদ।

তিম্ম, তিম্মপ, এই নামে দাক্ষিণাত্যে অনেক ক্ষুদ্র রাজা, সামন্ত বা সর্দ্দার ছিলেন। কৃষ্ণাজেলা হইতে আবিষ্কৃত বহু শিলালিপিতে তাঁহাদের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক তিম্ম কৃষ্ণদেবরায়ের মন্ত্রী ছিলেন, তিনি ১৪৩৭ শকে কোণ্ডবীড়ু অধিকার করেন। মঙ্গলগিরির শিলাফলকে তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। মঙ্গলগিরির গরুড়-ধ্বর মন্দিরে একখানি শিলালিপিতে উড়রাজপুত্র তিম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়নগরের একখানি শিলাফলকে চিক্ক তিম্মখ্যদেব মহা অরসুর পুত্র তিম্মরাজের নাম ঘোষিত হইয়াছে। বেঙ্কটগিরির নায়ুড়ু বংশেও গণি-তিম্ম নামে এক মহাবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় পলনাড় ও কৃষ্ণার দক্ষিণাংশস্থিত প্রদেশে কতকগুলি দস্যুসর্দ্দার একত্র মিলিত হইয়া মহা উৎপাত করিতেছিল। ইনি বিজয়নগরাধিপ অচ্যুতদেবরায় কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহাদিগকে শাসন করেন। এইরূপে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে মল্লপুরের কৃষ্ণার কয়েক জন সর্দ্দারকে জয় করিয়াছিলেন। পরিশেষে রণক্ষেত্রেই তিনি নিহত হন। তাঁহার পুত্রও মুসলমান সর্দ্দারগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তিয়র (দেশজ) মৎস্যজীবিজাতিবিশেষ। [তীবর দেখ।]

তিয়াত্তর (দেশজ) ত্রিসপ্ততি।

তিয়াদাদ্ (আরবী) তায়দাদ।

তিয়ারা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তিরশ্চ (ক্লী) [বৈদিক] শয্যাধারের তির্য্যক্ অবলম্ব।

তিরশ্চতা (ত্রি) তিরশ্চীন, তির্য্যগ্ভূত।
"তিরশ্চতা পার্শ্বান্নির্গমানি" (ঋক্ ৪।১৮।২) 'তিরশ্চতা তিরশ্চীনাৎ' (সায়ণ)

তিরশ্চথা (অব্য) তির্য্যগ্ভাবে, গুপ্তভাবে।

তিরশ্চিরাজি (পুং) অঙ্গিরস বংশীয় ঋষিভেদ।

তিরশ্চী (স্ত্রী) ১ তির্য্যক্ জাতিঃ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ পশুপক্ষিদিগের স্ত্রী, চলিত কথায় মাদী। (পুং) ২ অঙ্গিরস বংশীয় ঋষিভেদ।

তিরশ্চীন (ত্রি) তির্য্যগেব স্বার্থে খ। তির্য্যগ্ভূত, বক্র। ২ কুটিল। "তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষাং" (ঋক্ ১০।১২৯।৫) 'তিরশ্চীনস্তির্য্যগবস্থিত' (সায়ণ)

তিরশ্চীননিধন (ক্লী) সামভেদ।

তিরশ্চীনপৃশ্নি (ত্রি) তির্য্যগ্ভাবে দাগ করা।

তিরশ্চীনবংশ (পুং) [বৈ] মৌচাক।

তিরস্ (অব্য) তরতি দৃষ্টিপথং তৃ-অসুন্। ১ অন্তর্ধান, গোপন। ২ তির্য্যগ্, বক্র। ৩ তিরস্কার।

তিরস্কর (ত্রি) তিরস্করোতি ণিচ্ সলোপঃ তিরয়তি আচ্ছাদয়তি। তিরঃ করোতি কৃ-ট। আচ্ছাদক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।
"অহো বত শ্বযশসস্তিরস্করী" (ভাগ' ১।১০।২৮)

তিরস্করিন্ (ত্রি) তিরঃ করোতি কৃ-ণিনি। আচ্ছাদক।
"সো হত্যাসাস্ত চ তদ্বেশ্ম তিরস্করিণমন্তরা" (রামা' ২।১৫।২০)

তিরস্করিণী (স্ত্রী) তিরস্করিন্ সংজ্ঞাপূর্ব্বকবিধেরনিত্যত্বাৎ বৃদ্ধ্যভাবঃ ততো ঙীপ্। পটময় আচ্ছাদক পদার্থ, ব্যবধায়ক

পট, কানাৎ, পর্দা। অদর্শনী বিদ্যা, যে বিদ্যাদ্বারা কেহই তাহাকে দেখিতে পায় না।

তিরস্কার (পুং) তিরস্-কৃ-ঘঞ্। ১ অনাদর, ভৎর্সনা। "ভ্রমাংশস্য তিরস্কারাৎ অধিষ্ঠানপ্রধানতা" (পঞ্চদশী ৭।৮) কর্ত্তরি অণ্। (ত্রি) ২ অবজ্ঞাকারক।

তিরস্কারিন্ (ত্রি) তিরস্ করোতি কৃ-ণিনি। ১ আচ্ছাদক। ২ পটভেদ। (ত্রি) ৩ অবজ্ঞাকারক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তিরস্কৃত (ত্রি) তিরস্-কৃ কর্ম্মণি ক্ত। ১ অবজ্ঞাত, অনাদৃত। ২ আচ্ছাদিত। ৩ তন্ত্রসারোক্ত মন্ত্রবিশেষ।

"যস্য মধ্যে দকারোঽস্তি কবচং মূর্দ্ধনি দ্বিধা।
অস্ত্রং তিষ্ঠতি মন্ত্রঃ স তিরস্কৃত উদীর্য্যতে॥" (তন্ত্রসার)

যে মন্ত্রমধ্যে দকার আছে এবং মস্তকে কবচদ্বয় ও অস্ত্র আছে, তাহাকে তিরস্কৃতমন্ত্র কহে।

তিরস্ক্রিয়া (স্ত্রী) তিরস্-কৃ-ভাবে শ। ১ অনাদর। ২ তিরস্কার। ৩ আচ্ছাদন, কঞ্চুক।

"দ্বিপদ্বিষঃ প্রত্যুত সা তিরস্ক্রিয়া।" (মাঘ ২স°)

তিরস্য (পুং) তিরস্ কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক্। অন্তর্ধান।

তিরানই (দেশজ) ত্রিনবতি, তিন অধিক নব্বই।

তিরানব্বই (দেশজ) ত্রিনবতি।

তিরাশী (দেশজ) ত্র্যশীতি, তিন অধিক আশী।

তিরিজিহ্বিক (পুং) বৃক্ষভেদ।

তিরিটি (পুং) ইক্ষুগ্রন্থি, আকের গিরো। (শব্দমালা)

তিরিন্দির (পুং) এই নামে বিখ্যাত একজন রাজা।

"শতমহং তিরিন্দিরে সহস্রং।" (ঋক্ ৪।৬।৪৬)
'তিরিন্দিরে এতৎসংজ্ঞে রাজনি।' (সায়ণ)

তিরিম (পুং) তৃ-ইমক্। শালিভেদ। (রাজনি°)।

তিরিশ (পুং) তৃ-ইষক্। শালিভেদ, একপ্রকার ধান্য।

তিরীট (ক্লী) তীর্য্যতে শিরোবিপদোঽনেনেতি তৃ-কীটন্ (কৃ-তৃ কৃপিভ্যঃ কীটন্। উণ্ ৪।১৮৪।) ১ কিরীট। (পুং) ২ লোধ্রবৃক্ষ।

তিরীটক (পুং) তিরীটএব স্বার্থে কন্। লোধ্রবৃক্ষ।

তিরীটিন্ (ত্রি) তিরীটং অস্তাস্তি তিরীট-ণিনি। মস্তকাচ্ছাদনযুক্ত।

তিরুকচুর, চেঙ্গলপট্টু জেলার মধ্যগত চেঙ্গলপট্টু নগরের ৪॥০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বেস্থিত একখানি গ্রাম। এখানে দুইটী প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে অনেক প্রাচীন শিলালিপি আছে।

তিরুকন্বিলিয়ার, ত্রিশিরাপল্লী জেলার কট্টলই ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল অন্তরে স্থিত প্রাচীন গ্রাম ও নদী। এই স্থান প্রাচীন চের, চোল ও পাণ্ড্যরাজ্যের সীমা চলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত।

তিরুকলর, তঞ্জোর জেলার অন্তর্গত মন্নারগুড়ির ৮ ক্রোশ পূর্ব্বেস্থিত একখানি গণ্ডগ্রাম। এখানকার শিবমন্দির অতি প্রাচীন, তাহাতে প্রাচীন শিলালিপি ও পাঁচখানি ফলকযুক্ত তাম্রশাসন আছে।

তিরুকবলই, তঞ্জোর জেলাস্থ নাগপট্টনের ৭ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত গ্রাম। একটী এখানে পুরাতন শিবমন্দির ও তাহাতে কএকখানি শিলালিপি আছে।

তিরুকালূর, তিন্নেবেলি জেলার অন্তর্গত শ্রীবৈকুণ্ঠম্ নামক স্থানের ২ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে স্থিত একখানি বিখ্যাত গ্রাম। এখানে অতি প্রাচীন শিব ও বিষ্ণুমন্দির আছে। এখানকার স্থলপুরাণে বিষ্ণুমন্দিরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখানকার চেলচোলপাণ্ড্যেশ্বরনামক দেবমন্দিরও অতি প্রাচীন। তথাকার শিলালিপিতে লিখিত আছে—৭০৭ কোলম্বাব্দে (১৫৩২ খৃঃ অব্দে) (ত্রিবাঙ্কুড়রাজ) মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা দেবসেবার জন্য শাসন দিয়াছিলেন। গ্রামের মধ্যস্থলে একখানি প্রস্তরস্তম্ভে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

তিরুকুলম্, মলবার জেলার অন্তর্গত, মঞ্জেরির ৭ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী অতি পুরাতন গ্রাম। এখানকার শিবমন্দির অতি প্রাচীন। এখানে একটী দুর্গ আছে, টিপু সুলতান তাহা ব্যবহার করিতেন। এ ছাড়া কএকটা পাথরকাটা গোরস্থান আছে।

তিরুকোইলুর (তিরুক্কোবিলূর), আর্কট জেলার তিরুকোইলুর তালুকের অন্তর্গত একটী সহর। তিরুকোইলুর সহরে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের একটী বিষ্ণুমন্দির আছে। এই মন্দির অতিশয় প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী তিরুবন্নামলয়ের শিবমন্দির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উৎসব-মণ্ডপের স্তম্ভে অতি সুন্দর কারুকার্য্য ও বহিঃপ্রকোষ্ঠের দেয়ালের উপর তিনটী এবং মন্দিরের দরজার উপর একটী গোপুর আছে। এই মন্দিরে অনেক শিলালিপি দেখা যায়। কিউলুরের শিবমন্দির অপেক্ষা ইহা নূতন বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে দণ্ডায়মান, তাহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কণ্ঠে ১০৮টী শালগ্রামমালা, বক্ষে মহালক্ষ্মী বিরাজিত, বামপদের উপর ভর রাখিয়া দক্ষিণপদ ব্রহ্মলোকাভিমুখে বাড়াইয়া দিয়াছেন। অদূরে পদ্মযোনি সনকাদি ঋষি সকল পূজা করিতেছেন। মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বিষ্ণুর বাৎসরিক উৎসব হয়। ইহা ভিন্ন গরুড়বাহনোৎসব, তেপ্পনকুল উৎসব, দোলোৎসব ও রথোৎসবাদি অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়।

এইখানে নিত্য বেদপাঠ ও দেবনর্ত্তকীদিগের নৃত্য হইয়া থাকে। প্রতি শুক্রবারে অভিষেকাদি উৎসব হয়, এইজন্য ঐ

দিন বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। গবর্মেণ্ট হইতে এই মন্দিরের ব্যয়-কারণ ১৮ শত টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। ধর্ম্ম কর্ত্তা উক্ত টাকা লইয়া ইহার সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করেন এখানে বিম্বপুর-গুণ্টাকুল রেলওয়ের ষ্টেসন আছে। এই ষ্টেসন পেন্নার বা পিণাকিনী নদীর বামভাগে দেবনূর নামক গ্রামের পার্শ্বে অবস্থিত। স্থলপুরাণে দেখা যায়, পুরাকালে বালখিল্য মহর্ষিরা দেবনূর গ্রামের সন্নিকটে পিণাকিনীতটে তপস্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন খানে তপস্তা করিয়াছিলেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না।

ইতিহাস। পূর্ব্বে জিঞ্জীর হিন্দু রাজাদিগের অধীনে আরুকাড়্ ছিল। পরে বিজয়নগরের রাজাদিগের অধীন হয়। প্রায় ১৬৫৪ খৃঃ অব্দে গোলকণ্ডার সুবাদার বেল্লূরের নরসিংহরায়কে পরাভূত করিয়া জিঞ্জী মুসলমান রাজ্যভুক্ত করিয়া লন ও তথায় নবাব নিযুক্ত হন, তিনিই ইহার শাসনকর্ত্তা ছিলেন ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে শিবাজী জিঞ্জী অধিকার করিয়া দুর্গস্থাপন করেন, এই দুর্গ বিশেষরূপে সুদৃঢ় ছিল। শিবাজী স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে শাসনকর্ত্তা রাখিয়া যান। কিন্তু তাঁহার গমনের অব্যবহিত পরেই মুসলমান শাসনকর্ত্তা ইহা অধিকার করিয়া লয়। জিঞ্জীর হিন্দুরাজগণই এখানকার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিণ্ডীবনম্ রেল-ষ্টেসন হইতে তিরুবন্নামলয়ের দিকে ১৮ মাইল দূরে ভগ্নাবশিষ্ট জিঞ্জীর দুর্গ আছে।

তিরুকোইলূরের বিষ্ণুমন্দিরের অর্দ্ধমাইল দূরে পিণাকিনী নদীতীরে কিউলূর গ্রাম অবস্থিত। এখানে একটী পুরাতন শিবমন্দির আছে। এই মন্দির ৫০০ শত বৎসরেরও পুরাতন হইবে। এই মন্দির এবং পূর্ব্বোক্ত হরিকাণ্ডম্ নেল্লূরের শিবমন্দিরের ব্যয় কারণ গবর্মেণ্ট হইতে ৯ শত টাকা বাৎসরিক বরাদ্দ আছে। এই টাকা ধর্ম্মকর্ত্তার তত্ত্বাবধানে ব্যয়িত হয়। এই মন্দিরের নিত্যসেবার বন্দোবস্ত অতি উচ্চ। ফাল্গুন মাসে ইহার উৎসব হয়। এই উৎসবের সময় বৃষভ ও রথোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। এই সময় চারিদিক্ হইতে বহুলোকের সমাগম হয়।

তিরুকোষ্টূর, মদুরা জেলার মধ্যবর্ত্তী শিবগঙ্গার ৮ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত এক প্রাচীন গ্রাম। এখানকার শিবমন্দির বিখ্যাত। একখানি শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, রঘুনাথ তিরুমলয়-সেতুপতি মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ১৬০১ শকে বিস্তর ভূমিদান করিয়াছিলেন।

তিরুক্করকাবুর, তঞ্জোর জেলার অধীন কুম্ভকোণের ৭ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একখানি গ্রাম। এখানে এক অতি প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে খোদিত লিপি আছে।

তিরুক্করুকুণ্ডম্, চেঙ্গলপট্টু জেলার মধ্যবর্ত্তী চেঙ্গলপট্টু সহরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে স্থিত একখানি মনোহর প্রাচীন গ্রাম। এখানে হিন্দুরাজগণের সময় পাহাড় কাটিয়া একটী বৃহৎ মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে এবং সুন্দর শিল্পকার্য্যযুক্ত একটী প্রাচীন মন্দির আছে। (Indian Antiquary, Vol. X. p. 198 দ্রষ্টব্য।)

তঞ্জোরের ৬॥০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে চোলরাজ-নির্ম্মিত একটী প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে প্রাচীন খোদিত লিপি দৃষ্ট হয়। অনেক যাত্রী ঐ শিবলিঙ্গ দর্শনে আসিয়া থাকে।

তিরুকাবুবাশল, তঞ্জোর জেলার তিরুবালূর রেল-ষ্টেসনের ৪॥০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত একখানি গ্রাম। এখানে পুরাতন শিবমন্দির ও তাহাতে প্রাচীন শিলালিপি আছে।

তিরুকোলকুড়ি, মদুরা জেলাস্থ একটী অতি প্রাচীন গ্রাম, মদুরা সহর হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন শিবমন্দিরে পাণ্ড্যরাজগণের সময়ে খোদিত কএকখানি শিলালিপি আছে। তন্মধ্যে দুইখানি ত্রিভুবন-চক্রবর্ত্তী সুন্দরপাণ্ড্যের ১১ শ ও ২০ শ বর্ষে এবং একখানি ত্রিভুবন চক্রবর্ত্তী বীরপাণ্ড্যদেবের রাজ্যস্থ ৩১শ বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

তিরুচঙ্গগোড়্, (চলিত কথায় চেরুচেঙ্গোড়) শেলম্ (সালেম্) জেলার অন্তর্গত তিরুচেঙ্গোড় তালুকের সদর। অক্ষা° ১১°২২´৪৫´´ ও দ্রাঘি° ৭৭°৫৬´২০´´ পূঃ, শঙ্কগিরি দুর্গের সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে এক সমুচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে সমতল ভূমি হইতে ১২০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। সহরে ও গিরিচূড়ায় কএকটী শিবমন্দির আছে, তন্মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর ও কৈলাসনাথেশ্বরের মন্দির সমধিক বিখ্যাত। অর্দ্ধনারীশ্বরের মন্দিরে ১৫২২ শক হইতে ১৫৮১ শক মধ্যে উৎকীর্ণ অনেকগুলি শিলালিপি আছে। কৈলাসনাথেশ্বর মন্দিরেও কএকখানি শিলালিপি আছে, তন্মধ্যে একখানি পাঠে জানা যায়, ঐ মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী গোপুর ১৫৮৫ শকে মদুরার বিজয়রঙ্গ চোক্কলিঙ্গ নায়ক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এখানকার একখানি তাম্রশাসনে লিখিত আছে—শৈলচূড়াস্থ মন্দিরের দেবসেবার জন্য ১৬৫৬ শকে মহিসুরের কৃষ্ণরাজ উদৈয়ার অনেক জমি দান করেন।

এই সহরে হাজারের অধিক লোকের বাস। বস্ত্রবয়ন ব্যবসাই এখানকার প্রধান। এখানে অতি চমৎকার চন্দন-কাষ্ঠের গোলা প্রস্তুত হয়।

তিরুচেন্দুর, তিন্নেবেলি জেলার তেঙ্করই তালুকের মধ্যবর্ত্তী

একটী সহর। অক্ষা° ৮°২৯´৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°১০´৩০´´ পূঃ। শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে ৯ ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণকোণে সমুদ্রকূলে অবস্থিত। এখানকার সুব্রহ্মণ্যস্বামীর মন্দির অতি বিখ্যাত। স্থলপুরাণে এখানকার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বর্ষে বর্ষে অনেক তীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া থাকে। এখানকার মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য অতি সুন্দর, তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন শিলালিপি আছে। সমুদ্রের ধারে ষোড়শটী স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে, তাহাতেও প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

তিরুচানূরু (বা অলমেলু মঙ্গপুরম্) আরুকাড়ু (আর্কট) জেলাস্থ একটী পুণ্যস্থান, নিম্ন তিরুপতির ১।০ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে লক্ষ্মী, বরদরাজস্বামী, কৃষ্ণস্বামী, অম্ববারু প্রভৃতি প্রাচীন দেবমন্দির আছে, তন্মধ্যে এখানকার স্থলপুরাণে লক্ষ্মীর মাহাত্ম্যই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। লক্ষ্মীকে দেখিবার জন্য অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। কৃষ্ণস্বামী ও অম্মবারুর মন্দিরে কএকখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

তিরুচুনই, মদুরা জেলার একটী গ্রাম। মেলূরের ৭।০ ক্রোশ উত্তরে ত্রিশিরাপল্লীর পথে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন শিবমন্দির পরাক্রম চোল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রবাদ আছে। তাহাতে অনেক শিলালিপি দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে একখানি আধুনিক শিলালিপি পাঠে জানা যায়, ১৭০৫ শকে ঐ মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে।

তিরুচুলই, উক্ত জেলার মধ্যে রামনাদের ২২ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত একটী তালুকের সদর। এখানে পরাক্রম পাণ্ড্য নির্ম্মিত একটী বৃহৎ শিবালয় আছে। তজ্জন্য এখানে অনেক তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে।

তিরুছিরই, তঞ্জোরের মধ্যবর্ত্তী কুম্ভকোণের ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে এক প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ও তাহাতে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

তিরুতানি (তিরুত্তণি) একটী প্রাচীন সহর। শোলিঙ্গম্ হইতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত ও কারবেট নগরের জমিদারীর অন্তর্গত। অক্ষা° ১৩°১০´২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯°৩৮´৪০´´ পূঃ। তিরুতানি এই নামের উৎপত্তি-বিষয়ে স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ প্রচলিত আছে—

পুরাকালে সুব্রহ্মণ্যস্বামী তারকাসুর, সিংহচক্রাসুর, সুরপদ্মাসুর প্রভৃতি অসুরদিগকে বধ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করেন। "তিরুত্তণিগৌ" শব্দের অর্থ সুবিশ্রাম, ইহা হইতে এই নাম উৎপন্ন হইয়াছে, ও তাহারই অপভ্রংশ তিরুতানি। ইন্দ্র উপদ্রবশূন্য হইয়া স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে সুব্রহ্মণ্যস্বামীকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য আপন কন্যা দেবসেনাকে অর্পণ করেন। সুব্রহ্মণ্যস্বামী ইহার পাণিগ্রহণ করিয়া এইখানে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তাহার পর বল্লীম্মা নামে আর একটী রূপবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিষয়ে দুইটী প্রবাদ আছে। ১ম প্রবাদ বল্লীম্মা কোন ব্রাহ্মণের ঔরসে চণ্ডালকন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার মাতা আপন স্বামীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করেন, সদ্যোজাত শিশুকে বনে ফেলিয়া পতির অনুসরণ করিবেন। সুতরাং বল্লীর জন্ম হইবামাত্র তাহার মাতা তাহাকে ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইয়াছিল। কোন অস্পৃশ্য জাতি তাহাকে লালন পালন করিয়াছিল, বল্লী যুবতী হইলে অতিশয় রূপবতী বলিয়া বিখ্যাত হইল। বল্লী পাহাড়ে বসিয়া পালকপিতার শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিত। একদিন সুব্রহ্মণ্যস্বামী ইহাকে দেখিয়া রূপে বিমোহিত হন। পরে ইহাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশে তিরুতানি হইতে এক সুড়ঙ্গ কাটিয়া তদ্দ্বারা প্রত্যহ বল্লীর নিকটে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। পরে সুব্রহ্মণ্য ইহাকে বিবাহ করিয়া তিরুতানিতে লইয়া আসেন। উত্তর আরুকাড়ুর অন্তর্গত চিত্তুর তালুকের মেলপদি গ্রামে বল্লীম্মার পালিত পিতার বাস ছিল। এই গ্রামের ১ মাইল পশ্চিমে যে স্থানে তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ, পরে মিলন ও বিবাহ হয়, আজিও তথায় একটী মন্দিরে সুব্রহ্মণ্য স্বামী ও বল্লীম্মার মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। বল্লীর মাতা কোন অস্পৃশ্য জাতির কন্যা ছিল। কেহ কেহ বলেন যে বল্লীর মাতা সুপ্রসিদ্ধ তামিল কবি তিরুবল্লুবরের ভগিনী ভিন্ন অপর কেহ নহে।

২য় প্রবাদ, কোন সময়ে লক্ষ্মী ও নারায়ণ হরিণ ও হরিণীরূপে কৌতুক ক্রীড়া করিয়াছিলেন। হরিণরূপিণী লক্ষ্মী এই সময় একটী কন্যা প্রসব করিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করেন। পরে সপতীকা নগরীর কুরব নামে কোন রাজা বল্লীমলয় নামক পর্ব্বতে ঐ কন্যাকে কুড়াইয়া পাইয়া লালন পালন করেন এবং তাহাকে বল্লীমলয়ের নিকট পাইয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম বল্লীম্মা রাখেন। কোন সময়ে সুব্রহ্মণ্য স্বামী মৃগয়া করিতে যাইয়া ইহাকে দেখিতে পান, এবং ইহার রূপে বিমোহিত হইয়া রাজার নিকট এই কন্যার করপ্রার্থী হন। রাজা ইহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। সুব্রহ্মণ্য ইহাকে বিবাহ করিয়া স্বস্থানে আগমন করেন।

তিরুতানির মন্দির অতি পুরাতন। একাদশ শতাব্দীতে চোল রাজাদিগের সময় ইহারমূল পত্তন হয় এবং বিজয়নগরের রাজগণ কর্ত্তৃক ইহার সংস্কার বর্দ্ধিত হয়। এই মন্দির একটী উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত, পাহাড়ে উঠিবার

দুইটী পথ আছে এবং উত্তর পথেই উত্তম সোপান আছে, যাত্রীদিগের থাকিবার জন্ত রাস্তার ধারে অনেকগুলি ছত্র আছে। মন্দিরের পার্শ্বে কুমার, ব্রহ্মা, অগস্ত্য, ইন্দ্র, শেষ, রাম, বিষ্ণু, নারদ ও সপ্তর্ষি নামে ছোট বড় নয়টী তীর্থ আছে। প্রত্যেক তীর্থের মাহাত্ম্য বিষয়ে স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। মন্দিরের সম্মুখে যে পুষ্করিণী আছে, তাহাকে কৈলাসতীর্থ কহে। সুব্রহ্মণ্যস্বামীর দণ্ডায়মান প্রস্তরময়-মূর্ত্তি প্রমাণ মানুষের মত ও চতুর্ভুজ। ইনি শৈশব-কালে কৃত্তিকা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে কৃত্তিকা নক্ষত্রে এই মন্দিরে বিশেষ সমারোহের সহিত উৎসব হয়, এই উৎসবে অনেক দূর হইতে যাত্রী আইসে। দেবসেনা ও বল্লীমাতার মন্দির পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং পূজাদিও পৃথক্ রূপে হয়। তিরুতানি চারি অংশে বিভক্ত। ১ম, থান তিরুতানি, ইহা পর্ব্বতের উপরে ও দেবালয়ের পার্শ্বে; এখানে অধিকাংশ বৈদিক অর্চ্চক বাস করেন। ২য়, মঠ গ্রাম। এখানে ৩০টী মঠ, ১০টী ছত্র ও ২৩টী মণ্ডপ আছে, এই জন্ত এই স্থানকে মঠম্ কহে। ৩য়, নল্লীনগুণ্টা, নল্লীন নামে কোন রাজা ৯০ বৎসর পূর্ব্বে এক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া পাহাড়ের চারিদিকে ব্রাহ্মণদিগের বাসের জন্ত পাকা বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তদবধি রাজার নামে উক্ত গ্রাম হইয়াছে। ৪র্থ, অমৃতপুর—এই স্থানে এইরূপ প্রবাদ আছে, এখানকার বর্ত্তমান জমিদারের পিতামহ যেঙ্কট পেরুমলরাজ কোন সময়ে অতি কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া এই স্থানে দুগ্ধ ও ঘোল খাইয়া আরোগ্য লাভ করেন, এই অবধি এই স্থানের নাম অমৃতপুর হইয়াছে। দেবালয়ের দক্ষিণে ১ মাইল দূরে এডুবন নামক একটী বনে ৭টী কুণ্ড আছে, উক্ত কুণ্ডের নিকট সপ্তকুমারীদিগের মন্দির, কিন্তু এখন তাহা ভগ্নাবস্থায় আছে। কারবেট নগরের জমিদার এখানকার মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

তিরুত্তুরৈপুণ্ডি, তঞ্জোর জেলাস্থ তিরুত্তুরৈপুণ্ডি তালুকের সদর। তঞ্জোর হইতে ১৯ ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণাংশে অবস্থিত। এখানে অতি প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে।

তিরুত্তঙ্কল, তিন্নেবেলি জেলায় শাত্তুর তালুকের মধ্যস্থিত একখানি প্রাচীন গ্রাম। এখানকার বিষ্ণুমন্দিরের বহিঃ-প্রাচীরে প্রাচীন শিলালিপি খোদিত আছে।

তিরুত্তরকোশমঙ্গৈ, মদুরা জেলায় রামনাদের ৪ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। প্রবাদ এই রূপ, এখানে পাণ্ড্য-রাজগণের প্রাচীন রাজধানী ছিল। এখানকার ভাস্কর ও শিল্পকার্য্যযুক্ত শিবমন্দির দেখিবার জিনিষ। ঐ মন্দিরে অনেক শিলালিপি খোদিত আছে, তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন লিপি ১৩০৫ শকে বীর পাণ্ড্যদেবের রাজ্যত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

তিরুনন্নিয়ুর, তঞ্জোর জেলাস্থ মায়াবরমের ৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একখানি প্রাচীন গ্রাম। এখানে একটী অতি পুরাতন শিবমন্দির ও তাহাতে প্রাচীন শিলালিপি খোদিত আছে।

তিরুনরুঙ্কুলম্, দক্ষিণ আর্কাড়ুর অন্তর্গত তিরুকোই-লূরের ৬৷৹ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে অতি প্রাচীন শিবমন্দির ও জৈন দেবমন্দির আছে। শিব-মন্দিরে কএকখানি বৃহৎ শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এখানকার স্থলপুরাণে জৈন মন্দিরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

তিরুনবারি, মলবার জেলার পোনানি তালুকের অন্তর্গত একখানি প্রাচীন গ্রাম। কুট্টিপুরম্ ও তিরূর রেলষ্টেসনের মাঝামাঝি অবস্থিত। গ্রামের পার্শ্বে কৃষিক্ষেত্রের উপর একটী আলি আছে। পূর্ব্বকালে প্রতি দ্বাদশ বৎসরান্তে রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে এখানে নরবলি হইত। প্রায় দুই শত বর্ষ হইল, এই প্রথা রহিত হইয়াছে। বন্দের নিকটই একটী পাহাড়কাটা গুহা দেখা যায়, এখানে দাঁড়াইয়া রাজা বলি দর্শন করিতেন। গ্রামের মধ্যে রামচন্দ্রের মন্দির আছে।

তিরুনামবল্লুর, দক্ষিণ আর্কাড়ুর অন্তর্গত তিরুকোইলূর সহর হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একখানি প্রাচীন গ্রাম। এখানে এক শিবমন্দির ও তাহাতে বিস্তর প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ আছে। ১১৫৪ শকের পূর্ব্বেও এই মন্দির বিদ্যমান ছিল, কারণ ঐ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে পুরোহিতগণের সহিত দেবসেবার বন্দোবস্তের কথা বর্ণিত আছে। এ ছাড়া বিকৃত সংবৎসরে উৎকীর্ণ মহামণ্ডলেশ্বর নরসিংহদেব ও চোলরাজ কোনেরি-নম্মই-কোণ্ডনের কএক-খানি অনুশাসন লিপি আছে।

তিরুনাগেশ্বরম্, তঞ্জোর জেলাস্থ কুম্ভকোণ তালুকের অন্তর্গত একটী সহর। এখানে প্রায় ছয় হাজার লোকের বাস। জেলার মধ্যে এখানেই বস্ত্রবয়নাদির প্রধান আড্ডা। একটী অতি প্রাচীন শিবমন্দিরও আছে।

তিরুনিরইয়ুর, তঞ্জোর জেলাস্থ কুম্ভকোণের আড়াই ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একখানি প্রাচীন গ্রাম। এখানে শিব মন্দির ও তাহাতে প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ আছে।

তিরুপতি (ত্রিপতি) উত্তর আর্কাড়ু জেলার একটী প্রধান

বৈষ্ণব তীর্থ ও চন্দ্রগিরি তালুকের প্রধান সহর। এখানে পাকাল জংসন শাখা-রেলের একটী ষ্টেসন আছে, ষ্টেসনটী নিম্ন তিরুপতি সহর হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে পাহাড়ের উপর শ্রীনিবাসদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ঐ পাহাড় তিরুমলয় নামে খ্যাত। ইহা নিম্ন তিরুপতি হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে হইবে। তিরুমলয়ে উঠিবার ৪টী প্রধান পথ আছে। ১মটী নিম্ন তিরুপতি হইতে উত্তরদিকে। ২য়টী চন্দ্রগিরির দিক্ হইতে পূর্ব্বোত্তরাভিমুখে। ৩য়টী নাগপট্টন হইতে পশ্চিমদিকে ও চতুর্থটী বালপট্ট হইতে পূর্ব্বদিকে। ইহা ভিন্ন উপরে উঠিবার আরও অনেকগুলি সুঁড়ি পথ আছে। ইহাতে উঠিবার সিঁড়ি নিম্ন তিরুপতি হইতে ১ মাইল দূরে হইবে। এই পাহাড়ে ৭টী প্রধান শৃঙ্গ আছে, প্রত্যেকটী ভিন্ন২ নামে প্রসিদ্ধ, যে শৃঙ্গটী শেষাচল নামে কথিত, তাহারই উপরে শ্রীনিবাসদেবের মন্দির আছে। এই কারণে কেহ কেহ সমস্ত পর্ব্বতকে শেষাচলম্ বলিয়া থাকে। এই গিরির অপর নাম ব্যঙ্কট। স্কন্দপুরাণীয় ব্যঙ্কটাদ্রিমাহাত্ম্যে ইহার বিবরণ এইরূপ দেখা যায়—

কোন সময়ে বিষ্ণু রমার সহিত অন্তঃপুরে ক্রীড়া করিতেছিলেন, শেষনাগ পুরদ্বারে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত ছিল। এমন সময় বায়ু আসিয়া অন্তঃপুরে যাইবার চেষ্টা করেন। শেষ তাহাকে নিষেধ করিলে বায়ু তাহার কথা না শুনিয়া বলপ্রয়োগে ভিতরে যাইতে চাহিলেন, তাহাতে দুইজনে অত্যন্ত কলহ আরম্ভ হয়। বিষ্ণু দ্বারদেশে কলহ শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিয়া কহিলেন, তোমরা কেন বিবাদ করিতেছ। বিষ্ণু বিবাদের কারণ অবগত হইয়া শেষকে কহিলেন, জগতে বায়ুই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। শেষ বিষ্ণুর কথা শুনিয়া বলিলেন, ভগবান্ বায়ু ও আমার মধ্যে কে বলবান্ তাহা প্রত্যক্ষ করুন। জাম্বুনদতটে ব্যঙ্কটগিরি আছে, আমি তাহা বেষ্টন করিয়া থাকিব, বায়ু আমাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ স্বীকার করিব। শেষ ব্যঙ্কটগিরি বেষ্টন করিলে বায়ু প্রবল বেগে তাহাকে উড়াইয়া অর্দ্ধলক্ষ যোজন দূরে দক্ষিণ সমুদ্র হইতে ৩২ যোজন উত্তরে ও পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিমভাগে সুবর্ণমুখী নদীর বামভাগে ফেলিয়া দিয়াছিল। শেষ পতন জন্য বিশীর্ণ দেহ ও লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া আপনাকে অপমানিত বোধ করেন এবং এই গিরিশৃঙ্গে অনেক দিন ধরিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যান করেন। বিষ্ণু প্রীত হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। শেষ এই বর প্রার্থনা করেন, আপনি যেমন আমার কুণ্ডলে বৈকুণ্ঠে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন, তদ্রূপ ব্যঙ্কটস্থিত শৈলরূপ আমার দেহে নিত্য বাস করুন্। ভগবান্ "তথাস্তু" বলিয়া তদবধি শঙ্খচক্র হস্তে শেষাচলে বাস করিতেছেন। তিনি ব্যঙ্কটগিরির উপরিস্থিত বলিয়া ব্যঙ্কটেশ বা ব্যঙ্কটপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বরাহপুরাণে দেখা যায় যে, ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা গমন সময়ে সদলে এই স্থানে আসিয়া স্বামিতীর্থে স্নান করেন এবং এই পুরাণের ৪১ অধ্যায়ে দেখা যায়, পাণ্ডবগণ বনবাস কালে এই পর্ব্বতে আসিয়া এক বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন ও যে তীর্থতটে তাহারা ছিলেন, তাহা পাণ্ডবতীর্থ নামে অভিহিত হইতেছে। স্কন্দপুরাণে ব্যঙ্কটাচলমাহাত্ম্যে দেখা যায়, রামানুজাচার্য্য ব্যঙ্কটশৈলে আসিয়া আকাশগঙ্গার ধারে বিষ্ণুর পঞ্চ অক্ষর মন্ত্র ধ্যান করিয়াছিলেন, বিষ্ণু তপে তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। রামানুজ কলির ৪১১৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং ৯০০ শত বর্ষের পূর্ব্বেও এই স্থান মহাতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

পর্ব্বতশ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঝরণা ও তাহার নিকট ছোট বড় জলাশয় আছে। সে গুলি পুণ্যতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। তাহার মধ্যে ৭টী প্রধান; ১ম স্বামিতীর্থ, ২য় বিয়দ্গঙ্গা, ৩য় পাপবিনাশিনী, ৪র্থ পাণ্ডবতীর্থ, ৫ম তুম্বীরকোণ, ৬ষ্ঠ কুমারবারিকা ও ৭ম গোগর্ভ। স্বামিতীর্থ লম্বা ১০০ গজ ও প্রস্থে ৫০ গজ, চারিদিকে গ্রেনাইট প্রস্তর দ্বারা সোপান বাঁধান। এই তীর্থ দেবালয়ের নিকট। যাত্রিগণ ইহাতে অবগাহন করিয়া থাকে। পাপবিনাশিনী তীর্থ দেবালয় হইতে ৩ মাইল দূরে একটী সামান্য জলপ্রপাতের নীচে অবস্থিত, এই জলপ্রপাতের নীচে দাঁড়াইয়া স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাতক বিনষ্ট হয়। এখানে এইরূপ প্রবাদ আছে, পাপের তারতম্য হেতু জলের বর্ণ পর্য্যন্ত মলিন হয়। পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে যে জলপ্রপাত তাহাই তুম্বুরকোণ (তুম্বিরকোণা) নামে পরিচিত। স্থলপুরাণের মতে—পূর্ব্বে এইখানে ঋষিগণ বাস করিতেন। এখন ইহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানে কোন মানসিক করিতে হইলে কপিলতীর্থে স্নান করিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত ব্যঙ্কটেশের কাঁটা গলায় ধারণ করিতে হয়। পরে স্বামিতীর্থে স্নান করিলে ঐ কাঁটা তাহার কপোলদেশ হইতে আপনি খুলিয়া পড়ে, এইরূপ প্রবাদ আছে। কপিলতীর্থের পশ্চাতে যে বৃহৎ গোপুর আছে, তাহা অলিপিলি নামে খ্যাত। এই গোপুরের দ্বার পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোক আসিতে পারে, ইহার পর কেবল হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতি যাইবার অধিকার নাই। এই স্থান হইতে উপরে উঠিবার পাকা সিঁড়ি আরম্ভ

হইয়াছে। এই সিঁড়ি প্রায় ১ মাইল লম্বা ও জমির সমতল হইতে ন্যূনাধিক এক হাজার ফিট উচ্চ হইবে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামস্থান আছে। সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটী বৃহৎ গোপুর আছে, ইহা 'গালি-গোপুর' নামে খ্যাত, এই গোপুরের পশ্চাতে বৈকুণ্ঠ নামক মন্দিরে রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিরাজমান। এই মন্দিরের ঈশানকোণে বৈকুণ্ঠগুহা নামে এক গুহা আছে। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীশৈলে আগমন কালে তাহার অনুচরগণ এই গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল। এই স্থান হইতে ব্যঙ্কটেশ মন্দিরে যাইবার পাকা রাস্তা আছে।

তিরুমলয় গিরিস্থিত নগরটী অতি সামান্ত। ইহা স্বামী-তীর্থের ব্যঙ্কটস্বামী ও বরাহস্বামীর মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে অবস্থিত। এখানে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি বাস করিতে পায় না। এখানকার লোকসংখ্যা পনর ষোল শতের অধিক হইবে না। এখানে যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য অনেকগুলি ছত্র আছে। এই ছত্র সকল মহিসুর ও কোচীনের রাজা এবং কালহস্তী ও বাঙ্কটগিরির জমিদারগণ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের পার্শ্বে সহস্র স্তম্ভমণ্ডপ আছে, এই স্তম্ভের কার্য্য অতি পরিপাটী, ইহা গ্রেনাইট প্রস্তরস্তম্ভের উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। রাস্তার দিকে তাহার প্রত্যেকটীতে বড় বড় মূর্ত্তি খোদিত। এই মণ্ডপের একাংশ পড়িয়া গিয়াছিল, ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহার জীর্ণসংস্কার হইয়াছে। ইহার একপার্শ্বে একখানি অপূর্ব্ব প্রস্তররথ পড়িয়া আছে, চন্দ্রচোল নামে এক রাজা এই প্রস্তরের রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহাতে ব্যঙ্কটেশের রথ হইত, এখন আর হয় না। এখানে স্বামীতীর্থে স্নান করিতে হয়। দেবালয় তিনটী ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত, বাহিরের প্রাচীর কৃষ্ণবর্ণ গ্রেনাইট প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত, তাহার একপার্শ্বে একটী বৃহৎ অনুশাসনলিপি খোদা আছে। ইহার দরজায় একটী সামান্ত গোপুর আছে; এই প্রাচীর লম্বায় ১৩৭ গজ ও প্রস্থে ৮৭ গজ। এই মন্দিরে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। ইহার দক্ষিণের এক হস্তে চক্র, অপর হস্ত পৃথিবীর দিকে এবং বামদিকের এক হস্তে শঙ্খ, অপর হস্তে পদ্ম শোভিত। এই মূর্ত্তির সঙ্গে শক্তি না থাকায় অনেকে অনুমান করেন, পূর্ব্বে এখানে কেবল শিবমূর্ত্তিই ছিল, রামানুজের যত্নে সেই মূর্ত্তিতে শঙ্খ ও চক্র শোভিত দুইখানি সোনার হাত জুড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান বিষ্ণু বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ, কুলোত্তুঙ্গ চোলের পুত্র তোণ্ডমন চক্রবর্ত্তী এই প্রসিদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মন্দিরে দেবদর্শন করিতে হইলে কিছু দর্শনী দিতে হয়। দেবের দুগ্ধস্নান দেখিতে হইলে ১৩৲ টাকা, তুলসীদ্বারা সহস্রনাম অর্চ্চনা ৭৲ টাকা ও কর্পূরালোকে দেবদর্শন করিলে ১৲ টাকা দিতে হয়। বেলা ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত অর্চ্চনা প্রভৃতি হইয়া থাকে। সাধারণের দর্শনের জন্য অর্দ্ধঘণ্টা দ্বার খোলা থাকে। আরকাড় প্রদেশ ইংরাজশাসনাধীন হওয়া অবধি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মন্দির ইংরাজ গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে ছিল। পরে ইহার ভার মহন্তের উপর অর্পিত হয়, অদ্যাবধি মহন্তের উপর এই ভার আছে। এই দেবালয়ের বাৎসরিক আয় প্রায় ২১ হাজার টাকা ও ব্যয় প্রায় ১৫ হাজার টাকা, অন্যান্য দেবালয় সদৃশ এই দেবালয়ে দেবাঙ্গনা নাই। এখানে পূর্ব্বে কোন কুলটা পদার্পণ করিতে পারিত না। এখন আর সে দিন নাই, ইহার অনেক ব্যতিক্রম হইয়াছে। যে সকল মহাত্মা এই মন্দিরে উন্নতি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম আজও মন্ত্রপুষ্পের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। দেবালয়ের হস্তলিপিতে তাঁহাদের এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। পরীক্ষিৎ প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় প্রাচীর ও তাঁহার পুত্র জনমেজয় বহির্ভাগের প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরে বিক্রম নামে অপর কোন রাজা এই মন্দিরের সংস্কার করিয়া দেন। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, তোণ্ডমন চক্রবর্ত্তী মহারাজ বর্ত্তমান মূলমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় ব্যঙ্কটেশ মাহাত্ম্যে এই বিষয়ের অস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়,—কোন সময়ে নারদ পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, গঙ্গার দক্ষিণ এক সহস্র ক্রোশ অন্তরে ও পূর্ব্বসাগরের ২৫ ক্রোশ পশ্চিমে এক মনোহর গিরি আছে। বিষ্ণু ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, কলিযুগে চোলরাজপুত্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমি ঐখানে থাকিব। এখানকার প্রধান উৎসব আশ্বিন মাসের ১০ দিন ব্যাপিয়া হয়। উৎসবের পঞ্চম দিনে গরুড়োৎসব ও দশম দিনে নারায়ণবনে পদ্মাবতীর সহিত বাৎসরিক কল্যাণোৎসব হইয়া থাকে।

ব্যঙ্কটেশস্বামীর মন্দিরের বাহিরে স্বামী-পুষ্করিণী-তীরে একটী সামান্ত মন্দিরে বরাহস্বামীর মূর্ত্তি আছে। কেহ বলেন, কোন যজ্ঞ-বরাহ বিচরণ করিতে করিতে ঐ স্থানে আসিয়াছিলেন, অতএব ইনি ঐ শৃঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সেই অবধি ঐখানে বরাহস্বামী প্রতিষ্ঠিত আছেন। যাত্রিগণ ইহার পূজা আগে দিয়া ব্যঙ্কটেশস্বামীর পূজা দিয়া থাকেন। ব্যঙ্কটেশ স্বামীর মন্দিরের নিকট গোগর্ভতীর্থের কাছে ক্ষেত্র বলিগুণ্ডি নামে এক প্রস্তরময় স্তম্ভ আছে। কেহই

এ স্তম্ভের নিকট মিথ্যা কথা বলিতে সাহসী হয় না। যে সকল বিষয়ের সত্যাবধারণ করিতে বিচারক সমর্থ হন না, এখানে তাহা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, বাদী ও প্রতিবাদী গোগর্ভতীর্থে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে ঐ স্তম্ভের নিকট আসিয়া যাহা বলে, তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। এই রূপ শপথ করিতে হইলে বাদী ও প্রতিবাদীকে ৭৲ টাকা জমা দিতে হয়। তৎপরে খিচুড়ী, পুরী, অন্ন ও দধিমণ্ডীর ভোগ হইয়া থাকে। বৈরাগিগণ এই ভোগ প্রসাদ পায়।

নিম্ন তিরুপতি নগরটী কখন কখন স্বামীজী গোবিন্দ-পত্তন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সহর হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোহর। দেড় ক্রোশ দক্ষিণে সুবর্ণ-মুখী নদী প্রবাহিত। উত্তরে এক মাইল দূরে তিরুমলয়-গিরিমালার মনোহর শোভা। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বহুদূর ব্যাপিয়া অগণন ছোট ছোট গিরিমালা বিরাজ করিতেছে। সহরের উত্তর দিকে ১ মাইলের মধ্যে তিরুমলয়ের গায়ে কপিলতীর্থ নামে জলপ্রপাত আছে, বর্ষাকালে এই প্রপাত হইতে যখন জল নির্গম হয়, তখন ইহা অতিশয় মনোহর শোভা ধারণ করে। প্রত্যেক যাত্রী তিরুমলয়ে উঠিবার পূর্ব্বে এই তীর্থে অবগাহন করিয়া থাকে। পর্ব্বতের পার্শ্বে একটী প্রস্তরময় হনুমানের মূর্ত্তি আছে।

এই সহর অতি প্রাচীন। অক্ষা° ১৩° ৩৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৭´ ৫০´´ পূঃ। ইহার পথ অতি অপ্রশস্ত। এখানকার লোকসংখ্যা ১৪২৪৫। এখানে ডিপুটী তহসীলদার ও ডিষ্ট্রিক্ট মুন্‌সেফের আপিস আছে। এ স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১টী দেবালয় বিদ্যমান। ইহার মধ্যে গোবিন্দস্বামী ও রামস্বামীর দেবালয় প্রসিদ্ধ। রামস্বামীর মন্দিরের গোপুর অতি উচ্চ ও পরিষ্কার। এখানে এইরূপ প্রবাদ আছে, গোবিন্দস্বামী ব্যঙ্কটেশস্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদর। এখানকার বিষ্ণু মূর্ত্তিটী অতি বৃহৎ ও শেষ-শয্যায় অর্দ্ধশায়িত।

নিম্ন তিরুপতির ৩ ক্রোশ পশ্চিমে চন্দ্রগিরি নামে একটী প্রাচীন সহর আছে। চোলরাজগণ এক সময়ে একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এইখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে উহা বিজয়নগরের রাজাদিগের অধীনে আসে। ১৬৪৯ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চন্দ্রগিরির রাজা শ্রীরঙ্গরায়ের নিকট হইতে মান্দ্রাজের বন্দর স্থাপনের সনন্দ পাইয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তখনও চন্দ্রগিরির রাজগণ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন এবং এই রাজ্য মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন রাজা ও রাজধানী কিছুই নাই। কিন্তু রাজভবনের এক অংশ বিদ্যমান আছে, তাহাও এখন দেখিবার উপযুক্ত। তিরুপতিতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্য, ভাস্কর্য্য ও হিন্দুরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ বহুসংখ্যক শিলালিপি তিরুপতির নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা যায়, এখানকার মহন্তের নিকট প্রায় দুই গাড়ী তাম্রশাসন রহিয়াছে।

২ পূর্ব্বোক্ত তিরুপতি ছাড়া গোদাবরী জেলায় এলুরু তালুকের মধ্যে আর একটী তিরুপতি আছে, ইহার অপর নাম দ্বারকা-তিরুমল। উপরোক্ত তিরুপতির ন্যায় এই স্থানও মহাপুণ্য স্থান বলিয়া এই জেলায় অধিবাসিগণের নিকট প্রসিদ্ধ। এখানকার মন্দিরটীও তিরুমলয় নামক ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

তিরুপত্তুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর শেলম্ (সালেম) জেলার একটী তালুক ও ঐ তালুকের প্রধান নগর। সহরটী অক্ষা° ১২° ২৯´ ৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৩৬´ ৩০´´ পূর্ব্বে অবস্থিত। সহরের লোকসংখ্যা ১৬৪৯৯, তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু, তৎপরে মুসলমান। এখানে রাজকীয় কার্য্যালয়াদি সকলই আছে। জেলার মধ্যে এই স্থান হইতে নানাদিকে পথ বাহির হওয়ায় চারিদিক্ হইতে এখানে শস্য আমদানী হয়। এখানে চামড়ার ব্যবসাও মন্দ নয়। সহরের মধ্যে একটী অতি বৃহৎ সরোবর আছে, জেলার মধ্যে তত বড় পুকুর আর কোথাও নাই।

তিরুপরঙ্গাড়ু, দক্ষিণ আর্কাড়ুর অন্তর্গত আর্কাড়ু সহরের দশ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত একখানি প্রাচীন গ্রাম। গ্রামের মধ্যে প্রাচীন দেবমন্দিরে কএকখানি প্রাচীন শিলালিপি খোদিত আছে।

তিরুপুড়ৈ মরুদূর, এই স্থান তিন্নেবেলি জেলার মধ্যে অম্বাসমুদ্রের দেড় ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে যেখানে ঘটনা নদী তাম্রপর্ণীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গমের ধারে অবস্থিত। এখানে অনেক পবিত্র দেবমন্দির আছে। প্রধান মন্দিরে খৃষ্টীয় ১৫শ হইতে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যে প্রদত্ত কোলস্বাক্ষ-অঙ্কিত কএকখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ ও একখানি তাম্রশাসন আছে।

তিরুপুর, কোএম্বাতোর জেলার অন্তর্গত একটী সহর ও রেলষ্টেসন। অক্ষা° ১১° ৩৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪০´ ৩০´´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ৪০০০।

তিরুপোলুর, চেঙ্গলপট্টু জেলার অন্তর্গত কোভলঙ্গ সহরের ৩½ দক্ষিণপশ্চিমে ও চেঙ্গলপট্টু সহরের ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির

আছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রধান আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর এই মন্দিরের অধ্যক্ষের নিকট হইতে কতকগুলি পরওয়ানা ও প্রাচীন তাম্রশাসন পাইয়াছিলেন।

তিরুপ্পংতিরুত্তি, তঞ্জোর জেলায় তিরুবাড়ী হইতে ১ ক্রোশ পশ্চিমে ও তঞ্জোর হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে শিল্পকার্য্যখচিত এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে অনেক খোদিত লিপি আছে।

তিরুপ্পচট্টি, মদুরা জেলার মধ্যে শিবগঙ্গা জমীদারীতে তিরুপ্পুবনম্ নামক স্থানের ৩ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে অনেকগুলি খোদিত লিপি আছে।

তিরুপ্পট্টুর, ত্রিশিরাপল্লী জেলায় মুশিরি তালুকে মুশিরি সহরের ১২ ক্রোশ পূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে অনেকগুলি প্রাচীন শিলালিপি আছে।

তিরুপ্পত্তুর, মদুরা জেলায় তিরুমঙ্গলম্ তালুকের মধ্যে তিরুমঙ্গলম্ সহর হইতে ৮০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে খোদিত লিপি আছে।

তিরুপ্পদিকুন্রম্, চেঙ্গলপট্টু জেলায় কাঞ্চীপুর তালুকে কাঞ্চীপুরের ১½ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন, অতিসুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট শিবমন্দির ও অনেকগুলি খোদিত লিপি আছে। তন্মধ্যে একখানি কৃষ্ণদেব মহারায়ের রাজত্বকালে ১৪৪০ শকাব্দে (১৫১৮ খৃষ্টাব্দে) খোদিত হয়। লিপিখানিতে মন্দিরার্থ জমীদানের কথা লিখিত আছে।

তিরুপ্পদিরিলিয়ুর, দক্ষিণ আর্কাড় জেলায় কুদালুর সহরের ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে রেল ষ্টেসন এবং উত্তম কারুকার্য্যবিশিষ্ট একটী প্রাচীন শিবমন্দির ও মন্দিরে অনেকগুলি খোদিত লিপি আছে।

তিরুপ্পনন্দাল, তঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোণ সহরের ১১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক সম্পত্তিশালী শূদ্র প্রতিষ্ঠিত মঠ আছে। এই মঠে কদ্জন পত্রে লিখিত বহুসংখ্যক তামিল পুঁথি আছে। মঠে একখানি তেলগু ভাষায় ও তিনখানি তামিলভাষায় খোদিত তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তেলগু শাসনখানি এই মঠে তুরইয়ুর নামক স্থা' ভূমিদান পত্র, ইহা ১৬৬৬ শকে (১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে) ঘনগিরি নাম স্থানে বেঙ্কটপতিরায়ের রাজত্বকালে খোদিত হয়। তামিল শাসনগুলির মধ্যে একখানি ১৬৫৭ শকাব্দে (১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে) রামনাদের সেতুপতি সর্দ্দার হিরণ্যগর্ভযাচি-কুমার মুত্তুবিজয় রঘুনাথ সেতুপতি কর্ত্তৃক রামেশ্বরের নিকট এই মঠে কতকটা ভূমিদানের জন্য খোদিত হয়।

তিরুপ্পরকুন্নু, মলবার জেলায় বল্লুবনাদ তালুকে অঙ্গদীপুরের ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে ৩৯টী ডলমেন (প্রাচীনকালে অসভ্য জাতীয় মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্নার্থ চারিখণ্ড প্রস্তরের উপর একখণ্ড বৃহৎ প্রশস্ত দিয়া যে আসনবৎ স্থান প্রস্তুত হইত) আছে।

তিরুপ্পলক্কুড়ি, মদুরাজেলায় রামনাদ জমীদারীতে রামনাদ সহরের ১৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে সমুদ্রের নিকটে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহার সম্মুখে একখানি খোদিত লিপি এবং মন্দির মধ্যে একখানি তাম্রশাসন আছে।

তিরুপ্পলাত্তুরই, ত্রিশিরাপল্লী জেলায় ত্রিশিরাপল্লী সহরের ৩½ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে শিলালিপি আছে।

তিরুপ্পাক্কুড়ি, চেঙ্গলপট্টু জেলায় কাঞ্চীপুর তালুকে কাঞ্চীপুর সহরের ৩½ ক্রোশ পশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির এবং তাহাতে নানা প্রকার অক্ষরে খোদিত অনেকগুলি লিপি আছে।

তিরুপ্পার্কড়ল্, উত্তর আর্কাড় জেলার অন্তর্গত বালাজাপেটের ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একটী পুণ্যতীর্থ। এখানকার বিষ্ণুমন্দির বিখ্যাত। স্থলপুরাণে বিষ্ণুমন্দির ও এখানকার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখানে বিস্তর প্রাচীন শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। কাহারও মতে পূর্ব্বে শিবমন্দির ছিল, তাহাই এখন বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত হইয়াছে।

তিরুপ্পাশূর, (ত্রিপাসুর, তিরুপাসুর) চেঙ্গলপট্টু জেলার মধ্যবর্ত্তী তিরুবল্লুরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত একটী সহর। অক্ষা° ১৩° ৮´ ২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৫৫´ পূঃ। এখানে প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোকের বাস।

এস্থানও একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। হিন্দুরাজগণের সময়ে স্থাপিত একটী দুর্গ ও তন্মধ্যে একটী অতি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এখানকার স্থলপুরাণে এই স্থান ও শিবমন্দিরের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ঐ শিবমন্দিরের নানাস্থানে চোলরাজগণের সময়ের উৎকীর্ণ বিস্তর শিলালিপি আছে। এখানকার স্থলপুরাণে লিখিত আছে, মহারাজ করিকাল চোল কুরুম্বরদিগকে জয় করিয়া ছিলেন।

পূর্ব্বে পলিগারদিগের দৌরাত্ম্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেকে এই দুর্গে আশ্রয় লইত। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে

সর্ আয়ার কূট এই দুর্গ আক্রমণ করেন। কোম্পানীর আমলে এখানে নিম্নশ্রেণীর সৈনিক পুরুষেরা বাস করিত। তৎপরে অবসরপ্রাপ্ত গোরাসেনারাও অনেকে এখানে আসিয়া থাকিত।

তিরুপ্পিরম্বিয়ম্, এই স্থান তঞ্জোরজেলায় কুম্ভকোণের ২৷৷০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে এক অতি প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে পুরাবিদগণের দ্রষ্টব্য বিস্তর শিলালিপি খোদা আছে।

তিরুপুল্লাণি, ইহার সংস্কৃত নাম 'দর্ভশয়নম্'। মদুরাজেলায় রামনাদ জমিদারীর মধ্যে রামনাদ সহরের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। স্থলপুরাণে ও সেতুমাহাত্ম্যে এই স্থান একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রামেশ্বরের যাত্রিগণ প্রায় এই স্থান দর্শন ও এখানকার বিষ্ণুর দর্ভশয়ন মূর্ত্তির পূজাদি করিয়া যায়। সেতুমাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—রামচন্দ্র লঙ্কাযাত্রাকালে সমুদ্রের ধারে আসিয়া বরুণদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য তিন দিন দর্ভ বা কুশশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, এই জন্য এই স্থান দর্ভশয়ন নামে বিখ্যাত। এখানকার মূলমন্দিরস্থ শেষশায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তিকেই পাণ্ডারা রামচন্দ্রের দর্ভশয়নমূর্ত্তি বলিয়া দেখাইয়া থাকেন। দেখিলেই বোধ হয়, এক সময় এই স্থান সমুদ্রের ঠিক ধারেই ছিল, এখন সমুদ্র প্রায় তিনমাইল সরিয়া গিয়াছে। মূলমন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ সরোবর আছে, তাহাই সেতুমাহাত্ম্যে চক্রতীর্থ নামে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার চারিদিকে পাথর দিয়া বাঁধান ছিল, কিন্তু এখন তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার উত্তরদিকে একটী পুষ্করিণী আছে, তাহা রামতীর্থ। মন্দিরের প্রাচীর দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৪০০ ফিট্ হইবে। প্রবেশদ্বারের উপর বৃহৎ গোপুর। মূলমন্দির বড় না হইলেও উহার চারিদিকে বড় বড় মণ্ডপ আছে। বিজয়নাথ সেতুপতি এই প্রস্তরমণ্ডপগুলি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানকার জগন্নাথজীর মন্দির প্রধান, প্রবাদ এইরূপ— তিরুমঙ্গের আব্বার নামে এক ব্যক্তি চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মূলমন্দির মরকতনীলপ্রস্তরে নির্ম্মিত। কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হয়, তাহা জানা যায় না। তবে এখানে চোলরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনেকগুলি শিলালিপিতে এই মন্দিরের প্রসঙ্গ থাকায় তৎপূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

দর্ভশয়নের মন্দিরপার্শ্বে বরুণকুণ্ড। সেতুমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—রামচন্দ্র তিনদিন দর্ভশয়নে থাকিয়া যখন দেখিলেন, বরুণদেব আসিলেন না, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রকে শুষ্ক করিবার জন্য শরযোজনা করিলেন। সমুদ্র ভয়ে বেলা ছাড়িয়া একযোজন হটিয়া গেল। তখন বরুণ উক্ত কুণ্ড হইতে উঠিয়া স্তুতিবাদপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিলেন। তদবধি সেই কূপ বরুণকুণ্ড নামে খ্যাত হইয়াছে।

চক্র, বরুণ ও রামতীর্থ ব্যতীত এখানে সেতু ও অগস্ত্য নামে আরও দুইটী তীর্থ আছে। যাত্রিগণ যথানিয়মে এই পঞ্চতীর্থে স্নান করিয়া থাকেন। দর্ভশয়ন মূর্ত্তি ব্যতীত মহালক্ষ্মী, শ্রীদেবী, ভূদেবী, জগন্নাথ, কোদণ্ড রামস্বামী ও সন্তান রামস্বামীর কয়েকটী মন্দির আছে।

বিষ্ণুমন্দিরে বিস্তর প্রাচীন শিলালিপি খোদিত আছে।

তিরুপুণ্ডি, তঞ্জোর জেলার নাগপট্টন সহরের ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে খোদিত লিপি আছে।

তিরুপুরাপুর (তিরুপুষ্যপুরম্)—কৃষ্ণা জেলায় বিনুকোণ্ড সহরের ৪ ক্রোশ উত্তরে এই স্থান অবস্থিত। এখানে অসভ্য জাতির মৃত-সমাধি-নির্দ্দেশক কতকগুলি প্রস্তরাসন আছে।

তিরুপ্রঙ্গোত্তুর, মলবার জেলায় কোট্টয়ম্ সহরের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে এই স্থান অবস্থিত। এখানে একটী পাহাড়ে খোদিত গুহা আছে।

তিরুমঙ্গলম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মদুরা জেলার একটী তালুক ও ঐ তালুকের প্রধান সদর। তালুকের পরিমাণ ৬২৫ বর্গমাইল। সহরটী অক্ষা° ৯°৪৯´২০´´ উঃ ও দ্রাঘি ৭৮°১´১০´´ পূঃ। সহরে লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে এখানে বেল্লালর জাতি আসিয়া উপনিবেশ করে।

তিরুমঙ্গলকুড়ি, এই স্থান তঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোণ হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিব মন্দির ও তাহাতে গ্রন্থাক্ষরে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে।

তিরুমনুর (তিরুমানুর) ত্রিশিরাপল্লী জেলায় উদৈয়ার পলৈয়ম্ তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে সুন্দর ভাস্কর্য্যযুক্ত এক শিবমন্দির ও তাহাতে কএকখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

তিরুমল-নায়ক, মদুরার একজন বিখ্যাত রাজা। ইঁহার প্রকৃত নাম 'মহারাজমাণ্ডরাজশ্রী তিরুমল শেবরি নায়ণি আয্যালু গারু'। ত্রিশিরাপল্লী পরিত্যাগ করিয়া মদুরায় আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার যত্নে মদুরায় সুন্দর রাজপ্রাসাদ ও অনেক দেবমন্দির নির্ম্মিত হয়। তিনি প্রথমেই বিজয়নগরের অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া একবার স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় মহিসুরসৈন্য দিণ্ডিগুল নামক স্থানে আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করে। কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিল।

১৬২৩ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ডি নবিলিয়াস্ নামক প্রসিদ্ধ জেসুট মদুরায় আগমন করেন, তখন মদুরারাজ তিরুমলের সহিত রামনাদের সেতুপতির ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। এই যুদ্ধে তিরুমল কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

তিনি বরাবর বিজয়নগর রাজ্যের নিকট তাঁহার অধীনতার চিহ্ন স্বরূপ উপহার পাঠাইতেন। কিন্তু মধ্যে তাহা অবহেলা করায় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর-রাজকুমার তিরুমলকে শাসন করিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তিরুমল তঞ্জোর ও জিঞ্জীর নায়কদিগের সহিত যোগ দিলেন। বিজয়নগরের দলবল জিঞ্জী আক্রমণ করিল। এ দিকে তিরুমলের প্ররোচনায় মুসলমানেরা গিয়া বিজয়নগর আক্রমণ করিল। তথা হইতে তাহারা ক্রমশঃ মুসলমান-রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া বিজয়নগরের করদরাজ্যসমূহ আক্রমণ করিতে লাগিল। তখন তিরুমল পলাইয়া আসিয়া মদুরায় আশ্রয় লইলেন। শেষে তিনি গোলকণ্ডার মুসলমান-রাজের সহিত যোগ দিয়া মহিসুর ও বিজয়নগরাধিকৃত অবশিষ্ট রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন। মহিসুর-রাজ উদৈয়ার তিরুমলের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিরুমলকে আক্রমণ করিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর জয়লক্ষ্মী (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে) মদুরারাজের অঙ্কশায়িনী হইল। কিন্তু ঐ বর্ষেই তিরুমল ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

তিরুমলদেব, বিজয়নগরের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। সুবিখ্যাত রামরাজের ভ্রাতা। বিজয়নগরের নানাস্থান হইতে তিরুমলের সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যায়, তালিকোটের যুদ্ধে রামরাজের অধঃপতন ঘটিলে তিরুমলই বিজয়নগর-রাজবংশের প্রাধান্য লাভ করেন এবং পেন্নকোণ্ড নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইনি ১৫৬০ হইতে ১৫৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরঙ্গ রাজা হন।

তিরুমলপুরম্, এই স্থান উত্তর আর্কাড় জেলায় বালাজাপেট তালুকের মধ্যে পুন্নূর রেল-ষ্টেসনের ২৷৷০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে এক অতি প্রাচীন ভগ্ন বিষ্ণুমন্দির ও তাহাতে শিলালিপি খোদিত আছে। এই নামে তিন্নেবেলি জেলাতেও এক প্রাচীন স্থান আছে, তাহা তিন্নেবেলি সহর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের নিকটেই এক বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

তিরুমালকাত্তান্‌কোট্টৈ, মদুরাজেলাস্থ রামনাদের ১৭ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে অতি সুন্দর ভাস্করনৈপুণ্যযুক্ত এক পুরাতন শিবমন্দির ও তাহাতে খোদিত লিপি আছে।

তিরুমুক্কুড়ল, ত্রিশিরাপল্লীস্থ কুলিতলয় সহরের ৮ ক্রোশ পশ্চিমে অমরাবতী ও কাবেরী নদীর সঙ্গমের নিকট এই পুণ্যস্থান অবস্থিত। এখানকার অতিপ্রাচীন শিবমন্দিরে বিস্তর খোদিতলিপি আছে।

তিরুমুরুগন্‌পুণ্ডি, কোএম্বাতোর জেলায় তিরুপুর-রেল-ষ্টেসনের ২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানকার দুইটী প্রাচীন দেবমন্দিরে কতকগুলি শিলালিপি খোদিত আছে।

তিরুমূর্ত্তিকোবিল (ত্রিমূর্ত্তিমন্দির) কোএম্বাতোর জেলাস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। অক্ষা° ১০°২৭´উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°১২´ পূঃ।

এখানে একাধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তির এক সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির আছে, তজ্জন্য এই স্থান খ্যাত ও স্থলপুরাণে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখানে প্রতি রবিবারে যাত্রীর সমাগম হয়।

দেবতার বার্ষিক উৎসবের সময় এখানে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া থাকে। এখানকার সহস্রস্তম্ভমণ্ডপ দেখিবার জিনিস। ইহার পাশেই পাহাড়। খানিকটা পাহাড় ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে অতিসুন্দর খোদকার্য্য ও বিষ্ণুপদচিহ্ন দৃষ্ট হয়।

তিরুমোকূর, এই স্থান মদুরাজেলায় মদুরাসহর হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে অতি প্রাচীন শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির আছে, উভয় মন্দিরেই অনেকগুলি খোদিতলিপি দেখা যায়। একখানি শিলাফলকে লিখিত আছে, ১৬২২ শকে দলবায় সেতুপতি এখানকার শিবমন্দির সংস্কার করেন।

তিরুবক্করৈ, দক্ষিণ আর্কাড় জেলায় বিল্বপুর সহরের ৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরে এক গোপুরও আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে নানারূপ খোদিত লিপি আছে। এই মন্দির বেল্লূরের জনৈক রাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রবাদ আছে।

তিরুবঙ্কোর, এই স্থান ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের মধ্যে পদ্মনাভ তীর্থের ৪ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে তামিল অক্ষরের শিলালিপিযুক্ত দুই প্রস্তরস্তম্ভ ও সিরীয়ক খৃষ্টানদিগের একটী প্রাচীন গির্জা আছে। পূর্ব্বে এ অঞ্চলে এক কুপ্রথা ছিল যে, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরমণীগণ কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে পথের বাহির হইলেই পুলিয়ার নামক নীচ দাস জাতি তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইত। এখানকার একখানি শিলা-

লিপিতে সেই কুপ্রথা রহিতের জন্য স্থানীয় রাজার আদেশ ঘোষিত হইয়াছে।

তিরুবট্টার, ত্রিবাঙ্কুড়ের অন্তর্গত কলকুলমের ৩॥০ সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এইস্থান অবস্থিত। এখানে অনেক প্রাচীন দেবমন্দির ও তাহাতে বিস্তর শিলালিপি খোদিত আছে।

তিরুবড়ন্দৈ, চেঙ্গলপট্টু জেলায় চেঙ্গলপট্টু সহরের ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এবং কোবলঙ্ হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে সমুদ্রতীরে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিব-মন্দির ও তাহাতে খোদিত লিপি আছে।

তিরুবড়মাদুর, তঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোণ তালুকে কুম্ভকোণ সহরের ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এইস্থান অবস্থিত। এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এখানে এক অতি প্রাচীন শিব-মন্দির ও তাহাতে তামিল ভাষায় উৎকীর্ণ ১৪৬৬ শকাব্দে (১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে) রামরাজ বট্টলদেব রায়ের অধিকার কালে খোদিত এক শিলালিপি আছে। মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য অতি সুন্দর, তাহার সম্মুখে একটী সুন্দর গোপুর আছে। মন্দিরটী বৃহৎ।

তিরুবড়ি, দক্ষিণ আর্কাড় জেলায় কুডলূরু তালুকে কুড-লূরু সহরের ১৪ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে ও পনরোতি রেলওয়ে ষ্টেশনের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে এই স্থান অবস্থিত। এখানে খোদিতলিপিবিশিষ্ট দুইটী প্রাচীন শিবমন্দির ও একটী বিষ্ণুমন্দির আছে। ইহার মধ্যে একটী শিবমন্দিরের সম্মুখে এক অত্যুচ্চ গোপুর ও তদ্গাত্রে খোদিত লিপি আছে।

তিরুবড়িশূল (তিরুবদিশূলম্) চেঙ্গলপট্টু জেলায় চেঙ্গল-পট্টু তালুকের পূর্ব্বাংশের পাহাড়ের উপর এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। কুরুম্বরেরা এখানেও একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। অদোণ্ডের সময়ে অর্থাৎ ১১শ খৃষ্টাব্দে এখানে দুর্গ নির্ম্মিত হয়। বিজয়নগরের প্রতাপের সময় দুই জন সর্দ্দার এখানকার দুর্গ সংস্কার করাইয়া তদবলম্বনে বিজয়নগরের প্রভুত্ব অবহেলা করিতেন। বিশ্বাসঘাতকতায় তাহাদের ধ্বংশ হইলে দুর্গও বিনষ্ট হয়। এই ঘটনায় নানা গল্প শুনা যায়।

তিরুবণ্ডুতুরৈ, তঞ্জোর জেলায় মন্নারগুড়ি সহরের ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির আছে। তাহাতে ৪৪৫৪ কলির গতাব্দে (১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে) খোদিত মন্দির-সংস্কারবিষয়ক এক লিপি আছে।

তিরুবত্তিয়ূর, মান্দ্রাজের চেঙ্গলপট্টু জেলায় সৈদাপেট তালুকের মধ্যে মান্দ্রাজ নগরের ৩ ক্রোশ উত্তরে এইস্থান অবস্থিত। এখানে এক অতি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মন্দিরের গর্ভগৃহের মধ্যে ও বহির্ভাগে গ্রন্থ-অক্ষরে খোদিত শিলালিপি আছে। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রায়ার সাহেব ভ্রমণ করিতে আসিয়া এই মন্দির ও শিলালিপি দেখিয়া যান।

তিরুবত্তূর, মান্দ্রাজের উত্তর আর্কাড় জেলায়, আর্কাড় সহরের ১১ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে চেয়ার নদীর উত্তরকূলে এই স্থান অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা জৈনদিগের একটী প্রধান সহর বলিয়া গণ্য ছিল। এখানকার দেবমন্দির পূর্ব্বে স্থানীয় পৌরাণিকমতাচারীদিগের হস্তে ছিল। ইহার সম্মুখে নদীর অপর পারে পূর্ণাবতী নামক স্থানে এক জৈন-মন্দিরের তলভাগ অবশিষ্ট আছে। কথিত আছে, এই মন্দির ভাঙ্গিয়া সেই সকল দ্রব্যাদিদ্বারা তিরুবত্তূরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ণাবতীর মন্দিরের জৈন-প্রতিমা এখন মাটিতে পড়িয়া আছে। তাহার নিকটে একটী থাল আছে; শুনা যায় ঐ খালে মন্দিরের পিত্তলের কবাট ও ধন-রত্ন নিহিত আছে। মন্দির ধ্বংসকালে অনেক জৈনকে ফাঁসিতে, অস্ত্রাঘাতে অথবা ঘানিতে পিষিয়া বিনাশ করা হয়। মন্দিরগাত্রে খোদিত চিত্রে ইহার প্রমাণ সুরক্ষিত আছে। মন্দিরে একখানি খোদিত ছবিতে একটী তাল গাছ আছে, সাধারণের বিশ্বাস মহাদেবের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির প্রতিমা-স্বরূপ এই গাছ খোদিত। এই ছবির ফলকখানি অতি বিখ্যাত। ইহা একটী মণ্ডপে অবস্থিত ও উচ্চে ৮ ফিট্। মন্দিরের প্রাচীরে অনেক অস্পষ্ট খোদিত লিপি আছে।

তিরুবন্দিপুর (তিরুবন্দিপুরম্) দক্ষিণ আর্কাড় জেলায় কুডলূরু সহরের ২½ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে। তাহার নানাস্থানে নানা অক্ষরে বহু খোদিতলিপি আছে। ভিতরের উঠানের প্রাচীরের গায়ে এক শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। তিরুমণি-কুলি নামক নিকটস্থ গ্রামে এক বৃহৎ যথেষ্ট কারুকার্য্যবিশিষ্ট শিবমন্দির আছে। কথিত আছে, ইহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। ইহাতেও অনেক খোদিত লিপি আছে। পূর্ব্বদিকের প্রবেশদ্বারে বিমান গাত্রে ১৮ ইঞ্চি চওড়া ও ১৫ গজ লম্বা একখানি লিপি আছে। দ্বারের পার্শ্বে উভয় দেওয়াল খোদিত লিপিতে ভরা। বিমানের পশ্চিম প্রাচীরের বাহিরের পেটাতে এক খোদিত লিপি আছে, তাহা ১৮ ইঞ্চি চওড়া এবং ২০ গজ লম্বা।

তিরুবন্নামলয় (তিরুবন্নামলয়) দক্ষিণ আর্কাড় জেলার উত্তরপশ্চিম তালুক। ইহার পরিমাণ ৯৪৪ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ১৬ হাজার; হিন্দুই অধিক। এই তালুকের প্রধান সহরের নাম তিরুবন্নামলয়। ইহা ১২°১৩´৫৬´´ উত্তর

অক্ষাংশে ও ৭৯°৮´৪৩´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। লোক সংখ্যা ১২ হাজার তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই ১০৫০০। বারমহাল হইতে চেঙ্গম গিরিপথের রাস্তার উপর এইটীই প্রথম সহর, এজন্য ঘাট পর্ব্বতের উপরিস্থ স্থানসমূহের ব্যবসায় এই সহরেই হয়। পর্ব্বতের উপর স্কন্ধাবার আছে। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা দশবার আক্রান্ত হইয়াছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে বৃটীশদিগের একটি স্কন্ধাবর ছিল। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল স্মিথ হায়দর আলী ও নিজামের সহিত যুদ্ধের সময় চেঙ্গম গিরিপথ দিয়া আসিতে আসিতে এই স্থানে নববলে বলীয়ান্ হইয়া উহাদিগের সহযোগিগণের অনেককেই এক এক করিয়া পরাস্ত করেন; কিন্তু ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইহা টিপুর হস্তগত হয়। টিপুর পতনে ইহা পুনরায় ইংরাজ হস্তগত হইয়াছে।

তিরুবন্নামলয় দাক্ষিণাত্যে মান্দ্রাজের মধ্যে একটী প্রধান তীর্থ। ইহা একটী রেলওয়ে ষ্টেশন, ষ্টেশন হইতে সহর এক-পোয়া পথ দূরে। ষ্টেশনটী অরুণাচল পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে। এই তীর্থ সংস্কৃত শাস্ত্রে অরুণাচল নামেই খ্যাত। এখানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির তেজোমূর্ত্তি বিরাজিত। অরুণাচল গিরিশৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৬৬৪ ফিট্ ও সহর হইতে ২০১৫ ফিট্ উচ্চ।

মহাদেবের তেজোমূর্ত্তির আবির্ভাব বিষয়ে এইরূপ একটী সুন্দর গল্প আছে। এক সময়ে হরপার্ব্বতী কৈলাসের পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, পার্ব্বতী কৌতুক করিবার ইচ্ছায় পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মহাদেবের চক্ষু টিপিয়া ধরেন। মহাদেবের চক্ষু বন্ধ হওয়ায় বিশ্বসংসার অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এই ঘটনা দেবলীলায় ক্ষণকালের ব্যাপার হইলেও পৃথিবীতে অন্ধকার বহুকালব্যাপী হইল। চন্দ্রসূর্য্যের উদয় বন্ধ হইয়া গেল। আলোকাভাবে ত্রিভুবন হাহাকার করিতে করিতে শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইল। শিব সমস্ত শুনিয়া পার্ব্বতীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে অভি-সম্পাত করিয়া বলিলেন, 'যখন তোমা হইতে পৃথিবীর অমঙ্গল হইয়াছে, তখন তোমায় পৃথিবীতে গিয়া তপস্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।' পার্ব্বতী অভিশপ্ত হইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহুবৎসর অতীত হইলে আকাশবাণীতে তাঁহার প্রতি আদেশ হইল, 'কাঞ্চীপুরে গিয়া তপস্যা করুন'। পার্ব্বতী কাঞ্চীপুরে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেখানে বহু বৎসর অতীত হইলে পুনরায় দৈববাণীতে অরুণাচলে তপস্যা করিবার আদেশ হইল। পার্ব্বতী তাহাই করিলেন। এবার পার্ব্বতী পঞ্চাগ্নি তপ আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল পরে মহাদেব তুষ্ট হইয়া পর্ব্বতশিখরে জ্যোতির্ম্ময়রূপে দর্শন দিলেন। পার্ব্বতীর প্রায়-শ্চিত্ত সমাপ্ত হইল। হরপার্ব্বতী তখন ঐ মূর্ত্তিতে অরুণাচলেই বাস করিলেন। অরুণাচলে এখন মহাদেব ও মহাদেবীর মূর্ত্তি আছে। মহাদেব তিরুবন্নামলয়েশ্বর বা অরুণাচলেশ্বর নামে এবং মহাদেবী অপীতকুচাম্বল বা উন্নমাল্লই নামে অভিহিত। এখানে বিশ্বেশ্বর, সুব্রহ্মণ্য, চণ্ডিকেশ্বর প্রভৃতি দেবমূর্ত্তির পৃথক্ পৃথক্ পূজা হয়। দাক্ষিণাত্যের বিধানানু-সারে অরুণাচলেশ্বরেরও দুই মূর্ত্তি আছে, একটী স্থাবর মূর্ত্তি ও অপরটী উৎসব মূর্ত্তি। মূলমূর্ত্তি প্রস্তরের ও উৎসব-মূর্ত্তি ধাতুর। অরুণাচলেশ্বর কতকালের প্রতিমা তাহা জানা যায় না; অনুমিত হয় চোলরাজদিগের সময়ে স্থাপিত হই-য়াছে। ইহার মন্দির দানাদার (Granite) পাথরে নির্ম্মিত।

মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রাঙ্গণ, তাহার পর চতুর্দ্দিকে দুরা-রোহ প্রস্তর-প্রাচীর। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধাদির সময় এই সকল অত্যুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত দেবমন্দিরাদি একপ্রকার সুদৃঢ় স্থান বলিয়া ব্যবহৃত হইত। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে মুর্ত্তজ আলীখাঁ এবং মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি মুরারিরাও এই মন্দির অবরোধ করিয়াছিলেন। কর্ণাটকের নবাবের পক্ষ হইতে তখন মন্দির রক্ষা করা হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা এই স্থান অধিকার করে।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে তিয়াগারের কৃষ্ণরাও পুনরায় দখল করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ষ্টিফেন কর্ণাটকের নবাবের পক্ষ হইতে উদ্ধার করেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইহা টিপুর হস্ত-গত হয়। শেষে ১৭৯৩ অব্দে টিপুর সহিত সন্ধি হইলে ইংরাজাধিকারে আইসে।

মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরে চারিটী গোপুর আছে। মন্দিরটী একসারিতে সপ্তপ্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সম্মুখের প্রকোষ্ঠ উৎসবমণ্ডপ নামে কথিত। ইহার পশ্চাতে পর পর অপর ছয়টী প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠগুলি ক্রমান্বয়ে ছোট ও অন্ধ-কার হইতে অন্ধকারতম। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের দ্বারে দীপা-লোক দিবার ব্যবস্থা আছে। দিবসেও ঐস্থানে আলোক দেওয়া হয়। সর্ব্বশেষ প্রকোষ্ঠটী সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ও অন্ধকারময়। এই গৃহের নাম মূলস্থান, এখানে দেবতার স্থাবর মূর্ত্তি বিরাজিত। এ গৃহে বায়ু বা আলোক প্রবেশের ব্যবস্থা নাই। এই অন্ধকার দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা আলো জ্বলে। মূলস্থানে পূজক ভিন্ন অপরের যাইবার অধিকার নাই। যাত্রীরা বিগ্রহ-দর্শনার্থ মূলস্থানের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া থাকে এবং পূজক ভিতরে

গিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ অষ্টোত্তরশত বা সহস্র-নাম পাঠদ্বারা অর্চনা করেন। নারিকেল, কদলী, পাণ ও সুপারি নৈবেদ্য দেওয়া হয়। পরে পূজক কর্পূর জ্বালিয়া বেদপাঠ করিতে করিতে আরতি করেন এবং সেই আলোকে যাত্রীরা দেবতাদর্শন করে। কার্ত্তিকী শুক্লা তৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অরুণাচলেশ্বরের বার্ষিক উৎসব হয়; ইহাকে ব্রহ্মোৎসব বলে। উৎসবের শেষ দিনে জনতা বেশী হয়। উৎসব উপলক্ষে ৬।৭ লক্ষ লোক আসে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকেন। পুলিস ইন্সপেক্টর নিজে মন্দিরদ্বার রক্ষা করেন। মণ্ডপের ছাদের একপার্শ্বে সাহেবদিগের আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। ছাদ লোকে ভরিয়া যায়। সন্ধ্যার পরেই অরুণাচলেশ্বরের ও অপীতকুচাম্বল দেবীর উৎসবমূর্ত্তি নানা মণিমুক্তার অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বাহক স্কন্ধে উৎসবমণ্ডপে আনীত হন। মূলস্থান হইতে মন্ত্রপূত কর্পূরালোক পরদা ঢাকা দিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আনা হয়, অমনি একটী হাউইবাজী ছুঁড়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরা-লোকের আবরণ খুলিয়া দেওয়া হয়। হাউই উপরে উঠিবা-মাত্র অরুণাচলের সর্ব্বোচ্চশৃঙ্গে এক প্রকাণ্ড আলোক জ্বলিয়া উঠে। সেখানে এক কুণ্ড আছে। স্থলপুরাণ মতে, তাহাই ভগবতীর তপস্যার অগ্নিকুণ্ড। পূর্ব্ব হইতে এই কুণ্ডে ঘৃত, নববস্ত্র, কর্পূরাদি দেওয়া থাকে এবং এক লোক আলোক লইয়া প্রস্তুত থাকে। মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে হাউই উঠিলেই সে কুণ্ডে অগ্নি প্রদান করে। সেই আলোক বহুদূর হইতে দেখা যায়। এখানকার অনেকে এই দিন উপবাসী থাকে ও এই আলোক দেখিয়া জলগ্রহণ করে। এই মন্দিরের ব্যয়ের জন্য ইংরাজ-রাজ বাৎসরিক ৯ হাজার টাকা দেন। মন্দিরের অভিভাবক 'ধর্ম্মকর্ত্তা' নামে অভিহিত হন। প্রবাদ আছে, গৌতম মুনি এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি চিরজীবী, এখনও প্রতি রাত্রে অরুণাচলেশ্বরের পূজা করিয়া যান।

২০ হইতে ৪০টী ব্রাহ্মণকুমার এখানে বেদ অধ্যয়ন করিতে পায়। নিত্য নিয়মিত যে ভোগ দেওয়া হয়, তাহা অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও পূজকেরা পাইয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্যের নিয়মানুসারে এই মন্দিরেও দেবনর্ত্তকী আছে। তাহারা সংখ্যায় ৫০টী।

এখানে কতকগুলি ধর্ম্মছত্র আছে, তাহাতে ব্রাহ্মণযাত্রী তিনদিবস বিনাব্যয়ে আহার পাইয়া থাকেন, শূদ্রজাতির জন্য পৃথক্ ধর্ম্মশালাও আছে। তাহাতে তাহারা থাকিতে পায় মাত্র, খাইতে পায় না, পাক করিবার জন্য স্বতন্ত্র ঘর আছে, আপনারা পাক করিয়া খায়।

এদেশের নটকোটা শেঠীরা প্রধান ধনী। তাঁহারা অনেক স্থানের অনেক দেবালয়ে ও যাত্রীদের সুবিধার জন্য অনেক ছত্র নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

তিরুবমুত্তুর, দক্ষিণ আর্কাড় জেলায় বিল্বপুর সহরের ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। খোদিত শিলালিপি সহ প্রাচীন শিবমন্দির আছে।

তিরুবয়ার (তিরুবাড়ী), তঞ্জোর জেলায় কাবেরী নদীতীরে তঞ্জোর সহরের ৩॥০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ১০°৫২´৪৫´´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৯°৪´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৯ হাজার। তঞ্জোর প্রথম আক্র-মণের সময় শিবাজী এখানে স্কন্ধাবার স্থাপন করেন। এখানে প্রস্তরের অতি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মন্দিরটী অতি চমৎকার কারুকার্য্যবিশিষ্ট। ইহা একটী প্রধান তীর্থ। এখানে উৎসবের সময় সহস্র সহস্র যাত্রী আসে। উৎসবের নাম সরথস্নান। এই স্থানের দেবতার নাম তিরুনন্দি বা ত্রিনন্দিকেশ্বর। পঞ্চনাথী নামক পুষ্করণীতে স্নানার্থ যাত্রী সংখ্যা আরও অধিক হয়, বহুদূর দেশ হইতে যাত্রী আসে। দশহরার দিনে গঙ্গাস্নানে যে পুণ্য, পঞ্চনাথীতে এই দিনে স্নান করিলে সেই পুণ্য হয়। শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে এই পুণ্য সরসী অবস্থিত। কথিত আছে, ন্যায়মিশ্র নামে এক ঋষি এখানে এক স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের তপস্যা করেন। তুষ্ট হইয়া শিব প্রত্যাদেশ করেন যে লিঙ্গমূর্ত্তির নিকটে উত্তরাংশে তিনটী গোষ্পদ চিহ্ন আছে; তাহা খুঁড়িলে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবে। ঋষি তাহা খুঁড়িয়া একটায় ইষ্টকরাশি, একটায় চূণ সুরকী ও অপরটায় স্বর্ণরাশি পাইলেন, তদ্দারা তিনি সেই স্বয়ম্ভু লিঙ্গের উপর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। সরথস্নান সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, ত্রিশূলী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। শৈশবে তিনি বনমধ্যে খেলা করিতে করিতে এক ঋষির দৃষ্টিপথে পতিত হন। কৌতুক করিবার জন্য বালক ত্রিশূলী ঋষির ভিক্ষাপাত্রে অর্থদানচ্ছলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেন। ঋষি কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। ত্রিশূলী বয়ঃ-প্রাপ্তির সহিত এই সামান্য ঘটনা ভুলিয়া গেলেন। ক্রমে তিনি বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিন অতীত হইল, তাঁহার সন্তান হইল না। তিনি তজ্জন্য কাতর হইয়া নানা ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রত নিয়মাদি করিতে লাগিলেন। এক দিবস স্বপ্নে সেই ঋষি দর্শন দিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার শৈশবাচরিত কুকর্ম্মের জন্য মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, সেই কর্ম্মদোষে তিনি পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি তখন প্রায়শ্চিত্ত করিবার অভিপ্রায়ে স্থির করিলেন,

মোহমদে অভিভূত হইয়া শৈশবে ঋষিকে ভোজনার্থ যে প্রস্তর ভিক্ষা দিয়াছিলাম, এখন আমার তাহাই ভোজন করা উচিত। এই স্থির করিয়া তিনি অন্যান্য খাদ্য ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড খাইয়া বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহার নাম হইল শিলাতরণ (শিলাভক্ষক)। প্রায়শ্চিত্তে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন ও বলিলেন যে, মৃত্তিকামধ্য হইতে এক সিন্দুক ও তন্মধ্যে একটী শিশু পাইবে। এইরূপে ত্রিশূলী যে শিশু পাইলেন, তাহার মনুষ্য দেহ, কিন্তু গো-মুখাকার। শিশু পাইয়া ত্রিশূলী তাহাকে শিবের নামে অর্পণ করিলেন। শিব তাহাকে নিজানুচর প্রমথগণের অধিনায়ক করিলেন। ইহারই নাম তিরুনন্থি বা ত্রি-নন্দী। ত্রিনন্দী শিবের বাহন বলিয়া খ্যাত। বশিষ্ঠ ঋষির ভগিনীর সহিত ত্রিনন্দীর বিবাহ হয়। ত্রিনন্দীকে প্রমথাধিপত্য-দানের সময় যে অভিষেক করা হয়, সেই সময়ে তাঁহার মস্তকে শিবের হস্তস্থ কমণ্ডলুর জল, শিবের মস্তকস্থ গঙ্গা-জল, শিববাহন বৃষভমুখের জল ও চন্দ্র হইতে অমৃতধারা পতিত হয়। ত্রিনন্দীর মস্তক হইতে এই চারি প্রকার জল গড়াইয়া এক নদীধারার সহিত মিলিত হইয়া এক গহ্বরে সঞ্চিত হয়। সেই গহ্বরই বর্ত্তমান পঞ্চনাথী সরোবর। বর্ত্তমান শিয়ালী সহরের নিকটে পূর্ব্বকালে ইন্দ্রের এক প্রিয়কানন ছিল। বৃষ্টির অভাবে ইহা বিশুষ্ক হইয়া উঠে। বরুণের অধিকারে জলরাশি থাকায় ইন্দ্র ইহার কিছুই প্রতীকার করিতে পারিলেন না, নারদ আসিয়া পরামর্শ দিলেন যে, পথিয়ম্ নামক পর্ব্বতশিখরে অগস্ত্য ঋষি কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল রাখিয়া দিয়াছেন। যদি তুমি পিল্লিয়র নামক দেবতার সাহায্যে তাহা হরণ করিতে পার, তাহা হইলে সুবিধা হয়। ইন্দ্র তাহাই করিলেন, পিল্লিয়র গোমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কমণ্ডলুতে জল খাইতে যান। অগস্ত্য সামান্য গো-বোধে তাড়া দেন। কমণ্ডলু উলটাইয়া পড়িয়া জল নদীরূপে প্রবাহিত হয়। এই নদীই পূর্ব্বোক্ত অভিষেক-বারির সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে পঞ্চনাথী হ্রদে সঞ্চিত হয়, তৎপরে ইহার অধিক জলরাশি অন্তস্থান হইতে ভাঙ্গিয়া কাবেরীনদী উৎপন্ন হয়।

ত্রিনন্দী উৎসবের সময় বাহকস্কন্ধে সাতটী স্বতন্ত্র স্থানে নীত হন। কথিত আছে, এই সপ্তস্থানে সাতজন ঋষি গুপ্তভাবে তপস্যা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন দিবার জন্যই এইরূপ করা হয়। পুরাকালে সূর্য্যবংশীয় মহারাজ সুরথ এই উৎসবে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন।

তিরুবরঙ্গ (তিরুবরঙ্গম্) দক্ষিণ আর্কাড় জেলায় কল্লকুর্চি সহরের ১০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে খোদিত লিপিবিশিষ্ট এক অতি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে।

তিরুবরম্বুর, ত্রিশিরাপল্লী জেলায় তঞ্জোর রাস্তার উপরে ত্রিশিরাপল্লী সহরের ৩ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে এইস্থান অবস্থিত। এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ইহার নিকট একটী উচ্চ পাহাড়ের উপর একটী সুন্দর শিবমন্দির আছে, দূর হইতে এই মন্দির যেন ছবি খানির মত দেখায়। ইহার প্রাচীরে অনেক শিলালিপি আছে। এস্থানের অপর নাম এরুম্বেশ্বর।

তিরুবল, ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যে কুইলন্ সহরের ১৭ ক্রোশ উত্তরে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক অতি প্রাচীন মন্দির আছে। ত্রিবন্দ্রমের প্রসিদ্ধ মন্দিরের পরই এই স্থানের মন্দিরের উল্লেখ করিতে হয়।

তিরুবলঙ্গড়, তঞ্জোর জেলায় শিয়ালি সহরের ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিব-মন্দির ও তাহাতে অনেকগুলি শিলালিপি এবং এখানকার কস্তমঋষি মঠে একখানি তাম্রশাসন আছে।

তিরুবলঞ্জুরি, তঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোণ তালুকে কুম্ভকোণ সহরের দেড় ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে অনেক খোদিত-লিপি আছে। এই মন্দির অতি বৃহৎ ও সুন্দর গোপুরবিশিষ্ট।

তিরুবল্ল (তিরুবল্লম্) উত্তর আর্কাড় জেলায় বেল্লূর সহরের ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত একটী গ্রাম ও রেল ষ্টেশন। এখানকার বিশ্বনাথেশ্বর স্বামীর মন্দির অতি বৃহৎ। তাহার দেওয়ালের উপর অনেকগুলি অস্পষ্ট খোদিত লিপি আছে।

তিরুবল্লুবর, প্রসিদ্ধ তামিল কবি ও দার্শনিক। ইনি 'কুরল' নামে নীতিমূলক প্রসিদ্ধ কবিতাপুস্তক রচনা করেন। এই অপূর্ব্ব সর্ব্বজনসমাদৃত তামিল গ্রন্থখানি ১৩৩০ শ্লোকে রচিত। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ কিরূপে লাভ হয়, কুরলগ্রন্থে তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

তামিল পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, এখন তামিলভাষায় যত প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে তিরুবল্লুবরের কুরলই সর্ব্বপ্রাচীন। এই গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, শৈব-সিদ্ধান্ত বা রামানুজ-প্রবর্ত্তিত ভক্তিমার্গের আভাস না থাকায় এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দাক্ষিণাত্যে প্রবাদ আছে, যে সময়ে চের, চোল ও পাণ্ড্যরাজগণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সময়ে মান্দ্রাজের নিকট মাইলাপুর নামক স্থানে তিরুবল্লুবর ও তাঁহার ভগিনী বিদ্যাবতী আবিয়ার (উবৈয়ার) জন্মগ্রহণ করেন। আবার কাহারও মতে বিদুষী আবিয়ার কুলাত্তুঙ্গ-

চোলের সময় বিদ্যমান ছিলেন। যাহা হউক, এই সকল প্রবাদের কোনটী নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। বাস্তবিক কবি তিরুবল্লুবর ও আবিয়ারের জন্মসম্বন্ধে নানাপ্রকার উপাখ্যান আছে, তন্মধ্যে 'কল্পপ্রাণম্' নামক তামিল গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে লিখিতেছি—

বহুকাল গত হইল, এক পিতামাতার ঔরসে সাতজন জ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন, এই সাতজনের মধ্যে চারিজন স্ত্রী ও তিনজন পুরুষ। স্ত্রী চারিটীর নাম—আবিয়ার, উপ্পয়, বল্লী ও উরুবই, পুরুষ তিনজনের নাম—তিরুবল্লুবর, আদিগমন ও কব্বিলর।

ঐ সাত মহাত্মার জন্মবিবরণও বড়ই অদ্ভুত। তাঁহাদের পিতার নাম পেরলি ও পিতামহের নাম বেদমৌলি, উভয়েই সাধুপ্রকৃতি ও মহাজ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বেদমৌলি ভবিষ্য গণনা করিতে পারিতেন। এক দিন রাত্রিকালে তিনি দেখিলেন, একটী উজ্জ্বলতারকা কক্ষচ্যুত হইয়া একটী গ্রামে আসিয়া পড়িল। সেই গ্রামে তখন এক বালিকা ভূমিষ্ঠ হইল। ঐ গ্রামে নীচ পরিয়া জাতি বাস করিত। গণনা দ্বারা বেদমৌলি জানিতে পারিলেন যে, সেই অস্পৃশ্য পরিয়া-কুমারীর সহিত তাঁহার একমাত্র পুত্র পেরলির বিবাহ হইবে। ব্রাহ্মণ তাহাতে অতিশয় বিচলিত হইলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও অপরাপর ব্রাহ্মণদিগকে নিজের পুত্রের কথা গোপন করিয়া কহিলেন, 'অমুক পরিয়ার কন্যার সহিত আমাদের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণকুমারের বিবাহ হইবে, এরূপ হইলে আমাদের সকলকেই পতিত হইতে হইবে।' তখনই সকলে সেই নবজাত কুমারীর পিতাকে ডাকাইয়া তাহাকেও সেই সকল কথা জানাইয়া বলিল, 'এখন তোমার মেয়েকে চাও, না ব্রাহ্মণদিগের জাতিরক্ষা করিতে চাও?' দরিদ্র পিতা ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা করিতেই চাহিল। ব্রাহ্মণগণ সেই নির্দ্দোষ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আনিয়া মারিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু বেদমৌলি তাহাকে প্রাণে না মারিয়া দেশান্তরে দিয়া আসিতে বলিল। তদনুসারে ব্রাহ্মণেরা সেই কুমারীকে একটী পেটিকায় বদ্ধ করিয়া কাবেরীর স্রোতে ভাসাইয়া দিল। যে সময় ভাসাইয়া দেওয়া হয়, সেই সময় পেরলি পিতার আদেশে সেই বালিকার উরুতে একটী কৃষ্ণ তিলচিহ্ন দেখিয়া রাখিয়াছিল।

বহু দূরদেশে এক ব্রাহ্মণ প্রাতঃস্নান করিতেছিলেন। সেই পেটিকা নদীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সেই ব্রাহ্মণের নিকট আসিল। সেই পেটিকাতে ধন রত্ন আছে ভাবিয়া ব্রাহ্মণ যেমন ধরিয়া খুলিলেন, এক সুন্দরী কুমারী তাঁহার নয়নগোচর হইল। ব্রাহ্মণের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। ভাবিলেন, তাঁহার ইষ্টদেব বুঝি দয়া করিয়া তাঁহাকে কন্যারত্ন পাঠাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি তাহাকে আপনার গৃহে আনিয়া পুত্রের ন্যায় লালনপালন করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে কয়েকবর্ষ কাটিয়া গেল। পেরলিও তখন নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার বৃদ্ধপিতারও মৃত্যু হইয়াছে। তিনি নানাস্থান দর্শন করিয়া সাধু ও জ্ঞানিগণের সহিত শাস্ত্রালাপ ও জ্ঞানার্জ্জন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

একদিন ঘটনাক্রমে তিনি বালিকার প্রতিপালক সেই ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও চরিত্রে সন্তুষ্ট হইয়া কয়েক বর্ষ তাঁহাকে অতি যত্নে আপনার গৃহে রাখিলেন। শেষে তাঁহার প্রতিপালিত কন্যার সহিত বিবাহ দিতে চাহিলেন, কুমারীকে সকলেই সেই ব্রাহ্মণের কন্যা বলিয়াই জানিত। সুতরাং পেরলি বিবাহে অসম্মত হইলেন না। ভবিষ্যগণনা আজ সুসিদ্ধ হইল। সেই নীচ পরিয়া-কন্যার সহিত ব্রাহ্মণবংশীয় পেরলির বিবাহ হইয়া গেল। উভয়ে মহাসুখে বাস করিতে লাগিল।

একদিন পূজার পর কাপড় ছাড়িবার সময় পেরলি পত্নীর উরুতে সেই কালতিল দেখিতে পাইলেন। তিনি মনোভাব গোপন করিয়া অপরাপর ব্রাহ্মণের নিকট পত্নীর পূর্ব্বকাহিনী জানিয়া লইলেন। এখন যে তিনি নীচ পরিয়া-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহা আর জানিতে বাকি রহিল না; কিন্তু তিনি এ কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া মনের দুঃখে গৃহ ছাড়িলেন। শ্বশুর বা পত্নীর নিকট বিদায় লইবারও সময় হইল না।

সেই সময়ে ব্রাহ্মণ জামাতাকে যাইতে দেখিয়া ভাবিল, বুঝি তাঁহার কন্যা কিছু বলিয়াছে, সেই জন্য সে কাহাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই ভাবিয়া তিনি কন্যাকে বলিলেন, যেখানে তোমার স্বামী যাইবে, তুমিও গিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে, কখনও ইহার অন্যথা করিও না। কন্যা-পালক পিতার আদেশ প্রতিপালন করিল।

সাধ্বী পতির পাছে পাছে চলিল, কত ছত্র, কত পুণ্যক্ষেত্র অতিক্রম করিল। পতির সঙ্গ ছাড়িল না। পতির চরণ ধরিয়া কত সাধিল, কত মার্জ্জনা চাহিল, কিন্তু নির্দ্দয় পতির মন কিছুতেই টলিল না। এইরূপে পাঁচদিন কাটিয়া গেল। গভীর নিশিথে পেরলি যখন দেখিলেন, পথকষ্টে অবলা বালা গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে, সেই সময় তিনি তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে

অভাগিনীর আর দুঃখের সীমা রহিল না। তখন কোথায় যাইবে, কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পিতার গৃহে ফিরিয়া যাইতেও আর ইচ্ছা হইল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ও রোদন এই দুইটী তাঁহার সম্বল। এই সম্বল লইয়া অভাগিনী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া এক ব্রাহ্মণের বড় দয়া হইল। ব্রাহ্মণ তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অভাগিনী কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা খুলিয়া বলিল।

ব্রাহ্মণ তাহাকে গৃহে আনিয়া রাখিলেন। তাহার সেবাশুশ্রূষায় গৃহস্থ সকলেই তাহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিল। এমন কি ব্রাহ্মণের অপরাপর কন্যাগণ সকলে তাহাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিত। সেই সদাশয় ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে তাঁহার সম্পত্তির এক অংশ সেই দুঃখিনী অবলাকে দিয়া গিয়াছিলেন। দুঃখিনী সেই অর্থ দ্বারা একটী বৃহৎ ছত্র নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে প্রত্যহ অতিথি, তীর্থযাত্রী ও সাধু সন্ন্যাসীর সেবার্থ ফল, মূল, দুগ্ধ, অন্ন প্রভৃতি বিতরণ করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে সেই ছত্রে এক দিন পেরলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছত্রাধিকারিণী প্রত্যেক সাধু সন্ন্যাসীর জীবনের ঘটনা ও সদুপদেশ শুনিত এবং তাঁহাদের নিকট আপনার দুঃখের কাহিনীও বর্ণনা করিত।

যখন পেরলি আসিয়া ছত্রে উপস্থিত হন, তখন পরস্পরে কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে নাই। কিন্তু যখন আপন পত্নীর মুখে তিনি তাহার দুঃখের ও তাহার ধর্ম্মচর্য্যার কথা শুনিলেন, তখন বাস্তবিক তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন। অতি কষ্টে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতে উঠিয়াই কাহাকে কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন। তাহা দেখিয়া ছত্রাধিকারিণী অতিশয় দুঃখিত হইল এবং তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি কারণে আপনি কাহাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইতেছেন, আমার কি কোন অপরাধ হইয়াছে? আমার কি কর্ত্তব্যপালনে কোন ত্রুটী হইয়াছে। বলুন, আমায় মার্জ্জনা করুন। আপনি যে ভাবে চলিয়া যাইতেছেন, আমার স্বামীও এই ভাবে আমায় ফেলিয়া গিয়াছেন।' জ্ঞানী পেরলি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; মনের আবেগে কহিলেন, 'হাঁ আমিই তোমার সেই স্বামী, তুমি আমার সেই প্রণয়িনী। তোমার ধর্ম্মশীলতায় বাস্তবিক আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমার কথা যদি রক্ষা কর, তাহা হইলে আমি পুনরায় তোমায় গ্রহণ করিব।'

আজ বহুকাল পরে পতিকে পাইয়া সাধ্বী প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিল, 'বলুন, আমি প্রাণ দিয়া আপনার কথা পালন করিব। আমি কি কখন আপনার কথা অবহেলা করিয়াছি?'

এত দিন পরে আবার উভয়ে মিলন হইল। এখন হইতে সতী আর পতীসঙ্গ ছাড়ে নাই। পতির সঙ্গে তীর্থপর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

যথাকালে তাঁহাদের ৪টী কন্যা ও তিনটী পুত্র সন্তান জন্মিল। পতির আদেশে সতী সেই সাত জনকেই শিশুকালে পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই সাত জনের মধ্যে এক জনকে রাজা, এক জনকে ধোবা, এক জনকে কবি, এক জনকে পণ্ডিত, এক জনকে শুঁড়ী, এক জনকে ডোম, এক জনকে ব্রাহ্মণ এবং এক জনকে পরিয়া নামক অস্পৃশ্য জাতি প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এইরূপে কবি তিরুবল্লুবর পরিয়া জাতির হস্তে এবং তাঁহার ভগিনী আবিয়ার কবির যত্নে বর্দ্ধিত হন।

সাত জনই জ্ঞানী পণ্ডিত হইয়া উঠিলেও তিরুবল্লুবর ও বিদুষী আবিয়ারের নামই তামিল-সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তামিলেরা তিরুবল্লুবরের "কুরল" গ্রন্থকে পঞ্চম বেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক কুরলের স্থানে স্থানে উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক কথা ও সদুপদেশ আছে, সেরূপ উচ্চ কথা কোন প্রাচীন তামিলগ্রন্থে দেখা যায় না। কেহ কেহ সেই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী পাঠ করিয়া স্থির করিয়াছেন, তিরুবল্লুবর বাইবেল পাঠ করিয়া তাহা হইতেই ঐ সকল ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কাহারও মতে কবি ভগবদ্গীতার মর্ম্ম স্থানে স্থানে প্রকটিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া কি দেশীয় কি পাশ্চাত্য পণ্ডিত সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন, তিরুবল্লুবর প্রকৃত দার্শনিক ছিলেন, তিনি আপন বহুদর্শিতাগুণে যে সকল সদুপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা কোন গ্রন্থের অনুকরণ নহে, তাহা দার্শনিকের হৃদয়ের মর্ম্মকথা—মানবের রীতিনীতির অভিজ্ঞতার নিদর্শন।

এই দার্শনিক কবির প্রকৃত নাম কি জানা যায় না। পরিয়া জাতির এক পুরোহিতশ্রেণীকে 'বল্লুব' বলে। বোধ হয় বল্লুব অর্থাৎ পুরোহিতগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তিরুবল্লুবর নাম হইয়াছে।

তিরুবল্লুবরের ন্যায় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধা ভগিনীর প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। উবেই বা ঔবেয়ার শব্দের অর্থ মাতা বা পূজনীয়া রমণী। তাহা হইতেই চলিত কথায় লোকে আবিয়ার বলিয়া থাকে। আবিয়ারের রচিত 'আত্তি-শূড়ি', 'কোন্রেই-বেন্দন', 'মুদুরেই', 'নড়কালি', এবং কল্‌বি 'ওলকাম্‌' এই কয় গ্রন্থ পাওয়া যায়। কাহারও মতে মুসলমান আগমনের পর কোন ব্যক্তি আবিয়ারের নাম দিয়া মুদুরেই নামক কবিতাপুস্তক রচনা করেন। আবিয়ারের রচিত একখানি কুরল পাওয়া

যায়। এখানি অদ্বৈতবাদ-বিষয়ক। কোন কোন তামিল পণ্ডিত বলেন, আবিয়ারের নামে যে একখানি কুরল প্রচলিত আছে, সেখানি প্রকৃত পক্ষে বিদুষী আবিয়ারের রচনা নহে। দাক্ষিণাত্যে মুসলমান অভ্যুদয়ের পর ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে (১)।

তিরুবাঙ্কোড়, ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যে ত্রিবন্দ্রম্ সহরের ২৭ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এই স্থানে মহাদেব-মন্দিরে, মোইলকোটু-অম্বলমে, কোল্লর অম্বলমে, নূতন গির্জ্জার নিকট উত্তরে একখানি প্রস্তরে ও পুরাতন রাস্তার নিকট কএকখানি প্রাচীন খোদিত লিপি আছে।

তিরুবালূর (তিরুবল্লূর) ১ তঞ্জোর জেলার অন্তর্গত নাগপট্টন রেলপথের ধারে অবস্থিত একটী সহর ও পুণ্যতীর্থ। এখানকার বিষ্ণুধাম বিখ্যাত। লোকসংখ্যা :২৯৩৪।

২ চেঙ্গলপটু জেলায় আর একটী বিষ্ণুধাম আছে, তাহারও নাম তিরুবল্লূর। ইহা মান্দ্রাজ হইতে ১৩ ক্রোশ দূরে হইবে। এখানকার লোকসংখ্যা পাঁচ হাজারের অধিক নয়। এখানে রেলষ্টেশন আছে। এখানকার বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য দূরদেশান্তর হইতে যাত্রী আসিয়া থাকে। এখানে হৃত্তাপনাশিনী নামে একটী তীর্থ আছে। প্রবাদ এইরূপ, শালিহোত্রজ ঋষি বহুকাল এই হৃত্তাপনাশিনীর তটে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু দেখা দিলে, ঋষি বর চাহিলেন, 'যেন এই সরোবরে স্নান করিয়া মহাপাপীও হৃত্তাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়।' বিষ্ণু তাঁহার মাথায় হাত দিয়া 'তাহাই হইবে' বলিয়া শপথ করেন, তদবধি এই তীর্থ হৃত্তাপনাশিনী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এখানকার অনন্তশায়ী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির একহাত শালিহোত্রজ ঋষির মাথায় ন্যস্ত রহিয়াছে দেখা যায়। একটী মন্দিরে কনকবল্লী দেবী বিরাজমান। প্রবাদ এইরূপ, ঐ মূর্ত্তি স্বর্ণসীতার অনুরূপ। এখানেও কএকখানি শিলালিপি খোদিত আছে।

তিরোঅহ্ন্য (ত্রি) অহনি ভবং অহ্ন্যং ভবেচ্ছন্দসীতি যৎ। তিরোহিতো হ্ন্যঃ। পূর্ব্বদিনে অভিষুত যে সোম পরদিনে হুত হইলে তাহার এই সংজ্ঞা হয়। "তং পাত তিরোঅহ্ন্যং" (ঋক্ ১।৪৫।১০) 'তিরোঅহ্ন্যং এতন্নামকং পূর্ব্বস্মিন্নহ্ন্যভিষুতো যঃ সোমঃ উত্তরে হহনি হূয়তে তস্যৈতন্নামধেয়ং।' (সায়ণ)

"তিরোঅহ্ন্যং ধত্তং রত্নানি" (ঋক্ ১।৪৭।১) 'তিরোঅহ্ন্যং তিরোভূতে পূর্ব্বস্মিন্ দিনে অভিষুতং তং সোমং।' (সায়ণ)

তিরোজনং (অব্য) মনুষ্যের বাহিরে।

তিরোধা (স্ত্রী) তিরস্-ধা-ক্বিপ্। অন্তর্ধান।

তিরোধাতব্য (ত্রি) তিরস্-ধা-তব্য। আচ্ছাদনযোগ্য।

"তত্র স্থিতেন শিষ্যেণ কর্ণৌ হস্তাদিনা তিরোধাতব্যৌ" (মনু ২।২০০ কুল্লূক।)

তিরোধান (ক্লী) তিরস্-ধা-ভাবে ল্যুট্। অন্তর্ধান।

তিরোভবিতৃ (ত্রি) তিরস্ ভূ-তৃচ্। ১ তিরোভাব। ২ গুপ্তভাব।

তিরোভাব (পুং) তিরস্ ভূ-ভাবে ঘঞ্। ১ অন্তর্ধান, অদর্শন। ২ আচ্ছাদন। ৩ গুপ্তভাব।

তিরোভূত (ত্রি) তিরস্-ভূ-ক্ত। অন্তর্হিত, অদৃষ্ট।

তিরোবর্ষ (ত্রি) তিরঃ তিরোহিতঃ বর্ষাঃ যত্র। বৃষ্টি হইতে রক্ষিত। "যত্র চাপশ্যত স বৈ তিরোবর্ষাণি বর্ষতি।" (ভারত ৪।৫।২১)

তিরোহিত (ত্রি) তিরস্-ধা-ক্ত। ১ অন্তর্হিত, গুপ্ত। ২ আচ্ছাদিত। "ন চাসারং ন চ ন্যূনং ন দূরেন তিরোহিতং" (মনু ৮।২০৩)

তিরোহ্ন্য [তিরোঅহ্ন্য দেখ।]

তির্য্য (ত্রি) তিল-নির্ম্মিত।

তির্য্যক্ (অব্য) বক্র। পর্য্যায় সাচি, তিরস্। (অমর)।

"তির্য্যগূর্দ্ধং শরীরে চ পাতয়িত্বা শিরোধরাম্।" (রাম° ২।২৩।৪)

তির্য্যক্‌ক্ষিপ্ত (ত্রি) তির্য্যক্ বক্রভাবেন ক্ষিপ্তং। বক্রভাবে ক্ষিপ্ত।

তির্য্যক্তা (স্ত্রী) তির্য্যচ্-ভাবে তল্। বক্রত্ব।

তির্য্যক্ত্ব (ক্লী) তির্য্যচ্ ভাবে ত্ব। ১ বক্রত্ব। ২ পক্ষিপ্রভৃতির ভাব।

"দেবত্বং সাত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥" (মনু ১২।৪০)

তির্য্যক্‌গতি (স্ত্রী) তিরশ্চী গতিঃ কর্ম্মধা। বক্রগতি, কুটিল গমন।

তির্য্যক্‌পাতিন্ (ত্রি) তির্য্যক্ পততি পত-ণিনি। ১ বক্র প্রসারিত। ২ কুটিল বৃত্তিযুক্ত। (শব্দার্থচি°)

তির্য্যক্‌প্রমাণ (ক্লীং) তির্য্যক্ প্রমাণং। কর্ম্মধা। বিস্তারপ্রমাণ।

তির্য্যক্‌প্রেক্ষণ (ত্রি) তির্য্যক্ প্রেক্ষণং যস্য বহুব্রী। বক্রদৃষ্টিকারী। "যস্থিহ বা আঢ্যাভিমতিরহঙ্কৃতিস্তির্য্যক্প্রেক্ষণঃ" (ভাগ° ৫।২৬।৩৬)। তির্য্যক্ প্রেক্ষণং কর্ম্মধা। ২ বক্রভাবে দেখা।

তির্য্যক্‌প্রেক্ষিন্ (ত্রি) তির্য্যক্ বক্রং যথা তথা প্রেক্ষতে প্র-ঈক্ষ-ণিনি। বক্র দৃষ্টিকারী।

তির্য্যক্স্রোতস্ (পুং) তির্য্যক্ বক্রং স্রোতঃ আহারসঞ্চারো যস্য বহুব্রী। পশু পক্ষী প্রভৃতি।

---

(১) Asiatic Researches, Vol. VII. p 345ff; Rev. Caldwell's Dravidian Grammar; The Cural of Tiruvalluvar by Rev. Drew; Indian Antiquary Vol. IX, p. 71ff.

"তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গং তির্য্যক্‌স্রোতাভ্যবর্ত্তত।
যস্মাৎ তির্য্যক্‌প্রবৃত্তঃ স তির্য্যক্‌স্রোতাস্ততঃ স্মৃতঃ॥"

(বিষ্ণুপু° ১।৫।৮)

ভাগবতে ইহাদের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—তির্য্যক্‌স্রোতাদিগের অর্থাৎ পশুপক্ষীদিগের সৃষ্টি অষ্টম। ঐ জাতীয় জীব ২৮ প্রকার। ইহারা জ্ঞানশূন্য এবং বহু তমোগুণবিশিষ্ট, এইজন্য আহারাদি মাত্র পরায়ণ। ইহাদের কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই অভীষ্ট অর্থ পরিগ্রহ হয়, অন্তঃকরণে কোন জ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ দীর্ঘ অনুসন্ধানশূন্য। ঐ অষ্টাবিংশতি-তির্য্যক্‌স্রোতা গো, ছাগ, মহিষ, কৃষ্ণসার, শূকর, গবয়, রুরু (মৃগবিশেষ), মেষ এবং উষ্ট্র এই নয়প্রকার পশু দ্বিক্ষুর। গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর (খচ্চর), গৌর (মৃগবিশেষ), শরভ এবং চমরী মৃগ এই সকল পশু একক্ষুর। কুক্কুর, শৃগাল, বৃক, ব্যাঘ্র, বিড়াল, শশক, সিংহ, বানর, হস্তী, কচ্ছপ এবং দ্বাদশবিধ জন্তু পঞ্চনখ এবং মকরাদি জন্তু, জলচর, কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লুক, ময়ুর, হংস, সারস, চক্রবাক, কাক, পেচক ইত্যাদি খচর, ইহারা তির্য্যক্‌স্রোতা অর্থাৎ তির্য্যক্ জাতি। (ভাগ° ৩।১০।২১-২৫)

তির্য্যগ (পুং) তির্য্যগ্‌গ, কুটিলগামী পশুপক্ষ্যাদি।

"কর্ম্মভূমিকৃতং দেবা ভুঞ্জতে তির্য্যগাশ্চ যে।" (ভারত)

তির্য্যগন্তর (ক্লী) দ্রব্য দ্বয়ের মধ্যস্থানের পরিমাণ।

তির্য্যগয়ন (ক্লী) তিরশ্চাং অয়নং ৬তৎ। ১ পশু পক্ষীদিগের গতি। তির্য্যক্ অয়নং কর্ম্মধা। ২ বক্রগতি, কুটিল গতি।

তির্য্যগাগত (ত্রি) তির্য্যক্ বক্রভাবেন আগতঃ। বক্রভাবে আসা।

তির্য্যগীক্ষ (ত্রি) তির্য্যক্ ঈক্ষ-অচ্। বক্রভাবে দেখা।

তির্য্যগীশ (পুং) কৃষ্ণের নামান্তর ভেদ। তিরশ্চাং ঈশঃ ৬তৎ। পক্ষিগণের অধিপতি।

তির্য্যগ্‌গ (ত্রি) তির্য্যক্ গচ্ছতি তির্য্যক্-গম-ড। কুটিলগামী।

তির্য্যগ্‌গত (ত্রি) তির্য্যক্ বক্রভাবেন গতঃ। বক্রগামী।

তির্য্যগ্‌গতি (স্ত্রী) তিরশ্চী গতিঃ কর্ম্মধা। বক্রগতি, কুটিল গতি। (ত্রি) তির্য্যক্ গতিঃ যস্য। বক্রগমনশীল।

তির্য্যগ্‌গম (ক্লীং) তির্য্যক্ গমং গমনং। বক্রগমন।

"তির্য্যগ্‌গমেন নাগেন সমদেনাশুগামিনা" (ভারত দ্রোণপ°)

তির্য্যগ্‌গমন (ক্লী) তির্য্যক্-গম-ল্যুট্। ১ বক্রগমন। (ত্রি) তির্য্যক্ গমনং যস্য। ২ বক্রগতিশীল বায়ু, বায়ুর গতি বক্র।

"তির্য্যগ্‌গমনবানেষঃ জ্ঞেয়ঃ স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ।" (ভাবাপ°)

তির্য্যগ্‌জ (ত্রি) তির্য্যক্ জন-ড। ১ পক্ষী প্রভৃতি হইতে জাত। ২ পক্ষ্যাদি জাতি। "যস্মাদ্বীজপ্রভাবেন তির্য্যগ্‌জ ঋষয়োঽভবন্" (মনু ১০।৭২)

তির্য্যগ্‌জন (পুং) তির্য্যক্ জনঃ কর্ম্মধা। কুটিল লোক।

"যত্তদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমুশ্রুতধারণা যে।" (ভাগ° ২।৭।৪৫)

তির্য্যগ্‌জাতি (স্ত্রী) তিরশ্চাং জাতিঃ ৬তৎ। পক্ষিজাতি।

তির্য্যগ্‌দিশ্ (স্ত্রী) তির্য্যক্ দিশ্-ক্বিপ্। উত্তরদিক্।

তির্য্যগ্‌ধার (পুং) তির্য্যক্ ধৃ-ঘঞ্। বক্রধার, যাহার পার্শ্ব বক্র।

তির্য্যগ্নাসা (স্ত্রী) তির্য্যক্ নাসা যস্য বহুব্রী। যাহার নাসিকা বক্র।

তির্য্যগ্‌যবোদর (ক্লী) যবের দানা। (Barley-corn.)

তির্য্যগ্‌যান (পুং) তির্য্যক্ যানং যস্য বহুব্রী। কুলীর, কাঁকড়া।

তির্য্যগ্‌যোন (পুং) শুকসারিকাদি পক্ষী জাতি।

তির্য্যগ্‌যোনি (স্ত্রী) ৬তৎ। পশুপক্ষ্যাদি তির্য্যক্ জাতি।

"অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গীনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ চ জায়তে॥"

(মনু ৪।২০০)

গৃহী যদি ব্রহ্মচারীদিগের বেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ ও স্থাবর এই পাঁচভাগে তির্য্যগ্‌যোনি বিভক্ত।

তির্য্যগ্‌যোন্যন্বয় (পুং) তির্য্যক্ যোনীনাং অন্বয়ঃ ৬তৎ। পশুপক্ষ্যাদি জাতি।

তির্য্যগ্বিদ্ধ (ত্রি) তির্য্যক্ তির্য্যক্‌ভাবেন বিদ্ধঃ। সুশ্রুতোক্ত একপ্রকার শিরাবেধ। তির্য্যক্ (বক্র) ভাবে শস্ত্রপাত হইলে যদি সমুদয় কাটিয়া অল্প অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তির্য্যক্‌বিদ্ধ হয়। এই তির্য্যগ্‌বেধ অতি দূষণীয়। (সুশ্রুত চিকি° ৮ অঃ)
২ বক্রভাবে বিদ্ধ।

তির্য্যঙ্‌নাস (পুং) যাহার নাসিকা বক্র।

তির্য্যচ্ (ত্রি) তিরো অঞ্চতি-তিরস্-অঞ্চ ক্বিপ্, তিরসঃ তিরি আদেশঃ অঞ্চের্নলোপশ্চ। বিহঙ্গ প্রভৃতি।

"পাপানি চ নরঃ কৃত্বা তির্য্যগ্‌জায়েত ভারত।" (ভার° ১৩।১১১।১২৫)
মনুষ্য সকল পাপকর্ম্ম করিয়া তির্য্যক্ অর্থাৎ বিহঙ্গ প্রভৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

"ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্য্যঞ্চঃ পক্ষিণস্তথা।
যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রিতীঃ পুনঃ॥" (মনু ৫।৪০)
২ বক্রগামী।

তির্য্যক্ষী (স্ত্রী) তির্য্যচ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। তিরশ্চী, পশুপক্ষীদিগের স্ত্রী।

তিল (পুং) তিলতি স্নিহ্যতি তৈলেন পর্ণোভবতি তিল-ক। স্বনামখ্যাত রবিশস্য বিশেষ (Sesamum Indicum)। পর্য্যায়—হোমধান্য, পবিত্র, পিতৃতর্পণ, পাপঘ্ন, পূতধান্য, স্নেহফল, ফলপুর।

'পঞ্চশস্য' মধ্যে ইহা গণ্য হইয়া থাকে। ইহা হইতে 'তৈল' জন্মে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে ইহারই তৈল প্রথম আবিষ্কৃত হয় বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় উহা 'তৈল' নামে পরিচিত হইয়াছে। পরে অন্যান্য তৈলকর বীজ (সর্ষপ, মসিনা, পোস্ত, বাদাম প্রভৃতি) হইতে নির্যাস আবিষ্কৃত হইলে তাহাও 'তৈল' নামেই অভিহিত হইয়া যায়। এখন 'তৈল' বলিলে অন্ততঃ বাঙ্গালাদেশে তিলের তৈল না বুঝাইয়া সর্ষপ তৈলই বুঝায়। দেশভেদে তিলের নাম যথা—

শস্য	তৈল	
তিল, তির, জিঙ্গ্লি	কৃষ্ণতৈল, বারিকতৈল, মিঠাতৈল, তিল-কা-তৈল	... হিন্দী।
তিল	... তিলের তেল	... বাঙ্গালা।
রসি, খাসা, তিলি		... উড়িয়া।
তিলমিন ...		... সাঁওতাল।
তিল ...		... নেপাল।
তিল, তিলি ...		... মধ্যভারত।
তিল, তিলি, জিঞ্জিলি	মিঠা তেল	... উঃ পঃ প্রদেশ।
ভুহুক্, তিল ...		... কুমাউন।
তিল, তিলি, কুঞ্জড়		... পঞ্জাব।
তিল, কুঞ্জিত ...		... আফগানিস্থান।
তিল, খির ...		... সিন্ধু।
তিল, তল, বারিকতিল		... বোম্বাই।
তিল ...		... মহারাষ্ট্র, গুজরাট।
যেল্লুছেড়ি, নুব্বুলু, এল্লু	নল-লেন্নি	... তামিল।
পোল্ল-নুব্বুলু	নুব্বু, নুব্বুলু, মাঞ্চনুনে	... তেলগু।
যল্লু	অচ্ছেলু, বোলেলু, এল্লু, বল্লেযন্নে	... কর্ণাটক।
করেল্লু, চিত্রাল্লু, এল্লু	শিৎএলু, মিনিক-বিজল, নল্লের	... মলয়।
হান ...	নাহ-সি	... ব্রহ্ম।
তল্ল, তল্ল-অত্ত	তুন্-পত্তল, তেল-তল	... সিংহল।
অল্ জুল-জুলান, সিমসিম্	থোহ্ন-সিম্সিম্	... আরব।
রোঘেন শিরিন, রোঘেন, কুঞ্জড়	রোঘেন কুঞ্জড়	... পারস্য।
সেমসেম ...		... মিসর।
বেঞ্জাম্ ...		... সুমাত্রা।
সিসামাম ...	সিসেমি অয়েল	... ইংলণ্ড।
জুজিওলিন্, অল্জোঞ্জোলিন		... ফ্রান্স।
অল্ জোঞ্জোলি		... স্পেন।
জিঞ্জিওলিনো, জেরজেলিন		... ইটালী।
জেরজেলিম্		... পর্ত্তুগীজ।

তিল গ্রীষ্মমণ্ডলের শস্য। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রবিৎপণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই শস্যের আদিবাস আফ্রিকা ও পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। এপর্য্যন্ত ১২শ প্রকার তিল আবিষ্কৃত হইয়াছে। আফ্রিকায় দ্বাদশ প্রকার তিলের মধ্যে আট প্রকার বন্যভাবে জন্মে। তৈলকর বীজের চাষ আফ্রিকাতেও বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। গ্রীক, লাটিন ও আরবীয় প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে সিসেম বা সিসেমাম শব্দ পাওয়া যায় (আরবীয় সিম্সিম)। থিওফ্রেষ্টাস্ ও দিওস্কোরিদিস্ লিখিয়াছেন, 'মিশরে সিসেম নামক তৈলকর বীজের চাষ হয়।' প্লিনি আরও লিখিয়া গিয়াছেন যে উহা ভারতবর্ষ হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে। আরবীয় "সেমসেম" বা "সিমসিম" শব্দ হইতেই গ্রীক 'সিসেম' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, তিল ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে প্রচলিত। য়ুরোপ যখন আফ্রিকার বিবরণ মোটে জানিতে পারে নাই বা আফ্রিকায় যখন আরবীয় সভ্যতা বিস্তৃত হয় নাই, তখন হইতে ভারতে তিল ব্যবহার প্রচলিত। পৃথিবীর প্রাচীনগ্রন্থ বেদে ইহার উল্লেখ দেখা যায় (অথর্ব্ব-বেদ ২।৮।৩,৬।১৪০।২; শুক্লযজুর্ব্বেদ ১৮।১২ ও শতপথব্রাহ্মণে ৯।১।১।৩।) এতদ্ভিন্ন হিন্দুর শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি কার্য্যে বহু পূর্ব্বকাল হইতে তিলের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ভাষায় এই শস্যের যতগুলি নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার সকল গুলিতে তিল এই নাম একপ্রকার অবিকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে। অপর কোন

শস্তের নামের এরূপ সমতা ভারতবর্ষে নাই। জিন্‌জি, জিঞ্জলি প্রভৃতি চলিত নামগুলি যদিও আরবীয় (জুল্‌জুলান্) শব্দে রূপান্তর, তথাপি তাহাই যে আদিম নাম তাহা বলা যায় না। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও তিলের জাতিভেদে গুণভেদ ইত্যাদি লিখিত আছে। গ্রীষ্মমণ্ডলের শস্ত বলিয়া মধ্যভারতের কোন স্থানে বন্তিল যদিও দেখা যায় নাই, তবুও হিমালয় আফগানিস্থান, পারস্ত, আরব, মিশর প্রভৃতি দেশে ইহার চাষ দেখিয়া বুঝা যায় যে যদি ইহা ভারতের আদি শস্ত না হয়, তবে ইহা যে আর্য্যগণ দ্বারা এদেশে প্রথম আনীত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার আর্য্য নাম তিল ও ইরাণীয় নাম 'সেমসেম' দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, অতি পূর্ব্বে ইহা এমন এক স্থানে জন্মিত, যেখান হইতে ইহা সমভাবে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে চাষ হইতে হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। ইংরাজেরা তদনুসারে বলেন যে, ইউফ্রেটীশ নদীতীর হইতে উত্তরভারত পর্য্যন্ত মধ্য এসিয়ার কোন স্থানে ইহার আদিবাস ছিল। সেই স্থান হইতে আর্য্যজাতি হইতে প্রথমে ভারতে, পরে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতে প্রচারের পূর্ব্বে তিল আরব বা য়ুরোপে যায় নাই, ইহা সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রমাণে বিশ্বাস করা যায়। সম্প্রতি গবর্মেণ্ট হইতে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের বিবরণসংগ্রহ করিবার জন্ত যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, তাঁহার অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পরেশনাথ পাহাড়ের ১৫০০ ফিট্ হইতে ৩৫০০ ফিট্ ঊর্দ্ধে এবং হিমালয়ের উত্তরপশ্চিমাংশে এই জাতীয় শস্তের বন্তাবস্থার গাছ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের আকৃতিগত অনেকটা প্রভেদ আছে। চাষের তিলের ফুল শাদা ও বন্ত তিলের ফুল কাল। পাতা, ডাঁটা, মূল ইত্যাদিরও অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

প্লিনি ও পেরিপ্লাসের গ্রন্থে জানা যায় যে, তিলের তৈল গুজরাট ও সিন্ধুদেশ হইতে লোহিতসাগর দিয়া য়ুরোপে রওনা হইত।

আইন-ই-আকবরীতে শ্বেততিল ও কৃষ্ণতিলের বিবরণ আছে। আশু (আউশ বা শারদ) শস্তের মধ্যে ইহা গৃহীত হইয়াছে। আগ্‌রা, আলাহাবাদ, অযোধ্যা, দিল্লী, লাহোর, মূলতান, মালব প্রভৃতি সুবায় ইহার চাষ হইত।

বিগত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে ইহার কারবার বাড়িয়া গিয়াছে, বিদেশে রপ্তানী হইতেছে।

চাষ। ভারতে গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে ইহার চাষ হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ প্রদেশে ইহা শীতকালের শস্ত, অন্তত্র ইহা শারদ শস্ত এবং শীতপ্রদেশে ইহা গ্রীষ্মকালের শস্ত। পঞ্জাব-প্রদেশে বর্ষাকালে ইহার চাষ হয়। মধ্যভারতে ও মান্দ্রাজে বসন্তে ও শরতে দুইবার ফসল হয়। মধ্যভারত ও উত্তরভারতের বালুকাময় ভূমিতে ইহার যেমন বৃদ্ধি ও পুষ্টি দেখা যায়, ব্রহ্ম, আসাম ও বাঙ্গালার সজল জমীতে সেরূপ হয় না। তিল সাধারণতঃ ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারি শ্রেণী ঠিক জাতিগত বিভাগ কি চাষের অবস্থাগত বিভাগ তাহা বলা যায় না। বর্ণ ধরিয়া তিলের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত ও ধূসর। ভারতের কোথাও ইহার গাছ মরকুটে রকম হয়, এত ক্ষুদ্র হয় যে ১৮ ইঞ্চির অধিক দেখা যায় না, কোথাও ৩।৪ ফিট্ দীর্ঘ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ফুল শাদা, পাতা বড়, পাতার খোঁচগুলি অসমান, কোন কোন ক্ষেত্রে ফুল পাটল বা রক্তবর্ণ, পাতা লম্বা, সরু এবং খোঁচহীন হয়। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় ভারতে তিল ধান্তের সহিত প্রায় এক সময়েই চাষ আরম্ভ হইয়াছে। [ধান্ত দেখ।] কোন কোন তিল পাকিতে তিন মাস, কোন কোন তিল পাকিতে ৮।১০ মাস বিলম্ব হয়। ইহার প্রাচীনত্বের বিষয় অনুধাবন করিলে বিশ্বাস হয় যে তৈলকর বীজ যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে তিলই প্রথমে মনুষ্যের ব্যবহারে আসে ও ইহার তৈলই জগতের প্রথম তৈল।

পূর্ব্বভারতের তিল গাছ একটু স্বতন্ত্ররূপে জন্মে। শাদা তিলের পাতা কৃষ্ণ তিলের পাতা অপেক্ষা চওড়া হয়, ফুলের বর্ণ মলিন হয়, পাতার রং গাঢ় উজ্জ্বল সবুজ হয়। শাদা তিলের আস্বাদ মিষ্ট, দানা মোটা ও বড় হয়।

বাঙ্গালা দেশে তিলের চাষ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় যেরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ঢাকা। লক্ষ্মীনদীর তীরে ইহার চাষ খুব বেশী হয়। ধান্তের সহিত একত্রই ইহার চাষ হয়। ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার সময় প্রথমতঃ পূর্ব্ব বৎসরের ধান্তের জমীতে গোড়াগুলি তুলিয়া রাশীকৃত করিয়া পুড়াইয়া ফেলে, তাহার পর লাঙ্গল দেয়। জমী যদি বেশী শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে লাঙ্গল দিয়াই সঙ্গে সঙ্গে মই দিয়া থাকে। সরস থাকিলে মই দিবার আবশুক করে না। প্রথম চাষের পর ১৫ দিনের মধ্যে আর একবার আড়ভাবে লাঙ্গল দিতে হয়। মাঘেই পাট করিয়া রাখে। তার পর আর ৩।৪ বার লাঙ্গল দিয়া প্রতি বিঘায় ⁄১॥০ দেড় সের তিল ও ।০ দশ সের আমন ধান্ত একত্র মিশাইয়া ছড়াইয়া বুনিয়া যায়। ফাল্গুনের মাঝামাঝি হইতে চৈত্রের শেষ পর্য্যন্ত বপন করিবার প্রশস্ত সময়। ৪।৫ ইঞ্চি চারা গজাইলে একবার

কোদালি দিয়া কোদলাইয়া দিয়া থাকে। চারা বড় ঘন হইলে এই সময় কতকগুলা উঠাইয়া ফেলে। কোদলাইবার ৮।১০ দিন পরে নিড়াইতে হয়, তৎপরে আবার পোনর দিন পরে আর একবার নিড়াইলেই ক্ষেত্রের কাজ হইয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিল পাকিলে কাটিয়া লয় ও দিন কয়েক এক স্থানে কাঁড়ি করিয়া রাখিয়া দেয়, তাহার পর ঠেঙ্গা মারিয়া শস্ত ঝাড়িয়া লয়। প্রতি বিঘায় ২।৩ মণ জন্মে। ঢাকার কোথাও কোথাও আশু (আউশ) আমন ও তিল একত্র এক জমীতে বুনিয়া থাকে। চৈত্রের শেষে একটা বৃষ্টি হইয়া গেলে পূর্ব্ব-মতে প্রস্তুত জমীতে প্রতি বিঘায় /১॥০ সের তিল।০ সের আউশ ও /৬ সের আমন একত্র মিশাইয়া ছড়াইয়া বুনিয়া যায়। অঙ্কুর গজাইলে একবার আলগা মই দেয়, তারপর জালি টানিয়া ১০।১২ দিন অন্তর ২।৩ বার নিড়াইয়া দেয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিল কাটে। এই প্রথায় নাকি ফসল ভাল হয়।

মেদিনীপুর। কৃষ্ণ তিল ও শাঁকী (শঙ্খের ন্যায় শ্বেত) তিল, জঙ্গলী জমীতে আষাঢ় শ্রাবণে বপন করে ও অগ্রহায়ণ পৌষমাসে কাটে। খশলা তিল ইক্ষুক্ষেত্রে চৈত্র বৈশাখে বপন করে ও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে কাটে। ভাদু (ভাদ্রীয়) তিল জঙ্গলী জমীতে আষাঢ় শ্রাবণে বুনে ও ভাদ্রে কাটে।

হুগলী। কৃষ্ণতিল আষাঢ় শ্রাবণে বুনে ও ভাদ্র আশ্বিনে কাটে। কাঠতিল পৌষ মাঘে বুনে ও আষাঢ় শ্রাবণে কাটে। খেঁসারির ন্যায় এই জেলায় তিলও ধানের জমীতে দ্বিতীয় ফসল রূপে বুনিয়া থাকে। বেশী জলে ধান ডুবিয়া নষ্ট হইয়া গেলেই এইরূপ করিয়া থাকে।

ফরিদপুর। এখানে উচ্চ জমীতে মাঘ ফাল্গুনে কালতিল বুনে ও আষাঢ় শ্রাবণে কাটে। আর নিম্ন জমীতে শ্রাবণ ভাদ্রে শাদাতিল বুনে ও অগ্রহায়ণ পৌষে কাটে। এখানে তিল ও তিলের তৈল দুই তৈয়ারী হয়।

রঙ্গপুর। এখানে শ্রাবণ ভাদ্রে কৃষ্ণতিল বুনে, অগ্রহায়ণ পৌষে কাটে। উচ্চ শুষ্ক জমীতেই ফসল ভাল হয়। প্রায়ই ঠিকরি কলাইয়ের সঙ্গে একত্র বুনিয়া থাকে। জমীতে চারবার চাষ ও দুবার জালি টানিয়া দিতে হয়। ভাল ফসল হইলে প্রতি বিঘায় ১॥০ কি ২/ মণ জন্মে। সর্ষপের সহিত সমানদরে বিক্রীত হয়। রক্ত বা আশু (আউশ) তিল অল্পই বুনে; পৌষ মাঘে বুনে ও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে কাটে। ইহার দর সর্ষপের অপেক্ষা কম।

রাজশাহী। ধানের জমীতে চৈত্র বৈশাখে বুনে, আষাঢ় শ্রাবণে কাটে। কৃষ্ণতিল বৈশাখে বুনে, অগ্রহায়ণে কাটে। এ জেলায় তিলের চাষ খুব কম।

বগুড়া। এখানে তিন প্রকার তিলই জন্মে। কৃষ্ণতিলই ভাল। বর্ষার শেষে বুনে ও হিমের আরম্ভে কাটে।

লোহারডাগা। তিল বা তিমলি ভাদ্র আশ্বিনে উচ্চ জমীতে বুনে ও চৈত্র বৈশাখে কাটে। পালামৌ উপবিভাগের ইহা একটী প্রধান শস্য, দক্ষিণাংশে প্রচুর জন্মে। এখানে ইহার জন্য ক্ষেত্রে বেশী পাট আবশ্যক করে না। এদেশে প্রতি বিঘায় ১।০ মণ জন্মে ও ১৸০ হইতে ২৲ টাকায় মণ বিক্রীত হয়।

আসাম। আসামে তিলের চাষ হয় এবং বাঙ্গালা দেশে রপ্তানী হয়। চাষ বাঙ্গালারই মত।

ব্রহ্ম। তিলের চাষ খুব কম। মান্দ্রাজ হইতে এখানে তিল আমদানী হয়। তিল দেশে না জন্মিলেও ব্রহ্মবাসীরা তিলের ব্যবহার বেশী করে।

বরার। এখানে ২৮৩৫৪৮ বিঘা জমীতে তিলের চাষ হয়; বিঘায় ১।০ এক মণ দশ সের হিসাবে জন্মে। নিজামের রাজ্যের ও বরার প্রদেশের তিলই অধিক পরিমাণে বোম্বাই দিয়া য়ুরোপে রপ্তানী হয়।

মধ্যভারত। নাগপুর, নর্ম্মদা প্রভৃতি স্থানে তিলের চাষ বেশী হয়। এখানকার তিলও বোম্বাই দিয়া রপ্তানী হয়। এখানে শারদ ও বাসন্তী দুই ফসলেই তিল হয়। শরতের তিলকে মুঘেই তিল ও বসন্তের তিলকে হাওড়ি তিল বলে। গরীব কৃষকেই নূতন জমীতে ইহার চাষ করে। ইহার চাষে বেশী পরিশ্রম বা ব্যয় হয় না। জমীর জঙ্গল সাফ করিয়া অল্প লাঙ্গল দিয়াই ইহা বুনিয়া দেয়। এক মুঠা তিলে তিন বিঘা জমী বুনা হয়। একবার নিড়াইতে হয়। ভাল না পাকিলে ছাগ, মেষ, গবাদিতে ইহা নষ্ট করে না। পাকিলে তাড়াতাড়ি কাটিয়া তুলিতে হয়। অতি বিশ্রী কুব্বা জমীতেও প্রতি বিঘায় ২॥০, ৩/ মণ শস্য জন্মে ও ২॥০, ৩৲ টাকায় বিক্রীত হয়। বিঘাকরা খরচা টাকাটাক বাদ যায়। তিল কাটিয়া সেই জমীতে বাজরা বা জোয়ার বুনিলে তাহাতেই খরচা উঠিয়া সমস্ত লাভে দাঁড়ায়। অতি মন্দ, ঘানিতেও এখানে /৯ তিলে /৩ সের তৈল ও /৬ সের খোল হয়। ঘানি খরচা।৶১০ আনা বা।৶০ লাগে। এখানকার ঘানিতে তৈল বাহির হইবার স্বতন্ত্র পথ নাই, তৈল ও খোল একত্র ঘানির কুঁড়াব্ উপর উঠে। জল দিয়া খোল ও তৈল পৃথক্ করিয়া লইতে হয় বলিয়া, এখানকার তৈল খারাপ।

পঞ্জাব। প্রায় সকল জেলাতেই অল্প বিস্তর তিল জন্মে। করাচী বন্দর দিয়াই ইহার অধিকাংশ রপ্তানী হয়। রাবলপিণ্ডির পার্ব্বত্য জমীতে ইহা প্রচুর জন্মে। এদেশে

তিল প্রায় অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রের কিনারায় বুনিয়া থাকে। কৃষ্ণতিলই বেশী জন্মে। এখানে আবার গরম জলের আছড়া দিয়া কৃষ্ণতিলের খোসা উঠাইয়া বিক্রয় করে। বাজারায় ইহা ঘসাতিল নামে খ্যাত। এখানে ⁄৫ সের তিলে ⁄২ সের তৈল জন্মে।

ঝঙ্গ। সরস হাল্‌কা মাটিতে তিল হয়। এদেশে পাত্‌লা মৃত্তিকাস্তরাচ্ছাদিত বালুকার উপর তিল ভাল জন্মে। জোয়ার, মাষ, মুগ প্রভৃতির সহিত একত্র ইহা বুনিয়া থাকে। একটা কি দুইটা চাষ দিয়া জমী তৈয়ার করে। তিল ও বালি মিশাইয়া শ্রাবণ ভাদ্রে বুনিয়া থাকে। প্রতি বিঘায় বালিতে তিলেতে ⁄৩।০ সের লাগে। উত্তরে বাতাস লাগিলে ফুল ঝরিয়া যায়।

মণ্ট্‌গোমারি। জোয়ার, মুথা, মুগ প্রভৃতির সহিত তিল বুনে। বর্ষাকালেই ইহার চাষ হয়। জলসেচনের সুবিধা থাকিলে অন্য সময়েও হয়। বৃষ্টির পর লাঙ্গল দিয়া অন্য শস্য বা মাটি মিশাইয়া ছড়াইয়া বুনিয়া দেয়, তারপর আর একবার লাঙ্গল দেয়; কখন কখন লাঙ্গল-খাতের মধ্যে ছড়াইয়া দেয় মাত্র। প্রতি বিঘায় ⁄৩০ পোয়া বীজ লাগে। তিল ঘন জন্মিতে দেয় না। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে, যব পাতলা করিয়া বুনিলে, তিল ঘন করিয়া বুনিলে, মহিষের এঁড়ে বাছুর হইলে ও বধুর কন্যা হইলে যে কষ্ট হয়, তাহার আর কথা নাই। এখানে কেবল কৃষ্ণতিল জন্মে। এদেশে বেশী বিদ্যুৎ হানিলে তিলের ক্ষতি হয়। তিল কাটিয়া আনিয়া গাছের মাথাগুলি একদিকে করিয়া গোল করিয়া সমস্ত কাঁড়ি সাজাইয়া রাখে। ইহার উপর খুব ভার চাপাইয়া দেয়। ইহাতে তিলের শুঁটিগুলি নরম হইয়া যায়, শেষে খড়ের দড়িতে প্রত্যেক গাছা সারি দিয়া গাঁথিয়া রৌদ্রে নিম্নমুখ করিয়া ঝুলাইয়া দেয়। নিম্নে কাপড় পাতিয়া রাখে। রৌদ্রে শুঁটী ফাটিয়া কাপড়ে তিল ঝরিয়া পড়ে। এদেশে ।৫ সের তিলে ⁄৩ সের তৈল হয়। তিলগাছে জ্বালানি কাষ্ঠ হয়।

কর্ণাল। এখানে তিলের শ্রেণীভেদ নাই। নূতন কঠিন জমীতে এ অঞ্চলে তিল ভাল হয়। নর্দ্দকের নিকট সেই জন্য তিলের চাষ কিছু বেশী হয়। জোয়ার শস্যের সহিত মিশাইয়া তিল বুনা হয়। জোয়ারের চাষ যেরূপ তিলের চাষও সেইরূপ। তিল কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। শুকাইলে শুঁটী কাটিয়া লয়। তিলের গাছগুলিকে ডাঁস্‌ড়া বলে, ইহা ফেলিয়া দেয়। তিলসংগ্রহকারী কলুকে ⁄৫ সের তিল দিয়া ⁄২ সের তৈল লইয়া থাকে। রন্ধনে ও প্রদীপে এই তৈল ব্যবহৃত হয়। এদেশে তিলের গাছে বড় শুঁয়া পোকা লাগে এবং একবার শুকা ধরিলে আর বাঁচাইতে পারা যায় না।

উঃ পঃ প্রদেশ। এদেশে শ্বেত ও কৃষ্ণতিল জন্মে। কাল তিলকে 'তিল' ও শ্বেততিলকে 'তিলি' বলে। তিলি অপেক্ষা তিল পাকিতে বিলম্ব হয়। তিল জোয়ারের সহিত আর তিলি কার্পাসের সহিত মিশাইয়া বুনিলে ফসল খুব ভাল হয়। তিলের তৈল অপেক্ষা তিলির তৈল রন্ধনকার্য্যে ভাল হয়। হিমালয়ের নিম্নে দেহ্‌রা, পিলিভিত্ত, বস্তি, গোরখপুর প্রভৃতি স্থানে তিলের চাষ মধ্যবিধ রকম হয়, কিন্তু বুন্দেলখণ্ডে ইহার চাষ বেশ চলিত। আলাহাবাদেও তিল যথেষ্ট জন্মে। এদেশে ইহা খারিফ শস্য। মৌসুমের মুখে ইহার বপন ও কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে ছেদন করে। হাল্‌কা জমীতে ইহা ভাল জন্মে। বুন্দেলখণ্ডে হাল্‌কা পীতবর্ণের জমী (রক্কর) ইহার বিশেষ উপযোগী। তিল উঠিয়া গেলে সে জমীতে নিকৃষ্ট কোদধান বা কুট্‌কী ছাড়া আর কিছু জন্মে না। তিনবার ঘন চাষ দিয়া কার্পাস জোয়ার প্রভৃতির সহিত ছড়াইয়া বুনিয়া যায়। কৃষকের ইচ্ছামত পরিমাণ মিশাইয়া লয়। খালি তিল বুনিলে প্রতি বিঘায় ⁄২॥০ সের তিল লাগে। তিল পাকিলে আঁটি বাঁধিয়া আনিয়া ডগাগুলি উৰ্দ্ধে রাখিয়া শুকাইতে দেয়। শুঁটী ফাটিয়া তিল ঝরিতে আরম্ভ হইলে আছড়াইয়া পাছড়াইয়া তিল বাছিয়া লয়। গাছগুলিকে তিলসোঁটা বলে, তাহাতে জ্বালানি কাষ্ঠ হয়। অসময়ে বৃষ্টি হইলে ও ফুলের সময় বৃষ্টিতে ইহার বড় ক্ষতি হয়। আশ্বিনের বৃষ্টিতে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুই ফসল হয় না। জোয়ার বা কার্পাসের সঙ্গে জন্মিলে প্রতিবিঘায় আধ মণ ত্রিশ সের হয়, কিন্তু খালি তিলের ক্ষেতে প্রতি বিঘায় ১॥⁄ মণ হইতে ২⁄ পর্য্যন্ত জন্মে।

সিন্ধুপ্রদেশ। তিল এখানকার এক প্রধান শস্য। সকল জেলাতেই ইহার চাষ হয়। মহম্মদখাঁ জেলার জমী এই শস্যের অত্যন্ত উপযোগী। এই জেলায় প্রতি আঠার দিনে তিলক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হয়। সাড়ে চারিমাসে তিল পাকে, প্রতি বিঘায় ২॥⁄ মণ উৎপন্ন হয়। নৌশহরো জেলায় আষাঢ় মাসে সরস উৎকৃষ্ট জমীতে তিল বপন করে। প্রতি ক্ষেত্রে ৭।৮ বার জল সেচন করিতে হয়। ৫ মাসে পাকে। প্রতি বিঘায় ত্রিশ সের তিল জন্মে।

বোম্বাই প্রদেশে গুজরাট, খান্দেশ, পুণা, নাসিক, কর্ণাটক, কোঙ্কণ, রত্নগিরি প্রভৃতি স্থানে তিলের চাষ হয়। কাণাড়ায় বেশী বর্ষার জন্য তিল মোটেই জন্মে না। এ সকল

স্থানে শ্বেত ও কৃষ্ণতিলই জন্মে। ধূসরতিল একমাত্র গুজরাটে জন্মে। সেখানে বাজরার সহিত তিল একত্র বুনিয়া থাকে। কাঠিবাড় প্রদেশে আষাঢ়ী (শ্বেত) কালাকাটওয়া (কৃষ্ণ) ও পুরবিয়া (রক্ত) এই তিন প্রকার তিল জন্মে। শ্বেততিলের তৈল অন্ত তিলের তৈল অপেক্ষা সুস্বাদু ও অধিক তৈলদ। সেখানে পুরবিয়া তিলই অধিক জন্মে।

মান্দ্রাজ প্রদেশে গোদাবরী জেলায় তিল কাটিয়া আঁটি বাঁধিয়া রৌদ্রে তালপাতা চাপা দিয়া আট দিন ঢাকিয়া রাখে। তাহার পর আঁটি ধরিয়া নাড়িয়া ঝাড়িয়া লইলে বার আনা আন্দাজ তিল ঝরিয়া যায়। বাকি অংশ আর দুই তিন দিন শুকাইলেই ঝাড়িয়া লয়। কোএম্বাতোর জেলায় কি জলা, কি শুষ্ক, কি বাগানের জমী সকল স্থানেই তিল জন্মে। এদেশে 'কার' ও 'টাট্টু' এই দ্বিবিধ তিল জন্মে। প্রথম প্রকার তিলই উৎকৃষ্ট ও গ্রীষ্মকালে জন্মে। উত্তর আর্কাড় জেলায় বড় ও ছোট ভেদে তিল দুই প্রকার। এখানে ঠেঙ্গাইয়া তিল ঝাড়িয়া লয়। এদেশে ⁄৪ সের তিলে ⁄১ সের তৈল হয়। তিলতৈল এদেশে সকল প্রকার তৈল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এদেশে ইহাই রন্ধনের তৈল। এই তৈলই সকলে মাখিয়া থাকে। এখান হইতে অধিকাংশ তিলই য়ুরোপে চালান হয়।

মহিসুরে 'বোল-এল্লু' 'কার এল্লু' ও 'গুর-এল্লু' এই ত্রিবিধ তিল জন্মে। এখানে তিলের গাছ পোড়াইয়া ছাই করিয়া সাররূপে ক্ষেত্রে ব্যবহার করে।

তিলের ব্যবসা। তিলের ব্যবসা অতি বিস্তৃত। বাঙ্গালায় ও আসামে যাহা জন্মে, তাহার কতকাংশ বঙ্গদেশেই খরচ হয় এবং অধিকাংশ মান্দ্রাজে রপ্তানী হয়। মান্দ্রাজে যাহা জন্মে ও বাঙ্গালা হইতে যাহা আমদানী হয়, তাহার ৮⁄০ আনা অংশ ব্রহ্মে রপ্তানী হইয়া থাকে। এজন্ত মান্দ্রাজে তিলের ব্যবসা বহুবিস্তৃত। অযোধ্যা ও উঃ পঃ প্রদেশ হইতে যাহা জন্মে, তাহার কিছু বোম্বাইয়ে ও কিছু বাঙ্গালায় চালান হয়, অবশিষ্টাংশ তত্তদ্দেশেই খরচ হয়। মধ্যভারতের সমস্ত তিল বোম্বাইয়ে চালান হয়। বোম্বাইয়ে যাহা জন্মে ও যাহা আসে, তাহার মধ্যে দেশে যথেষ্ট খরচ হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা য়ুরোপে চালান হয়। সিন্ধু প্রদেশেরও অধিকাংশ য়ুরোপে রপ্তানী হয়। য়ুরোপে এই তিল হইতে সুইট অয়েল, অলিভ অয়েল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া আবার এদেশে আসে। ত্রিপুরার পার্ব্বত্যপ্রদেশে ও কাশ্মীর প্রদেশ হইতে তিল ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে।

তিলের খোল গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে ও নিম্ন বাঙ্গালায় গরীবেরা ময়দার সহিত মিশাইয়া ইহাতে পিষ্টকাদি প্রস্তুত করে। পশ্চিমে ইহার দর আছে।

তিলের ভেষজগুণ। তিল অর্শরোগের মহৌষধ। রক্তস্রাবী অর্শে তিল জল দিয়া বাটিয়া মাখন মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অতি উপকার দর্শে। তিললাড়ু, তিলকুটা, তিলবড়া প্রভৃতি তিলের খাদ্য অর্শরোগীর পথ্য। তিল ও তিলতৈল আমাশয় এবং মূত্ররোগাধিকারে অতি উপকারী। ইহা স্নিগ্ধকারক। রজঃরোধ-রোগে গরম জলে তিলচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া তন্মধ্যে রোগীকে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসাইয়া রাখিলে উপকার হয়। তিলসিদ্ধ জলে চিনি মিশাইয়া খাইলে কাশি নরম পড়ে। তিল ও তিসি-সিদ্ধজলে কামোদ্দীপন হয়, বন্ধ্যাদোষও নষ্ট হইতে পারে। অগ্নিদগ্ধ স্থানে তিল বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। তিলফুলে পতিত শিশিরবিন্দু নীরঠে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া গণ্য। মৃদু বিসূচিকা, আমাশয়, দম্‌কা ভেদ, পীনস, শ্বেতপ্রদর ও মূত্রনালীর রোগসমূহে ইহার পাতা ভিজাইয়া সেই জলপানে উপকার হয়। দুটী টাটকা পূর্ণ পুষ্ট পাতায় দেড়পোয়া আন্দাজ জল দিয়া কিছুক্ষণ নাড়িলেই জল চট্‌চটে হইয়া পড়িলেই পানীয় প্রস্তুত হয়। শুষ্কপত্রে গরম জল দিতে হয়। ভারতে তিলের পাতা ক্ষুদ্র হয়, সুতরাং বেশী সংখ্যা আবশুক। ডাক্তার এভার্স বলেন (মার্চ্চ ১৮৭৫), 'আমি তিলপাতা ভিজাইয়া তাহার আঠাবৎ পানীয় যতগুলি আমাশয় রোগে ব্যবহার করিয়াছি সকলগুলিই আরোগ্য হইয়াছে।' গর্ভিণীর পক্ষে তিল অপথ্য। ইহাতে গর্ভস্রাব হইতে পারে। তিলপাতা-ভিজান জলে চুলের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ভাজাতিলে অন্ত্রের শিথিলতা সম্পাদন করে।

কলে চিনি প্রস্তুতের সময় চিনির ময়লা দূর করিবার জন্ত তিল ব্যবহৃত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে—তিল চারিপ্রকার কৃষ্ণ, শুক্ল, রক্তবর্ণ ও আর একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিল আছে, তাহাকে বন্ত তিল কহা যায়। তিলের গুণ—কটু, তিক্ত, মধুর, কষায় রস, গুরু, কটু, মধুর, বিপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, বলকারক, কেশের হিতসম্পাদক, শীতলস্পর্শ, চর্ম্মের হিতকর, স্তন্তবর্দ্ধক, ব্রণের হিতকর ও দন্তের দৃঢ়তাসম্পাদক, ঈষৎ মূত্রকারক, মলরোধক, বায়ুনাশক এবং অগ্নি ও বুদ্ধিপ্রদায়ক। এই চারিপ্রকার তিলের মধ্যে কৃষ্ণতিল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। শুক্ল তিল মধ্যম, অপর রক্তবর্ণাদি তিল সমস্তই হীনগুণবিশিষ্ট। (ভাবপ্রকাশ)

জঙ্গলজাত তিলকে উপতিল কহে। ইহার তৈলের গুণ—

অলক্ষর, কেশের হিতকর, কষায়, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, মধুর, তিক্ত, বলকারক, কফ, বাত, ব্রণ ও কণ্ডুনাশক, কান্তিপ্রদ, বস্তি, অভ্যঙ্গপান, নস্য, কর্ণ ও অক্ষিপূরণে হিতকর। (রাজনি°)

তিলতৈল। সর্ষপের ন্যায় ঘানিতে তিল ভাঙ্গিয়া তৈল বাহির করে। তিলতৈল স্বচ্ছ, পরিষ্কার, তরল; ইহার বর্ণ মলিন পীতাভ রক্ত। ইহার গন্ধ নাই, পুরাতন হইলে গাঢ় হয় না বা গুমো গন্ধ হয় না। ভারতে তিলতৈল রন্ধনে, গাত্র মর্দ্দনে ও দীপে ব্যবহৃত হয়। দেশী সাবানও তিল-তৈলে প্রস্তুত হয়। য়ুরোপে দীপে ও সাবানে লাগে। বাদামের তৈলে ও ঘৃতে তিলতৈল মিশাইয়া থাকে। ভারতে যে সকল য়ুরোপীয় 'অলিভ অয়েল' আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশ খাঁটী তিলের তৈল মাত্র। চীনের বাদাম, তিল ও কুসুমফুল একত্র পিষিয়া একপ্রকার তৈল হয়, ইহাকে গোয়াতেল বলে। যাবতীয় ফুলেল তৈল তিলের তৈলে প্রস্তুত হয়। তিনগুণ ফুল ও তিনগুণ তৈলে ভিজাইয়া বোতলে পূরিয়া ছিপি আঁটিয়া রৌদ্রে দিলে অতি সুন্দর ফুলেল-তৈল হয়, অথবা এক স্তর ফুল সাজাইয়া তাহার উপর তিল দিয়া দ্বিগুণ ফুল সাজাইয়া আবার তিল দিয়া ফুল চাপা দিয়া তাহার উপর রাখিতে হয়। এইরূপে তিলে ফুলের গন্ধ সংক্রমিত হয়, তখন সেই তিল ভাঙ্গিয়া তৈল গ্রহণ করিলে সে তৈল অতি সুগন্ধযুক্ত হয়। ব্যবসায়ীরা আতরে তিল-তৈল মিশাইয়া আতরের দরের কমি বেশী করিয়া থাকে।

তিলতৈলের ভেষজ গুণ। সকল প্রকার ঘায়ে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুইট অয়েল বা অলিভ অয়েল যেরূপে ব্যবহারে লাগে, ইহাও সেইরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেহরোগে তিলতৈল মহা উপকারী। সর্ব্বাঙ্গে একপ্রকার লোম বা কণ্টকবৎ রোগ জন্মে। ডাক্তারেরা সন্না দিয়া এগুলি তুলিয়া ফেলিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু তিলতৈল মর্দ্দনে উহা নরম হইয়া ঝরিয়া যায় এবং প্রত্যেক কণ্টকের গোড়া একটী করিয়া জলপোরা ফুস্কুড়ি হইয়া ফাটিয়া যায় ও ঐ তৈল মর্দ্দনেই সারিয়া যায়। তিলের খোসা তুলিয়া তৈল বাহির করিলে তৈল অতি উৎকৃষ্ট হয়। কৃষ্ণতিল প্রত্যেক ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। তৈল প্রতিগ্রহ করিলে পাতিত্য জন্মে।

"ব্রাহ্মণঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ বৃত্ত্যর্থং সাধুতস্তথা।
অব্যয়মপি মাতঙ্গতিললোহাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥" (ব্রহ্মপু°)

তিলদানেও অশেষবিধ পুণ্য সঞ্চার হয়।

যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে উঠিয়া তিলদান করেন, তিনি সকল প্রকার পাতক হইতে বিমুক্ত হন। প্রেতোদ্দেশে তিলদান করিতে হয়। যাহারা প্রেতোদ্দেশে হেমগর্ভ তিলদান করে, তাহাদিগের পিতৃগণ তিলসংখ্যক বর্ষ স্বর্গলোকে বাস করে। হেমগর্ভ-তিলদান আগু একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের দিন করিতে হয়।

অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিন ও আদ্যশ্রাদ্ধের দিন প্রথমে তিলদান করিয়া পরে অন্য দানাদি করিতে হয়। এই তিলদান যে ব্রাহ্মণ গ্রহণ করে, তিনি পতিত হন, এই জন্য এই দান মহাব্রাহ্মণ (অগ্রদানী) সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। [শ্রাদ্ধ দেখ।]

তিলদ্বারা পিতৃদিগকে তর্পণ করিতে হয়, কিন্তু সকল দিন তিলতর্পণ নিষিদ্ধ। গঙ্গাদি তীর্থে ও প্রেতপক্ষে (প্রতিপদ্ হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত) তিলতর্পণ করিতে পারা যায়। [তর্পণ দেখ।]

"তিলোদ্বর্ত্তী তিলস্নায়ী তিলহোমী তিলপ্রদঃ।
তিলভুক্ তিলবাপী চ ষট্‌তিলী নাবসীদতি ॥" (তিথিতত্ত্ব)

জন্মতিথি দিনে তিলদ্বারা স্নান, তিলভক্ষণ, তিলহোম, তিলপ্রদান, তিল বপন ও তিলোদ্বর্ত্তন করিলে চিরায়ু হয় এবং তাহার সকল প্রকার বিপদ্ বিনষ্ট হয়।

রাত্রিকালে তিল ভক্ষণ করিতে নাই এবং তিলমিশ্রিত দ্রব্যও ভক্ষণ করিতে নিষেধ আছে। সপ্তমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই কয় তিথিতে তিলতৈলে স্নান করিবে না। ২ তিলকালক, দেহস্থিত তিলাকার চিহ্ন বিশেষ, ইহা তিল নামে খ্যাত।

"দেবগুরুপ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।
তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা ॥" (কালিদাস)

৩ তিলতুল্য স্বল্প প্রমাণ।

"তিলং তিলং তং কৃত্বা চ চিক্ষিপুর্দ্দিক্ষু সর্ব্বতঃ।
নগরান্নির্গতৈঃ সৈন্যৈর্হন্যমানাঃ পদে পদে ॥"(রাজতর° ৪।৩২৮)

তিলস্য বিকারঃ অণ্। তৈল, তিলনির্য্যাস, তিলস্নেহ, তিল সদৃশ বস্তুজাত স্নেহ।

তিলক (ক্লী) তিলবৎ তিলপুষ্পইব কায়তি কৈ-ক। চন্দনাদি দ্বারা ললাটাদি দ্বাদশাঙ্গে ধারণীয় চিহ্ন, ফোঁটা। পর্য্যায়—তমালপত্র, চিত্রক, বিশেষক। (অমর)

দ্বাদশ তিলকের বিধি—প্রত্যেক বৈষ্ণব স্নানান্তে বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম করিয়া দ্বাদশাঙ্গে তিলক করিবে।

"দ্বাদশাঙ্গে ললাটাদৌ তিলকং হরিমন্দিরং।
স্নানান্তে বৈষ্ণবঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং কৃষ্ণনামভিঃ ॥" (হরিভক্তিবি°)

ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণকুক্ষিতে বিষ্ণু, বাহুতে মধুসূদন, কন্ধরে ত্রিবিক্রম, বামপার্শ্বে বামন, বামবাহুতে শ্রীধর, কন্ধরে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ ও কটীতে দামোদর এই দ্বাদশ স্থানে

ইহাদের নাম স্মরণপূর্ব্বক তিলক ধারণ কর্ত্তব্য। (পদ্মপু° উ°) তিলকধারণ করিবার সময় ললাটে প্রথম ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে, পরে ললাটাদিক্রমে তিলকধারণ কর্ত্তব্য।

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতং।
ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে॥" (পদ্মপু°)

সম্প্রদায়ানুসারে মস্তকে কিরীটমন্ত্র ন্যাস করিয়া সর্ব্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত ধারণ করিবে।

কিরীটমন্ত্র। "ওম্ শ্রীকিরীটকেয়ূরহারমকরকুণ্ডল-চক্র-শঙ্খগদাপদ্মহস্তপীতাম্বরধরশ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষঃস্থল-শ্রীভূমিসহিত-স্বাত্মজ্যোতির্দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমো নমঃ॥"
(হরিভক্তিবি° ৪ বি°)

ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে তিলক হরিমন্দির বলিয়া খ্যাত।

বাম বক্ষঃ, নেত্রান্ত, গণ্ড ও স্কন্ধ, ইহাতে শঙ্খ চিহ্নিত তিলক করিতে হইবে। এই প্রকার দক্ষিণ নেত্রান্ত প্রভৃতি স্থলে চক্রাঙ্কিত তিলক করিবে।

ললাটে কেশব, কণ্ঠে শ্রীমধুসূদন, বামবাহুতে বাসুদেব, সব্যবাহুতে দামোদর, নাভিতে নারায়ণ, হৃদয়ে মাধব, দক্ষিণ-পার্শ্বে গোবিন্দ, বামপার্শ্বে ত্রিবিক্রম, সব্যকর্ণমূলে বিষ্ণু, দক্ষিণ কর্ণমূলে মধুসূদন, শিরোমধ্যে হৃষীকেশ ও পৃষ্ঠে পদ্মনাভ, হরির এই দ্বাদশ নাম পাঠ করিয়া তিলক করিতে হইবে। যে বৈষ্ণব এইরূপ তিলকধারণ করে, সে প্রতিদিন প্রেম ও ভক্তি প্রাপ্ত হয় *।

যে বৈষ্ণব গলদেশে তুলসীকাষ্ঠমাল্যধারণ ও দ্বাদশাঙ্গে পূর্ব্বোক্ত তিলক ধারণ করিয়া থাকে এবং কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি-সম্পন্ন হয়, সেই সকল লোক দ্বারা জগৎ আশু পবিত্র হয়।

মধ্যদেশ ছিদ্রযুক্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাখ্যতিলক হরিমন্দির বলিয়া খ্যাত। নাসিকামূল হইতে আশ্রয় করিয়া শিরোমধ্যগত পর্য্যন্ত তিলক করিবে।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকের মধ্যদেশে পীত রেখা থাকিলে রামানুজ তিলক কহে।

"যদূর্দ্ধপুণ্ড্রং তিলকং শোভনং তন্মনোহরং।
তন্মধ্যং পীতরেখঞ্চ শ্রীমদ্রামানুজং বিদুঃ॥" (পদ্মপু° উ°)

যাহারা রামোপাসক, তাহাদের তিলক ঊর্দ্ধপুণ্ড্রক এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে সবিন্দুযুক্ত যদি হয়, তাহা হইলে হরির মৎস্যাদি সকল অবতারের উপাসকদিগের তিলক জানিবে।

দ্বিজগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রক করিবে এবং ক্ষত্রিয়েরাও তাহাই করিবে। বৈশ্য ও শূদ্র মণ্ডলাকৃতি তিলক করিবে। যাহারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যদেশে ছিদ্রযুক্ত না করে, তাহারা নরাধম এবং তাহাদের ললাটে এই তিলক কুকুরের পাদ সদৃশ। যদি কোন দ্বিজাতির মস্তকে এই প্রকার তিলক দেখা যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণনাম স্মরণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিবে।

ললাটের দক্ষিণে ব্রহ্মা, বামে মহেশ্বর ও মধ্যে বিষ্ণু নিত্য বাস করেন, এই জন্য মধ্যদেশ শূন্য রাখিবে। বর্ত্তুল, তির্য্যক্, অচ্ছিদ্র, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও তত (বিস্তৃত) এই ষড়্লক্ষণ তিলক নিরর্থক।

ত্রিপুণ্ড্রকের প্রমাণ দীর্ঘ হইবে। নাসিকার মূল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত তিলক করিতে হইবে। শূদ্রের ইহা একাঙ্গুল, বৈশ্যের দুই অঙ্গুল, ক্ষত্রিয়ের তিন অঙ্গুল ও ব্রাহ্মণের চারি অঙ্গুল পরিমিত আয়ত হইবে। নাসিকাকে তিন ভাগ করিলে যে এক ভাগ হয় অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্য হইতে অধঃস্থানই মূল বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন।

ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ, গৃহস্থ ও যতি যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রক করিবে, তাহার নাম হরিমন্দির। বৈষ্ণব, বিপ্র, ভূপাল, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ করে, তাহাও হরিমন্দির নামে খ্যাত। নর বা নারী যদি কৃষ্ণপদে মতি রাখিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক তুলসীমালা ও হরি-মন্দির (তিলক) ধারণ করিবে। দণ্ডাকার দুইটী রেখা মূলদেশে কোণক অর্থাৎ কোণযুক্ত এবং মধ্যছিদ্রযুক্ত, এইরূপ হইলেই তাহাকে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র কহা যায় *।

অধোমুখে পদ্মকলিকাকার মধ্যদেশ ছিদ্রযুক্ত এবং দুইটী যুগ্মরেখা হইলে তাহাকে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক কহে। তীর্থমৃত্তিকা, যজ্ঞকাষ্ঠ, বিল্ব, অশ্বত্থ ও তুলসীমূলমৃত্তিকা, গোষ্পদ মৃত্তিকা, গঙ্গামৃত্তিকা, মহানিম্ব, তুলসীকাষ্ঠমৃত্তিকা, কস্তুরী, কুঙ্কুম, কষ্ঠ, সিন্দুর, রক্তচন্দন, গোরোচনা, গন্ধকাষ্ঠ, জল, অগরু, গোময় ও ধাত্রীমূল এই সকল দ্বারা সন্ধ্যাদি সকল কার্য্যে তিলক করিতে হইবে।

* "ললাটে কেশবং বিদ্যাৎ কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমম্।
বামবাহৌ বাসুদেবং সব্যে দামোদরস্তথা॥
নাভৌ নারায়ণঞ্চৈব মাধবং হৃদয়ে তথা।
গোবিন্দং দক্ষিণে পার্শ্বে বামে চৈব ত্রিবিক্রমম্॥
বিষ্ণুং সব্যে কর্ণমূলে দক্ষিণে মধুসূদনং।
শিরোমধ্যে হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠতঃ॥
হরের্দ্বাদশনামানি পঠিত্বা তিলকানি তু।
যঃ কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো নিত্যং সপ্রেমভক্তিমাপ্নুয়াৎ॥" (হরিভক্তিবি°)

* "দণ্ডাকারং দ্বিরেখং যৎ তিলকং মূলকোণকং।
মধ্যচ্ছিদ্রন্তু তৎ প্রাহুরূর্দ্ধপুণ্ড্রং মনোহরং॥
অধোমুখাব্জকলিকাকারং তিলকমুত্তমং।
মধ্যচ্ছিদ্রং যুগ্মরেখমূর্দ্ধপুণ্ড্রং প্রকীর্ত্তিতং॥" (পদ্মপু°)

প্রতিদিন স্নান করিয়া সকল বর্ণের তিলক করা আবশ্যক। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই ত্রিবিধ কর্ম্ম এবং পৈত্রাদি কর্ম্ম তিলক না করিয়া করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। স্নান, সন্ধ্যা, পঞ্চযজ্ঞ, পৈত্র, হোমাদিকর্ম্ম, তিলক এবং দর্ভ ব্যতীত সকল নিষ্ফল হয়। ব্রাহ্মণ উর্দ্ধপুণ্ড্র করিবে, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্রক, বৈশ্য অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং শূদ্র বর্ত্তুলাকার চারি বর্ণে এই চারি প্রকার তিলক করিবে।

"উর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়স্তু ত্রিপুণ্ড্রকং।

অর্দ্ধচন্দ্রন্তু বৈশ্যশ্চ বর্ত্তুলঃ শূদ্রযোনিজঃ॥"(আহ্নিকতত্ত্ব)

উর্দ্ধপুণ্ড্র মৃত্তিকা দ্বারা, ত্রিপুণ্ড্র ভস্ম দ্বারা এবং তিলক চন্দন দ্বারা করিবে। (শ্রাদ্ধত°) যাহারা অশুচি ও অনাচারী এবং মনে মনে পাপ আচরণ করে, তাহারাও ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিলে সকল পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। উর্দ্ধপুণ্ড্রধারী যে কেহ যে কোন স্থলে মরে এবং যদি চণ্ডালও হয়, তাহা হইলে স্বর্গলোকে গমন করে। (ব্রহ্মপু°)

পৈত্রিক কার্য্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করিতে উর্দ্ধপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্র বা চন্দ্রাকার তিলক করিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধ বা পৈত্রিক কার্য্য করিবে না।

"উর্দ্ধপুণ্ড্রং ত্রিপুণ্ড্রং বা চন্দ্রাকারমথাপি বা।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা ন কুর্ব্বীত যাবৎ পিণ্ডান্ন নির্ব্বপেৎ॥" (বিশ্বপ্র°)

বেদনিষ্ঠ দ্বিজগণ উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে না।

"উর্দ্ধপুণ্ড্রং ত্রিশূলঞ্চ বর্ত্তুলং চতুরস্রকং।

অর্দ্ধচন্দ্রাদিবালিঙ্গং বেদনিষ্ঠো ন ধারয়েৎ॥

জন্মনা লব্ধজাতিস্তু বেদপন্থানমাশ্রিতঃ।

পুণ্ড্রান্তরং ভ্রমাদ্বাপি ললাটে নৈব ধারয়েৎ॥"

(দেবীভাগ°)

বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ উর্দ্ধপুণ্ড্র, ত্রিশূল, বর্ত্তুল চতুরস্র বা অর্দ্ধচন্দ্রাদি চিহ্ন ধারণ করিবে না। বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানতাবশতঃ এই সকল চিহ্ন যদি ধারণ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় পতিত হইবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

"বেদমার্গৈকনিষ্ঠস্তু মোহে নাপ্যঙ্কিতো যদি।

পতত্যেব ন সন্দেহস্তথা পুণ্ড্রান্তরাদপি॥"

(নির্ণয়সি° স্মৃতস°)

তিলকসেবা বৈষ্ণবদিগের একটী মুখ্য সাধন। ইহারা ললাটাদি দ্বাদশাঙ্গে গোপীচন্দন ও অন্য মৃত্তিকা দ্বারা নানাবিধ তিলক ধারণ করিয়া থাকেন। ললাট, কণ্ঠ, বাম ও দক্ষিণ বাহু, হৃদয়, নাভি, বাম ও দক্ষিণপার্শ্ব, বাম ও দক্ষিণকর্ণমূল, শিরোমধ্য এবং পৃষ্ঠদেশ এই দ্বাদশাঙ্গ। ইহাদিগের তিলক দ্রব্যের মধ্যে দ্বারকার গোপীচন্দনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ব্যঙ্কটাদ্রির মৃত্তিকা ও তিলক ধারণও সর্ব্বোৎকৃষ্ট *।

পরম ভক্তিপূর্ব্বক ব্যঙ্কটাদ্রিস্থ হ্রদের মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া উর্দ্ধপুণ্ড্রক তিলক ধারণ করিবে। তাহা হইলে হরির সমান লোক লাভ হইবে। শ্রীবৈষ্ণবেরা নাসামূল অবধি কেশ পর্য্যন্ত দুইটী উর্দ্ধরেখা চিহ্নিত করিয়া দেয়, এবং ঐ দুই রেখার নাসামূলস্পৃষ্ট উভয় প্রান্ত অপর একটী ভ্রূমধ্য গত রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দেয় এবং ঐ দুই উর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যস্থলে পীত অথবা রক্তবর্ণ অপর একটী উর্দ্ধরেখা অঙ্কিত করিয়া থাকেন। রুলি দিয়া রক্তবর্ণ রেখা করে। হরিদ্রা ও চূর্ণের রুলি প্রস্তুত হয়।

তদ্ভিন্ন ইহারা হৃদয়ে ও বাহুযুগলে গোপীচন্দন মৃত্তিকা দিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের প্রতিরূপ চিহ্নিত করিয়া থাকেন।

শঙ্খাদির মধ্যস্থলে এক একটী রক্তবর্ণ রেখা লক্ষ্মীস্বরূপা। কাশীখণ্ডেই এই সকল বৈষ্ণবাচার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বা অপর কেহ শরীরে শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি চিহ্ন অঙ্কিত করেন, এবং অঙ্গে গোপীচন্দন লিপ্ত করেন, তাহা হইলে তাহাকে দেখিলেই পাপ বিনষ্ট হয়।

অনেকের নিকট এই সকল তিলকের একখানি কাষ্ঠময় অথবা ধাতুময় মুদ্রা অর্থাৎ ছাপা থাকে। তাহারা তাহাই অঙ্গ বিশেষে অঙ্কিত করিয়া শরীর পবিত্র করেন। কেহ বা ঐ ধাতুময় মুদ্রা উত্তপ্ত করিয়া শরীরে অঙ্কিত করেন। কিন্তু ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বৃহন্নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে—যদি কোন নর শঙ্খাদি চিহ্ন উত্তপ্ত করিয়া শরীরে ধারণ করে, তাহা হইলে সে সকল পাতক ভোগ করিয়া শত কোটি জন্ম চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয় এবং নরক ভোগ করে। এরূপ লোকের সহিত আলাপ করিলেও নরক ভোগ হয় †।

শ্রীসম্প্রদায়দিগের ন্যায় রামানন্দী বা রামাতদিগেরও তিলক সেবা তুল্যরূপ। কিন্তু ইহারা আপন আপন রুচিক্রমে উর্দ্ধপুণ্ড্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী রেখার রূপ ও পরিমাণের কিঞ্চিৎ বিশেষ

* "যো মৃত্তিকাং দ্বারবতীসমুদ্ভবাং করে সমাদায় ললাটপট্টে।
করোতি নিত্যং ত্বথ চোর্দ্ধপুণ্ড্রং ক্রিয়াফলং কোটিগুণং সদা ভবেৎ॥"
(হরিভক্তিবি° ধৃত গারুড় বচন)

আদায় পরয়া ভক্ত্যা ব্যঙ্কটাদ্রৌ হ্রদে মৃদং।
ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি হরিসালোক্যসিদ্ধয়ে॥" (হরিভক্তিবি° ২৬ অঃ)

† "তথাহি তপ্তশঙ্খাদিলিঙ্গচিহ্নতনুর্নরঃ।
স সর্ব্বপাতকাভোগী চাণ্ডালো জন্মকোটিভিঃ।
তং দ্বিজং তপ্তশঙ্খাদিলিঙ্গাঙ্কিততনুং দ্বয়।
সম্ভাষ্য রৌরবং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥" (বৃহন্নারদীয়পু°)

করিয়া থাকেন এবং প্রায়ই রামানুজীদিগের অপেক্ষা কিছু হ্রস্ব করিয়া অঙ্কিত করেন।

দাদূপন্থী সম্প্রদায় তিলকসেবা ও মালা ধারণ করে না। মূলকদাসী সম্প্রদায় ললাটে এক ক্ষুদ্রবর্ণ রেখা অঙ্কিত করেন।

রামসনেহী সম্প্রদায় ললাটে এক শ্বেতবর্ণ দীর্ঘপুণ্ড্র ধারণ করিয়া থাকে।

সনকাদি সম্প্রদায় অর্থাৎ নিমাতেরা ললাটে গোপীচন্দনের দুইটী ঊর্দ্ধ এবং তাহার মধ্যস্থলে এক কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন।

বিট্টলভক্ত সম্প্রদায় বৈষ্ণবদিগের ন্যায় ললাটে দুইটী শ্বেতবর্ণ ঊর্দ্ধরেখা চিহ্নিত করিয়া থাকেন।

বল্লভাচারী সম্প্রদায় ললাটে দুই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া নাসামূলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করিয়া মিলাইয়া দেন, ঐ দুই পুণ্ড্রের মধ্যস্থলে একটী রক্তবর্ণ বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন। এ সম্প্রদায়ের ভক্তেরা শ্রীবৈষ্ণবদিগের ন্যায় বাহু ও বক্ষঃস্থলে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের প্রতিরূপ অঙ্কিত করেন এবং কেহ কেহ শ্যামবিন্দী নামক কৃষ্ণমৃত্তিকা অথবা কৃষ্ণবর্ণ অন্যরূপ ধাতু দ্বারা উল্লিখিত বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন।

চরণদাসী—এই সম্প্রদায় স্থিত লোকেরা ললাটে চন্দন বা গোপীচন্দনের একটী দীর্ঘ রেখা করিয়া থাকেন। উদাসীন শৈব কি বৈষ্ণব, তিলক দেখিলেই তাহা অক্লেশে জানা যায়।

বৈরাগীরা নাসামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা করেন। আর শৈবেরা ললাটের বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিভূতি দিয়া তিনটী রেখা করিয়া থাকেন। প্রথমোক্ত তিলককে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও শেষোক্তকে ত্রিপুণ্ড্র কহে। বৈষ্ণবেরা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও শৈবেরা ত্রিপুণ্ড্র করিয়া থাকে। তিলকের ভেদে উৎকলে যেমন অতিবড়ী ও বিন্দুধারী প্রভৃতি সম্প্রদায়কে জানা যায়, সেইরূপ হিন্দুস্থানেও হরিব্যাসী, রামপ্রসাদী, বড়্‌গল্‌ প্রভৃতিকেও অনায়াসে জানিতে পারা যায়।

নিমাৎ সম্প্রদায়ী হরিব্যাসীরা অন্য অন্য সকল অংশেই রামানন্দীদের মতন তিলক সেবা করে, বিশেষ এই যে—ললাটস্থ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ শ্রী (ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যরেখার নাম শ্রী) না করিয়া ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শ্যামবন্দী নামক কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা একটী ক্ষুদ্র বিন্দু করিয়া থাকে, শ্যামবিন্দীর অসংস্থান হইলে গোপীচন্দন দ্বারা শুভ্রবর্ণ বিন্দু করিয়া থাকে। রামানন্দীরা ভ্রূযুগলের নিম্নস্থলে ও নাসিকার ঊর্দ্ধভাগে গোপীচন্দন লেপন করিয়া যে অর্দ্ধ গোলাকৃতি বা তদনুরূপ এক প্রকার আকৃতি প্রস্তুত করে, তাহাকে সিংহাসন কহে। হরিব্যাসীরা ঐরূপ লিপ্ত সিংহাসন না করিয়া অর্দ্ধ গোলাকৃতি রেখামাত্র করিয়া থাকে। ঐ আকৃতি বা রেখার উভয় প্রান্ত ললাটস্থ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের নিম্নভাগে লগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণখণ্ডের অন্তর্গত মুগীপট্টনে হরিব্যাসীদিগের আদি অবস্থান আছে। রামাৎ সম্প্রদায়ী রামপ্রসাদীরা ভ্রূমধ্যে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু না করিয়া উহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে ললাটদেশের মধ্যস্থলে শ্বেতবর্ণ বিন্দু করে। সেই বিন্দুটী হরিব্যাসীদের অপেক্ষা বৃহত্তর। ইহাদের এই তিলককে বেণীতিলক কহে। ইহাদের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত—সীতাদেবী স্বহস্তে রামপ্রসাদের কপালে এই তিলক অঙ্কিত করিয়া দেন। বড়্‌গল্‌ নামক রামাৎসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা উক্ত রূপ বিন্দু না করিয়া রামানন্দীদের মত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যদেশে রক্তবর্ণ শ্রী করে। কিন্তু তাহাদের ন্যায় ভ্রূর নিম্নস্থলে নাসিকার ঊর্দ্ধভাগে সিংহাসন করে না। ঐ সম্প্রদায়ী লস্করী নামক বৈষ্ণবেরা রামানন্দীদের মত সিংহাসন করে। কিন্তু তাহাদের মত রক্তবর্ণ শ্রী না করিয়া শ্বেতবর্ণ শ্রী করে।

চতুর্ভুজীদিগের তিলক রামানন্দীদিগের মতন, কেবল ললাটে শ্রী নাই। শ্রী স্থান শূন্য থাকে। বৈষ্ণবধর্ম্মে তিলকের বড় মহিমা। বাঙ্গালা দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব দলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তিলক সেবা দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভুর পরিবারে বেণুপত্রাকৃতি, অদ্বৈত প্রভুর পরিবারে বটপত্রাকৃতি, আচার্য্য প্রভুর পরিবারে তিলপুষ্পাকৃতি, গৌরীদাস পণ্ডিতের পরিবারে রসকলিকাকৃতি ইত্যাদি নানা বৈষ্ণবদলে নানা প্রকার তিলক প্রচলিত আছে। এই সকল তিলক নাসিকাপৃষ্ঠে করা হইয়া থাকে। তদতিরিক্ত ঐ সকল বৈষ্ণব পরিবারের ললাটদেশেও নানারূপ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়।

গোপীচন্দনে শ্বেতবর্ণ শ্যামবিন্দী নামক মৃত্তিকাতে কৃষ্ণবর্ণ এবং হরিদ্রা, সোহাগা ও নেবুর রস মিশ্রিত করিয়া পীত ও রক্তবর্ণ তিলক করিতে হয়। এই শেষোক্ত তিলক উপাদানে সোহাগার ভাগ অধিক হইলে রক্তবর্ণ হয়। নতুবা একরূপ পীতবর্ণ হইয়া থাকে।

১ সৌবর্চ্চল লবণ, চলিত কথা সচল লবণ। ২ কৃষ্ণবর্ণ সৌবর্চ্চল লবণ। ৩ ক্লোম, কোঁপড়া, ফুলঘরা। (পুং) ৪ লোধ্রবৃক্ষ, লোধগাছ। ৫ মরুবক বৃক্ষ, গমরুয়া ফুল গাছ। ৬ রোগভেদ, তিলকালক রোগ। ৭ অশ্বভেদ। ৮ অশ্বত্থবৃক্ষ বিশেষ। ৯ পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ পর্য্যায় *—বিশেষক, মুখমণ্ডনক,

* ইহা পুন্নাগ জাতীয় বৃক্ষ। কাণ্ডচ্ছেদ করিয়া রোপণ করিলে পুনরায় সজীব হয়। বসন্তকালে পুষ্পাদি দ্বারা সুন্দর শ্রী ধারণ করে।

পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক, স্থিরপুষ্পী, ছিন্নরুহ, দগ্ধরুহ, মৃতজীব, তরুণী-কটাক্ষকাম, বাসন্তসুন্দর, ভূষ্ণরুহ, ভালবিভূষণসংজ্ঞ, পুন্নাগ, রেচক, ক্ষুরক, শ্রীমান্, পুরুষ, ছত্রপুষ্পক। (রাজনি° ভাবপ্র°)

ইহার গুণ পাকে কটু, বাত, পিত্ত ও কফনাশক, বল, পুষ্টি ও মেদকারক, হৃদ্য ও লঘু। ইহার ত্বকের গুণ কষায়—উষ্ণ, পুংস্ত্ব, দন্তদোষ, কৃমি, শোফ, ব্রণ ও রক্তদোষনাশক। (রাজনি°) ১০ ধ্রুবকবিশেষ।

"পঞ্চবিংশতিবর্ণাঙ্ঘ্রিস্তিলকো ধ্রুবকো ভবেৎ।

ইষ্টশ্চঞ্চৎপুটে তালে রসে বীরেঽদ্ভুতেপি বা॥"(সঙ্গীতদামো°)

১১ মূত্রাধার। (ত্রি) ১২ শ্রেষ্ঠ।

"প্রিয়ং ত্রিলোকী তিলকঃ স এব" (মাঘ ৩।৬৩)।

তিলকক (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ৮।৪৬৯)

তিলকট (ক্লী) তিলস্য রজঃ তিল-কটচ্ (অলাবূতিলোমা ভঙ্গাভ্যো রজস্যুপসংখ্যানং। পা ৫।২।২৯ ইতি সূত্রস্য বার্ত্তি-কোক্ত্যা কটচ্।) তিলচূর্ণ, তিলের গুঁড়া। (শব্দার্থকল্পতরু)

তিলকরাজ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

(রাজতর° ৭।১৩১৯)

তিলকল্ক (পুং) তিলস্য কল্কঃ ৬তৎ। তিলচূর্ণ।

তিলকল্কজ (ত্রি) তিলকল্কাৎ জায়তে তিলকল্ক-জন-ড। তিল চূর্ণ হইতে জাত।

তিলকসিংহ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ৮।৪৩২)

তিলককামোদ, খাড়ব রাগিণীবিশেষ। কামোদ ও বিচিত্রা বা কানাড়াকামোদ ও খট্‌যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতর°)

তিলকা (স্ত্রী) তিলস্তিল বীজকোষ ইব কায়তি তিল-কৈ-ক টাপ্। ১ হারভেদ। ২ অঙ্গে গন্ধাদি দ্বারা তিলপুষ্পাকার চিহ্ন। ৩ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রত্যেক পাদে ৬টী করিয়া অক্ষর থাকে। এই ছন্দের লক্ষণ।

"সগণ দ্বিতয়ং ভবতীহ যদা।

রসবর্ণপদা তিলকেতি তদা॥" (শব্দার্থচিন্তামণিধৃত লক্ষণ)

উদাহরণ—"বনমালিকথা সকলালি বৃথা।

পুনরেতি কথং মম দৃষ্টিপথং॥"

তিলকালক (পুং) তিল ইব কালকঃ কৃষ্ণবর্ণঃ। ১ দেহস্থিত তিল, গাত্রতিল। পর্য্যায়—তিলক, কালক, পিপ্লু, জড়ুল। (হেম°)

ইহার লক্ষণ—

"কৃষ্ণানি তিলমাত্রানি নীরুজানি সমানি চ।

বাতপিত্তকফোদ্রেকাৎ তান্ বিদ্যাৎ তিলকালকান্॥" (সুশ্রুত)

পুষ্প ছত্রাকৃতি। হিন্দুস্থানীর স্ত্রীলোকেরা ফুল কপালের শোভার জন্ত ব্যবহার করে।

যাহার পরিমাণ তিলের মত এবং বর্ণ কৃষ্ণ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, এবং কষ্টদায়ক নহে, তাহাকে তিলকালক কহে। বাত, পিত্ত ও কফের আধিক্য হইলে এই তিলকালক হয়। ২ রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ কৃষ্ণ অথবা বিচিত্র বর্ণ বিষাক্ত, শূকে প্রলেপ প্রদান করিলে পুংচিহ্নের সমুদয় অংশ পাকিয়া উঠে, এবং মাংস খণ্ড সকল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া খসিয়া যায়। এই ব্যাধিকে তিলকালক কহে। সন্নিপাত হইতেই এই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। (সুশ্রুত নি° ১৪ অ°)

কৃষ্ণ, শুক্ল অথবা বিচিত্রবর্ণ সবিষ শূক প্রয়োগ হেতু সমস্ত শিশ্ন সত্বর পাকিয়া উঠে এবং উহার মাংস কাল হইয়া গলিয়া পড়ে। এইরূপ সান্নিপাতিক শূকরোগকে তিলকালক কহে।

(ভাবপ্র°)

৩ তিলযুক্ত ব্যক্তি। (অমরটীকা) ৪ তিলক-অলক, যাহার অলকে তিলক আছে।

তিলকাশ্রয় (পুং) তিলকস্য আশ্রয়ঃ ৬তৎ। ললাট দেশ।

তিলকিট্ট (ক্লী) তিলস্য কিট্টং মলং ৬তৎ। তিলমল, তিলের খৈল। হিন্দীতে পীনা; পর্য্যায় পিণ্যাক, তিলখলি। ইহার গুণ লেখন, রুক্ষ, বিষ্টম্ভি, দৃষ্টিদূষণ। (ভাবপ্র°)

তিলকিত (ত্রি) তিলকোঽস্য সঞ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। সঞ্জাততিলক, অঙ্কিত।

"সৌজন্যামৃতবর্ষিভিস্তিলকিতং সৈন্যৈর্ন কিং মণ্ডলং।"

(রাজতর° ২।৪০)

তিলকিন্ (ত্রি) তিলকমস্ত্যস্য তিলক-ইনি। তিলকযুক্ত, তিলকধারী, তিলকধারণ করিয়া সকল কর্ম্ম করিতে হয়। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। "মৌলৌ চঞ্চলচূলিনী তিলকিনী ভালে মুখে হাসিনী॥" (গোপীনাথপুরের শিলালিপি)

তিলকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তিলকেশ্বর নাম তীর্থং। শিবপুরা-ণোক্ত তীর্থবিশেষ।

তিলখলি (স্ত্রী) তিলস্য খলিঃ ৬তৎ। তিলের খৈল।

তিলঙ্গ, একটী প্রাচীন জনপদ। স্কন্দপুরাণে কুমারিকাখণ্ডে এই জনপদের উল্লেখ আছে। ত্রিকলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। এখন তৈলঙ্গ নামে খ্যাত। [তৈলঙ্গ দেখ।]

তিলচিত্রপত্রক (পুং) তিলচিত্রাণি তিলবৎ বিচিত্রাণি পত্রাণি যস্য বহুব্রী, কপ্। তৈলকন্দ। (রাজনি°)

তিলচূর্ণ (ক্লী) তিলস্য চূর্ণং ৬তৎ। চূর্ণীকৃত তিল, তিলের গুঁড়া, তিলকুটা। পর্য্যায়—তিলকল্ক, পলল, পিষ্টক, ইহার গুণ মধুর, রুচ্য, পিত্ত, রক্ত, বল ও পুষ্টিদায়ক। (রাজনি°)

তিলজূগা, উত্তর বেহারে প্রবাহিত একটী নদী। নেপালের তরাই হইতে উৎপন্ন হইয়া ভাগলপুর জেলার মধ্য দিয়া

তিলকেশ্বর গ্রামের নিকট দক্ষিণপূর্ব্বমুখে বাঁকিয়া মুঙ্গেরের ফড়কিয়া পরগণায় প্রবেশ করিয়াছে, আবার বলহর নামক স্থানে ভাগলপুর জেলায় প্রবেশ করিয়া ঠিক পূর্ব্বমুখে গিয়া সৌরাবতী গ্রামের নিকট কুশী নদীতে মিলিত হইয়াছে। বার মাসেই এই নদীতে নৌকা যাতায়াত করে। ইহা হইতে কতকগুলি শাখা নদী ও খাল বাহির হইয়াছে।

তিলতণ্ডুলক (ক্লী) তিলস্য তণ্ডুল ইব কায়তি-কৈ-ক ১ আলিঙ্গন। (পুং) তিলস্য তণ্ডুলঃ ৬তৎ। ২ তিলের শস্য, নিস্তুষ তিল, মাজাতিল। ৩ তিলমিশ্রিত তণ্ডুল।

তিলতেজা (স্ত্রী) তিল ইব তেজয়তি চুরাদি° তিজ-অচ্ টাপ্। লতাভেদ। "কক্কজে তিলতেজাহ্বা দন্তীস্বর্জ্জিকচিত্রকাঃ॥" (সুশ্রুত চিকি° অ°)

তিলতৈল (ক্লী) তিলস্য স্নেহঃ তিল-তৈলচ্ (স্নেহে তৈলচ্। পা ৫।২।২৯ ইতি সূত্রস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা তৈলচ্।) তিলস্নেহ, তিলের তৈল। সকল প্রকার তৈল হইতে তিলতৈল প্রশস্ত। "সর্ব্বেভ্যস্ত্বিহ তৈলেভ্যস্তিলতৈলং প্রশস্যতে।" (সুশ্রুত)

ইহার গুণ—কষায়, স্বাদু, উষ্ণ, পিত্তকৃৎ, বাতনাশক, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, মেধ্য, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিকারনাশক, বৃষ্য ও শ্রমনাশক।

ছিন্ন, ভিন্ন, চ্যুত, ঘৃষ্ট, ক্ষত, ভগ্ন, অগ্নিদাহ, অভ্যঙ্গ, বিষ, অঙ্গাবগাহন, পান, বস্তিক্রিয়া, নস্য, কর্ণপূরণ এই সকল স্থলে তিলতৈল বিধেয়। (হারীতস°)

তিলতৈল আগ্নেয়, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, মধুর, পুষ্টিকর, তৃপ্তিকর, গ্রাম্য ধর্ম্মের উত্তেজক, সূক্ষ্ম, বিশদ, গুরু, সারক, বিকাশী, তেজস্কর, ত্বকের প্রসন্নতাসম্পাদক, মেধা, শরীরের কোমলতা ও মাংসের দৃঢ়তাকারী, বর্ণকর, বলকর, দৃষ্টিরাহিত্যসাধক, মূত্ররোধক, লেখনকর, তিক্ত, পশ্চাৎ কষায়, পাচক, বাতশ্লেষ্মানাশক, কৃমিঘ্ন, যোনিশূল, শিরঃশূল ও কর্ণশূলের শান্তিকর, গর্ভাশয়ের শোষণকর, ছিন্ন, ভিন্ন, উৎপিষ্ট, বিদ্ধ, চ্যুত, মথিত, ক্ষত, ভগ্ন, স্ফুটিত, ক্ষারদগ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, দারিত, অভিহত, দুর্ভগ্ন, মৃগব্যালাদিদষ্ট এই সকল স্থলে এবং পরিষেচন, মর্দ্দন ও অবগাহনে তিলতৈলই প্রশস্ত। (সুশ্রুত)

তিলদেশ্বর তীর্থ (পুং) তিলদেশ্বর ইতি নাম্না প্রসিদ্ধং তীর্থং। রেবানদীর তীরবর্ত্তী তীর্থ বিশেষ, ইহার নামান্তর তিলকেশ্বর তীর্থ। (রেবামাহাত্ম্য)

তিলদ্বাদশী (স্ত্রী) তিলভোজনাদিনিয়মযুক্তা দ্বাদশী। দ্বাদশীভেদ, মাঘমাস অতীত হইলে শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত যে কৃষ্ণদ্বাদশী, তাহার নাম তিলদ্বাদশী, এই তিল দ্বাদশীতে স্নান, তিলদান, তিলহোম, তিলনৈবেদ্য, তিলমোদক ও তিলতৈল-দীপ প্রদান, এই ষট্ তিল বিশেষ পুণ্যজনক। এই দ্বাদশীতে ভগবান্ বাসুদেবের পূজা যাগ করিবে। এইরূপ ষট্ তিলব্রতী সবংশে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। মাঘমাসে * শুক্ল পক্ষে ভীমএকাদশীর পর দিন যে দ্বাদশী তাহাকে তিলদ্বাদশী কহে এবং ইহার নাম ষট্‌তিলা বা বরাহদ্বাদশী। † ইহাতে ষট্ তিলাচরণ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়। যদি একবারও ষট্‌তিলী হইতে পারা যায়, তাহা হইলে আর কোন পাপ থাকে না এবং ত্রিশ হাজার বৎসর স্বর্গলোকে বাস হয়। [দ্বাদশী ও ব্রত দেখ।]

তিলন্তুদ (ত্রি) তিলং তুদতি-তুদ-খশ্ মুম্। তৈলিক, তিলপীড়ক।

তিলধেনু (স্ত্রী) তিলনির্ম্মিতা ধেনু, মধ্যলো° কর্ম্মধা। বিধানপূর্ব্বক তিলনির্ম্মিত ধেনু। পদ্মপুরাণে ‡ লিখিত আছে—ষোড়শ আড়ক পরিমিতি তিল দ্বারা ধেনু করিবে। চারি আড়ক পরিমিত তিল দ্বারা বৎস করিবে। ইক্ষুদণ্ড দ্বারা পাদ, পুষ্পময় দণ্ড, গন্ধময়ী নাসিকা, গুড়ময়ী জিহ্বা করিতে

* মাঘান্তু সমতীতায়াং শ্রবণেন তু সংযুতা।
দ্বাদশী যা ভবেৎ কৃষ্ণা প্রোক্তা সা তিলদ্বাদশী॥
তিলৈস্নানং তিলৈর্হোমঃ নৈবেদ্যং তিলমোদকং।
দীপশ্চ তিলতৈলেন তথা দেবং তিলোদকং॥
তিলাশ্চ দেয়া বিপ্রেভ্যঃ ফলং হোমোপবাসতঃ।
ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ বাসুদেবায় বৈ যজেৎ॥
সকুলঃ স্বর্গমাপ্নোতি ষট্ তিলদ্বাদশীব্রতী॥" (অগ্নিপু° ১৮৮ অ°)

† "একাদশ্যাং সিতে পক্ষে সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দ্বাদশ্যাং ষট্‌তিলাচারঃ কৃত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
তিলস্নায়ী তিলোদ্বর্ত্তী তিলহোমী তিলোদকী।
তিলস্য দাতা ভোক্তা চ ষট্‌তিলী নাবসীদতি॥
সকৃত্তু ষট্‌তিলী ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ত্রিংশদ্বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥" (তিথিতত্ত্ব)

‡ বিধানং তিলধেনোস্ত্বং ব্রূহি শীঘ্রং দ্বিজোত্তম।
মুনিঃ প্রাহ বিধানং যৎ তচ্ছৃণুষ্ব নরাধিপ॥
ষোড়শাঢ়কৈর্ধেনুশ্চতুর্ভির্বৎসকো ভবেৎ।
ইক্ষুদণ্ডময়াঃ পাদা দন্তাঃ পুষ্পময়াঃ শুভাঃ॥
নাসা গন্ধময়ী তস্যা জিহ্বা গুড়ময়ী তথা।
স্থিতাং কৃষ্ণাজিনে ধেনুং বাসোভির্বাসিতাং শুভাং॥
সূত্রেণ বাসিতাং কৃত্বা পঞ্চরত্নসমন্বিতাং।
সর্ব্বৌষধিসমাযুক্তাং মন্ত্রপূতান্তদাপয়েৎ॥
অন্নং মে জায়তাং সদ্যঃ পানং সর্ব্বরসাস্তথা।
কামং সম্পাদয়াস্মাকং তিলধেনুমুপার্জ্জিতাং॥
গৃহ্নামি ত্বাং দেবি ভক্ত্যা কুটুম্বার্থে বিশেষতঃ।
কুটুম্বকামং কুরুতাং তিলধেনো! নমোঽস্তু তে॥
এবংবিধাং নরো দত্ত্বা তিলধেনুং নৃপোত্তম।
সর্ব্বকামসমাপ্তিঞ্চ কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ॥" (পদ্মপু° স্বর্গখ°)

হইবে। এইরূপে তিলধেনু প্রস্তুত হয়। কৃষ্ণাজিনে এই ধেনু স্থাপিত করিবে। পরে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে এবং পঞ্চরত্নসমন্বিত করিতে হইবে। পরে মন্ত্রপূত করিয়া দান করিতে হইবে। এই তিলধেনু দান করিলে সকল কামনা সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। (পদ্মপু°)

তিলপর্ণ (পুং) তিলস্যেব পর্ণমস্য। ১ শ্রীবেষ্ট, সরল গাছের আঠা। (রাজনি°) (ক্লী) ২ চন্দন, রক্তচন্দন।

"রক্তচন্দনমাখ্যাতং রক্তাঙ্গং ক্ষুদ্রচন্দনং।
তিলপর্ণং রক্তসারং তৎপ্রবালফলং স্মৃতং॥" (ভাবপ্র°)

তিলস্য পর্ণং ৬তৎ। ৩ তিল বৃক্ষের পত্র।

তিলপর্ণিকা (স্ত্রী) তিলপর্ণী স্বার্থে কন্ টাপ্ চ। রক্তচন্দন।

তিলপর্ণী (স্ত্রী) তিলস্যেব পর্ণান্যস্যাঃ ঙীষ্। তিলপর্ণী নদী আকরো হস্ত্যস্যাঃ ইতি অচ্ ঙীষ্। (অমরটীকা) ১ রক্তচন্দনবিশেষ, তিলানী।

"চিত্রকস্তিলপর্ণী চ কফশোকহরো লঘুঃ।" (সুশ্রুত ১।৪৬)

২ নদীবিশেষ। (অমরটীকা ২।৬।১৩২)

তিলপিচ্চট (ক্লী) তিলস্য পিষ্টকং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তিলপিষ্টক, তিলকুটা।

তিলপিঞ্জ (পুং) নিষ্ফলস্তিলঃ তিল-পিঞ্জ। (তিলান্নিষ্ফলাৎ পিঞ্জপেজৌ। পা ৪।২।৩৬ বার্ত্তিক) নিষ্ফল তিলবৃক্ষ। (অমর)

তিলপিষ্টক (ক্লী) তিলস্য পিষ্টকং ৬তৎ। তিলপিচ্চট, তিলকুটা, তিলের পিটা। পর্য্যায়—পলল। ইহার গুণ বলকৃৎ, বৃষ্য, বাতঘ্ন, কফপিত্তকৃৎ, বৃংহণ, গুরু, স্নিগ্ধ, মূত্রাধিক্যকারক ও নিবর্ত্তক।

তিলপীড় (পুং) তিলং পীড়য়তি পীড়-অচ্। তৈলিক, তিলন্তুদ, তিলপীড়নকারী।

তিলপুষ্প (ক্লী) তিলস্য পুষ্পং ৬তৎ। ১ তিলের ফুল। ২ ব্যাঘ্রনখ বৃক্ষ, বাঘনখী।

তিলপুষ্পক (পুং) তিলস্যেব পুষ্পমস্য কপ্। বিভীতকবৃক্ষ। তিলস্য পুষ্পকঃ ৬তৎ। ২ তিলের ফুল। ৩ নাসিকা, তিলপুষ্পের সহিত নাসিকার উপমা হইয়া থাকে, এইজন্য তিলপুষ্প শব্দে নাসিকা।

"পদ্মং দৃষ্ট্বা তথা বিম্বং খঞ্জনং শিখরস্তথা।
চামরং রবিবিম্বঞ্চ তিলপুষ্পং সরোরুহং॥"

'তিলপুষ্পং নাসিকাং।' (তন্ত্রসার)

তিলপেজ (পুং) নিষ্ফলস্তিলঃ তিল-পেজ (তিলান্নিষ্ফলাৎ পিঞ্জপেজৌ। পা ৪।২।৩৬ ইতি সূত্রস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা পেজ) নিষ্ফলতিলবৃক্ষ।

তিলভার (পুং) দেশভেদ।

"তিলভারাঃ সতীরাশ্চ মধুমন্তাঃ সুকন্দকাঃ।"

(ভারত ভীষ্ম ৯৩ অ°)

তিলভাবিনী (স্ত্রী) তিলং ভাবয়তি তিল ভূ-ণিনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। তৈলভাবিনী, তৈলবাসক, জাতিফুলের গাছ। (রাজনি°)

তিলভৃষ্ট (ক্লী) তিলেন ভৃষ্টং ৩তৎ। তিলদ্বারা ভর্জ্জিত, তিলদ্বারা ভাজা জিনিস খাইতে নাই।

"তিলভৃষ্টং ন চাশ্নীয়াৎ।" (ভারত)

তিলভেদ (পুং) খাখস, চলিত কথায় পোস্তদানা।

তিলময় (ত্রি) তিলস্য বিকারঃ অসংজ্ঞায়াং ময়ট্। তিলবিকার।

তিলময়ূর (পুং স্ত্রী) তিলপুষ্পচিহ্নিতঃ ময়ূরঃ মধ্যলো°। ময়ূরভেদ, চিত্রগাত্র ময়ূরপক্ষী, তিলেময়ুর। পর্য্যায়—গুরুণ্টক।

তিলমিশ্র (ত্রি) তিলেন মিশ্রঃ ৩তৎ। তিলদ্বারা মিশ্রিত।

তিলরস (পুং) তিলস্য রসঃ ৬তৎ। তিলতৈল। (শব্দার্থক°)

তিলব্রতিন্ (ত্রি) তিলস্য ব্রতমস্ত্যস্য তিল-ব্রত-ইনি। তিলব্রতধারী, যাহারা তিলব্রত অনুষ্ঠান করে।

তিলশস্ (অব্য) তিলং তিলং তৎপরিমিতং করোতীতি মানার্থত্বাৎ বীপ্সায়াং কারকার্থে শস্। তিল তিল করিয়া অর্থাৎ ধীরে ধীরে।

"তিলশস্তদ্রথং চক্রে সাশ্বধ্বজপতাকিনম্।" (হরিব° ১৮৬ অ°)

তিলশৈল (পুং) তিলনির্ম্মিতঃ শৈলঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। দানের নিমিত্ত তিল-কল্পিত শৈল, দানের জন্য ১০টা পর্ব্বত কল্পিত হইয়াছে, এই তিলশৈল তাহার মধ্যে একটী। তিলশৈল দ্বিবিধ, প্রথম পর্ব্বতের তিলময় প্রধান মেরু, দ্বিতীয় ধান্য শৈলের পশ্চাৎ কল্পিত তিলময় বিষ্ণুগিরি। এই শৈলদানের বিধান এইরূপ লিখিত আছে—

অয়ন, বিষুব, ব্যতীপাত, দিনক্ষয়, শুক্লতৃতীয়া, অমাবস্যা, বিবাহ, উৎসব, যজ্ঞ, দ্বাদশী, পুণ্যদিন প্রভৃতিতে এই শৈল দান করিতে হয়। যথাশাস্ত্র এই শৈল দান করিলে মনুষ্য সনাতন বিষ্ণুলোকে গমন করে।

দশদ্রোণ পরিমিত তিলদ্বারা যে শৈল কল্পিত হয়, তাহা উত্তম, পাঁচদ্রোণ তিলদ্বারা যাহা কল্পিত হয় তাহা মধ্যম, তিন দ্রোণদ্বারা যাহা হয় তাহা অধম।

এইরূপে যথাশক্তি ১০,৫ বা ৩ দ্রোণদ্বারা প্রথমে শৈল প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে এই মন্ত্রদ্বারা আমন্ত্রণ করিতে হইবে। মন্ত্র—

"যস্মান্ মধুবধে বিষ্ণোর্দেহস্বেদসমুদ্ভবাঃ।
তিলাঃ কুশাশ্চ মাষাশ্চ তস্মাচ্ছন্নো ভবত্বিহ॥
হব্যে কব্যে চ যস্মাচ্চ তিলা এবাভিরক্ষণম্।
ভবাদুদ্ধর শৈলেন্দ্র তিলাচল নমোঽস্তু তে॥"

এই মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহা দান করিলে বিষ্ণুলোক লাভ হয়, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। তিলধিক্ষুগিরি করিতে হইলে ঐ তিল পর্ব্বতের মধ্যে অনেক সুগন্ধি পুষ্প, সৌবর্ণ, পিপ্পল এবং হিরণ্ময় হংসযুক্ত করিয়া দিতে হয়, পরে পূর্ব্বোক্তরূপে যথাবিধি দান করিতে হইবে। (মৎস্যপু° ৮১।৮২ অ°)

তিলস্নেহ (পুং) তিলস্য স্নেহঃ ৬তৎ। তিলতৈল।

তিলহর, ১ উ° প° প্রদেশে শাহজহানপুর জেলার একটী তহসীল।

২ উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটী সহর ও প্রধান সদর। অক্ষা° ২৭° ৩৭´৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৪৬´৩১´´ পূঃ। শাহজহানপুর নগরের ৬ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে রেলষ্টেসন আছে। এক সময় এই নগরের চারিদিকে ইষ্টকের প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল, এখন তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানকার সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল, সেইজন্য তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। এখন ধনী মুসলমান অতি বিরল। এখানে গুড়ের ব্যবসা প্রধান। লোকসংখ্যা ১৭২৭৫, তন্মধ্যে ৮৮২৬ হিন্দু ও ৮৪১৩ মুসলমান।

তিলা (দেশজ) ১ একপ্রকার মাছ। (Cyprinus Tila)
২ চিহ্নিত, তিলযুক্ত।

তিলাঙ্কিতদল (পুং) তিলবৎ অঙ্কিতং দলং যস্য বহুব্রী। তৈলকন্দ। (রাজনি°)

তিলার্দ্ধ (ক্লী) তিলস্য অর্দ্ধং ৬তৎ। অত্যল্প পরিমিত, তিলের অর্দ্ধ, অর্থাৎ অতি অল্প, চলিত কথায় এইরূপ ব্যবহৃত হয়, যথা—'আমার তিলার্দ্ধও সময় নাই।'

তিলান্ন (ক্লী) তিলমিশ্রিতং অন্নং মধ্যলো° কর্ম্মধা। কৃশর, তিলমিশ্রিত অন্ন, খিচুড়ী।

তিলাপত্যা (স্ত্রী) তিলস্যেব ক্ষুদ্রঃ অপত্যঃ বীজমস্যাঃ বহুব্রী। কৃষ্ণজীরক, কেলে জীরা।

তিলাম্বু (ক্লী) তিলমিশ্রিতং অম্বু মধ্যলো° কর্ম্মধা। তিলোদক, তিলমিশ্রিত জল।

তিলি (দেশজ) তৈলজীবি জাতিবিশেষ।

[তেলী ও তৈলিক দেখ।]

তিলিৎস (পুং) গোনস সর্প, বোড়া সাপ।

তিলিয়া (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

তিলিয়াগড়ী, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটী পরগণা ও এই পরগণার মধ্যে স্বনামখ্যাত একটী গিরিপথ। তিলিয়াগড়ী গিরিপথের উত্তরভাগে রাজমহল পাহাড় ও দক্ষিণভাগে গঙ্গা। পূর্ব্বকালে শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে গৌড়রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য এইস্থান ব্যবহৃত হইত।

তিলিয়াঘুঘু (দেশজ) একপ্রকার ঘুঘু।

তিলিয়ালতা (দেশজ) একপ্রকার মাছ।

তিলিয়ালাউ (দেশজ) অলাবু বিশেষ। এই লাউয়ের গায় তিলের মতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন থাকে। (Cucurbita punctata)

তিলিয়াবাইন্ (দেশজ) একপ্রকার মাছ।

তিলিয়াবায়া (দেশজ) একপ্রকার পাখী।

তিলেতাল (দেশজ) অতি অল্পে বৃহৎ করা, সামান্য একটু (অর্থাৎ তিল পরিমাণ) ঘটনা হইয়াছে, তাহাকে বাড়াইয়া বৃহৎ (তাল পরিমাণ) করা। চলিত কথায় এইরূপ ব্যবহার হয়—"তিলে তাল করিয়াছে।"

তিলোত্তমা (স্ত্রী) তিলপ্রমাণৈঃ সর্ব্বরত্নানাং অংশৈরুত্তমা। স্বর্বেশ্যা, এক স্বর্গীয় বেশ্যা। সুন্দ ও উপসুন্দ নামে প্রবল পরাক্রান্ত দুইটী অসুর ছিল, ইহারা দেবতার অবধ্য। আপনারা দুই ভাই বিবাদ না করিলে ইহাদের মৃত্যু দুর্ঘট। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই অসুরদ্বয়ের বিনাশ সাধন মানসে সমুদয় রত্নের তিল তিল গ্রহণ করিয়া ইহাকে নির্ম্মাণ করেন।

"তিলং তিলং সমানীয় রত্নানাং যদ্বিনির্ম্মিতা।
তিলোত্তমেতি তত্তস্যাঃ নাম চক্রে পিতামহঃ॥"
(ভারত আ° ২১১ অ°)

"তিলোত্তমা নামপুরা ব্রহ্মণো যোষিদুত্তমা।
তিলং তিলং সমুদ্ধৃত্য রত্নানাং নির্ম্মিতা শুভা॥"
(ভারত অনু° ১৪১।১)

ইহার ন্যায় রূপবতী রমণী স্বর্গরাজ্যে আর কেহ ছিল না। ইহার রূপলাবণ্য সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, একদা এই অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী মহাদেবকে প্রলোভিত করিবার জন্য তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, তখন মহাদেবও তাহাতে বিমোহিত হইয়া তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইলেন, সুতরাং সে যে যে দিকে গমন করিল, যোগবলে সেই সেই দিকে মহাদেবের সুচারুবদন বিনির্গত হইল, এইরূপে সেই তিলোত্তমার দর্শন নিমিত্ত মহাদেবের চতুর্ম্মুখ হইয়াছিল।

"যতো যতঃ সা সুদতী মামুপাধাবদন্তিকে।
ততস্ততো মুখঞ্চারু মম দেবি বিনির্গতম্॥
তং দিদৃক্ষুরহং যোগাচ্চতুর্ম্মূর্ত্তিত্বমাগতঃ।
চতুর্ম্মুখশ্চ সংবৃত্তো দর্শয়ন্ যোগমুত্তমম্॥"
(ভারত অনু ১৪১।২-৩)

তিলোত্তমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত সুন্দ ও উপসুন্দ পরস্পর বিবাদ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হয়।

তিলোদক (ক্লী) তিলমিশ্রিতঃ উদকং মধ্যলো° কর্ম্মধা তিলমিশ্রিত জল।

"তেষাং দত্ত্বা তু হস্তেষু সপবিত্রং তিলোদকং।" (মনু)

তিলৌদন (ক্লী) তিলমিশ্রিতং ওদনং মধ্যলো° কর্ম্মধা কৃশর, তিলের খিচুড়ী।

"সর্ব্ব মায়ুরিয়াদিতি তিলৌদনং পাচয়িত্বা

(শত° ব্রা° ১৪।৯।৪।১৬)

'তিলমিশ্রং ওদনং কৃশরমিত্যর্থঃ।' (ভাষ্য)

তিল্পিঞ্জ (পুং) তিল-পিঞ্জ বেদে ডিচ্চ (পিঞ্জশ্ছন্দসি ডিচ্চ। পা ৪।২।৩৬ বার্ত্তিক) বন্ধ্যাতিল।

"ইষীকাং জরতীমিষ্ট্বা তিল্পিঞ্জং দণ্ডনং নড়ং।"

(অথর্ব্ব ১২।২ ৫৪)

তিল্য (ক্লী) তিলানাং ভবনং ক্ষেত্রং বা তিল-যৎ (বিভাষা-তিলমাষোমাভঙ্গাণুভ্যঃ। পা ৫।২।৪) ১ তিলের ক্ষেত। (ত্রি) তিলায় হিতং হিতার্থে যৎ। ২ তিলের হিতকর।

তিল্ব (পুং) তিলতীতি তিল-বন্ (উণাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৯৫) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ লোধ্রবৃক্ষ। ২ শ্বেতবর্ণ লোধ্র। ৩ রক্তলোধ্র।

তিল্বক (পুং) তিল্ব-স্বার্থে কন্। ১ লোধ্র। ২ তিনিশ।

"ন্যগ্রোধাশ্বত্থতিল্বকহরিদ্রুস্ফূর্জবিভীতকপাপনামভ্যশ্চ।"

(কাত্যা° শ্রৌ° ২১।৩।২০)

'তিল্বকঃ তিনিশঃ।' (কর্ক)

তিল্বিল (ত্রি) দেবযজনস্থান।

"ভদ্রে ক্ষেত্রে নির্ম্মিতা তিল্বিলে বা।" (ঋক্ ৫।৬২।৭)

'তিলুঃ স্নিগ্ধা ইলা ভূমির্যস্য তৎ ক্ষেত্রং তিল্বিলং দেবযজনং।'

(সায়ণ)

তিষ্ঠ (ক্রিয়া) স্থা-লোট্ হি। তুমি থাক। অবস্থান কর।

তিষ্ঠা (দেশজ) স্থায়িত্ব।

তিষ্ঠান (দেশজ) থাকা।

তিষ্ঠদ্গু (অব্য) তিষ্ঠন্ত্যো গাবো যস্মিন্ কালে তিষ্ঠদ্গু-প্রভৃতিত্বাৎ নিপাতনাৎ অব্যয়ীভাবঃ। দোহনকাল, গোস্থিতি-সময়, সন্ধ্যাকাল।

"আ তিষ্ঠদ্গু জপন্ সন্ধ্যাং প্রক্রান্তামায়তীগবং।" (ভট্টি) সন্ধ্যাকালে গোগণ দোহনের জন্য অবস্থান করে, এইজন্য সন্ধ্যাসময়ের নাম তিষ্ঠদ্গু।

তিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতি (ক্লী) পাণিন্যুক্ত গণ বিশেষ, অব্যয়ীভাব সমাসে নিপাত প্রযুক্ত তিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতি কতকগুলি শব্দ সিদ্ধ হয়, যথা—তিষ্ঠদ্গু, বহদ্গু, আয়তীগব, খলেযব, খলেবুস, লূনযব, লূনমানযব, পূতযব, পূয়মানযব, সংহৃতযব, সংহ্রিয়মাণযব, সংহৃতবুস, সমভূমি, সমপদাতি, সুষম, বিষম, দুঃসম, নিষম, অপসম, আয়তীসম, প্রৌঢ়, পাপসম, পুণ্যসম, প্রাহ্ণ, প্ররথ, প্রমৃগ, প্রদক্ষিণ, অপরদক্ষিণ, সম্প্রতি, অসম্প্রতি। (পাণিনি)

তিষ্ঠদ্ধোম (ত্রি) তিষ্ঠতা হোমো যত্র। যজতিরূপ যাগ ভেদ, এই যাগে প্রদান (আহুতি) সকল বষট্কার এই মন্ত্রদ্বারা দান করিতে হয়।

"যজতিজুহোতীনাং কো বিশেষঃ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।২।৫)

'যজতীনাং যাগানাং জুহোতীনাং হোমানাং চ পরস্পরং কো বিশেষ মাহ তিষ্ঠদ্ধোমা বষট্কারপ্রদানাঃ, বষট্কারেণ প্রদানং যেষু তে বষট্কারপ্রদানাঃ।' (কর্ক)

তিষ্য (পুং) তুষ্যত্যস্মিন্ তুষ-ক্যপ্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ পুষ্যা-নক্ষত্র। (ক্লী) ত্বিষ-দীপ্তৌ অঘ্ন্যাদিত্বাৎ যক্ নিপা° সাধুঃ। ২ কলিযুগ। তিষ্যং নক্ষত্রমস্ত্যস্যাং পৌর্ণমাস্যাং অচ্। ৩ পৌষমাস, পুষ্যানক্ষত্রে পৌষমাসের পূর্ণিমা হয়। (ত্রি) তিষ্যে নক্ষত্রে জাতঃ অণ্ তস্য লুক্। পুষ্যানক্ষত্রজাত।

"ততস্তিষ্যেঽথ সংপ্রাপ্তে যুগে কলিপুরস্কৃতে।
একপাদস্থিতো ধর্ম্মো যত্র তিষ্যে ভবিষ্যতি॥"

(ভারত শান্তি ৩৪২ অ°)

"তপস্তাদৃক্ ক বা তিষ্যে তিষ্যযোগঃ ক তাদৃশঃ।
ক বা ব্রতং ক বা দানং তিষ্যে মোক্ষস্ততঃ কুতঃ॥"

(কাশীখ° ৩৫ অ°)

(ত্রি) মাঙ্গল্য।

তিষ্যক (পুং) তিষ্য এব স্বার্থে কন্। পৌষমাস। (শব্দর°)

তিষ্যপুষ্পা (স্ত্রী) তিষ্যং মাঙ্গল্যং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী। আমলকী।

তিষ্যফলা (স্ত্রী) তিষ্যং ফলং যস্যাঃ বহুব্রী। আমলকী।

তিষ্যা (স্ত্রী) তিষ্যং মঙ্গলং হেতুত্বেনাস্ত্যস্যাঃ অচ্। আমলকী।

তিসি (দেশজ) একপ্রকার তৈলকর শস্য। ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন দেশে ইহার নাম যথা—

হিন্দী (ভাষায়)	...	অল্সি, তিসি।
বাঙ্গালা	...	তিসি, মসিনা।
বিহার	...	তিসি, চিক্না।
উড়িষ্যা	...	পেশু।
উ° প° প্রদেশ	...	বিজ্রি।
কমায়ুন	...	তিসি, অল্সি।
কাশ্মীর	...	ফিয়ুন্, আলিস্।
পঞ্জাব	...	আলিশ, তিসি, অলসি।
কাশগর	...	জিঘির।
বোম্বাই	...	অলসি, জবসা, জবস।
গুজরাট	...	অল্সি।

তামিল (ভাষায়)	...	অলশি, বিরাই।
তেলগু (ভাষায়)	...	আতসী, উল্লু, মুলু, মদন-গিঞ্জালু।
কর্ণাটক	...	অলশী, অলাশী।
মলয়	...	চেরু-চানা-বিত্তিন্তে-বিলুত্তা।
তুর্কী	...	জিগ্গর।
আরব	...	কত্তান বা বজরত কত্তান।
পারস্ত		জগু, জঘির, কুতান বা তুখ্মে-কুতান্।
হিব্রু (ভাষায়)	...	পিশ্তা।
সংস্কৃত (ভাষায়)		অতসী, উমা, ক্ষুমা, মালিকা, মস্থণ, শণ।
লাটিন (ভাষায়)	...	লাইনাম্।
ইংলণ্ড	...	লিনসিড্।
কেল্‌টিক্ (ভাষায়)	...	সিন।

ইহার বৈজ্ঞানিক নাম *Linum Usitatissimum*। তিসি হইতে এদেশে তিসিবীজ, তিসিতৈল ও তিসিরখোল ব্যবহৃত হয়, কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকায় ইহার গাছ হইতে পাটের স্থায় একপ্রকার অংশু প্রস্তুত হয়, ইহাই লিনেন (*Linen*) বা বিলাতী সাটিন নামে এদেশে বিখ্যাত। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, য়ুরোপে আর্য্যগণের বিস্তৃতির সময় তিসির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। মিশরের প্রাচীন সমাধি-মন্দিরে দেওয়ালের গাত্রে অঙ্কিত ছবির মধ্যে তিসি গাছ হইতে অংশু প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রনির্ম্মাণ করিবার সমস্ত কার্য্য সুস্পষ্ট চিত্রিত আছে। প্রাচীন মিশরবাসীদিগের সমাধিবস্ত্র এই তিসির অংশু হইতে প্রস্তুত হইত। খৃষ্টজন্মের ২৩ শতাব্দী পূর্ব্বে মিশরে তিসির অংশুর ব্যবহার ভালরূপ জানা ছিল, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। হিব্রু ও গ্রীক গ্রন্থে তিসির অংশুর ২৫৩০০ বার উল্লেখ আছে। সুইজর্লণ্ডের হ্রদমালার নিকট যে সকল প্রাচীন স্তূপাকারা বাসস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিসি বীজ, তিসি গাছ ও তিসির সুঁটী পাওয়া গিয়াছে। উত্তর য়ুরোপে শার্লামেন অন্যান্য প্রয়োজনীয় বৃক্ষাদির স্থায় তিসির চাষ প্রচলিত করেন, কিন্তু নরওয়ে ও সুইডেনে খৃষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীতে ইহা প্রচলিত হইয়াছে।

প্ল্যানচন নামক য়ুরোপীয় পণ্ডিত ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে প্রকাশ করেন যে তিসির তিনটী শ্রেণী আছে;—(১) *Linum usitatissimum*; (২) *L. humili* ও (৩) *L. angustifolium*. হিয়ার নামক আর একজন পণ্ডিত প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত ৩য় শ্রেণীর তিসিই চাষে উন্নতি লাভ করিয়া ১ম শ্রেণীর তিসি দাঁড়াইয়াছে। এই প্রথম শ্রেণীর তিসির আবার দুইভাগ আছে,—(ক) সামান্ত (alpha vulgar) ও হুমিলি (Beta humili)। ইহার মধ্যে প্রথমভাগ ভারতবর্ষে ও দ্বিতীয়ভাগ পারস্তে চাষ হয়। লাইনাম্ অঙ্গুষ্টিফোলিয়ম্ ভূমধ্যসাগরের উভয়পার্শ্বে পার্ব্বত্য প্রদেশে জঙ্গলী অবস্থায় জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন মূল ভাষায় ইহার নাম যেরূপ স্বপ্রধান, তাহাতে বোধ হয় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি দ্বারা ইহা প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে।

ভারতেও তিসির প্রচলন বহু কালাবধি আছে। আজ কাল এদেশে তিসির বীজ ও তৈল ভিন্ন তিসির অংশুর ব্যবহার নাই, কিন্তু পূর্ব্বে ছিল, সংস্কৃত শাস্ত্রে ক্ষৌমবস্ত্রের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। অনেকে ক্ষৌমবস্ত্র অর্থে রেশমী বস্ত্র বলেন, কিন্তু তাহা নহে, কারণ তিসির একটী নাম যখন 'ক্ষুমা', তখন তজ্জাত বস্ত্রকেই ক্ষৌমবস্ত্র বলিত। চীনে 'চুমা' নামে একপ্রকার ঘাস হয়, তাহার অংশুতে 'চুমা' নামে একপ্রকার বস্ত্র হয়, ইহাও দেখিতে ঠিক রেশমী বস্ত্রের স্থায় ও রেশমী বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে। বোধ হয় এতদনুসারে ক্ষৌমবস্ত্রও রেশমী বস্ত্র বলিয়া কথিত হয়। মনুসংহিতায় কথিত আছে, বৈশ্যেরা ক্ষৌমসূত্রের উপবীত ধারণ করিতেন।

তিসিবীজ। ভারতে তিসির গাছ হইতে তিসি বীজ, বীজ হইতে তৈল ও খোল উৎপন্ন এবং ব্যবহৃত হয়। এদেশে তিসির অংশু তুলিবার রীতি নাই বলিয়া খুব পাত্‌লা করিয়া বুনিয়া থাকে। পাতলা করিয়া বুনায় গাছে ডাল বাহির হয় এবং ফুল বেশী হয়। বেশী ফুল হইলে বেশী ফল হইবার সম্ভাবনা থাকে। য়ুরোপে কিন্তু অংশুরই আদর বেশী, সেই জন্ত যাহাতে গাছে ডাল না হয় অথচ গাছ দীর্ঘ হয়, তজ্জন্ত খুব ঘন করিয়া তিসি বুনিয়া যায়। ভারতে চাষের দোষে বা গুণে তিসির দানা পাতালা ও মোটা হইয়া থাকে, বর্ণেও পার্থক্য জন্মে। তিসি শাদা ও লালবর্ণের হয়। চাষের প্রণালী ও জঙ্গলীর গুণে রক্ততিসির আবার নানারূপ ভেদ আছে। তিসি-ব্যবসায়ী মহাজনেরাই তাহা চিনিতে পারে।

শ্বেততিসির বীজ রক্ততিসি অপেক্ষা পুষ্ট এবং বীজের খোসা পাতলা। ইহাতে তৈলও খুব বেশী জন্মে। ইহার খোলও হাল্‌কা ও স্বাদু। ইহা গম ও ছোলার দরে বিক্রয় হয়। জব্বলপুরে এই শ্বেত তিসি জন্মে। নর্ম্মদার দক্ষিণে এই তিলের ব্যবহারই বেশী। জব্বলপুরের শ্বেত তিল অন্ত দেশে চাষ করিলে লাল হইয়া যায়।

অতি বৃষ্টিতে তিসির সমূহ ক্ষতি হয়। ইহার পাতায় গুটি বাঁধা একটী বিষম রোগ। ইহাতে শস্তের প্রায় অর্দ্ধেক নষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন কয়েক প্রকার কীটাণুতে ইহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

বাঙ্গালার মধ্যে বর্দ্ধমান বিভাগে সর্ব্বত্র ইহা জন্মে না।

দেয়ারায় তিসি ভাল হয়। হাল্‌কা কর্দ্দমযুক্ত পচা জমী তিসির চাষের উপযোগী। এঁটেল মাটিতে বা বেলে মাটিতে তিসি হয় না। তিসির ক্ষেতের জল ভাল রূপে বাহির করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। বদ্ধ জলে ইহার বিশেষ অনিষ্ট হয়। কাদাটে ধেনো জমীতে জল শুকাইলেই এবং তাহার উপর ধান থাকিতে থাকিতে প্রতি বিঘায় ৵২ সের তিসি ছড়াইলেই ইহার চাষ হইয়া গেল। শেষে ধান পাকিলে ধান কাটিয়া লয়। তিসি চৈত্র পর্য্যন্ত মাঠে থাকে। দেয়ারা জমীতে তিসি হয়। গম, ছোলা, সর্ষপ বা খেসারির সহিত মিশাইয়া বুনে, আর না হয় খালি তিসিই বুনে। তিন চার বার চাষ ও দুই তিন বার জালি টানিয়া দেয়। তিসি খুব গর্ত্ত করিয়া বুনিতে নাই। তিসি ছড়াইয়া মই দিলে বীজ ঢাকা পড়িয়া গেলেই ভাল হয়। প্রথমে অন্য ফসল বুনিয়া একবার লাঙ্গল দিতে হয়, তার পর তিসি ছড়াইয়া দুইবার মই দিলেই হয়। তিসি আশ্বিন ও কার্ত্তিকে বুনিতে হয়, চৈত্রে কাটিতে হয়। খালি তিসি বুনিলে প্রতি বিঘায় ৵৩ সের ও মিশাইয়া বুনিলে ৵১৷৷০ সের বীজ লাগে। খালি বুনিলে বিঘায় ২৵ মণ জন্মে। গঙ্গাতীরে ইহার ফসল ভাল হয়। স্যাঁতা জমীতে ভাল হয় না। ফসল সম্পূর্ণ পাকিবার অগ্রেই শিকড় সমেত গাছ তুলিয়া লইতে হয়।

শাহাবাদে ইহা যব, মসুর প্রভৃতির সহিতও বুনিয়া থাকে। উত্তরপশ্চিমে ও অযোধ্যায় সকল জেলাতেই ইহা জন্মে। কাশ্মীরের পশ্চিমাংশে ইহার বেশ চাষ হয়। ইহার তৈল সে দেশে বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ ও ব্রহ্মে ইহার চাষ হয় না বলিলেই চলে। বোম্বাই প্রদেশেও বেশী হয়। পুণা, শোলাপুর, নাসিক, খান্দেশ, আহ্মদনগর, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে অল্পবিস্তর জন্মে। মধ্যভারত ও বরারে অপেক্ষাকৃত বেশী হয়, হায়দরাবাদেও মন্দ হয় না।

তিসির তৈল। বীজের পুষ্টি ও শ্রেণী অনুসারে ইহার তৈলের পরিমাণ জানা যায়। নূতন বীজ ভাঙ্গিলে পুরাতন বীজ অপেক্ষা তৈল বেশী হয়। পাতলা দানা অপেক্ষা মোটা দানায় বেশী তৈল হয়। জলৌনের শাদা দানায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তৈল পাওয়া যায়। সচরাচর ৵৪ সের বীজে ৵১ সের তৈল পাওয়া যায়, কিন্তু দানা ভাল হইলে ৵৩ সেরে ৵১ সের হইয়া থাকে। শাহাবাদে এই তৈল প্রদীপে ব্যবহৃত হয়। পুড়িবার সময় এই তৈলে ধোঁয়া হয়। বিলাত হইতে যে সকল তিসির তৈল এদেশে আসে, তাহা বিশুদ্ধ বলিয়া শুষ্ককারিতা গুণ অধিক এবং তৈল-চিত্র প্রভৃতি কার্য্যে তাহারই অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এদেশে তিসি অন্যান্য তৈলকর বীজের সহিত ভেজালে ভাঙ্গা হয় বলিয়া এদেশের তৈলের শুষ্ককারিতা অনেক কম। এদেশের তৈল বিলাতে বেচিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে যাচাইয়া বাজার দর অপেক্ষা দশ পনর টাকা কম হওয়ায় সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছে। মীর্জাপুরের লাল তিসির তৈল বিলাতী তৈল অপেক্ষা অনেক পাতলা ও ভাল, কিন্তু ভাঙ্গিবার গুণে ইহার তেমন আদর হয় না। ঘানিতে তৈল ভাঙ্গিতে খরচও বেশী হয়। ১০০ পণ তৈলে প্রায় ৮০৲ টাকা খরচ পড়ে। বিলাতী বাষ্পীয় কলে ১০০ পণ তৈল ভাঙ্গিতে প্রায় ১৯৲ টাকা খরচ হয়।

তিসির সূতা। এখন য়ুরোপীয়গণের প্রাণপণ যত্নে ও চেষ্টায় ভারতে অনেক স্থলে তিসির সূতা প্রস্তুত হইতেছে। ১৭৯০ হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ে প্রথম চেষ্টা করা হয়। এদেশের কৃষকেরা তিসির আঁশ তুলিতে কোন মতে সম্মত হয় না। তাহাদের বিশ্বাস যে বাপ পিতামহ যে কার্য্য করে নাই, তাহা করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। এই সকল অজ্ঞ লোকের দৃঢ় বিশ্বাস উল্‌টাইতে সাহেবদিগকে যে কতকষ্ট পাইতে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। লাভের কথা, উদাহরণ, বা উপদেশ কিছুতেই ইহারা ভুলে না। ডাঃ রক্‌স্‌বর্গ সর্ব্বপ্রথমে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রিশড়ার শণের কুঠিতে তিসির সূতা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার প্রস্তুত সূতা ভাল হইয়াছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এ,রজার্স নামে এক ব্যক্তির অধীনে একটী কোম্পানী গঠিত হয়। রিগা ও ওলন্দাজী বীজ সহ একজন বেলজিয়মের কৃষক ও বেলজিয়মবাসী এক তিসির সূতা-প্রস্তুতকারী য়ুরোপীয় যন্ত্রাদি লইয়া এদেশে আসে। এই কোম্পানীকে এদেশে আসিয়া চাষ আরম্ভ করিতে হয় নাই। ইহাদের উপদেশে এদেশের লোকেই এ বিষয়ে চেষ্টা করে। কাশীর নিকট বালিয়া নামক স্থানে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে যে চাষ হয়, তাহাতে কাজ ভাল হয় নাই। অসময়ে চাষ ও অসময়ে সূতা তুলিতে গিয়া সব নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গেরে চেষ্টা হয়। তিন বৎসর চেষ্টার পর ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সূতা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও কোমল হয়, কিন্তু গবর্মেণ্টের সহানুভূতি না পাওয়ায় এখানকার কার্য্য আর কয়েক বৎসর চেষ্টার পর বন্ধ হয়। শেষে নর্ম্মদার তীরে জব্বলপুরে এবিষয়ে কতকটা ফল হইয়াছিল। এখানকার তিসির গাছে বেশ ভাল সূতা হয়। শাহাবাদে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষা আরম্ভ হয়। এখানে যে সূতা হয়, তাহা বড় কড়া। রুষিয়ার সূতার ন্যায় ইহাও কম দরে বিলাতে বিক্রয়

হয়। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশেও চেষ্টা হয়। চট্টগ্রামে যে সূতা হয়, কোম্পানীর পরীক্ষায় তাহা দীর্ঘে কম হইলেও অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। বর্দ্ধমানে ৪ প্রকার সূতা প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে ৩য় প্রকার সূতাই অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছিল।

এইরূপে নানা স্থানে তিসির সূতার জন্য চাষ আরম্ভ হইলে ক্রমশঃ কৃষকেরা আপনা হইতে ইহা অল্পবিস্তর উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে লাহোরের নিকটবর্ত্তী স্থানে শিয়ালকোটে ও দীননগরে ইহার সূতা তুলিয়া চারপায়া প্রভৃতির জন্য দড়ি প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ হয়। কাঙ্গড়া উপত্যকা হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে সূতার নমুনা বিলাতে পাঠান হয়, সেখানে তাহা খুব আদর পায় ও উচ্চদরে বিক্রীত হয়। ইহা হইতে ভারতবর্ষে রীতিমত ব্যবসা চালাইবার ইচ্ছায় বেলফাষ্ট সহরে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বেলফাষ্ট-ভারতীয় তিসি-সূতার কোম্পানী নামে একদল ইংরাজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

শিয়ালকোটে ইঁহাদের এজেণ্ট আপিস স্থাপিত হয়। প্রথমে ইঁহাদের এত ক্ষতি হয় যে কারবার উঠিয়া যায় যায় হইয়াছিল, শেষে হোম-গবর্মেণ্টের বার্ষিক সাহায্যে ইঁহারা যে সূতা প্রস্তুত করেন, তাহা ভাল আইরিশ সূতার সহিত সমান হয়। কিন্তু বেশী জমী ও বেশী কৃষক না পাওয়ায় উঠিয়া যায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অপর এক কোম্পানী এই কার্য্য আরম্ভ করেন।

পেশাবরে তিসি হইতে গৃহকর্ম্মে ব্যবহারার্থ দড়ি প্রস্তুত করে। এতদ্ভিন্ন এখন আর পঞ্জাবে তিসির সূতার কোন ব্যবহার নাই বা লোকে করিতেও চাহে না। পঞ্জাবের তিসিতে কিন্তু ভাল সূতা হইবার কথা। উ° প° প্রদেশেও সূতা প্রস্তুত হয় না। এখানে বীজসংগ্রহের পর গাছগুলা আঁটী বাঁধিয়া সাত আটদিন পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া রাখে। প্রতিদিন উল্টাইয়া দিতে হয়। ৭৮ দিন পরে (বেশী গরমের সময় ৪।৫ দিন পরে) গোড়া ভাঙ্গিয়া দেখিতে হয় যে পাটের ন্যায় পাকাটী আল্‌গা হইয়াছে কি না। তাহা হইলে ১৫ দিন পর্য্যন্ত শিশিরে ভিজিতে দিতে হয়। পাতলা করিয়া মাঠে ছড়াইয়া রাখিয়া দেয়। যদি বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা থাকে, তবে আঁটী বাঁধিয়া কোণাকারে মাঠে দাঁড় করাইয়া রাখে। তৎপরে মুগুর মারিয়া পাকাটী ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। তাহার পর পরিষ্কার করিয়া বাণ্ডিল বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ইহা বোম্বাই হইয়া বিলাতে চালান হয়। দেশী কৃষকে এখন ইহার ব্যবসায় আরম্ভ করে নাই।

মধ্যভারতে তিসির গাছ এক ফুটের বেশী বড় হয় না, কিন্তু তিসি যথেষ্ট জন্মে। এখানে ইহা রবি শস্যের সহিত জন্মে। বরারেও ঐরূপ। এই দুইস্থানে কোথাও সূতা হয় না।

সিন্ধু প্রদেশের উত্তর সীমায় তিসির সূতা হয়, জমীদারেরা তাহা হইতে দড়ি প্রস্তুত করান। সিন্ধুর আর কোন অংশে তিসির চাষ আদৌ নাই। বোম্বাইয়ে বীজে কেবল তৈল হয়। সূতা কোথাও হয় না। মান্দ্রাজেও তাহাই। বাঙ্গালায় ঐরূপ, কিন্তু এখানে যত্ন করিলে ইহার সূতায় দড়ি চট প্রভৃতি ভাল হইতে পারে। কলিকাতার নিকটে গঙ্গার অপর পারে ঘুসুড়ির টেঁকে ক্যাম্বিসের কলে একবার এই সূতায় পালের কাপড় ও ত্রিপলের কাপড় তৈয়ার হইয়াছিল। তাহা অতি উৎকৃষ্ট হয়।

ভারতে সকল দেশেই এখন তিসির বীজ সংগৃহীত হয়। গাছগুলি হয় গবাদিকে খাইতে দেয়, নতুবা পুড়াইয়া ফেলে, আর নহেতো ফেলিয়া দেয়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা যদি আঁটি গুলি শুকাইয়া কাগজের কলে চালান দেয়, তাহা হইলে উভয়পক্ষে অনেক লাভ হয়।

তিসির ব্যবসায়। ভারতে তিসি কত খরচ হয় ঠিক জানা যায় না। এদেশে তিসির তৈলের ঘানি বা ভাল কল নাই। এক কল আছে তাহাতে যে তৈল হয়, তাহা এদেশেই বিক্রীত হয়। বড় মানুষের বাটীর কাঠকাঠরায় যে সবুজাদি রং দেয়, তাহা এই তিসির তৈলে গোলা হয়। বহু শত মণ বীজ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। বাঙ্গালা হইতে বেশী যায়।

তিসির ব্যবহার। প্রস্তুত করিতে পারিলে ইহার অংশু হইতে আপাততঃ দড়ি, চট, ত্রিপল, পাল প্রভৃতি হইতে পারে। আর যদি সূতা তোলা না হয়, তবে এখন আপাততঃ গাছগুলি শুকাইয়া কাগজের কলে চালান দিতে পারিলে বড় ভাল হয়। ইহার তৈলে গোলা রং, ছাপার কালী, অয়েল ক্লথ, নকল ইণ্ডিয়া রবার, তেলাবার্ণিশ ও নরম সাবান প্রস্তুত হয়। তৈল বিশুদ্ধ হইলে এই সকল দ্রব্য ভালই হয়, কিন্তু ভারতে মিশ্রিত তৈলই অধিক।

ঔষধে তিসির বহু ব্যবহার আছে। ঘা, ফোড়া প্রভৃতিতে তিসি বাটিয়া গরম করিয়া পুলটিস দেওয়া হয়। দম্‌কা দাস্ত ও মৃদুকাশি রোগে তিসি উপকার করে; মেহ ও মূত্র রোগে এবং লিঙ্গযন্ত্রের পীড়াতেও ইহা উপকারী। মূত্রবিরেচক হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় ইহার ফুল উপকারী। দাতব্য চিকিৎসালয়াদিতে তিসি জলে সিদ্ধ করিয়া মেহরোগীকে সেবন করিতে দেওয়া হয়। বীজপূর্ণ চিনির সহিত মিশাইয়া খাইলে মেহরোগে উপকার হয় ও কামাগ্নি বৃদ্ধি করে। তিসি ভাজিয়া আঠার ভাজার সহিত খাইয়া থাকে। লাড়ুতেও ইহা তিলের ন্যায় মিশাইয়া থাকে।

এদেশে তৈল অল্প হয়, সুতরাং খোলও অল্প হয়। কিন্তু রুষিয়ায় পরীক্ষা করা হইয়াছে, যে এই খোল গবাদিকে খাওয়াইলে উহাদের দুগ্ধে মাখন বেশী হয়।

তিস্‌কা (স্ত্রী) ত্রি-ভাবে কন্ তিস্ আদেশঃ (তিস্‌ভাবে সংজ্ঞায়াং কন্নুপসংখ্যানং। পা ৭।২।৯৯ বা°) গ্রামভেদ। (বার্ত্তিক)

তিস্‌ধন্ব (ক্লী) তিস্রভি রিষুভির্যুতং ধন্ব ধনুঃ বৈদিকপ্রয়োগে অচ্ সমাসান্তঃ অবিভক্তাবপি বেদে ত্রিস্রাদেশঃ। তিনটী বাণ-যুক্ত ধনু।

"তিস্‌ধন্বং দক্ষিণাং দদাতি।" (শতপথব্রা° ১১।১।৫।১০)

তিস্রা (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পী।

তিহন্ (পুং) তুহ-অর্দনে কনিন্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ ব্যাধি, পীড়া। ২ ব্রীহি। ৩ ধনু। ৪ সদ্ভাব। (সংক্ষিপ্তসা°)

তীক্ষ্ণ (ক্লী) তেজয়তি তেজ্যতে হননে বা তিজ-ক্স্ন দীর্ঘশ্চ (তিজের্দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।১৮) ১ খরস্পর্শ, উত্তাপ, উষ্ণতা। ২ বিষ। ৩ লৌহভেদ, ইস্পাত। ৪ যুদ্ধ। ৫ মরণ। ৬ শস্ত্র। ৭ শীঘ্র। ৮ সামুদ্রলবণ, করকচ্ লবণ। ৯ মুষ্ক, অণ্ডকোষ। ১০ চব্যক, চইগাছ। ১১ মরক। (হেমচ°) (ত্রি) ১২ তীক্ষ্ণতাযুক্ত। প্রতিভা, হীরক, কটাক্ষ, দুর্ব্বাক্য, নখ, লবণ, রবিকর, এই সকল তীক্ষ্ণ বস্তু। (কবিকল্পলতা)

"তীক্ষ্ণৈশ্চৈব মৃদুশ্চ স্যাৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ।" (মনু)

(পুং) ১৩ যবক্ষার। ১৪ শ্বেতকুশ। ১৫ কুন্দুরুক, কুঁদ-রুকী। ১৬ জ্যোতিষোক্ত নক্ষত্রগণ, আর্দ্রা, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্র। (ত্রি) ১৭ আত্মত্যাগী। ১৮ নিরালস্য। ১৯ যোগী। ২০ সুবুদ্ধি। ২১ শাণিত, ধারাল। ২২ অসহ্য।

"নমস্তীক্ষ্ণেষবে চায়ুধিনে।" (বাজসনেয়সং ১৬।৩৬)

'তীক্ষ্ণা অসহ্যা ইষবো বাণাঃ যস্য স তস্মৈ।' (মহীধর)

তীক্ষ্ণক (পুং) তীক্ষ্ণ সংজ্ঞায়াং কন্। ১ শ্বেত সর্ষপ। ২ মুষ্ক, অণ্ডকোষ।

তীক্ষ্ণকণ্টক (পুং) তীক্ষ্ণানি কণ্টকানি যস্য বহুব্রী। ১ ধুস্তূর, ধুতুরা। ২ ইঙ্গুদীবৃক্ষ, তাপসতরু। ৩ বর্ব্বূর, বাবলাগাছ। ৪ করীর, বংশ। (ত্রি) ৫ তীক্ষ্ণকণ্টকযুক্ত। তীক্ষ্ণং কণ্টকং কর্ম্মধা। ৬ তীক্ষ্ণ এমন কণ্টক। ধারাল কাঁটা।

তীক্ষ্ণকণ্টকা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণকণ্টক-টাপ্। কন্থারী বৃক্ষ।

তীক্ষ্ণকন্দ (পুং) তীক্ষ্ণঃ কন্দোমূলং যস্য বহুব্রী। পলাণ্ডু, পেঁয়াজ।

তীক্ষ্ণকর্ম্মন্ (ত্রি) তীক্ষ্ণং কর্ম্ম যস্য বহুব্রী। তীব্রকার্য্যকর, কার্য্যদক্ষ। পর্য্যায়—আয়ঃশূলিক। (ত্রিকা°)

তীক্ষ্ণকল্ক (পুং) তীক্ষ্ণঃ কল্কোযস্য বহুব্রী। তুম্বুরুবৃক্ষ। (রাজনি°)

তীক্ষ্ণকান্তা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণা উগ্রা কান্তা কমনীয়া কর্ম্মধা। মঙ্গলচণ্ডিকার মূর্ত্তিবিশেষ, তারাদেবী, উগ্রতারা।

"পীঠে দিকরবাসিন্যা দ্বিরূপা বসতে শিবা।
তীক্ষ্ণকান্তাহ্বয়া স্বেকা যোগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা॥
পুরা ললিতকান্তাখ্যা যা শ্রীমঙ্গলচণ্ডিকা।
তস্যাস্তু সততং রূপং তীক্ষ্ণকান্তাহ্বয়ং নৃপ॥
কৃষ্ণা লম্বোদরী যা তু সা স্যাদেকজটা শিবা।
তেন রূপেণ তাং দেবীং সততং পরিপূজয়েৎ॥"

(কালিকাপু° ৮০ অ°)

দিকরবাসিনী দেবীর পীঠে স্বয়ং ভগবান্ শম্ভু লিঙ্গরূপে, বিষ্ণু শিলারূপে এবং ব্রহ্মা লিঙ্গরূপে অবস্থিত। আর এখানে দেবী দুর্গা তীক্ষ্ণকান্তা ও উগ্রতারা এই দুইরূপে বিহার করিয়া থাকেন। ললিতকান্তা নামে পরাৎপরা মঙ্গলচণ্ডিকার নামই তীক্ষ্ণকান্তা। তীক্ষ্ণকান্তাদেবী কৃষ্ণবর্ণা, লম্বোদরী ও একজটাধারিণী। এই দেবীকে সাধক সর্ব্বদা পূজা করিবে। মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ইহার ত্রিকোণ মণ্ডল করিবে—"রেখে সুরেখে তথা তিষ্ঠন্তু" ইহাই তীক্ষ্ণকান্তার মণ্ডলন্যাস মন্ত্র।

নরান্তক, ত্রিপুরান্তক, দেবান্তক, যমান্তক, বেতালান্তক, দুর্দ্ধরান্তক, গণান্তক এবং শ্রমান্তক এই কয়জন তীক্ষ্ণকান্তার দ্বারপাল। মণ্ডলের ৮ দিকে ইহাদিগকে পূজা করিতে হইবে। পূজা করিতে হইলে সম্বোধনান্ত এক একটী নাম, তৎপরে "বজ্রপুষ্পং" তৎপরে "স্বাহা" একত্র করিলে যাহা হয়, তাহাই এই দ্বারপালদিগের মন্ত্র। তীক্ষ্ণকান্তা ও উগ্রতারা এই দুই মূর্ত্তিতেই পাত্র, উপকরণ, স্নান, ন্যাস প্রভৃতি করিতে হইবে। চামুণ্ডা, করালা, সুভগা, ভীষণা, ভগা এবং বিকটা-দেবীর এই ৬ জন যোগিনী।

"হে ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে বিকটদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ।" ইহাই পীঠদেবী তীক্ষ্ণকান্তার গায়ত্রী। বিকট চণ্ডিকাদেবী ইহার নির্ম্মাল্যধারিণী।

মৃণ্ময় বা রুদ্রাক্ষে ইহার জপমালা করিতে হইবে। তীক্ষ্ণকান্তা-দেবীর পূজাতে ইহাই বিশেষ, এতদ্ভিন্ন উপচার, বলিদান, জপ প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই কামাখ্যাপূজানুসারে করিতে হইবে। তীক্ষ্ণকান্তাদেবীর পানীয়ের মধ্যে মদিরা, বলির মধ্যে নরবলি এবং নৈবেদ্যের মধ্যে মোদক, নারিকেল, মাংস, ব্যঞ্জন ও ইক্ষুই প্রশস্ত এবং প্রীতিপ্রদ। ইহার পূজা করিলে সাধক অভীষ্ট লাভ করে। (কালিকাপু° ৮০ অ°)

তীক্ষ্ণগন্ধ (পুং) তীক্ষ্ণঃ প্রচণ্ডো গন্ধো যস্য বহুব্রী। ১ শোভা-ঞ্জনবৃক্ষ, সজিনাগাছ। ২ রক্ততুলসী। ৩ শ্বেততুলসী। ৪ কুন্দুরু-নামক গন্ধদ্রব্য।

তীক্ষ্ণগন্ধা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণগন্ধ-টাপ্। ১ শ্বেতবচা, শাদা বচ।

২ কস্তূরী। ৩ রাজিকা, রাইসরিষা। ৪ বচা, বচ। ৫ জীবন্তী।
"উগ্রা কুষ্ঠং তীক্ষ্ণগন্ধা বিড়ঙ্গং শ্রেষ্ঠং নিত্যং চাবপীড়ে করঞ্জং।"
(সুশ্রুত উত্তরত° ২৪ অ°)
৬ সূক্ষ্মৈলা, ছোটএলাচী। ৭ কুজ্জনিকা, হাঁচোটী।

তীক্ষ্ণতণ্ডুলা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণা স্তণ্ডুলাঃ যস্যাঃ বহুব্রী। পিপ্পলী, পিপুল

তীক্ষ্ণতা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণস্য ভাবঃ তীক্ষ্ণ ভাবে তল্-টাপ্। তীক্ষ্ণের ভাব, তীব্রতা, কটুতা, ধার।

তীক্ষ্ণতাপ (পুং) তীক্ষ্ণঃ তাপঃ যস্য। মহাদেব।
(ভারত ১৩।১৭।৫৪)

তীক্ষ্ণতৈল (ক্লী) তীক্ষ্ণস্য স্নেহঃ স্নেহে তৈলচ্ বা তীক্ষ্ণং তৈলং স্নেহো যস্য। ১ স্নুহীক্ষীর, সিজের আটা। ২ সর্জ্জরস। ৩ মদ্য, সুরা।

তীক্ষ্ণদংষ্ট্র (পুং স্ত্রী) তীক্ষ্ণা দংষ্ট্রা যস্য বহুব্রী। ১ ব্যাঘ্র। (ত্রি) ২ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাযুক্ত।
"সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঃ সমাশ্চ শুভাঃ।" (বৃহৎসং ২৩ অ°)

তীক্ষ্ণদংষ্ট্রক (পুং) তীক্ষ্ণদংষ্ট্র-কন্। ব্যাঘ্র।

তীক্ষ্ণদন্ত (পুং) যে জীবের দন্ত অতি তীক্ষ্ণ বা ধারাল।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি (স্ত্রী) তীক্ষ্ণা দৃষ্টিঃ কর্ম্মধা। সূক্ষ্মদৃষ্টি।

তীক্ষ্ণধার (পুং) তীক্ষ্ণা ধারা যস্য বহুব্রী। ১ খড়্গ।
"অসির্বিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।" (খড়্গপূজামন্ত্র)
(ত্রি) ২ তীক্ষ্ণধারযুক্ত।

তীক্ষ্ণপত্র (পুং) তীক্ষ্ণানি পত্রাণি যস্য বহুব্রী। তুম্বুরু গাছ, ধনিয়ার গাছ। (ত্রি) ২ তীব্রপত্রযুক্ত। তীক্ষ্ণং পত্রং কর্ম্মধা। তীক্ষ্ণ এমন পত্র।

তীক্ষ্ণপুষ্প (ক্লী) তীক্ষ্ণং পুষ্পং যস্য বহুব্রী। ১ লবঙ্গ। (ত্রি) ২ তিগ্মপুষ্পযুক্ত। তীক্ষ্ণং পুষ্পং কর্ম্মধা। ৩ তীক্ষ্ণ এমন পুষ্প।

তীক্ষ্ণপুষ্পা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণপুষ্প-টাপ্। কেতকী। (রাজনি°)

তীক্ষ্ণপ্রিয় (পুং) যব।

তীক্ষ্ণফল (পুং) তীক্ষ্ণং ফলং যস্য বহুব্রী। ১ তুম্বুরুবৃক্ষ, ধনিয়া গাছ। (ত্রি) ২ তিগ্মফলযুক্ত। তীক্ষ্ণং ফলং কর্ম্মধা। ৩ তিগ্মফল।

তীক্ষ্ণফলা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণফল-টাপ্। রাজসর্ষপ, রাইসরিষা।

তীক্ষ্ণমঞ্জরী (স্ত্রী) পর্ণলতা, পাণের গাছ।

তীক্ষ্ণমূল (পুং) তীক্ষ্ণং মূলং যস্য বহুব্রী। ১ শোভাঞ্জন, শিগ্রু, সজিনাগাছ। ২ কুলঞ্জন, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (ত্রি) ৩ তিগ্মমূলক। (ক্লী) তীক্ষ্ণং মূলং কর্ম্মধা। ৪ তিগ্মমূল।

তীক্ষ্ণরশ্মি (পুং) তীক্ষ্ণা রশ্ময়োযস্য বহুব্রী। ১ তিগ্মাংশু, সূর্য্য। (ত্রি) ২ তিগ্মরশ্মিযুক্ত। (পুং) তিগ্ম এমন রশ্মি।

তীক্ষ্ণরস (পুং) তীক্ষ্ণো রসো যস্য বহুব্রী। ১ যবক্ষার, সোরা। (ত্রি) ২ তিগ্মরসযুক্ত। (পুং) তীক্ষ্ণঃ রসঃ কর্ম্মধা। ৩ তিগ্মরস।

তীক্ষ্ণলোহ (ক্লী) তীক্ষ্ণং লোহং কর্ম্মধা। লোহভেদ, ইস্পাত।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি (পুং) তীক্ষ্ণা বুদ্ধির্যস্য বহুব্রী। প্রখরমতি।

তীক্ষ্ণবেগ (ত্রি) তীক্ষ্ণঃ বেগঃ যস্য বহুব্রী। অধিক বেগযুক্ত।

তীক্ষ্ণশূক (পুং) তীক্ষ্ণঃ শূকো অগ্রং যস্য বহুব্রী। ১ যব। ২ খরশূকযুক্ত। (ক্লী) তীক্ষ্ণং শূকং কর্ম্মধা। ২ খরশূক।

তীক্ষ্ণসারা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণঃ কঠিনঃ সারো যস্যা বহুব্রী। শিংশপাবৃক্ষ, শিশুগাছ। (ত্রি) ২ তিগ্মসারযুক্ত। ৩ খরসার।

তীক্ষ্ণা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণ-টাপ্। ১ বচা। ২ সর্পকঙ্কালিকাবৃক্ষ, সাপ্কাঁকলা। ৩ কপিকচ্ছু, আলকুশীলতা। ৪ মহাজ্যোতিষ্মতীলতা, হিন্দীতে বড় মালকঙ্গুনী। ৫ অত্যম্লপর্ণীলতা। ৬ জলোকা। ৭ কটুবীরা, লঙ্কামরিচ। ৮ তারাদেবী *। [তীক্ষ্ণকান্তা দেখ।]

তীক্ষ্ণাংশু (পুং) তীক্ষ্ণাঃ অংশবো যস্য বহুব্রী। তিগ্মরশ্মি, সূর্য্য।

তীক্ষ্ণাংশুতনয় (পুং) তীক্ষ্ণাংশুঃ সূর্য্যস্তস্যতনয়ঃ ৬তৎ। সূর্য্যতনয়।

তীক্ষ্ণাগ্নি (পুং) ১ রোগবিশেষ, বুকজ্বালারোগ। ২ অজীর্ণরোগ। ৩ উদরস্থ অগ্নি তীক্ষ্ণ হইলে ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হয়।
"মাত্রাতিমাত্রাপ্যশিতা তীক্ষ্ণাগ্নেঃ পচ্যতে সুখং।
অতএব হি কেনাপি মতস্তীক্ষ্ণাগ্নিরুত্তমঃ॥" (ভাবপ্র°)

তীক্ষ্ণাগ্র (ত্রি) তীক্ষ্ণঃ অগ্রো যস্য বহুব্রী। সূক্ষ্মাগ্র, যাহার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ।

তীক্ষ্ণায়স (ক্লী) অয় এব আয়সং তীক্ষ্ণঞ্চ তৎ আয়সঞ্চেতি কর্ম্মধা। লোহবিশেষ, চলিত কথায় তীখা ইস্পাত। পর্য্যায়—লোহ, শস্ত্রায়স, শস্ত্র, পিণ্ড, পিণ্ডায়স, শঠ, আয়স, নিশিত, তীব্র, খড়্গ, মুণ্ডিত, অয়স্, চিত্রায়স, চীনজ। ইহার গুণ—উষ্ণ, তিক্ত; বাত, পিত্ত, কফ, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শূলনাশক এবং তীক্ষ্ণ। (রাজনি°)

তীক্ষ্ণায়সচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে শূলরোগ আশু প্রশমিত হয়।
"তীক্ষ্ণায়শ্চূর্ণসংযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমুত্তমং।
ক্ষীরেণ পায়য়েদ্ধীমান্ সদ্যঃ শূলনিবারণং॥"
(রসেন্দ্রসার শূলাধিকার)

তীক্ষ্ণেষু (পুং) অসহ্য বাণযুক্ত। "নমস্তীক্ষ্ণেষবে চায়ুধিনে নমঃ।" (শুক্লযজুঃ ১৬।৩৬) 'তীক্ষ্ণা অসহ্য ইষবো বাণা যস্য সঃ তীক্ষ্ণেষুঃ' (মহীধর)

* "হে ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে পদ মস্ততঃ।
বিকটদংষ্ট্রে ধীমহি তন্ন তারা প্রচোদয়াৎ।
এষা তু তীক্ষ্ণা গায়ত্রী পীঠদেব্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা।" (কালিকাপু°)

তীয়র (তীবর শব্দজ) ধীবর, জেলে, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ ইহারা মৎস্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। [তীবর দেখ।]

তীর (ক্লী) তীর-অচ্। নদ্যাদির কূল। নদীর গর্ত্ত হইতে সার্দ্ধ শতহস্ত পর্য্যন্ত পরিমিত স্থানকে তীর কহে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে যে পর্য্যন্ত জলপ্লাবিত হয়, সেই পর্য্যন্ত গর্ত্ত, অর্থাৎ সেই স্থল হইতে ৫০ হাত পর্য্যন্ত তীর।

"সার্দ্ধহস্তশতং যাবৎ গর্ত্ততস্তীর মুচ্যতে।
ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যাবদাক্রমতে জলং।
তাবদ্গর্ভং বিজানীয়াৎ তদন্তস্তীরমুচ্যতে।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

পুরাণ মতে, গঙ্গাদি পুণ্যনদীসমূহের তীরে পুণ্য বা পাপ করিলে তাহা চিরস্থায়ী হয়, এজন্য যত্নপূর্ব্বক পুণ্যনদীসমূহের তীরে পাপকার্য্য পরিহার করিবে এবং যথাশক্তি পুণ্যোপার্জ্জনে যত্নবান্ হইবে। (পুং) ২ সীসক। ৩ বাণ। ৪ ত্রপু, টিন।

তীরগ্রহ (পুং) দেশভেদ।

"তীরগ্রহাঃ শূরসেনাঃ ইজকাঃ কন্যকাঃ গুহাঃ।" (ভা° ভীষ্ম ৯ অঃ)

তীরগর (তীরকর) ১ তীরপ্রস্তুতকারী। ২ এক শ্রেণীর মুসলমান। আহ্মদনগর জেলায় ইহাদের বাস। পূর্ব্বে ইহারা যুদ্ধের জন্য তীর প্রস্তুত করিয়া দিত, এজন্য তীরগর নাম হইয়াছে। এখন আর তীরের আদর নাই। সুতরাং ইহারাও জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন ইহারা চোবদার বা দাসের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে

তীরঘর (দেশজ) ১ তীর রাখিবার গৃহ। ২ হিন্দুরমণীগণের মধ্যে প্রথম ঋতু হইলে চারি দিন যে ঘরে আবদ্ধ থাকে, যে ঘরে কোন পুরুষ ঐ চারিদিন যাইতে পারে না, সেই ঘরকেও সাধারণে তীরঘর বলে। পূর্ব্বকালে চারিদিকে তীর পুতিয়া তাহার মধ্যস্থলে ঋতুমতী রমণীকে রাখা হইত, তাহা হইতেই তীরঘর নাম হইয়াছে। এখন কএকটী বাঁখারি কাটিয়া তীর স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

তীরণ (ক্লী) লতাভেদ, করঞ্জিকা। (নির্ঘণ্টপ্র°)

তীরন্দাজ্ (পারসী) শরনিক্ষেপনিপুণ ব্যক্তি, ধনুর্দ্ধর।

তীরভুক্তি (পুং) দেশবিশেষ, ইহা বিদেহের নামান্তর। ইহার অপভ্রংশ তীরহুত। [ত্রিহুত দেখ।]

তীররুহ (ত্রি) তীরে রোহতি রুহ-ক। বৃক্ষ।

তীরস্থ (ত্রি) তীরে তিষ্ঠতি তীর-স্থা-ক। ১ তীরস্থিত। ২ মৃত্যুর পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে নীত। চলিত কথায় ব্যবহৃত হয় "তীরস্থ করা হইয়াছে।"

তীরাট (পুং) লোধ্র।

তীরান্তর (ক্লী) তীরস্য অন্তরং ৬তৎ। অপর পার।

তীরিত (ত্রি) তীর-ক্ত। কার্য্যসমাপ্তি।

তীরু (পুং) ১ শিব, মহাদেব।

"নমস্তেঽভীষু হস্তায় তীরু ভীরু হরায় চ।" (হরিব° ১৩৮ অঃ)

২ শিবস্তুতি।

তীর্ণ (ত্রি) তৄ-ক্ত। ১ উত্তীর্ণ, পারগত। ২ অভিভূত। ৩ আপ্লুত। ৪ অতিক্রান্ত।

"তীর্ণোহি তদা ভবতি হৃদয়স্য গেহান্।" (শ্রুতি)

তীর্ণপদী (স্ত্রী) তীর্ণঃ পাদো মূলমস্যাঃ অন্ত্যেলোপঃ কুম্ভপদ্যা° ঙীষ্। তালমূলী।

তীর্ণা (স্ত্রী) প্রতিষ্ঠাখ্য বৃত্তিবিশেষ, পিঙ্গলছন্দশাস্ত্রোক্ত ষড়ক্ষর ছন্দবিশেষ, ইহার তৃতীয় ও ষষ্ঠ গুরু। লক্ষণ—

"যস্মিন্ বৃত্তে কর্ণঃ কর্ণঃ বেদৈর্বর্ণৈঃ সা স্যাৎ তীর্ণা।"
"গন্তৌ চেৎ কন্যেতি।" (পিঙ্গলছ°)

তীর্থ (ক্লী) তরতি পাপাদিকং যস্মাৎ তৄ-থক্ (পাতৄ তুদি বচীতি। উণ্ ২।৩)। ১ শাস্ত্র। ২ যজ্ঞ। ৩ ক্ষেত্র। ৪ উপায়। ৫ নারীরজঃ। ৬ অবতার, অবতরণ। ৭ ঋষিজুষ্ট জল, যে জল ঋষিরা সেবন করিয়া থাকেন। ৮ পাত্র। ৯ উপাধ্যায়, গুরু। ১০ মন্ত্রী। ১১ যোনি। ১২ দর্শন। ১৩ ঘট্ট, ঘাট। ১৪ বিপ্র। ১৫ আগম। ১৬ নিদান। ১৭ বহ্নি। ১৮ পুণ্যস্থানাদি। কাশীখণ্ডে তীর্থের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—তীর্থ ত্রিবিধ জঙ্গম, মানস ও স্থাবর। জগতে ব্রাহ্মণগণ জঙ্গম তীর্থ। ইহারা পবিত্র স্বভাব এবং সর্ব্বকামপ্রদ। ইহাদিগের বাক্যোদক দ্বারা মলিন লোক সকল বিশুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণদিগকে সেবা করিলে পাপ থাকে না এবং সকল কামনা সিদ্ধি হয়।

"ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্ম্মলং সর্ব্বকামিকং।
যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুদ্ধ্যন্তি মলিনাঃ জনাঃ॥" (কাশীখ°)

মানসতীর্থ। সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ঋজুতা, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্য্য ও তপস্যা, ইহার প্রত্যেকটী মানসতীর্থ; ইহার মধ্যেও মনের যে বিশুদ্ধিতা তাহাই সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেশ ভ্রমণ করিলে আত্মার উন্নতি বা বহুদর্শিতা লাভ হয়, এজন্যও তীর্থযাত্রা হিন্দুগণ অতি পুণ্যদায়ক বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তীর্থগমন করিলে মন বিশুদ্ধ হয়, সাধুদিগের দর্শনে আত্মাও পূত হয়। যে সকল মহাত্মার আশ্রমে গমন করা যায়, তাহাদের বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে জগতের অনিত্যতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, কত শত লোক এই সকল আশ্রমে আসিয়া জন্ম ও মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, এই সকল চিন্তা করিয়া মন এক উদার ভাব ধারণ করে, এবং সর্ব্বদা পাপ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা হয়, এই নিমিত্ত

প্রত্যেক মনুষ্যেরই আত্মার উন্নতির জন্য তীর্থযাত্রা আবশ্যক। সর্ব্বাঙ্গ জলে আপ্লুত করিয়া স্নান করিলে তীর্থস্নান হয় না, যে সকল লোক ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত তীর্থস্নায়ী। যাহারা লোভী, ক্রূর, দাম্ভিক বা বিষয়াসক্ত, তাহারা শত শত তীর্থে স্নান করিলেও পাপ হইতে মুক্ত হয় না। কেবল শরীরের মলত্যাগেই মনুষ্য নির্ম্মল হয় না, মন হইতে মলকে দূর করিতে পারিলেই প্রকৃত নির্ম্মল হওয়া যায়। তীর্থগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য চিত্তের শুদ্ধিলাভ। যদি অন্তঃকরণের ভাব পবিত্র না হয়, তাহা হইলে দান, যজ্ঞ, তপঃ, শৌচ, তীর্থসেবা, সৎকথা শ্রবণ প্রভৃতি সদনুষ্ঠান করিলেও কোন ফললাভ হয় না। মনুষ্য ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিয়া যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, সেই স্থানেই তাহার কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য ও পুষ্কর প্রভৃতি সমুদয় তীর্থ। রাগদ্বেষ প্রভৃতি মল অপনয়ন করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ জলে যাহারা স্নান করে, তাহাদের উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়।

স্থাবরতীর্থ—গঙ্গাদি পুণ্য প্রদেশ। যেমন শরীরের অবয়ব বিশেষ পবিত্র বলিয়া গণ্য, তদ্রূপ এই পৃথিবীরও কতকগুলি প্রদেশ পুণ্যতম বলিয়া বিখ্যাত। স্থাবর ও মানস তীর্থে যাহারা নিত্য অবগাহন করে, তাহাদের উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়।*

তীর্থযাত্রা করিলে যে ফললাভ হয়, বিপুল দক্ষিণার সহিত বহুতর যজ্ঞদ্বারাও সে ফললাভ করা যায় না। যাহার হস্ত পদ ও মন সংযত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি-সম্পন্ন, তাহারই তীর্থফল লাভ হয়। প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যে কোন উপায়ে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে, তাহারই তীর্থফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি দাম্ভিক নহে, যাহার আরম্ভ সকল নিষ্ফল হইয়াছে এবং যিনি সমস্ত অঙ্গ হইতে নিবৃত্ত, যিনি ক্রোধ রহিত, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, স্থিরব্রত ও সমস্ত প্রাণীকে আপনার ন্যায় দর্শন করেন, তাহারাই তীর্থের ফলভোগ করেন। ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, শ্রদ্ধা ও ধীরতার সহিত তীর্থ ভ্রমণ করিলে পাপীজনও বিশুদ্ধ হয়, সাধুদের কথা আর কি বলিব। তীর্থানুসরণ করিলে তির্য্যগ্‌যোনি বা কুদেশে জন্ম হয় না। তীর্থভ্রমণকারী ব্যক্তি দুঃখী হয় না এবং অন্তিমে স্বর্গবাসী হয়। যাহার শ্রদ্ধা নাই, যে পাপাত্মা ও নাস্তিক, যাহার সংশয় দূর হয় নাই, যে নিরর্থক তর্ক করে, তাহাদিগের তীর্থের ফললাভ হয় না।

যাহারা শীতোষ্ণ সহ্য করিয়া ধীরভাবে বিধিপূর্ব্বক তীর্থ যাত্রা করে, তাহারা স্বর্গগামী হয়।

তীর্থগমন করিতে হইলে প্রথমতঃ যে ব্যক্তি তীর্থে গমন করিবে, সে গৃহে সংযত হইয়া উপবাস করিয়া থাকিবে; তৎপরে যথাশক্তি গণেশ, পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ এবং সাধুগণের পূজা করিবে। তৎপরে পারণ করিয়া নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক আনন্দে গমন করিবে। তৎপরে তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবে। এইরূপ করিলে তীর্থের ফলভোগী হওয়া যায়। তীর্থে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবে না। কেহ অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য চাহিলে তাহাকে যথাশক্তি প্রদান করিবে, কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবে না। তিলপিষ্ট ও গুড় দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। শ্রাদ্ধে অর্ঘ প্রদান ও আবাহন করিবে না। কালবিশুদ্ধ হউক বা না হউক, কোনরূপ বিঘ্ন না হইলেই তীর্থে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবে। প্রসঙ্গাধীন তীর্থে গমন করিয়া যদি স্নান করে, তাহাতে তাহার স্নানের ফললাভ হয়, কিন্তু তীর্থযাত্রানিমিত্ত স্নানের ফললাভ হয় না। তীর্থগমনে পাপাত্মাদিগের পাপ বিনাশ হয় এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের তীর্থগমনে যথোক্ত ফললাভ হয়। যে অন্যের জন্য তীর্থে গমন করে, সে ১৬ ভাগ ফল প্রাপ্ত হয় এবং যে প্রসঙ্গাধীন গমন করে, তাহার অর্দ্ধেক ফল, যাহার উদ্দেশে কুশের প্রতিকৃতি করিয়া তীর্থে স্নান করান যায়, তাহার অষ্টমাংশ ফললাভ হয়। তীর্থে উপবাস ও মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। তীর্থে মস্তক মুণ্ডন করিলে শিরোগত পাপ সকল নষ্ট হয়। যেদিন তীর্থে আসিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বদিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয় এবং তীর্থে আসিয়াই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কাশী, কাঞ্চী, মায়া, অযোধ্যা, দ্বারবতী, মথুরা এবং অবন্তী এ ৭টী পুরী মোক্ষপ্রদ এবং শ্রীশৈল ও কেদার ততোধিক মুক্তিপ্রদ।

তীর্থরাজ প্রয়াগ হইতে অবিমুক্ত ক্ষেত্র বিশেষ মুক্তিপ্রদ। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যে নির্ব্বাণ মুক্তি হয়, তাহার আর কোথাও জন্ম হয় না। অন্যান্য যে সকল মুক্তিক্ষেত্র আছে, সে সব কাশীতে পাওয়া যায়, কাশীতেই জীবগণের নির্ব্বাণ মুক্তি হয়, অন্য কোন তীর্থে তাহা হয় না। (কাশীখ° ৬ অঃ)

* "শৃণু তীর্থানি গদতো মানসানি মমানঘে।
যেষু সম্যক্ নরঃ স্নাত্বা প্রযাতি পরমাং গতিং
সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়াতীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেব চ।
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা।
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতং।
তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্ম্মনসঃ পরা।
এতত্তে কথিতং দেবি মানসং তীর্থলক্ষণং।" (কাশীখ°)

ব্রহ্মপুরাণে তীর্থের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, বিশুদ্ধ মনই পুরুষের তীর্থ। অন্তঃকরণ যাহাতে নির্ম্মল হয়, তীর্থ করিতে হইলে তাহাই আবশ্যক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন বিশুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ তাহার কোন তীর্থেই ফললাভ হইবে না। যেমন মদ্যপাত্র শত শতবার ধৌত করিলেও তাহা পবিত্র হয় না, সেইরূপ অবিশুদ্ধাত্মালোক শত শত তীর্থজলে স্নান করিলেও তাহার ফল পায় না। দুষ্টাশয় দাম্ভিক লোকদিগের তীর্থ, ব্রত, দান প্রভৃতি সকলই নিষ্ফল। মনুষ্যগণ ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া যে কোন স্থানে বাস করিলে সেই স্থানই তাহার পুষ্কর নৈমিষারণ্য প্রভৃতি তীর্থ হয়।

"ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা যত্র তত্র বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং তথা॥" (পদ্মপু°)

তীর্থে গমন করিয়াও যাহাদের চিত্তের মল দূর হয় নাই, তাহাদের তীর্থগমনের কোন ফলই নাই। প্রয়াগতীর্থে গমন করিয়া পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও কেশমুণ্ডন করিবে, অন্যথা কেশমুণ্ডন করিবে না। তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে ও তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে। ঐশ্বর্য্য মত্ত যে ধনী যানাদি দ্বারা তীর্থযাত্রা করে, তাহার সকল তীর্থই নিষ্ফল হয়।

"ঐশ্বর্য্যলাভমাহাত্ম্যাৎ গচ্ছেৎ যানেন যো নরঃ।
নিষ্ফলং তস্য তত্তীর্থং তস্মাৎ যানং বিবর্জয়েৎ॥" (মৎস্যপু°)

ইহাতে কেহ কেহ বলেন, যানদ্বারা তীর্থ গমন করিলে অর্দ্ধেক পুণ্য নষ্ট হয়, ছত্র ও পাদুকা লইয়া গমন করিলে তদর্দ্ধ বিনষ্ট হয়, তীর্থে তৈল ও মাংস ব্যবহার করিলে তাহার অর্দ্ধেক নষ্ট হয় ও তীর্থে মৈথুন আচরণে সকলই নষ্ট হয়।

"পুণ্যার্দ্ধং হরতে যানে তদর্দ্ধং ছত্রপাদুকে।
তদর্দ্ধং তৈলমাংসাভ্যাং সর্ব্বং হরতি মৈথুনে॥" (কর্ম্মলোচন)

সত্যযুগে পুষ্কর, ত্রেতায় নৈমিষারণ্য, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র ও কলিতে গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ। তীর্থে প্রতিগ্রহ করিবে না। নারায়ণ-ক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, বারাণসী, বদরীনাথ, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, পুষ্কর, ভাস্কর, প্রভাস, রাসমণ্ডল, হরিদ্বার, কেদার, সরস্বতী, বৃন্দাবন, গোদাবরী, কৌশিকী, ত্রিবেণী প্রভৃতি তীর্থে যাহারা ইচ্ছা-পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করে, সেই তীর্থপ্রতিগ্রাহীলোক কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। তীর্থে গমন করিয়া প্রাণকণ্ঠাগত হইলেও দান গ্রহণ করিবে না। অকাল, মলমাস ও যাত্রোক্ত নিষিদ্ধ দিন পরিহার করিয়া তীর্থযাত্রা করিবে। কিন্তু গয়াক্ষেত্রে অকালেও গমন করা যায়, অথবা সংক্রান্তিতে সকল তীর্থেই যাওয়া যাইতে পারে।

এই পৃথিবীতে কত তীর্থ আছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এক পদ্মপুরাণেই সার্দ্ধ তিনকোটী তীর্থের উল্লেখ আছে।

"তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি॥" (পদ্মপু°)

এইরূপ অবস্থায় সকল তীর্থের নির্ণয় করা অসম্ভব। একমাত্র এই ভারতবর্ষ মধ্যেই যে কতশত তীর্থ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যেখানে কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, অথবা যেখানে কোন দেব বা মহাত্মা লীলা করিয়াছেন, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট সেই স্থানই তীর্থ-রূপে গণ্য হইয়াছে। সকল তীর্থের নাম একত্র প্রকাশ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধ করা বৃথা। (বিশ্বকোষের যথাস্থানে সেই সেই নামে তীর্থ সমুদয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।)

এখানে মহাভারত হইতে প্রাচীন কতকগুলি তীর্থের উল্লেখ করিব।

পুষ্কর। ইহার নাম তীর্থরাজ—এই তীর্থে ত্রিসন্ধ্যা দশ-কোটী তীর্থ আগমন করে, ইহাতে স্নানাদিতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

জম্বুমার্গ—ইহাতে অশ্বমেধ সদৃশ ফল ও বিষ্ণু প্রাপ্তি হয়। তুণ্ডুলিকাশ্রম—ইহার ফল দুর্গতিবিনাশ ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি। অগস্ত্য-সরোবর—ইহাতে ত্রিরাত্র উপবাসে বাজপেয় যজ্ঞফল ও শাকভোজনে কৌমারলোক প্রাপ্তি হয়।

ধর্ম্মারণ্য—এইখানে কণ্বাশ্রম, প্রবেশমাত্রেই পাপক্ষয়, দেবপিতৃপূজা দ্বারা অশ্বমেধফল ও দেবলোক প্রাপ্তি হয়। যযাতিপতন—এই স্থানে গমনেই অশ্বমেধ ফল হয়।

কোটীতীর্থ—এখানে মহাকাল নিত্য বিরাজিত আছেন। স্নানে অশ্বমেধ তুল্য ফল হয়।

ভদ্রবট—নর্ম্মদা নদী, এখানে পিতৃদিগের তর্পণে অগ্নিষ্টোম তুল্য ফল হয়। দক্ষিণসিন্ধু—এখানে ব্রহ্মচর্য্য আচরণে অগ্নিষ্টোম তুল্য ফল ও স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। চর্ম্মণ্বতী নদী—এখানে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে জ্যোতিষ্টোম তুল্য ফল হয়। অর্ব্বুদাচার্য্য—এখানে বশিষ্ঠাশ্রম, একরাত্র উপবাসে সহস্র গোদানতুল্য ফল হয়। পিঙ্গতীর্থ—এখানে ইন্দ্রিয় জয়ে সবৎস শত কপিলাদান তুল্য ফললাভ হয়। প্রভাস—এখানে হুতাশন স্বয়ং বিরাজিত আছেন, স্নানে অগ্নিষ্টোম সদৃশ ফল হয়। সরস্বতীসাগর-সঙ্গম—এখানে স্নানদ্বারা সহস্র গোদানতুল্য ফল ও তিন দিন উপবাসে পিতৃ এবং দেবতাদিগের তর্পণে অশ্বমেধ তুল্য ফল হয়।

বরদান—এখানে দুর্ব্বাসা বিষ্ণুকে বর প্রদান করিয়া-ছিলেন, স্নানে সহস্র গোদানতুল্য ফল হয়।

দ্বারবতীতে পিণ্ডারকতীর্থ—এখানে পদ্মচিহ্নযুক্ত মুদ্রা ও শূলচিহ্নিত পদ্ম আজিও দেখা যায়। মহাদেব স্বয়ং এস্থানে আছেন, স্নানদানাদি দ্বারা বহু সুবর্ণদান যজ্ঞ সদৃশ ফললাভ হয়। সমুদ্রসিন্ধুসঙ্গম—এখানে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে বরুণলোক প্রাপ্তি হয়। ত্রিমীতীর্থ—এখানে মহাদেব স্বয়ং বিরাজিত আছেন। স্নানে অশ্বমেধফল ও মহাদেবের দর্শন পূজনদ্বারা সকল পাপনাশ হয়। বসুধারাতীর্থ—ইহার দর্শনে অশ্বমেধফল, স্নান ও তর্পণদ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়। সিন্ধূত্তম-তীর্থ—এখানে স্নানদ্বারা বহু যজ্ঞতুল্য ফললাভ হয়। মহতুঙ্গ-তীর্থ—এইখানে গমন করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কুমারিকা ও শক্রতীর্থ—এখানে স্নান করিলে সকল পাপনাশ হয়।

পঞ্চনদতীর্থ—ইহাতে পঞ্চযজ্ঞের ফল লাভ হয়। ভীমাস্থানতীর্থ—এখানে স্নান করিলে মনুষ্য দেবীপুত্র হয় এবং সহস্র গোদানতুল্য ফল লাভ করে।

গিরিকুঞ্জতীর্থ—এখানে স্বয়ং ব্রহ্মা বিরাজিত আছেন। ইহাকে প্রণাম করিলে সহস্র গোদান সদৃশ ফল লাভ হয়। বিমলতীর্থ—আজিও এখানে সৌবর্ণ ও রজতমৎস্য দেখা যায়। স্নান ও পানদ্বারা বাজপেয় সদৃশ ফল লাভ হয়। বিতস্তানদী—এখানে তর্পণদ্বারা বাজপেয় ফল ও স্বর্গলোকে গমন হয়। কাশ্মীরে বিতস্তা নামে তক্ষকনাগসদন তীর্থে স্নান দ্বারা বাজপেয় ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়। শমপরাতীর্থ—এইখানে সায়ংসন্ধ্যাকালে স্নান ও সপ্তার্চ্চিকে চরু প্রদান করিলে সহস্র অশ্বমেধের ফললাভ হয়।

রুদ্রাস্পদতীর্থ—এইখানে মহাদেবকে দর্শন করিলে অশ্বমেধ সদৃশ ফল লাভ হয়। মতিমান্ পর্ব্বত—এইখানে তিন দিন উপবাস করিলে জ্যোতিষ্টোম সদৃশ ফল লাভ হয়। দেবিকা নদী—ইহা মহাদেবের স্থান, স্নান ও মহাদেব দর্শন এবং মহাদেবকে চরু প্রদান করিলে সকল কামনা সিদ্ধি ও দেবলোক প্রাপ্তি হয়। দীর্ঘসত্রতীর্থ—এস্থানে গমন মাত্রই দীর্ঘসত্রের ফল, রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল হয়। বিনশনতীর্থ—স্নানাদিতে বাজপেয় সদৃশ ফল লাভ হয়। শশপানতীর্থ—এখানে স্নানে শিবের ন্যায় দীপ্তি ও গোসহস্র দানতুল্য ফল লাভ হয়। কুমারকোটীতীর্থ—স্নানে এবং পিতৃ ও দেবতাদিগের পূজনে গবাময়ন যাগতুল্য ফললাভ হয়। রুদ্রকোটীতীর্থ—এইখানে কোটী ঋষি মিলিত হইয়া আমি অগ্রে রুদ্রকে দেখিব এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিলে রুদ্রদেব তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সেইখানে কোটী হইয়াছিলেন, এইখানে স্নানে অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল ও কুল উদ্ধার হয়। সরস্বতীসঙ্গমতীর্থ—এখানে জনার্দ্দন স্বয়ং বিরাজ করেন, স্নানে বহু সুবর্ণ যাগফল লাভ হয়। সযাবসান তীর্থ, এইখানে গমনে সহস্র গোদান ফল প্রাপ্তি হয়।

কুরুক্ষেত্রতীর্থ—এখানে যাইলে সকল পাপক্ষয়, মচক্রুক দ্বারপালের পূজা করিলে গোসহস্র দান ফল প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুস্থান—এখানে স্নান ও দর্শনদ্বারা অশ্বমেধ ফল ও বিষ্ণুলোকে গমন হয়। পরিপল্লবতীর্থ—এইখানে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয়। পৃথিবীতীর্থ—এইখানে সহস্র গোদানতুল্য ফল। শালূকিনীতীর্থে গিয়া স্নান করিলে সহস্র গোদানতুল্য ফল। সর্পির্ব্বীতীর্থ—এইখানে গমনে অগ্নিষ্টোম ফল ও নাগলোক প্রাপ্তি হয়। অবর্ণকদ্বারপালতীর্থ—এইখানে একরাত্র বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়।

পঞ্চনদতীর্থ—এখানে স্নানে অশ্বমেধ ফল লাভ হয়। অশ্বিতীর্থ—এখানে উত্তম রূপ লাভ হয়। বরাহতীর্থ—স্নানে অগ্নিষ্টোম ফল প্রাপ্তি হয়। জয়ন্ততীর্থ—এইখানে রাজসূয় যজ্ঞফল লাভ হয়। একহংসতীর্থ—এখানে সহস্র গোদানতুল্য ফল লাভ হয়। কৃতশৌচতীর্থ—এখানে গেলে পুণ্ডরীক যজ্ঞফল প্রাপ্তি হয়। মুঞ্জাবটতীর্থ—এখানে মহাদেবের স্থান, এক রাত্রি বাস করিলে গাণপত্য প্রাপ্তি হয়। জামদগ্ন্যাঙ্গত পুষ্করতীর্থ—এইখানে স্নান ও পূজা দ্বারা হয়মেধ ফল লাভ হয়। রামহ্রদতীর্থ—পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিলে তাহাদের রক্তে ৫টী হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছিল। এইখানে পিতৃতর্পণে বহুসুবর্ণ যজ্ঞফল লাভ হয়। বংশমূলকতীর্থ—এই তীর্থে স্নান করিলে স্বকুল উদ্ধার হয়। কায়শোধন—স্নানে দেহ শুদ্ধি হয়। লোকোদ্ধারতীর্থ স্নানে স্বকীয় লোকোদ্ধার ও শ্রীতীর্থে গমন করিলে উত্তম শ্রীপ্রাপ্তি হয়। কপিলাতীর্থ—এইখানে স্নান, দেবতা ও পিতৃপূজনে সহস্র কপিলা দানের ফল হয়। সূর্য্যতীর্থ—স্নান, উপবাস ও পিতৃপূজনে অগ্নিষ্টোম ফল ও দেবলোক প্রাপ্তি হয়। গোভবনতীর্থ—এইখানে অভিষেক দ্বারা সহস্র গোদানের ফল হয়। শঙ্খিনীতীর্থ—স্নানে উত্তম বীর্য্য লাভ হয়

ব্রহ্মাবর্ত্ততীর্থ—স্নানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। সুতীর্থ—স্নান, পিতৃ ও দেবতাপূজনে অশ্বমেধ ফল ও পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়। অম্বুমতীতীর্থ—স্নানে সকল রোগনাশ ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। শীতবনতীর্থ—এখানে কেশমুণ্ডন দ্বারা পবিত্রতা ও শ্বানলোমাপহতীর্থে স্নান দ্বারা পরমগতি প্রাপ্তি হয়। দশাশ্বমেধিক তীর্থ-স্নানে নিশ্চলাগতি প্রাপ্তি হয়। মানুষতীর্থে ব্যাধপীড়িত কৃষ্ণ মৃগ সকল অবগাহন করিয়া মানুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, স্নানে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। আপগানদী—এইখানে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ ভোজন

করাইলে কোটী ব্রাহ্মণ ভোজনের ফললাভ হয়। প্রক্ষোড়ুম্বর-তীর্থে সপ্তর্ষিকুণ্ডে স্নান করিলে সকল পাপনাশ ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

কপিলকেদার তীর্থে তপস্যা করিলে সকল পাপনাশ ও অন্তর্দ্ধানপ্রাপ্তি, সরকতীর্থে বৃষধ্বজকে প্রণাম করিলে সকল কামনা সিদ্ধি ও শিবলোক প্রাপ্তি, ইলাস্পদতীর্থে স্নান, দেবতা ও পিতৃপূজায় দুর্গতি বিনাশ ও বাজপেয় ফল, কিন্দানতীর্থে স্নানে অপ্রমেয় দান ফল ও কিংজপ্যতীর্থে স্নান করিলে অপ্রমেয় জপফল হয়। অম্বাজন্মতীর্থ—এই তীর্থ নারদের স্থান, এইখানে মৃত্যু হইলে অনুত্তম লোক প্রাপ্তি হয়। বৈতরণী নদীতে স্নান ও মহাদেবের পূজা করিলে সকল পাপ মুক্তি ও পরমপদ প্রাপ্তি হয়। ফলকীতীর্থ ও মিশ্রকতীর্থ—নারদ এখানে সকল তীর্থ মিশ্রিত করিয়াছিলেন, স্নান করিলে সকল তীর্থস্নান ফল হয়। মধুবটীতীর্থে স্নান, দেবতা ও পিতৃপূজনে সহস্র গোদান তুল্য ফল, কৌষিকী-দৃশদ্বতীসঙ্গমতীর্থে স্নান করিলে সকল পাপবিমুক্তি, কিন্দত্ত-কূপতীর্থে তিল প্রস্থ দান করিলে ঋণত্রয় হইতে মুক্তি ও পরম সিদ্ধিলাভ ও বেদীতীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। অহঃ ও সুদিনতীর্থ—এই দুই তীর্থে দান করিলে সূর্য্যলোক লাভ হয়।

মৃগধূমতীর্থে স্নান ও বামনপূজা করিলে সকল পাপনাশ ও সূর্য্যলোক প্রাপ্তি, সরস্বতীতীর্থে স্নান করিলে স্বর্গে বাস ও নৈমিষকুঞ্জতীর্থে স্নান করিলে হয়মেধ ফল লাভ হয়।

কন্যাতীর্থস্নানে জ্যোতিষ্টোম ফল, ব্রহ্মস্থানতীর্থস্নানে শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি, সপ্তসারস্বততীর্থে স্নান ও জপ দ্বারা ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি, অগ্নিতীর্থস্নানে বহ্নিলোকলাভ, বিশ্বামিত্রতীর্থে স্নান দ্বারা ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তি, ব্রহ্মযোনিতীর্থে স্নান দ্বারা ব্রহ্মলোকে বাস, পৃথূদকতীর্থে অভিষেক করিলে অশ্বমেধ ফল এবং পাপীদিগের স্বর্গ লাভ হয়। মধুস্রবতীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদান তুল্য ফল লাভ হয়। সরস্বত্যরুণাসঙ্গমতীর্থ—এইখানে ত্রিরাত্র উপবাস ও স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নাশ হয়।

অবকীর্ণতীর্থ স্নানে দুর্গতি বিনাশ হয়। শতসহস্রকতীর্থ ও সাহস্রকতীর্থ—এই দুই তীর্থে স্নানে সহস্র গোদান ফল; দান ও উপবাসে ফল শতগুণ বৃদ্ধি হয়। রেণুকাতীর্থ—এইখানে অভিষেক, পিতৃ ও দেবতাপূজনে সকল পাপনাশ ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। বিমোচনতীর্থে স্নান করিলে সকল প্রতিগ্রহপাপ বিমুক্ত হয়। পঞ্চবটতীর্থগমনে মহৎ পুণ্য-লাভ ও স্বর্গ গমন হয়। তৈজসতীর্থ—এই স্থলে ব্রহ্মাদি দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিত্বে অভিষেক করিয়াছিলেন। কুরু-তীর্থে স্নান করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়। স্বর্গদ্বারতীর্থগমনে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। অনরকতীর্থগমনে দুর্গতি বিনাশ হয়। অস্থিপুরতীর্থ—এইস্থানে পিতৃ ও দেবতাদিগের তর্পণে অগ্নিষ্টোম ফল প্রাপ্তি হয়। গঙ্গাহ্রদকূপতীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। স্থাণুবটতীর্থে স্নান ও একরাত্র উপবাসে ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। বদরীপাচনতীর্থ—এইখানে বশিষ্ঠের আশ্রম, ত্রিরাত্র উপবাস ও বদরীফল ভক্ষণ দ্বারা অশ্বমেধ ফল ও হরলোক প্রাপ্তি হয়। ইন্দ্রমার্গতীর্থে অহো-রাত্র উপবাসে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। আদিত্যাশ্রমতীর্থ-স্নানে স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। সোমতীর্থস্নানে সোমলোকে গমন হয়। কন্যাশ্রমতীর্থ—ত্রিরাত্র অবস্থান ও উপবাসে ব্রহ্মলোকে গমন হয়। দধীচতীর্থ-স্নানে বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয়। সন্নিহতীর্থ—এইখানে অমাবস্যার দিন সকল তীর্থ আগমন করে। অমাবস্যার দিন ও সূর্য্যগ্রহণে স্নান করিলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সূর্য্য গ্রহণে স্নান মাত্রে সকল পাপনাশ ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। গঙ্গাহ্রদ-তীর্থস্নানে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

তৎপরে কারাপচনতীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল ও বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। সৌগন্ধিকবনতীর্থ—এইখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রত্যহ আগমন করেন, এই বন প্রবেশ মাত্রই সকল পাপনাশ হয়। প্রক্ষসরস্বতীতীর্থে স্নান, পিতৃ ও দেবপূজায় অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ঈশানাধ্যুষিততীর্থ—এখানে ত্রিরাত্রোপবাস ও শাকাহার করিলে দ্বাদশবর্ষ শাকাহারের ফল হয়।

সুবর্ণাক্ষতীর্থ—এইখানে মহাদেব স্বয়ং বিরাজিত আছেন, শিবপূজায় অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল ও গাণপত্য প্রাপ্তি হয়। ধূমাবতীতীর্থে ত্রিরাত্র উপবাসে মনস্কামনা সিদ্ধি হয়। রথাবর্ত্ততীর্থে আরোহণ করিলে মহাদেবের প্রসাদে পরমগতি প্রাপ্তি হয়। ধারাতীর্থস্নানে শোকনাশ হয়। গঙ্গাদ্বারতীর্থে স্নান করিলে পুণ্ডরীক-যাগ ফল হয়।

সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ ও সপ্তাবর্ত্ততীর্থ—এই তিন তীর্থে পিতৃ ও দেবতা-তর্পণে পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয়। গঙ্গাযমুনাসঙ্গম-তীর্থস্নানে দশাশ্বমেধ ফল প্রাপ্তি ও কুলোদ্ধার হয়। কনখল-তীর্থে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা বাজিমেধ ফল ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কপিলাবটতীর্থে একদিন বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। কপিলনাগরাজতীর্থে অভিষেক করিলে সহস্র কপিলাদানের ফল হয়। ললিতিকা-তীর্থে স্নান করিলে দুর্গতি বিনাশ হয়। সুগন্ধাতীর্থগমনে

সকল পাপনাশ ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। রুদ্রাবর্ত্ততীর্থ-স্নানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। গঙ্গাসরস্বতীসঙ্গমতীর্থস্নানে অশ্বমেধ ফল ও স্বর্গ গমন হয়। ভদ্রকর্ণতীর্থে স্নান ও শিব-পূজা করিলে দুর্গতি বিনাশ হয়। কুব্জাম্রকতীর্থগমনে স্বর্গ-লাভ, অরুন্ধতীবটতীর্থে একরাত্র বাস করিলে সহস্র গো-দানের ফল ও কুলোদ্ধার হয়। ব্রহ্মাবর্ত্ততীর্থগমনে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল ও ব্রহ্মলোক লাভ হয়। যমুনাপ্রভব-তীর্থস্নানে অশ্বমেধ ফল ও স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। দর্ব্বী-সংক্রমণতীর্থগমনে বাজিমেধ ফল ও ব্রহ্মলোকে গমন হয়। সিন্ধুপ্রভবতীর্থে পঞ্চরাত্র বাস করিলে বহুসুবর্ণ যজ্ঞ ফল লাভ হয়। অর্থবেদীতীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়। বাশিষ্ঠীনদী-গমনে সর্ব্ববর্ণের দ্বিজত্ব লাভ ও স্নানোপবাসে ঋষিলোকপ্রাপ্তি হয়। ভৃগুতুঙ্গতীর্থ-গমনে অশ্বমেধ ফল লাভ, বীরপ্রমোক্ষতীর্থগমনে সকল পাপনাশ, বিদ্যাতীর্থস্নানে সকল স্থলে বিদ্যালাভ এবং মহাশ্রমতীর্থে উপবাস করিলে শুভলোক প্রাপ্তি হয়।

মহালয়তীর্থে উপবাস ও এক মাস বাস করিলে আপনার সহিত ২১ পুরুষ উদ্ধার হয়। বেতসিকাতীর্থ-গমনে অশ্ব-মেধ ফল ও ঔশনসগতি প্রাপ্তি, সুন্দরিকাতীর্থ-গমনে রূপ-প্রাপ্তি, ব্রাহ্মণিকাতীর্থ-গমনে ব্রহ্মলোক লাভ, নৈমিষতীর্থে প্রবেশ করিলে সকল পাপনাশ, স্নানে সপ্তকুলোদ্ধার ও প্রাণত্যাগে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়।

গঙ্গোদ্ভেদতীর্থে তিন দিন উপবাস করিলে বাজিমেধ ফল-লাভ ও বিষ্ণুলোকে বাস হয়। সরস্বতীতীর্থে পিতৃ ও দেবতা-তর্পণে সারস্বতলোকে বাস হয়। বাহুদা নদী তীর্থে একরাত্রি বাস করিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়।

গোপ্রচারতীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ নাশ ও দেবলোকপ্রাপ্তি, রামতীর্থস্নানে অশ্বমেধ ফললাভ, সাহস্রব তীর্থ-গমনে রাজসূয় ও অশ্বমেধ ফল, রাজগৃহতীর্থ-স্নানে কুবেরের মত সন্তোষলাভ, মণিনাগতীর্থে গমন করিলে সহস্র গো-দান তুল্য ফল ও সর্পবিষ ভয় নাশ হয়। গোতমবনতীর্থ—এইখানে অহল্যাহ্রদে স্নান করিলে পরম গতি লাভ হয়। শ্রীদেবী-তীর্থ-গমনে শ্রীপ্রাপ্তি, উদপান তীর্থ-অভিষেকে বাজিমেধ ফলপ্রাপ্তি, জনকরাজকূপতীর্থে অভিষেক করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি, বিনশন-তীর্থ-গমনে বাজপেয় ফলপ্রাপ্তি, বিশল্যাতীর্থ-গমনে বাজপেয় ফল ও সূর্য্যলোকপ্রাপ্তি, তপোবনতীর্থে অবস্থান করিলে গুহ্যক লোকে বাস, কম্পনানদী-গমনে পুণ্ডরীক যাগফল, বিশল্যা-নদীতে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম ফল ও দেবলোকে চিরবাস, মাহেশ্বরী তীর্থ-গমনে অশ্বমেধ ফল লাভ ও স্বকুলোদ্ধার, দিবৌকঃপুষ্করিণী-গমনে দুর্গতিবিনাশ ও বাজিমেধ ফল লাভ, রামপদতীর্থ-গমন করিলে অশ্বমেধ ফল, মাহেশ্বরপদতীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ ফল লাভ, নারায়ণস্থান-তীর্থগমনে অশ্বমেধ ফল ও ইন্দ্রলোকে বাস এবং জাতিস্মরতীর্থে স্নান করিলে জাতিস্মরত্ব লাভ হয়।

বটেশ্বরপুরতীর্থে কেশবের দর্শন, পূজন ও উপবাস দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। বামনতীর্থ-গমনে দুর্গতি বিনাশ ও বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি, চম্পকারণ্য তীর্থে এক রাত্রি অবস্থান করিলে সহস্র গোদানের ফল, গোষ্ঠীবনতীর্থে একরাত্র উপবাসে অগ্নিষ্টোম ফল, কন্যাসংবেদ্য তীর্থে আহার জয় করিলে মনুলোকপ্রাপ্তি, নিশ্চীরা নদীতে গমন করিলে অশ্বমেধ ফল লাভ ও স্বকুলোদ্ধার এবং বশিষ্ঠাশ্রমে অভিষেক করিলে বাজপেয় ফল লাভ হয়।

দেবকূটতীর্থ-গমনে বাজিপেয় ফল লাভ ও স্বকুলোদ্ধার হয়।

কৌশিকমুনিহ্রদ—এইখানে একমাস বাস করিলে অশ্ব-মেধ ফল লাভ হয়। সর্ব্বতীর্থবরহ্রদ—এইখানে বাস করিলে বহুসুবর্ণ যাগ ফল ও দুর্গতি বিনাশ হয়। বীরাশ্রমতীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ ফলপ্রাপ্তি, অগ্নিধারাতীর্থ-গমনে অশ্বমেধ ফল লাভ ও স্বকুলোদ্ধার, পিতামহ-সরে-অভিষেক করিলে অগ্নিষ্টোম ফল লাভ, কুমারধারাতীর্থে স্নান করিলে কৃতার্থতা ও ব্রহ্মহত্যাপাপনাশ, গৌরীশেখরতীর্থে আরোহণ, স্নান, দেবতা ও পিতৃপূজনে অশ্বমেধ ফল ও স্বর্গ গমন হয়। কোকামুখতীর্থে স্নান করিলে জাতিস্মর, নন্দাতীর্থ-স্নানে কৃতার্থতা, সর্ব্বপাপ নাশ ও স্বর্গগমন, ঋষভদ্বীপতীর্থ ও ঔদ্দালকতীর্থে অভিষেক করিলে সকল পাপ নাশ, ব্রহ্মতীর্থ-গমনে বাজপেয় ফলপ্রাপ্তি, চম্পাগমনে সহস্র গোদানের ফল, নরেতিকাতীর্থ-গমনে বাজপেয় ফল ও সংবিদ্যতীর্থে স্নান করিলে বিদ্যালাভ হয়। লৌহিত্যতীর্থে গমন করিলে বহুসুবর্ণ যাগফল, করতোয়াতীর্থে ত্রিরাত্র উপবাসে ১১ বৃষভ দানের ফল, কালতীর্থে গমন করিলে সহস্র গোদান ফল ও স্বর্গ লাভ হয়। গঙ্গাসাগরসঙ্গমতীর্থে গমন করিলে শতাশ্বমেধ ফল, পরদ্বীপতীর্থে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাসে সকল কামনা সিদ্ধি, বৈতরণীতীর্থে গমন করিলে সকল পাপনাশ এবং বিরজাতীর্থগমনে চন্দ্রের ন্যায় কান্তি লাভ হয়। প্রভবতীর্থ-গমনে সকল পাপ নাশ হয়। শোণ-ভাগীরথীসঙ্গমে পিতৃ ও দেবতাতর্পণে অগ্নিষ্টোম ফল প্রাপ্তি হয়। শোণপ্রভব, নর্ম্মদাপ্রভব ও বংশগুল্ম এই তিন তীর্থে স্নান করিলে বাজিমেধ ফল প্রাপ্তি হয়। ঋষভতীর্থ-

গমনে সহস্র গোদান ফল, পুষ্পবতী তীর্থে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সহস্র গোদান ফল ও কুলোদ্ধার হয়। বদরিকাতীর্থ-স্নানে দীর্ঘায়ুলাভ ও স্বর্গ গমন হয়। মহেন্দ্র পর্ব্বতে গিয়া স্নান করিলে বাজিমেধ ফল, মতঙ্গকেদার-স্নানে স্বর্গলোকলাভ, শ্রীপর্ব্বত নামক রামতীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ ফল ও পরমগতি, ঋষভ পর্ব্বতে গমন করিলে বাজপেয়ফললাভ, কাবেরীগমনে সহস্র গোদান ফল, কন্যাতীর্থ-স্নানে সকল পাপ নাশ, গোকর্ণতীর্থে উপবাস, স্নান, পূজা প্রভৃতিতে অশ্বমেধ যজ্ঞাদির ফল, সম্বর্ত্তবাপী-গমনে রূপ ও সৌভাগ্যপ্রাপ্তি, বেণ্বাতটে পিতৃ ও দেবতা-তর্পণে ময়ূর ও হংসযুক্ত বিমানপ্রাপ্তি, গোদাবরীতীর্থে গমন করিলে বায়ুলোকপ্রাপ্তি, বেণ্বাসঙ্গমে স্নান করিলে সর্ব্ব পাপনাশ, বরদাসঙ্গম-স্নানে বাজিমেধ ফল প্রাপ্তি এবং ব্রহ্মস্থূণায় তিন দিন উপবাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।

কুশপ্রবন-তীর্থে স্নান ও উপবাস করিলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি, দেবহ্রদ, কৃষ্ণবেণ্বা-সমুদ্ভব, জ্যোতির্ম্মাত্র হ্রদ ও কণ্বাশ্রম এই ৪টী তীর্থে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ, পয়োষ্ণী নদীতে স্নান ও তর্পণে সহস্র গোদান ফল, দণ্ডকারণ্য, শরভঙ্গাশ্রম ও কুশাশ্রমে গমন করিলে দুর্গতিনাশ ও স্বকুলোদ্ধার হয়। সূর্পারক, রামতীর্থ, সপ্তগোদাবর, দেবপথ, তুঙ্গকারণ্য, মেধাবিক, কালঞ্জরপর্ব্বত, দেবহ্রদ, ত্রিকূটপর্ব্বত, ভর্ত্তৃস্থান, জ্যেষ্ঠস্থান, শৃঙ্গবেরপুর, মুঞ্জাবট, প্রভৃতি তীর্থে স্নান, দান, গমন ও পূজাতর্পণাদি দ্বারা অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফল ও স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়।

প্রয়াগ, বাসুকিতীর্থ, অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, পুরী ও দ্বারাবতী এই সকল তীর্থ মোক্ষদায়িকা। পুষ্কর, কেদার, ইক্ষুমতী, ভদ্রসর প্রভৃতি তীর্থ পিতৃকার্য্যে প্রশস্ত। বংশোদ্ভেদ, হরোদ্ভেদ, গঙ্গোদ্ভেদ, মহালয়, ভদ্রেশ্বর, বিষ্ণুপদ, নর্ম্মদাদ্বার ও গয়া এই সকল পিতৃতীর্থ। গয়ায় পিণ্ডদানের ন্যায় এই সকল তীর্থেও পিণ্ডদান মুক্তিপ্রদ। এই সকল পিতৃতীর্থ সর্ব্ব পাপহর, ইহাদের নাম স্মরণেই অধিক পুণ্য হয়, পিণ্ড প্রদানের কথা বলা অনাবশ্যক। গয়াশীর্ষ, অক্ষয়বট, অমরকণ্টকপর্ব্বত, বরাহপর্ব্বত, নর্ম্মদাতীর, গঙ্গা, কুশাবর্ত্ত, বিল্বক, নীলপর্ব্বত, কনখল, কুব্জাম্র, ভৃগুতুঙ্গ, কেদার, নড়ন্তিকা, সুগন্ধা, শাকম্ভরী, ফল্গু, মহাগঙ্গা, কুমারধারা, প্রভাস, সরস্বতী, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, নৈমিষারণ্য, বারাণসী, অগস্ত্যাশ্রম, কৌশিকী, সরয়ূতীর, শোণ, শ্রীপর্ব্বত, বিপাশা, বিতস্তা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী এই সকল তীর্থ শ্রাদ্ধে প্রশস্ততম। (বিষ্ণুসংহিতা।)

যাহা কিছু তীর্থফলের বিষয় বলা হইল, এ সকল জিতেন্দ্রিয়দিগের পক্ষে বুঝিতে হইবে। অজিতেন্দ্রিয়দিগের তীর্থগমনে মন পবিত্র হয়, বিষয়াসক্তি কম হয়, এই জন্য প্রত্যেকের তীর্থযাত্রা আবশ্যক। তীর্থে পাপ আচরণ করিলে তাহা অক্ষয় হয়। এইজন্য তীর্থে হস্ত পদ ও ইন্দ্রিয়দিগকে বিশেষ রূপে সংযত করিতে হয়।

১৯ হস্তস্থিত তীর্থ, হস্তের স্থান বিশেষকে তীর্থ কহে; যথা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উত্তর হইতে যে রেখা তাহার নাম ব্রহ্মতীর্থ, আচমন কালে এই ব্রহ্মতীর্থে জল লইয়া আচমন করিতে হয়। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের শেষ ভাগ পিতৃতীর্থ, এই পিতৃতীর্থ দ্বারা নান্দীমুখ ভিন্ন অন্য সকল শ্রাদ্ধে পিণ্ডাদি প্রদান করিতে হয়।

অঙ্গুলির অগ্রে দৈবতীর্থ, এই দৈবতীর্থ দ্বারা দৈবকার্য্য করিতে হইবে। কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর অধোভাগের নাম কায় বা প্রাজাপত্যতীর্থ, ইহা দ্বারা পিতৃদিগের সহিত দেবতাদিগের কার্য্য করিতে হয় *।

২০ মন্ত্রী প্রভৃতি অষ্টাদশ রাষ্ট্রসম্পৎ, রাজা এই তীর্থে অবগাহন করিতে পারিলে কৃতকৃত্য হয় অর্থাৎ ইহাদিগকে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিলে রাজকার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়।

অষ্টাদশ নাম—১ মন্ত্রী, ২ পুরোহিত, ৩ যুবরাজ, ৪ ভূপতি, ৫ দ্বারপাল, ৬ অন্তর্বংশিক, ৭ কারাগারাধিকারী, ৮ দ্রব্যসঞ্চয়কারক, ৯ কৃত্যাকৃত্যে অর্থের বিনিযোজক, ১০ প্রদেষ্টা, ১১ নগরাধ্যক্ষ, ১২ কার্য্যনির্ম্মাণকারক, ১৩ ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ১৪ সভাধ্যক্ষ, ১৫ দণ্ডপাল, ১৬ দুর্গপাল, ১৭ রাষ্ট্রান্তপাল, ১৮ অটবীপাল। এই অষ্টাদশ রাষ্ট্রসম্পৎ তীর্থ নামে অভিহিত।

* "কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি তীর্থেণ যেন যেন যথাবিধি।
দেবাদীনাং তথা কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মোণাচমনক্রিয়াং।
অঙ্গুষ্ঠোত্তরতোরেখাপাণের্যা দক্ষিণস্য তু।
এতৎ ব্রাহ্মমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ।
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োরন্তঃ পৈত্র্যং তীর্থমুদাহৃতং।
পিতৄণাং তেন তোয়াদিদদাম্নান্দীমুখাদৃতে।
অঙ্গুল্যগ্রে তথা দৈবং তেন দিব্যক্রিয়াবিধিঃ।
তীর্থং কনিষ্ঠিকামূলে কায়ং তেন প্রজাপতেঃ।
এবমেভিঃ সদাতীর্থৈর্দেবানাং পিতৃভিঃ সহ।
সদা কার্য্যানি কুর্ব্বীত নান্যতীর্থেন কর্হিচিৎ।
(মার্ক° পু° ৩৪।১০৩-১০৭)

"যোনৌ জলাবতারে চ মন্ত্যাস্তষ্টাদশস্বপি।
পুণ্যক্ষেত্রে তথা পাত্রে তীর্থং স্যাৎ দর্শনেষ্বপি॥" (নীলকণ্ঠ)

২১ জলাশয় হইতে অরত্নিমাত্র প্রদেশ, অরত্নি মাত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে শৌচকার্য্য করিবে।

"অরত্নিমাত্রং জলং ত্যক্ত্বা কুর্য্যাচ্ছৌচমনুদ্ধৃতে।
পশ্চাচ্চ শোধয়েত্তীর্থমন্যথা ন শুচির্ভবেৎ॥"

'তস্মিন্‌দেশে শৌচং ন কর্ত্তব্যং যস্মাদরত্নিমাত্রব্যবহিত-জলাৎ তৎস্থলমেবতীর্থং জলসমীপত্বাৎ।' (আহ্নিকতত্ত্ব)

২২ সন্ন্যাসীদিগের উপাধিভেদ, যাহারা তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণ-রূপ ত্রিবেণীসঙ্গমে তত্ত্বার্থভাবে স্নান করিয়াছেন, তাহারা তীর্থ উপাধির যোগ্য।

"ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে॥" (প্রাণতোষিণী)

অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ যাহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহারাই এই তীর্থ উপাধি পাইতে পারেন।

২৩ অবসর।

"স তদা লব্ধতীর্থোঽপি ন ববাধে নিরায়ুধং।" (ভাগ° ৩।১৯।৪)

তীর্থক (ত্রি) তীর্থ-কন্। ১ যোগ্য।

"অহো অদ্য বয়ং ব্রহ্মন্ সৎসেব্যাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ।
কৃপয়াতিথিরূপেণ ভবদ্ভিস্তীর্থকাঃ কৃতাঃ॥" (ভাগ° ১।১৯।৩২)

'তীর্থকাঃ যোগ্যাঃ কৃতাঃ' (শ্রীধর)

(পুং) ১ তীর্থকারী। ২ ব্রাহ্মণ। ৩ তীর্থঙ্কর।

তীর্থকর (পুং) তীর্থং শাস্ত্রং করোতি কৃ-ট। ১ জিন। ২ বিষ্ণু। চতুর্দ্দশবিদ্যার মধ্যে বাহবিদ্যাপ্রণেতা এবং প্রবক্তা, ইনি হয়গ্রীবরূপে মধু ও কৈটভকে হত করিয়া সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে সকল শ্রুতি ও অন্য বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন * এবং অরি ও দৈত্যাদিগকে মোহিত করিবার জন্য বাহবিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। (ত্রি) ৩ শাস্ত্রকর।

তীর্থকাক (পুং) তীর্থে কাকইব লোলুপত্বাৎ। তীর্থধ্বাঙ্ক্ষ, তীর্থস্থিত কাকের ন্যায় ব্যবহারী, লোলুপ, যেমন কাক ইতস্ততঃ খাদ্যানুসন্ধানে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, সেইরূপ কতকগুলি লোক তীর্থে গিয়া ও ধর্ম্মের ভাণ করিয়া কাকের মতন অর্থানুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে, ইহারা অতিশয় পাপী, ইহাদের অনন্ত নরক হইয়া থাকে। (পুরাণ)

তীর্থকৃৎ (পুং) তীর্থং করোতি তীর্থ-কৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ জিনদেব। (ত্রি) ২ শাস্ত্রকার।

তীর্থঙ্কর (পুং) তীর্থং সংসারসমুদ্রতরণং করোতি কৃ-খ-মুম্চ। জিন। জৈনদিগের শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য মতে, যিনি সংসারার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং সাধারণ লোককে সংসারার্ণব হইতে তরণ করেন, তিনিই তীর্থঙ্কর। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন দশটী অবতার, জৈনগণের মধ্যেও সেইরূপ ২৪টী অবতার আছেন, সেই ২৪টীকে তীর্থঙ্কর বলে। সুপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র তীর্থঙ্করের এই ২৫টী নাম দিয়াছেন—

"অর্হন্ জিনঃ পারগতস্ত্রিকালবিৎ ক্ষীণাষ্টকর্ম্মা পরমেষ্ঠ্যধীশ্বরঃ।
শম্ভুঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ জগৎপ্রভুস্তীর্থঙ্করস্তীর্থকরো জিনেশ্বরঃ॥
স্যাদ্বাদ্যভয়দসার্ব্বাঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শিকেবলিনৌ।
দেবাধিদেববোধিদপুরুষোত্তমবীতরাগাপ্তাঃ॥" ১।২৪-২৫।

১ অর্হন্, ২ জিন, ৩ পারগত, ৪ ত্রিকালবিৎ, ৫ ক্ষীণাষ্টকর্ম্মা, ৬ পরমেষ্ঠী, ৭ অধীশ্বর, ৮ শম্ভু, ৯ স্বয়ম্ভু, ১০ ভগবান্, ১১ জগৎ-প্রভু, ১২ তীর্থঙ্কর, ১৩ তীর্থকর, ১৪ জিনেশ্বর, ১৫ স্যাদ্বাদ্য, ১৬ অভয়দ, ১৭ সার্ব্ব, ১৮ সর্ব্বজ্ঞ, ১৯ সর্ব্বদর্শী, ২০ কেবলী, ২১ দেবাধিদেব, ২২ বোধিদ, ২৩ পুরুষোত্তম, ২৪ বীতরাগ, ২৫ আপ্ত।

জৈনগণের মতে—এই তীর্থঙ্কর দেবতা অপেক্ষাও প্রধান। কারণ দেবগণও তীর্থঙ্করদিগের পূজা করিয়া থাকেন।

জৈনাগমে উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী এই দুইটী কালের কথা আছে। এখন যে কাল চলিতেছে, তাহার নাম অব-সর্পিণী, তৎপূর্ব্বে যে কাল হইয়া গিয়াছে, তাহার নাম উৎ-সর্পিণী। উৎসর্পিণীতে এই ২৪ জন তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন—

১ম কেবলজ্ঞানী, ২য় নির্ব্বাণী, ৩য় সাগর, ৪র্থ মহাযশ, ৫ম বিমলনাথ, ৬ষ্ঠ সর্ব্বানুভূতি, ৭ম শ্রীধর, ৮ম দত্ত, ৯ম দামোদর, ১০ম সুতেজ, ১১শ স্বামী, ১২শ মুনিসুব্রত, ১৩শ সুমতি, ১৪শ শিবগতি, ১৫শ অস্তাগ, ১৬শ নেমীশ্বর, ১৭শ অনল, ১৮শ যশোধর, ১৯শ কৃতার্থ, ২০শ জিনেশ্বর, ২১শ শুদ্ধমতি, ২২শ শিবকর, ২৩শ স্যন্দন ও ২৪শ সংপ্রতি।

বর্ত্তমান অবসর্পিণীতে এই ২৪ জন তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন।

১ম ঋষভদেব, ২য় অজিতনাথ, ৩য় সম্ভবনাথ, ৪র্থ অভি-নন্দন, ৫ম সুমতি, ৬ষ্ঠ পদ্মপ্রভ, ৭ম সুপার্শ্ব, ৮ম চন্দ্রপ্রভ, ৯ম সুবিধি (অপর নাম পুষ্পদন্ত), ১০ম শীতলনাথ, ১১শ শ্রেয়াংসনাথ, ১২শ বাসুপূজ্য, ১৩শ বিমলনাথ, ১৪শ অনন্ত-নাথ, ১৫শ ধর্ম্মনাথ, ১৬শ শান্তিনাথ, ১৭শ কুন্থুনাথ, ১৮শ অরনাথ, ১৯শ মল্লিনাথ, ২০শ মুনিসুব্রত, ২১শ নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি, ২৩শ পার্শ্বনাথ ও ২৪শ মহাবীর বা বর্দ্ধমান।

† 'মনোযবস্তীর্থকরো বসুরেতা বসুপ্রদঃ।' (ভারত ১৩।১৪৯।৮৭)

'চতুর্দ্দশবিদ্যানাং বাহ্যসময়ানাং চ প্রণেতা প্রবক্তা চেতি তীর্থকরঃ, হয়গ্রীবরূপেণ মধুকৈটভৌ হত্বা বিরিঞ্চয়ে সর্গাদৌ সর্ব্বাঃ শ্রুতীরন্যাশ্চ বিদ্যা উপাদিশৎ, বাহ্যবিদ্যা সুরবৈরিণাং বঞ্চনায় চোপাদিশৎ ইতি পৌরাণিকাঃ কথয়ন্তি।' (টীকা)

বর্ত্তমান অবসর্পিনীর তীর্থঙ্করগণই এখন পূজিত। ভক্ত জৈনগণ শেষ ২৪ তীর্থঙ্করের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। এই ২৪ জনের মূর্ত্তিই দিগম্বর—তন্মধ্যে ঋষভ, বাসুপূজ্য ও নেমিনাথের মূর্ত্তি যোগাসনে উপবিষ্ট এবং আর সকলের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান মূর্ত্তিগুলি দেখিতে ঠিক একপ্রকার, কেবল
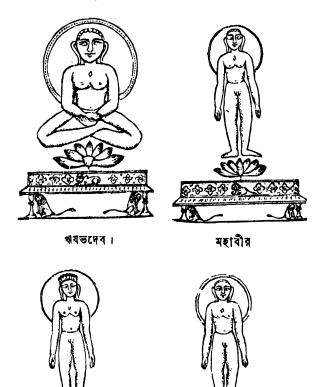
ঋষভদেব। মহাবীর

সুপার্শ্ব। পার্শ্ব।

প্রত্যেকের বর্ণ ও সিংহাসন মধ্যস্থ চিহ্ন দেখিয়া কোনটী কাহার মূর্ত্তি জানিতে পারা যায়। (এই ২৪ জনের শরীর ও চিহ্নের বিবরণ জৈন শব্দে ১৬৬-১৬৮ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।) সাধারণের দর্শনার্থ উপরে কএকটী প্রধান জৈন প্রতিমার চিত্র দেওয়া গেল, এতদ্দৃষ্টে অপরাপর তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। [জৈন শব্দে এবং জৈনপুরাণসমূহে ঐ সকল তীর্থঙ্করগণের বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

তীর্থতম (স্ত্রী) অয়মেষামতিশয়েন তীর্থং তীর্থ-তমপ্। শ্রেষ্ঠতীর্থ, তীর্থরাজ।

তীর্থদেব (পুং) তীর্থমিব শ্রেষ্ঠঃ দেবঃ। শিব, মহাদেব।

তীর্থধ্বাঙ্ক্ষ (পুং) তীর্থে ধ্বাঙ্ক্ষইব। তীর্থকাক।

[তীর্থকাক দেখ।]

তীর্থপদ্ (পুং) তীর্থং পাদৌ যস্য বহুব্রীহি সমাসে পাদশব্দস্য পদাদেশঃ। হরি, কৃষ্ণ। "সনির্গতঃ কৌরবপুণ্যলব্ধো গজাহ্বয়াত্তীর্থপদঃ পদানি।" (ভাগ° ৩।১।১৬) 'তীর্থপদঃ হরেঃ পদানি' (শ্রীধর) সমাসে পাদশব্দ স্থানে বিকল্পে পদাদেশ হয়, এই নিয়মানুসারে তীর্থপাদ্ ও তীর্থপদ্ এই দুইটী পদ হইবে।

তীর্থপাদীয় (পুং) বৈষ্ণব, বিষ্ণুভক্ত।

"যদ্‌গৃহস্তীর্থপাদীয়পাদতীর্থবিবর্জ্জিতাঃ।" (ভাগ° ৪।২২।১১)

তীর্থভূত (ত্রি) তীর্থ-ভূ-ক্ত। তীর্থস্বরূপ।

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।" (ভাগ° ১।১৩।১০)

তীর্থমহাহ্রদ (পুং) তীর্থরূপো মহাহ্রদঃ। স্বনামখ্যাত তীর্থভেদ।

"নন্দা চাপরনন্দা চ তথা তীর্থমহাহ্রদঃ।" (ভারত অনু° ১২৫ অ°)

তীর্থমৃত্যুযোগ (পুং) তীর্থে মৃত্যুবিষয়কঃ যোগঃ। যোগবিশেষ, এই যোগ থাকিলে মনুষ্যের তীর্থে মৃত্যু হয়। ইহার বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে। জন্মকালীন চন্দ্র যদি উচ্চস্থানে অবস্থিতি করেন এবং দশম স্থানে বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকে কিম্বা অষ্টমস্থানে শুক্র ও দ্বিতীয়স্থানে বৃহস্পতি, তাহা হইলে জাত ব্যক্তির তীর্থমৃত্যু হয়।

বৃষ রাশিতে রবি, নবম স্থানে বৃহস্পতি ও লগ্নে শুক্র অবস্থিতি করিলে ও অষ্টমস্থানে বুধের দৃষ্টি থাকে, তবে মনুষ্যের গঙ্গাজলে মৃত্যু হয়।

লগ্নে শুক্র ও বৃহস্পতি অবস্থান করিলে যদি অষ্টম স্থানে চন্দ্র থাকে, এবং তাহার প্রতি লগ্নাধিপতির দৃষ্টি থাকে, তবে জাত ব্যক্তির কাশীতে মৃত্যু হয়।

যাহার সিংহলগ্নে জন্ম, ষষ্ঠ স্থানে শনি, মিথুনে বৃহস্পতি এবং অষ্টম স্থানে লগ্নাধিপের দৃষ্টি থাকে, সেই ব্যক্তির কাশীতে মৃত্যু হয়।

যদি ধর্ম্মস্থানে ধর্ম্মাধিপতির ও লগ্নে লগ্নাধিপতির, মৃত্যুস্থানে মৃত্যুস্থানাধিপতির দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে মনুষ্যের তীর্থ স্থানে মৃত্যু হয়।

যাহার জন্মকালে তিনটী গ্রহ রাশি ও লগ্ন হইতে ভিন্ন যে কোন গৃহে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি বিবিধ সুখ সম্পদ্ ভোগ করিয়া জাহ্নবীজলে প্রাণ পরিত্যাগ করে।

যদি লগ্নে, চতুর্থে, ষষ্ঠে, সপ্তমে, অষ্টমে বা দশম স্থানে বৃহস্পতি অবস্থান করেন এবং ঐ বৃহস্পতি যদি উচ্চস্থান স্থিত হন এবং জাত বালকের লগ্ন যদি মীন হয়, তাহা হইতে তাহার তীর্থমৃত্যু হয় এবং তাহাতে মোক্ষ হয়। (জ্যোতিষ)

তীর্থযাত্রা (স্ত্রী) তীর্থমুদ্দিশ্য যাত্রা। তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা, তীর্থগমন।

তীর্থরাজ (পুং) তীর্থানাং রাজা ৬তৎ। প্রয়াগ তীর্থ।

তীর্থরাজি (জী) (স্ত্রী) তীর্থানাং রাজিরত্র বহুব্রী। অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্র, এইখানে সকল তীর্থই বিরাজিত আছে, এইজন্য কাশীকে তীর্থরাজি বলা যায়। কোন্ কোন্ তীর্থ হইতে কোন্ কোন্ তীর্থ কাশীতে আসিয়াছে, তাহার বিষয় কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে যাবতীয় মুক্তিপ্রদ শুভ আয়তন আছে, তাহা সকলই এই কাশীতে আনীত হইয়াছে, কুরুক্ষেত্র হইতে দেবদেবের স্থাণু নামক মহালিঙ্গ এইখানে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেইখানে তাহার কলামাত্র আছে। তাহারই নিকটে লোলার্কের পশ্চিমভাগে সন্নিহতী নামক মহা পুষ্করিণী আছে, এই স্থানই কুরুক্ষেত্র তীর্থ। নৈমিষক্ষেত্র হইতে দেবদেব ব্রহ্মাবর্ত্ত কূপের সহিত আসিয়াছেন, ঢুণ্ঢিরাজের উত্তরভাগে অবস্থিত আছেন, ইহার সমীপে ব্রহ্মাবর্ত্তকূপ রহিয়াছে। গোকর্ণ হইতে মহাবল নামক লিঙ্গ, প্রভাস তীর্থ হইতে শশিভূষণ নামক লিঙ্গ, ঋণমোচন তীর্থের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আছে, উজ্জয়িনী হইতে পাপনাশন লিঙ্গ, ওঁঙ্কারেশ্বলিঙ্গের পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেছেন। পুষ্কর হইতে অয়োগন্ধেশ্বর লিঙ্গ মৎস্যোদরীর উত্তরদিকে, অট্টহাস হইতে মহানাদেশ্বর লিঙ্গ ত্রিলোচনের উত্তরদিকে, মরুৎকোট হইতে মহোৎকটেশ্বর লিঙ্গ কামেশ্বরের উত্তরদিকে, বিশ্বস্থান হইতে বিমলেশ্বর লিঙ্গ স্বর্লীনের পশ্চিমদিকে, মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে মহাব্রত নামক মহালিঙ্গ স্কন্দেশ্বরের নিকটে এবং গয়াতীর্থ হইতে ফল্গু প্রভৃতি সার্দ্ধ অষ্টকোটী পরিমিত তীর্থের সহিত পিতামহেশ্বর এখানে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। প্রয়াগতীর্থ হইতে শূলটঙ্ক নামক মহেশ্বর তীর্থরাজের সহিত আসিয়া নির্ব্বাণমণ্ডপের দক্ষিণদিকে, মহাক্ষেত্র শঙ্কুকর্ণ হইতে মহাতেজোবৃদ্ধিপ্রদ মহাতেজ নামক লিঙ্গ, রুদ্রকোটিতীর্থ হইতে মহাযোগীশ্বর লিঙ্গ, ভুবনেশ্বর ক্ষেত্র হইতে স্বয়ং কৃত্তিবাস এবং কুরুজাঙ্গল হইতে চণ্ডীশ্বর এখানে অবস্থিত আছেন।

কালঞ্জর তীর্থ হইতে স্বয়ং ভগবান্ নীলকণ্ঠ আসিয়াছেন এবং কাশ্মীর হইতে বিজয় নামক লিঙ্গ আসিয়া শালকটঙ্কটের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আছেন। ত্রিদণ্ডাপুরী হইতে ভগবান্ উর্দ্ধরেতা এইখানে আসিয়া কুষ্মাণ্ডক নামক গণপতিকে সম্মুখে রাখিয়া অবস্থান করিতেছেন। মণ্ডলেশ্বর নামক ক্ষেত্র হইতে শ্রীকণ্ঠ নামক লিঙ্গ আসিয়া মণ্ড নামক বিনায়কের উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন।

ছাগলাণ্ড নামক মহাতীর্থ হইতে ভগবান্ কপর্দ্দীশ্বর পিশাচমোচনতীর্থে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন। আম্রাতকেশ্বর ক্ষেত্র হইতে সূক্ষ্মেশ্বর নামক লিঙ্গ আসিয়া বিকটদন্ত গণপতির সমীপদেশে অবস্থান করিতেছেন। মধুকেশ্বর হইতে জয়ন্ত নামক মহালিঙ্গ এইখানে লম্বোদর গণপতির সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীশৈল হইতে দেবদেব ত্রিপুরান্তক বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত আছেন। সৌম্যস্থান হইতে ভগবান্ কুক্কুটেশ্বর, জালেশ্বর হইতে ভগবান্ ত্রিশূলী, রামেশ্বর হইতে জটীদেব, ত্রিসন্ধ্যক্ষেত্র হইতে দেবদেব ত্র্যম্বক, হরিশ্চন্দ্র ক্ষেত্র হইতে ভগবান্ হরেশ্বর, মধ্যমেশ্বর হইতে ভগবান্ শর্ব্ব, স্থলেশ্বর হইতে যজ্ঞেশ্বর নামক মহালিঙ্গ, হর্ষিত ক্ষেত্র হইতে তমোহারী হর্ষিত লিঙ্গ, বৃষভধ্বজ ক্ষেত্র হইতে ভগবান্ বৃষেশ্বর, কেদারক্ষেত্র হইতে ঈশানেশ্বর নামক লিঙ্গ, ঈশানক্ষেত্র হইতে মনোহর ভৈরব মূর্ত্তি, কনখলতীর্থ হইতে সিদ্ধিপ্রদ ভগবান্ উগ্র, বস্ত্রাপথ নামক মহাক্ষেত্র হইতে ভগবান্ ভবদেব, দারুবন হইতে ভগবান্ দণ্ডী, ভদ্রকর্ণহ্রদ হইতে ভদ্রকর্ণ হ্রদের সহিত সাক্ষাৎ শিব, হরিশ্চন্দ্র নামক পুর হইতে ভগবান্ শঙ্কর, কায়ারোহণ ক্ষেত্র হইতে আচার্য্য নকুলীশ পাশুপত ব্রতাবলম্বী স্বীয় শিষ্যগণের সহিত আগমন করিয়া অবস্থিত আছেন। গঙ্গাসাগর হইতে অমরেশ্বর, সপ্তগোদাবরী হইতে ভগবান্ ভীমেশ্বর, ভূতেশ্বর ক্ষেত্র হইতে ভগবান্ ভস্মগাত্র, নকুলীশ্বর হইতে ভগবান্ স্বয়ম্ভু, হেমকুট পর্ব্বত হইতে বিরূপাক্ষ, গঙ্গাদ্বার হইতে হিমাদ্রীশ্বর, কৈলাস হইতে সপ্তকোটি অন্যান্য মহাবল গণনিচয়ের সহিত গণাধিপ, গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে ভূর্ভুবঃ সংজ্ঞক লিঙ্গ, জললিঙ্গ স্থল হইতে পবিত্র জলপ্রিয় লিঙ্গ এবং কোটীশ্বর তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠলিঙ্গ এইখানে আসিয়া অবস্থিত আছেন। এই সকল তীর্থ এই কাশীতে অবস্থিতি আছে বলিয়া ইহার নাম তীর্থরাজি। ঐ সকল তীর্থে স্নান দানাদি করিলে যে পুণ্য হয় এই কাশীস্থিত সেই সেই তীর্থে দানাদি করিলে তাহার শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। (কাশীখণ্ড ৬৯ অ°) [কাশী দেখ।]

তীর্থবৎ (ত্রি) তীর্থং বিদ্যতে হস্য তীর্থ-মতুপ্-মস্য বাদেশঃ। বহুসংখ্যক তীর্থবিশিষ্ট।

তীর্থবাক (পুং) তীর্থস্যেব বাকো বচনং যস্য বহুব্রী। কেশ, চুল।

তীর্থবায়স (পুং) তীর্থে বায়স ইব। তীর্থকাক। [তীর্থকাক দেখ।]

তীর্থশিলা (স্ত্রী) কোন তীর্থে স্নান করিবার প্রস্তরের ধাপ।

তীর্থশৌচ (ক্লী) তীর্থস্য খট্টস্য শৌচং পরিষ্কারঃ ৬তৎ। খট্টাদি পরিষ্কার।

"সেতুবন্ধরতা যে চ তীর্থশৌচরতাশ্চ যে।
তড়াগকূপকর্ত্তারো মুচ্যন্তে তে তৃষাভয়াৎ ॥" (আদিত্যপু°)
'তীর্থশৌচং ঘট্টপরিষ্কারঃ' (রঘুনন্দন)

তীর্থসেনি (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ।
"মাধবী শুভবক্ত্রা চ তীর্থসেনিশ্চ ভারত।" (ভারত শল্য° ৪৭ অ°)

তীর্থসেবা (স্ত্রী) তীর্থে সেবা ৭তৎ। তীর্থগমন, তীর্থযাত্রা।

তীর্থসেবিন্ (পুং স্ত্রী) তীর্থং ঘট্টাদিজলপ্রাপ্তিস্থানং সেবতে সেব-ণিনি। ১ বকপক্ষী। (ত্রি) ২ তীর্থযাত্রী, যাহারা তীর্থে গমন করে।

তীর্থিক (পুং) ১ তীর্থকারী ব্রাহ্মণ। ২ বৌদ্ধমতে—বৌদ্ধধর্ম্মবিদ্বেষী ব্রাহ্মণ। ৩ তীর্থঙ্কর।

তীর্থীকরণ (ত্রি) পবিত্রীকরণ।
"দৈত্যদানবকুলতীর্থীকরণশীলাচরিতঃ।" (ভাগ° ৫।১৮।৭)

তীর্থীভূত (ত্রি) তীর্থ-ভূ-অভূততদ্ভাবে চ্বি। তীর্থ স্বরূপ পবিত্র।
"গোভিঃ প্রবর্ত্তিতে তীর্থে কুর্য্যাত্তস্য পরিগ্রহম্।" (মনু ১১।১৯৭)
'গোভিঃ পবিত্রীকৃতত্বাৎ তীর্থীভূতে' (কুল্লূক)
গোগণ যে স্থানে বিচরণ করে সেই স্থল পবিত্র অর্থাৎ তীর্থ স্বরূপ।

তীর্থ্য (পুং) তীর্থে ভব-যৎ। রুদ্রভেদ। "নমস্তীর্থ্যায় চ কুল্যায় চ" (যজু° ১৬।৪২) সমানতীর্থে বসতি-যৎ। সতীর্থ, সহাধ্যায়ী, যাহারা এক গুরুর নিকট অধ্যয়ন করে।

তীবর (পুং) তীর্য্যতে তৄ-ষ্বরচ্ (ছিত্বর ছত্বরেতি। উণ্ ৩।১) ১ সমুদ্র। তীরয়তি কর্ম্মসমাপ্তিং করোতি তীর-ষ্বরচ্। ২ ব্যাধ। ৩ বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে, এই জাতি রাজপুত স্ত্রীর গর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে।
"সদ্যঃ ক্ষত্রিয়বীর্য্যেণ রাজপুত্রস্য যোষিতি।
বভূব তীবরশ্চৈব পতিতো জারদোষতঃ॥"
(ব্রহ্মবৈ° ব্র° ১০ অ°)

পরাশরের পদ্ধতি অনুসারে এই জাতি চূর্ণক ঔরসে উৎপন্ন—ইহারা প্রধানতঃ মৎস্য ও হলব্যবসায়ী। এই জাতি অন্ত্যজ, ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। এই তীবর জাতি হইতে তৈলকারের স্ত্রীতে দস্যু ও লেট জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। তীবরী ও লেট হইতে ঝল্ল, মল্ল, মাঠর, ভড়, কোল, কন্দর এই ছয় জাতির উৎপত্তি।

বাঙ্গালা ও বেহারের কোন কোন স্থানে এই জাতি তিয়র, তিওর, রাজবংশী অথবা মাছুয়া নামে প্রসিদ্ধ।

কেহ কেহ তিয়র ও ধিমর জাতিকে এক জাতীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ধিমরেরা কাহার জাতিরই এক শ্রেণী। কাহারের সহিত তীবর জাতির কোন সংস্রব নাই। আকৃতি ও প্রকৃতিতে ধিমর জাতি অপেক্ষা তীবরদিগকে নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে তিয়রেরা আপনাদিগকে রাজবংশী, ময়মনসিংহে তিলকদল এবং গঙ্গাতটস্থ তীবরেরা সুরযবংশী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ভাগলপুরে তিয়রের মধ্যে বামনযোগ্য ও গোবরিয়া এই দুই থাক দেখা যায়। বামনযোগ্যেরা সৎশূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়, মৈথিল ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে, ইহারা দশনামী গুরুর শিষ্য। কিন্তু গোবরিয়াগণ অতি হীন বলিয়া গণ্য, ইহারা মদ শূকর মাংস প্রভৃতি খায়।

বাঙ্গালার গোস্বামীগণ গোবরিয়াদের গুরুগিরি করিয়া থাকেন। পতিত ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পুরোহিত।

তীবর জাতির মধ্যে চৌধুরী, ছড়িদার, মাল্লা, মনঝন (মহাজন), মরর, মুখিয়ার প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে ইৎবাল, কাশ্যপ, জয়সিংহ এইরূপ গোত্র আছে।

পূর্ব্ব বঙ্গে তিয়রেরা তিন থাকে বিভক্ত—প্রধান, পরামাণিক ও গণ। প্রধানেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তৎপরে পরামাণিক ও তাহার নীচে গণ। নিম্ন থাকের তিয়রকে উচ্চ শ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করিতে হয়, আবার তাহাতে কন্যার পিতাকে অধিক পণ না দিলে বিবাহ হয় না। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। তবে বিধবারা আপন ইচ্ছানুসারে মৎস্যবিক্রয়, দড়ি ঘুনসি প্রস্তুত অথবা বৈষ্ণবী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

তীবরেরা সকলেই প্রায় বৈষ্ণব। ইহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম গাছের তলায় করিতে হয়। সেওড়া গাছই ইহাদের নিকট অতি পবিত্র। নিকটে সেওড়াগাছ না থাকিলে নিম, বেল বা গজালী গাছের তলায় শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হয়।

বাঙ্গালী তিওরেরা পৌষসংক্রান্তি দিন বুড়াবুড়ির উদ্দেশ্যে একটা শূকর বলি দেয়। আবার জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরার দিন গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে একটা শূকর ছানা, একটী কপোত ও খানিকটা দুগ্ধ উৎসর্গ করে। হিন্দুস্থানী তিয়রেরা দীয়ালির দিন কালীর নিকট একটা ছাগ বলি দিয়া থাকে।

মনসাদেবীকেও তিয়রেরা অতিশয় ভয় ভক্তি করিয়া থাকে। ঢাকা জেলার লখিয়া নদীর কূলে যাহারা বাস করে, তাহারা পীর-বদর ও খাজাখিজিরের পূজা করে, আবার মানসিক সিদ্ধ হইলে কোন মুসলমানকে দিয়া মাদারের উদ্দেশ্যে একটা ছাগ অর্পণ করে। ঝড় ঝাপটের দিন তাহারা সৌভাগ্যকামনায় থলকুমারীর পূজা দেয়। বেহারের তিয়রেরা মঙ্গলচণ্ডী, জয়সিংহ ও লাল নামক গৃহ দেবতার

পূজা করে। পূর্ণিয়া অঞ্চলে এই জাতি প্রেমরাজ বা পমিরাজের পূজা দেয়। এখানকার ধীবরেরা বলে প্রেমরাজ তাহাদের স্বজাতীয়। বহুরাগর নামক স্থানে প্রেমরাজ বাস করিতেন। তাঁহার অনেক অলৌকিক গুণ ছিল; তিনি ইষ্টদেবের কৃপাভিক্ষা লাভ করিয়া একদিন নৌকাসহ অপ্রকট হইলেন। এই প্রেমরাজের উপর তীবর জাতির প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষিত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বইজুআ নামে এক তীবর প্রকাশ করে, যে পমিরাজ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া আদেশ করিয়াছেন, 'আর যেন কোন তিয়র মৎস্য-জীবীর কাজ না করে, তাহারা যেন এমন কাজ করে, যাহাতে তাহাদের অবস্থা উন্নত হয়।' তীবরসমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে প্রায় চারিহাজার তীবর গাজিপুর, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া ঘর্ঘরানদীতটে পূর্ণিয়া সহরে মিলিত হইল। এখানে বোইজুয়ার ইষ্টদেবকে সকলে গঙ্গাজলে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার প্রীত্যর্থ ৩০০০ ছাগবলি দিল। ইহার পর কাশীতেও একবার সম্মিলনী হয়, তাহাতে এত তীবর একত্র হইয়াছিল যে, শেষে জনতায় নরহত্যা পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল।

বাঙ্গালী তিয়রেরা মাঘীসংক্রান্তিতে জালপালনী উৎসব করে, এই উৎসব দুই দিন হইতে পনর দিন পর্য্যন্ত থাকে। এ সময়ে তিয়রেরা জাল দিয়া মাছ ধরে না। তবে বিক্রয় করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই মাছ সংগ্রহ করিয়া রাখে। বেহার ও বাঙ্গালার তিয়রেরা অস্পর্শীয় বলিয়া গণ্য। গঙ্গাতীরে এক শ্রেণীর তীয়র আছে, তাহারা নলখাগড়ায় মাদুর প্রস্তত করে বলিয়া নল-তিয়র নামে খ্যাত।

যেথানে নদী মজিয়া গিয়াছে বা মাছ ধরিবার সুবিধা নাই, তথায় তীবরেরা চাষ, মাঝী মাল্লা বা দোকানীর কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

ঢাকায় পঞ্চব্রত নামে এক শ্রেণীর তীবর আছে, তাহারা আপনাকে কতকটা উন্নত বলিয়া বিবেচনা করে। এই জাতীয় এক শ্রেণী তাহাদের দাসত্ব করিয়া থাকে।

বেহারে তিয়রদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই। ইহাদের মধ্যে এক এক জন মহাজন বা প্রধান থাকে, সে ব্যক্তি পঞ্চায়তের পরামর্শ অনুসারে সামাজিক বিধি ব্যবস্থা বা দণ্ড করিয়া থাকেন।

তীবরী (স্ত্রী) তীবর স্ত্রিয়াং ঙীষ্। তীবরপত্নী, তীবরদিগের স্ত্রী। ২ ব্যাধপত্নী।

তীব্র (ক্লী) তীব-রক্ বা তিজ নিশানে রন্ দীর্ঘঃ। (অসা বোবা। উণ্ ২।২৮ সূত্রে উজ্জ্বল°) ১ অতিশয়। ২ তীক্ষ্ণ। ৩ লৌহভেদ, ইস্পাত। ৪ তীর, নদীকূল। ৫ ত্রপু, টিন। ৬ লৌহমাত্র, সাধারণ লৌহ। ৭ অত্যুষ্ণ। ৯ কটু। (পুং) ১০ শিব। (শব্দর°) (ত্রি) ১১ অতিশয় যুক্ত। ১২ বৈরাগ্যের উপায়বিশেষ।

"তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ।
মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ।" (পাতঞ্জল ১।২১-২২)

কোন কোন ব্যক্তিকে তীব্রযোগী বলা যায়, যোগ-সাধনের উপায় ত্রিবিধ মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র অর্থাৎ তীব্র। যাহারা ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করে, তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ ফল হইয়া থাকে। ইহাও তিন প্রকার, মৃদু উপায়, মধ্য উপায় ও তীব্র উপায়। পুনরায় ইহার প্রত্যেকটী ত্রিবিধ— মৃদুসংবেগ, মধ্যসংবেগ ও তীব্রসংবেগ, সুতরাং যোগিদিগের উপায় নয় প্রকার। যাহারা তীব্রসংবেগী তাহাদের সিদ্ধি সন্নিকট। প্রত্যেক যোগীর তীব্রসংবেগে যত্ন করা উচিত। (পাত° ব্যাসভাষ্য°)

তীব্রকণ্ঠ (পুং) তীব্রঃ কণ্ঠো যস্মাৎ বহুব্রী। শূরণ-ফল, ভক্ষণ করিলে কণ্ঠের পীড়া জন্মে, এইজন্য ইহার তীব্রকণ্ঠ নাম। [ওল দেখ।]

তীব্রকন্দ (পুং) তীব্রঃ কন্দঃ মূলং যস্য। ১ শূরণ, ওল। ২ পলাণ্ডু, পেঁয়াজ। (মেদিনী)

তীব্রগতি (ত্রি) তীব্রা গতির্যস্য বহুব্রী। ১ শীঘ্রগতি। ২ বায়ু।

তীব্রগন্ধ (স্ত্রী) তীব্রঃ গন্ধো যস্য। তীব্রগন্ধযুক্ত। অতিশয় গন্ধবিশিষ্ট। তীব্রঃ গন্ধঃ কর্ম্মধা। ২ তীব্র এমন গন্ধ।

তীব্রগন্ধা (স্ত্রী) তীব্রগন্ধ-টাপ্। যবানী, জোঁয়ান

তীব্রগন্ধিকা (স্ত্রী) যবানী, জোঁয়ান।

তীব্রজ্ঞানিন্ (ত্রি) তীব্র-জ্ঞান-ণিনি। অতিশয় জ্ঞানী।

তীব্রজ্বালা (স্ত্রী) তীব্রং যথা তথা জ্বালয়তি জ্বল-ণিচ্-অচ্-টাপ্। ধাতকী, ধাঁইফুল। ইহার স্পর্শে গাত্রে ব্রণ জন্মে, এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে এইজন্য ইহার নাম তীব্রজ্বালা। (ত্রি) ২ তীব্রজ্বালাযুক্ত। তীব্রা জ্বালা কর্ম্মধা। ৩ তীব্র এমন জ্বালা।

তীব্রতা (স্ত্রী) তীব্রস্য ভাবঃ তীব্র-তল্। উষ্ণতা, কঠোরতা।

তীব্রদারু (ক্লী) তীব্রং দারু কর্ম্মধা। তীব্রকাষ্ঠ।

তীব্রবন্ধ (পুং) তীব্রঃ বন্ধো যস্মাৎ বহুব্রী। তামসগুণ, তমসম্বন্ধীয়।

তীব্রবেদনা (স্ত্রী) তীব্রা বেদনা কর্ম্মধা। ঘোর যাতনা, অতিশয় যন্ত্রণা।

তীব্রসংবেগ (পুং) তীব্রঃ সংবেগঃ কর্ম্মধা। তীব্রবৈরাগ্য। [তীব্র দেখ।]

তীব্রসব (পুং) একাহ যাগভেদ।

তীব্রসুত (ত্রি) সোমের অবয়বভূত প্রাতঃসবনিক।

"যস্য তীব্রসুতং মদং মধ্যমন্তং॥" (ঋক্‌ ৬।৪৩।২)

'সোমস্য অবয়বভূতং তীব্রসুতং। তীক্ষ্ণং সুতং অভিষবো যস্য স তীব্রসুতঃ প্রাতঃসবনিকঃ।' (সায়ণ)

তীব্রা (স্ত্রী) তীব্র-টাপ্‌। ১ কটুরোহিণী, কট্‌কী। ২ গণ্ড-দূর্ব্বা, গেঁটেদূর্ব্বা। ৩ রাজিকা, রাইসর্ষে। ৪ মহাজ্যোতিষ্মতী। ৫ তরদীবৃক্ষ। ৬ তুলসী। ৭ নদীবিশেষ। ৮ তীব্রবেগযুক্ত।

তীব্রানন্দ (পুং) তীব্র আনন্দোযস্য। শিব। (শিব সহস্রনাম)

তীব্রাস্ত (ত্রি) তীব্র বা তীক্ষ্ণ ফল বা অবশেষ।

তীসট (পুং) এক বৈদ্যক গ্রন্থকার।

তু (অব্য) ১ নিরর্থক পাদপূরণ। ২ ভেদ। ৩ অবধারণ। ৪ সমুচ্চয়। ৫ পক্ষান্তর। ৬ নিয়োগ। ৭ প্রশংসা। ৮ নিগ্রহ।

"উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানং তু কামতঃ।
স্নাত্বাতু বিপ্রো দিগ্বাসাঃ প্রাণায়ামেন শুদ্ধ্যতি॥" (মনু)

৯ সম্পর্ক। ১০ কিন্তু। ১১ আধিক্য।

(দেশজ) ১২ কুকুর-আহ্বানবাচক।

তুই (দেশজ) ত্বং তুমি এই শব্দের অপভ্রংশ, ইহা তাচ্ছিল্য, আত্মীয়তা ও স্নেহ প্রকাশ জন্য ব্যবহৃত হয়।

তুঁৎ (তূদ শব্দজ) তুদ গাছ। [তুঁত দেখ।]

তুঁত (তূদ শব্দের অপভ্রংশ) স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ।

ইহার ফল খায়, পাতায় গুটীপোকা প্রতিপালিত হয়, গবাদির আহার্য্য হয়, ছালে অংশু হয়, কচি সরু ডালে কাঠের আঁটি বাঁধিয়া থাকে, আঠায় গঁদ হয়। তুঁতের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক নাম Morus। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্‌ শাস্ত্রানুসারে ইহার ৫টী শ্রেণী আছে—(১) Morus Alba বা শ্বেত তুঁত—ইহা পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম হিমালয়, পশ্চিম তিব্বত প্রভৃতি স্থানে জন্মে। এখান হইতে উত্তর ও পশ্চিম এসিয়ায়, বোম্বাইয়ে ও বাঙ্গালায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শীতে ইহার পাতা পড়িয়া যায়। ইহার ফুলে গর্ভ ও পরাগকেশর উভয়ই আছে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহার বৃদ্ধি অধিক। বাঙ্গালা দেশে ইহার ফল ও পাতার জন্য চাষ করে। ইহার ফলের রসে হাকিমী মতে গলক্ষত, আমাশয় ও বিমর্ষচিত্ততা আরোগ্য হয়। ইহার ছাল বিরেচক ও কৃমিনাশক। মাঘ ও ফাল্গুনে ইহার ফুল হয় ও বর্ষাকালে ফল পাকে। স্থানভেদে ইহার বর্ণতারতম্য ঘটে। অতিশাদা ফল হইতে ঈষৎ রক্তাভ কৃষ্ণ বর্ণ ফলও হয়। ফলের আস্বাদও মিষ্ট, টক ইত্যাদি। বেলুচিস্থানে সিয়া (ধূসরবর্ণ), বেদানা (বীজহীন), পেড়ওয়ানী (কলমের চারা ক্ষুদ্র মুক্তার ন্যায়), সুস্বাদু শ্বেতফল বা শাহ্‌তুঁত (বড় ফল) ও খর্‌তুঁত্‌ কাশ্মীরে জন্মে, ইহার ফল শুকাইয়া বা মোরব্বা করিয়া রাখিয়া দেয় ও শরৎ কালে ব্যবহার করে। আফগানিস্থানে ইহার ফলের গুঁড়ায় রুটি করিয়া খায়; ঐ রুটি বল ও মেদবর্দ্ধক। কাশ্মীরে ইহার পাতাতেই রেশমকীট প্রতিপালিত হয়। [রেশম দেখ।] গুটী হইয়া পাতা বাঁচিলে গাভীকে দেওয়া হয়। ইহাতে অতি মাত্রায় দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। প্রত্যহ সকালে ⁄১ সের ও বিকালে ⁄১ সের পাতা খাওয়াইলে ⁄৩ সের দুধের গরুতে ⁄৫ সের দুধ দিয়া থাকে।

তুঁত কাষ্ঠের বর্ণ পীত ও রক্তাভ পাটল। ইহা কঠিন, দৃঢ় এবং মসৃণ বলিয়া ইহাতে পালিস ও গঠন অতি সুন্দর হয়। জাহাজ, গৃহোপকরণ ও চাষের যন্ত্রাদি এই কাষ্ঠে অতি উত্তমরূপ প্রস্তুত হয়।

(২) Morus Atropurpuria বা চীনে তুঁত—চীনদেশীয় তুঁতের চারা হইতে এদেশে ইহার চাষ হইয়াছে। পঞ্জাবে শাহরণপুর বৃক্ষবাটিকা হইতে বারিদোয়াব পর্য্যন্ত ইহারই চাষ কিছু বেশী হয়। ইহাতেও গুটী প্রতিপালিত হয়। এই জাতীয় তুঁতের ফল খুব লম্বা, (পিপুলের ন্যায়) গোলাকার ও গাঢ় বেগুনি রং হয়।

(৩) Morus Indica বা দেশী তুঁত—হিমালয়, কাশ্মীর, সিকিম, বাঙ্গালা, আসাম ও ব্রহ্মদেশে জন্মে, এখান হইতে চীনে ও জাপানে গিয়াছে। শীতে ইহার পাতা ঝরিয়া যায়। প্রথম বসন্তে নূতন পাতা গজায়। গ্রীষ্মে ফুল ধরে, বর্ষায় পাকে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে ফল পাকিতে বিলম্ব হয়।

দেশভেদে তুঁতের নাম ভিন্ন। বাঙ্গালায় তুঁত, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তুত, তুৎরি, আসামে সুনি বা বোলা, নেপালে কিম্বু বা ছোটা কিম্বু, পঞ্জাবে তুত, তুতরি বা করণ, বোম্বাইয়ে তুত, তুৎরি, আম্বর, সেতর বা তুলা আম্বর, গুজরাট্‌ ও মহারাষ্ট্রে তুৎ, কর্ণাটে হিপ্পল-নেরলি, তৈলঙ্গে কম্বলি বা কম্বলি বুচি, দ্রাবিড়ে কম্বিলিপুচ্‌ বা মহুকত্তাই, আরবে ও পারস্যে তুৎ বা শহ্‌ তুৎ। সংস্কৃত ভাষায় তূদ।

গুটী বা রেশমকীট পোষণের জন্য তুতগাছের বিশেষ আদর। চাষের প্রতি মনোযোগ থাকিলে যে কোন প্রাকার উচ্চ বা নদীমাতৃকদেশে তুত জন্মিতে পারে। তবে এই গাছের পাট করিতে কিছু যত্ন লইতে হয়। এদেশে যেরূপ লাঙ্গল চলে, তাহাতে বড় সুবিধা হয় না। বর্ষা থামিলেই আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে নরম মাটিতে কোদালী দ্বারা এক হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত খুঁড়িতে হয়। ইট্‌ পাট্‌কেল যাহা থাকে, তাহা হয় সরাইয়া ফেলিবে, নয় গুঁড়া করিয়া দিতে হয়। তৎপরে দুইবার লাঙ্গল দিয়া ও মই দিয়া জমী চৌরস করিয়া লইবে। যদি বৃষ্টি না হয় অথবা জমি শুষ্ক থাকে, তাহা হইলে

যাহাতে জমীতে ভাল জল সরবরাহ হয়, তাহার উপায় করিবে এবং ভালরূপে বাতাস খেলিতে পারে তৎপ্রতিও মনোযোগী হইবে।

এরূপে জমি তৈয়ার হইলে একহাত অন্তর আধহাত গভীর সারিসারি গর্ত্ত করিয়া যাইবে। তুতের ডাল কাটা শাখা প্রশাখা হইতেই গাছ জন্মে। বড় গাছ হইলে মাথা অথবা সরু ও শুষ্ক শাখা লইবে না। ডাল কাটিতে হইলে অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র ব্যবহার করিবে, যাহাতে মূলোচ্ছেদ না হয় তাহাতে লক্ষ্য রাখিবে। এইরূপে শাখা বা ডাল কাটিয়া আনিয়া তাড়া বাঁধিয়া পুষ্করিণীর ধারে পাঁকে বা কাদায় পুতিয়া রাখিবে। এমন ভাবে রাখিবে, যেন আর বেশী জল ঢুকিয়া পচিয়া না যায়। এ অবস্থায় একমাস রাখিবে মধ্যে মধ্যে জল ছিটা দিবে। যখন দেখিবে, সেই শাখা হইতে প্রায় দুই ইঞ্চি মাত্রায় নবীন অঙ্কুর গজাইয়াছে, তখন তাহা রোপণ করিবার জন্য আনিবে।

তখন সেই তৈয়ারী জমির এক একটী গর্ত্তে দুই তিনটী ডাল ফেলিবে ও মাটি চাপা দিবে এবং কলসী করিয়া জলসেচন করিবে। কিন্তু যাহাতে অঙ্কুরগুলি মাটির চাপে ভাঙ্গিয়া না যায়, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিবে। যে পর্য্যন্ত না শিকড় গজায়, সে পর্য্যন্ত সপ্তাহে একবার করিয়া জল দিবে, যখন এক হাত করিয়া গাছ বড় হইয়া উঠিবে, সেই সময় যাহাতে সমস্ত ক্ষেত্র জলে ডুবিয়া যায়, তাহা করিবে। সপ্তাহের পর কোদালী দিবে, কোদলাইলে গর্ত্তের উপরের মাটি গাছের চারিদিকে বেশ ছড়াইয়া পড়িবে। গাছ ২।৩ হাত বড় হইয়া উঠিলে আর বড় জল দিবার প্রয়োজন হয় না, তবে দেড় মাস কি দুই মাস অন্তর জল দিলেই চলিবে।

ফাল্গুনমাসে সেই তুত গাছ হইতে পাতা ছিঁড়িতে পারিবে। প্রথম প্রথম কেবল একএকটী পাতা ছিঁড়িতে হয়, কিন্তু গাছ বেশী বড় হইয়া উঠিলে পল্লব ছিঁড়িলে কোন হানি হয় না।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে ক্ষেত এক একবার কোদলাইতে হয়, সে সময় আগাছা বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। পাতা তুলিবার পূর্ব্বে চৈত্রমাসে পুকুরের পাঁক আনিয়া সার দিতে হয়। এমন কি অনেক স্থলে এক বিঘায় ৪০০ মণ পাঁক ঢালিয়া দেয়। তাহা রৌদ্র ও বাতাসে শুকাইয়া যায়। পরে কোদলাইবার সময় ক্ষেতের জমির সহিত মিশিয়া যায়। প্রতি তিন বৎসর অন্তর ক্ষেতে এইরূপ পাঁক দিতে হয়। এক একটা গাছ ১০।১২ বর্ষ থাকে, তৎপরে তাহার মূলাবধি কাটিয়া ফেলা হয় এবং তাহার শাখা প্রশাখা নূতন গাছ উৎপাদন করিবার জন্য পুতিয়া দেয়। এইরূপে আবার নূতন গাছ গজাইয়া উঠে। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সেগুলি রাখা হয়। তৎপরে আবার নূতন ক্ষেত প্রস্তুত করা উচিত।

বহুকাল হইতে চীনদেশে তুতের অংশু কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মার্কোপোলো আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন, এই অংশুজাত কাগজ কাপাসজাত কাগজের মত।

তুতের ফলেও এক দিব্য অম্ল মধুর সুগন্ধ আছে। এখনকার য়ুরোপীয়চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ শীতল, মৃদু বিরেচক, তৃষ্ণানাশক ও জ্বরঘ্ন। ইহার ত্বক্ ক্রিমিনাশক ও অতি বিরেচক, মূল ক্রমিহর ও সঙ্কোচক। আলজিবের শিথিলতায় ও কণ্ঠপ্রদাহে ফলের রসে কুলী করিলে অনেকটা শান্তি বোধ হয়। আয়ুর্ব্বেদের মতও অনেকটা ঐরূপ।

[তুদ দেখ।]

আসামে তুতকাঠে নৌকার দাঁড় ও কোন কোন আসবাব প্রস্তুত হয়। ইহাতে ভাল চা-বাক্স তৈয়ার হইতে পারে। [রেশম শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

তুঁতে (তুথ শব্দের অপভ্রংশ) উপধাতুবিশেষ। [তুথ দেখ।]

তুঁদ (দেশজ) বৃহৎ বৃক্ষবিশেষ। [তুঁত দেখ।]

তুঁষ্ (দেশজ) ধান্যাদির অবশিষ্ট। [তুষ দেখ।]

তুক্ (পুং) তুজ-কিপ্। অপত্য, সন্তান।

তুক্ (দেশজ) ১ বশীকরণাদির জন্য প্রকরণবিশেষ, পরের অনিষ্ট সাধন জন্য মন্ত্র বা অন্য উপায়। ২ সঙ্গীতে কতকগুলি মাত্রা একত্র ছন্দে যোজনা করিলে তাহাকে তুক্ কহে।

তুক্তাক্ (দেশজ) মন্ত্র তন্ত্র।

তুকজ্যোতির্ব্বিদ্, একজন প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্।

তুকাক্ষীরী (স্ত্রী) তুগাক্ষীরী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ঔষধে ব্যবহৃত বাঁশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত পদার্থবিশেষ, বংশলোচন।

তুকারাম, মহারাষ্ট্র দেশের একজন সর্ব্বজনপূজিত ভক্তকবি। ভারতবর্ষ ধর্ম্মজীবন মহাপুরুষদিগের লীলাভূমি। প্রতিযুগে এবং দেশে দেশে ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এ দেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। কেহ ভক্তি, কেহ জ্ঞান, কেহ বৈরাগ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ দ্বারা স্বদেশবাসীদিগের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। বৈদিক মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্ম-সঙ্গীত পর্য্যন্ত সকলই ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত। আমাদের দেশে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহে ধর্ম্ম-ভাবোদ্দীপক পদাবলীর অভাব নাই। হিন্দীতে তুলসীদাস, বাঙ্গালার রামপ্রসাদ, তামিলে তিরুবল্লুবর এবং মহারাষ্ট্রে তুকারাম প্রত্যেক নর নারীর হৃদয়ে বিরাজিত। রামপ্রসাদের সঙ্গীত না শুনিয়াছেন—

যা না জানেন, বঙ্গের এমন শিক্ষিত হিন্দু সন্তান কেহ আছেন কিনা তাহা বলিতে পারি না। রাজপথে, নগরে, পল্লীতে, নদীবক্ষে এমন স্থান নাই, যেখানে রামপ্রসাদের সঙ্গীত শ্রুত হয় না। রামপ্রসাদ বঙ্গদেশে যেস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তুকারাম মহারাষ্ট্র-দেশে তাঁহা অপেক্ষা আরও গৌরবের আসন লাভ করিয়াছিলেন। এই ভক্ত মহাপুরুষ আপনার জন্মভূমে দেবাংশ বা দেবানুগৃহীত বলিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। ইহার পদাবলী সকল অভঙ্গ নামে পরিচিত। এই সকল অভঙ্গ মহারাষ্ট্র জাতির হৃদয়ের রত্নস্বরূপ। ভিক্ষুক হইতে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্ পর্য্যন্ত ইহা সাদরে গান ও শ্রবণ করিয়া থাকেন। অনেক ধর্ম্মমন্দিরে ইহা দেবীমাহাত্ম্যও বা গীতার ন্যায় সাদরে পঠিত হয়।

মহারাষ্ট্র-রাজধানী পুণার আট ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে ইন্দ্রায়ণী নামে একটী ক্ষুদ্র নদী আছে। ইহার কূলে দেহুনামক গ্রাম। এই গ্রামে "মোরে" উপাধিধারী শূদ্রজাতীয় একটী প্রাচীন মরাঠী পরিবার বাস করিতেন। ইহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। এই বংশ অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ। তুকারামের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ভক্তি ও বৈরাগ্য বিষয়ে সেই সময় সকলের শীর্ষ-স্থানীয় ছিলেন। তুকারামের ঊর্দ্ধ সপ্তম পুরুষের নাম বিশ্বম্ভর, ইনি বাণিজ্য ব্যবসায়ী, কিন্তু সাধারণ বণিকের ন্যায় অন্যায়াচারী ছিলেন না। তিনি অতিথি ও সন্ন্যাসী পাইলে পরম যত্নে তাহাদের সেবা করিতেন। রাত্রিকালে ভক্তবৃন্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া মহানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন।

পণ্ঢরপুরের বিঠোবাদেবের পূজা ইহাদিগের কৌলিক রীতি ছিল। তদনুসারে প্রতি একাদশী তিথিতে তিনি পণ্ঢর-পুরে যাইয়া বিঠোবা দেবের পূজা করিতেন। কিন্তু এক দিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, বিঠোবাদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, বৎস! আমি তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়াছি। তোমার আর ক্লেশ করিয়া পণ্ঢরপুরে যাইবার প্রয়োজন নাই। তুমি নিজ গ্রাম দেহুতেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বম্ভর ইহার পর স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট একটী আম্রকাননে বিঠোবার বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। দেহুর অনতিদূরে ইন্দ্রায়ণীতীরে একটী মন্দিরনির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে ঐ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ভক্তিভরে পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন। ইহারা এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন বলিয়াই তুকারামের ন্যায় বংশের গৌরবস্বরূপ পুত্রলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তুকারাম ১৬০৭।৮ খৃঃ অব্দে বোল্লোবার ঔরসে ও কনকাঈর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তুকারামের পিতা বোল্লোবা সদ্‌গুণসমূহে বিভূষিত ও ইহার মাতা অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। ইহার প্রথম পুত্রের নাম শান্তজী। তুকারাম পিতার দ্বিতীয় পুত্র। কনকাঈ যখন গর্ভবতী হন, তখন সংসারের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিরাগ জন্মিয়া ছিল এবং সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া হরিনাম করিতেন। তুকারাম যে একজন ভক্তশিরোমণি হইবেন, ইহাতেই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। তুকারামের পরেও কনকাঈর একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। একদিকে যেমন পুত্রকন্যা লাভে, অপরদিকে সেই প্রকার ধনসম্পদে বোল্লোবা ও কনকাঈর বাসনা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অবস্থা উন্নত হইলেই প্রায় সকলে ভগবানের নাম ভুলিয়া যায়, কিন্তু বোল্লোবা ও কনকাঈ সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। সাংসারিক সকল প্রকার সুখ লাভ করিয়াও ভগবানের কথা বিস্মৃত হন নাই। তিনি যথাসময়ে পুত্র-কন্যাদিগের বিবাহ দিলেন, কিন্তু ধন জন পুত্র প্রভৃতিতে পরিবৃত হইয়াও তাহার অহংভাব বর্দ্ধিত হয় নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র শান্তজী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার উপর সংসারের ভার অর্পণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নচিত্তে ভগবদারাধনায় জীবন যাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং তদনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র শান্তজীকে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শান্তজী বাল্যকাল হইতেই সংসারের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, সুতরাং এই ভার তিনি লইতে অস্বীকার করেন। বোল্লোবা তখন মধ্যমপুত্র তুকারামকে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। পিতার আজ্ঞা অপরিহার্য্য, এই জন্য তুকারাম ত্রয়োদশ বৎসরে সংসারের গুরুতর ভার গ্রহণ করেন।

তুকারামের দুই বিবাহ। তাহার প্রথমা পত্নীর নাম রুক্মাবাই এবং দ্বিতীয়ার নাম অলবাই (ইনি সাধারণতঃ জিজিবাই বা জিজাই নামে পরিচিতা)। প্রথমা পত্নী কাশ-রোগগ্রস্তা বলিয়াই তুকারাম দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার পত্নীদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠাই সাংসারিক সর্ব্ববিষয়ে কর্ত্রী ছিলেন। তুকারাম যদিও এত অল্প বয়সে সংসারের গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই গুরুভার বহনে অকৃতকার্য্য হন নাই, বরং তিনি অতি দক্ষতার সহিত সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

কৌলিক বাণিজ্য ব্যবসায়ে তাহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা জন্মিল এবং অল্প দিনের মধ্যে তিনি অনেক ধনাঢ্য বণিকের বিশ্বাসভাজন হইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিলেন। তুকারামের সকল বিষয়েই সৌভাগ্যের লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। মনুষ্যের অবস্থা চিরদিন সমান যায় না। প্রায়ই সুখের পর দুঃখ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে।

তুকারামেরও এই সাংসারিক সুখের অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। তুকারামের সপ্তদশ বর্ষ বয়সের সময় প্রথমে তাঁহার পিতা, তাহার পর তাঁহার মাতা চিরদিনের মতন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন।

তুকারাম পিতৃমাতৃবিয়োগে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। এই শোকই সংসারবন্ধনের সমস্ত মল অপনীত করিয়া তুকারামের চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন করিল। ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যশীলতা তুকারামে পুরুষানুক্রমে বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু সম্পদ, পিতামাতার স্নেহ, বিষয়ানুরক্তি ও সংসারের ভার একত্র হইয়া এতদিন তাঁহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে অবসর প্রদান করে নাই। তুকারাম দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা একদিনও অনুভব করেন নাই, এতদিন সংসার তাহার নিকট সুখময় ছিল, কিন্তু পিতামাতার মৃত্যুতে তাঁহার জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইল। সংসার অনিত্য, দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, ইহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। তুকারাম ত্রয়োদশবর্ষ হইতেই সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সত্য, কিন্তু পিতা জীবিত ছিলেন বলিয়া সে ভাব তত গুরুতর বোধ হয় নাই। কিন্তু এখন এই ভার তাঁহার পক্ষে অতি কষ্টদায়ক বোধ হইতে লাগিল। ভবিতব্য অনতিক্রমণীয়, ইহা ভাবিয়া তিনি সাংসারিক কার্য্যে যথাসাধ্য মনোনিবেশ করিতে যত্নবান্ হইলেন। বিপদ্ বিপদের অনুগমন করিয়া থাকে, এই সময়ে আর একটী দুর্ঘটনা আসিয়া তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিল। এই সময় ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ অকালে ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেন। শান্তজী একেই সকল বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, পিতামাতার মৃত্যু অবধি আরও উদাসীন ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এখন পত্নীর পরলোক গমনে আপনাকে সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত স্থির করিয়া তীর্থপর্য্যটন ও ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য গৃহত্যাগ করিলেন।

এই সময় তুকারামের বয়স অষ্টাদশবর্ষ মাত্র। তুকারাম যে কার্য্যের জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, ক্রমেই তাহার পথ উন্মুক্ত হইতে লাগিল।

ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যু ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের গৃহত্যাগে ভগবদ্ভক্তি আসিয়া তুকারামের হৃদয়ে অধিকার করিল। তুকারাম ভগবদ্প্রেমে ক্রমেই নিমগ্ন হইতে লাগিলেন, সংসারের প্রতি ক্রমে ঔদাসীন্য জন্মিতে লাগিল। ব্যবসায়ের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ না থাকায় ক্রমে বাণিজ্যে বিস্তর ক্ষতি হইতে লাগিল। তুকারামের ধননাশ হইতে লাগিল। ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতে হইলে আদান প্রদান বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু ইহার অর্থ হ্রাস হইতেছে দেখিয়া ব্যবসায়িগণ তুকারামের সঙ্গে আদান প্রদান বন্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তুকারাম যাহাদের নিকট টাকা পাইতেন, তাহারা ইহার ব্যবসায়ে ঔদাস্য দেখিয়া ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করিতে লাগিল। সুতরাং দিন দিন তুকারামের সংসারের অবনতি ঘটিতে লাগিল। সাংসারিক ব্যয় পূর্ব্ববৎ রহিল, আয়ের পথ ক্রমে একেবারেই বন্ধ হইতে লাগিল। তুকারাম অতি বিপদে পড়িলেন, শত চেষ্টা করিয়া সংসারিক অবস্থা পূর্ব্ববৎ করিতে কিছুতেই সমর্থ হইলেন না। তাঁহার হৃদয় যে ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ ছিল, ক্রমে তাহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময় তুকারাম পূর্ব্বের ন্যায় মহাজনী ব্যবসায়ে আর উন্নতির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অবস্থানুরূপ একটী মুদিখানার দোকান খুলিলেন। এই সময় তুকারাম যেখানে বসিয়া থাকিতেন, সর্ব্বদাই সেখানে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন।

খরিদদার আসিলে মনে ভাবিতেন—দ্রব্য যদি কম হয়, তাহা হইলে আমার অধর্ম্ম হইবে, ইহা ভাবিয়া খরিদদারের ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্যাদি দিতেন, কাজেই এই ব্যবসায়ে তাহার লাভ হওয়া দূরের কথা, আসল হইতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। মুদিখানার দোকানে লাভ নাই বিবেচনা করিয়া আবার আর একটা নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও সুবিধা হইল না। এই সময় চারিদিক্ হইতে সকলেই তুকারামের নিন্দা করিতে লাগিল, একে সাংসারিক কষ্ট, তাহাতে চারিদিক্ হইতে আত্মীয় স্বজনের সুমিষ্ট গালিবর্ষণ। কেহ বলিতে লাগিল, তুকারাম অতি নির্ব্বোধ, কেহ বলিতে লাগিল তুকারাম অকর্ম্মণ্য ও ব্যবসায়কার্য্যে নিতান্ত মূর্খ। এই সকল কারণে তুকারামের মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তুকারাম চেষ্টা করিয়াও মন কিছুতেই সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারিলেন না। তাহার হৃদয় যে ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহার বেগ দমন করা কাহার সাধ্য। তুকারাম কাজ কর্ম্ম করিতেন বটে, কিন্তু অন্তঃকরণ সর্ব্বদা হরিভক্তিতে পূর্ণ থাকিত। ক্রমে ক্রমে লোকসান দিয়া তুকারামের মূলধন সকল ফুরাইয়া গেল। এই সময় অতিশয় সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হইল।

তুকারাম এই কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য আবার ব্যবসায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মূলধন তাহার কিছুই নাই, কাজেই অন্য ব্যবসায় তাহার পক্ষে কষ্ট সাধ্য হইল। তখন তিনি ভারবাহী বৃষভের পৃষ্ঠে ধান্যের ভার দিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দিবারাত্র পরিশ্রম, আহার নিদ্রা, শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতিতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু তাঁহার ব্যবসায়ের রীতি স্বতন্ত্র, কাজেই তিনি লাভবান্ হইতে

পারিলেন না। কিন্তু তিনি সাংসারিক কোন কষ্টই গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার যতই দুঃখ বাড়িতে লাগিল, তিনি ততই বিঠোবাচরণে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন। এই সময় তুকারামের অলঙ্কার প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিল, তিনি একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন প্রতিবাসী বণিকেরা আসিয়া তাঁহার কাগজ পত্র সকল দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, তুকারামের রক্ষার আর উপায় নাই। তুকারাম দেউলিয়া হইয়াছেন, ব্যবসায়ীর পক্ষে দেউলিয়ার ন্যায় কষ্টকর ও নিন্দা আর কিছুই নাই। এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, মহাজন সকল আসিয়া তাঁহার দ্বার অবরোধ করিল, তখন তুকারাম অতিশয় বিপদে পড়িয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইলেন। এই সময় তাঁহার কএকজন আত্মীয় কেহ অর্থ সাহায্য করিয়া বা কেহ মহাজনদিগের নিকট জামিন হইয়া তুকারামকে এ যাত্রা রক্ষা করিলেন। তুকারামের বন্ধুবান্ধবদিগের এইরূপ ধারণা ছিল, বিঠোবা-ভক্তিই তাঁহার অবনতির কারণ। বন্ধুগণ সমবেত হইয়া বলিলেন, 'তুমি বিঠোবা-ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ কর, এ জগতে কে বিঠোবাকে ভক্তি করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে?' এই প্রকারে তুকারাম চারিদিক্ হইতে তিরস্কৃত হইতে লাগিলেন। গৃহে অবলাইএরও এইরূপ ধারণা ছিল; তিনিও সর্ব্বদা বলিতেন, বিঠোবা-ভক্তিতেই আমাদের এই অবনতি ঘটিতেছে। গৃহে স্ত্রী, বাহিরে বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলই তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে সংসারের দারুণ কষ্ট। তুকারামের কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই, যে যাহা বলুক না কেন, সকলই সহ্য করিতে লাগিলেন। তিনি বিঠোবা-প্রেমে নিমগ্ন থাকিতেন, সংসারের দুঃখ কষ্ট তাঁহার নিকট তত কষ্টকর বোধ হইত না। লোকের তাড়নায়, স্ত্রীর ভর্ৎসনায় আরও তাঁহার ভগবদ্‌প্রেম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বণিকদিগের ব্যবসা ভিন্ন জীবিকানির্ব্বাহের আর উপায় নাই। সুতরাং তুকারাম এবার শেষ উদ্যম করিলেন। যাহা কিছু সম্বল ছিল তাহা একত্র করিয়া কতকগুলি লঙ্কা ক্রয় করিলেন এবং তাহা লইয়া কোঙ্কণদেশে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গেলেন। যদিও ইনি নূতন দ্রব্য লইয়া ভিন্নদেশে গিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার ব্যবসায়ের রীতি পূর্ব্ববৎই ছিল, নূতন ব্যবসায়ী দেখিয়া দলে দলে ক্রেতা আসিতে লাগিল। ক্রেতাগণ মূল্য দিয়া আপন ইচ্ছামত লইয়া যাইতে লাগিলেন, অনেকে ধারে লইয়া গেলেন, এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে লাভ হওয়া দূরের কথা, মূলধনের কতক অপচয় হইল। লঙ্কা বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া দেশে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু দৈবের এমনই বিড়ম্বনা যে, পথে আসিবার সময় এক প্রতারকের হস্তে পতিত হইলেন। এই প্রতারক তাঁহাকে কতকগুলি কৃত্রিম স্বর্ণালঙ্কার দিয়া তাঁহার নিকট যাহা ছিল, তাহা লইয়া চলিল। তুকারাম বাটী আসিয়া এই দুর্ব্বুদ্ধিতার জন্য আত্মীয় স্বজনের নিকট যেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, বোধ হয় আর এরূপ কখন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

এদিকে অতিশয় সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হইল, অবলাই দেখিলেন স্বামী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তাঁহার উপর লোকের বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়াছে, কাহারও নিকট আর ধার পাওয়া কঠিন। অবলাই সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের দুহিতা, তাঁহার অনেকের বিশ্বাস ছিল, তিনি ২০০৲ শত টাকা কর্জ্জ করিয়া স্বামীকে অনেক বুঝাইয়া ব্যবসায়ের জন্য দিলেন। তুকারাম এই টাকা লইয়া বালাঘাট নামক স্থানে ব্যবসায়ের নিমিত্ত গমন করিলেন এবং এইবার ক্রয় বিক্রয়ে তাঁহার একচতুর্থাংশ লাভ হইল। তুকারাম গৃহে প্রত্যাগমনকালে দেখিলেন, একজন ব্রাহ্মণকে রাজানুচরগণ ঋণের জন্য বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার পত্নীও এই সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে অনুগমন করিতেছে। ব্রাহ্মণ ঋণ পরিশোধের জন্য ১২ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ভিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই এই টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তুকারাম ব্রাহ্মণের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া একেবারে গলিয়া গেলেন। তখন তিনি আপনার ব্যবসায়লব্ধ সমস্ত অর্থ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ ঋণ মুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণের ক্ষৌরকার্য্য এবং দানের দক্ষিণান্ত স্বরূপ আরও দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। এইবার তুকারামের শেষ সম্বলও গেল।

তুকারাম গৃহে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল এবং সকলে তাঁহাকে পাগল স্থির করিলেন। অবলাই দরিদ্রতার পীড়নে একেই রুক্ষস্বভাবা হইয়াছিলেন। স্বামীর এই ব্যবহারে একেবারে ধারণ করিলেন, তুকারামের গৃহে অবস্থান অতি কঠিন হইয়া উঠিল। এই সময় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, টাকায় দুইসের শস্য বিক্রয় হইতে লাগিল। এই দুর্ভিক্ষে তুকারামের পরিবারবর্গ অন্নাভাবে দারুণ ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন। তুকারাম প্রতিবাসিগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞার সহিত তাড়াইয়া দিত, কেহ কেহ বা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "এখন তোমার বিট্ঠলঠাকুর

কোথায়, বিট্টল-ভক্তির পরিণাম ত দেখিলে।" তুকারাম এই সকল কথায় একেবারে মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু তখন দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আরও বর্দ্ধিত হইল। তুকারামের জ্যেষ্ঠা স্ত্রী পূর্ব্ব হইতেই কাসরোগে পীড়িত ছিলেন, অনাহারে এবং ক্লেশে এই সময় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলই তুকারামকে ধিক্কার দিতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে তুকারামের জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোজীও প্রাণত্যাগ করিল। তুকারাম সন্তোজীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাহার এই অকাল মৃত্যুতে হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন।

তুকারামের জ্ঞান এতদিন পূর্ণ বিকশিত হয় নাই, কিন্তু এইরূপ উপর্য্যুপরি বিপৎপাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, সংসার কর্ম্মক্ষেত্র—সুখের স্থান নহে। সাংসারিক সুখ সমস্তই অলীক ও ভ্রান্তিমাত্র। প্রথমা পত্নী ও পুত্রের মৃত্যুতে তুকারামের সংসার-মোহ এতদিনে অন্তর্হিত হইল। তুকারাম ভাবিলেন, সংসারে সুখের আশায় কতই চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে কি ফল লাভ হইল উত্তরোত্তর কেবল দুঃখ ভোগ করিলাম। সংসারে দুঃখ পর্ব্বতপ্রমাণ, সুখ ভ্রান্তিমাত্র। তুকারাম ইহা ভাবিয়া সংসারবন্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়া দেহুর নিকটবর্ত্তী ভাম্বনাথ নামক একটী পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভগবদারাধনা করিতে লাগিলেন। তুকারাম এই পর্ব্বতে আসিয়া শান্তিলাভ করিবার জন্য সপ্তাহব্যাপী অবিশ্রাম আরাধনা ও চিন্তনের পর তাঁহার হৃদয় শান্তিলাভ করিল *। তুকারাম যখন ভাম্বনার্থে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কানাইয়া চারিদিকে পর্য্যটন করিয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর তুকারাম পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া ইন্দ্রায়ণী তীরে আগমন করিলেন। এই ৭ দিন তুকারামের অন্নাহার হয় নাই। তুকারাম স্নানাহার করিলে কানাইয়া তাঁহাকে সাংসারিক অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। ব্যবসায়ে তুকারামের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইলেও তাঁহার পিতা লোকদিগকে যে সকল ঋণ দিয়াছিলেন, অনেকের নিকট তাহা এখনও পাওনা ছিল। কানাইয়া সেই সকল ঋণের কথা তুলিয়া তাঁহার নিকট কাগজপত্র চাহিলেন, তুকারাম কাগজপত্রগুলি আনাইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন, 'ভাই আর বৃথা আশা বহন করিবার আবশ্যক কি, অদ্য এইগুলি ইন্দ্রায়ণী জলে নিক্ষেপ করা যাউক।' কানাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি সংসারত্যাগী, আপনি পারেন, কিন্তু আমাকে যখন এই পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিতে হইবে, তখন আমার পক্ষে ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়।' তুকারাম কনিষ্ঠের এই কথা শুনিয়া তাহার অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিলেন, আর অর্দ্ধাংশ ইন্দ্রায়ণীর জলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আজি হইতে তোমরা নিশ্চিন্ত হও, এই কন্থা আমার শীতাতপের সম্বল হইবে, ভিক্ষাতেই আমি জীবন ধারণ করিব" এই বলিয়া তিনি কানাইয়াকে বিদায় দিলেন। তুকারামকে এই অবস্থাপন্ন দেখিয়া নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল, কেহ বলিল, ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তুকারামের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, আর কেহ বলিতে লাগিল, তুকারাম জীবিকার জন্য এই সাধুভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তুকারামের নিন্দা ও স্তুতি একই সমান। এখন তুকারাম আপনার ইচ্ছানুরূপ নানাস্থানে ধর্ম্মচিন্তায় সময় অতিবাহিত করিতেন।

তুকারামের পূর্ব্বপুরুষ বিশ্বম্ভর দেহুতে বিঠোবার জন্য যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা সংস্কার অভাবে ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল, তুকারাম এই মন্দির সংস্কার করিবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাঁহার অর্থ কোথায় যে, ইহার কার্য্য সমাধা করিবেন। কিন্তু সাধু উদ্দেশ্য হইতে নিরস্ত হওয়া ভগবদ্ভক্তের পক্ষে সুকঠিন। তুকারাম স্বহস্তে মন্দিরটীর সংস্কার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং স্বয়ং মৃত্তিকা খনন করিয়া মন্দিরনির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সদিচ্ছাপ্রণোদিত কার্য্য কখন অসম্পূর্ণ থাকে না। ক্রমে প্রতিবাসিগণের সাহায্যে উপকরণ দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল। তুকারাম প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় মন্দিরনির্ম্মাণ কার্য্যে পরিশ্রম করিলেন এবং সাধারণের সাহায্যে এই মন্দির রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময় হইতে তুকারাম নব অনুরাগে বিঠোবার পূজা ও নামকীর্ত্তনে নিযুক্ত হইলেন। অন্যান্য ভক্তগণ অভিনব পদাবলী রচনা করিয়া বিঠোবার চরণে উপহার প্রদান করিতেন, কিন্তু তুকারাম এইরূপ পদাবলী রচনা করিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইত, কিন্তু ভক্তি গ্রন্থসমূহে অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁহার এ বাসনা পূর্ণ হইত না।

* তুকারামের চরিতলেখকগণ বলেন, বিঠোবা প্রথমে কৃষ্ণসর্পের আকারে তাঁহার নিকটে আবির্ভূত হইয়া অনেক ভয় প্রদর্শন করেন, কিন্তু তুকারাম কিছুতেই ভীত হন নাই। তখন আকাশবাণী হইল, 'কৃষ্ণসর্পই তোমার আরাধ্য দেবতা' ইহাতে তুকারাম বলেন স্বরূপ মূর্ত্তি দর্শন ভিন্ন আমার পরিতোষ হইবে না, তখন বিঠোবা চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতেই তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন। তুকারাম এই মূর্ত্তি দর্শনে শান্তিলাভ করেন।

এইজন্য তিনি পূর্ব্বতন সাধু ভক্তদিগের গ্রন্থাবলী মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রদেশীয় প্রাচীন ভক্ত-কবি নামদেবের অভঙ্গ, কবীরের পদাবলী, জ্ঞানেশ্বর কৃত গীতাব্যাখ্যা, অমৃতানুভব নামক অধ্যাত্মগ্রন্থ, যোগবাসিষ্ঠ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার হৃদয় আরও ভক্তিবিগলিত হইল। ইহার স্মৃতিশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল, এইজন্য অল্প সময়ের মধ্যে এই সকল গ্রন্থের তত্ত্বাবধারণে সমর্থ হইলেন। তখন তিনি ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপে তুকারামের ধর্ম্মজীবন গঠিত হইতে লাগিল।

তুকারাম দেহুতে প্রত্যাগমনের পরই সাধু ও সজ্জন-দিগের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। যেখানে হরিসঙ্কীর্ত্তনের জন্য ১০ জন একত্র হইত, পাছে ভক্তগণের চরণ কঠিন কঙ্করে ক্লিষ্ট হয়, এইজন্য তিনি সেই স্থান নিজ হস্তে মার্জ্জন করিতেন। সকলে যখন হরি-কথা শ্রবণের জন্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেন, তখন তিনি তাহাদের পাদুকা রক্ষা করিতেন। তুকারামের জীবনে যেন আর কোন লক্ষ্য নাই, পরের উপকার ও সাধুদিগের সেবা করিতে পাইলেই তিনি চরিতার্থ হইতেন। তুকারামের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অনেক লোক তাহাকে দিয়া বৃথা পরিশ্রম করাইয়া লইতেন, তুকারামের স্ত্রীর ইহা সহ্য হইত না। তিনি এইজন্য অনেকের সহিত কলহ করিতেন। তুকারামের জীবনীলেখকগণ তুকারামের স্ত্রীর বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া তাহাকে মুখরা প্রভৃতি বলিয়া দুষিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহাকে প্রকৃত পতিপরায়ণা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। অবলাই ধনবানের কন্যা, যখন ইহার বিবাহ হয়, তখন তুকারামের সমৃদ্ধির অবস্থা, ক্রমে অদৃষ্ট দোষে দরিদ্রতাপীড়নে তাহাকে সর্ব্বদা অন্নচিন্তায় ব্যস্ত থাকিতে হইত। তুকারাম বিঠোবাভক্তিতে এই সমস্ত হারাইয়াছেন, তাঁহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল, এই কারণে অবলাই তুকারামকে অনেক সময় তিরস্কার করিত, কিন্তু তাহার একটী প্রধান গুণ ছিল, স্বামীকে ভোজন না করাইয়া নিজে কখন ভোজন করিত না। এইজন্য তুকারাম গৃহ হইতে অদৃশ্য হইলে, অবলাইকে নদীতীর, প্রান্তর, পর্ব্বতগুহা, যেখান হইতেই হউক তুকারামকে অন্বেষণ করিয়া আহার না করাইয়া অবলাই কিছুতেই নিরস্ত হইতেন না। তুকারাম ভাম্বনাথ পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে অবলাই আহার্য্য দ্রব্য লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিতেন। এক দিন এইরূপ অবস্থায় রৌদ্রে তপ্ত ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তুকারাম ইহার ক্লেশ দেখিয়া সেই হইতে দেহুতেই থাকিলেন।

তুকারাম নামদেবের রচিত অভঙ্গ হইতে ধর্ম্মজীবন বিকাশের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই সময় এক দিন তিনি স্বপ্ন দেখেন, বিঠোবা দেব উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, 'তুকারাম! আমার ভক্ত নামদেব যত অভঙ্গ রচনা করিবার মনন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই, তুমি তাহা সমাপ্ত করিয়া জীবের কল্যাণ সাধন কর, আমি তোমাকে সৎপ্রেমজ্ঞান প্রদান করিতেছি,' বিঠোবা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

তুকারাম প্রথমে ভাগবতের দশমস্কন্ধবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ৯০০ শত শ্লোক বর্ণন করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং সঙ্কীর্ত্তনের সময় তুকারামের মুখ হইতে ভাবময়ী কবিতা অনর্গল নিঃসৃত হইত। ধর্ম্মবিদ্বেষিগণও তুকারামের এই উপদেশপূর্ণ পদাবলী শুনিয়া একেবারে আত্মবিস্মৃত হইত, এই সঙ্কীর্ত্তনের এমনই এক মোহিনীশক্তি ছিল, যে একবার তাহা শুনিত, আর তাহা ভুলিত না, তাহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া থাকিত।

আগে যাহারা তুকারামকে পাগল বলিয়া ঘৃণা করিত, এখন তাহারা তুকারামের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তুকারামের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তুকারাম যে একজন প্রকৃত সাধু, তাহা সকলের দৃঢ় ধারণা জন্মিল। জনমানবহীন স্থানই তপস্যার উপযুক্ত, তুকারাম পূর্ব্বে ইহা স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। সংসারে থাকিলে তিনি নানাপ্রকারে জীবের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন, এই ভাবিয়া সংসারের প্রতি বিরাগ হ্রাস হইল। তিনি পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিলেন। তুকারাম অনাসক্ত ভাবে সংসারে থাকিয়া নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কীর্ত্তন শুনিবার জন্য বহুদেশ হইতে কত লোক আসিতে লাগিল। এই সময় দলে দলে তুকারামের শিষ্য হইতে লাগিল। তুকারাম নব অনুরাগে ও উৎসাহে কীর্ত্তন করিতেন। তুকারামের শিষ্যদিগের মধ্যে গঙ্গাধরপন্থ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ও সন্তাজী নামে একজন তৈলিক এই দুইজনই প্রধান। তুকারামের পশ্চাৎ কীর্ত্তন ও কথকতার সময় ইহারা করতাল ও বীণা লইয়া ধূয়া ধরিতেন। গঙ্গাধরপন্থের উপর তুকারামের কবিতা লিখিবার ভার ছিল। এই সময় কপট ধার্ম্মিকগণ তুকারামের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। মম্বাজী বাবা গোঁসাই নামে একজন ব্রাহ্মণ ইহার

প্রতি প্রথম অত্যাচার আরম্ভ করেন। মম্বাজী গোঁসাই এই গ্রামে একটী মঠ করিয়া মোহান্ত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে ইঁহাকে সকলই ভক্তি করিত, এই তুকারামের প্রতি সকলের অনুরাগ দেখিয়া ইঁহাকে জব্দ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তুকারামের একটী মহিষ এক দিন এই মন্দিরে বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, এই উপলক্ষ করিয়া মনের সাধে তাঁহাকে গালি দিলেন এবং মন্দিরের গা ঘেঁসিয়া কাঁটার বেড়া দিলেন। একদা সায়ংকালে একাদশীতে বিঠোবার দর্শনার্থ এই মন্দিরে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল, ইহার চারিদিকে কাঁটার বেড়া থাকায় দর্শকদিগের কষ্ট হইতেছে দেখিয়া তুকারাম স্বহস্তে কাঁটা উৎপাটিত করিয়া স্থান পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন। মম্বাজী গোঁসাই তুকারামকে কাঁটা তুলিতে দেখিয়া একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ঐ কাঁটা লইয়া তুকারামকে প্রহার করিতে লাগিলেন। একটীর পর একটী করিয়া ১০।১৫টী কণ্টকযষ্টি তুকারামের পৃষ্ঠে ভগ্ন হইলে মম্বাজী ক্লান্ত হইয়া প্রহারে ক্ষান্ত হইলেন। গোঁসাই প্রভু এইরূপে তুকারামকে প্রহার করিয়া মন্দিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তুকারাম নিঃশব্দে সকল সহ্য করিল। তুকারামের এই অবস্থা দেখিয়া সকলেরই নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল। তুকারাম এই প্রহার উপলক্ষ করিয়া কএকটী অভঙ্গ রচনা করেন।

তুকারাম যে কিরূপ অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। তিনি এইরূপে দণ্ডিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, অবলাই তাঁহার অঙ্গবেদনা লাঘবের জন্য শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারাম কিছু সুস্থ হইলে একাদশীর হরিজাগরণের নিমিত্ত সমস্ত আয়োজন হইল, কীর্ত্তন শুনিতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল, কিন্তু মম্বাজী গোঁসাই আসিলেন না, তখন তুকারাম তাঁহার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি সেই লোককে ফিরাইয়া দিলেন। তুকারাম তখন নিজে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "স্বহস্তে বহুক্ষণ যষ্টি প্রহার করাতে প্রভুর শ্রান্তি হইয়াছে, ইহা আমারই দোষে ঘটিয়াছে, এখন আমাকে ক্ষমা করিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করুন।" মম্বাজী তুকারামের এই ব্যবহারে একেবারে স্তম্ভিত হইলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার বিদ্বেষ ভাব দূর হইল এবং অন্তরের সহিত তুকারামের প্রতি অনুরক্ত হইলেন।

দীক্ষা না হইলে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না, এইজন্য এক দিন বিঠোবা স্বপ্নে ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া তুকারামকে "রাম, কৃষ্ণ, হরি" এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের অন্তর্দ্ধানে তুকারাম অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার কিছুতেই শান্তি হইত না। তুকারাম মনে ভাবিলেন, পুনঃসংসারে প্রবেশই আমার শান্তি না পাইবার কারণ। এই ভাবিয়া আবার কিছুদিনের জন্য সংসার পরিত্যাগ করেন। এই গ্রামের নিকটে বল্লালের বন নামে একটী অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং প্রতিদিন প্রত্যূষে ইন্দ্রায়ণী নদীতে স্নান করিয়া, বিঠোবা দেবদর্শন করিয়া অরণ্যে যাইতেন, এই সময় কোন দিন ফিরিয়া না আসিলে তুকারামের স্ত্রী অবলাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলেন, পরে ইন্দ্রায়ণীতীরে তুকারামকে ধরিলেন, অনেক বলিয়া কহিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন 'আমি আর ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত করিব না'। কিন্তু অবলাই এ প্রতিজ্ঞা অনেক দিন রাখিতে পারিলেন না, কারণ তুকারামের তিনটী কন্যা দুই পুত্র ছিল। কন্যা তিনটীর নাম ভাগীরথী, কাশী ও গঙ্গা; পুত্র দুইটীর নাম মহাদেব ও বিঠোবা। একে এই পুত্রকন্যাদিগকে প্রতিপালন, ইহার উপর প্রভূত অতিথিসমাগম, এইজন্য অবলাইকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত, কাজেই অনেক সময় ইহার জন্য তুকারামকে দুই চারি কথা বলিতে হইত। এ দিকে প্রথমা কন্যা বিবাহের যোগ্যা হইয়াছে, তুকারামকে এই কথা সর্ব্বদাই বলিতেন, এক দিন তুকারাম পাত্রানুসন্ধানে গমন করিয়া স্বজাতীয় তিনটী বালককে দেখিতে পান, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া একই দিনে তিনটী কন্যা সম্প্রদান করেন।

তুকারাম অবলাইয়ের হস্ত হইতে এইবার নিষ্কৃতি পাইলেন। তুকারামের খ্যাতি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছিল, অনেক দূর দেশ হইতে লোক আসিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল। তুকারাম শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন, শাস্ত্রজ্ঞানরহিত হইয়াই শাস্ত্রের মর্ম্ম সাধারণের নিকট প্রচার করেন, ইহা কাহার কাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। মম্বাজীর ন্যায় রামেশ্বর ভট্ট নামক একজন ব্রাহ্মণ তুকারামের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। রামেশ্বর নিজে রাজমান্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি গ্রামাধিকারীকে বুঝাইলেন, তুকারাম শূদ্র হইয়া শ্রুতির মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। সকল ধর্ম্মকর্ম্ম উৎপাটিত করিয়া নামমহিমা প্রচার ও ভক্তিপথস্থাপনে চেষ্টা করিতেছেন, গ্রামাধিকারী এই কথা শুনিয়া তুকারামকে নির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করিলেন। তুকারাম বিষম বিপদে পড়িলেন। তুকারাম ভাবিলেন, রামেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইব, এই ভাবিয়া রামেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। রামেশ্বর অতিশয় গর্ব্বিত ছিল, এইজন্য বিপরীত

ফল ফলিল, রামেশ্বর বলিলেন, তুমি যে সকল অভঙ্গ রচনা করিয়াছ, তাহাতে শ্রুতির অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তুমি এই সকল অভঙ্গ ইন্দ্রায়ণীর জলে নিক্ষেপ কর।

ব্রাহ্মণের আজ্ঞা অপরিহার্য্য, এই জন্য তুকারাম হৃদয়ের ধন সেই অভঙ্গগুলি ইন্দ্রায়ণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন।

তুকারাম ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইলেন। অন্নজল ত্যাগ করিয়া বিঠোবার চরণ অনবরত ধ্যান করিতে লাগিলেন, ত্রয়োদশ দিন এইরূপ ভাবে অতিবাহিত হইল। পরে বিঠোবা স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি সেগুলি রক্ষা করিয়াছি, তুমি উদ্ধার কর।' গ্রামের লোকেরা এই কবিতা উদ্ধার করিয়া তুকারামকে প্রত্যর্পণ করেন। তুকারাম এই উপলক্ষে ৭টী অভঙ্গ রচনা করেন। পরে রামেশ্বরও তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বাহুবলে, জ্ঞানবলে ও ভক্তিবলে মহারাষ্ট্রদেশ অপূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। বাহুবলের অবতার স্বরূপ শিবাজী, জ্ঞানবলের অবতার রামদাস স্বামী, এদিকে ভক্তিবলে তুকারাম, মহারাষ্ট্রদেশে শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। তুকারাম, শিবাজী এবং রামদাসস্বামী কেবল এক সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নহে, পরস্পরের সহিত অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। তুকারামের সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ ও সম্মিলন, তাহাদিগের উভয়েরই জীবনের এক একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিবাজী তুকারামকে পুণায় আনিবার জন্য সম্ভ্রমসূচক ছত্র, অশ্ব ও একজন কারকুন প্রেরণ করেন, কিন্তু তুকারাম সম্পদ্‌কে বিষের মতন ভাবিতেন, কাজেই বহুজনাকীর্ণ পুণা সহরে তাঁহার যাইবার আদৌ ইচ্ছা হইল না। তিনি শিবাজীর জন্য কএকটী অভঙ্গ রচনা করিয়া কারকুনকে বিদায় করিলেন। কিন্তু শিবাজী তুকারামের অভঙ্গ ও গুণ শুনিয়া একেবারে মোহিত হইয়াছিলেন, এই জন্য স্থির থাকিতে পারিলেন না। শিবাজী রাজপদ তুচ্ছ করিয়া তুকারামের পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলেন, শিবাজী প্রভৃত স্বর্ণমুদ্রা তুকারামকে উপহার প্রদান করিলেন। তুকারাম শিবাজীপ্রদত্ত প্রভূত স্বর্ণরাশির দিকে একবার মাত্রও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না এবং কহিলেন, 'মহারাজ, হরিসেবকের নিকট মৃত্তিকা ও সুবর্ণমুদ্রায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই, ইহাতে মোহ ও আশা বর্দ্ধিত হয় মাত্র।' এ দৃশ্য বাস্তবিকই অবলোকনীয়। একদিকে রাজচক্রবর্ত্তী শিবাজী কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান, অপরদিকে প্রভূত সুবর্ণমুদ্রা। শিবাজী তাঁহার নিস্পৃহতা দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইলেন এবং নিজ রাজপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এই সন্ন্যাসীর ক্ষমতা অধিক এই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি রাজকার্য্যে অবহেলা করিয়া তুকারামের কীর্ত্তন ও ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন স্থির করিলেন, পরে তুকারাম তাঁহাকে উপদেশ দিয়া পুণা সহরে প্রেরণ করেন। এইরূপে তুকারামের দিন দিন প্রতিপত্তি ও শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তুকারামকে দেবাবতার ও দেবানুগৃহীত পুরুষ বলিয়া সকলে অর্চ্চনা করিতে লাগিল। এই সময় তুকারাম সর্ব্বদা বলিতেন, 'প্রভো আর কেন আমাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া চলুন।'

ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায় এইখানে অনেক প্রকার কুৎসিত আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে, তুকারাম এইবার হোলির কুৎসিত আমোদ রহিত করিয়া নামকীর্ত্তনের নির্ম্মল ভক্তির উচ্ছ্বাসে এইস্থান প্লাবিত করিলেন। এই রাত্রিতে ২৪টী অভঙ্গ রচনা করেন, তাহা "কায়ব্রহ্মকরণ" অর্থাৎ ব্রহ্মে দেহসমর্পণ নামে পরিচিত। পর দিন প্রাতে তিনি কীর্ত্তন করিয়া শিষ্যদিগকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া বলিলেন, 'আমি বৈকুণ্ঠে গমন করিব।' অবলাইকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন, 'তোমায় বৈকুণ্ঠে যাইতে হইবে, আইস, আমরা দুইজনে একত্র হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করি।' অবলাই ভাবিলেন, প্রভু কোন তীর্থে গমন করিতেছেন, এই ভাবিয়া উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমি একে গর্ভবতী, তাহাতে সংসার ফেলিয়া কেমন করিয়া যাইব।' তুকারাম এইরূপে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নামঘোষণা করিতে করিতে বহির্গত হইলেন। তুকারাম সত্য সত্যই যে মহাপ্রস্থান করিলেন, তাহা কাহারও বিশ্বাস হইল না। ১৫৭১ শকাব্দে ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে তুকারাম মহাপ্রস্থান করেন, এই হইতে তুকারামকে আর দেখা যায় নাই। তুকারাম তিরোহিত হইয়াছেন, এই সংবাদ চারিদিকে ঘোষিত হইল। সকলই হাহাকার করিতে লাগিলেন, তুকারামের দেহ পাওয়া যায় নাই বলিয়া তিনি স্বশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া তাহার চরিতলেখকগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তুকারাম তিরোভাব-কালে অবলাইকে বলিয়া গিয়াছিলেন, তোমার গর্ভে এবার যে সন্তান হইবে, তাহার নাম নারায়ণ রাখিও এবং এই সন্তান বিশেষ ভক্তিমান্ হইবে, তুকারামের এই ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছিল। নারায়ণ সত্য সত্যই বিশেষ হরিভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে শিবাজী হরিভক্ত শিশুকে দেখিতে দেহুগ্রামে আসিয়াছিলেন এবং এই পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কএকখানি গ্রাম জায়গীর দিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশীয়গণ এই সকল জায়গীর ভোগ-দখল করিতেছে।

তুকারাম যে সকল অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সকলই প্রায় এই ভাবে লিখিত—

১। সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ্ সকল অবস্থাতেই ভগবান্‌কে ভক্তি করিবে।

২। ত্রাতা, পাতা ও শরণ্যরূপে তাহাতেই নির্ভর করিয়া থাকিবে।

৩। তিনি কেবল ভক্তিলভ্য। বাহ্যানুষ্ঠানে তাঁহাকে লাভ করা যায় না।

৪। জীবের প্রতি অনুকম্পা, চরিত্রের নির্ম্মলতা, আত্মানুভূতি, এই সকল ধর্ম্মের লক্ষণ। ভস্মলেপনাদি ধর্ম্মের নিকৃষ্ট অংশ মাত্র।

৫। দ্বিজ, শূদ্র, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি সকলই ভগবানের কৃপার অধিকারী।

৬। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ অতি নিকট এবং অতি মধুর। তিনি আমাদের দূর নহেন। ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়।

ইহাই তুকারামের প্রচারিত ধর্ম্মের মূলমন্ত্র এবং ইহা দ্বারাই তিনি মহারাষ্ট্রদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।

তুকোজী হোলকর, ইন্দোরের একজন অধিপতি। মলহার রাওর পুত্র খণ্ডেরাও পিতার জীবদ্দশাতেই (১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে) কুম্ভের দুর্গের অবরোধ-কালে নিহত হন। ভারতপ্রসিদ্ধ অহল্যাবাইএর সহিত এই খণ্ডেরাওর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে মল্লিরাও জন্মগ্রহণ করেন। মলহার রাও ইহলোক পরিত্যাগ করিলে মল্লিরাও সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে অধিক দিন আর রাজদণ্ড পরিচালন করিতে হয় নাই। অভিষেকের ৯ মাস পরেই তিনি কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন।

এ সময় মলহার রাওর আর কোন্ উত্তরাধিকারী ছিল না। অহল্যাবাইএর এক কন্যা হইয়াছিল বটে, কিন্তু এক ভিন্ন শ্রেণীর সামন্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, এজন্য হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তিনি উত্তরাধিকার পাইলেন না। অহল্যাবাই এ সময় আপনার হস্তে রাজ্যশাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সৈন্যপরিচালনা করা স্ত্রীলোকের পক্ষে সঙ্গত নয় ভাবিয়া স্বজাতীয় তুকোজী হোলকরকে (১৭৬৭ অব্দ) সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। ইন্দোরের ইতিহাসে তুকোজী হোলকরের অভিষেক এই সময় হইতে ধরা হয়।

মলহার রাও হোলকরের সহিত তুকোজীর কোন নিকট সম্পর্ক ছিল না। তিনি মলহার রাওএর অধীনে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহার বীর্য্যবত্তা, প্রভুভক্তি ও সাহসে পরিতুষ্ট হইয়া মলহার তাঁহাকে কতকগুলি সেনার নায়কপদে নিযুক্ত করেন। বুদ্ধিমতী অহল্যাবাই তুকোজীর দক্ষতা ও বিচক্ষণতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই রাজ্যের সর্ব্বপ্রথম করিয়া লইলেন। অহল্যা-বাইএর অনুমতি অনুসারে তুকোজী আপনার উচ্চপদের নিদর্শন স্বরূপ খেলাত পাইবার জন্য মহারাষ্ট্র রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পুণায় তুকোজী যথেষ্ট সম্মান-লাভ করিলেন।

তাঁহার সময় গঙ্গাধর প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। হোল-কর রাজ্যে ইঁহারও বেশ ক্ষমতা ছিল। অহল্যাবাই সেনা-পতিত্ব ছাড়া শীঘ্রই তুকোজীকে 'হোলকর' অথবা রাজসম্ভ্রম-সূচক উপাধি প্রদান করিলেন। অহল্যাবাই এমন কৌশল-ক্রমে এই সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন, যে কেহই তাঁহাতে কোন অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারে নাই। তুকোজী নির্ব্বিবাদে ৩০ বর্ষ কাল এই উচ্চ সম্মান ভোগ করিয়াছিলেন, এই সুদীর্ঘ কাল অহল্যাবাইএর গুণে একদিনের জন্যও রাজ্যে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই।

অহল্যাবাই যে উপকার করিয়াছেন, কৃতজ্ঞ তুকোজী এক দিনের জন্যও তাহা বিস্মৃত হন নাই। তিনি অহল্যা-বাই অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় হইলেও অহল্যাবাইকে মাতৃসম্বোধন করিতেন। কিন্তু অহল্যাবাইএর অভিপ্রায় মত তাঁহার মুদ্রায় 'মলহার রাও হোলকরের পুত্র তুকোজী' এইরূপ অঙ্কিত থাকিত।

তুকোজী 'হোলকর' উপাধি গ্রহণ করিবার পর সসৈন্যে প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেন। এই সময়ে সাতপুরগিরিমালার দক্ষিণাংশ তাঁহার শাসনাধীন এবং উত্তরাংশ অহল্যাবাইএর শাসনাধীন ছিল। তিনি যখন হিন্দুস্থানে ছিলেন, রাজপুতানা ও বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত স্বোপার্জ্জিত জনপদ হইতে নিজে কর আদায় করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই দূর দেশে থাকায় আপন ইচ্ছামত কার্য্য-করিতেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই অহল্যাবাইএর নিকট কার্য্য-বিবরণী পাঠাইয়া দিতেন এবং তাঁহার মন্ত্রণা অনুসারে কার্য্য করিতেন।

বাস্তবিক যতদিন অহল্যাবাই বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন রাজপদ পাইয়াও তুকোজী কেবল প্রধান সেনাপতি ও তাঁহার নিকটবর্ত্তী স্থানের রাজস্ব-আদায়কারী কর্ম্মচারীর ন্যায় কর্ম্ম করিতেন। এমন কৃতজ্ঞ, এরূপ উচ্চ প্রকৃতির লোক আর হোলকর রাজ্যে দেখা যায় না।

তিনি যেমন প্রভুভক্ত আবার তেমনি মিত্রপ্রিয় ছিলেন।

পাণিপথের যুদ্ধের পর মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্ম মহারাষ্ট্রবীরগণের একবার শেষ ইচ্ছা হয়। তখন তুকোজী হোলকর পুণায় গিয়া পেশবার নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। পেশবার আদেশে রামচন্দ্রগণেশের সহিত তিনি যবনসমরে প্রেরিত হইলেন। এ সময় নাজিব্উদ্দৌলা একজন প্রধান মুসলমান সর্দ্দার ছিলেন। প্রথমে মহারাষ্ট্রগণ (১৭৭০ খৃষ্টাব্দে) তাঁহারই অধিকৃত নাজিবাবাদ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। নাজিব্ খাঁর সহিত মলহাররাও হোলকরের মিত্রতা ছিল। তুকোজী সেই সূত্রে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে মাধোজী সিন্ধিয়া অতিশয় চটিয়া গিয়া বলিলেন, 'আমরা প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছি, সন্ধি স্থাপন করিতে আসি নাই। আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের শোণিতের কি প্রতিশোধ লওয়া হইবে না? তুকোজী মুসলমান ওমরাহের সহিত ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতেছেন। পুণায় পেশবাকে সংবাদ দেওয়া হউক। আমরা তাঁহার আদেশবাহী মাত্র; তাঁহার আদেশ অনুসারেই কার্য্য করিব।' কিন্তু তুকোজী সিন্ধিয়ার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। যাঁহার সহিত তিনি একবার কথা দিয়াছেন, তাঁহার আবার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কিছুতেই তিনি সম্মত হইলেন না। তিনি নাজিব্উদ্দৌলার সহিত পূর্ব্ব মিত্রতা রক্ষা করিলেন। তাহাতে মহারাষ্ট্রগণের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা জাট ও রাজপুত রাজ্যে অবলীলাক্রমে লুটপাট ও কর আদায় করিতে লাগিলেন।

নাজিব্উদ্দৌলা তুকোজীর উদার প্রকৃতিতে অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কি, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়পুত্র জবিতা খাঁকে তুকোজীর হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রদিগের করাল কবল হইতে তুকোজী ব্যতীত কেহই তাঁহার পরিবারবর্গকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

বাস্তবিক তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রগণ হিন্দুস্থানের অধিকাংশ গ্রাস করিয়া ফেলিল। এই সময় সিন্ধিয়া হিন্দুস্থানে একপ্রকার সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তুকোজী সহযোগীর উন্নতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধীন সামন্তের ন্যায় কার্য্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি মালবে ফিরিয়া আসিলেন।

কিছুদিন পরে পেশবা মধুরাওর মৃত্যু ও রাঘব কর্ত্তৃক পেশবার কনিষ্ঠ সহোদর নারায়ণ রাওর মৃত্যুতে মহারাষ্ট্র সামন্তগণ দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলেন। হত্যাকারীর বিরুদ্ধে এই সময় "বারভাই" নামে মহারাষ্ট্র সর্দ্দারগণ একদল করিয়াছিলেন, মাধোজী সিন্ধিয়া ও তুকোজী এই দলে যোগ দিয়াছিলেন। তাহাতেই বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত তুকোজীকে যুদ্ধ করিতে হয়।

নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুর পর মধুরাও নামে এক পুত্র জন্মে। সর্দ্দারগণ সেই মধুরাওকেই পেশবা পদে বরণ করেন; কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা বালাজী জনার্দ্দনের হস্তে রহিল। (যিনি ইতিহাসে নানা ফড়নবিশ নামে খ্যাত) রাঘবের বিরুদ্ধে যে সৈন্যদল গঠিত হয়, তাহাতে এই জনার্দ্দন যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল আপটনের মধ্যস্থতায় উভয়দলে এক সন্ধি হয়, কিন্তু সে সন্ধি রক্ষিত হয় নাই। অবশেষে সালবাই নামক স্থানে এক সন্ধি হয়, তাহাতেই যুদ্ধ ক্ষান্ত হয়।

পুণা গবর্মেণ্ট নিজামের সহযোগিতায় টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করেন (১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে), তাহাতে তুকোজী প্রধান কর্ম্মের ভার লইয়াছিলেন। পরবৎসর তিনি মহেশ্বরে উপস্থিত হইয়া অহল্যাবাইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাতেই সমস্ত গোলমাল মিটিয়া যায়।

প্রথম বাজীরাওয়ের ঔরসে এক মুসলমানরমণীর গর্ভে আলী বাহাদুর নামে এক পুত্র হয়। বুন্দেলখণ্ডের অধিকাংশ এই আলী বাহাদুরের ও সমস্ত ভারতবর্ষে মাধোজী সিন্ধিয়ার অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্ম মহারাষ্ট্রগণ সচেষ্ট হন, এই বিষয়েও যোগ দিবার জন্য তুকোজী আহুত হন, কিন্তু তুকোজী মাধোজী সিন্ধিয়ার জন্ম কোন সাহায্য করিতে সম্মত হন নাই। এই সূত্রে যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহাতে তুকোজীও কোন উপকার পান নাই। অবশেষে হিন্দুস্থানের রাজস্বে হোলকর ও সিন্ধিয়ার সমান অংশ আছে বলিয়া স্বীকৃত হয়। রণজী সিন্ধিয়া ও মলহার রাও হোলকরের মধ্যে দেনা পাওনা লইয়া যে হিসাবের গোল ছিল, তাহা এই সময় মিটান হয়। কয়েকটী জেলা দেনা পরিশোধের জন্ম তুকোজীকে দেওয়া হয়, কিন্তু মাধোজীর প্রাবল্যে তাহা হইতে তুকোজী বিশেষ কোন লাভ পান নাই। মাধোজী এই সময় পুণার দরবারে স্বীয় প্রভুতা স্থাপন করিতে উপস্থিত হইলে তুকোজী সর্দ্দারগণের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইয়া পড়েন। সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি লুক দাদা লাখিরী গিহড় সঙ্কটে তুকোজীর সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ডি-বয়েন নামক ফরাসী সেনাপতির পদাতিক দল কর্ত্তৃক পরাজিত হন। সিন্ধিয়ার সৈন্য পলায়ন করিলে তুকোজীর সৈন্যগণ ইন্দোর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হয়, কিন্তু মালবের মধ্যে সিন্ধিয়ার কোন ক্ষতি করে নাই। এ যুদ্ধে সিন্ধিয়া

ও হোলকরের কোন স্বার্থ ছিল না, উভয় দলের সর্দ্দারের স্পর্দ্ধা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য।

তুকোজী মালবে কয়েকমাস অবস্থান করেন। এই সময় বহুদিন হইতে সঙ্কল্পিত নিজাম আলী খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য পুণায় সর্দ্দারগণ একত্র হইতেছিলেন, তাঁহারা তুকোজীকে আহ্বান করিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ ঘটে। এ সময় তুকোজীর বয়স ৭০ বৎসর। মাধোজী সিন্ধিয়ার এই সময় মৃত্যু হইলে, ইনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সর্দ্দার বলিয়া সসম্মানে কালযাপন করেন, কিন্তু দৌলতরাও সিন্ধিয়ার ক্ষমতাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। নিজামকে পরাজিত করিবার জন্য যত যুদ্ধ হয়, তাহাতে হোলকর প্রকৃত পক্ষে সিন্ধিয়াকে পরামর্শ দানে সাহায্য করেন, বিশেষ কার্য্য কিছুই করেন নাই। এই যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি বীর পুরুষ, সমরকুশল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত অহল্যা-বাইএর নিকট যেরূপ বাধ্য, বশীভূত ও কৃতজ্ঞ ছিলেন, তজ্জন্য শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে হয়।

তুক্রেশ্বরী পাহাড়, আসামের মধ্যে গোয়ালপাড়া জেলাস্থ একটী পাহাড়। ইহার শিখরে জনৈক বিজনী-রাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী সুন্দর প্রাচীন মন্দির আছে, তন্মধ্যে দুর্গাদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। মন্দিরটী অতি সুদৃশ্য কারুকার্য্যবিশিষ্ট, গঠনপ্রণালীতে যথেষ্ট কৌশল আছে। এখানে নানা স্থানের সন্ন্যাসী ও যাত্রী আসে। পর্ব্বতে কেবল সন্ন্যাসীর বাস। সন্ন্যাসীর মধ্যে একজন রাজা ও সন্ন্যাসিনীগণের মধ্যে একজন রাণী উপাধি পাইয়া থাকেন। ইহারাই এখানকার সামাজিক বিষয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া মাননীয়।

তুক্ক (দেশজ) ১ বাণবিশেষ। ২ শ্লোকের শেষ ভাগ।

তুক্ষ (ত্রি) তুষ্‌-বাহুলকাৎ কৃস। তোষযুক্ত, সন্তুষ্ট। তুক্ষ পক্ষাদিত্বাৎ ফক্। তৌক্ষায়ণ, তৎসন্নিকৃষ্ট-দেশাদি।

তুখড় (দেশজ) চালাক, নিপুণ।

তুখার (পুং) বিন্ধ্যপর্ব্বতস্থ জাতি ভেদ।

"যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াস্তুথারাস্তুম্বুরাস্তথা।
অধর্ম্মরুচয়স্তাত বিদ্ধি তান্ বেণসম্ভবান্॥" (হরিবংশ ৫ অঃ)

মহর্ষিগণ মোহান্ধ ও মদগর্ব্বিত বেণকে নিগ্রহ করিয়া মন্থন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে এই জাতির উৎপত্তি হয়, ইহারা বিন্ধ্যগিরিতে অবস্থান করে। এইজাতি অসভ্য ও অধর্ম্মরতি, তুম্বুর বা তুখার নামে প্রসিদ্ধ। (হরিবংশ ৫ অঃ)

তুগা (স্ত্রী) তুজ-বাহুলকাৎ ঘ কিচ্চ। বংশলোচন, ইহা ক্ষয় কাশ, শ্বাস ও কাসবিনাশক।

তুগাক্ষীরী (স্ত্রী) তুগা সাএব ক্ষীরী। বংশলোচনা।

তুগ্র (ক্লী) তুজ-রক্ ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ জস্য গঃ। বৈদিক কালের একজন রাজর্ষি। ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উপাসক ছিলেন। ইহার পুত্রের নাম ভুজ্যু। ইনি দ্বীপান্তরবাসী শত্রুদিগকে শাসন করিবার জন্য আপনার পুত্রকে সমুদ্রপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। [ভুজ্যু দেখ।]*

ভুজ্যু সমুদ্র পথে অনেক দূর গমন করিলে বায়ু দ্বারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া অশ্বিনীকুমারের স্তব করিয়াছিল। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সেনার সহিত ভুজ্যুকে নিজের নৌকায় করিয়া তাঁহার পিতার নিকটে তিন দিনে পৌঁছিয়া দিয়াছিলেন। (ঋক্ ১।১১৬।৩)

তুগ্র্য (ক্লী) ১ জল। "পিব স্বধৈনবানামুত যস্তুগ্র্যে স চ" (ঋক্ ৮।৩২।২০) 'বুসং তুগ্রমিত্যুদকনামসু পাঠাৎ' (সায়ণ) তুগ্রস্য রাজর্ষেরপত্যং বা যৎ। ২ তুগ্রপুত্র ভুজ্যু। "অস্তং বয়ো ন তুগ্র্যং" (ঋক্ ৮।৩।২৩) 'তুগ্র্যং তুগ্রপুত্রং' (সায়ণ)

তুগ্র্যা (স্ত্রী) তুগ্র্য-টাপ্। জল। (নিঘণ্টু) "আবঃ শমং বৃষভং তুগ্র্যাসু" (ঋক্ ১।৩৩।১৫) 'তুগ্র্যাসু জলেষু' (সায়ণ)

তুগ্র্যাবৃধ্ (ত্রি) তুগ্র্যা বৃধ্-কিপ্। উদকবর্দ্ধয়িতা, জলের বৃদ্ধিকর্ত্তা। "বর্তব উক্‌থেষু তুগ্র্যাবৃধং" (ঋক্ ৮।৪৫।২৯) 'তুগ্র্যাবৃধং উদকস্য বর্দ্ধয়িতারং' (সায়ণ)

তুগ্বন্ (ত্রি) তুজ কনিপ্ ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ জস্য গত্বং। হিংসক। "সুবাস্তা অধি তুগ্বনি" (ঋক্ ৮।১৯।৩৭)

তুঘান্ খাঁ, দিল্লীর সম্রাট্ আল্‌তমাসের একজন ক্রীতদাস, ইহার পূর্ণ নাম মালিক আইজুদ্দীন্-তুগ্রিল্-তুঘান্ খাঁ। ইনি সুন্দর রূপবান্ পুরুষ ছিলেন। ইহার গুণও যথেষ্ট ছিল, দয়া, দাক্ষিণ্য, মহিমা, ভদ্রতা, উচ্চাশয় ও লোকপ্রিয়তায় সকলেই ইহার সুখ্যাতি করিত।

সুলতান আল্‌তমাস ইহাকে ক্রয় করিয়া সর্ব্ব প্রথমে সাকি-ই-খাস্ (নিজ পানপাত্র-বাহক) পদে এবং তৎপরে সর্‌দওয়াত-দার (প্রধান লেখ্যাধাররক্ষক) পদে নিযুক্ত করেন, পরে ক্রমশঃ বাদ্‌শাহী পাকশালের অধ্যক্ষ ও অশ্বশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তৎপরে ৬৩০ হিজিরায় বদাউন্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন। তুঘান্ খাঁ এই স্থানে

* "তুগ্রোহ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্ মমৃবাঁ অবাহাঃ।" (ঋক্ ১।১১৬।২)

'অত্রেয়মাখ্যায়িকাঃ। তুগ্রো নামাশ্বিনোঃ প্রিয়ঃ কশ্চিদ্রাজর্ষিঃ। স চ দ্বীপান্তরবর্ত্তিভিঃ শত্রুভিরত্যন্তমুপদ্রুতঃ সন্ তেষাং জয়ায় স্বপুত্রং ভুজ্যুং সেনয়া সহ নাবা প্রাহৈষীৎ সা চ নৌর্মধ্যে সমুদ্রমতিদূরং গতা বায়ুবশেন ভিন্নাসীৎ। তদানীং স ভুজ্যুঃ শীঘ্রমশ্বিনৌ তুষ্টাব।' (সায়ণ)

সুখ্যাতি লাভ করিলে পর তাঁহাকে বিহারের শাসন ভার দেওয়া হইল। ৬৩১ হিজিরায় লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা মালিক যুঘন্‌তাতের মৃত্যু হইলে তুঘান্‌খাঁই শাসনকর্ত্তা হন। সুলতান আলতমাসের মৃত্যু হইলে তুঘান্ খাঁ ও আইবক নামক লখ্‌নোর (রাঢ়) প্রদেশের শাসনকর্ত্তার মধ্যে বিবাদ বাঁধে। মিনহাজ্ লিখিয়াছেন, এই সময়ে লক্ষ্মণাবতী দুইভাগে বিভক্ত ছিল—একভাগ লখ্‌নোর বা রাঢ় ও অপরভাগ বসনকোট বা বরেন্দ্র। তুঘান খাঁ বরেন্দ্রভূমে এবং আইবক রাঢ়ে শাসনকর্ত্তা ছিলেন। লক্ষ্মণাবতী নগরের অন্তর্গত বসনকোট সহরের অধিকার লইয়া উভয়ে বিবাদ বাঁধে। আইবক সাহসী পুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে আওর খাঁ বলিত। যুদ্ধে তুঘান্ খাঁ আওর খাঁর মর্ম্মস্থানে শরাঘাত করিয়া বিনাশ করেন। আইবকের মৃত্যুতে উভয় প্রদেশ তুঘানের অধীন হয়।

সুলতানা রজিয়ার রাজত্বকালে তুঘান্ খাঁ দিল্লীর দরবারে অনেক উপযুক্ত লোক ও উপহার প্রেরণ করেন। সুলতানও চন্দ্রাতপ, রাজদণ্ড, পাল্কী, নহবত ইত্যাদি প্রদান করিয়া তুঘান্‌কে সম্মানিত করেন। তৎপরে তুঘান্ ত্রিহুত আক্রমণ করেন এবং বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনেন।

সুলতান মুইজ-উদ্দীন্ বহরাম শাহের রাজত্বকালেও তুঘান্ খাঁ সম্রাটের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিয়াছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন্ মসায়ুদ শাহের রাজত্বের প্রথমে তুঘানের হিতৈষী বিশ্বাসী মন্ত্রী বহাউদ্দীন্ হিলাল সুরিয়ানী (সিরীয়দেশীয়) অযোধ্যা, করা মাণিকপুর ও উর্দাদেশ অধিকার করিবার জন্য পরামর্শ দেন। ৬৪০ হিজিরায় তুঘান খাঁ করা মাণিকপুরে উপস্থিত হন। তৎপরে অযোধ্যার সীমায় কিছুদিন বাস করিয়া লক্ষ্মণাবতীতে চলিয়া আসেন। *

৬৪১ হিজিরায় জাজনগরের (উৎকলের) রাজা লক্ষ্মণাবতী রাজ্যে উৎপাত আরম্ভ করেন। তুঘান খাঁ জাজনগরসৈন্যের উৎপাতনিবারণার্থ তাহাদিগকে তাড়াইয়া কতাসিনের নিকট দুইটা খাল পার করিয়া দেন। তাহারা এক বেতবনে লুকাইয়া থাকে। শেষে যখন মুসলমানেরা পানাহারের জন্য শিবিরে ফিরিয়া আসেন, তখন হিন্দুসৈন্য পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া অধিকাংশ মুসলমানকে বিনাশ করে। তুঘান খাঁ বিফল হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। রাজধানীতে আসিয়া স্বীয় মন্ত্রীকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন। সর্ক্-উল্-মুলক্ দিল্লীদরবারে উপস্থিত হইয়া সমস্ত জানাইয়া সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ মসায়ুদ শাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট্ কাজী জলাল-উদ্দীন্ কনানীকে খেলাৎ, চন্দ্রাতপ, তাজ ও রাজচিহ্ন দিয়া প্রেরণ করেন এবং কমর উদ্দীনের অধীনে হিন্দুস্থানের সৈন্যদল (অন্তর্বেদ দোয়াবের এবং গঙ্গানদীর পূর্ব্বস্থ স্থানের সৈন্যদল) প্রেরণ করিলেন। আরও অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা তমর খাঁ-ই কিরানকে সসৈন্যে লক্ষ্মণাবতীর সাহায্যার্থ আদেশ দিলেন।

৬৪২ হিজিরায় জাজনগরাধিপতি কতাসিনের যুদ্ধের প্রতিশোধ দিবার জন্য লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ-উদ্দেশে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। রাঢ়ে এই সময়ে তুঘানের অধীনে ফখর-উল্-মুলক্ করিম-উদ্দীন্ লাঘরী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। জাজনগরের সেনাপতি প্রথমেই রাঢ় আক্রমণ করেন। যুদ্ধে করিম্ উদ্দীনের বহু সৈন্য বিনষ্ট হয়। শেষে করিম সদলে লক্ষ্মণাবতীতে পলায়ন করেন। [চাটেশ্বর শব্দ দেখ।] জাজনগর সেনাপতি তাহাদের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লী হইতে সৈন্য আসিতেছে শুনিয়া তিনি শিবিরভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেন। দিল্লীর প্রেরিত সৈন্যদল উপস্থিত হইয়া দেখিল, 'বিপক্ষ নাই, যুদ্ধ নাই', কাজেই তমর খাঁর সহিত তুঘান খাঁর বিবাদ বাঁধিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর এক ব্যক্তির মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বন্ধ হইল। নগর-দ্বারেই তুঘান খাঁর শিবির ছিল, তিনি সসৈন্যে শিবিরে গিয়া অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু তমর খাঁর শিবির কিছু দূরে থাকায় তিনি অস্ত্রাদি ত্যাগের ছলে শিবিরে গিয়া অবশিষ্ট সৈন্যগণকে প্রস্তুত করিয়া হঠাৎ আসিয়া তুঘান্‌কে আক্রমণ করিলেন। তুঘান অশ্বারোহণে নগরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। তুঘান খাঁর অনুরোধে মিন্‌হাজ-উদ্দীন্-সিরাজী উভয়ের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব করেন। তমর খাঁ প্রস্তাব করিলেন যে, তুঘান খাঁ যদি তাঁহাকে লক্ষ্মণাবতীরাজ্য ছাড়িয়া দিয়া দিল্লী চলিয়া যান, তাহা হইলে সন্ধি হইতে পারে। তুঘান খাঁ এই আশ্চর্য্য প্রস্তাবে বুঝিলেন, ইহা তমর খাঁর প্রস্তাব নহে, দিল্লীর সম্রাটই তাঁহাকে এইরূপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, নতুবা এরূপ অসঙ্গত প্রস্তাব তমর খাঁ করিতে সাহস পাইতেন না। যাহা হউক, তুঘান খাঁ রাজভক্তিবলে তাহাই করিয়া স্বীয় ধন রত্ন, হাতী ঘোড়া ও অনুচরবর্গ লইয়া ৬৪৩ হিজিরায় দিল্লী প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণাবতী তমর খাঁর অধীন হইল। তুঘান খাঁ দিল্লীতে গিয়া মহাসম্মান প্রাপ্ত হইলেন ও তাঁহার রাজভক্তি এবং ক্ষতিপূরণের স্বরূপ তাঁহাকে তমর খাঁর

* এই সময়ে তবকত-ই-নাশিরির গ্রন্থকার মিনহাজ-উদ্দীন্ সিরাজী সপরিবারে তুঘান্ খাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং তুঘান্ খাঁর সহিতই লক্ষ্মণাবতী গমন করেন।

পরিত্যক্ত অযোধ্যায় শাসনকর্তৃত্ব দেওয়া হইল। তাহার পর কয়েক মাস পরে সম্রাট্‌ নাসিরুদ্দীন্‌ মহম্মদ শাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে তুঘান্‌ খাঁ অযোধ্যায় গমন করিয়া তথাকার শাসনভার গ্রহণ করেন। এখানে তিনি বেশ সুখ শান্তি পাইয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে রাত্রিতে অযোধ্যায় তুঘান্‌ খাঁর মৃত্যু হয়, ঠিক সেই রাত্রিতে বাঙ্গালায় তমর খাঁরও জীবনলীলা শেষ হয়।

তুঘ্‌রিল খাঁ, ইনি দিল্লীর সুলতান আলতমাসের একজন ক্রীতদাস। ইঁহার পূর্ণ নাম মালিক ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন্‌-উজ্‌বক্‌-ই-তুঘ্‌রিল খাঁ। তাঁহার সময়ে ইনি বাদশাহী পাকশালার সহকারী অধ্যক্ষ (নায়েব চাশনিগীর) ছিলেন। সুলতান রুকন্‌-উদ্দীন্‌-ফিরোজ শাহের সময়ে দরবারের মুখপাত্র পদ (আমীর-ই-মজলিস্‌) পাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি হস্তীশালার অধ্যক্ষ হন।

সম্রাটের ক্রীতদাসেরা যখন বিদ্রোহী হয়, তখন তুঘ্‌রিল খাঁও বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু সুলতান রজিয়ার রাজত্বকালে তুঘ্‌রিল খাঁ অশ্বশালাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। বহ্‌রাম শাহের রাজত্বে ৬৩৯ হিজিরায় তুর্কী মালিক ও আমীরগণ যখন দিল্লী আক্রমণ করেন, তখন মালিক তুঘ্‌রিল খাঁ ও মালিক করাকস্‌ খাঁ বিপক্ষদলে থাকিয়াও শেষে সম্রাটের দলে মিশিয়া বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু গুপ্ত শত্রু বোধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। শেষে দিল্লী উদ্ধার হইলে তাঁহার মুক্তি হয়। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে ইনি তবরহিন্দ ও লোহরের শাসনভার প্রাপ্ত হন, তৎপরে কনোজের শাসনকর্তা হইলেন। এই স্থানের ভার পাইয়া তিনি বিদ্রোহী হন, কিন্তু মালিক কুতুব-উদ্দীন্‌ হোসেন কর্তৃক পরাজিত হইয়া দিল্লীতে নীত হন। তৎপরে কিছুদিন পরে অযোধ্যার এবং তাহারও কিছুদিন পরে লক্ষ্মণাবতীর শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহার সহিত জাজনগরপতির (উৎকলরাজের) যুদ্ধ ঘটে। জাজনগরপতির মন্ত্রী সেনাপতি হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তুঘ্‌রিল দুইটী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তৃতীয় যুদ্ধে মালিক তুঘ্‌রিল খাঁ দিল্লীতে সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন, পরে লক্ষ্মণাবতী হইতে এক বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া জাজনগরের অধিপতির অধিকারভুক্ত অমর্দ্দন দেশ হঠাৎ আক্রমণ করেন।

এখানকার রাজা পরিবারবর্গকে ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান। ধন রত্ন হস্তী অশ্ব সমস্তই তুঘ্‌রিলের হস্তগত হয়।

তুঘ্‌রিল্‌ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন ও অযোধ্যা আক্রমণে যাত্রা করেন। অযোধ্যানগরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার নামে খুতবা * পাঠের আদেশ দেন এবং আপনাকে সুলতান মুঘিস্‌-উদ্দীন্‌ নামে প্রচার করেন। একপক্ষ পরে হঠাৎ একজন সম্রাটের অধীন আমীর আসিয়া সংবাদ দেন যে সম্রাট্‌-সৈন্য নিকটেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তুঘ্‌রিল শুনিয়াই নৌকারোহণে একবারে লক্ষ্মণাবতীতে প্রস্থান করিলেন।

এই বিদ্রোহাচরণে মুসলমান ও হিন্দু সাধারণে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিল। যাহা হউক তিনি লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া আসিয়া বাঘমতী নদী পার হইয়া কামরূপ আক্রমণ করেন। কামরূপাধিপতি পরাজিত হন। তুঘ্‌রিল কামরূপনগর ও ধন রত্ন অধিকার করেন। কামরূপাধিপতি কর দিয়া রাজ্য পাইবার আশায় বিশ্বাসী লোক প্রেরণ করেন, কিন্তু তুঘ্‌রিল তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন কামরূপপতি নিজ সৈন্য ও প্রজাবর্গকে অর্থ দিয়া বলিয়া দিলেন যে যত মূল্য লাগে তাহাই দিয়া কামরূপের সমস্ত শস্য ক্রয় করিয়া আন। তাহাই হইল। তুঘ্‌রিল দেশের উর্ব্বরতায় বিশ্বাস করিয়া অসম্ভব দরে সমস্ত শস্য ছাড়িয়া দিলেন। তৎপরে মাঠের শস্য কাটিবার সময় কামরূপপতি চতুর্দ্দিকের জলপথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন, তৈয়ারী শস্য ভাসিয়া গেল। মুসলমানেরা অনাহারে মরিবার ভয়ে লক্ষ্মণাবতীতে পলাইতে মনস্থ করিল। দেশ জলে ভাসিতেছে, পথ পাওয়া দায়, কাজেই পথপ্রদর্শকের সাহায্যে সকলে পার্ব্বত্যপথে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। শেষে এক সঙ্কীর্ণ পথে উপস্থিত হইলে হঠাৎ হিন্দুরা আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে শরাঘাতে তুঘ্‌রিল হস্তী পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যান ও হিন্দুদের হস্তে বন্দী হন। ক্ষুধাতুর সৈন্যদলও কতক মরিল, কতক বন্দী হইল। তুঘ্‌রিলের সন্তানাদি ও পত্নীবর্গও বন্দী হইলেন।

তুঘ্‌রিল কামরূপপতির সম্মুখে নীত হইলে, তিনি স্বীয় সন্তানকে দেখিতে চাহেন। পুত্রকে উপস্থিত করিলে তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তুঙ্গ (পুং) তুঙ্গ হিংসায়াং যঞ্‌ গুক্কাদিত্বাৎ কুত্বং। ১ পুন্নাগবৃক্ষ। ২ পর্ব্বত। ৩ বুধগ্রহ। ৪ নারিকেল। ৫ গণ্ডক।

* কোরাণের কোন বিশেষ অংশ মঙ্গলবিধানার্থ পাঠ করা হয়। ইহা আমাদের চণ্ডীপাঠের ন্যায়। কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে খুতবা পাঠ অর্থে আমাদের "শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম" বচনের ন্যায় ভগবানের নাম স্থলে সেই ব্যক্তির নামোল্লেখ করা হয়।

(ত্রি) ৬ উচ্চ, উন্নত। ৭ গ্রহবিশেষের রাশিভেদ, গ্রহদিগের উচ্চরাশি। জ্যোতিষে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—যবনাচার্য্যের মতে মেষাদি-সপ্ত রাশি, সূর্য্যাদি সপ্তগ্রহের দশমাদি অংশ যথাক্রমে উচ্চ ও পরমোচ্চ। মেষ রাশির দশাংশ রবির উচ্চ ও দশাংশের শেষাংশই পরমোচ্চ। বৃষ রাশির তিন অংশ চন্দ্রের উচ্চ ও তৃতীয়াংশের শেষ অংশ পরমোচ্চ। মকর রাশির অষ্টাবিংশতি অংশ মঙ্গলের উচ্চ, অষ্টাবিংশতির পূরণাংশই পরমোচ্চ। কন্যারাশির পঞ্চদশাংশ বুধের উচ্চ, পঞ্চদশাংশের পূরণাংশই পরমোচ্চ। কর্কটরাশির পঞ্চাংশ উচ্চ ও পঞ্চাংশের শেষ অংশই পরমোচ্চ। মীন রাশির সপ্তবিংশতি অংশ শুক্রের উচ্চ ও সপ্তবিংশতিশেষাংশই পরমোচ্চ। তুলা রাশির বিংশাংশ শনির উচ্চ ও বিংশতির শেষ অংশই পরমোচ্চ। এই মেষাদি সপ্ত রাশির সপ্তম ভবনে রবি প্রভৃতি সপ্ত গ্রহের দশমাদি অংশকে যথাক্রমে নীচ ও দশাংশের শেষাংশই সুনীচ। এইরূপ চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি, ইহাদের বৃশ্চিক, কর্কট, মীন, মকর, কন্যা ও মেষরাশিতে পূর্ব্বোক্ত উচ্চাংশ অনুসারে নীচ ও পরমনীচ বিবেচনা করিতে হইবে। এই সকল অংশ বিভাগ গ্রহ সকলের ত্রিংশাংশ স্ফুট গণনায় জানিতে হইবে।

মেষরাশি রবির উচ্চ গৃহ, বৃষরাশি চন্দ্রের, মকর মঙ্গলের, কন্যা বুধের, কর্কট বৃহস্পতির, মীন শুক্রের ও তুলা শনির উচ্চ গৃহ জানিবে। গ্রহ সকল উচ্চ গৃহ স্থিত হইতে যদি পূর্ব্বোক্ত উচ্চাংশে থাকেন, তাহা হইলে গ্রহগণ সম্পূর্ণ বলী জানিতে হইবে। এই গ্রহগণের উচ্চ স্থানের নাম তুঙ্গ এবং পরমোচ্চ স্থানের নাম সুতুঙ্গ। গ্রহগণ নীচ গৃহে নীচাংশে থাকিলে বলহীন জানিতে হইবে। জন্মকালীন সিংহ, বৃষ, কন্যা ও কর্কট রাশিতে রাহুগ্রহ থাকিলে তুঙ্গ হয়। রাহুতুঙ্গ হইলে নানাধন রত্নভূষিত রাজরাজাধিপতি ও চিরায়ুঃ হয়।

"মৃগপতিবৃষকন্যাকর্কটস্থে চ রাহৌ
ভবতি বিপুললক্ষ্মী রাজরাজাধিপো বা।
হয়গজনরনৌকামণ্ডিতঃ সার্ব্বভৌমঃ
নৃপতিরমরপূজ্যো রাহুতুঙ্গী চিরায়ুঃ ॥" (কোষ্ঠীপ্র°)

মূল ত্রিকোণকেও তুঙ্গ কহে। সিংহরাশি রবির মূল ত্রিকোণ গৃহ, বৃষরাশি চন্দ্রের মূল ত্রিকোণ, মেষ মঙ্গলের, কন্যা বুধের, ধনু বৃহস্পতির, তুলা শুক্রের ও কুম্ভ শনির মূলত্রিকোণ গৃহ জানিবে। ত্রিকোণাংশ রবি প্রভৃতি সপ্তগ্রহের সিংহাদি সপ্তরাশির বিংশাদি অংশ যথাক্রমে মূলত্রিকোণাংশ বলিয়া খ্যাত হয়। যথা—রবির সিংহ রাশির বিংশতি অংশ, মঙ্গলের মেষ রাশির দ্বাদশাংশ, বৃহস্পতির ধনুরাশির দশাংশ, শুক্রের তুলারাশির পঞ্চদশাংশ ও শনির কুম্ভরাশির বিংশতি অংশ মূলত্রিকোণাংশ, ইহার মধ্যে বুধ ও চন্দ্রের বিশেষ এই যে বুধের স্বচ্চাংশের পর দশাংশ ও চন্দ্রের স্বচ্চাংশের পর সপ্তবিংশতি অংশ মূলত্রিকোণ অর্থাৎ বুধের পঞ্চদশাংশ স্বচ্চ, অতএব কন্যারাশির পঞ্চদশাংশের পর দশাংশ মূলত্রিকোণ এবং চন্দ্রের তৃতীয়াংশ স্বচ্চের পর সপ্তবিংশতি অংশ মূলত্রিকোণ হইয়া থাকে। মিথুনরাশি রাহুর উচ্চগৃহ, কুম্ভরাশি মূলত্রিকোণ, কন্যা রাশি স্বগৃহ, শুক্র ও শনি মিত্র, সূর্য্য চন্দ্র মঙ্গল ইহারা শত্রু, আর মিথুনের বিংশতি অংশ উচ্চাংশ জানিতে হইবে। সিংহরাশি কেতুর মূলত্রিকোণ গৃহ, ধনু উচ্চ, মীনরাশি স্বগৃহ, শুক্র ও শনি শত্রু, সূর্য্য, মঙ্গল ও চন্দ্র ইহারা মিত্র, বৃহস্পতি ও বুধ ইহারা শত্রুও নহে এবং মিত্রও নহে; আর ধনু রাশির ষষ্ঠ অংশ কেতুর উচ্চাংশ জানিবে।

মেষে রবি, বৃষে চন্দ্র, কন্যাতে বুধ, কুলীরে গুরু, মীনে শুক্র, মকরে মঙ্গল এবং তুলাতে শনি থাকিলে তুঙ্গ হয়।

"আদিত্যমেষে বৃষভে শশাঙ্কে
কন্যাগতে জ্ঞে চ গুরৌ কুলীরে।
মীনে চ শুক্রে মকরে মহীজে
শনৌ তুলায়ামিতি তুঙ্গগেহাঃ ॥" (সময়ামৃত)

তুঙ্গফল। রবি স্বীয় উচ্চ গৃহে থাকিলে মনুষ্য পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, ধীরস্বভাবসম্পন্ন, অরোগী, অনেকের প্রতিপালক, দাতা, বহু সুখসম্ভোগকারী এবং মণ্ডলেশ্বর নৃপতি হয়।

জন্ম সময়ে বুধ স্বীয় উচ্চ স্থানে থাকিলে মানব কন্যা, পুত্র ও উত্তম রত্নসম্পন্ন, নৃপতি কর্তৃক মাননীয়, রাজ্যের একদেশে অধিপতি, শাস্ত্রালাপে আমোদ যুক্ত এবং সর্ব্বদা সৌভাগ্যবিশিষ্ট হয়।

জন্ম সময়ে বৃহস্পতি স্বীয় উচ্চ রাশিতে থাকিলে মনুষ্য উত্তম মন্ত্রিসম্পন্ন, অতিশয় বলবান্, মাননীয়, ক্রোধী, অতিশয় ধনবান্, হস্তী, অশ্ব, যান ও উত্তম স্ত্রীর পতি এবং বহু লোকের প্রতিপালক হয়।

জন্ম সময়ে শুক্র স্বীয় উচ্চ রাশিতে থাকিলে মনুষ্য মিষ্টান্নভোজী, সকল গুণযুক্ত, রাজমন্ত্রী, দীর্ঘায়ু, দাতা, দেবব্রাহ্মণভক্ত এবং উত্তম ভোগী হয়।

জন্ম সময়ে শনি স্বীয় উচ্চ গৃহে থাকিলে মনুষ্য স্ত্রীবিলাসকর, উত্তম কীর্ত্তিশালী, অতিশয় ধনবান্, দীর্ঘজীবী, রাজ্যের এক দেশের অধিপতি, পণ্ডিত, দাতা এবং ভোক্তা হয়।

"একতুঙ্গে ভবেদ্ভোগী দ্বিতুঙ্গে চ ধনেশ্বরঃ।
ত্রিতুঙ্গে চ ভবেদ্রাজা চতুর্থে চক্রবর্ত্তিনঃ ॥"

জন্মকালীন একটী গ্রহ-তুঙ্গ হইলে রাজা হয়, দুইটী

গ্রহ তুঙ্গে ধনেশ্বর, তিনটী গ্রহ তুঙ্গে রাজা, চারিটী গ্রহ তুঙ্গ হইলে রাজচক্রবর্ত্তী হয়।

যদি শত্রু, নিধন ও ব্যয় গৃহে গ্রহগণ তুঙ্গ হন, তাহা হইলে কথিত ফল সকল ব্যর্থ হয়, আর কেন্দ্র বা ত্রিকোণে হইলে যথোক্ত ফল হইয়া থাকে। লগ্নের সপ্তম, চতুর্থ ও দশম স্থান কেন্দ্র। (কোষ্ঠীপ্রদীপ) (ক্লী) ৮ কিঞ্জল্ক। ৯ উগ্র। ১০ প্রধান। ১১ উন্নত।

"তুঙ্গত্বমিতরা নাদ্রৌ নেদং সিন্ধাবগাধতা।" (মাঘ)

১২ শিব। ১৩ ক্ষত্রিয়পুত্র। ইনি তপঃ প্রভাবে নারায়ণকে তুষ্ট করিয়া বেণ নামে ইন্দ্র সদৃশ এক পুত্র লাভ করেন।

তুঙ্গক (পুং) তুঙ্গ স্বার্থে ক, সংজ্ঞায়াং কন্ বা। ১ পুন্নাগ বৃক্ষ। (ক্লী) ২ তুঙ্গ শব্দার্থ। ৩ অরণ্যরূপ তীর্থভেদ, পূর্ব্বে জিতেন্দ্রিয় সারস্বত মুনি এই অরণ্যে বাস করিয়া মুনিদিগকে বেদাধ্যাপনা করাইতেন। সেইখানে পরে বেদ সকল নষ্ট হইলে অঙ্গিরাতনয় "ওঁ" এই শব্দ যথাবিধি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই শব্দ উচ্চারিত হইলেই পূর্ব্বাভ্যস্ত বেদ সকল উপস্থিত হইল। তখন ঋষি ও দেবগণ, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, হরি, নারায়ণ, ভগবান্ পিতামহ প্রভৃতি সকলে মহাদ্যুতি ভৃগুকে যজনার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি যথাবিধি ঋষিদিগের অধীন ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। আজ্যদ্বারা অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিলেন। পরে দেবতা ও ঋষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই অরণ্য তুঙ্গকতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইল। পুরুষ বা স্ত্রী এই তীর্থে আসিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং এইখানে এক মাস বাস করিলে ব্রহ্মলোক লাভ ও সকল কুল উদ্ধার হয়।

(ভারত বনপর্ব্ব ৮৫।৪৬—৫৪)

তুঙ্গকূট (পুং) তুঙ্গং কূটমস্য। উচ্চশৃঙ্গ পর্ব্বতভেদ।

তুঙ্গতা (স্ত্রী) তুঙ্গস্য ভাবঃ তুঙ্গ-তল্। উচ্চতা, উগ্রতা।

তুঙ্গত্ব (ক্লী) তুঙ্গস্য ভাবঃ ভাবে ত্ব। উচ্চতা, উগ্রতা।

তুঙ্গধন্বন্ (পুং) তুঙ্গং উন্নতং ধনুর্যস্য বহুব্রীহৌ ধনুর্ধন্বনাদেশঃ। উচ্চধনুঃ।

তুঙ্গনাভ (পুং) তুঙ্গোনাভির্যস্য বহুব্রী। কীটভেদ।

[তুঙ্গীনাস দেখ।]

তুঙ্গপ্রস্থ (পুং) রামগড়ের নিকটস্থ একটী পর্ব্বত।

তুঙ্গবল (পুং) [তুঙ্গ দেখ।]

তুঙ্গভ (ক্লী) তুঙ্গং ভং কর্ম্মধা। সূর্য্যাদির উচ্চরাশি মেষ প্রভৃতি। [তুঙ্গ দেখ।]

তুঙ্গভদ্র (পুং) তুঙ্গোঽপি ভদ্রঃ। মদমত্ত হস্তী।

তুঙ্গভদ্রা (স্ত্রী) তুঙ্গা প্রধানা ভদ্রা নির্ম্মলা চ। নদীবিশেষ

"তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা বাহ্যা কাবেরী চৈব হি।
দক্ষিণাপথনদ্যস্তাঃ সহ্যপাদাদ্বিনিঃসৃতা॥" (মৎস্যপু° ১১৩।২৯)

দাক্ষিণাত্যের একটী বড় নদী। তুঙ্গ এবং ভদ্রা নামে দুইটী নদীর সংযোগে ইহা উৎপন্ন। মহিসুরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় সহ্যপর্ব্বতের গঙ্গামূল নামক শিখর হইতে ঐ দুটী নদীই উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ কাণাড়ার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। মহিসুরের মধ্যে ১৪° উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৫° ৪৩′ পূর্ব্বদ্রাঘিমায় শিমোগাজেলার কুদলি নামক ব্রাহ্মণ-গ্রামে ইহাদের সম্মিলন হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রার প্রশস্ততা প্রায় অর্দ্ধ মাইল, তবে গভীরতাও বেশী। পশ্চিমস্থ বনের বড় বড় কাষ্ঠ নদী দিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বিজয়নগরের রাজারা এই নদীতে ৭টী আনিকট নির্ম্মাণ করান। মহিসুর ও ধারবার জেলা হইতে বর্দ্ধা ও কুমদ্বতী দুইটী ও দক্ষিণদিকে বেল্লারী জেলা হইতে হগ্‌গরী এবং কর্ণূল হইতে হিন্দরী নদী আসিয়া মিলিয়াছে। তুঙ্গভদ্রা ৮ ক্রোশ বহিয়া আসিয়া কৃষ্ণা নদীতে মিশিয়াছে। তুঙ্গভদ্রার মোট দীর্ঘতা ২০০ ক্রোশ। বাঁশের বা বেতের তোলায় এই নদীতে যাতায়াত চলে। ইহার তীরে মহিসুরের মধ্যে হরিহর, বেল্লারীর মধ্যে কম্পিলি এবং কর্ণূল নগর অবস্থিত। হরিহর নগরে একটী ইষ্টকপ্রস্তরে নির্ম্মিত সেতু আছে। নদীতে কুম্ভীর যথেষ্ট। বেল্লারীর মধ্যে রামপুর নামক স্থানে ৫২টী স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত মান্দ্রাজ রেলের সেতু আছে।

এই নদীর চলিত নাম তুংভদ্রা। আয়ুর্ব্বেদে ইহার জলের গুণ—স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, স্বাদু, গুরু, কণ্ডু ও পিত্তাস্রদায়ক, প্রায় সাত্ম্যকর, মেধাকর। (রাজনি°)

তুঙ্গমুখ (পুং) গণ্ডক পশু, গাণ্ডার।

তুঙ্গরস (পুং) তুঙ্গঃ শ্রেষ্ঠো রসো যস্য। গন্ধদ্রব্যভেদ।

"কালাগুরুবিমিশ্রেণ তথা তুঙ্গরসেন চ।" (ভারত আ° ১২৭ অ°)

তুঙ্গবীজ (ক্লী) তুঙ্গস্য শিবস্য বীজং ৬তৎ। পারদ।

"তুঙ্গবীজসমাযুক্তং গোলযন্ত্রং প্রসাধয়েৎ" (সূর্য্যসি°)

'তুঙ্গো মহাদেবস্তস্য বীজং বীর্য্যং পারদ ইত্যর্থঃ।' (রঙ্গনাথ°)

তুঙ্গবেণা (স্ত্রী) নদীভেদ।

"বিনদীং পিঙ্গলাং বেণাং তুঙ্গবেণাং মহানদীং।"

(ভারত ভীষ্ম ৯ অ°)

তুঙ্গশেখর (পুং) তুঙ্গং উন্নতং শেখরং যস্য। ১ পর্ব্বত। (ত্রি) ২ উচ্চশেখরযুক্ত (ক্লী) তুঙ্গং শেখরং কর্ম্মধা। ৩ উন্নত এমন শেখর।

তুঙ্গা (স্ত্রী) তুঙ্গ-টাপ্। ১ বংশলোচনা। ২ শমী বৃক্ষ। (রাজনি°)

তুঙ্গারি (পুং) শ্বেতকরবীর বৃক্ষ।

তুঙ্গিন্ (ত্রি) তুঙ্গং মেষাদিকং স্থানমাশ্রয়ত্বেনাস্তি অস্য ইনি। ১ উচ্চস্থিত গ্রহ। (ত্রি) ২ প্রধান স্থানস্থ।

তুঙ্গিনী (স্ত্রী) তুঙ্গিন্ ঙীপ্। ১ মহাশতাবরী, বড়শতমূল।

তুঙ্গী (স্ত্রী) তুঙ্গ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ হরিদ্রা। ২ রাত্রি। ৩ বর্ব্বরী বৃক্ষ, বাবুই গাছ।

তুঙ্গীনাস (পুং) তুঙ্গী হরিদ্রেব পীতা নাসা যস্য বহুব্রী। কীটভেদ, তুঙ্গীনস, বিচিলিক, তালক, বাহক, কোষ্ঠাগারী, ক্রমিকর, মণ্ডলপুচ্ছক, তুঙ্গনাভ, সর্ষপীক, অবল্গুলী, শম্বুক এই দ্বাদশ প্রকার কীট প্রাণনাশক। এই সকল কীটের দংশনে সর্পদংশনের ন্যায় বিষকোপদৃষ্ট হয়, এবং সান্নিপাতিক জন্য বেদনা ও তীব্র যাতনা জন্মে। ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলে যেরূপ হয়; দষ্ট স্থান সেইরূপ হয় এবং তাহাতে রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও অরুণবর্ণের আভা দৃষ্ট হয়। জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ, রোমাঞ্চ, বেদনা, বমন, অতীসার, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, সর্ব্বদা হাইতোলা, কম্প, শ্বাস, হিক্কা, দাহ, অতিশয় শীত, শরীরে পীড়কার উৎপত্তি, শোফ, গ্রন্থিমণ্ডলাকার চিহ্ন, দদ্রু, কর্ণিকা, বিসর্প প্রভৃতি কীটের প্রকৃতি অনুসারে এই সকল উপদ্রব হয়। (সুশ্রুত কল্প° ৮ অ°)

তুঙ্গীপতি (পুং) তুঙ্গ্যাঃ রাত্রেঃ পতিঃ। চন্দ্র, নিশাপতি।

তুঙ্গীশ (পুং) তুঙ্গী সর্ব্বপ্রধানঃ ঈশঃ কর্ম্মধা। ১ শিব। ২ কৃষ্ণ। ৩ সূর্য্য। (শব্দর°) তুঙ্গ্যাঃ ঈশঃ ৬তৎ। ৪ চন্দ্র।

তুচ্ (পুং) ত্বচ ক্বিপ্ সম্প্রসারণং, তুজ-ক্বিপ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ অপত্য। "তুচে তনায় তৎসু" (ঋক্ ৮।১৮।১৮) 'তুচে পুত্রায়' (সায়ণ) "তুচে তু নোভবন্তু" (ঋক্ ৮।২৭।১৪) 'তোজয়তি পিতুর্দুঃখাদিকমিতি তুচ্ পুত্র তস্মৈ' (সায়ণ) হেমচন্দ্র সকল স্থলে তুজ্ এই পাঠ করিয়াছে, কিন্তু বেদে সকল স্থলেই "তুচ্" চকারান্তই আছে।

তুচ্ছ (ক্লী) তৌতি অসারত্বং গচ্ছতি তু-চ্ছ (ছোঽদিকচিভ্যাং শুতুভ্যাংস্তু কিৎ পীপুঙোঃ স্বশ্চ। উণ্ ২।৩৩) ইতি টীকাধৃত সূত্রত্বাৎ চ্ছ, স চ-কিৎ। ১ পুলাক, তুষ, ভুষী, খোসা। ২ হীন। (ত্রি) তুদ ক্বিপ্ তেন তং বা ছ্যতীতি ছো-ক। ৩ শূন্য। ৪ অল্প। "কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ।" (ভাগ° ৭।৭।৪৫) ৫ নীলীবৃক্ষ। ৬ তুথ। ৭ মন্দ, অলীক।

তুচ্ছজ্ঞান (ক্লী) তুচ্ছস্য জ্ঞানং ৬তৎ। সামান্য বোধ, হেয় বলিয়া বিবেচনা।

তুচ্ছতা (স্ত্রী) তুচ্ছস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সামান্যতা, অসারতা।

তুচ্ছত্ব (ক্লী) তুচ্ছস্য ভাবঃ। অসারতা, হেয়তা, সামান্যতা। "তয়োবন্ধত্বে তুচ্ছত্বং" (সাংখ্যসূ ১।৩৫)

তুচ্ছতাচ্ছল্য (দেশজ) হেয়জ্ঞান।

তুচ্ছদ্রু (পুং) তুচ্ছো হীনোদ্রু বৃক্ষঃ কর্ম্মধা। তুচ্ছদ্রুম, এরণ্ড-বৃক্ষ, ভেরাণ্ডা গাছ।

তুচ্ছধান্যক (ক্লী) তুচ্ছং ধান্যং অল্পার্থে কন্। পুলাক, আগড়া, ভুষী।

তুচ্ছ্য (ক্লী) তুচ্ছ বেদে স্বার্থে ইহার্থে বা যৎ। ১ তুচ্ছশব্দার্থ। ২ তুচ্ছ কল্প।

"তুচ্ছেনাভ্বপিহিতঃ যদাসীৎ" (ঋক্ ১০।১২৯।৩) 'তুচ্ছেন তুচ্ছকল্পেন সদসদ্বিলক্ষণেন।' (সায়ণ)

তুচ্ছা (স্ত্রী) তুচ্ছ-টাপ্। ১ তুথ। ২ নীলীবৃক্ষ, নীলসাই। (ভাবপ্র°) ৩ সূক্ষ্মেলা, গুজরাটদেশীয় এলাচী।

তুচ্ছীকৃত (ত্রি) অতুচ্ছং তুচ্ছং কৃতঃ অভূততদ্ভাবে চ্বি। অবজ্ঞাত।

তুজ্ (স্ত্রী) তুজ-ক্বিপ্। ১ রক্ষণসমর্থ। "যঃ অযুক্ত তুজাগিরা" (ঋক্ ৫।১৭।৬) 'যো অগ্নিস্তুজা জগদ্রক্ষণসমর্থেন।' (সায়ণ)

তুজি (স্ত্রী) বলবান্। "নস্তুজয়ে রাজঽসাতয়ে" (ঋক্ ৫।৪৬।৭)

তুজি (পুং) একজন রাজা। "ত্বং তুজিং গৃণন্তমিন্দ্র তূতো"। (ঋক্ ৬।২৭।৪) 'তুজিমেতদাখ্যং রাজানং' (সায়ণ)

তুজ্য (ত্রি) তুজ-হিংসায়াং অঘ্ন্যাদয়শ্চেতি যৎ। হিংস্য।

"যুবাঽবনে ন তুজ্যাঃ অভবন্" (ঋক্ ৩।৬২।১) 'বলিনা শত্রুনা তুজ্যা হিংস্যা' (সায়ণ)

তুঞ্জ (পুং) তুজি বলে অচ্। ১ বজ্র। (নিঘণ্টু) ২ সেই ফল-দাতা, পূর্ব্বোক্ত ফলদানকর্ত্তা।

"তুঞ্জে তুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা" (ঋক্ ১।৭।৭) 'তুঞ্জে তুঞ্জে তস্মিন্ তস্মিন্ ফলদাতরি' (সায়ণ)

তুঞ্জীন (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ২।৭)

তুটিতুট (পুং) শিব।

"নমস্তণ্ডায় তুট্যায় নমস্তুটিতুটায় চ।" (হরিবংশ ২৭৭ অঃ)

তুটুম (পুং স্ত্রী) তুটতি নাশয়তি দ্রব্যজাতং তুটবাহুলকাৎ উম। ইন্দুর। (ত্রিকা°)

তুড়ি (স্ত্রী) তুড়-ইন্ কিচ্চ। তোড়ন।

তুড়কী (দেশজ) লম্ফ, লাফ।

তুড়ী (দেশজ) রাগিণীবিশেষ। বসন্তরাগের ভার্য্যা, ইহার নামান্তর তোড়ী, তুড়িকা, তোড়ীয় ও তৌড়ীয়, এই রাগিণীর গ্রহ অংশ ও ন্যাস মধ্যম। সৌবীরী মূর্চ্ছনা. এই রাগিণী সম্পূর্ণা। কেহ কেহ বলেন, ইহার গ্রহাংশ ন্যাস ষড়জ। ইহার মূর্ত্তি—

'তুষারকুন্দোজ্জ্বলদেহযষ্টিঃ কাশ্মীরকর্পূরবিলিপ্তদেহা।
বিনোদয়ন্তী হরিণং বনান্তরে বীণাধরা রাজতি তোড়িকেয়ং॥'

(কল্লিনাথ° হনুমান)

ইহার বর্ণ অতিশয় শুভ্র, ও বন মধ্যে হরিণদিগের চিত্ত-বিনোদন করিয়া বীণাপাণি হইয়া নিত্য বিরাজিত আছেন।

নারদসংহিতায় ইহার ধ্যান এইরূপ—

"সুনৃত্যমানাতি সুশীলযুক্তামুক্তালতাকল্পিতহারযষ্টিঃ।
চূতাঙ্কুরং পাণিযুগে বহন্তী জবারুণাক্ষী তুড়িকেরিতেয়ং॥"
(নারদসং)

এই রাগিণী নৃত্যশীলা, অতি সুশীলা, শুভ্রবর্ণা ও হস্তে চূতাঙ্কুর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, চক্ষু রক্তবর্ণ। এইরূপ মূর্ত্তি-বিশিষ্টা রাগিণীর নাম তুড়িকা। সঙ্গীতসারসংগ্রহে মূর্ত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে।

"উন্নিদ্রপঙ্কেরুহচারুনেত্রা কুরঙ্গনাভিং দধতী করেণ।
সম্ভাষয়ন্তী বিপিনোপকণ্ঠং তোড়ীয়মিন্দীবরদামরম্যা॥"(সঙ্গীতসা°)

এই রাগিণী মধ্যাহ্ন সময়ে শৃঙ্গার ও বীররসে গেয়। মাল-কোষ ও কানড়া যোগে উৎপন্ন। স্বর গ্রাম—

সা ঋ গঁ ম প ধ নি। (সং দা°)
সা ঋ গ ম • ধ •। (না° পু°)

সুতরাং নারদপুরাণ মতে ওড়ব।

তুড়ী (দেশজ) অঙ্গুলীদ্বয়ের ধ্বনি, অঙ্গুলীস্ফোটন।

তুড়ীলাফ (দেশজ) উল্লম্ফন, লাফ।

তুণি (পুং) তুণ সংকোচে ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ বা তুণতি সঙ্কোচয়তি তুণ-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৩) তুন্নবৃক্ষ, তুঁদগাছ। পর্য্যায়—তুনি, তুন্নক, আপীন, তুনিক, কচ্ছক, কুঠেরক, কান্তলক, নন্দিবৃক্ষ, নন্দক। ইহার—গুণ কটু, বিপাক, কষায়, মধুর, তিক্তরস, লঘু, ধারক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং ব্রণ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তনাশক। (ভাবপ্র°)

তুণিক (পুং) তুণি স্বার্থে-কন্। নন্দিবৃক্ষ। (রাজনি°)

তুণ্ড (স্ত্রী) তোড়নে অচ্। ১ মুখ।

"তুণ্ডযুদ্ধমথাকাশে তাবুভৌ সমচক্রতুঃ।" (দেবীভাগ° ২।৬।২৬)

(পুং) ২ মহাদেব। (হরিব° ১৫।১৫) ৩ রাক্ষস-বিশেষ। (ভার° ৩।২৮৪।৯) ৪ এক দানব, এই দানব অতিশয় বলশালী ছিল। আয়ুর পুত্র নহুষের হস্তে এই দানব নিহত হয়। (পদ্মপু°)

তুণ্ডকেরিকা (স্ত্রী) কার্পাসী, কাপাস গাছ। (রাজনি°)

তুণ্ডকেরী (স্ত্রী) প্রশস্তং তুণ্ডং প্রশংসায়াং কন্। তদীর্ত্তে ঈরয়তি বা ঈর-অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ কার্পাসী, কাপাস গাছ। ২ বিম্বিকা, তেলাকুচা।

তুণ্ডদেব (পুং) তুণ্ডরূপো দেবঃ তুণ্ডেন দীব্যতি দিব-অচ্। একজন রাজা।

তুণ্ডি (পুং) তুণ্ডতে নিষ্পীড়য়তি তুণ্ড-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ১ মুখ। ২ চঞ্চু। ৩ বিম্বিকা। ৪ বন্ধা। (স্ত্রী) ৫ নাভি। (শব্দর°)

তুণ্ডিকা (স্ত্রী) তুণ্ডিরেব তুণ্ডি—স্বার্থে কন্ টাপ্ চ। ১ নাভি। ২ বিম্বিকা, তেলাকুচা।

তুণ্ডিকেরী (স্ত্রী) কার্পাসী, কাপাস গাছ। ২ বিম্বিকা, তেলা-কুচা। পর্য্যায়—তুণ্ডী, রক্তফলা, বিম্বী, বিম্বিকা। (বৈদ্যক রত্নমা°) অমরকোষের টীকায় এইরূপ রূপান্তর আছে, তুণ্ডিকেরিকা, তুণ্ডিকেশী। (পুং) ৩ কীটবিশেষ। কুম্ভীনস, তুণ্ডিকেরী, শৃঙ্গী প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার বায়ব্য কীট। এই কীট দংশন করিলে বায়ু জন্য রোগ জন্মে।

৪ তালুগত রোগবিশেষ, ইহার লক্ষণ ফুলা, স্থূল ঘা, বেদনা, দাহ ও পাকিয়া উঠিলে তুণ্ডিকেরী বলা যায়। (সুশ্রুত) এই রোগে যথা নিয়মে শস্ত্রকার্য্য উচিত।

তুণ্ডিকেশী (স্ত্রী) বিম্বিকা, তেলাকুচা। (শব্দচ°)

তুণ্ডিভ (ত্রি) তুণ্ডির্বৃদ্ধা নাভিরস্য তুন্দি-ভ (তুন্দিবলি বটের্ভঃ। পা ৫।২।১৪০) বৃদ্ধনাভি, বৃহৎনাভিযুক্ত, স্থূলোদর, ভুঁড়িযুক্ত।

তুণ্ডিল (ত্রি) তুণ্ডি সিধ্মাদিত্বাদিলচ্। ১ বৃহৎ নাড়িযুক্ত, ভুঁড়িযুক্ত। ২ মুখর। (উজ্জ্বল)

তুণ্ডেল (পুং) অসুরবিশেষ, ইহারা সর্ব্বদা গর্ভের পীড়া জন্মায়।

"উপেষন্ত মুদ্বলং তুণ্ডেলমুতশালুড়ং।" (অথর্ব্ব ৮।৬।১৭)

তুৎ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, তুৎ গাছ।

তুৎপোকা (দেশজ) তন্তকীট, গুটিপোকা।

তুতকুড়ি, (Tuticorin) সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ বন্দর। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্ত্তুগীজেরা এইখানে প্রথম আবাস স্থাপন করে। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা উহা অধিকার করিয়া লয়। তৎপরে প্রায় ১৭০০ খৃঃ অব্দে দিনেমারেরা এখানে একটী ছোট দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সেই সময় তিনেবেল্লীর সন্নিহিত সমুদ্র হইতে মুক্তা, ঝিনুক ও শঙ্খ সংগ্রহের জন্য ৭ শত বোট ব্যাপৃত থাকিত।

এই কার্য্যের ভার তাহাদিগের উপর বিন্যস্ত ছিল। এই একচেটিয়া ব্যবসা ইহাদের অনেক দিন ছিল এবং ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আয় হইত।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা তুতকুড়ি অধিকার করেন ও ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে উহা আবার দিনেমারদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা উহা আবার অধিকার করিয়া ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আপন অধিকারে রাখিয়া পরে দিনেমারদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। দিনেমারেরা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে উহা আবার

ইংরাজকে প্রত্যর্পণ করেন। অদ্যাবধি উহা ইংরাজাধিকারে আছে। যাত্রী সকল এই বন্দর হইতে কলম্বো গিয়া থাকেন। ইহার তীরে জল কম বলিয়া বড় জাহাজ তীরের নিকটে আইসে না, ষ্টীমলঞ্চ করিয়া যাত্রিগণ জাহাজে উঠিয়া থাকেন; এখানে কএকটী তূলা ও সূতার কল আছে, এইখানে তূলা ও সূতার গাঁইট বান্ধা হইয়া বিলাতে রপ্তানি হয়। এই স্থান হইতে মান্নার উপকূলে মুক্তা-ঝিনুক তুলিবার বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। সমুদ্রতীরে বীচ্ নামে একটী প্রশস্ত রাস্তা আছে। এইখানে আম্র, বাতাবি ও কমলানেবু, কদলী প্রভৃতি নানাবিধ ফল পাওয়া যায়, নারিকেল ও তাল বৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে হয়। তালের গুড় ও তালের চিনি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই স্থলের স্বাস্থ্য উত্তম, কিন্তু মিষ্টজলের বড়ই অভাব, সম্প্রতি আর্টিজেন কূপ খনন হইয়াছে। সহরের সমুদ্রতীরবর্ত্তী বহু অংশ প্রজাবিশিষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী। এইখানে হিন্দুদিগের থাকিবার কএকটী ছত্র ও সাহেবদিগের জন্য একটী উত্তম হোটেল আছে। এইখানে তুতকুড়ি টারমিনশ নামে রেলের একটী ষ্টেশন আছে।

তুতান (পুং) মীমাংসকভেদ। তেন প্রোক্তং ঠক্। তৌতানিক, তুতানকথিত মীমাংসাদর্শন।

তুতিয়া (দেশজ) তুথ। [তুথ দেখ।]

তুতুরি, একজাতীয় ছোট শৃঙ্গযন্ত্র। এই যন্ত্র মাঙ্গলিক কর্ম্মে ও দেবমন্দিরে ব্যবহৃত হয়। (যন্ত্রকোষ)

তুতুর্বাণি (পুং) তুর্ণোবনির্ভজনমস্য বেদে পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তূর্ণভজন। "যজ্ঞায়জ্ঞাবঃ সমানাং তুতুর্বাণিঃ" (ঋক্ ১।১৬।১) 'তুতুর্বাণিঃ ত্বরমাণঃ সংভজমানঃ।' (সায়ণ)

তুত্থ (ক্লী) তুদতি পীড়য়ত্যনেন তুদ-থক্ (পাতৃ তুদেতি। উণ্ ২।৩) ১ গ্রাবা, প্রস্তর। ২ অগ্নি। ৩ অঞ্জন ভেদ। ৪ নীলী। ৫ সূক্ষ্মৈলা। ৬ উপধাতু বিশেষ, তুতে। পর্য্যায়—নীলাঞ্জন, হরিতাশ্ম, তুত্থক, ময়ূরগ্রীবক, তাম্রগর্ভ, অমৃতোদ্ভব, ময়ূরতুত্থ, শিখিকণ্ঠ, নীল, তুত্থাঞ্জন, শিখিগ্রীব, বিতুন্নক, ময়ূরক, ভূতক, মূষাতুত্থ, মৃতামদ, হেমসার। (রসেন্দ্রচি°) তুতিয়া তাম্রের উপধাতু। ইহাতে তাম্রের ভাগ অল্পই আছে, কিন্তু ইহাতে তাম্রের প্রধানতায় তাম্রের গুণ অতি অল্প পরিমাণে আছে। অন্যান্য দ্রব্য সংযুক্ত আছে বলিয়া অপরাপর গুণও আছে। ইহার গুণ—ক্ষারসংযুক্ত, কটু, কষায় রস, বমনকারক, লঘু, লেখন গুণযুক্ত, ভেদক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক এবং কফপিত্ত, বিষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ ও কণ্ডুনাশক। (ভাবপ্র°) রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে—ইহার শোধনপ্রণালী এইরূপ—বিড়াল ও পায়রার বিষ্ঠার তুঁতিয়া মর্দ্দন করিয়া পরে দশভাগের এক ভাগ সোহাগা মিশাইয়া মৃদুপুটে পাক করিতে হইবে। তাহার পর সৈন্ধবলবণের সহিত মধু দিয়া পুট দিলে বিশুদ্ধ হয়। প্রকারান্তরে—বিড়ালের বিষ্ঠাসহ তুঁতিয়া মর্দ্দন করিয়া এবং মধু ও সোহাগা চতুর্থাংশ মিশ্রিত করিয়া তিনবার পুট দিলে বমন ও ভ্রমিকর শক্তি রহিত হইয়া বিশুদ্ধ হয়। শোধনের অন্য প্রকার—তুঁতিয়ার অর্দ্ধাংশ গন্ধক মিশাইয়া চার দণ্ড পাক করিবে। বমন ও ভ্রমশক্তি রহিত হইলে পাক সিদ্ধ হয়। তুঁতিয়ার গুণ কটু, ক্ষার, কষায় রস, বিশদ, লঘু, লেখন, বিরেচক, চাক্ষুষ, কণ্ডু, কৃমি ও বিষনাশক। (রসেন্দ্রসারস°)

তুত্থক (ক্লী) তুত্থমেব স্বার্থে কন্। তুত্থ, তুঁতিয়া।

তুত্থা (স্ত্রী) তুত্থ-টাপ্। ১ নীলীবৃক্ষ। ২ ক্ষুদ্রৈলা। ৩ মহানীলী। (রাজনি°)

তুত্থাঞ্জন (ক্লী) তুত্থঞ্চ তৎ অঞ্জনঞ্চেতি কর্ম্মধা। উপধাতুবিশেষ, অঞ্জনভেদ, তুঁতে। ২ ময়ূরকণ্ঠ, ময়ূরের কণ্ঠের বর্ণ তুঁতের মতন, এই জন্য ইহার নামও তুত্থাঞ্জন।

তুথ (পুং) তু-থক্ তুদ-থক্ পৃষো° সাধুঃ। ১ হননকর্ত্তা। "তুথোঽসিজনধারয়ো নভোঽসি" (তাণ্ড্যব্রা° ১।৪।৩) 'তুন্নতেবধকর্ম্মণঃ তুথঃ রক্ষপ্রভৃতীনাং হন্তা' (ভাষ্য°)। ২ ব্রহ্ম। "তুথোঽসি বিশ্ববেদাঃ" (যজু° ৫।৩১) "ব্রহ্ম বৈ তুথঃ" (শ্রুতি) ৩ দক্ষিণাবিভাজক ব্রহ্মরূপ ঋত্বিক্‌ভেদ।

"তুথোবো বিশ্ববেদা বিভজতু" (যজু° ৭।৪২) 'কিঞ্চতুথো ব্রহ্মরূপঃ প্রজাপতির্বা যুষ্মান্ বিভজতু যথাযোগ্যবিভজ্য ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ দদাতু' (বেদদীপ)

তুদাদি (পুং) তুদ আদি করিয়া ধাতুগণবিশেষ, এই গণীয় ধাতুর উত্তর স হয়। "তুদাদিভ্যঃ স" এই "স" প্রত্যয় হইলে গুণ হয় না, এই জন্য ইহার নাম অগুণ। [বিশেষ বিবরণ ধাতু দেখ।]

তুদ (ত্রি) তুদ-ক। ব্যথক। তস্যাপত্যং শুভ্রাদিত্বাৎঠক্। তৌদেয়, তুদাপত্য।

তুন্দ (ক্লী) তুদতীতি তুদ-দন্ (অব্দাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৯৮) তুদের্ম্মচ ইত্যুক্তের্ম্ম তত্তোদস্য লোপঃ। উদর, পেট।

তুন্দকূপিকা (স্ত্রী) তুন্দস্য কূপিকেব। ক্ষুদ্রকূপ, নাভি।

তুন্দকূপী (স্ত্রী) তুন্দস্য কূপীবস্য। নাভি।

তুন্দপরিমার্জ্জ (ত্রি) তুন্দং পরিমষ্টিতুন্দং পরিমৃজ-ক তুন্দপরিমৃজ-অণ্। ১ মন্দ। "অলসাদন্যত্র তুন্দ পরিমার্জ্জ এব" (পা ৩।২।৫)

তুন্দপরিমৃজ (পুং) তুন্দ পরিমৃজ-ক। ১ অলস। ২ মন্দ।

তুন্দমৃজ (ত্রি) তুন্দং মার্ষ্টি-মৃজ্ ক। ১ অলস। ২ মন্দ।

তুন্দবৎ (ত্রি) তুন্দং বিদ্যতে অস্য। তুন্দ-মতুপ্। তুন্দিল, ভুঁড়িযুক্ত, স্থূলোদর।

তুন্দাদি (পুং) পাণিনিকথিত শব্দ গণবিশেষ, এই তুন্দাদি শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ইলচ্ প্রত্যয় হয়। "তুন্দাদিভ্যঃ ইলচ্। (পা ৫।২।১১৩) তুন্দ, উদর, পিচণ্ড, যবব্রীহি।

তুন্দি (স্ত্রী) তুদ-ইন্ বাহুলকাৎ নুমচ। গন্ধর্ব্ববিশেষ। জটাধরের মতে এই শব্দ পুংলিঙ্গ। (স্ত্রী) নাভি। (ত্রিকা°)

তুন্দিক (ত্রি) অতিশয়িতং তুন্দমুদরমস্ত্যস্য তুন্দ-ঠন্। বিশাল-জঠরযুক্ত, ভুঁড়িবিশিষ্ট।

তুন্দিকর (পুং) তুন্দিং করোতি কৃ-অচ্। তুন্দিল, ভুঁড়িযুক্ত।

তুন্দিকা (স্ত্রী) তুন্দিক-টাপ্। নাভি।

তুন্দিত (ত্রি) তুণ্ডিল। (ভরত দ্বিরূপকোষ)

তুন্দিন্ (ত্রি) তুন্দোঽস্ত্যস্য ইনি। তুন্দযুক্ত, ভুঁড়িযুক্ত।

তুন্দিভ (ত্রি) তুন্দির্ব্বৃদ্ধা নাভিরস্ত্যস্য তুন্দি-ভ (তুন্দিবলিবটের্ভঃ। পা ৫।২।১৩৯) তুন্দিল্, ভুঁড়িযুক্ত।

তুন্দিল (ত্রি) তুন্দ মস্যাস্তি তুন্দ-ইলচ্ (তুন্দাদিভ্য ইলচ্। পা ৫।২।১১৭) স্থূলোদর, ভুঁড়ে, বিশাল জঠরযুক্ত ব্যক্তি। পর্য্যায় পিচিণ্ডিল, বৃহৎ কুক্ষি, তুন্দিক, তুন্দিভ, তুন্দী (শব্দর°)

তুন্দিলফলা (স্ত্রী) তুন্দিলং বৃহৎফলং যস্যাঃ। ত্রপুষী, শশা।

তুন্ন (পুং) তুদ-ক্ত। ১ নন্দি, তুঁতগাছ। (ত্রি) ২ ব্যথিত। ৩ছিন্ন। স্বার্থে-ক।

তুন্নবায় (পুং) তুন্নং ছিন্নং বয়তি তুন্ন-বৈ-অণ্। সৌচিক। সূচ্যাজীবী, দরজী। ইহারা তুন্ন প্রভৃতি বয়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদিগের অন্ন অভক্ষ্য।

"শৈলূষ তুন্নবায়ান্নং কৃতঘ্নস্যান্ন মেবচ।" (মনু ৪।২১৪)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়ও ইহাদের অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"শাস্ত্রবিক্রয়ি কর্ম্মার তুন্নবায়শ্বজীবিনাং।" (যাজ্ঞ° ১।১৬৩)

তুন্নসেচনী (স্ত্রী) তুন্নং ছিন্নং সীচ্যতেঽনয়া সিচ করণে ল্যুট্ ঙীপ্। সূচীভেদ।

তুফান (আরবী) ১ ঝড় ঝাড়ী। ২ জোর বাতাস। ৩ বন্যা।

তুবড়ন (দেশজ) সঙ্কুচিত, কোঁকড়ান।

তুবড়ী (দেশজ) একপ্রকার আগ্নেয় ক্রীড়াবিশেষ। মাটির খোলে বারুদ ও লৌহচূর্ণ মিশাইয়া এইরূপে বাজী প্রস্তুত হয়। ইহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে ইহার অভ্যন্তরস্থ দহ্যমান বারুদাগ্নি বেগে নির্গত হইয়া রমণীয় শোভা উৎপাদন করে, এই তুবড়ীবাজী বিবাহ প্রভৃতি ও দেবপূজাদিতে লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। ২ আর্য্যদিগের প্রাচীন একটী দ্বিনল যন্ত্র। এই যন্ত্র আহিতুণ্ডিকেরা (সাপুড়িয়া) সর্প খেলাইবার সময় ব্যবহার করিয়া থাকে। এই যন্ত্রের নিম্নদেশে সচ্ছিদ্র দুইটী নল পরস্পর সমসূত্রপাতে সংযত এবং উপরিভাগে একটী তিক্ত অলাবুকোষ সংযোজিত থাকে। উহাই বায়ুকোষ, উহার উপরিভাগ নলাকার ও ঈষৎ বক্র, তাহাতে একটী ছিদ্র আছে। উহাই ফুৎকাররন্ধ্র। [তিক্তিরী দেখ।]

তুমি (দেশজ) ত্বং শব্দজ, তুঁহু ও আপনি এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী অর্থবোধক শব্দ। দ্বিতীয় পুরুষ।

তুমুর (ক্লী) তুমুল লস্য র। তুমুল।

তুমুল (ক্লী) তু সৌত্র ধাতু বাহুলকাৎ মূলক্। রণসঙ্কুল, হুড়াহুড়ি, পরস্পর আঘাত দ্বারা সঙ্কুল যুদ্ধ। (পুং) ২ কলিবৃক্ষ, বয়ড়াগাছ। ৩ ব্যাকুল যুদ্ধ। (ত্রি) ৪ প্রচণ্ড, উগ্র, সঙ্কুলমাত্র।

"ববৌগন্ধশ্চতুমুলো দহ্যতামনিশং তদা।" (ভারত ১।৫২।১২)

তুমুলযুদ্ধ (ত্রি) তুমুলং যুদ্ধং। ঘোরতর সংগ্রাম।

তুমূল (পুং ক্লী) কলিবৃক্ষ, বয়ড়া গাছ।

তুম্ব (পুং স্ত্রী) তুম্বতি নাশয়ত্যরুচিং তুম্ব-অচ্। অলাবু, লাউ। অলাবুর শুষ্ক ত্বক্।

"সশিক্যতুম্বকরকৌ গোপবেণুপ্রবাদকৌ।" (হরিবংশ ৬৪।৫)

[অলাবু দেখ।]

তুম্বক (পুং) তুম্ব-ণ্বুল্। অলাবু, রাজালাবু। (রাজনি°)

তুম্বর (ক্লী) তুম্বং তদাকারং রাতি-রা-ক। বাদ্যভেদ, তানপূরা। ২ তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব।

তুম্বরচক্র (ক্লী) তুম্বরং চক্রং কর্ম্মধা। রাজার জয়চর্য্যোক্ত চক্রভেদ। [চক্র দেখ।]

তুম্বরু (পুং) গন্ধর্ব্বভেদ। [তুম্বুরু দেখ।]

তুম্ববন (ক্লী) দেশভেদ, এই দেশ দক্ষিণে ১২।১৩।১৪ নক্ষত্রে অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪।১৪)

তুম্বা (স্ত্রী) তুম্ব-টাপ্। ১ অলাবু। ২ গবী। (ত্রিকা°)

তুম্বি (স্ত্রী) তুম্বতি নাশয়ত্যরুচিং তুম্ব-ইন্। অলাবু।

তুম্বিকা (স্ত্রী) তুম্ব-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। ১ অলাবু। ২ কটু-তুম্বী, তিক্তলাউ। (রাজনি°)

তুম্বিনী (স্ত্রী) তুম্ব-ণিনি ঙীপ্। কটুতুম্বী। (রাজনি°)

তুম্বী (স্ত্রী) তুম্বি ঙীষ্। ১ অলাবু। ২ কুলিকবৃক্ষ। (রত্নমালা)

তুম্বীপুষ্প (ক্লী) তুম্বাঃ পুষ্পমিব পুষ্পমস্য। অলাবু পুষ্প। (হারাবলী)

তুম্বুক (ক্লী) তুম্ব-বাহুলকাৎ উকঃ। অলাবু ফল। (পুং) অলাবু।

তুম্বুকী, ভারতবর্ষীয় একটী প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্র, ইহার আকার ঢকার ন্যায়। (যন্ত্রকোষ)

তুম্বুর (পুং) বিন্ধ্যপর্ব্বতস্থিত জাতিভেদ।

"যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াস্তথারাতুম্বুরাস্তথা।" (হরিবংশ ৫ অং)

তুম্বুরী (স্ত্রী) তুম্ববৎ আকারং রাতি রা-ক ঙীপ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ তুম্বং। ১ কুকুরী। ২ ধন্যাক, ধনে। (মেদিনী)

তুম্বুরু (ক্লী) কুস্তুম্বুরু, ধন্যাক। (পুং ক্লী) ১ তপস্বিবিশেষ। ২ অর্হদুপাসকভেদ। ৩ ফলবৃক্ষবিশেষ, ইহার ফল মরিচের মত ব্যাপ্তমুখ হয়। পর্য্যায়—শূলঘ্ন, সৌরভ, সৌর, বনজ, সানুজ, দ্বিজ, তীক্ষ্ণকন্দ, তীক্ষ্ণফল, তীক্ষ্ণপত্র, মহামুনি, স্ফুটল, সুগন্ধি। ইহার গুণ—কফ, বাত, শূল, গুল্ম, উদরাধ্মান, ক্রিমিনাশক ও অগ্নির প্রদীপ্তকারক। (রাজনি॰) ভাবপ্রকাশে ইহার পর্য্যায়—সৌরভ, সৌর, বনজ, সানুজ ও অন্ধক। গুণ—তিক্ত, কটুরস, কটু, বিপাক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, তীক্ষ্ণ, রুচিকারক, লঘু, বিদাহী এবং বাতশ্লৈষ্মিকরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ওষ্ঠগতরোগ, শিরোরোগ, শরীরের গুরুত্ব, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শূল, অরুচি, শ্বাস ও প্লীহা প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগনাশক। (ভাবপ্র॰)

তুম্বুরু (পুং) ১ একজন গন্ধর্ব্ব। এই গন্ধর্ব্ব মধু অর্থাৎ চৈত্র মাসে সূর্য্যের রথে অবস্থান করেন। ইনি সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি ব্রহ্মার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বিষ্ণুর অতি প্রিয় পার্শ্বচর হইয়াছিলেন।

অদ্ভুত রামায়ণে লিখিত আছে—ত্রেতাযুগে কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বাসুদেবে ভক্তিপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা হরিগুণ গান করিতেন। সকল সময়েই হরিগুণ-গান ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কার্য্য ছিল না। তিনি বিষ্ণুস্থল নামক অত্যুত্তম হরিক্ষেত্রে গমন করিয়া তথায় মূর্চ্ছনার উন্নতিযোগে তালবর্ণে পূরিত করিয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত হরিগুণ-গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে পদ্মাক্ষ নামে বিখ্যাত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কৌশিকের গান শুনিয়া সর্ব্বদা তাহাকে অন্ন দান করিতেন। যখন কৌশিকের অন্ন চিন্তা বিদূরিত হইল, তখন তিনি আরও হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া হরিগুণ গাহিতে লাগিলেন। পদ্মাক্ষও এই গান ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা শুনিতেন। ক্রমে কৌশিকের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন জ্ঞান ও বিদ্যাতে শ্রেষ্ঠ ৭টী শিষ্য হইল। পদ্মাক্ষ সকলকেই অন্নদান করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে মালব নামে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ এক বৈদ্য ছিলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে হরিকে প্রতিদিন দীপমালা প্রদান করিতেন। মালতী নামে তাঁহার পতিব্রতা ভার্য্যাও প্রীতমনে হরিক্ষেত্রের চারিদিকে গোময় লেপন করিতেন। হরির গানের নিমিত্ত কুশস্থল হইতে ৫০ জন ব্রাহ্মণ আসিয়া কৌশিকের কার্য্যসাধনে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই গান অতি বিখ্যাত হইয়া উঠিল। কলিঙ্গরাজ এই গানের কথা শুনিয়া এইখানে আসিয়া কহিলেন, 'কৌশিক! তুমি সহচরগণের সহিত আমার যশোগান কর।' ইহা শুনিয়া কৌশিক কহিলেন, 'মহারাজ! আমার জিহ্বা বা বাক্য কখনও হরি ভিন্ন অন্য কাহারও এমন কি ইন্দ্রেরও স্তব করে না।' পরে তাঁহার শিষ্যগণ সকলেই রাজাকে এইরূপ কহিলেন। রাজা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার ভৃত্যাদিগকে কহিলেন, 'তোমরা অতি উচ্চৈঃস্বরে আমার গুণগান কর, যাহাতে ইহাদের গান কেহ শুনিতে না পায়।' ভৃত্যগণ গান আরম্ভ করিলে সেই সকল ব্রাহ্মণ ও কৌশিক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কর্ণরোধ করিলেন এবং কাষ্ঠশঙ্কুদ্বারা পরস্পর পরস্পরের কর্ণভেদ করিলেন। পাছে রাজা বলপূর্ব্বক গানে নিযুক্ত করেন, এই ভয়ে স্ব স্ব জিহ্বাগ্র ছেদন করেন। রাজা এই ব্যাপারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাহারা সকলে উত্তরমুখে মহাপ্রস্থান করিলে তাহাদের ভোগ শেষ হইল। অনন্তর হরি তাহাদিগকে স্বীয় পার্ষদ করিলেন। কৌশিক দিগন্ধ্ব নামে গণাধিপ হইল। সেই সময় কৌশিকের প্রীতি উৎপাদন জন্য মধুরাক্ষরদক্ষ, বীণাগুণতত্ত্বজ্ঞ গীত বিশারদগণের গানদ্বারা বিষ্ণুসভায় অদ্ভুত মহোৎসব আরম্ভ হইল। এই সভায় মহাত্মা তুম্বুরু এবং কৌশিক প্রাণ ভরিয়া হরিগুণ গান করিলেন। এই গান শুনিয়া নারদের মনে অতিশয় ক্রোধ হইল। নারদ ক্রুদ্ধ হইয়া তুম্বুরুকে জয় করিবার জন্য বিষ্ণুর উপদেশানুসারে গানশিক্ষার্থ গানবন্ধু নামক উলূকেশ্বরের নিকট গমন করেন। তাহার নিকটে যথানিয়মে সহস্র বৎসর গান শিক্ষা করিয়া ইহার মনে কিছু অহঙ্কার জন্মিল, পরে তুম্বুরুকে জয় করিবার জন্য তাহার গৃহ নিকটে আসিয়া দেখিলেন, কতকগুলি বিকৃতাকার স্ত্রী পুরুষ রহিয়াছে। তাহাদের কাহারও প্রকৃত অঙ্গ নাই, ইনি তাহাদিগকে এইরূপ বিকৃতাবস্থা দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, 'আমরা রাগ ও রাগিণী। আপনার গানদ্বারা আমাদের এই দুরবস্থা হইয়াছে। তুম্বুরু আমাদিগকে গানদ্বারা সুস্থ করিবেন বলিয়া এখানে আসিয়াছি।' নারদ এই কথায় অতি লজ্জিত হইয়া নারায়ণের নিকট গমন করিলেন। নারায়ণ নারদের আক্ষেপ শুনিয়া কহিলেন, 'নারদ তুমি এখনও গীতশাস্ত্রে পারদর্শী হও নাই। তুম্বুরুর সদৃশ হইবার এখনও অনেক বিলম্ব। আমি কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলে তোমার গানশিক্ষার উপায় করিয়া দিব।' পরে নারদ যখন সম্পূর্ণরূপে গীত অধিকৃত করিলেন, তখন তুম্বুরুর প্রতি তাঁহার দ্বেষভাব অপনীত হইল। (অদ্ভুত রামা॰)

তুম্বুরুবীণা, ইহার চলিত নাম তম্বুরা বা তানপুরা। একটী অলাবুনির্ম্মিত খর্পর বা ধ্বনিকোষ, একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত দণ্ড বা ধ্বনিপট্টকাদি দ্বারা প্রস্তুত হয়। তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা, এইজন্য ইহার নাম তুম্বুরুবীণা, তম্বুরা বা তানপুরা হইয়াছে। গীত ও বাদ্যের সময় সুর বিরাম নিবারণ জন্য এই যন্ত্র প্রয়োজন। ইহাতে দুইটী পিত্তলের ও দুইটী লৌহের তার থাকে, ইহার সুরবন্ধনক্রম এইরূপ—

পি—লৌ—লৌ—পি
স স স প
• •

তানপুরাতে যে চারিটী তার থাকে, তাহা এই রীতিতে বদ্ধ হয়। (যন্ত্রকোষ)

তুত্র (ত্রি) তুদ-প্রেরণে আহরণে চ রক্। ১ প্রেরক। ২ হিংসক।
"সত্রাহণং দাধৃষিং তুম্রমিন্দ্রং" (ঋক্ ৪।১৭।৮)। 'তুম্রং প্রেরকং' (সায়ণ) "অগত্যা তুম্রো বৃষভো মরুত্বান্" (ঋক্ ৩।৫০।১) 'তুম্রঃ আহন্তা তুমিরাহননার্থঃ।' (সায়ণ)

তুর (ত্রি) তুর-ক। বেগবিশিষ্ট।
"প্রতবৎসো নমউক্তিং তরস্যাহং" (ঋক্ ৫।৪৩।৯)

তুরকী (পারসী) তুরুষ্কদেশীয় মুসলমান জাতি। [তুর্কী দেখ।]

তুরগ (পুং স্ত্রী) তুরেণ বেগেন গচ্ছতি গম-ড। ১ ঘোটক। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ২ চিত্ত। (মেদিনী)

তুরগগন্ধা (স্ত্রী) তুরগস্যেব গন্ধোযস্যাঃ বহুব্রী। ১ অশ্বগন্ধা। (রাজনি°) (পুং) তুরগস্য গন্ধঃ ৬তৎ। অশ্বের গন্ধ, তুরঙ্গগন্ধাদিও এইরূপ।

তুরগদানব (পুং) তুরগাকারঃ দানবঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা°। কেশিদানব, এই দানব কংসের আদেশে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য তুরগ বেশ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ইহার অত্যাচারে এই স্থান জনপ্রাণিশূন্য হইল। দুরাত্মা তুরগরূপী দৈত্য গোপগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিয়া বনস্থলী একেবারে কম্পিত করিয়া তুলিল। কেহই আর সাহস করিয়া সেই বনে যাইত না। একদা ঐ দৈত্য কালপ্রেরিত হইয়া ঘোষপল্লীতে প্রবেশ করে। উহাকে দেখিয়া ঘোষগণ সকলই ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইল। কেশীও উর্দ্ধমুখে বিস্তৃত নয়নে দশন বিকাশপূর্ব্বক শ্রুতিকঠোরস্বরে চীৎকার করিতে করিতে কৃষ্ণের দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। কৃষ্ণ ইহার সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ইহাকে বিনাশ করেন। (হরিব° ৮০ অ°)

তুরগপ্রিয় (পুং) তুরগাণাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। যব। (রাজনি°)

তুরগব্রহ্মচর্য্যক (ক্লী) তুরগস্যেব ব্রহ্মচর্য্যং তত্তঃ স্বার্থে কন্। স্ত্রীর অভাবহেতু অঙ্গনাত্যাগরূপ ব্রহ্মচর্য্যভেদ, ভোগ্যা নারীর অপ্রাপ্তিনিবন্ধন অশ্বের ন্যায় স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগরূপ ব্রত। (ত্রিকা°)

তুরগমেধ (পুং) তুরগেন মেধঃ ৩তৎ। অশ্বমেধ।

তুরগরক্ষক (পুং) তুরগস্য রক্ষকঃ ৬তৎ। অশ্বরক্ষক। (বৃহৎস° ১৫।২৬)

তুরগলীলক (পুং) সঙ্গীতের তালবিশেষ। "দ্রুতং দ্বন্দ্বং বিরামান্তং লঘুস্তুরগলীলকে।" (সঙ্গীতদা°)
এই তালে দুইটী দ্রুত, অন্তে লঘু ও বিরাম।

তুরগাতু (ত্রি) তুরেণ গাতুঃ গম বেদে ডাতু। ১ শীঘ্র গমনকারক। ২ তূর্ণ গমন, শীঘ্র গমন।
"অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবমেতৎ" (ঋক্ ১।১৬৪।৩০) 'তুরগাতু স্বব্যাপারায় গমনং।' (সায়ণ)

তুরগানন (পুং) তুরগস্য আননমিব আননমস্য। কিন্নরভেদ, ইহাদের মুখ অশ্বের ও অন্যান্য শরীর মনুষ্যের ন্যায়। ২ দেশভেদ, এই দেশ উত্তরদিকে অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪।২৫)

তুরগারোহ (পুং) অশ্বারোহী। (বৃহৎস° ১৫।২৬)

তুরগিন্ (ত্রি) তুরগো বাহনত্বেনাস্ত্যস্য ইনি। অশ্বারোহী। (হেম°)

তুরগী (স্ত্রী) তুরগবৎ গন্ধোঽস্ত্যস্য অর্শ-আদিত্বাৎ অচ্, ততো ঙীষ্। ১ অশ্বগন্ধা। জাতৌ ঙীষ্। ২ অশ্বী, ঘোটকী।

তুরগীয় (পুং স্ত্রী) অশ্ব সম্বন্ধীয়। "খরতুরগীয়সম্পর্কাৎ জাতাশ্বতরবৎ" (মনু ১।২, কুল্লূক)

তুরগোপচারক (পুং) অশ্বসাদী, অশ্বারোহী। শনি অশ্বিনী নক্ষত্রে বিচরণ করিলে অশ্ব, অশ্বসাদী, কবি, বৈদ্য এবং অমাত্যদিগের হানি হয়। (বৃহৎস° ১০।৩)

তুরঙ্গ (পুং স্ত্রী) তুরেণ গচ্ছতি তুর-গম্ খচ্-বা ডিচ্চ। ১ ঘোটক। (ক্লী) ২ চিত্ত (শব্দর°)। ৩ সৈন্ধব।

তুরঙ্গক (পুং) তুরঙ্গ ইব কায়তি কৈ-ক। ১ হস্তিঘোষা বৃক্ষ, হিন্দীভাষায় বড়ীতোরই। স্বার্থে কন্। ২ ঘোটক।

তুরঙ্গগন্ধা (স্ত্রী) [তুরগগন্ধা দেখ।]

তুরঙ্গদ্বিষণী (স্ত্রী) তুরঙ্গো দ্বিষ্যতেঽনয়া তুরঙ্গ-দ্বিষ্ বাহু° ক্যু ঙীপ্। মহিষী, স্ত্রী-মহিষ। (রাজনি°)

তুরঙ্গপ্রিয় (পুং) তুরঙ্গস্য প্রিয়ঃ ৬তৎ। যব। (রাজনি°)

তুরঙ্গম (পুং স্ত্রী) তুরং গচ্ছতি-গম-খচ্ মুম্। ঘোটক।

তুরঙ্গমশালা (স্ত্রী) তুরঙ্গমস্য শালা গৃহং ৬তৎ। অশ্বশালা, অশ্ব থাকিবার স্থান।

তুরঙ্গমেধ (পুং) অশ্বমেধ।

তুরঙ্গবক্ত্র (পুং) তুরঙ্গস্যেব বক্ত্রমস্য। অশ্বমুখাকার কিন্নরভেদ।

তুরঙ্গবদন (পুং) তুরঙ্গস্যেব বদনমস্য। অশ্বমুখাকার কিন্নরভেদ।

তুরঙ্গারি (পুং) তুরঙ্গস্য অরিঃ ৬তৎ। ১ করবীর, করবী ফুলের গাছ। ২ মহিষ, ইহারা অশ্বদিগের স্বভাববৈরি। (রত্নমালা)

তুরঙ্গিকা (স্ত্রী) তুরঙ্গবৎ আকারোঽস্ত্যস্যাঃ। তুরঙ্গ-ঠন্ দেবদালীলতা, ঘোষা। (রাজনি॰)

তুরঙ্গিন্ (ত্রি) তুরঙ্গো বাহনত্বেন অস্ত্যস্য। তুরঙ্গ-ইন্ অশ্বারোহী।

তুরঙ্গী (স্ত্রী) তুরঙ্গস্তৎগন্ধোঽস্ত্যস্যাঃ অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ ১ অশ্বগন্ধা। জাতৌ ঙীষ্। ২ অশ্বী, ঘোটকী।

তুরণ (ক্লী) তুর ভাবে ক্যু। ক্ষিপ্রগমন "সুরেতস্তুরণ্য" (ঋক্ ১।১২১।৫)' তুরণে ক্ষিপ্রগমনে' (সায়ণ)

তুরণ্য (পুং) তুরণ্য কণ্ড্বাদিত্বাৎ ভাবে ঘঞ্। ত্বরা, শীঘ্র "উষসস্তুরণ্যসৎ" (ঋক্ ৪।৪০।২) 'তুরণ্যসদ্ ত্বরয়া সীদতি' (সায়ণ)

তুরণ্যসদ্ (ত্রি) তুরণ্য-সদ-কিপ্। যিনি শীঘ্র অবসন্ন হন (ঋক্ ৪।৪০।২)

তুরণ্যু (ত্রি) তুরণ্য কণ্ড্বাদিত্বাৎ উণ্। ত্বরাযুক্ত।

"তুভ্যং শুক্রাস শুচয়স্তুরণ্যবঃ" (ঋক ১।১৩৪।৫)

'তুরণ্যবঃ ত্বরাযুক্তাঃ' (সায়ণ)

তুরপুণ (দেশজ) সূত্রধরদিগের অস্ত্রবিশেষ, এই অস্ত্র দ্বারা কাষ্ঠে ছিদ্র করা হয়।

তুরম্ (অব্য) তুর-অমু। ত্বরা।

"তুরং যতীষু তুরয়ন্নৃজিপ্যঃ" (ঋক্ ৪।৩৮।৭)

তুরয়া (ত্রি) তূর্ণ, শীঘ্র। "তুরয়াউ গব্যঃ" (ঋক্ ৪।২৩।১০) 'তুরয়াস্তূর্ণং' (সায়ণ)

তুরস্ (ক্লী) তুর-অসুন্। ত্বরা, শীঘ্র। (ঋক্ ১০।৯৬।৮)

তুরস্পেয় (ক্লী) তুরস্ পা-যৎ। তূর্ণপেয়। "আয়সস্তুরস্পেয়ে" (ঋক্ ১০।৯৬।৮) 'তুরস্পেয়ে তূর্ণং পাতব্যে'। (সায়ণ)

তুরাণ, (পারসীক শব্দ) ইরাণ অর্থাৎ পারস্যদেশের উত্তরে ও উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত মধ্য এসিয়ার সমস্ত দেশকে পারস্য-বাসীরা 'তুরাণ' নামে অভিহিত করিত। হিন্দুরা যে ভাবে আর্য্য ও ম্লেচ্ছ এই দুই শব্দ ব্যবহার করেন, পারস্যবাসীরা ঠিক সেই ভাবে 'ইরাণ' ও 'তুরাণ' শব্দ ব্যবহার করে। তুরাণ দেশের লোককে তুরাণী বলে।

পাশ্চাত্যজাতিতত্ত্ববিদ কুভীয়ের মতে, মোঙ্গলীয় (জাফেত-বংশীয়) জাতির আদি বাসস্থান সুইজর্লণ্ডের অন্তর্গত অল্‌টাই পর্ব্বতে। এই স্থান হইতে তাহারা উত্তর ও মধ্যএসিয়ায় এবং গঙ্গানদীর উত্তরপ্রদেশ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে, পূর্ব্বদিকে জাপান, কোরিয়া, সাইবিরিয়া প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ে তুরুস্, তুর্কী, মোগল, ফিন প্রভৃতি জাতি এই বৃহৎ তুরাণী জাতির শাখা বলিয়া গণ্য।

অনৈতিহাসিক কাল হইতে একদল বীর জাতি যে হিমালয় হইতে অল্‌টাই পর্য্যন্ত বৃহৎ পর্ব্বতমালার অধিত্যকা প্রদেশে বাস করিত, ইহা সমস্ত প্রাচীন সভ্য জাতির আদিম অবস্থার বিবরণ অনুসন্ধান করিলেই জানা যায়। এই জাতি সময়ে সময়ে দলে দলে নামিয়া এসিয়া ও য়ুরোপে উর্ব্বর দেশ সমূহে লুটপাট করিত। এরূপ লুটের শব্দ যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে চীন দেশের সীমায় হিয়োঙ্-নু-কর্ত্তৃক উৎপাত ও চীনের প্রবল পরাক্রান্ত চীন-রাজগণ কর্ত্তৃক তাহার দমন-বিবরণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারাই পূর্ব্বদিকে চীনসীমায় বাধা পাইয়া পশ্চিম দিকে হারমনরিচ নামক প্রাচীন গথিকরাজ্যে উৎপাত করে এবং এজেল বা অট্টিলার অধীনে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে গিয়া বাস করে। এই জাতির লোকই সময়ে সময়ে তুঘ্‌রিল বেগ, সেলুজুগ মহম্মদ (গিজনীর), চঙ্গেজ খাঁ, তৈমুর, ওথমান প্রভৃতির অধীনে চীন, বোগদাদ্, বাইজানটিয়ম্ ও ভারতবর্ষে উৎপাত করিয়াছে। এই জাতীয় লোকেরই এক শাখা তুরুস্কে আধিপত্য করিতেছেন। একশাখা মোগল নামে পরিচিত হইয়া ভারতবর্ষে বহুকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। এই জাতীয় লোক কখন কোন সভ্যতর জাতির অধীনতা স্বীকার করে নাই। ইহারা ইহাদের পার্শ্ববর্ত্তী সভ্যজাতির নিকট হইতে নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদিগের বন্ধুভাবে বা প্রজাভাবে নহে, বরং তাহাদের অনেকের উপর প্রভুত্ব ও রাজত্ব করিয়াই শিক্ষা করিয়াছে।

তুরাণী জাতিকে বর্ত্তমানকালে তুর্কী-তাতারীয় জাতি বলিলেই বিশেষরূপে পরিচিত করা যাইতে পারে। প্রাচীন কালে আর্য্যগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধনে বদ্ধ হইয়া বাসের চেষ্টা করিতেন, তাঁহারা একস্ত্রী বিবাহ ও এক পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া জাতি ও সমাজ বন্ধনের চেষ্টা পাইতেন, কিন্তু তুরাণীরা ঠিক তদ্বিপরীতে চলিত। ইহাদেরও ধর্ম্মসমাজ ছিল, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিকভাব বেশী ছিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে অশ্বমেধাদি (পশুবধমূলক যজ্ঞাদি) আর্য্যেরা অতি প্রাচীনকালে এই তুরাণীসংঘর্ষে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাইরাস্ নামক প্রাচীন পারস্য ভূপতির মহোৎসবে শ্বেত অশ্ব বলি একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। সাইবিরিয়ার দক্ষিণাংশে এখনও এইরূপ অশ্ববলি প্রচলিত আছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ভারতের তামিল, তেলগু প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় জাতি এবং কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিও এই তুরাণী জাতির অন্তর্গত। তাঁহারা প্রমাণার্থ বলেন যে, যখন আর্য্যেরা ভারতে প্রবেশ করেন,

তখন তাঁহারা এদেশে প্রাচীন শক জাতিতে পরিব্যাপ্ত দেখেন। এই শক জাতীয়েরা উক্ত তুরাণী জাতির তাতার বা তুর্কী শাখার অন্তর্গত। আর্য্যেরা এই সকল শককে উত্তরভারত হইতে (দাস, দস্যু, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া) বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বতাঞ্চলে তাড়াইয়া দেন। ইহারাই দ্রাবিড়, মলয় ও সিংহলে ছড়াইয়া পড়ে। তেলগু, তামিল, কর্ণাটী, মলয় প্রভৃতি ভাষার ঘনিষ্ট সাদৃশ্য এরূপ অনুমানের একটী বিশিষ্ট প্রমাণ বটে। ভীল, গোঁড়, তোড়া প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতির ভাষাও আবার ঐ সকল দাক্ষিণাত্য ভাষার সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য থাকায়, ইহাদিগকে প্রাচীন শক জাতির বংশধর বলিয়া অনুমান করা হয়। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপবাসীর ভাষাও এই দাক্ষিণাত্যে অনেক ভাষার সহিত সাদৃশ্যবিশিষ্ট, এই সকল অনুমানে নির্ভর করিলে বলা যায় তুরাণী জাতি এখন মধ্যএসিয়া ও উত্তর এসিয়ায় বাস করিলেও তুরাণী ভাষা নানারূপ বিকৃত হইয়া সমস্ত উত্তর ও মধ্য এসিয়ায়, উত্তর য়ুরোপে এবং দক্ষিণ ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ল্যাপলণ্ড, ফিন্‌লণ্ড, হঙ্গেরি, তুরস্ক, ক্রিমিয়া প্রভৃতি দেশের ভাষাও এই তুরাণী ভাষার অন্তর্গত। আর্য্য ও সমিতিক ভাষা ব্যতীত অন্যান্য য়ুরোপীয় ও আসিয়িক ভাষাই এই তুরাণী ভাষার অন্তর্গত। চীনের ভাষা ইহার অন্তর্গত নহে। তুরাণী ভাষা বিকৃত হইয়া এখন উত্তরদেশীয় (Ural Altaic বা Ugro Tartaric) এবং দক্ষিণদেশীয় ভাষা এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উত্তর-তুরাণীয় ভাষায় আবার মোঙ্গলীয়, মঙ্গোসীয়, তুর্কী, কিনীয় ও সাময়দীয় এই পাঁচভাগে বিভক্ত। দক্ষিণদেশীয় ভাষাও তামিলীয়, গাঙ্গ্য, বহির্হিমালয় ও অন্তর্হিমালয় প্রদেশীয়, লৌহিত্য, তৈলঙ্গ ও মলয়প্রদেশীয় এই পাঁচভাগে বিভক্ত।

চীনের উত্তর হইতে সাইবিরিয়ার মধ্যবর্ত্তী তঙ্গন্ নদীতীর পর্য্যন্ত মঙ্গসীয় ভাষা প্রচলিত। চীনান্তর্গত জাতীয় লোকে এই ভাষায় কথা কয়।

বৈকালহ্রদতীরবর্ত্তী স্থান মোঙ্গলীয় ভাষার আদিস্থান। সাইবিরিয়ার পূর্ব্বাংশে এই ভাষা চলে। চঙ্গেজ খাঁ ১২২৭ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলীয়, বুরিয়াত, ওলোট বা কালমক প্রদেশ একত্র করিয়া মোঙ্গল রাজত্ব স্থাপন করেন। এই সময় হইতে মোঙ্গলীয়, তুঙ্গসীয় ও তাতারীয় ভাষাবাদী লোকেরা একদেশান্তর্গত হইয়া পড়ে।

ভারতে শতদ্রুতীরে উচ্চ ও নিম্ন কুনাবর প্রদেশ হইতে ভোটান পর্য্যন্ত গাঙ্গ্যতুরাণী ভাষা অন্তর্হিমালয় অংশে প্রচলিত। ব্রহ্ম, অন্নম প্রভৃতি পূর্ব্বউপদ্বীপের উত্তরদেশীয় ভাষা, আসামের মিকির জাতির ভাষা ও বোদো, কাছাড়ী, কুকী, নাগা, গোড় প্রভৃতি পূর্ব্ব বাঙ্গালার অসভ্য জাতির ভাষা; কোল, মুণ্ড, সাঁওতাল, ভূমিজ প্রভৃতি পশ্চিমবাঙ্গালার অসভ্য জাতির ভাষা, ছোটনাগপুরের মুণ্ডা জাতির ভাষা লৌহিত্য-তুরাণী ভাষার অন্তর্গত। তামিলীয়-তুরাণী ভাষার মধ্যে বেলুচিস্থানের ব্রাহুই জাতির ভাষা, গোঁড়ভাষা, কানাড়া প্রদেশের তুলুব জাতির ভাষা, কর্ণাটী ভাষা, নীলগিরির তোড়া জাতির ভাষা, ত্রিবাঙ্কুড়ের মলয়ালম্ ভাষা, তামিল ভাষা, তেলগুভাষা, তাপ্তী নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী ভীল, কুর, কোকু প্রভৃতির ভাষা গণনীয়। পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের মধ্যে নিফন সাম্রাজ্য ও লিকু সাম্রাজ্যের ভাষা কতকটা উত্তরদেশীয় তুরাণী ভাষার অন্তর্গত। অষ্ট্রেলিয়ার ভাষা তামিলের অনুরূপ। তুরুস্কের ভাষা ও ব্যাকরণ অবিকল তুরাণীয় ভাষার ন্যায়।

তুরায়ণ (ক্লী) তুর-ক, তস্য অয়নং 'পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়াং' ইতি সূত্রেণ ণত্বং। ১ অসঙ্গ। ২ যজ্ঞভেদ, এই যজ্ঞ বৈশাখ শুক্লপঞ্চমী বা চৈত্র শুক্লপঞ্চমীতে করিতে হয়।

"তুরায়ণং বৈশাখশুক্লপঞ্চম্যাং" "চৈত্রস্য বা" (কাত্যা° ২৪।৮।১।২) 'তুরায়ণং সত্রনাম' (কর্ক) ৩ পরায়ণ, আসক্ত।

তুরাসাহ্ (পুং) তুরং ত্বরিতং সাহয়তি সহ-ণিচ্ ক্বিপ্। অন্যেষামপি দৃশ্যতে ইতি সূত্রেণ দীর্ঘঃ। ইন্দ্র। "সহেঃ ষাড়ঃ সঃ" (পা ৮।৩।৫৬)

তুরাদি শব্দের পর সহধাতুর যখন ষাড় রূপ হইবে, তখনই সহধাতুর স ষত্ব হইবে, ষাড় রূপ না হইলে হইবে না। তুরাষাট্, জনাষাট্ প্রভৃতির স ষত্ব হইল, কিন্তু তুরাসাহ্ জনাসাহ প্রভৃতির স ষত্ব হইল না।

"তুরাসাহং পুরোধায় ধাম স্বায়ম্ভুবং যযৌ।" (কুমারস° ২।১)

তুরি, এক যুদ্ধপ্রিয় জাতি। আফগানিস্থানের নিকটবর্ত্তী কুরম্ নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে এই জাতির বাস। ইহাদের মধ্যে ৫৫০০ যোদ্ধা আছে। ইহারা অপরাপর জাতির সহিত মিলিত হইয়া মীরঞ্জাই উপত্যকায় মহা উৎপাত করে। ইহারা ইংরাজদ্বেষী, সর্ব্বদা ইংরাজাধিকৃত্য কোহাট জেলায় উৎপাত করে। অপর জাতিকেও ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন কোক একদল তুরি বিদ্রোহীকে ধৃত করেন। ইহারা লবণখনিতে যাইতেছিল। ১৮৫৪ অব্দে সন্ধি হয়, কিন্তু কয়েকমাস পরে প্রায় ২০০০ তুরি মীরঞ্জাই আক্রমণ করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করে। কাবুল যুদ্ধে (১৮৭৮।৮০ খৃঃ অব্দে) তুরিরা কোন গোলমাল করে নাই।

দাউদপুত্র, বিজনোট, নোক, লোয়াকেট, উদ্র প্রভৃতি স্থানে একদল তুরি বাস করে। তাহারা উষ্ট্র ভাড়া দিয়া

থাকে, কিন্তু বাউরি ও খেন্দারদিগের ন্যায় অতিশয় চৌর্য্য-পরায়ণ বলিয়া তাহারা শয়তানের বংশধর এবং ভূত প্রেত নামে আখ্যাত হয়।

তুরি (স্ত্রী) তুর্-ইন্। তন্তুবায়ের কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত বয়নসাধন, মাকু, তাঁতির যন্ত্রবিশেষ।

তুরী (স্ত্রী) তুরি-ঙীপ্। ১ তুরি, মাকু, তন্তুবায়ের যন্ত্রবিশেষ। পর্য্যায়—তন্ত্রকাষ্ঠ, তুলি, তুলী। (শব্দর°) ২ ত্বরাযুক্ত। "রুচা নৃপতীব তুর্য্যৈ" (ঋক্ ১০।১০৬।৪) 'তুর্য্যৈ ত্বরমাণায়ৈ সংভ্রমবত্যৈ।' (সায়ণ)

তুরীপ (ত্রি) তূর্ণমাপ্নোতি ব্যাপ্নোতি তূর্ণ-আপ-ক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তূর্ণব্যাপক। "তুষ্টা তুষ্টা তুরীপোঽস্তুত ইন্দ্রাগ্নী" (যজু° ২১।২০) 'তুরীপঃ তূর্ণমাপ্নোতি তুরীপঃ।' (বেদদীপ)

তুরীয় (ত্রি) তুরীয় অচ্ চতুর্ণাং পূরণঃ চতুর্-ছ, আদ্যলোপশ্চ। ১ গতিযুক্ত। ২ চতুর্থের পূরণ। ৩ তারক।

"মনস্তুরীয়মধ পোষয়িত্নু" (ঋক্ ৩।৪।৯) 'তুরীয়ং তারকং' (সায়ণ) ৪ চতুর্থী বৈখরীরূপা বাক্।

"তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি" (ঋক্ ১৬৪।৪৫) 'তুরীয়স্তৃপদং বৈখরীসংজ্ঞকং মনুষ্যা সর্ব্বে বদন্তি।' (সায়ণ)

পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী এই চারিটী বাক্য। ইহার মধ্যে বৈখরী বাক্যের নাম তুরীয়। এক নাদাত্মিকাবাক্য মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়াছিল এবং তাহার নাম পরাবাক্. এই নাদোত্থিত বাক্য অতি সূক্ষ্ম এবং দুর্নিরূপত্ব (কেহই নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে) এবং ইহা কেবল যোগিগণই দেখিতে সমর্থ, এইজন্য ইহার নাম পশ্যন্তীবাক্। পরে এই বাক্য বুদ্ধিগত হইয়া বিপক্ষ (বলিবার ইচ্ছা) প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহার নাম মধ্যমা হইয়াছিল ; অনন্তর যে সময়ে এই বাক্য মুখে স্থিত হইয়া তালু ও ওষ্ঠাদি ব্যাপার দ্বারা বাহিরে নির্গত হইতে লাগিল অর্থাৎ মুখে উচ্চারিত হইতে লাগিল, তখন তাহার নাম বৈখরী বা তুরীয় হইল। ইহার মধ্যে পরাদি তিনটী হৃদয়ের অন্তর্বর্ত্তিত্ব হেতু গুহা নিহিত হইল এবং চতুর্থ সংখ্যক তুরীয় বাক্য সকল লোকই উচ্চারণ করিতে লাগিল। (ঋক্ ১।৬৪।৪৫ সায়ণ) ৪ সর্ব্বাধারভূত অনুপহিত চৈতন্য, পরব্রহ্ম।

বেদান্তসারে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—বন বা তদবস্থ আকাশ এবং বৃক্ষ বা তত্র স্থিত আকাশ এবং জলাশয় বা তদ্গত প্রতিবিম্বস্থিত আকাশাদির আশ্রয়রূপ অনুপহিত মহাকাশের ন্যায় এই সমষ্টি ব্যষ্টি অজ্ঞান ও তদুপহিত চৈতন্যদিগের আধারভূত যে অনুপহিত চৈতন্য, তাহাকে তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য বলা যায় *। এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা—মঙ্গলস্বরূপ অদ্বিতীয় চৈতন্যকে চতুর্থ বলিয়া মানি, তিনি আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়। যেমন দগ্ধলৌহ পিণ্ডের সহিত অভিন্ন রূপ অগ্নি "অয়ো দহতি" এই বাক্যের বাচ্য এবং লোহপিণ্ড হইতে ভিন্নরূপে তাহার লক্ষ্য বলা যায়, তদ্রূপ এই সমষ্টি ব্যষ্টি অজ্ঞান ও তদুপহিত চৈতন্যের সহিত অভিন্ন রূপ এই তুরীয় চৈতন্য "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যের বাচ্য এবং ভিন্নরূপে মহাবাক্যের লক্ষ্য হন। (বেদান্তসার)

তুরীয়ক (পুং) তুরীয় স্বার্থে ক। চতুর্থ।

"ভগিন্যশ্চ নিজাদংশাৎ দত্ত্বাংশস্তু তুরীয়কং।" (যাজ্ঞ° ২।১২৪)

তুরীয়বর্ণ (পুং) তুরীয়ঃ বর্ণঃ কর্ম্মধা। চতুর্থবর্ণ শূদ্র। (হলায়ুধ)

তুরুষ্ক, ম্লেচ্ছজাতি বিশেষ। তুর্কজাতি। তুর্কীস্থান। ভাষাভেদ।

তুরুষ্ক, এসিয়া ও য়ুরোপের অন্তর্গত দেশ বিশেষ। এই দেশ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—এসিয়ক তুরুষ্ক ও য়ুরোপীয় তুরুষ্ক। ইহার মধ্যে এসিয়ক তুরুষ্কই বৃহৎ। এসিয়ক তুরুষ্কই এসিয়ার পশ্চিমাস্তদেশ। ইহার উত্তরে কৃষ্ণসাগর ও এসিয়ক রুষিয়া, পূর্ব্বে পারস্য, দক্ষিণে আরব ও ভূমধ্যসাগর এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর। আকারে এই দেশ ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক। এই প্রদেশে নিম্নলিখিত প্রদেশগুলি আছে,—এসিয়া মাইনর, সিরীয়া, আর্ম্মেণিয়ার কতকাংশ, কুর্দ্দিস্তান (বা আসিরীয়া), অল্-জেজিরাহ্ বা মেসোপোটেমিয়া, ইরাক আরবী (বা কালদিয়া) ও আরবীস্থান (বা তুরুষ্কাধিকৃত আরব)।

বামনপুরাণে ভারতের উত্তরসীমা যে তুরুষ্ক দেশের উল্লেখ আছে, তাহা এ তুরুষ্ক নহে, তাহা এখন তুর্কিস্থান নামে খ্যাত।

এসিয়া-মাইনর (ক্ষুদ্র এসিয়া)—একটী বৃহৎ উপদ্বীপ। ইহা কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে অবস্থিত। ইহার অভ্যন্তর ভাগে উচ্চ মালভূমি। উত্তর ও দক্ষিণে পর্ব্বতমালা আছে। এই প্রদেশের প্রধান নদী কিজিল ইর্ম্মাক (লোহিত নদী, ইহার প্রাচীন নাম হালিজ) ও 'সকেরিয়া' কৃষ্ণসাগরে পড়িয়াছে। মিয়ান্দার, হরমুজ ও সরাবত নদী লিবাণ্ট উপসাগরে পড়িয়াছে। অঙ্গোরা নামক স্থানে লোমশ ছাগ পাওয়া যায়, ইহাদের লোমে এ দেশে শাল হয়। এই প্রদেশ আবার পশ্চিমে আনাতোলিয়া, মধ্যস্থলে কারামাণিয়া, উত্তর-পূর্ব্বে রুম বা শিবস এইকয় ভাগে বিভক্ত। স্মির্ণা এ প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সহর ও বাণিজ্যস্থান। স্কুটারি,

* "বনবৃক্ষতদবচ্ছিন্নাকাশয়োর্জলাশয়জলতদ্গতপ্রতিবিম্বাকাশয়োর্বা আধারানুপহিতাকাশবদনয়োরজ্ঞানতদুপহিতচৈতন্যয়োরাধারভূতং চৈতন্যং তৎ তুরীয়মিত্যুচ্যতে।" (বেদান্তসা°)

অঙ্গোরা, সিনোপি, ত্রিবিজন্দ, কোনেহ্, (প্রাচীন নাম আই কোনিয়াম্), শিবস প্রভৃতি নগরগুলি প্রধান। ইহার পশ্চিমস্থ বেবা অন্তরীপই এসিয়ার সর্ব্বপশ্চিম অন্তরীপ।

সিরীয়া এসিয়া-মাইনরের দক্ষিণে আরবের উত্তরে অবস্থিত। খৃষ্টানদিগের পবিত্র স্থান পালেস্তাইন এই সিরীয়ার মধ্যে। ইহাই পশ্চিম বিভাগ, জেরুসালেম ইহার প্রধান নগর, বেথহেলম্ সহরে যীশুখ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন। সিরীয়ার রাজধানী আলেপো। অন্তিওক বা আন্তাকিয়া একটী নগর এবং সৈদা (প্রাচীন সিদোন), তায়র (Tyre), একার, জাফ্ফা, গাজা প্রভৃতি কয়টী বিখ্যাত সহর আছে।

আর্ম্মেনিয়া প্রদেশ কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার সমস্তই পূর্ব্বে তুরুষ্কাধিকারে ছিল, পরে রুষ-তুরুষ্ক যুদ্ধের পর ইহার পূর্ব্বাংশ রুষরাজকে অর্পণ করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বাংশে আরারাট পর্ব্বত পারস্য, রুষ ও তুরুষ্ক এই তিনটী বৃহৎ সাম্রাজ্যের সীমাস্বরূপ দণ্ডায়মান। ইহার শিখর-দেশ ঊর্দ্ধে দেড়ক্রোশ পর্য্যন্ত চিরতুষারে আচ্ছন্ন। এ প্রদেশে য়ুফ্রেতিস্ নদী দক্ষিণমুখে, কুর ও অরস্ পূর্ব্বমুখে, কাস্পীয় হ্রদে পড়িতেছে। আর্জরুম ইহার রাজধানী, ও ভাণ নগর ভাণ হ্রদতীরে অবস্থিত।

কুর্দ্দিস্তানের প্রাচীন নাম আসিরীয়া। এই প্রদেশ আর্ম্মেনিয়ার দক্ষিণে তাইগ্রীস নদীর উত্তরে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা কুর্দ্দনামে খ্যাত। ইহারা কৃষিজীবী, কিন্তু দস্যুব্যবসায়ী ও ভয়ানক স্বভাব। ইহাদের ধর্ম্ম মুসলমান ধর্ম্ম বটে, কিন্তু তাহাতে প্রেতোপাসনা ও অগ্ন্যুপাসনা মিশ্রিত আছে। এখানে তাইগ্রীসতীরে প্রাচীন নগর নিনেভির ধ্বংসাবশেষ আছে।

অল-জে-জিরাহ্ প্রদেশের প্রাচীন নাম মেসোপোটেমিয়া। ইহা কুর্দ্দিস্তানের দক্ষিণে তাইগ্রীস ও য়ুফ্রেতিস্ নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। তাইগ্রীস তীরে মোজল নগর ইহার রাজধানী এখানে প্রাচীন কালে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মিত হইত, তাহাকেই মজ্‌লিন্ (মস্‌লিন) বলিত।

ইরাক্ আরবী প্রদেশের প্রাচীন নাম কালদিয়া বা বাবিলোনিয়া। ইহা পারস্য সাগরের নিকটে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই প্রদেশ অতি উর্ব্বরা ছিল, কিন্তু এখন ইহার অধিকাংশ মরুভূমি হইয়া গিয়াছে, বোগদাদ নগর (তাইগ্রীস তীরে) ইহার রাজধানী। এই নগরই খলিফাগণের রাজধানী ছিল। য়ুফ্রেতিস তীরে প্রাচীন নগর বাবিলনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বর্ত্তমান হিল্লেহ্ নগর অবস্থিত। য়ুফ্রেতিস্ ও তাইগ্রীস নদী এই প্রদেশে মিলিত হইয়া সাট্-অল্-আরব নাম ধারণ করিয়াছে। এই যুক্ত-নদীতীরে বসোরা বা বস্‌রা নগর অবস্থিত। এই নগরের বাণিজ্য বহু বিস্তৃত। এখানকার গোলাপ ফুল অতি উৎকৃষ্ট।

য়ুরোপীয় তুরুষ্ক। ইহার উত্তরে অষ্ট্রিয়া, সার্ভিয়া ও রুমানিয়া, পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগর; দক্ষিণে ইজিয়ান সাগর ও গ্রীস এবং পশ্চিমে আড্রিয়াটিক সাগর। দানিয়ুব নদী উত্তরাংশে শাখা প্রশাখা লইয়া সমস্ত দেশে প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণসাগরে পড়িতেছে। দক্ষিণাংশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র নদী আছে। এ দেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও সাধারণতঃ নাতি-শীতোষ্ণ, কিন্তু সময়ে সময়ে অতিগ্রীষ্ম ও অতিশীত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় তুরুষ্কে এই কয়টী প্রদেশ আছে,—রুমেলিয়া, পূর্ব্বরুমেলিয়া, অলবানিয়া ও বুলগেরিয়া।

কনস্তান্তিনোপল্ বা ইস্তাম্বুল সহর তুরুষ্ক সাম্রাজ্যের রাজধানী। এই নগর বস্‌ফরসের তীরে অবস্থিত। নগরটী দেখিতে সুন্দর। অট্টালিকা প্রায় নাই, অধিকাংশ গৃহ কাষ্ঠনির্ম্মিত। রাস্তা সরু ও গলিজ। কলিকাতা অপেক্ষা এই সহর ক্ষুদ্র।

গল্লিপোলি সহর দার্দ্দেনেলিস্ প্রণালীর তীরে অবস্থিত। এই সহর তুরুষ্ক রাজ্যের নৌ-সেনাগণের থাকিবার প্রধান আড্ডা। এড্রিয়ানোপল্ (রোমীয় সম্রাট এড্রিয়ান কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত) তুর্কীগণের প্রাচীন রাজধানী ছিল, ইহাই রাজ্যের দ্বিতীয় সহর। সলোনিকী (প্রাচীন থেসালোনিকা) দ্বিতীয় বন্দর।

বুলগেরিয়া প্রদেশে বুলগেরিয়া ও স্রুমলা, বলকান পর্ব্বতের গিরিবর্ত্মে অবস্থিত, ইহা দৃঢ় দুর্গবেষ্টিত। বর্ণা কৃষ্ণসাগরের তীরে একটী বন্দর। সিলিষ্ট্রিয়া, ত্রিনোভা ও সোফিয়া (বুলগেরিয়ার রাজধানী) আরও কয়েকটী প্রধান নগর।

আরবীস্তান বা তুরস্কাধিকৃত আরবপ্রদেশ। ইহার পরিমাণ ১ লক্ষ ৪০ হাজার বর্গ মাইল। বোগদাদই ইহার রাজধানী। শাসনবিভাগানুসারে কুর্দ্দিস্তানের কতকাংশ ইহার অন্তর্গত। মেসোপোটেমিয়াও ইহার অধীন। ইংরাজেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী করিয়া যখন ভারতে আসেন, তখন হইতে এই প্রদেশের সহিত তাঁহাদের একটা সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে। তখন বসোরায় তাঁহাদের একটী কুঠি ছিল, বন্দর আব্বাস নামক স্থানে তাঁহাদের একজন এজেণ্ট থাকিত। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এই এজেণ্টের রাজনৈতিক ক্ষমতা বোগদাদস্থ ইংরাজ প্রতিনিধির হস্তে গিয়াছে।

য়ুরোপীয় তুরুষ্কের অধিকাংশ স্থলই পর্ব্বতাকীর্ণ, বলকান পর্ব্বত এখন যদিও রুষের অধীন, তবুও ইহার গিরিপথগুলি তুরুষ্কের ব্যবহারে আছে। এখানে খনিজের মধ্যে

লৌহই অধিক, তদ্ভিন্ন রৌপ্যমিশ্রিত সীসা, তামা, গন্ধক, লবণ, ফট্‌কিরি ও কয়লা উথিত হয়।

য়ুরোপীয় তুরুষ্কে ৭৬৮ মাইল ও এসিয়ক তুরুষ্কে ৫০০ মাইল মাত্র রেল হইয়াছে।

য়ুরোপীয় ও এসিয়ক তুরুষ্ক ব্যতীত তুরুষ্কের অধীনে আফ্রিকাতে কয়েকটী দেশ আছে। এই সমস্ত একত্র হইয়া য়ুরোপে তুরুষ্কসাম্রাজ্য বা অটোমান-সাম্রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। তুরুষ্ক সাম্রাজ্য এক সময়ে সমস্ত দক্ষিণ য়ুরোপে ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তৃত হইয়াছিল। রুষ-তুরুষ্ক যুদ্ধের পর এখন তুরুষ্ক সাম্রাজ্যের অধীনে আফ্রিকায় ত্রিপলী, বার্কা, মিশর এবং এসিয়ায় এসিয়িক তুরুষ্ক ও তুরুষ্কাধিকৃত আরব মাত্র বর্ত্তমান।

তুরুষ্কে তুর্কী, য়িহুদী, গ্রীকচর্চ্চের খৃষ্টান ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকও আছে।

তুরুষ্কে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রধান। সম্রাট্‌ও মুসলমান। বর্ত্তমান সম্রাটের নাম সুলতান আবদুল হামিদ (২য়), ইঁহার জন্ম ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ও সিংহাসনারোহণ কাল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে।

রাজ্যশাসনপ্রণালী। তুরুষ্কের সুলতান স্বেচ্ছাচারী রাজা। তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিবার জন্য কিছুই নাই; আইন, দেশের চলিত প্রথা বা প্রজার অভিপ্রায়, কিছুতেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া চলিতে হয় না, তবে কোরাণ মানিয়া চলিতে হয়। কোরাণানুসারে তাঁহার বিধি নিষেধ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তাঁহার একটী পণ্ডিত-সভা আছে। এই সকল পণ্ডিত উত্তম কোরাণশাস্ত্রবিৎ ও ইঁহারা 'উল্‌মা' নামে কথিত। পণ্ডিতসভার সভাপতি সেথ-উল্‌-ইস্‌লাম ও মুখপাত্রকে মুফ্‌তি বলে। এই সভায় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক, ফৌজদারী, দেওয়ানী ও সামরিক সকল গোলমালের মীমাংসা কোরাণ মতে হয়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি আইনও আছে। কোরাণানুসারে যে সকল বিধি রাজ্যারম্ভ কাল হইতে এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতসভা ও সুলতানগণ দ্বারা চলিত হইয়াছে তাহাই "কানুন-নামী" নামে চলিত হইয়া আছে। যুদ্ধ-সন্ধি-বিগ্রহ বিষয়ে সুলতান একা কিছুই করিতে পারেন না; তাঁহাকে পণ্ডিতসভার মত লইয়া চলিতে হয়।

রাজসভার সম্মানকর পদ দ্বিবিধ—বিদ্যার সম্মান ও অস্ত্রের সম্মান। বিদ্যার সম্মান ত্রিবিধ.—রিজাল, খাজা ও আগা। রাজার মন্ত্রিসভার সদস্যেরা "রিজাল" নামে আখ্যাত, ইঁহাদের মুখপাত্র স্বয়ং প্রধান উজীর। ইঁহাদের কোয়া-বে (রাজধানীস্থ সকল বিভাগের বিভিন্ন মন্ত্রিগণ), রইস-এফেন্দি (বিদেশী মন্ত্রিদল), চাউশ-বাশী (শাসন-পরিচালক মন্ত্রী ও প্রধান কর্ম্মচারী দল) গণ্য। রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীবৃন্দ "খাজা" নামে খ্যাত। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রধান কর্ম্মচারী দফ্‌তরদার নামে কথিত হন। নিশানজী-বাশী (সুলতানের মোহর-রক্ষক) ও দফ্‌তরআমিনী (রাজস্ব বিভাগের পরিদর্শক) এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহার মন্ত্রীসভার সদস্যও "উজীর" নামধারী। উজীরমণ্ডলীর নাম 'দেওয়ান'। নানাবিধ দেওয়ানী ও সামরিক কর্ম্মচারী 'আগা' নামে খ্যাত। ইঁহাদের মধ্যে "বোস্‌তনজী বাশী" (অন্তঃপুরোদ্যান-রক্ষীর অধ্যক্ষ), তোপজী বাশী (তোপখানা, গোলাগুলি, বারুদ ও কামানের অধ্যক্ষ), মিরি-আলম্‌ (মহম্মদের চিহ্নযুক্ত পতাকাবাহক) প্রভৃতি গণ্য।

সামরিক সম্মানও ত্রিবিধ—ইহা মন্ত্রী, পাশা ও বে-গণ পাইয়া থাকেন। উজীরেরা ত্রিচিহ্নধারী পাশা, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা দ্বিচিহ্নধারী পাশা ও বে-গণ এক চিহ্নধারী। বে-গণ পাশা নামে কথিত হন না। যুদ্ধের সেনাপতিরাও উজীরদিগের ন্যায় ত্রিচিহ্নধারী, ইঁহাদিগকে 'শিরস্কর' বলে।

সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগকে এক এক জন পাশা শাসনকর্ত্তা আছেন। ইঁহাদিগকে 'ওয়ালী' (প্রতিনিধি বা Viceroy) বলা হয়। ওয়ালীর অধীন থাকে বলিয়া প্রত্যেক প্রদেশকে ওয়ালীয়ত বলে। প্রত্যেক ওয়ালীয়ত আবার কতকগুলি সন্‌জক বা লিবায় বিভক্ত। প্রত্যেক লিবায় একজন 'কায়-মকান' (সহকারী প্রতিনিধি বা Lieutenant Governors) আছেন, প্রত্যেক লিবাও আবার কতকগুলি কাজায় (জেলা) বিভক্ত। প্রত্যেক কাজা আবার কতকগুলি 'নহিজে' (পরগণা বা মণ্ডল বা চাক্‌লায়) বিভক্ত। ওয়ালী ও লিবার শাসনকর্ত্তারা 'পাশা' উপাধিধারী, কাজা প্রভৃতির শাসকেরা 'বে' উপাধিধারী, পাশার হস্তে সামরিক, দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব বিভাগের সকল ক্ষমতাই থাকে। পাশারা অধীনস্থ শাসন কর্ত্তাদিগের উপর প্রভু বটেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের কোন প্রভুত্ব নাই।

এখানকার অধিবাসীরা প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—তুর্কী ও রায়া। মুসলমানেরা (তুর্কী, কুর্দ্দ, আরব, বোসনিয়াবাসী মুসলমান, আলবেনিবাসী মুসলমান ও প্রাচীন এশিয়াবাসী মুসলমানগণ) সাধারণতঃ তুর্কী নামে অভিহিত। বিধর্ম্মী বিদেশী মাত্রই 'রায়া' নামে কথিত হয়।

ইতিহাস। ওস্‌মান্‌-লি-তুর্কীরা এসিয়ার তুরাণীয় জাতিরই এক শাখা। এসিয়া মাইনর, রুমেলিয়া, কাজান প্রভৃতি স্থলে ইহারাই প্রধান অধিবাসী। হিরোদোতাসের গ্রন্থে

বর্ত্তমান কিউ সহরের দক্ষিণপশ্চিমে 'ইয়ুরকি' নামে একজাতির উল্লেখ দেখা যায়। ঐ জাতির বসতি স্থানের নাম তাঁহারই গ্রন্থে তুর্কী (Turcæ) বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্লিনি ইহাকে 'তুর্ক' (Turk) বলিয়াছেন। য়ুরুক নামে এক শ্রেণীর ভ্রমণশীল আদিম জাতি এখনও এসিয়া মাইনরে ও পারস্যে বর্ত্তমান আছে। তুর্কী ও তুরুষ্ক দেশের কথা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে প্রথম য়ুরোপে বিজ্ঞাপিত হয়। ইহার কয়েকশত পূর্ব্বে চীনেরা কিন্তু ইহাদের বিষয় অবগত ছিল।

তুর্কীদিগের কয়েকটী প্রাচীন বংশ বিভাগ আছে —(১) ওঘুজ (২) সেলজুক ও (৩) ওসমান-লি।

(১) ওঘুজ। প্রবাদ এই, তুর্কীস্থানে (মধ্য এসিয়ায় তুরাণ দেশে) ওঘুজ খাঁ নামে একজন পরাক্রান্ত তুর্কী-নরপতি ছিলেন। ইহার পিতার নাম কারা খাঁ। ওঘুজ খাঁ ইব্রাহিমের সমসাময়িক ছিলেন। ইহার রাজত্ব ইহার কয়জন উত্তরাধিকারীর মধ্যে বিভক্ত হয়। পূর্ব্বাঞ্চলে তিন জন খাঁ (তিন শর বলিয়া খ্যাত) চীন পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। পশ্চিমাঞ্চলে তিন জন খাঁ অক্সু ও জক্জরতিস্ নদীর চতুর্দ্দিকে রাজ্য বিস্তার করেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম খাঁ পার্ব্বতীয় খাঁ নামে খ্যাত। ইনি তুর্কমান (বর্ত্তমান কাস্পীয় সাগর তীরবর্ত্তী তুর্কী) জাতির আদিপুরুষ। দ্বিতীয় খাঁ সামুদ্রিক খাঁ নামে খ্যাত। ইনিই সেলজুকগণের আদিপুরুষ। তৃতীয় খাঁ স্বর্গীয় খাঁ নামে খ্যাত, ইনি কায়ি জাতির আদিপুরুষ। এই কায়ি জাতি হইতে ওসমান-লি তুর্কীদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। ওঘুজেরা বহুকাল পারস্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া খ্রীষ্টীয় ৭১১ অব্দে আরবের সহিত বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। আরবেরা এই সময় বোখারা ও সমরকন্দ জয় করে। বোগরা খাঁ হারুণ ৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তৎপরে অন্তর্বিদ্রোহে সেলজুকেরা প্রবল হইয়া ইহাদের রাজ্য অধিকার করে।

(২) সেলজুক। ১০ শতাব্দীর শেষ ভাগে সেলজুকদিগের অধিপতি প্রবল হন। ইহার পৌত্র তুঘরিল বেগ ১১ শ শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। এই সময়ে বোগদাদে খলিফা অল্ কায়েম রাজত্ব করিতেন। তাহার পুত্র বেস্সানিরি পিতৃরাজ্য জয় করিতে ইচ্ছা করায় সেলজুকপতি তুঘরিল কর্ত্তৃক নিহত হন। খলিফা সেলজুকপতিকে স্বীয় রক্ষাকর্ত্তা জানিয়া আমীর উল্-ওমরা-ই (রাজাধিরাজ) উপাধি প্রদান করেন, তাহার ভগ্নীকে নিজে বিবাহ করেন এবং নিজ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।

১০৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তুঘরিল-বেগের ভ্রাতুষ্পুত্র অল্প্-আর্স্লান রাজা হন ও খলিফা কায়েমের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি পারস্যের উত্তরপশ্চিমাংশ, আর্ম্মেণিয়া, জর্জ্জিয়া, মেসোপোটেমিয়া ও সিরীয়া জয় করেন। ১০৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি গ্রীকসম্রাট্ রোমেনাস্‌কে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। ইহার পুত্র মালিক শাহ এসিয়া মাইনরের অধিকাংশ জয় করেন। ইহার পর ১৩০ বৎসর এই বংশীয়েরা অতিশয় পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইহারা পশ্চিম এসিয়া প্রায় সমস্তই অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। সেলজুকগণের শেষ নরপতি দ্বিতীয় আলাউদ্দীন্ ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগলদিগের হস্তে বিনষ্ট হন। ইহার পর ইহার রাজ্য নানা সর্দ্দারে বিভাগ করিয়া লয়। [তুর্কীস্থান দেখ।] ইহাদের সময়ে কোনে নগরে রাজধানী ছিল।

(৩) ওস্মানলি। সুলেমান শাহ কায়ি জাতীয় রাজপুত্র ছিলেন, খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি খোরাসানের অন্তর্গত মহান নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। চঙ্গেজ খাঁর ভয়ে ভীত হইয়া তিনি ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫০০০০ লোক সহ আর্ম্মেণিয়ার মধ্যে আখ্‌লাত ও আরজেনজান নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। ৭ বৎসর পরে কোনে নগরস্থ সেলজুকরাজ আলাউদ্দীন খোরাসান ও খ্বারেজম্ অধিকার করিলে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন; পথে জাবের সহরের নিকট য়ুফ্রেতিস্ নদী পার হইবার সময়ে ডুবিয়া যান। তাঁহার অনুযাত্রীরা এখানে তাঁহার এক সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা আজও বর্ত্তমান আছে। ইহারই এক পুত্র অর-তুঘ্রিল পশ্চিম দেশেই বাস করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া আলাউদ্দীন্ সেলজুকের অধীনতা স্বীকার করেন এবং মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহার সহায়তা করিয়া সে যুদ্ধে জয় লাভ করেন। আলাউদ্দীন এইজন্য সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অঙ্গোরা প্রদেশ জায়গীর দেন ও তাঁহাকে সামন্তরাজ বলিয়া স্বীকার করেন। অর-তুঘ্রিল ইহার পর আলাউদ্দীনকে গ্রীক ও মোগল যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাতেই তিনি সেলজুক রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত রক্ষক বলিয়া মহা সম্মানিত হন। ১২৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রের নামই ওসমান।

(১২৮৮-১৩২৬) ওসমান রাজা হইয়া গ্রীকগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের অনেকগুলি স্থান জয় করেন। সেলজুকরাজ আলাউদ্দীনের মৃত্যু হইলে ওসমান এসিয়া মাইনরের অনেকগুলি ক্ষুদ্ররাজ্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ১০ বৎসর পরে ইনি ব্রুসা অধিকার করেন। ইহারই নামানু-

স্থানে এ প্রদেশের কায়ি জাতীয় তুর্কীরা ওসমানলি নামে খ্যাত হয়। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে ওসমানলি তুর্কীরা বসফরস্ উত্তীর্ণ হইয়া কনস্তান্তিনোপলের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করে। ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উর খাঁ রাজা হন। ওস্মান মৃত্যুকালে উত্তরে বিথিনিয়া, পূর্ব্বে গালাসিয়া, দক্ষিণে ফ্রিগিয়া ও পশ্চিমে সঙ্গোরিয়াস্ নদী-তীর পর্য্যন্ত রাজ্যসীমা বাড়াইয়া গিয়াছিলেন। ইহাই তুরুষ্ক সাম্রাজ্যের সূত্রপাত। বর্ত্তমান সম্রাট্ ইহারই বংশোদ্ভব।

(১৩২৬-১৩৫০)—উর খাঁ রাজা হইয়া স্বীয় ভ্রাতা আলা-উদ্দীন্‌কে প্রধান উজীরের পদে নিযুক্ত করেন। উর খাঁ স্বনামে মুদ্রাপ্রচলন ও খুতবা পাঠের আদেশ দেন। ইনিই স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। রাজ্যশাসনের জন্য ইনি যে সকল কর্ম্মচারী প্রতিষ্ঠিত করেন, আজ পর্য্যন্ত সেই সকল পদেই কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার শাসনপ্রণালী এখনও চলিতেছে। ইনি ভ্রাতৃবিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকিবার উদ্দেশে একদল নিয়মিত সৈন্য গঠিত ও নিযুক্ত করেন। এরূপ সৈন্য য়ুরোপে ইতিপূর্ব্বে কেহ গঠিত করেন নাই। এই কার্য্যে প্রধান বিচারক কারা খলীল চেন্দেরেলি তাঁহাকে পরামর্শ দেন। এই সৈন্যদলকে জেনিসেরি বলিত, ইহা হইতেই বর্ত্তমান তুরুষ্কের জেনি-সেরি (নবগঠিত সৈন্যদল) কথার উৎপত্তি হইয়াছে। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে এই সৈন্য লইয়া ফিলোক্রেনের যুদ্ধে সম্রাট্ উর খাঁ কনিষ্ঠ আন্দ্রনিকাসকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে তিনি নিকিয়া জয় ও তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। ছয় বৎসর পরে (১৩৩৬ খৃঃ অব্দে) মিদিয়া জয় করেন। ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আন্দ্রনিকাস্ এক সন্ধি করেন, তাহাতে তিনি তাঁহার এসিয়াস্থ রাজ্যগুলি উর খাঁকে ছাড়িয়া দেন। ১৩৩৭ খৃঃ অব্দে স্বয়ং উর খাঁ বসফরস্ উত্তীর্ণ হইয়া গ্রীকরাজ্য আক্রমণ করেন। সম্রাট্ জন কান্টাকুজেনাস্ স্বীয় কন্যার সহিত উর খাঁর বিবাহ দিয়া (১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে) তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কাজে কিছুই হইল না। উর খাঁর পুত্র সুলেমান ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে দার্দ্দানেলিস্ উত্তীর্ণ হইয়া জিম্পি দুর্গ (বর্ত্তমান চিনি) অধিকার করেন। তুর্কীদিগের য়ুরোপে রাজ্যাধিকার এই প্রথম ও তদবধি তাঁহাদেরই হস্তে আছে। সম্রাট্ জন কান্টাকুজেনাস্ ও তাঁহার অপর এক জামাতা প্যালিওলোগসের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, উর খাঁ দার্দ্দানেলিসের দ্বার স্বরূপ গাল্লিপোলি দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে ৭৫ বৎসর বয়সে উর খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া যায়। প্রতি বিভাগে এক একজন পাশা নামে রাজা হন। পারসীক "পয়-শাহ্" শব্দ হইতে পাশা শব্দের উৎপত্তি, ইহার অর্থ যাহারা পারস্যের শাহকে প্রধানতঃ রক্ষা করে।

(১৩৫৯-১৩৮৯)—উর খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান অশ্ব হইতে পড়িয়া মারা যান, সুতরাং কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ রাজা হন। তিনি রাজা হইয়াই অবশিষ্ট বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্য অধিকার করিবার উদ্যোগ করেন। ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি আদ্রিয়া-নোপল অধিকার ও তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। হঙ্গেরি, বোসনিয়া, সার্ভিয়া ও ওয়ালাসিয়ার রাজগণ মুরাদের বিরুদ্ধে একত্র উত্থিত হন, কিন্তু তাঁহারা সকলে তুর্কীহস্তে ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে বিশিষ্টরূপে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে থ্রেস, বুলগেরিয়া, মাকিদোনিয়া, থেসালি ও এপিরাস্ তুর্কীদিগের অধিকারে আসে। ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে মুরাদ কারামানিয়ার সেলজুকরাজ আলাউদ্দীনকে বশীভূত করিয়া নিজ অধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। ইতিমধ্যে সার্ভিয়ারাজ লাজারাস্ বোসনিয়া, বুলগেরিয়া, হঙ্গেরি, পোলণ্ড ও ওয়ালাসিয়া-রাজগণের সাহায্যে তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে সার্ভিয়ার দক্ষিণে কোসোবা নামক স্থানে মুরাদের সহিত যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রক্ত-নদী বহিতে থাকে। লাজারাস্ বন্দী হন। সাহায্যকারী রাজগণ পলায়ন করেন। প্রধান প্রধান বন্দীরা শিবিরেই মুরাদের সম্মুখে আনীত হন।

মিলোশ কোবিলেবিচ্ নামে একজন সার্ভিয়ার সেনাপতি মুরাদের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া তাঁহার পদচুম্বনাদি করিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়ান ও বস্ত্র মধ্য হইতে ভীষণ ছুরিকা বাহির করিয়া মুরাদের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দেন। মুরাদ সিংহাসন হইতে পড়িয়া গেলেন ও তৎক্ষণাৎ সার্ভিয়ার রাজা লাজারাস্ এবং নিজ হন্তা সার্ভিয়ার সেনাপতির শিরশ্ছেদনে আদেশ দিলেন। তাঁহার সম্মুখেই সে কার্য্য সমাধা হইল। মুরাদের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বয়াজিদ্ রাজা হন এবং সার্ভিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন।

(১৩৮৯-১৪০৩)—বয়াজিদ্ মুরাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনিই ওস্মান্-লি-দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি প্রথমে আপনার কনিষ্ঠ সহোদর যাকুবের শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন। ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি কনস্তান্তিনোপল্ আক্রমণ করেন। কএকজন ফরাসীবীর আসিয়া এই সময় নগর রক্ষা করেন। তৎপরে সাতবর্ষ পর্য্যন্ত অবরোধ চলিয়াছিল। এসিয়া মাইনরে বয়াজিদ্ কারামানিয়া ও কএকটী সেলজুক

রাজ্য জয় করেন। এই সময় হঙ্গেরিরাজ সিগিসমন্দ বার্গণ্ডীপতি জন, নেভারের কাউণ্ট ও বাছা বাছা ফরাসী অশ্বারোহী যোদ্ধৃবর্গের সাহায্যে বিপুল বিক্রমে বয়াজিদকে আক্রমণ করেন। ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে নিকিপোলিক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বয়াজিদেরই জয় হইল। পরবর্ষে তিনি গ্রীকদেশ আক্রমণ করেন, পরে হঙ্গেরিজয়ের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তৈমুরের অভ্যুদয়ে তিনি এসিয়াস্থ অধিকার রক্ষা করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। শেষে ১৪০২ খৃষ্টাব্দে অঙ্গোরার যুদ্ধে তৈমুরের নিকট পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তৎপর বর্ষেই পিসিদিয়াস্থ আকসহরে তাতারশিবিরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

(১৪০৩-১৪১৩)—অঙ্গোরার যুদ্ধের পর তৈমুর কারামানিয়া, অইদিন প্রভৃতির সেলজুক্ রাজকুমারদিগকে পুনরায় পৈতৃক রাজ্যে স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা পরস্পরে বিবাদ আরম্ভ করিল। এদিকে ওস্মানের সিংহাসন লইয়া স্থলেমান, ঈশা ও মহম্মদ এই তিন পুত্রের মধ্যে গোলযোগ বাঁধিল। শেষে স্থলেমান য়ুরোপে স্বাধীন হইলেন। ঈশা ও মহম্মদ সেলজুক্দিগকে পরাস্ত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারপূর্ব্বক ক্রমায় ঈশা ও আমাসিয়ায় মহম্মদ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহম্মদের কাছে তিনবার পরাস্ত হইয়া ঈশা কারামানিয়ায় পলায়ন করেন। তৎপরে আর তাঁহার নাম শুনা যায় নাই। বয়াজিদের মুসা নামে আর এক পুত্র ছিল। তিনি মহম্মদের অধীন থাকায় স্থলেমানকে আক্রমণ করিবার জন্ম মহম্মদ তাঁহাকে প্রেরণ করেন। ১৪১০ খৃষ্টাব্দে স্থলেমান পরাস্ত হইলেন ও পথিমধ্যে প্রাণ হারাইলেন। মুসা য়ুরোপে তুর্কীদিগের অধিপতি হইলেন। এখন মুসা ও মহম্মদে সমর আরম্ভ হইল। কারাপুনদীর উৎপত্তিস্থানের নিকটবর্ত্তী চামুরলা ক্ষেত্রে ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে মুসা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। স্থতরাং মহম্মদ এখন একমাত্র স্থলতান হইলেন।

(১৪১৩-১৪২১)—রূপে, গুণে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে সকল প্রকারে মহম্মদ (১ম) খ্যাতিলাভ করিলেন। চামুরলাক্ষেত্র হইতে তিনি বরাবর এসিয়ায় আসিয়া সেলজুকদিগকে স্ব স্ব রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ১৪২১ খৃষ্টাব্দে তিনি কনস্তান্তিনোপলে গিয়া সম্রাট্ মান্থএলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এখানে মহাসমারোহে সম্রাট্ তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ঐ বর্ষেই মহম্মদ পুত্র (২য়) মুরাদকে রাজ্য দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

(১৪২১-১৪৫১)—১৮শ বর্ষে মহম্মদের ৩য় পুত্র ২য় মুরাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পরই মুস্তাফানামে বয়াজিদের এক পুত্র আসিয়া সিংহাসনের দাবী করেন। মুরাদ ভিনিশের নৌসেনাপতি অডর্ণোর সাহায্যে মুস্তাফাকে পরাজয় ও বিনাশ করেন। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে হঙ্গেরিরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে অনেক তুরুষ্কসৈন্ত নিহত হয়, অবশেষে সন্ধি হইলে সব গোলমাল মিটিয়া যায়। মুরাদ শান্তিপ্রিয় ছিলেন। হঙ্গেরির সহিত সন্ধি হইলে তিনি জ্ঞানচর্চ্চার জন্ম পুত্র মহম্মদের উপর রাজ্যভার দিয়া এসিয়ায় আগমন করেন। কিন্তু সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার দশ সপ্তাহ পরে মুরাদ শুনিলেন, হঙ্গেরির সৈন্তগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তিনি অবিলম্বে সসৈন্তে আসিয়া হঙ্গেরিরাজকে পরাস্ত করিলেন। এই যুদ্ধে হঙ্গেরিরাজ ও অপর কএকজন প্রধান সামন্ত নিহত হন। ইহার পর মুরাদ পুত্রের উপর আর একবার রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরে রাজ্যমধ্যে একবার বিদ্রোহ ঘটায়, তিনি আবার শাসনভার গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন।

(১৪৫১-১৪৮১)—২য় মুরাদের পুত্র ২য় মহম্মদ ২১শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সময় তুরুষ্করাজ্যের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি যথেষ্ট বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ইনি ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ২৯এ মে কনস্তান্তিনোপল, সার্ভিয়া, পিলপনিসাস্, ত্রিবিজন্দ, কাফা, ক্রিমিয়া প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। গ্রীকদিগের যে শেষ স্বাধীনতা ছিল, ত্রিবিজন্দ জয়ের পর সেটুকুও বিলুপ্ত হইল। মহম্মদের পরাক্রমে য়ুরোপীয় রাজন্তবর্গ পর্য্যন্ত ভীত ও বিচলিত হইয়াছিলেন। ইনি অতিশয় চতুর ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, আইন ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্ম নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

(১৪৮১-১৫১২)—২য় মহম্মদের মৃত্যুর পর ২য় বয়াজিদ্ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার সহোদর জেম্ রাজ্য পাইবার জন্ম গৃহবিবাদ আরম্ভ করিলেন। কএকটী যুদ্ধের পর জেম্ রোড্স্দ্বীপে পলায়ন করেন, সেখানে আবার ধৃত হইয়া তিনি ফরাসীরাজের নিকট প্রেরিত হন। তথা হইতে জেম্ পোপের আশ্রয় পাইবার জন্ম রোমে গমন করেন। পোপ আবার তাঁহাকে ৮ম চার্লসের কাছে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু এইবার তাঁহার আয়ুও শেষ হইল।

এতদ্ব্যতীত বয়াজিদের রাজত্বকালে ইজিপ্ট, ভিনিশ, হঙ্গেরি, পোলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ায় যুদ্ধ বাধে। ইহারই সময় ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম রুষদূত কনস্তান্তিনোপলে উপস্থিত হন। শেষ দশায় বয়াজিদ্ আপন পুত্র সেলিমের সহিত গৃহবিপ্লবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। শেষে সেলিমকে রাজ্য অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

(১৫১২-১৫২০)—সেলিম যেমন নিষ্ঠুর আবার তেমনি কার্য্যকুশল ও বীর ছিলেন। তাঁহার সময় তুরুস্কের ইতিহাসে অনেক বিখ্যাত ঘটনা সংঘটিত হয়। রাজা হইবার পরই তিনি ছোট ভাই কোরকুদ ও পাঁচজন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণ বিনাশ করেন। তৎপরে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে অপর ভ্রাতা আহ্মদকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করেন। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে পারস্তের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে সেলিম শাহ-ইস্মাইলকে পরাভূত করিয়া তাব্রিজ অধিকার করিলেন। ইহারই অনতিপরে তিনি আর্ম্মেণিয়া হইতে কারামানিয়া পর্য্যন্ত ভূভাগের অধিপতি আলাউদ্দোলাৎকে আক্রমণ করেন। আলাউদ্দোলাৎ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্য তুরুস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। তৎপরে (১৫১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে) তিনি ইজিপ্ট ও সিরীয়া অধিকার করিলেন। এই সময় তিনি মুসলমান-সমাজে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইলেন। মক্কার অধিকারী কাবার চাবি আনিয়া সেলিমের হস্তে অর্পণ করিলেন। সেলিম একজন গোঁড়া সুন্নি ছিলেন। শিয়া-দিগের উপর বিদ্বেষবশতঃ তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দেন এবং যে সকল খৃষ্টান মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করিবে, তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী তাঁহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করেন, যে সকল বিধর্ম্মী জিজিয়া কর দিয়া থাকে, কোরাণে তাহাদিগকে বিনাশ করিবার বিধি নাই। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে অধিক অহিফেন সেবনে সেলিমের মৃত্যু হয়।

(১৫২০-১৫৬৬)—প্রথম সেলিমের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সুলেমান রাজ্যারোহণ করেন। ওসমানলিদিগের রাজগণের মধ্যে ইনি অতি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজা হইয়াই সেই বৎসরেই ইনি বেলগ্রেড ও রোড্স্ দ্বীপ অধিকার করেন। সেই বৎসরেই ওয়ালাসিয়ার রাজা রাডুল তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে হঙ্গেরিরাজ লুই সুলেমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া মোহাকের যুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগ করেন। সুলেমান হঙ্গেরিতে প্রবেশ করিয়া রাজধানী বুডা নগর এবং পরে ট্রানসিলভানিয়া রাজ্য অধিকার করেন। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণিতে প্রবেশ করিয়া ভিয়ানা নগর অবরোধ করেন, কিন্তু ৪ বৎসর পরে অবরোধ ভঙ্গ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তিনি পারস্য আক্রমণ করেন। শাহ তমাস্প তখন পারস্তের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তুরুস্কের অধীনস্থ বেদ্লিস্রাজ সেরিফ-বে বিদ্রোহী হইয়া পারস্তের শাহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই কারণেই পারস্তের সহিত যুদ্ধ ঘটে। এ যুদ্ধ ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তুর্কীরা বোগদাদ অধিকার করে, কিন্তু শাহ বিদ্রোহীদিগকে যুদ্ধকালে সাহায্য না করায় সুলতান বিজিত পারস্তাধিকার-গুলি ছাড়িয়া দেন। পারস্তের যুদ্ধকালে সুলতানের নৌসেনা-গণ ভিনিশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করে। ইজিয়ান সাগরের অনেকগুলি দ্বীপ এই যুদ্ধে তুরুস্কের অধীন হয়। ট্রানসিল্ভানিয়ার রাজা জাপোলার মৃত্যু হইলে অষ্ট্রিয়ারাজ ফার্ডিনাণ্ড্ হঙ্গেরি অধিকার করেন। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে হঙ্গেরি জয় করিতে সুলেমান সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া-রাজ বুডা বা ওফেন নগর সহ হঙ্গেরির অধিকাংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। দুই বৎসর পরে হঙ্গেরি লইয়া আবার যুদ্ধ হয়। শেষে ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে সন্ধি হইল, তাহাতে স্বীকৃত হয় যে সমস্ত হঙ্গেরিরাজ্য তুরুস্কের অধীন, কেবল উত্তর হঙ্গেরিরাজ্য অষ্ট্রিয়ার অধিকারে থাকিবে এবং তিনি তজ্জন্য তুরুস্কপতিকে বার্ষিক কর দিবেন। এই সন্ধির পূর্ব্বে সুলেমানের পুত্রদ্বয় সেলিম ও বয়াজিদ সম্রাটের মৃত্যুর পর কে উত্তরাধিকারী হইবে তাহা লইয়া বিবাদ করেন। কোনে নগরে উভয় ভ্রাতায় যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বয়াজিদ আপন চারি পুত্রের সহিত পারস্যে গিয়া আশ্রয় লয়েন। সুলতান সেলিমকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলে পারস্যরাজ বয়াজিদ ও তাঁহার পুত্র চতুষ্টয়কে সম্রাটের হস্তে প্রদান করেন। সুলতানের আদেশে সপুত্র বয়াজিদ ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে হত হন। ইহার সময়ে তুরুস্কের নৌসেনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। নৌসেনাধ্যক্ষেরা সর্ব্বদা ইতালী, রোম ও আফ্রিকার বন্দরাদি আক্রমণ করিত এবং রেগিয়ো সোরেণ্টো, বুজিয়া, ওরাণ ও মেজর্কা দ্বীপ অধিকার করিয়া-ছিল। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে জার্ব্বার নিকট ইতালী ও স্পেনের একত্র নৌবল তুরুস্কের নৌসেনার নিকট পরাস্ত হয়। আর এক দল তুর্কী নৌবল লোহিতসাগরে, পারস্যোপসাগরে ও ভারত-মহাসাগরে ঘুরিয়া বেড়াইত, পর্ত্তুগীজগণের সহিত এই দলের সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইত। জার্ব্বার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সুলতান সুলেমান মাল্টা জয় করিতে গমন করেন এবং ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে নিজে এক বৃহৎ নৌ-বল লইয়া মাল্টা অবরোধ ত্যাগ করিয়া হঙ্গেরি যুদ্ধে উপস্থিত হন। সেই যুদ্ধে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে স্জিগেথ অবরোধ কালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(১৫৬৬-১৫৭৪)—সুলেমানের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় সেলিম রাজা হন। ইনি রাজ্যারোহণ করিয়াই জেনিসেরি-দিগের এক বিদ্রোহ দমন করেন ও অষ্ট্রিয়ারাজ দ্বিতীয় ম্যাক্সিমিলিয়নের সহিত সন্ধি করিয়া ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে সন্ধির সর্ত্তই বজায় করেন। পরে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে আরবের অন্তর্গত

যেমেন প্রদেশ ও সাইপ্রাস্ দ্বীপ অধিকার করিয়া লইলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়দিগের নিকট হইতে আফ্রিকার অন্তর্গত টিউনিস দখল করেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তুরুষ্কের এত প্রবল নৌ-সেনাগণও লেপান্টোর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার ডন জুয়ান কর্ত্তৃক প্রায় একবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

(১৫৭৪-১৫৯৫)—দ্বিতীয় সেলিমের পুত্র তৃতীয় মুরাদ রাজা হন। চিলদিরের যুদ্ধে তুরুষ্কসম্রাট্ এরিবান, জর্জ্জিয়া ও দাঘিস্তান জয় করেন। ক্রিমিয়ার খাঁ এই সময় রুষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তুরুষ্ক সেনাপতি ওস্মান পাশা তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে তিনি ক্রিমিয়া উদ্ধার করেন। ইহার রাজত্বের শেষ ভাগে পারস্যের সহিত আবার যুদ্ধ ঘটে, ট্রানসিলভানিয়া, মলদেবিয়া, ওয়ালাসিয়া প্রভৃতির রাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন ও য়ুরোপীয় রাজন্য-বর্গের সহিত কোন কোন সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইংলণ্ডের সহিত প্রথম বাণিজ্য ব্যবসায়ের সন্ধি ইহার সময়েই হয়।

(১৫৯৫-১৬০৩)—তৃতীয় মুরাদের পর তৎপুত্র তৃতীয় মহম্মদ স্বীয় ১৯টী ভ্রাতার ও ৭টী গর্ভবতী বেগমের প্রাণ-সংহার করিয়া রাজ্যারোহণ করেন। ইহার সমস্ত রাজত্বকাল অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধে কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন যুদ্ধেই জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় নাই। সিজিলমণ্ড নামক ট্রানসিল-ভানিয়ার রাজা বিদ্রোহী হইয়া আবার বশীভূত হন ও অধীনতা স্বীকার করেন। ইহার রাজত্বকালে এসিয়ায় দিলহোসেন বিদ্রোহী হন।

(১৬০৩-১৬১৭)—তৃতীয় মহম্মদের পুত্র প্রথম আহ্মদ ২৪শ বর্ষে রাজ্যারোহণ করেন। দিল হোসেনের বিদ্রোহ পারস্যের প্রবল রাজা শাহ আব্বাসের সাহায্যে বিষম আকার ধারণ করে। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। পিতামহ কর্ত্তৃক বিজিত রাজ্যত্রয় ইনি পারস্যরাজকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। অষ্ট্রিয়াসম্রাট্ দ্বিতীয় রোডল্ফ্ অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত একত্র হইয়া হঙ্গেরি আক্রমণ করেন। অনেকগুলি ভীষণ যুদ্ধ হয়। শেষে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ সিটভাটোরোক নামক স্থানে সন্ধি করেন। এই যুদ্ধে সুলতান অষ্ট্রিয়াকে তদধিকৃত উত্তর হঙ্গেরির কর ছাড়িয়া দেন। এ সময় নেদারলণ্ডের সহিত বাণিজ্য স্থাপিত হয়। একদল কোশাক এই সময়ে এসিয়ায় সাইনপ নগর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। সুলতান স্ত্রীলোক ও প্রিয়পাত্রগণের হস্তের ক্রীড়া-পুতুল ছিলেন বলিয়া ইহার সময় তুরুষ্কসাম্রাজ্যের অনেক ক্ষতি হয়।

১৬১৭ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হইলে ইহার ভ্রাতা প্রথম মুস্তাফা ছয়মাস রাজত্ব করেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণের চক্রান্তে ইনি কারারুদ্ধ হন।

(১৬১৪-১৬২২)—প্রথম আহ্মদের পুত্র দ্বিতীয় ওসমান রাজা হন। পোলণ্ডের যুদ্ধ ইহার রাজত্বের প্রথম ও প্রধান ঘটনা। তুরুষ্ক সম্রাটেরা ক্রীতদাসী ভিন্ন অন্য কুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন না। এই সম্রাট্ সে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রধান কর্ম্মচারীদিগের কন্যাগণের মধ্য হইতে তিনটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে তিনি প্রজাবর্গের অপ্রীতিভাজন হন। জেনিসেরিগণ বিদ্রোহী হয়। তাহারা মুফ্তির পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সুলতানকে কারারুদ্ধ ও তাঁহার কুপরামর্শদাতা-দিগকে বিনষ্ট করে। প্রথম মুস্তাফাকে কারামুক্ত করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করা হইল, কিন্তু তিনি উন্মাদ হওয়ায় দ্বিতীয় ওসমানের ভ্রাতা চতুর্থ মুরাদ সিংহাসন লাভ করিলেন।

(১৬২৩-১৬৪০)—চতুর্থ মুরাদ ১২শ বর্ষ বয়সে রাজ্যারোহণ করেন। প্রথম দশ বৎসর তাঁহার মাতা তাঁহার অভিভাবিকা ছিলেন, শেষে তিনি নিষ্ঠুর অথচ কার্য্যদক্ষ সম্রাট্ হইয়া উঠেন। ইহার সময়ে বোগদাদের শাহ বিদ্রোহী হন এবং বোগদাদ পারস্যের অধিকৃত হয়। ক্রিমিয়ায় তাতারগণ বিদ্রোহী হইয়া তুর্কী সেনাপতি কপুদান পাশাকে পরাস্ত করে। প্রায় দেড় হাজার কোশাক এই সময় বসফরসের তীরে মহা লুটপাট আরম্ভ করে। জেনিসেরিগণ তখন কাতর হইয়া আপনারাই কনস্তান্তিনোপলের একাংশে অগ্নি দিয়া সম্রাট্কে জানায় যে, 'আপনার তলবারির সাহায্য ভিন্ন রাজ্যের কষ্ট যাইবে না।' ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে এই কথায় যুবক সম্রাটের উৎসাহ হইল। অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া তিনি সৈন্যগঠনে মন দিলেন। দুই বৎসর পরে এসিয়ায় যুদ্ধযাত্রা করিয়া আর্জ্রুম, এরিবান ও তাব্রিজ উদ্ধার করিলেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ উদ্ধার হইল। এই যুদ্ধে ৮০ হাজার প্রাণ বিনষ্ট হয়। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যের সহিত সন্ধি হয়। সন্ধিতে স্থির হইল, বোগদাদ্ রাজ্য তুরুষ্কের ও এরিবান পারস্যের অধীন হইবে। এই জয়লাভের পর দেশে ফিরিয়া আসিয়াই সম্রাটের মৃত্যু হয়।

(১৬৪০-১৬৬৪)—চতুর্থ মুরাদের পর তদীয় ভ্রাতা প্রথম ইব্রাহিম রাজা হন। কোশাকদিগের হস্ত হইতে আজফ জয় ও ভিনিশের যুদ্ধে কাণ্ডিয়া অধিকার ইহার রাজ্যের প্রধান ঘটনা। বিলাসিতা ও লাম্পট্যদোষে দিবারাত্র মগ্ন থাকিতেন। জেনিসেরি-বিদ্রোহে ইনি নিহত হন।

(১৬৪৮-১৬৮৭)—প্রথম ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর তাঁহার ৭ম বর্ষীয় পুত্র চতুর্থ মহম্মদ রাজা হন। প্রথম আহ্মদের

পত্নী ও ইহার পিতামহী ইহার অভিভাবিকা ছিলেন। নাবালক অবস্থায় সর্ব্বদা উজীর পরিবর্ত্তনে রাজ্যে অনেক গোলমাল ও ক্ষতি হইয়াছিল, ১৬৪৮ হইতে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৫ বার প্রধান মন্ত্রী পরিবর্ত্তিত হয়, শেষে বৃদ্ধা সুলতানা মাহ্-পিক অন্তঃপুরষড়যন্ত্রে নিহত হন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কেপ্রিলি প্রধান উজীর হইয়া রাজ্যের দুর্দ্দশা দূর করেন। ট্রানসিলভানিয়ার রাজা রাগোজি অস্ট্রিয়াকে কতক দেশ প্রদান করায় সম্রাট্ প্রথম লিওপোল্ডের সহিত বিষম যুদ্ধ হয়। তুরুষ্কসৈন্য কয়েক স্থান জয় করে। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের এক যুদ্ধে তুরুষ্কসৈন্য পরাজিত হয়। পরে সন্ধি হইলে ট্রানসিলভানিয়া ও হঙ্গেরির আরও কতকাংশ অস্ট্রিয়াসাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। সুলতান ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে কাণ্ডিয়া জয় করিয়া এই ক্ষতি পূরণ করিয়া লয়েন। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পোলণ্ডের কতকাংশ জয় করেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে হঙ্গেরিতে বিদ্রোহ হয়, তাহার সাহায্য করিতে গিয়া তুরুষ্কের সহিত অস্ট্রিয়ার আবার যুদ্ধ ঘটে। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রধান উজীর করা মুস্তাফা ২ লক্ষ সৈন্য লইয়া ভিয়েনা নগর অবরোধ করেন, কিন্তু কাউণ্ট ষ্টারহেমবর্গের বীরত্বে ও কৌশলে সেবার ভিয়ানা উদ্ধার হয়। পোলণ্ডরাজ ও বাভেরিয়ারাজ অস্ট্রিয়ার সহিত যোগ দিয়া তুর্কীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। করা মুস্তাফা হঙ্গেরিতে পলাইয়া যান। ৬ হাজার পুরুষ, ১১ হাজার স্ত্রীলোক, ১৪ হাজার বালিকা ও ৫০ হাজার শিশু তুরুষ্কেরা ক্রীতদাস করিয়া আনে। অস্ট্রিয়ার সৈন্যগণ অনুসরণ করিয়াছিল। ৩ বৎসর যুদ্ধের পরে তুরুষ্ক দানিয়ুব নদীর পরপারস্থ সমস্ত অধিকার হারাইতে বাধ্য হন। পরে ভিনিশীয়েরা ইহাদের সহিত যোগ দিয়া তুরুষ্কের সমগ্র গ্রীস রাজ্যাধিকার গ্রাস করিল। জেনিসেরিগণ বিদ্রোহী হইয়া সুলতানকে অন্তঃপুরে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন।

(১৬৮৭-৯১)—তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় সুলেমান রাজা হন।

(১৬৯১-৯৫)—দ্বিতীয় সুলেমানের অপর ভ্রাতা দ্বিতীয় আহ্মদ রাজা হন। অস্ট্রিয়ারাজ আবার কতকগুলি রাজ্য জয় করিয়া লয়েন। ভিনিশীয়েরাও কিয়দ অধিকার করে। রাজ্যের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ হয়।

(১৬৯৫-১৭০৩)—চতুর্থ মহম্মদের পুত্র দ্বিতীয় মুস্তাফা তৎপরে রাজা হন। ভিনিশীয়েরা কতকটা দমিত হয়, কিন্তু অস্ট্রিয়গণ বল্কান্ পর্ব্বতের নিকটে মহা উৎপাত আরম্ভ করে। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে রুষরাজ পিটার দি গ্রেট অস্ট্রিয়ার সহযোগে আজফ গ্রহণ করেন। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে ভিনিশীয় নৌবল তুরুষ্কহস্তে পরাজিত হইলে কার্লোউইজের সন্ধি হয়। করিন্থ যোজকের উত্তরবর্ত্তী সমস্ত গ্রীস তুরুষ্কের অধীন হয়। অস্ট্রিয়া তেমেশ্বর ব্যতীত সমস্ত হঙ্গেরি জয় করেন। ওসমানলিয়া এই সকল রাজ্য হারাইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে ও ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী হইয়া দ্বিতীয় মুস্তাফাকে রাজ্যচ্যুত করে।

(১৭০৩-৩০)—দ্বিতীয় মুস্তাফার ভ্রাতা তৃতীয় আহ্মদ তৎপরে রাজা হন। তিনি বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজ্যের শান্তিরক্ষা করিতে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। ১৫ বৎসরে তাঁহাকে ১৪ জন প্রধান উজীর বদলাইতে হয়। তাঁহার রাজত্বকালে সুইডেনরাজ দ্বাদশ চার্লস্ তুরুষ্কে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সূত্রে রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ ঘটে। বালতাজী মহম্মদের চক্রান্তে পড়িয়া পিটার দি গ্রেট সসৈন্যে তুরুষ্কহস্তে বন্দী হইতেন, কিন্তু রুষ-রাজ্ঞী ক্যাথারাইন্ প্রধান উজীরকে ঘুষ দিয়া চক্রান্ত হইতে উদ্ধার পান। আজফ নগর রুষিয়াকে ছাড়িয়া দিতে হয়। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মোরিয়া অধিকৃত হয়। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ বাঁধে। তেমেশ্বর অস্ট্রিয়ার অধিকারভুক্ত হয়। পারস্যের সহিত তাহার পর যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে উত্তর পারস্য অধিকৃত হয়, কিন্তু ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আবার তাহা হস্তচ্যুত হয়। জেনিসেরিগণ এই কারণে বিদ্রোহী হইয়া রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে। ইহার রাজত্বকালে তুরুষ্কে ছাপাখানা হয়।

(১৭৩০-৫৪)—তৎপরে দ্বিতীয় মুস্তাফার পুত্র প্রথম মাহ্মুদ রাজা হন। ইহার সেনাপতি তাব্রিজ দখল করেন। পারস্যপতি তমাস্পের সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে ওসমানলিগণ সন্তুষ্ট না হইয়া বিদ্রোহী হয়। ওদিকে নাদি কুলিখাঁ পারস্য অধিকার করিয়া তুরুষ্কের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন ও তৃতীয় আহ্মদ যে সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, সেগুলি উদ্ধার করিয়া লয়েন (১৭৩৬)। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে রুষিয়ার সহিত তুরুষ্কের মনোমালিন্য ঘটে এবং অস্ট্রিয়া রুষিয়ার সহিত যোগ দিয়া তুরুষ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া পরাজিত হইয়া ওয়ালাসিয়া, সার্ভিয়া ও বেলগ্রেড তুরুষ্ককে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। রুষ মলদেবিয়া অধিকার করেন। শেষকালে পারস্যের ও আরবের ওহাবীদিগের সহিত যুদ্ধ হয়। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের মৃত্যু ঘটে।

(১৭৫৪-৫৭)—প্রথম মাহ্মুদের পর তদীয় ভ্রাতা তৃতীয় ওসমান রাজা হন।

(১৭৫৭-৭৩)—তৎপরে তৃতীয় আহ্মদের পুত্র তৃতীয় মুস্তাফা সিংহাসনলাভ করেন। ইনি রুষ-সাম্রাজ্ঞী দ্বিতীয়া

ক্যাথারিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পোলণ্ডকে রুষিয়ার গ্রাস হইতে রক্ষার্থ এই যুদ্ধ ঘটে (১৭৬৮)। ইহার জীবদ্দশায় এ যুদ্ধ শেষ হয় নাই।

(১৭৭৩-৮৯)—তৎপরে তৃতীয় আহ্মদের অপর পুত্র প্রথম আবদুল হামিদ (বা চতুর্থ আহ্মদ) রাজা হন। রুষিয়া কয়েক যুদ্ধে জয়লাভ করায় ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে রুষ কাবার্দা, আজফ, কিলবরণ্, কার্চ, য়েনিকেল, বোগ ও নিপর নদীর মধ্যস্থ প্রদেশ, কৃষ্ণসাগরে, বসফরসে ও দার্দ্দানেলিসে অবাধগতি এবং মলদেভিয়া ও ওয়ালাসিয়ার রক্ষাভার এবং তুরুষ্কসাম্রাজ্যের সমস্ত গ্রীক সমাজভুক্ত খৃষ্টানগণের উপর প্রভুত্ব প্রাপ্ত হন।

ক্রিমিয়ার খাঁ স্বাধীন হইলেন। তিন বৎসর পরে অষ্ট্রিয়াকে বুকোনিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহার পর রুষ ক্রিমিয়া গ্রাস করিলে তুরুষ্কে মহাযুদ্ধোদ্যোগ হইল। রুষিয়াও অষ্ট্রিয়ার সহিত যোগ দিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘটে। এ যুদ্ধে তুরুষ্কেরা অষ্ট্রিয়ার উপর কতকটা প্রাধান্যলাভ করে, কিন্তু রুষিয়ার নিকট পরাজিত হয়। ইহার পর সুলতানের মৃত্যু হয়।

(১৭৮৯-১৮০৭)—তৎপরে তৃতীয় মুস্তাফার পুত্র তৃতীয় সেলিম রাজা হন। এ সময়ে রুষ-অষ্ট্রিয় যুদ্ধ চলিতেছিল। কয়েক যুদ্ধে তুরুষ্ক পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে তুরুষ্ক ধ্বংস হইত, কিন্তু ইংলণ্ড, প্রুসিয়া ও সুইডেন মধ্যস্থ হইলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে সিষ্টোওয়াতে অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি হয়। ইহাতে তুরুষ্ক হৃত রাজ্যগুলি ফিরিয়া পান। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জেসিতে রুষিয়ার সহিত সন্ধি হয়। তুরুষ্ক ক্রিমিয়ার দাবী ছাড়িয়া দেন ও নিষ্টর নদী উভয় রাজ্যের সীমারূপে নির্দ্ধারিত হয়। এই সময় বোনাপার্টি মিশর জয় করায় ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ ঘটে, কিন্তু ইংলণ্ড মিশর উদ্ধার করিয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তুরুষ্ককে প্রদান করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সুলতান সেলিম রুষিয়া, নেপল্‌স্ ও ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি করিয়া আইওনীয় দ্বীপাবলী দখল করেন। সুলতান সেলিম এই সময় য়ুরোপীয় ধরণে সৈন্য গঠন করেন ও দেওয়ানীও পরিবর্ত্তিত করেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড ও রুষিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মিল। ফরাসীর প্ররোচনায় রুষ ও তুরুষ্কে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ বাঁধিল। ইংলণ্ড তুরুষ্কের সহায় হইলেন। রুষ দানিয়ুবের তীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। জেনিসেরি ও মুফ্‌তি মিলিত হইয়া সুলতানকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিল।

(১৮০৭।৮)—তৎপরে প্রথম আবদুল হামিদের পুত্র মুস্তাফা রাজা হন। ইনি তৃতীয় সেলিমের সংস্কারবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন। রুষ কর্ত্তৃক তুরুষ্কের নৌবল পরাজিত হইল রুশ্‌চুকনামক প্রদেশের পাশা মুস্তাফা বৈরক্তার হঠাৎ সসৈন্যে আসিয়া সুলতানকে রাজ্যচ্যুত করিতে চাহেন। কারাবদ্ধ তৃতীয় সেলিমকে এই বিদ্রোহের মূল বোধে সুলতান মুস্তাফা তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে আদেশ দেন। কিন্তু তিনিই অনতিবিলম্বে পাশাকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন।

(১৮০৮-৪০)—তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় মাহ্মুদ রাজা হন। ইনি সুলতান তৃতীয় সেলিমকে কারামুক্ত করেন ও তাঁহার উপদেশমত রাজত্ব করিতে থাকেন। এখন য়ুরোপীয় অন্যান্য রাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা রাখিয়া চলিতে হইলে তুরুষ্কে যে সমস্ত সংস্কার আবশ্যক, বৃদ্ধ সুলতান নব সুলতানকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। পাশা মুস্তাফা প্রধান উজীর হইলেন। সংস্কারবিধি অবলম্বন করায় জেনিসেরিগণ আবার বিদ্রোহী হইল। বিদ্রোহীরা অন্তঃপুর আক্রমণ করিল। রাজ্যরক্ষার্থ প্রধান উজীর রাজ্যচ্যুত সুলতান চতুর্থ মুস্তাফাকে নিহত করিলেন এবং নিজেও জেনিসেরিগণের ক্রোধের মুখে ভস্মীভূত হইলেন। সুলতান দ্বিতীয় মাহ্মুদ ওসমান-বংশধর বলিয়া প্রাণ পাইলেন। তিনিও স্বীয় সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিবার জন্য চতুর্থ মুস্তাফার শিশু পুত্রকে বিনাশ করিলেন। জেনিসেরিদিগের ইচ্ছানুসারে তিনি সংস্কারপ্রথা (নিজাম জেদিদ) পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি করিয়া রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ে অনেক অধীন রাজ্য স্বাধীনতা অবলম্বন করিল, কাজেই বাধ্য হইয়া ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বুকারষ্টে রুষিয়ার সহিত সন্ধি করিতে হইল। প্রথ ও বেসারেভিয়ার পূর্ব্বস্থ সমস্ত দেশ, চিলকিয়ের কিয়দংশ এবং দানিয়ুবের মোহানা রুষিয়াকে দিতে হইল। গ্রীকেরাও এই সময় স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া তুরুষ্ককে একবারে হীনপ্রভ ও হীনবল করিয়া দিল। অনেক য়ুরোপীয় রাজ্য গ্রীসের পক্ষ হইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়ার নৌবল একত্র হইয়া ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে নাভারিণোর যুদ্ধে তুরুষ্কের নৌবল একেবারে ধ্বংস করিল। এই যুদ্ধের পর গ্রীস সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল। বাভেরিয়া-রাজবংশের ওথো প্রথম রাজা হইলেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দের পরে বিদ্রোহী দমন করিতে গিয়া আপন প্রিয় পত্নী ও শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষদিগকে হারাইয়া মাহ্মুদ জেনিসরিদিগের মুলোচ্ছেদ করিলেন। তাহা হইতে তুরুষ্কে নবযুগের সূত্রপাত হইল। মলদেভিয়া ও ওয়ালাসিয়া লইয়া বহু দিন হইতে রুষের সহিত বিবাদ চলিতেছিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে

আক্কর্ম্মাণের সন্ধি অনুসারে গোলমাল মিটিয়া যায়। এই সময় মাহ্মুদ আপনার দল বল বৃদ্ধি করিয়া লইলেন। তখনও গ্রীসের বিবাদ চলিয়াছিল। য়ুরোপীয় রাজগণ গ্রীসের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। মাহ্মুদ য়ুরোপীয় রাজন্য-বর্গকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গ্রীসে মুসলমান অধিকার স্থায়ী করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রুষের সহিত যুদ্ধ বাঁধিল। রুষসেনাপতি ডিবিস (Diebitsch) সামলা নামক স্থানে তুর্কসৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়া আড্রিয়ানোপল অধিকার করিলেন। এই সময় পাস্কিবিচ্ নামে আর এক রুষসেনাপতি আর্জরুম্ আক্রমণ করেন। মাহ্মুদ আড্রিয়ানোপলে (১৮২৮ খৃঃ অব্দে) রুষের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে গ্রীস্‌রাজ্য নির্ব্বিবাদে স্বাধীন হইল। মলদেবিয়া ও ওয়ালাসিয়া স্বাধীন শাসনশক্তি লাভ করিলেন। এ ছাড়া কএকটী জনপদ রুষের অধিকারভুক্ত হইল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইজিপ্টের পাশা মহম্মদ আলীকে আক্রমণ করেন, কিন্তু এই যুদ্ধে সুলতানসৈন্যই পরাস্ত হয়। ইহার পর বর্ষে ইব্রাহিম পাশা কন্‌ষ্টাস্তিনোপলের ৬৫ ক্রোশ দূরে কুট্টায়া নামক স্থানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সন্ধি হইল, তাহাতে মহম্মদ আলী সমস্ত সিরীয়া রাজ্য এবং ইব্রাহিম পাশা আদানার কর্তৃত্ব পাইলেন। এই সময় বিজয়ী ইব্রাহিম পাশার কবল হইতে কন্‌ষ্টাস্তিনোপল রক্ষা করিবার জন্য রুষসম্রাট্ নিকোলাস্ জলপথে একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই জন্য (১৮৩৩ খৃঃ অব্দে) আঙ্কিয়ার-স্কেলে-সিতে এক সন্ধি হয়, তাহাতে স্থির হইল যে, রুষের কোন বিপক্ষ দার্দেনেলিস্ পার হইয়া যাইতে পারিবে না। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে তুরুষ্কের নৌসেনাগণ ত্রিপলী অধিকার করিল। ইহার পর সুলতান মাহ্মুদ মহম্মদ আলীকে দমন করিবার জন্য আবার নূতন যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, কিন্তু ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৪এ জুন ইব্রাহিম্ পাশার নিকট তুরুষ্কের সৈন্যদল সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হইয়াছিল। তাহারই ছয় দিন পরে ২য় মাহ্মুদের মৃত্যু হয়।

২য় মাহ্মুদের পুত্র আবদুল মেজিদ্ ১৬শ বর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সময় নেজিব-যুদ্ধে পরাজয়, কপুদান পাশার বিশ্বাসঘাতকতায় মহম্মদ আলীর নৌসেনাদলের অপচয় এবং বিজয়ী ইব্রাহিম পাশার আগমনে যেন তুরুষ্ক-সাম্রাজ্য-বিলোপের সম্ভাবনা হইয়াছিল। এই সঙ্কটকালে সুলতান ইংরাজদিগের সহিত (লণ্ডনে ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ১৫ই জুলাই) এক সন্ধি স্থাপন করিলেন। সন্ধি অনুসারে একদল ইংরাজ ও ফরাসী নৌসেনা আসিয়া একর, সিদন ও সিরীয়ার উপকূলবর্ত্তী কএকটী নগর অধিকার করিল। ঐ সকল স্থান ইব্রাহিম পাশা বাধ্য হইয়া ছাড়িয়া দিলেন। শীঘ্রই শান্তি স্থাপিত হইল। মহম্মদ আলী বার্ষিক কর দিয়া পুরুষানুক্রমে পাশা হইয়া রহিলেন।

এ সময় তুরুষ্কের গোঁড়া মুসলমানগণ মহা গোলমাল আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, এবার দেখিতেছি সকলেই খৃষ্টানের অনুকরণ করিবে, পূর্ব্ব রীতি-নীতি আর খাটিবে না। সুতরাং ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের অবনতি হইবে ভাবিয়া তাঁহারা অস্ত্রধারণ করিলেন। রসীদ পাশা সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করিলেন, সুলতানের অধীন প্রজাগণের মধ্যে সকল ধর্ম্মের লোকই সমভাবে গৃহীত হইবে, সকলেই সমভাবে আপনাপন ধর্ম্ম কর্ম্ম পালন করিতে পারিবে, বিধর্ম্মীর উপর অন্যায় করিয়া কোন রূপ কর আদায় করা হইবে না। কিন্তু এই প্রস্তাব তুরুষ্কের বৃদ্ধ আমীর ওমরাহগণের ভাল লাগিল না, সুতরাং তাঁহারা সকলেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এদিকে য়ুরোপীয় তুরুষ্কের মধ্যে অনেক খৃষ্টান প্রজা বাস করিত। তাহারাও এখন সুবিধা পাইয়া আপনাদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য রুষরাজের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল। এদিকে ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের রাজদূতগণ তুরুষ্কের সভায় সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। কিন্তু এই সময় বুদ্ধিমান্ সুলতান নিরক্ষেপ আইন চালাইয়া খৃষ্টান প্রজাগণকে শান্ত করিলেন। বাস্তবিক এখনও য়ুরোপীয়গণ আবদুল মেজিদের সমুন্নত প্রকৃতির সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে হঙ্গেরির প্রধান রাজপুরুষগণ আসিয়া সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অষ্ট্রিয়া ও রুষসম্রাট্ তাঁহা-দিগকে ধরিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সুলতান তাঁহাদের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা করাই আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম। প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও আমার জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকি।"

পূর্ব্বে রুষের সহিত তুরুষ্কের কএকটী সন্ধি হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ সকল সন্ধিতে রুষের স্বার্থ জড়িত ছিল। রুষ বরাবরই তুরুষ্কের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

তুরুষ্কের গ্রীসসমাজভুক্ত খৃষ্টানগণ সুলতানের বিরুদ্ধে রুষরাজের নিকট অভিযোগ করেন। জার পূর্ব্ব সন্ধিপত্রের বিরুদ্ধ পাঠ গ্রহণ করিয়া তুরুষ্কের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্ত-ক্ষেপ করিলেন। রুষসৈন্য আসিয়া মলদেবিয়া ও ওয়ালাসিয়া দখল করিয়া বসিল। তখন সুলতানও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার সেনাপতি ওমার পাশা বল্‌কান্ ও দানিয়ুব নদীতীরস্থ দুর্গগুলি অধিকার করিয়া বসিলেন।

এদিকে ফরাসী ও ইংরাজ নৌসেনা বেসিক উপসাগরে আসিয়া লঙ্গর করিল। অক্টোবর মাসে তুরুষ্ক রুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং ইংরাজ ও ফরাসীদিগকে সাহায্য-দান করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন।

ছোট ওয়ালাসিয়ায় দুই দলে কএকবার যুদ্ধ হইল, প্রতি যুদ্ধেই রুষসৈন্ত পরাস্ত হইতে লাগিল। নবেম্বর মাসে রুষের নৌসেনা শিবাস্তপোল বন্দর হইতে বাহির হইয়া সিহুচের পথে তুর্কীযুদ্ধজাহাজগুলি নষ্ট করিল। তৎপরে (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে) রুষসৈন্ত দানিয়ুবনদী পার হইয়া দোব্রুচার দুর্গগুলি আক্রমণ করিল। এই সময় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিল। ১৫ই জুন রুষগণ বহু চেষ্টা ও বিস্তর সৈন্ত ক্ষয়ের পর সিলিস্ট্রিয়া আক্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিল। তুর্কসৈন্তগণও দানিয়ুব পার হইয়া রুষসৈন্তের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। গিউরগেবো নামক স্থানে রুষসেনা হারিল। এতদ্দেশে অষ্ট্রিয়ার সৈন্তগণ তুরুষ্কের অধিকারভুক্ত যে সকল জনপদ দখল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও এখন ছাড়িয়া দিল। ইতি-মধ্যে ইংরাজ ও ফরাসীর রণতরি কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করিয়া ওডেসা নগরের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। রুষরণতরি শিবাস্তপোল বন্দরে আসিয়া আশ্রয় লইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর মার্সাল সেণ্ট আর্ণড ও লর্ড রাগলেনের অধীনে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্তগণ ক্রিমিয়া সহরে অবতরণ করিল। এই কালে যে কয়টী ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, য়ুরোপীয় ইতিহাসে তাহাই 'ক্রিমিয়া-সমর' নামে খ্যাত।

২০এ সেপ্টেম্বর আল্মায় যুদ্ধ হয়। কুমার মেজিকোফের অধীন রুষসৈন্তবর্গ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। অবিলম্বে ইঙ্গ-ফরাসী সেনা আসিয়া বালাক্লাবা ও কামিস্ বন্দর অধিকার করিল। ২৬এ সেপ্টেম্বর তাহারা শিবাস্তপোলের দক্ষিণাংশ দখল করিয়া রাখিল। এই সময় দারুণ শীতে শিবাস্তপোলের উপরে ইংরাজ ও ফরাসীসৈন্তগণ তুরুষ্ক-রাজ্য রক্ষার জন্ত যেরূপ দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভিতরে ও বাহিরে মহাবলশালী রুষসৈন্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, রুষ আপনার গৌরব রক্ষা করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহাদের নিকট মুষ্টিমেয় ফরাসী ও ইংরাজসেনানী তুর্ক-সেনার সাহায্যে রুষের সেই বিপুল গৌরব খর্ব্ব করিল, তাহা সাতিশয় প্রশংসনীয়। এ সময় তুর্কসেনাপতি ওমার পাশাও যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া রুষসৈন্তকে বার-বার পরাজয় করিয়াছিল, তুরুষ্কের পক্ষে মহাগৌরবের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। শেষে ফরাসী রাজধানী পারী নগরে সন্ধি হইয়া উপস্থিত গোলমাল মিটিল। তুরুষ্কপতি মলদেবিয়া ও কৃষ্ণনগরের উপকূলবর্ত্তী নদীর মোহানা পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদ এবং নিস্তার ও দানিয়ুব নদীর উত্তরাংশ কতক প্রদেশ ফিরিয়া পাইলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আবদুল আজিজ সিংহাসন লাভ করিলেন। ইহার সময় মণ্টেনিগ্রো তুরুষ্কের অধীন রাজ্যরূপে গণ্য হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আবদুল হামীদ (২য়) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহারই সময় বিখ্যাত রুষতুরুষ্ক সমর আরম্ভ হইল। রুষ আপনার প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্ত এবার ভীমবলে তুরুষ্ক আক্রমণ করিল। পদে পদে রুষের জয় হইতে লাগিল। অবশেষে তুরুষ্করাজ (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে) রুষকে বটম, কার্স্ ও আর্ডাহান ছাড়িয়া দিলেন। রুষের যুদ্ধব্যয় স্বরূপ ৩২৲ কোটী টাকা দিতে সম্মত হইলেন, তদনুসারে তাঁহাকে প্রতি বর্ষে ৩১৮১৮০০৲ টাকা রুষগবর্মেণ্টকে দিতে হয়।

তুরুষ্করাজ্য পূর্ব্বে বহু বিস্তৃত হইলেও এখন ইহার ভূপরিমাণ ৬৬৫০০ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা ৪৬৬৮০০০।

তুরুষ্ক (পুং) গন্ধদ্রব্য ভেদ। তুরুষ্কদেশজাত ধূম্রবর্ণ সুগন্ধি গাঢ়তৈলবদ্দ্রব্য ভেদ, চলিত কথায় শিলারস (Oblibanum Indian incense, the resin of the Boswellia Serrata, the resin of the Ponus Longifolia) পর্য্যায়—যবন, ধূম্র, ধূম্রবর্ণ, সুগন্ধিক, সিহ্লক, সিহ্লসার, পীতসার, কপি, পিণ্যাক, কপিজ, কল্ক, পিণ্ডিত, পিণ্ডিতৈলক, করেবর, কৃত্রিমক, লেপন, সিহ্ল, কপিচঞ্চল, যাবন, তৈলাখ্য, পিণ্ডিক, জাব, যাবত। (শব্দর°) ইহার গুণ সুরভি, তিক্ত, কটু, স্নিগ্ধ, কুষ্ঠ, কফ, পিত্ত, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বর-নাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে—শিলারস যবন-দেশে উৎপন্ন হয়, এইজন্ত ইহাকে তুরুষ্ক কহে। সিহ্লক, কপিতৈল ও কপি, শিলারসের এই কটী নাম প্রসিদ্ধ। গুণ—কটু, মধুর রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রজনক, কান্তিবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, কণ্ঠশোধক এবং ঘর্ম্ম, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ ও গ্রহদোষনাশক। (ভাবপ্রকাশ) ইহা মধুর সহিত ভাবনা দিলে শোধিত হয়।

"তুরুষ্কো মধুনা ভাব্যঃ কাশ্মীরঞ্চাপি সর্পিষা।" (চক্রপাণি°)

২ শ্রীবাস বৃক্ষ, ঘণ্টাপারুল। (বিশ্ব)

তুরুষ্কগৌড়, তুরঙ্গগৌড়। গৌড় দ্বিবিধ, তুরঙ্গগৌড় ও দ্রাবিড়-গৌড়, ইহা ওড়ব। ইহা বীর ও রৌদ্র রসে গীত হয়। ইহা "ঋ" ও "প" বর্জ্জিত। মূর্ত্তি—

"তুরুষ্কগৌড়আরূঢ়হয়পৃষ্ঠোরুণদ্যুতিঃ।
শঙ্খকণ্ঠোপনীতশ্চ লোষ্কীষঃ কবচাবৃতঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

তুর্ব্বর খাঁ, ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন্ যখন চিতোর আক্রমণ করিতে যান, তখন তুর্ব্বর খাঁ নামক একজন মোগল সর্দ্দার ভারতবর্ষ লুঠের আয়োজন করেন। ১২০০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি যমুনাতীরে দিল্লীর নিকটে আসিয়া শিবির স্থাপন করেন। আলাউদ্দীন্ পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া শীঘ্র রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন ও তাঁহার পূর্ব্বে উপস্থিত হন। আলাউদ্দীনের সৈন্যদল তখনও রাজপুতানায় পড়িয়া আছে, কাজেই তিনি অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিলেন না, কেবল দিল্লীর উপকণ্ঠের বহির্দ্দেশ দিয়া পরিখা খনন করাইয়া দুই মাস বসিয়া রহিলেন। মোগলেরা বাহিরে থাকিয়া সহরে রসদ যোগান বন্ধ করিল ও নগরের উপকণ্ঠে লুঠপাট আরম্ভ করিল। ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ এক দিন রাত্রে এক মুসলমান ফকীরের কি এক আশ্চর্য্য উদ্ভাবিত কৌশলে মোগলেরা হঠাৎ ভীত হইয়া একবারে অবরোধ ছাড়িয়া দেশে প্রস্থান করিল। তুর্ব্বর খাঁ এত ভীত হইয়াছিলেন, যত দিন না দেশে পৌছিলেন, ততদিন তিনি পথে কোথাও থামেন নাই।

তুর্ফরী (ত্রি) তৃফ হিংসায়াং বা° অরী। হন্তা, দুই প্রকার সৃণি ভর্ত্তা ও হন্তা, অশ্বিনীদ্বয় ভর্ত্তা ও তুর্ফরী ও জর্ভরি হন্তা। (ঋক্ ১০।১০৬।৬ সায়ণ) [জর্ভরি দেখ।] *

তুর্ফরীতু (ত্রি) তৃফ-অরীতু পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। হন্তা। [তুর্ফরী দেখ।]

তুর্য্য (ত্রি) চতুর্ণাং পূরণঃ চতুর-যৎ চ ভাগস্য লোপঃ। চতুর্থ।

"এক এবেশ্বরস্তুর্য্যঃ ভগবান্ স্বাশ্রয়ঃ পরঃ।" (ভাগ° ৬।৫।১২)

তুর্য্য শব্দের একদেশি সমাস হয়, যথা তুর্য্যং ভিক্ষায়াঃ তুর্য্যভিক্ষা, পক্ষে ষষ্ঠী সমাস হয়, ভিক্ষাতুর্য্যং।

তুর্য্যগোল (পুং) কালজ্ঞানার্থ যন্ত্রভেদ।

"দলীকৃতং চক্রমুশন্তি চাপং কোদণ্ডখণ্ডং খলু তুর্য্যগোলং"
(সিদ্ধান্তশি°)

তুর্য্যবাহ্ (পুং) তুর্য্যং চতুর্থং বর্ষং বহতি বহ-ণ্বি। চতুর্থ বর্ষের পশু।

"তুর্য্যবাট্ বয়োঽনুষ্টুপ্ছন্দঃ" (যজু° ১৪।১৯) 'তুর্য্যবাট্ তুর্য্যং চতুর্থং বর্ষং বহতীতি পশুঃ অনুষ্টুপ্ছন্দো ভুত্বোৎক্রান্তং তুর্য্যবাহং পশুং।' (বেদদীপ)

তুর্ব্বণি (ত্রি) তূর্ণং বহুতে বন্ সংভক্তৌ ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তূর্ণসংভক্তা। "তুর্ব্বণিরহা বিশ্বেব তুর্ব্বণিঃ" (ঋক্ ১।১৩০।৯) 'তুর্ব্বণিস্তূর্ণবনিঃ ক্ষিপ্রং সংভক্তা।' (সায়ণ)

তুর্ব্বন্ (ক্লী) শত্রুর হিংসন। "যৎপৃৎস্নুতুর্ব্বণে" (ঋক্ ৮।৯।১৩) 'তুর্ব্বণে শত্রুণাং হিংসনে।' (সায়ণ)

তুর্ব্বশ (পুং) নৃপভেদ। "অমাবিথ নর্য্যং তুর্ব্বশং যদুং" (ঋক্ ১।৫৪।৬) "নর্য্যাদীন্ হি রাজ্ঞঃ" (সায়ণ)। ইনি যযাতি পুত্র তুর্ব্বসু হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ ঋগ্বেদে এক স্থানে ইহার যদুতুর্ব্বশ নাম দেখা যায়।

তুর্ব্বশে (অব্য) অন্তিক, নিকট। (নিঘণ্টু)

তুর্ব্বসু (পুং) যযাতি রাজার এক পুত্র। যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। যযাতি ইহাকে একদিন ডাকিয়া কহিলেন, পুত্র! বিষয়ভোগে আমার পরিতৃপ্ত হয় নাই, আমি তোমার যৌবন প্রার্থনা করি, সহস্র বৎসর তোমার যৌবন উপভোগ করিয়া তোমাকে প্রদান করিব। তুর্ব্বসু যযাতির এই কথা শুনিয়া কহিলেন, পিতঃ! আমি জরা লইতে স্বীকৃত নহি।

"ন কাময়ে জরাং তাত! কামভোগপ্রণাশিনীং।
বলরূপান্তকরণীং বুদ্ধিপ্রাণপ্রণাশিনীং॥" (ভারত আ°)

যযাতি পুত্রের এই কথা শুনিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন—

তুমি আমার শরীর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার যৌবন দিতে স্বীকৃত হইলে না, এই জন্য তুমি যেখানে রাজা হইবে, সেইখানে প্রজাদিগের সংক্ষয় হইবে এবং যাহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, প্রতিলোমাচার, মাংসভক্ষক, সর্ব্বদা গুরুদার প্রসক্ত ও তির্য্যগ্-যোনি এই সকলের মধ্যে তুমি রাজা হইবে, এবং বিবিধ প্রকার কষ্ট অনুভব করিবে। (ভারত আ° ৮৪ অ°)

তুর্ব্বসুর বংশ বিবরণ বিষ্ণুপুরাণে নিম্নলিখিত রূপ আছে— তুর্ব্বসুর পুত্র বাহ্ন, তৎপুত্র গোর্ভানু, তৎপুত্র ত্রৈশানু, তৎপুত্র করন্ধম, তৎপুত্র মরুত্ত অনপত্য হন, এই কারণে তিনি পুরু-বংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই প্রকারে যযাতি শাপপ্রভাবে তুর্ব্বসুর বংশ পৌরববংশকে আশ্রয় করিয়াছিল। (বিষ্ণুপু° ৪ অংশ ১৬ অ°)।

তুর্ব্বীতি (পুং) রাজভেদ। "বৃহদ্রথং তুর্ব্বীতিং দস্যবে" (ঋক্ ১।৩৬।১৮)

তুল (দেশজ) পরিমাণ দণ্ডবিশেষ।

তুলট (দেশজ) হরিতাললিপ্ত কাগজবিশেষ, পূর্ব্বে এই কাগজ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। প্রায় অধিকাংশ সংস্কৃত গ্রন্থ এই কাগজে লিখিত। ইহা অধিক দিনস্থায়ী হয়।

তুলনা (দেশজ) উপমা, সাদৃশ্য, দৃষ্টান্ত।

তুলফুড়কী (দেশজ) অতিক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ

---

* "সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু নৈতোশেব তুর্ফরী-পর্ফরীকা" (ঋক্ ১০।১০৬।৬) 'তৃফ তৃম্ফ হিংসায়াং। অস্মাত্ ঔণাদিক তুর্ফরী তারাবিতশ্চ পৃষোদরাদিত্বাৎ বর্ণবিকারঃ। যদ্বাঽস্মাৎ বাহুলকাদৌণাদিকোঽরীতু প্রত্যয়ঃ। উক্তং চাত্র নিরুক্তে (১৩।৫) দ্বিবিধা সৃণির্ভবতি ভর্ত্তা চ হন্তা চ তথাশ্বিনৌ চাপি ভর্ত্তারৌ তুর্ফরীতু হন্তারৌ' (সায়ণ)

তুলভ (পুং) তুরেণ বেগেন ভাতি ভা-ড রন্ত লঃ। আয়ুধজীবি-সঙ্ঘভেদ।

তুলসারিণী (স্ত্রী) তুরেণ বেগেন সরতি সৃ-ণিনি ঙীপ্। তূণ।

তুলসী (স্ত্রী) তুলাং সাদৃশ্যং স্যতি নাশয়তি সো-ক-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ শকন্ধ্বাদিত্বাৎ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, (Oeymum Sanctum) "তুলসী" এই নামোৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। এই অখিল জগতে যে দেবীর তুলনা নাই, তিনিই তুলসী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

"যস্যা দেব্যাস্তুলানাস্তি বিশ্বেষু চাখিলেষু চ।

তুলসী তেন বিখ্যাতা" (শব্দার্থচি°)

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতে—তকার অর্থে মরণ, উকার যুক্ত হইলে মৃত অর্থাৎ মৃতব্যক্তি যাহার প্রভাবে "লসতি" দীপ্তি পায়, তাহার নাম তুলসী।

"তকারো মরণং প্রোক্তং তদ্‌যোগঃ স্যাদুকারতঃ।
মৃতা লসতি সেত্যেবং তুলসীত্যেব গীয়তে॥" (বৃহদ্ধর্ম্মপু° ৭।৩৩)

পর্য্যায়—সুভগা, তীব্রা, পাবনী, বিষ্ণুবল্লভা, সুরেজ্যা, সুরসা, কায়স্থা, সুরদুন্দুভি, সুরভি, বহুপত্রী, মঞ্জরী, হরিপ্রিয়া, অপেতরাক্ষসী, শ্যামা, গৌরী, ত্রিদশমঞ্জরী, ভূতঘ্নী, ভূতপত্রী, পর্ণাস, বৃন্দা, কঠিঞ্জর, কুঠেরক, বৈষ্ণবী, পুণ্যা, পবিত্রা, মাধবী, অমৃতা, পত্রপুষ্পা, সুগন্ধা, গন্ধহারিণী, সুরবল্লী, প্রেতরাক্ষসী, সুবহা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, দেবদুন্দুভি।

ক্ষুদ্রপত্র তুলসীর পর্য্যায়—খরপত্র, জম্বীর, পত্রপুষ্প, ফণিজ্ঝক, অল্পপত্র, সমীরণ, মরুবক, প্রস্থপুষ্প।

গন্ধতুলসীর পর্য্যায়—সুগন্ধক, গন্ধনামা, তীক্ষ্ণগন্ধ, গন্ধ-ফণিজ্ঝ, সুগন্ধ, দেবদুন্দুভি। বিষগন্ধের পর্য্যায়—বৈকুণ্ঠক, বিষগন্ধ, অল্পমানক।

শ্বেততুলসীর পর্য্যায়—অর্জ্জক, শ্বেতপর্ণাশ, গন্ধপত্র, কুঠেরক, অপ্রার্জ্জক, তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণগন্ধ ও সিতার্জ্জক।

কৃষ্ণ তুলসীর পর্য্যায়—কৃষ্ণার্জ্জক, কৃষ্ণবর্ণা, কালমান, করালক, কালপর্ণী, সুরভি, মানকা কালমানক, বর্ব্বরী।

বর্ব্বরীতুলসীর পর্য্যায়—সুরভি, সুরভিধেবা, সুরসা, অপেতরাক্ষসী, বর্ব্বরী, কবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা ও অজগন্ধিকা।

ইহার গুণ—কটু, তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী, উষ্ণবীর্য্য, দাহজনক, পিত্তকারক, অগ্নিপ্রদীপক এবং কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, পার্শ্বশূল, কফ ও বায়ুনাশক। শুক্ল তুলসী ও কৃষ্ণতুলসী উভয়ই তুল্যগুণবিশিষ্ট।

বর্ব্বরী বা বাবুই তুলসীর গুণ—রুক্ষ, শীতবীর্য্য, কটুরস, বিদাহী, তীক্ষ্ণ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, অগ্নিপ্রদীপক, লঘুপাকী, পিত্ত-বর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, রক্ত, কণ্ডু, কৃমি ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

ইহার উৎপত্তিবিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ আছে—

তুলসী নামে এক গোপিকা গোলোকে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার সহচরী ছিলেন। একদা রাধিকা ইহাকে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া শাপ দেন যে, তুমি মানবী যোনি প্রাপ্ত হও। তুলসী এই শাপ শুনিয়া দুঃখিতচিত্তে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। কৃষ্ণ তাহাকে কহিলেন, তুমি মনুষ্যযোনি গ্রহণ করিয়া তপস্যা দ্বারা আমার অংশ লাভ করিবে। এই শাপে ইনি ধর্ম্মধ্বজ রাজার ঔরসে ও তাঁহার পত্নী মাধবীর গর্ভে কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে তুলনা দিতে অক্ষম হইয়াছিল, এই জন্য তাঁহার নাম তুলসী। পরে তুলসী বনে গিয়া কঠোর তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ঘোরতর তপস্যায় সকলই উদ্বিগ্ন হইলেন। যত কঠোর তপস্যা হইতে পারে, তুলসীর তাহা কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, এই তপস্যায় ব্রহ্মা স্থির থাকিতে না পারিয়া তুলসীর নিকট আসিয়া কহিলেন, তুলসী তোমার অভীষ্ট বর লাভ কর।

তুলসী ব্রহ্মাকে কহিলেন, 'যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ আপনার নিকট লজ্জার আবশ্যক নাই। আমার নাম তুলসীগোপী, আমি পূর্ব্বে গোলোকে ছিলাম, একদিন আমি গোবিন্দের সহিত সম্ভোগ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম এবং আমার সম্ভোগ তখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। এমন সময় রাসেশ্বরী রাধা সেইখানে আসিয়া আমাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা ও আমাকে শাপ দিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তপস্যা করিলে আমার চতুর্ভুজ অংশ প্রাপ্ত হইবে। এখন আমি নারায়ণকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করি।'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসমুদ্ভব সুদাম নামক গোপ রাধিকার শাপে দানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার নাম শঙ্খচূড়, গোলোকে তুমি ইহাকে দেখিয়া কাম পীড়িতা হইয়াছিলে, রাধিকার ভয়ে কোনরূপ অহিতাচরণ করিতে পার নাই। এখন ইহাকেই তুমি পতিরূপে গ্রহণ কর, পরে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবে। নারায়ণের শাপে তুমি বৃক্ষ হইবে। তুমি অতি পূতা ও বিশ্বপাবনী। সকল পুষ্পের প্রধান ও নারায়ণের প্রাণাধিকা হইবে। তুমি না হইলে সকল পূজাই বিফল হইবে।' তুলসী ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া কহিলেন, 'আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই সত্য হউক। কিন্তু কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়াভঙ্গ হেতু আমার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই, শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ কৃষ্ণকে আমি

অভিলাষ করি, তোমার প্রসাদে গোবিন্দ সুদুর্লভ। কিন্তু এখন অগ্রে আমার রাধাভীতি মোচন করুন।'

ব্রহ্মা ষোড়শাক্ষর রাধিকামন্ত্র, স্তব, কবচ প্রভৃতি প্রদান করিলেন এবং 'তুমি রাধার ন্যায় সুভগা হইবে' এই বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তুলসীও তপস্যা শেষ করিয়া সুস্থচিত্তা হইলেন। এখানে শঙ্খচূড় নামক দানবের সহিত ইহার বিবাহ হয়। শঙ্খচূড়ের বর ছিল যে তাহার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হইলে তাঁহার মৃত্যু হইবে। শঙ্খচূড় স্বর্গরাজ্য জয় করিয়া দেবতাদিগের অধিকার হরণ করিয়াছিলেন। দেবগণ কিছুতেই তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে দেবগণ সমবেত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা ইহাদিগকে লইয়া শিবের নিকট গমন করিলেন, শিবও বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট ইহাদিগকে লইয়া যাইলেন। বিষ্ণু বলিলেন, 'আপনারা সকলে শঙ্খচূড়ের সহিত যুদ্ধ করুন, আমি শঙ্খচূড় রূপ ধারণ করিয়া তুলসীর সতীত্ব নাশ করিব। পরে শঙ্খচূড় তোমাদের বধ্য হইবে।' এই বলিয়া নারায়ণ ঐরূপ ধারণ করিয়া তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করেন। পরে তুলসী ইহাকে নারায়ণ বলিয়া জানিতে পারিয়া "তুমি পাষাণ হইয়া থাক" এই অভিশাপ প্রদান করেন। স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে জানিতে পারিয়া নারায়ণের চরণে পতিত হইয়া রোদন করেন। নারায়ণ বলেন, 'তুমি এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীর সদৃশী আমার প্রিয়া হও, তোমার এই শরীর গণ্ডকী নদী এবং কেশসমূহ তুলসীবৃক্ষরূপে পরিণত হউক।' তৎক্ষণাৎ তাহাই হইল। সেই অবধি নারায়ণ শিলারূপে আছেন এবং সর্ব্বদা তুলসীসংযুক্ত থাকেন, তুলসী ব্যতীত ইহার পূজাদি হয় না। (ব্রহ্মবৈ° ১০ প্রকৃতিখ° ১৩—২১ অ°)

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতে—পূর্ব্বকালে কৈলাসপুরে ধর্ম্মদেব নামে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ এক সাধুশীল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার পত্নীর নাম বৃন্দা। এই সাধ্বী ব্রাহ্মণী নিরন্তর ধর্ম্মচারিণী এবং পতির অনুগতা ছিলেন।

একদিন ধর্ম্মদেব ব্রাহ্মণসভায় সমাগত হইয়া কৃষ্ণগুণ গান করিতেছিলেন, এদিকে ভোজনের সময় অতীত হইল। বৃন্দা গৃহে অভ্যাগত অতিথির পূজা করিয়া মনোহর কৈলাসশিখরে প্রতিবাসিগণের বাটীতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে ধর্ম্মদেব গৃহে আগমনপূর্ব্বক পত্নীকে ক্ষুধাতুরা ও চঞ্চলা দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ সুদারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন। তিনি কহিলেন, 'তুমি ক্ষুধার্ত্তা হইয়া স্বগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছ, এই জন্য তোমাকে রাক্ষসী দেহ ধারণ করিতে হইবে।' বৃন্দা তৎক্ষণাৎ রাক্ষসী দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতলে আসিয়া যাবতীয় জন্তু ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাক্ষসী পূর্ব্বস্মৃতিক্রমে গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব প্রভৃতিকে হিংসা করিত না। বহুসংখ্যক জীব নষ্ট হওয়াতে পৃথিবী অস্থিমালিনী হইয়া পড়িল। বৃন্দা আর কোন জীব না পাইয়া তিন দিন উপবাস করিলেন।

পরে জীবের জন্য কৈলাসে গমন করিলেন সেখানেও শৈব ভিন্ন আর কোন সত্ত্ব মিলিল না। তখন বৃন্দা ৭ দিন অনাহারে থাকিয়া শরীর ত্যাগ করিলেন। একদিন মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে এইস্থানে উপনীত হইয়া কহিলেন, 'এই রূপবতী বৃন্দা ধর্ম্মদেবের পত্নী। অভিশাপ বশে রাক্ষসীরূপ ধারণ করিয়াও ব্রাহ্মণ হিংসা করে নাই। ইহার দেহ নিষ্ফল হওয়া উচিত নহে, আমার বচনানুসারে এই বৃন্দা ধরাতলে তরুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রীতিবিধান করুক। এই বৃন্দা তরুরূপে প্রাদুর্ভূত হইলে ইহার পত্রে বিষ্ণুর অর্চ্চনা হইবে। ইহার পত্র ভিন্ন মণি মুক্তা প্রভৃতি কিছুতেই বিষ্ণুর পূজা সমাহিত হইবে না। এই বৃন্দা তরুরূপিণী তুলসী নামে খ্যাত হইবে। ইহার পত্র পবিত্র হইতেও পবিত্রতম জানিবে। এই তুলসীর প্রতিদলে বিষ্ণুর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র বিরাজিত থাকিবে। আমি ও পার্ব্বতী ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইব এবং নারায়ণ ইহার উপাস্য হইবেন।'

তুলসী কার্ত্তিকমাসে অমাবস্যা তিথিতে ধরাতলে তরুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। (বৃহদ্ধর্ম্মপু° ৮ অ°)

তুলসীমাহাত্ম্য। কার্ত্তিকমাসে তুলসীদল দিয়া যাঁহারা নারায়ণের অর্চ্চনা করেন এবং দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, প্রণাম, অর্চ্চন, রোপণ ও সেবন করেন, তাঁহারা কোটিসহস্রযুগ হরিগৃহে বাস করেন। যাঁহারা তুলসীবৃক্ষ রোপণ করেন, ঐ গাছের মূল যত বিস্তৃত হইতে থাকে, ততযুগসহস্র পরিমাণ তাঁহার পুণ্য বিস্তৃত হইতে থাকে। তুলসীদল দিয়া যে নারায়ণের পূজা করে, তাহার জন্মার্জ্জিত পাতক সকল বিনষ্ট

* যৎপুরা বিষ্ণুনা প্রোক্তং ভক্তে বক্ষ্যামাশেষতঃ।
সম্প্রাপ্তং কার্ত্তিকং দৃষ্ট্বা নিয়মেন জনার্দ্দনঃ।
পূজনীয়ো মহদ্ভিশ্চ কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ।
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা তথা ধ্যাতা কার্ত্তিকে নমিতার্চ্চিতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পাপং হন্তি যুগার্জ্জিতং।
অষ্টধা তুলসী যৈস্তু সেবিতা দ্বিজসত্তম।
যুগকোটিসহস্রাণি তে বসন্তি হরেগৃ'হে।
রোপিতা তুলসী যাবৎ কুরুতে মূলবিস্তৃতং।
তাবৎ যুগসহস্রাণি তনোতি সুকৃতং হরিঃ।

হয়। বায়ু তুলসীর গন্ধ লইয়া যে দিকে গমন করে, সেই সেই দিক্ পবিত্র হয়। তুলসীবনে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে তাহা পিতৃগণের অতিশয় প্রীতিপ্রদ হয়। যাহার গৃহে তুলসীতলের মৃত্তিকা থাকে, তাহার গৃহে যমকিঙ্কর যাইতে পারে না। তুলসীমৃত্তিকা লিপ্ত হইয়া যদি প্রাণ পরিত্যাগ করে এবং সেই ব্যক্তি যদি ঘোরতর পাপী হয়, তাহা হইলে যমকিঙ্করগণ তাহাকে দেখিতেও সমর্থ হয় না। যিনি তুলসীমূলে দীপ দান করেন, তিনি বৈষ্ণবপদ লাভ করেন। যাহার গৃহে তুলসীকানন আছে, তাহার গৃহ তীর্থস্বরূপ, নর্ম্মদা ও গোদাবরী স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, একমাত্র তুলসীবনসংসর্গে সেই ফল হয়। যিনি তুলসীমঞ্জরী দ্বারা বিষ্ণুপূজা করেন, তাহার আর গর্ভবাসযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, অর্থাৎ তাহার মোক্ষ হয়।

পুষ্পকাদি তীর্থ, গঙ্গাদি সরিৎ, বাসুদেব প্রভৃতি দেবতা, নিয়ত তুলসীদলে অবস্থিত আছেন।

"পুষ্করাদ্যানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বাসুদেবাদয়ো দেবা বসন্তি তুলসীদলে॥" (পদ্মপু°)

যেখানে একটী মাত্র তুলসী বৃক্ষ আছে, সেইখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি ত্রিদশ সকল অবস্থিত আছেন।

পত্রমধ্যে কেশব, পত্রাগ্রে প্রজাপতি, পত্রবৃন্তে শিব সকল সময় অবস্থিত আছেন। ইহার পুষ্পে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গায়ত্রী, চন্দ্রিকা ও শচী প্রভৃতি দেবীগণ নিত্য বিরাজিত আছেন। ইন্দ্র, অগ্নি, শমন, বরুণ, পবন ও কুবের প্রভৃতি দেবগণ ইহার শাখাতে বাস করেন। আদিত্যাদি গ্রহ, বসু, মনু ও দেবর্ষি, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকল দেবযোনি তুলসীপত্র আশ্রয় করিয়া আছেন।

যাহারা বৈশাখমাসে তুলসীবৃক্ষে সেচন করে, তাহারা অশ্বমেধের ফল লাভ করে। তুলসী সদৃশ এমন পুণ্য ও মুক্তিপ্রদ বৃক্ষ আর নাই।

তুলসী হস্তে করিয়া যদি কেহ মিথ্যা শপথ বা মিথ্যাকথা বলে, তাহা হইলে যত দিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্র থাকে, ততদিন তাহাকে ঘোর কুম্ভীপাক নরক ভোগ করিতে হয়।

তুলসীচয়ন নিষেধ। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী ও সংক্রান্তিতে তুলসী চয়ন করিতে নাই। তৈল মর্দ্দন করিয়া মধ্যাহ্ন স্নান না করিয়া নিশি ও সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিবাস পরিধান করিয়া যে তুলসী চয়ন করে, তাহারা হরির মস্তক ছেদন করে।

তুলসীদলপুষ্পাণি যো দদ্যাদ্ধরয়ে মুনে।
কার্ত্তিকে সকলং পাপং সোঽত্র জন্মার্জ্জিতং দহেৎ।
রোপিতা তুলসী যাবৎ বর্দ্ধতে বসুধাতলে।
তাবৎ কল্পসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥" (পদ্মপু°)

তুলসীচয়নবিধি। মধ্যাহ্ন স্নান করিয়া ও পবিত্র বসন পরিধান করিয়া তুলসী চয়ন করিতে হইবে। তুলসীপত্র ধীরে ধীরে চয়ন করা কর্ত্তব্য, যেন শাখা কম্পিত না হয়। শাখা ভগ্ন হওয়া মহাপাপ, চয়নের পূর্ব্বে ভক্তি করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার করতালি ধ্বনি করিবে, তৎপরে শনৈঃ শনৈঃ পত্র চয়ন করিবে। চয়নমন্ত্র—

"মাতস্তুলসি! গোবিন্দহৃদয়ানন্দকারিণি!
নারায়ণস্য পূজার্থং চিনোমি ত্বাং নমোঽস্তু তে॥
কুসুমৈঃ পারিজাতাদ্যৈঃ সুগন্ধৈরপি কেশবঃ।
ত্বয়া বিনা নৈব তৃপ্তিং চিনোমি ত্বামতঃ শুভে॥
ত্বয়া বিনা মহাভাগে সমস্তং কর্ম্ম নিষ্ফলং।
অতস্তুলসি দেবি ত্বাং চিনোমি বরদা ভব॥
চয়নোদ্ভবদুঃখং যদ্দেবি তে হৃদি বর্ত্ততে।
তৎক্ষমস্ব জগন্মাতস্তুলসি ত্বাং নমাম্যহং॥"

(ক্রিয়াযোগসার)

"তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি॥" (স্কন্দপু°)

এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া তুলসীদল চয়ন করিয়া বিষ্ণুপূজা করিলে লক্ষকোটি ফলপ্রদ হয়। দ্বাদশী প্রভৃতিতে তুলসীচয়ন করিতে নাই। বিষ্ণুপূজার জন্য এক দ্বাদশী ব্যতীত আর সকল নিষিদ্ধদিনে তুলসী চয়ন করা যায়।

"সংক্রান্ত্যাদৌ নিষিদ্ধোঽপি তুলস্যবচয়ঃ স্মৃতঃ।
পরং শ্রীবিষ্ণুভক্তৈস্তু দ্বাদশ্যামেব নেষ্যতে॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

তুলসীকাষ্ঠমালামাহাত্ম্য। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ প্রত্যেক বৈষ্ণবের তুলসীকাষ্ঠের মালা ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে তুলসীমালা ধারণ করে, তাহার পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। তুলসীমালা বৈষ্ণবদিগের চিহ্ন স্বরূপ। অন্য বচনান্তরে ব্রাহ্মণের কাষ্ঠমালা, যতির যানারোহণ ও বিধবার খট্টাশয্যা দেখিলে সচেল স্নান করিতে হয়।

"কাষ্ঠমালাধরং বিপ্রং যতিনং যানরোহিণং।
খট্টাস্থাং বিধবাং দৃষ্ট্বা সচেলং জলমাবিশেৎ॥" (পদ্মপু°)

এই বচনানুসারে ব্রাহ্মণের তুলসীমালা ধারণ নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবেরা ইহার উত্তরে বলেন—তুলসী কাষ্ঠেতর কাষ্ঠমালা ধারণ নিষেধ। তুলসীমালা ধারণ নিষেধ এ বচনের এরূপ অভিপ্রায় নহে।

স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন—ইহা বিপ্রেতর পর, তাহার পোষক এই বচন দিয়া থাকেন—

"তুলসীপত্রজাতেন মাল্যেন স্তব ভূষিতঃ।
বিপ্রস্ত্বং ন চ তৎ কাষ্ঠমালাং গললতাং কুরু॥"
(পাদ্মোত্তরখ°)

এতদ্ভিন্ন অপরের মত বিষ্ণুদীক্ষাবিহীন বিপ্রের ইহা ধারণ করিতে নাই।

তুলসীর স্তব। "বৃন্দাং বৃন্দাবনীং বিশ্বপূজিতাং বিশ্বপাবনীং।
পুষ্পসারাং নন্দিনীঞ্চ তুলসীং কৃষ্ণজীবনীং॥
এতন্নামাষ্টকঞ্চৈতৎ স্তোত্রং নানার্থসংযুতং।
যঃ পঠেত্তাঞ্চ সংপূজ্য সোঽশ্বমেধং ফলং লভেৎ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

যাঁহারা এই স্তব প্রতিদিন পাঠ করেন, তাঁহারা অশ্বমেধ ফল লাভ করেন। তুলসীপত্র দ্বারা গণেশপূজা করিতে নাই। "ন তুলস্যাঃ বিনায়কং"। (স্মৃতি)

তুলসীবিবাহ ও তুলসীপ্রতিষ্ঠা বিধি। প্রথমে তুলসীবৃক্ষ গৃহে বা অন্যস্থানে রোপণ করিবে। পরে তিন বৎসর পূর্ণ হইলে সেইখানে একটী বেদিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার পর বিশুদ্ধকালে বা কার্ত্তিকমাসে বৈবাহিক নক্ষত্রে সেইখানে মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে ও কুণ্ডবেদী নির্ম্মাণ করিবে। এই প্রতিষ্ঠা পূর্ণিমাতেও বিশেষ ফলপ্রদ।

তাহার পর শান্তিকর্ম্ম, মাতৃস্থাপন, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিবাহ বিধির মত সকল করিতে হইবে। বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণদিগকে ঋত্বিক্ নিযুক্ত করিবে, বৈষ্ণব বিধান দ্বারা বর্দ্ধনীকলস স্থাপন করিবে। এইখানে মণ্ডপে লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহ স্থাপন করিতে হইবে। সূর্য্য অস্তমিত হইলে শুভলগ্নে মন্ত্রপূর্ব্বক বিবাহকর্ম্মবৎ সকল কার্য্য সমাপন করিয়া হোম করিবে।

"ওঁ নমো ভগবতে কেশবায় নমঃ স্বাহা, নারায়ণায় স্বাহা, মাধবায় গোবিন্দায় বিষ্ণবে মধুসূদনায় ত্রিবিক্রমায় বামনায় শ্রীধরায় হৃষীকেশায় পদ্মনাভায় দামোদরায় উপেন্দ্রায় অনিরুদ্ধায় অচ্যুতায় অনন্তায় গদিনে চক্রিণে বিষ্বক্সেনায় বৈকুণ্ঠায় জনার্দ্দনায় মুকুন্দায় অধোক্ষজায় স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিতে হইবে; পরে যজমানপত্নী ও সগোত্র বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইহা প্রদক্ষিণ করিবে। বেদিকাতে তুলসীর পাণিগ্রহণে সূক্ত, শান্তিকাধ্যায়, জপ ও বৈষ্ণবসংহিতা পাঠ করিতে হইবে।

পরে নানাবিধ মঙ্গলবাদ্য করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে হইবে। তাহার পর অভিষেকবিধি সমাপন করিয়া ঋত্বিক্-দিগকে দক্ষিণা দিতে হইবে। এইরূপে বিষ্ণুর সহিত দেবী তুলসীকে অর্চ্চনা করিবে। যিনি এইরূপে বিষ্ণুর সহিত তুলসীপ্রতিষ্ঠা, তুলসীরোপণ ও তুলসীর সেবা করিয়া থাকেন, তিনি বিপুল ভোগ লাভ করিয়া মোক্ষলাভ করেন। (হরিভক্তিবি° ২০ বিলা°)

"রোপয়েৎ তুলসীং যস্তু সেবয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
প্রতিষ্ঠাপ্য যথোক্তেন বিষ্ণুনা সহ মানবঃ॥
স মোক্ষং লভতে জন্তুর্বিষ্ণুলোকং তথাক্ষয়ং।
প্রাপ্নোতি বিপুলান্ ভোগান্ বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥"
(হরিভক্তিবি°)

প্রত্যেকের গৃহে অন্ততঃ একটী তুলসীবৃক্ষ রোপণ করা কর্ত্তব্য।

তুলসীকবি, একজন হিন্দিকবি। ইঁহার পিতার নাম যদু-রায়। ইনি ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে কবিমালা নামে একখানি হিন্দি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ৭৫ জন পূর্ব্ববর্ত্তী কবির কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

তুলসীদাস, হিন্দুস্থানের সর্ব্বপ্রধান ভক্ত কবি। কাহারও মতে, ইনি কনোজ ব্রাহ্মণ, আবার কাহারও মতে সরযূপরীণ ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত। কনোজীয় ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষা বৃত্তিতে নিতান্ত ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তুলসীদাস আপ-নার কবিতাবলীতে লিখিয়াছেন, 'জায়ো কুল-মঙ্গন' অর্থাৎ যে কুল মাঙ্গিয়া বেড়ায় সেই কুলেই আমার জন্ম। ইহাতে তাঁহাকে কনোজীয় না বলিয়া বরং সরযূপরীণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ইঁহার দুবে উপাধি ও পরাশর গোত্র। ১৫৮৯ সম্বতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বে অনেক হিন্দুরই বিশ্বাস ছিল যে জ্যেষ্ঠার শেষ ও মূলা নক্ষত্রের প্রথমে অভুক্তমূলে (গণ্ডে) জন্ম গ্রহণ করিলে সে পিতৃহন্তা ও অতি নীচ প্রকৃতি হয়। এরূপ পুত্রকে পিতা ত্যাগ করেন। যদি স্নেহ-বশতঃ ত্যাগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে অন্ততঃ আট বর্ষ তাহার মুখ দর্শন করিতেন না। ইহাই জ্যোতিষের আদেশ।

তুলসীদাসও ঐরূপ অভুক্তমূল নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। বোধ হয় এইজন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন। সে কালে এরূপ শিশুকে অপর কোন গৃহস্থ প্রতিপালন করিতে চাহিত না। সৌভাগ্যক্রমে তুলসীদাস এক সাধুর হাতে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিনয়পত্রিকায় লিখিত আছে—

"জননী জনক তজ্যো জনমি করম বিনু বিধিহুং শিরজ্যো অবডেরে।" অর্থাৎ জন্মিবার পর জনক জননী আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বিধিও আমার ভাগ্য ভাল করিয়া করেন নাই, তাই আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন।

সেই সাধুই তুলসীদাসের গুরু, তাঁহারই সঙ্গে তুলসী

ভারত পর্য্যটন করেন এবং তাঁহারই নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

তাঁহার কবিত্ত-রামায়ণ পাঠে জানা যায়—তাঁহার প্রকৃত নাম রামবোলা, তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম শুক্ল, মাতার নাম হুলসী, পত্নীর নাম রত্নাবলী, শ্বশুরের নাম দীনবন্ধুপাঠক ও পুত্রের নাম তারক। শৈশবেই পুত্রের মৃত্যু হয়। একটী দোহায় এইরূপ পরিচয় আছে—

"দুবে আত্মারাম হৈ পিতানাম জগ জান।
মাতা হুলসী কহত সব তুলসী হৈ শুন কান॥
প্রহলাদ উধারণ নাম করি গুরু কো শুনিএ সাধু।
প্রগট নাম নহি কহত জগ কহে হোত অপরাধু॥
দীনবন্ধুপাঠক কহত সশুর নাম সব কোই।
রত্নাবলী তিয় নাম হৈ সুত তারক গত হোই॥"

অনেকেরই বিশ্বাস, তুলসীদাস এ নামটী তাঁহার গুরুপ্রদত্ত। তাঁহার জন্মস্থান লইয়া নানা মত। কেহ বলেন দো-আবের অন্তর্গত তরী নামক স্থানে, কেহ বলেন হস্তিনাপুরে, কাহারও মতে চিত্রকূটের নিকটবর্ত্তী হাজিপুরে, আবার কেহ বলেন বান্দা জেলায় যমুনাতীরে রাজাপুর নামক স্থানে তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আনুসঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা তরীগ্রামই তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া বোধ হয়।

বাল্যকালে শূকরক্ষেত্রে (বর্ত্তমান শোরোণ নামক স্থানে) তিনি বিদ্যাভ্যাস করিতেন। তবে তিনি সেরূপ সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যলাভ করিতে পারেন নাই। সাধুর কৃপায় যথাকালে পিতৃগৃহে স্থান পাইয়া মোটামোটি উর্দ্দু ও হিন্দুস্থানী শিখিয়াছিলেন। তাঁহার যে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দখল ছিল না, তাহা তাঁহার রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটী পাঠ করিলেই বোঝা যায়।

তাঁহার উপদেষ্টার নাম নরহরি। রামানন্দ যেরূপে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার করেন, তুলসীদাস সেই মতের অনেকটা পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি গোঁড়া বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের মত দ্বৈতবাদ মানিতেন না। অযোধ্যার স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ বলিয়াই তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে নির্বিশেষাদ্বৈত নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রামায়ণে অনেক স্থানে শঙ্করাচার্য্যের মত গৃহীত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্ম তুলসীদাসের নিকট রাম নামে আখ্যাত।

শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী বিখ্যাত মধুসূদন সরস্বতী তুলসীদাসের একজন বন্ধু ছিলেন।

রামানুজ হইতে যে গুরুপরম্পরা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে দুই একখানি তালিকায় তুলসীদাসের নাম পাওয়া যায়। যথা—

১ রামানুজস্বামী, ২ শটকোপাচার্য্য, ৩ কুরেশাচার্য্য, ৪ লোকাচার্য্য, ৫ পরাশরাচার্য্য, ৬ বাকাচার্য্য, ৭ লোকাচার্য্য, ৮ দেবাধিপাচার্য্য, ৯ শৈলেশাচার্য্য, ১০ পুরুষোত্তমাচার্য্য, ১১ গঙ্গাধরানন্দ, ১২ রামেশ্বরানন্দ, ১৩ দ্বারানন্দ, ১৪ দেবানন্দ, ১৫ শ্যামানন্দ, ১৬ শ্রুতানন্দ, ১৭ নিত্যানন্দ, ১৮ পূর্ণানন্দ, ১৯ হর্য্যানন্দ, ২০ শ্রর্য্যানন্দ, ২১ হরিবর্য্যানন্দ, ২২ রাঘবানন্দ, ২৩ রামানন্দ, ২৪ সুরসুরানন্দ, ২৫ মাধবানন্দ, ২৬ গরীবানন্দ, ২৭ লক্ষ্মীদাস, ২৮ গোস্বামীদাস, ২৯ নরহরিদাস ও ৩০ তুলসীদাস।

তুলসীদাসের শ্বশুর দীনবন্ধু রামের উপাসক ছিলেন, তাঁহার বালিকা কন্যা তুলসীদাসের সহিত বিবাহিত হইবার পরও অনেকদিন পিতৃগৃহে ছিলেন। তিনিও রামকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। যথাকালে রত্নাবলী তুলসীর গৃহে আসিয়া বাস করিলেন। তাঁহার একটী পুত্র সন্তান হইল। তুলসীদাস একদণ্ড পত্নীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি বড় স্ত্রৈণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক দিন তুলসীকে কিছু না বলিয়া তাঁহার পত্নী বাপের বাড়ী চলিয়া আসিলেন। তাহাতে তুলসীদাস অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া পত্নীর পাছে পাছে গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। এ সময় রত্নাবলী বলিয়াছিলেন—

"লাজ ন লাগত আপু কী ধৌরে আয়েহু সাথ।
ধিক ধিক ঐসে প্রেম কী কহা কহোং মৈং নাথ॥
অস্থিচর্ম্মময় দেহ মম তা মোং জৈসী প্রীতি।
তৈসী জোং শ্রীরাম মহং হোত ন তৌ ভবভীতি॥"

তোমার কি লজ্জা হয় না যে তুমি আমার পাছু পাছু ছুটিয়া আসিয়াছ। নাথ! তোমার এরূপ প্রেমকে ধিক্, আমার অস্থিচর্ম্মময় দেহ তার উপর তোমার যেরূপ প্রীতি, এরূপ প্রেম যদি শ্রীরামের উপর থাকিত, তাহা হইলে তোমার ভবভয় থাকিত না।*

পত্নীর মিষ্ট ভর্ৎসনায় তুলসীদাসের আজ চৈতন্য হইল। তিনি আর পত্নীর দিকে চাহিলেন না, ফিরিলেন না। রত্নাবলী জানিতেন না যে, এই সামান্য কথায় তাঁহার পতির

* ভক্তমাল ও ভক্তিমাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে।—তুলসীদাসের পত্নী শিবিকা করিয়া পিতৃগৃহে যাইতেছিলেন, পথে স্বামীকে পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া উক্ত কয়টী কথা বলেন। কিন্তু অযোধ্যা অঞ্চলে প্রবাদ আছে, তুলসীদাস শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলে রত্নাবলী ঐ কয়টী কথা বলিয়াছিলেন।

হৃদয়ে আঘাত লাগিবে। তিনি তুলসীদাসকে সেখানে রাখিয়া আহারাদি করিবার জন্ত কতসাধ্য সাধনা করিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। তখনই তুলসীদাস রামনাম আশ্রয় করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

প্রথমে অযোধ্যায় তৎপরে বারাণসীতে অনেকদিন বশবাস করেন। এই সময়ে তিনি মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র দর্শন করিয়া আসেন।

সংসার ত্যাগের পর রত্নাবলী তুলসীদাসকে একখানি পত্র লেখেন—

"কটি কী খীনী কনক সী রহত সখিন সঙ্গ সোই।
মোহি ফটে কী ডর নহীং অনত কটে ডর হোই॥"

কনকবরণী ক্ষীণকটি (আমি) সখিগণ সঙ্গে আছি, আমার (বুক) ফাটে তাতে ভয় নাই, ভয় পাছে অন্ত রমণী তোমায় ধরে।

তাহাতে তুলসী উত্তর করেন—

"কটে এক রঘুনাথ সঙ্গ বান্ধি জটা সিরকেস।
হম তো চাখা প্রেমরস পত্নীকে উপদেস॥"

কি মধুর কথা! পতির পত্র পাইয়া রত্নাবলী আশ্বাসিত হইলেন। প্রাণ ভরিয়া পতির সাধু উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বহুবর্ষ অতীত হইল! তুলসীদাস এখন বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন। এখন গৃহবার কিছুই তাঁহার মনে নাই। নানাস্থান পর্য্যটন করিতে করিতে ঘটনাক্রমে আপনার শ্বশুরালয়ে আসিয়া একদিন অতিথি হইলেন। তাঁহার মনেই ছিল না যে এ তাঁহার শ্বশুরবাড়ী! তাঁহারই বৃদ্ধা পত্নী অতিথিসৎকার করিতে আসিলেন। তিনিও প্রথমে আপনার স্বামীকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি তুলসীদাসের আহারাদির আয়োজন করিয়া দিলেন। তুলসীদাস স্মার্ত্ত বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি স্বহস্তে পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই একটী কথাবার্ত্তার পরই রত্নাবলী আপনার হৃদয়সর্ব্বস্বকে চিনিতে পারিলেন। তিনি আপনার মনোভাব গোপন করিয়া কেবল বলিলেন, 'আপনাকে মরিচ আনিয়া দিব।' তুলসী উত্তর করিলেন, 'প্রয়োজন নাই, আমার ঝুলিতেই আছে।' 'তবে কি একটু ঝাল আনিয়া দিব?" 'তাহাও আমার কাছে আছে।' 'তবে একটু কর্পূর আনিয়া দিই?' তুলসী কহিলেন, 'তাহাও আমার ঝুলিতে আছে।'

পরে সাধ্বী পতিকে কিছু না বলিয়াই তাঁহার চরণ ধৌত করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তুলসীদাস নিষেধ করিলেন, সুতরাং রত্নাবলীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না। সে নিশায় তাঁহার চক্ষে ঘুম আসিল না, কেবল এই চিন্তা—'কিরূপে আমি হৃদয়েশ্বরের চরণসেবা করিতে পারিব?' অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, যিনি সামান্ত দ্রব্য এখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তিনি কি আপন ধর্ম্মপত্নীকে একবারে ত্যাগ করিবেন! পরদিন প্রাতে আসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুর! আপনি কি আমায় চিনিতে পারেন?' তুলসী উত্তর করিলেন, 'না।' 'আপনি কি জানেন, কাহার বাড়ীতে রহিয়াছেন?' 'না।' 'এই স্থানের নাম কি জানেন?' তাহাতেও উত্তর হইল—'না'। তখন রত্নাবলী একে একে সব পরিচয় দিয়া তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তুলসীদাস কোনমতে সম্মত হইলেন না। তখন রত্নাবলী অতি দুঃখিত ভাবে বলিলেন—

'খরিয়া খরী কপূর লোং উচিত ন পিয় তিয় ত্যাগ।
কৈ খরিয়া মোহি মেলি কৈ অচল করৌ অনুরাগ॥'

যখন তোমার ঝুলিতে খড়ি হইতে কর্পূর অবধি স্থান পাইল, তখন প্রিয়তম! স্ত্রীকে ত্যাগ করা উচিত নহে। হয় আমাকেও ঝুলির ভিতর নাও, নয় (সর্ব্বত্যাগী হইয়া) সেই ভগবানে অনুরাগ কর।

স্ত্রীর কথায় সাধু তুলসীদাসের জ্ঞানোদয় হইল। তিনি স্বীকার করিলেন, তাঁহার চেয়ে তাঁহার স্ত্রী অধিক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। আজ তুলসীদাস সর্ব্বত্যাগী হইলেন। শেষের সম্বল ঝুলিটীও এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন।

তুলসী বলিয়া জেলার অন্তর্গত ভৃগুর আশ্রম, হংসনগর, পারাশিয়া (পারাশরীয়) প্রভৃতি পুণ্যস্থান দর্শনের পর গায়ঘাটের রাজা গম্ভীরদেবের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া কিছু কাল তথায় বাস করেন। তথা হইতে ব্রহ্মেশ্বরনাথ নামক মহাদেবকে দর্শন করিবার জন্ত আরাজেলার মধ্যস্থিত ব্রহ্মপুরে গমন করেন। সেথান হইতে কাণ্ট-ব্রহ্মপুরে গিয়া অধিবাসিগণের রাক্ষসী নীতি দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এখানে মঙ্গরুনামে এক আহীর পরম যত্নে তুলসীদাসের সেবা করেন। আহীরের আতিথেয়তায় বিমুগ্ধ হইয়া তুলসীদাস কিছু প্রার্থনা করিতে বলেন। দরিদ্র আহীর প্রার্থনা করিল, 'যেন ভগবানের উপর তাঁহার পূর্ণভক্তি থাকে, তাঁহার বংশ যেন দীর্ঘজীবী হয়।' তুলসীদাস কহিলেন, 'যদি তুমি (বা পরিবারের মধ্যে কেহ) চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া না থাক, কিম্বা কাহারও মনে কষ্ট না দিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ হইবে।' বলিয়া ও শাহাবাদ জেলার লোকেরা এখনও এই গল্প করিয়া বলিয়া থাকে, তুলসীদাসের কথা সত্য হইয়াছে।

কাণ্ট হইতে তুলসীদাস বেলা-পত্তৌত নামক স্থানে যাত্রা

করেন। এখানে পণ্ডিত গোবিন্দমিশ্র নামে এক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও রঘুনাথ সিংহ নামে এক ক্ষত্রিয় পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রস্তাবে বেলা-পত্তোতের নাম রঘুনাথপুর হইল। এখন রঘুনাথপুর নামেই খ্যাত। এখানে যে চৌড়ায় তিনি উপবেশন করিতেন, এখনও তাহা ভক্তির চক্ষে লোকে দেখাইয়া থাকে। রঘুনাথপুরের নিকট কায়থ-গ্রামে জোরাবর সিং নামে এক ক্ষত্রিয় তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন।

তুলসীদাস প্রথমে অযোধ্যায় আসিয়া স্মার্ত্ত বৈষ্ণবরূপে কিছুকাল বাস করেন। এই সময় ভগবান্ রামচন্দ্র একদিন স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহাকে (হিন্দী) ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন। ১৬৩১ সম্বতে তিনি রামায়ণ লিখিতে আরম্ভ করেন। অরণ্যকাণ্ড শেষ হইতে না হইতে বৈরাগী বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহার মতভেদ হইল। তিনি বাধ্য হইয়া কাশীধামে চলিয়া আসিলেন। লোলার্ককুণ্ডের নিকট অসিঘাটে তিনি থাকিতেন। এইখানে ১৬৮০ সম্বতে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। যেখানে তিনি থাকিতেন, তাঁহার নিকটবর্ত্তী ঘাট এখনও তুলসীঘাট নামে খ্যাত। তাহার পাশে উক্ত কবির প্রতিষ্ঠিত একটী হনুমান্ মন্দির আছে।

তাঁহার সম্বন্ধে কাশীধামেও অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে—

শুনা যায়, রামায়ণ শেষ হইবার পরে এক দিন মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতেছেন। এমন সময় একজন সংস্কৃতবৎ পণ্ডিত আসিয়া তাঁহাকে বলেন, 'সাধু! আপনি সংস্কৃত জানেন, তবে ভাষায় এরূপ রামায়ণ রচনা করিলেন কেন?' তুলসীদাস হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আমার ভাষা নিতান্ত নীচ ভাষা বটে, কিন্তু আপনার নায়িকাবর্ণন অপেক্ষা অনেক অংশে উত্তম।' পণ্ডিত বলিলেন, 'কিরূপে?' তুলসী কহিলেন—

"মনিভাজন বিখ পারই পুরন অমী নিহারি।
কা ছান্দিয় কঃ সঙ্গ্রহিয় কহহু বিবেকবিচারি॥"

ঘনশ্যাম শুক্ল একজন কবি ছিলেন, তিনি সুন্দর হিন্দী কবিতা রচনা করিতেন। একদিন কএকজন পণ্ডিত তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করিতে আদেশ করিলেন। তিনি কহিলেন, 'আমি তুলসীদাসকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিব।' তুলসীদাসকে জিজ্ঞাসা করিলে ভক্ত কবি উত্তর করিয়াছিলেন—

"কা ভাখা কা সংস্কৃত প্রেম চাহিয়ে সাঞ্চা।
কাম জো আবই কামরী কা লই করৈ কুমাঞ্চা॥"

এক সময় কতকগুলি ডাকাত তুলসীদাসকে মারিতে আসে। তিনি আপনার রক্ষার চেষ্টা না করিয়া বলিয়াছিলেন—

"বাসর ঢাসনি কে ঢকা রজনী চহুং দিশি চোরা।
দলত দয়ানিধি দেখিয়ে কপিকিশরিকিশোরা॥"

তুলসীদাসের কথায় হনুমান দেখা দিলেন। সেই ভীম আকার দেখিয়া ডাকাতেরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

অকবর বাদশাহের রাজস্বসচিব টোডরমল তুলসীদাসের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। ১৬৪৬ সম্বতে টোডরমলের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্মরণার্থ তুলসীদাস এই কয়টী কবিতা রচনা করেন—

"মহতো চারো গাংব কো মন কো বড়উ মহীপ।
তুলসী যা কলিকাল মেং অথয়ে টোডরদীপ॥
তুলসী রাম সনেহ কো সির ধর ভারি ভার।
টোডর ধরে ন কান্ধ হু জগ কর রহেউ উতার॥
তুলসী উর থালা বিমল টোডর গুনগন বাগ।
সমুঝি সুলোচন সীঞ্চিহেং উমগি উমগি অনুরাগ॥
রামধাম টোডর গয়ে তুলসী ভয়েউ নিসোচ।
জিয়বো মীত পনীত বিনু যহী বড়ে সঙ্কোচ॥"

অম্বররাজ মানসিংহ ও জগৎসিংহ প্রভৃতি হিন্দুরাজকুমারগণ সদা সর্ব্বদা তুলসীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। একদিন এক লোক তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ সব বড়লোক আপনার কাছে কি করিতে আসে?' তাহাতে তুলসী উত্তর করেন—

লহৈ ন ফূটী কৌড়িহু কো চহৈ কহি কাজ
সো তুলসী মহঙ্গো কিয়ো রাম গরীবনিবাজ॥
ঘর ঘর মাঙ্গে টূক পুনি ভূপতিপূজে পাই।
তে তুলসী তব রাম বিনু তে অব রাম সহাই॥"

এইরূপ তুলসীদাস সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে।

তুলসীদাস প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থানের মহাকবি। তাঁহার রচনার মাধুর্য্য, লিপিচাতুর্য্য ও আধ্যাত্মিকভাব-সন্নিবেশ অতি প্রশংসনীয়। হিন্দুস্থানী অতি উচ্চ রাজা মহারাজ হইতে দীন দরিদ্র ভিক্ষু পর্য্যন্ত তুলসীদাসের দোহা সমাদর করিয়া থাকেন। অনেক গ্রন্থ তাঁহার নামে প্রচলিত আছে। কিন্তু সকলগুলি তাঁহার লেখনীপ্রসূত বলিয়া বোধ হয় না। এই কয়খানি গ্রন্থ তাঁহার নিজস্ব বলিয়া প্রচলিত আছে—

১ রামলীলা নহছু, ২ বৈরাগ্যসন্দীপনী, ৩ বরবে রামায়ণ, ৪ পার্ব্বতীমঙ্গল, ৫ জানকীমঙ্গল, ৬ রামাজ্ঞা (এই ছয়খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ), ৭ দোহাবলী (বা সৎসই), ৮ কবিত্তরামায়ণ বা কবিতাবলী, ৯ গীতরামায়ণ বা গীতাবলী, ১০ কৃষ্ণাবলী

থা কৃষ্ণগীতাবলী, ১১ বিনয়পত্রিকা, ১২ রামচরিতমানস, (এখন তুলসীরামায়ণ নামে খ্যাত)। শেষ ছয়খানি বৃহৎ গ্রন্থ।

তুলসীতুঙ্গারি, বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত বস্তাররাজ্যে বিস্তৃত একটী গিরিমালা। অক্ষা° ১৮°৪৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১°৩০´ হইতে ৮২°৪০´ পুঃ। ইহার উচ্চশৃঙ্গের নাম তুলসী, তাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৯২৮ ফিট্ উচ্চ।

তুলসীদ্বেষা (স্ত্রী) তুলসীং দ্বেষ্টি তুল্যগন্ধত্বাৎ দ্বিষ অণ্ ততষ্টাপ্। বর্ব্বরী, বাবুই তুলসী। [বর্ব্বরী ও তুলসী দেখ।]

তুলসীপত্র (ক্লী) তুলস্যাঃ পত্রং ৬তৎ। তুলসীর পাতা। [তুলসী দেখ।]

তুলসীপুর, ১ অযোধ্যার গোণ্ডা জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার উত্তরসীমায় হিমালয়, দক্ষিণে বলরামপুর পরগণা, পূর্ব্বে আরনালা নদী এবং বহ্‌রাইচ্ জেলা। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। উত্তরভাগে পাহাড়ের উপর গবর্মেণ্টের রক্ষিত বিস্তীর্ণ বনবিভাগ, তাহার পরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিসমাচ্ছন্ন উচ্চ নীচ ভূমিখণ্ড। এখানকার জমি উত্তম হইলেও জলবায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। এই জন্য এখানে লোকের বাসও অল্প, তেমন চাষবাসও হয় না।

পরগণার প্রধান অংশ স্যাঁতসেতে কিন্তু এ স্থানে ভাল ধান হয়। এতভিন্ন যব গম ও কলায় মন্দ হয় না। এখানে হিন্দুর বাসই অধিক। তন্মধ্যে থারুজাতির নামই উল্লেখযোগ্য। থারুদিগকে দেখিতে সর্ব্বাংশে তুরাণীয় জাতির মত হইলেও ইহারা আপনাদিগকে চিতোরের রাজপুতকুলসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়।

বড় বেশীদিনের কথা নয়, তুলসীপুর পরগণার অধিকাংশই শালবনে ঢাকা ছিল। মাঝে মাঝে দুই এক ঘর থারু স্ব স্ব সর্দ্দারের অধীনে অর্দ্ধ স্বাধীনভাবে বাস করিত। সেই সকল থারুসর্দ্দারেরা দুই রকম কর দিত। এক 'দখিনাহা' বা দক্ষিণাংশে বলরামপুরের রাজা এবং অপর 'উত্তরাই' বা উত্তরাংশে দঙ্গ (বর্ত্তমান তুলসীপুরের) রাজা পাইতেন।

প্রবাদ আছে, প্রায় ৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে এখানে মেঘরাজ নামে চৌহানবংশীয় এক রাজা ও পরে তাঁহার বংশধরগণ বহুদিন থারুদিগের উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন।

প্রায় শতবর্ষ হইল, বলরামপুরের রাজা পৃথ্বীপাল সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র নবলসিংহের রাজা হইবার কথা। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কলবারি-সর্দ্দার নবলকে তাড়াইয়া রাজা অধিকার করেন। চৌহানরাজ গিরিজঙ্গল আশ্রয় লইয়া দুই হাজার থারুর সাহায্যে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন। তখন রাজাহারী পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিছুদিন পরে নেপালরাজ তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি আবার বলরামপুরে আসিয়া নবলসিংহের আশ্রয় লইলেন। নবলসিং তাঁহার সাহায্যে তুলসীপুরের থারুসর্দ্দারগণকে দমন করিলেন এবং তাঁহাকে তুলসীপুর রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনিও বলরামপুরের রাজাকে বার্ষিক দেড়হাজার টাকা কর দিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার পুত্র দলীলসিং যথারীতি কর দিয়া আসিতেছিলেন। শেষে দানবাহাদুরসিং রাজা হইলে তিনি কর বন্ধ করিলেন।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল তুলসীপুরে মৃগয়া করিতে যান। রাজার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া বড়লাট অযোধ্যার নবাবকে বার্ষিক কর লইয়া তুলসীপুর পরগণা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দানবাহাদুরকে দিতে আদেশ করেন।

দানবাহাদুরের সময় রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দানবাহাদুরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দৃগ্‌রাজসিং পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। কাহারও মতে, দৃগ্‌রাজসিংহের ষড়যন্ত্রে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। দৃগ্‌রাজকেও বহুদিন রাজ্যভোগ করিতে হয় নাই; তাঁহার পুত্র দিগ্‌নারায়ণসিং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পিতাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া সিংহাসন অধিকার করেন। দৃগ্‌রাজ বলরামপুরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সাহায্যের জন্য বৃটীশ গবর্মেণ্ট একদল সৈন্য পাঠাইলেন। দৃগ্‌রাজ সেই সৈন্য সাহায্যে নিজ রাজ্য অধিকার করিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত পুত্রের হাতে আবার তাঁহাকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইল। দিগ্‌নারায়ণ অবসরক্রমে পিতাকে অল্পকাল বন্দী করিয়া বিষ খাওয়াইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন।

অযোধ্যাপ্রদেশ বৃটীশ শাসনাধীন হইলে দিগ্‌নারায়ণের নিকট গবর্মেণ্ট কর চাহিয়া পাঠান। কিন্তু হীনমতি দিগ্‌নারায়ণ করদানে সম্মত হইলেন না। তজ্জন্য তিনি বন্দী হইয়া লক্ষ্ণৌনগরে আনীত হইলেন। এই সময় বিদ্রোহ হয়। বন্দী অবস্থায় দিগ্‌নারায়ণের মৃত্যু হইল। তাঁহার স্ত্রীও বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তুলসীপুররাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া গবর্মেণ্ট বলরামপুররাজকে অর্পণ করেন।

২ উক্ত পরগণার প্রধান নগর। এখানে তুলসীপুর-রাজগণের নির্ম্মিত একটী পুরাতন গড় আছে। প্রায় দুই শত বর্ষ হইল, তুলসীদাস নামে একজন কুরমি এই নগর স্থাপন করেন, তাহার নাম হইতে তুলসীপুর নাম হইয়াছে।

তুলসীমঞ্জরী (পুং) তুলস্যাঃ মঞ্জরী। তুলসীর মুকুল। [তুলসী দেখ।]

তুলসীমালা (স্ত্রী) তুলস্যাঃ মালা। তুলসীর মালা। [তুলসী দেখ।]

তুলসীবাই, ইন্দোরপতি যশোবন্তরাও হোলকরের একজন প্রিয়সী। এই রমণী সামান্য নর্ত্তকী হইতে শেষে যশোবন্তরায়ের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। যশোবন্ত শেষাবস্থায় উন্মাদরোগ-গ্রস্ত হইলে তুলসীবাই হোলকররাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে। তাহার রূপের ছটায় মধুর কথায় ভাবভঙ্গিমায় অল্প দিন মধ্যে তুলসী সকলের হৃদয় অধিকার করিল। তাহার কোন পুত্রাদি হয় নাই। যশোবন্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মলহার রাওকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া তুলসীবাই রাজ্য চালাইতে লাগিল। দেওয়ান গণপতরাওর সহিত তাহার একটু মাখামাখি ছিল, সেই জন্য সর্দারেরা সকলেই তুলসী বাইএর উপর চটিয়া যান।

রূপে অপ্সরা ও কথায় মূর্ত্তিমতী করুণা হইলেও তুলসী-বাইএর হৃদয় কূট অভিসন্ধিপূর্ণ ছিল। যাহারা তাহার কোনরূপে দ্বেষ করিত, তাহাদের কিরূপে সর্ব্বনাশ করিবে, তুলসীবাই সর্ব্বদা তাহার উপায় ভাবিত।

এই সময় মহারাষ্ট্রগণ বৃটীশশক্তি পরাভব করিবার জন্য সকলে দলবদ্ধ হন। তুলসীবাই সর্দারদিগের অভিপ্রায়ে সেই দলে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু গণপতরাও দেখিলেন যে, মহারাষ্ট্রসর্দারগণ যেরূপ একত্র হইতেছে, তাহাতে তাঁহার ও তুলসীবাইএর শীঘ্রই বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া তিনি বৃটীশের পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ২০এ ডিসেম্বর প্রাতে বালক মলহাররাও তাঁবুর বাহিরে খেলা করিতেছিল, সেই সময় শত্রুগণ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং একদল সৈন্য আসিয়া তুলসীবাইকে ঘেরিয়া ফেলে। তুলসীবাই আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া তাহাদিগকে সতর্ক হইবার জন্য তিরস্কার করে। কিন্তু কেহই তাহাকে গ্রাহ্য করিল না। শেষে তাহারই রক্ষীগণ তাহাকে পাকী করিয়া শিপ্রা নদীর তীরে লইয়া গেল এবং তাহার মাথা কাটিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল।

তুলসীবিবাহ (পুং) তুলস্যাঃ বিবাহঃ। তুলসীর বিবাহ। [তুলসী দেখ।]

তুলসীগ্রাম, জুনাগড়ের অন্তর্গত উনা বা উন্নতনগরের প্রায় ১০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটী পুণ্যস্থান। এখানে কতক-গুলি বিষ্ণু, শিব ও হনুমানের মন্দির ও উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। প্রভাসখণ্ডে এই উষ্ণপ্রস্রবণ মহাতীর্থ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এখানে আসিয়া বৈষ্ণবেরা হাতে বিষ্ণুর শঙ্খ ও চক্রের ছাপ গ্রহণ করিয়া থাকে।

তুলা (স্ত্রী) তোল্যতেঽনয়া তুল-অঙ্। ১ সাদৃশ্য, তুলনা। ২ গৃহের দারুবন্ধকাষ্ঠ, কড়িকাট। ৩ মান। ৪ শতপল পরিমাণ। ৫ ভাণ্ড, ভাঁড়। ৬ রাশিবিশেষ, রাশিচক্র দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত, এই রাশি তাহার সপ্তমরাশি। (দুইটী নক্ষত্র ও একটি নক্ষত্রের চারিভাগের ১ অংশে এক একটী রাশি হয়।) চিত্রা নক্ষত্রের শেষ ৩০ দণ্ড এবং স্বাতী ও বিশাখার আদ্য ৪৫ দণ্ড তুলারাশি হয়। ইহার স্বরূপ সংজ্ঞা—তুলাপুরুষ, চর, শ্যামাবর্ণ, সম, উষ্ণস্বভাব, পশ্চিমদিকের স্বামী, বায়ু-প্রকৃতি, চিক্কণ, ধরশূন্য, বনচারী, অল্পস্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, অল্প সন্তানসংখ্যা, শূদ্রবর্ণ, উগ্রস্বভাব, দিনবলী, দ্বিপদ, সমান ও শিথিলাঙ্গ। (নীলকণ্ঠতা°)

যবনেশ্বরের মতে—পুণ্যাধর, পুরুষ, উচ্চাঙ্গ, নাভি, কটি, বস্তিদেশ, বীথি, বিক্রয়স্থান, নগর, পেষণশিলাদি, পথ, শুক্লবর্ণ, ধনাগার, অর্থাধিবাস অর্থাৎ সিন্দুকাদির উপর, বাসগৃহের উপর এবং শস্যের ভূমি, পাহাড়ের পার্শ্ব, পর্ব্বতের চূড়া, বৃক্ষ, মৃগয়াস্থান, উত্তম বায়ু প্রভৃতি তুলা শব্দে এই সকল বুঝায়। (ভট্টোৎপলধৃত যবনেশ্বর)

ইহার সংজ্ঞা নির্দেশ। ওজ, বিষম, চর, ক্রূর, (পুং) বায়ু, শীর্ষোদয়, পুণ্য, দিনবলী, বিচিত্রবর্ণ, শুক্রের ক্ষেত্র, শুক্রমূলত্রিকোণ, শনির উচ্চতুঙ্গ, রবির নীচ, পশ্চিমদিকের স্বামী, বনচর ও তীর্থস্থানাধিপ।

এই সকল সংজ্ঞাদ্বারা নানাপ্রকার গণনা হইতে পারে। যেমন হৃত বস্তুর প্রশ্নগণনায় ঐ রাশি কোন স্থানে অবস্থিত, তাহার জ্ঞান এবং ঐ রাশিদ্বারা যেরূপ শরীর বিভাগ আছে, সেই সেই স্থানে গ্রহগণের অবস্থানবশতঃ ব্রণাদির চিহ্ন এবং গ্রহগণের বলাবলে সেই সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হানি বা দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি জানা যায়।

এই রাশির আকার তুলাবান্ পুরুষের মত। ইহার অধিপতি দেবতাকার শস্যদহন তুলাবান্ পুরুষ। এই রাশি কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষত্রিয়।

তুলা রাশিতে জন্ম হইলে দেবতা ব্রাহ্মণ ও সাধুগণের অর্চ্চনা-রত, বুদ্ধিমান্, পবিত্র, স্ত্রীবিজিত, উন্নতদেহ ও উন্নতনাসিকা-যুক্ত, কৃশ, চঞ্চল গাত্রবিশিষ্ট, অটনশীল, অর্থযুক্ত, হীনাঙ্গ, ক্রয়-বিক্রয়কার্য্যকুশল, রোগী, বন্ধুদিগের উপকারী, ক্রোধী, বন্ধু দ্বারা নিন্দিত এবং বন্ধু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে। (বৃহজ্জাতক)

কোষ্ঠিপ্রদীপের মতে, তুলা রাশিতে জন্ম হইলে অতিশয় দীর্ঘতাবিহীন, শিথিল গাত্রবিশিষ্ট, অর্থাদি দিয়া বান্ধবদিগের পরিতোষকারক, অতিশয় বহুভাষী, জ্যোতিষজ্ঞ ও ভূজঙ্গগণের অনুরক্ত হইবে। (কোষ্ঠীপ্র°) [রাশি দেখ।]

৭ পরীক্ষাবিশেষ, এক প্রকার দিব্য, যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর লৌকিক প্রমাণ নাই, সেই স্থলে বিচারক এই পরীক্ষা দ্বারা অর্থনির্ণয় করিবেন। বীরমিত্রোদয়ে ইহার বিধান এইরূপ লিখিত আছে—

"বিষবর্জ্জং ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষাম্ভ তুলা স্মৃতা।" (বীরমিত্রোদয়)

যজ্ঞীয় বৃক্ষ যূপের ন্যায় মন্ত্র পাঠ করিয়া ছেদন করিবে, লোকপালদিগকে প্রণাম করিয়া পণ্ডিতবর্গ চতুর্হস্ত, চতুরস্র ও ঋজুতুলা প্রস্তুত করিবেন। এই তুলায় তিন স্থানে বলয় দিতে হইবে। ইহাতে ৬ হাত স্তম্ভ করিয়া দুই হাত অন্তর দক্ষিণ ও উত্তরদিকের হস্তদ্বয় খনন করিতে হইবে এবং তাহাতে পট্টধারক ও কীলকাগ্র স্তম্ভের উপরি দুইটী ছিদ্র করিবে ও তাহার মধ্যে লৌহাঙ্কুশ পট্টক নিবিষ্ট করিবে। লৌহাঙ্কুশ পট্টকের মধ্যস্থিত অঙ্কুশ দ্বারা তুলার মধ্যবলয়স্থিত লৌহসংযুক্ত করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে তুলাদণ্ড স্তম্ভের মধ্যে বক্রভাবে থাকিবে। তুলার পার্শ্বে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের তোরণস্তম্ভ তুলা হইতে ১০ অঙ্গুলি উচ্চ হইবে। তোরণের উপর সূত্র গ্রথিত করিবে। তুলাদণ্ড পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে ধারণ করিবে। পূর্ব্বশিক্যে তুলা ও পশ্চিমে কর্ত্তাকে তোলিত করিবে। পরে তুলার উপরে জল দিতে হইবে, যদি জল না ভাসিয়া যায়, তাহা হইলে তুলা সমান জানিবে।

তুলাপ্রয়োগ। উপবাস করিয়া স্নানাদি সমাপন করিবে। পরে বিচারক জিজ্ঞাসা করিবেন, নিবেদিত বিষয়ের বিচার হউক। তাহার পর অভিযুক্তকে ওজন করিয়া অবতারণ করাইবে এবং ধর্ম্মের আবাহন করিতে হইবে। "ওঁ তৎসৎ" ইহা উচ্চারণ করিয়া তিন জন ব্রাহ্মণকে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিতে হইবে এবং এই তিনজন ব্রাহ্মণ স্বস্তি, পুণ্যাহ, ঋদ্ধি, তিনবার পাঠ করিবে। পরে দিব্যাঙ্গ ভূতহোমের নিমিত্ত ব্রহ্মচতুষ্টয় ও ঋত্বিক্ চতুষ্টয় পাদ্যাদি দিয়া পূজা করিয়া বরণ করিবে। অসক্ত হইলে একটী ব্রহ্ম ও একজন ঋত্বিক্ নিযুক্ত করিবে। পরে তুলায় পুষ্পমালা ও পতাকাদি দিয়া সুশোভিত এবং ঐ তুলা ভূমিতে রাখিতে হইবে। বিচারক পূর্ব্বমুখে পুষ্প ও অক্ষত লইয়া "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" উচ্চারণ করিয়া—

"এহ্যেহি ভগবন্ ধর্ম্ম দিব্যে হস্মিন্ সমাবিশ।
সহিতো লোকপালৈশ্চ বস্বাদিত্যমরুৎগণৈঃ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি পূজা বিধি অনুসারে ধর্ম্মরাজের পূজা করিতে হইবে। পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, দক্ষিণে যম, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরে কুবের, অগ্নিকোণে অগ্নি, নৈর্ঋতে নির্ঋতি, বায়ুকোণে বায়ু, ঈশানকোণে ঈশান, ইন্দ্রের দক্ষিণপার্শ্বে অষ্টবসু, ধব, ধ্রুব, সোম, আপ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস, ইন্দ্র ও ঈশানের মধ্যে দ্বাদশাদিত্য, ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশু, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা, বিষ্ণু, অগ্নির পশ্চিমভাগে একাদশ রুদ্র, বীরভদ্র, শম্ভু, গিরীশ, অজৈকপাদ্, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ভুবনাধীশ্বর, কপালী, স্থাণু, ভব, যম ও রক্ষের মধ্যে মাতৃগণ, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা; নির্ঋতির মধ্যে গণেশ, বরুণের উত্তরে অষ্টমরুৎ, শ্বসন, স্পর্শন, বায়ু, অনিল, মারুত, প্রাণ, প্রাণেশ, জীব, উত্তরভাগে দুর্গা ও ধর্ম্ম এই সকল দেবতাকে পূজাবিধি অনুসারে পূজা করিতে হইবে। পরে গৃহোক্ত বিধি অনুসারে হোম সমাপন করিবে।

এই পূজাহোম শেষ হইলে আর্দ্রবস্ত্র পরিহিত শোধ্যকে পশ্চিম শিক্যে ও ইষ্টক পূর্ব্বশিক্যে উত্তোলন করিবে এবং উত্তোলনীয় ঘটের উপরি জল দিলে যখন পরিমাণ সমান হইবে, তখন তাহাকে নামাইতে হইবে। পরে বিচারক—

"আদিত্যচন্দ্রাবনিলোনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মোঽপি জানাতি নরস্য বৃত্তং॥"

এই মন্ত্র ও অভিযোগের বিষয় ইনি দোষী বা নির্দ্দোষ এইরূপ প্রতিজ্ঞালিপি পত্রে লিখিয়া শোধ্যের মস্তকে রাখিবেন এবং ঘটে এই মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিবেন।

"ত্বং ঘটো ব্রহ্মণা সৃষ্টঃ পরীক্ষার্থং দুরাত্মনাম্।
ধকারাদ্ধর্ম্মমূর্ত্তিস্ত্বং টকারাৎ কুটিলং নরং॥
ধৃতো ধারয়সে যস্মাৎ ঘটস্তেনাভিধীয়সে।
ত্বং বেৎসি সর্ব্বভূতানাং পাপানি সুকৃতানি চ॥
ত্বমেব দেব জানীষে ন বিদুর্যানি মানবাঃ।
ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষঃ শুদ্ধমিচ্ছতি॥
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি।" পরে বিচারক

তুলাধারককে উদ্দেশ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন—

"ব্রহ্মঘ্না যে স্মৃতা লোকা যে লোকাঃ কূটসাক্ষিণঃ।
তুলাধারস্য তে লোকাস্তুলাং ধারয়তো মৃষা॥"

শোধ্য ব্যক্তি এই মন্ত্রে তুলা আমন্ত্রণ করিবে—

"ত্বং তুলে সত্যধামাসি পুরা দেবৈ র্বিনির্ম্মিতা।
তৎ সত্যং বদ কল্যাণি সংশয়ান্মাং বিমোচয়॥
যদ্যস্মিন্ পাপকৃন্মাতস্ততো মাং ত্বমধো নয়।
শুদ্ধশ্চেদ্গময়োর্দ্ধং মাং সর্ব্বং বেৎসি কৃতাকৃতং॥"

পরে পূর্ব্বের ন্যায় শোধ্যকে পূর্ব্বদিকে ও ঘট পশ্চিমদিকে দিয়া তোলিত করিবে। যদি ঐ ব্যক্তি পাপশূন্য হয়, তাহা হইলে ঊর্দ্ধে উঠিবে, পাপী হইলে নিম্নে নামিবে, সমান

থাকিলে পাপ অল্প জানিতে হইবে। সন্দেহ হইলে পুনর্ব্বার এইরূপে পরীক্ষা করা উচিত। কক্ষ, কীলক, শিক্য প্রভৃতি ভগ্ন হইলে অশুদ্ধ জানিতে হইবে। (দিব্যতত্ত্ব বীরমিত্রোদয়)

৮ তোলন, তুলাদণ্ড। স্বর্ণনির্ম্মিত তুলাদণ্ড প্রধান, রজত নির্ম্মিত মধ্যম, ইহার অভাবে খদিরকাষ্ঠদ্বারা তুলা করা উচিত। তুলার প্রভাবে সকল দ্রব্যের হ্রাস বৃদ্ধি জানা যায়। এই তুলা ব্রহ্মার দুহিতা আদিত্যা নামে বিখ্যাত। শণ-নির্ম্মিত চারিটী সূত্রে ষড়ঙ্গুল ক্ষোমবস্ত্রই শিক্য যন্ত্র, তাহার চারিপার্শ্বের সূত্রগুলি পরিমাণ দশাঙ্গুল। এইরূপ দুইটী শিক্যের মধ্যস্থলেও অঙ্গুলি পরিমিত সূত্রনির্ম্মিত কক্ষা রাখিতে হইবে। (যে সূত্র ধরিয়া ওজন করা যায়, তাহার নাম কক্ষা)। (বৃহৎসংহিতা ২৬ অ°)

তুলাকাবেরী, কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান। কোরগ রাজ্যের পশ্চিমে সহ্যাদ্রির যে অংশ ব্রহ্মগিরি নামে খ্যাত, তাহারই উপর অক্ষা° ১২° ২৩´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৪´ ১০´´ পূর্ব্বে গিরির পাদদেশস্থ ভাগমণ্ডল হইতে ২ ক্রোশ দূরে তুলাকাবেরী প্রবাহিত। উৎপত্তিস্থানের নিকট একটী অতি প্রাচীন দেবমন্দির আছে। দেব দর্শন করিবার জন্য সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া থাকে। এই তুলাকাবেরীর অনেকগুলি মাহাত্ম্য পাওয়ায়, তন্মধ্যে কোনখানি অগ্নি-পুরাণীয়, কোনখানি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয়, আবার কোনখানি ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণীয় ইত্যাদি নামে প্রচলিত আছে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—তুলা (কার্ত্তিক) মাসে এখানে গঙ্গা আগমন করেন, সে সময় এখানে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ ও সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়।

এইমাসে কোরগের প্রতি ঘর হইতে এক এক ব্যক্তি গঙ্গাদেবীর পূজা দিতে আসে।

মন্দিরের দেবসেবার জন্য গবর্মেণ্ট হইতে বৎসরে ২৩২০৲ টাকা বরাদ্দ আছে।

তুলাকূট (ক্লী) তুলায়াঃ কূটং ৬তৎ। তুলামানের কূট, প্রকৃত পরিমাণ কম করা। তুলায়াং কূটং যস্য। তুলার কূটকারক লোক, যে ওজনে কম করে।

"মানকূটং তুলাকূটং কণ্ঠমোষ্ঠং নিপীড়য়।" (কাশীখ° ৮ অ°)

তুলাকোটি (স্ত্রী) তুলাং সাদৃশ্যং কোটয়তে কুট-ইন্। ১ নূপুর। তুলায়া কুটতি কুট-ইন্। ২ মানভেদ, পরিমাণ বিশেষ, অর্ব্বুদসংখ্যা।

তুলাকোটী (স্ত্রী) তুলাকোটি স্ত্রিয়াং ঙীষ্। [তুলাকোটি দেখ।]

তুলাকোষ (পুং) তুলায়াঃ পরিমাণস্য কোষইব। তুলা-পরীক্ষা। (মিতাক্ষরা)

তুলাজা (তুলজা) কাঠিবাড়ের অন্তর্গত ভাউনগর রাজ্যের মধ্যস্থিত একটী প্রাচীরবেষ্টিত নগর। অক্ষা° ২১° ২১´ ১৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৪´ ৩০´´ পূঃ। পাহাড়ের ঢালুদেশে অবস্থিত। ইহার চারিদিকে অতি সুন্দর ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত বিস্তর জৈন-মন্দির আছে। গিরিচূড়ায় প্রসিদ্ধ তুলজা-ভবানীর মন্দির ও একটী অতি মনোরম সরোবর বিদ্যমান। শত শত তীর্থযাত্রী তুলজাদেবী দর্শন ও সরোবরে স্নান করিবার জন্য এখানে আসিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণীয় তুলজামাহাত্ম্যে এই স্থানের কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। এখানকার পাহাড়ে খোদিত গুহা আছে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ সকল গুহায় চোর ডাকাতেরা বাস করিত।

তুলাজী (তুলজি)—তঞ্জোরের বিদ্যোৎসাহী একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ১৭৬৫ হইতে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার নাম দিয়া নিম্নলিখিত কএকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে—১ আদিধর্ম্মসারসংগ্রহ, ২ ইনকুলতেজোনিধি (জ্যোতিষ), ৩ ধন্বন্তরিসারবিধি, ৪ মন্ত্রশাস্ত্রসারসংগ্রহ, ৫ রাজধর্ম্মসারসংগ্রহ, ৬ রামধ্যান, ৭ বাক্যামৃত (গণিত), সঙ্গীতসারামৃত।

তুলাজী অঙ্গ্রীয়, প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রদস্যু কনোজী অঙ্গ্রীয়ার এক পুত্র। কনোজীর মত ইহার উৎপাতে ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। শেষে বোম্বাই গবর্মেণ্ট ও মহারাষ্ট্র-সেনাপতি একত্র হইয়া অনেক কষ্টে তুলাজীকে পরাস্ত করেন।

তুলাদণ্ড (পুং) তুলায়াঃ দণ্ডঃ। মানদণ্ড, নিক্তী, দাঁড়ী।

তুলাদান (ক্লী) তুলয়া স্বদেহমানেন দানং। তুলাপুরুষ সংজ্ঞক মহাদান। [তুলাপুরুষ দেখ।]

তুলাধট (পুং) তুলায়ৈ তোলনায় ধটঃ। তুলাধার দণ্ড। (ত্রিকা°)

তুলাধর (ত্রি) তুলায়া মানদণ্ডস্য ধরঃ ধৃ-অচ্। ১ বাণিজক, বণিক্‌ধর্ম্মাপুরুষ। ২ তুলারাশি। ৩ সূর্য্য। ৪ তুলাগুণ। ৫ নিক্তীর দড়ি। (ত্রি) ৬ তুলাদণ্ডধারক। (মেদিনী)

তুলাধার (পুং) তুলা-ধৃ-অণ্। ১ তুলারাশি। ২ তুলাগুণ। ৩ বারাণসীনিবাসী একজন ব্যাধ। ইনি নিরন্তর পিতৃমাতৃ সেবা করিতেন, সেই পুণ্যে ইনি সর্ব্বদর্শী হইয়াছিলেন। কৃত-বোধ নামক এক ব্যক্তি কোন ব্রাহ্মণের আদেশে ইহার নিকট আসিলে ইনি তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত বলেন। কৃত-বোধ ইহা শুনিয়া বিস্মিত হয় এবং ইহার বাক্যানুসারে তিনি পুনরায় পিতামাতার পরিচর্য্যায় কালক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। (বৃহদ্ধর্ম্মপু° ৩ অ°)

৪ একজন বারাণসীনিবাসী বণিক, ইনি মহর্ষি জাজলিকে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ দান করেন।

"তুলাধারো বণিগ্‌ধর্ম্মা বারাণস্যাং মহাযশাঃ।
সোঽপ্যেবং নার্হতে বক্তুং যথা ত্বং দ্বিজসত্তম॥"
(ভারত ১২।২৬০।৮)

তুলাপুরুষদান (ক্লী) তুলাপুরুষস্ত তুলোত্থিতপুরুষভারসম পরিমিতদ্রব্যস্ত দানং ৬তৎ। ষোড়শ মহাদানের অন্তর্গত দান বিশেষ। ষোড়শ মহাদানের মধ্যে এই দান প্রধান ও আদিদান। এই দান অয়ন, বিষুবসংক্রান্তি, ব্যতীপাত, দিনক্ষয়, যুগাদি, মন্বন্তরাদি, সংক্রান্তি, পৌর্ণমাসী, দ্বাদশী, অষ্টকা প্রভৃতিতে করিতে হয়। সংসার-ভয়ভীরু তীর্থ, গৃহ, বন, তড়াগ অথবা মনোজ্ঞ স্থানে এই মহাদান করিবে। জীবন অনিত্য, ধন অত্যন্ত চঞ্চল এই বিবেচনা করিয়া এইরূপ দানাদিতে প্রবৃত্ত হইবে। পুণ্য তিথিতে ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। তাহার মধ্যে সপ্তহস্ত তোরণ এবং চারিদিকে চারিটী কুণ্ড ও পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বোত্তরে এক হাত বেদী করিবে, তাহাতে গ্রহাদি, ব্রহ্মা, শিব, অচ্যুত প্রভৃতি দেবতাকে ফল, বস্ত্র ও মাল্য দ্বারা পূজা করিতে হইবে। ব্রহ্মা, শিব ও অচ্যুতের প্রতিমাতে ও অন্য দেবতার স্থণ্ডিলে পূজা করিতে হইবে।

শাল, ইঙ্গুদী, চন্দন, দেবদারু, শ্রীপর্ণী ও বিল্ব এই সকল কাষ্ঠে তুলা প্রস্তুত করিতে হয়। তুলাদণ্ডের উচ্চতা ৫ হাত ও মধ্যে ৪ হাত ফাঁক দিতে হয়। লৌহ দ্বারা শৃঙ্খল করিতে হইবে। স্বর্ণযুক্ত রত্নমালা, মাল্যবিলেপন প্রভৃতি দ্বারা তাহা বিভূষিত করিবে এবং তাহাতে পঞ্চবর্ণ ও পঞ্চপতাকা শোভিত করিবে।

ইহাতে বিধানদক্ষ বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণ সকল নিযুক্ত করিবে। ঋগ্বেদী হইলে পূর্ব্বদিকে, যজুর্বেদী দক্ষিণদিকে, সামবেদী পশ্চিমদিকে ও অথর্ব্ববেদী হইলে উত্তরদিকে দুই জন ব্রাহ্মণ স্থাপন করিতে হইবে। পরে বিনায়কাদি লোকপাল, আদিত্য প্রভৃতি গ্রহগণ, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদিগকে পূজা করিয়া এবং স্ব স্ব মন্ত্র দ্বারা হোমচতুষ্টয় জপ সূক্ত প্রভৃতি যজমান সহিত যথাবিহিত মন্ত্র দ্বারা অর্চ্চিত করিবে। পরে দেবতা ও ঋত্বিক্‌দিগকে হেমভূষণ দান করিবে। পরে জাপকগণ শান্তিক অধ্যায় জপ করিবে। ইহাতে আদি অন্ত ও মধ্যে ব্রাহ্মণ স্বস্তিবাচন করিবে।

পরে তিন বার তুলা প্রদক্ষিণ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি লইয়া এই মন্ত্রে তুলা আমন্ত্রণ করিবে—

"নমস্তে সর্ব্বদেবানাং শক্তিস্ত্বং শক্তিমাস্থিতা।
সাক্ষীভূতা জগদ্ধাত্রা নির্ম্মিতা বিশ্বযোনিনা॥
একতঃ সর্ব্বসত্যানি তথা ভূতশতানি চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মকৃতাং মধ্যে স্থাপিতাসি জগদ্ধিতে॥
ত্বং তুলে সর্ব্বভূতানাং প্রমাণমিহ কীর্ত্তিতা।
মাং তোলয়ন্তী সংসারাদুদ্ধরস্ব নমোঽস্তু তে॥
নমো নমস্তে গোবিন্দ! তুলাপুরুষসংজ্ঞক।
ত্বং হরে তারয়স্বাস্মানস্মাৎ সংসারসাগরাৎ॥
পুণ্যং কালমথাসাদ্য কৃত্বাধিবাসনং পুনঃ।
পুনঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা তাং তুলামারুহেদ্‌বুধঃ॥
সখড়্গাচর্ম্মঃ কবচী সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
ধর্ম্মরাজমথাদায় হৈমং সূর্য্যেণ সংযুতং॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিলে তাহার পর ব্রাহ্মণগণ তাহাকে তুলায় স্থাপন করিবে, ক্ষণকাল তুলায় থাকিয়া আবার এই মন্ত্র পড়িতে হইবে।

"নমস্তে সাক্ষীভূতানাং সাক্ষীভূতে সনাতনি।
পিতামহেন দেবি ত্বং নির্ম্মিতা পরমেষ্ঠিনা॥
ত্বয়া ধৃতং জগৎ সর্ব্বং সহস্থাবরজঙ্গমম্‌।
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্থে নমস্তে বিশ্বধারিণি॥"

এই মন্ত্র পড়িয়া তুলা হইতে অবতরণ করিবে। পরে তুলাস্থিত দ্রব্যের অর্দ্ধেক গুরুকে দিবে, আর অর্দ্ধেক অন্য সকলকে বিভাগ করিয়া দিবে। তুলাস্থিত দ্রব্য অধিকক্ষণ গৃহে রাখিবে না।

তুলাদানে একদিকে নিজে ও অন্যদিকে সুবর্ণ, রজত প্রভৃতি দিয়া ওজন করিতে হয়।

দ্রব্যবিশেষে তুলা করিলে তাহার এইরূপ ফল হয়। যে ব্যক্তি অষ্টধাতুর তুলা করেন, তিনি মন, বাক্য ও কায়সম্ভব সকল পাপ হইতে মুক্ত হন এবং যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সকল ধাতু থাকে, তত শত কোটি বর্ষ স্বর্গলোকে বাস করেন। পরে পুণ্যক্ষয় হইলে উচ্চ কুলে জন্ম হয় এবং ধন ধান্য প্রভৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ হন। যিনি সুবর্ণ দ্বারা তুলা করেন, তিনি পূর্ব্বে দশপুরুষ ও পরে দশ পুরুষ পিতৃগণকে উদ্ধার করেন এবং আপনিও স্বর্গগামী হন ও কখনই তাহার দারিদ্র হয় না। যিনি রৌপ্যের তুলা করেন, তিনি স্বর্গগামী হন এবং পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। স্বর্ণহারী, কুষ্ঠরোগী প্রভৃতি মহাপাতকগ্রস্ত লোকও তাম্রের তুলা করিয়া নিষ্পাপ হয় ও স্বর্গলোকে বাস করে।

কাংস্যের তুলা করিলে ইন্দ্রের পদ, লোহার তুলা করিলে উত্তম স্থানলাভ, পিত্তলের তুলা করিলে স্বর্গ, সীসকের তুলা করিলে গন্ধর্ব্বলোকে বাস, রাঙ্গের তুলা করিলে চন্দ্রের সাযুজ্যলাভ, ঘৃতের তুলা করিলে তেজস্বী এবং তৈলের তুলা করিলে অরোগী ও সুখী হয়।

যত প্রকার দান আছে, তন্মধ্যে তুলাদানই সর্ব্বপ্রধান। জীবন ধারণ করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যরই দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিভাগানুসারে সুবর্ণাদি তুলা দান অবশ্য বিধেয়। (দানসাগর)

২ ব্রতভেদ, এই ব্রত ১৫ দিন বা ২১ দিন ধরিয়া করিতে হয়। ১৫ দিন সাধ্য ব্রতে পিন্যাক, আচাম (ভাতের মাড়), তক্র, উদক, সক্তু এই ৫টী দ্রব্য তিন দিন করিয়া খাইয়া থাকিতে হয়। ২১ দিন সাধ্য ব্রতে পূর্ব্বোক্ত ৫টী দ্রব্য তিন দিন করিয়া ১৫ দিন ও ৬ দিন বায়ুভক্ষণ অর্থাৎ উপবাস করিলে এই ব্রত করা হয়। *

তুলাপ্রগ্রহ (পুং) তুলা-প্র-গ্রহ অপ্। তুলাদণ্ড, তুলার গুণ, নিক্তির দড়ি।

তুলাপ্রগ্রাহ (পুং) তুলা-প্র-গ্রহ ঘঞ্। তুলাদণ্ড।

তুলামান (ক্লী) তুলার্থং তোলনার্থং মানং মীয়তে হনেন মা করণে ল্যুট্। ১ তুলাদণ্ড। ২ তুলাদণ্ডে পরিমাণ, ওজন।

তুলাযন্ত্র (পুং) তুলায়া যন্ত্রঃ ৬তৎ। তুলাদণ্ড।

তুলাযষ্টি (স্ত্রী) তুলায়াঃ যষ্টিঃ ৬তৎ। তুলাদণ্ড।

তুলারাম সেনাপতি, কাছাড়ের শেষ হিন্দুরাজা গোবিন্দচন্দ্রের একজন চাপ্‌রাশি। বিদ্রোহে তুলারামের পিতার মৃত্যু হইলে তুলারাম পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় লইল। এখানে তুলারাম আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসৈন্য আসিয়া যখন কাছাড় রাজ্য আক্রমণ করে, সেই সময় তুলারাম তাহাদের অনেকটা সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কাছাড়রাজ বাধ্য হইয়া তুলারামকে খানিকটা পার্ব্বতীয় ভূভাগ ছাড়িয়া দিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের হত্যার পর তুলারাম মহর ও দয়াঙ্গ নদীর অন্তর্বর্ত্তী এবং দয়াঙ্গ ও কাপিলী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ গবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দেন।

ইতিপূর্ব্বে তুলারাম 'সেনাপতি' উপাধি গ্রহণ করেন। উত্তরে দয়াঙ্গ ও যমুনা নদী, দক্ষিণে মহর নদী, পূর্ব্বে ধনেশ্বরী এবং পশ্চিমে দয়াঙ্গ নদীর মধ্যবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ তুলারাম সেনাপতির অধিকারে থাকে। এইস্থান সরকারী কাগজপত্রে তুলারাম সেনাপতির রাজ্য বা মহাল রজিলাপুর নামে উক্ত হইয়াছে।

তুলারাম গবর্মেণ্টকে প্রথমে প্রতিবর্ষে ৪টী হস্তী, পরে ৪৯০৲ টাকা করিয়া কর দিতেন। অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়ায় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আপন সম্পত্তি আপনার দুই পুত্রকে ভাগ করিয়া দেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম নকুলরাম। তিনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে নাগাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হন।

তৎপরে তুলারাম সেনাপতির রাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। তজ্জন্য বৃটিশ গবর্মেণ্ট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তুলারামের পরিবারস্থ ৫ জনকে খানিকটা লাখরাজ জমি ও সামান্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া সমুদায় ভূভাগ উত্তরকাছাড়ের সামীল করিয়া লইলেন। তখন ঐ ভূভাগের পরিমাণ ১৮০০ বর্গমাইল ছিল।

* "পিন্যাকাচামতক্রোদকসক্তূনা-
মুপবাসান্তরিতোহভ্যবহারস্তুলাপুরুষঃ" (বিষ্ণুসং)
'এষাং ত্রিরাত্রমভ্যাসাদেকৈকস্য যথাবিধি।'
তুলাপুরুষ ইত্যেব জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশাহিকঃ।
এষাং পিন্যাকাদীনাং পঞ্চানাং ক্রমে নৈকৈকস্য ত্রিরাত্রাভ্যাসেন পঞ্চদশাহব্যাপী তুলাপুরুষাখ্যঃ কৃচ্ছ্রো বেদিতব্যঃ। অত্র পঞ্চদশাহিকত্ববিধানাদুপবাসস্য নিবৃত্তিঃ। যমেন তু একবিংশতিরাত্রিকস্তুলাপুরুষ উক্তঃ।
আচামমথ পিন্যাকং তক্রকোদকসক্তূকান্।
ত্র্যহং ত্র্যহং প্রযুঞ্জানো বায়ুভক্ষস্ত্র্যহদ্বয়ং।
একবিংশতিরাত্রস্তু তুলাপুরুষ উচ্যতে।" (যম)

তুলাবৎ (ত্রি) তুলা বিদ্যতে হস্য তুলা-মতুপ্ মস্য বঃ। তুলাধারী।

তুলাবীজ (ক্লী) তুলায়াঃ তোলনস্য বীজং ৬তৎ। গুঞ্জা, কুঁচ।

তুলাসূত্র (ক্লী) তুলার্থং তোলনার্থং সূত্রং। তুলাদণ্ডস্থিত সূত্র, প্রগ্রহ, নিক্তির দড়ী।

তুলি (স্ত্রী) তুরি রস্য ল। ১ তুরী, তন্তুবায়ের তুরী। ২ চিত্রকরের বর্ত্তিকা, ইহা দ্বারা ছবিতে রং দেওয়া হয়।

তুলিকা (স্ত্রী) তোলয়তি সাদৃশ্যং গচ্ছতি তুল বাহুলকাৎ ইকন্ সচ কিৎ। ১ খঞ্জনপক্ষী। (ত্রিকা°) ২ তুলি।

তুলিত (ত্রি) তুল-তৎকরোতীতি ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। পরিমিত, যাহা ওজন করা হইয়াছে, সদৃশীকৃত, যাহার তুলনা করা হইয়াছে।

তুলিনী (স্ত্রী) তুলমস্তি ফলে হস্যাঃ তুল-ইনি ঙীপ্ পৃষো° হ্রস্বঃ। শাল্মলী, শিমুল গাছ।

তুলিফলা (স্ত্রী) তুলি তুলযুক্তং ফলং যস্যাঃ পৃষো° হ্রস্বঃ। শাল্মলী, শিমুল গাছ। (রত্নমালা)

(স্ত্রী) তুরী-রস্য লঃ। ১ তন্তুবায়ের তুরী। (শব্দর°) ২ (দেশজ) তুলি।

তুলুব (তুলু) দাক্ষিণাত্যের একটী প্রাচীন জনপদ। সহ্যাদ্রি ও সমুদ্র এবং কল্যাণপুর ও চন্দ্রগিরি নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ২৭´ হইতে ১৩° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৪৫´ হইতে ৭৫° ৩০´ পূঃ। সহ্যাদ্রিখণ্ডে এই স্থান "তৌলব" দেশ নামে আখ্যাত হইয়াছে—

"ততঃ সহ্যাদ্রিশিখরে সুদূরে দৃষ্টবান্মুনিঃ।...
নানাফলপ্রস্রবণৈর্নানাকন্দরসাবৃতিঃ॥
অবতীর্য্য দদর্শাথ তৌলবং দেশমুত্তমম্।
তৎক্ষেত্রং প্রাপ্তবান্ রামো মেধাবী ভৃগুনন্দনঃ॥
মহালিঙ্গেশ্বরং সম্যক্ পূজয়ামাস শাস্ত্রতঃ।"

(উত্তরার্দ্ধ ২১।৫৩-৫৭)

এই স্থানের অধিবাসীরাও সহ্যাদ্রিখণ্ডে "তৌলব" নামে বর্ণিত হইয়াছে। (সহ্যাদ্রি° ২।৫।৯)

এখন এই স্থান উত্তর কাণাড়া নামে খ্যাত। স্কন্দপুরাণীয় "তুলুবনাদ উৎপত্তি" নামক গ্রন্থে এই স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

এই প্রদেশে তুলুভাষা প্রচলিত। প্রায় চারিলক্ষ লোকে এই ভাষায় কথা কয়। ছয়টী প্রধান দ্রাবিড়ভাষার মধ্যে তুলুও একটী। এই ভাষায় কোন গ্রন্থাদি নাই। মলয়ালম্ অথবা কণাড়ী অক্ষরেই এ ভাষার লেখনকার্য্য সমাধা হয়।

কাণাড়ার ইতিহাসের সহিত তুলুবের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট।

তুলোপলা (স্ত্রী) তুলা ও উপতুলা, চতুর্থভাগের নাম তুলা, তৃতীয় ভাগের নাম উপতুলা।

"ভবতি তুলোপতুলানাং মূলং পাদেন পাদেন।"

(বৃহৎসংহিতা ৫৩।৩০)

তুল্‌তুল্ (দেশজ) কোমল, চাপসহ।

তুলতুলিয়া (দেশজ) কোমল, চাপসহ।

তুল্য (ত্রি) তুলয়া সম্মিতং যৎ। (নৌবয়োধর্ম্মেতি। পা ৪।৪।৯১) সাদৃশ্য। পর্য্যায়—সম, সদৃক্ষ, সদৃশ, সদৃক্, সাধারণ, সমান, সধর্ম্ম, সম্মিত, স্বরূপ। (জটাধর) এই সকল পদ উত্তরপদস্থ হইলে তুল্যবাচক হয়। নিভ, সঙ্কাশ, নীকাশ, প্রতীকাশ, উপমা, ভূত, রূপ, কল্প, প্রভ এগুলিও তুল্যপর্য্যায়। (শব্দর°) (পুং) ২ স্বনামখ্যাত গন্ধর্ব্ব।

(ভারত ২।১০৩।৭)

তুল্যকোণিক (Equiangular) যে সকল ক্ষেত্রের কোণগুলি পরস্পর সমান।

তুল্যজ্ঞ (পুং) তুল্যং জানাতি তুল-জ্ঞা-ক। তুল্য জ্ঞানী, সমানজ্ঞানী।

তুল্যতা (স্ত্রী) তুল্যস্য ভাবঃ তুল্য তল্ টাপ্। সাদৃশ্য, তুল্যত্ব।

তুল্যদর্শন (ত্রি) তুল্যং দর্শনং যস্য বহুব্রী। সমান দর্শন।

"চক্ষুঃ কৃপাং যস্যপি তুল্যদর্শনাঃ।" (ভাগ° ১।৫।২৪)

তুল্যপান (ক্লী) তুল্যৈঃ সহ পানং। তুল্য অর্থাৎ স্বজাতীয় ব্যক্তির সহিত পান, স্বজাতীয় অনেক লোকের সহিত পান করা। পর্য্যায়—সপীতি। (অমর)

তুল্যবল (ত্রি) তুল্যং বলং যস্য। ১ সমশক্তিসম্পন্ন। তুল্যং বলং কর্ম্মধা। ২ সমান বল।

তুল্যভাবন (ক্লী) তুল্যং ভাবনং। একপ্রকার রাশির সম্মিলন।

তুল্যমূল্য (ত্রি) তুল্যং মূল্যং যস্য। ১ সমান মূল্যবিশিষ্ট। ২ সমান, সদৃশ।

তুল্যযোগিতা (স্ত্রী) কাব্যালঙ্কারবিশেষ, যেখানে প্রস্তুত (প্রস্তাবিত) বা প্রস্তুত (অপ্রস্তাবিত) পদার্থসমূহের গুণ ক্রিয়া ও রূপের একধর্ম্ম সম্বন্ধ হয়, সেই স্থলে এই অলঙ্কার হয়।

"পদার্থানাং প্রস্তুতানামন্যেষাং বা যদা ভবেৎ।
একধর্ম্মাভিসম্বন্ধঃ স্যাত্তদা তুল্যযোগিতা॥" (সাহিত্যদর্পণ)

তুল্যরূপ (ত্রি) তুল্যং রূপং যস্য। একরূপ, সদৃশ।

তুল্যবৃত্তি (ত্রি) তুল্যা বৃত্তির্যস্য। এক ব্যবসায়ী।

তুল্যশস্ (অব্য) তুল্য বীপ্সার্থে-শস্। সমান সমান।

তুল্যাকৃতি (ত্রি) তুল্যা আকৃতি র্যস্য। সদৃশাকৃতি, সমান আকারবিশিষ্ট।

তুল্বল (পুং) ঋষিভেদ। [তৌবলি দেখ।]

তুবর (পুং ক্লী) তবতি হিনস্তি রোগান্ তু-বাহু° ষরচ্। ১ কষায় রস। (ত্রি) ২ কষায়রসযুক্ত।

"নাতিসান্দ্রদ্রবং তক্রং স্বাদ্বম্লং তুবরং রসে।" (সুশ্রুত ১।৪৫)

৩ শ্মশ্রুহীন। ৪ ধান্যভেদ।

তুবরযাবনাল (পুং) তুবরঃ কষায়ঃ যাবনালঃ কর্ম্মধা°। ধান্যভেদ—লালজনার। পর্য্যায়—তুবর, কষায়যাবনাল, রক্তযাবনাল, লোহিতকুস্তম্বুরুধান্য। ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ, বিরেচক, সংগ্রাহী, বাতনাশক, বিদাহী ও শোষকারক। (রাজনি°)

তুবরিকা (স্ত্রী) তুবরঃ কষায়রসোঽস্ত্যস্যাঃ তুবর-ঠন্।

১ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, ফটকিরি। ২ আঢ়কী, অড়হর। (ভরত)

তুবরী (স্ত্রী) তুবর স্ত্রিয়াং বিত্বাৎ ঙীষ্। ১ আঢ়কী, অড়হর। ২ ধান্যভেদ, তোরী। ইহার গুণ ধারক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিকারক এবং কফ, বিষ, রক্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও কোষ্ঠগত রোগনাশক। (ভাবপ্র°)

৩ সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা, ফটকিরি। পর্য্যায়—মৃৎ, সৌরাষ্ট্রী, মৃৎস্না, আসঙ্গ, মসী, সুরাষ্ট্রজা, মৃত্তালক, কালী, মৃত্তিকা, স্তত্যা, কাঙ্ক্ষী, সুজাতা। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, কষায়, উষ্ণ, লেখন, চক্ষুর হিতকর, গ্রাহী, ছর্দ্দি ও পিত্ত জন্য তৃষ্ণানাশক। (রাজনি°)

তুবরীশিম্ব (পুং) তুবর্য্যা ইব শিম্বা ফলত্বক্ যস্য। চক্রমর্দ্দবৃক্ষ, চাকুন্দে গাছ।

তুবি (স্ত্রী) তুম্বী পৃষো° সাধুঃ। ১ তুম্বী, অলাবু।

তবতি বৃদ্ধ্যর্থঃ সৌত্রোধাতুঃ ইতি ই। (অচ ইঃ। উণ্ ৪।১৩৮) ২ বহু শব্দার্থ। (নিঘণ্টু ৩।১)

তুবিকূর্ম্মি (ত্রি) বহুকর্ম্মা, যুদ্ধে অনেক প্রকার কার্য্যকর্ত্তা। "তুবিগ্রাভং তুবিকূর্ম্মিং রভোদাং" (ঋক্ ৬।২২।৫) 'তুবিগ্রাভং তুবীনাং বহুনাং গ্রহীতারং তুবিকূর্ম্মিং বহুকর্ম্মাণং' (সায়ণ) "মহাব্রাতস্তুবিকূর্ম্মি" (ঋক্ ৩।৩০।৩) 'তুবিকূর্ম্মিঃ সংগ্রামে নানাবিধকর্ম্মণাং কর্ত্তা তুবিকূর্ম্মি করোতে রৌণাদিকো মি প্রত্যয়ঃ গুণে কৃতে ঽকারস্তোত্বং ছান্দসং'। (সায়ণ)

তুবিগ্র (ত্রি) প্রভূতগমন। "তুবিগ্রেভিঃ সত্বভির্যাতি" (ঋক্ ১।১৪০।৯) 'তুবিগ্রেভিঃ প্রভূতঃ শব্দয়দ্ভিঃ প্রভূতগমনৈ র্বা' (সায়ণ)

তুবিগ্রাভ (ত্রি) বহুগ্রাহক। [তুবিকূর্ম্মি দেখ।]

তুবিগ্রি (ত্রি) পূর্ণগ্রীব, অনেক প্রকারে স্তোতব্য। "তুবিগ্রয়ে বহুয়ে দুষ্টরীতবে" (ঋক্ ২।২১।২) 'তুবিগ্রয়ে পূর্ণগ্রীবায় গৃ-শব্দে ঔণাদিকঃ কর্ম্মণি ক প্রত্যয়ঃ তুবিভিঃ বহুভিঃ স্তোতব্যায়' (সায়ণ)

তুবিগ্রীব (ত্রি) বিস্তীর্ণকন্ধর। "তুবিগ্রীবো বপোদরঃ" (ঋক্ ৮।১৭।৮) 'তুবিগ্রীবো বিস্তীর্ণকন্ধরঃ' (সায়ণ) প্রবৃদ্ধগ্রীবা। "তুবিগ্রাবা ইবেরতে" (ঋক্ ১।১৮৭।৫) 'তুবিগ্রীবাইব তুবীতি বহুনাম। প্রবৃদ্ধগ্রীবা ইব' (সায়ণ)

তুবিজাত (ত্রি) যাহা হইতে পৃথিব্যাদি বহু জন্মিয়াছে। "ওজায়মানং তুবিজাত তব্যান্" (ঋক্ ৩।৩২।১১) 'তুবিজাত-বহুনি জাতানি পৃথিব্যাদীনি যস্মাৎ সোঽয়ং তুবিজাতঃ' (সায়ণ) এইস্থলে তুবিজাত ইন্দ্রের বিশেষণ।

তুবিদ্যুম্ন (ত্রি) তুবি বহু দ্যুম্নং ধনং যস্য। প্রভূত ধনেন্দ্র, প্রভূত ধনশালী। "তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ" (ঋক্ ১।৯।৬) 'হে তুবিদ্যুম্ন প্রভূতধনেন্দ্র' (সায়ণ)

তুবিনৃম্ণ (ত্রি) প্রভূত বলযুক্ত। "মহিশ্রবস্তুবিনৃম্ণং" (ঋক্ ১।৪৪।৭) 'তুবিনৃম্ণং প্রভূত-বলযুক্তং' (সায়ণ)

তুবিপ্রতি (ত্রি) বহু প্রতিগন্তা। "তুবিপ্রতি নরং" (ঋক্ ১।৩০।৯) 'তুবিপ্রতিং তুবীনাং বহুনাং প্রতিগন্তারং' (সায়ণ)

তুবিবাধ (ত্রি) বহুর বাধক, অনেকের পীড়ক। "মহাবীরং তুবিবাধং" (ঋক্ ১।৩২।৬) 'তুবিবাধং বহুনাং বাধকং' (সায়ণ)

তুবিব্রহ্মন্ (ত্রি) বহুস্তোত্র, যাহার অনেক স্তোত্র আছে। "তমং তুবিব্রহ্মাণমুত্তমং" (ঋক্ ৫।২৫।৫) 'তুবিব্রহ্মাণং বহুস্তোত্রং' (সায়ণ)

তুবিমঘ [তুবীমঘ দেখ।]

তুবিমন্যু (ত্রি) প্রবৃদ্ধমতি। "ভীমাসস্তুবিমন্যবঃ" (ঋক্ ৭।৫৪.২) 'তুবিমন্যবঃ প্রবৃদ্ধমতয়ঃ' (সায়ণ)

তুবিস্ (ক্লী) তু-বৃদ্ধৌ পূর্ত্তৌ বা ইসি কিচ্চ। ১ বৃদ্ধি। ২ প্রজ্ঞা। ৩ বল। "ভীমস্তুবিষ্মাঞ্চর্ষণিভ্য" (ঋক্ ১।৫৫।১) 'তুবিষ্মাবান্ প্রজ্ঞাবান্ বলবান্ বা' (সায়ণ)

তুবিম্রক্ষ (ত্রি) অনেকের বর্ষণে সংস্নেহনকর্ত্তা অর্থাৎ অনেক বর্ষণ করিয়া স্নিগ্ধকারক। "তুবিম্রক্ষো নদনুমাং।" (ঋক্ ৬।১৮।২) 'তুবিম্রক্ষ। সংস্নেহনকর্ত্তা, তুবীনাং বহুনাং বর্ষণেন সংস্নেহনকর্ত্তা।' (সায়ণ)

তুবিরাধস্ (ত্রি) প্রভূত ধনযুক্ত। "বিপ্র তুবিরাধসো নৃন্।" (ঋক্ ৫।৫৮।২) 'তুবিরাধসঃ প্রভূতধনান্।' (সায়ণ)

তুবিবাজ (ত্রি) প্রভূত বলযুক্ত। "সন্ত তুবিবাজাঃ" (ঋক্ ১।৩০।১৩) 'তুবিবাজাঃ প্রভূতবলাঃ।' (সায়ণ)

তুবিশগ্ম (ত্রি) বহু সুখযুক্ত। "যঃ শগ্মস্তুবিশগ্ম" (ঋক্ ৬।৪৪।২) 'হে তুবিশগ্ম বহুসুখেন্দ্র।' (সায়ণ)

তুবিশুষ্ম (ত্রি) বহুবল, অনেক বলসম্পন্ন। "যবাশিরং তুবি-শুষ্মস্তৃপৎ" (ঋক্ ২।২২।১) 'তুবিশুষ্মো বহুবলঃ।' (সায়ণ)

তুবিশ্রবস্ (ত্রি) বহু অন্নযুক্ত। "অগ্নি স্তুবিশ্রবস্তমং।" (ঋক্ ৫।২৫।৫) 'তুবিশ্রবস্তমং অতিশয়েন বহ্বন্নং।' (সায়ণ)

তুবিষ্টম (ত্রি) বহুতম। "তুবিষ্টমো নরাং ন" (ঋক্ ১।১৮৬।৬) 'তুবিষ্টমো বহুতমো' (সায়ণ)

তুবিষ্মৎ (ত্রি) তুবিস্ মতুপ্। ১ প্রজ্ঞাবান্। ২ বলবান্। "ভীমস্তুবিষ্মান্।" (ঋক্ ১।৫৫।১) 'তুবিষ্মান্ প্রজ্ঞাবান্ বলবান্ বা'। (সায়ণ)

তুবিষ্বণস্ (ত্রি) প্রভূত ধ্বনিযুক্ত। "তুবিষ্বণসং সুযজং" (ঋক্ ৫।৮।৩) 'তুবিষ্বণসং প্রভূতধ্বনিং' (সায়ণ)

তুবিষ্বণি (ত্রি) মহাস্বন, মহাশব্দযুক্ত। "স্বণ্যা তুবিষ্বণিঃ" (ঋক্ ১।৫৮।৪) "তুবিস্বনির্মহাস্বনঃ" (সায়ণ)

তুবিষ্বন্ (ত্রি) বহুশব্দ যুক্ত। "যস্মিন্ তুবিষ্বণি" (ঋক্ ৫।১৮।৩) 'তুবিষ্বণি বহুশব্দে' (সায়ণ)

তুবীমঘ (ত্রি) প্রভূত ধনযুক্ত। "সহস্রেষু তুবীমঘ" (ঋক্ ১।২৯।১) 'তুবীমঘ বহুধনেন্দ্র' (সায়ণ)

তুবীরব (ত্রি) বহুশব্দযুক্ত। "তুবীরবং পতির্দন্" (ঋক্ ১০।৯৯।৬) 'তুবীরবং বহুশব্দং' (সায়ণ)

তুবীরবৎ (ত্রি) তুবী মত্বর্থীয়ো রঃ ততো মতুপ্ মস্য ব। বহু স্তোতৃযুক্ত। "কথা কবিস্তুবীরবান্" (ঋক্ ১০।৬৪।৪) 'তুবীর-বান্ বহুস্তোতৃযুক্তঃ তুবিশব্দস্য বো মত্বর্থীয়ঃ।' (সায়ণ)

তুবোজস্ (ত্রি) তুবি ওজঃ যস্য। বহুবল যুক্ত। "তুবোজসং গোঃ" (ঋক্ ৪।২৩।৮) 'তুবোজসং বহুবলং' (সায়ণ)

তুষ (পুং) তুষ-ক। ১ ধান্যত্বক্, ধানের খোষা, তুঁষ। ২ বিভীতক বৃক্ষ, বহেড়াগাছ।

"তুষেণাপি পরিত্যক্তা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ।" (হিতোপ°)

তুষগ্রহ (পুং) তুষেণ গৃহ্যতে গ্রহ কর্ম্মণি অপ্। অগ্নি। (ত্রিকা°)

তুষজ (ত্রি) তুষে জায়ন্তে জন-ড। তুষজাত অগ্নি প্রভৃতি।

তুষধান্য (ক্লী) তুষাবৃতং ধান্যং। সতুষধান্য।

"তুষধান্যতীক্ষ্মমন্ত্রাভিচারবেতালকর্ম্মজ্ঞাঃ।" (বৃহৎস° ১৫।৪)

তুষসার (পুং) তুষং সরতি অনুসরতি সৃ-অণ্। অগ্নি তুষের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হয় এইজন্য তুষের নাম তুষসার।

তুষানল (পুং) তুষস্য অনলঃ। ১ তুষজাত অগ্নি, তুঁষের আগুন। ২ তুষাগ্নিতে আত্মদাহরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষ।

"শ্রুত্বেতি তাং সত্বরমেষ গচ্ছন্
ব্যালোকয়ত্তং তুষরাশিসংস্থং।" (শঙ্করবিজয় ৭।৭৭)

তুষাম্বু (ক্লী) তুষস্য অম্বুঃ ৬তৎ। তুষোদক, কাঞ্জীক, কাঁজী, সতুষ যব কুটিয়া যে কাঁজী প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে তুষোদক কহে। ইহার গুণ—অগ্নিদীপ্তিকারক, হৃদয়গ্রাহী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, রক্তপিত্তজনক এবং পাণ্ডু, কৃমি ও বস্তিগত শূলবিনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

"তুষাম্বুদীপনং হৃদ্যং হৃৎপাণ্ডুপার্শ্বরোগনুৎ।
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নং ভেদিসৌবীরকং তথা॥"
(সুশ্রুত সূত্র ৪৫ অ°)

তুষার (পুং) তুষ্যত্যনেন শস্যাৎ তুষ-আরন্ (তুষারাদয়শ্চ। উণ্ ৩।১৩৯।) ১ হিম্ নীহার, শিশির। ২ হিমকণ।

বিকিরণ শক্তিই তুষার উৎপত্তির প্রধান কারণ। রাত্রিকালে ভূতলস্থ বস্তু সকল তেজবিকীর্ণ করিয়া বায়ুরাশি অপেক্ষা সমধিক শীতল হইলে চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর অন্তর্গত কিয়দংশ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তুষার বিন্দুরূপে উহাদিগের উপরিভাগে বিন্যস্ত হয়।

উষ্ণতার যত হ্রাস হয়, বায়ুরাশিতে তত অল্প বাষ্প থাকিতে পারে অর্থাৎ তত অল্প বাষ্প দ্বারা বায়ুরাশি পরিষিক্ত হয়। সুতরাং দিবাভাগে বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, রাত্রিতে সমধিক শীতল হইলে যদি তদ্দ্বারা উহা পরিষিক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে শীতল দ্রব্য স্পর্শ মাত্রেই উহার অন্তর্গত কিয়দংশ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তুষারবিন্দুরূপে পরিণত হয়। বায়ুতে যত অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে, তত অল্প পরিমাণে শীতল হইলেই তুষার সমুৎপন্ন হয়। এতদ্দেশে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে বায়ুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, কিন্তু রাত্রিতে সেরূপ শীতল হয় না, এ কারণ বায়ুস্থ বাষ্পও তুষাররূপে পরিণত হয় না। যে সকল বস্তুর বিকিরণশক্তি সমধিক প্রবল, তাহারা রাত্রিকালে সমধিক শীতল হয়, এ কারণ সেই সকল বস্তুর উপর সমধিক তুষার সঞ্চিত হয়। ধাতুদ্রব্য সকলের বিকিরণ শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর তাদৃশ শিশির সঞ্চিত হয় না। কিন্তু মৃত্তিকা, কাচ, বালুকা, বৃক্ষপত্র, পশম প্রভৃতি দ্রব্য সমধিক বিকিরণশক্তিসম্পন্ন হওয়াতে তাহাদের উপর প্রচুর পরিমাণে তুষার সঞ্চিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে তেজ-বিকিরণের প্রতিবন্ধকতা হয়, তদ্দ্বারা তুষার উৎপত্তির প্রতিবন্ধকতা হইয়া থাকে। আকাশমণ্ডল মেঘাবৃত হইলে ভূপৃষ্ঠ তেজ-বিকিরণ দ্বারা তাদৃশ শীতল হইতে পারে না, কেন না মেঘাবলী হইতে তেজবিকীর্ণ হইয়া আসিয়া উহার উপরে পতিত হয়। এ কারণ মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে সেরূপ শিশির সমুৎপন্ন হয় না। বিস্তৃত শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষতলেও এই কারণে শিশির উৎপন্ন হয় না। মন্দ মন্দ বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে দ্রব্য সকল সমধিক শীতল হয় এবং তুষারোৎপত্তি অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে, কেননা তত অল্প পরিমাণে শীতল হইলে বাষ্প কর্ত্তৃক বায়ু পরিষিক্ত হইয়া উঠে। নদী হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত জলাশয়ের অন্তর্বর্ত্তী তেজ সংযোগে ধূমের অবয়ব সদৃশ বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া যে জল পতিত হয়, তাহাকে তুষারজ জল বলে। এই তুষারজ জল প্রাণিগণের পক্ষে অহিতকর, কিন্তু বৃক্ষাদির বিশেষ উপকারক। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—শীতল, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তনাশক এবং কফ, উরুস্তম্ভ, কণ্ঠরোগ, মন্দাগ্নি, মেদ ও গলগণ্ডাদি রোগনাশক। (ভাবপ্রকাশ) [বিশেষ বিবরণ শিশির দেখ।] ৩ শীতল স্পর্শ। (ত্রি) ৪ শীতল স্পর্শযুক্ত।

"অপাংহি তৃপ্তায় ন বারিধারা স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা।"
(নৈষধ)

৫ কর্পূরভেদ। ৬ দেশভেদ, হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী একটী দেশ। গ্রীকদিগের গ্রন্থে 'তোখারি' নামে বর্ণিত হইয়াছে। ৭ তুষারদেশোদ্ভব জাতি।

"তুষারান্ বর্ব্বরান্ কারান্" (মৎস্যপু° ১২০।৪৫)

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে ইহারা শক জাতিরই এক শাখা।

১ম শতাব্দীতে ইহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া নানা স্থান আক্রমণ করে।

তুষারকণ (পুং) তুষারাণাং কণঃ ৬তৎ। হিমকণ, শিশির।

তুষারকাল (পুং) তুষারস্য কালঃ ৬তৎ। শীতকাল

তুষারকর (পুং) ১ হিমকর, চন্দ্র। ২ কর্পূরভেদ।

তুষারকিরণ (পুং) হিমকিরণ, চন্দ্র।

তুষারগিরি (পুং) হিমালয়, হিমগিরি।

তুষারগৌর (ত্রি) তুষারবৎ গৌরঃ। ১ হিমের মতন ধবল। ২ কর্পূর।

তুষারন্ বিহার, প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন সহর। অযোধ্যার মধ্যে এই স্থান অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত। মুসলমান আমলে এখানে জেলার প্রধান সদর ছিল। এখনও এই স্থান সুষাবিহার নামে খ্যাত। গঙ্গার প্রাচীন গর্ভের উপর নগর স্থাপিত। নগরের পশ্চিমাংশে উচ্চ ও মৃত্তিকা-স্তূপ আছে। তাহার মধ্যে মধ্যে খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহম সাহেব বৃহদাকার ইষ্টক পাইয়াছেন। তাঁহার মতে, চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ৎসিয়াং যে অয়োমুখ বা হয়মুখ নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই এই তুষারন্-বিহার হইতে পারে। এখানে পূর্ব্বে বৌদ্ধপ্রাধান্য ছিল। এখনও এখানকার বুদ্ধ ও বুদ্ধির মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে বোধ হয়, এই স্থানকে তুষারারাম-বিহার বলিত, তাহা হইতে অপভ্রংশে তুষারন্-বিহার নাম হইয়াছে। এখানকার অষ্টভুজার মন্দির উল্লেখযোগ্য।

তুষারমূর্ত্তি (পুং) তুষারঃ মূর্ত্তির্যস্য। চন্দ্র, হিমাংশু।

তুষাররশ্মি (পুং) তুষারঃ রশ্মির্যস্য। হিমকর, চন্দ্র।

তুষারাদ্রি (পুং) তুষারস্য অদ্রিঃ। হিমালয় পর্ব্বত, এই পর্ব্বতে অতিশয় হিম পতন হয়, এই জন্য ইহার নাম তুষারাদ্রি।

তুষিত (পুং) তুষ্যতি তুষ বাহুলকাৎ কিতচ্ তারকাদিত্বাৎ ইতচ্ বা। ১ গণদেবতা ভেদ, ইহাদের সংখ্যা দ্বাদশ, কিন্তু মন্বন্তরভেদে ইহাদের নাম ভিন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের নাম—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, চক্ষু, শ্রোত্র, রস, ঘ্রাণ, স্পর্শ, বুদ্ধি, মন। (সারসুন্দরী)

চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে দ্বাদশ দেবতা বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে লোক হিতের জন্য অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে এই দ্বাদশ দেবতা দ্বাদশ আদিত্য নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। (হরিবংশ ৩ অ°)

ইহাদের নাম তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহা, সুদেব, রোচন। কেহ কেহ ইহার সংখ্যা ষট্‌ত্রিংশৎ ৩৬, আর কেহ দ্বাদশ বলিয়া থাকেন। বিবেককার ইহার এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। এক এক মন্বন্তরে ১২ জন, আর তিন মন্বন্তরে ৩৬ জন, এই অভিপ্রায়ে "ষট্‌ত্রিংশৎ তুষিতা মতাঃ" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ২ বিষ্ণু। (ভারত শান্তি ৩৮ অ°)

৩ বৌদ্ধ মতে স্বর্গভেদ।

তুষোত্থ (ক্লী) তুষাদুত্তিষ্ঠতি উদ-স্থা-ক। তুষোদক, কাঁজী।

তুষোদক (ক্লী) তুষস্য উদকং ৬তৎ। তুষাম্বু, কাঞ্জীক, কাঁজী, সতুষ যব কুটিয়া যে কাঁজী প্রস্তুত করা যায় তাহাকে তুষোদক কহে। ইহার গুণ—অগ্নিদীপ্তিকারক, হৃদয়গ্রাহী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, রক্তপিত্তজনক এবং পাণ্ডু, কৃমি ও বস্তিগত শূলনাশক। (ভাবপ্র°)

সৌবীরকও তুষোদকের ন্যায় গুণসম্পন্ন। পক্ব অথবা অপক্ব যবের তুষ বাহির করিয়া যে কাঁজী প্রস্তুত হয়, তাহাকে সৌবীর কহে। সৌবীর ও তুষোদকে প্রভেদ এই সতুষ যবের কাঁজী করিলে তুষোদক ও নিস্তুষ যবের কাঁজীর নাম সৌবীর। [সৌবীর দেখ।]

তুষ্ট (ত্রি) তুষ কর্ত্তরি ক্ত। ১ সন্তোষযুক্ত, তোষপ্রাপ্ত।

"তস্মিংস্তুষ্টে জগৎতুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।" (পুরাণ)

২ বিষ্ণু। ইনিই একমাত্র আনন্দস্বরূপ ও আনন্দাশ্রয় এই জন্য তুষ্ট শব্দে বিষ্ণুকে বুঝায়।

(স্ত্রী) তুষ-ভাবে ক্তিন্। ১ তোষ, তৃপ্তি। ২ বুদ্ধিভেদ, এই বুদ্ধি নয় প্রকার—

"আধ্যাত্মিক্যশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যবিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ॥"
(সাংখ্যকা° ৫০)

আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার—প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য। বিষয়ের উপরতি হইতে বাহ্য পঞ্চ প্রকার, এই নয় প্রকার তুষ্টি। আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আভ্যন্তরিক। প্রকৃতি সগুণ কি নির্গুণ, ইহা জ্ঞাত হইয়া এবং তত্ত্ব সকল প্রকৃতিরই কার্য্য, ইহা জানিয়া যে তুষ্টি হয়, এই তুষ্টিকে প্রকৃত্যাখ্য তুষ্টি কহে।

উপাদান—কেহ তত্ত্ব সকল না জানিয়া কেবল উপাদান গ্রহণ করে (উপাদান অর্থে দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতিকে বুঝায়), ইহাকে উপাদানাখ্য তুষ্টি বলে।

কাল—কালক্রমে মোক্ষ হইবে, তত্ত্বাভ্যাসে নিষ্প্রয়োজন, এই প্রকার যাহার জ্ঞান হয়, এবং ইহাতেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, এই তুষ্টিকে কালাখ্য তুষ্টি কহে।

ভাগ্য—আমার ভাগ্যে যদি মোক্ষ থাকে, তবে আমার মোক্ষ হইবে, এইরূপ ভাবিয়া যাহারা তুষ্ট থাকেন, এইরূপ তুষ্টিকে ভাগ্যাখ্যতুষ্টি কহে। উক্ত চারি প্রকারই আধ্যাত্মিক তুষ্টি।

বাহ্য বিষয়ের উপরতি হইতে যে পঞ্চ প্রকার তুষ্টি অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধরূপ বিষয় হইতে বিরত হইলে যে তুষ্টি হয়, তাহাকে বাহ্য তুষ্টি কহে। অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ

ও হিংসা দর্শনহেতু শব্দাদি পঞ্চ বিষয় হইতে উপরতি অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকের দোষ দর্শন করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নাম পঞ্চবাহ্যতুষ্টি। (সাংখ্যকা°)।

"আধ্যাত্মিকাদিভেদান্নবধা তুষ্টিঃ" (সাংখ্যদ° ৩।৪১)

তুষ্টি আধ্যাত্মিকাদি ভেদে ৯ প্রকার। আধ্যাত্মিকী তুষ্টি ৪ প্রকার ও বাহ্যতুষ্টি ৫ প্রকার। আত্মভাবে বা আত্মবুদ্ধিতে গৃহীত বলিয়া আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতির বিবেক জ্ঞানেই মুক্তি, এজন্য প্রকৃতিই উপাস্য, প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু উপাস্য নাই, এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে, প্রকৃতি-তুষ্টি কহে, ইহার নাম অম্ভ। ব্রতধারণ ও সন্ন্যাসাদি ব্যতীত বিবেক জ্ঞানেও মুক্তি হয় না, এই সকলই মুক্তির প্রতিকারণ, এই ভাবিয়া অনেকেই ব্রতী হন এবং সন্তুষ্ট থাকেন, এই তুষ্টি উপাদানতুষ্টি, ইহার নাম সলিল। ব্রতী হইলাম, কালে মুক্ত হইব, এইরূপ তুষ্টিকে কাল, ইহার নাম ওঘ। ভাগ্যে থাকিলে মুক্তি হইবে, এইরূপ তুষ্টিকে ভাগ্য, ইহার নাম বৃষ্টি।

এতদ্ভিন্ন বিষয়ত্যাগজনিত ৫ প্রকার তুষ্টি আছে, তাহার বিবরণ এইরূপ।

ধনোপার্জ্জন বড়ই কষ্টকর, উহাতে প্রয়োজন নাই, ইহা ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে যে সন্তোষ, তাহার নাম পারতুষ্টি। ধনরক্ষা মহৎকষ্ট, ইহা ভাবিয়া বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্তুষ্ট থাকিলে যে সন্তোষ, তাহার সুপারতুষ্টি। ধননাশে মহৎ-দুঃখ, উহা না থাকাই ভাল, ইহা ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে যে সন্তোষ, তাহার নাম পারপারতুষ্টি। বিষয় সকল ভোগকে আকর্ষণ করে, ভোগও দুঃখদায়ক, উহার ত্যাগই শ্রেয়স্কর। এইরূপ ত্যাগবুদ্ধি হইতে যে সন্তোষ জন্মে, সেই সন্তোষকে অনুত্তমাম্ভতুষ্টি কহে। বিষয় সম্পর্কে হিংসাদি নানা দোষ ঘটে, এই ভাবিয়া বিষয় বিমুখ হইলে তাহার যে সন্তোষ হয়, এই সন্তোষকে উত্তমাম্ভতুষ্টি কহে। এই ৯ প্রকার তুষ্টি জ্ঞানশক্তির উদ্বোধক বা উত্তেজক। ইহার অভাবে জ্ঞান-নাশক ও যোগনাশক বিপর্য্যয় বৃত্তি সকল প্রবল হইতে থাকে। (সাংখ্যদ°)। তুষ-কর্ত্তরি-তৃচ্। ৩ গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার মধ্যে মাতৃভেদ। [কুলদেবতা দেখ।]

৪ শক্তিবিশেষ। (দেবীভাগ° ১।১৫।৬১)

তুষ্টিকর (ত্রি) তুষ্টিং করোতি তুষ্টি কৃ-ট। সন্তোষকর, তৃপ্তিজনক।

জনক (ত্রি) তুষ্টীনাং জনকঃ ৬তৎ। সন্তোষজনক, তৃপ্তিকর।

তুষ্টিদ (ত্রি) তুষ্টিং দদাতি দা-ক। আনন্দদায়ক।

মৎ (ত্রি) তুষ্টিরস্ত্যস্য তুষ্টি-মতুপ্। ১ তোষযুক্ত, সন্তুষ্ট। (পুং) ২ উগ্রসেনের পুত্র, কংসের ভ্রাতা। (ভাগ° ৯।২৪।২৪)

তুষ্টু (পুং) তুষ বাহুলকাৎ তুক্। কর্ণস্থিত মণি। (শব্দচ°)

তুষ্য (পুং) তুষ কর্ত্তরি ক্যপ্। ১ মহাদেব। [তুটিতুট দেখ।]

তুস (পুং) তুষ পৃষো° ষস্য সত্বং। তুষ, ধান্যত্বক্।

তুস্ত (ক্লী) তুস-ক্ত। রেণু, ধূলি।

তুহর (পুং) তুহ-বাহু° করণ্। কুমারানুচর ভেদ।

তুহার (পুং) তুহ-বাহু° আরন্। কুমারানুচর ভেদ।

"তুহরশ্চ তুহারশ্চ চিত্রদেবশ্চ বীর্য্যবান্।" (ভারত ৯।৪৬ অ°)

তুহিন (ক্লী) তুহ্যতে হনেন তুহ ইনন্ গুণে কৃতে হ্রস্বশ্চ (বেপি-তুহ্যোর্হ্রস্বশ্চ। উণ্ ২।৫২)। ১ হিম। ২ চন্দ্রের তেজ। (উজ্জ্বল)

"বিরহেণ পাণ্ডিমানং নীতা তুহিনেন দূর্ব্বেব॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৬৩২)

(ত্রি) ৩ শীতল।

তুহিনকণ (পুং) তুহিনস্য কণঃ ৬তৎ। হিমকণ।

তুহিনকর (পুং) তুহিনং করোহস্য। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর।

তুহিনকিরণ (পুং) চন্দ্র।

তুহিনকিরণপুত্র (পুং) তুহিনকিরণস্য পুত্রঃ ৬তৎ। চন্দ্রপুত্র, বুধ, ইনি তারার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। [তারা দেখ।]

তুহিনগু (পুং) তুহিনাঃ গাবো যস্য। শীত, চন্দ্র।

তুহিনদীধিতি (পুং) চন্দ্র।

তুহিনদ্যুতি (পুং) চন্দ্র।

তুহিনরশ্মি (পুং) চন্দ্র, তুহিন, কিরণ।

তুহিনশৈল (পুং) তুহিনস্য শৈলং ৬তৎ। হিমালয় পর্ব্বত।

তুহিনাংশু (পুং) চন্দ্র।

তুহিনাংশুতৈল (ক্লী) তুহিনাংশোঃ তৈলং ৬তৎ। কর্পূরতৈল।

তুহিনাচল (পুং) হিমালয়।

তুহিনাদ্রি (পুং) হিমালয়।

তুহুণ্ড (পুং) ১ দনুবংশীয় দানবভেদ। এই দানব অতিশয় পরাক্রমশালী ছিল। (ভারত আদি ৬৫ অ°) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আ° ১৮৬ অ°)

তূণ (পুং) তূণ্যতে পূর্য্যতে বাণৈঃ তূণপূরণে ঘঞ্। বাণাধার। পর্য্যায়— উপাসঙ্গ, তূণীর, নিষঙ্গ, ইষুধি, তূণী। (শব্দর°)

"তূণখড্গাধরঃখুরো বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্।" (ভারত ৩।১৭।৩)

তূণক (ক্লী) ছন্দোবিশেষ; ইহার প্রত্যেক চরণে ১৫ অক্ষর থাকে, প্রথম হইতে এক একটীর পর এক একটী গুরু।

"তূণকং ভবেদিদং রজৌ রজৌ ততশ্চ রঃ" (বৃত্তর° টীকা)

তূণক্ষ্বেড় (পুং) বাণ, তীর।

তূণধার (পুং) তূণং ধারয়তি ধারি-অন্। তূণধারী, ধানুষ্ক।

তূণব (পুং) তূণস্তদাকারো হস্ত্যস্য কেশাদিত্বাৎ ব, তূণং তদা-কারং বাতি বা-ক ইতি বা। তূণাকার বাদ্যভেদ। "সৈবাবাগ্

বনস্পতিষু বদতি যা দুন্দুভৌ বা তূণবে বা" (তৈত্তি°স° ৬।১।৪।১)

তূণবধ্ম (পুং) তূণবং বাদ্যভেদং ধমতি ধ্মা-ক। তূণববাদ্যকারক।
"বীণাবাদং ক্রোশায় তূণবধ্মং" (যজু° ৩০।১৯) 'তূণবং বাদ্যভেদং ধমতি তথাভূতং' (বেদদীপ)

তূণবৎ (ত্রি) তূণ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ১ তূণযুক্ত, ধানুষ্ক।

তূণি (পুং) তূণ। [তূণ দেখ।]

তূণিক (পুং) [তূণীক দেখ।]

তূণিন্ (পুং) তূণবদাকৃতিরস্ত্যস্যেতি তূণ-ইনি। নন্দীবৃক্ষ। পর্য্যায়—তূণী, তুন্নক, আপীন, তূণিক, কচ্ছক, কুঠেরক, কান্তলক, নন্দিবৃক্ষ, নন্দক। ইহার গুণ—কটুপাক, কষায়, মধুর, লঘু, তিক্ত, শীতল, বলকারক, ব্রণ, কুষ্ঠ ও অম্লপিত্তনাশক। (ভাবপ্র°) (ত্রি) তূণযুক্ত।

"শঙ্খী চক্রী গদা খড়্গী শার্ঙ্গী তূণী তলত্রবান্।" (হরিব° ১৮।৩৫)

তূণী (স্ত্রী) তূণ্যতে পূর্য্যতে বাণৈঃ তূণ কর্ম্মণি ঘঞ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। তূণ, ইষুধি।

"তূণীমুখোদ্ধৃতশরেণ বিশীর্ণপঙ্‌ক্তি।" (রঘু ৯।৫৬)

২ নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ। ৩ বাতরোগ বিশেষ, লক্ষণ—মল, ও মূত্রাশয় হইতে বেদনা উৎপন্ন হইয়া অধোভাগে মলদ্বার ও প্রস্রাবের দ্বার যেন ভেদ করিতে থাকে, এইরূপ হইলে তাহাকে তূণীরোগ কহে। মলদ্বার ও প্রস্রাবের দ্বার হইতে বেদনা উৎপত্তি হইয়া বেগে পক্বাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতূণী কহে। (সুশ্রুত ১ অ°)

"অধো যা বেদনা যাতি বর্চো মূত্রাশয়োত্থিতা।
ভিন্দতীব গুদোপস্থং সা তূণীত্যুপদিশ্যতে॥" (সুশ্রুত ১ অ°)

তূণীক (পুং) তূণী তূণ ইব কায়তি কৈ-ক। নন্দীবৃক্ষ। (রাজনি°)

তূণীর (পুং) তূণ্যতে পূর্য্যতে বাণৈঃ তূণ বাহুলকাৎ ঈরন্। তূণ, ইষুধি। এই শব্দে ক্লীবলিঙ্গও দেখা যায়।

তূণীরবৎ (ত্রি) তূণীর অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। তূণীরধারী, ধানুষ্ক।

তূতক (ক্লী) তুত্থ পৃষো° সাধুঃ। তুত্থ, তুতিয়া।

তূতুজান (পুং) তুজ-কানচ্ তুজাদিত্বাৎ অভ্যাসদীর্ঘঃ বাহু° নলোপঃ। ১ ক্ষিপ্র। ২ প্রের্য্যমাণ। (নিঘণ্টু)

তূতুজি (স্ত্রী) তুজি-বলে দানে বা তুজ-কি দ্বিত্বে তুজা° অভ্যাসদীর্ঘঃ বাহু° নলোপশ্চ। ১ ক্ষিপ্র। (নিঘণ্টু) ২ দাতা।

"অজ্রেঽহতূতুজিং চিত্তূতুজিরশিশ্নং" (ঋক্ ৭।২৮।৩) 'তূতুজির্দাতা' (সায়ণ)

তূতুজ্যমানাস (পুং) তুজি-কর্ম্মণি শানচ্ দ্বিত্ব অভ্যাসদীর্ঘঃ বাহুলকাৎ নলোপঃ তথাভূতঃ অসতি দীপ্যতে অস-অচ্। ক্ষিপ্র। (নিঘণ্টু)

তূতুম (ত্রি) তুদ-অচ্ দ্বিত্বে অভ্যাসদীর্ঘঃ পৃষো° সাধুঃ। ১ তূর্ণ।
"এতা বিশ্বা সবনা তূতুমা কৃষে" (ঋক্ ১০।৫০।৬)
'তূতুমা তূর্ণানি' (সায়ণ)

তূদ (পুং) তুদতি তুদ-ক পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। তূলবৃক্ষ, তুঁত গাছ। ২ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিশেষ, এই বৃক্ষ পার্শ্বপিপ্পল নামে খ্যাত।

তূদ, তূল, পূগ, ক্রমুক ও ব্রহ্মদারু এই কএকটী এক-পর্য্যায় শব্দ। পাকা তূদফল—গুরু, মধুররস, শীতবীর্য্য এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক। অপক্ব তূদফল—গুরু, সারক, অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য এবং রক্তপিত্তকারক। (ভাবপ্র°)

তূদী (স্ত্রী) দেশভেদ। তূদী অভিজনোঽস্য ঢক্। তৌদেয়, পিত্রাদিক্রমে তূদীদেশবাসী।

তূপর (পুং) শৃঙ্গহীন পশু। স্ত্রিয়াং টাপ্।

তূবর (পুং স্ত্রীং) তু-কিপ্ তুঃ বৃ-বৃত্যাং অচ্ বা তূপর পৃষো° পস্য ব। ১ অজাতশৃঙ্গপশু। ২ কালে অজাতশ্মশ্রুক পুরুষ, মাকুন্দে। ৩ অব্যক্তপুরুষ লক্ষণ। ৪ কষায় রস। (ত্রি) ৫ কষায় রসযুক্ত।

তূমকুর, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলা, অক্ষা° ১২° ৪৩´ হইতে ১৪° ১০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১০´ হইতে ৭৭° ৩০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে বেল্লারি জেলা ও আর তিনদিকে মহিসুর রাজ্য। ভূপরিমাণ প্রায় ৩৪২০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ।

এই দেশের অধিকাংশ ভূমিই সমতল। মধ্যে নদীবাহিত উপত্যকা ও কতক অংশে মহিসুরের অধিত্যকা আছে। ইহার জমি কোথায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪০০ ফিট্ আবার কোথাও ৪০০০ ফিট্ উচ্চ, এখানে কাবেরী, জয়মঙ্গলা, পিণাকিনী ও শিমুশা নদী প্রবাহিত। এখানকার গিরিশৈলের গঠন বঙ্গলূরের মত। এখানে নানাবিধ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে লৌহই বেশী। পাহাড়ের ঝরণা দিয়া স্বর্ণরেণুও ধৌত হইয়া যায়। নারিকেল বৃক্ষ যথেষ্ট। মধ্যে মধ্যে চন্দনবৃক্ষও জন্মে। এখানকার দেবরায়দুর্গনামক পাহাড়ে রক্ষিত রাজজঙ্গল আছে। এখানকার জমিও উর্ব্বরা।

বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এই জেলা মহিসুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাম্রশাসন দ্বারা জানা যায় যে, প্রথমে চালুক্য ও তৎপরে বল্লালরাজগণ বহুদিন এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে এখানে পলিগারদিগের অভ্যুদয় হয়। তাঁহাদের পূর্ব্বে গৌড়বংশীয় হলুবনহল্লী ও মুদিগিরির পল্লিগারগণ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। হায়দরআলীর উৎপাতে এই বংশ অবসন্ন হইয়া পড়ে। হায়দরআলীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে

উত্তর হইতে মুসলমানেরা আসিয়া কএকবার তুমকূর আক্রমণ করে। মহারাষ্ট্রীয় শিবাজীর পিতা শাহজী এই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিজাপুর আক্রমণের পর শিরা নামক স্থানে রাজধানী হইল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রেরা শিরা অধিকার করেন, তৎপরে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে হায়দরআলীর অধিকারভুক্ত হয়।

এই সময় হইতে তুমকূর জেলার অবনতির সূত্রপাত হয়। হায়দরআলী ও টিপুসুলতানের সময় মুদিগিরিতে রাজধানী হইল। টিপুর মৃত্যুর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তুমকুর মুদ্গির তালুকের অন্তর্গত হয়। তৎপরে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মহিসুরে বৃটীশ-শাসন প্রচলিত হইলে তুমকুর জেলা গঠিত ও তুমকূর নগর স্থাপিত হয়। অক্ষা° ১৩° ২০´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৮´ ৫০´´ পূঃ, দেবরায়দুর্গনামক পাহাড়ের দক্ষিণপশ্চিম অংশে তুমকূর সহর অবস্থিত। অল্পদিন মধ্যেই এই সহরের উন্নতি দেখা যায়। এখানে অনেক সুরম্য হর্ম্ম্য ও বাগান আছে। অধিবাসীর সংখ্যা ১১০৮৬, তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু।

তূয় (ক্লী) তোয় পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ জল। (নিঘণ্টু) তৃ ভাবে ক্বিপ্ তাং যাতি যা-ক। ২ ক্ষিপ্র।

"দেব হরিভির্যাহি তূয়ং" (ঋক্ ৩।৪৩।৩) 'তূয়ং ক্ষিপ্রং' (সায়ণ) (ত্রি) ৩ ক্ষিপ্রতাযুক্ত। "অদ্রিণা তে মন্দিন ইন্দ্র তূয়ান্" (ঋক্ ১০।২৮।৩) 'তূয়ানবিলম্বিতান্' (সায়ণ)

তূর্ (ত্রি) তুর-কর্ত্তরি ক্বিপ্। ১ বেগযুক্ত। ভাবে তুর-ক্বিপ্। ২ বেগ।

"পূর্ব্বৈর্মঘৈন বিহিতাভিরদৃশ্যতূর্ভিঃ" (ভাগবত ২।৭।২৭)

'অদৃশ্যতূর্ভিঃ অলক্ষ্যবেগাভিঃ' (শ্রীধর)

তূর (ক্লী) তূর্য্যতে মুখং তূর-ঘঞ্। ১ বাদ্যভেদ, সানাই। ২ তাড্যমান পটহাদি। (শব্দার্থচি°)

তূরী (স্ত্রী) তূরং তদাকারঃ পুষ্পাদৌ অস্ত্যস্যেতি তূর-অচ্ গৌরা° ঙীষ্। ধুস্তূরবৃক্ষ, ধুতরাগাছ।

তুর্কী, তুরাণীয় জাতির সাধারণ নাম। পারস্যবাসীরা এই জাতিকে তুরাণী ও অন্যান্য দেশীয়েরা বিশেষতঃ হিন্দুরা ইহাদিগকে তুর্কী বলে। এই জাতির মধ্যে যাহারা এখন মধ্যএসিয়ায় বাস করে, তাহারা কতকাংশ মোগল ও কতকাংশ তাতারী নামে কথিত হয়।

বামনপুরাণে ইহারাই ভারতের উত্তরবর্ত্তী 'তুরুষ্ক' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রীকেরা যে ভাবে এসিয়ক গ্রীকগণকে 'হ্বীদীয়' বলিত, আরবেরা ঠিক সেইভাবে আরব-বহির্ভূত সমস্ত দেশের মধ্য ও পশ্চিম এসিয়ার মুসলমানকে তুর্কী বলিয়া থাকে। তুরুষ্কের ওস্মান্লি জাতি এই তুর্কী জাতিরই এক শাখা।

মধ্য এসিয়ার তুর্কীরা এখন বুরুত, কৃষ্ণকায় (অমিশ্র) কিরঘিজ্, সাধারণ কিরঘিজ্ (প্রকৃত পক্ষে কসাক), কর-কল্পক, তুর্কমান ও উজবক এই কয়ভাগে বিভক্ত। [মোগল, মাঞ্চু প্রভৃতি জাতির বিবরণ 'তাতার' শব্দে দেখ।] সাইবিরিয়ার তুষারাবৃত উত্তর উপকূল হইতে হিন্দুকুশ হিমালয়ের দক্ষিণ পাদমূল পর্য্যন্ত এবং য়ুরোপের এড্রিয়াটিক উপসাগর হইতে মধ্য এসিয়ার গোবিমরুর পূর্ব্বসীমান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে তুর্কী জাতির বাস। অতি প্রাচীনকালে যখন ইহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার পরও ইহাদের নাম প্রাচীন প্রথানুসারে রাখা হইত, আরবী বা পারসী শব্দে নামকরণ হইত না। তুর্কীদিগের আদিম রাজবংশের মধ্যে সেলজুক মুসলমান হইয়াও স্বীয় পুত্রগণের নাম মাইকেল, ইস্রায়েল, মুসা, য়ুনুস্ রাখিয়াছিলেন, কেবল তাঁহার পৌত্র তুঘ্রিল নাম ধারণ করেন, কিন্তু তুঘরিলের পুত্রের আল্প্ আর্সলন নাম ছিল। ইহাদের মধ্যে বংশগত নাম অনেক পশুর সংজ্ঞা হইতে গৃহীত হইয়াছে। যথা—মাঙ্গ্-ইৎ (পীড়িত কুকুর), কিরা-ইৎ (ধূসর কুকুর), ওয়ুর-আৎ বা ওইর-আৎ (ধূসর অশ্ব), কুঙ্গর্-আৎ বা কিঙ্গুর-আৎ (বাদামী বর্ণের অশ্ব)।

চীনবাসীরা পূর্ব্বকালে সমস্ত তুর্কী জাতিকে হিউঙ্-নু নামে অভিহিত করিত। খৃষ্ট জন্মের ২০৬ বৎসর পূর্ব্বে এই হিউঙ্-নু জাতি চীনের পশ্চিমে মধ্যএসিয়ায় এক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। চীনবাসীদিগের সহিত এই জাতির সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ হইত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহারা চীন কর্ত্তৃক দমিত হয় ও ইহাদের সাম্রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণাংশ চীনের অধিকৃত হয়। এই প্রদেশের হিউঙ্-নুগণ চীনের সাহায্যে উত্তর হিউঙ্-নুদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আমুর নদীর এবং সেলেঙ্গা নদীর অপর পারে ও অলটাই পর্ব্বতের পশ্চিমে তাড়াইয়া দেয়। এই তাড়া পাইয়া তাহারা পশ্চিম প্রুসিয়ায় ও য়ুরোপে ছড়াইয়া পড়ে। তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমে উত্তর হিউঙ্-নু প্রদেশে মোঙ্গলীয় ও তুঙ্গসীয় জাতি প্রবল হইয়া দক্ষিণ হিউঙ্-নু প্রদেশ আক্রমণ করিয়া অধিবাসীদিগকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এই তাড়া পাইয়া দক্ষিণ হিউঙ্-নুগণও পশ্চিমে য়ুরোপ পর্য্যন্ত পলায়ন করে। ইহার পর খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তুলকিউ নামে এক ক্ষুদ্রজাতি প্রবল হয়। অতঃপর চীনবাসীরা তুর্কীদিগকে 'তুকিউ'

এই সাধারণ নাম প্রদান করে। অনেকের অনুমান এই 'তৃকিউ' শব্দ হইতেই 'তুর্কী' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা প্রবল হইয়া অল্‌টাই পর্ব্বতের ধার হইতে কাস্পীয় সাগরের তীর পর্য্যন্ত রাজ্য স্থাপন করে। ইহাদের রাজার নিকট গ্রীক-সম্রাট্ জষ্টিনিয়ান সিমারর্কস্ নামে একজন দূত পাঠাইয়াছিলেন। ৮ম শতাব্দীতে হই-হি (কাও-চি) জাতি প্রবল হইয়া তৃ-কিউ রাজ্য ধ্বংস করে। ইহারাও তুর্কী জাতীয় বটে এবং এক শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত প্রবল ছিল, পরে চীনদিগের হস্তে উৎসন্ন হয়। ইহাদের একাংশ তুরুত প্রদেশে স্বাধীন ছিল। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহারা মোঙ্গলীয়গণ কর্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া উইগুর জাতির সহিত মিলিত হয়। উইগুর জাতির নির্দ্দিষ্টাবাস ছিল না, সাধারণতঃ তুর্ফাণ, কাশঘর, হামিল, অক্‌সু প্রভৃতি স্থানে তাঁবুতে বাস করিত। খৃষ্টীয় ৫৬৮ অব্দে তুর্কীরা য়ুরোপীয় রুষিয়ায় বল্‌গা নদীর তীর হইতে আজফসাগরের তীর পর্য্যন্ত ভূমিতে দৃঢ়রূপে বাসস্থান করিয়াছিল।

(ক) তুর্কমান। পারস্যের উত্তরাংশে, কাস্পীয় সাগরের পশ্চিমাংশে, আর্ম্মেণিয়ায়, জর্জ্জিয়ার দক্ষিণে ও শিরবনে ও দাঘিস্তানে এই তুর্কমান তুর্কীদিগের সাধারণ বাস। ইহারা ভ্রমণশীল জাতি। খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর মধ্যে ইহারা এ প্রদেশে আসিয়াছে। কাস্পীয় সাগরের পুর্ব্বতীরস্থ তুর্কমানেরা খিভা, ফর্গানা ও বোখারার উজবগ্ জাতীয় খাঁগণের অধীনে বাস করে। তাহারা আপনাদিগকে খাঁদিগের প্রজা বলিয়া স্বীকার করে না। তাহারা বলে, তাহারা খাঁদিগের আহূত বন্ধুজাতি মাত্র। ইহার পুর্ব্বস্থ জনপদের তুর্কমানেরা চীনের অধীন। কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণপুর্ব্বস্থ খোরাসানের তুর্কমানেরা পারস্যের অধীন। ইহাদের অস্ত্রাবাদ, হিরাট ও বাল্‌খ্ নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগেও দেখা যায়। ইহারা কখন একজন রাজার অধীনে বাস করে নাই, করেও না। ইহাদের মধ্যে খল্‌ক্, তৈকি ও ডাইরি বিভাগ আছে। অক্ষুনদীতীরে ইহাদের কতকাংশ গ্রাম পত্তন করিয়া বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর নাম—

(১) চন্দোর বা চুদের, ইহারা কাস্পীয় সাগর ও আরল হ্রদের মধ্যে বাস করে। ইহাদের মধ্যে ৭টী তৈকি আছে। ইহাদের শিবির সংখ্যা ১০ হইতে ২০ হাজার।

(২) এরজারি বা ওরজারি—ইহারা অক্ষুনদীর বামতীরবাসী। শিবির সংখ্যা ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ।

(৩) আলিচ বা অন্দখুই—অন্দখুই ও মার্ভের নিকটে বাস করে, শিবির প্রায় ১ শত।

(৪) করা—বক্রস্বভাব বিশিষ্ট—অন্দখুই ও মার্ভের মধ্যে বাস করে, শিবির সংখ্যা ১ হাজার।

(৫) সালোর—সাহসী প্রাচীন জাতি, মুর্ঘাব ও মার্ভের মধ্যে বাস করে, শিবির সংখ্যা ৬ হাজার।

(৬) সারিক—মুর্ঘাব নদীতীরে পঞ্জাবের নিকটে বাস করে; শিবিরসংখ্যা ৯।১০ হাজার।

(৭) তেকে—সর্ব্বাপেক্ষা যুদ্ধপ্রিয় ও ক্ষমতাশালী জাতি। গোল্‌কেন্‌দিগের উত্তর হইতে খিভা পর্য্যন্ত ভূমিতে ইহাদের বাস। মার্ভের অপর পারে অক্ষুতীরেও ইহাদের অল্প বাস আছে। তাজেন্দের নিকটে আখাল তেকে ও মার্ভের নিকট মার্ভতেকে নামক ইহাদের সমস্ত শিবিরের দুইভাগ আছে। ইহাদের অল্প আবাদী জমী আছে। লুঠপাট ও পারস্যবাসীদিগকে ধরিয়া দাসরূপে বিক্রয় করাই ইহাদের উপজীবিকা। ইহাদের শিবিরসংখ্যা ৪০ হইতে ৬০ হাজার। মার্ভ ইহাদের কেন্দ্রস্থান। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইহাদের অনুরোধে মার্ভ রুষিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

(৮) গোল্‌কেন্—ইহারা কৃষিজীবী, গোর্ঘেন উপত্যকায় ৪৫ ক্রোশ ভূভাগে ইহারা ৮।১০ হাজার শিবিরে বাস করে। ইহারা পারস্যের অধীন। তেকেদিগের সহিত ইহাদের চিরবিবাদ। ইহাদের ১০টী বংশ আছে।

(৯) য়োমুট—ইহাদের দুইটী ভাগ আছে, তৈকি গোর্ঘেনয়োমুটগণ গোর্ঘেন নদীতীরে পারস্যের অধীনে বাস করে ও খিভা-য়োমুটগণ অক্ষুনদীর বামতীরে মরুপ্রদেশে বাস করে। পারস্যবাসীদিগকে ইহারা ক্রীতদাস করিয়া থাকে। ইহাদের শিবিরসংখ্যা ৪০।৫০ হাজার।

ইহাদের মধ্যে কোনরূপ রাজবিধি নাই। প্রত্যেকে নিজ নিজ শিবিরে স্ব স্ব প্রধান। ইহারা বৃদ্ধকে ও বীরকে মান্য করে। তাতারবংশে তাতারী পিতামাতার সন্তান ইহাদের সমধিক আদরণীয়। পারস্যের বিপক্ষে যদি ইহারা একত্র হয়, তবে পারস্যের আর আপনাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকে না। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৫ ফিট্ ৭ ইঞ্চি। মুখ শ্মশ্রুবিহীন, চক্ষু গোল ও ক্ষুদ্র, কিন্তু তীক্ষ্নদৃষ্টিসম্পন্ন। তাহারা আপনাদের মধ্যে পরস্পর সৌভ্রাত্রভাবে অবস্থান করে, কিন্তু বিদেশীর প্রতি বড় অত্যাচার করে, তবে অতিথিসেবী বটে। ইহাদের অস্ত্রের মধ্যে বাঁকা ক্ষুদ্র তরবারী (Sabre), দীর্ঘবর্ষা, বন্দুক বা পিস্তল। তেকেজাতির কামান আছে। স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী ও সতী। ইহারা অল্প বয়সে বিবাহ করে। বিবাহের সময় বর কন্যার শিবির আক্রমণ করিয়া কন্যাকে হরণ করিয়া থাকে। কন্যার নিকট একটী মৃত ছাগল থাকে, বর

নেকড়েবাঘের অনুকরণে সেটীও লইয়া আসে। ইহারা সুন্নিমতাবলম্বী মুসলমান।

(খ) উজবক। ইহারা হুই-হি ও উইগুর জাতির বংশধর। প্রথমে ইহারা খোতান, হামিল, কাশঘর ও তুর্ফান সহরের নিকটে বাস করিত, শেষে জকজর্ত্তিশ (সর-ই-দরিয়া) পার হইয়া ১৬শ খৃষ্টাব্দে বাল্থ, খারিজম্ (খিভা), বোখারা ও ফর্গনা অধিকার করিয়া বাস করিতেছে। ফর্গনা ও বাল্থে ইহারা কৃষিজীবী হইয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ ভ্রমণশীল ও যুদ্ধপ্রিয়।

(গ) নোগাই।—কাস্পীয় সাগরের পশ্চিমে ও কৃষ্ণ সাগরের উত্তরে এই জাতি বাস করে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ইহারা কাস্পীয় সাগরের পূর্ব্বতীরে ও ইর্ত্তিশনদীতীরে বাস করিত। কাল্মক নামক মোগল জাতীয়েরা প্রবল হইয়া ইহাদিগকে পশ্চিমে অস্ত্রাকান প্রদেশে দূরীভূত করে। রুষিয়ার প্রথম পিটার ইহাদিগকে সেখান হইতে ককেশীয় পর্ব্বতের উত্তরে তাড়াইয়া দেয়। সেইখানেই এখনও ইহারা আছে। ইহাদের একদল এখনও বল্‌গা নদীর তীরে বাস করিতেছে, তাহারা কাল্মকগণের অধীনে আছে। ককেশীয় পর্ব্বতে বজিয়েন ও কুমিয়িক নামক আরও দুইটী জাতি আছে।

(ঘ) বশখির।—অল্টাই পর্ব্বতের দক্ষিণে এই জাতির অধিক দিন হইতেই বাস আছে। ইহারা এখন মোঙ্গলীয়দিগের সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। ইহারা মূর্খ, বন্য ও রুষিয়ার অধীনে বাস করে। ইহাদের মধ্যে উফা গ্রামে মেশ্চেরাক নামে এক শ্রেণীর তুর্কী আছে, তাহারা পূর্ব্বে বল্‌গাতীরে বাস করিত।

(ঙ) করকল্পক। আরলহ্রদের তীরে এই জাতির বাস। ইহাদের কতক রুষিয়ার ও কতক খিভার খাঁয়ের অধীন।

(চ) সাইবিরীয়। সাইবিরীয়ায় যে সকল তুর্কী আছে, তাহারা পূর্ব্বে আরল হ্রদের তীরে বাস করিত। শেষে সাইবিরীয়ায় ঢুকিয়া শিবির নামে রাজ্য স্থাপন করে ও তাহার অধিপতি খাঁ উপাধি গ্রহণ করে। ইহাদের রাজ্যে টোবলস্ক, ইয়েনিসিস্ক ও টোমস্ক এই তিনটী প্রধান নগর। উয়াণহাট ও বরথা প্রভৃতি তুর্কীরা ইহাদের অন্তর্নিবিষ্ট। লেনানদীর তীরে ইয়াকুট জাতির মূলও তুর্কীজাতি হইতে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বৈকাল হ্রদের তীরে বাস করিত।

(ছ) কির্‌ঘিজ্। দক্ষিণ সাইবিরিয়ায় ওবি ও ইনিসি নদীর মধ্যে ইহারা পূর্ব্বে বাস করিত। এখন সেখানে মোঙ্গলীয় জাতি বাস করিতেছে। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে রুষেরা কির্‌ঘিজদিগকে জয় করে, তাহার পর তাহারা ক্রমশঃ বিতাড়িত হইয়া ১৮শ শতাব্দীতে সাইবিরীয়ার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন চীনাধিকৃত তুর্কীস্থানের মধ্যে বুরুট নামক স্থানে বাস করিতেছে। কাশঘর সহরের নিকট হইতে ইর্ত্তিশনদীর তীর পর্য্যন্ত স্থানে ইহাদের বাস অধিক। এই স্থানে ইহাদের বৃহৎ সম্প্রদায় বাস করে, ইহারা রুষিয়ার অধীন। ইয়েম্বা হইতে আরল হ্রদের তীর পর্য্যন্ত ইহাদের ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এবং ইয়েম্বা হইতে সারাসু পর্য্যন্ত স্থানে মধ্য সম্প্রদায় বাস করে।

(জ) এসিয়া মাইনর ও সিরীয়ার তুর্কীজাতিরা সেলজুকদিগের বংশধর এবং য়ুরোপীয় তুরুস্কের ওসমানলি তুর্কীরাও তুর্কীজাতির এক শাখা। (ইহাদের বিশেষ বিবরণ তুরুস্ক শব্দে দ্রষ্টব্য)।

(ঝ) আধুনিক সামরিক তাজক জাতীয়েরা অপেক্ষাকৃত সভ্য। ইহাদেরও পুরাবৃত্ত নির্ণীত হইয়াছে। তুরুস্কে ইহারা বাস করে।

(ঞ) উইগুর। ইহারাই তুর্কীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শাখা। ইহারা পূর্ব্বে চীনতাতারে বাস করিত। ইহারাই সর্ব্বপ্রথমে (নেষ্টোরীয় খৃষ্টানদিগের নিকট অক্ষর ও লিখনপ্রণালী লইয়া, তুর্কী ভাষাকে লিখিত ভাষায় পরিণত করে। নেষ্টোরীয় খৃষ্টানেরা ৪র্থ শতাব্দীতে ইহাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাদের হস্তলিখিত পুস্তকাদি হইতেই মধ্য এসিয়ার প্রাচীন ইতিহাস জানা যায়, কিন্তু পুস্তকের সংখ্যা বড়ই অল্প হইয়া গিয়াছে। যখন য়ুরোপের অধিকাংশ আধুনিক সভ্যজাতি মূর্খ ও বন্য ছিল, তখন ইহাদের মধ্যে পুস্তকের আদর খুব ছিল। খৃষ্টীয় ১০৬৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত ইহাদের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে রাজনীতি ও অর্থনীতির বিষয় লিখিত আছে।

তুর্কীস্থান, মধ্য এসিয়ার পশ্চিমাংশকে সাধারণতঃ তুর্কীস্থান বলে। সাইবিরিয়ার দক্ষিণে ও আফগানিস্থানের উত্তরে, কাস্পীয় সাগরের পূর্ব্বে ও তিব্বতের পশ্চিমে প্রকৃত তুর্কীস্থান অবস্থিত। ইহার তিনটী বিভাগ আছে। (১) উত্তর বা রুষ তুর্কীস্থান কির্‌ঘিজ জাতির ত্রিবিধ সম্প্রদায়ের দেশ, বোখারা, খোকন্দ ও খিভার কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত। (২) দক্ষিণ তুর্কীস্থান—এই ভাগে খিভার অপরাংশ, তুর্কমান এবং করকল্পকদিগের দেশ ও তাস্খন্দ। (৩) পূর্ব্বতুর্কীস্থান—চীনাধিকৃত বুচেরিয়া ইহার অন্তর্গত।

রুষ-তুর্কীস্থানের পশ্চিমে কাস্পীয় সাগর ও আরলনদী, পূর্ব্বে পামীর মালভূমি, তিয়ানসান্ ও অল্টাই পর্ব্বত, উত্তরে

কির্‌ঘিজ মালভূমির পর্ব্বতমালা। ইহা রুষিয়ার অধীনে পশ্চিম সাইবিরীয়ার সহিত একত্র শাসিত হয়।

রুষপতি পশ্চিম তুর্কীস্থানের মধ্যে প্রথমে জক্‌জর্ত্তিশ নদীর তীরস্থ প্রদেশ, তৎপরে অক্ষুনদীর তীরস্থ প্রদেশ, তৎপরে তাসকন্দ (১৮৬৫) এবং তৎপরে খিভা (১৮৭৩ খৃঃ অব্দে) জয় করিয়া লইয়াছেন।

পূর্ব্ব তুর্কীস্থান কাশঘরিয়া বা ক্ষুদ্র বোখারা নামেও কথিত হয়। চীনেরা ইহাকে নান-লূ বলে। পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানেরা ইহার অন্তর্গত ছয়টী সহরের নামানুসারে ইহাকে অলটিসহর বা জেটিসহর বলে। ইহার পূর্ব্বে গোবিমরু। ইহার মধ্যে কিউএন্‌লন্‌, কারাকোরম্‌, মুযতাঘ (তুষার-পর্ব্বত), তাঘডুঙ্গ্‌বাস (পর্ব্বতেন্দ্র) প্রভৃতি বিখ্যাত পর্ব্বতমালা আছে। পামীর মালভূমি ইহার পশ্চিমে। কিউএন্‌লন্‌ পর্ব্বতে স্বর্ণখনি আছে। কারাকোরমে তামা, সীসা ও গন্ধক উৎপন্ন হয়।

খৃষ্টাব্দের আরম্ভকালে ইহা চীনের অধীন ছিল। চঙ্গেজ খাঁ ইহা জয় করিয়া লয়েন। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনেরা ইহা পুনরধিকার করিয়াছে। তৈমুর শাহই কাশঘরে প্রথম রাজা হন। ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে তুর্ফান ও তাসিল সহরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়, এখনও তাহার চিহ্নমাত্র আছে। মহম্মদের বংশধরেরা খাজা নামে অভিহিত, তাঁহারাই ধর্ম্মযাজক ও অদ্ভুতকর্ম্মা। ইহারাই দুই দলে (শ্বেত ও কৃষ্ণ) বিভক্ত হইয়া কিয়দ্দিন এ প্রদেশে অরাজকতা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। শ্বেত দলের সর্দ্দার খোজা অপাক কৃষ্ণ দলের সর্দ্দার ইস্মাইল কর্ত্তৃক কাশঘর হইতে ১৭শ শতাব্দীতে বিতাড়িত হন। তিনি জুঙ্গরিয়ার কালমক সর্দ্দার গল্‌দান্‌ খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে গল্‌দান্‌ খাঁ তিয়ান্‌সান্‌ পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ ভূভাগ আক্রমণ করেন এবং কাশঘরের খাঁর পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া আনেন। তিনি শ্বেত দলের সর্দ্দারকে (তাঁহার অধীন) ঐ সকল স্থানের শাসনভার প্রদান করেন। তৎপরে বহুবর্ষ ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছিল। এক এক জন করিয়া অনেকেই প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। তবে জুঙ্গরিয়ার খাঁনেরাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে চীনেরা জুঙ্গরিয়া আক্রমণ করিয়া শ্বেত দলকে প্রশ্রয় দেয়। অবশেষে ইহারা তুর্কীস্থান অধিকার করিয়া বসে।

এখানে তুর্কীভাষা ও উইগুর অক্ষর প্রচলিত। প্রাচীন সিরীয়ক অক্ষর হইতে উইগুর অক্ষর বাহির হইয়াছে, এখানকার মোগল ও মাঞ্চু জাতিই ঐ অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকে।

তুর্কীস্থানের প্রধান নগর তিনটী। ১ এল্‌চি—(অক্ষা° ৩৬° ৫০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ২০´ পূঃ, ৫০০০ ফিট্‌ উচ্চ), ২ য়র্কন্দ—(অক্ষা° ৩৮° ১০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° পূঃ, ৪২০০ ফিট্‌ উচ্চ), ও ৩ কাশঘর (অক্ষা° ৩৯° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ৫০´ পূঃ, ৩৫০০ ফিট্‌ উচ্চ)। ইহার মধ্যে এল্‌চিতে বারমাসই শীত এবং কাশঘরে বারমাসই গরম। কাশঘরে বরফ পড়ে বটে, কিন্তু অধিককাল থাকে না। কিন্তু য়র্কন্দে বরফ পড়িয়া ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত পথঘাট ঢাকা থাকে।

তূর্ণ (ক্লী) ত্বর ভাবে ক্ত পক্ষে ইড়ভাব তত উট্‌ নিষ্ঠাতস্য ন (জ্বরত্বরেতি। পা ৬।৪।২০) ইতি উট্‌। রদাভ্যাং নিষ্ঠাত ইতি। পা ৮।২।৪২ ইতি তস্য ন) ১ শীঘ্র। ২ ত্বরাযুক্ত।

"চূর্ণমানীয়তাং তূর্ণং পূর্ণচন্দ্রনিভাননে।
পর্ণানি স্বর্ণবর্ণানি সীদন্ত্যাকর্ণলোচনে॥" (উদ্ভট)

তূর্ণাশ (ক্লী) তূর্ণমশ্নুতে অশ্‌ অচ্‌। ১ উদক, জল। "প্রতিশ্রুতায় বো বৃষত্তূর্ণাঃ" (ঋক্‌ ৮ ৩২।৪) 'তূর্ণাশং উদকং ভবতি' (সায়ণ)

তূর্ণি (পুং) ত্বরতে ত্বর নি স চ নিৎ। "বহ্নিশ্রিশ্রু যুদ্রাগ্রাহাত্বরিভ্যোনিৎ। উন্‌ ৪।৫১) ১ মল। ২ ত্বরা। ৩ মনস্‌ (ত্রি) ৪ ক্ষিপ্র। ৫ ক্ষিপ্রগামী। "অপো যস্তূর্ণিশ্চরতি প্রজানন্‌" (ঋক্‌ ১০।৮৮।৬) তূর্ণিস্ত্বরমাণঃ' (সায়ণ)।

তূর্ণ্যর্থ (ত্রি) শীঘ্র গমনযুক্ত ত্বরিত গমনযুক্ত "প্রযতৎস্তোতা জরিতা তূর্ণ্যর্থঃ" (ঋক্‌ ৩।৫২।৫) তূর্ণ্যর্থঃ ত্বরিতগমনাঃ' (সায়ণ)

তূর্ত (ক্লী) ত্বর-ক্ত উঠ্‌ বেদে ন নিষ্ঠাতস্য ন। ১ ক্ষিপ্র "যদৈক্ষিপ্রং তত্তূর্তং" (শতপথব্রা° ৬।৩।২।২)।

তূর্য্য (ক্লী) তূর্য্যতে তাড্যতে তুর্‌ ণ্যৎ। বাদ্যভেদ

"সতূর্য্যশতশঙ্খানাং ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ
(ভারত ১।১১৩।৪৪)।

তূর্য্যখণ্ড (পুং) তূর্য্যস্য খণ্ডইব। বাদ্যভেদ দ্রগড়বাদ্য। কোন কোন স্থানে তূর্য্যগণ্ড এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

তূর্য্যময় (ত্রি) তূর্য্যস্বরূপঃ স্বরূপে ময়ট্‌। তূর্য্যস্বরূপ। বাদ্যভেদ।

তূর্ব্ব (ক্লী) তুর্ব-অচ্‌ রেফে পূর্ব্বাণো দীর্ঘঃ। ১ ক্ষিপ্র, তূর্ণ।

তূর্ব্বযাণ (ত্রি) তূর্ব্বং যানং যস্য। ক্ষিপ্রগামী "তূর্ব্বযাণো গূর্ত্তবচস্তমঃ" (ঋক্‌ ১০।৬১।২) তূর্ব্বযাণস্তূর্ণগমনঃ' (সায়ণ)

একজন রাজা। ইন্দ্র ইহার শত্রুনাশ করিয়াছিলেন। সায়ণাচার্য্য ইহাকে দিবোদাস হইতে অভেদ কল্পনা করিয়াছেন।

তূর্ব্বি (ক্লী) তুর্বইন্‌ দীর্ঘঃ। ১ ক্ষিপ্র "বা বৃধানায় তূর্ব্বয়ে" (ঋক্‌ ৯।৪২।৩)

তূল (ক্লী) তূলয়তে পূরয়তি সর্ব্বং ব্যাপকত্বাৎ তূল-ক। ১ আকাশ। ২ অশ্বত্থপত্রাকার বৃক্ষবিশেষ, পলাশপিপুল, তুঁত। পর্য্যায়—তূদ, ব্রহ্মকাষ্ঠ, ব্রাহ্মণেষ্ট, পূষক, ব্রহ্মদারু, সুপুষ্প, সুরূপ, নীলবৃন্তক, ক্রমুক, বিপ্রকাষ্ঠ, মদসার। গুণ—মধুর, অম্ল, দাহনাশক, বলকারক, কষায় ও কফনাশক। (রাজনি°) [তুঁত দেখ।] (পুং) ৩ কার্পাসাদি বীজজাত, বস্ত্রোপাদান, তুলা। পর্য্যায়—পিচু, পিচুল, পিচুতুল, তূলপিচু।

"সর্ব্বং দহতি গঙ্গাম্ভস্তূলরাশিমিবানলঃ।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে ঈষিকা শব্দের পর তূল শব্দ থাকিলে ঈষিকা শব্দের আকার হ্রস্ব হয়। যথা "ঈষিকতূলং"।

তূর্য্যাচার্য্য (পুং) তূর্য্যস্য আচার্য্যঃ ৬তৎ। যিনি বাদ্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন।

তূর্য্যাজীব (ত্রি) তূর্য্যং আজীবঃ জীবিকা যস্য। (Musician) বাদ্যব্যবসায়ী।

তূলক (ক্লী) তূল স্বার্থে কন্। তূল।

তূলকার্ম্মুক (ক্লী) তূলায় তূলস্ফোটনায় কার্ম্মুকমিব। তূলস্ফোটনার্থধনুঃ, তুলা ধুনিবার যন্ত্র, ধুনথারা। পর্য্যায়—পিঞ্জল। (ত্রিকা°) এই যন্ত্রে তুলা পরিষ্কৃত হয়।

তূলচাপ (পুং) তূলায় তূলস্ফোটনায় চাপইব। তূলকার্ম্মুক, তুলাধুনিবার যন্ত্র।

তূলনালিকা (স্ত্রী) তূলনির্ম্মিতা নালিকা। পিঞ্জিকা, তুলার পাঁইজ। সূত্র প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে তুলার পাঁইজ করিয়া লইতে হয়।

তূলনালী (স্ত্রী) তূলনির্ম্মিতা নালী। তুলার পাঁইজ, পিঞ্জিকা।

তূলপিচু (পুং) পিচ্-কুন্ তূলপ্রধানঃ পিচুঃ। তূলবৃক্ষ, তুলার গাছ।

তূলফল (পুং) অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ।

তূলমূল (ক্লী) কাশ্মীরের চন্দ্রভাগাস্থ একটী জনপদ।

"তূলমূলাপহর্ত্তা চ চন্দ্রভাগাতটে স্থিতঃ।" (রাজত° ৪।৬৩৯)

তূলবতী (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ, হিন্দীতে তুলী।

তূলবৃক্ষ (পুং) তূলস্য বৃক্ষঃ। তুলার গাছ, শাল্মলীবৃক্ষ।

তূলশর্করা (স্ত্রী) তূলস্য শর্করেব। কার্পাসবীজ।

তূলসেচন (ক্লী) তূলস্য সেচনং ৬তৎ। তূলসূত্রকর্ত্তন, কাট্‌নাকাটা।

তূলা (স্ত্রী) তূল-অচ্ ততঃ টাপ্। কার্পাসী, কাপাসগাছ। ২ বর্ত্তি, শলিতা। (শব্দর°)

তূলি (স্ত্রী) তূল ইন্ সচ কিৎ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) স্বনামখ্যাত চিত্রকরোপকরণ, চিত্রকরের বর্ত্তিকা, তুলি।

তূলিকা (স্ত্রী) তূলিরেব স্বার্থে কন্। চিত্রকরোপকরণ, তূলী, পর্য্যায়—ঈষিকা, ঈষীকা, ইষীকা, তূলি, তূলী। ২ বীরণাদিশলাকা। ৩ দ্রবসুবর্ণপরীক্ষার্থ শলাকা। ৪ দ্রব সুবর্ণ ঢালিবার পাত্র, মুচি। তূল-ঠন্ কাপি অতইত্বং। ৫ শয্যোপকরণবিশেষ, তোষক।

"কঞ্চুকং তূলগর্ভঞ্চ তূলিকাং সুপবীথিকাং।" (কাশী° ৪।৯৭)

তূলিনী (স্ত্রী) তূলোঽস্ত্যস্যা ইনি ঙীষ্। ১ শাল্মলীবৃক্ষ। ২ লক্ষ্মণাকন্দ। (ত্রি) ৩ তূলযুক্ত।

তূলিফলা (স্ত্রী) তূলি তূলবৎ ফলং যস্যাঃ। শাল্মলীবৃক্ষ। (রত্নমা°)

তূবর (পুং) তু-বাহুলকাৎ বরচ্ দীর্ঘশ্চ। ১ তুপরশব্দার্থ। ২ কষায় রস। (ত্রি) ৩ কষায়রসযুক্ত।

তূবরিকা (স্ত্রী) তূবর সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ অতইত্বং। ১ আঢ়কী, অরহর। ২ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, ফট্‌কিরি।

তূবরী (স্ত্রী) তূবর গৌরা° ঙীষ্। ১ আঢ়কী। ২ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা।

তূষ্ণীংশীল (ত্রি) তূষ্ণীংশীলং যস্য। মৌনাবলম্বী। পর্য্যায়—তূষ্ণীক।

তূষ্ণীক (ত্রি) তূষ্ণীং শীলং যস্য। (শীলে কো মলোপশ্চ। পা ৫।৩।৭৩ ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা কঃ মলোপশ্চ।) মৌনী, মৌনাবলম্বী।

"আসীনমপি তূষ্ণীকমনুরজ্যন্তি তং প্রজা।" (ভারত ৫।৩৪।২৩)

তূষ্ণীকাং (অব্য) তূষ্ণীম্ কাং (অকচ্ প্রকরণে তূষ্ণীমঃ কাং বক্তব্যঃ। পা ৫।৩।৭২ ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা কাং) মৌন।

তূষ্ণীগঙ্গং (অব্য) তূষ্ণীং গঙ্গা যত্র বহুব্রীহ্যর্থে অব্যয়ীভাবঃ। দেশভেদ। "তূষ্ণীগঙ্গে চ কৌন্তেয় সামাত্যঃ সমুপস্পৃশ।" (ভারত বনপ° ১৩৫ অ°)

তূষ্ণীম্ (অব্য) তুষ বাহুলকাৎ নীম্। মৌন।

"ভুজ্যমানং পরৈস্তূষ্ণীংনস তল্লব্ধুমর্হতি।" (মনু ৪।১৪৭)

তূষ্ণীংশব্দ উপপদ হইলে ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত্বা ও ণমুল্ হয়। যথা তূষ্ণীংভূয়ং তূষ্ণীম্ভাব।

তূষ্ণীম্ভব (পুং) তূষ্ণীংভূ-ঘঞ্। মৌনাবলম্বন, নিস্তব্ধতা।

তূষ্ণীম্ভূত (ত্রি) তূষ্ণীং ভূ-ক্ত। মৌন, নীরব, নিস্তব্ধ।

তূস্ত (ক্লী) তুস-বাহুলকাৎ তন্ দীর্ঘশ্চ। ১ রেণু। ২ জটা। ৩ চাপ। ৪ সূক্ষ্মপদার্থ, অণু।

তৃংহণ (ক্লী) তৃহ ভাবে ল্যুট্। হিংসন।

তৃকন্ (পুং) স্তেন, চৌর। (নিঘণ্টু) ইহার পাঠান্তর রিকন্।

তৃক্ষ (পুং) তৃক্ষ-অচ্। কশ্যপ ঋষি। তস্য অপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্, তার্ক্ষ্য।

তৃক্ষাক (পুং) তৃক্ষ আকন্। ঋষিভেদ। তস্য অপত্যং শিবা° অণ্। তদপত্য, তাহার অপত্য।

তৃক্ষি (পুং) তৃক্ষ-ইন্। ত্রসদস্যুর পুত্র ঋষিভেদ। "যেভিস্তৃক্ষিং বৃষণা" (ঋক্ ৮।২২।৭) 'ত্রসদস্যোঃ পুত্রং তৃক্ষিং' (সায়ণ)

তৃত্থ (ক্লী) তৃষ-ক পৃষো' সাধুঃ। জাতীফল, জায়ফল।

তৃচ (ত্র্যচ) (ক্লী) তিসৃণামৃচাং সমাহারঃ ত্রিস্র ঋচো যত্র বা, অচ্ সমাসান্তঃ সম্প্রসারণং। সমানদেবতা ও সমান ছন্দক ঋকত্রয়, এই ঋকের দেবতা ও ছন্দ সমান। (ত্রি) এই ঋক্‌যুক্ত অনুবাক সূত্রাদি।

"মধুবাতা তৃচং জপেৎ।" (হেমাদ্রি) সম্প্রসারণ না হইলে "ত্র্যচ" এইরূপ হয়।

তৃণ (ক্লী) তৃণ্যতে ভক্ষ্যতে তৃণ-ঘঞ্ বা তৃহ-ক্ন-হকারলোপশ্চ (তৃহেঃ ক্নো হলোপশ্চ। উণ্ ৫।৮) নড়াদি, চিনাখড়। পর্য্যায়—অর্জ্জুন, ত্রিণ, খট, খেট্ট, হরিত, তাণ্ডব। (শব্দর')

"তৃণেন বাত্যেব তয়াহনুগম্যতে"। (নৈষধ)

(পুং) তৃণস্য অয়ং শিবা' অণ্। তার্ণ, তৃণজন্য বহ্নি। গোদিগকে তৃণ দিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। ধনিষ্ঠাদি পঞ্চ নক্ষত্রে গৃহের জন্য তৃণ ও কাষ্ঠ আহরণ করিতে নাই। আহরণে অগ্নি, চৌরভয়, রোগ, রাজপীড়া ও ধনক্ষয় হয়।

"অগ্নিচৌরভয়ং রোগোঃ রাজপীড়াধনক্ষতিঃ।
সংগ্রহে তৃণকাষ্ঠানাং কৃতে বস্বাদিপঞ্চকে।" (জ্যোতিসারস')

২ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, রামকর্পূর। পর্য্যায়—কুতৃণ, তৃণ, সুগন্ধ, শীত, সুশীতল। (বৈদ্যকরত্ন')

তৃণক (ক্লী) তৃণং স্বল্পার্থে কন্। ১ স্বল্পতৃণ। ২ চীনাক, চীনেধান।

তৃণকর্ণ (পুং) তৃণমিব কর্ণোহস্য। ঋষিভেদ, একজন ঋষি। তৃণকর্ণস্য অপত্য' শিবা' অণ্। তার্ণকর্ণ, তৃণকর্ণের অপত্য।

তৃণকাণ্ড (ক্লী) তৃণানাং সমূহঃ দূর্ব্বাদিত্বাৎ কাণ্ডচ্। তৃণসমূহ।

তৃণকীয় (ত্রি) তৃণ-মত্বর্থে-ছ নড়াদিত্বাৎ কুক্‌চ। তৃণভব।

তৃণকুঙ্কুম (ক্লী) তৃণসম্ভূতং কুঙ্কুমং। সুগন্ধ দ্রব্যভেদ, পর্য্যায়—তৃণাসৃক্, পক্ষি, তৃণশোণিত, তৃণপুষ্প, গন্ধাধিক, তৃণোত্থ, তৃণগৌর, লোহিত। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, বায়ু, শোফ, কণ্ডূ, কোষ্ঠ ও আমদোষনাশক, পরমভাস্বর। (রাজনি')

তৃণকুটী (স্ত্রী) তৃণাচ্ছাদিতা কুটী। তৃণাচ্ছাদিত গৃহ, কুড়ে-ঘর, খড়োঘর। (ত্রিকাণ্ড) পর্য্যায়—কায়মান।

তৃণকুটীরক (ক্লী) তৃণৌকঃ। (হেম') তৃণনির্ম্মিত গৃহ, খড়ের ঘর।

তৃণকূট (পুং ক্লী) তৃণরাশি, তৃণস্তূপ।

তৃণকূর্ম্ম (পুং) তৃণময়ঃ কূর্ম্মঃ। তুম্বী। (শব্দমা')

তৃণকেতকী (স্ত্রী) তবক্ষীর ভেদ।

তৃণকেতু (পুং) তৃণেষু কেতুরিব। ১ বংশবৃক্ষ, বাঁশগাছ। ২ তালবৃক্ষ।

তৃণকেতুক (পুং) তৃণকেতু-স্বার্থে কন্। বংশ, বাঁশ।

তৃণগড় (পুং) ১ সমুদ্রের একপ্রকার কর্কট। ২ কীটভেদ, উচ্চিঙ্গট, উচ্চিঙ্গড়া।

'উচ্চিঙ্গটস্তৃণগড়শ্বৎস্যকোপনয়োঃ পুমান্।' (মেদিনী)

তৃণগন্ধা (স্ত্রী) তৃণবৎ গন্ধো যস্যাঃ। বিদারী, শালপর্ণী, শালপাইনগাছ।

তৃণগোধা (স্ত্রী) তৃণস্য গোধেব ক্ষুদ্রত্বাৎ। ১ চিত্রকোল, কৃকলাস, কাঁকলাস। ২ তৃণজলৌকা।

তৃণগৌর (ক্লী) সুগন্ধ দ্রব্যভেদ, তৃণকুঙ্কুম। (রাজনি')

তৃণগ্রন্থি (স্ত্রী) তৃণমিব গ্রন্থির্যস্য। স্বর্ণজীবন্তীবৃক্ষ, সোণা জীবই। (হিন্দী)

তৃণগ্রাহিন্ (পুং) তৃণং গৃহ্লাতি তৃণ-গ্রহ-ণিনি। মণিবিশেষ, নীলমণি, কাফুরদানা। পর্য্যায়—শূকাপুট্ট, তৃণমণি। (হারাবলী)

তৃণচর (পুং) তৃণেষু চরতি চর-অচ্। ১ গোমেদমণি। (ত্রি) ২ তৃণচারিমাত্র।

তৃণজম্ভন্ (ত্রি) তৃণং জম্ভো ভক্ষং যস্য (জম্ভাসুহরিততৃণ-সোমেভ্যঃ। পা ৫।৪।১২৫) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ তৃণভক্ষক। তৃণমিব জম্ভো দণ্ডো যস্য। ২ তৃণতুল্য দন্ত-যুক্ত, তৃণবর্ণদন্তবিশিষ্ট।

তৃণজলায়ুকা (স্ত্রী) তৃণাকারা তৃণজাতা বা জলায়ুকা। জলৌকাভেদ, ছিনেজোঁক। "তদ্যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা আত্মানং উপসংহরত্যেবমেবায়ং পুরুষঃ।"

(শতপথব্রা' ১৪।৭।২।৪)

তৃণজলূকা (স্ত্রী) জলৌকাভেদ, ছিনেজোঁক।

"যথা তৃণজলূকেয়ং নাপযাত্যপযাতি চ।" (ভাগ' ৪।২৯।৭৬)

তৃণজলৌকান্যায় (পুং) নৈয়ায়িকগণ এই ন্যায়ের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন—তৃণ ও জলৌকার ন্যায় জীবের অপর দেহ সংযোগ দ্বারা পূর্ব্বদেহপরিত্যাগরূপ ন্যায়ভেদ।

জলৌকা যেরূপ একটী তৃণ আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করিতে পারে না।

তৃণজাতি (স্ত্রী) তৃণমেব জাতিঃ। উলপাদি খড়।

তৃণজীবন (ত্রি) তৃণেন জীবতি জীব-ল্যুট্। যে সকল জীব তৃণ ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে।

তৃণজ্যোতিষ (ক্লী) তৃণেষু মধ্যে জ্যোতিঃ জ্যোতিষ্মতঃ। জ্যোতিষ্মতীলতা, এই লতা রাত্রিকালে দীপ্তিযুক্ত হয়।

(শব্দার্থচি')

তৃণতা (স্ত্রী) তৃণমিব তায়তে তায়-ক্বিপ্। ১ ধনু। তৃণস্য ভাবঃ তল্। ২ তৃণত্ব, তৃণের ভাব, তৃণের ধর্ম্ম।

তৃণদ্রুহ্ (পুং) তৃণ-দ্রুহ-ক্বিপ্। বাড়বাগ্নি।

তৃণদ্রুম (পুং) তৃণমিব দ্রুমঃ অসারত্বাৎ। ১ নারিকেল ২ তাল। ৩ গুবাক। ৪ তালী, তাড়িয়াৎ গাছ। ৫ কেতকী, কেয়াগাছ। ৬ খর্জ্জুর। ৭ হিন্তাল, হেঁতালগাছ। ইহাদিগের নির্যাসগুণ—শীতল, লঘু, মোহন, বলকারক, হৃদ্য, তৃষ্ণা ও সন্তাপনাশক।

তৃণধান্য (ক্লী) তৃণবহুলং ধান্যং। ধান্যবিশেষ, নীবার, উড়িধান।

তৃণধ্বজ (পুং) তৃণেষু ধ্বজইব। ১ তালবৃক্ষ। ২ বংশবৃক্ষ, বাঁশগাছ।

তৃণধান্যক (ক্লী) তৃণধান্য-কন্। কঙ্গুধান্যাদি।

তৃণনিম্ব (পুং) তৃণাকারঃ নিম্বঃ। নেপালনিম্ব, কিরাততিক্ত, চিরেতা। (রাজনি°)

তৃণপ (পুং) তৃণং পাতি পা-ক। গন্ধর্ব্বভেদ।

তৃণপঞ্চমূল (ক্লী) তৃণরূপাণাং পঞ্চানাং মূলং। পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট পাচন। কুশ, কাশ, শর, দর্ভ, ইক্ষু এই পাঁচটী তৃণপঞ্চ ইহার মূল।

"কুশঃ কাসঃ শরোদর্ভো ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবং।
পঞ্চতৃণমিদং খ্যাতং তৃণকং পঞ্চমূলকং॥" (রাজনি°)

শালি, ইক্ষু, কুশ, কাশ, শর এই পাঁচটীও তৃণপঞ্চক, ইহাদিগের মূলগুণ তৃষ্ণা, দাহ, পিত্ত, অস্‌রক্ ও মূত্রনাশক। (রাজনি°)

তৃণপত্তি (পুং) রাজঘাস, কালাঘাস, কালাকর্পূর।

তৃণপত্রিকা (স্ত্রী) তৃণস্যেব পত্রমস্ত্যাস্যাঃ ঠন্ টাপ্। ইক্ষুদর্ভ-তৃণ, গুণ্ডাশিনী তৃণ। (রাজনি°)

তৃণপত্রী (স্ত্রী) তৃণমিব পত্রমস্যাঃ ঙীষ্। তৃণপত্রিকা, গুণ্ডাশিনী।

তৃণপদী (স্ত্রী) তৃণস্যেব পাদোঽস্যাঃ অন্ত্যালোপঃ ঙীষি পত্তাবঃ। তৃণতুল্য মূলযুক্ত লতা, যে লতা তৃণের সদৃশ মূলবিশিষ্ট।

তৃণপানি (পুং) ঋষিভেদ।

তৃণপীড় (ক্লী) তৃণস্যেব পীড়া যত্র। যুদ্ধভেদ।

"তৃণপীড়ং যথাকামং পূর্ণযোগং সমুষ্টিকং।" (ভারত স° ২২ অ°)

তৃণপুষ্প (ক্লী) তৃণস্য পুষ্পমিব। তৃণকুঙ্কুম, গন্ধদ্রব্যভেদ (রাজনি°)

তৃণপুষ্পিকা (স্ত্রী) সিন্দুরপুষ্পীবৃক্ষ।

তৃণপুষ্পী (স্ত্রী) তৃণমিব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। সিন্দুরপুষ্পীবৃক্ষ, সিন্দুরিয়া ফুলগাছ। (হিন্দী)

তৃণপূলক (পুং ক্লী) ক্লীববিশেষ।

তৃণপূলী (স্ত্রী) তৃণস্য পূলঃ সংহতির্যত্র গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। চঙ্কা, চাঁচ, দরমা

তৃণমণি (পুং) তৃণগ্রাহকোমণিঃ। তৃণগ্রাহিমণিভেদ, তৃণগ্রাহী

তৃণমৎকুণ (পুং) প্রতিভূ, জামিন। (ত্রিকা°)

তৃণময় (ত্রি) তৃণস্য বিকারঃ তৃণ-ময়ট্। তৃণবিকার, তৃণরচিত।

"কুর্য্যাৎ তৃণময়ং চাপং শয়ীত মৃগশায়িকাং।"(ভারত ১।১৪৫ অ°)

তৃণময়ী (স্ত্রী) তৃণময়-ঙীপ্। তৃণনির্ম্মিতা।

তৃণমল্লিকা (স্ত্রী) মল্লিকাপুষ্পভেদ, কাঠমল্লিকা ফুলগাছ।

তৃণমূল (ক্লী) [তৃণপঞ্চমূল দেখ।]

তৃণমেরু (পুং) রুদ্রাক্ষবৃক্ষ

তৃণরাজ (পুং) তৃণেষু রাজতে রাজ-অচ্ বা তৃণস্য রাজা তালবৃক্ষ।

তৃণরাজবর্গ (পুং) তৃণরাজানাং বর্গঃ। বৃক্ষসমূহ, গুবাক, তাল, হিন্তাল, তাড়ী, কেতকী, খর্জ্জুর, নারিকেল এই ৭টী বৃক্ষ তৃণ-রাজবর্গ। ইহাদের পত্রাদি দ্বারা দন্তধাবন করিতে নাই।

"গুবাকতালহিন্তালাস্তথা তাড়ী চ কেতকী।
খর্জ্জুরনারিকেলৌ চ সপ্তৈতে তৃণরাজকঃ॥
তৃণরাজশিরাপত্রৈর্ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং।" (আহ্নিকত°)

তৃণবল্বজা (স্ত্রী) তৃণরূপা বল্বজা। বল্বজাতৃণ, হিন্দীভাষায় সাবে বাগে। (রাজনি°)

তৃণবিন্দু (পুং) একজন মহর্ষি। এই ঋষি চতুর্বিংশ দ্বাপরে বেদ সকল বিভাগ করিয়া বেদব্যাস হন।

"তৃণবিন্দুস্তথা ব্যাসঃ ভার্গবস্তু ততঃপরং।" (দেবীভাগ° ১।৩।৩২)

তৃণবিন্দুসরোবর (পুং) তৃণবিন্দোঃ সরোবরঃ ৬তৎ। তৃণবিন্দু ঋষির সরোবর রূপ তীর্থ, এই সরোবর কাম্যকবনের নিকট-বর্ত্তী মরুভূমির প্রান্তভাগে অবস্থিত। (ভারত বন ২৫৭ অ°)।

তৃণবীজ (ক্লী) তৃণস্য বীজং ৬তৎ। শ্যামাক, নীবার, উড়িধান।

তৃণবীজোত্তম (পুং) তৃণবীজেষু উত্তমঃ। শ্যামাক, তৃণধান্য।

তৃণবৃক্ষ (পুং) তৃণমিব বৃক্ষঃ অসারত্বাৎ। ১ নারিকেল। ২ তাল। ৩ গুবাক। ৪ তালী। ৫ কেতকী। ৬ খর্জ্জুরী। ৭ হিন্তাল।

তৃণশীত (ক্লী) তৃণেষু শীতং শীতলং। কতৃণ, গন্ধতৃণ, গন্ধখড়। রত্নমা°)

তৃণশীতা (স্ত্রী) তৃণেষু শীতা। জলপিপ্পলী।

তৃণশূন্য (ক্লী) তৃণমিব শূন্যং ফলরহিতং। ১ কেতকীপুষ্প। ২ মল্লিকা। ৩ নাগরঙ্গ, নারাঙ্গানেবু। (ত্রি) তৃণেন শূন্যং। ৪ তৃণরহিত।

তৃণশূলী (স্ত্রী) তৃণং শূলমিব তীক্ষ্ণাগ্রং যস্যাঃ গৌরা° ঙীষ্। লতাভেদ

তৃণশোণিত (ক্লী) তৃণকুঙ্কুম, কুঙ্কুম ঘাস।

তৃণশোষক (পুং স্ত্রী) তৃণমপি শোষয়তি শুষ-ণিচ্ অণ্। রাজিমৎ জাতীয় সর্পভেদ।

তৃণশৌণ্ডিকা (স্ত্রী) তৃণেষু শৌণ্ডিকা। লঘুকেতকী বৃক্ষ। (পারস্কর নির্ঘণ্ট)।

তৃণষট্পদ (পুং, তৃণমিব ষট্পদঃ। বরোল, বোলতা। (হারা°)

তৃণসংজ্ঞক (পুং) তৃণং সংজ্ঞা যস্য। তৃণসমূহ। কুশ, কাশ, নল, দর্ভ, কাণ্ড, ইক্ষু, ইহারা তৃণসংজ্ঞক। (সুশ্রুত)

তৃণসারা (স্ত্রী) তৃণস্যেব সারো যস্যাঃ। কদলী গাছ।

তৃণসিংহ (পুং) তৃণেষু সিংহ ইব তন্নাশকত্বাৎ। কুঠার, কুড়ালী।

তৃণসোমাঙ্গিরস্ (পুং) দক্ষিণদিকৃস্থিত যুধিষ্ঠিরের ঋত্বিক্ (পুরোহিত) ভেদ। উন্মুচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, দৃঢ়ব্য, উর্দ্ধবাহু, তৃণসোমাঙ্গিরা ও মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য এই ৭ জন ঋষি ধর্ম্মরাজের পুরোহিত এবং ইহারা দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেন। (ভারত অনুশা° ১৫০ অ°)

তৃণস্কন্দ (পুং) তৃণমিব স্কন্দতি স্কন্দ-অচ্। তৃণবৎ চঞ্চলস্বভাব, তৃণের মত চঞ্চল স্বভাবযুক্ত। "তৃণস্কন্দস্য নু বিশঃ" (ঋক্ ১। ১৭২।৩) 'তৃণস্কন্দস্য তৃণবচ্চঞ্চলস্বভাবস্য' (সায়ণ)

তৃণহর্ম্ম্য (পুং ক্লী) তৃণাচ্ছাদিতো হর্ম্ম্যঃ। তৃণযুক্ত অট্টালিকা, অট্টালিকার উপরিস্থ তৃণনির্ম্মিত ঘর, পর্য্যায়—মঘট। (হারা°)

তৃণাংঘ্রিপ (পুং) তৃণরূপঃ অঙ্ঘ্রিপঃ। মস্থানকতৃণ। (রাজনি°)

তৃণাগ্নি (পুং) তৃণজাতঃ অগ্নিঃ। তার্ণ অগ্নি, খড়ের আগুন।

তৃণাঞ্জন (পুং) তৃণমিব অঞ্জনঃ। কৃকলাস, আজনাই।

তৃণাটবী (স্ত্রী) তৃণপ্রচুরা অটবী। তৃণময় বন।

তৃণাঢ্য (ক্লী) তৃণেষু আঢ্যং। পর্ব্বতজাত তৃণ।

তৃণাদি (পুং) তৃণ আদি করিয়া সপ্রত্যয় নিমিত্ত পাণিন্যুক্ত গণবিশেষ। তৃণ, নড়, মূল, বন, পর্ণ, বর্ণ, বরাণ, বিল, পুল, ফল, অর্জ্জুন, অর্ণ, সুবর্ণ, বল, চরণ, বসু এইগুলি তৃণাদি। (পাণিনি)

তৃণান্ন (ক্লী) তৃণস্য তৃণধান্যস্য অন্নং। উড়িধানের ভাত।

তৃণামল্ল (ক্লী) ত্রিমল্ল, তৃণবল্লীতীর্থ।

তৃণাম্ল (ক্লী) তৃণেষু অম্লং। লবণ তৃণ। (রাজনি°)

তৃণারণিন্যায় (পুং) ন্যায়ভেদ, তৃণ ও অরণি অগ্নিজননে যেরূপ পরস্পর নিরপেক্ষ কারণ, অর্থাৎ যে কারণে তৃণ হইতে অগ্নি জন্মে, সেই কারণে অরণি হইতে অগ্নি জন্মে না, অগ্নিজননের প্রতি দুয়েরই পরস্পর ভিন্ন কারণ। যেখানে এইরূপ কারণের পরস্পর ভিন্নতা বোধ হইবে, সেইখানে এই ন্যায় হইবে। [ন্যায় দেখ।]

তৃণাবর্ত্ত (পুং) তৃণং আবর্ত্তয়তি ভ্রময়তি আ-বৃত-ণিচ্-অণ্। ১ বাত্যারূপ বাতসমূহ, ঘূর্ণাবায়ু। ২ কংশরাজের অনুচর দৈত্যবিশেষ। একদা এই অসুর কংসের আদেশে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত চক্রবাতরূপী হইয়া গোকুল আন্দোলিত করিয়াছিল, ঐ সময় ধূলিদ্বারা সকলের দৃষ্টিরুদ্ধ ও মহাশব্দে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তৃণাবর্ত্তদানব চক্রবায়ুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ভারী হওয়ায় ভূরিভার বহন করা তাহার দুঃসাধ্য হইল। ক্রমে বায়ুবেগ মন্দীভূত হইতে লাগিল। যদিও ঐ দানব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া আকাশ অতিক্রম করিল, কিন্তু তাহার পর আর যাইতে সমর্থ হইল না। তখন তৃণাবর্ত্ত বিজাতীয় গুরুত্ব হেতু ঐ অদ্ভুত বালককে পর্ব্বততুল্য বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণ উহার গলদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া দানব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না, বরং গলগ্রহণ হেতু অবিলম্বেই চেষ্টাশূন্য হইল এবং তাহার চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল, তখন ঐ দানব অব্যক্ত ধ্বনি করিতে করিতে গতাসু হইয়া কৃষ্ণের সহিত ব্রজ মধ্যে পড়িয়া গেল, আকাশ হইতে শিলাতলে পতিত হওয়াতে সেই দানবের সমুদয় অবয়ব বিশীর্ণ হইয়া গেল। (ভাগ° ১০।৭ অ°)

তৃণাবল্লীতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ, তৃণামল্ল তীর্থ।

তৃণাসৃজ্ (ক্লী) তৃণেষু অসৃগিব রক্তত্বাৎ। তৃণকুঙ্কুম, সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ।

তৃণাহ্বা (স্ত্রী) তৃণবিশেষ, চীনাঘাস।

তৃণেক্ষু (পুং) তৃণমিক্ষুরিব মধুররসত্বাৎ। বখজা, হিন্দীতে সাবে বাগে।

তৃণেন্দ্র (পুং) তৃণং ইন্দ্রইব। তৃণরাজ, তালবৃক্ষ।

"ধ্বজস্তৃণেন্দ্রো দেবস্য ভবিষ্যতি রথাশ্রিতঃ।"

(ভারত অনু ১৪৭ অ°)

তৃণোত্তম (পুং) তৃণেষু উত্তমঃ। উখর্ব্বলতৃণ। (রাজনি°)

তৃণোত্থ (ক্লী) তৃণকুঙ্কুম, কুঙ্কুম ঘাস।

তৃণোদ্ভব (পুং) তৃণেষু উদ্ভবতি উদ্-ভূ অচ্। ১ নীবার ধান্যভেদ, উড়িধান। ২ তৃণজাত অগ্নি। (ত্রি) ৩ তৃণজাত মাত্র।

তৃণোল্কা (স্ত্রী) তৃণজাতা উল্কা। তৃণজা উল্কা, তৃণের মশাল, পাকালি।

"ন হি তাপয়িতুং শক্যং সাগরাম্ভস্তৃণোল্কয়া।" (হিতোপদে°)

তৃণৌকস্ (ক্লী) তৃণনির্ম্মিতং ওকঃ। তৃণনির্ম্মিত গৃহ, খড়ের ঘর।

তৃণৌষধ (ক্লী) তৃণাত্মকং ঔষধং। এলবালুক নামক গন্ধ দ্রব্য।

তৃণ্যা (স্ত্রী) তৃণানাং সমূহঃ তৃণ-য। (পাশাদিভ্যো যঃ। পা ৪।২।৪৯) টাপ্। তৃণসমূহ, তৃণরাশি।

তৃতীয় (ত্রি) ত্রয়াণাং পূরণঃ ত্রি-তীয় সম্প্রসারণং (ত্রেঃ সম্প্রসারণঞ্চ। পা ৫।২।৫৫) তিনের পূরণ, হিন্দীতে তেসরা।

"প্রথমাব্দে তৃতীয়ে বা চূড়াকার্য্যা যথাকুলং।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

তৃতীয়ক (পুং) তৃতীয়-কন্। বিষম জ্বরবিশেষ। আমাশয়, হৃদয়, কণ্ঠ, শির এবং সন্ধিস্থান এই ৫টী কফের স্থান। দিবা ও রাত্রি দোষের এই দুইটী প্রকোপ কাল। ইহার মধ্যে এক একটী প্রকোপের কালে দোষ হৃদয়ে লীন থাকিয়া অপর প্রকোপকালে জ্বর প্রকাশ করে। দোষ কণ্ঠে স্থিত হইলে জ্বরদিবস হৃদয়ে থাকিয়া তৃতীয়দিবসে আমাশয় আচ্ছাদন করিয়া জ্বর উৎপাদন করে, ইহাকে তৃতীয়ক জ্বর কহে। এই জ্বর এক দিন অন্তর হয়। (সুশ্রুত)

"দিনমেকমতিক্রম্য যো ভবেৎ স তৃতীয়কঃ।" (ভাবপ্র°)

একদিন অতিক্রম করিয়া যে জ্বর হয়, তাহাকে তৃতীয়ক জ্বর কহে। যে তৃতীয়ক জ্বর কফপিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রথমতঃ ত্রিকস্থান বেদনা করিয়া উপস্থিত হয়। বায়ু ও কফ হইতে উৎপন্ন হইলে তাহা প্রথমতঃ পৃষ্ঠ-স্থানে বেদনা হয়, বায়ুপিত্ত হইতে উৎপন্ন হইলে তাহা প্রথমতঃ মস্তক বেদনা করিয়া উপস্থিত হয়। তৃতীয়ক জ্বর এই তিন প্রকার। (ভাবপ্র°) [জ্বর দেখ।]

তৃতীয়কবিপর্য্যয় (পুং) তৃতীয়ক জ্বরবিশেষ। যে জ্বর মধ্যে এক দিন হইয়া আদ্য এবং অন্তদিবসে বিমুক্ত হয়, তাহাকে তৃতীয়কবিপর্য্যয় কহে।

"মধ্যে একং দিনং জ্বরং জনয়তি আদাবন্ত্যে চ দিনে মুঞ্চতীতি তৃতীয়কবিপর্য্যয়ঃ।" (ভাবপ্র°)

তৃতীয়তা (স্ত্রী) তৃতীয় ভাবে তল্। তৃতীয়ত্ব।

তৃতীয়প্রকৃতি (স্ত্রী) তৃতীয়া প্রকৃতিঃ প্রকারঃ। স্ত্রী ও পুরুষ অপেক্ষা করিয়া তৃতীয় প্রকার, নপুংসক।

তৃতীয়যুগপর্য্যয় (পুং) তৃতীয়স্য যুগস্য দ্বাপররূপস্য পরিবর্ত্তঃ যত্র কালে। যেকালে দ্বাপর যুগের তৃতীয় পর্য্যায় উপস্থিত হয়। দ্বাপরযুগের পরিবর্ত্তাধার কলিসন্ধিরূপ কাল তৃতীয় যুগের পরিবর্ত্ত।

"দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়যুগপর্য্যয়ে।" (ভাগ° ১।৪।১৪)

তৃতীয়সবন (ক্লী) সূয়তে সোমোঽস্মিন্ তৃতীয়ং সবনং কর্ম্মধা। যজ্ঞভেদ, কালত্রয়ে সবনত্রয়যুক্ত অগ্নিষ্টোমাদির তৃতীয় যজ্ঞ। এই যজ্ঞ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে করিতে হয়। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে এইরূপ লিখিত আছে, প্রাতঃকালের যজ্ঞ যে সকল কর্ম্ম উচ্চস্বর দ্বারা করিতে হইত, তাহা উচ্চস্বরে না করিয়া প্রথমস্বরে, মধ্যাহ্নে যে সকল কর্ম্ম নীচ ও উচ্চস্বরে করিতে হইত, তাহা মধ্যমস্বরে ও সায়ংকালে যাহা নীচ ও মধ্যমস্বরে হইত, তাহা প্রথমস্বরে করিতে হইবে। *

তৃতীয়াংশ (পুং) তৃতীয়ঃ অংশঃ। তৃতীয় ভাগ।

তৃতীয়া (স্ত্রী) তৃতীয়-টাপ্। তিথিবিশেষ। [তিথি দেখ।]

তৃতীয়াকৃত (ত্রি) তৃতীয় ডাচ্-কৃ-ক্ত। বারত্রয় কর্ষিতক্ষেত্র, তিনবার চাষ দেওয়া ক্ষেত

তৃতীয়াপ্রকৃতি (স্ত্রী) তৃতীয়া প্রকৃতিঃ (সংজ্ঞাপূরণ্যাশ্চ। পা ৬।৩।৩৮) ইতি ন পুংবদ্ভাবঃ। নপুংসক।

তৃতীয়াশ্রম (পুং ক্লী) তৃতীয়ং আশ্রমং। বাণপ্রস্থাশ্রম, গৃহস্থাশ্রমের পর এই আশ্রম অবলম্বন করিতে হয়।

"উষিত্বৈবং গৃহে বিপ্রো দ্বিতীয়াদাশ্রমাৎ পরং।
বলীপলিতসংযুক্তস্তৃতীয়স্তু সমাশ্রয়েৎ॥" (সম্বর্ত্তসংহিতা)

[বাণপ্রস্থ দেখ।]

তৃতীয়াসমাস (পুং) তৃতীয়া সহ সমাসঃ। সমাসবিশেষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস, তৃতীয়া বিভক্তির সহিত এই সমাস হয় বলিয়া ইহার নাম তৃতীয়াসমাস। [সমাস দেখ।]

তৃতীয়িন্ (ত্রি) তৃতীয় অস্ত্যর্থে ইনি। তৃতীয়ভাগার্হ, তৃতীয় ভাগের যোগ্য।

"তৃতীয়িনস্তৃতীয়াংশাশ্চতুর্থাংশাশ্চ পাদিনঃ।" (মনু ৮।২১০)

জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগের অচ্ছাবাক্ নেষ্টা, অগ্নীধ্র ও প্রতিহর্ত্তা ইহারা প্রধান ঋত্বিকের তৃতীয়ী অর্থাৎ তৃতীয়ভাগী, (ইহারা প্রত্যেকে তৃতীয়ভাগ পাইবার যোগ্য।)

তৃৎসু (ত্রি) তৃদ্ বাহুলকাৎ সুক্। হিংসক। "গব্যা তৃৎসুভ্যো অজগন্‌যুধা নৃন্" (ঋক্ ৭।১৮।৭) 'তৃৎসুভ্যঃ হিংসকেভ্যঃ' (সায়ণ) ২ রাজবিভেদ। "ব্যানবস্য তৃৎসবে গয়ং" (ঋক্ ৭।১৮।১৩) 'তৃৎসুং রাজর্ষিভেদং' (সায়ণ)

তৃদিল (ত্রি) তৃদ্-বাহু° ইলচ্। ১ ভেদক। ২ ভিন্ন। "তৃদিলা অতৃদিলাসঃ" (ঋক্ ১০।৯৪।১১) 'তৃদিলা ভেদকাঃ অতৃদিলা অভিন্নাঃ' (সায়ণ)

তৃপৎ (পুং) তৃপ্নোতি প্রীণয়তি তৃপ-অতি (সংশ্চর্তৃপদ্বেহৎ। উণ্ ২।৮৫) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ চন্দ্র। ২ ছত্র। ৩ ইন্দ্র। "তৃপৎসোম মপিবদ্বিষ্ণুনা সুতং" (ঋক্ ২।২২।১) 'তৃপ প্রীণনে তুদাদিঃ আগমানুশাসনস্য অনিত্যত্বাৎ নুমভাবঃ। তৃপ্যন্ ইন্দ্র' (সায়ণ)

তৃপল (ত্রি) তৃপ্যাতি-তৃপ-কল (কলস্তৃপশ্চ। উণ্ ১।১০৬)। ক্ষিপ্র। "প্রহংসাসস্তৃপলং মন্যুং" (ঋক্ ৯।৯৭।৮)

* "প্রাতঃ সবনে নোচ্চৈঃ কর্ম্মাণি।" 'প্রাতঃ সবনে যানি উচ্চৈঃ কর্ম্মাণি প্রৈষোচ্চারণাদীনি তান্যপি প্রথমস্বরেণৈব কার্য্যাণি।' "মন্দ্রং প্রাতঃসবনে চরন্তি ইতি শাখান্তরাৎ।" "মধ্যমেন মাধ্যন্দিনে।" 'মাধ্যন্দিনে সবনে যানি কর্ম্মাণি নীচৈর্যানি চোচ্চৈস্তান্যুভয়ান্যপি মধ্যমেন স্বরেণ কার্য্যাণি শাখান্তরে তথা শ্রবণাৎ।' "উত্তমেন তৃতীয়সবনে।" 'তৃতীয়সবনে যানি নীচৈর্যানি চ মধ্যমেন স্বরেণ প্রাপ্নুবন্তি তানি সর্ব্বাণ্যুত্তমেনৈব স্বরেণ কার্য্যাণি তথৈব শাখান্তরে শ্রুতত্বাৎ' (কাত্যা° শ্রৌ° সূত্র ৯।৬।১৮-১৯-২০ কর্ক)

'তৃপলশব্দঃ ক্ষিপ্রবাচী, তদুক্তং যাস্কেন তৃপলপ্রভর্ম্মা ক্ষিপ্রপ্রহারীতি' (সায়ণ)

তৃপলা (স্ত্রী) তৃপল-টাপ্। ১ লতা। ২ ত্রিফলা, হরীতকী, আম্‌লা, বয়ড়া।

তৃপলপ্রভর্ম্মন্ (ত্রি) ১ প্রস্তরাদি দ্বারা প্রহারকারক। "অপাংতমন্যুস্তৃপলপ্রভর্ম্মা" (ঋক্ ১৷৮৯৷৫) 'তৃপলপ্রভর্ম্মা গ্রাবাদিভিঃ ক্ষিপ্রপ্রহারী' (সায়ণ)

২ ক্ষিপ্রপ্রহারকারক। [তৃপল দেখ।]

তৃপানা (স্ত্রী) তৃপ-কানচ্। ১ লতা। (বাচ°)

তৃপ্ত (ত্রি) তৃপ-ক্ত। তৃপ্তিযুক্ত, সন্তুষ্ট, আহ্লাদিত, হৃষ্ট, পূর্ণকাম। "অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা

স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা।" (নৈষধ ৩৷৯৩)

তৃপ্তা (স্ত্রী) তৃপ্ত-টাপ্। গায়ত্রীভেদ। "তর্পণা তৃপ্তিদা তৃপ্তা তামসী তুষ্টুকস্তথা।" (দেবীভাগ° ১২৷৬৷৭৩)

তৃপ্তাংশু (ত্রি) তৃপ্তঃ অংশুর্যস্য। তর্পিতাবয়ব, যাহার শরীর তৃপ্ত হইয়াছে। "নযে সুতাস্তৃপ্তাংশবো" (ঋক্ ১৷১৬৮৷৩) 'তৃপ্তাংশবস্তর্পিতাবয়বঃ' (সায়ণ)

তৃপ্তি (স্ত্রী) তৃপ-ক্তিন্। ভক্ষণাদিদ্বারা আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি, সন্তুষ্টি। পর্য্যায়—সৌহিত্য, তর্পণ, প্রীণন, আসিতম্ভব। (শব্দর°) "নৈব তৃপ্তিং ব্রজামোহস্য সুধাপানেঽমরা যথা।"

(দেবীভাগ° ১৷১৷২০)

তৃপ্তিকর (ত্রি) তৃপ্তিং করোতি কৃ-ট। প্রীতিপ্রদ, আহ্লাদজনক।

তৃপ্তিদা (স্ত্রী) তৃপ্তিং দদাতি দা-ক, টাপ্। গায়ত্রীভেদ। [তৃপ্তা দেখ।]

তৃপ্তিন্ (ত্রি) তৃপ্তোঽস্যাস্ত তৃপ্ত-ইনি (সুখাদিভ্যশ্চ। পা ৫৷২৷১৩১) তৃপ্তিযুক্ত।

তৃপ্তিমৎ (ত্রি) তৃপ্তিঃ বিদ্যতে অস্য তৃপ্তি-মতুপ্। ১ তৃপ্তিযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ উদক, জল। (নিঘণ্টু)

তৃপ্নু (ত্রি) তৃপ-ক্নু। তৃপ্তিশীল।

তৃপ্র (পুং) তৃপ্যত্যনেন তৃপ-রক্ (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২৷১৩) ১ ঘৃত। ২ পুরোডাশ। (ত্রি) ৩ তর্পক। "ন দুরাণী নর্তৃপ্তা" (ঋক্ ৮৷২৷৫) 'তৃপ্তাস্তর্পকাঃ' (সায়ণ)। (ক্লী) ৪ দুঃখ।

তৃপ্রালু (ত্রি) তৃপ্রং দুঃখং ন সহতে অসহনে তৃপ্র-আলু। দুঃখাসহন, দুঃখ সহ্য করিতে না পারা।

তৃফলা (স্ত্রী) তৃম্ফতি পীড়য়তি তৃফ্-কলচ্ টাপ্। ত্রিফলা। [ত্রিফলা দেখ।]

তৃফু (স্ত্রী) তৃফতি পীড়য়তি তৃফ-উ। সর্পজাতি।

তৃম্ফাদি (পুং) ধাতুগণবিশেষ, তৃম্ফ, তুন্ফ, দৃন্ফ, ঋন্ফ, গুন্ফ, উন্ফ, শুন্ফ এই কয়টী ধাতু তৃম্ফাদি।

তৃষ্ (স্ত্রী) তৃষ্-ক্বিপ্। [তৃষা দেখ।]

তৃষা (স্ত্রী) তৃষ্-টাপ্। ১ আকাঙ্ক্ষা। পর্য্যায়—ইচ্ছা, স্পৃহা, ঈহা, তৃষ্, বাঞ্ছা, লিপ্সা, মনোরথ।

২ পিপাসা। ৩ কামকন্যা। ৪ লাঙ্গলীবৃক্ষ। "লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভোজনয়তে তৃষাং।" (হিতোপ°)

তৃষাভূ (স্ত্রী) তৃষায়াঃ ভূরুৎপত্তিস্থানং। ক্লোম, মূত্রাধার।

তৃষাহ (ক্লী) তৃষাং হন্তি হন-ড। ১ জল। ২ মধুরিকা, মৌরী।

তৃষিত (ত্রি) তৃষা জাতা অস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ তৃষ্ণান্বিত। ২ লুব্ধ। ৩ ইচ্ছুক।

"তৃষিতাস্ত্বাহবে ভোক্তুং নৃপমাংসানি বৈ ভৃশং।"

(হরিব° ৯২ অ°)

তৃষিতোত্তরা (স্ত্রী) তৃষিত উত্তরো যস্যাঃ। অশনপর্ণী বৃক্ষ, আরাটী গাছ।

তৃষু (ক্লী) তৃ-সুক্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ক্ষিপ্র। (ত্রি) ২ ক্ষিপ্রতাযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। তৃষ্বী, ক্ষিপ্র। "তৃষ্বীমনুপ্রসিতিং' (ঋক্ ৪৷৪৷১) 'তৃষ্বীতি ক্ষিপ্রনাম' (সায়ণ)

তৃষুচ্যবস্ (ত্রি) তৃষু চ্যবঃ যস্য। ক্ষিপ্রগমনযুক্ত। "দিদ্যুৎ তৃষুচ্যবসো" (ঋক্ ৬৷৬৬৷১০) 'ত্রিষুচ্যবসঃ ক্ষিপ্রগমনাঃ' (সায়ণ)

তৃষুচ্যুৎ (ত্রি) তৃষু চ্যুত্-ক্বিপ্। ক্ষিপ্র গমনশীল। 'তৃষুচ্যুত মা সাম্যং" (ঋক্ ১৷১৪০৷৩) 'তৃষুচ্যুতং অরণীভ্যাং ক্ষিপ্রং নির্গচ্ছন্তং' (সায়ণ)

তৃষ্ট (ত্রি) তৃষ-ক্ত বেদে বাহুলকাৎ ইড়ভাবঃ। ১ দাহজনক। "তৃষ্টমেতৎ কটুকমেতৎ" (ঋক্ ১০৷৮৫৷৩৪) 'তৃষ্টং দাহজনকং' (সায়ণ) ২ তৃষিত।

তৃষ্টামা (স্ত্রী) তৃষ্টং দাহং অময়তি গময়তি অম-ণিচ্-অচ্। নদী। "তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে" (ঋক্ ১০৷৭৫৷৬) 'তৃষ্টাময়া নদ্যা' (সায়ণ)

তৃষ্ণজ্ (ত্রি) তৃষ্যতি আকাঙ্ক্ষতি তৃষ-নজিঙ্ (স্বপিতৃষোর্নজিঙ্। পা ৩৷২৷১৭২) ১ লুব্ধ। ২ তৃষিত। "অসিঞ্চন্নুৎসং গোতমায় তৃষ্ণজে" (ঋক্ ১৷৮৫৷১১) 'তৃষ্ণজে তৃষিতায়' (সায়ণ)

তৃষ্ণা (স্ত্রী) তৃষ-ন, নচ কিৎ (তৃষিশুষিরাদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩৷১২) ১ পিপাসা, পানেচ্ছা। পর্য্যায়—উদন্যা, তৃষ্, তর্ষ, তৃষা, তর্পণ। (জটাধর) ২ লিপ্সা, লোভ। ৩ অপ্রাপ্তাভিলাষ। ৪ রোগভেদ। এই রোগের বিবর সুশ্রুতে লিখিত আছে—

সর্ব্বদা জলপানে তৃপ্তি না হইয়া পুনর্ব্বার জলের আকাঙ্ক্ষা হইলে তাহাকে তৃষ্ণা বলা যায়। ইহা সংক্ষোভ, শোক, শ্রম, মদ্যপান, রুক্ষ, অম্ল, শুষ্ক, উষ্ণ ও কটুদ্রব্য ভোজন, ধাতুক্ষয়, লঙ্ঘন এবং তাপ এই সকল দ্বারা পিত্ত ও বায়ু বৃদ্ধি হইয়া জলীয় ধাতুবাহী স্রোত সকলকে দূষিত করে। এই সকল স্রোতঃ-

পথ দূষিত হইলে অতিশয় তৃষ্ণা জন্মে। তৃষ্ণা সপ্তপ্রকার—বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, শ্লেষ্মাজন্য, ক্ষতজন্য, ক্ষয়জন্য, (ধাতুক্ষয়) আমজন্য এবং কটু তিক্ত প্রভৃতি ভোজন জন্য।

তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ এবং মুখ সম্যক্ শুষ্ক, দাহ, সন্তাপ, মোহ, ভ্রম, বিলাপ, প্রলাপ, সামান্যতঃ এইগুলি তৃষ্ণার পূর্ব্ব লক্ষণ। বিশেষতঃ বায়ুজন্য তৃষ্ণায় মুখশোষ, শঙ্খদেশ, শিরোদেশ এবং গলদেশে তোদ (টন্‌টনানি), স্রোতঃপথের অবরোধ, মুখের বৈরস্য এবং শীতল জলে তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়। মূর্চ্ছা, প্রলাপ, অরুচি, মুখশোষ, পীতনেত্র, অত্যন্ত দাহ, শীতাভিলাষ, মুখের তিক্ততা এবং কণ্ঠ হইতে ধূমোদ্গম এইগুলি পিত্তজন্য তৃষ্ণার লক্ষণ। জঠরানল কফ কর্ত্তৃক সংবৃত হইলে তাহার বাষ্প অবরুদ্ধ হয়, তাহাতে জলবাহিস্রোতঃপথ দূষিত হইয়া শুষ্ক তৃষ্ণা জন্মায়।

নিদ্রা, দেহের গুরুতা, মুখের মধুরতা, শীতজ্বর, বমন, অরুচি এইগুলি কফজন্য তৃষ্ণার লক্ষণ। শোণিতজন্য পীড়া বা শোণিত নিঃসরণ হইলে তৃষ্ণায় সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াও অধিক জলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ইহাকেই রক্তজন্য তৃষ্ণা বলা যায়। রস প্রভৃতি ধাতুক্ষয় জন্য যে তৃষ্ণা জন্মে, দিবানিশি পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও তাহার শান্তি হয় না। ইহাকে কেহ কেহ সান্নিপাতিক তৃষ্ণা বলে। আমজ তৃষ্ণাতে ত্রিদোষেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তদ্ভিন্ন হৃদিশূল, নিষ্ঠীবন এবং শরীরের অবসাদ এই সকল লক্ষণ জন্মে। অতিশয় স্নেহ, অম্ল বা লবণ কিম্বা গুরুপাক অন্ন ভোজন করিলেও তৃষ্ণা জন্মে, ইহাকে ভোজনজন্য তৃষ্ণা কহে। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি ক্ষীণ, মানসিক ক্রিয়াহীন ও বধির হইলে এবং তাহার জিহ্বা নির্গত হইয়া পড়িলে রোগ অসাধ্য জানিবে। (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৪৮ অ°) ভাবপ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

ভয়, পরিশ্রম, বলক্ষয় এবং পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য ভক্ষণে পিত্ত ও বায়ু কুপিত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, পরে তালুতে গিয়া পিপাসা উৎপাদন করে। অম্ল, কফ, আমরস কর্ত্তৃক দূষিত দোষ সলিলবহ স্রোতঃসমূহকে দূষিত করিয়া তৃষ্ণা উৎপাদন করে। তৃষ্ণা সাত প্রকার—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ, ক্ষয়জ, আমজ এবং অন্নজ। সুশ্রুতে 'সলিলবহস্রোতঃ' ইহাতে বহুবচন নির্দ্দিষ্ট থাকায় চরকের মতানুসারে জিহ্বা, হৃদয়, গলদেশ ও ক্লোমকে (মূত্রাধার) বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তৃষ্ণা হইবার সময় দোষ ঐ সকল স্থানকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

তৃষ্ণার সামান্য লক্ষণ—তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে রোগীর তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, মুখবেদনা ও দাহযুক্ত হয় এবং সন্তাপ, মোহ, ভ্রম ও প্রলাপ এই সকল হইয়া থাকে।

বাতজ তৃষ্ণার লক্ষণ—বাতজন্য তৃষ্ণারোগে মুখের মলিনতা ও বিরসতা, শঙ্খ (কপালাস্থি) ও মস্তকে বেদনা এবং রস ও অম্বুবাহিধমনী রুদ্ধ হয়। শীতল জল ব্যবহারে এই রোগ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পিত্তজ লক্ষণ—পৈত্তিক তৃষ্ণারোগে মূর্চ্ছা, অন্নেবিদ্বেষ, প্রলাপ, দাহ, রক্তাক্ষ, অত্যন্ত মুখশোষ, শীতল সেবনাভিলাষ, মুখের তিক্ততা এবং ধূমনির্গমবৎ বোধ হয়।

কফজ লক্ষণ—কফজন্য তৃষ্ণারোগে স্বকারণে কুপিত কফ জঠরাগ্নিকে আচ্ছাদন ও পাবক উষ্মাকে রুদ্ধ করে, ঐ অবরুদ্ধ উষ্মা অম্বুবহস্রোতকে শোষণ করিয়া কফ কর্ত্তৃক তৃষ্ণা উৎপাদন করে। এই রোগে নিদ্রাধিক্য, দেহের গুরুত্ব, মুখের মধুরতা এবং তৃষ্ণাপীড়িত ব্যক্তি অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়ে।

ক্ষতজ লক্ষণ—শস্ত্রাদিদ্বারা ক্ষত ব্যক্তির বেদনা ও রক্তনিঃসরণ হেতু তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহাকে ক্ষতজ তৃষ্ণা কহে।

ক্ষয়জ লক্ষণ—রসক্ষয় প্রযুক্ত যে তৃষ্ণা জন্মে তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। ক্ষয়জ তৃষ্ণারোগে রোগী দিবারাত্রি সকল সময় জলপান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে না এবং রসক্ষয়ের লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে সান্নিপাতিক তৃষ্ণা কহিয়া থাকেন।

রসক্ষয়ের লক্ষণ—রসক্ষয় হইলে হৃদয়ে বেদনা, কম্প, মুখশোষ, হৃদয়ের শূল, শোষ ও শূন্যতা হয়।

আমজ লক্ষণ—আমজ তৃষ্ণা সান্নিপাতিক তৃষ্ণার ন্যায় লক্ষণযুক্ত, ইহাতে হৃদয়ে বেদনা, নিষ্ঠীবন এবং শরীরের অবসন্নতা হয়।

অন্নজ লক্ষণ—স্নিগ্ধদ্রব্য, অম্ল, লবণ ও কটুরসযুক্ত দ্রব্য এবং গুরুদ্রব্য সেবন দ্বারা শীঘ্রই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, এই তৃষ্ণাকে অন্নজা তৃষ্ণা কহে।

উপসর্গ তৃষ্ণার লক্ষণ—যে তৃষ্ণায় রোগীর স্বর ক্ষীণ, মূর্চ্ছা ও ক্লান্তি হয় এবং মুখশোষ, হৃদয়শোষ ও তালুশোষ উপস্থিত হয়, সেই ধাতুশোষণকারী তৃষ্ণা কষ্টসাধ্য জানিবে।

তৃষ্ণারোগের উপসর্গ ও অরিষ্ট—জ্বর, মোহ, ক্ষয়, কাস ও শ্বাসাদিযুক্ত অত্যন্ত মুখশোষাদি ঘোরতর উপদ্রবযুক্ত রোগহেতু কৃশ এবং বমিবেগে কাতর, এই সকল ব্যক্তির তৃষ্ণারোগ মৃত্যুর কারণ জানিবে।

তৃষ্ণাচিকিৎসা—বাতজ তৃষ্ণারোগে বায়ুনাশক অথচ কোমল, লঘু ও শীতল দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করিবে। বাতজ তৃষ্ণারোগে গুড়সংযুক্ত দধি প্রশস্ত। পিত্তজন্য তৃষ্ণারোগে মধুর ও তিক্তরসযুক্ত দ্রব্য এবং তরল ও শীতল দ্রব্য হিতকর

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, বালা, ধনিয়া, বেণারমূল এবং শ্বেতচন্দন এই সকল মিলিত ২ তোলা, দুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ১ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল করিয়া সেবন করিলে পিপাসা, দাহ ও জ্বর প্রশমিত হয়। থৈচূর্ণ ৮ তোলা ৩৮ তোলা উষ্ণজলে ফেলিয়া একরাত্র রাখিবে, পর দিন মধু ৪ মাষা, গুড় ৪ মাষা, গাম্ভারীফলচূর্ণ ৪ মাষা এবং চিনি ৪ মাষা উহার সহিত মিলিত করিয়া চটকাইয়া সেবন করিলে পৈত্তিক তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

আর্দ্র বস্ত্রদ্বারা শয্যা এবং শরীর আবৃত করিলে তৃষ্ণা এবং উগ্রদাহ নিবৃত্তি হয়। দ্রাক্ষা, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধু, মধু এবং নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া জলের সহিত নিয়ত নাসিকাদ্বারা পান করিলে দারুণ তৃষ্ণা বিদূরিত হয়।

দাড়িম, বদর, লোধ্র, কথবেল এবং ছোলঙ্গ নেবু এই সকল একত্র পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

শীতলজল আকণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়া পান ও অল্প মধুপান করিয়া বমন করিলে তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। ধনের কাথ, চিনির সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে তৃষ্ণা ও দাহ নষ্ট হয়। আমলকী, পদ্মমূল, কুড়, থৈ, বটরোহক এই সকল চূর্ণ মধুদ্বারা বটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে ধারণ করিলে অত্যন্ত পিপাসা এবং দারুণ মুখশোষ নিবারিত হয়। ক্ষয়জ তৃষ্ণায় তুল্য পরিমাণে জলমিশ্রিত দুগ্ধ বা অচ্ছতর মাংস রস কিম্বা অসম পরিমাণে মধুমিশ্রিত জল হিতকর। আমজ তৃষ্ণায় বিল্ব ও বচদ্বারা কাথ সেবনীয়। গুরুতর আহার করিয়া তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে বমি করিলে প্রতীকার হয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্ষয়জ তৃষ্ণা ভিন্ন সকল প্রকার তৃষ্ণারোগ ভাল হয়।

মূর্চ্ছা, বমি, আনাহ, রক্তপিত্ত ও মদাত্যয় রোগীকে এবং রমণ ও মদ্যাকর্ষিত ব্যক্তিকে শীতল জল পান করিতে দিতে হইবে। হিতকর অন্ন পানীয় ও ঔষধদ্বারা তৃষিত ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইলে পর অন্য রোগের চিকিৎসা করিতে পারা যায়। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি যদি জল না পায়, তাহা হইলে তাহার উৎকট ব্যাধি বা মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। তৃষ্ণাদ্বারা মোহ হয়, মোহ হইতে জীবন ধ্বংস হয়। এইজন্য সকল অবস্থায় জল প্রদান করা উচিত। অন্ন আহার না করিয়াও জীবন ধারণ করা যায়, কিন্তু তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি জল না পাইলে শীঘ্রই তাহার জীবন ধ্বংস হইয়া থাকে। (ভাবপ্রং তৃষ্ণাধিকার)

তৃষ্ণাক্ষয় (পুং) তৃষ্ণায়াঃ ক্ষয়োঽত্র। ১ শান্তি।

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎসুখং।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈব কলাং নার্হতি ষোড়শীং॥"
(শব্দার্থচিন্তামণিধৃত বচন)

তৃষ্ণা ক্ষয় হইলে সকল সুখের অধিকারী হয়। তৃষ্ণায়াঃ ক্ষয়ঃ ৬তৎ। ২ পিপাসানাশ।

তৃষ্ণাঘ্ন (ত্রি) তৃষ্ণাং হন্তি তৃষ্ণা-হন্-টক্। ১ জল। ২ তৃষ্ণানাশক।

"নির্গন্ধমব্যক্তরসং তৃষ্ণাঘ্নং শুচিশীতলং।"
(সুশ্রুত সূত্র° ৪৫ অ°)।

তৃষ্ণারি (পুং) তৃষ্ণায়াঃ অরিঃ ৬তৎ। ১ পর্পট, ক্ষেতপাপড়া (ত্রি) ২ তৃষ্ণানাশক।

তৃষ্ণালু (পুং) তৃষ্ণা-অস্ত্যর্থে আলু। তৃষিত।

তৃষ্ণাতুর (পুং) তৃষ্ণায়াঃ আতুরঃ ৬তৎ। পিপাসাযুক্ত, পিপাসা-কাতর।

তৃষ্ণার্ত্ত (পুং) তৃষ্ণয়া ঋতঃ ৩তৎ। পিপাসাযুক্ত।

তৃষ্য (ত্রি) তৃষ ঋদুপধত্বাৎ ক্যপ্। ১ লোভ্য। ২ এষণীয়। (ক্লী) ভাবে-ক্যপ্। ৩ লোভ।

তৃষ্যাবৎ (ত্রি) তৃষ্যমস্ত্যস্য মতুপ্-বেদে দীর্ঘঃ মস্য ব। তৃষ্ণাযুক্ত।

"অভ্যাবর্ত্তীৎ তৃষ্যাবতঃ প্রাবৃষ্যাগতায়াং" (ঋক্ ৭।১০৩।৩)
'তৃষ্যাবতস্তৃষ্ণাবতঃ' (সায়ণ)

তে (অব্য) ১ ত্বয়া, তোমাকর্ত্তৃক। ২ গৌরী।

"তেশব্দেনোচ্যতে গৌরী ন শব্দেনোচ্যতে হরঃ।
তেন মাঙ্গলিকাশ্চয়ং শব্দস্তেন ইতি স্মৃতঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

তেওয়ার (তেবার) মধ্যভারতের বর্ত্তমান একটী ক্ষুদ্রগ্রাম। জব্বলপুর হইতে ইহা পশ্চিমে ৬ মাইল দূরে বোম্বাই রাস্তার উপরে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই পাথর কাটিয়া জীবিকার্জ্জন করে। প্রাচীন নগর করণবেল ধ্বংসাবশের মধ্য হইতে এবং মন্দিরাদি হইতেই ইহারা পাথর কাটিয়া আনে। এই গ্রামের পূর্ব্বাংশে একটী সুন্দর বৃহৎ সরোবর আছে, ইহার নাম বাল-সাগর। ইহার পাড়গুলি বড় বড় চতুষ্কোণ গ্র্যানিট পাথর ও লোহা দিয়া বাঁধান। সরোবরের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই দ্বীপে একটী আধুনিক মন্দির আছে। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটী বৃহৎ বৃক্ষের তলে বিস্তর কারুকার্য্যবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলিই আছে ভাল, কতকগুলি ভাঙ্গিয়াও গিয়াছে। করণবেল নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতেই এ গুলি সংগৃহীত হইয়াছে। তেওয়ার গ্রামের দক্ষিণপশ্চিমে একপোয়া পথ দূরে প্রাচীন করণবেল সহরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। এই সকল সংগৃহীত

প্রস্তর মধ্যে "বজ্রপাণি" বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে। তাহা একখানি চতুষ্কোণ প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ। ইহার পাদ-পীঠে বৌদ্ধমন্ত্র "যে ধর্ম্মহেতু" ইত্যাদি খোদিত আছে। চন্দ্রাতপের নিম্নে বজ্রপাণি উপবিষ্ট। ইহার বামে বজ্রধর মনুষ্যমূর্ত্তি, দক্ষিণে জোড়করে মনুষ্যমূর্ত্তি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। বৌদ্ধমন্ত্রের নিম্নে এক দীর্ঘ খোদিতলিপি আছে। আর একটী প্রতিমা একখানি দীর্ঘাকার প্রস্তরফলকে আছে। শয্যায় এক পুরুষমূর্ত্তি শয়িত। দক্ষিণ হাঁটু উঠান আছে ও তদুপরি বামহস্ত রক্ষিত, দক্ষিণ হস্ত মস্তকের উপরে স্থাপিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি মনুষ্যমূর্ত্তি জোড়করে অবস্থিত। মস্তকের নিকটে করজোড়ে এক স্ত্রীমূর্ত্তি উপবিষ্ট ও পদতলে করযোড়ে এক পুরুষমূর্ত্তি দণ্ডায়মান, ইহাতেও পাদপীঠে দুই পংক্তি খোদিতলিপি আছে, কিন্তু অক্ষর প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শয়িতমূর্ত্তি পুরুষের অবয়ব হইলেও ত্রিপুরাদেবী নামে গ্রামের লোকের মধ্যে খ্যাত। আর একটী পুত্তলিকার প্রতিমা আছে। মূর্ত্তিটী কুম্ভীরারূঢ়া চতুর্হস্তা দেবী মূর্ত্তি। স্থানীয় লোকে "নর্ম্মদা মাই" নামে ইহার পূজা করে। সম্ভবতঃ ইহা কোন প্রাচীন মন্দিরস্থ গঙ্গাপ্রতিমা। এতদ্ভিন্ন শিব, কৃষ্ণ ও ভৈরবাদির মূর্ত্তি আছে। একখানি বৃহৎ ফলকে উলঙ্গিনী গোপী বেষ্টিত বংশীবদন কৃষ্ণের মূর্ত্তি বড়ই সুন্দর খোদিত হইয়াছে।

জৈনদিগের দিগম্বর সম্প্রদায়ের আদিনাথের মূর্ত্তি খোদিত প্রস্তরফলকও আছে।

করণবেল ও তেওয়ার গ্রাম অতি প্রাচীন কাল হইতে ইতিহাস পুরাণাদিতে বিখ্যাত। এই উভয় গ্রামের প্রাচীন নাম ত্রিপুর নগর। ইহা চেদিরাজ্যের রাজধানী। কথিত আছে, মহাদেব যে স্থলে ত্রিপুর দৈত্যকে বিনাশ করেন, সেই স্থলই ত্রিপুরনগর নামে বিখ্যাত হয়। নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থলস্থ প্রদেশে (এখনকার মধ্যভারতে) পূর্ব্বে পৌরাণিক যুগে প্রবলপরাক্রান্ত হৈহয় বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। এই স্থানে চেদিরাজ্যও বিস্তৃত ছিল। মহাভারতে উপরিচর, শিশুপাল, ভীষ্মক প্রভৃতি চেদিরাজের নাম পাওয়া যায়। উপরিচরবসুর রাজধানীর নাম মহাভারতে নাই, কিন্তু শুক্তিমতী নদীতীরে ছিল ইহা উল্লিখিত আছে। কালক্রমে চেদিরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ মহাকোশল নামে খ্যাত এবং মণিপুর (বর্ত্তমান শক্রিনদীর তীরস্থ রত্নপুরের উত্তরে অবস্থিত) এই খণ্ডের রাজধানী ছিল। অপর ভাগ চেদিনামেই খ্যাত ছিল। ইহার রাজধানীই বর্ত্তমান তেওয়ার বা ত্রিপুরনগরীতে ছিল। হৈমকোষে ত্রিপুরনগরের অপর নাম চেদিনগরী কথিত আছে। চেদি নাম কেন হইল, কিছু জানা যায় না। কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন, মণিপুররাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদার নাম হইতে "চিত্রাঙ্গদীদেশ" "চঙ্গেদী দেশ" "চেদী দেশ" এই রূপান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার মতে টলেমির "সাগেদ" নগরও এই চেদি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় "সাগেদ" সাকেত শব্দেরই রূপ। মহাভারত পাঠে বোধ হয়, মণিপুর কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। রত্নপুরের প্রস্তরলিপিতে কলচুরীরাজ জাজল্ল সুরগণাধিপতি নামে উক্ত হইয়াছেন। কানিংহাম্ কলচুরী শব্দের মূলানুসন্ধান করিতে গিয়া ঐ উপাধি হইতে ইহাকে "কুলসুর" শব্দের রূপান্তর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। [কলচুরি দেখ।]

করণবেল গ্রামে এখনও অনেক ভগ্নাবশেষ আছে, তবে তেওয়ারের লোকেরা এইস্থান হইতে প্রস্তররাশি আনিয়া প্রাচীনকীর্ত্তির অবশেষ একপ্রকার নিঃশেষ করিয়া তুলিয়াছে। তেওয়ারের দেড় মাইল দূরে কারিসরাই পর্ব্বতের পাদমূলে একটী গুহা আছে। তন্মধ্যে দুই তিনটী করিয়া দুই সারি থাম আছে। ইহার মধ্যে মধ্যে বড় বড় প্রস্তরস্তূপ। থাম প্রত্যেকটী ১½ ফুট করিয়া মোটা। ইহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। লোকে এই গুহাকে বেনিয়ার বাড়ী বলিয়া থাকে। ইহার ২০০ ফিট্ দূরে দুইটী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান। ইহা দালানের ন্যায়, কেবল থামের সারির উপর ছাদ দেওয়া ছিল, এখন নাই। ইহা ঘুরিয়া একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় একটী স্তূপের নিকট যাওয়া যায়। তাহার ঊর্দ্ধদেশ সমতল, প্রশস্ত ও ইষ্টকরাশিতে পরিব্যাপ্ত। এই স্তূপ বড় হাতিয়াগড় নামে খ্যাত। এখানকার ইষ্টকগুলি ৩ ফিট্ প্রশস্ত।

অন্যান্য ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরও এইরূপ ইষ্টকরাশি পরিব্যাপ্ত দেখিয়া অনুমান হয়, এক সময় এই সকল স্থান প্রাচীর দ্বারা দৃঢ় বেষ্টিত ছিল। একস্থানে একটী ক্ষুদ্র দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহার প্রাচীরাদি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত ছিল। ইহার তিনদিকে একটী ক্ষুদ্র নদী ঘুরিয়া গিয়াছে, এই নদীর নাম বনগঙ্গা। নদীর তীরে পাহাড়ের গাত্রগুলি দুরারোহ, এখানে এক বৃহৎ প্রতিমা আছে, তাহার তিনটী মস্তক, মস্তকে দীর্ঘ টোপর, প্রত্যেক মুখে ত্রিনয়ন। বামদিকের মুখ হইতে জিহ্বা লোলায়মান। প্রতিমার ৫ ফিট্ মাত্র অবস্থিত এবং নিম্নাংশ (কটিদেশ পর্য্যন্ত) ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার নিকটে এক বিস্তীর্ণ প্রস্তরগহ্বরে জল সঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র পুষ্করিণীবৎ হইয়াছে। করণবেলের নিকট

একটী পবিত্র পুষ্করিণী আছে। ইহার নিকটে একটী প্রস্তর-মূর্ত্তির পাদপীঠে খোদিত লিপির শেষ চরণে "ঈশান সিংহ মূর্ত্তিকপহিত" এই কয়টী কথা আছে।

তেওরা, তালবিশেষ, তীব্র তাল, ইহার তিনটী পদ। এই তাল ৭ মাত্রার তাল। প্রথম ও দ্বিতীয় পদ প্রত্যেক দুই মাত্রা, তৃতীয় পদ তিন মাত্রা বিশিষ্ট। বোল—

। । । । । । ।
ধা ধিনি নাক ধাগে নাগে ধিনি নাক : : (সঙ্গীতদামো॰)

তেঁই (দেশজ) সেই হেতু, প্রাচীন বাঙ্গালাকাব্যে এই শব্দের ভূরিপ্রয়োগ দেখা যায়।

তেঁতুল (দেশজ) তিন্তিড়ী।

তেঁতুলিয়া (দেশজ) এক শ্রেণীর ইতর লোক, বাগ্দীজাতি।

তেঁতুলিয়াবিছা (দেশজ) এক প্রকার বৃশ্চিক, যাহাদের শরীরের বিভাগ সকল তেঁতুল বিচির ন্যায়।

তেঁহ (দেশজ) তিনি।

তেকাঁটাসিজ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

তেকাটা (দেশজ, ত্রিকাষ্ঠশব্দজ) দ্রব্যাদি ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য কাষ্ঠ নির্ম্মিত ত্রিভুজাকার আধার।

তেকাটাসিজ (দেশজ) (Euphorbia antiquorum) বৃক্ষবিশেষ।

তেকালা (দেশজ) মৎস্যাদি বেধনার্থ তিন ফলা বিশিষ্ট লৌহময় অস্ত্রবিশেষ।

তেকোণা (দেশজ, ত্রিকোণ শব্দজ) ত্রিকোণ, তিনকোণবিশিষ্ট।

তেগবাহাদুর (তেজবাহাদুর) শিখসম্প্রদায়ের ৯ম গুরু। ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের পুত্র। হরগোবিন্দের তিনটী পত্নীর গর্ভে ৫ পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে দামোদরীর গর্ভে জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুদত্ত এবং নান্কীর গর্ভে তেগবাহাদুরের জন্ম হয়। পিতার জীবদ্দশায় গুরুদত্তের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্র হররায়কে হরগোবিন্দ বড়ই ভালবাসিতেন। এই হররায়কে হরগোবিন্দ আপনার গদি দিয়া যান। তাহাতে নান্কি পতির কাছে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করেন। মৃত্যুকালে হরগোবিন্দ নান্কিকে বলিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে তেগবাহাদুর আমার গদি পাইবে। তুমি আমার কবচ রাখিয়া দাও, যখন তেগ গুরু হইবে, তখন তাহাকে দিও।"

গুরু হররায়েরও দুই পুত্র ছিল—রামরায় ও হরকিষণ। হররায়ের পর হরকিষণও অল্পবয়সে গুরু হইলেন। তাঁহার বসন্তরোগে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যবর্গকে বলিয়া যান, 'যাও, বিপাশানদীর তীরে বকালা গ্রামে তোমাদের গুরু অবস্থান করিতেছে।'

তেগবাহাদুর বহুদিন পাটনায় ছিলেন, তৎপরে নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া গোবিন্দবালের নিকট বকালা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। হরকিষণের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুগত শিখগণ তেগবাহাদুরকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিল। কিন্তু সোধিগণ হরকিষণের ভ্রাতা রামরায়কে গুরুপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। তাহাদের যত্নে রামরায় দিল্লীনগরে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু এই সময় হরগোবিন্দের একজন প্রধান শিষ্য মাখনশাহ দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনকার শিখসম্প্রদায়ের উপর তাঁহার অনেকটা প্রভুত্ব ছিল। এখন তিনিই গুরুবাক্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য বকালাগ্রামে আগমন করিলেন ও তেগবাহাদুরকে গুরু স্বীকার করিয়া নজরাণা প্রদান করিলেন। তেগবাহাদুর তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, 'আমাকে কেন? যে রাজা তাহাকে নজরাণা দিন।' অবশেষে মাতা ও মাখনশাহের চেষ্টায় তেগবাহাদুর গদিতে বসিলেন। তাঁহার মাতা সেই কবচ ও হরগোবিন্দের তরবারি আনিয়া দিলেন। তেগবাহাদুর তদুদ্দেশে বলেন, 'আমি ঐ সকল গ্রহণের উপযুক্ত নহি। আপনারা আমাকে তেগবাহাদুর (মহাযোদ্ধা) বলিয়া জানেন, কিন্তু আমার নাম হউক দেগ বাহাদুর (অর্থাৎ পাকস্থালীর রক্ষাকর্ত্তা)।'

তাঁহার শেষ কথায় সমস্ত শিখসমাজ তাঁহাকে ভক্তিচক্ষে দেখিলেন এবং তাঁহাকেই শিখধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া স্বীকার করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই শত শত লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। এখন তেগবাহাদুর পিতা হরগোবিন্দ অপেক্ষা বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন।

প্রথমে তেগবাহাদুর সোধিদিগের উচ্ছেদে মানস করিয়াছিলেন, কেবল মাখনশাহের কথায় তিনি ক্ষান্ত হইলেন। এখন তিনি মহা আড়ম্বরে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সহস্র অশ্বারোহী তাঁহার আদেশপালনে সশস্ত্র প্রস্তুত থাকিত। শিষ্যগণের প্রভূত উপহারে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইল। তদ্দ্বারা কর্ত্তারপুরে একটী সুদৃঢ় দুর্গনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় তাঁহার ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হইল। রামরায় এত দিন ছল খুঁজিতেছিলেন, এখন সুবিধা পাইয়া তিনি দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেবকে জানাইলেন, 'তেগবাহাদুর দিল্লীশ্বরের শত্রুতা করিবার জন্য দুর্গনির্ম্মাণ করিতেছে। শীঘ্রই তাহাকে দমন করা উচিত।' দিল্লীর দরবার হইতে তেগবাহাদুরকে ধৃত করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির হইল। তেগবাহাদুর সপরিবারে দিল্লীতে আসিয়া জয়পুররাজের প্রাসাদে আশ্রয় লইলেন। জয়পুররাজ তাঁহার পক্ষ হইয়া সম্রাট্‌কে জানাইলেন, 'তেগবাহাদুর এক

জন শান্ত শিষ্ট ফকির, উচ্চপদলাভ বা রাজ্যের অনিষ্ট-সাধনে তাঁহার কখন ইচ্ছা নাই। নানাতীর্থ দর্শন করাই তাঁহার অভিপ্রেত।' যাহা হউক সে যাত্রা জয়পুররাজের যত্নেই তেগবাহাদুর এক প্রকার রক্ষা পাইলেন। পরে তিনি জয়পুরপতির সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি পাটনানগরে সপরিবারে অবস্থান করিতেন। তথায় তাঁহার পত্নী গুজরী ভাবী শিখগুরু প্রসিদ্ধ গোবিন্দসিংহকে প্রসব করেন। পাটনায় তেগবাহাদুর প্রায় ৫।৬ বর্ষ ছিলেন; পূজা ও ধ্যানে সর্ব্বদা অতিবাহিত করিতেন। এখানে তিনি শিখদিগের ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কহলুররাজ দেবীমাধবের নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা দিয়া আনন্দপুরে খানিকটা জমি ক্রয় করেন, সেই জমিতে তিনি মখোবাল নামক নগর পত্তন করেন। অদ্যাপি এই নগর শিখদিগের নিকট অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত। বঙ্গে এক উদাসীর নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন, সেই উপদেশগুণে গুরু তেগবাহাদুর পঞ্জাবে উপস্থিত হইয়াই একজন ডাকাত হইয়া উঠিলেন। হান্‌সি ও শতদ্রুনদীর মধ্যবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ তাঁহার উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। অনেক গৃহস্থ গৃহত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিল। এই সময় আদম হাফিজ নামে এক ধর্ম্মধ্বজী তেগবাহাদুরের সহিত যোগ দিয়াছিল। ক্রমে তেগবাহাদুরের দলে অনেক অস্ত্রধারী আসিয়া মিলিত হইল। মোগলসম্রাটের হস্তে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য অনেক পলাতক ব্যক্তি তেগবাহাদুরের আশ্রয় লইতে লাগিল। সম্রাট্ তাহাদের দমন করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের সহিত একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল। তেগবাহাদুর বন্দী হইলেন। দিল্লীতে যাইবার পূর্ব্বে তিনি গোবিন্দকে তাঁহার পিতৃপদে অভিষিক্ত করিলেন। ভবিষ্যতে ইনিই গুরুগোবিন্দসিংহ নামে বিখ্যাত হইলেন। তেগবাহাদুর দিল্লীতে আনীত হইলে অরঙ্গজেব তাঁহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন। শেষে তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য আদেশ করেন। কিন্তু তেগবাহাদুর অসম্মত হইলেন।

প্রথমে তাঁহাকে কারাগারে রাখা হইল ও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য যথেষ্ট উৎপীড়ন করা হইল। শেষে তেগবাহাদুর একদিন সম্রাট্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন, 'দরবারে আমি এক বুজ্‌রকি দেখাইতে ইচ্ছা করি।'

দরবারে অরঙ্গজেব তেগবাহাদুরকে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। তেগবাহাদুর একখানি কাগজে লিখিয়া আপনার গলায় রাখিয়া জানাইলেন, 'আমার এই মন্ত্রপ্রভাবে কাটামুণ্ড জোড়া লাগিবে।' তিনি তৎক্ষণাৎ জল্লাদকে মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। সর্ব্বসমক্ষে তেগবাহাদুরের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইল। সকলে আশ্চর্য্যে চাহিয়া দেখিলেন, সেই টুকরা কাগজে লেখা রহিয়াছে—"শির দিআ সর না দিআ" অর্থাৎ মাথা দিলাম, কিন্তু মনের কথা দিলাম না। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল।

তেগবাহাদুর এইরূপে ১৩ বর্ষ ৭ মাস ২১ দিন গুরুগিরি করিয়াছিলেন। নির্দ্দয় সম্রাট্ অবিলম্বে তেগবাহাদুরের দেহ দিল্লীর সদর রাস্তায় ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। দিল্লীবাসী শিখগণ গুরুর পবিত্র শির দাহ করিল, তথায় একটী সমাধি মন্দির হইল। মাখনশাহের যত্নে মজবিশিখ বা ঝাড়ুদারেরা তাঁহার সেই ছিন্নশিরদেহ আনন্দপুরে বহিয়া আনিল। এখানে গুরুগোবিন্দ মহা সমারোহে পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আনন্দপুরে তেগবাহাদুরের স্মরণার্থ একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইল।

এখনও শিখসমাজ তেগবাহাদুরকে "সচ্ বাদ্‌শাহ" আখ্যা দিয়া মহাসম্মান ও অশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

তেগা (স্ত্রী) তিজ-পুংসি ঘ জস্য গঃ। অপ্রসিদ্ধ দেবতাভেদ। "শাদং দদ্ভিরবকাং দন্তমূলৈর্মৃদং বর্স্বৈস্তেগান্।" (শুক্লযজু° ২৫।১) 'তেগাং দেবতাং শাদাদয়োঽপ্রসিদ্ধদেবাঃ আদিত্যাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ দেবাঃ।' (বেদদীপ)

তেক্কুম্বলা, দক্ষিণ কাণাড়ায় সমুদ্রকূলে কাসরগোড় হইতে ৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে ইক্কেরি রাজাদিগের নির্ম্মিত একটা পুরাতন গড় আছে। গড়ের প্রবেশদ্বারে একখানি কর্ণাটী শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

তেঙ্করই, মদুরা জেলায় পেরিয়কুলম্ হইতে অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত একটী পুণ্যস্থান। এখানকার সুব্রহ্মণ্যের মন্দির অতি প্রাচীন। তাহাতে অনেক শিলালিপি আছে।

তেঙ্করই, তিন্নেবেলী জেলার তেঙ্করই তালুকের সদর। ইহার অপর নাম আড়বার তিরুনগরী, অক্ষা° ৮° ৩৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৭´৩০´´ পূঃ। তুতকুড়ি হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এবং তাম্রপর্ণী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এখানে তেঙ্করই সরোবরের ধারে একখানি প্রস্তরস্তম্ভে খোদিতলিপি দেখা যায়।

তেঙ্কাশি, তিন্নেবেলী জেলার তেঙ্কাশি তালুকের সদর। অক্ষা° ৮° ৫৭´২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২১´২০´´ পূঃ, তিন্নেবেলী সহর হইতে ১২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

দক্ষিণকাশী শব্দের অপভ্রংশে তেঙ্কাশি নাম হইয়াছে।

এখানকার লোকেরা এই স্থানকে কাশীর ন্যায় পুণ্যস্থান বলিয়া মনে করে। এখানকার বিশ্বনাথস্বামীর মন্দির প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া আরও অনেক শিবালয় আছে। তন্মধ্যে কাশীবিশ্বনাথ স্বামীর মন্দির অতি সুন্দর। এখানকার স্থলপুরাণে ঐ সকল মন্দির ও এখানকার তীর্থগুলির মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ঐ সকল মন্দিরে পাণ্ড্য-রাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ অনেক শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

এক সময় এই দক্ষিণকাশী দুর্গম দুর্গপ্রাসাদপরিবেষ্টিত ছিল, পলিগারদিগের যুদ্ধকালে ঐ সমস্ত বিখ্যাত হয়। এখানকার লোকসংখ্যা ১২৮৬১।

তেঙ্গল (বা তেঙ্গলই) মান্দ্রাজ প্রদেশে বৈষ্ণবেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, একের নাম বড়গল বা উত্তরবেদী এবং অপর সম্প্রদায় তেঙ্গল বা দক্ষিণবেদী নামে খ্যাত। রামানুজের সময় ইহারা এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, তৎপরে রামানুজের শিষ্য মনবলমমুখি বা রাম্যজমত্রির মতাবলম্বীগণ তেঙ্গল এবং রামানুজের অপর শিষ্য বেদান্তচার্য্য বা বেদান্তদেশিকের অনুবর্ত্তী লোকেরা বড়গল নামে বিখ্যাত হয়। কেহ কেহ বলেন, কাঞ্চীপুরনিবাসী বেদান্তদেশিক এইরূপ প্রচার করেন, 'আমি দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণকুলের আচার ব্যবহার সংশোধন ও দাক্ষিণাত্যে উত্তরাপথের সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি।' বড়গলেরা তাঁহার মত মানিলেও তেঙ্গলেরা কেহই তাহা মানিল না। তাহাতেই দুই দলে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইল। উভয় সম্প্রদায়ই বিষ্ণুর উপাসক। বড়গলেরা বিষ্ণুর ন্যায় বিষ্ণুশক্তির অস্তিত্ব ও প্রভাব অঙ্গীকার করেন, তাহাই বিষ্ণুর করুণা ও ক্ষমাস্বরূপ। তেঙ্গলেরা জীবাত্মার মুক্তিসাধন সম্বন্ধে ঐ বৈষ্ণবী শক্তির অনুকূলতা মানিয়া থাকেন, কিন্তু আর কোন বিষয়ে তাহার কার্য্যশীলতা স্বীকার করেন না। এই মতভেদ লইয়াই উভয়দলে বিরোধ ও বিষম বিদ্বেষ দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে।

এ ছাড়া তিলকসেবা লইয়াও অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া থাকে। তেঙ্গলের তিলকের সিংহাসন আছে। বড়গলের তাহা নাই। উভয় দলই স্ব স্ব তিলক শাস্ত্রসম্মত ও প্রতিপক্ষের তিলক অশাস্ত্রীয় ও অধর্ম্মজনক বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। সময়ে সময়ে এই তিলক লইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে।

বড়গল ও তেঙ্গল পরস্পর বিরুদ্ধবাদী হইলেও এক জাতি হইলে বিবাহে বাধা নাই।

তেচকো (দেশজ ত্রিচক্ষুশব্দজ) তিনচক্ষুবিশিষ্ট।

তেজঃপুঞ্জ (পুং) তেজসাংপুঞ্জঃ। তেজোরাশি।

তেজঃফল (ক্লী) তেজসে ফলমস্য তেজঃ ফলতি বা ফল-অচ্। বৃক্ষভেদ, তেজফল, পর্য্যায়—বহুফল, শাল্মলীফল, স্তবকফল, স্তেরফল, গন্ধফল, কণ্টবৃক্ষ। ইহার গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, সুগন্ধ, দীপন, বাতশ্লেষ্মা ও অরুচিনাশক, বালরক্ষাকারক। (রাজনি°)

তেজকরণ (অপর নাম দুল্‌হারায়) গোয়ালিয়ারের একজন রাজা। ভট্টকবি খড়্গরায় প্রভৃতির গ্রন্থে তেজকরণের আখ্যায়িকা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। দেওসার রাজা রণমলের কন্যার সহিত ইহার বিবাহ হয়। রণমলের পুত্র সন্তান না থাকায় তেজকরণকে স্বরাজ্য প্রদান করেন। তেজকরণ সম্বন্ধে খড়্গরায়, টডসাহেব ও জেনারেল কানিংহাম যে সময় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। [গোয়ালিয়ার শব্দ ৫৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

তেজকলম্ (পারসী) শীঘ্র লিখন। লেখার তেজ বা জোর।

তেজন (পুং) তেজয়তি শাস্ত্রং অগ্নিমিতি বা তিজ-ণিচ্-ল্যু। ১ বংশ, বাঁশ। ২ মুঞ্জ, মুজ। ৩ ভদ্রমুঞ্জ, রামশর। (ক্লী) ৪ দীপন। "শিরামুখ বিবিক্তত্বং ত্বক্‌স্থস্যাগ্নেশ্চ তেজনং॥"
(সুশ্রুত চিকি° ২৪ অ°)

তেজনক (পুং) তিজ-ণিচ্ ল্যু, সংজ্ঞায়াং কন্ বা। শরতৃণ, হিন্দীতে কাঁড়া।

তেজনাখ্য (পুং) তেজন আখ্যা যস্য। মুঞ্জতৃণ, মুঞ্জ।

তেজনী (স্ত্রী) তেজন গৌরা° ঙীষ্। ১ মূর্ব্বা, শোঁচমুখী। ২ চবিকা, চই। ৩ তেজোবতী, তেজবল। ৪ জ্যোতিষ্মতী।

তেজপত্র (ক্লী) তেজয়তি তিজ-ণিচ্ অচ্ তেজঃ পত্রমস্য। স্বনামখ্যাত পত্র, তেজপাত। পর্য্যায়—গন্ধজাত, পত্র, পত্রক, ত্বকপত্র, বরাঙ্গ ভৃঙ্গ, চোচ, উৎকট। গুণ—কফ, বায়ু, অর্শ, হৃল্লাস ও অরুচিনাশক। (রাজব°) ভাবপ্রকাশ মতে— লঘু, উষ্ণ, কটু, স্বাদ, তিক্ত, রুক্ষ পিত্তল, কফ, বাত, কণ্ডু, আম ও অরুচিনাশক। (ভাবপ্র°) [তেজপাত দেখ।]

তেজপাত, তেজপত্র। ইংরাজী উদ্ভিদ্ শাস্ত্রানুসারে দারুচিনি জাতীয় বৃক্ষ শ্রেণীর অন্তর্গত। সংস্কৃতে ইহার পর্য্যায় মধ্যে তমাল নাম পাওয়া যায় এবং ইংরাজী উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে নাম *Cinnamomum Tamala* দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, ইহা সংস্কৃত উদ্ভিদ্ শাস্ত্রের তমাল জাতীয় বৃক্ষশ্রেণীর অন্তর্গত। ইংরাজী উদ্ভিদ্ শাস্ত্রের ইহার আর একটী নাম Cassia Lignea বা Cassia Cinnamon.

তেজপাত দ্বিবিধ—তেজপাত *Cinnamomum Tamala* ও রাম তেজপাত বা পাতি বেঁদা (*Cinnamomum Obtusifolium*).

তেজপাতের গাছ বেশী বড় হয় না। ইহার পাতা শীতকালে ঝরেনা। হিমালয়ের পূর্ব্বাংশে ৩ হইতে ৭ হাজার ফিট্ উর্দ্ধ পর্য্যন্ত স্থানে, বাঙ্গালায়, আসামে খসিয়া পর্ব্বতে, ব্রহ্মদেশ ও আন্দামান দ্বীপে ইহা খুব বেশী জন্মে, সিন্ধুতীর হইতে শতদ্রুতীর পর্য্যন্ত স্থানেও অল্প পরিমাণে জন্মে।

ইহার ছাল ও পাতা ব্যবহৃত হয়। দারুচিনির ন্যায় তেজপাতের ছালও সুগন্ধবিশিষ্ট ও অধিকাংশ সময়ে দারুচিনির সহিত ভেজাল চলে। ছাল হইতে এক প্রকার তৈল ও পাতা হইতে এক প্রকার রং প্রস্তুত হয়।

ছাল।—দারুচিনির ন্যায় ইহার গুঁড়ি ও মোটা ডালের ছাল তুলিয়া দারুচিনির ন্যায় ব্যবহার করে। দারুচিনি অপেক্ষা ইহার ছাল পাত্‌লা হয়, কিন্তু দারুচিনির ন্যায় ইহার ছাল কোঁক্‌ড়াইয়া জড়াইয়া যায় না, ঠিক গোল নলের মত থাকে। দারুচিনির ছালের উপরিভাগ যতটা যত্নের সহিত চাঁচিয়া এক পুরু ছাল (বহিস্ত্বক্) বাদ দিয়া থাকে, ইহার ততটা বাদ দেয় না, এজন্য অনেক স্থলে ইহার গাত্রে ত্বক্ লাগিয়া থাকে দেখা যায়। ইহার শাখা বা গুঁড়ির ছাল অপেক্ষা শিকড়ের ছালে দারুচিনির গন্ধ অধিক। মণিপুর অঞ্চলে শিকড়ের ছালই তুলিয়া লয়, গাছের ছাল লয় না। তেজপাতের ছালের গুণও দারুচিনির ন্যায়, তবে ততটা উৎকৃষ্ট নহে, কিন্তু শিকড়ের ছালে ঠিক ততটা উৎকৃষ্ট গুণই দেখা যায়। চীনের কাণ্টন, কলিকাতা ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে ইহার বিস্তৃত ব্যবসা আছে।

তৈল।—ইহার ছালের যে উপরের ত্বক্ চাঁচিয়া তেজপাতা বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইতেই এক প্রকার সুগন্ধ তৈল হয়। ।॰ সের ছালে ।৶॰ ছটাক আন্দাজ তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল দেখিতে ম্লান, পীতবর্ণ ও দারুচিনির গন্ধবিশিষ্ট, কিন্তু দারুচিনির তৈল অপেক্ষা গুণে হীন। এই তৈলে প্রধানতঃ সাবান (military soap) প্রস্তুত হয়।

ফুল ও ফল।—ইহার ফুল দেখিতে ঠিক লবঙ্গের মত। ফলও ঠিক লবঙ্গের ন্যায় অপ্রস্ফুটিত পুষ্পদলগুলি মুখে করিয়া থাকে। ফল বড় হইতে দেয় না। ইহাও ছালের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। পূর্ব্বকালে হিপোক্রাস্ (Hippocrus) নামক সুগন্ধ মদ্য ইহা হইতে প্রস্তুত হইত। য়ুরোপে ইহা Cassia bud নামে এবং বোম্বাইএ 'কালা নাগকেশর' নামে খ্যাত। চীন ও দক্ষিণ ভারত হইতে ইহা বোম্বাইএ রপ্তানী হয়। 'চীনা' ও 'মালাবারী' নামে ইহার দ্বিবিধ ভেদ আছে। দাক্ষিণাত্যের মুসলমানেরা ইহা ব্যঞ্জনাদিতে সুগন্ধ মসলারূপে ব্যবহার করে।

পাতা।—তেজপত্রের পাতা সাধারণতঃ ভারতে ব্যঞ্জনাদিতে সুগন্ধ মশলারূপে ও অল্প পরিমাণে ঔষধে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন কেলিকো-রং করিবার সময় বা তাহাতে ছিট প্রস্তুত করিতে এই পাতা বহেড়া, হরীতকী ও আমলকীর সহিত ব্যবহৃত হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর ৫০০।৬০০ মণ পাতা রাম গলী ও সরদার মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে।

ঔষধ।—ইহার ছাল ও পাতা মেহ ও বাতরোগে উত্তেজক রূপে এবং উদরাময় ও আমাশয়ে ইহার কেবল পাতা ব্যবহৃত হয়। হাকিমেরা মূত্রকৃচ্ছ্র, প্লীহা, উদরাময়, পেটব্যথা, সর্পদংশন ও অহিফেণ বিষে ইহার পাতা ব্যবহার করেন। ইহার ফুল ও ফল লবঙ্গের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় ও তৈলে মাথাধরা, আধকপালিয়া প্রভৃতির উপশম হয়। পিপুল, মধু ও তেজপাতার অবলেহ সেবনে কাশি, ছর্দ্দি, শুষ্ক হাঁপানি ইত্যাদি ভাল হয়। যদি প্রসবের স্রাব দূষিত হইয়া বেশী হইতে থাকে, তবে ইহার পত্রচূর্ণ খাওয়াইলে উপকার দর্শে। কবিরাজ মহাশয়েরা অনেক জ্বরের ঔষধে ইহার পত্র প্রয়োগ করেন। জাপানের এক শ্রেণীর তেজপাতের শিকড় হইতে যথেষ্ট কর্পূর জন্মে।

অনেকের মতে এই গাছ ভারতের আদিম গাছ নহে। চীনদেশ হইতে ইহা অতি পুরাকালে এদেশে আনীত হইয়া এখন বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তেজপাতের ব্যবহার ভারতে বহু প্রাচীনকাল হইতে ছিল। খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বেও এই পত্র ভারত হইতে য়ুরোপে যাইত। প্লিনি মালবথ্রম্ (Malabathrum) নামে যে পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই ভারতীয় তমালপত্রম্ শব্দের অপভ্রংশ। চীন হইতে এদেশে ইহার ছাল ও পাতা প্রতি বৎসর প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার আমদানী হয় ও আরব, পারস্য ও তুরুস্কে প্রায় লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়।

তেজপাল, গুর্জ্জরের একজন বিখ্যাত মন্ত্রী। অশ্বরাজের পুত্র, বস্তুপালের ভ্রাতা, চৌলুক্যরাজ বীরধবলের বন্ধু ও প্রধান মন্ত্রী। ইহার পত্নীর নাম অনুপমা ও পুত্রের নাম লাবণ্যসিংহ। ইনি জৈন ধর্ম্মের একজন প্রধান উৎসাহদাতা।

১৩শ শতাব্দে তেজপাল ও বস্তুপাল প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া অর্ব্বুদ ও গির্ণর পাহাড়ে তীর্থঙ্করগণের উদ্দেশে কএকটী অতি সুন্দর ও সুরম্য সৌধাবলী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। [আবু ও বস্তুপাল দেখ।]

তেজপুর, আসামের দরঙ্গ জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ২৬° ৩১´ ১৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৯২° ৫৩´ ৫´´ পূঃ, ব্রহ্মপুত্রের উত্তর কূলে ভোরোলি ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমে অবস্থিত।

এই নগরের অবস্থান অতি সুন্দর, ইহার দুইধারে দুইটী ক্ষুদ্র পাহাড় মধ্যে সমতল ক্ষেত্রের উপর নগরটী নির্ম্মিত। নগরটী অতি প্রাচীন। ইহার নিকটেই শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত প্রাচীন দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। কোন কোন প্রাচীন ভগ্নমন্দিরে শিলালিপি আছে। দেবদ্বেষী মুসলমানগণের উৎপাতে ঐ সকল মন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছে।

প্রবাদ আছে—এখানে বাণরাজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখানে রাজকীয় কার্য্যালয়, জেলখানা, ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। দিন দিন এই সহরের উন্নতি দেখা যাইতেছে, অনেক স্থানে পাকা বাড়ী হইতেছে। বাণিজ্যেরও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায়।

তেজল (পুং) তেজতি অতিশয়েন পালয়তি শাবকানিতি· তেজ-বাহুলকাৎ কলচ্। কপিঞ্জলপক্ষী। (রাজনি°)

তেজবতী (স্ত্রী) তেজোবতী।

তেজস্ (ক্লী) তেজয়তি তেজ্যতেঽনেন বা তিজ-অসুন্। ১ দীপ্তি। ২ প্রভাব। ৩ পরাক্রম। ৪ রেতস্। ৫ দেহজ-কান্তি। ৬ নবনীত। ৭ বহ্নি। ৮ সুবর্ণ। ৯ মজ্জা। ১০ পিত্ত। ১১ অধিক্ষেপ ও অপমানাদি অসহনরূপ নায়কের গুণভেদ।

"অধিক্ষেপাপমানাদেঃ প্রযুক্তস্য পরেণ যৎ।
প্রাণাত্যয়েপ্যসহনং তত্তেজঃ সমুদাহৃতং॥"
(সাহিত্যদ° ৩।৬৪)

পরপ্রযুক্ত অধিক্ষেপ ও অপমান প্রভৃতি প্রাণনাশে ও অসহনের (সহ্য না করার) নাম তেজ।

১২ সার, রসাদি শুক্রান্তধাতুর সেই তেজঃপদার্থ।

গর্ভোৎপত্তিকালে তেজোধাতু অধিকাংশ জলধাতুর সহিত মিলিত হইলে গর্ভ গৌরবর্ণ হয়, পার্থিব ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গর্ভ কৃষ্ণবর্ণ হয়। অধিকাংশ পৃথিবী ও আকাশ ধাতুর সহিত মিলিত হইলে কৃষ্ণশ্যাম এবং অধিকাংশ জলীয় ও আকাশ ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গৌরশ্যাম হয়। তেজোধাতু দৃষ্টিশক্তির সহিত মিলিত না হইলে জাতান্ধ হয়, তেজ শোণিত আশ্রয় করিলে রক্তাক্ষ, পিত্ত আশ্রয় করিলে চক্ষু পীতবর্ণ, শ্লেষ্মা আশ্রয় করিলে শুক্লাক্ষ ও বায়ু আশ্রয় করিলে বিকৃতাক্ষ (টেরা) হয়। (সুশ্রুত শারীরস্থান)

১৩ প্রাগল্ভ্য। ১৪ পরাভিভব সামর্থ্য, তেজ থাকিলে পরকে অভিভব করিবার সামর্থ্য থাকে। ১৫ শত্রুর অনভিভাব্যত্ব, যে গুণে শত্রুরা অভিভব করিতে পারে না। ১৬ অপ্রতিহতাজ্ঞত্ব, আজ্ঞা প্রতিহত হয় না। ১৭ চৈতন্যাত্মক জ্যোতিঃ। ১৮ সত্ত্বগুণজাত লিঙ্গদেহ। ১৯ অশ্বের বেগ, অশ্বদিগের স্বাভাবিক স্ফূরণই তেজ, এই তেজ দুই প্রকার, সত্ততোত্থিত ও ভয়োত্থিত, অশ্বদিগের প্রেরণ বিনা স্বাভাবিক অবচ্ছিন্ন যে স্ফূরণ, তাহার নাম সততোত্থিত তেজ। কশাঘাতাদিদ্বারা ও ভয় হেতু যে স্ফূরণ, তাহাকে ভয়োত্থিত তেজ কহে।* (ভোজরাজ) ২০ পঞ্চ মহাভূতের তৃতীয় ভূত। ইহার স্পর্শ উষ্ণ, রূপ শুক্ল ও ভাস্বর।

যে যে বস্তুর স্পর্শ করিলে উষ্ণ বোধ হয়, তাহার নাম তেজ। এই তেজ, শব্দ ও তন্মাত্র সহিত রূপ তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই জন্য তেজের তিনটী গুণ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। (সাংখ্যদ°)

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে—ইহা দুই প্রকার, নিত্য ও অনিত্য, পরমাণু রূপ নিত্য ও কার্য্যরূপ অনিত্য, এই অনিত্য অর্থাৎ কার্য্যরূপ তেজ শরীর ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভেদে তিন প্রকার। শরীরতেজ আদিত্যলোকে প্রসিদ্ধ, ইন্দ্রিয়-তেজ রূপগ্রাহক চক্ষু, বিষয় তেজ ভৌম, দিব্য, ঔদর্য্য ও আকরজ এই চারি প্রকার। ভৌম অগ্নি প্রভৃতি, দিব্য বিদ্যুদাদি, ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকের হেতু ঔদর্য্য, উদরে যে তেজ নিহিত আছে, সেই তেজদ্বারা ভুক্ত দ্রব্য সকল পরিপাক হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়। আকরজ সুবর্ণাদি। ইহার ধর্ম্ম রূপ দ্রবত্ব প্রত্যক্ষযোগিত্ব। ইহার গুণ স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ বিভাগ, পরত্ব অপরত্ব, রূপ, দ্রব্য, বেগ, তেজের দ্রবত্ব, নৈমিত্তিক, কিন্তু ইহা সাংসিদ্ধিক দ্রব পদার্থ নহে, নিমিত্ত জন্য দ্রব হইয়া থাকে।

"অষ্টৌস্পর্শাদয়োরূপং দ্রবো বেগশ্চ তেজসি। ৩০
স্পর্শ উষ্ণস্তেজসস্তু স্যাদ্রূপং শুক্লভাস্বরং॥
নৈমিত্তিকং দ্রবত্বন্তু নিত্যত্বাদি চ পূর্ব্ববৎ।
ইন্দ্রিয়ং নয়নং বহ্নিস্বর্ণাদির্বিষয়োমতঃ॥" (ভাষাপ° ৪০-৪১)

রূপ, দর্শনেন্দ্রিয়, পাক, সন্তাপ, তীক্ষ্ণতা, বর্ণ (গৌরাদি) ভ্রাজিষ্ণুতা, অমর্ষ, শৌর্য্য, সাহস এই সকল তেজের গুণ অর্থাৎ তেজ হইতে এই সকল উৎপত্তি হয়। শরীরের মধ্যে তেজঃ পদার্থ থাকে বলিয়াই রূপবান্, দর্শনেন্দ্রিয়সম্পন্ন প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হয় এবং ভুক্তদ্রব্য সকল পরিপাক হয়।

২১ তেজস্বী, উপচার হেতু তেজস্ শব্দে তেজস্বীকে বুঝায়।

"ত্রীণি তেজাংসি নোচ্ছিষ্ট আলভেত কদাচন।
অগ্নিং গাং ব্রাহ্মণচৈব" (ভারত অনুশা°)

* "তেজোনিসর্গজং সত্বং বাজিনাং স্ফূরণং রজঃ
ক্রোধজন্ম ইতি জ্ঞেয়াস্ত্রয়োঽপি সহজা গুণাঃ।"
তচ্চ দ্বিবিধং। সততোত্থিতং ভয়োত্থিতঞ্চ।
ধারাসু যোজিতানাঞ্চ নিসর্গাৎ প্রেরণং বিনা।
অবচ্ছিন্নমিবাভাতি তত্তেজঃ সততোত্থিতং।
কশাপাতাদিনাভৈর্বৎ সাধ্বসাৎ স্ফূরিতন্তু তৎ।" (ভোজরাজ)

তেজসিংহ, প্রাগ্বাটবংশীয় একজন সামন্ত, ইহার পিতার নাম বিজয়সিংহ ও পিতামহের নাম বিক্রম। ইতি দৈবজ্ঞালঙ্কৃতি নামে একখানি জ্যোতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

তেজসিংহ, প্রসিদ্ধ শিখসেনাপতি। গৌড় ব্রাহ্মণবংশে জন্ম। ইহার প্রকৃত নাম তেজরাম। ইহার পিতার নাম নিধিরাম। ইনি মহারাজ রণজিৎসিংহের প্রিয়পাত্র খুশাল-সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। খুশালসিং রণজিতের দেউড়িবালা পদ প্রাপ্ত হন। খুশালসিংহের অনুমতি ভিন্ন রণজিতের সহিত কাহারও দেখা করিবার অনুমতি ছিল না। কাজেই যখন কোন বড়লোকের রণজিতের সহিত দেখা করিবার প্রয়োজন হইত, তখনই তিনি অর্থদ্বারা খুশালসিংহকে সন্তুষ্ট করিতেন। এইরূপে খুশালসিংহ একজন বড় ধনী ও শিখরাজ্যের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। মীরঠে তাঁহার আদি নিবাস ছিল। তথা হইতে তিনি তেজরামকে শিখ দরবারে আনাইলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তেজরাম শিখধর্ম্ম গ্রহণ ও তেজসিংহ নাম ধারণ করিলেন। পিতৃব্যের ন্যায় তিনিও ক্রমে ক্রমে শিখ-দরবারে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠিলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২১এ সেপ্টেম্বর জবাহিরসিংহের হত্যার পর মহারাণী ঝিন্দন লালসিংহকে প্রধান উজীর ও তেজ-সিংহকে প্রধান সেনাপতি মনোনীত করিয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু লালসিংহ ও তেজসিংহের উপর খালসা-সৈন্য বিরক্ত ছিল। নানা কারণে সেই বিরক্তিভাব ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এই সময় খালসাসেনানীবর্গের ক্ষমতাও বড় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সকল রাজপুরুষই তাহাদিগকে ভয় করিত। এই কারণে তেজসিংহ খালসাসৈন্যের পরাক্রম খর্ব্ব করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লালসিংহও তাহাতে যোগ দিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে বৃটীশসৈন্য ভিন্ন খালসাসৈন্যকে বিদলিত করিতে পারে কাহার সাধ্য? তাঁহারা দরবারে প্রচার করিলেন যে, বৃটীশ-সৈন্য শতদ্রু পার হইয়া শিখরাজ্য আক্রমণ করিতে আসি-তেছে। এরূপ স্থলে তাঁহাদেরও বৃটীশ রাজ্য আক্রমণ করা উচিত হইয়াছে। একদিন দরবারে প্রধান প্রধান শিখ যোদ্ধা-গণের সমক্ষে দেওয়ান দীননাথ কএকখানি মিথ্যা পত্র পাঠ করিয়া জানাইলেন, "মাতৃভূমির রক্ষার জন্য এখন সকলেরই অস্ত্র ধারণ করা উচিত। মহারাণীর ইচ্ছা রাজা লালসিংহ উজীর ও তেজসিংহ প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হউন।"

স্বদেশানুরাগী খাল্‌সাসৈন্য মাতৃভূমির আসন্ন বিপদ্‌ শুনিয়া সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এ সময়ে রাজা লাল-সিংহকে উজীর ও তেজসিংহকে সর্দ্দার বলিয়া গ্রহণ করিতে কেহ আপত্তি করিল না। নীচাশয় তেজসিংহ এখন খালসা-সৈন্যের কর্ত্তৃত্ব পাইয়া তাহাদের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অকারণে প্রথম শিখযুদ্ধ ঘটিল। যেখানে যেখানে খাল্‌সা-সৈন্যের সহিত বৃটীশ সৈন্যের সংঘর্ষ হইয়াছিল, সেইখানেই দুর্ম্মতি তেজসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু রণোন্মত্ত শিখসৈন্য কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করে নাই। আপনাদের সর্দ্দারের কূটনীতিতে বিজড়িত হইয়াও তাহারা যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছে, তাহা সাতিশয় প্রশংস-নীয়। যেখানে ইংরাজের কিছুমাত্র জয়াশা ছিল না, তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকায় সেইখানেই ইংরাজ প্রভৃতি রক্তপাত করিয়া জয়ার্জ্জন করিয়াছেন। যে ফিরোজ সহরের যুদ্ধে শিখসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়, যে বিখ্যাত যুদ্ধে ইংরাজ সেনানায়কগণ স্বদেশে মহাসম্মানে বিভূষিত হইয়া-ছিলেন, সেই যুদ্ধ কেবল এই দুর্বৃত্ত তেজসিংহের বিশ্বাস-ঘাতকার শেষ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে তেজসিংহ বিংশতি-সহস্র পদাতি ও পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সহ উপস্থিত ছিলেন।

তিনি সম্মুখে লালসিংহের সৈন্যগণের পরাজয় ও পলা-য়ন দর্শন করিলেন। তিনি পরিশ্রান্ত ও নিরুপায় বৃটীশ সৈন্যগণের অবস্থাও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধ করিবার জন্য সকলেই উত্তেজিত হইয়াছিল, কিন্তু কাপুরুষ তেজসিংহ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক আপনার সৈন্যগণকে ভুলাইয়া শতদ্রুপারে ফিরাইয়া আনিলেন। তাহাতে তাঁহার সৈন্যগণের প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল। শেষে তাহারা তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিয়া কতই অনুতাপ করিয়াছিল। ১ম শিখ যুদ্ধাবসানে তেজসিংহ বৃটীশ শিবিরে গিয়া গবর্ণর জেনারলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু বড় লাট তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।, অবশেষে শিখ সৈন্যদিগের ভয়ে তেজ-সিংহ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কখন কে আসিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিবে, এই আশঙ্কায় তাঁহার রাত্রে নিদ্রা হইত না। তিনি এক দৈবজ্ঞের পরামর্শ লইয়া নিরাপদে থাকিবার জন্য এক অদ্ভুত দুর্গ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক শেষ দশায় অতি মনোকষ্টে তাঁহার জীবন বাহির হয়।

যদি সর্দ্দার তেজসিংহ প্রতিপদে বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তাহা হইলে শিখ যুদ্ধের ইতিহাস ভিন্ন রূপ পাঠ করিতাম। [শিখ যুদ্ধ দেখ।]

তেজস্কর (ত্রি) তেজঃ করোতি কৃ-ট। তেজোবৃদ্ধিকারক, তেজল জিনিস।

তেজস্য (ত্রি) তেজসি সাধু-যৎ। তেজঃসাধন। "যাবানিন্দ্রা বরুণা সহস্যা রক্ষসা তেজস্যা তনুঃ।" (তৈ° স° ২।৩।১৩।১)

(পুং) ২ মহাদেব। (তাণ্ড্য ১৩।১৬।৪৭)

তেজস্বৎ (ত্রি) তেজস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। তেজোযুক্ত, বীর্য্যবান্, তেজীয়ান।

তেজস্বতী (স্ত্রী) গুণবর্ম্মার কন্যা। কথাসরিৎসাগরে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। উজ্জয়িনীনগরে আদিত্যসেন নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন তিনি সসৈন্যে গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই প্রদেশে গুণবর্ম্মা নামে কোন ধনী ব্যক্তির তেজস্বতী নামে এক কন্যা ছিল। গুণবর্ম্মা আদিত্যসেনকে ইহার অনুরূপ বর বিবেচনা করিয়া তাঁহাকেই কন্যা দান করেন। তিনি ইহাকে লাভ করিয়া ইহার রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া এককালে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন। কিছু দিন পরে ইহার গর্ভে এক কন্যা জন্মিল। রাজা ইহার রূপে এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে ইহাকে ফেলিয়া একদণ্ডও থাকিতে পারিতেন না। একদিন রাজা তাহাকে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নিজে অশ্বারোহণে প্রভূত সৈন্যের সহিত শত্রুরাজ্য আক্রমণে গমন করিতে ছিলেন। পথিমধ্যে মহিষীর প্রীতির জন্য অতিবেগে অশ্বচালনা করিলেন। অশ্ব মুহূর্ত্ত মধ্যে নেত্রমার্গ অতিক্রম করিয়া গেল। অনেক অনুসন্ধানেও রাজাকে পাওয়া গেল না। তখন অমাত্যগণ মহিষীকে লইয়া রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এদিকে রাজা দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া বিন্ধ্যাটবী মধ্যে উপস্থিত হন। পরে আপনি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে স্বেচ্ছাগমনে স্বাধীনতা প্রদান করেন। অশ্ব নিজ জাতীয় বুদ্ধিবলে রাজাকে উজ্জয়িনীতে লইয়া চলিল। এই সময় রাত্রি হইয়াছে, নগরের দ্বাররুদ্ধ। রাজাও অশ্বারোহণে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়াছেন। শ্মশানের নিকটে ছান্দস ব্রাহ্মণগণের এক পল্লী ছিল, রাজা অগত্যা সেই পল্লীতে প্রবেশ করেন। সেইখানে একটী মঠ ছিল, রাজা ঐ মঠের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার সময় তথাকার লোকদিগের সহিত কলহ হয় এবং এমন সময় বিদূষক নামে একজন ব্রাহ্মণ এইখানে উপস্থিত হইলেন এবং ভব্যবেশ দেখিয়া ইহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। এই বিদূষক তপো-প্রভাবে অগ্নির নিকট হইতে এক খড়্গ লাভ করিয়াছিলেন।

বিদূষক রাজাকে পরিচারক দ্বারা শুশ্রূষা করাইয়া শয়নের স্থান দেন এবং তাহার শরীররক্ষার জন্য নিজে জাগিয়া থাকেন। প্রভাতে রাজা জাগিয়া দেখেন, বিদূষক তাঁহার অশ্ব সজ্জিত করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। তখন রাজা অশ্বারোহণে নগরে প্রবেশ করেন। রাজাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া রাজ্ঞী প্রভৃতি অতি আনন্দিত হন। রাজা কৃতজ্ঞতার উপহার স্বরূপ বিদূষককে সহস্রগ্রামের আধিপত্য ও রাজ-পৌরোহিত্য অর্পণ করেন। বিদূষক আপনার ধন মঠস্থ ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণেরা বিদূষককে অগ্রাহ্য করিয়া পরস্পর কলহ আরম্ভ করেন। এই সময় চক্রধর নামে একজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তোমাদের একজন নায়ক আবশ্যক, ইহার মধ্যে যিনি অধিক সাহসী, তিনিই এই পল্লীর নায়ক হইবেন। তখন সকলই নায়ক হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চক্রধর তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ শ্মশানে তিনজন তস্কর শূলে মৃত আছে, যে ব্যক্তি তাহাদের নাসিকা ছেদন করিয়া আনিতে পারিবে, তিনিই নায়ক হইবার যোগ্য। এই কার্য্যে সকলেই অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে কেবল বিদূষকই স্বীকার করিলেন। পরে বিদূষক অগ্নিদত্ত খড়্গ লইয়া নিশীথ রাত্রে শ্মশানোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। বিদূষক নানাপ্রকার বিভীষিকা দর্শন করিয়া ও শ্মশানে শূলত্রয়ের নিকটে উপস্থিত হইলে শবত্রয় বেতালাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল। তখন বিদূষক তাহাদের বেতালাবেশ দূর করিবার জন্য খড়্গাঘাত করিলেন এবং নাসিকাত্রয় ছেদন করিয়া বস্ত্রপ্রান্তে বন্ধন করিলেন। পরে প্রত্যাগমনকালে দেখিলেন, একজন শবের উপর বসিয়া জপ করিতেছে। বিদূষক প্রচ্ছন্নভাবে তাহার কাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আসনস্থ শব বেতালাবিষ্ট হইয়া ফুৎকারদান করিতে লাগিল, তাহাতে তাহার মুখ হইতে অগ্নি এবং নাভি হইতে সর্ষপ নির্গত হইতে লাগিল। যোগী সেই সর্ষপগুলি লইয়া উঠিয়া শবকে চপেটাঘাত করিবামাত্র বেতালাবিষ্ট শব উঠিয়া দাঁড়াইল। যোগী তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিলে শব চলিতে লাগিল। বিদূষক অলক্ষিত ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয়ে এক কাত্যায়নী মন্দিরে উপস্থিত হইল, যোগী শব ত্যাগ করিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিদূষক মন্দির ভিত্তিতে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া থাকিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দৈববাণী হইল, "যদি তোমার বাঞ্ছিত ফল লাভের বাসনা থাকে, আদিত্যসেনের একমাত্র তনয়াকে আমায় উপহার দাও।" তাহা শুনিয়া যোগী বেতালযোগে নভঃপথে প্রস্থান করিল। বিদূষক ভাবিলেন, আমি অবশ্যই প্রতিপালকের কন্যা রক্ষা করিব। এই ভাবিয়া অসিহস্তে তথায় প্রস্তুত থাকিলেন। যোগী রাজকন্যাকে লইয়া উপস্থিত হইলে বিদূষক তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন দৈববাণী

হইল, বিদূষক এই যোগী মহাবেতাল ও সর্ষপসিদ্ধ ছিল, কেবল পৃথিবী ও রাজকন্যা সম্ভোগের বাসনা করায় আজ বঞ্চিত হইল। তুমি ইহার সর্ষপগুলি গ্রহণ কর, ইহার প্রভাবে অন্ত রাত্রিতে আকাশমার্গে অভীষ্টদেশে গমন করিতে পারিবে।' বিদূষক তচ্ছ্রবণে সর্ষপগুলি গ্রহণ করিয়া রাজকন্যাকে ক্রোড়ে লইলেন। পরে অশরীরী বাণী হইল, "মাসান্তে এখানে আসিও।"

বিদূষক প্রণাম করিয়া আকাশপথে রাজপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিজ শয্যায় রক্ষা করিলে রাজকন্যা বলিলেন, 'আর্য্য আপনি এখান হইতে গমন করিবেন না, তাহা হইলে ভয়ে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে।' বিদূষক সেইখানেই থাকিলেন। প্রভাতে রাজা সকল অবগত হইয়া বিদূষককে পুরস্কার স্বরূপ কন্যা দান করিলেন। মাসান্তে রাজতনয়া তাহাকে দৈববাণীর কথা জানাইলে তিনি পুনরায় শ্মশানে গমন করিলেন এবং কাত্যায়নী মন্দিরসমীপে গমন করিয়া বলিলেন, 'আমি বিদূষক আসিয়াছি।' গৃহাভ্যন্তর হইতে আদেশ হইল, 'অভ্যন্তরে প্রবেশ কর।' বিদূষক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একটী সুন্দর বাসভবন ও অসামান্যরূপবতী একটী কন্যা। বিদূষক পরিচয়ে জানিলেন, ঐ কন্যা বিদ্যাধরকন্যা, উহার নাম ভদ্রা। পরে তাহার অনুরোধে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়া তথায় থাকিলেন। এদিকে পর দিন রাজতনয়া পতিকে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। কয়েকদিন অতীত হইল, তথাচ তাহার সন্ধান নাই। সকলই চিন্তিত হইলেন। অনন্তর ভদ্রা স্বীয় সহচরী যোগেশ্বরীর নিকট শুনিলেন, বিদ্যাধরগণ এজন্য তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

বিদূষককে বলিলেন, 'আপনি এখানে থাকুন' আমি পূর্ব্বসাগরের পারস্থ কর্কোটক নদীর পার্শ্বস্থিত শীতোদানদীর অপর পারে উদয়গিরির সিদ্ধাশ্রমে গমন করিব।' এই বলিয়া তাহাকে স্বীয় অঙ্গুরী অভিজ্ঞান স্বরূপ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। বিদূষকও উন্মত্তবেশে 'হা ভদ্রে! করিতে করিতে বহির্গত হইলেন।' পরে রাজা আদিত্যসেন ইহাকে এই অবস্থায় পাইয়া অনেক চিকিৎসা করাইলেন। পরে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া এবং চিকিৎসকের আদেশে তাহাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে অধিকার দিলেন। বিদূষক ভদ্রার অনুসন্ধানে প্রস্থান করিলেন। দিবারাত্র পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক রাক্ষসকে পরাস্ত করিয়া দেবসেন রাজার দুঃখলব্ধিকা নামে কন্যাকে বিবাহ করেন, তৎপরে তথা হইতে তাম্রলিপ্ত নগরে উপস্থিত হন। এই স্থান হইতে স্কন্দদাস নামক বণিকের সহিত সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। কিছুদিন পরে স্কন্দদাসের অর্ণবযান সমুদ্র মধ্যে স্থির হইল। স্কন্দদাস কাতর হইয়া কহিল, 'যে আমাকে উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবে, আমি তাহাকে অর্দ্ধেক ধন ও আমার কন্যা দিব।' বিদূষক স্কন্দদাসকে কহিলেন, 'আমার কটিতে রজ্জু বাঁধিয়া সমুদ্রে নামাইয়া দিন, আমি আপনার অর্ণবযানের বাধা দূর করিব।' বিদূষক তাহাই করিলেন। কিন্তু স্কন্দদাস অর্থ দিবার ভয়ে তাঁহার বন্ধনরজ্জু কাটিয়া দিয়া তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া প্রস্থান করিল। বিদূষক অতি কষ্টে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলে দৈববাণী হইল, 'বিদূষক, তুমি ধন্য, যে স্থানে তুমি উপনীত হইয়াছ, ইহার নাম নগ্নরাজ্য। এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে আর সাত দিন গেলেই কর্কোটনগরে পৌঁছিবে।' সপ্তম দিনে তিনি কর্কোটনগরে পৌঁছিলেন, তথায় পূর্ব্বপরাজিত যমদংষ্ট্র নামা রাক্ষসের বামহস্ত ছেদন করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়া তথাকার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। পরে যমদংষ্ট্রের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইলে তাহার সাহায্যে শীতোদানদী পার হইয়া উদয়গিরির তলে উপস্থিত হইলেন, তথায় ভদ্রার সহিত তাহার মিলন হইল। পরে যমদংষ্ট্রের সাহায্যে স্কন্দদাসের কন্যা এবং অর্থ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পত্নীগণের সহিত উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া সুখে শ্বশুরের রাজত্ব করিতে লাগিলেন। (কথাসরিৎসা°) ২ গজপিপ্পলী। ৩ চবিকা। ৪ মহাজ্যোতিষ্মতী।

তেজস্বিতা (স্ত্রী) তেজস্বিনঃ ভাবঃ তল্। তেজস্বিত্ব, প্রভাবশালিতা।

তেজস্বিত্ব (ক্লী) তেজস্বিনঃ ভাবঃ ত্ব। তেজোবিশিষ্টত্ব, বলবত্ত্ব।

তেজস্বিন্ (ত্রি) তেজোঽস্ত্যস্য তেজস্-বিনি। তেজোযুক্ত।

"তেজস্বিমধ্যে তেজস্বী দবীয়ানপি গণ্যতে।" (মাঘ)

(পুং) ইন্দ্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত ১।১৯৮।২৯)

তেজস্বিনী (স্ত্রী) তেজস্বিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ জ্যোতিষ্মতীলতা, লওয়া ফটকী। ২ মহাজ্যোতিষ্মতী, বড় মালকঙ্গুনী। পর্য্যায়—তেজস্বিনী, তেজবতী, তেজোহ্বা, তেজনী। ইহার গুণ—কফ, শ্বাস, কাশ, মুখরোগ ও বাতনাশক, কটু, তিক্ত ও অগ্নিদীপক। (ভাবপ্র°)

তেজঃসেন (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ৮।৪০০)

তেজারৎ (আরবী) সুদ লইয়া কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবসা।

তেজারতী (আরবী) বৃদ্ধিজীবিকা, সুদ লইয়া কর্জ্জ দিবার ব্যবসা, সুদ লইয়া টাকা ধার দিবার ব্যবসা।

তেজাল (দেশজ) তেজোযুক্ত।

তেজিত (ত্রি) তিজ-ণিচ্-ক্ত। শাণিত, তীক্ষ্ণীকৃত, পর্য্যায়—নিশিত, ক্ষুত, শাণিত, শাত, শাণাদিমার্জ্জিত, ক্ষ্ণুত, নিশাত, শিত, শাত। (জটাধর)

তেজিনী (স্ত্রী) তেজোবললতা। (Sanseviera Zeylanica)

তেজিষ্ঠ (ত্রি) তেজস্বিন্ অতিশয়ার্থে ইষ্ঠন্ বিনেলু্কি ডিত্তাবঃ। অতিতেজস্বী, অত্যন্ত প্রভাবশালী।

"তেজিষ্ঠয়া তিথিগস্ত বর্ত্তনী" (ঋক্ ১।৫৩।৮) 'তেজিষ্ঠয়া অতিশয়েন তেজস্বিন্যা' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং টাপ্।

তেজীয়স্ (ত্রি) তেজো বিদ্যতে ২স্য তেজস্-ঈয়সুন্। তেজোযুক্ত, তেজস্বী। তেজস্বিন্ অতিশয়ার্থে ঈয়সুন্ বিনেলু্কি ডিত্তাবঃ। অতি তেজস্বী, অত্যন্ত তেজোযুক্ত।

"তেজীয়সাং নদোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।"

(ভাগ° ১০।৩৩।২৯) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তেজেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্ব নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত আদি°৯৪অ°)

তেজোনাথতীর্থ (ক্লী) শিবপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ।

তেজোমণ্ডল (ক্লী) চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডল।

তেজোমন্থ (পুং) তেজো মথ্নাতি মন্থ অণ্। গণিকারিকা বৃক্ষ, গনিয়ারী গাছ।

তেজোময় (ত্রি) তেজস্ প্রচুরার্থে বিকারে বা ময়ট্। ১ তেজঃপ্রচুর। ২ তেজোবিকার। ৩ জ্যোতির্ম্ময়।

"তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।"

(মনু ৬।৩৯) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "তেজোময়ী বাক্" (শ্রুতি)

তেজোমাত্রা (স্ত্রী) তেজসাং সত্ত্বগুণানাং মাত্রা অংশঃ। তৈজস অংশ। অহঙ্কারের সাত্ত্বিক অংশ হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ।

তেজোমূর্ত্তি (পুং) তেজঃ তেজস্বতী মূর্ত্তি র্যস্য। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ তেজাত্মক। ৩ তেজঃপ্রচুর।

"স গচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্ত্তিপথঙ্ক্ না।" (মনু ২।৯৩)

তেজোরাশি (পুং) তেজসাং রাশিঃ। তেজঃপুঞ্জঃ, তেজঃসমূহ।

তেজোরূপ (ক্লী) তেজঃ সর্ব্বপ্রকাশকং চৈতন্যং রূপং যস্য। ১ ব্রহ্ম, ইনি জ্যোতিরূপ প্রকাশাত্মক, ব্রহ্মের স্বরূপ জ্যোতিরূপে প্রকাশিত হয়।

"অশরীরং বিগ্রহবদিন্দ্রিয়বদতীন্দ্রিয়ং।

যৎসাক্ষি সর্ব্বসাক্ষি তেজোরূপং নমাম্যহং॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

তেজসাং রূপঃ। ২ তেজের রূপ।

তেজোবৎ (ত্রি) তেজস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য-ব। তেজোযুক্ত।

তেজোবতী (স্ত্রী) তেজবৎ ঙীপ্। ১ গজপিপ্পলী। ২ চবিকা। ৩ মহাজ্যোতিষ্মতী, বড়মালকঙ্গুনী, হিন্দীতে তেজ্‌বতী, তেজ বল, নেপালী ভাষায় তেজবল। [তেজস্বতী দেখ।] ২ অগ্নির বিমান।

"মহাবিমানং প্রথিতং ভাস্বরং জাতবেদসঃ।

সা হি তেজোবতী নাম হুতাশস্য মহাসমা॥" (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩৮ অ°)

রাজা বিহিতসেনের পত্নী। ইনি অতিশয় পতিপরায়ণা ও পতির প্রিয়া ছিলেন। (কথাসরিৎসা°)

তেজোবিদ্ (ত্রি) [বৈ] যাহার তেজ বা দীপ্তি আছে।

তেজোবিন্দূপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ ভেদ। নারায়ণ ইহার দীপিকা রচনা করিয়াছেন।

তেজোবীজ (ক্লী) মজ্জা। (নিঘণ্টু প্র°)

তেজোবৃক্ষ (পুং) ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ বৃক্ষ, ছোট গণিয়ারি গাছ।

তেজোবৃত্ত (ক্লী) তেজসো বৃত্তং ৬তৎ। বীর্য্যানুরূপ।

"চন্দ্রস্যাগ্নেঃ পৃথিব্যাশ্চ তেজোবৃত্তং নৃপশ্চরেৎ।" (মনু ৯।৩০৩)

'তেজোবৃত্তং বীর্য্যস্যানুরূপং॥' (কুল্লূক)

তেজোহ্বা (স্ত্রী) তেজঃ হ্বয়তে স্পর্দ্ধতে হ্বে-ক। ১ তেজোবতী, তেজবল। ২ চবিকা।

তেড়া (দেশজ) তির্য্যক্, বক্র।

তেড়ামগজ (পারসী) বাঁকা ভাবে কাজ করা।

তেড়ালি (দেশজ) এক প্রকার তৈলাধার।

তেড়িয়াৎ (দেশজ) তালবৃক্ষের ন্যায় এক প্রকার বৃক্ষবিশেষ (Corypha Taliera) ইহার পত্রে উত্তম পুঁথি লেখা হয়, তাহা অনেক দিন স্থায়ী হয়।

তেতা (দেশজ) ভিজা।

তেতান (দেশজ) ভিজান।

তেতেরিজা, কোন বক্র ভূমি বিভিন্ন অংশে বিভাগপূর্ব্বক জরীপ করিয়া তাহার ক্ষেত্রফল স্থির করাকে দোতেরিজা বা তেতেরিজা কহে।

তেতালা (দেশজ) ত্রিতল হর্ম্ম্য।

তেতাল্লিশ (দেশজ) ত্রিচত্বারিংশৎ।

তেত্রিশ (দেশজ) ত্রয়স্ত্রিংশৎ।

তেথর (দেশজ) ১ তিন স্থল। ২ তিন থাক।

তেথরী (দেশজ) ত্রিস্তরযুক্ত।

তেদনী (স্ত্রী) দেবতা ভেদ। "তেদনী মধুরকণ্টেনাপঃ" (শুক্লযজু° ২৫।২) 'তেদনীং দেবতাং' (বেদদীপ)

তেন (পুং) তে গৌরী ন শিবো যত্র। গানাঙ্গ ভেদ।

"তেনেতি শব্দস্তেন স্যাৎ মঙ্গলানাং প্রদর্শকঃ।"

তে এবং ন, এই দুইটী শব্দ মঙ্গলপ্রদর্শক। তে শব্দে গৌরী এবং ন শব্দে হর বুঝায়, এইজন্যই তেন এই শব্দটী

মাঙ্গলিক। গানের পূর্ব্বে হরগৌরীর প্রসাদ লাভের জন্য এই শব্দ উচ্চারিত হয়।

(ত্রি) তদ্-পুং ৩য়া এক বচন। তাহার দ্বারা।

তেনসেরিম্ (প্রকৃত নাম ত-নেং-থ-রি) ব্রহ্মদেশের একটী বিস্তীর্ণ বিভাগ, অক্ষা° ৯° ৫৮´ হইতে ১৯° ২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫° ৫০´ হইতে ৯৮° ৩৫´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৪৬৭৩০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ, তন্মধ্যে সাতলক্ষ বৌদ্ধ। আমহার্ষ্ট, তাবয়, মাগু´ই, শয়েগিন্, তৌঙ্গ্‌ঙ্গু, মৌল্‌মেন্ ও সালউইন্ শৈলভূভাগ এই ৭টী জেলা তেনসেরিমের অন্তর্গত।

২ উক্ত তেনসেরিম্ বিভাগের মাগু´ই জেলার মধ্যবর্ত্তী নগর ও সহর; অক্ষা° ১২° ৫´ ৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯৯° ২´ ৫৫´´ পূঃ। ছোট ও বড় তেনসেরিম্ নদীর সঙ্গমে মাগু´ই নগরের ২০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। দুইশত ফিট্ উচ্চ পাহাড়ের ঢালুর পাশে লাল বালুপাথরের উপরে এই নগর নির্ম্মিত। ইহার চারিদিকে পাহাড় ও বন জঙ্গলে আবৃত। এক সময় এই স্থান বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। ব্রহ্ম ও শ্যামরাজের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে এই নগর এককালে হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে এক সময় লক্ষ লোকের বাস ছিল, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তথায় ৫৭৭ জন মাত্র দেখা যায়।

১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্যামবাসীগণ বহু যত্নে এই নগর নির্ম্মাণ করেন, এখনও সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ অতীতকীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্তম্ভে কোন লিপি উৎকীর্ণ নাই বটে, কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়েরা বলিয়া থাকেন, নগরের ভাবী উন্নতির জন্য দেবতার প্রীত্যর্থে একজন রমণীর জীবন্ত সমাধি হইয়াছিল। এখনও নগরের চারিদিকে প্রায় ৪ বর্গ মাইল মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা আছে। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ আলংপয়া এই নগর অধিকার করেন এবং শাসনকর্ত্তার তীক্ষ্ণধার কৃপাণাঘাতে অধিবাসীগণের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। সেই সময় হইতে শ্যামদেশীয়েরা এই স্থান অধিকার করিবার জন্য কতবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখন সে পূর্ব্বশ্রী গিয়াছে, একটী সামান্য পল্লীতে পরিণত হইয়াছে।

৩ মাগু´ই জেলায় দুইটী নদী মিলিত হইয়া তেনসেরিম্ নাম গ্রহণ করিয়াছে; প্রায় আড়াইশত মাইল দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি মোহানা, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্র দ্বীপ জাগিয়া আছে।

তেনাড় (দেশজ) এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য।

তেন্দুখেরা, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ১০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৫৮´ পূঃ। গাদরবাড়া রেল-ষ্টেসন হইতে ১১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই নগরের ১ ক্রোশ দূরে উৎকৃষ্ট লৌহের আকর বাহির হইয়াছে।

তেপড়িয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Physalis grossularia)

তেপাগড় [তিপাগড় দেখ।]

তেপান্তর (দেশজ, ত্রিপ্রান্তর শব্দজ) বহুদূর বিস্তৃত মাঠ, জনশূন্য বৃহৎ ময়দান।

তেপায়া (দেশজ, ত্রিপদ শব্দজ) ত্রিপদ, ত্রিপদবিশিষ্ট পাত্র।

তিপারা, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী এক ভ্রমণশীল জাতি। আরাকাণে ইহারা মরুঙ্গ নামেই খ্যাত। এই জাতির প্রকৃত জাতিগত নাম তিপারা নহে। ত্রিপুরার পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহাদের সমধিক বাস বলিয়া তিপারা নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহাদের জিজ্ঞাসা করিলেও ইহারা বাঙ্গালায় 'তিপারা' নামে পরিচয় দেয়। য়ুরোপীয় মানবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই জাতিকে লৌহিত্যশ্রেণী ভুক্ত করিতে প্রস্তুত। ইহার আকার প্রকার অনেকটা বাঙ্গালীর মত হইলেও বাঙ্গালী অপেক্ষা শরীর গঠন অনেকটা বলিষ্ঠ ও মজবুত বলিয়া বোধ হয়।

ইহাদের চাষবাস মঘদিগের মত। লুশাই, মঘ ও হিন্দুদিগকে ইহারা আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইতে কিছুমাত্র আপত্তি করে না।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। স্ত্রীলোকের মধ্যে অসতী নাই বলিলেই হয়। বিবাহকালে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানাদি পালন করিতে হয় না। পানভোজন ও নাচ গান বিবাহের প্রধান অঙ্গ। এই সময় বন ও নদীদেবতার উদ্দেশ্যে একটী শূকরছানা বলি দেওয়া হয়। কন্যার মাতা একপাত্র সুরা লইয়া কন্যার হাতে অর্পণ করে। কন্যা বরের কোলে বসিয়া বরের হাতে সেই পাত্র দেয়। বর নিজে অর্দ্ধেক খায়, বাকি অর্দ্ধেক অর্দ্ধাঙ্গিনীকে খাইতে দেয়। কন্যার পিতামাতার সম্মতিক্রমে বিবাহ হইলে, বরকে তিন বর্ষকাল শ্বশুরালয়ে থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করিতে হয়।

ইহারা কালী ও সত্যনারায়ণের পূজা করে। পূজায় ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয় না। ওঁচাই নামে স্বজাতীয় একঘর বংশানুক্রমে পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহ মাঠের মধ্যে লইয়া আসে, একটা মুরগী মারিয়া খানিকটা চাউলের সহিত তাহা মৃতব্যক্তির পায়ের কাছে রক্ষা করে। তৎপরে নদী বা সরোবরের ধারে দাহ করে। যেখানে দাহ করা হয়, মৃতের আত্মীয়গণ উপরি উপরি ৭ দিন আসিয়া মৃতের উদ্দেশে তথায় একটা মোরগ মারিয়া চাউল সহ রাখিয়া যায়। তৎপরে মৃতের ভস্ম আনিয়া

মাঙ্গলিক। গানের পূর্ব্বে হরগৌরীর প্রসাদ লাভের জন্য এই শব্দ উচ্চারিত হয়।

(ত্রি) তদ্-পুং ৩য়া এক বচন। তাহার দ্বারা।

তেনসেরিম্ (প্রকৃত নাম ত-নেং-থ-রি) ব্রহ্মদেশের একটী বিস্তীর্ণ বিভাগ, অক্ষা° ৯° ৫৮´ হইতে ১৯° ২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫° ৫০´ হইতে ৯৮° ৩৫´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৪৬৭৩০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ, তন্মধ্যে সাতলক্ষ বৌদ্ধ। আমহার্ষ্ট, তাবয়, মাগুই, শয়েগিন্, তৌঙ্গুঙ্গু, মৌল্‌মেন্ ও সালউইন্ শৈলভূভাগ এই ৭টী জেলা তেনসেরিমের অন্তর্গত।

২ উক্ত তেনসেরিম্ বিভাগের মাগুই জেলার মধ্যবর্ত্তী নগর ও সহর; অক্ষা° ১২° ৫´ ৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯৯° ২´ ৫৫´´ পূঃ। ছোট ও বড় তেনসেরিম্ নদীর সঙ্গমে মাগুই নগরের ২০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। দুইশত ফিট্ উচ্চ পাহাড়ের ঢালুর পাশে লাল বালুপাথরের উপরে এই নগর নির্ম্মিত। ইহার চারিদিকে পাহাড় ও বন জঙ্গলে আবৃত। এক সময় এই স্থান বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। ব্রহ্ম ও শ্যামরাজের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে এই নগর এককালে হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে এক সময় লক্ষ লোকের বাস ছিল, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তথায় ৫৭৭ জন মাত্র দেখা যায়।

১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্যামবাসীগণ বহু যত্নে এই নগর নির্ম্মাণ করেন, এখনও সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ অতীতকীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্তম্ভে কোন লিপি উৎকীর্ণ নাই বটে, কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়েরা বলিয়া থাকেন, নগরের ভাবী উন্নতির জন্য দেবতার প্রীত্যর্থে একজন রমণীর জীবন্ত সমাধি হইয়াছিল। এখনও নগরের চারিদিকে প্রায় ৪ বর্গ মাইল মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা আছে। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ আলংপয়া এই নগর অধিকার করেন এবং শাসনকর্ত্তার তীক্ষ্ণধার কৃপাণাঘাতে অধিবাসীগণের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। সেই সময় হইতে শ্যামদেশীয়েরা এই স্থান অধিকার করিবার জন্য কতবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখন সে পূর্ব্বশ্রী গিয়াছে, একটী সামান্য পল্লীতে পরিণত হইয়াছে।

৩ মাগুই জেলার দুইটী নদী মিলিত হইয়া তেনসেরিম্ নাম গ্রহণ করিয়াছে; প্রায় আড়াইশত মাইল দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি মোহানা, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্র দ্বীপ জাগিয়া আছে।

তেনাড় (দেশজ) এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য।

তেন্দুখেরা, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ১০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৫৮´ পূঃ। গাদরবাড়া রেল-ষ্টেসন হইতে ১১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই নগরের ১ ক্রোশ দূরে উৎকৃষ্ট লৌহের আকর বাহির হইয়াছে।

তেপড়িয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Physalis grossularia)

তেপাগড় [তিপাগড় দেখ।]

তেপান্তর (দেশজ, ত্রিপ্রান্তর শব্দজ) বহুদূর বিস্তৃত মাঠ, জনশূন্য বৃহৎ ময়দান।

তেপায়া (দেশজ, ত্রিপদ শব্দজ) ত্রিপদ, ত্রিপদবিশিষ্ট পাত্র।

তিপারা, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী এক ভ্রমণশীল জাতি। আরাকাণে ইহারা মরুঙ্গ নামেই খ্যাত। এই জাতির প্রকৃত জাতিগত নাম তিপারা নহে। ত্রিপুরার পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহাদের সমধিক বাস বলিয়া তিপারা নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহাদের জিজ্ঞাসা করিলেও ইহারা বাঙ্গালায় 'তিপারা' নামে পরিচয় দেয়। য়ুরোপীয় মানবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই জাতিকে লৌহিত্যশ্রেণী ভুক্ত করিতে প্রস্তুত। ইহার আকার প্রকার অনেকটা বাঙ্গালীর মত হইলেও বাঙ্গালী অপেক্ষা শরীর গঠন অনেকটা বলিষ্ঠ ও মজবুত বলিয়া বোধ হয়।

ইহাদের চাষবাস মঘদিগের মত। লুশাই, মঘ ও হিন্দুদিগকে ইহারা আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইতে কিছুমাত্র আপত্তি করে না।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। স্ত্রীলোকের মধ্যে অসতী নাই বলিলেই হয়। বিবাহকালে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানাদি পালন করিতে হয় না। পানভোজন ও নাচ গান বিবাহের প্রধান অঙ্গ। এই সময় বন ও নদীদেবতার উদ্দেশ্যে একটী শূকরছানা বলি দেওয়া হয়। কন্যার মাতা একপাত্র সুরা লইয়া কন্যার হাতে অর্পণ করে। কন্যা বরের কোলে বসিয়া বরের হাতে সেই পাত্র দেয়। বর নিজে অর্দ্ধেক খায়, বাকি অর্দ্ধেক অর্দ্ধাঙ্গিনীকে খাইতে দেয়। কন্যার পিতামাতার সম্মতিক্রমে বিবাহ হইলে, বরকে তিন বর্ষকাল শশুরালয়ে থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করিতে হয়।

ইহারা কালী ও সত্যনারায়ণের পূজা করে। পূজায় ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয় না। ঔচাই নামে স্বজাতীয় একঘর বংশানুক্রমে পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহ মাঠের মধ্যে লইয়া আসে, একটা মুরগী মারিয়া খানিকটা চাউলের সহিত তাহা মৃতব্যক্তির পায়ের কাছে রক্ষা করে। তৎপরে নদী বা সরোবরের ধারে দাহ করে। যেখানে দাহ করা হয়, মৃতের আত্মীয়গণ উপরি উপরি ৭ দিন আসিয়া মৃতের উদ্দেশে তথায় একটা মোরগ মারিয়া চাউল সহ রাখিয়া যায়। তৎপরে মৃতের ভস্ম আনিয়া

এখানে পূর্ব্বে মহা ধূমধামে মেলা হইত। এই মেলার দিন অবিবাহিত সাঁওতাল-রমণী স্বইচ্ছায় পরপুরুষের সহবাস করিতে পারে, তাহা দোষের বলিয়া গণ্য হয় না। এ সম্বন্ধে অনেক গান ও গল্প প্রচলিত আছে।

তেরেণা (দেশজ) সঙ্গীতের প্রকারভেদ।

তেরো (দেশজ) ত্রয়োদশ।

তেল (দেশজ, তৈল শব্দজ) স্নেহ, তৈল, তিলাদির রস।

তেল্‌গাগড়া (দেশজ) এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য। (Pimelodes Telgagra, *Buch.*)

তেল্‌চাটা (দেশজ) তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

তেল্‌চুকচুকিয়া (দেশজ) উজ্জ্বল, মসৃণ, তৈলাক্ত।

তেলঝরা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (A species of Gelonium)

তেল্‌সার (দেশজ) কেন্দগাছ। (Ebony)

তেল্‌হাই (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Sterculia urens)

তেলগু, তৈলঙ্গের ভাষা। [ত্রিলিঙ্গ দেখ।]

তেলঙ্গ (পুং) ১ তিলঙ্গ দেশ। ২ তিলঙ্গদেশের লোক। [ত্রিলিঙ্গ দেখ।]

তেলা (দেশজ) তৈলাক্ত, মসৃণ, পিচ্ছিল।

তেলাকুচা (দেশজ) লতাবিশেষ, বিম্বিকা। (Momordica monadelpha)

তেলাঙ্গশূরা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Limodorum longifolium)

তেলাঙ্গা (দেশজ) তৈলঙ্গদেশের লোক। [ত্রিলিঙ্গ দেখ।]

তেলাঙ্গাচীনা (দেশজ) এক প্রকার সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ। (Lagerstærmia Indica)

তেলাটিয়া (দেশজ) তৈলাক্ত।

তেলানী (দেশজ) তৈললিপ্ত, তৈলভূষিত।

তেলাপোকা (দেশজ) তৈলপায়িকা, আরসুলা। [আরসুলা দেখ।]

তেলি, ভারতের একটী বহুবিস্তৃত জাতি। ভারতের সকল স্থানেই ইহাদের বাস আছে। সাধারণতঃ যাহারা বীজ হইতে তৈল বাহির করে, তাহারাই তেলি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় কলুনামে একজাতি আছে, [কলু দেখ।] তাহারাই প্রধানতঃ তৈলনিষ্কাশন ব্যবসায় করিয়া থাকে। বিহার, উড়িষ্যা, উঃ পঃ প্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্যে তেলিরাই তৈল-নিষ্কাশন করে। আজকাল অনেক স্থলে তেলিরা অন্য ব্যবসায়ও অবলম্বন করিয়াছে। বাঙ্গালায় তেলি, তিলি ও কলু এই ত্রিবিধ জাতিই মূলতঃ তৈলিক জাতি হইতে উৎপন্ন, তন্মধ্যে কলু জাতি পতিত। তেলির অপরাপর নাম—তৈলী, তৈলিক, তৈলকার, তৈলপাল ও কলু। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবাদ আছে,—

(১) মহাদেব চিরকাল ছাই মাখিয়া থাকেন, হঠাৎ একদিন তাঁহার তৈলমর্দ্দনে ইচ্ছা হইল। ইচ্ছা মাত্র তাঁহার দক্ষিণ হস্তের ঘর্ম্ম হইতে এক দিব্য পুরুষ উদ্ভূত হইল। এই পুরুষই তৈলিকদিগের আদিপুরুষ রূপনারায়ণ বা মনোহরপাল। শিববরে ইনিই প্রথম ঘানিগাছ প্রস্তুত করেন। কেহ কেহ বলেন, প্রথম ঘানিগাছে দুইটী ষণ্ড জুতিয়া দেওয়া হইত ও তাহাদের চক্ষুতে ঠুলি দেওয়া হইত না। কলুরা একটী ষণ্ড ও তাহার চক্ষুর ঠুলি ব্যবহার করায় পতিত হইয়াছে।

(২) একদিন ভগবতী স্নানের সময় হরিদ্রা মাখিয়া সেই মলা হইতে দুইটী পুরুষ মূর্ত্তি সৃষ্টি করেন। ভগবতী সেই পুরুষদ্বয়কে শীঘ্র তৈল প্রস্তুত করিয়া আনিতে বলেন। একজন অতি শীঘ্র তৈল প্রস্তুত করিয়া আনিল, কিন্তু অপরের আসিতে দ্বিগুণ বিলম্ব হইল। ভগবতী বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যে বিলম্বে আসিয়াছিল, সে বলিল, পেষণী হইতে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তৈল সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইয়াছে। যে দ্রুত আসিয়াছিল, সে বলিল, আমি পেষণীর তলদেশে একছিদ্র করিয়া দিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা মূত্রধারার ন্যায় তৈল আপনা হইতেই পাত্রে সঞ্চিত হইয়াছিল, কাজেই সত্বর হইয়াছে। ভগবতী শুনিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মূত্রনির্গমনের প্রণালীতে যে স্নেহ দ্রব্য সংগৃহীত, সেই দ্রব্য তাঁহার ভোগার্থ আনা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার অতি ক্রোধ হইল। তিনি শেষোক্ত ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করিয়া পতিত করিলেন। এই প্রথম ব্যক্তি তেলিদিগের ও দ্বিতীয় ব্যক্তি কলুগণের আদিপুরুষ। এই প্রবাদদ্বয় হইতে বুঝা যায় যে, কলুদিগের আদিপুরুষ প্রাচীন ঘানিগাছে আপনা হইতে যাহাতে তৈল সংগৃহীত হয়, তাহার উপায় বিধান করায় তৈলিকেরা তাঁহার সেই কার্য্যকে প্রচলিত প্রথা বিরুদ্ধ বলিয়া এবং তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতি দেখিয়া বোধ হয় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করে। তদবধি তাহার বংশধরেরা তৈলিক শ্রেণী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া 'কলু' নামে অভিহিত হইয়াছে।

তেলিদিগের মধ্যে বাঙ্গালায় আবার দুইটী শ্রেণী বিভাগ আছে—একাদশতেলী ও দ্বাদশতেলী। এরূপ শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—আদি তেলি মনোহরপাল বেপারীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নানাদেশে পণ্য বেচিতে যান। তাঁহার দুই পত্নী ছিল। হঠাৎ একদিন বাড়ীতে সংবাদ আসিল যে, মনোহরের মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়া মনোহরের

জ্যেষ্ঠা স্ত্রী অলঙ্কারাদি বিসর্জ্জন দিয়া বিধবার আচার অবলম্বন করেন এবং একাদশী করিতে থাকেন, কিন্তু কনিষ্ঠা স্ত্রী সংবাদে বিশ্বাস না করিয়া সধবার আচারেই রহিলেন। কিছুদিন পরে মনোহর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সমস্ত ভ্রম দূর হইল। এই উভয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরা দুই স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া পড়িল। জ্যেষ্ঠার সন্তানেরা 'একাদশ' ও কনিষ্ঠার সন্তানেরা 'দ্বাদশতেলি' নামে অভিহিত হইল। একাদশ তেলির নামকরণ সম্বন্ধে শুনা যায় যে, আদি তেলি মনোহরপালের জ্যেষ্ঠা পত্নী বৃথা একাদশী করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সন্তানেরা একাদশীর পুত্র এই আখ্যায় উপহাসাস্পদ হইয়াছিল, কালক্রমে উহা হইতে 'একাদশ' শব্দমাত্র রহিয়া গিয়াছে। এই প্রবাদ অনুসারে একাদশ তেলিশ্রেণীর স্ত্রীরা আজিও নাক বা কপালে ও হাতে উল্কী পরে না। দ্বাদশতেলির নামকরণ কিরূপে হয় জানা যায় না। একাদশ তেলিদিগের সহিত পার্থক্য রাখিবার জন্য ও আপনাদিগের শ্রেষ্ঠপ্রতিপাদনার্থ বোধ হয় মনোহরের কনিষ্ঠা পত্নীর সন্তানগণ রঙ্গচ্ছলে আপনাদিগকে 'দ্বাদশ' তেলি নামে অভিহিত করিয়া থাকিবে। কেহ কেহ বলেন, যে মনোহরের প্রথমা স্ত্রীর একাদশ ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর দ্বাদশটী সন্তান হয়। এই বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের বংশ আপনাদিগের পরিচয় দিবার সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিবার জন্ম ঐরূপ নাম অবলম্বন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠার গর্ভজাত একাদশ ভ্রাতার বংশধরেরা একাদশ তেলি ও কনিষ্ঠার গর্ভজাত দ্বাদশ ভ্রাতার বংশধরেরা দ্বাদশ তেলি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে কোটক (ঘরামী) জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কুম্ভকার পুরুষের ঔরসে তেলি জাতির জন্ম হইয়াছে। উক্ত পুরাণে জাতিমালার মধ্যে এই শ্রেণীর গণনায় তেলিজাতি একাদশ, সম্ভবতঃ এই একাদশ সংখ্যা হইতেই সমস্ত তেলির নামই একাদশতেলি নাম হইয়া থাকিবে। অবশেষে 'দ্বাদশ' নামে এক শ্রেণী বিভাগ হইয়া গিয়াছে।

একাদশ ও দ্বাদশ ব্যতীত তেলিদিগের মধ্যে পূর্ব্ব বাঙ্গালার আর এক শ্রেণী আছে, তাহারা 'ঘনা' 'ঘানি' বা 'গাছুয়া' তেলি নামে অভিহিত হয়। ইহাদের ঘানি কলুর ঘানি হইতে বিভিন্ন প্রকার। কলুর ঘানিতে তৈলকর বীজ পেষিত হইলে গাছের নিম্নদেশস্থ এক ছিদ্র দ্বারা তৈল আপনি নির্গত হইয়া আসে, কিন্তু ঘনা তেলিদিগের ঘানিতে তৈল বাহির হইবার পথ নাই। ইহাদের ঘানিতে বীজ পেষিত হইয়া তৈল সেই আধারেই জমে, পরে একটা কাটিতে বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া সেই বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া ভিজাইয়া অন্য পাত্রে নিঙড়াইয়া লইতে হয়। উভয় প্রকার ঘানিতেই গোরুতে ঘানি ঘুরাইয়া বীজ পেষণ করে। বাঙ্গালা ভিন্ন ভারতের আর কোথাও তেলিদিগের মধ্যে তেলি ও কলুতে প্রভেদ নাই, সুতরাং দ্বিবিধ ঘানিও নাই। অন্যত্র সর্ব্বত্রই এদেশীয় কলুর ঘানিই প্রচলিত।

বাঙ্গালায় ঘনাতেলি ও কলু ভিন্ন অপর তেলিতে (একাদশ, দ্বাদশ প্রভৃতিতে) তৈল ভাঙ্গে না। তাহারা অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। অধিকাংশ তেলিতে শস্যাদির মহাজনী কারবার করে। কেহ চিনি বা গুড়ের ব্যবসা, আবার কেহ মুদিখানার দোকানও করিয়া থাকে।

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এইরূপ ব্যবসাদার তেলির মধ্যে আবার দুইটী বিভাগ আছে, তৈলপাল বা মনোহর পাল ও তেলি। তৈলপালেরা সংখ্যায় অধিক ও অপেক্ষাকৃত ধনী, ইহারা "দোপাটি" তেলি নামে এবং অপর 'তেলিরা' "এক গাছি" নামে কথিত হয়। ইহাদিগের বিবাহের সময় বর আসিয়া এক চাঁপাতলায় দাঁড়ায় ও তথায় কন্যাকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করান হয় বলিয়া এ শ্রেণীর 'একগাছি' নাম হইয়াছে।

কলু ও ঘনা তেলিদিগের সহিত অন্য ব্যবসায়ী তেলিদিগের পার্থক্য এরূপ সম্পূর্ণভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে অনেকেই ইহাদিগকে একটী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং তেলিরাও ভারতের অন্যান্য তৈলকার তেলি হইতে আপনাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বুঝাইবার জন্য তেলির পরিবর্ত্তে 'তিলি' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

ঢাকাজেলার উত্তরাংশে যেখানে বল্লালী কৌলীন্যপ্রথা নাই, সে সকল স্থানে প্রায় প্রত্যেক পরগণায় তেলিদিগের নানারূপ শ্রেণীভেদ দেখা যায়। রায়পুর নামক স্থানে চারিটী শ্রেণী আছে, যথা—সতর (সপ্তদশ), বাইশ (দ্বাবিংশতি), চব্বিশ (চতুর্ব্বিংশতি) ও চার (চারি)। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে ১ম শ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ, তৎপরে ২য়, তৎপরে ৩য়, তৎপরে ৪র্থ শ্রেণী। ইহারা সামাজিক নিয়মানুসারে কন্যার বিবাহ স্বশ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণীতে না দিলে নিন্দিত হয়, উচ্চশ্রেণীর কন্যাপ্রাপ্তির জন্য ইহারা বিস্তর পণ দেয়।

ইহারা বাঙ্গালায় সৎশূদ্র বলিয়া গণ্য ও নবশাখদিগের ন্যায় আচারসম্পন্ন। ইহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ নাই। বিহারে তেলিরা সৎশূদ্র নহে, বাঙ্গালার কলুদিগের ন্যায় অনাচরণীয়। ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার তেলিরা পরস্পর আদান প্রদান করে। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ আছে;

বিধবা সাধারণতঃ কনিষ্ঠ দেবরকেই বিবাহ করে। বিবাহ-বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা আছে। বিবাহবিচ্ছিন্না স্ত্রী পুনর্বিবাহ করিতে পারে।

বাঙ্গালার তেলিরা সাধারণতঃ চৈতন্যসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। আশ্বিনমাসে দেবীপক্ষে ইহারা গন্ধেশ্বরীর পূজা করে।

বিহারের কনৌজিয়া তেলিরা পাঁচপীর ও গোরয়া নামক গ্রাম্যদেবতার বেশী ভক্ত। মঘইয়া তেলিরা কালিহাণ্ডি, জলপৈৎ ও ধর্ম্মরাজ নামক গ্রাম্যদেবতায় অনুরক্ত। কনৌজিয়াগণ আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষীয় বুধবারে এই সকল দেবতাকে ক্ষীরপুরী, মিষ্টান্ন ও রুটি পিষ্টকাদি দ্বারা পূজা করে, কিন্তু মঘইয়াগণ শ্রাবণ ও মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় বুধবারে ঐরূপে পূজা দেয়। শ্রাবণীর শুক্ল মঙ্গলবারে কনৌজিয়াগণ গোরয়া দেবতার নিকট স্তন্যপায়ী শূকরশিশু বলি দেয়।

তেলিদিগের মধ্যে যাহারা তৈল বিক্রয় করে, তাহারা কেবল তিল হইতেই তৈল করে, অন্য তৈলকর বীজ ভাঙ্গিলে জাতিভ্রষ্ট হয়।

ইহারা তিলতৈল প্রস্তুত করিতে দ্বিবিধ ঘানির কোন প্রকারই ব্যবহার করে না। প্রথমে তিল অল্প সিদ্ধ করিয়া মুসলমানদিগকে কুটিতে দেয়।

তাহারা কুটিয়া কেবল খোসা তুলিয়া দেয়। তৎপরে তেলিরা একটী জালার ভিতর খোসা-তুলা তিল পুরিয়া গরম জল ঢালিয়া দেয়। ১২ ঘণ্টা গরমজলে ভিজিবার পর প্রাতঃকালে বাঁশের একটা ঘোটনা দিয়া বহুক্ষণ ঘুঁটিতে ঘুঁটিতে তিল গলিয়া মণ্ডবৎ হইয়া উঠে। তখন তাহাতে আবার ঈষৎ গরম জল ঢালিয়া দিয়া কিছুক্ষণ থিতাইতে দেয়। তৎপরে থিতাইয়া জলের উপর তৈল ভাসিয়া উঠে। ইহা বস্ত্রখণ্ডদ্বারা শুষিয়া লইয়া অন্যপাত্রে সংগ্রহ করিতে হয়।

তেলিদিগের মধ্যে বাঙ্গালায় চৌধুরী, দে, কুণ্ডু, নন্দী, পাল, প্রামাণিক, মণ্ডল, সাহা, শেঠ ইত্যাদি উপাধি, উড়িষ্যায় ধবল, সামন্ত, কোলেমান ইত্যাদি উপাধি ও বিহারে বেহারা, চৌধুরী, দফাদার, গোরাই, কাপ্রি, নায়ক, পোদ্দার, সাহে, সাহা, তালুকদার ইত্যাদি উপাধি আছে।

তেলিদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত বিভাগ ও গোত্রাদি আছে—

১। বাঙ্গালায় গোত্রবিভাগ—আলম্বায়ন, চন্দ্র ঋষি। আনরপুরীর মধ্যে কলমী, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, নাগ এবং বারেন্দ্র তেলিদিগের মধ্যে নাগ নিষ্কলঙ্ক, নিয়াঋষি, শাণ্ডিল্য, সিন্ধুঋষি।

ইহাদের মধ্যে আবার আদিবাস স্থান বা কুলগত ব্যবসায় স্থান অনুসারে কতকগুলি বিভাগ আছে, যথা—

বিক্রমপুরী, চন্দ্রদ্বীপী, গঙ্গাবিষয়ী, সুবর্ণবিষয়ী, তুলটিয়া, বড়পট্টি, ছোটপট্টি, দাসপাড়া, গোবিন্দপুরী, বারহাজারী, বর্দ্ধমানী, ছাগলিয়া, ময়ূরেশ্বরী, সিংহাজারী, চীনপুরীয়া, হলুদবোনা, ফতেসিং, মনোহরসাহী, স্বরূপসিং, কুতুবপুরী, মগধখণ্ডী, রাঢ়ী, সপ্তগ্রামীয়া, সেনভূমি, শিখরিয়া বা সিন্দুর-টোপা ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন একাদশ, দ্বাদশ, ভঙ্গ (যাহারা বীজ ভাজিয়া তৈল করে) তেলি প্রভৃতি আছে।

২। উড়িষ্যায়—অভিরাম, একাদশ, গৌড়া, হলুদীয়া,

৩। বিহারে—আড়াইয়া, বড়ারিয়া, বিয়াহুত, দেশী, হেরমানিয়া, জমকপুরী, কনৌজিয়া, খুসাখলিয়া, লথোর, মঘইয়া, সরবরিয়া, ত্রিহুতীয়, তুর্কিয়া।

৪। ছোটনাগপুরে—দক্ষিণী, হলুদীয়া, হিয়াপেলা, কনৌজিয়া, মথুরিয়া প্রভৃতি শ্রেণী আছে।

ইহাদের মধ্যে ইতর প্রাণী বা সামান্য বস্তুর নামে কতকগুলি গোত্র আছে, যাহার যে গোত্র, তাহাদের সেই দ্রব্যকে সম্মান করিতে হয়, যেমন নাগাখ, পাখী চাটা, বক হাড়োদ (কল), কাছুয়া, কাছিম (কচ্ছপ), কাঁশি (তৃণ বিশেষ), নাগ (সর্প), পাঁড়ুকী (ঘুঘু), তুলসী ইত্যাদি।

দাক্ষিণাত্যে সাতারা জেলায় তেলিদিগের দুইভাগ—লিঙ্গায়ত ও মরাঠা। এই দুই শ্রেণীতে আদানপ্রদান বা একত্র পানভোজনাদি নাই। তিল, নারিকেল ও শণ বীজ হইতে ইহারা তৈল প্রস্তুত করে। ইহারাই তৈল ও খোল বিক্রয় করে। লিঙ্গায়তগণ শিব ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা করে না। জঙ্গম ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পুরোহিত। মরাঠারা মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু। লিঙ্গায়ৎদিগের বিবাহপ্রণালী কুণবিদিগের ন্যায়। তবে বর কন্যার মধ্যে অন্তরপটবস্ত্র ধরা হয় না। ইহারা চারি দিন পর্য্যন্ত রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করে না। এই জেলার তেলিরা শবদেহ সমাহিত করে ও দশাহ অশৌচ লয়। ইহারা স্বজাতীয় ব্যবসা ভিন্ন অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করে না। পুণা জেলায় তেলিরা শনিবার, সোমবার, পরদেশী ও লিঙ্গায়ৎ এই চারিভাগে বিভক্ত। শনিবার ও সোমবার তেলিরা উক্ত দুইবারে কোন কার্য্য করে না। ইহাদের আচার কুণবির ন্যায়। পরস্পর পানভোজন আদানপ্রদান নাই। প্রত্যেকেরই "ঘানা" (ঘানিগাছ) আছে। সকলেই মহারাষ্ট্রীয় ভদ্র পরিচ্ছদধারী। স্ত্রীরা অতি সুন্দরী। ইহারা মাথায় ফুল পরে না। নারিকেল, তিল, চীনের বাদাম, সর্ষপ প্রভৃতির তৈল ভাজে। ইহারা স্মার্ত্ত। গণপতি, মারুতি প্রভৃতি ইহাদের গৃহদেবতা। দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পৌরোহিত্য করে। সন্তান জন্মের পর পঞ্চম দিনে

ইহারা 'সট্‌বাই' (ষষ্ঠী) দেবীর পূজা করে, ১২ বা ১৩ দিনে নব শিশুর নাম করণ করে। স্ত্রীদিগের রজোদর্শনের পূর্ব্বে বিবাহ হয়, কিন্তু পুরুষের ২০।২৫ বৎসর বয়স না হইলে বিবাহ হয় না। বিধবা বিবাহ ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে। ইহারা শবদাহ করে, দশাহ অশৌচ লয়। কেরোসিন তৈলের ব্যবহার বৃদ্ধি হওয়ায় ইহাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া শকট-চালক, মজুর, কৃষক ইত্যাদি হইয়াছে। মদ্য, মৎস্য ও মাংস ইহারা অবাধে ব্যবহার করে। আহ্মদনগর জেলায় তেলিরা কুণবির অংশ বলিয়াই বোধ হয়। তৈলকারের ব্যবসায় অবলম্বন করায় ইহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়া থাকিবে। ইহাদের মধ্যে দিবাকর, দোলসে, গাইকোবাড়, লোখণ্ডে, মন্দর, সৈজন্দার, কাঠেবাড় ও বলমুক্কর এই কয়টী বিভাগ আছে। এক বিভাগের সহিত অপর বিভাগের বিবাহাদি হয় না। আহ্মদনগরের অন্তর্গত সোনারা নামক স্থানের ভৈরব, নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত তুলজাপুরের দেবী, পুণার অন্তর্গত জেজুরীর খণ্ডোবাদেব এবং সাতারার অন্তর্গত সিগনা পুরের মহাদেব ইহাদের মধ্যে প্রধান উপাস্য দেবতা। ইহারা শিখা ব্যতীত মস্তকের সমস্তাংশ মুণ্ডন করে, কিন্তু গোঁপদাড়ী রাখে। ইহাদের স্ত্রীরাও মাথায় ফুল পরে না। ইহারা অম্ল দ্রব্য খাইতে ভালবাসে। পুরুষেরা চন্দন ও স্ত্রীরা সিন্দুর নিত্য ব্যবহার করে। ইহারা পুণার তেলির ন্যায় ব্যবসায় করে। মোশী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। ইহারা বৈষ্ণব।

দাক্ষিণাত্যের তেলিরা সাধারণতঃ সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখায় না এবং প্রাণান্তেও ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করে না, কেবল পুণা জেলায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাহাও খুব অল্প।

তেলিচেরি [তল্লচেরি দেখ।]

তেলিয়াগড়ী [তিলিয়াগড়ী দেখ।]

তেলিয়াগর্জ্জন (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Dipterocarpus costalus.)

তেলু (পুং) নৃপভেদ। দেশে রাজন্যাদিত্বাৎ তেলু-বুঞ্। তৈলবক—তেলুনৃপবিষয়।

তেলেনা, নে, তে, তেরে ইত্যাদি কতকগুলি আলাপের বোল লইয়া যে গান করা যায়, তাহাকে তেলেনা কহে।

তেবন (ক্লী) তেব ভাবে ল্যুট্। ১ ক্রীড়া। আধারে ল্যুট্। ২ কেলিকানন, প্রমোদকানন।

তেবার [তেওয়ার দেখ।]

তেশিরা (দেশজ) ত্রিশিরা, তিন শির বিশিষ্ট।

তেশিরাপাতী (দেশজ) এক প্রকার পাতী ঘাস, তিন শিরযুক্ত পাতঘাস। (a species of Cyperus)

তেশূল (দেশজ) ত্রিশূল।

তেষট্ (দেশজ) ত্রিষষ্টি, ৬৩, তিন অধিক ষাইট্।

তেসরা (দেশজ) মাসের তৃতীয় দিবস।

তেসূতী (দেশজ) বস্ত্রবিশেষ।

তেহরী (ওর্ছা বা উর্ছারাজ্য) বুন্দেলখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৪° ২৬´ হইতে ২৫° ৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২৮´ ৩০´´ হইতে ৭৯° ২৩´ পূঃ। ইহার উত্তরে ঝান্সি জেলা, পূর্ব্বে বিজাবর, চর্খারি ও গরৌলি রাজ্য, দক্ষিণে ললিতপুর, বিজাবর ও পন্নারাজ্য এবং পশ্চিমে ঝান্সি ও ললিতপুর জেলা। ভূপরিমাণ প্রায় ২০০০ বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা তিনলক্ষের অধিক।

এই রাজ্যের প্রধান নগর ও বর্ত্তমান রাজধানী তেহরী এবং প্রাচীন রাজধানীর নাম উর্ছা। উভয় রাজধানীর নামানুসারে কেহ তেহরী, কেহ বা উর্চ্ছা রাজ্য বলিয়া অভিহিত করে। তেহরীনগর রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিম কোণে ও উর্চ্ছা-নগর হইতে ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে তিকমগড় নামে একটী সুদৃঢ় দুর্গ আছে, তদনুসারে রাজধানী ও রাজা সময় সময় তিকমগড় নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই রাজ্যের অধিকাংশই গিরিজঙ্গল। যেখানে গ্রাম সেইখানেই একত্র বেশী লোকের বাস দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে গভীর জঙ্গল থাকায় চোর ডাকাতের পক্ষে বড় সুবিধা। বিশবর্ষ পূর্ব্বে এখানে ডাকাতের বড়ই উৎপাত ছিল, গ্রাম-বাসী ও পথিকদিগকে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইত।

এখানে মোটামুটী চাষ বাস হয়, কৃষকদিগের অবস্থা মন্দ নয়। প্রতি গ্রামেই একজন মণ্ডল থাকেন, তিনিই এক প্রকার ভূস্বামী। প্রজাদিগের অভাব হইলে তিনি টাকা অথবা বীজ যোগাইয়া থাকেন, পরে ফসল হইলে তাহার একটা অংশ পান। এজন্য অজন্মার বৎসরেও কৃষকদিগকে বড় কষ্ট পাইতে হয় না।

মধ্যভারতে যতগুলি বুন্দেলারাজ্য আছে, তন্মধ্যে উর্চ্ছা-রাজ্য সর্ব্ব প্রাচীন ও সর্ব্বপ্রধান। সকল বুন্দেলাসর্দ্দার পেশবার অধীনতা স্বীকার করিলেও উর্চ্ছারাজ কখন অবনতশির হন নাই। এজন্য এখনও বুন্দেলাসমাজে উর্চ্ছারাজ সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকেন।

উর্চ্ছা বা তেহরীর রাজগণ বুন্দেলারাজপুত। তাঁহারা আপনাদিগকে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া গৌরব প্রকাশ করেন।

লালকবি রচিত ছত্রপ্রকাশ নামক হিন্দীকাব্যে বুন্দেলা-রাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বুন্দেলা-কুলগৌরব মহারাজ ছত্রশালের সময় রচিত হয়। রামচন্দ্রের পর হইতে ছত্রশাল পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে নাম পাওয়া যায়। ছত্রপ্রকাশে লিখিত আছে, এই বংশীয় গঙ্গরথ গয়ায়, বলদেওরথ প্রয়াগে এবং ইন্দ্রদমন জগন্নাথে অনেক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৩৪শ পুরুষে করমসহায় বারাণসী অধিকার করেন এবং তাঁহার অধস্তন ২৬শ পুরুষ রাজা প্রতাপরুদ্র উর্চ্ছানগরী স্থাপন করেন। ইনি আপন প্রিয়পুত্র মধুকর শাহকে রাজ্য দিয়া যান।

মধুকর ন্যায়পর, উদারপ্রকৃতি ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কবি কেশবদাস সনাঢ্যমিশ্র ও মহিলাকবি পরবীণ রাই পাতুরী মধুকরের সভা উজ্জ্বল করেন। মধুকরের পর তৎপুত্র ইন্দ্রজিৎসিংহ উর্চ্ছারাজ্য প্রাপ্ত হন। ইনিও একজন সুকবি ছিলেন, ইঁহার হিন্দি কবিতায় 'ধীরাজ-নরিন্দ' ভনিতা আছে। ইনি কোকিলকণ্ঠী পরবীণ রাই পাতুরীকে বড় ভাল বাসিতেন। সম্রাট্ অকবর পরবীণের মনোহারিণী কবিতা শুনিয়া তাহাকে একবার দেখিতে চান। কিন্তু রাজা ইন্দ্রজিৎ পরবীণকে পাঠাইতে অসম্মত হন। তাহাতে অকবর ক্রুদ্ধ হইয়া এককোটী টাকা জরিমানা করেন। কবি কেশবদাস দিল্লীতে গিয়া রাজা বীরবলকে 'দিয়ো করতারো দুহুঁ করতারী' ইত্যাদি কবিতা শুনাইয়া মুগ্ধ করেন। সেই কবিতার গুণে বীরবল ইন্দ্রজিৎকে অর্থদণ্ড হইতে অব্যাহতি করিলেন।

তৎপরে নরসিংদেব রাজা হন। ইঁহার পরবর্ত্তী তিন রাজার সময় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তার পর সুপ্রসিদ্ধ ছত্রশালের পিতা চম্পটিরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার সময় শাহজহান্ দুইবার বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যে সময় অরঙ্গজেব দারাকে পরাস্ত করিয়া সম্রাট্ হইবার চেষ্টা করেন, সেই সময় রাজা চম্পটিরায় ও তাঁহার প্রিয়পুত্র ছত্রশাল অরঙ্গজেবের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অরঙ্গজেব সম্রাট্পদ লাভ করিলে পর সেই উপকার ভুলিয়া যান। চম্পটিরায়ের মৃত্যুর পরই অরঙ্গজেব বুন্দেলাদিগকে মুসলমান করিবার জন্য বুন্দেলখণ্ডে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এ সময় ছত্রশাল জয়পুররাজের পক্ষে দক্ষিণাপথে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি অবিলম্বে দেশে ফিরিয়া আসেন এবং অরঙ্গজেবের মৃত্যু হইলে বুন্দেলখণ্ডের পুনরুদ্ধার করিলেন। দতিয়া, সম্পতার, ঝান্সি ও রেবার কিয়দংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার সময় স্বাধীন বুন্দেলখণ্ডের আয় প্রায় ২ কোটী টাকা হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরেরা বুন্দেলখণ্ড রাজ্য ভাগ করিয়া লইলেন। সেই সঙ্গে তেহরী রাজ্যের আয়ও অনেক কমিয়া যায়।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তেহরীরাজের সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্টের সর্ব্বপ্রথম সম্বন্ধ ঘটে। তেহরীরাজ বৃটীশের মিত্ররাজ বলিয়া গণ্য হইলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারীগণ প্রবল হইয়া উঠিলে তাহাদের দমনের জন্য তেহরীরাজ বৃটীশ গবর্মেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত তেহরীরাজ্যের এক সন্ধি হইল, তাহাতে তিনি মিত্ররাজ বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তেহরীরাজ বিক্রমজিৎ মহেন্দ্র মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্কে নজর দিয়া বলিয়াছিলেন, "উর্চ্ছারাজ এই প্রথম অপর রাজের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন।" ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বিক্রমজিতের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বেই তৎপুত্র ধরমপালের মৃত্যু হইয়াছিল, এখন বিক্রমজিতের ভ্রাতা তেজসিংহ রাজা হইলেন। তেজসিংহ ভ্রাতুষ্পুত্র সুরজন সিংহকে দত্তক গ্রহণ করিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এই সময় ধরমপালের পত্নী তারাইরাণী অপর একজনকে দত্তকগ্রহণ করিতে অভিলাষী হন। বৃটীশ গবর্মেণ্ট সুরজন সিংহকেই দত্তক স্বীকার করিলেন এবং তারাইরাণী বালকরাজের অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন। তারাইরাণীর যত্নে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে উর্চ্ছারাজ্য হইতে সতীদাহপ্রথা উঠিয়া যায়। সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি বৃটীশগবর্মেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তেহরীরাজ প্রতি বর্ষে ঝান্সিকে ৩০০০৲ টাকা দিতেন, কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের পর ঝান্সি বৃটীশ অধিকারে আসিলে বৃটীশগবর্মেণ্ট ঐ তিন হাজার টাকা ছাড়িয়া দেন। এই সময় মোহনপুরের রাজস্ব ২০০৲ টাকাও ছাড় হয়।

সুরজনের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবাপত্নী সর্দ্দারগণের ইচ্ছানুসারে হামীরসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইনি বৃটীশগবর্মেণ্টের নিকট 'মহারাজ' উপাধি লাভ করেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে হামীরসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ মহেন্দ্র প্রতাপসিংহ রাজা হইলেন। ইনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'সবাই' উপাধি লাভ করেন।

তেহরীরাজ ১৫টী মান্যতোপ পাইয়া থাকেন। তাঁহার ৪৪০০ পদাতি, ২০০ অশ্বারোহী, ৯০টা কামান ও ১০০ গোলন্দাজ আছে। রাজ্যের আয় ৯ লক্ষ টাকা।

তেহাই (দেশজ) এক তৃতীয়াংশ

তেহাতা (দেশজ) তিনহাত দীর্ঘ বা প্রস্থ

তেহাত্তর (দেশজ) ত্রিসপ্ততি, ৭৩, তিন অধিক সত্তর।

তেহারা (দেশজ) ১ তিনগুণ, তিন থাক।

তৈকায়ন (পুং) তিকস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যং তিক্‌-ফক্‌। তিক ঋষির গোত্রাপত্য।

তৈকায়নি (পুং স্ত্রী) তিকস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যং তিক-ফিঞ্‌। তিক ঋষির গোত্রাপত্য।

তৈকায়নীয় (পুং) তৈকায়নিঃ তস্য অপত্যং যুবা তৈকায়নি-ছ। তৈকায়নির যুবা অপত্য।

তৈক্ষ্ণায়ন (পুং) তীক্ষ্ণস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যং। তীক্ষ্ণ-ফঞ্‌। (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্‌। পা ৪।১।১১০) তীক্ষ্ণঋষির গোত্রাপত্য।

তৈক্ষ্ণ্য (ক্লী) তীক্ষ্ণস্য ভাবঃ তীক্ষ্ণ-ষ্যঞ্‌। ১ তীক্ষ্ণতা। ২ কঠোরতা। ৩ ক্রূরতা।

"দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।" (মনু ৪।১৬৩)
'মাৎসর্য্যং ধর্ম্মানুৎসাহাভিমানকোপক্রৌর্য্যাণি ত্যজেৎ' (কুল্লূক)

তৈগ্ম্য (ক্লী) তিগ্মস্য ভাবঃ তিগ্ম-ষ্যঞ্‌। তিগ্মতা, প্রখরতা।

তৈজনিত্বচ্‌ (স্ত্রী) একপ্রকার ক্ষুদ্র বীণা।

"সারাত্তিমপবাধতাং দ্বিবন্তং তৈজনিত্বক্‌" (লাট্যায়নশ্রৌ° ৪।২।৯)

তৈজস (ক্লী) তেজসো বিকারঃ তেজস্‌-অণ্‌। ১ ঘৃত। ২ ধাতুদ্রব্য মাত্র।

"তৈজসানাং মণীনাঞ্চ সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ।" (মনু ৫।১১১)

৩ তীর্থবিশেষ। (ভারত ৯।৪৬।১০৩) ৪ সাংখ্যোক্ত রজোগুণোৎপন্ন একাদশেন্দ্রিয়াদি।

"সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকারাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ সতামসস্তৈজসাদুভয়ং॥" (সাংখ্যকা° ২৫)

বৈকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশক, অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়, তামস হইতে তন্মাত্র, তৈজস হইতে এই উভয়ই প্রবর্ত্তিত হয়। অহঙ্কারের যখন সাত্ত্বিকাংশ প্রবল হইয়া রজ ও তমোগুণ অভিভূত হয়, তখন তাহার বৈকৃত সংজ্ঞা হয় এবং তাহাকে সাত্ত্বিক অহঙ্কার বলা যায়। এই বৈকৃত (সাত্ত্বিক) অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জন্য ইন্দ্রিয় সকলের সত্ত্বাংশ অধিক হওয়ায় নিজ বিষয় সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তামস ভূতাদি হইতে তন্মাত্র অর্থাৎ যখন তম দ্বারা সত্ত্ব ও রজঃ অভিভূত হয়, তখন সেই অহঙ্কারকে তামস কহে। সাংখ্যাচার্য্যগণ এই তামস অহঙ্কারের ভূতাদি সংজ্ঞা দিয়াছেন। এই ভূতাদি হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তৈজস হইতে এই উভয়ই অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রজদ্বারা সত্ত্ব ও তম অভিভূত হয়, তখন সেই অহঙ্কারই তৈজস সংজ্ঞা লাভ করে। পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক অহঙ্কার যখন বৈকৃত হইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন করে, তখন তৈজস অহঙ্কারের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। সাত্ত্বিক নিষ্ক্রিয়, তৈজস অহঙ্কারের সহিত মিলিত না হইলে ইহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। এইজন্য তৈজসের সহিত মিলিত হইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপাদন করে। এই প্রকার ভূতাদি তামস অহঙ্কার নিষ্ক্রিয়, তৈজসের সহিত মিলিত হইয়া তন্মাত্র সকলকে উৎপাদন করে। এইজন্য তৈজস হইতেই এই উভয়ই একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তৈজসই একমাত্র ইহাদের উৎপত্তির কারণ। তৈজসের সাহায্য ব্যতীত সত্ত্ব ও তম কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হয় না। (সাংখ্যদ°) (পুং) ৫ সূক্ষ্ম শরীর ব্যষ্ট্যুপহিত চৈতন্য।

"এতদ্ব্যষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং তৈজসো ভবতি তেজোময়ান্তঃকরণোপহিতত্বাৎ।" (বেদান্তসা°) ৬ সুমতিপুত্র।

"তৈজসস্তৎসুতশ্চাপি প্রজাপতিরমিত্রজিৎ।" (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩৮ অ°)

তৈজসাবর্ত্তনী (স্ত্রী) আবর্ত্ততেঽত্র আবৃত-ল্যুট্‌ স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌, তৈজসানাং আবর্ত্তনী। মূষা, ধাতুদ্রব্য গলাইবার পাত্র, মুচী।

তৈজসী (স্ত্রী) গজপিপ্পলী, গজপিপুল।

তৈতল (পুং) ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্যং তিকা° ফিঞ্‌। তৈতলায়নি, তৈতল ঋষির গোত্রাপত্য।

তৈতিক্ষ (ত্রি) তিতিক্ষা শীলমস্য, তিতিক্ষা ছত্রাদিত্বাৎ ণ। তিতিক্ষাশীল।

তৈতিক্ষ্য (পুং স্ত্রী) তিতিক্ষস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যং গর্গা° যঞ্‌। তৈতিক্ষ ঋষির গোত্রাপত্য। তৈতিক্ষ্যস্য ছাত্রাঃ কণ্বা° অণ্‌ যঞো লোপঃ। তৈতিক্ষ্য ঋষির ছাত্রগণ।

তৈতির (পুং স্ত্রী) তৈত্তির পৃষো°, সাধুঃ। তিত্তির পক্ষী, তিতিরী পাখী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্‌।

তৈতিল (পুং) ১ গণ্ডক, গণ্ডার। (ক্লী) ২ জ্যোতিষোক্ত বব, বালব প্রভৃতি একাদশ করণান্তর্গত চতুর্থ করণ। তৈতিলকরণে বালকের জন্ম হইলে কলাপটু, ললনাভিলাষী, কন্দর্পনির্জ্জিত রূপবান্‌, বক্তা, গুণজ্ঞ, সর্ব্বকর্ম্মকুশল ও সুশীল হয়।

"কলাসু দক্ষো ললনাভিলাষী সুমূর্ত্তিসন্তর্জ্জিতকামদেবঃ।
বক্তা গুণজ্ঞঃ কুশলঃ সুশীলশ্চেত্তৈতিলাখ্যং করণং প্রসূতৌ॥"

(কোষ্ঠীপ্র°)। ৩ দেবতা। "শক্তিসদৃশেন দানেনাবাধিত ধরণীতলতৈতিলগণঃ" (দশকুমারচ°)

তৈতিলন্‌ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের প্রবরভেদ।

তৈত্তির (ক্লী) তিত্তিরীণাং সমূহঃ তিত্তির-অঞ্‌ (অনুদাত্তাদেরঞ্‌। পা ৪।২।৪৪)। তিত্তিরিপক্ষীসমূহ। তিত্তির স্বার্থে অণ্‌। ১ তিত্তিরপক্ষী। ২ গণ্ডক।

তৈত্তিরি (পুং) ১ কুকুরবংশ্য নৃপভেদ। ২ ঋষিভেদ, এই ঋষি কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তক।

তৈত্তিরীয় (পুং) তিত্তিরিণা প্রোক্তং অধীয়তে ছন্। তিত্তিরি-প্রোক্ত শাখাধ্যায়ী সকল। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

তৈত্তিরীয় নামের বিষয় ভাগবতাদি পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।—একদা বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য শিষ্যগণকে যাগানুষ্ঠানের আদেশ করেন। শিষ্যমধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য অসম্মত হইলে বৈশম্পায়ন বলেন, 'তুমি আমার শিষ্যত্ব পরিত্যাগ কর।' যাজ্ঞবল্ক্য 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া পূর্ব্বশিক্ষিত বচনগুলি বমন করেন। অন্যান্য শিষ্যেরা সেই বমিত বচন তিত্তিরীপক্ষী রূপ ধরিয়া গ্রহণ করায় তাহার এই নাম হইয়াছে। [যজুর্ব্বেদ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

তৈত্তিরীয়ক (পুং) তৈত্তিরীয় স্বার্থে কন্। তিত্তিরি ঋষি-কথিত শাখাধ্যায়ী।

তৈত্তিরীয়া (স্ত্রী) তিত্তিরিণা প্রোক্তা ছন্ টাপ্। যজুর্ব্বেদের শাখাবিশেষ।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ। [যজুর্ব্বেদ দেখ।]

তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ (ক্লী) কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণবিশেষ, এই ব্রাহ্মণ বিবিধ সদুপদেশপূর্ণ। [যজুর্ব্বেদ দেখ।]

তৈন্তিড়ীক (ত্রি) তিন্তিড়িকেন সংস্কৃতং কোপধত্বাৎ অণ্। ১ তিন্তিড়ীক সংস্কৃত ব্যঞ্জনাদি। তস্য বিকারঃ বিকারার্থে অণ্। ২ তিন্তিড়ীক বিকার।

তৈনাত (আরবী) নিযুক্ত লোক।

"তবে তাম্বু কানাৎ তৈনাত চলে তেরা।
চলিল হাতীর পৃষ্ঠে নিশান নাগরা॥" (শ্রীধর্ম্মম° ২।১৭৬)

তৈনিতি (আরবী) যাহাকে বিশেষ কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়। গোমস্তার প্রার্থনামত সদরকাছারী হইতে যে লোক মফঃস্বলে প্রেরিত হয়, তাহাকে তৈনিতি কহে।

তৈমির (পুং) তিমিরমেব অণ্। নেত্ররোগভেদ। [তিমির দেখ।]

তৈমিরিক (ত্রি) তৈমিরো রোগোঽস্যাস্য ঠন্। তিমিররোগযুক্ত।
"ন বাময়েত্তৈমিরিকোর্দ্ধবাতগুল্মোদরপ্লীহমিশ্রমার্ত্তান্" (সুশ্রুত)

তৈমুর, [আমীর তৈমুর দেখ।]

তৈয়ার (হিন্দী) প্রস্তুত।

তৈয়ারী (হিন্দী) প্রস্তুত।

তৈর (ক্লী) তীরে ভবঃ অণ্। কুলথ।

তৈরণী (স্ত্রী) তীরে নমতি নম-ড, ততঃ স্বার্থে অণ্ স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ক্ষুপবিশেষ, পর্য্যায় তৈরণ, তৈর, কুনীলী, রাগদ। ইহার গুণ শিশির, তিক্ত, ব্রণনাশক, অরুণবর্ণদ। (রাজনি°)

তৈরশ্চ (ত্রি) তিরশ্চামিদং তির্য্যচ্-অণ্ ভত্বাৎ তিরশ্চাদেশঃ। তির্য্যগ্‌জাতিসম্বন্ধীয়।

তৈর্থ (ত্রি) তীর্থে দীয়তে কার্য্যং বা বুষ্টাদিত্বাৎ অণ্। ১ তীর্থে দেয়। ২ তীর্থকার্য্য। ৩ তীর্থরূপ আয়স্থান হইতে আগত দ্রব্যাদি।

তৈর্থক (ত্রি) তীর্থে দেশে ভবঃ ধূমাদি° বুঞ্। তীর্থদেশভব।

তৈর্থিক (ত্রি) তীর্থং সিদ্ধান্তনিশ্চয়ং নিত্যং অর্হতি ছেদাদি° ঠঞ্। ১ তীর্থসিদ্ধান্তাভিজ্ঞ, শাস্ত্রকার, কপিল কণাদাদি। তীর্থং বেত্তি ঠঞ্ বা। ২ সিদ্ধান্তাভিজ্ঞ। তীর্থে ভবঃ ঠঞ্। ৩ তীর্থভব।

তৈর্থ্য (ত্রি) তীর্থ সঙ্কাদিত্বাৎ ণ্য। তীর্থ সমীপাদি।

তৈর্য্যগয়নিক (ত্রি) তিরশ্চাং অয়নং সত্রভেদঃ তদেব ঠঞ্। সত্রভেদ, যজ্ঞবিশেষ। "অষ্টাদশভির্জ্জ্যায়ানাদিত্যাঃ সংবৎসর এব তৈর্য্যগয়নিকো ভবতি" (শ্রুতি)

তৈর্য্যগ্যোন (ত্রি) তির্য্যগ্যোনেরিদং অণ্। তির্য্যগ্‌যোনি পশু প্রভৃতির সর্গভেদ।

"অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥"
(সাংখ্যকা° ৫৩)

তির্য্যগ্যোনি পঞ্চবিধ, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবরভূত সকল। তত্র ভবঃ অণ্। তির্য্যগ্‌যোনিভব, তির্য্যগ্-যোনি হইতে যাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

তৈর্য্যগ্‌যোন্য (ত্রি) তির্য্যগ্‌যোনেরিদং ণ্য। পশু পক্ষী প্রভৃতির সর্গভেদ।

তৈল (ক্লী) তিলস্য তৎসদৃশস্য বা বিকারঃ অঞ্। তিল সর্ষপাদিজনিত স্নেহ দ্রব্যভেদ।

"তিলাদিস্নিগ্ধবস্তূনাং স্নেহস্তৈলমুদাহৃতম্।
তত্তু বাতহরং সর্ব্বং বিশেষাত্তিলসম্ভবং॥" (ভাবপ্র°)

বৈদ্যক মতে, তিল প্রভৃতি স্নিগ্ধ দ্রব্যের স্নেহকে তৈল বলা যায়। কিন্তু তিল হইতে যে স্নেহ-নির্য্যাস নির্গত হয়, তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে তৈল বলা হয়। তিলের ন্যায় অন্যান্য স্নেহরসপ্রদায়ী বীজনির্য্যাসকেও সামান্যতঃ তৈল বলা হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জ-বীজোৎপন্ন তৈল ব্যতীত কতকগুলি বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কাণ্ড হইতে, কতকগুলির কাষ্ঠ হইতে, কতক-গুলি তৃণের পত্র ও মূল হইতেও তৈলবৎ নির্য্যাস পাওয়া যায়, তাহাও তৈল নামে কথিত হয়। জীবদেহ হইতে বসা ভিন্ন এক প্রকার তৈলবৎ রস পাওয়া যায়, তাহারও নাম তৈল। এতদ্ভিন্ন মৃত্তিকা ও পর্ব্বতগহ্বরেও তৈলবৎ অতি তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাও তৈল নামে অভিহিত হয়।

তৈল জল অপেক্ষা গাঢ়, জলের সহিত কোন রূপে মিশ্রিত হয় না এবং স্নিগ্ধ, চিক্কণ ও মেদযুক্ত। যাহা জলের সহিত সর্ব্বাঙ্গীনরূপে মিশ্রিত না হয়, এইরূপ উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও মৃত্তিজ রসকেই সামান্যতঃ তৈল বলা হয়। ইহা কাগজে পড়িলে কাগজে শুষিয়া লয় এবং ইহাকে কতকটা স্বচ্ছ করিয়া তুলে।

তৈলের ব্যবহার নানারূপে হয়। আহার্য্য দ্রব্যে, গাত্রমর্দ্দনে, ঔষধরূপে, নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতে ও আলোক উৎপাদনে তৈল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মানুষের পক্ষে ধান্য, গম, ছোলা, ভুট্টা, কাঙ্গনি প্রভৃতি প্রধান আহার্য্য শস্যের পরই বোধ হয় তৈল বা তৈলাক্ত দ্রব্যের আবশ্যক হয়। তৈলকর দ্রব্য, তৈলজ দ্রব্য ও তৈল ব্যবসায়ের সর্ব্ব প্রধান দ্রব্যের মধ্যে গণ্য। নানাবিধ তৈল এদেশে আমদানীও হয়, আবার এদেশ হইতেও রপ্তানী হয়।

তৈলের অবস্থা ভেদে তৈল দুই প্রকার—উদ্বায়ু (বায়ুপরিণামী) ও স্থির তৈল।

১। উদ্বায়ু তৈল।—প্রায় জলের ন্যায় তৈল অতিশয় দাহ্য, তীব্রগন্ধ ও তীক্ষ্ণস্বাদ, সুরাসারে ইহা মিশিয়া যায়, জলে ভাল মিশে না, কাগজে পড়িলে ও উবিয়া গেলে কোন দাগ থাকে না। যদি উবিয়া গেলেও কাগজে দাগ থাকে, তবেই বুঝা যায় যে তৈলে ভেজাল মিশ্রিত আছে। উদ্ভিজ্জতৈল ভিন্ন অন্য কোন তৈল প্রায়ই উদ্বায়ু হয় না। সাধারণতঃ দ্রব্যাদি চুঁয়াইয়া উদ্বায়ু তৈল বাহির করিতে হয়। এই শ্রেণীর তৈলের কতকগুলি একবারে এত পাতলা হয় যে, হাতে লাগাইলেও তৈল বলিয়া বোধ হয় না। কমলানেবু, নেবু প্রভৃতির তৈলই এইরূপ। দারুচিনি, জয়ত্রী, লবঙ্গ, এলাচ প্রভৃতির তৈল অপেক্ষাকৃত গাঢ়, জায়ফলের তৈল, মরিচের তৈল প্রভৃতি জমিয়া মাখনের মত হইয়া যায়। পিপারমেণ্ট, মর্জোরম প্রভৃতির তৈল মৃদু উত্তাপে স্বচ্ছ দানা বাঁধিয়া যায়। উদ্বায়ুতৈলের পাত্রের আবরণ খুলিয়া উত্তাপ দিলে ইহা উবিয়া যায় ও সেই স্থানের বায়ুরাশিতে তাহার গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু পাত্রে আবরণ দিয়া উত্তাপ দিলে অতিবিলম্বে উবিয়া যায়, রং বদলাইয়া কাল হইয়া উঠে, গন্ধহীন হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ তৈলে প্রায় গ্যাস হয় না, কিন্তু জলাদি মিশ্রিত থাকিলে হয়।

২। স্থির তৈল (অর্থাৎ যাহা উত্তাপে উবিয়া না যায়), স্বভাবতঃ তরল বা উত্তাপে তরল হয়, স্নিগ্ধ, চিক্কণ ও মেদযুক্ত, অতিদাহ্য, মৃদু স্বাদ, ৬০০ ডিগ্রির কম উত্তাপে ফুটিয়া উঠেনা, জলে মিশে না, সুরাসারেও ভাল মিশে না, কাগজে লাগিলে দাগ থাকিয়া যায়।

স্থির তৈলে অঙ্গারক, উদজন ও অম্লজন আছে। বিশ্লেষণ করিলে তৈলে ত্রিবিধ পদার্থ পাওয়া যায়, তৈলের তরলাংশকে পাশ্চাত্য পদার্থবিদ্‌গণ Oleum বা (liquid portion of oil) বা তৈলসার বলে, ইহার স্বচ্ছ ও চিক্কণাংশকে margarine (a pearl-like substance in some oil) বা তৈলমৌক্তিক বলে। প্রাণীজতৈলে, বীজোৎপন্নতৈলেও জলপাই জাতীয় ফলের তৈলাদিতে Stearine (a proximate principles of fat) বা বসার গাঢ় অংশবৎ আর এক উপাদান পাওয়া যায়।

তৈলের ব্যবহার অনেক। সাবান ও বাতি প্রস্তুত করিতে, দীপে পুড়াইতে, কলকব্জার সর্ব্বদা ঘর্ষণ জনিত ক্ষয় নিবারণ করিতে, পশম প্রস্তুত করিতে, রং ও বার্ণিস প্রস্তুত করিতে, ব্যঞ্জনাদি, ঔষধে, ছাপিবার কালি প্রস্তুতে, ফলাদির আচার প্রস্তুত করিতে, কেশদেহাদির সংস্কারে এবং সুগন্ধি তৈল ও আতরাদি প্রস্তুত করিতে তৈলের যথেষ্ট ব্যবহার হয়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মৃত্তিজ তৈল (মেটে তৈল) তুরুষ্কাধীন আরবে, উত্তর পারস্যের বাকটু নামক স্থানে, উত্তর ভারতে, চীনে ও ব্রহ্মদেশে উৎপন্ন হয়। এক ব্রহ্মদেশেই প্রতি বৎসর প্রায় ২৪ হাজার মণ মেটেতৈল উৎপন্ন হয়। এই তৈল হইতে ছয় প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে এক প্রকার তুষারশ্বেত কঠিন মোম ও এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধযুক্ত।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদ মতে, সকল তৈলই বায়ুনাশক, কিন্তু তিলোদ্ভব তৈল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পর্য্যায়—ম্রক্ষণ, স্নেহ, অভ্যঞ্জন। (হেম)

তৈল আগ্নেয়, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, মধুর, পুষ্টিকর, তৃপ্তিকর, গ্রাম্যধর্ম্মের উত্তেজক, সূক্ষ্ম, বিশদ, গুরু, সারক, বিকাশী, তেজস্কর, ত্বকের প্রসন্নতাসম্পাদক, মেধা, শরীরের কোমলতা ও মাংসের দৃঢ়তাকারী, বর্ণকর, বলকর, দৃষ্টিহিতকর, মূত্ররোধক, লেখনকর, তিক্ত, পশ্চাৎ কষায়, পাচক, বাতশ্লেষ্মা ও কৃমিনাশক, যোনিশূল, শিরঃশূল ও কর্ণশূলের শান্তিকর, গর্ভাশয়ের শোধনকর, ছিন্ন, ভিন্ন, উৎপিষ্ট, বিদ্ধ, চ্যুত, মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফুটিত, ক্ষারদগ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, দারিত, অভিহত, দুর্ভগ্ন, মৃগব্যালাদি কর্তৃক দষ্ট, এই সকল এবং পরিষেচন, মর্দ্দন ও অবগাহনে তিলতৈলই প্রশস্ত।

বস্তিক্রিয়ায়, পানে, নস্যে, কর্ণরন্ধ্রপূরণে, অন্নপানের সংযোগে ও বায়ুশান্তির নিমিত্ত তৈল ব্যবহার করা যায়।

সর্ষপতৈল—অগ্নিদীপ্তিকারক, কটুরস, কটুবিপাক,

লঘু, কৃশতাকারক, উষ্ণস্পর্শ, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রক্তপিত্ত-প্রকোপক এবং কফ, মেদ, বায়ু, অর্শ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কৃমি, শ্বিত্র, কোঠ ও দুষ্টব্রণনাশক। কৃষ্ণ, শ্বেত সর্ষপ (রাই সরিষা) হইতে উৎপন্ন তৈলও উক্তরূপ গুণসম্পন্ন, অধিকন্তু মূত্রকৃচ্ছ্রোৎপাদক।

এরণ্ডতৈল—মধুর, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিকর, কটু ও পশ্চাৎ কষায়, সূক্ষ্ম, নাড়ীশোধনকর, ত্বকের হিতকর, বৃষ্য, পাকে মধুর ও বয়ঃস্থাপক। (যাহার ব্যবহারে শরীর শীঘ্র জীর্ণ হয় না), যোনি এবং শুক্রের শোধনকর, আরোগ্য, মেধা, কান্তি, স্মৃতি ও বলোৎপাদক, বাতশ্লেষ্মা ও শরীরের অধোভাগের দোষনাশক।

নিম্ব, অতসী, শণ, কুসুম্ভ, মূলক, দেবতাড়, কৃতবেধন (ঘোষাফল), অর্ক, কাম্পিল্ল, হস্তিকর্ণ (সাল), পৃথ্বিকা (বড় এলাইচ), পীলু, করঞ্জ, ইঙ্গুদী, শিগ্রু, সর্ষপ, সুবর্চলা (তিসি), বিড়ঙ্গ, জ্যোতিষ্মতী এই সকল বীজ ও ফলের তৈল তীক্ষ্ণ, লঘু অথচ অনুষ্ণবীর্য্য, রসে ও পাকে কটু, সারক এবং বাতশ্লেষ্মা, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোরোগের নিবৃত্তিকর।

শণবীজের তৈল—বাতঘ্ন, মধুর, বলকারক, কটুপাক, চক্ষুর অহিতকর, স্নিগ্ধোষ্ণ, গুরুপাক এবং পিত্তকর।

ইঙ্গুদীতৈল—কৃমিঘ্ন, ঈষৎ তিক্ত, লঘু, কুষ্ঠ ও কৃমিনাশক এবং দৃষ্টি, শুক্র ও বলক্ষয়কর।

কুসুমবীজের তৈল—পরিপাকে কটু, সকল দোষের বর্দ্ধক, রক্তপিত্তজনক, তীক্ষ্ণ, চক্ষুর অহিতকর এবং বিদাহী (যাহাতে গলা জ্বলে)।

কিরাততিক্ত (চিরেতা), তিনিশ, বিভীতক, নারিকেল, কোল, পীলু, জীবন্তী, পিয়াল কর্ব্বদার, সূর্য্যবল্লী, ত্রপুস, এর্ব্বারুক, কর্কারুক, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির তৈল মধুর বীর্য্য ও পাকে মধুর, বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর, শীতবীর্য্য, চক্ষুর অহিতকর, মলমূত্রজনক ও অগ্নিমান্দ্যকর। মধুক, গম্ভারী ও পলাশের তৈল মধুর, কষায় ও কফ পিত্তের শান্তিকর।

তুবরক এবং ভল্লাতকতৈল—উষ্ণ, মধুর, কষায়, পশ্চাৎ তিক্ত, কটু, কফ, কুষ্ঠ, মেদ, মেহ ও কৃমিনাশক এবং ঊর্দ্ধ ও অধোভাগের দোষহারী।

সরল, দেবদারু, গণ্ডীর, শিংসপা ও অগুরু ইহাদিগের সারের তৈলের গুণ—তিক্ত, কটু, কষায়, দূষিত ব্রণের শোধনকর, কৃমি, কফ, কুষ্ঠ ও বায়ুর শান্তিকর।

তুম্বী, কোষাম্র, দন্তী, দ্রবন্তী, শ্যামা, সপ্তলা, নীলি, কম্পিল্ল এবং শঙ্খিনী ইহাদিগের তৈল তিক্ত, কটু, কষায়, শরীরের অধোভাগের দোষনাশক। কৃমি, কফ, কুষ্ঠ ও বায়ুর শান্তিকর এবং দূষিত ব্রণের শোধনকর।

যবতিক্ত তৈল—সকল দোষের শান্তিকর, ঈষৎ তিক্ত, অগ্নিদীপ্তিকর, লেখন, পথ্য, পবিত্র ও রসায়ন।

ঐকৈষিকা (বকপুষ্প) তৈল মধুর, অতি শীতল, পিত্তশান্তিকর, বায়ুপ্রকোপক ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক।

আম্রবীজতৈল—ঈষৎ তিক্ত, অতি সুগন্ধি, বাতশ্লেষ্মা শান্তিকর, রুক্ষ, মধুর, কষায়, এবং ইহার রসের ন্যায় অতিশয় পিত্তকর।

যে সকল ফলের তৈলের উল্লেখ করা হইল, তাহাদিগের গুণ—তৈলের ন্যায় বায়ুশান্তিকর। সকল তৈলের মধ্যে তিল তৈলই প্রশস্ত। তৈলের ন্যায় কার্য্যকারী ও সেইরূপ গুণ বিশিষ্ট বলিয়াই অপরাপর তৈলের তৈলত্ব স্বীকার করা যায়।

বাগ্‌ভট বলেন যে যে দ্রব্য হইতে যে যে তৈল উৎপন্ন হয়, সেই তৈল সেই দ্রব্যের গুণানুকারী হইয়া থাকে। অতএব যে সকল তৈলের গুণ উল্লিখিত হইল না, তাহাদের গুণ স্বীয় স্বীয় উপাদান কারণের গুণানুযায়ী বুঝিতে হইবে। তৈলাভ্যঙ্গ গুণ শরীর আর্দ্র হয়, কফ ও বায়ু নষ্ট হইয়া ধাতু পুষ্টি, তেজ ও বর্ণ প্রসন্ন হয়। পদতলেমর্দ্দন করিলে সুনিদ্রা হয়, এবং চক্ষুর হিত ও পাদরোগ নাশ হয়। কিন্তু কফরোগীর পক্ষে ইহা অনিষ্টকর। তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিলে বল বৃদ্ধি হয়, লোমকূপে এবং শিরামুখে তৈল প্রবিষ্ট হইলে নাড়ী তৃপ্ত হয়। তৈল দ্বারা মস্তক আর্দ্র করিলে শিরঃশূল, মাংস লোলিত ও টাকরোগ হয় না। কেশ ঘন, শক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয়গণ প্রসন্ন ও মুখ শ্রীযুক্ত হয়। কর্ণে তৈল পূরণ করিলে কর্ণরোগ বিনষ্ট হয়। মর্দ্দনে সর্ষপতৈল প্রশস্ত।

তৈলপক খাদ্যের গুণ—বিদাহী, গুরুপাক, পরিপাকে কটু, উষ্ণ, বায়ু ও দৃষ্টির অহিতকর, পিত্তকর, এবং ত্বক্ দোষোৎপাদক। তৈলপক মাংস উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর ও গুরুপাক। তৈলপক মৎস্য মুখপ্রিয়, রুচিকর ও লঘুপাক।

তৈল পুরাতন হইলেই অধিক গুণবিশিষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ সুশ্রুত° দ্রব্যগু°)

প্রাতঃস্নান, (সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে) ব্রত, শ্রাদ্ধ, দ্বাদশী ও গ্রহণ দিনে তৈল মাখিতে নাই।

"প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা।
মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ॥" (কর্ম্মলোচন)

এই বচনে তৈল নিষেধ। তিলতৈলপর, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে তিলতৈল গ্রহণ করিবে না।

"ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং।
অদুষ্টং পক্কতৈলঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গে চ নিত্যশঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ঘৃত, সার্ষপ তৈল এবং পুষ্পবাসিত তৈল ও পক্ক তৈল তৈলাভ্যঙ্গে ইহারা অদুষ্ট, অর্থাৎ পক্কতৈল, সর্ষপ তৈল প্রভৃতি ম্রক্ষণে দোষাবহ নহে।

বার বিশেষে তৈল গ্রহণ ফল। রবিবারে হৃদয় বিনাশ, সোমে কীর্ত্তিলাভ, মঙ্গলবারে মৃত্যু, বুধবারে পুত্রলাভ, বৃহস্পতিবারে অর্থনাশ, শুক্রবারে শোক ও শনিবারে দীর্ঘায়ুঃ-লাভ হয়।

"অর্কে নূনং দহতি হৃদয়ং কীর্ত্তিলাভশ্চ সোমে
ভৌমে মৃত্যু র্ভবতি নিয়তং চন্দ্রজে পুত্রলাভঃ।
অর্থগ্লানি র্ভবতি চ গুরৌ ভার্গবে শোকযুক্তঃ
তৈলাভ্যঙ্গাৎ তনয়মরণং সূর্য্যজে দীর্ঘমায়ুঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ঘৃত অপেক্ষা তৈল মর্দ্দন করিলে ৮ গুণ অধিক ফল হয়।

"ঘৃতাদষ্টগুণং তৈলং মর্দ্দয়েৎ নতু খাদয়েৎ।" (বৈদ্যক)

তৈলক (ক্লী) স্বল্পং তৈলং, অল্পার্থে-কন্। অল্পপরিমাণতৈল।

তৈলকন্দ (পুং) তৈলপ্রধানঃ কন্দঃ। কন্দবিশেষ, পর্য্যায়—দ্রাবককন্দ, তিলাঙ্কিতদল, করবীরকন্দসংজ্ঞ, তিলচিত্রপত্রক। ইহার গুণ লৌহদ্রাবী, কটু, উষ্ণ, বাত, অপস্মার, বিষ ও শোকনাশক। (রাজনি°)

তৈলকল্কজ (পুং) তৈলাৎ তিলসম্বন্ধিনঃ কল্কাজ্জায়তে জন-ড। তৈলকিট্ট, তেলের কাট-খৈল।

তৈলকার (পুং) তৈলং করোতি কৃ-অণ্। বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ; কলু, তেলী, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে কোটক-জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কুম্ভকারের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। পর্য্যায়—ধূসর, চাক্রিক, তৈলী। (হেমচ°) যাত্রা-কালে এই জাতি দেখিলে অমঙ্গল হয়।

"দদর্শামঙ্গলং রাজা পুরো বর্ত্মনি বর্ত্মনি।
কুম্ভকারং তৈলকারং ব্যাধং সর্পোপজীবিনং॥"
(ব্রহ্মবৈ° গণপতিখ° ৩৫ অ°)

তৈলকিট্ট (ক্লী) তৈলস্য কিট্টং ৬তৎ। তৈলমল, খলি, খৈল। পর্য্যায়—পিন্যাক, খলি, তৈলকল্কজ। ইহার গুণ—কটু, গৌল্য, কফ, বাত ও প্রমেহনাশক। (রাজনি°)

তৈলকীট (পুং) কীটভেদ, তেলিনী কীট।

তৈলক্য (ক্লী) তিলকস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা তিলক-যক্ (পত্যন্ত পুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) তিলকের ভাব বা তিলক কার্য্য।

তৈলঙ্গ (পুং) দেশবিশেষ, শ্রীশৈল হইতে আরম্ভ করিয়া চোলরাজের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তৈলঙ্গ, ত্রিলিঙ্গ দেশ।

"শ্রীশৈলন্তু সমারভ্য চোলেশান্মধ্যভাগতঃ।
তৈলঙ্গদেশো দেবেশি ধ্যানাধ্যয়নতৎপরঃ॥"
(শক্তিসঙ্গম)

এখানকার ভাষা ত্রিলিঙ্গ বা তেলগু। [ত্রিলিঙ্গ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

তৈলঙ্গস্বামী, একজন মহাপুরুষ। ভারতবর্ষ মহাপুরুষ গণের লীলাভূমি। কত শত মহাত্মা এইদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রভূত উপকার সাধন করিয়া তিরোহিত হইয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে। মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী কাশী-ধামের এক অমূল্য রত্ন; ইহাকে দেখিলে আভ্যন্তরিক তামসিক ভাব সকল বিদূরিত হয়, এবং সাত্ত্বিক ভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, যাহারা ইহার সৌম্যমূর্ত্তি একবার নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহারাই এই কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন, বিদেশীয় যাত্রিক ও সাধু সকল যেরূপ ভক্তি-সহকারে বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও মণিকর্ণিকাদি দর্শন করিতেন, এই মহাত্মাকেও সেইরূপ ভক্তি সহকারে দর্শন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া বিমল অনির্ব্বচনীয় পবিত্র সুখ অনুভব করিয়াছেন।

আমাদের দেশে সাধু পুরুষদিগের জীবনী নিতান্ত অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী সম্বন্ধেও তাহাই, অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, এস্থলে তাহাই প্রকটিত হইল। এই মহাত্মার প্রকৃত নাম ত্রৈলিঙ্গস্বামী. ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিজনা গ্রাম নামক জনপদস্থিত হোলিয়া নগর ইহার জন্মস্থান। ১৫২৯ শতাব্দীর পৌষমাসে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন, ইহার পিতার নাম নৃসিংহ-ধর। নৃসিংহধর সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন, তাঁহার দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষের পুত্রের নাম ত্রৈলিঙ্গধর, দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র শ্রীধর। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ত্রৈলিঙ্গের পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার মাতা বিদ্যাবতী ও বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ত্রৈলিঙ্গ তাহার মাতার নিকট বিদ্যাভ্যাস করি-তেন, এইরূপে দ্বাদশ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন, এবং এই সময় মাতার নিকট কিছু কিছু যোগশিক্ষাও করিয়াছিলেন, ত্রৈলিঙ্গের বয়স যখন ৫২ বৎসর, তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। মৃত্যুর পর তাহার মাতার যে স্থানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হইয়াছিল, ত্রৈলিঙ্গ তথা হইতে আর বাটী প্রত্যাগমন করেন নাই। শ্রীধর ত্রৈলিঙ্গকে গৃহে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ত্রৈলিঙ্গ শ্রীধরকে এই বলিয়া বিদায় করেন, 'ভাই, আর কেন, মায়াময় সংসারে আর আমি

প্রবেশ করিব না, যাহা কিছু পৈতৃকসম্পত্তি আছে, স্বচ্ছন্দে ভোগ কর।' শ্রীধর তথা হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তথায় ত্রৈলিঙ্গের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া সুচারুরূপে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি ত্রৈলিঙ্গধর সেইস্থানে মাতার উপদিষ্ট যোগ অভ্যাস করিয়া বিংশতি বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। এই সময় পশ্চিম প্রদেশে পাতিয়ালারাজ্যে বাস্তরগ্রামে ভগীরথস্বামী নামে এক সুপ্রসিদ্ধ যোগী বাস করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে একদিন ত্রৈলিঙ্গধর তাঁহার নয়নপথে পতিত হন। ঐ স্থানে উভয়ের অনেক বাক্যালাপ হয়, অনন্তর কিছুদিন উভয়ে একস্থানে অবস্থিতি করেন। পরে তথা হইতে ভগীরথস্বামী তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পুষ্করতীর্থে গমন করেন, উভয়ে এই স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থিত করায় ত্রৈলিঙ্গধর ভগীরথস্বামীর নিকট বিশেষরূপ যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন। এইস্থানে ভগীরথস্বামীর নিকট দীক্ষিত হইলে তিনি ত্রৈলিঙ্গধরকে গণপতিস্বামী বলিয়া অভিহিত করিতেন। পরে ইহারা নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া যখন ৺ কাশীধামে উপনীত হইলেন, তখন কাশীবাসী লোক সকল ইহাকে ত্রৈলিঙ্গস্বামী বলিয়াই আহ্বান করিত। কিছুদিন পরে ভগীরথস্বামী পুষ্করতীর্থেই দেহত্যাগ করেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর ত্রৈলিঙ্গস্বামীও তীর্থপর্য্যটন মানসে উক্ত স্থান হইতে বহির্গত হইলেন, কিছুদিন এইরূপ ভ্রমণ করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপনীত হন, তথায় মহারাষ্ট্রদেশীয় অন্ধরাও নামক একজন ব্রাহ্মণকে শিষ্য করেন। কার্ত্তিকমাসের শুক্লাপঞ্চমীতে মহাসমারোহে একটী মেলা হয়, এই মেলায় বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। ত্রৈলিঙ্গস্বামীর স্বদেশবাসী কএকটী যাত্রীও এইখানে আসিয়াছিলেন, উহারা ত্রৈলিঙ্গস্বামীকে পুনরায় গৃহে যাইবার জন্য বারম্বার বিরক্ত করায় তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে সুদামাপুরীতে গমন করেন। পরে এই স্থান হইতে নেপালে গমন করিয়া কিছুকাল যোগাভ্যাস করেন। এখানেও লোকাধিক্য দেখিয়া তিব্বতে গমন করেন, তথা হইতে মানস সরোবরে গমন করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া যোগাভ্যাস করেন। পরে এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া নর্ম্মদানদীতটে গমন করিয়া মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে অনেক মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। এই আশ্রমে খাকীবাবা একদিন যথা সময়ে নদীতটে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন নদী দুগ্ধ রূপ ধারণ করিয়া তৈলিঙ্গস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ত্রৈলিঙ্গস্বামীও প্রশান্ত মনে সেই দুগ্ধ পান করিতেছেন। খাকীবাবা এই স্থানে আসিলেই নদী দুগ্ধরূপ পরিহার করিয়া স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন এবং এই রাত্রে যোগাভ্যাসে না গিয়া আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং তথায় অন্যান্য মহাত্মাদিগের নিকট এই অভূতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। তখন সকলেই স্বামীজীর অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় জ্ঞাত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও একান্ত আস্থা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বামীজী এইস্থান হইতে প্রয়াগধামে কিছুকাল অবস্থিত করেন, তাহার পর ৺কাশীধামে আসিয়া অসীঘাটে তুলসীদাসের বাগানে গুপ্তভাবে বাস করিতে থাকেন। এই সময় ৺কাশীধাম নানাপ্রকৃতির অসৎলোকে পরিবৃত ছিল না। তখনকার অধিবাসিগণ অধিকাংশই সাত্ত্বিকস্বভাব ও ধার্ম্মিক ছিলেন। স্বামীজী তুলসীদাসের বাগানে অবস্থিতিকালীন মধ্যে মধ্যে লোলার্ককুণ্ডে গমন করিতেন। অনেক উৎকটরোগী রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া স্বামীজীর শরণাপন্ন হইলে তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে সেই উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য করিয়া দিতেন। ক্রমে অনেক লোক আসিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। তখন তিনি দশাশ্বমেধ ঘাট প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাহার তাৎকালিক অমানুষিক কার্য্যকলাপ অতীব আশ্চর্য্যজনক। তিনি কোন দিন শীতকালে দুঃসহশীত স্বত্ত্বেও জলের মধ্যে অবস্থান করিতেন। আবার গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তাপে যখন সাধারণ লোক বাহির হইতে সাহসী হইত না, তখন তিনি অবলীলাক্রমে দুঃসহ উত্তপ্ত বালুকায় শয়ন করিয়া থাকিতেন। কখন অন্বেষণ করিয়া আহারাদি করিতেন না। যখন কোন খাদ্য দ্রব্য কেহ মুখের নিকট ধরিত, অবাধে তৎসমুদায় তিনি খাইয়া ফেলিতেন। তাহাতে কোন জাতি বা পাত্রাপাত্র কিম্বা খাদ্যাখাদ্য বিচার করিতেন না। লোকে কোন সময়ে তাহাকে ২০।২৫ সের পরিমাণ জিনিস খাওয়াইয়া দিল, আবার পরক্ষণেই যে যাহা দিল অনায়াসে তাহাও খাইয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বে সকলের সহিত কথোপকথন করিতেন, কিন্তু এই স্থানে আসিয়া অবধি প্রায় কাহার সহিত আলাপ করিতেন না। তবে সময়ে সময়ে দুই একটী মাত্র কথা কহিতেন। শাস্ত্রের কোন দুর্ব্বোধ্য বিষয় উপস্থিত হইলে স্বামীজীকে মধ্যস্থ রাখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা মীমাংসা করিয়া দিতেন। যত্ন করিয়া তাহাকে যে খাদ্য দেওয়া যাইত, অম্লান বদনে তাহাই খাইয়া ফেলিতেন। ৺কাশীধামে অনেক ধর্ম্মপরায়ণ লোক আসিয়া

থাকেন, একদিন কোন ধনবান্ ব্যক্তি ২০ ভরির স্বর্ণ-বলয় স্বামীজীর হস্তে পরাইয়া দেন, কতকগুলি দুষ্ট বুদ্ধি (কাশীর গুণ্ডা) লোক উহা লইবার মানসে স্বামীজীকে মদ খাওয়াইয়া অজ্ঞান হইলে লইবে, এই মনে করিয়া ৭।৮ বোতল মদ খাওয়াইয়া দেয়, কিন্তু স্বামীজীর ইহাতে কিছুই হইল না। পরে স্বামীজী নিজ হস্ত হইতে এই স্বর্ণবলয় খুলিয়া তাহাদিগকে দেন।

স্বামীজী সর্ব্বদা উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতেন, একদিন পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট নীত হন। সাহেব উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতে নিষেধ করেন এবং বলেন, তুমি কাপড় না পড়িলে খানা খাওয়াইয়া দিব। স্বামীজী সাহেবকে এই কথায় বলেন যে, তুমি আমার খানা খাইলে আমি তোমার খানা খাইব; সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার খানা কি রূপ। স্বামীজী এই রূপ জিজ্ঞাসিত হইলে তৎক্ষণাৎ মল ত্যাগ করিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সাহেবের চৈতন্ত হইল, তিনি স্বামীজীকে ছাড়িয়া দিয়া যথেচ্ছা বেড়াইতে অনুমতি দিলেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী যখন কাশীধামে আসিয়া হিন্দুদেবদেবীর অসারত্ব প্রমাণ ও অযথা নিন্দাবাদ করিয়া সাধারণ লোকদিগকে মাতাইয়া তুলিতেছিলেন। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মত সাধারণে প্রচার করিতেছিলেন, অনেক লোক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বীয়ধর্ম্মে অনাস্থা প্রকাশ করিতে লাগিল, দিন দিন দয়ানন্দের দল পুষ্ট হইতে লাগিল, পরে স্বামীজীর শিষ্যগণ এই সংবাদ মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীকে নিবেদন করিল। স্বামীজী এই সংবাদ শুনিয়া তাহার শিষ্য মঙ্গলপ্রসাদ ঠাকুরের হস্তে একটু কাগজে লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন, দয়ানন্দ এই কাগজ পাঠ করিয়া কাশী পরিত্যাগ করেন, কাগজে যাহা লেখা স্বামীজী ও দয়ানন্দ ভিন্ন আর কেহ জানিতে পারে নাই।

১৮০৫ শতাব্দীতে ৮ কাশীধামে পঞ্চগঙ্গার গর্ভে তৈলঙ্গস্বামী "লাট" নামে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন এবং ইহার কিছুকাল পরে পঞ্চগঙ্গার উপরে যে আশ্রমে বাস করিতেন সেই আশ্রমে মহাসমারোহে ত্রৈলিঙ্গেশ্বর নামে আর একটী শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত করেন। মঙ্গলপ্রসাদ ঠাকুর ইহার সেবক নিযুক্ত হন। এই আশ্রমে স্বামীজীর একটী মূর্ত্তিও বিদ্যমান আছে। কাশীবাসী ও যাত্রিগণ এই মূর্ত্তি ভক্তিসহকারে দর্শন করিয়া থাকেন।

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী দেহত্যাগ করিবার ১৫ দিন পূর্ব্বে মৃত্যুর বিষয় সেবকগণকে জানাইয়াছিলেন, এবং তিনি যে গৃহে বাস করিতেন, সে গৃহের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, পরে কালপূর্ণ হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে সমস্ত দরজা খুলিতে অনুমতি দিয়া বাহিরে আসিলেন, বাহিরে আসিয়া যোগাসনে উপবেশন করিলেন পরে আত্মাকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

শকাব্দা ১৮০৯ পৌষমাস শুক্লাএকাদশীর দিন সায়ংকালে স্বামীজী কলেবর ত্যাগ করেন।

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর প্রকাশিত "মহাবাক্যরত্নাবলী" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবাক্যরত্নাবলীতে নিম্নলিখিত উপদেশপূর্ণ বিষয়গুলি লিখিত আছে।

বন্ধনমোক্ষবাক্য, বিদ্বন্নিন্দাবাক্য, উপদেশবাক্য, জীবব্রহ্মৈক্যবাক্য, মননবাক্য, জীবন্মুক্তবাক্য, স্বানুভূতিবাক্য, সমাধিবাক্য, অষ্টস্বরূপবাক্য, পুংলিঙ্গস্বরূপবাক্য, স্ত্রীলিঙ্গস্বরূপবাক্য, নপুংসকলিঙ্গস্বরূপবাক্য, আত্মস্বরূপবাক্য, ফলবাক্য ও বিদেহবাক্য।

মহাবাক্যরত্নাবলীতে ইহাই সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে।

স্বামীজী এই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া অমরত্ব লাভ করেন, তিনি মুক্ত পুরুষ। শিষ্যগণ তাঁহাকে দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করেন। এই মহাপুরুষের স্বরূপ প্রকাশ করা ভাষার অসাধ্য। ইহার কৃপা লাভ করিয়া অনেক লোক দুঃসাধ্য ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে, এই সকল লোকের মধ্যে অনেক লোক অদ্যাপিও জীবিত আছে।

অনেক লোক ইহার শিষ্যত্ব লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছেন।

ইহার শিষ্যগণ ইষ্টদেবের ন্যায় ইহারও নাম প্রাতঃকালে স্মরণ করিয়া থাকেন।

তৈলচোরিকা (স্ত্রী) তৈলং চোরয়তি চুর ণ্বুল্ পৃষো° সাধুঃ। তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

তৈলচৌরিকা (স্ত্রী) তৈলস্য চৌরিকেব। তৈলপায়িকা।

তৈলত্ব (ক্লী) তৈলস্য ভাবঃ তৈল-ত্ব। তৈলের ভাব, তেলের গুণ।

তৈলদ্রোণী (স্ত্রী) তৈলপূর্ণা দ্রোণী মধ্যলো° ক°। কণ্ঠ পর্য্যন্ত মজ্জনার্থ তৈলপূর্ণ কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। এই পাত্রে অবস্থান গুণ—বাতরোগ, ব্যাধি, কুষ্ঠরোগ, পঙ্গু, বাধির্য্য মিন্‌মিন, গদ্‌গদ, হস্তস্তম্ভ, পৃষ্ঠপ্রচলিত, পবন, গাত্রকম্প, গ্রীবাভঙ্গ, অপতন্ত্র, ক্ষয়, রুধির মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তি এই সকল রোগে হিতকর। (রাজনি°)

রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহার শরীর তৈলদ্রোণীতে রক্ষিত হইয়াছিল। তৈলদ্রোণীতে মৃত শরীর রক্ষা করিলে শীঘ্র পচিয়া যায় না।

"তৈলদ্রোণ্যাং তদামাত্যাঃ সংবেশ্য জগতীপতিং
রাজ্ঞঃ সর্ব্বাণ্যথাদিষ্টাশ্চক্রুঃ কর্ম্মাণ্যনন্তরং ॥"
(রামা° ২।৬৬।১৪)

তৈলধান্য (ক্লী) তৈলোপযোগি ধান্যং। তৈলোপযোগি সতুষ শস্য। তিল, অতসী, তোরী এই তিন প্রকার সর্ষপ, দুই প্রকার রাজী, খস ও কৌসুম্ভবীজ ইহাদের নাম তৈলধান্য।
"তিলো হ্যতসী চ তোরী চ ত্রিবিধশ্চাপি সর্ষপঃ।
দ্বিধা রাজী খসশ্চৈব বীজং কৌসুম্ভসম্ভবং ॥
এতানি তিলধান্যানীত্যুক্তেষু তিলাদিষু।"

তৈলপক (পুং) তৈলং পিবতি পা-ক। তৈলপায়িকা। তৈল হরণ করিলে পরজন্মে তৈলপায়িকা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।
"মাংসং গৃধ্রো বপাং মদ্গুস্তৈলং তৈলপকঃ খগঃ।" (মনু ১২।৬৩)
'তৈলং হৃত্বা তৈলপায়িকাখ্যঃ পক্ষী ভবতি' (কুল্লূক)

তৈলপর্ণক (পুং) তৈলোক্তমিব পর্ণং যস্য কপ্। গ্রন্থিপর্ণ বৃক্ষ, গেঁড়েলা গাছ।

তৈলপর্ণিক (ক্লী) তৈলং তৈলযুক্তমিব পর্ণমস্য বা তিলপর্ণো বৃক্ষ উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্য ঠন্। ১ হরিচন্দন। ২ চন্দনভেদ। পর্য্যায়—শ্রীখণ্ড, চন্দন, ভদ্রশ্রী, তৈলপর্ণিক, গন্ধসার, মলয়জ, চন্দ্রদ্যুতি। (ভাবপ্র°) ৩ বৃক্ষবিশেষ।
"কালীয়কা তুরুলাশ্চ হিঙ্গবস্তৈলপর্ণিকাঃ " (হরিব° ২২৩।৬৮)

তৈলপর্ণী (স্ত্রী) তিলপর্ণে বৃক্ষে জাতঃ তত্র জাত ইত্যণ্ ততোঙীপ্। ১ চন্দন। ২ শ্রীবাস। ৩ সিহ্লক। (মেদিনী)

তৈলপা (স্ত্রী) তৈলং পিবতি পা-ক-টাপ্। তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

তৈলপায়িকা (স্ত্রী) তৈলং পিবতি পা-ণ্বুল্ টাপি অতইত্বং। কীটবিশেষ, তেলাপোকা। পর্য্যায়—পয়োষ্ণী, তৈলচৌরিকা তৈলপা, তৈলাম্বুকা, খলাধারা। (জটাধর)

তৈলপায়িন্ (পুং) তৈলং পিবতি পা-ণিনি। তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

তৈলপিঞ্জ (পুং) তিলপিঞ্জ, নিষ্ফল তিল।

তৈলপিপীলিকা (স্ত্রী) তৈলপ্রিয়া পিপীলিকা। পিপীলিকা ভেদ, রাঙ্গাপিপড়ে। পর্য্যায়—উদদ্যা, কপিজাঙ্ঘিকা।

তৈলপীত (ত্রি) পীতং তৈলং যেন, সমাসে পরনিপাতঃ। পীততৈলক, যিনি তৈল পান করিয়াছেন।

তৈলপিষ্টক (পুং) তৈলস্য পিষ্টকঃ। তৈলকিট্ট, খৈল।

তৈলফল (পুং) তৈলপ্রধানং ফলং যস্য। ১ ইঙ্গুদী। ২ বিভীতক।

তৈলভাবিনী (স্ত্রী) তৈলং ভাবয়তি সদ্গন্ধং করোতি ভূ-ণিচ্-ণিনি ঙীপ্। জাতীফুলগাছ, তৈলবাসক, জাতীপুষ্প বৃক্ষ, চামেলীফুলগাছ।

তৈলমর্দ্দন (ক্লী) তৈলস্য মর্দ্দনং। তেল মাখা।

তৈলমালী (স্ত্রী) তৈলানাং মালা সমূহো যত্র ততো ঙীষ্। বর্ত্তি, দীপদশা, পলিতা।

তৈলম্পাতা (স্ত্রী) তিলপাতোঽস্যাং বর্ত্ততে তিলপাত-ঞ মুম্ (ঘঞঃ সাস্যাঙ্‌ক্রিয়েতি ঞঃ। পা ৪।২।৫৮। শ্যেনতিলস্য পাতে ঞে। পা ৬।৩।৭১) ১ স্বধা। স্বধা এই মন্ত্রোপলক্ষিত শ্রাদ্ধ।

তৈলযন্ত্র (পুং) তৈলমর্দ্দনার্থং যন্ত্রং। তিলাদি নিষ্পীড়নার্থ যন্ত্রভেদ, কলুর ঘানি।
"অমীমাংস্যানি শৌচানি তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ" (স্মৃতি)

তৈলবক (পুং) তেলুনৃপস্য বিষয়ো দেশঃ রাজন্যা° বুঞ্। তৈলুনৃপের দেশ।

তৈলবল্লী (স্ত্রী) তৈলাক্তেব বল্লী। লঘু শতাবরী, শতমূলী।

তৈলসাধন (ক্লী) তৈলং সাধয়তি সুগন্ধীকরোতি সাধ-ণিচ্ ল্যুট্। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, কাকলা। পর্য্যায়—কাকোল, কোলক, গন্ধব্যাকুল, কক্কোলক, কোষফল। (শব্দচ°)

তৈলস্ফটিক (পুং) তৈলাক্তঃ স্ফটিক ইব। তৃণমণি। গোমেদমণি। এক প্রকার মসৃণ কঠিন উদ্ভিদ্ পদার্থ, ইহা সমুদ্রতীরে জন্মে।

তৈলস্যন্দা (স্ত্রী) তৈলমিব স্যন্দতি স্যন্দ-অচ্। ১ শ্বেতগোকর্ণী। ২ কাকোলী। (পারস্কর নিঘণ্টু)

তৈলাক্ত (ত্রি) তৈলেন আক্তং। তৈলমর্দ্দিত।

তৈলাখ্য (পুং) তুরুষ্ক নাম গন্ধদ্রব্য, শিলারস।

তৈলাগুরু (ক্লী) তৈলাক্তমিব অগুরু। দাহাগুরু নাম সুগন্ধ দ্রব্য।

তৈলাটী (স্ত্রী) তৈলেন তৈলপ্রদানেন অটতি দূরীভবতি অট-অচ্ গৌরা° ঙীষ্। বরটা নামক কীট, বোলতা।

তৈলাধার (পুং) তৈলস্য আধারঃ। তৈল রাখিবার পাত্র।

তৈলাম্বুকা (স্ত্রী) তৈলং অম্বু জলমিব পেয়ং যস্যাঃ কপ্ টাপ্। তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

তৈলিক (পুং) তৈলং পণ্যত্বেনাস্ত্যস্য তৈল-ঠন্। তৈলকার, তৈলবিক্রেতা কলু।

তৈলিন্ (ত্রি) তৈলং নিষ্পাদ্যত্বেনাস্ত্যস্য তৈল-ইনি। ১ তৈলকার। ২ তৈলযুক্ত।

তৈলিনী (স্ত্রী) তৈলং ভক্ষত্বেন আশ্রয়ত্বেন বা অস্ত্যস্য তৈল-ইনি-ঙীপ্। কীটভেদ, পর্য্যায়—তৈলকীট, ষড়্‌বিন্দ্যা, দদ্রুনাশিনী। (রাজনি°)

তৈলিশালা (স্ত্রী) তৈলিনঃ শালা। যন্ত্রগৃহ, তৈলনিষ্পীড়নার্থ গৃহ, ঘানিঘর।

তৈলীন (ক্লী) তিলানাং ভবনং ক্ষেত্রং তিল-খঞ্। (বিভাষা তিলমাষেতি। পা ৫।২।৪) তিলক্ষেত্র, তিলের ক্ষেত।
"তিলোদ্ভবোচিতং যত্তু তিল্যাং তৈলীনমিত্যপি।" (শব্দরত্না°)

তৈল্বক (ত্রি) লোধ্র। [তিল্বক দেখ।]
"সর্পিঃ পেয়ং ত্রৈফলং তৈল্বকং বা পেয়ং বা" (সুশ্রুত উ° ১০ অ°)

তৈব্রক (ত্রি) তীব্র-বুঞ্ (রাজন্যাদিভ্যো বুঞ্। পা ৪।২।৫৩) তীব্র। [তীব্র দেখ।]

তৈব্রদারব (ত্রি). তীব্রদারুণ ইদং রজতাদিত্বাৎ অঞ্। তীব্রদারুসম্বন্ধী।

তৈষ (পুং) তৈষী তিষ্যনক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী অস্মিন্ ইতি তৈষী সাস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি অণ্। পৌষমাস। শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্র পৌষমাসের নাম তৈষ, পৌষ-মাসের পূর্ণিমার দিন তিষ্যনক্ষত্রযুক্ত হয়।

তৈষী (স্ত্রী) তিষ্যেণ নক্ষত্রেণ যুক্তা তিষ্য-অণ্। 'তিষ্য পুষ্যয়োর্নক্ষত্রানি যলোপঃ' ইতি যলোপঃ ঙীপ্। পুষ্যনক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী।
"তৈষ্যা নধীত পূর্ব্বাণাং" (আশ্ব° শ্রৌ° ৮।১৪।২২)

তো (পারসী) স্তবক, ভাঁজ, স্তর।

তোক (ক্লী) তৌতি পূরয়তি গৃহং তু-বাহুলকাৎ-ক। অপত্য, পুত্র, দুহিতা।
"তোকং পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ" (ঋক্ ১।৬৪।১৪)
২ শিশু, বালক।
"তোকেন জীবহরণং যদুলূকিকায়াঃ" (ভাগ° ২।৭।২৭)

তোকবৎ (ত্রি) তোকং বিদ্যতেঽস্য তোক-মতুপ্, মস্য ব। পুত্রাদিযুক্ত, পুত্রপৌত্র সহিত। "সহস্রবৎ তোকবৎপুষ্টি মদ্বসু।" (ঋক্ ৩।১৩।৭) 'তোকবৎ পুত্রপৌত্রাদি সহিতং' (সায়ণ)

তোক্ম (পুং) তকন্তি হসন্তি আনন্দিতা ভবন্তি লোকা অনেন তক-বাহুলকাৎ ম ওত্বঞ্চ। ১ হরিদ্বর্ণ অপক্ব যব। ২ হরিদ্বর্ণ। ৩ মেঘ। (ক্লী) ৪ কর্ণমল। ৫ নবপ্ররূঢ় যব, যবাঙ্কুর। "প্রায়নীয়স্য তোক্মানি" (শুক্লযজু° ১৯।১৩) তোক্মানি নবপ্ররূঢ়-যবাঃ' (বেদদীপ) ৬ পল্লবাদির অঙ্কুর।
"গন্ধনির্যাসভস্মাস্থি তোক্মৈঃ কামান্ বিতম্বতে।"
(ভাগ° ১০।২২।২৫) 'তোক্মাঃ পল্লবাঙ্কুরাঃ' (শ্রীধর)

তোক্মন্ (ক্লী) তক-মনিন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ অত ওত্বং। ১ নবপ্ররূঢ় যব। ২ অপত্য। (নিঘণ্টু)

তোকক (পুং) পক্ষিবিশেষ। (Cuculus melanoleucus)

তোগলক্ (তুঘলক, তুগলক)—সুলতান গয়াসুদ্দীন্ বলবনের একজন ক্রীতদাস। তাঁহার পুত্র (১৩২১ খৃষ্টাব্দে) খস্রুশাহকে বিনাশ করিয়া গয়াসুদ্দীন্ তোগলক্ নাম গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশীয় রাজগণই তোগলক্ বংশ বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তোগলক্ বংশে যে কয়জন রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের একটী বংশ-তালিকা দেওয়া হইল।

গয়াসুদ্দীন তোগলক্
(১৩২১-১৩২৫ খৃঃ অঃ)

মহম্মদ খাঁ (উলুঘ খাঁ) (১৩২৫-১৩৫৩) — সিপাসলর রজ্জব
ফিরোজ তোগলক (১৩৫১-১৩৮৮)

মহম্মদ তোগলক নাসিরুদ্দীন্ (১৩৯০-১৩৯৪) — জাফর খাঁ — ফতেখাঁ
আবুবকর (১৩৮৯-৯০) — তোগলক শাহ গয়াসুদ্দীন (১৩৮৮-১৩৮৯)

হুমায়ুন (১৩৯৪) — মামুদ (১৩৯৪-১৪১৪)
(তৈমূর কর্ত্তৃক দিল্লী-অধিকার)

তোটক (ক্লী) দ্বাদশাক্ষরপাদছন্দ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী অক্ষর থাকে। লক্ষণ—
"বদ তোটকমব্ধিসকারযুতং" (ছন্দোম°)
ইহতোটকমম্বুধিসৈঃ প্রতিথং" (বৃত্ত° র°)।
ইহার প্রত্যেকের আদি দুইটী বর্ণ লঘু, তাহার পর একটী

। । ঽ । । ঽ । । ঽ । । ঽ
ব দ তো ট ক ম ব্ধি স কা র যু তং"
৩।৬।৯।১২ এই কয়টী বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট বর্ণ লঘু।

তোড় (দেশজ) নদীর প্রবল স্রোত।

তোড়ন (ক্লী) তুড়-ভাবে লুট্। ১ ভেদন। ২ দারণ। ৩ হিংসন।

তোড়ল (ক্লী) তন্ত্রভেদ, তোড়লতন্ত্র।

তোড়া (দেশজ) ১ টাকার থলিয়া, বগ্নী। ২ প্রভূত তিরস্কার করা। ৩ পুষ্পগুচ্ছ, ফুলের তোড়া।

তোড়া, মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত নীলগিরিনিবাসী এক অসভ্য জাতি। কাহারও মতে তামিল 'তোরবম্' বা 'তোরম্' শব্দ হইতে তোড় বা তোড়া শব্দ বাহির হইয়াছে। ইহার অর্থ পশুপাল বা যূথ।

তোড়াদিগের মতে চারি পাঁচটী যূথ আছে, তন্মধ্যে দুইটী নিঃশেষপ্রায়।

এই জাতি দেখিতে লম্বা, শরীরানুরূপ গঠন, বলিষ্ঠ, স্বাধীন প্রকৃতি। ইহাদের নাসিকা বেশ লম্বা, ললাট বিস্তৃত, গণ্ডস্থল গোল, চিবুক ও ভ্রূর কেশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে যেন পাশ্চাত্য সভ্য জাতির এক শাখা বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের যেমন স্বভাব, পোষাকেও সেইরূপ একটু বিশেষত্ব আছে। ইহারা একখানি কাপড় জড়াইয়া পরে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মাথায় পাগুড়ী ব্যবহার করে।

তোড়ারা স্বভাবতঃ অতি অপরিষ্কার থাকে। ইহাদের মধ্যে এক রমণী বহুপতি গ্রহণ করিতে পারে। সচরাচর দুই চারি ভ্রাতায় এক রমণীকে বিবাহ করে।

গো মেষাদির পালনই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। সকলেই প্রায় দুগ্ধশালা গোয়ালঘর লইয়াই ব্যস্ত। ইহারা প্রধানতঃ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং নানা প্রকার কলায়াদি খায়।

ইহারা কুঞ্জবনে ঘর বাঁধিয়া বাস করে, তাহাকে 'মণ্ড' বা 'মল্ত' বলে। প্রতি মণ্ডে প্রায় ৫ খানি করিয়া কুটীর থাকে, তন্মধ্যে তিনখানি বসবাসের জন্য, একখানি দুগ্ধ দধি রাখিবার ভাণ্ডার ও অপরখানি গোয়ালঘর। ঘরগুলি দূর হইতে দেখিতে বাদামী, এক একখানি ১০ ফিট্ উচ্চ ১৮ ফিট্ দীর্ঘ এবং ৯ ফিট্ বিস্তৃত, এই সকল ঘর বংশনির্ম্মিত ও গোময়াদি লিপ্ত। ঘরের ভিতর ৬ হইতে ১০ হাত পর্য্যন্ত চৌড়া। ইহার মধ্যে একস্থানে পিয়াল নামে মাটির ঢিপি, তাহা প্রায় ২ ফিট্ উচ্চ, তাহার উপর মৃগ বা মহিষ চর্ম্ম অথবা মাদুর বিছাইয়া শয়ন করে। তাহার পশ্চাদ্দিকে উনান, তাহার চারি পার্শ্বে আসবাব থাকে। দুগ্ধ ভাণ্ডারটাই অপর সব ঘর অপেক্ষা কিছু বড়। এই ঘর মাঝে বেড়া দিয়া দুই ভাগ করা থাকে। একভাগে দুগ্ধ ঘৃতাদি রাখা হয় ও অপর ভাগে তাহাদের ইষ্টদেবতার পূজা হয়।

তোড়াবন্দী (দেশজ) তোড়ায় রক্ষিত।

তোড়ামাচ (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus kutla)

তোড়ী (স্ত্রী) তুড়-অচ্ গৌরা° ঙীষ্। তৈলসাধন ধান্যভেদ।

তোড়ী, বসন্তরোগের পত্নী, ইহার গ্রহ অংশ ও ন্যাস মধ্যম। সৌবীরী মূর্চ্ছনা। এই রাগিণী সম্পূর্ণা, কেহ কেহ বলেন ইহার গ্রহাংশ ন্যাস ষড়্‌জ। মূর্ত্তি—

"উন্নিদ্রপঙ্কেরুহচারুনেত্রাকুরঙ্গনাভিং দধতী করেণ।
সন্তোষয়ন্তী বিপিনোপকণ্ঠং তোড়ীয়মিন্দীবরদামরম্যা॥"
(সঙ্গীতদা°)

নারদসংহিতায় ইহার মূর্ত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে—

"সুনৃত্যমানাতি সুশীলযুক্তা মুক্তালতাকল্পিতহারযষ্টিঃ।
চূতাঙ্কুরং পাণিযুগে বহন্তী জবারুণাঙ্গী তুড়িকেরীতেয়ং॥"
(নারদসংহিতা)

ইহা মধ্যাহ্ন সময়ে শৃঙ্গার ও বীররসে গেয়। (সঙ্গীতসা°) মালকোষ ও কানাড়া যোগে উৎপন্ন। সা বাদী স্বরগ্রাম—

	△				△	△
সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
সা	ঋ	গ	ম	০	ধ	০

(নারদপু°)

সুতরাং নারদপুরাণমতে ওড়ব। (সঙ্গীতর°)

তোত্‌লা (দেশজ) অস্ফুটবাক্, অস্পষ্ট কথক, যাহার কথা বাধিয়া যায়, সহজে বাহির হয় না।

তোতলামী (দেশজ) অস্ফুট বাক্য বলা, তোতলা কথা বলা।

তোতা (হিন্দী) টিয়া প্রভৃতি পক্ষী।

তোতস্ (অব্য) তু-বাহুলকাৎ তসি। ১ কলত্র। ২ ত্বং তুমি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"বিযোম্ন তোতোরায়ঃ" (শুক্লযজু° ৪।২২)

'তোতঃশব্দঃ কলত্রবাচী অব্যয়ং যদ্বা অব্যয়ানাং অনেকার্থত্বাৎ তোতঃ শব্দঃ যুষ্মদ্‌পর্য্যায়ঃ' (বেদদীপ)

তোত্ত্র (ক্লী) তুদ্যতে তাড্যতেঽনেন তুদ-ষ্ট্রন্। (দাম্নীশস যুযুজস্তুতুদেতি। পা ৩।২।১৮২)

গবাদি তাড়নদণ্ড, পাঁচনী। পর্য্যায়—প্রাজন, তোদন, গজ-তাড়নদণ্ড, বৈণুক, বেণুক। ডাঙ্গস। "মাতুশ্চ সহিতং শক্তস্তোত্ত্রৈর্ন্নিব দ্বিপঃ।" (রামায়ণ ২।৪০।৪১)

তোত্ত্রবেত্র (ক্লী) বিষ্ণুদণ্ড, বিষ্ণুর হস্তস্থিত দণ্ড।

তোদ (পু°) তুদ-ভাবে ঘঞ্। ব্যথা। (ত্রি) তুদতীতি তুদ-অচ্। ২ পীড়াদায়ক। "তোদো বাতস্য হর্য্যোরীশানঃ" (ঋক্ ৪।১৬।১১) 'তোদস্তোদকঃ' (সায়ণ)

তোদন (ক্লী) তুদ্যতেঽনেন তুদ-করণে ল্যুট্। ১ তোত্ত্র। ভাবে ল্যুট্। ২ ব্যথা। ৩ ফলবৃক্ষবিশেষ, ইহার ফলের গুণ—কষায়, মধুর, রুক্ষ, কফ ও বায়ুনাশক। "কষায়ং মধুরং রুক্ষং তোদনং কফবাতজিৎ।" (সুশ্রুত)

তোদপত্রী (স্ত্রী) তোদং তোদকং পর্ণমস্যাঃ গৌরা° ঙীষ্। কুধান্যভেদ।

তোপ (তুরকী) আগ্নেয়াস্ত্র, কামান।

তোপ্‌খানা (পারসী) তোপের স্থান যে স্থানে তোপ থাকে।

তোপচিনি, এক প্রকার বচভেদ। তোপচিনির অপর নাম দ্বীপান্তরবচ, অন্য দ্বীপে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে দ্বীপান্তরবচ কহে। গুণ—ঈষৎ তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, মলমূত্রবিশোধক এবং বিবন্ধ, আধ্মান, শূল, বাতব্যাধি, অপস্মার, উন্মাদ ও শরীরের বেদনানাশক, বিশেষতঃ ফিরঙ্গনামক রোগনাশক। (ভাবপ্র°)

তোপ্‌দাগ্‌ (তুরকী) তোপধ্বনি করা, লক্ষের দিকে কামান পরিত্যাগ করা।

তোফা (আরবী) অত্যুত্তম, অত্যুৎকৃষ্ট।

তোবা (আরবী) পশ্চাত্তাপ, অনুতাপ, খেদ। ভবিষ্যতে পাপ না করার জন্য প্রতিজ্ঞা।

তোমর (পুং ক্লী) তুম্পতি হিনস্তি তুম্প বাহুলকাৎ অর প্রত্যয়েন সাধুঃ। প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। ইহার চলিত নাম শাবরী বা শাবলী, সংস্কৃত অপর নাম শর্বলা, লৌহশাবল। এই শাবল দুই প্রকার দণ্ডযুক্ত ও সর্ব্বাবয়ব লৌহময়। ইহা প্রধানতঃ উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার। পঞ্চহস্ত প্রমাণ উত্তম, সার্দ্ধ চতুর্হস্ত প্রমাণ মধ্যম ও চতুর্হস্ত প্রমাণ অধম। এইরূপ ষড়ঙ্গুল তোমর, উত্তম, সার্দ্ধপঞ্চাঙ্গুল মধ্যম ও পঞ্চাঙ্গুল অধম। (হেমা° প°)। ২ হস্তক্ষেপ্য দণ্ডবিশেষ, রায়বাঁশ। ৩ জনপদবিশেষ।

"তোমরান্ প্রাবয়ন্তী চ হংসমার্গান্ সমূহকান্।"

(মৎস্যপু° ১২০।৫৭)

৪ পিঙ্গলছন্দশাস্ত্রোক্ত ৯ অক্ষরযুক্ত ছন্দোবিশেষ। ইহার ৩।৫।৮ বর্ণগুরু। লক্ষণ—

"প্রথমং সকং বিনিধায় জগণদ্বয়ঞ্চ নিধায়।
কুরু তোমরং সুখকারি ফণিরাজবক্ত্রবিহারি॥"

(শব্দার্থচিন্তামণিধৃতবচন) উদাহরণ—

"সখি! মাদকে মধুমাসি ব্রজ সত্বরং কিমিহাসি।
সহতে ন কিং বিহরামি কিমুপাবকং প্রবিশামি॥"

তোমর (তুয়ার) রাজস্থানের এক প্রাচীন রাজপুত ক্ষত্রিয় রাজবংশ। এই শ্রেণীর রাজপুত এখন আর নাই বলিলেই হয়; আগরায় প্রায় তিনসহস্র ও বান্দা, ঝান্সি ও ফরক্কাবাদে মুষ্টিমেয় সংখ্যায় কয়েক ঘর আছে মাত্র। রাজপুতানায় ইহারা তুয়ার নামে খ্যাত। এই নাম কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায় না। আবুলফজলের আইন-ই-আকবরীতে এই তুঁয়ার বংশের বিবরণ আছে। কনিংহাম সাহেব বিকানীর, গড়বাল, কুমায়ুন ও গোয়ালিয়র হইতে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত হস্তলিখিত ইতিহাসাদি সংগ্রহ করেন, সে সমস্ত মিলাইয়া দেখিলে আবুলফজলের বর্ণনার সত্যতা অনুভূত হয়। আবুলফজলের মতে দিল্লীতে তুয়ারবংশীয় নিম্নলিখিত রাজগণ রাজা হইয়াছিলেন।

নাম		রাজ্যারোহণ খৃষ্টাব্দ		রাজ্য ব° মা° দি।
১ অনঙ্গপাল	...	৭৩৬।৩।০	...	১৮।০।০
২ বাসুদেব	...	৭৫৪।৩।০	...	১৯।১।১৮
৩ গাঙ্গ্য	...	৭৭৩।৪।১৮	...	২১।৩।২৮
৪ পৃথিবীপালমল্ল (পৃথ্বী)		৭৯৪।৮।১৬	...	১৯।৬।১৯
৫ জয়দেব	...	৮১৪।৩।৫	...	২০।৭।২৮
৬ নীর বা হীরাপাল		৮৩৪।১১।৩	...	১৪।৪।৯
৭ উদয়রাজ	...	৮৪৯।৩।৪২	...	২৬।৭।১১
৮ বিজয় বা বচ	...	৮৭৫।১০।২৩	...	২১।২।১৩
৯ বিক্ষ বা অনেক	...	৮৯৭।১।৬	...	২২।৩।১৬
১০ রিক্ষপাল	...	৯১৯।৪।২২	...	২১।৬।৫
১১ সুখপাল বা অনেকপাল		৯৪০।১০।২৭	...	২০।৪।৪
১২ গোপাল বা মহীপাল		৯৬১।৩।১	...	১৮।৩।১৫
১৩ সল্লক্ষণপাল	...	৯৭৯।৬।১৬	...	২৫।১০।১০
১৪ জয়পাল (২য়)	...	১০০৫।৪।২৬	...	১৬।৪।৩
১৫ কুমারপাল	...	১০২১।৮।২৯	...	২৯।৯।১৮
১৬ অনঙ্গপাল (২য়) বা অনেকপাল (২য়)	...	১০৫১।৬।১৭	...	২৯।৬।১৮
১৭ বিজয়পাল } তেজপাল }	...	১০৮১।১।৫	...	২৪।১।৬
১৮ মহীপাল	...	১১০৫।২।১১	...	২৫।২।২৩
অনঙ্গপাল (৩য়) } ১৯ বা অক্রূরপাল }		১১৩০।৫।৪	...	২১।২।১৫ অর্থাৎ (১১৫১।৭।১৯)

প্রবাদ এইরূপ যে তোমরবংশীয় অনঙ্গপাল নামে এক রাজা প্রাচীন দিল্লী বা ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের পুনরুদ্ধার করেন। সম্বৎপ্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্যের পর ৭৯২ বৎসর দিল্লীনগর মনুষ্য বিরহিত ছিল, অবশেষে ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তোমরবংশীয় অনঙ্গ কর্তৃক পুনর্নির্ম্মিত হয়। [দিল্লী দেখ।]

প্রথম অনঙ্গপালের পরবর্ত্তী কয়েকজন রাজা দিল্লীতেই রাজধানী রাখিয়াছিলেন। পরে কি জন্য জানা যায় না, তাঁহাদের রাজধানী কনোজে উঠিয়া যায়। মাক্কুদের ঐতিহাসিক ওটবী কনোজে তোমরবংশীয় রাজা জয়পালের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইনি অনঙ্গপাল হইতে ১৪শ পুরুষ অধস্তন। ৯১৫ খৃষ্টাব্দে যখন সুবিখ্যাত মুসলমান ভৌগোলিক মসুদি এদেশে আসেন, তিনিও কনোজে তোমরবংশীয় রাজাকে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন।

ফেরিস্তা বলেন, কনোজরাজ জয়পাল গজনীর মাক্কুদের ১০১৭ খৃষ্টাব্দের আক্রমণে পরাজিত হইয়া তাঁহার অধীন হইয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণ মুসলমানের অধীনতা হইতে কনোজ উদ্ধারের জন্য জয়পালের বিরুদ্ধে একত্র হন। ১০২১ খৃষ্টাব্দে মাক্কুদ এ সংবাদ পাইয়া এদেশে আসিবার পূর্ব্বেই জয়পাল নিহত হন। তৎপরে ১০২২ খৃষ্টাব্দে মাক্কুদ আবার কনোজ অধিকার করিলে পর তোমরবংশীয় রাজকুমার কনোজ হইতে ৩ দিনের পথ দূরে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে

বারিনামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। কনোজ দুইবার মুসলমান আক্রমণে রক্ষা পাইল না বলিয়াই বোধ হয় জয়পালের পরবর্ত্তী কুমারপাল বারিনামক স্থানে রাজধানী করিয়াছিলেন। এই সময় আবার কনোজের রাঠোর-রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব কনোজ রাজ্য মুসলমান কবল হইতে উদ্ধার করেন। চন্দ্রদেবের পুত্র পৌত্রের রাজ্যারোহণ সম্বন্ধে খোদিত লিপি আছে। তদ্দ্বারা জানা যায়, চন্দ্রদেবের পুত্র মদনপাল ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজা ছিলেন। এরূপ স্থলে ১০৫০ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদেব রাজা ছিলেন স্বীকার করা যাইতে পারে। এ সময় তোমরবংশীয় দ্বিতীয় অনঙ্গপাল রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ তিনি দিল্লীনগরে পুনরায় রাজ্যস্থাপন ও তথায় লালকোট নামে দুর্গ স্থাপন করেন। লালকোটের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভে অনঙ্গপালের লালকোট নির্ম্মাণ সম্বন্ধে খোদিত লিপি আছে। তাহাতে লিখিত আছে "সম্বৎ ঢিহলি ১১০৯ অনঙ্গপাল বহি"—অর্থাৎ ১১০৯ সম্বতে (১০৫২ খৃষ্টাব্দে) অনঙ্গপাল দিল্লীতে লোকাবাস স্থাপন করেন। কুমাওনের পুঁথিতে আছে—"দিল্লীকা কোট করায়া লালকোট কহায়া।" দিল্লীর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া লালকোট নাম দেন। এই লালকোট নাম কুতুব-উদ্দীনের সময় পর্য্যন্ত ছিল। "লালকোট তয়া নাগারো বাজতো-আ" কুতুব-উদ্দীন্ নিয়ম করিয়া দেন, লালকোটের সীমার মধ্যে অপর কেহ নাগারা বাজাইতে পারিবে না। এই নিয়ম কনিংহামের সময়ও প্রচলিত ছিল। অনঙ্গপাল লালকোটের মধ্যে 'অনঙ্গতাল' নামে ১৬৯ ফিট্ দীর্ঘ ও ১৫২ ফিট্ প্রস্থ এক দীর্ঘিকা খনন ও ২৭টী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করান। অনঙ্গতালের জল কুতুবমিনার প্রস্তুতের সময় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, এখনও শুষ্ক গর্ভমাত্র পড়িয়া আছে। আর মন্দিরগুলি মুসলমান হস্তে ধ্বংস পাইয়াছে। দুর্গের অংশ বিশেষ এখনও পূর্ব্ববৎ দৃঢ় আছে। ইনি বলরামগড় জেলার অনেকপুর নামে এক নগরও প্রতিষ্ঠা করেন, এই নগর এখনও স্বনামে গ্রামরূপে বর্ত্তমান আছে। ইহার পুত্র সূর্য্যপাল অনেকপুর নগরের নিকট ১০৬১ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যকুণ্ড নামে এক পুষ্করিণী খনন করান। তাহাও বর্ত্তমান আছে। ইহার তেজপাল (বিজয়পাল) নামে এক পুত্র গুরগাঁও ও অলবরের মধ্যে তেজোয়া নামক নগর স্থাপন করেন। অন্য এক পুত্র ইন্দ্ররাজ 'ইন্দ্রগড়' স্থাপন করেন। আর এক পুত্র রঙ্গরাজ আজমীরের নিকট তারাগড় স্থাপন করেন। আর এক পুত্র অচলরাজ ভরতপুর ও আগরার মধ্যে "অচের" বা অচনের নামক স্থান স্থাপিত করেন, আর এক পুত্র দ্রৌপদ অসি বা হাঁসিতে বাস করিতেন এবং আর এক পুত্র শিশুপাল শীর্ষ বা শিশবল স্থাপন করেন। ইহা এখন শিরশিপাটন নামে খ্যাত। এই সকল প্রবাদ যদি সত্য হয়, তবে বলা যায়, দ্বিতীয় অনঙ্গপালের রাজ্য উত্তরে হাঁসি হইতে দক্ষিণে আগরা, পশ্চিমে অলবর ও আজমীর হইতে পূর্ব্বে সম্ভবতঃ গঙ্গানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রবাদে তোমরবংশীয় কর্ণপাল নামে এক বিখ্যাত নৃপতির নাম পাওয়া যায়। ইহারও ছয় পুত্র ছিল। তাঁহারাও নগরাদি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহার এক পুত্রের নাম বচদেব, ইনি নর্ণোলের নিকট 'বাঘোর' ও আজমীর-টোডার নিকট বাঘোরা বা 'বাচেরা' স্থাপন করেন, অন্য একপুত্র নাগদেব আজমীরের নিকটস্থ 'নাগোর' ও 'নাগদ' স্থাপন করেন, অন্য এক পুত্র কৃষ্ণরায় অলবরের উত্তরপূর্ব্বে 'কিষণগড়', আর এক পুত্র নেহালরায় অলবরের পশ্চিমে 'নারায়ণপুর', আর এক পুত্র শ্যামসিংহ অলবর ও জয়পুরের মধ্যে 'আজবগড়' এবং হরপাল অলবরের পশ্চিমে "হরসোরা" এবং উত্তরে 'হরসোলি' স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন অলবরের উত্তরপূর্ব্বে 'বাহাদুরগড়' স্বয়ং কর্ণপালের স্থাপিত বলিয়া প্রবাদ আছে।

কুতুবমিনারের একক্রোশ দূরে মহীপালপুর নামক গ্রামও এই বংশীয় রাজা মহীপালের কীর্ত্তি। এ বংশে মহীপাল দুইজন ছিলেন, তন্মধ্যে ইহা কাহার কীর্ত্তি তাহা নিরূপণ করা যায় না।

দিল্লীর দক্ষিণপশ্চিমে তুয়ারবতী বা তোমরাবতী নামে একটী জেলা আছে, এখানে আজিও একজন তোমরবংশীয় সর্দ্দার আছেন। ঢোলপুর ও গোয়ালিয়রের মধ্যে তোমরগড় বা তুয়ারগড় নামে একটী জেলা ও দুর্গ আছে; এখানকার জমীদারেরাও এই তোমরবংশীয়।

দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পর তিনজন তোমররাজ দিল্লীতে রাজত্ব করেন। শেষরাজা তৃতীয় অনঙ্গপাল বা অক্রূরপালের সময় চৌহান বিশালদেব দিল্লী অধিকার করেন। কনিংহামের মতে, ইহা খৃষ্টীয় ১১৫১ অব্দে ঘটে।

বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বর তৃতীয় অনঙ্গপালের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই গর্ভে সুবিখ্যাত পৃথ্বীরাজ বা রায় পিথোরার জন্ম হয়। ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে ইনি মাতামহ কর্ত্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হন।

গোয়ালিয়রে প্রায় দুই শতাব্দীকাল এক তোমর বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুহানিয়া বা বর্ত্তমান তোমরগড়ের জমীদারেরা আপনাদিগকে দিল্লীর অনঙ্গপালের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করেন। এই বংশের ইতিহাস-লেখক কবি খড়্গরায় তোমরবংশকে পাণ্ডুবংশোদ্ভব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাজপুতেরাও তাহা স্বীকার করেন।

কনিংহাম সাহেব ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন জমীদারের নিকট হইতে একবংশপত্রিকা প্রাপ্ত হন। শিলালিপি হইতেও গোয়ালিয়ররাজ ৮ জন তোমর-নৃপতির নাম পাওয়া গিয়াছে। খড়্গারায়ের ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া কনিংহাম্ গোয়ালিয়রের তোমররাজবংশতালিকা এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

দিল্লীর দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পরবর্ত্তী তেজপাল সম্ভবতঃ এই বংশের আদিপুরুষ।

নাম			খৃষ্টাব্দ।
তেজপাল	...	...	১০৮১
মদনপাল	...	...	১১০৫
খণ্ডগির	...	...	১১৩০
রতনসিংহ	...	...	১১৫১
শ্যামচাঁদ	...	...	১১৭৫
অচলব্রহ্ম	...	...	১২০০
বীরসহায়	...	...	১২২৫
মদনপাল	...	...	১২৫০
ভূপতি	...	...	১২৭৫
কুমারসিংহ	...	...	১৩০০
ঘাটমদেব	...	...	১৩২৫
ব্রহ্ম	...	...	১৩৫০
রাজাবীরসিংহদেব	...	...	১৩৭৫
উদ্ধারণদেব, বিরমদেব ও লক্ষীসেন ...			১৪০০
গণপতিদেব	...	...	১৪১৯
ডুঙ্গড়সিংহ	...	...	১৪২৫
কীর্ত্তিরায় বা কীর্ত্তিসিংহ		...	১৪৫৪
কল্যাণসহায় বা কল্যাণমল্ল		...	১৪৭৯
মানসিংহ	...	...	১৪৮৬
বিক্রমাদিত্য	...	...	১৫১৬

রাজা বীরসিংহ হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত প্রকৃত পক্ষে গোয়ালিয়রে রাজা হন। বিক্রমের সময় ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদী গোয়ালিয়র অধিকার করেন, তৎপরে এই রাজবংশ জমীদার রূপে গণ্য হন। তৎপরে খড়্গারায়ের গ্রন্থে কয়েকজনের নাম আছে।

রামসহায়	...	...	১৫২৬
শালিবাহন	...	...	১৫৬৫
শ্যামরায়	...	...	১৫৯৫
সংগ্রামসহায়	...	...	১৬৩০
কৃষ্ণসহায়	...	...	১৬৭০

তৎপরে তোমরগড়ের বংশপত্রিকা হইতে আর দুইটী নাম পাওয়া যায়—

বিজয়সিংহ	...	...	১৭১০
হরিসিংহ	...	...	

খিলজী-সম্রাট্ আলাউদ্দীনের সময় বীরসিংহদেব গোয়ালিয়রে স্বাধীন রাজা হন। ইহা সকল ঐতিহাসিকেরা বলেন। কিন্তু ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়, সুতরাং বীরসিংহের অভ্যুদয় ও আলাউদ্দীনের মৃত্যু এই দুই ঘটনার মধ্যে প্রায় ৬০।৭০ বৎসরের অন্তর। খড়্গারায় ইঁহার সময় উল্লেখ কালে বলিয়াছেন যে দিল্লীতে নসরৎ খাঁ প্রধান উজীর ছিলেন, আর ফজলআলী বলিয়াছেন, সিকন্দর খাঁ প্রধান উজীর ছিলেন। এই দুই ব্যক্তির নাম ধরিয়া বিচার করিলে অনুমান হয় যে, বীরসিংহ তৈমুরের ভারতাক্রমণের কিছু পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। এই সময়ই সিকন্দর, হুমায়ুন ও নসরৎ দিল্লীতে একাধিপত্য পাইবার আশায় মহা প্রতিযোগিতায় মত্ত ছিলেন।

বীরসিংহ গোয়ালিয়রের উত্তরে দন্দরোলি নামক স্থানে জমীদার ছিলেন। ইনিই বাদশাহের প্রধান উজীরের কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা বাদশাহের নিকট থাকিতেন। এই সুযোগে তিনি বাদশাহের নিকট হইতে গোয়ালিয়র দুর্গের অধ্যক্ষতা ও শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। ফজলআলী বলেন, একজন সৈয়দ তখন গোয়ালিয়রের দুর্গপতি ছিলেন, তিনি দুর্গাধিকার ছাড়িতে অস্বীকৃত হন। শেষে বীরসিংহ সৈয়দ ও তাঁহার সেনাপতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাদ্যের সহিত অহিফেন মিশাইয়া দেন। নেশায় অচেতন হইলে বীরসিংহ সকলকে বন্দী করিয়া দুর্গ অধিকার করেন।

বীরসিংহ প্রভৃতি কয়েক জন দিল্লীর অধীন থাকিয়া খিজির খাঁকে কর দিতেন। বীরসিংহের পর বিরমদেব রাজা হন, শিলালিপিতে ইহার প্রমাণ আছে, কিন্তু খড়্গারায়ের গ্রন্থে রাজা উদ্ধারণের নাম পাওয়া যায়। ইনি বীরসিংহের ভ্রাতা ছিলেন। ইনি প্রকৃত পক্ষে রাজা হইয়াছিলেন কি না তাহার প্রমাণ নাই। বিরমদেবের পর শিলালিপিতে গণপতিদেবের নাম পাওয়া যায়। লক্ষীসেনের রাজ্যপ্রাপ্তির প্রমাণ নাই, কেবল খড়্গারায়ের গ্রন্থে নামমাত্র উল্লেখ আছে।

১৪২৪ খৃষ্টাব্দে ডুঙ্গড়সিংহ রাজা হইলে মালবের হোসঙ্গ শাহ গোয়ালিয়র অবরোধ করেন, শেষে দিল্লী হইতে মুবারক শাহ আসিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। মুবারক শাহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ডুঙ্গড়সিংহের নিকট কর আদায় করিয়া লইয়া যান। তৎপরে ১৪৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি আর কর

দেন নাই। সুলতান মাহ্মুদ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং বহুসৈন্য লইয়া গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন। ডুঙ্গড়সিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজ রাজধানী সম্রাটের ক্রোধবহ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য মালবের অধিকৃত নরবর দুর্গ অবরোধ করেন। সম্রাট্‌সৈন্য কাজেই গোয়ালিয়র ছাড়িয়া নরবর দুর্গের রক্ষার্থ ছুটিল। ডুঙ্গড়সিংহ নরবরদুর্গে পরাজিত হইলেন, তিনি পিছাইয়া গোয়ালিয়রে আসিলেন ও সম্রাট্‌সৈন্য জয়ী হইয়া দিল্লী চলিয়া গেল, কৌশলে গোয়ালিয়র রক্ষা পাইল। ডুঙ্গড়-সিংহের দীর্ঘ রাজত্বকালেই গোয়ালিয়রের পার্ব্বতীয় ভাস্করকর্ম্ম সকলের সূত্রপাত হয়। তখন ইহার ক্ষমতা উত্তরভারতে অতি বিখ্যাত ছিল। দিল্লী, জৌনপুর ও মালবের মুসলমান রাজগণ সময়ে সময়ে গোয়ালিয়রের সাহায্য লইতেন।

ডুঙ্গড়সিংহের পর তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিসিংহ রাজা হন। ইঁহারই সময় পার্ব্বতীয় গুহামন্দিরের কার্য্য শেষ হয়। ইনি প্রথমতঃ জৌনপুরের সহিত একযোগে দিল্লীর বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। ইঁহার পুত্র কীর্ত্তিরায় ও পৃথ্বীরায় দিল্লীর পক্ষা-বলম্বন করেন। বহ্লোল লোদীর সহিত জৌনপুররাজ মহম্মদ শর্কির যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে পৃথ্বীরায় ফতেখাঁ হার্ভির হস্তে নিহত হন। কীর্ত্তিরায় তৎপরে ফতেখাঁকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন এবং তাহার শিরচ্ছেদনপূর্ব্বক সেই মস্তক বহ্লোলকে উপহার পাঠাইয়া দেন। ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে জৌনপুর-পতি হুসেন শর্কি বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া গোয়ালিয়র জয় করেন। কীর্ত্তিরায় সন্ধি করিয়া কর দিতে স্বীকৃত হন ও জৌনপুরের পক্ষ গ্রহণ করেন। জৌনপুরপতির মাতার মৃত্যু হইলে কীর্ত্তিরায়ের পুত্র কল্যাণমল্ল জৌনপুরে আত্মীয়তা রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে বহ্লোল রাবিরি নামক স্থানে হুসেন শর্কীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া গোয়ালিয়রে উপস্থিত হন। কীর্ত্তিসিংহ তাড়াতাড়ি কয়েক লক্ষ মুদ্রা, তাঁবু, ঘোড়া, উট ইত্যাদি উপঢৌকন দিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন ও তাঁহার সহিত কাল্পী আক্রমণার্থ গমন করেন। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে কীর্ত্তিসিংহের মৃত্যু হয়, কল্যাণমল্ল রাজা হন। ইঁহার ক্ষুদ্র রাজত্বকালে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে কল্যাণমল্লের পুত্র মানসিংহ রাজা হন। ইনি সিংহাসনে বসিতে না বসিতে বহ্লোল লোদী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং ৮০ লক্ষ মুদ্রা দিয়া উদ্ধার পান। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বহ্লোলের মৃত্যু হইলে সেকন্দর লোদী সম্রাট্ হইয়া গোয়ালিয়ররাজ মানসিংহকে পোষাকাদি উপঢৌকন দেন। মানসিংহও আবার স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত এক সহস্র সৈন্য এবং উপহারদ্রব্যাদি পাঠাইয়া সম্রাটের সংবর্দ্ধনা করেন। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে নেহাল নামে এক দূত দিল্লীতে প্রেরিত হয়। সম্রাট্ তাহাকে গোয়ালিয়রের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে নেহাল অতি অভদ্ররূপে উত্তর দেওয়ায় দরবার হইতে তৎক্ষণাৎ বিতাড়িত হয় ও সেকন্দর নিজে গোয়ালি-য়রের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। মানসিংহ সৈয়দ, বাবর খাঁ ও রায় গণেশ নামক তিনজন পলাতক ব্যক্তিকে সম্রাট্‌করে অর্পণ করিয়া স্বীয় পুত্রকে সম্রাটের নিকট উপহার সহ প্রেরণ করেন। সেবার ইহাতেই যুদ্ধ বন্ধ হয়, কিন্তু সেকন্দর ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে আবার গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন। এবার দেশের লোক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি দেশীয় লোকের চক্রান্তে পড়িয়া আহার্য্য সংগ্রহে কাতর হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হন। শেষে শত্রুভয়ে তাঁহাকে এক গোপন স্থানে লুকা-ইতে হয় এবং সেখান হইতে একা কোন ক্রমে পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন। তাঁহার সমস্ত সৈন্য নষ্ট হয়। পর বৎসর সেকন্দর গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকারে হতাশ হইয়া গোয়ালিয়রের অধীন হিম্মতগড় অধিকার করিয়া সম্মানরক্ষা করেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়র ধ্বংসের ইচ্ছায় অতিদূর দেশ হইতেও সামন্তগণকে নিমন্ত্রণ করেন। এই আয়োজন করিতে করিতে সেকন্দরের মৃত্যু হয়। ইব্রাহিম লোদী সম্রাট্ হইয়া তাঁহার বিদ্রোহী ভ্রাতা জলাল খাঁকে আশ্রয় দেওয়া অপরাধে মানসিংহের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। তদনুসারে ৩০ হাজার অশ্বা-রোহী ও ৩ শত হস্তী আজিম হুমায়ুন নামক সেনাপতির অধীনে গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। অন্যান্য স্থান হইতে আরও সাত জন সেনাপতি আজিমের পক্ষাবলম্বন করিতে নিযুক্ত হন। এই যুদ্ধে গোয়ালিয়র দুর্গ রাজা মান-সিংহের হস্তচ্যুত হয় ও যুদ্ধের কয়েক দিন পরে রাজা মানের মৃত্যু হয়। রাজা মান অতি সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন, শত্রু মিত্র কর্ত্তৃক সমভাবে পূজিত হইতেন। কখনও কাহারও প্রতি অত্যাচার করেন নাই। নিয়ামত উল্লা নামক এক ঐতিহাসিক বলিয়া গিয়াছেন যে বাহিরে হিন্দু ভাব থাকিলেও তিনি অন্তরে মুসলমান ছিলেন। ইনিই গোয়ালিয়রের "মতিঝিল" নির্ম্মাণ করেন। তোমরগড় ও জিতবর জেলায় যে সকল ঝিল আছে, তাহাও রাজা মানের কীর্ত্তি। স্থাপত্যবিদ্যায়, ভাস্কর শিল্পে ও সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, তাঁহার প্রাসাদ ও তাঁহার রচিত সংগীতাবলীই ইহার নিদর্শন। তিনিই গুর্জ্জরী নামক মিশ্র রাগিণীর প্রতিষ্ঠাতা। স্বীয় গুর্জ্জরী মহিষী মৃগনয়নার প্রীত্যর্থে তিনি এই নবস্বরের নামকরণ করেন। তাঁহা কর্ত্তৃকই গুর্জ্জরী রাগিণীর বহুল-গুর্জ্জরী, মল্লগুর্জ্জরী, মঙ্গলগুর্জ্জরী ও বিশুদ্ধ

গুর্জ্জরী এই চারিটী বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। ইহার দুই শত মহিষীর মধ্যে মৃগনয়না শ্রেষ্ঠা রূপসী ছিলেন। রাজকার্য্যেও ইনি অতি বিচক্ষণ ছিলেন, আবুলফজল তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর ইহার পুত্র বিক্রমাদিত্য কুক্ষণে রাজ্যলাভ করেন। এই সময়ে আজিম হুমায়ুন বাদিলগড়-তোরণ দগ্ধ করিয়া অধিকার করেন। ইহা গোয়ালিয়রের প্রথম দ্বার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তোরণে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহাও অবশেষে মুসলমানের হস্তগত হয়। লক্ষ্মণপুর নামক চতুর্থ তোরণ অধিকার কালে তাজ-নিজাম নামে দিল্লীর এক প্রধান সেনাপতির মৃত্যু হয়। শেষ দ্বার হাতীয়াপুর অধিকার কালে রাজা বিক্রম অপমানিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবার ভয়ে আত্মসমর্পণ করেন। আগরায় নীত হইলে সম্রাট্ তাঁহাকে শামসাবাদ প্রদেশ জায়গীর দেন। গোয়ালিয়রের তুয়ার রাজ্য এইরূপে ধ্বংস হইল। মোগলের সহিত পাণিপথের যুদ্ধে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদীর পার্শ্বে যুদ্ধ করিতে করিতে রাজা বিক্রম নিহত হন।

বাবর পাণিপথে জয়লাভ করিয়া দিল্লীতে সম্রাট্ হইলেন এবং স্বীয় পুত্র হুমায়ুনকে গোয়ালিয়রে পাঠাইলেন। রাজা বিক্রমের বংশধরেরা তাঁহাকে কতকগুলি হীরা মণি মুক্তা উপহার দেন। ইহার মধ্যে একখানি বৃহদাকার হীরক ছিল। ফেরেস্তা তাহার ওজন ৮ মিস্কল ৩২৪ রতি লিখিয়া গিয়াছেন। আরস্কিন্ ও টাবার্নিয়ার এই হীরকখানিকে 'কোহিনুর' বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেখানি খিল্জী সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ পাইয়াছিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দের শেষে রাজা মঙ্গলরায় নামক একজন তোমর বংশীয় বীর গোয়ালিয়রের আফগানশাসনকর্ত্তা তিতর খাঁকে উৎপীড়িত করায় বাবর রহিমদাদ নামক এক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। রহিমদাদ আসিলে তিতরখাঁ মত পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে দুর্গে ঢুকিতে দিলেন না, কিন্তু মহম্মদ গাউস নামক এক ব্যক্তির কৌশলে রহিমদাদ দুর্গ অধিকার করেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা মঙ্গলরায় (মঙ্গলদেব) গোয়ালিয়র অবরোধ করেন। ইনি কীর্ত্তিসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া কথিত হন। তোমরগড়ের অন্তর্গত ধুন্ধারী, অম্বা প্রভৃতি ১২০ খানি গ্রামের ইনি জমীদার ছিলেন। ইহার বংশাবলী এখনও ঐ সকল গ্রামে আছে। ইহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

সম্রাট্ হুমায়ুন ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র দুর্গে বাস করিতেন। এই সময় রাজা বিক্রমের পুত্র রামসহায় গোয়ালিয়র দুর্গের অধিকার প্রার্থনা করেন, কিন্তু মোগলসম্রাটের কবল হইতে উদ্ধার করিতে না পারিয়া মনোদুঃখে সেরশার সঙ্গে যোগদান করেন এবং সেরশার সেনাপতি সুজাখাঁর সহিত যুদ্ধে গিয়া মালব জয় করেন।

ফেরিস্তা বলেন,—১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবরের প্রধান মন্ত্রী রায়রাম খাঁ গোয়ালিয়রের শাসনকর্ত্তা সুহেল খাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইতে উদ্যোগ করেন। সুহেল খাঁ এই সংবাদ পাইয়া উক্ত রামসহায়কে লিখিলেন যে, "আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা গোয়ালিয়রের রাজা ছিলেন। ঘটনাচক্রে ইহা এখন আমার হস্তে আছে। সম্প্রতি মোগল বাদশাহ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। আমার সাধ্য নাই যে আমি তাঁহাকে বাধা দিই। আপনি যদি আমাকে কিছু অর্থ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আপনার হস্তে রাজ্য প্রদান করিতে পারি।" রামসহায় তাহা শুনিয়া গোয়ালিয়র যাত্রা করিলেন, কিন্তু একবাল খাঁ নামে গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী এক জমীদার সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পথেই রামসহায়কে পরাজিত করিলেন। রাম পরাস্ত হইয়া মিবারের রাণার রাজ্যে পলায়ন করিলেন। ফজল আলী নামক ঐতিহাসিক বলেন, সেরশাহের পুত্রের মৃত্যুর পর গোয়ালিয়র বহ্‌বল্ নামক একজন ক্রীতদাসের হস্তগত হয়। সম্রাট্ অকবরের সময় রামসহায় রাজপুতগণের সাহায্যে গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন। মোগলসেনাপতি কাবা খাঁ গোয়ালিয়র উদ্ধারার্থ প্রেরিত হন। রামসহায়ের সহিত কাবাখাঁর যুদ্ধ হয়। তিন দিন যুদ্ধের পর কাবা খাঁ জয়ী হন। অকবর যখন চিতোর অবরোধ করেন (১৫৬৮ খৃঃ অঃ), তখন সে যুদ্ধে গোয়ালিয়ররাজ শালিবাহন (রামসহায়ের পুত্র) রক্ষা পাইলেন। শালিবাহন কোন শিশোদীয় রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া রাণার নিকটেই বাস করিতেন। গোয়ালিয়র অকবরের অধীন হইলেও শালিবাহন রাজপুত-রাজসভায় গোয়ালিয়র রাজ বলিয়া সম্মান পাইতেন।

তৎপরে রোহিতাশ্বের খোদিতলিপি দ্বারা জানা যায়, শালিবাহনের শ্যামসহায় ও মিত্রসেন নামে দুই পুত্র ছিল। ইহারা কালক্রমে অকবরের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে শ্যামসহায়ের মৃত্যু হয়। এই মিত্রসেন মোগলাধীনে গোয়ালিয়রের দুর্গের অধ্যক্ষ হন। ইহার পর মিত্রসেনের আর কোন বিবরণ জানা যায় না। শ্যামসহায়ের বংশধর তোমরগড়ের জমীদারী ও নামমাত্র "গোয়ালিয়র-রাজ" উপাধি লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। শ্যামসহায়ের দুই পুত্র—সংগ্রাম সিংহ ও নারায়ণ দাস। সংগ্রাম ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে 'গোয়ালিয়র-রাজ' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং

তাঁহার পুত্র রাজা কৃষ্ণসিংহের ১৭১০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। কৃষ্ণসিংহের দুই পুত্র বিজয়সিংহ ও হরিসিংহ উদয়পুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয় নিঃসন্তান অবস্থায় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে উদয়পুরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হরিসিংহের বংশধরগণ এখনও উদয়পুরে আছেন। ইঁহাদের অন্য এক শাখা এখনও তোমরগড়ের জমীদারী ভোগ করিতেছেন।

তোমরগ্রহ (পুং) তোমরং গৃহ্লাতি গ্রহ-অচ্। তোমরাস্ত্র-গ্রাহী, তোমরধারী যোদ্ধা, রায়বেঁশে।

তোমরধর (পুং) ধরতীতি ধরঃ ধৃ-অচ্ তোমরস্য ধরঃ। ১ অগ্নি। ২ তোমরধারী যোদ্ধা।

তোমরাণ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা, তোরমাণ, ইনি ললিয় রাজার পুত্র। (রাজতর° ৫।২৩৭)

তোমরিকা (স্ত্রী) তোমর সংজ্ঞায়াং কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্ অত-ইত্বং। তুবরিকা। (শব্দর°)

তোয় (ক্লী) তু-বিচ্ তবে পূর্ত্ত্যৈ যাতি যা-ক বা তবতের্বৃদ্ধি-কর্ম্মণঃ তু-যৎ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ জল। ২ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র।

"মৃত্তোয়ৈ শুধ্যতে শোধ্যং নদীবেগেন শুধ্যতি।" (মনু)

[জল দেখ।] ৩ লগ্নস্থান হইতে চতুর্থ স্থান।

তোয়কর্ম্মন্ (ক্লী) তোয়েন কর্ম্ম। তর্পণ, জলদ্বারা তর্পণ করিতে হয়।

তোয়কাম (পুং) তোয়ং জলং কাময়তে কম-অণ্। ১ পরিব্যাধ বৃক্ষ, জলবেতস গাছ। (ত্রি) ২ জলাভিলাষুক, জলপ্রার্থী

তোয়কুম্ভ (পুং) তোয়স্য কুম্ভইব। শৈবাল। (পারস্করনিঘণ্টু)

তোয়কৃচ্ছ্র (ক্লী) তোয়েন তোয়মাত্রপানেন কৃচ্ছ্রং ব্রতং। জলমাত্র পানরূপ ব্রতবিশেষ, এই ব্রত মাসসাধ্য, এই ব্রত করিতে হইলে একমাস জল খাইয়া থাকিতে হয়।

"মূলকৃচ্ছ্রং স্মৃতং মূলৈস্তোয়কৃচ্ছ্রং জলেন তু।" (মার্কপু°)

তোয়ক্রীড়া (স্ত্রী) তোয়স্য ক্রীড়া ৬তৎ। জলক্রীড়া।

তোয়চর (ত্রি) তোয়ে জলে বিচরতি চর-অচ্। জলচর।

"কৃমিঃ কীটঃ পতঙ্গোঽথ পক্ষী তোয়চরো মৃগঃ।"

(মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।৩৩)

তোয়জ (ত্রি) তোয়ে জায়তে জন-ড। জলজ, জলজাত।

তোয়ডিম্ব (পুং) তোয়স্য ডিম্বইব। মেঘোপল, করকা, শিল, বর্ষোপল।

তোয়দ (পুং) তোয়ং দদাতি দা-ক। ১ মেঘ। ২ মুস্তক। (ক্লী) ৩ ঘৃত। (ত্রি) ৪ বিধিপূর্ব্বক জলদাতা, জলদান করিলে অতিশয় ফললাভ হয়। অন্নদান করিলে প্রাণদান করা হয়। প্রাণদানের অধিক আর কিছুই নাই, কিন্তু জল ব্যতীত অন্নাদি কিছুই তৃপ্তিজনক হয়না, এই জন্য জলদানই সর্ব্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জলদাতা সকল কামনা ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া অক্ষয়স্বর্গ লাভ করে এবং সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

"তোয়দো মনুজব্যাঘ্র! স্বর্গং গত্বা মহাদ্যুতে।
অক্ষয়ান্ সমবাপ্নোতি লোকানিত্যব্রবীন্ মনুঃ॥"

(ভারত শান্তিপ°)

তোয়দাগম (পুং) তোয়দস্য আগমঃ ৬তৎ। মেঘাগম, বর্ষাকাল।

তোয়ধর (পুং) ধরতীতি ধরঃ ধৃ-অচ্ তোয়স্য ধরঃ। ১ মেঘ। ২ মুস্তক। ৩ সুনিষণ্ণশাক, সুষুনীশাক।

তোয়ধার (পুং) তোয়ানাং ধারা যত্র। ১ মেঘ। ২ মুস্তক। ধারি ভাবে অচ্ তোয়স্য ধারঃ। ৩ জলবর্ষণ।

তোয়ধারা (স্ত্রী) জলসন্ততি, জলের ধারা।

"শরান্ ব্যসৃজতাং শীঘ্রং তোয়ধারা ঘনাইব।"

(ভারত বিরাট ৩২ অ°)

তোয়ধি (পুং) তোয়ানি ধীয়ন্তেঽত্র ধা-কি। সমুদ্র।

"সমস্তাম্মেরুমধ্যাত্তু তুল্যো ভাগেষু তোয়ধেঃ।" (সূর্য্যসি°)

তোয়ধিপ্রিয় (ক্লী) প্রীণাতি প্রী-ক তোয়ধিপ্রিয়ো যস্য। লবঙ্গ। (শব্দচ°)

তোয়নিধি (পুং) তোয়ং নিধীয়তে ঽস্মিন্ তোয়-নি-ধা-কি সমুদ্র

তোয়নিবী (স্ত্রী) তোয়ং সমুদ্রোদকং নীবীব যস্যাঃ আর্ষে ন কপ্। ১ পৃথিবী। "তোয়নীব্যাঃ পতিং ভূমে রভ্যাসিঞ্চন্দাজা-হ্বয়ে।" (ভাগ° ১।১৫।৩৮) লোকেতু কপ্ প্রত্যয়ঃ।

তোয়পর্ণী (স্ত্রী) ১ ধান্যবিশেষ। ২ কারবেল্ললতা, উচ্ছা।

তোয়পিপ্পলী, কাঁচড়াদাম শাক।

তোয়পুষ্পী (স্ত্রী) তোয়েন বহুজলদানেন পুষ্পাণ্যস্যাঃ। পাটলাবৃক্ষ।

তোয়প্রষ্ঠা (স্ত্রী) তোয়পুষ্পী।

তোয়প্রসাদন (ক্লী) প্রসাদয়তি প্র-সদ-ণিচ্ ল্যুট্, তোয়স্য প্রসাদনং। কতকফল, নির্ম্মল ফল, এই ফল ঘষিয়া জলে দিলে জল পরিষ্কার হয়।

তোয়প্রসাদনফল (ক্লী) তোয়প্রসাদনায় ফলং। কতক-ফল, নির্ম্মলী ফল।

তোয়ফলা (স্ত্রী) তোয়প্রধানং ফলং যস্যাঃ। ১ ফললতাবিশেষ, তরমুজ। ২ ইর্ব্বারু, কাকুড়। (রাজনি°)

তোয়মুচ্ (পুং) তোয়ং মুঞ্চতি মুচ্-কিপ্। ১ জলমুচ্, মেঘ। ২ মুস্তক।

তোয়যন্ত্র (ক্লী) ১ কালজ্ঞানার্থ ঘটীযন্ত্রভেদ। [ঘটীযন্ত্র দেখ।] ২ জলযন্ত্রভেদ, ফোয়ারা।

তোয়রাজ্ (পুং) তোয়েষু রাজতে রাজ-কিপ্। সমুদ্র।

তোয়রাশি (পুং) তোয়ানাং রাশিরিব। ১ সমুদ্র। ২ জলসমূহ।

"তোয়রাশিসম্ভবাপি তৃষ্ণাং সংবর্দ্ধয়তি" (কাদ°)

তোয়বল্লিকা (স্ত্রী) তোয়বল্লী-কন্। কারবেল্লক।

তোয়বল্লী (স্ত্রী) তোয়ে জলসন্নিহিতস্থানে বল্লীর্যস্যাঃ। কারবেল্লক, করেলা, উচ্ছে।

তোয়বৃক্ষ (পুং) তোয়ে বৃক্ষইব। শৈবাল।

তোয়বিম্ব (ক্লী) তোয়োত্থিতং বিম্বং। জলবিম্ব, জলের উপরিভাগে ভাসমান অর্দ্ধ গোলাকার পদার্থ।

তোয়শুক্তিকা (স্ত্রী) তোয়জাতা শুক্তিকা মধ্যলো° কর্ম্মধা। জলশুক্তিকা, ঝিনুক।

তোয়শূক (পুং) তোয়স্য শূকইব। শৈবাল। (পারস্কর নিঘণ্টু)

তোয়সূচক (পুং স্ত্রী) তোয়ং জলবর্ষং সূচয়তি রবেণ সূচ-ণ্বুল্। ১ ভেক, ভেক শব্দ করিলে জল হয়। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ত্রি) ২ জলবর্ষণসূচক যোগভেদ।

তোয়াত্মন্ (পুং) তোয়ং আত্মা স্বরূপং যস্য। পরমেশ্বর।

"যস্য কেশেষু জীমূতাঃ নদ্যঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু
কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ॥" (বিষ্ণুস্তুতি)

তোয়াধার (পুং) তোয়স্য আধারঃ ৬তৎ। জলাধার, পুষ্করিণী।

তোয়াধিবাসিনী (স্ত্রী) তোয়ং জলপ্রধানং স্থলং অধিবসতি অধি-বস-ণিনি। পাটলা বৃক্ষ।

তোয়ালয় (পুং) তোয়স্য আলয়ঃ। উদধি, সমুদ্র।

তোয়াশয় (পুং) তোয়স্য আশয়ঃ ৬তৎ। জলাশয়।

তোয়েশ (পুং) তোয়স্য ঈশঃ ৬তৎ। ১ বরুণ। ২ শতভিষা-নক্ষত্র। (ক্লী) তোয়ং জলং ঈশঃ অধিদেবোঽস্য। ৩ পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র।

তোয়োদ্ভবা (স্ত্রী) তোয়ে উদ্ভবো যস্যাঃ। তোয়াপমার্গ।

তোরণ (পুং ক্লী) তুতোর্ত্তি ত্বরয়া গচ্ছন্ত্যনেন তুর করণে ল্যুট্। ১ বহির্দ্বার, দ্বারের অগ্রে স্থাপিত স্তম্ভদ্বয়ের উপরি নিবদ্ধ নানাবস্ত্র ও রত্নাদি দ্বারা খচিত ধনুরাকার লক্ষ্য। মালাদিদ্বারা সজ্জিত পুরবহির্দ্বার। বন্দনমালা; বহির্দ্বারোপরিস্থ মঙ্গলসূচক মাল্য। তোলয়তি উন্নময়তি মস্তকং তুল ল্যু, লস্য র। ২ কন্ধরা। ৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১১৭)

তোরণমাল (ক্লী) তীর্থবিশেষ, অবন্তিকা।

তোরণবৎ (ত্রি) তোরণং বিদ্যতেঽস্য তোরণ-মতুপ্ মস্য ব। তোরণবিশিষ্ট।

তোরণস্ফাটিকা (স্ত্রী) দুর্য্যোধনের সভার নাম। দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের ময়নির্ম্মিত সভাদর্শনে ঈর্ষায় এই সভা প্রস্তুত করেন। (ভারত সভাপ° ৫৫ অ°)

তোরমাণ, ১ কাশ্মীরের একজন পরাক্রান্ত রাজা। [কাশ্মীর দেখ।]

২ পঞ্জাবের একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা। লবণ-শৈলস্থ কুরা হইতে আবিষ্কৃত শিলাফলকে ইনি 'রাজমহারাজ তোরমাণ-ষাহি জউল' নামে অভিহিত। ইহার সময়কার খোদিতলিপি দৃষ্টে কেহ কেহ ইহাকে খৃষ্টীয় ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করেন। (Epigraphia Indica, Vol. I. p. 239.)

৩ মালবসাম্রাজ্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা। কাহারও মতে—গুপ্ত সম্রাট্‌গণ হীনবল হইয়া পড়িলে হূণবংশীয় তোরমাণ আসিয়া মালবরাজ্য অধিকার করেন। ইনি পরাক্রান্ত হূণরাজ মিহিরকুলের পিতা।

বুধগুপ্তের সময়ে (১৬৫ গুপ্ত সম্বতে) উৎকীর্ণ এরণের শিলালিপিতে মাতৃবিষ্ণু ও ধন্যবিষ্ণুর নাম আছে। কিন্তু তোরমাণের ১ম বর্ষে উৎকীর্ণ এরণের স্বতন্ত্র লিপিতে ধন্যবিষ্ণু জীবিত ও মাতৃবিষ্ণু মৃত লিখিত। আবার এরণের আর একখানি প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত লিপি পাঠে জানা যায়। ১৯০ (গুপ্ত সম্বতে) ভানুগুপ্ত এ অঞ্চলে অধীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে হূণরাজ তোরমাণ বুধগুপ্তের (৪৮৪ খৃষ্টাব্দের) কিছু পরে এবং ভানুগুপ্তের (৫১০ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্বে পূর্ব্বমালবে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। [মিহিরকুল দেখ।]

তোরশ্রবস্ (পুং) অঙ্গিরা মুনি।

তোরা (পারসী) ১ পুষ্পস্তবক। ২ উষ্ণীষের ভূষণ।

"মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা" (বিদ্যাসু°)

তোল (পুং ক্লী) তুল্যতে পরিমীয়তে তুল-কর্ম্মণি ঘঞ্। তোলক, ৮০ রতি পরিমাণবিশেষ, তোলা, ভরি।

তোলক (পুং ক্লী) তোলমেব স্বার্থে কন্। তোল পরিমাণ, ১ তোলা, ৮০ রতিতে ১ তোলা, বৈদ্যক পরিভাষার মতে ৯৬ রতিতে ১ তোলা হয়। পর্য্যায়—কোল, দ্রক্ষণ, বটক, কর্ষার্দ্ধ, কর্ষ। (বৈদ্যকপরি°)

"রসং গন্ধং তোলকঞ্চ জাতীকোষফলে তথা।
কিরাততিক্তকং বালং তোলকঞ্চ সমাহরেৎ॥" (রসেন্দ্রসারস°)

তোলন (ক্লী) তুল-ল্যুট্। ১ তোলকরণ, ওজন করণ। ২ উত্তোলন, উত্থাপন, উঠান।

তোলপাড় (দেশজ) অত্যন্ত আলোড়ন, অতিশয় আন্দোলন।

তোলা (দেশজ) ১ উত্তোলন, উত্থাপন, উঠান। ২ যাহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়না, তুলিয়া রাখা হয়। ৩ তোল, একভরি, স্থানভেদে ষোলমাষা, কোথায় বা এক ছটাকের চতুর্থাংশ। ৪ বাজারের বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কর বা ভিক্ষাস্বরূপ গৃহীত পণ্য দ্রব্যের কিয়দংশ।

তোলা উনান (দেশজ) তোলা আকা, রন্ধন করিবার স্থান, এই তোলা উনান ইচ্ছানুসারে রাখিয়া দেওয়া যায় এবং সময় মত ব্যবহারে লাগে।

তোলাপাড়া (দেশজ) মনে মনে আন্দোলন করা।

তোল্য (ত্রি) তুল-কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ তোলনীয়। ভাবে ণ্যৎ। ২ তোলন।

"জীবানাং বয়সাং মৌল্যে তোল্যে বর্ণস্য হেমনি।" (লীলা°)

তোশ (পুং) তুশ বধে ভাবে ঘঞ্। ১ হিংসা। কর্ত্তরি অচ্। ২ হিংসক। "ত্বে রায় ইন্দ্র তোশতমাঃ" (ঋক্ ১।১৬৯।৫) 'তোশতি বধকর্ম্মা নিতোশয়তি নিবর্হয়তীতি তন্নামসু পাঠাৎ তোশতমাঃ নাশয়িতৃতমাঃ' (সায়ণ)

তোষ (পুং) তুষ ভাবে ঘঞ্। ১ সন্তোষ, তৃপ্তি, তুষ্টি। ২ সায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত প্রভৃতি দেবতার মধ্যে একজন দেবতা।

"তোষঃ প্রতোষঃ সন্তোষো ভদ্রঃ শান্তিরিড়স্পতি।"(ভাগ° ৪।১।৭)

তোষক (ত্রি) তুষ্টিকারক, আনন্দদায়ক।

তোষক (পারসী) শয্যা, পাতলা গদি।

তোষণ (ক্লী) তুষ ভাবে ল্যুট্। ১ সন্তোষ। তুষ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ২ সন্তোষোৎপাদন।

"এতাবদেব পুরুষৈঃ কার্য্যং হৃদয়তোষণং" (ভারত সভা ১৬অ°)

(ত্রি) কর্ত্তরি ল্যু। ৩ সন্তোষজনক। করণে ল্যুট্। ৪ তোষসাধন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তোষদান (পারসী) রুদ্রাদির আধার। খাপ।

তোষয়িতব্য (ত্রি) তুষ-ণিচ্-তব্য। তোষণীয়।

তোষল (পুং) কংসের অনুচর ভেদ। এই অসুর ধনুর্যজ্ঞে কৃষ্ণহস্তে নিহত হয়। (ভাগবত)

তোষল (ক্লী) তোষং লুনাতি লূ বাহুলকাৎ ড। অস্ত্রভেদ, মুষলাস্ত্র।

"কৃষ্ণস্তোষলমুদ্যম্য গিরিকূটোপমং বলী।" (হরি° ৮৭ অ°)

তোষাখানা (পারসী) বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য গৃহসজ্জার উপকরণ রাখিবার স্থান।

তোষাম্ (তুষাম্) পঞ্জাবের অন্তর্গত হিসার জেলার হাঁসি নগরের ২৮ মাইল দক্ষিণে তোষাম্ নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এখানে বালুকাময় সমতল ক্ষেত্র হইতে একবারে ৮০০ ফিট্ উচ্চ এক পাহাড় আছে, এই পাহাড়ের গাত্রে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবগণের যত্নে খোদিত কএকখানি শিলালিপি আছে। প্রবাদ এইরূপ পাতিয়ালার অমরসিংহ তুষাম্ পাহাড়ে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু এই দুর্গ দৃষ্টে বোধ হয়, অমরসিংহের বহুপূর্ব্বে ঐ দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, অমরসিংহ সংস্কার করিয়াছেন মাত্র।

কেহ কেহ অনুমান করেন, এখানে তুষার জাতির একটী সঙ্ঘারাম ছিল, তাহাতেই তুষারারাম বলিত, তাহাই অপভ্রংশে তুষাম্ বা তোষাম্ নাম হইয়াছে।

তোষামোদ (দেশজ) খোসামোদ, মন যোগান।

তোষিত (ত্রি) তুষ-ণিচ্-ক্ত। তৃপ্ত, তুষ্ট।

তোষিন্ (ত্রি) তুষ্যতীতি তুষ-ণিনি। তুষ্টিকারক।

তোষ্য (ত্রি) তুষ-ণ্যৎ। তোষণীয়।

তৌক্ষিক (পুং) ধনুরাশি।

তৌগ্র্য (পুং) তুগ্রের পুত্র। "তৌগ্র্যো বাং প্রোহ্বঃ" (ঋক্ ১।১১৭।১৫) 'তৌগ্র্যঃ তুগ্রপুত্রঃ' (সায়ণ)

তৌজি (আরবী) প্রজার নাম, কত পরিমাণ জমী, খাজানা, ইত্যাদির হিসাব পত্র।

তৌতাতিক (ক্লী) তুতাতভট্টেন নির্বৃত্তং তুতাত-ঠক্। তুতাত ভট্ট কৃত দর্শনশাস্ত্র, কৌমারিল শাস্ত্র।

"নৈবাশ্রাবি গুরোর্ম্মতং ন বিদিতং তৌতাতিকং দর্শনং।"

(প্রবোধচন্দ্রোদয় ২।৩)

তৌতাতিত, সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্টের নামান্তর। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে এই নাম দিয়া কুমারিলের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কুমারিলভট্ট শব্দে কুমারিলের ধর্ম্মমতের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, কুমারিল খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কুমারিল ৫ম শতাব্দীর বহু পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজক ইৎসিং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার মতে, বাক্যপদীয়রচয়িতা ভর্ত্তৃহরি ৬৫০ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কুমারিল স্ব-রচিত মীমাংসাবার্ত্তিকে বাক্যপদীয় হইতে অনেক স্থলে বচনোদ্ধার ও তাহার সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য সমন্তভদ্র আপ্তমীমাংসায় অর্হতের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। জৈনগ্রন্থকার অকলঙ্কদেব অষ্টশতী নামক আপ্তমীমাংসার টীকায় প্রকাশ করেন যে অর্হতের কোন ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা নাই। কুমারিল তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখানে সমন্তভদ্রের মূল ও অকলঙ্কের টীকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"সূক্ষ্মান্তরিতদূরার্থাঃ প্রত্যক্ষাঃ কস্যচিদ্যথা।" (সমন্তভদ্র)

অকলঙ্ক টীকায় লিখিয়াছেন 'অন্তরিত' অর্থাৎ 'কালবিপ্রকর্ষি অতীতাদি।' কুমারিল সমন্তভদ্রের মূল ও অকলঙ্কের টীকা উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন—

"এবং যৈঃ কেবলং জ্ঞানমিন্দ্রিয়াদ্যনপেক্ষিণঃ।
সূক্ষ্মাতীতাদিবিষয়ং জীবস্য পরিকল্পিতম্॥

ন তে তদাগমাৎ সিধ্যেন্ন চ তেনাগমো বিনা।
দৃষ্টান্তোপি ন তস্যান্যো নৃষু কশ্চিৎ প্রবর্ত্ততে।" (তন্ত্রবার্ত্তিক)

আবার জৈনগ্রন্থকার বিদ্যানন্দ তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিলভট্টের মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

"ততো যত্নপহসনকারি ভট্টেন
যৈরুক্তং কেবলং জ্ঞানমিন্দ্রিয়াদ্যনপেক্ষিণঃ।
সূক্ষ্মাতীতাদিবিষয়ং সূক্ষ্মজীবস্য তৈরদঃ॥"

কুমারিলের তন্ত্রবার্ত্তিকে অনেক স্থলেই ঐ রূপ অকলঙ্কের অষ্টশতী ব্যাখ্যার কথা ও তাহার প্রতিবাদ লক্ষিত হয়। অপর পক্ষে বিদ্যানন্দ অকলঙ্কের মত সমর্থন করিয়া নিজ অষ্টসাহস্রী গ্রন্থে বহুস্থানেই কুমারিলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ স্থলে অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের সময় নিরূপণ করিতে পারিলেই আমরা নিঃসন্দেহে কুমারিলের প্রকৃত সময় স্থির করিতে পারিব।

৮৬৩ শকে পম্প কর্ণাটী ভাষায় লিখিত আদিপুরাণে এবং ৮৮২ শকে সোমদেব আপনার যশস্তিলককাব্যে অকলঙ্ক দেবকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণশাস্ত্রবিৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আবার জিনসেনাচার্য্য ৭৬০ শকে জৈন আদিপুরাণে অকলঙ্ক-দেবের নামোল্লেখ করিয়াছেন। জিনসেনাচার্য্য রাষ্ট্রকূট-রাজ ১ম অমোঘবর্ষের গুরু ছিলেন। তিনি আদিপুরাণের একস্থানে প্রভাচন্দ্রের চন্দ্রোদয় নামক ন্যায় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রভাচন্দ্রের ন্যায়কুমুদচন্দ্রোদয় এবং বিদ্যা-নন্দের অষ্টসাহস্রী গ্রন্থে উভয় গ্রন্থকারই অকলঙ্কদেবের শিষ্য বলিয়া স্ব স্ব পরিচয় দিয়াছেন। এদিকে প্রভাচন্দ্র বাণভট্টের কাদম্বরী ও ভর্ত্তৃহরির বাক্যপদীয় উদ্ধৃত করিয়া-ছেন। আবার জৈন গ্রন্থকার ব্রহ্মনেমিদত্ত লিখিয়াছেন— অকলঙ্কদেব রাষ্ট্রকূটরাজ (১ম) কৃষ্ণরাজের সমসাময়িক। গুজরাট হইতে আবিষ্কৃত রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গের তাম্রশাসন দ্বারা জানা যায়, ৬৭৫ শকে তিনি রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার খুল্লতাত কৃষ্ণরাজ "উত্তরাধিকার লাভ করেন। জিনসেনাচার্য্য উত্তরপুরাণে লিখিয়াছেন—৭০৫ শকে কৃষ্ণরাজের পুত্র বল্লভরাজ রাজদণ্ড প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ইৎসিংএর মতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দে বাক্য-পদীয়-রচয়িতা ভর্ত্তৃহরির মৃত্যু হয়। কুমারিল বাক্যপদীয়ের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অকলঙ্কদেবের শিষ্য প্রভাচন্দ্র ও বিদ্যানন্দ উভয়েই কুমারিলের তন্ত্রবার্ত্তিকের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। আবার কুমারিলও অকলঙ্কের অষ্টশতীর অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু অকলঙ্কদেব কোন স্থানে কুমারিলের মতের প্রতিবাদ করেন নাই। এরূপ স্থলে কুমারিল ধর্ম্মকীর্ত্তি ও বাক্যপদীয় রচয়িতা ভর্ত্তৃহরির পরবর্ত্তী, অকলঙ্কদেবের সমসাময়িক হইলেও তৎপরে গ্রন্থ রচনা করেন এবং অকলঙ্কের শিষ্য বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্রের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। অকলঙ্কদেব রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণরাজের সময়ে (৬৭৫ শকের পরে এবং ৭০৫ শকের পূর্ব্বে) বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং কুমারিলভট্টও ঐ সময় আবির্ভূত হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

তৌতিক (ক্লী) ১ মুক্তা। (পুং) ২ শুক্তি।

তৌদী (স্ত্রী) বিষনাশক বৃক্ষভেদ, ঘৃতকুমারী। "তৌদী নামাসি কন্যা ঘৃতাচী বা অসি" (অথর্ব্ব° ১০।৪।২৪)

তৌম্বরবিন্ (পুং) তুম্বুরুনা কলাপ্যন্তেবাসিনাং প্রোক্ত-মধীয়তে ইনি। তুম্বুরুপ্রোক্ত শাখাধ্যায়ী, তুম্বুরুপ্রোক্ত শাখা-অধ্যয়নকারক।

তৌর (ক্লী) যাগভেদ।

"সংবৎসরমহরহস্তৌরেণ যজেত" (লাট্যা° শ্রৌ° ১০।২০।১)

তৌরযান (ক্লী) তূর্ণং যানমস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তূর্ণ গমনযুক্ত।

তৌরশ্রবস (ক্লী) তোরশ্রবসা অঙ্গিরসা দৃষ্টং সাম-অণ্। সামভেদ।

"তৌরশ্রবসে মাধ্যন্দিনে পবমানে" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৫।১৪।১৪)
'তৌরশ্রবসে সামনী' (কর্ক)

তৌরায়নিক (ত্রি) তুরায়ণং যজ্ঞং বর্ত্তয়তি তুরায়ণ-ঠঞ্। (পারায়ণতুরায়ণচান্দ্রায়ণং বর্ত্তয়তি। পা ৫।১।৭২) তুরায়ণ-যজ্ঞকারী।

তৌর্য্য (ক্লী) তূর্য্যে মুরজাদৌ ভবং তূর্য্য-অণ্। তূর্য্যবাদ্য, মুরজাদি ধ্বনি, পাকোয়াজ বাজনা।

তৌর্য্যত্রিক (ক্লী) ত্রয়োংশাঃ যস্য ত্রিসংখ্যায়াং কন্। তৌর্য্যোপলক্ষিতং ত্রিকং। সমুদিত নৃত্য গীত ও বাদ্য, নট-সম্বন্ধীয় নৃত্য গীত ও বাদ্য। ইহা একটী কামজ ব্যসন, ইহাতে আসক্তি পরিত্যাগ করা উচিত।

"তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকোগণঃ" (মনু ৭।৪৭)

বিষ্ণুগৃহে বা দেবালয়ে এই তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য গীত ও বাদ্য করিলে পুণ্য হয় এবং অন্তিমে বিষ্ণুলোকে গতি হয়। (বরাহপু°)

তৌল (ক্লী) তুলা এব স্বার্থে অণ্। স্বার্থিকাঃ প্রত্যয়াঃ কচিৎ লিঙ্গবচনানি অতিবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তেঃ দেবতাদিবৎ ক্লীবতা। ১ তুলা, তুলাদণ্ড। (পুং) ২ তুলারাশি।

তৌলকর (ত্রি) তৌলং করোতি-কৃ-ট। পরিমাপক, করাল।

তৌলিক (পুং) তুল্যা তুলিকয়া জীবতি তুলি-ঠক্। চিত্রকার।

তৌলিকিক (পুং) তুলিকয়া জীবতি তুলিকা-ঠক্। চিত্রকার, পটুয়া, পর্য্যায় রঙ্গাজীব, চিত্রকৃৎ, তৌলিক। (শব্দমালা)

তৌলিন্ (পুং) তুলৈব তৌলং তৎ বিদ্যতে অস্য ইনি। তুলারাশি।

তৌল্য (ত্রি) তুলয়া পরিচ্ছিন্নঃ য্যঞ্। ১ তুলাদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। তুল্যমেব স্বার্থে অণ্। ২ তুল্য।

তৌল্বলায়ন (পুং) তুল্বলস্য ঋষেরপত্যং যুবা, তুল্বল-ইঞ্, ফক্। তুল্বল ঋষির যুবা অপত্য।

তৌল্বলি (পুং) তুল্বলস্য ঋষেরপত্যং ইঞ্। তুল্বলঋষির অপত্য।

তৌল্বল্যাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণ বিশেষ। তৌল্বলি, ধারণি, পারণি, রাবণি, দৈলীপি, দৈবতি, বার্কলি, নৈবকি, দৈবমতি, দৈবযজ্ঞি, চাফট্টকি, বৈল্বকি, বৈঙ্কি, আনুরাহতি, পৌষ্করসাদি, আনুরোহতি, আনুতি, প্রাদোহনি, নৈমিশ্রি, প্রাড়াহতি, বান্ধকি, বৈশীতি, আসিনাসি, আহিংসি, আসুরি, নৈমিষি, আসিবন্ধকি, পৌষ্করেণুপালি, বৈকর্ণি, বৈরকি, বৈহতি। (পাণিনি ২।৪।৬১)

তৌবরক (ত্রি) তুবর্য্যা ইদং অণ্ স্বার্থে কন্। তুবরী সম্বন্ধীয় স্নেহাদি। "ঋতে ভল্লাতকস্নেহাৎ স্নেহাত্তৌবরকাত্তথা।" (সুশ্রুত) ২ তুবরক।

তৌবিলিকা (স্ত্রী) ঔষধভেদ। "তৌবিলিকে! ২বেলয়াবায় মৈলব ঐলয়ীৎ" (অথর্ব্ববেদ ৬।১৬।৩)

তৌষায়ন (ত্রি) তুষস্য অদূরদেশাদি পক্ষাদিত্বাৎ ফক্। তুষের অদূরদেশাদি।

তৌষার (ত্রি) তুষারস্যেদং তুষার-অণ্। তুষার সম্বন্ধীয় জল। [তুষার দেখ।]

ত্মন্ (পুং) আত্মন্ আলোপঃ। আত্মা। "ত্মনমূর্জং ন বিশ্বধ ক্ষরধ্যৈ" (ঋক্ ১।৬৩।৮) 'ত্মনং আত্মানং আঙোহন্যত্রাপি ছন্দসি দৃশ্যতে, ইতি আত্মনঃ আকারলোপঃ সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ উপধাদীর্ঘাভাবঃ' (সায়ণ) ত্মন্ শব্দের তৃতীয়ার একবচন স্থানে ত্মা হয়।

"উপ ত্মন্যা বনস্পতে" (ঋক্ ১।১৮৮।১০)

ত্যক্ত (ত্রি) ত্যজ-ক্ত। কৃতত্যাগ, বর্জ্জিত, যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে। পর্য্যায়—হীন, সমুজ্ঝিত, উৎসৃষ্ট, ধূত, বিধূত, বিনাকৃত, বিরহিত, নির্ব্যূঢ়। (ত্রিকাণ্ড)

ত্যক্তব্য (ত্রি) ত্যজ-তব্য। ত্যজনীয়, ত্যাগের যোগ্য।

ত্যক্তৃ (ত্রি) ত্যজ্-তৃচ্। ত্যাগকারী।

ত্যগল (পুং) গ্রন্থকর্ত্তাভেদ, কেহ কেহ ইহার নাম তিগল এইরূপ বলিয়া থাকেন।

ত্যগ্রায়ি (ক্লী) সামভেদ।

ত্যজন (ক্লী) ত্যজ-ল্যুট্। ত্যাগ, বর্জ্জন, পরিহার।

ত্যজনীয় (ত্রি) ত্যজ-অনীয়র্। ত্যাগের যোগ্য।

ত্যজস্ (পুং) ত্যজ ভাবে অসুন্। ১ ত্যাগ। "ইন্দ্রশ্চ ন তেজসা" (ঋক্ ১।১১৬।১২) 'ত্যজসা ত্যাগেন' (সায়ণ) (ত্রি) কর্ত্তরি অসুন্। ২ ত্যাগকর্ত্তা। "চিন্তারয়তি মহি ত্যজঃ" (ঋক্ ১০।১৪৪।৬) 'ত্যজো দুঃখস্য বর্জ্জয়িতৃ' (সায়ণ) করণে অসুন্। ৩ ক্রোধ।

ত্যজ্যমান (ত্রি) ত্যজ-শানচ্। যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে।

ত্যদ্ (ত্রি) ত্যজ-অদি সচ ডিৎ (ত্যজিতনীতি। উণ্ ১।১৩১) আকাশ, বায়ু।

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥" (ভাগ° ১০।২।২৬)

'সচ্ছব্দেন পৃথিব্যপ্ তেজাংসি ত্যদ্ শব্দেন বায়ুরাকাশৌ' (শ্রীধর) ভাগবতের এই শ্লোকে ত্যদ্ শব্দে বায়ু ও আকাশ অভিহিত হইয়াছে।

৩ সর্ব্বদা পরোক্ষাভিধানার্থ বস্তু। ৪ প্রসিদ্ধ। এই শব্দ সর্ব্বনাম ইহার রূপ ত্যদাদির ন্যায় হইবে পুংলিঙ্গে স্য, ত্যৌ, ত্যে। স্ত্রীলিঙ্গে স্যা, ত্যে, ত্যাঃ। ক্লীবলিঙ্গে ত্যদ্, ত্যে, ত্যানি ইত্যাদি। অব্যয়ীভাবসমাসে এই শব্দের অচ্ সমাসান্ত হয়। যথা ত্যস্য সমীপে উপত্যদং ইত্যাদি।

ত্যদাদি (পুং) পাণিনীয়গণসূত্রোক্ত শব্দ সমূহ—ত্যদ্, তদ্, যদ্, এতদ্, ইদম্, অদস্, এক, দ্বি, যুষ্মদ্, অস্মদ্, ভবৎ, কিম্। অত্ব বিধিতে অর্থাৎ টি স্থানে অৎ হয় এই বিষয়ে দ্বি শব্দ পর্য্যন্ত গ্রহণই ভাষ্যকারের অভিলষিত। ত্যদাদির টি স্থানে অৎ হয়, ইহাতে ত্যদ্ হইতে কিম্ পর্য্যন্ত বুঝায়, কিন্তু ভাষ্যকার বলেন, অত্ব বিধিতে দ্বি পর্য্যন্ত গ্রহণ জানিবে। (পাণিনি)

ত্যাগ (পুং) ত্যজ-ভাবে ঘঞ্। উৎসর্গ, বর্জ্জন, ইহা আমার নয় এইরূপ মূর্ত্তদ্রব্যের স্বত্বধ্বংসানুকূলব্যাপার বিশেষ।

"ন মাতা ন পিতা ন স্ত্রী ন পুত্রস্ত্যাগমর্হতি।" (মনু ৮।৩৮৯)

মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র ত্যাগের যোগ্য নয় অর্থাৎ ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে নাই।

২ দান। ৩ বিবেকিপুরুষ। (শব্দর°) ৪ সর্ব্বকর্ম্মফল বিসর্জ্জন, ত্যাগের বিষয় গীতায় এইরূপ লিখিত আছে—

সংন্যাস ও ত্যাগের বাস্তবিক কোন পার্থক্য নাই, সংন্যাসেরই একটু বিশেষ অবস্থাকে ত্যাগ কহে। বিচক্ষণ লোক সকল কাম্যধর্ম্মের পরিত্যাগ করাকে সংন্যাস এবং সমস্ত কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাকে ত্যাগ

বলিয়াছেন। অতএব সংন্যাসের বিশেষ অবস্থাকে ত্যাগ বলিয়া গণ্য করা হইল। ত্যাগ এবং সংন্যাস বিষয়ে কোন কোন ঋষিগণের জটিল সিদ্ধান্ত দেখিয়া আপাততঃ মতদ্বৈধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত দেখিলে মতদ্বৈধ বা বিরোধ বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ বলেন, জীব দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে কোন ক্রিয়া করে, তৎসমস্তই বন্ধের হেতু হইয়া থাকে, এইজন্য ইহাও অন্যান্য দোষের ন্যায় দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা নিষ্পাদ্য সকল কর্ম্মই পরিত্যজ্য। আবার কেহ কেহ তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপ প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়, অতএব ইহা পরিত্যজ্য নহে। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেন, ইহার মীমাংসা এইরূপ—ত্যাগ ত্রিবিধ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যজ্ঞ, দান ও তপঃ প্রভৃতি কর্ম্ম কথনই পরিত্যজ্য, নহে, ইহা সর্ব্বদাই অনুষ্ঠান করা উচিত, কারণ যজ্ঞ দান ও তপঃ প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা মনীষিদিগের দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিশুদ্ধি বা নির্ম্মলতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব আসক্তি ও ফলকামনাপরিশূন্য হইয়া এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মনীষিগণ বন্ধন ভয়ে যে কর্ম্ম পরিত্যাগের কথা বলিয়াছেন, তাহা কর্ম্ম। অমুক কার্য্য দ্বারা আমার অমুক প্রকার সুখ সাধন হইবে, এই উদ্দেশ্যে যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে কাম্যকর্ম্ম কহে। কাম্যকর্ম্ম দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত চিত্তশুদ্ধি হয় না, কিন্তু স্বর্গাদি ফল হইয়া থাকে, সুতরাং মুক্তি না হইয়া বন্ধনই হইল। এইজন্য যাহারা ঐহিক ও পারত্রিক কোন প্রকার সুখভোগের বাসনা রাখেন না, কেবল মাত্র মুক্তি অর্থাৎ ভ্রান্তিজ্ঞান দ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি জড়পদার্থের সহিত অভিন্নভাবে আত্মার উপলব্ধি হইতেছে, সেই ভ্রান্তির বিনাশই তাঁহারা প্রার্থনা করেন, এই জন্য কাম্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান তাহাদের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম কথনই পরিত্যাগ করেন না। কারণ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের যথাবিধ অনুষ্ঠান করিলে জীবের কথন বন্ধন হয় না, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব মোহবশে এই সকল কর্ম্মের পরিত্যাগ করাকে তামসত্যাগ কহে। যাহারা কায়ক্লেশে ও অর্থভয়াদি ভয়ে অতিশয় কষ্টজনক বলিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাহাকে রাজস পরিত্যাগ কহে। এইভাবে কর্ম্মত্যাগ করিলে ত্যাগের ফল হয় না। যাহারা সমস্ত আসক্তি-ফলাকাজ্ঞ্চা-পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র কর্ত্তব্যতাবোধে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। কর্ম্মে আসক্তি ও ফলাভিলাষ পরিত্যাগ করাকেই কর্ম্মত্যাগ বলে। ক্রিয়ার ত্যাগকে কর্ম্মত্যাগ বলে না।

যিনি অকুশল কর্ম্মকেও কিছুমাত্র বিদ্বেষ করেন না এবং শুভজনক কার্য্যেও আসক্ত হন না, তাহারাই বাস্তবিক কর্ম্মত্যাগী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিদ্যমানতা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রাণীরই অশেষ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা সম্ভবে না। কারণ জীবন ধারণ করিতে হইলে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া না হইয়াই পারে না। এমন কি স্বপ্নাবস্থাতেও ক্রিয়া নিবৃত্ত থাকে না, অতএব কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কথাদ্বারা ক্রিয়ার পরিত্যাগ করা এরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে না। কিন্তু যাহারা কর্ম্মের ফলত্যাগী, তাহারাই ত্যাগী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। কর্ম্মফলত্যাগই ত্যাগপদবাচ্য।* (গীতা ১৮ অ°) (ত্রি) ত্যাগকর্ত্তা, দাতা। "মিথো যত্ত্যাগমুভয়াসো" (ঋক্ ৪।২৪।৩) 'ত্যাগং ত্যাগকর্ত্তারং দাতারং' (সায়ণ)

ত্যাগপত্র (ক্লী) ত্যাগস্য পত্রং। ১ দানপত্র। ২ দারপরিত্যাগলিপি।

ত্যাগশীল (ত্রি) ত্যাগএব শীলং যস্য। দানশীল, আত্মসুখপরিত্যাগী।

ত্যাগস্বীকার (পুং) আত্মস্বার্থবিসর্জ্জন, আত্মসুখপরিত্যাগ।

* "সংন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুং।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥
শ্রীভগবানুবাচ
কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥
যজ্ঞো দানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং॥
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥
কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ॥
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥" (গীতা ১৮।১-১০)

ত্যাগিন্ (ত্রি) ত্যজতীতি ত্যজ-ঘিণুন্ (সম্পৃচানুরুধাঙ্‌যমেতি। পা ৩।২।১৪২)। ১ দাতা। ২ শূর। ৩ বর্জ্জনশীল। ৪ কর্ম্মফলত্যাগী, বিবেকী।

"ন হি দেহভৃতাং শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥" (গীতা ১৮।১১)

ত্যাগিম (ত্রি) ত্যাগেন নির্বৃত্তঃ ত্যাগ-মপ্। ত্যক্ত, ত্যাগদ্বারা নিষ্পন্ন

ত্যাজ্য (ত্রি) ত্যজ্যতে ইতি ত্যজ কর্ম্মণি ণ্যৎ, ত্যজেশ্চ ইতি ন কুত্বং। ১ বর্জনীয়, ত্যাগের যোগ্য। ২ দানের যোগ্য।

ত্যাদৃশ্ (ত্রি) ত্যস্থইব দৃশ্যতেঽসৌ ত্যদ্ দৃশ-কিপ্। তাদৃশ, তাহার ন্যায়।

ত্রঙ্গ (পুং) ত্রগি-অচ্। পুরভেদ, নগরীবিশেষ, এই নগরী হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী।

ত্রপমান (ত্রি) ত্রপ-শানচ্। লজ্জমান, যে লজ্জা পাইয়াছে।

ত্রপা (স্ত্রী) ত্রপ্যতে ইতি ত্রপ-অঙ্ ততষ্টাপ্। ১ লজ্জা, ব্রীড়া। কর্ত্তরি অচ্। (ত্রি) ২ সলজ্জ। ৩ কুলটা। ৪ কুল। ৫ কীর্ত্তি। (শব্দচ°)

ত্রপাক (পুং) ত্রপতে লজ্জতে ত্রপ-আ-ক। (আকঃ খজাদেঃ। উণ্ ১।২১৯) ইতি উণাদিকোষধৃতসূত্রত্বাৎ আকঃ। ম্লেচ্ছবিশেষ।

ত্রপানিরস্ত (ত্রি) ত্রপয়া নিরস্তঃ। নির্লজ্জ, লজ্জারহিত।

ত্রপান্বিত (ত্রি) ত্রপয়া অন্বিতঃ। লজ্জাযুক্ত।

ত্রপারণ্ডা (স্ত্রী) ত্রপায়াং রণ্ডেব, লজ্জাহীনত্বাৎ তথাত্বং। বেশ্যা, গণিকা। (ত্রি) লজ্জাহীনা।

ত্রপাবৎ (ত্রি) ত্রপা বিদ্যতেঽস্য, ত্রপা মতুপ্, মস্য ব। লজ্জাশীল।

ত্রপিত (ত্রি) ত্রপ-ক্ত। ত্রপাযুক্ত, লজ্জিত।

ত্রপিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন তৃপ্রঃ তৃপ্র-ইষ্ঠন্। প্রিয়স্থিরেত্যাদিনা তৃপ্র-শব্দস্য ত্রপ্ আদেশঃ। অতিতৃপ্র, অতিশয় লজ্জিত, অতিশয় লজ্জাশীল।

ত্রপীয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন তৃপ্রঃ তৃপ্র-ঈয়সুন্ তৃপ্রস্য ত্রপ্ আদেশঃ। ত্রপিষ্ঠ, অতি লজ্জিত।

ত্রপু (ক্লী) অগ্নিং দৃষ্ট্বা ত্রপতে ইব ত্রপ-উস্। ১ সীসক। ২ রঙ্গ, টিন।

ত্রপু অর্থাৎ টিনকে হিন্দীতে কল্লই, রাঙ্গ, বা কঠেল, তামিলে তগরম্, মলয়ে তিম, কলঘ, ব্রহ্মে থৈম, আরবে কস্‌দিন, রেসাস্ ও পারস্যে উরজিজ্ বলে। (It. *Latta, banda, stagnata;* Fr. *Fer blanc*; Ger. *Weissblech, zinn*; Rus. *Blacha, shest.*)

এই ধাতু দেখিতে রূপার মত, পরিষ্কার থাকিলে অতি উজ্জ্বল দেখায়। ইহাতে অল্প বিস্বাদ আছে। ঘষিলে এক প্রকার গন্ধ বাহির হয়। সোণার মত না হইলেও সীসা অপেক্ষা টিন কঠিন। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭.২৯। ইহা বড়ই ঘাতসহ, যত ইচ্ছা পিটিলেও ভাঙ্গে না; এমন কি, একখানি টিনে $\frac{১}{১০০০}$ পাতলা পাত করা যায়। .০০৭৮ ইঞ্চ পরিধিবিশিষ্ট টিনের সূত্রে ষোল সতের সের ওজনের জিনিস ঝুলান যাইতে পারে। ইহা পিটিয়া যেমন পাতলা করা যায়, কিন্তু তেমন চওড়া করা যায় না। ইহা বড় কোমল, সহজেই নোয়ান যায়। তামা, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর সহিত সহজেই টিন মিশ্রিত হইতে পারে। অপর ধাতু কলাই বা ঢাকিবার জন্য বহুপরিমাণে টিন ব্যবহৃত হয়। টিনের পাত দিয়া মুড়িলে লোহে মরিচা ধরে না। অগ্নিসংস্পর্শে টিন লোহের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে, তাহাতে লোহের শ্বেতবর্ণ হয়। বোধ হয়, এই জন্যই স্কটলণ্ডে টিনের পাত শ্বেতলোহ (White iron) নামে খ্যাত। টিনের দ্রাবকে অতি পাতলা লোহের পাত ডুবাইয়া সাধারণতঃ 'শ্বেতলোহ' প্রস্তুত হয়। বিলাতে শ্বেতলোহের বড় আদর।

তাম্রের পাকপাত্রাদিতে সহজেই কলঙ্ক ধরে, কিন্তু টিনের পাত দিয়া কলাই করিলে আর কলঙ্ক পড়ে না। নাইট্রিক, মিউরিয়াটিক, নাইট্রো-সালফিউরিক ও টার্টারিক এসিডে টিন দ্রব করিয়া অনেক রঙে মিশান হয়, তাহাতে রঙের স্থায়িত্ব ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে মানবজাতির নিকট টিন পরিচিত। যজুর্ব্বেদে আমরা সর্ব্বপ্রথম 'ত্রপু' শব্দের উল্লেখ পাই—

"লোহঞ্চ মে সীসঞ্চ মে ত্রপু চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্।" (শুক্লযজুঃ ১৮।১২)। এতদ্ভিন্ন অথর্ব্ববেদ (১১।৩।৮), ছান্দোগ্যোপনিষৎ (৪।১৭।৭) প্রভৃতি শ্রুতিতে এবং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিতে 'ত্রপু' অর্থাৎ টিনের উল্লেখ আছে। নপুংসক (পশুপক্ষী) হত্যা করিলে যাজ্ঞবল্ক্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একমাষা ত্রপু ও সীসক-দান ব্যবস্থা করিয়াছেন।

'উরগে স্বায়সো দণ্ডঃ পণ্ডকে ত্রপুসীসকম্।' (৩।২৭৩)
মহাভারতে ত্রপু রৌপ্যের মল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"সুবর্ণস্য মলং রূপ্যং রূপ্যস্যাপি মলং ত্রপু।
জ্ঞেয়ং ত্রপুমলং সীসং সীসস্যাপি মলং মলম্॥"
(ভারত উদ্যো° ৩৮ অঃ)

ভারতে যেমন বৈদিক যুগ হইতে ত্রপুর ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, য়ুরোপেও সেইরূপ বহুকাল হইতে টিন প্রচলিত। হিরোদোতস্, দিওদোরস্ সিকিউলস্ ও ষ্ট্রাবো ফিনিকীয় বণিকদিগের কাসিতেরিদেশ বা টিন দ্বীপে যাত্রার

বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুরাবিদ্‌গণ সিসিলীদ্বীপ ও বিলাতের কর্ণওয়ালকে প্রাচীন কাসিতেরিদেশ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বাস্তবিক এখনও কর্ণওয়াল নামক স্থানে খনি হইতে যে পরিমাণে টিন বাহির হইতেছে, য়ুরোপের আর কোন স্থান হইতে এরূপ টিন পাওয়া যায় না।

পুরাকালে আর্য্য ঋষিগণ অথবা ফিনিকীয় বণিকগণ টিন লইয়া কি কি প্রস্তুত করিতেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যজ্ঞে ত্রপুর প্রয়োজন হইত, যজুর্ব্বেদ হইতে আমরা এই টুকু সন্ধান পাই। স্মৃতিতে ত্রপু মূল্যবান্ জিনিস মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এই ত্রপু ও তাম্র একত্র মিলিত হইলে কাংস্য হয়, তাহাও ভারতবাসী বহুপ্রাচীনকাল হইতে জানিতেন।

"যথা ত্রপুস্তাম্রয়োঃ সংযোগে ধাত্বন্তরস্য কাংস্যস্যোৎপত্তিঃ।"

হাজারিবাগ, ধারবার, গুজরাট ও মধ্যভারতের বস্তার রাজ্যের স্থানে স্থানে টিন-পাথর (Tin-stone) পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ভাল টিন কোথাও পাওয়া যায় নাই। ব্রহ্মদেশ, মলয়প্রায়োদ্বীপ, বাঙ্কা, যবদ্বীপ ও চীনের কোন কোন স্থানে টিনের খনি আছে। তন্মধ্যে মলয়-প্রায়োদ্বীপের টিনের খনি জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এত টিন আর কোথাও নাই। পূর্ব্বকালে এখান হইতেই ভারতে টিন আসিত। এখানে তাবয়-নগরে ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী রাফ্‌ফিচ আসিয়া লিখিয়াছেন,—

'I went from Pegu to Malacca, passing many of the sea-ports of Pegu, as Martaban, the island of Tavoy, whence all India is supplied with tin, Tenasserim, the island of Junk-Ceylon, and many others.'

এখনও মলয় হইতে ভারতে টিন আসে। এখান হইতে প্রতি বর্ষে ১২।১৩ লক্ষ টাকার টিন রপ্তানি হয়।

টিন খনির মধ্যে দুই প্রকার অবস্থায় পাওয়া যায়। কখন কখন সিকতাঞ্জন, তাম্র, সীসক প্রভৃতির সহিত চাপড়া হইয়া থাকে, ইহাকে টিন-লৌহ বলে। ইহা গলাইয়া পরিষ্কার করিয়া লইলে টিনখণ্ড হয়। অপর অবস্থায় গুঁড়া বালি প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত থাকে, এই গুঁড়া টিন অকৃত্রিম টিন বলিয়া গণ্য।

ত্রপুকর্কটী (স্ত্রী) ১ ত্রপুষী, কাঁকুড়। ২ শসা।

ত্রপুটী (স্ত্রী) সূক্ষ্মৈলা, ছোট এলাচি।

ত্রপুল (ক্লী) ত্রপতে অগ্নিসংস্পর্শেন লজ্জতে ইব ত্রপ-বাহু° উলচ্। রঙ্গ, রাঙ্।

ত্রপুষ (ক্লী) ত্রপ বাহু° উষ। ১ রঙ্গ। ২ ত্রপুষী ফল, শসা। পর্য্যায়—কণ্টকিফল, সুধাবাস, সুশীতল। ক্ষুদ্রফলের গুণ—নীল, বল, তৃষ্ণা, ভ্রম, দাহ, পিত্ত ও রক্তপিত্তনাশক। পক্ব ফলের গুণ—অম্ল, উষ্ণ, পিত্তল, কফ ও বাতনাশক। বড় ফলের গুণ—মূত্রল, শীত, রুক্ষ, পিত্ত ও অশ্মকৃচ্ছ্র নাশক। (রাজব°)

ত্রপুষী (স্ত্রী) ত্রপুষ গৌরা° ঙীষ্। কর্কটী, কাঁকুড়।

ত্রপুস (ক্লী) ত্রপ বাহুলকাৎ উস। ১ রঙ্গ। ২ কর্কটী।

ত্রপুসা (স্ত্রী) ত্রপুসী, মহেন্দ্রবারুণী।

ত্রপুসী (স্ত্রী) ত্রপুস গৌরা° ঙীষ্। ১ মহেন্দ্রবারুণী। ২ ফল লতাবিশেষ, শসা, (Cucumber) পর্য্যায়—পীতপুষ্পা, কাণ্ডালু, ত্রপুকর্কটী, বহুফলা, কোষফলা, তুন্দিলফলা, কণ্টকীলতা, সুধাবাসা। ইহার ফলের গুণ—রুচ্য, মধুর, শিশির, গুরু, ভ্রম, পিত্ত, বিদাহ ও বমননাশক। (রাজনি°) ইহা দুই জাতি দেখা যায়। ভূমিচারিণী বা ভূয়ে শসা। ইহার ফল খর্ব্বাকৃতি ও স্থূল। প্রায় শীত হইতে গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত ইহা জন্মায়। মঞ্চচারিণী বা মাচাশসা কেহ বা পালাশসা বলে। ইহা দেখিতে দীর্ঘ ও স্থূল। কাহার ফল শ্বেত বা কাহার ফল সবুজ বর্ণ দেখা যায়। ইহার গাত্রে একরূপ জলবৎ আটা আছে, তজ্জন্য লোকে ইহাকে ক্ষীরা কহে। ইহা প্রায় বর্ষা হইতে শরৎ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

ত্রপ্বাদি (পুং) রঙ্গাদি সপ্তধাতু যথা—ত্রপু, সীস, তাম্র, রজত, কৃষ্ণলোহ, সুবর্ণ, লোহমল।

ত্রপ্সা (স্ত্রী) ঘনীভূতশ্লেষ্মাদি। "ত্রপ্সয়া কর্ষণৈঃ ক্ষিপ্তা বাপ্তৈর্ব্বা দুষ্টতাং ব্রজেৎ।" 'ত্রপ্সা ঘনীভূতশ্লেষ্মাদি।' (শুদ্ধিতত্ত্ব)

ত্রপ্স্য (ক্লী) ঘনেতর দধি, পাতলা দই। (বিদ্যাবিনোদ)

ত্রয় (ক্লী) ত্রি-তয়প্। ১ ত্রিতয়, ত্রিত্ব সংখ্যা, তিন।

"বেদত্রয়াৎ নিরদুহৎ ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ।" (মনু) (ত্রি) ২ ত্রিত্ব সংখ্যাযুক্ত। প্রমাণ; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণ।

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ ত্রিবিধাগমং।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতাঃ॥" (মনু)

ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ (স্ত্রী) ১ ত্র্যধিকাপঞ্চাশৎ, ত্রিশব্দস্য ত্রয়স্ আদেশঃ। তিন অধিক পঞ্চাশৎ সংখ্যা, ৫৩, তিপ্পান্ন। ২ ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ সংখ্যাযুক্ত।

ত্রয়যাষ্য (পুং) ত্রয়ং জন্মত্রয়ং যাতি যা বাহু° আয্য। জন্মত্রয়প্রাপ্ত। "সুনুর্ন ত্রয়যাষ্য" (ঋক্ ৮।২।৭) 'ত্রয়যাষ্যো জন্মত্রয়ংপ্রাপ্তঃ' জন্মত্রয়ং স্মর্য্যতে।

"মাতুরগ্রেঽধিজননাৎ দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়া ইতি জন্মত্রয়ং স্মৃতং॥" (সায়ণধৃত)

এই জন্মত্রয় মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম প্রথম, মৌঞ্জিবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার দ্বিতীয়, যজ্ঞদীক্ষা তৃতীয়।

ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ (স্ত্রী) ত্র্যধিকা চত্বারিংশৎ, ত্রিশব্দস্য ত্রয়স্ আদেশঃ। তিন অধিক চত্বারিংশৎ সংখ্যা, ৪৩, তেতাল্লিশ।

ত্রয়ঃষষ্টি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা ষষ্টিঃ। তিন অধিক ষষ্টি সংখ্যা, ৬৩, তেষট্টি।

ত্রয়স্, আদেশ বিশেষ, অশীতি শব্দ ও বহুব্রীহি সমাস ভিন্ন সংখ্যাবাচক উত্তরপদ পরে থাকিলে ত্রি শব্দ স্থানে ত্রয়স্ আদেশ হয়। যথা ত্রয়োদশ প্রভৃতি। অশীতি শব্দ পরে থাকিলে হয় না—যথা ত্র্যশীতি। (পাণিনি ৬৩৪৮)

ত্রয়স্ত্রিংশ (ত্রি) ত্রয়স্ত্রিংশৎ পূরণে ডট্। তিন অধিক ত্রিংশৎ সংখ্যার পূরণ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ (ত্রি) ত্র্যধিকা ত্রিংশৎ, ত্রি শব্দস্য ত্রয়স্ আদেশঃ। তিন অধিক ত্রিংশৎ সংখ্যা, ৩৩।

ত্রয়স্ত্রিংশৎপতি (পুং) ত্রয়স্ত্রিংশতো দেবানাং পতিঃ। ১ ইন্দ্র। বেদে ৩৩টী দেবতার কথা আছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াও ইন্দ্রের "ত্রয়স্ত্রিংশৎপতি" নাম হইয়াছে। ২ প্রজাপতি। ইনি দেবতাদিগের অধিপতি; অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এই একত্রিংশৎ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ। "কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যা স্ত একত্রিংশৎ ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি" (শতপথব্রা° ১১।৬।৩।৫)

ত্রয়স্ত্রিংশস্তোম (পুং) ত্রয়স্ত্রিংশৎস্তোমা অস্য। যজ্ঞভেদ।

ত্রয়স্ত্রিংশিন্ (ক্লী) ত্রয়স্ত্রিংশৎ ঋচঃ সন্ত্যস্মিন্ ইনি ডিচ্চ। ত্রয়স্ত্রিংশৎ ঋক্ দ্বারা গীয়মান সামভেদ।

"ত্রয়স্ত্রিংশি নাম সাম মাধ্যন্দিনে পবমানে ভবতি" (তৈত্তি° ১।২।২।৪)

ত্রয়ঃসপ্ততি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা সপ্ততিঃ। তিন অধিক সপ্ততি, ৭৩ সংখ্যা।

ত্রয়ী (স্ত্রী) ত্রয়-ঙীপ্। ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সর্গের আদিতে ঋঙ্ময় ব্রহ্মা, সর্গস্থিতিতে যজুর্ম্ময় বিষ্ণু, স্বর্গনাশে সামময় রুদ্র, ইহারা ত্রয়ী।

"ব্রহ্মায় পুরুষোরুদ্রস্ত্রয়মেতৎ ত্রয়ীময়ং।
সর্গাদাবৃঙ্ময়ো ব্রহ্মা স্থিতৌ বিষ্ণুর্যজুর্ম্ময়ঃ।
রুদ্রঃ সামময়োঽন্তায় তস্মাৎ তস্যাশুচিধ্বনিঃ।" (মনু)

২ পুরন্ধ্রী। ৩ সুমতি। ৪ সোমরাজীবৃক্ষ। ৫ ভবানী, দুর্গা।

"ঋগ্‌যজুঃসামভেদেন সাঙ্গবেদগতাপি বা।
ত্রয়ীতি পঠ্যতে লোকে দৃষ্টাদৃষ্টার্থসাধিনী॥" (দেবীপু° ৪৫ অঃ)

ত্রয়ীতনু (পুং) ত্রয়ী বেদা এব তনুঃ শরীরং যস্য। সূর্য্য। "ত্রয্যা বিদ্যয়া ভগবন্তং ত্রয়ীময়ং সূর্য্যং আত্মানং যজন্তে" (ভাগ° ৫।২০।৪) বেদ সকল সূর্য্য হইতে বিস্তৃত অর্থাৎ প্রচারিত হইয়াছে, এইজন্য সূর্য্যের নাম ত্রয়ীতনু।

ত্রয়ীধর্ম্ম (পুং) ত্রয্যা বেদত্রয়েণ বিধীয়মানো ধর্ম্মঃ। বৈদিক ধর্ম্ম, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ প্রভৃতি।

ত্রয়ীময় (পুং) ত্রয্যাত্মকঃ ময়ট্। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ ত্রয়ী-ধর্ম্মাত্মক। ৩ বারাহ রূপ।

"ত্রয়ীময়ং রূপমিদঞ্চ শৌকরং।" (ভাগ° ৩।১৩।৪০)

(পুং) ৪ পরমেশ্বর। (ভাগ° ২।৪।১৭)

ত্রয়ীমুখ (পুং) ত্রয়ীমুখে যস্য। ব্রাহ্মণ, বিপ্র।

'অবদানং কর্ম্মশুদ্ধং ব্রাহ্মণস্তু ত্রয়ীমুখঃ।' (হেম° ৩।৪৭৫)

ত্রয়োদশ (ত্রি) ত্রয়োদশানাং পূরণঃ ত্রয়োদশন্ ডট্। ত্রয়োদশ সংখ্যার পূরণ, তেরই।

ত্রয়োদশন্ (ত্রি) ত্র্যধিকা দশ। তিন অধিক দশ সংখ্যা, ১৩, তের সংখ্যা। এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। ২ ত্রয়োদশ সংখ্যাযুক্ত, কোন সময়ে ত্রয়োদশ মাসে সংবৎসর হয়, মলমাস হইলে ত্রয়োদশ মাসে বৎসর হয়।

"সংবৎসরা কচিৎ ত্রয়োদশমাসাঃ" (মলমাসতত্ত্বধৃত শ্রুতি)

ত্রয়োদশ বাচক শব্দ—১ অপক্ষপাতিতা, ২ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ৩ অমৎসরতা, ৪ ক্ষমা, ৫ লজ্জা, ৬ তিতিক্ষা, ৭ অন-সূয়া, ৮ ত্যাগ, ৯ ধ্যান, ১০ সরলতা, ১১ ধৈর্য্য, ১২ দয়া, ১৩ অহিংসা, এই সমুদায়ই সত্য স্বরূপ (ভারত শান্তি ১৬২ অ°।) ত্রয়োদশ দোষ—১ কাম, ২ ক্রোধ, ৩ মোহ, ৪ মদ, ৫ মাৎসর্য্য, ৬ ঈর্ষা, ৭ শোক, ৮ নিদ্রা, ৯ অকার্য্য প্রবৃত্তি, ১০ অসূয়া, ১১ কৃপা, ১২ ভয়, ১৩ প্রতিবিধানেচ্ছা। (ভারত শান্তি ১৬৩ অঃ)

ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু (পুং) গুগ্‌গুলু ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—বর্ব্বূর (বাবলা), অশ্বগন্ধা, হবুষা, গুলঞ্চ, শত-মূলী, গোক্ষুর, রাস্না, শ্যামালতা, শুলফা, শঠী, যবানী ও শুণ্ঠী এ সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া সমস্ত ঔষধ যত তাহার তুল্য পরিমাণ গুগ্‌গুলু এবং গুগ্‌গুলুর অর্দ্ধাংশ ঘৃত, উহার সহিত মিলিত করিয়া ১ তোলা পরিমাণ প্রাতঃকালে জল, যূষ, মদ্য, উষ্ণজল, দুগ্ধ বা মাংসরস ইহার কোন একটীর সহিত সেবন করিলে ত্রিকশূল, জানুশূল, হনুস্তম্ভ, বাহুগত বাত, সন্ধি, অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জাগত বাত, কোষ্ঠগত বায়ু, বাতশ্লৈষ্মিক রোগ, বায়ুজন্য হৃদ্রোগ ও যোনিরোগ, ভগ্নাস্থি, শল্য, বিদ্ধ-জন্য পীড়া, খঞ্জতা, গৃধ্রসী এবং পক্ষাঘাত রোগ নষ্ট হয়।

(ভাবপ্রকাশ দ্বিতীয়ভা°)

ত্রয়োদশী (স্ত্রী) ত্রয়োদশ টিত্বাৎ ঙীপ্। তিথি বিশেষ, ইহা চন্দ্রের ত্রয়োদশ কলার হ্রাস বা বৃদ্ধিজনিত কাল। ইহা

ধর্ম্মের তিথি অর্থাৎ এই তিথি ধর্ম্মের উদ্দেশে কার্য্য করিবার তিথি। [তিথি দেখ।]

ত্রয়োনবতি (ত্রি) ত্র্যধিকা নবতিঃ। তিন অধিক নবতি, ৯৩, তিরানব্বই সংখ্যা।

ত্রয়োবিংশতি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা বিংশতিঃ। ত্রয়োবিংশতি সংখ্যার পূরণ, ২৩।

ত্রয্যারুণ (পুং) ২ মান্ধাতাবংশীয় ত্রিধর্ম্মার পুত্র নৃপভেদ।
"রাজ্ঞঃ ত্রিধর্ম্মণশ্চাসীৎ বিদ্বাংস্ত্রয্যারুণঃ সুতঃ।" (হরিব° ১২ অঃ)
২ পঞ্চদশ দ্বাপরের ব্যাস। ৩ ভরতবংশীয় উরুক্ষয়ের পুত্র এক রাজা।

ত্রয্যারুণি (পুং) একজন মুনি, ইনি লোমহর্ষণের শিষ্য, কাশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন ও হারীতের সতীর্থ। (ভাগ°)

ত্রস (ক্লী) ত্রস্যতি বিভেত্যস্মিন্ ত্রস্ ঘঞর্থে ক। ১ বন, অরণ্য। (ত্রি) ত্রস্-অচ্। ২ জঙ্গম। ৩ ত্রসরেণু।

ত্রসদস্যু (পুং) পুরুকুৎসের পুত্র ও মান্ধাতার এক পৌত্র।

ত্রসন (ক্লী) ত্রস ভাবে ল্যুট্। ১ ভয়। ২ উদ্বেগ। কর্ত্তরি ল্যু (ত্রি) ৩ ত্রাসযুক্ত।

ত্রসর (পুং) ত্রস বাহু° অরন্। তন্তুবায়ের উপকরণ বিশেষ, তাসনী, মাকু। পর্য্যায়—সূত্রবেষ্টন, তসর। (অমরটী° ভরত)

ত্রসরেণু (পুং) ত্রসশ্চঞ্চলত্বাৎ ভীতইব রেণুঃ। সূক্ষ্মকণা, ছিদ্রাগত সূর্য্যকিরণে যাহা দৃষ্ট হয়, ৬টী পরমাণুতে বা তিনটী দ্ব্যণুকে একটী ত্রসরেণু হয়, পরমাণু প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু যখন ত্রসরেণু হয় অর্থাৎ ৬টী পরমাণু একত্র হয়, তখনই প্রত্যক্ষ হয়।

"জালান্তরগতে ভানৌ সূক্ষ্মং যৎ দৃশ্যতে রজঃ।
প্রথমং তৎপ্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে॥" (মনু ৮।১৩২)
"পরমাণুদ্বয়েনাণুস্ত্রসরেণুস্ত তে ত্রয়ঃ।" (ব্রহ্মবৈ° পু°)
বৈদ্যক মতে ত্রিংশ পরমাণুতে এক ত্রসরেণু হয়।
"জালান্তরগতে সূর্য্যকরে ধ্বংসী বিলোক্যতে।
ত্রসরেণুস্ত বিজ্ঞেয় ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ॥" (বৈদ্যকপরিভাষা)

সূর্য্যকিরণ গবাক্ষ পথে প্রবিষ্ট হইলে সেই আলোকে যে ক্ষুদ্র পদার্থ বিচরণ করিতে দেখ যায়, তাহারই এক একটী ত্রসরেণু।

(স্ত্রী) ২ সূর্য্যপত্নীভেদ। (ত্রিকা°)

ত্রস্নুর (ত্রি) ত্রস-উরচ্। ভীরু।

ত্রস্ত (ত্রি) ত্রস-ক্ত। ১ ভীত। ২ চকিত। ৩ শীঘ্র।

ত্রস্নু (ত্রি) ত্রস্যতীতি ত্রস-ক্নু (ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ। পা ৩।২।১৪০) ত্রাসশীল, ভয়চকিত, ত্রাসযুক্ত।

ত্রাণ (ক্লী) ত্রৈ ভাবে ল্যুট্ বা ক্তঃ পক্ষে তস্য নত্বং। রক্ষণ।
"আর্ত্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্ত্তুমনাগসি।" (শকুন্তলা ১ অঙ্ক)
ত্রায়তে ইতি কর্ত্তরি ল্যু। ২ রক্ষিতা। ত্রায়তেঽনেন ইতি করণে ল্যুট্। ৩ কবচ, অস্ত্র।

ত্রাণা (স্ত্রী) ত্রাণ-টাপ্। ত্রায়মাণা লতা। (রাজনি°)

ত্রাত (ত্রি) ত্রৈ-ক্ত, বিকল্পে তস্য নত্বাভাবঃ। ১ রক্ষিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ২ রক্ষণ।

ত্রাতব্য (ত্রি) ত্রৈ-তব্য। ত্রাণের যোগ্য।

ত্রাতৃ (ত্রি) ত্রৈ-তৃচ্। ত্রাতা, রক্ষাকর্ত্তা।

ত্রাপুষ (ত্রি) ত্রপুষা নির্বৃত্তং অণ্ স্নুক্ চ। রঙ্গনির্ম্মিত পাত্রাদি, রাং দ্বারা প্রস্তুত পাত্র প্রভৃতি।

ত্রামন্ (ত্রি) ত্রৈ পালনে মনিন্। ১ রক্ষক। "তব ত্রামভিরিন্দ্র তূর্ব্বযাণং" (ঋক্ ১।৫৩।১০) 'ত্রামভিস্তদীয়ৈ স্ত্রায়কৈঃ' (সায়ণ)

ত্রায়ন্তিকা (স্ত্রী) ত্রায়মাণালতা।

ত্রায়ন্তী (স্ত্রী) ত্রৈ-ক্বিপ্, ত্রাং অয়তি ই-শতৃ ততঃ ঙীপ্। ত্রায়-মাণালতা।

ত্রায়মাণ (ত্রি) ত্রৈ-কর্ম্মণি শানচ্। রক্ষ্যমাণ। "পাতু নো দুষ্টরং ত্রায়মাণং সহঃ" (অথর্ব্ববেদ ৬।৪।১)

ত্রায়মাণা (স্ত্রী) ত্রায়মাণ-টাপ্। ক্ষুদ্র ডুম্বুরাকৃতি ফললতা বিশেষ, বলাডুমুর, (Ficus heterophylla) পর্য্যায়—বার্ষিক, ত্রায়ন্তী, বলভদ্রিকা, বলদেবা, সুভদ্রাণী, ভদ্রনামিকা, কৃতত্রা, ত্রায়মাণিকা, বলভদ্রা, সুকামা, বার্ষিকী, গিরিজা, অনুজা, মাঙ্গল্যার্হা, দেববলা, পালিনী, ভয়নাশিনী, অবনী, রক্ষণী, ত্রাণা। ইহার গুণ—শীত, মধুর, গুল্ম, জ্বর, কফ, অস্র, ভ্রম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, গ্লানি, বিষ ও ছর্দ্দিনাশক। (রাজনি°) ভাব-প্রকাশের মতে কষায়, তিক্তরস, সারক, পিত্ত, কফ, জ্বর, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শ, ভ্রম, শূল ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

ত্রায়মাণাঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধিভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ১ সের, কল্কার্থ বলাডুমুর ৪ পল, জল ৪০ পল। আমলকীরস ১ সের, দুগ্ধ ১ সের, কল্কার্থ কটকী, মুতা, বলাডুমুর, দুরালভা, ভূম্যামলকী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন, উৎপল প্রত্যেক ২ তোলা।

এই ঘৃত পান করিলে পিত্তগুল্ম, রক্তগুল্ম, বিসর্প, পৈত্তিক জ্বর, হৃদ্রোগ, কামলা ও কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যর°)

ত্রায়মাণিকা (স্ত্রী) ত্রায়মাণালতা।

ত্রায়বৃন্ত (পুং) অনূপদেশজাত গণ্ডীর নামক শাকবিশেষ,
।

ত্রায়োদশ (ত্রি) ত্রয়োদশ্যাং ভবং অণ্। ত্রয়োদশীভব, ত্রয়োদশীতে যাহা হয়।

ত্রাস (পুং) ত্রস ভাবে ঘঞ্। ১ ভয়। ২ মণির দোষভেদ।

ত্রাসকর (ত্রি) ত্রাস-কৃ-ট। ভয়জনক।

ত্রাসদস্যব (ক্লী) ত্রসদস্যুর স্তোত্রসম্বন্ধি সামভেদ। "সম্রাজং ত্রাসদস্যবং" (ঋক ৮।১৯।৩২) 'ত্রাসদস্যবং ত্রসদস্যুনাম রাজর্ষিঃ, তস্য স্তোতব্যত্বেন সম্বন্ধিনং' (সায়ণ)

ত্রাসদায়িন্ (ত্রি) ত্রাসং ভয়ং দদাতি দা-ণিনি। ভয়দাতা, পর্য্যায়—শঙ্কর। 'ত্রাসদায়ী তু শঙ্করঃ' (হেম ৩।১৪৩)

ত্রাসন (ক্লী) ত্রস-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ ভয়োৎপাদন। (ত্রি) কর্ত্তরি ল্যু। ২ ভয়োৎপাদক।

ত্রাসনীয় (ত্রি) ত্রস-ণিচ্ অনীয়র্। ত্রাসনের যোগ্য, তাড়নীয়।

ত্রাসিত (ত্রি) ত্রস্-ণিচ্ ক্ত। ভীত, বিভীষিত, যাহাকে ভয় দেখান হইয়াছে।

ত্রাসিন্ (ত্রি) ত্রস-ণিচ্-ণিনি। ভয়শীল, ভয়যুক্ত, ভীত।

ত্রাহি (ক্রিয়া) ত্রৈ-লোট্ হি। রক্ষাকর, বাঁচাও, ইহার কর্ত্তা "ত্বং" তুমি। ত্রাহি বলিলে 'তুমি রক্ষা কর' বুঝাইবে।

"ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব।" (নারায়ণ প্রণাম)

ত্রি (ত্রি) তরতীতি তৃ-ড্রি-(তরতে ড্রিঃ। উণ্ ৫।৬৬)। ত্রিত্ব সংখ্যাবিশিষ্ট, তিন, তিনবাচকশব্দ কাল—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান; অগ্নি—দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয়; ভুবন—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল; গঙ্গামার্গ—মন্দাকিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী; শিবচক্ষুঃ—চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি; গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; সন্ধ্যা—প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা; রাম—পরশুরাম, দাশরথী রাম, বলরাম। (কবিকল্পলতা) এই শব্দ বহুবচনান্ত।

ত্রিংশ (ত্রি) ত্রিংশৎ-ডট্ (তস্য পূরণে ডট্। পা ৫।২।৪৮)। ত্রিংশতের পূরণ, ত্রিংশত্তম। "ত্রিংশাংশকস্তথা রাশের্ভাগইত্যভিধীয়তে।" (সূর্য্যসি°)

ত্রিংশক (ত্রি) ত্রিংশতা ক্রীতঃ বুন্-ডিচ্চ। ত্রিংশৎ সংখ্যান্বিত দ্রব্য দ্বারা ক্রীত।

ত্রিংশচ্ছত (ক্লী) ত্রিংশদধিকং শতং। ত্রিংশৎ অধিক শত সংখ্যা। "ত্রিংশচ্ছতং বর্ম্মিণঃ" (ঋক্ ৬।২৭।৬) 'ত্রিংশচ্ছতং ত্রিংশদধিকা শতসংখ্যাকা' (সায়ণ)

ত্রিংশৎ (ত্রি) ত্রয়ো দশতঃ পরিমাণমস্য (পঙ্‌ক্তিত্রিংশদিতি। পা ৫।১।৫৯) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। সংখ্যাবিশেষ, ত্রিশ, ৩০।

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।" (মনু)

ত্রিংশৎক (ত্রি) ত্রিংশৎ পরিমাণমস্য কন্। ১ ত্রিংশৎপরিমাণ। অবয়বে কন্। ২ তৎসংখ্যা।

"অমাত্যাঃ পৃথক্ তেষাং ত্রিংশৎকং পরিচক্ষতে।" (কামন্দক)

ত্রিংশতি (স্ত্রী) ত্রিংশৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ত্রিংশৎসংখ্যা। ২ ত্রিংশৎসংখ্যেয়।

ত্রিংশত্তম (ত্রি) ত্রিংশতঃ পূরণঃ তমপ্। ত্রিংশৎসংখ্যার পূরণ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ত্রিংশৎপত্র (ক্লী) ত্রিংশৎসংখ্যানি পত্রাণি দলানি প্রতিপুষ্পমস্য। কুমুদ, নালফুল। (শব্দমা°)

ত্রিংশাংশ (পুং) ত্রিংশত্রিংশৎ পূরণোহংশঃ। রাশির ত্রিংশৎ পূরণভাগ, ত্রিংশাংশের বিষয় জ্যোতিষে এই প্রকার লিখিত আছে। মেষাদি দ্বাদশ রাশিকে ত্রিশ দিয়া ভাগ করিলে যে অংশ পাওয়া যায়, তাহার নাম ত্রিংশাংশ। এই ত্রিংশাংশ মেষাদি রাশির মধ্যে যেরূপ বিধানে ব্যবহৃত হয়, তাহার নিয়ম এই প্রকার—

মেষাদি দ্বাদশ রাশি 'বিষম' ও 'সম' সংজ্ঞায় বিভক্ত হইয়াছে। যে ৬টী রাশি বিষম বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সকল রাশির ত্রিংশাংশ বিচার করিতে হইলে মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র এই পাঁচগ্রহ ক্রমে ৫।৫।৮।৭।৫ অংশের অধিপতি হইয়া থাকেন। প্রত্যেক রাশি ত্রিশ অংশে বিভক্ত, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অতএব যে কোন বিষমসংজ্ঞক রাশির ত্রিংশাংশ বিচার করিতে হইলে সেই রাশির প্রথম অংশ হইতে পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত মঙ্গলগ্রহ ত্রিংশাংশের অধিপতি, আর ষষ্ঠাংশ হইতে দশমাংশ পর্য্যন্ত শনিগ্রহ ত্রিংশাংশের অধিপতি হন। একাদশাংশ হইতে অষ্টাদশ অংশ পর্য্যন্ত বৃহস্পতি, ১৯ অংশ হইতে ২৫ অংশ পর্য্যন্ত বুধ, ২৬ অংশ হইতে ৩০ অংশ পর্য্যন্ত শুক্র ত্রিংশাংশপতি হইয়া থাকেন।

যেরূপ ৬টী বিষম রাশির ত্রিংশাংশ-বিচার কথিত হইল, ৬টী সমরাশির ত্রিংশাংশ বিচার করিতে হইলে শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, শনি ও মঙ্গলগ্রহ ক্রমে ২ ত্রিংশাশের অধিপতি হইবেন। (কোষ্ঠীপ্র°)।

সৎকৃত্যামুক্তাবলীতে এইরূপ লিখিত আছে—

"কুজার্কিগুরুসৌম্যানাং ভাগাঃ শুক্রস্য চ ক্রমাৎ।
পঞ্চ পঞ্চাষ্টসপ্তেষু জ্ঞেয়মোজঃসু রাশিষু॥
ত্রিংশাংশা ব্যত্যয়াদেতে যুগ্মরাশিষু কীর্ত্তিতাঃ।" (সৎকৃত্যামু°)

রাশি সকলকে ত্রিশভাগে বিভক্ত করিয়া মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র ইহারা ক্রমে মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই ৬ বিষম রাশিতে ৫।৫।৮।৭।৫ ভাগের অধিপতি হন এবং বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর, মীন এই ৬ সমরাশিতে ইহা বৈপরীত্যানুসারে অর্থাৎ শুক্র, বুধ, শনি, মঙ্গল ক্রমে পঞ্চ, সপ্ত, অষ্ট, পঞ্চ ও পঞ্চভাগের অধিপতি হন।

ত্রিংশাংশ জন্মফল—মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে স্ত্রী-বিজয়ী, ধনহীন, ক্রোধপরায়ণ, আত্মবিষয়ে গর্ব্বিত, তস্কর-কর্ম্মকারী এবং পুত্র ও বিত্তবিহীন হয়। যদি বুধের ত্রিংশাংশে

জন্ম হয়, তবে উৎকৃষ্ট বিভব ও সুখসম্পন্ন, নানাপ্রকার রত্ন-সমন্বিত ও দিন দিন তাহার কোষাগার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে শ্রেষ্ঠ কামিনীর বল্লভ, নিত্যভাগ্যসম্পন্ন, রাজপ্রিয় ও দীর্ঘায়ু হইবে। শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে সেই পুরুষ শ্রীমান্, বহু আশাযুক্ত, দানধর্ম্মপরায়ণ, দেবতাদিগের অর্চ্চক এবং নৃত্যগীতসমাযুক্ত হয়।

শনির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে বালক পাপাত্মা, লোভী, পরনিন্দক, পরদাররত ও ধনবান্ হয়। প্রকারান্তর—

মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্মিলে সকল ধাতুবিষয়বক্তা, সর্ব্বদা ক্রিয়াযুক্ত, ধন ও দারবর্জ্জিত, তস্কর, মলিন দেহ ও ধূর্ত্ত-স্বভাব হয়।

শনির ত্রিংশাংশে জন্মিলে মলিন, ধূর্ত্ত, সর্ব্বদা কাতর, সত্য ও শৌচবিহীন, সেবাপরায়ণ, কৃপণ ও নীচস্বভাব হয়।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্মিলে উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, সুন্দর শরীর, বুদ্ধিমান্, ভোক্তা, ধনী, সুখী, গুণাঢ্য ও বিষম লোচন হইয়া থাকে।

বুধের ত্রিংশাংশে জন্মিলে সর্ব্বদা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, সুত, কীর্ত্তি ও জয়যুক্ত, প্রজ্ঞাবিবেককুশলী, গুণবান্, উত্তম আশ্রয়-যুক্ত, দিব্যাঙ্গনা ও সুগন্ধি পুষ্পযুক্ত হইবে।

শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্মিলে বহুগুণপরিপূর্ণ, সুন্দর, মনোহর দৃষ্টিসম্পন্ন, যুবতীর আমোদদাতা, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, ব্রাহ্মণ ও গুরুভক্ত, দানশীল ও কৃপালু হইয়া থাকে। (কোষ্ঠীপ্র°)

ত্রিক (ক্লী) ত্রয়াণাং সজ্ঘঃ কন্। ১ ত্রিত্বসংখ্যা। ২ পৃষ্ঠবংশাধর, পৃষ্ঠদণ্ডের অধোভাগ মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রদেশ। ৩ কটিভাগ। ৪ ত্রিফলা। ৫ ত্রিকটু। ৬ ত্রিপথ সংস্থান, তেমাথা রাস্তা। ত্রিষু কায়তি কৈ-ক। ৭ গোক্ষুর। ৮ ত্রিমদ।

"গুড়ূচীসারসংযুক্তাৎ ত্রিকত্রয়সমন্বয়াৎ।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বরোগহরস্ত্বয়ঃ॥" (সুখবোধ)

তৃতীয়েণ রূপেণ গ্রহণং যস্য কন্ পূরণপ্রত্যয়স্য বা লুক্। ৯ তৃতীয়ক। (ত্রি) ত্রয়ঃ অধিকাঃ শুল্কং লাভো বৃদ্ধির্বা যত্র শতাদৌ। ১০ তিন অধিক লাভাদিযুক্ত শতাদি অর্থাৎ শতকরা তিন টাকা সুদ।

"দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কঞ্চ পঞ্চকঞ্চ শতং সমং।
মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্লীয়াৎ বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ॥" (মনু ৮।৪২)

১১ সন্ধিভেদ, স্ফিগস্থি ও পৃষ্ঠবংশাস্থির যে সন্ধি তাহার নাম ত্রিক।

"স্ফিগস্থ্নোঃ পৃষ্ঠবংশাস্থ্নো র্যঃ সন্ধিস্তৎ ত্রিকং স্মৃতম্।" (সুশ্রুত)

ত্রিককুদ্ (ত্রি) ত্রীণি ককুদসদৃশানি ধ্বজতুল্যানি শৃঙ্গানি যস্য ককুদস্য অন্ত্যলোপঃ (ত্রিককুদ পর্ব্বতে। পা ৫।৪।১৪৭) ১ ত্রিকূটপর্ব্বত। ত্রিককুদ্‌শব্দের পর্ব্বত অর্থ বুঝাইলে অন্ত্য-লোপ হয়, অন্য স্থলে হয় না। (ত্রি) ত্রিককুদ্-তদ্‌যুক্ত পুং বাহু° অন্ত্যলোপঃ। ২ বিষ্ণু, পূর্ব্বে বিষ্ণু একদন্ত ও ত্রি-ককুদ্ বরাহমূর্ত্তিধারণ ধারণ করিয়া এই পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত বিষ্ণুর এক নাম ত্রিককুদ্ হই-য়াছে। (ভারত শা° ৩৪৪ অঃ) ৩ দশরাত্রসাধ্যযজ্ঞভেদ। "ত্রিককুদ্বা এষ যজ্ঞো যদ্দশরাত্র" (কৃষ্ণযজুঃ ৭।২।৫।২)

ত্রিককুভ্ (পুং) ত্রেধা কং পীতং উদকং স্কুভ্নাতি স্কুন্‌ভ-কিপ্ ছান্দসঃ সলোপঃ। ১ উদানবায়ু। "উদানো বৈ ত্রিককুপ্-ছন্দঃ।" (শতপথব্রা° ৮।৫।২।৪) ২ নবরাত্রসাধ্য যজ্ঞভেদ। 'মহা ত্রিককুপ্‌ব্যূঢ়ো নবরাত্রঃ। সমূঢ়ত্রিককুপ্‌সমূঢ়ঃ"। (আশ্বলায়নশ্রৌ° ১০।৩।২১)

ত্রিককুব্‌ধামন্ (পুং) মূর্দ্ধাধোমধ্যাভেদেন তিসৃণাং ককুভাং দিশাং সমাহারঃ ত্রিককুব্ তৎ ধাম আশ্রয়োযস্য। বিষ্ণু। (বিষ্ণুস°)

ত্রিকট (পুং) ত্রীন্ বাতাদিদোষান্ কটতি আবৃণোতি-অচ্। গোক্ষুর বৃক্ষ।

ত্রিকটু (ক্লী) ত্রয়াণাং কটুরসানাং সমাহারঃ। শুণ্ঠী, মরীচ ও পিপুল একত্র এই তিন দ্রব্য। ত্র্যূষণ, ব্যোষ, কটুত্রয়, কটুত্রিক। ইহার গুণ দীপন, কাস, শ্বাস, ত্বক্‌রোগ, গুল্ম, মেহ, কফ, স্থৌল্য, মেদ, শ্লীপদ ও পীনসনাশক। (ভাবপ্র° রাজনি°)

ত্রিকটুক (ক্লী) ত্রিকটু। (চক্রদত্ত)

ত্রিকটুকাদ্যমোদক (পুং) মোদক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, আকনাদি, সজিনামূল, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গ, কটুকী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যমানী, কেয়ার মূল, শালপানী, আতইচ, চিতা, সৌবর্চ্চল, জীরা, হবুষা এবং ধনে এই সকল প্রত্যেক অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে, তাহার পর যবের ছাতু ।১॥০ সাড়ে এগার সের, ঘৃত তিন পোয়া, তিলতৈল তিন পোয়া এবং মধু তিন পোয়া এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা প্রত্যহ দুই তোলা করিয়া খাইলে কঠিন প্রমেহ আরোগ্য হয়। (ভাবপ্র° তৃতীয়ভাগ° প্রমেহাধি°)

ত্রিকটুগুটিকা (স্ত্রী) গুটিকা ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকটু ও ত্রিফলাচূর্ণ অর্দ্ধপোয়া, গুগ্‌গুল একপোয়া এই সকল একত্র করিয়া গোক্ষুরের কাথ দ্বারা ৭ দিন ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। দোষ, কাল ও বলানুসারে বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে ইহা দ্বারা মেহ, বাতরোগ, বাতরক্ত, মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ ও প্রদর নষ্ট হয় এবং বায়ু স্বপথগামী হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° তৃতীয়খ° প্রমেহাধি°)

ত্রিকটুকাদ্যবর্ত্তি (স্ত্রী) বর্ত্তি ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—

ত্রিকটু, সৈন্ধব, সর্ষপ, গৃহধূম, কুড় ও ময়নাফল এই সকল মিলিত ২ তোলা, মধু ৮ তোলা এবং গুড় ২ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য পাক করিয়া এক বৃদ্ধাঙ্গুলিপরিমাণ বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, ঘৃত মাখাইয়া গুহ্যে প্রয়োগ করিলে আনাহ, উদাবর্ত্ত, উদর ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়। (ভাবপ্র° তৃতীয়ভা°)

ত্রিকণ্ট (পুং) ত্রয়ঃ কণ্টাঃ কণ্টকাঃ অস্য। ১ গোক্ষুর। ২ স্নুহীবৃক্ষ। ৩ মৎস্যভেদ, টেংরামাছ। ৪ পত্রগুপ্ত। (ক্লী) ৫ মিলিত বৃহতী, অগ্নিদমনী ও দুরালভা, পর্য্যায়—কণ্টকারীত্রয়, কণ্টকাশ্রয়, কণ্টকত্রয়। (রাজনি°)

ত্রিকণ্টক (পুং স্ত্রী) ১ লঘুগর্গ মৎস্য, টেংরামাছ। (ত্রি) ২ কণ্টকত্রয়ান্বিত। (পুং) ৩ গোক্ষুর বৃক্ষ।

ত্রিকণ্টকক্বাথ (পুং) ক্বাথ ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ এই তিন দ্রব্য সমভাবে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে এই ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণ জ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, প্রতিশ্যায় এবং ঊর্দ্ধগত রোগ আরোগ্য হয়। এই ক্বাথ সায়ংকালে সেবন করিতে হয়। (ভাবপ্র° মধ্যখ°)

ত্রিকত্রয়াদ্যলোহ (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—মণ্ডূর, ঘৃত, শর্করা, মধু প্রত্যেক ৮ তোলা, কান্তলোহ এক তোলা, প্রস্তর বা লৌহখলে শুঁঠ, পিপুল, মরীচ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, চিতা, বিড়ঙ্গের ক্বাথে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। আদি মধ্য ও অন্তে অনুপান বিশেষে সেবন করিলে সুদারুণ পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক রোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

ত্রিকদ্রুক (পুং) জ্যোতিঃ গো ও আয়ুঃ নামক। "ত্রিকদ্রুকেষু পাহি সোমমিন্দ্র" (ঋক্ ২।১১।১৭)

'ত্রিকদ্রুকেষু জ্যোতি র্গৌরায়ুরিত্যেতন্নামকেষু' (সায়ণ)

ত্রিকর্ম্মন্ (পুং) ত্রীণি কর্ম্মাণি যস্য। দ্বিজ; যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এই ৬টী ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। এই ৬ কর্ম্মের মধ্যে বৃত্তির নিমিত্ত যাজন, প্রতিগ্রহ ও অধ্যাপন ভিন্ন অবৃত্ত্যর্থ দান, ইজ্যা ও অধ্যয়নরূপ কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণকে ত্রিকর্ম্মা কহে।

"ত্রৈবিদ্যো ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ন চাধ্যয়নজীবকঃ।
ত্রিকর্ম্মা ত্রিপরিক্রান্তো মৈত্র এষ স্মৃতঃ দ্বিজঃ॥"
(ভারত অনু ১৪১অ°)

ত্রিকলিঙ্গ [কলিঙ্গ শব্দ ২৯৯ পৃষ্ঠা ও ত্রিলিঙ্গ শব্দ দেখ।]

ত্রিকশ (ক্লী) ত্রিগুণাঃ কশানাঃ তদাঘাতানাং সমাহারঃ। কশাঘাতত্রয়, তিনবার কশাঘাত করণ।

ত্রিকশূল (ক্লী) ত্রিকস্য শূলঃ ৬তৎ। রোগবিশেষ। ত্রিকের শূল অর্থাৎ বেদনাবিশেষ। নিতম্বের অস্থিদ্বয়ের এবং বংশের অস্থিদ্বয়ের সন্ধিস্থানকে ত্রিক কহে। ঐ সন্ধিদ্বয়ে কিম্বা উহার যে কোন সন্ধিতে বায়ু কর্ত্তৃক বেদনা উপস্থিত হইলে তাহাকে ত্রিকশূল বলা যায়। ত্রিকশূলে যন্ত্রের সহিত বালুকাস্বেদ প্রদান করিবে এবং রোগীর পশ্চাদ্ভাগে বনঘুটিয়ার আগুন সর্ব্বদা ধারণ করিবে। (ভাবপ্র°)

ত্রিকা (স্ত্রী) ত্রিধা কায়তি কৈ-ক, ততষ্টাপ্। কূপসমীপস্থ জলোদ্ধারক ত্রিদারুময় যন্ত্রভেদ, কূপসমীপে রজ্জুধারণার্থ দারুযন্ত্রবিশেষ।

ত্রিকাণ্ড (পুং) ত্রীণি কাণ্ডান্যস্য। ১ অমরসিংহ কৃত কোষভেদ, ইহার তিনটী কাণ্ড—স্বর্গবর্গাদিকাণ্ড, ভূমিবর্গাদিকাণ্ড ও সামান্যকাণ্ড, এই তিনটী কাণ্ড আছে বলিয়া ইহার নাম ত্রিকাণ্ড হইয়াছে। ২ নিরুক্ত, ইহারও তিনটী কাণ্ড আছে—প্রথম কাণ্ড নৈঘণ্টুক, দ্বিতীয় নৈগম, তৃতীয় দৈবত।

"আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা।
তৃতীয়ং দৈবতঞ্চেতি সমাম্নায়স্ত্রিধা মতঃ॥"
(নিঘণ্টু অনুক্রমণিকাভাষ্য)

ত্রিকাণ্ডী (স্ত্রী) ত্রয়াণাং কাণ্ডানাং সমাহারঃ ঙীপ্। কাণ্ডত্রয়। ত্রীণি কাণ্ডানি প্রমাণমস্য মাত্রচ্ দ্বিগোস্তস্য লুকি ক্ষেত্রপরত্বে ঙীপ্। ক্ষেত্রভক্তি, ত্রিকাণ্ডমিত রজ্জ্বাদি।

ত্রিকায় (পুং) ত্রয়ঃ কায়াঃ অস্য যদ্বা ত্রিকং অয়তি অয় অপাদানে অচ্ ঘঞ্ বা। বুদ্ধ। (হেম°)

ত্রিকার্ষিক (ক্লী) কর্ষায় হিতং ঠক্ ত্রয়াণাং বাতপিত্তকফানাং কার্ষিকং। ১ নাগর, অতিবিষা ও মুস্তারূপ মিলিত ঔষধভেদ। (রাজনি°) ২ ত্রিকর্ষ পরিমাণ, ৬ তোলা।

ত্রিকাল (ক্লী) ত্রয়াণাং কার্য্যকালভূতভবিষ্যৎকালানাং সমাহারঃ। ১ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালত্রয়। ২ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন রূপ কালত্রয়। "ত্রিকালং পূজয়েদ্দেবীং" (তন্ত্র)

ত্রিকালজ্ঞ (পুং) ত্রিকালং জানাতি জ্ঞা-ক। ১ বুদ্ধ। (ত্রি) ২ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানবেত্তা, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের বৃত্তান্ত জানেন।

ত্রিকালদর্শিন্ (পুং) ত্রিকালং পশ্যতি দৃশ ণিনি। ১ ঋষি। (ত্রি) ২ ত্রিকালজ্ঞ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানবেত্তা। "প্রধ্বংসিন্যপি কালে ত্রিকালদর্শী কলৌ ভবতি।" (বৃহৎস° ২১।৪)

ত্রিকুল (দেশজ) পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল এই তিন কুল, যাহাদের তিন কুলই সমান তাহাদের পরস্পরের কন্যা আদান প্রদান দোষাবহ নহে। [কুলীন শব্দ দেখ।]

ত্রিকূট (পুং) ত্রীণি কূটানি শৃঙ্গাণ্যস্য। ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতবিশেষ, এই পর্ব্বত লবণসমুদ্রের মধ্যস্থিত ও লঙ্কাপুরাধার। পর্য্যায়—

সুবেল, ত্রিককুৎ, ত্রিকূট, ত্রিশৃঙ্গ, চিত্রকূটক। (শব্দর°) ইহা একটী পীঠস্থান, এইখানে ভগবতী রুদ্রসুন্দরীরূপে বিরাজিত আছেন।

"নারায়ণী সুপার্শ্বে তু ত্রিকূটে রুদ্রসুন্দরী।"

(দেবীভা° ৭।৩০।৬৬)

২ ক্ষীরোদসমুদ্রমধ্যস্থ পর্ব্বত, সুমেরুর পুত্র। এই পর্ব্বত সাগর ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। এই স্থানে দেবর্ষিগণের বাসস্থান এবং অপ্সর, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ ও চারণগণের ক্রীড়াভূমি। ইহার তিনটী শৃঙ্গ,—প্রথম শৃঙ্গ সুবর্ণময়, এই শৃঙ্গ দিবাকরের আশ্রয়স্থান। দ্বিতীয় রজতময় শৃঙ্গ, নানাপুষ্প সমাযুক্ত ও গন্ধাদিবাসিত, এই শৃঙ্গে নিশাকর অবস্থান করেন। তৃতীয়শৃঙ্গ তুষার-সন্নিভ এবং সর্ব্বদা বৈদূর্য্য ইন্দ্রনীল প্রভৃতি মণির কিরণে প্রদীপ্ত, এই শৃঙ্গ সর্ব্বোৎকৃষ্ট; নৃশংস, নাস্তিক ও পাপী লোক সকল ইহা দেখিতে পায় না। (বামনপু°)

ত্রিকূট (ক্লী) ত্রিকূটঃ পর্ব্বতঃ উৎপত্তিস্থানত্বেন অস্ত্যস্য অর্শ আদিত্বাৎ অচ্। সিন্ধুলবণ, সামুদ্রলবণ।

ত্রিকূটলবণ (ক্লী) ত্রিকূটং সামুদ্রমিব লবণং। দ্রোণীলবণ।

ত্রিকূটবৎ (পুং) ত্রীণি কূটানি অস্ত্যস্য ত্রি-কূট-মতুপ্, মস্য ব। ১ ত্রিকূট পর্ব্বত। "হিমবান্ পারিপাত্রশ্চ সহ্যঃ সুহ্ম স্ত্রিকূটবান্।"

(ভারত আশ্ব° ৪৩ অ°)

ত্রিকূটা (স্ত্রী) ভৈরবীভেদ। (তন্ত্রসার)

ত্রিকূর্চ্চক (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত শস্ত্রভেদ। "বিশেষেণ বালবৃদ্ধকুমার-ভীরুনারীণাং রাজ্ঞাং রাজপুত্রাণাঞ্চ ত্রিকূর্চ্চকেন বিস্রাবয়েৎ" (সুশ্রুত) বালক বৃদ্ধ ভীরু রাজা প্রভৃতির অস্ত্রক্রিয়াতে ত্রিকূর্চক শস্ত্র ব্যবহার করিবে।

ত্রিকোণ (ক্লী) ত্রয়ঃ কোণা যস্য। ১ যোনি। ২ কামরূপ-পীঠবিশেষ, করতোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত শতযোজন বিস্তৃত সর্ব্বসিদ্ধি ক্ষেত্র। [কামরূপ দেখ।] ৩ লগ্নস্থান হইতে নবম ও পঞ্চম স্থান। ৪ ত্রিভুজক্ষেত্র-ভেদ। ৫ মোক্ষ। (শব্দক°) (ত্রি) ৫ ত্রিকোটিযুক্ত পদার্থ, ত্র্যস্র, ত্রিকোণবস্তু, হল, শিবচক্ষু, কামাখ্যা, বহ্নিমণ্ডল, একার, বজ্র, শৃঙ্গাট, শকটাদি, যোনি। (কবিকল্পলতা)

ত্রিকোণফল (ক্লী) ত্রিকোণং ত্র্যস্রং ফলং যস্য। শৃঙ্গাটক, পানিফল। ২ ত্রিভুজক্ষেত্রফল।

ত্রিকোণভবন (ক্লী) ত্রিকোণস্থান, লগ্নস্থান হইতে নবম ও পঞ্চম স্থান।

ত্রিকোণমণ্ডলভূমি (স্ত্রী) নদীর মোহানাস্থিত মাত্রাশূন্য বকারের স্থায় দ্বীপ, "ব" দ্বীপ (Delta)।

ত্রিকোণমিতি (ত্রিকোণ + মিতি = পরিমাণ) শাস্ত্রভেদ ত্রিকোণ বা ত্রিভুজের বাহু ও কোণের সম্বন্ধ নির্ণয় করাই প্রথমে এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু গণিতশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ত্রিকোণমিতির কলেবর পুষ্ট হয় ও বীজগণিতের বিষয়ও ইহার অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। এখন ত্রিকোণমিতি বলিতে যে গ্রন্থে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ বা বহুভুজ যে কোন রূপ ক্ষেত্রের বাহু ও কোণ লইয়া আলোচনা করা হয়, তাহাই বুঝায়। পূর্ব্বে গ্রীকগণ এই শাস্ত্র প্রকাশ করেন। আমাদের এই ভারতবর্ষেও পূর্ব্বকাল হইতে ত্রিকোণমিতি প্রচলিত, গণিতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী কোন পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত হয়। ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে তিনি যাহা জানিতেন, সকল গুলিই লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। বিষয় কার্য্যে ব্যবহারের জন্য বোধ হয় রেখাগণিতে ব্যুৎপন্ন কোন পণ্ডিত ইহার প্রথম প্রণয়ন করেন।

ত্রিকোণমিতি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—সরল ত্রিকোণ-মিতি (Plane trigonometry) ও বর্ত্তুল ত্রিকোণমিতি (Spherical trigonometry), এতদ্ভিন্ন আরও একটী শ্রেণী নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহাকে বৈশ্লেষিক ত্রিকোণমিতি (Analytical trigonometry) বলা যায়।

সাইন, কোসাইন, টাঞ্জেট, কোটাঞ্জেট, সীকাণ্ট ও কোসীকাণ্ট এই শব্দগুলি ত্রিকোণমিতিতে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এইগুলি সমস্তই অমিশ্র রাশি। নিম্নে ইহাদের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে—

মনে কর ক খ গ একটী সম-কোণ ত্রিভুজ, খ কোণ একটী সমকোণ।

গ

ক খ

$\frac{খগ}{কগ}, \frac{কখ}{কগ}, \frac{খগ}{কখ}$ ইহারা যথাক্রমে ক কোণের সাইন (sine), কোসাইন (cosine) ও টাঞ্জেট (tangent) নামে অভিহিত হয় ও ইহাদের বিপরীত অনুপাত $\frac{কগ}{খগ}, \frac{কগ}{কখ}$ ও $\frac{কখ}{খগ}$ যথাক্রমে কোসীকাণ্ট (cosecant), সীকাণ্ট (secant) ও কোটাঞ্জেণ্ট (cotangent) নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। কোন কোণ বিশেষের (যথা ক কোণ) সাইন প্রভৃতি লিখিত হইলে সাইন ক, কোসাইন ক এইরূপ ভাবে লিখিত হয়। এই সমস্ত রাশির বর্গ প্রভৃতি লিখিত হইলে (সাইন ক)^2 (কোসাইন ক)^2 প্রভৃতি না লিখিয়া সাইন^{2}ক, কোসাইন^{2}ক এইরূপ লিখিবার রীতি আছে।

রেখাগণিতের মতে দুইটী ভিন্ন সরল রেখা ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে একত্র সম্মিলিত হইলে কোণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু

ত্রিকোণমিতির মতে কোণের উৎপত্তি অন্যরূপ ভাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে ও এই মতই উচ্চ গণিতশাস্ত্রে গ্রাহ্য।

মনে কর কখ একটী নির্দ্দিষ্ট রেখা ও ক একটী নির্দ্দিষ্ট বিন্দু। কপ অপর একটী রেখা প্রথমে কখ এর সহিত সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত থাকিয়া ঘড়ির কাঁটার গতির বিপরীত দিকে ঘুরিতেছে। এই ঘূর্ণায়মান রেখা ও কখ এই নির্দ্দিষ্ট রেখার আভিমুখ্যের দ্বারা খকপ কোণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রেখাগণিতের মতে খকপ কোণ বলিতে ঐ সূক্ষ্ম কোণকেই বুঝায়। কিন্তু ত্রিকোণমিতির মতে খকপ কোণের বহুসংখ্যক পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যেহেতু যতবার একটী সম্পূর্ণ ঘূর্ণন শেষ হয়, ততবারই ৪ সমকোণ যোগ করিতে হইবে।
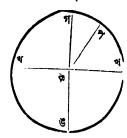
খক রেখাকে ঘ বিন্দু পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর ও গকঙ এই লম্ব টান। যখন কপ রেখা কগ রেখার সহিত মিলিত হইবে, তখন এক সমকোণ অঙ্কিত হইবে। পরে কঘ রেখার সহিত মিলিত হইলে দুই সমকোণ কঙ এর সহিত মিলিত হইলে ৩ সমকোণ ও পুনরায় কখ রেখার সহিত মিলিত হইলে ৪ সমকোণ অঙ্কিত হইবে।

রেখাগণিতের সহিত ত্রিকোণমিতির আরও একটু অনৈক্য আছে। রেখাগণিতের কোণের পূর্ব্বে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু ত্রিকোণমিতিতে বিপরীত দিকে ঘূর্ণন জন্য উৎপন্ন কোণ বিভিন্ন চিহ্নে চিহ্নিত হয়। গণিতজ্ঞেরা এক মত হইয়া পূর্ব্বচিত্রে চিহ্নিত দিকে উৎপন্ন কোণকে যোজক ও বিপরীত দিকে উৎপন্ন কোণকে বিযোজক চিহ্নে চিহ্নিত করেন।

এইরূপ রেখা সম্বন্ধেও বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। খ ঘ এর উপরিদিকে ক গ এর সমান্তর যে সমস্ত রেখা টানা হইয়াছে, তাহাতে যোজক ও বিপরীত দিকে টানিলে বিযোজক চিহ্ন হয়। আবার ৪ চিত্রে যে সমস্ত রেখা কখ এর সহিত সমান্তর করিয়া গ ঙ এর দক্ষিণ দিকে টানা হইয়াছে, তাহারা যোজক ও বিপরীত দিকে টানিলে বিযোজক চিহ্ন চিহ্নিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি ক খ এই রেখার দৈর্ঘ্য +৮ নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে ক খ রেখার দৈর্ঘ্য −৮ নির্দ্দেশ করিতে হইবে।
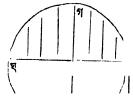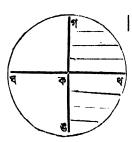
একটী সমকোণকে ৯০ সমান ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগকে ১ ডিগ্রি বলে ও প্রত্যেক ডিগ্রিকে ৬০ সমভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগকে ১ মিনিট ও এইরূপে ১ মিনিটকে ৬০ সমভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেককে এক সেকেণ্ড বলে। ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেণ্ডের চিহ্ন যথাক্রমে °, ′, ″। ৫ পাঁচ ডিগ্রি ৬ মিনিট ৯ সেকেণ্ড লিখিতে হইলে ৫° ৬′ ৯″ লিখিত হয়।

কোণ মাপ করিবার আরও একটী প্রক্রিয়া আছে, তদনুসারে একটী সমকোণকে ১০০ ভাগে ভাগ করিতে হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক গ্রেড্ বলে ও প্রত্যেক গ্রেড্‌কে ১০০ ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেককে ১ মিনিট বলে ও প্রত্যেক মিনিটকে ১০০ ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেককে ১ সেকেণ্ড বলে। ইহাদের চিহ্ন যথাক্রমে গ্রে, ', "। পনর গ্রেড্ ছয় মিনিট ও সাত সেকেণ্ডকে অঙ্ক লিখিতে হইলে এইরূপ লিখিতে হয়, যথা—১৫ গ্রে ৬' ৭"। ফ্রান্সে এইরূপ প্রক্রিয়ায় কোণ মাপ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যে কিছুই হয় নাই।

উপরিউক্ত দুইটী ভিন্ন আরও একটী প্রক্রিয়া আছে। সর্ব্বাপেক্ষা এই প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রচলন আছে ও উচ্চ গণিতে কেবলমাত্র এই প্রক্রিয়া দ্বারাই কোণ মাপ করা হইয়া থাকে। কোন বৃত্তের পরিধিকে তাহার ব্যাসদ্বারা ভাগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহা সমস্ত বৃত্তের পক্ষে এক। এই সংখ্যাটী গ্রীক্ বর্ণ (π) ইহা দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে, ইহার পরিমাণ ৩·১৪১৫৯...অর্থাৎ প্রায় $\frac{২২}{৭}$; যদি কোন বৃত্তের পরিধি হইতে উহার ব্যাসার্দ্ধের সমান করিয়া এক অংশ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই পরিধিখণ্ডের অভিমুখী কেন্দ্রস্থ কোণের পরিমাণ সকল বৃত্তের পক্ষেই সমান, এই পরিমিতি কোণকে এক রেডিয়্যান্ (radian) বলে। যেরূপ ডিগ্রি ও গ্রেড্ প্রভৃতি দ্বারা কোণের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়, সেইরূপ এই রেডিয়্যানের পরিমাণেও কোণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

যদি ক ও খ দুইটী অনুপূরক (complimentary) কোণ হয়, তাহা হইলে খ অর্থাৎ ক+খ=৯০°

সাইন্ ক=কোসাইন্ খ
কোসাইন্ ক=সাইন্ খ
টাঞ্জেট ক=কোটাঞ্জেণ্ট খ

সীকাণ্ট ক=কোসীকাণ্ট খ
কোসীকাণ্ট ক=সীকাণ্ট্ খ

ক ও খ যদি পরিপূরক (supplementary) কোণ হয় অর্থাৎ ক+খ=১৮০°, তাহা হইলে

সাইন ক = সাইন্ খ

কোসাইন্ ক = − কোসাইন্ খ

টাঞ্জেণ্ট্ ক = − টাঞ্জেণ্ট্ খ

উপরিউক্ত সম্বন্ধ হইতে সীকাণ্ট্, কোসীকাণ্ট ও কোটাঞ্জেণ্টের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। যথা—

$$\text{সীকাণ্ট্ ক} = \frac{১}{\text{কোসাইন্ ক}} = \frac{-১}{\text{কোসাইন্ খ}} = \text{সীকাণ্ট্ খ}$$

এইরূপ

$$\text{কোসীকাণ্ট ক} = \frac{১}{\text{সাইন্ ক}} = \frac{১}{\text{সাইন্ খ}} = \text{কোসীকাণ্ট্ খ}$$

$$\text{কোটাঞ্জেণ্ট ক} = \frac{১}{\text{টাঞ্জেণ্ট্ ক}} = \frac{-১}{\text{টাঞ্জেণ্ট খ}} = \text{কোটাঞ্জেণ্ট খ}$$

১ হইতে ৩৬০° পর্য্যন্ত কোণসমূহের সাইন্ প্রভৃতির পরিমাণে ও চিহ্নের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, নিম্নলিখিত চিত্র দৃষ্টে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

ক	০°		৯০°		১৮০°		২৭০°		৩৬০
সাইন ক	০	+	১			−	−১	−	
কোসাইন ক	১	+	০		−১	−	০	+	
টাঞ্জেণ্ট ক	০	+	∞			+	∞	−	
কোসীকাণ্ট ক	∞	+	১			−	−১	−	
সীকাণ্ট ক	১	+	∞		−১	−	∞	+	
কোটাঞ্জেণ্ট ক	∞	+	০			+	০	−	

স্তম্ভের শীর্ষ লিখিত কোণের পরিমাণ হইলে, সাইন্ প্রভৃতির পরিমাণ যাহা হইবে ১, ৩, ৫, ৭, ৯ স্তম্ভে তাহাই লিখিত হইয়াছে।

কোণের পরিমাণ ০ হইতে ৯০°, ৯০° হইতে ১৮০°, ১৮০° হইতে ২৭০°, ২৭০° হইতে ৩৬০° হইলে তাহাদের পূর্ব্বে কি চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে, ২ ৪ ৬ ৮ স্তম্ভে তাহাই লিখিত হইয়াছে।

প্রত্যেক ত্রিকোণে ৬টী অংশ আছে, ৩টী কোণ ও ৩টী বাহু, ইহার মধ্যে ১টী বাহু ও অপর ২টী অংশ জানা থাকিলে তিন অংশের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। কেবল এক স্থলে ইহার একটু বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। যদি কোন ত্রিভুজের কোণগুলিকে ক খ গ বলা যায় ও উক্ত কোণের বিপরীত বাহুর নাম ক খ ও গ হয় তাহা হইলে

$$\frac{\text{সাইন ক}}{\text{ক}_১} = \frac{\text{সাইন খ}}{\text{খ}_১} = \frac{\text{সাইন গ}}{\text{গ}_১}$$

$$\text{ও কোসাইন্ ক} = \frac{{}^{২} + \text{গ}_১^{২} - \text{ক}_১^{২}}{২\,\text{খ}_১\,\text{গ}_১}$$

$$\text{কোসাইন্ খ} = \frac{\text{গ}_১^{২} + \text{ক}_১^{২} - \text{খ}_১^{২}}{২\,\text{গ}_১\,\text{ক}_১}$$

$$\text{কোসাইন্ গ} = \frac{\text{ক}_১^{২} + \text{খ}_১^{২} - \text{গ}_১^{২}}{২\,\text{ক}_১\,\text{খ}_১}$$

এতদ্ভিন্ন ক + খ + গ = ১৮০° = π ও অন্যান্য ত্রিকোণমিতির বিশেষ বিশেষ নিয়ম বিশেষ বিশেষ স্থলে ব্যবহৃত হয়। উক্ত নিয়মগুলি ও রেখাগণিতের কয়েকটী প্রতিজ্ঞার সাহায্যে ত্রিকোণের নির্ণেয় বিষয় বাহির করা যায়।

বর্ত্তুল ত্রিকোণমিতি গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান ও পথ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি কোন সমতল কোন বর্ত্তুলের কেন্দ্র ভেদ করিয়া ইহাকে দ্বিখণ্ড করে, তাহা হইলে প্রত্যেক বর্ত্তুলচ্ছেদকে মহাবৃত্ত বলে। এইরূপ ৩ মহাবৃত্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ অসমতল ক্ষেত্রকে বর্ত্তুল ত্রিকোণ (spherical triangle) বলে। সরল ত্রিকোণমিতিতে যে সমস্ত নিয়ম ব্যবহৃত হয়, বর্ত্তুল ত্রিকোণমিতিতেও তাহা হইয়া থাকে। অবশ্য এস্থলে বর্ত্তুলের ধর্ম্ম রাখিয়া নিয়ম খাটাইতে হইবে।

ত্রিক্ষার (ক্লী) ত্রয়াণাং ক্ষারাণাং সমাহারঃ। ক্ষারত্রয় মিলিত, স্বর্জ্জিকাক্ষার, যবক্ষার ও টঙ্কণক্ষার। (রাজনি°)

ত্রিক্ষুর (পুং) ত্রীণি ক্ষুরাণীব অগ্রাণি যস্য। কোকিলাক্ষ বৃক্ষ, কুলেখাড়া। (রত্নমা°)

ত্রিখ (ক্লী) ত্রিধা খং আকাশোঽবকাশঃ ফলেঽত্র। ত্রপুষ।

ত্রিখট্ব (ক্লী) ত্রিস্নাং খট্বানাং সমাহারঃ। খট্বাত্রয়।

ত্রিখট্বী (স্ত্রী) ত্রিখট্ব-ঙীপ্। (দ্বিগোঃ। পা ৪।১।২১) ত্রিখট্ব।

ত্রিখর্ব্ব (পুং) সামবেদের শাখা-বিশেষাধ্যায়ী। "তামেত্যা ত্রিখর্ব্বা উপাসতে।" (তাণ্ড্যব্রা° ২।৯।২৩) 'ত্রিখর্ব্বাঃ শাখিনঃ' (ভাষ্য)

ত্রিগঙ্গ (অব্য) ত্রিস্রো গঙ্গা নদ্যো যত্র বহুব্রীহ্যর্থে "নদীভিশ্চ" ইতি সূত্রেণ অব্যয়ীভাবঃ। ১ তীর্থভেদ।

"সপ্তগঙ্গে ত্রিগঙ্গে চ ইন্দ্রমার্গে চ তর্পয়ন্।" (ভারত ৩।৮৪।২৬)

ত্রিগণ (পুং) ত্রয়াণাং ধর্ম্মার্থকামানাং গণঃ বর্গঃ। ত্রিবর্গ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম। "গুণানুরাগাদিব সখ্যমীয়িবান্ন বাধিতেঽস্য ত্রিগণঃ পরস্পরং॥" (কিরাতার্জ্জুনীয় ১।১১)

ত্রিগন্ধক (ক্লী) ত্রয়াণাং গন্ধকদ্রব্যাণাং সমাহারঃ। ত্রিজাতক। (পারস্করনিঘণ্টু)

ত্রিগম্ভীর (পুং) ত্রিভিঃ গম্ভীরঃ। যাহার সত্ত্ব স্বর ও নাভি গম্ভীর, তাহাকে ত্রিগম্ভীর কহে, এই ত্রিগম্ভীরযুক্ত পুরুষ সুখী হয়।

"স্বরেণ সত্ত্বনাভিভ্যাং ত্রিগম্ভীরঃ শিশুঃ শুভঃ।" (কাশীখ° ১১ অ°)

"নাভিঃ স্বরসত্ত্বমিতি প্রদিষ্টং গম্ভীরমেতত্ত্রিতয়ং নরাণাং॥" (বৃহৎসং ৬৮।৮৫)

ত্রিগর্ত্ত (পুং) ত্রয়ো গর্ত্তা যত্র। ১ দেশবিশেষ, এই দেশের বর্ত্তমান নাম জালন্ধর, বৃহৎসংহিতায় কূর্ম্মবিভাগের উত্তরদিকে এই দেশ অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪।২৫) [জালন্ধর দেখ।] ২ ত্রিগর্ত্তদেশস্থ ভূমি।

ত্রিগর্ত্তক (পুং) ত্রিগর্ত্ত এব স্বার্থে কন্। ত্রিগর্ত্ত দেশ।

ত্রিগর্ত্তষষ্ঠ (পুং) ত্রিগর্ত্তঃ ষষ্ঠো বর্গো যস্য। আয়ুজীবিসঙ্ঘভেদ।

"আহুস্ত্রিগর্ত্তষষ্ঠাংস্তু কৌণ্ডোপরথদাণ্ডকী।
ক্রৌষ্টুকির্জালমালিশ্চ ব্রহ্মগুপ্তোঽথ জালকিঃ॥" (সিদ্ধান্তকৌ°)

ত্রিগর্ত্তা (স্ত্রী) ত্রয়ো যোনিস্থাঃ গর্ত্তা যস্যাঃ। ১ কামুকী স্ত্রী, কামুকী স্ত্রী একযোনিকা হইলেও মৈথুনকালে ত্রিযোনিকা তুল্য হয়, এই জন্য ইহাদের নাম ত্রিগর্ত্তা। ২ ঘুর্ঘুরিকাকীট, কুমীরকে পোকা।

ত্রিগর্ত্তিক (পুং) ত্রিগর্ত্ত দেশ।

ত্রিগুণ (ক্লী) ত্রয়াণাং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সমাহারঃ। সাংখ্যশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মক প্রধান। সত্ত্ব, রজঃ ও তম হইতেই প্রথমে প্রধান উৎপন্ন হয়, এই প্রধানের নাম বুদ্ধিতত্ত্ব, এই বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়।

"ত্রিগুণমবিবেকিবিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্ বিপরীতস্তথা চ পুমান্॥"
(সাংখ্যকা° ১১)

ত্রিগুণ অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন, প্রসবধর্ম্মী। প্রধান ব্যক্ত সদৃশ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ত্রিগুণাত্মক, অবিবেকী যাহার বিবেক অর্থাৎ ভেদ নাই, এইটী গো এইটী অশ্ব ইহা যেরূপ পৃথক্ করা যায়, এইটী ব্যক্ত এই গুলি গুণ ইহা সেরূপ পৃথক্ করা যায় না। এইজন্য যাহা যাহা গুণ, তাহাই ব্যক্ত; গুণ ও ব্যক্ত একই। বিষয় ভোগ্য বলিয়া যাহাকে ভোগ করা যায়, এরূপ পদার্থ ভোগ্য, ত্রিগুণ বা ত্রিগুণোৎপন্ন ব্যক্ত ভোগ্য পদার্থ, এই জন্য ব্যক্তের নাম বিষয়। এই ব্যক্ত সকল পুরুষের ভোগ্য।

সামান্য গণিকাবৎ সকলের ভোগ্য এই হেতু ব্যক্ত সামান্য। অচেতন সুখ, দুঃখ ও মোহের বোধাভাব, এই হেতু ব্যক্ত অচেতন। প্রসবধর্ম্মী বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার প্রভৃতি প্রসূত হইয়াছে এই জন্য ব্যক্ত প্রসবধর্ম্মী। অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, তন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত হইয়াছে।

এই ত্রিগুণ অভিন্ন ভাবে জড়িত। ব্যক্তও ত্রিগুণ, অব্যক্তও ত্রিগুণ, যাহার কার্য্য এই মহদাদি তাহারাও ত্রিগুণ। এইটী গুণ, এইটী প্রধান, ইহা পৃথক্ করা যায় না। ত্রিগুণ বা প্রধান অচেতন ইহার অনুমান এইরূপ, অচেতন মৃৎপিণ্ড হইতে অচেতন ঘটেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জন্য প্রধান বা প্রধানোৎপন্ন অহঙ্কারাদি সুখ, দুঃখ ও মোহে চেতনাযুক্ত হন না, এই জন্য ত্রিগুণ অচেতন। এই ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম প্রকাশার্থ, প্রবৃত্ত্যর্থ ও নিয়মার্থ, পরস্পর পরস্পরে অভিভূত, পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পর পরস্পরের জননহেতু, পরস্পর মিথুন সম্বন্ধ ও পরস্পর পরস্পরে বর্ত্তমান এবং ইহা সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক। সুখ সত্ত্ব, দুঃখ রজঃ ও মোহ তম; সত্ত্ব গুণপ্রকাশার্থ অর্থাৎ প্রকাশ সমর্থ। রজ প্রবৃত্ত্যর্থ অর্থাৎ প্রবৃত্তি-সমর্থ, তম নিয়মার্থ অর্থাৎ নিয়মসমর্থ, নিয়ম শব্দে স্থিতি। অতএব সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ যথাক্রমে প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতিশীলরূপে পরিগণিত হয়। পরস্পর পরস্পরে অভিভূত অর্থাৎ প্রত্যেক গুণ অপর দুইটী গুণকে অভিভূত করিয়া থাকে। যখন সত্ত্ব গুণ উৎকট হয়, তখন রজ ও তমোগুণ আপনাপন গুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া প্রীতি ও প্রকাশস্বভাবে অবস্থিতি করে। যখন রজোগুণ উৎকট হয়, তখন সত্ত্ব ও তমোগুণ অভিভূত হইয়া অপ্রীতি ও প্রবৃত্তি-ধর্ম্মে অবস্থিতি করে। তমোগুণ যখন উৎকট হয়, তখন সত্ত্ব ও রজোগুণ অভিভূত হইয়া বিষাদ ও স্থিতিশীল ধর্ম্মে অবস্থিতি করে। এই ত্রিগুণ পরস্পর মিথুনভাবে সংবদ্ধ। রজ সত্ত্বকে লইয়া মিথুন, সত্ত্ব রজকে লইয়া মিথুন অর্থাৎ ইহারা পরস্পরের সহায়। ত্রিগুণ পরস্পর পরস্পরে বর্ত্তমান অর্থাৎ গুণ সকল গুণেই অল্পাধিক ভাবে থাকিবে। ইহার একটী উদাহরণ দিলে যথেষ্ট হইবে। এক সুন্দরী স্ত্রী স্বামীর সুখ, সপত্নীর দুঃখ ও লম্পটের মোহের হেতু হয়। তাহাতে এই ত্রিগুণ আছে বলিয়াই সে এই রূপ প্রকৃতি অনুসারে সুখ, দুঃখ ও মোহের কারণ হয়। এইরূপ জগতের সকল বিষয়ই বুঝিতে হইবে।

সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক, রজোগুণ উপষ্টম্ভক ও চঞ্চল, তমোগুণ গুরু ও আবরক। ইহারা একত্র মিলিত হইয়া প্রদীপের ন্যায় কোন বিশেষ প্রয়োজনকে সিদ্ধ করে। যখন সত্ত্বগুণ উৎকট হয়, তখন অঙ্গাদি লঘু, বুদ্ধি প্রকাশ ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হয়। রজোগুণ উপষ্টম্ভক ও চঞ্চল অর্থাৎ যেরূপ একটী বৃষ অন্য বৃষকে দেখিতে পাইলে উপষ্টম্ভকের অর্থাৎ রজো দ্বারা চালিত হয়। তখন এই রজোগুণের আধিক্য হয় বলিয়া চিত্ত চঞ্চল হয় এবং তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তম গুরু ও আবরণক, যখন তমের আধিক্য হয়, তখন অঙ্গাদি গুরু (ভারবিশিষ্ট), ইন্দ্রিয় সকল আচ্ছন্ন অর্থাৎ স্বকার্য্যে অসমর্থ হয়।

এস্থলে এইরূপ বলা যাইতে পারে, ত্রিগুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে কিরূপে প্রদীপের ন্যায় কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে? ইহা এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যথা প্রদীপে তৈল, অগ্নি ও বর্ত্তি তিনটী পদার্থ বিরুদ্ধস্বভাব হইলেও একত্র সংযোগে আলোক দ্বারা অন্য অন্য পদার্থকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ সত্ত্ব, রজ ও তম পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেও স্বার্থসাধনক্ষম হয়। (সাংখ্যকা°) কেহ কেহ বলেন, ত্রিগুণ বৈশেষিকদর্শনোক্ত গুণ পদার্থ না দ্রব্য পদার্থ? ইহাতে গুণ শব্দ থাকায় গুণ পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহা গুণ পদার্থ নহে। সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যে ইহার মীমাংসায় এইরূপ লিখিত আছে—

"সত্ত্বাদীনি দ্রব্যানি ন বৈশেষিকবদ্‌গুণাঃ সংযোগবত্ত্বাৎ লঘুত্ব-চলত্ব-গুরুত্বাদি ধর্ম্মকত্বাচ্চ শ্রুত্যাদৌ তু গুণশব্দঃ পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষপশুবন্ধকত্রিগুণাত্মকমহদাদি রজ্জুনির্ম্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে" (সাংখ্যদ° ভাষ্য ১।৫৯)

সত্ত্বাদি গুণত্রয় দ্রব্য পদার্থ, গুণপদার্থ নহে। সংযোগত্ব হেতু লঘুত্ব, চলত্ব ও গুরুত্বাদি দ্রব্য পদার্থেরই ধর্ম্ম, গুণ পদার্থের ধর্ম্ম নহে। ইহাকে দ্রব্যপদার্থ না বলিয়া গুণ পদার্থ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ পুরুষরূপ পশু বন্ধন করিবার জন্য প্রকৃতি ত্রিগুণ মহদাদি রজ্জু নির্ম্মাণ করে, এই জন্য ইহাকে গুণ পদার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।] (ত্রি) ২ সত্ত্বাদিগুণযুক্ত। "মহান্তমেব চাত্মানং সর্ব্বাণি ত্রিগুণানি চ।" (মনু)

জগৎ ত্রিগুণময় এক আত্মাভিন্ন আর সকল পদার্থে-ই ত্রিগুণ বর্ত্তমান। ৩ তিন দ্বারা গুণিত। ৪ ত্রিশিখ। "ত্রিগুণপরিবারপ্রহরণঃ" (কিরাতার্জ্জু°) 'ত্রিগুণঃ ত্রিশিখঃ' (মল্লিনাথ)

ত্রিগুণা (স্ত্রী) ত্রয়ো গুণা যস্যাঃ। ১ দুর্গা। ২ মায়া। ৩ স্বনামখ্যাত বীজভেদ। (তন্ত্রসা°)

ত্রিগুণাকর্ণ (ত্রি) ত্রিগুণৌ কর্ণৌ যস্য। ত্রিগুণ কর্ণরূপ লক্ষণান্বিত। লক্ষণপরস্থ কর্ণ শব্দ ত্রিগুণ শব্দের পরে থাকিলে ত্রিগুণ শব্দের অকারের দীর্ঘ হয়। লক্ষণপরস্থ না হইলে হয় না। (পা ৬।৩।১১৫)

ত্রিগুণাকৃত (ত্রি) ত্রিগুণং কর্ষণং কৃতং ত্রিগুণ-ডাচ্ (সংখ্যায়াশ্চ গুণান্তায়াঃ। পা ৫।৪।৫৯) বারত্রয় কৃষ্টক্ষেত্র, তিনবার লাঙ্গল দেওয়া ক্ষেত।

ত্রিগুণাত্মক (ক্লী) ত্রয়োগুণাঃ তেজোবন্নরূপা আত্মানো যস্য। ত্রিগুণবিশিষ্ট, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণপ্রধান। বেদান্ত মতে অজ্ঞান।

ত্রিগুণিত (ত্রি) ত্রিভির্গুণিতঃ। ত্রিরাবৃত্ত, তিনবার গুণিত।

ত্রিগুণী (স্ত্রী) ত্রয়োগুণা পত্রে যস্যাঃ। বিল্ববৃক্ষ, ইহার পত্র ত্রিগুণাত্মক। "ত্রিগুণ্যাঃ সবিতরি বিগুণে ক্ষীরিকামূলমিন্দৌ" (জ্যোতি°) 'ত্রিগুণী শ্রীফলবৃক্ষঃ' (প্রমিতা°)

ত্রিগুল (তির্গুল) বোম্বাই প্রদেশবাসী এক জাতি। যাহাদের তিন পুরুষ গোলক তাহারাই ত্রিগুল নামে খ্যাত হইয়াছে। কোন কোন স্থানের ত্রিগুলেরা বলিয়া থাকে, ব্রাহ্মণ মাতা ও শূদ্র পিতার ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি। প্রবাদ আছে, পেশবাগণের আধিপত্যকালে যে সকল ব্রাহ্মণরমণী ও ব্রাহ্মণবিধবা পরপুরুষ সহবাসে গর্ভবতী হইত, তাহাদিগকে মরাঠাগণের প্রধান তীর্থ পণ্ঢরপুরে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। সেখানে তাহারা প্রসবের পর নবজাত শিশুকে বিলাইয়া দিত। এই জন্যই পণ্ঢরপুরে ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ত্রিগুলের সংখ্যা অধিক।

ইহাদের মধ্যে আঙ্গিরস, ভারদ্বাজ, হরিতাশ্ব, কাশ্যপ, লোহিত ও শ্রীবৎস গোত্র আছে। ইহারা স্মার্ত্ত বা ভাগবত, দেখিতে প্রায় মরাঠী ব্রাহ্মণের মত। ইহারা প্রধানতঃ পর্ণজীবী, পাণছাড়া অনেকে শস্যব্যবসা, মহাজনী, দোকানী বা চাকুরী করিয়া থাকে। সকলের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। আহার ব্যবহার চাল চলন সমস্তই দেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের মত। ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইহারাও যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। কিন্তু অপর কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণই ইহাদের সহিত আহার বা বিবাহ সম্বন্ধ করে না। দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পুরোহিত। বারাণসী, নাসিক, আলন্দি, পণ্ঢরপুর ও তুলজাপুর এই কয়টী ইহাদের প্রধান তীর্থ।

ইহাদের মধ্যে কএকটী বিশেষ নিয়ম আছে। প্রথম প্রসবের সময় রমণীরা পিতৃগৃহে আসিয়া থাকে। সন্তান জন্মিবার পর আঁতুর-ঘরে তিনমাস প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিতে হয়। প্রসবের পর প্রথম দশদিন সন্ধ্যাকালে পুরোহিত আসিয়া শান্তিপাঠ ও পাঠান্তে প্রসূতিকে ধান্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তৎপরে তিনি প্রসূতি ও শিশুর কপালে ভস্ম লেপন করিয়া আসেন। এদেশে যেমন ৬ষ্ঠ দিনে পুরোহিত আসিয়া ষষ্ঠী-রাত্রিপূজা করেন, সেইরূপ ইহাদের মধ্যে ৫ম দিনে ধাত্রী যথারীতি ষষ্ঠীপূজা করিয়া থাকে। এই দিন চারিজন ব্রাহ্মণ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শান্তিপাঠ করিতে থাকেন, প্রাতে তাহারা কিছু দক্ষিণা ও পাণ সুপারি লইয়া বিদায় হন। একাদশ দিনে প্রসূতি ও শিশু স্নানাদি করিয়া শুদ্ধিলাভ করে। শিশু জন্মিবার তিন মাস পরে প্রসূতির শাশুড়ী আসিয়া পুত্রবধূ ও পৌত্রকে স্বগৃহে লইয়া যান।

১০ম বর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে ইহাদের উপনয়ন হয়।

ত্রিগ্রামী (স্ত্রী) ত্রয়াণাং গ্রামাণাং সমাহারঃ। ১ তিন গ্রামের মিলন, যেখানে তিনটী গ্রাম মিলিত হইয়াছে। ২ একটী গ্রাম। "জধান তীক্ষ্ণপুরুষৈস্ত্রিগ্রাম্যাং গৌড়পার্থিবং।" (রাজতর° ৪।৩২৩)

ত্রিঘণ্টা, নগর বিশেষ। এই নগর হিমালয় শৃঙ্গে অবস্থিত এবং ইহা বিদ্যাধরগণের আবাসভূমি। (কথাসরিতসা°)

ত্রিচক্র (পুং) ত্রীণি চক্রাণি যস্য। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রথ। "অর্বাঙ্‌ত্রিচক্রো মধুবাহনো রথো জীরাশ্বো অশ্বিনোর্যাতু" (ঋক্ ১।১৫৭।৩)

ত্রিচক্ষুস্ (পুং) ত্রীণি চক্ষুংষি যস্য। ত্রিনেত্র, মহাদেব।

ত্রিচতুর (ত্রি) ত্রয়ো বা চত্বারো বা বিকল্পার্থে ডচ্ সমাসান্তঃ। ত্রিত্ব চতুষ্ক সংখ্যাযুক্ত, তিন বা চারি।

ত্রিচত্বারিংশ (ত্রি) ত্র্যধিকা চত্বারিংশৎ পূরণে ডট্। ত্র্যধিক চত্বারিংশৎ সংখ্যা পূরণ, ১৪৩ সংখ্যার পূরণ।

ত্রিচত্বারিংশৎ (ত্রি) ত্র্যধিকা চত্বারিংশৎ। তিন অধিক চত্বারিংশৎ, তেতাল্লিস্. ৪৩।

ত্রিচিৎ (পুং) ত্রীন্ অগ্নীন্ চিনোতি স্ম চি-ভূতে-ক্বিপ্। অতীতাগ্নিত্রয় চয়নকারী।

ত্রিচিত (পুং) ত্রিভিঃ ত্রিভাগোৎসেধাভিরিষ্টকাভিঃ চিতঃ। গার্হপত্য অগ্নিভেদ। "ত্রিচিতমিত্যেকে" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৭।১।২২) 'গার্হপত্যং কুর্ব্বন্তি তত্র চ ত্রিভাগোৎসেধা ইষ্টকা ইতি সম্প্রদায়ঃ। অস্মিংশ্চ পক্ষে প্রথমচিতিঃ লোকং পৃণানাং পূরণং মৃগ্যং।' (কর্ক)

ত্রিচিনপল্লী (ত্রিশিরাপল্লী) ত্রিচিনাপল্লী জেলাস্থ প্রধান নগর। এই নগর দক্ষিণ কর্ণাটে কাবেরী নদীর দক্ষিণদিকে পুঁদিচেরী হইতে ১০৭ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১০° ৪৯´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘিঃ ৭৮° ৪৪´ ২১´´ পূঃ।

এই নগরের উৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ জনপ্রবাদ আছে, পুরাকালে ত্রিশিরা নামে এক রাক্ষস পর্ব্বতের গুহামধ্যে বাস করিত। তাহার চারিদিক্ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। রাক্ষসের ভয়ে তথায় কেহ যাইতে পারিত না। পরে সুরবদিত্তান নামে কোন সাহসী বীরপুরুষ এই রাক্ষসকে বিনাশ করেন, সেই অবধি ইহার নাম ত্রিশিরাপল্লী হইয়াছে। সুরবদিত্তান ত্রিশিরা রাক্ষসকে বধ করিয়া তথাকার জঙ্গল কাটাইয়া এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি কোন্ সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। সুরবদিত্তান ত্রিশিরা রাক্ষসের ভয় হইতে এই জনপদকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া সুব্রহ্মণ্যনামে অভিহিত হইয়া কাবেরীনদীর উভয় তীরে শিবালয়ে অদ্যাপি পূজা পাইতেছেন।

কথিত আছে, চোলরাজগণ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চশতাব্দী হইতে এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মগধের অশোকরাজের বিজয়স্তম্ভে যে অনুশাসন খোদিত আছে, তাহাতে চোলরাজের নাম পাওয়া যায়। উরেয়ুর নামক স্থানে চোলরাজদিগের রাজধানী ছিল, উহা ত্রিশিরাপল্লীর এক মাইল দূরে অবস্থিত। এখন এই সহরে বহু লোকের বাস আছে।

যে সময়ে রামানুজাচার্য্য শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে থাকিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে করিকাল নামে জনৈক চোল ত্রিশিরাপল্লী শাসন করিতেন। খৃষ্টাব্দ ১০১৭ (৪১১৮ কল্যব্দে) শ্রীরামানুজাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, ১৭ বৎসরের সময় তিনি কাঞ্চীপুর এবং তথা হইতে শ্রীরঙ্গমে অধ্যয়ন করিতে যান। তদনন্তর বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কাঞ্চীপুরে ফিরিয়া আইসেন। পরে তিরুপতি হইয়া শ্রীরঙ্গমে বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার করিতে যান। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসরের কম হইবে না। তাহারও বহু পরে তিনি শ্রীরঙ্গমে মানবলীলা পরিত্যাগ করেন। সুতরাং চোলরাজ করিকাল ১০৬০ খৃঃ অব্দের পর কোন্ সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতপ্রচারের বিপক্ষতা করিয়া থাকিবেন। মধুরাপুরীর বিবরণে দেখা যায় যে সুন্দরপাণ্ড্য উরেয়ুর পোড়াইয়া দেন এবং উরেয়ুর পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার পুত্র করিকালকে কুম্ভকোণের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেন। মিঃ টেলার সাহেব পরম্পরাগত বিবরণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, উরেয়ুর বালিবর্ষণে ধ্বংস হইলে চোল রাজধানী কুম্ভকোনে উঠিয়া যায়।

১০৭১ খৃঃ বিজয়বাহু লঙ্কার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন; তাঁহার রাজত্ব কালে চোলরাজ সিংহল আক্রমণ করেন, কিন্তু কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। সিংহলরাজও ১১১৬ খৃঃ অব্দে চোলরাজ্য আক্রমণ করেন। ইনিও কৃতকার্য্য না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরাক্রমবাহু ১১৫৩ খৃঃ হইতে ১১৮৬ পর্য্যন্ত সিংহলরাজ্য শাসন করেন। পাণ্ড্যকুলশেখর সিংহলরাজ কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে চোলরাজ পাণ্ড্যরাজকে নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরাক্রমবাহু প্রতিশোধ লইবার জন্য চোলরাজ্য আক্রমণ করিয়া কএকটী দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

মুসলমানেরা কোন্ সময়ে ত্রিশিরাপল্লী আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার প্রকৃত বিবরণ নির্দ্দেশ করা অতি কঠিন। হজরৎ সুলতান আলীউদ্দীন্ সাহেব ১২৯০ খৃঃ অব্দে মধুরাপুরী জয় করিয়া আপনাদেরশাসনভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৩১০ খৃঃ অব্দে দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দীনের প্রধান সেনানায়ক-বল্লাল

রাজধানী দ্বারসমুদ্র লুঠ করিয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ত্রিশিরাপল্লী আক্রমণ সম্বন্ধে কোন বিবরণ না পাওয়া গেলেও অন্ততঃ তাহারা ত্রিশিরাপল্লী লুঠপাট করিয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়।

তঞ্জাবুর ও মধুরাপুরীর বিবরণে জানা যায়, তঞ্জাবুরের শেষ রাজা বীরশেখর ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। বিজয়নগরের সেনানায়ক কতিয়াননাগনায়ক বীরশেখরকে পরাভূত করিয়া ত্রিশিরাপল্লী, তঞ্জাবুর ও মধুরাপুরী অধিকার করিয়াছিলেন। বিজয়নগরের রাজা অচ্যুতরায় আপন শ্যালক সেবাপ্পা নায়ককে তঞ্জাবুর ও ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এই সময় ত্রিশিরাপল্লীতে অতিশয় দস্যুর ভয় হয়। বিশ্বনাথনায়ক মধুরার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ত্রিশিরাপল্লীতে দস্যুর প্রভাব জানিতে পারিয়া তঞ্জাবুর-রাজকে ত্রিশিরাপল্লীর বিনিময়ে বল্লাম নামক দুর্গ অর্পণ করেন এবং নিজে এখানে আসিয়া দেখেন, ত্রিশিরাপল্লী অতি স্বাস্থ্যকর স্থান এবং দুর্গ সংস্কার করিলে অতি সুদৃঢ় হইবার সম্ভাবনা, ইহা বিবেচনা করিয়া এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ত্রিশিরাপল্লীর পুরাতন প্রাচীর সংস্কার করেন, একটী নূতন প্রাচীর প্রস্তুত করেন এবং ইহার পশ্চাৎভাগে পরিখা খনন করিয়া দুর্ভেদ্য করেন। ঐ পরিখার জল আনিবার জন্য কাবেরী নদী পর্য্যন্ত একটী পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত হয়। এই সময় কাবেরী নদীর উভয়দিকের জঙ্গল কাটাইয়া আবাদ হয়, নানাদেশ হইতে উত্তম উত্তম শিল্পকর প্রভৃতি আসিয়া এখানে বাস করিতে থাকে। বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণদিগের থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। অল্প দিনের মধ্যে এই নগরটী সুখসমৃদ্ধিশালিনী বলিয়া পরিগণিত হইল। এই সময় ইনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের রঙ্গনাথস্বামীর মন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠে গোপুর নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইনি কখন বা মধুরায় কখন বা ত্রিশিরাপল্লীতে অবস্থান করিতেন। এই সময় হইতে চাঁদসাহেব কর্ত্তৃক অধিকার কাল (১৭৩৬ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত মধুরাপুরী ও ত্রিশিরাপল্লী নায়করাজাদিগের শাসনাধীন ছিল। [মদুরা দেখ।] নায়করাজগণ অধিকাংশ সময় ত্রিশিরাপল্লীতে থাকিয়া রাজকার্য্য করিতেন। তিরুমল ১৬২৩ খৃঃ অব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মধুরাপুরীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। ইহার পুত্র অলকাদ্রি (মুত্তু বীরপ্প) ত্রিশিরাপল্লী দুর্গের পুনঃ সংস্কার করেন। ইহার পুত্র শোক্যনাথ ১৬৬১ খৃঃ অব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া পুনর্ব্বার ত্রিশিরাপল্লীতে রাজধানী করেন। নায়করাজগণ তাঁহার সময় হইতে ১৭৩১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ত্রিশিরাপল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। ১৭৩১ খৃঃ অব্দে শেষ নায়করাজ বিজয়রাঘবের মৃত্যু হয়, তিনি অপুত্রক থাকায় তাহার বিধবাপত্নী মীনাক্ষীদেবী বঙ্গারুতিরুমলের পুত্র বিজয়কুমার মুত্তু তিরুমলকে দত্তক লইয়া আপনি নাবালকের অছি হইয়া আপন হস্তে শাসন ভার লইলেন। এই সময় বঙ্গারুতিরুমল প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া রাজ্যের দাওয়া করিলেন। ইনি খ্যাতনামা তিরুমলনায়কের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কুমার মুত্তুর প্রপৌত্র। ইহার পিতা কুমার তিরুমল রঙ্গকৃষ্ণ মুত্তু বীরপ্পার সময়ে কয়েক দিন মাত্র যুবরাজের কার্য্য করিয়াছিলেন। যখন ইহার প্রপিতামহ রাজ্য প্রাপ্ত হন নাই, তখন ইনি কিছুতেই প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না। দলবায় বেঙ্কটাচার্য্য তিরুমলকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শেষে বেঙ্কটাচার্য্য আপন মনোরথ সিদ্ধির উপায় না দেখিয়া আরুকাড়ুর নবাব দোস্ত আলীর পুত্র সুবেদার আলীর শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে কহেন, "আপনি বঙ্গারুতিরুমলকে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইতে পারিলে আপনাকে ৩০ লক্ষ টাকা দিব।" সুবেদার আলী সুবিধা বুঝিয়া চাঁদসাহেবের সহিত ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সহসা বলপূর্ব্বক রাণীর সৈন্য সামন্তকে পরাজয় করিয়া দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ বুঝিয়া উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া দিবার ছলনায় আপন দরবারে উভয় পক্ষকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বঙ্গারুতিরুমল এই দরবারে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মীনাক্ষীদেবীর পক্ষ হইতে কেহই আসিল না। তখন তিনি বঙ্গারুতিরুমলকে প্রকৃত সত্ত্বাধিকারী স্থির করিয়া তাঁহাকেই রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করেন এবং ৩০ লক্ষ টাকার খত লিখাইয়া লইলেন, ঐ টাকা আদায় করিবার ভার চাঁদসাহেবের হস্তে দিয়া নবাবপুত্র আরুকাড়ু গমন করেন। নবাবপুত্র গমন করিলে মীনাক্ষীদেবী চাঁদসাহেবকে বলিয়া পাঠান, যদি রাজদণ্ড বঙ্গারুতিরুমলের পরিবর্ত্তে তাহারই হস্তে রাখা হয়, তাহা হইলে তিনি ১ কোটি টাকা দিবেন। চাঁদসাহেব এই টাকার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বঙ্গারুতিরুমলকে ইহারই হস্তে অর্পণ করেন। চাঁদসাহেব আপন কথা রক্ষা করিবার জন্য মীনাক্ষীদেবীর নিকট কোরাণ হস্তে করিয়া শপথ করেন। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, তিনি কোরাণের পরিবর্ত্তে একখানি ইট উত্তম কাপড়ে জড়াইয়া উহাই হস্তে লইয়া শপথ করেন। ধনাগারে টাকা না থাকায় মীনাক্ষীদেবী ১ ক্রোড় টাকার রত্নাদি

প্রদান করেন। মীনাক্ষীদেবী বঙ্গারুতিরুমলকে মধুরাপুরীর শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে চাঁদসাহেব ত্রিশিরাপল্লীতে আসিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক দুর্গে প্রবেশ করেন এবং রাণীকে আপন ভবনে নজরবন্দীরূপে রাখিয়া স্বয়ং শাসন-ভার গ্রহণ করেন। রাণী আপনার উদ্ধারের উপায় না পাইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করেন। এইবার চাঁদসাহেব একবারে নিষ্কণ্টক হইলেন। বঙ্গারুতিরুমল নিতান্ত অনুপায় দেখিয়া সাতারায় যাইয়া মহারাষ্ট্রপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহারাষ্ট্র সেনা-নায়ক রঘুজীভোন্‌স্লে একদল সৈন্য লইয়া কর্ণাট প্রদেশে গমন করেন। আরুকাড়ুর নবাব দস্তআলী তাহার গতিরোধ করেন। কিন্তু ১৭৪০ খৃঃঅব্দে ২০এ মে তারিখে বেল্লূরের নিকট পরাভূত হইয়া নিহত হন। রঘুজীভোন্‌স্লে ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করিয়া ১৭৪১ খৃঃ অব্দে ২৬এ মার্চ্চ তারিখে দুর্গ অধিকার করেন এবং চাঁদসাহেবও তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিয়া সাতারায় পাঠাইয়া দেন ও সেনা-নায়ক মুরারিরাওকে ত্রিশিরার শাসনভার অর্পণ করিয়া ১৪ হাজার মহারাষ্ট্র সেনা রাখিয়া সাতারায় গমন করেন। বঙ্গারুতিরুমল ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্যপ্রাপ্তির কামনা করেন। রঘুজীভোন্‌স্লে যুদ্ধের ব্যয় ৩০ লক্ষ টাকা চাহেন। বঙ্গারুতিরুমল তাহাই প্রদান করিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে নিজাম্ উল্‌মুল্‌ক আসফজাহ ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করিতে আসিলে মুরারিরাও দুর্গ ত্যাগ করিয়া যান। তদবধি ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী নিজামের আদেশে আরুকাড়ুর নবাবের অধীন হইয়া যায়। বঙ্গারুতিরুমল পুনরায় ভাগ্যপরীক্ষার জন্য নিজামের শরণাপন্ন হইলেন। নিজাম বাহাদুর তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলেন, যুদ্ধব্যয় ৩০ লক্ষ টাকা ও বাৎসরিক পেশকাষ ৩০ লক্ষ দিলে তাঁহাকে এই রাজ্য দেওয়া যাইতে পারে। এই সময় ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা অন্বরউদ্দীন্ বঙ্গারুতিরুমলকে দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ১০০ টাকা ও তাহার পুত্রকে ৩৫০ টাকা বরাদ্দ করিয়া দিলেন এবং মধুরাপুরী অর্পণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। বঙ্গারুতিরুমল সেই বৃত্তি ভোগ করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

১৭৪৮ খৃঃ অব্দে নিজাম্ উল্‌মুল্‌কের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র নাসিরজঙ্গ পিতৃপদে অধিরূঢ় হন। এই সময় চাঁদসাহেব সাতারা হইতে মুক্তিলাভ করেন। নিজামের এক দৌহিত্র মুজাফরজঙ্গ চাঁদসাহেবের ষড়যন্ত্রে নাসিরজঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে ফরাসীরা মুজাফরজঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইংরাজেরা নবাব অন্বরউদ্দীনের ও নিজাম নাসিরজঙ্গের পক্ষ হইলেন। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে ২৩এ জুলাই আরুকাড়ু হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে অম্বুর নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে অন্বরউদ্দীন্ পরাভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ আলী ত্রিশিরাপল্লীতে পলায়ন করিয়া আরুকাড়ুর নবাব নাম গ্রহণপূর্ব্বক ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এদিকে চাঁদসাহেব পুঁদিচারিতে ফরাসী গবর্মেণ্টের সাহায্যে কর্ণাটকের নবাব নাম গ্রহণ করেন। চাঁদসাহেব ফরাসী সৈন্যদিগের সহিত ক্রমে অগ্রসর হইয়া ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করেন। এই সময় মহম্মদ আলী অর্থাভাবে বড়ই কষ্টে পড়েন। তখন তিনি মহিসুররাজের নিকট অর্থ ও সেনা সাহায্য প্রার্থনা করিয়া স্বাক্ষরিত এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠান, "আমাকে এই আশু বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলে ত্রিশিরাপল্লীপ্রদেশ অর্পণ করিব।"

মহিসুর-সেনানায়ক দলবায় নন্দীরাজ ও মহারাষ্ট্র-সেনা-নায়ক মুরারিরাও নবাবের সাহায্যার্থ আপন আপন সেনা লইয়া কৃষ্ণনারায়ণপুরের নিকট আসিয়া পৌছিলে, ফরাসী-সৈন্য তাহাদের গতিরোধ করে। কাপ্তেন কোপ এই সংবাদ শুনিয়া তাহাদের সাহায্যার্থ গমন করেন এবং পরাভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার পর কাপ্তেন দল্টন এই যুদ্ধে সাহায্য করেন। নন্দীরাজ ও মুরারিরাও আপন আপন সেনা লইয়া ত্রিশিরাপল্লী পর্য্যন্ত আসেন। এ দিকে তঞ্জাবুররাজ মহম্মদআলীর সাহায্যার্থ আপন সেনানায়ক মঙ্কোজীর সহিত ৩০০০ হাজার অশ্বারোহী ও ২০০০ হাজার পদাতি সৈন্য পাঠাইলেন। পদুকোট্টাইর তণ্ডীমান ৪০০ শত অশ্বারোহী ও ৩০০ শত পদাতিক লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর মেজর লরেন্স সেণ্ট ডেভিড্ দুর্গ হইতে ৪০০ শত গোরা ও ১১০০ শত সিপাহী লইয়া ত্রিশিরাপল্লী অভিমুখে আসিতে আসিতে ফরাসী রকের সন্নিকট ফরাসীদিগকে পরাজিত করিয়া ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গাভ্যন্তরে আসিয়া পৌছি-লেন। তিনি চাঁদসাহেবকে পরাজয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। চাঁদসাহেব এই সময় শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের বিষ্ণুমন্দিরে ও ফরাসীরা জম্বুকেশ্বরে ছাউনি করিয়াছিল। উভয়পক্ষে কএকটী সামান্য সামান্য যুদ্ধ হইয়া যায়। ক্রমে বিপক্ষদিগের রসদ আসা বন্ধ হইলে ফরাসীসেনানায়ক জম্বুকেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গ-মন্দিরের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিলেন। তখন মেজর লরেন্স শ্রীরঙ্গ-মের সম্মুখ দক্ষিণদ্বার অবরোধ করেন। এই সময় ক্লাইব উত্তর-দিকে কোলরুণ নদীর তীরে, তঞ্জাবুরসেনানায়ক মঙ্কোজী বিষ্ণু-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে সরকস্ পালৈয়ামের নিকট এবং মহিসুর-সেনানায়ক নন্দীরাজ পশ্চিমদিকে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

চাঁদসাহেব এইরূপে চতুর্দ্দিক্ হইতে অবরুদ্ধ হন। ফরাসীরা চাঁদসাহেবের সাহায্যার্থ আসিতেছে ক্লাইব এই সংবাদ শুনিয়া গোপনে ১০০ গোরা, ১০০০ সিপাহী ও দুই হাজার মহারাষ্ট্র সেনা লইয়া ফরাসীসৈন্যের গতিরোধ করিতে যান। বলিকন্দপুরের সম্মুখে একটী তুমুল যুদ্ধের পর ক্লাইব জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে ১০০ শত ফরাসী, ৪০০ শত সিপাহী ও ৩৪০টী দেশীয় অশ্বারোহীর সহিত ফরাসী সেনানায়ক বন্দী হন। চাঁদসাহেব এই সংবাদ শুনিয়া তঞ্জাবুর-সেনানায়ক মঙ্কোজীর সহিত সন্ধি করেন। চাঁদসাহেব মঙ্কোজীর উপর বিশ্বাস করিয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করেন। মঙ্কোজী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া চাঁদসাহেবকে স্বহস্তে হত্যা করেন। ফরাসীদিগের পরাভব ও চাঁদসাহেবের মৃত্যু এই সংবাদ শুনিয়া ফরাসীশাসনকর্ত্তা দুপ্লে অতিশয় মনঃক্ষুন্ন ও দুঃখিত হইলেন।

পরে ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে নবেম্বর মাসের প্রথমে ফরাসীদিগের নূতন সেনা আসিলে বিপক্ষেরা রাত্রিকালে ত্রিশিরাপল্লী অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে দল্টন-ব্যূহের নিকট আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহাতে ৩৬০ জন ফরাসীসেনা ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। ১৭৫৪ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরাজদিগের রসদ কলিয়ুর নামক স্থানে আসিলে ফরাসিসেনানায়ক এই রসদ কাড়িয়া লন এবং পদুকোট্টাই প্রদেশ লুঠপাট করিয়া তঞ্জাবুরাভিমুখে অগ্রসর হন। অতঃপর আগষ্ট মাসের শেষে ইংরাজ ও ফরাসীতে কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে, পরে উভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া যুদ্ধ বন্ধ হয়। মহিসুর-সেনাপতির নাম এই সন্ধিতে না থাকায় তিনি এ সন্ধিতে বাধ্য হন নাই এবং বলিয়া পাঠান 'আমি এ নিয়মে বাধ্য হইব না।'

কাপ্তেন স্মিথ ১৫০ জন গোরা ও ৭০০ সিপাহী লইয়া ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গরক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দুর্গটী বিশেষরূপ সংস্কার করেন। ফরাসীরা এই দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

১৭৬০ খৃঃ মে মাসে হায়দর আলী মহিসুরের সর্ব্বেসর্ব্বা হন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে স্বয়ং কর্ণাটিকে আসিয়া ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরার সর্ব্বত্র লুঠপাট করিতে লাগিলেন। জলপ্রণালীর বাঁধ সকল কাটিয়া দিয়া সমস্ত আবাদী জমী নষ্ট করিয়া দেন এবং কর্ণেল বেলিকে (Ballie) বন্দী করিয়া মহিসুরে পাঠান। পরে ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গ অবরোধ করেন। স্যার আয়ারকূট পরাভূত হইয়া পিছু হটিতে থাকেন। কিন্তু ১লা জুলাই তারিখে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি পরাজিত হন, স্যার আয়ারকূট জয় লাভ করেন।

১৭৮২ খৃঃ অব্দে হায়দর আলী মানবলীলা সম্বরণ করিলে তাহার পুত্র টিপু কর্ণাটিক পরিত্যাগ করিয়া মহিসুরে প্রত্যাগমন করেন। ১৭৯২ খৃঃ মান্দ্রাজ গবর্মেণ্টের সহিত নবাবের সন্ধি হয়।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে টিপুর মৃত্যুর পর শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকৃত হইলে অন্যান্য কাগজের সহিত নবাব হায়দর আলীর স্বাক্ষরিত কএকখানি পত্র পাওয়া যায়। নবাব ইংরাজ বিরুদ্ধে টিপুর সহিত লিপ্ত থাকায়, ১৭৯২ খৃঃ অব্দে সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন, এই কারণে বৃটীশ গবর্মেণ্ট এই প্রদেশ নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। নবাব বৃত্তিভোগী হইলেন।

বর্ত্তমান সময়ে ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গ আর নাই, দুইটী দ্বার তাহার সাক্ষী স্বরূপ আছে। দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পরিখার খাদ পূর্ণ করিয়া ইহার উপর দিয়া রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, দুর্গের ভিতর পুরাতন রাজবাটী অদ্যাপি রহিয়াছে, ইহাতে তহসীলদারের কাছারী, মুন্সেফ কাছারী, স্থানীয় কোষাগার ও ঔষধালয় হইয়াছে।

ত্রিশিরাপল্লী দুর্গস্থ পর্ব্বত তয়ুমানস্বামীমলয় নামে অভিহিত, পর্ব্বতে উঠিবার দক্ষিণদিকে গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত পাকা সিঁড়ি আছে। সোপানের উপর চাতালের বামপার্শ্বে মহাদেব তয়ুমানস্বামীর মন্দির। সম্মুখের পর্ব্বত কাটিয়া একটী ঘর প্রস্তুত হইয়াছে, কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় উহাতে বারুদ থাকিত। এই মন্দিরের দৃশ্য অতি সুন্দর। চোলরাজগণ দ্বারাই এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসে মহাদেবের উৎসব হয়, তাহাতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ত্রিশিরাপল্লী ইংরাজাধিকৃত হইবার পর অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। এখানে জেলার জজ, কালেক্টর, মুন্সেফ, ডাক্তার, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি অবস্থিতি করেন।

এখানে এস, পি, জি, হাইস্কুল ও ওয়েষ্টলিয়েন স্কুল, ইংরাজদিগের একটী সেনানিবাস এবং দাক্ষিণাত্যের রেলের একটী প্রধান কার্য্যালয় আছে। এখানকার লোকসংখ্যা ৯০৬০৯, তন্মধ্যে ৭৭২৪৮ হিন্দু। এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর।

ত্রিজগৎ (ক্লী) ত্রিগুণিতং জগৎ সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ম্মধারয়ঃ। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালরূপ লোকত্রয়, ত্রিভুবন, ত্রিলোক।

ত্রিজট (পুং) তিস্রঃ জটাঃ যস্য। মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৬)

ত্রিজটা (স্ত্রী) তিস্রো জটাঃ যস্যাঃ। রাক্ষসীভেদ, এই

রাক্ষসী রাবণের অন্তঃপুরে সীতার রক্ষিকারূপে নিযুক্ত ছিল। সীতার প্রতি অতিশয় সদয় ব্যবহার করিত। অন্যান্য রাক্ষসীগণ সীতার প্রতি অত্যাচার করিলে ত্রিজটা তাহাদিগকে নিবারণ করিত। ত্রিজটা স্বপ্নে রাক্ষসদিগের অমঙ্গল করিয়াছিল এবং ঐ স্বপ্নবৃত্তান্ত সীতাকে বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিত। (রাম° সুন্দরা° ২৭-৩০ স°)

২ বিল্ববৃক্ষ, বিল্ববৃক্ষের তিনটী পত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অবস্থান করেন। বৃন্ত শক্তিরূপী, বৃন্ত মূলে বজ্র, সমগ্র এই পত্র ব্রহ্ম স্বরূপ। এই পত্র দ্বারা হর বা হরিকে অর্চনা করিবে। শক্তিপূজায় এই পত্র অতিশয় প্রয়োজন। এই পত্র দ্বারা পূজা করিলে কৈবল্যলাভ হয়।* (জ্ঞানভৈরবীতন্ত্র ৬ প°)

ত্রিজাত (ক্লী) ত্রিগুণিতং জাতং সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ম্মধা°। তুল্যভাগ ত্বক্ এলাপত্র রূপ মিলিত সুগন্ধি দ্রব্যভেদ। [নাগর দেখ।]

ত্রিজাতক (ক্লী) ত্রিজাত স্বার্থে কন্। মিলিত তুল্যভাগ ত্বক্, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাত। গুড়ত্বক্, এলাচি ও তেজপত্র এই তিনটী সমভাগে একত্র করিলে তাহাকে ত্রিজাতক বা ত্রিসুগন্ধি কহে। এই ত্রিজাতকের সহিত নাগকেশর সংযুক্ত করিলে তাহাকে চতুর্জ্জাতক বলে। ত্রিজাত ও চতুর্জ্জাতক এই উভয়ই রেচক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মুখগত দুর্গন্ধনাশক, লঘু, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, বর্ণপ্রসাদক এবং কফ, বায়ু ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

(দেশজ) তিন পিতার ঔরস জাত।

ত্রিজীবা (স্ত্রী) ত্রিষু রাশিষু জীবা। তিন রাশির জ্যা, ৩৪৩৮ সংখ্যা রূপ জ্যার অর্দ্ধরূপ পদার্থ।

"লম্বজ্যাঘ্নত্রিজীবাপ্তঃ।" (সূর্য্যসি°) 'ত্রিজ্যায়া গজাগ্নি বেদরাম ৩৪৩৮ সিতয়া ভক্তঃ।' (রঙ্গনাথ)

ত্রিজ্যা (স্ত্রী) ব্যাসার্দ্ধ রেখা।

ত্রিণ (ক্লী) তৃণ পৃষোদরা° সাধুঃ। তৃণ, তৃণ শব্দের ব্যুৎপত্তিতে উজ্জ্বলদত্ত লিখিয়াছেন—

"রেফেকারসংযুক্তমব্যুৎপন্নং শব্দান্তরমস্তি।

'উৎক্ষিপ্তত্রিণপত্রপ্রাংশুবিহগঃ সৌম্যাস্বনঃ পূজিতঃ'॥" (বরাহ)

* "শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্যং ত্রিজটোত্তমম্।
পত্রং ব্রহ্মময়ং দেবি অন্তুতং বরবর্ণিনি।
শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ।
বিষ্ণুপ্রীতিকরশ্চৈব মম প্রীতিকরঃ সদা।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাঃ পত্রে বৃন্তে চ শক্তিরূপিণী।
বৃন্তমূলে তু বজ্রং স্যাৎ পত্রং ব্রহ্ম ত্বিদং প্রিয়ে।
এবঞ্চ ত্রিজটাপত্রৈ র্হরং বা হরিমর্চ্চয়েৎ।
কৈবল্যং তস্য তেনৈব শক্তিপূজা বিশেষতঃ।" (জ্ঞানভৈরবীতন্ত্র ৬ প:)

ত্রিণতা (স্ত্রী) ত্রিষু স্থানেষু নতা নস্য ণত্বং (পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮।৪।৩) ১ ধনু। (ত্রিকাণ্ড°) (ত্রি) ২ তিনস্থানে নত।

ত্রিণত্ব (ক্লী) ত্রিণস্য ভাব ত্রিণ-ত্ব। তৃণের ভাব, তৃণত্ব।

ত্রিণয়ন (পুং) ত্রীণি নয়নানি যস্য। শিব, মহাদেব।

ত্রিণব (পুং) ত্রিরাবৃত্তানব ডচ্ সমাসান্তঃ সংজ্ঞাত্বাৎ ণত্বং। সপ্তবিংশাবৃত্ত সামস্তোমভেদ। "সামসী ত্রিণবত্রয়স্ত্রিংশৌ স্তোমৌ" (শুক্লযজু° ১০।১৪) 'ত্রিণব ইতি প্রথম-পর্য্যায়ে প্রথমাং ত্রির্গায়েৎ মধ্যমাং পঞ্চকৃত্বঃ উত্তমাং সকৃৎ, দ্বিতীয়-পর্য্যায়ে প্রথমাং সকৃদ্গায়েন্মধ্যমাং ত্রিরুত্তমাং পঞ্চকৃত্বঃ, তৃতীয় পর্য্যায়ে প্রথমাং পঞ্চকৃত্বো মধ্যমাং সকৃদুত্তমাং ত্রির্গায়েৎ, সোঽয়ং ত্রিরাবৃত্তনবসংখ্যোপেতত্বাৎ ত্রিণবকো বজ্রসমানঃ' (বেদদীপ°।) সপ্তবিংশতিবার আবৃত্তি করিতে হইলে প্রথম পর্য্যায়ে প্রথম তিনটী, মধ্যম ৫টী, উত্তম ১টী; দ্বিতীয় পর্য্যায়ে প্রথম এক, মধ্যম তিন, উত্তম পাঁচ; তৃতীয় পর্য্যায়ে প্রথম পাঁচ, মধ্যম এক, উত্তম তিন, এই তিনটী পর্য্যায়ে ৯টী করিয়া তিন নয় ২৭ বার আবৃত্ত সামস্তোম, এই সমষ্টি স্তোম সকল আবৃত্তি করিলে ত্রিণব হয়।

ত্রিণাক [ত্রিনাক দেখ।]

ত্রিণাচিকেত (পুং) ত্রিঃ কৃতশ্চিতো নাচিকেতঃ অগ্নির্যেন, পূর্ব্বপদাদিতি ণত্বং। ১ যজুর্ব্বেদের একদেশ গ্রন্থ। ২ অধ্বর্য্যু-ভেদ, যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী।

"ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।" (শ্রুতি)

"ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ" (মনু ৩।১৮৫) যজুর্ব্বেদের প্রখ্যাত ভাগ ত্রিণাচিকেত নামে খ্যাত। ৩ নারায়ণ। (ভারত ১২।৩৩৮।৪)

ত্রিত (পুং) ১ দেবতাভেদ। ২ ব্রহ্মার মানসপুত্র রূপ ঋষি-ভেদ। ৩ গৌতম মুনির পুত্র, ইহার একত ও দ্বিত নামে দুই ভ্রাতা ছিল, ইহারা সকলেই অতিতেজস্বী ও মহাতাপস ছিলেন। ত্রিত কর্ম্ম ও অধ্যয়নের গুণে অপর ভ্রাতৃদ্বয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহর্ষিগণ ইহার গুণসমূহ দেখিয়া ইহাকে গৌতমের ন্যায় পূজা করিতেন। কোন সময়ে ইহার ভ্রাতৃগণের অনুরোধে পশু সংগ্রহার্থ তাহাদের সহিত অন্য গ্রামে গমন করেন। পরে পশুসংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন-কালে ইহার ভ্রাতৃদ্বয় পশুলোভে ইহাকে অরণ্যে ফেলিয়া পশু লইয়া পলাইয়া যায়। এমন সময়ে এক বৃক সম্মুখে আসিলে ইনি ভয়ে যেমন ধাবমান হইবেন, অমনি এক কূপে পতিত হইলেন। ঐ কূপ তৃণলতাসঙ্কুল ও অতি

গভীর। তিনি এইখানে পতিত হইয়া সোমযাগ আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে দেবগণ স্বয়ং উপস্থিত হন। দেবতাদিগের বরে ইনি কূপ হইতে উদ্ধার পাইলেন। সেই কূপোদকে সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইল এবং এই স্থান উদপানতীর্থ নামে অভিহিত হইল। এই তীর্থে জলপান করিলে সোমপানের ফল লাভ হয়। পরে ইহার ভ্রাতৃগণ ইহার অভিশাপে বৃক রূপ ধারণ করিয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিল। (ভারত শল্য° ৩৭ অ°) ত্রিষু ক্ষিত্যাদিস্থানেষু তায়মানঃ তায়-ড। ৩ তিনদিকে বিস্তীর্ণ প্রখ্যাত কীর্ত্তি।

"যস্ত ত্রিতো ব্যোজসা বৃত্রং বিপর্ব্বমর্দ্দয়ৎ" (ঋক্ ১।১৮৭।১)

ত্রিতক্ষ (ক্লী স্ত্রী) ত্রয়াণাং তক্ষ্ণাং সমাহারঃ অচ্ সমা°। তক্ষত্রয়, সূত্রধরত্রয়।

ত্রিতন্ত্রীবীণা, বীণাবাদ্য বিশেষ, ইহার আকার কচ্ছপী বীণার ন্যায়। কেবল ইহার খোল কাষ্ঠনির্ম্মিত, এবং ইহাতে তিনটী আবদ্ধ থাকে, এই বীণায় তিনটী তার কচ্ছপীর নায়কীসুর ও পঞ্চমের অনুরূপ। বাদনকার্য্যও কচ্ছপীর ন্যায় সম্পন্ন হয়। (যন্ত্রকো°)

ইহার আধুনিক নাম সেতার, এটী বীণার অনুকল্প, ত্রি শব্দকে পারস্য ভাষায় সে বলে, এই জন্য আমীর খসরু তিনটী তারবিশিষ্ট ত্রিতন্ত্রীকে সেতার নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

ত্রিতয় (ক্লী) ত্রয়ো হবয়বা অস্য ত্রি-তয়প্ (সংখ্যায়া অবয়বে তয়প্। পা ৫।২।৪২) ত্রয়, ত্রিত্ব সংখ্যা, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ইহার নাম ত্রিতয়।

"ব্রহ্মহত্যাব্রতং বাপি বৎসরত্রিতয়ং চরেৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

(ত্রি) ২ ত্রিপ্রকার। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

ত্রিতল (ত্রি) তেতালা, ত্রিতল গৃহ।

ত্রিতাপ (ক্লী) ত্রয়াণাং তাপানাং সমাহারঃ। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখত্রয়। আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার শারীরিক ও মানসিক। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাদির বিপর্য্যয়জনিত জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগাদি শারীরিক দুঃখ। কাম, ক্রোধ, প্রিয় বিয়োগ ও অপ্রিয় সংবাদজনিত দুঃখ মানসিক। আধিভৌতিক চারি প্রকার, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা ও বজ্রপতন প্রভৃতি হইতে দুঃখোৎপত্তি হইলে আধিদৈবিক দুঃখ কহে। মানবগণ প্রতিনিয়ত ত্রিতাপে অভিভূত হইয়া নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি সকলই ত্রিতাপ নাশের জন্য। ত্রিতাপের নাশই মোক্ষ। নিরন্তর ত্রিতাপে মানব পীড়িত হইয়া পরে তাহার শাস্ত্র জিজ্ঞাসা আসিয়া উপস্থিত হয়। শাস্ত্র জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলেই মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। [বিশেষ বিবরণ দুঃখ দেখ।]

ত্রিদণ্ড (পুং) ত্রিদণ্ডং চতুরঙ্গুলগোবালবেষ্টনাত্মোন্যসম্বদ্ধং অস্ত্যস্য, অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ সন্ন্যাসাশ্রম।

"যস্ত্বসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি॥" (ভাগবত)

(ক্লী) ত্রয়াণাং দণ্ডানাং সমাহারঃ। যতিদিগের চতুরঙ্গুল গোবালবেষ্টিত পরস্পরসম্বদ্ধ দণ্ডত্রয় যথা—বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড।

ত্রিদণ্ডক (ক্লী) ত্রিদণ্ড-স্বার্থে কন্। ত্রিদণ্ড।

ত্রিদণ্ডিন্ (পুং) ত্রিদণ্ডমস্ত্যস্য ইতি ইনি। ত্রিদণ্ডধারী যতি, যাহার বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড বুদ্ধিতে নিহিত আছে, অর্থাৎ যিনি জ্ঞানবলে কায়মনোবাক্য দমন করিতে পারেন, তিনিই ত্রিদণ্ডী পদবাচ্য। দণ্ডত্রয় ধারণ করিলেই ত্রিদণ্ডী হওয়া যায় না, কাম ও ক্রোধ সংযত করিয়া সর্ব্বভূতে যিনি এই ত্রিদণ্ডের যথা ব্যবহার করেন, তিনিই ত্রিদণ্ডীপদবাচ্য এবং সিদ্ধিলাভের অধিকারী।

"বাগ্‌দণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥
ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥"

(মনু ১২।১০-১১)

ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলে তাহাদিগের প্রেতত্ব দূর হয়, ত্রিদণ্ডীদিগের আত্মশ্রাদ্ধ করিতে হয় না, কিন্তু মৃত্যুর পর একাদশ দিনে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

"ত্রিদণ্ডগ্রহণাদেব প্রেতত্বং নৈব জায়তে।
অহন্যেকাদশে প্রাপ্তে পার্ব্বণন্তু বিধীয়তে॥" (লিখিতসংহিতা)

২ যজ্ঞোপবীত। (লোকপ্রসিদ্ধি)

ত্রিদল (ত্রি) ত্রীণি দলানি যস্য। ত্রিপত্রবিশিষ্ট বিল্ববৃক্ষ।

ত্রিদলা (স্ত্রী) ত্রীণি দলানি প্রতিপত্রং যস্যাঃ। গোধাপদীলতা, গোয়ালে লতা।

ত্রিদলিকা (স্ত্রী) ত্রীণি দলানি যস্যাঃ কপ্ কাপি অতইত্বং। চর্ম্মকষলতা, চামরকষা।

ত্রিদশ (পুং) তৃতীয়া দশা যস্য, ত্রিশব্দস্যাত্র ত্রিভাগবৎ তৃতীয়ার্থকতা বা ত্রিস্রো জন্মসত্তা-বিনাশাখ্যাঃ ন তু মর্ত্ত্যানামিব বৃদ্ধিপরিণামক্ষয়াখ্যাঃ দশা যস্যঃ যদ্বা, ত্রীন্ তাপান্ দশতি দন্শ ঘঞর্থে ক পৃষো° সাধুঃ বা ত্র্যধিকাঃ ত্রিরাবৃত্তাঃ দশ পরিমাণমস্য। দেবতাসকল স্থির যৌবন সম্পন্ন, দেবতা-

দিগের জন্ম, সত্তা ও বিনাশাখ্যা অবস্থা আছে, কিন্তু এই অবস্থা মর্ত্ত্যদিগের ন্যায় বৃদ্ধি, পরিণাম ও ক্ষয়রূপ নহে। দেবতা সকল মনুষ্যদিগের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ নাশ করেন, দেবগণের সংখ্যা তিন আবৃত্তি দশ, অর্থাৎ তিন দশ ত্রিশ। ত্রিংশৎসংখ্যা দেবতাদিগের পরিমাণ হয়, কিন্তু দেবগণের পরিমাণ ত্রয়স্ত্রিংশৎ, এ স্থলে এক ত্রিশব্দঅন্তভাষারা উচ্চারণহেতু ত্রয়স্ত্রিংশতের বোধ হইয়া থাকে। এই সকল কারণে দেবতাদিগের নাম ত্রিদশ হইয়াছে।

এই ত্রয়স্ত্রিংশৎজন প্রধান দেবতা, ১২ অর্ক, ১১ রুদ্র, ৮ অষ্টবসু, ২ অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই তেত্রিশ, কেহ বা বলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে লইয়া তেত্রিশ। (ত্রি) ত্রিংশৎ পরিমিত। তিস্রোদশাঃ জাগ্রদাদ্যবস্থা যস্য। (পুং) ৩ জীব।

ত্রিদশগুরু (পুং) ত্রিদশানাং দেবানাং গুরুঃ ৬তৎ। দেবগুরু, বৃহস্পতি।

ত্রিদশগোপ (পুং) ত্রিদশো দেবভেদ ইন্দ্রঃ গোপো রক্ষকোঽস্য। ইন্দ্রগোপকীট, রক্তবর্ণ কীটভেদ, কেন্নুই। [ইন্দ্রগোপ দেখ।]

ত্রিদশত্ব (ক্লী) ত্রিদশস্য ভাবঃ ত্রিদশ-ত্ব। দেবত্ব।

ত্রিদশদীর্ঘিকা (স্ত্রী) ত্রিদশানাং দেবানাং দীর্ঘিকা। স্বর্গঙ্গা। (হেম)

ত্রিদশপতি (পুং) ত্রিদশানাং পতিঃ ৬তৎ। ইন্দ্র।

ত্রিদশমঞ্জরী (স্ত্রী) ত্রিদশপ্রিয়া মঞ্জরী যস্যাঃ, সংজ্ঞাত্বাৎ ন কপ্। তুলসী। (রাজনি॰)

ত্রিদশবধূ (স্ত্রী) ত্রিদশানাং বধূঃ। অপ্সরা, বিদ্যাধরী। ত্রিদশবণিতা প্রভৃতিরও এই অর্থ।

ত্রিদশবর্ত্মন্ (ক্লী) ত্রিদশানাং বর্ত্ম। নভস্, আকাশ। ত্রিদশবণিতা। [ত্রিদশবধূ দেখ।]

ত্রিদশসর্ষপ (পুং) ত্রিদশপ্রিয়ঃ সর্ষপঃ। দেবসর্ষপ, সর্ষপভেদ। (বৈদ্য॰ পার॰)

ত্রিদশাঙ্কুশ (পুং) ত্রিদশস্য অঙ্কুশঃ। বজ্র। (শব্দার্থচি॰)

ত্রিদশাচার্য্য (পুং) ত্রিদশানাং আচার্য্যঃ। সুরগুরু বৃহস্পতি।

ত্রিদশাধিপ (পুং) ত্রিদশানাং অধিপঃ। ত্রিদশের অধিপতি, ইন্দ্র।

ত্রিদশাধ্যক্ষ (পুং) ত্রিদশানাং অধ্যক্ষঃ। বিষ্ণু। "ত্রিপদ ত্রিদশাধ্যক্ষঃ" (বিষ্ণুস॰)

ত্রিদশায়ন (পুং) ত্রিদশানাং অয়নং যত্র। বিষ্ণু।

ত্রিদশায়ুধ (পুং) ত্রিদশানাং আয়ুধঃ। বজ্র, ইন্দ্রের ধনু।

ত্রিদশারি (পুং) দেবানাং অরিঃ ৬তৎ। দেবশত্রু, অসুর। (শব্দর॰)

ত্রিদশালয় (পুং) ত্রিদশানাং আলয়ঃ ৬তৎ। ১ স্বর্গ। ২ সুমেরুপর্বত। (শব্দার্থচি॰)

ত্রিদশাবাস (পুং) ত্রিদশানাং আবাসঃ। ১ স্বর্গ। ২ সুমেরুপর্ব্বত।

ত্রিদশাহার (পুং) ত্রিদশানাং আহারঃ। অমৃত, সুধা।

ত্রিদশেশ্বর (পুং) ত্রিদশানাং ঈশ্বরঃ। ইন্দ্র।

ত্রিদশেশ্বরী (স্ত্রী) ত্রিদশেশ্বর-ঙীপ্। দুর্গা।

"সুরাহ্বা ত্রিদশা দেবী নন্দিনী দুন্দুভির্মতা।
তেষাঞ্চ নন্দিনী নন্দী ঈশত্বাৎ ত্রিদশেশ্বরী॥" (দেবীপু॰ ৪৫ অঃ)

ত্রিদালিকা (স্ত্রী) ত্রিদলিকা বৃক্ষবিশেষ, চর্ম্মকষা, চামরকষা।

ত্রিদিনস্পৃশ্ (পুং) ত্রিদিনং চান্দ্রদিনত্রয়ং স্পৃশতি স্পৃশ-কিপ্। ত্র্যহস্পর্শ, ক্ষয়াহ, অবমদিনভেদ। "তিথ্যন্তদ্বয়মেকো দিনবারঃ স্পৃশতি যত্র তদ্ভবত্যবমদিনং। ত্রিদিনস্পৃক্দিনত্রয়স্পর্শনাদহঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৬০ দণ্ড অহোরাত্রের মধ্যে যদি দুইটী তিথির সম্পূর্ণ অবসান হয়, তাহাকে অবমদিন কহে এবং একটী তিথি যদি তিনটী বারকে স্পর্শ করে, তাহাকে ত্র্যহস্পর্শ কহে। অবম ও ত্র্যহস্পর্শে কোন শুভ কার্য্যাদি করিতে নাই, কিন্তু স্নান ও দানাদিতে শুভকর। [অবম দেখ।]

ত্রিদিব (পুং) ত্রয়ো ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাঃ দীব্যন্ত্যত্র, দিব-ঘঞ্ বা দীব্যন্তি ইতি দিবাঃ দিব-ক, ত্রয়ঃ সত্ত্বরজস্তমোরূপাঃ দিবা ক্রীড়কা যত্র। ১ স্বর্গ, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্বর্গে অবস্থান করেন, এই জন্য স্বর্গের নাম ত্রিদিব। ২ আকাশ, নভস্। (ক্লী) ৩ সুখ। (শব্দার্থচি॰)

ত্রিদিবা (স্ত্রী) নদীভেদ। (মৎস্যপু॰ ১১৩।৩১)

ত্রিদিবাধীশ (পুং) ত্রিদিবস্য অধীশঃ। ইন্দ্র।

ত্রিদিবেশ (পুং) ত্রিদিবস্য ঈশঃ। দেবতা।

ত্রিদিবেশ্বর [ত্রিদিবাধীশ দেখ।]

ত্রিদিবোদ্ভবা (স্ত্রী) ত্রিদিব উদ্ভবো যস্যাঃ। ১ সুক্ষ্মৈলা, বড় এলাচ। ২ গঙ্গা। (ত্রি) ৩ স্বর্গভবমাত্র।

ত্রিদিবৌকস্ (পুং) ত্রিদিব ওকোযস্য। দেবতা।

ত্রিদৃশ্ (পুং) ত্রিস্রঃ দিশঃ নেত্রাণি যস্য। বা ত্রীণি ভূতাদীনি পশ্যতি দৃশ-কিপ্। ত্রিনয়ন, শিব।

ত্রিদোষ (ক্লী) ত্রয়াণাং দোষাণাং সমাহারঃ। ১ বাত পিত্ত কফজ দোষত্রয় বিকারবিশেষ। ২ ত্রিদোষজ রোগভেদ।

ত্রিদোষজ (ত্রি) ত্রিদোষাজ্জায়তে জন-ড। ত্রিদোষজনিত বাতাদি সন্নিপাতজ রোগভেদ। বাত, পিত্ত ও কফজনিত সন্নিপাত প্রভৃতি রোগ। [জ্বর দেখ।]

ত্রিদোষজ বমি রোগে অত্যন্ত শূল, ভুক্ত দ্রব্যের অপাক, অরুচি, দাহ, পিপাসা, শ্বাস ও মোহ হয়। এই

রোগী সর্ব্বদা উষ্ণ, নীল বা রক্তবর্ণ লবণাম্লরসবিশিষ্ট পদার্থ বমন করে।

ত্রিদোষঘ্ন (ত্রি) ত্রিদোষং হন্তি হন-টক্। ত্রিদোষনাশক।

ত্রিধন্বন্ (পুং) সুধন্বা রাজার এক পুত্র। এই ত্রিধন্বার ত্রয্যারুণ নামে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ এক পুত্র জন্মে। (হরিবংশ ১২ অ°)

ত্রিধা (অব্য) ত্রি-প্রকারে ধাচ্। ত্রিবিধ, ত্রিপ্রকার।

"জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।" (গীতা ১৮।১৯)

ত্রিধাতু (পুং) ত্রীন্ ধর্ম্মার্থকামান্ দধাতি পুষ্ণাতীতি ধা-তুন্। ১ গণেশ। (ত্রিকা°) (ক্লী) ত্রয়াণাং ধাতূনাং সমাহারঃ। ধাতুত্রয়।

ত্রিধাত্ব (ক্লী) ত্রিধা-ভাবে ত্ব। ত্রিপ্রকারত্ব, তিন প্রকারের ভাব।

ত্রিধামন্ (পুং) ত্রীণি ভূরাদীনি সত্ত্বাদীনি বা ধামানি যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ শিব। ৩ অগ্নি। ৪ মৃত্যু। (ক্লী) ত্রয়াণাং ধাম্নাং সমাহারঃ। ৪ ধামত্রয়, ত্রীষ পক্ষে নভীপ্। ৫ স্বর্গ।

"হংসো হংসেন মানেন ত্রিধাম পরমং যযৌ
(ভাগ° ৩।২৪।২০)

'ত্রিধাম তৃতীয়ং ধাম স্বর্গঃ'(শ্রীধরস্বামী) (ত্রি) ৬ ত্রিসংখ্যান্বিত।

ত্রিধামূর্ত্তি (পুং) ত্রিধা মূর্ত্তি র্যস্য। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপ মূর্ত্তিত্রয়যুক্ত পরমেশ্বর।

ত্রিধারক (পুং) তিস্রো ধারা অগ্রাণ্যস্য, ততঃ স্বার্থে কন্। গুণ্ডতৃণ। বাবকন্দ কসেরু।

ত্রিধারস্নুহী (স্ত্রী) ত্রিষু ভাগেষু ধারা যস্যাঃ সা এব স্নুহী। স্নুহী-বিশেষ, তেকাটাসিজ। পর্য্যায়—ত্র্যস্র, ধারাস্নুহী। (রাজনি°)

ত্রিধারা (স্ত্রী) ত্রিষু স্থানেষু ধারা প্রবাহা অস্যাঃ। ধারাত্রয়া-ন্বিতগঙ্গা, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালে গঙ্গার তিনটী ধারা আছে, এইজন্য গঙ্গার নাম ত্রিধারা।

ত্রিধাবিশেষ (পুং) ত্রিধা ত্রি প্রকারো বিশেষঃ। সূক্ষ্মাদি ত্রয় রূপ শরীর বিশেষ, সূক্ষ্ম শরীর এক, মাতাপিতৃজ দ্বিতীয়, মহাভূত তৃতীয়, এই তিন প্রকার বিশেষ শরীর। ইহার মধ্যে সূক্ষ্মশরীর নিয়ত, মাতাপিতৃজ শরীর রস, ভস্ম, বা বিষ্ঠা রূপে পরিণত হয়।

"সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহপ্রভূতৈঃ ত্রিধাবিশেষাঃ স্যুঃ।"(সাংখ্যকা°)

ত্রিধাসর্গ (পুং) ত্রিধা ত্রিপ্রকারঃ সর্গঃ। ভূতাদি সর্গ।

"অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষশ্চৈকবিধঃ সমাসতোঽয়ং ত্রিধাসর্গঃ॥" (সাংখ্যকারিকা)

ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস, পৈশাচ, এই ৮ প্রকার দৈবসর্গ। পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ ও স্থাবর এই পঞ্চবিধ তির্য্যগ্ সর্গ। মানুষ সর্গ একবিধ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি সকল জাতিই এই মানুষ-সর্গের মধ্যবর্ত্তী। এই তিন প্রকার সর্গ। প্রাকৃতিক সৃষ্টি মাত্রেই এই তিন প্রকার সর্গের অন্তর্ভূত।

ত্রিনয়ন (পুং) ত্রীণি চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপাণি নয়নানি যস্য, পূর্ব্ব-পদাৎ সংজ্ঞায়ামিতি প্রাপ্তে ক্ষুভ্নাদিষু চ ইতি নিষেধাৎ ন ণত্বং। ১ শিব, মহাদেব। মহাদেবের তৃতীয় নেত্রাবির্ভাবের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—একদিন পার্ব্বতী পরিহাসচ্ছলে মহাদেবের নেত্রদ্বয় করতল দ্বারা আচ্ছন্ন করেন। মহাদেবের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন হইবামাত্র সমুদয় জগৎ অন্ধকারময় এবং হোম ও বষট্‌কার শূন্য হইল। তখন মহাদেবের ললাটদেশে এক যুগান্তকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সদৃশ নেত্র সমুৎপন্ন হইল। ঐ নেত্র জ্যোতিতে চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইল। ঐ জ্যোতি ক্ষণকাল মধ্যে অন্ধকার সকল নাশ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতকে দগ্ধ করিতে লাগিল। পার্ব্বতী এই অবস্থা দেখিয়া মহাদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাদেব তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া পার্ব্বতীকে কহিলেন, দেবি! তুমি না জানিয়া আমার নেত্রদ্বয় সমাবৃত করায় সমুদয় লোক আলোক-বিহীন ও বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ঐ সময়ে আমি উহাদের রক্ষার নিমিত্তই এই সমুজ্জ্বল তৃতীয় নেত্রের সৃষ্টি করিয়াছি। (ভারত অনুশাসন° ১৪০ অ°) (ত্রি) ২ লোচনত্রয়যুক্ত।

ত্রিনয়না (স্ত্রী) ত্রীণি নয়নানি যস্যাঃ, টাপ্। দুর্গা।

ত্রিনবতি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা নবতিঃ। তিন অধিক নবতি সংখ্যা, তিরানব্বই। ২ তৎসংখ্যেয়। (ত্রি) ততঃ পূরণে ডট্। ত্রিনবত।

ত্রিনবতিতম (ত্রি) ত্রিনবতি-তমপ্। ত্রিনবতি সংখ্যার পূরণ।

ত্রিনাক (পুং) নাস্তি অকং দুঃখং যস্মিন্ নাকং পুণ্যলোকঃ তৃতীয়ং নাকং। ১ তৃতীয় নাক। ২ উত্তম স্থান।

"যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে" (ঋক্ ৯।১১৩।৯)

ত্রিনাভ (পুং) ত্রয়ো লোকা নাভৌ যস্য অচ্ সমাসান্তঃ। বিষ্ণু।

ত্রিনিষ্ক (ত্রি) ত্রিভি র্নিষ্কৈঃ ক্রীতং ঠঞ্, তস্য বাহু° লুক্। তিন নিষ্ক দ্বারা ক্রীত।

ত্রিনেত্র (পুং) ত্রীণি নেত্রাণি যস্য। মহাদেব, শিব।

ত্রিনেত্র, মালাবারের লথ্‌তর রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম, এখন তরনেতর নামে বিখ্যাত। বিখ্যাত প্রাচীন নগর-থানের পার্শ্বে অবস্থিত।

থানমাহাত্ম্যের মতে সুরাষ্ট্রের এক অংশের নাম দেব-পঞ্চাল, এখানে ত্রিনেত্রেশ্বর মহাদেব বিরাজ করেন। ত্রিনে-ত্রেশ্বর মহাদেবের নামানুসারে এই স্থান ত্রিনেত্র বা তরনেতর নামে খ্যাত হইয়াছে। ত্রিনেত্রমাহাত্ম্যের মতে সত্যযুগে মান্ধাতা এখানে একটী সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে—

ত্রিপথগামিনী গঙ্গার ঈশানকোণে সংগালেশ্বর নামে তীর্থ আছে। এইখানে তীর্থমাহাত্ম্যে মৎস্য সকল ত্রিনেত্র হইয়াছিল। এখানে স্নান করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয়। এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা কেন এখানে আসিয়াছিলেন এবং ইহার মৎস্যগণই বা কেন ত্রিনেত্র হইয়াছিল ? ইহার উত্তরে মহাদেব বলেন, কোন কারণে অজ্ঞানান্ধ ঋষিগণ মহাদেবকে শাপ দেন। এই সময় কতকগুলি ঋষি এখানে আসিয়া আরাধ্য দেবতা মহাদেবকে শাপগ্রস্ত দেখিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এখানে মহাদেবও ঋষিগণের শাপে রাজরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ঋষিগণ কঠোর তপস্যা করিয়াও মহাদেবের সাক্ষাৎ পাইলেন না। কিন্তু তাহারা সকলে মহাদেবকে না দেখিলেও ত্রিনেত্র হইয়াছিলেন। তখন হইতে এই স্থান একটী প্রধান তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইল। এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইলে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ আসিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তথায় সংগালেশ্বর নামে মহাদেব মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। তাঁহারাও মহাদেবের দর্শনলাভ না করিয়াই ত্রিনেত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে তাঁহারা ধ্যানে মহাদেবের স্বরূপ জানিতে পারিয়া মহাদেবকে কহিলেন, প্রভো ! যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এই বর দিন, যেন এইখানে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা প্রবাহিত হন। তখনই মহাদেবের অনুগ্রহে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ভূমিভেদ করিয়া তথায় উত্থিত হইল এবং ইহার মৎস্যগণ ত্রিনেত্রত্ব প্রাপ্ত হইল। (স্কান্দে প্রভাসখণ্ড ২১৪ অঃ)

এখানকার সঙ্গালেশ্বর মহাদেবই ত্রিনেত্রেশ্বর নামে খ্যাত। এই স্থানে বিস্তর লোকের বাস।

ত্রিনেত্রচূড়ামণি (পুং) ত্রিনেত্রস্য চূড়ামণিঃ শিরোভূষণং চন্দ্র। (ত্রিকাণ্ড)

ত্রিনেত্ররস (পুং) সন্নিপাতরোগের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শোধিত পারা, গন্ধক ও মারিত তাম্র সমভাগে লইয়া ঐ তিনের পরিমাণ যত, তত গব্য দুগ্ধ দ্বারা মর্দ্দন করিবে। অনন্তর তীব্রতর রৌদ্রের উত্তাপে শুষ্ক করিয়া পুনরায় নিসিন্দা ও সজিনার কাথ দ্বারা একদিন মর্দ্দন করিবে। পরে উহাকে গোলকাকৃতি করিয়া একটী অন্ধমূষায় স্থাপনপূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে তিন প্রহর পাক করিবে। পরে খলে পেষণ করিয়া চূর্ণ করিবে, এই সমুদয় চূর্ণের ৮ অংশের এক অংশ বিষের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। পঞ্চকোলের কাথ কিম্বা ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ঘোরতর সন্নিপাত জ্বর নাশ হয়। (ভাবপ্র°)

ত্রিনৈষ্কিক (ত্রি) ত্রিভি নিষ্কৈঃ ক্রীতং ত্রিনিষ্ক-ঠঞ্ ঠঞি উত্তরপদস্য বৃদ্ধিঃ। তিন নিষ্ক দ্বারা ক্রীত।

ত্রিপক্ষ (পুং) তৃতীয়ঃ পক্ষঃ সংখ্যাশব্দস্য বৃত্তৌ পূরণার্থত্বাৎ। তৃতীয় পক্ষ, আগ্য শ্রাদ্ধকালে প্রেতোদ্দেশে বৃষোৎসর্গ না হইলে ত্রিপক্ষে করিতে পারা যায়। "ষষ্ঠে মাসি ত্রিপক্ষে বা।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

ত্রিপচ্ছস্ (অব্য) ত্রিপদে। (শাঙ্খ্যা° শ্রৌ° ১১।১৪।১৪)

ত্রিপঞ্চ (ত্রি) ত্রিগুণিতাঃ পঞ্চ। পঞ্চদশ সংখ্যান্বিত, ১৫ সংখ্যাযুক্ত। এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

ত্রিপঞ্চাঙ্গ (পুং) ত্রিপঞ্চ পঞ্চদশ অঙ্গানি যস্য। সমাধিভেদ, এই সমাধিতে ১৫টী অঙ্গ। যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, সুকালতা, আসন, মূলবন্ধ, দেহসাম্য, দৃক্‌স্থিতি, প্রাণসংযমন, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান, সমাধি, এই পঞ্চদশ অঙ্গ।

"যমো হি নিয়মস্ত্যাগো মৌনং দেশঃ সুকালতা।
আসনং মূলবন্ধশ্চ দেহসাম্যশ্চ দৃক্‌স্থিতিঃ॥
প্রাণসংযমনঞ্চৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্যঙ্গানি বৈ ক্রমাৎ॥"
(শব্দার্থচি° ধৃত বাক্য)

ত্রিপঞ্চাশ (ত্রি) ত্রিপঞ্চাশৎ পূরণে ডট্। তিন অধিক পঞ্চাশৎ সংখ্যার পূরণ, তিপ্পান্ন, ৫৩। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ত্রিপঞ্চাশৎ (স্ত্রী) ত্র্যধিকা পঞ্চাশৎ। ১ তিন অধিক পঞ্চাশৎ সংখ্যা। ২ ত্রিপঞ্চাশৎ সংখ্যাযুক্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তম (ত্রি) ত্রিপঞ্চাশৎ পূরণে তমপ্। ত্রিপঞ্চাশৎ সংখ্যার পূরণ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ত্রিপটু (পুং) কাচ। (পারস্করনিঘণ্টু)

ত্রিপতাক (ক্লী) তিস্রঃ পতাকা ইব রেখা যত্র। ১ রেখাত্রয়ান্বিত ললাটদেশ। ২ মধ্যমা ও অনামিকা ব্যতীত অঙ্গুলিত্রয় উন্নত হস্ত।

ত্রিপতী (স্ত্রী) [তিরুপতি দেখ।]

ত্রিপত্র (পুং) ত্রীণি ত্রীণি পত্রাণি যস্য। ১ বিল্ববৃক্ষ। (ক্লী) ২ দলত্রয়যুক্ত বিল্বপত্র। বিল্ববৃক্ষ পরমতীর্থ, ইহার তিনটী পত্রের ঊর্দ্ধপত্র সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, বামপত্র ব্রহ্মা, দক্ষিণ পত্র বিষ্ণু।

"ঊর্দ্ধপত্রং হরোজ্ঞেয়ঃ পত্রং বামং বিধিঃ স্বয়ং।
অহং দক্ষিণপত্রঞ্চ ত্রিপত্রদলমিত্যুক্ত॥" (বৃহদ্ধর্ম্মপু° ১১।৯)

(ত্রি) পত্রত্রয়যুক্ত। ত্রয়াণাং পত্রাণাং সমাহারঃ। পত্রত্রয়।

ত্রিপত্রক (পুং) ত্রিপত্র সংজ্ঞায়াং কন্। ১ পলাস বৃক্ষ। (ক্লী) ত্রয়াণাং পত্রাণাং সমাহারঃ। সংজ্ঞায়াং কন্। ২ তুলসী, কুন্দ, মালূর (বিল্ব) পত্রত্রয়।

"তুলসীকুন্দমালূরপত্রাণ্যাহুস্ত্রিপত্রকং।" (দেবীপু°)

ত্রিপথ (ক্লী) ত্রয়াণাং পথাং সমাহারঃ, অচ্ সমা° । 'পথ-সংখ্যাব্যয়াদেঃ' ইতি ক্লীবত্বং । ১ মার্গত্রিতয় । ত্রয়ো পন্থানো-যত্র, অচ্ সমা° । ২ ত্রিমার্গযুক্ত, তেমাথাপথ । "বিষধাত্রী ক্রম-স্তাস্তস্ত্রিপথে বা ভজেন্নিশি ।" (গুপ্তসাধনতন্ত্র)

ত্রিপথগা (স্ত্রী) ত্রিপথে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালমার্গে গচ্ছতীতি গম-ড। গঙ্গা ; স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবাহিত হইয়াছেন বলিয়া গঙ্গার নাম ত্রিপথগা।

"গঙ্গা ত্রিপথগা নাম দিব্যা ভাগীরথীতি চ।
ত্রীন্ পথো ভাবয়ন্তীতি তস্মাৎ ত্রিপথগা স্মৃতা ॥" (রামা° ১।৪৪।৬)

[বিশেষ বিবরণ গঙ্গা দেখ।]

ত্রিপথগামিনী (স্ত্রী) ত্রিপথ-গম-ণিনি-ঙীপ্। গঙ্গা।

ত্রিপদ্ [ত্রিপাদ্ দেখ।]

ত্রিপদ (পুং) ত্রীণি পদানি অস্য। ত্রিবিক্রম, পরমেশ্বর। "ত্রীণি পদানি বিচক্রমে।" (শ্রুতি) ২ অরত্নির দশমভাগ রূপ পদত্রয়যুক্ত প্রক্রম।

"পঞ্চারত্নিঃ পুরুষো দশপদো দ্বাদশাঙ্গুলং পদং প্রক্রমস্ত্রিপদঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।৮।২১) 'পুরুষস্য সমবিভক্তস্য যঃ পঞ্চমো ভাগঃ সোঽরত্নিঃ তস্য দশমো ভাগঃ পদং পদস্য দ্বাদশো ভাগঃ অঙ্গুলং ত্রিভিঃ পদৈরেকঃ প্রক্রমঃ।' (কর্ক)

(ত্রি) ৩ তিনপদ যুক্ত। "দ্বিপদা যাশ্চতুষ্পদা ত্রিপদা যাশ্চ ষট্পদাঃ।" (বাজসনেয়সং ২৩।৩৪)

ত্রিপদা (স্ত্রী) ত্রয়ঃ পাদাঃ মূলানি যস্যাঃ। টাপি পাদস্য পদ্ভাবঃ। হংসপদীলতা, গোয়ালে লতা। পর্য্যায়—গোধাপদী, সুবহা, হংসপদী। (বৈদ্যকর°) (ত্রি) ত্রয়ঃ পাদাঃ চরণানি যস্যাঃ। ত্রিপাদযুক্ত, গায়ত্রীর তিনটী চরণ এই জন্য গায়ত্রীকে ত্রিপদা বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ত্রিপদা গায়ত্রীই একমাত্র ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়।

"ওঙ্কার পূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং॥" (মনু ২।৮)

ত্রিপদিকা (স্ত্রী) ত্রয়ঃ পদাঃ যস্যাঃ ত্রিপদী ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্ ততষ্টাপ্। অর্ঘ্যার্থ ধাতুনির্ম্মিত ত্রিপাদযুক্ত শঙ্খাধার, পূজাকালীন শঙ্খ রাখিবার পাত্র, এই পাত্রের উপর শঙ্খ রাখিয়া অর্ঘ্য স্থাপন করিতে হয়। "তত্র ত্রিপদিকামারোপ্য শঙ্খং স্থাপয়েৎ। " (পূজাপদ্ধতি)

ত্রিপদী (স্ত্রী) ত্রয়ঃ পাদাঃ অস্যাঃ অন্ত্যলোপঃ সমা°, ঙীপি পদ্ভাবঃ। ১ ত্রিপাদযুক্ত। ২ গায়ত্রীছন্দঃ, ইহার প্রত্যেক পদে ৮ অক্ষর, অতএব তিনপদে ২৪ অক্ষরে এই ছন্দ হয়। "ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূলহমস্য পাংসুরে।" (ঋক্ ১।২২।১৭) ৩ হস্তিদিগের পাদবন্ধনার্থ রজ্জুভেদ। ৪ অর্ঘ্যাধার পাত্রভেদ, তেপায়া। ৫ ছন্দোবিশেষ। লক্ষণ—

"পজ্ঝটিকাস্তা যদি যমকাস্তা
দ্বাদশ পরিণতমাত্রা।
কিন্নরগীতি তদিতি নিবীতি
স্যার্দ্ধসমাক্ষরগাত্রা ॥" (কাব্যোদয়)

ত্রিপদীছন্দে তিনটী করিয়া পদ থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পদের পরস্পর মিল আছে, তৃতীয় পদটী যুগ্ম চরণের তৃতীয় পদের সহিত মিলে। ত্রিপদী লঘু ও দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার।

লঘু ত্রিপদী—লঘু ত্রিপদীতে প্রত্যেক চরণে ২০টী অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ৬টী করিয়া ১২টী এবং তৃতীয় পদে ৮টী। যথা—

"কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর—
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর,
অপ্সরগণের বাস"

কখন কখন লঘু ত্রিপদী ছন্দের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে মিল থাকে না। যথা—

"রতি কহে আহা, তুমি ইন্দুবালা
দানবকুলের মণি।
না দেখি শচীরে, তার শোকে এত
বিধুরা হইলা ধনি।"

ভঙ্গ লঘুত্রিপদী—ভঙ্গলঘু ত্রিপদীর প্রথম দুই চরণে দুই পদ থাকে। ঐ দুইটী পদ আটটী করিয়া সম্বন্ধ ও পরস্পর (এবং যুগ্ম চরণের শেষ পদের সহিত) মিত্রাক্ষরে মিলিত থাকে। দ্বিতীয় চরণটী অবিকল লঘু ত্রিপদী। যথা—

"সাধিলাম পায়ে ধ'রে, তবু না চাহিল ফিরে,
মরি মরি মরি, কহ সহচরি,
কেমনে পাইব তারে

ভঙ্গ দীর্ঘ ত্রিপদী—ভঙ্গদীর্ঘ ত্রিপদীর প্রথম চরণে দুইপদ থাকে, ঐ দুইটী পদ দশটী করিয়া অক্ষরে সম্বন্ধ ও পরস্পর (এবং যুগ্ম চরণের শেষ পদের সহিত) মিত্রাক্ষরে মিলিত থাকে। দ্বিতীয় চরণটী অবিকল দীর্ঘ ত্রিপদী যথা—

"হায় হায় কি কব বিধিরে,
সম্পদ ঘটায়ে ধীরে ধীরে,
শিরোমণি মস্তকের, মণিহার হৃদয়ের,
দিয়ে লয় সুখের নিধিরে।"

ত্রিপত্র (পুং) চন্দ্রের দশটী অশ্বর মধ্যে একটী। (ব্যাড়ি)

ত্রিপরিক্রান্ত (পুং) ত্রিষু বৃত্ত্যর্থং কর্ম্মসু পরিক্রান্তঃ চেষ্টমানঃ। যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই ত্রিবিধ কর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ।

"ত্রৈবিদ্যো ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ন চাধ্যয়নজীবকঃ।
ত্রিকর্ম্মা ত্রিপরিক্রান্তো মৈত্র এষ স্মৃতো দ্বিজঃ॥"
(ভারত অনু° ১৪১ অ°)

ত্রিপর্ণ (পুং) ত্রীণি ত্রীণি পর্ণানি যস্য। পলাশ। (Butea frondosa) (ত্রি) ত্রিদল পত্রত্রয়।

ত্রিপর্ণিকা (স্ত্রী) ত্রীণি ত্রীণি পর্ণানি যস্যাঃ সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্, টাপি অতইত্বং। কন্দবিশেষ, এক প্রকার মূল বিস্তৃত ত্রিদলান্বিত কন্দজাতীয় লতাভেদ। পর্য্যায়—বৃহৎপত্রা, ছিন্নগ্রন্থিনিকা, কন্দালু, কন্দবহুলা, আম্লবল্লী, বিনাস্নহা, ত্রিপর্ণী। ইহার গুণ—মধুর, শীত, খাস, কাস, বিষ ও ব্রণবিনাশক। (রাজনি°) ২ যবাস।

ত্রিপর্ণী (স্ত্রী) ত্রীণি ত্রীণি পর্ণানি যস্যাঃ। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ শালপর্ণী, শালপাইন্। ২ বনকার্পাসী, বনকাপাস। ৩ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে গাছ।

ত্রিপর্য্যায় (ত্রি) তিন পর্য্যায় বা তিন থাকযুক্ত।

ত্রিপাঠ (পুং) ত্রয়াণাং পাঠঃ। তিন পদক্রমসংহিতার পাঠ।

ত্রিপাঠিন্ (পুং) ত্রীন্ পদক্রমসংহিতারূপগ্রন্থান্ পঠতি পঠ ণিনি। বেদের পদক্রমসংহিতারূপগ্রন্থাধ্যায়ী, যিনি বেদের পদক্রমসংহিতা পাঠ করেন।

ত্রিপাণ (ক্লী) ত্রিঃ কৃত্বঃ পানং উদকপানং যস্য, বৃদ্ধৌ সুচো লোপঃ সংজ্ঞাত্বাৎ ণত্বং। ১ ত্রিঃকৃত্বঃপায়িত সূত্রভেদ, যে সূত্রকে তিনবার ভিজান হইয়াছে। ২ বল্কল।

"তার্প্যং পরিধাপয়তি ক্ষৌমং ত্রিপাণং বা"
(কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।৫।৯)

'ত্রিপাণং ত্রিঃকৃত্বঃ পায়িতং বা সকৃদিতি বিকল্পঃ। বয়নকালে উদকেন ত্রিস্তর্পয়িত্বা যদূয়তে সূত্রং তত্তৃপ্যং তস্য বিকারঃ তার্প্যং ত্রিঃ পায়িতৈস্তন্তুভির্ব্যূতমিত্যর্থঃ। কেচিৎ ত্রিপাণং বল্কলমিত্যাহুঃ।' (কর্ক)

ত্রিপাদ (পুং) ত্রয়ঃ পাদাঃ অস্য, সংখ্যাপূর্ব্বত্বেঽপি সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বান্নান্ত্যলোপঃ। পরমেশ্বর।

"অরস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ।" (হরিবংশ ১৮১ অ°)

ত্রিপাদ্ (পুং) ত্রয়ঃ পাদা অস্য, সংখ্যা পূর্ব্বত্বাদন্ত্যলোপঃ। ত্রিবিক্রম, বিষ্ণু; ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে বলির নিকট ত্রিপদ ভূমি প্রার্থনা করেন, অমিততেজা বলি তথাস্তু বলিয়া ভগবানকে ত্রিপদ ভূমি অর্পণ করেন। অমনিই ভগবানের বামনরূপ তিরোহিত হইল, তৎক্ষণাৎ বলিকে সর্ব্বদেবময় বিরাট্রূপ দেখাইলেন। এই সময় বলি দেখিলেন, পৃথিবী তাঁহার পাদদ্বয়, আকাশ মস্তক, চন্দ্র, সূর্য্য চক্ষুদ্বয় ইত্যাদি। বলি ভয়ানক বিশ্বরূপ দেখিয়া বিমোহিত হইল। তখন ভগবানের একপদে বলির সমগ্র ভূমি, শরীরে আকাশ, বাহুদ্বয়ে দিক্ সকল আক্রান্ত হইল। তখন তিনি দ্বিতীয় পদক্ষেপণ করিলেন, স্বর্গে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র স্থান হইল। কিন্তু তৃতীয় চরণ রাখিবার কিছুমাত্র স্থান রহিল না, তখন ঐ চরণ স্বর্গ হইয়া মর্ত্তলোক, জনলোক এবং তপোলোকের উপরি সত্যলোকে গিয়া উপনীত হইল। ভগবানের এই চরণ অতিশয় দুর্লভ। (ভাগবত ৮।২০ অ° ও হরিবংশ ২৬২ অঃ) [বামন ও বলি দেখ।]

ত্রিপাদিকা (স্ত্রী) ত্রয়ঃ পাদিকা মূলানি যস্যাঃ কপ্ ততষ্টাপ্ টাপি অত ইত্বং। হংসপাদীলতা। পর্য্যায়—হংসপাদী, হংসপদী, কীটমাতা, ত্রিপদিকা। (ভাবপ্র°)

ত্রিপাপচক্র (ক্লী) ত্রিপাপস্য চক্রং। জ্যোতিষোক্ত ত্রিপাপবিষয়ক চক্র। এই চক্র দ্বারা বৎসরের শুভাশুভ ফল জানা যায়। জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

রাশিচক্রে অশ্বিনী হইতে ২৭টী নক্ষত্র আছে, প্রত্যেক মনুষ্যই ইহার কোন না কোন নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, এইজন্য ২৭টী নক্ষত্রে একটী চক্র লিখিত হইল। এই চক্র দেখিলে প্রত্যেকই যে কোন বৎসরের শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবেন। [১৮৭ ও ১৮৮ পরপৃষ্ঠায় ত্রিপাপচক্রের চিত্র দেখ।]

এক অঙ্ক হইতে ৩৬ অঙ্ক পর্য্যন্ত এবং ৩৭ হইতে ৭২ পর্য্যন্ত ও ৭৩ হইতে ১০৮ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বৎসরের সংখ্যা। এই চক্রে গ্রহগণের নাম সম্পূর্ণ না লিখিয়া আগুক্ষর মাত্র লিখিত হইল।

এক বর্ষ হইতে ৩৬ বর্ষ পর্য্যন্ত যেরূপ ত্রিপাপ অর্থাৎ কেতুপতাকী, কেতুকুণ্ডলী ও গুরুকুণ্ডলী যে যে বর্ষে যে সকল গ্রহ অধিপতি হইবে, ৩৭ হইতে ৭২ পর্য্যন্ত ও ৭৩ হইতে ১০৮ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত গ্রহ অধিপতি হইবে। ইহাতে একটী দৃষ্টান্ত দিলে যথেষ্ট হইবে।

মনে কর এক ব্যক্তির কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, তাহার প্রথম বর্ষে কেতুপতাকী গণনায় রবিগ্রহ ও কেতুকুণ্ডলীগণনায় বুধগ্রহ এবং গুরুকুণ্ডলীগণনায় বুধগ্রহ বর্ষাধিপতি হয়। এই তিনটী গ্রহপতনে ইহার প্রথম বৎসরে ত্রিপাপচক্রে রবি, বুধ ও বুধের বর্ষ হইল। এইরূপ উক্ত ব্যক্তির প্রতি বৎসরে তিন তিনটী গ্রহ বর্ষাধিপতি হইবে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই, যে বর্ষে তিনটী পাপগ্রহ বর্ষাধিপতি হইবে, সেই বর্ষে তাহার পীড়া ও অমঙ্গল হইবে এবং যে বর্ষে তিনটী শুভগ্রহ বর্ষাধিপতি হয়, সেই

ত্রিপাপ চক্র।

নক্ষত্র	বৎসরাঙ্ক	১ / ৩৭ / ৭৩	২ / ৩৮ / ৭৪	৩ / ৩৯ / ৭৫	৪ / ৪০ / ৭৬	৫ / ৪১ / ৭৭	৬ / ৪২ / ৭৮	৭ / ৪৩ / ৭৯	৮ / ৪৪ / ৮০	৯ / ৪৫ / ৮১	১০ / ৪৬ / ৮২	১১ / ৪৭ / ৮৩	১২ / ৪৮ / ৮৪	১৩ / ৪৯ / ৮৫	১৪ / ৫০ / ৮৬	১৫ / ৫১ / ৮৭	১৬ / ৫২ / ৮৮	১৭ / ৫৩ / ৮৯	১৮ / ৫৪ / ৯০
১ অশ্বিনী	কেতুপতাকী	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা
	কেতুকুণ্ডলী	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ
	শুক্রকুণ্ডলী	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম
২ ভরণী	কেতুপতাকী	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে
	কেতুকুণ্ডলী	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ
	শুক্রকুণ্ডলী	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে
৩ কৃত্তিকা	কেতুপতাকী	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু
	কেতুকুণ্ডলী	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে
	শুক্রকুণ্ডলী	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ
৪ রোহিণী	কেতুপতাকী	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র
	কেতুকুণ্ডলী	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে
	শুক্রকুণ্ডলী	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু
৫ মৃগশিরা	কেতুপতাকী	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ
	কেতুকুণ্ডলী	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে
	শুক্রকুণ্ডলী	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ
৬ আর্দ্রা	কেতুপতাকী	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম
	কেতুকুণ্ডলী	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু
	শুক্রকুণ্ডলী	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু
৭ পুনর্ব্বসু	কেতুপতাকী	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু
	কেতুকুণ্ডলী	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু
	শুক্রকুণ্ডলী	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ
৮ পুষ্যা	কেতুপতাকী	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ
	কেতুকুণ্ডলী	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু
	শুক্রকুণ্ডলী	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা
৯ অশ্লেষা	কেতুপতাকী	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ
	কেতুকুণ্ডলী	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা
	শুক্রকুণ্ডলী	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র
১০ মঘা	কেতুপতাকী	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা
	কেতুকুণ্ডলী	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে
	শুক্রকুণ্ডলী	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম
১১ পূর্ব্বফল্গুনী	কেতুপতাকী	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে
	কেতুকুণ্ডলী	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে
	শুক্রকুণ্ডলী	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে
১২ উঃফল্গুনী	কেতুপতাকী	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু
	কেতুকুণ্ডলী	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে
	শুক্রকুণ্ডলী	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ
১৩ হস্তা	কেতুপতাকী	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র
	কেতুকুণ্ডলী	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ
	শুক্রকুণ্ডলী	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু
১৪ চিত্রা	কেতুপতাকী	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ
	কেতুকুণ্ডলী	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ
	শুক্রকুণ্ডলী	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ

নক্ষত্র	বৎসরাঙ্ক	১৯ / ৫৫ / ৯১	২০ / ৫৬ / ৯২	২১ / ৫৭ / ৯৩	২২ / ৫৮ / ৯৪	২৩ / ৫৯ / ৯৫	২৪ / ৬০ / ৯৬	২৫ / ৬১ / ৯৭	২৬ / ৬২ / ৯৮	২৭ / ৬৩ / ৯৯	২৮ / ৬৪ / ১০০	২৯ / ৬৫ / ১০১	৩০ / ৬৬ / ১০২	৩১ / ৬৭ / ১০৩	৩২ / ৬৮ / ১০৪	৩৩ / ৬৯ / ১০৫	৩৪ / ৭০ / ১০৬	৩৫ / ৭১ / ১০৭	৩৬ / ৭২ / ১০৮
১ অশ্বিনী	কেতুপতাকী	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা
	কেতুকুণ্ডলী	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	[illegible]
	শুক্রকুণ্ডলী	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	[illegible]
২ ভরণী	কেতুপতাকী	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে
	কেতুকুণ্ডলী	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র
	শুক্রকুণ্ডলী	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে
৩ কৃত্তিকা	কেতুপতাকী	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু
	কেতুকুণ্ডলী	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে
	শুক্রকুণ্ডলী	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ
৪ রোহিণী	কেতুপতাকী	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র
	কেতুকুণ্ডলী	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে
	শুক্রকুণ্ডলী	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু
৫ মৃগশিরা	কেতুপতাকী	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ
	কেতুকুণ্ডলী	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে
	শুক্রকুণ্ডলী	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ
৬ আর্দ্রা	কেতুপতাকী	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম
	কেতুকুণ্ডলী	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু
	শুক্রকুণ্ডলী	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু
৭ পুনর্ব্বসু	কেতুপতাকী	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু
	কেতুকুণ্ডলী	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু
	শুক্রকুণ্ডলী	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ
৮ পুষ্যা	কেতুপতাকী	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ
	কেতুকুণ্ডলী	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু
	শুক্রকুণ্ডলী	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা
৯ অশ্লেষা	কেতুপতাকী	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ
	কেতুকুণ্ডলী	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম
	শুক্রকুণ্ডলী	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র
১০ মঘা	কেতুপতাকী	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা
	কেতুকুণ্ডলী	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে
	শুক্রকুণ্ডলী	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম
১১ পূর্ব্বফল্গুনী	কেতুপতাকী	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে
	কেতুকুণ্ডলী	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে
	শুক্রকুণ্ডলী	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে
১২ উঃফল্গুনী	কেতুপতাকী	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু
	কেতুকুণ্ডলী	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে
	শুক্রকুণ্ডলী	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ
১৩ হস্তা	কেতুপতাকী	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র
	কেতুকুণ্ডলী	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ
	শুক্রকুণ্ডলী	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু
১৪ চিত্রা	কেতুপতাকী	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ
	কেতুকুণ্ডলী	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ
	শুক্রকুণ্ডলী	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ

	বয়োবর্ষ	১ ৩৭ ৭৩	 ৭৪	
১ অশ্বিনী	কেতুপতাকী	কে	শু	
	কেতুকুণ্ডলী	র	কে	
	গুরুকুণ্ডলী	কে	চ	বু
২ ভরণী	কেতুপতাকী	শু	র	চ
	কেতুকুণ্ডলী	কে	বু	
	গুরুকুণ্ডলী	চ	বু	
৩ কৃত্তিকা	কেতুপতাকী	র	চ	
	কেতুকুণ্ডলী	বু	ম	
	গুরুকুণ্ডলী	বু	বৃ	
৪ রোহিণী	কেতুপতাকী	চ		
	কেতুকুণ্ডলী	বু		
	গুরুকুণ্ডলী	বৃ		
৫ মৃগশিরা	কেতুপতাকী	ম		
	কেতুকুণ্ডলী			
	গুরুকুণ্ডলী			
৬ আর্দ্রা	কেতুপতাকী			
	কেতুকুণ্ডলী			
	গুরুকুণ্ডলী			
৭ পুনর্ব্বসু	কেতুপতা			
	কেতুকু			
	গুরুকু			
৮ পুষ্যা	কেতু			
	কে			
৯ অশ্লেষা	কে			
	কে			
	গু			
১০ মঘা	কে			
	কে			
	গু			
১১পূর্ব্বফল্গুনী				
১২ উঃফল্গুনী				
১৩ হস্তা	কে			
	কে			
	গুরু			
১৪ চিত্রা	কেতু			
	কেতু			
	গুরুকু			

	বয়োবর্ষ	১ ৩৭ ৭৩	২ ৩৮ ৭৪	৩ ৩৯ ৭৫	৪ ৪০ ৭৬	৫ ৪১ ৭৭	৬ ৪২ ৭৮	৭ ৪৩ ৭৯	৮ ৪৪ ৮০	৯ ৪৫ ৮১	১ ৪ ৮	
১৫ স্বাতি	কেতুপতাকী	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বৃ	
	কেতুকুণ্ডলী	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	
	গুরুকুণ্ডলী	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	
১৬ বিশাখা	কেতুপতাকী	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	
	কেতুকুণ্ডলী	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	
	গুরুকুণ্ডলী	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	র	
১৭ অনুরাধা	কেতুপতাকী	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	
	কেতুকুণ্ডলী	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	
	গুরুকুণ্ডলী	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	
১৮ জ্যেষ্ঠা	কেতুপতাকী	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	
	কেতুকুণ্ডলী	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	
	গুরুকুণ্ডলী	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	
১৯ মূলা	কেতুপতাকী	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	
	কেতুকুণ্ডলী	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	
	গুরুকুণ্ডলী	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	
২০ পূর্ব্বাষা	কেতুপতাকী	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	
	কেতুকুণ্ডলী	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	
	গুরুকুণ্ডলী	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	
২১ উত্তরাষা	কেতুপতাকী	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	
	কেতুকুণ্ডলী	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	
	গুরুকুণ্ডলী	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	
২২ শ্রবণা	কেতুপতাকী	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	
	কেতুকুণ্ডলী	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	
	গুরুকুণ্ডলী	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	
২৩ ধনিষ্ঠা	কেতুপতাকী	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	
	কেতুকুণ্ডলী	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	
	গুরুকুণ্ডলী	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	
২৪ শতভিষা	কেতুপতাকী	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	
	কেতুকুণ্ডলী	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	র
	গুরুকুণ্ডলী	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	র
২৫ পূর্ব্বভাদ্র	কেতুপতাকী	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ
	কেতুকুণ্ডলী	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা
	গুরুকুণ্ডলী	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র
২৬ উত্তরভা	কেতুপতাকী	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা
	কেতুকুণ্ডলী	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে
	গুরুকুণ্ডলী	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম
২৭ রেবতী	কেতুপতাকী	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে
	কেতুকুণ্ডলী	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে
	গুরুকুণ্ডলী	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে

ত্রিপাপ চক্র।

	বয়োবর্ষ	১ ৩৭ ৭৩	২ ৩৮ ৭৪	৩ ৩৯ ৭৫	৪ ৪০ ৭৬	৫ ৪১ ৭৭	৬ ৪২ ৭৮	৭ ৪৩ ৭৯	৮ ৪৪ ৮০	৯ ৪৫ ৮১	১০ ৪৬ ৮২	১১ ৪৭ ৮৩	১২ ৪৮ ৮৪	১৩ ৪৯ ৮৫	১৪ ৫০ ৮৬	১৫ ৫১ ৮৭	১৬ ৫২ ৮৮	১৭ ৫৩ ৮৯	১৮ ৫৪ ৯০
১৫ স্বাতি	কেতুপতাকী	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম
	কেতুকুণ্ডলী	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ
	গুরুকুণ্ডলী	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু
১৬ বিশাখা	কেতুপতাকী	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু
	কেতুকুণ্ডলী	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র
	গুরুকুণ্ডলী	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ
১৭ অনুরাধা	কেতুপতাকী	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ
	কেতুকুণ্ডলী	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে
	গুরুকুণ্ডলী	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা
১৮ জ্যেষ্ঠা	কেতুপতাকী	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ
	কেতুকুণ্ডলী	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে
	গুরুকুণ্ডলী	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র
১৯ মূলা	কেতুপতাকী	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা
	কেতুকুণ্ডলী	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে
	গুরুকুণ্ডলী	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম
২০ পূর্ব্বাষা	কেতুপতাকী	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে
	কেতুকুণ্ডলী	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু
	গুরুকুণ্ডলী	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে
২১ উত্তরাষা	কেতুপতাকী	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু
	কেতুকুণ্ডলী	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু
	গুরুকুণ্ডলী	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ
২২ শ্রবণা	কেতুপতাকী	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র
	কেতুকুণ্ডলী	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম
	গুরুকুণ্ডলী	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু
২৩ ধনিষ্ঠা	কেতুপতাকী	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ
	কেতুকুণ্ডলী	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে
	গুরুকুণ্ডলী	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ
২৪ শতভিষা	কেতুপতাকী	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম
	কেতুকুণ্ডলী	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে
	গুরুকুণ্ডলী	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু
২৫ পূর্ব্বভাদ্র	কেতুপতাকী	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু
	কেতুকুণ্ডলী	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে
	গুরুকুণ্ডলী	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ
২৬ উত্তরভা	কেতুপতাকী	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ
	কেতুকুণ্ডলী	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ
	গুরুকুণ্ডলী	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা
২৭ রেবতী	কেতুপতাকী	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ
	কেতুকুণ্ডলী	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ
	গুরুকুণ্ডলী	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র

	বয়োবর্ষ	১৯ ৫৫ ৯১	২০ ৫৬ ৯২	২১ ৫৭ ৯৩	২২ ৫৮ ৯৪	২৩ ৫৯ ৯৫	২৪ ৬০ ৯৬	২৫ ৬১ ৯৭	২৬ ৬২ ৯৮	২৭ ৬৩ ৯৯	২৮ ৬৪ ১০০	২৯ ৬৫ ১০১	৩০ ৬৬ ১০২	৩১ ৬৭ ১০৩	৩২ ৬৮ ১০৪	৩৩ ৬৯ ১০৫	৩৪ ৭০ ১০৬	৩৫ ৭১ ১০৭	৩৬ ৭২ ১০৮
১৫ স্বাতি	কেতুপতাকী	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম
	কেতুকুণ্ডলী	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ
	গুরুকুণ্ডলী	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু
১৬ বিশাখা	কেতুপতাকী	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বৃ
	কেতুকুণ্ডলী	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ
	গুরুকুণ্ডলী	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ
১৭ অনুরাধা	কেতুপতাকী	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ
	কেতুকুণ্ডলী	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে
	গুরুকুণ্ডলী	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা
১৮ জ্যেষ্ঠা	কেতুপতাকী	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ
	কেতুকুণ্ডলী	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে
	গুরুকুণ্ডলী	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র
১৯ মূলা	কেতুপতাকী	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা
	কেতুকুণ্ডলী	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে
	গুরুকুণ্ডলী	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম
২০ পূর্ব্বাষা	কেতুপতাকী	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে
	কেতুকুণ্ডলী	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু
	গুরুকুণ্ডলী	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে
২১ উত্তরাষা	কেতুপতাকী	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু
	কেতুকুণ্ডলী	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু
	গুরুকুণ্ডলী	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ
২২ শ্রবণা	কেতুপতাকী	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র
	কেতুকুণ্ডলী	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা
	গুরুকুণ্ডলী	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বৃ
২৩ ধনিষ্ঠা	কেতুপতাকী	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ
	কেতুকুণ্ডলী	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে
	গুরুকুণ্ডলী	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ
২৪ শতভিষা	কেতুপতাকী	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম
	কেতুকুণ্ডলী	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে
	গুরুকুণ্ডলী	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু
২৫ পূর্ব্বভাদ্র	কেতুপতাকী	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বৃ
	কেতুকুণ্ডলী	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে
	গুরুকুণ্ডলী	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ
২৬ উত্তরভা	কেতুপতাকী	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ
	কেতুকুণ্ডলী	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ
	গুরুকুণ্ডলী	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা
২৭ রেবতী	কেতুপতাকী	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ	রা	কে	শু	র	চ	ম	বু	শ	বৃ
	কেতুকুণ্ডলী	চ	কে	শু	রা	কে	শ	র	কে	বু	ম	কে	বৃ	চ	কে	শু	রা	কে	শ
	গুরুকুণ্ডলী	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র	ম	কে	চ	বু	বৃ	শু	শ	রা	র

নাম ত্রিপুট। প্রলয়কালে এই ত্রিপুটী থাকে না, জাগতিক সৃষ্টিকালে এই ত্রিপুটীর পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রলয়কালে আর অভিন্ন বোধ থাকেনা, যিনিই জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয় ও তিনিই জ্ঞান, তখন সকল এক।

উৎপন্ন বিজ্ঞানময় কোষকে জ্ঞাতা বলা যায়, মনোময় কোষ জ্ঞান এবং শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সকল জ্ঞেয় পদবাচ্য হয়। ইহাদিগের সমষ্টির নাম ত্রিপুটী। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই ত্রিপুটীর সত্তা অসম্ভব। তখন পরিপূর্ণ অদ্বৈত স্বরূপ ছিল। (পঞ্চদশী) (শঙ্করাচার্য্য রচিত 'ত্রিপুটীপ্রকরণ' এবং আনন্দতীর্থ ও প্রজ্ঞানন্দকৃত ত্রিপুটীপ্রকরণের টীকায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

ত্রিপুটীফল (পুং) ত্রিপুটী পুটত্রয়ং ফলেঽস্য। এরণ্ড বৃক্ষ।

ত্রিপুণ্ড্র (ক্লী) ত্রয়াণাং পুণ্ড্রাণাং ইক্ষুবদাকারাণাং সমাহারঃ। তিলকভেদ, ললাটস্থিত তির্য্যক্ রেখাত্রয়। ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিয়া শিবপূজা করিতে হয়।

"বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া।
পূজিতোঽপি মহাদেবো ন স্যাত্তস্য ফলপ্রদঃ॥
তস্মান্মৃদাপি কর্ত্তব্যং ললাটেঽপি ত্রিপুণ্ড্রকং।" (তিথিতত্ত্ব)

ভস্ম ও ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ না করিয়া শিবপূজা নিষ্ফল হয়, অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য ফলের অভাব হয়। শৈব ত্রিপুণ্ড্রক ও বৈষ্ণব ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। যাহারা ত্রিপুণ্ড্রককে নিন্দা করে, তাহারা মহাদেবকে নিন্দা করে। যিনি ইহা ললাটে ধারণ করেন, তিনি মহাদেবকে ধারণ করেন। [তিলক ও শিবপূজা দেখ।]

ত্রিপুর্ (স্ত্রী) ত্রিগুণিতাঃ পুরঃ সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ আর্ষে ন অচ্ সমা°। ময়দানবকৃত অসুরদিগের পুরত্রয়। [ত্রিপুর দেখ।]

ত্রিপুর (ক্লী) ত্রয়াণাং পুরাণাং সমাহারঃ। অসুরদিগের পুরত্রয়। ত্রিপুরের বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে— তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে তারকাসুরের তিন পুত্র কঠোর তপস্যা করেন, ব্রহ্মা ইহাদিগের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে উদ্যত হন, তখন ইহারা 'আমরা সকল ভূতের অবধ্য হইব' এই বর প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা এই বর দিতে স্বীকার করেন নাই, পরে ইহারা তিন ভাই মিলিত হইয়া ব্রহ্মাকে নিবেদন করিল, 'আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, তিনজনে পুরত্রয়ে অবস্থান করিয়া জনসমাজে পূজিত হই এবং সহস্র বৎসর পরে আমরা তিনজনে মিলিত হইব, সেই সময় যদি কেহ একবাণে সমবেত পুরত্রয় সংহার করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা তাহারই হস্তে নিহত হইব।' ব্রহ্মা তাহাই হইবে বলিয়া প্রস্থান করেন। এই সময় ইহারা পুরত্রয় নির্ম্মাণ করিবার জন্য ময়দানবকে নিযুক্ত করেন, ময়দানব স্বীয় তপোবলে স্বর্গে কাঞ্চনময়, অন্তরীক্ষে রজতময় ও মর্ত্ত্যে লৌহময় এই পুরত্রয় নির্ম্মাণ করেন। ঐ পুরত্রয়ের এক একটী শতযোজন বিস্তীর্ণ ও আয়ত এবং বহুতর গৃহ, অট্টালিকা, প্রাকার, তোরণ প্রভৃতিতে সুশোভিত। তারকাক্ষ সুবর্ণময় পুরীর, কমলাক্ষ রজতময় পুরীর ও বিদ্যুন্মালী লৌহময় পুরীর অধীশ্বর হইল। ইহারা অস্ত্রবলে ত্রিলোক আক্রমণ করিল। তখন অসুরগণ দেবতাদিগকে নানাপ্রকারে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তারকাক্ষের হরিনামে এক পুত্র কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করেন, আমাদের পুরমধ্যে একটী বাপী প্রস্তুত করিব, ঐ বাপীজলে অস্ত্রনিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করিলে তাহারা পুনর্জ্জীবিত হইবে। ইহাতেও সকলে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। দেবগণ প্রতিপদে লাঞ্ছিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। দেবগণ প্রণতিপূর্ব্বক দানবগণের দৌরাত্ম্যের কথা বলিলে ব্রহ্মা তাহাদিগকে কহিলেন, 'ঐ দানবত্রয় আমারই বরপ্রভাবে দর্পিত হইয়াছে। শীঘ্রই উহাদের নিধন হইবে, মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতা ঐ পুরত্রয় একবাণে ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না, চল আমরা সকলে মহাদেবের শরণাগত হই, তাহা হইলে অচিরাৎ ঐ পুরত্রয় নষ্ট হইবে, এবং তাহা হইলে ঐ দানবত্রয় বিনষ্ট হইবে।' এই কথা বলিয়া দেবগণ ব্রহ্মার সহিত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব দেবগণের কথা শুনিয়া কহিলেন, 'তোমরা আমার বলার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া অগ্রে যুদ্ধে প্রস্তুত হও'। দেবগণ বলিলেন, 'আমরা আপনার বলার্দ্ধ গ্রহণ করিতে পারি এরূপ শক্তি আমাদের নাই, আপনি বরং আমাদের বলার্দ্ধ গ্রহণ করুন'। মহাদেব তখন দেবগণের বলার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া অধিকতর বলশালী হইয়া উঠিলেন। এই অবধিই শিবের নাম মহাদেব হইয়াছে। মহাদেব তখন দেবগণকে কহিলেন, 'তোমরা আমার ধনু ও রথ প্রস্তুত কর, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে ত্রিপুর দগ্ধ করিব।' তখন দেবগণ বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া রথ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা পর্ব্বত, বন, দ্বীপ ও ভূতগণপরিবৃত বিশাল নগরসম্পন্ন বসুন্ধরাকে মহাদেবের রথ করিলেন। মন্দর পর্ব্বত, দানবালয় ও জলনিধি ঐ রথের অক্ষ; ভাগীরথী জঙ্ঘা, দিগ্বিদিক্ ভূষণ; নক্ষত্র সকল ঈষা, সত্যযুগ ও স্বর্গ যুগকাষ্ঠ, ভুজগরাজ, অনন্তদেব, কুবের, হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, সূর্য্য ও চন্দ্র চক্র; সপ্তর্ষিমণ্ডল চক্ররক্ষক; গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু ও আকাশ ধূর্ভাগ; জল ও নদী সকল বন্ধনসামগ্রী; দিবা, রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা, ছয়ঋতু

ও দীপ্তগ্রহ সমুদায় অনুকর্ষ, তারাগণ বরূথ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবেণু, ফলপুষ্প পরিশোভিত ওষধি ও লতা সকল ঘণ্টা; রাত্রি ও দিবা পূর্ব্ব ও অপর পক্ষ; ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ দশনাগপতি ঈষা, মহোরগগণ যোক্ত্র; সম্বর্ত্তক মেঘ, যুগচর্ম্ম, কাল পৃষ্ঠ; নহুষ, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য নাগগণ অশ্বগণের কেশর-বন্ধন; সমুদয় দিক্ প্রদিক্ এবং ধর্ম্ম, সত্য, তপ ও অর্থ অশ্বরশ্মি; সন্ধ্যা, ধৃতি, মেধা, স্থিতি, সন্নতি ও গ্রহ নক্ষত্রাদি দ্বারা পরিশোভিত নভোমণ্ডল বাহ্যাবরণ; লোকেশ্বর ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের অশ্ব; পূর্ব্ব অমাবস্যা, পূর্ব্ব পৌর্ণমাসী, উত্তর অমাবস্যা ও উত্তর পৌর্ণমাসী অশ্বযোক্ত্র; পূর্ব্ব অমাবস্যায় অধিষ্ঠিত পিতৃগণ যুগকীলক, মন রথোপস্থ, সরস্বতী রথের পশ্চাদ্ভাগ, শক্রচাপসমন্বিত বিদ্যুৎ, পবনোদ্ধূত পতাকা, বষট্কার প্রতোদ এবং গায়ত্রী শীর্ষ বন্ধন হইলেন। বিষ্ণু, সোম ও হুতাশন এই তিন মহাত্মার যোগে মহাদেবের বাণ কল্পিত হইল। অগ্নি এই বাণের কাণ্ড, সোম ফলক এবং বিষ্ণু তীক্ষ্ণাধার স্বরূপ হইলেন। পূর্ব্বে ঈশানের যজ্ঞে যে সম্বৎসর কল্পিত হইয়াছিল, এখন তাহা উঁহার শরাসন রূপ ও সাবিত্রী মৌর্ব্বীরূপ ধারণ করিল। কালচক্র হইতে অভেদ্য দিব্য বর্ম্ম বহির্ভূত হইল। মৈনাক ও মেরুপর্ব্বত ধ্বজযষ্টি হইল। সৌদামিনী সহিত মেঘমালা পতাকা হইল। এইরূপে অপূর্ব্ব রথশরাসনাদি নির্ম্মিত হইলে মহাদেবের নিকট এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। মহাদেব উঁহাতে নিজ প্রধান শস্ত্র সমুদয় সংস্থাপনপূর্ব্বক আকাশকে ধ্বজ-যষ্টি করিয়া উপর উপর মহাবৃষভকে সন্নিবেশিত করিলেন। ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, রুদ্রদণ্ড ও জ্বর রথের পার্শ্বরক্ষক, অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস চক্ররক্ষক, ঋগ্বেদাদি পার্শ্বচর হইল। ওঁকার রথের সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিল। মহাদেব ছয় ঋতু-সম্পন্ন সম্বৎসরকে বিচিত্র শরাসন করিয়া আপনার ছায়াকেই মৌর্ব্বী করিলেন। ভগবান্ রুদ্র সাক্ষাৎকাল স্বরূপ, সম্বৎসর তাঁহার শরাসন, এই নিমিত্তই তাঁহার ছায়ারূপ কালরাত্রি ঐ শরাসনের মৌর্ব্বী হইল। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র ইঁহারা তাঁহার বাণস্বরূপ হইলেন। মহাদেব এই শরে ভৃগু ও অঙ্গিরা যজ্ঞসম্ভূত দুঃসহ ক্রোধাগ্নি নিহিত করিলেন। মহাদেব এই রথে আরোহণ করিয়া দেবগণকে কহিলেন, 'এখন কোন্ মহাত্মা আমার সারথ্য কার্য্য করিবেন?' দেবগণ কহিলেন, 'আপনি যাহাকে আদেশ করিবেন তিনিই আপনার সারথি হইবেন।' ইহাতে মহাদেব বলিলেন, 'যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবেন, তোমরা বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে তাহাকে সারথি কর।' দেবগণ মহাদেবের এই বাক্যে পিতামহের শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, 'এই যুদ্ধে আপনাকে সারথির কার্য্য করিতে হইবে।' পিতামহ তাহাই স্বীকার করিয়া মহাদেবের সারথির পদে অভিষিক্ত হইলেন। তখন মহাদেব বিষ্ণু-সোমাগ্নি সমুৎপন্ন শর গ্রহণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। কমলযোনি ভূতনাথের বাক্যানুসারে ত্রিপুরের অভিমুখে অশ্বদিগকে পরিচালন করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার ধ্বজাগ্রস্থিত বৃষভ ভীষণ নিনাদ করিয়া দশদিক্ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। শূলপানি মহাদেব ক্রোধে অধীর হইলেন, তখন ত্রিলোক কম্পিত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই রথ সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র এবং সেই শরাসনের সঞ্চালনে অবসন্ন হইল। তখন নারায়ণ সেই শরভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া বৃষরূপ ধারণপূর্ব্বক ঐ মহারথ উদ্ধৃত করিলেন। মহাদেব অশ্বপৃষ্ঠ ও বৃষভের মস্তকে অবস্থান-পূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া দানবপুর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অশ্বের স্তন ছেদন ও বৃষের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত করিলেন, সেই অবধি অশ্বগণ স্তনহীন ও গোসমূহের ক্ষুর দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অনন্তর মহাদেব শরাসন অধিজ্য ও ঐ শর পাশুপতাস্ত্রে সংযোজিত করিয়া ত্রিপুরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন সেই পুরত্রয় একত্র সমবেত হইল। ইহা দেখিয়া দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ত্রিলোকেশ্বর মহাদেব দিব্য শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক পুরত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া সেই ত্রৈলোক্যসার ভূতশর পরিত্যাগ করিলেন। সেই শরে ত্রিপুর তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। অসুরগণ ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। চারিদিক্ হইতে মহাদেবের স্তুতিগান হইতে লাগিল। মহাদেবের রোষ-প্রভাবে ত্রিপুর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। মহাদেব ক্রোধ সম্বরণ করিলেন। পৃথিবী ভারশূন্য হইল, দেবগণ স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেন। (ভারত কর্ণপ° ৩৫ অ°, হরিবংশ)

ত্রিপুরঘ্ন (পুং) ত্রিপুরং হন্তি হন-টক্। মহাদেব। [ত্রিপুর দেখ।]

ত্রিপুরদহন (পুং) মহাদেব, শিব।

ত্রিপুরদাস, একজন ভগবদ্ভক্ত কায়স্থ ইনি প্রথমে বাদশাহের সরকারে মুহুরির কার্য্য করিতেন এবং ইহাতে অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন। এই সমস্ত অর্থই তিনি ভগবদ্সেবায় ব্যয় করেন। প্রতি বৎসর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে তিনি শ্রীনাথ-জীকে শীতবস্ত্র দিতেন, ক্রমে রাজ-সরকারের চাকুরী গেলে, দরিদ্র হইয়া পড়েন। পূর্ব্বে কিছুই সঞ্চয় করেন নাই, যাহা আয় হইত, তাহাই ভগবদ্সেবায় ব্যয় করিতেন।

এখন নিতান্ত দুরবস্থায় পড়িলেন, কিন্তু প্রতি বৎসর শ্রীনাথজীকে গাত্রবস্ত্র দিতে অবহেলা করিতেন না। এক বৎসর কোন ক্রমেই আর বস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, অবশেষে আপনার পিত্তলের দোয়াত বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে শ্রীনাথজীর গাত্রবস্ত্র ক্রয় করিয়া দিলেন। কিন্তু ভাণ্ডারী তাহা শ্রীনাথজীর গায়ে না দিয়া তুলিয়া রাখে। রাত্রিতে ভাণ্ডারীকে প্রত্যাদেশ হয়, 'আমি শীতে কষ্ট পাইতেছি, আর তুমি ত্রিপুরদাসের দত্তবস্ত্র তুলিয়া রাখিয়াছ, সহস্র শাল বনাতে আমার শীত নিবারিত হয় না। সত্বর ত্রিপুরদাসের দত্ত বস্ত্র আমায় দাও।' (ভক্তমাল)

ত্রিপুরভৈরবী (স্ত্রী) ত্রিপুরা ধর্ম্মার্থকামানাং দাত্রী সা চাসৌ ভৈরবী চেতি। দেবীবিশেষ, ইহার রূপ রক্তবর্ণা, রক্তবস্ত্রপরিধানা, চতুর্ভুজা, তাহার উর্দ্ধদক্ষিণ হস্তে মালা, অধোদক্ষিণ হস্তে উত্তম পুস্তক, বামহস্তযুগলে বরাভয়, দীপ্তি সহস্র সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, ত্রিনয়না, গজেন্দ্রগমনা, উত্তুঙ্গ পীন স্তনযুগলশোভিতা, শ্বেতপ্রেতোপরি আসীনা, সহাস্যবদনা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, তাঁহার মস্তক, বক্ষঃস্থল এবং তাঁহার কটিদেশ এ তিন ছাড়া মুণ্ডমালা দ্বারা পরিশোভিত এবং নয়নত্রয় মধুপানে ঘূর্ণিত, ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ। এইরূপে ত্রিপুরভৈরবীকে চিন্তা করিবে। ধ্যান—

"চতুর্ভুজাং রক্তবর্ণাং রক্তবস্ত্রবিভূষিতাং।
দক্ষিণোর্দ্ধে স্রজঞ্চাধো বিভ্রতীং পুস্তকোত্তমং॥
অভয়ং বামহস্তাভ্যাং বরঞ্চ দধতীং তথা।
সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশাংত্রিনেত্রাং গজগামিনীং॥
পীনোত্তুঙ্গস্তনযুগাং সিতপ্রেতাসনস্থিতাং।
স্মিতপ্রভিন্নবদনাং সর্ব্বালঙ্কারসংযুতাং॥
তিসৃভি মুণ্ডমালাভিঃ শিরোবক্ষঃকটীষু চ।
ত্রিগুণং ত্রিগুণীভূতৈঃ প্রত্যেকং পরিভূষিতাং॥
মদিরাঘূর্ণনয়নাং রক্তদন্তচ্ছদদ্বয়াং।
চিন্তয়েদ্বরদাং দেবীমেবং ত্রিপুরভৈরবীং॥" (কালিকাপু° ৭৪ অ°)

ত্রিপুরভৈরবীর পূজোপকরণ পাত্রাদি ও আসনাদি অন্য পূজায় ব্যবহার করিতে নাই।

তিন মুহূর্ত্তকাল ত্রিপুরভৈরবীর পূজা করিতে হইবে। ইহার পূজায় ৩০ বারের কম জপ না হয়। অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা এবং অনামা এই তিন অঙ্গুলিযোগে ত্রিপুরভৈরবীকে পুষ্পাদি উপচার প্রদান করিবে। মালা দ্বিগুণ করিয়া দিতে হয়। সাধক চর্ম্মাসনে বসিয়া পশ্চাদ্ভাগে পদদ্বয় রাখিয়া অনন্যচিত্তে নির্জ্জন স্থানে এই দেবীর পূজা করিবে। বিজ্ঞ সাধক পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি বামহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। এই দেবী যদি সম্পূর্ণরূপে পূজিতা না হন, তাহা হইলে পূজকের শরীরে অবশ্যই নিন্দিত ব্যাধি, স্ত্রী পুত্র ও ভৃত্যাদি অবশীভূত এবং পরে তাহার শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়। এই ত্রিপুরভৈরবী যোগনিদ্রা জগজ্জননী মায়ারই রূপভেদ, একই মায়া বহুরূপে ক্রীড়া করেন। (কালিকাপু° ৭৪ অ°)

ত্রিপুরমল্লিকা (স্ত্রী) ত্রীণি পুরাণি দলাবৃন্তয়ো যস্যাঃ, সা চাসৌ মল্লিকা চেতি। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, ত্রিপুরমালিকা। পর্য্যায় শ্লেষ্মঘ্না। (ত্রিকা°)

ত্রিপুরা (স্ত্রী) ত্রীন্ ধর্ম্মার্থকামান্ পুরতি পুরতো দদাতি পুরক, ততষ্টাপ্। দেবীবিশেষ, ত্রিপুরাদেবী কামাখ্যার মূর্ত্তিভেদ। বাগ্ভব, কামবীজ এবং ঈশ্বর ধর্ম্ম অর্থ ও কামাদির সাধক এই তিনটী কুণ্ডলীযুক্ত হইয়া ত্রিপুরাদেবীর মূলমন্ত্র হয়। কামরূপিণী কামাখ্যা তিনটী দান করেন এবং তিনের অগ্রে পূজিতা হন, এইজন্য ইহার নাম ত্রিপুরা হইয়াছে।

"ত্রীন্ যস্মাৎপুরতো দদ্যাৎ দুর্গা ধ্যাতা মহেশ্বরী।
ত্রিপুরেতি ততঃ খ্যাতা কামাখ্যা কামরূপিণী॥"
(কালিকাপু° ৬৩ অ°)

এই দেবীর মণ্ডল ত্রিকোণ রেখাত্রয়ে নির্ম্মিত, তিনটী পুর মন্ত্র ত্র্যক্ষর, রূপ তিন প্রকার এবং ত্রিদেবের সৃষ্টির নিমিত্ত কুণ্ডলী শক্তিও ত্রিবিধ, যে হেতু এই সমস্ত বস্তুই তিন তিন, এই নিমিত্তই উঁহার নাম ত্রিপুরা।

"ত্রিকোণং মণ্ডলং চাস্যাস্ত্রিপুরন্তু ত্রিরেখকং।
মন্ত্রস্তু ত্র্যক্ষরং জ্ঞেয়ং তথা রূপত্রয়ং পুনঃ॥
ত্রিবিধা কুণ্ডলীশক্তিস্ত্রিদেবানাঞ্চ সৃষ্টয়ে।
সর্ব্বং ত্রয়ং ত্রয়ং যস্মাৎ তস্মাত্তু ত্রিপুরামতা॥"
(কালিকাপু° ৬৩ অ°)

ইহার রূপ সিন্দূরপুঞ্জসদৃশী, ত্রিনেত্রা, চতুর্ভুজা, বামদিকের উর্দ্ধহস্তে পুষ্পধনু এবং অধোহস্তে পুস্তক, দক্ষিণের উর্দ্ধহস্তে ৫টী বাণ এবং অধোহস্তে অক্ষমালা, চারিটী কুণপের পৃষ্ঠে আর একটী কুণপ রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মানা, জটাজুট এবং অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বদ্ধকেশ, নগ্না, মধ্যদেশে ত্রিবলী দ্বারা সুশোভিতা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, মঙ্গলময়ী, ধনবিতরণকারিণী, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না এইরূপ ত্রিপুরামূর্ত্তিকে ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান—

"সিন্দূরপুঞ্জসঙ্কাশাং ত্রিনেত্রান্তু চতুর্ভুজাং।
বামোর্দ্ধে পুষ্পকোদণ্ডং ধৃত্বাধঃ পুস্তকং তথা।
দক্ষিণোর্দ্ধে পঞ্চবাণানক্ষমালাং দধাত্যধঃ॥
চতুর্ণাং কুণপানান্ত পৃষ্ঠেঽন্যং কুণপান্তরং।

নিধায় তস্য পৃষ্ঠে তু সমপাদেন সংস্থিতাং ॥
জটাজূটার্দ্ধচন্দ্রেস্তু সমাবদ্ধশিরোরুহাং।
নম্রাং ত্রিবলিভঙ্গেন চারুমধ্যাং মনোহরাং ॥
সর্ব্বালঙ্কারসম্পূর্ণাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং শুভাং।
প্রবন্দ্য বিণসন্দোহাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাং॥" (কালিকাপু° ৬৩ অ°)

এইরূপে প্রথমে ধ্যান করিবে এবং আপনাকে ত্রিধা-রূপে ভাবনা করিবে।

দ্বিতীয় ত্রিপুরামূর্ত্তি, এইরূপ—বন্ধুকপুষ্পসদৃশী, জটাজুট ও চন্দ্রদ্বারা মণ্ডিতা, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না, সকল প্রকার অলঙ্কারে বিশোভিতা, উদ্যৎসূর্য্য সদৃশ বসনপরিধানা, পদ্মপর্য্যঙ্ক-সংস্থিতা, মুক্তা ও রত্নাবলীযুতা, পীনোন্নতপয়োধরযুক্তা, ত্রিবলিশোভিতা, আসবের আমোদে সন্তুষ্টা, নেত্রাহ্লাদকরী, বিশুদ্ধা, জগতের ক্ষোভিণী, ত্রিনেত্রা, যোনিমুদ্রার প্রতি ঈষৎ হাস্যসমাযুক্তা, নবযৌবনসম্পন্না, মৃণালতুল্য চতুর্ভুজা, বাম-দিগের ঊর্দ্ধহস্তে পুস্তক, অধোহস্তে অভয়, দক্ষিণের ঊর্দ্ধহস্তে অক্ষমালা, অধোহস্তে বর, গলদ্রক্তা, সূর্য্যাভা, আপাদলম্বিত-শিরোমালাধারিণী, কল্পদ্রুমাবলম্বনে অবস্থিতা, কদম্বোপ-বনান্তরিতা, শুভদায়িনী এবং কামাহ্লাদকরী, এইরূপ মনোহরা দ্বিতীয় ত্রিপুরা মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। দ্বিতীয় ধ্যান—

"বন্ধুকপুষ্পসঙ্কাশাং জটাজূটেন্দুমণ্ডিতাং।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং ॥
উদ্যদ্রবিপ্রখ্যবস্ত্রাং পদ্মপর্য্যঙ্কসংস্থিতাম্।
মুক্তারত্নাবলীযুক্তাং পীনোন্নতপয়োধরাং ॥
বলীবিভঙ্গচতুরামাসবামোদমোদিতাং।
নেত্রাহ্লাদকরীং শুদ্ধাং ক্ষোভিণীং জগতাং তথা ॥
ত্রিনেত্রাং যোগনিদ্রাং বামীষদ্ধাসসমাযুতাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং মৃণালাভচতুর্ভুজাং ॥
বামোর্দ্ধে পুস্তকং ধত্তে অক্ষমালান্তু দক্ষিণে।
বামেনাভয়দাং দেবীং দক্ষিণাধোবরপ্রদাং ॥
প্রস্রবদ্রক্তসূর্য্যাভাং শিরোমালাস্তু বিভ্রতীং।
আপাদলম্বিনীং কল্পদ্রুমমাসাদ্য সংস্থিতাং ॥
কদম্বোপবনান্তঃস্থাং কামাহ্লাদকরীং শুভাং।
দ্বিতীয়াং ত্রিপুরাং ধ্যায়েদেবং রূপাং মনোহরাং ॥"

(কালিকাপু° ৬৩ অ°)

তৃতীয়া ত্রিপুরার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে। ঐ মূর্ত্তি জবা-কুসুমসদৃশী, মুক্তকেশী, শুভাননা, হাস্যকরী, সদাশিবকে প্রেতবৎ স্থাপন করিয়া সেই দেবের হৃদয়ে ঊর্দ্ধ পদ্মাসনে উপবিষ্টা, গ্রীবাদেশ হইতে আপাদলম্বিনী রক্তোৎপলমিশ্রিত মুণ্ডমালাধারিণী, পীনোন্নতপয়োধরা, চতুর্ভুজা, দিগম্বরী, দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে অক্ষমালাধারিণী এবং অধোহস্তে বরদাত্রী, বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে অক্ষমালাধারিণী এবং অধোহস্তে বরদায়িনী, ত্রিনেত্রা, হাস্যমুখী, গলদ্রুধিরভোগার্ত্তা এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সাধক এই প্রকার মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। তৃতীয় মূর্ত্তির ধ্যান—

"জবাকুসুমসঙ্কাশাং মুক্তকেশীং বরাননাং।
সদাশিবং হসন্তস্তু প্রেতবন্নিধায় বৈ ॥
হৃদয়ে তস্য দেবস্য হূর্দ্ধপদ্মাসনস্থিতাং।
রক্তোৎপলৈর্ম্মিশ্রিতান্তু মুণ্ডমালাং পদানুগাং ॥
গ্রীবায়াং ধারয়ন্তীন্তু পীনোন্নতপয়োধরাং।
চতুর্ভুজাং তথা নগ্নাং দক্ষিণোর্দ্ধেঽক্ষমালিনীং ॥
বরদাং তদধো বামে জগন্মায়াং তথাভয়ং।
অধস্তু পুস্তকং ধত্তে ত্রিনেত্রাং হসিতাননাং ॥
প্রবন্দ্য বিণভোগার্ত্তাং তথা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং।"

(কালিকাপু° ৬৩ অ°)

পূজক এইরূপ ধ্যান করিবে। আদ্যরূপ বাগ্‌ভাব, দ্বিতীয় কামবীজ, তৃতীয় ডামর এবং মোহন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। সাধক পূর্ব্বে এক একটী করিয়া তিনটী রূপ ভাবিয়া বাহিরের মত হৃদয়াভ্যন্তরেও মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ করিয়া ষোড়শোপচারে প্রত্যেকের পূজা করিবে। দেবীর তিন মূর্ত্তি একত্র করিয়া মধ্যরূপে মন্ত্রত্রয় একত্র করিয়া হৃদয়ে নিবেশ করিবে।

কামরূপিণী ত্রিপুরাদেবীর নব প্রকারে পূজা করিতে হয়। বিধিবৎ ত্রিপুরা পূজা করিলে সাধক সকল অভিলষিত লাভ ও অন্তে দেবীলোকে গমন করে। (কালিকাপু° ৬৩ অ°)

ত্রিপুরা, পূর্ব্ববঙ্গের একটী প্রান্ত ভূভাগ। এই প্রদেশের কতকাংশ জেলা ত্রিপুরা নামে বাঙ্গালার ছোটলাটের অধীন এবং কতকাংশ পার্ব্বত্য ত্রিপুরা নামে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজবংশের অধীনে।

জেলা ত্রিপুরা।—ইহার উত্তরে বাঙ্গালার অন্তর্গত ময়মন-সিংহ জেলার কিয়দংশ ও আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী জেলা, পশ্চিমে মেঘনা নদী ও পূর্ব্বে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা। জেলা ত্রিপুরার পূর্ব্বসীমাই বৃটীশ ভারতের পূর্ব্বান্ত সীমা। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্মেণ্টের পক্ষে মিঃ লিসেষ্টার ও ত্রিপুরারাজের পক্ষে মিঃ ক্যাম্বেল এই সীমা নির্দ্ধারণ করেন। পূর্ব্বে এই জেলা চট্টগ্রামের কমিশনরের অধীন ছিল, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ঢাকার কমি-শনরের অধীন হইয়াছে।

এই জেলার ভূমি সর্ব্বত্র সমতল, কেবল পূর্ব্বাংশে কোন

কোন স্থলে লালমাই পর্ব্বতের কোন কোন অংশ আছে। নদী ও খালের সংখ্যা অধিক। দেশের বাণিজ্য প্রায়ই নৌকায় সম্পন্ন হয়। গ্রীষ্মকালে কোন কোন নদী ও খাল শুকাইলে বা জল কম হইলে হাঁটা পথেও বাণিজ্য চলে। বড় বড় নদীতে বর্ষাকালে বন্যা হইয়া থাকে, নিকটবর্ত্তী মাঠ জলে ডুবিয়া যায়। নিম্ন স্থানের মাটি খুব হাল্কা ও বেলে, উচ্চ স্থানে অপেক্ষাকৃত আঁঠাল মাটি পাওয়া যায়।

লালমাই পাহাড়ে কার্পাসের আবাদই বেশী। জঙ্গল পরিষ্কার হইলে এই পাহাড়ের সর্ব্বত্র গোশকট যাতায়াত করিতে পারে। এই পাহাড়ের উত্তরাংশে ময়নামতী পাহাড়ে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মহারাজের কয়েকখানি অট্টালিকা আছে, তাহাতে জেলা ত্রিপুরার প্রধান সহর কুমিল্লাবাসী ইংরাজগণ বাস করে। সমস্ত লালমাই পাহাড় পূর্ব্বে মহারাজের অধীন ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে ময়নামতীর বাড়ীগুলি ছাড়া গবর্ণমেণ্ট আর কোথাও মহারাজকে অধিকার দেন নাই। শেষে মহারাজ প্রায় ২৮ হাজার টাকায় সমস্ত পাহাড় কিনিয়া লইয়াছেন। ত্রিপুরার রাজবংশী লালমাই (লালময়ী) নামে কোন রাজকন্যার নামে এই পাহাড়ের নামকরণ হইয়াছে।

এই জেলার পশ্চিমাংশে মেঘনা নদী। একমাত্র এই নদীতে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। গোমতী, ডাকাতিয়া, তিতাস প্রভৃতি নদীতে ডিঙ্গি নৌকা সকল সময়েই চলে।

মেঘনা।—চাঁদপুরের নিকট মেঘনায় গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র মিশিয়াছে। তিন নদীর জলরাশি একত্র হওয়ায় এজেলায় মেঘনার পরিসর ও বেগ খুব বেশী। নদীর গর্ভে চরও অনেক আছে। এ নদীতে যাতায়াত বড় বিপজ্জনক ও ভয়সঙ্কুল। নদীতে ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠ ও জলমগ্ন বৃহৎ বৃক্ষের শাখায় বাঁধিয়াই অনেক নৌকা মারা পড়ে। রেনেল সাহেবের সময় ব্রহ্মপুত্রমেঘনাসঙ্গম বর্ত্তমান স্থল হইতে ৬০ মাইল উত্তরে ভৈরববাজার নামক স্থানে ছিল। কালে নদীর গতি পরিবর্ত্তন, ভাঙ্গন ও চরসংগঠনে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই নদীর নিকটবর্ত্তী স্থলে "বরিশালের কামানের" ন্যায় কামানের শব্দ শুনা যায়। কিসে এ শব্দ হয়, তাহা কিছুই নিরূপিত হয় নাই। এই নদীতে এ জেলার সর্ব্বত্র জোয়ার ভাঁটা খেলে ও প্রতি কোটালে বাণ ডাকে।

গোমতী।—মেঘনার পরই গোমতী এ জেলার প্রধান নদী। ইহা লালমাই পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা জেলা ত্রিপুরা প্রায় সমান অংশে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। জেলার প্রধান সহর কুমিল্লা নগর ইহার তীরে। নগরের ৮ মাইল উত্তরে এই নদী এই জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। দাউদকান্দির নিকট গোমতী মেঘনায় মিশিয়াছে। বর্ষাকালে এই নদী প্রবল হয়। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে ইহার অনেক স্থল হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। কুমিল্লা ব্যতীত ইহার তীরে জাফরগঞ্জ ও পাঁচপুখুরিয়া নামে আর দুইটী প্রধান স্থান আছে। এই নদী মোট ৬৭ মাইল দীর্ঘ, তন্মধ্যে এ জেলায় ৩৬ মাইল।

ডাকাতিয়া।—ইহা পার্ব্বত্য ত্রিপুরা হইতে আসিয়া শুয়াগাজী নামক স্থানে জেলা ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ১৫০ মাইল। ইহা পশ্চিম মুখে লাক্সাম, চিতোসি ও হাজীগঞ্জের নিকট দিয়া পশ্চিম মুখে বহিয়া দক্ষিণ মুখে ৬½ মাইল আসিয়া নোয়াখালী জেলার রায়পুর নামক গ্রামের নিকট মেঘনায় মিশিয়াছে।

তিতাস।—এই নদী এ জেলার উত্তরাংশে প্রবাহিত। লালপুরে চরের নিকট মেঘনায় পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৯২ মাইল। ইহার তীরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

এতদ্ভিন্ন মুহুরী, বিজয়গাং, বুড়ীগাং প্রভৃতি আরও কতগুলি ক্ষুদ্র নদী আছে। এই সকল নদীর ৮টী বড় পারঘাটা আছে। গোমতীতে কুমিল্লা, কোম্পানীগঞ্জ ও নুরপুর; মুহুরীতে শুভাপুর, পশুরাম ও কায়চুনি; তিতাসে উজানী সহর ও বিজয়গাঙ্গে নয়ানপুর নামক স্থানে পারঘাটা আছে।

সমগ্র জেলায় ১০৪টী খাল আছে, তন্মধ্যে চাঁদপুরের খাল ও গোকর্ণখাল বিশেষ বিখ্যাত। এই জেলায় বৃহৎ বৃহৎ বিলও আছে, তন্মধ্যে সরাইল পরগণায় আটকোপা বিল, আলতা বিল, বড়ালে বিল, চাল্তার বিল, কাজ্লা বিল, ককাই বিল, খোলধারী বিল, বরদাখাত পরগণায় বড় বিল, বাঁদচাড় বিল ও নুরনগর পরগণায় মনধারী বিলই বিশেষ বিখ্যাত। ইহার কোনটী ১ বর্গ মাইলের কম নহে, বড়ালে বিলটি ৫·৯ বর্গ মাইল বিস্তৃত।

এ জেলার উত্তরাংশে শুট্‌কী মাছের কারবার আছে। তাহা ঢাকা ও চট্টগ্রামে রপ্তানী হয়।

জেলা হইতে শীতলপাটী নির্ম্মাণোপযোগী তৃণ ও সোলা বহুল পরিমাণে রপ্তানী হয়। মেঘনার অনেক চরে এক প্রকার খাগড়া জন্মে, তাহাতে লোকে সামান্য সামান্য বেড়া বাঁধে।

এ দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্র জলা বলিয়া এ দেশের ধানগাছ খুব লম্বা হয়। সরাইল পরগণায় ২৮ ফিট লম্বা বিচালি হইতে দেখা গিয়াছে। এই জাতীয় ধানের মধ্যে বৈশাখীয়, কালামাণিক, বনগঙ্গা ও দিঘাই প্রধান।

লালমাই পাহাড়ে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কয়টা লৌহখনি

আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু লৌহের অবস্থা ভাল নহে ও খনিতে বেশী কয়লা না থাকায় খনির কার্য্য আরম্ভ হয় নাই।

এদেশে আত্র অতি জঘন্য। অন্য স্থানের ন্যায় আমকাঠ তত ভাল নহে। সুপারী, বেত, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতির রসে আয় হয়। এখানকার বনে হস্তী, ব্যাঘ্র, চিতা, বন্য শূকর, শৃগাল ও মহিষই বেশী। কতকগুলি পাখীর (মাছরাঙ্গা প্রভৃতির) পালক সমেত চামড়া এদেশের একটী লাভকর ব্যবসায়। ইহা চীন ও ব্রহ্মে চট্টগ্রাম দিয়া রপ্তানী হয়। মহিষের চর্ম্মের ব্যবসায়ও আছে।

ত্রিপুরায় তিপারা নামে একদল অসভ্য অধিবাসী আছে। ইহারা বাঙ্গালীদিগের সহিত মিশে না। ইহারা পার্ব্বত্য ত্রিপুরা হইতে কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া বাস করিতেছে। ইহাদের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহার কোন বর্ণমালা নাই। এক প্রকার বিকৃত হিন্দুধর্ম্মই ইহাদের ধর্ম্ম। ইহারা যে প্রণালীতে চাষ করে, তাহাকে জুমিং বা জুম বলে। বন কাটিয়া শুকাইবার জন্য ফেলিয়া রাখে, পরে তাহাতে অগ্নি দিয়া পুড়াইয়া ফেলে। এই ছাই সারের কাজ করে। পরে বর্ষার মুখে দা দিয়া গর্ত্ত করিয়া ধান, তুলা, কাঙ্‌নি প্রভৃতি সকল শস্যের বীজ একত্র মিশাইয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। আর কোন পাট করে না, বেশী বৃষ্টি না হইলে সকল ফসলই ভাল হয়। যখন যে শস্য পাকে, তাহাই ভাঙ্গিয়া আনে। সর্ব্বশেষে কার্পাস ভাঙ্গে। [তিপারা দেখ।]

সরাইল পরগণায় এক প্রকার মসলিন কাপড় বুনা হয়, তাহাকে তাঞ্জিব বলে, ইহা ঢাকার বিখ্যাত সবনাম মসলিন হইতে কোন অংশে হীন নহে। ইহার সূতা হাতে কাটে। এতদ্ভিন্ন শীতলপাটির ব্যবসাও বেশ বিস্তৃত। চর্পটা নামক স্থানে গত শতাব্দীতে ইংরাজদিগের অধীনে বাফ্‌তা কাপড়ের কারবার ছিল। প্রায় ৫০ বৎসর হইল এই কুঠি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরা জেলায় ইংরাজ-রাজত্বের ইতিহাস। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের সহিত ত্রিপুরাও ইংরাজের হস্তে পতিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী সরকার সুবর্ণগ্রামের অধীন ছিল। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে সরকার সুবর্ণগ্রাম ও (১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে) সুলতান সুজা যে যে অংশ জয় করিয়া এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহা একত্র ১৩টী চাকলায় বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী চাকলা জাহাঙ্গীরনগরের (ঢাকার) অধীন ছিল। চাকলা জাহাঙ্গীরনগর আবার কতকগুলি জমীদারীতে বিভক্ত হয়। জালালপুরের জমীদার তন্মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য হইতেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে সুজা খাঁ বাঙ্গালাকে ২৫টী "ইহ্‌তিমাম্‌" নামক অংশে বিভাগ করেন। এই সময় পূর্ব্বোক্ত জালালপুর জমীদারীকে একটী 'ইহ্‌তিমাম্‌' করা হয়। নোয়াখালী ও ত্রিপুরা এই 'ইহ্‌তিমামের' অন্তর্গত ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বাঙ্গালায় অধিকার পাইলে জালালপুরের শাসনভার রাজা হিম্মত সিংহ ও জসারত খাঁ নামক দুইজন এদেশীয় জমীদারের হস্তে দেওয়া হয়। তৎপরে ১৭৬৯ হইতে ১৭৭২ পর্য্যন্ত তিনজন ইংরাজের তত্ত্বাবধানে ছিল, ইহাদের নাম মিঃ কেলসাল, মিঃ হারিস ও মিঃ ল্যাম্বার্ট। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এক ব্যক্তিকে কালেক্টর উপাধি দিয়া তাঁহার হস্তে শাসনভার দেওয়া হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রোভিন্সিয়াল কাউন্সিল স্থাপিত হয়, তদবধি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাউন্সিলের নিযুক্ত নায়েবগণই রাজস্ব সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য করিতেন ও অন্য কার্য্য কয়েক জন চিহ্নিত ইংরাজ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইত। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা স্বতন্ত্র বিভাগ বলিয়া গণ্য হয়। কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারীর হস্তে এই নূতন বিভাগের ভার থাকে, কিন্তু তাহাদের হাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল না। শেষে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী আবার বিভক্ত হইয়াছে। ইহার পরেও সীমা লইয়া ও পরগণার ব্যবস্থা লইয়া সময়ে সময়ে নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

এই জেলায় তিনটী উপবিভাগ আছে—সদর উপবিভাগ, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপবিভাগ। সদর উপবিভাগে কুমিল্লা, মুরাদনগর, দাউদকান্দি, চাঁদিনা, জগন্নাথদীঘি ও লাক্সাম্‌ এই ছয় থানা আছে। এই উপবিভাগে প্রায় ৪ হাজার ৭ শত গ্রাম আছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কশবা, নবিনগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই তিনটী থানা ও চাঁদপুর বিভাগে চাঁদপুর ও হাজীগঞ্জ এই দুই থানা আছে। সমগ্র জেলায় ১১৭টী পরগণা আছে। এই জেলার পরিমাণ ফল ২৪৯১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৫,১৯,৩৩৮, ইহার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই ১ লক্ষ ৭ হাজার।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা।—এই স্থান ত্রিপুরার প্রাচীন রাজবংশের অধীনে আছে। রাজা ইংরাজরাজের মিত্ররাজ মধ্যে গণ্য। ইংরাজের পক্ষ হইতে একজন পলিটিকাল এজেন্ট এই রাজসভায় থাকেন। আগরতলা নামক স্থানে রাজধানী, হাউড়ে নদীর উপরে এই নগর অবস্থিত। এই রাজ্যের উত্তরে আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণে বাঙ্গালার অন্তর্গত নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম, পূর্ব্বে লুসাই দেশ এবং চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ, পশ্চিমে বাঙ্গালার অন্তর্গত জেলা

ত্রিপুরা। ত্রিপুরারাজের পার্ব্বত্য রাজ্য ব্যতীত জেলা ত্রিপুরার মধ্যে চাকলা রোসনাবাদ নামে এক বৃহৎ জমীদারী আছে, বৃটীশগবর্মেণ্টকে ইহার কর দিতে হয়। সমগ্র রাজ্যে রাজার যাহা আয় হয়, এই জমীদারীতে তদপেক্ষা বেশী আয় হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ রাজা মুসলমানদিগের করদ ছিলেন, সমতল ভূভাগের জন্য তিনি মুসলমানকে কর দিতেন। মুসলমানেরা লুসাইদিগের হস্ত হইতে রাজ্যের উৎপাত দূর করিবার জন্য সম্ভবতঃ ইচ্ছা করিয়াই পার্ব্বত্য প্রদেশ রাজার হস্ত হইতে কোন দিন লইতে চেষ্টা করেন নাই। এই রূপেই বোধ হয়, রাজার রাজ্যে কতকটা করদ জমীদারী ও কতকটা স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

প্রতি রাজার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার লইয়া বড় গোল ঘটে। উত্তরাধিকারপ্রার্থীরা কুকিদিগের সহিত মিলিত হইয়া মহা যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত করেন। রাজা স্বীয় উত্তরাধিকারী নিরূপিত করিয়া থাকেন। যিনি ভবিষ্যতে রাজা হইবেন, তাঁহার উপাধি যুবরাজ, যুবরাজের পর বড়ঠাকুর পদ। রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজ রাজা হন ও বড়ঠাকুর যুবরাজ হন। রাজার পুত্র থাকিলেও যুবরাজ রাজত্ব পাইবেন। যদি রাজা যুবরাজাদি নিযুক্ত করিয়া না যান, তবে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হন। এইরূপে যুবরাজ রাজা হইলে তিনি বড়ঠাকুরকেই যুবরাজ পদ দিতে বাধ্য থাকেন। যদি জীবিত থাকেন, বড়ঠাকুরও এক দিন রাজ্য পাইতে পারেন। পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রত্যেক রাজার রাজ্যারোহণের সময় কিছু নজরাণা পাইতেন এবং তাঁহারা পোষাক, খেলাৎ ও সনন্দ প্রদান করিতেন। বর্ত্তমান কালে রাজা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ভাবে চলিতে পারেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে একজন পলিটিকাল এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজার সহিত ইংরাজের কোন সন্ধি নাই। প্রত্যেক রাজার রাজ্যারোহণের সময় এখন বৃটীশগবর্মেণ্টকে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার এক বৎসর রাজস্বের অর্দ্ধেক অংশ উত্তরাধিকার-কর (succession duty) দিতে হয়।

রাজা কতকটা স্বেচ্ছাচারী। রাজার ইচ্ছামত আদেশই আইন। ইষ্টকালয়-নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী-খনন ও বিবাহোৎসবে পালকী ব্যবহার করিতে রাজাদেশ প্রয়োজন হয়। রাজা চিরানুগত প্রথাগুলি মানিয়া থাকেন। রাজকর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই রাজার স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তি। অনেক পদ আবার বংশগত হইয়া গিয়াছে, এইজন্য অনেক সময়ে ১০।১২ বৎসরের বালকেও জেলার কমিশনরের ন্যায় উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাগবর্মেণ্ট হইতে বাবু নীলমণি দাস নামে একজন বিচক্ষণ বাঙ্গালী ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়ান নিযুক্ত হন, ইহার হস্তে রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। রাজ্যের পরিমাণ ৪০৮৬ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। নীলমণি বাবু এখানে বৃটীশগবর্মেণ্টের দৃষ্টান্তে ব্যবস্থাপক সভা, ফৌজদারী আইন, দেওয়ানী আইন, পুলিস আইন, তামাদি আইন ইত্যাদি প্রচলন করিয়াছেন। কিন্তু রাজাদেশ সর্ব্বোপরি এখনও প্রবল আছে।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় সমতলবাসী ও পর্ব্বতবাসী এই দ্বিবিধ প্রজা আছে। সমতলবাসী প্রজারা জেলা ত্রিপুরার লোকের ন্যায়। পশ্চিম সীমায় দুই ক্রোশ প্রশস্ত স্থানে এবং নোয়াখালী, জেলা ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের সীমান্তেই ইহাদিগের বাস। পর্ব্বতবাসীরা খানাবাড়ীর প্রজা নামে অভিহিত। পার্ব্বত্য গ্রামগুলির প্রত্যেকটীতে একজন সর্দ্দার আছে, সেই সর্দ্দারের নামের পর 'বাড়ী' শব্দ যোগ করিয়া সেই গ্রামের নামকরণ করা হয়।

এই প্রদেশ সাধারণতঃ পর্ব্বতময়। ভূমি পশ্চিম হইতে উচ্চ। ৫।৬ টী পর্ব্বতমালা সমান্তরাল ভাবে চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটীর মধ্যে প্রায় ৬ ক্রোশ ব্যবধান। পর্ব্বতে বাঁশবনই অধিক, নিম্নভূমিতে জলা ও বেতবনই বেশী। পূর্ব্বদিকের প্রধান পর্ব্বতের নাম জাম্পুই; ইহার সর্ব্বোচ্চ চূড়া বেতলিঙ্গ শিব ৩২০০ ফিট উচ্চ। গোমতী, হাওরা, খোয়াই, বলাই, মনু, জুরি ও ফেনী এই কয়টী নদীই প্রধান। এখানে জঙ্গলের বড় বড় গাছের গুঁড়ি কাটিয়া নদীতে ফেলিয়া ভাসাইয়া আনে। এই সকল কাঠে অতি উত্তম নৌকা হয়। লুসাইগণ জঙ্গলে বৃহৎ বৃহৎ বোড়া বা বোয়া সর্প মারিয়া থাকে, ইহারা সেই সর্পের মাংস আহার করে। জাম্পুই ব্যতীত এদেশে আরও কয়েকটী প্রধান পর্ব্বতমালা আছে, (১) দেবতার মুড়া—প্রধান শিখর চাঁপামুড়া, বড়-মুড়া, শৈস্থন মুড়া, দেবতার মুড়া, শাহেলি মুড়া; (২) আঠার মুড়া—প্রধান শিখর চূড়ামণি, আতারমুড়া, জারিমুড়া, তুলা মুড়া; (৩) বাছিয়া পর্ব্বত—প্রধান শিখর বাছিয়া, মাছিমা, দোলাজারি; (৪) সরদৈঙ্গ পর্ব্বত—শিখর সরদৈঙ্গ; (৫) লঙ্গতরাই পর্ব্বত—শিখর ফেঙ্গিপুই, সিমবাসিয়া; (৬) সকন্তলঙ্গ—প্রধান শিখর সকন।

গোমতী নদী—আঠারমুড়া পর্ব্বত হইতে চায়মা ও লঙ্গতরাই পর্ব্বত হইতে রায়মা নামক দুইটী নদী নির্গত হইয়া ডুমরা নামক জলপ্রপাতের কিছু উর্দ্ধে একত্র হইয়া গোমতী নাম ধারণ করিয়াছে। কালীগাঙ্গ ও পিতাগাঙ্গ

নামে দুইটী উপনদী আছে, বিবিবাজার নামক গ্রামের নিকট জেলা ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে।

মনু নদী—সকস্তলঙ্গ পর্ব্বতের থোইশিব শিখরে উৎপন্ন হইয়া শ্রীহট্টে প্রবেশ করিয়াছে। দেব ও ডুলাই নামক ইহার দুইটী উপনদী যথাক্রমে কামনাথ ও কদমহাটা নামক স্থানে ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে।

এই সকল নদীতে পানসী, ডিঙ্গী, শালতি প্রভৃতিই চলে, ৩০ মণের বোঝাই নৌকা পর্য্যন্ত চলিতে পারে। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে কয়লা পাওয়া যাইতে পারে। নানা প্রকার পাথর পাওয়া যায়, কিন্তু চূণাপাথর মোটেই পাওয়া যায় না। কামনাথ ও শিপ্রি পর্ব্বতে দুইটী নদী আছে, তাহাদিগকে 'মুনচড়া' বলে। এই নদীদ্বয়ের উৎপত্তিস্থলের জল লবণাক্ত ও উষ্ণ। জাম্পুই পর্ব্বতে একটী লবণোৎস আছে।

বন মধ্যে হস্তী ও গয়াল বহু সংখ্যক দেখা যায়। হাতী ধরিবার জন্য রাজদরবার হইতে অনুমতি লইতে হয় ও কর দিতে হয়। প্রত্যেক হাতী বেচিবার সময়ও তন্মূল্য হইতে রাজপ্রাপ্য বলিয়া এক-অষ্টমাংস রাজাকে দিতে হয়। বন হইতে শুকপক্ষী ধরিয়া অন্য দেশে চালান দিতে হইলে রাজা তাহার উপর একটা কৃত আদায় করেন। এখানকার টিয়া, ময়না ও চন্দনা অতি বিখ্যাত ও আদৃত। বর্ষার সময়ে জঙ্গল বিভাগে মশা, ডাঁশ, মাছি, জোঁক এত বেশী হয়, যে বনবাসীরাও সময়ে সময়ে বাসস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করে।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা আগরতলা ও কৈলাসহর এই দুই বিভাগে বিভক্ত। আগরতলা বিভাগে ৪২ হাজার ও কৈলাসহর বিভাগে ৬ হাজার পার্ব্বতীয় লোকের বাস। সমতল স্থানে মোট ২৭ হাজার লোকের বাস। একুনে পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় প্রায় ৭৫ হাজার লোকের বাস।

পার্ব্বতীয় জাতি তিন ভাগে বিভক্ত। (১) তিপারা বা টিপ্‌রা [তিপারা দেখ।], (২) জামাইতা, (৩) নওয়াতিয়া ও (৪) রিয়াঙ্গ। এখানে কুকি ও লুসাইদিগেরও বাস আছে। [কুকি ও লুসাই দেখ।] পার্ব্বতীয় উপত্যকায় মণিপুরী জাতিও বাস করে। কুমুল, লুয়াঙ্গ, ময়রাঙ্গ ও মেইথেই জাতীয় মণিপুরীই অধিক।

এখানে এই কয়টী জাতীয় উৎসব হয়। (১) চৈত্র মাসের শেষ দিন ইহারা বর্ষবিদায় উপলক্ষে একটী উৎসব করে। ইহাতে ভোজ ও আমোদ আহ্লাদই বেশী, উৎসব ক্রমাগত ৭ দিন চলে। (২) আশ্বিন মাসে ফসল কাটিবার সময় "মিকাটাল" বা নবান্ন নামে উৎসব হয়। পার্ব্বতীয় লোকে এই উৎসব করে। এই উৎসবে দেবতার নিকট জমীর উর্ব্বরতা প্রার্থনা করা হয়। (৩) অগ্রহায়ণ মাসে হৈমন্তিক ধান্য কাটা হইলে নূতন মদ্যের এক উৎসব হয়। ইহারা এই উৎসবে 'মমুই' নামক ধান্যে এক প্রকার কাঁজি প্রস্তুত করে। ইহাই পার্ব্বতীয়গণের অতি প্রিয় পেয়। এই উৎসবে দেবতাকে নূতন চাউল উৎসর্গ করিয়া দেয় ও সকলে নূতন চাউলের অন্ন খায়; ছাগল, পক্ষী, শূকর প্রভৃতিও বলি দেয়।

ইহাদের প্রধান উৎসবের নাম 'কের পূজা'। সর্ব্বাপদ শান্তির জন্য আষাঢ় মাসে এই উৎসব হয়। গোপনে প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ীতে উৎসব সম্পন্ন করে। উৎসবটী আড়াই দিন হয়। সকলেই প্রথমদিন রাত্রি দশটা হইতে তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে ছয়টা পর্য্যন্ত বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া রাখে, কেহ বাহিরে যাইতে পায়না, মাঝের দিন অতি অল্পক্ষণের জন্য দুইবার বাহিরে যাইতে পারে, নতুবা অন্য সময়ে নিষিদ্ধ। আগরতলায় রাজপ্রাসাদের নিকট একটা স্থান বাঁশ দিয়া ঘেরা আছে। বাঁশের ডগাগুলি অতি সুন্দর রূপে কেয়ারি করিয়া ছাঁটা। ইহার মধ্যে উৎসবটী সম্পন্ন হয়, ছাগশূকরাদি বলি দেওয়া হয়। পূর্ব্বে নরবলিও হইত। এই উৎসবের সময় ঐ আসরের বাঁশের বেড়া বদলান হয়। এই করপূজায় রাজা হইতে আপামর সাধারণে যোগ দিতে বাধ্য। এ সময়ে ইহারা অনেকগুলি নিষেধ বিধি প্রতিপালন করে। রাজা হইতে সকলেই জুতা পায় দিতে পারেন না, ছাতা মাথায় দিতে পারেন না, বন্দুক ছুঁড়িতে ও অগ্নি জ্বালিতেও পারেন না। যে ইহা লঙ্ঘন করে, সে চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট অপরাধী হয় এবং পুরোহিত তাহার জরিমানা করেন। রাজা ও রাজার আত্মীয়গণ এই উৎসবে নানাবিধ পাপক্ষয়ার্থ অনেক অর্থ দান করেন।

বিদেশীর বাস।—চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে লুসাই যুদ্ধের সময় 'বেগার' দিবার ভয়ে অনেকগুলি চাকমা জাতীয় লোক এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে।

গ্রাম নগরাদি।—এক আগরতলা ভিন্ন নগর পদবাচ্য কোন স্থানই নাই। কৈলাসহর ও ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর নামক অপেক্ষাকৃত বৃহৎগ্রামদ্বয়ই সহর পদবাচ্য।

আগরতলা কুমিল্লা হইতে ৩০ মাইল দূরে। এখানে অট্টালিকার বিশেষ আড়ম্বর বা সৌন্দর্য্য নাই। সামান্য দ্বিতল অট্টালিকাই রাজবাটী। এখানে নয় শত মাত্র লোকের বাস। পথ ভাল নাই।

কৈলাসহর—পর্ব্বতমূলে একখানি গ্রাম মাত্র। একটী উপবিভাগের সদর স্থান বলিয়া এখানে বাজার আছে।

এখানকার বাজারে তুলার বিনিময়-বাণিজ্য প্রচলিত আছে। তামাকু, সুপারী ও শুষ্ক মৎস্যের সহিত তুলার বিনিময় হয়।

উদয়পুর—গোমতীর বামতীরে। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে পার্ব্বতীয় তুলার হাট হয়। বাহাদুরী কাঠ, বাঁশ ও তুলার বিনিময়ে পাহাড়ীরা তামাকু, লবণ ও শুষ্ক মৎস্য লইয়া যায়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান উদয়পুরে কুকিরা বড়ই অত্যাচার করিয়াছিল, অধিকাংশ গ্রামের লোককে মারিয়া ফেলিয়া অনেককে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।

বর্ত্তমান আগরতলা হইতে ২ ক্রোশ পূর্ব্বে প্রাচীন আগরতলা বর্ত্তমান। পূর্ব্বে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ১ হাজার লোক ছিল। রাজাদিগের বাসও পূর্ব্বে এখানেই ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে নূতন আগরতলায় রাজধানী হয়। প্রাচীন আগরতলার রাজবাটী এখনও ভগ্নপ্রায় অবস্থায় বর্ত্তমান। এখানে রাজা রাণীদিগের অনেকগুলি স্মরণস্তম্ভ আছে। পুরাতন রাজবাটীর নিকটে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে পাহাড়ীদিগের চতুর্দ্দশ দেবতার প্রতিমা (পিত্তল নির্ম্মিত মুণ্ড মাত্র) আছে। এই মন্দিরের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে সকলেই এমন কি মুসলমানেরাও প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া থাকে।

প্রাচীন উদয়পুর ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজা উদয়মাণিক্য কর্ত্তৃক রাজধানীতে পরিণত ও তাঁহার নামে কথিত হয়। ইহাও গোমতীর বামতীরে অবস্থিত। প্রাচীন রাজবাটী প্রভৃতি এখনও গভীর জঙ্গল মধ্যে বর্ত্তমান আছে। এখানে একটী ৮ ফিট্ দীর্ঘ লৌহ কামান আছে। লোকের বিশ্বাস ইহাতে ফুল কাড়াইলে শুভাশুভ জানিতে পারা যায়। পথিকেরা কামান দেখিলেই সেলাম করে। এ কামান কাহার, কিরূপে কোথা হইতে আসিল কেহ বলিতে পারে না।

এই প্রাচীন উদয়পুর একটী পীঠস্থান। এখানে দেবীর নাম ত্রিপুরাদেবী ও ভৈরবের নাম ত্রিপুরেশ। এখানে সতীর দক্ষিণ পদ পতিত হইয়াছিল। ভৈরব লিঙ্গ শ্বেতপ্রস্তরোদ্ভূত। ত্রিপুরাদেবীর মন্দিরে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। পীঠমালায় এই পীঠের উক্তি আছে,—

"ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবতা ত্রিপুরা মতাঃ।
ভৈরবঃ ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ॥" (পীঠমালা ১৫ শ্লোক)

ভারতচন্দ্র ভৈরবের নাম নল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেবীর মন্দিরের নিকটে কতকগুলি ক্ষুদ্র অট্টালিকার শীর্ষদেশে বাঙ্গালা অক্ষরে খোদিত প্রস্তর-লিপি আছে, মন্দিরের নিকটে একটী বৃহৎ পরিষ্কার জলের দীর্ঘিকা আছে. ইহার আকার ডিম্বাকৃতি। ইহার তীরে দুষ্প্রবেশ্য জঙ্গল।

ত্রিপুরার ইতিহাস।—বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত 'রাজমালা' নামে একখানি কাব্য গ্রন্থ আছে, ইহাতে ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস লিখিত। ত্রিপুরা অতি প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত একটী রাজবংশের অধীনে আছে। রাজমালার মতে এই রাজবংশ চন্দ্রবংশোদ্ভূত। চন্দ্রবংশে যযাতিপুত্র দ্রুহ্যু হইতে এই বংশের উৎপত্তিগণনা করা হয়। কিন্তু বহুকাল গবেষণার পর স্থির হইয়াছে যে, এই বংশ শানজাতি হইতে উৎপন্ন, শানজাতি লৌহিত্যবংশ নামে অভিহিত হয়। ইংরাজেরা এই জাতির ব্যাখ্যাকালে ইহাকে Tiboeto Burman বলেন।

ত্রিপুরার রাজগণের প্রতিষ্ঠিত একটী অব্দ এখনও প্রচলিত আছে। এদেশে প্রচলিত সন অপেক্ষা ৩ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন ত্রিপুরাব্দের ১৩০৬ চলিতেছে।

যখন চন্দ্রবংশীয় রাজগণ ভারতে সম্রাট্ ছিলেন, তখন ভারতের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী হিড়িম্বদেশের দক্ষিণস্থ পর্ব্বতময় রাজ্য "কিরাত" দেশ নামে কথিত হইত। [কিরাত দেখ।] চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির চতুর্থ পুত্র ভারতে সম্রাট্ হন। রাজমালার মতে দ্বিতীয় পুত্র দ্রুহ্যু পিতৃপরিত্যক্ত হইয়া এই কিরাত দেশে আসেন। কিরাত দেশের কপিলা (ব্রহ্মপুত্র) নদীতীরে কতিপয় কিরাতরাজ্যের সহিত দ্রুহ্যুর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কিরাতদিগকে পরাজিত করিয়া দ্রুহ্যু রাজা হন এবং কপিলাতীরে ত্রিবেগ নামে নগর নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় রাজধানী করেন। দ্রুহ্যুকে যযাতি শাপ দিয়াছিলেন, "দ্রুহ্যো! তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় বয়স প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার প্রিয়তর অভিপ্রায় কোথাও সিদ্ধ হইবে না। যেখানে অশ্ব, রথ, হস্তী, রাজযোগ্য যান, গো, গর্দ্দভ, ছাগ, শিবিকা প্রভৃতি দ্বারা গমনাগমন হইতে পারে না, সর্ব্বদা ভেলা ও প্লুতগতি দ্বারা যাতায়াত করিতে হয়, যেখানে রাজশব্দ প্রসিদ্ধ নাই, তুমি স্ববংশে সেই দেশে অবস্থিতি করিবে।" (মহা, সম্ভব, ৮৪ অধ্যায়) মহাভারতের মতে ইহার বংশে 'ভোজগণ' উৎপন্ন হইয়াছিলেন। (মহা, সম্ভব, ৮৫ অধ্যায়)

রাজমালার মতে, এই কিরাতদেশই ত্রিপুরা এবং যযাতিপুত্র দ্রুহ্যুই এখানকার প্রথম রাজা। রাজমালার মতে দ্রুহ্যুর পর তাঁহার পুত্র ত্রিপুর রাজা হন। বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে দ্রুহ্যুর দুইটী পুত্রের নাম পাওয়া যায়, বভ্রু ও সেতু। এই সেতুর পৌত্রের নাম গান্ধার। শ্রীমদ্ভাগবতে গান্ধারের পরবর্ত্তী ৫ পুরুষের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে ত্রিপুর নাম নাই। পুরাণ মতে দ্রুহ্যুর পুত্র গান্ধার হইতে গান্ধার দেশের নামকরণ হয়। এরূপ স্থলে দ্রুহ্যু ভারতের

পূর্ব্বপ্রান্তে না আসিয়া পশ্চিমপ্রান্তে গমন করিয়াছিলেন, তাহাই পৌরাণিক মতে স্বীকার্য্য।

যাহা হউক রাজমালার মতে উক্ত ত্রিপুর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরা একই রাজবংশের অধীনে আছে ও সেই সকল রাজার ধারাবাহিক নাম রাজমালায় আছে।

ত্রিপুর রাজ্যারোহণ করিয়া কিরাতরাজ্যের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় নামানুসারে ত্রিপুরা রাজ্য ও কিরাত জাতিকে ত্রিপুরা জাতি বলিয়া অভিহিত করেন। ত্রিপুর প্রজাপীড়ক ছিলেন এবং শিবদ্বেষী হইয়া রাজ্য হইতে শৈবনাম লোপ করেন। ধর্ম্মদ্বেষী ত্রিপুরের অত্যাচারে ব্রাহ্মণেরা ক্রমে ক্রমে অন্য দেশে গমন করিতে লাগিল। কতকগুলি প্রধান প্রজা অত্যাচারীর হস্ত হইতে রাজ্যোদ্ধারের জন্য কামরূপাধিপতিকে আহ্বান করে, কিন্তু তিনি ত্রিপুরাপতির ভয়ে ভীত হইয়া সে বিষয়ে সম্মত হইলেন না। প্রজাগণ হতাশ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। ইতি মধ্যে অপুত্রক ত্রিপুরের মৃত্যু হইল। বিধবা রাজ্ঞী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা রাজবংশ লোপ হয় দেখিয়া শিবের আরাধনা করিলেন, শিব বর দিলেন, "তোমাদের ইচ্ছাপূর্ণ হইবে, আমার ঔরসে বিধবা রাণীর গর্ভে এক সুলক্ষণ পুত্র জন্মিবে।" কালে তাহাই হইল। রাজ্ঞী তিন চক্ষুবিশিষ্ট পুত্র প্রসব করিলেন, তাঁহার নামও ত্রিলোচন রাখা হইল। দশমবর্ষ বয়সে ত্রিলোচন রাজা হন। রাজা ত্রিলোচন ক্রমশঃ প্রজাগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ রাজ্য জয় করিয়া স্বরাজ্যের প্রসর বাড়াইতে লাগিলেন। ইনিই ত্রিপুরপতিগণের মধ্যে রাজচিহ্ন, ধবলছত্র ও আরঙ্গী প্রথম ব্যবহার করেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত উহা চলিয়া আসিতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী হিড়িম্ব দেশাধিপতি (কাছাড়ের রাজা) ত্রিপুরাপতি ত্রিলোচনের সহিত সদ্ভাব রাখিবার জন্য তৎসহ স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। মহারাজ ত্রিলোচন শিবভক্ত ছিলেন এবং শিবাদেশে চতুর্দ্দশটী দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই চতুর্দ্দশ দেবতাই ত্রিপুরাপতিগণের কুলদেবতারূপে আজিও পূজিত হইতেছে।

"হরোমা হরিমা বাণী কুমারো গণকো বিধুঃ।
খাব্ধি গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশ॥"

হর, উমা, হরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, চন্দ্র, আকাশ, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কাম, হিমালয় এই চতুর্দ্দশ দেবতা।

ত্রিলোচন এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিবার জন্য গঙ্গাসাগরক্ষেত্রে লোক পাঠাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদ্বেষী ত্রিপুরের রাজত্বকালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ত্রিপুরা ত্যাগ করায় ত্রিলোচনকে এইরূপ আয়োজন করিতে হয়। বঙ্গদেশের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ত্রিপুর জীবিত আছেন বলিয়া প্রথমতঃ আসিতে স্বীকৃত হন নাই; কিন্তু শেষে ত্রিপুরের মৃত্যুসংবাদে বিশ্বাস হওয়ায় তাঁহারা গিয়া ত্রিলোচনের যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এই যজ্ঞে কিরাত (ত্রিপুরা) ও কুকিদিগের সংগৃহীত বহুসংখ্যক হংস মহিষাদি বলিদান করা হয়। হিড়িম্বরাজকুমারীর গর্ভে ত্রিলোচনের দ্বাদশটী পুত্র জন্মে। রাজমালার মতে এই সকল রাজপুত্র বিষ্ণু ও শিব দেহের ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালেও প্রবাদ আছে যে, রাজবংশধরেরা ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইবেন।

রাজমালায় ত্রিপুরাধিপতি ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। মহাভারতে কিন্তু ইঁহার নামোল্লেখ নাই, তবে রাজসূয়-যজ্ঞকালে ভীম কর্ত্তৃক পূর্ব্বদেশ জয়কালে সাতজন কিরাত নৃপতির পরাজয় বিবরণ আছে আর ঘোষযাত্রার পর কর্ণকর্ত্তৃক পূর্ব্বদিক্ জয়কালে ত্রিপুরারাজ্যের জয়বিবরণ লিখিত আছে। ভারতযুদ্ধে কোন পক্ষেই বোধ হয় ত্রিপুরাপতি উপস্থিত ছিলেন না, আর রাজসূয়-যজ্ঞকালে উপস্থিত রাজন্যবর্গের মধ্যেও তাঁহার নাম দেখা যায় না; কিন্তু ত্রিলোচন ও যুধিষ্ঠিরের সময় নিরূপণ করিয়া দেখিলে উভয়কে সমসাময়িক বলিয়া কিছুতেই বুঝা যায় না। ত্রিলোচনের বংশাবলী রাজমালায় যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ত্রিপুরার বর্ত্তমান রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ব্রজেন্দ্র চন্দ্র পর্য্যন্ত ত্রিলোচন হইতে ১০৯ পুরুষ হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে ১০৯ পুরুষে ৩৬০০ বৎসর হয় এবং প্রতি তিন পুরুষে শতাব্দী গণনায় অর্থাৎ প্রতি শতাব্দীতে ৩ পুরুষ ধরিলে প্রতি পুরুষে ৩৩ বৎসর হইয়া প্রতি শতাব্দীতে যে এক বৎসর অবশিষ্ট থাকে, ৩৬০০ বৎসরে সেই হিসাবে আর ৩৬ বৎসর পাওয়া যায়; এই ৩৬ বৎসর ও ১০৯ পুরুষে যে ৩৬০০ বৎসর হইয়াছে, তাহা একুনে ৩৬৩৬ বৎসর হইতেছে সুতরাং রাজমালার বংশাবলী অনুসারে ত্রিলোচন, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র হইতে ৩৬৩৬ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বর্ত্তমান ত্রিপুরারাজের পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের ১২৭৭ বঙ্গাব্দে ৩৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়, তখন তৎপুত্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্র অতি শিশু। এখন যদি যুধিষ্ঠির কলিযুগের প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তিনি ব্রজেন্দ্র হইতে ৪৯৬৯ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিতে হইবে;

কারণ মহারাজ ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর বৎসরে কলিযুগের ৪৯৬৯ বৎসর গত হইয়াছে। এই হিসাবে যুধিষ্ঠির ও ত্রিলোচনে ১৩৩৩ বৎসরের পার্থক্য দাঁড়াইতেছে। এই ১৩৩৩ বৎসরে প্রায় ৪০ পুরুষের অভাব দেখা যাইতেছে; কিন্তু মহাভারতে বনপর্ব্বে যখন ত্রিপুরা নাম পাওয়া যায়, তখন অনুমান করিতে হইবে যে ত্রিলোচনের পিতা ত্রিপুর যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্ববর্ত্তী না হউন তাহার সমসাময়িক বটে। সভাপর্ব্বে, ভীমের দিগ্বিজয়ে যখন কিরাতরাজ্যের নাম ত্রিপুরা নাম নাই, কিরাত নামই আছে, তখন ইহাও বুঝিতে হইবে যে রাজসূয় যজ্ঞকালে ত্রিপুর বর্ত্তমান থাকিলেও তখনও স্বরাজ্যের নাম পরিবর্ত্তন করেন নাই। ইহাও সম্ভব। কারণ রাজসূয় যজ্ঞের পর দুর্য্যোধন দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণকে দ্বাদশ বৎসর বনপ্রেরণ করেন। এই বনবাসের শেষাবস্থায় ঘোষযাত্রা ঘটে। তৎপরে কর্ণ কর্ত্তৃক ত্রিপুরা বিজিত হয়, সুতরাং ভীম কর্ত্তৃক কিরাতরাজ্য জয়ের দ্বাদশ বৎসর পরে কর্ণ কর্ত্তৃক ত্রিপুরা নামে কিরাত রাজ্য জয় করা কিছু অসম্ভব নহে। এই ঘটনা হইতে অনায়াসে ত্রিপুরকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। রাজমালা মতে ত্রিপুর দ্রুহ্যের পুত্র। ইহা স্বীকার করিলে ত্রিপুর যুধিষ্ঠিরের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়েন, কিন্তু ত্রিপুরায় একটী প্রবাদ আছে যে, "ত্রিপুর দ্রুহ্যর পুত্র নহেন কেবল উত্তর পুরুষ মাত্র। দ্রুহ্য হইতে দ্বাবিংশ নৃপতির পর ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন।" এই প্রবাদে বিশ্বাস করিলে দেখা যায় যে যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যর অধস্তন ৩৩শ পুরুষে ত্রিপুর, আর যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর ৩৮শ পুরুষে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান, [মহাভারত আদিপর্ব্বের সম্ভব পর্ব্বান্তর্গত ৯৫ অধ্যায়ে বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক শেষ বিস্তৃত বংশতালিকা দেখ।] পৌরাণিক বিবরণে ৪।৫ পুরুষের অন্তর (১৫০।১৭৫ বৎসরের পার্থক্য হইলেও) ধর্ত্তব্য নহে। অতএব রাজমালার মতে ত্রিলোচনকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক স্বীকার করা অপেক্ষা মহাভারত মতে ত্রিপুরকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক স্বীকার করাই সঙ্গত। কিন্তু এস্থলে বলা উচিত ঐ সকল ঘটনা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। উহা পৌরাণিক আখ্যায়িকা স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে।

রাজমালার মতে ত্রিলোচন ত্রিপুরের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, কিন্তু ত্রিলোচনের জন্ম বিবরণের যে উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়।

কল্যব্দ ধরিয়া গণনার সময়েও দেখা গিয়াছে যে যুধিষ্ঠির ও ত্রিলোচনের মধ্যে যে ১৩৩৩ বৎসর বা ৪০ পুরুষের অন্তর দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে উক্ত ৪০ পুরুষ অথবা প্রায় সেই সংখ্যক কয়েক পুরুষ ত্রিপুরের ন্যায়ই দেবদ্বিজদ্বেষী ছিলেন বলিয়া রাজমালার কবি স্বীয় ইতিহাসে উক্ত দেবদ্বিজদ্বেষী রাজগণের উল্লেখ না করিয়া একেবারে শৈব ও দ্বিজভক্ত নৃপতি ত্রিলোচনকে শিববরে প্রাপ্ত শিবপুত্র বলিয়া বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন।

ত্রিলোচন যে বাস্তবিক চন্দ্রবংশোদ্ভব নহেন, রাজমালাও তাঁহাকে শিবৌরসজাত বলিয়া বর্ণনা করায়, তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করাইয়াছেন। এদিকে পাশ্চাত্য গবেষণায় স্থির হইয়াছে, যে মণিপুর রাজবংশের ন্যায় ত্রিপুরার রাজবংশও শান বা লৌহিত্য বংশোদ্ভূত অথবা যদিও চন্দ্রবংশীয় বলিতে হয় তাহা হইলেও তাহা প্রমাণের কোন বিশেষ সুবিধা নাই, কারণ ইতিপূর্ব্বেই দেখা গেল যে দ্রুহ্য হইতে ত্রিপুরের মধ্যে ৩২ জনের নাম অভাব এবং ত্রিপুর হইতে ত্রিলোচনের মধ্যে ৪০ জনের নাম অভাব। কে জানে, এই উভয় সময়ের মধ্যে রাজ্য এক রাজবংশ হইতে অপর বংশের হস্তে যায় নাই।

যাহা হউক এখন রাজমালাধৃত ইতিহাসের অনুসরণ করা যাউক। ত্রিলোচন বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে তাঁহার শ্বশুর হিড়িম্বপতির মৃত্যু হয়। হিড়িম্বপতি অপুত্রক ছিলেন। ত্রিপুরার দ্বাদশ জন রাজকুমার মাতামহ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া পরস্পরে রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, ত্রিলোচন স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হিড়িম্ব রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভ্রাতৃবিরোধ শান্ত করিলেন। মহারাজ ত্রিলোচন দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন, তাঁহার ন্যায় দীর্ঘায়ু রাজা আর কেহ ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। ত্রিলোচনের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণ পিতার আদেশানুসারে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাতামহরাজ্য হিড়িম্বদেশে রাজা হইয়াছিলেন, তিনিই পৈতৃক রাজ্যলাভার্থ রাজা দক্ষিণের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। সাতদিন ক্রমাগত উভয় ভ্রাতার যুদ্ধ হইলে হিড়িম্বরাজ মধ্যম ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করেন এবং উভয় রাজ্য একত্র শাসন করিতে লাগিলেন। রাজ্যচ্যুত রাজা দক্ষিণ ও তাঁহার অপর দশ ভ্রাতা ত্রিপুরা পরিত্যাগ করিয়া খালানসা নদী পার হইয়া একস্থানে বাসস্থান স্থির করেন। মহারাজ ত্রিলোচনের এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাজমালায় পাওয়া যায় না।

কিছুকাল পরে প্রজাবিদ্রোহে হিড়িম্বরাজ রাজ্যচ্যুত ও প্রবাসী রাজা দক্ষিণ পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। মহারাজ দক্ষিণের পর তৎ পুত্র তয়দক্ষিণ রাজা হন। তাঁহা

হইতে প্রমার পর্য্যন্ত ৫৩ জন রাজার রাজত্বকালে ত্রিপুরায় কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। মহারাজ প্রমারের পুত্র কুমার রাজা হইয়া শ্যামলনগরে শিবদর্শনার্থ গমন করেন। শ্যামল নগর শিবের প্রিয় ক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই শ্যামল নগর কোথায় তাহা জানা যায় না, তবে চট্টগ্রামের উত্তরদিকস্থ পর্ব্বতের সুপ্রসিদ্ধ শম্ভুনাথ শিবমন্দির অতি প্রাচীন কালে ত্রিপুরাধিপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হয় এবং এখনও সেই মন্দির সংস্কারের ব্যয় ত্রিপুরা-রাজকোষ হইতে দেওয়া হয়। বোধ হয় এই স্থানই সেকালে শ্যামলনগর নামে কথিত হইত।

রাজমালার ত্রিলোচন হইতে অধস্তন ২৭শ পুরুষ মহারাজ ঈশ্বরকে 'ফা' উপাধিযুক্ত দেখা যায়। ত্রিপুরা ভাষায় 'ফা' অর্থে 'পিতা'। কোন কোন নৃপতি গৌরবার্থ এই 'ফা' উপাধি গ্রহণ করিতেন।

মহারাজ কুমারের পর তাঁহার পুত্র সুকুমার, তৎপরে তাঁহার পুত্র তরুরাও এবং তাঁহার পরে তৎপুত্র রাজ্যেশ্বর ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহারাজ রাজ্যেশ্বর অতিশয় ক্রোধনস্বভাব ছিলেন। তিনি পুত্রলাভাশয়ে শিবোদ্দেশে তপস্যা করেন, কিন্তু তপস্যায় সফল না হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া মন্দির মধ্যে শিবপ্রতিমার পদদ্বয় বাণবিদ্ধ করেন। শিব এই অপরাধে ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। অবশেষে মহারাজ রাজ্যেশ্বর শিবের উদ্দেশে অতিকষ্টে দুইটী নরবলি দিয়া দুইটী পুত্রলাভ করেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে ত্রিপুরায় নর বলির প্রথম সূত্রপাত হয়। মহারাজ রাজ্যেশ্বরের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মিশলিরাজ রাজা হন। তিনি অপত্যহীন ছিলেন বলিয়া তাঁহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তেজাঙ্গ-ফা রাজা হইলেন। তাঁহার পর আর সাত জন রাজা হন; তাঁহাদের রাজত্বকালে বিশেষ ঘটনা কিছু ঘটে নাই।

তৎপরে মহারাজ প্রতীত রাজ্যারোহণ করিয়া হিড়িম্ব-রাজের সহিত উভয় রাজ্যের সীমানির্দ্ধারণ করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন এবং উভয় রাজ্যের সন্ধি স্থলে শ্বেতবর্ণ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া উভয় রাজা শপথ করেন যে যদি তাঁহারা পরস্পরের সীমা লঙ্ঘন করেন, তবে চিরকৃষ্ণ কাকও শ্বেতবর্ণ হইয়া যাইবে। উভয় রাজ্যের এবম্বিধ দৃঢ় সৌহার্দ্দ্যে পার্শ্ববর্ত্তী অপর রাজগণ ভীত হইয়া উভয় রাজ্যের বিচ্ছেদ সাধনে যত্ন করিতে লাগিলেন। শেষে কোন রাজা ত্রিপুরেশ্বরকে একটী সুন্দরী রমণী উপঢৌকন প্রেরণ করেন। হিড়িম্বরাজ ইহার রূপলাবণ্য শ্রবণে ত্রিপুরেশ্বরের কবল হইতে উদ্ধারার্থ যত্ন করেন, কিন্তু বিবাদ না বাধিতে বাধিতে মিটিয়া যায়। মহারাজ প্রতীতের পর আর চারিজন রাজা হন। ইহাদের সময়ের কোন ঘটনা প্রকাশ নাই।

তৎপরে মহারাজ জনক-ফা রাজা হন। ইনি বড় যুদ্ধ-কুশল ছিলেন। ইনি রাজ্য-সীমা-বর্দ্ধনাশায় দক্ষিণে অনেক দেশ জয় করেন। শেষে রাঙ্গামাটির অধীশ্বর নিক দশ সহস্র সুশিক্ষিত কুকিসৈন্য লইয়া তাঁহার গতি রোধ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে পলাইতে হয়। মহারাজ জনক-ফা রাঙ্গামাটিতে ত্রিপুরার রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহার সময় ব্রহ্মদেশের রাজধানী অমরাপুর পর্য্যন্ত ত্রিপুরারাজের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। অবশেষে তিনি বঙ্গদেশ জয় করিতে সংকল্প করেন, কিন্তু বহু যুদ্ধে রাজকোষ শূন্য হওয়ায় সে উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ইহার পর ২০ জন রাজা হন, তাঁহাদের নাম মাত্র ইতিহাসে আছে।

তৎপরে সিংহতুঙ্গ-ফা রাজা হন। ইহার সময় আরাকান-রাজের একজন চৌধুরী নানা মণিমাণিক্য উপ-ঢৌকন লইয়া গৌড়পতির নিকট যাইতেছিল। মহারাজ সিংহতুঙ্গ-ফা তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। গৌড়েশ্বর এই সংবাদ পাইয়া ত্রিপুরা জয়ের জন্য এক বৃহৎ সৈন্যদল প্রেরণ করেন। ত্রিপুরপতি গৌড়েশ্বরের সেনাবল বুঝিয়া ভীত হইয়া সন্ধি করিতে চাহেন, কিন্তু রাজ্ঞী স্বামীকে কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করিয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলেন, 'তোমাদের রাজা শৃগালের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু আমি তাহা ইচ্ছা করি না। আমি স্বয়ং যুদ্ধ করিব, যাহার ইচ্ছা হয় সে আমার সঙ্গে এস, কুলগৌরব রক্ষা কর।' সমস্ত সৈন্য রাজ্ঞীর সহিত প্রস্তুত হইল। রাজ্ঞী সৈন্যগণের প্রতি প্রীত হইয়া তাহাদিগকে মহিষ ও ছাগমাংস দ্বারা পরম পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। পরদিন যুদ্ধ হইল। ত্রিপুর-রাজ্ঞী হস্তীতে আরোহণ করিয়া সৈন্যপরিচালন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে গৌড়সেনা প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইল। এ সময় কে গৌড়াধিপ ছিলেন তাহা বলা যায় না, রাজমালায় তাঁহার নাম নাই। মহারাজ সিংহতুঙ্গ-ফার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কুঞ্জ-হোম-ফা পিতার ন্যায় শান্তস্বভাব ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পত্নী তাঁহার মাতার ন্যায় তেজস্বিনী ও বিদুষী ছিলেন। মহারাজ কুঞ্জহোম-ফার পর তৎপুত্র দানকুরু-ফা রাজা হন। তাঁহার আঠারটী পুত্র হয়। ভবিষ্যতে আঠারটী পুত্রের মধ্যে কাহাকে রাজ্যদান করা যাইতে পারে ইহা নিরূপণার্থ মহারাজ দানকুরু-ফা ৩০টী ক্রীড়াশীল কুক্কুটকে অনাহারে কিয়ৎকাল রুদ্ধ করিয়া রাখেন, শেষে পুত্রগণকে লইয়া

একত্র আহার করিতে বসিয়া ঐ সকল ক্ষুধাতুর কুক্কুটকে তাঁহাদের আহারের স্থানে গোপনে ছাড়িয়া দিতে জনৈক অনুচরকে আদেশ দিলেন। কুক্কুটসকল ছাড়া পাইয়া অন্নপাত্রে মুখ দিতে আসিলে মহারাজ পুত্রগণকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে পার যে কোন উপায়ে ইহাদিগকে নিরস্ত কর। অনেকেই নানা উপায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু একবারে বহুসংখ্যক কুক্কুটকে বাধা দিতে পারিলেন না। শেষে কনিষ্ঠ রাজকুমার রত্ন-ফা কতকগুলি অন্ন লইয়া কিছুদূরে ছড়াইয়া দিলেন, তখন সমস্ত কুক্কুট সেই স্থানে ভোজনে নিযুক্ত হইল। নৃপতি কনিষ্ঠ কুমারের বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দর্শনে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া নিরূপণ করিলেন।

মহারাজ দানকুরু-ফার মৃত্যুর পর রাজকুমারেরা ষড়যন্ত্র করিয়া পিতৃনির্ব্বাচিত রাজকুমার রত্ন-ফাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রাজা-ফাকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

কুমার রত্ন-ফা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া গৌড়েশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন, গৌড়ে তখন তুঘ্রিল খাঁ শাসনকর্ত্তা। ইঁহার সহিত রত্ন-ফার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য হইল। তিনি কুমারকে চারি বৎসর কাল সমাদরে রাখিয়া এক দল বৃহৎ সৈন্য দিয়া তাঁহার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে সাহায্য করেন। রত্ন-ফা সসৈন্যে ত্রিপুরাপ্রান্তে উপস্থিত হইলে রাজবংশের অনেক সুহৃদ্ তাঁহার সহিত যোগ দেন। যুদ্ধে ত্রিপুরারাজ পরাজিত হন। কুমার রত্ন-ফা নিষ্কণ্টক হইবার জন্য কুচক্রী সপ্তদশ ভ্রাতার প্রাণনাশ করিয়া রাজা হইলেন। সম্ভবতঃ ৬৮৯ ত্রিপুরাব্দে (১২৭৭ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা ঘটে। এই ত্রিপুরাব্দ ত্রিপুরার রাজাদিগের নিজ প্রতিষ্ঠিত একটী অব্দ। ইহা কাহা কর্ত্তৃক কোন সময় কেন প্রতিষ্ঠিত হয়, কিছুই জানা যায় না। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যু হয়, তখন ত্রিপুরাব্দ ১২৭২, সুতরাং খৃষ্টাব্দে ও ত্রিপুরাব্দে ৫৯০ বৎসরের অন্তর। অতএব খৃষ্টীয় ৬৮২ অব্দে প্রথম ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত হয়। তাহা হইলে ঈশানচন্দ্রের মৃত্যু কাল হইতে ১১৮০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরাব্দ প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। ১১৮০ বৎসরে ৩৫।৩৬ পুরুষ ধরা যাইতে পারে, তাহা হইলে মহারাজ শিবরাজ বা দেবরাজের সময় ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

মহারাজ রত্নফা রাজ্য লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তুঘ্রিলকে ১০০ হস্তী ও বহুবিধ মণিমাণিক্য প্রদান করেন। ইহার মধ্যে এরূপ একটী বৃহৎ রত্ন ছিল যে তত বড় রত্ন গৌড়েশ্বরেরও ছিল না। তুঘ্রিল এই রত্ন পাইয়া মহানন্দে রত্ন-ফাকে মাণিক্য উপাধি ও ৪০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য প্রদান করেন। রত্ন-ফা মহোপকারী বন্ধুদত্ত উপাধি ধারণ করিয়া নিয়ম করেন যে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার বংশধর প্রত্যেক রাজা এই মাণিক্য উপাধি ধারণ করিবেন। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা এই ঘটনাকে তুঘ্রিল কর্ত্তৃক ত্রিপুরা-বিজয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরা-বিজয় না হউক মুসলমানের সঙ্গে ত্রিপুরার এই প্রথম সংস্রব বটে। মিঃ মার্শমান স্বীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা গয়াস্-উদ্দীন ত্রিপুরার রাজার নিকট কর গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজমালায় তাহার কোন উল্লেখ নাই। মহারাজ রত্নমাণিক্য স্বরাজ্যে অনেকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ রত্নমাণিক্যের পর প্রতাপমাণিক্য রাজা হন। ইঁহার সময় সুবর্ণগ্রাম হইতে বঙ্গাধিপ শাম্স্-উদ্দীন্ প্রতাপমাণিক্যকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের ফলে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ব্যতীত সমস্ত স্থান মুসলমানের অধিকৃত হয়। প্রতাপ মাণিক্যের প্রপৌত্রের সময়াবধি এই সকল স্থান মুসলমান অধিকারেই ছিল। মহারাজ প্রতাপের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয়, সুতরাং তাঁহার কনিষ্ঠ মুকুট রাজা হন। মহারাজ মুকুটমাণিক্যের পর তাঁহার পুত্র মহামাণিক্য রাজা হন। মহারাজ মহামাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীধর্ম্ম তাঁহার জীবদ্দশাতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীধন তাঁহার মৃত্যুকালে অতি শিশু ছিলেন।

মহারাজ মহামাণিক্য বসন্তরোগে মারা যান। কুমার শ্রীধর্ম্ম তখন সন্ন্যাসী হইয়া কাশীতে ছিলেন। মহারাজ মহামাণিক্যের মৃত্যুর পর ত্রিপুরার কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার অনুসন্ধানে আসিয়া কাশীতেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন এবং বলেন 'কুমার, আপনার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সৈন্যেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আপনি জীবিত থাকিতে অন্যের কথা দূরে থাক কনিষ্ঠ কুমারকেও সিংহাসনে বসিতে দিবে না।' রাজকুমার এই অনুরোধে বাধ্য হইয়া ত্রিপুরায় আসিয়া রাজ্যভার লইলেন। ইনি ৮১৭ ত্রিপুরাব্দে (১৪০৭ খৃষ্টাব্দে) রাজ্য লাভ করেন। ইনি মুসলমানদিগের অধিকৃত ত্রিপুরার রাজ্যাংশ সকল উদ্ধার করেন। মহারাজ এই সকল প্রদেশ এরূপ ভাবে লুঠ করেন যে কিছু দিন অধিবাসীদিগকে বল্কল পরিধান করিতে হইয়াছিল। ইহার পর প্রতিশোধ দিবার জন্য গৌড়াধিপ আহ্মদ শাহের সৈন্যকে পরাজয় করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ লুঠ করেন। কুমিল্লা নগরে ইনি একটী

বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া ধর্ম্মসাগর নাম দেন। ইহার কার্য্য শেষ হইতে ২ বৎসর লাগে। ইনি তাম্রশাসনের দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ভূমি দান করেন। ইহার সময় ব্রাহ্মণের পুত্রকন্যার বিবাহের ব্যয় রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত। ইহারই সময়ে বাঙ্গালা পদ্য ছন্দে 'রাজমালা' রচিত হয়। ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়া মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য স্বর্গলাভ করেন। মহারাজ শ্রীধর্ম্মের পর ৮৪৯ ত্রিপুরাব্দে (১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাজা হন। রাজমালায় তাঁহার নাম নাই। অতি অল্পকাল পরেই সেনাপতিগণের ষড়যন্ত্রে তিনি বিনষ্ট ও শ্রীধর্ম্মের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীধন রাজা হইলেন। শ্রীধনমাণিক্য রাজা হইয়াই পরাক্রান্ত সেনাপতিবৃন্দের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করেন। একদিন তাঁহার পীড়ার সংবাদ দিয়া এক নিভৃত স্থানে দুর্দ্দান্ত সেনাপতিগণকে আহ্বান করিলেন। এই নিভৃত স্থানে কতিপয় গুপ্তচর রাজাদেশে উপস্থিত ছিল, তাহারা সেনাপতিগণকে আক্রমণ করিয়া কাটিয়া ফেলিল। দুর্বৃত্তগণ বিনষ্ট হইলে সমরকুশল বিশ্বস্ত রায় চয়চাগ নামক ব্যক্তিকে প্রধান সেনাপতি করিয়া মহারাজ শ্রীধনমাণিক্য রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময় ত্রিপুরার পূর্ব্বদিকে একটী শ্বেত হস্তী বহির্গত হয়। মহারাজ তাহাকে ধরিয়া আনিতে বলেন। কুকীরা ধরে, কিন্তু রাজার নিকট না পাঠাইয়া দেওয়ায় সেনাপতি চয়চাগ রায় থানাসী নগরে কুকিরাজকে পরাজয় করিয়া হস্তী উদ্ধার ও কুকিদিগকে চিরবশীভূত করিয়াছিলেন। ইহারা এখনও অনেকাংশে ত্রিপুরারাজের বশীভূত। তৎপরে বীরবর চয়চাগ ৯২২ ত্রিপুরাব্দে (১৫১২ খৃষ্টাব্দে) আরাকানরাজের সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশ ত্রিপুরাভুক্ত করেন। গৌড়ের নবাব সৈয়দ হোসেন শাহ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গৌরমল্লিক নামক একজন বাঙ্গালীকে সেনাপতি করিয়া প্রেরণ করেন। কুমিল্লায় চয়চাগ ও গৌরমল্লিকের যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরাসৈন্য পরাজিত হইয়া হটিয়া গেলে মুসলমান-সেনা মেহেরকুলদুর্গ অধিকার করিয়া রাঙ্গামাটির দিকে অগ্রসর হয়। সেনাপতি চয়চাগ পথমধ্যে সোণামাটির দুর্গে আশ্রয় লইয়া গোমতী নদীতে একটা বাঁধ দিয়া ৩ দিন জলস্রোত বন্ধ রাখেন। মুসলমানেরা নদী শুষ্ক ভাবিয়া হাঁটিয়া পার হইবার জন্য যেমন নদীগর্ভে নামিল, অমনি সেনাপতি বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। অধিকাংশ মুসলমান সেনা জলে ডুবিয়া মারা গেল। যাহারা উদ্ধার হইতে পারিল, তাহারা চণ্ডীগড়ে আসিয়া আশ্রয় লইল, কিন্তু রাত্রিতে ত্রিপুরার সৈন্যগণ দুর্গে প্রবেশ করিয়া অনেককে বিনষ্ট করিল। অতি অল্পসংখ্যক সেনা প্রাণ লইয়া গৌড়ে পলাইল। মেহেরকুলদুর্গে শত্রুকে পরাজিত করিবার আশায় মহারাজ শ্রীধনমাণিক্য একটী কৃষ্ণকায় চণ্ডাল বালককে ভবানীর নিকট বলি দিয়াছিলেন। তৎপরে চয়চাগ আরাকান রাজ্যের কিয়দংশ জয় করিয়া লয়েন। হায়াতন খাঁ নামক গৌড়ের আর একজন সেনাপতি এই সময় আবার ত্রিপুরাভিমুখে আগমন করেন। কুমিল্লার নিকট যুদ্ধ হয়, প্রথম যুদ্ধে চয়চাগ পরাজিত হন, কিন্তু শেষে পূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিয়া শুগড়িয়া দুর্গের নিম্নে মুসলমান সেনা ভাসাইয়া দেন। মুসলমানের মধ্যে যাহারা বাঁচিল, তাহারা শুগড়িয়া দুর্গে আশ্রয় লইল এবং দ্বিগুণ সৈন্য না হইলে ত্রিপুরাজয় অসম্ভব বিবেচনায় পলাইল, অনেকে বন্দীও হইল।

ত্রিপুরায় পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বার্ষিক এক সহস্র নরবলি হইত। মহারাজ শ্রীধনমাণিক্য তাহা রহিত করিয়া অপরাধী ও যুদ্ধে বন্দী শত্রুদিগকে বলি দিবার প্রথা প্রচলন করেন। তিনি মিথিলা হইতে গীতবাদ্যবিশারদ্ লোক আনাইয়া স্বরাজ্যে সঙ্গীতবিদ্যার প্রচার করেন। তদবধি রাজবংশীয় প্রত্যেক ব্যক্তিরই সঙ্গীতে কিছু না কিছু অনুরাগ দেখা যায়। মহারাজ শ্রীধনমাণিক্য একটী শিবমন্দির ও ১ মণ স্বর্ণে ভুবনেশ্বরী-প্রতিমা নির্ম্মাণ করেন। ৯২৫ ত্রিপুরাব্দে (১৫১৫ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়। মহারাণী সহমৃতা হন। শ্রীধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্য রাজা হন। ৬ বৎসর রাজত্বের পর ইন্দ্র নামে এক শিশু পুত্র রাখিয়া মহারাজ ধ্বজমাণিক্য স্বর্গলাভ করেন।

তৎপরে ধ্বজমাণিক্যের কনিষ্ঠভ্রাতা দেবমাণিক্য ৯৩২ ত্রিপুরাব্দে (১৫২২ খৃষ্টাব্দে) রাজা হন। তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম হইতে প্রচুর ধন ও কতিপয় দুষ্ট ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া আনেন। বন্দীদিগকে চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলি দেওয়া হয়। চোন্তাই (চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক) এই সময় রাজাকে বলেন, 'শিব স্বপ্নাদেশে প্রধান সেনাপতিগণের রক্ত চাহিয়াছেন।' দেবতার প্রসন্নতা-লাভের জন্য মহারাজ দুষ্ট পুরোহিতের মন্ত্রণায় ৮ জন প্রধান সেনাপতিকে বধ করেন। কিছুদিন পরেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, চোন্তাই ধ্বজমাণিক্যের পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টায় আছেন। তখন তিনিও সতর্ক হইলেন; কিন্তু আবার সুবিধা মত চোন্তাই গোপনে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রমাণিক্যকে ৯৪৫ ত্রিপুরাব্দে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্ঞীর সহিত রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

৪ মাস পরে সৈন্যেরা জানিল যে চোত্তাই রাজ্ঞীর পরামর্শে দেবমাণিক্যকে বিনাশ করিয়াছে, তখন তাহারা উন্মত্ত হইয়া পাপিষ্ঠ চোত্তাই, পাপিনী রাজ্ঞী ও পাপীয়সীর গর্ভজাত শিশু মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যকে নিহত করিয়া একটা গর্ত্তে সমাহিত করিল।

তৎপরে দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়মাণিক্য ৯৪৫ ত্রিপুরাব্দে (১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে) রাজা হন। বিজয় রাজা হইয়া দেখিলেন মন্ত্রীই প্রকৃত রাজা, তিনি সাক্ষীগোপাল মাত্র। তখন তিনি গোপনে অতিরিক্ত মদ্য পান করাইয়া মন্ত্রীকে বিনাশ করেন। ইহার সময় দিল্লীর সম্রাট্ ত্রিপুরার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। বিজয়মাণিক্য কয়েক সহস্র পাঠান অশ্বারোহী সেনা নিযুক্ত করেন। খাসিয়ার রাজা তাঁহাকে বার্ষিক ৫টী হস্তী ও ১০টী অশ্ব করস্বরূপ দিতেন। জয়ন্তিয়ার রাজা গর্ব্বে অধীনতা স্বীকার না করায় বিজয়-মাণিক্য তাঁহার বিনাশার্থ ১২ শত হাড়ীকে ১২ শত কোদালী দিয়া প্রেরণ করেন। হাড়ীর হস্তে কোদালীর আঘাতে প্রাণ যাওয়া অতিশয় অপমানকর বোধে জয়ন্তীরাজ বশ্যতা স্বীকার করেন। তৎপরে তিনি পাঠানসেনাকে চট্টগ্রাম অধিকারার্থে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাদের বেতন বাকী ছিল বলিয়া তাহারা রাজাকে বধ করিতে উদ্যোগী হয়। মহারাজ বিজয়মাণিক্য তাহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া বন্দী করেন ও চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলি দেন। তৎপরে বাঙ্গালার নবাব সুলেমান হাজার অশ্বারোহী ও ১০ হাজার পদাতি সহ মহম্মদ খাঁ নামক সেনাপতিকে ত্রিপুরায় পাঠান। চট্টগ্রামে ৮ মাস যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরার সেনাপতি বিনষ্ট হইলেও শেষে মুসল-মানেরা পরাজিত হয়। সেনাপতি মহম্মদ খাঁ লৌহপিঞ্জরা-বদ্ধ হইয়া রাজধানীতে নীত ও চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলি রূপে প্রদত্ত হন।

কিছু দিন পরে বিজয়মাণিক্য নিজে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। তাঁহার সঙ্গে ২৬ হাজার পদাতি, ৫ হাজার অশ্বা-রোহী ও পাঁচহাজার নৌকা ছিল। সুবর্ণগ্রামে প্রথম যুদ্ধ ঘটে, মুসলমানেরা পরাজিত হয়। তৎপরে তিনি লাক্ষানদী অতিক্রম করিয়া পদ্মা পর্য্যন্ত নানা স্থান লুট পাট করিয়া চলিয়া আসেন। ব্রহ্মপুত্রতীরে আসিয়া লুটের সামগ্রী রাজধানীতে পাঠাইয়া তিনি শ্রীহট্ট লুটিতে যান। শ্রীহট্ট লুটিয়া সেখানে একগ্রামে সমস্ত অধিবাসীকে বিনাশ ও সেখানে কতিপয় জলাশয় খনন করাইয়া ফিরিয়া আসেন।

বিজয়মাণিক্য একদিন কল্পতরু হইয়াছিলেন। ইহার কনিষ্ঠ পুত্র অমর সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যাকে বিবাহ করেন। একজন জ্যোতিষী রাজাকে বলেন যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রই রাজা হইবেন। ইহা শুনিয়া তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তীর্থ যাত্রাচ্ছলে পুরুষোত্তমে প্রেরণ করেন। বিজয়মাণিক্য প্রবল পরাক্রমে ৪৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৯৯৩ ত্রিপুরাব্দে বসন্তরোগে স্বর্গ গমন করেন। কতিপয় রাজ্ঞী সহমৃতা হন।

তাঁহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত শ্বশুরের সাহায্যে রাজা হন, কিন্তু দেড় বৎসর পরে শ্বশুর কর্ত্তৃক গোপনে নিহত হন। তাঁহার রাজ্ঞী অনুমৃতা হইতে চাহিলে তাঁহার পিতা গোপীপ্রসাদ নিবারণ করেন। শেষে রাজ্ঞা নিজে সিংহাসনে বসিতে চাহেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক জামাতৃ-হন্তা গোপীপ্রসাদ কন্যাকে সিংহাসন না দিয়া নিজে উদয়-মাণিক্য নাম ধারণ করিয়া ৯৯৫ ত্রিপুরাব্দে (১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যারোহণ করিলেন এবং কন্যাকে চণ্ডীগড় গ্রাম জায়গীর দিয়া তাঁহাকে হস্তীগড়ের রাণী বলিয়া প্রচার করিলেন। গোপীপ্রসাদ প্রথমে ধর্ম্মনগরের তহসীলদার ছিলেন। তৎপরে রাজার পাচক, পরে চৌকীদার এবং শেষে শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথ করায় সেনাপতি হন।

উদয়মাণিক্য রাজধানী রাঙ্গামাটির নাম বদলাইয়া উদয়পুর নাম দেন। তাঁহার সময়ে বহু জলাশয় ও প্রাসাদাদি নির্ম্মিত হয়। তাহার ২৪০টী স্ত্রী ছিল। তাঁহাদের অনেকেই ভ্রষ্টা ছিলেন। এই সময় গৌড়ের একজন মুসল-মান রাজপুত্র ত্রিপুরায় ভ্রমণার্থ আসেন। মহারাজ তাঁহাকে সমাদরে রাখিয়াছিলেন। ভ্রষ্টা রাণীদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহারও সহিত সঙ্গত হয়। উদয়মাণিক্য জানিতে পারিয়া গৌড় রাজপুত্রকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত ও ভ্রষ্টা স্ত্রীদিগকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করেন।

মোগলেরা আবার এই সময় চট্টগ্রাম অধিকার করে। যুদ্ধে ৩৪ হাজার ত্রিপুরসৈন্য বিনষ্ট হয়। এই যুদ্ধের ৫ বৎসর পরে কোন স্ত্রীলোক বিষদানে রাজার প্রাণ নষ্ট করে। উদয়মাণিক্যের সময় ত্রিপুরায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে বহু প্রজা নষ্ট হয়।

উদয়মাণিক্যের পর তাঁহার পুত্র জয়মাণিক্য ১০০৬ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৬) রাজা হন। তিনি নামে রাজা হইলেন, তাঁহার পিতৃব্য রঙ্গনারায়ণই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। রঙ্গনারায়ণ দেখিলেন, মহারাজ অনন্তমাণিক্যের পিতৃব্য (বিজয়মাণিক্যের ভ্রাতা) অমর অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিতেছেন, তাহাকে শীঘ্র দমন না

করিলে পুরাতন রাজবংশ আবার সিংহাসন লইবে। এই বিবেচনা করিয়া রঙ্গনারায়ণ অমরকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। তথায় অমরের এক বন্ধু তরবারি দ্বারা একটী পাণ দ্বিখণ্ড করিয়া অমরকে ইঙ্গিত করিলেন। অমর সেই ইঙ্গিত বুঝিয়া হঠাৎ অসুস্থতার ভান করিয়া অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। তৎপরে উভয়ে উভয়ের বধার্থ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। রঙ্গনারায়ণ ভীত হইয়া দুর্গে আশ্রয় লইলেন ও পত্রদ্বারা স্বীয় ভ্রাতাকে সসৈন্যে আসিয়া অমরকে আক্রমণ করিতে বলিলেন। পথে পত্রবাহক অমরের হস্তে পতিত ও বন্দী হইল। অমর রঙ্গের হস্তাক্ষরের ন্যায় এক কৃত্রিম পত্র প্রস্তুত করিয়া রঙ্গের নিজ বিশ্বস্ত অনুচর দ্বারা ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। রঙ্গের ভ্রাতা পত্র পাইয়া বাহককে যেমন আলিঙ্গন করিলেন, অমনি সে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া মস্তক লইয়া আসিল। অমর সেই মস্তক দুর্গ মধ্যে রঙ্গের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রঙ্গ মস্তক দর্শনে আকুল হইয়া ভাবিলেন যে যখন ভ্রাতা নিহত, তখন অবশ্যই তাহার সৈন্য বর্গও নিহত হইয়াছে। নিজেও ভীত হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলাইলেন। দুই দিবস গোপনে থাকিবার পর অমরের এক সৈনিক তাঁহাকে দেখিতে পায় ও তাঁহাকে বিনাশ করিয়া মস্তক লইয়া অমরকে উপহার দেয়। অমর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সাহসনারায়ণ উপাধি দেন।

জয়মাণিক্য এই সংবাদ শুনিয়া অমরকে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এত অত্যাচার করিতেছেন কেন? অমর অস্ত্রমুখে উত্তর দিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। মহারাজ জয়মাণিক্য ভীত হইয়া পলাইলেন। অমরের সৈন্য তাঁহাকে পথে ধৃত করিয়া বিনাশ করিল। এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া জয়মাণিক্য নিহত হন।

১০০৭ ত্রিপুরাব্দে অমরমাণিক্য সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মহারাজ অমরমাণিক্য রাজা হইয়াই ত্রিপুরার সমস্ত ভূম্যধিকারীকে লিখিলেন, 'একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইতে হইবে, এজন্য তাঁহারা সকলেই যেন কোদালী প্রেরণ করেন।' তদনুসারে ৯ জন জমীদার ১৩০০ কোদাল পাঠাইয়া ছিলেন। ইহা দ্বারা উদয়পুরে যে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান হয়, তাহা আজিও অমরসাগর নামে বর্ত্তমান আছে। শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের জমীদার এই কার্য্যে কোদালী পাঠান নাই বলিয়া মহারাজ অমর তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য ২২ হাজার সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। জমীদার পলাইয়া শ্রীহট্টে মুসলমান শাসনকর্ত্তার আশ্রয় লয়েন। তাঁহার পুত্র বন্দী হন। অমরমাণিক্য ইহা শুনিয়া শ্রীহট্টের মুসলমান শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। অমরমাণিক্য গরুড়ব্যূহ করিয়া সূর্য্যোদয় কালে যুদ্ধ আরম্ভ করেন, মধ্যাহ্নে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর আবার যুদ্ধ হয়। সন্ধ্যাকালে মুসলমানেরা পরাজিত হয়। ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে) সম্ভবতঃ এই ঘটনা ঘটে। শ্রীহট্ট এই সময় হইতে ত্রিপুরার করপ্রদ হয়। নোয়াখালীর অন্তর্গত বলরামের জমীদার প্রথমতঃ অমরমাণিক্যকে কর দেন নাই। তিনি বলেন অমর শুদ্ধজন্মা নহেন, সুতরাং তিনি রাজ্যের বিধিসঙ্গত অধিকারী হইতে পারেন না। মহারাজ অমর তাহা শুনিয়া একদল সৈন্য পাঠাইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে করপ্রদ করেন। এই সময় বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। অমরমাণিক্য ধনলোভে সে রাজ্য লুণ্ঠন করেন; তথা হইতে বহুসংখ্যক লোককে দাসরূপে বন্দী করিয়া আনেন এবং কতকগুলিকে দাসরূপে বিক্রয় করেন। তৎপরে অমরমাণিক্য ব্রাহ্মণদম্পতিদান, তুলাপুরুষ ও দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করেন। ১০১৯ ত্রিপুরাব্দে বাঙ্গালার নবাব ইস্‌লাম খাঁ রাজধানী ঢাকা হইতে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। অমরমাণিক্যের ইশা খাঁ নামে একজন মুসলমান সেনাপতি ছিল। বৃহৎ একদল সেনা দিয়া মহারাজ অমর তাঁহাকেই যুদ্ধে পাঠাইলেন। ইশা খাঁ শত্রু সম্মুখীন হইয়াও সময়ের অপেক্ষায় আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত রহিলেন। ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী তাহা শুনিয়া আরও একদল সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ পাঠাইলেন ও ইশা খাঁকে আদেশ দিলেন যে আর সময়াপেক্ষা না করিয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিবে। ঐ সময় অমরমাণিক্যের মহিষী ইশা খাঁকে প্রসাদস্বরূপ স্বীয় চরণামৃত প্রেরণ করেন। ইশা খাঁ রাণীর এই অনুগ্রহে উৎসাহিত হইয়া দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ও অল্প পদাতি লইয়া বিপক্ষকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। প্রথম উদ্যমে মুসলমানেরা পরাজিত হইয়া পলাইল। ইশা খাঁ জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

অমরমাণিক্য তৎপরে আরাকান আক্রমণ করেন ও তদন্তর্গত কয়েকটী প্রদেশ অধিকার করেন। আরাকানপতি পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই সাহায্য লইয়া আরাকানরাজ ত্রিপুরারাজকে আক্রমণ করেন। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরাপতি পরাজিত হইলেন; কিন্তু তিনি আবার বলসঞ্চয় করিয়া আরাকান আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে আরাকানরাজ এক বৎসর যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করেন। উভয়পক্ষে সম্মত হইলেন যে আগামী দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে যুদ্ধ হইবে। কারণ যুদ্ধে বন্দী ব্যক্তিদিগকে দুর্গার নিকট বলি দিতে পারা যাইবে।

ত্রিপুরাসৈন্য ফিরিল, আরাকানপতি এই সুযোগ বুঝিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ ও অধিকার করিয়া লইলেন। ত্রিপুরাপতি স্বীয় পুত্রত্রয়কে সৈন্যাপত্য দিয়া এক দল বৃহৎ সেনা পাঠাইলেন। আরাকানপতি ভীত হইয়া গজদন্তনির্ম্মিত মুকুট উপহার দিয়া কুমারদিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মুকুটাধিকার লইয়া কুমারত্রয়ের মধ্যে একতার অভাব হইল। এই সুযোগে আরাকানরাজ ত্রিপুরার সৈন্য আক্রমণ করিলেন। কুমারত্রয়ের মধ্যে একজন এক আহত হস্তীতে আরোহণ করিতে গেলে হস্তী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পদতলে ফেলিয়া নিহত করে; এবং অপর দুইজন পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। মগেরা তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিল। আবার একটা যুদ্ধ হয়। এবার ত্রিপুরার পাঠান অশ্বারোহীরা অবাধ্য হওয়ায় কুমার পরাজিত হন। মগেরা রাজধানী উদয়পুরে উপস্থিত হয়। অমরমাণিক্য দুর্লক্ষণ বুঝিয়া রাজধানী ছাড়িয়া দেওঘাট নামক স্থানে পলায়ন করেন। মগেরা উদয়পুর লুটিয়া প্রস্থান করিল। তদবধি ফেনী নদী ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। চট্টগ্রামাদি স্থান আরাকান রাজ্যভুক্ত হইল। মহারাজ রাজ্যের অবস্থা, পুত্রগণের বুদ্ধি, বিবেচনা ইত্যাদি চিন্তা করিয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শেষে একদিন পবিত্র মনুনদীতে স্নান করিয়া অহিফেন ভক্ষণপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মহিষীও সহমৃতা হন।

১০২১ ত্রিপুরাব্দে (১৬১১ খৃষ্টাব্দে) অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধর রাজা হন। তিনি শান্তিপ্রিয় বৈষ্ণব ছিলেন, কেবল দৈবকার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। তিনি একটী উৎকৃষ্ট বিষ্ণু মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই মন্দিরে ৮ জন গায়ক সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিবার জন্য নিযুক্ত ছিল। তিনি বহু ব্রাহ্মণকে বিস্তর জমী দান করেন। মন্ত্রিগণ এত অধিক ভূমিদানে আপত্তি করায় মহারাজ রাজধর বলেন, "শেষ অবস্থায় আমার অদৃষ্টে কি হইবে কে বলিতে পারে। সময় থাকিতে পরকালের উপায় করিয়া রাখা ভাল।" এদিকে বাঙ্গালার নবাব রাজধরের এই অবস্থা শুনিয়া ত্রিপুরা আক্রমণের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু ত্রিপুরার সেনাপতির কৌশলে তাহারা পরাজিত হয়। রাজধর ৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া গোমতী-জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

তৎপরে ১০২৩ ত্রিপুরাব্দে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) রাজধরের পুত্র যশোধর রাজা হন। ইনি রাজা হইয়াই ত্রিপুরার মগদিগের অত্যাচার নিবারণ করেন। ইঁহার সময়ে দিল্লীশ্বর জাঁহাঙ্গীর করস্বরূপ কয়েকটী হস্তী চাহিয়া পাঠান। মহারাজ যশোধর তাহা দিতে অস্বীকার করায় দিল্লীর সম্রাটের আদেশে বাঙ্গালার নবাব ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। দিল্লী হইতে মোগলসৈন্যও আসিয়াছিল। যুদ্ধে ত্রিপুরারাজ পরাজিত ও বন্দী হন। কিয়দংশ মোগলসেনা রাজ্যলুণ্ঠন করিয়া বন্দী মহারাজ যশোধরমাণিক্যকে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হয়। সম্রাট্ তাঁহাকে মুক্তি দিয়া বলেন যে, তিনি প্রতি বৎসর কয়েকটী হস্তী ও অশ্ব করস্বরূপ দিলে তাঁহার বিরুদ্ধে আর কখন যুদ্ধ হইবে না। যশোধর তাহা অস্বীকার করেন এবং নিজে যবন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে বলিয়া তীর্থপর্য্যটনে পাপদেহ ক্ষয় করিবার জন্য প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবনাদি ভ্রমণ করেন। শেষে ৭২ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে বিষ্ণুসেবায় প্রাণ পরিত্যাগ করেন। ওদিকে ত্রিপুরায় অবশিষ্ট মোগলসেনা অনবরতঃ ২ বৎসরকাল রাজ্য লুঠ করিতে থাকে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় মহামারী উপস্থিত হয়, তাহাতে অধিকাংশ মোগল মৃত্যুমুখে পড়িলে অবশিষ্ট মোগলসেনা প্রাণভয়ে ত্রিপুরা ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে পলায়ন করে। ইহার পর কল্যাণমাণিক্য সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর সম্মতিক্রমে রাজ্যারোহণ করেন।

১০৩৫ ত্রিপুরাব্দে (১৬২৫ খৃষ্টাব্দে) কল্যাণমাণিক্য রাজা হন। কল্যাণমাণিক্য কাহার পুত্র তাহা রাজমালায় জানা যায় না। তিনি মহারাজ যশোধর মাণিক্যের জ্ঞাতি ভ্রাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অনুমান হয় যে মহারাজ রাজধরমাণিক্যের এক ভ্রাতা আরাকান যুদ্ধে হস্তিপদে নিহত হন, আর দুইজন পলাতক হন, কল্যাণমাণিক্য ইঁহাদেরই কাহারও পুত্র হইবেন। কল্যাণমাণিক্যের জন্ম সম্বন্ধেও একটী লৌকিক প্রবাদ আছে। তাঁহার পিতা একদিন মৃগয়ায় গমন করেন। এক পলায়িত মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া মধ্যাহ্নকালে পিপাসায় কাতর হইয়া পড়েন। তৎপরে জলান্বেষণ করিতে করিতে এক বাছাল-প্রজার গৃহে গমন করেন। ত্রিপুরা জাতির বাছাল নামে একটী সম্প্রদায় আছে। কল্যাণের পিতা সেই বাছালের রূপবতী কন্যাকে দেখিয়া বিমোহিত হন। বাছালকুমারীও রাজপুত্রকে আত্মসমর্পণ করেন। এই গর্ভে কল্যাণমাণিক্যের জন্ম হয়। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও বলশালী ছিলেন। তিনি সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করেন। ইঁহাদ্বারা ত্রিপুরার রাজপরিবারে একটী নূতন নিয়ম স্থাপিত হয়। তিনিই সর্ব্বপ্রথম যুবরাজপদ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। তিনিই মুদ্রায়

স্বীয় নামের সহিত "শিব" এই দেবনাম যোগ করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতেই রাজনামের সহিত দেবনাম যোগ করিয়া মুদ্রা মুদ্রিত হইতে থাকে। সম্রাট্ শাহজহান্ তাঁহার নিকট কর চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কল্যাণমাণিক্য তাহা না দেওয়ায় সম্রাট্ বাঙ্গালার সুবাদার শাহসুজাকে ত্রিপুরা আক্রমণের আদেশ দেন। শাহসুজা যে সৈন্যদল প্রেরণ করেন, তাহাদের সহিত একটী চর্ম্মনির্ম্মিত কামান ছিল। যাহা হউক মহারাজ কল্যাণ মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কল্যাণ তৎপরে তুলা উপলক্ষে উড়িষ্যা, মথুরা প্রভৃতি দূরস্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া প্রচুর দানাদি করেন এবং স্বরাজ্যে ঘুরিয়া নিঃস্ব প্রজাদিগকে অর্থদান ও ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট ভূমিদান করিয়াছিলেন। কেহ তীর্থে গেলে তাহার ব্যয় তিনি রাজকোষ হইতে দিতেন। নুরনগর কশবা গ্রামে তাঁহার খ্যাত দীর্ঘিকা আজিও কল্যাণসাগর নামে বর্ত্তমান আছে। কল্যাণ ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দে স্বর্গগত হন।

তৎপরে যুবরাজ গোবিন্দদেব 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করিয়া ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দে (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যারোহণ করেন। তাঁহার মহিষী কমলা মহাদেবী অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় এক পৃষ্ঠে শিব ও স্বামীর নাম এবং অপর পৃষ্ঠায় নিজ নাম মুদ্রিত হইত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কমলাসাগর আজিও কশবাগ্রামে বর্ত্তমান আছে। মহারাজ গোবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্ররায় বাঙ্গালার সুবাদার শাহসুজার সহিত একযোগে ত্রিপুরা আক্রমণে উদ্যত হন, কিন্তু মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এ যুদ্ধে হয় নিজ প্রাণ না হয় সহোদরের প্রাণ যাইবে বুঝিয়া বিনাযুদ্ধে নক্ষত্রের হস্তে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ গোবিন্দ আরাকানের আশ্রয়ে যে সময়ে চট্টগ্রামে ছিলেন, সেই সময়ে ভ্রাতৃযুদ্ধে পরাজিত শাহসুজা আসিয়া আরাকানে আশ্রয় লয়েন। পথে মহারাজ গোবিন্দদেব তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ ও যথাসাধ্য সাহায্য করেন। সুজা তাঁহার ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করেন ও স্বীয় "নিমচা" নামক বহুমূল্য তরবারি প্রদান করিয়া যান।

সুজা আরাকানে উপস্থিত হইলে আরাকানরাজ সুজার কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য রাজ্যে প্রচার করিলেন যে সুজা কৌশলে আরাকান জয় করিতে আসিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে বধ করা উচিত। কিন্তু বিনা-যুদ্ধে রক্তপাত বৌদ্ধের অনুচিত এজন্য গোপনে সুজাকে ধরিয়া আনিয়া এক নৌকায় বাঁধিয়া নদীতে ডুবাইয়া দেওয়াইলেন। সুজাপত্নী বক্ষে ছুরি মারিয়া অনুমৃতা হইলেন। সুজার দুই কন্যা বিষপানে আত্মহত্যা করেন। তৃতীয়া কন্যাকে আরাকানরাজ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

এদিকে ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছত্রমাণিক্য জগন্নাম ও নরহরি নামক দুই পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। ছত্রের মৃত্যুর পর গোবিন্দদেব পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি সুজার প্রতি আরাকানরাজের নৃশংস ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া সুজার তরবারি বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা কুমিল্লা নগরে একটী মসজিদ্ নির্ম্মাণ করান, তাহা আজিও সুজামসজিদ্ নামে বর্ত্তমান আছে। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য মেহেরকুল আবাদ ও বাতিসা গ্রামে দীর্ঘিকা খনন করান। তিনিও তাম্রশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। ১০৭৯ ত্রিপুরাব্দে (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

১০৮০ ত্রিপুরাব্দে (১৬৭০ খৃষ্টাব্দে) যুবরাজ রামদেব ঠাকুর (গোবিন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র) রাজা হন। তিনি প্রথমে স্বীয় শ্যালক বলিভীমনারায়ণকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করেন, তৎপরে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রত্নদেবকেও ঐ পদে স্থাপন করেন। ইহার পর তিনি যুবরাজ পদের ঠিক অব্যবহিত পরেই 'বড়ঠাকুর' নামে একটী পদ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র দুর্জ্জয়দেবকে নিযুক্ত করেন। ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যে তাহা সফল হয় নাই। ঘনশ্যাম ও চন্দ্রমণি নামে তাঁহার আরও দুই পুত্র ছিল।

১০৯২ ত্রিপুরাব্দে (১৬৮২ খৃষ্টাব্দে) যুবরাজ রত্নদেব রাজা হন। তিনি স্বীয় অনুজ বড়ঠাকুর দুর্জ্জয়মণিকে ও মাতুল বলিভীমনারায়ণকে প্রথমে যুবরাজপদ প্রদান করেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে ক্রমে সরাইয়া রাজবংশীয় চম্পকরায় ও গৌরীচরণকে যুবরাজপদ দান করেন, এবং স্বীয় চতুর্থ ভ্রাতা চন্দ্রমণিকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করেন। রত্নদেবের ১২৫টী বিবাহ ছিল। রত্নমাণিক্য অল্প বয়স্ক ছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত যুবরাজগণ তাঁহা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় তাঁহারা বড়ই অত্যাচারী হন। এই সময়ে বাঙ্গালার নবাব সায়েস্তা খাঁ নরেন্দ্রঠাকুর নামক রত্নমাণিক্যের এক পিতৃব্যের সাহায্যে ত্রিপুরা আক্রমণ ও জয় করেন এবং রত্নমাণিক্য ও বয়োধিক যুবরাজত্রয়কে বন্দী করিয়া লইয়া যান।

সায়েস্তা খাঁর সাহায্যে নরেন্দ্রঠাকুর রাজা হন। তিন

বৎসর রাজত্ব করিবার পর রত্নমাণিক্য সায়েস্তা খাঁকে হস্তগত করিয়া পুনরায় রাজ্যাধিকার করেন। ২৯ বৎসর রাজত্ব করিবার পর রত্নমাণিক্যের তৃতীয় ভ্রাতা ঘনশ্যাম তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। রত্নমাণিক্য কুমিল্লায় একটী সতর চূড়া মন্দিরের ভিত্তি মাত্র করিয়া যান।

ঘনশ্যাম রাজ্যাধিকার করিয়া মহেন্দ্রমাণিক্য নামে সিংহাসনে উপবেশন করেন। মন্ত্রীর পরামর্শে মহেন্দ্র এক স্ত্রীর দুই স্বামী বর্ত্তমান থাকা যুক্তিসিদ্ধ নহে বুঝিয়া রত্নমাণিক্যকে নিহত করেন। শেষে ভ্রাতৃবধজনিত উদ্বেগে মানসিক শান্তি হারাইয়া দুঃস্বপ্ন দর্শন করিতে করিতে ৩ বৎসরের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন।

১১২৪ ত্রিপুরাব্দে (১৭১৪ খৃষ্টাব্দে) যুবরাজ দুর্জ্জয়দেব ধর্ম্মমাণিক্য নামে সিংহাসনে আরূঢ় হন। তিনি বড়ঠাকুর চন্দ্রমণিকে যুবরাজ পদে ও স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাধরকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করেন। বাঙ্গালার নাজির এই সময় একদল সৈন্য পাঠাইয়া ত্রিপুরার কতকাংশ অধিকার করিয়া মুসলমান জমীদার নিযুক্ত করেন এবং একদল মোগলসৈন্য উদয়পুরে রাখিয়া দেন। একদিন মোগলেরা যখন নিশ্চিন্ত মনে আহার করিতেছিল, তখন ধর্ম্মমাণিক্য হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন ও নিহত করেন। অতিঅল্প সংখ্যক লোক পলাইতে পারিয়াছিল।

ছত্রমাণিক্যের পুত্র জগদ্রাম এই সময় ঢাকার মুসলমান শাসনকর্ত্তার সহিত মিলিত হইয়া ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরার জয় হয়, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন।

১১৪২ ত্রিপুরাব্দে (১৭৩২ খৃষ্টাব্দে) জগদ্রামমাণিক্য মুসলমান সাহায্যে রাজ্য লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহা দ্বারা ত্রিপুরার যে ক্ষতি হইল, তাহা আর ইহকালে সংশোধিত হইল না। মুসলমান দেওয়ান মীর হবিব পার্ব্বত্য ত্রিপুরা স্বাধীন রাখিয়া অন্য সমস্ত স্থান মুসলমান রাজ্য ভুক্ত করিয়া মুসলমান জমীদারের হস্তে দিলেন। কেবল জগদ্রাম-মাণিক্যকে তন্মধ্যে ২২টী পরগণার চাকলা রোসনাবাদ নাম দিয়া জায়গীর স্বরূপ দান করেন। এই জমীদারী এখনও আছে, ত্রিপুরারাজ এখন ইহার কর ইংরাজরাজকে দিয়া থাকেন। এই সময় যে রাজ্যাংশ হারাইতে হয় তাহা অতি বিস্তৃত, তাহা এখন সমগ্র জেলা ত্রিপুরা, শ্রীহট্টের অর্দ্ধাংশ, নোয়াখালীর তৃতীয়াংশ, ময়মনসিংহের চতুর্থাংশ ও ঢাকা জেলার কিয়দংশ মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

ধর্ম্মমাণিক্য রাজ্যচ্যুত হইয়া মুসলমানের সাহায্য ব্যতীত উপায়ান্তর না দেখিয়া মুর্শিদাবাদে গমন করেন। তথায় জগৎশেঠের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহার সাহায্যে পুনরায় রাজ্য লাভ করেন। ধর্ম্মমাণিক্য বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন। অল্পকাল পরে ধর্ম্মমাণিক্যের মৃত্যু হয়।

তৎপরে ঢাকার ফৌজদার ধর্ম্মমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়ঠাকুর গঙ্গাধরকে তাঁহার পিতার সময়কার (রৌসনাবাদের) বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে বলিলে তিনি অক্ষমতা জানাইলেন। যুবরাজ চন্দ্রমণি সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া ফৌজদারের সাহায্যে মুকুন্দমাণিক্য নামে রাজা হইলেন। মুকুন্দ রাজ্য পাইয়া অধর্ম্ম করিলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্র বড়ঠাকুর গঙ্গাধরকেই যুবরাজ পদে ও স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পাঁচকড়িকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করিলেন এবং জামীন স্বরূপ পাঁচকড়িকে মুর্শিদাবাদে রাখিয়া দিলেন। মুকুন্দমাণিক্য রুদ্রমণি নামক এক জ্ঞাতিকে হস্তী ধরিবার নিমিত্ত মতিয়া পাহাড়ে প্রেরণ করেন। রুদ্রমণি তথায় বুচরনারায়ণ নামক পার্ব্বতীয় ত্রিপুরাসর্দ্দারের সহিত মিলিত হইয়া মুকুন্দমাণিক্যকে এক পত্র লিখিলেন যে পার্ব্বতীয় ত্রিপুরাগণ যবনসংশ্রবে থাকিতে চাহেনা, মহারাজের অনুমতি পাইলে তাহারা ফৌজদার সানুচর হাজি মুনসিমকে বধ করিতে প্রস্তুত আছে। মুকুন্দমাণিক্য পত্র পাইয়া চিন্তিত হইয়া উত্তর দিলেন যে, 'তাহা হইতে পারে না, কারণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জামীন স্বরূপ মুর্শিদাবাদে আছে।' রুদ্রমণি ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া ফৌজদারের প্রাণ বিনাশের জন্য পীড়াপীড়ী করিতে লাগিলেন। মুকুন্দমাণিক্য কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পত্রখানি ফৌজদারকে দিলেন। ফৌজদার প্রাণরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞ না হইয়া ভাবিল মহারাজ মুকুন্দও এই ষড়যন্ত্রে জড়িত, সুতরাং তাঁহাকে, তৎপুত্র ভদ্রমণি, কৃষ্ণমণি ও বড়ঠাকুর গঙ্গাধরকে বন্দী করিল। রুদ্রমণি ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে আসিয়া উদয়পুর বেষ্টন করিলেন।

মহারাজ মুকুন্দ ইতিমধ্যে যবন কর্ত্তৃক বন্দী হওয়ায় বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন। রাজ্ঞী সহমৃতা হইবার উদ্যোগ করিলে সর্দ্দার বুচরনারায়ণ তাঁহাকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করেন। তিনি প্রথমে স্বপুত্র পাঁচকড়ি তৎপরে গঙ্গাধরকে উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু বুচরনারায়ণ রুদ্রমণিকে নির্ব্বাচিত করিতে বলায় তিনি অস্বীকার করিয়া চিতারোহণ করেন।

সর্দ্দার বুচরনারায়ণের সাহায্যে রুদ্রমণি ঠাকুর জয়মাণিক্য (২য়) নামে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র।

ফৌজদার তাঁহার নিকট মুক্তিভিক্ষা করায় জয়মাণিক্য তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। কৃষ্ণমণি প্রভৃতি রাজকুমারেরা এই সময় ফৌজদারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ঢাকায় পলাইলেন।

পাঁচকড়ি তখনও বাঙ্গালার নবাবের নিকট ছিলেন। তিনি বহুদিন ত্রিপুরার কোন সংবাদ না পাইয়া নবাবের অনুমতি লইয়া ইতিমধ্যে নৌকাপথে দেশে আসিতেছিলেন। পদ্মাগর্ভে তিনি কৃষ্ণমণির এক পত্র পাইয়া রাজ্যের অবস্থা জানিতে পারিলেন ও অমনি ফিরিয়া আবার মুর্শিদাবাদে গেলেন। নবাব সমস্ত শুনিয়া ঢাকার শাসনকর্ত্তাকে তাঁহার সাহায্য করিতে আদেশ দিলেন। বাঙ্গালার নবাব এই সময়ে পাঁচকড়িকে সিংহাসনে বসিবার অনুমতি স্বরূপ এক-খানি সনন্দ দেন। ভিন্ন দেশের রাজা হইতে রাজ্যারোহণ-কালে সনন্দগ্রহণ ত্রিপুরার এই প্রথম।

পাঁচকড়ি সসৈন্যে কুমিল্লায় পৌছিলে প্রজা ও কর্ম্মচারি-বর্গ তাঁহাকেই রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল। উদয়পুরে যুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় জয়মাণিক্য পরাজিত হন। সম্ভবতঃ ১১৪৯ ত্রিপুরাব্দে (১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে) পাঁচকড়ি ইন্দ্রমাণিক্য (২য়) নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণমণি যুবরাজ ও হরিমণি বড়ঠাকুর হন।

জয়মাণিক্য রাজ্যচ্যুত হইয়া হরিনারায়ণ চৌধুরী নামক সমস্ত মেহেরকুলের সৈন্যদল এবং আরও ১৪শত সৈন্য লইয়া ত্রিপুরার অনেক স্থান লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি উৎকোচ দিয়া ঢাকার শাসনকর্ত্তা জলকাদেরখাঁকে বশীভূত করিয়া ইন্দ্রমাণিক্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। রোসনাবাদের বাকী খাজানার দায়ে জলকাদেরখাঁ ইন্দ্র মাণিক্যকে বন্দী করিয়া ঢাকায় লইয়া গেলেন। এ সময় ঢাকায় ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র গঙ্গাধর ছিলেন। তিনি জল-কাদেরখাঁকে উৎকোচ দিয়া রাজা হইতে চাহিলেন। মহম্মদ রফি নামক একব্যক্তি একদল সৈন্য লইয়া আসিয়া জলকাদেরের আদেশমত গঙ্গাধরকে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসাইলেন। গঙ্গাধর দ্বিতীয় উদয়মাণিক্য নামে রাজা হইলেন।

জগন্নামমাণিক্য এতদিন রাজ্যচ্যুত হইয়া ঢাকায় ৩টী পরগণার জমীদারী সত্ব লইয়া বাস করিতেছিলেন। (ইঁহার বংশধরেরা এখনও ঢাকায় আছেন। তাঁহারা 'কাদ্‌বার রাজা' বা 'ঢাকার রাজা' নামে খ্যাত।) জয়মাণিক্য নিজে সফল হইতে না পারিয়া বৃদ্ধ জগন্নামকে আবার ক্ষেপাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি জগন্নাম উৎকোচ দিয়া ঢাকার নবাবকে বশীভূত করিতে পারেন, তবে আবার তিনি (জয়মাণিক্য) রাজা হইতে পারেন এবং রাজা হইলে জগন্নামের ভ্রাতা নরহরিকে যুবরাজ করিবেন। জগন্নামও তাহাই করিলেন। জল-কাদেরখাঁও অর্থের দাস, তিনিও অমনি উদয়মাণিক্যের পরিবর্ত্তে জয়মাণিক্যকে ত্রিপুরার রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন ও উদয়কে দূরীভূত করিয়া জয়মাণিক্যকে সিংহাসন দিলেন। জয়মাণিক্য আবার রাজ্য পাইয়া জগন্নামের ভ্রাতা নরহরিকে যুবরাজ করিলেন।

এই সময় নিবাইস্ মহম্মদ ঢাকার শাসনকর্ত্তা হন। হোসেন কুলিখাঁ তাঁহার সহকারী ছিলেন। ইন্দ্রমাণিক্য হোসেন কুলির বন্ধুত্বলাভ করেন ও তৎসাহায্যে বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দ্দিখাঁর নিকট হইতে সৈন্য আনাইয়া ত্রিপুরা অধিকার করিলেন। দ্বিতীয় জয়মাণিক্য বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলেন। ইন্দ্রমাণিক্য দ্বিতীয়বার রাজ্যলাভ করিয়া মুর্শিদাবাদে এক প্রতিনিধি রাখিলেন। কিছুদিন পরে মুর্শিদাবাদ হইতে সংবাদ আসিল, জয়মাণিক্য নবাবের প্রিয়-পাত্র হাজী হোসেনের সহিত বন্ধুতা করিয়াছিলেন ও হাজী হোসেন তাঁহাকে রাজ্য দেওয়াইবার চেষ্টায় আছেন। ইন্দ্র-মাণিক্য উদ্বিগ্ন হইয়া মুর্শিদাবাদে গেলেন ও আলীবর্দ্দিকে সমস্ত জানাইলেন। নবাব হাজীহোসেনকে তজ্জন্য বহু তিরস্কার করিয়া জয়মাণিক্যকে কারাগারে রাখিতে আদেশ দিলেন। ইন্দ্রমাণিক্য রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর হাজীহোসেন অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য চেষ্টা করিয়া কুমিল্লার ফৌজদার হইয়া ত্রিপুরায় আসিলেন ও ইন্দ্রমাণিক্যের রাজ্যে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র-মাণিক্য সহ্য করিতে না পারিয়া নবাবকে জানাইলেন। তিনি অনুসন্ধানার্থ হোসেনউদ্দীন্ নামে একজনকে পাঠাইলেন। হোসেনউদ্দীন্ গোপনে সন্ধান লইয়া হাজীহোসেন ও ইন্দ্র-মাণিক্য উভয়কে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদ গেলেন। নবাব হাজীরই দোষ শুনিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রমাণিক্যের ক্ষতিপূরণ করিতে বলিলেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রমাণিক্য এই উপ-লক্ষে মুর্শিদাবাদে ছিলেন। মার্হাট্টা-যুদ্ধে নবাব তাঁহাকে একদল সেনার ভার প্রদান করেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থ থাকায় যুদ্ধে যাইতে পারেন নাই। পীড়ার কথা শুনিয়া নবাব হাজীহোসেনের উপর তাঁহার চিকিৎসার ভার দেন। যুদ্ধে যাইবার তাড়াতাড়িতে হাজী যে ইন্দ্রের কতদূর শত্রু তাহা নবাব ভুলিয়া গেলেন। যাহা হউক হাজী চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইন্দ্রকে যে ঔষধ খাওয়াইলেন,

তাহাতেই তাঁহার জীবলীলা ফুরাইল। নবাব ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ লইলেন ও মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মহা আক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য দিতে বলিলেন। ফৌজদার হাজীহোসেন তাহাই করিতে স্বীকৃত হইয়া কুমিল্লায় পৌছিয়াই যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে রৌসনাবাদ হইতে দূর করিয়া দিলেন এবং সমসের গাজী ও আবদুল রজাক নামক দুই ব্যক্তির উপর শাসন ভার অর্পণ করিলেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি বাহুবলে স্বাধীন ত্রিপুরার কতকাংশ স্ববশে রাখিলেন। হাজীহোসেন তৎপরে মুর্শিদাবাদে আসিয়া দ্বিতীয় জয়মাণিক্যকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া ত্রিপুরায় লইয়া গেলেন। পথে ঢাকায় তাঁহার মৃত্যু হইল। হাজী তখন তাঁহার ভ্রাতা হরিধন ঠাকুরকে বিজয়মাণিক্য নাম দিয়া সিংহাসনে বসাইলেন এবং রৌসনাবাদ হইতে মাসিক এক সহস্র টাকা তাঁহাকে দিবার ব্যবস্থা করেন। এই রৌসনাবাদের রাজস্ব বাকী পড়ায় বিজয়মাণিক্য বন্দী ও কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সমশের গাজী ও আবদুল রজাক রৌসনাবাদ শাসন করেন। তাঁহারা ত্রিপুরা জাতির নিকট কর প্রার্থনা করায় তাহারা বলে, রাজবংশ ব্যতীত অপর কাহাকেও কর দিব না। তখন উক্ত মুসলমানদ্বয় পরামর্শ করিয়া দ্বিতীয় উদয়মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র বনমালী ঠাকুরকে লক্ষ্মণমাণিক্য নাম দিয়া ত্রিপুরার রাজা করিতে সংকল্প করিলেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি তাহা জানিতে পারিয়া ত্রিপুরার রাজসিংহাসন ভাঙ্গিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেন। লক্ষ্মণমাণিক্য এক বংশনির্ম্মিত সিংহাসনে রাজা হন। মুসলমানদ্বয় তাঁহার নামে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি লুণ্ঠন আরম্ভ করিল এবং তদ্দ্বারা আপনাদের ধনাগার পূর্ণ করিতে লাগিল। রৌসনাবাদের প্রজাগণ ইহাদের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া নবাব মীর কাশিম আলী খাঁর নিকট জানাইলে তিনি সৈন্য পাঠাইয়া উভয়কে বন্দী করিয়া আনিয়া তোপের মুখে উড়াইয়া দেন।

১১৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৭৬০ খৃষ্টাব্দে) ১লা পৌষ যুবরাজ কৃষ্ণমণি নবাব কাশিম আলী খাঁর সনন্দ লইয়া কৃষ্ণমাণিক্য নামে রাজা হইলেন। তিনি ত্রিপুরায় নূতন রাজসিংহাসন প্রস্তুত করান ও উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া আগরতলায় রাজধানী স্থাপন করেন। কৃষ্ণমাণিক্য স্বীয় ভ্রাতা হরিমণিকে যুবরাজ ও স্বীয় পিতৃব্যের পৌত্র বীরমণিকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় চট্টগ্রামের মুসলমানেরা বড় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। কশবাগ্রামে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য পরাজিত হইয়া দুর্গে আশ্রয় লয়েন। তথা হইতে অস্ত্রনিক্ষেপ করিয়া মুসলমানদিগকে পরাস্ত করেন। কশবা-দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও তথাকার কালীবাড়ীর উত্তরে বর্ত্তমান আছে। এই সময়ে ইংরাজেরা বাঙ্গালা জয় করেন। তৎপরে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইয়া রাল্‌ফ লিক নামক এক ব্যক্তিকে রেসিডেণ্ট করিয়া ত্রিপুরায় পাঠান।

২য় রত্নমাণিক্য কুমিল্লায় যে সপ্তদশ চূড়া মন্দির পত্তন করিয়াছিলেন, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য তাহা সমাপ্ত করিয়া তাহাতে জগন্নাথ মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। যুবরাজ হরিমণি, কণ্ঠমণি ও রাজধরমণি নামে দুই শিশুপুত্র রাখিয়া স্বর্গগত হন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ও মহিষী জাহ্নবী দেবী কণ্ঠমণিকে অনাদর ও রাজধরকে সমাদর করিতেন। ১১৯১ ত্রিপুরাব্দে (১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুলাই) মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের মৃত্যু হয়। সেসময় কুমার রাজধর কুমিল্লায় ও রেসিডেণ্ট লিক চট্টগ্রামে ছিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর মহিষী জাহ্নবা দেবী ত্রিপুরা শাসন করিতে লাগিলেন। রেসিডেণ্ট গবর্ণর জেনারল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌কে সংবাদ দিলেন। মিঃ লিক আগরতলায় আসিলে রাজ্ঞী তাহাকে জানাইলেন যে রাজধর সিংহাসনে বসিলেই তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর লইবেন। বড়ঠাকুর বীরমণি রাজ্ঞীর অভিপ্রায় বুঝিয়া রাজ্যাধিকার করিতে অভিলাষী হন, কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। রাজ্যচ্যুত লক্ষ্মণমাণিক্য এই সুযোগে সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু জাহ্নবা দেবীর কৌশলে তিনি বশীভূত হন।

জাহ্নবা দেবী কুমিল্লায় একটী দীর্ঘিকা খনন করান। তাহা আজিও রাণীর দীঘী নামে বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ইহার জলের ন্যায় সুপেয় জল আর কোথাও নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংস রাণীর আবেদন মত রাজধরকে ত্রিপুরাপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন। ১১৯৫ ত্রিপুরাব্দে (১৭৮৫ খৃঃ অব্দে জুলাই) মহারাজ রাজধর মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন ও মহারাজ লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র দুর্গামণি ঠাকুরকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করেন। রাজধর জেঠাইএর অনুগ্রহে রাজা হইলেন বটে, কিন্তু লেখাপড়া না জানায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট চাক্‌লে রৌসনাবাদ কিছু দিনের জন্য ত্রিপুরার কালেক্টরের হস্তে রাখেন। তখন ইহাতে ১৩৯০০০৲ টাকা আয় ছিল। মহারাজ ইহা হইতে খরচের জন্য মাসিক ১ হাজার টাকা মাত্র পাইতেন।

রাজধর মণিপুররাজ জয়সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন,

তাঁহার গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই। অন্য পত্নীর গর্ভে তাঁহার চারিটী পুত্র হয়, তন্মধ্যে দুইটীর শৈশবেই মৃত্যু হয় ও দুইটী জীবিত ছিল।

ইঁহার সময় ব্রহ্মদেশাধিপতি ত্রিপুরা ও আরাকান আক্রমণ করেন। সেনাপতি আশুমণি মগদিগকে পরাজিত করেন। আরাকান ব্রহ্মের অধিকৃত হয়। কুকিগণ বিদ্রোহী হইলে সেনাপতি আশুমণি তাহাদিগকে পরাস্ত করেন।

রাজধর স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগঙ্গাকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে রাজ্যশাসন ভার দেন। তিনি পিতৃমন্ত্রী কালীচরণের পরামর্শে সুন্দররূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। শ্রীহট্টের জনৈক ভদ্র কায়স্থের কন্যা চন্দ্রতারার সহিত রামগঙ্গা বড়ঠাকুরের বিবাহ হয়।

রাজধর রাজধানীতে বৃন্দাবনচন্দ্র নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও মোগরা গ্রামে রাজধরগঞ্জ নামে একটী বাজার স্থাপন করেন। রাজধর শেষ দশায় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ১২১৪ ত্রিপুরাব্দে (১৮০৪ খৃষ্টাব্দে) কালগ্রাসে পতিত হন। পিতার মৃত্যুর পর রামগঙ্গা রাজা হন ও ভ্রাতা কাশীচন্দ্র যুবরাজ হন। যুবরাজ দুর্গামণি কুলাচার মতে রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন, শেষে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুলাই প্রভিন্সিয়াল কোর্টের বিচারে তিনিই রৌসনাবাদ জমীদারীতে অধিকারী, সুতরাং রাজ্যাধিকারী বলিয়া নির্ণীত হন। মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য সদর দেওয়ানীতে আপীল করেন। আপীলেও দুর্গামণির স্বত্ব বজায় থাকে। এই নিষ্পত্তিবলে ইংরাজ গবর্মেন্ট দুর্গামণিকে ত্রিপুরাপতি বলিয়া স্বীকার করেন। রামগঙ্গা রাজ্য ত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টে গিয়া তথাকার বিষগাঁও ও বালিশিরা নামক দুইটী পরগণার জমীদারী স্বত্ব লইয়া সপরিবারে বাস করেন।

দুর্গামাণিক্য ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। তিনি প্রথমে দেওয়ান রামরত্নের কন্যা সুমিত্রা দেবীকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে দুইটী কন্যা জন্মে, তৎপরে নকুল গাইলিমের কন্যা মধুমতীকে বিবাহ করেন। সদরদেওয়ানীতে মোকদ্দমার সময় ভূকৈলাসের রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল দুর্গামণিকে বিস্তর সাহায্য করায় তিনি রাজা হইয়াই দেওয়ান গোকুল ঘোষালকে একটী গ্রাম নিষ্কর দান করেন।

দুর্গামাণিক্য কাশীতে শিবস্থাপনা ও শিবমন্দির নির্ম্মাণ করান। তিনি তিন বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্যের পৌত্র শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে যুবরাজ পদোপযোগী ছত্রদণ্ডাদি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অভিষেক হয় নাই। শম্ভুচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া তিনি কাশী যাত্রা করেন, পথে ১২২৬ ত্রিপুরাব্দে (১৮০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে) পাটনায় তাঁহার স্বর্গলাভ হয়।

দুর্গামাণিক্যের মৃত্যুর পর রামগঙ্গা ইংরাজের অনুগ্রহে পুনরায় রাজা হন। কণ্ঠমণি ঠাকুরের (মহারাজ রাজধরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) পুত্র অর্জ্জুনমণি ঠাকুর মনোনীত যুবরাজ শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর ও মহিষী সুমিত্রা মহাদেবী রৌসনাবাদ জমীদারীর জন্য মোকদ্দমা করেন, কিন্তু রামগঙ্গামাণিক্য পূর্ব্বে বড়ঠাকুর ছিলেন বলিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে তাঁহার স্বত্বই স্থিরীকৃত হইল। মোকদ্দমা শেষ হইলে রামগঙ্গা ১২৩১ ত্রিপুরাব্দে (১৮২১ খৃষ্টাব্দ জুন) দ্বিতীয় বার রাজা হন। কাশীচন্দ্র পুনরায় যুবরাজ হন ও রামগঙ্গার পুত্র কৃষ্ণকিশোর বড়ঠাকুর হইলেন।

শম্ভুচন্দ্র মোকদ্দমায় হারিয়া কাইপেং প্রভৃতি কুকিগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করেন, কিন্তু ত্রিপুরার সেনাপতি সুবা ধনঞ্জয়ের নিকট পরাস্ত হইলেন। ব্রহ্মরাজ ত্রিপুরা আক্রমণ করেন, কিন্তু রামগঙ্গা কৌশলে তাঁহাকে রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। ব্রহ্মযুদ্ধে ইনি ইংরাজের সাহায্য করেন।

মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য মোগরা গ্রামে একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া গঙ্গাসাগর নামে অভিহিত করেন, তাহা বর্ত্তমান আছে। তিনি স্বীয় গুরু ও গুরুপত্নীর নামে ভুবনমোহন ও কিশোরী দেবী নামে দুই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার এক মাত্র পত্নী ছিল। তিনি পারস্য ভাষায় পণ্ডিত, শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যা এবং মল্লযুদ্ধে পটু ছিলেন। ১২৩৬ ত্রিপুরাব্দে (১৮২৬ খৃঃ অব্দে ১৪ই নবেম্বর) চন্দ্রগ্রহণের সময় রাত্রিতে মস্তকে দীক্ষাগুরুর পদ ও বক্ষে শালগ্রাম ধারণ করিয়া মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য স্বর্গলাভ করেন। বৃন্দাবনেও তিনি রাসবিহারী নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার অস্থিগুলি বৃন্দাবনে সেই দেবালয়ে প্রোথিত করা হয়। তাঁহার শ্রাদ্ধে ১৮ হাজার টাকা কেবল গরীবদিগকে দান করা হয়।

১২৩৭ ত্রিপুরাব্দে (১৮২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে) যুবরাজ কাশীচন্দ্র রাজা হন। রামগঙ্গামাণিক্যের সময় হইতে ত্রিপুরাপতির অভিষেক কালে বৃটীশরাজ খেলাত দিয়া থাকেন। কৃষ্ণকিশোর যুবরাজ ও কৃষ্ণচন্দ্র নামে কাশীচন্দ্রের পুত্র বড় ঠাকুর হন। কৃষ্ণচন্দ্রের মাতা কুটিলাক্ষী মহাদেবী মণিপুর রাজকন্যা ছিলেন। তিনি স্বপুত্রকে যুবরাজ করিতে বলেন। কাশীচন্দ্র তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ তিরস্কার করেন।

এই সময়ে ফরাসী এক কুর্জ্জন চাকলে রৌসনাবাদের অধ্যক্ষ হন। তিনি রাজার বিশ্বাসপাত্র হইয়া বিশেষ ধনশালী হইয়াছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দননগরে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অট্টালিকা করিয়াছেন।

অপরিমিত মদ্যপানে কাশীচন্দ্র তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১২৪০ ত্রিপুরাব্দে কৃষ্ণকিশোর রাজা হন। বড়ঠাকুর কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায় কৃষ্ণকিশোর স্বীয় পুত্র (আড়াই বৎসর বয়স্ক) ঈশানচন্দ্রকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণকিশোর তান্ত্রিকদিগের অনুরোধে কতিপয় চণ্ডাল হত্যা করিয়া তাহাদের মস্তকে মহাপাত্র ও অস্থিতে মহা শঙ্খের মালা করাইয়া তান্ত্রিকদিগকে দান করেন। তিনি বিদ্বান্, বীর ও যুদ্ধকুশল হইলেও অতি মদ্যপ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। কৃষ্ণকিশোরের সময় চট্টগ্রামের কমিশনার ত্রিপুরার স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করেন, কিন্তু গবর্ণর জেনারল তাহা অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্র বড়ঠাকুর হন।

কৃষ্ণকিশোর শীকারপ্রিয় ছিলেন। শীকারের অনুরোধে এক জলাভূমিতে রাজধানী স্থাপন করিয়া 'নূতন হাবেলী' নাম দিয়াছিলেন। ৯ পুত্র ও ১৫ কন্যা রাখিয়া কৃষ্ণকিশোর ১২৫৯ ত্রিপুরাব্দে ২রা বৈশাখ রাত্রি বজ্রাঘাতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইঁহার অপরিমিত ব্যয় জন্য চাকলে রৌসনাবাদ তখন গুরুঋণে বিজড়িত ছিল।

১২৫৯ ত্রিপুরাব্দে ২০ মাঘ (১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারিতে) মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য রাজা হন। বড়ঠাকুর উপেন্দ্র যুবরাজ হন। তখন রাজ্যের ১১ লক্ষ টাকা ঋণ। কৃষ্ণকিশোর স্বীয় মাতার সহচরীর গর্ভজাত বলরাম নামক এক ব্যক্তিকে আলাহাজীর পদে নিযুক্ত করেন। ঈশান তাঁহাকে সুচতুর ভাবিয়া দেওয়ান পদ দিলেন। কিন্তু বলরাম স্বীয় ভ্রাতা শ্রীদামের সহায়তায় রাজ্যে অত্যাচার করিয়া নিজ কোষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। রাজা ও যুবরাজ ব্যতীত সকলেই বিরক্ত হইল। ত্রিপুরার প্রধান প্রধান লোকে তাঁহার বধচেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে কুকিদিগের সাহায্য লইয়া পরীক্ষিৎ ও কীর্ত্তি নামক দুইব্যক্তি নায়ক হইয়া বলরাম ও শ্রীদামের বাটী আক্রমণ করিল। বলরাম পলাইলেন। শ্রীদাম নিহত হইলেন। ঈশানচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলরামের শত্রুদিগকে বন্দী ও শ্রীদামহন্তা কীর্ত্তির প্রাণ দণ্ড করেন। বলরামের প্রতি প্রজাদের বিদ্বেষ জানিয়া মহারাজ ঈশান তাঁহাকে পদচ্যুত ও ব্রজমোহন ঠাকুরকে দেওয়ান করেন।

দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্যের পুত্রেরা এই সময় কেশীনদীর দক্ষিণতীরে বগাচতল নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া ত্রিপুরার দক্ষিণাংশে লুণ্ঠনাদি করিত, ঈশানচন্দ্র তাহাদিগকে বশীভূত করেন। যুবরাজ উপেন্দ্র পিতার ন্যায় মদ্যপান ও কুক্রিয়াসক্ত ছিলেন, ১২৬১ ত্রিপুরাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে ত্রিপুরা সুস্থির হইল। ব্রজমোহন দেওয়ানও ঋণ শোধ করিতে পারেন নাই। রৌসনাবাদ যায় যায় হইল। রাজপরিবারের ভরণপোষণ ক্লেশকর হইয়া উঠিল। কলিকাতার ঠাকুরবংশীয় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই সময় ত্রিপুরায় উপস্থিত হন। তিনি মহারাজকে ভরসা দেওয়ায় মহারাজ তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রী করিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রদোষ থাকায় রাজগুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী সমস্ত কর্ম্মচারীর পরামর্শ মতে তাহাতে বাধা দেন। মহারাজ ঈশান অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন। তিনি গুরুবাক্যে দক্ষিণা বাবুকে বিদায় দিয়া গুরুকে বলিলেন, 'প্রভো! আমি চাকলে রৌসনাবাদ রক্ষার উপায় দেখি না। আপনার চরণে রাজ্য ও জমীদারী অর্পণ করিলাম, আপনি রক্ষা করুন।'

বিপিনবিহারী ১২৬৫ ত্রিপুরাব্দে ত্রিপুরার শাসনভার লইলেন। কলিকাতায় কার্য্য চালাইবার জন্য এই সময় যজ্ঞচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক এক অতি বুদ্ধিমান্ লোক আমমোক্তার নিযুক্ত হন, তিনি ছয়মাস কলিকাতায় ছয়মাস আগরতলায় থাকিতেন। গুরু বিপিনবিহারী অমাত্যগণের পরামর্শে নানা কৌশলে রাজ্য ঋণ মুক্ত করেন। ঈশানচন্দ্র ২ খণ্ড ভূমি আবাদ করাইয়া স্বীয় দুই পুত্রের নামে ব্রজেন্দ্রনগর ও নবদ্বীপনগর রাখেন ও তাঁহাদিগকে জায়গীর দেন। গুরুর পরামর্শে তিনি স্বীয় পুত্রদ্বয়কে যুবরাজ ও বড়ঠাকুরপদে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। তাঁহার ভ্রাতারা ইহাতে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। গুরুর প্রাণরক্ষা দায় হইল। তিনি ভয়ে ঈশানচন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি করাইলেন যে, ঈশানের পুত্রদ্বয় ব্যতীত আর কাহাকেও কোন উত্তরাধিকারী পদ দিবেন না। রাজাকেও গোপনে বিনাশের চেষ্টা হয়, কিন্তু গুপ্তচরের কৌশলে রাজা তাহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে ধৃত ও বন্দী করেন। এই সময় চট্টগ্রামে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। ঈশানচন্দ্র তাহা দমনার্থ ইংরাজের সাহায্য করেন।

১২৬৯ ত্রিপুরাব্দে কুকির উৎপাত হয়, মহারাজ তাহা দমন করেন। এই সময় বড়ঠাকুর ও যুবরাজ পদ পাইবার জন্য নীলকৃষ্ণ ও বীরচন্দ্র নামক ঈশানচন্দ্রের ভ্রাতৃদ্বয় অনেক মোকদ্দমা করেন, মোকদ্দমায় তাঁহারা জয়ী হন নাই; কিন্তু

ত্রিপুরার রাজবংশাবলী।

যে যে নামের পূর্ব্বে সংখ্যা দেওয়া হইল, তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে রাজা হন।

ইহার ফলে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সঙ্গে এই সময় ত্রিপুরার এক বন্ধুত্ব হিসাবে সন্ধি হয়।
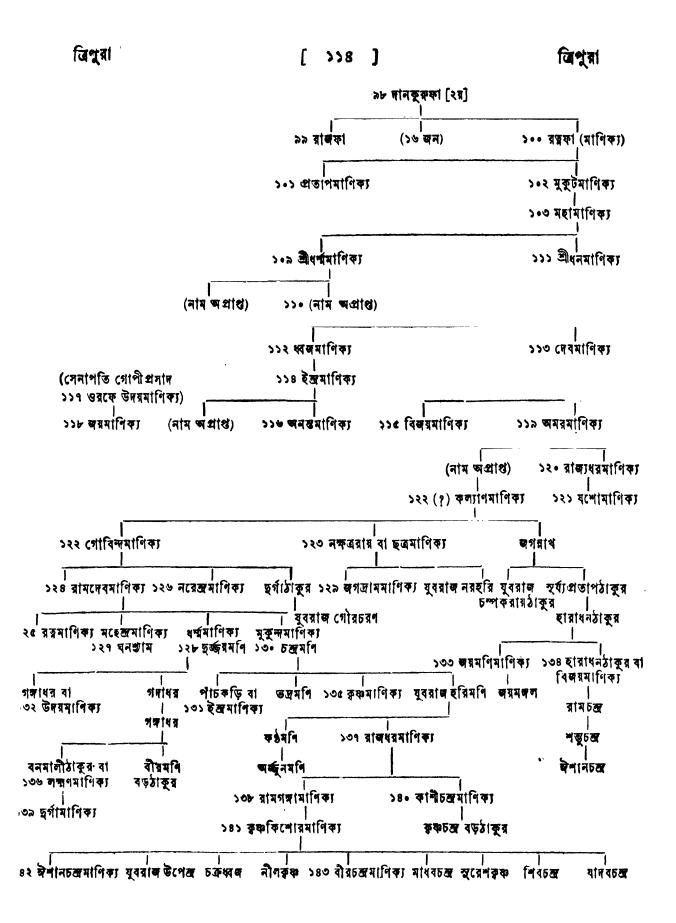
ঈশানচন্দ্র তৃতীয় পুত্রের নামেও রোহিণীনগর নাম দিয়া এক নূতন নগর নির্ম্মাণ ও তৃতীয় পুত্রকে জায়গীর দেন। তিস্কা পরগণায় রাণী চন্দ্রেশ্বরী মহাদেবীর নামে এক বাজার স্থাপিত হয়। চন্দ্রেশ্বরী বৃন্দাবনে রাধামাধব মূর্ত্তি স্থাপন করেন।

১২৭২ ত্রিপুরাব্দে ১৭ই শ্রাবণ ৩৪ বৎসর বয়সে মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য উত্তরাধিকারী নিযুক্ত না করিয়াই বাত-রোগে কালগ্রাসে পতিত হন। ইনিই ত্রিপুরায় নূতন রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। একদিন মাত্র এই প্রাসাদ তিনি ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন। অনেক গোলমালের পর বীরচন্দ্রমাণিক্য রাজ্যলাভ করিলেন। ইনি ধার্ম্মিক ও সাহিত্যানুরাগী। ইহার যত্নে ত্রিপুরারাজ্যে অনেক সুনিয়ম স্থাপিত হইয়াছে। এখন ইনিই রাজত্ব করিতেছেন।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় ত্রিপুরা রাজবংশের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্ম্ম। এক সময় ত্রিপুরায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রবল হইয়াছিল। রাজমালায় এ সম্বন্ধে কোন কথা লিখিত না হইলেও তিব্বতের লামা তারানাথ খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন,—এখানে সার সঙ্কলিত হইল মাত্র।

"রামপালের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক বিরূপ আবির্ভূত হন। ইহার অপর নাম ধর্ম্মপাল। ইহার প্রধান শিষ্যের নাম (উড়িয়া) কালবিরূপ, তাঁহার প্রধান শিষ্য ত্রিপুরাধিপতি 'ডোম বিরূপ হেরুক'। এক সময় আচার্য্য কালবিরূপ ত্রিপুরায় আগমন করেন। তাঁহার সদুপদেশ শুনিয়া ত্রিপুরাধিপ বিমুগ্ধ হন এবং তাঁহার নিকট তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ক্রমে আচার্য্যের নিকট থাকিয়া রাজাও একজন সিদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের মতেও শক্তি সঙ্গম না হইলে সিদ্ধিলাভ হয় না। রাজাও একদিন প্রত্যাদেশ শুনিলেন, পদ্মাবতী নামে এক ডোম-কন্যাকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইবে। রাজাও হৃষ্টচিত্তে সেই ডোমনীকে গ্রহণ করিলেন। তাহাকে লইয়া রাজধানী ছাড়িয়া বনে গিয়া সাধনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি ডোমরাজ বা ডোমাচার্য্য নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনি প্রকৃত ডোমজাতীয় ছিলেন না, তবে ডোমনীকে গ্রহণ করায় ডোমপতি* নাম হইল। এই ডোমপতির অনেক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ডোম-কন্যার সহবাস করায় তিনি রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে রাজ্যমধ্যে মহামারী উপস্থিত হয়। দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া কহিল, যে রাজা না থাকাতেই এরূপ অঘটন ঘটিতেছে। প্রজা সাধারণে রাজাকে অতি যত্ন করিয়া আহ্বান করিল। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। রাজা 'ধর্ম্ম' নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত প্রচার করিলেন। অল্প দিন মধ্যেই শত শত লোক এই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিল।"

ধর্ম্মপূজায় বজ্রযোগিনী, বজ্রবারাহী, বজ্রডাকিনী, বজ্রভৈরব বা ক্ষেত্রপাল, নাথ প্রভৃতি পূজা পাইয়া থাকেন।

* তিব্বতীয় ভাষায় 'ডোম-প'।

ত্রিপুরান্তক (পুং) ত্রিপুরস্য অন্তং করোতি অন্ত-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ শিব, মহাদেব।

"আশুতোষঃ মিত্রমধ্যে শত্রূণাং ত্রিপুরান্তকঃ।" (কাশীখ°)

২১ যাচপ্রবন্ধ নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার, ইনি ভট্টপাদের পুত্র।

ত্রিপুরারি (পুং) ত্রিপুরস্য অরিঃ ৬তৎ। ১ শিব। ২ একজন টীকাকার, পার্ব্বতীনাথের পুত্র। ইহার রচিত অনর্ঘরাঘব ও মালতীমাধবের টীকা পাওয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরারিপাল, একজন সংস্কৃত কবি। সদুক্তিকর্ণামৃতে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ত্রিপুরারিরস (পুং) ঔষধবিশেষ, প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গু-লোথ, পারদ, তাম্র, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বিষ, প্রত্যেক ১ তোলা, রৌপ্যভস্ম অর্দ্ধ তোলা, আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু, চিনি বা আদার রস। ইহাতে অষ্টবিধজ্বর, প্লীহোদর, শোথ ও অতিসার আশু বিনষ্ট হয়। শঙ্কর যেরূপ ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিলেন, এই ঔষধ সেবনেও রোগ সকল সেইরূপ আশু প্রশমিত হয়, এইজন্য ইহার নাম ত্রিপুরারিরস। (ভৈষজ্যর°)

ত্রিপুরুষ (ক্লী) ত্রয়াণাং পুরুষাণাং সমাহারঃ। ১ পিত্রাদি পুরুষত্রয়, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ। ত্রয়ঃ পুরুষাঃ পিত্রা-দয়ো ভোক্তারো যস্য। ২ ভোগভেদ।

"প্রপিতামহেন যদ্ভুক্তং তৎপুত্রেণ বিনা চ তম্।
তৌ বিনা যস্য ভোগঃ স্যাৎ স বিজ্ঞেয়ঃ ত্রিপুরুষঃ॥"(ব্যবহারত°)

প্রপিতামহ যাহা ভোগ করিয়াছেন, পরে তৎপুত্রও ভোগ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পুত্র তাঁহাদিগের অবর্ত্ত-মানে যাহা ভোগ করেন, তাহাকে ত্রিপুরুষ কহে। কিন্তু পিতামহ, পিতা ও পুত্র এই তিন পুরুষ জীবিত থাকিয়া ভোগ করিলে এক পুরুষ ভোগ বলা যায়।

"পিতা পিতামহো যস্য জীবেচ্চ প্রপিতামহঃ।
ত্রয়াণাং জীবিতাং ভোগঃ বিজ্ঞেয়স্ত্বেকপুরুষঃ॥" (ব্যব° ত°)

(ত্রি) ত্রয়ঃ পুরুষাঃ পরিমাণমস্যাঃ ঠন্ তস্য লুক্। ৩ পুরুষত্রয়-পরিমিত।

ত্রিপুরেশাদ্রি (পুং) কাশ্মীরস্থ একটী পর্ব্বত। (রাজত° ৫।১২৩)

ত্রিপুষা (স্ত্রী) ত্রীন্ বাতাদিদোষত্রয়ান্ পুষ্ণাতীতি পুষ-ক, ততষ্টাপ্। কৃষ্ণত্রিবৃৎ, কাল তেউড়ী। (শব্দচ°)

ত্রিপুষ্কর (ক্লী) ত্রয়াণাং পুষ্করাণাং সমাহারঃ। ১ পুষ্করত্রয়, ব্রহ্মকৃত তীর্থভেদ। ২ জ্যেষ্ঠ মধ্যম কনিষ্ঠ ভেদে পুষ্কর হ্রদ। (পুং) ৩ নক্ষত্র বার তিথি রূপ অশুভ যোগভেদ। পুনর্ব্বসু, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্র, বিশাখা, রবি, মঙ্গল ও শনিবার এবং দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথিতে মৃত্যু হইলে ত্রিপুষ্কর যোগ হয়। মৃত্যু দিনে উক্ত বার নক্ষত্র ও তিথি একদিনে হইলেই এইরূপ ত্রিপুষ্কর যোগ হয়।

এই ত্রিপুষ্কর যোগ অতিশয় অশুভ। এই যোগে মরিলে অচিরে ইহার শান্তি করিতে হইবে, শান্তি না করিলে ঐ মৃত ব্যক্তির আত্মীয় প্রভৃতি সকলই বিনষ্ট হয়, এবং বাস্তু বৃক্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে না। পূর্ব্বোক্ত তিথিবার নক্ষত্রে জন্মিলে জারজ যোগ হয়। এই যোগে বৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ কোন বস্তু লাভ হইলে ত্রিগুণ লাভ হয়, কোন বস্তু নষ্ট হইলে ত্রিগুণ নষ্ট হয়। হৃত হইলে ত্রিগুণ হৃত হয়। মরিলে প্রথম মাসে বা বর্ষে কুটুম্বের পীড়া এবং তাহার পুত্র বিনষ্ট হয়। দেবতা রক্ষা করিলেও তাহার পুত্রের রক্ষা নাই।

"পুনর্ব্বস্বুত্তরাষাঢ়া কৃত্তিকোত্তরফল্গুনী।
পূর্ব্বভাদ্রং বিশাখা চ রবিভৌমশনৈশ্চরাঃ॥
দ্বিতীয়া সপ্তমী চৈব দ্বাদশী তিথিরেব চ।
এতেষামেকদা যোগে ভবতীতি ত্রিপুষ্করঃ॥
জাতে তু জারজো যোগো মৃতে ভবতি পুষ্করঃ।
ত্রিগুণং ফলদো বৃদ্ধৌ নষ্টে হৃতে মৃতে তথা॥
প্রথমে মাসি বর্ষে বা কুটুম্বমপি পীড়য়েৎ।
দেবোঽপি যদি বা রক্ষেৎ তস্য পুত্রো ন জীবতি॥"(শুদ্ধিকা°)

ত্রিপুষ্করযোগের শান্তি অশৌচের মধ্যে করিতে হয়, ইহাতে কালবিলম্ব হইলে ক্রমে ক্রমে অনর্থরাশি উপস্থিত হয়, বিলম্ব হইলে পুত্র, ভ্রাতা, জায়া, পতি, শ্বশুর, মাতা, পিতা, স্বসা, পিতৃব্য, ভগিনীপতি, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, স্বামী (প্রভু), অপত্য, ইহার এক একটী করিয়া ক্রমে বিনষ্ট হয়, ১৬ মাস পূর্ণ হইলে বান্ধব নষ্ট হয়। পরে বান্ধবের অভাবে বাস্তুবৃক্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে না। এই যোগে মরিলে তাহার সহিত আর তিন জন মরে এবং কোন বস্তু লাভ হইলে তাহার সহিত আর তিনটী লাভ হয়। এইরূপ শুভাশুভ কার্য্যে তিনটী করিয়া মঙ্গলামঙ্গল ঘটে, এইজন্য এই যোগের নাম ত্রিপুষ্কর। ইহার শান্তি করিতে হইলে বরাহসংহি-তোক্ত অযুত হোম করিতে হয়, অসক্ত হইলে যথাবিধি সুবর্ণাদি দান করিবে।

"অতস্তদ্দোষশান্ত্যর্থং হোময়েদযুতং বুধঃ।
অশক্তশ্চ সুবর্ণাদিদানং কুর্য্যাদ্ যথাবিধিঃ॥" (শুদ্ধিকা°)

আচার্য্য দ্বারা হোম ও বলি প্রভৃতি করিতে হয়। [শান্তি-বিবরণ পুষ্কর শব্দে দেখ।]

ত্রিপৃষ্ঠ (পুং) ত্রয়ো বংশ্যাঃ পৃষ্ঠে পশ্চিমপ্রদেশে অস্য। ১ জৈন-মতে প্রথম বাসুদেব, পর্য্যায়—প্রাজাপত্য। (হেম ৩।৩৫৯) ২ সত্যলোক। "সমাগতাঃ সর্ব্বত এব সর্ব্বে বেদা যথা মূর্ত্তি-ধরাস্ত্রিপৃষ্ঠে।" (ভাগবত ১।১৯।২৩) 'ত্রয়াণাং লোকানাং পৃষ্ঠে উপরি সত্যলোকে।' (শ্রীধর)

ত্রিপৌরুষ (ত্রি) ত্রীন্ পিত্রাদীন্ পুরুষান্ ব্যাপ্নোতি অণ্ উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। পিত্রাদিক্রমে পুরুষত্রয়ব্যাপক ভোগাদি, একাদিক্রমে তিন পুরুষ ধরিয়া ভোগ। [ত্রিপুরুষ দেখ।]

ত্রিপ্রশ্ন (পুং) ত্রয়াণাং দিগ্‌দেশকালানাং প্রশ্নঃ। ১ দিক্ দেশ ও কালবিষয়ক প্রশ্ন। ২ তন্মূলক দিক্, দেশ ও কাল নিরূপণ।

"জগুর্বিদোঽদঃ কিল কালতন্ত্রং
দিগ্‌দেশকালাবগমোঽত্র যস্মিন্।
ত্রিপ্রশ্ননাম্নি প্রচুরোক্তি ধাম্নি।" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

ত্রিপ্রস্রুত (পুং) ত্রিষু স্থানেষু প্রস্রুতঃ। মদক্ষরিত মত্তগজ, যে গজের মেঢ্র, কপোল ও নেত্র এই তিন স্থান হইতে মদ-ক্ষরিত হয়, সেই গজের নাম ত্রিপ্রস্রুত।

ত্রিপ্লক্ষ (পুং) জনপদ বিশেষ। "অবভৃত মভ্যবযন্তি যমুনাং ত্রিপ্লক্ষাহরণং প্রতি" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৪।৬।৩৯) 'ত্রিপ্লক্ষং নাম জনপদং' (কর্ক)

ত্রিফলা (স্ত্রী) ত্রয়াণাং ফলানাং সমাহারঃ অজাদিত্বাৎ"দ্বিগোঃ" (পা ৪।১।২১) ইতি সূত্রেণ ন ঙীপ্। মিলিত সমভাগ হরীতকী, বিভীতক ও আমলকী ফল। পর্য্যায়—ত্রিফলী, ফলত্রয়, ফল-ত্রিক। (রাজনি°) হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী এই তিন ফলের সম পরিমাণ সংযোগকে ত্রিফলা বলে. ইহার গুণ—চক্ষুর হিতকারক, অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকারক, সারক এবং কফ, পিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরনাশক। (ভাবপ্র°)

ত্রিফলাঘৃত (ক্লী) ত্রিফলানাং রসেন যুক্তং ঘৃতং। ঘৃত ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, কল্ক মিলিত /১ সের। এই ঘৃত সেবনে তিমিররোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

অন্য প্রকার যথা—ঘৃত ⁄৪ সের, কাথার্থ ত্রিফলা (প্রত্যেকটী) ⁄২ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের, দুগ্ধ ⁄৪ সের, কল্কার্থ ত্রিফলা, ত্রিকটু, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কটুকী, পুণ্ডরীক কাষ্ঠ, ছোট এলাচ, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রত্যেক ২ তোলা, এইরূপে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। ইহাতে তিমিররোগ এবং কামলা, অর্ব্বুদ, বিসর্প, প্রদর, কণ্ডু প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

ত্রিফলাদিলৌহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, চিতামূল, যষ্টিমধু, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, লৌহচূর্ণ ৮ পল, গুগ্‌গুল ৮ পল এই সকল দ্রব্য ১২ পল মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে ইহা লেহন করিয়া সেবন করিলে দুঃসাধ্য আমবাত, পাণ্ডু, হলীমক, শূল, শ্বয়থু ও বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা আমবাতেরই উত্তম ঔষধ। (ভৈষজ্যর°)

ত্রিফলাদ্যঘৃত (ক্লী) চক্রদত্তোক্ত ঘৃতঔষধভেদ, ইহা লঘু ও মহৎ ভেদে দ্বিবিধ।

লঘু ত্রিফলাদ্যঘৃত—ঘৃত ⁄৪ সের, শতমূলীর কাথ ১৬ সের। কল্ক, ত্রিফলা ও যষ্টিমধু মিলিত ⁄১ সের, নামাইয়া ইহাতে ⁄১ সের মধুমিশ্রিত করিতে হইবে। ইহাতে ত্রিদোষজ তিমিররোগ নষ্ট হয়।

ত্রিফলাদ্যমহাঘৃত—ঘৃত ⁄৪ সের, কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা ⁄২ সের, জল ।৬, শেষ ⁄৪ সের, ভৃঙ্গরাজরস ⁄৪ সের, বাসকরস ⁄৪ সের, অথবা বাসকমূল ⁄২ সের, জল ।৬ সের, শেষ ⁄৪ সের, শতমূলীর রস ⁄৪ সের, ছাগদুগ্ধ ⁄৪ সের অথবা পূর্ব্ববৎ কাথ ⁄৪ সের, আমলকী রস ⁄৪ সের, কল্কার্থ পিপুল, চিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাঁকলা, গাম্ভারীছাল, কণ্টিকারী এই সমুদায়ে ⁄১ সের। এই ঘৃতসেবনে যাবতীয় চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়, ইহা নেত্ররোগের একটী মহৌষধ। (ভৈষজ্যর°)

ত্রিফলাদ্যঘৃত (ক্লী) কৃমিরোগোক্ত ঘৃতঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ⁄৪ সের, গোমূত্র ।৬ সের, কল্কার্থ ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তীমূল, বচ, কমলাগুড়ি মিলিত ⁄১ সের। এই ঘৃত সেবনে সকল প্রকার কৃমিরোগ বিনষ্ট হয়।

অন্যবিধ—হরিতকী, বহেড়া, আমলা, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক ১৬ পল, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ মিলিত ১৬ পল, দশমূল মিলিত ১৬ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ⁄৮ সের। ঘৃত ⁄৪ সের, কল্কার্থ সৈন্ধব লবণ ⁄২ সের। প্রক্ষেপ চিনি ⁄১ সের। ইহারও গুণ পূর্ব্বরূপ। (ভৈষজ্য°)

ত্রিঃফলীকৃত (ত্রি) ত্রিঃ ত্রিবারং ফলীকৃতঃ বিতুষীকৃতঃ। ত্রিধা বিতুষীকৃত তণ্ডুলাদি, যে তণ্ডুলাদির তুষ তিনবার বাহির করা হইয়াছে। "দক্ষিণোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যাং ত্রিঃফলীকৃতাংস্তণ্ডুলাংস্ত্রিদেবতাভ্যঃ প্রক্ষালয়েৎ।" (গোভিল) 'ত্রিঃফলীকৃতান্ ত্রিধা বিতুষীকৃতান্।' (সংস্কারতত্ত্বে রঘুনন্দন)

ত্রিবন্ধন (পুং) ১ হর্য্যশ্বপৌত্র নৃপভেদ। (ভাগবত ৬।৭।৪) ত্রীণি বন্ধনানি যস্য। ২ জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়যুক্ত জীব।

ত্রিবন্ধু (পুং) ত্রিলোকের বন্ধু।

ত্রিবলি (লী) (স্ত্রী) ত্রিগুণিতা বলিঃ। উদরস্থিত বলীত্রয়।
"ত্রিবলী বলয়োপেতাং ভ্রূকুটীভীষণাননাং।" (দুর্গাধ্যান)
তিসৃণাং বলীনাং সমাহারঃ। ত্রিবলি।

ত্রিবলীক (ক্লী) তিস্রো বল্যো যত্র, কপ্। পায়ু। (হেম°)

ত্রিবাহু (পুং) ত্রয়ো বাহবোঽস্য। ১ রুদ্রানুচরভেদ। ২ অসিযুদ্ধাকার ভেদ।

ত্রিভ (ক্লী) ত্রয়াণাং ভানাং রাশীনাং সমাহারঃ। ১ লগ্নাদি রাশিত্রয়। "ত্রিভং ত্রিভং লগ্নভতঃ ক্রমেণ স্ত্রীণাং নৃণাং রাত্রিদিনেষু তেষু।" (নীলকণ্ঠতাজক)

২ রাশিত্রয় মাত্র। ত্রীণি ত্রীণি নক্ষত্রাণি যত্র। ৩ নক্ষত্রত্রয়যুক্ত, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্রযুক্ত আশ্বিন; শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রযুক্ত ভাদ্র; পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী ও হস্তা নক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুনমাস। *

ত্রিভঙ্গ (ত্রি) ত্রীণি ভঙ্গানি বক্রাণি যস্য। বক্র ত্রি-অঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিবিশেষ, এই মূর্ত্তিতে ভগবানের গ্রীবা, কটি ও জানু ঈষৎ বক্রভাবে অবস্থিত থাকে।

ত্রিভঙ্গী (স্ত্রী) মাত্রাবৃত্ত ছন্দোভেদ।

ত্রিভজীবা (স্ত্রী) ত্রিভস্য জীবা ৬তৎ। রাশিত্রয়ের ধনুরাকার ক্ষেত্রের জীবা, ত্রিজ্যা।

ত্রিভজ্যা (স্ত্রী) ত্রিভজীবা, ব্যাসার্দ্ধরেখা।

ত্রিভণ্ডী (স্ত্রী) ত্রীন্ বাতাদিদোষান্ ভণ্ডতি পরিহসতীতি ভণ্ড-অণ্ ততো ঙীপ্। ত্রিবৃতা। [ত্রিবৃৎ দেখ।]

ত্রিভদ্র (ক্লী) ত্রিষু নখক্ষতদন্তক্ষতমর্দ্দনেষপি ভদ্রং যস্মিন্। সুরত। (ত্রিকা°)

ত্রিভমৌর্ব্বিকা (স্ত্রী) ত্রিজ্যা, ব্যাসার্দ্ধরেখা।

* "কার্ত্তিক্যাদিষু সংযোগে কৃত্তিকাদিদ্বয়ং দ্বয়ং।
অন্ত্যোপান্ত্যৌ পঞ্চমশ্চ ত্রিভং মাসত্রয়ং স্মৃতং।" (সূর্য্যসি°)
'অত্র কার্ত্তিকস্তাদিষেন গ্রহাদন্ত্যা আশ্বিনঃ, উপান্ত্যঃ, ভাদ্রঃ, পঞ্চমঃ, ফাল্গুনঃ, মাসত্রয়ং ত্রিভিঃ স্মৃতং। রেবত্যশ্বিনী ভরণীতি নক্ষত্রসম্বন্ধাদাশ্বিনঃ। শতভারাপূর্ব্বোত্তরাভাদ্রপদেতি নক্ষত্রসম্বন্ধাদ্ভাদ্রপদঃ। পূর্ব্বোত্তরফাল্গুনী হস্তেতি নক্ষত্রযোগাৎ ফাল্গুনঃ।' (রঙ্গনাথ)

ত্রিভাগ (পুং) তৃতীয়ো ভাগঃ, বৃত্তৌ সংখ্যাশব্দস্য পুরণার্থত্বাৎ। তৃতীয়ভাগ। "ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং।" (কুমার ৫স°)

ত্রিভানু (পুং) তুর্ব্বসুবংশীয় নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২৩।৪)

ত্রিভাব (পুং) ত্রিষু কালেষু ভাবোঽস্য। ত্রৈকালিক পদার্থ।

ত্রিভুক্তি (পুং) ত্রিষু ভুক্তিরস্য। তীরহুত দেশ। (ত্রিকা°) [মিথিলা দেখ।]

ত্রিভুজ (ক্লী) ত্রয়োভুজা যত্র। ত্রিবাহুক, ত্রিকোণ ক্ষেত্র-ভেদ, যে ক্ষেত্রের তিনটী ভুজ আছে। [ক্ষেত্র দেখ।]

ত্রিভুবন (ক্লী) ত্রয়াণাং ভুবনানাং লোকানাং সমাহারঃ, পাত্রাদিত্বাৎ ন ঙীপ্। ত্রিলোক, মিলিত স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ভুবনত্রয়।

ত্রিভুবনচক্রবর্ত্তী, দাক্ষিণাত্যের রাজবিশেষের উপাধি। চের, চোল, পাণ্ড্য, চালুক্য প্রভৃতি বংশে অনেক রাজা এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ত্রিভুবনপাল, ১ গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় একজন রাজা, ইনি তিহুনপাল নামে খ্যাত। ইনি ১২৯৮ সম্বৎ হইতে চারি বৎসরকাল রাজ্যশাসন করেন। কাহারও মতে ইনিই সূর্য্যশতকের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

২ গৌড়রাজ ধর্ম্মপালের মহা সামন্তাধিপতি। ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বড়ই সমাদর করিতেন। ইঁহারই অনুরোধে রাজা ধর্ম্মপাল নারায়ণ ভট্টারককে বিস্তর ভূমিদান করেন। দূতাঙ্গদ নামক সংস্কৃত ছায়ানাটকরচয়িতা কবি সুভট ইঁহার আশ্রয়ে ও উৎসাহে পুস্তক রচনা করেন।

ত্রিভুবনলাল, নারদবিলাস নামক সংস্কৃতগ্রন্থরচয়িতা।

ত্রিভুবনেশ্বরলিঙ্গ (ক্লী) ভুবনেশ্বর বা একাম্রক্ষেত্রের প্রধান লিঙ্গ। [একাম্র ও ভুবনেশ্বর দেখ।]

ত্রিভূম (পুং) তিস্রো ভূময়ঃ উর্দ্ধাধো মধ্যস্থা অস্য, অচ্ সমাসান্তঃ। প্রাসাদভেদ, তেতালাবাড়ী।

ত্রিভোনলগ্ন (ক্লী) ক্ষিতিজবৃত্তের উর্দ্ধস্থ ক্রান্তিবৃত্তের উর্দ্ধ মধ্যপ্রদেশ। "দর্শাস্ত লগ্নং প্রথমং বিধায় ন লম্বনং বি ত্রিভোলগ্নতুল্যে।" (ভাস্কর) 'উর্দ্ধমধ্যপ্রদেশস্ত্রিভোলগ্নমিত্যর্থঃ।' (সূর্য্যসিদ্ধান্তটীকায় রঙ্গনাথ)

ত্রিমঙ্গল, একজন বিখ্যাত দ্রাবিড় পণ্ডিত। ইনি ত্রিমঙ্গলবার্ত্তিক নামে মধ্বাচার্য্যের মতপোষক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ত্রিমণ্ডলা (স্ত্রী) লূতাভেদ, ইহা দুই প্রকার। [লূতা দেখ।]

ত্রিমদ (পুং) ত্রিগুণিতোমদঃ সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ম্মধা°। বিদ্যামদ, ধনমদ ও অভিজনমদ এই তিন প্রকার মদোৎপন্ন গর্ব্বত্রয়। "নূনং নৃপাণাং ত্রিমদোৎপথানাং।" (ভাগ° ৩।১।৪৩) ত্রয়াণাং মদানাং সমাহারঃ, অভিধানাৎপুংস্ত্বং। ২ মুস্তা, চিত্রক, বিড়ঙ্গ। "বিড়ঙ্গমুস্তচিত্রঞ্চ ত্রিমদঃ সমুদাহৃতঃ।" (বৈদ্যকপরিভাষা)

ত্রিমধু (ক্লী) ত্রিগুণিতং মধু সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ম্মধা°। ১ দুগ্ধাদিত্রয়, দুগ্ধ, সিতা, মাক্ষিক; দুগ্ধ, চিনি ও মধু এই মধুরত্রয়। "দুগ্ধং সিতা মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ং।" (বৈদ্যক)

(পুং) ২ ঋগ্বেদৈকদেশ। ৩ ঋগ্বেদের যাগভেদ। ৪ এই ব্রতাচরণ দ্বারা ঋগ্বেদাধ্যায়। ৫ মধুবাতাদি ঋক্‌ত্রয়বেত্তা। মধুবাতা ইতিত্রয়ঃ মধুশব্দা যত্র। মধুবাতা ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয়। "বেদার্থবিদ্ জ্যেষ্ঠসামা ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণকঃ।" (যাজ্ঞ°১।২১৯) মধুশব্দত্রয়।

"গায়ত্রীং ত্রিঃ সকৃদ্বাপি জপেদ্ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
মধুবাতা ইতি তৃচং মধ্বিত্যেতৎ ত্রিকং জপেৎ॥" (পারস্কর)

ত্রিমধুর (ক্লী) ত্রিগুণিতং মধুরং সংজ্ঞাত্বাৎকর্ম্মধা°। দুগ্ধ, সিতা ও মাক্ষিক রূপ মধুরত্রয়।

ত্রিমল্ল (দাক্ষিণাত্যে এই শব্দ তিরুমল নামে প্রচলিত) এই নামে দাক্ষিণাত্যে অনেক সংস্কৃত ও তামিল গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়জন প্রধান।

১ম—ইনি গীতগৌরী, গোপালাখ্যা ও ভ্রান্তিবিলাস চম্পূ রচনা করেন।

২য়—ইনি 'অনুব্যাখ্যা' নামে সিদ্ধান্তকৌমুদীর একখানি ব্যাখ্যাপুস্তক লিখিয়াছেন।

৩য়—ইনি তিরুমল আবাই নামে খ্যাত। দ্বৈতসিদ্ধি নামক বেদান্ত, সহস্রকিরণী ও সারকৌমুদী প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

ত্রিমল্লজ্ঞান, আশ্বলায়নীয় 'বিধ্যপরাধপ্রায়শ্চিত্ত' নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

ত্রিমল্লতনয়, কাত্যায়নস্নানসূত্রের একজন টীকাকার।

ত্রিমল্লভট্ট, অলঙ্কারমঞ্জরী নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা।

ত্রিমল্লভট্টবৈদ্য, একজন আয়ুর্ব্বেদবিদ্ প্রসিদ্ধ তৈলঙ্গ পণ্ডিত। শিঙ্গণভট্টের পৌত্র, বল্লভের পুত্র ও রসপ্রদীপরচয়িতা শঙ্করভট্টের পিতা। ইনি দ্রব্যগুণশতশ্লোকী, যোগতরঙ্গিনী, বৃত্তমাণিক্যমালা ও বৈদ্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ত্রিমালী, (ত্রির্মালী) বোম্বাই প্রদেশ বাসী এক প্রকার ভিক্ষুজীবিজাতি। ইহারা বলে যে বহুদিন হইল তৈলঙ্গ হইতে এই জাতি কর্ণাটক প্রদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। ইহারা তেলুগু ভাষায় কথা কয়। ভিক্ষাই ইহাদের জাতিগত উপজীবিকা। কেহ কেহ বা রুদ্রাক্ষ, তুলসীমালা, যজ্ঞসূত্র, পুতির মালা প্রভৃতির ব্যবসা করিয়াও জীবিকা

নির্ব্বাহ করে। মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি আহারে কেহ আপত্তি করে না। ইহারা ১০ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করে। মরাঠী কুণবীদিগের মত আচার ব্যবহার ও ব্রতোপবাসাদি করিয়া থাকে। বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত আছে।

ত্রিমাতৃ (ত্রি) ত্রয়াণাং লোকানাং মাতা, নির্ম্মাতা। ত্রিলোকনির্ম্মাণকারক।

"উত ত্রিমাতা বিদথেষু সম্রাট্" (ঋক্ ৩।৫৬।৫)

ত্রিমাত্র (পুং) তিস্রঃ মাত্রা উচ্চারণকালে যস্য। প্লুতস্বর অত্যুচ্চ স্বর।

"একমাত্রো ভবেৎ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতঃ জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকং॥" (শিক্ষা)

একমাত্র স্বর হ্রস্ব, দ্বিমাত্র স্বর দীর্ঘ, ত্রিমাত্র স্বর প্লুত আর ব্যঞ্জন অর্দ্ধ মাত্র। প্রণব ত্রিমাত্র, প্রত্যেক কার্য্যের প্রারম্ভে ত্রিমাত্র প্রণব উচ্চারণ করিতে হয়।

"ত্রিমাত্রস্তু প্রযোক্তব্য প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাং।" (সম্বর্ত্ত)

[প্রণব ও ওঁং দেখ।]

ত্রিমার্গ (ক্লী) ত্রয়াণাং মার্গানাং সমাহারঃ। মার্গের ত্রিতয়, তিন পথ। [ত্রিপথ দেখ।]

"ত্রিপথেতি চ নামাস্যাঃ ত্রিমার্গগমনাদিদম্।" (রামা ১।৪৫।৪)

ত্রিমার্গগা (স্ত্রী) ত্রিভি মার্গৈর্গচ্ছতি গম-ড। গঙ্গা।

ত্রিমার্গগামিনী (স্ত্রী) ত্রিভি র্মার্গে গচ্ছতি গম ণিনি, ঙীপ্। গঙ্গা।

ত্রিমার্গা (স্ত্রী) ত্রয়ো মার্গাঃ যস্যাঃ। ১ গঙ্গা। ২ তেমাথা পথ। ত্রয়ানাং মার্গানাং সমাহার স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মার্গত্রয়।

ত্রিমুকুট (পুং) ত্রীণি মুকুটানীব শৃঙ্গানি যস্য। ত্রিকূট পর্ব্বত (হেম)

ত্রিমুখ (পুং) ত্রীণি মুখানি যস্য। ১ শাক্যমুনি। ২ গায়ত্রী জপাঙ্গ চতুর্বিংশতি মুদ্রান্তর্গত মুদ্রাভেদ। [মুদ্রা দেখ।]

ত্রিমুখা (স্ত্রী) ত্রীণি মুখানি যস্যাঃ। বৌদ্ধ দেবীভেদ, মায়াদেবী। পর্য্যায়—মারীচী, বজ্রকালিকা, বিকটা, বজ্রবারাহী. গৌরী, পাত্রিরথা। (ত্রিকা°)

ত্রিমুখী (স্ত্রী) বৌদ্ধ দেবীভেদ, মায়াদেবী।

ত্রিমুনি (ক্লী) ত্রয়াণাং মুনীনাং সমাহারঃ। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিরূপ মুনিত্রয়। ২ পাণিন্যাদি মুনিত্রয় প্রণীত ব্যাকরণ।

ত্রিমূর্ত্তি (পুং) তিস্রো মূর্ত্তয়ো যস্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব রূপ মূর্ত্তিত্রয় যুক্ত পরমেশ্বর। (স্ত্রী) ব্রহ্মশক্তি ভেদ। এই শক্তি, একরূপিণী হইলেও জগজ্জননপালন রূপে ভিন্ন রূপিণী হয়। ৩ বৌদ্ধ দেবী ভেদ। (ত্রিকা°)

ত্রিমূর্দ্ধ (পুং) ত্রয়ো মূর্দ্ধানো যস্য, বহুব্রীহৌ ষ সমাসান্তঃ। মূর্দ্ধত্রয় যুক্ত।

"বহুমূর্দ্ধো দ্বিমূর্দ্ধাংশ্চ ত্রিমূর্দ্ধাংশ্চাহতাং মৃধে।" (ভট্টি)

ত্রিমোহিনী, যশোর জেলাস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২২° ৫৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯°১০´ পূঃ, কেশবপুরের ২৷০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ভদ্রানদী কপোতাক্ষ ছাড়িয়া প্রবাহিত হইত, যেখানে ঐ নদীর তিনটী মুখ বা মোহানা বিস্তৃত, সেই স্থান ত্রিমোহানি বা ত্রিমোহিনী নামে খ্যাত। নদীতটস্থ এ স্থান হাটের জন্য বিখ্যাত, এখানকার গ্রামের নাম চন্দ্রা। এখানে পূর্ব্বে চিনির বহু বিস্তৃত ব্যবসা ছিল। এখন আর সেরূপ নাই। তবে এখান হইতে নানাস্থানে চিনি রপ্তানী হইয়া থাকে। চৈত্রমাসে বারুণীর সময় এখানে মেলা হয়। ত্রিমোহিনীর এক পোয়া দূরে মীর্জানগর মুসলমানদিগের সময় তথায় যশোরের ফৌজদার বাস করিতেন, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ স্থান যশোরের মধ্যে একটী বৃহৎ নগর বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু এখন আর তাহার কিছুই নাই।

ত্রিম্বক, নাসিক জেলাস্থ একটী বিখ্যাত সহর ও তীর্থস্থান। অক্ষা° ১৯° ৫৪´ ৫০´´ উঃ, ও দ্রাঘি° ৭৩° ৩১´ ৫০´´ পূঃ। নাসিক নগর হইতে প্রায় ৯ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে প্রায় সাড়েচারি হাজার লোকের বাস।

স্থানমাহাত্ম্যে এই স্থান ত্র্যম্বক নামে উক্ত হইয়াছে এখানে ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেব বিরাজ করেন, সেই জন্য মহাপুণ্য স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই ত্র্যম্বকের ৩একখানি মাহাত্ম্য পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একখানি পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের অন্তর্গত, একখানি বরাহপুরাণীয় ও একখানি নারদপুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

এখানকার ত্রিম্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দির অতি বিখ্যাত। বর্ত্তমান মন্দির সদাশিব রাওএর ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের দেবসেবার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ গবর্মেণ্ট হইতে বার্ষিক ১২০০০ টাকা বরাদ্দ আছে। অহল্যাবাই এখানে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

ত্রিম্বকদুর্গ পাহাড়ের উপর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪২৪৮ ফিট্ উচ্চ ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে প্রায় ১৮০০ ফিট্ ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এমন দুর্ভেদ্য ও দুর্গম দুর্গ এ অঞ্চলে কোথাও নাই। দুর্গে যাইবার কেবল দুইটী প্রবেশ দ্বার আছে, দক্ষিণদ্বার দিয়া রসদাদি যাইত, উত্তরদ্বারে কেবল একটী লোক যাইতে পারে। আর চারি দিক্ উচ্চ নীচ গিরিশৈল সমাচ্ছাদিত। দুর্গদ্বার ছাড়া পাহাড়ের কোন কোন স্থানে কএকটী বুরুজ আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডাদিগের উত্তে-

জনায় কতকগুলি ভীল ও ঠাকুর এখানকার সরকারী কোষাগার আক্রমণ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের নানাস্থান হইতে এখানে তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে প্রবেশ কালে এখানেও কুম্ভ হইয়া থাকে।

ত্রিম্বকজী দেঙ্গলিয়া, পেশবা বাজিরাওর একজন অতি বিশ্বাসী ও আশ্রিত। ইনি প্রথমে একজন সামান্য যাশু বা গুপ্তচরের কার্য্য করিতেন। যে সময় হোলকারের ভয়ে বাজিরাও পুণা হইতে মহাড়ে পলাইয়া আসেন, সেই সময় অতি অল্পকাল মধ্যে ত্রিম্বকজী বাজিরাওর পত্রের উত্তর আনিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যকুশলতা দর্শনে বাজিরাও তাঁহার উপর অতি সদয় হইলেন। এই সময় হইতে ত্রিম্বক সর্ব্বদাই বাজিরাওর নিকট থাকিতেন। তিনি অতিশয় চতুর, ধূর্ত্ত ও পটু ছিলেন। অল্পদিন মধ্যেই বাজিরাওর হৃদয় অধিকার করিলেন। বাজিরাও অপর সকল লোক অপেক্ষা ত্রিম্বকজীকে অধিক বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। চতুর ত্রিম্বকজী বাজিরাওর একজন প্রধান মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক তিনি বাজিরাওকে অধিক সম্মান করিতেন। বাজিরাও যখন যে আদেশ করিতেন, ত্রিম্বক হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া অবিলম্বে তাহা সমাধান করিতেন। ক্রমেই ত্রিম্বকজীর অবস্থা উন্নত হইতে লাগিল। সেনাপতি গণপত রাওএর জায়গীর বাজেয়াপ্ত হইলে ত্রিম্বকজী গণপৎরাওএর পদলাভ করেন।

ইহার কিছুদিন পরে খুস্রুজী কর্ণাটক প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ ত্যাগ করিয়া রেসিডেন্সির এজেন্ট পদ নির্ব্বাচন করিলে ত্রিম্বকজী কর্ণাটের শাসনকর্ত্তা হইলেন।

য়ুরোপীয়দিগের উপর ত্রিম্বকজীর বড়ই আক্রোশ ছিল। কিসে বৃটীশরাজ্য ধ্বংস হইবে, কিসে বৃটীশের ক্ষমতা ভারত হইতে বিলুপ্ত হইবে, এই চিন্তা ত্রিম্বকজীর মনে সর্ব্বদা জাগরুক ছিল। তাঁহার উত্তেজনায় বাজিরাও বৃটীশ গবর্মেণ্টের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। বৃটীশের হস্ত হইতে বাজিরাওকে স্বাধীন করিবার জন্য ত্রিম্বক নূতন গোসাবি ও আরবসৈন্য নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পেশবার পক্ষ হইতে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত কার্য্য চালাইবার জন্য নায়েব নিযুক্ত হইলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই পরামর্শ মত বাজিরাও সিন্ধিয়া, ভোনস্লা, হোলকর ও পেণ্ডারিদিগের নিকট গুপ্তচর পাঠাইলেন। সকলে এক হইয়া যাহাতে বৃটীশ পরাক্রম খর্ব্ব হয়, তাহারই ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

এই বর্ষে ধূর্ত্ত ত্রিম্বকজী পণ্টরপুর নামক পুণ্যক্ষেত্রে গঙ্গাধরশাস্ত্রীকে গুপ্তভাবে ঘাতক দ্বারা হত্যা করাইয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইলেন। এই পাপকাণ্ড চাপা রহিল না, বোম্বাইয়ের গবর্ণর এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি ত্রিম্বকজীকে অবিলম্বে বৃটীশ গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য পেশবাকে বলিয়া পাঠাইলেন। বাজিরাও ত্রিম্বকজীকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তিনি সহজে ত্রিম্বকজীকে অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। এদিকে একদল বৃটীশ সৈন্য আসিয়া পুণায় উপস্থিত হইল। বেগতিক দেখিয়া (২৫এ সেপ্টেম্বর) ত্রিম্বকজী বৃটীশ গবর্মেণ্টকে আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি মালাসেটের থানাদুর্গে বন্দী হইলেন। বাজিরাও তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য অনেক কৌশল খাটাইতে লাগিলেন। থানাদুর্গে কেবল গোরা প্রহরী। তাহাদিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করা অথবা তাহাদিগের চক্ষে ধুলা দিয়া পলায়ন করা সহজ ব্যাপার নহে। কেবল একজন সহিসের চেষ্টায় ত্রিম্বকজী থানাদুর্গ হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সহিস ত্রিম্বকজীর সহিত কথা কহিতে পারে নাই। ইঙ্গিতে ঘোড়ার গা মলিতে মলিতে এইরূপ ভাবে একটী গান করিল,—'ঝোপের মধ্যে কতকগুলি ধনুর্দ্ধর অবস্থান করিতেছে, সেখানে গাছের তলায় ঘোড়া বাঁধা আছে, ত্বরায় গিয়া সেই ঘোড়ায় চড়িয়া দাক্ষিণাত্যকে স্বাধীন কর।'

ত্রিম্বকজী সেই গানের মর্ম্ম তখন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, কিন্তু য়ুরোপীয় সৈনিকগণ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। পলায়ন কার্য্যে অবশ্যই ত্রিম্বক বাহাদুরী দেখাইয়াছিলেন। এখনও মহারাষ্ট্রগণ ত্রিম্বকের অন্য কার্য্যের জন্য না হউক পলায়নের কৌশল ও সাহসিকতার সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকে।

পলাইয়া আসিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না, ইংরাজের উপর তাঁহার আরও জাতক্রোধ হইল। তিনি নাসিক, সঙ্গমনেরি, খাঁদেশ ও মহাদেশ প্রভৃতি পার্ব্বতীয় স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীল, রামুসি ও বঙ্গসৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ফলতনের অন্তর্গত বেরাড় নামক স্থানে তাঁহার প্রধান আড্ডা ছিল। এখানে বন মধ্যে যখন তিনি নিদ্রা যাইতেন, ৫০০ রামুসি সশস্ত্র জাগিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিত। বাজিরাও অর্থদ্বারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এখন ত্রিম্বক পেণ্ডারিদিগের ন্যায় বৃটীশরাজ্যে উৎপাত আরম্ভ করিলেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব আবার বাজিরাওকে সতর্ক করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, অবিলম্বে তিনি যেন ত্রিম্বকজীকে ধরিয়া দেন, নচেৎ তাঁহার বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে।

যে পর্য্যন্ত না তিনি ত্রিম্বকজীকে ধরিয়া দিবেন, সে পর্য্যন্ত সিংহগড়, পুরন্দর ও রায়গড় দুর্গ বৃটীশের হস্তে থাকিবে। কএক দিন বাজিরাও মিষ্ট কথা বলিয়া এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌কে ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ৭ই মে (১৮১৭ খৃঃ অঃ) এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ আবার বলিয়া পাঠাইলেন, পেশবা যখন এখনও ত্রিম্বকের প্রতিভূস্বরূপ তিনটী দুর্গ ছাড়িয়া দিলেন না, তখন পুণা অধিকার করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইতে হইল। এদিকে পুণার পার্শ্বে বৃটীশ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। বাজিরাও দুর্গ তিনটী ছাড়িয়া দিলেন ও ইংরাজের মনস্তুষ্টির জন্য ঘোষণা করিলেন, ত্রিম্বকজীকে যে মৃত কি জীবিত ধরিয়া আনিয়া দিবে, তাহাকে ২ লক্ষ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবে। এ ছাড়া তিনি ত্রিম্বকজীর অনুগত আত্মীয় স্বজনের উপরও লোক দেখান অত্যাচার আরম্ভ করিলেন।

যাহা হউক এবার বাজিরাও প্রকাশ্যে যাহাই করুন, ত্রিম্বকজী যাহাতে বৃটীশের কবলে না পড়ে, ভিতরে ভিতরে তাহাও করিতে লাগিলেন। এখন যাহাতে বৃটীশ রাজ্য ধ্বংস হয়, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ যাহাতে শীঘ্রই ইহলোক পরিত্যাগ করেন, বাজিরাও তাহারই আয়োজন করিতে লাগিলেন। আপনার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার জন্য বাজিরাও প্রধান মন্ত্রী বাপুগোখলাকে এক কোটি টাকা প্রদান করেন। ভোন্‌স্লা, সিন্ধিয়া ও হোলকরের নিকটও লেখালেখি চলিতেছিল, প্রায় সব ঠিকঠাক। এমন সময় যশোবন্তরায় ঘোড়পড়ে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌কে এই গুপ্ত সমাচার প্রদান করেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বাজিরায়ের সহিত দেখা করিলেন। এ সময়ও উভয়ে বেশ সদ্ভাবে আলাপ করিয়াছিলেন। যাহা হউক অল্প দিন পরেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিক্ হইতে মহারাষ্ট্রসৈন্য আসিয়া পুণায় জমিতে লাগিল। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব বিপদের আশঙ্কা করিয়া পুণা হইতে দুই ক্রোশ উত্তরে কির্কিগ্রামে হটিয়া আসিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ ৫ই নবেম্বর কির্কি গ্রামে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে। ১৭ই নবেম্বর বৃটীশ সৈন্য পুণা অধিকার করিয়াছিল। বাজিরাও কএকটী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সসৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিম্বকজী জুনিরের উত্তর লালঘাটে বামনবাড়ী গ্রামে স্বদলে পেশবার সহিত মিলিত হইলেন। এখানকার গিরিসঙ্কট অতি দুর্গম, জেনারল স্মিথ সসৈন্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছিলেন। ত্রিম্বকজী এখানে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিলেন। কএকটী যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ত্রিম্বকজীর বিশেষ চেষ্টাতেও তাহারা যুদ্ধ করিতে পারিল না। আবার পেশবাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইল। কুড়িগাঁ নামক স্থানে একটী ভীষণ যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে কএকজন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী হত ও আহত হইয়াছিলেন। ত্রিম্বক এই যুদ্ধে অনেকটা সাহস দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে বৃটীশের আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে তিষ্টিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাষ্ট্রের পরাজয় হইল। এই যুদ্ধকালে বাজিরাও ত্রিম্বকজী প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমরা না ইংরাজদিগকে জয় করিবে, তোমাদের সে দর্প এখন কোথায়? ধিক্! একদল সেনাকেও তোমরা হারাইতে পারিলে না!'

নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে ত্রিম্বকজী বৃটীশের করালকবলে পতিত হইলেন। এবার তাঁহাকে চুণার-দুর্গে বন্দী করা হইল। মুক্তিলাভের আশা আর রহিল না।

ত্রিয়ম্বক (পুং) ত্রীণি অম্বকানি যস্য। ইয়ঙ্ বা (ছন্দস্যুভয়থা। পা ৬।৪।৭৭) ত্রিনেত্র, মহাদেব। "ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ" (কুমার) মল্লিনাথ ইহার ব্যাখ্যায় মহাকবিপ্রয়োগ বলিয়াছেন। কিন্তু ছন্দের অনুরোধে পাণিনির পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে এই পদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ প্রসিদ্ধ কবিদিগের নিন্দিত।

ত্রিযব (ক্লী) ত্রয়ো যবাঃ পরিমাণমস্য। পরিমাণ বিশেষ, কৃষ্ণল, তিন যবে এক কৃষ্ণল, রতি।

"সর্ষপাঃ ষট্‌যবো মধ্যস্ত্রিযবস্ত্বেককৃষ্ণলং।" (মনু ৮।১৩৪)

'ত্রিভির্যবৈঃ কৃষ্ণলং রক্তিকেতি প্রসিদ্ধং।' (কুল্লূক)

ত্রিযবি=ত্র্যবি। (কাঠক ১৭।২)

ত্রিযষ্টি (স্ত্রী) ত্রিষু বাতপিত্তকফাত্মকেষু দোষেষু যষ্টিরিব। ১ ক্ষুপভেদ, ক্ষেতপাপড়া। তিস্রো যষ্টয়ো যস্য। ২ ত্রিগুচ্ছহার।

ত্রিযান (ক্লী) বৌদ্ধমত সিদ্ধ তিনটী যান বা মার্গ।

ত্রিযামক (ক্লী) ত্রিষু কালেষু যময়তি যম-ণ্বুল্। পাপ।

ত্রিযামা (স্ত্রী) ত্রয়ো যামা অস্যাঃ। ১ নিশা, রাত্রি। (শব্দমালা)

"ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ং।
নাড়ীনাং তদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

রাত্রির প্রথম চারিদণ্ড ও শেষ চারিদণ্ড দিবার মধ্যে গণ্য। এতদ্ভিন্ন আর তিন প্রহর তাহাকেই ত্রিযামা অর্থাৎ রাত্রি কহা যায়। ২ হরিদ্রা। ৩ যমুনা। ৪ নীলী। ৫ কৃষ্ণ ত্রিবৃৎ।

ত্রিযুগ (পুং) ত্রীণি যুগানি সত্যত্রেতাদ্বাপররূপাণি আবির্ভাবকালো যস্য। বিষ্ণু, যজ্ঞপুরুষ, বিষ্ণু তিনযুগেই আবির্ভূত হন, এই জন্য তাহার নাম ত্রিযুগ।

"স চাবতীর্ণং ত্রিযুগমাজ্ঞায় বিবুধর্ষভং।" (ভাগ° ৩।২৪।২৬)

২ বসন্তাদিকালত্রয়। "যা ওষধীঃ পূর্ব্বা জাতা দেবেভ্য-ত্রিযুগং পুরা।" (শুক্ল যজু° ১২।৭৫)

'যুগশব্দঃ কালবাচী ত্রয়াণাং যুগানাং সমাহারঃ ত্রিযুগং ত্রিকালং বসন্তে প্রাবৃষি শরদি চ।' (মহীধর)

বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ তিন কাল। ৩ কৃত (সত্য), ত্রেতা ও দ্বাপররূপ যুগত্রয়। (ঋক্ ১০।৯৭।১ ভাষ্যে সায়ণ) (ত্রি) ৪ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী।

"ত্রিযুগৌ পুণ্ডরীকাক্ষৌ বাসুদেবধনঞ্জয়ৌ।" (ভারত ৩।৮৬।৫)

'ত্রীণি যুগানি যুগলানি ষড়ৈশ্বর্য্যাণি ভগসংজ্ঞানি বা যয়োস্তৌ' (নীলকণ্ঠ)

ত্রিযূহ (পুং) কপিলাশ্ব, কপিলবর্ণ ঘোটক। (হেম)

ত্রিয়ৃচ=তৃ্যচ। (কাঠক ৩৪।১)

ত্রিরত্ন (ক্লী) বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান তিনটী ধন, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ।

ত্রিরশ্মি (স্ত্রী) ত্রিকোণ।

ত্রিরসক (ক্লী) ত্রয়াণাং রসকাণাং সমাহারঃ। ১ ত্রিপ্রকার রসযুক্ত সুরা। ২ ত্রিবার মধুপান।

ত্রিরাত্র (ক্লী) ত্রিস্থণাং রাত্রীণাং সমাহারঃ অচ্ সমা। সংখ্যা-পূর্ব্বত্বাৎ ক্লীবতা। ১ রাত্রিত্রয়। ২ তদুপলক্ষিত দিনত্রয়।

"অতিক্রান্তে দশাহে তু ত্রিরাত্রমশুচি র্ভবেৎ।" (মনু)

ত্রিভিঃ নির্বৃত্তং ঠঞ্, তস্য লুক্। দিনত্রয় উপবাসসাধ্যব্রতভেদ।

"একরাত্রং ত্রিরাত্রং বা ষড়্রাত্রং বা বিধীয়তে।"

(প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত বচন)

(পুং) ৪ গর্গত্রিরাত্র নাম যাগভেদ। [গর্গত্রিরাত্র দেখ।]

ত্রিরূপ (পুং) ত্রীণি রূপাণ্যস্য। অশ্বমেধীয় অশ্বভেদ। [অশ্বমেধ দেখ।]

ত্রিরেখ (পুং) তিস্রো রেখা যত্র। ১ শঙ্খ। (ক্লী) তিস্থণাং রেখানাং সমাহারঃ। ২ রেখাত্রয়।

ত্রিল (পুং) ত্রয়ো লাঃ লঘুবর্ণা যত্র। লঘুবর্ণযুক্ত নগণ।

ত্রিলঘু (ত্রি) ত্রয়ো লঘবো যত্র। ১ ছন্দোগ্রন্থপ্রসিদ্ধ নগণ। "ত্রিলঘুশ্চ নকারঃ" (ছন্দোম°) ছন্দে 'ন' এই বর্ণ থাকিলে তিনটী লঘুবর্ণ হয়। ২ শুভ লক্ষণযুক্ত স্থানত্রয় হ্রস্ব পুরুষ, যে পুরুষের গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন এই তিন স্থান হ্রস্ব তাহাকে ত্রিলঘু কহে।

"গ্রীবা জঙ্ঘা মেহনৈশ্চ ত্রিভির্হ্রস্বোঽয়মীড়িতঃ।"

(কাশীখ° ১১ অ°)

ত্রিলবণ (ক্লী) ত্রয়াণাং লবণানাং সমাহারঃ, ত্রিগুণিতং লবণং সংজ্ঞাত্বাৎ বা কর্ম্মধারয়ঃ। লবণত্রয়, মিলিত সৈন্ধব, বিড় ও রুচক এই তিন লবণ।

"সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব রুচকঞ্চ তৃতীয়কং। মিলিতৈতৎ ত্রিলবণং" (রাজনি°)

ত্রিলিঙ্গ (ত্রি) ত্রীণি লিঙ্গানি অস্য। ১ পুংস্ত্বাদি লিঙ্গত্রয়যুক্ত শব্দ। ত্রীণি সত্ত্বাদীনি লিঙ্গানি অনুমাপকানি অস্য। ২ অহঙ্কারাদি। (ভাগ° ৩।২০।১৪) ৩ বাতাদি ধাতুদোষজ রোগ। (সুশ্রুত)

ত্রিলিঙ্গ, (বর্ত্তমান তৈলঙ্গ, তিলঙ্গ বা তেলুগু দেশ।) কেহ কেহ বলেন—কালেশ্বর, শ্রীশৈল ও ভীমেশ্বর এই তিনটী শৈলে শিব লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া এই প্রদেশ ত্রিলিঙ্গ নামে বিখ্যাত হয়, তাহাই এখন অপভ্রংশে তিলঙ্গ, তেলুগু প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। আবার কেহ বলেন, পূর্ব্বকালে ত্রিকলিঙ্গ নাম ছিল, 'ক' লোপ হইয়া ত্রিলিঙ্গ এবং অপভ্রংশে নানা লোকের মুখে যথাক্রমে তিলঙ্গ, তৈলঙ্গ, তিলিঙ্গ ইত্যাদি নাম হয়। [কলিঙ্গ শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বাস্তবিক ত্রিকলিঙ্গ হইতে ত্রিলিঙ্গ হইয়াছে কি না, তাহা ঠিক জানা যায় না। মহাভারতের সময় বৈতরণী নদীতট হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত কলিঙ্গ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সে সময় ইহার কোন অংশ ত্রিকলিঙ্গ বা ত্রিলিঙ্গ নাম ছিল না। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে প্লিনি মোদোগলিঙ্গ (Modogalingam) শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তৈলঙ্গ ভাষায় মুদু শব্দের অর্থ তিন, সুতরাং মোদোগলিঙ্গম্ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ত্রিকলিঙ্গ নাম বুঝাইতে পারে। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে টলেমী ত্রিগ্লিপ্টন্ বা ত্রিগ্লিফন্ দেশের উল্লেখ করেন, এই শব্দ সংস্কৃত ত্রিকলিঙ্গ বা ত্রিলিঙ্গ উভয় শব্দেরই রূপান্তর হইতে পারে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে শিলালিপি বা তাম্রশাসনে ত্রিকলিঙ্গ দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। উৎকল ও কলিঙ্গের রাজগণও 'ত্রিকলিঙ্গনাথ' নামে আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন।

১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (?) উৎকলরাজ উদ্যোতকেশরীর সময়ে উৎকীর্ণ ব্রহ্মেশ্বর-লিপিতে আমরা সর্ব্বপ্রথম 'তিলঙ্গ' দেশের উল্লেখ পাই। এই শিলাফলকে লিখিত আছে, মহারাজ উদ্যোতকেশরীর পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্বে তিলঙ্গ দেশে রাজত্ব করিতেন, তথা হইতে আসিয়া উৎকল অধিকার করেন। এই তিলঙ্গ দেশই এখন তৈলঙ্গ নামে খ্যাত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ 'তিলঙ্গ' শব্দ ত্রিকলিঙ্গ কি 'ত্রিলিঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ, তাহার এখনও ঠিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে,

ত্রিকলিঙ্গ বা কলিঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণাংশ এক সময়ে তিলঙ্গ নামে খ্যাত ছিল। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে—

"শ্রীশৈলন্তু সমারভ্য চোলেশান্মধ্যভাগতঃ।
তৈলঙ্গদেশো দেবেশি ধ্যানাধ্যয়নতৎপরঃ॥"

শ্রীশৈল হইতে চোলেশের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তৈলঙ্গ দেশ।

শ্রীশৈল কর্ণুল জেলায় এবং চোলেশ বা চোললিঙ্গস্বামী উত্তর আর্কট জেলায় শোলঙ্গিপুরে অবস্থিত। এরূপস্থলে কৃষ্ণা হইতে পেন্নার বা পিনাকিনী নদী পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বাংশে প্রায় সমুদায় ভূভাগ (শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে) তৈলঙ্গ নামে খ্যাত ছিল। অনেকের মতে, পুরাণে যে অন্ধ্রাজ্যের উল্লেখ আছে, তাহাই তৈলঙ্গ দেশ। ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ৎসিয়ং অন্ধ্ররাজ্যে আগমন করেন। তাঁহার মতে, এই রাজ্য ৩০০০ লি অর্থাৎ প্রায় ৫০০ মাইল বিস্তৃত*। ইহার রাজধানীর নাম বেঙ্গিল (বেঙ্গি)। গোদাবরী জেলায় ইল্লোরের ৬ মাইল উত্তরে বেঙ্গি বা বেগি অবস্থিত †। এরূপস্থলে (কনিংহাম প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে) অন্ধ্র বা তৈলঙ্গ দেশ গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ হইতেছে।

আইন্‌-ই-অকবরীতে 'তেলিঙ্গানা' বা তৈলঙ্গ সুবা বরারের (বেরারের) দক্ষিণাংশে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তৎকালে সরকার তেলিঙ্গানা ১৯টী পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং এই সরকার হইতে ৭১৯০৪০০০ দাম রাজস্ব আদায় হইত ‡। তিব্বতের পণ্ডিত তারানাথ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন 'কলিঙ্গ ত্রিলিঙ্গেরই কিয়দংশ' **।

আবার ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে রেনেল সাহেব লিখিয়াছেন, 'তেলিঙ্গনের রাজধানী বরঙ্গল, (এই জনপদ) কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যে ও বিসিয়াপুরের (বিজাপুর ?) পূর্ব্বে অবস্থিত §।'

এই তৈলঙ্গ বা ত্রিলিঙ্গের লোকেরা ও তাহাদের অবলম্বিত ভাষাই তৈলঙ্গ বা তেলুগু নামে খ্যাত। বর্ত্তমান সময়ে উত্তরে শ্রীকাকোলম্ (চিকাকোল) হইতে দক্ষিণে পরবেৰ্কাড়ু (পুলিকাট) পর্য্যন্ত তেলুগু ভাষা প্রচলিত। চিকাকোলের নিকট উড়িয়া ও পুলিকাটের পর হইতে তামিল ভাষা তেলুগুর স্থান অধিকার করিয়াছে। এদিকে পশ্চিমাংশে মহারাষ্ট্রের পূর্ব্বসীমা, মহিসুর, কর্ণুল জেলা ও নিজাম রাজ্য পর্য্যন্ত তেলুগু চলিয়া গিয়াছে। ভাষা-সংস্থানের উপর দৃষ্টিপাত করিলে তেলুগু-ভাষা-প্রচলিত ভূভাগকেই তৈলঙ্গ দেশ স্বীকার করিতে হয়। এরূপস্থলে ত্রিকলিঙ্গ শব্দ হইতে ত্রিলিঙ্গ বা তৈলঙ্গ নাম হইয়াছে, তাহাও স্বীকার করা যায় এবং কলিঙ্গদেশ তৈলঙ্গের অংশ বলিয়া মনে হয়। [কলিঙ্গ দেখ।]

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হিউএন্‌ৎসিয়ং অন্ধ্র দেশে আসিয়া দেখিয়াছিলেন, এখানে মধ্যভারতের লিপি প্রচলিত। আমরা প্রমাণ পাইয়াছি, ঐ সময় মধ্যভারতের বর্ণ-মালার সহিত উড়িষ্যার বর্ণমালারও আকারগত সৌসাদৃশ্য ছিল, কালক্রমে এত বৈলক্ষণ ঘটিয়াছে যে, তৈলঙ্গের বর্ণমালাকে এক সম্পূর্ণ পৃথক্ বর্ণমালা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কুমারিলভট্ট দাক্ষিণাত্যের ভাষাকে আন্ধ্রদ্রাবিড় ভাষা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। [তামিল দেখ।] কুমারিল-বর্ণিত আন্ধ্র ভাষা এখন তেলুগু নামে খ্যাত হইয়াছে।

তৈলঙ্গ ভাষায় ১৩টী স্বর ও ৩৫টী ব্যঞ্জন। অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ (হ্রস্ব), এ (দীর্ঘ), ঐ, ও (হ্রস্ব), ও (দীর্ঘ), ঔ, এই ১৩টী স্বর এবং ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ল, ক্ষ এই ৩৫টী ব্যঞ্জন।

তৈলঙ্গ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, কণ্ব মুনি সর্ব্বপ্রথমে তেলুগু ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি আন্ধ্ররায়ের সভায় উপস্থিত হন। এই রাজার সময়েই সংস্কৃত ভাষা তৈলঙ্গ দেশে প্রচলিত হয়। উক্ত প্রবাদ বচন দ্বারা এইটুকু বোধ হয় যে, ব্রাহ্মণেরা আসিয়াই তৈলঙ্গে সংস্কৃত ভাষা প্রচার করিলে তাহারই আদর্শে তৈলঙ্গলিপি ও তৈলঙ্গ ব্যাকরণ গঠিত হয়। কণ্বের তৈলঙ্গ ব্যাকরণ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন যে প্রাচীনতম তেলুগু ব্যাকরণ পাওয়া যায়, তাহাও নন্নয় বা নন্নপভট্ট কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। এই নন্নপভট্টই তেলুগু ভাষায় মহাভারত প্রকাশ করেন। এখন নন্নপভট্টের মহাভারতই তেলুগু ভাষার আদিগ্রন্থ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। চালুক্যরাজ বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় নন্নপ আবির্ভূত হন, চালুক্যবংশে বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে নয় দশ জন রাজা বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। [চালুক্য শব্দ দেখ।] কোন্ বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় নন্নপ বিদ্যমান ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। শেষ বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় হইলেও নন্নপভট্টকে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের লোক বলিয়া স্বীকার করা যায়।

* Beal's Buddhist Records of the Western World Vol. II, p. 217.

† R. Sewell's Lists of Antiquities in the Madras Precedency, Vol. I, p. 36.

‡ Jarrett's Ain-i-Akbari, Vol. II. 228, 237.

** Schiefner's Taranatha, p. 264.

§ Rennell's Memoir, 3rd edition, p. cxi.

কেহ কেহ ইহাকে আদি গ্রন্থকার বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থের রচনাপ্রণালী ও ভাষার ছটা দেখিলে বোধ হয়, তেলুগুভাষা তাঁহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই পুষ্টিলাভ করিয়াছে এবং তাঁহার মহাভারত রচিত হইবার পূর্ব্বেও অনেক ক্ষুদ্রগ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তাহা অসম্ভব নয়। নন্নপভট্টের পর অপ্পকবি তেলুগু ভাষায় শ্লোকাকারে তেলুগু ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

বেমন নামে এক ব্যক্তি সূত্রাকারে তেলুগু ভাষায় দুই হাজারের অধিক ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক উপদেশ রচনা করিয়াছেন। ইহার বাক্যাবলীতে কর্ম্মকাণ্ড ও দ্বৈতবাদের নিন্দা থাকায় কেহ কেহ বেমনকে খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচারের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করেন*। কিন্তু বেমনের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ও অদ্বৈত-বাদবিষয়ক সরল উপদেশগুলির ভাষা পাঠ করিলে অতি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন তৈলঙ্গ ভাষায় আরও অনেক প্রাচীন গ্রন্থ আছে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে তৈলঙ্গেও প্রতি বর্ষে প্রভূত গ্রন্থ বাহির হইতেছে।

ত্রিলিঙ্গক (ত্রি) ত্রিলিঙ্গ স্বার্থে কন্। [ত্রিলিঙ্গ দেখ।]

ত্রিলিঙ্গী (স্ত্রী) ত্রয়াণাং লিঙ্গানাং সমাহারঃ ঙীপ্। লিঙ্গত্রয়। 'ত্রিলিঙ্গ্যাং ত্রিষিতি পদং' (অমর)

ত্রিলোক (ক্লী) ১ ত্রিভুবন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন। (পুং) ২ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের অধিবাসী।

ত্রিলোকধৃৎ (পুং) ত্রয়াণাং লোকানাং ধৃৎ ধৃতি রস্য ধৃ-ক্বিপ্। পরমেশ্বর। (ভারত ১৩৷১৪৯৷৯৩)

ত্রিলোকনাথ (পুং) ত্রয়াণাং লোকানাং নাথঃ। পরমেশ্বর।

ত্রিলোকাত্মন্ (পুং) ত্রয়ো লোকাঃ আত্মানঃ স্বরূপাণি যস্য। পরমেশ্বর।

"ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকেশঃ কেশবঃ কেশিহা হরিঃ।"
(ভারত ১৩৷১৪৯.৮২)

ত্রিলোকী (স্ত্রী) ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ ঙীপ্। লোকত্রয়, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন লোক, ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক।

"যদি ত্রিলোকী গণনাপরা স্যাৎ।" (নৈষধ)

ত্রিলোকেশ (পুং) ত্রয়াণাং লোকানামীশঃ। ১ পরমেশ্বর। ২ সূর্য্য। (শব্দচ°)

ত্রিলোচন (পুং) ত্রীণি লোচনানি যস্য। ১ শিব। (ক্লী) ২ কাশীস্থিত চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গান্তর্গত লিঙ্গভেদ, এই ত্রিলোচন লিঙ্গ দ্বিতীয়। "দ্বিতীয়ঞ্চ ত্রিলোচনং।" (কাশীখ° ৭৫ অ°) (ত্রি) ৩ লোচনত্রয়যুক্ত। ৩ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি পার্থবিজয় নামে একখানি কাব্য রচনা করেন।

প্রবাদ অনুসারে কাদম্বরাজবংশের আদিপুরুষ।

ত্রিলোচনতীর্থ, বিরজাক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী তীর্থ। (কপিলসংহিতা)

ত্রিলোচন-দাস, (জন্ম শকাব্দ ১৪৪৫, তিরোভাব ১৫৩০, পৌষ তৃতীয়া।) বর্দ্ধমানের দশ ক্রোশ উত্তরে গুসকরা ষ্টেসন হইতে পাচ ক্রোশ দূরে কুনুর নদীর ধারে মঙ্গলকোটের নিকট কুয়া বা কো গ্রামে ত্রিলোচনদাস জন্ম গ্রহণ করেন। ত্রিলোচনের আরো তিনটী নাম আছে—সুলোচন, লোচনানন্দ, লোচন। এই শেষোক্ত "লোচন" নামেই তিনি বিখ্যাত। এই লোচন বা ত্রিলোচনই স্বনাম-খ্যাত পদকর্ত্তা। চরিতামৃত ও ভক্তিরত্নাকরাদি প্রাচীন গ্রন্থে তিনি সুলোচন নামেই পরিচিত। চরিতামৃতের সাধারণ শাখাবর্ণনে অর্থাৎ ১০ম পরিচ্ছেদে তাঁহার নাম আছে। যথা—

"খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস চিরঞ্জীব সুলোচন॥"

নরোত্তমবিলাসে খেতরির মহোৎসবে গমনপ্রসঙ্গে "সুলোচনের" নাম পাওয়া যায়। যথা—

"শ্রীরঘুনন্দন সুলোচন আদি সঙ্গে।"

তাঁহার "ত্রিলোচন" নামটী স্বহস্তলিখিত প্রাচীন চৈতন্য-মঙ্গলে দৃষ্ট হয়।

গুস্‌করা ষ্টেসনের নিকট কাঁকড়া গ্রামে বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গলগায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর গৃহে লোচনের স্বহস্ত-লিখিত গ্রন্থ আছে। সেই মৌলিক গ্রন্থে ও ছাপার চৈতন্য-মঙ্গলে দিনরাত্রি প্রভেদ। ছাপার পুস্তকে অনেক কথাই নাই। বটতলায় প্রথম যিনি চৈতন্যমঙ্গল ছাপান, ইহার মুণ্ডপাত তিনিই করিয়া থাকিবেন। বটতলার মুদ্রিত পুস্তকের ভনিতায় কোন কোন স্থলে "গুণ গায় এ লোচন দাস" আছে। প্রকৃত পক্ষে এই "এ" টী "ত্রি," এইরূপ হইবে—"গুণ গায় ত্রিলোচনদাস।"

তাহার অপর দুইটী নামের বিষয় পরে বলিতেছি।

চৈতন্যমঙ্গল কাব্য ব্যতীত "দুর্ল্লভসার" নামে লোচনের আর একখানি গ্রন্থ আছে। দুর্ল্লভসারের মধ্যে চৈতন্য-মঙ্গলের নাম ও বিবরণ সহ তাঁহার আত্মপরিচয় আছে। হস্তলিখিত চৈতন্যমঙ্গলেও তিনি আত্মপরিচয় লিখিয়া-ছেন। উভয় লিখাই এক—প্রভেদ নাই। অতএব দুর্ল্লভসার চৈতন্যমঙ্গলের পরে রচিত হয়।

* Rev. Caldwell's Dravidian Grammars, p. 124.

অনেকে বলেন যে, লোচনদাস সংস্কৃত জানিতেন না, কিন্তু তাহা সত্য নহে। প্রসিদ্ধ রায় রামানন্দকৃত সংস্কৃত জগন্নাথবল্লভের শ্লোকাংশের একটী মনোহর পদ্যানুবাদ আছে, তাহা লোচনদাসের কৃত। সংস্কৃত না জানিলে শ্লোকের অনুবাদে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। এইরূপ একটী মাত্র পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

(মুল) "পরিণত শারদ শশধর বদনা।
মিলিতা পাণিতলে শুক্র মদনা॥
দেবি কিমিহ পরমস্তি মদিষ্টং।
বহুতর সুকৃত ফলিত মনুদিষ্টং॥ ধ্রু॥
পিক বিধু মধু মধুপাবলি চরিতং।
রচয়তি মামধুনা সুখভরিতং॥
প্রণয়তু রুদ্রনৃপে সুখমমৃতং।
রামানন্দভনিত হরিরমিতং॥"

লোচনের অনুবাদে যথা—

"নির্ম্মল শারদ শশধরবদনী।
বিদলিত কাঞ্চন-নিন্দিত-বরণী॥ ধ্রু॥
পিকরুত-গঞ্জিত-সুমধুর বচনা।
মোহন কৃত করি শত শত মদনা॥
দেবি শৃণু বচনং মম সারং।
কিল গুণধামমিলিত মনুবারং॥
চিরদিনবাঞ্ছিত যদিহ মদিষ্টং।
তব কৃপয়াপি ফলিত মনোভীষ্টং॥
ইদমনু কিং মম যাচিত মাস্তি।
নিখিল চরাচরে প্রিয়সখি নাস্তি॥
প্রণয়তু রসিকহৃদয় সুখ মমিতং।
লোচনমোহন মাধবচরিতং॥"

বাহুল ভয়ে তৎকৃত বিশুদ্ধ বাঙ্গলা অনুবাদ-পদ উদ্ধৃত হইল না।

এই লোচনের চতুর্থ গ্রন্থ 'রাগলহরী,' এখানি সংস্কৃত ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর স্থানবিশেষের পদ্যানুবাদ। চারিখানি গ্রন্থ ভিন্ন লোচনদাস কৃত বহুতর পদ আছে। এই পদের জন্যই লোচনদাসের নাম সর্ব্বত্র সমাদৃত।

এই পদাবলীতে তিনি "লোচন" নামে পরিচিত, ভনিতায় "লোচন" বা "লোচনানন্দ" নাম দিয়াছেন।

তবে এই চারি নামে চারি ব্যক্তিই ছিলেন, এই আপত্তি উত্থিত হইবার অবসর নাই; যখন চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে আমরা "লোচন" এবং "লোচনানন্দ" নামও পাই। লোচনানন্দ নাম তিনি দুই এক স্থানে বলিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণবগণ আদর করিয়া এই নামে কখন কখন তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন।

এক সময় লোচনের চৈতন্যমঙ্গল সর্ব্বত্র সাদরে গীত হইত। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে—

"বৈদ্যবংশোদ্ভব হয় শ্রীলোচনদাস।
শ্রীনরহরির শিষ্য শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
চৈতন্যমঙ্গলগান তাহার রচিতে।
* * * *
প্রথমে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান হয়।
তার পরে কৃষ্ণমঙ্গল গান করয়॥"

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের শেষাংশে এবং দুর্লভসার গ্রন্থের আদিতে লোচন নিম্নোদ্ধৃত রূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কো গ্রামে বাস।
মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তার নাম॥
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম।
কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদাতা॥
যাহার প্রসাদে গাই গৌর গুণগাথা।
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে॥
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে।
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তমগুপ্ত॥
সর্ব্বতীর্থপূত সেই তপস্যায় তৃপ্ত।
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র॥
সহোদর নাহি মোর মাতামহের পুত্র।
যথা তথা যাই দুল্লিল করে মরে।
দুল্লিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর।
ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত যাহার॥" ইত্যাদি।

চৈতন্যমঙ্গলের প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন—

"শ্রীনরহরিদাস যে দয়াময় দেহ।
পাতকী দেখিয়া দয়া বাঢ়াল সিনেহ॥
দুরন্ত পাতকী অন্ধ আমি দুরাচার।
অনাথ দেখিয়া দয়া করিল অপার॥
তার দয়া বলে আর বৈষ্ণবপ্রসাদে।
এই ভরসায় পুথি হইবে অবাদে॥"

[নরহরির দয়ার বিষয় নরহরিসরকার ঠাকুর শব্দে দ্রষ্টব্য]

লোচনদাস বৈদ্য, তাঁহার পিতামাতাদি আত্মীয়গণের নাম তিনি স্বয়ংই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

লোচনের আখরগুলি খুব মোটা মোটা। তাঁহার বাড়ীতে একটী পাথরের উপর বসিয়া শূন্য আকাশ তলে তিনি

চৈতন্যমঙ্গল কাব্য লিখিতেন। সে পাথরখানি অদ্যাপি আছে। বৈষ্ণবগণ তাহা দর্শনার্থ গমন করিয়া থাকেন।

"পিতৃকুলে" ও "মাতৃকুলে" একমাত্র লোচনই উত্তরাধিকারী ছিলেন। অতএব সকলের স্নেহভাজন লোচনের বিবাহ অতি অল্প বয়সেই হয়। বিবাহের পর তিনি পাঠাভ্যাসের জন্য শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুরের নিকট গমন করেন।

নরহরিঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ ভক্ত, গৌর-প্রেম-রসে ভরপুর। তাঁহার কাছে গেলে যাহা হয়, লোচনের তাহাই হইল। তিনিও "গৌর-প্রেমামৃত-সাগরে" ডুবিয়া গেলেন। ইহারই ফল চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ এবং পদাবলী। নরহরির আদেশ ক্রমে ১৪৫৯ শকে তিনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। [চৈতন্যমঙ্গল নাম প্রাপ্তির বিবরণ বৃন্দাবনদাস শব্দে দ্রষ্টব্য]

নরহরি ঠাকুর আকুমার ব্রহ্মচারী, তাঁহার সঙ্গগুণে লোচনের সংসারে বৈরাগ্য জন্মিল, তিনি শ্রীখণ্ডেই থাকিয়া গেলেন। বাড়ীতে যাননা, শ্বশুর বাড়ীও গমন করেন না।

এখন লোচনকে সংসারী করিবার উপায় কি? এদিকে তাঁহার স্ত্রীও কৈশোর প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন, যৌবন আগতপ্রায়। লোচনের নিকট বার বার সংবাদ আসিতে লাগিল। শেষে তিনি এক দিন পদব্রজে শ্বশুরালয়ে চলিলেন।

বিবাহের পরে শ্বশুরালয়ে আর যান নাই, স্ত্রীকেও দেখেন নাই। এখন গ্রামে প্রবেশ করিয়াই একটী "তেমাথা পথ" দেখিতে পাইলেন। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন? নিকটে একটী অর্দ্ধ যুবতীকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, অমুকের বাড়ী কোন্ পথে যাইব?" এ যুবতীই লোচনের স্ত্রী! একথা যখন অবগত হওয়া গেল, লোচন এবং তাঁহার স্ত্রী তখন অতি কাতর হইলেন। লোচন সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহা ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই ঘটিয়াছে, তা না হইলে, তাঁহার স্ত্রীই বা তখন পথে দাঁড়াইয়া থাকিবেন কেন?

যাহা হৌক, দুইজনে পরম প্রীতিতে অতঃপর একত্র বাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া স্ত্রী স্বামীতে পরম সুখে থাকা যাইতে পারে, জগতের লোককে ইহা দেখাইলেন। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্তের অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহাদের কাছে, ইন্দ্রিয়গণ দন্তোৎপাটিত সর্পের ন্যায়। লোচন এবং তাঁহার স্ত্রী কি রূপ শক্তিশালী ছিলেন, এই ঘটনাতে তাহা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে।

তাঁহার স্ত্রীর প্রতি কি রূপ অনুরাগ ছিল, চৈতন্যমঙ্গলেই তাহার পরিচয় আছে। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি তিনি স্ত্রীর অনুমতি লইয়া রচনা করেন। চৈতন্যমঙ্গলের প্রথমেই এই পদটী আছে—

"প্রাণের ভার্য্যে! নিবেদি নিবেদি নিজ কথা।
আশীর্ব্বাদ মাগে আগে,
যত যত মহাভাগে,
তবে গাবো গোরা গুণ গাঁথা॥"

কি মধুর ভাব! গৌরগণোদ্দেশে লোচনের নাম আছে। বৈষ্ণবগণ বলেন, লোচনের স্বরূপ "বড়াই"— ব্রজের বড়াই বুড়ি।

ত্রিলোচনদাস, একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ইনি কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা ও কাতন্ত্রোত্তরপরিশিষ্ট রচনা করেন।

ত্রিলোচনদেব ন্যায়পঞ্চানন, নবদ্বীপের একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত, রামের ছাত্র। ইনি ন্যায়কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন।

ত্রিলোচনপাল, মহারাজ রাজ্যপালের পুত্র। ইনি সম্ভবতঃ প্রয়াগ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। প্রয়াগ হইতে প্রদত্ত ত্রিলোচনপালের ১০৮৪ অঙ্কাঙ্কিত এক তাম্রশাসন এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত আছে, তাহা পাঠ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কিলহর্ণ সাহেব ঐ অঙ্ক সম্বৎজ্ঞাপক স্থির করিয়াছেন। (Indian Antiquary, Vol., XVIII. p. 34.)

কিন্তু এই তাম্রশাসনখানি ১০৮৪ শকসম্বৎ বলিয়াও স্বীকার করা যাইতে পারে, কারণ মূল তাম্রশাসনে সম্বৎ শব্দ স্পষ্ট নাই। তাম্রশাসনে ইনি রাজ্যপালের পুত্র ও বিজয়পালের পৌত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ১১৯৯ সম্বতে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসনে মহারাজপুত্র রাজ্যপালের পরিচয় আছে। (Ind. Ant. XVIII. p. 26) পূর্ব্বোক্ত শক ও শেষোক্তটী সম্বৎ গ্রহণ করিলে রাজ্যপালের তাম্রশাসন হইতে ত্রিলোচনপালের তাম্রশাসন ২০ বর্ষ মাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয়। 'মহারাজপুত্র' রাজ্যপালও কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্রের সম্মতিক্রমে ভূমিদান করেন। এরূপ স্থলে রাজ্যপালকে গোবিন্দচন্দ্রের অধীন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ত্রিলোচনপাল পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ইত্যাদি স্বাধীন রাজার উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

২ এই নামে পশ্চিমে একজন পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি সুলতান মান্মুদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

৩ লাটদেশের চৌলুক্যবংশীয় একজন বিখ্যাত রাজা। বৎসরাজের পুত্র। ইনি ৯২১ শকে রাজত্ব করিতেন।

ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য, ন্যায়সংকেত নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

ত্রিলোচনমিশ্র, ধর্ম্মকোষ নামে ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহকার। বর্দ্ধমান ও আহ্নিকতত্ত্বে রঘুনন্দন ইঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ত্রিলোচন শিবাচার্য্য, রত্নত্রয়োদ্দ্যোত ও সিদ্ধান্তসারাবলী নামে শৈবশাস্ত্রকার।

ত্রিলোচনাচার্য্য, বৈয়াকরণ-কোটীপত্রনামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

ত্রিলোচনাদিত্য, এক সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি নাট্যলোচন ও লোচনব্যাখ্যাঞ্জন রচনা করেন।

ত্রিলোচনা (স্ত্রী) দুর্গা।

ত্রিলোচনাষ্টমী (স্ত্রী) ত্রিলোচনায় শিবপূজায়ৈ যা অষ্টমী। জ্যৈষ্ঠ মাসের গৌণচান্দ্র কৃষ্ণাষ্টমী, এই অষ্টমীতে শিবপূজা করিলে শিবলোকে গতি হয়।

"জ্যৈষ্ঠে মাসি নৃপশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাষ্টম্যাং ত্রিলোচনং।
যঃ পূজয়তি দেবেশমীশলোকং স গচ্ছতি॥" (ভবিষ্যপু°)

ত্রিলোচনী (স্ত্রী) ত্রীণি লোচনানি যস্যাঃ। দুর্গা।

ত্রিলোচনেশ্বরতীর্থ (ক্লী) ত্রিলোচনেশ্বরং নাম তীর্থং। তীর্থবিশেষ।

ত্রিলোহ (ক্লী) সুবর্ণ, রজত ও তাম্র।

ত্রিলোহক (ক্লী) সুবর্ণ, রজত ও তাম্র এই ধাতুত্রয়।

ত্রিলোহক (ত্রি) ত্রীণি লোহানি ধাতবো যত্র, সংজ্ঞায়াং কন্। সুবর্ণ, রজত ও তাম্রময় পাত্রাদি।

ত্রিলোহী (স্ত্রী) ত্রীণি লোহানি সাধনত্বেনাস্ত্যস্যাঃ গৌরা° ঙীপ্। সুবর্ণ, রজত ও তাম্রের পরিমাণ ভেদ দ্বারা নির্ম্মিত মুদ্রাভেদ। তন্ত্রসারের মতে মন্ত্রীর হিতের জন্য এই মুদ্রা নিরূপিত হইয়াছে। লোহত্রয়ের মধ্যে সুবর্ণ সূর্য্য, রৌপ্য চন্দ্র ও তাম্র অগ্নিস্বরূপ জানিবে।

"সোমসূর্য্যাগ্নিরূপাঃ স্যুর্বর্ণা লোহত্রয়ং তথা।
রৌপ্যমিন্দুঃ স্মৃতো হেম সূর্য্যস্তাম্রো হুতাশনঃ॥
লোহভাগাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ স্বরাদ্যক্ষরসংখ্যয়া।
তৈ র্লোহৈঃ কারয়েন্মুদ্রামসঙ্কলিতসঙ্গতাম্॥
এষু স্বরাঃ স্মৃতাঃ সৌম্যাঃ স্পর্শাঃ সৌরাঃ শুভোদয়াঃ।
আগ্নেয়া ব্যাপকাঃ সর্ব্বে সোমসূর্য্যাগ্নিদেবতাঃ॥
স্বরাঃ ষোড়শবিখ্যাতাঃ স্পর্শাঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
ব্যাপকা দশতে কামধনধর্ম্মপ্রদায়িনঃ॥
সাষ্টং সহস্রং সংজপ্য স্পৃষ্ট্বা তাং জুহুয়াত্ততঃ।
তস্যাং সম্পাতয়েন্মন্ত্রী সর্পিষা পূর্ব্বসংখ্যয়া॥
নিঃক্ষিপ্য কুম্ভে তাং মুদ্রামভিষেকোক্তবর্ত্মনা।
আবাহ্য পূজয়েদ্দেবীমুপচারে বিধানতঃ॥
অভিষিচ্য বিনীতায় দদ্যাত্তাং মুদ্রিকাং তক্তঃ।
ইয়ং মুদ্রা ক্ষুদ্ররোগবিষমজ্বরনাশিনী॥
ব্যাল-চৌরমৃগাদিভ্যো রক্ষাং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ।
যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি ধারয়ন্ মনুজেশ্বরঃ॥
মন্ত্রসিদ্ধিকরী পুংসাং চতুর্বর্গফলপ্রদা।
ধারয়ন্ মনুজো নিত্যং দেবতুল্যো ভবেদ্ভুবি॥" (তন্ত্রসার)

ত্রিবৎস (পুং) ত্রয়ো বৎসাঃ বৎসরাঃ যস্য সঃ। ত্রিবর্ষ বয়স্ক পশু।

"ত্রিবৎসো বয় উষ্ণিক্ ছন্দঃ।" (শুক্লযজু ১৪।১০)

ত্রিবর্ষ বয়স্ক বৃষ।

"সোমক্রয়ণস্ত্রিবৎসঃ সাণ্ডঃ" (কাত্যায়নশ্রৌ° ২২।৩।৪০)

'ত্রিবৎস স্ত্রিবর্ষঃ সাণ্ডঃ আণ্ডসংযুক্ত ঋষভঃ' (কর্ক)

ত্রিবন্দরম্, ১ ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের একটী বিভাগের নাম। ইহা উত্তর ও দক্ষিণে দুইটী স্বতন্ত্র তালুকে বিভক্ত। ইহার মধ্যে উত্তর তালুকে ৫২ হাজার লোকের বাস। ২ উক্ত বিভাগের প্রধান নগর ও ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের রাজধানী। মলয়ালম্ প্রদেশের সামাজিক প্রথার একটী কেন্দ্র বলিয়া বহুদিনাবধি এই নগর প্রসিদ্ধ। ত্রিবাঙ্কোড়রাজ্যের প্রাসাদ, সভামণ্ডপ ও দুর্গ এই নগরে অবস্থিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্য অতি মনোরম। নগরটী সমুদ্রতীর হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহার সম্মুখে সমুদ্রগর্ভে একটী বালুকাচর ও জলাজমীবিশিষ্ট দ্বীপ পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের ক্রোড়বর্ত্তী জমীর সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। করুমানয় নদী এই নগরের নিকট দিয়া প্রবাহিত। নগরের দক্ষিণাংশ অস্বাস্থ্যকর। ঘন নারিকেল বাগানের জন্য সহরের এই অংশে বায়ুর চলাচল বড় ভাল হয় না। দুর্গটী তাদৃশ দৃঢ় নহে, চতুর্দ্দিকে কেবলমাত্র দৃঢ় উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত।

দুর্গমধ্যে মহারাজ ও রাজবংশীয়গণের প্রাসাদ এবং পদ্মনাভ নামক বিষ্ণুমূর্ত্তির বিখ্যাত মন্দির আছে। এই সকল অট্টালিকার উচ্চ উচ্চ কোণাকার দোচালা বারাণ্ডা, চওড়া কার্ণিস, গভীর গবাক্ষ, এবং কাঠের মোটা মোটা থামবিশিষ্ট সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত বারাণ্ডা দেখিতে বড় সুন্দর। পদ্মনাভের মন্দির অতি প্রাচীন ও অতি পুণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মন্দির থাকাতেই এই স্থানে ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজধানী উঠিয়া আনা হয় ও এই মন্দিরের প্রসাদেই এ স্থানের এতদূর প্রসিদ্ধি। মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে ৭৫ হাজার টাকা আয় আছে। অনেকেই আধুনিক রাজগণকে এই অস্বাস্থ্যকর স্থানের দুর্গবাস ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু রাজারা প্রাচীন বাসস্থানের মায়ায় এবং ব্রাহ্মণদিগের কথামত বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন না। প্রতি পুণ্যাহ কর্ম্মে

মহারাজের উপস্থিতি প্রয়োজন হয় বলিয়া আরও তিনি পদ্মনাভের মন্দিরের সান্নিধ্যবাস ত্যাগ করিতে পারেন না। এই নগরে মহারাজের এক টাঁকশাল আছে। ইহাতে পয়সা ভিন্ন অন্য কোন মুদ্রা হইতে পারে না। এখানে একজন বৃটীশ রেসিডেণ্ট থাকেন। সহরের উত্তরাংশে স্কন্ধাবার, অস্ত্রাগার, হাঁসপাতাল, নায়র ব্রিগেড নামক নায়র সৈন্যদলের কার্য্যালয়াদি ও য়ুরোপীয়দিগের বাস আছে। সৈন্য দলে প্রায় ১৪ শত সৈন্য। এই দলে ৩ জন য়ুরোপীয় সেনানায়ক আছে। ইহারা মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত। মহারাজের পরই দেওয়ান সর্ব্বেসর্ব্বা, তাঁহার বাস এবং কার্য্যালয়াদিও এই সহরে। এখানে একটী সদর আদালত ও চিকিৎসাবিদ্যালয়, ইংরাজ ডাক্তারের অধীনে হাঁসপাতাল, তন্মধ্যে সাধারণ হাঁসপাতাল, পাগ্‌লা হাঁসপাতাল, গর্ভিণীর হাঁসপাতাল, জেল হাঁসপাতাল ও বসন্তরোগের হাঁসপাতাল স্বতন্ত্র আছে। মহারাজের একটী কলেজ আছে, তাহার অট্টালিকা অতি সুদৃশ্য। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে একটী মানমন্দির স্থাপিত হইয়াছে। মহারাজই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই মানমন্দিরের একটী শাখা অগস্ত্যেশ্বর পর্ব্বতে (৬২০০ফিট্ উচ্চে) স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা থাকিতেন, এখন দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা আছেন। খরচ বেশী পড়ায় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অগস্ত্যেশ্বরের মানমন্দিরটী ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। নেপিয়ার মিউজম নামক যাদুঘর অতি সুন্দর। ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের ৪৫টী উৎপারশের (অতিথিশালার) মধ্যে প্রধান উৎপারশ রাজব্যয়ে পরিচালিত হয় এবং এই নগরে অবস্থিত। ইহা আগরশালা (অগ্রশালা) নামে খ্যাত। 'ত্রিবাঙ্কোড় রাজগেজেট' নামে সাপ্তাহিক পত্র মলয়ালম্ ও ইংরাজী ভাষায় প্রতি সপ্তাহে এই স্থান হইতে প্রকাশিত হয়। নাগরকয়ল সহরে 'ত্রিবাঙ্কোড় টাইম্‌স্' নামক ইংরাজী সংবাদপত্র মাসে ৩ বার প্রকাশিত হয়। ত্রিবাঙ্কোড় রাজের ইচ্ছামত এখানে ইংরাজ কর্তৃক টেলিগ্রাফ আফিস স্থাপিত হইয়াছে। ৫০ বৎসর হইল এখানে ইংরাজী বিদ্যালয় ও ছাপাখানা চলিতেছে। এই নগরের পথ ঘাট সুন্দর।

ত্রিবর্গ (পুং) ত্রয়াণাং ধর্ম্মার্থকামানাং বর্গঃ সমূহঃ। ১ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিন পুরুষার্থ।

"যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ১।৭৪)

২ ত্রিফলা। "ভাগান্ দশৈতান্ বিপচেদ্বিধিজ্ঞো দত্বা ত্রিবর্গং মধুরাঞ্চ কৃৎস্নং।" (সুশ্রুত ৫।৪১ অঃ)

৩ ত্রিকটু। ৪ বৃদ্ধিস্থান ক্ষয়রূপ পদার্থ। "ত্রিবর্গপারীণমসৌ ভবন্তম্।" (ভট্টি)

৫ সত্ব, রজঃ ও তমোরূপ গুণত্রয়।

'ত্রিবর্গো ধর্ম্মকামার্থে ত্রিফলায়াং কুটুত্রিকে।
বৃদ্ধিস্থানক্ষয়ে সত্বরজস্তমসি চেষ্যতে॥' (মেদিনী)

৬ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন প্রধান জাতি। ৭ সুনীতি। (শব্দর) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৮ গায়ত্রী।

"ত্রৈয়ম্বকা ত্রিবর্গা চ ত্রিকালজ্ঞানদায়িনী।"

(দেবীভাগবত ১২।৬।৭৩)

ত্রিবর্ণ (ক্লী) তিন রং। (ত্রি) তিনবর্ণযুক্ত। (গৃহ্যসূ° ৩।১১)

ত্রিবর্ণক (ক্লী) ত্রিবর্ণ-স্বার্থে কন্। ১ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যরূপ দ্বিজাতি বর্ণত্রয়। (মেদিনী)

২ ত্রিফলা। ৩ শ্যাম, রক্ত ও পীত এই তিন রঙ্। ত্রয়োবর্ণাঃ পুষ্পেষু অস্য কপ্। ৪ গোক্ষুর। ৫ ত্রিকটু।

ত্রিবর্ণকৃৎ (পুং) সরটু, গিরগিটি। ইহারা তিন বর্ণ ধারণ করিতে পারে। (নিঘণ্টু প্র°)

ত্রিবর্ণা (স্ত্রী) বনকার্পাসী, বনকাপাস্।

ত্রিবর্ত্তু (ত্রি) ত্রিষু ঋতুষু বর্ত্ততে বৃত-উন্। বসন্তাদি তিন ঋতুতে প্রাতরাদিকালে যাহা বিলক্ষণ বর্ত্তমান।

"ত্রিবর্ত্তু জ্যোতিঃ স্বভিষ্ট্যা স্মে" (ঋক্ ৭।১৯।২)

'ত্রিবর্ত্তু ত্রিষ্বৃতুষতিশয়েন বর্ত্তমানম্।' (সায়ণ)

ত্রিবর্ত্মগা (স্ত্রী) ত্রিপথগা গঙ্গা।

ত্রিবর্ত্মন্ (ক্লী) ১ ত্রিপথ। ২ ত্রীণি বর্ত্মানি যস্য। দেবযান, পিতৃযান ও দক্ষিণাযানরূপ মার্গত্রয় যুক্ত জীব।

"স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ স করোতি স্বকর্ম্মভিঃ।" (শ্বেতাশ্বতর উ° ৫।৭)

ত্রিবর্ষ (ত্রি) ত্রয়ো বর্ষা বৎসরাঃ অস্য। ১ তিন বৎসরের জীব।

"নাত্রিবর্ষস্য কর্ত্তব্যা বান্ধবৈরুদকক্রিয়া।" (মনু ৫।৭৭)

(পুং ক্লী) ২ বর্ষত্রয়।

ত্রিবর্ষা (স্ত্রী) তিন বৎসরের গো।

'ত্রিহায়ণী ত্রিবর্ষা গৌঃ' (অমর)

ত্রিবর্ষিকা (স্ত্রী) তিন বর্ষের গো। (হেম ৪।৩৩৮)

ত্রিবর্ষীয় (ত্রি) ত্রিবর্ষে ভবঃ গহাদিত্বাচ্ছ। ত্রিবর্ষোৎপন্ন।

ত্রিবাঙ্কুর (ত্রিবাঙ্কোড়, তিরুবাঙ্কোড় বা তিরুবিদাঙ্কোড়) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত দেশীয় রাজশাসিত একটী মিত্র রাজ্য। ইহার উত্তরে কোচীন রাজ্য, পূর্ব্বে মদুরা ও তিন্নেবেলী জেলা, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। ইহার উত্তর দক্ষিণে ৮৭ ক্রোশ দীর্ঘ, প্রস্থে ৩৮ ক্রোশ, মোট পরিমাণ ৬৭৩০ বর্গ মাইল। ইহাতে ৩১টী

তালুক আছে। ইহার রাজধানী ত্রিবন্দরম্। এই নগরে ত্রিবাঙ্কোড় রাজের বাস।

এই রাজ্যই প্রাচীন কেরলের দক্ষিণাংশ। ইহার এই কয়টী প্রাচীন নাম পাওয়া যায়—শ্রীবিল্বকুণ্ড, শ্রীবর্দ্ধনপুর ও পদ্মনাভপুর। পেরিপ্লাস্ অনুসারে একটী প্রাচীন নাম 'পুরলি।'

ত্রিবাঙ্কোড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর, যেন ছবির মত। পূর্ব্বাংশে পর্ব্বতমালা অতি ঘন বনে সমাচ্ছন্ন, পর্ব্বত-শিখর ৮হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। সাগরতীর হইতে ৫ ক্রোশ দূরে সমতল ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে নারিকেল ও গুপারি বৃক্ষে পূর্ণ। এই দুই দ্রব্যই এক প্রকার দেশের ধনাগমের প্রধান উপায়। সমস্ত দেশটা এক প্রকার উর্ব্বর উপত্যকায় পূর্ণ, পূর্ব্বপশ্চিমে নদী আছে। সাগরতীরে অনেক সাগর-সংশ্লিষ্ট হ্রদ ও অনেক গুলি আভ্যন্তরিক্ হ্রদও আছে। এই সকল হ্রদের মধ্যে খাল কাটাইয়া অনেক গুলি পরস্পর সংযোজিত হইয়াছে। যখন নদীতে জল থাকে না বা সহজে সাগর দিয়া যাতায়াত করা যায় না, তখন এই হ্রদের মধ্য দিয়া যাতায়াত চলে। নাঞ্জিনাড় নামক পূর্ব্ববিভাগে ধান্য ও তালের বহু বিস্তৃত আবাদ আছে, ইহা ঠিক তিন্নেবেলী জেলার মত, তবে ইহার স্থানে স্থানে পতিত অনুর্ব্বর জমীও আছে। ইহার উত্তরাংশে মলয়দেশীয় বন্য ও বন্ধুর ভূমি আরম্ভ। সাগরতীরের ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। পর্ব্বতমালার দৃশ্য বড় সুন্দর। দক্ষিণাংশে পর্ব্বতমালা বনাচ্ছন্ন, খুব উচ্চ। মধ্য স্থলের পাহাড় তত উচ্চ নহে। উপত্যকাদিতে উচ্চ মন্দির এবং গির্জ্জা আছে; পশ্চিমাংশে বাগানবাড়ী যথেষ্ট। মান্নারগুড়ি, কোলাচল, বিলিঞ্জম, পন্তরাই, অঞ্জেঙ্গো, কুইলোন (কোলম্ব), কায়ঙ্কুলম্, পোরকাড় এবং অল্লেপ্পি এই কয়টী সমুদ্র-তীরবর্ত্তী প্রধান বন্দর। এ গুলির মধ্যে অল্লেপ্পি, কুইলোন ও কোলাচল বন্দরেই বড় বড় জাহাজাদি ও অন্যান্য স্থানে দেশী বড় বড় নৌকা আসে। পেরিয়ার নদীর পশ্চিমে পর্ব্বতমালার নাম অনয়মলয়। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বতশিখর আছে, তাহার উচ্চতা ৮ হাজার ফিট। সর্ব্ব দক্ষিণ পর্ব্বতশিখরের নাম অগস্ত্যেশ্বর মলয়; এই শিখর হইতেই তাম্রপর্ণী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই স্থানের উপত্যকা সকলে কাফি ও চা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এরিবিমলয় বা হামিল্টন্ উপত্যকা ৩ ক্রোশ দীর্ঘ এবং দেড় ক্রোশ বিস্তৃত, তন্মধ্যে ৩০ হাজার বিঘা জমীতে কেবল চা ও কাফি হয়। মেল-মলয় বা কানন্দ-বন পর্ব্বতেও ঐ রূপ দীর্ঘ চা ও কাফিক্ষেত্র আছে। ত্রিবাঙ্কোড়ের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশিখরের নাম অনয়মুড়ি। ইহার উচ্চতা ৮৮৩৭ ফিট। হিমালয়ের দক্ষিণে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত, ইহার নিকটে আরও কয়েকটী শিখরের উচ্চতা ৮ হাজার ফিট। এই পর্ব্বতমালার দক্ষিণে এলাচি-পর্ব্বতমালা। এখানে দারুচিনিও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। ইহার পর দক্ষিণে পর্ব্বতমালা ক্রমশঃ সরু ও ক্ষুদ্র হইয়া কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলে লোকাবাস অতি বিরল।

ঘাটপর্ব্বত হইতে এদেশের অনেক গুলি নদীই উৎপন্ন হইয়াছে। পেরিয়ার নদীই এদেশের মধ্যে প্রধান, পর্ব্বতের অতি উচ্চ স্থানে উৎপন্ন হইয়া ১৪২ মাইল ঘুরিয়া আসিয়া কোদঙ্গলুর নামক স্থানে সাগরের এক জলাবর্ত্তে পড়িয়াছে। এই নদীর মোহানা হইতে উর্দ্ধে ৩০ ক্রোশ পর্য্যন্ত নৌকা চলে। ইহার পর পম্বই নদী, ইহার অচিন কইল ও কল্লদা নামক দুটী উপনদী আছে। কুলিতোরই বা পশ্চিম তাম্রপর্ণী নদী মহেন্দ্রগিরি নামক পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া তিন্নেবেলী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। বৃহৎ তাম্রপর্ণী নদীও অগস্ত্যেশ্বর পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া তিন্নেবেলী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণাংশে প্রলয় ও কোদর নামক স্থানে পাণ্ড্যরাজাদিগের নির্ম্মিত কতকগুলি আনিকট বা জলাবরোধ আছে। তীরবর্ত্তী জলাবর্ত্ত হ্রদ গুলির সারির দীর্ঘতা প্রায় এক শত ক্রোশ, চৌঘাট হইতে ত্রিবন্দরম্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ত্রিবন্দরম্ ও কুই-লোনের মধ্যে ৩ ক্রোশ জমী অতি উচ্চ, এই স্থানে দুইটী খাল কাটাইয়া দিয়া উত্তর দক্ষিণে হ্রদগুলি সংযুক্ত করা হইয়াছে। অল্লেপ্পির পূর্ব্বাংশে বিম্বনাড় হ্রদই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ইহার জল অতিশয় শুকাইয়া যায়। নৌকা নানা আকারের আছে, তন্মধ্যে শাল্তি ও ডোঙ্গার আকারই বেশী। এদেশে সিমুলবৃক্ষেই নৌকা অধিক হয়।

খনিজ পদার্থের মধ্যে লৌহ প্রচুর, তদ্ভিন্ন ফট্‌কিরি, গন্ধক ও কৃষ্ণসীস পাওয়া যায়। হস্তীদন্ত এদেশের একটী প্রধান বন্য পণ্য। বনে হস্তী, শাম্বর, নীলগাই ও অন্যান্য হরিণ পাওয়া যায়।

এদেশের মোট লোকসংখ্যা প্রায় ২॥ আড়াই-কোটী, তন্মধ্যে ১ কোটী ৭৬ হাজার হিন্দু হইবে। তৎপরে খৃষ্টানের সংখ্যা শতকরা ২৬ জন ও মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৭ জন। ইহার রাজধানী ত্রিবন্দরম্, তাহার লোক-সংখ্যা প্রায় ৪২ হাজার। প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও প্রধান বন্দর অল্লেপ্পি সহর, ইহার লোকসংখ্যা ২৬ হাজার। প্রধান সেনানিবাস কুইলোন সহরে ১৪ হাজার, এতদ্ভিন্ন নাগরকোল সহরে ১৭ হাজার, কোট্টায়ম্ সহরে ১২ হাজার, ও শেনকোট্টা সহরে ৮ হাজার লোকের বাস। এতদ্ভিন্ন

পরবর, কোতর শরেতলয় প্রভৃতি স্থান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এখানে মলবারে প্রচলিত মরুমক্কতায়ম্ বিধিই সামাজিক শাসনার্থ প্রচলিত। তামিল, তেলগু ও মরাঠীরা স্ব স্ব দেশীয় বিধি অনুসারে চলে। নাম্বুরিদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই বিবাহ করে ও উত্তরাধিকারী হয়, অন্যান্য সন্তানেরা পৈত্রিক বিষয়ে অধিকার পায় না। কন্যারা অধিক বয়সপর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকে, এমন কি অনেকে অতি বৃদ্ধ বয়সেও অবিবাহিতাবস্থায় মরে। [নাম্বুরি দেখ।] নায়রদিগের মধ্যে প্রথামত বালিকা বয়সেই কন্যারা বিবাহিত হয়; কিন্তু তাহারা স্বামীগৃহে যায় না বা স্বামীর সহিত তাহার কোন সংশ্রব থাকে না। তাহারা পিতৃগৃহেই থাকে ও যৌবনে স্বজাতীয় কোন ব্যক্তি বা কোন ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া স্বামীস্ত্রীরূপে পিতৃগৃহেই বাস করে। এই সকল কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহারাই মাতুলের উত্তরাধিকারী হয়। নায়রদিগের মধ্যে ভাগিনেয় বা ভাগিনেয়ী না থাকিলে উত্তরাধিকারীবিহীন হইয়া থাকে। তাহারা পোষ্যপুত্রের ন্যায় পোষ্যভগ্নী গ্রহণ করে ও তদ্গর্ভজাত পুত্রকে উত্তরাধিকার দান করে। নায়রের সন্তানেরা সুতরাং কেহই পিতার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত নহে ও পরস্পর মাতুলের উত্তরাধিকারী মাত্র। তাহারা মাতুলের শ্রাদ্ধাদি ও বিষয় সম্পত্তি অধিকার করে। নায়র ও নাম্বুরিগণ বড় শুদ্ধাচারী, দিবসে দুই তিন বার স্নান করে। ব্রাহ্মণেরা শবদাহ করে, কিন্তু নায়রেরা বংশপ্রথানুসারে শব দাহ বা সমাহিত করে। শ্মশান বা সাধারণ সমাধি স্থান নাই, স্ব স্ব উদ্যানের এক স্থানে শবদাহ বা সমাহিত হয়। ইহারা শিখা স্থানে শিখা ধারণ করে না, তালুতে শিখা ধারণ ও তাহা সম্মুখের দিকে উল্টাইয়া রাখে। [নায়র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

কৃষি দ্রব্যের মধ্যে ধান্য ও নারিকেল প্রধান, তাহার পরেই লঙ্কা। গুপারিও খুব আদরের। কাঁঠালই এক প্রকার গরীবের প্রধান অবলম্বন, ইহার ফল গরীবের প্রধান আহার্য্য ও কাঠে গৃহাদি প্রস্তুত হয়। হরিদ্রাগাছের মত এখানে এলাচির গাছ যথেষ্ট জন্মে। এলাচির গাছ ৬ হইতে ১০ ফিট দীর্ঘ হয়। যথা সময়ে বন জঙ্গল পুড়াইয়া এলাচি ছড়াইয়া দেয়, তৎপরে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে এলাচ পাকিলে তাহা তুলিয়া আনে এবং রাজসরকারে জমা করিয়া দেয়। কৃষক নিজাংশের মূল্য পাইয়া থাকে। কাফি খুব বেশী এবং ভাল হয়। চা-এর চাষও হইতেছে, পাতা খুব ভাল হয়, কিন্তু এদেশে পাতার তদ্‌বির ভাল হয় না। মহিষ ও বলদ উভয়েই লাঙ্গল টানে।

এদেশে জমীর উপর প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকর বা খাজনা নাই। মলবারের সকলেই জনম্ বা উত্তরাধিকারসূত্রে বিনা করে ভোগ করে। নাম্বুরি ব্রাহ্মণেরা পরশুরামের নিকট হইতে এই দেশ বিনা করে বাস করিবার জন্য প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, তদবধি ইহা বিনা করেই উপভুক্ত হইতেছে। এখন ত্রিবাঙ্কোড়রাজ এক প্রকার কর অবধারণ করিয়াছেন। যে জমী যে বংশের অধীনে আবহমানকাল আছে, তাহার কোন কর কেহ এখনও দেয় না, কিন্তু কেহ যদি সেই 'জনম' স্বত্বের জমী স্বজাতি ভিন্ন অপরকে অর্থ লইয়া বিক্রয় বা বন্ধক প্রদান করে, তবে সে জমীর 'জনম' স্বত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং রাজা তাহার উপর কর ধার্য্য করেন। এই করকে "রাজভোগম্" বলে। যে পরিমাণ জমী এই রূপে করায়ত্ত হয়, তাহাতে বুনিবার জন্য যে পরিমাণ বীজ আবশ্যক, রাজা তাহার অর্দ্ধেক ও সেই জমীর প্রজারা যে কর দিয়া থাকে, তাহার ষষ্ঠাংশ কর রাজা পাইয়া থাকেন। এইরূপে সম্প্রতি অনেক জমী বিদেশীয়েরা হস্তগত করিয়াছে। ইহাকে 'কানম্' বন্দোবস্ত বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে, নায়রদিগের যে সকল প্রাচীন জমী আছে, তাহা 'মাদম্বিমার' নামে খ্যাত, ইহাতে রাজা 'রাজভোগম্' আদায় করেন না। জনম স্বত্বের জমী বিদ্রোহাপরাধে ও উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান না থাকিলে রাজার খাস হয় এবং বন্য জমী, চর জমী ও সমুদ্রের চর রাজার খাসে আছে, এ সকলকে সরকারী জমী বলে।

এদেশ হইতে ঝুনা নারিকেল, নারিকেল দড়ি বা ছোবড়া নারিকেলের মালা, হুঁকার খোল, নারিকেলতৈল, শুক আদা বা শুঁঠ, লঙ্কা, লোনামাছ, বাহাদুরীকাঠ, কাফি, এলাচি, মোম, তেঁতুল ও তালের মিছরি রপ্তানী হয়। আর তামাকু, বিলাতী খুচরা দ্রব্য, চাউল, সূতা, তুলা ও তামা আমদানী হয়। বৎসরে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়, আর ৫০ লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানী হয়।

এদেশে আঠারটী মুন্সেফী আদালত, ৬০টী ফৌজদারী আদালত, ৫টী জেলা আদালত ও রাজধানীতে একটী সদর আদালত আছে। পুলিসের একটা স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত নাই। দেওয়ান পেস্কার (বা বিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারীরা) ও তহসীলদারেরাই পুলিসের কার্য্য করে। ত্রিবন্দরমে ২টী, কুইলোনে একটী ও অল্লেপ্পিতে একটী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, এতদ্ভিন্ন ২৫টী জেলা স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় আছে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অঞ্চল বা ডাকঘর স্থাপিত হয়, তাহাতে

কেবল রাজকীয় কার্য্য চলিত, এখন তাহাতে সাধারণেরও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আপাতত ৯৮টী ডাকঘর হইয়াছে।

মহারাজের ১৩৬০ জন পদাতি, ৬০ জন অশ্বারোহী, ৩০ জন গোলন্দাজ এবং ৪টী কামান আছে।

ইতিহাস।—ত্রিবাঙ্কোড়ের প্রাচীন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই। প্রবাদ আছে, পরশুরাম যখন সাগরগ্রাস হইতে সমস্ত মলয়ালম্ ভূভাগ উদ্ধার করেন, তখন তিনি এই প্রদেশ নাম্বুরি নামক ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। খৃষ্টাব্দের ৬৮ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নাম্বুরিগণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। তৎপরে ব্রাহ্মণেরা এক একজন ক্ষত্রিয়কে দ্বাদশ বৎসর কাল আপনাদিগের রাজা করিত এবং এক ব্যক্তির দ্বাদশ বৎসর শাসনকাল ফুরাইলে আর একজন তৎপদে অভিষিক্ত হইত।

ত্রিবাঙ্কোড়ের দেওয়ান সঙ্গুনিমেনন্ ত্রিবাঙ্কোড়ের প্রাচীন ইতিহাস এই রূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

পরশুরাম সাগর হইতে মলয়ালম্ ভূভাগ উদ্ধার করিয়া দক্ষিণকেরলে ভানুবিক্রম নামক এক চেররাজকে স্থাপন করেন। ভানুবিক্রমের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আদিত্যবিক্রম পরশুরাম কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পরে পরশুরাম উদয়বর্ম্মাকে উত্তরকেরল প্রদান করেন। ত্রেতাযুগে এই ঘটনা হয়, কলিযুগে দক্ষিণ কেরলে ৪৮ জন রাজা রাজত্ব করেন। ১৮৬০ কল্যব্দে রাজা কুলশেখর আর্বার রাজত্ব করিতেন, অল্প দিন পরেই তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন; এখনও ত্রিবাঙ্কোড়ের নানা স্থানে নানা মন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তিপূজা হইয়া থাকে। বহুকাল পরে শকাব্দের প্রারম্ভে মদুরার রাজা বীরবর্ম্মা পাণ্ড্য ও চেররাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন, তৎপরে কোঙ্গুরাজগণ চেররাজ্য দখল করেন। এই সময়ে চেররাজবংশ মদুরা ও তিন্নেবেল্লীর অংশ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিবাঙ্কোড়ে (দক্ষিণ কেরলে) আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পেরুমালেরা প্রায় ২০০ শত বর্ষ কেরলরাজ্য শাসন করেন, এই সময়ে সিরীয়ক খৃষ্টানগণ ও ইহুদিরা আসিয়া কোচিনে অবস্থান করিতে থাকেন। শেষ পেরুমালরাজ কোচিনের রাজা ও কালিকটের সামরিরাজকে রাজদণ্ড প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

উপরোক্ত বিবরণ কেবল প্রবাদমূলক, প্রকৃত ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তৎপরে উল্লেখযোগ্য দুই জন রাজার নাম পাওয়া যায়—এক বীরমার্ত্তণ্ডবর্ম্মা ইনি ৭৩১ খৃঃ অব্দে জীবিত ছিলেন, অপর রাজার নাম উদয়মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা, ইনি ৮২৪ খৃঃ অব্দে কোলম্বাব্দ স্থাপন করেন, এই অব্দ এখন মলয়ালম্‌অব্দ নামেও প্রচলিত আছে। তৎপরে আমরা ১১৮৯ ও ১৩৩০ খৃঃ অব্দে আদিত্যবর্ম্মা নামে দুই জন রাজার নাম পাই। বীর রামমার্ত্তণ্ডবর্ম্মা (১৩৩৫-১৩৭৮ খৃঃ অব্দ মধ্যে) ত্রিবন্দরম্ রাজপ্রাসাদ ও দুর্গনির্ম্মাণ করেন, তাহার পর এরবিবর্ম্মা ১৩৭৬ হইতে ১৩৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তৎপরে কেরলবর্ম্মা কুলশেখর পেরুমাল ৩মাস মাত্র রাজত্ব করিয়া স্বর্গ গমন করিলে তাঁহার যমজ সহোদর চের উদয়মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা রাজা হন, ইনি ১৩৮২ হইতে ১৪৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; ইনি চেরমাদেবী নামক স্থানে অবস্থান করিতেন, তথায় তাঁহার শিলালিপি আছে। তৎপরে নিম্নলিখিত রাজগণ যথাক্রমে রাজত্ব করেন—

রাজার নাম		রাজ্যকাল
বনবনাড় মুত্তরাজ	...	১৪৪৪-১৪৫৮ খৃঃ অঃ
বীরমার্ত্তণ্ডবর্ম্মা	...	১৪৫৮-১৪৭১
আদিত্যবর্ম্মা	...	১৪৭১-১৪৭৮
এরবিবর্ম্মা	...	১৪৭৮-১৫০৪
মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা	...	১৫০৪
বীরএরবিবর্ম্মা	...	১৫০৪-১৫২৮
মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা	...	১৫২৮-১৫৩৭
উদয়মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা	...	১৫৩৭-১৫৬০
কেরলবর্ম্মা	...	১৫৬০-১৫৬৩
আদিত্যবর্ম্মা	...	১৫৬৩ ১৫৬৭
উদয়মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা	...	১৫৬৭-১৫৯৪
বীরএরবিবর্ম্মা	...	১৫৯৪-১৬০৪
বীরবর্ম্মা	...	১৬০৪-১৬০৬
রবিবর্ম্মা	...	১৬০৬-১৬১৯
উন্নিকেরলবর্ম্মা	...	১৬১৯-১৬২৫
রবিবর্ম্মা	...	১৬২৫-১৬৩২
উন্নিকেরলবর্ম্মা	...	১৬৩২-১৬৬১
আদিত্যবর্ম্মা	...	১৬৬১-১৬৭৭

শেষ আদিত্যবর্ম্মা ও তাহার জ্ঞাতিগণ নিহত হন, তাঁহার ভাগিনেয়ী উময়ম্মরাণী ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে রাজ্যের অভিভাবিকারূপে নিযুক্ত হইলেন। ১৬৮০ খৃঃ অব্দে মুসলমানেরা ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করে। তাহাদের অধিনায়ক ত্রিবন্দরমে কিছুকাল অবস্থান করেন, শেষে রাজবংশীয় সেনাপতি কেরলবর্ম্মা তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিদূরিত ও নিহত করেন। উময়ম্মরাণীর পুত্র রবিবর্ম্মা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ১৬৮৪ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রবিবর্ম্মার পরবর্ত্তী রাজগণের তালিকা পরে প্রদত্ত হইল—
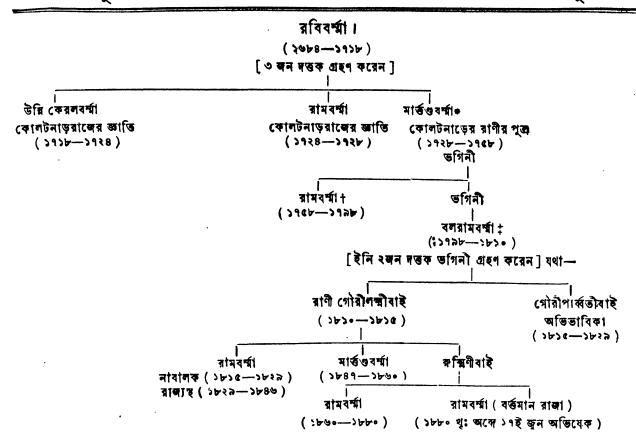
মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা পেরুমাল ১৭২৯ হইতে ১৭৪৬ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; ইনি ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ইল্লাইদ্দাতুনাড় ও ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে কায়ঙ্কুলম্ জয় করেন। তৎপরে বনজী রামবর্ম্মা পেরুমাল রাজা হন। ইনি অনেক স্থান জয় করেন। ইহার সৈন্যবল অতি বৃহৎ ছিল। ইতালীয়, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ ইহার সেনানায়ক ছিলেন। ইনি য়ুরোপীয় ধরণে সৈন্যদল গঠিত করিয়াছিলেন।

১৭৭৬ হইতে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মহিসুরের টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধকালে ত্রিবাঙ্কোড়রাজ ইংরাজের অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। টিপু মলবার জয় করিলে ত্রিবাঙ্কোড়রাজ ভীত হন এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়া রাজা নিজ খরচে দুই দল ইংরাজ সৈন্য রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই সৈন্যের খরচা তাঁহাকে নগদ বা লঙ্কা দিয়া শোধ করিতে হইত। এই সৈন্যদল বিপিনদ্বীপের নিকট পঁহুছিতে না পঁহুছিতে টিপু ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করেন। আয়কোট্ট ও কোদঙ্গলুর দুর্গদ্বয় তখন ওলন্দাজদিগের নিকট ত্রিবাঙ্কোড়রাজ ক্রয় করিয়াছেন। টিপু এই দুর্গ দাবী করিয়া বসিলেন; যুদ্ধ বাঁধিল। ভাগ্যক্রমে যুদ্ধে টিপু পরাজিত ও তাঁহার দলে ২ হাজার লোক বিনষ্ট হয়। পর বৎসর (১৭৯০ খৃষ্টাব্দে) টিপু আবার ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করেন ও পুনরায় পরাজিত হন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ টিপুর অধিকৃত প্রদেশের কিয়দংশ (তিনটী জেলা) রাজাকে প্রত্যর্পণ করেন ও তৎপরিবর্ত্তে রাজা তিনদল সিপাহীসৈন্য ও একদল ইংরাজ গোলন্দাজ সৈন্যের খরচ দিতে বাধ্য হন। রাজা বলরামবর্ম্মার সহিত এইরূপ সন্ধি হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রাজাকে ইংরাজেরা আর একদল সিপাহী সৈন্যের খরচ দিতে (সর্ব্বশুদ্ধ বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা দিতে) বাধ্য করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে এই টাকা বিস্তর বাকী পড়ে। দেওয়ানের দোষে ইহা ঘটে। ইংরাজেরা দেওয়ানকে কর্ম্মচ্যুত করিতে বলেন। তাহাতে ৩০ হাজার নায়র বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজের রক্ষিত সিপাহী সৈন্য আক্রমণ করে। ইংরাজেরা মধ্যস্থ হইয়া কর্ণাটিক বিগ্রেড নামক বেশী ব্যয়সাধ্য ইংরাজ সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করেন, খরচ রাজা দেন। তদবধি ত্রিবাঙ্কোড়ে আর কোন গোল ঘটে নাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বলরামবর্ম্মার মৃত্যু হয়। ইহার পর লক্ষ্মীরাণী রাজত্ব করিয়া কর্ণেল মনরো নামক রেসিডেণ্টের হস্তে

* ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি হয়। ত্রিচীনপল্লীর নবাবের সঙ্গেও যুদ্ধ ঘটে।

† টিপুসুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ইংরাজের সহিত যোগদান।

‡ ইঁহার সময়ে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন।

রাজ্য পরিচালনের ভার দেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীরাণীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভগ্নী পার্ব্বতীরাণী অভিভাবিকা হইয়া রাজা রামবর্ম্মাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। রামবর্ম্মা ১৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার ভ্রাতা মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা রাজা হন। ইহার পর ইহার ভাগিনেয় বনজী বাল রামবর্ম্মা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা হন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনেরল উত্তরাধিকারাভাবে দত্তকভগিনী গ্রহণে অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এই সকল দত্তকরাণীরা অত্তিল নামক স্থানে বাস করেন, তাঁহারা তুম্বত্তী নামে খ্যাত। মলবারের নিয়মানুসারে এই রাজসংসারে রাজার পর রাজভ্রাতা, তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় রাজা হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান মহারাজের পূর্ণনাম শ্রীপদ্মনাভ দাস বনজী বাল রামবর্ম্মা কুলশেখর কিরীটপতি মুন্নে সুলতান মহারাজ রাজারাম রাজা বাহাদুর সার্ সমসের জঙ্গ্ জি সি এস আই।* ইনি সম্মানার্থ ২১ তোপ পাইয়া থাকেন। মহারাজ সম্পূর্ণ স্বাধীন, অপরাধীর জীবন মরণের উপর তাঁহার ক্ষমতা আছে অর্থাৎ প্রয়োজন মত তিনি প্রাণদণ্ড করিতে পারেন। বর্ত্তমান রাজা ইংরাজী, হিন্দী, মরাঠী, তামিল ও তেলগু ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন। তাঁহার মাতৃভাষা মলয়ালম্।

ত্রিবাঙ্কোড় এখন আদর্শ হিন্দুরাজ্য। রাজাকে বিশেষরূপে হিন্দুশাস্ত্র মানিয়া চলিতে হয়, এই জন্য তাঁহাকে প্রতিদিন অন্ততঃ একবার পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরে উপস্থিত হইতে হয়, এইজন্য তিনি রাজধানী স্থানান্তর করিতে পারেন না।*

ত্রিবার (ত্রি) ১ বারত্রয়যুক্ত। (পুং) ২ গরুড়ের একপুত্র। (ভারত উদ্যোগ ১০০ অঃ)

ত্রিবাস্তর (অপ্রচলিত দেশজ) সম্ভবতঃ ত্রিকান্তর, তেমাথাপথ।

"শুষ্কজলে মৎস্য আর নারীর যৌবন।
ত্রিবাস্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন॥" (কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম)

* ত্রিবাঙ্কোড় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—
Buchanan's *Travels in Mysore, Canara and Malabar*, Vol. III, 31, 51, 139. Shungoonny Menon's *History of Travancore.* Mattee's *Travancore and its people* Col. Yule's *Marco Polo*, II, 274, 290, 212, 318, 320, 324. Wilson's *Mackenzie*, Mss., Book 58, C. 1027. Dr. Burnell's *South Indian Palæography*, 140. *Madras Journal*, I, 7-73, 94, 255, 342; IV, *new Series*, 79, 80; VII; IX, 365; XIII, Pt. I, 116, 123; Pt. II, No. I; XXI, 30. Journal Royal Asiatic Society, I, 171; VII, 341; IV, N. S., p. 388; Journal Asiatic Society of Bengal, XV, 224; XX, 371, 382. Indian Antiquary I, 195, 229; II, 98, 180, 273; III, 310, 333; IV, 153, 181, 311; V, 25, 60; VI, 366: VII, 343; IX, 77. Asiatic Researches 171, 364; X, 106.

ত্রিবিক্রম (পুং) ত্রিষু লোকেষু বলিবঞ্চনার্থং ভূব্যোমস্বর্গেষু ক্রমঃ পাদন্যাসো যস্য যদ্বা ত্রীন্ লোকান্ বিশেষেণ ক্রমেতি ব্যাপ্নোতীতি বি-ক্রম-অচ্। ১ বিষ্ণু।

"ত্রিস্থিত্যেবং ত্রয়োলোকাঃ কীর্ত্তিতা মুনিসত্তমৈঃ।
বিক্রামস্ত ততঃ সর্ব্বাংস্ত্রিবিক্রমোঽসি জনার্দ্দন!।" (হরিবংশ)

ত্রিবিক্রম, ১ সদুক্তিকর্ণামৃত ধৃত সংস্কৃত কবি। কাহারও মতে সদুক্তিকর্ণামৃতে দুইজন ত্রিবিক্রমের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন ভাগবত ও একজন বৈদ্য। ২ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার, নির্ণয়সিন্ধু ও প্রতিষ্ঠাময়ূখে ইহার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩ একজন অভিধানকর্ত্তা, হেমাদ্রি ও দিনকরের রঘুবংশ-টীকায় ইহার নাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪ কালবিধান নামক জ্যোতির্গ্রন্থকার, মহাদেব ও বিশ্বনাথ ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৫ উষাহরণ নামক সংস্কৃত কাব্যকার।

৬ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্। ইনি তিথিসারিণী, ব্রহ্মব্যবহার, শতশ্লোকব্যবহারক বা ত্রিবিক্রমশতক, স্ত্রী-জাতক প্রভৃতি নামে কএকখানি জ্যোতির্গ্রন্থ রচনা করেন।

৭ পঞ্জিকোদ্দ্যোত নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

৮ মদালসাচম্পূরচয়িতা।

৯ রামকীর্ত্তিমুকুন্দমালা নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

ত্রিবিক্রমজ্ঞ ভট্টারক, একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক। রাম-ভারতীর শিষ্য। ইনি মন্ত্ররত্নমঞ্জুষা নামে তন্ত্র ও সুগূঢ়ার্থ-দীপিকা নামে শারদাতিলকের একখানি টীকা রচনা করেন।

ত্রিবিক্রমদেব, ১ প্রাকৃত ব্যাকরণবৃত্তিরচয়িতা, ইনি মল্লি-নাথের পুত্র ও আদিত্যবর্ম্মার পৌত্র।

২ লোহপ্রদীপ নামক বৈদ্যক গ্রন্থকার। ইনি গৌড়ান্তঃ-পুরবৈদ্য বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। ভোজরাজ, বঙ্গসেন প্রভৃতির গ্রন্থ দৃষ্টে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়; ইহাতে নানা খনিজ দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণীত হইয়াছে।

ত্রিবিক্রম পণ্ডিত, পুণ্যগ্রামের একজন বিখ্যাত শাস্ত্রী। ইনি পঞ্চায়ুধপ্রপঞ্চ নামে একখানি সংস্কৃত ভাণ রচনা করেন।

ত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্য, বায়ুস্তুতি, নৃসিংহস্তুতি ও বিষ্ণুস্তুতি-রচয়িতা। ইনি ত্রিবিক্রমপণ্ডিত নামেও খ্যাত।

ত্রিবিক্রমশিষ্য, যোগদীপিকা নামে বৈদান্তিক গ্রন্থকার।

ত্রিবিক্রমসূরি, রঘুসূরির পুত্র। ইনি আচারচন্দ্রিকা ও প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

ত্রিবিক্রমাচার্য্য, ১ গীর্ব্বাণভাষাভূষণনামে সংস্কৃত অভি-ধানকার।

২ ঢুণ্ডিরাজকৃত জাতকাভরণের একজন টীকাকার।

৩ দশপ্রকরণ নামক বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

ত্রিবিক্রমানন্দ, সারসংগ্রহজ্ঞানভূষা নামক বৈদান্তিক গ্রন্থকার।

ত্রিবিদ্ (ত্রি) ত্রি-বিদ্-ক্বিপ্। তিন বেদবিৎ।

ত্রিবিদ্য (পুং) ত্রিস্রো বিদ্যাঃস্য। ত্রিবেদজ্ঞ দ্বিজ।

ত্রিবিধ (ত্রি) ত্রিস্রো বিধা অস্য। তিন প্রকার।

"ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।" (গীতা)

ত্রিবিনত (ত্রি) দেব, ব্রাহ্মণ ও গুরু এই তিন জনের নিকট নত।

ত্রিবিষ্টপ (ক্লী) বিশন্তি অস্মিন্ সুকৃতিনঃ বিশ-কপন্ তুট্ ষত্বঞ্চ। ত্রিপিষ্টপ, স্বর্গ।

"গতস্ত্রিবিষ্টপং রাজন্ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥" (রামায়ণ ৬।৭।২৩)

ত্রিবিষ্টপসদ্ (পুং) ত্রিবিষ্টপে স্বর্গে সীদতি সদ-ক্বিপ্। দেবতা।

ত্রিবিষ্টব্ধ (ক্লী) ত্রীণি বিষ্টব্ধানি যত্র। ত্রিদণ্ডরূপ অবষ্টম্ভত্রয়।

"ত্রয়ীঞ্চ নামবার্ত্তাঞ্চ ত্যক্ত্বা পুত্রান্ ব্রজন্তি যে।
ত্রিবিষ্টব্ধঞ্চ বাসঞ্চ প্রতিগৃহ্নন্ত্যবুদ্ধয়ঃ॥" (ভারত শান্তি ১৮ অঃ)

ত্রিবিস্ত (ত্রি) ত্রীণি বিস্তানি স্বর্ণকর্ষমূল্যবান্ অনর্হতি ঠক্ তস্য বা লুক্। স্বর্ণকর্ষত্রয়মূল্য যোগ্য। লুগভাবে ত্রিবৈস্তিক। (পা ৫।১।৩১)

ত্রিবিস্তীর্ণ (পুং) ত্রিভিঃ বিস্তীর্ণঃ। শুভলক্ষণযুক্ত পুরুষ।

"ললাটকটিবক্ষোভিস্ত্রিবিস্তীর্ণো যথা হ্যাদৌ" (কাশীখণ্ড ১১ অঃ)

ত্রিবীজ (পুং) শ্যামাক। শামাঘাস।

ত্রিবৃৎ (পুং) ত্রি-বৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। লতাবিশেষ, তেউড়ী। সংস্কৃত পর্য্যায়—সর্ব্বানুভূতি, সুবহা, ত্রিপুটা, সরলা, সরমা, ত্রিপুটী, রোচনী, মালবিকা, মসূরী, শ্যামা, অর্দ্ধচন্দ্রা, বিদলা, সুবেণী, কালিঙ্গিক, কালমেষী, কালী, ত্রিবেলা, ত্রিবৃত্তিকা, শ্বেতা, সারা। কাহারও মতে, এগুলি সামান্য ত্রিবৃতের, আবার কাহারও মতে শ্বেত ত্রিবৃতের পর্য্যায়।

কৃষ্ণ ত্রিবৃতের পর্য্যায়—শ্যামা, কালিন্দী, সুষেণিকা, কালা, মসূরবিদলা, অর্দ্ধচন্দ্রা, কালমেষিকা, কালমেশিকা, পালিন্দী।

শ্বেত ত্রিবৃতের পর্য্যায়—ত্রিবৃৎ, বৃকাক্ষী, সুবহা, ত্রিভণ্ডী, ত্রিপুটা।

অরুণ ত্রিবৃতের পর্য্যায়—ব্যাঘ্রাদনী, কটুরুণা, নিঃসৃতা, ত্রিবৃতা, অরুণা।

কলিকাতা, বর্দ্ধমান, ঢাকা, যশোর ও বরিশাল অঞ্চলে তেউড়ী, ময়মনসিংহে ত্রিশিরা, বঙ্গে কোন কোন স্থানে দুধকলমী, সাঁওতালেরা বনএতকা, পঞ্জাবে চিতারাঁস, হিন্দীতে নিসোথ ও নকপতর, বোম্বাইএ নিশোত্তর, ফুটকারী, দক্ষিণে ভিকুরি, তামিলে শিবদই, তেলগু তেগড় ও আরবী ভাষায় তর্বন্দ্ বা তরবদ্ কহে। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Ipomæa Turpethum (Indian Jalap.)

ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র, সিংহল, ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, মলয়, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানাদেশে এই লতা জন্মে। কলিকাতার নিকট অনেক স্থানে উদ্যান-শোভনের জন্য সচরাচর এই গাছ রোপণ করা হয়। কিন্তু ঔষধার্থ বন্য লতাই সচরাচর নির্ব্বাচিত হয়।

বৈদ্যক মতে, সামান্য ত্রিবৃতের গুণ—কটু, উষ্ণ, কৃমি, শ্লেষ্মা, উদররোগ, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও ব্রণনাশক; বিরেচনে প্রশস্ত। (রাজনি°)

অরুণবর্ণ ত্রিবৃতের গুণ—স্বাদু, কষায়, মৃদু, রেচক, রুক্ষ, কটু, দোষপাকে পিত্ত ও কফনাশক। রাজবল্লভের মতে—শ্বেত ত্রিবৃতের গুণ ইহা হইতে অতি অল্প অন্তর।

ভাবপ্রকাশমতে শ্বেত ত্রিবৃতের গুণ—বিরেচন, স্বাদু, উষ্ণ, বায়ুকর, রুক্ষ; পিত্তজ্বর, শ্লেষ্মা, পিত্ত, শোফ ও উদররোগনাশক। কাল ত্রিবৃতের গুণ—শ্বেত তেউড়ী হইতে কিছু হীন, তীব্র, বিরেচক, মূর্চ্ছা, দাহ, মদ, ভ্রান্তি ও কণ্ঠোৎকর্ষণকর। (ভাবপ্রকাশ) এখন দেশীয় বৈদ্যগণ সচরাচর বিরেচক ঔষধস্বরূপই ত্রিবৃৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতবাসীর ন্যায় আরব্য চিকিৎসকগণও বহু প্রাচীন কাল হইতে ত্রিবৃতের শিকড় বিরেচক ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আবিশেন্না 'তরবদ্' নামে এই বিরেচক ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'তরবদ্' হইতেই য়ুরোপীয়ের নিকট ইহা Turbith or turpeth নামে খ্যাত হইয়াছে।

ডাক্তার এন্‌স্লি, ওয়ালিচ্, গর্ডন, গ্লাস প্রভৃতি অনেক য়ুরোপীয় চিকিৎসক ত্রিবৃতের উৎকৃষ্ট বিরেচক গুণ স্বীকার করিয়াছেন। এছাড়া ডাক্তার আলষ্টনের মতে, ইহা বাত, কুষ্ঠ ও শোথরোগেরও বিশেষ উপকারী। এই সকল গুণ সত্বেও মধ্যে ত্রিবৃতের বড়ই অনাদর হইয়াছিল। ডাক্তার ওসফ্‌নেসি নিজে পরীক্ষা করিয়া * এবং তৎপরে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া ডাক্তার ওয়েরিং প্রকাশ করেন, 'ইহার গুণ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, ভৈষজ্যসংগ্রহপুস্তকে ইহার নাম না থাকাই উচিত ¶।' তাঁহাদের এই কথার উপর নির্ভর করিয়া য়ুরোপে ইহার প্রচলন উঠিয়া যায়। কিন্তু ভারতে প্রচলন

* Dr. O' Shaughnessy's Bengal Dispensatory.

¶ Waring's Pharmacopœia of India.

কমে নাই। মুদিন সেরিক প্রভৃতি বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ত্রিবৃতের শিকড়ের ছালের গুণ অধিক, সমস্ত মূলে তেমন গুণ নাই। সমস্ত মূল ব্যবহার করাতে অনেকেই উপকার পান নাই, তাহাতেই অনাস্থা দাঁড়াইয়াছে। বাজারে মূল ও মূলের ছাল উভয়ই এক সঙ্গে বিক্রীত হয়, তাহা হইতে ছাল বাছিয়া লইতে হয়। শিকড়ের ছাল এক একগাছি ২ হইতে ৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা এবং সিকি ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চ পর্য্যন্ত মোটা হয়, তাহা দেখিতে টুক্‌রা নলাকার কতকটা তেরচা, মসৃণ, আস্বাদ অল্প কটু, টাট্‌কা হইলে বেশ সদ্‌গন্ধ থাকে। শ্বেত ত্রিবৃতের শিকড়ের চাল দেখিতে ধূসর বা রক্তাভ ধূসর। কৃষ্ণ ত্রিবৃতের পিঙ্গলবর্ণ। শ্বেত ত্রিবৃতের ছাল কৃষ্ণ অপেক্ষা অনেকটা পুরু।' এখন প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণের মতে ইহার গুণ—বিলাতী জলাপের সমান ও রেউচিনি অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী।

বর্ত্তনং বৃৎ ত্রিঃ তিস্রঃ বৃতো যত্র। (ত্রি) ২ ত্রিধা ত্রিগুণিত, যজ্ঞোপবীত তিনবার ত্রিগুণিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম ত্রিবৃৎ।

"কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।" (মনু ২।৪৪)

'ত্রিবৃদিতি ত্রিগুণং কৃত্বা উর্দ্ধবৃতং দক্ষিণাবর্ত্তিতং এতচ্চ সর্ব্বত্র সম্বধাতে যদ্যপি গুণত্রয়মেবোর্দ্ধং বৃতং মনুনোক্তং তথাপি তৎত্রিগুণীকৃত্য ত্রিগুণং কার্য্যং তদুক্তং ছন্দোগ-পরিশিষ্টে—উর্দ্ধন্তু ত্রিবৃতং কার্য্যং তন্তুত্রয়মধোবৃতং।

ত্রিবৃতঞ্চোপবীতং স্যাত্তস্যৈকো গ্রন্থিরিষ্যতে॥' (কুল্লূক)

যদিও মনু 'ত্রিগুণং কার্য্যং' ত্রিগুণ করিবে বলিয়াছেন। তথাপি ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রভৃতির মতানুসারে তিনবার ত্রিগুণ করিয়া করিতে হইবে।

ত্রির্বর্ত্ততে বৃত কিপ্‌। ৩ মিশ্রিত তেজ, জল ও অন্ন।

"তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি।" (ছান্দোগ্যোপনি°)

৪ ত্রিগুণিত। ত্রিভির্ঋগ্‌যজুঃসামভির্বর্ত্ততে বৃত কর্ত্তরি কিপ্‌। ৫ যজ্ঞ। ত্রিস্ত্রির্বর্ত্ততে ত্রিশব্দস্য বীপ্সার্থত্বং। ৬ ঋক্‌-বিশেষের নরক। ইহা ঋগ্বেদের সহিত ব্রহ্মার পূর্ব্বমুখ হইতে উৎপন্ন হয়।

"গায়ত্রীঞ্চ ঋচঞ্চৈব ত্রিবৃৎস্তোমং রথন্তরং।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্মুখাৎ॥" (বিষ্ণুপু° ১।৫।৪৮)

ত্রিবৃতা (স্ত্রী) ত্রিভিরবয়বৈর্বৃ্তা। ত্রিবৃৎ। [ত্রিবৃৎ দেখ।]

ত্রিবৃৎকরণ (ক্লী) ত্রিবৃতাং করণং ৬তৎ। তেজ, জল ও অন্নের ত্র্যাত্মককরণ, তিনের একীকরণ। ক্ষিতি, জল ও তেজ এই তিনের মিশ্রণ, এই তিন ভূতকে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের এক এক অর্দ্ধকে পুনর্ব্বার বিভক্ত করিয়া স্বীয় অর্দ্ধব্যতীত অন্য দুই অর্দ্ধে এক এক ভাগ যোজিত করা।

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ লিখিত আছে—

"তাসাং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং ত্রিবৃতং"
(ছান্দোগ্য° উ° ৬।৪।৩)

সেই তিন দেবতা অর্থাৎ তেজঃ জল ও অন্নরূপ দেবতা-ত্রয় বীজভূত অব্যাকৃত স্বাত্মাবস্থাতে অনু প্রবেশ করিয়া ইহাদিগের নাম রূপ ব্যক্ত করিব, এই অভিপ্রায়ে দর্শন করিয়া সেই দেবতাত্রয়কে এক একটীকে ত্রিবৃৎ করিলে যেমন সমান পরিমাণে সূত্রত্রয় দ্বারা ত্রিবৃত হইয়া রজ্জু হয়, সেই রূপ তেজ, জল ও অন্ন ও ইহাদিগের ত্রিবৃৎকরণ জানিতে হইবে। কিন্তু তিনের পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম হইয়াছে, অর্থাৎ এই তেজ, এই জল, এই অন্ন ইত্যাদি তেজ প্রভৃতিকে বিশেষ করা যায়। উক্ত তেজ প্রভৃতি দেবতার উক্ত রূপে যথোক্ত জীবের সহিত অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া বৈরাজ পিণ্ড অর্থাৎ দেবতা-দিগের পিণ্ডে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক ইহার এই নাম এবং ইহার এই রূপ ইত্যাদি প্রকারে নাম রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, যেরূপে এই বহিঃস্থ পিণ্ড হইতে তিন দেবতার ত্রিবৃৎকরণ হইয়াছে। দেবতাদিগের যে এই ত্রিবৃৎকরণ কথিত হইল, তাহার উদাহরণ এই রূপ।

অগ্নির যে লোহিত রূপ দেখিতেছ, উহা উক্ত তেজের রূপ জানিতে হইবে। ঐ অগ্নিতে যে শুক্লরূপ দৃষ্ট হয়, তাহা জলের এবং উহাতে যে কৃষ্ণরূপ আছে, তাহা অন্নের রূপ অর্থাৎ অত্রিবৃৎকৃত পৃথিবীরই ঐ কৃষ্ণ রূপ জানিতে হইবে। তথাপি লোকে ঐ অগ্নিকে রূপত্রয় ব্যতিরিক্ত জ্ঞান করে, ইহাতে অগ্নির অগ্নিত্ব অপগত হইয়াছে, পূর্ব্বে যে রূপত্রয় বিবেকবিজ্ঞানবশে অগ্নিবুদ্ধি ছিল, তেজঃ দ্বারা সেই অগ্নি বুদ্ধি ও অগ্নি শব্দ অপগত হইয়াছে। রক্তোপধানসংযুক্ত স্ফটিকমণি গ্রহণ করিলে ইহা পদ্মরাগ মণি এই রূপ প্রতীত হয়। যখন ইহার স্বরূপ উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ রক্তোপধান ইহা জানা যায়, তখন আর পদ্মরাগ বলিয়া জ্ঞান থাকে না, সেই রূপ যাবৎ অগ্নিতে পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়ের বিবেক জ্ঞান না হয়, তাবৎ অগ্নি বুদ্ধি ও অগ্নি শব্দ থাকে। যখন ঐ রূপত্রয়ের সম্যক্‌ জ্ঞান হয়, তখন আর পৃথক্‌ বলিয়া জ্ঞান থাকে না।

বাস্তবিক উহা বিকার মাত্র, কেবল রূপত্রয়ই সত্য। রূপত্রয় ব্যতিরেকে আর কিছুই সত্য নহে।

আদিত্যের যে লোহিত রূপ দৃষ্ট হয়, উহা তেজের রূপ; চন্দ্রের যে শুক্লরূপ দৃষ্ট হয়, ঐ শুক্ল রূপ জলের, উহার যে

কৃষ্ণরূপ আছে, তাহা অন্নের, অর্থাৎ অত্রিবৃৎকৃত পৃথিবীরই উক্ত কৃষ্ণরূপ জানিবে। যাবৎ গুণত্রয়ের বিবেকজ্ঞান না হয়, তাবৎ পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীতি হয়। বিবেক জ্ঞান হইলে রূপত্রয় ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, এইজন্য ঐ রূপত্রয়ই একমাত্র সত্য।

ঐ রূপত্রয় ব্যতিরেকে কিছুই সত্য নহে। তেজ, জল ও অন্ন যেরূপে এই দেবতাত্রয়ের ত্রিবৃৎ করণে এক একটী হয়, তাহা এইরূপে জানিতে হইবে। পূর্ব্বে তেজেরই উদাহরণ প্রদত্ত হইল। এখন জল ও অন্নের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

পৃথিবীর গন্ধ ও জলের রস আছে, তেজঃ প্রভৃতির উহা অসম্ভব, যে হেতু গন্ধ ও রস তেজে নাই, সমস্ত জগৎই ত্রিবৃৎকৃত, কেবল রূপত্রয়ই সত্য, অন্ন ও জল নিষ্পাদ্যপ্রযুক্ত জলই সত্য, জলও কেবল তেজঃসম্পাদ্য, সুতরাং জল ও নাম মাত্র তেজই সত্য, তেজ ও সৎপদার্থনিষ্পাদ্য, সুতরাং তেজও নামমাত্র, সুতরাং সেই সৎপদার্থই সত্য; যদিও বায়ু ও আকাশ ত্রিবৃৎকৃত নহে, সুতরাং উহারা তেজের অন্তর্গত নহে।

ত্রিবৃৎকৃত সকলই অসত্য। কেবল এক মাত্র সৎপদার্থই সত্য। (ছান্দোগ্য উপ° ভাষ্য)

ত্রিবৃত্ত (ত্রি) ত্রিরাবৃত্ত। ত্রিগুণিত।

ত্রিবৃত্তা (স্ত্রী) ত্রিরাবৃত্তা। ত্রিবৃৎ

"ত্রিবৃত্তা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা।" (মনু)

ত্রিবৃত্তি (স্ত্রী) তিস্রঃ বৃত্তয়ঃ কর্ম্মধা। ত্রিবৃৎ।

ত্রিবৃত্তিকা (স্ত্রী) তিস্রঃ বৃত্তয়োঽস্যাঃ কপ্। ১ ত্রিবৃৎ। (ত্রি) ২ ত্রিধাবৃত্তিযুক্ত, যাহার তিনটী বৃত্তি আছে।

ত্রিবৃৎপর্ণী (স্ত্রী) ত্রীন্ দোষান্ নাশত্বেন বৃণোতি ত্রিবৃৎ ত্রিদোষঘ্নং পর্ণমস্যাঃ। হিলমোচিকা, হেলাঞ্চা।

ত্রিবৃদ্বেদ (পুং) ঋগাদ্যাত্মনা ত্রিবর্ত্ততে ত্রিবৃৎ কর্ম্মধা°। ১ ত্রয়ী বেদত্রয়। ২ তদুৎপন্ন প্রণব।

"ঋচো যজূংষি চান্যানি সামানি বিবিধানি চ।
এষ জ্ঞেয়স্ত্রিবৃদ্বেদো যো বেদৈনং স বেদবিদ্॥
আদ্যং যৎ ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম ত্রয়ী যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা।
স গুহ্যোঽন্যস্ত্রিবৃদ্বেদো যস্তং বেদ স বেদবিদ্॥" (মনু)

ঋক্, যজু ও সাম এই বেদত্রয়ই ত্রিবৃদ্বেদ। যিনি ইহা জানেন, তিনি বেদবিদ্ এবং এই বেদত্রয় যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, ও যাহা আদ্য অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণব, এই প্রণবকে যিনি জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ।

ত্রিবৃষ (পুং) একাদশ দ্বাপরের ব্যাস। (দেবীভাগ° ১।৩।২৮)

ত্রিবৃষন্ (পুং) একজন রাজর্ষি, ত্র্যরুণের পিতা।

"ত্রৈবৃষ্ণো অগ্নে দশভিঃ" (ঋক্ ৫।২৭।১) 'ত্রৈবৃষ্ণস্ত্রিবিষ্ণপুত্রস্ত্র্যরুণঃ' (সায়ণ)

ত্রিবেণী (স্ত্রী) তিস্রো বেণ্যঃ বারিপ্রবাহা বিযুক্তাঃ সংযুক্তা বা যত্র। (তিরপুণী) বাঙ্গালার অন্তর্গত হুগলী জেলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরস্থ একটী তীর্থ ও গ্রাম। ইহা ২২°৫৮´১০´´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮°২৬´৪০´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ত্রিবেণীগ্রামের সম্মুখে গঙ্গার গর্ভে একটী চর আছে। এই চরের দক্ষিণে অপর পারে যমুনার মোহানা। ত্রিবেণী গ্রামের উত্তর পার্শ্ব দিয়া সরস্বতী আসিয়া গঙ্গায় মিলিয়াছে। এই তিন নদীর মিলন-স্থান বলিয়াই এই স্থানকে ত্রিবেণী বলে। ত্রিবেণী পূর্ব্বে একটী প্রধান বন্দর ছিল। গ্রীকেরা এই বন্দরের কথা জানিতেন। প্লিনি লিখিয়া গিয়াছেন, দক্ষিণে গোদাবরী মোহানা হইতে যে সকল জাহাজ পাটনায় যাইত, তাহা ত্রিবেণী হইয়া যাইত। টলেমীর পুস্তকেও ত্রিবেণীর উল্লেখ আছে। ত্রিবেণীর নিম্নে সরস্বতীখালে এখন মৃত্তিকাখননের সময় অনেক মাস্তুল, জীর্ণ নৌকা ও শৃঙ্খলাদি দৃষ্ট হয়। গ্রামের মধ্যেও অনেক স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে অট্টালিকাদির ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

সরস্বতীর মোহানার উত্তরে ত্রিবেণীর সুপ্রশস্ত ঘাট। কথিত আছে, উড়িষ্যার গজপতিবংশীয় শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেব এই ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিন শত বৎসর হইয়া গিয়াছে, তথাপি ঘাটটীর কোন হানি হয় নাই, মধ্যে একবার ইহার মেরামত হইয়াছে। এই ঘাটে চাঁদনী বা ঘর নাই। এই ঘাটের পার্শ্বে চাঁদনীবিশিষ্ট আর একটী সুন্দর ঘাট আছে, এই ঘাটে গঙ্গাযাত্রীদিগের ঘর।

ত্রিবেণীর দক্ষিণ সীমায় একটী মস্জিদ আছে। মস্জিদটী অতি বিখ্যাত। এই মস্জিদে জাফর খাঁ ও তদ্বংশীয় কয়েক ব্যক্তির সমাধি আছে। জাফর খাঁ পাণ্ডুয়ার গোহত্যাঘটিত যুদ্ধের নায়ক শাহ্ সফির পিতৃব্য হইতেন। জাফর খাঁর সহিত ভূদিয়ার রাজার যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে জাফর নিহত হন। জাফরের পুত্র হুগলীর রাজাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই মস্জিদে ঐ রাজকন্যারও সমাধি আছে। মুসলমান পর্ব্ব উপলক্ষে হিন্দুরা এখনও ঐ রাজকন্যার কবরে সীরণি দিয়া থাকেন। শুনা যায়, জাফর খাঁও গঙ্গাপূজা করিতেন।

মিঃ ব্লকম্যান জাফরখাঁর মস্জিদ্ দেখিয়া আসিয়া লিখিয়াছেন—

মস্জিদটী দুইটী বেষ্টনীপ্রাচীরে বেষ্টিত। বাহিরের

প্রথম প্রাচীরটী সুবৃহৎ বাসাল্ট প্রস্তরে গাঁথা। কথিত আছে, কোন হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া তিনি এই পাথরগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গঙ্গার দিকে এই প্রাচীরগাত্রে তাহার কতকটা প্রমাণ আছে। ঐ দিকের পাথরগুলিতে অনেক হিন্দু দেবদেবীর অঙ্গহীন মূর্ত্তি ও পক্ষবিশিষ্ট সরীসৃপাদির মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে এ পাথরগুলি নিশ্চয়ই কোন হিন্দুমন্দির হইতে গৃহীত। এই প্রাচীরগাত্রে ভূমি হইতে চারি হস্ত উর্দ্ধে একটী লৌহ-দণ্ড প্রোথিত আছে। প্রবাদ আছে, উহা জাফর খাঁর যুদ্ধাস্ত্র বিশেষের হাতল। দ্বিতীয় বেষ্টনী প্রাচীরটী প্রথম প্রাচীরের পশ্চিম দিকের অংশ হইতে বহির্গত হইয়া মস্‌জিদটীকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে, ইহা দানাদার পাথরে গাঁথা। বর্ত্তমান খাদিম আস্তানার অধ্যক্ষকে নিতান্ত মূর্খ বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বলিলেন, জাফর খাঁর গোরস্থান সর্ব্ব পশ্চিমে। জাফর খাঁর তিন পুত্র—আয়েন খাঁ, গায়েন খাঁ ও বর খাঁ গাজীর অপর তিনটী কবর আছে। প্রথম বেষ্টনীর মধ্যে বর খাঁ গাজীর দুই পুত্র রহিম খাঁ গাজী ও করিম খাঁ গাজীর সমাধিস্তম্ভ। দ্বিতীয় বেষ্টনীর মধ্যে পশ্চিমে ৪০ হস্ত ব্যবধানে একটী মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহাও হিন্দুমন্দিরের উপকরণে নির্ম্মিত। ইহার খিলানের স্তম্ভগুলি বিষম মোটা। এই মস্‌জিদের পশ্চিম ভিত্তিতে কতকগুলি লেখা খোদা আছে। কয়েকটী কুলুঙ্গীর ভিতরেও কয়েকখানি আরবী ভাষায় শিলালিপি আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, তুর্কী খাঁ মহম্মদ জাফর খাঁ ৬৯৮ হিজিরায় (১২৯৪ খৃষ্টাব্দে) এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। ইহা ব্যতীত কতকগুলি ইষ্টকালয়ের ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। লোকে বলে ঐ গুলি খাদিমদিগের গৃহাবলী ছিল।

প্রাচীন পুরাণাদিতে প্রয়াগই ত্রিবেণী নামে উক্ত হইয়াছে। প্রয়াগে গঙ্গার সহিত যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হওয়ায় সেই স্থানকে যুক্তবেণী বলে, আর ত্রিবেণী নামক গ্রামে গঙ্গা হইতে সরস্বতী ও যমুনা স্বতন্ত্র হইয়া ভিন্ন মুখে যাওয়ায় এই স্থানকে মুক্তবেণী বলে।

রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে আছে—

"প্রদ্যুম্নগরাদ্ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনাগতা।
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে॥"

প্রদ্যুম্ন নগরের (পাণ্ডুয়ার) দক্ষিণ ও সরস্বতী নদীর উত্তরে দক্ষিণ প্রয়াগ। এই স্থানে গঙ্গা হইতে যমুনা চলিয়া গিয়াছেন। এখানে স্নান করিলে প্রয়াগে স্নানের ন্যায় অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।

"দক্ষিণপ্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্যা দক্ষিণদেশে ত্রিবেণীতি খ্যাত।"

উন্মুক্তবেণী দক্ষিণপ্রয়াগ সপ্তগ্রামের নিকট দক্ষিণদেশে ত্রিবেণী নামে খ্যাত।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী, সুতরাং চারিশত বর্ষ পূর্ব্বেও যে ত্রিবেণী তীর্থবৎ প্রসিদ্ধ ও প্রয়াগ তুল্য গণ্য ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার পরে কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও ত্রিবেণীর উল্লেখ ও তাহার সমৃদ্ধির কিছু কিছু প্রমাণ আছে—

"বাম দিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান॥
গর্ভে বসি শিবপূজা করে কোন জন।
রজতের সিপে কেহ করয় তর্পণ॥
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপদীপে॥"

ত্রিবেণী একটী প্রধান তীর্থ* ও বাণিজ্যের স্থান বলিয়া উক্ত পুস্তকে আর এক স্থলে আছে—

"ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি।
আশ্রম করিয়া তথি স্নান করে ধনপতি
তরী পূরে নানাধন কিনি॥"

ত্রিবেণীতে শিবেশ্বর নামে এক স্থান আছে। এই শিবেশ্বরের সম্মুখে গঙ্গার একটী দহকে লোকে কালীয়দহ বলে। কবিকঙ্কণের চণ্ডী ব্যতীত কেতকা ও ক্ষেমানন্দ দাসের মনসার ভাসানেও কালীয়দহের উল্লেখ আছে।

ত্রিবেণীঘাটের উত্তরে বান্দাপাড়া ও ত্রিবেণীর মধ্যে এক স্থানে একখানি বৃহৎ প্রস্তর বহুকালাবধি পড়িয়া আছে। লোকে ইহাকেই মনসার ভাসানের দেব-রজকী 'নেতা ধোপানীর পাট' বলে; কিন্তু ভাসানে লিখিত আছে, নেতার পাটা সোণার ছিল।¶ ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটের কিছু উত্তরে ঐ পাথরের নিকট একটী পুষ্করিণীও আছে, তাহাও 'নেতা ধোপানীর পুকুর' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

* কোন কোন কৃত্তিবাসী রামায়ণের হস্তলিপিতে এই ত্রিবেণী তীর্থ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

¶ তমোলুকের লোকেরা বলে, তথা নেতার বাস ছিল, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক। তমোলুকের রজকেরা একখানি প্রস্তরফলককে বহুকালাবধি নেতার প্রস্তরীভূতমূর্ত্তি বলিয়া পূজা করে। ইহা হইতেই ঐ ভ্রম প্রচারিত হইয়াছে বোধ হয়।

জাফরখাঁর মস্জিদের গাত্রে যে লৌহদণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। লোকে সাধারণতঃ উহাকে 'গাজীর কুড়ুল' ও ঐ স্থানকে 'দফ্রা গাজির তলা' বলে। ঐ লৌহদণ্ড নাড়াইলে নড়ে, কিন্তু প্রাচীর হইতে খসিয়া আসেনা, এজন্য একটী প্রবাদ আছে "গাজীর কুড়ুল নড়ে চড়ে পড়েনা।" দফ্রাগাজী সম্বন্ধে একটী গল্পও আছে। দফ্রাগাজী নামে এক মুসলমান ধনী ছিলেন। তিনি এক দিন নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতে আসিতে পথে মহা ঝড়বৃষ্টিতে পড়েন। নিকটে আশ্রয় না পাইয়া পথের ধারে এক বৃহৎ বটগাছের তলায় দাঁড়াইলেন। বটগাছের পার্শ্বেই শ্মশান। শ্মশানের একটা ভূত ও একটা প্রেত্তিনী ঐ গাছে বসিয়া তখন কথা কহিতেছিল। দফ্রাগাজী শুনিলেন, প্রেত্তিনীটা জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'হাঁ আমার কি বিয়ে হবে না। চির-কালই আইবুড়ো থাক্‌ব?' ভূত বলিল—'দিদি, অমুক গ্রামের দফ্রাগাজীর চাকরকে কাল তার বুধিয়া গাই শুঁতিয়ে মেরে ফেল্‌বে, সে মরে ভূত হবে। সেই ভূতের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিব।' দফ্রাগাজী বৃষ্টি ধরিলে বাড়ী আসিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া চাকরকে ডাকাইয়া একটা ঘরে বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া চলিয়া গেলেন। চাবিটা কিন্তু লইয়া যাইতে ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রী তাহা কুড়াইয়া রাখিলেন। এদিকে বুধিয়া গাই দড়া ছিঁড়িয়া মহা উৎপাত আরম্ভ করিল। সে একবার গঙ্গাতীর ও একবার বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইয়া মহা অনর্থ বাধাইল। গৃহিণী দেখিলেন, মহাবিপদ! পথের মানুষ মারা যাইতে পারে! এই ভাবিয়া গোরু বাঁধিবার জন্য চাকরকে খুলিয়া দিলেন। চাকর গোরু বাঁধিতে গেল; বুধিয়া তাড়াইয়া আসিয়া এমন শুঁতাইল যে চাকরের নাড়ী ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল, সে মরিয়া গেল।

দফ্রাগাজী আসিয়া শুনিলেন, ভৃত্য মরিয়াছে। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া সন্ধ্যার সময় সেই শ্মশানের বটতলায় আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি শুনিলেন, প্রেত্তিনী বলিতেছে, 'তুমি বলিয়াছিলে দফ্রাগাজীর চাকর মরে ভূত হবে, কৈ তা ত হ'ল না।' ভূত বলিল, 'হাঁ সেত ভূত হতে পেলে না। বুধিয়া যখন দড়া ছিঁড়ে গঙ্গাতীরে গিয়েছিল, সেই সময় তার শিঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা লেগেছিল, মরণকালে গঙ্গামৃত্তিকাস্পর্শে চাকরটা উদ্ধার হয়ে গেছে।' দফ্রাগাজী শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, হিন্দুর দেবতা গঙ্গার যদি এত মাহাত্ম্য, তবে আমি গঙ্গাতীরে থাকিয়া কেন বঞ্চিত হই। এই ভাবিয়া তিনি তৎপর দিন, যেখানে জাফরখাঁর মস্জিদ আছে, ঐ স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। উহার পশ্চিমের প্রাচীর গাত্রে অর্থাৎ যাহাতে গাজীর কুড়ুল আছে, তাহাতে একটা ছাদবিহীন প্রস্তরের বাড়ী দেখা যায়। কথিত আছে দফ্রা-গাজী গঙ্গাবাসী হইয়া ঐ স্থানে থাকিতেন। লোকের বিশ্বাস, বিশ্বকর্ম্মা গঙ্গার আদেশে গঙ্গাভক্তের জন্য এক রাত্রির মধ্যে বাড়ীটী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, কিন্তু প্রাতঃকাল হইয়া পড়ায় আর তিনি থাকিতে পারিলেন না, কাজেই বাড়ীটী অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। দফ্রাগাজী গঙ্গাস্তব করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন।

গঙ্গার স্তবমালার মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় সুললিত ছন্দে একটী স্তব আছে, তাহা দরাফ খাঁ নামক কোন মুসলমানের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্তবটী যেমন ভাববিশুদ্ধ, তেমনি সুললিত, প্রায় সকল হিন্দুই এই স্তবটী জানেন ও নিত্য গঙ্গাস্নাতকেরা ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। স্তবটীতে যেন প্রাণের আক্ষেপ প্রতি বর্ণে বর্ণে গাঁথা!—ইহার আরম্ভ এইরূপ—

"যৎত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ-
র্যস্মিন্ পান্থদৃগস্ত সন্নিপতিতে তৈঃ স্বর্যাতে শ্রীহরিঃ।
স্বাঙ্কে স্তস্ত তদীদৃশং বপুরহো সংনীয়তে পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাসি ভাগিরথি॥"

শেষ এইরূপ—

"সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
সতরতি নিজপুণ্যৈ স্তত্র কিং তে মহত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বং॥"

ইতি দরাফখাঁ বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তং।

গাজীর কুড়ুল ও জাফরখাঁর যুদ্ধাস্ত্র এবং দফ্রাগাজী, দরাফ খাঁ ও জাফর খাঁ এই কয়টী নাম ও তিন জনেরই গঙ্গাভক্তির কথা শুনিয়া অনুমান হয় যে, এ সমস্তই এক ব্যক্তির বিবরণ। লোকের মুখে এক জাফরখাঁর নামই ত্রিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে।

পূর্ব্বে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চারিটী স্থান নদীয়া রাজ্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিল, এই চারিটীকে চারি সমাজ বলিত। সেই চারিটী স্থান—নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, গুপ্তিপাড়া ও এই ত্রিবেণী। এক সময়ে ত্রিবেণীতে ত্রিশটী টোল ছিল।

সুবিখ্যাত সারউইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃতশিক্ষক অদ্বিতীয় পণ্ডিত ৺ জগন্নাথতর্কপঞ্চানন এখানে জন্মগ্রহণ করেন ও এই গ্রামবাসী ছিলেন। [জগন্নাথতর্কপঞ্চানন দেখ।]

বারুণী ও মকর সংক্রান্তিতে ত্রিবেণীতে দিবসত্রয়ব্যাপী মেলা হয়, তখন বহু যাত্রী আগমন করে। এব গ্রহণাদিতেও অনেক যাত্রী আসে।

২ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নারূপ পারিভাষিক নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থান।

"কালপাশমহাবন্ধবিমোচনবিচক্ষণঃ।
ত্রিবেণীসঙ্গমং ধত্তে কেদারং প্রাপয়েন্মনঃ ॥"
(হঠযোগদীপিকা ৩।২৪)

ত্রিবেণু (পুং) ত্রয়ো বেণবো যত্র। রথমুখস্থিত অবয়বভেদ। (শব্দার্থচি°)

ত্রিবেদ (পুং) ত্রীন্ বেদান্ বেত্তি বিদ-অণ্, ত্রয়ো বেদাঃ অধীতম্বেন সন্ত্যস্য অচ্ বা। ১ বেদত্রয়বেত্তা। "নাবস্ত্রিত-স্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী।" (মনু ২।১১৮)

ত্রিগুণিতো বেদঃ মধ্যলো°। ২ বেদত্রয়। ৩ বেদত্রয়-বিহিত কর্ম্ম। "ত্রিবেদসংযোগাচ্চ" (কাত্যা° শ্রৌ°২৫।১৪।৩৭) 'বেদত্রয় কর্ম্মবিহিত কর্ম্মযোগী ব্রাহ্মণঃ' (কর্ক)

ত্রিবেদিন্ (পুং) ত্রিবেদং বেত্তি-ইন্। বেদত্রয়জ্ঞ।

ত্রিবেলা (স্ত্রী) তিস্রো বেলা সীমানোঽস্য। ত্রিবৃৎ, তেউড়ী।

ত্রিবৈস্তিক (ত্রি) ত্রীণি বিস্তাণি স্বর্ণকর্ষমূল্যান্যর্হতি ঠক্ তস্য চ লুগভাবঃ। স্বর্ণকর্ষত্রয়মূল্যার্হ, সুবর্ণের কর্ষত্রয় মূল্যের যোগ্য।

ত্রিশক্তি (স্ত্রী) ত্রিগুণিতা শক্তিঃ। ১ কালী, তারা ও ত্রিপুরা-রূপ তন্ত্রোক্ত দেবীত্রয়।

"ত্রিশক্তিবিষয়ে দেবি! ক্রমদীক্ষা প্রকীর্ত্তিতা।" (তন্ত্রসার)

২ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপ ঐশ্বরশক্তিত্রয়, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিনটী ঐশ্বরিক শক্তি। ৩ রাজা-দিগের প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্রজ এই শক্তিত্রয়। "ষড়্গুণাঃ শক্তয়স্তিস্রঃ" (কামন্দকী) তিস্রঃ শক্তয়ঃ যস্য। ৪ ত্রিগুণাত্মক প্রধান, মহত্তত্ব বা বুদ্ধিতত্ব। ৫ গায়ত্রী। (দেবীভাগ° ১২।৬৬৭)

ত্রিশক্তিধৃৎ (পুং) ত্রিশক্তিং ইচ্ছাদিশক্তিত্রয়ং ধরতি ধৃ-কিপ্। ১ পরমেশ্বর। ২ বিজিগীষু নৃপ।

ত্রিশঙ্কু (পুং) ত্রয়ঃ শঙ্কব ইব যত্র। ১ মার্জ্জার। ২ শলভ ৩ চাতক পক্ষী। ৪ খদ্যোত। ৫ সূর্য্যবংশীয় নৃপতিভেদ, ইহার বিষয় রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে,—রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গলাভাশায় স্বীয় গুরু বশিষ্ঠদেবকে যজ্ঞ করিতে বলেন। বশিষ্ঠ ইহাতে অসম্মত হন এবং তাঁহাকে বলেন 'ইহা হইবার নহে।' এইরূপে ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করেন। এখানে বশিষ্ঠতনয়গণ তপস্যায় নিযুক্ত ছিল। ত্রিশঙ্কু ইহাদিগের শরণাপন্ন হন এবং এই যজ্ঞ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। তখন বশিষ্ঠপুত্রগণ তাহাকে বলিলেন, 'তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, দেখিতেছি। যখন বশিষ্ঠ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অন্যের শরণাপন্ন হইতেছ। বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছেন, সেই বাক্য অমোঘ, তাহা অতিক্রম করা যায় না। সুতরাং যখন তিনি 'ইহা হইবার নহে', এইরূপ বলিয়াছেন, তখন আমরা পিতাকে অতিক্রম করিয়া এই যজ্ঞ করিতে সমর্থ নহি।' তখন ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠপুত্রদিগকে কহিলেন, 'আপনার পিতা আমাকে প্রত্যা-খ্যান করিয়াছেন এবং আপনারাও করিলেন, এখন আমি গত্যন্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হইব।' বশিষ্ঠতনয়গণ এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া 'তুই চণ্ডালত্ব লাভ কর' এই শাপ দিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব লাভ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ত্রিশঙ্কু এই রূপে দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। রাজাকে চণ্ডালরূপী ও বিফলকর্ম্মা দেখিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিতান্ত দয়াপরবশ হইলেন। তিনি কহিলেন, 'আমি দিব্য নয়নে অবলোকন করিতেছি যে তুমি মহাবলসম্পন্ন অযোধ্যাধিপতি, অভিশাপে চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি যে কার্য্যোদ্দেশে আমার নিকট আসিয়াছ, তাহা নির্দ্দেশ কর, তোমার মঙ্গল হইবে।' তখন রাজা ত্রিশঙ্কু কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, 'আমি যজ্ঞ করিয়া স্বশরীরে স্বর্গে যাই, এই আমার অভিলাষ; আমি গুরু বশিষ্ঠ ও গুরুপুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, এখন আপনিই আমার একমাত্র শরণ্য। আমি অনেক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছি, কখনও ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করি নাই।' বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 'তোমার কোন ভয় নাই, গুরুর অভিশাপে তোমার এইরূপ হইয়াছে, তুমি এই রূপেই স্বশরীরে স্বর্গে গমন করিতে পারিবে। এখন আমি যজ্ঞসাহায্যকারী পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষি সকলকে আমন্ত্রণ করি, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যজ্ঞ কর।' তখন বিশ্বামিত্র পুত্রদিগকে যজ্ঞের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন এবং সমস্ত শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'তোমরা আমার আজ্ঞাতে ঋত্বিক্ ও বশিষ্ঠ পুত্রগণপ্রভৃতি বহুশ্রুত ঋষিদিগকে সুহৃদ্ ও শিষ্যবর্গের সহিত আনয়ন কর। আহূত বা অনাহূত যে যাহা বলিবে, আমার নিকট তাহা জ্ঞাপন করিবে।' শিষ্যগণ চারিদিকে গমন করিলে বেদবিদ্ ঋষিগণ সকলেই এই যজ্ঞে আসিতে লাগিল, কেবল বশিষ্ঠ পুত্রগণ ও মহোদয় নামা ঋষি আসেন নাই। বশিষ্ঠপুত্রগণ ও মহোদয় এই কথা বলিয়াছেন, 'যে যজ্ঞের যাজক ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ যে চণ্ডাল, তাহার যজ্ঞসভায় সুর ও ঋষিরা কি প্রকারে হবি ভোজন করিতে পারেন।' বিশ্বামিত্র এই কথা শুনিয়া রুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'বশিষ্ঠপুত্রেরা বিনা

দোষে আমাকে দোষী করিতেছে, তাহারা এই পাপে বিকৃতকায় কুক্কুরমাংসাহারী মুষ্টিক (ডোম) হইয়া সপ্তশত জন্ম লাভ করিয়া এই সকল লোকে বিচরণ করুক। মহোদয়ও নিষাদত্ব প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল ধরিয়া দুর্গতি ভোগ করুক।' পরে বিশ্বামিত্র আগত ঋষিদিগকে কহিলেন, 'ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাইবার অভিলাষ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, অতএব ইনি যে জ্ঞানদ্বারা সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন, আপনারা আমার সহিত সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন।'

ঋষিগণ বিশ্বামিত্রকে অতিকোপন স্বভাব জানিয়া কিছু মাত্র প্রতিবাদ না করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

বিশ্বামিত্র স্বয়ং এই যজ্ঞে অধ্বর্য্যু হইলেন। মন্ত্রকোবিদ ঋত্বিক্‌গণ যথাশাস্ত্র সমস্ত কর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র দেবগণকে হবির্ভাগ প্রদান করিলেন, কিন্তু কোন দেবতাই এই যজ্ঞে আসিলেন না। তখন বিশ্বামিত্র রোষাবিষ্ট হইয়া স্রুব উত্তোলন করিয়া ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলিলেন, 'নরেশ্বর! আমার অর্জ্জিত তপস্যার বীর্য্য দেখ, এই আমি স্বীয় তেজে তোমাকে সশরীরে স্বর্গলোকে প্রেরণ করি। কেহই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারে না। তুমি গমন কর। আমি তপস্যাদ্বারা যে ফললাভ করিয়াছি, তুমি তাহার প্রভাবে সশরীরে স্বর্গলাভ কর।' বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্ত দেখিয়া কহিলেন, 'মূর্খ! তোর স্বর্গে স্থান নাই, তুই গুরুশাপে অভিহিত হইয়াছিস্‌, অতএব আবার তুই অবাক্‌শিরা হইয়া মর্ত্ত্যে পড়।' এই কথা বলিলে ত্রিশঙ্কু মর্ত্ত্যে পড়িতে লাগিল এবং 'আমাকে ত্রাণ করুন' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তখন বিশ্বামিত্র অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই কথা বলিলেন এবং দ্বিতীয় সৃষ্টি করিবার মনন করিয়া দক্ষিণদিকে অপর সপ্তর্ষি ও নক্ষত্রগণ সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্র সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া আবার ভাবিলেন, ইন্দ্রশূন্য সৃষ্টিই প্রশস্ত। তখন দেবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন, তখন বিশ্বামিত্র দেবগণকে কহিলেন, 'আমি ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ইহা কি প্রকারে মিথ্যা করিব। এই রাজা সশরীরে চিরকাল স্বর্গে বাস করুন, যে পর্য্যন্ত সকল লোক বর্ত্তমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত আমার সৃষ্ট ধ্রুব ও নক্ষত্র সকল ইহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত করুক। আপনারা এই বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।' দেবগণ তাহাই স্বীকার করিলেন। ত্রিশঙ্কু অধোমস্তক হইয়া সেই সকল উজ্জ্বল নক্ষত্রের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই নক্ষত্র সকল ত্রিশঙ্কুর সর্ব্বদা অনুগমন করিয়া থাকে। (রামায়ণ ১৷৫৭-৬২ সর্গ)

হরিবংশে ত্রিশঙ্কুর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

মহারাজ ত্রয্যারুণের সত্যব্রত নামে এক পুত্র জন্মে, ইনি মহাবলশালী ছিলেন বলিয়া বৈবাহিক নিয়ম লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অন্যের বিবাহিত পত্নীকে হরণ করিয়া আত্মদাররূপে পরিগ্রহ করেন। মহারাজ ত্রয্যারুণ এই বৃত্তান্ত জানিয়া শত্রুজ্ঞানে ইহাকে পরিত্যাগ করেন। তখন সত্যব্রত পিতৃকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি কোথায় যাইব।' ত্রয্যারুণ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, 'তুই চণ্ডালগণের সহিত মিলিত হইয়া বাস কর। আমি তোর মত দুরাত্মা পুত্রদ্বারা পুত্রবান্ হইতে ইচ্ছা করি না।' সত্যব্রত পিতার বাক্যে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বশিষ্ঠ ইহাতে দ্বিরুক্তি করিলেন না। সত্যব্রত এইরূপে চণ্ডালগণের বাসভূমির নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ইন্দ্র সত্য-ব্রতের বাসস্থলে একেবারে ১২ বৎসর বৃষ্টি রহিত করিয়া দিলেন। এদিকে বিশ্বামিত্র স্বীয় ভার্য্যাকে এই প্রদেশে পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। বিশ্বামিত্রের পত্নী অন্যান্য পুত্রগণের ভরণপোষণের জন্য ঋষির ঔরসজাত মধ্যম পুত্রকে গলে বন্ধন করিয়া গোশত মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইলে সত্যব্রত ঋষির তুষ্টিসম্পাদনার্থ অথবা অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশায় তাহার মুক্তিসাধন করেন, এবং স্বয়ংই তাহাদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্রপুত্র সত্যব্রত কর্ত্তৃক মুক্তিলাভ করেন বলিয়া তিনি গালব নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

সত্যব্রত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্রভার্য্যাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সত্যব্রত রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া আসিবার সময় বশিষ্ঠ কিছু বলেন নাই, এইজন্য বশিষ্ঠের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়াছিলেন। সত্যব্রতের উপর যে, তাহার পিতার অপরিতোষ জন্মিয়াছিল, সেই মহাপাপেই ইন্দ্র দ্বাদশ-বর্ষ জলবর্ষণ বন্ধ করিয়াছিলেন। এখন সত্যব্রত দ্বাদশ বৎসর মধ্যে দুর্ব্বহদীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কুলের নিষ্কৃতি লাভ করেন। কিন্তু একদা মাংসের অভাব হইলে বশিষ্ঠের কামদুঘা পয়স্বিনীকে ভ্রমক্রমে বধ করেন। সুতরাং ঘোর মহাপাতকের অনুষ্ঠান হইল। ঐ মাংস বিশ্বামিত্রতনয়গণকে ভোজন করাইলেন এবং নিজেও ভক্ষণ করিলেন। বশিষ্ঠ ইহা জানিতে পারিয়া সত্যব্রতকে কহিলেন, 'যদি তুমি আর পাপদ্বয়ের অনুষ্ঠান না করিতে, আমি নিশ্চয়ই তোমার পাপরূপশঙ্কু নিরাকরণ

করিতাম। তুমি প্রথমে পিতার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছ, অনন্তর গুরুর পয়স্বিনী গাভী হত্যা করিয়াছ, আরও উহার বৃথা মাংস ভক্ষণ করিয়াছ, এই ত্রিবিধ মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছ।' এই ত্রিবিধ শঙ্কু আচরিত হইল বলিয়া সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামে অভিহিত হইলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুত্র কলত্রের প্রতিপালয়িতা বলিয়া ত্রিশঙ্কুকে বর দিতে চাহিলেন। ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গবাসের জন্য প্রার্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্রও 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করেন। পরে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি ভয় নিরাকৃত হইলে বিশ্বামিত্র তাহাকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং স্বয়ং তাহার পুরোহিত হন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করিলে দেবগণও বশিষ্ঠকে অনাদর করিয়া ত্রিশঙ্কুর সশরীর স্বর্গারোহণ অনুমোদন করেন। ত্রিশঙ্কুর কেকয়বংশোৎপন্না সত্যরথা নাম্নী পত্নীর গর্ভে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই হরিশ্চন্দ্র ত্রৈশঙ্কব নামে অভিহিত হন। (হরিবংশ ১২-১৩ অ°)।

ত্রিশঙ্কুজ (পুং) ত্রিশঙ্কোর্জায়তে জন-ড। হরিশ্চন্দ্র রাজা।

ত্রিশঙ্কুযাজিন্ (পুং) ত্রিশঙ্কুং যাজয়তি যজ-ণিনি। বিশ্বামিত্র ঋষি। [ত্রিশঙ্কু দেখ।]

ত্রিশত (ক্লী) ত্রিগুণিতং শতং মধ্যলো°। ত্রিগুণিত শত, ৩০০। "চতুর্বিংশতিসংযুক্তং মণ্ডলং ত্রিশতং স্মৃতং" (কামন্দকী) দ্বিগুসমাসে ঙীপ্। (স্ত্রী) ২ শতত্রয়।

ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল (ক্লী) তৈলঔষধভেদ; প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ৪৮ সের, কাথার্থ মূল, পত্র ও শাখা সহিত সারবিশিষ্ট গন্ধভাদালিয়া ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, অশ্বগন্ধা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দশমূল ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের, অম্ল কাঁজি ৩২ সের, কল্ক পাকার্থ জল ২৫৬ সের, কল্কার্থ জীবনীয়গণ প্রত্যেক ১ পল, আদা ৫ পল, ভেলার মুটী ৩০ পল, পিপুলমূল ২ পল, চিতামূল ২ পল, যবক্ষার ২ পল, সৈন্ধব ২ পল, সচললবণ ২ পল, মঞ্জিষ্ঠা ২ পল, গন্ধভাদালিয়া ২ পল, যষ্টিমধু ২ পল এই সকল দ্রব্য তৈলবিধি অনুসারে পাক করিয়া নামাইতে হইবে। এই তৈল অভ্যঙ্গ, বস্তিকর্ম্ম, নিরূহ, পান ও নস্যার্থে প্রযোজ্য। ইহা বাত ব্যাধি অধিকারে একটী উৎকৃষ্ট তৈল, এই তৈল ব্যবহার করিলে অশীতি প্রকার বাতজ ব্যাধি ও বিংশতি প্রকার পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক ব্যাধি আশু প্রশমিত হয় এবং গৃধ্রসী, অস্থিভঙ্গ, মন্দাগ্নি, অরোচক, অপস্মার, উন্মাদ, বিভ্রম, পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গহত, বাতগুল্ম প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

ত্রিশরণ (ক্লী) ত্রীণি শরণানি যস্য। বুদ্ধ। (ত্রিকা°)

ত্রিশর্করা (স্ত্রী) ত্রিগুণিতা শর্করা, মধ্যলো°। মিলিত শর্করা, মিস্রী ও গুড় এই তিন প্রকার মধুরত্রিক। (রাজনি°)

ত্রিশলা (স্ত্রী) তিস্রঃ শলা যস্যাঃ পৃষোদ° সাধুঃ। অর্হন্ মাতৃবিশেষ, শেষ জৈন তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানের মাতা।

ত্রিশাখ (ত্রি) তিস্রঃ শাখা অগ্রাণি যস্য। শিখাকার অগ্রত্রয়-যুক্ত। "কৃত্বা ত্রিশাখাং ভ্রূকুটীং ললাটে" (ভারত কর্ণ ৮৫ অ°)

ত্রিশাখপত্র (পুং) বিল্ববৃক্ষ। (রাজনি°)

ত্রিশাণ (ত্রি) ত্রয়ঃ শাণাঃ পরিণামমস্য তৈঃ ক্রীতং বা অণ্ তস্য বা লুক্। ১ ত্রিশাণপরিমিত। ২ ত্রিশাণ দ্বারা ক্রীত।

ত্রিশালক (ক্লী) তিস্রঃ শালা যত্র বা কপ্। হিরণ্যনাভাখ্য বাস্তুভেদ।

"উত্তরশালাহীনং হিরণ্যনাভং ত্রিশালকং ধন্যম্।
প্রাক্‌শালয়া বিযুক্তং সুক্ষেত্রং বৃদ্ধিদং বাস্তু॥"(বৃহৎস°৫৩।৩৭)

যাহার উত্তর দিকে শালা (গৃহ) থাকেনা, তাহার নাম হিরণ্যনাভ এবং ইহাকে ত্রিশালক কহে, এই ত্রিশালবিশিষ্ট বাস্তু ধন্য, যাহার দক্ষিণদিকে শালা থাকেনা, তাহাকে চুল্লী-ত্রিশালক কহে, ইহা ধননাশক।

ত্রিশিখ (ক্লী) তিস্রঃ শিখা যস্য। ১ ত্রিশূল অস্ত্রভেদ। ২ কিরীট। (ত্রি) ৩ শিখাত্রয়যুক্ত।

"ত্রিশিখাং ভ্রূকুটীং কৃত্বা সন্দশ্য দশনচ্ছদং"(ভারত১।১৬৩ অ°)

৪ রাবণের পুত্র রাক্ষসভেদ। ৫ বিল্ব। ৬ তামস মন্বন্তরের ইন্দ্র।

"সত্যকা হরয়ো বীরা দেবাস্ত্রিশিখ ঈশ্বরঃ" (ভাগবত ৮।১।২৮)

ত্রিশিখর (ত্রি) ত্রীণি শিখরাণি যস্য। ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত।

ত্রিশিখিদলা (স্ত্রী) তিস্রঃ শিখাঃ সন্ত্যত্র ইনি তাদৃশং দলমস্য। মালাকন্দ নামক মূল। (রাজনি°)

ত্রিশিখিন্ (ত্রি) ত্রিশিখাঃ সন্ত্যস্য ইনি। ত্রিশিখ।

ত্রিশিরস্ (পুং) ত্রীণি শিরাংসি অস্য। ১ কুবের। ২ রাবণের পুত্রভেদ। ৩ খরের এক সেনাপতি। ৪ জ্বরপুরুষ, বাণযুদ্ধ কালে এই জ্বরের সৃষ্টি হয়। [জ্বর দেখ] ত্রয় বেদাঃ শিরাংসীব যস্য। ৫ জৈবরথ।

"রথচক্রস্ত্রিবৃচ্ছিরাস্ত্রিশিরশ্চ।" (ভারত ১২।১৮ অ°)

৬ স্বনামখ্যাত ত্বষ্টৃপ্রজাপতির পুত্র। (ভারত ২৩।১৪৭।৪৫)

৭ অসুর বিশেষ। (ভারত ৫।৯।২)

ত্রিশীর্ষ (ত্রি) ত্রীণি শীর্ষাণি যস্য। ত্রিশিখর।

ত্রিশীর্ষক (ক্লী) ত্রিশীর্ষ-কপ্। ত্রিশূল।

ত্রিশীর্ষন্ (ত্রি) ত্রিশিরস্, ত্বষ্টার পুত্র।

"ত্রিশীর্ষাণং দমস্তং" (ঋক্ ১০।৯৯।৬) 'ত্রিশীর্ষাণং ত্রিশিরসং ত্বষ্টুঃ পুত্রং বিশ্বরূপং' (সায়ণ)

ত্রিশুচ্ (পুং) তিস্রঃ শুচো দীপ্তয়ঃ শোকা বা অস্য। স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীস্থিত দীপ্তিত্রয়যুক্ত ধর্ম্ম।

"ধর্ম্মস্ত্রিশুক বিরাজতি বিরাজা" (শুক্ল যজু° ৩৮।২৭)

'ত্রিশুক্ তিস্রঃ শুচঃ দীপ্তয়ঃ যস্য স, ১৮ মন্ত্রে উক্তা যথা, বাতে ধর্ম্ম দিবা শুগ্যা গায়ত্র্যাং হবির্ধানে। সা ত আপ্যায় তাং নিষ্ট্যায়তাং তস্যৈ তে স্বাহা।' (মহীধর)

২ আধ্যাত্মিকাদি শোকত্রয়যুক্ত।

ত্রিশূল (পুং) ত্রীণি শূলানি ইব অগ্রাণি যস্য। স্বনামখ্যাত অস্ত্র বিশেষ। পর্য্যায় ত্রিশিখ, শূল, ত্রিশীর্ষক।

"ত্রিশূলং দক্ষিণে হস্তে খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ" (দুর্গাধ্যান) ইহা মহাদেবের অস্ত্র।

ত্রিশূলঘাত (ক্লী) ত্রিশূলেন ঘাতং। তীর্থবিশেষ, এই তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিলে গাণপত্যদেহ লাভ হয়।

"ত্রিশূলঘাতং তত্রৈব তীর্থমাসাদ্য ভারত।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ॥
গাণপত্যঞ্চ লভতে দেহং ত্যক্ত্বা ন সংশয়ঃ।"(ভারত ৩।৮৪অ°)

ত্রিশূলমুদ্রা (স্ত্রী) ত্রিশূলং আকারত্বেনাস্ত্যস্যাঃ। মুদ্রাভেদ।

"অঙ্গুষ্ঠেন কনিষ্ঠাস্ত রুদ্ধা শিষ্টাঙ্গুলীত্রয়ং।
প্রসারয়েৎত্রিশূলাখ্যা মুদ্রৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥" (তন্ত্র)

অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠা অঙ্গুলী বদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলীত্রয় প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়।

ত্রিশূলিন্ (পুং) ত্রিশূলং অস্ত্রমস্ত্যস্য, ত্রিশূল-ইনি। শিব। (ত্রি) ত্রিশূলধারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দুর্গা।

"ত্রিশূলিনীং নমস্তামি মহিষাসুরঘাতিনীং।" (হরিব°১৬৬অ°)

ত্রিশৃঙ্গ (পুং) ত্রীণি শৃঙ্গাণি যস্য। ১ ত্রিকূট পর্ব্বত। ২ ত্রিকোণ।

ত্রিশৃঙ্গিন্ (পুং) ত্রীণি শৃঙ্গাণীব সন্ত্যস্য ত্রিশৃঙ্গ-ইনি। রোহিতমৎস্য। (শব্দার্থকল্পতরু)

ত্রিশোক (পুং) ত্রয় আধ্যাত্মিকাদয়ঃ শোকা অস্য। ১ জীব, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ শোক জীবের আছে বলিয়া জীব মাত্রই ত্রিশোক।

২ কণ্বপুত্র ঋষিভেদ। "অস্য ত্রিশোকঃ শত মাবহন্ নূন্" (ঋক্ ১০।২৯।২) 'ত্রিশোকনামর্ষি' (সায়ণ)

"যাভিস্ত্রিশোক উস্রিয়া" (ঋক্ ১।১১২।১২)

'কণ্বপুত্রস্ত্রিশোক ঋষিঃ' (সায়ণ)

ত্রিষংযুক্ত (ত্রি) ত্রিভি র্হবির্ভিঃ সংযুক্তং বেত্তি ছন্দসীতি চান্দ্রবৃত্তৌ বেদে যত্বং। তিনবার হবিসংযুক্ত যজ্ঞভেদ।

"ঐন্দ্রাবৈষ্ণবং চরুং বৈষ্ণবং ত্রিকপালং বা পুরোডাশং চরুং বা তেন ত্রিষংযুক্তেন যজতে" (শত° ব্রা° ৫।২।৫।১)

"ত্রিষংযুক্তেষু" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।২।১১) 'ত্রিভির্হবির্ভিঃ সংযুক্তং কর্ম্ম ত্রিষংযুক্তং' (ভাষ্য)। ২ তিন দ্বারা সংযুক্ত মাত্র, লৌকিক প্রয়োগে ষত্ব হইবে না, কেবল বেদেই ষত্ব হইবে।

ত্রিষংবৎসর (ক্লী) ত্রয়ঃ সংবৎসরাঃ সাধনকালা অস্য বেদে ষত্বং। ত্রিবর্ষসাধ্য সত্রভেদ। "ত্রিষংবৎসরং ষষ্টিদীক্ষং" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৫।৫৩।১২) 'ত্রিষংবৎসরং সত্রং তচ্চ ষষ্টিদীক্ষং ভবতি' (স° ব্যা°)। লৌকিক ব্যবহারে ষত্ব হইবে না।

ত্রিষন্ধি (ত্রি) ত্রয়ঃ সন্ধয়োঽস্য, বেদে বা ষত্বং। ১ ত্রিসন্ধিযুক্ত।

"চাতুর্মাস্যানি ত্রিষন্ধীনি দ্বিসমস্তানি" (শত° ব্রা° ১১।৫।২।৭)

'ত্রয় সন্ধয়োঽন্তরালকালাশ্চত্বারো মাসা যেষাং তানি।' (ভাষ্য)

ত্রিষম (ত্রি) হ্রস্ব (নিঘণ্টু) ত্রষম ইহার পাঠান্তর দেখা যায়।

ত্রিষবণ (ক্লী) সূয়তে সোমোঽত্র সু-আধারে ল্যুট্, পূর্ব্বপদাদিতি ষত্বং। ত্রিকাল, প্রাত র্মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন রূপকাল, এই কালে দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে তর্পণাদি করিতে হইবে।

"কুর্য্যাৎ ত্রিষবণস্নায়ী কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং তথা।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

লৌকিক প্রয়োগে ষত্ব হইবে না, সেই স্থলে ত্রিসবন এই রূপ হইবে।

ত্রিষষ্ট (ত্রি) ত্রিষষ্টা যুতং শতাদিত্বাৎ ড। ত্রিষষ্টিযুতশতাদি।

ত্রিষষ্টি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা ষষ্টিঃ বহুত্বে ঽপি একবচনং। ১ ত্র্যধিকষষ্টি সংজ্ঞা। ২ তৎসংখ্যেয়।

"চতুঃষষ্টিস্ত্রিষষ্টি র্বা বর্ণাঃ সম্ভবতো মতাঃ।" (শিক্ষা)

বিকল্প পক্ষে ত্রয় আদেশে ত্রয়ঃষষ্টি।

ত্রিষষ্টিতম (ত্রি) ত্রিষষ্টি পূরণে তমপ্। ত্রিষষ্টি সংখ্যার পূরণ।

ত্রিষুপর্ণ (পুং) ত্রয়ঃ সুপর্ণাস্ত্যবাচকশব্দা যত্র। ১ বহ্বৃচ বেদভাগভেদ। [ত্রিসৌপর্ণ দেখ।] ২ তৎব্রত। ৩ তৎব্রতধারী পুরুষ।

"ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নি স্ত্রিষুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ।" (মনু)

ত্রিষ্টুভ (স্ত্রী) ত্রিষু স্থানেষু স্তভ্যতে স্তম্ভ-কিপ্ ষত্বং। একাদশ অক্ষরপাদক বর্ণবৃত্ত ছন্দোভেদ। ইন্দ্র একাদশ অক্ষর দ্বারা ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ বিধান করেন। "ইন্দ্র একাদশাক্ষরেণ ত্রিষ্টুভমুদজয়ত্তামুজ্জেষম্" (শুক্লযজু° ৯।৩৩)

এই ছন্দ প্রজাপতির মাংস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

"ততোঽক্ষিগাসীল্লোমভ্যো গায়ত্রী চ ত্বচো বিভোঃ।
ত্রিষ্টুপ্‌মাংসাৎ স্নুতোঽনুষ্টুপ্ জগত্যস্থ্নঃ প্রজাপতেঃ॥"
(ভাগবত ৩।১২।২৯)

ইহার প্রকার—

ইন্দ্রবজ্রা। ॥ ॥ । ॥ ॥ । । ॥ । ॥ ॥

উপেন্দ্রবজ্রা। ॥ । ॥ ॥ । । ॥ । ॥ ॥

উপজাতি ভিন্ন ছন্দযোগে—

সুমুখী	।	।	।	।	॥	।	।	॥	।	।	॥
শালিনী	॥	॥	॥	॥	॥	।	॥	॥	।	॥	॥
বাতোর্ম্মি	॥	॥	॥	॥	।	।	॥	॥	।	॥	॥
ভ্রমরবিলসিত	॥	॥	॥	॥	।	।	।	।	।	।	॥
অনুকূলা	॥	।	।	॥	॥	।	।	।	।	॥	॥
রথোদ্ধতা	॥	।	॥	।	।	।	॥	।	॥	।	॥
স্বাগতা	॥	।	॥	।	।	।	॥	।	।	॥	॥
দোধক	॥	।	।	॥	।	।	॥	।	।	॥	॥
মোটনক	॥	॥	।	।	॥	।	।	।	।	।	॥
বৃন্তা	।	।	।	।	।	।	।	।	॥	॥	॥
ভদ্রিকা	।	।	।	।	।	।	।	।	॥	॥	॥
উপস্থিত / শিখণ্ডিত	।	॥	।	।	।	॥	॥	॥	।	॥	॥
উপচিত্র	।	।	॥	।	।	॥	।	।	॥	।	॥
কুপুরুষজনিতা	।	।	।	।	।	।		।	॥	॥	॥
অশ্বসিতা	॥	।	॥	।	।	।		।	।	॥	॥
বিধ্বঙ্কমালা	॥	॥	।	॥	॥	।		॥	।	॥	॥
সান্দ্রপদ	॥	।	।	॥	॥	।		।	।	॥	।
দ্রুতা	॥	।	॥	।	॥	।		।	॥	।	॥
ইন্দিরা	।	।	।	॥	।	॥		।	॥	।	॥
দমনক	।	।	।	।	।	।		॥	।	।	।
মালতীমালা	॥	॥	॥	॥	॥	॥		॥	॥	॥	॥

(ছন্দো° বৃত্ত° পিঙ্গল)

ত্রিষ্টোম (পুং) ত্রয়ঃ স্তোমা যত্র, বহুং। ক্ষত্রধৃতি যজ্ঞের উভয়দিকে কর্ত্তব্য যজ্ঞভেদ। "ক্ষত্রধৃতিঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।৯) "তমুভয়তঃ একে ত্রিষ্টোমজ্যোতিষ্টোমৌ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।২৪) 'একে তং ক্ষত্রধৃতিং উভয়তঃ ত্রিষ্টোমজ্যোতিষ্টোমৌ কুর্ব্বন্তি' (স°,ব্যা°)

ত্রিষ্ঠ (পুং) ত্রিষু চক্রেষু তিষ্ঠতি স্থা-ক অম্বাম্বেত্যাদিনা ষত্বং। চক্রত্রয় স্থিত রথ। "ত্রিষ্ঠং বাং সূরে দুহিতারুহদ্রথং" (ঋক্ ১।৩৪।৫) 'ত্রিষ্ঠং চক্রত্রয়েঽবস্থিতং রথং' (সায়ণ)

ত্রিষ্ঠন্ (ত্রি) ত্রিষু বিদ্যাদানযজ্ঞেষু স্থা-বা° ইনি সুষামাদিত্বাৎ ষত্বং। বিদ্যাদি শীলযুক্ত, বিদ্যাদান ও যজ্ঞযুক্ত। "উৎকূলনি কূলেভ্যস্ত্রিষ্ঠিনং" (শুক্লযজু° ৩০।১৪) 'ত্রিষু বিদ্যাদিষু স্থিতং শীলবন্তং' (বেদদীপ)

ত্রিস্ (অব্য) ত্রি বারার্থে সুচ্। ত্রিবার, তিনবার।

"অনেন বিধিনা শ্রাদ্ধং ত্রিরব্দস্য হি নির্বপেৎ।"

(মনু ৩।২৮১)

ত্রিসংবৎসর (ক্লী) ত্রিগুণিতঃ সংবৎসরঃ। ত্রিবর্ষ। [ত্রিষংবৎসর দেখ।]

ত্রিসন্ধি (স্ত্রী) ত্রয় সন্ধয়োঽন্তরকালা বিকাশে যস্যাঃ। পুষ্পভেদ, পর্য্যায় সান্ধ্যকুসুমা, সন্ধিবল্লী, সদাফলা, ত্রিসন্ধ্যকুসুমা, কাণ্ডা, সুকুমারা, সন্ধিজা। এই পুষ্প ত্রিবিধ—রক্ত, সিত ও অসিত। ইহার গুণ রুচিকর, কফ, কাস ও ত্রিদোষনাশক। (রাজনি°)

ত্রিসন্ধ্য (ক্লী) তিসৃনাং সন্ধ্যানাং সমাহারঃ, আবন্তো বেতি পাক্ষিকী ক্লীবতা। পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ কাল, সন্ধ্যাত্রয়, তিথি ত্রিসন্ধ্যব্যাপিনী হইলে পূজনীয়া অর্থাৎ সেই তিথিতে কার্য্যাদি প্রশস্ত।

"ত্রিসন্ধ্যব্যাপিনী যা তু সৈব পূজ্যা সদা তিথিঃ।
ন তত্র যুগ্মাদরণমন্যত্র হরিবাসরাৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ত্রিসন্ধ্যী এইরূপ পদও হয়।

ত্রিসন্ধ্যকুসুম (স্ত্রী) ত্রিসন্ধ্যং কুসুমং যস্যাঃ। ত্রিসন্ধিকুসুম, ফাগুনিয়া ফুল।

ত্রিসন্ধ্যব্যাপিনী (স্ত্রী) ত্রিসন্ধ্যং ব্যাপ্নোতি বি-আপ-ণিনি ঙীপ্। যে তিথি ত্রিসন্ধ্য কাল অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণকাল ব্যাপিয়া থাকে।

ত্রিসপ্তন্ (ত্রি) ত্রিগুণিতাঃ সপ্ত। একবিংশতি সংখ্যা, ২১। এক বিংশতিসংখ্যেয়।

"ত্রিসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং যো জিগায় ভৃগূত্তমঃ।"(হরিবং°৩০৪অ°)

ত্রিসপ্ততি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা সপ্ততিঃ। তিন অধিক সপ্ততি, ৭৩।

ত্রিসপ্ততিতম (ত্রি)ত্রিসপ্ততিপূরণে তমপ্। ত্রিসপ্ততির পূরণ।

ত্রিসম (ক্লী) ত্রীণি হরীতকীনাগরগুড়ানি সমানি যত্র। ১ সমপরিমাণে হরীতকী, নাগর ও গুড়। (রাজনি°) ২ বর্ষত্রয়।

ত্রিসর (পুং) ত্রিভিঃ স্ত্রীয়তে স্-অপ্। কৃশর।

ত্রিসরক (ক্লী) ত্রিবারং সরকং, ত্রয়াণাং সরকাণাং শীধুপানানাং সমাহারঃ বা° পাত্রাদিত্বাৎ ন ঙীপ্। ত্রিবার মধুপান।

"প্রাতিভং ত্রিসরকেন গতানাং" (মাঘ)

ত্রিসর্গ (পুং) ত্রয়াণাং সত্ত্বরজস্তমসাং সর্গঃ। সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের সর্গ, সৃষ্টি। "যত্র ত্রিসর্গো মৃষা" (ভাগ° ১।১।১)

ত্রিসবন [ত্রিষবণ দেখ।]

ত্রিসবনস্নায়িন্ (পুং) ত্রিসবনে ত্রিকালে স্নাতীতি স্না-ণিনি। ত্রিকালস্নায়ী, যাহারা প্রাতঃ,মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে স্নান করে।

ত্রিসামন্ (পুং) ত্রীণি সামানি স্তুতিসাধনানি যস্য। ১ পরমেশ্বর।

"ত্রিসামা সামগঃ সাম ত্রিবর্ণো ভেষজং ভিষক্।" (বিষ্ণুস°)

'ত্রীণি বেদব্রতসামাখ্যানি তৈস্ত্রিসামভিঃ স্তুতস্ত্রিসামা॥' (ভাষ্য)

'অধিপতাই মিত্র। পতাই সুরপতাই' ইত্যাদি এই ত্রিসাম।

ত্রিসামা (স্ত্রী) ত্রিসামন্-টাপ্। মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত নদীবিশেষ। (ভাগ° ৫।১৯।১৮)

ত্রিসাহস্র (ত্রি) ত্রীণি সহস্রাণি পরিমাণমস্য অণ্ উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। তিন সহস্র দ্বারা পরিমিত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "ত্রিসাহস্র্যুত্তমা" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৭।১২৩) 'উত্তমা চিতিঃ ত্রিসাহস্রী লোকম্পৃণানাং ভবতি' (কর্ক)

ত্রিসিতা (স্ত্রী) ত্রিগুণিতা সিতা। ত্রিশর্করা। (রাজনি°)

ত্রিসীত্য (ক্লী) ত্রিবারং সীতয়া সহিতং যৎ (নৌবয়োধর্ম্মেতি। পা ৪।৪।৯১) বারত্রয় কৃষ্ট ক্ষেত্র, যে ভূমি তিন বার কর্ষিত হইয়াছে।

ত্রিসুগন্ধি (ক্লী) ত্রয়াণাং সুগন্ধিদ্রব্যানাং সমাহারঃ। ত্রিজাতক, তুল্যপরিমাণ এলাচ, দারুচিনি ও তেজপাত।

"ত্বগেলাপত্রসংযোগে ত্রিসুগন্ধি ত্রিজাতকং।
নাগকেসরসংযুক্তং চতুর্জ্জাতকমুচ্যতে॥" (অশ্ববৈদ্যক ১২।৭৩)

ত্রিসুপর্ণ (পুং) ১ বহ্বৃচের বেদভাগ। ২ তদ্ব্রত। ৩ এই ব্রতধারী পুরুষ। "ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণ ষড়ঙ্গবিৎ।" (মনু ৩।১৮৫) 'ত্রিসুপর্ণঃ বহ্বৃচাং বেদভাগঃ, তদ্ব্রতঞ্চ, তদ্যোগাৎ পুরুষোঽপি ত্রিসুপর্ণঃ।" (কুল্লূক)

ত্রিসুবর্চক (পুং) আঙ্গিরস চ্যবনরূপ অগ্নি।
"অগ্নিরাঙ্গিরসশ্চৈব চ্যবনস্ত্রিসুবর্চকঃ।" (ভারত ব° ২১৯ অ°)

ত্রিসৌগন্ধ্য [ত্রিসুগন্ধি দেখ।]

ত্রিসৌপর্ণ (ক্লী) সুপর্ণেন ঋষিণা কৃতং অণ্ বৃত্তৌ ত্রিশব্দস্য সুজর্থতা উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। সুপর্ণ ঋষি আচরিত ব্রতভেদ, মহর্ষি সুপর্ণ কঠোর তপস্যা, নিয়ম ও দমগুণ প্রভাবে স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের নিকট হইতে এই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যহ তিনবার করিয়া পাঠ করিতেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা এই ধর্ম্মকে ত্রিসৌপর্ণ কহিয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম ঋগ্বেদ মধ্যে কীর্ত্তিত আছে, ইহার অনুষ্ঠান নিতান্ত দুষ্কর। জগৎপ্রাণ সমীরণ, মহর্ষি সুপর্ণ হইতে এই সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন। পরে সমীরণ এই ধর্ম্ম বিঘসাশী মহর্ষিদিগকে এবং উঁহারা মহাসমুদ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে পুনরায় ঐ ধর্ম্ম ভগবান্ নারায়ণে লীন হইয়া যায়। (ভারত শান্তি° ৩৫০ অ°)

সুপর্ণা এব স্বার্থে অণ, ত্রয়ঃ সৌপর্ণাঃ যত্র। মন্ত্র ত্রিক, ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনটীর নাম ত্রিসৌপর্ণ।

"চতুষ্কপর্দা যুবতিঃ সুপেশা ঘৃতপ্রতীকা বয়ুনানি বস্তে।
তস্যাং সুপর্ণা বৃষণা নিষেদতু র্যত্র দেবা দধিরে ভাগধেয়ং।৩
একঃ সুপর্ণঃ সসমুদ্র মাবিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে।
তং পাকেন মনসা পশ্যমন্তিতস্তং মাতা রেঢ়ি স উ রেঢ়ি মাতরং॥৪
সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।
ছন্দাংসি চ দধতো অধ্বরেষু গ্রহান্ত্স সোমস্য মিমতে দ্বাদশ॥"
(ঋক্ ১০।১১৪।৩-৫)

এক যুবতী নারী আছেন, তাহার মস্তকে চারিবেণী, তাহার মূর্ত্তি সুন্দর ও স্নিগ্ধ, তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন, দুই পক্ষী তাহার উপর উপবেশন করে, তথায় দেবতারা ভাগ প্রাপ্ত হন। (এই স্থলে নারী শব্দের অর্থ যজ্ঞবেদী) ইহার চারিদিকে ঘৃত থাকাতে স্নিগ্ধ আছে, ইহাকেই বেণী বলা হইয়াছে এবং যজ্ঞ সামগ্রীই উত্তম উত্তম বস্ত্র। ইহাতে দুই পক্ষী যজমান ও পুরোহিত, সুপর্ণ অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মা ইহাতে নিষণ্ণ আছেন, এই বেদীতে অগ্ন্যাদি দেবতা ভাগধেয় অর্থাৎ ভাগ প্রাপ্ত হন। (৩) এক সুপর্ণ (পক্ষী) সমুদ্রে প্রবেশ করিল, তিনি এই বিশ্বভুবন অবলোকন করেন, পরিণত বুদ্ধি দ্বারা আমি তাহাকে দেখিয়াছি, তিনি নিকটবর্ত্তিনী মাতাকে লেহন করেন এবং মাতাও তাহাকে লেহন করেন। পক্ষী এই স্থলে প্রাণবায়ু বা পরমাত্মা, সমুদ্র অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড, তিনি এই বিশ্ব, সকল ভুবন এবং ভূতজাত বিশেষ রূপে স্থাপিত করেন। মাতা অর্থে বাক্য। প্রাণ না থাকিলে বাক্য থাকে না। (৪) সুপর্ণ একই আছেন, পণ্ডিতগণ কল্পনা করিয়া তাহাকে অনেক রূপে বর্ণন করেন। ইহারা যজ্ঞের সময় নানাপ্রকার ছন্দ উচ্চারণ করেন এবং দ্বাদশ সংখ্যক সোমপাত্র সংস্থাপন করেন। সুপর্ণ অর্থাৎ পরমাত্মা একই, তত্ত্বজ্ঞ লোক সকল তাহাকে ছন্দ ও স্তোত্রাদি দ্বারা নানা বলিয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম এক আত্মা। (৫) (সায়ণ)

৩ পরমেশ্বরের নাম ভেদ।

"ত্রিসৌপর্ণং তথা ব্রহ্ম যজুষাং শতরুদ্রিয়ং।" (ভারতশা° ২৮৬ অ°)

অনেক স্থলে 'ত্রিসৌবর্ণ' এই পাঠ আছে, ইহা লিপিকর প্রমাদ, এই জন্য এই শব্দ ধৃত হইল্না।

ত্রিস্কন্ধ (ক্লী) ত্রয়ঃ স্কন্ধাইব অবয়বা যস্য। জ্যোতিঃশাস্ত্র।

নানা প্রকার ভেদবিষয়ক জ্যোতিঃশাস্ত্র তিন স্কন্ধ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সংহিতাস্কন্ধ, তন্ত্র স্কন্ধ ও হোরা স্কন্ধ, জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই তিনটী স্কন্ধ। যাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় সমুদয় বিবরণ থাকে, তাহাকে সংহিতাস্কন্ধ কহে। যাহাতে গণিত দ্বারা গ্রহগতি নিরূপিত হয়, তাহাকে তন্ত্রস্কন্ধ এবং যাহাতে অঙ্গবিনিশ্চয় অর্থাৎ যাত্রা বিবাহ নিরূপিত হইয়াছে, তাহাকে হোরাস্কন্ধ কহে। (বৃহৎস° ১।৯)

ত্রিস্তন (ক্লী) ত্রয়ঃ স্তনা দোহ্যা যত্র। ত্র্যহসাধ্য যজ্ঞভেদ, প্রথম উপসদে দোহ্য ত্রিস্তনরূপ ব্রতবিশেষ।

"ত্রিস্তনং প্রথমায়াং দোহয়তি" (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।২।১)

ত্রিস্তনী (স্ত্রী) ত্রয়ঃ স্তনা অস্যাঃ ঙীপ্। রাক্ষসীভেদ, এই রাক্ষসীর তিনটী স্তন ছিল।

"ত্রিস্তনীমেকপাদাঞ্চ ত্রিজটামেকলোচনাং।" (ভারত ব° ২৭৯ অ°) ২ গায়ত্রী। (দেবী ভাগ° ১২।৬।৬৮)

ত্রিস্তাবা (স্ত্রী) ত্রিগুণিতা তাবতী বেদিঃ অচ্ সমাসান্ত টিলোপৌ সমাসশ্চ নিপাত্যতে (দ্বিস্তাবা ত্রিস্তাবা বেদিঃ। পা ৫।৪।৮৪।) অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গ বেদিভেদ, বেদির স্বাভাবিক যে পরিমাণ, তাহার ত্রিগুণ অধিক।

ত্রিস্থলী (স্ত্রী) ত্রয়াণাং গয়াকাশীপ্রয়াগরূপস্থলানাং সমাহারঃ। কাশী, গয়া ও প্রয়াগরূপ তিনটী স্থান। এই তিন স্থানমাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া নারায়ণ ভট্ট ও ভট্টোজি ত্রিস্থলীসেতু নামে এক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

ত্রিস্থান (ত্রি) ত্রীণি স্থানান্যস্য। ১ স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালস্থিত পরমেশ্বর। ২ জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়সাক্ষী জীব, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় যে জীবের আছে।

ত্রিস্রোতস্ (স্ত্রী) ত্রীণি স্রোতাংসি যস্যাঃ, ত্রিষু স্থানেষু স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালেষু স্রোতো যস্যাঃ। গঙ্গা।

"অঙ্গুষ্ঠ নিষ্ঠ্যূত মিবোর্দ্ধ মূর্চ্চে স্ত্রিস্রোতসঃ সন্ততধারমম্ভঃ॥" (মাঘ ৩।১০) ২ নদীভেদ। (মেদিনী) [ত্রিস্রোতা দেখ।]

ত্রিস্রোতা, উত্তর বাঙ্গালার একটী বৃহৎ নদী। সামান্যতঃ তিস্তা নামে খ্যাত। তিব্বতের অন্তর্গত চতামু হ্রদে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, আবার সিকিমের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গেও ইহার আর একটী উৎপত্তিস্থান পাওয়া যায়। দার্জ্জিলিঙ্গের উত্তরসীমায় এই নদী সিকিম ছাড়াইয়া ইংরাজরাজত্বে প্রবেশ করিয়াছে। কিয়দ্দূর দার্জ্জিলিঙ্গের সীমা স্বরূপ থাকিয়া বৃহৎ রঞ্জিৎ নামক নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদের সহিত মিলনের পর তিস্তা দক্ষিণমুখে দার্জ্জিলিঙ্গের পার্ব্বত্যপ্রদেশ বহিয়া জল্পাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করিয়াছে; পার্ব্বত্য প্রদেশে তিস্তায় শালের ডোঙ্গা চলে। ইহার তীরে পাহাড়ে শালবনও অনেক। যেখানে তিস্তা শিবকগোলা নামক গিরিবর্ত্ম দিয়া সমতল ভূমিতে পড়িতেছে, সেখানে তিস্তার বিস্তার ৭।৮ শত গজ। এখানে ৫০ মণ বোঝাইয়ের নৌকা চলিতে পারে। নদীগর্ভে বড় বড় পাথর থাকায় স্থানে স্থানে নৌকার পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক। তরাই ছাড়াইয়া জল্পাইগুড়িতে, তৎপরে বক্সীগঞ্জের নিকট কোচবিহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং জয়সিংহেশ্বরের নিকট কোচবিহার পরিত্যাগ করিয়া বারুণীগ্রামের ৬ মাইল উত্তরে রঙ্গপুর জেলায় প্রবাহিত হইয়াছে। রঙ্গপুরে ভবানীগঞ্জ উপবিভাগের মধ্যে চিলমারীথানার নিকট বাগওয়া নামকস্থানের নিম্নে ইহা ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। রঙ্গপুরে ইহার দৈর্ঘ্য ১১০ মাইল, বিস্তার ৬ হইতে ৮ শত গজ। ইহার স্রোত বড় খর। সকল সময়েই রঙ্গপুরে এই নদীতে শত মণের বোঝাই নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। কেবল শীতকালে ব্রহ্মপুত্রের মোহানার কাছে চোরাবালী ও বালীর চড়ায় বড় বিপদ্ ঘটায়। তিস্তার গর্ভ বালুময়। তিস্তার দক্ষিণাংশকে কাপাসিয়া হইতে নলগঞ্জ হাট পর্য্যন্ত পাগলানদী বলে।

তিস্তার জলস্রোত বড় শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপে ইহার অনেকগুলি পুরাতন গর্ভ ছোট তিস্তা, বুড় তিস্তা, মরা তিস্তা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে, এই সকল খালে এখন কেবল বর্ষাকালে যাতায়াত চলে। মেজর রেণেলের জরীপের সময় (১৭৬৪—৭২ খৃষ্টাব্দে) তিস্তার প্রধান স্রোত দক্ষিণমুখে বাহিয়া দিনাজপুরের আত্রেয়ী নদীর সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গা বা পদ্মায় পড়িত। ১১৯৪ সালে বা ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরে যে মহাপ্লাবন হয়, সেই সময় তিস্তা উক্ত পথ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণপূর্ব্বমুখে উহারই একটী শাখা নদীতে ভর করিয়া সমস্ত দেশ ভাসাইয়া ঘাট, মানস প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদী ভরাইয়া ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া পড়ে। ইহার পর আবার একটা পরিবর্ত্তন হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহা একটা বিশক্রোশী বাঁক পরিত্যাগ করিয়া ঠিক সোজা আসিয়া বর্ত্তমান পথ অবলম্বন করিয়াছে। এখনও যেরূপে নানাস্থানে বালুকাময় চরগুলির ধ্বংস করিতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে যে হঠাৎ কবে কোন দিকে ভাসাইয়া দিবে। ইহার পশ্চিমতীরে ঘোড়ামারা নামক বৃহৎ গঞ্জ যেরূপ প্রতি বৎসর পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই উক্ত গ্রামের প্রকৃত অবস্থিতি লোপ পাইবে বোধ হয়। তিস্তার এইরূপ পরিবর্ত্তনে উত্তরবঙ্গরেলওয়ের ধারে তোমর নামক স্থানে হাটবাজার দিন দিন বাড়িতেছে।

তিস্তার এইরূপ হঠাৎ গতিপরিবর্ত্তনেই রঙ্গপুর এত নদীবহুল হইয়া পড়িয়াছে।

দার্জ্জিলিঙ্গে তিস্তার প্রধান শাখার নাম রঙ্গ-চু, রোলি, বৃহৎ রঞ্জিৎ, রঙ্গজো, রায়েঙ্গ ও শিবক। এখানে তিস্তার জল সমুদ্রবৎ নীলবর্ণ, সময়ে সময়ে ইহা দুগ্ধবৎ শ্বেত হইয়া উঠে। জল্পাইগুড়িতে তিস্তার অনেক উপনদী ও শাখা নদী আছে, তাহারা তত প্রবল বা প্রয়োজনীয় নহে। ইহার মধ্যে ঘাঘট ও মানস বিখ্যাত।

ইহার সংস্কৃত নাম ত্রিস্রোতা বা তৃষ্ণা। কালীপুরাণে ইহার উৎপত্তির বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—যে কোন

সময় এক শিবভক্ত অসুর ভগবতীকে উপেক্ষা করায় ভগবতীর সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কাতর হইয়া অসুর তৃষ্ণাতুর হয় এবং শিবের নিকট জল প্রার্থনা করে। শিব ভগবতীর বক্ষ হইতে দুগ্ধধারা রূপে অসুরকে পানীয় প্রদান করেন। অসুরের তৃষ্ণা দূর হইলেও সে ধারা শুকাইল না, সেই ধারা ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া ত্রিস্রোতা রূপে পৃথিবীতে প্রবাহিত রহিল।*

ত্রিস্রোতসী (স্ত্রী) ত্রীণি স্রোতাংসি সন্তি অস্যাঃ। স্রোত স্ত্রয়যুক্ত নদী ভেদ, এই নদীর তিনটী স্রোত আছে। গঙ্গা।

ত্রিস্পৃশা (স্ত্রী) ত্রীণি চান্দ্রদিনানি একস্মিন্ সাবনে দিনে স্পৃশতি স্পৃশ-ক। একাদশীভেদ, যে একাদশীর পূর্ব্বদিনে দশমী এবং পরদিনে অল্প মাত্র একাদশী, পরে দ্বাদশী ও রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী হয়, তাহাকে ত্রিস্পৃশা কহে, অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিন তিথি এক সাবন দিনে হইলে ত্রিস্পৃশা হয়। এই দিন অতিশয় পুণ্যকর। ইহাতে স্নান দানাদি বিশেষ ফলপ্রদ। "যদা পূর্ব্বদিনে দশমী পরদিনে চৈকাদশী স্বল্পা, ততো দ্বাদশী রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী সা চৈকাদশী ত্রিস্পৃশা।

"একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারয়েৎ॥"(একাদশীতত্ত্বধৃত বচন)

এই একাদশী করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক বিনষ্ট হয়। এই একাদশীতে ত্রয়োদশীর দিন পারণ করিবে।

ত্রিস্নান (ক্লী) ত্রিষু কালেষু স্নানমত্র। ত্রিকাল স্নানাঙ্গ-ব্রত ভেদ, এই স্নান বাণপ্রস্থাঙ্গ ও প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ, যাহারা বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন, তাহাদের প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নকালে স্নান করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে ত্রিকাল স্নান কর্ত্তব্য।

ত্রিহল্য (ক্লী) ত্রিবারং হলেন কৃষ্টং হল-যৎ (মতজনহলাৎ করণজল্পকর্ষেষু। পা ৪।৪।৯৭) বারত্রয়কৃষ্টক্ষেত্র, পর্য্যায় ত্রিগুণাকৃত, তৃতীয়াকৃত, ত্রিসীত্য।

ত্রিহায়ণ (ত্রি) ত্রয়োঃ হায়না বয়ো যস্য,ণত্বং। ১ ত্রিবর্ষ বয়স্ক গবাদি। ২ ত্রিবৎসর।

ত্রিহায়ণী (স্ত্রী) ত্রিহায়ণ-ঙীপ্। ত্রিবর্ষ গাভি।

"বৎসতর্য্যশ্চ ত্রিহায়ণ্যো প্রীতাঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ২২।৯।১৩)

২ দ্রৌপদী, কৃত যুগে বেদবতী, ত্রেতায় জনকাত্মজা, দ্বাপরে দ্রৌপদী, ইনিই কৃষ্ণা ও ত্রিহায়ণী।

"কৃতে যুগে বেদবতী ত্রেতায়াং জনকাত্মজা।
দ্বাপরে দ্রৌপদীচ্ছায়া তেন কৃষ্ণা ত্রিহায়ণী॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখ°)

ত্রিহুত, ত্রিহুত, তীরহুত (সংস্কৃত তীরভুক্তি শব্দের অপভ্রংশ) ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত ত্রিহুত ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিহার প্রদেশের পাটনা বিভাগের সর্ব্বোত্তরবর্ত্তী একটী জেলা ছিল। বাঙ্গালার ছোটলাটের অধীনে এত বৃহৎ ও অধিক লোক সংখ্যাবিশিষ্ট জেলা আর দ্বিতীয় ছিল না। ইহাতে মজঃফরপুর, হাজীপুর, সীতামাড়ী, দরভাঙ্গা, মধুবাণী, তাজপুর এই ছয়টী উপবিভাগ ছিল। তখন ইহার উত্তর সীমা নেপাল রাজ্য, উত্তরপূর্ব্বে ভাগলপুর জেলা, দক্ষিণপশ্চিমে মুঙ্গের জেলা, দক্ষিণে গঙ্গা নদী, দক্ষিণপশ্চিমে সারণ জেলা বা গণ্ডক নদী, উত্তরপশ্চিমে চম্পারণ জেলা ছিল। উত্তর সীমায় নেপাল রাজ্যের সহিত ইংরাজ রাজ্যের সীমানির্দ্ধারণের জন্য খাদ, নদী, ইষ্টকের ও কাষ্ঠের স্তম্ভাদি আছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী হইতে এই বৃহৎ জেলাটী শাসনকার্য্যের সুবিধা ও সুব্যবহার জন্য দুইটী স্বতন্ত্র জেলায় বিভক্ত হইয়াছে। মজঃফরপুর, হাজীপুর, সীতামাড়ী এই তিনটী উপবিভাগ লইয়া মজঃফরপুর নামে ও দরভাঙ্গা, মধুবাণী ও তাজপুর এই তিনটী উপবিভাগ লইয়া দরভাঙ্গা নামে দুইটী স্বতন্ত্র জেলা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এখন বাঙ্গালা বিহারের মানচিত্র হইতে ত্রিহুত জেলার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। মজঃফরপুর ও দরভাঙ্গা এই দুই জেলার বিবরণ এখনও স্বতন্ত্র ভাবে সংগৃহীত হয় নাই; সুতরাং ত্রিহুত নামেই ইহার যাহা কিছু বিবরণ সংগৃহীত হইল।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন সুবা বিহার ইংরাজের হস্তে আসে, তখন গঙ্গার উত্তরকূলবর্ত্তী স্থান সকল সারণ, চম্পারণ, ত্রিহুত ও হাজীপুর এই চারিটী সরকারে বিভক্ত ছিল। তখন সরকার ত্রিহুতের পরিমাণ ৫০৫৩ বর্গমাইল ও সরকার হাজীপুরের পরিমাণ ৭৮৩৫ বর্গ মাইল ছিল, কিন্তু তখন সমগ্র ত্রিহুত জেলার পরিমাণ ৬৩৪৩ বর্গ মাইল মাত্র। পূর্ব্বে সরকার ত্রিহুত ও সরকার হাজীপুর এই উভয়ে ১০৪টী পরগণা ছিল। এই সকল পরগণার নামের তালিকা পাওয়া যায় না, তবে সরকারী কাগজ পত্র হইতে জানা যায় যে তখন ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলার অধিকাংশ স্থান এই দুই সরকারের অধীন ছিল।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের অন্তর্গত বালিয়া, মস্‌জিদপুর, বাদেভুসারি, ইমাদপুর, নরসিংহপুর, কুড়া, গাওখণ্ড, কবখণ্ড, নারাদিগর, ছয়, ফরকিয়া, মালকিবলিয়া, মানুলে

* এই উপাখ্যানটী হণ্টার সাহেব কালীপুরাণের উপাখ্যান বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কালিকাপুরাণে ত্রিস্রোতার নাম থাকিলেও এরূপ উপাখ্যান দেখা যায় না।

গোপাল ও নয়পুর এই তেরটী পরগণা ত্রিহুত কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত হয়; কিন্তু আবার ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে উহাদিগকে ত্রিহুত হইতে বিযুক্ত করা হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সারণের অন্তর্গত পরগণা বাবরা ও মুঙ্গেরের অন্তর্গত পরগণা বাদেভুসারি ত্রিহুতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গঙ্গা নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় পাটনার অন্তর্গত ভীমপুর, গয়াসপুর, আজিমাবাদ এই পরগণা গুলির কতকাংশ ত্রিহুতের অন্তর্ভুক্ত হইল।

ত্রিহুত জেলার ভূভাগ সাধারণতঃ পলি জমী, মধ্যে মধ্যে নদী আছে, অনেক স্থলে বনও আছে; বাঁশঝাড় ও আম্রকানন যথেষ্ট। সমস্ত ভূভাগ জমীর প্রকৃতি অনুসারে তিনটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। দক্ষিণপশ্চিমে হাজীপুর, বালাগাছা, সরেসা, বিপাড়া, রতি ও গন্দেশ্বর পরগণা লইয়া একটী বিভাগ;—ইহার জমী উচ্চ ও সমগ্র জেলার মধ্যে উর্ব্বরা। তৎপরে ছোট গণ্ডক ও বাঘমতী নদীর অন্তর্গত দোয়াব ভূভাগ,—ইহার জমী নাবাল, বর্ষায় নদীর প্লাবন হয়; এখানকার প্রধান শস্য খারিফ। তৃতীয় বিভাগ বাঘমতী নদীর উত্তরে ও পূর্ব্বে,—এই স্থানের জমী নাবাল, জলা ও জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর। হৈমন্তিক ধান্যই এ অঞ্চলের প্রধান শস্য।

জমী স্বভাবতঃ পলিবিশিষ্ট, কোথাও কঙ্করময়, কিন্তু অধিকাংশস্থলে মাটির মধ্যে সোরা ও লবণ পাওয়া যায়। লুনিয়া নামে এক জাতি এই সোরা ও লবণ বাছিয়া লইয়া জীবিকার্জ্জন করে।

ত্রিহুতে গঙ্গা, বৃহৎ গণ্ডক, বয়া, ছোট গণ্ডক এবং তিলগুজা এই চারিটী নদী প্রবাহিত আছে। ইহার মধ্যে গঙ্গা, গণ্ডক, ছোট গণ্ডক, বাঘমতী, ছোট বাঘমতী, তিলগুজা ও করাই এই সাতটী নদীতে বৎসরের সকল সময়ে যাতায়াত চলে, আর কেবল বর্ষাকালে কমলা ও তাহার শাখানদীগুলি বলান, ঢাউস, ঝিম, লাখহাণ্ডাই, পুরাতন বাঘমতী ও বয়া এই কয় নদীতে যাতায়াত হয়।

গঙ্গা—শিকমারীপুরের নিকট গঙ্গানদী এই জেলার দক্ষিণসীমারূপে গণ্য। হাজীপুরের নিকট চাম্‌তা ঘাটের কয়েক ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে বাড় নামক স্থানের সম্মুখে গণ্ডক আসিয়া গঙ্গায় মিলিয়াছে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে এ জেলায় গঙ্গার বিস্তার অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র থাকে, কিন্তু বর্ষাকালে অনেক বাড়িয়া যায়। সারণ দিয়ারা হইতে গঙ্গার একটী স্বাভাবিক খাল বাহির হইয়া হাজীপুরের নিকট নেপালী মন্দিরের নিম্নে গণ্ডকের সহিত মিলিয়াছে। ইহার বিস্তার এত অল্প যে ইহাকে কোন রূপে নদী বলা যায় না। গঙ্গায় যখন জলবৃদ্ধি হয়, তখন তীরবর্ত্তী স্থান সকলেও প্লাবন হয়, আবার গণ্ডকের জলও প্রতিরুদ্ধ হইয়া তন্মধ্যে গঙ্গার জলও প্রবেশ করিয়া ও তীরবর্ত্তী স্থান সকল প্লাবিত করিয়া থাকে। তাজপুর উপবিভাগে প্রতি বৎসরই প্লাবন হয়। গঙ্গাতীরে ত্রিহুতে কোন বিখ্যাত স্থান নাই। বাড়ের সম্মুখ হইতে গঙ্গা উত্তরপূর্ব্বমুখে ফিরিয়া বাজিতপুর পর্য্যন্ত আসিয়া দক্ষিণপূর্ব্বমুখে ত্রিহুত জেলা ত্যাগ করিয়াছে।

গণ্ডক—হাজীপুরের নিকট ইহা গঙ্গা নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই নদী স্থানে স্থানে নারায়ণী ও শালগ্রামী নামে কথিত। হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া মজঃফরপুরের কর্ণোল নীলকুঠির নিকট ইহা ত্রিহুত জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, তৎপরে দক্ষিণপূর্ব্বমুখে আঁকিয়া বাঁকিয়া হাজীপুর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। গণ্ডকতীরে লালগঞ্জই প্রধান গঞ্জ বা বাজার। ইহার স্রোত বড় প্রবল, নৌকায় যাতায়াতও বড় ভয়াবহ। হাজার মণ বোঝাইয়ের নৌকা লালগঞ্জ পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে। গণ্ডকের গর্ভ তীরভূমি অপেক্ষা উচ্চ, এজন্য প্লাবন প্রতিরোধ করিবার জন্য উভয় তীরে দীর্ঘ বাঁধ দেওয়া আছে। সারণ জেলার দিকে যে বাঁধ তাহা অতি উচ্চ, কিন্তু ত্রিহুত জেলার বাঁধ তত উচ্চ নহে বলিয়া সময়ে সময়ে বাঁধ ছাপাইয়া প্লাবন ঘটিয়া থাকে।

বয়া—চম্পারণ জেলায় গণ্ডক হইতে বয়া উৎপন্ন হইয়া কর্ণোল নীলকুঠির নিকটে ত্রিহুত জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণপূর্ব্ব মুখে ইহা ক্রমশঃ ডুরিয়া, সরিয়া, ভটোলিয়া, চিতবারা ও শাহপুর পতোরি নীলকুঠির কোল দিয়া একবারে জেলার দক্ষিণপূর্ব্বপ্রান্তে গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে।

ছোট গণ্ডক—চম্পারণ জেলায় উৎপন্ন হইয়া ছোট গণ্ডক মজঃফরপুর বিভাগে ঘোষেবাত গ্রামের নিকট ত্রিহুত জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, তৎপরে মজঃফরপুরের নিকট আঁকিয়া বাঁকিয়া আঠারকুঠির নিম্ন দিয়া তাজপুর বিভাগে পুসা ও রুসেরা সহরের নিকট দিয়া দক্ষিণমুখে মুঙ্গের সহরের ঠিক সম্মুখে গঙ্গায় পড়িয়াছে। বর্ষাকালে গঙ্গা হইতে দুই হাজার মণ বোঝাইয়ের নৌকা রুসেরা পর্য্যন্ত ও হাজার মণ বোঝাইয়ের নৌকা মজঃফরপুর পর্য্যন্ত যাইতে পারে। নাগরবস্তির নিকট এই নদীর উপর দিয়া দরভাঙ্গা ষ্টেট রেলওয়ে গিয়াছে। ইহার তীরে মজঃফরপুর, সমস্তিপুর ও রুসেরা প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

বলান—তাজপুরের নিকটে ছোটগণ্ডক হইতে বলান উৎপন্ন হইয়া তাজপুর দলসিংহ সরাইয়ের নিকট দিয়া গিয়া

যেখানে জামওয়ারী নদী মুঙ্গেরের নিকট ছোটগণ্ডকে মিশিয়াছে, ঠিক তাহার কিছু ঊর্দ্ধে জামওয়ারীর সহিত মিশিয়াছে।

বাঘমতী—নেপালে কাটমাণ্ডু নগরের নিকট উৎপন্ন হইয়া সীতামাড়ী উপবিভাগে মণিয়াড়ী ঘাটের নিকট ত্রিহুত জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। কিছু দূরে ইহাতে লাল-বাকিয়া নদী আসিয়া মিলিয়াছে, তৎপরে ইহা নারওয়া পর্য্যন্ত ছোটগণ্ডকের সহিত এক প্রকার সমান্তর ভাবে আসিয়া পূর্ব্বকালে রুসেরার নিকট ছোট গণ্ডকেই মিলিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন ঘুরিয়া হায়াঘাটের নিকট করাই নদী অবলম্বনে তিলগুজা নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। বাঘমতীর পুরাতন গর্ভ এখনও পুরাতন বাঘমতী নামে বর্ত্তমান আছে। দরভাঙ্গা ও মজঃফরপুর সহরের সমদূরবর্ত্তী গাইঘাটী নামক স্থানে নূতন বাঘমতী দরভাঙ্গা মজঃফর-পুরের রাস্তা ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তুর্কি নামক স্থানে ইহার প্লাবন-প্রতিরোধের জন্ত বাঁধ আছে। এই নদীতে আদৌরি নামক স্থানে লালবাকিয়া, মণিয়ার ঘাটের নিকট ভুরেঙ্গী নদী, সীতামাড়ীর নিম্নে দরভাঙ্গা মজঃফর-রাস্তার ৭।৮ মাইল দক্ষিণে লাখহাণ্ডাই নদী মিলিয়াছে। কমতৌল নামক স্থানে কমলা নদী এবং পালী নামক স্থানে পূর্ব্ব হইতে ঢাউস ও পশ্চিম হইতে ঝিমনদী ছোটবাঘমতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎপরে ছোটবাঘমতী—দরভাঙ্গা সহরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে হায়াঘাটের নিকট বড় বাঘমতীতে মিলিয়াছে।

করাই—বাঘমতী যখন পুরাতন বাঘমতী নদীর ভিতর দিয়া বহিত, তখন ইহা সামান্ত নদী ছিল, এখন ইহাই হায়াঘাটের নিম্নে বাঘমতীর প্রধান স্রোত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুঙ্গেরের সীমায় তিলকেশ্বর নামক স্থানের নিকট তিলগুজা নদীতে মিলিয়াছে।

তিলগুজা—নেপালে উৎপন্ন হইয়া কহোল গাঁর নিকটে ত্রিহুতে গঙ্গায় পড়িয়াছে। রাইসারি গ্রামের নিকট ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ভেজা গ্রামের নিকট পুনরায় একত্র হইয়াছে। পশ্চিমের শাখায় বাগ্‌তা নামক স্থানে বলান নদী মিলিয়াছে। রাইসারি হইতে নদীগর্ভে স্থানে স্থানে বাঁধ দেওয়া; নৌকা যাতায়াতের উপায় নাই।

কমলা—নেপালে উৎপন্ন হইয়া জয়নগর নামক স্থানে ত্রিহুতে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বে এখানে শিলানাথ নামে এক শিবমন্দির ছিল, তাহা কালে নদীর গতি পরিবর্ত্তনে নদীগর্ভে পড়িয়াছে। কমতৌলের নিকট কমলা বাঘমতীতে মিশিয়াছে। কমলার পুরাতন খাদ তৎপরে বরাবর তিলকে-শ্বরের নিকট তিলগুজা নদীতে মিলিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন ছোট বলান, নায়াধারকমলা, পাণ্ডৌলনালা প্রভৃতি নদী আছে।

তাজপুরের ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে পরগণা সরেসার মধ্যে তালবরৈলা নামক বিলই বিখ্যাত, ইহা দৈর্ঘ্যে ৩ ক্রোশ, পরিমাণ প্রায় ২০ বর্গ মাইল। ইহাতে প্রচুর সোলা জন্মে।

ত্রিহুতে খনিজ দ্রব্য কিছুই উৎপন্ন হয় না, তবে মাটির সহিত সোরা ও লবণ পাওয়া যায়। হারৌলি নামক স্থানে ছোট গণ্ডক হইতে কাঁকর তোলা হয়।

বন্ত দ্রব্যের মধ্যে মধু, গোঁজড়া (যে সকল শম্বুক, ঝিনুক বা তদ্বৎ প্রাণীদেহ পুড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করে,) চিরেতা, শাতারা, সহরকোশ, গুমচ, মুণ্ডি, তালমূলী এবং মকাই প্রভৃতি ভেষজ উৎপন্ন হয়। বনের মধ্যে সিদ্ধিগাছও জন্মে। প্রকৃত পক্ষে এ জেলায় সেরূপ বন বা পতিত জমী নাই। সেগুণ, জাম, শিশু, ঝাউ, শিরীষ, তুন (মেহগনির ন্তায়,) গামার, আম, কাঁঠাল, মহুয়া প্রভৃতি কাষ্ঠোৎপাদক বৃক্ষ যথেষ্ট আছে।

এদেশে শতকরা ৮৮ জন হিন্দু ও ৮ জন মুসলমান। ঘোষেবাত নামক স্থানে একদল পার্ব্বতীয় জাতি বাস করে। প্রথমতঃ তাহারা একজন নেপালী সুবাদারের ভৃত্যরূপে ছিল, এই সুবাদারের বংশ উৎসন্নে গিয়াছে। তাঁহার ভৃত্যেরা এখন চাষবাস করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মৈথিলী ও গৌড়ীয় এই দুই বিভাগ আছে। মধুবাণী ও দরভাঙ্গায় ইহার অর্দ্ধেকের বাস ও সামা-ন্ততঃ ত্রিহুতীয় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। মৈথিল ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রোত্রিয়েরা শুচি, মজরৌতি, যোগিয়া ও গৃহস্থ বা মৈথিল, শ্রোত্রিয়, যোগ চঙ্গোলা এবং পণ্ডিত এই পঞ্চভাগে বিভক্ত, এই পঞ্চশ্রেণীকে পঞ্জিব-বড় বলে। শ্রোত্রিয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়। দরভাঙ্গার মহারাজও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণের ন্তায় বহু-বিবাহ করিয়া থাকে এবং ইচ্ছামত এক শ্বশুরালয়ে কিছু দিন, অপর শ্বশুরালয়ে আর কিছু দিন বাস করে। শ্বশুরের নিকট প্রতিবার বাসের জন্ত ইহারা অর্থ লইয়া থাকেন। সৌরাথ নামক এক গ্রামে এক দেব-মন্দিরে যাবদীয় ব্রাহ্মণের মেলা হয়। সেই মেলায় স্ব স্ব শ্রেণীর পণ্ডিতেরা প্রত্যেক ব্যক্তির বংশতালিকা খুলিয়া বিবাহ সম্বন্ধ নিরূপণ করেন। উচ্চ কুলজাত সন্তানের পিতা নিম্নকুলে বিবাহ দিলে কুলমর্য্যাদাস্বরূপ অর্থ পাইয়া থাকেন। ঐ মেলায় দিন বর ও কন্তার নাম নিরূপিত ও তাহাদের

পিতার সম্মতিসূচক এক তালিকা লিখিত হয়। শ্রোত্রিয়েরা স্বশ্রেণী ভিন্ন অন্য শ্রেণীতে বিবাহ করিলে সেই শ্রেণীভুক্ত ও আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। ইহারা সকলেই স্বহস্তে স্ব স্ব জমীতে কোদাল দেন ও জলসেচন প্রভৃতি করেন, কেবল লাঙ্গল দিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইহারা কাহারও নিকট বেতন গ্রহণ করিয়া চাকুরী স্বীকার করিতেন না, কিন্তু এখন অনেকেই তহশীলদার ও গোমস্তা হইতেছেন। ইহাদের অনেকেই আম্রবাগান করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন। [মৈথিল ব্রাহ্মণ দেখ।]

ব্রাহ্মণের পর এ দেশে রাজপুতের সম্মান অধিক। ইহারা অধিকাংশই জমীদার ও কৃষক; আজ কাল অনেকে পুলিসের চৌকীদার, পেয়াদা ও দ্বারবানের কার্য্য করিয়া থাকে। রাজপুত ও ব্রাহ্মণের পরই 'বাভন' নামে আর একজাতি আছে। তাহারা রাজপুত অপেক্ষা হীন-মর্য্যাদ হইলেও অপরাপর জাতি অপেক্ষা গণ্য মান্য বটে। ইহারা জমীদারী বা অস্ত্রজীবি ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত।

[বাভন দেখ।]

ত্রিহুতের মধ্যে নিম্নলিখিত সহরগুলি বিশেষ বিখ্যাত—

(১) মজঃফরপুর—মজঃফর খাঁ নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় বলিয়া ইহার নাম মজঃফরপুর। ছোট গণ্ডকের তীরে ২৬° ৭´২৩˝ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৫° ২৬´২৩˝ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই নগরেই এ জেলার সদর কাছারী। এখানে মিউনিসিপালিটি, কালেক্টরী, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, জেল, ডাক্তারখানা ও স্কুল আছে। সহরটী পরিষ্কার, রাস্তাগুলি প্রশস্ত। বাজারগুলি বড়, প্রত্যহই প্রায় বিক্রয় হয়। কাছারীর নিকট মান নামে একটী বিলের মত জলাশয় আছে, ইহা কোন নদীর পুরাতন গর্ভের কিয়দংশ মাত্র। বাজারে পুষ্করিণীতীরে ঘাট সম্বলিত একটী রামসীতার ও একটী শিবের মন্দির আছে, সহরটী বড় বেশী অধিক দিনের নয়। স্থাপয়িতা মজঃফর খাঁ একজন 'আমিল' বা 'চাকলা নাই' (নায়ক) ছিলেন। কোম্পানীর দেওয়ানীলাভের বহু পূর্ব্বে তিনি উত্তরে সেকেন্দরপুর গ্রাম, পূর্ব্বে কর্ণৌলি গ্রাম, দক্ষিণে সৈয়দপুর এবং পশ্চিমে সারিয়াগঞ্জ হইতে ৭৫ বিঘা জমী বাহির করিয়া লইয়া তাহাতেই স্বনামে নগর স্থাপন করেন। ক্রমশঃ ইহার উন্নতি হইয়াছে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ছোট গণ্ডকের প্লাবনে ইহার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে।

রহুয়া—মজঃফরপুরের ৩ ক্রোশ দূরে পুসা রাস্তার উপর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে জুলাইমাসে ৭ দিন ব্যাপী একটী মেলা হয়। এখানে এক পীরের আস্তানা আছে, তথায় অনেক যাত্রী আসে।

সারিয়া—মজঃফরপুরের দক্ষিণপশ্চিমে ৯ ক্রোশ দূরে বয়া নদীর তীরে এই স্থানে একটী নীলকুঠি আছে। বয়ার উপর ছাপরা রাস্তার মুখে তিন-খিলানের একটী পোল আছে। এই স্থানের কিছু দূরে একটী প্রস্তরময় থাম আছে। একটী ব্রাহ্মণের উঠানে উহা স্থাপিত। ইহাকে 'ভীমসিংহের লাঠি' বলে। ইহা উচ্চে ২৪ ফিট্ এবং একখানি প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার মাথায় একখানি চতুরস্র পাথরের উপর একটী প্রস্তরময় সিংহমূর্ত্তি আছে। সিংহমূর্ত্তি পর্য্যন্ত সমস্ত স্তম্ভের উচ্চতা ৩০ ফিট্। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ইহা একটী অশোকস্তম্ভ। ইহার পার্শ্বে একটী সুগভীর কূপ আছে।

বসন্তপুর—সারিয়ার নীলকুঠির কিছু দক্ষিণে এই বৃহৎ গ্রাম অবস্থিত। এখানে গ্রাম্যসমিতি আছে।

সাহেবগঞ্জ—মজঃফরপুরের ১৫ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে বয়া নদীর তীরে এই সহর অবস্থিত। এখান হইতে মতিহারী, মতিপুর ও লালগঞ্জে রাস্তা গিয়াছে। বাজার খুব বড়, তৈলকর শস্য, গম, কলাই ও লবণের ব্যবসায়ই বেশী। কর্ণৌলের নীলকুঠি বাজারের অতি নিকটে। এখানকার প্রস্তুত জুতা অনেক স্থানে চালান হয়।

কণ্টাই—মজঃফরপুরের ৪ ক্রোশ দূরে মতিহারী রাস্তার উপর অবস্থিত। এই স্থানেই কণ্টাই নীলকুঠি। সোরার কুঠিও আগে ছিল। সপ্তাহে দুইবার হাট হয়। এই গ্রামে মিনাপুরের রাস্তা আসিয়া মজঃফরপুরের রাস্তায় মিশিয়াছে।

বেলসান্দ কলান—মজঃফরপুর হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে সীতামাড়ী রাস্তার উপরে অবস্থিত। ইহা পুরাতন বাঘমতী নদীতীরে অবস্থিত। বড় নীলকুঠি আছে।

রাজখণ্ড—মজঃফরপুর হইতে উত্তরপূর্ব্বে ১১ ক্রোশ দূরে এই বৃহৎগ্রাম অবস্থিত। এখানে ভৈরবের মেলা নামক একটী বৃহৎ মেলা হয়। এই মেলায় গোরু বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানে নীলকুঠি আছে। পূর্ব্বে চিনির কারখানা ও চোলাইখানা ছিল। গ্রামের পশ্চিমে লাখহাণ্ডাই নদী।

কাটৃবা বা অকবরপুর—লাখহাণ্ডাই নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমে ভগ্নাবশিষ্ট এক মৃণ্ময় দুর্গ আছে। দুর্গের পরিমাণ প্রায় ৬০ বিঘা, ইহার প্রাচীর ৩০ ফিট্ উচ্চ। রাজচাঁদ নামে এক ব্যক্তি এই দুর্গাধিপতি ছিলেন। তিনি দরভাঙ্গায় যাইবার সময় স্বীয় পরিবারবর্গকে বলিয়া যান, যদি তাঁহার ধ্বজা পড়িয়া যায়, তবে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত জানিবে। এক কুর্ম্মী রাজার শত্রু ছিল, সে ধ্বজা

ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রাজপরিবারকে সংবাদ দেয়। রাজপরিবারবর্গ জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

মধুবাণী—দরভাঙ্গা সহরের ৮ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এই সহর অবস্থিত। ইহা মধুবাণী উপবিভাগের সদর থানা। এখানে বেশ বড় বাজার আছে; শাক সব্জি ও কাপড় প্রধান পণ্য। সহরের উত্তরাংশে দরভাঙ্গারাজ মধুসিংহের তৃতীয় পুত্র কীর্ত্তিসিংহের বংশাবলী "মধুবাণীর বাবু" নামে খ্যাত হইয়া আছেন। ইহারা জবদী পরগণার কতকগুলি গ্রাম রাজসংসার হইতে পাইয়াছেন। এই সহরের ভিতর দিয়া নেপাল যাইবার প্রধান পথ।

ভওয়ারা—মধুবাণী হইতে এক পোয়া পথ দক্ষিণে এই বৃহৎ গ্রাম অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। পূর্ব্বে এই দুর্গে ইষ্টকের প্রাচীর ছিল। রঘুসিংহ নামে এক ব্যক্তি এই দুর্গ প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। ইনি দরভাঙ্গারাজের বংশোদ্ভব। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইহার বংশীয় প্রতাপসিংহ এখানকার বাস তুলিয়া দিয়া দরভাঙ্গায় যান। এখানে একটী মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ ও খিলানযুক্ত এক প্রাচীর আছে। অকবরের সমসাময়িক বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা আলাউদ্দীন্ এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

বিরৎপুর (বিরাটপুর)—খাজৌলি থানার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানেও এক দুর্গের ধ্বংশাবশেষ ও গৃহপ্রাচীরাদির চিহ্ন আছে। এক স্থানে এক গর্ত্তে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তির কতকাংশ আছে। কথিত আছে, মহাভারতোক্ত রাজা বিরাট এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তেলিরা এই বিরাট রাজাকে স্বজাতি বলে এবং গর্ত্তমধ্যগত শিবলিঙ্গাংশকে ঘানির মুসল বলিয়া থাকে।

সৌরাথ—মধুবাণী হইতে ৪ ক্রোশ দূরে এই গ্রাম। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে দরভাঙ্গার রাজারা এখানে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহারই নিকট ত্রিহুতীয় ব্রাহ্মণদিগের বাৎসরিক মেলা হয়। সময়ে সময়ে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়। এই মেলায় বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তারা পুত্রকন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন।

ঝঞ্জারপুর—মধুবাণীর পূর্ব্বদক্ষিণে ৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র গ্রামে দরভাঙ্গারাজবংশীয় প্রতাপসিংহের নামে প্রতাপগঞ্জ ও রাজা মধুসিংহের ভগ্নী শ্রীদেবীর নামে শ্রীগঞ্জ এই দুটী বাজার আছে। দরভাঙ্গারাজের সমস্ত সন্তান এই গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধ। রাজবংশের অনেকেই নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় রাজা প্রতাপসিংহ নিকটবর্ত্তী মুর্ণমগ্রামবাসী মোহান্ত শিবরতনগিরির প্রসন্নতা লাভ করিতে যান। মোহান্ত ঝঞ্জারপুরে আসিয়া জটার একটা শিখা সেই স্থানে দগ্ধ করিয়া বলেন, যে এই গ্রামে বাস করিবে, তাহারই পুত্র সন্তান হইবে। প্রতাপসিংহ তদনুসারে এখানে এক আবাস বাটী নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু বাটী শেষ হইবার পূর্ব্বে অপুত্রক অবস্থায় প্রতাপের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ভ্রাতা মধুসিংহ বাটী নির্ম্মাণ শেষ করাইয়া বাস করেন। এই গ্রাম পূর্ব্বে রাজপুতদিগের ছিল। মহারাজ ছত্রসিংহের মহিষী গর্ভিনী হইয়া প্রসবকাল পর্য্যন্ত এই বাড়ীতে ছিলেন বলিয়া ছত্রসিংহ এই গ্রাম কিনিয়া লন। এখানে রক্তমালাদেবীর এক মন্দির আছে। এই গ্রামে পিত্তলের 'পানের বাটা' ও 'গঙ্গাজলী' নামক জলপাত্র অতি বিখ্যাত।

মাধেপুর (মধ্যপুর)—ইহা বহ্রামপুর, হরসিংহপুর, গোপালপুরঘাট ও দরভাঙ্গারাস্তার মিলনস্থলে অবস্থিত। প্রাচীন মিথিলার কেন্দ্রস্থল বলিয়া ইহা মাধেপুরে বা মধ্যপুর নামে খ্যাত। মহারাজ মধুসিংহের চতুর্থ পুত্র রমাপতিসিংহ পক্ষি পরগণা প্রাপ্ত হইয়া এই গ্রামে বাস করেন। ত্রিহুত ও পূর্ণিয়ার রাস্তার উপর এই গ্রাম অবস্থিত বলিয়া কালে ইহা ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল হইতে পারিবে।

বাসদেওপুর—মধুবাণী হইতে ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে এই গ্রাম অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বনাম শঙ্করপুর। পরে ইহার নাম শঙ্করপুর গন্ধবার হয়, শেষে বাসুদেবপুর বা বাসদেওপুর হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এইরূপ,—এখানে গন্ধ ও ভৌর নামে দুই ভ্রাতার বাস ছিল। উভয়েই পরাক্রমশালী এবং নাম মাত্র ত্রিহুতরাজের অধীন। তিলগুজার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী কতকস্থানে গন্ধের জমীদারী এবং করাই নদীর দক্ষিণে ভৌরের অধিকার ছিল। ত্রিহুতরাজ তাহাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া দুই জন বিদেশী দ্বারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করেন। হত্যাকারীরা যে যাহাকে হত্যা করে, সে তাহারই জমীদারী পুরস্কার পায়। গন্ধহন্তার বংশধরেরা "গন্ধমারিয়া" ও ভৌরহন্তার বংশীয়েরা "ভৌরমারিয়া" আখ্যালাভ করে। 'গন্ধমারিয়া' বংশ শঙ্করপুরে ও ভৌরমারিয়া বংশ সিংহিয়া গ্রামে বাস করে। এই হইতে শঙ্করপুর গন্ধবার নামে খ্যাত হয়। মহারাজ ছত্রসিংহ বিবাহকালে এই গ্রাম যৌতুক পান। মহারাণী ছত্রপতিকুমারী এই গ্রাম মৃত্যুকালে নিজ মধ্যম পুত্র বাসুদেবকে দিয়া যান। ছত্রসিংহের মৃত্যুর পর রুদ্রসিংহ রাজা হইয়া বাসুদেবকে জরাইল পরগণা দান করেন, কিন্তু তিনি এই রাজ্য দাবী করায় বিবাদ বাধে, শেষে কুমার বাসুদেব জরাইল

পরগণা গ্রহণ না করিয়া মাতৃদত্ত শঙ্করপুরের নাম পরিবর্ত্তন ও স্বনামে অভিহিত করিয়া তথায় গিয়া বাস করেন।

মীর্জ্জাপুর—মধুবাণী হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে বাজারে নেপাল তরাই হইতে শস্য আসিয়া থাকে। এখান হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে বলরাজার ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গ আছে। সেই গ্রামের নামও বলরাজপুর। দুর্গের দৈর্ঘ্য ৪ শত গজ ও বিস্তার ২ শত গজ। বলরাজা কে ছিল, তাহা জানা যায় না।

জয়নগর—নেপালসীমান্তবর্ত্তী। এখানে এক মৃণ্ময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। পাহাড়ীদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য এক মুসলমান এই দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। দুর্গ নির্ম্মাণের সময় ভূমধ্যে একটা মৃতদেহ পাওয়ায় এইস্থান অশুভকর বলিয়া গণ্য হয়। সম্ভবতঃ ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা আলাউদ্দীন্ কামরূপ হইতে বেতিয়া পর্য্যন্ত যে সকল সীমান্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করান, ইহা তাহারই মধ্যে একটী হইবে। নেপালযুদ্ধের সময় এখানে ইংরাজের স্কন্ধাবার ছিল। এই গ্রামে নীলকুঠি ও চিনির কারখানা আছে।

শিলানাথ—জয়নগরের নিকটে কমলাতীরে শিলানাথ গ্রাম। বৈশাখে এখানে পক্ষকালব্যাপী এক মেলা হয়। এই মেলায় ত্রিহুতের শস্য, গবাদি পশু এবং নেপাল হইতে লৌহপিণ্ড, কুঠার, তেজপাত ও মৃগনাভি আসে। মেলায় শিলানাথ শিবদর্শনে পূর্ব্বে অনেক সন্ন্যাসী আসিত, কিন্তু কমলাগর্ভে সে মন্দির ও প্রতিমা লোপ হয়, সন্ন্যাসীরা আর বড় আসে না।

ককৃরোল—দরভাঙ্গা হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে এই গ্রাম। এখানে ত্রিহুতীয় যোগা ব্রাহ্মণের বাস অধিক, কুকিকাপড়ের জন্য এই স্থান খ্যাত। নেপালীরাই এই কাপড় বেশী ব্যবহার করে। হুসেনপুর নামক এক পল্লীতে কপিলেশ্বর মহাদেবের এক মন্দির আছে। প্রবাদ—পুরাণোক্ত কপিলমুনির বাস এখানে ছিল, তিনিই এই শিবপ্রতিষ্ঠাতা। মাঘমাসে এখানে এক মেলা হয়, মেলায় কুকিকাপড়, পিতলের বাসন, শস্যাদি বিক্রীত হয়। এখানকার পুষ্করিণীতে মোখনা নামে এক প্রকার স্বাদু ফল জন্মে।

দরভাঙ্গা—ত্রিহুতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। ইহা ছোট বাঘমতীর পূর্ব্বতীরে ২৬°১০´২´´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৫°৫৬´৩৯´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহা একটী উপবিভাগীয় সদর থানা। [দরভাঙ্গা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জিমচ—দরভাঙ্গা হইতে দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে কমলাতীরে একটী গ্রাম। এখানে কার্ত্তিকী ও মাঘী পূর্ণিমায় একটী মেলা হয়। পুত্রার্থিনী হিন্দুরমণীরা এই সময়ে আসিয়া কমলায় স্নান করেন। তাহাদের বিশ্বাস, স্নানে তাহাদের বন্ধ্যাত্বদোষ দূর হইবে।

লেহরা—এখানে তিনটী বৃহৎ দীঘী আছে। ঘোড় দৌড় নামে এক দীঘী ২ মাইল দীর্ঘ। দরভাঙ্গায় এক রাজা শিবসিংহ এই পুষ্করিণী খনন করিতে মনস্থ করিয়া এক হস্তে জলপূর্ণ ঝারি লইয়া জল ফেলিতে ফেলিতে ঘোড়া ছুটাইয়া দেন। কথা ছিল, যেখানে ঝারির জল ফুরাইবে, দীর্ঘিকাটী তত বড় দীর্ঘ হইবে। সেই দীর্ঘিকা এই। এখন তত জল নাই। এক পার্শ্বে সামান্য জল আছে, অন্যান্য অংশে চাষ বাস হইতেছে। কমলা নদী হয়ত কোন সময়ে এই দীর্ঘিকার নিকট দিয়া প্রবাহিত ছিল এবং ইহার সমস্ত জল বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার নিকটে ১৩ বিঘা জমীতে শিবসিংহের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে।

সিংহিয়া—বহেরা হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে সিংহিয়া গ্রামে করাই নদীর তীরে একক্রোশ দূরে মঙ্গল নামক দুর্গ আছে। এই গড়ের পরিধি প্রায় দেড় মাইল। ইহার চতুর্দ্দিকে ৩০।৪০ ফিট্ উচ্চ মৃণ্ময় প্রাচীর। তাহার পর গভীর খাদ আছে। মঙ্গলগড়ের ভিতরে এখন কোন অট্টালিকা নাই, জমীতে চাষ বাস হয়, তবে ১॥ ফিট্ ২ ফিট্ লম্বা ইষ্টক যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না; প্রবাদ এই যে বলরাজা এই দুর্গাধিপতি রাজা মঙ্গলকে পরাস্ত ও বিনষ্ট করেন। গড়ের পূর্ব্বাংশে নীলকুঠি হইয়াছে।

আহিয়ারী—কামটোল গ্রামের দক্ষিণপূর্ব্বে এই বৃহৎগ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার অধিবাসী। বৈশাখ মাসে এখানে অহল্যাস্থান বা সিংহেশ্বর নামক স্থানে এক মেলা হয়। মেলা একদিন থাকে। প্রায় ১০ হাজার লোক জড় হয়। এই মেলায় কেনা বেচা হয় না, কেবল পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। যাত্রীরা এখানে আসিয়া প্রথমে দেবকালী নামে এক পবিত্র কুণ্ডে স্নান করে। তৎপরে একখানি প্রস্তরে এক পদ চিহ্ন দেখিতে আসে। ইহা সীতার (রামের?) পদচিহ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারই উপর এক মন্দির আছে, সেই মন্দিরকে অহল্যাস্থান বলে। রামায়ণের অহল্যাগৌতম সংবাদ হইতে এই তীর্থের উৎপত্তি কথিত হয়। এখানে দরভাঙ্গারাজের নির্ম্মিত এক বৃহৎ উচ্চ ঠাকুরবাটী আছে।

মালীনগর—ছোট গণ্ডকের উত্তর তীরে একখানি গ্রাম। এখানে রামনবমীর দিন হইতে পাঁচ দিনব্যাপী এক মেলা হয়, তাহাতে ২ হাজার হইতে ৪ হাজার পর্য্যন্ত লোক জড়

হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারই নিকট "রামনবমী" নামে উক্ত মেলা হয়। শিব নামে একজন মধ্যবিত্ত বেণিয়া ছিলেন। গুরুর উপদেশে তিনি এই দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার বংশীয়েরা কালে ধনী হইয়া উঠিল এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই বংশীয় বাবু নন্দীপৎসিংহ গবর্মেণ্টের সাহায্য করায় 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছিলেন। পুসা জমীদারীই ইঁহাদের। এই বংশের কর্ত্তার মতানুসারে শিবের পুরোহিত নির্ব্বাচিত হয়।

পুসায় মালীনগর ও বখ্তিয়ারপুর নামে গবর্মেণ্টের দুইখানি খাস গ্রাম আছে। মালীনগর পূর্ব্বে দরভাঙ্গা-রাজের মিলকিয়তের মধ্যে গণ্য ছিল। এখানে পূর্ব্বে গবর্মেণ্টের ঘোড়ার শাবকাদি উৎপাদন ও পালনের স্থান ছিল। কিন্তু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উহার কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এখানে অহিফেন ও কুসুমফুল আবাদ হইতেছে।

সীতামাড়ী—লাখহাণ্ডাই নদীর পশ্চিম তীরে ২৬°৩৫´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৫°৩২´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় এই সহর অবস্থিত। এখানে প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস। ইহা সীতামাড়ী উপবিভাগের সদর থানা। সর্ষপাদি তৈলকর শস্য, ধান্য, গোচর্ম্ম ও নেপালের দ্রব্যাদিই এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। সখোয়া নামক কাঠ বর্ষাকালে নদীতে ভাসাইয়া লইয়া আসে। সোরা ও জনাও নামক পৈতা এদেশের বিখ্যাত। চৈত্রমাসে এখানে এক পক্ষ কাল মেলা হয়। মেলার মধ্যে রামনবমীর দিনই খুব উৎসব হয়। সকল প্রকার পণ্যজাত আমদানী হয়, তন্মধ্যে সেবানের দ্রব্যাদিই প্রধান। হাতী ঘোড়াও বিক্রয় হয়, কিন্তু ষাঁড় বিক্রয়ের জন্যই এই মেলা প্রসিদ্ধ। সীতামাড়ীর ষাঁড় খুব উৎকৃষ্ট। প্রবাদ আছে,—সীতামাড়ীই রাজর্ষি জনকের কর্ষিত যজ্ঞভূমি। এই স্থানেই সীতার জন্ম হয়। লাঙ্গলের যে খাদে সীতার উৎপত্তি হয়, তাহা এখন একটী পুষ্করিণী হইয়া রহিয়াছে। আবার কাহারও মতে নিকটবর্ত্তী পনোরা নামক স্থানে সীতার জন্ম হয়। সীতামাড়ীতে সীতার মন্দির আছে; এই মন্দিরের নিকট হনুমান, শিব, দাহী প্রভৃতির আরও ৮টী মন্দির আছে।

শিওহর (শিবহর)—সীতামাড়ীর ৮ ক্রোশে দক্ষিণ-পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে বেতিয়ারাজের এক জ্ঞাতি রাজা আছেন। তিনি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গ্রামে অনেকগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

পনোরা—সীতামাড়ীর তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, এই স্থান সীতাদেবীর জন্মভূমি বলিয়া খ্যাত। এখানে এক বৃহৎ মৃণ্ময় রাক্ষস ও বানর মূর্ত্তি আছে। তাহা হনুমান্ ও রাবণের যুদ্ধ দৃশ্য বলিয়া খ্যাত। রাক্ষস মূর্ত্তির দুইটী মস্তক। এই প্রতিমাদ্বয়ের নিকট এক মোহান্ত বাস করেন। প্রতি বৎসর পুত্তলিকাদ্বয়ের অঙ্গরাগ হয়।

দেবকালী—শিবহর গ্রামের ২ ক্রোশ পূর্ব্বে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে ফাল্গুন মাসে এক মেলা হয়। এখানে এক বৃহৎ উচ্চ শিবমন্দির আছে। এই শিবের মাথায় জল দিতে বহুদূর হইতে যাত্রী আসে।

ভৈরাগিয়া—উত্তর সীমান্তবর্ত্তী একটী স্থান। এখানে এক বৃহৎ বাজার আছে। নেপালী ও পাহাড়ী বণিকেরা এই গ্রামের হাটে আসিয়া পণ্যজাত বেচিয়া চলিয়া যায়। ইহার দক্ষিণে নেপালী বা পাহাড়ীরা যায় না।

বেলা মোচপকাউনি—এই গ্রামের নাম বেলা, কিন্তু এখানকার জল বড় মন্দ। এখানে জল পান করিবার সময়ে গোঁপে লাগিয়া কাল গোঁপ ধূসর হইয়া উঠে, এজন্য গ্রামের নামের সহিত "মোচ পাকাউনি" শব্দ সংযুক্ত হয়।

হাজীপুর—গণ্ডকের উত্তরতীরে ২৫°৪০´৫০´´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৫°১৪´২৪´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহা হাজীপুর উপবিভাগের সদর থানা। লোকসংখ্যা প্রায় ২২॥০ হাজার। ইহা পাটনা সহরের বিপরীতদিকে অবস্থিত ও তিন দিকে নদী থাকায়, জেলার মধ্যে ইহা একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে একটী দুর্গ, কতকগুলি সরাই, মন্দির ও মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ আছে। দুর্গের মধ্যে একটী সরাই আছে, তাহাতে নেপালের মন্ত্রী মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন। সরাইয়ের মধ্যে একটী দ্বিতল বৌদ্ধধরণের মন্দির আছে। ইহার সখোয়া কাষ্ঠের কারুকার্য্য ও অট্টালিকার কার্য্য সমুদয় প্রশংসার যোগ্য। সমস্ত মন্দিরটীতে একটী গিল্‌টী করা পেটি আছে। ইহা ৩০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। সোণপুরঘাটের নিকট জামিমস্‌জিদ নামে এক প্রস্তর নির্ম্মিত মস্‌জিদ আছে। হাজীইলিয়াস্ নামে এক ব্যক্তি প্রায় ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে এই সহর ও এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। মিনাপুরে ও হাজীপুরের বাজারে আর দুটী মস্‌জিদ আছে। মিনাপুরের মস্‌জিদের প্রতিষ্ঠাতার নাম ইমাম্‌বক্স। সহরের পশ্চিমাংশে রামমন্দির। প্রবাদ আছে যে, জনকপুর যাইবার সময় রাম এইখানে ছিলেন। তাঁহার অবস্থিতিস্থানেই এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। এখন সারণ জেলায় যে শোণপুরের মেলা হয়, তাহা আগে হাজীপুরে হইত। উক্ত মেলায় নদীতে

ছাগল ছানা (বলি রূপে) ফেলিয়া দিবার যে নিয়ম ছিল, তাহা এখনও গণ্ডকের উত্তরতীরে অর্থাৎ হাজীপুরেই হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে দুর্গের ভগ্নাবশেষের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাও হাজীইলিয়াস্ কর্ত্তৃক ৩৬০ বিঘা জমীর উপর নির্ম্মিত।

১৫৭২ খৃষ্টাব্দে অকবরের এক সেনাপতি মজঃফর খাঁ আফগান বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে হাজীপুর উদ্ধার করেন, কিন্তু তিনি নদীতীরে ভ্রমণকালে শত্রুহস্তে পতিত হন। দুই বৎসর পরে সুলেমান কররাণির কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ পাটনার দুর্গ ধ্বংস করেন। খাঁ খানানের উপর দাউদকে ধৃত করিবার ও বিহারশাসনের জন্য দিল্লী হইতে আদেশ হয়। দাউদ হাজীপুর দুর্গে আশ্রয় লন, মোগল সেনা দুর্গ অবরোধ করে। অকবর এই সংবাদ পাইয়া নিজে পাটনা অভিমুখে আগমন করেন। তিনি তিন হাজার সৈন্য লইয়া হাজীপুর-গড় অধিকার করিতে মনস্থ করেন। হাজীপুরের জমীদার রাজা গজপতি সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করেন। দুর্গাধিপতি আফগান ফতেখাঁ বাড়া নিহত হন এবং আরও অনেকে বিনষ্ট হয়। সকলের মস্তক দাউদের নিকট প্রেরিত হয়, উদ্দেশ্য এই যে তিনি তদ্দ্বারা নিজের পরিণাম বুঝিতে পারিবেন। অকবর নিজে দুর্গ দেখিতে যান ও পঞ্চপাহাড়ীর উপর উঠিয়া দুর্গ দেখিয়া আসেন। হিন্দুরা ইষ্টকদ্বারা এই পঞ্চপাহাড়ীর টিলা ৫টী নির্ম্মাণ করেন। ৫দিন পরে দাউদ বাঙ্গালা হইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। সেখানে পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন, কিন্তু ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে আবার বিদ্রোহী হইয়া মোগলসৈন্যকে হাজীপুর হইতে তাড়াইয়া দেন, কিন্তু শেষে মজঃফর খাঁ তাঁহাকে বিশেষরূপে পরাজিত করেন। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী আরব বাহাদুর এই দুর্গে আশ্রয় লন। হাজীপুরের দেওয়ান মোল্লা তানিয়াব কর্ত্তৃক তিনি নিজ জায়গীর হারাইয়া বিদ্রোহী হন। মোল্লা মজদী (আমীন), পরথোত্তম (বকশী) ও সমশের (খালিশা) আরব বাহাদুরের পক্ষাবলম্বন করেন। আরব বাহাদুর শেষে পরথোত্তমকে বিনাশ এবং প্রায় সমগ্র বিহার প্রদেশ হস্তগত করেন, কিন্তু পাটনার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হাজীপুরদুর্গে আশ্রয় লন। মহাবাজ খাঁ একমাস চেষ্টার পর তাঁহাকে এখান হইতে তাড়িত করেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে মসুম খাঁর জনৈক সেনাপতি খবিতা এখানে পরাজিত হন। এই হাজীপুরই সরকার হাজীপুরের প্রধান সহর ও তখন ইহাতে ১১টী পরগণা ছিল। তাহার কয়েকটী এখন মুঙ্গের জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

লালগঞ্জ—গণ্ডকের পূর্ব্বতীরে হাজীপুরের উত্তরপূর্ব্বে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও বিখ্যাত সহর। ইহারই কিছু দূরে সিংহিয়া নীলকুঠি। এই কুঠি ত্রিহুত জেলার অতি প্রাচীন কুঠি। পূর্ব্বে ওলন্দাজেরা এই কুঠিতে সোরার কারবার করিত। ত্রিহুতে য়ুরোপীয় কুঠির মধ্যে দুইটী আদি ও পুরাতন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই কুঠি ও ইহার সংলগ্ন ১৪ বিঘা জমী জগন্নাথ সরকার নামক এক ব্যক্তিকে একশত টাকায় বিক্রয় করেন। এই বিক্রয়ের আজিও বর্ত্তমান আছে। জগন্নাথ সরকারের হস্ত হইতে ইংরাজ গবর্মেণ্ট কিনিয়াছেন।

শস্যাদি—আম, কাঁঠাল, পেঁপে, বেল, নেবু, পিচ্, আনারস, কলা, পেয়ারা ও জাম যথেষ্ট। পুষ্করিণীতে মোখানাফল জন্মে, পাকিলে ভাজিয়া খায়।

ধান্য ত্রিবিধ—আউশ বা ভাদই, অঘানী বা হৈমন্তিক এবং শাঠী বা গামড়ি। গম, যব, ছোলা, জই, কোদো, মক্কা, মাড়ুয়া, কাউনি, শ্যামা, চীনা, জনার প্রভৃতি জন্মে। অড়র, খেসারি, মুগ, মসুর, আলু, তিল, তিসি, রেড়ি, তুলা, পান, ইক্ষু, তামাকু, অহিফেন, নীল, কুসুমফুল প্রভৃতি এখানকার লাভকর কৃষি। খনিজের মধ্যে সোরার কার্য্যই বিস্তৃত।

শাসনবিভাগ।—ত্রিহুত জেলা আপাততঃ মজঃফরপুর ও দরভাঙ্গা এই দুই জেলায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক জেলায় তিনটী উপবিভাগ আছে। এই ছয় উপবিভাগে বা পূর্ব্বতন ত্রিহুত জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ এখন (১) আহিলবার (২) আহিস্ (৩) অকবরপুর (৪) আলাপুর (৫) বাবরা নং ১ (৬) বাবরা নং ২ (৭) বাব্‌রা তুর্কী (৮) বাদে-ভুসারি (৯) বাহাদুরপুর (১০) বালাগাছ (১১) বানুয়ান (১২) বরৈল (১৩) বসোত্রা (১৪) বেরাই (১৫) ভদবার (১৬) ভালা (১৭) ভরবারা (১৮) ভৌর (১৯) বিচৌর (২০) বোচুহা (২১) চক্‌মণি (২২) ধরৌর (২৩) ঢোঢ়ন বাঙ্গরা (২৪) দিলবারপুর (২৫) ফথরা-বাদ (২৬) ফরথ্পুর (২৭) গদেশ্বর (২৮) গড়চাঁদ (২৯) গরজোল (৩০) গৌর (৩১) গোপালপুর (৩২) হাজীপুর (৩৩) হামিদপুর (৩৪) হাটি (৩৫) হাবিলী দরভাঙ্গা (৩৬) হাবি (৩৭) হিরনি (৩৮) জবদী (৩৯) জাহাঙ্গীরাবাদ (৪০) জথলপুর (৪১) জাথর (৪২) জরাইল (৪৩) কাম্বরা (৪৪) কন্‌হৌলি (৪৫) কস্‌মা (৪৬) খন্দ (৪৭) খুরসন্দ (৪৮) লাড়ুয়ারী (৪৯) লোবান (৫০) মহিলা (৫১) মহিলা জিলা তুর্কী (৫২) মহিন্দ (৫৩) মকরব্‌পুর (৫৪) মড়বা

কলা (৫৫) মড়বা খুর্দ (৫৬) ননপুর (৫৭) নারাজা (৫৮) নূতন (নৌতন) (৫৯) নিজামউদ্দীনপুর বোগরা (৬০) ওঘরা (৬১) পচ্ছি (৬২) পচ্ছিম (পশ্চিম) ভিগো, (৬৩) পত্রি (৬৪) পরহারপুর জব্দী (৬৫) পরহারপুর মোয়াস (৬৬) পরহারপুর রাঘো (৬৭) পিণ্ডারুজ (৬৮) পিপ্তি (৬৯) পূরব (পূর্ব্ব) ভিগো (৭০) রামচান্দ (৭১) রতি (৭২) সহোরা (৭৩) সলিমাবাদ (৭৪) সলিমপুর মহবা (৭৫) সরাই হামিদপুর (৭৬) সরেসা (৭৭) শাহ্জহানপুর (৭৮) তাজপুর (৭৯) তপ্পা ভাতশালা (৮০) তরসোন (৮১) তরিয়ানী (৮২) তিলকচাঁদ (৮৩) তিরসত (৮৪) চাকলা নাই—এই ৮৪টী পরগণা।

সিপাহী বিদ্রোহ।—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন সংবাদ আসিল, দিল্লীবিদ্রোহে উন্মত্ত কতকগুলি বিদ্রোহী সিপাহী ত্রিহুতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখানকার ইংরাজেরা পূর্ব্ব হইতে আশঙ্কিত হৃদয়ে রক্ষার উপায় খুঁজিতেছিলেন। ধনীলোকেরা ভীত হইয়া স্ব স্ব পরিবারবর্গকে অন্যত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। জুনের তৃতীয় সপ্তাহে শুনা গেল, ওয়ারিস্ আলী নামে একজন পাহারাওয়ালা(দিল্লীর বাদশাহবংশে তাহার জন্ম) পাটনার মুসলমানগণের সহিত এ সম্বন্ধে পত্রাদি লেখালেখি করিতেছিল। একজন নব্য যুবক সিভিলিয়ান ও ৪ জন নীলকর সাহেব ইহাকে ধরিতে যান এবং পাটনা ও গয়ার মধ্যবর্ত্তী কোনস্থানের এক বিখ্যাত বদমাইসকে এ সম্বন্ধে যখন সে চিঠি লিখিতেছিল, সেই সময়ে সেই চিঠিশুদ্ধ ইহারা তাহাকে ধরেন। ওয়ারিস্ আলির ফাঁসি হয়। তৎপর দিন সৈন্যগণ প্রকৃত ক্ষেপিয়া উঠে। জরীফ খাঁ তাহাদের অধিনায়ক হইয়া মুঙ্গের ডাক মারে ও কালেক্টরের বাড়ী লুঠ করে, পরে রাজকীয় কোষাগার আক্রমণ করে, কিন্তু পুলিস ও নাজিবেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। বিদ্রোহীরা আলীগঞ্জ সেখানে পলায়ন করে। এতদ্ভিন্ন আর কোন গোল মাল হয় নাই। তবে আশঙ্কা নানাবিধ হইয়াছিল।

ত্রিহুত ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েক জেলার কিয়দংশই পৌরাণিক মিথিলরাজ্য। [ত্রিহুতের প্রাচীন ইতিহাস মিথিলাশব্দে দ্রষ্টব্য]

ত্রীশট, একজন প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থকার।

ত্রীষু (ত্রি) ত্রয় ইষবঃ পরিমাণমস্য কন্ তস্য লুক্। বাণত্রয়পরিমিত স্থান।

ত্রীষুক (ক্লী) ত্রয় ইষবো যত্র কপ্। বাণত্রয়যুক্ত ধনু। "ত্রীষুকং ধনুর্দক্ষিণা" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৫।৪।৪৭) 'ত্রিভির্ষুভিরুপেতং ধনুর্দক্ষিণা' (স° ব্যা°)

ত্রীষ্টক (পুং) ত্রিপ্রঃ ঋগাদিরূপা ইষ্টকা যস্য। অগ্নিভেদ "সএস ত্রীষ্টকোঽগ্নিঃ। ঋগেকা যজুরেকা সামৈকা তস্যাং কামিত্যাদি" (শত° ব্রা° ১০।৫।২।২১)

ত্রুটি (স্ত্রী) ত্রুট্যতে ত্রুট-ইন্ সচ কিৎ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৮) ১ সূক্ষ্মৈলা, ছোট এলাচ। ২ অল্প। ৩ সংশয়। ৪ কালভেদ, হ্রস্বাক্ষরের চতুর্ভাগগ্রহণাত্মক কাল, ক্ষণদ্বয়াত্মক কাল।

"অণূ দ্বৌ পরমাণুঃ স্যাৎ ত্রসরেণুস্ত্রয়ঃ স্মৃতঃ।
জালার্করশ্ম্যবগতঃ খমেবানুপতন্নগাৎ।
ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্ক্তে যঃ কালঃ সঃ ত্রুটিঃ স্মৃতা॥"
(ভাগ° ৩।১১।৫)

দুই পরমাণুতে এক অণু হয়, তিন অণুতে একটী ত্র্যসরেণু। গবাক্ষদ্বার দিয়া সূর্য্যকিরণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তন্মধ্যে এই ত্র্যসরেণুর প্রত্যক্ষ হয়, সূর্য্য-কিরণযোগে অতিশয় লঘুত্ব হেতু যাহা অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া আকাশগামী হয়, তাহাই ত্র্যসরেণু। ঐরূপ তিন ত্র্যসরেণুতে যে কাল ভোগ করে, তাহার নাম ত্রুটি। ত্রুটিরূপ কালকে শতভাগ করিলে এক বেধ, তিন বেধে এক লব, তিন লবে এক নিমেষ ও তিন নিমেষে একক্ষণ হয়।
(ভাগ° ৩।১১ অ°)

৫ কুমারানুচর মাতৃভেদ। ৬ অবয়বাদির হীনতা।

ত্রুটিত (ত্রি) ত্রুট-ক্ত। ১ ছিন্ন, কর্ত্তিত। ২ ভগ্ন। ৩ স্খলিত। ৪ আহত। ৫ আঘাতিত।

ত্রুটিবীজ (পুং) কচু। (শব্দমা°)

ত্রুটিস্বীকার (পুং) ত্রুটীনাং স্বীকারঃ। দোষস্বীকার, ন্যূনতাস্বীকার।

ত্রুটিশস্ (অব্য°) ত্রুটি বীপ্সার্থে শস্। ত্রুটি ত্রুটি, অত্যন্ত ত্রুটি।

ত্রুটী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রৈলা, ছোট এলাচ।

ত্র্যূষণাদিমণ্ডুর (ক্লী) পাণ্ডুরোগাধিকারে রসেন্দ্রসার-সংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—অষ্টগুণ গোমূত্রে মণ্ডুর পাক করিয়া শোধন করিবে। পরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ এই সকলের সমান উক্ত মণ্ডুর মিশ্রিত করিতে হইবে। দুই তোলা পরিমাণ ঘোলের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ এবং অনুপান বিশেষে হলীমক, পাণ্ডু, অর্শ, শোথ, উরুস্তম্ভ, কামলা ও কুম্ভকামলা আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারস° পাণ্ডুচি°)

ত্র্যূষণাদিলৌহ (ক্লী) শোথাধিকারে রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার সমভাগ লৌহ মিশ্রিত করিয়া ত্রিফলার ক্বাথের সহিত সেবন করিলে সহসা শোথ রোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারস° শোথচি°)

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ (ক্লী) স্থৌল্যরোগাধিকারে রসেন্দ্রসার-সংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ভাঙ্গ, চই, চিতা, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদ্-লবণ, সোমরাজী, সৈন্ধবলবণ ও সৌবর্চ্চ লবণ এই সকল সমভাগে একত্র করিবে এবং এই সকলের তুল্য লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিবে। মধু ও ঘৃত অনু-পানের সহিত সেবন করিলে মেদরোগনাশ, বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়। ইহা রসায়ন, মেহ এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ-নাশক। (রসেন্দ্রসারস° স্থৌল্যচি°)

ত্রেতা (স্ত্রী) ত্রীন্ ভেদান্ এতি প্রাপ্নোতি বা ত্রিত্বামিতা পৃষো° সাধুঃ। ১ অগ্নিত্রয়,—দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই সমুদিত অগ্নিত্রয়। বেদবিদ্ মুনিগণ অগ্নিকে তিনবার প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এইজন্য অগ্নি ত্রেতাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

"ত্রিধা প্রণীতোজ্বলনো মুনিভির্বেদপারগৈঃ।
অতস্ত্রেতাত্বমাপন্নো যদেকস্ত্রিবিধঃ কৃতঃ॥" (হরিবংশ ২০।৫)

মহারাজ ইলানন্দন একটী অরণী নির্ম্মাণ করিয়া শমীবৃক্ষ হইতে অগ্নিমন্থনপূর্ব্বক ত্রিধা বিভক্ত করেন এবং ঐ অগ্নিতে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে মহারাজ গন্ধর্ব্বগণের সালোক্য প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে একমাত্রই অগ্নি ছিল। গন্ধর্ব্বগণের বরপ্রসাদে মহারাজ তাহাকে ত্রিধা বিভক্ত করেন; এই অবধিই অগ্নি তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে। (হরিব° ২৬।৪৫—৪৬)

২ দ্যূতবিশেষ, বরাটকের (কড়িখেলার) মধ্যে তিনটী কড়ি চিৎ হইয়া পড়িলে ত্রেতা হয়।

যে পাশা দ্বারা দ্যূতক্রীড়া হয়, তাহার যে পাশার মধ্যে তিনটী চিহ্ন আছে, সেই পাশা উত্তান ভাবে অর্থাৎ চিৎ হইয়া পড়িলে ত্রেতা হয়। "ত্রেতয়া হৃতসর্ব্বস্বঃ" (মৃচ্ছকটিক) ৩ সত্য ও দ্বাপর যুগান্তরবর্ত্তী যুগভেদ, কার্ত্তিক মাসের শুক্লানবমী তিথিতে ত্রেতা যুগের উৎপত্তি হয়, এইজন্য কার্ত্তিক মাসের শুক্লানবমী অতিশয় পুণ্যা তিথি; এই ত্রেতাযুগে ভগবান্, বামন, পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই যুগে পুণ্য ত্রিপাদ, পাপ একপাদ। এই সময় পুষ্করই প্রধান তীর্থ। ব্রাহ্মণ সকল সাত্ত্বিক, প্রাণ অস্থিগত, মানবের পরিমাণ চতুর্দ্দশ হস্ত, পরমায়ু দশ হাজার বৎসর, ব্যবহার্য্য রৌপ্য পাত্র, এই যুগের পরিমাণ ১২৯৬০০০। এই সময়ে সূর্য্যবংশীয় বাহুক, সগর, অংশুমান্, অসমঞ্জা, দিলীপ, ভগী-রথ, অজ, দশরথ, শ্রীরামচন্দ্র ও কুশী লব ইহারা রাজচক্র-বর্ত্তী। এই কালে লোক সকল দানধর্ম্মপরায়ণ, ব্রাহ্মণ সকল সাগ্নিক ও রাজগণ যজ্ঞপরায়ণ হইবে। এই সময় তারক ব্রহ্ম নাম—

"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদনঃ।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥" (পঞ্জিকা)

ত্রেতাযুগে দিব্যমান ৩০০০ বৎসর, সন্ধ্যামান ৩০০, সন্ধ্যাংশ ৩০০, মোট ৩৬০০; মানুষদিগের পরিমাণ দ্বারা গুণ করিলে ১২৯৬০০০ বর্ষ হয়, সুতরাং ত্রেতাযুগের বর্ষ ১২৯৬০০০।

"চত্বার্য্যব্দঃ সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতং যুগং।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ॥" (মনু)

ত্রেতাযুগে রাজা সকল প্রজাদিগকে অপত্য নির্বিশেষে পালন করেন, এইজন্য অন্তিমে তাহারা স্বর্গগামী হন। ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলেই ধর্ম্মের এক পদ হীন হয়, লোক সকল অল্প ক্লেশান্বিত, অনেক লোক দয়ালু এবং কেহ আশ্রম ধর্ম্ম অতিক্রম করে না, যাগযজ্ঞপরায়ণ, বিষ্ণুধ্যান-রত, ক্ষত্রিয় সকল ভূম্যধিকারী, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের সেবা-তৎপর, ব্রাহ্মণগণ উদারচিত্ত, বেদবেদান্তপারগ, প্রতি-গ্রহনিরত, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয় ও বিষ্ণুসেবী। সকল স্ত্রী পতিব্রতা ও পুত্রগণ পিতৃভক্তিপরায়ণ ও বসুন্ধরাশস্যশালিনী। (পাদ্মে ক্রিয়াযোগসার।) মনুর মতে, এই যুগে আয়ুর পরিমাণ কাল তিন শতবর্ষ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে,—সত্যযুগ অতীত হইলে ত্রেতাযুগে মর্ত্ত্যলোক বেদোদিত সকল কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে সাধন করিতে সমর্থ হইবে না। এই সময় বৈদিক কর্ম্ম বহু ক্লেশকর হইবে, বেদার্থযুক্ত শাস্ত্র সকল স্মৃতিরূপে অবস্থিত থাকিবে, সেই সময় ঘোর সংসার সাগরে শিবই একমাত্র ভর্ত্তা, পাতা, উদ্ধর্ত্তা ও একমাত্র প্রভু।

"ত্বাং বিনা কোঽপি জীবানাং ঘোরসংসারসাগরে।
ভর্ত্তা পাতা সমুদ্ধর্ত্তা পিতৃবৎ প্রিয়কৃৎ প্রভু॥"
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

ত্রেতায় (পুং) ত্রেতাণাং একোঽয়ঃ। দ্যূতভেদ, পাশা খেলার মধ্যে একখানি পাশা বা কড়ি খেলার মধ্যে একটী কড়ি।

ত্রেতাযুগ (ক্লী) ত্রেতৈব যুগং। দ্বিতীয় যুগ। [ত্রেতা দেখ।]

ত্রেতাযুগাদ্যা (স্ত্রী) ত্রেতাযুগস্য আদ্যা তিথিঃ। কার্ত্তিক মাসের শুক্লানবমী, এই দিনে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয়।

ত্রেতিনী (স্ত্রী) ত্রেতা অস্ত্যত্র ইনি ঙীপ্। ত্রেতাগ্নিসাধ্য

ক্রিয়া, দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই অগ্নিত্রয়সাধ্য ক্রিয়া। "উর্দ্ধা যত্তে.ত্রেতিনী ভূত্বং" (ঋক্ ১০।১০৫।৯)

ত্রেধা (অব্য) ত্রিপ্রকারং ত্রি-এধাচ্ সংজ্ঞায়াং বিধার্থে ধা। (পা ৫।৩।৪২) ইতি-ধা। (এধাচ্চ। পা ৫।৩।৪৬) ত্রিপ্রকার, তিনবার। "ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং" (ঋক্ ১।২২।১৭)

"একস্ত্রেধা বিহিতো জাতবেদাঃ" (অথর্ব্ব ১৮।৪।১১)

ত্রৈংশ (ক্লী) ত্রিংশদধ্যায়াঃ পরিমাণমস্য ব্রাহ্মণস্য ড। ত্রিংশদধ্যায়পরিমিত ব্রাহ্মণভেদ।

ত্রৈককুদ (ক্লী) ত্রিককুদ্ নাম পর্ব্বতঃ তত্র ভব অণ্। সৌবীরাঞ্জন। "ত্রৈককুদাঞ্জনেনাভাবেহস্তদ্।" (কাত্যা° শ্রৌ° ৭।২।৩৪)

'ত্রিককুদপর্ব্বতঃ তত্র ভবং অঞ্জনং ত্রৈককুদং সৌবীরমিতি যৎ প্রসিদ্ধং' (কর্ক) ইহার নাম সুর্ম্মি।

[অঞ্জন দেখ।]

ত্রৈককুভ (ক্লী) ত্রিককুভ্ অণ্। ১ উদানবায়ুসম্বন্ধীয়। ২ নবরাত্রিসাধ্য যজ্ঞভেদ। [ত্রিককুভ দেখ।]

ত্রৈকণ্টক (ত্রি) ত্রিকণ্টকঃ লঘুগর্গমৎস্য ততঃ পরিমাণে রজতাদিত্বাৎ অঙ্। লঘুগর্গমৎস্যের পরিমাণ।

ত্রৈকালজ্ঞ (ত্রি) ত্রিকালজ্ঞ-অণ্। ত্রিকালজ্ঞ সম্বন্ধীয়, যাহারা ত্রিকাল বিষয় অবগত আছেন, তৎসম্বন্ধীয়।

ত্রৈকালিক (ত্রি) ত্রিকালে ভবঃ ঠঞ্। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালবর্ত্তী। "ত্রৈকালিকমিদং জ্ঞানং প্রাদুর্ভূতং তথেপ্সিতং।" (ভারত শা° ৩৪২ অ°)

ত্রৈকাল্য (ক্লী) ত্রিকাল স্বার্থে ষ্যঞ্। ভূতাদি তিনকাল, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল।

ত্রৈকূটক, চেদিরাজ্যে কলচুরি বংশের সমসাময়িক কালে ত্রৈকূটক বংশ বা ত্রিকূটক বংশ রাজত্ব করিতেন। এ পর্য্যন্ত এই বংশীয় ধরসেন নামে একজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার ২০৭ সম্বতে প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ঐ অঙ্ক চেদিসম্বৎজ্ঞাপক। তাহা হইলে ৪৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ধরসেন বর্ত্তমান ছিলেন। (২৪৯ খৃষ্টাব্দে চেদিসম্বৎ প্রতিষ্ঠিত হয়।) ত্রিকূটকরাজাদিগের স্থাপিত একটী অব্দ প্রচলিত ছিল। ত্রিকূটকদিগের ২৪৫ অব্দে প্রদত্ত আরও একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে "ত্রিকূটকানাং প্রবর্দ্ধমানরাজ্য সম্বতে" এইরূপ উল্লেখ আছে, কিন্তু এই বংশীয় কোন রাজার নাম নাই। রাজা ধরসেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ত্রিকূটকবংশীয় রাজগণ এক সময়ে [illegible] প্রবল ছিলেন।

ত্রৈগর্ত্ত (পুং) ত্রিগর্ত্তো দেশবিশেষঃ সোঽভিজনোঽস্য তস্য বা অণ্। ১ পিত্রাদিক্রমে এই দেশবাসী, যাহারা পুরুষানুক্রমে ত্রিগর্ত্তদেশে বাস করে। ২ ত্রিগর্ত্তদেশের রাজা।

ত্রৈগর্ত্তক (ত্রি) ত্রিগর্ত্তস্য দেশভেদস্য অদূরদেশাদি ত্রিগর্ত্ত-বুঞ্। ত্রিগর্ত্ত দেশের অদূরদেশাদি।

ত্রৈগুণিক (ত্রি) ত্রিগুণার্থং দ্রব্য একগুণং প্রযচ্ছতি ত্রিগুণ-ঠক্। ত্রিগুণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এক গুণ দ্রব্য প্রয়োক্তা বার্দ্ধুষিকভেদ।

ত্রৈগুণ্য (ক্লী) ত্রিগুণানাং ভাবঃ কর্ম্ম বা স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ সত্ত্বাদি গুণত্রয়, সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের ধর্ম্ম।

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" (গীতা)

"অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিস্ত্রৈগুণ্যাত্তদ্বিপর্য্যয়ে ঽভাবাৎ।" (সাংখ্যকা°)

ত্রিগুণসাধ্য সংসার, এই সমস্ত সংসারই অর্থাৎ জগতই ত্রিগুণময়। [ত্রিগুণ দেখ।]

"ত্রৈগুণ্যললিতৈশ্চারু মরুদ্ভি রূপবীজিতে।"

(শিবরাত্রিব্রতকথা)

ত্রৈগুণ্য শব্দ এইস্থলে শৈত্য সৌগন্ধ্য ও মান্দ্য এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ত্রৈত (পুং) ত্রীন্ বৎসান্ তনোতি যুগপৎ তন বাহু° ড ত্রিতঃ গর্ভভেদঃ তত্র ভবঃ অণ্। যুগপজ্জন্মাধারক গর্ভজাত পশু। "রূপেণৈবাবরুন্ধে সোমাপৌষ্ণং ত্রৈতমালভেত পশুকামো দ্বৌ বা" (তৈত্তি° সং°) 'ত্রয়াণাং বৎসানাং যুগপজ্জাতানাং তঃ সমুদায়স্ত্রিতঃ তত্র ভবস্ত্রৈতঃ তেষামন্যতমঃ।' (ভাষ্য)

ত্রৈতন (পুং) অত্যন্ত নির্ঘৃণ দাসভেদ। "শিরো যদস্য ত্রৈতনো বিবক্ষাৎ স্বয়ং দাসঃ" (ঋক্ ১।১৫৮।৫)

'ত্রৈতন এতন্নামকো দাসোঽত্যন্তনির্ঘৃণঃ।' (সায়ণ)

ত্রৈদশিক (ক্লী) ত্রিদশা দেবতা অস্য ঠঞ্। দৈব অঙ্গুল্যগ্র রূপ তীর্থভেদ, অঙ্গুলের অগ্রভাগ ত্রৈদশিক তীর্থ।

"ব্রাহ্মেণ বিপ্রস্তীর্থেন নিত্যকালমুপস্পৃশেৎ।

কায়ত্রৈদশিকাভ্যাং বা ন বিপ্রেণ কদাচন॥" (মনু ২।৫৮)

ত্রৈধ (অব্য) ত্রিপ্রকারঃ ইতি ত্রিধা ততঃ ধমুঞ্ (দ্বিত্র্যোশ্চ ধমুঞ্। পা ৫।৩।৪৫) ত্রিপ্রকার।

"ব্রতাশক্তৌ বা ত্রৈধং তণ্ডুলান্ বিভজ্য।"

(কাত্যা° শ্রৌ° ২৫।৪।৪০)

ত্রৈধর্ম্ম্য (ক্লী) ত্রয়াণাং বেদানাং ধর্ম্মান্ অর্হতি ষ্যঞ্। ঋগাদিবেদ সম্বন্ধীয় হৌত্র, আধ্বর্য্য ও ঔদ্‌গাত্রাই জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে কাম্যকর্ম্ম।

ত্রৈধাতবী (স্ত্রী) উদবসানীয়াখ্য যজ্ঞভেদ। "ত্রৈধাতব্যুদবসানীয়া সাবেব বন্ধুঃ।" (শত° ব্রা° ১২।৬।২।৭)

ত্রৈধাতবীয় (ক্লী) ত্রিধাতবী গর্হা° ছ। যজ্ঞভেদাঙ্গ কর্ম্মভেদ। "সর্ব্বো বা এষ যজ্ঞো যত্রৈধাতবীয়ং।" (তৈত্তি° স° ২।৪।১১।২)

ত্রৈধাতুক (ত্রি) ত্রিভিঃ ধাতুভিঃ স্বর্ণরৌপ্যতাম্রৈর্নির্বৃত্তঃ ঠঞ্। স্বর্ণাদি ধাতুত্রয় নিষ্পাদ্য।

ত্রৈনিষ্কিক (ত্রি) ত্রিভিঃ নিষ্কৈঃ ক্রীতং ঠক্। ত্রিনিষ্কদ্বারা ক্রীত, যাহা তিন নিষ্ক দিয়া ক্রয় করা হয়।

ত্রৈপারায়ণিক (ত্রি) ত্রিঃ পারায়ণং আবর্ত্তয়তি ঠঞ্। ত্রিবার বেদপারায়ণকারক, যিনি তিনবার বেদের পারায়ণ করিয়াছেন।

ত্রৈপুর (পুং) ত্রিপুর-স্বার্থে অণ্। ত্রিপুরদেশ। ত্রিপুরোঽভিজনোঽস্য তস্য রাজা বা অণ্। ২ পিতৃপিতামহক্রমে ত্রিপুরবাসী। ৩ ত্রিপুরের রাজা। ত্রিপুরং পুরত্রয়ং অস্ত্যস্য অণ্। ৪ ত্রিপুরস্বামী অসুরভেদ, ত্রিপুরাসুর।

ত্রৈফল (ক্লী) ত্রিফলানাং তদাখ্যদ্রব্যাণামিদং অণ্। চক্রদত্তোক্ত ঘৃতভেদ, প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ ত্রিফলা প্রত্যেক ২ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের, দুগ্ধ ৪ সের, কল্কার্থ ত্রিফলা, ত্রিকটু, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কট্‌কী, পুণ্ডরীককাষ্ঠ, ছোট এলাচ, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রত্যেকে ২ তোলা, এই সকল দ্রব্যসংযোগে যথা নিয়মে ঘৃত প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাতে তিমির, কামলা, বিসর্প, প্রদর প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়। (চক্রদত্ত)

ত্রৈবলি (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত স° ৪ অঃ)

ত্রৈমাতুর (পুং) তিসৃণাং মাতৃণামপত্যং অণ্ মাতুরুৎ। লক্ষ্মণ, কৌশল্যা কেকয়ী ও সুমিত্রা এই তিনজনের স্নেহভাজন হেতু এবং কৌশল্যা ও কেকয়ীর চরুর অংশ ভোজন দ্বারা সুমিত্রা হইতে উৎপন্ন বলিয়া লক্ষ্মণের নাম ত্রৈমাতুর। [লক্ষ্মণ দেখ।]

ত্রৈমাসিক (ত্রি) ত্রিমাসং তৃতীয়মাসং ভূতঃ স্বসত্তয়া প্রাপ্তঃ ঠঞ্, ত্রিশব্দস্য পূরণার্থত্বেন সংখ্যাবাচকত্বাভাবাৎ ন দ্বিগুত্বং 'দ্বিগোলুগনপত্যে' ইতি নলুক্। ১ স্বসত্তা দ্বারা জন্ম হইতে তৃতীয়মাসব্যাপক, তিনমাস বয়স্ক। ২ ত্রিমাস ভব।

ত্রৈমাস্য (ক্লী) ত্রিমাস স্বার্থে ষ্যঞ্। ত্রিমাস, তিনমাস। "অর্দ্ধমাসমাসত্রৈমাস্যষাণ্মাস্তে চৈকে।" (কাত্যা° শ্রৌ°২০:৩।৬)

ত্রৈয়ম্বক (ত্রি) ত্রিয়ম্বকো দেবতা অস্য। ত্র্যম্বক দেবতার উদ্দেশে পশুভেদ। "পৃষন্তস্ত্রৈয়ম্বকা" (শুক্লযজু° ২৪।১৮)

'বিংশে কৃপে ত্রিয়ম্বকদেবতাকাঃ পৃষন্ত।' (মহীধর) ২ হোমভেদ। ৩ রুদ্রদেবতাক ধনুর্বিদ্যাভেদ। ৪ রুদ্রদেবতাক বলি প্রভৃতি, মহাদেবের উদ্দেশে গৃহীত উপহার প্রভৃতি।

ত্রৈয়ম্বকা (স্ত্রী) গায়ত্রী। "ত্রৈয়ম্বকা ত্রিবর্গা চ ত্রিকালজ্ঞানদায়িনী।" (দেবীভাগ° ১২।৬।৭৩)

ত্রৈযাহাবক (ত্রি) ত্র্যাহাবে দেশভেদে ভবঃ ধূমাদি° বুঞ্, অত্র বৃদ্ধিনিষেধাৎ ঐচ্। ত্র্যাহাবদেশভব।

ত্রৈরাশিক (ত্রি) ত্রীন্ রাশীন্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং ঠঞ্। গণিতভেদ, এই গণিত তিনটী রাশি অধিকার করিয়া অনুপাতরূপে সম্পন্ন হয়।

তিনটী নির্দ্দিষ্টরাশি অবলম্বন করিয়া সেই তিনটীর একটীর সহিত সম্বন্ধ অপর একটী চতুর্থরাশি নির্ণয় করা এই নিয়মের উদ্দেশ্য। তিনটী রাশি লইয়া কার্য্য করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম ত্রৈরাশিক (Rule of three)। তিনটী নির্দ্দিষ্ট রাশির মধ্যে একটী আর একটীর যতগুণ বা যতভাগ হইবে, নির্ণেয় চতুর্থটী অবশিষ্ট রাশির ততগুণ বা ততভাগ হইবে। সুতরাং ত্রৈরাশিকের প্রক্রিয়া গুণন ও ভাগহারমূলক। যথা—এক মণ চিনির মূল্য ৭৷৶০ আনা হইলে ৫ মণ চিনির মূল্য কত হইবে ?

এই প্রশ্নে ৫ মণ এক মণের যত গুণ, ৫ মণের মূল্য এক মণের মূল্যের অর্থাৎ ৭৷৶০ আনার ততগুণ হইবে। সুতরাং ৭৷৶০ আনাকে ৫ গুণ করিলে ৫ মণের মূল্য ৩৮৶০ পাওয়া যাইবে। অতএব তাহাই করা হইল এবং ৫ মণের মূল্য ৩৮৶০ হইল। এই প্রশ্নের অঙ্কগুলি অন্তরূপে স্থাপন করিয়া ফল স্থির করা যাইতে পারে, যথা—

মণ মণ টাকা।

১ : ৫ : : ৭৷৶০ : অ, অর্থাৎ নির্ণেয় রাশি। এই অঙ্কপাত এইরূপে পাঠ করিতে হয়।

১ যথা ৫এর সম্বন্ধে, টাকা—৭৷৶০ তথা অ এর সম্বন্ধে। অ নির্ণয় করিতে হইলে ৭৷৶০ আনাকে ৫ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ১ দিয়া ভাগ করিতে হয়, কিন্তু ১ দিয়া ভাগকরা আর না করা সমান, অতএব ৫ দিয়া গুণ করিয়া যে গুণফল পাওয়া যায়, তাহাই অএর সমান। এস্থলে ৫ মণ দিয়া গুণকরা হইল, এরূপ বিবেচনা না করিয়া অনবচ্ছিন্ন রাশি ৫ দিয়াই গুণকরা হইল, জ্ঞান করিতে হইবে, অন্যথা গুণক্রিয়া সম্ভবে না।

দৃষ্টান্ত—যদি ৮ ভরি স্বর্ণের মূল্য ৪২৲ টাকা হয়, তাহা হইলে ৩ ভরি স্বর্ণের মূল্য কত হইবে ?

এস্থলে অগ্রে ১ ভরির মূল্য স্থির করিয়া তাহাকে তিন দিয়া গুণ করিলে তিন ভরির মূল্য পাওয়া যাইবে।

এক ভরির মূল্য স্থির করিতে হইলে ৮ ভরির ৪২৲

টাকাকে ৮ দিয়া ভাগ করিতে হয়। ৪২৲ টাকাকে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ৫।০ টাকা হয়। তাহাকে ৩ দিয়া গুণ করিলে ১৫৷৷০ আনা হয় এবং ইহাই প্রশ্নের উত্তর। এখন এই প্রশ্নের অঙ্কগুলি পূর্ব্বমত স্থাপন করিলে এইরূপ হয়। যথা-

ভরি		ভরি		টাকা
৮	:	৩	: :	৪২ : অ

কিন্তু ৪২কে অগ্রে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলকে পরে ৩ দিয়া গুণ না করিয়া যদি ৪২কে ৩ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৮ দিয়া ভাগ করা যায়, তাহা হইলে ফলের ন্যূনাতিরেক হয় না। অতএব ৪২কে ৩ দিয়া গুণ করিয়া গুণফল ১২৬কে ৮ দিয়া ভাগ করা গেল, ইহাতে ভাগফল টাকা ১৫৷৷০ হইল। এইরূপ প্রশ্নের প্রক্রিয়াসকল বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক বিচার করিলেই পরবর্ত্তী নিয়ম স্থির হইতে পারিবে।

ত্রৈরাশিকের অঙ্কপাতের নিয়ম তিনটী নির্দ্দিষ্ট রাশির মধ্যে যে রাশিটী নির্ণেয় চতুর্থ রাশির জাতীয় তাহাকে তৃতীয় স্থানে স্থাপন কর, পরে প্রশ্নের ভাব বিবেচনা করিয়া দেখ যে চতুর্থ রাশিটী তৃতীয় রাশি অপেক্ষা গুরু কি লঘু হইবে, গুরু হইলে নির্দ্দিষ্ট রাশিগুলির অবশিষ্ট দুইটীর যেটী গুরু, তাহাকে, অথবা লঘু হইলে যেটী লঘু সেইটীকে দ্বিতীয় স্থানে এবং অপরটীকে প্রথম স্থানে স্থাপন কর।

প্রক্রিয়াঘটিত নিয়ম—

প্রথম ও দ্বিতীয় রাশি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ হইলে তাহাদিগকে আবশ্যক মত সর্ব্বনিম্ন বা এক শ্রেণীস্থ কর, এবং কার্য্যকালে তাহাদিগকে অনবচ্ছিন্ন জ্ঞান কর। তৃতীয় রাশি মিশ্ররাশি হইলে তাহাকে আবশ্যক মত সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীতে আনয়ন কর। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের গুণফলকে প্রথম রাশি দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে, তাহাই উত্তর হইবে। তৃতীয় রাশি যে শ্রেণীতে আনীত হইয়াছে, উত্তরটী সেই শ্রেণীস্থ হইবে।

পরে আবশ্যক হইলে তাহাকে তদুচ্চ বা তদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে আনয়ন করিলে প্রকৃত উত্তর স্থির হইবে। অপর অঙ্ক সকল স্থাপন করিলে বা তাহাদিগকে অন্য শ্রেণীতে আনিলে যদি প্রথম ও দ্বিতীয়ের বা প্রথম ও তৃতীয়ের কোন সাধারণ গুণনীয়ক থাকে, তবে তাহা দিয়া তাহাদিগকে ভাগ কর এবং ভাগফল লইয়া পূর্ব্বলিখিত কার্য্য কর, ইহাতে কোন ক্ষতি হইবে না, এবং প্রক্রিয়ারও সুবিধা হইবে। কেননা ভাজ্য ও ভাজক উভয় রাশিকে কোন এক রাশি দিয়া ভাগ করিলে ভাগফলের ন্যূনাতিরেক হয় না। দৃষ্টান্ত—যদি ৫॥৪ সের তৈলের মূল্য ৪২৷৷০ আনা হয়, তবে ৪/৮ সেরের মূল্য কত?

এই প্রশ্নে মূল্য টাকা নির্ণেয় হইয়াছে, অতএব তজ্জাতীয় টাকা ৪২৷৷০ আনাকে তৃতীয় স্থানে স্থাপন করা গেল এবং প্রশ্নের গতিকে বুঝা গেল যে নির্ণেয় রাশি ঐ তৃতীয় রাশি অপেক্ষা লঘু হইবে, এই জন্য অবশিষ্ট দুইটী রাশির লঘুটীকে দ্বিতীয় স্থানে রাখিয়া অপরটীকে প্রথম স্থানে রাখা গেল।

মণ		মণ		টাকা।
৫॥৪	: :	৪/৮	: :	৫২৷৷০ : অ

পরে প্রথম ও দ্বিতীয় রাশিকে সেরে আনয়ন করিয়া এবং তৃতীয় মিশ্ররাশিকে আনায় আনয়ন করিয়া পুনরায় এই রূপ স্থাপন করা গেল।

সের		সের		আনা।
২২৪	: :	১৬৮	: :	৬৮৪ : অ

এখন প্রক্রিয়ার নিয়মানুসারে-

$\frac{৬৮৪ \times ১৬৮}{২২৪} = \frac{৬৮৪ \times ৩}{৪} = ১৭১ \times ৩ = ৫১৩$ আনা অর্থাৎ টাকা ৩২/০ উত্তর হইল।

এই স্থলে ১৬৮ ও ২২৪কে সাধারণ গুণনীয়ক ৫৬ দিয়া ভাগ করা গেল। পরে ৬৮৪ ও ৪কে ৪ দিয়া ভাগ করা গেল।

এই রূপ সকল স্থলে বুঝিতে হইবে।

ত্রৈরূপ্য (ক্লী) ত্রিরূপস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ত্রিধারূপ।

ত্রৈলিঙ্গ (ক্লী) ত্রীণি সত্ত্বরজস্তমাংসি পুংস্ত্রীক্লীবরূপাণি বা লিঙ্গানি যস্য তস্যেদং বা অণ্। ত্রিলিঙ্গ প্রধান কার্য্য।

[ত্রিলিঙ্গ দেখ।]

ত্রৈলোক (পুং) ত্রিলোক স্বার্থে অণ্। ত্রৈলোক্য, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল।

ত্রৈলোক্য (ক্লী) ত্রিলোকীএব স্বার্থে ষ্যঞ্। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল। "ত্রৈলোক্যে যানি রত্নানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে।" (চণ্ডী)

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরস (পুং) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত জ্বরনাশক ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—স্বর্ণ, রৌপ্য ও অভ্র, প্রত্যেকে দুই ভাগ। লৌহ ও প্রবাল প্রত্যেক ৫ ভাগ। মুক্তা তিন ভাগ, রসসিন্দূর ৭ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী প্রস্তুত করিবে ও ছায়াতে শুষ্ক করিতে দিবে। এই ঔষধ ছাগ দুগ্ধের অনুপানের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, গুল্ম, প্রমেহ, জীর্ণ জ্বর ও উন্মাদ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়, এই ঔষধ বায়ুর শান্তিকারক। (রসেন্দ্রসারস° জ্বরচি°)

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরস (পুং) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—হীরা, স্বর্ণ, মুক্তা, তীক্ষ্ণলৌহ, প্রত্যেকে এক এক ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, রসসিন্দূর ৪ ভাগ, প্রস্তরখলে লৌহদণ্ডে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া এক রতিপ্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। পার্ব্বতী ও সূর্য্যদেবের পূজা দিয়া এই রস সেবনে উঁহাদের অনুগ্রহে অশেষ প্রকার রোগ ও জ্বরনাশ হইয়া সুখলাভ হয়। এই ঔষধ আদার রস অনুপানে সেবন করিলে শ্লেষ্মানাশ, শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে মাক্ষিক, পিত্তাধিক্যে ঘৃত ও চিনি, বাতশ্লেষ্মায় পিপুল চূর্ণ ও মধু এবং প্রমেহে দুগ্ধ অনুপানে সেবন করিবে। এই ঔষধ কাস ও কফবাতনাশক, বল ও অগ্নিবর্দ্ধক, আয়ু ও পুষ্টিকর, বৃষ্য ও সর্ব্বরোগনাশক। (রসেন্দ্রসারস° বাতব্যাধিচি°)

ত্রৈলোক্যডম্বররস (পুং) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, তাম্র, গন্ধক, পিপুল, জয়পাল, কটকী, হরীতকী, তেউড়ী, মাকড়া গাব প্রত্যেকে এক তোলা, সিজের আটায় মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান মধু। এই ঔষধে আশু নবজ্বর প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° জ্বরচি°)

ত্রৈলোক্যমল্ল, ১ চৌলুক্যরাজ প্রথম ভীমদেবের পরবর্ত্তী রাজা, প্রথম কর্ণদেবের নামান্তর। [চৌলুক্য দেখ।]

২ কালঞ্জররাজ ত্রৈলোক্যবর্ম্মদেব কোন কোন তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যমল্লদেব নামে উক্ত হইয়াছেন।

৩ গোয়ালিয়রের কচ্ছপারিবংশ (কচ্ছপাঘাত বংশ) জাত মালবজেতা রাজা কীর্ত্তিরাজের পুত্র মূলদেবের নামান্তর। রাজা মূলদেবের ভুবনপাল নামে আরও একটী নাম ছিল। ইহার পত্নীর নাম দেবব্রতা, তাঁহার গর্ভে ইহার ঔরসে রাজা দেবপালের জন্ম হয়।

গোয়ালিয়রের সাস্‌-বাহু মন্দিরে ১১৫০ বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ মহীপালের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে কচ্ছপঘাত বা কচ্ছপারিবংশে লক্ষ্মণ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বজ্রদামা গাধিনগর বা কান্যকুব্জরাজকে পরাজিত করিয়া গোপাদ্রিদুর্গ (গোয়ালিয়র দুর্গ) অধিকার করেন। বজ্রদামার পুত্র মঙ্গলরাজ, তৎপুত্র কীর্ত্তিরাজ মালব জয় করেন এবং সিংহপানীয় গ্রামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারই পুত্র মূলদেব। ইনি চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত ছিলেন। মূলদেবই ত্রৈলোক্যমল্ল নামে কথিত হইতেন। ইহার পুত্র দেবপালের পর তৎপুত্র পদ্মপাল রাজা হন। পদ্মপাল মহাবীর ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন এবং দক্ষিণভারতেও যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি যৌবনে কালগ্রাসে পতিত হন। ইহার পর ইহার জ্ঞাতি ভ্রাতা সূর্য্যপালপুত্র মহীপাল রাজা হন। কচ্ছপারিবংশ কচ্ছবহ বংশ নামে ইতিহাসে খ্যাত। [গোয়ালিয়র দেখ।]

৪ নেপালের তৃতীয় ঠাকুরী বংশীয় জনৈক রাজা। ১৪১২ খৃষ্টাব্দে এই বংশীয় রাজা যক্ষমল্লের মৃত্যু হয়। যক্ষমল্লের তিন পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠ জয়রায়মল্ল ভাটগ্রামে এক স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন, ইহার রাজত্বকাল ১৫ বৎসর। তৎপরে ইহার পুত্র সুবর্ণমল্ল, তৎপরে তৎপুত্র প্রাণমল্ল, তৎপরে তৎপুত্র বিশ্বমল্ল প্রত্যেকে ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপরে তৎপুত্র ত্রৈলোক্যমল্ল ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়া সম্ভবতঃ ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। [নেপাল দেখ।]

৫ পাশ্চাত্য চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বরের নামান্তর। [চালুক্য দেখ।]

ত্রৈলোক্যমোহন (ত্রি) ত্রৈলোক্যং মোহয়তি, মুহ ণিচ্ ল্যু। তন্ত্রোক্ত তারাকবচভেদ। এই কবচ সর্ব্বাপদ্‌বিনাশক, সর্ব্ববিদ্যাময় ও সর্ব্বমন্ত্রময়, এই কবচ ধারণ করিলে বা নিত্য পাঠ করিলে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বসিদ্ধিযুক্ত হয়, তাহার গৃহে লক্ষ্মী সর্ব্বদা স্থির থাকে, মুখে সরস্বতী সর্ব্বদা বাস করেন, এই কবচের প্রভাবে কোন প্রকার বিপদে পতিত হইতে হয় না। এই কবচ না জানিয়া যাহারা তারাদেবীকে ভজনা করেন, তাহারা অল্পায়ু, নির্ধন ও মূর্খ হয়। এইজন্য তারাদেবীর উপাসক মাত্রকেই প্রথমে এই কবচ জানিয়া পরে তারাদেবীর পূজাদি করিতে হয়। (তন্ত্রসার) *

ত্রৈলোক্যরাজ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ৭।৯৩)

---

*"সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং মন্ত্রবিগ্রহং।
ত্রৈলোক্যমোহনং নাম সর্ব্বাপদ্বিনিবারকং॥
ভৈরব উবাচ
ত্রৈলোক্যমোহনং নাম কবচং শ্রূয়তাং পরং।
সর্ব্ববিদ্যাময়ং দেবি সর্ব্বমন্ত্রময়ং ধ্রুবং॥
সর্ব্বাক্ষরীকরং দেবি সর্ব্ববিদ্যাপ্রদায়কং।
বেদব্যাসোঽপি যদ্ধৃত্বা সর্ব্বজ্ঞঃ পঠনাদ্‌যতঃ॥
যদ্ধৃত্বা পঠনাদীশস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী বিভুঃ।
ধনাধিপঃ কুবেরোঽপি দেবাধিপঃ শচীপতিঃ॥
পঠনাদ্ধারণাদস্যাং যতঃ সর্ব্বে দিগীশ্বরাঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিযুতাঃ সন্তঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ।
যস্য প্রসাদাদীশোঽহং ভৈরবাণাং সুরেশ্বরি।
ক্রোধাধিপো মহাভীমো দেবেষু প্রথিতঃ প্রভুঃ॥
ইদং কবচং অজ্ঞাত্বা তারাং যো ভজতে নরঃ।
অল্পায়ুর্নির্ধনোমূর্খো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥"
(তন্ত্রসারে তারাকল্পে ত্রৈলোক্যমোহনং নাম কবচং)

ত্রৈলোক্যবর্ম্মদেব, জনৈক কালঞ্জররাজ। ইহার পিতা পরমর্দ্দিদেবের পর ১২০৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন। ইহারই সময়ে মুসলমানেরা কালঞ্জর আক্রমণ করে। অজয়গড়ে ইহার রাজধানী ছিল। ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ আলতামাস একবার কালঞ্জর লুঠ করিতে আসেন। ইহার পিতার সময় মহোবা প্রদেশ কালঞ্জররাজ্যের অধিকারভ্রষ্ট হইয়া পৃথ্বীরাজের হস্তগত হয়। ইনি চেদীরাজ কলচুরিবংশের হস্ত হইতে রেবাপ্রদেশ জয় করিয়া লয়েন। ইহার সময়ে রেবাপ্রদেশের পূর্ব্বাংশে উত্তরে জৌনপুর ও মীর্জ্জাপুর জেলা পর্য্যন্ত ইহাদের অধিকারে ছিল; সম্ভবতঃ বাঘেলরাজগণ প্রবল হইলে সে অঞ্চলে ইহাদের অধিকার নষ্ট হয়। ইনি চন্দেল্ল বা চন্দ্রাত্রেয়বংশজাত।

[চন্দ্রাত্রেয়বংশ দেখ।]

ত্রৈলোক্যবিজয়া (স্ত্রী) ত্রৈলোক্যস্য বিজয়ো যস্যাঃ। ভাঙ্গ, ভাঙ্।

ত্রৈলোক্যসুন্দররস (পুং) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ চারিভাগ, অভ্র ৬ ভাগ, লৌহ আটভাগ, গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মোচরস, তালমূলী, গুড়ূচী প্রত্যেকে ৫ ভাগ একত্র করিয়া চিতা ও সজিনার কাথে দশদিনে ২০ বার ভাবনা দিয়া পরে অর্দ্ধতোলাপরিমিত বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান চিনি ও মধু। ইহা সেবনে উপদ্রব সহ শোথ, পাণ্ডু, ক্ষয় ও জ্বরাতিসার প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° পাণ্ডুচি°)

জ্বরনাশক ঔষধভেদ। পারা ও গন্ধকে কজ্জলী করিয়া ২ তোলা, কুরচী, তালমূলী, ধুস্তূর, কেশুতে, ঘোষা, জয়ন্তী, মণ্ডূকপর্ণী ইহাদের পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে একরতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে ত্রিদোষজ জ্বর আশু বিনষ্ট হয়। ইহা বিরেচক। শরীরের উত্তাপ অধিক হইলে নারিকেল জল দিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। (রসেন্দ্রসারস° জ্বরচি°)

ত্রৈবণ (ত্রি) ত্রিবণস্য বনত্রয়স্যইদং শিবাদি° অণ্। ত্রিবণসম্বন্ধী।

ত্রৈবণি (পুং) ত্রিবণস্য ঋষেরপত্যং ইঞ্। ত্রিবণ ঋষির অপত্য।

"ত্রৈবণেস্ত্রৈবণিঃ" (শত° ব্রা° ১৪।৫।৫।২১)

ত্রৈবণীয় (ত্রি) ত্রিবণঃ সোঽস্যাস্তি ইতি উৎকরাদি° ছ। তদ্যুক্ত, ত্রৈবণ সম্বন্ধযুক্ত।

ত্রৈবর্গিক (ত্রি) ত্রিবর্গায় হিতং বা° ঠঞ্। ধর্ম্মার্থ কামসাধন কর্ম্মাদি। যে কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিন বর্গ সাধিত হয়, তাহাকে ত্রৈবর্গিক কহে

"সংস্থাং বিজ্ঞায় সংন্যস্য কর্ম্ম ত্রৈবর্গিকঞ্চ যৎ।" (ভাগ° ২।৪।৫)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্, ত্রৈবর্গিকী। ত্রিবর্গে প্রসৃতঃ ঠঞ্। ২ ত্রিবর্গরত। (ভাগ° ৩।৩২।১৪)

ত্রৈবর্গ্য (ত্রি) ত্রিবর্গে ভব সাধুঃ ষ্যঞ্। ত্রিবর্গসাধন ধনাদি।

ত্রৈবর্ণিক (পুং) ত্রিষু বর্ণেষু বিহিতঃ ঠঞ্। ব্রাহ্মণাদিত্রয়রূপ দ্বিজাতির ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিজাতির ধর্ম্ম। স্বার্থে ঠঞ্। দ্বিজাতি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

ত্রৈবর্ষিক (ত্রি) ত্রিবর্ষে ভবিষ্যতি ঠঞ্, 'বর্ষস্যাভবিষ্যতি' ইতি উত্তরপদ ন বৃদ্ধিঃ। ত্রিবর্ষে যে বস্তু হইবে।

"ত্রৈবর্ষিকং তাপশ্চিতং তস্য সৌম্যং সংবৎসরঃ।"

(আশ্ব° শ্রৌ° ১২।৫।১২)

অভবিষ্যৎ অর্থ বুঝাইলে উত্তরপদের বৃদ্ধি হইবে, সেই স্থলে ত্রৈবার্ষিক হইবে।

ত্রৈবার্ষিক (ত্রি) ত্রিবর্ষে ভূতঃ ভবতি বা, ঠঞ্ অভবিষ্যত্বাৎ উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। ১ ত্রিবর্ষভূত, অর্থাৎ তিন বৎসরে হইয়াছে। ২ ত্রিবর্ষে যাহা হইতেছে।

"যস্য ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্য্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে॥" (মনু ১১।৭)

ত্রৈবিক্রম (ত্রি) ত্রিবিক্রমস্য ইদং অণ্। ১ ত্রিবিক্রমসম্বন্ধী। ২ ত্রিবিক্রমাবতার বিষ্ণু।

ত্রৈবিদ্য (পুং) তিস্রো বিদ্যাঃ সমাহৃতাঃ ঋক্‌যজুঃসামরূপ ত্রিবিদ্যং তদধীতে বেদ বা অণ্। ত্রিবেদজ্ঞ, ত্রিবিদ্যাবেত্তা।

"ত্রৈবিদ্যো হেতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।" (মনু১২।১১১)

তিসৃণাং বিদ্যানাং সমাহারঃ ত্রিবিদ্যং স্বার্থে অণ্। ২ তিন বিদ্যা। ৩ ব্রতবিশেষ।

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।" (মনু২।২৮)

'ত্রৈবিদ্যেন ত্রৈবিদ্যাখ্যেন ব্রতেন' (কুল্লূক)

ত্রৈবিধ্য (ক্লী) ত্রিবিধস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ত্রিপ্রকারত্ব, তিনপ্রকার।

ত্রৈবিষ্টপ (পুং) ত্রিবিষ্টপে বসতি অণ্। দেবতা, যাহারা স্বর্গে বাস করেন। (শব্দার্থচি°)

ত্রৈবিষ্টপেয় (পুং) ত্রিবিষ্টপে বসতি বা° ঠক্। দেবতা।

(ভাগ° ৮।৮।১৮)

ত্রৈবৃষ্ণ (পুং) ত্রিবৃষ্ণস্য অপত্যং বা অণ্। রাজবিশেষ।

"ত্রৈবৃষ্ণো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈ বৈশ্বানর" (ঋক্ ৫।২৭।১)

ত্রৈবেদিক (ত্রি) ত্রিষু বেদেষু তদধ্যয়নার্থং বিহিতঃ ঠক্। বেদত্রয়াধ্যয়নার্থব্রতাদি।

"ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং।" (মনু ৩।১)

ত্রৈশঙ্কব (পুং) ত্রিশঙ্কোরপত্যং অণ্। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র।

[ত্রিশঙ্কু দেখ।]

ত্রৈশাণ (ত্রি) ত্রয়ঃ শানাঃ পরিমাণমস্য তৈঃ ক্রতং বা অণ্,

বিকল্পপক্ষে নলুক্। ১ ত্রিশাণপরিমিত। ২ ত্রিশাণ পরিমাণ দ্বারা ক্রীত।

ত্রৈশোক (ক্লী) ত্রিশোকেন ঋষিণা দৃষ্টং সাম। 'বিশ্বা পৃতনা' ইত্যাদি ঋগ্বেদের গেয় ব্রহ্মের স্তুতিবিষয়ক সামভেদ

ত্রৈষ্টুভ (ত্রি) ত্রিষ্টুপ উৎসাদি অণ্। ত্রিষ্টুভ্ ছন্দসম্বন্ধীয়। [ত্রিষ্টুভ্ দেখ।]

ত্রৈসানু (পুং) তুর্ব্বসুবংশীয় গোভানুপুত্র নৃপভেদ। "গোভানোস্তু সুতো রাজা ত্রৈসানুরপরাজিতঃ।" (হরিব° ২২অঃ)

ত্রৈস্বর্য্য (ক্লী) ত্রিস্বর-স্বার্থে ষ্যঞ্। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎরূপ তিনস্বর।

ত্রৈহায়ণ (ত্রি) ত্রিহায়ণস্য ইদং হায়নান্তত্বাদণ্। ১ ত্রিবর্ষ সম্বন্ধী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ভাবে অণ্। ২ তিন বৎসরকাল।

ত্রোটক (ত্রি) ত্রুট-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ ছেদক। ২ দৃশ্যকাব্যভেদ, অষ্টাদশ উপরূপকের একপ্রকার, ইহাতে ৫।৭।৮ বা ৯ অঙ্কও থাকিতে পারে। স্বর্গীয় ও পার্থিব বিষয় ইহার প্রধান বর্ণনীয়। ইহাতে প্রত্যঙ্ক ও বিদূষক প্রভৃতি থাকিবে; ইহার শৃঙ্গার রস অঙ্গী। স্তম্ভিতরম্ভ ও বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি ত্রোটক দৃশ্যকাব্য।

"সপ্তাষ্টনবপঞ্চাঙ্কং দিব্যমানুষসংশ্রয়ং।
ত্রোটকং নাম তৎপ্রাহুঃ প্রত্যঙ্কং সবিদূষকম্॥"(সাহিত্যদ°৬৫৪০)

ত্রোটকী (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। (হলায়ুধ)

ত্রোটি (স্ত্রী) ত্রোট্যতে ভিদ্যতেঽনয়া ত্রোটি-ই (অচ্ ইঃ। উণ্ ৪।১৩৮) ১ কট্ফল। ২ চঞ্চু। ৩ পক্ষিভেদ। ৪ মীনভেদ।

ত্রোটিহস্ত (পুং) ত্রোটিশ্চঞ্চুর্হস্তইব গ্রহণসাধনং যস্য। পক্ষী। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

ত্রোটী (স্ত্রী) ত্রোটি ঙীষ্। [ত্রোটি দেখ।]

ত্রোতল (ক্লী) ১ ত্রোড়লতন্ত্র (ত্রি) ২ তোতলা, স্খলদ্বাক্য।

ত্রোত্র (ক্লী) ত্রায়ন্তে শিক্ষ্যতে নিয়ম্যতেঽনেনে ত্রৈ-উত্র (অশিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রৌ। উণ্ ৪।১৭২) গবাদি তাড়নদণ্ড, পাচনবাড়ী। পর্য্যায়—প্রাজন, তোদন, প্রবয়ণ। গজের তোদন দণ্ড, পর্য্যায়—বৈণুক, বেণুক। ২ অস্ত্র। ৩ আরূপক্রিয়া। ৪ ব্যাধিভেদ।

ত্র্যংশ (পুং) তৃতীয়োঽংশঃ। ১ তৃতীয় অংশ। ২ ত্রিগুণিত অংশ। "ত্র্যংশং দায়াদ্‌হরেদ্বিপ্রো দ্বাবংশৌ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।"(মনু ৯।১৫১)

ত্র্যক্ষ (পুং) ত্রীণি অক্ষীণি নেত্রাণি যস্য ততঃ সমাসান্তপ্রত্যয়ঃ। শিব, ত্রিনেত্র। ২ দৈত্যবিশেষ। "ভোভো দানবদৈতেয়া দ্বিমূর্দ্ধংস্ত্র্যক্ষ শম্বর" (ভাগ° ৭।২।৪) (ত্রি) ৩ নেত্রত্রয়বিশিষ্ট। আর্ষপ্রয়োগে কোন স্থলে সমাসান্ত ষ আদেশ হয়না, সেই স্থলে ত্র্যক্ষি এইরূপ হয়।

ত্র্যক্ষী (স্ত্রী) ত্র্যক্ষ-ঙীষ্। রাক্ষসীভেদ।

ত্র্যক্ষর (পুং) ত্রীণি অকারোকারমকাররূপাণি অক্ষরাণি যস্য। ১ প্রণব। "আদ্যং যৎ ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম ত্রয়ী যত্র প্রতিষ্ঠিতা। স গুহ্যোঽন্যস্ত্রিবৃদ্বেদো যস্তং বেদ স বেদবিদ্॥" (মনু ১১।২৬৬) ত্র্যক্ষর প্রণবই ব্রহ্ম, যাহাতে বেদত্রয় অবস্থিত আছে। (ক্লী) ২ ছন্দোভেদ। "বিষ্ণুস্ত্র্যক্ষরেণ ত্রীঁল্লোকানুদজয়ৎ" (শুক্লযজুঃ ৯।৩১) 'বিষ্ণুস্ত্র্যক্ষরেণ অক্ষরত্রয়াত্মকেন ছন্দসা ত্রীন্ ভূরাদীন্ মনুষ্যান্' (মহীধর) ৩ ত্রিবর্ণাত্মক। তন্ত্রোক্ত মন্ত্রভেদ। (তন্ত্র) (ত্রি) ৪ বর্ণত্রয়যুক্ত মাত্র। ত্রীণি অক্ষরাণি যস্য। ৬ ঘটক।

ত্র্যঙ্গ (ক্লী) ত্রীণি অঙ্গানি অস্য। সৌবিষ্টিকৃত হবিস্। "মধ্যাং জুহ্বাং দ্বেধা কৃত্বাঽবদ্যত্যণিম্যত্র্যঙ্গেষু" (শত° ব্রা° ৩।৮।৩।১৮)

ত্র্যঙ্গট (ক্লী) ত্রিভিরঙ্গৈরট্যতে গম্যতে ত্র্যঙ্গ-অট্-অপ্, শকন্ধাদিত্বাদলোপঃ। ১ শিক্যভেদ। ২ ধৌতাঞ্জনী। (পুং) ৩ ঈশ্বর। ৪ চন্দ্র। (হেম)

ত্র্যঙ্গুল (ত্রি) তিস্রোঽঙ্গুল্যঃ প্রমাণমস্য, তদ্ধিতার্থদ্বি° দ্বয়-সচ্ তস্য লুকি অচ্ সমা°। ১ অঙ্গুলিত্রয়পরিমিত। ২ অঙ্গুলিত্রয়-পরিমিত খাতযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্।

ত্র্যঙ্গ্য (ত্রি) ত্র্যঙ্গায় হিতং যৎ। ত্র্যঙ্গসাধন দ্রব্য।
"ত্র্যঙ্গ্যাৈর শ্রোণেরথ' (শত° ব্রা° ৩।৮।৩।১৮)

ত্র্যঞ্জন (ক্লী) ত্রয়াণাং অঞ্জনানাং সমাহারঃ। কালাঞ্জন, রসাঞ্জন ও পুষ্পাঞ্জন রূপ মিলিত অঞ্জনত্রয়। (রাজনি°)

ত্র্যঞ্জল (ক্লী) ত্রয়াণাং অঞ্জলীনাং সমাহারঃ বা° টচ্ সমা°। সমাহৃত অঞ্জলিত্রয়। ত্রিভি রঞ্জলিভিঃ ক্রীতঃ তদ্ধিতার্থদ্বিগৌ তু তদ্ধিতলুকি ন টচ্। ত্র্যঞ্জলি। তিন অঞ্জলি দ্বারা ক্রীত। তদ্ধিতার্থে দ্বিগু সমাস করিলে টচ্ সমাসান্ত হইবে না, সেই স্থলে ত্র্যঞ্জলি এই রূপ হইবে।

ত্র্যধিপতি (পুং) ত্রয়াণাং অধিপতিঃ ৬তৎ। তিন লোকের অধিপতি, কৃষ্ণ, বিষ্ণু।
"নৈতাবতা ত্র্যধিপতের্বত বিশ্বভর্ত্তুঃ" (ভাগ° ৩।১৬।২৪)

ত্র্যধিষ্ঠান (পুং) ত্রীণি মনোবাক্‌শরীরাণি অধিষ্ঠানান্যস্য, তিসৃণাং জাগ্রদাদীনাং অধিষ্ঠানং বা। ১ জীব। ২ জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়সাক্ষী কূটস্থ চৈতন্য।

ত্র্যধীশ (পুং) ত্রয়াণাং অধীশঃ। ত্র্যধিপতি, তিন লোকের অধিপতি, বিষ্ণু।

ত্র্যধ্বগা (স্ত্রী) ত্রিভিরধ্বভি র্গচ্ছতি গম-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। গঙ্গা।

ত্র্যনীক (পুং) ত্রীণি উষ্ণবর্ষশীতাখ্যানি অনীকানি গুণা অস্য। সংবৎসরাভিমানী দেবতাভেদ।
"ত্র্যনীকঃ পত্যতে মাহিনাবান্" (ঋক্ ৩।৫৬।৩) 'ত্র্যনীক

ত্রিভিরুক্ষবর্ষণীতাধ্যৈরনীকৈ শুনৈরুপেতঃ।" (সায়ণ) (স্ত্রী) ২ হস্ত্যশ্বরথাঙ্গসেনাভেদ।

ত্র্যমৃতযোগ (পুং) ত্রয়াণাং তিথিবারনক্ষত্রাণাং অমৃততুল্যো যোগঃ। তিথি নক্ষত্র ও বারবিষয়ক যোগভেদ। ত্র্যমৃত যোগের বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে—

রবি ও মঙ্গলবারে নন্দা অর্থাৎ প্রতিপদ্, একাদশী ও ষষ্ঠী, স্বাতী, শতভিষা, আর্দ্রা, রেবতী, চিত্রা, অশ্লেষা ও মূলা নক্ষত্র হইলে, শুক্র ও সোমবারে ভদ্রা অর্থাৎ দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী, ভদ্রা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র হইলে, বুধবারে জয়া অর্থাৎ ত্রয়োদশী, অষ্টমী ও তৃতীয়া, মৃগশিরা, শ্রবণা, পুষ্যা, জ্যেষ্ঠা, ভরণী, অভিজিৎ ও অশ্বিনী নক্ষত্র হইলে, বৃহস্পতিবারে চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথি, উত্তরাষাঢ়া, বিশাখা, অনুরাধা, মঘা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইলে, শনিবারে পূর্ণা, দশমী, পঞ্চমী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথি ও রোহিণী, হস্তা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইলে ত্র্যমৃতযোগ হয়। এই যোগে যাত্রা করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হয়। যাত্রিক করণে এই ত্র্যমৃতযোগ অতিশয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে, বিষ্টিব্যতীপাতাদি দোষযুক্ত হইলেও যদি এই ত্র্যমৃতযোগ হয়, তাহা হইলেও সকল দোষ বিনষ্ট হয়। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ত্র্যম্বক (ক্লী) ত্রীণি অম্বকানি নয়নানি যস্য ত্রয়াণাং লোকানাং অম্বক পিতা ইতি। ১ শিব, মহাদেব।

"ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং।" (শুক্লযজুঃ ৩।৬০)

২ মহাদেবের অংশে উৎপন্ন চন্দ্রশেখর নামে পৌষ্যরাজপুত্র।

"এবং তিস্রৃণামম্বানাং গর্ভে জাতো যতো হরঃ।
অতস্ত্র্যম্বক নামাভূৎ প্রথিতো লোকদেবয়োঃ॥"
(কালিকাপু° ৪৭ অঃ)

এই চন্দ্রশেখর নরপতি সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া ত্রিলোক বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৩ একাদশ রুদ্রের মধ্যে একজন।

ত্র্যম্বকসখ (পুং) ত্র্যম্বকস্য সখা টচ্ সমাসান্তঃ। কুবের, ত্র্যম্বকের সখা। [কুবের দেখ।]

ত্র্যম্বকা (স্ত্রী) ত্রীণি অম্বকানি যস্যাঃ। দুর্গা, যাহার সোম, সূর্য্য ও অনল এই তিনটী চক্ষু বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"সোমসূর্য্যানলা ত্রীণি যস্যা নেত্রাণি অম্বিকা।
তেন সা ত্র্যম্বকা দেবী মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥"(দেবীপু° ৪৫ অঃ)

ত্র্যরুণ (পুং) ত্রিবৃষ্ণপুত্র রাজর্ষিভেদ।

ত্র্যরুষি (ত্রি) ত্রীণি অরুষীণি রোচমানানি শুভ্রাণি ককুপ্পৃষ্ঠপার্শ্বস্থানানি যস্য। রোচমান শুভ্রপৃষ্ঠাদি স্থানত্রয়যুক্ত গবাদি। "ত্র্যরুষীণাং দশ গবাং সহস্রা" (ঋক্ ৮।৪৬।২২)

ত্র্যবর (ত্রি) সেবকত্রয়বিশিষ্ট।

ত্র্যবি (পুং) ষণ্মাসাত্মকঃ কালঃ অবিঃ ত্রিস্রোঽবয়ো যস্য। অষ্টাদশ মাস বয়স্ক পশু।

"ত্র্যবির্বয় স্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ" (শুক্লযজুঃ ১৪।১০)

'ত্রীন্ লোকান্ অবতি অব রক্ষণাদিষু ইন্' (মহীধর)

"তস্থৌ ত্র্যবিং রেরিহাণা" (ঋক্ ৩।৫৫।১৪) 'সার্দ্ধসংবৎসরবয়স্কো বৎস ত্র্যবিরুচ্যতে তৎ প্রমাণমাদিত্যং ত্রীন্ লোকান্ অবতি স্বতেজসা ব্যাপ্নোতি' (সায়ণ) ২ ত্রৈলোক্যব্যাপক।

ত্র্যব্দ (ক্লী) ত্রয়াণাং অব্দানাং সমাহারঃ। ১ বর্ষত্রয়।

"ত্র্যব্দং চরেদ্বা নিয়তো জটী ব্রহ্মহণো ব্রতং।" (মনু ১১।১২৯)

ত্রয়ো অব্দাঃ বয়োমানং যস্য তদ্ধিতার্থদ্বিগুঃ। (ত্রি) ২ ত্রিবর্ষ বয়স্ক।

ত্র্যশীতি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা অশীতিঃ কর্ম্মধা°। তিরাশি সংখ্যা, তিন অধিক অশীতি। ২ তৎসংখ্যেয়।

ত্র্যশীত (ত্রি) ত্র্যশীতি তত: পূরণে ডট্। ত্র্যশীতিসংখ্যার পূরণ।

ত্র্যশীতিতম (ত্রি) ত্র্যশীতি পূরণে তমপ্। ত্র্যশীতি সংখ্যার পূরণ।

ত্র্যষ্টক (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত জলনিক্ষেপণস্থানভেদ। (সুশ্রুত)

ত্র্যষ্টন্ (ত্রি) ত্রিগুণিতাঃ অষ্ট। ১ চতুর্বিংশতি সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যেয়।

ত্র্যস্র (ক্লী) তিস্রঃ অস্রয়ঃ কোণা যস্য অচ্ সমা°। ত্রিকোণ।

ত্র্যহ (পুং) ত্রয়াণাং অহ্নাং সমাহারঃ টচ্ সমাসান্ত সমাহারদ্বিগুত্বাৎ ন অহ্নাদেশঃ। দিনত্রয়।

উত্তরপদদ্বিগুসমাসে অহ্নাদেশ হইবে, সেই স্থলে ত্র্যহ্ণপ্রিয় এই রূপ পদ হইবে।

"ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহ মদ্যাদযাচিতং।" (মনু)

ত্র্যহস্পর্শ (পুং) ত্র্যহং চান্দ্রদিনত্রয়ং স্পৃশতি স্পৃশ-অণ্। ১ তিথিত্রয়স্পর্শী এক সাবন দিন, এক দিনে তিনটী তিথি হইলে ত্র্যহস্পর্শ হয়। ২ দিনক্ষয়।

ত্র্যহস্পৃশ (ক্লী) ত্র্যহং স্পৃশতি স্পৃশ-ক। সাবন দিনত্রয়স্পর্শী একটী তিথি।

"একং দিনং যত্র তিথিত্রয়ঞ্চ স্পৃশেত্তমাহুর্নয়ো হবমাখ্যং।
একা তিথিস্ত্রীণি দিনানি যত্র স্পৃশেত্তদাহুস্ত্রিদিনস্পৃশস্তু॥" (জ্যো°)

এই ত্র্যহস্পর্শে বিবাহ যাত্রা প্রভৃতি শুভকার্য্য নিষিদ্ধ। কিন্তু স্নানদানাদি অশেষ পুণ্যজনক। [অবম দেখ।] ত্র্যহস্পৃশ-কিন্ ত্র্যহস্পৃশ্। "একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী। ত্র্যহস্পৃক্ তদহো রাত্রমুপোষ্যা সা সদা তিথিঃ॥" (স্মৃতি) প্রথমে একাদশী পরে দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী হইলে ত্র্যহস্পৃক্ হয়, এই তিথিই উপোষ্য অর্থাৎ এই তিথিতে উপবাস করিতে হয়।

ত্র্যাহিকারিরস (পুং) জ্বরাধিকারে রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধ ভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা, গন্ধক, তুঁতে ও শঙ্খ প্রত্যেক এক ভাগ, দার্ব্বীশাক, জয়ন্তী, নটেশাক, ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত সাত বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। জীরা ও ঘৃত অনুপানের সহিত সেবন করিলে ত্র্যাহিক জ্বর নাশ হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

ত্র্যাহীন (পুং) ত্রিভিরহোভিঃ নিবৃত্তঃ খ। ত্রিদিনসাধ্য ক্রতু ভেদ।

ত্র্যৈহিক (ত্রি) ঈহায়াং চেষ্টায়াং ভবং ঐহিকং ধনং ত্র্যহে দিনত্রয়ে পর্য্যাপ্তং ঐহিকং ধনং যস্য। দিনত্রয়নির্ব্বাহোচিত ধনযুক্ত, তিন দিন নির্ব্বাহ হইতে পারে, এরূপ ধনশালী।

"কুশূলধান্যকো বা স্যাৎ কুম্ভীধান্যক এব বা।

ত্র্যৈহিকো বাপি ভবেদশ্বস্তনিক এব বা॥" (মনু ৪।৭)

মনু চারি প্রকার গৃহস্থের কথা বলিয়াছেন—কুশূলধান্যক, কুম্ভীধান্যক, ত্র্যৈহিক ও অশ্বস্তনিক। যে গৃহস্থ তিন দিনের জীবিকা সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাকে ত্র্যৈহিক কহে। এই গৃহস্থ মধ্যম। ইহা দ্বিজগণের পক্ষে বুঝিতে হইবে।

ত্র্যাক্ষায়ণ (পুং) ত্র্যক্ষস্য যুবা অপত্যং ফঞ্। শিশুপাল হরাদির যুবা অপত্য।

ত্র্যাক্ষায়ণভক্ত (পুং) ত্র্যাক্ষায়ণঃ তস্য বিষয়ো দেশঃ ঐষু-কাদিঃ ভক্তল্। ত্র্যাক্ষায়ণের বিষয়।

ত্র্যায়ুষ (ক্লী) ত্রয়াণাং বাল্যযৌবনস্থবিরাণাং আয়ুষাং সমাহার বেদে অচ্ সমা°। বাল্যাদি আয়ুস্ত্রয়; বাল্য, যৌবন ও স্থবিরাদি;

"ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।" (শুক্লযজুঃ ৩।৬২)

ত্র্যার্ষেয় (পুং) ত্রয়ঃ আর্ষেয়াঃ ঋষয়ো যত্র। ত্রিপ্রবর গোত্র-ভেদ, যে গোত্রের তিনটী প্রবর আছে তাহাকে ত্র্যার্ষেয় কহে। ঋষে রয়ং ঠক্ আর্ষেয়ঃ ঋষিধর্ম্মঃ ত্রয় আর্ষেয়াঃ ধর্ম্মা যেষাং। ২ অন্ধ, বধির ও মূক। ইহাদিগের যাগে অধিকার নাই। তিন জন ঋষির মধ্যে একজন পরদ্রব্য দর্শন করিয়া চক্ষু নিমীলন করিয়াছেন, এইজন্য অন্ধ হন, আর একজন পরনিন্দা শ্রবণশঙ্কা করিয়া শ্রোত্রনিগ্রহ করিয়া বধির হন, অন্য একজন মিথ্যাকথন শঙ্কা করিয়াছিলেন, এইজন্য মূক হইয়াছিলেন। (তত্ত্ববোধিনী) *

ত্র্যাশির্ (ত্রি) তিস্রঃ দধিতক্রপয়োরূপা আশিরঃ যস্য। অগ্নির বৃষভেদ।

"যস্য মা পরুষাঃ শতমুদ্ধর্ষয়ন্ত্যুক্ষণঃ।

অশ্বমেধস্য দানাঃ সোমা ইব ত্র্যাশিরঃ।" (ঋক্ ৫।২৭।৫)

ত্র্যাহণ (পুং স্ত্রী) ত্রিভিঃ চক্রপাদৈ রাহন্তি আ-হন-অচ্, 'পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগ' ইতি ণত্বং। বিষ্কির পক্ষিভেদ। (সুশ্রুত)

ত্র্যাহাব (পুং) দেশভেদ। তত্র ভবঃ ধূমাদিত্বাৎ বুঞ্। ত্রৈষা-হাবক দেশভেদ।

ত্র্যাহিক (ত্রি) ত্র্যহে ভবঃ ঠঞ্। আর্ষত্বাৎ পূর্ব্বং ন ঐচ্। ত্র্যহভব জ্বরাদি। তিন দিন অন্তর যে জ্বর হয়, তাহাকে ত্র্যাহিক জ্বর কহে। [জ্বর দেখ।] লোকে অর্থাৎ সাধারণ প্রয়োগস্থলে বুঞ্ প্রত্যয়, পরে ঐচ্ হইবে, সেই স্থলে ত্রৈয়াহিক এইরূপ পদ হইবে। ত্রৈয়াহিক, ত্র্যহভব বস্তু। যে বস্তু তিন দিনে হয়।

ত্র্যুদয় (ক্লী) ত্রিষু সবনেষু উদয়ো গতিরস্য। সোমাখ্যদ্রব্য।

"ত্র্যুদয়ং দেবহিতং যথা বঃ" (ঋক্ ৪।৩৭।৩)

ত্র্যুধন্ (পুং) ত্রিভিঃ বসন্তশরদ্ধেমন্তৈ ঋ'তুভিরূধোঽস্য অনঙ্ হ্রস্বশ্চ। বসন্তাদিরূপোধোযুক্ত বৎসররূপ বৃষভ। বসন্তাদি-রূপ উধঃ অর্থাৎ পালানযুক্ত ষাঁড়। "উত ত্র্যুধা পুরুধ প্রজাবান্" (ঋক্ ৩।৫৬।২) 'ত্র্যুধা বসন্তশরদ্ধেমন্তাখ্যৈ স্ত্রিভিবৃতুভিরূধো যস্য স ত্র্যুধা।' (সায়ণ)

ত্র্যুষণ (ক্লী) ত্রয়াণাং উষণানাং সমাহারঃ পৃষো° বা দীর্ঘঃ। মিলিত শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ। ইহার গুণ—দীপন; শ্বাস, কাস, ত্বগাময়, গুল্ম, মেহ, কফ, স্থৌল্য, মেদ, শ্লীপদ ও পীনস-রোগনাশক। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°) ২ চরকোক্ত ঘৃতবিশেষ।

ত্র্যুষণাদিমণ্ডুর (ক্লী) পাণ্ডুরোগাধিকারে ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, গুড়ত্বক্, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপুলমূল, দেবদারু, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, চূর্ণ সমষ্টির দ্বিগুণ শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ, মণ্ডূরের ৮ গুণ গোমূত্র। প্রথমে গোমূত্রে মণ্ডূর পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ করিতে হইবে। পরে ডুমুরের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে উপযুক্ত মাত্রায় তক্রের সহিত সেবন করিলে কামলা, মেহ ও প্লীহা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ ভাল হয়। অজীর্ণ থাকিলে ভোজন পরিত্যাগ করা বিধেয়। (ভৈষজ্যর°)

ত্র্যুষণাদ্যবর্ত্তি (স্ত্রী) বর্ত্তিবিশেষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দারু-চিনি, সৈন্ধব, মনছাল এই সমুদয় দ্রব্য মিলিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে, এই বর্ত্তি চক্ষুমধ্যে প্রয়োগ করিলে চক্ষুর ক্লেদাদি দূরীভূত হয়। (ভৈষজ্যর° নেত্ররোগাধিকা°)

ত্র্যৃচ (ক্লী) তিসৃণাং ঋচাং সমাহারঃ অচ্ সমা°। ঋকৃত্রয়, ঋগ্বেদের তিনটী মন্ত্রবিশেষ। "অথ ত্র্যৃচং জপেদস্যং।" (মনু)

* 'ত্র্যার্ষেয়াস্ত্রয়ঃ ঋষিধর্ম্মাঃ অন্ধত্ববধিরত্বমূকত্বানি যেষাং তে খলীণাং হি পরদ্রব্যদর্শনেন তত্র রোগোৎপত্তিসম্ভাবনয়া চক্ষুর্নিমীলনেন অন্ধত্বং, পরনিন্দাশ্রবণশঙ্কয়া শ্রোত্রনিগ্রহেণ বধিরত্বং, মিথ্যাকথনশঙ্কয়া বাক্য-সংযমনাম্মৌকত্বং।' (তত্ত্ববোধিনী)

ত্ত্রৌণী (স্ত্রী) ত্রীণি এতানি অস্ত বা ত্রিষু স্থানেষু এতঃ কর্বুরো যস্যাঃ 'বর্ণাদনুদাত্তাৎ' ঙীপ্ তস্য নঃ, ততো ণত্বং। তিনস্থানে কর্ব্বুরা স্ত্রী। "তত্ত্রৌণী শললী ভবতি লোহঃ ক্ষুরঃ সা বা ত্ত্রৌণী শললী" (শত° ব্রা° ২।৬।৪।৫) 'ত্ত্রৌণীতি ত্রিষু স্থানেষু এতঃ শ্বেতঃ বর্ণো যস্যাঃ সা ত্ত্রৌণী' (ভাষ্য) "ত্ত্রৌণ্যা চ শলল্যা" (আশ্ব° গৃ° ১।১৪।৪) 'ত্রীণ্যেতানি যস্যাঃ সেয়ং ত্ত্রৌণী শললী' (নারায়ণ)

ত্ব (ত্রি) তনোতি বিস্তারয়তি তন-ক্বিপ্ অনশ্চ বঃ (তনোতে রনশ্চ বঃ। উণ্ ২।৬৩) ১ ভিন্ন, অন্য, বিভিন্ন। ২ এক। "উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্ব শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাং" (ঋক্ ১০।৭১।৪) 'ত্বশব্দ একবাচী। একঃ উত শব্দোঽপ্যর্থে। ত্ব একঃ শৃণ্বন্নপ্যেনাং বাচং ন শৃণোতি' (সায়ণ)

ত্বং (ত্রি) সর্ব্বনাম যুষ্মদ্ প্রথমৈকবচনং। তুমি, ভবান্, আপনি, যুষ্মদ্‌শব্দ কর্ত্তা হইলে ক্রিয়াতে মধ্যম পুরুষ হয়। 'যুষ্মদিমধ্যমঃ'। [যুষ্মদ্ দেখ।]

ত্বক্ [ত্বচ্ দেখ।]

ত্বক্‌কণ্ডুর (পুং) ত্বচঃ কণ্ডুং রাতি-রা-ক। ব্রণ, ক্ষত ঘা। (হারা°)

ত্বক্‌ক্ষীরা (স্ত্রী) ত্বচঃ বংশত্বচঃ ক্ষীরমস্যাত্র। বংশলোচনা।

ত্বক্‌ক্ষীরী (স্ত্রী) ত্বক্‌ক্ষীর-গৌরা° ঙীষ্। বংশলোচনা, পর্য্যায়—বাংশী, তুগাক্ষীরী, তুগা, বংশজা, শুভ্রা, বংশক্ষীরী, বৈষ্ণবী। (ভাবপ্র°)

ত্বক্‌চ্ছদ (পুং) ত্বগেব ছদো যস্য। ক্ষীরীশবৃক্ষ, ক্ষীরকঞ্চুকী গাছ। (রত্নমা°)

ত্বক্‌চ্ছেদ (ক্লী) (Circumcision) মুসলমান প্রভৃতি ম্লেচ্ছ-জাতিদিগের সংস্কার বিশেষ, যাহাতে মুসলমান বালকদিগের পুরুষাঙ্গের অগ্রচর্ম্ম ছেদন করিয়া দিতে হয়।

ত্বক্‌তরঙ্গ (পুং) ত্বচস্তরঙ্গইব। কণ্ডুপদার্থ। (পার° নিঘণ্টু)।

ত্বক্‌ত্র (ক্লী) ত্বচং ত্রায়তি ত্রা-ক। বর্ম্ম।

ত্বক্‌পঞ্চক (ক্লী) ত্বচাং পঞ্চকং। ন্যগ্রোধ, উডুম্বর, অশ্বত্থ, শিরীষ ও প্লক্ষ এই ৫টী বৃক্ষের নাম ত্বক্‌পঞ্চক। কোন কোন লোকের মতে শিরীষ ও প্লক্ষের স্থানে বেতস ও পারিশ বৃক্ষ হইবে। ইহার গুণ—শীতল, ব্রণ, শোথ, বিসর্প, বিষ্টম্ভ ও আধ্মাননাশক, তিক্ত, কষায়, লঘু, লেখন। (ভাবপ্র°)

ত্বক্‌পত্র (ক্লী) ত্বগিব পত্রাণি যস্য। ১ গুড়ত্বক্, দারুচিনি। ২ তেজপত্র। পর্য্যায়—সুৎকট, ভৃঙ্গ, ত্বচ, চোচ, বরাঙ্গক। (অমর)

ত্বক্‌পত্রী (স্ত্রী) ত্বক্ গৌরা° ঙীষ্। হিঙ্গুপত্রী, রাঁধুনী। পর্য্যায়—কারবী, পৃথ্বী, বাষ্পীকা, কবরী, পৃথু। (অমর) ২ তৎপত্রী, কলাগাছ। ৩ তেজপত্রসদৃশপত্র, বাটিরা পাতা।

ত্বক্‌পরিপুটন (ক্লী) ত্বচঃ পরিপুটনং। চামড়া তোলা।

ত্বক্‌পাক (পুং) ত্বচঃ পাকো যত্র। শূকদোষ নিমিত্ত পীড়কারোগ বিশেষ, পিত্ত ও রক্ত কুপিত হইয়া যে সকল পীড়কা উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে জ্বর ও দাহ জন্মে, তাহাকে ত্বক্‌পাকব্যাধি কহে। (সুশ্রুত) [বিশেষ বিবরণ শূকদোষ দেখ।]

ত্বক্‌পারুষ্য (ক্লী) ত্বচঃ পারুষ্যং কঠোরতা। ত্বকের কাঠিন্য। "তস্য পূর্ব্বরূপাণি ত্বক্‌পারুষ্যমকস্মাৎ রোমহর্ষঃ" (সুশ্রুত)

ত্বক্‌পুষ্প (ক্লী) ত্বচঃ পুষ্পমিব। ১ রোমাঞ্চ। ২ কিলাস, চর্ম্মরোগ বিশেষ ছুলী

ত্বক্‌পুষ্পিকা (স্ত্রী) চর্ম্মরোগবিশেষ, ছুলী।

ত্বক্ষস্ (ক্লী) ত্বক্ষ্যতেঽনেন ত্বক্ষ করণে অসুন্। বল। (নিঘণ্টু) সপ্রবিক্তা ত্বক্ষসা ক্ষো দিবশ্চ।" (ঋক্ ১।১০০।১৫) 'ত্বক্ষসা বলেন' (সায়ণ)

ত্বক্ষীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন ত্বক্ষিতা ঈয়সুন্ তৃণোলোপঃ। দীপ্ত। "মরুত্বান্ ত্বক্ষীয়সা বয়সা" (ঋক্ ২।৩৩।৬) 'ত্বক্ষীয়সা দীপ্তেন' (সায়ণ)

ত্বক্‌সার (পুং) ত্বচি সারোযস্য। ১ বংশ। ২ বংশের ত্বক্, বাঁশের চেচাড়ি। ত্বগেব সারোযস্য। ৩ গুড়ত্বক্, দারুচিনি। ৪ শোণবৃক্ষ। ৫ রন্ধ্রপ্রধান বংশ, তলতাবাঁশ।

ত্বক্‌সারভেদিনী (স্ত্রী) ত্বচঃ সারং ভিনত্তি ভিদ-ণিনি ঙীপ্। ক্ষুদ্র চঞ্চু বৃক্ষ। (রাজনি°)

ত্বক্‌সারা (স্ত্রী) ত্বক্‌সারো বংশ উৎপত্তিকারণত্বেনাস্ত্যস্যাঃ অচ্ ততষ্টাপ্। বংশলোচনা।

ত্বক্‌সুগন্ধ (পুং) ত্বচি সুগন্ধঃ সদগন্ধো যস্য। ১ নারাঙ্গানেবু। ২ লবঙ্গ।

ত্বক্‌সুগন্ধা (স্ত্রী) ত্বচি সুগন্ধো যস্যাঃ। এলবালুকা নামক গন্ধ দ্রব্য, সুক্ষ্মৈলা, ছোটএলাচ।

ত্বক্‌স্বাদ্বী (স্ত্রী) ত্বচি স্বাদ্বী। দারুচিনি, গুড়ত্বক্।

ত্বগঙ্কুর (পুং) ত্বচশ্চর্ম্মণঃ অঙ্কুরইব। রোমাঞ্চ। (হারা°)

ত্বগাক্ষীরী (স্ত্রী) ত্বক্‌ক্ষীরী পৃষোদরা° সাধুঃ। তুগাক্ষীরী, বংশলোচনা।

ত্বগ্‌গন্ধ (পুং) ত্বচি গন্ধোযস্য। নাগরঙ্গ, নারাঙ্গানেবু।

ত্বগ্‌জ (ক্লী) ত্বচঃ জায়তে জন ড। ১ রোম। ২ রুধির, রক্ত। (রাজনি°)

ত্বগাধারদেহ (পুং) (Mollusca) যাহাদের দেহের আধার, তাহাদের দেহাবরণ। যথা শম্বুকাদি

ত্বগ্‌দোষ (পুং) ত্বচো দোষো দূষণং যস্মাৎ। কোঠরোগ, গায়ে চাকা চাকা দাগ হইয়া লুকাইয়া যায়, এইরূপ রোগ বিশেষ। এই রোগ মহারোগ মধ্যে গণ্য। মহাপাতকজ ৮টী রোগ কথিত হইয়াছে, এই রোগ তাহার মধ্যে একটী। এই

রোগে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত না হইলে দাহাদি করিতে নাই। যদি কেহ মোহবশে দাহাদি করে, তাহা হইলে তাহার চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।
(শুদ্ধিতত্ত্ব)

লোধ্র, নীরাম্ল ও কনকচূর্ণ ঈষদুষ্ণ করিয়া যে যে স্থলে ঐ চাকা চাকা দাগ হয়, ঐ স্থলে দিলে ইহা আরোগ্য হয়।

"মন্দোষ্ণলোধ্রনীরাম্লচূর্ণস্তু কনকস্য চ।
তেনোদ্বর্ত্তিতদেহস্য হরেৎ গ্রীষ্মপ্রসারিকাং।
ত্বগ্‌দোষশ্চৈব সেকশ্চ ঘর্ম্মদোষশ্চ নশ্যতি॥" (গরুড় ১৯৪ অ°)

ত্বগ্‌দোষাপহা (স্ত্রী) ত্বগ্‌দোষং রোগবিশেষং অপহন্তি হন-ড-টাপ্। বাকুচী, সোমরাজ।

ত্বগ্‌দোষারি (পুং) ত্বগ্‌দোষস্য অরিঃ, তন্নাশকত্বাৎ তথাত্বং। হস্তিকন্দ, ইহা ত্বগ্‌দোষ নষ্ট করে।

ত্বগ্‌দোষিন্ (ত্রি) ত্বগ্‌দোষে হস্ত্যস্য ত্বগ্‌দোষ-ইনি। ত্বগ্‌দোষযুক্ত, ত্বগ্‌দোষযুক্তরোগী।

ত্বগ্‌ভেদ (পুং) ত্বচো ভেদঃ ৬তৎ। ত্বকের ভেদ, চর্ম্মফাটা।
"ত্বক্‌স্থো নিস্তোদনং কুর্য্যাৎ ত্বগ্‌ভেদং পরিপোটনং।"
(সুশ্রুত নিদানস্থা° ১ অ°)

ত্বগ্‌ভেদক (পুং) ত্বচো ভেদকঃ। ত্বক্‌ভেদকারী, যে চর্ম্ম বিদ্ধ করে, সমানজাতি মধ্যে যদি কেহ কাহারও ত্বক্ (চর্ম্ম) ভেদ করে, অথবা রক্ত দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে।
"ত্বগ্‌ভেদকঃ শতং দণ্ড্যো লোহিতস্য চ দর্শকঃ।" (মনু ৮।২৮৪)

ত্বঙ্কার (পুং) তুমি এই প্রকার বাক্য। গুরুজনদিগকে ত্বংকার তুমি এইরূপ বাক্য বলিলে স্নান করিয়া ভোজন নিবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ উপবাস করিয়া দিন শেষে অপমানিতের পাদগ্রহণ করিয়া প্রসন্ন করিতে হইবে।
"হুঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা ত্বঙ্কারঞ্চ গরীয়সঃ।
স্নাত্বা নশ্নন্নহঃ শেষ মভিবাদ্যপ্রসাদয়েৎ॥" (মনু ১১।২০৫)

ত্বচ্ (স্ত্রী) ত্বচ্যতে সংব্রিয়তে দেহোঽনয়া, ত্বচতি সংবৃণোতি বা দেহং ত্বচ-ক্বিপ্। ১ বল্কল। ২ চর্ম্ম। ৩ স্পর্শগ্রাহক বাহ্যেন্দ্রিয়ভেদ, এই ত্বক্ সকল দেহব্যাপিনী থাকে, ইহা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে একটী। এই ত্বক্ বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু। (বেদান্তসার) ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ হয়। ত্বঙ্মনঃসংযোগই একমাত্র জ্ঞানের কারণ।
"উদ্ভূতস্পর্শবদ্‌দ্রব্যং গোচরঃ সোঽপি চ ত্বচঃ।
রূপান্যচ্চক্ষুষো যোগ্যং রূপমত্রাপি কারণং॥
দ্রব্যাধ্যক্ষে ত্বচো যোগো মনসা জ্ঞানকারণং।" (ভাষাপরি°)
কোন বস্তুতে ত্বঙ্মনঃসংযোগ হইলেই জ্ঞান হয়।
[বিশেষ বিবরণ চর্ম্মন্ দেখ।]

৪ গুড়ত্বক্, দারচিনি। পর্য্যায়—ত্বচ্, বল্কল, ভৃঙ্গ, বরাঙ্গ, মুখশোধন, শকল, সিংহল, বক্ত, সুরস, কামবল্লভ, উৎকট, বহুগন্ধ, বিজ্জল, বনপ্রিয়, লটপর্ণ, গন্ধবল্ক, বর, শীত। ইহার গুণ কটু, শীতল, কফ ও কাসনাশক, শুক্র ও আমদোষনাশক, কণ্ঠশুদ্ধিকর ও লঘু। (রাজনি°) ৫ কঞ্চুক।

ত্বচ (ক্লী) প্রশস্তা ত্বগস্ত্যস্য, ইতি অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ গুড়ত্বচ্, দারুচিনি। ২ ত্বগ্‌পত্র। [ত্বচ্ দেখ।]

ত্বচস্ (ক্লী) ত্বচ-অসুন্। ত্বচ্।

ত্বচস্য (ত্রি) ত্বচসি হিতং যৎ। ত্বগিন্দ্রিয়ের হিতকর। "যক্ষ্মং ত্বচস্যং তে বয়ং" (অথর্ব্ব ২।৩৩।৭)

ত্বচা (স্ত্রী) ত্বচ্ পক্ষে টাপ্ বা ত্বচতি সংবৃণোতি সর্ব্বশরীরমিতি অচ্ ততষ্টাপ্। ত্বক্।

ত্বচাপত্র (ক্লী) ত্বচা ত্বক্‌পত্রমিব যস্য। ত্বগ্‌পত্র, গুড়ত্বক্, দারুচিনি।

ত্বচিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন ত্বগ্বান্ ত্বগ্বৎ ইষ্ঠন্, ততো মতুপো লুক্ (বিন্মতোর্লুক্। পা ৫।৩।৬৪) ত্বচীয়ান্, অতিশয় ত্বক্‌যুক্ত।

ত্বচিসারঃ (পুং) ত্বচি সারো যস্য। সপ্তম্যা অলুক্ (হলদন্তাৎ সপ্তম্যাঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৬।৩।৯) বংশ, বাঁশ।

ত্বচিসুগন্ধা (স্ত্রী) ত্বচি সুগন্ধো যস্যাঃ, সপ্তম্যাঃ অলুক্। ক্ষুদ্রৈলা, ছোট এলাচ।

ত্বচীয়স (ত্রি) অতিশয়েন ত্বগ্বান্ ত্বচ্-ঈয়সুন্, মতোলুক্। অতিশয় ত্বক্‌যুক্ত।

ত্বক্‌জ্ঞান (ক্লী) ত্বচা জ্ঞানং। স্পর্শেন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান, ত্বাচপ্রত্যক্ষ।

ত্বগ্‌জ্ঞেয় (ত্রি) ত্বচাজ্ঞেয়ঃ। স্পর্শেন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞেয়।

ত্বৎ (ত্রি) তন-ক্বিপ্ অনো বঃ তুক্ চ। (তনোতেরনশ্চ বঃ। উণ্ ২।৬৩) ১ ভিন্ন। ২ যুষ্মদ্‌শব্দের প্রথমার একবচনে ত্বৎ এইরূপ হয়, তোমা হইতে।

ত্বৎক (ত্রি) ত্বদীয়, ত্বৎ সম্বন্ধীয়, তোমার।

ত্বৎকৃত (ত্রি) ত্বয়া কৃতঃ ৩তৎ। তোমাকর্তৃক কৃত, তোমাকর্তৃক অনুষ্ঠিত।

ত্বত্তস্ (অব্য) একার্থবৃত্তেঃ যুষ্মদস্তসিল্। ত্বৎসকাশ হইতে, তোমার নিকট হইতে।

(ত্রি) তব ইদং ত্বদাদিত্বেন বৃদ্ধত্বাৎ ছ, ত্বদাদেশঃ। একবচনার্থবৃত্তি যুষ্মদ্‌শব্দ সম্বন্ধী, তবদীয়, তোমার, আপনার। যেস্থলে বহুবচন অর্থাৎ তোমাদের বুঝাইবে, সেই স্থলে ত্বদীয় এইরূপ হইবে না, যুষ্মদীয় এইরূপ হইবে। একত্ববিষয়ে ত্ব আদেশ হয়, বহুত্ব বিষয় হইলে হয় না।

ত্বদ্বিধ (ত্রি) তবেব বিধা -প্রকারো যস্য। ত্বৎসদৃশ, তোমার তুল্য।

ত্বম্পদলক্ষ্যার্থ (পুং) ত্বমিতি পদস্য লক্ষ্যোঽর্থঃ। অজ্ঞানাদি ব্যষ্ট্যুপহিত এবং উহার আধারস্বরূপ অনুপহিত প্রত্যগানন্দরূপ তুরীয় চৈতন্য। [ত্বম্পদবাচ্যার্থ দেখ।]

ত্বম্পদবাচ্য (ত্রি) ত্বম্‌পদস্য বাচ্যঃ। ত্বম্পদাভিধ অর্থাৎ ত্বং, তুমি ব্রহ্ম।

"দেহাদিভিঃ পরিচ্ছিন্নো জীবস্তু ত্বম্পদাভিধঃ।" (বেদান্তপ°) দেহাদিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন জীব ত্বম্পদবাচ্য। যে জীবের দেহাদি আবরণ নাই, তিনিই ত্বং এই পদের যোগ্য।

ত্বম্পদবাচ্যার্থ (ত্রি) ত্বমিতি পদস্য বাচ্যোঽর্থঃ। অজ্ঞানাদির ব্যষ্টি, অর্থাৎ অ-জ্ঞান, সূক্ষ্মশরীর ও স্থূল শরীর এতদুপহিত চৈতন্য অর্থাৎ প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব, আর অনুপহিত চৈতন্য অর্থাৎ তুরীয় ব্রহ্ম, এই তিন দগ্ধলৌহপিণ্ডের ন্যায় অবিবিক্ত রূপে 'ত্বং' এই পদের বাচ্যার্থ হয় এবং অজ্ঞানাদির ব্যষ্টিরূপ উপাধির ও তদুপহিত প্রাজ্ঞ প্রভৃতি চৈতন্যের আধারভূত অনুপহিত আনন্দস্বরূপ তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ হয়।

(বেদান্তসার) * [ব্রহ্ম দেখ।]

ত্বম্পদাভিধ (পুং) ত্বংপদং অভিধা যস্য। ত্বম্পদবাচ্য জীব, যাহার 'অহং' ইত্যাদি অভিমান তিরোহিত হইয়াছে এবং বোধস্বরূপে অবস্থিত, তিনিই ত্বম্পদাভিধ।

"আলম্বনতয়া ভাতি যোঽস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ।
অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ স ত্বম্পদাভিধঃ॥" (বেদান্তসার)

ত্বন্ময় (ত্রি) যুষ্মৎ স্বরূপে ময়ট্। ত্বৎস্বরূপ। "ত্বন্ময়ং সর্ব্বলোকানাং রসং রসবিদো বিদুঃ" (হরিব°)

ত্বয়তা (স্ত্রী) ত্বয়া দত্তং পৃষো° সাধুঃ। তোমাকর্ত্তৃক দত্ত। "সন ইন্দ্র! ত্বয়তায়া ইষে" (ঋক্ ৭।২০।২০) 'ত্বয়তায়ৈ ইষে ত্বয়া দত্তায়ৈ ইষে অন্নায়' (সায়ণ)

ত্বরণ (ক্লী) ত্বর ভাবে ল্যুট্। ত্বরা। ত্বরতে শীঘ্রং গচ্ছতি ত্বর-ল্যু। (ত্রি) দ্রুতগামী। "আগ্নেয়ীশ্চ বাস্তেয়ীশ্চ ত্বরণাঃ কৃপণাশ্চ যাঃ।" (অথর্ব্ব ১১।৮।২৮)

ত্বরণীয় (ত্রি) ত্বর-অনীয়র্। দ্রুতগমনশীল।

ত্বরমাণ (ত্রি) ত্বর-শানচ্। সত্বর, যে তাড়াতাড়ি করিতেছে।

ত্বরা (স্ত্রী) ত্বরণমিতি, ত্বর-অঙ্, ততঃ টাপ্। বেগ, অভীষ্টলাভের জন্য বিলম্বের অসহন। পর্য্যায়—সম্ভ্রম, আবেগ, ত্বরি, তুর্ণি, সংবেগ।

"অসকৃত্বং ময়া পূর্ব্বং নির্জ্জিতো জীবিতপ্রিয়ঃ।
মুক্তো জ্ঞাতিরিতি জ্ঞাত্বা কা ত্বরা মরণে পুনঃ॥"
(ভারত ৩।২৭৮।২৭)

ত্বরায়ণ (ত্রি) ত্বরা অয়নং যস্য। ততো ণত্বং। ত্বরাসক্ত।

ত্বরাবৎ (ত্রি) ত্বরাস্ত্যস্য ত্বরা মতুপ্ মস্য বঃ। ত্বরাযুক্ত, সত্বর।

ত্বরি (স্ত্রী) ত্বরণমিতি ত্বর ভাবে ইন্। ত্বরা।

ত্বরিত (ক্লী) ত্বর-ক্ত। শীঘ্র। ত্বরতেস্মেতি। ত্বর 'গত্যর্থাকর্ম্মকেতি' কর্ত্তরি ক্ত, বা ত্বরা সঞ্জাতাঽস্য, তারকাদিত্বাদিতচ্। তদ্বিশিষ্ট, ত্বরাযুক্ত।

ত্বরিতক (পুং) ত্বরিতং কায়তি প্রকাশতে জায়তে কৈ-ক। ব্রীহিভেদ, তোরী। (সুশ্রুত)

ত্বরিতগতি (স্ত্রী) ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রত্যেক পাদে দশটী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার পঞ্চম ও দশমবর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন অন্যবর্ণ লঘু। ইহার লক্ষণ "ত্বরিতগতিশ্চ নজনগৈঃ।" উদাহরণ—"ত্বরিতগতির্ব্রজযুবতিরম্বরণিসুতাবিপিনগতা॥"
(ছন্দোম°)

ত্বরিতা (স্ত্রী) দেবীভেদ, এই দেবী আশুফলদায়িনী। "অথাভিধাস্যে ত্বরিতাং ত্বরিতং ফলদায়িনীং" (তন্ত্রসার) যুদ্ধ জয়াদির জন্য ত্বরিতা দেবীর পূজা করিতে হয়, ইহার বিধান অগ্নিপুরাণে ১৪১ অধ্যায়ে এবং ইহার যন্ত্রাদির বিষয় তন্ত্রসারে লিখিত আছে।

ত্বরিতোদিত (ক্লী) ত্বরিতং শীঘ্রং যথা তথা উদিতং কথিতং। শীঘ্রোচ্চারিত বাক্য। পর্য্যায় নিরস্ত। (অমর)

ত্বলগ (ত্রি) ত্বলগ পৃষো° সাধুঃ। জলসর্প। (পারস্করনি°)

ত্বষ্ট (ত্রি) ত্বক্ষ তনূকরণে ক্ত। তনূকৃত, অল্পীকৃত।

ত্বাষ্টি (পুং) মনূক্ত সঙ্কীর্ণজাতিভেদ। "মৎস্যাঘাতোনিষাদানাং ত্বষ্টিশ্চায়োগবস্য চ।" (মনু ১০।৪৮)

ত্বষ্টীমতী (স্ত্রী) ত্বষ্টা তদনুগ্রহোঽস্ত্যস্যাঃ মতুপ্-পৃষো° সাধুঃ। ত্বষ্টার অনুগ্রহযুক্তা স্ত্রী।

ত্বষ্টৃ (পুং) ত্বেষতি দীপ্যতি ত্বিষ দীপ্তৌ তৃচ্, ইতো অত্বঞ্চ (নপ্তৃনেতৃ ত্বষ্টৃহোত্রিতি। উণ্ ২।৯৬) ১ আদিত্যভেদ, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে ত্বষ্টা একাদশ।

"একাদশস্তথা ত্বষ্টা দ্বাদশোবিষ্ণুরুচ্যতে।" (ভারত ১।৬৫।১৫)

ইনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, বিরাট্ পুরুষের দুই চক্ষুর্গোলক পৃথকরূপে উৎপন্ন হইলে লোকপাল ত্বষ্টা (একাদশ আদিত্য) আপনার অংশে চক্ষুর সহিত অধি-

* "অজ্ঞানাদিব্যষ্টিঃ এতদুপহিতাল্পজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যং, এতদনুপহিতচৈতন্যঞ্চৈতত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদেকত্বেনাবভাসমানং ত্বংপদবাচ্যার্থো ভবতি। এতদুপাধ্যুপহিতাধারভূতমনুপহিতং প্রত্যগানন্দং তুরীয়ং চৈতন্যং ত্বংপদলক্ষ্যার্থো ভবতি" (বেদান্তসার)

দেবতাস্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হন। সেই চক্ষুঃ হইতেই জীবের জ্ঞান হইয়া থাকে।

"নির্ভিন্নে অক্ষিণী ত্বষ্টা লোকপালোঽবিশদ্বিভোঃ।
চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্যতোভবেৎ॥"(ভাগবং ৩৬।১৪)

ত্বক্ষতি তনুকরোতি, কাষ্ঠাদিকং শিল্পকার্য্যত্বাৎ ত্বক্ষ-তৃচ্। ২ বিশ্বকর্ম্মা, দেবশিল্পী, মাসেমাসে সূর্য্যরথে সাত জন পরিভ্রমণ করেন, ত্বষ্টা তাহাদিগের মধ্যে একজন। (বিষ্ণুপু' ২।১০ অঃ) ৩ বিশ্বকর্ম্মার পুত্রবিশেষ। (বিষ্ণুপু' ১।১৫।১২২) ৪ প্রজাপতিবিশেষ।

"ত্বষ্টাপ্রজাপতির্হ্যাসীৎ দেবশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ।" (ভারত ৫।৯।৩)

৫ মহাদেব। "ধাতাশক্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ মিত্রস্ত্বষ্টা ধ্রুবো ধরঃ।"
(ভারত ১৩।১৭।১০৩)

৬ বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ, সূত্রধার। ৭ তদ্দেবতাক চিত্রানক্ষত্র, চিত্রানক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (ত্রি) ৮ তক্ষণকর্ত্তা। ৯ পশু ও মনুষ্যাদির গর্ভের অভ্যন্তরস্থিত রেতোরূপ বিভাগকারক দেবভেদ। ইনি মনুষ্য ও পশু প্রভৃতির গর্ভস্থিত রেতঃবিভাগ করিয়া থাকেন। (শুক্লযজুঃ ২৩।২০)

ত্বষ্টৃমৎ (ত্রি) ত্বষ্টৃ-অস্ত্যর্থে মতুপ্। বীর্য্যাধিষ্ঠাতৃ দেবভেদযুক্ত। "ত্বষ্টৃমন্তস্ত্বা সপেম" (শুক্লযজুঃ ৩৭।২০) 'ত্বষ্টা রেতসামধিষ্ঠাতা তৎসহিতাঃ মৈথুনার্থোপস্পর্শে বীর্য্যাধিষ্ঠাতাপেক্ষিতোঽত এতদ্ব্যতাঃ' (মহীধর)

ত্বাংকামা (স্ত্রী) ত্বাং কাময়তে কম-ণিঙ্-অণ্ বেদে দ্বিতীয়ায়াঃ ন লুক্। তোমাকে অভিলাষকারিণী, যে তোমাকে অভিলাষ করে। "অগ্নে ত্বাংকাময়া গিরা" (ঋক্ ৮।১১।৭) লৌকিক প্রয়োগে ত্বৎকাম এইরূপ পদ হইবে।

ত্বাচপ্রত্যক্ষ (ক্লী) ত্বাচং ত্বচ-সম্বন্ধি প্রত্যক্ষং। স্পর্শজ্ঞান, স্পর্শেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান, স্পর্শদ্বারা দ্রব্যাদির অনুভব।

'অথ জ্ঞানমাত্রে ত্বঙ্মনঃসংযোগস্য কারণত্বং তদা রাসনচাক্ষুষাদিকালে ত্বাচপ্রত্যক্ষং স্যাৎ' (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

ত্বাদত্ত (ত্রি) ত্বয়া দত্তঃ বেদে সাধুঃ। তোমা কর্তৃক দত্ত। "ত্বাদত্তেভী রুদ্র শন্তমেভিঃ" (ঋক্ ২।৩৩।২) 'ত্বাদত্তেভিস্ত্বয়া দত্তৈঃ' (সায়ণ)

ত্বাদাত (ত্রি) তোমাকর্তৃক শোধনদ্বারা বিশদীকৃত। "ইন্দ্রত্বাদাতমিদ্যশঃ" (ঋক্ ১।১০।৭) 'ত্বাদাতং ত্বয়া শোধনেন বিশদীকৃতং' (সায়ণ)

ত্বাদূত (ত্রি) ত্বং দূতো যেষাং। তুমি যাহাদের দূত। "বয়েণ ত্বাদূতাসো মনুবদ্বদেম" (ঋক্ ২।১০।৬) 'ত্বাদূতাসঃ ত্বং দূতো যেষাং তে ত্বাদূতাসঃ বা ত্বয়া প্রেরিতা বয়ং' (সায়ণ)

ত্বাদৃশ্ (ত্রি) ত্বমিব দৃশ্যতে যুষ্মদ্ দৃশ্-কিন্। তোমার সদৃশ, তোমার তুল্য। একবচন বুঝাইলে ত্বাদৃশ এবং যখন বহুবচন হইবে যুষ্মাদৃশ এই রূপ হইবে।

ত্বাদৃশ (ত্রি) ত্বমিব দৃশ্যতে হসৌ যুষ্মদ্ দৃশ্-কঞ্ (ত্যদাদিষু দৃশে রনালোচনে কঞ্চ। পা ৩।২।৬০) তোমার সদৃশ।

"পুরুষা যদি মুহ্যন্তি ত্বাদৃশা দেবমায়য়া।
শ্রম এব পরং জাতো দীর্ঘয়া বৃদ্ধসেবয়া॥" (ভাগ' ৪।২০।৪)

ত্বায়ৎ (ত্রি) ত্বামাত্মন ইচ্ছতি, সুপ আত্মনঃ ক্যচ্, ক্যজন্তাল্লটঃ শতৃ। আত্মাভিলাষী। "মা ত্বায়তো জরিতুঃ" (ঋক্ ১।৫৩।৩) 'ত্বায়ত ত্বামাত্মন ইচ্ছতো' (সায়ণ)

ত্বায়ু (ত্রি) ত্বামাত্মন ইচ্ছতি ক্যচ্ যুষ্মদস্মদাদেশে 'ক্যাচ্ছন্দসি' ইতি-উ। তোমাকে কাময়মান, তোমাকে যে কামনা করে। "সুতা ইমে ত্বায়বঃ" (ঋক্ ১।৩।৪) 'ত্বায়ব ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে' (সায়ণ)

ত্বাবৎ (ত্রি) তবেব দর্শনমস্য যুষ্মদ মতুপ্ যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্যে ইতি আদেশঃ। ত্বৎসদৃশ, তোমার তুল্য। "ত্বাবান্ অনাপ্তঃ" (ঋক্ ১।৩০।১৪) 'ত্বাবান্ ত্বৎসদৃশঃ'
(সায়ণ)

ত্বাবসু (পুং) ত্বং বসু র্ব্যাপকো হস্য ত্বাদেশঃ বেদে পৃষো' সাধুঃ। তোমা কর্তৃক ব্যাপ্ত। লৌকিক প্রত্যয়ে ত্বদ্বসু এইরূপ পদ হইবে।

ত্বাবৃধ (ত্রি) ত্বয়া বর্দ্ধিতঃ। তোমা কর্তৃক বর্দ্ধিত। "নৃভিরজয়ত্বাবৃধেভিঃ" (ঋক্ ১০।৬৯।৯) 'ত্বাবৃধেভি ত্বয়া বর্দ্ধিতৈঃ' সায়ণ)

ত্বাষ্টী (স্ত্রী) দুর্গা।

"তুষ তুষ্টৌ স্মৃতো ধাতু স্তস্য তুষ্টী নিপাতনে।
সৃজত্যেষা প্রজাস্তুষ্টী ত্বাষ্টী তেন প্রকীর্ত্তিতা।"
(দেবীপু' ৪৫ অঃ)

তুষ ধাতুর অর্থ তুষ্টি, ইনি প্রজাদিগকে সৃষ্টি করেন, এই জন্য ইহার নাম ত্বাষ্টী হইয়াছে।

ত্বাষ্ট্র (ত্রি) ত্বষ্টা দেবতা অস্য অণ্। ত্বষ্টৃ দেবতাক আজ্যাদি। ত্বষ্টা দেবের উদ্দেশে ঘৃত প্রভৃতি। ২ বৃত্রাসুর।

"উদ্যমেন হতস্ত্বাষ্ট্রঃ নমচুর্বল এবচ।" (দেবীভাগ' ৫।৫।৪)

৩ বিশ্বরূপ। (ভাগ' ৬।৮।২) ত্বষ্টা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অস্য ইত্যণ্। ৪ চিত্রা নক্ষত্র। (বৃহৎসং ৭।১১)

(স্ত্রী) ত্বষ্টা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অস্য, ত্বষ্টৃ অণ্ ঙীপ্। ১ চিত্রানক্ষত্র। ত্বষ্টু বিশ্বকর্ম্মণঃ অপত্যং স্ত্রী। ২ সংজ্ঞানামে সূর্য্যের পত্নী, বিশ্বকর্ম্মার সরণ্যু বা সংজ্ঞানামে এক কন্যা হয়, বিবস্বানের সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়।

"ত্বাষ্ট্রীতু সবিতু র্ভার্য্যা বড়বারূপধারিণী।
অসূয়ত মহাভাগা সান্তরীক্ষেঽশ্বিনাবুভৌ॥"

(ভারত ১।৬৬।৩৫) ৩ রথিকা, ক্ষুদ্ররথ। (ত্রিকা°)

ত্বিষ্ (স্ত্রী) ত্বিষ দীপ্তৌ সম্পদাদিত্বাদি ক্বিপ্। শোভা, প্রভা, দীপ্তি।

"চয়স্ত্বিষা মিত্যবধাপরতং পুর-
স্ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিং।" (মাঘ ১।৩)

২ বাক্য। ৩ ব্যবসায়। ৪ জিগীষা। (ত্রি) ৫ দীপ্যমান। "তবা ত্বিষো জনিমন্‌রেজত" (ঋক্ ৪।১৭।২) 'হে ইন্দ্র ত্বিষো দীপ্যমানস্ত তব' (সায়ণ)

ত্বিষা (স্ত্রী) ত্বিষ্ হলন্তাৎ বা টাপ্। দীপ্তি। (শব্দর°)

ত্বিষামীশ (পুং) ত্বিষাং ঈশঃ অলুক্ সমাসঃ। ১ সূর্য্য। ২ অর্ক বৃক্ষ।

ত্বিষাম্পতি (পুং) ত্বিষাং পতিঃ ষষ্ঠ্যাঃ অলুক্। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

ত্বিষি (স্ত্রী) ত্বিষ দীপ্তৌ ত্বিষ্ ইন্ সচ কিৎ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) কিরণ। "ত্বিষীরধিত সূর্য্যস্ত" (ঋক্ ৯।৭১।৯)

ত্বিষিত (ত্রি) ত্বিট্ জাতা ২স্ত তারকাদি° ইতচ্। জলিত। "অগ্নিরিব মন্তো ত্বিষিতঃ" (ঋক্ ১০।৮৪।২)

ত্বিষীমৎ (ত্রি) ত্বিষি বিদ্যতে ২স্ত ত্বিষি মতুপ্ বেদে দীর্ঘঃ। দীপ্তিমৎ, দীপ্তিযুক্ত। 'শ্রদ্দধতি ত্বিষীমত ইন্দ্রায়' (ঋক্ ১।১৫৫।৫) 'ত্বিষীমতে দীপ্তিমতে' (সায়ণ)

ত্বেষ (ত্রি) ত্বিষ পচাদ্যচ্। দীপ্ত। "ত্বেষাসো ২গ্নে রমবন্তঃ" (ঋক্ ১।৩৬।২০) 'ত্বেষাসঃ দীপ্তাঃ ত্বিষ দীপ্তৌ পচাদ্যচ্' (সায়ণ)

ত্বেষথ (ত্রি) ত্বিষ-অথচ্। দীপ্ত। "শূরস্তেব ত্বেষথাদীষতেবয়ঃ" (ঋক্ ১।১৪১।৮) 'তেষথাদ্বয়ইব, কস্তচিৎ বিক্রান্তস্ত দীপ্তাৎ তেজসঃ সকাসাৎ' (সায়ণ)

ত্বেষদ্যুম্ন (ত্রি) ত্বেষং দীপ্তং দ্যুম্নং যস্ত। দীপ্যমান যশোযুক্ত। "ত্বেষদ্যুম্নায় শুষ্মিণে" (ঋক্ ১।৩৭।৪) 'ত্বেষদ্যুম্নায় দীপ্যমান যশসে' (সায়ণ)

ত্বেষনৃম্ন (ত্রি) ত্বেষং নৃম্নং যস্ত। প্রদীপ্তবল। "যতো যজ্ঞ উগ্রত্বেষনৃম্নঃ" (ঋক্ ১০।১২০।১) 'ত্বেষনৃম্নঃ প্রদীপ্তবলঃ' (সায়ণ)

ত্বেষপ্রতীক (ত্রি) ত্বেষপ্রতীকঃ যস্ত। দীপ্তমুখ। "দিদ্যুৎ ত্বেষপ্রতীকা" (ঋক্ ১।৬৬।৭) 'ত্বেষপ্রতীকা দীপ্তমুখাঃ' (সায়ণ)

ত্বেষরথ (ত্রি) ত্বেষঃ রথঃ যস্ত। দীপ্তরথ। "মারুতোগণস্ত্বেষরথঃ" (ঋক্ ৫।৬১।১৩) 'ত্বেষরথঃ দীপ্তরথঃ' (সায়ণ)

ত্বেষস্ (ক্লী) ত্বিষ্-অসুন্। দীপ্ত। "অস্তেব ত্বেষসারস্তঃ" (ঋক্ ১।৬১।১১) 'ত্বেষসা দীপ্তেন' (সায়ণ)

ত্বেষসংদৃশ্ (ত্রি) ত্বেষঃ সংদৃক্ যস্ত। দীপ্তসংদর্শন। "ত্বেষসংদৃশোনরঃ" (ঋক্ ১।৮৫।৮) 'ত্বেষসংদৃশো দীপ্তসংদর্শনাঃ, ত্বিষ দীপ্তৌ পচাদ্যচ্, দৃশি প্রেক্ষণে, সংপূর্ব্বদস্মাদ্ সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্, বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং' (সায়ণ)

ত্বেষী (স্ত্রী) দীপ্তা। "ত্বেষ্যেষামপীচ্যেন" (ঋক্ ৭।৬১।১০) 'ত্বেষী দীপ্তা চ ভবতি।' (সায়ণ)

ত্বৈ (অব্য) ত্বচ বা° তৈ। ১ বিশেষ। ২ বিতর্ক। (শব্দার্থচি°)

ত্বৈষীরথী (পুং) কুশিক। "কুশিকস্ত্বৈষীরথিঃ।" (ঋক্১।১০।১১ ভাষ্যে সায়ণ)

ত্বোত (ত্রি) ত্বয়া উতঃ বেদে সাধুঃ। তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত। "ত্বোতাসোন্বর্বতা" (ঋক্ ১।৮।২) 'ত্বোতাস ত্বয়ারক্ষিতা' (সায়ণ) লৌকিক প্রয়োগে ত্বদূত এইরূপ পদ হইবে।

ৎসরু (পুং) ৎসরতি কৌটিল্যং গচ্ছতি ৎসর-উ (ভৃমৃশীতৃচরিৎসরীতি। উণ্ ১।৭) ১ খড়্গমুষ্টি, পর্য্যায়—মুষ্টিতালতল। ২ সর্প।

"মামাং পন্থেন রপসা বিদৎ ৎসরু" (ঋক্ ৫।৫০।১)
'ৎসরুশ্ছদ্মগামী জিহ্মগঃ সর্পঃ' (সায়ণ)

ৎসারিন্ (ত্রি) ৎসরণযুক্ত, অত্যন্তভীত। "ত্বাং ৎসারী দসমানঃ" (ঋক্ ১।১৩৪।৫) 'ৎসারী ৎসরণবান্ অত্যন্তভীতঃ' (সায়ণ)

ৎসারুক (ত্রি) ৎসরৌ তদ্যুদ্ধে নিপুণঃ, আকর্ষা° কন্ ততঃ স্বার্থে অণ্। অসিযুদ্ধনিপুণ।

"তথাভিপুরুষানন্যান্ ৎসারুকৌ যমজাবুভৌ
(ভারত ১।১৩২ অ°)

থ

থ, ব্যঞ্জনবর্ণের সপ্তদশ ও তবর্গের দ্বিতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান দন্তমূল, দন্তমূলের দ্বারা জিহ্বাগ্রস্পর্শ, আভ্যন্তর প্রযত্ন হেতু স্পর্শবর্ণতা। বাহ্য প্রযত্ন বিবার, শ্বাস, অঘোষ ও মহাপ্রাণ। ইহার বাচক শব্দ—ত্রিবাসী, মহাগ্রন্থি, গ্রন্থিগ্রাহ, ভয়ানক, শিলী, শিরসিজ, দন্তী, ভদ্রকালী, শিলোচ্চয়, কৃষ্ণ, বুদ্ধি, বিকর্ণা, দক্ষিণাশা, অধিপ, অমর, বরদা, ভোগদা, কেশ, বামজঙ্ঘা, অলস, অনল, লোল, উজ্জয়িনী, পৃথু, গুহ, শরচ্চন্দ্র, বিদারক। (বর্ণাভিধান) ইহার লেখন প্রকার—বাম হইতে দক্ষিণদিকে কুঞ্চিত কুণ্ডলী করিয়া তৎপরে কুঞ্চিত হইয়া দক্ষিণাধোভাগে আনিবে, তৎপরে ঊর্দ্ধদিকে একটী আয়ত রেখা টানিবে। ইহার ধ্যান—

"নীলবর্ণাং ত্রিনয়নাং ষড়্‌ভুজাং বরদাং পরাম্।
পীতবস্ত্রপরিধানাং সদা সিদ্ধিপ্রদায়িনীম্॥
এবং ধ্যাত্বা থকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং থকারং প্রণমাম্যহম্॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

মাতৃকান্যাসে—বামজঙ্ঘায় থকারের ন্যাস করিতে হয়।

ইহার স্বরূপ—কুণ্ডলী মোক্ষরূপিণী, ত্রিশক্তি, ত্রিবিন্দু, পঞ্চদেবময় ও সর্ব্বদা পঞ্চপ্রাণময় বর্ণ এবং নবোদিত সূর্য্যের মত।

"থকারং চঞ্চলাপাঙ্গি! কুণ্ডলী মোক্ষরূপিণী।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দু সহিতং সদা॥
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণাত্মকং সদা।
অরুণাদিত্যসঙ্কাশং থকারং প্রণমাম্যহম্॥" (কামধেনুতন্ত্র)

কাব্যাদিতে থকারের প্রথম প্রয়োগে যুদ্ধ ফল। "থস্তু যুদ্ধম্।" (বৃত্তরত্না°টী)

থ (পুং) থুড় সংবৃতৌ ড। ১ পর্ব্বত। ২ ব্যাধিভেদ। ৩ ভয়চিহ্ন। ৪ ভক্ষণ। (ক্লী) ৫ রক্ষণ। ৬ মঙ্গল। ৭ সাধ্বস। (ত্রি) ৮ ভয়রক্ষক।

থই (দেশজ) ১ স্থপতি, মিস্ত্রী। ২ স্থলী, তল।

থইগরি (দেশজ) স্থপতির কার্য্য।

থকা (স্তবকের অপভ্রংশ) স্তবক, গোছা।

থকা থকা (দেশজ) গোছা গোছা, স্তবকে স্তবকে।

থকার (পুং) থ স্বরূপে কারঃ। থ স্বরূপবর্ণ।

থক্‌থক্ (দেশজ) ১ আবিল, ঘোলা। ২ ঘন, গাঢ়।

থকারাদি (পুং) থকার আদির্যস্য। যাহার আদিতে থ এই বর্ণ আছে।

থকারান্ত (ত্রি) থকারো হন্তে যস্ত। যাহার শেষে থ আছে।

থকথকিয়া (দেশজ) ঈষৎ তরল।

থক্‌থকে (দেশজ) ঈষৎ তরল, ঈষৎ ঘন।

থক্কড় (দেশজ) থাপড়, চড়।

থগর, নিম্নব্রহ্মের তৌঙ্গুজেলার অন্তর্গত একটী নগর। (সংস্কৃত নাম তগর।) ইহার ভিতর দিয়া কতকগুলি গিরিশৈল গিয়াছে। মধ্যে নানাবৃক্ষলতাকীর্ণ ও শস্যশালী উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র দৃষ্ট হয়।

থতা (দেশজ) চমকান।

থতিয়া, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ফরুখাবাদ জেলার অন্তর্গত তিরবানগর হইতে ৩॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটী নগর, পূর্ব্বে এখানে বহু লোকের বাস ছিল। এখনও এখানে হাটবাজার আছে। কতকগুলি রাস্তা আসিয়া এই নগরে মিলিত হইয়াছে। এখানে গবাদির ব্যবসা, পুলিস, ডাকঘর, ইংরাজী বিদ্যালয়, সরাই প্রভৃতি আছে। নগরের দক্ষিণে এক উচ্চ জমির উপর দুর্গের চিহ্ন রহিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ দুর্গ মধ্যে তালগ্রামের বাঘেলা রাজপুতগণ বাস করিতেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার দুর্গপতি বাঘেলা সর্দ্দারও বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। বিদ্রোহের পর তিনি দ্বীপান্তরিত হন ও দুর্গধ্বংস করা হয়।

থতুন, ব্রহ্মদেশের তেনসেরিম্ বিভাগের আমহার্ট জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখন আর এই স্থানের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি কিছুই নাই। তলৈঙ্গ ইতিহাসে এই স্থান অতি বিখ্যাত। দেশীয় ঐতিহাসিকগণের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৭শ শতাব্দীতে এই নগর স্থাপিত হয় এবং বহুকাল এক স্বাধীন রাজ্যের রাজধানীরূপে বিখ্যাত ছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে ব্রহ্মরাজ অ-ন-ব-র-ত অধিকার করেন। ব্রহ্মপুরাবৃত্তে থতুন অধিকারের বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই নগরে অনেক বৌদ্ধ দেবালয় দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার অধিকাংশই এখন ধ্বংসমুখে পতিত।

থপ্ (দেশজ) কোমলবস্তুর মৃত্তিকাদিতে পতন-ধ্বনি।

থপাৎ (দেশজ) কোমল বস্তুর মৃত্তিকাদিতে পতন-ধ্বনি।

থপ্‌থপ্ (দেশজ) হস্তী ও ভেকাদির ন্যায় মৃদুগতিতে গমন করা।

থপ্‌ড়া (দেশজ) থাপড়, চড়, চপেটাঘাত।

থপ্‌পর (দেশজ) থাপড়, চড়, চপেটাঘাত।

থমক (দেশজ) ১ ধীরভাব। ২ চমকান।

থম্‌কান (দেশজ) চমকাইয়া উঠন, ভয় বা আশ্চর্য্য হেতু স্তম্ভিত হওন।

থমথমা, থমথমিয়া (দেশজ) মন্দীভূত, মৃদুগতি, স্থিরপ্রায়, শিথিল।

থর্ (দেশজ) ১ স্তর। ২ মস্তকের যে অংশে কেশের প্রান্তভাগ পতিত হয়।

থর ও পার্কর, সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যবর্ত্তী একটী জেলা। অক্ষা° ২৪°১৩´ ও ২৬°১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮°৫১´ হইতে ৭১°৮´ পূঃ। ভূপরিমাণ ১২৭২৯ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে খয়েরপুররাজ্য, পূর্ব্বে জয়শালমের, মলানি, যোধপুর ও পালনপুর রাজ্য, দক্ষিণে কচ্ছের লবণাক্ত জলাভূমি, পশ্চিমে হায়দরাবাদ জেলা। জেলার সদর অমরকোট।

থর ও পার্কর জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,— এক ভাগ 'পট' বা সমতল ভূভাগ এবং 'থর' বা মরুভূমি। পট ভূভাগ সিন্ধু হইতে ৫০ বা ১০০ ফিট্ উচ্চ হইয়া আছে—ইহার মধ্যেও এক একটী প্রায় ২০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ বালুকাশৈল বিদ্যমান। কিন্তু থরের মধ্যে তদপেক্ষা উচ্চ বালুকাশৈল দেখা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ভূভাগ মরুময় বোধ হইত, তেমন জলেরও সুবিধা ছিল না। কিন্তু জল সরবরাহের জন্য রোড়ী নামক খাল কাটা হইলে ক্রমে এই জেলাস্থ নারা নামক ভূভাগ জঙ্গল ও জলায় আকীর্ণ হইয়াছে। এই ভূভাগে পূর্ব্ব নারা ও মিথ্রো নামে দুইটী খাল বহিতেছে; তাহাতে চোর ও থরখাল নামে দুইটী কৃত্রিম স্রোত বাহির হইয়া প্রায় ৮০ মাইল পর্য্যন্ত গিয়াছে।

থর বা মরুময় অংশে নদী বা কোন প্রকার খাল নাই। কেবল ঢেউ-খেলান উচ্চ উচ্চ বালুকাস্তূপ পড়িয়া আছে।

থরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে পার্কর নাম ভূভাগ। থর হইতে এই স্থান সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিমালা রহিয়াছে, কোনটী ৩৫০ ফিটের বেশী হইবে না, তাহার প্রস্তর অতি কঠিন। ইহার পূর্ব্বাংশ তেমন উচ্চ নহে; এই অংশ ক্রমে নিম্ন হইয়া শেষে মৃত্তিকাযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

জেলার নানাস্থানে শুষ্ক নদী-গর্ভ পড়িয়া আছে, দেখিলেই বোধ হয় যে, এক সময় সিন্ধুনদ অথবা তাহার কোন শাখা প্রশাখার স্রোত প্রবাহিত হইত। এখন যেখানে মরু সেইখানেই পূর্ব্বে শস্যশালিনী ভূমি ছিল। বিস্তর ইষ্টক ও পাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই জানা যায় যে এক সময় লোকাবাসও ছিল।

পুরাতত্ত্ব। পার্কর ভূভাগে কতকগুলি প্রাচীন দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। বিরাবার ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গোর্চা নামে এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জৈন দেবমন্দির আছে, এখানকার জিনমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য বহুদূর হইতে জৈনযাত্রীর সমাগম হয়। ইহার নিকট পারানগর নামে এক প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহা আয়তনে প্রায় ৬ মাইল হইবে। ধর্ম্মসিংহ নামে এক ব্যক্তি ঐ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও বহুজনাকীর্ণ ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী হইতে দুর্দশা ঘটে। এখানকার প্রাচীন ভগ্ন দেবালয়ের শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। থিপ্রা নগরের দক্ষিণে নারা খালের উপর রতাকোট নামে এক বিধ্বস্ত নগর দেখা যায়। প্রবাদ এইরূপ যে, ৯০০ বর্ষ পূর্ব্বে রতা নামে একজন এই নগর স্থাপন করেন, পাঁচশত বর্ষ হইতে ইহার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। জেলার নানাস্থানে তলপুরমীরদিগের সময় নির্ম্মিত অনেক গুলি দুর্গ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ইস্‌লামকোট, মিত্তি ও সিঙ্গাল প্রধান। এখন সকল গুলিরই ভগ্নাবস্থা।

ইতিহাস। জেলার প্রাচীন ইতিহাস বেশী কিছু জানা যায় না। এখানকার সোদা রাজপুতেরা বলিয়া থাকেন— উজ্জয়িনীতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ পরমার সোদা বাস করিতেন। ১২২৬ খৃষ্টাব্দে তাহারা সিন্ধুপ্রদেশে আগমন করেন এবং এখানকার শাসনকর্ত্তাগণকে পরাভূত করিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন। ইহাদের পূর্ব্বে সুমরাগণ রাজত্ব করিতেন। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে সুমরাগণ সোদা রাজপুতের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে সোদারাও কল্‌হোরাগণের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে কিছু কাল এই জেলা সিন্ধুরাজ্যের শাসনাধীন ছিল। কল্‌হোরাদিগের অধঃপতনের পর এই জেলা তলপুরমীরদিগের অধিকারে আইসে। তাঁহারা জমির উৎপন্ন দ্রব্যের ⅓ অংশ ভাগ লইতেন। তাঁহাদের সময় এখানে নানাস্থানে দুর্গাদি নির্ম্মিত হয়।

বহুদিন ধরিয়া থর ও পার্কর জেলা ডাকাতের আড্ডা বলিয়া গণ্য ছিল। সেই সকল ডাকাতেরা কচ্ছ ও নিকটবর্ত্তী জেলায় গিয়া লুঠপাঠ করিত।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশ বৃটিশরাজ্যভুক্ত হইলে এই জেলার লোকেরা কচ্ছের শাসনাধীন থাকিতে ইচ্ছা করে। তদনুসারে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বলিয়ারি, দিপ্‌লা, মিত্তি, ইস্‌লামকোট, সিঙ্গালা, বিরাবা, পিটাপুর, বোজাসর ও পার্কর কচ্ছের সামিল হয় এবং অমরকোট, গদ্রা ও নারাই প্রভৃতি কতকগুলি ভূভাগ হায়দরাবাদ কালেক্টরীর (মীরপুরের ডেপুটী কালেক্টরের) অধীন হইল।

লাখরাজ ও হিন্দুবিবাহ উৎসবে পাটেল বা প্রধানেরা

যে অনর্থক অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইল। এই সময় সর্দ্দারদিগকে অস্ত্র ব্যবহার করিতেও নিষেধ করা হয়। এই সকল কারণে সোদা রাজপুতেরা ক্ষেপিয়া উঠে ও বিদ্রোহী হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে অল্পেই বিদ্রোহ শান্ত হইল। তখন গবর্মেণ্ট তাহাদের অসন্তোষের কারণ জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। সোদারা জানাইলেন—'করাড় বণিয়াদিগের প্রতি বিবাহে করস্বরূপ ২৬৷৷০ টাকা ও ঋণগ্রহণকালে এক টাকা আদায় পাইতে ইচ্ছা করি, কারণ বরাবর পাইয়া আসিতেছি। তাঁহারা যে সকল নিষ্কর জমি ভোগ করিতেন, তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছে ও অনেকগুলি তাহাদের হস্তচ্যুত করা হইয়াছে; বিশেষতঃ অজন্মার সময় যেন তাহাদের ব্যবহার্য্য অহিফেন বা শস্যাদির শুল্ক রহিত করা হয়। সোদারা বহুদিন হইতেই ভ্রমণকালে বণিয়াদিগের গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র বিনা ব্যয়ে আহারাদি ও শস্য পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা এই প্রথা এখনও রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন। এ ছাড়া অমরকোট হইতে যে শুল্ক আদায় হয়, তাহার কিয়দংশ তাঁহারা পাইতে পারেন।'

আবেদন শুনিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্ট এই প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন,—

করাড় বণিয়াদিগের বিবাহে দেয় করস্বরূপ সোদারা উক্ত বণিয়াদিগের নিকট হইতে শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে ১১০০০৲ টাকার বার্ষিক সুদ পাইবেন, নিষ্করে কতকগুলি জমি ভোগ করিতে পারিবেন এবং অমরকোট হইতে যে শুল্ক আদায় হইবে, তাহারও কিছু কিছু তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সোদা জমিদারের সহিত অমরকোট ও নারা বিভাগের একরূপ বন্দোবস্ত হয়, তৎপরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশের কমিসনার সর্ বার্টল ফ্রিয়ার এখানে দশসালা বন্দোবস্ত চালাইলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই জেলার মরুময় ভাগ ও পার্কর আবার সিন্ধুপ্রদেশের সামিল করা হইল।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি কোলিসৈন্য রাণার সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হয়, হায়দরাবাদ হইতে সৈন্য গিয়া বিদ্রোহ দমন করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিচারে রাণার ১৪ বর্ষ ও তাঁহার মন্ত্রীর ১০ বর্ষ নির্ব্বাসন দণ্ড হয়। তৎপরে এই জেলার আর কোন গোলমাল হয় নাই।

এখানে লোকসংখ্যা দুই লক্ষের অধিক। তন্মধ্যে শতকরা ৫০ জন মুসলমান, হিন্দু ২১ জন এবং অহিন্দু অসভ্য জাতি প্রায় শতকরা ২৩ জন। এ ছাড়া জৈন, শিখ, খৃষ্টান, য়িহুদী ও একজন ব্রাহ্ম আছে। বাজরা ও দুগ্ধই এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা। এখানে খরীফ, রবি ও অদাবা এই তিন শস্য উৎপন্ন হয়। তবে স্থানভেদে বপন ও কর্ত্তন করিবার সময়ের কিছু পার্থক্য আছে।

বাণিজ্য—থর ও পার্কর হইতে প্রধানতঃ নানাবিধ শস্য, পশম, ঘৃত, উষ্ট্র, গো, মেষ, চর্ম্ম, মৎস্য, লবণ এবং পাখা নির্ম্মাণযোগ্য পণ নামক এক প্রকার খাগড়া রপ্তানী হয় এবং তুলা, ধাতু, শুষ্ক ফল, রঙ্, থান কাপড়, রেশম, গুড় ও তামাকু আমদানী হয়। এখানে উত্তম পশমী বনাত ও মোটা কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শাসন—রাজস্ব ও বিচারকর্ত্তৃত্ব একজন ডেপুটী কমিসনরের হস্তে ন্যস্ত, তাঁহার উপর জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ উভয়ের ক্ষমতা দেওয়া আছে। তাঁহার অধীনে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন ডেপুটী কালেক্টর ও একজন মুখ্তিয়ারকার আছেন। মুখ্তিয়ারকারদিগের ক্ষমতা ১ম ও ২য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায়।

পশু পক্ষ্যাদি সিন্ধুপ্রদেশের অপর স্থানের মত। [সিন্ধুপ্রদেশ দেখ।]

থর্‌থর্ (দেশজ) ভয়াদিহেতু কম্পন।

থরবদী, নিম্নব্রহ্মের অন্তর্গত একটী বিস্তৃত জেলা। ইহার উত্তর সীমা প্রোম্ জেলা, পূর্ব্বে পেগুযোমাগিরি, দক্ষিণে হস্থবদী ও পশ্চিমে ইরাবতী নদী। ভূপরিমাণ ২০১৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। ইহার প্রধান সদর থরবতী। সদরের ধার দিয়া ইরাবতী ষ্টেট্ রেলওয়ে গিয়াছে।

এখানকার ইরাবতী ও নিতং নদীর অববাহিকা ও পেগুয়োমাশৈলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। প্রধান শৈলশৃঙ্গ বরবেসকন্ ও ক্যোক্‌পূ-দঙ্গ, উভয়টীই প্রায় ২০০০ ফিট্ উচ্চ। শৈলমালার মধ্যে ক্যোক্-ত-দ অর্থাৎ শৈলসেতু নামে এক বিচিত্র গিরি আছে, এক বৃহৎ কুকরের উপর দিয়া এই পাহাড় বিস্তৃত সুতরাং দেখিতে সেতুর ন্যায় বলিয়া শৈলসেতু নাম হইয়াছে।

এ জেলার মাটি উর্ব্বরা। ইহার ইতিহাস হেনজদা জেলার সহিত সংশ্লিষ্ট। এখানে এখন অনেক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, উড়িয়া, তেলুগু ও তামিল প্রভৃতি জাতি গিয়া বাস করিতেছে। অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৯৭ জন বৌদ্ধ। [হেনজদা দেখ।]

থরাড়, থরাড় ও মোরবাড়া রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪°২৩´১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১°৩৭´ পূঃ। এখানে রাজা বাস করেন।

থরাড় ও মোরবাড়া, বোম্বাই প্রদেশের পালনপুর এজেন্সীর অধীন একটী দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্য উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৮ ক্রোশ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ১২½ ক্রোশ। রাজপুতনার সীমান্তে গুজরাটের উত্তরাংশে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমা সাচোরের এলাকাধীন মাড়বার জেলা, পূর্ব্বে পালনপুররাজ্য, দক্ষিণে ভাবর ও তেরবারা রাজ্য। এই রাজ্যের অধিকাংশ জমিই অনুর্ব্বর ও বালুকাময়, কেবল গ্রামাদির নিকট অতি অল্প কালমাটির জমি পাওয়া যায়। এখানে মাটির প্রায় ৫০ হইতে ৮০ হাত নীচে জল। সুতরাং জল সরবরাহের সুবিধা নাই, এ জন্য এখানকার ব্যবহার্য্য শস্য অতি সামান্যই জন্মে, ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রকার শস্য ভাল জন্মিতে পারেনা। এখানে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে দারুণ গ্রীষ্ম হয়। অপর রোগ বড় একটা নাই, তবে জ্বরের বড় প্রাদুর্ভাব। পালি হইতে মাণ্ডবী পর্য্যন্ত বৃহৎ পাকা রাস্তা এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

এখানে বহুদিন হইতে বাঘেলা রাজপুতগণ রাজত্ব করিতেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে, খোসা প্রভৃতি লুণ্ঠনকারীদিগের মহাউৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া এখানকার সামন্তরাজ (সর্দ্দার) বৃটীশ গবর্মেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বর্ত্তমান সর্দ্দারের নাম ঠাকুর খেঙ্গর সিংহ। ইনি থরাড় নামক নগরে বাস করেন ও আপন হস্তে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

এই রাজ্যের আয় ৮৫০০০৲। সৈন্যসংখ্যা ৫০ জন অশ্বারোহী ও ৩০ জন পদাতি। এখানে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য পাইয়া থাকে।

থরে থরে (দেশজ) স্তবকে স্তবকে, থাকে থাকে।

থর্‌থরী (দেশজ) ভীতি।

থরসা (দেশজ) অৰ্দ্ধপক্ব, যাহা আধা রাঁধা হইয়াছে, অথচ ঝোলা ঝোলা আছে।

থল (দেশজ) স্থল।

থলকুড়ী (দেশজ) বল্ললতাভেদ (Hydrocotyle Asiatica)

থল্‌পদ্ম (দেশজ) স্থলপদ্ম।

থলিয়া, থলী, থলে (দেশজ) ঝুলি, গুণ, ছালা।

থল্যাৎ (দেশজ) অপহৃত দ্রব্যের গ্রাহক, যে চোরামাল গ্রহণ করে।

থলুয়া (দেশজ) স্তবক, গুচ্ছ, থকা।

থলো (দেশজ) থলুয়া।

থল্‌থল্ (দেশজ) মাংসল, মোটা।

থস্‌থসিয়া (দেশজ) কোমল, নরম, স্থিতিস্থাপক।

থা (দেশজ) ১ স্থিরতা। ২ শৃঙ্খলা।

থাই (দেশজ) ১ গভীরতা। ২ জলাশয়ের তলদেশ।

থাউকা (দেশজ) সর্ব্বসমেত, সকল একত্র।

থাক্ (দেশজ) ১ স্তর। ২ সীমা।

থাক্‌থাক্ (দেশজ) স্তরে স্তরে, উপর্য্যুপরি, সারি সারি।

থাকন, থাকা (দেশজ) স্থিতিকরণ, অবস্থিতি, বাসকরণ।

থাড় (দেশজ) সোজা।

থাড়কাঁতী (দেশজ) উচ্চ কূল বা ধার।

থাড়ান (দেশজ) কোন বস্তু প্রস্তুতকরণ।

থাতামুতা (দেশজ) সামান্য, সাদাসিদা। (ঔষধ)

থান্ (দেশজ) খণ্ড, টুক্‌রা, মুদ্রাখণ্ড, বস্ত্রখণ্ড। ২ অখণ্ড বিলাতি বস্ত্র। ২০ গজ কাপড়ে সাধারণতঃ এক থান হয়, ১৮ গজেও কোন কোন বস্ত্রের থান্ হয়। পাড়হীন বস্ত্রকেও থান কহে।

থান, বোম্বাই প্রদেশে কাঠিবাড় রাজ্যের ঝালাবার উপবিভাগে এই সহর অবস্থিত, ইহা লখতর জমীদারীর অন্তর্গত। বড়বান হইতে রাজকোট পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, তাহা এই সহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই সহরে একটী দুর্গ আছে। এখানকার ত্রিনেত্রেশ্বরের মন্দির, কন্দোলার সূর্য্যমন্দির ও বাসাঙ্গীর বাসুকীমন্দির অতি বিখ্যাত। [ত্রিনেত্রেশ্বর দেখ।]

সহরের নিকটে কামলা ও প্রিতম (প্রিয়তম) নামে দুইটী পুষ্করিণী আছে। কথিত আছে, এই দুই সরোবরে লক্ষ্মীনারায়ণ স্নান করিতেন। দুর্গটীর নাম কন্দোলা। এই স্থানেই সুবিখ্যাত সূর্য্যমন্দির। কন্দোলা দুর্গের সম্মুখভাগে পর্ব্বতের উপর সোণগড় দুর্গ। বাসুকীমন্দিরের ন্যায় বান্দিয়াবেলি নামক স্থানে বন্দুক নামে আরও একটী সর্পমন্দির আছে। ইহার নিকটে টালা পর্ব্বতমালা, এই পর্ব্বতের একাংশকে মাণ্ডব পর্ব্বত বলে। ইহার উপর মাণ্ডব দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে।

থানকুনী (দেশজ) থলকুড়ী।

থানছাড়া (দেশজ) স্থানচ্যুতি।

থান্‌থান্ (দেশজ) খণ্ড খণ্ড, টুক্‌রা টুক্‌রা।

থানা, বোম্বাই প্রদেশের একটী জেলা। ইহার উত্তরে পর্ত্তুগীজের অধিকৃত দমান ও সুরাট জেলা, পূর্ব্বে নাসিক, আহ্মদনগর ও পুণা, দক্ষিণে কোলাবা জেলা এবং পশ্চিমে আরব সাগর। এই জেলার উত্তরপূর্ব্ব ও পূর্ব্বাংশের ভূভাগ উচ্চ। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী জমী নাবাল, তবে প্লাবন হয় না। নাসিক জেলার অন্তর্গত ত্র্যম্বক পর্ব্বতে বৈতরণীনদী উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা একটী পবিত্র নদী। এই নদীই এখানকার প্রধান। এই জেলার নিকটে সালসেট দ্বীপ।

এখানে হ্রদ নাই, তবে কুর্লা ও থানার মধ্যে বোম্বাই নগরের ৭॥০ ক্রোশ দূরে বেহার নামক স্থানে একটী জলসঞ্চয় জলাশয় আছে। ইহার পরিমাণ ৪২০০ বিঘা। ইহা হইতে বোম্বাই সহরে জল সরবরাহ করা হয়। তিনটী বাঁধ বাঁধিয়া এই জলাশয় প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার নিকটে কোন রূপ চাষবাস বা ব্যবসা বাণিজ্য হয় না, গবর্মেণ্টের নিষেধ আছে। পূর্ব্বে ইহার জল ছিল ভাল, এখন নল গজাইয়া কিছু খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটি ইহার জল ভাল করিবার জন্য নানা উপায় করিতেছেন।

পর্ব্বত প্রায় সর্ব্বত্রই আছে। সালসেট দ্বীপের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পর্ব্বতমালাই তন্মধ্যে প্রধান। মাথেরাণ ও দমন পর্ব্বতমালা প্রসিদ্ধ। বৈতরণীর উৎপত্তি স্থল হইতে উত্তরদক্ষিণে কতকগুলি পাহাড় আছে। তাহার কোন কোনটীতে সুদৃঢ় দুর্গ রহিয়াছে। এই সকল পার্ব্বতীয় দুর্গের মধ্যে মাহুলী ও মলনগড় বিখ্যাত। কানাড়া ও খান্দেশের বনজাত কাষ্ঠের পরই থানার বন্য কাষ্ঠের সমাদর আছে। বোম্বাই নগরের জ্বালানিকাষ্ঠ এখানকার বন হইতে যায়। খৃষ্টান, মুসলমান ও পারসীরাই কাষ্ঠের ব্যবসায় করে।

সমুদ্রে মৎস্যধারণও এ জেলার একটী লাভকর ব্যবসায়। লবণাক্ত ও শুষ্ক মৎস্যের ব্যবসায়ও বেশ প্রবল।

পেশবার অধিকৃত, রাজ্যের কিয়দংশ লইয়া এই জেলা গঠিত হইয়াছে। [অন্যান্য ঐতিহাসিক বিষয় 'বোম্বাই' শব্দে দ্রষ্টব্য।] এই জেলায় প্রায় ৯ লক্ষ ১০ হাজার লোকের বাস। সাল-সেট ও বেসিন নামক স্থানের খৃষ্টানেরা ষোড়শ শতাব্দীতে সেণ্ট জেভিয়ার ও তদনুচরগণ কর্তৃক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে। ইহারা ভাণ্ডারী, কুণবী, কোলী প্রভৃতি জাতি হইতে খৃষ্টান হয়। খৃষ্টান হইয়াও ইহারা জাতিভেদ মানিয়া আসিতেছে। এখনও ইহারা পরিচয় দিবার সময় খৃষ্টান ভাণ্ডারী, খৃষ্টান কুণবী বলিয়া পরিচয় দেয় ও পরস্পর আদান প্রদান করে না। ইহাদের মধ্যে পর্ত্তুগীজ খৃষ্টান নামও আছে। ইহাদের অনেকগুলি গির্জ্জায় মেলা হয়। মেলার সময় খৃষ্টান ব্যতীত হিন্দু ও পারসীযাত্রীরও সমাগম হয়। তাহাদের বিশ্বাস যে অনেক গির্জ্জায় রোগ আরোগ্য হয়, সেই জন্য তাহারা আসিয়া নানা-বিধ পূজোপহার দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে হীন লোকে ইজের কোট ও লাল টুপি ব্যবহার করে। উক্ত খৃষ্টানেরাও আবার হিন্দু গ্রাম্যদেবতাকে ভক্তি করে ও পূজা দেয়।

এই জেলার বন্দরা, থানা, ভিবন্দি, কল্যাণ, বেসিন, পন-বেল, উরণ, কুরলা, মহিম ও অগশী এই দশটী প্রধান নগর।

চাউল, লবণ, কাষ্ঠ, চূণ ও শুষ্ক মৎস্য এদেশ হইতে রপ্তানী, আর কাপড়, শস্য, তামাকু, নারিকেল, চিনি ও গুড় এদেশে আমদানী হয়।

চাষই প্রধান উপজীবিকা। তৎপরে লবণ প্রস্তুতের কার্য্য গণ্য। লবণের ২০০ কারখানা আছে। এই সকল কার-খানায় বৎসরে ৪৬১৭০০০ মণ লবণ প্রস্তুত হয়। সমুদ্রের জল রৌদ্রে শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করে মাত্র। তৎপরে ধাতুকার্য্য, বস্ত্রবয়ন, রেশম প্রস্তুত ইত্যাদি হয়।

২ থানা জেলার প্রধান নগর। বোম্বাই নগর হইতে ১১½ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে ১৯° ১১´ ৩০´´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৩° ১´ ৩০´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সালসেট খাড়ীর তীরবর্ত্তী বলিয়া নগরটী বড় সুন্দর। দুর্গ, পর্ত্তুগীজ গির্জ্জা ও কতকগুলি জলসঞ্চয় জলাশয় হইতে ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি অনুমিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহা একটী স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে মুবারক খিলজী এদেশের শাসনকর্ত্তা হন। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে কাম্বে সহরের নৌসেনা বিনষ্ট ও বেসিন উপকূল দগ্ধ হইলে এই নগরাধি-পতি পর্ত্তুগীজদিগের অধীনতা স্বীকার করেন। পর্ত্তুগীজেরা এই নগর দুইবার ও গুজরাটীরা একবার লুঠ করে। ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে সন্ধি অনুসারে এই নগর পর্ত্তুগীজদিগকে দেওয়া হয়। তাহাদের হস্তে ইহার অনেক উন্নতি হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা বেসিন অধিকার হারায়, তৎসঙ্গে থানাও তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা থানা নগর অধিকারার্থ নৌসেনা প্রেরণ করে। ঘোরতর যুদ্ধের পর ইংরাজেরাই জয়ী হন। এই নগরে রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। বোম্বাই হইতে এক ঘণ্টা পথ দূরে বলিয়া বোম্বাইয়ের অনেকানেক ইংরাজকর্ম্মচারী এখানে থাকেন।

৩ অযোধ্যার অন্তর্গত উনাও জেলার একটী সহর। উনাও সহরের ২॥ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ইহা অবস্থিত। অক-বরের রাজত্বকালে চৌহান ঠাকুর থানসিংহ ও পুরাণসিংহ কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত। থানসিংহ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

থানা (দেশজ) আড্ডা, সৈন্যের আড্ডা, চৌকির আড্ডা।

থানা (পারসী) দারোগা বা অন্য পুলিশকর্ম্মচারীর কাছারী। [পুলিশ দেখ।]

থানাথানা (দেশজ) খণ্ড খণ্ড।

থানাদার (পারসী) পুলিশকর্ম্মচারী, দারোগা, জমাদার প্রভৃতি।

থানাদারী (পারসী) থানাদারের কার্য্য।

থানাভবান, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মজঃফরনগর জেলার একটী প্রাচীন সহর। মজঃফর নগর হইতে ৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে কৃষ্ণানদী তীরে অবস্থিত। অকবরের সময়

ইহা "থানা ভীম" নামে খ্যাত ছিল, এখানকার ভবানীদেবীর মন্দির হইতে বর্ত্তমান নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভবানীদেবী দর্শন করিতে এখানে অনেক যাত্রী আসে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় কাজী মহবুব আলী খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইনায়েত আলীর অধিনায়কতায় এখানে বিদ্রোহ হয়। সেখজাদাগণ এই বিদ্রোহীদিগের মধ্যে প্রধান। সামলি তহসীল আক্রমণই প্রধান ঘটনা। বিদ্রোহের পর নগরের চতুর্দ্দিগের প্রাচীর ও আটটী ফটক ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

থানী (দেশজ) কটক জেলায় একপ্রকার প্রজা আছে, তাহাদিগকে থানী প্রজা কহে। ইহারা কিয়ৎপরিমাণে এতদ্দেশীয় খোদকস্তা প্রজাদিগের মত।

থানেশ্বর, অম্বালাজেলার অন্তর্গত একটী পবিত্র নগর ও প্রাচীন হিন্দুতীর্থ। অক্ষা° ২৯° ৫৮´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৫২´ পূঃ। কুরুক্ষেত্রের ঠিক্ মধ্যস্থলে সরস্বতীনদীর তীরে অবস্থিত। ইহার সংস্কৃত নাম স্থাণ্বীশ্বর, তাহারই অপভ্রংশ থানেশ্বর। মহাভারতে স্থাণুতীর্থ নামে এই স্থানের উল্লেখ আছে।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ৎসিয়ং এখানে আগমন করেন। তৎকালে স্থাণ্বীশ্বর একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল। চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, এই রাজ্য প্রায় ৫৮৩ ক্রোশ বিস্তৃত। ১০১১ খৃষ্টাব্দে গজনীর মাহ্মূদ এই নগর আক্রমণ করেন এবং এখানকার প্রসিদ্ধ চক্রস্বামীর * মূর্ত্তি গজনীতে লইয়া যান।

শিখদিগের অভ্যুদয়কালে সর্দ্দার মিঠ সিং থানেশ্বর অধিকার করেন। তিনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই পুণ্যতীর্থ অর্পণ করিয়া যান। মোগলদিগের আধিপত্যকালে থানেশ্বরের অনেক হিন্দুদেবমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপর মস্‌জিদাদি নির্ম্মিত হয়, শিখেরা আবার সেই সকল মস্‌জিদ্ অধিকার করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থপাঠের স্থান করেন।

মিঠ সিংহের বংশ লোপ হইলে এই স্থান বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিছু দিন এখানে জেলার সদর ছিল, অল্পকাল পরেই স্থানান্তর করা হয়।

পূর্ব্বে এখানে বিস্তর লোকের বসবাস ছিল। সদর উঠিয়া যাওয়া অবধি এখানে লোকসংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। এখন প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস, তন্মধ্যে কুরুক্ষেত্রের পাণ্ডারাই প্রধান। তাঁহারা তীর্থযাত্রীর উপলক্ষ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

[অপরাপর বিবরণ কুরুক্ষেত্র শব্দে দ্রষ্টব্য।]

* ফেরিস্তার এই চক্রস্বামীর মূর্ত্তি 'জগসোম্' নামে উক্ত হইয়াছে।

থাপড় (দেশজ) ১ চড়, চপেটাঘাত। ২ হাতের চেটো।

থাব্‌ড়া (দেশজ) ১ চড়, চাপড়, করাঘাত। ২ বিস্তৃতকরা। ৩ চেপ্টা।

থাবা (দেশজ) ১ পশু পক্ষী প্রভৃতির নখ। পশু পক্ষী প্রভৃতি চলিয়া যাইলে পায়ের নখের যে সম্পূর্ণ চিহ্ন পড়ে তাহাকে থাবা কহে। জঙ্গলে এই থাবা দেখিয়া হিংস্র জন্তুর সন্ধান হয়। ২ মুঠা।

থাবাথুবা (দেশজ) মুঠা মুঠা।

থাম (দেশজ) স্তম্ভ, ইষ্টকাদি নির্ম্মিত অবলম্ব।

থামন, থামা (দেশজ) স্তম্ভন, স্থিরহওন, শান্তহওন, থাকন, অপেক্ষাকরণ।

থামান (দেশজ) স্থিরকরণ, শান্তকরণ, গতিরোধকরণ।

থায়েৎমিয়ো (থয়েৎ) নিম্নব্রহ্মের পেগুর অন্তর্গত একটী জেলা। পরিমাণ ফল ২৩৯৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা উত্তরে উত্তরব্রহ্ম, পূর্ব্বে তৌঙ্গু জেলা, দক্ষিণে প্রোম এবং পশ্চিমে সান্দোয়ে। জেলা উত্তরব্রহ্মের ঠিক নিম্নভাগে অবস্থিত বলিয়া ইহা নিম্নব্রহ্মের সীমান্তপ্রদেশ স্পর্শ করিয়াছে। ইরাবতীর বদ্বীপ অধিকার করার পর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে দালহৌসী ইহাকে নিম্নব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন করিয়া সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। থায়েৎমিয়ো উত্তরে আরাকান হইতে পেগু-যোমা গিরিমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং দৈর্ঘ্যে ৯৩ মাইল। এখানে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র বা অকর্ষিত ভূমি নাই। ইহার পূর্ব্বে পেগু-যোমা ও পশ্চিমে আরাকান-যোমা গিরিমালা বিস্তৃত। শেষোক্ত গিরিমালা অনধিক ৫০০০ ফিট্ উচ্চ; কাম্বিদঙ্গ, নাতুদঙ্গ ও স্বীদঙ্গ-মঙ্গ-নিৎমা নামে ইহার তিনটী শৃঙ্গ আছে। এই গিরি দেখিতে অতি সুন্দর এবং ইহাতে অনেকগুলি নদী আছে। চারিটী গিরিপথ এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া সান্দোয়ে প্রদেশে গিয়াছে। গ্রীষ্মকাল ভিন্ন এই সমস্ত গিরিপথ দিয়া গমনাগমন করা যায় না। সর্ব্বদক্ষিণ গিরিপথটী বেরঙ্গ-গি-মোঙ্গ হইতে আরাকানের নেজালি গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর একটী উত্তরদিকে থ্যা-থিৎ হইতে মিন্-জে পর্য্যন্ত ৩০ মাইল গিয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থটী পাশাপাশি অবস্থিত এবং মা-ই নামে অভিহিত।

ইরাবতী এই জেলার প্রধান নদী, থায়েৎমিয়োর উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার তীর অত্যন্ত উচ্চ, সুতরাং থায়েৎমিয়োর কোন স্থানই বন্যায় ডুবিয়া যায় না। এই নদীতে দুইটী দ্বীপ আছে,—থায়েৎমিয়ো নগরের সম্মুখস্থিত যে-বও দ্বীপ ও তোঙ্গ-বিন্-সিপ্ দ্বীপ। গ্রীষ্মকালে

এই নদীর জল খুব কমিয়া গেলেও কোথায়ও ৫ ফিটের কম হয় না।

পশ্চিমদিক্ হইতে তিনটী এবং পূর্ব্বদিক্ হইতে দুইটী নদী আসিয়া ইরাবতীতে পতিত হইয়াছে। প্রথম তিনটীর নাম—পান, মা-তান, মদি এবং শেষোক্ত দুইটীর নাম কায়িনি এবং বাট্‌লে। পান উত্তরব্রহ্মে বাহির হইয়া কয়েক মাইল গমন করিয়া থায়েৎমিয়ো নগরের নিকটে এবং মা-তান নিম্নব্রহ্মে উঠিয়া দক্ষিণপূর্ব্বদিক্ দিয়া প্রায় ১৫০ মাইল পথ গমন করিয়া কামা নগরের নিকটে ইরাবতীতে পতিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের নদী দুইটীর মধ্যে কায়িনি উত্তরব্রহ্মের যোমাশৈল হইতে নির্গত হইয়া মায়ি-দে নগরের কিছু দূরে ইরাবতীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। বাট্‌-লে নদীর মুখে ৪৫০ ফিট্ লম্বা একটী কাষ্ঠসেতু নির্ম্মিত আছে এবং ইহার উপর দিয়াই রেঙ্গুন ও মায়ি-দের পথ চলিয়া গিয়াছে।

এই জেলায় অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। থায়েৎমিয়ো নগরের ৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে পদকবিন নগরের নিকট কেরোসিন তৈল পাওয়া যায়। সেগুন, ইন, সা প্রভৃতি এই জেলার প্রধান বন্যবৃক্ষ।

চিতাবাঘ, বন্যবিড়াল, হরিণ, হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র ইত্যাদি এথানকার প্রধান জন্তু।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে থায়েৎমিয়ো নামের খুব কম উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে এই অঞ্চলে প্যুস্ জাতির বসতি ছিল। ভারতবর্ষের ধর্ম্মযাজকগণ যখন এই প্রদেশের লোকদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, তখন সম্ভবতঃ এই জেলার নিম্নভাগ থরক্ষেত্র (শ্রীক্ষেত্র—এখনকার প্রোম) সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। ৪৪৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে দুৎ-তা-বৌঙ্ক্ কর্ত্তৃক প্রোমবংশ স্থাপিত হইলে এই প্রদেশ তাঁহারই রাজ্যভুক্ত হয়। প্রোমবংশের পতন হইলে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে থমন-দ-রেৎ কর্ত্তৃক পগনে একটী রাজ্য স্থাপিত হয়। তাঁহার বংশ ১১০০ বৎসরের বেশী রাজত্ব করেন। এই সময়ে থায়েৎমিয়ো পগন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপর এই জেলা সান সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ১৮৫২—৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন পেগু বৃটীশ রাজ্যভুক্ত হয়, তখন থায়েৎমিয়ো প্রোম প্রদেশের একটী মহকুমা হইল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইহাকে পৃথক্ করিয়া একজন ডিপুটী কমিশনরের এলাকাধীন করা হইয়াছে।

এই প্রদেশের অধিকাংশ লোক বিশুদ্ধ মগ বা ব্রহ্মবংশসম্ভূত। এই প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে ভারতীয় ও দেশীয় নিম্নলিখিত কয়েকটী জাতি আছে—ক্যিন বা চীন্, তেলগু, তামিল, হিন্দুস্থানী, সান, করো, বাঙ্গালী, চীন দেশীয় ও অন্যান্য।

এই জেলার প্রধান নগর—(১) থায়েৎমিয়ো, (২) আলানমিয়ো, (৩) থ্য-তৌঙ্গ, (৪) কামা, (৫) মিন্দান। থায়েৎমিয়োর উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউল, তৈলোপযোগী বীজ, তুলা, তামাক এবং পলাণ্ডু প্রধান।

এই প্রদেশের রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে খয়ের, সুপারি, তুলা, চাউল, লবণ, অপরিষ্কৃত রেশম ও মৃণ্ময়পাত্র এবং আমদানী দ্রব্যের মধ্যে অপরিষ্কৃত তুলা, রেশম, নীল, চর্ম্ম ইত্যাদি প্রধান।

থারু, বেহার ও উত্তর ভারতের এক অসভ্য জাতি। থারুদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে নানা মত ভেদ আছে। ইহাদের রউতার নামক শ্রেণী বলে যে, তাহারা চিতোরের রাজপুত হইতে উদ্ভূত। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত কুশীনদী হইতে কুমায়ুন ও নেপালের অন্তর্গত সারদা নদী পর্য্যন্ত হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এথানে সেথানে থারুদিগের বাসস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। গোরখপুর প্রদেশে লালগঞ্জের নিকট বাতকান্ ও দেওগঞ্জ গ্রামে অতি প্রাচীনকালে থারুদিগের বাসস্থান ছিল বলিয়া তথাকার লোক বিশ্বাস করে।

থারুরা দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; তাহাদের কেশগুচ্ছ লম্বা ও প্রচুর। আকৃতি ও চাল চলনে হিন্দুস্থানীর মত।

গোরখপুরে থারুরা দুই ভাগে বিভক্ত—পূরবী অর্থাৎ পূর্ব্বদেশীয় এবং পচ্ছমী অর্থাৎ পশ্চিমদেশীয়। পচ্ছমীরা আপনাদিগকে ছত্রী বলে এবং পূরবীদিগের সহিত আহার বিহার করে না। পচ্ছমীরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত—বড়কা ও ছোট্‌কা। অযোধ্যার গোণ্ডা প্রদেশে কাঠরিয়া ও উঙ্গরিয়া নামক থারুদিগের আরও দুইটী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। বেহারে রউতার শ্রেণী শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়।

চিতবনিয়া বা চিতৌনিয়া থারুরা তাঁতির কার্য্য করে। ইহারা মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া অথবা প্রসবান্তে ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা অশৌচপালন করে না। বিবাহোৎসবে চারি বা পাঁচজন লোক গমন করে, কিন্তু গীতবাদ্যাদি কিছুই হয় না।

বাল্য এবং প্রৌঢ় বিবাহ উভয়ই চিতৌনিয়া থারুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। নয় টাকা কন্যাপণ লওয়া অনেক দিন হইতেই তাহাদের মধ্যে প্রচলিত। কিন্তু অবস্থা বিশেষে

এই পণের তারতম্য হইতে পারে। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে যেরূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, সেইরূপ প্রথানুসারেই ইহাদিগের বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণেরা পুরোহিতের কার্য্য করে। মর্দ্দনিয়া ও চিতৌনিয়াদিগের বিবাহে বর পক্ষকেই কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে বিবাহের পূর্ব্বে তিন দিন ধরিয়া খাওয়াইতে হয়। প্রাপ্তবয়সে বিবাহ হইলে পাত্রী অবিলম্বে স্বামীর নিকটে গমন করে। এই সময়ে পাত্রী ও তাহার সমভিব্যাহারী আত্মীয় কুটুম্বগণের অভ্যর্থনার জন্য পাত্রের বাড়ীতে 'ছুল্‌হি-ভতাবন' (বৌভাত) নামক উৎসব হয়। পাত্রী অল্পবয়স্কা হইলে পুনরায় পিতার আলয়ে গমন করে এবং ঋতুমতী না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃগৃহেই থাকে।

বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। বিবাহবন্ধন সহজেই ছিন্ন হয়। এরূপ স্থলে পরিত্যক্ত রমণী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু এ বিবাহ বিধবাবিবাহের ন্যায় সম্পন্ন হয়। উভয় পক্ষেই এরূপ বিবাহিতা স্ত্রীলোককে 'উরারি' স্ত্রী বলে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর আত্মীয়বর্গের সম্মতি না লইয়া বিবাহিতা হইলে এবং 'ভতানা' না দিলে এরূপ স্ত্রী 'সুরৈতিন' বা গণিকা স্বরূপ গণ্য। কেহ সমাজচ্যুত হইলেও তাহাকে এই 'ভতানা' দিতে হয়।

আদিম অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রাণীপূজা ও প্রকৃতিপূজার মিশ্রণই থারুদিগের ধর্ম্ম। বীর ঋক্ষেশ্বর ইহাদিগের একজন প্রধান উপাস্য দেবতা। দূরপ্রদেশে যাইবার পূর্ব্বে ইহার পূজা না দিয়া কোন থারুই গমন করে না। খেরিজেলার থারুরা বলিয়া থাকে, রাজচক্রবর্ত্তী বেণের ঋক্ষেশ্বর বা রক্ষ নামে এক পুত্র ছিলেন। রাজা পুত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করেন যে, তাহাকে সদলে উত্তর দিকে এমন স্থানে নির্ব্বাসিত করা হউক যেন আর ফিরিয়া আসিতে না পারে। রাজাদেশে ঋক্ষেশ্বর সদলে নির্ব্বাসিত হইলেন। তাহারা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে সেখানে লুটপাট বা বলপূর্ব্বক স্ত্রী সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহাদের ঔরসে যে পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহারাই থারু। ঋক্ষেশ্বর হিমালয়ের বনে অতি যত্নে থারুদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। থারুদিগের বিশ্বাস রণে বনে পথে ঘাটে এখনও ঋক্ষেশ্বর তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। মদদেব (মদের দেবতা) ও ধরচণ্ডী নামক আর দুইটী দেবতাকেও ইহারা পূজা করে। গো, মেষ, শূকর ইত্যাদি যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে চরিতে পারে, তজ্জন্য ইহারা ধরচণ্ডীকে পূজা দেয়। 'মরি' থারুদিগের আর এক উপাস্য দেবতা। কেহ কেহ মরি ও হিন্দুদেবতা কালী উভয়কেই এক মনে করেন। চম্পারণে 'কুয়া' (কূপ) গ্রাম্য দেবতাস্বরূপ পূজিত হয়। কিন্তু এখন শিব ও কালীপূজা এই জাতির মধ্যে ক্রমশঃ প্রচলিত হওয়ায় উক্ত দেবতাগণের পূজা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। থারুরা কালিকা দেবীকেই এ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং জীবন মরণের কর্ত্রী বলিয়া পূজা করে। যে সমস্ত স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না, তাহারা এই দেবীরই সাহায্য প্রার্থনা করে। গোণ্ডা প্রদেশের দেবীপাটনে কালিকাদেবীর পূজোৎসব উপলক্ষে ইহারা অনেক জন্তু বধ করিয়া নানাবিধ আমোদ প্রমোদ করে। শিবকে ইহারা ভৈরব, ঠাকুর, মহাদেব প্রভৃতি নামে অভিহিত করে ও শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা করে। থারুদিগের নিকট তিনি সৃষ্টিস্থিতিকর্ত্তা। অনেক থারু গৃহস্থের গৃহের সম্মুখে মাটির ঢিপির উপর মৃণ্ময় শিবলিঙ্গ দেখা যায়।

থারুরা এখন অনেকটা হিন্দুধর্ম্ম মানিয়া চলিলেও তাহাদের পূর্ব্ববিশ্বাস তিরোহিত হয় নাই। জ্বর, কাশী, উদরাময়, মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া, উন্মাদ, দুঃস্বপ্ন এবং যে কোন প্রকার পীড়া উপস্থিত হইলেই তাহা উপদেবতার কার্য্য বলিয়া মনে করে। কোনরূপ পীড়া হইলেই ওঝা ডাকে। তাহাদের বিশ্বাস, অনেক উপদেবতা ওঝাদের আজ্ঞাবহ; ওঝারা মনে করিলে পীড়িতের শরীর হইতে ভূত ছাড়াইতে পারে, আবার মনে করিলে ভূত চালাইয়া শত্রুদিগকে কষ্ট দিতে এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে পারে। এজন্য থারুরা ওঝাদিগকে বড়ই ভয় করে। ওঝারা ঝাড়াইবার সময় বাম হাতে কতকগুলি ঘুঁটের ছাই ও সরিষা লইয়া কালিকাদেবীর উদ্দেশে এইপ্রকার মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে—

'গুরু হৈ গুরু সৈরু তন্ত্র মন্ত্র গুরু, লখৈ নিরঞ্জন, তোক সোহৈ ফুল্‌কাতার, হম্‌কা সোহৈ গুন্ বিদ্যা কৈ তার; যহান্ কৈ বিদ্যা নহিঁ, কমরা কাম কৈ বিদ্যা। জৈসে বিদ্যা কমরু কাম কৈ লাগৈ, ঐসে বিদ্যা লাগই মোর।'

থারুদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নানাবিধ। অনেকের মতে পূর্ব্বে ইহারা কেবল গোর দিত। কিন্তু এখন হিন্দুপ্রথানুসারে শব দাহ করিতে দেখা যায়, কেবল ওলাউঠা বা বসন্তরোগে গোর দেয়। গোর দিবার বা দাহ করিবার পূর্ব্বে শবদেহে সিন্দুর মাখাইয়া একরাত্রি গৃহের সম্মুখস্থ মাটির ঢিপির উপর শুয়াইয়া রাখে। থারুদের বিশ্বাস রাত্রিকালে মৃতের প্রেতাত্মা বন্য জন্তুদিগকে তাড়াইয়া শব রক্ষা করে। গোর বা দাহকার্য্য গ্রামের দক্ষিণাংশে সম্পন্ন হয়। দাহের পর ভস্ম লইয়া নিকটবর্ত্তী নদীতে ফেলিয়া আসে। যে প্রথম চিতায় অগ্নি প্রদান করে, সে ১০ দিন অশুচি হয়। এই সময় তাহাকে

কেহ স্পর্শ করে না, তাহাকে একেলা থাকিতে হয়। দশ দিন পরে (কোন কোন স্থানে ১৩ দিন পরে) মৃতের আত্মীয়গণ তাহার বাটীতে আসিয়া ক্ষৌরকার্য্য ও পান ভোজনাদি করে। পানভোজনে মদ্যমাংস ব্যবহৃত হয়।

জ্ঞানী, শীকারে সিদ্ধহস্ত, ঐন্দ্রজালিক বা ভৈষজ্যবিৎ কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে নিজ গৃহের মধ্যেই পুঁতিয়া ফেলে। সেই দিন হইতে সেই গৃহ দেবমন্দির স্বরূপ গণ্য হয়, সে গৃহে আর কেহ বাস করে না। থারুরা বলে, কেবল মৃতের আত্মা সেই গৃহে অধিষ্ঠিত থাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে আশীর্ব্বাদ করে। তিন কিংবা ছয় মাস পরে মৃতের আত্মীয়েরা ও প্রতিবাসীগণ সেই শবমন্দিরে উপস্থিত হয়। এখানে মৃত্তিকার প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া তাহা নানাবর্ণে রঞ্জিত করে। তাহাই মৃতের প্রতিমা। প্রতিমা প্রস্তুত হইলে তাহার পদপ্রান্তে রাঁধা মাংস ও মদ্য রাখিয়া সকলে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতে থাকে। তৎপরে কোন নিদর্শন দৃষ্টে তাহারা বুঝিতে পারে, যে মৃতের আত্মা প্রতিমার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তখন সকলে আনন্দে নৃত্য গীত করিতে থাকে এবং অবশেষে সকলে মিলিয়া সেই প্রসাদী মদ্য মাংস উদরসাৎ করে।

হিন্দুরা থারুর হাতে জল স্পর্শ করে না। হিন্দুর নিকট ইহারা অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতি মধ্যে গণ্য। থারুগণ অতি শান্তিপ্রিয়। ইহারা কখন হিন্দুর সহিত বিবাদ করে না।

ইহারা জুম্ প্রথায় চাষ বাস করে। কৃষিজীবি হইলেও ইহারা সচরাচর স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। ইহারা বন্য হস্তী ধরিতে বিশেষ পটু। ইহাদের মধ্যে বিচক্ষণ মাহুত অনেক আছে।

থারুরা বাব্বা নামক তৃণ হইতে একপ্রকার অতি সুন্দর মাদুর প্রস্তুত করে।

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মধ্যেই প্রায় ২০ হাজার থারুর বাস।

থাল (দেশজ) ধাতুময় ভোজনপাত্র, ভাত খাইবার বাসন, ইহা প্রধানতঃ পিত্তল ও কাঁসা দিয়া প্রস্তুত হয়। থাল, বগি, কাঁসি প্রভৃতি অনেক প্রকার। সাধারণতঃ ভদ্রলোকে কাঁসার থাল ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতিরও থাল প্রস্তুত হয়।

থালকুরী (দেশজ) থলকুড়ী গাছ। (Hydrocotyle Asiatica)

থালা (দেশজ) [থাল দেখ।] ১ ভারতবর্ষীয় ঘনযন্ত্র বিশেষ। (যন্ত্রকো°)

থালী (দেশজ) ১ পাকপাত্র, হাঁড়ী। ২ তৈলাধার পাত্রবিশেষ।

থাসন (দেশজ) ঠাসন।

থাসা (দেশজ) মর্দ্দিত, ঠাসা।

থিতন, থিতান (দেশজ) আলোড়িত জলাদির স্থির হওন, দ্রব দ্রব্যের নিম্নে মলসঞ্চিত হওন।

থিতি (দেশজ) আলোড়িত দ্রব্যাদি স্থির, স্থিতি।

থিবো, ব্রহ্মদেশের শেষ স্বাধীন রাজা। [ব্রহ্মদেশ দেখ।]

থিরাগড়, কর্ণাট প্রদেশস্থ একটী নগর।

থু (দেশজ) ১ থুতু। ২ অবজ্ঞাবাচক।

থুঅন্ (দেশজ) স্থাপন, অর্পণ।

থুক্ (দেশজ) ১ থুথু, নিষ্ঠীবন। ২ অবজ্ঞা।

থুৎনী, থুতী (দেশজ) চিবুক, ওষ্ঠের অধোভাগ।

থুৎকার (পুং) কৃ-ভাবে ঘঞ্, থুৎ ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং যত্র। নিষ্ঠীবন, থুথু ফেলন।

থুৎকুড়ী (দেশজ) থুথু, নিষ্ঠীবন।

থুথু (দেশজ) ১ নিষ্ঠীবন। ২ নিষ্ঠীবন শব্দ।

থুথুকৃৎ (স্ত্রী) থুথু ইত্যব্যক্তশব্দং করোত্যস্যাং কৃ-বা° আধারে ক্বিপ্। হেলাঞ্চা। (পারস্কর নিঘণ্টু)

থুবড়া (দেশজ) অকৃতদার, আইবড়, অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত।

থুবড়ি (দেশজ) [থুবড়া দেখ।]

থুবা (দেশজ) থোকা, গোছা।

থুবাথুবা (দেশজ) গোছা গোছা।

থুরণ (দেশজ) খণ্ড খণ্ডকরণ, কুচি কুচিকরণ।

থুরথুর (দেশজ) কম্পিত।

(ক্লী) থুর্ব্ব ভাবে ল্যুট্। হনন, বধকরণ।

থূথূ (অব্য) নিষ্ঠীবন ত্যাগানুকরণ শব্দ। "থূথূকৃত্য বমন্তির-ধ্বগ জনৈঃ" (সূক্তিকর্ণামৃত)

থূর্ত্ত (ত্রি) থুর্ব্ব-ক্ত। বিনাশিত।

থেঁতলা (দেশজ) ১ মাড়ান। ২ চেপ্টাকরা।

থেঁতলান (দেশজ) দলন, পেষণ।

থেঁতুয়া (দেশজ) দলিত, পেষিত।

থেকা (দেশজ) প্রতিবন্ধ, বাধা।

থেগুয়াথেগুয়া (দেশজ) গোলমাল, বিশৃঙ্খল।

থেত্যান (দেশজ) পেষণ, দলন।

থেবড়া (দেশজ) চেপ্টা, বসা (নাক)।

থেবা (দেশজ) এক প্রকার বৃক্ষ। (Trichosanthes Theba, *Buch.*)

থেবেনো (কনিষ্ঠ) একজন প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী। পারি নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পারস্যের মিয়ানা নগরে

১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৮ই নবেম্বর তারিখে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি Petis de la Croiz এর বন্ধু ছিলেন বলিয়া তাঁহার Memoirs নামক গ্রন্থ সংশোধন করেন। এই গ্রন্থ ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনখণ্ডে মুদ্রিত হয়। থেবেনো ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই নবেম্বরে বসোরা নগর হইতে জাহাজে যাত্রা করিয়া পরবর্ত্তী জানুয়ারি মাসের ১০ই তারিখে সুরাটে উপস্থিত হন। ভরোচের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া তিনি আহ্মদাবাদ, বোম্বে, আগরা, দিল্লী, আলাহাবাদ, বহরমপুর, গোয়া, গোলকুণ্ডা, হায়দরাবাদ, মছলিপত্তন, সুরাট, বন্দর আব্বাস, সিরাজ, কুম ও কয়সক নগর পরিভ্রমণ করিয়া মিয়ানা নগরে উপস্থিত হন। ইহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে তখনকার ভারতের অবস্থা কতক কতক জানা যায়।

থেলুয়া (দেশজ) ১ স্থালী, থলি। ২ মুখ খোলা।

থৈকোল (দেশজ) উত্তর বঙ্গের এক প্রকার ফল। (Garcinia pedunculata.)

থৈথৈ (অব্য) বাদ্যানুকরণ শব্দবিশেষ, থৈ থৈ এই প্রকার অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ শব্দভেদ। (সঙ্গীতদামো॰)

থৈথৈ (দেশজ) ১ সঞ্চালিত জলহিল্লোল। ২ পরিপূর্ণ।

থৈলাথৈলা (দেশজ) পূর্ণস্থলী, থলিভরা।

থৈলী (হিন্দী) থলি।

থো (দেশজ) রাখা।

থোঁতা (দেশজ) ১ চিবুক। ২ চঞ্চু, পক্ষীর ঠোঁট।

থোক (দেশজ) সমগ্র, সমূহ, রাশি।

থোক্‌থাক (দেশজ) মোট।

থোকে থোকে (দেশজ) একেবারে, একুনে, কিস্তি কিস্তি।

থোকেবিক্রয় (দেশজ) একেবারে বিক্রয়, একেবারে বেচা।

থোড় (দেশজ) ১ কদলীগাছের অভ্যন্তরাংশ। ২ ধান্যাদির অস্ফুটপুষ্প।

থোড়ন (স্ত্রী) থুড়-ল্যুট্। সম্বরণ, আবরণ, আচ্ছাদন। থোড়ন এই শব্দ প্রামাদিক, থুড়ন ইহাই সাধু।

থোড়া (দেশজ) ১ অল্প, সামান্য। ২ কাটা।

থোড়ান (দেশজ) ১ কাটান, ছেদন। ২ স্থিতিকরণ, স্থির-করণ। ৩ শান্তকরণ।

থোপ (দেশজ) গুচ্ছ, স্তবক।

থোপথোপ (দেশজ) গোছা গোছা।

থোপনা (দেশজ) ১ গোছা। ২ চিবুক। ৩ মুখ।

থোপলা (দেশজ) থোবনা।

থোপা (দেশজ) গুচ্ছ, কাঁদি।

থোবড়া (দেশজ) ১ চেপ্টা।

থোবনা (দেশজ) মুখ, আস্য, বদন।

থোবা (দেশজ) গুচ্ছ, স্তবক, থোপা।

থোবাথোবা (দেশজ) স্তবকে স্তবকে, গুচ্ছে গুচ্ছে।

থৌণেয় (ত্রি) স্থূণায় হিতাদি ঠক্ পৃষো॰ সাধুঃ। স্থূণা-হিতাদি। (শব্দার্থচি॰)

দ

দ, দকার, ব্যঞ্জন বর্ণের অষ্টাদশ ও তবর্গের তৃতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান দন্তমূল। দন্তমূলের সহিত জিহ্বাগ্র স্পর্শ হইলে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়, এই জন্য ইহার স্পর্শবর্ণতা। এই বর্ণোচ্চারণে বাহ্যপ্রযত্ন, সংবার, নাদ ও ঘোষ, ইহা অল্প প্রাণ। ইহার বাচক শব্দ অত্রি, ঈশ, ধাতকী, ধাতা, দাতা, ত্রাস, কলত্রক, দীন, জ্ঞান, দান, ভক্তি, আবহনী, ধরা, সুষুম্না, যোগিনী, সদ্যঃকুণ্ডল, বামগুল্ফক, কাত্যায়নী, শিবা, দুর্গা, অনঙ্গনামা, ত্রিকণ্টকী, স্বস্তিক, কুটিলারূপ, কৃষ্ণ, শ্যামা, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মকৃৎ, বামদেব, ভ্রমরেহ, সুচঞ্চলা, হরিত্রাপুরবেদী, দক্ষপাণি, ত্রিরেখক। (বর্ণাভিধান) ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ধ্যান—

"ধ্যানমস্য দকারস্য বক্ষ্যতে শৃণু পার্ব্বতিঃ।
চতুর্ভুজাং পীতবস্ত্রাং নবযৌবনসংস্থিতাং॥
অনেকরত্নঘটিতহারনূপুরশোভিতাং।
এবং ধ্যাত্বা দকারস্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥
ত্রিশক্তিসহিতং দেবি ত্রিবিন্দুসহিতং তথা।
আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্তং দকারং প্রণমাম্যহং॥"
(বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

দকারাধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা, পীতবস্ত্রপরিধানা ও নবযুবতী, নানাবিধ রত্নাদি খচিত হার নূপুর প্রভৃতিতে সুশোভিতা। এইরূপে ইহাকে ধ্যান করিয়া ইহার মন্ত্র অর্থাৎ দকার দশবার জপ করিতে হইবে। পরে ত্রিশক্তিসংযুক্ত, ত্রিবিন্দু সহিত এবং আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত দকারকে প্রণাম করিতে হইবে।

দকারের স্বরূপ কামধেনুতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

"দকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গী চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কং।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা॥
ত্রিশক্তিসহিতং দেবি ত্রিবিন্দুসহিতং সদা।
আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্তং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী॥
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং দকারং হৃদি ভাবয়েৎ।"
(কামধেনুতন্ত্র)

এই বর্ণ চতুর্ব্বর্গপ্রদায়ক, পঞ্চ দেবময় ও পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিশক্তি ও ত্রিগুণযুক্ত, রক্তবিদ্যুল্লতাকার এবং আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্ত। কাব্যের আদিতে এই বর্ণ প্রয়োগ করিলে সুখলাভ হয়। "দোধঃ সৌখ্যং মুদং নঃ" (বৃত্তর° টীকা) মাতৃকান্যাসে এই বর্ণের বামগুল্ফে ন্যাস করিতে হয়।

দ (পুং) দৈপ শুদ্ধৌ, বা দা দানে দো বাহুলকাৎ ক। ১ অচল, পর্ব্বত। ২ দন্ত। ৩ দাতা। দদাতি আনন্দমিতি দা-ক। (ক্লী) ৪ ভার্য্যা। দো খণ্ডনে সম্পাদিতাৎ ভাবে ক্বিপ্। (স্ত্রী) ৫ খণ্ডন। ৬ রক্ষণ। (মেদিনী)

"দাদদোদ্দদদুদ্দাদীদাদাদোদূদদীদদোঃ।
দুদ্দাদং দদদে দুদ্দে দদাদদদদোহদদঃ॥" (মাঘ ১৯।১১৪)

দদাতি দা-ক। (ত্রি) দাতা, যে দান করে, ইহা কোন শব্দের পর যুক্ত না হইলে প্রায় ব্যবহৃত হয় না, যথা— অগ্নিদ, ধনদ প্রভৃতি।

দই (দেশজ) দধি। [দধি দেখ।]

দইয়া খইয়া (দেশজ) লতাভেদ। (Achyranthes lanata)

দইয়াল (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। [দয়েল দেখ।]

দ° (পারসী) দরুন।

দংশ (পুং) দংশ দংশনে পচাদ্যচ্। ১ কীটবিশেষ, ডাঁশ্। পর্য্যায়—বনমক্ষিকা, গোমক্ষিকা, অরণ্যমক্ষিকা, ভস্তরালিকা, পাংশুর, দংশক, দুষ্টমুখ, ক্রূর, ক্ষুদ্রিকা, দংশমশক প্রভৃতি।

"স্বেদজা দংশমশকং যূকামক্ষিকমৎকুণম্।
উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশং॥" (মনু ১।৪৫।)

বিষ্ঠা, মূত্র, মৃতদেহ ও পূতি অণ্ড হইতে দংশ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার কীট জন্মে। ইহাদের দংশনে দাহ ও শোফ জন্মে। (সুশ্রুত।) দশতীব শরীরং। ২ বর্ম্ম, সন্নহন। দংশ ভাবে ঘঞ্। ৩ দংশন, কামড়ান। ৪ দোষ। ৫ সর্পক্ষত। ৬ দন্ত।

"বর্ণস্তুতির্নললাটে ন লুলিতমঙ্গং ন চাধরে দংশঃ"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৫১১)

৭ একজন অসুর—মহাভারতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

সত্যযুগে দংশ নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক মহাসুর ছিল, ঐ অসুর ভৃগু অপেক্ষা অধিক বয়স্ক। একদিন এই অসুর ভৃগুপত্নীকে বলপূর্ব্বক হরণ করেন, ইহাতে ভৃগু অতি ক্রোধান্বিত হইয়া 'তুই শ্লেষ্ম ও মূত্রভোজী কীট হ' এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন।

তখন দংশ শাপে ভীত হইয়া বারবার ভৃগুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন ভৃগু দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন, আমার বংশসম্ভূত রাম হইতে তোমার শাপ মোচন হইবে। পরে এই দংশ কীটযোনি প্রাপ্ত হইল। কর্ণ যখন পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন, তখন একদিন পরশুরাম কর্ণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। এমন সময় ঐ কীট কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার-

উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কর্ণ বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ণের উরু হইতে রুধির বিনির্গত হইয়া পরশুরামের গায় পড়িতে লাগিল, ইহাতে পরশুরামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কর্ণ গুরুর নিকটে এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

পরশুরাম কর্ণের বাক্য শুনিয়া সেই অষ্টাদশ কীটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ঐ কীট অলর্ক জাতীয়, উহার কলেবর শূকরের ন্যায়, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ সূচী সদৃশ লোমজালে সমাকীর্ণ। পরশুরাম দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ঐ কীট সেই শোণিত মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল এবং শাপ বিমুক্ত হইয়া রামকে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিল। (ভারত শান্তিপ° ৩ অ°)

দংশক (পুং) দশতীতি দন্শ ণ্বুল্। ১ দংশ, দাঁশ, মক্ষিকাভেদ। ২ নৃপবিশেষ, ইনি কম্পনদেশের অধিপতি ছিলেন।

"দংশকঃ কম্পনাধীশঃ প্রবৃদ্ধে তত্র সক্রুধি।" (রাজতর° ১।৭৮) (ত্রি) ৩ দংশনকর্ত্তা।

দংশন (ক্লী) দশতীব শরীরমিতি দন্শ-ল্যুট্। ১ বর্ম্ম। দন্শ ভাবে ল্যুট্। ২ কামড়ান, হুলবসান, দন্তাদিদ্বারা খণ্ডন।

"দষ্টাশ্চ দংশনৈঃ কান্তং দাসী কুর্ব্বন্তি যোষিতঃ" (সাহিত্যদ°)

দংশনাশিনী (স্ত্রী) দংশং নাশয়তি নাশি-ণিনি ঙীপ্। তৈলকীটভেদ। (রাজনি°)

দংশভীরু (পুং) দংশাৎ বনমক্ষিকাতঃ ভীরুঃ। মহিষ। (হেম°)

দংশমূল (পুং) দংশবদুগ্রং মূলমস্য। শিগ্রুবৃক্ষ, সজিনাগাছ।

দংশিত (ত্রি) দংশো বর্ম্ম সঞ্জাতোঽস্য পরিহিতত্বাদিতি, দংশ-তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। ১ বর্ম্মিত, বর্ম্মবিশিষ্ট। "হস্ত্যশ্বরথ-পূর্ণেন দংশিতেন প্রতাপবান্।" (ভারত ২।২৯।২) দংশ্যতে, দন্শ ণিচ্ ভাবে ক্ত। দষ্ট, দন্তে খণ্ডিত, যাহাকে দংশন করিয়াছে।

দংশী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রো দংশঃ স্বল্পার্থে ঙীষ্, বা দশতীতি দংশ অচ্ গৌরা° ঙীষ্। ক্ষুদ্র দংশ, ছোট দাঁশ।

দংশূক (ত্রি) দন্শ বাহুলকাৎ উক। দংশনশীল। "তস্মাৎ ক্লীবাঃ দন্দশূকা দংশূকাঃ" (তৈত্তি° ব্রা° ১।৭।৮।২)

দংশের (ত্রি) দংশ বা° এরক্। অপকারক, হিংস্রক।

দংষ্ট্র (পুং) দন্শ ত্র। দন্ত, দাঁত। "অসিষন্ দংষ্ট্রৈঃ পিতুঃ" (ঋক্ ২।১৩।৪) 'দংষ্ট্রৈর্দন্তৈঃ' (সায়ণ)

দংষ্ট্রা (স্ত্রী) দশ্যতেঽনয়া দন্শ করণে ষ্ট্রন্, (দাম্নীশসেতি পা° ৩।২।১৮২) বা 'সর্ব্বধাতুভ্যঃ ষ্ট্রন্' ইতি ষ্ট্রন্, গৌরাদি-পাঠে পিতামহীশব্দস্য পাঠাৎ ষিত্বাং ঙীষোঽনিত্যত্বাৎ টাপ্। দন্তবিশেষ, বড় দাঁত, স্থূলদন্তভেদ, দুইপাটী দাঁতের প্রান্ত-দেশে চারিটী দন্তের নাম দংষ্ট্রা। পর্য্যায় দাঢ়া। (হেম)

"দংষ্ট্রায়াং ধরণীনখে দিতিসুতা ধীশঃ পদে রোদসী।" (সাহিত্যদ° ১।৩) ২ বৃশ্চিকালী, বিছুটী।

দংষ্ট্রানখবিষ (পুং) দংষ্ট্রায়াং নখে চ বিষং যস্য। মার্জ্জারাদি, যাহাদের দন্ত ও নখে বিষ আছে, মার্জ্জার, কুকুর, বানর, মকর, মণ্ডূক, প্রচলাক, গৃহগোধিকা, পাকমৎস্য, গোধা, শম্বূক, চতুষ্পাদ কীট প্রভৃতি দংষ্ট্রানখবিষ। দংষ্ট্রা, নখ, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, লালা, আর্ত্তব, মুখ, সন্দংশ প্রভৃতি বিষের অবস্থান ভূমি। (সুশ্রুত)

দংষ্ট্রায়ুধ (পুং) দংষ্ট্রা আয়ুধইব যস্য। বরাহ।

দংষ্ট্রাল (ত্রি) দংষ্ট্রা অস্তি চূড়াদিত্বাৎ ল। ১ দংষ্ট্রাযুক্ত, দাঁতাল। (পুং) ২ রাক্ষসবিশেষ।

দংষ্ট্রাবিষ (পুং) দংষ্ট্রায়াং বিষমস্য। ১ ভৌম সর্প, সর্প-দিগের দন্তে বিষ। [সর্প দেখ।]

দংষ্ট্রাস্ত্র (পুং স্ত্রী) দংষ্ট্রাঽস্ত্রমিবাস্য। বরাহ। (শব্দার্থচি°)

দংষ্ট্রিকা (স্ত্রী) দংষ্ট্রা বিদ্যতেঽস্যাঃ, দংষ্ট্রা-ঠন্ (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) দাড়িকা, দাড়া, দংষ্ট্রা। (ত্রি) দংষ্ট্রাযুক্ত।

দংষ্ট্রিন্ (পুং স্ত্রী) প্রশস্তা দংষ্ট্রা অস্ত্যস্য ইতি ইনি। ১ শূকর। ২ সর্প। "বিলানি দংষ্ট্রিনঃ সর্ব্বে সানূনি মৃগপক্ষিণঃ।" (রামায়ণ ২।৩৩।২৩)। (ত্রি) ৩ দংষ্ট্রাযুক্ত।

দংসনা (স্ত্রী) দংস, চুরাদিত্বাৎ ণিচ্, ততোভাবে যুচ্। কর্ম্ম। "তরক্রত্বা তব তদ্দংসনাভিঃ" (ঋক্ ৬।১৭।৬) 'দংসনাভিঃ কর্ম্মভিঃ' (সায়ণ)

দংসনাবৎ (ত্রি) দংসনা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, ততো মস্য বঃ। কর্ম্মযুক্ত। "সনো হিরণ্যপথং দংসনাবান্" (ঋক্ ১।৩০।১৬) 'দংসনাবান্ কর্ম্মবান্' (সায়ণ)

দংসস্ (ক্লী) দন্স-অসুন্। কর্ম্ম। (নিঘণ্টু) "চারুতমমস্তি দংসঃ" (ঋক্ ১।৬২।৬)

দংসি (পুং) দন্স-ইন্। কর্ম্ম। "কুৎসায় মন্মন্নহ্যশ্চ দংসয়ঃ" (ঋক্ ১০।১৩৮।১) 'দংসয়ঃ কর্ম্মাণি' (সায়ণ) "দংসয়ঃ কর্ম্মাণি দংসয়ন্ত্যেষানি" (নিরুক্ত ৪।২৫)

দংসিষ্ঠ (ত্রি) দন্স তৃণ্ দংসয়িতা অতিশয়েন সঃ ইষ্ঠন্ তৃণো লুকি ণিলোপঃ। ১ অত্যন্ত কর্ম্মকর্ত্তা, যে অতিশয় কার্য্য করে। "দস্রা দংসিষ্ঠা রথ্যা রথীতমা" (ঋক্ ১।১৮২।২) 'দংসিষ্ঠা অতিশয়িত কর্ম্মাণৌ' (সায়ণ) ২ দর্শনীয়তম। ৩ অতিশয় শত্রুহিংসক। "যেনা দংসিষ্ঠ কৃত্বনে" (ঋক্ ৮।২৪।২৫) 'হে দংসিষ্ঠাত্যন্ত দর্শনীয় যদ্বা শত্রূণামুপ ক্ষপয়িতঃ' (সায়ণ)

দংসুজূত (ত্রি) দান্ত অশ্বদ্বারা সুষ্ঠুপ্রেরিত। "নহুষো দংসুজূতঃ" (ঋক্ ১।১২২।১০) 'দংসুজূতো দান্তৈরশ্বৈঃ সুষ্ঠুপ্রেরিতঃ' (সায়ণ)

দংসুপত্নী (স্ত্রী) দমনপর অসুরদিগের পতি। "অধোগিন্দ্রঃ সুর্য্যো দংসুপত্নীঃ" (ঋক্ ৪।১৯।৭) 'দংসুপত্নীঃ দমনপরা অসুরাঃ সুষ্ঠু পতয়োযাসাং তাঃ' (সায়ণ)

দঁক (দেশজ) গভীর সজল পঙ্ক, পাঁক।

দক (ক্লী) উদক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জল। (ত্রিকা°)

দকার (পুং) দ-স্বরূপে কারঃ। দ এই বর্ণ।

দকারাদি (ত্রি) দকার আদির্যস্য। যাহার আদিতে দকার।

দকারান্ত (ত্রি) দকারোঽন্তে যস্য। যাহার শেষে দকার আছে।

দকোদর (ক্লী) দকং জলস্ফীতং উদরং যত্র। সুশ্রুতোক্ত উদররোগভেদ, সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

শরীরস্থ সকল দোষ পৃথক্‌ভাবে অথবা মিলিত হইয়া প্লীহোদর, বদ্ধগুদ, আগন্তুক ও দকোদর প্রভৃতি উদররোগ জন্মে।

দকোদরের লক্ষণ—স্নেহপান দ্বারা অনুবাসিত হইলে, বমন বা বিরেচন করান হইলে অথবা নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করা হইলে, যদি শীতল জলপান করে, তাহা হইলে সেই জলবাহিনী নাড়ী সকল দূষিত হইয়া অথবা পূর্ব্বের ন্যায় সেই জঠর দেশস্থ অন্ত্রীসমূহ স্নেহোপলিপ্ত হইয়া দকোদর জন্মায়। তাহাতে নাভিমণ্ডল স্নিগ্ধ অথচ বৃত্তাকারে শীঘ্র উন্নত ও জলপূর্ণের ন্যায় হয়। চর্ম্মখণ্ড জলপূর্ণ হইলে যেরূপ ক্ষুব্ধ, কম্পিত ও শব্দিত হয়, দকোদরেও সেইরূপ হয়।

এই রোগে আধ্মান, গমনে অশক্তি, দৌর্ব্বল্য, শোফ, অঙ্গের অবসন্নতা, বায়ু ও পুরীষবদ্ধ হয়। (সুশ্রুত)

[বিশেষ বিবরণ উদর দেখ।]

দক্ষ (পুং) দক্ষ কর্ত্তরি অচ্। ১ তাম্রচূড়। ২ দক্ষসংহিতা কর্ত্তা মুনিভেদ, মনু, অত্রি প্রভৃতি যে ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, ইহাদের মধ্যে দক্ষসংহিতা একখানি। ৩ শিববৃষভ। ৪ বৃক্ষভেদ। ৫ অগ্নি। ৬ মহেশ্বর। ৭ চতুর, কুশল, জ্ঞেয়কার্য্য উপস্থিত হইলে যিনি তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্যের প্রকৃত বিবরণ জানিতে বা উত্তমরূপে সমাধা করিতে সমর্থ হন, তাহাকে দক্ষ কহা যায়।

৮ একজন প্রজাপতি। (পুরাণ)

ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে প্রজাপতি দক্ষের স্তুতি আছে। কোন কোন মন্ত্রে তাঁহাকে জ্যোতিষ্কগণের জনক বলা হইয়াছে। যথা—"সুজ্যোতিষঃ সূর্য্য দক্ষপিতৄননাগাস্ত্বে সুমহো বীহি দেবান্।" (ঋক্ ৬।৫০।২)

হে শোভনদীপ্তিশালী সূর্য্য! দক্ষ যাহাদের পিতৃপুরুষ সেই শোভন-জ্যোতিষ্ক দেবগণের নিকট আমাদের অনপরাধ কামনা করিও।

দক্ষ অদিতির পিতা আবার অদিতি হইতে জ্যোতিষ্ক ও দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, এই জন্য দক্ষকে দেবতাদিগের পিতৃপুরুষ বলা হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতার অপর মন্ত্রে আছে—

"ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্ম্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত॥ ২॥
দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি॥ ৩॥
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি॥ ৪॥
অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ॥৫॥" (ঋক্ ১০।৭২সূ°)

দেবগণের উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মণস্পতি কর্ম্মকারের ন্যায় কার্য্য করিলেন। অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইল। দেবগণের উৎপত্তির প্রথমকালে (এইরূপে) অসৎ হইতে সৎ জন্মিল। পরে উত্তানপদ্ হইতে দিক্ হইল। উত্তানপদ্ হইতে ভূ এবং ভূ হইতে দিক্ জন্মিল। অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন। হে দক্ষ! অদিতি যিনি জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা, * তাঁহা হইতে পরে ভদ্র ও অবিনাশী দেবগণ উৎপন্ন হইলেন।

অদিতি হইতে দক্ষ, আবার দক্ষ হইতে অদিতি উৎপন্ন হইলেন, এ কথার তাৎপর্য্য কি? এ সম্বন্ধে যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন—

"আদিত্যো দক্ষ ইত্যাহুরাদিত্য মধ্যে চ স্তুতঃ। অদিতি র্দাক্ষায়ণী। 'অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বু অদিতিঃপরি' ইতি চ। তৎকথমুপপদ্যেত। সমানজন্মানৌ স্যাতামিত্যপি বা দেবধর্ম্মেণ ইতরেতরজন্মানৌ স্যাতামিতরেতরপ্রকৃতী।" (১১।২৩)

তাঁহারা বলেন, দক্ষ আদিত্য অর্থাৎ অদিতির পুত্র এবং আদিত্য বলিয়াই তিনি স্তুত হইয়া থাকেন। অদিতি দাক্ষায়ণী অর্থাৎ দক্ষের কন্যা। (শ্রুতিতে আছে,) 'অদিতি হইতে দক্ষ, আবার দক্ষ হইতে অদিতি উৎপন্ন হইলেন।' ইহা কিরূপে সম্ভব? হয় উভয়ে সমান জন্ম লাভ করিয়াছেন, অথবা দেবধর্ম্মানুসারে উভয়েই উভয় হইতে জন্ম ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

জর্ম্মণপণ্ডিত রোথের মতে এখানে দক্ষ Spiritual force ও অদিতি Eternity।

* বিষ্ণুপুরাণের মতেও অদিতি দক্ষের কন্যা। (বিষ্ণুপু° ৪।২।৫।)

শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"প্রজাপতি হ বা ইদমগ্রে এক এবাস।" (২।২।৪।১)

"প্রজাপতি র্হ বা এতেনাগ্রে যজ্ঞেনেজে প্রজাকামো 'বহুঃ প্রজয়া পশুভিঃ স্যাং শ্রিয়ং গচ্ছেয়ং যশঃস্যামন্নাদঃ স্যামিতি'। স বৈ দক্ষো নাম ইত্যাদি।" (২।৪।৪।১)

প্রজাপতিই সর্ব্বাগ্রে কেবল ছিলেন। প্রজাপতি প্রজাকামা হইয়া অগ্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, 'আমি যেন বহু সন্তান সন্ততি ও গবাদি পাই, শ্রীলাভ করি, যশস্বী হই এবং অন্ন পাই।' তাঁহারই নাম দক্ষ।

পুরাণে যেরূপ বিষ্ণু বিশ্বের পালক, শতপথ ব্রাহ্মণে দক্ষ সেই পদ পাইয়াছেন—

"প্রজাপতির্বৈ ভরতঃ স হীদং সর্ব্বং বিভর্ত্তি।"

(শতপথ ৬।৮।১।১৪)

প্রজাপতিই ভরত, কারণ তিনি এই সমস্ত জগতের ভরণপোষণ করেন।

হরিবংশে আবার দক্ষকে বিষ্ণুরই স্বরূপ বলা হইয়াছে—

"ব্যতিরিক্তেন্দ্রিয়ো বিষ্ণুর্যোগাত্মা ব্রহ্মসম্ভবঃ।
দক্ষঃ প্রজাপতি ভূত্বা সৃজতে বিপুলাঃ প্রজাঃ॥

(হরিবংশ ২১১ অঃ)

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে দক্ষযজ্ঞের যেরূপ প্রসঙ্গ আছে, বেদে তাহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও তৈত্তিরীয়সংহিতার ২য় কাণ্ডে ৬ষ্ঠ প্রপাঠকে রুদ্রের প্রভাব প্রস্তাবে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

মহাভারত ও পুরাণাদির মতে—ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন।

"শরীরানথ বক্ষ্যামি মাতৃহীনান্ প্রজাপতেঃ।
অঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্দক্ষঃ প্রজাপতিরজায়ত॥" (মৎস্যপু° ৩।৯)

"যথা সসর্জ চৈবাদৌ তথৈব শৃণুতদ্বিজাঃ।
যদা তু সৃজতস্তস্য দেবর্ষিগণপন্নগান্॥
নবৃদ্ধিমগমল্লোকস্তদামৈথুনযোগতঃ।
দক্ষঃ পুত্রসহস্রাণি পাঞ্চজন্যামজীজনৎ॥" (মৎস্যপু° ৫।৩-৪)

ইহার পূর্ব্বে মানস সৃষ্টি হইত, দক্ষ প্রজাপতি যখন দেখিলেন, মানস সৃষ্টি দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি হয় না, তখন তিনি প্রথমে মৈথুনদ্বারা প্রজা সৃষ্টি করেন, সেই অবধি মনুষ্য, পশু ও পক্ষী প্রভৃতি মৈথুন দ্বারা সৃষ্টি হয়।

দক্ষোৎপত্তির বিষয় গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

বিধাতা প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্ম, রুদ্র, মনু, সনক, ভৃগু প্রভৃতি প্রজাকর্ত্তা মানসপুত্র পরে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষকে এবং বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপত্নীকে সৃষ্টি করেন। দক্ষ ঐ পত্নীতে অনেক কন্যা উৎপাদন করিলেন ও ব্রহ্মার মানসপুত্রদিগকে অর্পণ করেন। রুদ্র দক্ষের সতী-নাম্নী কন্যাকে প্রাপ্ত হন। ক্রমে রুদ্রের অসংখ্য মহাবল পুত্র হইল। কোন সময়ে দক্ষ হয়মেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে সকল জামাতা নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন, কিন্তু সতী অনাহূতা হইয়া এই যজ্ঞে আসেন ও দক্ষ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করেন। ইহাতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া 'তুমি ধ্রুবের বংশে উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হও,' এই অভিশাপ দেন। পরে ধ্রুববংশোৎপন্ন প্রচেতাগণ কঠোর তপস্যা করিয়া প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হইলে মারিষার গর্ভে দক্ষ উৎপন্ন হইলেন। পরে দক্ষ চতুর্ব্বিধ মানস প্রজা সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই মানসসৃষ্ট প্রজা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না, তখন মৈথুনদ্বারা প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি বীরণ প্রজাপতির তনয়া অসিক্নীকে বিবাহ করিলেন এবং ইহাতে সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্র হইতেও প্রজা বৃদ্ধি হইল না। পরে অসিক্নীতে ৬০টী রূপবতী কন্যা হইল। তাহার দুইটী কন্যা অঙ্গিরাকে, দুইটী কৃশাশ্বকে, দশটী ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশ কশ্যপকে এবং সপ্তবিংশতি চন্দ্রকে প্রদান করেন। ক্রমে ইহাদের দ্বারা চরাচর জগৎ সৃষ্টি হইল এবং সেই হইতেই মৈথুন দ্বারা সৃষ্টিক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। (গরুড় পু° ৫।৬ অঃ)

কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—এই জগৎ আদি সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা অর্দ্ধশরীরে পুরুষ ও অর্দ্ধশরীরে নারী হইয়া সেই নারীর গর্ভে বিরাট্ পুরুষকে উৎপাদন করেন ও তাঁহাকে বলেন, 'তুমি প্রজাপতি সৃষ্টি কর।' অনন্তর বিরাট্পুরুষ তপস্যা করিয়া সায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করিলেন। সায়ম্ভুব মনু তপস্যাপ্রভাবে ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করেন। ব্রহ্মা তৎকর্ত্তৃক পরিতুষ্ট হইয়া সৃষ্টির জন্য দক্ষকে উৎপাদন করেন। দক্ষ উৎপন্ন হইয়া মনু ও বিধিকে দশবার প্রণাম করিলেন। তখন ব্রহ্মা আরও দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি করিলেন। দক্ষ বহুতর প্রধান প্রধান দেবর্ষি, মহর্ষি ও সোমপ প্রভৃতি পিতৃগণকে উৎপাদন করিয়া সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করেন, ইহাই দক্ষের প্রতিসর্গ। (কালিকাপু° ১৯ অ°)

দক্ষপ্রজাপতি যোগমায়ার উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করেন। যোগমায়া পরিতুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষগোচর হন এবং দক্ষকে বলেন, তোমার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। দক্ষ কহিলেন, যদি আমাকে বর দেন, তাহা হইলে এই বর দিন যে, আপনি আমার কন্যা হইয়া মহাদেবের পত্নী হইবেন। মহামায়ে! এই বর কেবল আমার

নহে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও জানিবেন। মহামায়া এই কথা শুনিয়া 'তথাস্তু' এই কথা বলিলেন ও তাহাকে কহিলেন, আমি অবিলম্বেই তোমার পত্নীর গর্ভে তোমার কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়া শঙ্করের সহধর্ম্মিণী হইব। কিন্তু যখন তুমি অনাদর করিবে, তখন আমি তৎক্ষণাৎ দেহ-ত্যাগ করিব। আর যদি আদরশৈথিল্য না হয়, তাহা হইলে চিরদিন থাকিব। আমি প্রতি সৃষ্টিতেই তোমার কন্যা হইয়া মহাদেবের পত্নী হইব' এই বলিয়া মহামায়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দক্ষ স্ত্রীসঙ্গ ব্যতিরেকেই সঙ্কল্প, অভিসন্ধি, মানস এবং চিন্তার সাহায্যে প্রজা উৎপাদন করিলেন। এই সকল পুত্রগণ নারদের উপদেশে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রজাবৃদ্ধি হইল না দেখিয়া মৈথুন ধর্ম্মে বীরণতনয়া অসিক্লীকে বিবাহ করিলেন। দক্ষ প্রজাপতির সঙ্কল্প হইল, অর্থাৎ ইহার গর্ভে সন্তান হউক এইরূপ প্রথম অভিসন্ধি হইলেই তাহার গর্ভে মহামায়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইহারই নাম সতী। দেবগণের যত্নে মহাদেবের সহিত সতীর বিবাহ হইল। প্রজাপতি দক্ষ একটী মহাযজ্ঞের আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে অষ্টাশীতি সহস্র ঋত্বিক্ হোতৃ-কার্য্যে ব্যাপৃত, চতুঃষষ্টি সহস্র দেবর্ষি উদ্গাতা, নারদ প্রভৃতি বহুতর ঋষিই অধ্বর্য্যু ও হোতা। সকল দেবতার সহিত বিষ্ণু এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, স্বয়ং ব্রহ্মা ইহার দেববিধি-প্রদর্শক। এই যজ্ঞে সকল দিক্‌পালগণ দ্বারপাল ও রক্ষক। এই স্থলে মূর্ত্তিমান্ যজ্ঞ স্বয়ং উপস্থিত। ধরামণ্ডল স্বয়ং যজ্ঞবেদী হইলেন। প্রজাপতি দক্ষ এই যজ্ঞের বরণ করেন নাই এমন কেহ ছিল না। মহাদেব কপালী, সুতরাং তিনি যজ্ঞার্হ নহেন, এই বিবেচনা করিয়া দক্ষ সে যজ্ঞে কেবল তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। সতী প্রিয়তনয়া হইলেও কপালীর ভার্য্যা, এইজন্য তিনিও আহূত হন নাই। সতী ইহা জানিয়া দক্ষের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দক্ষের এই নিদারুণ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া ঘোর রোষাবেগে জ্বলিয়া উঠিলেন। এই সময় কোপরক্তনয়না সতী যোগ-বলে সকল দ্বার রোধ করিয়া কুম্ভক করিলেন, এই মহা-কুম্ভকে তাঁহার প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইল। ইত্যবসরে শিব মানসসরোবরে সন্ধ্যা সমাপন করিয়া কৈলাসে আসিতে আসিতে পথে সতীর দেহত্যাগ সংবাদ পাইয়া শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং গৃহে আসিয়া সতীকে মৃত দেখিয়া ও বিজয়ার মুখে সকল কথা শুনিয়া অতিশয় রুষ্ট হইলেন। এই সময় মহারুদ্রের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখকুহর হইতে অগ্নিকণোদ্গারী প্রলয়সূর্য্যসন্নিভ জলন্ত উল্কা সকল নির্গত হইতে লাগিল। দক্ষ যে স্থলে যজ্ঞ করিতেছিল, মহাদেব তথায় গমন করিয়া যজ্ঞস্থানের বহির্ভাগে অবস্থান করিলেন। মহারুদ্র দূর হইতে সেই সমুজ্জ্বল যজ্ঞস্থান অবলোকন করিয়া সত্বর বীরভদ্রকে তথায় প্রেরণ করি-লেন। বীরভদ্র বহুগণ পরিবৃত হইয়া মহাত্মা দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরভদ্রকে যজ্ঞ ধ্বংস করিতে দেখিয়া দেবগণের সহিত বিষ্ণু তাহাকে নিবারণ করেন। বীরভদ্রকে নিবারিত হইতে দেখিয়া মহাদেব রোষনয়নে যজ্ঞস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং যজ্ঞ ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দেবতাদিগকে তাড়া-ইয়া দিয়া মৃগরূপে পলায়নপর যজ্ঞের অনুসরণ করিতে লাগিলেন, যজ্ঞ আকাশপথে ব্রহ্মলোকে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাদেবও তথায় গমন করিলেন, রুদ্রভীত যজ্ঞ ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিজ মায়াবলে সতীশরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন যজ্ঞানুগামী রুদ্র মৃত সতীর সমীপে গিয়া তাহাকে অবলোকন করিয়া যজ্ঞের কথা ভুলিয়া গিয়া সতী-শোকে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

(কালিকাপু ৮—১৮ অ°) [সতী দেখ।]

দক্ষোৎপত্তির বিষয় হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—দশ জন প্রচেতার মানসে মারিষার গর্ভে ও সোমদেবের অংশে দক্ষপ্রজাপতি উৎপন্ন হন, অনন্তর ইনি স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়া কতকগুলি মনঃকল্পিত কন্যার সৃষ্টি করেন। এই সকল কন্যার মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, ১৩টী কশ্যপকে, অবশিষ্ট নক্ষত্রনামে ২১টী কন্যা সোমদেবকে প্রদান করেন। ইহাদের গর্ভে গো, পক্ষী, নাগ, দৈত্য, দানব প্রভৃতি নানাজাতির সৃষ্টি হইল। এই সময় হইতে স্ত্রীপুরুষ সহযোগে প্রজাসৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে মনন, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হইয়া আসিতেছিল, তাহা রহিত হইয়া গেল। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে তৎপত্নী সমদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে, কিন্তু এই স্থানে দক্ষ প্রচেতাগণের পুত্র বলিয়া কথিত হইল ও সোমদেবের দৌহিত্র হইয়াও কিরূপে তাহার শ্বশুর হইলেন, জনমেজয়ের এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য বৈশম্পায়ন বলিলেন, 'উৎপত্তি নিরোধ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রাণিমাত্রেরই নিয়ত ধর্ম্ম। ইহাতে ঋষি ও জ্ঞানিগণের কোন মোহের বিষয় নাই। প্রতিযুগেই দক্ষ প্রভৃতি নৃপতিগণের একবার উৎপত্তি আবার লয় হইয়াছে। পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্ব কিছুই ছিল না, একমাত্র তপোবলই উৎকর্ষ ও অপকর্ষের কারণ ছিল। প্রজাবিধাতা দক্ষ

বিধাতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভূতসমূহ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, দক্ষ প্রজাপতি প্রথমে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, পশু, পক্ষী ও মৃগ প্রভৃতিকে প্রথমে মানসে সৃষ্টি করেন, কিন্তু পরে দেখিলেন মানস-সৃষ্ট প্রজা আর বৃদ্ধি পাইতেছে না, তখন তিনি প্রজাসৃষ্টির উৎকট বাসনা স্ত্রীপুরুষ সহযোগে বিবিধ প্রাণীর সৃষ্টি করাই শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিলেন, তখন তিনি বীরণ প্রজাপতির অসিক্লী নামে এক কন্যাকে বিবাহ করিলেন। পরে প্রজাপতি দক্ষ ঐ অসিক্লীর গর্ভে পঞ্চসহস্র বীর্য্যবান্ পুত্র উৎপাদন করেন, ইহারাও প্রজাসৃষ্টির জন্য অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইলেন। ইহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদের উপদেশে নিরুদ্দিষ্ট হন। দক্ষ এই বৃত্তান্ত জানিয়া নারদকে সংহার করেন। ব্রহ্মা তাহা জানিতে পারিয়া স্বয়ং দক্ষের নিকট আসিয়া পুত্র প্রার্থনা করেন। তাহাতে দক্ষ কহিলেন, আমি এই নিজ কন্যা অসিক্লীকে প্রদান করিতেছি, ইহার গর্ভেই নারদের পুনর্ব্বার জন্ম হইবে। অতএব ইহাকে লইয়া কশ্যপকে প্রদান করুন, এইকথা বলিয়া তিনি ব্রহ্মার হস্তে এই কন্যাকে অর্পণ করেন। অভিসম্পাত ভয়ে কশ্যপ এই কন্যা গ্রহণ করেন এবং ইহার গর্ভে নারদকে পুনরায় উৎপাদন করিলেন। তৎপরে প্রজাপতি দক্ষ ধর্ম্মপত্নী বীরণতনয়াতে ষষ্টিসংখ্যক কন্যার সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমিকে চারি, বহু পুত্রকে দুই, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্বকেও দুই চারিটী করিয়া কন্যাদান করিলেন। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সংকল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা এই দশটী কন্যা ধর্ম্ম প্রতিগ্রহ করেন। পরে বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ, মরুত্বতী হইতে মরুত্বৎগণ, বসু হইতে বসুগণ, ভানু হইতে ভানু, মুহূর্ত্তা হইতে মুহূর্ত্তগণ, লম্বা হইতে ঘোষ, যামী হইতে নাগবীথী, অরুন্ধতী হইতে পার্থিব পদার্থ সকল, সংকল্প হইতে সর্ব্বাত্মরূপ সংকল্প এবং যামিনী নাগবীথী হইতে বৃষল সমুদ্ভূত হন। এইরূপে ক্রমে এক দক্ষ প্রজাপতি হইতে চরাচর জগৎ সৃষ্ট হইতে লাগিল। (হরিবংশ ২—৩ অ°)

শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার আত্মজ, মনুকন্যা প্রসূতির সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই প্রসূতির গর্ভে ১৬টী তনয়া উৎপন্ন হয়, এই ১৬টী কন্যার মধ্যে ১৩টী ধর্ম্মকে, একটী অগ্নিকে ও একটী পিতৃগণকে প্রদান করেন। সতী নামে অন্য একটী কন্যা মহাদেব বিবাহ করেন। প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত দুহিতৃবৎসল ছিলেন। কিন্তু কোন সময়ে বিশ্বস্রষ্টাগণ একটী বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে সকল দেবতা উপস্থিত ছিলেন, প্রজাপতি দক্ষ যখন এই যজ্ঞে আগমন করেন, তখন সকলেই তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল ব্রহ্মা ও শিব ইহারা দুইজনে উঠিলেন না। দক্ষ আসন গ্রহণ পর্য্যন্ত মহাদেব নিজাসনেই উপবিষ্ট রহিলেন, দক্ষকে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। দক্ষ ইহাতে কোপে উন্মত্তপ্রায় হইয়া শিবের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। মহাদেব রুষ্ট হইলেন না, সভার মধ্যেই বসিয়া রহিলেন।

দক্ষ কেবল শিবনিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, এমন কি ক্রোধে জলস্পর্শপূর্ব্বক এই অভিশাপ দিলেন, 'এই দেবাধম শিব, ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদির সহিত যেন যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত না হয়।' এই শাপ দিয়া ক্রোধভরে এই স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এদিকে গিরিশানুচর নন্দীশ্বর শাপের বিষয় অবগত হইলেন ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যাহারা দক্ষের বাক্য অনুমোদন করিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রতিশাপ দিয়া কহিলেন, 'মহাদেব কখন কাহারও অপকার করেন না। তাহার প্রতি যাহারা বিদ্বিষ্ট হইবে, তাহাদের কোন কার্য্যসিদ্ধ হইবে না। এই দক্ষের বুদ্ধি দেহকে আত্মা বলিয়া ধ্যান করে এবং সে আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছে, দক্ষ পশুর সমান নিতান্ত স্ত্রীকামী হউক এবং অচিরে ইহার ছাগলের ন্যায় মুখ হউক। বস্তুতঃ এই দক্ষের ছাগ-তুল্য বদন হওয়াই উপযুক্ত, কেননা এ অবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা বোধ করিয়া থাকে, এইজন্য এ বস্তুই ছাগ।' এই বলিয়া অভিশাপ দেন।

শ্বশুর দক্ষ এবং জামাতা শিব সর্ব্বদা এইরূপে পরস্পর বিদ্বেষ চলিতে লাগিল। কিছুকাল পরে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা দক্ষকে সকল প্রজাপতির আধিপত্য প্রদান করিলেন। ইহাতে দক্ষের চিত্তে অহঙ্কার আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

তখন তিনি বৃহস্পতি নামে উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে ত্রিলোক নিমন্ত্রিত হইল। কেবল মহাদেব ও সতীর নিমন্ত্রণ হইল না। সতী যজ্ঞ বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া যজ্ঞস্থলে যাইবার জন্য মহাদেবের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহাদেব সতীকে যজ্ঞস্থলে যাইতে কিছুতেই অনুমতি করিলেন না। সতী কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে পিত্রালয়ে গমন করিলেন এবং সেই যজ্ঞস্থলে পিতৃকর্ত্তৃক অপমানিতা হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিলেন। মহাদেব নারদ মুখে সতীর প্রাণত্যাগের কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধা-

ম্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মস্তক হইতে একটী জটা উৎপাটন করিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিলেন, ইহাতে বীরভদ্রের উৎপত্তি হইল। বীরভদ্র যজ্ঞধ্বংস করিতে যাত্রা করিলেন; তিনি ভৃগুর শ্মশ্রু ও পূষার দন্ত উৎপাটন করিয়া দক্ষের বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিলেন ও তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত করিয়াও শিরশ্ছেদ করিতে পারিলেন না। পরে তিনি বিস্মিত হইয়া প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলেন, যজ্ঞস্থলে কণ্ঠনিষ্পীড়নাদিরূপ পশুমারণোপায় একটী যন্ত্র ছিল, তখন তিনি দক্ষকে ঐ যন্ত্রে ফেলিয়া তাহার মুণ্ড দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। পরে ঐ ছিন্নমস্তক দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিয়া যজ্ঞশালাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দক্ষযজ্ঞ একেবারে ধ্বংস হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা দক্ষের এইরূপে নিধনসংবাদ শুনিয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলেন এবং নানা প্রকার স্তবে মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া দক্ষ প্রভৃতির জীবনপ্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তুষ্ট হইয়া বলিলেন, দক্ষের ন্যায় বালকদিগের অপরাধ আমি কখন গ্রহণ করি না। যে সকল ব্যক্তি দেবমায়ায় বিমোহিত, আমি কেবল তাহাদের দণ্ড দিয়াছি। প্রজাপতি দক্ষের মুণ্ড দগ্ধ হইয়াছে; এখন ছাগের মুণ্ড তাহার মুণ্ড হউক এবং এই ভগদেব ও মিত্র নামক দেবতার চক্ষুদ্বারা স্বীয় যজ্ঞভাগ দর্শন করুন। পূষা স্বয়ং পিষ্টভোজী হউন। ইনি যজমানের দন্তদ্বারা যজ্ঞীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন এবং যাহাদের অঙ্গ একেবারে নষ্ট হইয়াছে, তাহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহুদ্বারা বাহুবিশিষ্ট এবং পূষার হস্তদ্বারা হস্তবান্ হইবেন *। আর ছাগের শ্মশ্রুই ভৃগুর শ্মশ্রু হইবেক। পরে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত মহাদেবের বাক্যানুসারে দক্ষের মস্তক প্রভৃতি ঐ প্রকারে সংযোজিত করিলেন। তখন দক্ষ যথাবিধানে যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং মহাদেবকে নানাপ্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন। (ভাগবত ৪।১-৭ অ°) [রুদ্র ও সতীশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৯ উশীনরপুত্র নৃপভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৮) ১০ দক্ষিণভাগ। ১১ বিষ্ণু। ১২ বল। (নিঘণ্টু) "সদক্ষাণাং দক্ষপতি র্বভূব" (ঋক্ ১।৯৫।৬) 'দক্ষাণাং বলানাং' (সায়ণ) (ক্লী)

* কৃষ্ণ যজুর্বেদে একটী মন্ত্রে ইহার আভাস আছে। যথা—
"পূষা প্রাশ্ন দতোঽরূণৎ তস্মাৎ পূষা প্রপিষ্টভাগোঽদন্তকো হি তং দেবা অব্রুবন্...বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনো র্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্ণামীত্যব্রবীৎ।" (তৈত্তিরীয়স° ২।৬।৮।৫-৬)

১৩ বীর্য্য। "স্বৈর্দক্ষৈর্দক্ষ পিতেহসীদ দেবানাং" (শুক্লযজু° ১৪।৩) 'স্বৈর্দক্ষৈঃ বীর্য্যৈঃ সামর্থ্যৈঃ সহ দক্ষশব্দোঽত্র বীর্য্যার্থঃ।' (মহীধর)

দক্ষকন্যা (স্ত্রী) দক্ষস্য কন্যা ৬তৎ। দক্ষের কন্যা। দক্ষের অসিক্নী নাম্নী পত্নীতে ৬০টী কন্যা জন্মে। এই ৬০টীর মধ্যে ১০টী ধর্ম্মকে, ১৩টী কশ্যপকে, ২৭টী চন্দ্রকে, ভৃগু, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্ব এই তিনজনকে দুই দুইটী ও তার্ক্ষ্যকেও ৪টী কন্যা সম্প্রদান করেন। (ভাগ° ৬।৬ অ°) মনুকন্যা প্রসূতির গর্ভে ১৬টী কন্যা জন্মে, এই ১৬টীর মধ্যে ১৩ ধর্ম্মকে, একটী অগ্নিকে, একটী মিলিত পিতৃগণকে ও একটী মহাদেবকে প্রদান করেন। (ভাগ° ৪।১ অ°) [দক্ষ দেখ।]

দক্ষক্রতু (পুং) দক্ষস্য ক্রতুঃ ৬তৎ। দক্ষের যজ্ঞভেদ, প্রজাপতি দক্ষ শিবকে বাদ দিয়া যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। [দক্ষ দেখ।] দক্ষাঃ কুশলাঃ ক্রতবো সংকল্পা যেষাং। ২ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপ প্রাণ। "যে দেবা মনোজাতা মনোযুজো দক্ষক্রতবস্তে।" (শুক্লযজু° ৪।১১)

'যে দেবা ঈদৃশাঃ দীব্যন্তি দ্যোতন্তে ইতি দেবাশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়রূপঃ প্রাণাঃ।' (মহীধর)

দক্ষক্রতুধ্বংসিন্ (পুং) দক্ষক্রতুং ধ্বংসয়তি ধ্বংস-ণিচ্-ণিনি। ১ মহাদেব। ২ মহাদেবের অংশে আবির্ভূত বীরভদ্র। মহাদেবের জটা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। [দক্ষ দেখ।]

দক্ষজা (স্ত্রী) দক্ষাৎ জায়তে জন-ড। দক্ষকন্যা, সতী, দুর্গা, অশ্বিনী প্রভৃতি।

দক্ষজাপতি (পুং) দক্ষজানাং দক্ষকন্যানাং পতিঃ। চন্দ্র। মহাদেব প্রভৃতি।

দক্ষতনয়া (স্ত্রী) দক্ষস্য তনয়া। দক্ষপ্রজাপতির দুহিতা, অশ্বিনী প্রভৃতি দুর্গা। প্রসূতির গর্ভে শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, মূর্ত্তি, তিতিক্ষা, হ্রী, স্বাহা, স্বধা ও সতী এই ষোড়শকন্যা জন্মে। [দক্ষ দেখ।]

দক্ষতা (স্ত্রী) দক্ষস্য ভাবঃ ভাবে তল্ টাপ্। নৈপুণ্য, পটুতা, ক্ষমতা, কুশলতা।

দক্ষতাতি (স্ত্রী) মানসিক শক্তি।

"জীবাতুং তে দক্ষতাতিং কৃণোমি।" (অথর্ব্ব ৮।১।৬)

দক্ষনিধন (ক্লী) সামভেদ।

দক্ষপতি (পুং) দক্ষাণাং বলানাং পতিঃ। বলাধিপতি, বলের মধ্যে যে প্রধান বল, তাহার অধিপতি। "স দক্ষাণাং দক্ষপতি র্বভূব।" (ঋক্ ১।৯৫।৬) 'দক্ষাণাং বলানাং দক্ষপতির্বলাধিপতির্বভূব।' (সায়ণ)

দক্ষপিতৃ (পুং) দক্ষঃ দক্ষপ্রজাপতিঃ পিতা উৎপাদ

সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন কপ্। দক্ষ প্রজাপতিজাত প্রাণাভিমানী দেব। "যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সুদক্ষাঃ দক্ষপিতার স্তেনঃ।" (তৈত্তি° ১।২।৩।১) লোকে তু কপ্। লৌকিক প্রয়োগে কপ্ প্রত্যয় হইবে, সেই স্থলে দক্ষপিতৃক এইরূপ পদ হইবে। ২ বীর্য্যোৎপাদক। (স্ত্রী) ৩ অশ্বিনী প্রভৃতি, ইহাদের উৎপাদক দক্ষ, এই জন্য ইহাদের নাম দক্ষপিতৃকা।

দক্ষযজ্ঞ (ক্লী) দক্ষস্য যজ্ঞং বা দক্ষেণ অনুষ্ঠিতং যজ্ঞং। দক্ষ প্রজাপতি দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞবিশেষ। [দক্ষ দেখ।]

দক্ষযজ্ঞভঙ্গ (পুং) দক্ষযজ্ঞস্য ভঙ্গঃ। বীরভদ্র কর্তৃক দক্ষযজ্ঞের বিনাশ।

দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী (স্ত্রী) দুর্গা। দুর্গা অর্থাৎ সতী দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গের প্রতি কারণ, এই জন্যই দুর্গাকে দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী কহে।

"দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।" (দুর্গাপূজামন্ত্র)

দক্ষযাগাপহারী (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫১)

দক্ষবিহিতা (স্ত্রী) দক্ষেণ বিহিতা গীতিকা। ১ গীতিকাভেদ, "ঋক্‌গাথা পাণিকা দক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকা।

গেয়মেতত্তদভ্যাসকরণান্মোক্ষসংজ্ঞিতং।" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১১৪)

দক্ষবিহিতা গীতি প্রভৃতি অধ্যাত্ম ভাবের সহিত মিলিত হইয়া গান করিতে হয় এবং এই গান অভ্যাসে মোক্ষলাভ হয়। (ত্রি) ২ দক্ষকৃত।

দক্ষবৃধ্ (ত্রি) দক্ষতায় বৃদ্ধিশীল বা আনন্দিত। (বেদ)

দক্ষস্ (ক্লী) দক্ষ করণে অসুন্। বল। "বৃষণাদক্ষসে" (ঋক্ ১।১৫১।৩) 'দক্ষসে বলায়' (সায়ণ)

দক্ষসাধন (ত্রি) দক্ষস্য সাধনঃ। বলসাধক। "পবস্ব দক্ষ সাধনো দেবেভ্যঃ।" (ঋক্ ৯।২৫।১) 'দক্ষসাধনঃ দক্ষো বলং যস্য সাধকঃ।' (সায়ণ)

দক্ষসাবর্ণি (পুং) মনুভেদ, নবম মনু। ভাগবতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, বরুণ হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, ভূতকেতু, দীপ্তিকেতু প্রভৃতি ইহার পুত্র। এই মন্বন্তরে মরীচি গর্ভ প্রভৃতি দেবতা, অদ্ভুত ইহাদের ইন্দ্র এবং দ্যুতিমান্ প্রভৃতি ঋষি আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধারার গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু ঋষভদেব নামে অবতীর্ণ হন। ইনি অদ্ভুত নামক ইন্দ্রকে সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধ ত্রিলোক ভোগ করান। দশম মনুর নামও দক্ষসাবর্ণি, ইনি উপশ্লোকের পুত্র, ভূরিষেণ প্রভৃতি ঐ মনুর সন্তান। এই মন্বন্তরে হবিষ্মান্ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ হবিষ্মান্, সুকৃত, সত্য, জয়, মূর্ত্তি ইত্যাদি ঋষি। আর সুরসেন, অনিরুদ্ধাদি দেব এবং শম্ভু দেবরাজ। এই মন্বন্তরে ভগবান্ বিভু বিশ্বসৃক্ বিপ্রের গৃহে বিসূচির অংশাংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইনি বিষ্বক্‌সেন নামে বিখ্যাত হন। তৎকালে দেবরাজ শম্ভুর সহিত সখিত্ব হয়। (ভাগ° ৮।১৩ অ°)

দক্ষসাবর্ণির সময়ে পুলহপুত্র হবিষ্মান্, ভৃগুতনয়, সুকৃতি, অত্রিপুত্র আপোমূর্ত্তি, বশিষ্ঠতনয় অষ্টম, পুলস্ত্যপুত্র প্রমতি, কশ্যপপুত্র নভোগ ও অঙ্গিরাপুত্র সত্য এই ৭ জন মহর্ষি। ইহারাই ঋষিমন্ত্রের অদ্বিতীয় লক্ষ্য বলিয়া কথিত। সুত, উত্তমৌজা, বীর্য্যবান্, কৃলিষঞ্জ, শতানীক, নরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চা এই ১০টী দক্ষসাবর্ণির পুত্র।

(হরিবংশ ৭ অ°) (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৪ অ°)

দক্ষসুত (পুং) দক্ষস্য সুতঃ। দেবতা। (শব্দার্থচি°) প্রজাপতি দক্ষের পুত্র সকল নষ্ট হইলে পুত্রিকা উৎপাদন করেন, তাহাদের হইতে দেবতা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রিকাদের পুত্রহেতু দক্ষের পুত্রত্ব সিদ্ধ হয়। বিধাতা দক্ষকে প্রজাসৃষ্টির আদেশ করিলে মনঃপ্রভাবে ঋষি, দেবতা, সুর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। ২ হর্য্যশ্বাদি পুত্র, দক্ষপ্রজাপতির হর্য্যশ্ব প্রভৃতি পুত্র জন্মে। ইহারা সকলেই প্রজাবৃদ্ধি করিতে বিশেষ সচেষ্ট থাকেন, কিন্তু নারদের উপদেশে তাহারা পৃথিবীর পরিমাণ জানিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করেন, আর প্রত্যাগত হন নাই। (হরিবংশ ৩ অ°) (স্ত্রী) ৩ অশ্বিন্যাদি দক্ষকন্যা।

দক্ষা (স্ত্রী) দক্ষতে বর্দ্ধতে ভারধারণে সমর্থা ভবতি দক্ষ-অচ্ টাপ্। পৃথিবী। (মেদিনী)

দক্ষাধ্বরধ্বংসক (পুং) দক্ষস্য অধ্বরং ধ্বংসয়তি ধ্বন্‌স-ণিচ্ ণ্বুল্। ১ শিব। ২ শিবজটোৎপন্ন বীরভদ্র।

দক্ষাধ্বরধ্বংসকৃৎ (পুং) দক্ষাধ্বরস্য ধ্বংসং করোতি, কৃ কিপ্ তুগাগমঃ। দক্ষযজ্ঞনাশক শিব, বীরভদ্র।

দক্ষায্য (পুং) দক্ষতে কার্য্যেষু সমর্থো ভবতি দক্ষ-আয্য (সুদক্ষিস্পৃহি গৃহিভ্য আয্যঃ। উণ্ ৩।৯৬) ১ গরুড়। ২ গৃধ্রপক্ষী। দক্ষ বৃদ্ধৌ আয্য। (ত্রি) ৩ বর্দ্ধক। "মিত্রো দক্ষায্যো অর্য্যমেবাসি সোম" (ঋক্ ১।৯১।৩) 'দক্ষায্যো সর্ব্বেষাং বর্দ্ধকঃ' (সায়ণ) ৪ পূজনীয়।

দক্ষারাম, (দ্রাক্ষারাম) গোদাবরী জেলার অন্তর্গত সুবিখ্যাত স্মার্ত্ততীর্থ, কোটীফলী নামক প্রসিদ্ধতীর্থের ৭ মাইল পূর্ব্বদিকে এবং রামচন্দ্রপুরের ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে ভীমেশ্বরের একটী অতি বৃহৎ দেবালয় আছে; ইহার লিঙ্গ অতি উচ্চ, এমন কি দ্বিতল ভেদ করিয়া দুই ফিট্ উচ্চ হইয়াছে। পূজার সময় পুরোহিত দ্বিতলে থাকিয়া লিঙ্গের জলাভিষেকাদি

করিয়া থাকেন। প্রধান মন্দিরের মধ্যে ছোট ছোট আরও মন্দির আছে। প্রধান মন্দিরটী সুন্দররূপে চিত্রিত। এখানে ওলন্দাজদিগের সুন্দর দুইটা গোর আছে। ভীমেশ্বরের মন্দিরে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ অনেকগুলি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

দক্ষি (ত্রি) দহনশীল। (সায়ণ)

দক্ষিণ (ত্রি) দক্ষতে ইতি দক্ষ-ইনন্ (দ্রুদক্ষিভ্যামিনন্। উণ্ ২।৫০) ১ দক্ষিণোদ্ভূত, দক্ষিণদিক্‌ভব। ২ পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী, পরাভিপ্রায়ানুবর্ত্তী, যাহারা পরের অভিপ্রায় অনুসারে চলে। ৩ দক্ষভাগস্থ। ৪ অবাম, অপসব্য, দেহভাগভেদ, ডাহিন। প্রতিগ্রহ করিতে হইলে ওঁঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তদ্বারা করিবে এবং পরে স্বস্তি এই বাক্য বলিবে।

"ওঁঙ্কার মুচ্চরন্ প্রাজ্ঞো দ্রবিণং শক্তু মোদকং।
গৃহ্লীয়াদ্দক্ষিণে হস্তে তদন্তে স্বস্তি কীর্ত্তয়েৎ॥" (আদিত্যপু°)

৫ নায়কভেদ, যে নায়কের অনেকগুলি নায়িকা আছে, এবং যিনি সকল নায়িকার প্রতি সমান অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহাকে দক্ষিণনায়ক কহে। "এষু ত্বনেকমহিলাসু সমরাগো দক্ষিণঃ কথিতঃ।" (সাহিত্যদ° ৩।৪০)

"অন্তঃপুরে স্ফুরতি পদ্মদৃশাং সহস্র-
মক্ষিদ্বয়ং কথয় কুত্র নিবেশয়ামি।
ইত্যাকলয্য নয়নাম্বুরুহে নিমীল্য
রোমাঞ্চিতেন বপুষা স্থিতমচ্যুতেন॥" (রসমঞ্জরী)

অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র রমণী রহিয়াছে, আমি কাহার দিকে নয়ন ফিরাইব। অচ্যুত ইহা বিবেচনা করিয়া চক্ষুঃদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক রোমাঞ্চিত শরীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এইস্থলে কৃষ্ণ কাহাকেও দেখিলেন না, এইজন্য সকল নায়িকার প্রতি সমান অনুরাগ প্রদর্শিত হইল। অতএব এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণনায়ক।

৬ প্রদক্ষিণ। (ভাগ° ১।১৪।১৩) ৭ তন্ত্রোক্ত আচার বিশেষ, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণ হইতে বামাচার উৎকৃষ্ট।

"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমং॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমং।"(কুলার্ণবত° ৫খ°)

৮ বিষ্ণু। (বিষ্ণুস°) ৯ দক্ষিণাগ্নি। "দক্ষিণপশ্চিমে দক্ষিণং।" (আশ্ব° গৃ°. ৪।২।৩) ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণ কর্ণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সোম, সূর্য্য ও অনল বাস করেন, এই জন্য ক্ষুত, নিষ্ঠীবন, দন্তোচ্ছিষ্ট, অনৃত ও পতিতদিগের সহিত আলাপে দক্ষিণ শ্রবণ স্পর্শ করিতে হয়। (পরাশর) * ১০ উদার, অকপট, সরল। ১১ সমর্থ, দক্ষ, নিপুণ। ১২ উত্তরের বিপরীত, দক্ষিণদিক্।

এই শব্দ দিক্ দেশাদি ব্যবস্থাতে সর্ব্বনাম অর্থাৎ শব্দরূপে সর্ব্বনাম শব্দের ন্যায় রূপ হইবে। অন্যত্র, অর্থাৎ যেখানে 'কুশল' এই অর্থ সেই স্থলে আকারান্ত শব্দের ন্যায় রূপ হইবে।

দক্ষিণকালিকা (স্ত্রী) দক্ষিণা অনুকূলা কালিকা। আদ্যাশক্তি, যিনি শিবের হৃদয়ে দক্ষিণচরণ ন্যস্ত করিয়াছেন, শিবহৃদয়ে দক্ষিণপদার্পণশীলা কালিকাদেবী। [শ্যামা ও দশমহাবিদ্যা দেখ।]

দক্ষিণগোল (পুং) দক্ষিণঃ গোলঃ। বিষুবরেখা হইতে দক্ষিণস্থিত তুলাদি ৬টী রাশি। তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই ৬টী রাশির নাম দক্ষিণগোল। ইহারা বিষুবরেখার দক্ষিণদিকে অবস্থান করে।

"সসৌম্যগোলো ভদলং যদাস্যং
যাম্যোঽপরং সায়নভাগভানোঃ।" (সি° শি°)

দক্ষিণতস্ (অব্য) দক্ষিণ-অতসুচ্ (দক্ষিণোত্তরাভ্যামতসুচ্। পা ৫।২।২৮) দক্ষিণদিকে। দক্ষিণ-তসিল্। ২ দক্ষিণভাগ।

"পুনর্দক্ষিণতঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্ববৎসুরপূজিতে।"
(মহানির্ব্বাণত° ৩।৪৮)

দক্ষিণতস্কপর্দ্দ (ত্রি) দক্ষিণতঃ শিরসো দক্ষিণে ভাগে কপর্দশ্চূড়া যস্য। দক্ষিণভাগ চূড়াযুক্ত। "শ্বিত্যঞ্চো মা দক্ষিণতস্কপর্দাঃ" (ঋক্ ৭।৩৩।১) 'চূড়াকর্ম্মণি দক্ষিণতো বশিষ্ঠানামিতি স্মর্য্যতে।' (সায়ণ)

দক্ষিণতার (ক্লী) দক্ষিণং তীরং। দক্ষিণতীর। দিক্ শব্দের উত্তর তীর শব্দের স্থানে বিকল্পে তার আদেশ হয়। 'দক্ষিণতারং দক্ষিণতীরং, উত্তরতীরং উত্তরতারং' ইত্যাদি (পাণিনি)

দক্ষিণতীর (ক্লী) নদী প্রভৃতির দক্ষিণস্থ তীর।

দক্ষিণত্রা (স্ত্রী) দক্ষিণ বেদে নিপাতনাৎ ত্রা। দক্ষিণভাগাদি। "ধিষ্বজ্রং হস্ত আ দক্ষিণত্রাভিঃ" (ঋক্ ৬।১৮।৯)

দক্ষিণদিক্ (স্ত্রী) দক্ষিণস্থ দিক্। মেরু হইতে বিপ্রকৃষ্ট দিক্। পূর্ব্ব প্রভৃতি দশদিকের অন্তর্গত এক দিক্। উত্তরদিকের বিপরীত দিক্। এই দিকের অধিপতি ভৌম।

"সূর্য্যঃ সোমঃ ক্ষমাপুত্রঃ সৈংহিকেয়ঃ শনিঃ শশী।
সৌম্যস্ত্রিদশমন্ত্রী চ প্রাচ্যাদিদিগধীশ্বরাঃ॥" (জ্যোতি° ত°)

* "ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে চৈব দন্তোচ্ছিষ্টে তথানৃতে।
পতিতানাঞ্চ সম্ভাষে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সোমঃ সূর্য্যোঽনলস্তথা।
তে সর্ব্বে চাপি তিষ্ঠন্তি কর্ণে বিপ্রস্য দক্ষিণে॥" (পরাশর)

পূর্ব্বে সূর্য্যদেব যথাবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই দিক্ গুরু কশ্যপকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেন, সেই অবধি এই দিক্ দক্ষিণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। [দিক্ দেখ।]

দক্ষিণদেশ [দাক্ষিণাত্য দেখ।]

দক্ষিণধুরীণ (ত্রি) শকটের দক্ষিণভাগের ধুরাযুক্ত।

দক্ষিণপথ, [দক্ষিণাপথ দেখ।]

দক্ষিণপশ্চাৎ (অব্য) দক্ষিণস্যাঃ পরায়াশ্চ দিশঃ অন্তরালা দিক্ বহুব্রীহৌ আতি, পরস্য পশ্চাদাদেশঃ। নৈঋর্তকোণ।

দক্ষিণপশ্চার্দ্ধ (পুং) দক্ষিণপশ্চিমভাগ।

দক্ষিণপশ্চিমা (স্ত্রী) দক্ষিণস্যাঃ পরায়াশ্চ দিশঃ অন্তরালা-দিক্, ততঃ পুম্বৎ। নৈঋর্তকোণ।

"জগ্মুর্ভরতশার্দ্দূল। দিশাং দক্ষিণপশ্চিমাং।"

(ভারত মহাপ্রস্থান° ১ অ°) (ত্রি) তদ্দেশবাসী, যাহারা নৈঋর্তকোণে বাস করে।

"দক্ষিণপশ্চিমে দক্ষিণং।" (আশ্ব° গৃ° ১।২।১৩)

দক্ষিণপাঞ্চালক (ত্রি) দক্ষিণপঞ্চাল সম্বন্ধীয়। [পঞ্চাল দেখ।]

দক্ষিণপূর্ব্বা (স্ত্রী) দক্ষিণস্যাঃ পূর্ব্বস্যাশ্চ দিশোঽন্তরালং ইতি সমাসঃ (দিঙ্নামান্যন্তরালে। পা ২।১।২৬) ১ পূর্ব্বদক্ষিণকোণ, অগ্নিকোণ। (ত্রি) ২ অগ্নিকোণস্থিত। "দক্ষিণপূর্ব্ব উদ্ধৃতান্ত আহবনীয়ং নিদধাতি" (আশ্ব° গৃ° ৪।২।১১)

দক্ষিণমানস (ক্লী) গয়াস্থিত তীর্থবিশেষ।

"তস্য দক্ষিণভাগে তু তীর্থং দক্ষিণমানসং।
দক্ষিণে মানসে চৈব তীর্থত্রয়মুদাহৃতং॥" (বায়ুপু° গয়ামা°)

তাহার দক্ষিণভাগে দক্ষিণমানস তীর্থ, এই দক্ষিণমানস তীর্থে তিনটী তীর্থ আছে।

দক্ষিণমার্গ (পুং) ১ তন্ত্রোক্ত আচারভেদ। ২ পিতৃযান নামক মার্গভেদ। "নির্ব্বিঘ্নোঽহং দক্ষিণমার্গেণ গতাগত লক্ষণেন" (ঈশোপনিষদ্ভাষ্য°)

দক্ষিণমেরু (পুং) দক্ষিণ কেন্দ্র। (The south-pole)

দক্ষিণরাঢ় (স্ত্রী) রাঢ়ের দক্ষিণাংশ। [রাঢ় দেখ।]

দক্ষিণরায়, সুন্দরবনের প্রসিদ্ধ বনদেবতা, বাঙ্গালার দক্ষিণাংশে যেখানে বন জঙ্গল অধিক, যেখানে বাঘের ভয় বেশী, সেইখানেই এই দক্ষিণরায়ের পূজা হয়। ইনি ব্যাঘ্রজাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া গণ্য। মলঙ্গী, মউল্যা, বুনো প্রভৃতি নীচ জাতি দক্ষিণরায় ও কালুরায়ের বড় ভক্ত। বুনোরা যখন সুন্দর বনে কাঠ কাটিতে যায়, দক্ষিণরায়ের পূজা না দিয়া কেহ বনে প্রবেশ করে না। ডায়মণ্ড-হারবার ও সাতলা অঞ্চলে যেখানে যেখানে আবাদ আছে, সেইখানে দক্ষিণরায়ের পূজা হইতে দেখা যায়। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ইহার পূজা সেরূপ প্রচলিত না থাকিলেও বহুদিন হইতে দক্ষিণরায়ের পূজা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার দক্ষিণাঞ্চলের মুসলমানেরাও পীর গাজির ন্যায় দক্ষিণরায়কে বিশেষ ভয়ভক্তি করে ও সময়ে সময়ে পূজা দেয়।

মাধবাচার্য্য, কৃষ্ণরাম প্রভৃতি অনেক বাঙ্গালা কবি দক্ষিণরায়ের লীলা অবলম্বন করিয়া অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে নিমতাগ্রামনিবাসী কৃষ্ণরামদাসের রায়-মঙ্গল উল্লেখযোগ্য, এখনও অনেক স্থানে এই রায়মঙ্গলের পালা গান হইতে শুনা যায়। রায়মঙ্গলের প্রারম্ভে দক্ষিণ-রায়ের এইরূপ স্তব আছে—

"করযোড়ে মহাকায়, বন্দিলাম দক্ষিণরায়,
ঠাকুরের চরণকমল।
সঙ্গে নীলাবতী রাণী, পঞ্চপাত্র সাথে আনি,
উরঘটে ভকতবৎসল॥
তোমা বিনা প্রভু কেই, যারে যাহা কর এই,
আমল আঠারভাটী।
বহে হীরা বাঘ ঘোড়া, পরিধান দিব্যজোড়া,
উড়নী ঘুড়নী পরিপাটী॥
বেসবার তাড়বালা, কনকের কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল উজ্জ্বল দুইকাণে।
ঐরিদস্ত অচিরাৎ, কঠিন কামান হাত,
তরকচ পরিপূর্ণ বাণে॥
পরিসর পিঠে ঢাল, করে খর তলআর,
কাটারি কোমরে করে ছুরি।
স্তবে যায় কোপী বাগে, ধ্বনি শুনি ভাগে ভাগে,
মনোহর মুকুতার ঝুরি॥
সোণার বরণ তনু, অশ্বিনী ডাগর জানু,
নিশামণি আননবিজয়।
বিশাল লোচন জোর, শ্রবণ অবধি ওর,
চাহনি চমকে রিপুচয়॥
নল নাল মধু আর, সর্ব্ব ভুয়া অধিকার,
মউল্যা মলঙ্গী করে সেবা
যত দ্রব্য চলে নায়, বাছি লও ভাল যায়,
রায় বিনা বর দেয় কেবা॥
পূজা ক'রে এক মনে, কাঠ-কাঠে গিয়া বনে,
বাউল্যা বউল্যা কত ঠাঞি
পাইলে নাহিক খায়, বাঘেরা বিমুখ যায়
তোমার কৃপায় ভয় নাঞি॥

ডিঙ্গা জঙ্গ গোটে আর নৌকা কত পরকার
যথায় তথায় কারখানা।
ঐপদ পূজিলে হয়, নহিলে কিছুই নয়,
অনুভব কতঠাঞি জানা॥
গরজে বালাই মানে, ভাল মতে সে যে জানে,
কর্ম্মভোগ সকলের গোড়া।
কুম্ভীরেতে ধরে গাঙ্গে, কিবা কোপে ঘাড় ভাঙ্গে,
রুষিয়া হাঁকিয়া দেও ঘোড়া॥
বড় খাঁ গাজির সাথে, মহাযুদ্ধ খনিয়াতে,
দোস্তানি হইল তার পর।
কালুরায় বন্ধু বটে, সোয়ার ঘোড়ার পিঠে,
এক মনে পূজে কত নর॥
রণে বনে রাজস্থানে, সদত আনন্দ মনে,
তোমার সেবকে দুখ কিবা।
বলে কবি কৃষ্ণরাম, নায়কের পুর কাম,
গায়নে রায়নে বর দিবা॥"

তৎপরে কবি কৃষ্ণরাম দক্ষিণরায়ের মুখে তাঁহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"মুনি মুখে শুনিয়া নৃপতি প্রভাকর।
সদাশিব সেবিয়া পাইল পুত্রবর॥
আপনি হইনু গিয়া তাহার নন্দন।
বসাইল নবরাজ্য কাটিয়া কানন॥
বিবাহ করিনু ধর্ম্মকেতুর কুমারী।
দম্পতি কৈলাসে গেনু যোগে তনু ছাড়ি॥
হরবরে দক্ষিণের ঈশ্বর হইয়া।
প্রথমে লইনু পূজা পাটনে ছলিয়া॥
কালুরায় পাঠাইল হিজলী সহরে।
না মানে আমার ভরে নরসিংহ নরে॥
মারিয়া তাহার পুত্র দিনু জিয়াইয়া।
যতনে পূজিল বহু বলিদান দিয়া॥
বড়দহে দেবদত্ত নাম সদাগর।
বহুদিন বন্দী ছিল তুরঙ্গ সহর॥
পুষ্পদত্ত তার পুত্র আমার বচনে।
সাত ডিঙ্গা লইয়া গেল পিতা অন্বেষণে॥
পথেতে ছলনা দেখি রাজারে কহিল।
না জানিয়া নরপতি কাটিতে লইল॥
মরণে স্মরণ কৈল সাধুর নন্দন।
সঙ্কটেতে আমি গিয়া করিনু রক্ষণ॥
বাঘ লইয়া আপনি সমরে দিনু হানা।
হরিনু সুরত রাজা আর যত সেনা॥
রাজরাণী আসিয়া অনেক কৈল স্তব।
জিয়াইয়া দিনু আমি কৃপা অনুভব॥
রত্নাবতী তনয়া সাধুরে বিভা দিল।
পিতাপুত্রে দুইজনে দেশেরে আইল॥
করিয়া আমার পুরী আমার মন্দির।
যতনে পূজিল পুষ্পদত্ত মহাধীর॥
এমনি প্রকারে কর আমার মঙ্গল।
এতেক বলিয়া রায় গেল নিজস্থল॥"

উপরে দক্ষিণরায়ের যে সমস্ত কথা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে এই বোঝা যায়, যে প্রভাকর নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি বন কাটাইয়া রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি মহাদেবের পূজা করিয়া দক্ষিণরায়কে প্রাপ্ত হন। দক্ষিণরায় আঠারভাঁটীর রাজা হইয়াছিলেন। কালুরায়ের কথায় তিনি হিজলীতে গিয়া নরসিংহকে শাসন করিয়াছিলেন। খনিয়া নামক স্থানে বড়খাঁ গাজির সহিত তাঁহার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তার পর উভয়ে বন্ধুতা স্থাপিত হয়।

বড়খাঁ গাজির প্রসঙ্গ থাকায় জানা যায় যে, যে সময় বাঙ্গালার দক্ষিণাঞ্চলে মুসলমানেরা প্রবল ছিল, সেই সময় দক্ষিণরায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যেখানে রাজত্ব করিতেন, তাহার চারিদিকে বাঘের বড় উৎপাত ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতাপে বাঘে কাহারও অনিষ্ট করিতে পারিত না, এই জন্য নীচলোকেরা তাঁহাকে ব্যাঘ্রারোহী ও বাঘের রাজা বলিয়া অতিশয় ভয় ভক্তি করিত। কবি কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন, বড়খাঁ গাজির অনুগত ফকিরেরা দক্ষিণরায়ের অধিকারে গিয়া তাঁহার প্রজাদিগকে উৎপীড়িত করেন, তাহাতে দক্ষিণরায় ক্রুদ্ধ হইয়া বড়খাঁ গাজির সহিত যুদ্ধ করিতে যান এবং মহাযুদ্ধে দক্ষিণরায়ের মাথা কাটা যায়,† কিন্তু দৈববলে কাটামুণ্ড জোড়া লাগে। শেষে মহাদেব আসিয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দেন এবং উভয়ে পূর্ব্ববৎ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। (সেই হইতে বাঙ্গালার দক্ষিণাঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমানেরা বড়খাঁ গাজি ও দক্ষিণরায়ের কাটামুণ্ডের পূজা করিয়া আসিতেছে।) যথা—

"কপালে বাজিল গিয়া বজ্রসম ঘায়।
পড়িয়া পীরের ঘোড়া গড়াগড়ি যায়॥
দাঁড়াইল বড়খাঁ বাহন গেল মেরা।
সজোরে ডাকিল বাঘ অরে আও মেরা॥

† মাধবাচার্য্য ও কবিকৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন, এই যুদ্ধে উভয় দলে বাঘ ও বাঘিনীগণ আসিয়া সেনার কার্য্য করিয়াছিল।

রুষিয়া বড়খাঁ গাজি কসিলা কামান।
এড়িলা বিষম বড় বজ্রতুল্য বাণ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেন মহাক্রোধে পীর।
পলায় সকল বাঘ পোড়য়ে শরীর॥
হীরাবাঘ অস্থির পুড়িল তার গোঁপ।
দেখিয়া দক্ষিণরায় ঠাকুরের কোপ॥ ১৯॥
মহা ভয়ঙ্কর শেল, ফালা তার গজ বেল,
প্রতাপে পলায় দিবাকর।
দক্ষিণদেশের পতি, গর্জ্জন করিয়া অতি,
এড়ে বাণ পীরের উপর॥ (ইত্যাদি)
দিয়াছেন পেগম্বার, চোট ব্যর্থ নাহি যার,
ক্ষুরধার নিরশয় যম।
মারিতে দক্ষিণরায়ে, ধায় গাজী অনিবারে,
বলবন্ত সাহস অসম॥
বেড়িপাক দিয়া সাটে, ষাটহাজার বাঘ কাটে,
ফুটারেতে অপর প্রলয়।
আকাশে দেখিল সবে, সম্মুখে আসিয়া তবে,
হানে কোপ রায়ের গলায়॥
কিঞ্চিৎ না করে কার, উখড়িয়া তলআর,
তথাচ মহিমা তার এই।
সেইক্ষণে ক্ষিতি পড়ি, মায়ামুণ্ড গড়াগড়ি,
যেমন দক্ষিণরায় সেই।
অকালে প্রলয় পড়ে, ঢাল খাড়ায় দুহে নড়ে,
সাজোয়ার কোপ ঝল ঝল।
ক্ষিতি করে টলমল, হেন বুঝি যায় তল,
বিকল সকল দেবগণ॥
কবি কৃষ্ণরাম ভণে দুই সিংহ যেন রণে
কারে না করিহ অল্প বোধ।
শুন অপরূপ কথা ঈশ্বর আসিয়া তথা
উত্তরিলা ভাঙ্গিতে বিরোধ॥ ২০॥
অর্দ্ধেক মাথায় ফণা একভাগে চূড়া টানা
বনমালা শেল শিলি হাতে।
ধবল অর্দ্ধেক কায় অঙ্গ নীল মেঘপ্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাতে॥
এইরূপ দরশন পাইয়া সে দুইজন
ধরিয়া পড়িল দুই পায়।
তুলিয়া অখিলনাথে বুঝাইয়া হাথে হাথে
দুইজনে দোস্তনি পাতায়॥
এই ভাঁটি অধিকার সকল দক্ষিণরায়
হুড়াহুড়ি কেন কর পীর।
কেবা তোমা নাহি মানে ব্যকত সকল থানে
ডাকপাক দুনিয়ায় জাহির॥
যেই তুমি সেই রায় বর্ব্বর লোকেতে তায়
ভেদ ক'রে দুঃখ পায় নানা।
একমাত্র সবে সার যত কিছু দেখ আর
সকল এ মিথ্যাকার খেলা॥
বড়খাঁর মায়াকায় গোরে কেরামত তায়
হইবেক লোকের কাম ফতে।
যেখানে পীরের নাম বানান মকাম থান
যত ফয়তালা নামেতে॥
মায়ামুণ্ড এইরূপ দক্ষিণদেশের ভূপ
পূজা করিবেক যত জন।
'বারা' তার খ্যাতি হবে ঠাঁই ঠাঁই এই ভবে
কোনখানে মূরতিমোহন॥" (রায়মঙ্গল)

পৌষ-সংক্রান্তির দিন দক্ষিণরায় ও কালুরায়ের সহিত তাঁহাদের বাহন ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের মৃণ্ময়-মূর্ত্তিরও পূজা হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে ছাগ, মোরগ প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। কোথাও দক্ষিণরায় ও কালুরায় ক্ষেত্রপালরূপে পূজিত হন। কেহ কেহ বলে, মহাদেব ব্রহ্মার মাথা কাটিলে সেই মাথা হইতে কালুরায় ও দক্ষিণরায়ের উৎপত্তি হয়।

দক্ষিণশাহবাজপুর, মেঘনা নদীর মোহানাস্থ একটী দ্বীপ। বাথরগঞ্জ জেলার একটী মহকুমা। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহাকে পৃথক্ মহকুমা করা হয়। ভোলা ও বরণউদ্দীন হালদার নামক দুইটী থানা ইহার অন্তর্গত। ভূপরিমাণ ৬১৫ বর্গ মাইল। ইহাতে ৪০৮ খানি গ্রাম আছে।

কথিত আছে যে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর তারিখে যে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীবায়ু প্রবাহিত হয়, তদ্দারা ললিত খাঁ নামক এই মহকুমার প্রায় সমস্ত লোক বিনষ্ট হইয়াছিল।

দক্ষিণসদ্ (ত্রি) দক্ষিণভাগে স্থিত বা উপবিষ্ট।

দক্ষিণসমুদ্র (পুং) দক্ষিণঃ সমুদ্রঃ কর্ম্মধা°। দক্ষিণদিক্স্থিত সমুদ্র, লবণসমুদ্র।

দক্ষিণস্থ (ত্রি) দক্ষিণে ভাগে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ সারথি ২ দক্ষিণভাগস্থিত।

দক্ষিণা (স্ত্রী) দক্ষিণ-টাপ্। ১ দক্ষিণদিক্। পর্য্যায় অবাচী শামনী, যামী, বৈবস্বতী। (রাজনি°)

"দিক্দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ্জ॥"
(কুমার ৩।২৫)

দক্ষিণদিকের বায়ুর গুণ—ষড়্রসযুক্ত, চক্ষুর হিতকারক,

বলবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক, সুখ, কান্তি ও বুদ্ধিদায়ক, শস্য-নাশক, বিদাহী, অস্র ও বায়ুবর্দ্ধক। পশুপদ প্রভৃতি কীট-জনক। (দ্রব্যগুণ) এই দিকের অধিপতি বৃষ, কন্যা ও মকররাশি। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) ২ যজ্ঞাদিবিধি দান। ৩ প্রতিষ্ঠা। ৪ যজ্ঞাদিকর্ম্মাবসানে ব্রাহ্মণদিগকে যে বিহিত দান করা হয়; ঋত্বিকের পারিশ্রমিক, পূজা প্রভৃতি সমাপন করিলে পুরোহিতকে অন্তে যে দান করা যায়, তাহাকে দক্ষিণা কহে। দানযজ্ঞ ব্রত প্রভৃতির দক্ষিণা না দিলে, তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হয়। এইজন্য প্রত্যেক কার্য্যাবসানে দক্ষিণা দেওয়া কর্ত্তব্য।

"অদত্তদক্ষিণং দানং ব্রতঞ্চৈব নৃপোত্তম।
বিফলং তদ্বিজানীয়াদ্ভস্মনীব হুতং হবিঃ॥" (ভবিষ্যপু°)

শুচি হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক দক্ষিণা দিতে হয়। যদি কোন গতিকে দক্ষিণা না দেওয়া হয়, তবে সকলই নিষ্ফল হয়। দানের মধ্যে সুবর্ণই শ্রেষ্ঠ, এই জন্য সকল দানেই স্বর্ণ দক্ষিণা দেওয়া কর্ত্তব্য।

"সুবর্ণং পরমং দানং সুবর্ণং দক্ষিণা পরা।
সর্ব্বেষামেব দানানাং সুবর্ণং দক্ষিণেষ্যতে॥" (ব্যাস)

কতকগুলি দানে গোবস্ত্রাদি দক্ষিণার বিধান আছে, কিন্তু সেই সেই স্থলে গোবস্ত্রাদিই দক্ষিণা দিতে হইবে। যেখানে কোন উল্লেখ নাই, সেই স্থলেই সুবর্ণ দক্ষিণা প্রশস্ত। সকলের মধ্যে সুবর্ণ শ্রেষ্ঠ, এই জন্য 'সুবর্ণং দক্ষিণেষ্যতে' ইহা লিখিত হইয়াছে।

"সুবর্ণং রজতং তাম্রং তণ্ডুলং ধান্যমেব চ।
নিত্যশ্রাদ্ধং দেবপূজা সর্ব্বমেব স দক্ষিণং॥" (স্কন্দপু°)

নিত্যশ্রাদ্ধ, দেবপূজা প্রভৃতি সুবর্ণ, রজত, তাম্র, তণ্ডুল, ধান্য প্রভৃতি সকলই দক্ষিণা হইতে পারে। দেয় দ্রব্যের তৃতীয়াংশ দক্ষিণা দিতে হয়। আর যে দানের দক্ষিণা উক্ত হয় নাই, তাহার দশাংশ বা শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দিতে হইবে।

"দেয়দ্রব্যস্তৃতীয়াংশং দক্ষিণাং পরিকল্পয়েৎ।
অনুক্ত দক্ষিণে দানে দশাংশং বাপি শক্তিতঃ॥" (স্কন্দপু°)

তুলাপুরুষ প্রভৃতি দানে দক্ষিণা শতাংশ বা তদৰ্দ্ধ প্রদান করিবে এবং ঋত্বিক্ সকলকে দশনিষ্ক প্রদান করিবে। যজ্ঞ * দক্ষিণার সহিত কর্ম্মিদিগকে ফল প্রদান করে। কার্য্য-সম্পন্ন হইলেই দক্ষিণা দিবে, না দিলে প্রতি ক্ষণ বৃদ্ধি হয়। কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে না দিলে দ্বিগুণ বৃদ্ধি, একদিন অতীত হইলে শত গুণ, তিন দিন অতীত হইলে তাহার দশগুণ, একমাসে লক্ষগুণ ও এক বৎসর গত হইলে ত্রিকোটিগুণ বৃদ্ধি হয় এবং যজমানের সেই কর্ম্ম নিষ্ফল ও কর্ম্মকর্ত্তা ব্রহ্মস্বাপহারী হয়। লক্ষ্মী শাপ দিয়া তাহার গৃহ হইতে চলিয়া যান। তিনি দরিদ্র ব্যাধি-যুক্ত হইয়া কষ্টে কালাতিপাত করেন এবং তাহার দত্ত শ্রাদ্ধতর্পণাদি তৎপিতৃগণ গ্রহণ করেন না। যজমানের দক্ষিণা দিতে বিলম্ব হইলে পুরোহিত দক্ষিণা চাহিবেন। নচেৎ উভয়েরই নরক লাভ হয়। দক্ষিণা চাহিলে পর যদি যজমান না দেন, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মস্বাপহারী তুল্য পাতকী এবং নিশ্চয় তাহার কুম্ভীপাক ভ্রমণ ঘটে এবং তথায় যমদূতের তাড়না সহ্য করিয়া লক্ষবর্ষ বাস করিতে হয়। তৎপরে চণ্ডাল হইয়া জন্মাইতে হয় এবং সর্ব্বদা ব্যাধিযুক্ত ও দরিদ্র হইতে হয়। তাহার পাপে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নিরয়গামী হন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

দক্ষিণা যজ্ঞের পত্নী, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাস মহোৎসবের দিনে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাংশ হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, এই জন্য ইহার নাম দক্ষিণা।

* "যজ্ঞো দক্ষিণয়া সার্দ্ধং পুত্রেণ চ ফলেন চ।
কর্ম্মিণাং ফলদাতা চেত্যেবং বেদবিদো বিদুঃ।
কৃত্বা কর্ম্ম চ তস্যৈব তূর্ণং দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং।
তৎকর্ম্মফলমাপ্নোতি বৈদেরুক্তমিদং মুনে।
কর্ত্তা কর্ম্মণি পূর্ণে চ তৎক্ষণং যদি দক্ষিণাং।
নাদদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দৈবে জ্ঞানতোঽথবা
মুহূর্ত্তে সমতীতে তু দ্বিগুণা সা ভবেদ্ধ্রুবং।
একরাত্রে ব্যতীতে তু ভবেৎ শতগুণা চ সা।
ত্রিরাত্রে তদ্দশগুণা সপ্তাহে দ্বিগুণা ততঃ।
মাসে লক্ষগুণাপ্রোক্তা ব্রাহ্মণানাঞ্চ বর্দ্ধতে।
সংবৎসরে ব্যতীতে তু সা ত্রিকোটিগুণা ভবেৎ
কর্ম্মতদ্ যজমানানাং সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলং ভবেৎ।
স চ ব্রহ্মস্বাপহারী ন কর্ম্মার্হোঽশুচির্নরঃ।
দরিদ্রো ব্যাধিযুক্তশ্চ তেন পাপেন পাতকী।
তদ্‌গৃহাদ্যাতি লক্ষ্মীশ্চ শাপং দত্ত্বা সুদারুণং।
পিতরো নৈব গৃহ্লান্তি তদ্দত্তং শ্রাদ্ধতর্পণং
এবং সুরাশ্চ তৎপূজাং তদ্দত্তামগ্নিরাহুতিং।
দাতা ন দীয়তে দানং গ্রহীতা চ ন যাচতে।
উভৌ তৌ নরকং যাতিশ্ছিন্নরজ্জুঃ যথা ঘটঃ।
নার্পয়েদ্‌যজমানশ্চেৎ যাচিতারশ্চ দক্ষিণাং।
ভবেদ্‌ব্রহ্মস্বাপহারী কুম্ভীপাকং ব্রজেদ্ধ্রুবং।
বর্ষলক্ষং বসেত্তত্র যমদূতেন তাড়িতঃ।
ততো ভবেৎ স চাণ্ডালো ব্যাধিযুক্তো দরিদ্রকঃ।
পাতয়েৎ পুরুষান্ সপ্ত পূর্ব্বাংশ্চ সপ্তজন্মনঃ।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ°)

কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়াস্তু রাসে রাধামহোৎসবে।
আবির্ভূতা দক্ষিণাংশাৎ কৃষ্ণস্য তেন দক্ষিণা ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

দক্ষিণার অপর নাম দীক্ষা, ইনি সকল স্থলেই পূজিত হন। এই দক্ষিণা ব্যতীত বিশ্বের সকল কর্ম্ম নিষ্ফল। (ভাগবত)

৫ নায়িকাবিশেষ। নায়ক অন্য নায়িকার প্রতি আসক্ত হইলে যে নারী পূর্ব্বের ন্যায় নায়কের প্রতি গৌরব, ভয়, প্রেম, সদ্ভাব প্রভৃতি পরিত্যাগ করে না, তাহাকে দক্ষিণা নায়িকা কহে।

"যা গৌরবং ভয়ং প্রেমসদ্ভাবং পূর্ব্বনায়কে।
ন মুঞ্চত্যন্যশক্তোঽপি সা জ্ঞেয়া দক্ষিণা বুধৈঃ॥"
(বিষ্ণুপুরাণটীকায় স্বামী)

দক্ষিণাংশব্রণিন্ (পুং) দক্ষিণাংশে দক্ষস্কন্ধে ব্রণোঽস্ত্যস্য ইনি। দক্ষিণস্কন্ধস্থিত ব্রণযুক্ত, যাহার দক্ষিণস্কন্ধে ব্রণ (ক্ষত) আছে। পিতৃস্বসৃগমন করিলে এই রোগ হয়, এই রোগ হইলে অজাদান দ্বারা ইহার শান্তি করিবে।

"পিতৃস্বস্রভিগমনাৎ দক্ষিণাংশব্রণী ভবেৎ।
তেনাপি নিষ্কৃতিঃ কার্য্যা অজাদানেন শক্তিতঃ॥" (পরাশর)

দক্ষিণাকপর্দ্দ (পুং) বসিষ্ঠ। (বেদ)

দক্ষিণাকাল (পুং) যে সময় দক্ষিণা দিতে হয়।

দক্ষিণাগ্নি (পুং) দক্ষিণোঽগ্নিঃ। যজ্ঞাগ্নিবিশেষ, দক্ষিণ দিকে যে অগ্নিস্থাপন করা হয়, তাহার নাম দক্ষিণাগ্নি।

দক্ষিণাগ্র (পুং) দক্ষিণস্যাং অগ্রমস্য। দক্ষিণ দিগ্‌ভাগস্থিতাগ্র কুশাদি, যে কুশাদির অগ্র দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত থাকে। "অথ যান্যমূন্যুদীচীনাগ্রাণি তৃণানি ভবন্তি দক্ষিণাগ্রাণি তানি করোতি।" (শত° ব্রা° ১২।৫।১।১২)

দক্ষিণাচল (পুং) দক্ষিণা দক্ষিণস্যাং দিশি দক্ষিণে দক্ষিণ-প্রদেশে বা স্থিতোঽচলঃ পর্ব্বত। মলয় পর্ব্বত।

দক্ষিণাচার (পুং) দক্ষিণঃ অপ্রতিকূলঃ আচারঃ। তন্ত্রোক্ত আচারভেদ। স্বধর্ম্মনিরত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজা করিবে, এইরূপ আচরণ করিলে দক্ষিণাচার হয়, এই আচারে স্বয়ং শিবস্বরূপ হইয়া শিবাকে পূজা করিবে।

"স্বধর্ম্মোনিরতোভূত্বা পঞ্চতত্ত্বেন পূজয়েৎ।
সএব দক্ষিণাচারঃ শিবো ভূত্বা শিবাং যজেৎ॥"
(আচারভেদতন্ত্র)

ইহাতে এই মাত্র বিশেষ, মদ্যস্থানে বিজয়ারস দিতে হইবে। বিজয়ারসও পঞ্চমকারের একটী।

"চতুর্মকারাঃ সন্ত্যেব পঞ্চমো বিজয়ারসঃ।"
(আচারভেদতন্ত্র)

এই আচার বামাচারীদিগের ন্যায় অতি কঠোর নহে ইহা বিশুদ্ধ বৈদিকাচার সদৃশ।

"দক্ষিণাচারতন্ত্রোক্তং কর্ম্মতচ্ছুদ্ধবৈদিকং।"
(দক্ষিণাচারতন্ত্র)

দক্ষিণোঽনুকূলঃ সাধুরাচারো ব্যবহারো যস্য। (ত্রি) ২ শিষ্টাচারবিশিষ্ট। দক্ষিণা দক্ষিণস্যাং দিশি চারো গতির্যস্য। ৩ দক্ষিণদিগ্‌ গতিশালী, যাহার গতি দক্ষিণ দিকে।

দক্ষিণাজ্যোতিস্ (পুং) দক্ষিণা দক্ষিণস্যাং জ্যোতির্যস্য। পঞ্চৌদন ছাগভেদ। "যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণা জ্যোতিষং দদাতি।" (অথর্ব্ব ৬।৫।২২)

দক্ষিণাৎ (অব্য) দক্ষিণস্যাং দিশি, দক্ষিণস্যা দিশঃ দক্ষিণা বা দিক্ দক্ষিণা আতি (উত্তরাধরদক্ষিণাদাতিঃ। পা ৫।৩।৩৪) ১ দক্ষিণ দিক্। ২ দক্ষিণদিকে। ৩ দক্ষিণ দিক্ হইতে।

দক্ষিণান্তিকা (স্ত্রী) বৈতালীয় ছন্দোভেদ, ইহা মাত্রাবৃত্ত, বৈতালীয় মাত্রাবৃত্ত প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১৪ মাত্রা, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ১৬ মাত্রা হয়।

"ষড়্‌বিষমেঽষ্টৌ সমে কলাস্তাশ্চ সমোস্যুনো নিরন্তরা।
নসমাত্রপরাশ্রিতা কলাবৈতালীয়েঽন্তে রলৌ গুরুঃ॥"
(বৃত্তরত্না°)

কিন্তু ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, যদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রার মধ্যে একটী গুরু হয়, তাহা হইলে এই দক্ষিণা-ন্তিকা মাত্রাবৃত্ত হইবে, আর আর সকল পূর্ব্বোক্ত বৈতালি-কের ন্যায়। "তৃতীয় যুগ্দক্ষিণান্তিকা" (বৃত্তরত্না°)

'যদি তৃতীয়যুক্ দ্বিতীয়মাত্রা তৃতীয়মাত্রাভ্যামেকো গুরুশ্চেৎ শেষং বৈতালিয়বৎ তদা দক্ষিণান্তিকানামচ্ছন্দঃ। (বৃত্তর°টীকা)

দক্ষিণাপথ (পুং) দক্ষিণা. পন্থাঃ অচ্ সমাসান্তঃ। দেশভেদ, অবন্তী ও ঋষ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথে অনেকগুলি পথ গিয়াছে, এই বিন্ধ্য পর্ব্বত ও সমুদ্রগামিনী পয়োষ্ণী নদী, এই স্থলে মহর্ষিদিগের আশ্রম ও বিদর্ভদিগের পথ, ইহা কোশলদিকে গিয়াছে, ইহার পর দক্ষিণদিকে যে দেশ, তাহার নাম দক্ষিণাপথ। (ভারত ৩।১৬ অ°)। [দাক্ষিণাত্য দেখ।]

"এষ পন্থা বিদর্ভাণামমী গচ্ছন্তি কোশলাং।
অতঃপরঞ্চ দেশোঽয়ং দক্ষিণে দক্ষিণাপথঃ॥"(ভার° ৩।১৬ অ°)

২ দক্ষিণাস্থিত মার্গমাত্র, দক্ষিণদিকে অবস্থিত পথ।

"কৃষ্ণাজিনানি ধুন্বন্তঃ স্বয়মেব দক্ষিণা পথং যান্তি"
(আশ্ব° শ্রৌ° ৫।১৩।১২)

দক্ষিণাপথিক (ত্রি) দক্ষিণাপথোঽস্ত্যস্য স্বামিত্বেন আবাস-ত্বেন বা ঠন্। ১ দক্ষিণাপথদেশবাসী, দক্ষিণাপথ দেশের রাজা, দক্ষিণাপথদেশ সম্বন্ধী।

"এতে চান্যে চ বহবো দক্ষিণাপথিকান্ পথঃ॥"
(হরিবংশ ১১ অ°)

দক্ষিণাপরা (স্ত্রী) দক্ষিণায়া অপরায়া দিশোঽন্তরালা দিক্। ১ নৈর্ঋতকোণ। "দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং দিশি দক্ষিণপরস্যাং বা" (আশ° গৃ° ৪।১।৬) (ত্রি) ২ তৎসংস্থিত। দক্ষিণায়াং পরঃ। যজ্ঞপূর্ত্তির জন্য দ্রব্যদানরূপ দক্ষিণা ক্রিয়াতৎপর।

দক্ষিণাপ্রবণ (ত্রি) দক্ষিণা দক্ষিণস্যাং প্রবণং নিম্নং। উত্তর অপেক্ষা করিয়া দক্ষিণদিকে নিম্ন, শ্রাদ্ধাদি প্রদেশ।
দক্ষিণপ্রবণ স্থান শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে প্রশস্ত।
"শুচিদেশং বিবিক্তঞ্চ গোময়েনোপলেপয়েৎ।
দক্ষিণাপ্রবণঞ্চৈব প্রযত্নেনোপপাদয়েৎ॥" (মনু ৩। ২০৬)
শ্রাদ্ধকার্য্যের জন্য অস্থি বা অঙ্গারাদিশূন্য শুচি ও নির্জ্জন প্রদেশ স্থির করিয়া তাহা গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিবে। সেই স্থানটী যদি স্বভাবতঃ দক্ষিণদিকে ক্রমাবনত না হয়। তাহা হইলে যত্ন সহকারে তাহাকে দক্ষিণাবনত করিতে হইবে। "দক্ষিণাপ্রবণং" (কাত্যা° শ্রৌ° ২২। ৩। ৬) 'দক্ষিণাপ্রবণং দেবযজনং ভবতি।' (কর্ক)

দক্ষিণাপ্রষ্টি (পুং) ধুর্য্যাপেক্ষয়া প্রকৃষ্টং দেশমশ্নোতি প্র-অশ ক্তিচ্ দক্ষিণা দক্ষিণভাগে প্রষ্টিঃ বাহঃ। ধুর্য্য মধ্য দক্ষিণ স্থিত অশ্বভেদ। পুষ্টাঙ্গ ও প্রকৃষ্ট দেশস্থিত অশ্বভেদ। "দক্ষিণাপ্রষ্টিং জবো যস্ত ইতি।" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৪। ৩। ১৮) 'রথে তৃতীয়ং অশ্বং যুনক্তি ধুর্য্যাপেক্ষয়া প্রকৃষ্টং দেশং অশ্নোতীতি প্রষ্টির্বাহোযুগ্মঃ' (স° ব্যা°)। ২ দক্ষিণস্থিত প্রষ্টি সদৃশ অশ্ব। "অথ দক্ষিণাপ্রষ্টিং যুনক্তি সব্যপ্রষ্টিং বা" (শতপথব্রা° ৫।১।৪।৯) 'প্রষ্টির্নাম পাদত্রয়োপেতো ভোজনপাত্রাধিকাধারঃ।' (ভাষ্য°)

দক্ষিণাবন্ধ (পুং) দক্ষিণায়াং বন্ধঃ অনুবন্ধঃ। গৃহস্থপ্রভৃতির দক্ষিণানুবন্ধভেদ, যাহারা অভিমানপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করেন এবং যাহারা কাম মোহ প্রভৃতিতে অভিভূত, এই প্রকার গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু ও বৈখানসদিগের সম্বন্ধেই দক্ষিণাবন্ধ কথিত হইয়াছে। "দক্ষিণাবন্ধো নাম গৃহস্থব্রহ্মচারিভিক্ষু বৈখানসানাং কামমোহোপচেতসাং অভিমানপূর্ব্বিকাং দক্ষিণাং প্রযচ্ছতাং দক্ষিণাবন্ধ ইত্যুচ্যতে" (তন্ত্রসার) বদ্ধাবস্থা, অর্থাৎ যাহাদের অভিমান তিরোহিত হয় নাই, তাহাদের সম্বন্ধেই বদ্ধাবস্থা জানিতে হইবে।

দক্ষিণামুখ (ত্রি) দক্ষিণা দক্ষিণস্যাং মুখং যস্য। দক্ষিণাদিমুখ, দক্ষিণাস্য। যাহার মুখ দক্ষিণ দিকে থাকে। পূর্ব্ব মুখে ভোজন করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয় ও দক্ষিণমুখে ভোজন করিলে যশোলাভ হয়।
"আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখোভুঙ্‌ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।" (মনু)
কিন্তু যাহাদের পিতা জীবিত আছেন, তাহাদের সম্বন্ধে এ বিধি নহে। জীবৎপিতৃক যদি দক্ষিণমুখে ভোজন করেন, তাহা হইলে তিনি পিতৃঘাতী হন। অমাশ্রাদ্ধ, গয়াশ্রাদ্ধ ও দক্ষিণামুখ ভোজন, জীবৎপিতৃক করিবে না।
"অমাশ্রাদ্ধং গয়াশ্রাদ্ধং দক্ষিণামুখভোজনং।
ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাৎ কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)
দক্ষিণমুখে পিতৃদিগকে তর্পণ করিতে হয়। দক্ষিণস্যাং মুখং। (ক্লী) দক্ষিণদিকে মুখ।

দক্ষিণামূর্ত্তি (পুং) দক্ষিণা অনুকূলা মূর্ত্তি রস্য সংজ্ঞাত্বাৎ ন পুম্বৎ। শিবমূর্ত্তিভেদ, সাধকশ্রেষ্ঠ প্রতিদিন শিবের দক্ষিণামূর্ত্তি ধ্যান করিবে এবং এক বৎসর ঐ মূর্ত্তি ধ্যান করিলে শাস্ত্রব্যাখ্যানে সামর্থ্য লাভ হয়।
"নিত্যশো দক্ষিণামূর্ত্তিং ধ্যায়েৎ সাধকসত্তমঃ।
শাস্ত্রব্যাখ্যানসামর্থ্যং লভন্তে বৎসরান্তরে॥" (তন্ত্রসার)
ইহার ধ্যান—
"প্রোদ্যচ্ছাখমহাবটক্রমতলে যোগাসনস্থং প্রভুং
প্রত্যক্তত্ত্ববুভুৎসুভিঃ প্রতিদিশং প্রোদ্বীক্ষ্যমাননং।
মুদ্রাং তর্কময়ীং দধানমমলং কর্পূরগৌরং শিবং
হৃদ্যান্তঃ কলয়ে স্ফুরন্ত মনিশং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকং॥"
ইনি মহাবট ক্রমতলে যোগাসনে অবস্থিত, অধ্যাত্ম তত্ত্বজিজ্ঞাসু সকল চারিদিকে তাহার আনন অবলোকন করিতেছেন এবং তিনি তর্কমুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন, তাহার বর্ণ কর্পূরবৎ শুভ্র; তিনি সর্ব্বদা দীপ্তি পাইতেছেন। এবম্ভূত দক্ষিণামূর্ত্তি মহাদেবকে সতত ধ্যান করিবে। (তন্ত্রসার) সমাস বিষয়ে কপ্ হয়, সেই স্থলে দক্ষিণমূর্ত্তিক এইরূপ হইবে।

দক্ষিণামূর্ত্তিমুনি, উদ্ধারকোষ বা কোষধ্যাননির্ণয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

দক্ষিণায়ন (ক্লী) দক্ষিণা দক্ষিণস্যাং দক্ষিণে গোলে বা অয়নং রবেঃ। ১ সূর্য্যের দক্ষিণাগতি, রবির নিজ অধিষ্ঠিত স্থান অপেক্ষা করিয়া দক্ষিণদিক্ গমন। ২ দক্ষিণ গোলরূপ তুলাদি ৬টী রাশিতে গমন।
"ঋতুত্রয়ঞ্চাপ্যয়নং দ্বে অয়নে বর্ষসংজ্ঞিতে।
কর্কটাদিস্থিতে ভানৌ দক্ষিণায়নমুচ্যতে॥" (মলমাসতত্ত্ব)
সূর্য্য গগনমণ্ডলে প্রতি বর্ষে আষাঢ়মাসের শেষে উত্তরদিকে যে কাল পর্য্যন্ত গমন করেন, সেই সীমার নাম উত্তর ক্রান্তি এবং উত্তরক্রান্তি হইতে যে পর্য্যন্ত দক্ষিণদিকে গমন করে, তাহার নাম দক্ষিণক্রান্তি। এই দুইপ্রকার গতির নাম

দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। অর্থাৎ শ্রাবণ হইতে পৌষমাস পর্য্যন্ত সূর্য্য উত্তররেখা হইতে দক্ষিণরেখায় গমন করেন। ইহার নাম দক্ষিণায়ন এবং মাঘমাস হইতে আষাঢ়মাস পর্য্যন্ত সূর্য্য দক্ষিণরেখা হইতে উত্তররেখা পর্য্যন্ত গমন করেন, তাহার নাম উত্তরায়ণ। এই দুইটী সীমার মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ পতিত হয়, তাহার নাম মধ্যখণ্ড। এই খণ্ডে ১২ রাশি ও তাহার অন্তর্গত ১০১৬টী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গগনমণ্ডলের মধ্যখণ্ডের উত্তরে যে অংশ তাহাকে উত্তরখণ্ড বলে। তাহার মধ্যে ৩৫ রাশি অর্থাৎ পুঞ্জ ও তদন্তর্গত ১৪৫৬ নক্ষত্র অবস্থিতি করে। ইহা য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ মধ্যখণ্ডে যে সমুদয় অচল নক্ষত্র আছে, তাহাদিগের কতকগুলি করিয়া এক একটী আকৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া পূর্ব্বকালে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বাদশভাগে রাশিচক্র নামে সীমা চিহ্নিত করিয়াছেন। ঐ দ্বাদশটী রাশির নাম—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

মেষ রাশির প্রথমাংশেই ক্রান্তিপাত হয়। যে দুই দিন সূর্য্য ঐ রেখায় থাকে, সেই দুই দিন দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়।

বিষুবরেখার উত্তরদিকে ৬টী রাশি অর্থাৎ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা ও দক্ষিণদিকে আর ৬টী রাশি অর্থাৎ তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত আছে।

পৃথিবী স্বীয়কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশাখমাসে যখন মীন ও মেষরাশির মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ যে অংশে রাশিচক্রের সহিত বিষুবরেখার মিলন হইয়াছে, সেই অংশের সহিত তখন সূর্য্যের সমসূত্রপাত হয় এবং মীন ও মেষরাশি ঠিক সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী হয়। এই সময়ে পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের উপর সূর্য্যরশ্মি ঠিক সোজা হইয়া পড়ে। এজন্য পৃথিবীর সকল স্থলেই সেই সময়ে দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়। অর্থাৎ যখন সূর্য্য বিষুবরেখাতে অবস্থান করে, তখন তাহার ক্রান্তিশূন্য এবং তখন একমেরু হইতে অপর মেরু অবধি গোলকার্দ্ধ আলোকময় হয়। সূর্য্যের উত্তরকান্তি যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই উত্তরমেরু অতিক্রম হইয়া সূর্য্যের আলোক বিস্তারিত হইতে থাকে ও দক্ষিণমেরু আলোক-বিহীন হয় এবং সূর্য্যের যত দক্ষিণক্রান্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই দক্ষিণমেরু অতিক্রম করিয়া সূর্য্যের আলোক বিস্তারিত হয়, উত্তরমেরু আলোকশূন্য হইয়া থাকে। সূর্য্যের ক্রান্তির পরিমাণ ২৩° ২৮´। বৈশাখমাসে সূর্য্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করিয়া নিত্য এক অংশের কিছু ন্যূন গমন করিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ রাশিতে প্রবেশ করে। মেষ রাশির কিঞ্চিৎ পশ্চিম ও ঈষৎ উত্তরে বৃষরাশি অবস্থিত। সূর্য্য নিত্য এক অংশের" ন্যূন গমন করিয়া আষাঢ়মাসে মিথুন রাশিতে প্রবেশ করে। মিথুন রাশি বৃষ রাশির ঠিক উত্তরপশ্চিম দিকে অবস্থিত। সূর্য্য মিথুনরাশি উত্তীর্ণ হইয়া শ্রাবণমাসে কর্কট রাশিতে প্রবেশ করে। যে স্থানে রাশিচক্রের সহিত উত্তরক্রান্তি রেখার মিলন হইয়াছে, সেই স্থান ঐ দিবসে ঠিক সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী হয়। ইহার পর আর সূর্য্য উত্তরদিকে গমন করেনা, এইজন্য ঐ সময়কে অয়নান্তকাল কহে। সূর্য্য এই রাশির ৩০° অতিক্রম করিয়া ভাদ্রমাসে সিংহ রাশিতে প্রবেশ করে। এই রাশি কর্কট রাশির দক্ষিণপশ্চিম ভাগে অবস্থিত। ইহার পর সূর্য্য আশ্বিনমাসে কন্যা-রাশিতে প্রবেশ করিয়া থাকে। মেষ রাশিতে বিষুব-রেখার সহিত রাশিচক্রের সংযোগ আছে, সেইরূপ তুলারাশিতেও সংযোগ জানিবে। মেষরাশি তুলারাশি হইতে ১৮০° দূর। এই কারণে মেষাদি ৬টী রাশি রাশিচক্রের অর্দ্ধেকভাগ এবং তুলাদি ৬ রাশি ঐ চক্রের অপরার্দ্ধ অংশ। সূর্য্য কার্ত্তিকমাসে তুলারাশিতে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহার পর বৃশ্চিকরাশি, সূর্য্য এই রাশিতে অগ্রহায়ণ মাসে প্রবেশ করে। তৎপরে সূর্য্য ধনুরাশিতে পৌষমাসে ও মাঘমাসে মকর রাশিতে প্রবেশ করে। যে অংশে রাশিচক্রের সহিত দক্ষিণক্রান্তিরেখার মিলন হইয়াছে, ঐ অংশ ঐ দিকে সূর্য্যের ঠিক সম্মুখবর্ত্তী হয় এবং এই স্থান হইতে সূর্য্য আর দক্ষিণদিকে গমন করে না। এই জন্য এই সময় দক্ষিণায়নান্তকাল। এই রাশির পর কুম্ভ রাশি, ফাল্গুনমাসে সূর্য্য এই রাশিতে প্রবেশ করে। ইহার পর সূর্য্য চৈত্রমাসে মীন রাশিতে প্রবেশ করেন।

এইরূপে পুনরায় বৈশাখমাসে পৃথিবী মীন ও মেষরাশির মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিষুবরেখার সহিত যে অংশ রাশিচক্রের মিলন হইয়াছে, সেই অংশ সূর্য্যমণ্ডলের সম্মুখবর্ত্তী হওয়ায় সর্ব্বত্র দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়। প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যই যে এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে পূর্ব্বোক্তরূপে ভ্রমণ করিয়া থাকে এমন নহে, সচল পদার্থে অবস্থিত হইয়া অচল পদার্থের প্রতি করিলে ঐ পদার্থের গতিভ্রম হয়। সেই ভ্রম বশতঃই ঐরূপ দেখায়। ফলে পৃথিবী উপরোক্ত ক্রমে

এক এক রাশি হইতে অপর রাশিতে গিয়া উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন ক্রমে দ্বাদশ রাশিভোগ করিয়া এক বৎসরে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। [সূর্য্য, পৃথিবী ও অয়ন দেখ।] দক্ষিণায়নে পুণ্যকর্ম্ম, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিতে নাই।

"বিবাহব্রতবন্ধাদি চূড়াসংস্কারদীক্ষণং।
যজ্ঞগৃহপ্রবেশাদিদানার্চ্চনপ্রতিষ্ঠনং॥
পুণ্যানি যানি কর্ম্মাণি বর্জ্জয়েৎ দক্ষিণায়নে।"
(মলমাসতত্ত্ব)

বিবাহ, ব্রত, চূড়াদিসংস্কার, দীক্ষা, যজ্ঞ, গৃহপ্রবেশ, দান, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বর্জন করিবে এবং যদি মোহ প্রযুক্ত করে, তাহাতে ফললাভ হইবে না।

"দেবতারামবাপ্যাদিপ্রতিষ্ঠোদঙ্মুখে রবৌ।
দক্ষিণাভিমুখে কুর্ব্বন্ ন তৎফলমবাপ্নুয়াৎ॥" (স্মৃতি)

দেবতা, বাপী ও আরাম প্রতিষ্ঠাদি উত্তরায়ণে করিবে, দক্ষিণায়নে করিবে না, করিলে তাহার ফল পাইবে না। কিন্তু দক্ষিণায়নে মাতৃ, ভৈরব, বরাহ, নরসিংহ, ত্রিবিক্রম ও মহিষাসুরহন্ত্রী ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, ইহা বিশেষ বিধি জানিবে।

"মাতৃভৈরববারাহনরসিংহত্রিবিক্রমাঃ।
মহিষাসুরহন্ত্রী চ স্থাপ্যা বৈ দক্ষিণায়নে॥"
(কালমা° বৈখানস°)

দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি। এই জন্ম দুর্গোৎসবের সময় সায়ংকালে দেবীর উদ্বোধন করিতে হয়। ২ দক্ষিণায়নাভিমানী দেবতাভেদ। ৩ দক্ষিণভাগস্থিত প্রাণ, প্রাণ যে সময় দক্ষিণ ভাগস্থিত হয়।

"দক্ষিণস্থো যদা প্রাণস্তদাস্যাদ্দক্ষিণায়নং।
পঞ্চভূতাত্মকাস্তত্র ভ্রম্বাঃ পঞ্চোদয়ন্তি বৈ॥" (প্রয়োগসার)

দক্ষিণারণ্য (ক্লী) দক্ষিণস্থং অরণ্যং। অরণ্যভেদ।

দক্ষিণারুস্ (পুং) দক্ষিণে দক্ষিণভাগে অরুর্ব্রণং যস্য। ব্যাধিকর্ত্তৃক দক্ষিণাঙ্গ ব্রণিত মৃগ, ব্যাধ বাণ মারিলে যে মৃগের দক্ষিণাঙ্গ ক্ষত হয়, তাহাকে দক্ষিণারুস্ কহে। ব্যাধ কর্ত্তৃক দক্ষিণ দিকে আহত মৃগ।

দক্ষিণার্হ (পুং) দক্ষিণাং অর্হতি দক্ষিণা-অচ্ (অর্হঃ। পা ৩।২।১২) দক্ষিণাযোগ্য, দক্ষিণার উপযুক্ত। পর্য্যায়— দক্ষিণীয়, দক্ষিণ্য। (অমর)

দক্ষিণাবৎ (ত্রি) দক্ষিণ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। দক্ষিণাযুক্ত।

দক্ষিণাবর্ত্ত (ত্রি) দক্ষিণে আবর্ত্ততে আ-বৃত-অচ্। ১ দক্ষিণে আবর্ত্তযুক্ত, যাহা দক্ষিণ দিকে ঝুকিয়াছে। ২ শঙ্খ বিশেষ, যে শঙ্খের মুখ দক্ষিণ দিকে খোলা।

"মৃৎকুম্ভবালুকারন্ধ্রপিধানরচনেচ্ছয়া।
দক্ষিণাবর্ত্ত-শঙ্খোঽয়ং হন্ত চূর্ণীকৃতোময়া॥" (সাহিত্যদ°)

দক্ষিণা দক্ষিণস্যাং বর্ত্ততে বৃত-অচ্। ৩ দক্ষিণদিক্ স্থিত। দক্ষিণদেশ। [দাক্ষিণাত্য দেখ।]

"দক্ষিণাবর্ত্ত আদিত্য এতস্মে মনসি স্থিতং।" (ভারত ৬।১২০অ°)

দক্ষিণাবর্ত্তবতী (স্ত্রী) দক্ষিণে আবর্ত্ততে আ-বৃত-ণ্বল্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বৃশ্চিকালি, বিছুটী।

দক্ষিণাবহ (পুং) দক্ষিণা দক্ষিণদিক্তো বহতি বহ-অচ্। দক্ষিণানিল, দক্ষিণদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু, মলয়বায়ু।

দক্ষিণাবৃৎ (ত্রি) দক্ষিণা আবর্ত্ততে বৃত-ক্বিপ্। দক্ষিণাবর্ত্ত।

"তস্মাদিমং লোকং দক্ষিণাবৃৎ সমুদ্র।" (শতব্রা° ৭।১।২।১১২)

দক্ষিণাশা (স্ত্রী) দক্ষিণা আশা দিক্। দক্ষিণ দিক্।

দক্ষিণাশাপতি (পুং) দক্ষিণস্যা দিশঃ অধিপতিঃ। ১ যম, যম দক্ষিণদিকের অধিপতি। ২ ভৌমগ্রহ।

দক্ষিণাসদ্ [দক্ষিণসদ্ দেখ।]

দক্ষিণাহি (অব্য) দক্ষিণ দূরার্থে আহি। দূরস্থিত দক্ষিণ ভাগ।

দক্ষিণিৎ (অব্য) দক্ষিণাৎ বেদে পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দক্ষিণ দিকে। "প্রদক্ষিণিদ্ধরিবো মাবিবেনঃ" (ঋক্ ৫।৩৬।৪)

দক্ষিণীয় (পুং) দক্ষিণামর্হতি দক্ষিণা-ছ (কড়ঙ্করদক্ষিণাচ্ছ। পা ৫।১।৬৯)। দক্ষিণার্হ, দক্ষিণার যোগ্য।

"যজ্ঞতো দক্ষিণীয়ো বাসতেয়ো ভবতি য এবং বেদ"
(অথর্ব্ব ৮।১০।৪)

দক্ষিণেতর (ত্রি) দক্ষিণাদিতরঃ। দক্ষিণ হইতে ইতর, বাম। উত্তর দিক্।

দক্ষিণেন (অব্য) দক্ষিণ-এনপ্। দক্ষিণদিকে। এই শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

"দক্ষিণেন হরিং রুদ্রো" (মুগ্ধবোধ)

দক্ষিণেন এই শব্দযোগে 'হরিং' ইহাতে দ্বিতীয় বিভক্তি হইল। কিন্তু কোন স্থলে দ্বিতীয়া ভিন্ন অন্য বিভক্তিও দেখা যায়, তাহা আর্ষপ্রয়োগ।

"দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।" (ভারত ৩।৮৩।৪)

দক্ষিণের্ম্মন্ (পুং) দক্ষিণে ঈর্ম্মং ব্রণং যস্য ততোঽনিচ্ (দক্ষিণের্ম্মালুব্ধযোগে। পা ৫।৪।১২৬)। ব্যাধ কর্ত্তৃক দক্ষিণপার্শ্বে আহত মৃগ।" মৃগমুমিব মৃগোঽথ দক্ষিণের্ম্মা" (ভট্টি ৪।৪৪)

দক্ষিণেশ্বর, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম, হুগলী-নদীর উপর অবস্থিত। কলিকাতার কিছু উত্তর। এখানে বারুদ প্রস্তুতের কারখানা, সাহেবদের কতিপয় বাড়ী, দ্বাদশটী মনোহর শিবমন্দির এবং একটী সুন্দর কালীমন্দির আছে।

দক্ষিণোত্তর (ত্রি) দক্ষিণ ও উত্তর দিকে অবস্থিত।

দক্ষিণোত্তরিন্ (ত্রি) [বৈ] দক্ষিণভাগের উপর অবস্থিত।

দক্ষিণ্য (ত্রি) দক্ষিণাং অর্হতি দক্ষিণা-যৎ। দক্ষিণার্হ।

দক্ষেশ্বরলিঙ্গ (ক্লী) কাশীস্থিত দক্ষপ্রজাপতিস্থাপিত লিঙ্গ-ভেদ। দক্ষপ্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে কাশীতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। ঐ স্থানে অনন্যচিত্ত হইয়া ঐ লিঙ্গের পূজা প্রভৃতি করিতেন। মহাদেব ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দক্ষকে বর দিয়া কহেন, তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম এবং তোমাকে আরও একটী বর দিতেছি, তুমি যে এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছ, ইহা দক্ষেশ্বরলিঙ্গনামে বিখ্যাত হইবে। যাহারা এই লিঙ্গের সেবা করিবে, আমি তাহাদের সহস্র সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিব। তুমিও এই লিঙ্গের পূজা জন্য সকলের মান্য হইবে এবং দুই পরার্দ্ধকাল পরে মোক্ষলাভ করিবে। মহাদেব দক্ষকে ইহা বলিয়া ঐ লিঙ্গ মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। (কাশীখ° ৯১ অ°।)

দখল (আরবী) অধিকার, কোন বিষয়ে হস্তার্পণ, কোন স্থানে প্রবেশ।

দখল্‌কার্ (পারসী) অধিকারী, প্রবেশাধিকারী, যাহার প্রবেশের ক্ষমতা আছে।

দখলী (পারসী) অধিকারী।

দখলীদার (পারসী) অধিকারী, যে অপরকে দখল দিতে পারে।

দগড়—আর্য্যদিগের একপ্রকার আনদ্ধ যন্ত্র বিশেষ। ইহা দগড়া নামে প্রসিদ্ধ।

দদলি, বাঙ্গালা দেশে অন্তর্গত সিংহভূম জেলার সরাইকলা বিভাগের একটী 'পির' বা গ্রাম সমষ্টি। ইহাতে ৪৩খানি গ্রাম আছে।

দগরে, সারস্বত ব্রাহ্মণগণের একটী শ্রেণী।

দগশাই, পঞ্জাবের অন্তর্গত সিমলা জেলার একটী পার্ব্বত্য স্থান। এখানে সৈন্যদিগের একটী ছাউনী আছে। ইহা সিমলা হইতে ৪২ মাইল দক্ষিণে, ৩০°৫৩' ৫" উত্তর অক্ষা° ও ৭৭° ৫' ৩৮" পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে স্থাপিত।

দগা (পারসী) শঠতা, ছলনা, বিশ্বাসঘাতকতা।

দগার্গল (ক্লী) দকস্য জলস্যাবরোধস্য অর্গলমিব, গমধ্য পাঠেতু পৃষোদরাদিত্বাৎ গকারস্য ককারঃ দকার্গলং। নির্জ্জল-দেশে জলোপলব্ধি সাধন উপায় ভেদ, যে দেশে জল নাই সেই দেশে জলবিষয়ক জ্ঞানের উপায়।

"ধর্ম্ম্যং যশস্যঞ্চ বদাম্যতোঽহং দগার্গলং যেন জলোপলব্ধিঃ।
পুংসাং যথাঙ্গেষু শিরাস্তথৈব ক্ষিতাবপি প্রোন্নতনিম্নসংস্থাঃ॥"
(বৃহৎস° ৫৪।১)

ইহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—মনুষ্যদিগের অঙ্গে যেরূপ শোণিতপ্রবাহিনী শিরা আছে, সেই প্রকার পৃথিবীতেও উন্নত ও নিম্নসংস্থিত জলবাহিকা শিরা সকল বিদ্যমান। একবর্ণ ও এক রসযুক্ত জল আকাশ হইতে পতিত হইয়া মৃত্তিকা বিশেষে নানারূপবর্ণ ও নানাবিধ রস যুক্ত হয়। এইজন্য জল মৃত্তিকা দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, পবন, চন্দ্র, শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণ ক্রমশঃ প্রদক্ষিণক্রমে পূর্ব্বাদি দিক্ সকলের অধিপতি হন। আট দিকে প্রবাহিত ৮টী শিরা স্ব স্ব দিক্ পতির সংজ্ঞা লাভ করে।

পৃথিবীর মধ্যে যে শিরা প্রবাহিত আছে, তাহা মহাশিরা নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহা ব্যতীত অন্যান্য আরও শত শত শিরা নানাপ্রকারে বহির্গত হইয়া নানা নামে খ্যাত আছে।

চারিদিকে অবস্থিত ও পাতাল হইতে উত্থিত যে সকল ঊর্দ্ধশিরা আছে, তাহা শুভজনক। কোণদিক্ অর্থাৎ অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশান এই চারিদিক্ হইতে উত্থিত শিরা সকল শুভজনক নহে। যদি নির্জ্জন স্থানে বেতস বৃক্ষ থাকে, তাহা হইতে তাহার তিনহাত পশ্চিমে সার্দ্ধ পুরুষ পরিমাণ নিম্নে * পশ্চিমস্থ শিরা জল প্রবাহিত করে। তাহার অর্দ্ধপুরুষ পরিমিত নিম্নে পাণ্ডুরবর্ণ মণ্ডূক, পীতবর্ণ মৃত্তিকা ও পুটভেদক পাষাণ এই চিহ্নের নিম্নে জল থাকে। নির্জ্জন প্রদেশে যদি জম্বুবৃক্ষ থাকে, তাহা হইলে তাহার উত্তরে তিনহাত দূরে দুই পুরুষ নিম্নে পূর্ব্ববাহিনী শিরা অবস্থিত আছে। এই স্থলে এক পুরুষ নিম্নে লোহগন্ধিকা মৃত্তিকা ও পাণ্ডুরবর্ণ মণ্ডূক থাকে। জম্বুবৃক্ষের পূর্ব্বদিকে যদি সমীপস্থ বল্মীক থাকে, তাহা হইলে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে পুরুষদ্বয় দূরে ও নিম্নে স্বাদু সলিল আছে। মৃত্তিকা খনন সময়ে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে মৎস্য ও পারাবত সদৃশ পাষাণ এবং ইহার মৃত্তিকা নীলবর্ণ হইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জল থাকে। উডুম্বর বৃক্ষের তিনহাত পশ্চিমে পুরুষ পরিমাণ নিম্নে শুক্লবর্ণ অহি, অঞ্জন সদৃশ প্রস্তর, ইহার নিম্নে অর্দ্ধপুরুষ দূরে উত্তম জলযুক্ত শিরা আছে। অর্জ্জুনবৃক্ষের তিন হাত উত্তরে যদি বল্মীক থাকে, তাহা হইলে তাহার নিম্নে পশ্চিমদিকে অর্দ্ধপুরুষ দূরে জল থাকে। মৃত্তিকখানন সময়ে তাহা হইতে অর্দ্ধপুরুষ পরিমাণ মধ্যে শ্বেত গোধা থাকে, পুরুষ পরিমাণ নিম্নে ধূসরবর্ণ

* পুরুষ শব্দে টীকাকার ভট্টোৎপলের মতে ১২০ অঙ্গুলি।
"পুরুষশব্দে মাত্রোর্দ্ধবাহুঃ পুরুষো জ্ঞেয়ঃ, সচ বিংশত্যধিকমঙ্গুলশতং ভবতীতি সর্ব্বত্র পরিভাষা।" (ভট্টোৎপল)

মৃত্তিকা ও নিম্নক্রমে পীত, সিত ও সিকতাসমন্বিত মৃত্তিকা থাকে এবং তন্নিম্নে অপরিমিত জল পাওয়া যায়। বল্মীক উপচিত নিগুণ্ডীবৃক্ষের তিনহাত দক্ষিণে সপাদ পুরুষদ্বয় নিম্নে অশোষ্য ও স্বাদু জল থাকে। ইহার নিম্নে অর্দ্ধপুরুষ পরিমাণ দূরে রোহিতমৎস্য ও তন্নিম্নে কপিলবর্ণ, তাহার নীচে মণ্ডূরবর্ণ, তৎপরে সিকতা ও শর্করা থাকিবে এবং তন্নিম্নে উত্তম জল পাওয়া যাইবে। যদি বদরী বৃক্ষের পূর্ব্বে বল্মীক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পশ্চাৎ ত্রিপুরুষ পরিমাণ নিম্নে জল আছে। যদি পলাশ সমন্বিত বদরীবৃক্ষ থাকে, তাহা হইতে সপাদ পুরুষত্রয় পরিমাণ নিম্নে পশ্চিমে জল থাকে। ইহাতে এক পুরুষ নিম্নে দুন্দুভি চিহ্ন থাকে; বিল্ব ও উদুম্বর বৃক্ষের যোগ হইলে দক্ষিণে তিন হস্ত ছাড়িয়া তিন পুরুষ পরিমিত নিম্নে জল থাকে, তাহার অর্দ্ধপুরুষ পরিমাণ নিম্নে কৃষ্ণমণ্ডূক থাকে, কাকোদুম্বর বৃক্ষের নিকট বল্মীক দৃষ্ট হইলে সপাদপুরুষত্রয় পরিমাণ নিম্নে পশ্চিম দিগ্বাহী শিরা প্রবাহিত হয়। ইহাতে অর্দ্ধ পুরুষ নিম্নে ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ও পীতাভ মৃত্তিকা, দুগ্ধবর্ণ পাষাণ এবং কুমুদ সদৃশ মূষক দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জলহীন দেশে যেখানে কম্পিল্লক বৃক্ষ দৃষ্ট হয়, তথায় পূর্ব্বদিকে তিন হস্ত পরিমাণে প্রথম দক্ষিণবাহিনী শিরা প্রবাহিত হয়। এই স্থলের ভূমি খনন করিলে নীলোৎপলবর্ণ ও কপোতবর্ণবিশিষ্ট মৃত্তিকা দৃষ্ট হইবে। এই স্থান হইতে হস্তান্তরে অজগন্ধী মৎস্য ও ক্ষীর সমন্বিত জল বাহির হইয়া থাকে। শোণাকবৃক্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে দুই হস্ত অতিক্রম করিয়া যে শিরা আছে, সেই কুমুদ নাম্নী শিরা তিন পুরুষ পরিমাণ নিম্নে প্রবাহিত থাকে। যদি বিভীতক বৃক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে বল্মীক থাকে, তাহার পূর্ব্ব দিকে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে শিরা প্রবাহিত জানিবে। যদি তাহার একহাত দূরে পশ্চিমদিকে বল্মীক থাকে, তাহা হইলে, তাহার সার্দ্ধ চারি পুরুষ পরিমাণ নিম্নে জল প্রবাহিণী শিরা। খনন করিলে প্রথম পুরুষ পরিমাণ নিম্নে শ্বেত মৃত্তিকা ও কুঙ্কুম সদৃশ আভাযুক্ত প্রস্তর থাকিবে, এবং তিন বর্ষ অতীত হইলে ঐ জলবাহিনী শিরা নষ্ট হইবে। ইত্যাদি। (বৃহৎসংহিতা ৫৪ অ°)

দগ্ধ (ত্রি) দহ ক্ত। ১ কৃতদাহ, ভস্মীকৃত, যাহা পুড়িয়া গিয়াছে। "দৃশা দগ্ধং মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ।" (সাহিত্যদ°)

২ শরীরের অগ্নিদাহভেদ, পুড়িয়া যাওয়া, শরীরের কোন স্থানাদি পুড়িয়া যাইলে নিম্নলিখিতরূপে প্রতিবিধানাদি করিবে। অগ্নিঘৃত তৈলাদি স্নেহবিশিষ্ট অথবা নীরস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া দহন করে। অগ্নি কর্ত্তৃক সন্তপ্ত হইলে ঘৃত তৈল প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য সূক্ষ্ম শিরার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এই কারণ ত্বক্ ও মাংস প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র দহন করে। এই জন্য স্নেহ দ্রব্য দ্বারা দগ্ধ হইলে অতিশয় বেদনা হয়. এই অগ্নিদগ্ধ চারিপ্রকার, প্লুষ্ট—দুর্দ্দগ্ধ, সম্যক্ দগ্ধ এবং অতি দগ্ধ। যাহাতে জ্বালা করে ও বিবর্ণ হয়, তাহাকে প্লুষ্ট; যাহাতে দগ্ধ স্থানে স্ফোট (ফোস্‌কা) উত্থিত হয় এবং সেই স্থান অতিশয় উষ্ণতা, দাহ, রক্তবর্ণ, পাক ও বেদনাবিশিষ্ট এবং যাহা বিলম্বে আরোগ্য হয়, তাহাকে দুর্দগ্ধ; দগ্ধ স্থান গম্ভীর না হইলেও পক্ব তালফলের ন্যায় বর্ণ হইলে, আর যদি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ইহাকে সম্যক্‌দগ্ধ বলে। অতি দগ্ধ হইলে দগ্ধ স্থানে মাংস ঝুলিয়া পড়ে; শরীর শিথিল, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থির বিনাশ এবং অতি মাত্র, জ্বর, দাহ, পিপাসা, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। ইহাতে ক্ষত স্থান বিলম্বে পূরিয়া উঠে, পূরিয়া উঠিলে বিবর্ণ হইয়া যায়। এই চারি প্রকার দগ্ধ দ্বারা অগ্নিকর্ম্মের সাধন হইয়া থাকে। অগ্নি কর্ত্তৃক প্রাণিগণের রক্ত কুপিত হইয়া শীঘ্রই বেগবিশিষ্ট হয়।

রক্তের সেই বেগ কর্ত্তৃক পিত্তও বেগবান্ হইয়া উঠে। অগ্নি ও পিত্ত উভয়ে প্রায় একজাতীয় দ্রব্য এবং একই রসবিশিষ্ট, সেই জন্য অগ্নিদগ্ধ নিমিত্ত তীব্রবেদনা, স্বভাবতঃ জ্বালা ও স্ফোট হইয়া থাকে এবং জ্বর ও তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়।

দগ্ধচিকিৎসা—প্লুষ্ট দগ্ধে অগ্নির তাপ এবং উষ্ণ ক্রিয়া ও উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। তদ্দ্বারা শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইলে রক্তও তরল হয়। শীতল জল দ্বারা স্বভাবতঃই রক্ত স্কন্দিত হয়। এ কারণ প্লুষ্ট দগ্ধে উষ্ণ ভিন্ন শীতল ক্রিয়া কখনই সুখকর হয় না। দুর্দ্দগ্ধ স্থলে উষ্ণ এবং শীতল উভয়প্রকার ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। দগ্ধ স্থানে ঘৃত আলেপন ও শীতল দ্রব্য সেচন করা উচিত। সম্যক্ দগ্ধ হইলে বংশলোচন, পাঁকুড়ছাল, চন্দন, গেরিমাটি এবং গুলঞ্চ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা গ্রামে অথবা জল বাহুল্য দেশে যে সকল পশু হয়, সেই সকল পশুর অথবা জল জন্তুর মাংস পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পিত্তজন্য বিদ্রধি হইলে যেরূপ নিরন্তর উষ্ণ ক্রিয়া করিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ করিতে হইবে। অতি দগ্ধের স্থলে যে সকল মাংস শীর্ণ হইয়া যায়, সেই গুলিকে তুলিয়া দেখিতে হইবে ও তাহাতে শীতল ক্রিয়া করিবে। তাহার পর শালিধান্যের তুষহীন তণ্ডুল পিশিয়া ও ঘৃতযুক্ত করিয়া অথবা গাবগাছের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া অথবা গাবছাল পিশিয়া তাহাতে ঘৃতযুক্ত করিবে এবং ইহা দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিতে হইবে। গুলঞ্চের

পত্রদ্বারা অথবা জলে যে সকল গাছ জন্মে, তাহাদের মধ্যে কোন একটী গাছের পত্র দ্বারা ক্ষত স্থান আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হইবে। পিত্ত জন্ম বিসর্পরোগে যে সকল ক্রিয়া করিতে হয়, ইহাতেও তাহা প্রযোজ্য। মোম, যষ্টিমধু, লোধগাছের ছাল, ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন এবং মূর্ব্বামূল, এই সমুদয় একত্র পিষিবে এবং সেই পিষ্ট দ্রব্য দ্বারা ঘৃত পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত দ্বারা সকল প্রকার অগ্নিদগ্ধ-জনিত ব্রণ উত্তমরূপে পূরিয়া উঠে। স্নেহ দ্রব্যসংযোগে দগ্ধ হইলে রুক্ষক্রিয়াই বিশেষ রূপ বিধেয়।

উষ্ণ বায়ু ও রৌদ্র কর্তৃক দগ্ধ হইলে শীতল ক্রিয়া করিবে। অতিশয় তেজঃ দ্বারা দগ্ধ হইলে কোন প্রতিকারেই শান্তি হয় না। বজ্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া জীবিত থাকিলে ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন ও সেবন করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত অগ্নিদগ্ধের প্রলেপও প্রয়োগ করিবে।

শস্ত্রচিকিৎসার মধ্যে অগ্নিক্রিয়া প্রধান। পীড়িত স্থান অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করাকে অগ্নিক্রিয়া কহে। অগ্নিকর্ম্মের বিধানমতে দগ্ধ করিলে সে রোগ পুনর্ব্বার আর উৎপত্তি হয় না। যে সকল রোগ শস্ত্র বা ক্ষার দ্বারা আরোগ্য না হয়, তাহা অগ্নিকর্ম্মে আরোগ্য হইয়া থাকে। পিপ্পলী, ছাগীবিষ্ঠা, গোদন্ত, শর, শলাকা, জাম্ববৌষ্ঠ অথবা অন্য প্রকার লৌহ, মধু, গুড়, ঘৃত, তৈল ও বসা প্রভৃতি স্নেহদ্রব্যপীড়িত স্থান অগ্নিদগ্ধ করিতে হইলে এই সকল দ্রব্যের সংযোগে করিতে হয়।

কোন প্রকার ত্বক্‌রোগে দগ্ধ করিতে হইলে পিপ্পলী, ছাগীবিষ্ঠা, গোদন্ত, শর এবং শলাকা দ্বারা, মাংসগত রোগে দগ্ধ করিলে জাম্ববৌষ্ঠ অথবা অন্য কোন প্রকার লৌহ দ্বারা; শিরাগত, স্নায়ুগত, সন্ধিগত অথবা অস্থিগত রোগে দগ্ধ করিতে হইলে গুড়, মধু অথবা অন্য কোন প্রকার ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্যদ্বারা দগ্ধ করিতে হইবে।

শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতু ভিন্ন সকল ঋতুতেই রোগ বিশেষে পীড়িত স্থান দগ্ধ করা যায়। কিন্তু দগ্ধব্যতীত যদি সে রোগ আরোগ্য না হয়, তবেই দগ্ধ করা যাইতে পারে, নচেৎ নহে।

রোগীর পীড়িত স্থান দগ্ধ করিতে হইলে রোগীকে পিচ্ছিল অন্ন আহার করাইয়া পীড়িত স্থান দগ্ধ করিতে হইবে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহা দুই প্রকার—ত্বক্‌দগ্ধ এবং মাংসদগ্ধ। কিন্তু সুশ্রুতের মতে শিরা, স্নায়ু, সন্ধি এবং অস্থিস্থানেও এইরূপ দগ্ধ করিবার নিষেধ নাই। ত্বক্ দগ্ধ করিলে চট্‌চট্ শব্দ, দুর্গন্ধ এবং ত্বকের সঙ্কোচ ভাব হয়। মাংস দগ্ধ করিলে দগ্ধস্থান কপোতবর্ণ, অল্প স্ফীত, বেদনাবিশিষ্ট, শুষ্ক, সঙ্কুচিত এবং ক্ষত হইয়া থাকে। সিরা ও স্নায়ু দগ্ধ করিলে দগ্ধস্থান কৃষ্ণবর্ণ ও উন্নত ব্রণ-বিশিষ্ট এবং রক্তাদির স্রাব বদ্ধ হয়। সন্ধি এবং অস্থি দগ্ধ করিলে দগ্ধস্থান রুক্ষ, অরুণবর্ণ ও কর্কশ হয় এবং সেই দগ্ধজনিত ক্ষতও শীঘ্র আরোগ্য হয় না। তাহার মধ্যে শিরোরোগে এবং অধিমন্থ রোগে ভ্রূ, ললাট এবং ললাটের অস্থি দগ্ধ করিবে। বর্ত্মরোগে চক্ষুর দৃষ্টি স্থানে অলক্তক আচ্ছাদন দিয়া বর্ত্মস্থানের রোগ দগ্ধ করিবে। রোগের স্থানভেদে অগ্নিকার্য্য চারিপ্রকার—বলয়, বিন্দু, বিলেখন ও প্রতিসারণ। বালার ন্যায় গোলরেখার আকারে দগ্ধ করাকে বলয় কহে। বিন্দুর আকারে দগ্ধ করাকে বিন্দু বলা যায়। শরীরের ত্বক্ মাত্র দগ্ধ করার নাম বিলেখন। উষ্ণ ঘৃত তৈলাদি তরল দ্রব্য সংযোগে যে দগ্ধ করা যায় এবং যাহাতে দগ্ধের উপকার দ্রব্যটী শরীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহাকে প্রতিসারণ কহে। ইহাতে বিলম্বে আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত) [অগ্নিদগ্ধ দেখ।] (ক্লী) ২ কতৃণ। (রত্নমালা) ৩ ম্লান। (অমরুশতক ২৪) ৪ তিথিভেদযুক্ত চন্দ্রাশ্রিত রাশি।

"মৃগসিংহৌ তৃতীয়ায়াং প্রথমায়াং তুলামৃগৌ।
পঞ্চম্যাং বুধরাশী দ্বৌ সপ্তম্যাং চাপচন্দ্রভে।
নবম্যাং সিংহকোটাখ্যাবেকাদশ্যাং পুরো গৃহে।
বৃষমীনৌ ত্রয়োদশ্যাং দগ্ধসংখ্যাষ্বমী গৃহাঃ।
দগ্ধসদ্মনি যৎকর্ম্ম কৃতং সর্ব্বং বিনশ্যতি।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই দগ্ধ গৃহে যে কোন কার্য্যাদি করা যায়, তাহা বিনষ্ট হয়। বারভেদযুক্ত নক্ষত্রভেদ।

দগ্ধকাক (পুং স্ত্রী) দগ্ধইব কাকঃ। দ্রোণকাক।

দগ্ধমন্ত্র (পুং) দগ্ধঃ মন্ত্রঃ কর্ম্মধা। তন্ত্রসারোক্ত মন্ত্রভেদ।

"বহ্নির্বায়ুসমাযুক্তো যস্য মন্ত্রস্য মূর্দ্ধনি।
সপ্তধা দৃশ্যতে তস্য দগ্ধমন্ত্রং প্রচক্ষতে॥" (তন্ত্রসার)

যে মন্ত্রের মূর্দ্ধা প্রদেশে বহ্নি ও বায়ুযুক্ত থাকে এবং সাত বার দৃষ্ট হয়, তাহাকে দগ্ধমন্ত্র কহে।

দগ্ধরথ (পুং) দগ্ধঃ রথঃ যস্য। চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের একটী নামান্তর, এই গন্ধর্ব্ব ইন্দ্রের একজন সারথি। ইহার প্রকৃত নাম অঙ্গারপর্ণ। ইনি ইন্দ্রের সারথির কার্য্য করিতেন এবং ইহার নিজের একখানি বিচিত্র রথ ছিল, এই জন্য ইহার নাম চিত্ররথ হয়। কোন সময় পাণ্ডবগণ একচক্রা হইতে পঞ্চালে গমন করিতেছিলেন, সেই সময় সোমাশ্রয়ণতীর্থে গঙ্গায় ইনি রমণীপরিবৃত হইয়া বিহার করিতেছিলেন, এই সময় চিত্ররথ পাণ্ডবদিগকে আসিতে দেখিয়া ধনুরাস্ফালন করিতে করিতে অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইয়া সগর্ব্বে বলিলেন, আমি

এখানে জলবিহার করিতেছি, এই সময় দেবতারাও এস্থলে আসিতে শঙ্কিত হন, তোমরা মানব হইয়া কোন সাহসে এই খানে আসিলে। এইরূপে অর্জ্জুনের সহিত অত্যন্ত বিবাদ হয়, পরে পরস্পরে তুমুল সংগ্রাম হইল। অর্জ্জুন আগ্নেয়াস্ত্র-প্রভাবে ইহার রথ দগ্ধ করিয়া দেন এবং এই সময় হইতে ইনি দগ্ধরথ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইনি অর্জ্জুনের সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন এবং অর্জ্জুনকে চাক্ষুষীবিদ্যা প্রদান করেন। (মহাভারত আদিপ° ১৭০ অ°) [অঙ্গারপর্ণ দেখ।]

দগ্ধপাত্রন্যায় (পুং) ন্যায়ভেদ, পত্র সকল দগ্ধ হইয়া যাইলে বস্তুতঃ দগ্ধপত্রের আর পত্রত্ব থাকে না, কিন্তু পূর্ব্বাকার দ্বারা তাহার অবস্থান জ্ঞানমাত্র থাকে। [ন্যায় দেখ।]

দগ্ধরুহ্ (পুং) দগ্ধ অপি রোহতি রুহ-ক। তিলবৃক্ষ।

দগ্ধরুহা (স্ত্রী) দগ্ধরুহ-টাপ্। বৃক্ষবিশেষ, কুরুহ গাছ।

দগ্ধবর্ণক (পুং) রোহিষ-নামক তৃণ।

দগ্ধব্য (ত্রি) দহ-তব্য। দাহ্য, দহনীয়।

দগ্ধা (স্ত্রী) ১ সূর্য্যাবস্থান দিক্, সূর্য্য যে দিকে অবস্থান করে, সেই দিকের নাম দগ্ধা। ২ বৃক্ষবিশেষ, পর্য্যায়—কুরুহ, দগ্ধরুহা, দগ্ধিকা, স্থলেরুহা, রোমশা, কর্কশদলা, ভস্মরোহা, সুদগ্ধিকা। ইহার গুণ—কটু, কষায়, উষ্ণ ও কফ-বাতনাশক, পিত্তপ্রকোপক, জঠরাগ্নিকারক। (রাজনি°) ৩ রাশিভেদযুক্ত তিথিভেদ।

বৈশাখ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী, আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রের শুক্লা দশমী, কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশী, পৌষের শুক্লা দ্বিতীয়া ও ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্থী; শ্রাবণের কৃষ্ণাষষ্ঠী, আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা দশমী, মাঘের কৃষ্ণা দ্বাদশী, চৈত্রের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া ও জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্থীতে দগ্ধা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল মাসের ঐ সকল তিথি নিষ্ফলা এবং ঐ দগ্ধাকে মাসদগ্ধা কহে।' এই দগ্ধা তিথিতে যদি কেহ যাত্রা করে, ইন্দ্রতুল্য হইলেও তাহার মৃত্যু হয়। এই দগ্ধাতে বিবাহ হইলে বিধবা, কৃষিকর্ম্মে ফলের অভাব, বিদ্যারম্ভে মূর্খতা, স্ত্রীসঙ্গমে গর্ভপাত ও বাণিজ্যে মূলধনের নাশ হয়, এইজন্য দগ্ধা তিথিতে কোন শুভকর্ম্ম করিবে না।

"দ্বিতীয়া মীনধনুষোশ্চতুর্থী বৃষকুম্ভয়োঃ।
মেষকর্কটয়োঃ ষষ্ঠী কন্যা মিথুনকেঽষ্টমী॥
দশমী বৃশ্চিকে সিংহে দ্বাদশী মকরে তুলে॥
মেষে দিনেশে নৃযুগে ধনুস্থে বৃকে মৃগেন্দ্রে কলসে চ শুক্লা।
তুলীর কন্যালিমৃগান্ত মীন বৃষেষু কৃষ্ণাস্তিথয়ঃ প্রদগ্ধা॥
এভির্জাতো ন জীবেত যদি শক্রো সমোভবেৎ।
বিবাহে বিধবা নারী যাত্রায়াং মরণং ধ্রুবং॥
কৃষ্যারম্ভে ফলং নাস্তি বিদ্যারম্ভে চ মূর্খতা।
সঙ্গমে গর্ভপাতঃ স্যাৎ বাণিজ্যে মূলনাশনং॥
শুভকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি নৈব কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী, বুধবারে তৃতীয়া, বৃহস্পতিবারে ষষ্ঠী, শুক্রবারে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এবং শনিবারে সপ্তমী হইলে দগ্ধা হয়, ইহাকে দিনদগ্ধা কহে। এই দিনদগ্ধাতেও কোন প্রকার শুভ কার্য্যাদি করিতে নাই।

"আসা রুদ্রা দিশোরামাঃ ষট্‌পক্ষমুনয়স্তথা।
দহন্তে তিথয়ঃ সপ্তসূর্য্যাদ্যৈঃ সপ্তসপ্তভিঃ॥"
(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

দগ্ধাহ্ব (পুং) ক্ষারপ্রধান বৃক্ষবিশেষ, ভূষোড়া।
"দগ্ধাহ্বঃস্যাতীক্ষ্ণপত্রঃ ক্ষুপক্রঃ কুমরীয়কঃ।" (দ্রব্যাভিধান)

দগ্ধিকা (স্ত্রী) কুৎসিতা দগ্ধা কন্ (কুৎসিতে। পা ৫।৩।৭৪) টাপ্। দগ্ধান্ন, পোড়াভাত। কেহ কেহ দগ্ধান্ন শব্দে চাঁচী এই অর্থ করেন। পর্য্যায়—ভিস্সটা, ভিস্সিটা, ভিম্মিটা, ভিম্মিষ্টা, ভিম্মিকা। (সারসুন্দরী) ২ দগ্ধাবৃক্ষ।

দগ্ধেষ্টকা (স্ত্রী) দগ্ধ ইষ্টকা। ঝামক, ঝামা, ইট অত্যন্ত পুড়িয়া যাইলে গলিয়া যায় এবং তাহা পরে ঝামা হয়।

দগ্ধোদর (ক্লী) দগ্ধং উদরং। হতোদর, পোড়াপেট।
"অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥" (হিতোপ°)

দঙ্কোনি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, ডানকুনী।

দঙ্গা (দেশজ) মারামারি, লাঠালাঠি।

দঙ্গাবাজ—যে সর্ব্বদা দঙ্গা করিতে চায়, বিদ্রোহপ্রিয়।

দজ্জাল (আরবী) ১ মিথ্যাবাদী, ধূর্ত্ত। ২ নিষ্ঠুর।

দড় (দেশজ) দৃঢ়, সমর্থ, বলবান্, পটু। ২ বিচক্ষণ, নিপুণ। ৩ কড়া। "কেহ বা আছিল দূরে সমাচার পেয়ে। রাজার হুকুম দড় সেজে এল ধেয়ে॥" (শ্রীধর্ম্মম° ২।১৬৪)

দড়কা (দেশজ) আতিশয্য, আবেশ (A paroxysm)।

দড়বড়ি (দেশজ) শীঘ্র দৌড়ান। "তীরগুলি শন শনি, গজঘণ্টা ঠনঠনি, ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি।" (বিদ্যাসুন্দর)

দড়া (দেশজ) স্থূল ও বৃহৎ রজ্জু, কাছী, বড় বড় নৌকা জাহাজ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা দুই প্রকারে প্রস্তুত হয়, কাতা ও পাট (কোষ্টা), এই দুএর একটী খুব মোটা করিয়া পাকাইয়া লইলে দড়া প্রস্তুত হয়।

দড়াম্ (দেশজ) ১ জোরে গুরু বস্তুর পতনধ্বনি, কোন ভারি জিনিস উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাইলে 'দড়াম্' এইরূপ শব্দ হয়। ২ আওয়াজ।

দড়াস্ (দেশজ) গুরু বস্তুর পতনশব্দ।

(দেশজ) রজ্জু, গুণ।

দড়্যা (দেশজ) দড়ি প্রস্তুতকারী।

দণ (দেশজ) পরিমাণ ভেদ, ৫ সের।

দণ্ড (পুং ক্লী) দণ্ড-ঘঞ্, বা দাম্যতে হনেন দম-ড (ঞমন্তাৎ ডঃ। উণ্ ১।১১৩) ১ লগুড়, লাঠি, যষ্টি।

"যথা দণ্ডহতঃ সর্পো দণ্ডাকারঃ প্রজায়তে।"

(হটযোগপ্রদী° ৩।১১)

দণ্ড ধারণ করার গুণ—পড়িয়া যাইলে ধরিয়া উঠা যায়, শত্রু আক্রমণ করিলে তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, ইহা আয়ুষ্কর ও ভয়নাশক।

"স্খলতঃ সংপ্রতিষ্ঠানং শত্রূণাঞ্চ নিষেধনং।
অবষ্টম্ভনমায়ুষ্যং ভয়ঘ্নং দণ্ডধারণং॥" (বৈদ্যক)

ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ড ওচাইলে কৃচ্ছ্র বা অতিকৃচ্ছ্র আচরণ করিবে।

২ ব্রহ্মচারিধার্য্য কাষ্ঠময় লগুড়াকার পদার্থ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়নকালে দণ্ড ধারণ করিবার বিধি আছে, তদনুসারে ব্রাহ্মণ বিল্ব ও পলাশের, ক্ষত্রিয় বট ও খদিরের এবং বৈশ্য পিলু ও উডুম্বর কাষ্ঠের দণ্ড ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণের দণ্ড কেশান্ত পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়দিগের দণ্ড ললাট পর্য্যন্ত ও বৈশ্যদিগের নাসিকা পর্য্যন্ত হইবে অর্থাৎ ঐ পরিমাণে দণ্ড প্রস্তুত করিবে।

"ব্রাহ্মণোবৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।
পৈলবৌদুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ॥
কেশান্তিকোব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্য্যঃ প্রমাণতঃ।
ললাটসম্মিতো রাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকো বিশঃ॥
ঋজবস্তে তু সর্ব্বেস্যুরব্রণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ।
অনুদ্বেগকরা নৃণাং স ত্বচো নাগ্নিদূষিতাঃ॥
প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থায় চ ভাস্করং।
প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেদ্ভৈক্ষং যথাবিধি॥" (মনু ২।৪৫-৪৮)

সন্ন্যাসিদিগের দণ্ড গ্রহণে একটু বিশেষত্ব আছে।

"কুটীচকো বহুদকো হংসশ্চৈব তৃতীয়কঃ।
চতুর্থো পরমো হংসো যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥" (হারীত)

কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস এই সন্ন্যাসিগণের প্রথম অপেক্ষা পরবর্ত্তিকে উন্নত বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবে। কমলাকর লিখিয়াছেন, কুটীচক ও বহুদক ত্রিদণ্ড, হংস এক বৈণব দণ্ড এবং পরমহংস একদণ্ড রাখিবে। (নির্ণয়সি°) মেধাতিথি লিখিয়াছেন—

"যাবন্নস্যাৎত্রিয়ো দণ্ডাস্তাবদেকেন বর্ত্তয়েৎ।"

যতদিন না ত্রিদণ্ডী হইতে পার, ততদিন একটীও থাকিবে। কিন্তু এখানে ত্রিদণ্ড যষ্টিপর নহে, বাগ্দণ্ডাদি দমনপর।

"বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডীতি চোচ্যতে॥" (মনু)

পূর্ব্বে যে পরমহংসের এক দণ্ডের কথা বলা হইল, তাহা অবিদ্বানের পক্ষে, পরমজ্ঞানীর পক্ষে নহে। মহোপনিষদে লিখিত আছে "ন দণ্ডং ন শিখাং নাচ্ছাদনং ন ভৈক্ষং চরতি পরমহংসঃ।" "জ্ঞানমেবাস্য দণ্ডঃ" জ্ঞানই পরমহংসের দণ্ড-স্বরূপ।

৩ ব্যূহভেদ। অগ্নিপুরাণের মতে মণ্ডল ও অসংহত ভেদে নানাপ্রকার দণ্ড আছে, যথা তির্য্যগ্বৃত্তি, বৃত্তি, সর্বতোবৃত্তি, পৃথগ্বৃত্তি। ইহাদের আবার এইরূপ নাম আছে—প্রদর, দৃঢ়ক, অসহ্য, চাপ, বৈকুক্ষি, প্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠ, শ্যেন, বিজয়, সঞ্জয়, বিশাল, সূচী, স্থূণাকর্ণ, চমূমুখ, সর্পমুখ, বলয়, অতিক্রান্ত, প্রতিক্রান্ত, বিপর্য্যয়, স্থূণাপক্ষ, ধনুঃপক্ষ, দ্বিস্থূণ, ঊর্দ্ধদণ্ড, দ্বিদণ্ড, চতুর্দণ্ড, গোমূত্রিকা, সঞ্চারী, শকট, মকর ইত্যাদি দুর্জ্জয় দণ্ড বা ব্যূহ বলিয়া স্থির করিবে *। [ব্যূহ দেখ।] ভাবে অচ্। ৪ দমন। ৫ শরণাগতত্রাণ, সর্ব্বভূতে অহিংসা ও দানরূপ কর্ম্মত্রয়।

"শরণাগতসন্ত্রাণং ভূতানামপ্যহিংসনম্।
বহির্বেদি চ দানঞ্চ দণ্ডমিত্যভিধীয়তে॥" (ভারত মোক্ষধর্ম্ম)

দণ্ড ইবাচরতি দণ্ড-ক্বিপ্ ততোভাবে ঘঞ্। ৬ দণ্ডতুল্য-স্থিতি। দণ্ড-করণাদৌ অচ্। ৭ প্রকাণ্ড। ৮ অশ্ব। ৯ কোণ। ১০ মন্থন। ১১ সৈন্য। ১২ ভূমির পরিমাণভেদ। চারিহাতে এক দণ্ড। "হস্তৈশ্চতুর্ভির্ভবতীহ দণ্ডঃ।" (লীলাবতী)

১৩ সূর্য্যের একজন পারিষদ্। ১৪ যম, দণ্ডকর্ত্তা। ১৫

* "মণ্ডলাসংহতৌ ভাগো দণ্ডাস্তে বহুধা শৃণু।
তির্য্যগ্বৃত্তিস্তু দণ্ডঃ স্যাৎ ভোগোঽন্যা বৃত্তিরেব চ।
মণ্ডলঃ সর্ব্বতোবৃত্তিঃ পৃথগ্বৃত্তিরসংহতঃ।
প্রদরো দৃঢ়কোঽসহ্যঃ চাপো বৈকুক্ষিরেব চ।
প্রতিষ্ঠঃ সুপ্রতিষ্ঠশ্চ শ্যেনো বিজয়সঞ্জয়ৌ।
বিশালো বিজয়ঃ সূচো স্থূণাকর্ণচমূমুখৌ।
সর্পাস্যো বলয়শ্চৈব দণ্ডভেদাশ্চ দুর্জ্জয়াঃ।
অতিক্রান্তঃ প্রতিক্রান্তঃ কক্ষ্যাভ্যাঞ্চৈক পক্ষতঃ।
অতিক্রান্তস্তু পক্ষাভ্যাং ত্রয়োঽন্যে তদ্বিপর্য্যয়ে।
পক্ষোরাস্যৈরতিক্রান্তঃ প্রতিষ্ঠোঽন্যো বিপর্য্যয়ঃ।
স্থূণাপক্ষো ধনুঃপক্ষো দ্বিস্থূণো দণ্ড ঊর্দ্ধতঃ।
দ্বিগুণোঽন্ত্যতিক্রান্ত পক্ষোঽন্যস্য বিপর্য্যয়ঃ।
দ্বিচতুর্দণ্ড ইত্যেত জ্ঞেয়া লক্ষণতঃ ক্রমাৎ।
গোমূত্রিকা হি সঞ্চারো শকটো মকরস্তথা।" (অগ্নিপু°)

অভিমান। ১৬ দণ্ডাকার গ্রহভেদ। [গ্রহশৃঙ্গাটক দেখ।] ১৭ ইক্ষ্বাকুরাজের একপুত্র, ইহারই নামানুসারে দণ্ডকারণ্যের নাম হয়। (হরিবংশ ১০ অঃ) ১৮ ষাট্‌পল পরিমাণ কাল। [ঘটীযন্ত্র দেখ।]

"ষষ্টিদণ্ডাত্মিকায়াশ্চ তিথের্নিক্রমণং পরে।
দণ্ডৈকরজনীযোগঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

১৯ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৫) ২০ শিব। (ভারত ১৩।২৮৬ অঃ) ২১ দণ্ডাকার ঋজু সূর্য্যের পরিবেষভেদ।

"পরিধিস্তু প্রতিসূর্য্যোর্দণ্ডস্ত্বৃজুরিন্দ্রচাপনিভঃ।" (বৃহৎস' ১৯ অঃ)

২২ দণ্ডবৎস্থিত সূর্য্যাদিকিরণের সংঘাত।

"রবিকিরণজলদমরুতাং সঙ্ঘাতো দণ্ডবৎস্থিতো দণ্ডঃ।
স বিদিক্‌স্থিতো নৃপাণামশুভো দিক্ষু দ্বিজাতীনাম্।
শস্ত্রভয়াতঙ্ককরো দৃষ্ট্য প্রাঙ্‌মধ্যসন্ধিষু দিনস্ত।
শুক্লান্তো বিপ্রাদীন্ যদভিমুখস্তাং নিহন্তি দিশম্।"
(বৃহৎসং' ৩০ অঃ)

২৩ রাজগণের রাজ্যরক্ষার্থ চতুর্থ উপায়। সাম, দান, তেজ ও দণ্ড এই চারিটী উপায়। ইহার মধ্যে স্বদেশ ও পরদেশ ভেদে দণ্ডের স্বতন্ত্রতা আছে। রাজা স্বদেশে অর্থাৎ নিজ রাজ্য মধ্যে প্রজাশাসনার্থ যে দণ্ডবিধি প্রচলন করেন, তাহা স্বদেশ দণ্ড। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, পরদেশে প্রয়োজ্য দণ্ডাদি প্রকাশ ও অপ্রকাশভেদে দ্বিবিধ। লুণ্ঠন, গ্রামঘাত, শস্ত্রঘাত, অগ্নিদীপন, বিষ, অগ্নি ও বিবিধ পুরুষ সহায়ে বধ এই কয়টী প্রকাশ দণ্ড। সাধুদূষণ ও উদকদূষণ ইহাদের নাম অপ্রকাশ দণ্ড। (অগ্নিপু' ১৭৪ অঃ)

প্রজাশাসন দণ্ড সম্বন্ধে মহাভারত ও হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহারই সারসংগ্রহ কথিত হইতেছে।

কোন কোন অপরাধে রাজা কিরূপ দণ্ড বিধান করিবেন, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

ঋণাদান—উত্তমর্ণ কর্জ্জ দিলে যদি অধমর্ণ পরিশোধ না করে, পরে উত্তমর্ণ রাজার নিকটে নালিশ করিলে এবং অধমর্ণ ঋণ দেয় বলিয়া স্বীকার করিলে অধমর্ণকে একশত পণে ৫ পণ দণ্ড করিবেন, কিন্তু অধমর্ণ যদি ঋণ অস্বীকার করে ও তাহা যদি অপ্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তাহার শতপণে ১০ পণ দণ্ডবিধান করিবেন। উত্তমর্ণ বন্ধক লইয়া ঋণস্থানে বৃদ্ধি গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ প্রতিমাসে শতকরা অশীতিভাগের এক ভাগ সুদ গ্রহণ করিবেন। যদি কোন ভোগার্থ বস্তু বা দাস দাসী উত্তমর্ণের নিকট বন্ধক রাখিয়া অধমর্ণ টাকা ধার লয়, তাহা হইলে ঐ টাকার আর স্বতন্ত্র সুদ দিতে হইবে না। ইহার ব্যতিক্রম করিলে দণ্ডনীয় হইবেন। মিথ্যাসাক্ষ্য লোভাধীন, মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে হাজার পণ দণ্ড হইবে। মোহনিবন্ধন মিথ্যাসাক্ষ্যে আড়াইশত পণ, ভয় নিমিত্তক মিথ্যাসাক্ষ্যে হাজার পণ, স্নেহ জন্ম মিথ্যাসাক্ষ্যে সহস্রপণ, কামাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে আড়াই হাজার পণ, ক্রোধাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে তিনহাজার পণ, অজ্ঞানতঃ মিথ্যাসাক্ষ্যে দুইশত পণ এবং অনবধানে মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে এক পণ দণ্ড হইবে। রাজা সত্যধর্ম্মের পালন জন্য ও অধর্ম্মের শাসনজন্য মিথ্যাসাক্ষ্যে এই সকল দণ্ড বিধান করিবেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিনবর্ণ যদি বারংবার মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডবিধান করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অর্থদণ্ড না করিয়া নির্ব্বাসন মাত্র করিবে।

নিঃক্ষেপ—যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাসপূর্ব্বক একজনের নিকট ধন গচ্ছিত রাখে এবং ঐ ব্যক্তি যদি গচ্ছিত ধন আর প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে সুবর্ণাদি চোরের ন্যায় দণ্ডবিধান করিবেন। যে ব্যক্তি মিথ্যা ও প্রতারণাদি দ্বারা পরধন হরণ করে, রাজা তাহাকে ও তাহার সাহায্যকারিদিগকে বধদণ্ড করিবেন।

অস্বামিবিক্রয়—যে অস্বামী হইয়া স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার দ্রব্য বিক্রয় করে এবং ঐ ব্যক্তি যদি দ্রব্য-স্বামীর বংশস্থ কেহ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৬ শতপণ দণ্ড করিবে। আর যদি দ্রব্যস্বামীর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে চৌরদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।

সম্ভূয়সমুত্থান—অনেকে মিলিত হইয়া একত্র কার্য্য করিবেন, তাহাদের পরস্পরের অংশও যথানিয়মে বিভাগ করিয়া লইবেন, যদি মোহবশে কেহ ইহার অন্যথা করেন, তাহা হইলে রাজা তাহাকে চৌর্য্যের নিমিত্ত এক সুবর্ণ দণ্ড করিবেন।

ক্রয়বিক্রয়ানুশয়—ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া যে পশ্চাৎ অনুতাপ করে, সে সেই দ্রব্য দশ দিনের মধ্যে ফিরিয়া দিতে বা ফিরিয়া লইতে পারে। কিন্তু দশ দিনের পরে ঐরূপ ফিরিয়া দিতে বা লইতে পারে না। যদি বলপূর্ব্বক ফিরিয়া দেয় বা লয়, তাহা হইলে তাহার ৬ শত পণ দণ্ড হইবে।

দোষবিশিষ্ট কন্যাদান—দোষবিশিষ্টা কন্যার কথা না বলিয়া যদি উহাকে সম্প্রদান করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে ৯৬পণ দণ্ড করিবেন। যে ব্যক্তি দ্বেষপ্রযুক্ত কোন কন্যাকে 'ক্ষতযোনি এবং কুমারী নহে' ইত্যাদি বলিয়া দোষ দেয় এবং তাহা প্রমাণ করিতে না পারে, রাজা তাহাকে শতপণ দণ্ড করিবেন।

স্বামিপালবিবাদ—পশুবিষয়ে স্বামী এবং পালকের নিয়ম ব্যতিক্রম হইলে রাজা বিচারপূর্ব্বক দণ্ডবিধান করিবেন। যদি কর্ষকের দোষে শস্য হানি হয়, যত শস্য রাজার প্রাপ্য তাহার দশগুণ রাজা তাহাকে দণ্ড করিবেন। স্বামী এবং পশুপালের পরস্পর রক্ষণ ব্যতিরেকে এবং পশুকর্তৃক শস্য ভক্ষণে রাজা ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিবেন।

বাক্‌পারুষ্য—ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিলে ক্ষত্রিয়ের এক শত পণ, বৈশ্যের দেড়শত পণ বা দুইশত পণ এবং শূদ্রের বধ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দশবিধ শারীরিক দণ্ডের মধ্যে কোনরূপ দণ্ড হইবে।

ক্ষত্রিয়কে গালি দিলে ব্রাহ্মণের ৫০ পণ, বৈশ্যকে গালি দিলে ২৫ পণ ও শূদ্রকে গালি দিলে ১২ পণ দণ্ড হইবে। দ্বিজাতিদিগের মধ্যে সমবর্ণে পরস্পর অপভাষণ হইলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। আর যদি অকথ্য গালি গালাজ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হইবে।

একজাতি অর্থাৎ শূদ্র যদি দ্বিজাতিদিগের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে শূদ্রের জিহ্বাচ্ছেদ দণ্ড করিবে। দর্পিত ভাবে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিঃক্ষেপ করিবেন। আর যদি একজন একজনের বিদ্যা, দেশ, জাতি, সংস্কার ও কর্ম্ম সম্বন্ধে দর্প করিয়া অন্যথা বলে, রাজা তাহাকে দুইশত পণ দণ্ড করিবেন।

মাতা, পিতা, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র অথবা গুরু ইহাদিগকে যে গালি দেয় ও গুরুকে যে পথ ছাড়িয়া না দেয়, তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে।

দণ্ডপারুষ্য—অর্থাৎ মারামারি, অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র যে কোন অঙ্গ দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন। শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত বা দণ্ড তোলে, তাহা হইলে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদ এবং পাদদ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদ করিবেন।

শূদ্র ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করিলে রাজা তাহার কটিদেশ লৌহময় তপ্তশলাকায় অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন অথবা যেন না মরে, এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন। দর্প করিয়া শূদ্র ব্রাহ্মণের গায়ে থুতু ফেলিলে রাজা তাহার ওষ্ঠাধর ছেদন, প্রস্রাব করিয়া দিলে লিঙ্গচ্ছেদ, অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া দিলে গুহ্যদেশ ছেদন এবং অহঙ্কারপূর্ব্বক যদি হস্তদ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ ধারণ করে বা হিংসাজন্য তাহার পাদদ্বয় ও দাড়ি ধরে, তাহা হইলে রাজা তাহার হস্তদ্বয় ছেদন করিবেন। সমান জাতি মধ্যে যদি কেহ কাহারও চর্ম্মভেদ করে, অথবা রক্ত দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে। মাংস-ভেদকারীর ৬ নিষ্কদণ্ড হইবে। অস্থিভেদ করিলে দেশ-নির্ব্বাসন রূপ দণ্ড হইবে। মনুষ্য কিম্বা পশুদিগকে প্রহার দ্বারা পীড়া দিলে ক্লেশানুসারে রাজা প্রহারকারীকে দণ্ড করিবেন। অঙ্গভেদ, ক্ষত বা রক্তপাত করিলে প্রহার-কারীকে আহত ব্যক্তির সুস্থ হইবার জন্য ঔষধ পথ্যা-দির ব্যয় দিতে হইবে। না দিলে রাজা ঐ ব্যয়ের উপযুক্ত পরিমাণ দণ্ড করিবেন।

চৌর্য্যাদি—দ্রব্যস্বামীর সমক্ষে বলপূর্ব্বক যে আহরণ তাহাকে সাহস বলে ও অসমক্ষে গোপন ভাবে অপহরণের নাম চুরি। কেহ কাহারও নিকট দ্রব্য লইয়া যদি তাহার অপহ্নব করে অর্থাৎ অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাকেও চুরি বলে। চোর যে যে অঙ্গদ্বারা পর ধন অপ-হরণ করে, পুনর্ব্বার আর করিতে না পারে, এজন্য রাজা উহার সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন। পিতা, আচার্য্য, ভার্য্যা, পুরোহিত প্রভৃতি সকলই দণ্ডনীয়। রাজা যদি নিজে অপরাধ করেন, তাহারও দণ্ড হইবে, রাজা নিজে যে অর্থ দণ্ড দিবেন, তাহা জলে বা ব্রাহ্মণকে দিবেন।

চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ শূদ্র চুরি করিলে অষ্ট গুণ, এতাদৃশ বৈশ্য চোর ষোড়শগুণ এবং ঐরূপ ক্ষত্রিয় চোরের ৩২ গুণ দণ্ড হইবে।

চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ ব্রাহ্মণ-চোরের বিহিত দণ্ডাপেক্ষা ৬৪ গুণ দণ্ড হইবে। তদপেক্ষা গুণবান্ ব্রাহ্মণচোরের শতগুণ দণ্ড এবং তদপেক্ষা ব্রাহ্মণচোরের ১২৮ গুণ অধিক দণ্ড হইবে।

স্ত্রীসংগ্রহ ও পরদারসংভোগে লোক মধ্যে বর্ণসঙ্কর জন্মে এবং তাহা হইতে নানাবিধ অধর্ম্ম ও সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এই জন্য পরদারসম্ভোগে প্রবৃত্ত লোকদিগকে রাজা নানাবিধ উদ্বেগজনক নাশাকর্ণচ্ছেদাদি কঠোর দণ্ডবিধান করিবেন। সুগন্ধমাল্যাদি প্রেরণ, পরিহাস, আলিঙ্গন, অল-ঙ্কার স্পর্শ বা বস্ত্রধারণ, একশয্যায় শয়ন ও একত্র ভোজন প্রভৃতি পরস্ত্রীর সহিত এ সকল ব্যবহার করিলে স্ত্রীসংগ্রহণ-রূপে গণ্য হইবে। স্ত্রীলোকের অস্থান যদি পুরুষে স্পর্শ করে অথবা স্ত্রীলোক যদি পুরুষের অস্থান স্পর্শ করে এবং তাহাতে পুরুষ যদি রুষ্ট না হয়, তাহা হইলে এই দোষ সাযুমত স্ত্রীসং-গ্রহণপদবাচ্য হইবে।

শূদ্র যদি অকামা ব্রাহ্মণীতে উক্ত প্রকার সংগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণান্ত দণ্ড হইবে। চারিবর্ণেরই সদা সর্ব্বদা ভার্য্যা অত্যন্ত রক্ষণীয়া। ভিক্ষাজীবী, বন্দী, ঋত্বিক্,

এবং সুপকারাদি কারুকর ইহারা পরস্ত্রীর সহিত অনিবারিত ভাবে কথা কহিতে পারে, কিন্তু স্বামী কর্তৃক নিষিদ্ধ হইলে তাহারা তাহার স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করিবে না। নিষিদ্ধ হইয়াও যে ঐরূপ কথা কহে, তাহার এক সুবর্ণ দণ্ড হইবে।

পূর্ব্বে যে বিধি হইল, উহা নট, নর্ত্তক, কিম্বা ভার্য্যোপজীবী নীচলোকদিগের স্ত্রী সম্বন্ধে খাটিবে না। তথাপি ঐ সকল লোকের স্ত্রীর সহিত বা দাসীর সহিত গোপনে ব্যভিচারকর্ত্তার কিঞ্চিৎ দণ্ড হইবে।

অকামা কন্যা গমন করিলে সদ্যঃ শারীরিক দণ্ড হইবে। সমানজাতীয় অকামা কন্যাগমনে শারীরিক দণ্ড নাই। অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোক যদি আপন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষকে ভজনা করে, তাহা হইলে উহার কিছুই দণ্ড হইবে না। যে পুরুষ দর্প করিয়া বলপূর্ব্বক সমান জাতীয় পরস্ত্রীর যোনিতে অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে, তাহার তৎক্ষণাৎ অঙ্গুলিদ্বয় ছেদ করিতে হইবে এবং ৬০০ শতপণ অর্থদণ্ড হইবে। সকামা সমানজাতীয়া স্ত্রীতে যদি ঐরূপ অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে, তাহা হইলে তাহার অঙ্গুলি ছেদ হইবে না। কিন্তু অত্যাসক্তি নিবারণ জন্য দুই শত পণ দণ্ড হইবে। আর যদি কোন কন্যা অন্য কন্যাকে অঙ্গুলি প্রক্ষেপ দ্বারা নষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার দুইশতপণ দণ্ড হইবে এবং দ্বিগুণ শুল্ক ও দশবেত হইবে।

'কন্যৈব কন্যাং যা কুর্য্যাৎ তস্যাঃ স্যাদ্দ্বিশতোদমঃ।
শুল্কঞ্চ দ্বিগুণং দদ্যাৎ শিফাশ্চৈবাপ্নুয়াদ্দশ॥' (মনু ৮।৩৬৯)

যদি বয়স্কা স্ত্রী কন্যাকে ঐরূপে নষ্ট করে, তাহার মস্তক মুণ্ডিতকরিয়া অঙ্গুলি ছেদন করিবে এবং গর্দ্দভে চড়াইয়া রাজমার্গে উহাকে ভ্রমণ করাইতে হইবে। ধনিলোকের কন্যা এই দর্পে অথবা সৌন্দর্য্যমদে মত্ত হইয়া যে স্ত্রীলোক নিজপতি পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষে গমন করে, তাহাকে বহুলোক সমাজে লইয়া গিয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইবে। পাপকারী জার পুরুষকে তপ্ত লৌহময় শয়নে শয়ান করাইয়া দাহ করিবে, যাবৎ ঐ পাপিষ্ঠ ভস্মসাৎ না হয়, তাবৎ কাষ্ঠ প্রদান করিবে। একবার দণ্ডিত হইয়া পুনর্ব্বার বৎসরান্তীতে যদি পরস্ত্রী গমনদোষে দূষিত হয়, তাহা হইলে সেই দুষ্টের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ব্রাত্যজাত স্ত্রী ও চাণ্ডালী স্ত্রীগমনেও ঐ দণ্ড। রক্ষিতা বা অরক্ষিতা থাকুক, শূদ্র দ্বিজাতীয় স্ত্রী গমন করিলে রক্ষিতা গমনে শূদ্রের লিঙ্গচ্ছেদ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড এবং ভর্ত্তৃ প্রভৃতি রক্ষিতা স্ত্রীগমনে বধ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য যদি রক্ষিতা ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে তাহার একবৎসর কারারোধ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড হইবে এবং ক্ষত্রিয় যদি ঐরূপ ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে তাহার সহস্রপণ দণ্ড ও গর্দ্দভ মূত্রদ্বারা মস্তক মুণ্ডন হইবে।

বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যদি রক্ষাহীনা ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে উহারা শূদ্রবৎ দণ্ডনীয় হইবে, অথবা দর্ভ বা শরদ্বারা উহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া দগ্ধ করাইবে। ব্রাহ্মণ যদি রক্ষিতা ব্রাহ্মণীতে বলপূর্ব্বক গমন করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের সহস্রপণ দণ্ড, আর সকামা ব্রাহ্মণী গমনে উহার ৫০০ পণ দণ্ড হইবে। প্রাণান্তিক দণ্ড না হইয়া ব্রাহ্মণের মস্তকমুণ্ডন দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ সকলপাপযুক্ত হইলেও তাহাকে সমস্ত ধনের সহিত অক্ষত শরীরে নির্ব্বাসন করিবে। বৈশ্যরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া স্ত্রী গমন করিলে এবং ক্ষত্রিয় যদি ঐরূপ বৈশ্যস্ত্রীতে সঙ্গত হয়, তাহা হইলে অরক্ষিতা ব্রাহ্মণীগমনে যে দণ্ড উভয়েরই সেই দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ যদি রক্ষিতা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা স্ত্রীগমন করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের সহস্র পণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য যদি অরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া গমন করে, তাহা হইলে বৈশ্যের ৫০০ পণ দণ্ড হইবে। ক্ষত্রিয় ঐরূপ গমন করিলে গর্দ্দভমূত্রদ্বারা মস্তকমুণ্ডন, অথবা ৫০০ পণ দণ্ড হইবে। অরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাগমনে ব্রাহ্মণের সহস্র পণ দণ্ড হইবে। চণ্ডালাদি স্ত্রীগমনেও ব্রাহ্মণের ঐ দণ্ড। যে রাজার রাজ্যে দণ্ড ভয়ে চৌর্য্য, পরস্ত্রী গমন, বাক্‌পারুষ্য, সাহস, দণ্ডপারুষ্য প্রভৃতি কেহ আচরণ করে না, সেই রাজা ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন।

কর্ম্মক্ষম ঋত্বিক্‌কে যে যজমান অকারণ ত্যাগ করে এবং নির্দ্দোষ যজমানকে যে পুরোহিত অকারণ পরিত্যাগ করে, এই উভয়েরই একশত পণ দণ্ড হইবে।

"ঋত্বিজং যস্ত্যজেদ্ যাজ্যো যাজ্যঞ্চর্ত্বিক্ ত্যজেদ্যদি।
শক্তং কর্ম্মণ্যদুষ্টঞ্চ তয়োর্দণ্ডঃ শতং শতং॥" (মনু ৮।৩৮৮)

পিতা, মাতা, স্ত্রী ও পুত্র ইহাদের যদি পাতিত্য না থাকে, অথচ মোহপূর্ব্বক কেহ পরিত্যাগ করে, তাহাকে ৬০০ পণ দণ্ড করিবেন।

দ্বিজাতিদিগের গার্হস্থ্যাদি আশ্রমঘটিত শাস্ত্রানুষ্ঠান সম্বন্ধে যদি পরস্পর কোন বিবাদ ঘটে, তাহা হইলে আত্মহিতকামী রাজা তৎক্ষণাৎ কোন দণ্ড স্থির করিবেন না। এই স্থলে যে যে প্রকার সম্ভ্রমের যোগ্য, তাহাকে সেইরূপ পূজা করিয়া সান্ত্বনা দ্বারা তাহাদের ক্রোধের উপশম করিয়া ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে ধর্ম্মব্যবস্থা বুঝাইয়া দিবেন। কোন গৃহস্থ মাঙ্গলিক কার্য্যে ২০ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইলে প্রতিবেশী অথবা তদনন্তরবর্ত্তী অনুবেশী ভোজনার্হ ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ ভোজন করান, তাহা হইলে

রাজা তাহার একমাষা রৌপ্য দণ্ড করিবেন। নিজে শ্রোত্রিয় হইয়া প্রতিবেশী বা অনুবেশী শ্রোত্রিয় সাধুকে যদি কেহ বিবাহাদি ভূতিকার্য্যে ভোজন না করান, তাহা হইলে তাহাকে ভোজনের দ্বিগুণ ভোজ্য দ্রব্য দিতে হইবে, এবং তাহার এক মাষা সুবর্ণ দণ্ড হইবে।

যে সকল পণ্য দ্রব্য রাজার নিজের বলিয়া বিখ্যাত, অথবা যে সকল দ্রব্য দেশান্তরে লইয়া যাইতে রাজা নিষেধ করিয়াছেন, যে ব্যবসায়ী লোভে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় বা দেশান্তরে লইয়া যায়, রাজা তাহার সর্ব্বস্বহরণ করিবেন। রাজা পণ্য দ্রব্যের লভ্যাংশের বিংশতিভাগের এক ভাগ লইবেন। যদি কেহ এই শুল্ক পরিহার জন্ত উৎপথে গমন করে, রাত্র্যাদি সময়ে ক্রয় বিক্রয় করে, কিংবা বিক্রেয় দ্রব্যের সংখ্যা মিথ্যা করিয়া বলে, রাজা উহাদিগকে অপলাপিত রাজদেয়ের অষ্টগুণ দণ্ড করিবেন।

ব্রাহ্মণ যদি প্রভুত্ব এবং লোভে অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণকে পাদধৌত প্রভৃতি দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে রাজা তাহাকে ৬০০ পণ দণ্ড বিধান করিবেন। (মনু ৮ অ°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় দণ্ডবিধি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

রাজা ক্রোধ ও লোভশূন্য হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্যবহার বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া দণ্ডবিধান করিবেন।

দণ্ডপারুষ্য—আঘাত চিহ্ন ও প্রয়োজনাদি পর্য্যালোচনা এবং জন প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া সাক্ষীরহিত বিবাদে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দণ্ড দিবেন। গাত্রে ভস্ম, পঙ্ক, কিংবা ধূলি দিলে দশপণ দণ্ড হইবে। অপবিত্র বস্তু, পাদধৌত ও নিষ্ঠীবন জল স্পর্শ করাইলে পূর্ব্বোক্ত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। সমব্যক্তির প্রতি এই নিয়ম। উৎকৃষ্ট ব্যক্তি বা পরস্ত্রীর প্রতি এই রূপ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড। হীন ব্যক্তির প্রতি এই রূপ করিলে অর্দ্ধ দণ্ড। চিত্তবৈকল্য বা মত্ততাদিবশে ঐ রূপ করিলে দণ্ড হইবে না। স্বজাতিকে প্রহার করিলে বা তদুদ্দেশে পাতুলিলে দশপণ দণ্ড হইবে। পরস্পর হননার্থ শস্ত্র উদ্যত করিলে উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। পদ, কেশ, বস্ত্র কিংবা হস্ত গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে দশপণ দণ্ড হইবে। বস্ত্রদ্বারা বন্ধন, গাঢ়মর্দ্দন এবং আকর্ষণপূর্ব্বক পাদপ্রহার করিলে, শতপণ দণ্ড হইবে। কাষ্ঠাদি প্রহারে আহত ব্যক্তির রক্তপাত না হইলে ঐ প্রহর্ত্তা ব্যক্তির ২২ পণ, আর রক্তপাত হইলে ইহার দ্বিগুণ অর্থ দণ্ড হইবে। হস্ত, পাদ কিংবা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে, কর্ণ বা নাসা ছেদন করিলে, পূর্ব্ব ব্রণ অধিক বাড়াইয়া দিলে, আর যাহাতে মানুষ মৃতকল্প হয়, সেইরূপ তাড়ন করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে। গমন, ভোজন এবং কথা কহা বন্ধ করিলে, চক্ষু ও জিহ্বা ফুড়িয়া দিলে এবং গ্রীবা, বাহু, কিংবা উরু ভাঙ্গিয়া দিলে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে।

যে অপরাধে একজনের যে দণ্ড হইয়াছে, বহুজনে মিলিত হইয়া একজনকে প্রহার করিলে সেই অপরাধে তদপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। পরের ভিত্তি মুদ্গরাদি দ্বারা অভিহত, বিদারিত, দ্বিধাকৃত এবং ভূমিশায়িত করিলে তাহার যথাক্রমে পাঁচ দশ ও বিংশতিপণ দণ্ড হইবে এবং গৃহস্বামীকে পুনঃসংস্কারোপযুক্ত ধন দিতে হইবে। যে পরকীয় গৃহে দুঃখজনক কণ্টকাদি নিঃক্ষেপ করে, বিষ সর্পাদিপ্রাণহর দ্রব্য ফেলিয়া দেয়, ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তির ১৬ পণ ও দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে। ছাগাদি ক্ষুদ্র পশুর তাড়না, রক্তপাত, শৃঙ্গাদিচ্ছেদন এবং করচরণাদি অঙ্গচ্ছেদন করিলে যথাক্রমে দুইপণ, চতুষ্পণ এবং অষ্টপণ দণ্ড হইবে। উহাদিগের লিঙ্গচ্ছেদন কিম্বা হত্যা করিলে মধ্যমসাহসদণ্ড হইবে। গবাদিমহাপশুর এই সকল করিলে উহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে।

যে সাধারণ বস্তুর অপলাপ করে এবং দাসীর গর্ভ বিনষ্ট করে, ত্যাগের উপযুক্ত কারণ ভিন্ন পিতামাতা প্রভৃতিকে ত্যাগ করে, তাহার শতপণ দণ্ড হইবে। রজক শোধনার্থ সমর্পিত পরকীয় বস্ত্র পরিধান করিলে তিনপণ দণ্ড, বিক্রয় করিলে, ভাড়া দিলে, বন্ধক রাখিলে বা বান্ধবদিগকে পরিতে দিলে দশপণ দণ্ড হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ না জানিয়া কেবল জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কোন পশুপক্ষীকে মিথ্যা চিকিৎসা করিলে, চিকিৎসকের প্রথম সাহস দণ্ড, সাধারণ মনুষ্যকে ঐ রূপ করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড এবং রাজপুরুষকে ঐ রূপ করিলে উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য° ২ অ°)

এখন আর ঐ সকল দণ্ডবিধি প্রচলিত নাই। বৃটীশ গবর্মেণ্ট এখন নূতন নূতন দণ্ডবিধি আইন চালাইয়াছেন।

২৪ কৌরব পক্ষীয় একজন বীর। ইহার ভ্রাতার নাম দণ্ডধার। দণ্ডধারের মৃত্যুর পর ইনি অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হন। (ভারত কর্ণ ১৯ অ°) ২৫ দ্বাপরের একজন রাজা। (ভারত আদি° ৬৭ অ°)

২৬ ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্রমধ্যে একটী পুত্র, ইনি শুক্রাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। ২৭ ধর্ম্মের পুত্র, ক্রিয়াগর্ভসম্ভূত। ২৮ দণ্ডয়তি কর্ত্তরি অচ্। রাজা, দণ্ডবিধানকর্ত্তা।

দণ্ডক (পুং ক্লী) দণ্ডইব কায়তি কৈ-ক। ১ ছন্দোভেদ, এই

ছন্দের প্রত্যেক পাদে ২৭টী করিয়া অক্ষর হইবে। ইহার লক্ষণ—"যদিহ নযুগলং ততঃ সপ্তরেফাস্তদা চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাতো ভবেদ্দণ্ডকঃ।" (বৃত্তরত্নাকর)

এই ছন্দের প্রত্যেক চরণের প্রথম হইতে ৬, ৮, ১১, ১৪, ১৭, ২০, ২৩ ও ২৬ বর্ণ লঘু, এতদ্ভিন্ন অন্যবর্ণ গুরু। (১) উদাহরণ—

"প্রলয়ঘনঘটামহারম্ভমেঘালী চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাতাকুলং গোকুলং সপদি সমবলোক্য সব্যেন হস্তেন গোবর্দ্ধনং নাম শৈলং দধল্লীলয়া। কমলনয়নরক্ষরক্ষেতি গর্জ্জদ্ব্রজসম্মুগ্ধগোপাঙ্গনালিঙ্গনানন্দিতো গলদভিনবধাতুধারাবিচিত্রাঙ্গরাগো মরারাতিরস্তু প্রমোদায় বঃ॥"

আরও একপ্রকার দণ্ডক ছন্দ আছে, ইহার প্রত্যেক চরণেও ২৭টী করিয়া চরণ থাকিবে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ এই—প্রথম হইতে ৬, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ১৯, ২২, ২৫ এই কয়টী বর্ণ লঘু, এতদ্ভিন্ন অন্য সকল বর্ণ গুরু। ইহার লক্ষণ—

"প্রচিতকসমভিধো ধীরধীভিঃ স্মৃতো দণ্ডকো নদ্বয়াদুত্তরৈঃ সপ্তভির্যৈঃ।" (বৃত্তরত্নাকর)

২ ইক্ষ্বাকুরাজের পুত্রভেদ।

"দণ্ডকোনৃপতিঃ কামাৎ ক্রোধাচ্চ জনমেজয়ঃ" (কামন্দকী)

ইনি শুক্রাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। ইনি কোন সময়ে গুরুকন্যার কৌমার্য্যধর্ম্ম নষ্ট করেন, শুক্রাচার্য্য জানিতে পারিয়া ইহাকে শাপ দেন, এই শাপে পুরীর সহিত দগ্ধ হন, পরে ইহার রাজ্য অরণ্য হইয়া যায় এবং তাহা দণ্ডকারণ্য নামে বিখ্যাত হয়। (রামা°)

৩ বাতরোগ বিশেষ, এই রোগে পাণি, পাদ, শির, পৃষ্ঠ, শ্রোণি প্রভৃতি স্থানে দণ্ডদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে যেরূপ বোধ হয়, সেইরূপ বায়ু ঐ সকল স্থান স্তব্ধ করিতে থাকে, এইরূপ হইলে তাহাকে দণ্ডক বলে।

"পাণিপাদশিরঃ পৃষ্ঠশ্রোণিস্তম্ভাতিমারুতঃ।
দণ্ডবৎস্তব্ধগাত্রস্তু দণ্ডকঃ সোঽহুপক্রমঃ॥" (ভাবপ্র°)

দণ্ডকন্দক (পুং) দণ্ডবৎ কন্দোমূলং যস্য। ধরণীবৃক্ষ, ভূমিকন্দ। (রাজনি°)

দণ্ডকর্তৃ (ত্রি) দণ্ডস্য কর্ত্তা। দণ্ডবিধায়ক, যিনি দণ্ড বিধান করেন।

দণ্ডকর্ম্মন্ (ক্লী) দণ্ডস্য কর্ম্ম। দণ্ডবিধায়ক কার্য্য।

দণ্ডকল (পুং) ছন্দোভেদ।

দণ্ডকা (স্ত্রী) দণ্ডক স্ত্রীলিঙ্গত্বাদত্র টাপ্। নাগবলালতা।

দণ্ডকাক (পুং) দণ্ডো যমদণ্ডইব কাকঃ। অমঙ্গলসূচকত্বাৎ অস্য তথাত্বং। দ্রোণকাক, দাঁড়কাক।

দণ্ডকারণ্য (ক্লী) দণ্ডকং নাম অরণ্যং। জনস্থান, দণ্ডকাবন, দণ্ডক নামক নৃপতির রাজ্য, শুক্রাচার্য্যের শাপে এই রাজ্য অরণ্য হইয়া যায়। গোদাবরীতীরস্থিত বিশাল অরণ্যানী, এই অরণ্যে রামচন্দ্র বনবাস সময়ে চতুর্দ্দশ বর্ষ অবস্থান করিয়াছিলেন, এই স্থান হইতেই রাবণ সীতাকে হরণ করে, এই অরণ্যের বহু অংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এই স্থান অতি রমণীয়। (রামা°) [দাক্ষিণাত্য শব্দ ও দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র দেখ।]

"কাযোধ্যায়াঃ পুনরুপগমো দণ্ডকায়াবনে বঃ।" (উত্তরচরিত)

দণ্ডকাষ্ঠ (স্ত্রী) দণ্ডার্থং কাষ্ঠং। দণ্ডের নিমিত্ত কাষ্ঠ, দণ্ড সম্বন্ধীয় কাষ্ঠ। [দণ্ড দেখ।]

দণ্ডগৌরী (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। "উর্ব্বশী মিশ্রকেশী চ দণ্ডগৌরী বরুথিনী।" (ভারত বনপ° ৪৩ অ°)

দণ্ডগ্রহণ (ক্লী) দণ্ডস্য গ্রহণং। সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন, এই আশ্রমীদিগের হস্তে আশ্রম চিহ্নস্বরূপ এক এক গাছি দণ্ড থাকে।

দণ্ডগ্রাহ (ত্রি) দণ্ডং গৃহ্লাতি গ্রহ-অণ্। দণ্ডধারক।

দণ্ডঘ্ন (ত্রি) দণ্ডেন দেহেন হন্তি হন-টক্। দণ্ডপারুষ্যকর্ত্তা, যিনি দৈহিক দণ্ডবিধান করেন।

"যস্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্॥" (মনু ৮।৩৮৬)

যে রাজার রাজ্যে চোর, পরস্ত্রীগামী, দণ্ডপারুষ্যকারী প্রভৃতি লোক না থাকে, সেই রাজা ইন্দ্রতুল্য।

দণ্ডচক্র (পুং) ১ পুরোণোক্ত অস্ত্রভেদ। ২ সৈন্যবিভাগভেদ।

দণ্ডচক্রাদিন্যায় (পুং) ন্যায়ভেদ, একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ঘটত্বাদির প্রতি যেমন দণ্ডচক্র প্রভৃতির কারণতা আছে। [ন্যায় দেখ।]

দণ্ডঢক্কা (স্ত্রী) দণ্ডা তাড্যমানা ঢক্কা। বাদ্যবিশেষ, দামামা, নাগরা। পর্য্যায়—নালী, ঘটী, যামনালী, যমেরুকা, যামঘোষ, দন্দম, দুন্দুভি, দুন্দু, গভীরিকা। (শব্দর°)

দণ্ডতাম্রী (স্ত্রী) দণ্ডেন তাড্যমানা তাম্রী তাম্রনির্ম্মিতবাদ্যং। তাম্রীবাদ্যভেদ। (শব্দর°) জলঘড়ী।

দণ্ডত্ব (ক্লী) দণ্ডস্য ভাবঃ ভাবে ত্ব। দণ্ডতা, দণ্ডের ভাব।

দণ্ডদাস (পুং) দণ্ডাদি ধনশুদ্ধ্যর্থং দাসঃ। রাজকৃত দণ্ড শুদ্ধির জন্য যে দাস্য স্বীকার করে। রাজা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন অথচ দিবার ক্ষমতা নাই, এই জন্য যাহারা দাসত্ব স্বীকার করে, তাহাদিগকে দণ্ডদাস কহে।

"ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈত্রিকোদণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ॥" (মনু ৮।৪১৫)
[দাস দেখ।]

দণ্ডদেবকুল (ক্লী) দণ্ডদেবস্য কুলং যত্র। ধর্ম্মাধিকরণ, পুলিশ আদালত।

দণ্ডধর (পুং) ধরতীতি ধরঃ পচাদ্যচ্ দণ্ডস্য ধরঃ। ১ যম। ২ রাজা, রাজা লোক সকলের স্থিতির জন্য দণ্ডধারণ করেন, এইজন্য রাজার নাম দণ্ডধর।

"ঈশো দণ্ডস্য বরুণো রাজ্ঞাং দণ্ডধরো হি সঃ।" (মনু)

(ত্রি) ৩ লগুড়ধারক।

দণ্ডধার (পুং) দণ্ডং ধরতি ধৃ-অণ্। ১ যম। ২ রাজা। ৩ স্বনামখ্যাত এক নৃপতি। ইনি ক্রোধবর্দ্ধন অসুরের অংশে জন্মগ্রহণ করেন।

"ক্রোধবর্দ্ধন ইত্যেব যস্তুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দণ্ডধার ইতি খ্যাতঃ সোঽভবন্ মনুজেশ্বরঃ॥"

(ভারত ১।৬৭।৪৭)

ইনি কুরুপাণ্ডব-সমরে দুর্য্যোধনের বিশেষ সহায়তা করেন এবং অর্জ্জুনের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হন। ইহার ভ্রাতা দণ্ডও এই যুদ্ধে নিহত হন। (ভারত কর্ণ ১৯ অ°) ৪ পাণ্ডবপক্ষীয় একজন বীর, ইনি পাঞ্চালবংশীয়। দ্রোণ ও কর্ণের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া অবশেষে কর্ণের হস্তে নিহত হন। (ভারত কর্ণ ৫০অ°) ৫ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১। ৬৭। ১০২)

(ত্রি) ৬ দণ্ডধারক, শাসক।

দণ্ডধারণ (ক্লী) দণ্ডস্য ধারণং ৬-তৎ। ১ দণ্ডগ্রহণ। ২ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন।

দণ্ডধারিন্ (ত্রি) দণ্ডং ধরতি দণ্ড-ধৃ-ণিনি। ১ দণ্ডধর। ২ দণ্ডাশ্রমী, যাহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন।

দণ্ডধৃশ্ (পুং) দণ্ডধারী।

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।" (ভাগ° ৪।২১।১২)

দণ্ডন (ক্লী) দণ্ড-ল্যুট্। দণ্ড দেওয়া, শাসন।

দণ্ডনায়ক (পুং) দণ্ডং রাজ্ঞাং চতুর্থোপায়ং নয়তি নী-ণ্বুল্। ১ সেনাপতি, চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষ। ২ দণ্ডপ্রণেতানৃপ। ৩ দণ্ড দিবার অধিকারী বিচারপতি। ৪ সূর্য্যের একজন অনুচর।

দণ্ডনিপাতন (ক্লী) দণ্ডস্য নিপাতনং। দণ্ড দেওন।

দণ্ডনীতি (স্ত্রী) দণ্ডেন নীয়তে যা বা দণ্ডোনীয়তেঽনয়া, নী কর্ম্মণি করণে বা ক্তিন্। অর্থশাস্ত্র, রাজনৈতিক শাস্ত্র, যাহাতে রাজ্যশাসনসংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম ও উপদেশ আছে। চাণক্যাদি প্রণীত নীতিশাস্ত্র।

"দণ্ডেন নীয়তে চেদং দণ্ডং নয়তি বা পুনঃ।
দণ্ডনীতিরিতি খ্যাতা ত্রীন্ লোকানভিবর্ত্ততে॥" (ভারত)

"একৈব দণ্ডনীতিস্তু বিদ্যেত্যৌশনসী স্থিতিঃ।
তস্যান্তু সর্ব্ববিদ্যানামারম্ভাঃ সমুদাহৃতাঃ॥"

"দমো দণ্ড ইতি খ্যাতস্তাৎস্থ্যাদ্দণ্ডোমহীপতিঃ।
তস্য নীতি র্দণ্ডনীতি র্নয়নান্নীতিরুচ্যতে॥" (কামন্দকী)

এক দণ্ডনীতিতেই ঔশনসী প্রভৃতি বিদ্যা অবস্থিত এবং তাহাতেই সকল বিদ্যার আরম্ভ কথিত হইয়াছে। দমনই একমাত্র দণ্ড, সেই দণ্ডে রাজা অবস্থান করেন, এইজন্য রাজার নামও দণ্ড। রাজা লোকদিগকে যাহা দ্বারা সংস্থাপিত করেন, তাহার নাম দণ্ডনীতি।

মহাভারত শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে—

ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা লোকস্থিতির জন্য দণ্ডনীতি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ঐ নীতিশাস্ত্রে এই সমস্ত আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং মোক্ষের সত্ত্ব, রজ ও তম নামে তিনবর্গ, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও সমানত্ব নামে দণ্ডজ ত্রিবর্গ, চিত্ত, দেশ, কাল, উপায়, কার্য্য ও সহায় নীতিজ ষড়্বর্গ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও কৃষিবাণিজ্যাদি জীবিকাকাণ্ড, অমাত্যরক্ষার্থ নিযুক্ত চর ও গুপ্তচরগণের বিষয়, রাজপুত্রের লক্ষণ, চরগণের বিবিধোপায়, সাম, দাম, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, ভেদকারণ, মন্ত্রণা ও বিভ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়, সৎকার ও বিত্তগ্রহণার্থ অধম মধ্যম ও উত্তম এই তিনপ্রকার সন্ধি, চতুর্ব্বিধ যাত্রাকাল, ত্রিবর্গের বিস্তার, ধর্ম্মযুক্ত বিজয়, অর্থদ্বারা বিজয় ও আসুরিক বিজয়, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও কোষ এই পঞ্চবর্গের ত্রিবিধ লক্ষণ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সেনার বিষয়, অষ্টবিধ গূঢ় বিষয়প্রকাশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ভারবহ, চর, পোত ও উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ সেনাঙ্গ, বস্ত্রাদি ও অন্নাদিতে বিষযোগ, অভিচার, অরি, মিত্র ও উদাসীনের বিষয়, পথগমনের গ্রহনক্ষত্রাদিজনিত সকল গুণ, ভূমিগুণ, আত্মরক্ষা, আশ্বাস, রথাদি নির্ম্মাণের অনুসন্ধান, মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রণসজ্জার উপায়, বিবিধ ব্যূহ, বিচিত্র যুদ্ধকৌশল, ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপাত, উল্কা প্রভৃতি পতন, সুপ্রণালীক্রমে যুদ্ধ, পলায়ন, অস্ত্রশস্ত্রের শাণপ্রদান, অস্ত্রজ্ঞান, সৈন্যব্যসন, মোচন, সৈন্যের হর্ষোৎপাদন, পীড়া, আপদ্‌কাল, পদাতিজ্ঞান, খাতখনন, পতাকাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক শত্রুর অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারণ, চোর, উগ্রস্বভাব, অরণ্যবাসী, অগ্নিদাতা, বিষপ্রযোক্তা, প্রতিরূপকারী, প্রধান ব্যক্তির ভেদ, বৃক্ষচ্ছেদন, মন্ত্রতন্ত্রাদিপ্রভাবে হস্তিদিগের বলহ্রাস, শঙ্কা উৎপাদন, অনুরক্ত ব্যক্তির আরাধন ও বিশ্বাস জনন দ্বারা পররাষ্ট্রে পীড়াপ্রদান, রাজ্যের হ্রাস বৃদ্ধি ও সমতা, কার্য্যসামর্থ্য, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, শত্রুমধ্যস্থিত মিত্রের সংগ্রহ, বলবানের পীড়ন ও বিনাশ-সাধন, সূক্ষ্ম ব্যব-

হার, খলের উন্মূলন, ব্যায়াম, দান, দ্রব্যসংগ্রহ, অভৃত ব্যক্তির ভরণপোষণ, ভৃতব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণ, যথাকালে অর্থদান, ব্যসনে অনাসক্তি, ভূপতির গুণ, সেনাপতির গুণ, ত্রিবর্গের কারণ ও গুণ, দোষ, অসৎ অভিসন্ধি, অনুগতদিগের ব্যবহার, সকলের প্রতি আশঙ্কা, অনবধানতা-পরিহার, অলব্ধ বিষয়ের লোভ, লব্ধ বস্তুর বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধ ধনের বিধানানুসারে সৎপাত্রে দান, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং ব্যসন বিনাশের নিমিত্ত অর্থদান, মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, সুরাপান ও স্ত্রীসম্ভোগ এই চারিপ্রকার কামজ, আর বাক্‌পারুষ্য, উগ্রতা, দণ্ডপারুষ্য, নিগ্রহ, আত্মত্যাগ ও অর্থদূষণ এই ৬ প্রকার ক্রোধজ, এই সমুদায়ে দশপ্রকার ব্যসন, বিবিধযন্ত্র ও কার্য্যযন্ত্র, চিহ্নবিলোপ, চৈত্যচ্ছেদন, অবরোধ, কৃষ্যাদি কার্য্যের অনুশাসন, নানাপ্রকার উপকরণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধোপায়, পণব, আনক, শঙ্খ ও ভেরী দ্রব্যোপার্জ্জনের এই ৬ প্রকার দ্রব্য, লব্ধ রাজ্যে শান্তিস্থাপন, সাধুলোকের পূজা, বিদ্বান্ লোকের সহিত আত্মীয়তা, দান ও হোমের পরিজ্ঞান, মাঙ্গল্য বস্তুর স্পর্শ, শরীরসংস্কার, আহার, আস্তিকতা, একপথ ধরিয়া উন্নতিলাভ, সত্য ও মধুর বাক্য, সামাজিক উৎসব, গৃহকার্য্য, চত্বরাদিস্থানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহারের অনুসন্ধান, ব্রাহ্মণের অদণ্ডনীয়তা, যুক্ত্যনুসারে দণ্ডবিধান, অনুজীবিগণের মধ্যে জাতি ও গুণগত পক্ষপাত, পৌরজনের রক্ষাবিধান, দ্বাদশ রাজমণ্ডল বিষয়ক চিন্তা, দ্বিসপ্ততি প্রকার শারীরিক প্রতীকার, দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপায়, অর্থস্পৃহা, কৃষ্যাদি প্রভৃতি মূলকার্য্যের প্রণালী, মায়াযোগ, নৌকা-নিমজ্জনাদি দ্বারা নদীর পথরোধ প্রভৃতি। এই শাস্ত্রদ্বারা জগতের যাবতীয় লোক দণ্ডপ্রভাবে পুরুষার্থ ফললাভে সমর্থ হইবে, এই জন্য ইহার নাম দণ্ডনীতি। এই দণ্ডনীতিতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ নিহিত আছে। ব্রহ্মা প্রথমে লক্ষাধ্যায় দণ্ডনীতি প্রণয়ন করেন, পরে প্রজাবর্গের আয়ুর অল্পতা বুঝিতে পারিয়া সংক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন। মহেশ্বর ইহা দশ সহস্র অধ্যায়ে প্রকাশ করেন। ঐ সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র বৈশালাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। পরে ইন্দ্র তাহাকে ৫ হাজার অধ্যায়ে বর্ণন করেন, ইহা বাহুদণ্ডক নামে বিখ্যাত হয়। বৃহস্পতি এই বাহুদণ্ডক গ্রন্থ তিনি সহস্র অধ্যায়ে প্রচার করেন এবং ইহা বার্হস্পত্যনামে প্রসিদ্ধ হয়। পরিশেষে শুক্রাচার্য্য এই শাস্ত্রকে এক সহস্র অধ্যায়ে রচনা করেন। এইরূপে জগতে প্রচারিত হয়। এক দণ্ডনীতিপ্রভাবেই জনসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। (ভারত ভীষ্মপ° ৫৯ অ°)

দণ্ডনীয় (ত্রি) দণ্ড-অনীয়র্। দণ্ডের যোগ্য, দণ্ড্য, দণ্ডার্হ।

দণ্ডনেতৃ (ত্রি) দণ্ডং নয়তি দণ্ড-নী-তৃচ্। দণ্ডবিধাতা, দণ্ডের নেতা।

দণ্ডপ (পুং) দণ্ডেন পাতি পা-ক। দণ্ড দ্বারা পালক রাজা। যিনি দণ্ডদ্বারা শাসন করেন।

দণ্ডপাংশুল (পুং) দণ্ডেন দণ্ডধারণেন পাংশুলঃ নীচঃ। দ্বারপাল, দৌবারিক, দ্বারী, দরোয়ান।

দণ্ডপাণি (পুং) দণ্ডঃ যষ্টিঃ পাণৌ যস্য। ১ যম, ইনি সর্ব্বদা দণ্ড হস্তে বিরাজমান থাকেন। ২ কাশীস্থিত ভৈরবভেদ। পূর্ণভদ্র নামে একজন যক্ষ মহাদেবের আরাধনা করিয়া একটী পুত্র লাভ করেন, এই পুত্রের নাম হরিকেশ। হরিকেশ বাল্যাবধি মহাদেবের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। পরে মহাদেবের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন, এই রূপে অনেক দিন অতীত হইল। মহাদেব ইহার তপস্যায় প্রীত হইয়া নন্দীর হস্তধারণপূর্ব্বক পার্ব্বতীর সহিত হরিকেশের তপস্যাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং হরিকেশের গাত্রস্পর্শ করিলেন, ইহাতে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল এবং হরিকেশ সম্মুখে অভীষ্ট দেবতাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দ বিহ্বল হইয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিল। মহাদেব ইহাকে বলিলেন, যক্ষ! তুমি এইস্থানে দণ্ডধর হও, আজ হইতে তুমি এই কাশীর দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালক হও এবং তুমি আজ হইতে দণ্ডপাণি নামে বিখ্যাত হও। আমার আজ্ঞায় সম্ভ্রম ও উদ্ভ্রম নামে গণদ্বয় সর্ব্বদা তোমার অনুগামী হইয়া থাকিবে। এই কাশীবাসিগণের গলে সুনীল রেখা, হস্তে সর্পবলয়, ভালে লোচন, পরিধানে কৃত্তিবাস, মস্তকে পিঙ্গল জটা, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, কপালে চন্দ্রকলা এবং বাহনার্থ বৃষ প্রদান করিয়া অন্তিমকালীন বেশ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। তোমার অধীন এই ক্ষেত্রমধ্যে তোমার আরাধনা না করিয়া কেহই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। যিনি আমাতে ভক্তিমান্ হইবেন, তিনি অগ্রে তোমার পূজা দিবেন। দেবগণ ও মানবসমূহের মধ্যে তুমিই প্রধান পূজনীয় হও, তুমি দুষ্টের দণ্ডবিধান এবং ভক্তদিগকে অভয় প্রদান করিয়া আমার সম্মুখে দক্ষিণদিকে অবস্থান কর। মহাদেব দণ্ডপাণিকে এইরূপে বর দিয়া আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন। দণ্ডপাণি মহাদেবের আদেশে এইরূপে কাশীপুর শাসন করিতেছেন। (কাশীখ° ৩২ অ°) ৩ স্বনামখ্যাত চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। (মৎস্যপু° ৫০।৮৭) ৪ বুদ্ধমূর্ত্তিভেদ।

দণ্ডপাত (পুং) দণ্ডস্য পাতঃ। সন্নিপাতরোগবিশেষ। ইহার

লক্ষণ—"নক্তং দিবা ন নিদ্রামুপৈতি গৃহ্নাতি মূঢ়ধীর্নভসঃ।
উত্থায় দণ্ডপাতো ভ্রমাতুরো সর্বতো ভ্রমতি॥" (ভাবপ্র°)
এই রোগে দিবারাত্রের মধ্যে নিদ্রা হয় না, রোগী সর্বদা ভ্রমাতুরের ন্যায় ভ্রমণ করে ও তাহার বুদ্ধি বিচলিত হয়।

দণ্ডপাতন (ক্লী) দণ্ডস্য পাতনং। দণ্ডনিঃক্ষেপ।

দণ্ডপারুষ্য (ক্লী) দণ্ডেন যৎ পারুষ্যং পরুষতা দণ্ড্যতেঽনেনেতি দণ্ডোদেহস্তেন যৎ পারুষ্যং বিরুদ্ধাচরণং। ১ ব্যবহার বিষয়ভেদ, তাড়নাদি।
"পরগাত্রেষ্বভিদ্রোহো হস্তপাদায়ুধাদিভিঃ।
ভস্মাদিভিশ্চোপঘাতো দণ্ডপারুষ্যমুচ্যতে॥" (নারদ)
পর গাত্রে হস্তপাদ ও অস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা যে হিংসা এবং বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি নিঃক্ষেপ করা যায়, তাহাকে দণ্ডপারুষ্য কহে অর্থাৎ দেহের প্রতি যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ করা যায়, তাহারই নাম দণ্ডপারুষ্য। দৈহিক দণ্ডবৎ যাহা কষ্টজনক তাহাকেও দণ্ডপারুষ্য বলা যায়। ২ রাজাদিগের সপ্তপ্রকার ব্যসনের অন্তর্গত ব্যসন বিশেষ। ৩ অষ্টাদশ বিবাদের অন্তর্গত বিবাদ বিশেষ, তাড়নাদি। [দণ্ড দেখ।]
"অতউর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দণ্ডপারুষ্যনির্ণয়ং।" (মনু ৮।২৭৮)

দণ্ডপাল (পুং) দণ্ডং শরীরং পালয়তি পালি-অণ্। ১ মৎস্যভেদ, অর্দ্ধশফর মৎস্য, ডাড়িকোণামাছ। দণ্ডেন পালয়তি পালি-অচ্। ২ দ্বারপাল।

দণ্ডপালক (পুং) দণ্ডপালাৎ কায়তি কৈ-ক। শকুলমৎস্য, শোলমাছ।

দণ্ডপাশক (পুং) ১ প্রধান দণ্ডদাতা, প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারী। ২ ঘাতুক, জল্লাদ।

দণ্ডপাশিক (পুং) জল্লাদ, ঘাতুক, কাঁসুড়ে।

দণ্ডপিঙ্গলক (পুং) দণ্ডঃ দেহঃ পিঙ্গলোঽত্র। উত্তরস্থ দেশভেদ।

দণ্ডবধ (পুং) দণ্ডেন বধঃ। প্রাণদণ্ড।

দণ্ডবালধি (পুং) দণ্ডইব বালধির্যস্য। হস্তী, হস্তীদিগের লাঙ্গুল দণ্ডাকার।

দণ্ডবাহু (ত্রি) দণ্ডইব বাহুর্যস্য। ১ দণ্ডাকার বাহুযুক্ত। ২ একজন কুমারানুচর।

দণ্ডভীতি (স্ত্রী) দণ্ডস্য ভীতিঃ ৬-তৎ। দণ্ডিত হইবার ভয়।

দণ্ডভৃৎ (পুং) চক্রভ্রামণার্থং দণ্ডাদিকং ভ্রমতি ভৃ-কিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ কুম্ভকার। দণ্ডং দমনং বিভর্ত্তি। (ত্রি) ২ দণ্ডধারক।

দণ্ডমৎস্য (পুং) দণ্ডইব মৎস্যঃ। দণ্ডাকার মৎস্যভেদ, শকুল মৎস্য, শোলমাছ। ইহার গুণ—তিক্ত, পিত্তরক্ত ও কফনাশক, শুক্র ও বলবর্দ্ধক।
"দণ্ডমৎস্যো রসে তিক্তঃ পিত্তরক্তং কফং হরেৎ।
বাতসাধারণঃ প্রোক্তঃ শুক্রলো বলবর্দ্ধনঃ॥" (রাজবল্লভ)

দণ্ডমা(ণ)নব (পুং) দণ্ডপ্রধানো মানবঃ মধ্যলো° কর্ম্ম°। দণ্ডপ্রধান জন, বালক।

দণ্ডমাতঙ্গ (পুং) পিণ্ডতগর। (পারস্কর নিঘণ্টু)

দণ্ডমাথ (পুং) দণ্ডাকারো মাথঃ পন্থাঃ। প্রধান পথ।

দণ্ডমাথিক (পুং) দণ্ডমাথং ধাবতি ঠক্। প্রধান পথে ধাবমান ব্যক্তি।

দণ্ডমুদ্রা (স্ত্রী) দণ্ডাকারা মুদ্রা। তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রাভেদ।
"উত্তানোর্দ্ধমুখা মধ্যা সরলা বদ্ধমুষ্টিকা।
দণ্ডমুদ্রা সমাখ্যাতা॥" (তন্ত্রসার)
মুষ্টি বদ্ধ করিয়া মধ্যাঙ্গুলী উত্তানভাবে উর্দ্ধমুখ করিলে এই মুদ্রা হইবে।

দণ্ডযাত্রা (স্ত্রী) দণ্ডায় শত্রুদমনায় যাত্রা যা যাত্রা প্রয়াণং। ১ দিগ্বিজয়। ২ সংযান মিলিত হইয়া গমন। ৩ বরযাত্রা।

দণ্ডযাম (পুং) দণ্ডং যচ্ছতি যম-অণ্। ১ যম। ২ দিন। দণ্ডে ইন্দ্রিয়দমনে যামঃ সংযমো যস্য। ৩ অগস্ত্যমুনি।

দণ্ডযোগ (পুং) দণ্ডবিধান, শাস্তিপ্রদান।

দণ্ডরী (স্ত্রী) দণ্ডং তদাকারং রাতি রা-ক গৌরা° ঙীষ্। ভঙ্গরীবৃক্ষ, এক প্রকার কাঁকুড়।

দণ্ডবৎ (ত্রি) দণ্ডঃ বিদ্যতেঽস্য দণ্ড-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ দণ্ডবিশিষ্ট, দণ্ডধারী। ২ অভিবাদন, নমস্কার।

দণ্ডবাদিন্ (পুং) দণ্ডেন বদতি বদ-ণিনি। ১ দ্বারপাল। (ত্রি) ২ দণ্ডবক্তা, যিনি শাস্তি দিবার ভয় প্রদর্শন করেন।

দণ্ডবার্ক্ষ্য (ক্লী) অবস্থানভেদ।

দণ্ডবাসিক (পুং) দ্বারবান্।

দণ্ডবাসিন্ (পুং) দণ্ডেন বসতি বস-ণিনি। ১ দ্বারপাল। ২ এক গ্রামাধিকৃত জন, এক গ্রামের শাসনকর্ত্তা।

দণ্ডবাহিন্ (পুং) দণ্ডং বহতি বহ-ণিনি। দণ্ডধারক। যিনি দণ্ড বহন করেন।

দণ্ডবিষ্কম্ভ (পুং) দণ্ডঃ মন্থানদণ্ডং বিষ্কভ্নাতি নিবয়াতি যত্র, বি-স্কন্ভ অধিকরণে ঘঞ্, ততোষত্বং। যে স্তম্ভে আকর্ষণার্থ রজ্জুদ্বারা মন্থনদণ্ড আবদ্ধ থাকে, ঘোলমওয়া খুঁটি, পর্য্যায় কুঠর। ঘোলমন্থন করিবার স্তম্ভ।

দণ্ডবিধি (পুং) দণ্ডং বিধীয়তেঽস্মিন্ বি-ধা-কি। দণ্ডবিধান, দণ্ডবিধায়ক আইন। (Criminal law)

দণ্ডবৃক্ষ (পুং) দণ্ডাকারঃ পত্রাদিহীনত্বাৎ বৃক্ষঃ। স্নুহীবৃক্ষ, মনসাগাছ, সিজগাছ, (Euphorbia) স্বার্থে-কন্। দণ্ডবৃক্ষক,

এই বৃক্ষের পাতা প্রভৃতি নাই, দণ্ডের মতন অবস্থিত থাকে, এই জন্য ইহার নাম দণ্ডবৃক্ষ হইয়াছে।

দণ্ডব্যূহ (পুং) দণ্ডসংজ্ঞকোব্যূহঃ। ব্যূহভেদ, দণ্ডাকারে রচিত ব্যূহবিশেষ।

"দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াত্তু শকটেন বা।" (মনু ৭।১৮৭)

'দণ্ডাকৃতিব্যূহরচনাদি দণ্ডব্যূহঃ এবং শকটাদিব্যূহ অপি তত্রাগ্রে বলাধ্যক্ষো মধ্যে রাজা পশ্চাৎ সেনাপতিঃ পার্শ্বয়োর্হস্তিনস্তৎসমীপে ঘোটকাঃ ততঃ পদাতয়ঃ ইত্যেবং কৃতরচনো দীর্ঘঃ সর্ব্বতঃ সমবিন্যাসো দণ্ডব্যূহঃ' (কুল্লূক)

এই ব্যূহ দণ্ডাকারে নির্ম্মাণ করিতে হয় এবং ইহার অগ্র ভাগে সৈন্যাধ্যক্ষ, মধ্যে রাজা, পশ্চাৎ সেনাপতি, উভয়পার্শ্বে হস্তী, তৎসমীপে ঘোটক ও তাহার পর পদাতিগণ অবস্থিত থাকে।

দণ্ডব্রতধর (পুং) দণ্ডরূপব্রতং তস্য ধরঃ। ১ দণ্ডরূপ ব্রতধারী রাজা, যিনি সর্ব্বদা দণ্ডধারণ করিয়া আছেন। ২ দণ্ডধর যম। (ত্রি) ৩ দণ্ডধারক।

"দণ্ডব্রতধরে রাজ্ঞি মুনয়ো ধর্ম্মকোবিদাঃ" (ভাগ° ৪।১৩।১৯)

দণ্ডসংহিতা (স্ত্রী) দণ্ডস্য সংহিতা শাস্ত্রং। দণ্ডবিষয়ক শাস্ত্র, ফৌজদারী আইন। (Penal code.)

দণ্ডসহায় (পুং) দণ্ডে সহায়ঃ। দুষ্ট দমন প্রভৃতিতে রাজার সহায়।

দণ্ডসেন (পুং) ১ পুরুবংশীয় বিষ্বক্সেনপুত্র নৃপভেদ। (হরিবংশ ২০ অ°)

২ দ্বাপরযুগের এক নৃপতি। (ভারত আদিপ° ১ অ°)

দণ্ডস্থান (ক্লী) দণ্ডস্য স্থানং ৬তৎ। দণ্ডের স্থানবিশেষ, মনু দণ্ডের ১০টী স্থান নির্ণয় করিয়াছেন,—উপস্থ, উদর, জিহ্বা, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ধন ও দেহ; রাজা অপরাধানুসারে এই দশ স্থানে দণ্ডবিধান করিবেন।

"দশস্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ সায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমং॥
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ।"
(মনু ৮।১২৪—২৫) [দণ্ড দেখ।]

দণ্ডহস্ত (ক্লী) দণ্ডইব হস্তো বৃন্তরূপো যস্য। তগরপুষ্প। (রাজনি°)

দণ্ডাক্ষ (ক্লী) তীর্থভেদ, এই তীর্থ চম্পানদীর সমীপে, এই স্থলে স্নানদানাদি করিলে গোসহস্র দানের ফললাভ হয়।

"তথা চম্পাং সমাসাদ্য ভাগীরথ্যাং কৃতোদকঃ।
দণ্ডাক্ষমভিগম্যৈব গোসহস্রফলং লভেৎ॥"
(ভারত বনপ° ৮৫ অ°)

দণ্ডাঘাত (পুং) দণ্ডেন আঘাতঃ ৩তৎ। দণ্ডদ্বারা প্রহার, যষ্টিদ্বারা আঘাত।

দণ্ডাজিন (ক্লী) দণ্ডঞ্চ অজিনঞ্চ দ্বয়োঃ সমাহারঃ। ১ যতিদিগের দণ্ড ও মৃগচর্ম্ম। তচ্ছলেন ধার্য্যতয়া অস্ত্যস্য অচ্। ২ শঠতা, কপটতা, কপটীরা বাহিরে দণ্ডাজিন প্রভৃতি ধারণ করে, কিন্তু অন্তঃকরণ শঠতায় পরিপূর্ণ, এইজন্য দণ্ডাজিন শব্দে শঠতা বুঝায়।

দণ্ডাজ্ঞা (স্ত্রী) দণ্ডস্য আজ্ঞা। দণ্ডাদেশ, শাস্তি দিবার হুকুম।

দণ্ডাদণ্ডি (অব্য) দণ্ডৈশ্চ দণ্ডৈশ্চ প্রহৃত্য প্রবৃত্তং যুদ্ধং, ইচ্ সমাসান্তঃ পূর্ব্বপদদীর্ঘঃ। (ইচ্ কর্ম্মব্যতিহারে। পা ৫।৪।১২৭) লাটালাটি, পরস্পর যষ্টিদ্বারা যুদ্ধ। দণ্ডে দণ্ডে প্রহার করিয়া যুদ্ধ।

দণ্ডাদি (ক্লী) দণ্ড আদি র্যস্য। পাণিন্যুক্ত গণভেদ। "দণ্ডাদিভ্যো যৎ" অর্হ অর্থ বুঝাইলে দণ্ডাদি শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। দণ্ড, মুসল, মধুপর্ক, কশা, অর্থ, মেধ, সুবর্ণ, উদক, বধ, যুগ, গুহা, ভাগ, ইভ ও ভঙ্গ ইহারা দণ্ডাদিগণ। (পাণিনি)

দণ্ডাধিপ (পুং) দণ্ডস্য অধিপতিঃ ৬তৎ। দণ্ডাধিপতি রাজা।

দণ্ডাধিপতি (পুং) দণ্ডস্য অধিপতিঃ ৬তৎ। দণ্ডের অধিপতি, রাজা।

দণ্ডাপতানক (ক্লী) বাতরোগ বিশেষ, বায়ু কফাশ্রিত হইয়া যে সময়ে ধমনীতে অবস্থান করে এবং দণ্ডবৎ স্তম্ভিত করে, তখন তাহাকে দণ্ডাপতানক বলিয়া জানিতে হইবে এবং ইহা কষ্টসাধ্য।

"কফাবৃতো যদাবায়ুর্ধমনীষ্বেব তিষ্ঠতি।
সদণ্ডবৎস্তম্ভয়তি কৃচ্ছ্রো দণ্ডাপতানকঃ॥" (ভাবপ্র°)

দণ্ডাপূপন্যায় (পুং) দণ্ডে দণ্ডাকর্ষে অপূপস্য তৎসম্বন্ধস্য কর্ষঃ তৎপ্রতিপাদকন্যায়ঃ। ন্যায়ভেদ, পিষ্টকসংলগ্ন দণ্ডের একদেশ ইন্দুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে পিষ্টক খানিও যে ইন্দুর ভক্ষণ করিয়াছে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোন গৃহস্থ গৃহের এক স্থানে একটী দণ্ডে একখানি পিষ্টক রাখিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছে, পরে আসিয়া দেখিল, দণ্ডটী ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে; ইন্দুর কর্ত্তৃক দণ্ড ভক্ষিত দেখিয়া তৎসন্নিবিষ্ট পিষ্টক ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। কারণ দণ্ড কঠিন পদার্থ, যখন ইন্দুর এত কঠিন দণ্ড খাইতে পারিল, তখন সুকোমল মিষ্ট পিষ্টক অগ্রে না খাইয়া যে দণ্ডমাত্র ভক্ষণ করিয়াছে, ইহা কখনই সম্ভব নহে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, ইন্দুর নিশ্চয় পিষ্টক ভক্ষণ করিয়াছে। এইরূপ কোন ক্লেশসাধ্য কার্য্যের সিদ্ধি দেখিয়া তাহার আনুসঙ্গিক সুসাধ্য কার্য্যের সিদ্ধি অনুমান করাকেই দণ্ডাপূপন্যায় বলা যাইতে পারে। [ন্যায় দেখ।]

দণ্ডার (পুং) দণ্ডং ঋচ্ছতি ঋ-অণ্। ১ বাহন। ২ মত্তহস্তী। ৩ কুম্ভকার চক্র। ৪ যন্ত্রভেদ, শরনিক্ষেপ যন্ত্রবিশেষ, ধনুক।

দণ্ডার্ক (স্ত্রী) চম্পানদীর সমীপস্থ তীর্থভেদ, ইহার পাঠান্তর দণ্ডাক এইরূপ আছে। [দণ্ডাক দেখ]।

দণ্ডাসন (ক্লী) আসনভেদ। (হেম°)

দণ্ডাহত (ক্লী) দণ্ডেন আহতং। ১ তক্র, ঘোল। (ত্রি) ২ দণ্ড দ্বারা তাড়িত।

দণ্ডিক (পুং) দণ্ডোঽস্ত্যস্য দণ্ড-ঠন্। (অত-ইনি-ঠনৌ পা ৫।২।১১৫) ১ দণ্ডধারক, ছড়িবরদার, আসাবরদার। ২ মৎস্যবিশেষ, ডানিকোণামাছ। ইহার গুণ—তিক্ত, কফ, বায়ু ও পিত্তনাশক, লঘু। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ দণ্ডদাতা, নিযামক। "ন তত্র রাজা রাজেন্দ্র ন দণ্ডো ন চ দণ্ডিকঃ।"(ভা°৬।১৯।৩৬)

দণ্ডিকা (স্ত্রী) দণ্ডিক-টাপ্। ১ হার বিশেষ। ২ রজ্জু।

দণ্ডিত (ত্রি) সঞ্জাতো হস্য, দণ্ড—তারকাদিত্বাদিতচ্। কৃতদণ্ড, যে দণ্ড পাইয়াছে। পর্য্যায়—দাপিত, সাধিত। (হেম°)

দণ্ডিন্ (পুং) দণ্ডো হস্ত্যস্য দণ্ড-ইনি। ১ যম। ২ নৃপ। ৩ দ্বারপাল। ৪ মঞ্জুঘাস। ৫ সূর্য্যের পার্শ্বচর ভেদ। ৬ জিনদেব। ৭ দমনক বৃক্ষ। ৮ চতুর্থাশ্রম বিশিষ্ট, দণ্ডাশ্রমী, যাহারা সংন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন। ৯ দণ্ডধারক। ১০ মহাদেব। ১১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ।

১২ সংস্কৃত সাহিত্য জগতের একজন প্রধান কবি। কেহ কেহ ইহাকে ব্যাসের পরই আসন দিতে প্রস্তুত। একটী উদ্ভট শ্লোক আছে—

"জাতে জগতি বাল্মীকে কবিরিত্যভিধীয়তে।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥"

বাল্মীকি হইতেই "কবি" এই শব্দটী হইয়াছে অর্থাৎ বাল্মীকির পূর্ব্বে কেহ কবি এই আখ্যা পান নাই, তাহার পর ব্যাস জন্মগ্রহণ করিলে 'কবী' দুই জন কবি হইল, তাহার পর দণ্ডী হইতেই 'কবয়' তিন জন কবি হইলেন।

কেহ কেহ ঐ শ্লোকটী মহাকবি কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু উহাকে মহাকবি কালিদাসের শ্লোক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কারণ মহাকবি কালিদাসের বহুপরে দণ্ডী প্রাদুর্ভূত হন। তবে কালিদাসনামধারী পরবর্ত্তী কোন ব্যক্তির রচনা হইলে আপত্তি নাই।

উক্ত শ্লোকটী দেখিয়াই কালিদাস অপেক্ষা দণ্ডীকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিতে পারা যায় না। দণ্ডীর রচনা অপেক্ষা কালিদাসের রচনা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। তবে দণ্ডীর সুমধুর, সুললিত ও উত্তম ছন্দোবিন্যাস দৃষ্টে তাঁহাকেও মহাকবি বলিয়া গ্রহণ করা যায়

সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, দণ্ডী তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে দশকুমারচরিত ও কাব্যাদর্শ এই দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। বেশীদিনের কথা নয়, অধ্যাপক পিসৃচেল্ সাহেব প্রকাশ করেন 'শূদ্রকরচিত মৃচ্ছকটিকা নামে যে নাটক আছে, তাহাই দণ্ডীর রচিত তৃতীয় গ্রন্থ। তাঁহার বিশ্বাস দণ্ডী কাব্যাদর্শে (২।৩৬১)

"লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টি র্বিফলতাং গতা।"

এই যে শ্লোকটী লিখিয়াছেন, উহা মৃচ্ছকটিকের প্রথমাঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। দণ্ডী কখন অন্যের শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই। এজন্য মৃচ্ছকটিক দণ্ডীরই রচিত। মৃচ্ছকটিকে যেরূপ মানব-জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্য বর্ণিত হইয়াছে, দণ্ডীর দশকুমারও তদ্রূপ *।"

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ইহার উত্তরে প্রমাণ করিয়াছেন 'উক্ত শ্লোকটী দণ্ডীর নিজের রচিত নহে, অন্যান্য অলঙ্কার শাস্ত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। দণ্ডী কাব্যাদর্শে মহাভারত, শকুন্তলা, শিশুপালবধ হইতেও কোন কোন শ্লোক মূলতঃ বা সামান্যতঃ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"পূর্ব্বশাস্ত্রানি সংহৃত্য প্রয়োগানুপলভ্য চ।
যথাসামর্থ্যমস্মাভিঃ ক্রিয়তে কাব্যলক্ষণম্॥"

পূর্ব্বশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এইবচন দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। এরূপ স্থলে মৃচ্ছকটিকের বচন কাব্যাদর্শে থাকায় মৃচ্ছকটিক দণ্ডীর রচিত বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। বিশেষতঃ দশকুমারচরিতের আড়ম্বরযুক্ত ভাষা ও মৃচ্ছকটিকের সরল ভাষা পর্য্যালোচনা করিলে কিছুতেই এক ব্যক্তির লেখা বলিয়া বোধ হয় না। মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা শূদ্রক যে দণ্ডীর বহুপূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে †।" [শূদ্রক দেখ]।

অনেকের মতে—দণ্ডী খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ বলেন, কাব্যাদর্শে (১।১২) "ছন্দোবিচিত্যাং সকলস্তৎপ্রপঞ্চো নিদর্শিতঃ।" এই বচনে যে 'ছন্দোবিচিতির' উল্লেখ আছে, তাহাই দণ্ডীর তৃতীয় গ্রন্থ। আবার কেহ বলেন, দশকুমারের উত্তরার্দ্ধ দণ্ডীর রচিত নহে।

১৩ সংস্কৃতভাষায় অনাময়স্তোত্ররচয়িতা।

১৪ কাব্যপ্রকাশের একজন টীকাকার।

১৫ নামমালা নামক সংস্কৃতকোষরচয়িতা।

* Pischel's edition of Rudrata's Cringaratilaka and Rayyaka's Sahridayalilā.

† Proc. of the Asiatic Society of Bengal, 1887, p. 198.

দণ্ডিমন্ (পুং) দণ্ডস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ইমনিচ্। দণ্ডভাব, দণ্ডকর্ম্ম।

দণ্ডী, (দণ্ডিন্) হিন্দুদিগের একটী উপাসকসম্প্রদায়। ইহারা দণ্ড (বংশদণ্ড) ও কমণ্ডলু লইয়া ভ্রমণ করেন বলিয়া দণ্ডী নামে অভিহিত। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও দণ্ডী হইবার অধিকার নাই। আবার পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা ও ভার্য্যা বিদ্যমান থাকিতেও দণ্ডী হওয়া যায় না, কেননা তাহাতে প্রত্যবায় আছে।

"স্থিতায়াং যৌবনযুতকান্তায়াং পরমেশ্বরি।
সর্ব্বং হি বিফলং তস্য যঃ কুর্য্যাদ্দণ্ডধারণম্॥
বিদ্যতে পিতরৌ দেবি! যঃ কুর্য্যাদ্দণ্ডধারণম্।
সন্ন্যাসং বিফলং তস্য রৌরবাখ্যং গমিষ্যতি॥
বিদ্যতে বালভাবেন যস্য কান্তা সুত স্তথা।
সন্ন্যাসধারণং তস্য বৃথা হি পরমেশ্বরি।
স গুরুশ্চাপি শিষ্যশ্চ রৌরবাখ্যং প্রপদ্যতে॥"

নির্ব্বাণতন্ত্র ১৩শ পটল।

পিতা, মাতা ইত্যাদি বিহীন হইয়া ব্রাহ্মণ যখন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে নিতান্ত উৎসুক হন, তখন তিনি কোন দণ্ডী গুরুর নিকট গমন করেন। দণ্ডী গুরু তাঁহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিয়া লয়েন এবং তিনি যথার্থই উৎসুক হইয়াছেন বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে মন্ত্রপ্রদান করেন।

মন্ত্রপ্রদানের নিয়ম এই ;—গুরু প্রথমে শিষ্যের শরীরে ফুৎকার দিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন ও তৎপরে অন্নাশনাদি সংস্কারগুলি পুনঃ সম্পাদন করেন। তৎপরে দশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন। শিষ্য এই মন্ত্রকে মূলমন্ত্র বলিয়া জপ করিতে থাকেন। মন্ত্রগ্রহণের সময় শিখা ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া ভস্মীভূত করা হয় এবং পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ করিয়া নূতন নাম গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে যথাবিহিত ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করা হইলে পরে শিষ্য গুরুর নিকট দণ্ড, কমণ্ডলু ও গেরুয়া বস্ত্র প্রাপ্ত হন। এই দণ্ডই দণ্ডিদিগের অত্যন্ত আদরের জিনিস, কেননা তাঁহারা ইহার উপর মহামায়ার কল্পনা করিয়া পূজা করেন।

দণ্ডিগণ গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, ভস্মবিলেপন, রুদ্রাক্ষমালাধারণ ও মস্তক মুণ্ডনাদি করেন। অগ্নি, ধাতু বা ধাতব পাত্রাদি স্পর্শ করেন না, সুতরাং রন্ধন করিয়া খাওয়া ইহাদের পক্ষে অসম্ভব। সঙ্গে যদি কোন ব্রহ্মচারী থাকেন, তবে তাঁহা দ্বারাই রন্ধন করাইয়া ভোজন করেন, অন্যথা কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করেন। শয়নের জন্য ইহাদের একখানি ছোট মাদুর ও উপাধান থাকে। ইহারা দ্বিভোজন, ব্রাহ্মণেতর জাতির অন্নভক্ষণ বা অন্য কোন রূপ পাত্রাবরণ ব্যবহার করেন না। দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত এই সমস্ত নিয়ম পালনপূর্ব্বক তৎপরে দণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়া পরমহংস আশ্রম গ্রহণ করিবার বিধি আছে।

"দ্বাদশাব্দস্য মধ্যে তু যদি মৃত্যুর্ন জায়তে।
দণ্ডং তোয়ে বিনিক্ষিপ্য ভবেৎ পরমহংসকঃ॥"

কিন্তু কেহ কেহ এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের অগ্রে দণ্ড পরিত্যাগ করেন, কেহবা কিছু দিন পর পর্য্যন্তও এ আশ্রমে থাকেন। দণ্ডিগণ সাধারণতঃ বিশুদ্ধাচারী হইলেও তান্ত্রিক দণ্ডীদের গোপনে মদ্যমাংসাদি ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেখা যায় ;—

"পঞ্চতত্ত্বং সদা সেব্যং গুপ্তভাবে জিতেন্দ্রিয়ঃ।" প্রাণতোষিণী।

কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও তান্ত্রিক দণ্ডীদের অনেকে মদ্য মাংসাদি ব্যবহার করেন না। যাঁহারা করেন, তাঁহারাও অতি গুপ্তভাবে করেন।

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই দণ্ডীদের প্রধান ধর্ম্ম। তবে যাঁহারা এরূপ উপাসনা করিতে পারেন না, তাঁহারা শিবাদির উপাসনা করেন।

এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনেকে বেশ বিদ্বান্; তাঁহারা অনেক সময় অধ্যয়নাদিতে ক্ষেপণ করেন। তাঁহারা মীমাংসা, ন্যায়, বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিতে আগমন করেন।

মৃত্যু হইলে দণ্ডীদের শব দাহ হয় না। মৃত্তিকাতে প্রোথিত বা নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়।

কাশীতে এখনও অনেক দণ্ডী দেখিতে পাওয়া যায়। আর এক শ্রেণীর দণ্ডী আছে, ইহারা ঘরবাড়ী দণ্ডী বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা স্ত্রীপুত্র লইয়া বিষয় কর্ম্ম করে। দশনামীদের 'তীর্থ', 'আশ্রম' প্রভৃতি উপাধি লয়। আবার মধ্যে মধ্যে দণ্ড, কমণ্ডলু ও গেরুয়া কাপড় লইয়া তীর্থযাত্রাও করিয়া বেড়ায়। কাশীজেলার অনেক স্থানে এই সম্প্রদায়ের অনেক লোক দেখা যায়। ইহাদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ চলে, কিন্তু নিজ মঠের দণ্ডীর ঘরে বিবাহ করিতে নাই।

ঘরবাড়ী দণ্ডী এ কথাটীও যেন সোণার পাথর বাটীর মত বোধ হয়, কিন্তু এ কথার উপর একটু রহস্য আছে। অনেক সন্ন্যাসীর মুখেই শুনা যায়, কোন সুরসিক দণ্ডী স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লইয়া সংসারী হন। সেই হইতে ঘরবারী দণ্ডী নাম চলিয়া আসিতেছে।

বৈষ্ণব দণ্ডী নামে আর এক শ্রেণীর দণ্ডী আছে, ইহারা ত্রিদণ্ডী অর্থাৎ তিন গাছি দণ্ড একত্র বাঁধিয়া সঙ্গে রাখেন। ইহারা চতুর্ভুজ নারায়ণের উপাসক। শিখা ভিন্ন সমস্ত মস্তক মুণ্ডন, গৈরিক বাস পরিধান, গলদেশে তুলসীকাষ্ঠ ও কমলবীজের মালা এবং যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন। ইহারা বড়ই শুদ্ধাচারী। যথাসময়ে বেদাধ্যয়ন ও নিত্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভোজন, অগ্নিস্পর্শ, কৌপীন ও কমণ্ডলুধারণ এবং ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমস্তই শৈব দণ্ডীদেরই অনুরূপ। কিন্তু কুলাচারী শৈব দণ্ডীদের মত কেহ মদ্যমাংস গ্রহণ করেন না।

দণ্ডোৎপল (ক্লী) দণ্ডযুক্তং উৎপলমিব। বৃক্ষভেদ, (Canscorda decussata) দীর্ঘবৃন্ত পুষ্পক্ষুপ। ডানিপোলা বা ডানকুনী। দণ্ডোৎপল একপ্রকার শাকজাতীয় ক্ষুপ, ইহার উৎপলের ন্যায় কুসুমন্বিত বৃন্ত দণ্ডবৎ দীর্ঘ, এই জন্য ইহাকে দণ্ডোৎপল কহে। পীত, রক্ত ও শ্বেত পুষ্পভেদে ইহা ত্রিবিধ। দণ্ডোৎপল সম্বন্ধে নানা মত ভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহার নাম দণ্ডকলস।

ইহার চলিত কথা ডানিকোনা বা ডানকুনী, উহাকে রাঢ়ে মউরোলা কহে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই উভয় মত সম্বন্ধে দোষ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, দণ্ডোৎপলের প্রাকৃতিক সংজ্ঞা যদি দণ্ডকলস বলা যায়, তাহা হইলে দ্রোণপুষ্পী সম্বন্ধে ব্যাখ্যার বিঘ্ন হয়। দ্রোণপুষ্পীকে কোন দেশে ঘলঘসে, কোন স্থলে হলকসে এবং কোন স্থলে দণ্ডকলসও বলে। যে হেতু দ্রোণ অর্থাৎ কলস তত্তুল্য ফলের গাত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুক্লবর্ণ এক দলযুক্ত পুষ্প বাহির হয়, এজন্য ইহাকে দ্রোণপুষ্পী বা ফলেপুষ্পা এবং উক্ত ফলটী ঠিক গোশীর্ষকাকৃতি, সেইজন্য উহাকে গোশীর্ষকও কহে। উড়িষ্যায় গোঁইচ ও হিন্দুস্থানে গোঁমা নামে প্রসিদ্ধ। যদি এইরূপ আপত্তি করা যায় যে, দণ্ডকলসে ও ঘলঘসিয়াতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তাহাতে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে একজাতীয় ঘলঘসেকে দ্রোণপুষ্পী এবং দণ্ডকলসকে মহাদ্রোণী অর্থাৎ দণ্ডকলসভেদ কহে। এস্থলে ইহাদের ভেদ নিষ্প্রয়োজন। [তত্তৎ শব্দ দেখ।] তাহা হইলে দণ্ডোৎপলের অপভ্রংশ হইতেছে না। দণ্ডোৎপলের অপভ্রংশ ডানীপোলা বা ডানীকোনা এই সংজ্ঞাদ্বয় দৃষ্ট হয় এবং শঙ্খপুষ্পী শব্দের অপভ্রংশ ডানকুনীও দেখা যায়, কিন্তু শঙ্খপুষ্পী দণ্ডোৎপল হইতে পৃথক্ জাতীয় বৃক্ষ। বোধ হয়, তিন জাতীয় দণ্ডোৎপলের মধ্যে শুক্লপুষ্প দণ্ডোৎপল ডানকুনী, পীতপুষ্প দণ্ডোৎপল গোবরী নামক ক্ষুপ, ইহার অপভ্রংশ গোবন্দিনী। অরুণপুষ্প দণ্ডোৎপল তভেদ, কিন্তু ইহা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ উক্ত তিনজাতি পুষ্পই কুকুরসোঁকাজাতীয়। ভাবপ্রকাশে ডানীপোলাকে কুকুন্দরবৃক্ষ, তাহার অপভ্রংশ কুকুরসোঁকা লিখিত। রত্নমালায় কুকুরসোঁকা ভূকদম্ব, গোবরী ও গোচ্ছাল নামে অভিহিত; ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে এই তিন জাতীয় বৃক্ষই দণ্ডোৎপল নহে এবং ইহাদিগের পুষ্পগত বৃন্ত দণ্ডবদ্দীর্ঘ ও পুষ্প উৎপল সদৃশ নহে। এখন দেখা আবশ্যক, কোন জাতীয় তরুকে দণ্ডোৎপল বলা যাইতে পারে। যখন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দীর্ঘবৃন্তযুক্ত উৎপল সদৃশ পুষ্প দণ্ডোৎপল, তখন গাঁদাজাতীয় পুষ্পশাককে দণ্ডোৎপল বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ ইহার পুষ্প উৎপলবৎ এবং বৃন্ত দীর্ঘ বটে, তাহা হইলে সচরাচর প্রাচীরের উপরিভাগে বহুতর গাঁদা জাতীয় একরূপ ক্ষুদ্র বৃক্ষ দেখা যায়। উহার পত্রগুলি সেফালীদল সদৃশ, কিন্তু তদপেক্ষা স্থূল ও অগ্রভাগ ত্রিভাগান্বিত। উহার অগ্রভাগ হইতে একটী দণ্ডবৎ বৃন্ত বাহির হয়, তাহা লার্ড আকৃড়া সদৃশ এবং ঐ বৃন্তোপরি স্বল্প দলযুক্ত চন্দ্রমল্লিকা পুষ্পাকৃতি একরূপ পুষ্প জন্মে। ইহা প্রস্ফুটিত হইয়া শুষ্ক হইলে উক্ত কুসুম মধ্য হইতে শুকবৎ তুলা ছড়াইয়া পড়ে। ইহাই প্রকৃত শ্বেতপুষ্প দণ্ডোৎপল এবং ইহার অপভ্রংশ ডানিপোলা। বহুদলযুক্ত গাঁদাকে পীত দণ্ডোৎপল বলা যাইতে পারে। ঐ জাতীয় অরুণবর্ণের পুষ্পকে অরুণ দণ্ডোৎপল বলা যায়। পীত দণ্ডোৎপলের নামান্তর গোবন্দিনী ও গন্ধবল্লী। ইহার গুণ—ক্ষয়, শ্বাস ও কাসনাশক এবং অগ্নিদীপন। (রাজনি°)

দণ্ডোৎপলা (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্পদণ্ডোৎপল। "দণ্ডোৎপলা সিতৈঃ পুষ্পৈঃ বিশ্বদেবাহরুণা তু সা,"। (দ্রব্যাভিধা°)

দণ্ড্য (ত্রি) দণ্ড কর্ম্মণি যৎ। ১ দণ্ডনীয়। দণ্ডমর্হতি দণ্ডাদিভ্যো যৎ। দণ্ডার্হ, দণ্ডের যোগ্য।

দৎ (পুং) দন্ত পৃষোদরাদি° সাধুঃ। ১ দন্ত। শস্ প্রভৃতি বিভক্তি পরে থাকিলে দন্তশব্দ স্থানে দৎ আদেশ হয়। [দণ্ড দেখ।]

দতিওর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত থানা জেলার মাহিম উপবিভাগের একটী বন্দর। মাহিম হইতে ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্বদিকে, ১৯° ১১´ উত্তর অক্ষা° ও ৭২° ৫০´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। এই বন্দরের নিকট সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজদিগের নির্ম্মিত একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে।

দতিয়া, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য।

২৫° ৩৪´ হইতে ২৬° ১১´ উত্তর অক্ষা° মধ্যে এবং ৭৮° ১১´ হইতে ৭৮° ৫৬´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ-ফল ৮৩৬ বর্গমাইল। ইহার পূর্ব্বে ঝান্সী প্রদেশ এবং আর তিনদিকে গোয়ালিয়র রাজ্য।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের বেসিনের সন্ধি অনুসারে বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য প্রদেশের সহিত দতিয়ারাজ্য পেশোবা কর্ত্তৃক ইংরাজ হস্তে সমর্পিত হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা তথনকার দতিয়ারাজ পরীক্ষিতের সহিত পরস্পর পরস্পরের রক্ষা-বিধান করিয়া এক সন্ধি করেন। রাজা পরীক্ষিতের পর তাঁহার পোষ্যপুত্র বিজয় বাহাদুর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজা বিজয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার পোষ্য-পুত্র ভবানী সিং রাজা হন। ইনিই বর্ত্তমান রাজ্যাধিপতি। ইনি বুন্দেলা রাজপুত; ১৮৪৫ অব্দে ইঁহার জন্ম।

এই রাজ্যের রাজস্ব প্রায় ১০০০০০০৲। সৈনিকবিভাগে ৯৭টী কামান, ১৬০ জন গোলন্দাজ, ৭০০ অশ্বারোহী ও ৩০৪০ পদাতিক সৈন্য আছে। রাজসম্মানার্থ ১৫টী তোপ হয়।

২ বুন্দেলখণ্ডের দতিয়ারাজ্যের প্রধান নগর। আগরা হইতে সাগর পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার উপরে আগরা হইতে ১২৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিম, এবং সাগর হইতে ১৪৮ মাইল উত্তরপশ্চিম, ২৫° ৪০´ উত্তর অক্ষা° ও ৭৮° ৩০´ পূর্ব্ব দাঘি° মধ্যে একটা ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত। সহরের মধ্যস্থলে নানাবিধ ফলবৃক্ষ ও প্রমোদ উদ্যান-সম্বলিত রাজপ্রাসাদ আছে। এখান হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে কতকগুলি জৈনমন্দির দেখা যায়।

দত্ত (ত্রি) দীয়তে ইতি দা-ক্ত। ১ রক্ষিত। ২ কৃতদান; পর্য্যায়—বিসৃষ্ট, বিশ্রাণিত। (শব্দর°) "স্বহস্তদত্তে মুনিমাসনে মুনিশ্চিরন্তনস্তাবদভিন্যবিবিশৎ॥" (মাঘ ১।১৫) দা ভাবে ক্ত। ৩ দান।

"দত্তং সপ্তবিধং প্রোক্তমদত্তং ষোড়শাত্মকং।
পণ্যমূল্যং ভৃতিস্তুষ্ট্যা স্নেহাৎ প্রত্যুপকারতঃ॥
স্ত্রীশুল্কানুগ্রহার্থঞ্চ দত্তং দানবিদো বিদুঃ।" (মিতাক্ষরা)
দত্ত সপ্তবিধ। [দত্তাপ্রদানিক দেখ।]

৪ একজন ঋষি, অত্রির পুত্র বলিয়া দত্তাত্রেয় নামে বিখ্যাত হন। ভাগবত মতে বিষ্ণুর দ্বাবিংশ অবতারের ষষ্ঠ অবতার। এই অবতারে ইনি অলর্ক ও প্রহ্লাদের নিকট আত্মবিদ্যা বর্ণন করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম নিমি। ৫ অগ্নিসিংহনন্দন জিনভেদ। ৬ একজন নৃপতি।

(ভারত ১২।২৯৬।১৫)

৭ যদুবংশীয় রাজাধিদেবের পুত্র। (হরিবংশ ৩৮।২)

৮ বৈশ্যদিগের উপাধিভেদ।

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

৯ ব্রাহ্মণদিগের শর্ম্মন্, ক্ষত্রিয়দিগের বর্ম্মন্, বৈশ্যের দত্ত ও শূদ্রের দাস ঐ কয়টী সাধারণ উপাধি। ১০ অধুনা কায়স্থ প্রভৃতি জাতির উপাধি। গৌড়ে মল্লিকদিগের দত্ত এই উপাধি আছে। (কুলদীপিকা) ১১ পুত্রভেদ।

দত্তক (পুং) দত্তএব স্বার্থে কন্। দ্বাদশবিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্রবিশেষ। দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে একবিধ। চলিত নাম—পোষ্যপুত্র।

দত্তকবিষয়ক অনেক গ্রন্থ আছে যথা—কুবেরা-চার্য্য, কোলপ্পাচার্য্য, নন্দপণ্ডিত ও রামপণ্ডিত রচিত চারিখানি দত্তকচন্দ্রিকা, ব্যাসাচার্য্যের দত্তকদর্পণ, অনন্ত-রামের দত্তকদীধিতি, তাত্যাশাস্ত্রী ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের দত্তকনির্ণয়, অনন্তদেবের দত্তকপুত্রবিধান, নৃসিংহভট্টের দত্তকবিধান, শূলপাণির দত্তকপুত্রবিধি, নন্দপণ্ডিত, মাধবা-চার্য্য ও রামকবি প্রণীত ভিন্ন ভিন্ন দত্তকমীমাংসা, শূলপাণির দত্তকবিবেক, দত্তকল্পলতা, অনন্তদেবের দত্ত-কৌস্তুভ, ধর্ম্মরাজের দত্তরত্নাকর, মাধবপণ্ডিতের দত্তাদর্শ, গঙ্গদেব বাজপেয়ির দত্তকচন্দ্রিকা, নাগোজীভট্টের দত্তক-কৌস্তুভ, কৃষ্ণমিশ্রের দত্তকভাষণ, শ্রীনাথভট্টের দত্তনির্ণয়, দত্তকতিলক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচলিত। ইহার মধ্যে নন্দপণ্ডি-তের দত্তকমীমাংসা এবং দেবানন্দ ভট্ট বা কুবের কৃত দত্তক-চন্দ্রিকা সর্ব্বাপেক্ষা মান্য। এই দুই গ্রন্থ ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশেই তুল্যরূপে প্রামাণ্য ও সমাদৃত হইয়া থাকে। দত্তক বিষয়ে শাস্ত্রে তেমন মতভেদ না থাকিলেও যে যে স্থলে দত্তকমীমাংসার ও দত্তকচন্দ্রিকার মতে অনৈক্য, সে স্থলে দত্তকচন্দ্রিকার মত বাঙ্গালা ও দক্ষিণ প্রদেশের স্থানে স্থানে আদৃত এবং দত্তকমীমাংসার মত মিথিলা ও কাশী অঞ্চলে মুখ্যরূপে গণ্য।

পুত্র না হইলে পিতৃঋণ হইতে উদ্ধার হওয়া যায় না এবং পুন্নাম নরক ভোগ হইয়া থাকে, এইজন্য অপুত্র ব্যক্তি পুত্র গ্রহণ করিবে।

"অপুত্রেণ সুতঃ কার্য্যঃ যাদৃক্ তাদৃক্ প্রযত্নতঃ।
পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোর্নামসংকীর্ত্তনায় চ॥
অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা।
পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতো র্যস্মাত্তস্মাৎ প্রযত্নতঃ॥" (মনু)

অপুত্রক ব্যক্তি শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি ও নামরক্ষার জন্য অতিশয় যত্ন সহকারে পুত্র গ্রহণ করিবে অর্থাৎ যত্ন সহ-

কারে পুত্রপ্রতিনিধি দত্তকাদি গ্রহণ করিবে। পুত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে নাম রক্ষা হয় না এবং পিতৃগণ শ্রাদ্ধ তর্পণাদির অভাবে নিতান্ত অবসন্ন হন, এই জন্য দত্তকাদি পুত্রগ্রহণ অপুত্রব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। পুত্র জন্মিয়া মরিয়া যাইলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু শ্রাদ্ধতর্পণাদি কিছুই সম্পন্ন হয় না, এইজন্য মৃতপুত্র ব্যক্তির অর্থাৎ যাহার পুত্র হইয়া মরিয়া গিয়াছে, এরূপ ব্যক্তিরও পুত্রগ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

"অপুত্রো মৃতপুত্রো বা পুত্রার্থং সমুপোষ্য চ।
জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ।
পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাল্লব্ধুমর্হতি॥" (শৌনক)

'মৃতপুত্রো বা' এই পদদ্বারা মৃতপুত্র ব্যক্তির পুত্রগ্রহণ অবশ্যকর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু যাহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, পৌত্র বা প্রপৌত্র জীবিত আছে, এবংবিধ স্থলে তাহার দত্তকাদিগ্রহণ হইতে পারে কি না? তাহার দত্তকগ্রহণ হইবে না, কারণ পুত্রগ্রহণের উদ্দেশ্য নামরক্ষা, পিতৃগণের শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্য সম্পন্ন হওয়া। পৌত্র বা প্রপৌত্র থাকিলে এ উভয়ই তাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। এই জন্য তাহার পুত্রগ্রহণ হইতে পারে না। অপুত্র ব্যক্তি পুত্রপ্রতিনিধি করিবে। প্রতিনিধি শব্দে ক্ষেত্রজ প্রভৃতি একাদশবিধি পুত্র বুঝায়।

"ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতানেকাদশযথোদিতান্।
পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্ মনীষিণঃ॥" (মনু)

ক্রিয়ার লোপহেতু মনীষিগণ ক্ষেত্রজ প্রভৃতি একাদশবিধ পুত্রকেই পুত্রপ্রতিনিধি কহেন। যেমন ঘৃত ভিন্ন ঘৃতের প্রতিনিধি তৈল কথিত হইয়াছে, সেইরূপ ঔরস পুত্র ভিন্ন এই একাদশবিধ পুত্র পুত্রপ্রতিনিধি বলিয়া গণ্য। ঔরস পুত্র লইয়া পুত্র দ্বাদশবিধ—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও শৌদ্র। [পুত্র দেখ।] পুত্রপ্রতিনিধি অনেক প্রকার হইলেও কলিযুগে শক্তিহীনতা প্রযুক্ত অপুত্রক ব্যক্তি এই সকল প্রকার পুত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না।

"অনেকধা কৃতাঃ পুত্রা ঋষিভি র্যৈঃ পুরাতনৈঃ।
ন শক্যাস্তেঽধুনা কর্ত্তুং শক্তিহীনতয়া নরৈঃ॥"

দত্তপুত্র ভিন্ন কলিতে অন্যবিধ পুত্র প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে না। কলিযুগে ইহা বর্জ্জিত হইয়াছে।

"ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জানাহুর্মনীষিণঃ।"

কলিকালে অপুত্র ব্যক্তির নামরক্ষা ও শ্রাদ্ধতর্পণাদির জন্য একমাত্র দত্তক পুত্রই উপায় স্বরূপ। প্রত্যেক অপুত্রক ব্যক্তিরই দত্তক গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

জন্মপরিগ্রহ করিয়া তিনটী ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া হিন্দু মাত্রেরই আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিদিগের, যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগের ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃদিগের ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। এইজন্য পুত্রোৎপাদন অবশ্য বিধেয়। কিন্তু যাহাদিগের পুত্র হয় নাই, তাহারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, কাজে কাজেই তাহাদের পুত্রপ্রতিনিধি চাই। একাদশবিধ পুত্রপ্রতিনিধির মধ্যে দত্তক ভিন্ন অন্যবিধ পুত্রপ্রতিনিধি কলিতে লওয়া যাইতে পারা যায় না, অতএব কলিতে অপুত্রক ব্যক্তিদিগের দত্তক গ্রহণ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। 'অপুত্র ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিবে' ইহাদ্বারা স্ত্রীদিগের দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই; স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কোন বিধবা স্ত্রী দত্তক লইতে পারে না এবং স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ভিন্ন দত্তক দিতে বা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। স্বামী মৃত্যুকালে যদি অনুমতি দেন, তাহা হইলে পরে ঐ বিধবা স্ত্রী দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে। স্বামী যে কয়টী দত্তকগ্রহণের অনুমতি দিয়া যাইবেন, ঐ স্ত্রী সেই কয়টী দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

"ন স্ত্রী পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বা অন্যত্রানুজ্ঞানাদ্ভর্ত্তুরিতি। অনেন বিধবায়া ভর্ত্রনুজ্ঞানাসম্ভবাৎ অনধিকারো গম্যতে। ন চ সধবায়া স্বর্ত্তত্রনুজ্ঞাপেক্ষা পারতন্ত্র্যাৎ' (দত্তকমীমাংসা)

সধবা স্ত্রী স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া দত্তক গ্রহণ করিতে পারে কি না? এস্থলে সধবা স্ত্রীগণ নিজে কোন কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া সকল কার্য্যই করিতে পারে। স্বামী দত্তকগ্রহণে অনুমতি না দিয়া মৃত হইলে বিধবা স্ত্রীর দত্তক গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অনায়াসেই সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে, এই জন্য দত্তকগ্রহণ নিষ্প্রয়োজন।

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

ইতি মনুনা ব্রহ্মচর্য্যেণৈব তৎপরিহারাভিধানাদিতি সকলমকলঙ্কং" (দত্তকমীমাংসা) 'অপুত্রেণ' অপুত্রক ব্যক্তি এই এক বচন নির্দ্দেশ করায় দুইজন বা তিনজন মিলিত হইয়া এক দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে, এমত নহে। কারণ দত্তক প্রভৃতির দ্বামুষ্যায়ণত্ব স্মরণ বিরুদ্ধ হইয়াছে, এইজন্য তাহা পারিবে না।

"যামুস্তারণকা যে স্যুর্দত্তকক্রীতকাদয়ঃ।
গোত্রদ্বয়েহপ্যনুদ্বাহঃ শুঙ্গশৈশিরয়োর্যথা॥" (দত্তকমীমাংসা)

দত্তকবিধি—ব্রাহ্মণগণ সপিণ্ড হইতে পুত্র সংগ্রহ করিবেন, অর্থাৎ সপিণ্ডের পুত্রকে দত্তক লইবেন। সপিণ্ডের পুত্র যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অসপিণ্ড, অসপিণ্ডের পুত্রের অভাবে সগোত্রের পুত্র দত্তক গ্রহণ করিবেন। যদি সগোত্রের পুত্র না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অসগোত্রের পুত্র গ্রহণ করিবেন, কিন্তু দত্তকগ্রহণে সপিণ্ডের পুত্রই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এইজন্য সপিণ্ডের পুত্রকে দত্তক করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইবেন। সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিকে সপিণ্ড কহে। সপিণ্ড পুত্র না পাইলে সমানোদক পুত্র, সমানোদকের পুত্র না পাইলে সাকুল্যপুত্র, সাকুল্যের পুত্র না পাইলে সগোত্রের পুত্র দত্তক গ্রহণ করিবেন। ইহাও যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভিন্ন গোত্রের পুত্র গ্রহণ করিবেন। এতগুলি বিধি দ্বারা দত্তকের অবশ্যকর্ত্তব্যতাই কথিত হইয়াছে, কিন্তু দৌহিত্র, ভাগিনেয় ও মাতৃস্বসৃপুত্রকে কথনই দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না।

'ব্রাহ্মণানাং সপিণ্ডেষু কর্ত্তব্য পুত্রসংগ্রহঃ।
তদভাবেহসপিণ্ডে বা অন্যত্র তু ন কারয়েৎ॥'

ব্রাহ্মণাদি সপিণ্ড, বা তদভাবে অসপিণ্ড পুত্র গ্রহণ করিবে, কিন্তু অন্যত্র করিবে না, 'অন্যত্র নতু' অন্যস্থলে করিবে না, ইহার অভিপ্রায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির পুত্র দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু 'অন্যত্র' অন্য স্থলে এই শব্দের অর্থ সপিণ্ড ও অসপিণ্ড ভিন্ন অন্যের পুত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না, এইরূপ অর্থ করিলে বচনান্তরের সহিত বিরোধ হয়, কারণ বচনান্তরে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে—

"সপিণ্ডাপত্যকঞ্চৈব সগোত্রজমথাপি বা।
অপুত্রকোদ্বিজোযস্মাৎ পুত্রত্বে পরিকল্পয়েৎ॥
সমানগোত্রজাভাবে পালয়েদন্যগোত্রজং।
দৌহিত্রং ভাগিনেয়ঞ্চ মাতৃস্বসৃসুতং বিনা॥"

অপুত্রক দ্বিজ সপিণ্ডাদির পুত্র গ্রহণ করিবে, তাহা না পাইলে সগোত্র পুত্র এবং সগোত্র না পাইলে অন্য গোত্রজ পুত্র দত্তক গ্রহণ করিবে। কিন্তু দৌহিত্র, ভাগিনেয় ও মাতৃস্বসৃপুত্রকে কথনও দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই জন্য 'অন্যত্র' এই শব্দের অর্থ সবর্ণাতিরিক্ত বুঝিতে হইবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেরই পুত্র দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে, ক্ষত্রিয়াদির পুত্র পারিবে না। ক্ষত্রিয়াদির সম্বন্ধেও এইরূপ জানিতে হইবে। মনু ও বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য ইহাই বলিয়াছেন—

"মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ॥" (মনু)
"সজাতীয়ঃ সুতো গ্রাহ্যঃ পিণ্ডদাতা স রিক্‌থভাক্।
গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রন্তু স লভেত তদৃক্‌থিনঃ॥"
(দত্তকমীমাংসা)

প্রতিগ্রহীতার পুত্র না হইলে পিতা ও মাতা সন্তুষ্টচিত্তে সজাতীয় পুত্র তাহাকে দান করিবেন, তাহারই নাম দত্রিম বা দত্তকপুত্র। সেই সজাতীয় দত্তকপুত্র পিণ্ডতর্পণাদি করিবে, এইজন্য গ্রহীতার ধনভাগী হইবে। দৌহিত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু শূদ্র ইহাদিগকে দত্তক লইতে পারিবে।

"ক্ষত্রিয়াণাং স্বজাতৌ চ গুরুগোত্রসমেহপি বা।
বৈশ্যানাং বৈশ্যজাতেষু শূদ্রাণাং শূদ্রজাতিষু॥
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং জাতিষ্বেব ন চান্যতঃ।
দৌহিত্রো ভাগিনেয়শ্চ শূদ্রৈস্তু ক্রিয়তে সুতঃ॥
ব্রাহ্মণাদিত্রয়ে নাস্তি ভাগিনেয়ঃ সুতঃ কচিৎ।"
(দত্তকমীমাংসা)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা নিজ নিজ বর্ণ হইতে দত্তক গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ইহার অতিক্রম করিতে পারিবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণ ভাগিনেয়াদিকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না, এক মাত্রই শূদ্র ভাগিনেয়াদিকে দত্তক লইতে পারিবে। শূদ্রের সম্বন্ধে ইহা বিশেষ বিধি জানিতে হইবে।

দত্তকদাতা—একপুত্র ব্যক্তি দত্তক দিতে পারিবে না, যাহার অনেকগুলি পুত্র আছে, এরূপ ব্যক্তি পুত্র দান করিবেন। যাহার দুইটী পুত্র আছে, তিনিও পুত্রদান করিতে পারিবেন না, কারণ দুইটী পুত্রের মধ্যে একটীকে দত্তক দিলে এবং একটী থাকিলে, পরে যদি ঐ পুত্রের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহারও নাম লোপ হইবে, পিণ্ডতর্পণাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবে না ও সন্ততি অভাবে পিতৃগণ অবসন্ন হইবেন; এই জন্য দ্বিপুত্র ব্যক্তিও পুত্রদান করিতে পারিবে না।

"নৈকপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং কদাচন।
বহুপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ॥

দ্বিপুত্রস্যাপি পুত্রদানে অপরপুত্রনাশে বংশবিচ্ছেদমাশঙ্ক্যাহ বহুপুত্রেণেতি।" (দত্তকমীমাংসা)

এক পুত্র ব্যক্তি কথনও পুত্রদান করিতে পারিবে না, বহুপুত্র ব্যক্তি পুত্র দান করিবেন। 'বহুপুত্র ব্যক্তি পুত্র দান করিবেন' এই বিধান দ্বারা দ্বিপুত্র ব্যক্তিরও

পুত্রদান নিষিদ্ধ হইল। স্ত্রীগণ স্বামী জীবিত থাকিলে অথবা প্রোষিত বা মৃত হইলে স্বামীর অনুমতি লইয়া পুত্রদান করিবেন, নচেৎ পুত্রদান করিতে পারিবেন না।

নিরপেক্ষ দান—

"দদ্যান্মাতা পিতা বা যং স পুত্রো দত্তকো ভবেৎ।"

মাতা ও পিতা যাহাকে দান করেন, তাহাকে দত্তক বলে। যে স্থলে মাতা ও পিতা প্রীতিপূর্ব্বক একজনের বংশ নাশ হইতেছে দেখিয়া তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া পুত্র দান করেন, তাহাকেই দত্তক বলা যায়।

অর্থাদি দিয়া পিতামাতাকে সন্তোষপূর্ব্বক যে স্থলে পুত্র গ্রহণ করা হয়, তাহাকে দত্তক বলা যায় না। ঐরূপ পুত্র-গ্রহণ ক্রীতপুত্র বলিয়া গণ্য। এইরূপ ক্রীত পুত্র গ্রহণ করিতে নিষেধ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পুত্রপ্রতিগ্রহবিধি—যেদিন পুত্র গ্রহণ করিবে, তাহার পূর্ব্ব-দিন উপবাস করিয়া পুত্রগ্রহণ-দিনে সুবেশে সুসজ্জিত হইয়া বেদপারগ আচার্য্যের সহিত মধুপর্কাদি দ্বারা রাজা ও দ্বিজাতি-দিগকে পূজা করিবে, সকল আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে সুমিষ্ট ভোজনাদি দ্বারা পরিতোষ করাইবে।

পরে বন্ধুদিগের সহিত দাতার সমক্ষে গমন করিয়া 'পুত্রং দেহি' আমাকে পুত্র দান করুন, এই বলিয়া পুত্র প্রার্থনা করিবে। দাতা যদি পুত্রদানে সমর্থ হন, তাহা হইলে গ্রহীতা পুত্রদানপ্রয়োগবিধি অনুসারে পুত্র গ্রহণ করিবেন। 'দেবস্য ত্বাদি' মন্ত্র দ্বারা পুত্রকে গ্রহণ করিতে হয়, ঋক্‌ত্রয় জপ করিয়া শিশুর মস্তক আঘ্রাণ করিবেন, পরে নৃত্যগীত প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করিবেন।

"শৌনকোঽহং প্রবক্ষ্যামি পুত্রসংগ্রহকারণং।
অপুত্রো মৃতপুত্রো বা পুত্রার্থং সমুপোষ্য চ ॥
বাসসী কুণ্ডলে দত্ত্বা উষ্ণীষং চাঙ্গুলীয়কং।
আচার্য্যং ধর্ম্মসংযুক্তং বৈষ্ণবং বেদপারগং ॥
মধুপর্কেন সংপূজ্য রাজানশ্চ দ্বিজান্ শুচীন্।
'দাতুঃ সমক্ষং গত্বা চ পুত্রং দেহীতি যাচয়েৎ।
দানে সমর্থো দাতা হস্মৈ যো যজ্ঞেনেতি পঞ্চভিঃ ॥"

(দত্তকমীমাংসা)

পরে আচার্য্যকে দক্ষিণা দিতে হইবে। রাজা দত্তকগ্রহণ করিলে রাজ্যার্দ্ধ অর্থাৎ যে পরিমাণ আয়, তাহার অর্দ্ধেক দক্ষিণা দিবেন। বৈশ্যাদি যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। গ্রহীতা দত্তক গ্রহণ করিয়া স্বশাখোক্ত বিধি দ্বারা ঐ দত্তকের পিতৃকর্ত্তৃক কোন সংস্কারকার্য্যাদি সম্পন্ন করিবেন। যদি সংস্কার হইয়া থাকে, তাহা হইলে দত্তকগ্রহীতার পুনর্ব্বার আর সেই সংস্কারকার্য্য করিতে হইবে না। যদি কোন সংস্কার কার্য্য না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সমস্ত সম্পন্ন করিতে হইবে।

যে বালকের চূড়াকরণ সংস্কার পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাকে আর দত্তক দিতে পারিবে না। এই জন্য বালকের পঞ্চম বর্ষের পূর্ব্বেই দত্তক গ্রহণ করা উচিত।

"পিতুর্গোত্রেণ যঃ পুত্রঃ সংস্কৃতঃ পৃথিবীপতে।
আচূড়ান্তং ন পুত্রঃ স পুত্রতাং যাতি চান্যতঃ ॥
চূড়াদ্যা যদি সংস্কারা নিজ গোত্রেণ বৈ কৃতাঃ।
দত্তাদ্যাস্তনয়াস্তে স্যু রন্যথা দাস উচ্যতে ॥
ঊর্দ্ধন্তু পঞ্চমাদ্বর্ষাৎ ন দত্তাদ্যা সুতা নৃপ।" (দত্তকমীমাংসা)

দত্তক কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধনির্ণয়—দত্তকগ্রহণের পর যদি গ্রহীতার পুত্র হয়, তাহা হইলে এবং উহার মৃত্যু হইলে সপিণ্ডীকরণান্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধে দত্তকের অধিকার নাই। ইহাতে জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ নিয়ম রক্ষিত হয় না, দত্তক জ্যেষ্ঠ হইলে ঔরস পুত্র সত্বে সপিণ্ডীকরণান্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না। অন্যান্য কার্য্য পুত্রবৎ করিতে পারিবে।

দত্তকাশৌচ—দত্তকের জননকুলে কেহ মরিলে তাহার অশৌচ হয় না। কেবল গ্রহীতৃকুলে জনন ও মরণে ত্রিরাত্রা-শৌচ, অর্থাৎ গ্রহীতা প্রভৃতি ব্যক্তিগণের যথাসম্ভব, জনন ও মরণ হইলে দত্তক, দত্তকপত্নী ও তৎপুত্রাদির যথাসম্ভব জনন ও মরণ হইলে গ্রহীতা প্রভৃতির তিন দিন অশৌচ হইবে।

দত্তক যদি সপিণ্ড হয়, তাহা হইলেও অশৌচ তিনদিন, সম্পূর্ণাশৌচ হইবে না।

"ভিন্নগোত্রাঃ পৃথক্ পিণ্ডাঃ পৃথক্‌বংশকরাঃ সুতাঃ।
জননে মরণে চৈব ত্র্যহাশৌচস্য ভাগিনঃ ॥
ভিন্নগোত্রঃ সগোত্রো বা নীতঃ সংস্কৃত্য চেচ্ছয়া।
জননে মরণে তস্য ত্র্যহাশৌচং বিধীয়তে ॥" (দত্তকমীমাংসা)

দত্তক সপিণ্ড, সগোত্র বা ভিন্নগোত্রের হউক না কেন, ইহার জনন ও মরণে তিন দিন অশৌচ হইবে। দত্তকেরও যেমন তিন দিন, দত্তকগ্রহীতারও সেইরূপ তিন দিন জানিতে হইবে। কিন্তু দ্ব্যামুষ্যায়ণ-দত্তকের জনককুল ও গ্রহীতৃকুল এই উভয়কুলেই তিনদিন করিয়া অশৌচ হয়। কন্যার যেরূপ আত্মপঞ্চমে সাপিণ্ড্য নিবৃত্তি হয়, দত্তকেরও সেইরূপ আত্মপঞ্চমে, অর্থাৎ আপনাকে ধরিয়া চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্যনিবন্ধন তিন দিন অশৌচ হয়। দত্তকের পঞ্চম পুরুষ হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত একদিন অশৌচ হয়। দশম পুরুষের ঊর্দ্ধে স্নানমাত্র শুদ্ধি হয়। দত্তকচন্দ্রিকার মতে

গ্রহীতৃকর্ত্তৃক দত্তক উপনীত হইলে গ্রহীতার মৃত্যুতে দত্তকের দশ দিন অশৌচ হইবে। কিন্তু এই মত বঙ্গদেশে চলে না এবং এইমতও সমীচীন বোধ হয় না।

"গুরুপ্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।
প্রেতহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুদ্ধতি॥

ইতি মরীচিবচনেন শিষ্যস্য গুরুপ্রেতকার্য্যকরণ-নিমিত্ত দশাহাশৌচমুক্তং ভবতি, অত্র গুরুশব্দআচার্য্যাদি-রূপঃ। গুরুত্বমত্রাপ্যস্তি, উপনয়নাদিকর্ত্তৃত্বাৎ ততশ্চ দত্তকস্য প্রতিগ্রহীতৃক্রিয়াকরণ এব দশরাত্রাশৌচং সিদ্ধতি, অন্যথা ত্রিরাত্রমেব।" (দত্তকমীমাংসা)

দত্তকমীমাংসায় এই স্থলের টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে, 'অস্য তু বঙ্গদেশে ব্যবহারো নাস্তি।' বঙ্গদেশে ইহার ব্যবহার নাই।

সাগ্নিদত্তক সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্ট বিধানে করিবে। নিরগ্নিদত্তক অমাবস্যা বা প্রেতপক্ষে মৃত হইলেও সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্ট বিধানে করিবে, কিন্তু পার্ব্বণ বিধানে করিতে পারিবে না।

দত্তকের বিবাহাদি—দত্তকের বিবাহাদিতে পরিবেদন দোষ হয় না, অর্থাৎ অকৃতদার জ্যেষ্ঠ সহোদর সত্বে দত্তকের বিবাহ হইতে পারে এবং দত্তক অকৃতদার থাকিলেও কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ চলিতে পারে। দত্তকের বিবাহ স্থলে গ্রহীতৃকুলে ত্রৈপুরুষিক সাপিণ্ড, অর্থাৎ গ্রহীতৃকুলে দত্তক চতুর্থী কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে, কিন্তু বঙ্গদেশের প্রধান নিবন্ধকার স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও শূলপাণি উভয় মতেই গ্রহীতৃ পিতৃকুলে সপ্তমী কন্যা পর্য্যন্ত এবং গ্রহীত্রী মাতার পিতৃপক্ষে পঞ্চমী কন্যা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দত্তকের মাতামহপক্ষ—গ্রহীতার অনেকগুলি পত্নী আছে, কিন্তু গৃহীত দত্তকের বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে দত্তকগ্রহীতার কোন্ স্ত্রীর পিত্রাদি মাতামহ পক্ষ হইবে? শাস্ত্রে প্রথমা পত্নীই ধর্ম্মপত্নী, দ্বিতীয়া প্রভৃতি পত্নী কামপত্নী বলিয়া কথিত হইয়াছে, সুতরাং প্রথমা পত্নীর পিত্রাদি মাতামহ পক্ষ হইবে। যে স্থলে পতির অনুমতি অনুসারে বিধবা স্ত্রীগণ দত্তক গ্রহণ করে, সেই স্থলে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যাহাকে অনুমতি দিয়া যাইবেন এবং যিনি সেই অনুমতি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করিবেন, তাহার পিত্রাদিই দত্তকের মাতামহ পক্ষ হইবে।

দত্তকদায়বিভাগ—দত্তক গ্রহণের পর ঔরস পুত্র জন্মিলে ঐ ঔরস পুত্র তিনভাগ পাইবে, দত্তক পুত্র একভাগ পাইবে, ইহা বঙ্গদেশে চলে না—এই দেশে সমস্ত সম্পত্তি তিনভাগ করিয়া ঔরস পুত্র দুইভাগ ও দত্তক এক ভাগ পাইবে।

"উৎপন্নে ত্বৌরসে পুত্রে তৃতীয়াংশহরা স্মৃতাঃ।
সবর্ণা অসবর্ণাস্তু গ্রাসাচ্ছাদনভাগিনঃ॥
চতুর্থাংশহরাঃ স্মৃতা ইতি দ্বিতীয় চরণে কচিৎ পাঠঃ।"
(দত্তকচন্দ্রিকা)

দত্তককন্যাগ্রহণবিধি—দৌহিত্রাদি দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করিয়া দত্তককন্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহা শাস্ত্রানুমোদিত, পুরাণ প্রভৃতিতে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। দশরথ শান্তাকে দত্তককন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইত্যাদি।

অকৃতদারের দত্তকনিষেধ—অকৃতদার অর্থাৎ যিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন না, দারপরিগ্রহ না করিলে অপুত্র বলা যায় বটে, কিন্তু তাহার পুত্রত্ব সম্ভাবনা আছে, এই জন্য দত্তকগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অনেক স্ত্রীসত্বে যদি স্বামী স্ত্রীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেন এবং তদনুসারে প্রত্যেকের দত্তক গ্রহণ হয়, তাহা হইলে এমত স্থলে শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইলেও প্রথম গৃহীত দত্তকের ধনাধিকার এবং এক সময়ে অনেক দত্তক গৃহীত হইলে কোন দত্তকেরই ধনাধিকার হয় না।

বীরমিত্রোদয়ের মতে—স্বামী মৃত্যুকালে দত্তকের আজ্ঞা না দিয়া যদি মরিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর আজ্ঞা না থাকিলেও স্ত্রীগণ দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে। এই মত বঙ্গদেশে চলে না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু এই মত পাশ্চাত্য প্রদেশে চলিত।

স্ত্রী কিংবা শূদ্র দত্তক গ্রহণ করিতে হইলেও অগ্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম সম্পাদন করিয়া পশ্চাৎ দত্তক গ্রহণ করিবেন। তাহা না করিলে দত্তকত্ব সিদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণাদি দ্বারা আবশ্যক মন্ত্রাদি পাঠ করাইবেন। মন্ত্র পাঠ না হইলেও স্ত্রী ও শূদ্রাদির দত্তকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু হোম ব্যতীত কখন দত্তকত্ব সিদ্ধ হইবে না। উত্তরকালে কোন অনর্থ না ঘটে, এই জন্য বন্ধু, বান্ধব ও রাজপুরুষের সন্নিধানে দত্তক গ্রহণ করা সঙ্গত। (দত্তকচন্দ্রিকা, দত্তকমীমাংসা) [পোষ্য-পুত্র দেখ।]

দত্তকগ্রহণপ্রয়োগবিধি—গ্রহীতা দত্তক গ্রহণের পূর্ব্বদিনে উপবাস করিয়া থাকিবেন, পর দিন প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া আচমন করিবেন, তাহার পর বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া নারায়ণকে গন্ধপুষ্প দিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন—"ওঁ কর্ত্তব্যে ঽস্মিন্ পুত্রপ্রতিগ্রহকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং" এই মন্ত্র তিনবার বলিতে হইবে।

এইরূপ স্বস্তি ও ঋদ্ধি তিনবার করিয়া বলিতে হইবে। কিন্তু শূদ্রগণ 'স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু' বলিলেই হইবে।

সামবেদীরা 'ওঁ অস্তি সোমোঽয়ং' এই মন্ত্র ও যজুর্ব্বেদীরা 'ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ' এই মন্ত্র পড়িবেন।

তাহার পর 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ' বলিয়া পূজা করিতে হইবে। গণেশাদি পঞ্চদেবতা, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, গুরু ও ব্রাহ্মণকে পূজা করিতে হইবে। তাহার পর সঙ্কল্প করিতে হইবে 'শ্রীবিষ্ণুরোং তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (শূদ্র হইলে) অমুকদাসঃ অপ্রজাত্ব-প্রযুক্তপৈতৃকঋণাপকরণপুন্নামনরকত্রাণদ্বারা শ্রীপরমেশ্বর-প্রীত্যর্থং আত্মবংশরক্ষার্থঞ্চ মনুবৃহস্পতিবশিষ্ঠশৌনক-পরাশরাদ্যৃষিবাক্যানুসারেন স্বশাখোক্তবিধিনা পুত্রপ্রতি-গ্রহমহং করিষ্যে' এইরূপে সঙ্কল্প করিবে। সামবেদী হইলে 'দেবোবো' ইত্যাদি, যজুর্ব্বেদী হইলে 'যজ্ঞাগ্রতো' ইত্যাদি সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিতে হইবে। পরে বিঘ্ননাশের জন্য গণেশপূজা করিতে হইবে ও ব্রহ্ম, হোতা, আচার্য্য ও সদস্যকে বরণ করিতে হইবে।

দত্তকগ্রহীতা বলিবেন, 'ওঁ সাধু ভবানাস্তাং' ব্রাহ্মণ বলিবে, 'ওঁ সাধ্বহ মাসে।' কর্ত্তা বলিবেন, 'অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং,' ব্রাহ্মণ বলিবেন, 'ওঁ অর্চ্চয়।' তাহার পর ব্রাহ্মণকে বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দিয়া দক্ষিণ জানু গ্রহণ করিয়া বলিবেন, 'বিষ্ণুরোং তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ মৎসঙ্কল্পিত শৌনকাদ্যুক্তবিধিনা পুত্রগ্রহণকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্ম-করণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণং এভিঃ পাদ্যাদিভি-রভ্যর্চ্চ্য ভবন্তু মহং বৃণে' ব্রাহ্মণ 'বৃতোঽস্মি' বলিবে। তাহার পর 'যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু' ব্রাহ্মণ বলিবেন, 'যথা জ্ঞানং করবাণি।' এইরূপে হোতা, আচার্য্য ও সদস্যকে বরণ করিতে হইবে। পরে হোতা প্রভৃতি বেদীতে উপবেশন করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা স্বশাখোক্ত যথাবিহিত মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্য শোধন করিবেন। পঞ্চগব্য শোধন করিয়া প্রণব দ্বারা পঞ্চগব্য একত্র করিয়া এই মন্ত্রে বেদী শোধন করিতে হইবে।

'ওঁ বেদাবেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ং যূপেন যূপ আপ্যায়তে প্রণীতো হগ্নিরগ্নিনা।' তাহার পর বেদীর উপর চন্দ্রাতপ বস্ত্রদ্বারা এই মন্ত্রে বদ্ধ করিতে হইবে, মন্ত্র 'ওং উর্দ্ধউষণ উতয়ে তষ্ঠাদেবো নঃ সবিতা। উর্দ্ধোবাজস্য সবিতা যদঞ্জিভির্ব্বাগাতির্বিহ্বয়ামহে।'

পরে বেদীর পূর্ব্বে পঞ্চঘট আরোপিত করিয়া ঘটস্থা পনোক্ত মন্ত্রে পঞ্চঘট স্থাপন করিতে হইবে। পরে বেদীর ঈশানকোণে শান্তিকলস স্থাপন করিবে।

ঐ শান্তিকলস দুইখানি বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া 'ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভ সর্জ্জনীস্থ বরুণস্য ঋত সদন্যসি বরুণস্য ঋত সদনমসি বরুণস্য ঋত সদনী মাসীদ' এই মন্ত্রে শান্তিকুম্ভে জল পুরিতে হইবে। তাহার পর বেদীর মধ্যে পঞ্চবর্ণের গুণ্ডিকা দ্বারা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল, অথবা অষ্টদলপদ্ম প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার মধ্যে শালগ্রামশিলা সংস্থাপন করিয়া পূজা করিতে হইবে। প্রথমে সামান্যার্ঘ ও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিতে হইবে। তাহার প্রথম ঘটে গণেশ, দ্বিতীয় ঘটে সূর্য্য, তৃতীয় ঘটে বিষ্ণু, চতুর্থ ঘটে শিব ও পঞ্চম ঘটে দুর্গা পূজা করিতে হইবে এবং আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌-পালকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আবাহনাদি করিয়া পূজা করিতে হইবে, পরে শান্তিকলসে বরুণকে আহ্বান করিয়া যথাশক্ত্য-নুসারে পূজা করিবে। পরে গণপতি, প্রজাপতি, বিষ্ণু ও ধর্ম্মকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। এই প্রকারে পূজা করিয়া পিতৃগণকে আবাহন করিয়া শক্ত্যনুসারে পূজা করিবে। 'ওঁ পিতৃভ্যোনমঃ, ওঁ কুলদেবতাভ্যোনমঃ ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে নমঃ, ওঁ সূর্য্যসাবিত্র্যৈ নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ, ওঁ সোমায় নমঃ ওঁ দিবে নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ভূর্নমঃ, ওঁ ভুবর্নমঃ, ওঁ স্বর্নমঃ, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্নমঃ ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে নমঃ' ইহাদিগকে পূজা করিয়া স্বগৃহোক্ত বিধিদ্বারা কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে বহ্নিস্থাপন করিয়া হোম করিতে হইবে। যজুর্ব্বেদীরা যজুর্বেদোক্ত ও সামবেদীরা সামবেদোক্ত বিধানানুসারে কুশণ্ডিকা সমাপন করিবে। তাহার পর আচার্য্যও ব্রাহ্মণাদির সহিত গমন করিয়া গ্রহীতা দাতার নিকট 'ওঁ পুত্রং দেহি' আমাকে পুত্র দান করুন, বলিয়া পুত্রভিক্ষা চাহিবেন। পরে পুত্র-দাতা আচমন করিয়া বিষ্ণুকে স্মরণপূর্ব্বক নারায়ণ, গুরু, গণেশ ও নবগ্রহ প্রভৃতি পূজা করিবে। পরে স্বস্তিবাচন করিবেন—'ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ পুত্রদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং' ইহা তিনবার পড়িতে হইবে, পরে স্বস্তিঋদ্ধি পাঠ করিতে হইবে। পরে 'স্বস্তিনঃ ইন্দ্রো' এই মন্ত্র, 'সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে নারায়ণকে গন্ধপুষ্প দিয়া পূজা করিয়া সঙ্কল্প করিবে। 'শ্রীবিষ্ণুরোং তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীপরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং পুত্রদানকর্ম্মাহং করিষ্যে' এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সঙ্কল্পসূক্ত পড়িবে। তাহার পর গণেশ প্রভৃতিকে

পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া পুত্রদান করিবে। 'বিষ্ণুরোং তৎসদস্থ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা চতস্রস্ত্রিষ্টুপ্ পঞ্চানুষ্টুপ্ পুত্রদানে বিয়ে যজ্ঞেন দক্ষিণয়া সমপরিযজ্ঞিরে ইতি পঠিত্বা যে চ যজ্ঞেত্যাদি পঞ্চ ঋচশ্চ পঠিত্বা ইমং পুত্রং তব পৈতৃকঋণাপকরণ পুন্নামনরকত্রাণবংশরক্ষাসিদ্ধ্যর্থং আত্মনশ্চ পরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং অমুক গোত্রায় অমুক প্রবরায় শ্রীঅমুকায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।' এই বলিয়া উৎসর্গ করিবে, তাহার পর 'মম প্রতিগৃহ্নাতু পুত্রং ভবান্' ইহা পাঠ করিয়া 'প্রতিগৃহ্নীযুস্তে' ইহা বলিয়া অক্ষতের সহিত জল দিবে; তাহার পর দক্ষিণা দিতে হইবে। 'বিষ্ণুরোং তৎসদস্থ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা পরমেশ্বরপ্রীতকামনয়া যাচতে তৎপুত্রদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুক গোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে' ইহা বলিয়া গ্রহীতার হস্তে দিবে। এই সময় দাতা বালককে প্রতিগ্রহীতাকে দিবে। এই সময় দত্তকগ্রহীতা 'ওঁ দেবস্থত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণোহস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্নাম্যসৌ' এইমন্ত্র দ্বারা বালককে হস্তদ্বয়দ্বারা গ্রহণ করিবে তাহার পর ঐ বালককে ক্রোড়ে বসাইয়া 'ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে আত্মাবৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতং' এই মন্ত্রদ্বারা বালকের মস্তক আঘ্রাণ করিবে এবং পরে 'ধর্ম্মায় ত্বা পরিগৃহ্নামি ওঁ সন্তানায় ত্বা পরিগৃহ্নামি।' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর 'ওঁ বস্ত্রাণি পরিধৎস্ব' এই মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র পরিধান করাইবে। পরে উষ্ণীষ ও কুঙ্কুমাদি দ্বারা তিলক করিয়া দিবে। 'ওঁ হিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বং' এই মন্ত্রদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া বালককে ক্রোড়ে করিয়া লইবে। তাহার পর 'ওঁ স্বস্তিনো মিমিতা মশ্বিনীভ্যাং স্বস্তি দেব্যাদিতি বনর্ব্বণঃ স্বস্তিপূষা স্বরোদধাতু নঃ স্বস্তি বাত্তাবা পৃথিবী সুচেতনা স্বস্তয়ে বায়ুমুপশ্রুবা মহী সোমং স্বস্তি ভুবনস্পতিঃ। ওঁ বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয়ে আদিত্য সোমা ভবন্ত নঃ বিশ্বেদেবা নোস্তৌ স্বস্তয়ে বৈশ্বানরা বসুরগ্নিঃস্বস্তয়ে দেবা অভবন্নভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তয়ে স্বশ্বিনো রুদ্রপাত্বংহসঃ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তিপথ্যো রেবতী স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তিনোঽদিতয়েস্কৃধি। স্বস্তিপন্থা মনুরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসী চ পুনর্দ্দধতা ঘ্নতা জানতা সঙ্গমে মযি স্বস্ময়েস নস্তারিষ্টনেমি রিক্ষমরিষ্টনেমি মহন্তুতং বয়সং দেবতানাং অসুরঘ্নং ইন্দ্রসখং সমিৎবৃহাত্তসোনামিবারুহেম অয়ং হোমুচমাঙ্গীরসঞ্জয়ঞ্চ সম্রাত্রেয়ং মনসাচ তার্ক্ষ্যং গ্রেভপাণি স্মরণং প্রপদ্যে স্বস্তি সম্রাদেষভয়মস্ত তদস্ত মিত্রাবরুণা তদগ্নয়ে সংযোরভ্যমস্ত সন্তং অশীমহি গাধমুতঃ প্রতিষ্ঠন্না মা দিবে বৃহতে সাধনায় গৃহাবৈ প্রতিষ্ঠাসূক্তং তৎপ্রতিষ্ঠিতং ময়া বাচা সংস্তব্যং তস্মাদেত্য বিদূরে পুষং লভতে গৃহানে বৈ নানাজিগমিষতি পশুনাং প্রতিষ্ঠা।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে উপবেশন করিবে এবং অগ্নির পশ্চিমদিকে ও নিজের দক্ষিণে বালককে রাখিয়া আচার্য্যের দক্ষিণদিকে গ্রহীতা নিজে বসিবে। তাহার পর আচার্য্য হোম করিবেন।

ওঁ যস্ত্বাহৃদাব্যারিণামন্ত মামোমর্ত্যং মাজ্যাজোঽবীংষিজাত বেদোযশোঽস্মাসুধেহি প্রজাভিরগ্নেরমৃতত্বমশ্যাং স্বাহা। ১। ওঁ যস্মৈত্বাং সুকৃতে জাতবেদ উলোকমগ্নেক্রণবস্থোণং অশ্বিণং সপুত্রিণং ধীরবন্তং গোমন্তং যিংনশ্নতেস্বাহা। ২। ওঁ ত্বং ত্বামগ্নে পর্য্যবহন্ সূর্য্যাং বহতুনাসহ। পুনঃ পতিভ্যোজায়াদা অগ্নে প্রজয়াসহ স্বাহা। ৩। ওঁ সোমোঽদদগন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে। রয়িত্বাপুত্রান্চাদদে দগ্নের্মহীয়মহ্যো ইমাং স্বাহা। ৪। ওঁ ইহৈবস্থংযারিয়োস্থং বিশ্বমায়ুরুপ্লুতং। ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বী স্বীয়ে গৃহে স্বাহা। ৫। ওঁ আনঃ প্রজা জনয়তু প্রজাপতি বাজরসায়মানত্বর্য্যমা আয়ুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ সন্নোভবদ্বিপদেশং চতুষ্পদে স্বাহা। ৬। ওঁ অথোরচাক্ষুরপতি ক্ষ্যধিগিরা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চঃ। বীরসূর্দেবকামাস্তেনৌ শন্নোভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে স্বাহা। ৭। ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্রমীঢ্বঃ সুপুত্রান্‌কৃণু। দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকা দশংকৃধি স্বাহা। ৮। সম্রাজ্ঞিশ্বশুরেভব ওঁ সম্রাজ্ঞিশ্বশ্রবাংভব। ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞিভব সম্রাজ্ঞি অধিদেবৃষু স্বাহা। ৯। ওঁ সমঞ্জন্ত বিশ্বেদেবা সমাপোহৃদয়ানিলৌ। সম্মাতরিশ্বাসন্ধাতাসমুদেষ্টীদধতু নৌ স্বাহা। ১০। এই দশটী মন্ত্রদ্বারা প্রত্যেক চরুহোম করিয়া প্রজাপতি হোম করিবে। মন্ত্রযথা, ওঁ প্রজাপতে নত্বদেতার্ন্যন্যোবিশ্বজাতানি পরিতাবভূব। যত্কামাস্তেজুহুমস্তন্নোঽস্তবয়ংস্যাম পতয়োরয়ীণাং স্বাহেতিমন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং আজ্যপায়স হোমং কুর্য্যাৎ।

প্রায়শ্চিত্তহোম সমাধা করিয়া দক্ষিণান্ত করিতে হইবে। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ সঙ্কল্পিত পুত্র প্রতিগ্রহাঙ্গহোম কর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থং পূর্ণপাত্রং শ্রীবিষ্ণুদেবতং অমুক গোত্রায় শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণে ব্রহ্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদানি। ব্রহ্মদক্ষিণা সমাধা করিয়া অগ্নেত্বং ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিবিসর্জ্জন করিবে। তাহার পর 'অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিত পুত্র প্রতিগ্রহাঙ্গ হোমকর্ম্মণি গোত্রাদিকর্ম্ম প্রতিষ্ঠার্থং ইদং সুবর্ণং

শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুক গোত্রায় শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণেহোত্রেভুভ্য মহং সম্প্রদদে।' ইত্যাদি রূপে দক্ষিণান্ত করিবে। পরে ব্রাহ্মণ, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিকে ভোজন করাইয়া মহোৎসব করিবে। [পোষ্যপুত্র দেখ।]

দত্তকপুত্র (পুং) দত্তক এব পুত্রঃ। দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে একপ্রকার পুত্র।

"দদ্যাম্মাতা পিতা বা যং স পুত্রো দত্তকো ভবেৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

মাতা বা পিতা যে পুত্রকে দান করিয়াছে, তাহাকে দত্তকপুত্র বলা যায়। [দত্তক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

দত্ততীর্থকৃৎ (পুং) গত উৎসর্পিণীর ৮ম অর্হন্ ভেদ।

'বিমলঃ সর্ব্বানুভূতিঃ শ্রীধরো দত্ততীর্থকৃৎ।' (হেম ১।৫১)

দত্তনৃত্যোপহার (ত্রি) নৃত্য দ্বারা কৃত-অভিবাদন।

দত্তপ্রাণ (ত্রি) যে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছে।

দত্তমার্গ (ত্রি) পথ ছাড়া, গতিরোধ না করা।

দত্তবর (ত্রি) ১ বর দেওয়া হইয়াছে যৎকর্ত্তৃক। ২ যে বর প্রার্থনা করিতে দেওয়া হইয়াছে।

"পূর্ব্বং দত্তবরা রাজ্ঞা বরাবেতাববাচত।" (রামা° ১।১।২২)

দত্তশক্র, দত্তশর্ম্মন্ (পুং) রাজাধিদেব শূরের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩৯ অঃ)

দত্তশুল্কা (স্ত্রী) যে কন্যার জন্য শুল্ক বা পণ দেওয়া হইয়াছে।

দত্তহস্ত (ত্রি) অবলম্বের জন্য যে হাত দেওয়া হইয়াছে, রক্ষিত।

দত্তাত্মন্ (ত্রি) দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে এক প্রকার।

"দত্তাত্মা তু স্বয়ংদত্তো গর্ভে বিন্নঃ সহোঢ়জঃ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৩৪)

আপনা কর্ত্তৃক দত্তককে দত্তাত্মা বলা যায়। মনু লিখিয়াছেন—

"মাতাপিতৃবিহীনো যস্ত্যক্তো বা স্যাদকারণাৎ।
আত্মানং স্পর্শয়েদ্যস্তু স্বয়ংদত্তস্তু স স্মৃতঃ॥" (মনু ৯।১৭৭)

যাহার পিতা মাতা নাই অথবা পিতা মাতা কর্ত্তৃক যে অকারণে পরিত্যক্ত, সেই পুত্র স্বয়ং যদি আপনাকে দান করে, তবে উহা গ্রহীতার দত্তাত্মা বা স্বয়ংদত্তপুত্র বলিয়া গণ্য হইবে। বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে—

'অকারণাৎ পাতিত্যাদিকারণমন্তরেণৈব দুর্ভিক্ষাদৌ পোষণাস্তসামর্থ্যাদিনা মাতাপিতৃভ্যাত্যক্তঃ স্বতন্ত্র ইত্যর্থঃ।'

দত্তাত্রেয়, বিষ্ণুর অবতার ঋষিভেদ। মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দত্তাত্রেয় সম্বন্ধে অল্লাধিক প্রসঙ্গ আছে। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

কুশিকবংশীয় কোন কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠানপুরে বাস করিতেন। তাঁহার পতিব্রতা ভার্য্যা অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করিয়াও প্রাণপণে পতির সেবা শুশ্রূষা করিতেন ও তাঁহার মন যোগাইয়া চলিতেন। এমন কি সেই ব্রাহ্মণ এক দিন কোন এক সুন্দরী বেশ্যাকে দেখিয়া কামশরে পীড়িত হন ও তাহার নিকট লইয়া যাইতে পত্নীকে আদেশ করেন। সাধ্বী ব্রাহ্মণপত্নী ঘোরা ঘনঘটাচ্ছন্ন-রজনীতে প্রিয়তম পতিকে স্কন্ধে করিয়া ও কএকটী মুদ্রা সঙ্গে লইয়া সেই বেশ্যাগৃহে যাইবার জন্য বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে শূলবিদ্ধ অণীমাণ্ডব্য ঋষি ছিলেন। অন্ধকারে দেখিতে না পাইয়া যাইতে যাইতে ঋষির গায়ে ব্রাহ্মণের পা লাগিল। মহর্ষি মাণ্ডব্য তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন, 'যে নরাধম পা দিয়া আমাকে ঠেলিয়া দিল, সূর্য্যোদয় মাত্র নিশ্চয় সে বিনষ্ট হইবে।' ব্রাহ্মণপত্নী সেই দারুণ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কহিলেন, 'সূর্য্যের আর উদয় হইবে না।' সতীর কথা মিথ্যা হইবার নহে। সুতরাং সূর্য্য উদয় না হওয়াতে জগৎ ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। তখন দেবগণ মহাচিন্তিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট সূর্য্যোদয়ভাবে যজ্ঞলোপের কথা জানাইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, 'তেজঃ দ্বারা তেজের ও তপস্যা দ্বারাই তপস্যার উপশম হইয়া থাকে। যখন পতিব্রতার মাহাত্ম্য প্রভাবে সূর্য্য উদয় হইতেছে না, পতিব্রতা রমণী দ্বারাই সূর্য্যের উদয় সাধন করিতে হইবে।' ব্রহ্মার আদেশমত দেবগণ মহাসাধ্বী অত্রির সহধর্ম্মিণী অনসূয়ার নিকট গিয়া সূর্য্যোদয়ের উপায় বিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। দেবগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অনসূয়া ব্রাহ্মণপত্নীর নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে মধুর বচনে প্রীত করিয়া কহিলেন, "তোমার কথায় সূর্য্যের উদয় না হওয়ায় যজ্ঞলোপ ও সৃষ্টিলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সেই জন্য সূর্য্য উদয়ে তোমার মত চাই। সূর্য্যোদয়ে তোমার পতির মৃত্যু হইলেও আমি তাঁহাকে অবিলম্বে পূর্ব্ববৎ দেহযুক্ত ও নবকলেবর করিব।" অনসূয়ার কথায় ব্রাহ্মণভার্য্যা সম্মত হইলেন। সূর্য্য উদয় হইল। অনসূয়াও মৃত ব্রাহ্মণকে বাঁচাইয়া দিলেন। দেবগণ এই কার্য্যে মহাসন্তুষ্ট হইয়া অনসূয়াকে বর দিতে আসিলেন। অনসূয়া বর চাহিলেন, 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যেন আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।' ব্রহ্মাদি সেই বরই দিলেন।

যথাকালে অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মা সোমরূপে, বিষ্ণু দত্তাত্রেয় রূপে এবং মহেশ্বর দুর্ব্বাসারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। হৈহয়পতি উদ্ধত স্বভাবে অত্রির অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত

হইয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ দত্তাত্রেয় অতিশয় সুপিত হইয়া সপ্তম দিবসে অনসূয়ার গর্ভ হইতে বিনির্গত হইলেন। দত্তাত্রেয় অনেক দৈত্যদলন ও শিষ্টের পালন এবং অল্প বয়সেই যোগস্থ হইয়া বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করেন। তিনি সর্ব্বদাই ঋষিকুমারগণে বেষ্টিত হইয়া যোগসাধন করিতেন। এক সময় তিনি সংসারসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছায় বহুকাল সরোবর সলিলে ডুবিয়া থাকেন। কিন্তু ঋষিকুমারেরা কেহই সরোবরতীর পরিত্যাগ করিলেন না, তাঁহার অপেক্ষায় রহিলেন। তাঁহাদিগকে ছলনা করিবার জন্ত দত্তাত্রেয় সুন্দরী রমণী লইয়া জল হইতে উঠিলেন। সেই রমণীর সহিত মদ্যপান ও নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ঋষিকুমারেরা তথাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, দত্তাত্রেয় মহাপুরুষ, যোগিগণেরও নিয়ন্তা, কোন ক্রিয়াতেই তাঁহার আসক্তি নাই। সুতরাং মদ্যপান ও স্ত্রীসঙ্গে তাঁহাকে দোষ স্পর্শিতে পারে না। যিনি যোগবিৎ ও যোগীশ্বর, যোগীরাও মুক্তিকামনায় তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন।

এক সময়ে জম্ভাসুরের সহিত দেবগণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাহাতে অসুরেরাই জয়লাভ করে। বৃহস্পতির আদেশে দেবগণ দত্তাত্রেয়ের আশ্রমে আসিয়া বহু প্রকারে তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করেন। দত্তাত্রেয়ের কথায় দেবগণ দৈত্যদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। কিন্তু দৈত্যগণের প্রবল আক্রমণে ভীত হইয়া দেবগণ সাহায্যের জন্ত আবার দত্তাত্রেয়ের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দৈত্যেরাও তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে সেখানে প্রবেশ করিল। দেখিল, মহাবল দত্তাত্রেয় ও তাঁহার পার্শ্বে জগতের বরণীয়া লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। লক্ষ্মীর রূপ দেখিয়া দৈত্যগণের মোহ হইল। তাঁহারা দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রমণীরত্নকে শিবিকায় তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। তখন দত্তাত্রেয় হাস্ত করিয়া দেবগণকে বলিলেন, সৌভাগ্যবলে তোমরা বিজয়ী হইলে। কেননা যখন লক্ষ্মী দৈত্যগণের সপ্তাঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মাথায় উঠিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে আশ্রয় করিবেন। দত্তাত্রেয়ের কথায় প্রোৎসাহিত হইয়া দেবগণ দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন। লক্ষ্মীও তাহাদের মাথা হইতে পড়িয়া দত্তাত্রেয়ের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইলেন।

রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রথমে বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া রাজপদ গ্রহণ করেন নাই। শেষে দত্তাত্রেয়ের উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অলর্ক প্রভৃতি অনেক রাজর্ষি এই দত্তাত্রেয়ের নিকট যোগোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। (মার্ক° পু° ১৫।১৯ অঃ) [দত্ত দেখ।]

দত্তাত্রেয়ের নামে এই কয়খানি অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রচলিত আছে—

অবধূতগীতা, অবধূতগীতা, দত্তগীতা, যোগশাস্ত্র, বর্ণপ্রবোধ, বিভাগীতা, স্বাত্মসম্বিত্যুপদেশ, দত্তাত্রেয়গোরক্ষ ও দত্তাত্রেয়োপনিষৎ। এতভিন্ন দত্তাত্রেয়তন্ত্র, দত্তাত্রেয়চন্দ্রিকা, দত্তাত্রেয়পটল, দত্তাত্রেয়সংহিতা, দত্তাত্রেয়হৃদয় প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থ দেখা যায়। 'দত্তাত্রেয়মহাপূজাবর্ণনা' নামক সংস্কৃত পুস্তিকায় দত্তাত্রেয়ের পূজাদি বর্ণিত হইয়াছে। জৈনদিগের নিকটও দত্তাত্রেয় পূজা পাইয়া থাকেন। দিগম্বরাম্বুচর রচিত দত্তাত্রেয়মাহাত্ম্যে এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

দত্তাত্রেয় দৈবজ্ঞ—বিবাহভূষণনামক সংস্কৃতগ্রন্থ-প্রণেতা।

দত্তাপ্রদানিক (ক্লী) দত্তস্ত সম্প্রদানং গ্রহণমত্যস্ত দত্তাপ্রদান-ঠন্। অষ্টাদশ বিবাদ পদান্তর্গত বিবাদপদবিশেষ। অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার পদের মধ্যে দত্তাপ্রদানিক পঞ্চম, চারিপ্রকার দানমার্গেই দত্তাপ্রদানিক পদার্থান্তর্গত অদেয়, দেয়, দত্ত ও অদত্ত এই চারিপ্রকার দানমার্গই দত্তাপ্রদানিক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"দত্বাদ্রব্যমসম্যক্ যঃ পুনরাদাতুমিচ্ছতি।
দত্তাপ্রদানিকং নাম ব্যবহারপদং হি তৎ॥" (নারদ)

যিনি দান করিয়া পুনরায় অন্যায়রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নাম দত্তাপ্রদানিক এবং ইহা ব্যবহার পদের অন্তর্গত। ইহার বিষয় বীরমিত্রোদয়ে এইরূপ লিখিত আছে। স্থাবর বস্তু প্রতিগ্রহ প্রকাশরূপে করিতে হইবে। দান সম্বন্ধে যাহা প্রতিশ্রুত হয়, তাহা অবশ্য দিতে হইবে এবং যাহা দত্ত হইয়াছে, তাহা অপহরণ কর্ত্তব্য নহে। গ্রহীতার গ্রহণ না হইলে শুদ্ধ দানমাত্রে দত্ত বস্তুতে দাতার সত্ব ধ্বংস হয় না।

ত্যাগ জন্ত দাতার স্বত্ব নিবৃত্ত হইলেও গ্রহীতা গ্রহণ না করিলে অসম্পূর্ণতাপ্রযুক্ত তাহার অদান শ্রুতিহেতু দাতার স্বত্ব পুনরায় উৎপন্ন হয়। অসম্পূর্ণ রূপ দান করিয়া পুনর্ব্বার যে গ্রহণেচ্ছা করে, সেই গ্রহণ দত্তাপ্রদানিক ব্যবহার নামে বিখ্যাত। দত্ত হইলেই ইনি গ্রহণ করিবেন, এরূপ নিশ্চয়তাপূর্ব্বক তদুদ্দেশে দাতা ত্যাগ করিলে তাঁহার স্বত্বোদয় হয়। কিন্তু প্রতিগ্রহে বিমুখ জানিতে পারিলে ঐ স্বত্ব জন্মে না। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে, পরিবার প্রতিপালনের অবিরোধে আত্মীয় দ্রব্যদান করিতে পারিবে অর্থাৎ যাহাতে উত্তম রূপে

পরিবারাদি প্রতিপালিত হয়, এইরূপ ধন রাখিয়া তবে দান করিতে পারিবেন, নচেৎ পারিবেন না। পুত্র পৌত্রাদি থাকিতে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারিবেন না এবং পূর্ব্বে অপরকে যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহাও দান করিতে পারিবেন না। প্রতিগ্রহ প্রকাশ্য ভাবেই করিতে হইবে। যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, তাহা দান করিবে। দান করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারিবে না।

"স্বং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারসুতাদৃতে।
নান্বয়ে সতি সর্ব্বস্বং যচ্চান্যস্মৈ প্রতিশ্রুতং॥
প্রতিগ্রহঃ প্রকাশঃ স্যাৎ স্থাবরস্য বিশেষতঃ।
দেয়ং প্রতিশ্রুতঞ্চৈব দত্বানাপহরেৎ পুনঃ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৭৮—১৭৯)

দত্তবস্তু অপাত্রে ভ্রমহেতু অথবা ক্রোধাদিপূর্ব্বক গ্রহণ করার নাম দত্তাপ্রদানিক।

দত্তানপকর্ম্মন্ (ক্লী) দত্তস্য অনপকর্ম্ম আদানং যত্র। দত্তাপ্রদানিক।

দত্তামিত্র (পুং) সৌবীর নৃপভেদ। (ভারত আদি° ১৩৯ অ°) কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, গ্রীকদিগের নিকট এই শব্দ Demitrius নামে খ্যাত।

দত্তাবধান (ত্রি) দত্তং অবধানং যেন। অবহিত, মনোযোগী।

দত্তাসন (ত্রি) দত্তং আসনং যেন। প্রদত্তাসন, যাহাকে আসন দেওয়া হইয়াছে।

দত্তি (স্ত্রী) দা ভাবে ক্তিন্। দান। "অপশোকমনাঃ কুটুম্বিনী মনুগৃহ্ণীষনিবাপদত্তিভিঃ॥" (রঘু ৮।৮৬)

দত্তিক (ত্রি) অস্মোদত্তঃ ঠক্। অস্মদত্ত।

দত্তেয় (পুং) দত্তায়াং অপত্যং পুমান্ দত্ত-ঢক্। ইন্দ্র। (ত্রিকা°)

দত্তোৎনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ।

দত্তোলি (পুং) পুলস্ত্যমুনি। (বিষ্ণুপু°)

দত্র (ক্লী) দা-বাহু° ত্রন্। ১ ধন। "ইন্দ্রঘত্তে মাহিনং দত্রং" (ঋক্ ৩।৩৬।৯) 'দত্রং ধনং' (সায়ণ) ২ হিরণ্য। (নিঘণ্টু) "যো দত্রবা উষসো ন প্রতীকম্" (ঋক্ ৬।৫০।৮)

দত্রিম (ত্রি) দানেন নির্বৃত্তঃ দা-ক্ত্রি ক্তেৰ্ম্মপ্। ১ দান নির্বৃত্ত, দানদ্বারা নিষ্পন্ন। ২ দত্তকপুত্র।

"মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ॥" (মনু)

[দত্তক দেখ।]

দদ (ত্রি) দা বাহু° শ। দাতা।

দদন (ক্লী) দদ ভাবে ল্যুট্। দান। (শব্দর°)

দদি (ত্রি) দা-কি। দাতা। "মহে মহে হিনো দদির্হ্যা" (ঋক্ ১।৮১।৭) 'বৃথা বৃথানি দদির্হি দাতা' (সায়ণ)

দদিতৃ (পুং) দাতা। "রায়স্পোষস্য দদিতারঃ স্যামঃ" (শুক্লযজু° ৭।১৪) 'তে তব দদিতারঃ দাতারঃ স্যামঃ' (মহীধর)

দদৃশানপবি (ত্রি) অগ্নি, দর্শনীয় জ্বালাগ্নি। "দদৃশানপবের্জ্জ্ব হমানস্য" (ঋক্ ১০।৩।৬) 'দদৃশানপবে দর্শনীয়জ্বালায়েঃ' (সায়ণ)

দদ্দ, ভরুকচ্ছের গুর্জ্জরবংশীয় কএকজন রাজা এই নামে পরিচিত। তাঁহাদের আজ্ঞায় খোদিত কএকখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। কাহারও মতে, ইঁহারা বলভীরাজগণের সামন্ত বলিয়া গণ্য। ১ম দদ্দের নাম ব্যতীত আর কিছু জানিবার উপায় নাই। ইনি ভরুকচ্ছের ১ম গুর্জ্জররাজ বলিয়া খ্যাত। প্রায় ৪৩০ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজ্যশাসন করিতেন। ইঁহার পুত্রের নাম জয়ভট বীতরাগ। এই জয়ভটের ঔরসে ২য় দদ্দ প্রশান্তরাগ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সময়কার ৪০০, ৪১৫ ও ৪১৭ শকে উৎকীর্ণ তিনখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইনি একজন জ্ঞানী ও সদ্বিবেচক রাজা ছিলেন, ইনি দার্শনিক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন এবং নানা স্থানে মঠাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত ও শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রচার করিবার জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করেন।

ইঁহার পর গুর্জ্জরবংশীয় কোন কোন রাজা রাজত্ব করিতেন, তাহার কোন বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। তাম্রশাসনে (৩য়) দদ্দের উল্লেখ আছে। ডাক্তার বুহলরের মতে ইনি ৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। খোদিতলিপি হইতে জানা যায়, ইনি বিপক্ষ নাগবংশীয়দিগকে পরাজয় করেন ও বিন্ধ্যশৈল পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী (২য়) জয়ভট বীতরাগ। ইঁহার পুত্রের নামও (৪র্থ) দদ্দপ্রশান্তরাগ। খেড়া হইতে ৩৮০ ও ৩৮৫ (চেদি) সম্বতে উৎকীর্ণ দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যায় যে (৪র্থ) দদ্দ ৬২৮ হইতে ৬৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। ইনি পরম সৌর ছিলেন এবং সম্রাট্ শ্রীহর্ষদেবের প্রবল আক্রমণ হইতে বলভীরাজকে রক্ষা করেন। তিনি বলভীরাজকে রক্ষা করিলেও এই মিত্রতা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। বলভীরাজ (২য়) ধ্রুবসেন ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জররাজধানী ভরুকচ্ছ জয় করিয়া এখানে তাম্রশাসন অর্পণ করেন। কিন্তু গুর্জ্জররাজ বেশী দিন অবনত ছিলেন না, বলভীরাজ (৪র্থ) ধ্রুবসেনের মৃত্যুর পর (৪র্থ) দদ্দ প্রশান্তরাগ আবার প্রবল হইয়া উঠেন। ইঁহারই অল্পকাল পরে চালুক্যরাজ গুর্জ্জররাজ্যের দক্ষিণাংশ অধি-

ভার করেন। ৪র্থ দদ্দের পুত্রের নামও জয়ভট। তৎপুত্র (৫ম) দদ্দ বাহুসহায়। বলভী ও চালুক্য রাজগণের সহিত ইঁহাকে অনেকবার যুদ্ধ করিতে হয়। ইঁহার পুত্রের নামও জয়ভট। ইঁহার ৪৫৬ ও ৪৮৬ (চেদি) সম্বতে প্রদত্ত দুই খানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। শেষ অঙ্ক ধরিলে ৭৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দ হয়। ইঁহার পর এই গুর্জ্জরবংশীয় আর কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না।

দদ্রু (পুং) ১ কচ্ছপ। (সংক্ষিপ্তসার উণা°)

২ দদাতি কণ্ডূমিতি দদ-বাহু° রুঃ বা দরিদ্রাতি দুর্গচ্ছত্যানেন, দরিদ্রা কুপ্রত্যয়ান্তেন সাধুঃ। ত্বগ্‌রোগবিশেষ, দাদ্। পর্য্যায় দদ্রুক, দদ্রু, দদ্রূ। এই রোগ কুষ্ঠরোগের অন্তর্গত। ভাবপ্রকাশের মতে, কুষ্ঠে রক্তবর্ণ কণ্ডুযুক্ত পীড়কা মণ্ডলাকারে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে দদ্রু কহে। ইহার চিকিৎসা কুড়, বিড়ঙ্গ, চক্রমর্দ্দ, হরিদ্রা, সৈন্ধব ও সর্ষপ, এই সকল দ্রব্যের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ্ ও কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়। দূর্ব্বা, মধা (ঔষধবিশেষ), সৈন্ধব, চক্রমর্দ্দ ও নন্দীবৃক্ষ এই সকল সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। তিনদিন প্রলেপ দিলে দদ্রু ও কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়।

গণ্ডিলক তৃণ, শ্বেতসর্ষপ ও সিজপাতা এই তিনটী সমভাগ এবং চক্রমর্দ্দ পত্র সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ একত্র কুট্টিত না করিয়া অষ্টগুণ গব্যতক্রে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে। তিন দিন পরে ঐ সকল একত্র পেষণ করিয়া বনঘুটিয়া দ্বারা দদ্রু স্থান ঘর্ষণ করিয়া সাত দিবস প্রলেপ দিলে দদ্রু বিনষ্ট হয়। (ভাবপ্র°)। কুষ্ঠসর্ষপ, শ্রীনিকেত (তারপীন তৈল), হরিদ্রা, ত্রিকটু, চক্রমর্দ্দের বীজ ও মূলক বীজ একত্র তক্র সহযোগে পিষিয়া দদ্রুতে লেপন করিলে দদ্রু আরোগ্য হয়। সৈন্ধব, চক্রমর্দ্দ বীজ, শর্করা, নাগকেশর ও কৃষ্ণাজিন কপিত্থ রসের সহিত প্রলেপ দিলে শীঘ্র দদ্রুরোগ বিনষ্ট হয়। স্বর্ণক্ষীরী, ব্যাধিঘাত (সোঁদাল), শিরীষ, নিম্ব, শাল, কুটজ, লতাসাল, একত্র কল্ক প্রস্তুত করিয়া স্নানের পর দদ্রুতে ঘর্ষণ করিয়া লেপন করিবে। ইহাতে শীঘ্র দদ্রু আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত কুষ্ঠাধিকার)। গরুড়পুরাণের মতে একপ্রকার ব্রণ জাতীয়রোগ বিশেষ, হরিদ্রা, হরিতাল, দূর্ব্বা, গোমূত্র ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়। (গরুড়পু° ১৯৪ অ°)

দদ্রুক (পুং) দদ্রুরেব স্বার্থে কন্। দদ্রুরোগ।

দদ্রুঘ্ন (পুং) দদ্রুং দদ্রুরোগং হন্তি হন-টক্। চক্রমর্দ্দক, দাদমর্দ্দন।

"দদ্রুঘ্নপত্রং ঘোষঘ্নং বাতকফাপহং॥" (ভাবপ্র°)

দদ্রুণ (ত্রি) দদ্রু রস্ত্যস্য দদ্রু-ণ (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। (পা ৫।২।১০০) দদ্রুরোগী, দদ্রুরোগযুক্ত।

দদ্রুনাশিনী (স্ত্রী) দদ্রুং নাশয়তি নশ-ণিচ্-ণিনি-ঙীপ্। তৈলিনীকীট। (রাজনি°)

দদ্রুরোগিন্ (ত্রি) দদ্রুরোগোঽস্ত্যস্য দদ্রুরোগ-ইনি। দদ্রুরোগবিশিষ্ট।

দদ্রূ (পুং) দরিদ্রাতি দুর্গচ্ছত্যনেনেতি দরিদ্রা উঃ, রকারেকারাকারাণাং লোপশ্চ (দরিদ্রাতের্যালোপশ্চ। উণ্ ১।৯২) দদ্রু।

দদ্রুঘ্ন (পুং) দদ্রুং হন্তি হন টক্। দদ্রু, দাদ্।

দদ্রূণ (ত্রি) দদ্রূ-ন। দদ্রু।

দধন্বৎ (ত্রি) দধি মতুপ্ বেদে নিপাতনাৎ দধন্নাদেশে মস্য বঃ। দধিবিশিষ্ট।

"অচ্ছিদ্রস্য দধন্বতঃ সুপর্ণস্য দধন্বতঃ" (ঋক্ ৬।৪৮।১৮)

'দধন্বতঃ দধিমতঃ' (সায়ণ)

দধালিয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মহীকাম্বার একটী রাজ্য। এখনকার ঠাকুর একজন করদ সর্দ্দার। তিনি বরদার গাইকোবাড়কে বার্ষিক ৭০০৲ টাকা করিয়া 'ঘাসদানা' বলিয়া এবং এদর রাজাকে বার্ষিক ৬০০৲ টাকা করিয়া কিচ্‌রি (সৈন্যের রসদ) বলিয়া কর দিয়া থাকেন। মহীকাম্বাতে তাঁহার বংশস্থাপিত হওয়া অবধি তিনি কতক স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা শিশোদিয়া রাজপুত। ইঁহারা প্রথমে রাজপুতানা হইতে আগমন করিয়াছিলেন। পোষ্যপুত্র লওয়া সম্বন্ধে ইঁহাদের কোন বাধা নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যভার প্রাপ্ত হয়েন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম ঠাকুর এদররাজের চাকরী গ্রহণ করেন, তজ্জন্য ৪৮ খানি গ্রাম উপহার প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরে তিনি মারবারের রাজকুমারদিগের চাকরী করিতে অস্বীকার করায় তাঁহার এই বৃত্তি কমাইয়া দেওয়া হয়।

দধি (ত্রি) দধাতীতি ধা-কি (আদৃগমহনজনঃ কিকিনৌ লিট্ চ। পা ৩।২।১৭১)। দুগ্ধবিকার বিশেষ, দই। পর্য্যায় ক্ষীরজ, মঙ্গল্য, বিরল, পয়স্য। ইহার গুণ উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, স্নিগ্ধ, কষায়, গুরু, অম্লবিপাক, ধারক, রক্তপিত্তকারক, শোথজনক, মেদোবর্দ্ধক, কফপ্রদায়ক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায়, শীতকনামক বিষমজ্বর, অতীসার, অরুচি ও কৃশতার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। দধি পাঁচ প্রকার, প্রথম মন্দ, দ্বিতীয় স্বাদু, তৃতীয় স্বাদম্ল, চতুর্থ অম্ল এবং পঞ্চম অত্যম্ল।

মন্দদধি—যে দুগ্ধ বিকৃত হইয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়, অথচ অব্যক্ত রস অর্থাৎ সম্যক্‌ দধিরূপে পরিণত হয় নাই, এজন্য আপনা হইতেই স্বীয় রসবিহীন হয়, তাহাকে মন্দদধি কহে। এই মন্দদধির গুণ—মল ও মূত্রনিঃসারক এবং ত্রিদোষজনক।

স্বাদুদধি—যে দুগ্ধ সম্যক্‌ গাঢ় হইয়া অতিশয় মধুর রসযুক্ত হয়, অম্ল রস অনুভব হয় না, তাহাকে স্বাদু কহে। ইহার গুণ অত্যন্ত অভিষ্যন্দী, শুক্রজনক, মেদোবর্দ্ধক, কফকারক, বায়ুনাশক, মধুরবিপাক এবং রক্তপিত্তের দোষনাশক।

স্বাদ্বম্লদধি—যে দুগ্ধ গাঢ় হইয়া ঈষৎ কষায়সংযুক্ত মধুর অম্লাস্বাদ হয়, তাহাকে স্বাদ্বম্ল দধি কহে। স্বাদ্বম্লদধির গুণ দধির সামান্য গুণের ন্যায়।

অম্লদধি—যে দধি মধুরতাবিহীন হইয়া অম্লরস পাওয়া যায়, তাহাকে অম্লদধি কহে। ইহার গুণ—অগ্নিসন্দীপক, রক্তপিত্তবর্দ্ধক ও কফবর্দ্ধক।

অত্যম্লদধি—যে দধি দ্বারা দন্তহর্ষ, রোমহর্ষ এবং কণ্ঠাদিতে দাহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অত্যম্লদধি কহে। ইহার গুণ—অগ্নিদীপ্তিকারক এবং রক্তপিত্তজনক।

গব্যদধি—মধুর রস, বলকারক, রুচিজনক, পবিত্র, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক এবং বায়ুনাশক। সকলপ্রকার দধির মধ্যে গব্যদধিই অধিক গুণবিশিষ্ট।

মহিষদধি—অতিশয় স্নেহযুক্ত, কফকারক, বায়ু ও পিত্তনাশক, মধুরবিপাক, অভিষ্যন্দী, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু এবং রক্তদূষক।

ছাগীদধি—অতিশয় সংগ্রাহী, লঘু, ত্রিদোষনাশক, অগ্নিদীপ্তিকারক এবং শ্বাস, কাস, অর্শ, ক্ষয় ও কৃশরোগে হিতকর।

পক্বদুগ্ধ দধি—পক্বদুগ্ধ হইতে যে দধি হয়, তাহার গুণ—রুচিকারক, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুণকারী, পিত্ত ও বায়ুনাশক এবং ধাত্বগ্নিসমূহের বলকারক।

নিঃসার দুগ্ধ-দধি—অসার দুগ্ধ অর্থাৎ যে দুগ্ধ হইতে মাখন তোলা হইয়াছে, সেই দুগ্ধজাত দধি ধারক, শীতবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, লঘু, বিষ্টম্ভী, অগ্নিদীপ্তিকারক, রুচিজনক ও গ্রহণীরোগনাশক।

গালিতদধি—যে দধির মাত বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই দধি অত্যন্ত স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, কফকারক, গুরু, বলকারক, পুষ্টিজনক, রুচিজনক, মধুর রস এবং অতিশয় পিত্তজনক নহে।

শর্করাযুক্ত দধি—(চিনিপাতা দই), এই দধি দধির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক, ইহাতে পিপাসা, রক্তপিত্ত ও দাহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। গুড়যুক্তদধি—বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, তৃপ্তিকর এবং গুরু। রাত্রিকালে দধি ভোজন করিবে না, একান্ত ভোজন করিতে হইলে জল, ঘৃত, চিনি, মুদ্গ, যূপ, মধু অথবা আমলকী ইহাদের কোন একটী দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিতে হইবে। উক্ত করিয়াও রাত্রিতে ভোজন করা যাইতে পারে। দধি রাত্রিতে নিষিদ্ধ হইলেও ঘৃত প্রভৃতি সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে তাহা দোষাবহ হয় না। কিন্তু রক্তপিত্ত ও কফোত্তবরোগে জল বা ঘৃতসংযুক্ত দধিও অপ্রশস্ত।

হেমন্ত, শিশির ও বর্ষা এই তিন ঋতুতে দধি সেবন করিলে শরীরের হিত সাধিত হয় এবং শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্ত এই তিন ঋতুতে দধি ভোজন করিলে প্রায়ই অহিতকর হইয়া থাকে। দধিপ্রিয় ব্যক্তি যদি নিয়ম অতিক্রম করিয়া দধি সেবন করে, তাহা হইলে জ্বর, রক্তপিত্ত, বীসর্প, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, ভ্রম এবং উগ্রকামলারোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। দধির উপরিস্থিত স্নেহসমন্বিত ঘনীভূত পদার্থকে দধির সর বলা যায় এবং দধির মণ্ডকে মস্তু বা মাত বলে। দধির সর মধুর রস, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু ও অগ্নিপ্রণাশক। ঐ সর অম্ল রসান্বিত হইলে বস্তিশোধক এবং পিত্ত ও কফবর্দ্ধক হইয়া থাকে। দধির মাত ক্লান্তিনাশক, বলকারক, অন্নাভিলাষজনক, স্রোতঃসমূহের শোধনজনক, আহ্লাদজনক, কফঘ্ন, পিপাসানাশক, বাতাপহারক, অবৃষ্য, প্রীতিজনক এবং শীঘ্রই সঞ্চিত মলবিরেচক। (ভাবপ্রকাশ)

সুশ্রুতে দধির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—দধি তিন প্রকার মধুর, অম্ল ও অত্যম্ল, পশ্চাৎ কষায়। ইহা স্নিগ্ধ ও উষ্ণ এবং পীনস, বিষমজ্বর, অতিসার, অরুচি ও মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগ-শান্তিকর, তেজস্কর, প্রাণকর ও মঙ্গলজনক। দধি মধুর রস হইলে চক্ষুরোগ জন্মায় এবং কফ ও মেদ বৃদ্ধি করে। অম্লরস হইলে পিত্তশ্লেষ্মার বৃদ্ধি করে, অত্যম্ল হইলে রক্ত দূষিত করে। মন্দজাত হইলে অর্থাৎ ভাল করিয়া না বসিলে বিদাহী হয়, গলা জ্বালা করে ও তদ্দ্বারা মল, মূত্র, বায়ু, পিত্ত ও কফ বৃদ্ধি হয়।

গব্যদধি—স্নিগ্ধ, মধুর, অগ্নিকর, রুচিকর এবং পবিত্র।

ছাগদধি—লঘু, কফ, পিত্তের শান্তিকর, বায়ুজনিত ক্ষয়রোগের নিবৃত্তিকর, অর্শ, শ্বাস ও কাসরোগের হিতকর এবং অগ্নিকর।

মাহিষদধি—মধুর, বৃষ্য, বায়ুপিত্তের শান্তিকর, কফবর্দ্ধক এবং স্নিগ্ধ।

ঔষ্ট্রদধি—পাকে কটুরস, ক্ষারযুক্ত, গুরুপাক ও ভেদকর এবং বাত, অর্শ, কুষ্ঠ, কৃমি ও উদরীরোগে শান্তিকর।

আবিক দধি—মেষদুগ্ধের দধি বাত, শ্লেষ্মা ও অর্শ বৃদ্ধিকর, রসে ও পাকে মধুর, চক্ষুরোগকর এবং দোষবর্দ্ধক।

ঘোটকীর দধি—অগ্নিকর, চক্ষুরোগ ও বাতবর্দ্ধক, রুক্ষ, উষ্ণ, কষায় এবং কফ ও মূত্রনাশক।

নারীদধি—স্নিগ্ধ, বিপাকে মধুর, বলকর, তৃপ্তিকর, ভার, চক্ষুর হিতকর এবং দোষশান্তিকারক।

হস্তিনীর দধি—লঘুপাক, কফঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য, অজীর্ণকর এবং মলবর্দ্ধক। গব্য প্রভৃতি যে সকল দধির বিষয় এস্থলে বলা হইল, তাহার মধ্যে গব্যদধিই শ্রেষ্ঠ। গব্যদধি স্বাদু ও বস্ত্রপূত বা বস্ত্রে ছাঁকা হইলে শরীরের পুষ্টিসাধন করে, বায়ুর শান্তি করে, শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাহাতে পিত্ত কুপিত হয় না। দধির সর গুরুপাক, বৃষ্য, বায়ুর শান্তিকর, অগ্নিকর এবং কফ ও শুক্রবর্দ্ধক। দধি অসার হইলে অর্থাৎ স্নেহভাগ না থাকিলে রুক্ষ, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধনকর, অগ্নিকর, লঘু, কষায় ও রুচিকর হয়। শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে দধি প্রায়ই অপ্রশস্ত। হেমন্ত, শিশির ও বর্ষাকালে দধি ভক্ষণ প্রশস্ত। দধি-মস্তু অর্থাৎ দধির মাত বা নিঃসৃত জল তৃষ্ণা ও ক্লান্তিনাশক, লঘু, শরীরের দ্বারশোধনকর, অম্ল, কষায়, মধুর, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, কিন্তু তেজোবর্দ্ধক নহে। প্রহ্লাদকর, তৃপ্তি, বল ও রুচিকর এবং মলভেদক। এই দধিবর্গে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা সপ্তপ্রকার দধির অন্তর্ভূত জানিতে হইবে। স্বাদু, অম্ল, অত্যম্ল, মন্দজাত, পক্কদুগ্ধজাত, দধিরস এবং অসার এই সাত প্রকার দধি। ইহাদের মস্তুও দধির ন্যায় গুণকারী। (সুশ্রুত)

শরৎকালে দধির গুণ—গুরু, অম্ল ও রক্তপিত্তবর্দ্ধক, শোফ, তৃষ্ণা, জ্বর, শূল ও বিষমজ্বরকারক।

হেমন্তকালে দধিগুণ—গুরু, স্নিগ্ধ, মধুর, কফকৃৎ ও বলবর্দ্ধক, বৃষ্য, মেধ্য, পুষ্টি, তুষ্টি ও বৃদ্ধিদায়ক।

শিশিরে দধিগুণ—অম্ল, মধুর, গুরু, বৃষ্য, বলকারক, পিত্ত ও শ্রমনাশক।

বসন্তে দধিগুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, কিছু অম্ল, কফকারক, বল ও বীর্য্যনাশক।

গ্রীষ্মে দধিগুণ—লঘু, অম্ল, উষ্ণ, রক্তপিত্তকারক, শোষ, ভ্রম ও পিপাসাকারক।

বর্ষায় দধিগুণ—শীতল, শোষ, বাত, ভ্রম, শ্রম ও অতিসারনাশক। (রাজবল্লভ) পীনস, অতিসার, শীতক, বিষমজ্বর, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও কৃশতারোগে হিতকর। (হারীত ৮ অ°)

২ বস্ত্র। (হেম)

দধিকর্ম্ম (পুং) দধিসংস্কারকং কর্ম্ম। দধিসংস্কারক বৈদিক কর্ম্মভেদ। "দধিকর্ম্মেণ চরন্তি প্রবর্গ্যবাংশ্চেৎ" (আশ্ব° শ্রৌ° ৫।১৩।১) 'দধিকর্ম্ম নাম কর্ম্মবিশেষঃ।' (নারায়ণ)

দধিকূর্চ্চিকা (স্ত্রী) দধিজাতা কূর্চ্চিকা, বা অর্দ্ধোদকোষ্ণদুগ্ধে দধ্যম্লসংযোগাৎ জাতা। দুগ্ধবিকারভেদ, ছানা। "দধ্না সহ পয়ঃ পক্বং যৎ স্যাৎ সা দধিকূর্চ্চিকা।" (বৈদ্যকরত্নমালা)

পক্কদুগ্ধ দধির সহিত মিশ্রিত হইলে, অর্থাৎ গরমদুগ্ধে অম্ল মিশ্রিত হইলে যাহা হয়, তাহাকে দধিকূর্চ্চিকা কহে। ইহার গুণ—বাতনাশক, গ্রাহক, রুক্ষ ও দুর্জ্জর। (রাজবল্লভ)

দধিক্রা (পুং) দধিঃ দধদন্তং ধারয়ন্ সন্ ক্রামতি, ক্রম-বিট্ অন্তস্যাৎ। ১ অশ্বরূপ অগ্ন্যাত্মক দেবভেদ, অশ্বরূপী অগ্নিস্বরূপ দেবতা। "দধিক্রামদকদ্র্যাবিশ্বকৃষ্টিং" (ঋক্ ৪।৩৮।২) ২ অশ্ব। "আ দধিক্রাঃ শবসা পঞ্চ কৃষ্টীঃ" (ঋক্ ১০।৩।২)

দধিক্রাবন্ (পুং) দধিঃ দধৎ ক্রামতি ক্রম-বনিপ্ অন্তস্যাৎ। অশ্বরূপ অগ্ন্যাত্মক দেবভেদ। "দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ" (তাণ্ড্য° ব্রা° ১।৬।১৭) "দধিঃ দধৎ ধারয়ন্ ক্রামতীতি দধিক্রাবা, ক্রমের্বনিপি বিড়্বনো রনুনাসিকস্যাদিতি। মকারস্যাকারঃ, তস্য দধিক্রাব্ণঃ এতৎসংজ্ঞকস্য অশ্বরূপদেবস্য" (ভাষ্য)

দধিগ্রাম, শ্রীকৃষ্ণের একটী লীলাস্থান। (শ্রীবৃন্দাবনলীলা°)

দধিচার (পুং) দধি· চারয়তি চালয়তি চর-ণিচ্-অণ্। মন্থান দণ্ড, দধিমন্থনদণ্ড। পর্য্যায়—বৈশাখ, তক্রাট, করঘর্ষণ। (হারাবলী)

দধিজ (ক্লী) দধ্নো জায়তে জন-ড। নবনীত।

দধিত্থ (পুং) দধিবর্ণো দ্রব্যস্তিষ্ঠত্যস্মিন্, স্থা-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কপিত্থ, কতবেল। [কপিত্থ দেখ।]

দধিত্থাখ্য (পুং) দধিত্থং আখ্যাতি কপিত্থদ্রব্যং অনুকরোতি আ-খ্যা-ক। সরলদ্রব, লোবান।

দধিধেনু (স্ত্রী) দধিনির্ম্মিতা ধেনুঃ। দানার্থকল্পিত দধিকুম্ভনির্ম্মিত ধেনুভেদ। ইহার বিষয় হেমাদ্রির দানখণ্ডে এই রূপ লিখিত আছে—যে স্থানে এই কল্পিত ধেনু প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই স্থান ভাল করিয়া গোময়ে উপলিপ্ত করিবে। পুষ্পদ্বারা শোভিত একখানি গোচর্ম্ম রাখিবে, পরে মাটীতে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া কৃষ্ণাজিন আস্তীর্ণ করিতে হইবে এবং ধান্যের উপর দধিকুম্ভ স্থাপিত করিতে হইবে। ইহার বৎসও কল্পনা করিয়া তাহার মুখ সুবর্ণময় করিবে। পরে ধেনুর প্রশস্ত পত্রদ্বারা শ্রবণ, মুক্তাফলদ্বারা চক্ষু, চন্দন ও অগুরু দ্বারা শৃঙ্গ, শর্করা দ্বারা জিহ্বা, শ্রীখণ্ডে ঘ্রাণ, ফলমূলে দণ্ড, তাম্রদ্বারা পৃষ্ঠ, দর্ভদ্বারা রোম, সুত্রময়

পুচ্ছ, সুবর্ণের শৃঙ্গ, রৌপ্যের ক্ষুর, নবনীতের স্তন ও ইক্ষুদ্বারা পাদ প্রস্তুত করিবে। তাহার পর ধেনুকে সর্ব্বাভরণ সংযুক্ত করিতে হইবে। পরে এই ধেনুকে বস্ত্রযুগ্ম ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। জিতেন্দ্রিয় ও সকল গুণসম্পন্ন কুলীন ব্রাহ্মণকে দধিক্রাব্ণো ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া দান করিবে এবং ঐ ব্রাহ্মণকে ছত্র, পাদুকা প্রভৃতি দিতে হইবে। এই প্রকার দধিময় ধেনু যিনি দান করেন এবং সেই দিন দধি ভোজন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয় এবং পূর্ব্বে দশ, অধস্তন দশ ও নিজে এই একবিংশ পুরুষ লোকে গমন করেন। যেখানে নদীসকল মধুবাহিনী, পায়সময় কর্দ্দম এবং ঋষি, মুনি ও সিদ্ধগণ অবস্থান করেন, দাতা সেই স্থলেই গমন করেন। (হেমাদ্রি° দানখ° বরাহপু°) যিনি ইহা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করেন * তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন।

দধিপয়স্ (ক্লী) দধি চ পয়শ্চ। দধি ও পয়, এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। 'জাতিরপ্রাণিনাং' পাণিনির এই সূত্রে ইহাদের সমাহারদ্বন্দ্বের প্রাপ্তি ছিল অর্থাৎ সমাহার দ্বন্দ্ব হইতে পারিত, কিন্তু 'পয় আদীনি' এই সূত্রে পয়ঃ প্রভৃতির নিষেধ হইল অর্থাৎ সমাহার দ্বন্দ্বে একবচন হইতে পারিত, কিন্তু তাহা না হইয়া দধিপয়স্ প্রভৃতি দ্বিবচন হইবে।

* "দধিধেনোর্মহারাজ বিধানং শৃণু সাম্প্রতং।
অনুলিপ্তে মহাভাগে গোময়েন নরাধিপ।
গোচর্ম্মমাত্রে তু পুনঃ পুষ্পপ্রকরশোভিতে।
কুশৈরাস্তীর্য্যবসুধাং কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরাং
দধিকুম্ভং সুসংস্থাপ্য সদা ধান্যচয়োপরি।
চতুর্থাংশেন বৎসন্তু সৌবর্ণমুখমণ্ডিতং।
আচ্ছাদ্যবস্ত্রযুগ্মেন পুষ্পগন্ধৈস্তু পূজিতাং।
ব্রাহ্মণায় কুলীনায় সাধুবৃত্তায় ধীমতে।
ক্ষমাদিগুণযুক্তায় দদ্যাত্তাং দধিধেনুকাং।
পুচ্ছদেশোপবিষ্টায় মুদ্রিকা কর্ণমাত্রকৈঃ।
পাদুকোপানহৌ ছত্রং দত্ত্বা মন্ত্র মনুস্মরেৎ।
দধিক্রাব্ণেতি মন্ত্রেণ দধিধেনুং প্রদাপয়েৎ।
এবং দধিময়ীং ধেনুং দত্ত্বা রাজর্ষিসত্তম।
একাহারো দিনং তিষ্ঠেৎ দধ্না চ নৃপনন্দন।
যজমানো বসেদ্রাজন্ ত্রিরাত্রঞ্চ দ্বিজোত্তম।
দীয়মানাং প্রপশ্যন্তি তে যান্তি পরমাং গতিং।
যত্র ক্ষীরবহা নদ্যঃ যত্র পায়সকর্দ্দমাঃ।
মুনয় ঋষয়ঃ সিদ্ধাস্তত্র গচ্ছন্তি ধেনুদাঃ।
য ইদং শ্রাবয়েদ্ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্বাপি মানবঃ।
সোঽশ্বমেধফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।" (বরাহপু°)

দধিপয় আদি (ক্লী) দধিপয় আদির্যস্য। সমাহারদ্বন্দ্ব নিষেধ নিমিত্ত শব্দদ্বয় গণভেদ। এই গণের সমাহার দ্বন্দ্বনিষেধ হইয়াছে। দধিপয়স্, মধুসর্পিস্, ব্রহ্মপ্রজাপতি, শিববৈশ্রবণ, স্কন্দবিশাখ, পরিব্রাট্ কৌশিক, প্রবর্গ্য উপসদ, শুক্লকৃষ্ণ, ইধ্মাবর্হিস্, দীক্ষাতপস্, শ্রদ্ধাতপস্, মেধাতপস্, অধ্যয়নতপস্, উদূখল মুসল, আদি অবসান, শ্রদ্ধামেধা, ঋক্-সাম, বাঙ্মনস, ইহারা দধিপয় আদিগণ। (পাণিনি)

দধিপুষ্পিকা (স্ত্রী) দধীব শুভ্রং পুষ্পমস্যাঃ কপ্, টাপি অতইত্বং। শ্বেতাপরাজিতা। (রাজনি°)

দধিপুষ্পা (স্ত্রী) দধীব পুষ্পমস্যাঃ, জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ১ কোলশিম্বী। ২ শ্বেতাপরাজিতা।

দধিপূপ (পুং) দধিপক্বঃ পূপঃ। অপূপভেদ, পিষ্টকবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শালিতণ্ডুল চূর্ণ করিয়া দধিতে মর্দ্দন করিবে, পরে উহা ঘৃতে পাক করিতে হইবে। পরে পক্বখণ্ডের সহিত গোলাকারে প্রস্তুত করিতে হইবে, এইরূপ করিলে দধিপূপ হইবে।

"শালিপিষ্টং যুতং দধ্না মর্দ্দয়িত্বা ঘৃতে পচেৎ।
বেষ্টয়েৎ পক্বখণ্ডেন সুবৃত্তং দধিপূপকং॥
দধিপূপো গুরুর্বৃষ্যঃ বৃংহনোঽনিলপিত্তহা।
হৃদ্যোঽগ্নিজননশ্চৈব বিশেষাদ্রুচিকারকঃ॥" (পাকশাস্ত্র)

ইহার গুণ গুরু, বলকারক, বৃংহণ, বায়ু ও পিত্তনাশক, অগ্নিজনক ও রুচিকর।

দধিপূর্ব্বমুখ (পুং) দধিপূর্ব্বং মুখং যস্য। দধিমুখ। [দধিমুখ দেখ।]

দধিফল (পুং) দধীব শুভ্রোদ্রব্যঃ ফলে যস্য। কপিত্থ, কতবেল। কতবেলের রস দধির ন্যায় অম্ল হেতু ইহার নাম দধিফল।

দধিমণ্ড (পুং) দধ্নঃ মণ্ডঃ। দধির মস্ত, দধির মাত। [দধি দেখ।]

দধিমণ্ডোদ (পুং) দধিমণ্ডইব উদকং যত্র, উদকস্য উদাদেশঃ। দধিসমুদ্র। "দধিমণ্ডোদএবাত্র বিজ্ঞেয়ো বারিজাসনঃ।" (হেমাদ্রি)। এই সমুদ্রের জল দধির মাতের ন্যায়, এইজন্য ইহার নাম দধিমণ্ডোদ হইয়াছে।

দধিমুখ (পুং) দধিবৎ শুভ্রং মুখং যস্য। এক বানর, সুগ্রীবের মাতুল। এই বানর মধুবনের রক্ষক ছিল, হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ সীতার সংবাদ পাইয়া এই বনে উৎসব করে। দধিমুখ প্রথমতঃ বানরদিগকে নিষেধ করে, কিন্তু বানরেরা ইহার কথা না শুনিয়া ইহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করে। (রামায়ণ ৪।৬২, ৬৩, ৬৪ সর্গ)

দধিবক্ত্র (পুং) দধিবৎ বক্ত্রং যস্য। দধিমুখ।

দধিবৎ (ত্রি) দধি অস্ত্যত্র মতুপ্ বেদে মস্য বঃ। দধিযুক্ত। "অপূপবান্ দধিবাংশ্চরুরেষসীদতু" (অথ° ১৮।৪।১৭) লৌকিক

প্রয়োগে মস্থানে ব হইবে না, দধিমৎ এইরূপ পদ হইবে, স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইবে। বৈদিক প্রয়োগেই কেবল দধিবৎ হইবে।

দধিবামন (ক্লী) ১ শালগ্রাম মূর্ত্তির মধ্যে বামনমূর্ত্তিভেদ, ইহার লক্ষণ—

"অতিক্ষুদ্রং দ্বিচক্রঞ্চ নবীননীরদোপমং।
দধিবামনকং জ্ঞেয়ং গৃহিণাঞ্চ সুখপ্রদং॥"

(ব্রহ্মবৈ' প্রকৃতিখ')

ইহার আকৃতি ক্ষুদ্র, দ্বিচক্রযুক্ত ও নবীন নীরদ তুল্য বর্ণবিশিষ্ট। এই মূর্ত্তি গৃহীদিগের সুখজনক, অর্থাৎ গৃহী যদি এই মূর্ত্তি পূজা করে বা গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা হইলে সুখ লাভ হয়। (পুং) ২ দধ্যোদন দ্বারা হবনীয় বামনভেদ, বামনকে দধ্যোদন দ্বারা হোম করিলে সকল প্রকার দুর্গতি হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

"দধ্যোদনেন শুদ্ধেন হুত্বা মুচ্যেত দুর্গতঃ।
স্মৃত্বা ত্রৈবিক্রমং রূপং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥"

(তন্ত্রসার দধিবামনপ্র')

দধিবারি (ক্লী) দধ্নঃ বারি ৬তৎ। দধিমস্তু, দধির মাত্।

দধিবাহন (পুং) অঙ্গনামক রাজার পুত্র। (হরিবংশ ৩১ অ')

দধিশোণ (পুং) বানর। (ত্রিকা')

দধিষায্য (পুং) দধিস্থতি সো-আয্য, ততোষত্বং নিপা' সাধুঃ (দধিষায্যঃ। উণ্ ৩।৯১) ঘৃত। (উজ্জ্বল)। সিদ্ধান্তকৌমুদীর বৃত্তিতে 'দধাতেরায্য' ধা-ধাতু আয্য, দ্বিত্ব, সুকাগম এইরূপে দধিষায্য পদ সাধা হইয়াছে।

দধিসক্তু (পুং) দধ্যুপসিক্তাঃ সক্তবঃ। দধ্যুপসিক্ত সক্তু, দধিমিশ্রিত ছাতু। এইশব্দ বহুবচনান্ত হয়।

"কন্দুপকানি তৈলেন পায়সং দধিসক্তবঃ।" (তিথিত' কূর্ম্মপু')

দধিসর (পুং) দধ্নঃ সরঃ। দধিস্নেহ।

দধিসার (পুং) দধ্নঃ সারঃ। দধিসার, নবনীত।

দধিস্কন্দ (পুং) তীর্থভেদ।

দধিস্নেহ (পুং) দধ্নঃ স্নেহঃ। দধির সর, দইয়ের সর। পর্য্যায়— দধিসর, সর, দধ্যুত্তরগ, কটুর। [গুণ দধি শব্দে দেখ।]

দধিস্বেদ (পুং) দধ্নঃ স্বেদইব। ঘোল।

দধীচ (পুং) দধীচিমুনি। (শব্দভেদপ্র') শুক্রাচার্য্যের এক পুত্র। (ব্রহ্মাণ্ডপু' উ' ১।৯০)

দধীচাস্থ (পুং) দধীচস্য অস্থি। ১ বজ্র। ২ হীরক।

দধীচি, একজন পৌরাণিক ঋষি। বেদে দধ্যঞ্চ্ এবং মহাভারতে দধীচ ও দধীচি এই উভয় নামে খ্যাত। যাস্কের নিরুক্তের মতে, ইনি অথর্ব্বার পুত্র, সেই জন্য আথর্ব্বণ নামে ঋগাদি বেদে পরিচিত। (নিরুক্ত ১২।৩৩) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে, দধীচি শুক্রাচার্য্যের পুত্র, সরস্বতী হইতে দধীচির সারস্বত নামে পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু' উ' ১ম অঃ) কোন কোন পুরাণমতে অথর্ব্বের ঔরসে কর্দ্দমকন্যা শান্তির গর্ভে ইহার জন্ম। ঋকসংহিতার দুইটী ঋকে দধীচ সম্বন্ধে এইরূপ আছে—

"দধ্যাঙ্ হ যন্মধ্বাথর্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ॥"

(১।১১৬।১২)

যে অথর্ব্বার পুত্র দধীচ অশ্বমস্তক ধারণ করিয়া তোমাদিগকে (অশ্বিদ্বয়কে) মধুবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন।

"আথর্ব্বণায়াশ্বিনা দধীচেঽশ্ব্যং শিরঃ প্রত্যৈরয়তম্।
স বাং মধু প্রবোচদৃতায়ন্ত্বাষ্ট্রং যদ্দস্রাবপিকক্ষ্যং বাম্॥"

(ঋক্ ১।১১৭।২২)

হে অশ্বিযুগল! আপনারা আথর্ব্বণ দধীচির (স্কন্ধে) অশ্বের মস্তক যুড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনিও সত্য পালন করিয়া ত্বষ্টার * নিকট হইতে লব্ধ মধুবিদ্যা তোমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন; হে দস্রদ্বয়! সেই বিদ্যা আপনাদিগের অপিকক্ষ্যরূপ † হইয়াছিল।

সায়ণ প্রথমোক্ত ২২ ঋকের ভাষ্যে শাট্যায়ন ও বাজসনেয়প্রপঞ্চ হইতে এইরূপ উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'ইন্দ্রো দধীচে প্রবর্গ্যবিদ্যাং মধুবিদ্যাং চোপদিশ্য যদীমামন্যস্মৈ বক্ষ্যসি শিরস্তে ছেৎস্যামীত্যুবাচ। ততোঽশ্বিনাবশ্বস্য শিরশ্ছিত্ত্বা দধীচঃ শিরঃ প্রচ্ছিদ্যান্যত্র নিধায় তত্রাশ্ব্যং শিরঃ প্রত্যধত্তাং। তেন চ দধ্যঙ্ ঋচঃ সামানি যজূংষি চ প্রবর্গ্যবিষয়াণি মধুবিদ্যাপ্রতিপাদকং ব্রাহ্মণং চাশ্বিনাবধ্যাপয়ামাস। তদিন্দ্রো জ্ঞাত্বা বজ্রেণ তচ্ছিরোঽচ্ছিনৎ। অথাশ্বিনৌ তস্য স্বকীয়ং মানুষং শিরঃ প্রত্যধত্তামিতি।'

ইন্দ্র দধীচিকে প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, 'যদি এ বিদ্যা আর কাহাকেও প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার শিরশ্ছেদন করিব। অশ্বিযুগল দধীচের শিরশ্ছেদন করিয়া অন্যত্র রাখিয়া সেই স্থানে ঘোড়ার মাথা পরাইয়া দিয়া ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যাপ্রতিপাদক ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিলেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া তাহার পর সেই মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অশ্বিযুগল তাঁহাকে পুনরায় তাঁহার নিজের মানুষের মাথা পরাইয়া দিলেন।

ঋগ্বেদে অপর দুই স্থলে দধীচির মস্তকাস্থি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

* সায়ণ এখানে 'ত্বষ্টা' শব্দের অর্থ 'ইন্দ্র' লিখিয়াছেন।

† সায়ণ 'অপিকক্ষ্য' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'প্রবর্গ্যবিদ্যাখ্য রহস্য'।

"ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ।
জঘান নবতীর্নব॥" (১।৮৪।১৩)
"ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্ব্বতেষ্বপশ্রিতং।
তদ্বিদচ্ছর্য্যণাবতি॥" (১।৮৪।১৪)

প্রতিকূল শব্দরহিত ইন্দ্র দধীচির অস্থিদ্বারা নবগুণ নবতিবার (৯৯বার) বৃত্রগণকে বধ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতে লুক্কায়িত দধীচির অশ্বমস্তক পাইবার ইচ্ছা করিলে ইন্দ্র সেই মস্তক শর্য্যণাবতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উক্ত ঋক্‌দ্বয় সম্বন্ধে শাট্যায়নির এক ইতিহাস আছে—

"আথর্বণস্য দধীচো জীবতো দর্শনেনাসুরাঃ পরাবভূবুঃ। অথ তস্মিন্ স্বর্গতেঽসুরৈঃ পূর্ণা পৃথিব্যভবৎ। অথেন্দ্রস্তৈরসুরৈঃ সহ যোদ্ধুমশক্নুবংস্তমৃষিমন্বিচ্ছন্ স্বর্গং গত ইতি শুশ্রাব। অথ পপ্রচ্ছ তত্রত্যানেহ কিমস্য কিঞ্চিৎ পরিশিষ্টমঙ্গমস্তীতি। তস্মা অবোচন্ অস্ত্যেতদাশ্বং শীর্ষং যেন শিরসাশ্বিভ্যাং মধুবিদ্যাং প্রাব্রবীৎ। তত্তু ন বিদ্ম যত্রাভবদিতি পুনরিন্দ্রোঽব্রবীৎ তদন্বিচ্ছতেতি। তদ্ধান্বৈষিষুঃ। তচ্ছর্য্যণাবত্যনুবিদ্য আজহ্রুঃ। শর্য্যণাবদ্ধ বৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে সরঃ স্যন্দতে। তস্য শিরসোঽস্থিভিরিন্দ্রোঽসুরাঞ্জঘানেতি।"

অথর্ব্বার পুত্র দধীচিকে পুনরায় জীবিত দেখিয়া অসুরগণ দেবতাদিগের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। পরে দধীচি স্বর্গগত হইলে ঐ অসুর সকল পৃথিবীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনন্তর ইন্দ্র ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অশক্ত হইয়া দধীচিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এইস্থানে দধীচিকে না পাইয়া স্বর্গে গমন করেন এবং সেই স্থানে সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'দধীচির অবশিষ্ট অঙ্গ কোথায়?' তাঁহারা বলিয়াছিলেন, দধীচির অশ্বরূপ মস্তক আছে, যে মস্তক দ্বারা তিনি অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, আমি তাহারই অন্বেষণ করিতেছি। সেখানকার লোকেরা কহিল, তাহা কোথায় আছে, আমরা বলিতে পারি না। ইন্দ্র তাহাদিগকে উহা অন্বেষণ করিতে বলেন, তাহারা অন্বেষণ করিয়া শর্য্যণাবৎ নামে কুরুক্ষেত্রের জঘনার্দ্ধে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে ইন্দ্র এই মস্তকের অস্থি দ্বারা অসুরদিগকে হনন করিয়াছিলেন।

ভাগবতেও দধীচির অশ্বশির সম্বন্ধে উপাখ্যানের আভাস পাওয়া যায়। শ্রীধরস্বামীও সায়ণের ন্যায় এই উপাখ্যানটী প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (ভাগবত ৬।১১ অঃ ও শ্রীধরটীকা দ্রষ্টব্য)

মহাভারতে লিখিত আছে,—দক্ষ যে সময় হরিদ্বারে শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই সময় ইনি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করায় রুদ্রভক্ত দধীচি যজ্ঞসভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। ইঁহার শিষ্য নন্দী ইঁহার নিকটই শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিবপার্ষদরূপে পরিচিত হন।

এক সময় দধীচি তপোনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করেন। ইন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়া অলম্বুষা অপ্সরাকে ইঁহার যোগভঙ্গ করিতে পাঠান। যে সময় ইনি সরস্বতীতীর্থে তর্পণ করিতেছিলেন, সেই সময় অলম্বুষা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অলম্বুষাকে দেখিয়া দধীচির রেতঃস্খলিত হইল। তাহাতে এক পুত্র জন্মে, এই পুত্রের নাম সারস্বত। দেবগণ বৃত্রাসুরের ভয়ে উৎপীড়িত হইয়া জানিতে পারিলেন যে দধীচির অস্থিনির্ম্মিত বজ্র না হইলে বৃত্রের বিনাশ হইবে না। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ইঁহার নিকট গিয়া অস্থিভিক্ষা চাহিলেন। যে ইন্দ্র দধীচির ঘোরতর শত্রুতা করিয়াছিলেন, দধীচি এখন তাঁহারই উপকারের জন্য দেহ ত্যাগ করিলেন। অগ্নিপুরাণের মতে, শুধু বজ্র নয়, দধীচির অস্থিতে বহু অস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দধীচ্যস্থি (ক্লী) দধীচেরস্থি। ১ দধীচি মুনির অস্থি। এই মুনির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মিত হয়। ২ বজ্র। ৩ হীরক। [দধীচি দেখ।]

দধীমুখ (পুং) বানরভেদ। [দধিমুখ দেখ।]

দধৃষ্ (ত্রি) ধৃষ্ণোতীতি, ধৃষ-কিন্, দ্বিত্বাদিকঞ্চ নিপাতনাৎ সিদ্ধং (ঋত্বিক্ দধৃগিতি। পা ৩।২।৫৯) ১ ধৃষ্ট, নির্লজ্জ, বেহায়া। ২ ধর্ষক। "বাজেষু দধৃষং কবে" (ঋক্ ৩।৪২।৬) 'দধৃষং শত্রূণামভিভাবকং' (সায়ণ)

দধৃষ্বনি (ত্রি) দধৃগিবাচরতি দধৃষ্ ক্বিপ্, ততো বাহুলকাৎ-বনি। ধর্ষক, অভিভাবক। "সাহসি মধৃষ্টং চিদ্ দধৃষ্বনিং" (ঋক্ ৮।৫০।৩)

দধ্ন (পুং) দধতে জীবেভ্যঃ পাপপুণ্যফলাফলং দধাতীতি দধ-দানে-বাহুলকাৎ ন। যম, চতুর্দ্দশ যমের মধ্যে একজন।
"ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে॥" (যমতর্পণমন্ত্র)

দধ্যঞ্চ্ (পুং) দধিং ধারকং অঞ্চতি অন্চ-ক্বিপ্। অথর্ব্বা ঋষির পুত্র দধীচিমুনি। "দধ্যঙ্‌হ যন্মধ্বাথর্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ" (ঋক্ ১।১১৬।১২)

ইন্দ্র দধীচিকে প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, তুমি যদি এই বিদ্যা কাহাকেও উপদেশ দাও, তাহা হইলে তোমার মস্তক ছেদন করিব। পরে অশ্বিদ্বয় দধীচের মস্তক ছেদন করিয়া তাহাতে অশ্বের মস্তক সংযুক্ত করেন এবং দধীচের মস্তক অন্যস্থলে রক্ষা করেন, এইরূপে ইঁহার নিকট প্রবর্গ্যবিদ্যা ঋক্ সাম ও যজুঃ প্রভৃতি

শিক্ষা করিতে থাকেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া অশ্বের মস্তক বজ্রদ্বারা ছেদন করেন। অশ্বিদ্বয় তাহাকে পুনরায় তাঁহার নিজের মস্তক সংযোজিত করিয়া দেন।

(ঋক্ ১।১১৬।১২ সায়ণ) [দধীচি দেখ।

দধ্যন্ন (ক্লী) দধ্নুপসিক্তং অন্নং। দধিমিশ্রিত অন্ন।

"দধ্যন্নং পায়সঞ্চৈব গুড়পিষ্টং সমোদকং।"

(যাজ্ঞবল্ক্য ১।২৮৮

দধ্যাকর (পুং) দধ্নঃ আকরঃ ইব। দধিসমুদ্র। (শব্দার্থক°)

দধ্যানী (স্ত্রী) দধিবৎ শুভ্রতাং আনয়তি আ-নী-ক্বিপ্। সুদর্শনা, সুদর্শন গুলঞ্চ, কেহ কেহ ইহার নাম দএথএ, কেহ বা পুরাতি বলে। হিন্দীতে মদনমস্ত।

দধ্যাশির্ (ত্রি) দধাতি পুষ্ণাতি ইতি দধি শৃণাতি হিণাস্তি ইত্যাশী দধ্যেব আশীর্যস্য। দোষঘাতক। "সোমাসো দধ্যাশিরঃ" (ঋক্ ১।৫।৫) 'দধ্যাশীর্দোষঘাতকং' (সায়ণ)

দধ্যুত্তর (ক্লী) দধ্নঃ উত্তরং শেষজাতং। দধিস্নেহ।

দধ্যুত্তরগ (ক্লী) দধ্নঃ উত্তরং চরমাবস্থাং গচ্ছতীতি গম-ড। দধিস্নেহ। (রত্নমালা)

দধ্যুদ (পুং) দধিবদুদকং যস্য উদকস্য উদাদেশঃ দধিসমুদ্র।

দধ্যোদন (পুং) দধ্নুপসিক্তঃ ওদনঃ। দধিমিশ্রিত ওদন।

দনাগোধা, ত্রিপুরার অন্তর্গত সাচার নাম্নী নদীর তীরস্থিত একটী গ্রাম। এথানে বেশ বাণিজ্যের সুবিধা আছে।

দনায়ুস্, দক্ষের কন্যা, কশ্যপের পত্নী, ইহার চারিটী পুত্র, তাহাদের নাম বিক্ষর, বল, বীর ও বৃত্র। (ভারত আদি ৬৫অ°)

"দনুশ্চ দনায়ুশ্চ মাতেৰ চ পিতেব চ পরিজগৃহতু তস্মাদ্দানব ইত্যাহুঃ" (শত° ব্রা° ১।৬।৩।৯) দনায়ুসের পুত্রগণ দানব নামে বিখ্যাত।

দনু (স্ত্রী) ১ দক্ষের এককন্যা। কশ্যপের পত্নী, ইহার বিপ্রচিত্তি, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, অশ্বশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুহুণ্ড, একপদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য, চন্দ্র, একাক্ষ, অমৃতপ, প্রলম্ব, নরক, বাতাপী, শঠ, বনায়ু ও দীর্ঘজিহ্ব এই ৪০টী পুত্র হয়। ইহারা সকলেই দানব নামে বিখ্যাত। দনুপুত্র চন্দ্র সূর্য্য, দেবতা চন্দ্রসূর্য্য হইতে স্বতন্ত্র। (ভারত ১।৬৫ অ°)

২ একজন দানব, শ্রীদানবের পুত্র।

দনুজ (পুং) দনোর্জায়তে জন-ড। অসুর।

দনুজদলনী (স্ত্রী) দনুজস্য দলনী। অসুরনাশিনী, দুর্গা।

দনুজদ্বিষ্ (পুং) দনুজানাং অসুরাণাং দ্বিট্ শত্রুঃ বা দনুজান্ দ্বেষ্টি দ্বিষ্-ক্বিপ্। দেবতা। (ত্রি) দনুজশত্রু।

দনুজারি (পুং) দনুজস্য অরিঃ ৬-তৎ। দনুজশত্রু, দেবতা।

দনুষ (পুং) রাক্ষস।

দনুসংভব (পুং) সম্ভবত্যস্মাৎ সংভূ-অপ্ দনোঃ সম্ভবঃ। দনুর পুত্র, দানব।

দনুসূনু (পুং) দনোঃ সূনুঃ। দনুর সন্তান, দানব।

দন্ত (পুং) দম-তন্ (হসিমৃগ্রিণিতি। উণ্ ৩।৮৬)। ১ অদ্রিকটক। ২ কুঞ্জ। ৩ পর্ব্বতনিতম্ব। ৪ সানু। ৫ মুখের মধ্যে চর্ব্বণসাধন অস্থিভেদ, দাঁত, ইহার সংখ্যা দ্বাত্রিংশৎ। পর্য্যায়—রদন, দশন, রদ, দ্বিজ, খরু। (শব্দরত্নাবলী)

আহার করিবার নলী হইতে আরম্ভ করিয়া মুখাভ্যন্তরে সংলগ্ন কঠিন পদার্থগুলিকে দন্ত বলে। প্রাণীমাত্রেরই দন্তোদ্গম হয়, কিন্তু আহার্য্য দ্রব্যের ও অভ্যাসাদির পার্থক্য অনুসারে দন্তেরও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দন্তের এই পার্থক্যদৃষ্টে প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রাণীগণের শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হন।

শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে দন্তের তিনটী ভাগ আছে—(১) একটী মস্তক (Crown), (২) একটী শিকড় (Root), (৩) একটী গ্রীবা (Neck)। প্রত্যেক দন্তাভ্যন্তরে একটী ধমনী ও একটী স্নায়ু প্রবেশ করে এবং প্রত্যেকটীর মধ্যস্থলে একটী ছোট গর্ত্ত দেখা যায়। এই গর্ত্তের ভিতরে পাল্প (Pulp) অর্থাৎ দন্ত জন্য এক কোমল রক্তপূর্ণ ও সচেতন পদার্থ দেখা যায়। দন্তকে লম্বভাবে ছেদ করিলে দেখা যায় যে ইহাতে ৪টী পদার্থ আছে—(১) ডেণ্টাইন (Dentine), (২) সিমেণ্ট্ বা ক্রুষ্টা পিট্রোসা (Cement or Creusta petrosa), (৩) এনামেল (Enamel) ও (৪) পাল্প (Pulp)
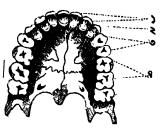
খ

ক—অর্দ্ধেক চোয়ালে পৃথক্‌ভাবে যেরূপ দন্ত থাকে।
খ—উপর চোয়ালের দন্ত—
(১) ইন্‌সাইজার, (২) ক্যানাইন, (৩) বাইকাস্পিড, (৪) মোলার।

১। ডেণ্টাইন—ইহা দন্তের প্রধান অংশ। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—(১) দৃঢ় বা শুদ্ধ ডেণ্টাইন (hard or true dentine), (২) ভাসো ডেণ্টাইন (Vaso-dentine), (৩) অষ্টিও ডেণ্টাইন (Osteo dentine)। ডেণ্টাইন সিমেণ্ট ও এনামেলের দ্বারা আবৃত থাকে, ইহাতে বহুসংখ্যক অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল ও গহ্বর এবং মৃণ্ময় কণিকাসকল দৃষ্ট হয়। এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল ও গহ্বরে চূর্ণখণ্ডক কণিকাসকল (Calcareous particles) এবং একরূপ বর্ণহীন তরল পদার্থ থাকে। ডেণ্টাইনের মধ্যস্থানে পাল্প নামক গহ্বর দৃষ্ট হয়। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল ও গহ্বরগুলির মুখ এই পাল্প গহ্বরে মুক্ত থাকে।

ইহাদিগের প্রত্যেকের এক একটী বহিরাবরণ আছে, তাহাকে ডেণ্টাল্‌সিদ্ (dental sheath) বা দন্তাবরণ বলে।

যে মূল রক্তবহা নাড়ীময় পাল্প (Primitive vascular pulp) দ্বারা ডেণ্টাইন পরিপুষ্ট হয়, তাহা যখন স্থায়ীরূপে চূর্ণকবিহীন থাকে, তখন লালকণিকাময় রক্তবহা নাড়ী দ্বারা বৃহতন্ত্ত বা ঝিল্লীতে (Tissue) নীত হয়। এইরূপ ডেণ্টাইনকে ভাসো ডেণ্টাইন (Vaso dentine) বলে।

ক্ষুদ্র কোষময় (Cellular basis) রক্তবহা নাড়ীর (Vascular canals) চতুর্দ্দিকে সমকেন্দ্রিক স্তরে যখন সজ্জিত থাকে, তখন ডেণ্টাইনের একটু রূপান্তর হয়। এই অবস্থার ডেণ্টাইনকে অষ্টিও ডেণ্টাইন (Osteo dentine) বলে।

২। সিমেণ্ট্ বা ক্রুষ্টা পিট্রোসা, অর্থাৎ দন্তের কঠিন পদার্থ—ইহা দন্তের মূলদেশ আবৃত করিয়া থাকে। হস্তী এবং অন্য কতকগুলি জন্তুর দন্তে সিমেণ্ট বেশী পরিমাণে থাকে।

৩। এনামেল—দন্তের বৃহতন্তর (Tissue) মধ্যে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। ইহা দন্তের মস্তককে (Crown) আবৃত করিয়া থাকে।

৪। পাল্প—ইহা ডেণ্টাইনের মধ্যস্থান অধিকার করিয়া থাকে। ইহাতে রক্তবহা নাড়ী, স্নায়ু ও সংযোগতন্তু দৃষ্ট হয়।

ডেণ্টাইন ও ভাসো ডেণ্টাইন সম্পন্ন দন্ত মৎস্যেই সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। মনুষ্য এবং মাংসাসী জন্তুদিগের দন্ত দেখিলেই ডেণ্টাইন ও এনামেল সম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহাদিগের দন্তের মস্তকে (Crown) সিমেণ্টের একটী পাত্‌লা আবরণ থাকে।

মনুষ্যের দন্ত দুইবার বহির্গত হয়—১ দুগ্ধদন্ত (এই দন্ত অল্পকালস্থায়ী হয়) ও ২ দীর্ঘকালস্থায়ী দন্ত।

দুগ্ধদন্ত—ইহা দুই বৎসর বয়সের মধ্যেই নিম্নলিখিত প্রণালীক্রমে বাহির হয়।

২। উপর চোয়ালের মধ্যকার ৪টী ইনসাইজার বা ত্রোটক—৮ হইতে ১০ মাস।

৩। নিম্ন চোয়ালের দুইদিকের ইন্‌সাইজার এবং ৪টী মোলার বা চর্ব্বণদন্ত—১২ হইতে ১৪ মাস।

৪। ৪টী ক্যানাইন বা শৌবনদন্ত—১৮ হইতে ২০ মাস।

৫। ৪টী পশ্চাদ্ভাগের মোলার—২০ হইতে ২৪ মাস।

দীর্ঘকাল স্থায়ী দন্ত—ছয় বৎসর বয়সের মধ্যেই দুগ্ধদন্ত পড়িয়া যায় এবং তখন দীর্ঘকালস্থায়ী দন্ত বাহির হইতে থাকে। বার তের বৎসরের মধ্যে প্রায় সমস্ত দন্তই বাহির হয়। ২১ বৎসরের সময় আক্কেল দাঁত বা জ্ঞানদন্ত (Wisdom tooth) বাহির হয়। এই সময় দন্তের সংখ্যা পূর্ণ অর্থাৎ ৩২টী হয়। নিম্নলিখিত প্রণালীক্রমে এই সকল দাঁত বাহির হয়।

১। প্রথম মোলার	...	৬ বৎসর বয়সে।
২। ২টী মধ্যের ইন্‌সাইজার	...	৭ „ „
৩। ২টী পাশের „	...	৮ „ „
৪। প্রথম বাইকাস্পিড্ বা দ্বিমূলী		৯ „ „
৫। দ্বিতীয় „	...	১০ „ „
৬। ক্যানাইন্	...	১১-১২ „ „
৭। দ্বিতীয় মোলার	...	১২-১৩ „ „
৮। জ্ঞানদন্ত	...	১৭-২১ „ „

দুগ্ধদন্তের মোলার দন্তের স্থানে স্থানে বাইকাস্পিড দন্ত ও মোলার দন্তের পশ্চাতে ৩টী করিয়া স্থায়ী মোলার দন্ত বাহির হয়। ৩২টী দন্তের মধ্যে প্রত্যেক মাড়ীর অর্দ্ধেক ভাগে ২টী ইন্‌সাইজার, ১টী ক্যানাইন্, ২টী বাইকাস্পিড এবং ৩টী মোলার, সুতরাং মোট ৮টী ইন্‌সাইজার, ৪টী ক্যানাইন্, ৮টী বাইকাস্পিড ও ১২টী মোলার দন্ত। ইহাদের মধ্যে ৮টী ইন্‌সাইজার দন্ত দুই মাড়ির সম্মুখে থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের এক একটী লম্বা মূল এবং চ্যাপ্টা ধার থাকে। এই ধার থাকার জন্য আহার্য্য দ্রব্য কাটিয়া খাওয়া যায়।

মাড়ির ইন্‌সাইজার দন্তের পাশেই ৪টী ক্যানাইন্ দন্ত থাকে। ইহাদের শিকড় (Fang) লম্বা এবং একপাশে চ্যাপ্টা।

ক্যানাইন্ দন্তের পরেই ৮টী বাইকাস্পিড দন্ত থাকে। এই দন্তকে প্রিমোলার (Premolar) দন্তও বলে; ইহাদের শিকড়ের অগ্রভাগ দুইখণ্ডে বিভক্ত। ইহাদের পার্শ্বদিকে খাল, উপরিভাগ চ্যাপ্টা ও দুই পাশে ২টী গুটিকা দেখা যায়।

নিম্ন চোয়ালের মধ্যস্থিত ২টী ইন্‌সাইজার—৬ হইতে ৮ মাস।

সকলের পশ্চাতে ১২টী মোলার দন্ত থাকে। ইহাদের একটী বা দুইটী করিয়া শিকড় আছে। ইহাদের উপরিভাগ প্রশস্ত বলিয়া আহার্য্য দ্রব্য পিষিয়া ভক্ষণ করা যায়। জ্ঞান বা আক্কেল দন্তের একটী অসমান শিকড় থাকে।

দন্তের রাসায়নিক পদার্থ—

দন্তাস্থিতে	শতকরা	৩৩ ভাগ	জান্তব পদার্থ
ক্রুষ্টা পিট্রোসা বা সিমেণ্ট	„	৩০ ভাগ	„ „
ডেণ্টাইন	„	২৮ ভাগ	„ „
এনামেল	„	৩·৫ ভাগ	„ „

দন্তে যে খনিজ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ক্যালসিক ফস্ফেট, ক্যালসিক কার্ব্বনেট, ক্যাল্‌সিক্ ফ্লুরোরাইড এবং ম্যাগ্‌নিসিক ফস্ফেট প্রধান।

দন্ত দেখিয়া কোন্ জন্তু কোন্ শ্রেণীর এবং তাহার অভ্যাসাদি কিরূপ তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই যে, মাংসাসী জন্তুদিগের মোলার দন্ত পেষণ-দন্তের ন্যায় না হইয়া তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট হয়। কীটভুক্ জন্তুদিগের মোলার দন্তের উপর তাহা গুটিবিশিষ্ট ও খুব সরু হয়।

ফলভুক্ জন্তুদিগের মোলার দন্তে গোলাকার গুটি থাকে এবং পাকভোজী জন্তুদিগের মোলার দন্তের উপরিভাগ প্রশস্ত ও অসমান হয়।

দন্তোৎগমফল।—বালক সদন্ত জন্মিলে পিতৃ ও মাতৃ-হন্তা হয়। জাত বালকের প্রথমমাসে দন্ত উঠিলে পিতার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়মাসে দন্তোৎগম হইলে মাতা ও তিনমাসে উঠিলে সহোদর বিনষ্ট হয়। চারিমাসে দন্তোৎগম শুভ-জনক। পাঁচমাসে দন্ত উঠিলে মিষ্টভোজী ও সুখী, ৬ মাসে উঠিলে পণ্ডিত, ৭ মাসে বলবান্, ৮ মাসে দরিদ্র, ৯ মাসে বীর ও দশম মাসে দন্তোৎগমে মৃত্যু হয়। একাদশ ও দ্বাদশ প্রভৃতি মাসে দন্তোৎগম শুভজনক। যদি পূর্ব্বোক্ত অশুভজনক মাসে দন্তোৎগম হয়, তাহার শান্তি করা আবশ্যক। শান্তি করিতে হইলে প্রথমে ৮টী পুত্তলিকা করিয়া সুগন্ধ গন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত করিবে, পরে স্রোত বা সংক্রমে শুক্ল পুষ্প দ্বারা স্নাপিত করিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণপূজা ও হোমাদি করিতে হইবে। *

রতিক্রীড়াতে দন্তাঘাতের স্থান—বাবায় সময়ে স্তন, গণ্ড, ওষ্ঠ ও অধর এই সকল স্থানে দন্তাঘাত স্ত্রীগণের সুখজনক।

"স্তনয়োর্গণ্ডয়োশ্চৈব ওষ্ঠেচৈব তথাধরে।

দন্তাঘাতঃ প্রকর্ত্তব্যঃ কামিনীনাং সুখাবহঃ॥" (কামশাস্ত্র)

গর্ভাবধি সপ্তমমাসে বালকের দন্তমূলের প্রাদুর্ভাব হয়।

পঞ্চমাত্রা প্রভেদ।

দন্তক (ত্রি) দন্তে দন্তমার্জ্জনে প্রসিতঃ কন্। ১ দন্তমার্জ্জন-প্রসিত। দন্ত ইব কন্। ২ শৈলশৃঙ্গ। ৩ পর্ব্বত হইতে বহির্নির্গত পাষাণভেদ। স্বার্থে কন্। ৪ দন্ত।

দন্তকর্ষণ (পুং) দন্তান্ কর্ষতি কৃষ-ল্যু। জম্বীর।

দন্তকাষ্ঠ (ক্লী) দন্তধাবনার্থং কাষ্ঠং। দন্তধাবন কাঠ, দাঁতন।

দন্তকাষ্ঠের বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে,—বল্লী, লতা, গুল্ম ও তরুগণের প্রভেদ হেতু সহস্র সহস্র প্রকার দন্তকাষ্ঠ হইতে পারে; এই জন্য কোন্ কোন্ বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ শুভজনক বা কোন্ কোন্ বৃক্ষ অশুভ, তাহার কথা বলা হইতেছে। অজ্ঞাতপূর্ব্ব কাষ্ঠের বা পত্রসমন্বিত, যুগ্মপর্ব্ব, পাটিত, ঊর্দ্ধশুষ্ক ও ত্বক্‌বিহীন দন্তকাষ্ঠসকল দ্বারা দন্তধাবন করিবে না। বৈকঙ্কত, শ্রীফল ও কাশ্মরী বৃক্ষে দন্তকাষ্ঠ করিলে ব্রহ্মসম্বন্ধিনী দ্যুতিঃ লাভ হয়। ক্ষেমতরু-বৃক্ষে উত্তমা ভার্য্যা প্রাপ্তি, বটবৃক্ষজাত দন্তকাষ্ঠে বৃদ্ধি, অর্ক বৃক্ষে তেজোবৃদ্ধি, মধুকবৃক্ষে পুত্রলাভ এবং ককুভ বৃক্ষে সকলের প্রিয়ত্ব লাভ হয়। শিরীষ ও করঞ্জে দন্তকাষ্ঠ হইলে লক্ষ্মী, প্লক্ষে সম্যক্‌রূপে অভীপ্সিত অর্থসিদ্ধি, জাতিবৃক্ষে মনুষ্যত্ব-প্রাপ্তি, অশ্বত্থ বৃক্ষে প্রাধান্যলাভ, বদরী ও বৃহতী বৃক্ষে আরোগ্য ও আয়ু, বিল্ব ও খদির বৃক্ষে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। অতিমুক্তকে চেষ্টিত দ্রব্যের লাভ ও কদম্ববৃক্ষে সকল প্রকার শুভ হয়। নিম্বে দন্তকাষ্ঠ করিলে অর্থপ্রাপ্তি, করবীরে অন্ন-লাভ, ভাণ্ডীর বৃক্ষে এই সকল লাভ ও অর্জ্জুনবৃক্ষে শত্রুনাশ হয়। শাল, অশ্বকর্ণ, ভদ্রদারু ও আটরুষক বৃক্ষে গৌরবপ্রকাশ এবং প্রিয়ঙ্গু, অপামার্গ, জম্বু ও দাড়িম বৃক্ষে দন্তকাষ্ঠ করিলে সকল প্রকার সুখলাভ হয়। পূর্ব্ব ও উত্তরমুখে বসিয়া দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিতে হইবে। দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিয়া মুখধৌত করিয়া শুচিপ্রদেশে

* "জাতঃ সদন্তঃ পিতৃমাতৃহন্তা তান্তং বিহন্যাৎ প্রথমে তু মাসে।
অম্বাং দ্বিতীয়ে সহজং তৃতীয়ে মাসে চতুর্থে শুভকারকঃ স্যাৎ।
মিষ্টান্নভোজী সুভগঃ সুতাখ্যে ষষ্ঠে সুখী পণ্ডিতকলবুদ্ধিঃ।
ততোঽধিকঃ স্যাৎ বলবান্ দ্রানাখ্যে মাসেঽষ্টমে বিত্তসুখৈর্বিহীনঃ।
শূরপ্রতাপী নবমে মৃত্যুশ্চ দশমে তথা।
একাদশে দ্বাদশে চ সুখী চ সুভগো ভবেৎ।
অষ্টৌ পুত্তলিকাং কৃত্বা সুগন্ধৈর্গন্ধকৈস্তথা।
স্রোতঃসুসংক্রমে চাপি স্নাপয়েৎ শুক্লপুষ্পকৈঃ।
স্নানং সংক্রমণস্যাধঃ শস্তোর্দ্দর্শনমন্ত্রকৈঃ।
হোমং বিপ্রার্চ্চনং চৈবমশুভে দন্তদর্শনে।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

দন্তকাষ্ঠ পরিত্যাগ করিবে। উক্ত দন্তকাষ্ঠ প্রশস্ত দিক্স্থিত পতিত হইলে শুভকর এবং যদি উহা ঊর্দ্ধে সংস্থিত হয়, তাহা হইলে অধিক শুভজনক জানিতে হইবে। ইহার অন্যথা হইলে অশুভকর জানিবে। (বৃহৎসং ৮৫ অ°)

প্রাতঃকালে শৌচাদি সমাধা করিয়া দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিবে। তিক্ত, কটু, কষায়, সুগন্ধি, কণ্টকযুক্ত ও ক্ষীরিকাষ্ঠ দন্তধাবনে প্রশস্ত।

"তিক্তং কষায়ং কটুকং সুগন্ধিকণ্টকান্বিতং।
ক্ষীরিণোবৃক্ষগুল্মাত্থান্ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনে॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

নিষিদ্ধকাষ্ঠ—গুবাক, তাল, হিন্তাল, তাড়ী, কেতকী, খর্জ্জুর ও নারিকেল, এই সকল বৃক্ষ তৃণরাজ নামে খ্যাত। এই সকল বৃক্ষে দন্তকাষ্ঠ করিবে না।

"গুবাকতালহিন্তালা স্তথা তাড়ী চ কেতকী।
খর্জ্জুরনারিকেলৌ চ সপ্তৈতে তৃণরাজকাঃ॥
তৃণরাজশিরাপত্রৈ র্যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং।
তাবদ্ভবতি চাণ্ডালী যাবৎ গাং নৈব পশ্যতি॥"
(আহ্নিকতত্ত্ব)

বিহিতকাষ্ঠ, খদির, কদম্ব, করঞ্জ, বট, তিন্তিড়ী, বেণুপৃষ্ঠ, আম্র, নিম্ব, অপামার্গ, বিল্ব, অর্ক ও ঔড়ুম্বর এই সকল বৃক্ষ দন্তকাষ্ঠে প্রশস্ত।

দন্তকাষ্ঠের পরিমাণ—বৈশ্যদিগের দ্বাদশাঙ্গুল, শূদ্রদিগের ছয় অঙ্গুল এবং নারীদিগের পক্ষে চারি অঙ্গুল।

"দ্বাদশাঙ্গুলঞ্চ বৈশ্যানাং শূদ্রাণাস্তু ষড়ঙ্গুলং।
চতুরঙ্গুলমানেন নারীণাং বিধিরুচ্যতে॥" (মরীচি)

[দন্তধাবন দেখ।]

দন্তকাষ্ঠক (ক্লী) হ্রস্বং কাষ্ঠং কাষ্ঠকং দন্তধাবনযোগ্যং কাষ্ঠকং। আহুল্যবৃক্ষ। (রাজনি°)

দন্তকূর (পুং) দন্তাঃ কূরং অন্নমিব চর্ব্যন্তাৎ যত্র। সংগ্রাম, যুদ্ধ।

দন্তক্রূর (পুং) দন্তাঃ ক্রূরাঃ যত্র। ১ দেশবিশেষ। ২ দন্তক্রূর দেশের রাজা। (ভারত দ্রোণ ৬০ অ°)

দন্তগ্রাহিন্ (ত্রি) দন্তং গৃহ্লাতি গ্রহ-ণিনি। যে দাঁত ধরে, যে দন্ত নষ্ট করে।

দন্তঘর্ষ (পুং) দন্তস্য ঘর্ষঃ ৬তৎ। দন্ত সকলের পরস্পর ঘর্ষণভেদ, দাঁত কিড়মিড়ি।

"যস্য বৈ ভুক্তমাত্রস্য হৃদয়ং বাধতে ক্ষুধা।
জায়তে দন্তঘর্ষশ্চ স গতায়ুঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥" (মার্ক° পু°)

যাহার ভোজন করিলেও হৃদয় ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত হয় এবং দন্তঘর্ষ হয় অর্থাৎ দাঁত কিড়িমিড়ি করে, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে, জানিতে হইবে।

দন্তঘাত (পুং) দন্তস্য ঘাতঃ দন্তেন বা। দন্ত দ্বারা আঘাত।

দন্তচাল (পুং) দন্তানাং চালশ্চলনমত্র। আতুরোপদ্রবভেদ, দাঁত নড়া, বৃদ্ধ হইলে আপনা হইতেই দাঁত সকল নড়িয়া যায়।

"নেত্রস্তম্ভং নিমেষঞ্চ তৃষ্ণাং কাসং প্রজাগরং।
লভন্তে দন্তচালঞ্চ তাংস্তানস্যানুপদ্রবান্॥" (সুশ্রুত)

দন্তচ্ছদ (পুং) দন্তাশ্ছাদ্যন্তেঽনেন ছদি-ণিচ্ ঘ, ততোহ্রস্বঃ (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘপ্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮)। ওষ্ঠ।

"দন্তচ্ছদৈর্দন্তাবঘাতচিহ্নৈ
স্তনৈশ্চ পাণ্যগ্রকৃতাভিলেখৈঃ।" (ঋতুসংহার হেমন্তব° ১২)

দন্তচ্ছদোপমা (স্ত্রী) দন্তচ্ছদস্য ওষ্ঠস্য উপমা সাদৃশ্যং যত্র। বিম্বীলতা, তেলাকুচা, ইহার সহিত ওষ্ঠের উপমা দেওয়া কবি প্রসিদ্ধ, এইজন্য ইহার নাম দন্তচ্ছদোপমা।

দন্তজাত (ত্রি) জাতো দন্তোঽস্য, নিষ্ঠান্তত্বাৎ পরনিপাতঃ। জাতদন্ত, যাহার দন্তোদ্গম হইয়াছে।

"দন্তজাতে হনুজাতে চ কৃতচূড়ে চ সংস্থিতে।" (মনু ৫।৫৮)

দন্তজাত শব্দে দন্তজননযোগ্য কালও বুঝায়। গর্ভোপনিষদে সপ্তমমাস দন্তজননযোগ্য কাল। যদি সপ্তমমাসে দন্তজনন না হয়, তাহা হইলে দন্তজনন যোগ্যকাল হেতু জাত দন্তের অশৌচের ন্যায় অশৌচাদি হইবে। "দন্তজননং তজ্জননযোগ্যকালশ্চোভয়মপি দন্তজাতশব্দেনোচ্যতে, গর্ভোপনিষদি সপ্তমমাসে দন্তজননকালস্যোক্তত্বাৎ, তত্র দৈবাৎ দন্তানুৎপত্তাবপি জাতদন্তকালত্বাৎ দন্তজনন ইব অশৌচনিমিত্ততা" (শুদ্ধিত°)

দন্তজাহ (ক্লী) দন্তানাং মূলং কর্ণাদিত্বাৎ জাহ। দন্তমূল।

দন্তদর্শন (ক্লী) দন্তানাং দর্শনং দৃশ ণিচ্-লুট্। যুদ্ধের প্রথমে যোদ্ধৃপুরুষ সকল প্রতিযোদ্ধার প্রতি নিজ দন্ত বাহির করিয়া দেখান, দাঁত দেখান, দাঁতখামুটি। যুদ্ধের প্রথমে দন্ত দর্শন, তাহার পরে শব্দ এবং পরে যুদ্ধ করিতে হয়।

"দন্তদর্শনমারাবস্ততোযুদ্ধং প্রবর্ত্ততে।" (ভারত বন ৭১ অ°)

দন্তধাবন (ক্লী) দন্তানাং ধাবনং। ১ দন্তমার্জ্জন। দন্তানাং ধাবনং যস্মাৎ। ২ দন্তকাষ্ঠ।

প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলের দন্তধাবন করা আবশ্যক, দন্তধাবনে মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি নাশ ও দন্ত পরিষ্কৃত হয় এবং দন্ত বহুদিন স্থায়ী হয়, ইত্যাদি কারণে দন্তধাবন প্রত্যেকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দন্তধাবনের বিষয় আহ্নিকতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে,—মুখ পর্য্যুষিত হইলে দুর্গন্ধ হয়, এই জন্য যত্নসহকারে দন্তধাবন করিবে।

"মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রযতো নরঃ।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্ষয়েৎ দন্তধাবনং ॥" (আহ্নিকত°)

প্রাতঃকালে যথাবিধি শৌচকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দন্তধাবন-পূর্ব্বক স্নান করিবে। দন্তধাবন করিতে হইলে দন্তকাষ্ঠ (দাঁতন) ব্যবহার করিয়া পরে জলে মুখ ও দন্তধাবন করিতে হইবে। দন্ত পরিষ্কার করিতে হইলে দন্তকাষ্ঠই একমাত্র প্রশস্ত। এই জন্য দন্তধাবনের জন্য দন্তকাষ্ঠ আহরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। কোমল অথচ কটু কষায় বা তিক্তরস-যুক্ত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা যাহাতে দন্ত মাংসের পীড়া না হয়, এই-রূপে দন্তধাবন করিতে হইবে। করবীর, আম্র, করঞ্জ, বকুল, সকল প্রকার কণ্টক বৃক্ষ এবং ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষ, যাহা কটু, কষায় ও তিক্ত বা সুগন্ধি, তাহা হইতে দন্তকাষ্ঠ সংগ্রহ করিবে। [দন্তকাষ্ঠ দেখ।] দক্ষিণ ও পশ্চিমমুখী হইয়া দন্তধাবন করিতে নাই। কেহ মোহপ্রযুক্ত দক্ষিণমুখী হইয়া দন্তধাবন করিলে আয়ুক্ষয় ও পশ্চিমমুখে রোগ হয় এবং এই উভয়দিকেই নরকভোগ হইয়া থাকে।

"দক্ষিণাভিমুখোভূত্বা পশ্চিমাভিমুখস্তথা।
ন দন্তধাবনং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাচ্চেৎ নারকী ভবেৎ ॥"
(আহ্নিকতত্ত্ব)

পূর্ব্ব ও উত্তরমুখী হইয়া দন্তধাবন প্রশস্ত। দন্ত উর্দ্ধাধোভাবে ঘর্ষণ করিয়া মুখ জলপূর্ণ করিয়া ও চক্ষু জল দ্বারা ধৌত করিলে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়। অমাবস্যা, ষষ্ঠী, নবমী, প্রতিপদ্, একাদশী এবং উপবাসে, শ্রাদ্ধবাসরে ও রবিবারে দন্তধাবন জন্য দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না, এই সকল নিষিদ্ধ দিনে এবং যদি দৈবাৎ এমন কোন স্থানে যাওয়া যায়, যে স্থলে দন্তকাষ্ঠ সংগ্রহ কঠিন, সেইস্থলে বস্ত্রদ্বারা দন্ত ও রসনা ঘর্ষণ করিয়া দ্বাদশ গণ্ডূষ জলে মুখ শুদ্ধি করিবে। অর্দ্দিত, কর্ণশূলগ্রস্ত, দন্তরোগী, নবজ্বরী, শোষরোগী, কাশরোগী এবং মূর্চ্ছা ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি, ইহারা দন্তধাবনে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না।

"অর্দ্দিতো কর্ণশূলী চ দন্তরোগী নবজ্বরী।
শোষী কাসী চ মূর্চ্ছার্ত্তো দন্তকাষ্ঠং বিবর্জ্জয়েৎ ॥" (রাজব°)

দন্তধাবনের গুণ—প্রতিদিন দন্তধাবন করিলে মুখবিরসতা ও জিহ্বা দন্তাশ্রিত, মল বিনষ্ট এবং মুখের রুচি হয়। দন্তঘর্ষণে কদাচ তর্জ্জনী ব্যবহার করিবে না, মধ্যমা, অনামিকা বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা দন্তঘর্ষণ করিবে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দন্তধাবন করিতে হইবে। যিনি সূর্য্যোদয় হইলে দন্তধাবন করেন, তাহার সকল ক্রিয়া বিনষ্ট হয়। যিনি স্নানকালে দন্তধাবন করেন তাঁহার পিতৃগণ নিরাশ হইয়া গমন করেন এবং দেবতা প্রভৃতি তাহার পূজা গ্রহণ করেন না। যিনি মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ সময়ে দন্তধাবন করেন, তাঁহার প্রতি দেবতা ও পিতৃগণ সকলই রুষ্ট হন।

"সূর্য্যোদয়ে দ্বিজশ্রেষ্ঠ যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং।
নিত্যক্রিয়াফলং তস্য সর্ব্বমেব বিনশ্যতি ॥
যঃ স্নানসময়ে কুর্য্যাৎ জৈমিনে দন্তধাবনং।
নিরাশাঃ পিতরো যান্তি তস্য দেবাঃ সুরর্ষয়ঃ ॥
দন্তস্য ধাবনং কুর্য্যাৎ যো মধ্যাহ্নাপরাহ্ণয়োঃ।
তস্য পুষ্পং ন গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ পিতরো জলং ॥"
(পাদ্মে ক্রিয়াযোগসার)

দন্তধাবনে দন্তকাষ্ঠ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগবৎ স্থূল এবং বিপ্রের দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত হওয়া উচিত। ক্ষত্রিয়ের নয়, বৈশ্যের অষ্ট ও শূদ্রাদির ছয় অঙ্গুলি পরিমিত হওয়া আবশ্যক।

দন্তধাবনের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—মনুষ্যগণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগিবে। পরে শৌচকার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া হস্ত ও পাদ প্রক্ষালন করিবে। ইহার পর দন্তধাবন করিবে। দন্তধাবনে দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল, সরল, গ্রন্থি-বিহীন ও অক্ষত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন বিধেয়। দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগ কোমল কূর্চ্চকাকার প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা দন্ত-শোধন চূর্ণ দিয়া দন্তবেষ্টিত মাংসে আঘাত না লাগে, এই ভাবে এক একটী করিয়া দন্তঘর্ষণ করিবে।

মধুর, ত্রিকটু, সার্ষপতৈল, সৈন্ধবলবণ, তেজ ও বল্কলচূর্ণ দ্বারা প্রত্যহ দন্তশোধন করিবে। মধুর কাষ্ঠের মধ্যে মৌল-কাষ্ঠ প্রশস্ত, কটুরসযুক্ত কাষ্ঠের মধ্যে করঞ্জ ও তিক্তরসযুক্ত কাষ্ঠ লইবে। এইরূপে দন্তধাবন করিলে মুখের বিরসতা, দন্তগতরোগ, জিহ্বাগতরোগ ও মুখরোগ উৎপন্ন হয় না এবং রুচি, মুখের নির্ম্মলতা ও লঘুতা উৎপাদন হইয়া থাকে। আকন্দকাষ্ঠে দন্তধাবন করিলে বীর্য্যলাভ, বটদ্বারা শরীরের কান্তি, করঞ্জে জয়, পাকুড়ে অর্থসম্পত্তি বৃদ্ধি, খদির-কাষ্ঠে সুগন্ধি, বিল্ববৃক্ষে ধন, যজ্ঞডুমুরে বাক্‌সিদ্ধি, আম্র-কাষ্ঠে নিরোগী, কদম্বকাষ্ঠে ধারণাশক্তির বৃদ্ধি, চম্পকবৃক্ষে দৃঢ়মতি, শিরীষ বৃক্ষে কীর্ত্তি, সৌভাগ্য ও পরমায়ুলাভ, অপাঙ্গবৃক্ষে ধারণাশক্তির বৃদ্ধি, দাড়িম্ব, অর্জ্জুন ও কুটজ বৃক্ষদ্বারা দন্তধাবন করিলে সুন্দর আকৃতিসম্পন্ন হয়। জাতী, তগর ও মন্দারপুষ্পকাষ্ঠে দুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে। গুবাক্ প্রভৃতি কাষ্ঠ দন্তকাষ্ঠে ব্যবহার করিবে না, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। গলরোগী, তালুরোগী, ওষ্ঠরোগী, জিহ্বা ও দন্তরোগী, মুখ ও মুখশোথরোগী দন্তধাবন করিবে না এবং যে ব্যক্তি দুর্ব্বল ও যাহার ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয়

নাই, তাহার পক্ষে; শ্বাস, কাস, বমি, হিক্কা ও মূর্চ্ছা এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে; মদরোগে, শিরোরোগে, পিপাসিত, শ্রান্ত ও মদ্যপানজনিত ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষে, অর্দ্দিতরোগে, কর্ণশূলে, নেত্ররোগে, নবজ্বরে ও হৃদ্রোগে দন্তকাষ্ঠ বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। দন্তধাবনের পর জিহ্বা নির্লেখন করিবে। পরে জল গণ্ডুষ দ্বারা মুখ ধুইয়া ফেলিবে। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

দন্তধাবন (পুং) ধাবয়ত্যনেন ধাবি-ল্যুট্। ১ খদির বৃক্ষ। ২ গুচ্ছকরঞ্জ। ৩ বকুল। (শব্দচ°)

দন্তধাবনক (পুং) দন্তধাবন-স্বার্থে কন্। দন্তধাবন।

দন্তপত্র (ক্লী) দন্তাইব পত্রাণি অস্য। (Earing) কর্ণাভরণবিশেষ, কুণ্ডল।

"কর্ণাবসক্তামলদন্তপত্রং মাতা তদীয়ং মুখমুন্নময্য। (কুমার৭।২২)

২ গজদন্তনির্ম্মিত পত্রাকার কর্ণভূষণভেদ।

দন্তপত্রক (ক্লী) কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল, কুঁদফুলের পাপড়ী দন্তের ন্যায়, এইজন্য ইহার নাম দন্তপত্রক।

দন্তপবন (ক্লী) দন্তং পুনাতি অনেন পূ করণে ল্যুট্। ১ দন্তকাষ্ঠ। ভাবে ল্যুট্। ২ দন্তধাবন। [দন্তধাবন দেখ।]

দন্তপাত (পুং) দন্তস্য পাতঃ ৬তৎ। ১ দন্তের পতন। ২ অশ্বদিগের যে সময় আপনা হইতেই দন্তবিশেষ পড়িয়া যায়, এইরূপ বর্ষ। বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

শ্বেতাভ ৬টী দন্তযুক্ত হইলে অশ্বকে শিশু জানিতে হইবে। ঐ সকল দন্ত কষায় বর্ণ হইলে অশ্বের দুই বৎসর বয়স জানিতে হইবে। মধ্যম ও অন্ত্য দন্ত পতিত বা সমুদিত হইলে অশ্বের তিন হইতে পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম নির্দ্দেশ করা যায়। দন্ত মধ্যে যে দাগ পড়ে, তাহার নাম সন্দংশ, অথবা কষের দুই দিকে এক সঙ্গে যে দুইটী দন্ত উৎপন্ন হয়, তাহাকেও সন্দংশ কহে। অশ্বের এই সন্দংশ যদি কাল, ঈষৎ পীত, শুক্ল, কাচ সদৃশ, মাক্ষিক সদৃশ ও শঙ্খ সদৃশ হয়, তাহা হইলে যথাক্রমে উত্তরোত্তর তিন তিন বর্ষ অধিক বয়ঃক্রম হইয়া থাকে, অর্থাৎ সন্দংশ কাল বর্ণের হইলে অশ্বের বয়ঃক্রম ৮ বৎসর হইবে, পীতবর্ণ হইলে ১১ বৎসর ও শুক্লবর্ণ হইলে ১৪ বৎসর ইত্যাদি। তাহার পর অশ্বের দন্ত মধ্যে ছিদ্র হইলে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর, দন্তচালিত হইলে সপ্তবিংশতি বৎসর ও দন্ত পতিত হইলে ত্রিংশৎবর্ষ অশ্বের বয়ঃক্রম হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৬৬ অ°)

দন্তপালী (স্ত্রী) দন্তস্য পালী ৬তৎ। দন্তাগ্র।

"তাল্বোষ্ঠদন্তপালী জিহ্বানেত্রান্তপায়ুকরচরণৈঃ।"

(বৃহৎসংহিতা ৬৮।৯৭)

তালু, ওষ্ঠ, অধর ও দন্তাগ্র প্রভৃতি রক্তবর্ণ হইলে বহুতর সুখ, বণিতা, অর্থ এবং সন্ততি লাভ হয়।

দন্তপুপ্পুটক (পুং) দন্তরোগভেদ। [দন্তরোগ দেখ।]

দন্তপুর (দন্তপুরী) বৌদ্ধগ্রন্থের মতে প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যের একটী নগর। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্যকালে এই নগর প্রসিদ্ধি লাভ করে। বৌদ্ধাধিকারের পূর্ব্বে ইহার কি নাম ছিল বলা যায় না। কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় এই স্থানে বুদ্ধের দন্ত স্থাপিত ও তদুপরি মন্দির নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'দন্তপুর' বা 'দন্তপুরী' হয়।

দন্তপুরের বর্ত্তমান স্থাননির্ণয় লইয়া পুরাতত্ত্ববিদ্গণের মত ভেদ দেখা যায়। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার উড়িষ্যার পুরাতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে, কলিঙ্গনগরীতে প্রথমে বুদ্ধদন্ত স্থাপিত হয়। তথা হইতে পিপলির নিকট এক স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে দন্ত প্রতিষ্ঠিত করা হয়। রাজেন্দ্রলাল উক্ত স্থানের নামোল্লেখকালে একবারেই দন্তপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ফার্গুসন সাহেব সিংহলী বৌদ্ধগ্রন্থ দাঠাবংশের দোহাই দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাচীন দন্তপুরী নগরীই এখনকার পুরীনগরী। পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দির যে বেদীবৎ স্থানের উপর নির্ম্মিত, তাহা ফার্গুসনের মতে বৌদ্ধদিগের দহগোবের ন্যায় এবং উহার গঠনভঙ্গীও তদ্রূপ, সুতরাং জগন্নাথের মন্দিরই দন্তমন্দির ও পুরীই দন্তপুরী নগরী। কিন্তু দাঠাবংশ পাঠে জানা যায়—ক্ষেম নামে বুদ্ধশিষ্য বুদ্ধদেবের চিতা হইতে দাহকালে একটী দন্ত সংগ্রহ করেন। তিনি এই দন্ত কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত ইহার উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার অভ্যন্তর ভাগ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। ব্রহ্মদত্ত মন্দির নির্ম্মাণ করান, দহগোব নির্ম্মাণ করান নাই। ব্রহ্মদত্তের বংশে ৩৭০ হইতে ৩৯০ খৃষ্টাব্দের সমকালে গুহশিব নামে এক রাজা হন। গুহশিব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণের শিষ্য এবং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদির পূজক ছিলেন। একদিন রাজধানী দন্তপুরে দন্তোৎসব দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধ হন। ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া পাটলীপুত্র-রাজ পাণ্ডুরাজকে জ্ঞাপন করেন। পাণ্ডুরাজ জনৈক অধীন নৃপতি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার নিমিত্ত চৈতন্য নামক জনৈক সামন্ত নৃপতিকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। চৈতন্য দন্তপুরে গিয়া দন্তমন্দিরাদি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধ হন, কিন্তু পাণ্ডুরাজের আদেশ অমান্য না করিয়া যুদ্ধে রাজা গুহশিবকে পরাস্ত ও বন্দী

করিয়া দন্তপুর হইতে দন্তটীও লইয়া পাটলীপুত্রে উপনীত হন।

বুদ্ধদন্ত পাটলীপুত্রে উপস্থিত হইলে রাজ্যে নানাবিধ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে লাগিল। পাণ্ডুরাজ বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নারায়ণের সর্ব্বব্যাপৃতত্ব ও অসংখ্য অবতারত্বের কথা বুঝাইয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ফল হইল না, পাণ্ডুও বৌদ্ধ হইলেন। পাণ্ডু কলিঙ্গরাজ গুহশিবকে স্বরাজ্যে আটক করিয়া রাখিয়া দন্তের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে গুহশিব দন্ত লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। ক্ষীরধার নামে এক রাজা তাঁহাকে আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনিই যুদ্ধে বিনষ্ট হন। ক্ষীরধারের ভ্রাতুষ্পুত্র একে একে রাজা হইয়া গুহশিবকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। উজ্জয়নীর রাজপুত্র দন্তকুমার রাজা গুহশিবের কন্যা হেমমালার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গুহশিব বিপদ্ বুঝিয়া জামাতাকে বলেন, যে যদি যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়, তবে তুমি দন্ত লইয়া সিংহলে যাইও। ঘটনা তাহাই ঘটিল। যুদ্ধে গুহশিবের মৃত্যু হয়, রাজপুত্র দন্তকুমার সস্ত্রীক দন্ত লইয়া সিংহল যাইবার উদ্দেশে তামলিপ্তি (তাম্রলিপ্তি) নগরে উপনীত হন ও তথা হইতে পোতারোহণে সিংহল গমন করেন। এই বর্ণনায় বুঝা যায় যে, দন্তপুর জগন্নাথপুরী নহে। ফাহিয়ান্ যখন খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে পুরীতে আসেন, তখন পুরীই একটী বৃহৎ বন্দর ছিল এবং দক্ষিণে যাইবার জন্য এই বন্দরেই পোতারোহণ করিতে হইত। দন্তকুমার তাহা না করিয়া সিংহলে যাইবার জন্য যখন তমোলুকে গিয়াছিলেন, তখন স্বীকার করিতে হইবে, উহারই কোন নিকটবর্ত্তী স্থানে দন্তপুর ছিল।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল তাঁহার উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্বে বলিয়াছেন যে, মেদিনীপুরের অন্তর্গত জলেশ্বরের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে দাঁতন নামক স্থানই এই প্রাচীন দন্তপুর। ইহা তমোলুক হইতে ২৫ ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত।

এই দাঁতন সম্বন্ধে জগন্নাথের পাণ্ডারা বলেন, যে জগন্নাথ যখন দক্ষিণে আসিতেছিলেন, তখন তিনি এই স্থানে দন্তধাবন করিয়া দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করেন। পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে মন্দিরে একটী রৌপ্যের দাঁতন দেখাইয়া থাকেন।

পুরাবিদ্ কনিংহাম্ স্বপ্রণীত প্রাচীন ভূবিবরণের ৫১৭ পৃষ্ঠায় রোমকপণ্ডিত প্লিনির ভারতীয় স্থানসমূহের স্থাননির্ণয় কালে বলিয়াছেন, যে প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্য কলিঙ্গন্ অন্তরীপ হইতে দন্তগুড় নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই কলিঙ্গন্ অন্তরীপ বর্ত্তমান করিঙ্গাপত্তনের নিকট এবং দন্তগুড় নগর প্লিনির মতে গঙ্গার মোহানা হইতে ৫৭৪ মাইল দূরে। বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী নগরের দূরতা গঙ্গামোহানা হইতে প্রায় ঐ পরিমাণ হইবে, সুতরাং কনিংহামের মতে রাজমহেন্দ্রীই প্লিনিকথিত দন্তগুড় বা দন্তপুর নগর। তিনি প্রমাণস্বরূপ বলেন, যে বর্ত্তমান করিঙ্গাপত্তন হইতে রাজমহেন্দ্রী বা প্রাচীন দন্তপুরের দূরতা ১৫ ক্রোশ মাত্র।

রাজমহেন্দ্রী যে দন্তপুর নহে, তাহা বিশ্বকোষের 'কলিঙ্গ' শব্দে দ্রষ্টব্য। দাঁতনই সম্ভবতঃ দন্তপুর।

মেদিনীপুর জেলার মধ্যে দাঁতন নামে একটী পরগণা আছে, ইহার ভূপরিমাণ ৩৯·০৩ বর্গ মাইল। ইহার রাজস্ব ১০৯০৬৲। ৩৪ খানি জমিদারী ও ৩৩৭ খানি গ্রাম এই পরগণার অন্তর্গত। এই পরগণার প্রধান গ্রাম দাঁতন, এখানে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। প্রবাদ আছে, অভিরাম চৌধুরীর বহুপূর্ব্বে এখানকার মন্দিরের দেবসেবার জন্য সমস্ত পরগণার আয় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ময়ূরভঞ্জের তৈয়ারি রেশম ও কার্পাসমিশ্রিত এক প্রকার বস্ত্র দাঁতনের প্রধান পণ্য। এখানে ভাল চাউল ও ইক্ষু আমদানী হয়।

দন্তপুষ্প (ক্লী) দন্ত ইব শুক্লং পুষ্প যস্য। ১ কতকফল। ২ কুন্দ। (শব্দচ°)

দন্তপ্রক্ষালন (ক্লী) দন্তস্য প্রক্ষালনং। ১ দন্তধাবন। ২ দন্তকাষ্ঠ। [দন্তধাবন দেখ।]

দন্তফল (ক্লী) দন্তইব শুভং ফলং যস্য। ১ কতকফল। (পুং) ২ কপিত্থ।

দন্তফলা (স্ত্রী) দন্তফল-টাপ্। পিপ্পলী।

দন্তভঙ্গ (পুং) দন্তস্য ভঙ্গঃ। দাঁতভাঙ্গা।

দন্তভাগ (পুং) দন্তসহিতোভাগঃ। গজাগ্রভাগ, গজের মুখ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত যে অগ্রভাগ, তাহাকে দন্তভাগ কহে। হস্তীর মুখ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত।

দন্তময় (ত্রি) দন্তস্য বিকারঃ দন্তময়ট্। ১ দন্তনির্ম্মিত। ২ দন্তস্বরূপ।

"ক্ষৌমবচ্ছঙ্খশৃঙ্গানামস্থিদন্তময়স্য চ।
শুদ্ধির্বিজানতা কার্য্যা গোমূত্রেণোদকেন বা॥" (মনু ৫।৩২১)

শঙ্খ, পশুশৃঙ্গ, পশুর অস্থি বা দন্তনির্ম্মিত দ্রব্য এ সকল ক্ষৌমবস্ত্রের ন্যায় গোমূত্র বা জলযুক্ত শ্বেতসর্ষপ চূর্ণদ্বারা বিশুদ্ধ হয়।

দন্তমল (ক্লী) দন্তলগ্নং দন্তস্য বা মলং। দন্তলগ্নক্লেদ, পর্য্যায় পুষ্পিকা।

দন্তমাংস (ক্লী) দন্তসংলগ্নং মাংসং। দন্তসংলগ্ন মাংস।

দন্তমূল (স্ত্রী) দন্তস্য মূলং। ১ দন্তের মূল, দাঁতের গোড়া। ২ দন্তরোগভেদ। [দন্তরোগ দেখ।]

দন্তমূলিকা (স্ত্রী) দন্তইব শুক্লং মূলং যস্যাঃ কপ্, টাপি অতইত্বং। দন্তীবৃক্ষ।

দন্তমূলীয় (পুং) দন্তমূলে ভবঃ ছ। তবর্গাদি, এই বর্ণ দন্তমূল হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহার নাম দন্তমূলীয়।

দন্তরোগ (পুং) দন্তস্য রোগঃ ৬তৎ। মুখরোগান্তর্গত দন্তমূল সম্বন্ধীয় রোগভেদ, দাঁতের পীড়া। ইহার বিষয় সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

দন্তরোগ—শীতাদ, দন্তপুপ্পুটক, দন্তবেষ্টক, শৌষীর, মহাশৌষীর, পরিদর, উপকুশ, দন্তবৈদর্ভ্য, অধিমাংস এবং ৫ প্রকার নাড়ী (নালীঘা) এই পঞ্চদশ প্রকার রোগ দন্তমূলে হইয়া থাকে। দন্তমূল হইতে অকস্মাৎ দুর্গন্ধযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও ক্লিন্ন শোণিত অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইলে এবং দন্তের মাংস সমস্ত শীর্ণ হইয়া পরস্পর পাকাইয়া তুলিলে শীতাদ নামক রোগ বলা যায়। এই রোগ কফ ও শোণিত হইতে জন্মে।

দন্তপুপ্পুটক—দুই কি তিনটী দন্তমূলে অতিশয় বেদনা ও ফুলা জন্মিলে দন্তপুপ্পুটক রোগ কহে। ইহাও কফ ও রক্ত কর্তৃক জন্মে।

দন্তবেষ্টক—দন্তমূল হইতে পূয ও শোণিত নিঃসৃত হইতে থাকিলে ও তদ্দ্বারা দন্তচালিত হইলে অর্থাৎ নড়িলে দন্তবেষ্টক রোগ বলা যায়। ইহা দূষিত শোণিত কর্তৃক জন্মে।

শৌষীর—দন্তমূলে ফুলা, বেদনা, লালাস্রাব এবং কণ্ডু এই সকল উপদ্রব জন্মিলে শৌষীর নামক রোগ বলা যায়।

মহাশৌষীর—দন্তমূল হইতে দন্ত সকল চালিত হইলে তালু, ওষ্ঠ ও দন্তমূল অবদীর্ণ হইলে (কাটিয়া গেলে) এবং দন্তমূলের মাংস পাকিয়া মুখে যন্ত্রণা হইলে মহাশৌষীর রোগ বলা যায়।

পরিদর—দন্ত মাংস সকল শীর্ণ হইলে, নিষ্ঠীবনকালে (থুতু ফেলিতে গেলে) ও তাহা হইতে রক্ত নিঃসরণ হইলে পরিদররোগ বলা যায়। এই রোগ পিত্তরক্ত ও কফকর্তৃক জন্মে।

উপকুশ—দন্তমূল জ্বালা করিলে ও পাকিয়া উঠিলে তদ্দ্বারা দন্তসকল চলিত হইলে, ঈষৎ ঘর্ষণে তাহা হইতে শোণিত স্রাব হইলে, রক্তস্রাবের পর ফুলিয়া উঠিলে এবং মুখে দুর্গন্ধ হইলে উপকুশরোগ বলা যায়। ইহা রক্তপিত্ত হইতে জন্মে।

দন্তবৈদর্ভ্য—দন্তমূল কোন প্রকারে ঘর্ষিত হইলে অতিশয় যাতনা বোধ হয়, ফুলিয়া উঠে, পাকে এবং দন্ত সকল চলিত হয়। এই বৈদর্ভ্য রোগ কোন প্রকার আঘাতজন্ম। বর্দ্ধন বায়ুকর্তৃক স্বাভাবিক দন্ত অপেক্ষা অধিক দন্ত জন্মে। সেই দন্তের উৎপত্তিকালে অতিশয় তীব্রবেদনা হয়, কিন্তু ঐ দন্ত জন্মিলে যাতনার শান্তি হয়।

অধিমাংসক—হনুর গহ্বরের (গালের ভিতরের) শেষ ভাগের দন্তে অর্থাৎ যাহাকে কষের দাঁত কহে, তাহাতে অতিশয় ফুলা ও বেদনা জন্মিলে এবং তাহা হইতে লালাস্রাব হইতে থাকিলে অধিমাংসক রোগ বলে। ইহা কফকর্তৃক জন্মে।

দন্তমূলে পাঁচপ্রকার নালী জন্মে যথা—দালন, কৃমিদন্তক, দন্তহর্ষ, ভঞ্জনক, শর্করা, কপালিকা এবং হনুমোক্ষ।

দালন—যাহাতে দন্ত সকল বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় তীব্র যাতনা বিশিষ্ট হয়, তাহাকে দালন রোগ কহে। এই রোগ বায়ুকর্তৃক জন্মে।

কৃমিদন্ত—দন্ত কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্রযুক্ত ও চলিত হইলে, তাহা হইতে লালাস্রাব হইতে থাকিলে এবং অকারণে অর্থাৎ না টিপিলেও অতিশয় কট্ কট্ করিলে ও যাতনা হইলে তাহাকে কৃমিদন্ত কহে। এই কৃমিদন্ত রোগ বায়ু কর্তৃক জন্মে।

দন্তহর্ষ—দন্তে শীতল বা উষ্ণ স্পর্শ সহ্য না হইলে দন্তহর্ষ রোগ বলা যায়। এই রোগও বায়ুকর্তৃক জন্মে।

ভঞ্জনক—মুখ ও দন্ত ভঙ্গ হইলে এবং অতিশয় যাতনা হইলে ভঞ্জনক বলা যায়। ইহা কফ ও বাতকর্তৃক জন্মে।

দন্তশর্করা—মলসঞ্চিত হইয়া শর্করার ন্যায় কঠিন হইলে দন্তের গুণের হানি হয়। ইহাকে দন্তশর্করা কহে। এই দন্তশর্করার সহিত দন্তমূলের মাংস নিম্ন হইয়া পড়িলে তাহাকে কপালিকা কহে। এই রোগ হইলে দন্ত নষ্ট হয়। শোণিতমিশ্রিত পিত্তকর্তৃক দন্তদগ্ধ হইয়া শ্যাম অথবা নীলবর্ণ হইলে শ্যাবদন্ত কহা যায়। বায়ুকর্তৃক উপদ্রব জন্মিয়া হনুর সন্ধিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে হনুমোক্ষ বলে, এই রোগে অর্দ্দিত বায়ুর লক্ষণ দৃষ্ট হয়। (সুশ্রুত মুখরোগনি°)

দন্তরোগের চিকিৎসা—শীতাদ নামক রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া সর্ষপ, ত্রিফলা ও মুস্তা এই সকলের কাথ রসাঞ্জনে মিশ্রিত করিয়া কবলগ্রহণে প্রয়োগ করিবে। প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা ও মুস্তা লেপন এবং যষ্টিমধু, উৎপল, পদ্ম ও ত্রিফলার কাথ সংযোগে নস্য প্রয়োগ করিবে। দন্তপুপ্পুটক রোগে প্রথমাবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে পঞ্চলবণ ক্ষৌদ্র সহযোগে প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে।

শিরোবিরেচন, নস্ত ও স্নিগ্ধ ভোজনও ইহাতে হিতকর। দন্তবেষ্টরোগে ব্রণ সকল গলিয়া লোধ্র, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও লাক্ষা ইহাদিগের চূর্ণ মধু, ঘৃত ও শর্করা সংযোগে যজ্ঞডুমুরের কাথ গণ্ডূষে প্রয়োগ করিবে। শৌষীর রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া লোধ্র, মুস্তা, রসাঞ্জন ও মধু একত্র করিয়া লেপার্থে ব্যবহার করা যাইবে। যজ্ঞডুমুরের কাথ গণ্ডূষে প্রয়োগ করিবে। পরিদর রোগে শীতাদরোগের ন্যায় প্রতীকার করিতে হইবে। দন্তোপকুশ রোগে বমন, বিরেচন ও শিরোবিরেচন করিয়া কাকডুমুরে বা গোজিয়া পত্রে শোণিত বিস্রাবিত করিবে। পরে লবণ ও ত্রিকটু মধু সংযোগে প্রয়োগ করিয়া প্রতিসারিত করিবে। পিপ্পলী, সর্ষপ, শুণ্ঠী ও নিচুল ফল এই সকল জলে সিদ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিলে গণ্ডূষে প্রয়োগ করিবে। জীবক সহ ঘৃত পাক করিয়া কবল ও নস্ত প্রয়োগ করাও হিতকর। দন্তবৈদর্ভ-রোগে শস্ত্রদ্বারা দন্তমূল সংশোধিত করিয়া ক্ষারপ্রয়োগপূর্ব্বক শীতল ক্রিয়া করিবে। অধিক দন্ত (জ্ঞানদন্ত) জন্মিলে তাহাকে উদ্ধৃত করিয়া অগ্নিপ্রয়োগ করিবে এবং কৃমিদন্ত অধিকারের অপরাপর প্রতীকার করিবে। দন্তমূলে অধিমাংস রোগ জন্মিলে তাহা ছেদন করিয়া বচ, গজপিপ্পলী, পাঠা, সর্জ্জিকা (সোহাগা) ও যব-ক্ষার ইহাদিগের চূর্ণ মধু সহ প্রয়োগ করিবে। মধুর সহিত পিপ্পলীর কাথ কবল করিবে। পটোল, ত্রিফলা ও নিম্ব ইহাদিগের কষায় দন্তমূলধাবনে প্রয়োগ এবং শিরোবিরেচন ও ধূমবিরেচনে প্রয়োগ হিতকর।

দন্তনালীর চিকিৎসা—যে দন্তমূলে নালী জন্মে, সেই দন্ত তুলিয়া ফেলিতে হইবে। শস্ত্র দ্বারা মাংস ছেদন করিয়া ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা শোধন করিবে। নালীরোগে দন্ত উদ্ধৃত করা না হইলে হনু দেশস্থ অস্থি ভেদ করিয়া নালী জন্মে। অতএব নালীরোগে দন্ত বা ভগ্নাস্থি সমূলে উদ্ধৃত করিবে।

যে দন্তমূলের বন্ধন স্থির থাকে, তাহাতে দন্তশূল জন্মিলে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা উৎপাটন করিলে অতিশয় রক্তস্রাব ও তজ্জন্য অন্ধতা বা অর্দ্দিতনামক বায়ুরোগ প্রভৃতি গুরুতর রোগ জন্মে। দন্ত নড়িলে জাতীপুষ্পের গাছ, মদন, স্বাদু, কণ্টক ও খদির ইহাদিগের কাথে দন্তমূল ধাবন করিবে। দন্তমূলে নালী জন্মিলে নালীপথ ছেদন করিবে ও জাতী, মদন, কটুক, স্বাদুকণ্টক, খদির, যষ্টিমধু, রোধ্র ও মঞ্জিষ্ঠা ইহাদিগের কষায়ে তৈল পাক করিয়া শোধনার্থ নালী স্থানে প্রয়োগ করিবে।

দন্তহর্ষরোগে স্নেহ (ঘৃত বা তৈল) বা ত্রৈবৃত ঘৃত, বাতঘ্ন দ্রব্যের কাথ কবলগ্রহণে প্রয়োগ করিবে। স্নেহ দ্রব্যের ধূম বা নস্ত অথবা স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজনও হিতকর। মাংসরস, যবাগু, দুগ্ধ, সন্তানিকা, ঘৃত, শিরোবস্তি ও বাতঘ্ন অন্যান্য প্রতীকারও হিতকর। দন্তশর্করা রোগে দন্তমূল আহত না হয়, এইরূপে শস্ত্রপাত করিয়া শর্করা উদ্ধার করিবে। দন্তহর্ষরোগে যে সকল প্রতীকার করিতে হয়, সেই সকলও এইস্থানে প্রযোজ্য। কপালিকা রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রতীকারে হিতকর। কৃমিদন্তরোগে দন্ত চলিত না হইলে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া (রসরক্তাদি) স্রাব করাইতে হইবে।

বাতঘ্ন অবপীড়ন ও স্নেহ গণ্ডূষ এবং ভদ্রদার্ব্ব্যাদিগণস্থ দ্রব্য ও বর্ষাভূ এই দুইটী দ্রব্যের লেপ বিধান করিবে। চলিত দন্ত উদ্ধৃত করিয়া দন্তমূলের গহ্বর ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। তাহার পর বিদারী, যষ্টিমধু, শৃঙ্গাটক ও কেশুর এই সকল সহযোগে দশগুণ দুগ্ধে তৈল পাক করিয়া নস্ত প্রয়োগ করিবে। হনুমোক্ষরোগে অর্দ্দিতনামক বায়ু-রোগের ন্যায় প্রতীকার করিবে। অম্লফল ও শীতল জলে দন্তধাবন এবং অতিশয় কঠিন দ্রব্য ভোজন দন্তরোগীর হিতজনক নহে। যে সকল দন্তরোগ সাধ্য, তাহাদের বিষয় কথিত হইল। (সুশ্রুত মুখরোগচি°)

ভাবপ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

নাগরমুথা, হরীতকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও নিম্বপত্র এই সকল গোমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে; ঐ বটিকা ছায়াতে শুষ্ক করিতে হইবে। এই বটিকা মুখে রাখিয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চলিত দন্ত দৃঢ় হয়।

তৈল বা ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ দুরালভা, খদিরকাষ্ঠ, বিট্‌-খদির, জামছাল, আম্রছাল, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল প্রত্যেকে এক এক ছটাক। কাথার্থ নীলঝিণ্টী সাড়ে বার সের। জল ১৷৷৪ সের, শেষ ।৬ সের। এই তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তরোগ নষ্ট হয়।

করালদন্ত—সংশ্রিত বায়ুকর্ত্তৃক দন্তসমূহ ক্রমে ক্রমে ভয়ানক বিকটাকৃতি হইলে তাহাকে করালদন্ত কহে। প্রায় সকল প্রকার দন্তরোগে লাক্ষাদ্যতৈল উপকারী। তৈল /৪ সের, কল্কার্থ লোধ, কট্‌ফল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্ম-কেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও যষ্টিমধু এই সকল প্রত্যেকে এক পল। কাথার্থ ঐ কল্ক দ্রব্য মিলিত /২৷৷০ সের, জল ১৷৷৪ একমণ চব্বিশ সের, শেষ ।৬ সের। লাক্ষারস /৪ সের ও দুগ্ধ /৪ সের। এই তৈল পাক করিয়া

মুখে ধারণ করিলে দালন, দন্তহর্ষ, দন্তমোক্ষ, কপালিকা, শীতাদ, পূতিবক্ত্র, অরুচি ও মুখবৈরস্য নষ্ট হইয়া দন্ত সকল স্থির হয়। (ভাবপ্রকাশ)

দন্তলেখক (ত্রি) দন্তান্ লিখতি জীবিকার্থং লিখ-ণ্বুল্ নিত্য-সমাসঃ। দন্তলেখকরূপ জীবিকাযুক্ত, যাহারা দন্তলেখন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

দন্তলেখন (ক্লী) অস্ত্রবিশেষ, দন্তশর্করা রোগ হইলে এই অস্ত্রদ্বারা দন্তমূল ছেদন করিয়া দন্তশর্করা বাহির করিতে হইবে। এই অস্ত্র একদিকে ধারাল এবং চতুষ্কোণযুক্ত, অন্যদিকে প্রবৃদ্ধাকৃতি। এই অস্ত্রে দন্তশর্করা শোধিত করিবে।

"একধারং চতুষ্কোণং প্রবৃদ্ধাকৃতি চৈকতঃ।
দন্তলেখনকং তেন শোধয়েদ্দন্তশর্করাং॥" (অত্রিসং)

দন্তবক্র (পুং) নৃপবিশেষ, ইনি পৃথুকীর্ত্তির গর্ভে ও বৃদ্ধশর্ম্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি করূষ দেশাধিপতি অতিশয় প্রবল পরাক্রান্ত এবং দন্তবক্র নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। (হরিব° ৩৪ অ°)

কৃষ্ণ দ্বারকায় অবস্থান কালে ইহাকে বিনাশ করেন। (ভাগ°) ইনি শিশুপালের ভ্রাতা। শিশুপাল নিহত হইলে দতিহা নামক গ্রামে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের গদায় নিহত হন। (শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত)

দন্তবৎ (ত্রি) দন্তাঃ বিদ্যন্তেঽস্য দন্ত-মতুপ্ ততো মস্য বঃ। দন্তবিশিষ্ট।

দন্তবল্ক (ক্লী) দন্তস্য বল্কমিব। দন্তাবরণ চর্ম্মাত্মক মাংসভেদ।

"দলন্তি দন্তবল্কানি যদা শর্করয়া সহ।" (সুশ্রুত)

দন্তশর্করা রোগ হইলে দন্তের আবরণ চর্ম্ম যে মাংস তাহা বিদলিত হইতে থাকে।

দন্তবর্ত্তি (স্ত্রী) দন্তনির্ম্মিতা বর্ত্তি। চক্রদত্তোক্ত বর্ত্তিকাভেদ।

"দন্তৈর্হস্তিবরাহোষ্ট্রগবাশ্বাজখরোদ্ভবৈঃ।
সশঙ্খমৌক্তিকাম্ভোধিফেনৈ র্মরিচপাদিকৈঃ॥
ক্ষতশুক্রমপি ব্যাধিং দন্তবর্ত্তি র্নিবর্ত্তয়েৎ।" (চক্রদত্ত)

[বর্ত্তিকা দেখ।]

দন্তবস্ত্র (ক্লী) দন্তানাং বস্ত্রং আচ্ছাদকত্বাৎ। ওষ্ঠ।

দন্তবাসস্ (পুং) দন্তস্য বাসঃ বস্ত্রমিব আবরকত্বাৎ। ওষ্ঠ, দন্তচ্ছদ।

"চিরোজ্ঝিতালক্তকপাটলেন তে তুলাং যদা রোহতি দন্তবাসসা।"
(কুমার ৫।৩৪)

দন্তবিঘাত (পুং) দন্তস্য বিঘাতঃ। দন্তাঘাত, কামড়ান।

দন্তবিদ্রধি (পুং) দন্তরোগভেদ। [দন্তরোগ দেখ।]

দন্তবীজ (পুং) দন্তাইব বীজানি যস্য। দাড়িম। স্বার্থে কন্।

দন্তবীণা (স্ত্রী) দন্তে ঠেকাইয়া বাজাইবার উপযোগী বীণা।

দন্তবেদনা (স্ত্রী) দন্তস্য বেদনা ৬তৎ। দন্তব্যথা, দাঁতের বেদনা।

দন্তবেষ্ট (পুং) দন্তরোগ-ভেদ। স্বার্থে কন্। দন্তবেষ্টক।
[দন্তরোগ দেখ।]

দন্তবৈদর্ভ (পুং) দন্তরোগভেদ। [দন্তরোগ দেখ।]

দন্তব্যসন (ক্লী) দন্তস্য ব্যসনং। দন্তহানি, দন্তনাশ।

দন্তশঙ্কু (পুং) সুশ্রুতোক্ত অস্ত্রভেদ, এই অস্ত্রের মুখ যবপত্র সদৃশ, এবং আহরণে প্রশস্ত।

"বড়িশো দন্তশঙ্কুশ্চানতাগ্রে তীক্ষ্ণকণ্টক প্রথম যবপত্রমুখে।"
(সুশ্রুত)

দন্তশট (পুং) দন্তেষু শট ইব গ্লানিজনকত্বাৎ। দন্তশঠ।

দন্তশঠ (পুং) দন্তেষু শঠ ইব। ১ জম্বীর। ২ কপিত্থ। ৩ কর্ম্মরঙ্গক। ৪ নাগরঙ্গক। ৫ অম্ল, যাহা খাইলে দাঁত টকিয়া যায়, তাহাই দন্তশঠ।

দন্তশঠা (স্ত্রী) দন্তেষু শঠা। ১ চাঙ্গেরী। ২ ক্ষুদ্রাম্লিকা।
(রাজনি°)

দন্তশর্করা (স্ত্রী) দন্তস্য শর্করেব। দন্তরোগ বিশেষ। কফ, বায়ু ও শোণিত কর্ত্তৃক দন্তগত মল, পাথুরি।

"শর্করেব স্থিরীভূতো মলো দন্তেষু যস্য বৈ।
সা দন্তানাং গুণঘ্নী তু বিজ্ঞেয়া দন্তশর্করা॥" (গরুড়পু° ১৯০ অ°)

যাহার দন্তসমূহে মল শর্করার ন্যায় স্থিরীভূত থাকে, তাহাকে দন্তশর্করা কহে। এই রোগ দন্তের সকল গুণ নাশ করে। ইহার ঔষধ গোরক্ষকর্কটী মূল পেষণ করিয়া জলের সহিত তিন দিন পান করিলে দন্তশর্করা নষ্ট হয়।

"গোরক্ষকর্কটীমূলং পিষ্টং বাম্ভোদকেন বা।
পীতং দিনত্রয়েণৈব নাশয়েৎ দন্তশর্করাং॥"
(গরুড়পু° ১৯০ অ°) [দন্তরোগ দেখ।]

দন্তশাণ (পুং) দন্তানাং শাণ ইব। চিক্কণতাজনকত্বাৎ। নিশ্চূর্ণ, চূর্ণভেদ, মিষি। ইহা ব্যবহার করিলে দন্ত পরিষ্কার হয়।

দন্তশিরা (স্ত্রী) দন্তানাং শিরা যত্র। মাড়ী, দাঁতের মাড়ী।

দন্তশুদ্ধি (স্ত্রী) দন্তস্য শুদ্ধিঃ ৬তৎ। দন্তের বিশুদ্ধিতা, দাঁতের শুদ্ধি।

দন্তশূল (পুং) দন্তস্য শূলইব, শূলবেদনবদ্বেদনাদায়কত্বাৎ। দন্তবেদনা, দাঁতের বেদনা, এই দন্তশূল শূলবেদনার ন্যায় কষ্টদায়ক। [দন্তরোগ দেখ।]

দন্তশোফ (পুং) দন্তস্য শোফইব। দন্তরোগবিশেষ, দন্তার্ব্বুদ, দাঁতের আব। পর্য্যায়—দন্তশূল, দন্তশোফ, দ্বিজব্রণ।
(রাজনি°)

দন্তসংঘর্ষ (পুং) দন্তস্য সংঘর্ষঃ। দাঁতের ঘর্ষণ, দাঁতে দাঁতে ঘষা। দন্তসংঘর্ষ করিতে নাই, করিলে অশুভ হয়।

"ন কুর্য্যাদ্দন্তসংঘর্ষং নাত্মনো দেহতাড়নং।"

(মার্ক° পু° ৩৪।৭২)

দন্তহর্ষ (পুং) দন্তানাং হর্ষো যস্মাৎ। দন্তরোগ বিশেষ। যাহার দন্ত শীত ও উষ্ণ সহ্য করিতে পারে না, তাহার দন্তহর্ষ রোগ হইয়াছে, জানিতে হইবে। [দন্তরোগ দেখ।] দন্তগ্লানি, যাহার স্নান মাত্র হৃদয় অতিশয় পীড়িত এবং দন্তহর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার মৃত্যু সন্নিকট জানিতে হইবে।

"যস্য বৈ স্নাতমাত্রস্য হৃদয়ং পীড্যতে ভৃশং।
জায়তে দন্তহর্ষশ্চ তং গতায়ুষমাদিশেৎ॥" (বায়ুপু°)

দন্তহর্ষক (পুং) দন্তান্ হর্ষয়তি হৃষ-ণিচ্-ণ্বুল্। জম্বীর।

দন্তহর্ষণ (পুং) দন্তান্ হর্ষয়তি হৃষ-ণিচ্-ল্যু। জম্বীর, জমীর নেবু।

দন্তাগ্র (ক্লী) দন্তস্য অগ্রং। দন্তের অগ্র।

দন্তাঘাত (পুং) দন্তান্ আহন্তি আ-হন-অণ্। ১ নিম্বুক। ২ দশনাঘাত, দন্তের আঘাত।

"দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং।"

(গণেশধ্যান)

দন্তাদ (পুং) সুশ্রুতোক্ত দন্তখাদক কৃমিরোগ ভেদ, এই সকল কীট রক্ত হইতে জন্মে, ইহারা কেশ নখ ও দন্ত ভক্ষণ করে।

"কেশরোমনখাদাশ্চ দন্তাদাশ্চিক্কণাস্তথা।" (সুশ্রুত)

দন্তাদন্তি (ত্রি) দন্তৈশ্চ দন্তৈশ্চ প্রহৃত্য প্রবৃত্তং যুদ্ধং ইচ্ সমাসান্তঃ পূর্ব্বাণোদীর্ঘঃ। পরস্পর দন্ত প্রহার দ্বারা প্রবৃত্ত যুদ্ধ।

"কচাকচি যুদ্ধমাসীদ্দন্তাদন্তি নখানখি।" (ভারত কর্ণ ৪৯অ°)

দন্তানা, মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেন্সির অধীন একটী সামান্য সর্দারের রাজ্য। এখানকার ঠাকুর (সর্দার) সিন্ধিয়ার নিকট হইতে ১৮০৲ করিয়া তঙ্খা প্রাপ্ত হন।

দন্তান্তর (ক্লী) দন্তস্য অন্তরং। দন্তের মধ্য, দাঁতের মধ্য।

"ন শ্মশ্রূনি গতান্যাস্যং ন দন্তান্তরধিষ্ঠিতং।" (মনু ৫।১৪১)

শ্মশ্রুলোম মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহা উচ্ছিষ্ট হয় না এবং দন্তমধ্যস্থিত অন্নাদি কণাও মুখকে উচ্ছিষ্ট করিতে পারে না।

দন্তায়ুধ (পুং) দন্ত এব আয়ুধং যস্য। শূকর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দন্তার্ব্বুদ (পুং ক্লী) দন্তস্য অর্ব্বুদমিব। দন্তরোগ ভেদ। পর্য্যায়—দন্তমূল, দন্তশোফ, দ্বিজব্রণ। (রাজনি°)

দন্তালিকা (স্ত্রী) দন্তান্ অলতি পর্য্যাপ্নোতি অল-ণ্বুল্, টাপি অতইত্বং। বল্গা। লাগাম।

"দন্তালিকাধরণনিশ্চলপানিযুগ্মং।" (বল্লভপাল)

দন্তালী (স্ত্রী) দন্তান্ অলতি অল-অণ্-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বল্গা, লাগাম।

দন্তাবল (পুং) অতিশয়িতৌ দন্তৌ যস্য দন্ত-বলচ্ (দন্তশিখাৎ সংজ্ঞায়াং। পা ৫।২।১১৩) ততোদীর্ঘঃ। হস্তী।

দন্তিকা (স্ত্রী) দম-তন্ গৌরাং ঙীষ্, স্বার্থে কন্ ততো হ্রস্বঃ। দন্তীবৃক্ষ।

দন্তিজা (স্ত্রী) দন্তিকা পৃষো° সাধু। দন্তিকা। (শব্দরঃ)

দন্তিদন্ত (পুং) দন্তিনাং দন্তঃ ৬তৎ। হস্তিদন্ত।

দন্তিন্ (পুং) প্রশস্তৌ দন্তৌ স্তঃ অস্য দন্ত-ইনি। হস্তী।

"মন্ত্রিপুত্রঃ স্থিতস্তত্রঃ স্থাপয়ামাস দন্তিনঃ।" (দেবীভা° ২।৯।৪৯)

দন্তিনী (স্ত্রী) দন্তস্তদাকারোঽস্ত্যস্যাঃ মূলে দন্ত-ইনি-ঙীপ্। দন্তীবৃক্ষ।

দন্তিমদ (পুং) দন্তিনাং মদঃ। হস্তিমদ নামক গন্ধদ্রব্যভেদ।

দন্তিমূলিকা (স্ত্রী) দন্তি গজদন্তযুক্তমিব মূলমস্যাঃ কপ্ কাপি অতইত্বং। দন্তীবৃক্ষ।

দন্তী (স্ত্রী) দাম্যত্যনয়া দম-তন্ ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ (হসি মৃগ্রিণ বেতি। উণ্ ৩।৮৬) স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। (Croton polyandrum or Baliospermum montanum) ইহার মূল বরাহদন্তাকৃতি, এই দন্তী বৃক্ষ দ্বিবিধ লঘু ও বৃহৎ; যাহার পত্র উড়ম্বর সদৃশ, তাহার নাম লঘুদন্তী এবং যাহার পত্র এরণ্ড সদৃশ তাহার নাম বৃহৎ দন্তী। পর্য্যায়—শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, নিকুম্ভী, নাগস্ফোতা, দন্তিনী, উপচিত্রা, ভদ্রা, রুক্ষা, রেচনী, অনুকূলা, নিঃশল্যা, চক্রদন্তী, বিশল্যা, মধুপুষ্পা, এরণ্ডফলা, তরণী, এরণ্ডপত্রিকা, অম্বুরেবতী, বিশোধনী, কুম্ভী, উড়ুম্বরদলা, নিকুম্ভদলিকা, প্রত্যক্পর্ণী, উদুম্বরপর্ণী। (অমর রাজনি°)। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, শূল, আম, ত্বক্‌দোষ, অর্শ, ব্রণ, অশ্মরী ও শল্যনাশক। (রাজবল্লভ) লঘু দন্তীর ফল মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, মল ও মূত্রনিঃসারক, এবং গরদোষ, শোথ ও কফনাশক। দন্তীদ্বয় সারক, কটুরস, কটুবিপাক, অগ্নিপ্রদীপক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য; গুদাঙ্কুর (বলি), অশ্মরী, শূল, অর্শ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিদাহ, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, শোথ, উদর ও কৃমিবিনাশক। (ভাবপ্র°) বর্ত্তমান য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে দন্তীবীজের গুণ—অতি বিরেচক, কিন্তু মাত্রাধিক্য হইলে অতি উগ্র বিষাক্ত; কোন স্থানে জয়পালের পরিবর্ত্তে দন্তীবীজ ব্যবহৃত হয়। ইহার রসে লৌহ কতকটা দ্রব হইয়া থাকে।

দন্তীহরীতকী (স্ত্রী) গুল্মাধিকারের ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী— শ্লথপোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ২৫টা, দন্তীমূল ২৫ পল, জল ৬৪ সের শেষ ৮ সের। এই কাথ জলে ২৫ পল পুরাতন গুড় গুলিয়া ছাকিয়া লইয়া উহার সহিত পূর্ব্বোক্ত হরীতকী ২৫টা দিয়া পাক করিতে হইবে। আসন্ন পাকে তেউড়ীচূর্ণ ৪ পল, তিলতৈল ৪ পল, পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা ও শুঁঠ চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ৪ পল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। সেবনের মাত্রা ২ তোলা ও একটী হরীতকী। ইহাতে বিরেচন হইয়া গুল্ম, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি অনেক রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর° গুল্মাধি°)

দন্তুর (ত্রি) উন্নতা দন্তাঃ সন্ত্যস্য দন্ত-উরচ্ (দন্ত উন্নত উরচ্। পা ৫।২।১০৬) উন্নতদন্ত, দেঁতো, যাহার দাঁত উঁচু, শূকর মারিলে পরজন্মে দন্তুর হইয়া জন্ম হয়।

"শূকরে নিহতে চৈব দন্তুরো জায়তে নরঃ।" (শাতাতপ)

সামুদ্রিক মতে দন্তুর ব্যক্তি কদাচিৎ মূর্খ হয়।

"কদাচিদ্দন্তুরো মূর্খঃ কদাচিল্লোমশঃ সুখী।
কদাচিৎ তুন্দিলো দুঃখী কদাচিচ্চঞ্চলা সতী॥" (সামুদ্রিক)

দন্তুরক (পুং) দেশভেদ। এইদেশ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। (বৃহৎসং ১৪।৬)

দন্তুরচ্ছদ (পুং) দন্তুর উন্নতানতচ্ছদো যস্য। বীজপুর, টাবানেবু।

দন্তেবার, মধ্যপ্রদেশের বস্তার রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ১৮° ৫৪´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮১° ২৩´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে। দন্কানি ও লন্কানি নদীর সঙ্গমস্থানে এবং বেলা দিলাজ নাম পাহাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে দন্তেশ্বরী নাম্নী কালীর প্রসিদ্ধ মন্দির আছে।

দন্তোচ্ছিষ্ট (ক্লী) দন্তেন উচ্ছিষ্টং। দন্তদ্বারা উচ্ছিষ্ট।

দন্তোৎপাটন (ক্লী) দন্তস্য উৎপাটনং। দন্তের উৎপাটন, দাঁততোলা।

দন্তোদ্ভেদ (পুং) দন্তস্য উদ্ভেদঃ। দন্তোৎগম, দাঁত বাহির হওন।

দন্তোলূখলিক (পুং) দন্তইব উলূখলঃ সোঽস্ত্যস্তি ইতি ঠন্। (অতইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) বাণপ্রস্থবিশেষ। এক প্রকার সন্ন্যাসী, যাহারা দন্তদ্বারা ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে অর্থাৎ দন্তদ্বারা ধান্যাদির তণ্ডুল বাহির করিয়া খায়।

"অগ্নিপকাশনো বা স্যাৎ কালপককোভুগেব বা।
অশ্মকুট্টো ভবেদ্বাপি দন্তোলূখলিকোঽপি বা॥" (মনু ৬।১৭)

ইহারা অগ্নিপক ভিন্ন অন্ন ভক্ষণ করিবেন, বা কালপক ফলাদি ভোজন করিবেন, কিম্বা পাষাণদ্বারা চূর্ণ করিয়া লইবেন অথবা আপনারা দন্তকেই উদূখলমুষলের কার্য্যে নিয়োগ করিবেন।

দন্তোষ্ঠ (ক্লী) দন্তাশ্চ ওষ্ঠৌশ্চ তেষাং সমাহারঃ। দন্ত ও ওষ্ঠের সমাহার। সমাস বিষয়ে ওষ্ঠ শব্দ পরে থাকিলে দন্ত শব্দের বিকল্পে অকারের লোপ হয়, এইজন্য দন্তোষ্ঠ ও দন্তৌষ্ঠ এই রূপ পদদ্বয় হইবে।

দন্তোষ্ঠ্য (পুং) দন্তোষ্ঠে ভবঃ শরীরাবয়বত্বাৎ যৎ। দন্ত ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারণীয় বর্ণ, দন্ত্যবকার। "বকারস্য দন্তোষ্ঠ্যং" "দন্তোষ্ঠ্যো বঃ স্মৃতোবুধৈঃ" (শিক্ষা)

দন্ত্য (ত্রি) দন্তেষু ভবঃ দন্ত-যৎ (শরীরাবয়বত্বাচ্চ। পা ৪।৩।৫৫) দন্তোদ্ভব। দন্তমূলদ্বয় হইতে জাত তবর্গাদি।

"স্যুর্মূর্দ্ধণ্যা ঋটুরসা দন্ত্যাল্তুলসাঃ স্মৃতাঃ॥" (শিক্ষা ১৭)

দন্তেভ্যো হিতঃ যৎ। ২ দন্তের হিতজনক।

"দন্ত্যোঽগ্নিমেধা জননোঽল্পমূত্র
স্তুক্তোঽথ কেশ্যোঽনিলহা গুরুশ্চ॥" (সুশ্রুত ১।৪৬)

দন্ত্যবর্ণ (পুং) দন্তোদ্ভব বর্ণ, দন্তদ্বারা উচ্চারিত বর্ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, স, ব, ৯কার।

দন্দশূক (পুং) গর্হিতং দশতি দন্শ যঙ্-উকঃ (যজ জপ-দশাং যঙঃ। পা ৩।২।১৬৬) ১ সর্প। ২ রাক্ষস। "চক্ষুঃশ্রবা দন্দশূকোগূঢ়পাৎ পন্নগোরগাঃ।" (বৈদ্যকর°) (ত্রি) ৩ হিংস্র।

দন্দ্রম্যমাণ (ত্রি) দ্রম-যঙ্ শানচ্। কুটিল গতিযুক্ত।

দপট (দেশজ) দর্প, অহঙ্কার, আস্ফালন।

দপ্দপ্ (দেশজ) অগ্নিপ্রজ্বলনধ্বনি, আগুণ জলিবার সময় 'দপ্ দপ্' এইরূপ অব্যক্ত শব্দ।

দফলা, আসামের অন্তর্গত দরঙ্গ ও লক্ষ্মীপুর জেলার একটী অসভ্য জাতি। ইহারা সাধারণতঃ লক্ষ্মীপুরের নিকটস্থ পর্ব্বতসমূহে বাস করে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দরঙ্গের অন্তর্গত আমতোলা নামক স্থানের অধিবাসী দফলাগণ পার্ব্বত্য দফলাগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বৃটীশ গবর্মেণ্ট উহাদিগকে দমন করিবার জন্য প্রথমে পুলিশ প্রহরী প্রেরণ করিয়া দফলাদের বাসস্থান আক্রমণ করেন; কিন্তু তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিলে ১৮৭৪।৭৫ খৃষ্টাব্দে সশস্ত্র একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। ইহারা বিনা বাধায় দফলাবন্দীদিগকে উদ্ধার করিয়া আনয়ন করিয়াছিল।

দফলাপুর, সাতারার পলিটিকেল এজেন্সীর অধীন একটী জায়গীর। অক্ষা° ১৭° ০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৭´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা প্রকৃতপক্ষে জাঠরাজ্যের একটী অংশ। দফলাপুর গ্রামের এক পাটেল বা গ্রাম্যদলপতি এই জাঠ জায়গীরের স্থাপয়িতা।

এই গ্রামের নামানুসারে তাঁহার আর এক নাম দফলা হইয়াছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বর্ত্তমান জাঠপতির পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত এক সন্ধি করেন, এই সন্ধি অনুসারে এই জাঠপতিগণই তাঁহাদের রাজ্যে স্থায়ী অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে জাঠপতির ঋণশোধকরণার্থ সাতারারাজ এই জাঠরাজাকে তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন এবং ঋণশোধ হইয়া গেলে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে উহা প্রত্যর্পণ করেন। এই জাঠ জায়গীরের আর্থিক বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য ইংরাজেরা অনেকবার ইহার শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং নানারূপ অত্যাচার হওয়ায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জাঠরাজ্যাধিপতির পক্ষে তাঁহারা স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। লক্ষ্মীবাই দফলা নাম্নী এক বিধবা এখন দফলাপুরের শাসনকর্ত্রী।

দফলাপুর রাজ্যে ৬টী পৃথক্ পৃথক্ গ্রাম আছে। পরিমাণফল প্রায় ৯৪ বর্গমাইল।

রাজস্ব প্রায় ৯০১০৲ টাকা। বাজ্‌রা, জোয়ার, তুলা, গম ইত্যাদি এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে তিনটী বিদ্যালয় আছে।

দফা (আরবী) হিসাবাদির পৃথক্ পৃথক্ বিষয়।

দফাদফা (আরবী) পুনঃ পুনঃ, পৃথক্ পৃথক্‌রূপে।

দফাদার (পারসী) কর্ম্মচারী।

দফাসারা (দেশজ) দফারফা করা, ধ্বংস করা, মারিয়া ফেলা।

দফে (আরবী) পুনশ্চ, পুনরায়।

দফ্‌তর (পারসী) পুস্তক হিসাব, হিসাবাদির তাড়া বা পুলিন্দা।

দফ্‌তর্‌খানা (পারসী) আফিস ঘর, যে স্থানে হিসাবের কাগজপত্র রাখা হয়।

দফ্‌তরী (পারসী) যে ব্যক্তি পুস্তকাদি বান্ধে ও যাহারা আফিসে লিখন সামগ্রী যোগায়।

দভোই (দর্ভবতী) বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গাইকোবাড় রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২০° ১০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩° ৭৮´ পূঃ মধ্যে। বরদারাজ্যের ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৪৫৩৯। এখানে কাষ্টম হাউস, পথিকদিকের ডাক বাঙ্গালা, রেলওয়েষ্টেশন, ঔষধালয়, জেলখানা, অনেকগুলি স্কুল এবং তুলা হইতে বীজ ছাড়াইবার কল আছে। মিয়াগ্রাম, বরদা ও চন্দোড়ের সহিত ইহা রেলওয়ে দ্বারা সম্বদ্ধ। ইহাই খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ দর্ভবতী নগরী।

দভ্য (ত্রি) দভে অচ্ ততো যৎ। হন্তব্য, হননীয়। "নাহং তং বেদ দভ্যং দভৎস" (ঋক্ ১০।১০৮।৪)
'তং ইন্দ্রং দভ্যং হন্তব্যং' (সায়ণ)

দভ্র (ত্রি) দভ্নোতীতি দন্ভ-রক্ (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ১ অল্প। (নিঘণ্টু) ঋহন্, হ্রস্ব, নিধুষ, মায়ুক, প্রতিষ্ঠা, কৃধু, বভ্রক, দভ্র, অভ্রক, ক্ষুল্লক, অল্প. ইহার এই একাদশটী নাম। "অসিদভ্রস্য চিদ্বৃধঃ" (ঋক্ ১।৮১।২) ২ অল্পযুক্ত। (পুং) ৩ সমুদ্র। (স্ত্রী) ৪ উত্তরদিক্।

দম (পুং) দম ভাবে ঘঞ্। ১ দণ্ড, দমন। "নিক্ষেপস্যাপহর্ত্তারং তৎসমং দাপয়েৎ দমং।" (মনু ৮।১৯২) লোকদিগকে দমনহেতু দণ্ডের নাম দম। [দণ্ড দেখ।] পর্য্যায় দান্তি, দমথ, দমন। ২ বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ।

"কুৎসিতাৎ কর্ম্মণো বিপ্র যচ্চ চিত্তনিবারণম্।
স কীর্ত্তিতো দমঃ প্রাজ্ঞৈঃ সমস্ততত্ত্বদর্শিভিঃ॥"
(পাদ্মে ক্রিয়াযোগসার)

কুৎসিত কর্ম্ম হইতে চিত্তের প্রত্যাবর্ত্তনের নাম দম অর্থাৎ যাহাতে কুৎসিত কার্য্যে আর চিত্তের প্রবৃত্তি না হয় বা চিত্ত কোন কুকার্য্যে ধাবিত হইতেছে যে শক্তি বলে সেই খারাপ কার্য্য হইতে চিত্তকে প্রত্যাবর্ত্তিত অর্থাৎ ফিরাইয়া আনে তাহাকে দম বলে।

৩ কর্দ্দম। ৪ গৃহ। (নিঘণ্টু) "অগ্নে যক্ষি স্বং দমং" (ঋক্ ১।৭৫।৫) ৫ মহর্ষিবিশেষ। (ভারত ১৩।১৬৬।৫) ৬ মরুত্তরাজের পুত্র। (ভাগ° ৯।২।২৯) ৭ মরুত্তের পৌত্র, ইনি দুষ্টদিগকে অশেষ প্রকারে দমন করিতেন এবং অতিশয় বলবান্ ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি সকল প্রকার সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। ইনি বভ্রুতনয়া ইন্দ্রসেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দমজননী জঠরে নয় বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন, ঐ রূপে জঠরে থাকায় জননীকে যে দম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল এবং ইনি নিজেও দমশীল হইবেন, ইহার পুরোহিত তাহা জানিতে পারিয়া ইহার নাম দম রাখিয়াছিলেন। মহারাজ দম বৃষপর্ব্বার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা এবং দৈত্যরাজ দুন্দুভির নিকট নানাবিধ অস্ত্রাদিও শিক্ষা করেন এবং বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ১৩৩—১৩৪ অ°) ৮ ভীম রাজার এক পুত্র, দময়ন্তীর এক ভাই। (ভারত ৩।৫৩।৯) ১০ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৫)

১১ বুদ্ধের এক নাম। (ললিতবি°)

দমক (ত্রি) দময়তীতি দম-নিচ্-ণ্বুল্। দমনকর্ত্তা, শাসনকারী। "হস্তিগোঽশ্বোষ্ট্রদমকো নক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি।" (মনু ৩।১৬২)

দমকল, অগ্নি দাহ হইতে গৃহাদি রক্ষা করিবার জন্য উদ্ভাবিত যন্ত্রবিশেষ। দমকল দুই প্রকার, ১ম হস্ত দ্বারা চালাইবার উপযোগী ও ২য় বাষ্পীয় যন্ত্র সংযুক্ত। নগরাদিতে

গৃহ দাহ নিবারণের জন্য বহুকাল হইতে নানাবিধ চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। খৃষ্ট জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেও গ্রীস ও রোমে এসম্বন্ধে কয়েক প্রকার যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত ও প্রচলিত ছিল।

ইতিহাস।—জুভনেল ও প্লিনি হামা (Hama) নামে এক প্রকার যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে ইহাকে এক প্রকার জলকূপী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু হোলষ্টেন বলেন, যে ইহা জলকূপী নহে, ইহা এক প্রকার বৃহৎ হুক বা বক্রমুখ লৌহ একটী দীর্ঘ দণ্ডাগ্রে বদ্ধ থাকিত। বোধ হয়, ইহা দ্বারা অগ্নিবিশিষ্ট দ্রব্যাদি টানিয়া আনিয়া নিবাইবার চেষ্টা করা হইত।

প্লিনি (Pliny the Younger) নল বা সাইফনের সাহায্যে অগ্নি নিবাইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহাকে কল বলা যাইতে পারে, তাহা খৃষ্টজন্মের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে উদ্ভাবিত হয়। সিবিয়াস (Ctsibius) নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক যন্ত্রতত্ত্ববিৎ টলেমি ফিলাডেলফাসের রাজত্বকালে মিশরে থাকিতেন, আলেকজাণ্ড্রিয়ায় অবস্থিতি কালে তাঁহার হিরো (Hero) নামে এক ছাত্র ছিল। এই ব্যক্তি নিজ স্পিরিটেলিয়া (Spiritalia) নামক গ্রন্থে এক প্রকার কলের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে এক প্রকার জলোত্তোলন যন্ত্র (Forcing pump) ও দুইটী বৃহৎ নল (Cylinder) ছিল। এই যন্ত্রের উন্নতি হইয়াই এখনকার হস্তচালিত দমকলের উৎপত্তি হইয়াছে। মিঃ বিল স্বীয় জগতের উন্নতি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, হিরোর এই যন্ত্রে বর্ত্তমান হস্তচালিত দমকলের সমস্ত মূল সূত্রগুলি ছিল, কেবল দিন দিন জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই গুলিরই উন্নতি করা হইয়াছে।

সম্রাট্ ট্রজনের (Emperor Trojon) অট্টালিকাকার আপোলোডোরাস্ (Apollodorus) এক প্রকার যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই যন্ত্রে চর্ম্মকূপীতে জল ও চর্ম্মকূপীর সহিত নল সংযুক্ত থাকিত। চর্ম্মকূপীতে চাপ দিলে নলমুখ দিয়া অগ্নি স্থানে জলনিক্ষিপ্ত হইত।

১৫১৮ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণীর অগস্বর্ণনগরে অগ্নিনির্ব্বাপনের জন্য পিচ্কারীর ন্যায় এক প্রকার কল ছিল, ইহাকে Instrument of fire বা Water-syringe বলিত।

ক্যাস্পার সট (Caspar Schott) এক প্রকার অগ্নিনির্ব্বাপনযন্ত্রের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে নুরেনবর্গে ব্যবহৃত হইত। ইহাও প্রায় হিরোর উল্লিখিত কলের ন্যায়। ইহা দুইটী ঘোড়ায় টানিয়া লইয়া যাইত, ইহার সহিত একটী বৃহৎ জলাধার থাকিত। এই কল চালাইতে ২৮ জন লোকের প্রয়োজন হইত। ইহা হইতে ১ ইঞ্চি মোটা জলধারা ৮০ ফিট উর্দ্ধে গিয়া পড়িত। ১৭শ শতাব্দীর আরও শেষভাগে এই কলে বায়ুকক্ষ (Air-chamber) ও ক্যাম্বিসের মোটা নল (Hose) ব্যবহৃত হয়। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে এই সকল দ্রব্য-সংযুক্ত কল ব্যবহৃত হইত। পেরলট (Perrault) তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ভাণ্ডার হাইড (Vander Hide) সকসন-পাইপ (Sauction Pipe) আবিষ্কার করেন। ইংলণ্ডে ১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত হস্তচালিত দমকলের ব্যবহার ছিল। [অগ্নিস্তম্ভন দেখ।] এগুলি পিত্তলে নির্ম্মিত হইত। দুইটী জলের বৃহৎ পাত্রের মধ্যে দুইটী ভার লম্বিত থাকিত। দুই জন লোকে এই ভার জলের মধ্যে ঠাসিয়া ধরিলে জলপাত্রদ্বয়ে পার্শ্বদেশস্থ ছিদ্র দিয়া জল বাহির হইয়া উভয় পাত্রের জল একটী উর্দ্ধ মুখ নল দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। লম্বিত ভার দুইটী একবার চাপিয়া দিয়া আবার টানিয়া তুলিয়া আবার চাপিয়া দিতে হইত। প্রতি চাপের সময় নল দিয়া থাকিয়া থাকিয়া ভক্ ভক্ করিয়া কতকটা জল বাহির হইত মাত্র। তৎপরে বায়ুকক্ষ ও ক্যাম্বিসের মোটানল ব্যবহৃত হইয়া ইহার উক্ত অভাব দূর হইয়াছে। এখন জলের উপর বদ্ধ ঘনীভূত বায়ুর চাপে ও জলোত্তোলন যন্ত্রের ক্রিয়ায় জলের বেগ বরাবর সমান থাকে, ভার যন্ত্রের উন্নতি অবনতিতে জলাধার লোপ হয় না বা হ্রস্ববেগ হয় না।

তৎপরে ইহার উপর বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। নলে যাহাতে কর্দ্দম বা ঢেলা পাট্‌কেল যাইতে না পারে, তাহার প্রতিবিধান হইয়াছে। জলাধারের জল ফুরাইয়া গেলে এখন পুষ্করিণী বা নদীতে নল ফেলিয়া জল তুলিবার কৌশলও হইয়াছে। এখনকার ছোট কলগুলি একটী ঘোড়ায় টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, দুই চারিজন লোকেও ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারে। বড় গুলিতে দুইটী বা চারিটী ঘোড়ার প্রয়োজন হয়। এখন ক্যাম্বিসের বা চামড়ার নল ব্যবহৃত হয়; আমেরিকায় তুলা জমাইয়া এক প্রকার নল প্রস্তুত করে। এখন বৃহৎ কল গুলিতে বাষ্পীয় যন্ত্র যোগ করিয়া প্রথমাবস্থায় ২৮ জন মানুষের পরিশ্রম কমাইয়া দিয়াছে।

লণ্ডনের দমকলের আফিসের কলগুলিতে প্রতি মিনিটে ৯০ গ্যালন জল ছড়াইতে পারে। একজন কলপরিচালক, একজন অগ্নিরক্ষক ও অন্যান্য দ্রব্যাদিসহ ইহার এক একটী

কলের ওজন ৪০।৫০ মণের অধিক হইবে না। দুইটী ঘোড়ার কাজেই ইহাকে টানিয়া ১ ঘণ্টায় তিন ক্রোশ দূরে লইয়া যাইতে পারে। বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে এই কলের দুইটী একত্র জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে প্রতি মিনিটে ১৮০ গ্যালন জল দিতে পারা যায়।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যখন লণ্ডনের আর্গাইল্ রুমস্ নামক বাটীতে অগ্নি লাগে, তখনই সর্ব্বপ্রথম এই কল বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে চালান হয়। টেম্সের উপর কতকগুলি ভাসমান দমকল প্রস্তুত করা হয়, তাহাও বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত হইত। এই কল গুলিতে প্রতি মিনিটে ১৪ শত গ্যালন জল দিতে পারিত। যখন পার্লামেণ্টের বাড়ীতে আগুন লাগে, তখন ইহা অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী ভাসমান দমকল প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কিন্তু লণ্ডনসেতুর নিকটস্থ কারখানায় ১৮৬১ খৃষ্ঠাব্দে যে আগুন লাগে, তাহা নিবারণ করিবার ক্ষমতা এই সকল কলের কোনটী দ্বারাই হয় নাই। অধিকাংশ ভস্মাবশেষ হইলে তবে সে আগুনকে নির্ব্বাপিত করিতে পারিয়াছিল।

সামান্য সামান্য অগ্নিকাণ্ডে হস্তচালিত কল গুলিতে বিশেষ উপকার হয়, কারণ বাষ্প সংগ্রহে বৃহৎ কলে যে বিলম্ব হয়, তাহাতেই হয়ত ক্ষুদ্র অগ্নিকাণ্ডে সে স্থানের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতে পারে। হস্তচালিত কলগুলি ইচ্ছা মাত্র কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে যেখানে ছোট কলের ক্ষমতায় কুলায় না, সেখানে বড় কল প্রয়োজন, তবে যতক্ষণ বড় কল কার্য্যারম্ভ করিতে না পারে, ততক্ষণ ছোট কল লইয়া চতুষ্পার্শ্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করা উচিত।

দমকল সম্বন্ধে একটী সন্দেহ এখনও আছে। অতি বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে কলে করিয়া জল দিতে গেলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় কি বৃদ্ধি পায়? কলে যতই জল পড়ুক না কেন অগ্নির তুলনায় তাহার পরিমাণ অল্প। দেখা যায় যে অগ্নি জ্বলিবার সময় অঙ্গার-জল মধ্যগত অম্লজানের সহিত মিশিয়া অঙ্গারাম্ল বাষ্প (Carbonic Oxide Gas) উৎপাদন করে। এই বাষ্পও জল হইতে অম্লজান বিযুক্ত উদজান রাশি ও অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ, সুতরাং অগ্নিতে অল্প পরিমাণে জল দিলে তদুৎপন্ন এই দুই দ্রব্য জ্বলিয়া অগ্নি আরও বাড়াইয়া তুলে। জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিতে অগ্নির উত্তাপ যতটুকু নষ্ট হয়, উক্ত দুই বাষ্প জ্বলিয়া তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক উত্তাপ সঞ্চিত করে। এ বিষয়ে এখনও বিশেষ আলোচনা বা মীমাংসা হয় নাই।

দমকল চালাইবার জন্য এক দল শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন। ইহাদের মাথায় দৃঢ় শিরস্ত্রাণ ও ধাতুনির্ম্মিত স্কন্ধত্রাণ থাকে। এই উভয় থাকিবার জন্য জ্বলন্ত গৃহের ভগ্নাংশ বা কড়ি, বরগা পড়িয়া কিছু হানি করিতে পারে না। ইহাদের সাহসও যথেষ্ট, জলপতনের নল লইয়া ইহারা যেরূপ সাহসের সহিত অগ্নিক্ষেত্রে বিচরণ করে, প্রজ্বলিত গৃহ হইতে লোকের জীবন ও ধন রক্ষা করে, তাহা অতীব বিস্ময়কর। এখন য়ুরোপের সর্ব্বত্রই লণ্ডনের নিয়মে দমকলের লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়। লণ্ডনের দমকল আফিসে যে কেহ অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ দেয়, সেই পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়, এজন্য লণ্ডনে অতি অল্পেই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ দমকল আপিসে পৌঁছায়। ভাড়াটিয়া গাড়ীর গাড়োয়ানেরাই প্রায় এরূপ সংবাদ দিয়া থাকে।

এখন প্রায় সকল প্রধান সহরেই অগ্নিকাণ্ড লক্ষ্য রাখিবার জন্য গির্জ্জার চূড়ার ন্যায় উচ্চ কাষ্ঠময় গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই গৃহে দিবারাত্র এক একজন প্রহরী থাকে, সে কেবল সহরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখে। যদি কোথাও অগ্নি দেখিতে পায়, তবে সে তৎক্ষণাৎ নিম্নে আসিয়া দমকল আফিসে জানায়।

কনস্তান্তিনোপলে স্বর্ণ অন্তরীপের উভয় পার্শ্বে দুইটী উক্ত প্রকার অগ্নিদর্শনগৃহ আছে। সেখানে প্রহরী আছে। সেই প্রহরী কোথাও অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া সঙ্কেত করিলেই প্রহরীরা সমস্ত নগরময় "অমুক স্থানে আগুন লাগিয়াছে" বলিয়া চিৎকার করিয়া মাটিতে বেত্রাঘাত করিতে থাকে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত নগরে এই সংবাদ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এমন কি যদি বস্ফরসের অপর পারেও অগ্নি লাগিয়া থাকে, তবু সহরের লোককে ঐ রূপ সংবাদ দিয়া আকুলিত করা হয়। প্রহরীরা নগরবাসীদিগকে বাধ্য করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপনে নিযুক্ত করে। ইহারা অগ্নিসংশ্লিষ্ট গৃহাদি সমভূমি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অগ্নি নির্ব্বাপণ করে। আগুন যদি এক ঘণ্টার অধিক কাল থাকে, তবে স্বয়ং সুলতানকে অগ্নি স্থানে উপস্থিত হইয়া লোকদিগকে উৎসাহিত করিতে হয়। নগরবাসীরা এই প্রথায় সুলতানকে দেখিতে পায় বলিয়া সময়ে সময়ে ইচ্ছা করিয়া অগ্নিকাণ্ড ঘটাইত এবং সুলতান উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট আপনাদের অত্যাচার, অবিচার বা দুঃখ কষ্টের কথা জানাইত। বর্ত্তমানকালে আর সুলতান আসেন না, তত্তৎ স্থানের পাশা উপস্থিত হন।

বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানে দমকল নাই। কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠস্থ কয়েক স্থানে আছে মাত্র। অন্য স্থানে অগ্নি

লাগিলে অধিবাসীরা অগ্নিসংশ্লিষ্ট গৃহাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আগুন নিবাইবার চেষ্টা পায়।

দমঘোষ (পুং) চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা। ইনি চেদিদেশের অধিপতি শিশুপালের পিতা এবং ইহার অপর নাম শ্রুতশ্রবা।

দমঘোষসুত (পুং) দমঘোষস্য সুতঃ। দমঘোষের পুত্র, শিশুপাল।

দমথ (পুং) দম উপশমে দম-অথচ্ (বাহুলকাৎ দৃশমিদমিভ্যশ্চ। উণ্ ৩।১১৪) দম, দণ্ড।

দমথু (পুং) দম ভাবে অথু। দম, দমন।

দমন (পুং) দাম্যতীতি দম-ল্যু। ১ দণ্ড। ২ ইন্দ্রিয়াদির বাহ্যবৃত্তি নিরোধ। ৩ পুষ্প বৃক্ষ বিশেষ, দোনা, দমনক বৃক্ষ। ৪ কুন্দপুষ্পবৃক্ষ, কুঁদফুলের গাছ। ৫ ঋষিবিশেষ। (ভারত ৩।৫২।৬) ৬ দমরাজার এক পুত্র, মহারাজ দম দমন ঋষির আরাধনা করিয়া পুত্র সকল লাভ করেন, এই জন্য পুত্রের নাম দমন রাখিয়াছিলেন। (ভারত ৩।৫৩।৯) ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩৪) ৮ মহাদেব। (১৩।১৭।১৩৬)

দমনক (পুং) দমন এব স্বার্থে কন্। বৃক্ষবিশেষ, দোনা। পর্য্যায় দমন, দান্ত, গন্ধোৎকটা, মুনি, জটিলা, দন্তী, পাণ্ডুরাগ, ব্রহ্মজটা, পুণ্ডরীক, তাপসপত্রী, পবিত্রক, দেবশেখর, কুলপত্র, বিনীত, তপস্বিপত্র, মুনিপত্র, তপোধন, গন্ধোৎকট, ব্রহ্মজটী, কুলপত্রক। (ভাবপ্র°) ইহার পুষ্প সুগন্ধ জটাকৃতি। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, কষায়, কটু, কুষ্ঠদোষ, বিষ, বিস্ফোট ও বিকারনাশক। (রাজনি°) হৃদ্য, বৃষ্য ও সুগন্ধি, গ্রহণী, অস্র, ক্লেদ ও কণ্ডূনাশক। (ভাবপ্র°) (ক্লী) ২ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ৬টী অক্ষর থাকিবে। লক্ষণ—

"দ্বিগুণনগণমিহ বিতনু হি।
দমনকমিতি গদতি শুচি হি॥" (চিন্তামণিধৃত বচন)

এই ছন্দের সমস্ত বর্ণই লঘু হইবে। ৩ একাদশ অক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রত্যেকপাদে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং শেষবর্ণ ছাড়া আর সকল বর্ণ লঘু হইবে। লক্ষণ—

"দ্বিজবর গুণযুগমমলং তদনু চ কলয় করতলং।
ফণিপতিবর পরিগদিতং দমনকমিদমতিললিতং॥"
(চিন্তামণিধৃত বচন)

দমনকারোপণোৎসব (পুং) দমনকস্য আরোপণার্থং য উৎসবঃ। শ্রীকৃষ্ণকে দমনক অর্পণার্থ মহাপূজারূপ উৎসব বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের দমনক-দানোৎসব-বিধি হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

চৈত্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণকে দমনক দান করিয়া উৎসব করিবে।

"চৈত্রস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং দমনারোপণোৎসবং।" (হরিভক্তিবি°)

মধুমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দমনক বনে গমন করিবে এবং সেই স্থলে এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হইবে।

"অশোকায় নমস্তভ্যং কামস্ত্রীশোকনাশন।
শোকার্ত্তিং হর মে নিত্যং আনন্দং জনয়স্ব মে॥
নেষ্যামি কৃষ্ণপূজার্থং ত্বাং কৃষ্ণপ্রীতিকারকং।"

এইরূপে প্রার্থনা ও প্রণাম করিয়া দমনক গ্রহণ করিবে। পরে পঞ্চগব্যদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া পূজা করিবে এবং বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া বেদপাঠ করিতে করিতে গৃহে আনিবে। পরে দমনকাধিবাস করিতে হইবে।

অধিবাসবিধি—শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে ইহাকে রাখিয়া সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল করিবে, তাহার উপর এই দমনক সংস্থাপিত করিয়া এই মন্ত্রে অধিবাস করিবে। মন্ত্র—

"পূজার্থং দেবদেবস্য বিষ্ণোর্লক্ষ্মীপতেঃ প্রভোঃ।
দমন! ত্বমিহাগচ্ছ সান্নিধ্যং কুরু তে নমঃ॥"

পরে সবীজ কামদেবকে পূজা করিতে হইবে এবং অষ্টোত্তরশত কামগায়ত্রী জপ করিয়া আমন্ত্রণ করিবে। পুষ্পাঞ্জলি দিয়া এই মন্ত্রে বন্দনা করিতে হইবে। মন্ত্র—

"নমোঽস্তু পুষ্পবাণায় জগদাহ্লাদকারিণে।
মন্মথায় জগন্নেত্রে রতিপ্রীতিপ্রদায়িনে॥"

পরে শ্রীকৃষ্ণকে এই মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিতে হইবে।

"আমন্ত্রিতোঽসি দেবেশ! পুরাণপুরুষোত্তম।
প্রাতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি সান্নিধ্যং কুরু কেশব॥
নিবেদয়াম্যহং তুভ্যং প্রাতর্দ্দমনকং শুভং।
সর্ব্বথা সর্ব্বদা বিষ্ণো নমস্তেঽস্তু প্রসীদ মে॥"

এই আমন্ত্রণাদি করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা এই রাত্রি জাগরণ করিবে। পর দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া দমনক আরোপণের নিমিত্ত মহাপূজা সমাধা করিবে। তাহার পর দমনককে ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিবে। মন্ত্র—

"দেবদেব জগন্নাথ বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়ক।
কৃৎস্নান্ পূরয় মে কৃষ্ণ কামান্ কামেশ্বরীপ্রিয়॥
ইদং দমনকং দেব গৃহাণ মদনুগ্রহাৎ।
ইমাং সাংবৎসরীং পূজাং ভগবন্নিহ পূরয়॥"

তাহার পর দমনকপুষ্পের মালা অর্চ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই মন্ত্রে অর্পণ করিতে হইবে—

"মণিবিদ্রুমমালাভির্ম্মন্দারকুসুমাদিভিঃ।
ইয়ং সাংবৎসরী পূজা তবাস্তু গরুড়ধ্বজঃ॥

বনমালাং যথা দেব! কৌস্তুভং সততং হৃদি।
তদ্বদ্দামনকীং মালাং পূজাঞ্চ হৃদয়ে বহ॥"

পরে নৃত্য গীত প্রভৃতি ও ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া মহোৎসব করিবে।

চৈত্রমাসে দমনক আরোপণে কোন বিঘ্নাদি ঘটিলে বৈশাখ বা শ্রাবণমাসে করিতে পারিবে।

"ন কৃষ্ণে দমনারোপঃ স্যান্মধৌ বিঘ্নতো যদি।
বৈশাখ্যাং শ্রাবণে মাসি কর্ত্তব্যং বা তদর্পণং॥"

যিনি এই দমনক আরোপণার্থ উৎসব করেন, তিনি সকল কামনা প্রাপ্ত হন এবং সমস্ত তীর্থে স্নানাদি করিলে যে ফল দমনকে সেই ফল হইয়া থাকে। (হরিভক্তিবিলাস ১৪ বি°)

দমনী (স্ত্রী) দম্যতে হুগ্নিরনয়া দম-ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অগ্নিদমনীবৃক্ষ। (রাজনি°)

দময়ন্তী (স্ত্রী) দময়তি নাশয়তি অমঙ্গলাদিকমিতি দম-ণিচ্ শতৃ ঙীপ্। ১ ভদ্রমল্লিকা। ২ নলরাজার পত্নী, বৈদর্ভরাজ ভীমের কন্যা। ইনি অলোকসামান্যা রূপবতী ছিলেন। নিষধরাজ নল ইহার রূপের কথা শুনিয়া ইহার প্রতি অনুরক্ত হন এবং এই অনুরাগের বিষয় এক হংস দ্বারা দময়ন্তীর নিকট বলিয়া পাঠান। দময়ন্তী হংসের নিকট নলের রূপ ও গুণাদির কথা শুনিয়া নলের প্রতি অনুরক্ত হন। এই সময় বিদর্ভরাজ দময়ন্তীকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করেন। এই স্বয়ম্বর স্থলে নানা দিগ্দেশ হইতে অনেক নৃপতির আগমন হইল, এমন কি ইন্দ্রাদি লোকপালগণও এই স্বয়ম্বরোদ্দেশে আগমন করিলেন।

দেবগণ আসিবার সময় নলকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে দূত করিয়া দময়ন্তীর নিকট প্রেরণ করিলেন। নল দেবগণের বরে সকল লোকের অদৃশ্য হইয়া দেবগণের অভিপ্রায় দময়ন্তীকে কহিলেন। দময়ন্তী ইহার উত্তরে বলিলেন, আমি পূর্ব্বেই নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, নল ভিন্ন অন্য কেহ আমার স্বামী হইবে না।

দেবগণ তাহা জানিয়া স্বয়ম্বর স্থলে নলরূপ ধারণ করিয়া থাকিলেন; দময়ন্তী অনন্যোপায় হইয়া দেবগণের স্তুতি করিতে লাগিলেন। পরে দময়ন্তী দেবগণের স্বেদবিরহিত স্তব্ধনেত্র দিব্যমাল্যধারী দেহ হইতে নলকে চিনিতে পারিয়া ইহার গলদেশে মাল্য অর্পণ করিলেন। দময়ন্তী নলকে বরমাল্য দিয়া কিছুদিন সুখে অতিবাহিত করিলেন। পরে নল দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইলে বনগমন করেন। ইহাতে পতিব্রতা দময়ন্তী তাঁহার অনুগামিনী হন। শ্রীভ্রষ্ট হইলে মনুষ্যের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে। নলরাজ পতিপরায়ণা নিদ্রিতা পত্নীকে নিবিড় অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বনে গমন করেন। পরে দময়ন্তী কতকগুলি পথিক বণিক্ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া পিত্রালয়ে আসিলেন।

দময়ন্তী পতিবিরহে নিতান্ত অধীর হইলেন। দময়ন্তীর পিতা নলকে অন্বেষণ করিবার জন্য সর্ব্বত্র চর প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই নলের অন্বেষণ পাইলেন না। তখন দময়ন্তী অনন্যোপায় হইয়া এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি জানিতেন যে রাজা নল শ্রীভ্রষ্ট ও অপমানিত হইয়াই আত্মগোপন করিয়া আছেন। কোন অসামান্য ঘটনা ভিন্ন নলকে গোপন স্থান হইতে বাহির করা অসম্ভব। এই জন্য ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে নল রাজা বহুকাল অজ্ঞাতভাবে থাকায় তদীয় পত্নী দময়ন্তী পুনরায় স্বয়ম্বরা হইতে মানস করিয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র সর্ব্বসহিষ্ণু নল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি এত দিন অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণের নিকট ছদ্মবেশে অতি হীন অশ্বপালের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অযোধ্যাধিপতি স্বয়ম্বর স্থলে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিলে কৌতূহল প্রযুক্ত তিনিই তাঁহার সারথি হইয়া বিদর্ভরাজ্যে আগমন করেন। দময়ন্তী দাসীমুখে এই সারথির অলৌকিক রূপ গুণাদির কথা শুনিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া অশ্বশালায় উপস্থিত হন। তথায় অশ্বপালকে আপন হৃদয়বল্লভ নল বলিয়া জানিতে পারিয়া তাহার চরণে পতিত হইলেন ও স্বয়ম্বর ঘোষণারূপ ধৃষ্টতাজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। দময়ন্তী এইরূপে স্বামী লাভ করিয়া পুনরায় ভর্ত্তৃরাজ্যে রাজমহিষী হন। (ভারত বনপ°)

[নল দেখ।]

দমদমা,—১ বাঙ্গালা প্রদেশের জেলা ২৪ পরগণার একটী মহকুমা। অক্ষা° ২২° ৩৪´ ও ২২° ৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৬´ ও ৮৮° ৩১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ২৪ বর্গমাইল। ইহার ভিতর দিয়া মধ্যবঙ্গ রেলপথ গিয়াছে।

২ উক্ত মহকুমার একটী নগর। অক্ষা° ২২° ৩৭´ ৫২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৭´ ৫১´´ পূঃ, কলিকাতা হইতে ৪½ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে মিউনিসিপালিটী এবং সৈনিকাবাস আছে। এই সৈনিকাবাস ইষ্টকনির্ম্মিত এবং প্রশস্ত। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৩ পর্য্যন্ত এখানে কামান ইত্যাদি রাখিবার স্থান ছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে উহা মীরঠে উঠাইয়া লওয়া হয়। সেই সময়ে এখানে একটী অস্ত্রাগার, সৈনিকাবাস, সাহেব এবং দেশীয়দিগের জন্য হাঁসপাতাল, বৃহৎ বাজার, অনেকগুলি পরিষ্কার জলপূর্ণ দীঘী ও প্রটেষ্টান্ট দিগের গির্জ্জা ছিল। যে সন্ধি অনুসারে

বাঙ্গালার নবাব ইংরাজদিগের স্বার্থ স্থিরীকৃত করিয়া কলিকাতা, কাশিমবাজার ও ঢাকা পুনঃ প্রদান করেন, সেই সন্ধি এখানেই স্বাক্ষরিত হয় (৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃঃ অঃ)। এখানে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের একটী ষ্টেশন এবং একটী ইংরাজী স্কুল আছে।

দময়িতৃ (ত্রি) দম-ণিচ্-তৃচ্। ১ শাসনকর্ত্তা। (পুং) ২ বিষ্ণু।

দমলচেরি—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর আর্কটের একটী গিরিপথ। অক্ষা° ১৩° ২৫´ ৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৫´ পূঃ। এই পথ দিয়া মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম বার কর্ণাটিক আক্রমণার্থ গমন করেন। এখানেই ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নবাব দোস্তআলি মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত যুদ্ধে হত হন। ১৭৮০-৮২ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলির সৈন্যগণ যখন কর্ণাটিক আক্রমণ করে, তখন এই পথ দিয়াই খাদ্যাদি সরবরাহ হইয়াছিল।

দমলিঙ্গ (দবলিঙ্গ)—পঞ্জাবের অন্তর্গত বসহর রাজ্যের একটী গ্রাম। অক্ষা° ৩১° ৪৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৩৯´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৪০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীদিগকে দেখিতে চীনতাতারদিগের ন্যায়। ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী।

দমা (দেশজ) ১ এক প্রকার বাজী। ২ বাধা, আটকান।

দমান—পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী উচ্চ জেলা। অক্ষা° ২৮° ৪০´ ও ৩৩° ২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৩০´ ও ৭১° ২০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সলিমান পর্ব্বতের পূর্ব্বপাদদেশস্থিত প্রদেশ ও দেরা ইস্মাইল্ খাঁর অন্তর্গত সিন্ধুনদীর দক্ষিণতীর এই জেলার অন্তর্গত। এখানকার ভূমি অনুর্ব্বর এবং পশ্বাদিবিহীন।

দমান, (দমন)—বম্বে প্রেসিডেন্সীর গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত পর্ত্তুগীজদিগের অধীন একটী নগর। বম্বে নগরের ১০০ মাইল উত্তরে। অক্ষা° ২২° ১৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৫৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ভগবান্ নদী, পূর্ব্বে বৃটীশরাজ্য, দক্ষিণে কলেম নদী এবং পশ্চিমে কাম্বে উপসাগর। নগর হাবিলি পরগণার সহিত ইহার পরিমাণফল ৮২ বর্গমাইল।

নিজ দমানের দুইটী বিভাগ—১ পরগণা নায়ের বা দমান গ্র্যাণ্ডী এবং ২ পরগণা কলন পবোরি বা দমান পিকেনো। এ ছাড়া ৫ হইতে ৭ মাইল প্রশস্ত হাবিলি পরগণার একটী পৃথক্ অংশ আছে।

দমান নগর ১৫৩১ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। এখানকার অধিবাসীগণ ইহার পুনঃসংস্কার করে। পরে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা পুনরায় অধিকার করিয়া এখানে স্থায়ীরূপে বসবাস করিবার বন্দোবস্ত করেন। নিজ দমানের পরিমাণফল ২২ বর্গমাইল, ইহাতে ২৯ খানি গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

এই স্থান কাম্বে উপসাগরের মুখে অবস্থিত এবং দমনগঙ্গানামক নদীদ্বারা দমান গ্র্যাণ্ডি (বৃহৎ দমান) ও দমান পিকেনো (ক্ষুদ্র দমান) নামক এই বিভাগে বিভক্ত। দমানগ্র্যাণ্ডি দক্ষিণদিকে থানানামক বৃটীশাধিকৃত জেলায় সংলগ্ন এবং দমান পিকেনো উত্তরদিকে সুরাটের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। শেষোক্ত ভাগ ডম কনষ্ট্যান্টিনো ডি ব্র্যাগাঞ্জার অধীনে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে অধিকৃত হয়। নগর-হাবিলি পরগণার পরিমাণফল ৬০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ২৭৪৬২।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি তারিখে পুণা নগরের সন্ধি অনুসারে এই পরগণা মহারাষ্ট্রীয়েরা পর্ত্তুগীজগণের হস্তে সমর্পণ করেন।

দমানের প্রধান নদী—১ ভগবান্, ২ কলেম্, ৩ নন্দলখাল বা দমনগঙ্গা, এ সমস্ত নদীই কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানে বৃহৎ বৃহৎ বন আছে।

এখানকার জমি উর্ব্বরা। চাউল, গম ও তামাক এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। চালের সুবিধা থাকিলেও এখানে সর্ব্বশুদ্ধ ১/৩ জমির আবাদ হয়। সমস্ত জমির উপরই একটী ট্যাক্স নির্দ্ধারিত আছে। এই ট্যাক্স হইতে প্রায় ৮০০০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

পর্ত্তুগীজদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইবার পূর্ব্বে আফ্রিকার উপকূলের সহিত দমানের বিস্তৃত ব্যবসা চলিত। ১৮১৭ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীনরাজ্যের সহিত এখানকার আফিমের ব্যবসা ছিল। কিন্তু ইংরাজ কর্ত্তৃক সিন্ধু দেশ জয় হইবার পর আফিমের রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায় এবং তদবধি দমানের আফিম ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে।

পুরাকালে বস্ত্র বয়ন ও রঞ্জিত করণের জন্য দমান বিখ্যাত ছিল। বুনন কার্য্য এখনও কতকটা চলিয়া থাকে। মাজুর ও খেজুরপাতার ঝুড়ি অনেক প্রস্তুত হয়। এখানে গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার কার্য্য বেশ চলিয়া থাকে।

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য দমানকে একটী প্রদেশ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এখানে একটী মিউনিসিপালিটী আছে। গোয়ার গবর্ণর জেনারেলের অধীন একজন শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক দমান শাসিত হয়। বিচার বিভাগ একজন জজের কর্তৃত্বাধীনে আছে, তাঁহার অধীনে একজন এটর্ণি

জেনারেল এবং দুই তিনজন করণিক আছে। এখান হইতে প্রায় লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

এখানে দুইটী দুর্গ আছে। প্রথমটীতে গবর্ণরের প্রাসাদ, সৈন্যের আবাস, হাঁসপাতাল, মিউনিসিপ্যাল আফিস, আদালত গৃহ, জেল, দুইটী গির্জ্জা এবং অন্যান্য অনেক আবাসাদি আছে। ছোট দুর্গটী সেণ্ট্ জিরোমির সাহায্যে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী গির্জ্জা ও একটী গোরস্থান আছে।

দমিতৃ (পুং) দম-তৃচ্। শাসনকর্ত্তা।

দমিত (ত্রি) দম্যতে স্ম দম-ক্ত। (বা দান্ত শান্তেতি। পা ৭।২।২৭) ১ শাসিত, বশীকৃত। ২ ক্লেশসহিষ্ণু, ভারবহনাদি ক্লেশসহিষ্ণু। ইটের বিকল্পবিধান হেতু পক্ষে দান্ত এইরূপ পদ হইবে।

দমিন্ (ত্রি) দমোঽস্যাস্তীতি দম-ইনি। ১ দমনবিশিষ্ট, দমনশীল। (স্ত্রী) ২ সাগর ও সিন্ধু সঙ্গমের দক্ষিণস্থ তীর্থভেদ। ৩ এই তীর্থপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। এই তীর্থ সকল পাপনাশক, এই তীর্থে ব্রহ্মাদি দেবগণ মহেশ্বরের উপাসনা করেন। এই তীর্থে স্নান ও দেবগণ দ্বারা পরিবৃত রুদ্রকে পূজা করিলে জন্মাবধি সকল পাপ বিনষ্ট হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, কেবল এইখানে স্নান করিলে সেই ফল লাভ হয়। * (ভারত ৩।৮২ অ°)।

দমীসারথি (পুং) বুদ্ধের নামান্তর।

দমু (মূ) নস্ (পুং) দমুনস্, 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইতি পক্ষে দীর্ঘঃ বা দম-উনস্ (দমেরুনসিঃ। উণ্ ৪।২৩৪) ১ অগ্নি। ২ শুক্রাচার্য্য। (ত্রি) ৩ দময়িতা। "দমূনা গৃহপতি দম আঁ" (ঋক্ ১।৬০।৪) 'দময়তি রাক্ষসাদিকমিতি দমূনাঃ' (সায়ণ)

দমে (অব্য) দম-বাহুলকাৎ-কে। গৃহ। (নিঘণ্টু)

দম্ (দেশজ) ১ অনুকরণ শব্দ। ২ গুরু বস্তুর পতনধ্বনি। ৩ প্রতারণা, ঠকান। ৪ নিঃশ্বাস, প্রাণবায়ু। ৫ সঙ্গীতে লয়প্রদর্শনপূর্ব্বক সুরের দীর্ঘ স্থায়িত্বের নাম দম্।

দম্পতী (পুং) জায়া চ পতিশ্চ দ্বন্দ্বে জায়াশব্দস্য পক্ষে দমাদেশঃ। মিলিত জায়া ও পতি। দম্পতী এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত, দ্বন্দ্বসমাসে জায়াপতী, দম্পতী ও জম্পতী এই তিনটী পদ হয়। জায়ায়াঃ জমভাবো দম্ভাবশ্চ। জায়া শব্দস্থানে বিকল্পে জম্ ও দম্ আদেশ হয়, দুইটী বিকল্প বিধান হইলে তিনটী পদ হয়, এই জন্য ঐ তিনটী পদ হইল।

"তৌ দম্পতী বশিষ্ঠস্য গুরোর্জগ্মতুরাশ্রমং।" (রঘুব° ১ অ°)

দম্‌কল (দেশজ) আগুন নিবাইবার যন্ত্র। [দমকল দেখ।]

দম্‌বাজ (পারসী) প্রতারক, জুয়াচোর।

দম্‌বাজী (পারসী) প্রতারণা, জুয়াচুরি।

দম্ভ (পুং) দভ্যতে ইতি দম্ভ-ঘঞ্। ১ কপট। ২ শাঠ্য। অধর্ম্ম হইতে তৃষার গর্ভে দম্ভের জন্ম।

"মৃষাঽধর্ম্মস্য ভার্য্যাসীদ্দম্ভং মায়াঞ্চ শত্রুহন্।
অসূত মিথুনং তত্তু নিঋ্ৰতির্জগৃহেঽপ্রজাঃ॥" (ভাগ° ৪।৮।২)

অধর্ম্ম ব্রহ্মার পুত্র, অধর্ম্মের পত্নী মিথ্যা। এই মিথ্যার গর্ভে মায়া নামে এক কন্যা ও দম্ভ নামে এক পুত্র জন্মে। ঐ মায়া ও দম্ভ দুইজন পরস্পর সোদর হইলেও অধর্ম্মাংশসম্ভূত বলিয়া পরস্পর মিথুন অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ হইয়াছিল। এই দম্ভ ও মায়া হইতে লোভ ও নিঋ্ৰতি (শঠতা) নামে একটী পুত্র ও কন্যা হয়। (ভাগ°)

৩ নিজে অধার্ম্মিক অথচ বাহিরে ধার্ম্মিক বলিয়া জানান। ৪ লোভ ও বঞ্চনা দ্বারা বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান। ৫ পূজা প্রাপ্তি ও সম্মান লাভের জন্য স্বধার্ম্মিকত্ব খ্যাপন। "কপটেন ধার্ম্মিকত্বাদিনা স্বোৎকর্ষখ্যাপনেচ্ছা দম্ভঃ।" (গৌতমবৃ° ৪।৩)

প্রকৃত ধার্ম্মিক নয়, অথচ কপটতাপূর্ব্বক লোকদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া নিজের সম্মান লাভের যে ইচ্ছা, তাহার নাম দম্ভ। প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিশেষ যত্নপূর্ব্বক দম্ভ পরিহার কর্ত্তব্য।

"দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।" (মনু ৪।১৬৩)

৬ ধর্ম্ম প্রতি অনুৎসাহ।

দম্ভক (পুং) দন্ভ-ণ্বুল্। প্রতারক। "ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।" (মনু ৪।১৯৫)

যাহারা সদা লুব্ধ, অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে ধনলোভ নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে, যাহারা ধর্ম্মের চিহ্ন প্রভৃতি ধারণ করে ও জনসমাজে আপনার ধার্ম্মিকতার পরিচয় দেয়, তাহারা বৈড়ালব্রতিক।

দম্ভচর্য্যা (স্ত্রী) শঠতা, প্রতারণা।

দম্ভন (পুং) দন্ভ ভাবে ল্যুট্। ১ দম্ভ। ২ মোহন।

"ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্ব্বন্ স্ত্রীশূদ্রদম্ভনং।
(মনু ৪।১৯৮)

---

* "প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য গচ্ছেত ভরতর্ষভ।
তীর্থং কুরুবরশ্রেষ্ঠ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং।
দমীতি নাম্না বিখ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং।
যত্র ব্রহ্মাদয়োদেবা উপাসন্তে মহেশ্বরং।
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ রুদ্রং দেবগণৈর্বৃতং।
জন্মপ্রভৃতি যৎপাপং তৎস্নাতস্য প্রণশ্যতি।
দমী চাত্র নরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদেবৈরভিষ্টুতঃ।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র হয়মেধমবাপ্নুয়াৎ।"
(ভারত ৩।৮২।৭১—৭৪)

দম্ভিন্ (ত্রি) দন্ভ-ণিনি। দম্ভকর্ত্তা। "দম্ভিহৈতুকপাষণ্ড-বকবৃত্তীংশ্চ বর্জ্জয়েৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৩০)

দম্ভোদ্ভব (পুং) সার্ব্বভৌম নৃপভেদ। এই নরপতি অতিশয় দাম্ভিক ছিলেন। নর নামে একজন ঋষি, ইঁহার গর্ব বিনষ্ট করেন। (ভারত উদ্যোগ ৯১ অ°)

"লোভাদৈলস্ত রাজর্ষি র্বাতাপি র্দর্পতোঽসুরঃ।
পৌলস্ত্যো রাক্ষসো মানাৎ মদাদ্দম্ভোদ্ভবো নৃপঃ॥
প্রযাতা নিধনং হ্যেতে শক্রষড়্বর্গমাশ্রিতাঃ।" (কামন্দক)

(ত্রি) দম্ভঃ উদ্ভবো যস্ত। ২ দম্ভ হইতে জাত কর্ম্মাদি। যে সকল কার্য্য দম্ভপূর্ব্বক করা হয়।

দম্ভোলি (পুং) দম্ভ ভাবে অসুন্, দম্ভসি প্রেরণে অলতি পর্য্যাপ্নোতি অল-ইন্। বজ্র।

দম্য (পুং) দম্যতে ইতি দম-যৎ। ১ প্রাপ্ত ভারবহনযোগ্য-বৎসতর, যে বৎসতর ভারবহনযোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। (ত্রি) ২ দমনীয়। ৩ দমনার্হ। (পুং) ৪ অনড্বান্। "শকটং দম্যসংযুক্তং দত্তং ভবতি চৈব হি।" (ভারত ১৩।৬৬।৪)

দয় (পুং) দয়-বাহুলকাৎ অপ্। দয়া।

দয়া (স্ত্রী) দয় ভিদাদ্যঙ্, ততষ্টাপ্। করুণা, দুঃখিত জীবের প্রতি অনুকম্পা, অর্থাৎ এক ব্যক্তি অতিশয় ক্লেশে পড়িয়াছে, তাহার ঐ ক্লেশ দেখিয়া নিজের দুঃখানুভব হইয়া তাহার প্রতি সহানুভূতির নাম দয়া।

"যত্নাদপি পরক্লেশং হর্ত্তুং যা হৃদি জায়তে।
ইচ্ছা ভূমিসুরশ্রেষ্ঠ সা দয়া পরিকীর্ত্তিতা॥
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যো হিতায় শুভায় চ।
বর্ত্ততে সততং হৃষ্টঃ ক্রিয়া হ্যেষা দয়া স্মৃতা॥" (ক্রিয়াযোগসা°)

পরক্লেশ নিবারণের জন্য হৃদয়ে যে বলবতী ইচ্ছা হয়, ঐ ইচ্ছারই নাম দয়া। যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি মঙ্গল ও হিত কার্য্যের জন্য আপনার ন্যায় যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করেন, ঐ ক্রিয়ার নামই দয়া। দয়া একমাত্র প্রধান ধর্ম্ম।

"অহিংসা পরমোধর্ম্মো বিপ্রাণাং নাত্র সংশয়ঃ।
দয়া সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিজানতা॥
যজ্ঞাদন্যত্র বিপ্রেন্দ্র ন হিংসা যাজ্ঞিকী মতা।" (দেবীভাগ°)

সকল স্থানে অহিংসা পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত এবং সকল ভূতে দয়া করা উচিত। দয়া মোহের পত্নী, দয়া ব্যতীত এ জগতে সকল কার্য্যই নিষ্ফল।

২ দক্ষের এক কন্যা, ধর্ম্মের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ৩ দয়া শান্তিরসের ব্যভিচারিভাব।

"রোমাঞ্চাদ্যাঃ স্বানুভাবাস্তথাস্যুর্ব্যভিচারিণঃ।
নির্বেদহর্ষস্মরণমতিভূতদয়াদয়ঃ॥" (সাহিত্যদ° ৩ অ°)

দয়াকূর্চ্চ (পুং) দয়ায়াং কূর্চ্চইব। বুদ্ধ।

'সমন্তভদ্রঃ সংগুপ্তো দয়াকূর্চ্চো বিনায়কঃ।' (হেম° ২।৩৪)

দয়ানন্দ সরস্বতী, জনৈক গুজরাটী বৈদান্তিক পণ্ডিত ও ধর্ম্মমতপ্রচারক। ইনি নিজ জীবনচরিত হিন্দী ভাষায় নিজে লিখিয়া একখানি হিন্দী সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। তাহারই ইংরাজী অনুবাদ থিয়জফিষ্ট নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক মোক্ষমুলর তদবলম্বনে সংক্ষিপ্তজীবনী (Biographical Sketch) নামক পুস্তকে ইঁহার জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন।

দয়ানন্দ গুজরাটের কাঠিয়াবাড় ভূভাগের অন্তর্গত মোবির রাজার অধীন একটী নগরে এক উত্তরপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। দয়ানন্দের প্রকৃত নাম বা পিতামাতার নাম তিনি প্রকাশ করেন নাই, কাজেই তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রকাশ না করিবার কারণ তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন, 'আমি ধর্ম্মানুরোধে আমার পিতামাতার নাম প্রকাশ করিলাম না। আমার আত্মীয়েরা আমার সংবাদ পাইলে আমাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, তাঁহাদের সহিত আবার দেখা হইলে, আবার তাঁহাদের সহিত বাস করিতে হইবে, তাঁহাদের অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ও তজ্জন্য অর্থস্পর্শ করিতে হইবে, তাহা হইলে আমি যে কার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, তাহার বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে।'

দয়ানন্দ পূর্ণ পাঁচ বৎসর বয়স্ক হইতে না হইতেই নাগর বর্ণমালা শিক্ষা করেন এবং জাতি ও বংশের নিয়মানুসারে, তখন হইতেই তাঁহাকে অনেকগুলি বৈদিক মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিতে হইয়াছিল। আট বৎসর বয়সে তাঁহার উপনয়ন হয়। উপনয়নের পর তিনি গায়ত্রী, সন্ধ্যা, বন্দনা ও রুদ্রাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া যজুর্ব্বেদসংহিতা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

ইঁহার পিতা শৈব ছিলেন। সেই জন্য অতি অল্প বয়সেই তাঁহাকে শিবপূজা শিখিতে ও মৃত্তিকার শিবলিঙ্গ গড়াইয়া পূজা করিতে হইত। শৈবোচিত উপবাস ব্রতাদিও তাঁহাকে অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। ইঁহার মাতা অল্প বয়স্ক পুত্রের উপবাস সম্বন্ধেও বিশেষ আপত্তি করেন, কিন্তু শেষে কুলধর্ম্ম পালনে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই লইয়া ইঁহার পিতামাতার মধ্যে বচসা হইত।

এই সময়ে দয়ানন্দ সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিতেন, বৈদিক শ্লোকাদি কণ্ঠস্থ করিতেন এবং প্রত্যহ পিতার সহিত শিবপূজার্থ শিবমন্দিরে যাইতেন। চৌদ্দবৎসর বয়সের পূর্ব্বেই

সমস্ত যজুর্ব্বেদসংহিতা, অন্যান্য বেদের কতকাংশ ও "শব্দরূপাবলী" নামে ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ইহার স্বদেশীয়েরা ইহাতেই তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিত।

ইহার পিতা মহাজনী করিতেন এবং নগরের জমাদার ছিলেন অর্থাৎ রাজস্ব আদায় ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন, সুতরাং সুখে স্বচ্ছন্দেই ইহাদের সংসার নির্ব্বাহ হইত। দয়ানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, যে 'পিতা যখন আমাকে পার্থিব লিঙ্গপূজায় দীক্ষিত করেন, তখন হইতেই আমার প্রাণে কেমন একটা কষ্ট হইত।' দীক্ষার দিনেই তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয়। দীক্ষার দিন তাঁহাকে সমস্ত দিন উপবাস করিতে হইয়াছিল এবং রাত্রিতে জাগরণ জন্য পিতার সহিত মন্দিরে গমন করেন। অর্দ্ধরাত্রিতে তিনি দেখিলেন, মন্দিরের পূজকেরা, ভৃত্যেরা ও কতকগুলি উপাসক মন্দিরের বাহিরে আসিয়া নিদ্রিত হইল, তৎসঙ্গে তাঁহার পিতাও ঘুমাইয়া পড়িলেন। দয়ানন্দ সন্দেহাকুলিতচিত্তে শিবের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সন্দেহ বাড়িল, পিতাকে জাগাইয়া প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? দয়ানন্দ বলিলেন,—এই দেবমূর্ত্তিই যে পরমেশ্বর তাহা আমার ধারণা হইতেছে না, ইহার উপর দিয়া মূষিক সকল চলিয়া যায় অথচ সর্ব্বশক্তিমান্ দেবতা কিছু বলেন না। তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, ঐ প্রতিমা শুদ্ধসত্ব ব্রাহ্মণাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহা দেবত্ব লাভ করিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে, বর্ত্তমান কলিযুগে কেহ শিবের সাক্ষাৎ পায় না, ভক্তেরা এই প্রতিমাতেই ভক্তিবলে তাঁহার সত্বা কল্পনা করেন।

এ সকল কথায় দয়ানন্দের তৃপ্তি হইল না। শ্রান্তি ও ক্ষুধাবোধ হওয়ায় পিতার অনুমতি লইয়া বাড়ী চলিয়া আসেন। উপবাস ভঙ্গ করিতে তাঁহার পিতা বিশেষরূপে বারণ করিয়া দিলেও তিনি বাড়ী আসিলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে খাইতে দিলেন, তিনিও না খাইয়া থাকিতে পারিলেন না। পরদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে উপবাস ভঙ্গের পাপ বুঝাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দয়ানন্দের দেবতাভক্তি চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া সে সমস্ত কথা তাঁহার ধারণা হইল না। তিনি তখন স্বমত গোপন করিয়া বিদ্যোপার্জ্জনে কালক্ষেপ করিতে মনন করিলেন। এ সময় তিনি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, নিঘণ্টু, নিরুক্ত ও পূর্ব্বমীমাংসা পড়িতেছিলেন।

দয়ানন্দের ষোড়শ বৎসর বয়সে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্ম হয়। তাঁহার আর দুই ছোট ভগ্নী ও একটী ছোট ভ্রাতা ছিল। একদিন রাত্রিতে তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া একটী ভগিনীর মৃত্যু হয়। এই তাঁহার প্রথম শোক। এই শোকের সময়েই তাঁহার মনে মৃত্যু ও মুক্তি চিন্তা প্রথম উপস্থিত হয়। এই চিন্তার ফলে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, সর্ব্বস্বত্যাগ ও সর্ব্ববিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াও আমি মুক্তির পথ নির্ণয় করিব। এই সময় হইতে তিনি উপবাস প্রায়শ্চিত্তাদি পরিত্যাগ করেন, কিন্তু কাহারও নিকট মনোভাব প্রকাশ করিলেন না। ইহার পরই তাঁহার এক সুপণ্ডিত খুল্লতাতের মৃত্যু হয়। ইনি দয়ানন্দকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ইহাকে হারাইয়া দয়ানন্দ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন এবং জীবনের নশ্বরতা বুঝিতে পারিলেন। তদবধি তিনি নিজের প্রতিজ্ঞাপালনে তৎপর হইলেন।

এই সময় ইহার পিতা ইহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিবাহ করিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অনেক কষ্টে পিতাকে অনুরোধ করিয়া এক বৎসর বিবাহ বন্ধ রাখিলেন এবং কাশীতে গিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র ভাল করিয়া পড়িবেন বলিয়া পিতার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু দয়ানন্দের পিতা তাহাতে সম্মত হইলেন না। পাছে পলাইয়া যান, এই উদ্দেশ্যে দয়ানন্দের পিতা নিজ বাটী হইতে তিন ক্রোশ দূরে এক বৃদ্ধ যাজকের নিকট দয়ানন্দকে রাখিয়া দিলেন। কিছু দিন পরে আবার তাঁহার বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইল, তিনিও আবার বাড়ী আসিলেন। এ সময়ে তাঁহার বয়স ২১ বৎসর। এবার আর অনুরোধ চলিবে না বুঝিয়া দয়ানন্দ লুকাইয়া বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন, দয়ানন্দের পিতা পরক্ষণে জানিতে পারিয়া কয়েকজন অশ্বারোহী পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহা ঘটে নাই, অশ্বারোহীরা তাঁহার সন্ধান পায় নাই।

দয়ানন্দ অশ্বারোহীদিগের দৃষ্টি এড়াইয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। পথে একদল ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিল এবং বলিল, 'সংসারে যতই দান করিবে, তদনুসারে পরকালে মঙ্গল হইবে।' কিছুকাল পরে দয়ানন্দ শৈল নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে লালা ভকত নামে এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কথা পূর্ব্ব হইতেই দয়ানন্দের জানা ছিল। এখানে আর একজন ব্রহ্মচারীও ছিলেন। দয়ানন্দ আসিয়াই তাঁহার দলে প্রবিষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী হইলেন। এই সময়ে দীক্ষাকালে তাঁহার নাম "শুদ্ধচৈতন্য" রাখা হইল। সন্ন্যাসীবেশে শুদ্ধচৈতন্যস্বামী

আহ্মদাবাদের নিকটবর্ত্তী কুথালাবাদ নামক ক্ষুদ্ররাজ্যে গমন করিলেন। সেখানে দুর্ভাগ্যক্রমে দয়ানন্দের পরিবার-বর্গের সহিত এক সন্ন্যাসীর দেখা হয়। তিনি কথায় কথায় শুদ্ধচৈতন্যস্বামী সিদ্ধপুরের মেলায় যাইতেছেন; আত্মীয়েরা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার পিতাকে সংবাদ দিলেন। শুদ্ধ-চৈতন্যস্বামী ও অন্যান্য ছাত্রবর্গ দরদীস্বামীর সহিত যখন নীলকণ্ঠের মন্দিরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে দয়া-নন্দের পিতা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দয়ানন্দ আর সংসারে ফিরিবেন না জানিয়া তাঁহার পিতা প্রথমে তাঁহাকে মিষ্ট কথায় ফিরাইতে চেষ্টা করেন, তাহার পর অনেক অনুরোধও করেন। দয়ানন্দ পিতার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না জানাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করেন। তখন তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি সমভিব্যা-হারী সিপাহীদিগের হস্তে পুত্রকে কয়েদীর ন্যায় অর্পণ করিলেন। যাহা হউক কৌশলে দয়ানন্দ সে বন্ধনও ছাড়াইয়া আবার পলাইয়া আহ্মদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। সেখান হইতে পলাইয়া কিছুকাল বরদারাজ্যে বাস করেন। বরদার চেতনমঠে কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মানন্দস্বামীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই স্থানেই তিনি প্রথমে বেদান্তশাস্ত্র শিক্ষা করেন। ব্রহ্মানন্দস্বামীর উপদেশেই জীবব্রহ্মের একত্ব বিষয়ে তাঁহার সুন্দর শিক্ষা হয়।

তাহার পর তিনি কাশী যান। সেখানে প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সহিত আলাপ করেন। সচ্চিদানন্দ পরমহংস তাঁহাকে নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী চানোড়-কন্যালিতে যোগশিক্ষার্থ যাইতে উপদেশ দিলেন। তিনিও তদনুসারে তথায় উপ-স্থিত হইলেন; দীক্ষিতদিগের সহিত পরিচিত হইয়া পরমানন্দ পরমহংসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার নিকটেই তিনি বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। তৎপরে যোগশিক্ষার্থ দীক্ষিত হইলেন। অল্প বয়স বলিয়া প্রথমতঃ দীক্ষা সম্বন্ধে কিছু বাধা হইলেও তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া পরমানন্দ পরমহংস তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া দণ্ডগ্রহণ করাইলেন। এই দীক্ষাকালে তাঁহার শুদ্ধচৈতন্যস্বামী নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া দয়ানন্দ সরস্বতী নাম হইল। কিছুপরে দয়ানন্দ চানোড় পরিত্যাগ করিয়া ব্যাসাশ্রমে গমন করেন। যোগানন্দ নামে যোগীরাজ তাঁহাকে যোগশিক্ষা দেন। কিছুকাল যোগাভ্যাসের পর যোগের উচ্চতম শিক্ষালাভার্থ আহ্মদাবাদের নিকটবর্ত্তী একস্থানে গমন করেন। এখান-কার দুইজন যোগী তাঁহাকে যোগবিদ্যার শেষ গুপ্ত বিষয় শিক্ষা দিলেন। তাহার পর দয়ানন্দ যোগের আর কোন নূতন প্রণালী শিখিবার জন্য রাজপুতনার অন্তর্গত আবু পর্ব্বতে গমন করিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারের মহামেলায় দয়ানন্দ উপনীত হন। সেইস্থানে কিছুকাল থাকিয়া তাইদি নামক স্থানে গমন করেন। এখানে মাংসাহারী ব্রাহ্মণ ও তন্ত্রশাস্ত্র দেখিয়া তাঁহার বিরক্তি জন্মে। তৎপরে তিনি শ্রীনগরে গমন করিয়া কেদারঘাটে একটী মন্দিরে বাস করেন। এখানে গঙ্গাগিরি নামক একজন দার্শনিক সাধুর নিকট তিনি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহা লইয়া বিচার করিতেন। দুইমাস পরে তিনি সন্ন্যাসীদিগের সহিত রুদ্রপ্রয়াগে আসিলেন। তথা হইতে তিনি অগস্ত্যাশ্রমে যাত্রা করেন। তাহার পর তাহারও উত্তরবর্ত্তী শিবপুর নামক স্থানে শীতকাল অতিবাহিত করিয়া কেদারঘাট ও গুপ্তকাশীতে আগমন করেন। চানোড়ে অবস্থানকালে সঙ্গদোষে তাঁহার গঞ্জিকাসেবন অভ্যস্ত হইয়াছিল। একদিন রাত্রিতে নেশা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য দয়ানন্দ এক শিবমন্দিরের বারাণ্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বারাণ্ডায় বৃষ ও প্রকাণ্ড নন্দীমূর্ত্তি ছিল। দয়ানন্দ বৃষের পৃষ্ঠে পুস্তক ও বস্ত্ররাশি রাখিয়া বসিলেন। বৃষমূর্ত্তি শূন্যগর্ভ। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়ায় তিনি দেখিলেন, তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি লুকাইয়া আছে। তিনি তখন দেবদেহের কল খুলিবার জন্য যেমন হাত বাড়াইলেন, অমনি অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি লম্ফ দিয়া বাহিরে পড়িয়া পলাইয়া গেল। দয়ানন্দ প্রস্তরমূর্ত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাত্রির অবশিষ্টাংশ নিদ্রায় কাটাইলেন। প্রভাতে একজন বৃদ্ধারমণী আসিয়া বৃষমূর্ত্তির পূজা করিল। পূজার সময় দয়ানন্দ বৃষগর্ভেই ছিলেন। কিছু পরে বৃদ্ধা দধি ও গুড় আনিয়া বৃষকে ভোগ দিল ও তন্মধ্যে দয়ানন্দকে দেখিয়া নররূপী বৃষজ্ঞানে প্রণাম করিয়া আহার্য্যদ্রব্য সম্মুখে রাখিল। দয়ানন্দ ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন, তিনি সমস্ত আহার করিলেন। দধি পানে তাঁহার সমস্ত নেশা দূর হইল। এখান হইতে তিনি নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থানে যাত্রা করেন।

দয়ানন্দ শেষ দশায় দুগ্ধ ও অন্ন ব্যতীত আর কিছু আহার করিতেন না; অবশেষে অন্নও ত্যাগ করেন।

সন্ন্যাসীবর্গের ন্যায় তাঁহার দেহ কৃশ বা ক্ষীণ ছিল না। তাঁহার শরীর সুদীর্ঘ, সুন্দর ও বিলক্ষণ সবল ছিল। জনৈক মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, দয়ানন্দ ৫ জন পালোয়ানের বল ও পাঁচ জন পণ্ডিতের বিদ্যা লাভ করিয়াছেন।

দয়ানন্দ পৌত্তলিকতার বিদ্বেষী ছিলেন, তিনি তাঁহার

মতপ্রচারার্থ সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যেখানে যাইতেন, সেইখানেই আর্য্যসমাজ নামে সমিতিস্থাপন ও স্বমতানুযায়ী ভাষ্য সহিত ঋগ্বেদ প্রকাশ করিতেন। ভাষ্য তাঁহার নিজের রচিত। এই ভাষ্যে তিনি পৌত্তলিক মতপ্রতিপাদক শ্লোক গুলির ভাষ্যের অন্য রূপ ব্যাখ্যা করিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। দয়ানন্দের ভাষ্য সর্ব্বত্র আদৃত হয় নাই।

দয়ানন্দ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাকে স্বালয়ে রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে এক প্রকাশ্য সভায় দয়ানন্দের বক্তৃতা হয়। দয়ানন্দের ভাষা সরল ও সতেজ ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত। তিনি হিন্দী ভাষাতেও বক্তৃতা করিতেন। বোম্বাইয়ে আরব সাগরের কূলে তাঁহার আশ্রম ছিল। তিনি পুরাণের গল্প গুলি একবারে বিশ্বাস করিতেন না। কেহ যদি "রূপক" বলিয়া সে গুলিকে ব্যাখ্যা করিত, তিনি অমনি সতেজে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, 'সব্ ঝুট্ বাত্ হ্যায়।' বোম্বাইয়ে অবস্থান কালে তিনি গৈরিক ছাড়িয়া লালপেড়ে ধুতি ব্যবহার করিতেন।

তাঁহার বোম্বাই আগমন সম্বন্ধে একটী ব্যাপার ঘটে। পুণার ষ্টেশনে তিনি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহুলোক প্রতীক্ষা করিতেছে। কতকগুলি লোকে তাঁহাকে হাওদা দেওয়া হাতীতে করিয়া লইতে আসিয়াছে। আবার তাঁহার বিদ্বেষ্টারা একটা গর্দ্দভ সাজাইয়া আনিয়াছে। তাঁহাকে হাতীতে চড়িয়া যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন, 'আমি গরীব সন্ন্যাসী, হাতীতে চড়া আমার সাজে না। রাজপথে শত শত লোক পদব্রজে যাইতেছে, আমিও যাইব। উচ্চযানে চড়িলে লোকে বড় হয় না, তাহা হইলে বৃক্ষবাসী কাকেরা সমধিক মান্য।'

দয়ানন্দ লাহোরের বক্তৃতা শেষে বলেন, প্রাণায়ামদ্বারা যোগমার্গ অবলম্বন ব্যতীত ব্রহ্মলাভের অন্য উপায় নাই। যাহারা যোগের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহারা ধর্ম্মমন্দিরের বাহিরে ভ্রমণ করে।

দয়ানন্দ আজমীর নগরে ৩০এ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় উনষাট বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বহুলোক তাঁহার শবের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়াছিল। দুই মণ চন্দন কাষ্ঠ, আট মণ সামান্য কাষ্ঠ ও আড়াই সের কর্পূর চিতায় দেওয়া হয়।

দয়ানন্দ হইতেই বাঙ্গালীর মধ্যে "আর্য্য" শব্দের বহুল ব্যবহার ও "আর্য্যামীর" ধুয়া উঠিয়াছে। তিনি পৌত্তলিকতাদ্বেষী ও একেশ্বরবাদী ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে একজন স্বদলভুক্ত বলিয়া প্রচার করেন; কিন্তু তাঁহার দীর্ঘজীবনে ঈশ্বরলাভের যে পন্থা সুপরীক্ষিত হইয়াছে ব্রাহ্মেরা তাঁহার সেই যোগাচার ও প্রাণায়ামের কথা অনুমোদন করেন না।

দয়াপাল, ১ রূপসিদ্ধি নামে শাকটায়নের মতানুসারী সংস্কৃত ব্যাকরণরচয়িতা। ২ অঙ্গ দেশের একজন রাজা।

(ভ° ব্রহ্মখ° ২০।৪০)

দয়াময় (পুং) দয়া-ময়ট্। অতিশয় দয়ালু।

দয়ারাম, ১ একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত। ইনি দানপ্রদীপ, পদচন্দ্রিকা, স্মৃতিসংগ্রহ প্রভৃতি নামে সংস্কৃত ভাষায় কএকখানি ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

২ শালগ্রামশিলামাহাত্ম্যরচয়িতা।

৩ দেবকীনন্দনের পুত্র, ইনি 'রসমানস' নামে একখানি সংস্কৃত বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

৪ কাশ্মীরবাসী সাহেবরামের পুত্র, ইনি লিঙ্গপুরাণের টীকা রচনা করেন।

দয়ারাম বাচস্পতি, মুগ্ধবোধের একজন টীকাকার।

দয়ালু (ত্রি) দয়তে ইতি দয়-আলুচ্ (স্পৃহি গৃহীতি। পা ৩।২।১৫৮) দয়াযুক্ত। পর্য্যায় কারুণিক, কৃপালু, সুরত। (অমর)

"দয়ালুমনঘস্পৃষ্টং পুরাণমজরং বিদুঃ।" (রঘু ১০।১৯)

দয়ালুশর্ম্মন্, গোপালসহস্রনামভূষণরচয়িতা।

দয়ালুমিশ্র, কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ধৃত কবি।

দয়াবৎ (ত্রি) দয়া বিদ্যতে ইস্য, দয়া-মতুপ্ মস্য বঃ। দয়াযুক্ত, দয়ালু।

দয়াবীর (পুং) দয়য়া বীরঃ ৩তৎ। ১ দয়াযুক্ত বীর, যে ব্যক্তি পরদুঃখে জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত।

২ দয়াযুক্ত নায়কভেদ, বীররসের লক্ষণে চারি প্রকার নায়কের উল্লেখ আছে—দানবীর, ধর্ম্মবীর, দয়াবীর ও যুদ্ধবীর। জীমূতবাহন দয়াবীরের উদাহরণ এই রূপ দিয়াছেন—

"শিরামুখৈঃ স্যন্দত এব রক্তং
অদ্যাপি দেহে মম মাংসমস্তি।
তৃপ্তিং ন পশ্যামি তবাপি তাবৎ
কিং ভক্ষনাত্বং বিরতো গরুত্মন্॥" (জীমূতবাহন)

দয়াশঙ্কর, ১ একজন বিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, ধরণীধরের পুত্র; ইহার বিরচিত শাখায়নীয় পুণ্ডরীকক্রতু প্রয়োগপাঠে জানা যায় যে ইনি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ইহার কৃত এই কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়—

অধ্বরপদ্ধতি, আধানপদ্ধতি, উপাক্রমবিধি, ঔর্দ্ধদেহিক-পদ্ধতি, জাতকর্ম্মাদি সমাবর্ত্তনান্তপ্রয়োগ, তিথিনির্ণয়, দর্শশ্রাদ্ধপ্রয়োগ, দানপ্রদীপ, নীতিবিবেক, পৌণ্ডরীকক্রতু-প্রয়োগ, প্রয়োগরত্নাকর, বাস্তচন্দ্রিকা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিধি, ব্রতোদ্যাপনকৌমুদীপ্রকাশ, শুদ্ধিরত্ন, শ্রাদ্ধপদ্ধতি, শ্রাদ্ধ-প্রয়োগ, দীক্ষাবিধানতন্ত্র, আত্মজ্ঞানোপনিষট্টীকা, আশ্ব-লায়নসূত্রবৃত্তি, শাঙ্খায়নগৃহ্যসূত্রের প্রয়োগদীপ, সামতন্ত্র টীকা প্রভৃতি।

২ অনুবন্ধখণ্ডনবাদরচয়িতা।

৩ গ্রহদীপিকা, প্রশ্নমনোরমটীকা ও মল্লারিপদ্ধতি-টীকা প্রণেতা।

৪ চিকিৎসাকলিকা নামে বৈদ্যক গ্রন্থকার।

দয়াশীল (ত্রি) দয়া এব শীলং যস্য। দয়ালু, দয়াবান্।

দয়িত (পুং) দয়-ক্ত। ১ পতি। (ত্রি) ২ প্রিয় পাত্র।

দয়িতা (স্ত্রী) দয়িত-টাপ্। ভার্য্যা, পত্নী। "দয়িতা দয়িতাননা-ম্বুজং দরমীলন্নয়না নিরীক্ষ্যতে।" (রসগ°)

দয়িতাধীন (পুং) দয়িতায়াঃ অধীনঃ। স্ত্রীর বশীভূত, স্ত্রৈণ।

দয়িতৃ (ত্রি) দয়-ইতৃ। দয়াশীল।

দয়ূ (ত্রি) দেব-কিপ্ উট্। দেবনকর্ত্তা।

দয়েল (দেশজ) একপ্রকার পাখী। ভারতের সর্ব্বত্রই দয়েলপাখী দেখা যায়। এই পাখী এক একটা ৮।৯ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহাদের মাথা, গলা, বক্ষ, দেহের উপরি-ভাগ ও ডানা কৃষ্ণবর্ণ, ডানা ছাড়া ঐ সকল স্থানেই উজ্জ্বল নীলবর্ণের আভা; উদর, পুচ্ছের নিম্নভাগ ও দুই পাশের পুচ্ছের ৪টী পালক শ্বেতবর্ণ। স্ত্রীজাতির রং পুরুষের মত তেমন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নয়, ইহাদের বক্ষঃস্থল অনেকটা ধূসর বর্ণ। আবার শাবকের বক্ষঃস্থল তেমন উজ্জ্বল নহে, মধ্যে মধ্যে লাল বিন্দু এবং শরীরের উপরিভাগ বাদামী হইতে প্রায় গাঢ় ধূসর।

যে গ্রাম বা নগরের ধারে বৃক্ষরাজিশোভিত উদ্যান দেখা যায়, সেইখানেই প্রায় দয়েল উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাসা করিয়া থাকে, নিবিড় বন জঙ্গলে ইহারা থাকেনা। কখন গৃহের সম্মুখে, কখন বা দুইটী মিথুন একত্র কীট পতঙ্গ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকালে বাসায় বসিয়া দয়েল মিষ্ট স্বরে গান করিতে থাকে। বৃক্ষ-চূড়া, গুল্ম গুচ্ছ ব্যতীত কখন কখন গৃহাদির সমুচ্চ ছোট গর্ত্ত মধ্যেও এই পাখী বাস করে। কেবল গাছের শিকড় ও ঘাস দিয়া ইহাদের বাসা প্রস্তুত হয়। এই পাখী এককালে ৪টী ডিম্ব পাড়ে, ডিম্ব গুলি শ্বেত বর্ণের হইলেও প্রথমাবস্থায় দেখিতে অনেকটা নীলাভ, মধ্যে পাঁশুটে দাগ দেখা যায়।

অনেকে ইহাদের সুমিষ্ট স্বরের জন্য আদর করিয়া পোষে। নেপালে ধনী লোকেরা দয়েলের লড়াই দেখিবার জন্য পুষিয়া থাকে।

ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, শ্যাম, চীন প্রভৃতি স্থানেও দয়েল পাখী দৃষ্ট হয়।

দর (অব্য) দৃ-ভয়ে অপ্। ১ ঈষদর্থ। ২ ভয়। ৩ গর্ত্ত। (ক্লী) ৪ শঙ্খ। ৫ কন্দর। (পুং স্ত্রী) ৬ পর্ব্বতগুহা। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

"স উচ্চকাশে ধবলোদরো দরো-
পুরুক্রমস্যাধরশোণশোণিমা॥" (ভাগ° ১।১১।২)

দর (দেশজ) দ্রব্যের মূল্য।

দরওয়ানী, বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত রঙ্গপুর জেলার একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৫° ৫৩´ ১৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ৫৫´ ১৫´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানে পুলিশের একটী থানা আছে। প্রতি বৎসর মেলা হয়। এই মেলায় গোমেষাদি ও অশ্ব বিক্রীত হয়।

দরক (ত্রি) দর ভয়ে "কৃঞাদিভ্যো বুন্" ইতি বুন্। ভীরু।
(শব্দার্থচি°)

দরকণ্টিকা (স্ত্রী) দর ঈষৎ কণ্টো-যস্যাঃ কপ্, টাপি অত ইত্বং। শতাবরী। শতমূলী। (রাজনি°)

দরকার (পারসী) প্রয়োজন, আবশ্যকতা।

দরকারী (পারসী) প্রয়োজনীয়, আবশ্যক।

দরখাস্ত (পারসী) আবেদন, অনুরোধ।

দরঙ্গ, আসাম প্রদেশের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকার অংশ লইয়া একটী জেলা। অক্ষা° ২৬° ১২´ ৩০´´ ও ২৭° ২´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৪৫´ ও ৯৩° ৫০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ভূটিয়া, অকা ও দফলা পাহাড়, পূর্ব্বে মঙ্গলদই নদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে কামরূপ। পরিমাণফল ৩৪১৮·২৮ বর্গমাইল।

ভৈরবী ও ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গমে অবস্থিত। তেজপুর এই জেলার সদর।

অনেকগুলি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নদী এই প্রদেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখানে ২০০ হইতে ৫০০ ফিট্ উচ্চ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। এ প্রদেশ বন ও জঙ্গলময়। এখানে সকল প্রকারের হিংস্র জন্তুই আছে। এখানে একটী ব্যাঘ্র শীকার করিতে পারিলে ২০৲ টাকা, চিতাবাঘ মারিতে পারিলে ৫৲, ভল্লুক মারিতে পারিলে ১০৲ এবং হায়েনা মারিতে পারিলে ২॥০ পর্য্যন্ত দেওয়া

হয়। বন্য হস্তী এখানে সময়ে সময়ে শস্যের অত্যন্ত অনিষ্ট করে।

ব্রহ্মপুত্র দরঙ্গের সর্ব্বপ্রধান নদী। ইহার ৫টী প্রধান শাখা আছে—১ ভৈরবী, ২ দিলাদারী, ৩ ধনেশ্বরী, ৪ সোনাই এবং ৫ বড়নদী। এতদ্ব্যতীত এখানে ২৬টী ছোট নদী আছে। এখানে হ্রদ আদৌ নাই। চাষের সুবিধার জন্য এবং ব্রহ্মপুত্রের বন্যানিবারণকরণার্থ এখানে দুইটী বাঁধ আছে।

আসাম হইতে পৃথক্ ইতিহাস দরঙ্গের নাই। পুরাতত্ত্ব এবং স্থানীয় পরম্পরাগত প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকার অনেক দূর পর্য্যন্ত হিন্দুসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। তেজপুর নগরের চতুর্দ্দিকস্থ পাহাড় সমূহে জঙ্গলাবৃত মন্দির ও প্রাসাদাদির যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে এই সমস্ত মন্দিরাদি কোন বিশিষ্ট ক্ষমতাপন্ন জাতি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এগুলি যে কোন আক্রমণকারী কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, বাঙ্গালার অধিপতি সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় কর্তৃকই এই সমস্ত ধর্ম্মবিঘাতক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা বাণরাজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধের ফল। হিন্দুরাজ্যের পতনের পর আসামের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় দরঙ্গ পুনরায় অসভ্যহস্তে পতিত হয়। ব্রহ্মদেশের পাহাড় হইতে আগত সান বংশোদ্ভূত আহম জাতি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। ইংরাজদিগের আগমন পর্য্যন্ত ইহারাই এই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছিল। উত্তরদিকের পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশের একটী প্রদেশ আহমরাজ প্রতি বৎসর ৮ মাসের জন্য ভুটিয়াদিগকে ধান্যাদি চাষ করিতে প্রদান করিতেন এবং ইহার পরিবর্ত্তে তাহাদিগের নিকটে প্রতিবৎসর উৎপন্ন দ্রব্যের কতকাংশ প্রাপ্ত হইতেন। বৎসরের অবশিষ্ট ৪ মাস আষাঢ় হইতে আশ্বিন তিনি নিজেই এ প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। ইংরাজ কর্তৃক আসাম বিজয়ের পরও কিছুদিন এই বন্দোবস্ত চলিয়া ছিল। কিন্তু ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়াদিগের স্থান কমাইয়া দিয়া বার্ষিক ৫০০০৲ করিয়া দেওয়া হইত। এই বিবাদী জমী হইতে ইংরাজ গবর্মেণ্ট প্রতিবৎসর ৫১৮৫০৲ রাজস্ব প্রাপ্ত হন।

যে ভুটিয়াদের কথা উল্লিখিত হইল, তাহারা ভোটান রাজ্যের অধীন নয়, লাসা গবর্মেণ্টের অধীন। তাহারা তিব্বতীয়দিগের সহিত বিস্তৃত ব্যবসা চালাইয়া থাকে।

ব্যতীত পূর্ব্বদিকে অকা বা হুসোনামক একটী ক্ষুদ্রজাতি বাস করে। ইহারা বার্ষিক ৭০০৲ করিয়া করস্বরূপ পায়। এমন কি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দেও অকারা একটী প্রদেশের দাবি করিয়া বৃটীশ অধিকার আক্রমণ করিয়াছিল। [অকা দেখ।]

আরও পূর্ব্বে দফলা নামক একটী জাতি আছে। ইহারা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমতোলা গ্রাম আক্রমণ করিয়া কয়েকজন লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ১৮৭৪।৭৫ খৃষ্টাব্দে একদল সৈন্য গিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করে। [দফলা দেখ।] অধিবাসী লোকসংখ্যা—২৭৩৩৩৩।

দরঙ্গের অধিবাসিদিগের মধ্যে অসভ্য জাতিই প্রধান। ইহাদের মধ্যে কাছারী, রাভা ও কোচের সংখ্যাই বেশী। এ ছাড়া আহম, ছুটিয়া, ভুটিয়া, দফলা, গারো, মেচ, সাঁওতাল প্রভৃতি আরও কতকগুলি জাতি আছে। এখানকার মুসলমানেরা সকলেই সুন্নি। ইহাদের অনেকেরই অবস্থা ভাল। কাছারীদের মধ্যে অনেকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। এখানে একটী গির্জা আছে। মিশনরী স্কুল গুলির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ গবর্মেণ্ট বার্ষিক ১৫০০৲ দিয়া থাকেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তেজপুরে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়।

তেজপুরই এ জেলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। মঙ্গলদৈতে একটী মহকুমা আছে। এ ছাড়া বিশ্বনাথ, হাবালা, মোহনপুর, নলবাড়ী এবং কুরুয়াগাঁ নামক কয়েকটী বাণিজ্যপ্রধান গ্রাম আছে।

এখানে চাউলই প্রধান শস্য। চাউল দুই প্রকার—১ নালি বা আমন, ইহা শীত কালে কাটা হয়, ইহাই প্রধান খাদ্য। ২ আউস—ইহা গ্রীষ্ম কালে কাটা হয়। এই ধান্য কাটা হইলে সরিষা, মটর, কলাই ইত্যাদির চাষ হয়।

এখানকার জমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত— ১ বস্তি বা বাস্তু জমি,— ২ রূপিত বা আর্দ্রভূমি ও ৩ ফরিংঘাটি।

এখানকার কৃষকদের অবস্থা মন্দ নয়। অধিকাংশ লোকেরই বড় ঋণ নাই। কৃষকেরা সকলেই গবর্মেণ্টের খাস জমি দখল করে। জমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে। যাহাদের জমি নাই বা খাজানা করিয়া লইবারও ক্ষমতা নাই, তাহারাও সাধারণতঃ মজুরি করিতে যায় না। মাস মাহিনাতে বা চালান ইত্যাদি কাজ করিয়া কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেই দুইটী বলদ ও জমি খাজানা করিয়া লইয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করে।

দরঙ্গ বন্যাজলেও প্লাবিত হয় না বা বৃষ্টির অভাবেও

কষ্ট পায় না। দুর্ভিক্ষ এখানে এক রকম নাই বলিলেও হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে এখানে একবার শস্য কষ্ট হইয়াছিল। তাহাও ব্রহ্মদেশবাসিগণের আক্রমণের কারণ, অজন্মার জন্য নয়।

রেশম বুনানই এখানকার একমাত্র শিল্পকর্ম্ম। রেশম দুই প্রকার—এড়িয়া ও মুগা। এখানে অনেকেই সূতা কাটে, বুনে এবং রং করে। এই রেশমী কাপড়ের কতক কতক অতি সুন্দর হয়। রেশমবস্ত্র বুনান ছাড়া কোন কোন স্থানে পিত্তল ও মৃণ্ময়পাত্রাদি প্রস্তুত হয়।

চা-কৃষি এখানে সাহেবদিগের দ্বারাই প্রধানতঃ চালিত হয়। এখানে প্রায় ২০০টী চা-বাগান আছে।

এখানকার রপ্তানী দ্রব্য মধ্যে চা, সর্ষপাদি ও রেশম বস্ত্রই প্রধান। তেজপুর, মঙ্গলদৈ এবং বিশ্বনাথ এই তিনটী বাণিজ্য প্রধান স্থান। চা-বাগানের নিকটস্থ স্থান সমূহে সপ্তাহে সপ্তাহে হাট বসিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে বার্ষিক মেলাও হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে উদলগুরির মেলাই প্রধান। এখানে ভুটিয়ারা ছোট ছোট ঘোড়া (পনি), কম্বল, লবণ, মোম, স্বর্ণ, লাক্ষা প্রভৃতি বিক্রয় করে।

ব্রহ্মপুত্র নদীদ্বারা ষ্টীমারে সকল সময়েই যাতায়াত করা যায়। এছাড়া এখানে যাতায়াতের অন্য উপায় বড়ই কম। আসাম রাস্তা (Assam Northern Trunk Road) নামক একটী প্রশস্ত রাস্তা দরঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ১৪৩ মাইল গিয়াছে। আসাম-বঙ্গ-রেলপথে (Assam Bengal Railway) এ প্রদেশে যাতায়াতের কতকটা সুবিধা হইতেছে।

এখানে ৬টী থানা আছে। তেজপুরে জেলার সদর, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর কার্য্যালয় আছে।

বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এখানে শিক্ষার বিস্তার হয় নাই। তেজপুরে একটী গবর্মেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয় এবং মিশনরিদের একটী নর্ম্মালস্কুল আছে।

সবিরাম জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি এখানকার সাধারণ পীড়া। বসন্তরোগ প্রায় প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে। এখানে ২টী দাতব্য ঔষধালয় আছে।

দরঙ্গিরি, আসাম প্রদেশের গারো পাহাড়ের অন্তর্গত একটী গ্রাম। সোমেশ্বরী নদীতীরে, অক্ষা° ২৫°, ৪৬′ উঃ ও দ্রাঘি° ৯০° ৫৬′ পূঃ ; ইহার নিকট ১০ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল প্রস্থ একটী সুন্দর কয়লার জমি আছে। এখান হইতে বিস্তর কয়লা উৎপন্ন হয়

দরজা (আরবী) দ্বার, কপাট।

দরজী (পারসী) সূচীকর্ম্মজীবী।

দরঠাহরণ (দেশজ) বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্যনিরূপণ।

দরণি (পুং স্ত্রী) দৃ বিদারণে অনি (দৃণাতেরপ্যনিঃ। উণ্ ২।১০৩) কূল ভঙ্গ, ভাঙ্গন, নদীর তীর ভাঙ্গিয়া যাওয়া। পর্য্যায় কূলহণ্ড, কূলতণ্ডুল। (ভূরিপ্রয়োগ)

দরথ (পুং) দৃ-বিদারণে অথ। ১ দিক্‌সমূহে প্রসরণ। ২ গর্ত্ত। (উজ্জ্বল)

দরদ্ (স্ত্রী) দৃনাতি দৃ-বিদারণে অদি শৃদৃভসো হদিঃ। উণ্ ১।১২৯) ১ অদ্রি, পর্ব্বত। ২ প্রপাত। ৩ ভয়। ৪ ম্লেচ্ছ-জাতি। ৫ দেশবিশেষ। ৬ তীর।

দরদ (ক্লী) দর ঈষৎ দায়তি শুধ্যতীতি। দৈ-ক। হিঙ্গুল, পর্য্যায় দরদ, ম্লেচ্ছ, চিত্রাঙ্গ ও চূর্ণ পারদ। দরদ তিন ভাগে বিভক্ত—চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ, ইহারা উত্তরোত্তর যথাক্রমে গুণদায়ক, অর্থাৎ চর্ম্মার অপেক্ষা শুকতুণ্ডক গুণদায়ক, শুকতুণ্ডক অপেক্ষা হংসপাদ অধিক গুণদায়ক। চর্ম্মার শ্বেতবর্ণ, শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ, এবং হংসপাদ জবাপুষ্প সদৃশ লোহিতবর্ণ। হংসপাদ হিঙ্গুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঔষধে দরদ (হিঙ্গুল) ব্যবহার করিতে হইলে হংসপাদই প্রশস্ত। শোধিত হিঙ্গুলের গুণ—তিক্ত, কষায়, কটুরস এবং চক্ষু রোগ, কফ, পিত্ত, হৃল্লাস, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, প্লীহা, আমবাত ও গরদোষনাশক। হিঙ্গুল মারিয়া ঊর্দ্ধপাতনের নিয়মানুসারে ডমরুযন্ত্রে পাক করিয়া যে রস প্রস্তুত হয়, তাহা স্বভাবতই বিশুদ্ধ—সুতরাং তাহা শোধন করিবার আবশ্যক নাই।

দরদ শোধন বিধি—মেষী দুগ্ধ ও অম্লবর্গ দ্বারা যন্ত্রের সহিত সাতবার ভাবনা দিলে হিঙ্গুল শোধিত হইবে। হিঙ্গুল হইতে রস বাহির করিতে হইলে কাগজীনেবু অথবা নিম্বপত্রের রস দ্বারা এক প্রহর কাল হিঙ্গুলকে পেষণ করিয়া পারদের ন্যায় ঊর্দ্ধপাতন করিবে। অনন্তর উপরিস্থ পাত্রসংলগ্ন রস গ্রহণ করিবে। ইহা শুদ্ধ ও হিতজনক, সুতরাং সকল কার্য্যেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। (ভাবপ্র°)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে এইরূপ হিঙ্গুল হিঙ্গুলু, শুকতুণ্ডক ও রসগন্ধক নামে বর্ণিত আছে। রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে, শোধনপ্রণালী—হিঙ্গুল অম্লবর্গে পেষণ করিয়া মহিষী দুগ্ধে সাতবার পেষণ করিলে শোধন হয়। প্রকারান্তর—মেষ দুগ্ধে সাতবার ও অম্লবর্গে সাতবার ভাবনা দিলেও ইহা শোধন হয়। অন্যরূপ—জাম্বীর নেবুর রসে দোলযন্ত্রে ইহা পাক করিয়া অম্লবর্গে সাতবার ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হয়। রসগন্ধক হিঙ্গুল তেলাকুচা ফলের আভাসদৃশ ও সর্ব্বা-

পেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশুদ্ধ হিঙ্গুল মেহ ও কুষ্ঠহারক, রুচিকর, বলপ্রদ, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

[হিঙ্গুল দেখ।]

(ত্রি) দরং ভয়ং দদাতি দা-ক। ২ ভয়দায়ক। ৩ দেশ-বিশেষ; এই দেশ ঈশানকোণে অবস্থিত। (বৃহৎসং ১৪ অ°) দরদঃ দেশবিশেষঃ, সোঽভিজনোঽস্য, তস্য রাজা বা অণ্, বহুষু অণোলুক্। ৪ দরদদেশবাসী। ৫ দরদদেশের রাজা। দরদ দেশবাসী অর্থে দরদ শব্দ বহুবচনান্ত, কিন্তু আর্যপ্রয়োগে কোন কোন স্থলে একবচনান্ত দেখা যায়। যথা—

"শাল্বরাজশ্চ দরদো বিদেহাধিপতিস্তথা।" (হরিব° ৯১ অ°)

৬ ম্লেচ্ছজাতিভেদ; এই জাতি প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, পরে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। [দারদ দেখ।]

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজাঃ জবনাঃ শকাঃ
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥"

(মনু ১০।৪৩-৪৪)

পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ এই সকল দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে এবং যাজন, অধ্যাপন প্রভৃতি অভাবে ও ব্রাহ্মণদিগের দর্শন না পাওয়ার জন্য ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করে।

দরদ্ (পারসী) ১ যাতনা। ২ সহানুভূতি।

দরদর (দেশজ) ঝর ঝর।

দরদী (পারসী) সহানুভূতিসম্পন্ন। ব্যথার ব্যথী।

দরধরণ (দেশজ) বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য স্থির করা, দাম করা।

দরপেশ্ (পারসী) সম্মুখে উপস্থিত।

দরবর (পুং) দরেষু শঙ্খেষু বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। পাঞ্চজন্য শঙ্খ।

"দধ্মৌ দরবরং তেষাং বিষাদং শময়ন্নিব।" (ভাগ° ১।১১।২)

দরবাজা (পারসী) দ্বার।

দরবান্ (পারসী) দ্বাররক্ষক। দৌবারিক।

দরবার (পারসী) রাজকীয় সভা, মজলিস্, রাজা পাত্রমিত্র লইয়া যে স্থলে বসিয়া রাজকীয় কার্য্য সমাধা করেন, তাহার নাম দরবার।

দরভাঙ্গা (দ্বারভাঙ্গা) বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির পাটনা বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। পূর্ব্বে ইহা ত্রিহুত জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ত্রিহুত জেলাকে বিভাগ করিয়া স্বতন্ত্র দুইটী জেলা করা হয়, সেই সময় ত্রিহুত জেলার পূর্ব্বাংশস্থিত দরভাঙ্গা, মধুবনী ও তাজপুর এই উপ-বিভাগ লইয়া দরভাঙ্গা জেলা গঠিত হয়। এই জেলার উত্তরে নেপাল রাজ্য, পূর্ব্বে ভাগলপুর, দক্ষিণে মুঙ্গের ও গঙ্গানদী এবং পশ্চিমে মজঃফরপুর জেলা। ইহার দৈর্ঘ্য ৪৮ ক্রোশ। লোকসংখ্যা ২৬৩৩৪৪৭। এখানে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই জেলার ভূভাগ নদীমাতৃক, স্থানে স্থানে বসতি আছে। আম্রবন ও বাঁশবাগান যথেষ্ট, এতদ্ভিন্ন বহুবিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রও দেখা যায়।

বাঘমতী, গণ্ডক, ছোট গণ্ডক, করাই, কমলা, তিলজুগা প্রভৃতি নদীই প্রধান। ২০ বর্গমাইল পরিমিত তালবড়েলা এই জেলাস্থ প্রধান হ্রদ বা বিল। এই জেলায় কয়েক প্রকার দীর্ঘবৃন্ত ধান্য হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এষারিয়া ও সিঙ্গ্ড়া প্রধান। ইহার বিচালী ৯ হইতে ১২ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়, এখানে বন্যোৎপন্নের মধ্যে কেবল মধুই প্রধান। এই জেলায় ধান্য, তিসি, নীল, সর্ষপ, তামাকু, কলাই ও শাঁক-আলুর ন্যায় মূলাদি জন্মে। আলীপুর পরগণায় সর্ব্বাপেক্ষা ধান্যের চাষ অধিক হয়। নীলের ব্যবসায় যুরোপীয়গণের একচেটিয়া, আর চিনির ব্যবসায় দেশীয়দিগের একচেটিয়া। তাজপুরের অন্তর্গত পুসা নামক স্থানে তামাকুর কুঠি স্থাপিত হইয়াছে। যুরোপীয় ও আমেরিকা কৃষিপ্রণালী অনু-সারে এখানে তামাকুর চাষ ও চুরুট তৈয়ারি হয়। এই জেলার মধুবনীতে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে। জল হাওয়া মাঝামাঝি। জ্বরই এখানকার প্রধান ব্যাধি, এক প্রকার লাগিয়াই থাকে। ৪।৫ বৎসর অন্তর ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়। বসন্ত বড় একটা হয় না।

দরভাঙ্গা উপবিভাগে একটী দেওয়ানী ও ৫টী ফৌজ-দারী আদালত এবং তিনটী থানা আছে। দরভাঙ্গা সহর ২০° ১০´ ২´´ উঃ অক্ষা° ও ৮৫° ৫৬´ ৩৯´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায়, ছোট বাঘমতী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। বিহার প্রদে-শের মধ্যে ইহাই তৃতীয় সহর। এই সহরে লোকসংখ্যা ৭৩,৫৬১; হিন্দুই বেশী। সহরে মিউনিসিপ্যালিটি আছে। এখানে অনেকগুলি বড় বড় মনোহর পুষ্করিণী আছে, তন্মধ্যে তিনটী একসূত্রে অবস্থিত, একত্র তিনটীর দীর্ঘতা প্রায় ৪ হাজার হাত।

দরভাঙ্গা সহরটী সম্ভবতঃ মুসলমান নগরী ছিল। কেহ কেহ বলেন, দরভাঙ্গা খাঁ কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। কেহ কেহ বলেন, দ্বারবঙ্গ শব্দ হইতে দ্বারভাঙ্গা হইয়াছে। অসংখ্য পুষ্করিণী দেখিয়া অনেকে বলেন, সেনানিবাস স্থাপনের জন্য প্রচুর মৃত্তিকা তুলিয়া লওয়ায় এই সকল পুষ্করিণী হইয়াছে। সহরের চতুর্দ্দিকে জমী বড় নাবাল,

বাঘমতী ও কমলার প্লাবনে ডুবিয়া যায়। বাজার খুব বড়। হাট প্রত্যহ হয়। ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাজিতপুর হইতে আসিয়া দরভাঙ্গা সহরে মিশিয়াছে। বাজিতপুরের সম্মুখে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বাড় নামক ষ্টেশন। দরভাঙ্গা যাইতে হইলে লোকে বাড় হইতে জাহাজে বাজিতপুর যায়। এই সহর হইতে সর্ষপাদি তৈলকর বীজ, ঘৃত ও কাষ্ঠ রপ্তানী হয়।

ইতিহাস।—মহেশ ঠাকুরের পিতার নাম দুবে ঠাকুর ও পিতামহের নাম চাঁদ ঠাকুর। ইনি মধ্য ভারতের খণ্ডবালা কুলোদ্ভব শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। ইনি তীরহুতে আসিয়া ভবসিংহ দেববংশীয় রাজগণের পৌরোহিত্য করেন। [ভবসিংহ দেবের বিবরণ মিথিলা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

রঘুনন্দন রায় নামক একজন মৈথিল ব্রাহ্মণ মহেশ ঠাকুরের ছাত্র ছিলেন। দরভাঙ্গার অন্তর্গত গৌড় পরগণার মধ্যগত রামপুর গ্রামে রঘুনন্দনের বাস ছিল। দিল্লীর সম্রাট্ অকবর সকল ধর্ম্মের কথাবার্ত্তা শুনিতেন। সেই সূত্রে রঘুনন্দন অকবরের সভায় উপস্থিত হন। রঘুনন্দন অকবরের সভায় শাস্ত্রীয় তর্কে জয়লাভ করেন। অকবর সন্তুষ্ট হইয়া ৯৭৫ ফসলী ২৪এ চৈত্রে (১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে) রঘুনন্দনকে পণ্ডিত খেতাব ও তীরহুতের অন্তর্গত হাতী পরগণায় জমীদারী প্রদান করেন। রঘুনন্দন পণ্ডিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, কাজেই তিনি জমীদারী রাখিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি দেশে আসিয়া মহেশঠাকুরকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ জমীদারী প্রদান করেন। মহেশ প্রথমতঃ দানগ্রহণ করেন নাই, শেষে বাধ্য হইয়া শিষ্যের বাসনা পূর্ণ করেন। কিন্তু বিষয়ে নির্লোভ ছিলেন বলিয়া কোন অছিলায় তাহা আবার রঘুনন্দনকে প্রত্যর্পণ করেন। ইহার পরই ১৫৫৮ মহেশের মৃত্যু হয়। রঘুনন্দন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, তিনি আর গুরুদত্ত ধনভোগের জন্য ফিরেন নাই, কাজেই মহেশের দ্বিতীয় পুত্র গোপাল ঠাকুর পিতার নামীয় দানপত্র বলে সম্রাট্ দরবারে হাতী পরগণার বন্দোবস্ত করিতে দিল্লী যান। দিল্লী দরবারের বিচারে মহেশের স্বত্ব সাব্যস্ত হয়। গোপাল জমীদারী বন্দোবস্ত লাভ করিয়া আসিবার সময়ে (১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে) কাশীতে স্বর্গলাভ করেন। এই সময় টোডরমল্ল 'আসল জমা তুমারী রকবা' প্রস্তুত করেন। গোপালের সময়েই দিল্লী হইতে দরভাঙ্গায় একজন ফৌজদার নিযুক্ত হন।

দরভাঙ্গার প্রজাদিগের প্রথম ভূসম্পত্তি হাতী পরগণায়
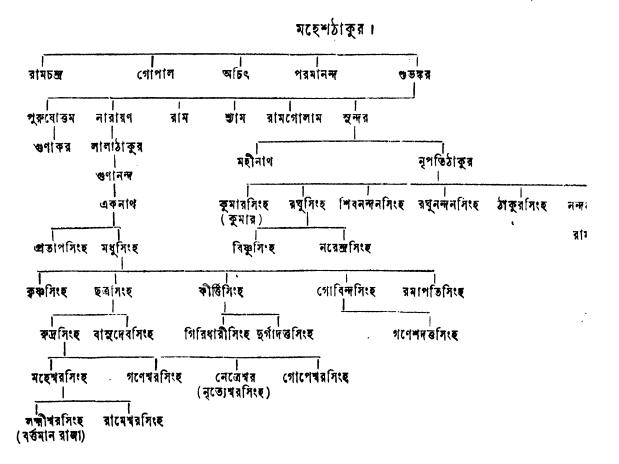
পরিমাণ ২১৭৩৪১ বিঘা। এই পরগণার ভবারা গ্রামে মহেশ ঠাকুরের বংশধরেরা বাস করিতেন। অকবরের সময় এই ভবারা গ্রামে বাঙ্গালার সুবেদার জলালুদ্দীনের নির্ম্মিত এক মস্জিদ বর্ত্তমান আছে।

দরভাঙ্গা জেলায় প্রায় ⅔ স্থান এখন দরভাঙ্গারাজের অধিকারভুক্ত হইয়া আছে।

মহেশ ঠাকুর জমীদারী প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই 'সাড়ুই' কর গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হন; কিন্তু ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কালেক্টর সাহেবের লিখিত বিবরণে জানা যায় যে, তখন ১৭২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহেশের বংশধরেরা ঐ রূপ করগ্রহণে অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মহব্বতজঙ্গের সুবাদারীর সময় ঐ করগ্রহণক্ষমতা ইঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে মহেশ ঠাকুর পাঁচটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ঠাকুর অবিবাহিত অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন। দ্বিতীয় গোপাল ঠাকুর কিছুদিন জমীদারী ভোগ করিয়া কাশীবাসী হন ও ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন। তৃতীয় অচিৎ ঠাকুর (অজিত বা অচ্যুত?) অপুত্রক মৃত হন। চতুর্থ পরমানন্দ ঠাকুর মধ্যম ভ্রাতার পর জমীদারী ভোগ করেন, কিন্তু অপুত্রকাবস্থায় ইহলীলা সম্বরণ করেন। তৎপরে পঞ্চম শুভঙ্কর ঠাকুর জমীদারীর অধিকার প্রাপ্ত হন; ইঁহার ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। দরভাঙ্গার বর্ত্তমান রাজগণ এই শুভঙ্করের বংশোৎপন্ন। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় ইঁহাদিগের বংশাবলী প্রদত্ত হইল।

শুভঙ্করের মৃত্যুর পর পুরুষোত্তম পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দর ঠাকুর সম্পত্তি অধিকার করেন। ২০ বৎসর রাজ্যভোগের পর সুন্দর ঠাকুরের ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহীনাথ ঠাকুর রাজ্যাধিকার করেন। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে মহীনাথ অপুত্রক অবস্থায় মৃত হইলে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা নৃপতি ঠাকুর রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে নৃপতি ঠাকুরের মৃত্যু হইলে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রঘুসিংহ রাজ্যাধিকার করেন। তদানীন্তন সুবাদার মহব্বতজঙ্গকে উপযুক্ত নজর দিয়া রঘুসিংহ 'রাজা' উপাধি লাভ করেন এবং বার্ষিক লক্ষ টাকা করে সরকার ত্রিহুতের মকররি জমা গ্রহণ করেন। নবাব মহব্বতের দেওয়ান রাজা ধরণীধরকে আর ৫০ হাজার টাকা নজরাণা দিয়া নির্ব্বিবাদে জমীদারী ভোগের ব্যবস্থা করিয়া লয়েন। রঘু নূতন জমীদারী ও রাজা উপাধি পাইয়া তাঁহাদের বংশগত "ঠাকুর" উপাধি ত্যাগ করিয়া রাজবোধক 'সিংহ' উপাধি গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে রাজা রঘুসিংহের পিতামহ সুন্দরঠাকুরের দ্বিতীয় ভ্রাতা নারায়ণ ঠাকুরের প্রপৌত্র একনাথ ঠাকুর ইঁহার শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নবাব মহব্বত জঙ্গকে জানাইলেন যে, রাজা রঘুসিংহ লক্ষ টাকা করে যে সরকার ত্রিহুত ভোগ করিতেছেন, এখন তাহাতে ৭ গুণ আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। বাস্তবিক ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে সরকার ত্রিহুত হইতে ৭৬৯২৮৭৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। নবাব এই সংবাদে তৎক্ষণাৎ ত্রিহুতে উপস্থিত হইলেন ও রাজা রঘুর সম্পত্তি অধিকার করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া পাটনায় লইয়া গেলেন। রাজা রঘু পলায়ন করিলেন। নবাব তাঁহাকে ধরিতে লোক নিযুক্ত করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি নিজেই আসিয়া ধরা দিলেন ও ক্রমে নবাবের প্রসাদ লাভ করিয়া পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, কিন্তু এবার তাঁহার সকল ক্ষমতা লুপ্ত হইল। তিনি সরকার ত্রিহুতের তহসীলদার মাত্র হইয়া রহিলেন, তবে কয়েকখানি গ্রাম 'ননকর' পাইলেন এবং সরকার ত্রিহুতের বিচারাদি কার্য্য করিবেন, প্রজার কষ্ট দূর করিবেন ও দেশের উন্নতি করিবেন স্বীকার করায় 'সাড়ুই' কর গ্রহণে অধিকার পাইলেন। রাজা রঘু জীবনের অবশিষ্টকাল এই সকল স্বত্ব প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষ্ণুসিংহ পিতৃ অধিকার প্রাপ্ত হন, কিন্তু অপুত্রকাবস্থায় ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইঁহার ভ্রাতা নরেন্দ্রসিংহ পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে কয়েকটী বিষয়ে "দস্তরাৎ" আদায় করিবার অধিকার প্রদান করেন।

নরেন্দ্রসিংহ এই অধিকার পাইয়া প্রতি আসল মৌজায় 'সেরিহ্ দিহ্' অর্থাৎ ১।৷০ টাকা, প্রত্যেক কবুলিয়তের প্রত্যেক টাকায় এক আনা, প্রত্যেক কবুলিয়তের টাকায় শতকরা ২৲ টাকা সুদ এবং নিজ জমীদারিতে শতকরা ১০৲ টাকা মল্লিকানা আদায় করিতেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা নরেন্দ্রের অপুত্রকাবস্থায় মৃত্যু হয়। তিনি পূর্ব্বোক্ত একনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপকে দত্তক গ্রহণ করিয়া যান। এই সময় পর্য্যন্ত মধুবনীর নিকট ভাবরা নামক স্থানে রাজপ্রাসাদ ছিল। এখনও সেখানে মৃণ্ময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। এই দুর্গ রাজা রঘু প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। প্রতাপ রাজা হইয়া ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে দরভাঙ্গায় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। এখনও সেই প্রাসাদ বর্ত্তমান আছে ও দরভাঙ্গারাজপরিবার এখনও সেইখানে বাস করিতেছে।

মেঘগর্জ্জন হইল। এই ঘটনা অবলোকন করিয়া অন্য ছয়জন অবিলম্বে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দরায়ুসের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এইরূপে (৫২১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) দরায়ুস্ পারস্য সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। আরবীয় ব্যতীত এসিয়ার যে সমস্ত জাতি কাইরস্ ও কামবাইসিসের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা সকলেই দরায়ুসের প্রভুত্ব স্বীকার করিল। সিংহাসনাধিরোহণের পরই তিনি প্রথমে অতোষা ও অর্ত্তিস্তোন নাম্নী কাইরসের কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন। তৎপরে কাইরস্-পুত্র স্মারদিসের কন্যা পরমিস্ এবং ওটানিস্ নামক আর এক ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করেন।

নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াই দরায়ুস্ প্রথমে একটী অশ্বমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া তাহার উপর এইরূপ লিখিয়া রাখিলেন—'হয়স্তাস্পের পুত্র দারয়বুস্ তাঁহার অশ্বের চতুরতা এবং ইবারিষ নামক ভৃত্যের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে পারস্যের সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'

ইহার পর তিনি পারস্য সাম্রাজ্যকে ২০টী প্রদেশে বিভক্ত করিয়া এক একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে প্রত্যেকটীর নাম ক্ষত্রপী (Satraphy) রাখিলেন। এই শাসনকর্ত্তাদিগের নামও ক্ষত্রপ হইল। প্রত্যেক ক্ষত্রপকে যে কর এবং সৈন্যদিগের ও রাজপরিবারের জন্য যে সমস্ত দ্রব্য দিতে হইবে, দরায়ুস্ তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

সারদিসের শাসনকর্ত্তা ওরিটাস্ বিনা কারণে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করায় দরায়ুস্ তাহাকে শাস্তি দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। ওরিটাসের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা না করিয়া তিনি কৌশলে কতকগুলি লোক দ্বারা ওরিটাসকে বিনাশ করেন।

ইহার কিছুকাল পরেই দরায়ুস্ একটী শিকারে বহির্গত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিবার সময় পড়িয়া যান এবং তাহাতে তাঁহার গোড়ালি ভগ্ন হইয়া যায়। ডিমবসিডিস্ নামক এক জন চিকিৎসকের চিকিৎসায় তিনি আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য লাভ করেন।

দরায়ুস্ যখন কাম্বাইসিসের শরীর রক্ষক হইয়া মিশরে গমন করেন, সেই সময় স্তামসের দুর্বৃত্ত শাসনকর্ত্তা পলিক্রেটিসের ভ্রাতা সিলোসোন নামক এক ব্যক্তির গাত্রে এক খান সুন্দর গাত্রাবরণ দেখিয়া তাহা ক্রয় করিতে অভিলাষ করেন। কিন্তু সিলোসেন মূল্য না লইয়া দরায়ুসকে তাহা প্রদান করেন। পরে দরায়ুস্ পারস্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে সিলোসোন তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেন। দরায়ুস্ প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিতে চান। কিন্তু সিলোসোন অর্থ লইতে অস্বীকার করিয়া তাঁহার জন্মভূমি স্তামসের উদ্ধারপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। দরায়ুস্ তাহাতেই সম্মত হইয়া স্তামস্ উদ্ধারার্থ ওটানিস্কে একদল সৈন্য সহ প্রেরণ করিলেন। ওটানিস্ সহজেই স্তামস অধিকারপূর্ব্বক তাহা সিলোসোনকে প্রদান করিলেন।

ঠিক এই সময়ে বাবিলনের অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হয়। দরায়ুস্ এই সংবাদ পাইবামাত্র প্রভূত সৈন্য লইয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া নগর অবরোধ করিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। কিন্তু বাবিলোনীয়দিগের বশ্যতা স্বীকারে কোন চিহ্ন দেখা যাইত না। এইরূপে এক বৎসর আট মাস কাটিয়া গেল। দরায়ুসের সমস্ত কৌশলই সতর্ক বাবিলোনিয়দিগের নিকট ব্যর্থ হইতে লাগিল। অবরোধের বিংশতি মাসে য়োপিরাস্ নামক দরায়ুসের একজন কর্ম্মচারীর বুদ্ধিকৌশলে বাবিলন অধিকৃত হইল। য়োপিরাস্ তাঁহার নিজের নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া বাবিলোনীয়দিগের নিকট গমন করেন এবং দরায়ুস্ কর্ত্তৃক তাঁহার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে, এই কথা বলেন। বাবিলোনীয়গণ তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে তাহাদের ভার প্রদান করেন। যোপীরাস তখন সুবিধা বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক দরায়ুসের হস্তে নগর সমর্পণ করিলেন। দরায়ুস্ নগর অধিকারপূর্ব্বক ৩০০০ সম্ভ্রান্ত লোককে নিহত এবং দুর্গাদি ভূমিসাৎ করিলেন (৫১৬ খৃঃ পূঃ)।

বাবিলন অধিকৃত হইল; দরায়ুস্ স্কিদিয়া রাজ্য আক্রমণার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রায় ৭।৮ লক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হইল। বস্ফোরাস্ উপসাগরের উপর একটী কাষ্ঠসেতু নির্ম্মিত হইল। দরায়ুস্ এই প্রভূত সৈন্য লইয়া সুসা হইতে যাত্রা করিয়া কাষ্ঠসেতু দ্বারা বস্ফোরস্ পার হইলেন। এখানে এই সেতুনির্ম্মাতা সামিয়াদ্বীপের অধিবাসী ম্যাণ্ড্রোক্লিস্কে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিয়া থ্রেসের মধ্য দিয়া গমনপূর্ব্বক দানিয়ুব নদী পার হইয়া ডন নদীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে স্কিদিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। স্কিদিয়ানেরা সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া চুপে চুপে এবং সুবিধা অনুসারে পারসিকদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। দরায়ুসের খাদ্যাদি ক্রমেই হ্রাস হইয়া অবশেষে অভাব হইয়া পড়িল। তিনি তখন প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পীড়িত ও দুর্ব্বল সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একদিন নিশাযোগে লুকা-

রিত ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং কাষ্ঠসেতু দ্বারা বস্ফোরাস্ পার হইয়া থ্রেসের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে এসিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সমস্ত সৈন্য লইয়া না আসিয়া ৮০০০০ সৈন্য মেলাবিজাসের অধীনে রাখিয়া এই সৈন্যাধ্যক্ষকে থ্রেস বিজয়ের আদেশ দিয়া আসেন। মেলাবিজাস্ এ বিষয়ে কতকটা সফল হইয়া ছিলেন। এইরূপে তাঁহার স্কিদিয়া-বিজয়ের উদ্যম বিফল হইল।

পারস্যে প্রত্যাগমন করিয়া দরায়ুস্ পূর্ব্বদিকে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাধান্য বিস্তার করিলেন।

৫০১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে নক্‌সস্ দ্বীপে গোলমাল হইলে সম্ভ্রান্ত লোকগণ এই প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া মিলিটসের শাসনকর্ত্তা অরিষ্টলোরাসের সাহায্যপ্রার্থী হয়েন। অরিষ্টলোরাস্ সার্দিশের শাসনকর্ত্তা দরায়ুসের ভ্রাতা আর্ত্তাফারনিসের সাহায্য চাহিলেন। আর্ত্তাফারনিস্ পারস্য সম্রাটের সম্মতিগ্রহণপূর্ব্বক মেলাবেটিসের অধীনে দুই শত যুদ্ধ জাহাজ প্রদান করিয়া মিলিটসে যাইয়া অরিষ্টলোরাসের সৈন্য লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। চারিমাস অবরোধের পর অরিষ্টলোরাস্ যখন দেখিলেন যে তাঁহার খাদ্যাদি ক্রমেই ফুরাইয়া আসিতেছে এবং তাঁহার শোধ দিবার সাধ্য নাই, তখন তিনি আইয়োনীয়দিগকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিলেন। আইয়োনীয়গণ বিদ্রোহী হইয়া সার্দিস্ নগর দগ্ধ করিলেন এবং মিলিটস্ দ্বীপ শত্রু হস্তগত হইল (৪৯৪ খৃঃপূঃ)।

আথেন্সের অধিবাসীগণ এই বিদ্রোহে অরিষ্টলোরাস্‌কে সাহায্য করায় দরায়ুসের ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ডেটিস্ ও আর্ত্তাফারনিসের অধীনে একদল সৈন্য আটিকা-দ্বীপে প্রেরণ করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মারাথন যুদ্ধক্ষেত্রে পারস্যসৈন্য মিলটাইডিসের অধীনস্থ আথেন্সবাসী কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া এসিয়াতে প্রত্যাগমন করিল। (৪৯০ খৃঃ পূঃ) দরায়ুস্ আর একবার আথেন্স আক্রমণের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন (৪৮৫ খৃঃ পূঃ)।

দরায়ুস্ পারস্যরাজ্যের অনেক উন্নতি বিধান করেন। রাজকীয় সংবাদাদি প্রেরণ করিবার জন্য তিনি নির্দ্দিষ্ট দূরতানুসারে সমস্ত রাজ্যেই লোক দ্বারা ডাক বসাইবার ব্যবস্থা করেন।

রাজা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার তিন পুত্র ছিল। রাজা হইবার পর তাঁহার আর চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

দরায়ুস্ (দ্বিতীয়) ইনি সাধারণতঃ দরায়ুস্ অকাস্ বলিয়া অভিহিত। ইনি আর্ত্তা জরক্সেশের জারজ পুত্র। দ্বিতীয় জরক্সেশ নিহত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইনি ঘাতক সগ্‌দিয়ানাস্‌কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজেই পারস্য সিংহাসনে অধিরোহণ করেন (৪২৩ খৃঃ পূঃ)।

ইহার দুই পুত্র ছিল। প্রথমটীর নাম আর্ত্তা জরক্সেশ ও দ্বিতীয়ের নাম কাইরস্ (Cyrus)। ইনি সম্পূর্ণরূপে খোরাসান এবং ইহার স্ত্রী পারিসেটিস কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেন বলিয়া ইহার রাজ্যশাসন সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় নাই। অনেক ক্ষত্রপ রাজবিদ্রোহী হয়। ইহাদের অধিকাংশই পরাস্ত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। ১০ বর্ষ রাজত্ব করিয়া পরে ইনি ৪০৪ খৃঃ পূর্ব্বে পরলোক গত হন। ইহার পর ইহার পুত্র আর্ত্তাজরক্সেশ পারস্য সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

দরায়ুস্ (তৃতীয়) ইনি দ্বিতীয় দরায়ুসের প্রপৌত্র এবং এই বংশীয় শেষ পারস্য সম্রাট্। ইনি তৃতীয় আর্ত্তা জরক্সেশের পর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন (৩৩৬ খৃঃ পূঃ)। ইহার রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে আলেক্‌সান্দার হেলেস্‌পণ্ট্ পার হইয়া এসিয়ার মধ্যে প্রবেশ করেন। দরায়ুসের সহিত আলেকসান্দারের কয়েকটী যুদ্ধ হয় এবং প্রত্যেকটীতে দরায়ুস্ পরাজিত হন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ইহার পরলোক হয় (৩১০ খৃঃ পূঃ)। ইনি ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করেন।

দরাব (হিন্দী) খোদক।

দরাম (দেশজ) দর।

দরালতা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Hedysarum Alhagi)

দরি (রী) (স্ত্রী) দৃ-বিদারণে ইন্ ঙীষ্। ১ কন্দর। ২ তক্ষককুলজাত সর্পভেদ। (ভারত আদি° ৫৭ অ°)

দরিত (ত্রি) দরো ভয়মস্য সঞ্জাতঃ, দর-তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। ভীত।

দরিদ্র (পুং) দরিদ্রাতি দুর্গচ্ছতি দরিদ্রা-অচ্। নির্ধন। পর্য্যায়—নিঃস্ব, দুর্বিধ, দীন, দুর্গত, কীকট, দুস্থ, অস্তমিত। (দানধর্ম্ম)

পদ্মপুরাণের মতে, যাহারা মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া তিন দিনও উপবাস করে নাই, অর্থাৎ কোন ব্রতনিয়মাদি অনুষ্ঠান করে নাই এবং কোন তীর্থে গমন ও সুবর্ণ, গো প্রভৃতি দান করে নাই, তাহারাই দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

"অনুপোষ্য ত্রিরাত্রাণি তীর্থান্যনভিগম্য চ।
অদত্ত্বা হেমধেনূংশ্চ দরিদ্রো জায়তে নরঃ॥" (পাদ্মে ভূমিখ°)

যাহারা কোন শুভ কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করেন নাই, তাহারাই দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

"স্ত্রীবালোন্মত্তবৃদ্ধানাং দরিদ্রাণাঞ্চ রোগিণাং।

শিফাবিদলরজ্জ্বাদ্যৈর্বিদধ্যান্নৃপতির্দমং॥" (মনু ৯।৩০)

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, উন্মত্ত ও দরিদ্রদিগের ধনদণ্ডের স্থলে শিফা (লতা), বেত্র প্রভৃতি দ্বারা রাজা দণ্ড বিধান করিবেন।

দরিদ্রতা (স্ত্রী) দরিদ্রস্য ভাবঃ দরিদ্র-তল্। দরিদ্রত্ব, অকিঞ্চনতা, নির্ধনতা।

দরিদ্রত্ব (ক্লী) দরিদ্র-ত্ব। দরিদ্রতা।

দরিদ্রাণ (ক্লী) দরিদ্রের অবস্থা, দারিদ্র্য।

দরিদ্রায়ক (ত্রি) দরিদ্রাতীতি দরিদ্রা-ণ্বুল্। দরিদ্র, দীন।

দরিদ্রিত (ত্রি) দরিদ্রা-ক্ত। দরিদ্র, দারিদ্র্যযুক্ত।

দরিদ্রিতৃ (ত্রি) দরিদ্রা-তৃণ্ বা তৃচ্। দরিদ্রায়ক, দারিদ্র্যযুক্ত।

দরিন্ (ত্রি) দৃ-ভয়ে বিদারে বা ইনি। ১ ভীরু। ২ বিদারণশীল।

দরিয়া (পারসী) নদী, সমুদ্র।

দরিয়া, আফগানিস্থানের অন্তর্গত একটী হ্রদ। অক্ষা° ৩৩° ৩৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৪° ৩´ পূঃ। সিয়াকো হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

দরিয়া-ই-নেরিজ নামক হ্রদ পারস্তের অন্তর্গত সিরাজ নগরের ১০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘে ৬০ মাইল।

দরিয়াগঞ্জ, সারণ জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান।

দরিয়াগ্গুন (পারসী) এক প্রকার বক।

দরিয়াদাসী, এক সম্প্রদায়। প্রবাদ আছে যে, ইহারা আধা হিন্দু, আধা মুসলমান। ইহারা নির্গুণ উপাসক, কোন দেব প্রতিমূর্ত্তির অর্চ্চনা করে না এবং আপনাপন উপাসনা মন্দিরে দেবপ্রতিমারও প্রতিষ্ঠা করে না।

দরিয়াপুর, বরারের অন্তর্গত এলিচপুর জেলার একটী তালুক বা মহকুমা। পরিমাণ ফল ৫০৫ বর্গমাইল। মোট রাজস্ব ৫৭০৭০০৲ টাকা। এখানে ৭টী দেওয়ানী এবং ৩টী ফৌজদারী আদালত, এতদ্ব্যতীত ২টী থানা আছে।

দরিয়াপুর, বরারের অন্তর্গত এলিচপুর জেলায় দারিয়াপুর তালুকের প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ২০° ৫৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ২২´ ৩০´´ পূঃ। এলিচপুর নগর হইতে প্রায় ৩৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমদিকে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে কুনবীর সংখ্যাই বেশী। এখানে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত ছাড়া, থানা ও দুইটী স্কুল, নগরের বহির্দ্দেশে অনেকগুলি মন্দির ও মস্‌জিদ্ আছে।

দরিয়াফৎ (পারসী) বোধ, জ্ঞান।

দরিয়াবাদ, অযোধ্যার অন্তর্গত বড়বাঁকি জেলার একটী পরগণা। ইহার উত্তরে বাদোসরাই, পূর্ব্বে গগ্‌রা নদী এবং দক্ষিণে বসোরি পরগণা। পরিমাণফল ২১৪ বর্গমাইল, এই পরগণা হিন্দুদিগের সৎনামী নামক সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউল, গম, ইক্ষু, জোয়ার ইত্যাদি প্রধান।

দরিয়াবাদ, অযোধ্যার অন্তর্গত বড়বাঁকি জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৬° ৫৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮১° ৩৬´ পূঃ। লক্ষ্ণৌ হইতে ফয়জাবাদ যাইবার প্রধান রাস্তার সমীপে, নবাবগঞ্জের প্রায় ২৪ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে সুলতান ইব্রাহিম্ সরকির একজন সুবাদার কর্ত্তৃক স্থাপিত। পূর্ব্বে এখানে এই জেলার সদর ছিল, কিন্তু এখানকার জলবায়ু খারাপ বলিয়া নবাবগঞ্জে উঠিয়া যায়। এখানে রামপুরের তালুকদারের একটী বাড়ী আছে। এখানে দুইটী বাজার এবং একটী গবর্মেণ্ট ইংরাজী স্কুল আছে।

দরী (স্ত্রী) দরি-ঙীষ্। পর্ব্বতের গুহা।

দরীমুখ (ক্লী) দর্য্যাঃ মুখং ৬তৎ। গিরিগুহার মুখ।

দরীবৎ (ত্রি) দরী বিদ্যতেঽস্য দরী-মতুপ্ মস্য বঃ। গুহা-বিশিষ্ট পর্ব্বত।

দরোড, বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিয়াবাড় প্রদেশের ঝালাবার বিভাগের একটী সামান্য রাজ্য। ইহাতে একটী মাত্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে দুই জন করদ স্বাধীন জমীদার আছে। রাজস্ব প্রায় ১১৮০ টাকা। বৃটীশ গবর্মেণ্টকে ৩৬৬৲ এবং জুনাগড়ের নবাবকে ৫০৲ টাকা কর স্বরূপ দেওয়া হয়।

দরৌতি, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার একটী গ্রাম। রামগড়ের ৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে শবর-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে।

দরোদর (পুং ক্লী) দরো ভয়ং তজ্জনকং উদরং যস্য, বা ছুরোদর পৃষো° সাধুঃ। দুরোদর, পাশকক্রীড়া, দ্যূতক্রীড়া।

"আশ্রিত্য দুর্গং গিরিকন্দরোদরং
ক্রীড়ন্ত্যমুষ্মিন্ সততং দরোদরং।" (উণ্ ৫।১৯ বৃত্তিধৃত)

দরৌলি, সারণ জেলার অন্তর্গত চানবাড়া বিভাগের একটী প্রধান গ্রাম। এখানে হিন্দুদিগের ক্ষুদ্রাকৃতি দুইটী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত দুইটী সুন্দর জলাশয় ও একটী বৃহৎ স্তূপ দৃষ্ট হয়।

দর্ত্তৃ (ত্রি) দৃ-বিদারে দৃ-তৃচ্ বেদে ইড়ভাবঃ। দারয়িতা, বিদারণকর্ত্তা। "সত্রাজং দর্ত্তা পার্য্যে অধঃ স্তৌ" (ঋক্ ৫।৬১।৮) 'দর্ত্তা দারয়িতা' (সায়ণ) লৌকিক প্রয়োগে দরী (রি) তা এইরূপ প্রয়োগ হইবে, কেবল বেদেই দর্ত্তৃ এইরূপ হইবে।

দর্ত্তৃ (পুং) দ-বাহ° ত্র ইড়ভাব ছান্দসঃ। দারক। "যৎপুরাং দর্ত্ত্র মারৎ" (ঋক্ ৬।২০।৩) 'দর্ত্ত্র দারকং' (সায়ণ)

দর্দ্দর (পুং) দৃ-যঙ্-অচ্ পৃষো° সাধুঃ। ১ পর্ব্বত। ২ ঈষদ্ ভগ্নভাজন, যে পাত্র অল্প পরিমাণে ভগ্ন হইয়াছে।

দর্দ্দরাত্র (পুং) ব্যঞ্জন বিশেষ। পর্য্যায়—মীনাত্রীণ। (শব্দমালা)

দর্দ্দরীক (ক্লী) দারয়তীব কর্ণৌ দৃ-ণিচ্ ঈকন্ (ফর্ফরীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ১ এক প্রকার বাদ্য। ২ ভেক।

দর্দ্দুর (পুং) দৃণাতি কর্ণৌ শব্দেনেতি দৃ-উরচ্ (মকুরদর্দ্দুরৌ। উণ্ ১।৪১) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ভেক।

"ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জ্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনং॥" (উদ্ভট)

২ মেঘ। ৩ বাদ্যভেদ। ৪ পর্ব্বতভেদ। মলয় পর্ব্বতের নিকট। [দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র দেখ]

"সমীপে সহ্যমলয়ৌ দর্দ্দুরঞ্চ মহাগিরিং।" (ভারত ৩।২৮১।৪৭)

৫ রাক্ষসভেদ। ৬ অভ্রক ধাতুভেদ।

"পিনাকং দর্দ্দুরং নাগং বজ্রঞ্চেতি চতুর্ব্বিধং।
দর্দ্দুরং ত্বগ্নিনিক্ষিপ্তং কুরুতে দর্দ্দুরধ্বনিং॥" (ভাবপ্র°)

দর্দ্দুরঃ পর্ব্বতঃ সন্নিকৃষ্টতয়া অস্ত্যস্য অচ্। ৭ দর্দ্দুর পর্ব্বত-সন্নিকৃষ্ট দেশ ভেদ। এই দেশ দক্ষিণদিকে অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪ অ°)

দর্দ্দুরক (পুং) দর্দ্দুরায় কায়তি দর্দ্দুর ইব কায়তি শব্দায়তে বা কৈ-ক। ১ বাদ্যভেদ। ২ ভেক, ইহারা শব্দ করিলে মেঘধ্বনি বলিয়া ভ্রম হয়। স্বার্থে কন্। দর্দ্দুরশব্দার্থ।

দর্দ্দুরচ্ছদা (স্ত্রী) দর্দ্দুর ইব ছদো যস্যাঃ। ব্রাহ্মী। (পারস্কর নিঘণ্টু)

দর্দ্দুরপর্ণী (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ

দর্দ্দুরা (স্ত্রী) দৃণাতি দারয়তি বা অসুরান্ দৃ-উরচ্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ততষ্টাপ্। চণ্ডিকা।

দর্দ্রু (পুং) দরিদ্রাতি দুর্গচ্ছত্যঙ্গমনেন দরিদ্রা উ রকারেকার-যকারাণাং লোপশ্চ। (দরিদ্রাতে র্যালোপঃ। উণ্ ১।৯০) দদ্রুরোগ।

দদ্রু (পুং) দরিদ্রা বাহু° উঃ। দদ্রুরোগভেদ।

দদ্রুঘ্ন (পুং) দদ্রুং হন্তি দদ্রু-হন্-টক্। চক্রমর্দ্দক। (শব্দর°)

দদ্রুণ (ত্রি) দদ্রুরস্ত্যস্যেতি দদ্রু-ন, ততো ণত্বং (লোমাদি পামাদিপিচ্ছিলাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০) দদ্রুরোগী।

দদ্রুনাশিনী (স্ত্রী) দদ্রুং নাশয়তি নশ-ণিচ্ ণিনি ততো ঙীপ্। তৈলিনীবৃক্ষ।

দদ্রূ (পুং) দরিদ্রা উঃ র্যালোপশ্চ। দদ্রুরোগ।

দদ্রুণ (ত্রি) দদ্রুরস্ত্যস্যেতি দদ্রু নঃ ততোণত্বং। দদ্রুরোগী।

দদ্রুরোগিন্ (ত্রি) দদ্রুরোগঃ অস্ত্যস্যেতি দদ্রুরোগ-ইনি। দদ্রুরোগী।

দর্প (পুং) দৃপ্যতে ইতি দৃপ ভাবে ঘঞ্। ১ পরের অবধারণ হেতু গুরু ও নৃপ প্রভৃতিকে অতিক্রামক চিত্তবৃত্তি ভেদ। ২ অহঙ্কার। পর্য্যায়—গর্ব্ব, অহঙ্কৃতি, অবলিপ্ততা, অভিমান, মমতা, মান, চিত্তোন্নতি, স্মর। (হেম°)

অনেক ধনাদি হইলে অপরের প্রতি যে অবজ্ঞা তাহার নাম দর্প।

দর্প ধন ও বিদ্যাদি জন্য হইয়া থাকে। একমাত্র দর্পই সর্ব্বনাশের মূল। এ জগতে যত দিন লোকের দর্প না হয়, ততদিনই তাহাদের উন্নতি হইয়া থাকে। এ জগতে যখনই যাহার দর্প হয়, তখনই ভগবান্ তাহার প্রতিফল প্রদান করেন। ক্ষুদ্র কি মহৎ সকলেরই দর্প হইলে তাহা চূর্ণ হইবেই হইবে! এমন কি ব্রহ্মা, , মহেশ্বর, ধর্ম্ম, যম, গরুড়, বহ্নি, জয়, বিজয়, সুর ও অসুর প্রভৃতি যাহারই দর্প হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিফল পাইবেন; এইজন্য প্রত্যেক উন্নতিকামী ব্যক্তির দর্প পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (ব্রহ্মবৈ° প্রকৃ°) ৩ মৃগমদ। ৪ উষ্মা। ৫ উচ্ছৃঙ্খলত্ব। ৬ ধর্ম্মমর্য্যাদাতিক্রম। ৭ উৎসাহ।

"তেজোবিহীনং বিজহাতি দর্পঃ" (কিরাতার্জ্জু°) 'দর্পঃ উৎসাহঃ' (মল্লিনাথ) ৮ কস্তূরী। (মেদিনী)

দর্পক (পুং) দর্পয়তি হর্ষয়তি মোহয়তি বা দৃপ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ কামদেব, ইনি সকলকেই মোহিত করেন, এইজন্য ইহার নাম দর্পক। (ত্রি) ২ অহঙ্কার ও মোহকারক।

দর্পণ (ক্লী) দর্পয়তি সন্দীপয়তি দৃপ-ণিচ্-ল্যু। ১ চক্ষু। ভাবে ল্যুট্। ২ সন্দীপন। (পুং ক্লী) দর্পয়তি দৃপ-ণিচ্-ল্যু (নন্দিগ্রহীতি। পা ৩।১।১৩৪) রূপদর্শনাধার, আর্শি, আয়না। পর্য্যায়—মুকুর, আদর্শ, আত্মদর্শ, নন্দর, দর্শন, প্রতিবিম্বাত, কর্ক, কর্কর। (জটাধর)

"যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিং।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণং কিং করিষ্যতি॥" (চাণক্য)

ইহার গুণ—আয়ুঃ শ্রীকারী ও পাপনাশক। (রাজব°) প্রাতঃকালে উঠিয়াই দর্পণে আপনার মুখ দেখিলে সেইদিন শুভ হয়। ৪ নেত্র। ৫ পর্ব্বতভেদ। ৬ নদ ভেদ। এই পর্ব্বতের বিষয় কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

দর্পণ নামে একটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বতে যক্ষগণের সহিত কুবের সর্ব্বদা বাস করেন। ইহার মধ্য-ভাগে রোহিত মৎস্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট রোহণ নামে একটী পর্ব্বত আছে, যাহার স্পর্শে লৌহাদি তৎক্ষণাৎ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার অনতিদূরে দর্পণ নামে একটী নদ আছে, এই নদ হিমালয় হইতে প্রসৃত এবং ফলদানে

লোহিত্যের তুল্য। লোহিত্য উৎপন্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ সকল দেবগণের সহিত এবং সকল তীর্থোদক দ্বারা স্নান করিয়াছিলেন। এই স্নান হইতে তাহার পাপ ও দর্প একেবারে উৎপাটিত হইয়াছিল, এইজন্য ইহা দর্পণঃনামে প্রসিদ্ধ হইল।

"তস্য স্নানসমুদ্ভূতঃ পাপদর্পস্য পাটনঃ।
তেনাঽয়ং দর্পণো নাম পুরা দেবগণৈঃ কৃতঃ॥"

(কালিকাপু' ৮১ অ')

যাহারা কার্ত্তিকমাসের শুক্ল প্রতিপদ্ তিথিতে এই নদে স্নান করিয়া দর্পণাচলে কুবেরকে পূজা করে, তাহারা শত ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া ব্রহ্মসদনে গমন করে। এই দর্পণাচলের পূর্ব্বদিকে অগ্নিমান্ নামে একটী পর্ব্বত আছে, ইহার আকার সর্পের মত; দীর্ঘতা, উচ্চতা এবং বিস্তৃতিও ঐরূপ।

(কালিকাপু' ৮১ অ')

দর্পদ (ত্রি) দর্পং দদাতি দা-ক। ১ গর্ব্বদায়ক পদার্থ। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮০)

দর্পহন্ (ত্রি) দর্পং হন্তি হন-ক্বিপ্। ১ গর্ব্বহারক, যিনি দর্প বিনাশ করেন। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৯)

দর্পারম্ভ (পুং) দর্পস্য আরম্ভঃ ৬তৎ। অহঙ্কারের আরম্ভ। পর্য্যায়—মদস্ফটি। (জটাধর)

দর্পিত (ত্রি) দৃপ-ক্ত। অহঙ্কৃত, গর্ব্বিত।

দর্পিন্ (ত্রি) দৃপ-ইন্। দাম্ভিক, অহঙ্কারী।

দর্ভ (পুং) দৃণাতি বিদারয়তি দৃ-র্ভ (দৃ দলিভ্যাং ভঃ। উণ্ ৩।১৫১) কুশ। পর্য্যায়—উলপতৃণ, কাশ। (শব্দর') দর্ভ দুই প্রকার—ইহার মধ্যে একটীর পর্য্যায় কুশ, দর্ভ্য, বর্হি, সুচ্যগ্র ও যজ্ঞভূষণ। অপরটীর পর্য্যায়—দীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র। এই দুই প্রকার কুশই ত্রিদোষনাশক, মধুর, কষায় রস, শীতবীর্য্য এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিগত রোগ, প্রদর ও রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্র') যে কোন ধর্ম্ম কার্য্য করা যাউক না কেন, দর্ভ তাহাতে নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রাদ্ধাদি করিতে হইলে দর্ভময় ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে হয়। বিষ্টরাদি (আসন)ও কুশ দ্বারা প্রস্তুত করিবে। কাশ, কুশ, বল্বজ, তীক্ষ্ণ, রোমশ, মৌঞ্জ ও শাদ্বল এই ৭ প্রকার দর্ভ।

"কাশাঃ কুশা বল্বজাশ্চ তথান্যে তীক্ষ্ণরোমশাঃ।
মৌঞ্জাশ্চ শাদ্বলাশ্চৈব ষড়্দর্ভাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (বায়ুপু')

কুশ অরত্নি প্রমাণে গ্রহণ করিতে হয়।

বর্জ্জনীয় দর্ভ—পথ, যজ্ঞভূমি, আস্তরণ, আসন ও পিণ্ডস্থিত দর্ভ বর্জ্জনীয়। পিণ্ডের নিমিত্ত যে দর্ভ আহৃত হয়, সেই দর্ভ দ্বারা যদি কেহ পিতৃদিগের তর্পণ করে, তাহা হইলে সেই তর্পণ নিষ্ফল হয়।

"পথি দর্ভাশ্চিতৌ দর্ভা যে দর্ভা যজ্ঞভূমিষু।
স্তরণাসনপিণ্ডেষু ষড়্দর্ভান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
পিণ্ডার্থং যে হৃতা দর্ভা যৈঃ কৃতং পিতৃতর্পণং।
মূত্রোচ্ছিষ্টপ্রলিপ্তে চ ত্যাগস্তেষাং বিধীয়তে॥" (হারীত)

সাত, পাঁচ বা নয় সংখ্যক দর্ভ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা ও বিষ্টর প্রস্তুত করিবে। ব্রাহ্মণাদিতে প্রভেদ এই—ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মা প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্রের সহিত আড়াই বেড় দিয়া অগ্রভাগ ঊর্দ্ধ করিয়া দিতে হইবে। বিষ্টর করিতে হইলে ঐ বেষ্টন দক্ষিণাবর্ত্তে না করিয়া বামাবর্ত্তে করিবে এবং অগ্রভাগ ঊর্দ্ধদিকে না দিয়া অধোভাগে দিতে হইবে।

"ঊর্দ্ধকেশো ভবেৎ ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ।
দক্ষিণাবর্ত্তকো ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ॥
সপ্তভি র্নবভির্বাপি সার্দ্ধ দ্বিতয়বেষ্টিতং।
ওঁকারেণৈব মন্ত্রেণ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ কুশদ্বিজং॥"

(শ্রাদ্ধতত্ত্ব) [কুশ দেখ]

দর্ভট (ক্লী) দৃভ সংদর্ভে বাহ' অটন্। নিভৃত গৃহ, গুপ্তাগার।

দর্ভপত্র (পুং) দর্ভস্যেব পত্রমস্য। কাশ। (রাজনি')

দর্ভপুষ্প (পুং) সর্পভেদ, অহি। [দর্ব্বীকর দেখ।]

দর্ভময় (ত্রি) দর্ভাত্মকঃ দর্ভ শরাদি' ময়ট্। কুশনির্ম্মিত ব্রাহ্মণাদি।

দর্ভমূলা (স্ত্রী) দর্ভস্যেব মূলমস্যাঃ ঙীষ্। ঔষধ ভেদ।

দর্ভর (ত্রি) দর্ভস্য সন্নিকৃষ্টদেশাদি দর্ভ অশ্মাদিত্বাৎ রঃ। দর্ভাদির অদূর দেশাদি।

দর্ভসূপ (পুং) দর্ভপ্রচুরোঽনূপঃ সংজ্ঞানুত্বেঽপি ক্ষুভ্নাদিপাঠাৎ পক্ষে পূর্ব্বপদাৎ ন ণত্বং। দর্ভপ্রচুর অনূপদেশ ভেদ।

দর্ভাহ্বয় (পুং) দর্ভং আহ্বয়তে সাদৃশ্যাৎ আ-হ্বে-শ। মুঞ্জতৃণ ভেদ। (রাজনি')

দর্ভি (পুং) একজন ঋষি। এই ঋষি ব্রাহ্মণদিগের উপকারের জন্য অর্দ্ধকীল নামে তীর্থ স্থাপন করেন। এই তীর্থে চারি সমুদ্র অবস্থিত। যিনি এই স্থানে স্নান করেন, তিনি সকল প্রকার দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

(ভারত বনপ' ৮৩ অ')

দর্মাণ, পঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জেলার শকরগড় তহসীলের একটী নগর। এখানে একটী সামান্য মিউনিসিপালিটী আছে। পাহাড়ী মহাজনেরা এখানে বাস করিয়া থাকে।

দর্বা, বরারের বুন জেলার একটী তালুক। পরিমাণফল ১০৮২ বর্গমাইল। ইহাতে ৩২৩ খানি গ্রাম আছে। এখানকার রাজস্ব সর্ব্বশুদ্ধ ২৬৯২৩০৲ টাকা। এখানে একটী দেওয়ানি, দুইটী ফৌজদারী আদালত ও ৮টী থানা আছে।

দর্বা, মধ্যভারতের বরার প্রদেশের অন্তর্গত বুন জেলার দর্বা নামক তালুকের একটী নগর। অক্ষা° ২০° ১৮´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৪৭´পূঃ। বুন জেলার সদর হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখান হইতে সদর পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা আছে। এখানে একটী থানা, একটী ডাকঘর, পথিকদিগের জন্য একখানি বাঙ্গলা এবং একটী স্কুল আছে। ইহা অতি প্রাচীননগরী।

দর্ম্ম (ত্রি) দৃ-বিদারে বাহু° ম। দারক। "পুরাং দর্ম্মো অপামজঃ" (ঋক্ ৩।৪৫।২)

দর্ম্মন্ (পুং) দৃ বিদারে বাহু° মনিন্। দারক। "দর্ম্মা দর্ষীষ্ট বিশ্বতঃ" (ঋক্ ১।১৩২।৬)

দর্য্য (ত্রি) দরস্ত হিতং গবাদিত্বাৎ যৎ। দরহিত, ভয়সাধন।

দর্ব্ব (পুং) দৃণাতি বিদারয়তীতি দৃ-ব (কৃ গৃ শৃ দৃ ভ্যো বঃ। উণ্ ১।১৫৫) ১ রাক্ষস, হিংস্র। ২ জাতি বিশেষ।

"কৈরাতা দরদা দর্ব্বাঃ শূরা বৈষামকাস্তথা।
ঔদুম্বরা দুর্বিভাগাঃ পারদাঃ সহ বাহ্লিকৈঃ॥" (ভা°২।৫১।১৩)

৩ দর্ব্ব জাতির নিবাসভূত জনপদ বিশেষ। বর্ত্তমান পঞ্জাবপ্রদেশের উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল।

[আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র দেখ।]

স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ উশীনরের পত্নীভেদ। (হরিব° ৩১।২২)

দর্ব্বট (পুং) দর্ব্বায় হিংসায়ৈ অটতি অট-অচ্ শকন্ধাদিত্বাৎ দলোপঃ। দণ্ডবাদী। (হারা°)

দর্ব্বরীক (পুং) দৃ বিদারে দৃ-ঈকন্ (ফর্ফরীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ১ ইন্দ্র। ২ বায়ু। ৩ বাদ্য বিশেষ। (উজ্জ্বল)

দর্ব্বি (স্ত্রী) দৃণাতি বিদারয়ত্যনেন দৃ-বিন্ (বৃদৃভ্যাং বিন্। উণ্ ৪।৫৩) ব্যঞ্জনাদি কারক, হাতা, পর্য্যায় কম্বি, খজাকা, দর্ব্বী, কম্বী, খজাকজ। ২ সর্পের ফণা। (শব্দ°)

দর্ব্বিক (পুং) দর্ব্বি স্বার্থে কন্, অভিধানাৎ পুংস্বং। দর্ব্বী।

দর্ব্বিকা (স্ত্রী) দর্ব্বি স্বার্থে কন্ টাপ্। দার্ব্বিকা। খজাকা। কজ্জলভেদ, শিলা বা তৈজস পাত্রে ঘৃতাদি সংযুক্ত করিয়া দীপ বহ্নিতে ধরিলে যে অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাকে দর্ব্বিকা কহে। ইহা সকল দেবতা ও দেবীকে দান করা যায়।

"স্বহ্যা নিষ্পাদ্য চৈতানি শিলায়াং তৈজসেঽথবা।
প্রদদ্যাৎ সর্ব্বদেবেভ্যো দেবীভ্যশ্চাপি পুত্রক॥
ঘৃততৈলাদিযোগেন তাম্রাদৌ দীপবহ্নিনা।
যদঞ্জনং জায়তে তু দর্ব্বিকা পরিকীর্ত্তিতা॥"

(কালিকাপু° ৬৮ অ°)

২ গোজিহ্বালতা, হিন্দী গোজিয়ালতা।

দর্ব্বিহোম (পুং) দর্ব্ব্যাঃ হোমঃ ৬তৎ। দর্ব্বীসাধন হোমভেদ।

"দর্ব্বীহোমানুপাদায় সর্ব্বান্ যঃ প্রাপ্নুতে ক্রতূন্॥"

(ভারত সভা° ১২ অ°)

দর্ব্বিহোমিন্ (ত্রি) দর্ব্বিহোমোঽস্ত্যস্তীতি ইনি। দর্ব্বী-হোমকারী।

দর্ব্বী (স্ত্রী) দর্ব্বি বাহু° ঙীষ্। দর্ব্বি, হাতা। [দর্ব্বি দেখ।]

"আলোচ্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বদা।
যোঽহং ব্রহ্ম ন জানন্তি দর্ব্বীপাকরসং যথা॥"

(উত্তরগীতা ২।৩৭)

দর্ব্বীকর (পুং) দর্ব্বী ফণাং করোতীতি কৃ-ট, বা দর্ব্বী ফণা কর ইবাস্য। সর্প। দর্ব্বীকর সর্পের বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—

সর্প বহুবিধ, সাধারণতঃ অশীতি প্রকার; তাহার মধ্যে দর্ব্বীকর, মণ্ডলী, রাজিমণ্ড, নির্ব্বিষ ও বৈকরঞ্জ এই পঞ্চ শ্রেণী।

ইহাদিগের মধ্যে দর্ব্বীকর ষড়্‌বিংশতি প্রকার। কৃষ্ণ-সর্প, মহাকৃষ্ণ, কৃষ্ণোদর, শ্বেতকপোত, মহাকপোত, বলা-হক, মহাসর্প, শঙ্খপাল, লোহিতাক্ষ, গবেধুক, পরিসর্প, খণ্ডফণা, ককুদ, পদ্ম, মহাপদ্ম, দর্ভপুষ্প, দধিমুখ, পুণ্ডরীক, ভ্রুকুটীমুখ, পুষ্পাভিকীর্ণ, গিরিসর্প, ঋজুসর্প, শ্বেতোদর, মহাশির, অলগর্দ্দ এই ২৬ প্রকার সর্প ফণাবিশিষ্ট, এইজন্য দর্ব্বীকর নামে খ্যাত এবং যে সকল সর্পের মস্তকে রথাঙ্গ, লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক অথবা অঙ্কুশের চিহ্ন থাকে, তাহা-দিগকে দর্ব্বীকর সর্প কহে। এই সর্প ফণাবিশিষ্ট ও শীঘ্র-গামী। ইহারা দিবাভাগে বিচরণ করে। দর্ব্বীকর সর্পের বিষকর্ত্তৃক ত্বক্, চক্ষু, নখ, দন্ত, মূত্র, পুরীষ ও দংশস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শরীরের রুক্ষতা, মস্তকের ভার, সন্ধি স্থানে বেদনা, কটী, পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্ব্বলতা, জৃম্ভণ, কম্প, বাক্যের অবসন্নতা, গলায় ঘড়ঘড়ানি, শরীরের জড়তা, শুষ্ক উদ্গার, কাস, শ্বাস, হিক্কা, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, বেদনা, বমনের ইচ্ছা, তৃষ্ণা, লালাস্রাব, ফেণানিঃসরণ, ইন্দ্রিয় কার্য্যের অবরোধ এবং অন্য প্রকার বায়ুজন্য যাতনা জন্মে।

(সুশ্রুত) [বিশেষ বিবরণ সর্প দেখ।]

দর্ব্বীসংক্রমণ (ক্লী) একটী তীর্থ। এই তীর্থ ত্রিজগতে পূজিত এবং ইহাতে স্নানদানাদি করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়।

"দর্ব্বীসংক্রমণং প্রাপ্য তীর্থং ত্রৈলোক্যপূজিতং।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি॥"

(ভারত বন° ৮৪ অ°)

দর্ব্বীহোম (পুং) [দর্ব্বিহোম দেখ।]

দর্শ (পুং) দৃশ্যতে উপর্য্যধোভাবাপন্নসমসূত্রপাতস্থায়েন রাষ্ট্রে কাংশাবচ্ছেদেন সহাবস্থিতৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ যত্র যত্র, দৃশ অধিকরণে ঘঞ্। অমাবস্যা। সূর্য্য ও চন্দ্রের সঙ্গম কাল, অমাবস্যা তিথি।

"অন্যোহন্যং চন্দ্রসূর্য্যৌ তু দর্শনাদ্দর্শ উচ্যতে।" (মৎস্যপু°)

সমরাশিতে চন্দ্র সূর্য্যের দর্শন হয় বলিয়া দর্শ এই নাম হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ অমাবস্যা দেখ।]

স নিমিত্ততয়া অস্ত্যাস্ত অচ্। ২ দর্শকাল কর্ত্তব্য যাগভেদ। ভাবে ঘঞ্। ৩ দর্শন, চাক্ষুষ জ্ঞান।

দর্শক (পুং) দর্শয়তি: নৃপাদিসমীপগমনপথমিতি দৃশ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ দ্বারপাল, দ্বারপালগণ সমাগত লোকদিগের বিষয় রাজাকে নিবেদন করিয়া তাহাদিগকে রাজদর্শন করায়, এইজন্য ইহাদিগের নাম দর্শক হইয়াছে। (ত্রি) ২ দ্রষ্টা। ৩ প্রধান। ৪ নিপুণ। ৫ দর্শয়িতা। তুমর্থে ণ্বুল্। দেখিতে।

"অভিমন্ত্রিতোঽপি ন গচ্ছেত যজ্ঞং গচ্ছেত দর্শকঃ।"
(ভারত অনু° ১০৪ অ°)

'দর্শকঃ দ্রষ্টুমিত্যর্থঃ' দর্শক দৃশ্ ধাতু-ণ্বুল্ এই কৃৎ প্রত্যয় যোগে কর্ম্মে ষষ্ঠী হইতে পারে, কিন্তু তুমর্থে ণ্বুল্ হওয়ায় কর্ম্মে ষষ্ঠী হইবে না, এইজন্য যজ্ঞ এই কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিল। তুম্ প্রত্যয় পরে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় না।

দর্শকগঙ্গাহার, বাঙ্গালা দেশের মালদহ জেলার একটী রাজস্ব বিভাগ। ইহার পরিমাণফল ১৭·২৯ বর্গমাইল। জমির রাজস্ব ২০৮৲। এখানে নদী নাই, কিন্তু অসংখ্য জলাশয়, ঝিল ও নালা আছে। এখানে কয়েকটী জলাভূমি থাকায় এই স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এখানে জ্বর ও গাত্রবেদনা সকল সময়ই হইয়া থাকে। এখানকার ভূমি উর্ব্বরা। এখানে প্রচুর পরিমাণে চাউল, গম, সরিষা ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে।

দর্শত (পুং) দৃশ্যতেঽসৌ দিবি দৃশ কর্ম্মণি অতচ্ (ভৃমৃদৃশীতি। উণ্ ৩।১১০) ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। (ত্রি) ৩ দর্শনীয়। "দর্শতো রথঃ সংদৃষ্টৌ পিতু মাইবক্ষয়ঃ॥" (ঋক্ ১।১৪৪।৭)

দর্শতশ্রী (ত্রি) দর্শনীয়বিভূতি। "স দর্শতশ্রীরতিথির্গৃহে গৃহে" (ঋক্ ১০।৯১।২) 'দর্শতশ্রীঃ দর্শনীয়বিভূতিঃ' (সায়ণ)

দর্শন (ক্লী) দৃশ্যতে হনেনেতি দৃশ করণে ল্যুট্। ১ নয়ন। ২ স্বপ্ন। ৩ বুদ্ধি। ৪ ধর্ম্ম। ৫ দর্পণ। ৬ শাস্ত্র। ৭ ইজ্যা। ৮ বর্ণ। ৯ চাক্ষুষ জ্ঞান, দেখা। পর্য্যায় নির্ব্বর্ণন, নিধ্যান, আলোকন, ঈক্ষণ, নিভালন। (জটাধর)

"যেষাঞ্চ দর্শনে পুণ্যং পাপঞ্চ যস্য দর্শনে।
তৎসর্ব্বং বদ সর্ব্বেশ শ্রোতুং কৌতূহলং হি মে॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখ°)

যাহা দেখিলে পুণ্য ও যাহা দেখিলে পাপ হয়, তাহার বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

সুব্রাহ্মণ, তীর্থ, বৈষ্ণব, দেবপ্রতিমা, তীর্থস্নায়ী নর, সূর্য্য, সতী স্ত্রী, সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী, গো, বহ্নি, গুরু, গজেন্দ্র, সিংহ, শ্বেতাশ্ব, শুক, পিক, খঞ্জন, হংস, ময়ূর, সবৎসা ধেনু, পতিপুত্রবতী নারী, তীর্থযাত্রী নর, সুবর্ণ বা মণিময় প্রদীপ, মুক্তা, হীরক, মাণিক্য, তুলসী, শুক্লপুষ্প, শুক্লধান্য, ঘৃত, দধি, মধু, পূর্ণকুম্ভ, লাজা, রাজেন্দ্র, দর্পণ, জল, শুক্লপুষ্পমালা, গোরোচনা, কর্পূর, রজত, সরোবর, পুষ্পিত পুষ্পোদ্যান, দেবপূজার নিমিত্ত যে ঘট স্থাপিত হইয়াছে সেই ঘট, শঙ্খ, দুন্দুভি, কস্তূরী, কুঙ্কুম, শুক্তি, প্রবাল, স্ফাটিক, কুশমূল, গঙ্গামৃত্তিকা, কুশ, তাম্র, বিশুদ্ধ পুরাণ পুস্তক, সবীজ বিষ্ণুমন্ত্র, রত্ন, তপস্বী, সিদ্ধ মন্ত্র, সমুদ্র, কৃষ্ণসার, যজ্ঞ, মহোৎসব, গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, গোধূলি, গোষ্ঠ, গোষ্পদ, পক্বশস্যযুক্ত ক্ষেত্র, শ্যামাস্ত্রী, ক্ষেমঙ্করী বেশ্যা, গন্ধ, দূর্ব্বাক্ষতযুক্ত তণ্ডুল, সিদ্ধান্ন ও পরমান্ন এই সকল দর্শন করিলে পুণ্য হয় এবং অমঙ্গল সকল নাশ হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে রাধিকা, আশ্বিনাষ্টমীতে দুর্গা, জন্মাষ্টমী দিনে বিশ্বমাধব, পৌষ মাসের শুক্লাতিথিতে পদ্মা এবং কাশীতে অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দর্শন করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখ°)

দৃশ্যতে যথার্থতত্ত্বমনেন দৃশ করণে ল্যুট্। ১০ শাস্ত্র, অধ্যাত্মবেদক শাস্ত্রভেদ, যাহা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান যথার্থরূপে জানা যায়, তাহার নাম দর্শন।

জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দর্শনই তাহার একমাত্র প্রধান উপায়। দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে প্রকৃত তত্ত্ব কোন রূপেই জানা যায় না। এই দর্শনশাস্ত্র নাস্তিক, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ও আস্তিকাদি মত ভেদে নানাবিধ। উপনিষদ্ সমূহে আর্য্যদর্শনের মূলতত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ ঋষিগণ বহুদর্শিতাদ্বারা যে তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাহাই দর্শন। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়া পরমার্থসংক্রান্ত কএকটী মত প্রচারিত হয়, তাহার নাম দর্শন। পরমার্থতত্ত্ব অনুসন্ধানই আর্য্যদর্শন শাস্ত্র সমুদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সকল দর্শন শাস্ত্রেই জগতের কারণ নিরূপণ ও মানুষের মুক্তি বা পারলৌকিক উন্নতি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে

ষড়্দর্শনই প্রধান। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছয়খানি ষড়্দর্শন নামে খ্যাত। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে ষড়্দর্শন, এ ছাড়া চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, আর্হত, নকুলীশ পাশুপত, শৈব, পূর্ণপ্রজ্ঞ, রামানুজ, রসেশ্বর, পাণিনি ও প্রত্যভিজ্ঞা এই ১৬ খানি দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। এই সকল দর্শনশাস্ত্র সূত্রপ্রণালীতে লিপিত হইয়াছে।

দর্শন শাস্ত্রে প্রবেশ করিতে হইলে 'তত্ত্ব' 'পদার্থ' ও 'কারণ' প্রভৃতি শব্দের তাৎপর্য্য জানা আবশ্যক। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের প্রারম্ভে কতিপয় পদার্থ বা তত্ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যথা—ন্যায়শাস্ত্রে ষোড়শ পদার্থ, বৈশেষিকে সপ্ত পদার্থ, সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ও পাতঞ্জলে ষড়্বিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত। বর্ত্তমান সময়ে পদার্থ শব্দের প্রচলিত অর্থ কেবল কতিপয় ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু মাত্র। যেমন জল, স্বর্ণ, পারদ, মৃত্তিকা ইত্যাদি। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের ব্যবহৃত পদার্থ সকলের সেরূপ অর্থ নহে। ব্যাকরণাদি পাঠ করিতে হইলে প্রথমেই যেমন কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞা শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ দর্শন শাস্ত্রের অঙ্গীকৃত তত্ত্ব ও পদার্থ সেই প্রকার ধাতু বা সংজ্ঞা মাত্র। দর্শনশাস্ত্র মতে, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে; ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে এক প্রকার পারিভাষিক শব্দ দ্বারা এবং বেদান্ত দর্শনে অন্য প্রকার পারিভাষিক শব্দ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কারণের নামকরণ হইয়াছে। যথা ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত কারণ তিন প্রকার—সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ। বৈদান্তিকগণ আরও একটী সাঙ্কেতিক কারণ স্বীকার করেন। তাঁহারা কহেন, যে কারণ অন্য উপাদানের সাহায্য না লইয়া কার্য্য উৎপন্ন করে অথচ আপনি কার্য্যরূপে পরিণত হয় না, তাহার নাম বিবর্ত্ত উপাদান কারণ। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে রজ্জুই ঐ মিথ্যা সর্পজ্ঞানের প্রতি বিবর্ত্ত উপাদান কারণ হয় অর্থাৎ রজ্জু স্বয়ং সর্প হয় না অথচ অপর উপাদানের সাহায্য ব্যতীত মিথ্যা সর্পের ভাণ উৎপন্ন করে।

মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের মতানুসারে—নাস্তিকাদি ক্রমে দর্শনসমূহের বিবরণ যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে।

চার্ব্বাকদর্শন—নাস্তিকের মধ্যে চার্ব্বাকই শ্রেষ্ঠ। এই দর্শনের মতে মানুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, ততদিন কেবল সুখের উপায় চিন্তা করিবে।

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥" (সর্ব্বদর্শনস')

চার্ব্বাক মতে দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই, প্রত্যক্ষ মাত্রই প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ নহে। কামিনীসম্ভোগ, উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ ও উত্তম বসন পরিধানাদি দ্বারা সমুৎপন্ন সুখই পরম পুরুষার্থ। সুখান্বেষণ ভিন্ন আর কিছু প্রয়োজনীয় নাই। এই মতে চারিটী ভূত। চার্ব্বাকমতাবলম্বীগণ আকাশকে ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না। [বিশেষ বিবরণ চার্ব্বাক শব্দে দেখ।]

বৌদ্ধদর্শন। এই দর্শন চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিকদিগের মতে—কিছুই নাই, সকলই শূন্য। যে সকল বস্তু স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, জাগ্রতাবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না, এবং যে সকল বস্তু জাগ্রতাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, স্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না এবং সুষুপ্তি অবস্থায়ও আর কিছু উপলব্ধি হয় না। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে বস্তুতঃ কোন বস্তুই সত্য নহে। সত্য হইলে অবশ্যই সকল অবস্থায় দৃষ্ট হইত। যোগাচার মতে, বাহ্য বস্তু মাত্রেই অলীক, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞান রূপ আত্মাই সত্য। ঐ বিজ্ঞান দুই প্রকার—প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, আর সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম আলয়বিজ্ঞান। কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া ঐ জ্ঞান হইয়া থাকে। সৌত্রান্তিকেরা বাহ্য বস্তুকে সত্য ও অনুমানসিদ্ধ বলিয়া থাকেন। বৈভাষিকদিগের মতে বাহ্য বস্তু সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। একমাত্র ভগবান্ বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেষ্টা হইলেও শিষ্যসমূহের মতভেদ অসম্ভাবিত নহে। যদ্যপি কোন ব্যক্তি কহে সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। এই বাক্য শুনিলে লম্পট পরদারহরণের, সাধুগণ সন্ধ্যাবন্দনাদির ও তস্কর পরধনাপহরণের সময় উপস্থিত বোধ করেন। এইস্থলে বক্তা একটী কথা বলিলে শ্রোতৃবর্গ অভিপ্রায়ানুসারে এক বাক্যের পৃথক্ পৃথক্ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে। এই মতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি উভয়েন্দ্রিয়, এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়ের আয়তন বলিয়া দেহকে দ্বাদশায়তন কহে। বৌদ্ধদিগের মতে—দেবতা সুগত, জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ এবং দুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ এই চারি তত্ত্ব। বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও রূপস্কন্ধ এই পঞ্চস্কন্ধ দুঃখতত্ত্ব। পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ বিষয় এবং মন ও ধর্ম্মায়তন অর্থাৎ বুদ্ধি এই দ্বাদশটী আয়তন-তত্ত্ব। মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ যে রাগদ্বেষাদি জন্মে,

তাহাকে সমুদয়-তত্ত্ব কহে। সকল সংস্কারই ক্ষণমাত্র-স্থায়ী। এইরূপ যে স্থির বাসনা, তাহার নাম মার্গতত্ত্ব। এই মার্গতত্ত্বই নির্ব্বাণ। চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্নভোজন, সমূহাবস্থান ও রক্তাম্বর এই কয়েকটী বৌদ্ধ যতিধর্ম্মের অঙ্গ। [বিশেষ বিবরণ বৌদ্ধ শব্দে দেখ।]

আর্হতদর্শন।—আর্হতেরা দিগম্বর। ইহারা বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই ক্ষণিক অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন ও দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয় এবং আত্মাও ক্ষণিক ও জ্ঞানস্বরূপ, ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই। আর্হতেরা এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। আর্হতগণ বলেন, যদি প্রতি শরীরে এক এক আত্মা নিরন্তর অবস্থান না করে, তাহা হইলে ঐহিক ফল সাধনের নিমিত্ত কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্মে কোনমতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। কারণ আপনার ফলভোগের নিমিত্তই সকলে উপায়ানুষ্ঠান করে, যদি উপায়ানুষ্ঠানকর্ত্তা যে আত্মা সে ফলভোগ কালে উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে একের ফলভোগের নিমিত্ত অপরের প্রবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আর্হতমতে, আত্মা চিরস্থায়ী, জীবের পরিমাণ দেহ সদৃশ, আর্হতই পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদি শূন্য। সম্যক্‌দর্শন, সম্যক্‌জ্ঞান ও সম্যক্‌চারিত্র এই তিন রত্নত্রয়। জিনোক্ততত্ত্ব বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান ও সংশয়াদির নিবারণাদি রূপ সম্যক্ শ্রদ্ধাকে সম্যক্‌দর্শন; সংক্ষেপে বা বিস্তারিতরূপে জৈনোক্ত তত্ত্বের যে জ্ঞান, তাহা সম্যক্‌জ্ঞান এবং নিন্দিত কর্ম্ম ত্যাগকে সম্যক্‌চারিত্র কহে। ঐ চারিত্র পাঁচ প্রকার। অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। কি স্থাবর কি জঙ্গম কোন প্রকার জীবের বিনাশ না করাই অহিংসা, দত্তাতিরিক্ত বস্তুর অগ্রহণ অস্তেয়, সত্য ও হিতকর অথচ প্রিয় ঈদৃশ বাক্য কথন সুনৃত, কাম ক্রোধাদি পরিত্যাগের নাম ব্রহ্মচর্য্য এবং সকল বিষয়ে মোহত্যাগ পরিগ্রহ। এই ৫টী মহাব্রত। ইহার সাধনাতে পরমপদ প্রাপ্তি হয়। আর্হতদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন মতে তত্ত্ব দুইটী জীব ও অজীব। জীব বোধাত্মক, অজীব অবোধাত্মক। আবার কোন মতে পঞ্চ তত্ত্ব, কোন মতে সপ্ততত্ত্ব ও কোন মতে নবতত্ত্বও কথিত হইয়া থাকে। আর্হতদিগের মধ্যে সম্প্রদায় বিশেষের নাম জৈন। ইহারা জিনোক্ত তত্ত্বানুসারে চলে। জৈনদিগের মধ্যে যাহারা সাধু তাহাদিগের লক্ষণ এই—লব্ধ অন্নভক্ষণ, শুক্লবস্ত্র পরিধান ও লুঞ্চিত কেশ ধারণ। জিনর্ষিরা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও নিঃসঙ্গ। ইহারা চলিবার সময় জীবহত্যা-ভয়ে পিচ্ছিকা দ্বারা অগ্রে পথ হইতে জীব সকল অপসারিত করিয়া পশ্চাৎ পাদ প্রক্ষেপ করেন। তাঁহারা জল পাত্র ব্যবহার করেন না। হস্ত দ্বারাই জল পান করিয়া থাকেন। তাঁহারা একাকী আহার করেন না। [জৈন দেখ।]

রামানুজ দর্শন। এই দর্শনে আর্হত মত খণ্ডিত হইয়াছে। রামানুজ তর্কাদিদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, আর্হত মত অপ্রামাণিক ও অশ্রদ্ধেয়। ঐ মত গ্রহণে কাহারাও হইতে পারেনা। যেহেতু উহাতে পঞ্চতত্ত্ব, সপ্ততত্ত্ব ও নবতত্ত্বাদি নানা বিষয় প্রকটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সকল লোকের এই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, সপ্ততত্ত্ব, নবতত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি কোন্ তত্ত্বের উপর নির্ভর করিব। পরে অব্যবস্থিত মতাবলম্বনের আবশ্যকতা কি দেখিয়া লোক সকল ঐ মত গ্রহণে নিবৃত্ত হয়। আর্হত মতে লিখিত আছে যে, দেহের পরিমাণানুরূপ জীবের পরিমাণ, এইমতও খণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে নানাপ্রকার যুক্তি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। দেহের পরিমাণানুরূপ জীবের পরিমাণ হইলে ঘটাদি জড় বস্তুর ন্যায় জীবও পরিমিত হইত। পরিমিত বস্তু কখনই নানাস্থানে থাকেনা, সুতরাং জীবেরও এককালে নানাদেশে থাকা অসম্ভব ইত্যাদি।

অদ্বৈতমতপ্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বীরা কহেন, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং শ্রুতিপ্রতিপাদ্য। জগৎপ্রপঞ্চ কিছুই সত্য নহে। সকলই মিথ্যা। যেমন ভ্রমবশে রজ্জুতে মিথ্যা সর্প কল্পিত হইয়া থাকে এবং পরে রজ্জু জানিয়া ভ্রম নিবারণ হইলে ঐ কল্পিত সর্পেরও নিবৃত্তি হয়। সেইরূপ অবিদ্যা দ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে কল্পিত হইতেছে। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া জগৎপ্রপঞ্চেরও নিবৃত্তি হইবে। অবিদ্যা ভাব পদার্থ, কিন্তু সৎ বা অসৎ পদের বাচ্য হইতে পারে না বলিয়া উহাকে সদসদনির্ব্বচনীয় কহে। বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ঐ অবিদ্যার নাশ হয়। কিন্তু এই বিষয়ে যে উপনিষদ্‌বাক্যও অনুভব প্রমাণরূপে অদ্বৈতমতাবলম্বীরা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উল্লিখিত ভাবস্বরূপ অবিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে না। রামানুজ এইরূপে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। এই দর্শনের মতে পদার্থ তিনপ্রকার, চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ জীবপদবাচ্য, ভোক্তা, অসঙ্কুচিত, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ম্মল, জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য এবং অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যাবেষ্টিত। ভগবদারাধনা ও তৎপদপ্রাপ্ত্যাদি জীবের স্বভাব। জীব অতি সূক্ষ্ম। অচিৎ ভোগ্য ও দৃশ্যপদবাচ্য, অচেতন স্বরূপ,

জড়াত্মক জগৎ এবং ভোগ্যত্ব প্রভৃতি স্বভাবশালী ও অচিৎ পদার্থ তিন প্রকার—ভোগ্য, ভোগোপকরণ ও ভোগায়তন। যাহাকে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগ্য কহে; যেমন অন্নপানীয়াদি। যাহাদ্বারা ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগোপকরণ কহে, যথা ভোজনপাত্রাদি। যাহাতে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগায়তন কহে, যথা শরীরাদি। ঈশ্বর সকলের নিয়ামক, জগতের কর্ত্তা এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যশক্ত্যাদিসম্পন্ন। চিৎ, অচিৎ সমুদয় বস্তুই তাঁহার শরীর স্বরূপ এবং পুরুষোত্তম, বাসুদেবাদি তাঁহার সংজ্ঞা। তিনি পরম কারুণিক, এইজন্য উপাসকদিগকে যথোচিত ফল প্রদান করিবার আশয়ে লীলাবশে পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করেন। প্রথম অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমাদি। দ্বিতীয় রামাদ্যবতারস্বরূপ বিভব। তৃতীয় বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি সংজ্ঞাক্রান্ত ব্যূহ। চতুর্থ সূক্ষ্ম ও সংপূর্ণ ষড়্গুণ বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম। পঞ্চম অন্তর্যামী সকল জীবের নিয়ন্তা। এই পাঁচ মূর্ত্তির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের উপাসনাদ্বারা পাপক্ষয় হয় এবং উত্তরোত্তর উপাসনার অধিকার জন্মে। এইমতে অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগভেদে উপাসনাও পাঁচ প্রকার। দেবমন্দিরের মার্জ্জন ও অনুলেপন প্রভৃতিকে অভিগমন কহে এবং গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণের আয়োজনকে উপাদান, পূজাকে ইজ্যা, অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্র, জপ, স্তোত্রপাঠ, নামসংকীর্ত্তন ও শাস্ত্রাভ্যাস প্রভৃতিকে স্বাধ্যায় এবং দেবতানুসন্ধানকে যোগ কহে। এইরূপ উপাসনাদিদ্বারা ভক্তগণ নিত্যপদ প্রাপ্ত হয় এবং ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারে, তখন আর পুনর্জ্জন্মাদি হয় না। চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ তিনই আছে। শ্রুতিতে যেখানে ঈশ্বর নির্গুণ বলিয়া অভিহিত, সেস্থলে তাহার তাৎপর্য্য প্রকৃত জনের ন্যায় রাগদ্বেষাদি গুণ ঈশ্বরের নাই, এইমাত্র। আর যে স্থলে পদার্থের নানাত্ব বিষয় নিষেধ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর চিৎ ও অচিৎ সমুদয় বস্তুর আত্মা; সুতরাং সকল বস্তুই ঈশ্বরাত্মক, ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ভূত পদার্থ নাই। এই সকল তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া রামানুজ শারীরকসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন এবং বৌধায়নাচার্য্য মহোপনিষদের মতানুসারে শারীরকসূত্রের এক বৃত্তি করেন, কিন্তু এই বৃত্তি নিতান্ত বিস্তৃত। এইজন্য রামানুজ ঐ বৃত্তির মতানুসারে সংক্ষেপে এক ভাষ্য করেন। [রামানুজ দেখ।]

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন—পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থকৃত ভাষ্যের মতানুসারে দর্শন সঙ্কলন করিয়াছেন। এইমতে জীব সূক্ষ্ম ও ঈশ্বরানুচর, বেদ অপৌরুষেয়, সিদ্ধার্থবোধক ও স্বতঃপ্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণ। প্রপঞ্চ সত্য, এই বিষয়ে পূর্ণপ্রজ্ঞ ও রামানুজের মতের ঐক্য আছে, কিন্তু রামানুজ ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিন তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ তাহা স্বীকার করেন না। পূর্ণপ্রজ্ঞ বলেন, রামানুজ বিরুদ্ধ তিনটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়া শঙ্করাচার্য্যের মতের পোষকতা করিয়াছেন। এই মত অশ্রদ্ধেয়। আনন্দতীর্থকৃত শারীরকমীমাংসার ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, জীব ও ঈশ্বরের যে পরস্পর ভেদ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকেনা। ঐ ভাষ্যে লিখিত আছে— "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই শ্রুতির জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদ নাই, এইরূপ তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু 'তস্য ত্বং' অর্থাৎ তাহার তুমি এই ষষ্ঠীসমাস দ্বারা উহাতে 'জীব ঈশ্বরের সেবক' এই অর্থই বুঝাইবে। এই মতে তত্ত্ব দুই প্রকার, স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। ইহার মধ্যে ভগবান্ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত অশেষ সদ্‌গুণের আশ্রয়স্বরূপ বিষ্ণুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব এবং জীবগণ অস্বতন্ত্রতত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরায়ত্ত। এইমতে ঈশ্বরের সেবা তিন প্রকার—অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। ইহার মধ্যে অঙ্কনের পদ্ধতি সকল সাকল্যসংহিতাপরিশিষ্টে বিশেষরূপে লিখিত আছে এবং উহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নারায়ণের শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন যাহাতে অঙ্গে চিরকাল বিরাজিত থাকে, তাহাই করিবে। অঙ্কনের প্রক্রিয়া সকল অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে। দ্বিতীয় সেবা নামকরণ, নিজপুত্রাদির কেশবাদি নাম রাখিবে, তাহা হইলে কথায় কথায় ভগবানের নাম কীর্ত্তন হইবে। তৃতীয় সেবা ভজন। এই ভজন ত্রিবিধ কায়িক, বাচিক ও মানসিক। তন্মধ্যে কায়িক ভজন তিন প্রকার দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ। বাচিক চারি প্রকার—সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায়। মানসিকও তিন প্রকার—দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা। যেমন—

"সম্পূজ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণোভবেৎ।"

এই বাক্যদ্বারা শূদ্রও ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণের পূজা করিলে ব্রাহ্মণের ন্যায় পবিত্রতাদি গুণবিশিষ্ট হয়, এই অর্থই বুঝায়। সেইরূপ "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মের অভেদ না বুঝাইয়া এই অর্থ বুঝাইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন হন। শ্রুতিতে মায়া, অবিদ্যা, নিয়তি, মোহিনীপ্রকৃতি ও বাসনা এই দুইটী শব্দের প্রয়োগ আছে। তাহার অর্থ ভগবানের

ইচ্ছা মাত্র, অদ্বৈতবাদিদিগের কল্পিত অবিদ্যা নহে। আর যে প্রপঞ্চ শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ প্রকৃত পঞ্চভেদ। সেই পঞ্চ এই, যথা জীবেশ্বর ভেদ, জড়েশ্বর ভেদ, জড়জীব ভেদ ও জীবগণের এবং জড় পদার্থের পরস্পর ভেদ। ঐ প্রপঞ্চ সত্য ও অনাদি সিদ্ধ। ব্রহ্মের সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদন করাই সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ। তন্মধ্যে মোক্ষই নিত্য; অপর তিন পুরুষার্থ; ইহা অস্থায়ী। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই প্রধান পুরুষার্থ মোক্ষলাভে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু ঈশ্বর প্রসন্ন না হইলে মোক্ষলাভ হয় না। জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বর প্রসন্ন হন না। জ্ঞান শব্দে বিষ্ণুর সর্ব্বোৎকর্ষ জ্ঞানকে বুঝায়।

ক্ষর ও অক্ষর প্রভৃতির সম্যক্ জ্ঞান হইলে বিষ্ণুর সহিত সহবাস হয়, সমুদয় দুঃখ দূরে যায় এবং নিত্য সুখের উপভোগ হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে—এক বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান হইলে সকল বস্তুকেই জানিতে পারা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই—যেমন গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিকে জানিলে গ্রাম জানা হয় ও পিতাকে জানিলে পুত্র জানা হয়। সেইরূপ এই জগতের প্রধান ভূত ও পিতার স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সমুদয় জানা হয় অর্থাৎ অন্যকে জানিবার আর অপেক্ষা থাকে না এইমাত্র; নতুবা বাস্তবিক এই শ্রুতিতে অভেদ বোধ হয় না। অদ্বৈতমতাবলম্বীরা যে ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের কূটার্থ করিয়া থাকেন, সে কিছু নহে, ঐ সূত্র সকলের মধ্যে কএকটী সূত্রের তাৎপর্য্য লিখিত হইতেছে যথা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রস্থ "অথ" শব্দের আনন্তর্য্য, অধিকার ও মঙ্গল এই তিন অর্থ। আর "অতঃ" এই শব্দের হেত্বর্থ গরুড়পুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে। যখন নারায়ণের প্রসন্নতা ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না, এবং তাহার জ্ঞান ভিন্ন প্রসন্নতা হয় না। তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাই এই সূত্রের অর্থ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ঐ সূত্রের অর্থ এই 'যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংসার হইয়া থাকে, নিত্য নির্দ্দোষ অশেষ সদ্‌গুণাশ্রয়, সেই নারায়ণই ব্রহ্ম।' তাদৃশ ব্রহ্মে প্রমাণ কি? এই জিজ্ঞাসায় কহিয়াছেন, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" শাস্ত্র সকলই নিরুক্ত ব্রহ্মের প্রমাণ, যে হেতু ব্রহ্মই শাস্ত্র সকলের প্রতিপাদ্য; শাস্ত্র সকলের উপক্রমে ও উপসংহারে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আনন্দতীর্থের ভাষ্যে সমুদায় বিবরণ বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে. পূর্ণপ্রজ্ঞ ঐ ভাষ্যের মতানুসারে এই সমস্ত রহস্য উদ্ভাবন করিয়াছেন। পূর্ণপ্রজ্ঞের আর দুই সংজ্ঞা মধ্বমন্দির ও মধ্ব। পূর্ণপ্রজ্ঞ নিজ মাধ্বভাষ্যে লিখিয়াছেন, তিনি বায়ুর তৃতীয় অবতার। বায়ুর প্রথম অবতার হনুমান্ এবং দ্বিতীয় অবতার ভীম। [পূর্ণপ্রজ্ঞ দেখ।]

নকুলীশ-পাশুপত-দর্শন—এই দর্শনাবলম্বীরা পরমকারুণিক মহাদেবকেই পরমেশ্বর এবং জীবগণকে পশু কহেন। জীবের অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পশুপতিও বলা যায়। যে কোন বিষয় সম্পাদন করিতে হইলে অস্মদাদির যেমন অন্ততঃ হস্তপদাদিরও সহায়তা করিতে হয়, সেইরূপ অন্য কোন বস্তুর সহায়তা অবলম্বন না করিয়াই জগদীশ্বর জগজ্জাত সমুদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই জন্য তাহাকে স্বতন্ত্রকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং অস্মদাদি দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা হইতেছে, তাহারও কারণ পরমেশ্বর, এই নিমিত্ত তাঁহাকে সর্ব্বকার্য্যের কারণ বলা যায়। এই দর্শনের মতে মুক্তি দুই প্রকার, দুঃখ সকলের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও পারমৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি। দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইলে আর কোন কালেই দুঃখ জন্মে না। এইজন্য ঐ মুক্তিকে চরম দুঃখনিবৃত্তি কহে। দৃক্‌শক্তি দ্বারা কোন বিষয় অবিজ্ঞাত থাকে না, যত সূক্ষ্ম যত ব্যবহিত বা যত দূরস্থ হউক না কেন, স্থূল অব্যবহিত ও অদূরবর্ত্তী বস্তুর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়, এবং যে বস্তুর যে গুণ বা যে দোষ আছে, তাহাও জানা যায়, ফলতঃ সকল বিষয়ই দৃক্‌শক্তিমান্ ব্যক্তির জ্ঞানপথের পথিক হয়। ক্রিয়াশক্তি হইলে যখন যে বিষয়ে অভিলাষ হয়, তখনই তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্রিয়াশক্তি মুক্ত ব্যক্তির কেবল ইচ্ছা মাত্র অপেক্ষা করে। মুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে অন্য কোন কারণ অপেক্ষা না করিয়াই অবিলম্বে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয়। এইরূপ দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ মুক্তি পরমেশ্বরের তত্তৎ শক্তি সদৃশ, এ জন্য উহাকে পারমৈশ্বর্য্য মুক্তি কহে। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে কথিত ভগবদ্দাসত্ব প্রাপ্তিকে মুক্তি বলা উক্তি মাত্র। মুক্ত ব্যক্তিকে যদ্যপি দাসত্বরূপ অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইল, তবে তাহাকে কি রূপে মুক্ত বলা যাইতে পারে, ইত্যাদি রূপে পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনের মত খণ্ডিত হইয়াছে। এই মতে, প্রধান ধর্ম্মসাধনকে চর্য্যাবিধি কহে। চর্য্যা দুই প্রকার ব্রত ও দ্বার। ত্রিসন্ধ্যা ভস্মস্নান, ভস্মশয্যায় শয়ন ও উপহার এই তিনকে ব্রত কহে। হ, হ, হা করিয়া হাস্যরূপ হসিত, গন্ধর্ব্বশাস্ত্রানুসারে মহাদেবের গুণগান রূপ গীত, নাট্যশাস্ত্রসম্মত নৃত্য, পুঙ্গবের চীৎকারের ন্যায় চীৎকার রূপ হুহুঙ্কার, প্রণাম ও জপ এই ছয় কর্ম্মকে উপহার বলে। এরূপ ব্রত

জনসমাজে না করিয়া অতি গোপনে সম্পাদন করিতে হয়। দ্বাররূপ চর্য্যা—ক্রাথন, স্পন্দন, মন্দন, শৃঙ্গারণ, অবিতৎকরণ ও অবিতদ্ভাষণ ভেদে ছয় প্রকার। সুপ্ত না হইয়াও সুপ্তের ন্যায় প্রদর্শনকে ক্রাথন, বায়ুসম্পর্কে কম্পিতের ন্যায় শরীরাদির কম্পনকে স্পন্দন, খঞ্জ ব্যক্তির অনুরূপ গমনকে মন্দন, পরম রূপবতী স্ত্রী সন্দর্শনে বাস্তবিক কামুক না হইয়াও কামুকের ন্যায় কুৎসিত ব্যবহার প্রদর্শনকে শৃঙ্গারণ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পর্য্যালোচনা পরিশূন্যের ন্যায় বিগর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে অবিতৎকরণ এবং নিরর্থক বাধিতার্থক শব্দোচ্চারণকে অবিতদ্ভাষণ কহে। এই মতে তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাধন। শাস্ত্রান্তরেও তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রান্তর দ্বারা মুক্তিতত্ত্বজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া এই শাস্ত্রই মুমুক্ষুগণের একমাত্র অবলম্বনীয়। বিশেষরূপে যাবতীয় বস্তু জানিতে না পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না। এই শাস্ত্রে পারমৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি এই উভয়রূপ মুক্তি এবং ঐ উভয়ই যোগের ফল। এই মতে কার্য্য সকল নিত্য এবং পরমেশ্বর স্বতন্ত্রকর্ত্তা।

[নকুলীশ পাশুপত দেখ।]

শৈবদর্শন—এই দর্শনের মতে শিব পরমেশ্বর ও জীবগণ পশু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নকুলীশ-পাশুপত-দর্শনের মতে, পরমেশ্বরের কর্ম্মাদি-নিরপেক্ষ-কর্তৃত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এতন্মতাবলম্বীরা তাহা স্বীকার না করিয়া যে ব্যক্তি যে রূপ কর্ম্ম করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করিতেছেন বলিয়া পরমেশ্বরকে কর্ম্মাদিসাপেক্ষ কর্ত্তা কহে। অস্মদাদি ভিন্ন একজন জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর আছেন ইহা অনুমানসিদ্ধ। অস্মদাদির ন্যায় পরমেশ্বরের প্রাকৃত শরীর নাই, পঞ্চমন্ত্রাত্মক শক্তিই তাঁহার শরীর। ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত এই পাঁচটী মন্ত্র যথাক্রমে ঈশ্বরের মস্তক, বদন, হৃদয়, গুহ্য ও পাদস্বরূপ এবং যথাক্রমে অনুগ্রহ, তিরোভাব, প্রলয়, স্থিতি ও সৃষ্টি রূপ পঞ্চকৃত্যেরও কারণ। আগম দ্বারা আপাততঃ বোধ হয় যে অস্মদাদির ন্যায় ঈশ্বরের নয়নাদিবিশিষ্ট প্রাকৃত শরীর আছে, কিন্তু উহা বাস্তবিক নহে। ঐ সকল আগমের তাৎপর্য্য এই যে, নিরাকার বস্তুর চিন্তা স্বরূপ ধ্যান হইতে পারে না বলিয়া, ভক্তবৎসল পরমেশ্বর ভক্তদিগের ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনার্থ করুণা করিয়া কখন কখন তাদৃশ আকার ধারণ করেন। এই মতে পদার্থ তিন প্রকার পতি, পশু ও পাশ। পতি পদার্থ ভগবান্ শিব এবং যাহারা শিবত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা পশু, আর শিবত্বপদ প্রাপ্তিসাধন দীক্ষাদি উপায় সকল পাশ। পশু পদার্থ জীবাত্মা। ঐ জীবাত্মা বৃহৎ ক্ষেত্রজ্ঞাদি পদবাচ্য, দেহাদিভিন্ন সর্ব্বব্যাপক, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন, দুর্জ্ঞেয় ও কর্ত্তা স্বরূপ। [জীবাত্মা দেখ।] পাশ পদার্থ মল, কর্ম্ম, মায়া ও রোধ শক্তিভেদে চারি প্রকার। স্বাভাবিক অশুচিকে মল কহে; যেমন তণ্ডুল তুষদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ মল দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মকে কর্ম্ম; প্রলয়াবস্থায় যাহাতে কার্য্য সকল লীন হয় এবং পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে মায়া এবং পুরুষতিরোধায়ক যে পাশ তাহাকে রোধশক্তি কহে। জীব পশুপদার্থ বাচ্য। ঐ পশুপদার্থ তিন প্রকার; বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল ও সকল। একমাত্র মলস্বরূপ পাশযুক্ত জীবকে বিজ্ঞানাকল; মল ও কর্ম্ম রূপ পাশদ্বয় যুক্তকে প্রলয়াকল, আর মল, কর্ম্ম এবং মায়া এই পাশত্রয়বদ্ধকে সকল কহে। সমাপ্তকলুষ ও অসমাপ্ত কলুষ ভেদে বিজ্ঞানাকল জীবও দ্বিবিধ। প্রলয়াকল জীবও দ্বিবিধ পক্বপাশদ্বয় ও অপক্ব পাশদ্বয়। পক্ব পাশদ্বয়ের মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়। অপক্ব পাশদ্বয়কে পুর্য্যষ্টক দেহ ধারণ করিয়া স্বকর্ম্মানুসারে তির্য্যক্ মনুষ্যাদি বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই মতে—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, চিত্তস্বরূপ অন্তঃকরণ, ভোগসাধন কলা, কাল, নিয়তি, বিদ্যা, রাগ; প্রকৃতি ও গুণ এই সপ্ততত্ত্ব; পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদায়ে এক বিংশতিতত্ত্বাত্মক সূক্ষ্ম দেহকে পুর্য্যষ্টক দেহ কহে। ঐ অপক্ব পাশদ্বয় জীবের মধ্যে যাহাদিগের পুণ্যাতিশয় সঞ্চিত আছে; মহেশ্বর তাহাদিগকে পৃথিবীপতিত্ব প্রদান করেন। সকল স্বরূপ জীবও দ্বিবিধ—পক্ব কলুষ ও অপক্ব কলুষ। মহাদেব পক্বকলুষদিগকে মহেশ্বর পদবী ও অপক্বকলুষদিগকে সংসারকূপে নিঃক্ষেপ করেন। [শৈব দেখ।]

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন—এই দর্শনের মতে মহেশ্বর জগদীশ্বর, তিনিই একমাত্র সকল জগতের কারণ। যে প্রকার বহুরূপী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাক্রমে কখন নৃপতি কখন ভিক্ষুক, কখন স্ত্রী প্রভৃতি নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকে, সেই রূপ ভগবান্ মহেশ্বরও স্থাবরজঙ্গমাদি নানারূপে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়া স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং ঐ ঐ রূপে অবস্থান করিতেছেন। এজন্য এই জগৎ যে ঈশ্বরাত্মক তাহাকে কোন সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর আনন্দস্বরূপ, জ্ঞাতা এবং জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং অস্মদাদির ঘটপটাদি বিষয়ক যে যে জ্ঞান হইতেছে, সে

সকলই পরমেশ্বরের স্বরূপ। এইমতে মুক্তিস্বরূপ পরাপর সিদ্ধির উপায় একমাত্র প্রত্যভিজ্ঞা, অন্যমতের ন্যায় এইমতে পূজা, ধ্যান, জপ, যাগ ও যোগাদির অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা সকল সিদ্ধ হইতে পারে, "স এবেশ্বরোঽহং" 'সেই ঈশ্বরই আমি' এইরূপ পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা কহে। এই প্রত্যভিজ্ঞা স্বীকার করায় এই দর্শনের নাম প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন হইয়াছে। খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তিকে বামন কহে, এইরূপ পূর্ব্ব উপদিষ্ট ব্যক্তির খর্ব্বাকৃতি পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইলে, "সোঽয়ং বামনঃ" সেই এই বামন এইরূপ জ্ঞান হয়, নৈয়ায়িক প্রভৃতিরা ইহাকে প্রত্যভিজ্ঞা কহেন। শাস্ত্র ও অনুমানাদিদ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও শক্তি জানিয়া সেই শক্তি জীবাত্মাতেও আছে। এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে "স এবেশ্বরোঽহং" সেই ঈশ্বরই আমি এইরূপ জ্ঞান হয়। এইমতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই, এইমতে পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশমান, অর্থাৎ পরমাত্মা আপনিই প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন আলোকসংযোগাদি না হইলে গৃহস্থিত ঘটপটাদি বস্তুর প্রকাশ হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশে কোন কারণ অপেক্ষা করে না। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রকাশমান রহিয়াছেন। কিন্তু যখন গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাদি রূপ ঈশ্বরের ধর্ম্ম আমাতেও আছে, এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন পূর্ণভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে এবং আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, তখন আর কোন প্রয়োজন থাকে না। [প্রত্যভিজ্ঞা দেখ।]

রসেশ্বরদর্শন—পদার্থ নির্ণয়াংশে প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের সহিত রসেশ্বর দর্শনের প্রায় ঐকমত্য আছে। প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনে পারদপদার্থের বিষয় কোন স্থানে উল্লিখিত হয় নাই। এই দর্শনে উহা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এইমাত্র বিশেষ। যেমন প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনাবলম্বীরা মহেশ্বরকে পরমেশ্বররূপে নির্দ্দেশ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। সেইরূপ এই দর্শনাবলম্বীরা মহেশ্বরই পরমেশ্বর এবং জীবাত্মাই পরমাত্মা এইরূপ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। কিন্তু ইহারা প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনাবলম্বীদিগের স্বকপোল কল্পিত একমাত্র প্রত্যভিজ্ঞাই পরমপদ মুক্তির সাধন, এরূপ বিশ্বাস না করিয়া পরমমুক্তির প্রাপক অন্য এক পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহারা কহেন যে, মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে প্রথমতঃ দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদনে যত্ন করিতে হয়, তৎপরে ক্রমশঃ যোগাভ্যাস করিতে করিতে যখন জ্ঞানোদয় হয়, তৎকালে মুক্তিরসের আবির্ভাব হয়। যদিও অন্যান্য দর্শনেও মুক্তির সাধন এক এক পথ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তত্তৎ পথাবলম্বনেও পরমপদ মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলেও ঐ সকল পথে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু এই দর্শনে পারদ রসদ্বারা দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া ক্রমশঃ যোগাভ্যাসে নিরত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে পরমকারুণিক পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ সর্ব্বপ্রধান মুক্তিপদ প্রদান করেন। এজন্য মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে প্রথমতঃ দেহস্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হয়, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। দেহের স্থৈর্য্য সাধনোপায় পারদরস ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই, ঐ পারদরসদ্বারা যে রূপ দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হয়, অন্যান্য দর্শনে ইহার উল্লেখমাত্রও নাই। এই দর্শনের মতে, পারদরস দ্বারা দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিলে দেহ সত্ত্বেই মুক্তি হয়, এই মুক্তিকে জীবন্মুক্তি কহে। প্রথমতঃ এই দেহ শ্বাসকাশাদি নানারোগের আশ্রয়, বিনশ্বর, সুতরাং সমাধিকরণ-ক্লেশ-সহনে নিতান্ত অশক্ত, দ্বিতীয়তঃ বাল্যাবস্থায় ধীশক্তি জন্মে না, যৌবনাবস্থায় বিষয় রসাস্বাদে ব্যগ্র হইয়া পরকালের নিমিত্ত ক্ষণকালও চিন্তা করিতে প্রবৃত্তি হয় না এবং বৃদ্ধাবস্থায় বিবেকশক্তি থাকেনা, তৎপরেই দেহপতন হইয়া যায়; সুতরাং এই দেহে সমাধি নিষ্পন্ন হইতে পারে না, এজন্য প্রথমতঃ পারদরস দ্বারা দিব্য দেহ সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হইলেই ক্রমশঃ যোগাভ্যাসাদিদ্বারা পরমতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইবার সম্ভাবনা। তন্নিমিত্তই এই দর্শনে দেহস্থৈর্য্যসাধনপথ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পারদরস সামান্য ধাতু নহে, কারণ মহাদেব পার্ব্বতীকে স্বয়ং বলিয়াছেন যে 'পারদরস আমার স্বরূপ, ইহা আমার প্রত্যঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই পারদ সংসাররূপ সমুদ্রের যন্ত্রণানিবৃত্তি স্বরূপ। পার প্রদান করে বলিয়া 'পারদ' এই নাম হইয়াছে। পারদ আমার বীজ এবং অভ্রক তোমার বীজ; এই দুই বীজের যথাবিধানে মিলন সম্পন্ন করিতে পারিলে মৃত্যু ও দারিদ্র্য যন্ত্রণা এককালে দূরীভূত হয়।' পারদ নানা প্রকার। তন্মধ্যে এক এক পারদের এক একটী অসাধারণ গুণ আছে। বদ্ধ পারদদ্বারা শূন্যমার্গে গতিশক্তি এবং মৃত পারদদ্বারা জীবিত হওয়া যায় ইত্যাদি। একমাত্র পারদই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই প্রদান করে। পারদ ব্যতীত দেহের নিত্যতাসম্পাদক উপায়ান্তর নাই এবং উহার দর্শন, স্পর্শন, ভক্ষণ, স্মরণ, পূজন ও দানে সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। পারদরস অন্যান্য রস অপেক্ষা উত্তম বলিয়া ইহার নাম রসেশ্বর। ইহাতে রসের

গুণ বিশেষরূপ বর্ণিত আছে বলিয়া এই দর্শনের নাম রসেশ্বর দর্শন হইয়াছে। [রসেশ্বর দেখ।]

ঔলুক্যদর্শন। মহর্ষি কণাদ এই দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার অপর এক নাম উলূক, এজন্য এই দর্শনকে কাণাদ ও ঔলুক্যদর্শন কহে। এই দর্শনে অন্যান্য দর্শনের অনভিমত বিশেষ নামে একটী স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে এইজন্য ইহার নাম বৈশেষিক দর্শন। এই দর্শন ষড়্দর্শনের মধ্যে একখানি। এইমতে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নাম মুক্তি। যে দুঃখ নিবৃত্তি হইলে আর কোন কালেই দুঃখ না জন্মে, তাহাকে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি কহে। ঐ মুক্তি আত্মসাক্ষাৎকার স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জন্মে না। কিন্তু ঐ তত্ত্বজ্ঞান সহজ সাধ্য নহে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। ভগবান্ কণাদ শিষ্য প্রার্থনানুরোধে মননের অদ্বিতীয় সাধন স্বরূপ দশ অধ্যায়াত্মক এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দর্শনের সকল অধ্যায়েই দুই দুইটী আহ্নিক নামক বিরাম স্থান আছে। এই দর্শনের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানাতিরিক্ত প্রমাণান্তর নাই। অন্যান্য দর্শনে যে সমস্ত প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে; সে সকলই অনুমান স্বরূপ, অনুমানাতিরিক্ত নহে। এইমতে পদার্থ দ্বিবিধ ভাব ও অভাব; তন্মধ্যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, জাতি, বিশেষ ও সমবায় এই ষড়্বিধ ভাব পদার্থ। ইহার মধ্যে দ্রব্যপদার্থ নয় প্রকার—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ। গুণ পদার্থরূপ—রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রব্যত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মভেদে ২৪ প্রকার। নীলপীতাদি বর্ণকে রূপ কহে। রূপ ঐ ঐ বর্ণ ভেদে নানাবিধ। যে বস্তুর রূপ নাই, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। আর যাহার রূপ আছে, তাহা দৃষ্টিগোচর হয়, এইজন্য রূপ দর্শনের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। রস ষড়্বিধ কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, লবণ ও মধুর। গন্ধ সুরভি ও অসুরভি ভেদে দ্বিবিধ। বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞান দ্বিবিধ প্রমা ও ভ্রম। যাহার যে গুণ বা দোষ আছে, তাহাকে তত্তৎ গুণ বা দোষশালী বলিয়া জানাকে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা কহে এবং যাহার যে যে গুণ বা দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে অযথার্থ জ্ঞান এবং ভ্রম কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্খ ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। নিশ্চয় ও সংশয় ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। এই ভবনে মনুষ্য আছে আর এই ভবনে মনুষ্য আছে কি না, এইরূপ জ্ঞানদ্বয়কে যথাক্রমে নিশ্চয় ও সংশয় কহে। সংশয় নানা কারণে হইতে পারে। বিশেষ দর্শন হইলে সংশয়ের নিবৃত্তি হয়। বিশেষ পদে যে বস্তুর সংশয় হয়, তাহার ব্যাপ্যকে বুঝায়। যে বস্তু না থাকিলে যে বস্তু থাকেনা, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্তু হয়। যথা বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকেনা বলিয়া বহ্নির ব্যাপ্য ধূম, সুতরাং যতক্ষণ না ধূম দর্শন হয়, ততক্ষণ বহ্নির সংশয় থাকে, কিন্তু ধূম দৃষ্ট হইলে আর বহ্নির সংশয় থাকেনা। সুখ ও দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা হইয়া থাকে। সুখ সকলের অভিপ্রেত এবং দুঃখ অনভিপ্রেত। আনন্দ ও চমৎকারাদি ভেদে সুখ, আর ক্লেশাদি ভেদে দুঃখ নানাবিধ। অভিলাষকে ইচ্ছা কহে। যত্ন তিন প্রকার প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। যে বিষয়ে যাহার চিকীর্ষা থাকে, সে বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। আর যাহার যে বিষয়ে দ্বেষ থাকে, সে তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। এজন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রতি যথাক্রমে চিকীর্ষা ও দ্বেষ কারণ। যে যত্ন থাকায় জীবিত থাকা যায়, তাহাকে জীবনযোনি কহে। জীবনযোনি যত্ন না থাকিলে জন্তু সকল ক্ষণকালও জীবিত থাকেনা। ঐ যত্ন দ্বারাই প্রাণিগণের শ্বাস প্রশ্বাসাদি নির্ব্বাহিত হইতেছে। গুরুত্ব পতনের প্রতি কারণ এবং দ্রবত্ব ক্ষরণের কারণ। ইহা স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক ভেদে দ্বিবিধ। সংস্কার ত্রিবিধ—বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা। বেগ ক্রিয়াদি দ্বারা উৎপন্ন হয়। বৃক্ষের শাখা আকর্ষণ করিয়া মোচন করিলে যে গুণের সদ্ভাবে উহা পূর্ব্বস্থানে স্থিত হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপক সংস্কার কহে। যে সংস্কার দ্বারা পূর্ব্বানুভূত বস্তু সকলের স্মরণ হয়, তাহাকে ভাবনাসংস্কার কহে। ধর্ম্ম শুভাদৃষ্ট ও পুণ্যাদি পদবাচ্য। ইহা গঙ্গাস্নান ও যাগাদি ধর্ম্মজনক। অধর্ম্মকে দুরদৃষ্ট ও পাপ কহে, ইহা অবৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানে জন্মে এবং প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়। শব্দ দ্বিবিধ—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদি দ্বারা যে শব্দ জন্মে, তাহাকে ধ্বনি এবং কণ্ঠাদি হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বর্ণ কহে। ঐ বর্ণাত্মক শব্দ স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে দ্বিবিধ। গুণপদার্থ দ্রব্যমাত্রে অবস্থান করে। ক্রিয়াকে কর্ম্ম কহে। কর্ম্ম পদার্থ উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন ভেদে পঞ্চবিধ। উর্দ্ধ প্রক্ষেপকে উৎক্ষেপণ, অধোবিক্ষেপকে অবক্ষেপণ ও বিস্তৃত বস্তু সকলের বিস্তারকে প্রসারণ কহে। ভ্রমণ, উর্দ্ধজ্বলন, তির্য্যক্ গমন প্রভৃতি গমনের মধ্যে গণ্য। জাতি পদার্থ নিত্য ও অনেক বস্তুতে থাকে। পর ও অপর ভেদে জাতি দ্বিবিধ। যে জাতি অধিক স্থানে থাকে, তাহাকে পর জাতি, আর যাহা অল্প স্থানে থাকে, তাহাকে অপর জাতি কহে।

যাহার চৈতন্ত আছে সে আত্মপদবাচ্য, আত্মা সকল ইন্দ্রিয় ও শরীরের অধিষ্ঠাতা, আত্মা না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই কোন কার্য্য হইত না।

আত্মা দ্বিবিধ জীবাত্মা ও পরমাত্মা [জীবাত্মা দেখ]। এই দর্শনের মতে বিশেষ পদার্থ নিত্য। আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি এক একটী নিত্য দ্রব্যে এক একটী বিশেষ পদার্থ আছে। যদি বিশেষ পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে কখনই পরমাণু সকলের পরস্পর বিভিন্ন রূপতার নিশ্চয় করা যাইত না। যেমন অবয়বী বস্তুদ্বয়ের পরস্পরের অবয়বগত বিভিন্নতা দর্শনে বিভিন্নরূপতা নিশ্চয় করা যাইতেছে, সেইরূপ এই পরমাণু অন্ত পরমাণু হইতে ভিন্ন এবং অন্ত পরমাণুতে যে বিশেষ আছে, তাহা অপর পরমাণুতে নাই, এজন্ত অন্ত পরমাণু অপর পরমাণু হইতে পৃথক্ এই রীতিক্রমে যাবতীয় পরমাণুর পরস্পর বিভিন্নরূপতা নিশ্চয় করা যাইতে পারে। দ্রব্যের সহিত গুণ ও কর্ম্মের সহিত জাতির, নিত্য দ্রব্যের সহিত বিশেষ পদার্থের যে সম্বন্ধ এবং অবয়বের সহিত অবয়বীর যে সম্বন্ধ, তাহাকে সমবায় পদার্থ কহে। অভাব দ্বিবিধ ভেদ ও সংসর্গাভাব। গৃহ হইতে পুস্তক ভিন্ন, পুস্তক গৃহ নহে, ইত্যাদি স্থলে যে অভাব প্রতীয়মান হয়, তাহাকে ভেদ কহে। সংসর্গাভাব ত্রিবিধ প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। পূর্ব্বে যে সপ্তবিধ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছি, তদতিরিক্ত আর পদার্থ নাই। ইহাদিগের মধ্যেই তাবৎ পদার্থ অন্তর্ভূত হইবে। অন্ধকারাদি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, যে হেতু আলোকের অভাবকেই অন্ধকার কহে। তদতিরিক্ত অন্ধকার পদার্থে আর কোন প্রমাণ নাই।

[বৈশেষিক ও কণাদ দেখ।]

অক্ষপাদ দর্শন (ন্তায়দর্শন)—এই দর্শনপ্রণেতা মহর্ষির নাম অক্ষপাদ ও গোতম, এজন্ত ইহাকে অক্ষপাদ ও গৌতম-দর্শন কহে। ইহাতে ন্তায় ও তর্কপদার্থ বিশেষরূপ নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ইহার ন্তায় ও তর্কশাস্ত্র এই দুইটী নাম হইয়াছে এবং এই দর্শনে অনুমানের রীতি সবিশেষ নিরূপিত থাকায় ইহাকে আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র বলা হইয়া থাকে। এই ন্তায়শাস্ত্রে সকল শাস্ত্রেরই উপযোগিতা আছে, যে হেতু ন্তায়শাস্ত্র ব্যতিরেকে কোন শাস্ত্রেরই যথার্থ তাৎপর্য্যগ্রহ হয় না। এইজন্ত ন্তায়শাস্ত্র সকল শাস্ত্রেরই দ্বার-স্বরূপ। এই শাস্ত্রে "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি অনেকানেক ন্তায়-বিরুদ্ধ শ্রুতি আছে, ইহা অনেকে বলিয়া থাকেন, কিন্তু আদ্যোপান্ত বৌদ্ধাধিকার বিবৃতি দেখিলে ঐ সকল আপত্তি অবোধ-বিলসিত বলিয়া বোধ হইবে। মহামহোপাধ্যায় রঘুনাথ শিরোমণি ঐ সকল শ্রুতির সমন্বয় করিয়াছেন। এই ন্তায়দর্শন ৫ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহার প্রত্যেক অধ্যায়েই দুইটী করিয়া আহ্নিক আছে। এই মতে পদার্থ ষোল প্রকার—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থান। যাহা দ্বারা যথার্থরূপে বস্তু সকলের নির্ণয় করা যায়, তাহাকে প্রমাণ পদার্থ কহে, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ ভেদে চারি প্রকার। ঐ চারিটী প্রমাণ হইতে যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ এই চারিটী প্রমিতি জন্মে। নয়নাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথার্থ রূপে বস্তু সকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমিতি কহে। প্রত্যক্ষপ্রমিতি ৬ প্রকার—ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান তাহাকে অনুমিতি কহে। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব থাকেনা, তাহাকে তাহার ব্যাপ্য এবং যে পদার্থ না থাকিলে যে পদার্থ না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক কহে। যথা কোন স্থানেই বহ্নি ব্যতিরেকে ধূম থাকেনা বলিয়া ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এবং যেস্থানে ধূম থাকে, সেস্থানে বহ্নির অভাব থাকেনা বলিয়া বহ্নি ধূমের ব্যাপক। এই জন্ত পর্ব্বতাদিতে ধূম সন্দর্শন করিয়া বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে। অনুমান ত্রিবিধ—পূর্ব্ব-বৎ, শেষবৎ ও সামান্ততোদৃষ্ট। কারণ দর্শনে কার্য্যের অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ কারণলিঙ্গক অনুমান কহে, যেমন মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমান। কার্য্য-দর্শন করিয়া কারণের অনুমানকে শেষবৎ অর্থাৎ কার্য্য-লিঙ্গক অনুমান কহে; যেমন নদীর অত্যন্ত বৃদ্ধি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমান। কারণ ও কার্য্য ভিন্ন কেবল ব্যাপ্য যে বস্তু তাহাকে দর্শন করিয়া যে অনুমিতি হয়, তাহাকে সামা-ন্ততোদৃষ্ট অনুমান কহে, যথা গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ শশধর সন্দর্শনে শুক্লপক্ষের অনুমান ক্রিয়াকে হেতু করিয়া গুণের অনুমান এবং পৃথিবীত্ব জাতিকে হেতু করিয়া দ্রব্যত্ব জাতির অনুমান। কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে শক্তি পরিচ্ছেদকে উপমিতি কহে। এই শব্দ দ্বারা যে বোধ হয়, তাহাকে শাব্দবোধ কহে। এই শব্দপ্রমাণ দ্বিবিধ দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহাকে দৃষ্টার্থক আর যাহার অর্থ অদৃশ্য তাহাকে অদৃষ্টার্থক শব্দ কহে। প্রমেয়পদার্থ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ ভেদে দ্বাদশ প্রকার। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়। দোষ রাগ,

দ্বেষ ও মোহভেদে ত্রিবিধ। কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ, মায়া ও দম্ভাদি ভেদে রাগ পদার্থ নানাবিধ। রমণেচ্ছাকে কাম, নিজ প্রয়োজন ব্যতিরেকেই পরের অভিমত বিষয়ের নিবারণেচ্ছাকে মৎসর, যে বিষয়ে কোন ধর্ম্মের হানি হয় না, এমত বিষয়প্রাপ্তির ইচ্ছাকে স্পৃহা, আর আমার সঞ্চিত বস্তুর ক্ষয় না হউক, এতাদৃশ ইচ্ছাকে তৃষ্ণা কহে। কার্পণ্যাদি ভেদে তৃষ্ণাও নানাবিধ। উচিত ব্যয় না করিয়া ধনরক্ষণেচ্ছাকে কার্পণ্য কহে। যাহা দ্বারা পাপ হইতে পারে, এরূপ বিষয়ের প্রাপ্তীচ্ছাকে লোভ কহে। পরবঞ্চনাকে মায়া কহে। ছলক্রমে নিজের ধার্ম্মিকত্বাদি প্রকাশ করিয়া স্বকীয় উৎকৃষ্টত্ব ব্যবস্থাপনেচ্ছাকে দম্ভ কহে। ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ ও অভিমানাদি ভেদে দ্বেষও নানা প্রকার। বিপর্য্যয়, সংশয়, তর্ক, মান, প্রমাদ, ভয় ও শোকাদি ভেদে মোহও নানা প্রকার। বারংবার উৎপত্তিকে অর্থাৎ একবার মরণ আর একবার জন্মগ্রহণ এবং পুনরায় মরণ ও তদনন্তর জন্মগ্রহণ রূপ জন্মগ্রহণের আবৃত্তিকে প্রেত্যভাব কহে। যতদিন না মুক্তি হয়, ততদিন সকল জীবকেই এই প্রেত্যভাব দুঃখে দুঃখিত হইতে হয়। মুক্তি ব্যতীত এই প্রেত্যভাব দুঃখ হইতে নিবৃত্তি হয় না। অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি রূপ মুক্তিকে অপবর্গ কহে। এই অপবর্গই সকলের প্রার্থনীয় ও প্রয়োজন। প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। অভিলষণীয় বিষয়ান্তরের সম্পাদক বলিয়া যে বিষয় অভিলষণীয় হয় তাহাকে গৌণ, আর তদতিরিক্ত কেবল অভিলষণীয় বিষয়কে মুখ্য প্রয়োজন কহে। প্রত্যেকেরই মুখ্য প্রয়োজন সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তি। যে কোন ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সকলেরই প্রধান উদ্দেশ্য সুখ বা দুঃখনিবৃত্তি, ঐ সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তির সম্পাদক বলিয়াই অতি ক্লেশকর বিষয়ও প্রার্থনীয় হয়। ফলতঃ সকল বিষয়েরই প্রধান উদ্দেশ্য সুখ বা দুঃখনিবৃত্তি বলিয়া সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিকে মুখ্য প্রয়োজন আর উহাদিগের সাধন বলিয়া ধনোপার্জ্জনাদিকে গৌণ প্রয়োজন কহে। অনিশ্চিত বিষয়ের শাস্ত্রানুসারে নির্ণয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে; যথা.—কি হইলে মুক্তি হয়? এইরূপ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে ও শাস্ত্রাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইলে মুক্তি হয় এইরূপ নিশ্চয় হয়। সিদ্ধান্ত চারি প্রকার—সর্ব্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ ও অভ্যুপগম। বিচারাঙ্গ বাক্যবিশেষকে অবয়ব কহে। অবয়ব ৫ প্রকার—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। আপত্তি বিশেষকে তর্ক কহে। পরস্পর জিগীষু না হইয়া কোন প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদী প্রতিবাদীর বিচারকে বাদ কহে। প্রকৃত বিষয়ের বাস্তবিক সাধক না হইলেও আপাততঃ প্রকৃত বিষয়ের সাধক বলিয়া যাহাকে বোধ হয়, তাহাকে হেত্বাভাস কহে। বক্তা যে অর্থতাৎপর্য্যে যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া তদ্বিপরীত অর্থ কল্পনাপূর্ব্বক মিথ্যা যে দোষারোপ করা যায়, তাহাকে ছল কহে। প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে প্রতিবাদী দোষ দিলে সেই দোষের উদ্ধারে অশক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগাদি রূপ পরাজয়ের যে কারণ তাহাকে নিগ্রহস্থান কহে। ন্যায় মতে—ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মে। তখন বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি হয় এবং আত্মা শরীরাদি হইতে পৃথক্ তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং শরীরাদিতে আত্মত্ব বুদ্ধি রূপ আর মিথ্যাজ্ঞান জন্মে না। এইরূপে রাগ ও দ্বেষের আর উৎপত্তি হয় না। যদি রাগ ও দ্বেষই নিবৃত্ত হইল, তবে উহাদিগের কার্য্য স্বরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাত্মক প্রবৃত্তির পুনর্ব্বার সম্ভাবনা থাকেনা। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই যখন জন্মগ্রহণের ...ত, তখন ধর্ম্মাধর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে আর জন্মাদি হইবে না, তখন আর জন্মমৃত্যুরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না এবং সকল দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। তখনই মুক্তি হইবে। জীবাত্মাতিরিক্ত যে একজন পরমেশ্বর আছেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ অনুমান ও শ্রুত্যাদি। [জীবাত্মা দেখ।] ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন এই উভয় দর্শনের মধ্যে এখন কোন শাস্ত্রেরই মূল সূত্রের সম্যক্ অনুশীলন নাই, কেবল উভয় শাস্ত্রসম্মত সংগ্রহ ও টীকা সকল সাধারণতঃ ন্যায়শাস্ত্র নামে অভিহিত। পারমার্থিক মত বিষয়ে এই দুই দর্শনে কোন প্রভেদ নাই, এ উভয়ই যুক্তিপ্রধান শাস্ত্র। অপর অপর যে যে বিষয়ে মতভেদ আছে, তাহা অতি সামান্য। বৈশেষিক সপ্ত পদার্থ ও নৈয়ায়িক ষোড়শ পদার্থবাদী এই মাত্র বিশেষ। এই উভয় দর্শনই পরমাণুবাদী। [ন্যায় দেখ।]

সাংখ্যদর্শন—এই দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি কপিল। মহর্ষি কপিল যখন দেখিলেন, এই জগন্মণ্ডলে সকলই ত্রিতাপে তাপিত, যে দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করা যায়, চারিদিকেই দুঃখময়, দুঃখ ভিন্ন আর যেন কিছুই নাই। তাই তিনি দয়া পরবশ হইয়া নিস্তারের উপায় স্বরূপ এই অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রচার করেন। এই দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা অর্থাৎ গণনা করিয়াছেন বলিয়াই ইহাকে সাংখ্যদর্শন কহে। মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। প্রকৃতির পরিণামে এই চরাচর জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে, এবং পুরুষ প্রকৃতির মায়ায় বিমোহিত হইয়া প্রতিবিম্ব ক্রমে

দুঃখ ভোগ করিতেছে। পুরুষ নিত্য ও অপরিণামী। ইনি কাহার প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে এজন্য অনুভয় অর্থাৎ না প্রকৃতি না বিকৃতি। মূল প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ সমভাবে অবস্থিত যে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ তাহাদিগের স্বরূপ। সত্ত্ব রজঃ ও তম ইহারা বৈশেষিকোক্ত গুণ পদার্থ নহে, দ্রব্য পদার্থ। পুরুষ পশু বন্ধন করে বলিয়া ইহাকে গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই প্রকৃতি সক্রিয়, নিত্য, অনাশ্রিত অর্থাৎ কোন আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া অবস্থিত, অসংযুক্ত, অবিভক্ত, স্বতন্ত্র অর্থাৎ অহঙ্কারাদি তত্ত্বান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকেই স্বকার্য্যকরণে সমর্থ। অচেতন জড়াত্মক এবং পরিণামী। মহত্তত্ত্ব অবধি এই দৃশ্যমান্ মহতী মহীমণ্ডলী প্রভৃতি মহাভূত পর্য্যন্ত-যাবতীয় পদার্থ মূল প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরম্পরায় পরিণাম বিশেষ। এই গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া জগৎ কার্য্য সম্পাদিত হয়। সত্ত্বগুণ সুখ স্বরূপ লঘু প্রকাশক, রজঃ দুঃখ স্বরূপ এবং উপষ্টম্ভক অর্থাৎ সত্ত্ব ও তমঃ যে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহার প্রবর্ত্তক। তমোগুণ মোহ স্বরূপ, গুরু এবং আবরক। যখন প্রকৃতির বিরূপ পরিণাম হয়, তখন প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত এইরূপে সকল সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থ নাই। মহত্তত্ত্ব বুদ্ধি স্বরূপ। বুদ্ধিতত্ত্ব দ্বারাই যাবদ্বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় হয়। ঐ নিশ্চয়কে অধ্যবসায় কহে। অধ্যবসায় বুদ্ধির ধর্ম্ম। পুরুষ নিত্য, সত্ত্বাদি ত্রিগুণশূন্য, চেতন স্বরূপ, সাক্ষী, কূটস্থ, দ্রষ্টা, বিবেকী, সুখ দুঃখাদি শূন্য, মধ্যস্থ ও উদাসীন পদবাচ্য। পুরুষ শরীরভেদে নানা প্রকার অর্থাৎ এক একটী শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মা স্বরূপ এক একটী পুরুষ আছেন। ঐ শরীর দ্বিবিধ স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন হয়। মাতা হইতে লোম, শোনিত ও মাংস এবং পিতা হইতে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা জন্মে। এই মাতাপিতৃজ শরীরকে ষাট্‌কৌশিক শরীর কহে। এই শরীরই রসান্ত, ভস্মান্ত বা বিষ্ঠান্ত হয়। সূক্ষ্ম শরীর, বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্টাদশ তত্ত্বের সমষ্টি, ইহা নিত্য অর্থাৎ প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং অব্যাহত অর্থাৎ অপ্রতিহত গতি। সূক্ষ্ম শরীর শিলামধ্যে প্রবেশ করিতে পারে এবং ইহলোক ও পরলোকগামী। এই সূক্ষ্ম শরীর, নর, পশু, পক্ষী, শিলা ও বৃক্ষাদি স্বরূপ স্থূল শরীর ধারণ করে। এই শরীরেরই সুখ দুঃখ ভোগ হয়; এই শরীরের বিনাশ হয় না। প্রকৃতি সর্গের আদিতে এক একটী সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রকৃতি পুরুষের বিবেক খ্যাতি পর্য্যন্ত পুরুষের সহিত সংযুক্ত থাকে। বিবেকখ্যাতি হইলেই প্রকৃতি নিবৃত্ত হয়। যেমন নর্ত্তকী নৃত্য দর্শনরূপ স্বকার্য্য সম্পাদন করিয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষকে সংসাররূপ রঙ্গ দেখাইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। ইহারা অন্ধপঙ্গুবৎ স্বকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয়। এজন্য প্রকৃতি পুরুষসাপেক্ষ, পুরুষও প্রকৃতিগত। সুখ দুঃখকে আত্মগত বিবেচনা করিয়া তন্নিবারণাভিলাষে মুক্তি প্রার্থনা করে। ঐ মুক্তি প্রকৃতির সহিত পুরুষের অন্যথাখ্যাতি অর্থাৎ ভেদজ্ঞান স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জন্মে না। এই তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃতি দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এজন্য পুরুষও প্রকৃতিসাপেক্ষ। প্রমাণ ত্রিবিধ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। এই মতে, সকল কার্য্যই সৎ অর্থাৎ সকল কার্য্যই উৎপত্তির পূর্ব্বে স্ব স্ব কারণে সূক্ষ্মরূপে সংযুক্ত থাকে, পরে যখন আবির্ভূত হয়, তখন তাহাকে উৎপন্ন কহে; আর যখন তিরোভূত হয় অর্থাৎ পুনরায় নিজ কারণে বিলীন হয়, তখন তাহাকে বিনষ্ট কহে। বস্তুতঃ কোনই কার্য্যই উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয় না। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষ। যাহাতে এই দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে, তদ্বিষয়ই এই দর্শনে বিশেষরূপ আলোচিত হইয়াছে।

[সাংখ্য ও কপিল দেখ।]

পাতঞ্জল-দর্শন—এই দর্শনপ্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি। নিজ নামানুসারে এই দর্শনের নাম পাতঞ্জল দর্শন হইয়াছে। এই দর্শনে যোগের বিষয় বিশেষ রূপ নির্দ্দিষ্ট থাকায় ইহাকে যোগশাস্ত্র ও পদার্থনির্ণয়াংশে সাংখ্যদর্শনের সহিত একমত থাকায় ইহাকে সাংখ্যপ্রবচন শব্দেও নির্দ্দেশ করা যায়। ভগবান্ কপিল যেরূপ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করেন, ভগবান্ পতঞ্জলিও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ইহার মতে, পুরুষাতিরিক্ত পরমেশ্বর আছেন, এই মাত্র প্রভেদ। এজন্য কেহ কেহ সাংখ্য শাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য ও নিরীশ্বর সাংখ্য কহিয়া থাকেন। সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জল ও নিরীশ্বর সাংখ্য কপিলসূত্র। সাংখ্য শাস্ত্রে ঈশ্বর স্বীকার করেন কি না তাহা নিতান্ত দুর্বোধ্য এবং অনালোচ্য, এজন্য তদ্বিষয়ক বিচারাদি প্রদত্ত হইল না।

এই দর্শন পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত। এই পাদচতুষ্টয়ে যোগ শাস্ত্র করিবার প্রতিজ্ঞা, যোগের লক্ষণ, যোগের উপায় স্বরূপ যে অভ্যাস ও বৈরাগ্য তাহাদিগের স্বরূপ ও ভেদ, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে সমাধি বিভাগ, সবিস্তার যোগোপায়, ঈশ্বরের স্বরূপ, প্রমাণ উপাসনা ও তৎফল, চিত্তবিক্ষেপ দুঃখাদি, চিত্তবিক্ষেপের ও দুঃখাদির নিরা-

করণোপায় সমাধিভেদ, ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ কর্ম্মের প্রভেদ, তত্ত্বজ্ঞান, যম নিয়মাদি, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, সিদ্ধিপঞ্চক, বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। পতঞ্জলি মতে, ষড়্‌বিংশতিতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বেই যাবতীয় পদার্থ অন্তর্ভূত আছে। এতদতিরিক্ত পদার্থান্তর নাই। চতুর্বিংশতিতত্ত্ব ও পুরুষ ইহার বিষয় সাংখ্য দর্শনে বর্ণিত হইয়াছে। ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব ঈশ্বর। পরমেশ্বর ক্লেশাদিরহিত, জগন্নির্ম্মাণার্থ স্বেচ্ছানুসারে শরীর ধারণপূর্ব্বক সংসার প্রবর্ত্তক এবং সংসারানলে সন্তপ্যমান ব্যক্তি সকলের অনুগ্রাহক, অসীম, কৃপার নিধান এবং অন্তর্য্যামী রূপে সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। যোগ দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। চিত্তবৃত্তির নিরোধকে অর্থাৎ বিষয়সুখে প্রবৃত্ত চিত্তকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত ও ধ্যেয় বস্তুমাত্রে সংস্থাপিত করিয়া তন্মাত্রের ধ্যানবিশেষকে যোগ কহে। অন্তঃকরণকে চিত্ত কহে। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, নিরুদ্ধ ও একাগ্র ভেদে চিত্তের অবস্থা পঞ্চবিধ। চিত্তের অবস্থা বিশেষকে চিত্তবৃত্তি কহে। চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমভেদে প্রমাণ ত্রিবিধ। মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্য্যয় কহে। কোন বিষয় বাস্তবিক অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া স্থির থাকিলেও তদর্থ-প্রতিপাদক শব্দ শ্রবণ মাত্র আপাততঃ তদ্বিষয়ের যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম বিকল্প। নিদ্রাশব্দে সাধারণ নিদ্রা ও স্মরণকে স্মৃতি কহে। এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তিই চিত্তের পরিণাম বিশেষ বলিয়া চিত্তের ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে। পরিণাম ত্রিবিধ ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা। যোগস্বরূপ চিত্তবৃত্তি নিরোধ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সমুৎপন্ন হয়। বহুকাল নিরন্তর আদরাতিশয় সহকারে কোন বিষয়ে যত্ন করাকে অভ্যাস, আর বিষয়-সুখ-বিতৃষ্ণাকে বৈরাগ্য কহে। যাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সে বিবেচনা করে, সুখদুঃখজনক বিষয়ের বশীভূত আমি নই, আমারই বশবর্ত্তী সুখদুঃখাদি-জনক বিষয়, এ কারণ বৈরাগ্যকে বশীকার শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। বিষয় দ্বিবিধ দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক। ইহলোকে উপভুজ্যমান বিষয়কে দৃষ্ট, আর পরলোকে ভোক্তব্য বিষয়কে আনুশ্রবিক কহে। জ্ঞানযোগের অধিকারী সকলে নহে; যাহাদিগের চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, তাহাদিগেরই জ্ঞানযোগের অধিকার আছে। যাহাদের চিত্তপ্রসাদ না হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগ করিতে হয়। মন্ত্রের সংস্কার দশ প্রকার—জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি। ইত্যাদি ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিলে ক্লেশ সকল ক্ষীণ হয়। যোগাঙ্গ অষ্টবিধ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। প্রাণবায়ুর স্বাভাবিক গতিবিচ্ছেদকে প্রাণায়াম কহে। প্রাণায়াম ত্রিবিধ রেচক, পূরক ও কুম্ভক। যথাবিধ যোগানুষ্ঠান করিলে সিদ্ধি হয়। সিদ্ধি নানাপ্রকার, তন্মধ্যে অণিমা, লঘিমা, মহিমা, গরিমা, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবশায়িত্ব এই ৮টী সিদ্ধিকে মহাসিদ্ধি কহে। সকল ব্যক্তিরই সংসারের কারণ একমাত্র প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ। ঐ প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ অবিদ্যাবশতই জন্মে। ঐ অবিদ্যার বিনাশক কেবল বিবেকখ্যাতি, এতদ্ভিন্ন অবিদ্যার উন্মূলক উপায়ান্তর নাই। যেরূপ চিকিৎসাশাস্ত্র রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভেষজভেদে চতুর্ব্যূহ, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও হেয়, হেয়হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষহেতু ভেদে চতুর্ব্যূহ। দুঃখময় সংসারকে হেয়, প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগকে হেয়হেতু, আত্যন্তিক প্রকৃতিপুরুষ-সংযোগ-নিবৃত্তি স্বরূপ কৈবল্যকে মোক্ষ এবং বিবেকখ্যাতি স্বরূপ দর্শনকে মোক্ষ কহে।

[পাতঞ্জল ও সাংখ্য দেখ।]

মীমাংসাদর্শন—এই দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি জৈমিনি, এইজন্য ইহার নাম জৈমিনিদর্শন হইয়াছে। ইহাতে বেদের বিষয় সকল মীমাংসিত হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম মীমাংসাদর্শন। মীমাংসা ব্যতীত কোন বিষয়েরই সিদ্ধান্ত হয় না। এইজন্য প্রত্যেক কার্য্যেরই মীমাংসা প্রয়োজন। যে স্থলে বেদের তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয় করা সুকঠিন, সেইরূপ শ্রুতি ও স্মৃত্যাদির পরস্পর বিরোধভঞ্জনপূর্ব্বক ঐ উভয়ের মান্যতা সংস্থাপন করাও সামান্য কঠিন নহে। এইজন্য মীমাংসার প্রয়োজন, মীমাংসা করিতে হইলে একমাত্র মীমাংসাদর্শনই উপায় স্বরূপ। শ্রুতি সকলের মধ্যে যে যে স্থলে অস্পষ্টতা ও পরস্পর বিরোধ ছিল, অথবা তাদৃশ শ্রুতির সহিত যে যে স্থলে কল্পশাস্ত্র ও মন্বাদি স্মৃতির বিপ্রতিপত্তি ছিল, মহর্ষি জৈমিনি এই দর্শনে তাহারই মীমাংসা করিয়াছেন। এই দর্শনানুসারে বেদ অপৌরুষেয় এবং বেদই ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং মানব কেহই তাঁহার কর্ত্তা নহেন। উহা নিত্য। যাঁহারা বেদকে ধারণ ও বৈদিক কর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। বেদ যদি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইত, তাহা হইলে কখনই বেদোক্ত যাবদ্বিষয়ের সত্যতা থাকিত না, কোন অংশ অবশ্যই মিথ্যা হইত সন্দেহ নাই। ইত্যাদি রূপে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই দর্শন দ্বাদশাধ্যায়ে এবং সহস্র সংখ্যক অধিকরণে বিভক্ত। তাহার এক এক অধিকরণে এক এক প্রকার বিরোধের মীমাংসা আছে এবং প্রত্যেক অধিকরণে পাঁচ পাঁচটী অঙ্গ—বিষয়, অবিষয়, পূর্ব্ব ও উত্তরপক্ষ এবং নির্ণয়।

"বিষয়োঽবিষয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরং।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতং॥" (মীমাংসা)

যেমন এক শ্রুতিতে আছে, বৃক্ষ সম্বন্ধীয় কুশদ্বারা যজ্ঞ করিবে এবং পর শ্রুতিতে আছে উড়ুম্বর বৃক্ষজাত কুশ দ্বারা উহা করিবে। এস্থানে কুশদ্বারা যজ্ঞ করার ব্যবস্থার নাম বিষয়। কিন্তু সকল প্রকার বৃক্ষের কুশ দিয়া যজ্ঞ হইবে কি উড়ুম্বর বৃক্ষ সম্বন্ধীয় কুশ দ্বারা যজ্ঞ হইবে, এই রূপ সন্দেহের নাম অবিষয়। সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ তর্কোপন্যাসের নাম পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্তানুকূল বিচারের নাম উত্তরপক্ষ, নির্ণয় শব্দে সঙ্গতি অর্থাৎ সিদ্ধান্তসিদ্ধ বিচার্য্য বাক্যে তাৎপর্য্যাবধারণ। দেবগণ শরীরী বা সচেতন নহে, যে দেবের যে মন্ত্র বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই দেব সেই মন্ত্রস্বরূপ, মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতার সত্ত্বে কোন প্রমাণ নাই। বরং তদ্বিরোধী প্রমাণই বহুতর আছে। দেখ, যদি মন্ত্র ভিন্ন একজন শরীরী দেবতা থাকেন, সেই দেবতারই পূজা করা যায় এবং তিনিই আবাহনাদি দ্বারা করুণাপূর্ব্বক ঘট ও প্রতিমাদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজাদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঘট কি মৃণ্ময় প্রতিমাদি ঐরাবতের সহিত ইন্দ্রদেবের ভারবহনে অশক্ত হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। আর কি প্রকারেই বা অল্প পরিমিত ঘটে, তাদৃশ বৃহদাকার ঐরাবতের সহিত ইন্দ্রদেবের সমাবেশ সম্ভবে? কিন্তু দেবতাকে মন্ত্রাত্মক বলিলে এ প্রকার দোষ ঘটে না। বেদ অপৌরুষেয় ও স্বতঃপ্রমাণ। এস্থলে নৈয়ায়িক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, বেদোক্ত বিষয়ের সত্যতা আছে বলিয়া যে বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে, এমন কি নিয়ম আছে, ঘট কুম্ভকার কর্ত্তৃক কৃত, এই বাক্যার্থের যাথার্থ্য আছে বলিয়া যেমন ঐ বাক্যের অভ্রান্ত পুরুষোক্তি আছে, সেইরূপ বেদ অভ্রান্ত পুরুষ কর্ত্তৃক প্রণীত এইমাত্র, নতুবা বেদ যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এমন নহে। নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা এইরূপ অনেক সূক্ষ্মানুসন্ধান করিয়া বেদের ঈশ্বর-নির্ম্মিতত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু এদিকে পরমেশ্বরের শরীরাদি কিছুই স্বীকার করেন না। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যদি পরমেশ্বরের শরীরাদি নাই, তবে তিনি বেদ রচনা করিলেন কি প্রকারে? ইত্যাদি প্রকারে ন্যায়ের যুক্তি সকল খণ্ডিত হইয়াছে। [মীমাংসা দেখ।]

বেদান্তদর্শন—ইহার সূত্ররচয়িতা বেদব্যাস। শঙ্করাচার্য্য এই সূত্র অবলম্বন করিয়া এই দর্শন প্রণয়ন করেন, এইজন্য ইহার নাম শাঙ্করদর্শনও কহে। বেদব্যাসের সূত্রগুলি এরূপ অস্ফুট যে, কোনক্রমেই ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায় না। বরং যাহার যেরূপ অভিপ্রায়, সে সেইরূপই অর্থ করিতে পারে। একারণ বেদান্তসূত্রের নানা প্রস্থান, অর্থাৎ ঐ সূত্রের রামানুজকৃত ব্যাখ্যানুসারে রামানুজপ্রস্থান, মধ্বাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যানুসারে মাধ্বপ্রস্থান ও শঙ্করাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যানুসারে শাঙ্করপ্রস্থান হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রস্থান আছে, অধুনা তাহার প্রচলন নাই। শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ প্রতিভাবলে ইহাতে অদ্বৈতমত সংস্থাপন করিয়াছেন। উপনিষদ্ শাস্ত্রই ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণভাণ্ডার। এই উপনিষদ্ মীমাংসার জন্যই বেদান্তসূত্র। বেদান্ত বিষয় বলিবার পূর্ব্বে উপনিষদের বিষয় বলা কর্ত্তব্য। উপনিষদ্সমূহের মত দ্বিবিধ দ্বৈত ও অদ্বৈত। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, দ্বৈত মতে এই ব্রহ্মও আছেন আর জীব ও জগৎ আছে। কেবল আপাততঃ এই দুইটী মতকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বুঝিলে ঐ মত ভিন্ন বলিয়া বোধ থাকেনা।

শঙ্করাচার্য্য এই দর্শনে অদ্বৈতমতই বিশেষরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন। এই বেদান্তদর্শন চারিপাদে বিভক্ত, ঐ সকল পাদে ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্বাদি অস্ফুটার্থ শ্রুতি সকলের ব্রহ্ম পরত্বাদি, সাংখ্যমত নিরাকরণ, অদ্বৈত মত বিরুদ্ধ শ্রুতি ও স্মৃতির সমন্বয়াদি, আকাশের নিত্যত্ব খণ্ডন ও জন্যত্ব সংস্থাপন, জীবের সংসারগতি, ক্রমাদি জগতের অবস্থাভেদাদি ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, ইত্যাদি বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দর্শনের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সকল জগৎই মিথ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। ইত্যাদি বিষয় সকল প্রাধান্য রূপে শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। যাহারা অধিকারী না হইয়া সর্ব্বোপাস্য নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় উদ্যত হন, তাহাকে "জ্ঞানাদ্বৈনরকং" অর্থাৎ কেবল জ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করিলে নরক হয় ইত্যাদি শ্রুতির অনুসারে কেবল নারকী হইতে হয়।

বাস্তবিক প্রকৃত ফলের অণুমাত্রও লাভ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়াও সহজ নহে। যিনি অধ্যয়ন-বিধি অনুসারে বেদ ও বেদান্ত সকল অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ সকল একপ্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, ইহজন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল সন্ধ্যাবন্দনাদি রূপ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা অর্থাৎ শাণ্ডিল্য-বিদ্যানুসারে সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস উপাসনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে নিতান্ত নির্ম্মল করিয়াছেন এবং সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া অভ্রান্ত

হইবেন, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মজ্ঞানের অধিকারী। উল্লিখিত প্রকারে ব্রাহ্মজ্ঞানে অধিকারী হইয়া জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিলেই অচিরাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিস্বরূপ মুক্তিভাজন হইতে পারে। ব্রহ্ম সৎ অর্থাৎ সৎস্বরূপ, চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যপদবাচ্য, জ্ঞানস্বরূপ, পরম আনন্দস্বরূপ, অখণ্ড অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয় এবং নিধর্ম্মক অর্থাৎ ব্রহ্মে জ্ঞান বা সুখাদি কোন ধর্ম্মই নাই, ব্রহ্মই স্বয়ং জ্ঞান ও সুখ স্বরূপ। যদিও ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞান ভিন্ন এবং তোমার জ্ঞান হইতে আমার জ্ঞান পৃথক্, এইরূপ ভেদব্যবহার দর্শন করিয়া জ্ঞানের নানাত্বই সাধারণতঃ প্রতীয়মান হয় এবং জ্ঞানের ব্রহ্মস্বরূপতা বা সকল জ্ঞানের একতারূপ কোন যুক্তি আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহা হইলেও বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে বিষয় স্বরূপ উপাধির নানাত্ব লইয়াই জ্ঞানের নানাত্ব ভ্রম হয় মাত্র, বাস্তবিক জ্ঞান নানা নহে, একমাত্র। যেরূপ এক মুখই তৈলে প্রতিবিম্বিত হইলে একরূপ, আর জলে প্রতিবিম্বিত হইলে রূপান্তররূপে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক ঐ ঐ স্থলে একই মুখ, মুখের ভেদ নাই। তৈলাদি রূপ উপাধির ভেদ লইয়াই ভেদ ব্যবহার হয় মাত্র। সেইরূপ জ্ঞানের ঐক্য থাকিলেও ঘটপটাদি বিষয় স্বরূপ উপাধির ভেদ লইয়া জ্ঞানের বিভিন্নতা প্রতীতি হয়। পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক ও সদ্ বা অসদ্রূপে অনির্দ্দেশ্য পদার্থ বিশেষকে অজ্ঞান কহে। এই অজ্ঞানই জগতের কারণ, এই অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপভেদে দুইটী শক্তি আছে, যেরূপ মেঘ পরিমাণে অল্প হইয়াও দর্শকের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়া বহুযোজনবিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলকেই যেন আচ্ছাদিত করিয়াছে বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে শক্তি দ্বারা দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরিচ্ছন্ন আত্মাকেই তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐ শক্তিকে আবরণশক্তি কহে। আর যে শক্তি সহকারে অজ্ঞান উপাদান-কারণরূপে জগৎসৃষ্টি করে, ঐ শক্তিকে বিক্ষেপশক্তি কহে। এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও অবস্থা ভেদে দ্বিবিধ, মায়া ও অবিদ্যা।

বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজঃ বা তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধান অজ্ঞানকে অবিদ্যা কহে। ঐ মায়াতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হয়, ঐ প্রতিবিম্বই ঐ মায়াকে স্বায়ত্ত করিয়া জগৎসৃষ্টি করেন, এ কারণ ঐ প্রতিবিম্বই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর পদবাচ্য, আর অবিদ্যাতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, ঐ প্রতিবিম্বই ঐ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া মনুষ্যাদি যাবৎ জীবপদবাচ্য হয়। অবিদ্যা নানা, সুতরাং তৎপতিত প্রতিবিম্বও নানা বলিয়া জীবও নানা। জীবের নানাত্ববাদ সকল বৈদান্তিকেরা স্বীকার করেন না এবং একত্ববাদই যুক্তিদ্বারা সংস্থাপিত করিয়াছেন। মায়া ও অবিদ্যাকেই যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের সুষুপ্তি, আনন্দময় কোষ ও কারণশরীর কহে। এই কারণ-শরীরে অভিমানী ঈশ্বর ও জীব যথাক্রমে সর্ব্বজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ পদবাচ্য হন। জীবের উপভোগের নিমিত্ত পরমেশ্বর জীবগণের পূর্ব্বকৃত সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে অপরিমিত শক্তিবিশিষ্ট মায়া সহকারে নামরূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চকে প্রথমতঃ বুদ্ধিতে কল্পনা করিয়া "এই রূপ করাই কর্ত্তব্য" এই প্রকার সঙ্কল্প করেন, পরে সেই মায়াবিশিষ্ট আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ ও তেজঃ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত পাঁচটী পদার্থকে পঞ্চসূক্ষ্মভূত, পঞ্চীকৃতভূত ও পঞ্চ তন্মাত্রও কহে। কারণ যে গুণ থাকে, তদনুরূপ গুণ কার্য্যেও উৎপন্ন হয়, এই ন্যায়ানুসারে কারণের সত্ত্ব, রজ ও তম আদি গুণ ও আকাশাদি পঞ্চভূতে সংক্রান্ত হয়। ঐ পঞ্চভূতের এক একটী সত্ত্বাংশ হইতে ক্রমশঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক জন্মে।

আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে ত্বক্, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষু, জলের সত্ত্বাংশ হইতে রসনা এবং পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় জন্মে এবং ঐ পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ মিলিত হইলে তাহা দ্বারা অন্তঃকরণের উদ্ভব হয়। অন্তঃকরণ অবস্থাভেদে দ্বিবিধ বুদ্ধি ও মন। যৎকালে অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি হয়, তৎকালে তাহাকে বুদ্ধি, আর যখন সংকল্প ও বিকল্পাত্মক বৃত্তি হয়, তখন অন্তঃকরণকে মন কহে। প্রত্যেক পঞ্চভূতের রজোঅংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থরূপ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় জন্মে এবং ঐ পঞ্চভূতের সমুদিত রজোঅংশ-পঞ্চক হইতে প্রাণবায়ু জন্মে। পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের সহিত বিজ্ঞানময় কোষ এবং মন কর্ম্মেন্দ্রিয় সহ মনোময়কোষ, আর কর্ম্মেন্দ্রিয় সহিত প্রাণ প্রাণময়কোষ হয়। এই তিন কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ জ্ঞানশক্তিমান্; কর্ত্তৃত্ব-শক্তিসম্পন্ন মনোময়কোষ ইচ্ছাশক্তিশীল এবং করণস্বরূপ; আর প্রাণময়কোষ ক্রিয়াশক্তিশালী ও কার্য্যস্বরূপ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ সূক্ষ্ম শরীর। ঐ সূক্ষ্ম শরীরকেই লিঙ্গশরীর কহে। লিঙ্গশরীর ইহলোক ও পরলোকগামী এবং মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই এক এক লিঙ্গশরীরের অভিমানী

জীবকে তৈজস, আর সকল লিঙ্গশরীরের অভিমানীকে হিরণ্যগর্ভ কহে। ঈশ্বর জীবের উপভোগ-সম্পাদক স্থূল বিষয়ের সম্পাদনার্থে পঞ্চ পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের পঞ্চীকরণ করেন, তাহারও প্রণালী এইরূপ। পরমেশ্বর আকাশাদি প্রত্যেককে প্রথমতঃ দুই অংশে বিভক্ত করেন। পরে প্রত্যেক ভূতের ঐ এক একটী অংশকে চারি চারি খণ্ড করিয়া পূর্ব্বকৃত আকাশের দুই খণ্ডের যে এক খণ্ড আছে, তাহাতে বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর চারি চারি খণ্ডের মধ্যে সকলেরই একটী খণ্ড দিয়া স্থূলাকাশের এবং পূর্ব্বস্থিত বায়ুর এক অংশে আকাশ, তেজ, জল ও পৃথিবীর ঐ চারি চারি খণ্ড হইতে এক এক খণ্ড দিয়া স্থূলবায়ুর এবং ঐ রীতিক্রমে স্থূলতেজ, জল ও পৃথিবীরও সৃষ্টি করেন। এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতকেই পঞ্চস্থূলভূত কহে। এই স্থূলভূতেই শব্দাদি গুণের অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে পঞ্চীকৃত ও ত্রিবৃৎকৃত স্থূল হইতেই যথাসম্ভব ভূঃ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোক এবং অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল মহাতল ও পাতাল উৎপন্ন হয়। স্থূল শরীরও অন্ন পানীয়াদি দ্বারা উৎপত্তি হয়। স্থূল শরীর চতুর্ব্বিধ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। এই স্থূলদেহের কান্তি ও পুষ্টির কারণ অন্ন ও পানীয়াদির ভক্ষণ। অন্ন উদরস্থ হইলে তাহার স্থূলাংশে পুরীষ, মধ্যম অংশে মাংস এবং সূক্ষ্মাংশে মনের পুষ্টি হয়। পীত পানীয়াদি বস্তুর স্থূল মধ্যম ও সূক্ষ্মাংশ যথাক্রমে মূত্র, রক্ত ও প্রাণের পুষ্টিরূপে পরিণত হয়।

যদিও বাস্তবিক পরব্রহ্ম ভিন্ন সকল বস্তুই মিথ্যা, এই জগতে যে কিছু বস্তু দৃষ্ট হইতেছে, তৎসমুদায়ই রজ্জু সর্পের ন্যায় অজ্ঞান কল্পিতমাত্র এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই, জীবাত্মাই পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই জীবাত্মা। অতএব এই জগতের সৃষ্টিক্রম এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিভাগ করা বন্ধ্যার পুত্রের নামকরণের ন্যায় উপহাসাস্পদ। যেরূপ মায়াবী ইন্দ্রজাল বিদ্যাদ্বারা ঐন্দ্রজালিক বস্তু সকল প্রকাশ করিয়া জনগণের দর্শনৌৎসুক্য নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ সকল বস্তুর সংহার করে, সেইরূপ পরমেশ্বর অচিন্ত্য শক্তিশালী মায়া সহকারে জগৎ সৃষ্টি করিয়া জনগণের সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল প্রদানান্তে পরিশেষে জগতের প্রলয় করেন। প্রলয় চারি প্রকার—নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক। ব্রহ্মজ্ঞাননিমিত্তক পরম মুক্তিপ্রাপ্তিকে আত্যন্তিক প্রলয় কহে। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সংসারের মূল কারণ মূল অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে আর সংসার-স্থিতি বা পুনরুৎপত্তি হয় না। প্রলয়ের ক্রম এই রূপ, প্রথমতঃ পৃথিবীর লয় জলে, জলের লয় তেজে, তেজের লয় বায়ুতে, বায়ুর লয় আকাশে, আকাশের লয় জীবে, জীবের অহঙ্কারে, তাহার লয় হিরণ্যগর্ভের অহঙ্কারে এবং তাহার লয় অজ্ঞানে হয়।

এই মতে প্রমাণ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি ভেদে ষড়্‌বিধ। এই ষড়্‌বিধ প্রমাণ দ্বারা যাবতীয় পদার্থের সিদ্ধি হয়। এই ষড়্‌বিধ প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধিমান্ জনগণ ঐহিক ও পারত্রিক সুখসম্ভোগাদির অস্থিরত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া পরম সুখস্বরূপ পরাৎপর পরব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত তৎসাধনীভূত তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু হইয়া উহার উপায় স্বরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক ভেদে সমাধি দ্বিবিধ। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা ইত্যাদি বিকল্পের বিলয় নিরপেক্ষ, আর তৎসাপেক্ষ পরব্রহ্ম বস্তুতে নিবিষ্টচিত্তের স্থিরতাকে যথাক্রমে সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক সমাধি কহে। নির্ব্বিকল্পক সমাধি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি নির্ব্বায়ু দেশস্থিত প্রদীপ শিখার ন্যায় নিশ্চল হয়। এই নির্ব্বিকল্পক সমাধি সিদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া ক্রমশঃ জীবন্মুক্ত ও পরমমুক্ত হওয়া যায়। তখন সকল অজ্ঞান তিরোহিত হয়। [বেদান্ত ও শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

ষড়্‌দর্শনই হিন্দুদিগের প্রধান গৌরবের বিষয়। এই ষড়্‌দর্শনবেত্তা মুনিগণ বিষয়াশক্তি হ্রাস করিয়া পরমপদ প্রাপ্তিবিষয়ে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। এক একটী দর্শনের অনেক অনেক গ্রন্থ আছে; কোন কোন দর্শনের কত গ্রন্থ আছে, তাহা প্রত্যেক দর্শনের নামের স্থলে যথাসম্ভব প্রদত্ত হইবে।

এতদ্ভিন্ন আরও একখানি দর্শন আছে, এই দর্শনের নাম পাণিনিদর্শন। এই দর্শন পাণিনি মুনির প্রণীত। পাণিনি ব্যাকরণই পাণিনিদর্শন। ইহাতে যাবতীয় সংস্কৃত শব্দই সাধিত ও ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। এই পাণিনি-দর্শন অধ্যয়ন করিলে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মে। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকিলে নানা উপকার দর্শে। বেদাদি শাস্ত্রের রক্ষা হয় ইত্যাদি।

এই দর্শনের মতে, শব্দ দুই প্রকার নিত্য ও অনিত্য। নিত্যশব্দ একমাত্র স্ফোট। তদ্ভিন্ন বর্ণাত্মক শব্দসমূহ অনিত্য। বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটাত্মক যে একটী নিত্যশব্দ আছে, তদ্বিষয়ে অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই, স্ফোট না থাকিলে কেবল বর্ণাত্মক শব্দ দ্বারা অর্থবোধ হইত না। ইহা সকলই স্বীকার করিয়া থাকেন, অকার গকার নকার ও ইকার এই চারিটী বর্ণ একরূপ, তদ্দ্বারা

অগ্নির বোধ হয়। কিন্তু তাহা কেবল ঐ চারিটী বর্ণ দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না, কারণ যদি ঐ চারিটী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা বহ্নির বোধ হইত, তাহা হইলে কেবল অকার কিংবা গকার উচ্চারণ করিলেও বহ্নির বোধ না হয় কেন? এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত ঐ চারিটী বর্ণ একত্র করিয়া বহ্নির বোধ জন্মাইয়া দেয়, এই কথা বলাও বালকতা-প্রকাশ মাত্র। যেহেতু বর্ণ সকল আশু বিনাশী। পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাহাদিগের একত্রাবস্থানই সম্ভবে না। অতএব বলিতে হইবে, ঐ চারিটী বর্ণ দ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্ফুটতা জন্মে। পরে স্ফুটস্ফোট দ্বারা অগ্নির বোধ হয়। এ স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন, প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা অর্থবোধের দোষ ঘটে এবং সমুদায় বর্ণ দ্বারা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও, সেই দোষ ঘটে, যখন উভয়পক্ষেই দোষ দেখা যায়, তখন এই স্ফোট স্বীকারের প্রয়োজন কি? ইহার সিদ্ধান্ত এই, যেমন একবার পাঠদ্বারাই পাঠ্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য সমুদায় অবধারিত হয় না, কিন্তু বারংবার আলোচনা দ্বারা উহা দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়। সেইরূপ প্রথম বর্ণ অকারের দ্বারা স্ফোটের কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুটতা জন্মিলেও সম্পূর্ণ স্ফুটতা জন্মে না। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি বর্ণদ্বারা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও স্ফুটতম হইয়া স্ফোট বহ্নির বোধক হয়। নতুবা কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুট হইলেই যে স্ফোট অর্থবোধক হয়, এমত নহে। যেমন নীল পীত ও রক্তাদি বর্ণের সান্নিধ্যবশতঃ এক স্ফটিক মণিই কখন নীল, কখন পীত, কখন বা রক্তরূপে প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ স্ফোট একমাত্র হইলেও ঘট ও পটাদিরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বোধক হয়। এই মতে স্ফোটকেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং শব্দ শাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে ক্রমশঃ অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়; তদনন্তর মুক্তি। ব্যাকরণ শাস্ত্র মুক্তির দ্বার স্বরূপ।

[পাণিনি ও ব্যাকরণ দেখ।]

প্রাচীন আর্য্যদিগের ন্যায় প্রাচীন গ্রীস ও চীন দেশে এবং মুসলমানদিগের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। এখন য়ুরোপে এবং আমেরিকায় ইহার বিপুল চর্চ্চা হইতেছে। দেশভেদে দর্শন শাস্ত্রের শ্রেণী বদ্ধ করিলে আর্য্যদর্শন, মুসলমান ও চীনদিগের দর্শন প্রাচ্য এবং য়ুরোপ ও আমেরিকার দর্শনশাস্ত্র পাশ্চাত্য নামে আখ্যাত করা যায়। আবার পাশ্চাত্য দর্শন সময় ভেদে শ্রেণীবদ্ধ করিলে প্রাচীন ও আধুনিক এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, তন্মধ্যে গ্রীস দেশীয় দর্শনই প্রাচীন। পাশ্চাত্য দর্শন এবং রোমের দর্শনশাস্ত্রও প্রাচীন গ্রীক্দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভূত হইতেছে। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস-লেখকগণ প্রাচীন গ্রীক্ দর্শনশাস্ত্র আবার তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা থেলিস্কে (Thales) গ্রীক দর্শন শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক স্থির করিয়াছেন। সক্রেটিস্ হইতে সক্রেটিসের পূর্ব্বতন দার্শনিকগণকে প্রথম সময়ের এবং সক্রেটিস্ (Socrates), প্লেটো (Plato) এবং আরিস্‌টটলকে (Aristotle) দ্বিতীয় সময়ের এবং আরিষ্টটল্ হইতে নব প্লেটোনিস্‌ম (Neo-Platonism) নামক দর্শনের শেষ পর্য্যন্ত দার্শনিকগণকে তৃতীয় অর্থাৎ শেষ সময়ের অন্তর্ভূত করিয়াছেন। সক্রেটিসের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ হিলিসিষ্ট (Hilicist), পিথাগোরিয়ান্ (Pythagorean), এলিয়াটিক্ (Eliatic) আটমিষ্ট্ (Atomist) ও সফিষ্ট (Sophist) এই পাঁচ প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। থেলিস্ই (Thales) প্রথম শ্রেণীর প্রথম দার্শনিক। স্থানানুসারে শেষোক্ত দার্শনিককে প্রথম শ্রেণীর আইওনিক (Ionic) দাশনিকও বলা হয়। পরিদৃশ্যমান জগৎ কিরূপে কি মূল উপাদান হইতে হইল, ইহাই নিরূপণ করা তাঁহাদিগের দর্শনের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ জল, কেহ বায়ু, কেহ তেজ প্রভৃতি জগতের আদি কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। থেলিস্ (Thales) ৬৪০ খৃঃ পূঃ জন্ম গ্রহণ ও ৫৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি ক্রিসাস্ (Cræsus) ও সোলনের (Solon) সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার মতে জলই সমস্ত পদার্থের আদি কারণ। আনাক্সিমন্দার (Anaximander) ও আনাক্সিমেনিস্ (Anaximenes) এই উভয়েও আইওনিক (Ionic) দার্শনিক। আনাক্সিমন্দারের মতে শীতোষ্ণ অর্থাৎ তেজ ও তেজের অভাব এবং শেষোক্তের মতে মরুৎই বিশ্বের কারণ। এই তিন জনই আইওনিক দার্শনিকের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত।

পিথাগোরাস্ পিথাগোরিয়ান্ (Pythagorian) নামক দর্শনশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। পিথাগোরাস্ স্যামস নগরে ৫৪০ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৫০০ খৃঃ পূঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত দর্শনানুসারে সমসন্নিবেশ ও সমানুপাত (harmony and proportion) এবং এই উভয়ের পরিণতি সংখ্যাই (number) পদার্থের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই শ্রেণীর দর্শনমত ফিলোলস্ (Philolaus)

সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। সিমিয়াস্ (Simmias), সিবিস্ (Cebes), ওকেলাস্ (Ocelus), টাইমিয়াস্ (Timaeus), একেক্রেটিস্ (Echecrates), এক্রিও (Achrio), আরকিটাস্ (Archytas), লাইসিস্ (Lysis) এবং ইউ-রিটাস্ (Urytus) ইহারাই পিথাগোরিয়ান্ দার্শনি-দিগের মধ্যে খ্যাতনামা হইয়াছিলেন।

পিথাগোরিয়ান্‌গণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহাদিগের মতে, আত্মাও হারমনি (harmony) মাত্র এবং শরীর ইহার কারাগার স্বরূপ।

কলোফন দেশীয় (Colophon) জেনোফনিস্ (Xenophones) এলিয়াটিক (Eleatic) দর্শনের প্রবর্ত্তক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দার্শনিকেরা পদার্থের বহুত্ব স্বীকার করিতেন; কিন্তু ইঁহারা পদার্থের একত্ব থাকা স্থির করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরই সর্ব্বনিয়ন্তা। ইঁহাদিগের মধ্যে পারমিনাইডিস্ (Parmenides), জেনো (Zeno), মেলিসাস্ ইহারাই ইঁহাদিগের মধ্যে খ্যাতনামা। একমাত্র সৎই পদার্থ। অসৎ কোন পদার্থ নাই; ইহাই পারমিনাই-ডিসের মত। [অপরাপর বিশেষ বিবরণ পাশ্চাত্যদর্শন ও প্রাচ্যদর্শন শব্দে দেখ।]

দর্শনপথ (পুং) দর্শনস্য পন্থা ৬তৎ। দৃষ্টিপথ।

দর্শনপ্রতিভূ (পুং) দর্শনায় প্রতিভূঃ। প্রতিভূ ভেদ, হাজির জামিন, যে ব্যক্তি কোন লোককে হাজির করিয়া দিবার জন্য জামিন হয়। ইহার বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—ভ্রাতৃগণ স্বামী স্ত্রী পিতা পুত্র ইহাদিগের ধন যতদিন অবিভক্ত অবস্থায় থাকে, ততদিন পরস্পর অনুমতি ব্যতীত ইহাদিগের মধ্যে কেহই প্রতিভূ (জামিন) হইতে পারিবে না। আপনি ইহাকে ছাড়িয়া দিউন, আবশ্যক মত ইহাকে দেখাইয়া দিব, ইহাকে আপনি ঋণদান করিতে পারেন, আপনাকে ঠকাইবে না, লোকটা বিশ্বাসী, ঐ ব্যক্তি ইহা না দিলে আমি দিব, আপনি স্বচ্ছন্দে ঋণ দিন্, এইরূপে দানের ত্রিবিধ প্রতিভূত্ব (জামিন) বিহিত আছে। দর্শনের এবং বিশ্বাসের প্রতিভূর মৃত্যু হইলে তৎপুত্রগণ উত্তমর্ণের ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপী হইবে। যদি অনেক ব্যক্তি অংশ নির্দ্দেশ করিয়া একজনের প্রতিভূ হয়, তাহা হইলে সে যেরূপ অংশের প্রতিভূ সে সেইরূপ দিবে। আর যদি এক ছায়াশ্রিত অর্থাৎ বিশেষ অংশ নির্দ্দেশ না করিয়া সকলে মিলিয়া অধমর্ণের সদৃশ হয়, তাহা হইলে প্রতিভূগণ উত্তমর্ণের অভিপ্রায়ানুসারে অর্থ দিতে বাধ্য। প্রতিভূ সর্ব্বজন সমক্ষে উত্তমর্ণকে যাহা দিবে, অধমর্ণ প্রতিভূকে তাহার দ্বিগুণ অর্পণ করিবে। ধান্যের অধমর্ণ প্রতিভূকে তিন গুণ ধান্য, বস্ত্রের অধমর্ণ চতুর্গুণ বস্ত্র এবং রসের অধমর্ণ আট গুণ রস দিবে। [যাজ্ঞবল্ক্যসং ২ অ°।]

[প্রতিভূ দেখ।]

দর্শনা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (পদ্মপু°)।

দর্শনী (দেশজ) ১ নজর। ২ চিকিৎসকের রোগীদর্শনার্থ আগমন জন্য পুরস্কার। চিকিৎসক রোগী দর্শন করিতে আসিলে তাহাকে যে পারিশ্রমিক টাকা প্রভৃতি দেওয়া যায়, তাহাকে দর্শনী কহে।

দর্শনীয় (ত্রি) দৃশ্যতে ইতি দৃশ-অনীয়র্। মনোজ্ঞ, দর্শনযোগ্য।

দর্শনোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

দর্শপ (ত্রি) দর্শেন দর্শনেন পিবন্তি পা-ক। দর্শনমাত্রেই পাতৃ দেবভেদ। "নবৈ দেবা অশ্নন্তি পিবন্তি এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" (ছান্দোগ্য° উ°)।

দর্শযামিনী (স্ত্রী) দর্শস্যেব যামিনী। তমিস্রা, অন্ধকার রাত্রি। দর্শস্য যামিনী। অমাবস্যা রাত্রি।

দর্শয়িতৃ (ত্রি) দর্শয়তীতি দৃশ্-ণিচ্ দর্শি-তৃচ্। ১ দর্শক, দর্শনকারক। ২ প্রতীহার, দ্বারপাল।

"প্রসাদয়েত্বামতুলপ্রভাব
ত্বং নো গতির্দর্শয়িতা চ ধীরঃ॥" (ভারত ৬।৩।৬১১)

দর্শবিপদ্ (পুং) দর্শে অমাবস্যায়াং বিপদ্ প্রণাশোঽদর্শনং যস্য। চন্দ্র।

দর্শিত (ত্রি) দৃশ-ণিচ্ ক্ত। ১ যাহা দেখান হয়। ২ প্রকাশিত।

দর্শিন্ (ত্রি) দৃশ-ণিনি। ১ দ্রষ্টা। ২ বিবেচক। ৩ সাক্ষাৎ-কারক। "তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ।" (কুমার) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। এই পদের স্বতন্ত্র প্রয়োগ হয় না, যথা দুর-দর্শিন্ প্রভৃতি।

দর্শিবন্ (ত্রি) দৃশ্ "অন্যেষ্বপি দৃশ্যন্তে" ইতি ইবনিপ্। দ্রষ্টা। "কুরূণাং পাণ্ডবাণাঞ্চ ভবান্ প্রত্যক্ষদর্শিবান্।"

(ভারত আ° ৬ অ°)

কেহ কেহ এই শব্দ দর্শিবন্ না বলিয়া দর্শিবস্ বলিয়া থাকেন, ইহা অত্যন্ত প্রামাদিক।

দর্শী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত নেল্লূর জেলার একটী জমিদারী তালুক বা মহকুমা। পরিমাণফল ৬১৬ বর্গমাইল। প্রধান নগর দর্শী।

দর্শী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেল্লূর জেলার দর্শী নামক তালু-কের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৫° ৪৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৪৪´ পূঃ

মধ্যে অবস্থিত। এখানে থানা, ডাকঘর প্রভৃতি ও সাধারণতঃ যে সমস্ত রাজকীয় কার্য্যালয় থাকা উচিত তাহা আছে।

দর্শ্য (ত্রি) দৃশ্-যৎ। দর্শনীয়। "ইতি চিত্রা রূপাণি দর্শ্যা" (ঋক্ ৫।৫২।১১) 'দর্শ্যা স্বব্যাপারৈর্দর্শনীয়ানি।' (সায়ণ)

দল (ক্লী) দলতীতি দল-অচ্। ১ উৎসেধ। ২ খণ্ড। ৩ পত্র। ৪ ধন। ৫ তমাল পত্র। ৬ অর্দ্ধ। ৭ অস্ত্রচ্ছদ, খাপ। ৮ অপদ্রব্য। ৯ সমূহ, সম্প্রদায়। (দেশজ) ১০ কাষ্ঠ ফলকাদির স্থূলত্ব। ১১ জলজ তৃণ বিশেষ।

দল, শলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা [শল দেখ]। ইনি বামদেবকে বিনাশ করিতে এক বিষাক্ত বাণ ক্ষেপণ করিলে বামদেবের শাপে ঐ বাণে ইহার পুত্র শ্যেনজিৎ বিনষ্ট হয়।

(ভারত বন ১৯২ অ°) [বামদেব দেখ।]

দলইলামা, বৌদ্ধেরা ইহাকে একজন জীবিত বুদ্ধাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরের বহির্দ্দেশে বুদ্ধলা নামক মন্দিরে ইনি বাস করেন। ইহার শিষ্যগণকে সংশোধিত বা সংস্কৃত বৌদ্ধ বলে। [লামা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দলকোষ (পুং) দলান্যেব কোষো যস্য। কুন্দপুষ্প বৃক্ষ, কুঁদফুলের গাছ।

দলগোমা, আসামের গোয়ালপাড়া প্রদেশের একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৬° ৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯০° ৪৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসে একটী বৃহৎ মেলা হয়। এখানে এ প্রদেশের প্রধান জমিদার বিজ্‌নী রাজার একটী জমিদারী কাছারী আছে।

দলজ (ত্রি) দল-জন-ড। একদলস্থিত।

দলতৃ (ত্রি) দল বাহু° অতৃন্। দ্বিধাকারক।

দলথিথা, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার একটী গ্রাম। এখানে একটী ভাল বাজার আছে।

দলনির্ম্মোক (পুং) দলতীতি দলং বল্কলং নির্ম্মোকইব যস্য।

দলনী (স্ত্রী) দল্যতেঽনয়া দল-করণে ল্যুট্-ঙীপ্। ১ লোষ্ট্র, ডেলা। ২ ভেদকর্ত্রী।

"প্রতিপক্ষপক্ষদলনী বাঞ্ছাফলোল্লাসিনী।" (বিদগ্ধমোদতর°)

দলপ (পুং) দল্যতেঽসৌ দল্যতে অনেন বা দল-কপন্। (উধিকুটি দলি কটি খজিভ্যঃ। উণ্ ৩।১৪৩) ১ স্বর্ণ। ২ শস্ত্রপ্রহরণ। ৩ বিদারক মাত্র। দলং যূথং পাতি পা-ক। ৪ দলপতি।

দলপতি (পুং) দলস্য পতিঃ ৬তৎ। দলের প্রধান ব্যক্তি, সর্দ্দার।

দলপুষ্পা (স্ত্রী) দলানি পত্রাণীব পুষ্পাণি যস্যাঃ। কেতকী, কেয়াফুল গাছ।

দলদা, সিংহলের কাণ্ডী নগরে অঙ্কিত বুদ্ধদেবের সচিত্র দন্ত। পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে আসল দন্ত বিনষ্ট হয়; এখন যে দন্ত দেখান হয়, তাহা প্রায় দুই ইঞ্চ লম্বা একখণ্ড বিবর্ণ হস্তী দন্ত ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহা দেখিতে অনেকটা কুম্ভীরের দন্তের ন্যায়। সিংহলের বৌদ্ধগণ ইহাকে অত্যন্ত ভক্তি করে।

দলবাই সেতুপতি, রামনাদের এক রাজা। ইনি ১৫৭১ শকাব্দে প্রসিদ্ধ রামেশ্বর মন্দিরের পূর্ব্বদিকের গোপুর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইহা এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। ইনি তৃতীয় প্রাকারের পূর্ব্বোত্তর কোণের সভাপতি নামক মন্দিরও নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

দলমা, বাঙ্গালা দেশের মানভূম জেলার অন্তর্গত দলমা নামক পাহাড়শ্রেণীর প্রধান পাহাড়। ৩৪০৭ ফিট্ উচ্চ। ইহা পার্শ্বনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত। কিন্তু পার্শ্বনাথ পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গের ন্যায় ইহার একটী শৃঙ্গও নাই। ইহার ক্রমনিম্ন অংশগুলি নিবিড় বনাকীর্ণ। মনুষ্য ও পশু বোঝা লইয়া ইহার উপর উঠিতে পারে। খরিয়া ও ঝরিয়া নামক দুই অসভ্য জাতি প্রধানতঃ এই পর্ব্বতে বাস করে।

দলমৌ, ১ অযোধ্যার রায়বরেলী প্রদেশের অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার উত্তরে রায়বরেলী পরগণা, পূর্ব্বে সলোন, দক্ষিণে ফতেপুর জেলা এবং পশ্চিমে খাইরোন ও শরেনী পরগণা। পরিমাণ ফল ২৫৩ বর্গমাইল। পূর্ব্বে এই প্রদেশে ভর নামক জাতি বাস করিত। দিল্লীর সম্রাট্ অকবর ইহাকে পরগণা করেন। এই পরগণায় ১০টী গ্রাম আছে; ইহার মধ্যে লালগঞ্জই প্রধান। প্রত্যেক গ্রামেই এক একটা বাজার আছে। এখানকার আমদানী দ্রব্যের মধ্যে ফয়জাবাদের চাউল ও চিনি এবং ফতেপুরের তূলাই প্রধান। পূর্ব্বে এখানে বহু পরিমাণে সোরা প্রস্তুত হইত। কিন্তু এখন কেবল দুইখানি গ্রামে অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হয়। এখানে বৎসর বৎসর দুইটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।

২ দলমৌ পরগণার প্রধান নগর ও সদর। রায়বরেলী নগর হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে গঙ্গানদী তীরে, অক্ষা° ২৬° ৩´ ৩৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮১° ৪´ ২০´´ পূঃ মধ্যে।

কথিত আছে যে, প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কনৌজের কোন রাজা এই নগর স্থাপন করেন। এই স্থান অনেক দিন ভরদিগের অধিকারে ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশে ভরদিগের সহিত মুসলমানদিগের অনেক কাল ধরিয়া বিবাদ চলিয়া ছিল। আনুমানিক খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে ভড়েরা

সুলতান ইব্রাহিম সরকি কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। এখানে অনেকগুলি মসজিদ্ ও ভড়দিগের দুর্গের ধ্বংশাবশেষ দেখা যায়।

এখানে মহাদেবের একটী মনোহর মন্দির, মুসলমানদের কয়েকটী মসজিদ্ এবং একটী সরাই আছে। গঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া রায়বরেলীর মধ্য দিয়া লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা গিয়াছে। এখানে তিনটী দ্বি-সাপ্তাহিক হাট বসে। থানা, ডাকঘর, গবর্মেণ্টের ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় এবং শাখা ঔষধালয় আছে। কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে এখানে প্রতি বৎসর একটা বৃহৎ মেলা হয়। সমস্ত দলমৌ পরগণা একজন মুন্সেফের অধীন।

দলন (ক্লী) দল-করণে ল্যুট্। ১ ডেলা, লোষ্ট্র। ২ মর্দ্দন।

দলসারিণী (স্ত্রী) সারোঽস্ত্যস্যাঃ সার-ইনি ঙীপ্ চ, দলে সারিণী। কেমুক, কেউগাছ।

দলসূচি (পুং) দলস্য সূচিরিব। কণ্টক, কাঁটা

দলস্থ (ত্রি) দলে তিষ্ঠতি স্থা-ক। দলভুক্ত।

দলস্নসা (স্ত্রী) দলস্য স্নসা ৬তৎ। পত্রশিরা।

দলাক্রান্ত (ত্রি) দলে আক্রান্তঃ। দলস্থ, দলভুক্ত।

দলাঢ়ক (পুং) দলৈরাঢ়ক ইব। ১ স্বয়ংজাত তিল বৃক্ষ। ২ পৃশ্নী, গৈরিক, গিরিমাটি। ৩ নাগকেশরপুষ্পবৃক্ষ, নাগেশ্বর। ৪ কুন্দপুষ্প বৃক্ষ, কুঁদফুল। ৫ করিকর্ণ বৃক্ষ, হস্তিকর্ণ পলাশ। ৬ শিরীষ বৃক্ষ। ৭ বাত্যা। ৮ মহত্তর। ৯ ফেন। ১০ ঘাতক। ১১ মাহুত। ১২ কুম্ভিকা, জলের পানা।

দলাঢ্য (পুং) দলেন ভেদেন আঢ্যঃ। পঙ্ক, কৰ্দ্দম, দলদলে পাতলা কাদা।

দলাদলি (দেশজ) পক্ষাপক্ষ বিবাদ।

দলান (দেশজ) মৰ্দ্দন, পদদ্বারা পেষণ, মাড়ান।

দলামল (ক্লী) দলেন অমলং। ১ মরুবক বৃক্ষ, মরুয়া ফুল। ২ দমনক বৃক্ষ, দোনা। ৩ মদন বৃক্ষ, ময়না গাছ। (শব্দর°)

দলাম্ল (ক্লী) দলেষু অম্লো রসো যস্য। চুক্রশাক, চুকপালঙ্, টক্‌পালঙ্।

দলাহ্বয় (ক্লী) দল ইতি আহ্বয়ো যস্য। পত্রক, তেজপাতা।

দলি (পুং-স্ত্রী) দল্যতে ইতি দল-ইন্। (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) লোষ্ট্র, ডেলা

দলিক (ক্লী) দল্যতে ভিদ্যতে দল-ইন্ সংজ্ঞায়াং কন্। কাষ্ঠ।

দলিঙ্গকোট, স্বাধীন সিকিমের দক্ষিণে নেচু ও দেচু নদীর পশ্চিম, তিস্তানদীর পূর্ব্বভাগে অবস্থিত একটী পার্ব্বত্য উপবিভাগ। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভূটানের যুদ্ধযাত্রার ফলস্বরূপ এই প্রদেশ ইংরাজেরা প্রাপ্ত হন। এখন ইহা দার্জ্জিলিং প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই স্থানের নাম এখন কালিমপঙ্গ হইয়াছে।

অধুনা এই মহকুমা তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে— ১ কৃষকদিগের জন্য একভাগ। ইহার ৩০০০০ একর জমি জরিপ হইয়া দশবৎসরের জন্য বন্দোবস্ত হইয়াছে। ২ একটী বন ও সিন্‌কোনা চাষের জন্য গবর্মেণ্টের খাস জমি। ৩ চা চাষ করিবার জন্য ৯০০০ একর জমি।

কালিমপঙ্গে (দলিঙ্গকোটে) ছোট একটী বাজার এবং মহকুমার কার্য্যালয়াদি আছে। তিস্তা নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মিত হওয়ায় সকল ঋতুতেই পশ্চিমদিক্ হইতে এখানে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে বলিয়া লোকসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। পরিমাণফল ৪৮৬ বর্গমাইল।

দলিত (ত্রি) দলমস্য জাতং দল-তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ প্রস্ফুটিত, প্রফুল্ল। ২ খণ্ডিত, কর্ত্তিত। ৩ বিদীর্ণ, ছিন্ন।

"দলিতকুচনখাঙ্গমঙ্গপালীং রচয় মমাঙ্কমুপেত্য পীবরোরু॥"
(প্রবোধচন্দ্রো° ২।৩৫)।

৪ ডাউল

দলিন্ (ত্রি) দল সুখাদিত্বাৎ মত্বর্থে ইনি। দলযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দলিল (পারসী) সত্বাসত্বনির্দ্দেশক পত্র। মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজ পত্র।

দলীপসিংহ, পঞ্জাবকেশরী রণজিতের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গবর্ণরজেনারল লর্ড অক্‌লাণ্ডের সহিত মহারাজ রণজিতের সাক্ষাতের প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে দলীপ ভূমিষ্ট হন। মহারাজ রণজিতের মৃত্যুর পর পঞ্জাব-রাজ্য প্রভুত্বপ্রয়াসী অর্থগৃধ্নু পিশাচদের তাণ্ডব নৃত্যে বিভীষিকাপূর্ণ হইয়া পড়ে। রণজিৎ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন, আর দলীপ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, এই ৫ বৎসরের মধ্যে রাজ্যশাসনক্ষমতা ৫ জনের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। দলীপ বলিতে গেলে ভারতের শেষ স্বাধীন ভূপতি। দলীপের জীবনীর প্রারম্ভে দলীপ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন পঞ্জাবের কিরূপ অবস্থা তাহার পর্য্যালোচনা করা উচিত।

রণজিতের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খড়্গসিংহ রাজাসনে উপবেশন করেন, কিন্তু অকর্ম্মণ্যতা ও ক্ষিপ্ততা প্রযুক্ত নিজ রাজ্যভার বিজ্ঞ ধ্যানসিংহের হস্তে না রাখিয়া চৈতসিংহ নামক জনৈক মূর্খ, দাম্ভিক চাটুকারের করে সমর্পণ করেন। খড়্গসিংহের পুত্র নবনেহাল সিংহ অকর্ম্মণ্য পিতার কর্ম্মঠ পুত্র। তিনি ধ্যানসিংহের সহিত মিলিত হইয়া চৈতসিংহের কবল হইতে পিতাকে রক্ষা করেন,

অতঃপর কার্য্যতঃ নবনেহাল সিংহই পঞ্জাবের রাজা ছিলেন। খড়্গসিংহের শবদাহ করিয়া নবনেহাল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বিশ্বাসঘাতক চক্রীর চক্রেই হউক বা পঞ্জাবের অদৃষ্ট চক্র পরিবর্ত্তিত হইবে বলিয়াই হউক পথিমধ্যে নিহত হন। তাহার নিধনে নবনেহাল সিংহের জননী চাঁদকুমারী রাজ্য-ভার আপন করে গ্রহণ করেন। ধ্যানসিংহ তাঁহার অধীনে রাজ্যের শাসন-সচিব পদে স্থাপিত হইলেন। তাহাতে তাঁহার মন উঠিল না। তিনি সেরসিংহের সহিত ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। সেরসিংহ রণজিৎ সিংহের পুত্র, কিন্তু রণ-জিৎ কখন তাঁহাকে ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ধ্যানসিংহের ভ্রাতা গোলাব সিংহ ও সুচেত সিংহ এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারা সেরসিংহের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়াই রাণী চাঁদকুমারী সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সেরসিংহ রাজ্য হাতে লইয়া বিপন্ন হইলেন। তাঁহার জোয়ালাসিংহ নামে একজন প্রিয় সর্দ্দার ছিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তি-বিষয়ে সহায়তা করায় জোয়ালা সিংহ সেরসিংহের আরও প্রিয়পাত্র হইলেন, সুতরাং তিনি কূটনীতিবিশারদ প্রভুত্বপ্রয়াসী ধ্যানসিংহের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া নিহত হই-লেন। সেরসিংহ লেহনাসিংহ নামক একজন সিন্ধনওয়ালা সর্দ্দারকে বন্দী করিয়া তাহার সম্পত্তিস্বরাষ্ট্রভুক্ত করেন। কিছু কাল পরে লেহনাসিংহকে মুক্তি দান করিলে তাহার ভ্রাতা উত্তরসিংহ ও ভ্রাতুষ্পুত্র অজিতসিংহ রাজদরবারে সম্মানিত হইলেন। এখন এই উত্তরসিংহ ও অজিতসিংহ ক্ষমতা অর্জ্জন ও প্রতিশোধ প্রয়াসী হইয়া ধ্যানসিংহ ও সের-সিংহের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ বপন করিতে লাগি-লেন। চেষ্টা ফলবতী হইল। সেরসিংহ নিজ কক্ষে বসিয়া মল্লদিগের ক্রীড়া কৌতুক দেখিতে ছিলেন, অজিত সিংহ একটী বন্দুক দেখাইবার ছলে গৃহে প্রবেশ করেন। সেরসিংহ বন্দুক গ্রহণাভিলাষে হস্ত বিস্তার করিবামাত্র দ্বিনা-লিক বন্দুকের গুলি আসিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিল, তিনি তৎক্ষণাৎ ভূশায়ী হইলেন। পরে লেহনাসিংহ সের-সিংহের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র প্রতাপসিংহকে হত্যা করিল। ধ্যানসিংহ চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ধ্যানসিংহের হত্যার সময়ে লেহনাসিংহ উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ধ্যানসিংহের সুযোগ্যপুত্র হীরা-সিংহ ও সুচেতসিংহকে রাজধানীতে আনাইয়া এককালে তিনজনের বধকার্য্য সম্পাদন করিবেন। সে আশায় নিরাশ হইয়া এখন তিনি ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিলেন।

হীরাসিংহ তৎকালে নিজ সেনাবাসে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। হীরাসিংহের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল যে, মহারাজ সেরসিংহের মৃত্যু হেতু পরামর্শ করিবার জন্য রাজা ধ্যানসিংহ সুচেতসিংহ প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারা ধ্যানসিংহের হস্তলিখিত অনুজ্ঞাপত্র ভিন্ন যাইতে অস্বীকার করিলেন। তাহাতে বলপ্রয়োগে লইয়া যাইতে প্রায় ৫০০ সৈন্য উপস্থিত হইল। হীরাসিংহও নিজ দলবল লইয়া উপস্থিত হইলেই তাহারা পলায়ন করিল। সেরসিংহের হত্যার কথাই হীরাসিংহের কর্ণগোচর হইয়াছিল, ধ্যান-সিংহের নিধনবার্ত্তা তিনি জানিতেন না। একঘণ্টা পরে এ সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তিনি তখন শিখ সর্দ্দার-দিগকে আহ্বান করিয়া পিতৃনিধনবার্ত্তা জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সেরসিংহের সময় হইতেই শিখসৈন্য প্রভুত্ব প্রয়াসে অগ্রসর হইয়াছিল। রাজ্যশাসন ও পরিচালন বিষয়ে শিখ সর্দ্দারগণ পঞ্চায়েৎ করিয়া যথেষ্ট সহায়তা করিত। এই দুর্দ্দমহৃদয় উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে নিয়মে আবদ্ধ করিতে পারে, এমন ব্যক্তি তখন কেহই ছিল না। রণজিতের মৃত্যুর পর খড়্গসিংহের পরি-বর্ত্তে যদি নবনেহালসিংহ রাজসিংহাসনে বসিতেন, তাহা হইলে পঞ্জাবের অদৃষ্টচক্র হয়ত ভিন্ন দিকে পরিবর্ত্তিত হইত, পঞ্জাবের দারুণ অধোগতি ঘটিত না। হীরাসিংহ বুঝিয়া-ছিলেন, খালসাসৈন্যই এখন পঞ্জাবের প্রভু; তাহাদিগের অসিবল যাহার স্বপক্ষে আছে, সেই রাজা; সেই জন্যই তিনি শিখ সর্দ্দারগণের সহিত পরামর্শ করিলেন, সেই জন্যই খালসা-সৈন্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

খালসাসৈন্য এ পর্য্যন্ত সুবুদ্ধিপরিচালিত হইয়া কার্য্য করিয়াছে। অকর্ম্মণ্য সেরসিংহের মৃত্যুতে তাহারা বিশেষ ক্ষতি গণনা করে নাই, কিন্তু কার্য্যদক্ষ মন্ত্রী ধ্যানসিংহের হত্যাতে তাহারা সিন্ধনওয়ালা সর্দ্দারদিগের উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া হীরাসিংহের সহায়তা করিতে অঙ্গীকার করিল।

ইত্যবসরে অজিতসিংহ পঞ্চমবর্ষীয় শিশু দলীপকে রাজা বলিয়া প্রচার করিয়া আপনি উজীর হইয়া বসিলেন। হীরা-সিংহ ফরাসী সেনাপতি ভেঞ্চুরা ও আবেটাবেলির সাহায্যে লাহোর অবরোধ করিবার আয়োজন করিলেন। লেহনাসিংহ ও অজিতসিংহ দলবল সহ নিহত হইলেন। কেবল উত্তরসিংহ দলবল সহ শতদ্রু পার হইয়া ইংরাজরাজ্যে গিয়া প্রাণরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। যুদ্ধ জয় করিয়া হীরাসিংহ সৈন্যগণকে একমাস মাহিনা বকশিস্ করিলেন ও ভবিষ্যতে তাহাদের মাহিনা বৃদ্ধি করিবেন স্বীকার করিলেন। লাহোর অধি-কারের পর চতুর্থ দিবসে শাসন ও সৈনিকবিভাগের যাবতীয়

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমক্ষে ও অনুমতিতে মহারাজ রণজিতের একমাত্র জীবিত পুত্র পঞ্চবর্ষীয় শিশু দলীপের রাজ্যভারগ্রহণ বিঘোষিত হইল। হীরাসিংহ উজীর হইলেন।

মহারাণী ঝিন্দন দলীপের গর্ভধারিণী। পত্নীগণ মধ্যে ঝিন্দনই মহারাজ রণজিতের প্রিয়তমা মহিষী। তিনি ইহাকে 'মাঃ বুবা' অর্থাৎ 'স্বামীর আদরিণী' বলিয়া অভিহিত করিতেন। চরিত্র-দোষে তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত ছিল সত্য, কিন্তু তিনি যে বীর্য্যবতী তেজস্বিনী ছিলেন, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ইংরাজ ইতিহাস-লেখকের লেখনী বলে ইনি অযথা কলঙ্কিত হইয়াছেন।

সুচেতসিংহ মহারাণী ঝিন্দনের প্রিয়পাত্র ছিলেন। হীরাসিংহ উজীর থাকিবে, সুচেতসিংহ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মহারাণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জবাহিরসিংহের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মহারাণীও তাহাতে যোগ দিলেন। গোলাবসিংহ এই সময়ে জম্বু হইতে লাহোরে আসিলেন। কিন্তু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া হীরাসিংহ সৈন্যগণের প্রিয় হইয়াছিলেন, কাজেই তাঁহারা সহজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদিন জবাহিরসিংহ মহারাজকে হস্তগত করিয়া সৈন্যদিগের সম্মুখে দলীপ ও তাঁহার মাতা হীরাসিংহ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে নিগৃহীত হইতেছেন, এ কথা জানাইলেন ও সত্বর ইহার প্রতিবিধান না হইলে তিনি বালক মহারাজকে লইয়া ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন এ কথাও বলিলেন। মহারাজ রণজিতের মৃত্যুর পর হইতে ইংরাজেরা লাহোর দরবারের সহিত ভাল ব্যবহার করেন নাই। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেন্টের সহিত মহারাজ রণজিতের প্রথম সন্ধি হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে ইংরাজরাজ, রণজিতসিংহ ও আফগানিস্থানের অধিপতি শাহসুজার মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হয়, এই সন্ধিতে সিন্ধুদেশের আমীরগণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। ইংরাজরাজ সুজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সিন্ধুদেশ আত্মসাৎ করিলেন। আফগান যুদ্ধ শেষ হইলে ইংরাজসৈন্য পঞ্জাবের ভিতর দিয়া প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি চাহিল, তখন নবনেহালের করেই কর্ত্তৃত্ব সমর্পিত। লাহোর দরবার অনুগ্রহ করিয়া সে বারের মত অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। অল্পকাল পরেই শাহ সুজার রক্ষার্থ পুনরায় আফগানিস্থানে রসদ ও সৈন্য প্রেরণের আবশ্যক হইল—লাহোর দরবারের সম্পূর্ণ অনভিমতে পঞ্জাব প্রদেশ দিয়া সৈন্য প্রেরিত হইল। এই সময়ে লাহোরের দুর্বৃত্ত উদ্ধত প্রকৃতি রেসিডেণ্ট ওয়েড সাহেবের ব্যবহারে শিখজাতি ক্রমেই উত্তেজিত হইতেছিল, গবর্ণর জেনারল লর্ড অকলাণ্ড তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া শিখদিগকে শান্ত করিলেন। পরে পেশাবর লইয়া গোলযোগ বাঁধিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রে পেশাবরে রণজিতের অধিকার সাব্যস্ত হয়। এখন শাহসুজা পেশাবর দাবি করিলেন, ইংরাজ তাঁহারই পোষকতা করিলেন। এই সময়ে শাহসুজার পুনরায় বিপদ্ উপস্থিত, ইংরাজকে তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতে হইল, পঞ্জাবের ভিতর দিয়া পুনরায় বাহিনী চলিয়া গেল। সেরসিংহ তখন সিংহাসনে অধিরূঢ়, কিন্তু শিখ সৈন্যগণের উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এই সময়ে গবর্ণর জেনারলের এজেণ্ট সেরসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া অবাধ্য শিখদিগকে দমন করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তদ্বিনিময়ে তাঁহাদিগকে নগদ চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা ও শতদ্রুর দক্ষিণস্থ প্রদেশগুলি দিতে হইবে। সেরসিংহ সম্মত হইলেন না। কিন্তু একথা গোপন রহিল না। ইহার কিয়ৎকাল পরেই এজেণ্ট মহোদয় ঘোষণা করিলেন যে, লাহোর দরবারের সহিত তাঁহারা আর কোন রূপ সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ নহেন, এবং তাঁহারা পেশাবর দখল করিবেন। কথামত কার্য্যও হইল। ইহার কয়দিন পরেই শাহসুজার পরিবারবর্গ কাবুলে যাইতেছিল, মেজর ব্রডফুট তাঁহাদিগের রক্ষক হইয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাদিগের সহায়তা করিতে কতকগুলি শিখসৈন্য প্রেরিত হয়, ঘটনাক্রমে তাহারা মেজর সাহেবের সংশয়ের কল্যাণে শত্রু বলিয়া বিবেচিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে ইহার ফল যতদূর গুরুতর হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছিল তাহা হইল, ব্যাপার অল্পেই মিটিয়া গেল। গোলযোগ মিটিল বটে, কিন্তু ইংরাজ শিখদিগের অধিকতর ঘৃণাভাজন হইলেন। ইহার কয়দিন পরেই ইংরাজ আফগানস্থান হইতে তাড়িত হইলেন। শিখসৈন্যের আনুকূল্যেই ও গোলাবসিংহের সহায়তায় ইংরাজ পুনরায় আফগানিস্থানে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্ব সন্ধিমতে নিষিদ্ধ হইলেও ইংরাজ ফিরোজপুর প্রভৃতি অনেক স্থানে সৈন্যসমাবেশ করিয়াছিলেন। শিখসৈন্য ইংরাজের কৌশল জাল দেখিত, বুঝিত, আর ইংরাজের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইত।

এই সকল কারণে শিখসৈন্য জবাহিরসিংহের প্রস্তাব বড় ভাল বলিয়া বুঝিল না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পরামর্শ হইল, হীরাসিংহের অনুচরেরাও সৈন্যদিগকে অনেক কথা বুঝাইল। পরামর্শ স্থির হইল যে, সুচেতসিংহ ও জবাহির সিংহ রাজ্যের শত্রু। হীরাসিংহ প্রত্যুষেই জবাহির সিংহের

নিকট হইতে বালক মহারাজের উদ্ধার সাধন করিয়া মহোৎসবে নগরে প্রবেশ করিলেন। জবাহিরসিংহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন—মহারাজের মাতুল বলিয়া তাহার প্রাণদণ্ড হইল না। গোলাবসিংহ লাহোরেই ছিলেন। সুচেতসিংহ ও হীরাসিংহে কখনও মিল বা একমত হইবে না বুঝিয়া, তিনি সুচেতসিংহকে সঙ্গে লইয়া জম্বুযাত্রা করিলেন। মহারাজ রণজিতের কাশ্মীরাসিংহ ও পেশোরাসিংহ নামে আর দুইটী পুত্র ছিল, কিন্তু তাঁহাদিগকে তিনি নিজ ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই সময়ে তাঁহারা লাহোর সিংহাসন অধিকার করিবার মানসে অগ্রসর হইলেন। হীরাসিংহ ও গোলাবসিংহ উভয়ে মিলিয়া তাঁহাদিগকে শিয়ালকোটে অবরোধ করেন। খালসাসৈন্য রণজিতের নামেই এত ভক্তি করিত যে রণজিতের পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা তাহাদিগের মনঃপুত হইল না, হীরাসিংহের এরূপ যুদ্ধযাত্রা বরং তাহাদিগের মনে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিল। পরে হীরাসিংহ উভয় ভ্রাতাকে নিরাপদে যাইতে দিলেন, তাঁহারা পঞ্জাবে চলিয়া গেল। এই সময়ে জবাহিরসিংহ কারাগার হইতে পলায়ন করেন, সুচেতসিংহ অবশ্য গোপনে এ বিষয়ে সহায়তা করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সহসা সুচেতসিংহ অভীষ্ট সাধনার্থ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। হীরাসিংহ সতর্ক ছিলেন, খালসাসৈন্যকে পুরস্কার অঙ্গীকার করিলেন, তাহারা হীরাসিংহের বশ হইল, সুচেতসিংহ যে ভরসায় আসিয়াছিলেন, তাহা সমূলে নির্ম্মূল হইল, তিনি অনন্যগতি হইয়া একটা মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও শিখসৈন্য কর্ত্তৃক সদলে বিনষ্ট হয়।

সিন্ধনওয়ালা উত্তরসিংহ শতদ্রুর পরপারে পলাইয়া হীরাসিংহের ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এখন সুযোগ বুঝিয়া শতদ্রু পার হইয়া বিদ্রোহী বাবা বীর সিংহের সহিত মাঞ্জায়-মিলিত হইলেন। বাবা বীরসিংহ ঘোষণা করিলেন যে, পঞ্জাব রাজ্য বস্তুতঃ শিখগুরু গোবিন্দেরই রাজ্য, দলীপ এখন বালক; হীরাসিংহ রাজমন্ত্রিত্বরূপ উচ্চপদের সম্পূর্ণ অযোগ্য, আর সিন্ধনওয়ালা উত্তরসিংহ সে কার্য্যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই সকল কথা তুলিয়া খালসাসৈন্যের নিকট পত্রাদি প্রেরিত হইতে লাগিল। কাশ্মীরাসিংহ ও পেশোরা সিংহও এই বিদ্রোহে যোগ দিলেন। বিদ্রোহ-দমনার্থ লাহোর হইতে সত্বর সৈন্য প্রেরিত হইল। উভয় পক্ষে দারুণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। রণক্ষেত্রে বাবা বীরসিংহ, সিন্ধনওয়ালা উত্তরসিংহ, কাশ্মীরাসিংহ প্রভৃতি বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া পেশোরাসিংহ লাহোর দরবারে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। এইরূপে হীরাসিংহ নিষ্কণ্টক হইলেন। তাঁহার শত্রুকুল দমিত হইল, বিদ্রোহ প্রশমিত হইল, যে প্রভুত্বের প্রত্যাশায় তিনি আপন পিতৃব্য সুচেতসিংহকেও বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এতদিনে সেই প্রভুতা তাঁহার করায়ত্ত বলিয়া বোধ হইল।

অন্তর্বিদ্রোহ রাজ্যনাশের একটী প্রধান কারণ। এই সময় যদি আর অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত না হইত, বিপদ্ পরিশূন্য হীরাসিংহ ও তাঁহার অনুচরবর্গ যদি এই সময় ক্ষমতা-মদে মত্ত না হইয়া ধীরচিত্তে সকল দিক্ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলেও হয়ত শীঘ্র পঞ্জাব ইংরাজকরায়ত্ত হইত না। যাহা ঘটিল, তাহা হীরাসিংহ ও তদনুচরের কৃত কর্ম্মের ফল।

পণ্ডিত জাল্লা হীরাসিংহের বাল্যগুরু। জাল্লা উদ্ধতস্বভাব, ক্ষমতাপ্রয়াসী, ক্রূরকর্ম্মা। হীরাসিংহ এই ব্যক্তির করে ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র ছিলেন। হীরাসিংহের অভ্যুদয়ের সহিত ইহারও মান্য বর্দ্ধিত হয়। তিনি যে পরিমাণ ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন, তাহার চতুর্গুণ হঠকারিতা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে খালসাসৈন্য অনেকবার হীরাসিংহকে সতর্ক করিয়া দেয়, কিন্তু হীরাসিংহ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, বা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ নিরাকরণ করা তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল। যে কারণেই হউক, হীরাসিংহ প্রতিবিধান করিলেন না দেখিয়া, তাঁহার প্রতি শিখসৈন্যগণের বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। জাল্লা দরবারে বসিয়া বৃদ্ধসর্দ্দার ও সামন্তরাজগণের অবমাননা করিতেন। এইরূপ অবমানিত হইয়া বৃদ্ধ মাজিতিয়া সর্দ্দার লেহনাসিংহ হরিদ্বার যাত্রাব্যপদেশে লাহোর ত্যাগ করিলেন। মহারাণী ঝিন্দনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জবাহিরসিংহ এখন অমৃতসহরে থাকিয়া হীরাসিংহের বিরুদ্ধে ভাই, অকালী প্রভৃতি রণচণ্ড সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিতেছিলেন। লাহোর-দরবারে এক লালসিংহ ব্যতীত অন্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিল না। সে ক্ষমতাও হীরাসিংহের দত্ত নহে, রাণী ঝিন্দন লালসিংহকে স্নেহ করিতেন, সেই শক্তিতেই লালসিংহ শক্তিমান্ ছিলেন।

জবাহির সিংহ অমৃতসহরে অভিলাষানুযায়ী কার্য্য শেষ করিয়া লাহোরে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে উত্যক্ত খালসাসৈন্য তাঁহার সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিল। মহারাণী ঝিন্দন ও লালসিংহও হীরাসিংহের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় জাল পাতিয়া সুযোগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সুযোগ মিলিল।

মহারাণী ঝিন্দন পুত্রের মঙ্গলকামনায় একদিন দান করিতে ছিলেন, এই সময়ে জাল্লা তাঁহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করেন। জবাহিরসিংহের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তিন সৈন্যদলে মিলিত হইয়া হীরাসিংহের নিকট জাল্লা পণ্ডিতকে প্রার্থনা করিলেন। হীরাসিংহ পণ্ডিত জাল্লাকে পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। গোল-যোগের সম্ভাবনা থাকিলেও বিশেষ কিছু ঘটিল না, কিন্তু হীরাসিংহ বুঝিলেন, তাঁহার কালপূর্ণ হইয়াছে; এখন পলায়ন ব্যতীত উপায় নাই, লাহোরে থাকিলে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইবে। তিনি সদলে লাহোর ত্যাগ করিলেন। জবাহিরসিংহ সসৈন্যে তাঁহার অনুসরণ করি-লেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে হীরাসিংহ সদলে নিহত হন। বহুকালের পর জবাহিরসিংহের মন-স্কামনা পূর্ণ হইল, তিনি উজীর হইলেন।

হীরাসিংহ তাঁহার পিতা ধ্যানসিংহের মত সর্ব্বগুণে গুণবান্ না হইলেও বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ও কর্ম্মঠ ছিলেন। নানা গোল-যোগের মধ্যেও যে, তিনি তাঁহার ক্ষমতা এতদিন ধরিয়া অপ্রতিহত রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহা সাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। তাঁহার ধর্ম্মলাভেচ্ছা প্রবল ছিল। রণজিতের মৃত্যুর পর গোলাবসিংহ গাড়ী বোঝাই করিয়া ধনরাশি জম্মুতে লইয়া যান। হীরাসিংহ উজীর হইয়াই প্রায় চল্লিশলক্ষ মুদ্রা গোপনে রণজিতের কোষাগার হইতে আত্মসাৎ করেন। ধ্যানসিংহের মৃত্যুর পর যদি সিন্ধন-ওয়ালাদিগের হাতে রাজ্যভার থাকিত, তাহা হইলে এই ধন কোষাগারেই থাকা সম্ভাবিত ছিল, শিখযুদ্ধের সময় এই অর্থ দ্বারা অশেষ উপকার সাধিত হইত। আরও নানা অন্তর্বিগ্রহে অর্থক্ষতি ও সৈন্যক্ষয় হইত না। খালসাসৈন্যের অবিমৃষ্যকারিতায় হীরাসিংহ উজীর হইলেন, আর রাজ্যে বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, নানা গোলযোগ চলিতে লাগিল। তবে এই খালসাসৈন্যের ভয়ে হীরাসিংহকে সতর্ক হইয়া চলিতে হইত, নহিলে তাঁহার প্রভুত্বপ্রয়াসিতা ও অর্থগৃধ্নুতা দুরা-শার সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিরোহণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিত না। বলিতে গেলে, এই বংশের প্রভুত্বই পঞ্জাবরাজ্যের সর্ব্বনাশের অন্যতম হেতু।

জবাহিরসিংহ এ কথা বুঝিয়াছিলেন। উজীর হইয়াই তিনি গোলাবসিংহের নিকট তিনলক্ষ টাকা ও মৃত সুচেত-সিংহ ও হীরাসিংহের সম্পত্তি দাবি করেন। গোলাব-সিংহ গত্যন্তর না দেখিয়া খালসাসৈন্যের শরণাপন্ন হন ও তাহাদিগকে অকাতরে অর্থ দান করেন। কিন্তু তিনি সহজে নিষ্কৃতি পাইলেন না, তাঁহাকে লাহোরে আসিতে হইল। এখানে তাঁহাকে দণ্ডস্বরূপ ৬৮০০০০০৲ টাকা ও তাঁহার ন্যায্য জায়গীর ব্যতীত অন্য সকলই ফিরাইয়া দিতে হইল। এইরূপে নানাবিধ ক্ষতি সহ্য করিয়া তাঁহাকে জম্মুতে ফিরিতে হইল।

গোলাবসিংহের ক্ষমতার হ্রাস করিয়া এখন মূলতান-শাসন অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িল। মূলতানের একটু ইতিহাস দিতে হইতেছে, কারণ এই মূলতানে যে অগ্নি প্রথম প্রধূমিত হয়, সেই অগ্নিতেই পরে পঞ্জাব ভস্মীভূত হয়। মূলতান পূর্ব্বে মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীনেই ছিল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রণজিত ইহা প্রথম আক্রমণ করেন, কিন্তু বিফল প্রয়াস হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। অনেক চেষ্টার পর রণজিৎ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মূলতান অধিকার করেন। এই সময়ে বিখ্যাত প্রকাণ্ড কামান জমজমা এইখানে ব্যবহার করা হয়। জমজমা এখন লাহোর মিউজিয়মের সম্মুখে রক্ষিত আছে। মূলতান অধিকার করিয়া শিখরাজ এক ব্যক্তিকে নবাব নিযুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময় হইতে প্রতিবৎসর নিয়মিত কর লাহোরে প্রেরিত হইত। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে সেবানমল মূলতানের নবাব হন। তিনি বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা হইলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বরমাসে সেবানমল নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র মূলরাজ মূলতানের শাসনকর্ত্তা হইলেন। ইনি লাহোর দরবারে যথারীতি নজর-আনা প্রেরণ করিলেন না, অধি-কন্তু দরবারের দাবি অগ্রাহ্য করিলেন। এতন্নিবন্ধন লাহোর দরবারে সৈন্য সজ্জিত হইল, এ সংবাদে মূলরাজ ভীত হইয়া ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ লক্ষ টাকা নজর-আনা প্রেরণ করিতে বাধ্য হন।

এদিকে অপমানে ও অর্থব্যয়ে গোলাবসিংহ জম্মুতে বসিয়া জালজড়িত সিংহের ন্যায় আপন হৃদয়তাপে আপনিই দগ্ধ হইতেছিলেন। তিনি জবাহিরসিংহের উপর প্রতি-শোধ লইবার মানসে পেশোরাসিংহের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। কাশ্মীরাসিংহের মৃত্যুর পর লাহোর-দরবার বিদ্রোহে সংলিপ্ত থাকা হেতু, পেশোরাসিংহের উপর অন্য কোন দণ্ড না দিয়া কেবল তাঁহাকে লাহোর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া গুজরান্‌বালায় বাস করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তিনিও তথায় শান্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। গোলাবসিংহের পরামর্শে তাঁহার রাজ্যলালসা বর্দ্ধিত হইল। সৈন্যগণের ভরসায় ও বাধ্যতায় নির্ভর করিয়া তিনি লাহোরে আগমন করিলেন। রাণী ঝিন্দন তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ

করিলেন। সৈন্যদলের পঞ্চায়েতগণও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিল। ইহাতে জবাহিরসিংহ চিন্তিত হইয়া সৈন্যগণকে বহুল মুদ্রার লোভ দেখাইল। খালসাসৈন্য এখন অর্থের বশ, তাহারা অর্থে বশীভূত হইয়া পেশোরা সিংহকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিল। বাধ্য হইয়া পেশোরাসিংহ লাহোর ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে গোলাবসিংহ পেশোরাসিংহকে হত্যা করিতে জবাহির-সিংহকে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহা সহসা ঘটিল না। পেশোরাসিংহ সহসা আটকদুর্গ অধিকার করিয়া রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। লাহোর হইতে সৈন্য প্রেরিত হইল, কিন্তু তাহারা রণজিতের পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে উভয় পক্ষে সন্ধিস্থাপিত হইল। সন্ধির পরেই পেশোরাসিংহ গোপনে ধৃত, কারারুদ্ধ ও হত হন। এ সংবাদ লাহোরে পৌছিলেই জবাহিরসিংহ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে আনন্দপ্রকাশ করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু বিপদ্-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াই জবাহিরসিংহের আশা ঘুচিল। গোলাবসিংহের চরও খালসাদিগকে জবা-হিরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। শিখ পঞ্চায়েত জবাহিরসিংহকে দরবারে উপস্থিত হইতে আহ্বান করিল। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া জবাহিরসিংহ মহারাজ দলীপসিংহের সহিত একই হাতীতে আরোহণ করিয়া সৈন্য-গণের সম্মুখীন হইলেন। সৈন্যগণ তাঁহার নিধনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিল, সহসা দলীপসিংহকে পটমণ্ডপে স্থানান্তরিত করা হইল ও পরমুহূর্ত্তে বন্দুকের গুলিতে জবাহিরসিংহের জীবন-লীলা শেষ হইল। রাণী ঝিন্দনের বিলাপের অবধি রহিল না। সৈন্যগণ জবাহিরের মৃত্যুতেই সন্তুষ্ট হইল, অন্য কোন-রূপ অহিতাচরণে এবার তাহাদের ক্ষমতা কলঙ্কিত করিল না। জবাহিরের মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু কেহই আর উজীর হইতে চাহিল না। গোলাবসিংহ, তেজসিংহ প্রভৃতি সক-লেই খালসাসৈন্যের ব্যবহারে ভীত হইয়া সচিবপদ অস্বী-কার করিল। শেষে স্থির হইল লালসিংহকে মন্ত্র-সচিব ও তেজসিংহকে প্রধান সেনাপতিরূপে বরণ করিয়া, মহারাণী ঝিন্দনই রাজ্যচালনা করিবেন। এইরূপে পঞ্জাবকেশরী রণজিতের সমৃদ্ধ রাজ্য দুইজন কাপুরুষ, অকর্ম্মণ্য চক্রীর হস্তে অর্পিত হইল।

খালসা-সৈন্যের প্রতাপ এই সময়ে উচ্ছৃঙ্খলতার সর্ব্বোচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। লালসিংহ ও তেজসিংহ উভয়েই বুঝিয়াছিলেন, যতদিন খালসাসৈন্যের অস্তিত্ব আছে, ততদিন তাঁহারা কোনক্রমেই নিরাপদ নহেন। খালসা-সৈন্য তাঁহাদের বিলাসপ্রিয়তার সাহায্য করিবে না। বৃটীশরাজের সৈন্য ব্যতীত অন্য কেহই এই দোর্দ্দণ্ডপরাক্রম খালসার বিনাশসাধন করিতে পারিবে না। কিন্তু মনে মনে ইংরা-জের আশ্রয় গ্রহণ কবিবার দারুণ ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা সে কথাতে উচ্চবাচ্য করিলেন না—জবাহিরসিংহের নিয়তি তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে ক্রীড়া করিতেছিল। বীরকেশরী রণজিৎপুত্রকে যে খালসা সহজে ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিতে দিবে না, তাহা নিশ্চয়। তজ্জন্যই যত গর্হিত হউক না কেন, কোন উপায়ে খালসাসৈন্যের বিনাশই তেজসিংহ ও লালসিংহের উদ্দেশ্য হইল। তাঁহারা তাহারই সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

যদি খালসাসৈন্য এরূপ উচ্ছৃঙ্খল না হইত, যদি তাহা-দের উদ্ধতপ্রকৃতি হেতু তাহারা পঞ্চনদের কার্য্যপর রাজ-নীতিকুশল ব্যক্তিগণের উচ্ছেদসাধন না করিত, তাহা হইলে বোধ হয় পঞ্চনদ এত শীঘ্র বৃটীশরাজ কর্ত্তৃক কবলিত হইত না, হয়ত এখনও আমরা মহারাজ দলীপসিংহকে পঞ্চনদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিতাম। যেমন রোমক-সৈন্যের উচ্ছৃঙ্খলতা রোমরাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হইয়াছিল, পঞ্চনদের অদৃষ্টেও তদ্রূপই ঘটিল।

যে সকল কারণে শিখদিগের রাজ্যে ইংরাজ বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে, তাহার অনেকগুলি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে আবার একটু ক্ষুদ্র কার্য্য হইয়া গিয়াছিল। অভীষ্ট সাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া সুচেতসিংহ ফিরোজপুরে পলায়ন করেন; মৃত্যুকালে তথায় তিনি পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা মৃত্তিকা-ভ্যন্তরে প্রোথিত রাখিয়া যান। তাঁহার অনুচরবর্গ এই অর্থ আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিতে গিয়া ধৃত হয়। লাহোর দরবারের নিয়ম ছিল যে নিঃসন্তান ব্যক্তির সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবে। রাজবিদ্রোহীর সম্পত্তিও লাহোর দরবার বাজেয়াপ্ত করিতেন। এই নিয়মানুযায়ী লাহোর দরবার সুচেতসিংহের ঐ অর্থ দাবি করিলেন। ন্যায়পরায়ণ বৃটীশরাজের মতে স্থির হইল, যে সুচেতসিংহ রাজদ্রোহী বলিয়া তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইতে পারে না, আর লাহোর দরবার যে অর্থ দাবি করিতেছেন, তাহাতে দর-বারের স্বত্ব বৃটীশ আদালতে প্রকাশ্যভাবে বিচারিত হইবে। এরূপ নীতিবহির্ভূত আদেশও শিখগণ অনুমোদন করিয়া-ছিল। বিচার হইল এবং ভারতীয় রীতিনীতি অনুসারে সুচেতসিংহের অর্থে লাহোর দরবারের দাবিও সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইল। কিন্তু অর্থ আর প্রত্যর্পিত হইল না। তৎপরে,

সীমান্তপ্রদেশে ক্রমশঃ ইংরাজ স্বীয় বলবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ঔদ্ধত্যে ও ছলে তাঁহারা ফিরোজপুর কুক্ষিগত করিয়াছিলেন; লুধিয়ানা, সিবাথু, আম্বালা প্রদেশেও সৈন্যসংস্থাপিত হইয়াছিল। সিন্ধুদেশও তাঁহাদের কবলগত হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে সীমান্তপ্রদেশে ইংরাজের ২৫০০ সৈন্য ছিল, তাহা ক্রমে ৩২০০০ সৈন্যে বর্দ্ধিত হয়। আবার মিরাটেও প্রায় ১০০০০ সৈন্য রক্ষিত ছিল। ইহাতেই শিখদিগের মনে সন্দেহ বর্দ্ধিত হয়, যে স্বরাষ্ট্ররক্ষণ ইংরাজের অভিপ্রায় নহে, নিকটস্থ রাজ্যগুলি গ্রাস করাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। ইহার উপর আবার রণজিৎ রাজ্যের ভবিষ্যৎ লইয়া প্রকাশ্যভাবে বাদানুবাদ হইত। সার উইলিয়ম মেক্‌ণ্টন্ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রণজিতের পৌত্রের মৃত্যুর পর পেশাবর শাহসুজাকে অর্পিত হইবে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মেজর ব্রডফুট সীমান্তদেশে বৃটীশ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে পাতিয়ালা প্রভৃতি লাহোরের অধীনস্থ সামন্ত রাজ্যগুলি ইংরাজের আশ্রয়গ্রহণ করিল, সুতরাং ঐ গুলি দলীপসিংহের মৃত্যুর বা রাজ্যচ্যুতির পর বৃটীশাধিকারে আসিবে। এই সময়ে শতদ্রুর উপরে নৌসেতুনির্ম্মাণার্থ যে নৌকাগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই নৌকাগুলি সশস্ত্র সৈন্যরক্ষিত হইয়া ফিরোজপুরাভিমুখে প্রেরিত হইল। মূলতানের শাসনকর্ত্তা মূলরাজের সহিতও ব্রডফুটের গোপনীয় ভাবে চিঠিপত্র চলিতেছিল। সিন্ধুবিজেতা সার চার্লস্ নেপিয়রও বলিয়াছিলেন যে ইংরাজকে পঞ্জাব প্রবেশ করিতেই হইবে। এই সকল কারণে শিখজাতি বুঝিল, ইংরাজের সহিত সমর অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। দাসত্বকামী বিশ্বাসঘাতক সচিবদ্বয় এই অগ্নিতে ঘৃতসংযোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সীমান্তপ্রদেশে তদানীন্তন গবর্ণরজেনারল লর্ড হার্ডিঞ্জের দ্রুত আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল। যুদ্ধ অনিবার্য্য বিবেচনায়, ১৭ই নবেম্বর শিখজাতি ইংরাজের বিরুদ্ধে রণঘোষণা করিল। ১১ই ডিসেম্বর তাঁহারা শতদ্রু পার হইয়া ১৪ই ডিসেম্বর ফিরোজপুরের নিকট সেনাসমাবেশ করিল। এইরূপে প্রথম শিখযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

মুদ্‌কি, ফিরোজসহর, বদোয়াল, আলিবাল, ও সোব্‌রাহান্ ক্ষেত্রে কতকগুলি ভীষণ যুদ্ধ হইল। শিখসেনাপতিগণের ষড়যন্ত্রে মহাবীর শিখগণ পরাস্ত হইল। ইংরাজ সৈন্য শতদ্রুর অপর পারে ধাবিত হইলেন। গবর্ণরজেনারল হার্ডিঞ্জ কসুর হইতে যে ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৮৪৬ খৃঃ অঃ) ঘোষণা করিলেন, 'যে অবধি শিখগণ ইংরাজরাজের সহিত তাহাদের সন্ধি-ভঙ্গ নিমিত্ত সমুচিত দণ্ড না দিবে, ততদিন পঞ্জাব ইংরাজের অধিকারে থাকিবে।'

সোব্‌রাহানে জয়লাভের পরই যে ইংরাজ এত শীঘ্র শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়া লাহোর অভিমুখে উপস্থিত হইবে, তাহা শিখগণ স্বপ্নেও ভাবে নাই। এখন বড়লাটের ঘোষণা শুনিয়া লাহোর-দরবার অতিশয় চিন্তিত হইলেন। যাহাতে ইংরাজ সৈন্য সহসা লাহোরে না আসিতে পারে, তজ্জন্য গোলাবসিংহ শীঘ্র কসুরে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু বড়লাট গোলাবসিংহের কোন অনুরোধ রক্ষা না করিয়া কহিলেন, 'লাহোর ব্যতীত অন্য কোন স্থানে তিনি শিখ দরবারের সহিত সন্ধি করিবেন না।' গোলাবসিংহ বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তিনি ভাবিলেন, হয় ত শিশু দলীপসিংহকে ইংরাজ শিবিরে উপস্থিত করিলে লাহোরে ইংরাজ আগমন রহিত হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি দলীপকে লইয়া চলিলেন। তখন ইংরাজ সৈন্য কসুর পরিত্যাগ করিয়া ললিয়া পার হইয়া আসিয়াছে, তথায় দলীপসিংহ বড়লাটের সম্মুখে আনীত হইল। মহামনা হার্ডিঞ্জ সাদরে দলীপসিংহকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যে নরপতি ত্রিশবর্ষ কাল অবিচ্ছিন্ন ও পবিত্র সদ্ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশধর পঞ্চনদ শাসন করিবে, ইহা এখনও তাঁহার অভিপ্রায়।'

তৎকালে বড়লাট সর্দ্দারগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দলীপকে তাঁহার রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইবে; কিন্তু বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যস্থ সমুদয় প্রদেশ বিজেতার রাজ্যভুক্ত হইবে ও সামরিক ব্যয় স্বরূপ ইংরাজ গবর্মেণ্টকে দেড় কোটি টাকা দিতে হইবে।' অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর শিখ সামন্তগণ অনিচ্ছায় বড়লাটের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বড়লাট স্থির করিলেন, শিখ রাজধানীতেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে। কাজেই শিখসর্দ্দারেরা দলীপসিংহের সহিত লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন। ২০এ ফেব্রুয়ারী ইংরাজসৈন্য শিখরাজধানীতে উপস্থিত হইল। সেই দিনই গবর্ণরজেনারলের আদেশে সর্ হেন্‌রি লরেন্স, সর্ ফ্রেডারিক্ করি ও উইলিয়ম্ এড্‌ওয়ার্ডস্ দলীপকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিলেন। মহাসমারোহে দলীপসিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। পরদিন রাজপ্রাসাদে এক দরবার হইল, এখানে দলীপ ও তাঁহার অমাত্যবর্গ সাদরে ও সম্ভ্রমে গবর্ণরজেনারলকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার সদয় আচরণের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। এই দরবারে বড়লাট সুবিখ্যাত কোহিনুর দেখিতে চাহিলেন। গোলাবসিংহ আপনি সেই মণি আনিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জকে

দেখাইলেন। শতাধিক ইংরাজ রাজপুরুষ সবিস্ময়ে ঐ অতুল হীরক দেখিয়া তাহার প্রশংসা করিলেন। ৯ই মার্চ্চ, শিখ দরবার ও ইংরাজের সহিত প্রথম সন্ধি হয়। ঐ সন্ধি অনুসারে স্থির হয়, শিখ মহারাজ শতদ্রুর দক্ষিণস্থ প্রদেশ গুলির স্বত্ব এককালে ত্যাগ করিবেন। বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যস্থ প্রদেশগুলি ইংরাজের হইবে। শিখ দরবার সামরিক ব্যয় স্বরূপ ইংরাজ গবর্মেণ্টকে দেড় কোটী টাকা দানে অসমর্থ হওয়ায় এক কোটী টাকার পরিবর্ত্তে আপাততঃ কাশ্মীর ও হাজারাসমেত বিপাশা ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী সমুদয় প্রদেশগুলি এবং বক্রী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা শীঘ্র পরিশোধ করিয়া দিতে স্বীকৃত রহিলেন। তখন শিখরাজের অধীনে ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ২০ হাজার পদাতি সংখ্যাবদ্ধ হইল। বৃটীশ গবর্মেণ্টের ইচ্ছা ব্যতীত এই সংখ্যা আর বাড়াইতে পারিবে না। ইংরাজগবর্মেণ্ট শিখ দরবারের আভ্যন্তরিক রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তবে যদি কোন বিষয়ের মধ্যস্থতা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বৃটীশগবর্মেণ্ট শিখরাজের মঙ্গল হেতু তাঁহার পরামর্শ দানে শিখ দরবারের সাহায্য করিবেন।

অল্পদিন মধ্যেই শিখদরবার সামরিক ব্যয়ের বক্রী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিলেন, এই সময় মহারাণী ঝিন্দন উদ্ধতস্বভাব শিখদিগের কার্য্যাবলীতে ভীত হইয়া গবর্ণরজেনারলকে জানাইলেন, তাঁহাকে ও তাঁহার তনয় দলীপকে শিখদিগের হস্তে না রাখিয়া উভয়কে বৃটীশ সীমানায় কিম্বা তাঁহার সহিত কলিকাতা গবর্মেণ্ট হাউসে লইয়া যাওয়াই উভয়ের মঙ্গলজনক। শিখ দরবারের প্রধান রাজপুরুষগণ মহারাণীর অনুরোধ মত লর্ড হার্ডিঞ্জকে অনুরোধ করিলেন, যেন লাহোর দরবারের রক্ষার্থ কিছুদিন রাজধানীতে বৃটীশ সৈন্য অবস্থিতি করে।

৯ই মার্চ্চ গবর্ণরজেনারলের শিবিরে এক মহাসভা হইল, ঐ সভায় দলীপসিংহ ও প্রধান প্রধান শিখসর্দ্দারগণ উপস্থিত ছিলেন। বড়লাট সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন, বৃটীশ গবর্মেণ্ট শিখরাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নন, বৃটীশসৈন্য সকলেই চলিয়া যাইতে প্রস্তুত, তবে শিখ দরবারের বিশেষ অনুরোধে আমি লাহোরে কিছুদিন বৃটীশ সৈন্য রাখিতে সম্মত হইয়াছি। গুরুতর রাজকার্য্য সংশোধন ব্যাপারে ভাল মন্দ শিখ দরবারের হস্তে নির্ভর করিতেছি। আমি যথাসাধ্য সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু শিখসর্দ্দারগণ অবহেলা করিলে তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করিতে বৃটীশগবর্মেণ্ট কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। লর্ড হার্ডিঞ্জের সদুপদেশ শুনিয়া সর্দ্দারগণ সকলেই মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

পর দিন বড়লাট রাজপ্রাসাদে গিয়া মহারাজ দলীপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

১১ই তারিখে এক সন্ধি হইল যে, শিখ সেনার সংশোধন ও সংস্করণ জন্য বৃটীশগবর্মেণ্ট বর্ত্তমান বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত মহারাজ ও লাহোরবাসীগণের রক্ষার্থ বৃটীশসৈন্য লাহোরে রাখিবেন।

শিখরাজ্য রক্ষা হইল বটে, কিন্তু নবীন নরপতি দলীপসিংহের প্রতিনিধি স্বরূপ কে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিবে। এ সময় যদি গোলাবসিংহ মন্ত্রীত্ব পাইতেন, তাহা হইলে বিশেষ গোলযোগ ঘটিত না, কিন্তু শিখরাজমাতার স্নেহবর্দ্ধিত লালসিংহ মহারাণী ঝিন্দনের প্রভাবে প্রধান সচিব-পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মন্ত্রী হইলেন বটে, কিন্তু তিনি সকলের অপ্রিয় ও শিখ সাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ ও চাটুকারগণ অতিজঘন্য উপায়ে প্রজার রক্ত শোষণ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক শীঘ্রই লালসিংহের অধঃপতন হইল। [লালসিংহ দেখ।]

দরবারের প্রধান সভ্যগণ শিখরাজ্যরক্ষণের জন্য শিশু দলীপের অপ্রাপ্তবয়স পর্য্যন্ত বৃটীশ গবর্মেণ্টকে পঞ্জাবের শাসন ভার গ্রহণ করিতে আবেদন করিলেন। মহামনা হার্ডিঞ্জ সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর এক সন্ধি হইল, তাহাতে স্থির হয়, গবর্ণরজেনারলের প্রতিনিধি স্বরূপ লাহোরে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট থাকিবেন। প্রত্যেক রাজকীয় কার্য্যে তাঁহার পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে, কএকজন দক্ষ ব্যক্তি রেসিডেণ্টের সহকারী পদে নিযুক্ত হইবে। যাহাতে পঞ্জাববাসীগণের জাতীয় প্রথা ও আচার ব্যবহার রক্ষা হয়, যাহাতে সমুদয় লোকের ন্যায়মত সত্য বজায় থাকে; তৎপক্ষে বৃটীশ গবর্মেণ্টে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। রেসিডেণ্টের পরামর্শ অনুসারে সভ্যগণ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন মহারাজের রক্ষা ও রাজ্যের শান্তির জন্য গবর্ণরজেনারল যত ইচ্ছা সৈন্য লাহোরে রাখিতে পারিবেন। তজ্জন্য শিখদরবার বাৎসরিক ২২ লক্ষ নূতন নানক শাহী টাকা বৃটীশগবর্মেণ্টকে দিবেন। মহারাজ দলীপসিংহের জননী ও তাঁহার পরিচারিকাবর্গের ভরণপোষণ জন্য বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হইবেক। যে পর্য্যন্ত মহারাজ দলীপসিংহ নাবালক থাকিবেন, উভয় পক্ষকেই এই সন্ধিপত্রের ধারা অনুসারে চলিতে হইবেক। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর মহারাজ দলীপসিংহ ষোড়শবর্ষে পদার্পণ

করিলে, এই সন্ধিধারা হইতে উভয়পক্ষ মুক্ত হইলেন। ইতিহাসে এই সন্ধি ভৈরবাল সন্ধি নামে খ্যাত।

এইরূপে শিশু দলীপ বৃটীশ গবর্মেণ্টের আশ্রিত হইলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ যতদিন ভারতে ছিলেন, ততদিন তিনি শিখরাজের উপর যথেষ্ট উদারতা দেখাইয়াছিলেন। মহামতি সর হেন্‌রি লরেন্স ঐ সময় পঞ্চনদের শাসনভার ও শিশু দলীপের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। এই মহাত্মার যত্নে শিখরাজ্যের শান্তি স্থাপিত হয়। ইনি দলীপকে যথেষ্ট স্নেহ ও যত্ন করিলেও মহারাণী ঝিন্দন তাহার প্রতিনিধি-সভার বিরোধী ছিলেন। অনেক সময় তিনি রেসিডেণ্টের মতের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিলেও লরেন্স তাঁহার বিরোধী হন নাই। অবশেষে লর্ড হার্ডিঞ্জ মহারাণীর আচরণের সংবাদ পাইয়া দলীপকে তাঁহার মাতার নিকট হইতে পৃথক্ রাখিতে আদেশ করিলেন। দলীপ মাতা হইতে পৃথক্ হইলেও ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে পূর্ব্ববৎ নম্রতা ও শিষ্টাচার দেখাইলেন। বাস্তবিক লর্ড হার্ডিঞ্জ ও সর হেন্‌রি লরেন্স জনকের ন্যায় দলীপকে স্নেহ করিতেন ও যত্ন দেখাইতেন; কিন্তু দলীপের দুর্ভাগ্য যে অল্পদিন পরেই উক্ত দুই মহাত্মা ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জের স্থলে পররাষ্ট্রলোলুপ মার্কুইস্ অব্ দাল্‌হৌসি এবার গবর্ণরজেনারল হইয়া আসিলেন। এ সময়ে সমস্ত ভারতে পূর্ণশান্তি বিরাজ করিতেছে। তখন সর এফ্ করি লাহোরের রেসিডেণ্ট এবং সর হেন্‌রি লরেন্সের ভ্রাতা জন্ লরেন্স বর্ত্তমান রেসিডেণ্টের সহকারী হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন।

তখন মূলরাজ মূলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি শিখ দরবারের আচরণে বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী হইলেন, এ সময়ে যদি রেসিডেণ্ট কালবিলম্ব না করিয়া সৈন্য পাঠাইতেন, তাহা হইলে সহজেই গোলযোগ মিটিয়া যাইত, কিন্তু তিনি বিদ্রোহদমনে বিলম্ব করায় পঞ্জাবরাজ্যের ভাবি অনিষ্টপাতের সূচনা হইল।

এই সময়েই মহারাণী ঝিন্দনকে শেখোপুর দুর্গে নির্ব্বাসিত করা হয় এবং ছত্রসিংহ নামে শিখসাম্রাজ্যের এক অতি সম্ভ্রান্ত সর্দ্দারের কন্যার সহিত দলীপসিংহের বিবাহের প্রস্তাব রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন উক্ত ছত্রসিংহের প্রতি ইংরাজগণ অতিশয় দুর্ব্যবহার করেন। [সেরসিংহ দেখ।] উক্ত কারণে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার শিখযুদ্ধ ঘটে। বৃটীশগবর্মেণ্টের অনবধানতায় শিখযুদ্ধ ঘটিলেও গবর্ণরজেনারল এইবার শিখরাজ্য গ্রাস করিতে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধের সূচনা দেখিয়া প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফ্ পঞ্জাবে আগমন করিলেন। দলীপসিংহের সৌজন্য দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইলেন।

রামনগর, সাদুল্লাপুর ও চিলিনওয়ালার যুদ্ধে শিখ সৈন্যগণের অদ্ভুত রণনিপুণ্য ও অজেয় বৃটীশসৈন্যের পরাজয় দর্শনে বৃটীশগবর্মেণ্ট ও সমস্ত ভারত বিচলিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে এই সমাচার প্রেরিত হইলে কোর্ট অব্ ডিরেক্টারগণ সিন্ধুবিজেতা নেপিয়ারকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। যাহা হউক মহাবীর লর্ড গাফের অদ্ভুত রণকৌশলে গুজরাটের যুদ্ধে শিখসৈন্য অলৌকিক বীরত্ব দেখাইয়া পরাজয় স্বীকার করিল। এই শিখযুদ্ধে লাহোর দরবারের অধিকাংশ সর্দ্দার যোগদান না করিলেও এবং এ সময়ে পঞ্চনদ সম্পূর্ণরূপে বৃটীশের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিলেও লর্ড দালহৌসি দলীপকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পঞ্জাব বৃটীশ শাসনাধীন করিলেন।
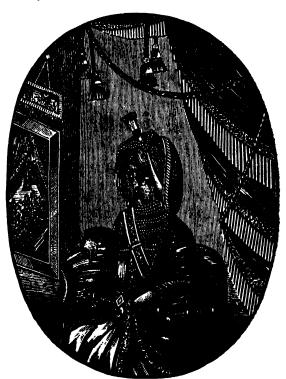
দলীপসিংহ।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ২৯এ মার্চ্চ লাহোর রাজদরবারের শেষ অধিবেশন হয়, ঐ দিন মহারাজ রণজিৎসিংহের শিশু, অভিভাবক ইংরাজের রক্ষণাধীন মহারাজ দলীপসিংহ, পৈতৃক সিংহাসনে শেষবার অধিবেশন করিলেন। আজ শিখ সর্দ্দারগণ দীন হীন বেশে সভায় উপস্থিত হইলেন। দলীপসিংহের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে চলিল। ইংরাজ প্রতিনিধি দলীপের রাজ্যচ্যুতি-সন্ধিপত্রে তাঁহাকে স্বাক্ষর করিতে

আদেশ করিলেন। দেওয়ান দীননাথ শিশু নৃপতির প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্য আর একবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু ইংরাজ রাজপুরুষগণ তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। অজ্ঞান শিশু দলীপসিংহ অভিভাবক ইংরাজরাজের আদেশক্রমে তাঁহার সর্ব্বনাশ পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সন্ধিপত্রে এইরূপ লিখিত হইল—

১। মহারাজ দলীপসিংহ তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হইয়া পঞ্জাবের সমুদয় দাবি দাওয়া পরিত্যাগ করিলেন।

২। লাহোর দরবারের ঋণ পরিশোধার্থ দরবারের সমস্ত সম্পত্তি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইল।

৩। কোহিনূর ইংলণ্ডের রাণীকে প্রদত্ত হইবে এবং মহারাজ দলীপসিংহ নিজের, তাঁহার জ্ঞাতি ও অনুচরবর্গের ভরণপোষণ চালাইবার জন্য, কোম্পানির নিকট হইতে বাৎসরিক অনধিক পাঁচ লক্ষ ও অন্যূন চারি লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

৪। শিখরাজ আজীবন মহারাজ দলীপসিংহ বাহাদুর এই পদবী ব্যবহার করিতে পারিবেন। গবর্ণরজেনারল যেখানে মনে করিবেন সেইখানেই মহারাজ দলীপসিংহকে বাস করিতে হইবে।

অন্যায়রূপে শিশু মহারাজ দলীপসিংহ আপনার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। [দাল্‌হৌসি দেখ।]

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিশু দলীপ অভিভাবক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হইলে জন লোগিন্ নামক একজন ডাক্তার তাঁহার শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিযুক্ত হইলেন। দলীপের প্রাসাদের নিকটেই তাঁহারও বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, তখনও দলীপের দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হয় নাই। এই বয়সেই তিনি বেশ পারস্য ভাষা শিখিয়াছিলেন। ইংরাজী শিখিতেও তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল।

লোগিনের সদয় ব্যবহারে দলীপ অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্ব্বদাই লোগিনের সহিত থাকিতে ভালবাসিতেন। লোগিনের সঙ্গ ব্যতীত তিনি কখনও বাহিরে বেড়াইতেন না। বাস্তবিক লোগিন্‌ও দলীপকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বালক দলীপ অল্পবয়সেই যেরূপ ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, লোগিন্ স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—যে ইংরাজ বালকেরা এই বয়সে ঐরূপ দেখাইতে অক্ষম। আমোদ প্রমোদের মধ্যে দলীপ বাজপক্ষী শীকার ও চিত্রপটাদি অঙ্কন করিতে ভালবাসিতেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর, গবর্ণরজেনারল দলীপসিংহকে পঞ্জাব হইতে ফতেগড়ে স্থানান্তর করিতে আদেশ করিলেন। এই সময় বড়লাটের আদেশমত রাজা সেরসিংহের একমাত্র সার্দ্ধ ছয় বৎসরের শিশু কুমার শিবদেবও দলীপের সহিত স্থানান্তরিত হইলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে দলীপ শিবদেব ও তাঁহার মাতা রাণী দখ্নুর সহিত ফতেগড়ে আসিয়া পৌছিলেন।

গঙ্গার নিকট ফতেগড়ে এক সামান্য প্রাসাদে দলীপের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। দলীপের শিক্ষক মহাত্মা লোগিন্ বাটীর নিকটবর্ত্তী বাঙ্গলাগুলি ক্রয় করিয়া তাঁহার জন্য একটী উদ্যান প্রস্তুত করাইলেন। এখানে দলীপের সহিত শিবদেবের বড়ই সৌহার্দ্দ জন্মে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে লোগিন্ দলীপের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু দলীপের মত না থাকায় বিবাহ স্থগিদ হইল। লোগিনের শিক্ষাগুণে দলীপ ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী রীতিনীতির অনুকরণ করিতে ভালবাসিতেন। অল্পদিন পরেই তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণে অভিলাষ জন্মিল।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দলীপ হিন্দুস্থানের প্রধান প্রধান স্থান দর্শন করিতে অভিলাষ করিলেন। তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অল্পমাত্র লোকজন সঙ্গে লইয়া ফতেগড় হইতে বাহির হইলেন। কেবল শিবদেবের মাতা তাঁহাদের সহিত না গিয়া কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে আসিলেন।

দলীপ গুপ্তভাবে গমন করিলেও তাঁহাকে দেখিবার জন্য পথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। দিল্লী, আগরা, মীরঠ, রুড়্‌কি, সেকন্দ্রা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া হিন্দুর পবিত্র তীর্থ হরিদ্বার দর্শন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। এই সময় হরিদ্বারে নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক নানাজাতীয় যাত্রীর সমাগম হওয়ায় দলীপের প্রকাশ্যভাবে গমনে গবর্মেণ্ট শঙ্কিত হইলেন। দলীপ অতি গুপ্তভাবে হরিদ্বারে পৌছিলেও কএকজন শিখ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশে চীৎকার করিয়াছিল। পাছে কোন গোলমাল ঘটে, এজন্য শীঘ্রই তাঁহাকে ইংরাজ-শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল। বর্ষার প্রারম্ভে তিনি মুসুরিতে উপস্থিত হন। এখানে তিনি প্রতিদিন পদব্রজে ৪।৫ ক্রোশ পথ হাটিতেন। বসন্তকাল মুসুরিতে অতিবাহিত করিয়া সবান্ধবে ফতেগড়ে প্রত্যাগমন করেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ্চ, তিনি নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। জর্ডন নদীর জলের পরিবর্ত্তে গঙ্গাজল সিঞ্চনে তাঁহার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই সময় অনেক ইংরাজ ও এদেশীয় খৃষ্টান

দলীপের মঙ্গলকামনায় তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই দলীপের বিলাত যাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল, লোগিন্ এ বিষয় লর্ড দালহৌসিকে জানাইলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কোর্ট অব্ ডিরেক্টারের মত পাইয়া গবর্ণরজেনারল দলীপকে বিলাত যাইতে অনুমতি দিলেন। শিবদেবও দলীপের সহিত বিলাত যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে দলীপ বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন। গবর্মেন্ট হাউসে গবর্ণর-জেনারল তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ট আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। এই সময়ে শিবদেবের বিলাত যাইবার বিরুদ্ধে তাঁহার জননীর করুণ আবেদনপত্র গবর্ণরজেনারলের হস্তগত হইল। কাজেই শিবদেবের বিলাত যাওয়া হইল না।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৯এ এপ্রেল দলীপসিংহ বিলাত যাইবার জন্য জাহাজে উঠিলেন। লোগিন্ ও পণ্ডিত নেমিয়াগোরে নামে এক ব্রাহ্মণ জাতীয় খৃষ্টান তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। দলীপসিংহ ইংলণ্ডে জাতীয় পরিচ্ছদে বিভূষিত থাকিতেন। কাশ্মীরি কুর্ত্তায় মখমলের উপর সুবর্ণখচিত কোট এবং পায়ে সুবর্ণমণ্ডিত পেন্ট্‌লেন তিনি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। তাহার উষ্ণীষে রত্নজড়িত শিরপেচ, কাণে পান্নার বীরবৌল ও গলায় তিন নল মুক্তার মালা শোভা পাইত। মহারাণীর স্বামী প্রিন্স আলবার্ট তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই আলাপ করিতেন। এমন কি তাঁহাকে প্রায় বকিংহাম্ প্রাসাদে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আঁকাইতেন। একদিন এইরূপ চিত্র লইবার সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া বিবি লোগিন্‌কে জিজ্ঞাসা করেন, 'মহারাজ কি কোহিনুর সম্বন্ধে কখন কোন কথা বলেন। এসম্বন্ধে মহারাজ যাহা বলেন, সকল কথা আমাকে বলিও।' সুবিধা মত বিবি লোগিন্ একদিন দলীপকে বলিলেন, 'আপনি কি কোহিনুর দেখিতে ইচ্ছা করেন?' তাহাতে দলীপ উত্তর করেন, 'হাঁ, আমি আর একবার হস্তে ধারণ করিতে ইচ্ছা করি।'

একদিন দলীপ রাজপ্রাসাদে চিত্রকরের পার্শ্বে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন, সেই সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে কোহিনুর লইয়া দলীপের নিকট উপস্থিত হইলেন। দলীপ আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হইয়া কোহিনুর হস্তে লইলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী দলীপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন।" দলীপ ধীরভাবে সেই মহামণি আলোকে ধরিয়া বিশেষ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, 'ইহার জ্যোতি বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু ইহার আকার ছোট হইয়াছে।' এই বলিয়া নম্রভাবে মহারাণীর করে কোহিনুর অর্পণ করিয়া চিত্রকরের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। এই সময়ে তাহার মুখের ভাব কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। মহারাণী ও আর আর সকলে তাঁহার শান্তভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

মহারাণী দলীপের আচরণে এতই প্রীতি হইয়াছিলেন যে তিনি লোগিনকে দলীপের ইতিহাস লিখিতে অনুমতি করেন। মহারাণীর পুত্রগণ ও রাজকুমারীগণও দলীপের সহিত অনেক সময় নানা প্রকার খেলা করিতেন। ক্রমে রাজকুমারগণের সহিত দলীপের সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। মহারাণী দলীপসিংহের জন্মদিন উপলক্ষে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিতেন। এইরূপে ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারগণের স্নেহে দলীপ অতিসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কুর্গ রাজকুমারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এক সময়ে লোগিন্ তাঁহার সহিত দলীপের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। দলীপ ঐ রাজকুমারীর গুণের পক্ষপাতী হইলেও তাঁহাকে কখন বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি। তিনি দলীপকে কেন্টনগরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। তথায় দলীপ ৭ দিন মহানন্দে অবস্থান করেন। বাস্তবিক ইংলণ্ডের লোকেরা তথাকার উচ্চ রাজ-পরিবারের ন্যায় দলীপসিংহকেও সম্মান করিতেন।

এতদিন দলীপ নাবালক ছিলেন, শীঘ্রই সাবালক হইবেন, সাবালক হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতি কিরূপ বন্দোবস্ত হইবে তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। লোগিন্ এ বিষয় জানিবার জন্য ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে চৈত্র মাসে লর্ড দাল্‌হৌসিকে লিখিলেন, মহারাজের ইচ্ছা ভবিষ্যতে তাঁহাকে যেন কোন ভূসম্পত্তি না দেওয়া হয়। ১৮৪৯ সন্ধিধারামত তাঁহাকে ৫ লক্ষের ভিতর টাকা দেওয়া হয়, তাঁহার পরিবারবর্গের যদি কাহাঁর মৃত্যু হওয়ায় যে বৃত্তির টাকা বাঁচিয়াছে, ভবিষ্যতে তিনি যেন পাইতে পারেন।" লর্ড দাল্‌হৌসি উত্তরে লেখেন যে, অপরের বৃত্তির টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইবে না।

ইহার পর দলীপ বিদ্যাচর্চ্চায় ও সৎকার্য্যে মন দিলেন। তিনি অমৃতসহরের নিকটবর্ত্তী বিদ্যালয়ের ছাত্র সমুদয়কে পারিতোষিক দিবার জন্য বাৎসরিক এক হাজার টাকা, বিলাতে নিঃস্বার্থপরোপকারীর সভায় ১০০০ হাজার টাকা, ইংলণ্ডের দরিদ্রদিগকে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা এবং তাঁহার অবস্থানকাল পর্য্যন্ত বাৎসরিক ২৫০০০ হাজার টাকা দানের বন্দোবস্ত করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে স্কটলণ্ডের মেজিস্ দুর্গে কোর্ট অব্ ডিরেক্টারগণে পরিবৃত হইয়া আমোদে বাস করেন। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন। দলীপ বিলাতী ললনার প্রশংসায় মুগ্ধ হন নাই, রমণীর কুটজালে তাঁহার চরিত্র কলুষিত হয় নাই। ইহাই দলীপের মহত্ত্বের পরিচয়।

দলীপ দুই বৎসর বাস করিবার জন্য ইংলণ্ডে আসেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে জেনোয়া ও ফ্লোরেন্স হইয়া ইতালীর রাজধানী রোমনগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মহানুভব পোপ দলীপের সম্মানার্থ রাজপ্রাসাদে যেথানে সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি সকল স্থাপিত আছে, সেইস্থান আলোকিত করিতে বলিলেন। রোম হইতে দলীপ নেপল্স্, পম্পির আগ্নেয়গিরি বিসুবিয়াস্ দর্শন করিয়া পরে জেনিভা নগর হইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন।

ইংলণ্ডে আসিয়া তিনি শুনিলেন, অযোধ্যা বৃটীশাধীন হইয়াছে। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ্ আলীশাহের বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি স্থির হইয়াছে, এ ছাড়া তাঁহার পরিবার-বর্গের ভরণপোষণ জন্য বৃটীশ গবর্মেণ্টকে আরও অনেক টাকা দিতে হইবে। স্বাধীন শিখরাজ্যের অধিপতি মহাবীর রণজিৎসিংহের পুত্র ও পরিবারগণের মোট পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি হইবার পর অলস সামন্তরাজের বিলাসের জন্য বৃটীশ গবর্মেণ্ট ১৫ লক্ষ টাকা বন্দোবস্ত করিলেন, ইহা মহারাজ দলীপের পক্ষে অপমানজনক ও অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতি সুব্যবস্থা হইতে পারে, এই আশায় তিনি ক্লারিজ হোটেল হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর কোর্ট অব্ ডিরেক্টরগণের সভাপতিকে লিখিলেন, 'দশ বর্ষ-বয়সে অভিভাবকের আদেশমত পঞ্জাবরাজ্য ইংরাজকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন অভিভাবক ও মন্ত্রিগণের পরামর্শে সন্ধির সর্ত্তগুলি ভাল বলিয়াই বোধ করিয়াছিলাম। এখন ভরসা করি, আমার পূর্ব্বপদ ও আমার বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমার সম্মানযোগ্য ন্যায় বন্দোবস্ত করা হয়।' সভাপতি প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, ভারতবর্ষ হইতে জানিয়া তাঁহাকে উত্তর দেওয়া হইবে, তবে সন্ধির ধারানুসারে তাঁহার ইচ্ছামত বাসস্থান সম্বন্ধে যে প্রতিবন্ধক ছিল, তাহা হইতে তিনি মুক্ত হইলেন। যে মাস অবধি অপেক্ষা করিয়া দলীপ আবার কোর্ট অব্ ডিরেক্টারগণকে তাঁহার বিষয় জানাইবেন মনে করিয়াছেন, এমন সময় (জুন মাসে) সংবাদ আসিল—ভারতে ভীষণ সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং আর তাঁহার পত্র লেখা হইল না।

এ সময়ে উইণ্ডসর্ ও অস্বরন্ রাজপ্রাসাদে দলীপের প্রায়ই নিমন্ত্রণ হইত। যুবরাজ ও রাজকুমার আল্ফ্রেড্ আলবার্টনে দুই তিনবার আসিয়া দলীপের সহিত ক্রিকেট খেলা করিতেন ও তাঁহার ফটোগ্রাফ লইতেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে দলীপের নাম জাল করিয়া বিলাত হইতে কতকগুলি লোক তাঁহার মাতাকে পত্র লেখেন। তখন দলীপের জননী নেপালে ছিলেন। [ঝিন্দন দেখ।] ঘটনাক্রমে সেই পত্র জঙ্গবাহাদুরের হস্তগত হয়। তিনি সেই পত্র নেপালের বৃটীশ রেসিডেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরে সেই পত্র গবর্ণরজেনারলের নিকট হইয়া বিলাতে ডিরেক্টরগণের নিকট আসিল। দলীপের হইয়া সর্ জন লোগিন্ গবর্মেণ্টকে লিখিলেন, 'পত্রগুলি দলীপের নয়, জাল।'

এই সময় হইতে দলীপ মাতার বিষয় কিছু চিন্তিত হইলেন। নেমিয়াগোরে ভারতে আসিতে ছিলেন। তাঁহাকে মাতার নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু নেমিয়া নিজে না গিয়া এক উদাসীকে দিয়া রাণী ঝিন্দনের কাছে পত্র পাঠাইলেন, এ সংবাদ পাইয়া দলীপ অতি দুঃখিত হন। সর্জন্ লোগিন্ দলীপের হইয়া নেমিয়াকে পত্র লেখেন, 'এক-জন অপরিচিত লোককে মহারাণীর কাছে পাঠান মহারাজের ইচ্ছা নয়। আপনি স্বয়ং গিয়া মহারাণীর সহিত দেখা করিবেন ও তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবেন যে কি রূপে তিনি থাকিতে ইচ্ছা করেন, মহারাজ কি রূপে তাঁহার কার্য্যে আসিতে পারে। নেপালে থাকাই তাঁহার পক্ষে এখন মঙ্গল-জনক। যাহাতে ভবিষ্যতে তিনি আত্মীয় ও পরিবারবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারেন, মহারাজ ভারতে গিয়া তাঁহার চেষ্টা করিবেন।'

সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজ দলীপের ফতেগড়স্থ বাটীও বিদ্রোহিয়া লুণ্ঠন করে, তাহাতে দলীপের ভারতে যাহা কিছু সম্বল ছিল, সমস্তই নষ্ট হয়, দলীপ এ সংবাদে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ইংরাজের তত্ত্বাবধানে থাকিলেও ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেন নাই।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৯এ ডিসেম্বর, দলীপ লোগিনের শিক্ষা-ধীনতা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। যে বয়সে হিন্দু রাজ-কুমারগণ সাবালক হন, তদপেক্ষা দলীপের এখন তিন বৎসর অধিক হইলেও অথবা য়ুরোপীয় রাজপুত্রগণ যে বয়সে সাব-লক হন, তদপেক্ষা এক বর্ষ অধিক হইলেও কোর্ট অব্ ডিরেক্টরগণ জানাইলেন, 'মহারাজ এখনও নাবালক, তিনি কোন বিষয় কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম।' দলীপ তাঁহাদের

কথায় কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক এই সময় ভারত গবর্মেণ্ট লোগিনের বেতন বন্ধ করায়, দলীপ নিজ বৃত্তি হইতে লোগিন্‌কে মাসিক ৪৩৩।/৪ দিবার জন্য কোম্পানীর সেক্রেটরীকে জানাইলেন। কিন্তু কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

দলীপ এখন নানাদেশ দর্শনে অভিলাষী হইলেন। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। রোম, কনস্তান্তিনোপল প্রভৃতি স্থান দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। রোমে কুর্গ রাজকুমারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বিবি লোগিন্ ভাবিয়া ছিলেন, কুর্গরাজকন্যাই দলীপের মনোহরণ করিতে পারিবেন; কিন্তু দলীপ একদিন কথায় কথায় বিবি লোগিন্‌কে বলিলেন, 'কেবল ইংরাজরমণীই তাঁহার পত্নী হইবার যোগ্যা। এ সম্বন্ধে তিনি কএকজন লর্ড কন্যার পাণিগ্রহণের আশা পাইয়াছেন।' গ্রীষ্মকালে দলীপ ইংলণ্ডে ফিরিলেন।

কুমার শিবদেব খুল্লতাতকে এক পত্র লেখেন, 'তাঁহার জননীর বৃত্তিতেই এখন অতিকষ্টে তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইতেছে।' দলীপ শিবদেবের বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া দিবার জন্য ভারতগবর্মেণ্টেকে আবেদন করিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর শিবদেবের বাৎসরিক ৮০০০৲ টাকা মাত্র বৃত্তি স্থির হইল।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ২০এ মে দলীপ শুনিলেন, ইংরাজি 'আইনানুসারে তিনি সাবালক হইলে বৎসরে ২৫০০০৲ পৌণ্ড বা প্রায় সার্দ্ধ দুই লক্ষ টাকা মাত্র বৃত্তি পাইবেন। তৎপরে শুনিলেন, 'তন্মধ্যে ১৫০০০ পৌণ্ড তাঁহার জীবিতাবস্থায় দেওয়া হইবে, অবশিষ্ট ১০০০০ পৌণ্ড মধ্যে তাঁহার স্ত্রীর জন্য বাৎসরিক অনধিক ৩০০০ পৌণ্ড রাখিয়া অবশিষ্ট ইংলণ্ডের আইনানুসারে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভক্ত করিয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী না থাকিলে যে টাকার সুদ হইতে তাঁহাকে বাৎসরিক দশহাজার পৌণ্ড দেওয়া হইবে, সে সমস্ত টাকা গবর্মেণ্টের হইবে।' কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের সময় তাঁহার যে সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছুই পাইলেন না।

১লা নবেম্বর দলীপ লোগিন্‌কে এক পত্র লেখেন, 'গবর্মেণ্ট এখনও আমার প্রতি কোন বন্দোবস্ত করিলেন না, আমি অস্থির হইয়াছি। আমার ভয়, পাছে আমি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়ি। সত্বর গবর্মেণ্টকে এ বিষয় জানান উচিত।'

ক্রমে অর্থের অনাটনে দলীপ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনেক লেখালেখির পর গবর্মেণ্ট দলীপের সকল দাবী মিটাইবার জন্য ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ২০এ জানুয়ারী তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ এক স্বাক্ষরিত পত্র গ্রহণ করিলেন—'তিনি জীবদ্দশায় বাৎসরিক ২৫০০০ পৌণ্ড, এ ছাড়া তিনি নগদ ২০০০০০ পৌণ্ড প্রার্থনা করিতেছেন। উত্তরাধিকারী-অভাবে এই মুদ্রা ভারতের সাধারণ হিতকার্য্যে ব্যয় করিতে তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে। ইহাতে তাঁহার সমুদয় দাবী পরিশোধ হইবে।'

ভারত সভা ঐ স্বাক্ষরিত পত্র পাইয়া ২৩এ মার্চ দলীপকে জানাইলেন, '১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে বৃত্তির যে অংশ মহারাজ পাইতে পারিতেন, তাহাতে আর তাঁহার অধিকার নাই।' বাস্তবিক বৃত্তি হইতে এ সময় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া ছিল। ৩রা এপ্রেল, দলীপ প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, 'সর্ চার্লস উডের সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি যে পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি অতিশয় দুঃখিত। বৃত্তিভোগীর মৃত্যুতে এ পর্য্যন্ত কত টাকা জমিয়াছে, তাহা না জানিয়া তিনি তাঁহার দাবী ছাড়িতে পারেন না।' প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়া গেল, দলীপ তাঁহার শেষ পত্রের আর কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে দলীপ জননীর বাসস্থানের বন্দোবস্ত ও ব্যাঘ্র-শিকারের ইচ্ছায় ভারত যাত্রা করিলেন।

গবর্ণরজেনারল দলীপের ভারত আসা সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিলেন না, তবে পঞ্জাবে পদার্পণ করিতে নিষেধ করিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে দলীপ ভারতে আসিলেন। লোগিন্‌কে তাঁহার বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরগণের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিবার ভার দিয়া আসেন। কিন্তু কোর্ট অব্ ডিরেক্টর তাঁহার ক্ষমতাপত্র গ্রাহ্য করেন নাই।

দলীপ কলিকাতায় স্পেন্সেস্ হোটেলে অবস্থান করেন। এখানে কুমার শিবদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দলীপ গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া মাতাকে আবার ভারতে আনিলেন। বহুদিন পরে রণজিৎ-বনিতা পুত্রমুখ দর্শন করিয়া বলিয়া ছিলেন, 'তিনি আর পুত্র ছাড়া হইবেন না।'

দলীপের ভারতবর্ষ ভাল লাগিল না। ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি লোগিন্‌কে এক পত্র লেখেন, 'ভারত অতি জঘন্যস্থান, আমি এখানে আসিয়াছি বলিয়া অনুতাপ করি। নানা

লোকের তাড়ায় আমার এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই। বৃদ্ধ অনুচরেরা পুরাতন কথা তুলিয়া আমাকে বড়ই জ্বালাতন করিতেছে। ভারতবাসী দারুণ মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, আমার ঘৃণার পাত্র। ইংলণ্ডে যাইবার জন্য আমি সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত।'

এই সময় একদিন কতকগুলি শিখসেনা চীনরাজ্য হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। তাহারা রণজিতের পুত্রের আগমন সংবাদ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হোটেলের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে দলীপকে অভিবাদন করিল। তাহাদের রাজভক্তি দেখিয়া ইংরাজ রাজপুরুষগণ বিচলিত হইলেন। গবর্ণরজেনারল দলীপের পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া বন্ধ করিলেন এবং অবিলম্বে বিলাত যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে তাঁহাকে আদেশ দিলেন। দলীপের আর ব্যাঘ্রমৃগয়া হইল না। তাঁহার জননীও বিলাত চলিলেন।

জুলাই মাসে সকলে বিলাতে আসিয়া পৌছিলেন। ল্যাঙ্কাষ্টর গেটের নিকট এক বৃহৎ প্রাসাদে দলীপ ও তাঁহার জননীর বাসস্থান হইল।

জুলাই মাসে সর্ চার্লস্ উডের নিকট হইতে পত্র পাইয়া দলীপ অবগত হইলেন, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বৃত্তিভোগী কোন কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে মোট ৭৬৪২৬৩৲ টাকা বাঁচিয়াছিল। কিন্তু ঐ হিসাবে প্রায় একলক্ষ টাকার ভ্রম থাকায় আর একখানি সম্পূর্ণ ও প্রকৃত হিসাব পাঠাইতে লিখিলেন। কএকমাস অতীত হইল, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না।

জননীর প্রভাবে দলীপের ধর্ম্মভাব কমিতে লাগিল। এখন আর তিনি প্রতি রবিবার গির্জ্জায় যাইতে চাহিতেন না। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ মাতার নিকট থাকিলে দলীপ বিগড়াইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহার জননীর জন্য এক পৃথক্ বাটী ভাড়া করিয়া দিলেন।

দলীপ বুঝিলেন যে ইংরাজ সহজে তাঁহার প্রতি কোন সুব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত নহেন, এমন কি বিনাদোষে তাঁহার মাতাকেও স্থানান্তর করিলেন;—এই সকল কারণে আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। মাতাকে ভারতে পাঠাইবার জন্য অধীর হইলেন। তাঁহার ভাবী জীবনের নিরানন্দময় দৃশ্য দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া উপস্থিত শান্তিলাভাশায় ইংলণ্ডের মোহিনী রমণীসমাজে চরিত্র কলুষিত করিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া' উপাধির সৃষ্টি হইলে দলীপও এই উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ঝিন্দন লণ্ডন নগরে প্রাণত্যাগ করেন। মাতার শোক যাইতে না যাইতে দুই মাস পরেই তাঁহার স্নেহে জনকোপম দলীপের শিক্ষাগুরু লোগিনের মৃত্যু হইল। এই উচ্চহৃদয় ব্যক্তির মৃত্যুতে দলীপ অতিশয় কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। কিছু দিন বিবি লোগিন্‌কে সান্ত্বনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে দলীপ জননীর মৃত দেহ লইয়া বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলেন। জননীর শবদাহ করিয়া ভস্মাবশেষ নর্ম্মদার পবিত্র সলিলে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথে ইজিপ্টের রাজধানী আলেক্‌সান্দ্রিয়া নগরে অবতরণ করেন। এখানে বোম্বামূলার নাম্নী এক সরলা মার্কিন-বালার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। সরলা ষোড়শী, মহারাজ দলীপের মহিষী হইয়াও আপনার পূর্ব্ববৎ ধীর ও শান্ত প্রকৃতি বিস্মৃত হন নাই। তিনি ইংলণ্ডের উচ্চ রমণী সমাজেও মিশিতে ভালবাসিতেন না; নিভৃতে পতি-সোহাগে কাটাইতে ভালবাসিতেন। তিনি আরবী ভাষা ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। সুতরাং দলীপ প্রথম প্রথম স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে বিশেষ অসুবিধা অনুভব করিতেন। তিনি পত্নীকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য এক বিবি নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া দলীপকে সস্ত্রীক আহ্বান করিয়া তাঁহার মহিষীর শান্ত স্বভাব ও সদ্‌গুণে প্রকৃতই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

এখন মহারাজ দলীপ আপনার পরিবারবর্গের জন্য চিন্তিত হইলেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্ট দলীপের প্রতি কোন বন্দোবস্ত করিলেন না। কেবল কূটতর্কে অতিবাহিত হইল। দলীপ আর উপায়ান্তর না দেখিয়া সর্ জন্ লরেন্সের উপর এ বিষয়ের মীমাংসার ভার দিতে অনুরোধ করিলেন। সর্ জন্ লরেন্স ১৮৪৯ সন্ধির প্রকৃত মর্ম্ম জানিতেন; তাঁহারই যত্নে ঐ সন্ধি হয়। সর্ চার্লস্ উড্ দলীপের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সর্ ফ্রেডারিক করিকে লরেন্সের সাহায্য করিতে বলিলেন। রণজিৎ পঞ্চনদের রাজা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার কতকগুলি পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, মহারাণী ঝিন্দন যখন দলীপের অভিভাবক ছিলেন, তিনি তৎকালে ঐ সম্পত্তি হইতে কর আদায় করিতেন। এখন লোগিন্ ঐ সকল সম্পত্তির বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য দলীপের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক চিন্তার পর লরেন্স্ ও করি যাহা স্থির করিলেন, ভারত-সভা তাহাতে সম্মত হইলেন না।

সন্ধির সর্ত্ত মীমাংসিত হইল না, এমন কি দলীপের পূর্ব্ব পৈতৃক সম্পত্তি ও সিপাহীবিদ্রোহে নষ্ট তাঁহার ফতেগড়স্থ স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধেও কোন বন্দোবস্ত হইল না। অনেক লেখালেখির পর ফতেগড়স্থ প্রায় দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি প্রায় ৩০০০০৲ টাকা পাইলেন।

এই সময় তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এল্‌ভেডন জমিদারীও বিক্রীত হইবে। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ কোথায় দাঁড়াইবেন, এই ভাবনায় তিনি ব্যাকুল হইলেন। তিনি শুনিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের ভরণপোষণ জন্য গবর্মেণ্ট কেবল মাত্র ৩০০০৲ পৌণ্ড দিবেন। দলীপের পুত্রের পক্ষে ইহা নিতান্ত অযোগ্য।

দলীপ এখন নিরুপায় হইয়া ইংলণ্ডবাসীগণের সুবিচার প্রত্যাশায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৩১এ আগষ্ট 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় লিখিলেন—

'ভৈরবাল-সন্ধি অনুসারে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট তাঁহার রক্ষণ ও রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ মূলতানের বিদ্রোহ দমনে বিলম্ব করাতেই সমস্ত পঞ্জাবে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। বিদ্রোহ দমনের পর লর্ড দাল্‌হৌসি ঘোষণা করিয়াছিলেন, যাহারা বিদ্রোহে লিপ্ত নহে তাহাদিগকে কোনরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। এরূপ ঘোষণার পরও তিনি শান্তিস্থাপন করিয়া এক অসহায় শিশুকে পাইয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ভৈরবাল-সন্ধি অনুসারে কার্য্য না করিয়া তিনি পঞ্জাব বাজেয়াপ্ত এবং সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইলেন। বিক্রয় করিয়া যে ২৫০০০০ পৌণ্ড উঠিল, তাহা বৃটীশ-পালিত সৈন্যদিগের প্রতি বিতরিত হইল। আমি নির্দ্দোষ, আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলি কখন বৃটীশগবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে উঠে নাই, কিন্তু দোষীর সহিত আমাকেও শাস্তি ভোগ করিতে হইল। আমি অন্যায়রূপে রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। লর্ড দাল্‌হৌসির মতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে আমার রাজ্যের আয় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ছিল, এখন বোধ হয় আয় আরও অনেক বাড়িয়াছে। আমি নাবালক অবস্থায় অভিভাবকের আদেশে রাজ্যচ্যুতির সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, আমি ঐ সন্ধিপত্র আইন বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করি। সেই জন্য এখনও আমি পঞ্জাবের অধিপতি। যাহাহউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। আমি আমার দয়ালু ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে আমার ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় নাই। ঐ সম্পত্তির রাজস্ব এখন ১৩০০০০ পৌণ্ড, কিন্তু দয়াময় বৃটীশগবর্মেণ্ট আমার যাবজ্জীবন ২৫০০০ পৌণ্ড বৃত্তি দিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। এছাড়া আমার মৃত্যুর পর আমার জমিদারী বিক্রয় করিবেন, এই দারুণ পণে ভবিষ্যতে আমাকে আরও ২০০০ পৌণ্ড বৃত্তি দিবেন বলিয়াছেন। সুতরাং দেখিতেছি আমার অবর্ত্তমানে আমার পুত্রদিগের মানসম্ভ্রম রক্ষা হইবে না। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই সভ্য খৃষ্টান জগতে যদি একজনও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি থাকেন, তিনি আমার পক্ষ হইয়া ইংরাজ পার্লিয়ামেণ্টে আমার পক্ষ সমর্থন করিবেন। নতুবা আমার সুবিচার পাইবার আশা কোথায়?'

দলীপের কাতরোক্তিতে কেহ কর্ণপাত করিল না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে একদিন তিনি বিবি লোগিন্‌কে আসিয়া বলিলেন, 'তিনি ইংলণ্ড ও তাঁহার শঠতার সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিলেন।' বিবি লোগিন্ দলীপের অবস্থা সর্ হেন্‌রি পন্‌সন্‌বি দ্বারা মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে জানাইলেন। মহারাণী ভারত-সচিবকে দলীপের বিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু প্রায় বৎসরাধিক অতীত হইল, ভারতসভা কোন প্রতিবিধান করিলেন না। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ২৫এ জুলাই দলীপ বিবি লোগিন্‌কে জানাইলেন, 'আমি শীঘ্রই ভারতযাত্রা করিব। রুষ-সৈন্য আগত প্রায়, ভারত বিপদ্ জড়িত, এ সময়ে আমি যদি বৃটীশগবর্মেণ্টের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারি, তাহা হইলে গবর্মেণ্ট হয় ত আমার উপর সদয় হইতে পারেন।'

ইহার পর দলীপ আরও এক বৎসর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিলেন। তৎপরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে তখনকার ভারতসচিব লর্ড কিম্বার্লিকে লিখিলেন—'যদি বৃটীশগবর্মেণ্ট শীঘ্র আমার প্রতি কোন ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে আমি চিরকালের নিমিত্ত আমার ভূসম্পত্তি ও ইংলণ্ডে বাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব। আমায় যে বৃত্তি দেওয়া হইতেছে, তাহাতে আমি মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম।' ভারতসচিব কোন উত্তর দিলেন না। তখন দলীপসিংহ আর সহ্য করিতে না পারিয়া গবর্মেণ্টের হস্তে এল্‌ভেডন জমিদারী অর্পণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার আয়োজন করিলেন। সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট্ কখনও বিশ্বাস করেন নাই যে দলীপ প্রকৃতই ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইবেন। দলীপ সাউদম্প্‌টন্ পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট্ তাঁহাকে জানাইলেন, 'তিনি দাবীর ৫০০০০৲ পৌণ্ড পাইবেন।' দলীপ তাহাতে সম্মত না হইয়া

ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। অনেক উচ্চহৃদয় ইংরাজ তাঁহাকে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যদি সে কথা শুনিতেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহাকে দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত না।

অনেক অনুনয়ের পর দলীপ ভারতাগমনের অনুমতি পাইলেন বটে, কিন্তু পঞ্চনদ দর্শনের ক্ষমতা পাইলেন না। যাহা হউক তিনি জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে স্বদেশীয়দিগকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন—

'প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ! আমি যে ভারতে গিয়া বাস করিব, আমার কখন এ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অদৃষ্ট গুণে আবার আমায় ভারতে যাইতে হইবে। আমি নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্ম ছাড়িয়া বিজাতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই জন্য তোমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি বোম্বাইএ পৌছিয়াই আবার 'পাহল' গ্রহণ করিব। কিন্তু পঞ্জাবে গিয়া আর আপনাদের সহিত মিলিত হইতে পারিব না।'

দলীপের স্বদেশবাসী কেহ কেহ সহানুভূতি জানাইয়া অবিলম্বে পত্রের উত্তর পাঠাইলেন। যাহা হউক এ পত্র পৌছিবার পূর্ব্ব হইতেই দলীপের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি এডেনে পৌছিয়াই শিখ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পত্র ও শিখগণের মনোভাব দর্শনে শঙ্কিত হইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার ভারতাগমন বন্ধ করিলেন। দলীপ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট তারযোগে প্রকাশ্য বিচারের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, 'একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার অভিভাবক বলপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যচ্যুতির সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া লওয়ায় তিনি সেই সন্ধি অগ্রাহ্য করিতেছেন।' যাহা হউক দলীপ অবিলম্বে বন্দীরূপে পুনরায় ইংলণ্ডে আনীত হইলেন। এই ব্যাপারে তিনি ইংরাজকে মহাশত্রুরূপে জ্ঞান করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক উপর্য্যুপরি নিরাশার দংশনে দলীপের এক প্রকার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছিল। ধৈর্য্যধারণ বা চিত্তসম্বরণের ক্ষমতা রহিল না। হৃদয়ের যাতনায় ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিনি গবর্মেণ্ট দত্ত বৃত্তিও পরিত্যাগ করিলেন। কিছুদিন তিনি অতি কষ্টে ইংলণ্ডে থাকিয়া ছদ্মবেশে ফ্রান্সে আসিলেন।

দলীপ ভাবিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি অত্যাচারের কথা শুনিয়া হয় ত ফরাসী গবর্মেণ্ট ইংরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবেন। এই দুরাশায় তিনি ফরাসী গবর্মেণ্টকে সৈন্য সাহায্যে তাঁহাকে পুঁদিচারী পাঠাইবার জন্য পত্র দ্বারা আবেদন করিলেন। ফরাসী গবর্মেণ্ট এই অবিবেচকের পত্রে কোন উত্তর দিলেন না। দলীপ তাহাতে নিরাশ হইয়া ছদ্মবেশে আয়র্লণ্ডদেশীয় পাট্রিক ক্যাসি নাম ধারণ করিয়া ছাড়পত্র সংগ্রহ করিলেন এবং ফ্রান্স হইতে জর্ম্মণীর রাজধানী বর্লিন্ নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে দলীপের সমস্ত নগদ টাকা ও ছাড়পত্র চুরি যাওয়ায় তিনি মহাবিপদে পড়িলেন। জর্ম্মণী ছাড়িয়া রুষ রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সঙ্গে ছাড়পত্র না থাকায় রুষ রাজ্যে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। দলীপ আর কোন উপায় না দেখিয়া মস্কোগেজেটের সম্পাদক কাট্‌কফ্‌কে তারযোগে আপনার প্রকৃত নাম ও দুরবস্থার কথা জানাইলেন। দলীপ যাহাতে বিনা ছাড়পত্রে রুষিয়ায় প্রবেশ করিতে পারেন, তজ্জন্য কাট্‌কফ্ তারযোগে সীমান্ত কর্ম্মচারী ও পুলিসকে জানাইলেন এবং দলীপকে আনিবার জন্য একজন দূত পাঠাইলেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে দলীপ রুষ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। মস্কোনগরে উপস্থিত হইলে কাট্‌কফ্ পরম সমাদরে দলীপকে অভ্যর্থনা করিলেন।

দলীপ মস্কোনগরে অবস্থান কালে ইংলণ্ডের প্রতি যথেষ্ট অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, রুষিয়ার অধীনতা স্বীকার করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য, তিনি মধ্য এসিয়ার ব্যাপারে রুষের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত।

দলীপের ইংরাজ বিদ্বেষ শুনিয়া রুষগণ অতি সন্তুষ্ট হইতেন। ১১ই জুন মস্কোর গবর্ণরজেনারল প্রকাশ্যে দলীপের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

ইহার কএক মাস পরে দলীপ শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী তাঁহারই শোকে কাতর হইয়া ইংলণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দলীপ আরও ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার উপক্রম হইল। তিনি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে এইরূপ ঘোষণা করিলেন—'এডেনে অবরোধ করায় তাঁহার ইংরাজ ভক্তি দারুণ ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে। ইংরাজরাজ অন্যায় রূপে তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি রুষের আজ্ঞাধীন হইয়া কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।' আবার ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ভারতবাসীকে সম্বোধন করিয়া ঘোষণা করিলেন, 'তিনি ভারতের পঁচিশ কোটী লোকের প্রত্যেকের নিকট হইতে মাসিক এক পয়সা ও পঞ্জাবের প্রত্যেক অধিবাসীর নিকট মাসিক এক আনা প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি রুষিয়ার সাহায্যে য়ুরোপীয় সৈন্য লইয়া শীঘ্রই ভারতে পদার্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।'

যাহা হউক দলীপের অদূরদর্শিতার নিমিত্ত রুষ সম্রাট্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তিনি আশানুরূপ সহানুভূতি না পাইয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজধানী পারিনগরে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে ভোগবিলাসে তাঁহার চরিত্র আরও কলুষিত হইল; তিনি শীঘ্রই সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহার পুত্র ভিক্টর দলীপ দেখিতে আসিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই অবস্থায় দলীপ ভারত-সচিব লর্ড ক্রশকে এক পত্র লিখিলেন, 'আমি মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যদি তিনি ক্ষমা করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার ইচ্ছাধীন থাকিব অঙ্গীকার করিলাম।' ১লা আগষ্ট তারিখে লর্ড ক্রশ দলীপকে জানাইলেন যে 'মহারাণী তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।' ইহাতে দলীপ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি অতিশয় অসুস্থ হওয়ায় তাঁহার পুত্র পিতার হইয়া মহারাণীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৩এ অক্টোবর পারিনগরের এক হোটেলে সন্ন্যাসরোগে দলীপের মৃত্যু হয়। ২৯এ তারিখে তাঁহার মৃত দেহ এল্‌ভেডন প্রাসাদে আনীত ও সমাহিত হইল।

দলীমৃগ (পুং) বিলেশয়শ্রেণীস্থ প্রাণিবিশেষ।

দলেগন্ধি (পুং) দলে গন্ধো যস্য, সমাসান্ত ইৎ, সপ্তম্যা অলুক্। সপ্তপর্ণীবৃক্ষ, ছেতেন গাছ।

দলোদ্ভব (ত্রি) দলাদুদ্ভবতি উদ্-ভূ-অচ্। দলজাত মধুভেদ। "ছর্দ্দিমেহপ্রশমনং মধু রুক্ষং দলোদ্ভবং।" (সুশ্রুত) এই মধু ছর্দ্দি ও মেহনাশক।

দল্‌ভ (পুং) দলতি বিশীর্ণভবত্যনেন দল-ভ (দৃদলিভ্যাং ভঃ। উণ্ ৩।১৫১) ১ প্রতারণা। ২ পাপ। ৩ চক্র। ৪ মুনিভেদ।

দল্‌ভ্য [দাল্‌ভ্য দেখ]।

দল্মি (পুং) দলতি বিদারয়তি অসুরানিতি দল-মি (দল্মিঃ। উণ্ ৪।৪৭)। ১ ইন্দ্র। দল্যতেঽনেন। ২ বজ্র।

দল্মিমৎ (ত্রি) দল্মি বিদ্যতে২স্য দল্মি-মতুপ্। বজ্রযুক্ত।

দল্য (ত্রি) দলস্য অদূরদেশাদি দলবর্লাদিত্বাৎ য। দলের অদূর দেশাদি, অর্থাৎ সন্নিহিত দেশ।

দব (পুং) দুনোতি পীড়য়তি দু-অচ্। ১ বন। ২ বনাগ্নি। "দৃষ্ট্বা গতা নির্বৃতিমস্য সর্ব্বে গজাদ বার্ত্তা ইব গাঙ্গ্যমস্তঃ।" (ভাগ' ৮।৬।১৩)। ৩ অগ্নি। দু-অপ্। ৪ উপতাপ। কোন কোন কোষকার দব শব্দের উপতাপ এই অর্থ করেন।

দবথু (পুং) দু-ভাবে অথুচ্ (ট্বিতোঽথুচ্। উণ্ ৩।৩৮৯)। ১ পরিতাপ, দুঃখ, উদ্বেগ। দুয়তেঽনেন করণে অথুচ্। ২ চক্ষুরাদি দাহ, চক্ষুর্জ্বালা।

দবদগ্ধক (ক্লী) দবেন দগ্ধং সৎ কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক। রোহিষ তৃণ। (রাজনি°)

দবদহন (পুং) দাবাগ্নি, বনজাত অগ্নি। "সরঃসবোঽসবো দবদহনদাহব্যতিকরঃ" (উদ্ভট)

দবাগ্নি (পুং) দবানাং বনানাং অগ্নিঃ, বা দবএব অগ্নিঃ। দাবানল।

দবানল (পুং) দবস্য অনলঃ। বনাগ্নি।

দবিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন দূরঃ দূর-ইষ্ঠন্, দূর শব্দ স্থানে দবাদেশঃ (স্থূল দূর যুবেতি। পা ৬।৪।১৫৬) সুদূর, অতিশয় দূরবর্ত্তী।

দবীয়স্ (ত্রি) ইদমনয়োরতিশয়েন দূরং দূর-ঈয়সুন্, স্থূর দূরেত্যাদিনা সাধুঃ। সুদূর।

দশ (ত্রি) দংশয়তি দীপ্যতে দন্‌শি বাহুলকাৎ কনিন্ নলোপ (দন্‌শ দংশনে নলোপঃ। উণ্ ১।১৫৬ উজ্জ্বলদত্ত)। সংখ্যাবিশেষ, ১০ সংখ্যা, দ্বিগুণিত পঞ্চ।

"দিশোদশোক্তাঃ পুরুষস্য লোকে সহস্রমাহু র্দশপূর্ণং শতানি।
দশৈব মাসান্ বিভ্রতি গর্ভবত্যো দশৈরেকা দশ দাশা দর্শাহাঃ॥"
(ভারত ৩।১৩৪।১৭)

দশবাচক শব্দ—হস্তাঙ্গুলি, শম্ভুবাহু, রাবণমস্তক, কৃষতার তার, দিক্, বিশ্বদেব, অবস্থা, চন্দ্রাশ্ব, পংক্তি। (কবিকল্পলতা)। এই দশন্ শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

দ্রব্যের দশবিধ গুণক্রিয়া। ১ শৈত্য—ইহাদ্বারা হ্লাদন, স্তম্ভন, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা ও দাহের উপশম হয়। ২ উষ্ণ—ইহা শৈত্যের বিপরীত, কিন্তু পাচক। ৩ স্নিগ্ধ—স্নেহ ও মার্দ্দবকর, বলকর এবং বর্ণকর। ৪ রুক্ষ—স্নিগ্ধের বিপরীত, বিশেষতঃ স্তম্ভনকর ও খর। ৫ পিচ্ছিল—জীবনীয়, বলকর, সন্ধানকর, শ্লেষ্মল ও গুরু। ৬ বিশদ—পিচ্ছিলের বিপরীত, ক্লেদশোষক ও রোপণকর। ৭ তীক্ষ্ণ—দাহপাক ও আস্রাবকর। ৮ মৃদু—তীক্ষ্ণের বিপরীত। ৯ গুরু—অবলম্বতা, উপলেপ, বলতৃপ্তি ও পুষ্টিজনক। ১০ লঘু—গুরুর বিপরীত, লেপনকর ও রোপণকর। দ্রব্যের দশবিধ গুণ। ১ দ্রব—ক্লেদকর। ২ সান্দ্রস্থূল ও বন্ধনকর। ৩ শ্লক্ষ্ণ—পিচ্ছিলবৎ। ৪ কর্কশ—বিশদবৎ, সুখানুবন্ধী ও সূক্ষ্ম। ৫ সুগন্ধ—রুচিকর ও মৃদু। ৬ দুর্গন্ধ—সুগন্ধের বিপরীত ও হৃল্লাসক, অরুচিকর, সারক, অনুলোমকারক, মদকর। ৭ ব্যবায়ী—সমুদয় দেহ ব্যাপ্ত হইয়া পাক করে। ৮ বিকাশী—প্রফুল্লতাসম্পাদনপূর্ব্বক ধাতুর বন্ধন শিথিল করে। ৯ আশুকারী—দ্রুতগামী জল জলস্থ তৈলবৎ দেহে সত্বরই ব্যাপ্ত হয়। ১০ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাতেও গমন করে। (দ্রব্যগুণদর্পণ)

দশই, প্রতি মাসের দশ তারিখ।

দশই, গোয়ালিয়র (সিন্ধিয়ারাজ্য) রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। ইহা মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অধীন দশই নামক জায়গীরের প্রধান নগর। আমঝিরা হইতে ১০ মাইল উত্তরে এবং সর্দ্দারপুর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই জায়গীরের রাজস্ব ২৪০০০৲।

দশক (ক্লী) দশ পরিমাণমস্য কন্। ১ দশসংখ্যা, দশতি।

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥" (মনু)

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটী ধর্ম্মলক্ষণ। ২ দশগণ্ডা।

দশকণ্ঠ (পুং) দশ কণ্ঠা গলা যস্য। রাবণ।

দশকণ্ঠজিৎ (পুং) দশকণ্ঠং জয়তি জি-কিপ্। রাবণ-জেতা, রাম।

দশকন্ধর (পুং) দশ-কন্ধরা গ্রীবা যস্য। রাবণ, পৃষো-দরাদি সূত্রদ্বারা রলোপ করিলে দশকন্ধ এইরূপ হইবে।

দশকন্ধরজিৎ (পুং) দশকন্ধরং জয়তি জি-কিপ্। রাম।

দশকন্যাতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

দশকর্ম্মজ্ঞ (পুং) দশকর্ম্ম জ্ঞা-ক। দশকর্ম্মের মন্ত্রাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ।

দশকর্ম্মন্ (ক্লী) দশবিধং কর্ম্ম। গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারকর্ম্ম। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকরণ, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। এই দশটী সংস্কারকার্য্যকে দশবিধ সংস্কার কহে।

দশকর্ম্মপটু (পুং) দশকর্ম্মণি পটুঃ। দশকর্ম্মবিষয়ে পারদর্শী।

দশকর্ম্মপদ্ধতি (স্ত্রী) দশকর্ম্মণাং পদ্ধতিঃ। দশকর্ম্মবিষয়ক পদ্ধতি, যে পুস্তকে দশকর্ম্মের সকল বিবরণ লিখিত আছে, তাহাকে দশকর্ম্মপদ্ধতি কহে। সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদীয় তিনখানি দশকর্ম্মপদ্ধতি আছে। তাহার মধ্যে ভবদেবভট্ট সামবেদীয়, পশুপতিভট্ট যজুর্ব্বেদীয় এবং কালেশি ঋক্‌বেদীয়দিগের দশকর্ম্মপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে এখন সকল সংস্কারকার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

দশকর্ম্মান্বিত (পুং) দশকর্ম্মভিঃ অন্বিতঃ। ১ দশকর্ম্ম দ্বারা যুক্ত, যিনি সকল কার্য্যাদি করেন, তাহাকে দশকর্ম্মান্বিত কহে। ২ দশকর্ম্মাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, যিনি দশকর্ম্মবিষয়ক ও অন্যান্য সকলপ্রকার পৌরোহিত্যাদি কার্য্য উত্তমরূপ জানেন, তাহাকে দশকর্ম্মান্বিত কহে।

দশকামজব্যসন (ক্লী) কাম হইতে উৎপন্ন দশ প্রকার ব্যসন। মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, প্রমদা-সক্তি, নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, বৃথাভ্রমণ ও মদ্যপান এই দশ প্রকার ব্যসন কামজ। [ব্যসন দেখ।]

দশকিয়া (দেশজ) নামতা প্রভৃতির গণনাঙ্কের পুস্তক, ধারা-পাত। ১০ গণ্ডায় ১ দশক।

দশকুমারচরিত (ক্লী) মহাকবি দণ্ডিপ্রণীত গদ্য গ্রন্থবিশেষ। ইহাতে দশটী রাজকুমারের চরিত বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্য ঐ গ্রন্থের নাম দশকুমারচরিত। ইহা অতি আশ্চর্য্য উপন্যাস গ্রন্থ, কবি ইহাতে অলৌকিক কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এইগ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত—পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, দশকুমারের পূর্ব্ব ভাগই দণ্ডী প্রণীত, উত্তরার্দ্ধ অন্য কবি কৃত। এই প্রকার কিংবদন্তীর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দশকুলবৃক্ষ (পুং) দশগুণিতঃ কুলবৃক্ষঃ। তন্ত্রোক্ত কুলবৃক্ষ দশক, তন্ত্র কথিত দশটী কুলবৃক্ষ।

"শ্লেষ্মাতকঃ করঞ্জশ্চ বিল্বাশ্বত্থকদম্বকাঃ।
নিম্বো বটোডুম্বরৌ চ ধাত্রী চিঞ্চা দশ স্মৃতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

শ্লেষ্মাতক, করঞ্জ, বিল্ব, অশ্বত্থ, কদম্ব, নিম্ব, বট, উডু-ম্বর, ধাত্রী, চিঞ্চা এই দশটী কুলবৃক্ষ। সাধকসকল প্রাতঃকালে উঠিয়া এই দশকুল বৃক্ষকে প্রণাম করিবে।

দশক্ষীর (ক্লী) দশবিধং ক্ষীরং। দশবিধ দুগ্ধ, গো, ছাগী, উষ্ট্রী, মেষী, মহিষী, অশ্বিনী, নারী, হস্তিনী, মৃগী ও গর্দ্দভী, এই দশবিধ জন্তুর ক্ষীরকে দশবিধক্ষীর কহে।

"গব্যমাজন্তথা চৌষ্ট্রমাবিকং মাহিষঞ্চ যৎ।
অশ্বায়াশ্চৈব নার্য্যাশ্চ করেণূনাং তথৈব চ॥" (সুশ্রুত)

[দুগ্ধ দেখ।]

দশখান (দেশজ) দশখণ্ড।

দশগুণ (ত্রি) দশাবৃত্ত, দশবার।

দশগ্রাম (ক্লী) দশখানি গ্রামযুক্ত পরগণা।

দশগ্রামপতি (পুং) দশানাং গ্রামাণাং পতিঃ, উত্তরপদ-দ্বিগুস°। দশগ্রামের অধ্যক্ষ, দশগ্রামযুক্ত পরগণার অধীশ্বর। যাহার আজ্ঞায় দশখানি গ্রাম শাসিত হয়, তাহাকে দশগ্রাম-পতি কহে। ইহার বিষয় মনুতে এইরূপ লিখিত আছে—রাজা রাজ্যের সুরক্ষাবিধানার্থ বিস্তৃতি অনুসারে দুই, তিন, দশ, বা শত গ্রামের মধ্যে একদল সৈন্য সংস্থাপনপূর্ব্বক এক এক অধিনায়কের উপর ঐ ঐ গ্রামের বিচারাদির ভার অর্পণ করিবেন। রাজা প্রথমতঃ প্রত্যেক গ্রামে এক এক অধিপতি, পশ্চাৎ ক্রমশঃ অধিক প্রতাপবিশিষ্ট দেখিয়া দশগ্রামের একজন, বিংশতিগ্রামের একজন, এবং সহস্র-গ্রামের একজন অধিপতি নিযুক্ত করিবেন। গ্রামে

কোনরূপ চৌর্য্যাদি অন্যায় কার্য্য সংঘটিত হইলে গ্রামাধিপ স্বয়ং তাহার বিচারাদি করিবেন, যদি তিনি করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে দশগ্রামপতির নিকট দিবেন, তিনি তাহার বিচারকার্য্যাদি সমাধা করিবেন। তিনিও যদি অসমর্থ হন, উত্তরোত্তর প্রধান অধিনায়কের নিকট অর্পণ করিবেন। (মনু ৭অ°)। এখন যেরূপ এক একটী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনদণ্ডে শাসিত হয়, পূর্ব্বেও ঐরূপ গ্রামপতি, দশগ্রামপতি প্রভৃতির আজ্ঞাধীনে একটী গ্রাম বা দশটী গ্রাম শাসিত হইত।

দশগ্রামিক (ত্রি) দশগ্রামা অধিকৃতত্বেন সন্ত্যস্য ঠন্। ১ দশগ্রামাধিপ, দশগ্রামের অধিপতি। ২ দশগ্রামাধিপের অদূরদেশাদি।

দশগ্রামিন্ (পুং) দশগ্রামা অধিকৃতত্বেন সন্ত্যস্য ইনি। দশগ্রামের অধিপতি।

"স্বসীম্নি দদ্যাৎ গ্রামস্তু পদং বা যত্র গচ্ছতি।
পঞ্চগ্রামী বহিঃক্রোশাৎ দশগ্রাম্যথ বা পুনঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৭৫)

দশগ্রীব (পুং) দশ গ্রীবা অস্য। ১ রাবণ। ২ অসুরবিশেষ। (ভারত বন° ৯ অ°)। ৩ দমঘোষের পুত্র ভেদ, শিশুপালের ভ্রাতা। ৪ একাদশ মন্বন্তরে ইন্দ্রের শত্রুভেদ, এবং ইহার অপর আর এক নাম বৃষ। (গরুড়পু° ৬৭ অ°)

দশজ্যোতিস্ (পুং) সুভ্রাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইহার দশ সহস্র পুত্র হইয়াছিল। (ভারত আ° ১ অ°)

দশৎ (স্ত্রী) দশ পরিমাণমস্য অতি। দশবর্গ, দশক, দশসংখ্যা।

দশতয় (ত্রি) দশ অবয়বা যস্য, দশানাং অবয়বা বা সংখ্যায়াঃ অবয়বে তয়প্। ১ দশসংখ্যা। ২ দশসংখ্যান্বিত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "তদেকমেব আন্তবেদসং গায়ত্রং তৃচং দশতয়ীষু বিদ্যতে।" (নিরুক্ত)

দশতি (স্ত্রী) দশাবৃত্তা দশ নিপাতনাৎ সাধুঃ। শতসংখ্যা, দশাবৃত্তদশক। "কালেন মহতা কদ্রুরণ্ডানাং দশতীর্দশঃ। জনয়ামাস বিপ্রেন্দ্র দ্বে চাণ্ডে বিনতা তথা॥" (ভারত ১।১৬।১৩) 'দশাবৃত্তা নব নবতিঃ তথা দশাবৃত্তা দশ দশতিঃ শতমিত্যর্থঃ।' (নীলকণ্ঠ)

দশদশিন্ (ত্রি) দশাবৃত্তা দশ পরিমাণমস্য তিনি। শতগুণিত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দশদিক্‌পাল (পুং) দশদিশঃ পালয়তি, পাল-অচ্। দশদিকের অধীশ্বর, এই সকল দেবগণ পূর্ব্বাদিক্রমে দশদিক্‌পালন করেন—ইন্দ্র পূর্ব্বদিক্ পালক, অগ্নি অগ্নিকোণ, যম দক্ষিণ দিক্, নির্ঋতি নৈর্ঋত কোণ, বরুণ পশ্চিমদিক্, মরুৎ বায়ুকোণ, কুবের উত্তরদিক্, ঈশ ঈশানকোণ, ব্রহ্মা ঊর্দ্ধদিক্ এবং অনন্ত অধোদিক্‌পালক। উক্ত এই দশ দেবতা দশদিকের রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। যে কোন পূজা করিতে হইলে এই ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিতে হয়।

দশদিক্ [শ্] (স্ত্রী) পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহ। যথা—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু, ঈশান, অধঃ ও ঊর্দ্ধ, এই দশটী দিক্।

দশধা (অব্য) দশানাং প্রকারঃ। দশ-ধা (সংজ্ঞায়াং বিধার্থে ধা। পা ৫।৩।৪২) দশপ্রকার, দশবার।

"সর্ব্বং বা রিক্থ জাতন্তু দশধা পরিকল্প্য চ।" (মনু ৯।১৫২)

দশন্ (ত্রি) দন্‌শ বাহু° কনিন্। সংখ্যাবিশেষ, ১০, দশ সংখ্যা, দ্বিগুণিত পঞ্চ। ২ দশসংখ্যাযুক্ত। [দশ দেখ।]

দশন (ক্লী) দশ্যতে হনেন শরীরং দন্‌শ করণে ল্যুট্ দশ দশেতি নির্দ্দেশাৎ কচিৎ কিত্যপি ন লোপঃ। ১ কবচ। (পুং) ২ শিখর। ৩ দন্ত।

"উবাচ বাগ্মী দশনপ্রভাভিঃ সংবর্দ্ধিতোরঃস্থলতারহারঃ।" (রঘু ৫।৫২)

দশনচ্ছদ (পুং) দশনান্ দন্তান্ ছাদয়তি ছাদি ঘঞ্ হ্রস্বঃ। ওষ্ঠ।

দশনপদ (ক্লী) দশনস্য দশনক্ষতস্য পদং। দশনক্ষত স্থান, যে স্থলে দন্ত ক্ষত করা যায়।

"দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদং।" (গীতগোবিন্দ)

দশনবাসস্ (ক্লী) দশনানাং বাসইব আচ্ছাদকত্বাৎ। ওষ্ঠ, ঠোঁট।

দশনবীজ (পুং) দশন ইব বীজমস্য। দাড়িম্ববৃক্ষ। (পারস্করনি°)

দশনাংশু (পুং) দশনস্য অংশুঃ ৬তৎ। দশনজ্যোতিঃ, দন্তরুচি, দন্তশোভা।

দশনাঙ্ক (পুং) দশনস্য দশনক্ষতস্য অঙ্কঃ। দশনক্ষত, দশনাঘাত চিহ্ন, দাঁত বসানর দাগ।

দশনাঢ্যা (স্ত্রী) দশনঃ আঢ্যো যস্যাঃ, এতৎ সেবনেন হি দন্তস্য দার্ঢ্যাৎ অস্য তথাত্বং। চুক্রিকা, চুকাপালঙ্ শাক, টকপালঙ্ শাক।

দশনামী, অদ্বৈতবাদপ্রচারক সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যের চারিজন প্রধান শিষ্য ছিলেন—পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। এই চারিশিষ্যের আবার প্রত্যেকের শিষ্য ছিল। পদ্মপাদের দুই শিষ্য তীর্থ ও আশ্রম; হস্তামলকের দুই শিষ্য বন ও অরণ্য; মণ্ডনের তিন শিষ্য—গিরি, পর্ব্বত ও সাগর

এবং তোটকের তিন শিষ্য—সরস্বতী, ভারতী ও পুরি। এই দশজন হইতেই দশনামী সন্ন্যাসীর উৎপত্তি হইয়াছে।

"ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে॥
আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ় আশাপাশবিবর্জিতঃ।
যাতায়াতবিনির্ম্মুক্ত এতদাশ্রমলক্ষণম্॥
সুরম্যে নির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাপাশবিনির্ম্মুক্তো বননামা স উচ্যতে॥
আরণ্যে সংস্থিতো নিত্যমানন্দনন্দনে বনে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদং বিশ্বমরণ্যলক্ষণং কিল॥
বাসো গিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসে হি তৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে॥
বসেৎ পর্ব্বতমূলেষু প্রৌঢ়ো যো ধ্যানধারণং।
সারাৎসারং বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
বসেৎ সাগরগম্ভীরো বনরত্নপরিগ্রহঃ।
মর্য্যাদাশ্চ ন লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
স্বরজ্ঞানবশোনিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।
সংসারসাগরে সারাভিজ্ঞো যোহি সরস্বতী॥
বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ॥
জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরিনামা স উচ্যতে॥"

(প্রাণতোষিণী—অবধূতপ্রকরণ।)

যিনি তত্ত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ট, ত্রিবেণীসঙ্গমতীর্থে তত্ত্বার্থভাবে স্নান করেন, তিনি তীর্থ নামে অভিহিত। যিনি আশ্রম গ্রহণে সমর্থ এবং কামনাবিবর্জিত হইয়া জন্ম ও মৃত্যু হইতে নির্ম্মুক্ত হন, তাঁহার নাম আশ্রম। যিনি কামনাপরিশূন্য হইয়া রমণীয় নির্ঝর সন্নিহিত বনে বাস করেন, তাঁহার নাম বন। যিনি আরণ্য ব্রত গ্রহণ করিয়া সমস্ত সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক আনন্দ-দায়ক বনে চিরকাল বাস করেন, তাঁহাকে অরণ্য বলে। যিনি সর্ব্বদা গিরিমধ্যে বাস করেন, গীতাভ্যাসে কুশল, অবিচলিত বুদ্ধি ও গম্ভীর, তিনি গিরি নামে খ্যাত। যিনি পর্ব্বতমূলে বাস করেন, ধ্যান ও ধারণ করিতে সমর্থ এবং সারাৎসার ব্রহ্মকে জানেন, তিনি পর্ব্বত নামে অভিহিত। যিনি সাগর সদৃশ গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করেন, ফলমূলাদি আহার করেন এবং আত্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তাঁহাকে সাগর বলে। যিনি সর্ব্বদা স্বরজ্ঞানবিশিষ্ট, স্বরবাদী, কবীশ্বর ও সংসার সাগরমধ্যে সারজ্ঞানবিশিষ্ট, তাঁহাকে সরস্বতী বলে। যিনি বিদ্যাভারে পরিপূর্ণ হইয়া সকল ভার ত্যাগ করেন ও দুঃখভার জানেন না, তাঁহার নাম ভারতী। যিনি জ্ঞানতত্ত্বে পূর্ণ, পূর্ণতত্ত্বপদে অবস্থিত এবং সর্ব্বদা পরব্রহ্মে নিরত, তিনিই পুরি।

শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত চারিটী মঠে, তাহার উক্ত দশজন প্রশিষ্যের শিষ্যপরম্পরা চলিতেছে, তন্মধ্যে পুরি, ভারতী ও সরস্বতীর শিষ্যেরা শৃঙ্গগিরির মঠে, তীর্থ ও আশ্রমের শিষ্যেরা শারদামঠে, বন ও অরণ্যের শিষ্যেরা গোবর্দ্ধন মঠে এবং গিরি, পর্ব্বত ও সাগরের শিষ্যেরা জ্যোষীমঠের অন্তর্গত। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যের প্রতিষ্ঠিত আরও অনেকগুলি আখড়া নামে ক্ষুদ্র মঠ আছে। প্রত্যেক দশনামী উক্ত মঠ চতুষ্টয়ের কোন না কোনটীর অন্তর্গত।

প্রত্যেক মঠের পৃথক্ পৃথক্ অধ্যক্ষ আছে, তাঁহাকে মহন্ত বলে। প্রত্যেক মহন্তই তাঁহার অধীনস্থ মঠ ও তৎসংলগ্ন ভূসম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

দশনামীদিগের মধ্যে অরণ্য-সম্প্রদায় একরূপ দেখা যায় না বলিলেই হয়। সাগর ও পর্ব্বত সম্প্রদায়ও অতি অল্প।

দশনামীরা নির্গুণ উপাসক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু অনেকেই প্রথমে শিবমন্ত্র গ্রহণ ও শিবস্তোত্র পাঠ করেন। ইঁহাদের কতকগুলি লোক বাস্তবিক নির্গুণ উপাসক বা আত্মজ্ঞানী।

দশনামী সন্ন্যাসীদিগের অনেকেই স্বধর্ম্মোচিত নিয়ম প্রতিপালন করেন না। ইঁহাদিগের কার্য্যকলাপ দেখিলে বোধ হয় যে, তীর্থভ্রমণ ও গঞ্জিকা-সেবন ভিন্ন ইঁহাদের আর কোন কাজ নাই। বেদান্তের তত্ত্বানুশীলনই ইঁহাদের প্রধান ধর্ম্ম; কিন্তু ইঁহারা তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করেন। অনেকে আবার বুজরুকি দেখাইতেও চেষ্টা করেন। ইঁহারা ভিক্ষোপজীবী হইলেও ইঁহাদের কেহ কেহ বাণিজ্যাদি করিয়া থাকেন।

দশনামী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেক সুপণ্ডিত, গ্রন্থকার ও অধ্যবসায়শীল পর্য্যটক দেখা গিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য আনন্দগিরি শঙ্করাচার্য্যের জীবনীবিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং তাঁহার কৃত সূত্রভাষ্য প্রভৃতির টীকা প্রস্তুত করেন। সুপ্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণকরণান্তর বেদভাষ্য প্রস্তুত করেন এবং বিদ্যারণ্যস্বামী নামে খ্যাত হন। এই সম্প্রদায়ের অনেকে এখনও সেতুবন্ধ, বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ, কৈলাস পর্ব্বত ও মানস-সরোবর, এমন কি বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত স্থান সমূহে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। পুরাণপুরি তিব্বত ও রুষিয়ায় গিয়াছিলেন।

ইঁহারা কৌপীন ধারণ করেন, ইঁহাদের মৃত্যু হইলে শব

দাহ করা হয় না, হয় নদীতে নিক্ষেপ করা হয়, না হয় মৃত্তিকাতে প্রোথিত করা হয়। কাশী মির্জ্জাপুর অঞ্চলে প্রস্তর-পেটিকা স্থাপিত করিয়া সমাধি প্রস্তুত করিয়া দেয়।

ইহারা ভিন্ন ভিন্ন পন্থা ও বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দণ্ডী, পরমহংস প্রভৃতি নামধারণ করেন। [সন্ন্যাসী ও দণ্ডী দেখ।]

দশনোচ্ছিষ্ট (ক্লী) ১ নিশ্বাস। দশনেন উচ্ছিষ্টঃ। ২ অধর চুম্বন।

"রেবতী দশনোচ্ছিষ্টপরিপূতপুটে দৃশৌ।" (মাঘ ২ স°)

৩ দন্তোচ্ছিষ্ট, দন্তত্যক্ত।

দশপ (পুং) দশ গ্রামান্ পাতি রক্ষতি পা-ক। দশগ্রাম-রক্ষক, রাজনিযুক্ত পুরুষভেদ। যে রাজপুরুষের উপর দশখানি গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত আছে, তাহাকে দশপ বা দশগ্রামপতি কহে। রাজা কাহাকে এক গ্রামের, কাহাকে দশ, বিংশতি বা শত গ্রামের আধিপত্য প্রদান করিবেন।

দশপঞ্চতপস্ (পুং) দশসু ইন্দ্রিয়েষু পঞ্চসু বহ্নিষু তপো যস্য। ইন্দ্রিয়জয়পূর্ব্বক পঞ্চাগ্নিতপশ্চারী, যাহারা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় জয় করিয়া পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপ আচরণ করেন।

"অব্ভক্ষো বায়ুভক্ষশ্চ দন্তোলূখলিক স্তথা।

অশ্মকুট্টো নিরশনঃ দশপঞ্চতপাশ্চ যে॥" (হরিবংশ ৪৫ অ°)

দশপারমিতাধর (পুং) দশ পারমিতা ধরো যেন। বুদ্ধ। (হেম°)

দশপাল্লা, উড়িষ্যার করদমহলগুলির মধ্যে একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ইহার উত্তরে অঙ্গুল রাজ্য, নরসিংহপুর রাজ্য ও মহানদী, দক্ষিণে মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গুমসর্ রাজ্য, পূর্ব্বে খণ্ডপাড়া ও নয়াগড় রাজ্য এবং পশ্চিমে বোদ রাজ্য। এই ক্ষুদ্র রাজ্য পর্ব্বতময়। ইহার প্রধান পর্ব্বতের নাম গোয়াল-দেশ, ২৫০৬ ফিট্ উচ্চ। প্রধান নগরের নাম দশপাল্লা।

এই সহরে প্রায় ৪২ হাজার লোকের বাস। হিন্দু এবং অসভ্য নিবাসীর মধ্যে কন্ধজাতির সংখ্যাই বেশী। রাজার আয় প্রায় ৪ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ১৫০৲ টাকা কর দিতে হয়। এই রাজ্যটী দুই ভাগে বিভক্ত। মহানদীর দক্ষিণ-খণ্ডকে দশপাল্লা আর মহানদীর উত্তর-খণ্ডকে যুহুম বা জোরেমুহা বলে। শেষ অংশ জয় করিয়া দশপাল্লা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই অংশ পূর্ব্বে অঙ্গুলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

এখানকার রাজবংশ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, উপাধি ভঞ্জ, রাজচিহ্ন ময়ূর। বোদরাজ্যের রাজার এক পুত্র ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে এই রাজ্য স্থাপন করেন। ময়ূরভঞ্জের রাজার ন্যায় এই বংশের আদিপুরুষ ময়ূরডিম্ব হইতে উদ্ভূত বলিয়া খ্যাত। বর্ত্তমানকালে এই রাজার ৫২১ সৈন্য ও ২৬৯ জন পুলিস প্রহরী আছে। রাজার নিজ স্থাপিত একটী বিদ্যালয় আছে। [ময়ূরভঞ্জ ও বোদ দেখ।]

দশপিণ্ড (পুং) মৃত্যুর পর যে দশটী পিণ্ড দেওয়া হয়।

দশপুর (ক্লী) দশ দিশঃ পিপর্ত্তীতি পৄ-ক। ১ কৈবর্ত্তীমুস্তক, কেউটে মুথা। ২ দশ পুরো যত্র। দেশবিশেষ, এই দেশ মালব দেশের অন্তর্গত, বর্ত্তমান নাম মন্দশোর।

"পাত্রীকুর্ব্বন্দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্।" (মেঘদূত ৪৯)

দশপুরুষ (পুং) দশগুণিতঃ পুরুষঃ। স্বজনকাবধি পুরুষ-দশক, আপনাকে ধরিয়া দশপুরুষ। "যে মাতৃতঃ পিতৃতশ্চ দশপুরুষং সমনুষ্ঠিতা বিদ্যাতপোভ্যাং পুণ্যৈশ্চ কর্ম্মভিঃ" (আশ্ব° শ্রৌ° ৯।৩।২০)

দশপূর (ক্লী) দশ দিশঃ পূরয়তি পূর-অণ্। দশপুর, নগর বিশেষ। [দশপুর দেখ।]

দশপূর্ব্বরথ (পুং) দশপূর্ব্বঃ রথঃ যস্য। দশরথ।

দশপেয় (পুং) দশভিঃ পুরুষৈশ্চ সমং পেয়ং যত্র। যজ্ঞভেদ।

"সংসৃপেষ্টিভিশ্চরিত্বা দশপেয়েন যজেত" (আশ্ব° শ্রৌ° ৯।৩।১৭)

'দশপেয়ো নাম ক্রতুঃ।' (নারায়ণ)

দশবল (পুং) দশবলানি যস্য। বুদ্ধ। দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, বল, উপায়, প্রণিধি ও জ্ঞান বুদ্ধের এই দশটী বল ছিল এই জন্য দশবল এই নাম হইয়াছে।

"দানশীলক্ষমাবীর্য্যধ্যানপ্রজ্ঞাবলানি চ।

উপায়ঃ প্রণিধির্জ্ঞানং দশ বুদ্ধবলানি বৈ॥" (বৌদ্ধশাস্ত্র)

দশবাহু (স্ত্রী) দশ বাহবো যস্যাঃ। দশভুজা, দুর্গা। (ত্রি) দশবাহুযুক্ত।

দশবাহুচণ্ডী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Pardanthus Chinensis)

দশভুজা (স্ত্রী) দশ ভুজা বাহবো যস্যাঃ। দুর্গা, ত্রেতাযুগে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতাদিগের হিতের নিমিত্ত মহামায়া দশ-ভুজা হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং দেবী নিজেই দৈত্যদিগকে নাশ করিয়াছিলেন।

"ইতিবৃত্তং পুরাকল্পে মনো স্বায়ম্ভুবে হন্তরে।

আবির্ভূতা দশভুজা দেবী দেবহিতায় বৈ॥"

(কালিকাপু° ৫৯ অ°) [দুর্গা দেখ।] (ত্রি) দশবাহুবিশিষ্ট।

দশভূমিগ (পুং) দশসু ভূমিষু দানাদিবলেষু গচ্ছতীতি গম-ড। বুদ্ধ।

দশভূমীশ (পুং) দশসু ভূমিষু দানাদিষু ঈষ্টে প্রভবতি ঈশ-অচ্। বুদ্ধ। (ত্রিকাণ্ড)

দশম (ত্রি) দশানাং পূরণঃ পূরণে ডট্, ততো নান্তত্বাৎ মট্ (নান্তাদসংখ্যাদের্মট্। পা ৫।২।৪৯) দশসংখ্যার পূরণ।

দশ মহাবিদ্যা।

কালী

তারা

ষোড়শী

ভুবনেশ্বরী

ভৈরবী

ছিন্নমস্তা

ধুমাবতী

বগলা

মাতঙ্গী

কমলা

"দশমস্ত্বমসি" (বেদান্তপরি°) তুমিই দশম, অর্থাৎ দশের পূরণ।

দশমভাব (পুং) জন্মলগ্নাংশবিশেষ। তন্বাদি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে দশম ভাব, অর্থাৎ জন্মলগ্নাংশ রাশিচক্রের দশম ভাব, লগ্ন অবধি ব্যয় পর্য্যন্ত দ্বাদশটী রাশির তনু প্রভৃতি দ্বাদশটী সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে দশম গৃহে মান, আজ্ঞা এবং কর্ম্মবিষয়ক শুভাশুভ চিন্তা করিবে। এই দশম স্থানে যদি শুভগ্রহাদি থাকে, তাহা হইলে শুভ এবং অশুভ গ্রহ থাকিলে অশুভ হইবে। তনু প্রভৃতি ভাবের স্ফুটগণনা ব্যতীত ফলাফল প্রায় ঠিক হয় না। [দ্বাদশভাব দেখ।]

দশমহাবিদ্যা (স্ত্রী) শাক্তগণের উপাস্য দশ ইষ্টদেবমূর্ত্তি। চামুণ্ডাতন্ত্রের মতে—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা নামেও খ্যাত।

এই দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। এদেশের সাধারণের বিশ্বাস,—সতী দক্ষযজ্ঞে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে মহাদেব তাঁহাকে নিষেধ করেন, তাহাতে ভগবতী প্রথমে কালীমূর্ত্তি দেখাইয়া শিবের ভয়োৎপাদন করেন, তাহাতে ভোলানাথ ভীত হইয়া পলাইতে উদ্যত হন, কিন্তু মহামায়া দশ দিকে দশ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার পথরোধ করেন। যে দশ মূর্ত্তিতে মহামায়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই দশমহাবিদ্যা। মহাভাগবতপুরাণে এ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

সত্যুবাচ।

সহস্রং বদ দেবেশ তথাপি পিতুরালয়ে।
গমিষ্যামি মহাযজ্ঞং দ্রষ্টুমিচ্ছুরহং প্রভো॥
ময়ি তত্র গতায়াং স সম্মানং কুরুতে যদি।
তদোক্ত্বা পিতরং তুভ্যং দাপয়িষ্যতি চাহুতিম্॥
মমাগ্রে যদি তে নিন্দাং করোত্যতিবিমূঢ়ধীঃ।
তদা তস্য মহাযজ্ঞং নাশয়ামি ন সংশয়ঃ॥

শিব উবাচ।

ন তত্র গমনং যুক্তং কদাচিদপি তে সতি।
বিনাপমানং সম্মানং তত্র তে ন ভবিষ্যতি॥
মন্নিন্দনমসহ্যন্তে করিষ্যতি পিতা তব।
প্রাণান্ হাস্যতি তচ্ছ্রুত্বা তস্য কিং ত্বং করিষ্যতি॥

সত্যুবাচ।

যাস্যাম্যেব মহাদেব সত্যং মৎপিতুরালয়ে।
ত্বমাজ্ঞাপয় বা নো বা সত্যং সত্যং বদামি তে॥

শিব উবাচ।

মদ্বাক্যমুল্লঙ্ঘ্য পুনঃ পুনঃ কিং
ব্রবীষি গন্তুং পিতুরালয়ে চ।
প্রয়োজনং তত্র কিমস্তি তে সতি
ব্রূহি স্ফুটং তৎ কথমেতদুত্তরম্॥
অসম্মানং ভয়ং যেষাং বিদ্যতে ন দুরাত্মনাম্।
তএব তত্র গচ্ছন্তি যত্র সম্মানভাবনা॥
মাদৃশৈঃ কদাচিন্নো গচ্ছেদপূজকগৃহে সতি।
অপূজকস্য যা পূজা ন সা পূজেতি ভণ্যতে॥
মন্নিন্দনশ্রুতৌ যেনে প্রীতিস্তে জায়তে সতি।
মন্নিন্দকগৃহে কস্মাদন্যথা গন্তুমিচ্ছসি

সত্যুবাচ

ত্বন্নিন্দনশ্রুতৌ শম্ভো ন প্রীতির্জায়তে মম।
তচ্ছেত্তুমিচ্ছুর্নো বাপি তত্র গন্তুং সমুৎসহে॥
যদৈব ত্বাং পরিত্যজ্য সর্ব্বানাহূয় দৈবতান্।
সমারভন্মহাযজ্ঞমসম্মানং তদৈব হি।
জাতং তব ত্বমেতত্তু ন সমালোকসে প্রভো।
যদ্যেবং স মহাযজ্ঞ সম্পাদয়তি মৎ পিতা॥
ত্বামনাদৃত্য দর্পেণ তদা তে কাপি নো জনঃ।
আহুতিং শ্রদ্ধয়োপেতং সম্প্রদাস্যতি ভূতলে॥
তদহং তত্র যাস্যামি ত্বমাজ্ঞাপয় বা নবা।
প্রাপ্স্যামি যজ্ঞভাগং বা নাশয়িষ্যামি বা মখং॥

শিব উবাচ

অবারিতাসি দেবি ত্বং যথেচ্ছং কুরু সর্ব্বথা।
অপকর্ম্ম স্বয়ং কৃত্বা পরং দূষয়তে কুধীঃ॥
জানামি বাগ্বহির্ভূতাং ত্বামহং দক্ষকন্যকে।
যথারুচি কুরু ত্বঞ্চ মমাজ্ঞাং কিং প্রতীক্ষসে॥
এবমুক্ত্বা মহেশেন তদা দাক্ষায়ণী সতী।
চিন্তয়ামাস সংক্রুদ্ধা ক্ষণমারক্তলোচনা॥
সংপ্রার্থ্য মামযুপ্রাপ্য পত্নীভাবেন শঙ্করঃ।
মামবজ্ঞায় বচনং ভাষতে হৃতি সুদারুণম্॥
ত্যক্ষ্যেনমপি দর্পিষ্ঠং পিতরঞ্চ প্রজাপতিম্।
সংস্থাস্যামি কিয়ৎকালং স্বস্থানং নিজ লীলয়া॥
ততশ্চ প্রার্থিতানেন ভূত্বা হিমবতঃ সুতা।
শম্ভোঃ পত্নী ভবিষ্যামি ভূয়োহং স্বয়মেব হি॥

এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা ক্ষণং দাক্ষায়ণী মুনে।
ভয়ানকৈস্ত্রিভির্নেত্রৈর্মোহয়ামাস শঙ্করম্ ॥
শম্ভুঃ সমীক্ষ্য তাং দেবীং ক্রোধবিস্ফুরিতাধরাম্।
কালাগ্নিতুল্যনয়নাং স্তব্ধাক্ষঃ সমভূন্মুনে ॥
এবং সমীক্ষ্যমানা সা শম্ভুনা ভীতচেতসা।
সহসা ভীমদংষ্ট্রাস্যা সাট্টহাসং সদাকরোৎ ॥
তন্নিশম্য মহাদেবো মহাভীতো বিমুগ্ধবৎ।
কষ্টেনোন্মীল্য নেত্রাণি তাং দদর্শ ভয়ানকাং ॥
এবং সমীক্ষ্যমানা সা সহসা তেন নারদ।
ত্যক্ত্বা হৈমীং রুচিং প্রাসীৎ কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভা ॥
দিগম্বরা গলৎকেশা লোলজিহ্বা চতুর্ভুজা।
কামানলসন্দেহা স্বেদাক্তমুরুব্রণা ॥
মহাভীমা ঘোররাবা মুণ্ডমালা-বিরাজিতা।
উদ্যৎ প্রচণ্ডকোট্যাভা চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরা।
উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশকিরীটোজ্জ্বলমস্তকা ॥
এবং সমাদায় বপুর্ভয়ানকং
জাজ্জ্বল্যমানং নিজ তেজসা সতী।
কৃত্বাট্টহাসং সহসা মহাস্বনং
সোত্তিষ্ঠমানা বিররাজ তৎপুরঃ ॥
তথাবিধাকারবতীং নিরীক্ষ্য তাং
বিহায় ধৈর্য্যং স মহেশ্বর স্তদা।
চকার বুদ্ধিং প্রপলায়নে ভয়াৎ
সমভ্যধাবচ্চ দিশোতি মুগ্ধবৎ ॥
তং ধাবমানং গিরিশং বিলোক্য সা
দাক্ষায়ণী বারয়িতুং পুনঃ পুনঃ।
চকার মাভৈরিতি শব্দমুচ্চকৈঃ
সাট্টাট্টহাসং সুমহাভয়ানকম্ ॥
নিশম্য তদ্বাক্যমতীব সংভয়াৎ
তস্থৌ ন শম্ভুঃ ক্ষণমপ্যমুত্র বৈ।
দিগন্তমাগন্তমতীব বেগতঃ
সমভ্যধাবত্তয়বিহ্বল স্তদা ॥
এবং পতিং বীক্ষ্য ভয়াতিভূতকং
দয়ান্বিতা তৎপ্রতিবারণেচ্ছয়া।
সর্ব্বাসু দিক্ষু ক্ষণমাত্র মধ্যতঃ
স্থিতা চ ভূত্বা দশমূর্ত্তয় স্তদা ॥
সন্ধাবমানো গিরিশোতি বেগতঃ
প্রাপ্নোতি যাং যাং দিশমেব তত্র তাং।
ভয়ানকাং বীক্ষ্য ভয়েন বিদ্রুতো
দিশং তথান্যাং প্রতি চাভ্যধাবত ॥

ন প্রাপ্য শম্ভুস্ত ভয়ান্বিতো দিশং
তত্রৈব সংমুদ্রিতচক্ষুরাস্থিতঃ।
উন্মীল্য নেত্রাণি দদর্শ তাং পুরঃ
শ্যামালসৎপঙ্কজসন্নিভাননান্ ॥
হসন্মুখীং পীনপয়োধরদ্বয়াং
দিগম্বরাং ভীমবিশাললোচনাম্।
বিমুক্তকেশীং রবিকোটিসন্নিভাং
চতুর্ভুজাং দক্ষিণসংমুখস্থিতাম্ ॥
এবং বিলোক্য তাং শম্ভুর্মহাভীত ইবাব্রবীৎ।
কা ত্বং শ্যামা সতী কুত্র গতা মৎপ্রাণবল্লভা ॥

সত্যুবাচ।

ন পশ্যসি মহাদেব সতীং মাং পুরতঃ স্থিতাঃ।
কথং তবেদৃশী বুদ্ধিঃ কিং মাং ত্বং লক্ষ্যসেঽন্যথা ॥

শিব উবাচ।

ত্বং সা যদি সতী দক্ষকন্যা মৎপ্রাণবল্লভা।
কথং তদা কৃষ্ণবর্ণা কথং বা ভূর্ভয়প্রদা ॥
সর্ব্বাসু দিক্ষু এতাঃ কা দেব্যোতিভয়দায়িকাঃ।
ত্বঞ্চাসাং কতমা দেবি বদ মাং ভয়বিহ্বলং ॥

সত্যুবাচ।

অহন্ত প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা সৃষ্টিসংহারকারিণী।
অভবংস্তদ্বনিতার্থে ত্বদর্থে গৌরদেহিকা ॥
ত্বামেব লিপ্সুঃ পুরুষং প্রাক্স্বীকৃতবশাচ্ছিব।
সাহং পিতুর্মহাযজ্ঞবিনাশায় ভয়ানকা ॥
অভবংস্ত্বস্ত মা ভীতিং কুরু মত্তো মহেশ্বর।
দশ দিক্ষু মহাভীমা যা এতা দশমূর্ত্তয়ঃ ॥
সর্ব্বা মমৈব মা শম্ভো ভয়ং কুরু মহামতে।
ত্বং মৎপ্রাণসমো ভর্ত্তা তবাহং বনিতা সতী ॥
ত্বাং দৃষ্ট্বাহং মহাভীতং ধাবমানং দিশো ভয়াৎ।
পরিবার্য্য দিশঃ সর্ব্বা স্তবাহং দশধা স্থিতা ॥

শিব উবাচ।

ত্বং মূলপ্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্বামজ্ঞাত্বা মোহান্মোহাত্তবাপ্রিয়তমং বচঃ ॥
ময়োক্তং তন্মহাদেবি ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি।
মহাভয়ানকা এতা মূর্ত্তয়স্তব যাঃ শিবে ॥
আসাং নামানি মে ব্রুহি প্রত্যেকং ভীমলোচনে।

দেব্যুবাচ।

এতা সর্ব্বাঃ মহাদেব মহাবিদ্যাসমপ্রভাঃ।
আসাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু তানি মহেশ্বরঃ ॥
কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ সুন্দরী বগলামুখী ॥
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নামান্যন্যানি বৈ শিবে।
শিব উবাচ
কস্যাঃ কিন্নাম দেবিত্বং বিশেষ্য চ পৃথক্ পৃথক্
কথয়স্ব জগদ্ধাত্রি সুপ্রসন্নাসি মে যদি ॥
দেব্যুবাচ।
যেয়ং তে পুরতঃ কৃষ্ণা সা কালী ভীমলোচনা।
শ্যামবর্ণা তু যা দেবী স্বয়মূর্দ্ধে ব্যবস্থিতা ॥
সেয়ং তারা মহাবিদ্যা মহাকালস্বরূপিণী।
দক্ষে সব্যেতরেয়ং যা বিশীর্ষাতিভয়প্রদা ॥
ইয়ং দেবী ছিন্নমস্তা মহাবিদ্যা মহামতে।
বামেতরেয়ং যা দেবী সেয়ং তু ভুবনেশ্বরী ॥
পৃষ্ঠতস্তবদেব্যেষা বগলা শত্রুসূদনী।
বহ্নিকোণেতরেয়ং যা বিধবারূপধারিণী ॥
সেয়ং ধূমাবতী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী।
নৈঋর্ত্যান্তরে যা দেবী সেয়ং ত্রিপুরসুন্দরী ॥
বায়ৌ যা তু মহাবিদ্যা সেয়ং মাতঙ্গনামিকা।
ঐশান্যাং ষোড়শী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী ॥
অহন্তু ভৈরবী ভীমা শম্ভো মা ত্বং ভয়ং কুরু।
এতাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃষ্টাস্তু মূর্ত্তয়ো বহু মূর্ত্তিষু ॥
ভক্ত্যা সংভজতাং নিত্যাং চতুর্বর্গফলপ্রদাঃ।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িন্যঃ সাধকানাং মহেশ্বরঃ ॥
মারণোচ্চাটনক্ষোভমোহনদ্রাবণানি চ।
বশ্যস্তম্ভনবিদ্বেষাদ্যভিপ্রেতানি কুর্ব্বতে ॥
ইমাং সর্ব্বা গোপনীয়া ন প্রকাশ্যা কদাচন।
আসাং মন্ত্রং তথা যন্ত্রং পূজাহোমবিধিং তথা ॥
পুরশ্চর্য্যা বিধানঞ্চ স্তোত্রঞ্চ কবচং তথা।
আচারনিয়মঞ্চাপি সাধকানাং মহেশ্বর ॥
তদেবাগমশাস্ত্রন্তু লোকে খ্যাতং ভবিষ্যতি।
অহং তব প্রিয়তমা ত্বঞ্চ মে হৃতিপ্রিয়পতিঃ ॥
পিতুঃ প্রজাপতের্দর্পনাশায়াশু ব্রজাম্যহম্।
ত্বমাজ্ঞাপয় দেবেশ ত্বং ন গচ্ছসি চেদ্যদি ॥
ইতি দেব মমাভীষ্টং ত্বয়ৈবানুগতাপ্যহম্ ॥
গচ্ছামি যজ্ঞনাশায় পিতুর্দক্ষ প্রজাপতেঃ।
ইতি তস্য বচ শ্রুত্বা মহাভীত ইব স্থিতঃ ॥
প্রোবাচ বচনং শম্ভুঃ কালীং ভীমাং বিলোচনাং
জানে ত্বাং পরমেশানি পূর্ণাং প্রকৃতিমুত্তমাম্।
অজানতা মহামোহাদ্যদুক্তং ক্ষন্তু মর্হসি ॥
ত্বমাদ্যা পরমা বিদ্যা সর্ব্বভূতেষবস্থিতা।
স্বতন্ত্রা পরমাশক্তিঃ কস্তে বিধিনিষেধকঃ ॥
ত্বক্ষেদ্গামিষ্যসি শিবে দক্ষযজ্ঞবিনাশনে।
কামে শক্তিস্ত্বাং নিষেদ্ধুং কথং তত্রাস্মি বা ক্ষমঃ।
যচ্চোক্তমতিমোহেন মন্তেস্থানং পতিং তব।
তৎক্ষমস্ব মহেশানি যথারুচি তথা কুরু।
এবমুক্ত্বা মহেশেন তদা সা জগদম্বিকা ॥
ঈষৎসহাস্যবদনা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ।
ত্বং তিষ্ঠ সর্ব্বপ্রমথৈ রত্র দেব মহেশ্বর ॥
যাম্যহং মৎপিতুর্গৃহে সাম্প্রতং যজ্ঞদর্শনে।
ইত্যুক্ত্বা সা মহাদেবং তারাপূর্দ্ধব্যবস্থিতা ॥
একরূপা সমভবৎ সহসা তত্র নারদ।
অন্যাশ্চ মূর্ত্তয়শ্চাষ্টৌ সহসান্তর্হিতাস্তদা ॥
অথ শম্ভুঃ সমালোক্য গন্তুমিচ্ছুং সুরেশ্বরীং ॥
প্রমথানাহ ভগবান্ রথমানয় চোত্তমম্।
যুতাঞ্চাযুতসিংহেন রত্নজালবিরাজিতম্ ॥
তচ্ছ্রুত্বা তৎক্ষণাদেব প্রমথাধিপতিঃ স্বয়ং।
রথং সমানয়ৎ সিংহৈরযুতৈর্যুক্তমাশুগৈঃ ॥
তাং সমারোপয়ামাস প্রমথাধিপতিঃ স্বয়ং।
তস্মিন্ রথে স্থিতা কালী বিহ্বলা ভীমরূপিণী ॥"

(মহাভাগবত ৮ম অ°)

মহাভাগবতপুরাণের মত গ্রহণ করিয়া ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে এইরূপে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাবের পরিচয় দিয়াছেন—

"নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন ॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবে।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে ॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম ॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হইলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥
মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপুরা ॥
গলিতরুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিত রুধির মুণ্ড বামকরতলে ॥
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশান।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান ॥

লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে ॥ ১ ॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইল মুখ।
তারা রূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্প বান্ধা উর্দ্ধ একজটা বিভূষণা ॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল ॥
নীলপদ্ম খড়্গাকাতি সমুণ্ড খর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ॥ ২ ॥
দেখে ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি।
রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী ॥
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারিহাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর ॥
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্রপঞ্চ।
পঞ্চপ্রেত-নিরমিত বসিবার মঞ্চ ॥ ৩ ॥
দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা।
হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা ॥
রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥ ৪ ॥
দেবী ভয়ে মহাদেব গেল এক ভিতে।
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে ॥
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল-আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ-ভূষণা ॥
অক্ষমালা পুথী বরাভয় চারি কর।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর ॥ ৫ ॥
দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত।
ছিন্নমস্তা হইলা সতী অতি বিপরীত ॥
বিকসিত পুণ্ডরীক কর্ণিকার মাঝে।
তিন গুণে ত্রিকোণ মণ্ডল ভাল সাজে ॥
বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি।
কোকনদবরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী ॥
নাগযজ্ঞোপবীতমুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে ॥
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার।
এক ধার নিজ মুখে করেন আহার ॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুই ধারা পিয়ে তারা শব-আরোহিণী ॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন।
অর্দ্ধ চন্দ্র কপাল ফলকে সুশোভন ॥ ৬ ॥
দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন ॥
অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজ রথারূঢ়া ধূমের বরণ ॥
বিস্তার বদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পবান্ আর হস্তে কুলা ॥ ৭ ॥
ধূমাবতী দেখি ভীম সভয় হইলা।
হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা ॥
রত্নগৃহে রত্ন-সিংহাসন-মধ্যস্থিতা।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা ॥
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি।
আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া উর্দ্ধ করি ॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন।
ললাটমণ্ডলে চন্দ্র খণ্ড সুশোভন ॥ ৮ ॥
দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া।
পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া ॥
রত্নপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজা খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি ॥
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপাল ফলকে।
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে ॥ ৯ ॥
মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান।
মহালক্ষ্মীরূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান ॥
সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে।
রত্ন ঘটে অভিষেক অমৃত বরিষে ॥ ১০ ॥
পলাইতে না পেয়ে ফাঁফর হৈল হর।
কহিতে লাগিলা কম্পমান কলেবর ॥
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয়।
কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয় ॥
কালীমূর্ত্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে।
পূর্ব্ব সর্ব্ব জ্ঞান কেন পাসরিলা এবে ॥
পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে।
প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে ॥
তিন জনে তোমরা কারণ জলে ছিলা।
তপ তপ তপ বাক্য কহিনু শুনিলা ॥

তিনজন পরস্পর লাগিলা জপিতে।
শব রূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে॥
পচাগন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভাবি দুখ।
বিধি হৈলা চতুর্ম্মুখ ফিরি ফিরি মুখ॥
তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন।
প্রকৃতি রূপেতে তোমা করিনু ভজন॥
পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে।
সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে॥
এত শুনি শিবের হইল চমৎকার।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র সবাকার॥
লুকাইয়া দশমূর্ত্তি সতী হৈলা সতী।
তারা মূর্ত্তি ছাড়ি হৈলা কালীর মূরতি॥
মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়।
যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায়॥
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীরে।
রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে॥"

উপরে দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখিত হইল, তাহা মহাভাগবতপুরাণ ব্যতীত আর কোন পৌরাণিক বা তান্ত্রিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

তন্ত্রে মহাবিদ্যার উৎপত্তি ভিন্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

কুব্জিকাতন্ত্রে ১ম পটলে লিখিত আছে—

"কলৌ কৃষ্ণত্বমাসাদ্য শুক্লাপি নীলরূপিণী।
লীলয়া বাক্‌প্রদাচেতি তেন নীলসরস্বতী॥
তারকত্বাৎ সদা তারা তারিণী চ প্রকীর্ত্তিতা।
ভুবনানাং পালকত্বাদ্ভুবনেশী প্রকীর্ত্তিতা॥
সৃষ্টিস্থিতিকরী দেবী ভুবনেশী প্রকীর্ত্তিতা।
শ্রীদাত্রী চ সদা বিদ্যা শ্রীবিদ্যা চ প্রকীর্ত্তিতা॥
নির্গুণা চ মহাদেবী ষোড়শী পরিকীর্ত্তিতা।
ভৈরবী দুঃখসংহন্ত্রী যমদুঃখবিনাশিনী॥
কালভৈরবভার্য্যা চ ভৈরবী পরিকীর্ত্তিতা।
ত্রিশক্তি কালদা দেবী ছিন্না চৈব সুরেশ্বরি॥
ত্রিগুণা চ মহাদেবী মোহিনী মোক্ষদা ধ্রুবং।
ধূমাবতী মহামায়া ধূম্রাসুরনিসূদনী॥
ধূমরূপা মহাদেবী চতুর্বর্গপ্রদায়িনী।
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী জগতামুপকারিণী॥
বকারে বারুণী দেবী গকারে সিদ্ধিদা স্মৃতা।
লকারে পৃথিবী চৈব চৈতন্যা মে প্রকীর্ত্তিতা॥
মাতঙ্গী মদশীলত্বান্মতঙ্গাসুরনাশিনী।
সর্ব্বাপত্তারিণী দেবী মাতঙ্গী পরিকীর্ত্তিতা॥
বৈকুণ্ঠবাসিনী দেবী কমলা চ প্রকীর্ত্তিতা।
পাতালবাসিনী দেবী লক্ষ্মীরূপা চ সুন্দরী॥
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধিবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

মহাদেবী শুক্লা হইলেও কলিতে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া নীলরূপিণী হইয়াছিলেন, অবলীলাক্রমে বাক্‌শক্তি প্রদান করেন। এই জন্য নীলসরস্বতী নামে খ্যাতি লাভ করেন এবং ইনি সকল ভূতকে তারণ করেন, এই জন্য ইঁহার নাম তারা বা তারিণী। সকল ভুবনকে পালন করেন এই জন্য ভুবনেশ্বরী নাম হইয়াছে এবং সৃষ্টি ও স্থিতিকারিণী বলিয়াও ভুবনেশী নামে বিখ্যাত। মহাদেবী শ্রীদান করেন বলিয়া শ্রীবিদ্যা এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। মহাদেবী ত্রিগুণাতীতা এইজন্য ইঁহার নাম ষোড়শী। এই দেবী সকল প্রকার দুঃখ নাশ করেন ও যম-যন্ত্রণা বিদূরিত করেন এবং ভৈরবের ভার্য্যা, এইজন্য ভৈরবী নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই দেবী ত্রিশক্তিরূপিণী, ইঁহার মস্তক ছিন্না, ইনি মোহিনী ও মোক্ষ-দায়িনী, এইজন্য ইঁহার নাম ছিন্নমস্তা। এই মহামায়া ধূম্রাসুর বিনাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার বর্ণ ধূম্র এবং ইনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদান করেন, এইজন্য ইঁহার ধূমাবতী নাম হইয়াছে। বকার শব্দে বারুণী দেবী, গ শব্দে সকল প্রকার সিদ্ধিদায়িকা, ল শব্দে পৃথিবী এবং স্বয়ং চৈতন্যরূপিণী, এইজন্য বগলা নাম হইয়াছে। মহাদেবী অত্যন্ত মদশীলা, তিনি মতঙ্গ অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন এবং সকল আপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, এই সকল কারণে তাঁহার নাম মাতঙ্গী হইয়াছে। মহাদেবী সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠে বাস করেন, এইজন্য ইঁহার নাম কমলা এবং পাতালে অবস্থিতি হেতু লক্ষ্মী নামেও বিখ্যাত। এই দশমহাবিদ্যাও সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হন।

নারদপঞ্চরাত্রে (৩।৩ অঃ) লিখিত আছে—

"দক্ষগেহে সমুদ্ভূতা যা সতী লোকবিশ্রুতা।
কুপিত্বা দক্ষ রাজর্ষিং সতী ত্যক্ত্বা কলেবরং॥
অনুগৃহ্য চ মেনায়াং জাতা তস্যাস্তু সা তদা।
কালী নাম্নেতি বিখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥"

সতী দক্ষগৃহে উৎপন্ন হইয়া রাজর্ষি দক্ষের প্রতি কুপিত হইয়া কলেবর ত্যাগ করেন, পরে অনুগ্রহ করিয়া মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই সময়ে সতী কালী এই নামে বিখ্যাত হন, ইহা সকল শাস্ত্রে বিখ্যাত আছে।

আবার স্বতন্ত্রতন্ত্রের মতে—

"মহারাত্রিদিনে হ্যবন্ত্যাং নগর্য্যাং জাতমেব তৎ।
কালীরূপং মহেশানী সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়কং॥"

মহেশ্বরী অবন্তী নগরীতে মহারাত্রি দিনে কালীরূপ হইয়া-

ছিলেন, এইজন্য ইঁহার নাম কালী হইয়াছে। ইনি সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী।

নারদপঞ্চরাত্রে (৩।২ অঃ) লিখিত আছে—

"দক্ষগেহে চ যোৎপন্না সতী নাম্নেতি কীর্ত্তিতা।
কৈবল্যদায়িনী যস্মাত্তস্মাদেকজটা স্মৃতা॥
তারকত্বাৎ সদা তারা লীলয়া বাক্প্রদা যতঃ।
নীলসরস্বতী প্রোক্তা উগ্রত্বাদুগ্রতারিণী॥
উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা।"

যিনি দক্ষগৃহে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম সতী, কৈবল্যদায়িনী এই হেতু তাঁহার নাম একজটা। তিনিই সকল ভূতকে তারণ করেন, এইজন্য তাঁহার নাম তারা বা লীলায় বাক্‌দান করেন, এই জন্য নাম নীলসরস্বতী এবং উগ্রত্ব হেতু উগ্রতারিণী বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

আবার স্বতন্ত্রতন্ত্রের মতে—

"কালরাত্রি দিনে প্রাপ্তে নিশায়াং মধ্যভাগকে।
উগ্রাপত্তারণার্থন্তু উগ্রতারা স্বয়ং কলা॥
মেরোঃ পশ্চিমকূলে তু চোলনাখ্যো হ্রদো মহান্।
তত্র জজ্ঞে স্বয়ং দেবী মাতা নীলসরস্বতী॥
তত্র জপ্যন্তু প্রজপং স্ত্রিযুগং সমবর্ত্তত।
মহোর্দ্ধবক্ত্রান্নিঃসৃত্য তেজোরাশির্বিনির্গতঃ।
হ্রদে চোলে নিপত্যৈব নীলবর্ণা ভবত্তদা॥"

কালরাত্রি দিনে নিশীথ রাত্রে স্বয়ং উগ্র আপদ্ হইতে তারণ করেন বলিয়া উগ্রতারা নাম হইয়াছে। মেরুর পশ্চিমকূলে চোলনামে একটী মহাহ্রদ আছে, এই হ্রদে মাতা নীলসরস্বতী স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন এবং এইখানে ত্রিযুগ ধরিয়া জপ করিতে থাকেন। ঊর্দ্ধবক্ত্র হইতে তেজোরাশি চোলহ্রদে নিপতিত হইয়া নীলবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া নীলসরস্বতী নামে খ্যাত।

ষোড়শীর উৎপত্তি—নারদপঞ্চরাত্রের মতে—

'ভূয়ঃ শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
যেন কালী মহামায়া সুন্দরীত্বমুপাগতা।
কৈলাসশিখরে রম্যে বসমানে চ শঙ্করে।
ইন্দ্রশ্চ প্রেষয়ামাস সর্ব্বশ্চাপ্সরসো মুদা।
আগতাস্তা মহাদেবং তুষ্টুবুস্তং মহেশ্বরং।
ইত্যেব বচনং শ্রুত্বা তাসাং স বৃষভধ্বজঃ।
আভাষ্য শ্লক্ষ্ণয়া বাচা করুণামৃতয়া ততঃ॥

ঈশ্বর উবাচ।

পুরুষস্যাতিথির্জ্ঞেয়ঃ পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ।
স্ত্রীণাং স্ত্রী চাতিথির্জ্ঞেয়া তস্মাদগচ্ছতু কালিকাং।
ইত্যুক্ত্বা তৎপুরং রম্যং বিবেশ পরমেশ্বরঃ।
উবাচ কালীং ভগবানীশ্বরং পরমেশ্বরীং।
তা অপ্যবাপুঃ পরমাং প্রীতিং পরমদুর্ল্লভাং॥
ততো দেবী মহাকালী চিন্তয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ।
এতদ্রূপমপোহায় শুদ্ধগৌরী ভবাম্যহং।
যস্মাৎ কালীতি কালীতি মহাদেবঃ সমাহ্বয়েৎ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা অন্তর্দ্ধানং গতা পরা।
মহাদেবোঽপি কালেন গতোঽন্তঃপুরং শিবঃ।
নাপশ্যচ্চ তদা কালীং তস্থৌ তস্মিন্ পুরে হরঃ।
অথ কালে কদাচিত্তু আগতস্তত্র নারদঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং মহাদেবং মহেশ্বরং।
কৃতাঞ্জলিপুটস্তস্থৌ ততো দেবাগ্রতো মুনিঃ॥
মহাদেবোঽপি বামেন পাণিনা মুনিসত্তমং।
উপস্পৃশ্য সমাশ্বাস্য চক্রে পুণ্যবতীং কথাং॥
কালেন কিয়তা তত্র কথান্তে মুনিসত্তম।
উবাচ সাদরং বাক্যং প্রণম্য জগদীশ্বরম্॥

নারদ উবাচ।

ক্ব গতা ত্বাং পরিত্যজ্য কালী কালবিনাশিনী।
প্রত্যুবাচ মহাদেবস্তং মুনিং নারদং ততঃ॥
অন্তর্ধানং গতা দেবী মাং হিত্বা মুনিসত্তম॥
ইতি প্রোক্ত্বা বচস্তস্য নারদো হর্ষমাগতঃ।
বিবাদসময়শ্চায়ং মহাকাল্যাশ্চ শূলিনঃ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ধ্যানমাশ্রিত্য নারদঃ।
দদর্শ তাং মহাকালীং ধ্যানচক্ষুঃ সমাশ্রিতঃ॥
সুমেরোরুত্তরে পার্শ্বে স্থিতা সা পরমেশ্বরী।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা উপতস্থে জগন্ময়ীং॥

দেব্যুবাচ।

বিদূরেণ মদীয়েন কিং করোতি মহেশ্বরঃ।
তস্যৈব কুশলং সর্ব্বং কথয়স্ব মুনীশ্বর॥

নারদ উবাচ।

উদ্যোগং পরমং চক্রে বিহারার্থং মহেশ্বরঃ।
দেবদেবো গিরিসুতে তং নিবারয় সুব্রতে॥
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য সক্রোধা পরমেশ্বরী।
জাজ্জ্বল্যমানা রক্তাক্ষী রূপমন্যদ্দধৌ পরা॥
যন্নাস্তি ত্রিষু লোকেষু সৌন্দর্য্যমপি কুত্রচিৎ।
দধৌ তদ্রূপমতুলং সর্ব্বেষামধিকং পরং॥
যত্রাস্তে ভগবান্ দেবো দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
সমাগতা ক্ষণেনৈব ততঃ সা পরমেশ্বরী॥
দদর্শ হৃদয়ে শম্ভোঃ স্বচ্ছায়াং পরমেশ্বরী।

উবাচ সা মহাদেবং ক্রোধেন মহতাবৃতা ॥
কৃতঘ্নস্ত্বং মহাদেব ময়া যঃ সময়ঃ কৃতঃ।
ত্বং ত্বং লঙ্ঘিতবান্ দেব কিমর্থং পরমেশ্বর ॥
কৃত্বা বিবাহং হৃদয়ে স্থানং দত্তং ময়া শিব।
এতৎ শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ প্রহস্য পরমেশ্বরঃ।
উবাচ স প্রিয়াং স্বাধ্বীং প্রেমগদ্গদয়া গিরা ॥
ঈশ্বর উবাচ
নাহং কৃতঘ্নো কল্যাণি নাহং সময়লঙ্ঘকঃ।
হৃদয়ে মে ত্বয়া দৃষ্টা স্বচ্ছায়া নাত্র সংশয়ঃ।
ধ্যানং কুরু মহাভাগে পশ্য ত্বং জ্ঞানচক্ষুষা ॥
স্বচ্ছায়া সৈব দেবেশি ততঃ সুস্থাভবৎ পরা।
উবাচ পরমেশানং দেবদেবং মহেশ্বরং।
পরেণ প্রেমভাবেন জগদীশং জগন্ময়ং।
কা চ্ছায়া হৃদি দৃষ্টা সা তন্মে ব্রূহি জগৎপতে ॥
ব্রহ্মোবাচ।
ইতি শ্রুত্বা মহাদেবঃ কালিকাবচনং পরং।
উবাচ প্রেমভাবেন দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥
ঈশ্বর উবাচ।
যস্মাত্ত্রিভুবনে রূপং শ্রেষ্ঠং কৃতবতী শিবে।
তস্মাৎ স্বর্গে চ মর্ত্ত্যে চ পাতালেঽন্যত্র পার্ব্বতি ॥
সুন্দরী পঞ্চমী শ্রীশ্চ খ্যাতা ত্রিপুরসুন্দরী।
সদা ষোড়শবর্ষীয়া বিখ্যাতা ষোড়শী ততঃ।
যাং ছায়াং হৃদয়ে মেঽস্য দৃষ্ট্বা ভীতা সুরেশ্বরি ॥
তস্মাৎ সা ত্রিষু লোকেষু খ্যাতা ত্রিপুরভৈরবী।
সাবস্থা ভগবত্যাশ্চ সুস্থচিত্তা কৃপাময়ী।
ততস্তাং ভুবনেশানীং রাজরাজেশ্বরীং বিদুঃ।
যা চোগ্রতারিণী প্রোক্তা যা চ দিক্করবাসিনী।
যৈষা ললিতকান্তাখ্যা খ্যাতা মঙ্গলচণ্ডিকা।
কৌষিকী দেবদূতী চ যাশ্চান্যামূর্ত্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
যা খ্যাতা ভুবনেশানী তস্যা ভেদা হ্যনেকধা।
ত্রিপুটা জয়দুর্গা চ বনদুর্গা ত্রিকণ্টকী।
কাত্যায়নী মহিষঘ্নী দুর্গা চ বনদেবতা ॥
শ্রীরামদেবতা বজ্রপ্রস্তারিণী চ শূলিনী।
গৃহদেবী গৃহারূঢ়া মেধা রাধা চ কালিকা ॥
কথিতাশ্চ সমাসেন তাসাং ভেদাশ্চ নারদ।
বিস্তারেণ তু কেনৈব শক্যতে গদিতং মুনে ॥”

হে মুনিশ্রেষ্ঠ, পরমাশ্চর্য্যজনক ও অতিগোপনীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, যে কারণে মহামায়া কালী সুন্দরীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সময়ে শঙ্কর রমণীয় কৈলাসশিখরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় ইন্দ্র মহাদেবকে স্তব করিবার জন্য অপ্সরাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা আসিয়া মহাদেবের স্তব করিয়াছিল। মহাদেব তাহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, ‘পুরুষের অতিথি পুরুষ, স্ত্রীলোকের অতিথি স্ত্রীলোক, এইজন্য তোমরা কালিকার নিকট গমন কর।’ মহাদেব অপ্সরাদিগকে এই কথা বলিয়া রমণীয় পুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ঐ অপ্সরাগণ পরমদুর্লভপ্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাদেব কালীকে এই বিষয় বলিয়াছিলেন। কালী ইহা শুনিয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া কালীরূপ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধগৌরী হইয়াছিলেন। মহাদেব নিজেও ‘কালী কালী’ বলিয়া ডাকিয়া থাকেন, ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া মহামায়া অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। মহাদেব অন্তঃপুরে যাইয়া কালীকে দেখিতে পাইলেন না, সেইখানেই অবস্থান করিলেন। কোন সময়ে নারদ এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাদেব নারদের গাত্র বামহস্তে স্পর্শ করিয়া সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক নানাবিধ কথা বলিলেন। নারদ মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কালবিনাশিনী কালী আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছেন?’ মহাদেব বলেন, ‘কালী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।’ নারদ মহাদেবের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। তিনি কালী ও মহাদেবের এই বিবাদ চিন্তা করিয়া ধ্যান অবলম্বন করিলেন। তিনি ধ্যানচক্ষে দেখিয়াছিলেন, সুমেরুর উত্তরপার্শ্বে মহাদেবী অবস্থান করিতেছেন। নারদ মহামায়ার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাদেবী নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মহাদেব আমা ছাড়া হইয়া কেমন আছে, তাঁহার সকল কুশল সংবাদ বল।’ নারদ মহাদেবীকে কহিলেন, ‘হে গিরিসুতে! দেবদেব মহাদেব পরম বিহারার্থ উদ্যোগ করিতেছেন, আপনি তাঁহাকে নিবারণ করুন।’ দেবী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিতা হইলেন এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তখন দেবী অন্যরূপ ধারণ করিলেন; তিন লোকের কোন স্থলে সেরূপ সৌন্দর্য্য নাই, তিনি যেরূপ সৌন্দর্য্যধারণ করিলেন। অতুলনীয় সেইরূপ ধারণ করিয়া যেখানে ভগবান্ মহেশ্বর অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। মহাদেবী শম্ভুর হৃদয়ে স্বচ্ছায়া দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিতা হইয়া মহাদেবকে কহিলেন, ‘হে কৃতঘ্ন, তুমি আমার সহিত প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ আছ, কি জন্য তাহা লঙ্ঘন করিয়াছ। তুমি বিবাহ করিয়া হৃদয়ে আমাকে স্থান দিয়াছ।’ মহাদেব কালীর এই কথা

শুনিয়া ঈষদ্ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে কল্যাণি, আমি কৃতঘ্ন নহি এবং প্রতিজ্ঞাও লঙ্ঘন করি নাই, আমার হৃদয়ে যাহা দেখিতেছ, তাহা তোমারই ছায়া, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা বরং তুমি ধ্যান অবলম্বন করিয়া দেখিতে পার।' পরে কালী উহা আপনারই ছায়া অবগত হইয়া সুস্থ হইলেন এবং মহাদেবকে কহিলেন, 'ছায়া কে? তাহা আমাকে বলুন।'

মহাদেব এই কথা শুনিয়া কালীকে বলিলেন, 'হে শিবে! তুমি ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ রূপ ধরিয়াছিলে, সেই জন্য স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালে সুন্দরী, পঞ্চমী, শ্রীত্রিপুরসুন্দরী বলিয়া খ্যাতি লাভ কর এবং সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া বলিয়া ষোড়শী নামে বিখ্যাত হও। অদ্য আমার হৃদয়ে ছায়া দেখিয়া ভীত হইয়াছিলে, সেই জন্য ইহা তিনলোকে ত্রিপুর-ভৈরবী নামে খ্যাত। ভগবতীর কৃপাময়ী সুস্থচিত্তা যে অবস্থা, তাহাকে ভুবনেশ্বরী বা রাজরাজেশ্বরী বলিয়া জানিবে; যিনি উগ্রতারিণী, দিক্করবাসিনী, ললিতকান্তা, মঙ্গলচণ্ডিকা, কৌষিকী, দেবদূতী প্রভৃতি নামে বিখ্যাত। যিনি ভুবনেশ্বরী নামে খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার ভেদ অনেক,—ত্রিপুটা, জয়দুর্গা, বনদুর্গা, ত্রিকণ্টকী, কাত্যায়নী, মহিষঘ্নী, দুর্গা, বনদেবতা, শ্রীরামদেবতা, বজ্রপ্রস্তারিণী, শূলিনী, গৃহদেবী, মেধা, রাধা, কালিকা ইত্যাদি তাঁহার ভেদ জানিবে।

ছিন্নমস্তার উৎপত্তি—নারদপঞ্চরাত্রের মতে—

"একদা পার্ব্বতীদেবী স্নানার্থং গতবত্যপি।
সার্দ্ধং সহচরীভ্যাঞ্চ মন্দাকিন্যা জলে মুদা॥
তত্র স্নাত্বা কামবাণপীড়িতা চ জগন্ময়ী।
বভূব কৃষ্ণা সা দেবী জগদানন্দকারিণী॥
অথ কালে কদাচিত্তু তাভ্যাং পৃষ্টা মহেশ্বরী।
দেহি ভক্ষ্যং ক্ষুধার্ত্তাভ্যামাবাভ্যাং পরমেশ্বরী॥
অত্র তে চ প্রদাস্যামি কুরুতাং মে প্রতীক্ষণং।
ক্ষণাদূর্দ্ধং পুনঃ পৃষ্টা দেহি ভক্ষ্যমথাবয়োঃ॥
প্রতীক্ষণং প্রকুরুতাং কিঞ্চিৎ কালং স্মরামি চ।
ক্ষণাৎ পরমুচতুস্তে দেহি ভক্ষ্যমথাবয়োঃ॥
মাতা ত্বং সর্ব্বজগতাং মাতরং প্রার্থয়েচ্ছিশুঃ।
মাতা দদাতি সর্ব্বেষাং ভোজনাচ্ছাদনাদিকম্॥
অতস্ত্বং প্রার্থয়ে ভক্ষ্যং ভক্ষার্থং করুণাময়ি।
ইতি শ্রুত্বা মহেশানী মধুরং বচনং তয়োঃ॥
গৃহে গত্বা প্রদাস্যামি ইত্যুচে বচনং তয়োঃ।
উচতুস্তে পুনস্তাং বৈ ডাকিনী বর্ণিনী পরে॥
জয়া চ বিজয়া যে তু আবাং ক্ষুৎপরিপীড়িতে।
দেহি ভক্ষ্যং জগন্মাতর্যথা তৃপ্যে কৃপাময়ি॥
তথা কুরু জগন্মাতর্ব্বরদে দেবি বাঞ্ছিতম্।
ইতি শ্রুত্বা বচঃ শ্রক্ষং কৃপাময়ী শুচিস্মিতা॥
নখাগ্রেণ চ চিচ্ছেদ বামেন স্বশিরস্তদা।
ছিন্নমাত্রস্তু তৎশীর্ষং বামহস্তে পপাত চ॥
কণ্ঠাদ্বিনিঃসৃতং রক্তং ত্রিধারেণ তপোধন।
বামদক্ষিণভেদেন যে ধারে চ বিনির্গতে॥
সখীমুখে তু সংযোজ্য মধ্যধারা স্বকাননে।
এবং কৃত্বা তু তা স্তত্র গতাঃ সর্ব্বা যথাগতম্॥
ছিন্নং তস্যা যতো মুণ্ডং ছিন্নমস্তা ততঃ স্মৃতা।"

একদিন পার্ব্বতী দেবী সহচরীদিগের সহিত মন্দাকিনীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন এবং এই নদীতে স্নান করিয়া কামাতুর হইলেন। সেই সময়ে জগদানন্দকারিণী দেবী কৃষ্ণা হইয়াছিলেন। অনন্তর কোন সময়ে সহচরীদ্বয় মহেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হে মহেশ্বরি! আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য প্রদান করুন।' মহেশ্বরী বলিয়াছিলেন, 'ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, আমি ভক্ষ্য দিতেছি।' ক্ষণকাল অতীত হইলে আবার তাহারা ক্ষুধার বিষয় জানাইল। তখন জগন্মাতা তাহাদিগকে কহিলেন, 'কিছুকাল অপেক্ষা কর, ভক্ষ্য দিতেছি।' পরে কিছুকাল অতীত হইলে তাহারা আবার বলিতে আরম্ভ করিল, 'তুমিই সকল জগতের মাতা, শিশু মাতার নিকটেই ভক্ষ্যাদি প্রার্থনা করে, মাতা সকলকেই ভক্ষ্যাদি দিয়া থাকেন, হে করুণাময়ি এই জন্য তোমার নিকট ভক্ষ্য প্রার্থনা করিতেছি।' মহেশানী তাহাদের এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন, 'গৃহে যাইয়া ভক্ষ্য প্রদান করিব।' ডাকিনী বর্ণিনী জয়া বিজয়া পুনর্ব্বার ক্ষুধাতুর হইয়া বলিয়াছিল, 'হে জগন্মাতঃ কৃপাময়ি! আমরা যেরূপ তৃপ্ত হই, আমাদের সেইরূপ খাদ্য দিন।' কৃপাময়ী দেবী তাহাদের এই বাক্য শুনিয়া ঈষদ্‌হাস্য করিয়া বাম নখাগ্র দ্বারা কণ্ঠচ্ছেদ করিলেন। মস্তক ছিন্ন হইলেই বামহস্তে পতিত হইল। কণ্ঠ হইতে ত্রিধারে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। বাম ও দক্ষিণদিকে যে দুইটী ধারা নির্গত হইল, সেই দুইটী ধারা দুই সখীমুখে সংযোজিত করিলেন এবং মধ্য ধারা নিজ মুখে ধরিলেন। এই রূপে মুণ্ড ছিন্ন হইয়াছিল,—এইজন্য ছিন্নমস্তা এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

স্বতন্ত্রতন্ত্রে লিখিত আছে—

"ছিন্নোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি তারা সৈব চ কালিকা।

পুরাকৃতযুগে চৈব কৈলাসে পর্ব্বতোত্তমে ॥
মহামায়া ময়া সার্দ্ধং মহারতপরায়ণা।
শুক্রোৎসারণকালে তু চণ্ডমূর্ত্তিরভূত্তদা ॥
তদা স্বদেহসম্ভূতে দ্বেশক্তী সম্বভূবতুঃ।
ডাকিনী বর্ণিনী নাম্না সখ্যৌ তাভ্যাং সহাম্বিকা ॥
পুষ্পভদ্রানদীকূলং জগাম চণ্ডনায়িকা।
মধ্যাহ্নে চ ক্ষুধার্ত্তে চ চণ্ডিকাং পৃচ্ছতস্ততঃ ॥
ভক্ষণং দেহি তৎশ্রুত্বা বিহস্য চণ্ডিকা শুভা।
চিচ্ছেদ নিজ মূর্দ্ধানং কবন্ধোপরি পার্ব্বতী।
নিজ মূর্ত্তিং সমাসাদ্য যা পুরা পরিকীর্ত্তিতা ॥
বিবর্ণাং তাস্তু দৃষ্ট্বাহং সহসা ক্রোধমাগতঃ।
অন্যৈঃ কৃতমিদং মত্বা ততঃ শুশ্রাব তদ্যথা ॥
তদাভূৎ ক্রোধজো দেবী মদংশঃ ক্রোধভৈরবঃ।
বীররাত্রিদিনে জাতা দিনান্তে পরমা কলা ॥
সখীভ্যাং সহ দেবেশি নদ্যাং তস্যাং প্রচণ্ডিকা।"

ছিন্নার উৎপত্তি বলিতেছি, সেই কালিকা ও তারাই ছিন্নমস্তা। পূর্ব্বে সত্যযুগে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসপর্ব্বতে মহামায়া আমার (শিবের) সহিত মহাসুরতপরায়ণা ছিলেন, শুক্রোৎসারণকালে মহামায়া চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সেই সময়ে স্বদেহ হইতে দুইটী শক্তি সম্ভূত হয়, সেই দুইশক্তির নাম ডাকিনী ও বর্ণিনী, ইহারা দুইজনে পরস্পর সখী হইল। অম্বিকা তাহাদের সহিত পুষ্পভদ্রা নদীকূলে গমন করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে ঐ দুইজন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চণ্ডিকাকে বলিয়াছিল, আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, আমাদিগকে খাদ্য দিন। তখন চণ্ডিকা ঈষদ্ হাস্য করিয়া নিজ মস্তক ছেদন করিলেন।

মাতঙ্গীর উৎপত্তি নারদপঞ্চরাত্রে এইরূপ লিখিত আছে—
"কৈলাসশিখরে রম্যে নানারত্নবিভূষিতে।
উপবিষ্টা মহাদেবী শম্ভোরঙ্কে প্রিয়া সতী ॥
উবাচ প্রেমভাবেন স্বপতিং পরমেশ্বরী।

দেব্যুবাচ।

ত্বৎপ্রসাদাজ্জগন্নাথ ন কিঞ্চিদ্দুর্লভং মম।
যতস্ত্বং সর্ব্বদোহসীতি সর্ব্বেষাং প্রিয়কারকঃ॥
কিন্ত্বহং গন্তুমিচ্ছামি মাতাপিত্রোঃ শুভালয়ে।

ঈশ্বর উবাচ

প্রিয়ং মমৈতদ্দেবেশি মমাপি গমনং শিবে।
সন্দেহঃ কিন্তু মে দেবি গন্তাসি হ্যনিমন্ত্রিতা ॥
ইতি শ্রুত্বা বচঃ পত্যুর্বাঢ় মিত্যাহ হৃষ্টবৎ।
গতায়াং ময়ি তত্রৈব ততো গন্তাসি শঙ্কর ॥

ঈশ্বর উবাচ।

এতত্তে সময়ং ভদ্রে কৃতবানস্ম্যহং শিবে।
গতায়াং ত্বয়ি গচ্ছামি ত্বানয়নহেতুনা ॥
এতস্মিন্নন্তরে মেনা চকারোৎসবমুত্তমম্।
ক্রৌঞ্চমাপ্রেষয়ামাস যত্র দেবঃ সদাশিবঃ ॥
ততো দৃষ্টা মহাদেবঃ ক্রৌঞ্চং তং ধরণীগতং।
বামেন পাণিনোত্থাপ্য সমালিঙ্গ্য গিরেঃ সুতং ॥
চুচুম্বে তস্য মূর্দ্ধানং নেত্রাম্ভঃশিরসি ক্ষিপন্।
স্বাঙ্কে নিবেশয়ামাস পৃষ্ট্বা কুশলমব্যয়ং ॥
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা কিমর্থমিহমাগতঃ।

ক্রৌঞ্চ উবাচ

যদি তে হ্যস্তি কৃপানাথ ময়ি দাসে জগৎপতে।
হিমালয়সুতাং গৌরীং তত্র নেতুং সমুৎসহে ॥

শঙ্কর উবাচ।

শীঘ্রং গচ্ছ বরারোহে ক্রৌঞ্চেন সহ পার্ব্বতী।......
পুনঃ প্রণম্য সা দেবী দেবদেবং মহেশ্বরং ॥
কৃচ্ছ্রেণ রথমারুহ্য মৈনাকিনা সমং যযৌ।
ক্ষণাৎ পিতৃগৃহং প্রাপ্য উত্তীর্য্য চ রথাত্ততঃ ॥
জগাম বায়ুবেগেন ক্রৌঞ্চেন সহ সত্বরা।
যত্রাস্তে হিমবান্ রাজা মেনা চ বরবর্ণিনী ॥
এবং সুখোষিতা তত্র পার্ব্বতী পিতৃমন্দিরে।
উবাস কতিচিন্মাসান্ তেষাং হর্ষপ্রবর্দ্ধ চ ॥
এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুঃ শঙ্খমাদায় দেবরাট্।
শঙ্খকারস্য বেশেন জগাম হিমবদ্গৃহং ॥
বিক্রেতুকামঃ শঙ্খানাং ছলেন ত্রিপুরান্তকঃ।
নারীভ্যঃ প্রদদৌ শঙ্খং পার্ব্বত্যৈ ন দদাতি চ ॥
পার্ব্বতী প্রণয়াবিষ্টা কৃত্বা তস্য চ সম্মতিং।
দাস্যামি তে মহাভাগে চারুশঙ্খং মহেশ্বরি ॥
ময়া যদ্যাচিতং ভদ্রে দাতব্যং মূল্যমেব তৎ।
বাঢ়মুক্ত্বা জগদ্ধাত্রী পরিধায় সুনির্ম্মলম্ ॥
দিব্যং মনোহরং শঙ্খং চারুরূপং সুশোভনং।
শঙ্খকারস্তদাপ্রাহমূল্যং দেহি পতিব্রতে ॥

দেব্যুবাচ।

পিতা মে হিমবানদ্রির্ভর্ত্তা শম্ভুঃ কৃপাময়ঃ।
পুত্রো মে গণনাথাখ্যো ভ্রাতা মৈনাক এব চ ॥
ভ্রাতৃপুত্রঃ স্বয়ং ক্রৌঞ্চো মাতা চ মম মেনকা।
যৎ পার্থয়সি ভদ্রন্তে তদ্দাস্যামি ন সংশয়ঃ ॥

শঙ্খকার উবাচ।

পীড়িতঃ কামবাণেন ত্বয়া সার্দ্ধং বরাননে।

শীঘ্রং বরয় মাং ভদ্রে নান্তৎ পণ্যং মমেপ্সিতং ॥
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্ত শঙ্খকারস্ত পার্ব্বতী।
মামেবং বচনং রুক্ষং কঃ শক্নোতি জগত্রয়ে ॥
গদিতুং দুষ্টভাবোঽসৌ শম্ভুং চক্রে মনস্ততঃ।
ততো ধ্যানং সমাস্থায় ধৈর্য্যমালম্ব পার্ব্বতী ॥
দদর্শ চেষ্টিতং শম্ভোঃ প্রহস্ত পরমেশ্বরী।
উবাচ শঙ্খকারং তং স্মিতপূর্ব্বাননা ততঃ ॥
অধুনা গচ্ছ ভদ্রস্তে পূরয়ামি মনোরথম্।
দিনান্তরে মহাবাহো বিসৃজ্য সা জগদ্ধিতা ॥
কিরাতবেশমাস্থায় সখীভিঃ পরিবারিতা।
জগাম যত্র দেবেশঃ সন্ধ্যাং চক্রে মহেশ্বরঃ ॥
নৃত্যগীতৈঃ কামবেশৈঃ পানভোজনবিস্তরৈঃ।
উবাস তত্র রমণাবেশেন পরমেশ্বরী ॥
এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুঃ সন্ধ্যাং কর্ত্তুং জগাম সঃ।
মানসাখ্য সরস্তীরে গত্বা সন্ধ্যাং মহেশ্বরঃ ॥
দদর্শ তাং সখীভিশ্চ কামবেশোজ্জ্বলাং পরাম্।
রক্তবর্ণাং রক্তবস্ত্রপরীধানাং সুনির্ম্মলাম্ ॥
তন্বীং বিশালনয়নাং পীনোন্নতঘটস্তনীং।
আগত্য সন্নিধৌ তস্যাঃ প্রাহ দেবঃ কৃপাময়ঃ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

কা ত্বং সুভ্রু বরারোহে কিমর্থমিহমাগতা।
মনোরথং তে দাস্যামি সত্যং সত্যং কৃপাং কুরু ॥

চাণ্ডাল্যুবাচ।

চাণ্ডাল্যস্মি সুরশ্রেষ্ঠ তপোর্থমিহমাগতা।
দেবত্বমভিলাষং মে মা বিঘ্নং কুরু পণ্ডিত ॥

ঈশ্বর উবাচ।

শিবোঽহং দেব দেবেশি তপস্বিফলদায়কঃ।
অধুনা পার্ব্বতী তুল্যাং করিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ ॥
তদেব কামভাবেন তৎকল্যাণি ভজস্ব মাং।
কথং বিলম্বসে দেবি দেবত্বং যদি বাঞ্ছসি ॥

চাণ্ডাল্যুবাচ।

তপোঽর্থমাগতা অত্র দেবদেব জগৎপতে।
দেবতাত্বমবাপ্তুং বৈ মা বিঘ্নং কুরু ধর্ম্মরাট্ ॥

ঈশ্বর উবাচ

ভবিষ্যতি ন তে বিঘ্নং কায়ক্লেশেন কিং তব।
অধুনা ভব দেবীত্বং মদ্বাক্যং বিফলং নহি ॥
ইত্যুক্ত্বা হস্তমাদায় হস্তেন পরমেশ্বরঃ।
উপবিষ্টো মহাদেব স্তস্যা আসনমুত্তমং ॥
তয়া সার্দ্ধং মহাদেব সমাশ্লিষ্য চ তাং শিবঃ।
চুচুম্বে বদনং তস্যা মৈথুনায়োপচক্রমে ॥
রমমাণ স্তয়া সার্দ্ধং কালেন কিয়তা হরঃ।
চণ্ডালবেশমগমত্ততঃ প্রাহ প্রিয়া সতী ॥
নাহং ত্বা ছলিতুং শক্যা কেনোপায়েন কুত্র চিৎ।
ত্বং হি দেব গুরুদেব দেবদেব জগৎপতে ॥
এবং নানাপ্রকারেণ তয়োস্ত রমমাণয়োঃ।
অভবচ্চ তয়োঃ প্রীতিরতুলা মুনিসত্তম ॥
রত্যন্তে চোপবিষ্টৌ তু ততঃ প্রাহ পরং সতী।
জপং কুরু জগন্নাথ দেহি মে বাঞ্ছিতং বরং ॥"

ঈশ্বর উবাচ।

"যস্মাচ্চণ্ডালবেশেন মামেবং সমুপাগতা।
তস্মান্মূর্ত্তিরিয়ং ভদ্রে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রেষু গোপিতা।
কৃতায়াং তব পূজায়াং পূজান্তে পরমেশ্বরি ॥
সাঙ্গা ভবিষ্যতি শিবে অন্যথা নৈব পার্ব্বতি।
মাতঙ্গী নাম মূর্ত্তিস্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
সিদ্ধবিদ্যা মহাবিদ্যা যথা ত্রিপুরসুন্দরী।
ত্রিপুরভৈরবী দেবী যথা চ ভুবনেশ্বরী ॥
কালী তারা মহাবিদ্যা যথা তে উত্তমে তনু।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ তথা ধূমাবতী তনুঃ।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী তে তনুরিয়ং ॥"

নানারত্নবিভূষিত রমণীয় কৈলাস শিখরে মহাদেবী শম্ভুর অঙ্কে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় পার্ব্বতী প্রেম ভাবে মহাদেবকে কহিলেন, 'হে প্রভো! আপনি সকল অভিলাষ প্রদান করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমার কিছুমাত্র দুর্লভ নাই, আমার পিতৃভবনে যাইতে একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে।' মহাদেব পার্ব্বতীর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, 'ইহা আমার অনিচ্ছা নহে এবং আমারও যাইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু অনিমন্ত্রিত হইয়া যাওয়া উচিত নহে।' পার্ব্বতী এই কথা শুনিয়া কহিলেন, 'আমি গমন করিলে আপনি গমন করিবেন।' তাহাতে মহাদেব বলিলেন—'আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি যাইলে আমি তোমাকে আনিতে যাইব।'

এই সময়ে মেনকা মহোৎসব করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে পার্ব্বতীকে আনিতে ক্রৌঞ্চকে পাঠাইয়া দেন। ক্রৌঞ্চ মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া নিবেদন করিল। মহাদেবও তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। ক্রৌঞ্চ মহাদেবকে কহিল, 'হে জগৎপতে! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তাহা হইলে গৌরীকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি।' মহাদেব এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতীকে কহিলেন, 'হে পার্ব্বতি!

শীঘ্র তুমি ক্রৌঞ্চের সহিত গমন কর।' পার্ব্বতী মহাদেবকে প্রণাম করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক মৈনাকীর সহিত যেখানে রাজা হিমবান্ ও মৈনাক ছিলেন এবং যেখানে পার্ব্বতী সুখে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেই পিতৃভবনে গমন করিলেন। এই অবসরে দেবপতি শম্ভু শঙ্খ লইয়া শঙ্খকারের বেশ ধারণ করিয়া হিমালয়ের গৃহে গমন করিলেন এবং শঙ্খ বিক্রয়ের ছল করিয়া নারীদিগকে শঙ্খ দেখাইতে লাগিলেন। তিনি সকলকে শঙ্খ দিলেন, কিন্তু পার্ব্বতীকে দিলেন না। পার্ব্বতী শঙ্খ চাহিলে শঙ্খকার বলিলেন, 'হে মহেশ্বরি, আমি যাহা মূল্য চাহিব, তাহা যদি দাও, তোমাকে মনোহর শঙ্খ দিব।' পার্ব্বতী 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিলে শঙ্খকার মনোহর শঙ্খ পরাইয়া দিলেন, এবং মূল্য চাহিলে পার্ব্বতী বলিলেন, 'আমার পিতা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমবান্, কৃপাসাগর মহাদেব আমার স্বামী, গণপতি প্রভৃতি পুত্র, ভ্রাতা মৈনাক, ভ্রাতৃপুত্র ক্রৌঞ্চ, মাতা মেনকা, অতএব আমার নিকট যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিব।' শঙ্খকার ইহা শুনিয়া কহিলেন, 'হে বরাননে! আমি অত্যন্ত কামপীড়িত হইয়াছি, অতএব শীঘ্র আমাকে বরণ কর, ইহা ভিন্ন আমার আর অন্য পণ্যে অভিলাষ নাই।' পার্ব্বতী এই কঠোর বাক্য শুনিয়া 'ত্রিজগতে আমাকে এইরূপ বলিতে কাহার শক্তি?' ইহা ভাবিয়া শাপ দিবার জন্য মনে মনে স্থির করিলেন; পরে ধ্যান অবলম্বন করিয়া তাহা মহাদেবেরই কার্য্য বুঝিতে পারিলেন।

তখন মহামায়া ঈষদ্ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'এখন যাও দিনান্তরে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব।' পরে পার্ব্বতী কিরাতবেশ অবলম্বন করিয়া সখীদিগের সহিত যেখানে দেবপতি মহাদেব সন্ধ্যা করিতেছিলেন, নৃত্যগীত প্রভৃতি কামবেশবিভূষিতা হইয়া সেইখানে গমন করিলেন, এই অবসরে শম্ভু সন্ধ্যা করিতে মানস সরোবরে গমন করিলেন। সেইখানে কামবেশোজ্জ্বলা রক্তবর্ণা রক্তবস্ত্রপরিধানা পীনোন্নতপয়োধরা সখীপরিবৃতা গৌরীকে দেখিয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'হে শুভ্রু তুমি কে, কি জন্য এখানে আসিয়াছ, তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব, আমার প্রতি কৃপা কর!' মহাদেব এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে ঐ স্ত্রী কহিলেন, 'আমি চাণ্ডালী, তপস্যার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি, আমার অভিলাষ দেবত্ব লাভ। আমার তপোবিঘ্ন করিবেন না।' মহাদেব বলিলেন, 'আমি দেবতা শিব এবং আমিই তপস্বিদিগের ফল প্রদান করিয়া থাকি, অধুনা তোমাকে পার্ব্বতীতুল্যা করিব; তাহাতে কোন সংশয় নাই। হে কল্যাণি! এখন আমাকে কামভাবে ভজনা কর, যদি দেবত্ব ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে কেন বিলম্ব করিতেছ?' তাহাতে চাণ্ডালী বলিল, 'হে দেবদেব জগৎপতে! আমি তপস্যার নিমিত্ত আসিয়াছি, দেবত্ব প্রাপ্ত হইব, আমার বিঘ্ন করিবেন না।' মহাদেব বলিলেন, 'তোমার তপস্যায় বিঘ্ন হইবে না এবং কায়ক্লেশেই বা প্রয়োজন কি? এখনি দেবীত্ব প্রাপ্ত হও, আমার বাক্য নিষ্ফল হইবার নহে।' এই কথা বলিয়া পরমেশ্বর হস্ত দ্বারা তাহার হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে উত্তম আসনে বসাইলেন। মহাদেব তাহার সহিত আলিঙ্গনাদি করিয়া ক্রীড়ার নিমিত্ত উপক্রম করিলেন এবং কিছুকাল তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া চণ্ডাল-বেশ প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর সতী বলিলেন, 'আপনাকে কোন উপায়ে আমি ছলনা করিতে সমর্থ নহি। আপনি দেবদেব জগৎপতি।' এই প্রকারে তাঁহাদের অতিশয় প্রীতি হইয়াছিল। তাহার পর রত্যন্তে উপবিষ্ট হইয়া সতী বলিয়াছিলেন, 'হে জগন্নাথ জপ করুন এবং আমার অভিলষিত বর প্রদান করুন।'

মহাদেব কহিলেন, 'চাণ্ডালবেশে' আমাতে উপগত হইয়াছ, এইজন্য তোমার এই মূর্ত্তি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সকল শাস্ত্রে গোপিতা উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী নামে তুমি খ্যাতি লাভ করিবে। হে দেবি! পূজান্তে তোমার পূজা করিলে সকল পূজা সিদ্ধ হইবে, নচেৎ হইবে না। তোমার এই মূর্ত্তি নিশ্চয়ই মাতঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ হইবে। যে প্রকার সিদ্ধবিদ্যা, মহাবিদ্যা, ত্রিপুরভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, কালী, তারা, ইহা তোমারই তনু, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা প্রভৃতি সিদ্ধবিদ্যাও তোমারই তনু।

আবার স্বতন্ত্রতন্ত্রের মতে—

"অথোচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব সাবধানতঃ।
নারদঃ পৃষ্টবান্ বিষ্ণুং গীতজ্ঞানং বদ প্রভো॥
তমুবাচ হরিঃ পূর্ব্বং গতোঽহং শঙ্করং প্রতি।
তত্র দৃষ্টং শিবং শান্তং মারীচগণসঙ্কুলম্॥
অনেকরসসংযুক্তং বিবিধাস্বাদনৈর্যুতম্।
সামরস্যং তদা জাতমুচ্ছিষ্টং গলিতং মুদা॥
অনেকগুণসম্পন্না প্রত্যুৎপন্না কুমারিকা।
উচ্ছিষ্টং দেহি দেহীতি পার্ব্বতী শঙ্করেণ চ॥
উভাভ্যাং দত্তমুচ্ছিষ্টং প্রসাদং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
শিবশক্তী উচতু স্তাং কন্যে ত্বাং প্রভজন্তি যে॥
জপহোমাদিভিস্তেষাং সিদ্ধ্যন্তি চ মনোরথাঃ।
তদা প্রভৃতি চোচ্ছিষ্টমাতঙ্গীতি নিগদ্যতে॥"

উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর বিষয় বলিতেছি, সাবধান হইয়া

শ্রবণ কর। একদা নারদ বিষ্ণুকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু নারদকে কহিলেন, একদিন আমি শিবদর্শন করিতে গিয়াছিলাম, সেইখানে মহাদেবকে শাস্ত ও মারীচগণ-সংযুত এবং অত্যন্ত হর্ষে গলিত ও উচ্ছিষ্ট জাত হইতে দেখিয়াছিলাম, সেই 'উচ্ছিষ্ট দাও দাও' এই কথা বলিলে শঙ্করের সহিত পার্ব্বতী প্রীতিপূর্ব্বক উচ্ছিষ্টপ্রসাদ পরস্পরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবশক্তিদ্বয় বলিয়া ছিলেন, 'তোমাকে যে ভজনা করিবে, জপহোমাদিদ্বারা তাহারই সকল মনোরথ সিদ্ধি হইবে।' সেই অবধি তিনি উচ্ছিষ্টমাতঙ্গী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

উক্ত বিবরণের পর স্বতন্ত্রতন্ত্রের আর একস্থলে লিখিত আছে—

"অথ মাতঙ্গিনীং বক্ষ্যে ক্রূরভূতভয়ঙ্করীং।
পুরা কদম্ববিপিনে নানাবৃক্ষসমাকুলে॥
বশ্যার্থং সর্ব্বভূতানাং মতঙ্গো নামতো মুনিঃ।
শতবর্ষসহস্রাণি তপোঽতপ্যত সত্তম্॥
তত্র তেজঃসমুৎপন্নং সুন্দরীনেত্রতঃ শুভে।
তেজোরাশিরভূত্তত্র স্বয়ং শ্রীকালিকাম্বিকা।
শ্যামলং রূপমাস্থায় রাজমাতঙ্গিনী ভবেৎ।"

ক্রূরভূতভয়ঙ্করী মাতঙ্গিনীর বিষয় কথিত হইতেছে। পূর্ব্বে নানাবৃক্ষসমাকুল কদম্ববিপিনে সকল ভূতবশের নিমিত্ত মতঙ্গ নামে মুনি সহস্র বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইখানে সুন্দরীনেত্র হইতে তেজ সমুৎপন্ন হইয়াছিল, সেই তেজোরাশিই শ্রীকালিকা বা অম্বিকা, পরে তিনিই শ্যামলরূপ অবলম্বন করিয়া রাজমাতঙ্গিনী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

ধূমাবতীর উৎপত্তি সম্বন্ধেও এইরূপ ভিন্ন রূপ বিবরণ পাওয়া যায়। নারদপঞ্চরাত্রের মতে—

"একদা বসমানস্ত কৈলাসশিখরে হরঃ।
অঙ্কস্থা গিরিজা তত্র পপ্রচ্ছ বৃষভধ্বজম্।
ক্ষুধয়া পীড্যমানাস্মি দেহি ভোক্তুং যথোচিতম্॥

ঈশ্বর উবাচ

ক্ষণং প্রতীক্ষ্য ভদ্রং তে দাস্যামি ভোজনং ততঃ।
ইত্যুক্ত্বা বিররামাশু দেবদেব বৃষধ্বজঃ॥

দেব্যুবাচ।

দেহি ভক্ষ্যং মহাদেব ক্ষুধিতাস্মি জগৎপতে।
বিলম্বিতুং ন শক্নোমি পীড়িতাস্মি মহেশ্বর॥
ইতি শ্রুত্বা প্রিয়াবাক্যং পুনঃ প্রাহ কৃপানিধিঃ।
ক্ষণং প্রতীক্ষ্য দাস্যামি ভক্ষণং চাতি বাঞ্ছিতং॥
পুনঃ প্রতীক্ষ্য সা দেবী পুনঃ প্রাহত্বিদং বচঃ।
দেহি ভক্ষ্যং জগন্নাথ ন শক্নোমি বিলম্বিতুম্॥
ইত্যুক্ত্বা পতিমাদায় মুখে বিক্ষেপ সা তদা।
ক্ষণেন তস্যা দেহাত্তু ধূমসঙ্ঘো ব্যজায়ত॥
ততো দেহে সমুৎপন্নে শম্ভুস্ত নিজ মায়য়া।
উবাচ পরমেশানঃ স্বাং প্রিয়াং শৃণু শোভনে।
পশ্য ভদ্রে মহাভাগে পুরুষো নাস্তি মাং বিনা।
ত্বদন্যা বনিতা নাস্তি পশ্যত্বং জ্ঞানচক্ষুষা॥
বিধবাসি কুরু ত্যাগং শঙ্খসিন্দুরমেব চ।
সাধব্যং লক্ষণং দেবি কুরু ত্যাগং পতিব্রতে॥
এষা মূর্ত্তিস্তব পরা বিখ্যাতা বগলামুখী।
ধূমব্যাপ্তশরীরাত্তু ততো ধূমাবতী স্মৃতা॥" (নারদপ° ১৩ অ°)

একদিন মহাদেব কৈলাসশিখরে অবস্থান করিতেছেন, সেইখানে ক্রোড়স্থিতা গিরিজা বৃষভধ্বজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'হে দেবদেব মহাদেব! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত পীড়িত হইয়াছি, আমাকে যথোচিত ভক্ষ্য প্রদান করুন।' মহাদেব কহিলেন, 'ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, তোমাকে খাদ্য দিতেছি।' ইহা বলিয়া মহাদেব বিরত হইলেন। পুনরায় দেবী বলিলেন, 'হে দেবদেব জগৎপতে! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতরা হইয়াছি, বিলম্ব করিবার সামর্থ্য নাই, শীঘ্র যথোচিত খাদ্য প্রদান করুন।' মহাদেব প্রিয়তমা পত্নীর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 'ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, বাঞ্ছিত খাদ্য দিতেছি।' সতী আবার বলিলেন, 'হে জগন্নাথ! বিলম্ব করিবার সামর্থ্য নাই, শীঘ্র খাদ্য দিন।' এই কথা বলিয়া সেই দেবী পতিকে গ্রহণ করিয়া মুখে নিঃক্ষেপ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহার দেহ হইতে ধূমরাশি উৎপন্ন হইতে লাগিল। তাহার পর মহাদেব নিজ মায়া দ্বারা দেহ উৎপন্ন করিয়া স্বীয় পত্নীকে বলিয়াছিলেন, 'অয়ি শোভনে! জ্ঞানচক্ষুদ্বারা অবলোকন কর, আমা ভিন্ন পুরুষ নাই এবং তোমা ভিন্ন স্ত্রী নাই, এখন তুমি বিধবা হইয়াছ, শঙ্খসিন্দুর পরিত্যাগ কর। হে পতিব্রতে, পাতিব্রত্য চিহ্ন ত্যাগ কর, তোমার ঐ মূর্ত্তি বগলামুখী নামে খ্যাত হইবে। সমস্ত শরীরে ধূম পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া তোমার অপর আর এক নাম ধূমাবতী হইবে।'

স্বতন্ত্রতন্ত্রের মতে—

"দক্ষপ্রজাপতের্যজ্ঞে সর্ব্বসংহারচঞ্চলা।
ক্রুদ্ধা দেহং বিনিক্ষিপ্য ততোধূমোঽভবন্ মহান্॥
তস্মাদ্ধূমাবতী জাতা সর্ব্বশত্রুবিনাশিনী।
কালী কালা কালবক্ত্রা ভৌমবারে নিশামুখে।

আগ্নেঽক্ষয়তৃতীয়ায়াং জাতা ধূমাবতী শিবা ॥"

দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞে সতী সকল সংহার বিষয়ে চঞ্চল দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে সেই দেহ হইতে মহা ধূমরাশি উত্থিত হইয়াছিল, সেই জন্য ধূমাবতী হইয়াছিলেন। মঙ্গলবার অক্ষয়া তৃতীয়ার সন্ধ্যাকালে শিবা ধূমাবতী হইয়া জন্মিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তি সর্ব্বশত্রুবিনাশিনী।

স্বতন্ত্রতন্ত্রে বগলামুখীর উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে—

"অথ বক্ষ্যামি দেবেশি বগলোৎপত্তিকারণম্।
পুরা কৃতযুগে দেবি বাতক্ষোভউপস্থিতে ॥
চরাচরবিনাশায় বিষ্ণুশ্চিন্তাপরায়ণঃ।
তপস্তবাচ সন্তুষ্টা মহাশ্রীত্রিপুরাম্বিকা ॥
হরিদ্রাখ্যং সরো দৃষ্ট্বা জলক্রীড়াপরায়ণা।
মহাপীতহ্রদস্যান্তে সৌরাষ্ট্রে বগলাম্বিকা ॥
শ্রীবিদ্যাসম্ভবং তেজো বিজৃম্ভতি ইতস্ততঃ।
চতুর্দ্দশী ভৌমযুতা মকারেণ সমন্বিতা ॥
কুলঋক্ষসমাযুক্তা বীররাত্রিপ্রকীর্ত্তিতা।
তস্যামেবার্দ্ধরাত্রৌ তু পীতহ্রদনিবাসিনী ॥
ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যাসংজাতা ত্রৈলোক্যস্তম্ভিনী পরা।
তত্তেজো বিষ্ণুজং তেজো বিদ্যানু বিদ্যয়োর্গতম্ ॥"

হে দেবেশি! বগলার উৎপত্তির কারণ বলিতেছি, পূর্ব্বে সত্যযুগে চরাচর বিশ্ব বিনাশের নিমিত্ত বাতক্ষোভ উপস্থিত হইলে বিষ্ণু অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন।

পরে ত্রিপুরাম্বিকা তপস্যা বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া হরিদ্রাখ্য সরোবর দেখিয়া জলক্রীড়াপরায়ণা হইয়াছিলেন। এই দেবী মহাপীতহ্রদের মধ্যে শ্রীবিদ্যাসম্ভব তেজ ইতস্ততঃ বিজৃম্ভন করিয়াছিলেন, মঙ্গলবারে চতুর্দ্দশী এবং তাহাতে কুলনক্ষত্রযোগ ও মকার সমন্বিত হইলে বীররাত্রি হয়। এই বীর রাত্রিদিনে অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে ত্রৈলোক্যস্তম্ভিনী পীতহ্রদনিবাসিনী দেবী উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই তেজ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

মহালক্ষ্মীর উৎপত্তিও স্বতন্ত্রতন্ত্রে এইরূপ—

"অথ শ্রীভুবনাং বক্ষ্যে ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকাং।
পুরা ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টুং তপোঽপ্যাত দারুণম্ ॥
তপসা তস্য সন্তুষ্টা শক্তিঃ সা পরমেশ্বরী।
চৈত্রশুক্ল নবম্যান্ত উৎপন্না তারিণী স্বয়ং ॥
ক্রোধরাত্রিঃ সমাখ্যাতা সর্ব্বশক্তিময়ী শিবা।
ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূতা মথনাদুদধেঃ পুরা ॥
বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলস্থা চ পদ্মাসনগতা রমা।
কৃষ্ণাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে কোলাসুরনিকৃন্তিনী ॥
তস্যাং তিথৌ সমুৎপন্না মহামাতঙ্গিনী কলা।
ফাল্গুনৈকাদশীযুক্তা ভৃগৌ ভৌমে চ যা তিথিঃ ॥
জাতা তস্যাং মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী ॥"

অনন্তর ত্রৈলোক্যের উৎপত্তি বিষয়ে মাতৃস্বরূপ শ্রীভুবনার বিষয় বলিতেছি। পূর্ব্বে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য দারুণ তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার তপস্যায় পরমেশ্বরী সেই শক্তি সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন। অতএব চৈত্র শুক্ল নবমীতে তারিণী স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইনি সর্ব্বশক্তিময়ী এবং ক্রোধরাত্রি বলিয়া বিখ্যাতা; ইনি পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থনকালে ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, ইনি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থায়িনী ও পদ্মাসনগতা। ইনি ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে কোলাসুরকে বিনাশ করেন এবং ঐ তিথিতে মহামাতঙ্গিনী-কলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ফাল্গুন মাসের একাদশী তিথি, অথবা শুক্র ও মঙ্গলবারে যে তিথি হয়, তাহাতে সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী মহালক্ষ্মী জন্মিয়াছিলেন।

প্রত্যেক মহাবিদ্যার আবার ভৈরব নির্দ্দিষ্ট আছে। তোড়লতন্ত্রের মতে—

"শৃণু চার্ব্বঙ্গি সুরভে কালিকায়াশ্চ ভৈরবম্।
মহাকালং দক্ষিণায়া দক্ষভাগে প্রপূজয়েৎ।
মহাকালেন বৈ সার্দ্ধং দক্ষিণা রমতে সদা ॥
তারায়া দক্ষিণে ভাগে অক্ষোভ্যং পরিপূজয়েৎ।
তেন সার্দ্ধং মহামায়া তারিণী রমতে সদা ॥
মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যা দক্ষিণে পূজয়েৎ শিবম্।
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ প্রতিবক্ত্রে সুরেশ্বরি ॥
তেন সার্দ্ধং মহাদেবী সদাকামকুতূহলা।
অতএব মহেশানি পঞ্চমীতি প্রকীর্ত্তিতা ॥
শ্রীমদ্ভুবনসুন্দর্য্যা দক্ষিণে ত্র্যম্বকং যজেৎ।
ভৈরব্যা দক্ষিণে ভাগে দক্ষিণামূর্ত্তিসংজ্ঞকম্।
পূজয়েৎ পরযত্নেন পঞ্চবক্ত্রং তমেব হি ॥
ছিন্নমস্তা দক্ষিণাংশে কবন্ধং পূজয়েৎ শিবং।
কবন্ধপূজনাদ্দেবি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥
ধূমাবতী মহাবিদ্যা বিধবারূপধারিণী।
বগলায়া দক্ষভাগে একবক্ত্রং প্রপূজয়েৎ ॥
মহারুদ্রেতি বিখ্যাতং জগৎসংহারকারকম্।
মাতঙ্গী দক্ষিণাংশে চ মতঙ্গং পূজয়েৎ শিবম্ ॥
তমেব দক্ষিণামূর্ত্তিং জগদানন্দকারকম্।
কমলায়া দক্ষিণাংশে বিষ্ণুরূপং সদাশিবম্ ॥
পূজয়েৎ পরমেশানি সসিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ।
পূজয়েদন্নপূর্ণায়া দক্ষিণাংশে চ রূপকম্ ॥

মহামোক্ষপ্রদং দেবং দশবক্ত্রং মহেশ্বরম্।
দুর্গায়া দক্ষিণে দেশে নারদং পরিপূজয়েৎ॥
অন্যাসু সর্ব্ববিদ্যাসু ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতা।
স এব তস্যা ভর্ত্তা চ দক্ষভাগে প্রপূজয়েৎ॥"

কালিকার ভৈরব মহাকাল, কালীর দক্ষিণভাগে তাঁহার পূজা করিবে। এইরূপে তারার দক্ষিণে অক্ষোভ্য, মহাত্রিপুরসুন্দরীর দক্ষিণে পঞ্চানন শিব, ভুবনসুন্দরীর দক্ষিণে ত্র্যম্বক, ভৈরবীর দক্ষিণে দক্ষিণামূর্ত্তি, ছিন্নমস্তার দক্ষিণে কবন্ধ নামক শিব, বগলার দক্ষিণে মহারুদ্র নামক একবক্ত্র মহাদেব, মাতঙ্গীর দক্ষিণে মতঙ্গনামক শিব, কমলার দক্ষিণে বিষ্ণুরূপী সদাশিব, অন্নপূর্ণার দক্ষিণে দশমুখ মহেশ্বর এবং দুর্গার দক্ষিণে নারদ ইত্যাদি ভৈরবমূর্ত্তির পূজা করিতে হয়।

শাক্তগণ বলিয়া থাকেন, দশমহাবিদ্যাই দশাবতাররূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তোড়লতন্ত্রে ১০ম উল্লাসে লিখিত আছে—

"দশাবতারং দেবেশ ব্রূহি মে জগতাং গুরো।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব সুবিস্তরাৎ।
কা বা দেবী কথম্ভূতা বদ মে পরমেশ্বর॥

শিব উবাচ।

তারা দেবী মীনরূপা বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিকা।
ধূমাবতী বরাহঃ স্যাৎ ছিন্নমস্তা নৃসিংহিকা॥
ভুবনেশ্বরী বামনঃ স্যান্মাতঙ্গী রামমূর্ত্তিকা।
ত্রিপুরা জামদগ্ন্যঃ স্যাদ্বলভদ্রস্তু ভৈরবী॥
মহালক্ষ্মীর্ভবেৎ বুদ্ধো দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী।
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণমূর্ত্তিঃসমুদ্ভবা॥
ইতি তে কথিতং দেব্যবতারং দশমেব হি।
এতাসাং পূজনাদ্দেবি মহাদেবসমো ভবেৎ॥"

হে দেবেশ জগৎগুরো! আমাকে দশাবতারের বিষয় বিস্তারিতরূপে বলুন, এই বৃত্তান্ত শুনিতে আমার বিশেষ কৌতূহল হইয়াছে। কোন্ কোন্ দেবী কি মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা বলুন। মহাদেব পার্ব্বতীর এই প্রশ্নে বলিয়াছিলেন, তারাদেবী মৎস্যাবতার, বগলা কূর্ম্ম, ধূমাবতী বরাহ, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, ভুবনেশ্বরী বামন, মাতঙ্গী রাম, ত্রিপুরাসুন্দরী জামদগ্ন্য, ভৈরবী বলভদ্র, মহালক্ষ্মী বুদ্ধ, দুর্গা কল্কি ও কালী কৃষ্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। এই তোমাকে দশাবতারের বিষয় বলিলাম, ইহাদের পূজা করিলে সাধক মহাদেব সদৃশ হয়। [দশমহাবিদ্যার ধ্যান তত্তৎ শব্দে এবং অপরাপর বিষয় যন্ত্র ও মন্ত্র শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দশমান (পুং) জনপদবিশেষ ও তজ্জনপদবাসী। সম্ভবতঃ দশমাল শব্দেরই পাঠান্তর।

দশমাল (পুং) জনপদবিশেষ, দশমালিক দেশ।
[দশমালিক দেখ।]

দশমালিক (পুং) ১ দেশভেদ। ২ দশমালিক দেশের রাজা। ৩ দশমালিকদেশবাসী।

দশমাস্য (পুং) দশমাসান্ গর্ভে স্থিতঃ যৎ। দশমাস ব্যাপিয়া গর্ভে স্থিত বালক। গর্ভস্থিত বালকের গর্ভ হইতে সুখে জন্ম জন্য এই তিনটী ঋক্ দর্শিত হইয়াছে।

"যথা বাতঃ পুষ্করিণীং সমিংগয়তি সর্ব্বতঃ।
এবা তে গর্ভ এজতু নিরৈতু দশমাস্যঃ॥"
"যথা বাতো যথা বনং যথা সমুদ্র এজতি।
এবা ত্বং দশমাস্য সহাবেহি জরায়ুণা॥"
"দশমাসাচ্ছয়ানঃ কুমারো অধিমাতরি।
নিরৈতু জীবো অক্ষতোজীবো জীবন্ত্যা অধি॥"
(ঋক্ ৫।৭৮।৭—৮—৯)।

বায়ু যেরূপ জলাশয়কে পরিচালিত করে, তদ্রূপ তোমার গর্ভ সঞ্চালিত হউক, এবং দশমাস পরে গর্ভস্থ জীব নির্গত হউক। বায়ু স্বয়ং কম্পমান্ হইয়া বনকে কম্পিত করে, সমুদ্র বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নিজে চালিত হয়। তদ্রূপ গর্ভস্থিত জীব দশমাস পর্য্যন্ত গর্ভে থাকিয়া জরায়ুবেষ্টিত হইয়া পতিত হউক। জীব দশমাস পর্য্যন্ত জননী জঠরে অবস্থিত হইয়া জীবিতা অক্ষতশরীরা জননী হইতে নির্গত হউক। দশমাস সুখে জননী জঠরে বাস করিয়া জরায়ুজ জীব নির্গত হও এবং জননীও জীবিত থাকুন। (সায়ণ) অশ্বিনীকুমারদ্বয় গর্ভিণীদিগের সুখপ্রসবের নিমিত্ত এইরূপে স্তুত হইয়াছিলেন।

দশমিকভগ্নাংশ, অঙ্কশাস্ত্রের একটী প্রকরণ। যদ্দারা ভগ্নাংশ মাত্রকেই অখণ্ড আকারে রাখিতে পারা যায়, তাহার নাম দশমিকভগ্নাংশ। যখন ভগ্নাংশের হর দশ কিংবা দশের কোন গুণিতক হয়, তাহাকে দশমিকভগ্নাংশ কহে। দুই অথবা অধিক ভগ্নাংশ তুলনা করিতে হইলে তাহাদিগকে প্রথমে সমান হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, আর ভিন্ন ভিন্ন হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ অপেক্ষা সমান হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের প্রশ্ন সহজে কসা যায়। কিন্তু যে সকল সংখ্যা লইয়া অনায়াসে কসা যাইতে পারে, তাহারা ১০, ১০০, ১০০০, ১০০০০ ইত্যাদি, কারণ ১এর পর কেবল শূন্য যোগ করিলেই হয়। ঐ সকল অঙ্ককে দশমিক অঙ্ক কহে। একটী অখণ্ড রাশিকে দশমিকে কিংবা একটী

দশমিককে আর একটী দশমিকে অনায়াসে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। যেমন $৭৪ = \frac{৭৪০}{১০} = \frac{৭৪০০}{১০০} = \frac{৭৪০০০}{১০০০}$; $\frac{৩}{১০}$ কিম্বা $\frac{৩০০}{১০০০}$ কিম্বা $\frac{৩০০০}{১০০০০}$। কোন সংখ্যার শেষে একটী শূন্য যোগ করা ও তাহাকে দশ দিয়া গুণ করার সমান। আমরা কোন ভগ্নাংশের লবে অনায়াসেই অনেক শূন্য যোগ করিতে পারি, কিন্তু লবে যতগুলি শূন্য যোগ করিব ততগুলি শূন্য আবার হরে যোগ করিতে হইবে।

এইরূপে সামান্য ভগ্নাংশকে দশমিকভগ্নাংশে পরিবর্ত্তন করা যায়। মনে কর, $\frac{৭}{১৬}$কে দশমিকভগ্নাংশে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ঐ ভগ্নাংশের উভয় লব ও হরকে ক্রমান্বয় ১০, ১০০, ১০০০, ১০০০০ ইত্যাদি দিয়া গুণ কর। গুণফল ক্রমান্বয়ে $\frac{৭০}{১৬০}$, $\frac{৭০০}{১৬০০}$, $\frac{৭০০০}{১৬০০০}$ ইত্যাদি হইবে। দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক ভগ্নাংশের হরকে ১৬ দিয়া ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ট থাকে না, এবং ভাগফলগুলি ১০, ১০০, ১০০০ ইত্যাদি দশমিক অঙ্ক হয়। তবে যদি ঐ ভগ্নাংশগুলির মধ্যে কোন ভগ্নাংশের লব ১৬ দ্বারা বিভাজ্য হয়, তাহা হইলে সেই ভগ্নাংশটীর উভয় লব ও হর ১৬ দ্বারা বিভাজ্য হইবে। এক্ষণে ৭০, ৭০০, ৭০০০, ৭০০০০ ইত্যাদির মধ্যে কোন্ প্রথম সংখ্যাটীকে ১৬ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে না।

ঐ সকল সংখ্যাগুলিকে ১৬ দিয়া ভাগ কর।

```
১৬) ৭০ (৪      ১৬) ৭০০ (৪৩      ১৬) ৭০০০ (৪৩৭
    ৬৪             ৬৪               ৬৪
                   ──               ──
                    ৬০              ৬০
                    ৪৮              ৪৮
                    ──              ──
                    ১২              ১২০
                                    ১১২
                                    ──
                                     ৮

১৬) ৭০০০০ (৪৩৭৫
    ৬৪
    ──
    ৬০
    ৪৮
    ──
    ১২০
    ১১২
    ──
     ৮০
     ৮০
```

তবে দেখা যাইতেছে যে ৭০০০০ই ১ম রাশি, যাহাকে ১৬ দিয়া ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক ভাগহারগুলি রাখা অনাবশ্যক। যেহেতু শেষের ভাগহারটীতে সকলগুলির প্রক্রিয়া রহিয়াছে।

এখানে যেমন ৭০০০০ = ১৬ × ৪৩৭৫।

তন্নিমিত্ত $\frac{৭০০০০}{১৬০০০০} = \frac{১৬ \times ৪৩৭৫}{১৬ \times ১০০০০} = \frac{৪৩৭৫}{১০০০০}$

$\therefore$ আবশ্যক ভগ্নাংশ $= \frac{৪৩৭৫}{১০০০০}$।

তবে এক সামান্য ভগ্নাংশকে দশমিকভগ্নাংশে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে লবে শূন্য যোগ করিবে, এবং যতক্ষণ না অবশিষ্ট শূন্য হইবে ততক্ষণ ভাগ করিতে থাকিবে; যে ভাগফল উৎপন্ন হইবে, সেইটী আবশ্যক ভগ্নাংশের লব করিবে এবং যতগুলি শূন্য লবে যোগ করিবে, ততগুলি শূন্য ১এর পর যোগ করিয়া হর করিবে

দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক ভগ্নাংশের লবে শূন্য যোগ করিলেও তাহা হরের দ্বারা বিভাজ্য হয় না। যেমন $\frac{১}{৭}$কে দশমিকভগ্নাংশে পরিবর্ত্তন কর

(৭) $\frac{১০০০০০০০০০০০০০০০০০ \text{ ইত্যাদি}}{১৪২৮৫৭১৪২৮৫৭১৪২৮৫৭ \text{ ইত্যাদি}}$।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ভাগফলে যথাক্রমে ১৪২৮৫৭ এই কয়টী অঙ্ক উদয় হইতেছে তন্নিমিত্ত $\frac{১}{৭}$কে দশমিকভগ্নাংশে পরিবর্ত্তন করা যায় না। সে যাহাহউক যদি আমরা ১৪২৮৫৭ ১৪২৮৫৭ ইত্যাদির মধ্যে কতকগুলি অঙ্ক লইয়া লব করি ও যতগুলি শূন্য যোগ করিয়া ঐ সকল অঙ্ক হইয়াছে ততগুলি শূন্য ১এর পর যোগ করি, তাহা হইলে যে ভগ্নাংশ হইবে তাহা $\frac{১}{৭}$ অপেক্ষা অতি অল্প ভিন্ন হইবে।

যথা				
$\frac{১}{১০}$	অপেক্ষা	$\frac{১}{৭}$	$\frac{৩}{১০}$	অধিক
$\frac{১৪}{১০০}$	”	$\frac{১}{৭}$	$\frac{২}{৭০০}$	”
$\frac{১৪২}{১০০০}$	”	$\frac{১}{৭}$	$\frac{৬}{৭০০০}$	”
$\frac{১৪২৮}{১০০০০}$	”	$\frac{১}{৭}$	$\frac{৪}{৭০০০০}$	”
$\frac{১৪২৮৫}{১০০০০০}$	”	$\frac{১}{৭}$	$\frac{৫}{৭০০০০০}$	”
$\frac{১৪২৮৫৭}{১০০০০০০}$	”	$\frac{১}{৭}$	$\frac{১}{৭০০০০০০}$	”

প্রথম শ্রেণীতে যে ভগ্নাংশগুলি রহিয়াছে তাহা $\frac{১}{৭}$ অপেক্ষা লঘু। অতএব যদিও আমরা $\frac{১}{৭}$র সমান দশমিকভগ্নাংশ রাখিয়া বাহির করিতে না পারি, তথাচ এমন দশমিক বাহির করিতে পারি, তাহা $\frac{১}{৭}$ অপেক্ষা অত্যন্ত লঘু।

ভাগফলে কতকগুলি অঙ্কের পুনঃ পুনঃ উদয় হইবার কারণ। এই মনে কর যেন তুমি ১০০০কে ২৪৭ দিয়া ভাগ করিবে, এই ভাগহারের প্রত্যেক ভাগশেষ ২৪৭ অপেক্ষা লঘু হইবে। হয় ০ হইবে না হয় ২৪৭এর মধ্যে কোন

একটী রাশি হইবে, যদি ভাগশেষ শূন্য না হয়, তাহা হইলে ক্রমাগত ভাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে একটী ভাগশেষ দুইবার হইবে, মনে কর ২৪৬টী ভাগশেষ সকলেই ভিন্ন ভিন্ন হইবে। যেমন ২৪৭ ভাগশেষ ২৪৭ অপেক্ষা গুরু হইতে পারে না, তন্নিমিত্ত যদি আমরা ক্রমাগত ভাগ করিয়াই যাই, তাহা হইলে একটী ভাগশেষে পূর্ব্বের কোন ভাগশেষের সমান হইবে। তবে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যতগুলি ভাগশেষ সমান হইবে, ভাগফলে পুনরায় ততগুলি সমান অঙ্ক উদয় হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে অনেক সামান্য ভগ্নাংশ দশমিকভগ্নাংশে পরিণত হয় না, তখন দশমিকের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তর এই যে, দশমিকভগ্নাংশের সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন ও ভাগহার সামান্য ভগ্নাংশ অপেক্ষা অতিশয় সহজ, যদিও সকল সামান্য ভগ্নাংশ সমান দশমিকভগ্নাংশে পরিণত হয় না, তথাপি উহার এমন নিকট দশমিক বাহির হইতে পারে, যে যদি সেই সামান্য ভগ্নাংশের পরিবর্ত্তে সেই দশমিকভগ্নাংশটী বসান যায়, তাহা হইলে অতি সামান্য ভুল হয়।

দশমিকভগ্নাংশ সকল সামান্য ভগ্নাংশের আকারে লিখিত হয় না, তাহা এইরূপে চিহ্ন দ্বারা লিখিত হয় যথা—হরে যতগুলি শূন্য থাকিবে, লবের ততগুলি অঙ্ক ডানদিক হইতে লইয়া একটী বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে। যেমন $\frac{১৪৭৩২৬}{১০}$ = ১৪৭৩২·৬; $\frac{১৪৭৩২৬}{১০০}$ = ১৪৭৩·২৬; $\frac{১৪৭৩২৬}{১০০০}$ = ১৪৭·৩২৬; $\frac{১৪৭৩২৬}{১০০০০}$ = ১৪·৭৩২৬। বিন্দুর বামদিকের অঙ্কগুলিতে ঐ দশমিকে কতগুলি অখণ্ডরাশি আছে, আর ডানদিকের অঙ্কতে কত ভগ্নাংশ (যাহাদের হর দশ) আছে প্রকাশ হয়। যথা—প্রথমটীর ডানদিকের অঙ্কে একটী ভগ্নাংশ যাহার হর দশ দ্বিতীয়টীর ১০০ শত বুঝায় ইত্যাদি। দশমিক সকল পূর্ণাকারে লিখিত হয় না। ·৭ লিখিলে $\frac{৭}{১০}$, ·০৭ লিখিলে $\frac{৭}{১০০}$ ইত্যাদি বুঝায়। দশমিকের ডানদিকে শূন্য দিলে মানের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যেমন ·৩ ও ·৩০০। প্রথম দশমিকটী $\frac{৩}{১০}$ ও দ্বিতীয়টী $\frac{৩০০}{১০০০}$র সমান। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে দ্বিতীয় দশমিকটী প্রথমটীর উভয় লব ও হরকে ১০০ দিয়া গুণ করিয়া হইয়াছে। অতএব উভয়ের মান সমান।

দুইটী দশমিককে সমান হরবিশিষ্ট করিতে হইলে যে দশমিকটীতে অপর দশমিক অপেক্ষা অল্প অঙ্ক আছে, তাহাতে যতগুলি অঙ্ক কম আছে ততগুলি শূন্য বসাও। মনে কর ·৫৪ ও ৪·৩২৯। প্রথম দশমিকটী—$\frac{৫৪}{১০০}$ আর দ্বিতীয়টী = $\frac{৪৩২৯}{১০০০}$ হইবে। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে উভয়ের হর সমান, কিন্তু $\frac{৫৪০০}{১০০০০}$ = ·৫৪০০। অখণ্ড রাশিতে দশমিক বিন্দু শেষে বসাইতে হয়, যথা ১২৯= ১২৯·। কিন্তু শেষের বিন্দুটী লিখিতে হয় না। ইহা স্মরণ রাখিও যে ১২৯ ও ১২৯·০০ উভয়ই সমান, যেহেতু প্রথমটী ১২৯ আর দ্বিতীয়টী $\frac{১২৯০০}{১০০}$। কিরূপ সামান্য ভগ্নাংশকে বিশুদ্ধরূপে দশমিকভগ্নাংশে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, আর কিরূপ ভগ্নাংশকে বা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে না, তাহা এই স্থানে জানা আবশ্যক। যে ভগ্নাংশের হর মৌলিক অঙ্ক ২ ও ৫ ব্যতিরেকে অন্য কোন মৌলিক অঙ্ক দ্বারা বিভাজ্য হয়, সেই ভগ্নাংশ সম্পূর্ণরূপে সামান্য দশমিকে পরিণত হয় না। আর যে ভগ্নাংশের হর ঐ দুইটী মৌলিক অঙ্ক দ্বারা বিভাজ্য হয়, সেই ভগ্নাংশকে সামান্য দশমিকে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

দশমিকের সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন ও ভাগহার হয়। পৌনঃপুনিক দশমিক সকল ভগ্নাংশকে বিশুদ্ধরূপে দশমিকে পরিবর্ত্তন করা যায় না। সেইরূপ ভগ্নাংশের ভাগ ফল শেষ হয় না; ভাগফলে কতকগুলি অঙ্ক পুনঃ পুনঃ উদয় হইয়া থাকে। ঐ ভাগফলকে পৌনঃপুনিকদশমিক কহে।

পৌনঃপুনিকদশমিক দুইপ্রকার—বিশুদ্ধ ও মিশ্র। যে দশমিকের প্রথম অঙ্ক হইতে কতকগুলি অঙ্ক পুনঃ পুনঃ উদয় হয়, সেই দশমিককে বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিকদশমিক কহে। যথা—·৫৫৫৫··· ও ·৩ ২৩ ২৩ ২··· । যে দশমিক প্রথম অঙ্ক হইতে পুনঃ পুনঃ উদয় না হইয়া কতকগুলি অঙ্কের পর হইতে উদয় হইতে থাকে, তাহাকে মিশ্রপৌনঃপুনিকদশমিক কহে।

[ভগ্নাংশ ও পৌনঃপুনিকদশমিক দেখ।]

দশমিন্ (ত্রি) নবতে রূর্দ্ধং দশমী সা অবস্থাভেদো অস্ত্যস্য পূরণত্বাৎ ইনি। নবত্যূর্দ্ধবয়স্ক, অতিবৃদ্ধ, যাহার বয়স ৯০ বৎসরের অধিক।

দশমী (স্ত্রী) দশম-ঙীপ্। ১ তিথিবিশেষ। চন্দ্রের দশমকলা ক্রিয়ারূপা এবং তদুপলক্ষিত কালপর। ২ বিমুক্তাবস্থা। ৩ মরণাবস্থা। ৪ অতিশেষ বয়োঽবস্থা। (নানার্থ টীকা ভরত)

"শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্‌চৈব দশমী স্মৃতা॥" (মনু ২।৯০)

দশমীস্থ (ত্রি) দশম্যাং অবস্থায়াং তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ অতিবৃদ্ধ, ৯০ বৎসরের অধিক বয়স্ক। ২ কামুকদিগের কামকৃত দশ-দশার মধ্যে নাশরূপ দশাপ্রাপ্ত।

দশমুখ (পুং) দশ মুখানি যস্য। রাবণ।

দশমুখান্তক (পুং) দশমুখস্য অন্তকঃ। রাম।

দশমুখরিপু (পুং) দশমুখস্য রিপুঃ ৬তৎ। রাম।

দশমূত্রক (ক্লী) দশানাং মূত্রকানাং সমাহারঃ। হস্তী, মহিষ, উষ্ট্র, গো, অজ, মেষ, অশ্ব, গর্দ্দভ, মানুষ ও মানুষী এই দশবিধের মূত্র। এই সকল মূত্রের বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

গো, মহিষ, অজা, মেষ, হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ইহাদিগের মূত্র তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, তিক্ত, পশ্চাৎলবণ রস, লঘু, শোধনকর, কফ, বাত, কৃমি, মেদ, বিষ, গুল্ম, অর্শ, উদররোগ, কুষ্ঠ, শোফ, অরুচি ও পাণ্ডুরোগের শান্তিকর, হৃদ্য ও অগ্নিকর। এতদ্ভিন্ন অপরের মূত্র কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, শোধনকর, কফ ও বায়ুশান্তিকর, কৃমি, মেদ ও বিষনাশক। অর্শ, জঠররোগ, গুল্ম, শোফ, অরুচি ও পাণ্ডুরোগহারী, ভেদক, হৃদ্য, অগ্নিকর ও পাচক। [বিশেষ বিবরণ মূত্র শব্দে দেখ।]

দশমূল (ক্লী) দশানাং মূলানাং সমাহারঃ, পাত্রাদিত্বাৎ ন ঙীপ্। পাচনবিশেষ, দশমূলপাচন। বিল্বছাল, শোনাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুলছাল এবং গণিয়ারি একত্র এই পঞ্চ দ্রব্যকে বৃহৎপঞ্চমূল বলা যায়। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর এই পাঁচ দ্রব্যের নাম স্বল্পপঞ্চমূল, এই উভয়বিধ পঞ্চমূল মিলিত হইলে দশমূল কহা যায়। এই দশমূলের কাথে পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সন্নিপাত, জ্বর, কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল, এবং কণ্ঠ ও হৃদয়ের বেদনা নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যর° জ্বরাধি°)

দশমূলগুড় (পুং) ঔষধবিশেষ, দশমূল মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথে পুরাতন গুড় ১২॥০ সের ও আদার রস চারি সের, একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা কাই মতন ঘন হইলে পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, হিঙ্গু, ভেলারমুটী, বিড়ঙ্গ, বনযবানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, চই ও পঞ্চলবণ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ১ পল করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পরে উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে স্নিগ্ধ ভাণ্ড মধ্যে রাখিবে। ইহা সেবনের মাত্রা একতোলা। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, আমজ গ্রহণী, প্লীহা ও জ্বর প্রভৃতি রোগ সকল আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যর° গ্রহণ্যধি°)

দশমূলঘৃত (ক্লী) চক্রদত্তোক্ত জ্বরনাশক ঘৃতভেদ। দশমূল ৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেকে ৮ তোলা। দুগ্ধ ৪ সের। এই সকল কল্কার্থ দিতে হইবে। ঘৃত ও দশমূলীর কাথ একত্র পাক করিয়া পরে কল্কদ্রব্য পাক করিবে। অনন্তর ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। পরে পূর্ব্ববৎ ক্ষীর করিয়া ছাঁকিয়া ঘৃত লইবে। ইহাতে বিষম জ্বরাদিরোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর° জ্বরাধি°)

দশমূলতৈল (ক্লী) চক্রদত্তোক্ত বধিরতানাশক তৈল ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—কটুতৈল ৪ সের, কাথার্থ দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, নিসিন্দাপত্র রস ১৬ সের, কাথার্থ দশমূল ১ সের। এই তৈলে সন্নিপাত, শিরোরোগ ও অস্থিসন্ধি আশু প্রশমিত হয়। অন্যবিধ—কটু তৈল ৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের, কল্কার্থ দশমূল ১ সের। এই তৈলের নস্য লইলে কেশের অকালপক্কতা নিবারণ এবং অভ্যঙ্গ, শিরঃশূল প্রভৃতি রোগ দূর হয়।

অন্য প্রকার—কটুতৈল ৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ৮ সের, কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, প্রত্যেক ৮ তোলা; ইহার ব্যবহারে বাতশূল, পিত্তশূল, কফশূল, শিরোরোগ প্রভৃতি নষ্ট হয়।

দশমূলতৈল—স্বল্প, বৃহৎ ও মধ্যম ভেদে ত্রিবিধ।

স্বল্পদশমূলতৈল—কটুতৈল ৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের, কল্কার্থ দশমূল ১ সের। ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর, শ্বাস ও কাসরোগ ভাল হয়।

মধ্যমদশমূলতৈল—কটু তৈল ৪ সের, কাথার্থ দশমূল, করঞ্জবীজ, নিসিন্দাপত্র, জয়ন্তীপত্র, ধুতুরাপত্র প্রত্যেক ৪৬ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ কাথ্য-দ্রব্য সকল প্রত্যেকে ৬ তোলা। ইহাতে শিরোরোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

বৃহদ্দশমূলতৈল—কটুতৈল ৪ সের, কাথার্থ দশমূল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের, আদার রস ৪ সের, কল্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, তেউড়ী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা। পাকের জল ৮ সের। এই তৈল অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থে প্রযোজ্য। ইহাতে শিরোরোগ ও ঊর্দ্ধজত্রুগত নানাবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

অন্যবিধ বৃহদ্দশমূলতৈল—কটুতৈল ১৬ সের। কাথার্থ দশমূল ১২॥০ সের, শেষ ১৬ সের। ধুতুরাপত্র ১২॥০

সের, নিসিন্দাপত্র ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ বাসকমূলের ছাল, বচ, দেবদারু, শটী, রাস্না, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, কট্‌ফল, করঞ্জবীজ, কুড়, তেঁতুলছাল, বনশিম, চিতামূল প্রত্যেক ৮ তোলা। ইহা ব্যবহার করিলে কর্ণশূল, শিরঃশূল ও নেত্রশূল প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়।

মহাদশমূলতৈল—কটুতৈল ১৬ সের, কাথার্থ দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোড়ানেবুর রস ১৬ সের, আদার রস ১৬ সের, ধুতুরার রস ১৬ সের, কল্কার্থ পিপুল, কট্‌কী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, বচ, শুঁঠ, চিতামূল, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, হড়হড়ে, কট্‌ফল, নিসিন্দাপত্র, চই, গেরিমাটি, পিপুলমূল, শুকমূলা, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী, বিড়ঙ্গমূল প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল ব্যবহারে কফ, কাস ও শিরোরোগ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। শিরো-রোগে ইহা একটী প্রধান তৈল। (ভৈষজ্যর° শিরোরোগাধি°)

দশমূলশুণ্ঠী, জ্বরঘ্ন ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—দশমূল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপার্থ শুণ্ঠীচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা। ইহাতে জ্বরাতিসার ও শোথ সহিত রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

দশমূলাদিকাথ (পুং) জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বেলছাল, গাম্ভারী, পারুল, শ্যোনাক, গণিয়ারি, জয়ন্তী, গোক্ষুর, কন্টকারী, বৃহতী, চাকুল্যা, শালপানী, রাস্না, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, কুড়, শুণ্ঠী, চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, বেড়েলা, বালা, দ্রাক্ষা, দুরালভা ও শতমূলী। এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে বাতজনিত জ্বর ও তদ্‌ঘটিত উপদ্রব নষ্ট হয়। (ভাবপ্র°)

দশমূলারিষ্ট (পুং) বাজীকরণাধিকারোক্ত ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, চিতামূল ২৫ পল, কুড় ২৫ পল, লোধ ২০ পল, গুলঞ্চ ২০ পল, আমলা ১৬ পল, দুরালভা ১২ পল, খদির, বিড়ঙ্গ, হরীতকী প্রত্যেক ৮ পল, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, বামুনহাটী, কতবেল, বহেড়া, পুনর্ণবা, চই, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, কৃষ্ণ-জীরা, তেউড়ী, রেণুক, রাস্না, পিপুল, সুপারি, শটী, হরিদ্রা, সুলফা, পদ্মকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, মুতা, ইন্দ্রযব, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, ঋদ্ধি বৃদ্ধি প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ সমুদায়ের ৮ গুণ জল, শেষ চতুর্থাংশ, দ্রাক্ষা ৬০ পল, জল ৩০ সের, শেষ ২২॥০ সের। এই উভয় কাথ একত্র করিয়া মৃণ্ময় পাত্রে রাখিয়া তাহাতে মধু ৪ সের, গুড় ৫০ সের, ধাইফুল ৩ পল, কাঁকলা, বালা, রক্তচন্দন, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজ-পত্র, নাগেশ্বর, পিপুল প্রত্যেক ২ পল ও মৃগনাভি ॥০ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঐ পাত্র একমাস মাটিতে পুতিয়া রাখিতে হইবে। পরে ইহা তুলিয়া নির্ম্মলীফল ফেলিয়া ঐ রসকে নির্ম্মল করিতে হইবে। এই অরিষ্ট গ্রহণী, অরুচি, বাতব্যাধি, শ্বাস, কাস, ধাতুক্ষয় ও মেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগে প্রযোজ্য। ইহা অতিশয় পুষ্টিজনক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক। (ভৈষজ্যর°)

দশমূলীতৈল (ক্লী) বাধির্য্যনাশক তৈল ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—তিল তৈল ৪ সের, কাথার্থ মিলিত দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কল্ক দশমূল ১ সের। এই দশমূলীতৈল বধিরতানাশের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দশযোগভঙ্গ (পুং) দশানাং অঙ্গানাং যোগঃ দশযোগঃ তস্য ভঙ্গঃ। সংস্কারকার্য্যে নক্ষত্রবেধবিশেষ। বিবাহাদি কোন সংস্কার কার্য্য দশযোগ ভঙ্গে করিতে নাই। সূর্য্যযুক্ত নক্ষত্র অর্থাৎ যে নক্ষত্রে সূর্য্য অবস্থান করেন, সেই নক্ষত্র এবং কর্ম্ম নক্ষত্রকে অর্থাৎ যে নক্ষত্রে সংস্কারাদি কার্য্য হইবে সেই নক্ষত্র এই দুই নক্ষত্রকে একত্র করিয়া যদি পঞ্চদশ, চারি, একাদশ, উনবিংশ, সপ্তবিংশ, একাদশ, অষ্টাদশ ও বিংশ সংখ্যা হয়, তাহা হইলে দশযোগ ভঙ্গ হইবে।

"তিথ্যঙ্গবৈদৈক দশোনবিংশ ভৈকাদশাষ্টাদশবিংশসংখ্যাঃ।"
ইষ্টোড়ুনা সূর্য্যযুতোড়ুনা চ যোগাদমুশ্চেৎ দশযোগভঙ্গঃ॥

(জ্যোতিঃ সারস°)

এই দশযোগ ভঙ্গে কেহ কেহ প্রতিপ্রসব স্বীকার করেন। এই প্রতিপ্রসব অগত্যাপক্ষে স্বীকার্য্য। যে নক্ষত্রে দশযোগ বিদ্ধ হইবে, তাহার আদ্যপাদে সূর্য্য থাকিলে চতু-র্থাংশ দূষিত হয়, দ্বিতীয় পাদে সূর্য্য থাকিলে তৃতীয়পাদ, চতুর্থপাদে সূর্য্য থাকিলে প্রথম পাদ এবং সূর্য্য প্রথম ও তৃতীয় পাদগত হইলে দ্বিতীয় পাদ দুষ্ট হয়। ঐ সকল দুষ্টপাদ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য পাদে কার্য্যাদি সকল করা যায়।

"আদ্যপাদে স্থিতে সূর্য্যে তুরীয়াংশং বিবর্জ্জয়েৎ।
দ্বিতীয়স্থে তৃতীয়ঞ্চ বিপরীতমতোঽন্যথা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব°)

এই দশযোগভঙ্গে গর্ভাধানাদি বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কার কার্য্য বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দশরথ (পুং) দশসু দিক্ষু রথঃ রথগতির্যস্য। ১ ইক্ষ্বাকুবংশীয় একজন রাজা। ইনি অযোধ্যাধিপতি, রামের পিতা। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দশরথের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে। সৌরাষ্ট্রদেশে ভিক্ষু নামে এক ব্রাহ্মণ

ছিলেন, তাঁহার পত্নী সর্ব্বদা তাঁহার সহিত কলহ করিত, পরে কলহ করিয়া একদিন জীবন পরিত্যাগ করে, এই পাপে প্রেত হয়। দ্বিজপত্নী প্রেত অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন ধর্ম্মদত্ত নামে কোন ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাহার সমীপে গমন করে এবং ঐ ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে তুলসী পত্রের জল দ্বিজপত্নীর গায়ে পড়ে; ইহাতে দ্বিজপত্নীর পাপ ভার কিছু লঘু হয়। দ্বিজপত্নী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া কহিল, 'আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া বলুন, আমি কি করিলে পাপভার হইতে মুক্ত হই।' এইরূপে তাহাকে অনুনয় করিয়া কহিলে ধর্ম্মদত্ত তাহাকে কহিলেন, 'তুমি অনেক পাপ করিয়াছ, তোমার কোন পুণ্যকর্ম্মে অধিকার নাই। তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন তোমাকে আমার উদ্ধার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি আজন্ম ধরিয়া যে কার্ত্তিকব্রত করিয়াছি, তাহার অর্দ্ধেক তোমাকে দান করিলাম।' এই কথা বলিয়া তাহাকে তুলসী মিশ্রিত জল প্রদান করিলেন এবং দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র শ্রবণ করাইলেন; তাহার পর এই দ্বিজপত্নী দিব্যরূপধারিণী হইল। সেই স্থলে বিষ্ণুদূত দিব্যরথ লইয়া উপস্থিত হইল, এবং দ্বিজপত্নীকে এই রথে তুলিয়া লইল। ধর্ম্মদত্ত তাহা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। বিষ্ণুদূত তখন তাহাকে বলিল, আপনার বিস্মিত হইবার আবশ্যক নাই এবং আপনার মত পুণ্যবান্ কেহ নাই, আপনি এই জন্মান্তে ভার্য্যার সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। সেইখানে বহুদিন বাস করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে সূর্য্যবংশে দশরথ নামে রাজা হইবেন। এই কন্যাকে লইয়া আপনার তিনটী পত্নী হইবে। স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু আপনাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিবেন। (পদ্মপু° উত্তর খ°)

দশরথ সূর্য্যবংশীয় মহারাজ অজের পুত্র। ইঁহার অনেক গুলি পত্নী ছিল, তন্মধ্যে কৌশল্যা, কেকয়ী ও সুমিত্রা এই তিনজন প্রধানা মহিষী ছিলেন। ইনি নূতন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই একদিন শব্দবেধী বাণ পরীক্ষার জন্য অর্দ্ধরাত্রি সময়ে যমুনাতীরে গমন করেন এবং তথায় শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাণ নিঃক্ষেপ করেন। সেই বাণে অন্ধমুনির পুত্রের মৃত্যু হয়। তাহাতে অন্ধমুনি দশরথকে এই বলিয়া শাপ দেন—"আমি যেরূপ পুত্রশোকে কাতর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলাম, তোমাকেও এইরূপ পুত্রবিরহে কাতর হইয়া মরিতে হইবে।' দশরথ ব্রাহ্মণপুত্র বধ করিয়া দুঃখিতচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত পুত্র না হওয়ায় অতিক্লেশে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পরে বশিষ্ঠের পরামর্শে বারাঙ্গণা দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনাইয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞীয় চরু কৌশল্যা ও কেকয়ীকে দেন। কেকয়ী ও কৌশল্যা ঐ চরু হইতে দুই খণ্ড সুমিত্রাকে প্রদান করেন। এজন্য কৌশল্যা রাম, কেকয়ী ভরত, সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে পুত্র প্রসব করেন। কৌশল্যার শান্তা নামে এক কন্যা জন্মে। দশরথ এই কন্যা লোমপাদ রাজাকে পোষ্যপুত্রিকা প্রদান করেন। রাম উপযুক্ত হইলে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। রাম কল্য রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই সময় কেকয়ী রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক এই দুইটী বর প্রার্থনা করেন। দশরথ সত্য প্রতিজ্ঞা পালন হেতু ইহাতেই স্বীকৃত হন। রাম বনগমন করিলে রাজা দশরথ রাম-শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অর্দ্ধরাত্রি সময়ে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। পরে ইঁহার মৃতদেহ তৈলদ্রোণীতে রক্ষিত হয়, পরে ভরত আসিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন। [রাম দেখ।]

২ বালিকের পুত্র ইঁহার পুত্রের নাম ঐড়বিড়ি। (ভাগ°)

৩ সম্রাট্ অশোকের পুত্র। [প্রিয়দর্শী দেখ।]

দশরথসুত (পুং) দশরথস্য সুতঃ ৬তৎ। রাম।

দশরশ্মিশত (পুং) দশরশ্মি শতানি অস্য। সহস্রকিরণ, সূর্য্য।

"দশরশ্মিশতোমপদ্যুতিং যশসা দিক্ষু দশস্বপিশ্রুতং। (রঘু)

দশরাত্র (পুং) দশভি রাত্রিভি র্নিবৃত্তঃ ঠঞ্, তস্য লুকি তদ্ধিতার্থ দ্বিগৌ অচ্ সমা°। ১ দশরাত্রসাধ্য যাগভেদ, এই যজ্ঞ দশ দিন ধরিয়া করিতে হয়। (ক্লী) দশানাং রাত্রীনাং সমাহারঃ। রাত্রিদশক, সংখ্যাবাচক শব্দের পর রাত্রি শব্দ থাকিলে সমাহার দ্বিগু সমাসে ক্লীবলিঙ্গ হয়।

"প্রতিষেধৈঃ সমং তত্র দশরাত্র মশুদ্ধতি।
যচ্ছেষং দশরাত্রস্য তাবদেবাশুচির্ভবেৎ॥" (মনু)

দশরূপক (ক্লী) দশ রূপকাণি দৃশ্যকাব্যানি প্রতিপাদ্যত্বেন সন্ত্যত্র অচ্। নাটকাদি লক্ষণ প্রতিপাদক গ্রন্থভেদ; এই গ্রন্থে দৃশ্যকাব্যের লক্ষণ ও নায়ক নায়িকার প্রভৃতির লক্ষণ, নাটকের দোষ গুণ প্রভৃতি বিশেষ রূপে কথিত হইয়াছে।

দশরূপভৃৎ (পুং) দশ-মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদীনি রূপাণি বিভর্ত্তীতি ভৃ-ক্বিপ্-তুগাগমশ্চ। বিষ্ণু। [দশাবতার দেখ।]

দশলক্ষণক (পুং) দশ লক্ষণানি যস্য। ধর্ম্ম, ধর্ম্মের দশটী লক্ষণ এইজন্য ধর্ম্মকে দশলক্ষণক কহে। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

"ধৃতিঃ ক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥" (মনু)

দশবক্ত্র (পুং) দশ বক্ত্রাণি যস্য। রাবণ।

দশবাজিন্ (পুং) দশ বাজিনো রথে যস্য। চন্দ্র।
"দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতং ॥" (চন্দ্রধ্যান)

দশবার্ষিক (ত্রি) দশসু বর্ষেষু ভবঃ ঠঞ্, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। দশবর্ষভব, যাহা দশ বৎসরে হয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।
"পরেণ ভুজ্যমানায়া ধনস্য দশবার্ষিকী ॥" (যাজ্ঞ)

দশবাহু (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪০)

দশবিধ (ত্রি) দশ বিধা প্রকারা যস্য। দশ প্রকার।
"ভেদস্তমসো অষ্টবিধঃ দশবিধঃ মহামোহঃ।" (সাংখ্যকা°)
মহামোহের ভেদ দশ প্রকার।

দশবীর (ক্লী) দশ বীরা যস্য। সত্রভেদ, যজ্ঞবিশেষ। "তদেতচ্ছাক্ত্যানাং দশবীর মেষাং দশবীরা জায়ন্তে য এতদুপযন্তি" (তাণ্ড্য° ব্রা° ২৫।৭।৪) 'তদেতদুক্তং সত্রং শক্ত্যানাং দশবীরং বীরয়ন্তমিত্রানিতি।' (ভাষ্য°)

দশব্রজ (পুং) ঋষিভেদ। "যাভিঃ কণ্বং মেধাতিথিং যস্তং যাভির্বশং দশব্রজং" (ঋক্ ৮।৮।২০)

দশশত (ক্লী) দশগুণিতং শতং। ১ সহস্র সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যেয়।

দশশতনয়ন (পুং) দশশতং নয়নানি যস্য। ইন্দ্র।

দশশতরশ্মি (পুং) দশশতং সহস্রং রশ্ময়োঽস্য। সূর্য্য। (হেম°)

দশশতাক্ষ (পুং) দশশতং অক্ষীণি যস্য। ইন্দ্র।

দশশতাঙ্ঘ্রি (স্ত্রী) দশশতং অঙ্ঘ্রয়ো যস্য। ১ শতমূলী। ২ শতাবরী। (পারস্করনি°)

দশসপ্তা (স্ত্রী) দশ চ সপ্ত চ অস্যাং বিষ্টুতৌ। সামবেদের বিন্যাস ভেদে বিষ্টুতি ভেদ।

দশসাহস্র (ক্লী) দশগুণিতং সহস্রং পরিমাণমস্য অণ্ উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। ১ দশগুণিত সহস্র, অযুত, দশ হাজার। ২ তৎসংখ্যেয়।
"ভূতানাং দশসাহস্রং পরিধেন সমাহৃতং।" (হরিব° ২৫২ অ°)

দশসাহস্রিক (ক্লী) দশসহস্রাণাং প্রমাণং অণ্ ততো ঠঞ্ উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। অযুতপরিমিত ভাগাদি।

দশহরা (স্ত্রী) দশ অদত্তোপাদানহিংসাদি দশবিধানি দশজন্মকৃতানি বা পাপানি হরতীতি হৃ-অচ্ ততষ্টাপ্। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী, জ্যৈষ্ঠীশুক্লা দশমীর নাম দশহরা, এই দিন গঙ্গার জন্ম দিন।
"জ্যৈষ্ঠে মাসি ক্ষিতিসুতদিনে শুক্লপক্ষে দশম্যাং
হস্তে শৈলাদ্ৰিরগমদিয়ং জাহ্নবী মর্ত্ত্যলোকং।
পাপান্যস্যাং হরতি চ তিথৌ সা দশেত্যাহুরার্য্যাঃ
পুণ্যং দদ্যাদপি শতগুণং বাজিমেধাযুতস্য ॥" (তিথিতত্ত্ব°)

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী মঙ্গলবার হস্তানক্ষত্রে গঙ্গা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন, এইজন্য এইদিন অতিশয় পুণ্যজনক, এই তিথি নানাবিধ পাপ নষ্ট করে, এবং এই তিথিতে স্নানদানাদি করিলে বাজিমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই তিথিতে জাহ্নবী দশবিধ পাপ ও দশজন্মার্জ্জিত পাপ হরণ করেন বলিয়া এই তিথির নাম দশহরা হইয়াছে। অদত্তের উপাদান, অবিধি পূর্ব্বক হিংসা ও পরদারসেবা এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ; পারুষ্য, অনৃত, পৈশুন্য ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ এই চতুর্ব্বিধ বাঙ্ময় পাপ; পরদ্রব্যচিন্তন, মনে মনে পরের অমঙ্গল চেষ্টা, মিথ্যাভিনিবেশ এই ত্রিবিধ মানস পাপ। এই দশবিধ পাপ গঙ্গা হরণ করেন, এই জন্য জ্যৈষ্ঠী শুক্লাদশমীর নাম দশহরা হইয়াছে।

"অদত্তানাউপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং ॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং ॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মমানসং ॥
এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি।
স্নাতস্য মম মে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে ॥
বিষ্ণুপাদার্ঘসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি ॥
শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাৰ্দ্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং ॥" (কৃত্যতত্ত্ব°)

দশহরার দিন গঙ্গাস্নান করিবার সময় এই মন্ত্র পড়িয়া স্নান করিতে হয়। যদি এই দশমীতে হস্তানক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে দশজন্মার্জ্জিত দশবিধ পাপক্ষয় হয় এবং ঐ তিথি যদি মঙ্গলবারে হয়, তাহা হইলে দশবিধ পাপক্ষয়পূর্ব্বক শতঅশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। জ্যৈষ্ঠমাস যদি মলমাস হয়, তাহা হইলেও জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাদশমী তিথিতেই দশহরা হইবে। এই স্থলে তিথিমাহাত্ম্যই প্রবল।

"জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতেপক্ষে দশম্যাং হস্তযোগতঃ।
দশজন্ম মহাগঙ্গা দশ পাপহরা স্মৃতা ॥
শুক্লপক্ষস্য দশমী জ্যৈষ্ঠে মাসি দ্বিজোত্তম।
হরতে দশ পাপানি তস্মাদ্দশহরা স্মৃতা ॥
জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দশম্যাংতু হস্তযোগেন জাহ্নবী।
হরতে দশপাপানি তস্মাদ্দশহরোচ্যতে ॥" (তিথিতত্ত্ব°)

যদি দশমী তিথি উভয় দিনব্যাপিনী হয় এবং পূর্ব্বদিনে যদি হস্তা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিন দশহরা হইবে,

তিথি উভয় দিন পাইলে পরদিনেই দশহরা হইবে এবং উভয় দিনব্যাপিনী তিথিস্থলে পূর্ব্বদিন যদি মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনই দশহরা হইবে, পরদিন কেবল তিথিতে স্নান করিতে হইবে। যদি এই দিন গঙ্গাস্নান না করা যায়, তাহা হইলে যে কোন নদীতে অর্ঘদান ও তর্পণাদি করিলেও মহাপাতক সদৃশ পাতক হইতে বিমুক্তি হয়।

"যাংকাঞ্চিৎ সরিতং প্রাপ্য দদ্যাদস্যাং তিলোদকং।
মুচ্যতে দশভিঃ পাপৈঃ স মহাপাতকোপমৈঃ॥" (স্কন্দপু°)

দশহরা তিথিতে গঙ্গামূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গঙ্গাপূজা করিতে হয়; দশহরাতে গঙ্গাপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ঐদিন মৎস্য, কচ্ছপ, মণ্ডূক, মকরাদি জলচর, স্বর্ণ, রজত প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত করিয়া গঙ্গায় নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাতে অসক্ত হইলে পিষ্টদ্বারা (পিটুলী) প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে এবং গঙ্গাতে ঘৃতপ্রদীপ জ্বালাইয়া ভাসাইয়া দিবে এবং এই দিন যে কোন লোক "ওঁ নমঃ শিবায়ৈ নারায়ণ্যৈ দশহরায়ৈ গঙ্গায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র দিবারাত্র জপ করে, তাহা হইলে পঞ্চসহস্র দশধর্ম্ম ফল লাভ করে। দশহরার দিন গঙ্গাজলে থাকিয়া যিনি গঙ্গার স্তোত্রপাঠ করেন, তিনি অক্ষম বা দরিদ্র হন না। এইজন্য দশহরার দিন দশবিধ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত গঙ্গাস্নান অবশ্য কর্ত্তব্য।

দশা (স্ত্রী) দশতীতি দন্‌শ-ক ততো নলোপঃ বা দশ্যতে ইতি অচ্‌ তত টাপ্‌। ১ অবস্থা। ২ দীপবর্ত্তি।

"অপেক্ষতে ন চ স্নেহং ন পাত্রং ন দশান্তরং।
পরোপকারনিরতা মণিদীপা ইবোত্তমা॥" (উদ্ভট)

৩ চিত্ত। ৪ বস্ত্রান্ত, বস্ত্রের শেষভাগ। এই দশা শব্দ বহুবচনান্ত।

৫ কালকৃত গর্ভবাসাদি রূপ অবস্থা, এই দশা দশটী। মনুষ্যের দশদশা গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, যৌবন, স্থবিরতা, জরা, প্রাণরোধ, মৃত্যু, এই দশটী মনুষ্যের অবস্থা সকলেই এই দশার অধীন (মোক্ষধর্ম্মে নীলকণ্ঠোক্ত) কামকৃত বিরহীদিগের অবস্থা ভেদ। এই অবস্থাও দশটী। নয়নপ্রীতি, চিন্তা, সঙ্কল্প, নিদ্রাচ্ছেদ, তনুতা, বিষয়নিবৃত্তি, লজ্জানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মরণ এই দশটী অনঙ্গদশা। প্রথম নায়ক দর্শন, তাহার পর তদ্বিষয়ক চিন্তা, চিন্তা করিতে করিতে নায়ককে পাইবার সঙ্কল্প, এই সঙ্কল্প হইতে নিদ্রা হ্রাস, নিদ্রা হ্রাস হইলেই শরীর ক্ষীণ হয়, তখন আর উপভোগাদি কোন বিষয়ই ভাল লাগেনা, তখন আপনা হইতেই লজ্জানাশ হয়; তাহার পর একেবারে উন্মত্ত হইতে হয়, উন্মাদ হইতে মূর্চ্ছা। এই মূর্চ্ছা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। বিরহবর্ণন করিতে হইলে এই দশটী দশার মধ্যে ৯টী বর্ণন করিতে হয়, মৃত্যু বর্ণন করিতে নাই।

"দৃঙ্মনঃ সঙ্গসঙ্কল্পঃ জাগরঃ কৃশতারতিঃ।
হ্রীত্যাগোন্মাদ মূর্চ্ছান্তা ইত্যনঙ্গদশা দশ॥
নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিন্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ।
নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ॥
উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিরিত্যেতাঃ স্মর দশা দশৈব স্যুঃ।"

(অলঙ্কারশাস্ত্র°) ৭ গ্রহগণের স্ব স্ব ফল বিপাক কালভেদ রূপ অবস্থা; জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে।

সত্যযুগে লাগ্নিকী দশা, ত্রেতাযুগে গৌরী দশা, দ্বাপরযুগে যোগিনী দশা ও কলিযুগে নাক্ষত্রিকী দশা দ্বারা মনুষ্যের শুভাশুভ নির্ণীত হয়। এইক্ষণ অষ্টোত্তরী নাক্ষত্রিকী দশার বিবরণ বলা যাইতেছে।

সূর্য্যের দশা ৬ বৎসর, চন্দ্রের ১০ বৎসর, মঙ্গলের ৮ বৎসর, বুধের ১৭ বৎসর, শনির ১০ বৎসর, বৃহস্পতির ১৯ বৎসর, রাহুর ১২ বৎসর ও শুক্রের ২১ বৎসর দশাভোগের কাল। ইহার মধ্যে প্রত্যেক দশারই অন্তর্দশা আছে।

একটী চতুষ্কোণ—ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে পূর্ব্বাদি অষ্ট দিক চিহ্নিত করিবে, অনন্তর ঐ ক্ষেত্রের আটদিকে পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কৃত্তিকাদি নক্ষত্র স্থাপন করিবে। পূর্ব্বাদি চারিদিকে তিন তিনটী করিয়া ও অগ্ন্যাদি চারি কোণে চারি চারিটী করিয়া নক্ষত্র বিন্যাশ করিবে। যথা;—পূর্ব্বদিকে—কৃত্তিকা, রোহিণী ও মৃগশিরা এই তিন নক্ষত্রে জন্মিলে রবির দশা; অগ্নিকোণে—আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষানক্ষত্র এই চারি নক্ষত্রে জন্মিলে চন্দ্রের দশা; মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মিলে মঙ্গলের দশা; হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা নক্ষত্রে জন্মিলে বুধের দশা; অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রে জন্মিলে শনির দশা; পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ ও শ্রবণানক্ষত্রে জন্মিলে বৃহস্পতির দশা; ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে জন্মিলে রাহুর দশা; উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী অশ্বিনী ও ভরণীনক্ষত্রে জন্মিলে শুক্রের দশা হয়। সূর্য্য, রাহু, মঙ্গল ও শনি ইহাদের দশাতে মনুষ্যের ক্লেশ; বৃহস্পতি, বুধ, চন্দ্র ও শুক্র ইহাদের দশাতে মঙ্গল হইয়া থাকে। বর্ত্তমান শকাব্দাঙ্ক হইতে জন্মকালীন শকের অঙ্ক বিয়োগ করিলে যত বৎসর অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার প্রতি বৎসরে ৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপল যোগ করিলে যত হইবে, তত বৎসর বয়স ধরিয়া দশা নির্ণয় করিতে হইবে, ইহাকেই সাবনশুদ্ধি কহে।

জন্মকালে নক্ষত্রের যত দণ্ড পল অতীত হইয়াছে এবং যত দণ্ড পল অবশিষ্ট আছে, তাহা জানিয়া অনুপাত দ্বারা দশাকালে কত অংশ অতীত হইয়াছে এবং কত অংশ অবশিষ্ট আছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। যেমন রোহিণী নক্ষত্রে কোন ব্যক্তির জন্ম হইলে ২ বৎসর অতীত হইয়াছে জানিতে হইবে, অবশিষ্ট চারিবৎসর আছে, অবশিষ্ট চারি বৎসরের মধ্যে রোহিণীনক্ষত্রের যত দণ্ড পল গতে জন্ম হইয়াছে তাহাদ্বারা অনুপাত করিয়া কত অংশ অবশিষ্ট আছে তাহা স্থির করিতে হইবে। জন্মের প্রথমে যে গ্রহের দশা হইবে তাহার ভোগকালের পর তৎপরবর্ত্তী গ্রহের দশা ভোগ হইবে। যদি জন্মনক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ড হয়, তাহা হইলে দশার ভুক্ত ও অবশিষ্ট জানিতে অনুপাত না করিয়া নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে ভুক্তাবশেষ স্থির করিতে পারা যাইবে।

জন্মসময়ে নক্ষত্রের যত দণ্ড ও পল গত হইয়াছে, শুভগ্রহ দশা হইলে তাহাকে ১॥ গুণ করিয়া, পাপগ্রহের দশা হইলে দ্বিগুণ করিয়া, গুণফলকে পুনর্ব্বার দশা পরিমাণের অঙ্ক দিয়া পূরণ করিতে হইবে।

পরে ঐ গুণফলকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে মাস এবং মাসকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে বৎসর হইবে। এইরূপে দশার ভুক্ত অংশ জানিয়া দশা পরিমিত কাল হইতে বিয়োগ করিলেই অবশিষ্ট অংশ জানিতে পারিবে। জন্মনক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ডের ন্যূনাধিক হইলে অনুপাত করিয়া দশাকালের ভুক্ত ও অবশিষ্ট অঙ্ক স্থির করিবে।

নক্ষত্রানুসারে দশাভোগের কালবিভাগ—কৃত্তিকা, রোহিণী ও মৃগশিরানক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে রবির দশা হয়, এই দশার ভোগকাল ৬ বৎসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে দুই বৎসর, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৬ মাস, নক্ষত্রের চারিভাগের একভাগের নাম পাদ, এবং প্রতি দণ্ডে ১২ দিন ও প্রতি পলে ১২ দণ্ড হইয়া থাকে। আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যানক্ষত্রে জন্ম হইলে চন্দ্রের দশা হয়, এই দশার ভোগকাল ১৫ বৎসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৩ বৎসর ৯ মাস। প্রতিপাদে ১১ মাস ৭ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি দণ্ডে ২২ দিন ৩০ দণ্ড এবং প্রতিপলে ২২ দণ্ড ৩০ পল জানিবে। মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে জন্ম হইলে মঙ্গলের দশায় জন্ম জানিতে হইবে, এই দশার পরিমাণ ৮ বৎসর, ইহার প্রতি নক্ষত্রে ২ বৎসর ৮ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৮ মাস এবং প্রতি দণ্ডে ১৬ দিন ও প্রতি পলে ১৬ দণ্ড হয়।

হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখানক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধের দশায় জন্ম হয়। এই দশার পরিমাণ ১৭ বৎসর, ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর ৩ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ২২ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি দণ্ডে ২৫ দিন ৩০ দণ্ড ও প্রতি পলে ২৫ দণ্ড ৩০ পল হয়।

অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রে জন্ম হইলে শনির দশা হয়, এই দশাভোগ্যকাল ১০ বৎসর। ইহার প্রতিনক্ষত্রে ৩ বৎসর চারিমাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১০ মাস এবং প্রতি দণ্ডে ২০ দিন ও প্রতি পলে ১০ দণ্ড ভোগ হয়।

পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ ও শ্রবণানক্ষত্রে জন্ম হইলে বৃহস্পতির দশা হয়, এই দশার পরিমাণ ১৯ বৎসর ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর ৯ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন, প্রতি দণ্ডে ২৮ দিন ৩০ দণ্ড ও প্রতিপলে ২৮ দণ্ড ৩০ পল হয়।

অন্যপ্রকার—বৃহস্পতির স্থূলদশা ১৯ বৎসর। এই দশা পরিমিত কালকে চারিভাগ করিয়া একভাগ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রের ও অবশিষ্ট তিন ভাগের সমষ্টি অর্থাৎ ১৪ বৎসর তিন মাসকে দুইভাগ করিয়া একভাগ অর্থাৎ ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রের ও ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন শ্রবণানক্ষত্রের বিভাগ জানিতে হইবে। অগ্নিপুরাণের মতে বৃহস্পতির দশাকে ৪ ভাগ করিয়া একভাগ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রের ও অপর তিনভাগের সমষ্টির অর্দ্ধেক উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রের এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক অভিজিৎ নক্ষত্রের ও অপর অর্দ্ধেক শ্রবণানক্ষত্রের বিভাগ জানিতে হইবে। যথা পূর্ব্বাষাঢ়ায় ৪ বৎসর ৯ মাস, উত্তরাষাঢ়ায় ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন, অভিজিতের ৩ বৎসর ৬ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড ও শ্রবণায় ৩ বৎসর ৬ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড।

ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে রাহুরদশা হয়, এই দশার পরিমাণ ১২ বৎসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর, প্রতি দণ্ডে ২৪ দিন ও প্রতি পলে ২৪ দণ্ড হইবে।

উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণীনক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে শুক্রের দশা হয়। এই দশা ভোগ্যকাল ২১ বৎসর। ইহার প্রতিনক্ষত্রে ৫ বৎসর ৩ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ৩ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড এবং প্রতি দণ্ডে ১ মাস ১ দিন ৩০ দণ্ড ও প্রতি পলে ৩১ দণ্ড ৩০ পল ভোগ হয়। প্রথমতঃ জন্মনক্ষত্র হইতে দশা নিরূপণ করা যাইতেছে।

জন্ম নক্ষত্র	দশা	ভোগ্যকাল
৩ কৃত্তিকা		
৪ রোহিণী	রবি	৬ বৎসর।
৫ মৃগশিরা		
৬ আর্দ্রা		
৭ পুনর্ব্বসু		
৮ পুষ্যা	চন্দ্র	১৫ বৎসর।
৯ অশ্লেষা		
১০ মঘা		
১১ পূর্ব্বফল্গুনী	মঙ্গল	৮ বৎসর।
১২		
১৩ হস্তা		
১৪ চিত্রা		
১৫ স্বাতী	বুধ	১৭ বৎসর।
১৬ বিশাখা		
১৭ অনুরাধা		
১৮ জ্যেষ্ঠা	শনি	১০ বৎসর।
১৯ মূলা		
২০ পূর্ব্বাষাঢ়া		
২১ উত্তরাষাঢ়া		
০ অভিজিৎ	বৃহস্পতি	১৯ বৎসর
২২ শ্রবণা		
২৩ ধনিষ্ঠা		
২৪ শতভিষা	রাহু	১২ বৎসর।
২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ		
২৬ উত্তরভাদ্রপদ		
২৭ রেবতী		
১ অশ্বিনী	শুক্র	২১ বৎসর।
২ ভরণী		

এই সকল নক্ষত্রানুসারে যে নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে সেই নক্ষত্র ধরিয়া দশা নিরূপণ করিতে হইবে।

দশাফল—রবির দশাতে চিত্তের উদ্বেগ, পরিতাপ, ধনহানি, ক্লেশ, বিদেশগমন, রোগভয়, অনিষ্টপাত, দুঃখ, জীবনহানি, বন্ধন ও রাজপীড়া হইয়া থাকে।

চন্দ্রের দশাতে—মনুষ্যের ঐশ্বর্য্য, ঘোটকাদিবাহন, রাজপূজা, রত্ন, ছত্র, মঙ্গল, প্রতাপ, বীর্য্যবৃদ্ধি, মিষ্টান্নভোজন, পানীয়পান ও উত্তমশয্যা লাভ হয়।

মঙ্গলের দশায়—দুষ্টলোক হইতে আত্মবিনাশ, বন্ধন, ভয়, চিন্তা, জ্বর, বিকলতা, চৌরভীতি, অগ্নিভয়, বিবাদ, রোগ, অকীর্ত্তি, প্রতাপহানি ও ধন বিনাশ হয়।

বুধের দশাতে—উত্তমাকামিনীসম্ভোগ, ধনাগম, অতিশয় সুখলাভ, বিবিধ ঐশ্বর্য্য, কোষাগার বৃদ্ধি ও মনোরথ পূর্ণ হয়।

শনির দশাতে—অপবাদ, বধ, বন্ধন, আশ্রয়বিনাশ, চৌরভয়, অগ্নি, সর্প ও রাজভয়, আশাভঙ্গ ও কার্য্যহানি হয়।

বৃহস্পতির দশাতে—রাজ্যপ্রাপ্তি, ধনাগম, পুত্রলাভ, বিবিধ বস্তু ভোগ, সুখ ও ধন, ধান্যবৃদ্ধি, বিদ্যা, সুখ্যাতি এবং লক্ষ্মীলাভ হয়।

রাহুর দশাকালে—মনুষ্যের পত্নীর অপরাধ নিমিত্ত বিবাদ, বন্ধন এবং অস্ত্রাঘাতের ভয়, অল্পপরাক্রম, অত্যন্ত কষ্ট, ধন ও কান্তিবিহীনদেহ হয়।

শুক্রেরদশার সময়—মন্ত্রসিদ্ধি, প্রমদাসঙ্গলাভ, অভিলাষ, পূর্ণ, বদান্যতা, রাজপূজিত, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি যানারোহণে গমন, মনোরথ সিদ্ধি, অর্থসঞ্চয় ও রাজলক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। স্থূলদশাফলের বিষয় বলা হইল কিন্তু প্রত্যেক দশার মধ্যে অন্তর্দ্দশা আছে। অন্তর্দ্দশার ফল অন্তর্দ্দশার কালানুসারে হইয়া থাকে।

অন্তর্দ্দশা—রবির স্থূল দশা ৬ বৎসর, তাহার মধ্যে রবির নিজ দশান্তর ৪ মাস, চন্দ্রের ১০ মাস, মঙ্গলের ৫ মাস, বুধের অন্তর ১১ মাস ২০দিন, শনির অন্তর ৬ মাস ২০দিন, বৃহস্পতির অন্তর ১ বৎসর ২০ দিন, রাহুর অন্তর ৮ মাস, শুক্রের অন্তর ১ বৎসর ২ মাস। রবির দশামধ্যে রবির অন্তর্দ্দশায় রাজদণ্ড, মনস্তাপ, বন্ধন, বিদেশগমন, শরীরপীড়া ও নানা প্রকার দুঃখভোগ হয়। রবির দশাতে চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যের শত্রুনাশ, রোগশান্তি, বিত্তলাভ ও নানাবিধ সুখ হইয়া থাকে। মতান্তরে রবিরদশাতে চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় রোগ, শঙ্কা, ত্রাস, ইচ্ছাহানি, মনঃপীড়া প্রভৃতি হইয়া থাকে। রবির দশাতে মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যগণ প্রধান হইয়া মণিরত্ন ও প্রবাল প্রভৃতি লাভ করে। রবির দশাতে বুধের অন্তর্দ্দশায় মনুষ্য দারিদ্র ও দুঃখী হয় এবং সর্ব্বগাত্রে বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। আর নানা প্রকার শরীরের উপদ্রব হওয়াতে ক্লেশ পায়।

রবিদশাতে শনির অন্তর্দ্দশায় মনুষ্য রাজভয় প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শক্তিরহিত ও ধৈর্য্যহীন হয় এবং তাহার সকল কার্য্য বিফল হইয়া যায়। মতান্তরে—রবির দশাতে শনির অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যের সন্তাপ, বিত্ত বন্ধুনাশ, পরাজয় ও সকল কার্য্য নষ্ট হয়।

রবির দশাতে বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যের সম্পত্তি বৃদ্ধি, রোগ শান্তি, লোকের নিকট বিশ্বাস ও ধর্ম্ম লাভ হয়। মতান্তরে—রবির দশাতে বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যের ধর্ম্ম

অর্থ ও সুখ লাভ হয়। এবং কুষ্ঠাদিরোগের শান্তি হইয়া সুখ ভোগ হয়।

রবির দশাতে রাহুর অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যের রোগ, শোক, ভয়, মৃত্যু, বিত্তনাশ ও নানা প্রকার অশুভ হইয়া থাকে।

রবির দশাতে শুক্রের অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যের শিরঃপীড়া, উদরাময়, জ্বর, অতীসার ও শূল প্রভৃতি রোগ হইয়া শীঘ্র শরীর নষ্ট হয়।

চন্দ্রের স্থূল দশারকাল ১৫ বৎসর। ইহার মধ্যে দুই বৎসর ১ মাস নিজের অন্তর্দ্দশা এই সময়ে সম্পত্তি বৃদ্ধি, স্বর্ণভূষিতা স্ত্রীলাভ ও অতিশয় যশোবৃদ্ধি হয়।

চন্দ্রের দশাতে ১ বৎসর ১ মাস ১০ দিন মঙ্গলের অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে সর্ব্বদা কাল ও চৌরভয় এবং শরীরের ক্লেশ প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব হইয়া থাকে। মতান্তরে চন্দ্রের দশাতে মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় মনুষ্যের রক্তপিত্ত পীড়া ও চোরের ভয় হয়।

চন্দ্রের দশাতে ২ বৎসর ৪ মাস ১০ দিন বুধের অন্তর্দ্দশার ভোগকাল। এই সময়ে প্রভুত্ব, সুখসম্পত্তি, হস্তী, ঘোটকাদিবাহন ও গোধনাদি লাভ হয়।

চন্দ্রের দশাতে ১ বৎসরে ৪ মাস ২০ দিন শনির অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে বুদ্ধিক্ষয় সুহৃদ্ভেদ বিপদ্ প্রভৃতি নানাবিধ অমঙ্গল হয়। মতান্তরে চন্দ্রের দশাতে শনির অন্তর্দ্দশায় ক্লেশ, রাজভয়, বিপদ, শোক ও সম্পত্তিনাশ হইয়া থাকে।

চন্দ্রের দশাতে ২ বৎসর ৭ মাস ২০ দিন বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্য ধন, ধর্ম্ম, সুখ, বস্ত্র ও অলঙ্কার লাভ করে।

চন্দ্রের দশাতে ১ বৎসর ৮ মাস রাহুর অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে সকল প্রকার রোগ, বন্ধুনাশ এবং উক্ত দশা বিশিষ্ট ব্যক্তি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তও সুখী হইতে পারেনা। মতান্তরে অগ্নিভয়, দুঃখ, শোক, বন্ধুবিচ্ছেদ ও ধনক্ষয় হইয়া থাকে।

চন্দ্রের দশাতে ২ বৎসর ১১ মাস শুক্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময় মনুষ্য উত্তমাস্ত্রীসঙ্গম, ধন, ধান্য, মুক্তা, মণি প্রভৃতি লাভ করিয়া সুখী হয়।

চন্দ্রের দশাতে ১০ মাস রবির অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্য রাজার অনুগ্রহ, সুখ ও অতুল ঐশ্বর্য্যলাভ করে।

মঙ্গলের স্থূলদশা ৮ বৎসর। তাহার মধ্যে মঙ্গলের নিজ দশা ৭ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড। মঙ্গলের এই নিজদশার সময় বন্ধুর সহিত কলহ, অগ্নিদাহ ও শারীরিক পীড়া প্রভৃতি হয়।

মঙ্গলের দশাতে ১ বৎসর ৩ মাস ২০ দণ্ড বুধের অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে নৃপ, চৌর, শত্রু ও শৃঙ্গিজন্তু হইতে ভয় এবং নানাবিধ মনস্তাপ এবং জ্বরাদি হয়।

মঙ্গলের দশাতে ৮ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড শনির অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে ধননাশ, মনস্তাপ, হৃদয়পীড়া প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখ হয়।

মঙ্গলের দশাতে ১ বৎসর ৪ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশার কাল। এই কালে মনুষ্য তীর্থযাত্রা, দেব ব্রাহ্মণপূজা প্রভৃতি সৎকার্য্যকারী হয়। কিন্তু এই সময় রাজভয় হইবার সম্ভাবনা।

মঙ্গলের দশাতে বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায়—মনুষ্য পুষ্প, ধূপ, অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা দেবতা ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করে এবং রাজতুল্য সম্মান প্রাপ্ত হয়।

মঙ্গলের দশাতে ১০ মাস ২০ দিন রাহুর অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে অস্ত্রভয়, অগ্নি, চৌর, শত্রুভয় ও বিত্তনাশ প্রভৃতি নানা প্রকার অমঙ্গল হইয়া থাকে।

মঙ্গলের দশাতে ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন শুক্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে ধননাশ, রোগ, শত্রুভয় নানবিধ উপদ্রব ও রাজভয় হইয়া থাকে।

মঙ্গলের দশাতে ৫ মাস ১০ দিন রবির অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজসম্মান স্ত্রীলাভ ও পদবৃদ্ধি হয়।

মঙ্গলের দশাতে ১ বৎসর ১ মাস ১০ দিন চন্দ্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এই কালে নানাপ্রকার সম্পত্তি, সুখ, মুক্তা ও মণি প্রভৃতি ভূষণ লাভ হয়।

বুধের স্থূলদশা ১৭ বৎসর তন্মধ্যে ২ বৎসর ৮ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড তাহার নিজান্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, বুদ্ধিবৃদ্ধি, ধনলাভ, সৌভাগ্য ও অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়।

বুধের দশাতে ১ বৎসর ৬ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড শনির অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্যের বাতশ্লেষ্মাপীড়া, বন্ধুদিগের সহিত বিবাদ ও বিদেশ গমন প্রভৃতি ক্লেশ হইয়া থাকে।

বুধের দশাতে ২ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্য রোগ হইতে মুক্ত, শত্রুভয়, বিনাশ, ধনাগম ও সুপুত্র লাভ করে।

বুধের দশাতে ১ বৎসর ১০ মাস ২০ দিন রাহুর অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের অকস্মাৎ অগ্নিভয়, রোগ, বন্ধন, বিত্তনাশ ও মহাক্লেশ হয়।

বুধের দশাতে ৩ বৎসর ৩ মাস ২০ দিন শুক্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য ধনাঢ্য, পুত্রবান্ ও ধার্ম্মিক হয়।

বুধের দশাতে ১১ মাস ১০ দিন রবির অন্তর্দ্দশার কাল; এইকালে মনুষ্য সুবর্ণ, প্রবাল ও বিপুল যশোলাভ করে এবং শ্রীমান্ ও পরধন প্রাপ্ত হয়।

বুধের দশাতে ২ বৎসর ৪ মাস ১০ দিন চন্দ্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের শত্রু ও শৃঙ্গিজন্তু হইতে ভয় উপস্থিত হয় ও নানাপ্রকার কষ্ট হইয়া থাকে।

বুধের দশাতে ১ বৎসর ৩ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড মঙ্গলের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের শিরোরোগ, হৃদয়পীড়া, দস্যু ও তস্কর হইতে ভয় এবং জঙ্ঘা ও পাদে পীড়া হইয়া থাকে।

শনির স্থূল দশা ভোগের কাল ১০ বৎসর। তাহার মধ্যে ১১ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড শনির নিজান্তর্দ্দশা। এই সময়ে মনুষ্য খলবৃত্তি অবলম্বন করে এবং স্ত্রী ও পুত্রের নিকট নিগ্রহ, অর্থক্ষয়, বন্ধুবিনাশ, বিদেশগমন ও মিথ্যাপবাদ প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়।

শনির দশাতে ১ বৎসর ৯ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য দেবতার প্রতি অনুরক্ত ও শান্ত প্রকৃতি হইয়া বিবিধ সম্পত্তিলাভ করে এবং তাহার শত্রুনাশ হয়।

শনির দশাতে ১ বৎসর ১ মাস ১০ দিন রাহুর অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্যের বিদেশগমন, বন্ধুবিদ্বেষ, মিত্রভয় ও অকস্মাৎ অগ্নিদাহ প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব হইয়া থাকে।

শনির দশাতে ১ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন শুক্রের অন্তর্দ্দশার কাল; এইকালে মনুষ্যের বন্ধুসমাগম, ভার্য্যা ও বিত্তলাভ, সুখসম্পত্তি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়।

শনির দশাতে ৬ মাস ২০ দিন রবির অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের ধন পুত্র বিনাশ হইয়া দুঃখবৃদ্ধি হয় এবং জীবন ও বল নষ্ট হয়।

শনির দশাতে ১ বৎসর ৪ মাস ২০ দিন চন্দ্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের বন্ধুবিচ্ছেদ, স্ত্রীবিনাশ, কলহ ও নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে।

শনির দশাতে ৮ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড মঙ্গলের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের দেশত্যাগ, পীড়া ও নানা প্রকার দুঃখ হইয়া থাকে।

শনির দশাতে ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন ২০ দণ্ড বুধের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য ভাগ্যবান্ ও সম্মানভাজন হইয়া পুত্র-পৌত্র লাভ করে।

বৃহস্পতির স্থূল দশার পরিমাণ ১৯ বৎসর। তাহার মধ্যে ৩ বৎসর ৪ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড বৃহস্পতির নিজান্তর্দ্দশা। এই সময়ে মনুষ্যের সৎপুত্র, তপস্যা, সুখ্যাতি, পৌরুষ, সুখ ও গজাশ্বাদি বাহন লাভ হয়।

বৃহস্পতির দশাতে ২ বৎসর ১ মাস ১০ দিন রাহুর অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে অকস্মাৎ ভয় ও রাজপীড়া প্রভৃতি উপদ্রব এবং বন্ধন ও মনস্তাপাদি শারীরিক ক্লেশ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির দশাতে ৩ বৎসর ৮ মাস ১০ দিন শুক্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে শত্রুভয় ও বন্ধুনাশ হইয়া নানাপ্রকার রোগে এবং স্ত্রীবিয়োগ প্রভৃতিতে নানাপ্রকার দুঃখ পায়।

বৃহস্পতির দশাতে ১ বৎসর ২০ দিন রবির অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মিত্রলাভ, ধনাগম, উত্তমাস্ত্রীলাভ এবং রাজার প্রিয়পাত্র হয়।

বৃহস্পতির দশাতে ২ বৎসর ৭ মাস ২০ দিন চন্দ্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে উত্তমাস্ত্রীলাভ ও শত্রুভয় হয় এবং সকল প্রকার রোগমুক্ত হইয়া রাজতুল্য সম্মান লাভ করে।

বৃহস্পতির দশাতে ১ বৎসর ৪ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড মঙ্গলের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য অতিশয় ক্রোধী, শত্রুনাশক ও হস্তীর ন্যায় ভীমদর্শন হয় এবং সৌভাগ্যযুক্ত হইয়া সুখে কাল যাপন করে।

বৃহস্পতির দশাতে ২ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড বুধের অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্য কখন সুস্থ ও কখন অসুস্থ হইয়া কখন সুখ ও কখন অসুখ ভোগ করে; এই সময়ে শত্রু বৃদ্ধি হয় ও দেবপূজায় অনুরাগ জন্মে।

বৃহস্পতির দশাতে ১ বৎসর ৯ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড শনির অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য বেশ্যা সহবাসে সুখভোগ করে এবং বিত্তবিহীন হইয়া সর্ব্বদা অধর্ম্ম কার্য্যে লিপ্ত হয়।

রাহুর স্থূলদশা ১২ বৎসর। তাহার মধ্যে রাহুর নিজের ১ বৎসর ৪ মাস ভোগ কাল। এই সময়ে স্ত্রীবিয়োগ, বন্ধুনাশ, শত্রুভয় ও অর্থনাশ হইয়া থাকে।

রাহুর দশাতে ২ বৎসর ৪ মাস শুক্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময়ে ব্রাহ্মণের সহিত মিত্রতা, স্ত্রীলাভ, বিত্তসঞ্চয় ও বন্ধুগণের সহিত স্নেহবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রাহুর দশাতে ৮ মাস রবির অন্তর্দ্দশার কাল। এই কালে শত্রুভয়, ভয়ানক রোগ, অর্থনাশ, রাজভয়, অতিশয় ব্যথা ও শিরোরোগাদি নানাপ্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়।

রাহুর দশাতে ১ বৎসর ৮ মাস চন্দ্রের অন্তর্দ্দশার কাল।

এই সময়ে স্ত্রীবিনাশ, কলহ, ক্লেশ, পাপে অনুরাগ, কুভোজন, বন্ধুবিচ্ছেদ ও রিপুভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

রাহুর দশাতে ১০ মাস ২০ দিন মঙ্গলের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের বিষভয়, অস্ত্রভয়, অগ্নিভয়, চৌরভয় এবং নানাবিধ ক্লেশ হয়।

রাহুর দশাতে ১ বৎসর ১০ মাস ২০ দিন বুধের অন্তর্দ্দশার কাল। এই কালে মনুষ্যের কফ ও বাতঘটিত রোগ এবং ভয়াবহ শিরঃপীড়া হইয়া থাকে।

রাহুর দশাতে ১ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন শনির অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য বেশ্যাসহবাসে নিযুক্ত থাকিয়া বিত্তবিহীন ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

রাহুর দশাতে ২ বৎসর ১ মাস ১০ দিন বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য রোগমুক্ত ও শত্রুভয়বিহীন হইয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণপূজাতে তৎপর থাকে এবং নানাপ্রকার ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে।

শুক্রের স্থূলদশা ২১ বৎসর। তাহার মধ্যে ৪ বৎসর ১ মাস শুক্রের নিজ অন্তর্দ্দশার কাল; এই সময়ে মনুষ্য সুনীতি শিক্ষা করিয়া কীর্ত্তিলাভ করে এবং স্ত্রী দ্বারা সুখবৃদ্ধি ও অর্থলাভ হইয়া থাকে।

শুক্রের দশাতে ১ বৎসর ২ মাস রবির অন্তর্দ্দশার কাল; এইকালে মনুষ্যের চক্ষুরোগ, বন্ধন, মহাভয় ও সকল বিষয়ে অমঙ্গল হইয়া থাকে।

শুক্রের দশাতে ২ বৎসর ১১ মাস চন্দ্রের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের নখে, দন্তে ও মস্তকে পীড়া হয় এবং বন্ধুজনের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ হইয়া থাকে।

শুক্রের দশাতে ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন মঙ্গলের অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের উত্তমা স্ত্রীলাভ ও ভূমি লাভ হইয়া থাকে এবং শরীরের বীর্য্যহানি হয়।

শুক্রের দশাতে ৩ বৎসর ৩ মাস ২০ দিন বুধের অন্তর্দ্দশা হয়। এই দশাতে মনুষ্য উত্তমা স্ত্রীলাভ, ধনধান্যাদি সম্মান, শরীরের পুষ্টি ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়।

শুক্রের দশাতে ১ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন শনির অন্তর্দ্দশার কাল। এই সময় মনুষ্য উত্তম নগরে, অতিমনোহর গৃহে, সুন্দরী স্ত্রীর সহিত ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতি আমোদ করে এবং শত্রুনাশ ও মিত্রলাভ হয়।

শুক্রের দশাতে ৩ বৎসর ৮ মাস ২০ দিন বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশার কাল। এই দশাতে মনুষ্য উত্তমাস্ত্রী ও ধনধান্য লাভ করে এবং সর্ব্বদা বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া সুখে কালযাপন করে।

শুক্রের দশাতে ২ বৎসর ৪ মাস রাহুর অন্তর্দ্দশার কাল। এইকালে বিদেশ গমন, দুঃখ, অন্ত্যজাতির সহিত সমাগম ও পাপকার্য্যে অনুরাগ হয়।

এই সকল গ্রহগণের অন্তর্দ্দশানুসারে ফলাফল স্থির হইয়া থাকে এবং দশাকালীন গ্রহগণের বলাবলের উপর ফলাফল নির্ভর করে।

হরগৌরীদশা—হরগৌরীদশা গণনায় সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, রাহু, বৃহস্পতি, শনি, বুধ, কেতু ও শুক্র এই প্রণালীতে গ্রহের গণনা করিতে হয়। এই দশাতে সমস্ত গ্রহের দশাভোগের কালের সমষ্টি ১২০ বৎসর। এই দশা গণনা করিতে হইলে কৃত্তিকা হইতে পূর্ব্বফল্গুনী পর্য্যন্ত নয় নক্ষত্রে সূর্য্যাদি নবগ্রহের দশার আরম্ভ হয়, তৎপরে উত্তরফল্গুনী হইতে নয় নক্ষত্র ও উত্তরাষাঢ়া হইতে নয় নক্ষত্রে এক এক গ্রহের দশার আরম্ভ হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষে জাতব্যক্তির সম্বন্ধে এইরূপে কৃত্তিকানক্ষত্র গণনা করিয়া দশার আরম্ভ নির্ণয় করিবে। কৃষ্ণপক্ষে জাতব্যক্তির সম্বন্ধে অশ্বিনী হইতে গণনা করিয়া কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে কোন গ্রহের দশা প্রথমে হইবে, তাহা নিশ্চয় করিবে।

হরগৌরীদশাতে ৬ বৎসর রবির দশা, তৎপরে চন্দ্রের ১০ বৎসর, মঙ্গলের ৭ বৎসর, রাহুর ১৮ বৎসর, বৃহস্পতির ১৯ বৎসর, শনির ১৭ বৎসর বুধের ১৬ বৎসর, কেতুর ৭ বৎসর ও শুক্রের ২০ বৎসর দশাভোগ হয়। যে গ্রহের দশাতে যে গ্রহের অন্তর্দ্দশা নির্ণয় করিতে হইবে, ঐ দুই গ্রহের দশাবর্ষ সংখ্যাকে পরস্পর গুণ করিয়া গুণফলকে দশ দিয়া ভাগ দিলে যত ভাগফল হইবে, তত মাস এবং অবশিষ্টাঙ্ককে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া দশ দিয়া ভাগ করিলে যত ভাগফল হইবে, ততদিন অন্তর্দ্দশা ভোগের কাল জানিতে হইবে, এইরূপে এই দশার অন্তর্দ্দশা নিরূপণ করিতে হইবে।

বিংশোত্তরী দশা—এই বিংশোত্তরী দশাতে প্রথমে সূর্য্যের, তৎপরে চন্দ্র, মঙ্গল, রাহু, বৃহস্পতি, শনি, বুধ, কেতু ও শুক্র এইরূপ ক্রমে পর পরবর্ত্তী গ্রহের পরপর দশা ভোগ হয়। এই বিংশোত্তরী দশা মতে রবির ৬ বৎসর, চন্দ্রের ১০ বৎসর, মঙ্গলের ৭ বৎসর, রাহুর ১৮ বৎসর, বৃহস্পতির ১৬ বৎসর, বুধের ১৭ বৎসর, কেতুর ৭ বৎসর, শুক্রের ২০ বৎসর দশাভোগের কাল। এই সকল গ্রহের দশাকালের সমষ্টি ১২০ বৎসর, যাহার রাশিতে সমস্ত গ্রহের দশাভোগ হয়, সেই ব্যক্তি ১২০ বৎসর জীবিত থাকে।

এই দশাতে ও কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে দশার আরম্ভ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বিশেষ এই, যে ব্যক্তির কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী

কিংবা উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হয়, তাহার প্রথমে রবির দশা। এইরূপে রোহিণী, হস্তা বা শ্রবণা নক্ষত্রে জন্ম হইলে চন্দ্রের দশা। মৃগশিরা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে মঙ্গলের, আর্দ্রা, স্বাতি বা শতভিষা নক্ষত্রে রাহুর, পুনর্ব্বসু, বিশাখা বা পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে বৃহস্পতির, পুষ্যা, অনুরাধা ও উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রে শনির, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা বা রেবতী নক্ষত্রে ও মূলা বা অশ্বিনী নক্ষত্রে কেতুর, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া বা পূর্ব্বভাদ্রপদে বুধের এবং মঘা বা ভরণী নক্ষত্রে জন্ম হইলে শুক্রের দশা প্রথমে হইবে। তৎপরে উপরিলিখিত ক্রমানুসারে পর পরবর্ত্তী গ্রহের দশা পরে পরে হইবে।

বিংশোত্তরী দশাতে এইরূপে অন্তর্দ্দশার কাল নিরূপণ করিতে হয়। যে গ্রহের দশাতে যে গ্রহের অন্তর্দ্দশা স্থির করিতে হইবে, সেই দুই গ্রহের দশাভোগের বর্ষসংখ্যাকে পরস্পর গুণ করিয়া ১২০ দিয়া ভাগ করিলে যত ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহাই অন্তর্দ্দশার বর্ষ। অবশিষ্ট অঙ্ককে ১২ দিয়া গুণ করিয়া ঐ গুণ ফলকে ১২০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল যাহা হইবে, তাহা মাস, এইরূপে দণ্ডাদিও স্থির করিতে হইবে।

আর্দ্রাদি অষ্টোত্তরী দশা—অষ্টোত্তরীদশা গণনার প্রণালী প্রায় পূর্ব্বোক্ত নাক্ষত্রিকীদশার ন্যায়, ইহাতে এই মাত্র প্রভেদ, যে নাক্ষত্রিকীদশাতে কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাদি গ্রহের দশা নির্ণয় করিতে হয়। এই দশাতে আর্দ্রা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দশা স্থির করিতে হইবে। যথা—

আর্দ্রাদি অষ্টোত্তরী দশা।

জন্মনক্ষত্র	দশা	দশাভোগ্য কাল
আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা	রবির	৬ বৎসর।
মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী	চন্দ্রের	১৫ বৎসর।
হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা	মঙ্গলের	৮ বৎসর
অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা	বুধের	১৭ বৎসর
পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ, শ্রবণা	শনির	১০ বৎসর।
ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ	বৃহস্পতির	১৯ বৎসর।
উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী, ভরণী	রাহুর	১২ বৎসর।
কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা	শুক্রের	২১ বৎসর।

এইরূপে অষ্টোত্তরীদশা স্থির করা যাইবে, অন্তর প্রত্যন্ত-র্দ্দশার কাল নাক্ষত্রিকীদশার ন্যায়। কেবল স্থানে স্থানে ফলাফলের বিভিন্নতা আছে।

ত্রিংশোত্তরীদশা গণনা করিতে হইলে এইরূপে করিতে হয়। অষ্টোত্তরী নাক্ষত্রিকী দশার ন্যায় জন্ম নক্ষত্রানুসারে প্রথমতঃ দশা নিরূপণ করিতে হইবে। কেবল দশাভোগের কালের বিভিন্নতা আছে, নাক্ষত্রিকীদশাতে রবির ৬ বৎসর, চন্দ্রের ১৫ বৎসর ইত্যাদি। এই দশাতে যে কয়টী নক্ষত্রে জন্ম হইলে যে গ্রহের দশা হইবে, সেই গ্রহের দশাভোগের কালকে সেই কয়টী নক্ষত্রদ্বারা ভাগ করিলে যত বৎসর যত মাস হইবে, তত বৎসর তত মাস সেই গ্রহের দশাভোগের কাল জানিতে হইবে।

যথা রবির ২ বৎসর, চন্দ্রের ৩ বৎসর ৯ মাস, মঙ্গলের ২ বৎসর ৮ মাস, বুধের ৫ বৎসর ৩ মাস, শনির ৩ বৎসর ৪ মাস, বৃহস্পতির ৪ বৎসর ৯ মাস, রাহুর ৪ বৎসর, শুক্রের ৫ বৎসর ৩ মাস ভোগ কাল।

এই সকল দশার সমষ্টি ৩০ বৎসর। সুতরাং ৩০ বৎসরে সমস্ত গ্রহের দশাভোগ শেষ হয়। দশাভোগ শেষ হইলে পুনর্ব্বার সেই সেই গ্রহের দশাভোগ হইয়া থাকে।

ত্রিংশোত্তরী দশাফল—যাহার যে নক্ষত্রে জন্ম হইবে, সেই নক্ষত্রাবধি দশাকে জন্মদশা, জন্মনক্ষত্র হইতে দশম নক্ষত্রের দশাকে কর্ম্মদশা ও জন্মনক্ষত্র হইতে ষোড়শ নক্ষ-ত্রের দশাকে আধান দশা বলে। যাহার যে বৎসরে জন্ম দশায় রবি বা বৃহস্পতি, কর্ম্ম দশায় রাহু বা রবি ও আধান দশায় বুধ বা শনি অধিপতি হয়, সেই বৎসর তাহার মৃত্যু হইবে।

কোন ব্যক্তির কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম ২ বৎসর রবির দশা, তৎপরে ৫ বৎসর ৯ মাস পর্য্যন্ত চন্দ্রের দশা, তৎপরে ৮ বৎসর ৫ মাস পর্য্যন্ত মঙ্গলের দশা, তৎপরে ১২ বৎসর ৮ মাস বুধের দশা, তাহার পর ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত শনির দশা, তৎপরে ২০ বৎসর ৯ মাস পর্য্যন্ত বৃহস্পতির দশা, তৎপরে ২৪ বৎসর ৯ মাস পর্য্যন্ত রাহুর দশা, তৎপরে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত শুক্রের দশা হইবে। এইরূপে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহগণ দশাভোগ করিবে, তৎপরে অর্থাৎ ৩০ বৎসর পরে পুনর্ব্বার ঐ সকল গ্রহের দশাভোগ হইবে।

যাহার যে জন্মনক্ষত্র হইবে, তিনি তদনুসারে এইরূপ দশার কাল ও গ্রহনির্ণয় করিয়া লইবেন। পরে ঐ ব্যক্তির কর্ম্মনক্ষত্রের দশা গণনা করিতে হইবে। যথা—যাহার কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, তাহার কর্ম্মনক্ষত্র ১২ উত্তরফল্গুনী, প্রথমে মঙ্গলের দশা এবং দশাভোগের কাল ২ বৎসর ৮ মাস, তৎপরে ৪ বৎসর ৩ মাস পর্য্যন্ত বুধের দশা বৎসর যোগ করিলে ৬ বৎসর ১১ মাস হয়। তৎপরে ১০ বৎসর ৩ মাস শনির দশা, তৎপরে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বৃহস্পতির দশা। তাহার পর ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাহুর দশা, তৎপরে ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত রাহুর দশা, তৎপরে ২৪ বৎসর ৩ মাস শুক্রের দশা, তৎপরে ২৬ বৎসর ৩ মাস পর্য্যন্ত রবির দশা, তৎপরে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত চন্দ্রের দশা।

পরে ঐ ব্যক্তির আধান অর্থাৎ ষোড়শনক্ষত্রের দশা গণনা করিতে হইবে।

কৃত্তিকানক্ষত্রে জাতব্যক্তির জ্যেষ্ঠানক্ষত্রই আধান নক্ষত্র, এই নক্ষত্রে প্রথমে ৩ বৎসর ৪ মাস শনির দশা, তৎপরে ৮ বৎসর ১ মাস পর্য্যন্ত বৃহস্পতির দশাভোগের কাল। তৎপরে ১২ বৎসর ১ মাস পর্য্যন্ত রাহুর দশা, তাহার পর ১৭ বৎসর ৪ মাস পর্য্যন্ত শুক্রের দশা, তৎপরে ১৯ বৎসর ৪ মাস পর্য্যন্ত রবির দশা, তৎপরে ২৩ বৎসর ১ মাস পর্য্যন্ত চন্দ্রের দশা, তাহার পর ২৫ বৎসর ৯ মাস পর্য্যন্ত মঙ্গলের দশা, তৎপরে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বুধের দশা ভোগ হইবে।

এইরূপে প্রতি নক্ষত্রে জাতব্যক্তির জন্ম, কর্ম্ম ও আধান নক্ষত্রের দশা গণনা করিয়া দেখিবে। যে কোন ব্যক্তির যে বর্ষেজন্মনক্ষত্রের দশাধিপতি রাহু কিংবা রবি ও আধাননক্ষত্রের দশাধিপতি বুধ বা শনি হইবে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সেই বৎসরে এই গণনানুসারে মহৎ রিষ্ট জানিতে হইবে। এই দশা গণনায় অভিজিৎ নক্ষত্রেরও দশা গণনা হয়।

এই ত্রিংশোত্তরী দশার গণনাদি সহজে করিবার জন্য একটী চক্র অঙ্কিত করা গেল, ইহা দেখিয়া অন্যান্য নক্ষত্রের গণনা করিলে কাহার কত বয়সে কোন গ্রহের দশা হইবে, তাহা জানা যাইবে।

চক্র।

যাহার কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্ম হইবে তাহার ত্রিংশোত্তরী দশা গণনার দৃষ্টান্ত।

জন্মনক্ষত্র দশা	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	শনি	বৃহ°	রাহু	শুক্র	
৩ কৃত্তিকা।	২ বৎসর	৩।৯	২।৮	৪।৩	৩।৪	৪।৯	৪	৫।৩	৩০
কর্ম্মনক্ষত্র দশা	মঙ্গল	বুধ	শনি	বৃহ°	রাহু	শুক্র	রবি	চন্দ্র	
১২ উত্তরফল্গুনী।	২।৮	৪।৩	৩।৪	৪।৯	৪	৫।৩	২	৩।৯	৩০
আধাননক্ষত্র দশা	শনি	বৃহ°	রাহু	শুক্র	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	
১৮ জ্যেষ্ঠা।	৩।৪	৪।৯	৪	৫।৩	২	৩।৯	২।৮	৪।৩	৩০

নিত্যদশা গণনা—যে দিনেতে, নিত্যদশা গণনা করিবে, সেই দিনের তিথি, বার ও নক্ষত্র ইহাদিগের অঙ্ক ও যাহার দশা গণনা করিবে, তাহার জন্ম নক্ষত্রাঙ্ক, এই চারি অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া ৮ দিয়া ভাগ করিবে। এইরূপ ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা ফলনির্ণয় করিবে। অবশিষ্ট ১ থাকিলে সেই দিনে রবির দশা, ২ থাকিলে চন্দ্রের দশা, ৩ থাকিলে মঙ্গলের দশা, ৪ থাকিলে বুধের, ৫ থাকিলে শনির, ৬ থাকিলে বৃহস্পতির, ৭ থাকিলে রাহুর, ৮ বা শূন্য থাকিলে শুক্রের দশা হইবে। এই দশা প্রতিদিন গণনা করিয়া প্রতিদিনের শুভাশুভ নির্ণয় করিবে।

উক্ত রূপ গণনায় যে দিন সূর্য্যের দশা হইবে, সেই দিনে বিত্তনাশ এবং চন্দ্রের দশায় ধর্ম্ম ও অর্থলাভ, মঙ্গলের দশায় অস্ত্রাঘাত, বুধের দশায় সম্পদ্‌লাভ, শনির দশায় মন্দবুদ্ধি, বৃহস্পতির দশায় সম্পত্তি, রাহুর দশায় বন্ধন ও শুক্রের দশায় সর্ব্ব প্রকারে সুখ হয়। গর্গ প্রভৃতি এই দশার ফল এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন।

প্রকারান্তরে দিনদশা গণনা।—

জন্মনক্ষত্রাঙ্ক চারি গুণ করিয়া তাহাতে যে দিনে দশা গণনা করিবে, সেই দিনের তিথি ও বারাঙ্ক যোগ করিবে। পরে ঐ যুক্তাঙ্ককে ৯ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বারা দিনদশা স্থির করিতে হইবে। এক অবশিষ্ট থাকিলে রবি, ২ অবশিষ্ট থাকিলে চন্দ্র, ৩ থাকিলে মঙ্গল, ৪ থাকিলে রাহু, ৫ থাকিলে বৃহস্পতি, ৬ থাকিলে শনি, ৭ থাকিলে বুধ, ৮ থাকিলে কেতু, ৯ বা শূন্য থাকিলে শুক্র দিন-দশার অধিপতি হইবে। এইরূপে প্রতি দিনদশা গণনা করিয়া প্রতিদিনের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিবে। যে দিনে রবির দশা হইবে, সেই দিনে শোক অথবা ক্লেশ হইবে, এই রূপ চন্দ্রের দশাতে শৌর্য্য ও মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি, মঙ্গলের দশাতে অস্ত্র ও অগ্নিভয়, রাহুর দশাতে অর্থক্ষয়, বৃহস্পতির দশাতে স্ত্রীলাভ, শনির দশাতে ধনক্ষয়, বুধের দশাতে পুণ্য-কার্য্য, কেতুর দশাতে কার্য্যনাশ, শুক্রের দশাতে লাভ ও পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। যে তিথিতে দশা গণনা করিবে, যতক্ষণ সেই তিথি থাকিবে, ততক্ষণ সে দশানুযায়ী ফল হইবে। তিথি পরিত্যাগে আর সেইরূপ ফল হইবে না। তথন পুনর্ব্বার গণনা করিয়া ফল দেখিতে হইবে।

যোগিনী দশা—স্বীয় জন্মনক্ষত্রে তিন যোগ করিয়া ৮ দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কানুসারে যোগিনী দশা জ্ঞাত হইবে। ১ অবশিষ্ট থাকিলে মঙ্গলার, ২ থাকিলে পিঙ্গলার, ৩ থাকিলে ধন্যার, ৪ থাকিলে ভ্রামরীর, ৫ থাকিলে ভদ্রিকার, ৬ থাকিলে উল্কার, ৭ থাকিলে সিদ্ধার, ও ৮ থাকিলে শঙ্কটার দশায় জন্ম জানিবে।

মঙ্গলার দশাভোগের কাল ১ বৎসর, পিঙ্গলার ২ বৎসর, ধন্যার ৩ বৎসর, ভ্রামরীর ৪ বৎসর, ভদ্রিকার ৫ বৎসর, উল্কার ৬ বৎসর, সিদ্ধার ৭ বৎসর এবং শঙ্কটার ৮ বৎসর হইয়া থাকে।

জন্মনক্ষত্রানুসারে যোগিনী দশা নিরূপণ—আর্দ্রা, চিত্রা ও শ্রবণানক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে মঙ্গলার দশা; পুনর্ব্বসু, স্বাতী ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জন্ম হইলে পিঙ্গলার; পুষ্যা, বিশাখা ও শতভিষা নক্ষত্রে ধন্যার; অশ্বিনী, অশ্লেষা, অনুরাধা ও পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে ভ্রামরীর; ভরণী, মঘা, জ্যেষ্ঠা ও উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রে ভদ্রিকার; কৃত্তিকা, পূর্ব্বফল্গুনী, মূলা ও রেবতীনক্ষত্রে উল্কার; রোহিণী, উত্তরফল্গুনী ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে সিদ্ধার; মৃগশিরা, হস্তা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে শঙ্কটা যোগিনীর দশা জানিবে। প্রথমে জন্ম নক্ষত্রানুসারে দশা নির্ণয় করিয়া জন্মনক্ষত্রের মানদণ্ড স্থির করিবে। পরে ঐ নক্ষত্রের যত দণ্ড ভুক্ত হইয়াছে এবং যত দণ্ড অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা জানিয়া তদ্দ্বারা অনুপাত করিয়া ভোগের কাল নির্ণয় করিবে। মঙ্গলাযোগিনী সর্ব্বদা মনুষ্যের মঙ্গল করেন, তাহার দশাতে প্রণয়, যশলাভ এবং সকল বিষয়েই শুভ হইয়া থাকে।

পিঙ্গলাযোগিনী সর্ব্বদা মনুষ্যের নানাপ্রকার অশুভ বৃদ্ধি করেন, ইহার দশাতে মনুষ্যের দুঃখ ও ধনাদি নাশ হইয়া থাকে।

সর্ব্বকল্যাণকারিণী ধন্যাযোগিনীর দশাতে সুখ, দুঃখ শ্রীবৃদ্ধি, প্রণয়, সম্মান ও ধনধান্যাদি লাভ হইয়া থাকে।

ভ্রামরীযোগিনী সর্ব্বদা মনুষ্যকে নানাবিধ দুঃখ প্রদান করেন, তাহার দশাতে বিদেশ গমন, দুঃখ, কার্য্যনাশ, মনঃ-পীড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্লেশ হয়।

ভদ্রিকাযোগিনীর দশাতে সুখ, লাভ, যশ, ধর্ম্মভোগ, স্ত্রী, পুত্র ও সন্তোষ হয়।

উল্কাযোগিনী সকল সময় মনুষ্যের শোকবৃদ্ধি করেন, তাহার দশাতে নানাবিধ রোগ, দুঃখ, ভয়, শোক, ধননাশ, শত্রুভয় ও মনস্তাপ হইয়া থাকে।

সিদ্ধাযোগিনীর দশাতে ধন, ধান্য, যশ, ধর্ম্ম, সুখ, রাজ-পূজা ও লোকের নিকট সমাদর লাভ হয় এবং সকল কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।

শঙ্কটাযোগিনীর দশাতে জীবন সংশয় হয়, যদিও জীবন থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বদা রোগ, শোক, মনঃপীড়া ও নানা-প্রকার শঙ্কট উপস্থিত হয়।

যোগিন্যন্তর্দ্দশা—যাহার যত বর্ষ স্থূল দশা হইবে, তত পরি-মিত অঙ্ককে সেই অঙ্কদ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ৩৬ দিয়া ভাগ করিলে যত ভাগফল হয়, সেই পরিমাণ বৎসরাদি সেই সেই যোগিনীর অন্তর্দ্দশা-কাল জানিবে। যে সকল যোগিনী শুভফল দেয়, অন্তর্দ্দশায় তাহারাও শুভফল দিয়া থাকে।

লাগ্নিক দশা—দশাজ্ঞান দ্বারা সকল প্রাণীর শুভাশুভ ফলের সময় নির্ণয় হইয়া থাকে। এই জন্য দশা নির্ণয় করা আবশ্যক। আয়ুর্দ্দায় গণনাপ্রণালীতে গণনা করিয়া যে গ্রহের যত বর্ষাদি নির্ণীত হইবে সেই গ্রহের তত বর্ষাদি দশাকাল

জানিবে। গ্রহগণ অবস্থানুসারে স্বীয় স্বীয় দশাকালে শুভা-শুভ ফল প্রদান করেন। লগ্ন, রবি ও চন্দ্র এই তিনের মধ্যে যে বলবান্ হইবে, তাহার দশা অগ্রে হইবে। তৎপরে প্রথমতঃ যাহার দশা হইবে, তাহার কেন্দ্রস্থানে যে গ্রহ থাকিবে, তাহার দশা জানিবে।

কেন্দ্রস্থানে দুই তিন গ্রহ থাকিলে তাহাদের মধ্যে যে গ্রহ বলবান্ তাহারই দশা অগ্রে হইয়া ক্রমশঃ বলবানের দশা হইবে।

প্রথম যাহার দশা হইবে, তাহার কেন্দ্রস্থানে কোন গ্রহ না থাকিলে কিংবা কেন্দ্রস্থানস্থ দশাভোগের পরে পণফরে অর্থাৎ দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ স্থানে যে গ্রহ থাকিবে, তাহার দশা জানিবে। পণফর গৃহে দুই তিন গ্রহ থাকিলে অগ্রে বলবান্ গ্রহের দশাভোগ হয়, তাহার পর বলহীনের দশাভোগ হইয়া থাকে। একদা দুই তিন গ্রহের বল সমান হইলে যে গ্রহের প্রদত্ত আয়ুর সংখ্যা অধিক হইবে, অগ্রে তাহার দশা হইবে। তৎপরে ক্রমশঃ গ্রহপ্রদত্ত আয়ুর সংখ্যাধিক্য অনুসারে দশার পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব জানিবে। দুই তিন গ্রহের বল ও আয়ুর সংখ্যা সমান হইলে যে গ্রহের প্রদত্ত আয়ুর সংখ্যা অধিক হইবে, অগ্রে তাহার দশা হইবে, তৎপরে ক্রমশঃ গ্রহপ্রদত্ত আয়ুর সংখ্যার আধিক্য অনুসারে দশার পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব জানিবে। দুই তিন গ্রহের বল ও আয়ুর সংখ্যা সমান হইলে যে গ্রহ পূর্ব্বে উদিত হইবে, তাহারই দশা পূর্ব্বে জানিবে। এইরূপে পর পর উদিত গ্রহের দশা পর পর হইবে।

গ্রহগণ স্বক্ষেত্রে বা স্বহোরাদিতে কিংবা মিত্রক্ষেত্রে বা মিত্রহোরাদিতে থাকিলে দশাফল শুভ জানিবে। স্বক্ষেত্র হোরাদিস্থিত ও মিত্রহোরাদি স্থিত গ্রহগণের নীচ হইতে উচ্চাভিমুখে গমনকালে তাহাদের দশাফল অতি শুভ জানিবে।

নৈসর্গিকী দশা—বৃহজ্জাতকে নৈসর্গিকী দশা এইরূপ লিখিত আছে—চন্দ্রের ১ বৎসর, মঙ্গলের ২ বৎসর, বুধের ৯ বৎসর, শুক্রের ২০ বৎসর, বৃহস্পতির ১৮ বৎসর, রবির ২০ বৎসর ও শনির ৫০ বৎসর নৈসর্গিকী দশা। স্বীয় স্বীয় দশাকালে গ্রহগণ শুভ হইলে দশাফল শুভ এবং গ্রহগণ অশুভ হইলে দশাফল অশুভ হইবে।

গ্রহদশার অন্তে লগ্নের দশা।—যবনাচার্য্যের মতে লগ্নদশাতে মনুষ্যের শুভফল হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন, লগ্ন দশায় অশুভ ফল হয়। লগ্ন, চন্দ্র ও সূর্য্য এই তিনটী যদি পূর্ণ বলবান্ হয়, তাহা হইলে সত্যাচার্য্য মতে প্রথমে লগ্ন দশা হইবে। আর সমবলী না হইলে তিনের মধ্যে যে বলবান্ হইবে, তাহার দশা প্রথমে জানিবে। দশাধিপতি নীচ স্থানে শত্রুগৃহে কিংবা শত্রু নবাংশে স্থিত হইলে সেই দশাকালে মনুষ্য অশুভ ফল প্রাপ্ত হয়। দশাধিপতি গ্রহ পূর্ণবলবান্ ও পরমোচ্চস্থান স্থিত হইলে সেই দশার নাম সংপূর্ণ দশা, এই দশাতে আরোগ্য ও ধনবৃদ্ধি হয়। দশাধিপতি গ্রহ যদি সংপূর্ণ বলহীন ও নীচরাশিস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই দশার নাম রিক্তাদশা। এই দশাতে মনুষ্যের ধনপুত্র বিনাশ হয়। দশাধিপতি গ্রহ স্বীয় উচ্চরাশিতে অবস্থিত হইলে যদি তাহার কিঞ্চিৎ বল থাকে, তবে সেই দশার নাম পূর্ণাদশা। এই দশাতে মনুষ্যের ধনবৃদ্ধি হয়। দশাধিপতি পরম নীচস্থানে স্থিত হইলে যদি শত্রুর নবাংশ স্থিত হয়, তবে সেই দশার নাম অনিষ্টফলা; এই দশাতে নানা প্রকার রোগ ও অনিষ্ট বৃদ্ধি হয়।

রবির দশাকালে মনুষ্য নখ, দন্ত, চর্ম্ম, সুবর্ণ, ক্রূরকর্ম্ম, পথ ও রাজা এই সকল দ্বারা ধনলাভ করে এবং তেজ, ধৈর্য্য, উদ্যম, কীর্ত্তি ও প্রতাপ বৃদ্ধি হয়। ভার্য্যা, পুত্র, ধন, অস্ত্র, অগ্নি ও রাজা এই সকল হইতে আপদ্ হইয়া থাকে এবং পাপকর্ম্মে অনুরাগ, স্বীয় ভৃত্যের সহিত কলহ, হৃদয় ও ক্রোড়স্থানে পীড়া হয়।

চন্দ্রের দশাকালে মনুষ্য মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দ্বারা ধনলাভ করে; নিদ্রা, আলস্য ও মৃদুতা বৃদ্ধি হয়; ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি জন্মে। কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয়, অর্থোপার্জ্জন ও অর্থব্যয় হইয়া থাকে এবং আত্মীয়ের সহিত শত্রুতা হয়।

মঙ্গলের দশাতে মনুষ্য শত্রুদমন, রাজা, ভ্রাতা, মহী ও ঊর্ণাবিশিষ্ট পশু এই সকল হইতে ধন প্রাপ্ত হয়। মঙ্গল গ্রহ শুভ হইলে এই সকল ফল হয়, অশুভ হইলে পুত্র, মিত্র, স্ত্রী ও ভ্রাতা ইহাদিগের সহিত শত্রুতা এবং পণ্ডিত ও গুরু ইহাদের সহিত অপ্রণয় জন্মে। পরস্ত্রীলোভ, প্রহারাদি জনিত পিপাসা, রুধিরস্রাব, জ্বর ও পিত্তবিকার প্রভৃতি রোগ, পাপকার্য্যে আসক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত প্রণয়, অধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও উগ্রস্বভাব হয়।

বুধের দশায় বুধ গ্রহ শুভ হইলে সৌখ্য, দৌত্যকার্য্য দ্বারা মিত্র, গুরু ও ব্রাহ্মণের নিকট ধনলাভ এবং পণ্ডিত, প্রশংসা ও কীর্ত্তিভাজন, কাংস, সুবর্ণ, অশ্ব, পৃথিবী, সৌভাগ্য ও সুখ লাভ হয়। বুধগ্রহ অশুভ হইলে মনুষ্য উপহাস, পরসেবা, পরিশ্রম, বন্ধন, শোক ও পীড়াগ্রস্ত হয়।

বৃহস্পতির দশাকালে—বৃহস্পতিগ্রহ শুভ হইলে মনুষ্য বিদ্যাদি গুণ, সম্মান, প্রাদুর্ভাব, বুদ্ধি, কান্তি, প্রতাপ, মাহাত্ম্য ও উদ্যমাদি দ্বারা ধনলাভ; সুবর্ণ, অশ্ব, পুত্র, হস্তী ও বস্ত্র লাভ এবং গুণজ্ঞ রাজার সহিত প্রণয় ও তাঁহার

স্নেহের পাত্র হয়। বৃহস্পতি অশুভ হইলে সূক্ষ্মবস্তুর অনুসন্ধানে পরিশ্রম, কর্ণপীড়া ও অধার্ম্মিকের সহিত শত্রুতা জন্মে। শুক্রের দশাতে শুক্র শুভ হইলে মনুষ্যের গীতানুরাগ, হর্ষ, সুগন্ধি দ্রব্য, অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, স্ত্রী, রত্ন, শরীরকান্তি, অভিলষিত দ্রব্য, জ্ঞান, প্রিয়বস্তু ও বন্ধু এই সকলের বৃদ্ধি হয় এবং ক্রয়বিক্রয়ে কৌশল ও কৃষিকার্য্য দ্বারা ধনলাভ হয়। শুক্র অশুভ হইলে রাজা, ব্যাধ ও অধার্ম্মিক ইহাদের সহিত শত্রুতা এবং প্রিয় ব্যক্তির বিনাশে শোকপ্রাপ্তি হয়। শনির দশাকালে শনি শুভ হইলে মনুষ্য গর্দ্দভ, উষ্ট্র, পক্ষী ও বৃদ্ধাস্ত্রী লাভ এবং গ্রাম, নগর ও পুরী অধিকার করিয়া সম্মান লাভ করে। শনির দশায় শনি অশুভ হইলে শ্লেষ্মা, বায়ুকোপ ও মোহ প্রভৃতি বিপদ্ হয়, তন্দ্রা, নিদ্রা, আলস্য ও পরিশ্রমাদি দ্বারা ক্লেশ ও ভৃত্য, সন্তান, স্ত্রী, ইহাদের নিকট অপমান এবং অঙ্গচ্ছেদ ও পীড়াজনিত ক্লেশভোগ হইয়া থাকে। যে গ্রহ জন্মকালে শুভ থাকিবে, সেই গ্রহ দশাকালে শুভ ফলপ্রদান করিবে, অশুভ হইলে অশুভ ফল প্রদান করিবে এবং মিশ্র হইলে মিশ্রফল প্রদান করিবে। লগ্নাধিপতি গ্রহের দশানুরূপ লগ্নদশারও ফল হয়।

গ্রহদিগের দশাকালে দশাধিপতি ও অন্তর্দ্দশাধিপতি উভয়ই ফল প্রদান করে, কিন্তু অন্তর্দ্দশাধিপতি গ্রহপ্রদত্ত ফলই মনুষ্য ভোগ করিয়া থাকে।

যোগিনী, বার্ষিকী, নাক্ষত্রিকী, লাগ্নিকী, মুকুন্দা, বিংশোত্তরী, ত্রিংশোত্তরী, পতাকী, হরগৌরী ও দিনদশা এই দশটী দশা আছে, ইহাদের মধ্যে সত্যযুগে লগ্নদশা, ত্রেতাতে হরগৌরী দশা, দ্বাপরে যোগিনী দশা এবং কলিতে একমাত্র নাক্ষত্রিকী দশাই প্রধান। এই সকল দশা যথাসম্ভব কথিত হইল। জ্যোতিষীগণ বলেন, পূর্ব্বোক্ত বিবরণ দেখিয়া দশাফলগণনা করিয়া জীবনের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে পারা যায়।

দশাকর্ষ (পুং) দশয়াবর্ত্ত্যা আকর্ষতি তৈলাদিকমিতি আকৃষ্-অচ্। ১ প্রদীপ। ২ বস্ত্রাঞ্চল।

দশাকর্ষিন্ (পুং) দশায়া আকর্ষতীতি দশা-কৃষ-ণিনি। প্রদীপ।

দশাক্ষর (ক্লী) দশ অক্ষরাণি পাদেঽত্র। ১ পঙ্‌ক্তি নামক ছন্দোভেদ। "বরুণোদশাক্ষরেণ বিরাজমুদজয়ৎ" (শুক্লযজু° ৯।৩৬) (ত্রি) ২ দশাক্ষরযুক্ত মন্ত্রভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্।

"দশাক্ষরাবৈ বিরাট্" (শত° ব্রা° ১।১।১।২২) অর্শ আদিত্বাদচ্, ততোঙীপ্। ৩ স্ত্রীদেবতামন্ত্র।

"এষা দশাক্ষরীবিদ্যা সর্ব্বসম্পদ্‌প্রদায়িনী ॥" (তন্ত্রসার)

দশাগুগ্‌গুলু (পুং) ভাবপ্রকাশোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকটু, চিতা, ত্রিফলা, মুস্তক এবং গুগ্‌গুলু এই সমস্ত সমভাগে লইয়া পাক করিয়া মাত্রানুযায়ী ভক্ষণ করিলে মেদোদোষ এবং কফ ও আমবাতজন্য সমস্ত রোগ নষ্ট হয়। (ভাবপ্র°)

দশাঙ্গধূপ (পুং) ১ অবগ্রহ পিশাচাদি নাশক ধূপবিশেষ, এই ধূপ ত্রিদোষনাশক। [ধূপ দেখ।] ২ পুষ্পদানের পর দেবতাদিগকে দীয়মান ধূপবিশেষ। মধু, মুস্ত, ঘৃত, গন্ধ, গুগ্‌গুলু, অগুরু, শৈলজ, সরল, সিহ্ল ও সিদ্ধার্থ এই দশটী দ্রব্য একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে; ইহাতে দশাঙ্গধূপ প্রস্তুত হয়।

"মধুমুস্তং ঘৃতং গন্ধো গুগ্‌গুল্বগুরুশৈলজং
সরলং সিহ্লসিদ্ধার্থং দশাঙ্গধূপ উচ্যতে ॥" (স্মৃতি)

আর একপ্রকার—কর্পূর, কুষ্ঠ, অগুরু, গুগ্‌গুলু, চন্দন, কেশর, বাসক, পত্র, ত্বক্, জাতীকোষ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিলে দশাঙ্গধূপ হয়।

"কর্পূরং কুষ্ঠমগুরুগুগ্‌গুলুমলয়োদ্ভবং।
কেশরং বাসকং পত্রং জাতীকোষঞ্চউত্তমং ॥
সর্ব্বমেতদ্ ঘৃতযুতং দশাঙ্গধূপঈরিতঃ ॥" (স্মৃতি) [ধূপ দেখ।]

দশাঙ্গলেপ (পুং) প্রলেপ বিষয়ে দেয় দশাঙ্গযোগবিশেষ; শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদিকা, রক্তচন্দন, এলাচি, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা এই সকল পেষণ করিয়া ঘৃতসংযোগে প্রলেপ দিলে বিসর্প, কুষ্ঠ, জ্বর ও শোথ নষ্ট হয়। (ভাবপ্র°)

দশাঙ্গুল (ক্লী) দশ অঙ্গুলয় ইব শিরা চিহ্নানি ফলত্বগুপরি সন্ত্যস্য অচ্। খর্ব্বুজ, খর্ম্মুজ। (ভাবপ্র°) এই ফলের উপর অঙ্গুলের মত শিরা চিহ্ন থাকায় এই ফলের নাম দশাঙ্গুলি হইয়াছে। দশ অঙ্গুলয়ঃ পরিমাণমস্য ইতি তদ্ধিতার্থদ্বিগোঃ ঠঞ্ তস্য লুক্ সমাসান্তঃ অচ্ প্রত্যয়ঃ। ২ দশাঙ্গুলপরিমিত।

"সভূমিংসর্ব্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং"। (ঋক্ ১০।৯০।১)
'দশাঙ্গুলং দশাঙ্গুলিপরিমিতং দেশং অত্যাতিষ্ঠৎ অতিক্রম্য ব্যবস্থিতঃ।' (সায়ণ)

দশাধিপতি (পুং) ১ জ্যোতিষোক্ত দশাপতি রব্যাদিগ্রহ, রবি প্রভৃতি গ্রহ দশাদিগের অধিপতি। দশানাং পদাতীনাং অধিপতিঃ। ২ দশ পদাতির অধ্যক্ষ, রাজনিযুক্ত সৈন্য ভেদ, ইহাদিগকে জমাদার কহা যায়।

"সমানাসনপানান্তে কার্য্যা দ্বিগুণবেতনাঃ।
দশাধিপতয়ঃ কার্য্যাঃ শতাধিপতয়স্তথা ॥" (ভারত শা° ১০০অ°)

দশানন (পুং) দশ আননানি বদনানি যস্য। রাবণ। দশ আননানি। দশবদন। এইরূপ সমাসে ক্লীবলিঙ্গ হয়।

"যুষ্মৎ কৃতে খঞ্জনগঞ্জনাক্ষি!
শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাতু।
লুনানি নূনং জনকাত্মজার্থে
দশাননেনাপি দশাননানি॥" (উদ্ভট)

দশানিক (পুং) অন্ততে ইতি ভাবে ঘঞ্ আনোজীবনং তস্মিন্ হিতঃ আনিকঃ দশায়াং অবস্থাবিশেষে আনিকঃ। দণ্ডীবৃক্ষ। (শব্দচ°)

দশান্ত (পুং) দশায়াঃ অন্তঃ ৬তৎ। ১ বার্দ্ধক্য। ২ বর্ত্তিকান্ত।

দশাময় (পুং) দশ আময়া যস্মাৎ। রুদ্র।

দশাপবিত্র (ক্লী) দশা বস্ত্রাঞ্চলং পবিত্রমিব। শ্রাদ্ধাদিতে দেয় বস্ত্রখণ্ড। শ্রাদ্ধাদিতে বস্ত্রখণ্ড দান করিতে হয়।

"দশা পবিত্রনামকো যো বস্ত্রখণ্ড স্তেনোদগতোদ্রোণ-কলশমূলমধ্যে বিলভাগান্ মন্ত্রগতৈ স্ত্রিভিঃ শোধয়েৎ।"
(তাণ্ড্য° ব্রা° ১।২)

দশার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিবাড়ের ঝালবার বিভাগের একটী সামান্ত রাজ্য। ইহাতে ৭ খানি গ্রাম আছে। রাজস্ব প্রায় ৬০০০০, ইহার মধ্যে ১২৯৬৮ বৃটীশ গবর্মেণ্টকে করস্বরূপ দিতে হয়। ইহার পরিমাণফল ২৬৫ বর্গমাইল।

দশারুহা (স্ত্রী) দশসু দিক্ষু আরোহতি অঙ্গৈর্ব্বাপ্নোতীতি আরুহ-ক টাপ্। কৈবর্ত্তিকা।

দশার্ণ (পুং) দশ ঋণানি দুর্গভূময়ো জলধারা বা যত্র ততো বৃদ্ধিঃ। (এত্যেধ ত্যূট্সু। পা ৮।৪।৬৫) ইত্যস্ত 'প্রবৎসর কম্বল বসনার্ণ দশানামৃণে।' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা বৃদ্ধিঃ। দেশ বিশেষ, এই দেশ বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বদক্ষিণদিকে অবস্থিত। বর্ত্তমান দশান নদী প্রবাহিত স্থান। টলেমী এই স্থান দোসারন্ (Dosaron) নামে বর্ণনা করেন। মেঘদূত পাঠে জানা যায় যে, বিদিশা নগরী এই দশার্ণের রাজধানী। [বিদিশা দেখ।]

"কিষ্কিন্ধকণ্টকস্থলনিষাদরাষ্ট্রাণি পুরিকদশার্ণাঃ।"
(বৃহৎস° ১৪।১০)

(ত্রি) তদস্যাভিজনঃ তস্য রাজা বা অণ্। ২ দশার্ণ-দেশবাসী। ৩ দশার্ণদেশের রাজা। দশ অর্ণানি বর্ণানি যত্র। ৪ দশাক্ষরমন্ত্রবিশেষ।

"দশানামপি তত্বানাং সাক্ষীবেত্তা তথাক্ষরং।
দশাক্ষর ইতি খ্যাতো মন্ত্ররাজঃপরাৎপরঃ॥
লুপ্তবীজস্বভাবত্বাৎ দশার্ণ ইতি কথ্যতে।"
(গৌতমীয়তন্ত্র ২ অ°)

(স্ত্রী) ৫ নদীবিশেষ। বর্ত্তমান নাম দশান।

দশার্ণক [দশার্ণ দেখ।]

দশার্ণেয়ু (পুং) পৌরব রৌদ্রাশ্বনৃপের পুত্রভেদ।
(হরিবংশ ৩১ অঃ)

দশার্দ্ধ (ক্লী) দশানাং অর্দ্ধং। ১ পঞ্চ সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যেয়। দশ-বলানি ঋধ্নোতি ঋধ-অণ্। ৩ দশবল বুদ্ধ। (ত্রিকাণ্ড)

দশার্হ (পুং) ১ ক্রোষ্টুবংশীয় ধৃষ্ট নৃপের পুত্রভেদ। ২ বৃষ্ণি নৃপপৌত্র। ৩ বৃষ্ণি বংশীয়। ৪ বৃষ্ণি বংশীয়দিগের অধি-কৃত দেশ। (পুং) ৫ বিষ্ণু।

"বিজয়োজয়সত্যসন্ধো দশার্হঃ সাত্বতাং পতিঃ।" (বিষ্ণুস°)

দশাবতার, বিষ্ণুর অসংখ্য অবতারের মধ্যে দশটী অব-তার অতি প্রসিদ্ধ। এই দশটীর নাম মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথী রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী। অবতারসমূহের মধ্যে এই দশটী অবতার জগতের অতি সঙ্কটকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া দশ-অবতার বলিলে এই দশটীকে বুঝায়।

ভগবান্ বিষ্ণু যখন যেখানে যেরূপে যে জন্য এই দশ মূর্ত্তিতে দশবার ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১ম মৎস্যাবতার।—পৌরাণিক কাল গণনানুসারে বর্ত্ত-মান্ সময়ে শ্বেতবরাহ নামক কল্প চলিতেছে। ইহার পূর্ব্বে কয়েকটী কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রতি কল্পের অব-সান সময়ে এক একটী মহাপ্রলয় ঘটে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তখন যোগনিদ্রায় অভিভূত হন। প্রলয়ে ভূরাদি চতুর্দশ ভুবন জলমগ্ন হয় এবং বেদাদিও বিনষ্ট হয়। শ্বেতবরাহ কল্পের পূর্ব্বে যে কল্প ছিল, সেই কল্পপ্রবৃত্তি সময়ে যে প্রলয় ঘটে, সেই সময়ে নিদ্রিত ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদাদি পড়িয়া যায়। হয়গ্রীব নামক জনৈক দানবপতি সেই সকল বেদ হরণ করিয়া লইয়া যায়। এই প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে দ্রাবিড় দেশে সত্যব্রত নামে অতিতেজস্বী বিষ্ণুপরায়ণ এক রাজর্ষি রাজত্ব করিতেন। ইনি বলবিক্রমে ও তপস্যায় স্বীয় পিতৃপিতামহাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বর্ত্তমান্ শ্বেতবরাহকল্পে এই সত্যব্রতই বিবস্বৎপুত্র শ্রাদ্ধ-দেবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ ইঁহাকেই মনুপদে অভিষিক্ত করেন। এক সময়ে নৃপতি সত্যব্রত বিশালা-বদরী নামক স্থানে এক পদে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন, পরে অধোমস্তকে অনিমেষ নয়নেও তপশ্চরণ করেন। এইরূপে সত্যব্রতের অযুতবর্ষ অতীত হইয়া গেল। অনন্তর এক দিন সত্যব্রত কৃতমালা নদীতে (কোন কোন পুরাণ মতে তমসা নদীতে) আর্দ্রবস্ত্রে পিতৃলোকের জল

তর্পণ করিতেছিলেন। তর্পণ করিবার জন্ত তিনি যে জল তুলিতেছিলেন, তাহার মধ্যে হঠাৎ এক অঞ্জলিতে জলের সহিত একটী ক্ষুদ্র সফরী মৎস্ত (পুঁটীমাছ) উঠিল। দ্রাবিড়েশ্বর জলাঞ্জলির সহিত মৎস্তটীকে পুনরায় নদীতে ফেলিয়া দিলেন। মৎস্তটী তখন করুণস্বরে বলিল, রাজন্! আপনি দীনবৎসল ও পরমকারুণিক, আমি অতি দুর্ব্বল, আপনার শরণাগত হইয়াছি। মকরকুম্ভীরাদি হিংস্রজন্তুগণ আমার জ্ঞাতিবর্গকে বিনাশ করিয়াছে, আমি সেই ভয়ে ভীত হইয়া আপনার আশ্রয় লইলাম, তবু আপনি আমাকে এই নদীতেই ফেলিয়া দিলেন ?"

দ্রাবিড়েশ্বর সত্যব্রত তখন করুণার্দ্র হইয়া পুনরায় তাহাকে তুলিয়া লইয়া রক্ষার্থ স্বীয় কলসীর জলে রাখিয়া দিলেন, তৎপরে তর্পণাদি সারিয়া মৎস্ত সহিত কলসীটী লইয়া নিজ আশ্রমে গেলেন। সেই দিন রাত্রিতে মৎস্তটী এত বাড়িয়া উঠিল যে, তাহার দেহ আর সেই কলসীতে ধরিল না। তখন সে কাতরভাবে রাজাকে জানাইল যে, আমি আর ইহাতে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমাকে কোন একটী বিস্তৃত স্থানে রাখিয়া দিন। রাজা তখন তাহাকে মণিকচ্ছজলে (অন্ত পুরাণ মতে কূপে) নিক্ষেপ করিলেন। মৎস্তটী মণিকচ্ছজলে পড়িয়াই মুহূর্ত্তমধ্যে তিনহস্ত পরিমাণে বাড়িয়া উঠিল এবং কাতর হইয়া রাজার নিকট বিস্তৃত স্থান প্রার্থনা করিল। রাজাও তাহাকে সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সেখানে পড়িয়াই তাহার দেহ বাড়িতে লাগিল ও ক্ষণ পরেই সরোবরের আয়তন পরিমাণে তাহার দেহ বাড়িল। তখন সে আবার কাতর ভাবে রাজাকে বলিল, মহাত্মন্! আপনি আমার রক্ষাভার লইয়াছেন, অথচ যে সকল জলাশয়ে আমাকে ফেলিতেছেন, তাহাতে আমার দেহ বৃদ্ধিত হইলে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেছি না, অতএব আমায় এমন কোন জলাশয়ে নিক্ষেপ করুন, যাহার জলে আমি বর্দ্ধিত-দেহ হইয়া সুখে বাস করিতে পারি।

রাজর্ষি সত্যব্রত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাহাকে লইয়া হ্রদ হইতে হ্রদান্তরে বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে কোথাও তাহার স্থান সংকুলান না হওয়ায়, তিনি তাহাকে লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করিতে চলিলেন। তখন সেই অলৌকিক সফরী রাজাকে বলিলেন, রাজন্! আমায় সমুদ্র জলে ফেলিবেন না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার বলবান্ সামুদ্রিক জন্তুতে বিনষ্ট করিবে। আমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়াই আপনার আশ্রয় লইয়াছি, আপনি এখন আশ্রয় দেওয়া দূরে থাক্, যেখানে আমার প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, সেই স্থানেই ফেলিতে যাইতেছেন ?

রাজা সফরীর বাক্যে হতবুদ্ধি হইলেন এবং কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিয়াই বুঝিলেন যে, এই মৎস্ত কখনও সামান্ত মৎস্ত নহে। ভগবান্ ব্যতীত এরূপ অলৌকিক দেহধারণক্ষমতা কি কোন জীবের সম্ভবে ? ইহা ভাবিয়া রাজা মৎস্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে ? আপনি আমায় এরূপে বিমোহিত করিতেছেন কেন ? আপনি একদিনের মধ্যে সমস্ত হ্রদসরোবরের অপেক্ষাও দেহায়তনবৃদ্ধি করিলেন! ইহা ঐশী মায়া ভিন্ন অন্ত কিছু সম্ভব নহে। আপনি বোধ হয় স্বয়ং নারায়ণ, জীবগণের কোন মঙ্গলোদ্দেশেই এই জলচররূপ ধারণ করিয়া থাকিবেন। অতএব হে পুরুষোত্তম! আমি আপনার দাস, আমাকে এরূপে মায়া প্রদর্শন করিতেছেন, কেন ? এখন কি জন্ত আপনি এই অদ্ভুত দেহ করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন। আপনার লীলা অবগত হইলেই চরিতার্থ হইব।

তখন মৎস্তরূপী কহিলেন, 'রাজন্! আমিই নারায়ণ, জীবরক্ষার্থ উপদেশ দিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি। অন্ত হইতে সপ্তমদিবসে স্থাবর জঙ্গমাদি সমন্বিত এই জগৎ প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন হইবে। অতি ভীষণকাল আসিয়াছে, এখন আমার উপদেশানুসারে কার্য্য কর। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি জড়, কি চেতন সকলেরই বিনাশ হইয়া যখন জগৎ প্রলয়জলে নিমগ্ন হইবার উপক্রম দেখিবে, তখন তুমি সমস্ত ওষধি, সকল বীজ, সকল প্রাণী-মিথুন ও ঋষিদিগকে লইয়া আমার অপেক্ষা করিবে। প্রলয়ের ভীষণ তরঙ্গমুখে আমি এক বৃহৎ নৌকা প্রেরণ করিব। তুমি সমস্ত লইয়া সেই বিশাল নৌকায় আরোহণ করিবে। তখন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইবে। মহর্ষিগণের তেজোবলে সেই নৌকা সেই আলোকহীন প্রলয়জলে ভ্রমণ করিবে, তাহার বিনাশ নাই। যখন প্রচণ্ড বায়ুবেগে তরণী আন্দোলিত হইতে থাকিবে, তখন আমি শৃঙ্গযুক্ত অলৌকিক শৃঙ্গী মৎস্তরূপে উপস্থিত হইব। তুমি তখন মহাসর্প রজ্জু দ্বারা আমার সেই শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিও। কমলযোনির নিদ্রাবসান পর্য্যন্ত তোমাদিগের সেই নৌকা লইয়া প্রলয়জলে ঘুরিয়া বেড়াইব। সেই সময় তুমি আমার ব্রহ্ম নামের মাহাত্ম্য জানিতে পারিবে। আমিই তাহা বর্ণন করিয়া তোমায় আমার স্বরূপ জানাইয়া দিব।' এই বলিয়া মৎস্তরূপী ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন।

তৎপরে রাজর্ষি সত্যব্রত হরির বাক্যানুসারে সমস্ত সংগ্রহ

করিয়া সমুদ্রতীরে কুশাসন বিস্তারপূর্ব্বক সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রলয়কারী মেঘসমূহ মুষল ধারে বারিবর্ষণ করিয়া সাগরের জল বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। ক্রমে সূর্য্যোদয় বন্ধ হইয়া গেল, সাগরের জলে পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিল এবং বেলাভূমি প্লাবিত করিয়া সমস্ত ভূভাগ ডুবাইতে ছুটিল। এই সময় তরঙ্গমুখে একখানি বিশাল তরণী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজর্ষি তখন হরিচরণ স্মরণ করিয়া মহর্ষিগণের সহিত সমস্ত সংগৃহীত বস্তু ও প্রাণী লইয়া নৌকারোহণ করিলেন। এ দিকে পৃথিবী ডুবিয়া গেল। নৌকা ভাসিতে ভাসিতে ছুটিল। কিছু পরে অযুত যোজন-বিস্তৃত শৃঙ্গযুক্ত সুবর্ণময় এক মহামৎস্য সম্মুখে আবির্ভূত হইল। রাজর্ষি ভগবানের আদেশ মত মহাসর্পের রজ্জুদ্বারা সেই মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়া মধুসূদনের স্তব করিলেন। নৌকা বন্ধন হইলে মৎস্য মহাবেগে ঐ নৌকা আকর্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এইরূপ ভ্রমণের সময়ে মৎস্যমুখে রাজর্ষি সত্যব্রত মৎস্যপুরাণ, সাংখ্যযোগ ও আত্মতত্ত্ব শুনিলেন। [মৎস্যপুরাণ দেখ।] এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, নৌকা হিমালয় পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইল। প্রলয় জলে চরাচর বিশ্ব ডুবিয়া গেলেও অভ্রভেদী হিমালয়ের একটী শৃঙ্গের কিয়দংশ বিষ্ণুমায়ায় ডুবে নাই। মৎস্য সেই শৃঙ্গ দেখাইয়া রাজর্ষি সত্যব্রতকে সেই শৃঙ্গেই নৌকা বাঁধিতে বলিলেন, রাজর্ষিও তাহাই করিলেন। এই শৃঙ্গ তদবধি নৌবন্ধন নামে খ্যাত হইল। মৎস্যরূপী নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর প্রলয়াবসানে বিধাতা যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, ভগবানের কৃপায় জগতের বীজ রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বেদ অপহৃত হইয়াছে। ব্রহ্মা বেদ-বিরহে কাতর হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ তখন দানবেন্দ্র হয়গ্রীবকে সংহার করিয়া ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান করিলেন।

তৎপরে ভগবান্ মৎস্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া ঋষিবর্গের নিকট স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলেন এবং বলিলেন, এই সত্যব্রত মনুরূপে আবির্ভূত হইয়া সুর, অসুর, নর প্রভৃতি পদার্থের সৃষ্টি করিবে। ইঁহার তীব্র তপোবলে জগদুৎপাদনশক্তি জন্মিবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

এই সত্যব্রতই শেষে বর্ত্তমান কল্পে বিবস্বৎপুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে প্রাদুর্ভূত হন এবং বিষ্ণুর প্রসাদে বৈবস্বত নামে বর্ত্তমান কল্পের সপ্তম মনু হইয়াছিলেন।

২য় কূর্ম্ম-অবতার। এক দিবস দুর্ব্বাসা মুনি সন্তানক বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় বিদ্যাধরবধূগণ তাঁহাকে পারিজাত ফুলের মালা দিয়া সম্বর্দ্ধনা করেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা সেই মালাধারণ করিয়া যাইতে যাইতে পথে দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকেই সেই পারিজাতমালা প্রদান করিলেন। ইন্দ্র মহর্ষিপ্রদত্ত মালা কণ্ঠে ধারণ না করিয়া ঐরাবতের কুম্ভের উপর রাখিলেন। ঐরাবত পারিজাত গন্ধে প্রমত্ত হইয়া সেই মালা শুণ্ড দ্বারা নামাইতে গিয়া ফেলিয়া দিল। মহর্ষি দুর্ব্বাসা নিজ দত্ত মালার এইরূপ অমর্য্যাদা দেখিয়া কুপিত হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, বাসব! তুমি গর্ব্বিত হইয়া আমার প্রদত্ত মালার এইরূপ অবমাননা করিলে, অতএব অদ্য হইতে তুমি শ্রীভ্রষ্ট হইবে, তোমার স্বর্গও শ্রীহীন হইবে। দুর্ব্বাসার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। লক্ষ্মী-দেবী তৎক্ষণাৎ স্বর্গ ও ইন্দ্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পাতালে বরুণালয়ে প্রস্থান করিলেন।

দেবতারা ভ্রষ্টশ্রী হওয়ায় যজ্ঞাদি কার্য্য বিলুপ্ত হইতে লাগিল। অসুরগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। দেব-তারা যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। অনেকানেক দেবতা অসুর-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি প্রধান দেবতারা বিষম সঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া জগৎ রক্ষার্থ পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছু স্থির করিতে না পারিয়া সুমেরুশিখরাসীন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন।

তাঁহারা ব্রহ্মাকে স্তব করিয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন করি-লেন। ব্রহ্মাও সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, এ বিপদে হরি ভিন্ন গতি নাই। চল সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হই। এই বলিয়া সকলে বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া স্তবে তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, আমি তোমাদিগের বিপদ্ দূর করিব। এখন একটী কার্য্য কর। যতদিন না সুসময় উপস্থিত হয়, ততদিন তোমরা দৈত্যগণের সহিত সখ্যতাস্থাপন কর। এখন জগতের যে অবস্থা, তাহাতে অমৃত ভিন্ন অন্য কিছুতে ইহার বিপদ্ দূরীভূত হইবে না, অতএব যাহাতে সমুদ্রমন্থন দ্বারা অমৃত উৎপন্ন হয়, তাহা করিতে হইবে। এই অমৃতসেবনে মৃতেও জীবন পাইয়া থাকে। সমুদ্রমন্থন সহজ ব্যাপার নহে। ক্ষীরোদসাগরে যাবতীয় লতাপাতা ওষধি নিক্ষেপ করিয়া মন্দরপর্ব্বতকে মন্থানদণ্ড এবং বাসুকিকে রজ্জু করিয়া সাগর মন্থন করিতে হইবে। ইহাতে দেবাসুরে বৈরভাব থাকিলে কার্য্য হইবে না। দেবাসুরে একযোগে ঐ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। অতএব তোমরা অসুরগণের সহিত সন্ধি করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। সাগর-মন্থনে মন্দরপর্ব্বতের বেগ পৃথিবী সহ্য করিতে পারিবে না,

ক্রমশঃই রসাতলে যাইতে থাকিবে, তখন আমি কূর্ম্মরূপে মন্দরকে পৃষ্ঠে ধারণ করিব। এই মন্থনে নানারত্নসমুৎপন্ন হইবে; তাহাতে লোভ করিও না, দৈত্যদিগের অসম্মতিতে কোন কার্য্য করিও না এবং কালকূট উৎপন্ন হইলে ভীত হইও না। এই বলিয়া নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন।

তখন বলি দৈত্যগণের অধিপতি। দেবগণ তাঁহার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। বলিরাজ ইন্দ্রের নিকট সমুদ্রমন্থনের কর্ত্তব্যতা ও উপকারিতা বুঝিয়া অরিষ্টনেমি প্রভৃতি দানবেন্দ্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন এবং সাগরমন্থন করিয়া অমৃতোৎপাদনে ব্যগ্র হইলেন।

তৎপরে সুরাসুর উভয় পক্ষ সাগরমন্থনে কৃতসংকল্প হইয়া মন্দরপর্ব্বতকে উৎপাটন করিয়া লইয়া ক্ষীরোদসাগরাভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা ভার সহ্য করিতে পারিলেন না, পথেই মন্দরকে ত্যাগ করিলেন। মন্দরগিরি পতিত হইয়া অনেকানেক সুরাসুর চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এদিকে গরুড়বাহন বিষ্ণু সুরাসুরদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া মন্দরপর্ব্বতকে তুলিয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন। গরুড় পর্ব্বত বহন করিয়া ক্ষীরোদ তীরে নামাইয়া প্রস্থান করিল।

তৎপরে দেবগণ সমুদ্রকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশে বলিলেন, বারিধে! আমরা অমৃত উৎপাদনের নিমিত্ত তোমার জল মন্থন করিব, তুমি অনুমতি কর। ক্ষীরোদসাগর কহিলেন, যদি তোমরা আমাকে অমৃতের অংশ প্রদান করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি মন্দরাদি ভ্রমণজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে স্বীকার করি। দেবগণ তাহাতে সম্মত হইলেন। তৎপরে উদ্যোগ হইল। বাসুকিকে রজ্জু স্বরূপ করিয়া দেবগণ তাঁহাকে মন্দরগাত্রে জড়াইয়া দিলেন। নারায়ণ দেবগণকে বাসুকির মুখভাগ ও দৈত্যগণকে লাঙ্গুলের দিকে ধারণ করিতে বলিলেন। দৈত্যেরা বলিল, সে কি, আমরা বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, অস্ত্রবিদ্যায়ও আমাদের পটুতা আছে, আমাদের জন্মকর্ম্মও অপ্রশস্ত নহে; আমরা সর্পের লাঙ্গুল ভাগ ধরিব কেন? শাস্ত্রে লিখিত আছে, সর্পের লাঙ্গুল ধরিলে অমঙ্গল হয়, অতএব আমরা তাহা ধরিব না। হরিও ঈষদ্ধাস্য করিয়া তাহাই অনুমোদন করিলেন। দেবগণ লাঙ্গুলদেশ ও দৈত্যেরা মুখদেশ ধারণ করিয়া মন্দরকে সমুদ্রজলে স্থাপন করিলেন।

মন্থনকার্য্য আরম্ভ হইল। মন্দর দেবদৈত্যের বলে আকর্ষিত হইতে লাগিল। মন্দরের বেগ সহ্য করিতে পারে জলে এরূপ কোন আধার ছিল না বা দেবাসুরের বাহুবলও মন্দরকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মন্দর ক্রমশঃই সাগর গর্ভে প্রোথিত হইয়া যাইতে লাগিল। তখন সকলেই বিষন্ন মুখে বিষ্ণুর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, বিষ্ণুও দুর্ব্বিপাক বুঝিয়া বৃহৎকায় কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সাগরজলে প্রবিষ্ট হইয়া ভ্রাম্যমাণ মন্দরকে পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন এবং বিরাট্‌ মূর্ত্তিতে মন্দরের উর্দ্ধে অবস্থান করিয়া তাহাকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া রাখিলেন।

মন্থনের বেগে ক্রমে বাসুকির সহস্র ফণা হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হইয়া দৈত্যদিগকে আচ্ছন্ন ও হীনবল করিয়া ফেলিল। ভগবানের কৃপায় মেঘ সকল বারি বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে কতকটা শান্তি প্রদান করিল।

তৎপরে প্রথমেই সধূম অগ্নির ন্যায় মহাবিষ কালকূট (অন্য পুরাণের মতে সর্ব্বশেষে) উৎপন্ন হইল। এই বিষের আঘ্রাণে দেবাসুর ও জগতের প্রাণী হতচেতন হইয়া পড়িল; ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, প্রভো! এখন আপনি রক্ষা না করিলে চলে না, ত্রিভুবন ধ্বংস হয়। শিব জগতের শুভ কামনায় সেই কালকূট পান করিয়া ফেলিলেন। বিষপ্রভাবে তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ ধারণ করিলে তিনি নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইলেন।

শিবকৃপায় কালকূট অন্তর্হিত হইলে দেবদৈত্য চৈতন্যলাভ করিয়া পুনরায় সাগরমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার প্রথমে সুরভী নামক গাভী উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ তাহাকে গ্রহণ করিলেন। দেবতারা শ্রীভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের যজ্ঞ বিনষ্ট হইয়াছিল, এখন সুরভীর ঘৃতে সেই যজ্ঞ উদ্ধার করিবার জন্য মহর্ষিরা তাহার সেবা করিতে লাগিলেন, তৎপরে অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবা উত্থিত হইল। ইন্দ্র ও বলি উভয়েই তাহাকে লইতে চেষ্টিত হইলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে ইন্দ্র আপাততঃ তাহার লোভ ত্যাগ করিলেন। তৎপরে গজরত্ন ঐরাবত উত্থিত হইল। ঐরাবত চতুর্দ্দন্ত হস্তী। ইন্দ্র এই হস্তীকে গ্রহণ করিলেন। পরে অষ্টদিগ্‌গজ, অষ্টকরিণী, পদ্মরাগ ও কৌস্তভমণি উৎপন্ন হইল। কৌস্তভমণিটী বিষ্ণু স্বয়ং বক্ষে ধারণ করিলেন। তৎপরে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী উঠিলেন, তৎপরে অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী কমলনয়না পরমরমণীয়া আর একটী কামিনী উঠিলেন, ইহার নাম বারুণী বা মদিরা। নারায়ণের আদেশে দৈত্যেরা এই কন্যা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে অমৃতকুম্ভহস্তে ধন্বন্তরি উঠিলেন। দেবদৈত্য অমৃত গ্রহণে ব্যগ্র হইলেন এবং দৈত্যেরা বলে তাহা গ্রহণ করিল। নারায়ণ তখন মোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া

দৈত্যগণের নিকট অমৃতকুম্ভ চাহিলেন। তাহারা মুগ্ধ হইয়া কুম্ভ প্রদান করিলে, বিষ্ণু তৎসহ অন্তর্হিত হইলেন। ইতি মধ্যে শিব সেই মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া আসঙ্গলিপ্সায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতে লাগিলেন। শেষে নারায়ণ তাঁহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন, যাহা হউক তুমি যখন মুগ্ধ হইয়াছ, তখন আমি তোমাকে উপভোগার্থ দেহার্দ্ধ দান করিলাম। এই বলিয়া উভয়ে দেহার্দ্ধ মিলাইয়া হরিহর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন।

এ দিকে দেবদৈত্যে অমৃত হৃত হইয়াছে দেখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বাসুকি-নিশ্বাস-জর্জ্জরিত দৈত্যেরা পরাজিত হইল। দেবগণ জয়ী হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন ও অজর, অমর হইবার উদ্দেশ্যে অমৃত পান করিতে লাগিলেন। সিংহিকানন্দন রাহু নামে এক দৈত্য গোপনে তাঁহাদিগের সহিত অমৃত পান করিল। চন্দ্র সূর্য্য তাহা দেখিতে পাইয়া প্রকাশ করিয়া দিলেন। বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ রাহুর মস্তক সুদর্শনে ছেদন করিলেন। অমৃত তখন তাহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, কাজেই তাহার মৃত্যু হইল না। তদবধি তাহার সেই ছিন্ন মস্তক গগনপথে ঘুরিতেছে এবং স্থান কালানুসারে চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে।

এইরূপে ভগবান কূর্ম্মমূর্ত্তিতে জগতের হৃতা লক্ষ্মী উদ্ধার করেন।

পুরাণান্তরে কূর্ম্মাবতারের বিবরণ এইরূপ,—ভগবান্ কারণজলে শয়ান থাকিয়া স্বীয় গাত্রমল হইতে এক রমণী সৃষ্টি করিলেন। এই রমণীই আদ্যাশক্তি। ভগবান্ ইঁহাকে অবলম্বন করিয়া ইঁহারই গর্ভ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। আদ্যাশক্তি তখন শবরূপে ভাসিতে ভাসিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে চাহিলে তিনি চতুর্দ্দিকে মুখ ফিরাইয়া চতুর্ম্মুখ হইলেন। তৎপরে তিনি বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি একবারে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে মহাদেবের সহিত মিলিত হইবার প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, আপনি শতবার দেহ পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে আমি আপনার সহিত মিলিত হইব। আদ্যাশক্তি তাহাই করিলে শিবশক্তির মিলন হইল।

এইরূপে শক্তি স্থাপিত হইলে, বিষ্ণু ব্রহ্মাকে পৃথিবী সৃষ্টি করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা পৃথিবীর বীজ না পাইয়া নিশ্চেষ্ট রহিলেন। তখন বিষ্ণু কর্ণমল হইতে মধুকৈটভ নামে দৈত্যদ্বয়কে উৎপাদন করিলেন। তাহারা জন্মিয়াই ব্রহ্মাকে বধ করিতে ছুটিল। ব্রহ্মা ভীত হইয়া বিষ্ণুরই শরণ লইলেন। বিষ্ণু দৈত্যকে বধ করিয়া তাহারই মেদ মাংসে পৃথিবী সৃষ্টি করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা বীজ পাইয়া 'মেদিনী সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু জলের উপর পৃথিবী ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ব্রহ্মাকে স্থির করিবার জন্য ধরাধর পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু পর্ব্বতের ভারে পৃথিবী টমমল করিতে লাগিল। ব্রহ্মা তখন বাসুকীকে পর্ব্বত ধারণ করিতে বলিলেন, কিন্তু জল মধ্যে বাসুকীর আধার কে হইবেন ভাবিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তখন মহা কূর্ম্মমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বাসুকীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন। পর্ব্বতসহ পৃথিবী স্থির হইল। ব্রহ্মা আবার স্থাবরজঙ্গম সৃষ্টিতে মন দিলেন।

৩য় বরাহ অবতার।—পৌরাণিক কাল গণনানুসারে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর বা সত্যত্রেতাদিপরিমিত ৭১ দিব্য যুগে এক কল্প হয়। এই কল্পান্তে মহাপ্রলয় ঘটে। চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনুই প্রথম। যখন স্বায়ম্ভুব মনু প্রথম উৎপন্ন হইলেন, তখন তিনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, পিতঃ। আমি কিরূপে আপনার সেবা করিব? তাহা আমাকে বলিয়া দিন। ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস, তুমি আপন ভার্য্যায় আত্মতুল্য পুত্রোৎপাদন, পৃথিবীশাসন ও যজ্ঞাদি দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা কর। মনু কহিলেন, পিতঃ! পুত্রোৎপাদনের স্থান কোথা? পৃথিবী কোথায়? সমস্তই তো জলে নিমগ্ন রহিয়াছে। মনুর কথা হইতে জানা যাইতেছে যে, তাঁহার জন্মকালে মহাপ্রলয় ঘটিয়া কোন এক কল্প অতীত হইয়াছে এবং তিনিই প্রথম মনুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অপর এক কল্পের আরম্ভ করিয়াছেন। ঠিক এই সময়ে বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।

ব্রহ্মা মনুর মুখে পৃথিবীর জলমগ্নাবস্থা স্মরণ করিয়া ভাবিলেন, পৃথিবীর উদ্ধার করে কে? যিনি আমাকে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই ভগবান্ নারায়ণ ভিন্ন আর কাহাকেও এ কার্য্যে সমর্থ বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্মার এই চিন্তাকালে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে একটী অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বরাহ বহির্গত হইল। ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ঐ শূকর ক্ষণকাল আকাশে থাকিয়াই এক বৃহৎ হস্তীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মা এই অলৌকিক শূকর দেখিয়াই বুঝিলেন যে, নারায়ণ এই মায়াময় দেহ ধারণ করিয়া উপনীত হইয়াছেন। এই সময় শূকররূপী নিজ দেহ পর্ব্বতপ্রমাণ বাড়াইয়া বজ্রধ্বনির ন্যায় গর্জ্জন করিলেন। ব্রহ্মাদি তখন তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া নিঃসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারিয়া বেদত্রয় উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার স্তব

করিলেন। বরাহ দেব তখন তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিবার ছলে পুনরায় গর্জ্জন করিয়া জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

যজ্ঞবরাহ ভগবান্ সাগরে প্রবিষ্ট হইয়া খুর দ্বারা জলধির একদিক্ হইতে অপরদিক্ বিদারণপূর্ব্বক দেখিলেন, প্রলয় কালে তিনি কারণ সলিলে শয়ন করিয়া যে পৃথিবীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ধরণী তখন রসাতলে রহিয়াছে। আদিবরাহ ইহা দেখিয়া স্বীয় বিশাল দন্তাগ্রে ধরণীকে বসাইয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন।

এই সময় এক দিন সূর্য্যাস্ত সময়ে মরীচিনন্দন কশ্যপ হোমকার্য্য সমাপন করিয়া অগ্নিগৃহে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পত্নী দিতি কামপীড়িতা হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি কহিলেন, মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, এই সময়ের নাম রাক্ষসী বেলা, এ সময় ভগবান্ ভূতপতি ভূতগণের সহিত সর্ব্বত্র বিচরণ করেন ও ত্রিনয়নে সর্ব্বত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, এ সময় ভগবানের নাম স্মরণ ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিতে নাই, করিলে শুভ হয় না।' দিতি কহিলেন, নাথ আমি পুত্রবতী সপত্নীগণের সৌভাগ্য দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া আছি, তাহাতে এখন মদনবেদনা উপস্থিত হইয়া বড়ই যাতনা দিতেছে, অতএব আপনি দুঃখিনীকে উদ্ধার করুন। কশ্যপ পুনরায় সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু দিতি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক পতির বসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কশ্যপ পত্নীর এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া পত্নীর অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। কশ্যপের সায়ংকালীন নিয়ম ভঙ্গ হইল এবং দিতির মন অনুতাপে জ্বলিয়া উঠিল। কশ্যপ প্রিয়াকে চিন্তাকুল দেখিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার আপন চিত্তের অশুদ্ধি, মুহূর্ত্তদোষ, আমার নিয়ম ভঙ্গ এবং রুদ্রের অবমাননা এই দোষ চতুষ্টয় জন্য তোমার এই গর্ভে দুইটী অপকৃষ্ট সন্তান জন্মিবে। তাহারা লোক ও লোকপালদিগের পীড়াকর হইবে, অনর্থক প্রাণীহত্যা ও স্ত্রীদিগকে উৎপীড়ন করিবে এবং মহর্ষিগণের কোপ উৎপাদন করিয়া ভগবানের হস্তে বিনষ্ট হইবে। তোমার এক পৌত্র জন্মিবে, সে হরিপরায়ণ হইবে। দিতি শতবর্ষ গর্ভধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। ইহারা পূর্ব্বে জয় বিজয় নামে বৈকুণ্ঠের দ্বারী ছিল। একদা সনকাদি ঋষি চতুষ্টয় নারায়ণদর্শনে উপস্থিত হইলে ইহারা তাঁহাদিগকে বিবস্ত্র দর্শন করিয়া উপহাস ও বেত্র প্রহার করে। সেই ঋষিদিগের শাপে জয় বিজয় হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল।

অল্পকাল মধ্যে ঐ দুই পুত্র মহাবলশালী হইয়া দেবতাদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিল এবং উভয় ভ্রাতা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া বরলাভ করিল। হিরণ্যকশিপু ত্রিভুবনাধীশ্বর হইল এবং হিরণ্যাক্ষ পৃথিবী জয় করিয়া স্বর্গে গমন করিল। দেবতারা ব্রহ্মবরে বলদৃপ্ত দৈত্যরণে পরাজিত হইলেন। হিরণ্যাক্ষ তখন জয়াভিলাষে সাগর মধ্যে বরুণের বিভাবরীপুরীতে উপনীত হইলেন। বরুণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া বলিল, আপনি অদ্ভুত বলশালী, দৈত্যশ্রেষ্ঠ ও রণপণ্ডিত, সুতরাং পুরুষোত্তম ব্যতীত কেহ আপনাকে রণে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন, তিনিই আপনার দর্পচূর্ণ করিবেন। হিরণ্যাক্ষ কটূক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া বিষ্ণুর অনুসন্ধানে প্রস্থান করিল। নারদ তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, বিষ্ণু এখন রসাতলে অবস্থিতি করিতেছেন।

হিরণ্যাক্ষ শুনিয়াই রসাতলে উপস্থিত হইল,—বিষ্ণুকে দেখিতে পাইল না, কিন্তু দেখিল, এক বৃহৎকায় বরাহ দশনাগ্রে পৃথিবী ধারণ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। তখন এই অদ্ভুতকর্ম্মা বরাহকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দৈত্য-শ্রেষ্ঠ তৎপ্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে করিতে ধাবমান হইল। আদিবরাহ কটূক্তি শুনিয়া তাহার প্রতি ভীম দৃষ্টিতে চাহিলেন, তাহাতেই তাহার তেজ বিনষ্ট হইল। তৎপরে হরি পৃথিবীকে তুলিয়া জলোপরি স্থাপন ও আপন আধার শক্তিতে তাহাকে স্থির রাখিয়া অর্দ্ধ বরাহ ও অর্দ্ধ বিষ্ণু মূর্ত্তিতে দৈত্যকে আক্রমণ করিলেন। উভয়ে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ব্রহ্মা অন্তরীক্ষে থাকিয়া বলিলেন, 'দুষ্ট দৈত্য আমার নিকট বর লাভ করিয়া দেবতারও অজেয় হইয়াছে, কিন্তু এখন লোকনাশকারী অভিজিৎ নামে মুহূর্ত্তে অতীত হয়, অতএব আপনি উহাকে বিনাশ করুন।' নারায়ণ স্বয়ংই অনন্ত কালরূপী, ব্রহ্মা তাঁহাকে মুহূর্ত্তের উপদেশ দিতেছেন দেখিয়া তিনি ঈষদ্ধাস্য করিয়া সুদর্শন দ্বারা দৈত্যকে বিনাশ করিলেন। বরাহ অবতারে ভগবান্ এইরূপে ধরিত্রীর উদ্ধার করিয়াছিলেন।

কালিকাপুরাণে এই বরাহ সম্বন্ধে একটী বেশ নূতন কথা পাওয়া যায়। ভগবান্ বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হিরণ্যাক্ষ বিনাশ ও পৃথিবী উদ্ধার করিয়াও শান্ত হইলেন না। মহাবরাহ তখন পৃথিবীতে উপরত হইয়া বহুসংখ্যক সন্তান উৎপাদন করিতে লাগিলেন। সেই সকল মহাশূকর পৃথিবীতে মহাউৎপাত আরম্ভ করিল। দেবতারা ইহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া পুনরায় বিষ্ণুর স্তব

করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'আপনার এই মহাবরাহমূর্ত্তি সংহার করুন ও এই সকল উৎপীড়ক প্রাণিদিগকে বিনাশ করুন।' বিষ্ণু কহিলেন, একবার যে শক্তি তাঁহা হইতে নির্গত হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহাকে তিনি সংহার করিতে পারেন না। সে শক্তি-দমনের জন্য তদপেক্ষা অপর কোন মহাশক্তির আবশ্যক। মহাদেব এজন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। দেবতারাও তাঁহাকে অধিকতর শক্তিসমন্বিত করিবার জন্য আপন আপন শক্তি তাঁহাতে সন্নিবিষ্ট করিলেন। মহাদেবও তখন অষ্টপদ মহাকায় শরভমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহাবরাহ ও তদ্বংশকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীকে শান্ত করিলেন। [হিরণ্যাক্ষ দেখ।]

৪র্থ নৃসিংহাবতার।—হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট কি দেবতা কি মানব কিংবা কোন সৃষ্ট প্রাণী তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না অথবা জলে স্থলে স্বর্গে বা আকাশে তাহার মৃত্যু হইবে না, এইরূপ বরলাভ করে। এই বরপ্রভাবে সে আপনাকে অমর জানিয়া দেবতাদিগকে উপেক্ষা করিতে ও তাহাদের প্রতি মহা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। সে ইন্দ্রাদি দেবতা কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না, বিষ্ণুর সহিত সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিত। ইহার একপুত্র প্রহ্লাদ অতি শৈশব হইতেই হরিপরায়ণ হইয়া উঠে, এজন্য হিরণ্যকশিপু তাহার উপর অতিশয় বিরক্ত ছিল। প্রহ্লাদের হরিভক্তি ছাড়াইবার জন্য হিরণ্যকশিপু তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ, বদ্ধহস্ত পদে জলে নিক্ষেপ ও হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় সে সকল বিপদে উদ্ধার পাইয়াছিল। দৈত্যপতি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে এরূপ বিপদে সে কিরূপে রক্ষা পাইতেছে? বালক প্রহ্লাদ তাহাকে বলিল, 'ভগবান্ বিষ্ণুই তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ।' দৈত্যপতি বলিল, সে কি? তোর হরি সর্ব্বব্যাপী? তবে কি সে এই মর্ম্মরপ্রস্তর স্তম্ভেও আছে?' প্রহ্লাদ দৃঢ়তা সহকারে বলিল, 'নিশ্চয়ই ভগবান্ উহাতে আছেন।' তখন দৈত্যপতি সে কথায় অবিশ্বাস করিয়া পুত্রকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাঁহাকে হরি-উপাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিল, 'আচ্ছা এই স্তম্ভ আমি দ্বিখণ্ড করিতেছি, কৈ দেখি, তোর হরি উহাতে কেমন করিয়া আছে।' এই বলিয়া দৈত্যপতি খড়্গাঘাতে স্তম্ভ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ভগবান্ ভক্তবাক্য, ভক্তবিশ্বাস ও ভক্তের প্রাণ রক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধসিংহ ও অর্দ্ধনরাকার দেহ ধারণ করিয়া সেই দ্বিখণ্ডিত স্তম্ভ মধ্য হইতে আবির্ভূত হইলেন এবং আর উপেক্ষা না করিয়া দৈত্যপতির কেশাকর্ষণপূর্ব্বক স্বীয় উরুদ্বয়ের উপর ফেলিয়া নখরদ্বারা তাহার কুক্ষি বিদারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। দৈত্যপতি এইরূপে তখনকার অসৃষ্ট এক অভিনব জীবাকার মূর্ত্তির উরুতে সন্ধ্যার সময় প্রাণত্যাগ করিল। ব্রহ্মবাক্যও সফল হইল। [প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু দেখ।]

ভগবান্ এইরূপে চতুর্থ অবতারে নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তপ্রাণ রক্ষা ও পৃথিবীকে দৈত্যের কবল হইতে উদ্ধার করেন।

৫ম বামনাবতার।—নৃসিংহাবতারে যে প্রহ্লাদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার পৌত্র বলি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্ম বুদ্ধিতে প্রীত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে ত্রিলোকের আধিপত্য প্রদান করেন। এই আধিপত্য লাভ করিয়া তিনি অতিশয় দানশীল হইয়া উঠেন। তাঁহার নিকট কোন অর্থী বিমুখ হইত না। তাঁহার ন্যায় সুশাসক ও সুপালকও আর দ্বিতীয় ছিল না। এত সদ্‌গুণ স্বত্বেও তিনি এতদূর গর্ব্বিত ছিলেন যে, তিনি দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেন না। দেবতারা এজন্য মহা অসন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুও তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া কশ্যপের ঔরসে অদিতিগর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। উপনয়নের পর বামন বলির নিকট দানলাভাশায় গমন করেন। বলি ক্ষুদ্রকায় ব্রাহ্মণ সন্তানকে প্রার্থীরূপে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজ তোমার কি প্রয়োজন? বামন বলিলেন, 'ত্রিপদপরিমিত ভূমি, আমি ছত্রদণ্ড স্থাপন করিয়া তথায় তপস্যার্থ আসন করিব।' বলি হাসিয়া বলিলেন, এত সামান্য দান আমার পক্ষে উপহাসকর, তুমি গ্রামনগরাদি প্রার্থনা কর। বামন বলিলেন, আমার অধিক প্রয়োজন নাই, যাহা চাহি, তাহা দিলেই সন্তুষ্ট হইব, অধিক লোভ নাই। বলি হাসিয়া দানার্থ জল গ্রহণ করিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বলিলেন, মহারাজ বিপদ্ ঘটিল, ইনি স্বয়ং নারায়ণ। বলি বলিলেন, যিনিই হউন, যখন দান করিব প্রতিশ্রুত হইয়াছি তখন অন্যথা হইবে না। দান করা হইল। বামন অকস্মাৎ বিরাট্‌মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একপদে ঊর্দ্ধলোক অপর পদে অধোলোক আবরণ করিয়া নাভিদেশ হইতে আর এক পদ নির্গত করিয়া তাঁহার স্থান প্রার্থনা করিলেন। বলি গললগ্নী কৃতবাসে বলিলেন, ভগবান্ আমার দর্পচূর্ণ হইয়াছে। এখন ও পদ আমার মস্তকে রাখুন। নারায়ণ হাসিয়া

তাহাই করিলেন এবং তাঁহার দান ধর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ অধোলোক তাঁহাকে পুনঃ প্রত্যর্পণ করিয়া পাতালে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং নিজে তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহার দ্বারে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দ্বারী হইয়া রহিলেন।

এই অবতারে ভগবান্ মহা দাম্ভিকের দম্ভ বিনাশ করিয়া দেবত্বঃখ দূর করেন।

৬ষ্ঠ অবতার পরশুরাম। ভৃগুবংশজাত জমদগ্নি নামক ঋষির ঔরসে তাঁহার রেণুকা নাম্নী ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভে রাম জন্মগ্রহণ করেন। জমদগ্নির অন্যান্য পুত্রও ছিল। কোনও কারণে জমদগ্নি পত্নীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিতে পুত্রদিগকে বলেন। রাম মাতৃহত্যা অপেক্ষা পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনকে গুরুতর পাপ বলিয়া বিবেচনা করিয়া পরশু দ্বারা জননীর শিরশ্ছেদ করেন। এই পরশু তিনি মহাদেবের নিকট লাভ করিয়াছেন। জমদগ্নি রামের কার্য্যে প্রীত হওয়ায় তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। রাম জননীর পুনর্জীবন এবং নিজের দীর্ঘজীবন ও যুদ্ধে অজেয়ত্ব প্রার্থনা করিলেন। জমদগ্নি বর দিলেন। মাতৃহত্যার পাপে তাঁহার পরশু তাঁহার হাতে লাগিয়া রহিল, খুলিল না, রাম মাতৃহত্যার পাপ দূর করিবার জন্য কৈলাসে তপস্যার্থ গমন করেন। হৈহয়-দেশাধিপতি কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন এই সময় এক দিন জমদগ্নির আশ্রমে গিয়া ইন্দ্রের গচ্ছিত ধন কামধেনু নামক গাভী প্রার্থনা করেন। জমদগ্নি তাহা দিতে অস্বীকার করায় রাজা বলপূর্ব্বক গোহরণে উদ্যত হইলে, দেব-গাভী অকস্মাৎ শরীর বৃদ্ধি করিয়া ক্ষত্রিয়সৈন্য বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা কাজেই পলাইলেন। এই সময় রাম তপস্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বিবরণ শুনিয়া রাজা অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে বিনাশ এবং আবার কৈলাসে গমন করিলেন। অর্জ্জুনের পুত্রগণ তৎপরে জমদগ্নিকে কাটিয়া ফেলিলেন। জমদগ্নি মৃত্যুকালে রামকে ইহার প্রতিবিধানের আদেশ দিয়া মরিলেন। যখন জমদগ্নির চিতা জ্বলিতেছে, তখন রাম উপস্থিত হইলেন এবং পিতৃবধের প্রতিশোধার্থ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যখন ক্ষত্রিয়গণ এতই গর্বিত ও অন্যায়কারী হইয়াছে, তখন পৃথিবী হইতে সমস্ত ক্ষত্রিয় বংশ নষ্ট করিব। এই প্রতিজ্ঞাবশে তিনি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। ইহাতে সমস্ত পৃথিবী তাঁহার অধিকৃত হয়। এইরূপে পৃথিবী নৃপতিহীন হওয়ায় অরাজকতা বাড়িল। কশ্যপ ইহা দেখিয়া পৃথিবীর মঙ্গলের নিমিত্ত রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামও পৃথিবীর ব্যবস্থা লইয়া বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, তিনি গুরুকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে সমস্ত পৃথিবী দান করিলেন এবং তপস্যার জন্য কৈলাসে গমন করিতে উদ্যত হইলে কশ্যপ বলিলেন, তুমি যাহা দান করিয়াছ, তাহা লইলে প্রত্যাহারী হইবে। রাম তখন সমুদ্রতীরে গিয়া বরুণকে বলিলেন, আমি সমস্ত পৃথিবী কশ্যপকে দিয়া আসিয়াছি, আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। তুমি আমার স্থান দাও। আমি ধনু হইতে শর নিক্ষেপ করিলে যেখানে শরটী পড়িবে, তোমায় ততদূর জলরাশি সরাইয়া লইয়া নূতন ভূমি জাগাইয়া দিতে হইবে। বরুণ এরূপ অনুরোধ শুনিয়া ইহা বৈষ্ণবীমায়া জানিয়া দেবগণের পরামর্শ লইলেন। দেবগণ পরামর্শ দিলেন, অদ্য রাত্রিতে যম উইপোকা হইয়া রামের ধনুর ছিলা কাটিয়া রাখিয়া দিবেন। কল্য শর নিক্ষেপকালে তাহা ছিঁড়িয়া যাইবে ও শরের বেগ অতি অল্প হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে আর তোমার বেশীদূর সরিয়া যাইতে হইবে না। তাহাই হইল। মলবার উপকূলের লোকের মধ্যে প্রবাদ এইরূপ যে পরশুরামই মলবার উপকূলে সমুদ্র প্লাবন বন্ধ করিয়া নিজে তথায় আজিও আছেন।

ভগবান্ এই অবতারে মাতৃহত্যা করিয়া পরশুসংযুক্ত হস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পরশুরাম আখ্যা পাইয়াছিলেন। দুর্দান্ত ক্ষত্রিয় বিনাশ ও সমুদ্র বেগ রোধ করিয়া দক্ষিণ ভারতের রক্ষা এই অবতারের কার্য্য। [পরশুরাম দেখ।]

৭ম রাম অবতার।—লঙ্কায় রাবণ নামক রাক্ষসরাজ অতি দর্পিত হইয়া ত্রিলোক পীড়িত করিলে দেবগণের প্রার্থনায় ভগবান্ নারায়ণ রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে চারি অংশে উত্তরকোশলের রাজা দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মীও সীতারূপে মিথিলারাজের কন্যা হইয়া জন্মিলেন। তারকানাম্নী এক রাক্ষসীর উৎপাতে অধীর হইয়া বিশ্বামিত্র নামক ঋষি আসিয়া ভগবানের অবতার রামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে গিয়া তাড়কাকে বিনাশ ও যজ্ঞদর্শন ছলে মিথিলায় গিয়া হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন। পরশুরাম এই ধনু গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ধনুর্ভঙ্গ বিবরণ শুনিয়া রামকে বিনাশার্থ আহ্বান করিলেন। রাম হাসিয়া ভার্গবের স্বর্গগমন পথ রুদ্ধ করিলেন, পরশুরাম হাসিয়া চলিয়া গেলেন। তৎপরে বিমাতার চক্রান্তে পড়িয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতাসহ পঞ্চবটী বনে গমন করেন। সেখানে রাবণভগ্নী সূর্পণখা লক্ষ্মণকে দেখিয়া কামুকী হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। লক্ষ্মণ জানিতে পারিয়া তাহার নাসাচ্ছেদন

করেন। সূর্পণখার রক্ষক খরদূষণ যুদ্ধ করিতে আসিলে সে স্বদলে হত হইল, তখন সূর্পণখা রাবণকে সকল বিবরণ বলিলে রাবণ আসিয়া সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। মারীচ রাক্ষস স্বর্ণমৃগ হইয়া রামকে প্রলুব্ধ করিয়া দূরে লইয়া গেলে রাবণ যোগীবেশে সীতাকে হরণ করেন। পথে পক্ষীন্দ্র জটায়ু রাবণকে বাধা দিলে রাবণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়া লঙ্কার প্রস্থান করিলেন। সীতা তাহার রথে থাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ও গাত্রালঙ্কার ফেলিতে ফেলিতে গেলেন। রাম তৎপরে মারীচকে রাক্ষস জানিয়া বিনাশ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া গৃহে সীতাকে না দেখিতে পাইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে মৃতপ্রায় পতিত জটায়ুর নিকট সমস্ত বিবরণ শুনিলেন এবং ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে বাণরাজের ভ্রাতা সুগ্রীবের নিকট সীতার এক অলঙ্কার পাইলেন। সুগ্রীব সীতা উদ্ধারের লোভ দেখাইয়া রাম দ্বারা বানররাজ বালিকে বধ করান ও নিজে রাজ্য অধিকার করিয়া রামকে বানর-সেনা দ্বারা সাহায্য করেন। হনুমান্ সাগর পার হইয়া সীতার সংবাদ লইয়া লঙ্কার রাজোদ্যান নষ্ট করিয়া আসিয়া সংবাদ দেন। নল নামক এক বানর অদ্ভুত কৌশলে সাগরে সেতু বন্ধন করেন। সেই সেতুদ্বারা রাম সসৈন্যে লঙ্কায় গিয়া রাবণকে স্ববংশে ধ্বংস করিয়া সীতার উদ্ধার করেন। রাজ-ভ্রাতা বিভীষণ যুদ্ধের মধ্যেই আসিয়া রামের সহিত যোগদান করেন। বিভীষণই শেষে লঙ্কার রাজা হন। তৎপরে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণসহ অযোধ্যায় আসিলে ভরত তাঁহাকে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। সীতার বহুদিন পরগৃহবাসজনিত একটা নিন্দা উঠিল। রাম সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত হইল। সীতা তখন গর্ভবতী ছিলেন। ঋষির আশ্রমে কুশ ও লব তাঁহার দুই পুত্র ভূমিষ্ট হইল। ইহারা ঋষিবালকের ন্যায় গীতাদি ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ধনুর্ব্বেদও শিখিয়াছিল। বাল্মীকি ইহাদিগকে যথার্থ পরিচয় বলেন নাই, কিন্তু তাঁহার রচিত রামায়ণ গান সীতাবর্জ্জন পর্য্যন্ত শিখাইয়াছিলেন। এদিকে কিছুদিন পরে রাম অশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঋষিকে নিমন্ত্রণ করেন। বাল্মীকি স্বশিষ্য পরিচয়ে কুশলবকে লইয়া যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলেন। সভাস্থলে রামায়ণ গান হইল। ক্রমে ঋষি পরিচয় করাইয়া দিলেন। সীতা আনীত হইলেন, কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহাকে অগ্নিপরীক্ষা ব্যতীত পুর্নগ্রহণ করিবেন না বলায় তিনি পরীক্ষা দান করিবার পূর্ব্বেই পাতালে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে কিছুদিন পরে রাম যখন কালপুরুষের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময় লক্ষ্মণ উপস্থিত হওয়ায় রাম নিয়মানুসারে লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। লক্ষ্মণ সরযূতে প্রাণত্যাগ করেন ও তাহার কিছুদিন পরে রাম, ভরত ও শত্রুঘ্ন এবং অন্যান্য অনুগত লোক লইয়া সরযূপ্রবেশপূর্ব্বক স্বর্গ গমন করেন। [রাম দেখ।]

৮ম বলরামাবতার।—মথুরার রাজা উগ্রসেনের ঔরসে এক দৈত্য কংস নামে জন্ম গ্রহণ করেন। কংস রাজা হইয়া বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে কারাবদ্ধ করেন। ইহার অত্যাচারে ও পৃথিবী অন্যান্য রাজগণের অসম্ভব বৃদ্ধিবশে শান্তিদূর হওয়ায় দেবগণের প্রার্থনায় ভগবান্ পৃথিবীকে ভারমুক্ত করিবার জন্য আবার অবতীর্ণ হইতে স্বীকার করিলেন। দৈবকী কংসের এক পিতৃব্যকন্যা। বৃষ্ণি-বংশীয় বসুদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কংস জানিতে পারেন যে, দৈবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিবে। তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দৈবকীকে পতির সহিত কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন ও তাঁহার ৬টী সন্তানকে বিনষ্ট করেন। ৭ম গর্ভ হইলে বসুদেব তাহা রোহিণী নামক অন্য এক পত্নীতে সঞ্চারণ করিয়া দেন। রোহিণীকে, মথুরার নিকটবর্ত্তী গোকুলপতি গোপরাজ নন্দের নিকট রাখিয়া আসেন। ৮ম গর্ভে এক বালক ভূমিষ্ট হইলে বসুদেব তাঁহাকে লইয়া সেই রাত্রিতে প্রহরীরা নিদ্রাগত হইলে গোপনে জল ঝড়ের মধ্যে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন। নন্দেরও সেই দিন এক কন্যা হইয়াছিল, বসুদেব সূতিকা গৃহে গিয়া কন্যাটী লইয়া স্বীয় পুত্র রাখিয়া আসেন। পরদিন কংস কন্যাটীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে কন্যাটী হস্তভ্রষ্ট হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়া বলিল, তোমার বিনাশ কর্ত্তা গোকুলে বর্দ্ধিত হইতেছেন। কংস শুনিয়া গোকুলের সমস্ত বালক ও জীবসন্তান বিনাশের জন্য আদেশ দিলেন। নন্দালয়ে রোহিণীর গর্ভজাত সন্তান বলরাম ও দৈবকীর সন্তান শ্রীকৃষ্ণ নামে রক্ষিত হইল। শিশুকালে তাঁহারা কংসের ভয়ে লুক্কায়িত ছিলেন, তৎপরে যখন গোচারণে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দৈত্যগণ কংস কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আসিত। বলরামহস্তে ধেণুক ও প্রলম্ব নামে দুই অসুর বিনষ্ট হয়। বলরাম কালে অত্যন্ত মদিরাসক্ত হইয়া উঠেন। কংস উভয় ভ্রাতাকে বিনাশ করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিয়া অক্ষম হইয়া এক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন। নন্দ কংসের অধীন রাজা, কাজেই সপুত্র উপস্থিত হইলেন। এই যজ্ঞ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কংসকে বিনষ্ট করিয়া উগ্রসেনকে কারামুক্ত করিয়া সিংহাসনে স্থাপন

করেন। তৎপরে তাঁহারাই মথুরা রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রহিলেন। কালে জরাসন্ধ (কংসের শ্বশুর) তাঁহাদিগকে মথুরা হইতে তাড়িত করিলে, তাঁহারা দ্বারকায় গমন করেন। বলরাম রেবতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। যখন কৃষ্ণপুত্র শাম্ব দুর্য্যোধন-কন্যা লক্ষণাকে হরণ করিয়া কারারুদ্ধ হন, তখন বলরামই যুদ্ধ করিয়া তাহাদের উদ্ধার করেন। দ্বিবিদ নামক বানররাজও ইঁহার হস্তে বিনষ্ট হন। ইনি দুর্য্যোধনের অস্ত্রবিদ্যার গুরু। ইনি একবার তীর্থে গিয়াছিলেন। শেষে প্রভাসের যুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংস হইলে ইনি যোগাবলম্বনে কৃষ্ণের পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করেন।

এই অবতারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র অবতারের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন।

৯ম অবতার বুদ্ধ। কপিলবাস্তু নগরে রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে সিদ্ধার্থ নামে এক কুমার জন্মে। ইনি অবশেষে শাক্যসিংহ নামেও কথিত হন। ইঁহার আর এক নাম গৌতম। বাল্যকাল হইতেই ইনি ক্রীড়া বিরত, নির্জ্জনবাসপ্রিয় ও ধ্যানধারণাপরায়ণ ছিলেন। দণ্ডপাণির কন্যা গোপার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। সংসারী হইলেও গৌতম বলিতেন, "জগতে স্থায়ী কিছু নাই, কিছুই সত্য নাই, কাষ্ঠ ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নিকণার ন্যায় এই জীবন, ইহা জ্বলিয়া উঠে, আবার নিভিয়া যায়। আমরা জানিনা ইহা কোথা হইতে আসে, কোথা যায়। ইহা বীণাধ্বনিবৎ, পণ্ডিতেরা বৃথা ইহার আদ্যন্ত অনুসন্ধান করেন। এমন কোন এক মহাশক্তি আছে, যাহাতে আমরা বিরাম লাভ করিতে পারি? আমি যদি তাহার অনুসন্ধান করি, আমি মনুষ্যকে তাহা দেখাইতে পারি। যদি আমি স্বাধীন হই, আমি পৃথিবীকে মুক্ত করিতে পারি।" গৌতমের এইরূপ বিশ্বাতীত চিন্তা দূর করিবার জন্য নানা চেষ্টা হয়, কিন্তু সমস্তই বৃথা হইয়া যায়। একদিন তিনি নগর ভ্রমণে গিয়া এক জরাতুর বৃদ্ধ, এক রোগপীড়িত ও এক ভিক্ষু সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার মনে জীবন যৌবনধনের পরিণাম ভাবিয়া আকুল হইলেন, তাঁহার মনে বৈরাগ্য পূর্ণমাত্রায় আধিপত্য স্থাপন করিল। তিনি এক রাত্রিতে একমাত্র অনুচর লইয়া গোপনে অশ্বারোহণে রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই সময় রাহুল নামে এক পুত্র হইয়াছিল। প্রত্যুষে তিনি অলঙ্কার, পরিচ্ছদ ও অশ্ব অনুচরকে দান করিয়া তাহাকে রাজ্যে ফিরিতে বলিলেন। তৎপরে গৌতম প্রথমে বৈশালী নামক স্থানে গমন করিয়া এক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করেন। তাঁহার জ্ঞানক্ষুধা অপরিসীম। তিনি বৈশালীতে শিক্ষা সমাপন করিয়া রাজগৃহের এক বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের নিকট গমন করেন। এখানেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি উরুবিল্ব গ্রামে গিয়া পাঁচজন সহপাঠীর সহিত তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তপস্যার পর তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে নাস্তিক বোধে ত্যাগ করে। অবশেষে তিনি বহু সাধনার পর যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া তৃপ্ত হন। এই সময় তিনি বুদ্ধ নাম গ্রহণ করেন এবং মায়ামোহিত জগতের জন্য এক নূতন জ্ঞানালোক প্রকাশ করেন। তিনি স্বমত-প্রচারার্থ কাশীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহাধ্যায়ী পাঁচজন সন্ন্যাসীকে স্বমতে আনয়ন করেন। তৎপরে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারের সভায় আহূত হন। রাজা তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তাঁহার বাসের জন্য তাঁহাকে কালান্তক নামক মঠ প্রদান করেন। এখানে থাকিয়া তিনি উপদেশ দান করিতে আরম্ভ করেন। এইখানেই তাঁহার প্রধান শিষ্য সারিপুত্র কাত্যায়ন ও মৌদ্গল্যায়ন তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। রাজা বিম্বিসার পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইলে বুদ্ধ রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া শ্রাবস্তী নগরে গমন করেন। অযোধ্যার রাজা প্রসেনজিৎ তাঁহার মত গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর পরে তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তিনি স্বরাজ্যে কতকগুলি অমানুষী কার্য্য করিয়া সমস্ত শাক্যকে বৌদ্ধ করেন। তাঁহার পত্নী ও পিতৃব্যপত্নী স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রথম বুদ্ধমত গ্রহণ করেন। ৭০ বৎসর বয়সে তিনি আবার রাজগৃহে ফিরিয়া আসেন ও পিতৃহন্তা রাজা অজাতশত্রুকে বৌদ্ধ করেন। তৎপরে বৈশালী এবং তথা হইতে কুশীনগরে গমন করেন। এই সময়ে তিনি বুঝিতে পারেন যে তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন এক শালবৃক্ষ মূলে ধ্যানস্থ হইয়া তিনি নির্ব্বাণ লাভ করেন।

পুরাণানুসারে এই বুদ্ধও নারায়ণের অবতার। পুরাণে আছে, দৈত্যেরা ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে যে, কি উপায়ে তাহারা স্থায়িভাবে জগতে রাজ্য করিতে পারিবে। ইন্দ্র তাহাদিগকে পবিত্রভাবে যাগযজ্ঞে ও বেদবিহিত আচারের অনুবর্ত্তী হইতে বলেন। তাহারা এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, অন্যান্য দেবতা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণুও যজ্ঞফলে ত্রিলোকের আধিপত্য দৈত্য কর্ত্তৃক দলিত হইবে বুঝিয়া এক সন্ন্যাসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অপবিত্র বেশে হস্তে এক ঝাঁটা লইয়া যজ্ঞানুষ্ঠায়ী দৈত্যগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহারা তাঁহার অপবিত্র বেশভূষা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি অন্য উত্তর না দিয়া যজ্ঞে দেব-

কার্য্যে প্রাণীবধ করা অতীব অন্যায় এই কথা বুঝাইয়া বলেন। আমি পবিত্র হইব বলিয়া অপরের প্রাণবধ করিব, ইহা অন্যায়। পাছে আমার পদদলিত হইয়া কোন ক্ষুদ্রপ্রাণী বিনষ্ট হয় বলিয়া আমি এই ঝাঁটা দ্বারা সম্মুখস্থ ভূমি পরিষ্কার করিয়া তবে পদক্ষেপ করি। দৈত্যেরা এইরূপ হৃদয়-মোহকরী দয়া-উদ্দীপক কথায় দ্রব হইয়া আরব্ধ যজ্ঞ পরিত্যাগ করিল ও "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই মত অবলম্বন করিয়া বেদমার্গ ত্যাগ করিল। ত্রিভুবন দৈত্যগ্রাস হইতে রক্ষা পাইল। নারায়ণের অবতার হওয়া সফল হইল। [বুদ্ধ দেখ।]

১০ম অবতার কল্কী। কল্কী অবতার এখনও হয় নাই। ইহার পর হইবে। ইহা বর্ত্তমান কলিযুগের শেষভাগে ঘটিবে। কলির অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দেবগণ বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশানামক ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিবেন। পরশুরাম তাঁহাকে বেদাদি শিখাইবেন এবং মহাদেব অস্ত্রবিদ্যা শিখাইয়া এক সর্ব্বগামী শ্বেতাশ্ব, এক অক্ষয় অসি ও এক শুকপক্ষী দান করিবেন, তৎপরে তিনি পৃথিবীস্থ যাবতীয় ম্লেচ্ছ ও বিধর্ম্মীকে বিনাশ করিয়া পুনরায় সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করিবেন। [কল্কী দেখ।]

এই দশ অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও বামনের কথা বেদে পাওয়া যায়। মৎস্য ও কূর্ম্মের উক্তি শতপথব্রাহ্মণে; কূর্ম্ম, বরাহ ও বামনের কথা তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে আছে। মৎস্য অবতারে যে প্রলয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা খৃষ্টানদিগের বাইবেলের লিখিত নোয়ার সময়ের জলপ্লাবনের ইতিহাসের সহিত মিলে। ভগবানের আদেশে সত্যব্রত যেরূপে নৌকাদ্বারা সর্ব্ববীজ রক্ষা করেন, খৃষ্টানদিগের নোয়াও ভগবানের আদেশে সেইরূপ করিয়াছিলেন। মনু ও নু বা নোয়া শব্দ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এক ব্যক্তিবোধক। তাঁহারা বলেন, পাশ্চাত্য শাস্ত্রের ইতিহাস দেশ ভেদে রূপান্তরিত হইয়া বেদে স্থান পাইয়াছে। প্রলয়ের জলপ্লাবনকে পণ্ডিত মোক্ষমূলার বলেন যে, ইহা বার্ষিক হৈমন্তিক অথবা প্রাবৃটের বৃষ্টিজনিত দেশ বিশেষের জল প্লাবন ভিন্ন আর কিছুই নহে। [প্রলয় দেখ।] *

ভূতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন যে, এই দশ অবতার ব্যাপারে পৃথিবীতে জীবসৃষ্টির ক্রমবিকাশ-কথাই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, যখন ভূসৃষ্টি হয় নাই, তখন জলচর জীব ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না, সেইকালে ভগবানের সত্বা বুঝাইবার জন্য তাঁহার মৎস্যমূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। তৎপরে যখন সাগর মধ্য হইতে অল্প পরিমাণ ভূমি জাগিয়া উঠিল, তখন উভচর কূর্ম্ম বা কচ্ছপমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। তাহার পর ভূমি ভাগ বৃদ্ধি পাইল, জল সরিয়া অনেক দূরে গিয়া পড়িল, কিন্তু ভূমি তখন কর্দ্দম মাত্র, সেরূপ জমীতে বরাহের ন্যায় জীবই বাস করিতে পারে, তাই সেই যুগে ভগবানের বরাহাবতার কল্পিত হইয়াছে। তাহার পর ভূমি শুকাইল, বরাহ ভিন্ন অন্য জীব থাকিবার উপযোগী হইল, এই সময়ে নর ও পশু জন্মিল, কিন্তু তখনও নরে ও পশুতে যে ভিন্নতা তাহা ঘটে নাই, তাই নর ও পশু সৃষ্টির প্রথম যুগে ভগবানের নরপশু মূর্ত্তি (নৃসিংহ মূর্ত্তি) কল্পিত হইয়াছে। তাহার পর বামন ও পরশুরাম মনুষ্যসমাজের উন্নতির ক্রমবিকাশ ও রামচন্দ্রে তাহার পূর্ণবিকাশ দেখান হইয়াছে। বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কিতে মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা ও তদুপযোগী অবতার কল্পনা আছে।

বাস্তবিক দেখিতে গেলে প্রথম চারিটী অবতারের তিনটী যেরূপ বৃহৎকার্য্যের হইয়াছে, শেষ কয়েকটী অবতারের কার্য্যের তত বিশালতা দেখা যায় না। এই সকল অবতার যেন পাশ্চাত্য জগতের Hero-worship রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়।

এখন উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে দশাবতারের যে মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহাতে বুদ্ধ স্থানে চতুর্ভুজ জগন্নাথ মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। [তাস শব্দে দশাবতারের ছবি দেখ।] এজন্য অনেকে জগন্নাথদেবকে বুদ্ধেরই রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য-প্রকাশক স্কন্দপুরাণীয় উৎকলখণ্ডে দশাবতার হইতে জগন্নাথমূর্ত্তি স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"অতো দশাবতারাণাং দর্শনাদ্যৈস্তু যৎফলম্।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্॥"

(উৎকলখ° ৫১ অঃ)

দশাশ্ব (পুং) দশ অশ্বা রথে যস্য। চন্দ্র।

"দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতং।
জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাশ্বমাহ্বয়েত্তথা॥"

(গ্রহযাগতত্ত্বে সোমধ্যান)

২ ইক্ষ্বাকুর দশম পুত্র। (ভারত ১৩।২।৬)

দশাশ্বমেধ (ক্লী) কাশীস্থিত তীর্থভেদ। ব্রহ্মা রাজর্ষি দিবোদাসের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কাশীতে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যে স্থানে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থান দশাশ্বমেধ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পুরাকালে এই তীর্থ

* India what can it teah us, p. 138. Lecture IV.

রুদ্রসরোবর নামে বিখ্যাত ছিল, ব্রহ্মার যজ্ঞাবধি দশাশ্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই স্থান অতীব পুণ্যজনক, ব্রহ্মা যজ্ঞান্তে এই স্থানে দশাশ্বমেধেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। দশাশ্বমেধ তীর্থ সকল তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই তীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, সন্ধ্যোপাসনা, তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে সকল সৎকর্ম্ম করা যায়, তৎসমুদায়ই অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে। দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া দশাশ্বমেধেশ্বর দর্শন করিলে মানব সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা প্রতিপদ্ তিথিতে দশাশ্বমেধে স্নান করিলে আজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। জ্যৈষ্ঠের শুক্লা-দ্বিতীয়াতে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ জন্মদ্বয় কৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাদশমী তিথি পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি যথাক্রমে তথায় স্নান করে, সে তিথিসংখ্যা পরিমিত জন্মসঞ্চিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে।

দশজন্মার্জ্জিত পাপসংহারিণী দশহরা তিথিতে যে ব্যক্তি দশাশ্বমেধ তীর্থে স্নান করে, তাহাকে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। দশহরা তিথিতে দশাশ্বমেধেশ্বরকে দর্শন করিলে দশজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অবভৃত স্নান করিলে যে ফললাভ হয়, দশহরা তিথিতে দশাশ্বমেধে স্নান করিলে নিশ্চয়ই সেই ফল লাভ হয়। গঙ্গার পশ্চিম তটে অবস্থিত দশহরেশ্বরকে নমস্কার করিলে মানব কখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় না। (কাশীখ° ৫২ অ°) [কাশী দেখ।]

দশাশ্বমেধিক (ক্লী) [দশাশ্বমেধ দেখ।]

দশাস্য (পুং) দশ আস্যানি যস্য। রাবণ।

দশাস্যজিৎ (পুং) দশাস্যং জয়তি দশাস্য জি-কিপ্। শ্রীরাম।

দশাহ (পুং) দশানাং অহ্নাং সমাহারঃ টচ্ সমাসান্তঃ সমাহারত্বাৎ নাহ্নাদেশঃ। দশ দিন।

"দশাহং শাব মশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
অতিক্রান্তে দশাহে তু ত্রিরাত্রমশুচি র্ভবেৎ॥" (মনু ৫।৬৯)

সপিণ্ডদিগের শব নিমিত্ত অশৌচ অর্থাৎ মৃতাশৌচ দশদিন হয়। দশদিন অতিক্রান্ত হইয়া গেলে অশৌচের কথা শুনিলে তিন দিন অশৌচ হয়।

দশিন্ (ত্রি) দশ সংখ্যাঃ যেষাং ডিনি। ১ দশ সংখ্যাযুক্ত। দশ সংখ্যা গ্রামাঃ অধিকৃতত্বেন সন্ত্যস্য ডিনি। ২ রাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত দশগ্রামাধিপতি।

"দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চকুলানি বৈ।" (মনু)

(ত্রি) দশ সংখ্যাঃ প্রমাণং যেষাং ডিনি। ৩ দশ সংখ্যাপ্রমাণক।

"তাং দশিভিঃ প্রাযুঙ্ক্ত।" (শত° ব্রা° ১৩।১৪।২)

দশবর্ত্তিকা বস্ত্রাঞ্চলং বা অস্ত্যস্য ইনি। ৪ দশাযুক্ত দীপ। ৫ সদশ বস্ত্র, যে বস্ত্রের দশা আছে।

দশীবিদর্ভ (পুং) দক্ষিণস্থ দেশভেদ। (ভারত, ভীষ্ম ৯ অ°)

দশেন্ধন (পুং) দশা বর্ত্তিকা ইন্ধনং কাষ্ঠমিব যস্য। প্রদীপ।

দশের (পুং) দশতীতি দন্শ এরক্ (পতিকঠিকুঠিগড়ি গুড়ি দংশিভ্যঃ এরক্। উণ্ ১।৫৯) হিংস্র জন্তু।

দশেরক (পুং) দশের সংজ্ঞায়াং কন্। ১ মরুভূমি, তৃণ জলাদি-শূন্য প্রদেশ। ২ তদ্দেশস্থ। ৩ জনপদবিশেষ, বর্ত্তমান মাড়বার।

"আবন্ত্যান্ দাক্ষিণাত্যাংশ্চ পার্ব্বতীয়ান্ দশেরকান্।"
(ভারত ৭।৯।১৬)

দশেরকঃ সোঽভিজনো ঽস্য তস্য রাজা বা অণ্ বহুষু অণোলুক্। ৪ দশেরকদেশবাসিগণ। ৫ দশেরকদেশের রাজসমূহ। ইহা বহুবচনান্ত।

দশেরুক (পুং) দশতি দুঃখানি দদাতি দন্শ এরক্ ততো কন্। মরুদেশ। (ভূরিপ্র°) হেমচন্দ্রে দশেরুক এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

দশেশ (পুং) দশানাং ঈশঃ ৬তৎ। ১ দশাপতি রবি প্রভৃতি। দশানাং গ্রামাণাং ঈশঃ। ২ রাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত দশ-গ্রামাধিপতি।

"শংসেদ্ গ্রামো দশেশায় দশেশো বিংশতীশিনং।" (মনু)

দশৈকাশিক (ত্রি) একাদশার্থত্বাৎ একাদশবস্তুতো দশ যে দত্তা দশ একাদশ ভবিষ্যন্তি তে দশৈকাদশাঃ নিপাতনাৎ সমাসান্তোঽকারঃ। যাহারা শতপ্রতি দশকরূপ বৃদ্ধি গৃহীতা বার্দ্ধুষিক ভেদ, যাহারা শত করা দশভাগ সুদ গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দশৈকাশিক কহে।

দশোণি (পুং) দশ বহবঃ উণয়ো যস্য। বহুহবিষ্ক, যাহার অনেক হবি (ঘৃতাদি) আছে। "দশোণয়ে কবয়ে তর্কসাতৌ" (ঋক্ ৬।২০।৪) 'দশোনয়ে বহুহবিষ্কাৎ কবয়ে মেধাবিনঃ পঞ্চম্যর্থে চতুর্থী' (সায়ণ)

দশোনসি (পুং) বৈদোক্ত সর্পভেদ।

দশৌষধকাল (পুং) দশবিধ ঔষধকালঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা°। দশপ্রকার ঔষধের সময়। ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে,—নির্ভক্ত, প্রাগ্‌ভক্ত, অধোভক্ত, মধ্যভক্ত, অন্তরাভক্ত, সভক্ত, সামুদ্গ, মুহুর্ম্মুহু, গ্রাস ও গ্রাসান্তর এই দশবিধ ঔষধ সেবনের কাল।

কেবলমাত্র ঔষধ সেবন করিলে নির্ভক্ত বলা যায়। অন্নহীন ঔষধ অর্থাৎ ঔষধ সেবন করিয়া কিছুমাত্র ভোজন না করিলে ঔষধের বীর্য্যের আধিক্য হয়। তাহাতে শীঘ্র রোগ শান্তি

হয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবতী ও কোমলাঙ্গ ব্যক্তির পক্ষে এরূপে ঔষধ সেবন করা অতিশয় গ্লানিকর ও বলক্ষয়কর।

প্রাগ্‌ভক্ত—আহারের পূর্ব্বে ঔষধ সেবনের নাম প্রাগ্ ভক্ত। এরূপ ঔষধ সেবনে শীঘ্র পরিপাক ও বলের হানি হয়, বৃদ্ধ, শিশু, ভীরু এবং স্ত্রীগণের এইরূপ ঔষধসেবন বিধেয়। অধোভক্ত ভোজনান্তে ঔষধ সেবনের নাম অধোভক্ত। ইহাতে শরীরের উর্দ্ধভাগস্থ বহুবিধ রোগের শান্তি হয় এবং বল জন্মে।

মধ্যভক্ত—ভোজনের মধ্যে ঔষধ সেবন করাকে মধ্যভক্ত কহে। ইহাতে ঔষধের বীর্য্য সকল দেহে প্রসারিত হয় না। দেহের মধ্যভাগস্থ সকল রোগের শান্তি করে।

অন্তরাভক্ত—ভোজনের পূর্ব্ব এবং পরে সেবন করার নাম অন্তরাভক্ত। ইহা হৃদ্য, বলকর এবং অগ্নিকর।

সভক্ত—ঔষধ সহযোগে অন্ন প্রস্তুত করিয়া সেবন করাকে সভক্ত কহে। অবলা, বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে এই ঔষধ সেবনীয়।

সামুদ্গ—ভোজনের প্রথমে ও শেষে ঔষধ সেবনের নাম সামুদ্গ। উর্দ্ধ ও অধঃ উভয়দিকে দোষের গতি থাকিলে ঐরূপ সেবন করা বিহিত; এজন্য ইহাকে সামুদ্গ কহে।

মুহুর্মুহু—অন্নের সহিত হউক বা অন্ন রহিত হউক সর্ব্বদা সেবনের নাম মুহুর্মুহু। শ্বাস, কাস, হিক্কা ও বমনরোগে এইরূপ সেবন করা কর্ত্তব্য।

গ্রাসান্তর—পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাকে গ্রাসান্তর কহে। বমণীয়, ধূম এবং শ্বাসাদি রোগে লেহনীয় ঔষধ এইরূপে সেবনীয়। এই দশবিধ ঔষধের কাল।

দষ্ট (ত্রি) দন্‌শ-ক্ত। দংশিত, যাহাকে দংশন করা হইয়াছে।

দস (পুং) দস উপক্ষেপে বেদে ভাবে অচ্। উপক্ষেপ। "মন্যুং চক্রুরূপরং দসায়"। (ঋক্ ৬।২১।১১)

'দসায় শত্রূনামুপক্ষেপায়' (সায়ণ) লৌকিক প্রয়োগে দস হইবে না, সেইস্থলে ঘঞ্ করিয়া দাস হইবে, ইহা কেবল বেদেই ব্যবহৃত হয়।

দসূয়া, পঞ্জাবের হুশিয়ারপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। অক্ষা° ৩১° ৪৪´ হইতে ৩২° ৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৮´ হইতে ৭৫° ৭´ পূঃ। কাঙ্গড়া পাহাড় ও বিপাশা নদীর মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৩৮৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ।

হুশিয়ারপুর জেলাস্থ একটী নগর এবং দসূয়া তহসীলের সদর। হুশিয়ারপুর নগর হইতে ২৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, বিরাটরাজ এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। আইন্-ই-অক্‌বরীতে নগরের উত্তরাংশে পুরাতন গড়ের উল্লেখ আছে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গের অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এখন দুইটী মাত্র বুরুজ খাড়া আছে। এখানে শস্য ও তামাকের ব্যবসা হয়। এখানে নিম্ন আদালত, থানা, ডাকঘর, সরাই, বিদ্যালয় ও সুন্দর জলাশয় আছে। লোকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

দসেরক (পুং) দশেরকঃ মরুদেশ সোঽভিজনোঽস্য, তস্য রাজা বা অণ্। ১ দাসেরক, দসেরকদেশবাসী ও এই দেশের রাজা। বহুত্ব অণোলুক্। ২ দসেরকদেশবাসী লোক সকল ও এই দেশের রাজসমূহ। দাসেরক পৃষো° সাধুঃ। ৩ গর্দ্দভ।

"যাস্তিষ্ঠন্ত্যঃ প্রমেহন্তি তথৈবোষ্ট্রদসেরকাঃ।"

(ভারত কর্ণপ° ১০ অ°)

দস্তক (পারসী) ১ ছাড়, দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার অনুমতি পত্র। ২ পরওয়ানা, দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য ক্ষমতা পত্র, গ্রেপ্তারি পরওয়ানা।

দস্তখৎ (পারসী) হাতের লেখা, স্বাক্ষর।

দস্তবস্ত, পারসী বদ্ধাঞ্জলি, জোড়হাত।

দস্তা, মূল অষ্টধাতুর মধ্যে দস্তা একটী। খনিতে খাঁটি দস্তা পাওয়া যায় না। ইহার সহিত গন্ধক, অম্লজান প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার বিভিন্ন নাম এইরূপ,—

নাম		দেশ।
জিঙ্ক্ (Zinc)	... ...	ইংলণ্ড ও ফ্রান্স্।
জিঙ্ক্ (Zink)	... ...	জর্ম্মণী।
স্পেল্‌টার	... ...	হলণ্ড।
চিঙ্ক্, জিঙ্কো	... ...	ইটালি, স্পেন।
শ্পাটের (Schpaater)	... ...	রুষিয়া।
দস্তা (Impure Calamina)	...	বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী।
মদল তুতম, তুত্তানগম্	... ...	তামিল।
দস্ত	... ...	নেপাল।
কলখুবরী (Oxide of Zinc)	...	পারস্য।
জস্ত, জসদ্, সফেদ মিশি	... ...	পাঞ্জাব।
সুফ্, বুসরি, সফেদ তুঁত (Sulphate of Zinc)		দাক্ষিণাত্য।
বুল্লে তুতম্	... ...	তামিল।
তুতম	... ...	তেলগু।
তম্বগ পুটি	... ...	মালয়।
থৌট	... ...	ব্রহ্ম
যশদ	... ...	সংস্কৃত।

খনি হইতে গন্ধকসহ যে দস্তা পাওয়া যায়, তাহা সাধারণতঃ ইংরাজী ধাতুতত্ত্বে Sulphide of Zinc

কিম্বা Zink blende নামে পরিচিত এবং অম্লজানের সহিত মিশ্রিত যে দস্তা পাওয়া যায়, তাহা Zincite নামে খ্যাত।

ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজ, বাঙ্গালা, রাজপুতানা, হিমালয়, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে এবং আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে দস্তা পাওয়া যায়।

মান্দ্রাজের মদুরাজেলায় যে গন্ধকমিশ্রিত দস্তা (Blende) পাওয়া যায়, তাহার সহিত ঈষৎ স্বর্ণ বা রৌপ্যও থাকে। কর্ণুল জেলার বসবপুর গজুপল্লী খনি হইতে অন্যান্য ধাতু ও পদার্থ মিশ্রিত দস্তাও পাওয়া যায়।

বাঙ্গালার হাজারীবাঘ জেলায় মহাবাঙ্ক ও বড়গুণ্ড খনি হইতে ও সাঁওতাল পরগণায় বৈরুকি নামক স্থানেও যে গন্ধ এবং মিশ্রিত দস্তা (Blende) পাওয়া যায়, তাহার সহিত সীসা এবং তামা মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়।

রাজপুতানায় উদয়পুর রাজ্যে জওয়ার নামক স্থানে পূর্ব্বে দস্তা উঠিত। টডের রাজস্থান পাঠে জানা যায় যে, এক সময়ে এই স্থানের খনি হইতে ২২০০০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইত, কিন্তু রাজপুতানা গেজেটিয়ার একথা অস্বীকার করেন।

কাপ্তেন ব্রুক বলেন, খনিতে ৩।৪ ইঞ্চি মোটা ধাতুশিরা দেখা যায়। দেশীয় লোকেরা উহা সংগ্রহ করিয়া গুঁড়াইয়া জাল দিয়া দস্তা প্রস্তুত করে। ৮।৯ ইঞ্চি উচ্চ মুচিতে ঐ সকল গুঁড়া পুরিয়া মুখ আটিয়া দেয় এবং নিম্নমুখ করিয়া সারি দিয়া কয়লার আগুনে গলাইতে থাকে। ২।৩ ঘণ্টা উত্তাপ দিলে ঠিক হয়। ১৮১২।১৩ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় এই সকল খনির কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

হিমালয়পঞ্জাবে—শিগরী নামক স্থানে যথেষ্ট দস্তা পাওয়া যায়। আন্টিমনি (অঞ্জন) খনির নিকটেই দস্তা থাকে। গাড়বালের বেলার তাম্র খনিতে, সিমলার সবাথু সীসা খনিতে ও কাশ্মীরে ইহা পাওয়া যায়। জৌনসার প্রদেশে গন্ধকমিশ্রিত দস্তার খনি আছে।

আফগানিস্থানে ঘোরবন্দ উপত্যকার উত্তর অঞ্চলে ইহার খনি যথেষ্ট আছে। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে জাক (Sulphate of zinc) বলে। ইহা কিছুতে ব্যবহৃত হয় কিনা জানা যায় না।

ব্রহ্মদেশের অধীন টাভয় ও মাগু'ই দ্বীপে দস্তা পাওয়া যায়, কিন্তু উত্তরব্রহ্মে পাওয়া যায় কিনা এখন জানা যায় নাই।

সুশ্রুতে ঔষধার্থে দস্তার ব্যবহার দেখা যায় না। ভাবপ্রকাশে রঙ্গশোধনপ্রণালীর ন্যায় দস্তা বা খর্পরশোধন-প্রণালী কথিত আছে। মূত্রসম্বন্ধীয় বা মূত্রযান্ত্রিক পীড়ায়, শ্বাসপীড়ায়, ভাবপ্রকাশ দস্তা ব্যবহারের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। উঃ পঃ প্রদেশের হিন্দু হাকিমেরা পুরাতন জ্বর, গৌণ উপদংশ, পুরাতন মেহ, প্রদর প্রভৃতি রোগে দস্তা ব্যবহার করেন। মুসলমান হাকিমেরা, ঘা, ক্ষত, দগ্ধ ক্ষত বা ব্যথা-ফুলায় য়ুরোপীয় ডাক্তারদিগের ন্যায় দস্তা ব্যবহার করেন। তামিল কবিরাজেরা মাটির মুচিতে মনসা জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের (Euphorbia nerrifolia) পাতা দিয়া দস্তা জ্বাল দেয়। উভয় দ্রব্য গলিয়া গেলে অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠে। তাহার ভস্ম দুই তিন-বার অগ্নিতে শোধন করিয়া লইয়া মেহ, শুক্রক্ষয় ও অর্শরোগে ব্যবহার করেন। ভাবপ্রকাশে আছে,—

"যশদং রঙ্গ সদৃশং রীতি হেতুশ্চ তন্মতম্।
যশদং তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃৎ।
চক্ষুষ্যং পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ॥"

দস্তা ধাতুর আকৃতি ও শোধনমারণাদি সমস্ত রঙ্গের ন্যায়। জারিত দস্তা কষায়, তিক্তরস, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর, কফ, পিত্ত, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ নাশক।

ডাঃ ওয়াট তাঁহার Dictionary of Economic products of India নামক গ্রন্থে খর্পর অর্থে দস্তা (Impure calamine) বলিয়াছেন এবং ভাবপ্রকাশে তাহার উল্লেখ আছে বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু "খর্পর" ধাতু ভাবপ্রকাশ মতে উপধাতু মধ্যে গণ্য। [খর্পর দেখ।] কবিরাজ সিদ্ধেশ্বর গুপ্তের দ্রব্যার্থচন্দ্রিকা নামক আয়ুর্ব্বেদীয় অভিধানে ইহাকে, ইংরাজীতে a collyrium extracted from the Amomum Authorbiza বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কবিরাজেরা সৎনামক ধাতুকে খর্পর বলিয়া থাকেন। এই সৎধাতুতে মুসলমান রমণীরা এদেশে 'খাড়ু' নামক গহনা প্রস্তুত করে। কাংস্যকারেরা ইহাকে 'সৎ-দস্তা' বলে ও দস্তা ধাতু হইতেই উৎপন্ন বলিয়া থাকে। কাঁসারীদিগের মতে দস্তা দ্বিবিধ রূপদস্তা, ইহা পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ এবং সদ্দস্তা বা পাটা দস্তা, ইহা ধাত্বন্তর সংযোগে প্রস্তুত হয়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র মতে যশদ ধাতু বিশুদ্ধ দস্তা আর খর্পর তন্মিশ্রিত কোন ধাতু। খর্পর গন্ধকের সহিত মিলিত হইলে 'খর্পরীতুথ' হয়, ইহার নামান্তর 'রসক'। এই 'রসক' বা খর্পরীতুথ ইংরাজীতে Sulphate of zinc এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় 'খপরিয়া' নামে খ্যাত। 'রসক' বা খপরিয়া কাশ্মীরবাসী সওদাগরেরা এদেশে বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহা দেখিতে পিণ্ডবৎ সর্ষপ খোলের ন্যায় ধূসরবর্ণ ও কঠিন, ভাঙ্গিলে গুঁড়াইয়া যায়। [রসক দেখ।] রসকের প্রকার ভেদকে এদেশে 'রসমাণিক' বলে। রসক চূর্ণ করা যায়, কিন্তু খর্পর চূর্ণ

করা যায় না। "খর্পরং পত্তলীকৃত্বা" অর্থাৎ "খর্পরকে পাত করিয়া"—ইহা হইতে খর্পরকে সৎদস্তা বা পাটাদস্তা বলিতে আপত্তি হয় না। যে ধাতু আঘাত সহিতে পারে অর্থাৎ পিটিলে গুঁড়াইয়া যায় না, পাত হইয়া যায়, তাহাই মৃদু ধাতু ও মূল ধাতু। ভাবপ্রকাশ মতে "স্বর্ণং রূপ্যঞ্চ তাম্রঞ্চ রঙ্গং যশদমেবচ। সীসং লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ।" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, যশদ (দস্তা), সীস, লৌহ এই সাতটী গিরিসম্ভব মূলধাতু। এতদ্ভিন্ন যেগুলি ঘা সহিত পারে না, পিটিলে গুঁড়াইয়া যায়, সেগুলি কঠিন ও উপধাতু।

দস্তা ইংরাজী ধাতুশাস্ত্রানুসারেও মূলধাতু। ইহা দেখিতে নীলাভ-শ্বেতবর্ণ। ইহার বহির্ভাগ রূপার ন্যায় উজ্জ্বল, ইহা কঠিন, ভাঙ্গিলে স্তরবৎ সংস্থান দেখা যায়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৬·৮ গুণ। সামান্য উত্তাপে ইহা ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু ২১২° উত্তাপে ইহা নরম হইয়া ঘাতসহ হয় ও তাহা হইতে তার বা পাত প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু ৪০০° উত্তাপে ইহা আবার ভঙ্গপ্রবণ হয়। ৭৭৩° উত্তাপে গলিয়া তরল হয় এবং বহু-উত্তাপে ইহা উদ্বায়ুও হয়। দস্তা উদ্বায়ু হইয়া যে বাষ্পরাশিতে পরিণত হয়, তাহাতে বায়ু লাগিলে জ্বলিতে থাকে, আলোক অতি উজ্জ্বল হয় ও পুড়িয়া Oxide of zinc নামক মিশ্রধাতু উৎপন্ন করে। দস্তা যদি খোলা পড়িয়া থাকে, তবে বায়ু লাগিয়া তাহার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় ও সীসার মত রং হইয়া যায়। লৌহে পিত্তলে বা তামায় মরিচা ধরিলে যেমন ধাতুর হানি হয়, দস্তার তাহা হয় না।

বিক্রয়ার্থ যে দস্তা পাওয়া যায়, তাহাতে সীসা, লোহা, অঙ্গার, সেঁকো ও তামা মিশ্রিত থাকে। দস্তা হইতে অম্লজান যোগে দেখিতে পশমের ন্যায় Protonide of zinc বা ফুলদস্তা (Flowers of zinc), ক্ষারধাতুযোগে দেখিতে কাঁচকড়ার ন্যায় Hydrated oxide of zinc, Sulphate of zinc (শ্বেততুতে), Carbonate of zinc, Chloride of zinc (Butter of zinc বা মাখনবৎ দস্তা), গন্ধকের সহিত যোগে (Sulphate of zinc-blend), তামার সহিত (Brass) বা পিত্তল, রূপদস্তা (German silver) প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

এই ধাতুতে লৌহের পাত কলাই করিয়া গৃহাদির ছাদ করে। জলের কলের নল, টেলিগ্রাফের তার প্রভৃতিও ইহা দ্বারা কলাই করা হয়। ইহা গলাইয়া নানা বাসন, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, মূর্ত্তি, পুত্তলিকা প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা লৌহাদির বস্তুতে দিবার জন্য শ্বেতবর্ণ তৈলাক্ত রঙ্গ প্রস্তুত হয়। এদেশে মুসলমানগণের ব্যবহার্থ অল্প দামের গুড়গুড়ি, রেকাব, গেলাস, বাটী ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। স্পেলটার বা দস্তার বড় বড় পাত বা চাদরে বাড়ীর ছাদের নর্দ্দমার নল, বেড়া, বা যে যে কার্য্যে টিন ব্যবহৃত হয়, তত্তৎস্থলে বেশী দিন স্থায়ী করিতে হইলে, স্পেলটার বা দস্তা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে জাহাজের তলা মোড়াই করা হয়। ইহা গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া নানাবিধ দ্রব্য নির্ম্মিত হইতে পারে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে, য়ুরোপের প্রুসিয়া, বেলজিয়ম ও হলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দস্তা উৎপন্ন হয়।

য়ুরোপে ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্বে দস্তা উৎপন্ন হইত না। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে (False silver) নামক এক ধাতুর উল্লেখ আছে। অনেকে ইহাকে দস্তা বলিয়া অনুমান করেন মাত্র। ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজেরা ভারতবর্ষ ও চীন হইতে স্পেলটার ও তুতেনাগ নামে দস্তা লইয়া য়ুরোপে বিক্রয় করিত। তখন পিত্তল প্রস্তুত ভিন্ন ইহার আর কোন ব্যবহার ছিলনা বা দস্তা যে একটী স্বতন্ত্র ধাতু, তাহাও জানিত না। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সিলভিষ্টার নামে এক ব্যক্তি প্রথম দস্তার পেটেণ্ট প্রাপ্ত হন। আমেরিকার নিউজারসি নামক স্থানের Red zinc বা রক্তবর্ণ দস্তাখনিই ভুবনবিখ্যাত।

দস্তার সাহায্যে Zincograph নামক এক প্রকার ছবি প্রস্তুতের প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা কাগজে ফটোগ্রাফের ন্যায় ছবি প্রস্তুত হয়। লিথোগ্রাফে যেমন পাথরে ছবি আঁকিতে হয়, ইহাতে তেমনি জিঙ্কপ্লেটে আঁকিতে হয়। Zinc Ethyl নামক এক প্রকার তরল ধাতুও ইহা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা বায়ু লাগিলে জ্বলিয়া উঠে ও অতি কড়া গন্ধ বাহির হয়। ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড নামক এক ব্যক্তি ইহা প্রথম প্রস্তুত করেন।

দস্তা হইতে ডাক্তার মহাশয়েরা নানারূপ তরল, চূর্ণ ও ঘৃতবৎ পদার্থ প্রস্তুত করিয়া নানারূপ রোগে ব্যবহার করেন। দস্তার রোগোপশমতা সর্ব্বদেশের চিকিৎসাশাস্ত্রেই দেখা যায়।

দস্তানা (পারসী) হস্তাবরণী, অঙ্গুলিত্র, হস্তে পরিধেয় পরিচ্ছদ বিশেষ।

দস্তুর (পারসী) রীতি, ধারা, নিয়ম, পদ্ধতি।

দস্তুরী (পারসী) নগদ মূল্য প্রদান জন্য প্রাপ্য টাকা, দালালী, দ্রব্য বিক্রয়কালীন ক্রেতার ভৃত্য বিক্রেতার নিকট যাহা পায়, তাহাকে দস্তুরী কহে।

দস্যু (পুং) দস্যতি উৎক্ষিপতি দক্ষিণাদিকমিতি দস-যুক্ (ইষিযুধিন্ধিদসিশ্যেতি। উণ্ ১।১৪৪) ১ উপক্ষেপক।

"পুরুণি দস্মো নিরিনাতি ব্যজৈঃ" (ঋক্ ১।১৪৮।৪) 'দস্ম উপক্ষপয়িতা' (সায়ণ) দস দর্শনে কর্ম্মণি মক্। ২ দর্শনীয়।

"রাজেব দস্ম মিষদোঽষি বর্হিষি" (ঋক্ ১০।৪৩।২) 'হে দস্ম দর্শনীয়েন্দ্র' (সায়ণ) ৩ যজমান। ৪ চৌর। ৫ হুতাশন। (মেদিনী) ৬ খল। (শব্দর°)

দস্মৎ (ত্রি) দসি দংসন দর্শনয়োঃ, ততো মক্ দস্মমিত্যত্র মকারস্ত বর্ণব্যাপত্ত্যা তকারঃ। দর্শনীয়। "বীতয়ে দস্মৎ কৃণোত্যধ্বরং।" (ঋক্ ১।৭৪।৪) 'যজ্ঞং দস্মৎ সর্ব্বৈর্দর্শনীয়ং' (সায়ণ)

দস্মবর্চ্চস্ (ত্রি) দস্মং বর্চ্চঃ যস্য। দর্শনীয়তেজা। "জুজোষ-দিন্দ্রোদস্মবর্চ্চাঃ"(ঋক্ ১।১৭৩।৪)'দস্মবর্চ্চাঃ দর্শনীয়তেজাঃ'(সায়ণ)

দস্ম্য (ত্রি) দস্ম স্বার্থে যৎ। দর্শনীয়। "ঋক্ষায় দস্ম্যং বচঃ" (ঋক্ ৮।২৪।২০)

দস্যবেসহ (পুং) উপদ্রব হেতু চোরের অভিভাবক। "বৃহ-দ্রথং জুর্ব্বীতি দস্যবেসহঃ" (ঋক্ ১।৩৬।১৮) 'দস্যবেসহঃ অস্ম-দুপদ্রবহেতোশ্চোরস্যাভিভবিতা' (সায়ণ)

দস্যু (পুং) দস্যতি পরস্বান্ নাশয়তীতি দশ-যুচ্ (যজি মনি শুন্ধিদসিজনিভ্যোযুচ্। উণ্ ৩।২০)। ১ মহাসাহসিক, ডাকাইত। ২ খল। ৩ চৌর।

"বিক্রোশন্ত্যো যস্য রাষ্ট্রাদ্ধ্রিয়ন্তে দস্যুভিঃপ্রজাঃ।
সংপশ্যতঃ সভৃত্যস্য মৃতঃ স নতু জীবতি॥" (মনু ৭।১৪৩)

ব্রাহ্মণাদিবর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদিকারণে যাহারা বাহ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, সাধুভাষীই হউক, আর ম্লেচ্ছভাষীই হউক, উহারা দস্যু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিজবিগর্হিত কর্ম্ম ইহাদের জীবিকা। দস্যু জাতি কর্ত্তৃক আয়োগব স্ত্রীগর্ভে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, ইহারা সৈরিন্ধ্র নামে খ্যাত হয়; এই জাতি কেশরচনাদি কার্য্যে সুচতুর, ইহারা প্রকৃত দাস নহে, তথাপি দাসকার্য্যোপজীবী এবং পাশদ্বারা মৃগাদি বধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। (মনু ১০।৩১) ৫ কর্ম্মবর্জ্জিত। "গর্দ্ধতে দস্যুজূতায় স্তবান্" (ঋক্ ৩।২৪।৮) 'দস্যুজূতায় কর্ম্মবর্জ্জিতৈঃ প্রেরিতায়' (সায়ণ) (ত্রি) ৬ উপক্ষেপক। (পুং) ৭ অসুর।

"চেতন্তে দস্যু তর্হণা" (ঋক্ ৯।৪৭।২)

।*। ঋক্‌সংহিতায় অনেক মন্ত্রে দস্যু শব্দের উল্লেখ আছে। কোন কোন স্থলে দস্যু শব্দ পাঠে বোধ হয়, আর্য্য হইতে ভিন্ন কোন জাতি দস্যু বা দাস নামে অভিহিত ছিল, তাহারা আর্য্য জাতির পূর্ব্বে ভারতের নানাস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া ছিল, বহুসংখ্যক গ্রাম নগরাদি পত্তন করিয়াছিল, তাহাদের বাহুবলে আর্য্যগণ অনেক সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিল, অনেক সময় তাহারাই অসুর প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া-ছিল;—ইন্দ্র যেন তাহাদেরই উচ্ছেদ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর্য্যগণের প্রভাবে সেই 'অনাস' দস্যুগণ পরাজিত হইয়া কেহ বন জঙ্গলে দূর দেশে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, কেহ বা আর্য্যগণের অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক আর্য্যের সংস্রবে ক্রমে আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত মন্ত্রে দস্যুর সহিত আর্য্য জাতির কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, জানিতে পারা যায়।

"ত্বং হ নু ত্যদ্ অদময়ো দস্যূঁরেকঃ কৃষ্টীরবনোরার্য্যায়।" (ঋক্ ৬।১৮।৩)

হে ইন্দ্র! তুমি দস্যুদিগকে শীঘ্র স্ববশে আনিয়াছ; তুমিই আর্য্যদিগকে পুত্রদাসাদি দিয়াছ।

"বিশ্বস্মাৎ সীমধমানিন্দ্র দস্যূন্ বিশো দাসীরকৃণোরপ্রশস্তাঃ।" (৫।২৮।৪)

হে ইন্দ্র! তুমি এই দস্যুদিগকে সমস্ত (সদ্‌গুণ) হইতে বঞ্চিত করিয়াছ! তুমি দাস মনুষ্যদিগকে নিন্দনীয় করিয়াছ।

"অন্যব্রতং অমানুষং অযজ্বানং অদেবয়ুম্।
অব স্বঃ সখা দুধুবীত পর্ব্বতঃ সুঘ্নায় দস্যুং পর্ব্বতঃ॥" (ঋক্ ৮।৫৯।১০)

আমাদের মিত্র পর্ব্বত কঠোর আঘাতে ঊর্দ্ধ হইতে দস্যুকে নিপাতিত করুক, যে ভিন্নব্রতাবলম্বী, যাহার মনুষ্যত্ব নাই, যে যাগযজ্ঞাদি করে না, অথবা দেবতাদিগকেও মানে না।

"আ ন ইন্দ্র পৃক্ষসে অস্মাকং ব্রহ্ম উদ্যতম্।
তৎ ত্বা যাচামহে অবঃ শুষ্ণং যদ্ হন্নমানুষম্॥
অকর্ম্মা দস্যুরভি নো অমন্তুরন্যব্রতো অমানুষঃ।
ত্বং তস্যামিত্রহন্ বধর্দাসস্য দম্ভয়॥" (ঋক্ ১০।২২।৭-৮)

হে ইন্দ্র! আমরা এই যজ্ঞের সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছি, যতক্ষণ না তৃপ্তি হয়, ভক্ষণ কর। আমরা তোমার নিকট অন্ন প্রার্থনা করি, আর এরূপ বল চাই, যাহাতে অমানুষকে বিনাশ করিতে পারি। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দস্যু আছে, তাহারা যাগযজ্ঞাদি করে না, কিছু মানে না, তাহাদের কার্য্য স্বতন্ত্র, তাহারা মানুষের মধ্যেই নয়। হে অমিত্রহা! তাহা-দিগকে বধ কর। সেই দাসকে হিংসা কর।

"প্র অন্যচ্চক্রমবৃহঃ সূর্য্যস্য কুৎসায় অন্যদ বরিবো যাতবেঽকঃ।
অনাসো দস্যূন্ অমৃণো বধেন নি দুর্য্যোণে আবৃণঙ্ মৃধ্রবাচঃ॥" (ঋক্ ৫।২৯।১০)

হে ইন্দ্র! তুমি পূর্ব্বে সূর্য্যের একখানি রথচক্র ছেদন করিয়াছিলে, অপর এক ধন লাভের জন্য কুৎসকে দিয়াছিলে, তুমি বজ্র দ্বারা মুখসৌন্দর্য্যহীন অর্থাৎ নাসিকারহিত দস্যু-দিগকে হতবুদ্ধি করিয়া যুদ্ধে বধ করিয়াছিলে।

"নি অক্রতূন্ গ্রথিনো মৃধ্রবাচঃ পণীঁরশ্রদ্ধাঁ অবৃধাঁ অযজ্ঞান্।
প্রপ্র তান্ দস্যূঁরগ্নির্বিবায় পূর্ব্বশ্চকারাপরাঁ অযজ্যূন্॥" (ঋক্ ৭।৬।৩)

যজ্ঞহীন, জল্পক, হিংসিতবাক্, শ্রদ্ধাহীন, বৃদ্ধিশূন্য, পণি নামক যজ্ঞরহিত দস্যুগণকে দূর করুন্। অগ্নি প্রধান হইয়া যাহারা যজ্ঞ করে না, তাহাদিগকে হেয় করুন।

"ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধূনুতম্।
সাকমেকেন কর্ম্মণা।" (ঋক্ ৩।১২।৬)

হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমরা এক উদ্যোগেই দাসগণের নবতি সংখ্যক পুরী কম্পিত করিয়াছিলে।

"ত্বং শতান্যব শম্বরস্য পুরো জঘন্থাপ্রতীনি দস্যোঃ।"

তুমি দস্যু শম্বরের শতাধিক অপ্রতিম পুরী ধ্বংস করিয়াছ।

"প্রতি যদস্য বজ্রং বাহ্বো র্ধুর্হত্বী দস্যূন্ পুর আয়সীনিতারীৎ।" (২।২০।৮)

যখন তাঁহার হস্তে বজ্র দেওয়া হইয়াছিল, তখন তিনি তাহা দিয়া দস্যুগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

"উত দাসং কৌলিতরং বৃহতঃ পর্ব্বতাদধি।
অবাহন্নিন্দ্র শম্বরম্। (৪।৩০।১৪)

হে ইন্দ্র! তুমি কুলিতরের অপত্য দাস শম্বরকে বৃহৎ পর্ব্বতের উপরে নিম্নমুখ করিয়া বিনাশ করিয়াছিলে।

"অত্র দাসস্য নমুচেঃ শিরো যদবর্ত্তয়ো মনবে গাতুমিচ্ছন্।" (৫।৩০।৭)

তুমি এই যুদ্ধে মনুষ্যের সুখবর্দ্ধনার্থ দাস নমুচির মস্তক চূর্ণ করিয়াছ।

"স্ত্রিয়ো হি দাস আয়ুধানি চক্রে কিং মা করন্নবলা অস্য সেনাঃ।
অন্তর্হি অখ্যদুভে অস্য ধেনে অথোপ প্রৈদ্ যুধয়ে দস্যুমিন্দ্রঃ॥" (৫।৩০।৯।

দাস স্ত্রীদিগকে নিজের অস্ত্র স্বরূপ করিয়াছিল, ইহার অবলা সেনাগণ আমার কি করিবে? (এই ভাবিয়া) ইন্দ্র তাহার দুইটী প্রিয়তমা স্ত্রীকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিয়া পশ্চাৎ সেই দস্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন।

বৃত্র, শম্বর ও নমুচি প্রভৃতির দাস, দস্যু ও অসুর এই তিন আখ্যায়ই বেদে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে ঐ তিন শব্দই বৈদিক যুগে এক জাতিবোধক ছিল বলিয়াই বোধ হয়।*
[নমুচি, শম্বর ও বৃত্র দেখ।]

ছান্দোগ্যোপনিষদে দস্যু বা অসুরজাতিসম্বন্ধে লিখিত আছে—

"তস্মাদপি হ্যদ্যেহ অদদানং অশ্রদ্দধানং অযজমানং আহুরাসুরো বতেতি। অসুরাণাং হ্যেষোপনিষৎ প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেন অলঙ্কারেণেতি সংস্কুর্বন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে।"

* সায়ণ কিন্তু দাস শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'দাসং কর্ম্মং শূন্যং ক্রিয়াং যথা দাসমুপক্ষপরিত্যাং অধরং নিকৃষ্টমধরম্।'

সেই জন্য আজও যে ব্যক্তি দানহীন, শ্রদ্ধাহীন বা যজ্ঞহীন, তাহাকে আসুর বা অসুরধর্ম্মা বলা হইয়া থাকে। অসুরদিগের ইহাই সনাতন ধর্ম্ম—তাহারা শবদেহ অর্থ, বসন ও অলঙ্কার দ্বারা সাজাইয়া থাকে; তাহারা মনে করে যে এইরূপ কার্য্য করিতে পারিলেই বুঝি এই লোকের পুরুষার্থ সিদ্ধ হইল।

বাস্তবিক ভারতীয় অসভ্য ও ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে উক্ত প্রথা এখনও প্রচলিত আছে।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"অন্তান্ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি ত এতেঽন্ধ্রাঃ
পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মুতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি।
বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।" (৭।১৮)

তোমার বংশীয়গণ ভ্রষ্ট হইবে। ইহারাই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ এবং মুতিব ইত্যাদি উত্তরদিগ্‌বাসী অনেক জাতি। বিশ্বামিত্র হইতেই দস্যুগণ উৎপন্ন হইয়াছে।

মনুসংহিতার (১০।৪৫) মতে—

"মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥"

কুল্লূক টীকায় লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং ক্রিয়ালোপাদিনা যা জাতয়ো বাহ্যা জাতা ম্লেচ্ছভাষাযুক্তা আর্য্যভাষোপেতা বা তে দস্যবঃ সর্ব্বে স্মৃতাঃ।"

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি হেতু যাহারা জাতিচ্যুত হইয়াছে, ম্লেচ্ছভাষীই হউক, আর আর্য্যভাষী হউক, তাহারা সকলে দস্যু বলিয়া গণ্য।

মহাভারতে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে—

"দরদান্ সহ কাম্বোজৈরজয়ৎ পাকশাসনিঃ।
প্রাগুত্তরাং দিশং যে চ বসন্ত্যাশ্রিত্য দস্যবঃ॥"

অর্জ্জুন দরদদিগের সহিত কাম্বোজ ও উত্তরপূর্ব্বে যে সকল দস্যুজাতি বাস করিত, তাহাদিগকে জয় করিয়াছিলেন।

দ্রোণপর্ব্বে শ্মশ্রুযুক্ত দস্যু জাতির উল্লেখ আছে—

"দস্যূনাং স শিরস্ত্রাণৈঃ শিরোভির্লূনমূর্দ্ধজৈঃ।
দীর্ঘকূর্চ্চৈর্মহী কীর্ণা বিবর্হৈরণ্ডজৈরিব॥"

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ১৬৮ অধ্যায়ে দস্যুসম্বন্ধে এই রূপ ইতিহাস আছে—

ভীষ্ম উবাচ।

"হন্ত তে বর্ত্তয়িষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।
উদীচ্যাং দিশি যদ্বৃত্তং ম্লেচ্ছেষু মনুজাধিপ॥

ব্রাহ্মণো মধ্যদেশীয়ং কশ্চিদ্বৈ ব্রহ্মবর্জ্জিতম্।
গ্রামং বৃদ্ধিযুতং বীক্ষ্য প্রাবিশদ্ ভৈক্ষকাংক্ষয়া॥
তত্র দস্যুর্ধনযুতঃ সর্ব্ববর্ণবিশেষবিৎ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ দানে চ নিরতোঽভবৎ॥
তস্য ক্ষয়মুপাগম্য ততো ভিক্ষামযাচত।
গৌতমঃ সন্নিকর্ষেণ দস্যুভিঃ সমতামিয়াৎ॥
তথা তু বসতস্তস্য দস্যুগ্রামে সুখং তদা।
কিমিদং কুরুষে মোহাদ্‌বিপ্রস্ত্বং হি কুলোদ্বহঃ॥
মধ্যদেশপরিজ্ঞাতো দস্যুভাবং গতঃ কথম্।"

ভীষ্ম কহিলেন, আমি তোমাকে একটী পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি, উত্তরদিকে ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল। মধ্যদেশীয় এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণহীন অথচ সমৃদ্ধিশালী এক গ্রাম দেখিয়া ভিক্ষার আশায় তথায় প্রবেশ করেন। তথায় সকল বর্ণের সম্মানজ্ঞ, ধর্ম্মশীল, সত্যবাদী ও দাননিরত এক ধনী দস্যু বাস করিত। ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। (সেই ব্রাহ্মণ) গৌতম দস্যুদিগের নিকটে থাকিয়া ক্রমে তাহাদের মত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে সুখে তিনি দস্যুগ্রামে বাস করিতে থাকেন, ইত্যবসরে আর এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি মোহান্ধ হইয়া একি করিতেছ? উত্তম মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণ-বংশে তোমার জন্ম। তুমি কিরূপে এই দস্যুভাব প্রাপ্ত হইলে?

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হইতেছে, দস্যুজাতি ম্লেচ্ছ বলিয়া গণ্য ছিল, তাঁহাদের সহিত বসবাস ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত হেয় বলিয়া গণ্য হইত।

শান্তিপর্ব্বে ৬৫ অধ্যায়ে দস্যুদিগের কর্ত্তব্য এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

"মাতাপিত্রোর্হি শুশ্রূষা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদস্যুভিঃ।
আচার্য্যগুরুশুশ্রূষা তথৈবাশ্রমবাসিনঃ॥
ভূমিপানাঞ্চ শুশ্রূষা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদস্যুভিঃ।
বেদধর্ম্মক্রিয়াশ্চৈব তেষাং ধর্ম্মো বিধীয়তে॥
পিতৃযজ্ঞাস্তথা কূপাঃ প্রপাশ্চ শয়নানি চ।
দানানি চ যথাকালং দ্বিজেভ্যো বিসৃজেৎ সদা॥
অহিংসা সত্যমক্রোধো বৃত্তিদায়ানুপালনম্।
ভরণং পুত্রদারাণাং শৌচমদ্রোহএব চ॥
দক্ষিণা সর্ব্বযজ্ঞানাং দাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
পাকযজ্ঞা মহার্হাশ্চ দাতব্যাঃ সর্ব্বদস্যুভিঃ॥
এতান্যেবম্প্রকারাণি বিহিতানি পুরাঽনঘ।
সর্ব্বলোকস্য কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানীহ পার্থিব॥

মান্ধাতোবাচ।
দৃশ্যন্তে মানুষে লোকে সর্ব্ববর্ণেষু দস্যবঃ।
লিঙ্গান্তরে বর্ত্তমানা আশ্রমেষু চতুর্ষ্বপি॥"

মাতা, পিতা, আচার্য্য, গুরু ও ভূমিপালের সেবা সকল দস্যুরই কর্ত্তব্য। বেদানুসারে ধর্ম্মকার্য্য করাই তাহাদের ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত। পিতৃযজ্ঞ, কূপ, জলসত্র, শয়ন এবং যথা-কালে ব্রাহ্মণদিগকে দান, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, বৃত্তি, জ্ঞাতিপালন, পুত্রভার্য্যাদির ভরণপোষণ, শৌচ, অদ্রোহ, সকল যজ্ঞে দক্ষিণাদান ও পাকযজ্ঞাদি সকল দস্যুরই দেয়। পুরাকালে এইরূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সকল লোকেরই এইরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য। মান্ধাতা কহিলেন, সকল বর্ণের মানুষ মধ্যে দস্যু দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া চারি আশ্রমেই বর্ত্তমান আছে।

দস্যুজূত (ত্রি) দস্যুভি র্জূতঃ। দস্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত, যাহারা দস্যুদিগের দ্বারা কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।
"ন শর্ধতে দস্যুজূতায় স্তবান।" (ঋক্ ৬।২৪।৮) 'দস্যুজূতায় কর্ম্মবর্জ্জিতৈঃ প্রেরিতায়।' (সায়ণ)

দস্যুতর্হণ (ত্রি) দস্যুদিগের দমনকর্ত্তা।
"কর্ত্তা চেতন্তে দস্যুতর্হণা।" (ঋক্ ৯।৪৭।২)

দস্যুভয় (পুং) দস্যূনাং ভয়ঃ। চৌরভয়, ডাকাইতের উপদ্রব।

দস্যুবৃত্তি (স্ত্রী) দস্যূনাং বৃত্তিঃ। চৌর্য্য, ডাকাইতি।

দস্যুসাৎ (অব্য) দস্যূনামধীনং ভবতি সম্পদ্যতে বা সাতি। তস্করাধীন।
"অস্মাশ্চাকাল এবস্যু র্লোকোঽয়ং দস্যুসাদ্ভবেৎ।
পতেয়ুর্নরকং ঘোরং যদি রাজা ন পালয়েৎ।"
(ভারত শান্তিপ° ৬৮ অ°)

দস্যুহত্য (ক্লী) দস্যূনাং হত্যা যত্র। দস্যুদিগের হনন দ্বারা যুক্ত সংগ্রাম, যে সংগ্রামে দস্যু হত হয়। "প্র-ঋজিশ্বানং দস্যুহত্যেষ্বাবিথ" (ঋক্ ১।৫১।৫) 'দস্যুহত্যেষু দস্যূনা-মুপক্ষপয়িতৃণাং হননেন যুক্তেষু সংগ্রামেষু। যদ্বা দস্যূনাং হননে নিমিত্তভূতেষু' (সায়ণ)

দস্যুহন্ (ত্রি) দস্যুং হন্তি হন্-ক্বিপ্। অসুরবিঘাতক ইন্দ্র।
"স বজ্রভৃদ্দস্যুহা ভীমঃ" (ঋক্ ১।১০০।১২) 'দস্যুহা দস্যূনাং উপক্ষপয়িতৃণাং অসুরাণাং হন্তা' (সায়ণ)

দস্র (পুং) দস্যতি উৎক্ষিপতি পাংশূনিতি দস-রক্ (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ১ খর, গর্দ্দভ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। দস্যতি রোগান্ ক্ষিপতি দস উপক্ষেপে রক্। ২ অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, এই অর্থে এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। ৩ দ্বিত্ব সংখ্যা।

৪ দ্বিত্ব সংখ্যায়। ৫ অশ্বিনীনক্ষত্র, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হেতু দস্র শব্দে অশ্বিনীনক্ষত্রকে বুঝায়। ৬ দর্শনীয়।

"দস্রা জঠরং পৃণেতাং" (ঋক্ ৬।৬১।৭) 'দস্রা হে দর্শনীয়া বিষ্ণাবিষ্ণূ' (সায়ণ) অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ-বাচী হইলে এই শব্দ একবচনান্ত হয়।

"নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনীসুতৌ॥" (হরিবং ৯।৫৩)

৭ হিংস্র। (ক্লী) ৮ শিশির।

দস্রদেবতা (স্ত্রী) দস্রৌ অশ্বিনৌ অধিষ্ঠাতৃদেবতা যস্যাঃ। অশ্বিনীনক্ষত্র। (হেম ২।২২)

দস্রসূ (স্ত্রী) দস্রৌ অশ্বিনৌ সুতে সূ-কিপ্। সংজ্ঞা, ইনি সূর্য্যের পত্নী, ইঁহার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্ম গ্রহণ করেন।

দহ (দেশজ) ১ নদীর অতি গভীর স্থান। ২ দগ্ধ হওয়া।

দহকামল, বৃন্দাবনের একটী গ্রাম। এইস্থান শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান। (শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত)

দহদহা (স্ত্রী) কুমারানুচরমাতৃভেদ। (ভারত শান্তি° ৪৭ অ°)

দহন (পুং) দহতীতি দহ-ল্যু। ১ অগ্নি। ২ চিত্রক বৃক্ষ। ৩ ভল্লাতক। ৪ দুষ্টচেতা (পুং স্ত্রী) ৫ কপোত। (ত্রি) ৬ দাহকমাত্র। (পুং) ৭ রুদ্রভেদ। (ভারত ১।৬৬।৩) ৮ কৃত্তিকানক্ষত্র। "দহনবিধিশতাখ্যা মৈত্রভং সৌম্যবারে" (জ্যোতিস্তত্ত্ব) দহ ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ৯ দাহ, ভস্ম করা, পোড়ান।

"ইতরো দহনে স্বকর্ম্মণাং ববৃতে জ্ঞানময়েন বহ্নিনা।" (রঘু ৮।২০)

দহনকেতন (পুং ক্লী) দহনস্য কেতনং ধ্বজইব। ধূম। (হেম)

দহনপ্লুষ্ট (ত্রি) দহনাদিব প্লুষ্টং প্লোষণং যস্মাৎ। বৈদ্যক প্রসিদ্ধ পদার্থ, বেলেস্তারা (Blister), ইহা দেহে প্রদান করিলে অগ্নির ন্যায় প্লোষণ অর্থাৎ ফোস্কা পড়ে।

দহনপ্রিয়া (স্ত্রী) দহনস্য অগ্নেঃ প্রিয়া ৬তৎ। স্বাহাদেবী, অগ্নিপ্রিয়া।

দহনবহুল (পুং) অগ্নি। 'বর্হিজ্যোতির্দহনবহুলো হব্যবাহো-হনলোহগ্নিঃ' (হেম ৩।১৬৫)

দহনবিটপী (স্ত্রী) লাঙ্গলিকা, ঈষ-লাঙ্গলাগাছ।

দহনর্ক্ষ (ক্লী) দহনং নাম ঋক্ষং। কৃত্তিকানক্ষত্র।

"যদা বিশাখাসু মহেন্দ্রমন্ত্রী সুতশ্চ ভানোর্দহনর্ক্ষযাতঃ।" (বৃহৎস° ১০।১৬)

দহনসারথি (পুং) দহনস্য সারথিঃ ৬তৎ। বায়ু।

দহনাগুরু (ক্লী) দহনায় অগুরু। দাহাগুরু, সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

দহনারাতি (পুং) দহনস্য অগ্নেঃ অরাতি শত্রুঃ। জল, অগ্নিতে জল দিলে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, এইজন্য ইহাকে দহনারাতি কহে।

দহনীয় (ত্রি) দহ্যতে দহ-অনীয়র্। দাহ্য, দহনার্হ।

দহনোপল (পুং) দহনায় বহ্ন্যুৎপাদনায় য উপলঃ প্রস্তর-খণ্ডঃ। সূর্য্যকান্ত মণি। এই মণিতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে অগ্ন্যুৎপত্তি হয়, এইজন্য ইহার নাম দহনোপল হইয়াছে। কোন স্থলে দহনোপম এইরূপ পাঠ দেখা যায়, দহন উপমা যস্য। ইহারও অর্থ সূর্য্যকান্তমণি।

দহনোল্কা (স্ত্রী) দহনস্য উল্কা ৬তৎ। অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ রূপ উল্কা।

দহর (পুং) দহ-অর। ১ মূষিকা, মুচি। ২ স্বল্প। ৩ ভ্রাতা, ভাই। ৪ বালক। (ক্লী) ৫ অতি সূক্ষ্ম। ৬ দুর্বোধ। "অথ যদিদং দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরো২স্মিন্নন্তরাকাশ স্তস্মিন্" (ছান্দোগ্য° উং) ৭ নরক। ৮ বরুণ।

দহরপৃষ্ঠ (ক্লী) তৈত্তিরীয় সংহিতার অংশবিশেষ।

দহরসূত্র (ক্লী) বৌদ্ধদিগের গ্রন্থ বা সূত্রবিশেষ।

দহরম্ মহরম্ (দেশজ) বন্ধুতা, প্রণয়।

দহরাকাশ (পুং) দহরং আকাশঃ কর্ম্মধা°। চিদাকাশ, ঈশ্বর।

দহ্যমান (ত্রি) দহ কর্ম্মণি শানচ্। যাহা দগ্ধ হইতেছে।

দহ্র (পুং) দহতীতি, দহ-রক্। (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১০) দাবানল, দাবাগ্নি। ২ অগ্নি। ৩ নরক। ৪ বরুণ। ৫ হৃদয়াকাশ।

"আন্বীক্ষিকী ত্রয়ীবার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথৈবচ
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবো হ্যস্য দহ্রতঃ॥" (ভাগ° ৩।১২।৪৪)

'দহ্রতঃ হৃদয়াকাশাৎ' (শ্রীধরস্বামী) ৬ জঠর। (ভাগ° ৪।১।২৬)

দহ্রাগ্নি (পুং) দহ্রস্য অগ্নিঃ। জঠরাগ্নি।

দা (স্ত্রী) দা-কিপ্। ১ দান। ২ রক্ষা। ৩ ছেদ। ৫ উপতাপ, উত্তাপ। (দেশজ) ৬ গৃহকার্য্যে ব্যবহৃত অস্ত্রবিশেষ, কাটারি।

দাই (দেশজ) ধাত্রী।

দাঈ (আরবী) ১ আয়া (Milk-nurse)। ২ ধাত্রী।

দাউক, জলচর পক্ষীবিশেষ। (Gallimula Madraspatana)

দাউদ (দেশজ) ১ দদ্রুরোগ। [দদ্রু দেখ।] ২ বাইবেলোক্ত দেভিদ্ (David.) [দায়ুদ দেখ।]

দাউদখাঁ, (দায়ুদশা) যখন সেরশা-বংশীয় ইসলামশা দিল্লীর সম্রাট্, সেই সময় বাঙ্গালার সুরবংশীয় শেষ নবাব গায়স্-উদ্দীন্‌কে ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে বিনাশ করিয়া সুলেমান নামক করাণীবংশীয় পাঠান বাঙ্গালার অধিপতি হন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে সুলেমান করাণীর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বয়াজিদ রাজা হন। পর বৎসর বয়াজিদকে বিনষ্ট করিয়া পাঠান-সর্দ্দারেরা বয়াজিদের

কনিষ্ঠ দাউদকে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। দাউদ রাজ্যভার লইয়াই দেখিলেন ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ২০,০০০ কামান ও ৩,৬০০ হস্তী আছে। এই সময় গৌড়নগরের পরপারে তাহার রাজধানী ছিল। দাউদ নিজ সৈন্যবল দেখিয়া বিহারে সর্ব্বত্র নিজ নামে খুৎবা পড়িতে আদেশ দিলেন। প্রথম যুদ্ধযাত্রা করিয়াই দাউদ গাজিপুরের সন্নিহিত জমানিয়া নামক মোগল-দুর্গ অধিকার করিলেন, এ সময়ে দিল্লীতে অক্বর সম্রাট্ ছিলেন। দাউদের বিবরণ শুনিয়া অক্বর তাঁহার বিরুদ্ধে প্রধান সেনাপতি মুনইম্ খাঁ ও রাজা টোডরমলকে পাঠান্। মুনইম্ পাটনা অধিকার করিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন। দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। পথে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী মোগলমারী (তুকারো) নামক স্থানে মোগল ও পাঠানসৈন্যের যুদ্ধ হয় (১৫৭৫ খৃঃ অঃ); প্রথমে পাঠানদিগের জয়ের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু টোডরমলের গুণে শেষে মোগলেরা জয়ী হয়। দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। মোগলেরা অনুসরণ করিলে কটকের নিকট দাউদ আত্মসমর্পণ করেন। মোগলেরা তাঁহাকে কটকের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। মুনইম্ খাঁ ফিরিয়া আসিয়া তাণ্ডা হইতে গৌড়ে রাজধানী পুনরায় তুলিয়া আনেন। মুনইম্ নিজে বাঙ্গালা শাসন করিতে লাগিলেন। এই সময় গৌড়ে মারীভয় হয়। সেই মারীভয়ে মুনইম্ খাঁর মৃত্যু হইল। বাঙ্গালা মোগলরাজ্যভুক্ত হইল, গৌড়নগরও অরণ্যে পরিণত হইতে লাগিল। মুনইমের মৃত্যু শুনিয়া দাউদ কটক হইতে বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন। মোগলসম্রাট্ হোসেন কুলিখাঁকে সেনাপতি করিয়া রাজা টোডরমল্লের সঙ্গে দাউদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। রাজমহলের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হয়। দাউদ বিনষ্ট হন। যুদ্ধে মোগলেরা জয়ী হইয়া (১৫৭৫ খৃঃ অব্দে) দাউদের ছিন্নমস্তক অক্বরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হোসেনকুলি খাঁই বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইলেন।

দাউদনগর, গয়া জেলার আরঙ্গাবাদ উপবিভাগের প্রধান সহর। ইহা ২৫° ২´৩৯´´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৪° ২৬´৩৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় শোণনদীর তীরে অবস্থিত। সহরের পথঘাট ভাল নহে। দাউদ খাঁর প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার নামে খ্যাত সরাই এই সহরের প্রধান অট্টালিকা। সম্ভবতঃ ইহা দুর্গরূপে ব্যবহারের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ছোট একটী ইমামবাড়া ও ব্যবসায়ের উপযুক্ত চৌতরা নামক চকবাটী বিখ্যাত। এখানে কাপড়, মোটা কার্পেট (গালিচা) ও কম্বল প্রস্তুত হয়। দাউদনগরের ৪ মাইল দূরে গয়ার রাস্তার উপর একটী সুন্দর কারুকার্য্যখোদিত মন্দির আছে।

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে এই নগরের এইরূপ উল্লেখ আছে;—

"শোণনদপার্শ্বভাগে গয়াদেশে দ্বিজোত্তমাঃ।
দাহুদনগরং ভাবি কলিকালে বিশেষতঃ॥ ২১॥
দাহুদাখ্যশ্চ যবনো শাপাৎ ভ্রষ্টশ্চ কীকটে।
তেনৈব স্থাপিতব্যশ্চ গ্রামঃ সর্ব্বজনাস্পদঃ॥ ২২॥
যুগসায়ং দাহুদে চ যুদ্ধং ভাবি পরস্পরং।
স তের্যবনৈঃ শাকং বিপ্রাঃ সংবৎসরাবধিঃ॥ ২৩॥
কীকটৈস্তু প্রার্থনায়াং সমতা ভাবিনীদ্বয়োঃ।
শোণস্ত তোয়ং পাস্তন্তি সততং দাহুদপ্রজাঃ॥ ২৪॥
দশবর্ষ সহস্রাণি গমিষ্যন্তি কলের্যদা।
ভবিষ্যতি দাহুদাখ্যং নগরস্যৈব নাশনং॥ ২৫॥
ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে কীকটান্তর্ব্বর্ত্তী গয়াদেশবর্ণনে ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়।

শোণনদের পার্শ্বে গয়াদেশে কলিকালে দাহুদনগর প্রতিষ্ঠিত হইবে। শাপভ্রষ্ট দাহুদ নামক যবন কর্ত্তৃক ঐ নগর স্থাপিত হইবে। সংবৎসরাবধি দাহুদনগরে হিন্দু মুসলমানে যুদ্ধ হইবে, পরে কীকটবাসিগণের প্রার্থনায় শান্তি স্থাপিত হইবে। দাহুদনগরের প্রজারা শোণনদের জলই ব্যবহার করিবে। কলির দশসহস্র বৎসর অতীত হইলে দাহুদনগর ধ্বংস হইবে।

দাউদনগর গয়া হইতে ২০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। আহ্মদগঞ্জ লইয়া ইহা একটী বৃহৎ গণ্ডগ্রাম। প্রায় ৮০০০ হাজার বাড়ী আছে। দাউদ খাঁর সরাই বাড়ীতে দুইটী প্রকাণ্ড ফটক আছে। দাউদের পুত্রের নাম আহ্মদ, ইহারই নামানুসারে আহ্মদগঞ্জের নাম হইয়াছে। চৌতরা বাড়ীটী ত্রিতল। প্রত্যেক তল ক্রমশঃ ক্ষুদ্র। প্রত্যেক তলে ঢালু ছাদের বারাণ্ডা আছে। ইহার প্রাচীর মৃত্তিকার, খুঁটি কাঠের, ছাদ খোলার। এখানে এখনও দেশীবস্ত্র প্রস্তুত হয় ও দেশবাসীরা তাহাই ব্যবহার করে। বিলাতী কাপড়ের বহুল ব্যবহারেও এদেশের লোকে এখনও দেশী কাপড় ছাড়ে নাই। এখানকার তাঁতীদিগকে দুর্ভিক্ষের সময়ও সরকারী রিলিফ কার্য্যের সাহায্য লইতে হয় না। মোটা গালিচা ও কম্বলও এখানে প্রস্তুত হয়।

দাউদপুত্র, সম্রাট্ অক্বরের মৃত্যুর পর ও নাদিরশাহের অভ্যুদয়ের মধ্যকালে (১৬০৫—১৭৩৯ খৃঃ অঃ) দাউদ খাঁর পুত্রগণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। ইহারা দাউদপুত্র নামে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং ইহাদের বংশীয় সকলেই 'দাউদপুত্র' নাম গ্রহণ করিয়াছিল। দাউদপুত্রগণের বস্ত্রবয়ন ও সৈনিক

বৃত্তিই উপজীবিকা। শিকারপুর অঞ্চলে ইহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। ভ্রমণশীল জাতির ন্যায় ইহারা খাঁপুর, তরাই, সক্কর প্রভৃতি স্থানে অতিবাহিত করিত।

মহরদিগের সহিত অনেক যুদ্ধের পর দাউদপুত্রেরা উত্তর সিন্ধুপ্রদেশে প্রাধান্যলাভ করে। এই সময় ইহারা এক প্রকার পুরুষানুক্রমে সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু নিকটবর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত তাঁহাদের সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইত। এই গোলযোগ নিবারণের জন্য জাহাঙ্গীর সিন্ধুপ্রদেশে অস্থায়ী রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তৎপরে দাউদপুত্রেরা ১৬৫৮ হইতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিন্ধুপ্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

দাউদপুর, প্রতাপগড় জেলার একটী গ্রাম। এখানে দাউদখাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত অনেক ইষ্টকের ভগ্নদুর্গ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, আলাউদ্দীন্ খিলিজীর সময় এই সকল দুর্গ প্রস্তুত হয়।

দাউদমর্দ্দন (দেশজ) দক্রমর্দ্দন গাছ। (Cassia alata)

দাউলিয়া (দেশজ) শস্যকর্ত্তনকারী।

দাঁও (দেশজ) সুযোগ, সুবিধা।

দাওয়া (আরবী) ১ অধিকার, স্বত্ব। ২ খোলার ঘরের সম্মুখস্থিত চালার মধ্যস্থ ভূমিখণ্ড।

দাঁড় (দেশজ) ১ নৌকাদণ্ড, বহিত্র। ২ পক্ষী রাখিবার জন্য ধাতু বা কাষ্ঠময় দণ্ড।

দাঁড়কাক (দেশজ) দ্রোণকাক।

দাঁড়ঘরা (দেশজ) গীতবাদ্য জন্য মন্দিরের নিকট চতুষ্কোণাকার জায়গা বা মণ্ডপবিশেষ।

দাঁড়া (দেশজ) ১ রীতি। ২ প্রথা। ৩ ব্যবহার। ৪ আচরণ। ৫ মেরুদণ্ড। ৬ শিরদাঁড়া। ৭ দণ্ড।

দাঁড়াগুলি (দেশজ) কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্রীড়াযন্ত্রবিশেষ. ইহা দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ, প্রথমটী এক অনতিদীর্ঘ স্থূল কাষ্ঠদণ্ড, ইহারই নাম দাঁড়া। দ্বিতীয়টী কাষ্ঠময় কন্দুক, ইহার নাম গুলি।

দাঁড়াগোপাল (দেশজ) স্ত্রীলোকদিগের একরূপ ব্রত বা মানত বিশেষ। স্বামী বা পুত্রগণ কোন দেশে পলাইয়া গেলে তাঁহারা এইরূপ দাঁড়াগোপাল মানিয়া থাকে। পুত্র বা স্বামী আসিলে প্রথমেই তাহাকে বসিতে না দিয়া পান ও সুপারি দ্বারা স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াগোপাল ব্রত করিয়া থাকে।

দাঁড়ান (দেশজ) দণ্ডায়মান হওন।

দাঁড়ী (দেশজ) ১ নৌকাবাহক। ২ অজ্ঞলোক। ৩ তুলাদণ্ডের কাষ্ঠ। ৪ পূর্ণচ্ছেদবোধক (।) এই প্রকার চিহ্ন।

দাঁড়াসাপ বা দাঁড়াশ (দেশজ) একপ্রকার সর্প (Coluber bæformis)

দাঁড়ীপাল্লা (দেশজ) তুলাদণ্ড, মানযন্ত্র।

দাঁড়ীকোট (দেশজ) একপ্রকার ক্রীড়াবিশেষ। এই খেলা একপায়ে যাইতে যাইতে খেলিতে হয়।

দাঁত (দেশজ) দন্ত, দশন, রদন।

দাঁতকড়া (দেশজ) দন্তরোগবিশেষ, দন্তশূল, দাঁতের গোড়া-ফোলারোগ।

দাঁতকপাটী (দেশজ) পীড়া ও দৌর্ব্বল্যাদিজনিত দন্তরোধ।

দাঁতখামাটী (দেশজ) ক্রোধব্যঞ্জক অধর দংশন।

দাঁতন (দেশজ) দন্তধাবন, দন্তমার্জ্জন। ২ মেদিনীপুরের অন্তর্গত এক অতি প্রাচীন গ্রাম। [দন্তপুর দেখ।]

দাঁতনকাটি (দেশজ) দন্তধাবনার্থ ব্যবহৃত ক্ষুদ্রশাখা।

দাঁতল্সা (দেশজ) দন্তরোগবিশেষ।

দাঁতশূল (দেশজ) দন্তরোগবিশেষ।

দাঁতাল (দেশজ) দন্তযুক্ত, বৃহৎদন্তবিশিষ্ট, দন্তুর।

দাঁতি (দেশজ) ১ লঘুবল্গা। ৭ বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট।

দাঁতুয়া (দেশজ) বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট।

দেঁতো (দেশজ) দন্তুর, বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট।

দাক (পুং) দদাতি দক্ষিণামিতি দা-ক, (কু দা ধা বাচিকলিভ্যঃ কঃ। উণ্ ৩।৪০) ১ যজমান। ২ দাতা।

দাক্ষ (ত্রি) দক্ষস্যেদং অণ্। ১ দক্ষসম্বন্ধীয় যজ্ঞাদি। দাক্ষীণাং সঙ্ঘঃ অঙ্গো লক্ষণং বা ইঞন্তাৎ অণ্। ২ দাক্ষিসমুদায়। ৩ তদঙ্গ। (ক্লী) ৪ তল্লক্ষণ। দাক্ষেঃ ছাত্রাঃ 'ইঞশ্চ' ইতি অণ্। ৫ দাক্ষির ছাত্রসমূহ, দাক্ষির ছাত্র অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত। দাক্ষেরাগতঃ অণ্। (ত্রি) ৬ দাক্ষি হইতে আগত। ৭ দাক্ষির দণ্ডপ্রধান মানবের অন্তেবাসী (শিষ্য)।

দাক্ষক (পুং) দাক্ষেরিদং গোত্রচরণাৎ বুঞ্। ১ দণ্ডপ্রধান মানবান্তেবাসি, ব্যতীত তৎসম্বন্ধী। দণ্ডপ্রধান মানবান্তেবাসী বুঝাইলে অণ্ প্রত্যয় হইবে, বুঞ্ হইবে না।

দাক্ষীণাং বিষয়ো দেশঃ রাজন্যাদিত্বাৎ বুঞ্। দাক্ষির বিষয়।

দাক্ষায়ণ (পুং স্ত্রী) দক্ষস্য গোত্রাপত্যং ইঞ্, যুনি ফক্। দক্ষের যুবা গোত্রাপত্য। দক্ষস্য ইদং দাক্ষং তচ্চ অয়নঞ্চেতি। ২ সুবর্ণাদি অলঙ্কার। "দাক্ষায়ণং দক্ষিণা।" (কাত্যায়ন-শ্রৌ° ৪।৪।২৮) 'দাক্ষায়ণং সুবর্ণমুচ্যতে' (কর্ক)। ৩ ভূষণ। "যো বিভর্ত্তি দাক্ষায়ণং হিরণ্যং।" (শুক্লযজু° ৩৪।৫১) 'দাক্ষায়ণ-শব্দোঽলঙ্কারার্থঃ।' (বেদদীপ)

৪ দক্ষকৃত যজ্ঞভেদ। এই যজ্ঞের কথা শতপথ-ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে।

"তত্তদনেন সোঽযজত তস্মাদ্ দাক্ষায়ণোযজ্ঞোনাম্।"

(শতপথব্রা° ২।৪।৪।২)

দাক্ষায়ণভক্ত (পুং) দাক্ষায়ণস্য বিষয়ো দেশঃ এষু কার্য্যাদিত্বাৎ ভক্তল্। তদীয় দেশরূপ বিষয়।

দাক্ষায়ণযজ্ঞ (পুং) দাক্ষায়ণস্য যজ্ঞঃ। দক্ষযজ্ঞ।

দাক্ষায়ণিন্ (ত্রি) দাক্ষায়ণ-ইনি। সুবর্ণযুক্ত।

"দাক্ষায়ণী ব্রহ্মসূত্রী বেণুবান্ সকমণ্ডলুঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

'দাক্ষায়ণং সুবর্ণং তদস্যাস্তীতি ইনি, দাক্ষায়ণী।' (মিতাক্ষরা)

দাক্ষায়ণী (স্ত্রী) দক্ষস্য অপত্যং স্ত্রীদক্ষ-ফিঞ্, গৌরা° ঙীষ্। ১ অশ্বিনী প্রভৃতি রেবতী পর্য্যন্ত ২৭টী তারা। ২ দুর্গা। ৩ রোহিণীনক্ষত্র। ৪ দক্ষকন্যা মাত্র। ৫ দন্তীবৃক্ষ। ৬ অদিতি, কশ্যপপত্নী। ৭ কদ্রু। ৮ বিনতা। (ভারত ১।২২।৫)

"দক্ষঞ্চ তেষামারভ্য প্রজাঃ সম্যগ্বিবর্দ্ধিতাঃ।

তত্র দাক্ষায়ণীপুত্রাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ॥" (বরাহপু°)

দাক্ষায়ণীপতি (পুং) দাক্ষায়ণীনাং অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রাণাং পতিঃ ৬তৎ। চন্দ্র।

দাক্ষায়ণীরমণ (পুং) রময়তীতি রম-ল্যু। দাক্ষায়ণীনাং রমণঃ চন্দ্র।

দাক্ষায়ণ্য (পুং) দাক্ষায়ণ্যাং অদিতৌ ভবঃ যৎ। আদিত্য।

দাক্ষায্য (পুং) দক্ষায্য এব স্বার্থে অণ্। গৃধ্র।

দাক্ষি (পুং স্ত্রী) দক্ষস্য গোত্রাপত্যং ইঞ্। দক্ষের অপত্য। ঘোষাদি পরে থাকিলে এই দাক্ষি শব্দের আদ্যুদাত্ততা হয়। যথা দাক্ষিঘোষ, দাক্ষিকন্থা ইত্যাদি।

দাক্ষিকন্থা (স্ত্রী) দাক্ষীণাং কন্থা, (সংজ্ঞায়কন্থোশীনরেষু। পা ২।৪।২০) ইতি উশীনরত্বাভাবাৎ ন ক্লীবতা। বাহ্লীক। (ভরত)

দাক্ষিকর্ষ (পুং) গ্রামবিশেষ।

দাক্ষিকূল (ক্লী) এক গ্রামের নাম।

দাক্ষিণ (ত্রি) দক্ষিণা প্রয়োজনমস্য অণ্। ঋতুগ্রহাঙ্গ হোমভেদ। "অথ প্রাতিপরেত্য গার্হপত্যং দাক্ষিণানি জুহোতি।" (শত° ব্রা° ৪।৩৪।৬)

দাক্ষিণক (পুং) দক্ষিণায়াঃ কর্ম্মসমাপ্তৌ দ্রব্যদানরূপায়াং ক্রিয়ায়াং প্রসৃতঃ, দক্ষিণমার্গেণ চন্দ্রলোকং গচ্ছতি বা বুঞ্। ১ দক্ষিণাতৎপর। ২ চন্দ্রলোকগামী। ৩ বন্ধবিশেষ, বন্ধ তিন প্রকার—প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক ও দাক্ষিণক। [বন্ধ দেখ।]

দাক্ষিণশাল (ত্রি) দক্ষিণশালায়াং ভবঃ। দক্ষিণদ্বারী গৃহ।

দাক্ষিণাত্য (ত্রি) দক্ষিণা দক্ষিণস্যাং দিশি ভবঃ দক্ষিণা ত্যক্ (দক্ষিণা পশ্চাৎ পুরসস্ত্যক্। পা ৪।১।৯৮) ১ দক্ষিণদেশোদ্ভব। ২ নারিকেল। (রাজনি°) ৩ দক্ষিণদিক্‌স্থ। ৪ দক্ষিণদেশবাসী। ৫ দক্ষিণদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী। ৬ দক্ষিণরাজ্য।

। *। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশকে সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্য বলে। বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত থাকায় ভারতবর্ষ উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডে স্বভাবতঃ বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। উত্তরখণ্ডকে আর্য্যাবর্ত্ত [আর্য্যাবর্ত্ত দেখ।] ও দক্ষিণখণ্ডকে দাক্ষিণাত্য বলা হয়। যে জন্য উত্তরখণ্ডের আর্য্যাবর্ত্ত নাম হইয়াছে, সেরূপ কোন কারণে দাক্ষিণাত্য নাম হয় নাই, কেবল দক্ষিণদিগবস্থিত বলিয়াই ইহাকে দাক্ষিণাত্য বলে। এক সময়ে নর্ম্মদা নদী হইতে কৃষ্ণা নদীর অন্তর্গত ভূখণ্ডমাত্রকে দাক্ষিণাত্য বলিত, কিন্তু কালে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য-ভারত একটী বৃহৎ উপদ্বীপ, ইহার পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, কেবল উত্তরে বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা ও আর্য্যাবর্ত্ত নামক উত্তর-ভারত। এই উপদ্বীপটী ত্রিকোণাকার, ইহার শৃঙ্গের নাম কুমারিকা বা কন্যাকুমারী অন্তরীপ সর্ব্বদক্ষিণাংশে ভারত মহাসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহার ভূমিভাগ বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা। এই ত্রিভুজাকৃতি দাক্ষিণাত্য স্বভাবতঃ একটী দুর্ভেদ্য দুর্গবৎ রক্ষিত। ইহার উত্তরে যেমন বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা পূর্ব্বপশ্চিমে এক সমুদ্রকূল হইতে অপর সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেইরূপ পশ্চিমপার্শ্বে সমুদ্রতীর হইতে কিছু দূরে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত গড়ে ৪ হাজার ফিট্ উচ্চ পশ্চিমঘাট বা সহ্য পর্ব্বতমালা। ঐরূপ পূর্ব্বেও পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণে উভয় পর্ব্বতের মিলনস্থলে নীলগিরি ও মলয়পর্ব্বত। পশ্চিমঘাটের পশ্চিমে একবারে সমুদ্রের কূলে যেমন অপ্রশস্ত ভূখণ্ড উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত আছে, সেইরূপ পূর্ব্বঘাটের পূর্ব্বেও পশ্চিমাপেক্ষা কিছু অধিক বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে এবং নীলগিরি ও মলয়ের দক্ষিণেও আছে। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমোপকূলকে মলবার (মলয়বর ?) উপকূল এবং পূর্ব্বউপকূলকে করমণ্ডল উপকূল বলে। যত নদী সমস্তই পূর্ব্বাভিমুখে পূর্ব্বঘাটের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। প্রধান প্রধান নদীর মধ্যে নর্ম্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, পেন্নার (পোন্নৈয়ার) ও কাবেরী বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে প্রথম দুইটী মাত্র পশ্চিমমুখে প্রবাহিত হইয়া আরবসাগরে পড়িয়াছে। পূর্ব্বোপকূলের ভূমি নদীবাহিত পলিমৃত্তিকায় উৎপন্ন, কিন্তু পশ্চিমোপকূলের ভূমি সেরূপ নহে। ইহা স্থানে স্থানে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সাতিশয় উচ্চ এবং পশ্চিমঘাটের এক একটী শাখা পর্ব্বত একবারে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কোন কোনটী বা একবারে সমুদ্রের জলের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আর্য্যাবর্ত্ত সম্বন্ধে যতটা পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে আবার ততটা পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয়

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণায় এবং প্রাচীন মন্দির দুর্গাদির অস্তিত্ব হইতে এখানকার যাহা কিছু ইতিহাস জানিতে পারা যায়। হিন্দু পুরাণাদি ও বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থাদি হইতেও গল্প-বিজড়িত কতকটা ইতিহাস পাওয়া যায়। রামায়ণোক্ত রাম-কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্যবিজয়ের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে বড় বেশী কিছু জানা যায় না। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে দাক্ষিণাত্যের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাকে ঠিক রামের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের অবস্থা বলিয়া না ধরাই যুক্তিসঙ্গত, তাহা রঘুবংশের গ্রন্থকার কালিদাসের সমসাময়িক অবস্থা বলিয়া ধরিলেই ভাল হয়। রামায়ণ মহাভারতাদির সময়ে দাক্ষিণাত্যের সমস্তাংশে যে লোকবাস ছিল না, তাহার প্রমাণ আছে।

খৃষ্ট জন্মের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এবিষয়ে বিচার করা সুবিধাজনক। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহাই হিন্দুশাস্ত্র, বৌদ্ধশাস্ত্র, চীনপরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রাচীন খোদিত লিপি ও প্রাচীন গ্রীকদিগের লিখিত বিবরণাদির উপর নির্ভর করিতে হয়।

গ্রীকদিগের বর্ণনা হইতে খৃষ্ট জন্মের পরবর্ত্তী ব্যাপার কিছু কিছু জানা যায়। খৃষ্টীয় ৮০ হইতে ৮৯ বৎসর মধ্যে "পেরিপ্লাস্" নামক গ্রীকদিগের বাণিজ্য বিবরণ পুস্তক লিখিত হয় *। অনেকের মতে এই গ্রন্থ এরিয়ান্ কর্ত্তৃক লিখিত। পূর্ব্বে গ্রীকেরা ভারতে আসিতে হইলে গ্রীস হইতে বাহির হইয়া মিশর, আরব, আফ্রিকা, পারস্ত, বেলুচিস্থান প্রভৃতি দেশের কোন কোন স্থানে জাহাজ লাগাইত, এই গ্রন্থে তাহার ধারাবাহিক বর্ণনা আছে, তৎপরে সর্ব্বপ্রথমে ভারতোপকূলে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, তাহার বিবরণ নিম্নে ধারাবাহিকরূপে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের অবস্থা কি ছিল, তাহা উপলব্ধি হইবে।

১। স্কাইথিয়া (Skythia) (শক্) দেশের উপকূলবর্ত্তী সিন্থস্ (Senthas) নদীর মোহানা—ইহাই সিন্ধু নদীর মোহানা। পারস্তের (Pasirees) অন্তর্গত পাসিরা (Pasira) নামক ক্ষুদ্র সহরের কিছু দূরে বগিসর (Bagisara) নামক বন্দর ছিল। ইহা বর্ত্তমান উর্ম্মরা বা অরবা নামক অন্তরীপের উপরে ছিল। এই স্থান হইতে গ্রীকপোত সিন্ধু-মোহানায় প্রবেশ করিত। এখানকার জল শ্বেতবর্ণ। শ্বেতবর্ণ জল দেখিলেই নাবিকেরা সাবধান হইত, কারণ এখানকার সমুদ্র জলে অজস্র সর্প ভাসিয়া বেড়াইত এবং একটু দূরে পারস্তের দিকে একপ্রকার বিভিন্ন জাতীয় 'গ্রাই' (Graai = গ্রাহ) কুম্ভীর দেখিতে পাইত। নদীর মধ্য মুখ ব্যতীত আর সাতটী শাখা ছিল। মধ্য মুখের উপর 'বর্ব্বরিকন্' (Barbarikon) নামক একটী বিখ্যাত বাণিজ্যবন্দর ছিল। *

২। মীননগর (Minnagar) উক্ত বন্দরের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্রদ্বীপে এই নগর অবস্থিত ছিল। এই নগরই তখন শকরাজ্যের (Skythia) রাজধানী ছিল। তখন পারদরাজগণ (Parthian princes) এখানে রাজত্ব করিতেন। ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ চলিত।

৩। আরিয়কি (Ariake) 'মোম্বরোস' (Mombaros) প্রদেশের 'আরিয়কি' (Ariake) একটী বিভাগের নাম। 'আরিয়কি' টলেমির মতে 'লারিকি' নামে খ্যাত। 'লারিকি' ইয়ুলের মতে 'লাট' বা 'লার' দেশ, গুজরাট প্রদেশের অধিকাংশ প্রাচীনকালে লাট নামে খ্যাত ছিল। পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইন্দ্রজীর মতে 'আরিয়কি' সংস্কৃত 'অপরান্তিক' শব্দের গ্রীক নাম। পশ্চিম সমুদ্রপৃষ্ঠবর্ত্তী প্রদেশ পুরাণে 'অপরান্ত' নামে বর্ণিত হইয়াছে। "মোম্বরোস" হইতেই বর্ত্তমান 'মুম্বই' বা বোম্বাই শব্দ উৎপন্ন।

৪। আবিরিয়া (Aberia) মোম্বরসের পরে দেশের অভ্যন্তর ভাগে স্কাইথিয়ার এই অংশ অবস্থিত। ইহাই সংস্কৃত "আভীর" দেশ। এই আভীরদেশের সম্মুখবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলই 'সুরস্ত্রেনে' (Surostrene) ইহাই সংস্কৃত সুরাষ্ট্র। সুরাষ্ট্রদেশের রাজধানীর নামও তখন মীননগর ছিল। এই মীননগর হইতে বহু পরিমাণে বস্ত্র বিক্রয়ার্থ বরুগজ (ভরুকচ্ছ) সহরে আসিত।

৫। অষ্টকপ্র (Astakapra) ইহা বরুগজ সহরের (Barugaza বর্ত্তমান ভরোচের) বিপরীত দিকে অবস্থিত। এই নগরের সংস্কৃত নাম ইয়ুলের মতে 'হস্তকবপ্র' বা 'হস্তবপ্র'। ইহাই বর্ত্তমান ভাউনগরের নিকটবর্ত্তী 'হাথব' নামক স্থান।

৬। মই (Moais) অষ্টকপ্রের পর এক নদী, এই নদীর বিস্তৃত মুখ ও তন্মধ্যে বামদিকে 'বইওনিস' নামে একদ্বীপ। "মইস্" নদী বর্ত্তমান 'মহী' এবং ঐ দ্বীপটী সম্ভবতঃ 'পেরম্' দ্বীপ †।

* Indian Antiquary, Vol. VIII, 1879, pp. 107-108.

* Indian Antiquary. Vol. VIII, pp. 138—151.

† Indian Ant. Vol. VIII. 1879, 141 'পেরিপ্লাসে' যে ক্রমশঃই দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইবার বর্ণনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে নর্ম্মদার উত্তরবর্ত্তী স্থান বোধ হয়; তাহা হইলে 'মইস' 'মহী' হয় না। তবে ইহা সম্ভব, মহী পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়া জাহাজ তখন নর্ম্মদায় প্রবেশ করিত।

৭। নম্নদীওস্ (Namnadios)—উক্ত দ্বীপ হইতে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া এই নামে একটী নদীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বরুগজ সহরে যাওয়া যায়। এই নদীই বর্ত্তমান নর্ম্মদা নদী।

৮। বরুগজ (Barugaza) সহর। ইহাই নর্ম্মদাতীরস্থ প্রাচীন বিখ্যাত বন্দর। ইহার বর্ত্তমান নাম ভরোচ। অধ্যাপক উইলসনের মতে 'ভৃগুক্ষেত্র' বা 'ভৃগুকচ্ছ' শব্দের অপভ্রংশ। বৃহৎসংহিতায় ভরুকচ্ছ নামে উক্ত হইয়াছে। ভৃগুবংশীয়েরা যেস্থলে বাস করিতেন, তাহাই ভৃগুক্ষেত্র। গুজরাটে, কচ্ছ প্রদেশে ও ভরোচ জেলায় এখনও অনেক ভার্গব ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহারা এক্ষণে দরিদ্র ও মূর্খ। মূর্খের মুখে "ভৃগুক্ষেত্র" ক্রমশঃ 'ভৃগুছত্র' 'ভৃগুকচ্ছ' 'ভৃগুকছ' 'ভরুকছ' হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীকদিগের মুখে এই ভরুকছ্ "বরুগজ" নাম হইয়াছে।

৯। দখিনাবদ্স্ (Dakhinabads) বরুগজ হইতে দক্ষিণমুখে যে দেশ তাহারই নাম। ইহারই সংস্কৃত নাম 'দক্ষিণাপথ'। এই দেশের অভ্যন্তরভাগ মরুময়, পার্ব্বত্য এবং ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ, ভীষণ সর্প ও বানরাদি পূর্ণ। ইহার অপরদিকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী জনপদ।

১০। 'পৈঠান' (Paithan) বরুগজ হইতে দক্ষিণে ২১ দিনের পথ দূরে এই সহর অবস্থিত এবং ইহার পূর্ব্বে দশদিনের পথ দূরে 'তগর' (Tagara) সহর অবস্থিত। এই দুই সহর দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাণিজ্য স্থল। এই 'পৈঠান' প্রতিষ্ঠান শব্দের অপভ্রংশ এবং তগর বর্ত্তমান 'জুনার'। এই দুই স্থানে বস্ত্রশিল্পের বড়ই প্রাচুর্ভাব ছিল।

১১। লিমারিক বা দিমারিক (Limurike or Dimurike) বা দমিরিক দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী একটী বিভাগ। সম্ভবতঃ ইহাই তামিল বা দ্রাবিড় দেশ। [তামিল দেখ।]

১২। কল্লিএন (Kalliena) বর্ত্তমান 'কল্যাণ' ইহা এখন বোম্বাইয়ের নিকট অবস্থিত। এক সময়ে ইহা বিখ্যাত ছিল। অনেক খোদিতলিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত নৌসরিপ (Nausaripa) বর্ত্তমান সুরাটের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত নৌসরি নামক স্থান। সৌপ্পর (Souppora) বসাইর নিকটবর্ত্তী সুপারা নামক স্থান, পৌরাণিক সূর্পারক দেশ। এখানে তামা ও তিল উৎপন্ন হইত ও পোষাকের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত হইত।

১৩। সেমুল্ল (Semulla) ইয়ুলের মতে ইহা বর্ত্তমান বোম্বাই হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণে চেনবল বা চৌল নামক বন্দর, কিন্তু পণ্ডিত ইন্দ্রজীর মতে ইহা বর্ত্তমান 'চিমূলা,' অনেক খোদিতলিপিতে ইহার উল্লেখ আছে।

ঐ স্থানের পর দমিরিকের নিকট পর্য্যন্ত কয়েকটী ক্ষুদ্র স্থানের উল্লেখ আছে, সেগুলি বর্ত্তমান গোয়া হইতে বোম্বাইয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি এই—হিপ্পোকৌর (Hippokoura) বর্ত্তমান 'ঘোড়াবন্দর', মন্দগর (Mandagar) বর্ত্তমান 'রাজপুর', পলৈপতম্ (Palaipatm) বর্ত্তমান 'বঙ্কুট', মেলিজেইগর (Melizeigara) বর্ত্তমান জয়গড়, বুজানটিয়ম্ (Buzantium) বর্ত্তমান বিজয়দুর্গ, তোগরোন (Togaron) বর্ত্তমান দেব-গড়, (ইহা বিজয়দুর্গের নিকট), তুরন্নোসবোয়া (Turonnosboa) ইয়ুলের মতে ইহাই বর্ত্তমান বন্দা বা তিরকল্ নদী। এতদঞ্চলে মালবনের (Malwan) নিকটে তীরের কাছে প্রথম দ্বীপের নাম সিন্ধুদুর্গ। ইহারই পর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপকে ইংরাজীতে এখন বারট আইল্যাণ্ডস্ (Burut Islands) বলে। ইহারই মধ্যে ভিঙ্গোর্লা (Vingorla) পর্ব্বত বিশেষ খ্যাত। পেরিপ্লাসে এই পর্ব্বত সেসিক্রিয়েনই (Sesikrienai) নামে বর্ণিত হইয়াছে।

১৪। ঐগিদিওন্ (Aigidion) গোয়ার নিকটবর্ত্তী ঐগিদ্বিয়াই দ্বীপ, কিন্তু ইয়ুল বলেন যে সদাশিবগড়ের দক্ষিণবর্ত্তী 'অঙ্গদ্বীপ।'

১৫। নৌর (Naura) ইহা দমিরিকের অন্তর্গত। বর্ত্তমান হোনবর কখন কখন ওনোর রূপেও লিখিত হয়। ইহা শরাবতী নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত।

১৬। নিত্র (Nitra) দমিরিকের প্রথম বন্দর। মুল্লরের মতে বর্ত্তমান মিরজান বা কোমতা, কিন্তু ইয়ুলের মতে ইহা মঙ্গলুর। এই স্থানের আর কয়েকটী স্থান এই—মুজিরিস (Muziris) নামক নগরে আরিয়কি ও মিশর হইতে আগত জাহাজ দাঁড়াইবার স্থান ছিল। ক্যাল্ড্ওয়েলের মতে ইহাই বর্ত্তমান মুইরিকোট্টা (muyirc-kotta)। কেরোবোত্রসের (Kerobotros) রাজ্যে ইহা অবস্থিত। তুণ্ডি (Tundy) এই রাজ্যের রাজধানী ও বন্দর ছিল। ইহা বর্ত্তমান তুণ্ডি ও নেলকুণ্ডা (Nelkunda), তখনকার একটী প্রধান বন্দর, ইহা বর্ত্তমান কিণ্ডা নামক স্থান। কেরোবোত্রসের সংস্কৃত নাম কেরলপুত্র। কেরলপুত্র-রাজগণ যে ভূভাগে রাজত্ব করিতেন, সেইস্থানে এখন মলয়ালম্ ভাষা প্রচলিত ও তাহাই প্রাচীন কেরলরাজ্য। করৌর (Kuroura) নগর (বর্ত্তমান 'করুর' নগর) তাঁহাদের রাজধানী ছিল। নেলকুণ্ডা পাণ্ড্য রাজগণের অধিকারে ছিল। মদুরা

(তামিল) বা মথুরা (সংস্কৃত) সহরে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। এই বন্দরের নিকটে নদীর মোহনায় যেখানে জাহাজাদি থাকিত, তাহা বকরি (Bakare) বা বেকার (Becare) নামে খ্যাত ছিল ; ইহার বর্ত্তমান নাম মুল্লরের মতে মর্করি। সেকালে বরুগজ ও নেলকুণ্ডার ন্যায় বৃহৎ বাণিজ্যস্থান দাক্ষিণাত্যে আর ছিল না।

১৭। পরলিয়া (Paralia) ইহা একটী প্রদেশের নাম। ইহা বর্ত্তমান কালে দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কোড় ও দক্ষিণ তিন্নেবেল্লী। এখানে কুইলন্ (কোলম্ব) নগরের দক্ষিণে যে রক্ত পর্ব্বত আছে, পেরিপ্লাস্ গ্রন্থে তাহা পুরোহস (Purrhos) নামে উক্ত হইয়াছে। ইহার নিকটে সেকালেও মুক্তা উত্তোলিত হইত। পাণ্ড্যরাজগণ এই ব্যবসায়ের অধিকারী ছিলেন।

১৮। কোমার (Komar) বা কুমারিকা অন্তরীপ, দুর্গার "কুমারী" নাম হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এখনও এখানে প্রতিমাসে ভগবতীর উদ্দেশে লোকে একটা বিশেষ দিনে স্নানদানাদি করিয়া থাকে, তবে প্রাচীন কালে ইহাতে যতটা আগ্রহ ছিল, এখন আর ততটা নাই। তখন এখানে একটী দুর্গ ছিল। পেরিপ্লাসের লিখিত গ্রীকনাবিকদিগের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তখনই এই স্থান সমুদ্রের গর্ভশায়ী হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আজ কাল তাহার চিহ্নও নাই, কেবল অন্তরীপ হইতে দূরে সমুদ্রগর্ভে অর্দ্ধজাগরিত একটী পর্ব্বতের উপর একটী পানীয়ের উপযুক্ত পরিষ্কার জলের কূপ আছে। পেরিপ্লাসে কোলখোই বা কোলকেই (Kolkhoi) নামে আর একটী স্থানের উল্লেখ কুমারিকার পরে পাওয়া যায়, তাহা 'কয়াল' নামক প্রাচীন নগর। ইহাই পাণ্ড্যরাজগণের প্রথম রাজধানী। এখন ইহা সমুদ্র হইতে ৩ মাইল দূরে আছে। ইহার তলদেশ হইতে সমুদ্র সরিয়া গেলে ইহারই অভাবে পর্ত্তুগীজেরা আর একটী নূতন বন্দর তুঁতকুড়ি (Tuticorin) নির্ম্মাণ করিয়াছে।

১৯। কয়ালের পর উপকূলে আরগলু নামক প্রদেশের নাম পাওয়া যায়। ইহার একটী অন্তরীপের নাম ছিল কোরু (Koru) ও তাহার উপর আরগেরু (Argeirou) নামে একটী নগর ছিল। ইহাই প্রাচীন ভূবেত্তাদিগের কোলিস্ নগর, ইহার বর্ত্তমান নাম রামেশ্বর। তৎপরে পূর্ব্ব উপকূল ঘুরিয়া উত্তরমুখে যাইতে এই কয়টী বিখ্যাত বাণিজ্য স্থান ছিল—কামর (kamara) টলেমী ইহাকেই সম্ভবতঃ (খাবেরিস্ নদী তীরবর্ত্তী) বলিয়া গিয়াছেন, ইহাই বর্ত্তমান কাবেরীতীরবর্ত্তী কাবেরীপত্তন ; পদুকী (Poduke) ইহাই পুদুচ্চেরি বা 'নূতন নগর', বর্ত্তমান কালে ইহাই পুঁদিচেরী।

২০। তৎপরে সিংহল বা তাম্রপর্ণী দ্বীপের বর্ণনা আছে। মগধ হইতে একদল ঔপনিবেশিক এই দ্বীপের তাম্রপর্ণী নাম প্রদান করে। তিন্নেবেলী জেলায় এই নামে একটী নদী আছে। মুল্লর অনুমান করেন যে, প্রথমে এই নদীতীরে মাগধগণ উপনিবেশ করে, তৎপরে তাহারা সিংহলে উঠিয়া যায়।

২১। মসলিন্ (Masalin) গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যগত ভূভাগের নাম। টলেমী ইহাকে মসোলিয়া বলিয়াছেন। সংস্কৃত নাম মৌসল। সম্ভবতঃ মসলিপাটন ইহারই রূপান্তর।

২২। ইহার পর এক খাঁড়ি উত্তীর্ণ হইয়া আর একটী প্রদেশের নাম দোশারিণ (Doserene) বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহা দশান নদী ও গোদাবরীর মধ্যগত ভূভাগের নাম। ইহাই সংস্কৃত দশার্ণদেশ। টলেমী এই স্থলের অধিবাসীর কথা লিখিবার সময় বলিয়া গিয়াছেন যে, এখানে নানাজাতির বাস, তন্মধ্যে এক জাতির নাম কিরাদই (Kirradai), সংস্কৃত "কিরাত"।

পেরিপ্লাসে তৎপরে গঙ্গার মোহনাস্থিত একটী দ্বীপ ও গঙ্গে (Gange) নামক একটী নগরের নাম মাত্র কথিত আছে। তারপর ভারত সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই।

ইহা হইতে আমরা দেখিতেছি যে, সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে যথেষ্ট সভ্যতা ছিল, অনেকগুলি রাজ্য, নগর, বন্দর ইত্যাদি ছিল। সুদূর য়ুরোপের সঙ্গেও দাক্ষিণাত্যের নানাজনপদের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের এই অবস্থা ছিল। এখন দেখা যাউক, খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৫।৬ শত বৎসরের মধ্যে এদেশের অবস্থা কি ছিল। খৃষ্টের ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধের কাল। তাঁহার সমকালে দাক্ষিণাত্যের কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাবংশ পাঠে জানা যায় যে বিজয় নামক যে বঙ্গ রাজকুমার সিংহলে প্রথমে গিয়া রাজা হন, তাঁহার জন্ম ও বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভ একদিনেই হয়। এই বিজয় যখন শত্রুর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করেন, তখন তিনি 'লাল' দেশের উপত্যকা ও পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন। তিনি নর্ম্মদার উত্তরে মুদুগিরি, সুপ্পার (সূর্পারক*) দেশের মালীগিরি (মলয়গিরি) ও দক্ষিণে পাণ্ডুগিরি অতিক্রম করেন।

* মহাভারতোক্ত দেশ।

বৌদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে মহাবংশ, রাজরত্নাকরী, রাজাবলী, মিলিন্দপ্রশ্ন, সদ্ধর্ম্মালঙ্কার, কায়বিরতিগীত ও অনেক বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থাদি, ফাহিয়ানের ও হিউএন্‌ৎসিয়ঙ্গের ভ্রমণ, ললিতবিস্তর, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক ইত্যাদি গ্রন্থ এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণাপূর্ণ পুস্তকাদি আলোচনা করিলে জানা যায় যে বুদ্ধের সমকালে দাক্ষিণাত্য প্রধানতঃ কৃষ্ণানদীর উত্তরখণ্ড ও দক্ষিণ খণ্ড এই উভয় খণ্ডে বিভক্ত ছিল। উত্তর খণ্ডে (১) উড়িষ্যা ও (২) কলিঙ্গ এই দুই রাজ্য, পূর্ব্বাংশে (৩) লাল দেশ (লাট) নর্ম্মদার উভয় কূল ব্যাপিয়া গুজরাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (৪) সুনাপরান্তক (স্বর্ণাপরান্তক) বা অপরান্ত, (৫) অবন্তি এবং (৬) নবভুবন এই কয়টী পশ্চিম কূলে নর্ম্মদার মোহানার নিকট বর্ত্তমান ছিল। আর দক্ষিণ-খণ্ডে (৭) রক্তচন্দনের দেশ (৮) দ্রাবিড় (৯) পাণ্ড্য ও মলয় (১০) মহিন্দ্র, (১১) নাগোদীপো (নাগদ্বীপ) এবং (১২) মহিলারট্‌ঠ এই কয়টী রাজ্য ছিল। রাজাবলীতে বৌদ্ধধর্ম্ম-বিরোধী রাজ্যগুলির মধ্যে চোলরাজ্যের নামও আছে।

গোদাবরীর অববাহিকায় দক্ষিণাত্যের সাধারণ নাম দক্ষিণাপথ বলিত। উত্তর-পূর্ব্ব রাজ্যগুলির দক্ষিণাংশকে হীরকক্ষেত্র বলিত। ক্ষীরনদী বা পালার নদীর অববাহিকাই দ্রাবিড় নামে খ্যাত ছিল। ইহা পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা ও পেন্নার নদীর দক্ষিণ অববাহিকা হইতে চোলরাজ্যের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই সময়ে রাজ্যাদির মধ্যে নর্ম্মদা নদীর উত্তরতীরে কোঙ্কণ প্রদেশ হইতে (বেণ) গঙ্গা নদীর কূল পর্য্যন্ত নাগরাজের রাজ্য ছিল। শ্রাবস্তী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বুদ্ধ এই রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাম্বে উপসাগরের পশ্চিমাংশে নর্ম্মদার খাঁড়ীর উপর লাল (লাট) দেশ ছিল এবং আর একটী লাল বঙ্গরাজের অধীন ছিল *। নর্ম্মদার উত্তর অববাহিকার নিকট উজ্জয়নী বা অবন্তি রাজ্যের উল্লেখ আছে। এই রাজ্য আর্য্যাবর্ত্তান্তর্গত হইলেও দাক্ষিণাত্যের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা ছিল।

গোদাবরীর উত্তর অববাহিকায় অশ্মক ও মূলক রাজ্য ছিল, গুহালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। 'মূলক' রাজ্যই পৌরাণিক 'মৌলিক' রাজ্য। গোদাবরীর উভয় তীরে এবং ব-দ্বীপে কলিঙ্গ রাজ্য ছিল। কৃষ্ণানদীর পূর্ব্বাংশের উত্তর-তীরে বর্ত্তমান বিদর ও গোদাবরীর মঞ্জিরা নামক শাখা-নদীর কূল পর্য্যন্ত মঞ্জরিক নামক নাগরাজ্য ছিল। বুদ্ধ এই দেশের নাগরাজকে দর্শন দিয়াছিলেন।

* Turner' Mahavamso, p. 44-45.

দক্ষিণাংশে পাণ্ড্যরাজ্যই একমাত্র পরাক্রান্ত সুব্যবস্থিত রাজ্য ছিল। ইহা বর্ত্তমান মদুরা ও তিন্নেবেলী জেলা ব্যাপিয়া ছিল।

সিংহলদ্বীপেও তিনটী নাগরাজ্য ও তিনটী যক্ষরাজ্য ছিল। সিংহলদ্বীপের নিকটে মণিদ্বীপেও নাগাধিকার ছিল।

সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থে ওড্র, দক্ষিণ কোশল, মহারাষ্ট্র, আন্ধ্র, প্রাচীন কলিঙ্গ, মালব, ভরুকচ্ছ, (ভৃগু-কচ্ছ বা ক্ষেত্র), ধনকটক (কৃষ্ণানদীর দক্ষিণাংশে অবস্থিত), দ্রাবিড় (রাজধানী কাঞ্চীপুর), মালকূট (রাজধানী কোঙ্কণ-পুর) প্রভৃতি রাজ্যে বুদ্ধের ভ্রমণের কথা বর্ণিত আছে।

এই সময়ের নগরাদির মধ্যে লালদেশে সিংহপুর (সিংহমুবর বা সিংহবপুরমুবর), সুনাপরান্তদেশে সাগলমুবের, ভরুকচ্ছ (ভরোচ), উজ্জয়নী, অলক, প্রতিষ্ঠান, গঙ্গনদী (গ্রাম), সূর্পারক নগর, মলুযারাম (গ্রাম); কলিঙ্গ দেশে অশ্মক ও মৌলিক, দক্ষিণাপথে মাহিষ্মতী *, মালকূট রাজ্যে কোঙ্কণপুর, দ্রাবিড়রাজ্যে কাঞ্চীপুর ও দক্ষিণ মথুরা (মদুরা) ছিল।

বন্দরাদির মধ্যে ভরুকচ্ছ, সিংহপুর (বঙ্গরাজপুত্র বিজয় এই নগর হইতে সিংহল যাত্রা করেন), সাগল (বিজয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসনলাভাশায় এই স্থান হইতে সিংহল যাত্রা করেন), সূর্পারক †, (এইস্থানে সিংহল-যাত্রাকালে বিজয়ের জাহাজ থামিয়া ছিল), কলিঙ্গ দেশে আজিত্তা (Adzeitta ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ মতে বঙ্গোপসাগরে জাহাজ বিশ্রামের স্থান) প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

জলযানের মধ্যে "জনকজাতক" গ্রন্থে একখানি জাহাজ-ভঙ্গের কথা আছে, তাহাতে মাঝীমাল্লা ও আরোহী ছিল প্রায় ৭ শত জন। সূর্পারকবোধিসত্ত্ব যে জাহাজে বাণি-জ্যার্থ গিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ব্যতীত আরও ৭ শত বণিক্ ছিল এরূপ লিখিত আছে। মেঘবাহনজাতকে এক-খানি জাহাজে ৫ শত লোকের কথা বর্ণিত আছে। বুদ্ধ-শিষ্য পূর্ণের ভ্রাতা তিন শত লোক লইয়া এক জাহাজে গিয়াছিলেন ইত্যাদি। ইহা হইতে জানা যায় যে সেকালে অতি বৃহদাকার জাহাজাদি ছিল ও দাক্ষিণাত্যের বন্দরে যাতায়াত করিত। এগুলি সমস্তই বায়ুবেগে যাইত।

পণ্য দ্রব্যের মধ্যে সূর্পারক বোধিসত্ত্বের বিবরণে আছে, তিনি সর্ব্বস্থান হইতে সকল প্রকার দ্রব্যই সংগ্রহ করিয়া-

* মহাভারতোক্ত রাজা নীলের রাজধানী।

† ইহাও মহাভারতোক্ত দেশ। ইহা আধুনিক মেসিন নগরের নিকট বর্ত্তমান ছিল।

ছিলেন। রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, মণিমাণিক্যাদি, সিংহলের মুক্তা প্রভৃতি দ্রব্য সাধারণ পণ্যের সহিত সকলেই কিছু কিছু আনিত। সদল বঙ্গরাজকুমার বিজয়কে কুবেণী যখন আহার্য্য দান করেন, তখন জাহাজ হইতে চাউল সংগ্রহ করিয়া দেন, সুতরাং চাউলের আমদানী রপ্তানীও ছিল। সময়ে সময়ে দেশীয় দ্রব্য লইয়া বিদেশীয় দ্রব্যের বিনিময় করা হইত, তন্মধ্যে চাউল, ধান্য, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, ধূনা, সুগন্ধদ্রব্য, ঔষধ, কড়ি, শঙ্খ, স্বর্ণ, লৌহ, তন্নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, কার্পাস, রাঙ্কব বস্ত্র প্রভৃতিই প্রধান।

বুদ্ধের সময়ে যখন দাক্ষিণাত্যে এতটা বাণিজ্য ব্যাপার থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, এতগুলি রাজ্য থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন সহজেই বলা যায় যে বুদ্ধের পূর্ব্বে অন্ততঃ ৫ শত বৎসর আগেও দাক্ষিণাত্যে সভ্যতা বিস্তৃত এবং রাজ্যাদির কতকটা শৃঙ্খলা ছিল। এইরূপে খৃষ্টীয় সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেও দাক্ষিণাত্যে যে সভ্যতা ছিল, তাহা কতক প্রমাণিত হইল। ইহার পূর্ব্বে মহাভারতের কাল।

মহাভারতের সময়ও দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সে সময় কলিঙ্গ, মাহিষ্মতী, বিদর্ভ, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানে ক্ষত্রিয় রাজগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান আর্য্যগণের নিকট পুণ্যক্ষেত্ররূপে গণ্য হইয়াছিল। বনপর্ব্বে তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু সেই ভারতীয় যুগেও দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান বনজঙ্গলে পরিবৃত ছিল। আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়া তখন অনেক বনজঙ্গল গ্রাম নগরাদিতে পরিণত হইতে ছিল। ইহার পূর্ব্বে আমরা রামায়ণ ও তৎপূর্ব্বে বৈদিক যুগে আসিয়া উপস্থিত হই।

বৈদিকযুগে দক্ষিণাত্যে কেবল অনার্য্য জাতিরই বাস ছিল, তখনও দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হয় নাই। অগস্ত্য ঋষিই প্রথম দক্ষিণাপথে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারের সূত্রপাত করেন এবং পরশুরাম ও রামচন্দ্রের যত্নে অনার্য্য জাতির মধ্যে আর্য্যসভ্যতা প্রসারিত হয়। রামায়ণপাঠে জানা যায়, যমুনানদীর দক্ষিণ হইতেই দণ্ডকারণ্য ও সমস্ত গোদাবরী প্রদেশ পর্য্যন্ত এই অরণ্য বিস্তৃত ছিল এবং রাক্ষস প্রভৃতি অনার্য্যজাতি এ অঞ্চলে আধিপত্য করিত। তৎকালে রাক্ষস, বানর প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ নানা ফলবৃক্ষসমাকীর্ণ গ্রাম ও গিরিদরীবেষ্টিত কুঞ্জসমন্বিত গুহা মধ্যে বসবাস করিত। তাহাদের মধ্যেও রাজা ছিল, সামন্ত ছিল, তাহাদের রাজ্যপরিচালনোপযোগী বিধিব্যবস্থাও ছিল। তাহাদের বলবিক্রমে আর্য্য ঋষিগণ বিলক্ষণ ভয় পাইতেন; আর্য্যাবর্ত্তবাসী ক্ষত্রিয়গণের সাহায্য লইতেন। ক্ষত্রিয়রাজগণও দাক্ষিণাত্যরাজগণকে নিতান্ত উপেক্ষা করিতেন না। রাজর্ষি জনক সীতাস্বয়ম্বরকালে দাক্ষিণাত্য রাজগণকেও আহ্বান করিয়াছিলেন—

"দাক্ষিণাত্যান্নরেন্দ্রাংশ্চ সর্ব্বানানয় মা চিরম্।" (রাম° ১।১২ সর্গ)

দাক্ষিণাত্যবাসী অনার্য্যজাতির উপদ্রবের কথা রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে—

"দর্শয়ন্ত্যতিবীভৎসৈঃ ক্রূরৈর্ভীষণকৈরপি
নানারূপৈর্বিরূপৈশ্চ রূপৈরসুখদর্শনৈঃ॥
অপ্রশস্তৈরশুচিভিঃ সংপ্রযুজ্য চ তাপসান্।
প্রতিঘ্নন্ত্যপরান্ হিংসামনার্য্যাঃ পুরুষর্ষভ॥
তেষু তেষ্বাশ্রমস্থানেষু বুদ্ধমবলীয় চ।
রমন্তে তাপসাংস্তত্র নাশয়ন্তোঽল্পচেতসঃ॥" (রাম° ২।১১৬ সর্গ)

কাহারও মতে, ঐতরেয়ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রপুত্র অন্ধ্রের উল্লেখ আছে, এই অন্ধ্র হইতে দাক্ষিণাত্যের আন্ধ্র বা অন্ধ্র-জনপদের নামকরণ হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, ঐতরেয়ব্রাহ্মণের সময় হইতেই দক্ষিণাপথবাসী অনার্য্যজাতির সহিত আর্য্যজাতির সংস্রব হইয়াছিল। রামায়ণে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পাণ্ড্য, চের ও চোল এই তিনটী প্রধান জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। হরিবংশের মতে যযাতির পুত্র তুর্ব্বসুর বংশে পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল এই চারিজন জন্মগ্রহণ করেন।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হয় অন্ধ্র, পাণ্ড্য, চোল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণই সংস্কারভ্রষ্ট, জাতিচ্যুত ও সমাজচ্যুত হইয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশপূর্ব্বক অনার্য্যসমাজে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং চিরদিন বহুসংখ্যক অনার্য্যজাতির সংস্রবে থাকিয়া অনার্য্যধর্ম্ম ও অনার্য্যভাষা গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বংশধরেরা পৈত্রিক আর্য্যভাব ও আর্য্যভাষা এককালে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে কিরূপ সমৃদ্ধি ও সভ্যতা ছিল, তাহার আভাস দিয়াছি। ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে শাহ, অন্ধ্র, কাণ্ব প্রভৃতি রাজগণ আধিপত্য করিতেছিলেন। ইহাদিগের অধঃপতন ঘটিলে নল, মৌর্য্য, কদম্ব, সেন্দ্রক, কলচুরি, গঙ্গ, অনুপ, লাট, মালব, গুর্জ্জর, পল্লব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, হয়সাল, যাদব প্রভৃতি বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। কোঙ্কণে ও করাড়ে শিলাহার, সৌন্দত্তির রট্ট, হাঙ্গলে ও গোয়ায় কদম্ব, যেলবুর্গায় সিন্দ, গুত্তলে গুত্ত, মহিসুরে কোঙ্গু, ওরঙ্গলে

গণপতি প্রভৃতি সামন্ত রাজগণও এক সময় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমস্ত দাক্ষিণাত্য হিন্দুরাজগণের শাসনাধীন ছিল। ১২৯০ হইতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন্ খিলজী মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ ও কর্ণাট আক্রমণ করেন। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক দাক্ষিণাত্যে হিন্দুপ্রভাব খর্ব্ব করেন। ইহার কিছুদিন পরে বাহ্মণীবংশের উভ্যুদয় হয়। ইঁহাদের প্রবল প্রতাপে তৈলঙ্গের হিন্দুরাজ্যের (১৫৬৫ খৃঃ অঃ) এবং বিজয়নগর বা কর্ণাটের হিন্দু রাজ্যের অবসান হয়। কিছুদিন পরেই গৃহবিবাদে বাহ্মণী রাজ্য বিজয়পুর, আহ্মদনগর, গোলকুণ্ডা, বিদর ও বেরার এই ৫ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই শেষ দুইটী রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ হয়। বাকি তিনটী শাহজাহান ও অরঙ্গজেবের যত্নে দিল্লীসাম্রাজ্যের অধীন হইল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মরাঠাগণ দাক্ষিণাত্যে চৌথআদায় করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রনায়ক সাতারা রাজ্য পত্তন করেন। পরে সাতারারাজের প্রকৃত শাসনশক্তি পুণায় পেশবার করায়ত্ত হয়। শীঘ্রই মহারাষ্ট্রদিগের পরাক্রম কিছু হ্রাস হইল।

দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণের চেষ্টায় হায়দরাবাদে নিজামত রাজ্যের সূত্রপাত হয়। এই সময় তুঙ্গভদ্রার উত্তরবর্ত্তী রাজা ও সামন্তগণ পেশবার এবং দক্ষিণবর্ত্তী রাজগণ নিজামের অধীনতা স্বীকার করিতেন। প্রথমে মহিসুর উভয় শক্তির অধীনতা স্বীকার করিত, শেষে হায়দরআলীর করায়ত্ত হয়। এ সময় কেবল ত্রিবাঙ্কোড়ের হিন্দুরাজ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে দাক্ষিণাত্যের এইরূপ অবস্থা ছিল। এই সময় পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও বৃটীশজাতি দাক্ষিণাত্যের উপকূলে বাণিজ্য করিতেছিলেন। যে সময় মহারাষ্ট্র ও নিজামে যুদ্ধ বাধে, সেই সময় ফরাসী ও বৃটীশ উভয়পক্ষে যোগদান করিয়া দাক্ষিণাত্যে স্ব স্ব প্রভুতা বিস্তারে প্রয়াস পান। যথাকালে বৃটীশের ভাগ্যে সুদিন উদয় হইল। এখন অতি অল্প ভূভাগ ব্যতীত প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য বৃটীশজাতির শাসনাধীন।

এখন দাক্ষিণাত্য প্রধানতঃ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধিকাংশ, হায়দরাবাদ, মহিসুর, ত্রিবাঙ্কোড় ও আর কএকটী দেশীয় রাজ্যে বিভক্ত।

[মহাভারত, রামায়ণ ও পৌরাণিককালের দাক্ষিণাত্য জনপদসমূহের নাম ও বর্ত্তমান অবস্থান দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন মানচিত্রে দ্রষ্টব্য।]

দাক্ষিণাপথক (ত্রি) দক্ষিণাপথে দেশে ভবঃ ধূমাদিত্বাৎ বুঞ্। দক্ষিণাপথদেশজাত।

দাক্ষিণ্য (ক্লী) দক্ষিণস্য ভাবঃ দক্ষিণ-ষ্যঞ্। ১ অনুকূলতা, উদারতা, সরলতা। ২ পরছন্দানুবর্ত্তন।

"তস্য দাক্ষিণ্যরূঢ়েন নাম্না মগধবংশজা।
পত্নী সুদক্ষিণেত্যাসীদধরস্যেব দক্ষিণা॥" (রঘু ১।৩১)

৩ সাহিত্যদর্পণোক্ত নাটকলক্ষণভেদ।

"দাক্ষিণ্যং চেষ্টয়া বাচা পরচিত্তানুবর্ত্তনং।" (সাহিত্যদ° ৬।৪৫৭)

চেষ্টা এবং বাক্যদ্বারা পরচিত্তের অনুবর্ত্তনের নাম দাক্ষিণ্য। উদাহরণ—

"প্রসাধয় পুরীং লঙ্কাং রাজা ত্বং হি বিভীষণ।
আর্য্যেণানুগৃহীতস্য ন বিঘ্নঃ সিদ্ধিমন্তরা॥" (সাহিত্যদর্পণ)

হে বিভীষণ! তুমি লঙ্কাপুরীর রক্ষা বিধান কর এবং তুমিই রাজা, এ স্থলে এই বাক্যদ্বারা বিভীষণের চিত্ত অনুবর্ত্তিত হইল, এই জন্য ইহা দাক্ষিণ্য হইল, এই প্রকার চেষ্টা দ্বারাও হইয়া থাকে। ৪ দক্ষিণাচাররূপ ভাববিশেষ, শ্মশানভৈরব ও উগ্রতারা প্রভৃতি দেবীকে বামাচার ও দক্ষিণাচারে পূজা করিতে হয়। ঋষি, দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ভূতসমূহ এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ দ্বারা সকল প্রকার ঋণ পরিশোধ করিয়া যিনি বিধিপূর্ব্বক স্নানদানাদি দ্বারা সরহস্য পূজা করেন, এরূপ পূজাকে দাক্ষিণ্য কহে।

"ঋষীন্ দেবান্ পিতৃংশ্চৈব মনুষ্যান্ ভূতসঞ্চয়ান্।
যো যজন্ পঞ্চভির্যজ্ঞৈ ঋর্ণানি পরিশোধয়ন্॥
বিধিবৎ স্নানদানাভ্যাং কুর্ব্বন্ যদ্বিধিপূজনং।
ক্রিয়তে সরহস্যস্তু তদ্দাক্ষিণ্যমিহোচ্যতে॥
দেবী চ দক্ষিণা যস্মাত্তস্মাদ্দাক্ষিণ্যমুচ্যতে।" (কালিকাপু° ৭৭ অ°)

(ত্রি) ৫ দক্ষিণার্হ। দক্ষিণে ভবং দাক্ষিণ-ঠঞ্। ৬ দক্ষিণভব, দক্ষিণদিক্ সম্বন্ধী।

দাক্ষিপলদ, দাক্ষিপ্রস্থ (পুং) জনপদবিশেষ।

দাক্ষিহ্রদ (পুং) একটী হ্রদের নাম।

দাক্ষী (স্ত্রী) দক্ষস্য স্ত্র্যপত্যং দক্ষ-ইঞ্। ১ দক্ষের স্ত্রী অপত্য। ২ পাণিনি মুনির মাতা। [পাণিনি দেখ।]

দাক্ষীপুত্র (পুং) দাক্ষ্যাঃ পুত্রঃ ৬তৎ। পাণিনি মুনি।

দাক্ষেয় (পুং) দাক্ষ্যা অপত্যং পুমান্ দাক্ষী-ঢক্ (স্ত্রীভ্যোঢক্। পা ৪।১।১২০) দাক্ষীপুত্র, পাণিনি মুনি। (হেম°)

দাক্ষ্য (ক্লী) দক্ষস্য ভাবঃ কর্ম্মবা দক্ষ-ষ্যঞ্। দক্ষতা, নিপুণতা, কৌশল, হঠাৎ বিপদাদি হইলে উপস্থিত কার্য্যে বিচলিত না হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্তির নাম দাক্ষ্য।

"শক্তিং চাবেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ ভৃত্যানাঞ্চ পরিগ্রহং।" (মাঘ)

দাখিল্ (আরবী) ১ প্রবেশ করা। ২ অর্পণ করা। ৩ উপস্থিত হওয়া। ৪ জমা করা।

দাখিল্খারিজ (আরবী) কালেক্টরীর রেজেষ্টারীতে পুরাতন অধিকারীর নাম বদলাইয়া নূতন অধিকারীর নাম লেখান।

দাখিল্দার (পারসী) যে ব্যক্তি টাকা বা দ্রব্য প্রেরণ করে।

দাখিলা (আরবী) ১ রাজস্ব আদায়ের রসিদ, প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিবার সময় দাখিলা দিয়া খাজনা লইতে হয়। ২ কোন দ্রব্য বা টাকা প্রদান করার স্বীকার-পত্র।

দাখিলী (পারসী) মোগল সম্রাটের স্থায়ী সৈন্য।

দাগ্ (পারসী) ১ চিহ্ন, অঙ্ক, কলঙ্ক। ২ ছিদ্র।

দাগ্বালা (দাগ্ওয়ালা) চিহ্নিত, অঙ্কিত, কলঙ্কিত।

দাগরাজি (পারসী) ইষ্টকালয়ের ভগ্নস্থান সংস্কার করা, কোটার কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে সেই স্থান সারানর নাম দাগরাজি।

দাগব্যায়নি (পুং) দগুর গোত্রাপত্য।

দাগা (পারসী) ১ পীড়ন, ক্লেশ। ২ বিবাদ, ঝগড়া। ৩ ঠকান, প্রতারণ করা। ৪ ছোড়া, ক্ষেপণ করা। ৫ ছেঁকা দেওয়া।

দাগাবাজ (পারসী) প্রতারক, প্রবঞ্চক, জুয়াচোর।

দাগাবাজী (পারসী) প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরী।

দাগী (পারসী) দাগযুক্ত, চিহ্নিত, অঙ্কিত, কলঙ্কিত, যে দোষ করিয়া দণ্ড পাইয়াছে।

দাগুড়া (পারসী) শক্ত, কঠিন।

দাগোব, বৌদ্ধদিগের এক প্রকার স্মরণার্থ স্তম্ভ। ইহা সংস্কৃত 'ধাতুগর্ভ' শব্দের অপভ্রংশ।—পালি ভাষায় "ধাতুগভ্ভ," তামিল "দাগোব" (Dagob)। যেমন চৈত্য সকল আদি বৌদ্ধদিগের নামে প্রতিষ্ঠিত বা উৎসর্গীকৃত হয়, সেইরূপ মৃত ব্যক্তির ভস্ম লইয়া যে সকল স্তম্ভ বা স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে দাগোব বলে।

দাগোব মধ্যে নানা প্রকার কারু-কার্য্যযুক্ত ধাতু ও প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্র থাকে; প্রায় প্রত্যেক দাগোবে এক একটী স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত বাক্স থাকে, তাহা নানারূপ শিষ্যবেষ্টিত গৌতমের ধর্ম্মোপদেশক মূর্ত্তি এই বাক্স গাত্রে অঙ্কিত আছে; ঐ বাক্সটি নানারত্নে মণ্ডিত ও নানা চিত্র-বিচিত্রযুক্ত। কোথাও কোথাও ঐ সকল বাক্সে দন্ত, অস্থি ও ভূর্জ্জপত্রে লিখিত অনেক পুঁথি দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ সকল পুঁথি এখন পাঠ করা দুঃসাধ্য, কারণ এরূপ জীর্ণ যে, তুলিতে যাইলেই গলিয়া যায়। সিংহলের অনুরাধাপুরে অনেক দাগোব আছে, বৌদ্ধপুণ্যার্থীগণ তাহার চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ঐ চৈত্যসম্বন্ধে প্রবাদ আছে—কোন সময়ে সিংহলরাজ এলোরা শকটারোহণে যাইতে ছিলেন, পথে তাঁহার গাড়ীর চাকার আঘাতে দাগোবের একখানি প্রস্তর ভাঙ্গিয়া যায়, তৎপরে রাজা দেখিলেন যে, সেই স্থানের ১৫ খানি প্রস্তর স্থানচ্যুত হইয়াছে, রাজা ভয়ে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু ১০০০০৲ টাকা দান করেন।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানাপ্রকার দাগোব দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে অমরাবতী, অজন্টা, কল্যাণবেল্লী, কার্লি, অভয়গিরি, লঙ্কারাম এবং কঙ্গমধু দাগোব প্রধান। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক দাগোব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ব্রহ্মবাসী বৌদ্ধগণের উপাসনা-মন্দিরের (পাগোড়ার) মত।

দাঘ (পুং) দহ-ভাবে ঘঙ্ হস্য ঘং কু। দাহ।

দাঙ্গ, বোম্বাই প্রদেশের খান্দেশজেলার পলিটিকাল এজেন্টের অধীন একটী বিস্তীর্ণ ভূভাগ। ইহার উত্তরসীমা বর্সাবি নামক ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য, উত্তরপূর্ব্বে খান্দেশ ও নাসিক জেলা এবং পশ্চিমে বাঁস্দা রাজ্য। অক্ষা° ২০° ২২´ হইতে ২১° ৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২৮´ হইতে ৭৩° ৫২´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ উত্তর-দক্ষিণে ২৮ ক্রোশ এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৪ ক্রোশ। লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।

এই ভূভাগ ১৫ ভাগে বিভক্ত, তাহার প্রত্যেকটী এক এক জন সর্দ্দারের অধীন। এই ১৫টী বিষয়ের নাম দাঙ্গ-পিম্প্রি, বড়বান, কেতককড়ুপড়া, অমালা, চিঞ্চ্লি, পিম্পলা-দেবী, পলাশবিহার, ঔচর, দেরভৌতি, গার্ব্বি, শিববারা, কির্লি, বাস্থর্ণা, ধুড়ে (বিলবারি) ও সুরগানা। এই ১৫টীর মধ্যে ১৪টী ভীলসর্দ্দারগণের এবং ১টী এক কুণবির অধীন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারা সকলেই স্বাধীন, তবে যুদ্ধবিগ্রহের সময় সকলেই গার্বিসর্দ্দারের অধীনে কার্য্য করিতে বাধ্য। পূর্ব্বে এই সর্দ্দারগণ মলহারের এক দেশমুখকে বার্ষিক ৭০০৲ টাকা কর দিত। কিন্তু এই কর আদায়ের সময় দেশমুখের সহিত সর্দ্দারগণের গোলমাল হইত। এখন গবর্মেণ্ট গোলমাল নিবারণের জন্য সর্দ্দারদিগের প্রাপ্য টাকা হইতে কাটিয়া লইয়া দেশমুখের বংশধরকে দিয়া থাকেন।

সর্দ্দারদিগের মধ্যে একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রই উত্তরাধিকারী হয়। এখন সমস্ত দাঙ্গ-ভূভাগই গবর্মেণ্ট সর্দ্দারদিগের নিকট হইতে জমা করিয়া লইয়াছেন। এখানকার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর।

দাঙ্গলি (দঙ্গলি) এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। এই সংসারে অর্থ ভিন্ন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না এবং অর্থের বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইজন্য এই সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া থাকে। হায়দরাবাদ, পুণা, সাতারা প্রভৃতি অনেকানেক প্রসিদ্ধনগরে ইহাদের মঠ কুঠী বিদ্যমান আছে।

পূর্ব্বে কলিকাতায়ও ইহাদের মঠাদি ছিল। এই সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে এক এক জন মঠাধ্যক্ষ অর্থাৎ মহন্ত থাকেন। ইহারা বহুবিস্তৃত বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া বিপুল-সম্পত্তির অধীশ্বর হন। এমন কি এই সম্প্রদায়ী অনেক মহন্তের কোটী কোটী টাকার সম্পত্তি আছে।

মঠাধ্যক্ষ মঠে অবস্থিতি করিয়া মঠের কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার শিষ্যেরা দেশদেশান্তরে গমনাগমনপূর্ব্বক বাণিজ্য ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এইরূপ বাণিজ্যে যে সকল অর্থ সংগৃহীত হয়, ঐ অর্থ সন্ন্যাসীভোজন, দেবমন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে ব্যয় হয়। দাঙ্গলি মহন্তেরা বালক ক্রয় করিয়া শিষ্য অর্থাৎ চেলা করেন, যত্নপূর্ব্বক তাহাকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। কিছুদিন এইরূপে প্রতিপালন করিয়া যদি মঠাধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে বরাবর রাখিয়া দেন, নচেৎ ঐ শিষ্যদিগকে দশনামী সন্ন্যাসীকে অর্পণ করেন।

দাঙ্গা (দেশজ) কলহ, বিদ্রোহ, মারামারি।

দাজল, পঞ্জাবের দেরাগাজী খাঁ জেলার অন্তর্গত জৈনপুর তহসীলের অধীন একটী নগর; অক্ষা° ২৯° ৩৩´ ২২´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭০° ২৫´ ২১´´ পূঃ। নাহিরদিগের আধিপত্যকালে এই নগর প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁহাদের নিকট হইতে গাজী খাঁ অধিকার করেন। তৎপরে এই স্থান খেলাতের খান্‌দিগের অধিকারভুক্ত হয়। পূর্ব্বে এখানে বহুবিস্তৃত বাণিজ্যাদি ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। লোকসংখ্যা প্রায় ৬ হাজার।

দাড়ক (পুং) দালয়তি মুখাভ্যন্তরস্থদ্রব্যং বিচূর্ণী করোতীতি দল-ণিচ্-ণ্বুল্, লস্য ড়। দন্ত, দাড়া।

দাড়কাক (দেশজ) দ্রোণকাক। [কাক শব্দ দেখ।]

দাড়ব, গ্রামবিশেষ। কাশীদেশের পশ্চিমে দুই যোজন দূরে এইস্থান।

"কাশীদেশপশ্চিমে চ যোজনদ্বয় ব্যত্যয়ে।
দাড়বগ্রামমুখ্যশ্চ ভবিষ্যতি সুখাস্পদঃ॥"

(ব্রহ্মখ° ৫৭।১৪৭)

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের মতে—কল্কি অবতার হইয়া অসিদ্বারা অধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগকে বিনষ্ট করিয়া এই দাড়ব গ্রামে সুখে বাস করিবেন। দাড়ব গ্রামের পার্শ্বে তাম্রচূড় নামক গ্রামে যবনদিগের অধিবাস হইবে, কলির অর্দ্ধভাগ গত হইলে এই গ্রাম নষ্ট হইবে। (ভ° ব্রহ্মখ° ৫৭ অ°)

দাড়া (দেশজ) ১ দাঁত। ২ চিঙ্গড়ীমৎস্যের দাড়। ৩ কাঁকড়ার দাড়।

দাড়ান (দেশজ) দণ্ডায়মান হওয়া।

দাড়ি (দেশজ) ১ মুখাবয়ববিশেষ, অধরের নিম্নভাগ, যেখানে শ্মশ্রু উদ্গত হয়, চিবুক। ২ শ্মশ্রু।

দাড়িম (ত্রি) দলনমিতি দাল, তেন নিবৃত্তঃ ভাবপ্রত্যয়স্তাদি-মপ্, ডলয়োরেকত্বং। ১ এলা। ২ ফলবৃক্ষবিশেষ।

ইহা রক্তবর্ণ কুসুম, বহুবীজ, মধুরাম্লযুক্ত ফলবৃক্ষ। সংস্কৃত পর্য্যায় করক, পিণ্ডপুষ্প, দাড়িম্ব, পর্ব্বরুক, স্বাদম্ল, পিণ্ডীর, ফলশাড়ব, শুকবল্লভ, রক্তপুষ্প, দাড়িমীসার, কুট্টিম, ফলসাড়ব, রক্তবীজ, সুফল, দন্তবীজক, মধুবীজ, কুচফল, রোচন, মণিবীজ, কন্ধফল, বৃত্তফল, সুনীল, নীলপত্র।

বাঙ্গালায় দালিম, দাড়িম, ডালিম, আনার; পশ্চিমাঞ্চলে ঢালিম, ঢারিম্ব, অনার কা পের, বেদানা, স্থানভেদে নাসফল; উড়িষ্যায় দালিম, দালিম্ব; দক্ষিণে অনার, দ্রাবিড়ে মাদলৈ, মদলম্, মিচিজাতির মধ্যে মদল, তৈলঙ্গে দনিম্ম, দাদিম, দালিম্ব; কর্ণাটে দালিম্বে গিদা; বোম্বাই অঞ্চলে অনার, দালিম্ব; গুজরাটে দাড়ম্, পঞ্জাবে দারু, দারুণী; পারস্যে নর, অনার; আরবে রাণা বা রুম্মন্ বলে। (Punica Granatum.)

পারস্য, কুর্দ্দিস্তান, আফগানিস্তান, বলুচিস্তান ও ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই দাড়িমগাছ জন্মে। কোথাও ছোট খাট আবার কোথায় বহুশাখা প্রশাখাবিশিষ্ট বড় গাছ দেখা যায়।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে দালিম ভারতবাসীর নিকট আদৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার ফুলে ফিকা অস্থায়ী লালরঙ্ হয়, তাহাতে অনেকে কাপড় রং করে। ফলের খোসার ধারক গুণ থাকায় চর্ম্মরং করিবার সময় ইহার কস্ ব্যবহৃত হয়, হরিদ্রা ও নীলরঙের সহিতও সর্ব্বদা মিশান হয়। পশ্চিমাঞ্চলে দালিম ছালে একপ্রকার কাপড় রং হয়, তাহাকে ককরেজী বলে। এরূপ স্থলে সেই খোসা জলে সিদ্ধ করিয়া বারআনা জল মরিয়া গেলে লইয়া ব্যবহার করে। গাছের ছালেও চামড়া রং করা হয়। এইজন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রতিবর্ষে বিস্তর রপ্তানী হয়। ইহার মূল্য টাকায় দেড় সের হইতে দশ সের পর্য্যন্ত।

দাড়িমফল বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। হিন্দুদের প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থে, খৃষ্টানদিগের বাইবেলের আদিভাগেও দাড়িমের উল্লেখ আছে। ইজিপ্ট, পার্শিপোলিস্ ও আসিরীয়ার স্থাপত্যশিল্পে ও পুরাতন কীর্ত্তিস্তম্ভে দাড়িমের চিত্র দেখা যায়।

অজীর্ণরোগে দাড়িমের রস অতিশয় হিতকর। ডাক্তার ঐন্‌স্লির মতে,—বড় বড় ক্রমি জন্মাইলে ইহার শিকড়ের ছালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বীজ ও মজ্জা যথাক্রমে পাকস্থলী ও হৃদ্‌পিণ্ডের হিতকর, সঙ্কোচক ও শৈত্য-

কারক, ফুল ও কুঁড়ি রক্তরোধক ও স্বগুৎপাদক। দাড়িম্বমূলের যে কৃমিঘ্ন গুণ আছে, তাহা পূর্ব্বে য়ুরোপীয়েরা কেহ জানিতেন না। ডাক্তার বুকানন বঙ্গদেশ হইতে ইহার কৃমিনাশক গুণ অবগত হইয়া প্রকাশ করেন। তৎপরে ডাক্তার ঐন্‌স্লি, ফ্লেমিং প্রভৃতি য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ ব্যবহার করিতে থাকেন। এখন য়ুরোপ ও ভারতে দাড়িম্বমূল ব্যবহৃত হয়। ইহার মাত্রা আধ ছটাক হইতে এক ছটাক। কণ্ঠশোথ বা মূত্রনালী সম্বন্ধীয় রোগেও ইহার ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়।

অজীর্ণ ও কৃমিরোগে কোথাও কোথাও দাড়িমপাতার রস ও কচি দাড়িমফল উপকারী। ফুলের কুঁড়ি বাটিয়া ৪।৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বায়ুনলীপ্রদাহে (bronchitis) উপকার দর্শে।

দাড়িম্ব পার্ব্বতীয় প্রদেশেই ভাল জন্মে। বাঙ্গালায় যে সকল দাড়িম হয়, তাহা ছোট ও বীজপূর্ণ থাকে; এজন্য আফগানিস্তান ও পারস্যের অম্ল ও ক্ষুদ্র বীজযুক্ত বড় বড় দাড়িম এ দেশে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। তাহা বাঙ্গালার দাড়িম অপেক্ষা খাইতে সুস্বাদু ও নরম।

বৈদ্যক মতে,—দাড়িম রসভেদে তিনপ্রকার মধুর, মধুরাম্ল ও কেবল অম্ল। তন্মধ্যে মধুর রসযুক্ত দাড়িম বায়ু, পিত্ত, কফ, পিপাসা, দাহ, জ্বর, হৃদ্রোগ, কণ্ঠগত রোগ, মুখরোগনাশক, তৃপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ঈষৎ কষায় রস, ধারক, স্নিগ্ধ এবং মেধা ও বলবর্দ্ধক। মধুরাম্ল দাড়িম অগ্নিদীপ্তিকারক, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক ও লঘু। অম্লদাড়িম পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্র°)

বঙ্গদেশে যে দাড়িম জন্মে, তাহা বহুবীজ ও অম্লরসাত্মক। পাটনা প্রদেশ হইতে যাহা আসে, তাহা মধুরাম্ল রসাত্মক, ইহাকে মস্কট কহে। কাবুল প্রদেশ হইতে যাহা আসে তাহা কেবল মধুর রসাত্মক, ইহাকে আনার বা বেদানা কহে। এই কএকজাতি ভিন্ন আর এক জাতি দাড়িমবৃক্ষ আছে, তাহার ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘোর রক্তবর্ণ বহুদলে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে কেশর নাই। ইহাকে কেহ কেহ গ্নোআনার কহে। কেহ কেহ বা রোহিতক কহেন, ইহার অপর নাম দাড়িমপুষ্পক। স্ত্রিয়াং গৌরা° ঙীষ্। দাড়িমী।

"রক্তদন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমী কুসুমোপমা" (দেবীমা°)

অমরকোষে পুংলিঙ্গ প্রায়িক উদাহরণ দেখিয়া মেদিনী ত্রিলিঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দাড়িমপত্রক (পুং) দাড়িমস্য পত্রমিব পত্রমস্য কপ্। রোহিতক বৃক্ষ।

দাড়িমপুষ্প (পুং) দাড়িমস্য পুষ্পমিব পুষ্পমস্য। ১ রোহিতক বৃক্ষ। দাড়িমফুলের ন্যায় এই জন্য ইহার নাম দাড়িম পুষ্প হইয়াছে, রোহিতকের চলিত নাম রোহড়াগাছ। (ক্লী) দাড়িমস্য পুষ্পং ৬তৎ। ২ দাড়িমের ফুল।

দাড়িমপ্রিয় (পুং) দাড়িমফলং প্রিয়ং যস্য। কীরপক্ষী, শুকপক্ষী, এই পক্ষী দাড়িম খাইতে ভালবাসে।

দাড়িমভক্ষণ (পুং) ভক্ষয়তীতি ভক্ষি-ল্যু, ভক্ষণো ভক্ষকঃ, দাড়িমস্য ভক্ষণঃ ৬তৎ। ১ কীরপক্ষী। (ত্রি) ২ দাড়িমভক্ষক।

দাড়িমাদিচূর্ণ (ক্লী) বৈদ্যকোক্তচূর্ণ ঔষধভেদ।

দাড়িমাদ্যঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধভেদ, প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চই, জীরা, ত্রিফলা, শুঁঠ, পিপুল, গোক্ষুরবীজ, যমানী, ধনিয়া, অম্লবেতস, পিপুলমূল, কুলশুঁঠ, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ২ তোলা। পাকের জল ।৬ সের। ঘৃতপাক প্রণালীতে যথোপযুক্তরূপে পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিলে প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

আর দুই প্রকার দাড়িমাদ্য ঘৃত আছে, মহাদাড়িমাদ্য ও বৃহদ্দাড়িমাদ্য ঘৃত। মহাদাড়িমাদ্যের প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ দাড়িমবীজ /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের, যবতণ্ডুল /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ ৫ সের, কুলত্থকলায় /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। শতমূলীর রস /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, কল্কার্থ দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর, ত্রিফলা, রেণুক, জীবক, ঋষভক, কাঁকলা, ক্ষীরকাকলা, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি বৃদ্ধি, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, এলাইচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বেড়েলা, শিলাজতু, গুড়ত্বক্, বেণারমূল, কৃষ্ণাভ্র, প্রত্যেক চূর্ণ ৩ তোলা, ঘৃত পাকের নিয়মানুসারে পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত পান করিলে সকল প্রকার মেহ বিনষ্ট হয়, মেহরোগের ইহা এক উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহদ্দাড়িমাদ্যঘৃত—ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ পক্ক দাড়িম /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ দাড়িমবীজ, চই, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর, যুঞ্জাত (অভাবে তালের মাতী), নীলোৎপল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, মহানিম্ব, কাঁকলা, শুঁঠ, বচ, দেবদারু, চই, কুড়, গাম্ভারীমূলের ছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, রাখালশসার মূল, মূর্ব্বা, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনিয়া, কুলত্থকলাই, মহামেদ, নিমছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, ডানকুনী, ত্রিফলা, বাসকছাল, ছাতিমছাল, নিসিন্দামূল, এই সমুদয় মিলিত /১ সের জল ১৬ সের, যথাবিধি এই ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত

পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়। প্রমেহের ইহা প্রত্যক্ষফলদ ঔষধ। (ভৈষজ্যর° প্রমেহাধিকার)

দাড়িমাষ্টক (পুং) দাড়িমফলের ত্বগাদিযুক্ত চূর্ণ ঔষধভেদ।

দাড়িমীরস (পুং) রসভেদ, দাড়িম ঘৃতে সন্তপ্ত করিয়া একটী পাত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপে পক্ব হইলে বস্ত্রে ছাকিয়া লইলে যে রস হয়, তাহাকে দাড়িমী রস কহে।

"দাড়িমং ঘৃতসন্তপ্তং তত্র পাত্রে বিনিঃক্ষিপেৎ।
ততঃ পক্বপটে পূত ইতি স্যাদ্দাড়িমীরসঃ॥"

দাড়িমীসার (পুং) দাড়িমীঃ দাড়িমীশব্দং সরতি প্রাপ্নোতীতি সৃ-অণ্। দাড়িম।

দাড়িম্ব (পুং) দাড়িম। [দাড়িম দেখ।]

দাড়ী (স্ত্রী) দলাতে ফলেঃসৌ দল কর্ম্মণি ঘঞ্, গৌরা° ঙীষ্ লস্য ড়। ১ দাড়িম। ২ তৎফল।

দাঢ়া (স্ত্রী) দৈপ-শোধনে দা-ক্বিপ্, দে শুদ্ধৌ দানায় বা ঢৌকতে ঢৌক-ড। ১ দংষ্ট্রা, দন্তভেদ। ২ প্রার্থনা। ৩ সমূহ। (শব্দার্থক°)

দাঢ়িকা (স্ত্রী) দাঢ়ায়ৈ কেশসমূহায় প্রভবতীতি ঠক্ তত টাপ্। ১ শ্মশ্রু, দাড়ী।

"পাদয়ো দাঢ়িকায়াশ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ।" (মনু ৮।২৮২)
দাঢ়া স্বার্থে কপ্ কাপি অত ইত্বং। ২ দংষ্ট্রিকা। (হেম°)

দাণ্ড (পুং স্ত্রী) দণ্ডস্য ইক্ষ্বাকুপত্রভেদস্য অপত্যং শিবা° অণ্। ১ দণ্ড নৃপতির অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দণ্ডস্য ভাবঃ অণ্। (ক্লী) ২ দণ্ডভাব। ৩ আয়ুধজীবিসঙ্ঘভেদ। দণ্ডানাং সমূহঃ অঞ্। ৪ দণ্ডসমূহ।

দাণ্ডকি (ত্রি) ত্রিগর্ত্তষষ্ঠ আয়ুধজীবিসঙ্ঘভেদ।

"আহুস্ত্রিগর্ত্তষষ্ঠাংশকৌণ্ডোপরথদাণ্ডকী
ক্রোষ্টুকির্জালমানিশ্চ ব্রহ্মগুপ্তোঽথ জালকিঃ॥"
(পাণিনি ৫।৩।১১৬ কাশিকা)

দাণ্ডকীয় (ত্রি) দাণ্ডকি-স্বার্থে-ছ। দাণ্ডকি, দাণ্ডকি স্থলে দাণ্ডিকী এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

দাণ্ডগ্রাহিক (পুং) দণ্ডগ্রাহস্য অপত্যং দণ্ডগ্রাহ-ঠক্ (রেবত্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।১।১৪৬) দণ্ডগ্রাহের অপত্য।

দাণ্ডপাতা (স্ত্রী) দণ্ডস্য পাতো হস্যাং তিথৌ ইতি ঘঞন্তাৎ ঞঃ (ঘঞঃ সাস্যাং ক্রিয়েতি ঞঃ। পা ৪।২।৫৮) দণ্ডমাত্রস্থিত তিথিভেদ, যে তিথি দণ্ড মাত্র থাকে, তাহাকে দাণ্ডপাতা কহে।

দাণ্ডপায়ন (পুং) দণ্ডপস্য অপত্যং দণ্ডপ অপত্যে ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) দণ্ডপের অপত্য।

দাণ্ডমাথিক (ত্রি) দন্তমাথং ধাবতি ঠক্। (মাথোএরপদপদব্যনুপদং ধাবতি। পা ৪।৪।৩৭) দণ্ডদ্বারা মন্থন যোগ্য।

দাণ্ডাজিনিক (ত্রি) দণ্ডাজিনেন শাঠ্যেন দম্ভেন বা অর্থানম্বিচ্ছতি দণ্ডাজিন-ঠঞ্। কুহক, মায়াবী, যাহারা শঠতাপূর্ব্বক দণ্ডাজিন ধারণ করিয়া অর্থান্বেষণ করে, কপট ধার্ম্মিক।

দাণ্ডায়ন (পুং) দণ্ডস্য গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্। দণ্ডের গোত্রাপত্য।

দাণ্ডিক (ত্রি) দণ্ডেন দণ্ডধারণেন জীবতি বেতনাদিত্বাৎ ঠঞ্। দণ্ডধারণোপজীবী, যাহারা দণ্ডধারণ করিয়া জীবনধারণ করে।

"নৈব রাজ্যং ন রাজাসীন্ন চ দণ্ডেন দাণ্ডিকঃ।"(ভারত১২।২১।৩৫)
সত্যযুগে রাজা, রাজ্য, দণ্ড এবং দাণ্ডিক কিছুই ছিলনা।

দাণ্ডিক্য (ক্লী) দাণ্ডিকস্য ভাবঃ ষৎ। দাণ্ডিকের ভাব।

দাণ্ডিন্ (পুং) দণ্ডেন প্রোক্তং অধীয়তে শৌনকা° ণিনি। দণ্ডপ্রোক্ত কল্পসূত্রাধ্যায়িসমূহ। এই দণ্ডিন্ শব্দ বহুবচনান্ত।

দাণ্ডিনায়ন (পুং স্ত্রী), দণ্ডিনো গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্, দাণ্ডিনায়নেত্যাদিনা টিলোপাভাবঃ। দণ্ডীর গোত্রাপত্য।

দাত (ত্রি) দাপ কর্ম্মণি ক্ত। ১ লূন, ছিন্ন। দৈপ কর্ত্তরিক্ত। ২ শুদ্ধ।

দাতন্যা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Perca Datnia.)

দাতব্য (ত্রি) দা-তব্য। দানযোগ্য, দেয়।

দাতব্যচিকিৎসালয় (পুং) যে ঔষধালয়ে বিনামূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

দাতা [দাতৃ দেখ।]

দাতাগঞ্জ, ১ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৪৩০ বর্গমাইল। ২ উক্ত তহসীলের সদর ও একটী নগর। বুদাউন সহর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে তহসীলের কাছারী, নিম্নআদালত, বিদ্যালয় ও ঔষধালয় প্রভৃতি আছে।

দাতানা, পশ্চিম মালব এজেন্সীর অধীন একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। সিন্ধিয়া হইতে ১৮০৲ টাকা তঙ্খা স্বরূপ পাইয়া থাকে।

দাতারাম, ছন্দোমঞ্জরীর একজন টীকাকার।

দাতি (স্ত্রী) দৈপ শোধে-ক্তিচ্। ১ শুদ্ধি। ২ ছেদন। দা-ক্তি। ৩ দান। ৪ দত্ত।

"মরুতো দাতিবারঃ" (ঋক্ ১।৬৭।৮) 'দাতিবার প্রদেয়জলঃ দত্তবরণীয় হবির্লক্ষণধনো বা' (সায়ণ)

দাতু (ক্লী) দা-ভাবে তুন্। ১ দান। "কত্তস্য দাতু শবসো ব্যুষ্টৌ" (ঋক্ ১০।৯৯।১) 'কদ্দাতু কিং দানং' (সায়ণ) (ত্রি) ২ দাতা। "সহস্র দাতু পশুমদ্ধিরণ্যবৎ" (ঋক্ ৯।৭২।৯)

দাতৃ (ত্রি) দা-তৃচ্। ১ দানকর্ত্তা। ২ দানশীল। "কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে" (যজু° ৭।৪৮)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শীলার্থে তৃচ্ প্রত্যয় যোগে কর্ম্মকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হইবে না।

দাতৃতা (স্ত্রী) দাতুর্ভাবঃ ভাবে তল্। দাতৃত্ব, দানশীলতা, বদান্যতা।

দাতৃত্ব (ক্লী) দাতৃ-ভাবে ত্ব। দাতৃতা।

দাত্তামিত্রীয় (ত্রি) দত্তামিত্র সম্বন্ধীয়।

দাত্যূহ (পুং স্ত্রী) দাপ-ক্তিন্ দাতিং মারণং উহতে দাতি-উহ-অণ্ বা দো-ক্তিন্ দিতিং বহতি বহ-ক-উট্ দিত্যূহ স্বার্থে অণ্ ততো আত্বং। পক্ষিবিশেষ। ডাকপাখী, পর্য্যায়—কালকণ্টক, অত্যূহ, দাত্যৌহ, কালকণ্ঠ, মাসঙ্গ, শিতিকণ্ঠ, কচাটুর, কাকমদ্গু। (ত্রিকা°) ইহার গুণ বায়ুনাশক, বৃষ্য, শুক্রবৃদ্ধিকারী, শ্রমনাশক, তুষ্টিপ্রদ ও বাতনাশক।

(হারীত ১১ অ°)

"প্রাবৃট্‌কালে সুখীভূত্বা কোবা কুত্র ন গচ্ছতি।
ইতি বদতি দাত্যূহঃ কোবা কোবা কবা কবা॥" (উদ্ভট)

এই পক্ষীর মাংস ভক্ষণ মন্বাদি সংহিতায় নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"কলবিঙ্কং প্লবং হংসং চক্রাঙ্গং গ্রাম্যকুক্কুটং।
সারসং রজ্জুবালঞ্চ দাত্যূহং শুকসারিকে॥" (মনু ৫।১২)

চড়ুই, জলকাক, হংস, চক্রবাক, গ্রাম্যকুক্কুট, সারস, রজ্জুবাল (জলচর পক্ষিবিশেষ), ডাক এবং শুক ও সারিকা এই সকল পক্ষী ভক্ষণ করিবে না। ২ জলকাক। ৩ চাতক। (মেদিনী) ৪ মেঘ। (শব্দর°)

দাত্যূহক (পুং) দাত্যূহ-স্বার্থে কন্। দাত্যূহ।

দাত্যৌহ (পুং) দাত্যূহ পৃষো° সাধুঃ। দাত্যূহ পক্ষী।

দাত্র (ক্লী) স্যতি দাতি বানেন দো অবখণ্ডনে ষ্ট্রন্ (দাম্নি শসেতি। পা ৩।২।১৮২) ছেদনসাধন অস্ত্রভেদ, দা, পর্য্যায়—লবিত্র, খড়্গীক। (শব্দর°) দা ভাবে ত্রন্। ২ দান। "তদ্বাং দাত্রং মহিকীর্ত্তেন্যং।" (ঋক্ ১।১১৬।৬) 'তদ্দাত্রং দানং' (সায়ণ) দা-কর্ম্মণি ত্র। ৩ দাতব্য। "দাত্রং যদ্রোপদস্যতি" (ঋক্ ৮।৪৩।৩৩) 'দাত্রং দাতব্যং' (সায়ণ)। ৩ দানকর্ত্তা। "সামস্ত দাত্রমসি" (যজু° ১০।৬) 'দাত্রং দানকর্ত্তৃ' (বেদদীপ)

দাত্রী (স্ত্রী) দাতৃ-ঙীপ্। ১ দানকর্ত্রী। ২ গঙ্গা।

"দীনসন্তাপশমনী দাত্রী দবথু বৈরিণী।" (কাশীখ° ২৯।৮৯)

দাত্ব (পুং) দদাতীতি দা ত্বন্ (জনি দা চ্যু প্রিতি। উণ্ ৪।১০৪) ১ দাতা। ২ যজ্ঞকর্ম্ম।

দাথা (দাঠা) বোম্বাই প্রদেশে কাঠিয়াবাড় জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ২৬খানি গ্রাম এই রাজ্যের অধীন। আয় প্রায় ২৫০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে ৫০৯৯৲ টাকা বরদার গাইকবাড়কে এবং ২৯৯৲ টাকা জুনাগড়ের নবাবকে করস্বরূপ দিতে হয়। ভূপরিমাণ ৫১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় দশ হাজার।

দাদ (পুং) দদ-ভাবে ঘঞ্। দান।

"তত্র দত্বা বহূন্ দাদান্ বিপ্রান্ সংপূজ্য মাধবঃ।"

(ভারত শ° ৪০ অ°)

দাদ (পারসী) প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা।

দাদ্ (দেশজ) দদ্রুরোগ।

দাদ্‌খানি (দেশজ) উৎকৃষ্ট তণ্ডুলবিশেষ, এই তণ্ডুল রন্ধন করিলে অতিশয় সুগন্ধ বাহির হয়।

দাদন্ (পারসী) চুক্তিতে বাধ্য করিবার জন্য মূল্যাদির অগ্রিম দান। কোন লোক কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিবে, যাহার কাছে কিনিবে, তাহার সহিত দরদাম চুকাইয়া দ্রব্য না লইয়া অগ্রিম যে টাকা দেওয়া যায়, তাহাকে দাদন কহে।

দাদন্‌দার (পারসী) যে দাদন দেয়।

দাদা (দেশজ) ১ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ২ পিতামহ। ৩ মাতামহ। ৪ এই নামে এক ব্যক্তি দত্তার্ক নামে ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করেন।

দাদাজি কোণ্ডদেব, একজন প্রসিদ্ধ দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্রনায়ক শাহজি পুণায় রাজধানী স্থাপন করিয়া দাদাজিকে ইহার শাসনভার অর্পণ করেন। দাদাজি বিচক্ষণ, ন্যায়পর, রাজনীতিকুশল ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সুশাসন গুণে অল্পদিন মধ্যেই রাজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। তিনি প্রজাদিগের উপর রাজস্বের হার কমাইয়া দেন; পুণার নিকটবর্ত্তী পাহাড়ীদিগকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু মারিয়া পথিকদিগের অনেক সুবিধা করেন।

জিজিবাই ও তৎপুত্র বিখ্যাত শিবাজির থাকিবার জন্য দাদাজি লালমহল নামে এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। এখন এই প্রসাদ অম্বরখানা নামে খ্যাত

শাহজি দাদাজির উপরই শিবাজির শিক্ষাভার অর্পণ করেন। তাঁহার শিক্ষাগুণেই শিবাজি ব্রাহ্মণভক্ত, হিন্দুধর্ম্মানুরাগী, সমরকুশল ও রাজনীতিজ্ঞ হইয়া ভারত বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শাহাজির মৃত্যুর পর দাদাজিই শিবাজির হস্তে পিতৃরাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেন। শিবাজি দাদাজিকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে দাদাজি মৃত্যুশয্যায় শয়নকরেন। তিনি অন্তিমকালে শিবাজিকে জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা, গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষা এবং হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উঠাইবার উপদেশ দিয়া যান। শিবাজি আজীবন গুরুর উপদেশ বিস্মৃত হন নাই। [শিবাজি দেখ।]

দাদড়া—তিন মাত্রার তাল—বোল—

×
| ধা গিন্ | ধা তিঁ তা ::

দাদাভাই, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্, ইহার পিতার নাম

গঙ্গাধর মাধব, ইনি কিরণাবলী নামে সূর্য্যসিদ্ধান্তের এক খানি টীকা ও তুরীয়যন্ত্র রচনা করেন।

দাদাভাই নৌরজী [নৌরজী দেখ।]

দাদি (দেশজ) পিতামহী, মাতামহী।

দাদিমর্দ্দন (দেশজ) দাদ্‌মারী, দদ্রুঘ্ন বৃক্ষবিশেষ, ইহার রসে দদ্রু ভাল হয়।

দাদুপন্থী, এক বিখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম্মসম্প্রদায়। দাদুপন্থী-দিগকে রামানন্দী সম্প্রদায়ের একটী শাখা বলা যাইতে পারে। দাদু এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, এইজন্য ইহার নাম দাদুপন্থী হইয়াছে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, তিনি এক কবীরপন্থীর শিষ্য ছিলেন। কারণ কবীরপন্থীদিগের গুরুপ্রণালী মধ্যে তিনি ষষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, যথা—১ কবীর, ২ কমাল, ৩ যমাল, ৪ বিমল, ৫ বুদ্ধন ও ৬ দাদু। রাম নাম জপই এই বৈষ্ণবদিগের একমাত্র উপাসনা। ইহারা স্বীয় উপাস্য দেবতার নাম রাম বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বেদান্ত-মত-সিদ্ধ পরব্রহ্মের ন্যায় তাহার নির্গুণ স্বরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন এবং তাহার মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা অনুচিত তাহা স্বীকার করেন।

দাদু আহ্মদাবাদের একজন ধুনুরি ছিলেন, তিনি ১২ বৎসর বয়সের সময়ে এই নগর পরিত্যাগ করিয়া অজমীরের অন্তঃপাতী শম্ভর নগরে অবস্থান করেন। তথা হইতে কল্যাণ-পুরে যান। অবশেষে ৩৭ বৎসর বয়সে শম্ভর হইতে ৪ ক্রোশ ও জয়পুর হইতে ২০ ক্রোশ দূরে নরৈন নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। জনশ্রুতি আছে, তথায় অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী হইল, তুমি পরমার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হও। এই দেববাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি নরৈন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে বহরণ পর্ব্বতে গমন করিলেন, তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, আর তাহার কোন চিহ্ন রহিল না। ইহাতে দাদুপন্থীরা বলে, তিনি পরমেশ্বরে লীন হইয়া গিয়াছেন। দাবিস্তানে লিখিত আছে, অক্‌বরের সময়ে দাদু দরবেশ অর্থাৎ উদাসীন হইয়াছিলেন। দাদুপন্থীরা তিলকসেবা ও মালাধারণ না করিয়া কেবল জপমালা সঙ্গে রাখেন এবং মস্তকে এক প্রকার টুপি দিয়া থাকেন, ঐ টুপি চতুষ্কোণাকৃতি, অথবা গোলাকৃতি শ্বেতবর্ণ এবং তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটী গুচ্ছ লম্বমান থাকে। ইহাদিগকে এই টুপি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

দাদুপন্থীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—বিরক্ত, নাগা এবং বিস্তরধারী। যাহারা বিষয় রাগশূন্য হইয়া পরমার্থ সাধনে কালক্ষেপ করে, তাহাদিগের নাম বিরক্ত। ইহাদিগের অঙ্গে কেবল অঙ্গরক্ষিণী ও সঙ্গে জলপাত্র থাকে, মস্তকে আবরণ থাকে না। নাগারা অস্ত্রধারী, বেতন পাইলে যুদ্ধ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহারা যুদ্ধকার্য্যে বিশেষ দক্ষ। অনেক রাজাদের নাগা সৈন্য থাকে।

বিস্তরধারীরা সাধারণ লোকের ন্যায় নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। এই তিন শাখা পুনরায় বিভক্ত হইয়া বহুতর প্রশাখায় প্রধানতঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তন্মধ্যে ৫২ প্রশাখা প্রধান। ঐ ৫২ প্রশাখার পরস্পর কি পার্থক্য আছে, তাহা জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর। দাদুপন্থীরা উষাকালে শব দাহ করেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মব্রত লোকেরা অনেকে শব দাহ করিলে সেই সঙ্গে অনেক পতঙ্গের প্রাণ নষ্ট হয় বলিয়া আপনাদিগের মৃতদেহ পশুপক্ষীর আহারার্থে প্রান্তরে বা কান্তারে পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করিয়া যান। দাবি-স্তানেও লিখিত আছে, কাহারও লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে দাদুপন্থীরা পশুপৃষ্ঠোপরি তাহার শব সংস্থাপন করেন এবং এই কথা বলিয়া প্রান্তরে প্রেরণ করেন যে, ইহা দ্বারা হিংস্রক ও অপরাপর জন্তুর পরিতোষ হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়। অজমীর ও মাড়বার দেশে বহুসংখ্যক দাদুপন্থী অবস্থান করেন। নরৈনগ্রামে এই সম্প্রদায়দিগের প্রধান দেবস্থান বিদ্যমান আছে। তথায় দাদুর শয্যা ও দাদুপন্থী-দিগের প্রামাণিক শাস্ত্র সকল রক্ষিত হইয়াছে এবং বিহিত বিধানে ঐ দুইয়ের পূজা হইয়া থাকে। নরৈনের পর্ব্বতোপরি একটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে, সাধারণে বলিয়া থাকে তথা হইতে দাদুর অন্তর্দ্ধান হয়। এই স্থানে প্রতি বৎসর ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্‌ অবধি করিয়া পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত এক মেলা হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের বিবরণ হিন্দীভাষায় অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে। তাহাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থে অনেক স্থলে কবীরপন্থীদিগের ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত আছে।

"দাদুর বিশ্বাস কা অঙ্গ" নামে এক গ্রন্থ আছে, ইহার কতিপয় শ্লোক ও বাঙ্গালা অনুবাদ দিলাম।

"দাদ্‌ সহজৈ হোইগা জৈ কুছ রচিয়া রাম।
কাহৈকৌ কলপে মরৈ দুখী হোইব কাম॥"

রাম যাহা করে, তাহা সহজেই হইবে। অতএব তুমি কেন শোকে প্রাণত্যাগ কর, এ অতি ঘৃণ্য কর্ম্ম।

"দাদ্‌ কহে যে তৈকিয়া সুবহৈ রহ্যা জেতুং করৈ
করণ করাংবণ এক তুল্য জানাহীং মুহোইকোই॥
সোহ ইসারা সাংইয়াং যে সবকা হাণি বিচার॥

দাদু কহে, জগদীশ্বর তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাই রহিয়াছে, তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে। তুমি কর্ত্তা, তুমিই কারয়িতা, আর কেহ দ্বিতীয় নাই। যিনি সকল বস্তুকে সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমার ঈশ্বর। জীবন মরণের বিচার তাঁহারই হস্তগত; তাহাকেই চিন্তা কর।

দাতুমর্দ্দন (দেশজ) দক্রমর্দ্দন, দাউদমর্দ্দন।

দাতুমারী (দেশজ) দাউদমারী।

দাধিক (ত্রি) দধ্নি দধ্না বা সংস্কৃতং দধ্না চরতি দধি-ঠক্। (চরতি। পা ৪।৪।৮) ১ দধিতে সংস্কৃত দ্রব্য। ২ দধ্যাচারী। ৩ দধিদ্বারা সংসৃষ্ট। ৪ দধ্যোপসিক্ত। (ক্লী) ৫ ঘৃতৌষধভেদ, প্রস্তুত প্রণালী—বিটলবণ, এলাইচ, সৈন্ধব, চিত্রক, ত্রিকটু, জীরক, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, যবক্ষার, আম্রাতক ও অম্লবেতস এই সকল দ্রব্যের টক নেবুর রসে চতুর্গুণ দধি সংযোগে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃতের নাম দাধিক ঘৃত। ইহা দ্বারা গুল্ম, প্লীহা ও শূলের শান্তি হয়। (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৪২ অ°)

দাধিক্র (ত্রি) দধিক্রাসম্বন্ধীয়।

দাধিত্থ (ক্লী) দধিত্থস্য বিকার অনুদাত্তাদিত্বাৎ অঞ্। ১ কপিত্থের বিকার। (ক্লী) তস্য পরিমাণং অঞ্। ২ কপিত্থ-পরিমাণ।

দাধৃবি (ত্রি) ধৃবি যঙ্ লুক্ ততো ইন্। ধরিত্রী। "পুত্রা যাংশ্চোমু দাধৃবিভরধ্যৈ" (ঋক্ ৬।৬৬।৩) 'দাধৃবিঃ ধরিত্রী' (সায়ণ)

দাধৃষি (ত্রি) ধৃষ্ যঙ্ লুক্ ততো ইন্। ১ ধর্ষক। ২ অত্যন্ত ধর্ষক। "ব্রহ্মণা যামি সবনেষু দাধৃষিঃ"(ঋক্২।৭১।৭)'দাধৃষিঃ ধর্ষকঃ'(সায়ণ)

দান (ক্লী) দা দানে দো অবখণ্ডনে দৈপ শোধনে ভাবাদৌ ল্যুট্। ১ গজমদ। ২ পালন। ৩ ছেদন। ৪ শুদ্ধি। ৫ বৃক্ষ-কোটর-কীটজ মধু। ইহার গুণ—রুক্ষ, দীপন, কফ, ছর্দ্দি ও মেহনাশক। (রাজব°) ৬ দেব ব্রাহ্মণাদি সম্প্রদানক দ্রব্য-মোচন, স্ব স্বত্বত্যাগানুকূল ব্যাপারভেদ। পর্য্যায়—ত্যাগ, বিহাপিত, উৎসর্জ্জন, বিসর্জ্জন, বিশ্রাণন, বিতরণ, স্পর্শন, প্রতিপাদন, প্রাদেশন, নির্ব্বপণ, অপবর্জ্জন, অংহতি, দায়, প্রদান, দদন, দত্তি, উৎসর্গ, অতিসর্জ্জন, স্পর্শ, বিসর্গ, ক্ষণন, প্রদেশন। (শব্দর°) দানের লক্ষণ—

"অর্থানামুদিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনং।
দানমিত্যভিনির্দ্দিষ্টং ব্যাখ্যানং তস্য বক্ষ্যতে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সৎপাত্র উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহাতে দ্রব্য সকল অর্পণের নাম দান। দানের ৬টী অঙ্গ।

"দাতা প্রতিগ্রহীতা চ শ্রদ্ধাদেয়ঞ্চ ধর্ম্মযুক্।
দেশকালৌ চ দানানামঙ্গান্যেতানি ষড্বিদুঃ॥" (শুদ্ধিত°)

দাতা, প্রতিগ্রহীতা, শ্রদ্ধাদেয়, ধর্ম্মযুক্ত, দেশ ও কাল এই ৬টী দানের অঙ্গ। দান করিতে হইলে মনে মনে পাত্র স্থির করিয়া অর্থাৎ অমুককে দান করিব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ভূমিতে জল নিঃক্ষেপ করিবে, পরে তাহাকে দিতে হইবে। এইরূপ দান শ্রেষ্ঠ, যদিও সাগরের অন্ত পাওয়া যায়, তথাচ এইরূপ দান-ফলের অন্ত নাই।

"মনসা পাত্রমুদ্দিশ্য ভূমৌ তোয়ং বিনিঃক্ষিপেৎ।
বিদ্যতে সাগরস্যান্তঃ দানস্যান্তো ন বিদ্যতে॥" (শুদ্ধিত°)

পরোক্ষে কল্পিত দান। যদি সেই পাত্র পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাহা গোত্রজদিগকে দিতে হইবে; তাহা না থাকিলে বন্ধু এবং তদভাবে স্বজাতি, তদভাবে জলে নিঃক্ষেপ করিবে।

"পরোক্ষে কল্পিতং দানং পাত্রাভাবে কথং ভবেৎ।
গোত্রজেভ্যস্তথা দদ্যাৎ তদভাবেঽস্য বন্ধুষু॥
যদা তু সসকুল্যাঃ স্যুস্ন চ সম্বন্ধিবান্ধবা।
দদ্যাৎ স্বজাতিশিষ্যেভ্যস্তদভাবেঽপ্সু নিঃক্ষিপেৎ॥" (শুদ্ধিত°)

দান করিবার সময় স্নান করিয়া বিশুদ্ধ স্থান গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিয়া সেই স্থানে বসিয়া দান করিবে এবং পরে দান জন্য দক্ষিণা দিতে হইবে।

প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া অর্থাৎ কোন প্রকার উপকারের প্রত্যাশাদি না করিয়া কেবল বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া সৎপাত্রে যে দান করা যায়, তাহাকে ধর্ম্মদান কহে।

"পাত্রেভ্যো দীয়তে নিত্যমনপেক্ষ্য প্রয়োজনং।
কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যদ্ধর্ম্মদানং প্রচক্ষতে॥" (শুদ্ধিত°)

এই দান অতিশয় পুণ্যদায়ক; দানের মধ্যে ধর্ম্মদানই শ্রেষ্ঠ। যাহাকে দান করিতে হইবে, তাহার নিকট গমন করিয়া দান করিলে অনন্ত গুণ এবং আহ্বান করিয়া দান করিলে সহস্র গুণ ফল লাভ হয়। প্রার্থনা করিলে পরে দান করিলে অর্দ্ধেক ফল হয়। যিনি আশা দিয়া দান-কালে দান না করেন, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। যিনি দান করিয়া পশ্চাৎ তাপগ্রস্ত হন, তিনিও নিরয়গামী হইয়া থাকেন।

উক্ত বিধানে যিনি দান ও প্রতিগ্রহ করেন, এই দুই জনেরই স্বর্গলাভ হয়। ইহার বিপরীত হইলে নরক হইয়া থাকে। দান প্রকৃতি অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ।

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং বিদুঃ॥

আদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং ॥" (গীতা ১৭।২০-২২)

উপকারক ব্যক্তির প্রত্যুপকার মানসে নহে, কিন্তু কেবল দাতব্য মাত্র বোধে যে উপযুক্ত দেশ, কাল এবং পাত্রানুসারে দান করা যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান কহে। প্রত্যুপকার কামনায় কিংবা ফল-কামনায় মনঃকষ্ট সহ্য করিয়া যে দান করা যায় তাহাকে রাজস দান কহে এবং দেশকাল পাত্রাদির বিচার না করিয়া যে কোন দেশে যে কোন কালে যে কোন পাত্রে অসৎকার ও অবজ্ঞা সহকারে যে দান করা যায়, তাহার নাম তামস দান। যাহাদের প্রকৃতি সাত্ত্বিক ভাবে গঠিত, তাহারা সাত্ত্বিক দান করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট রাজস ও তামস দান হেয়। এই দান নিত্য নৈমিত্তিকাদি ভেদে চারি প্রকার। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও বিমল এই চারি প্রকারের মধ্যে চতুর্থ দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে কোন উপকার প্রত্যাশা না করিয়া প্রতি দিন ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে যে দান করা যায়, তাহাকে নিত্য দান কহে। যে দান পাপাদি শান্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন প্রকার নিমিত্ত জন্য সৎপাত্রে দান করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক দান কহে। অপত্য, ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গাদি কামনা করিয়া যে দান করা যায়, তাহাকে কাম্য দান এবং ঈশ্বরের প্রীতির জন্য ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণদিগকে যে দান করা যায়, তাহাকে বিমল দান কহে। এই দান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমুচ্যতে।
চতুর্থং বিমলং প্রোক্তং সর্ব্বদানোত্তমোত্তমং ॥
অহন্যহনি যৎকিঞ্চিৎ দীয়তে হ্নুপকারিণে।
অনুদ্দিশ্য ফলন্তৎ স্যাদ্ ব্রাহ্মণায় চ নিত্যকং ॥
যত্তু পাপোপশান্ত্যর্থং দীয়তে বিদুষাং করে।
অপত্য বিজয়ৈশ্বর্য্য স্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়তে।
নৈমিত্তিকমনুদ্দিষ্টং দানং সদ্ভিরনুত্তমং ॥
দানন্তৎকাম্যমাখ্যাতমৃষিভি র্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ॥
যদীশ্বরপ্রীণনার্থং ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে।
চেতসা ধর্ম্মযুক্তেন দানং তদ্বিমলং শিবং ॥" (কূর্ম্মপু°)

যে স্থলে শালগ্রামশিলা অবস্থান করেন এবং গঙ্গাদি তীর্থ অবস্থিত, এই সকল স্থানই দানের পক্ষে প্রশস্ত। সন্ধ্যাকালে দান করিতে নাই, সূর্য্য অস্তমিত হইলে দান করিবে না, যদি কেহ করে, তাহা হইলে এই দান নিষ্ফল হইবে। যাহার সামর্থ্য আছে, এইরূপ লোকের নিকট যদি ব্রাহ্মণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করে এবং তিনি উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে অনন্ত নরক হয়।

জীবন অনিত্য, আয়ু অত্যন্ত চঞ্চল, কখন মৃত্যুর মুখে পতিত হইতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, এই সকল ভাবিয়া সর্ব্বদা দানাদি পুণ্য কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিবে। ভোজন করিয়া দান করিবে না। অভুক্ত হইয়া দান করিতে হয়। যিনি পতন হইতে উদ্ধার করেন, তাহাকে দানপাত্র কহে। যাহারা বিদ্যা ও তপোবলে বলীয়ান্, তাহারাই দানের উপযুক্ত পাত্র এবং ইহাদিগকে দান করিলে পতন হইতে উদ্ধার হয়।

"পতনাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ পাত্রং তস্মাৎ প্রচক্ষতে ॥"(বিষ্ণুধর্ম্মোত্ত°)

যে সকল ব্রাহ্মণ শূদ্রের অর্থাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাহারা দানের অপাত্র। দানের তাহারাই পাত্র, যাহাদের উদরে শূদ্রান্ন নাই। একজনের পিণ্ডাদি লোপ দেখিয়া দয়া পরবশ হইয়া পুত্রদানের নাম দত্তক, এই দান দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। [দত্তক দেখ।]

সমীপস্থ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অপর ব্রাহ্মণকে যদি কেহ কিছু দান করে, তাহা হইলে তাহার সপ্তম কুল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়।

"সন্নিকৃষ্টমধীয়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ।
ভোজনে চৈব দানে চ দহত্যাসপ্তমং কুলং ॥" (শাতাতপ)

মন্ত্রপূর্ব্বক দান যদি অপাত্রে কল্পিত হয়, তাহা হইলে দাতার নিরয়ভোগ হইয়া থাকে। দেবতা, অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে দান করিতে যদি কেহ নিষেধ করে, শতবার তির্য্যগ্ যোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে চাণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করে।

"ন দৎস্বেতি যো ব্রূয়াৎ দেবাগ্নৌ ব্রাহ্মণেষু চ।
তির্য্যগ্‌যোনিশতং গত্বা চাণ্ডালেষভিজায়তে ॥" (শাতাতপ)

সুবর্ণ, রজত ও তাম্র যতিদিগকে দান করিবে না, এবং যদি কেহ দান করে, তাহার ফল হইবে না। বাক্য দ্বারা যাহা স্বীকার করা হয়, তাহা কার্য্যে করা না হইলে ঋণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

এই লোককে দান করিব, এই কথা বলিলে সর্ব্বাগ্রে তাহা দেওয়া উচিত।

যে ধন পরের পীড়া দিয়া উপার্জ্জিত হয় নাই, এবং পরিশ্রমাদি যত্ন দ্বারা উপার্জ্জিত হইয়াছে, এইরূপ ধন অল্পই হউক বা অধিক হউক, ইহাই দেয় অর্থাৎ দানের উপযুক্ত।

"অপরাবাধমক্লেশং প্রযত্নেনার্জ্জিতং ধনং।
অল্পং বা বিপুলং বাপি দেয়মিত্যভিধীয়তে ॥" (দেবল)

যে পরস্ব হরণ এবং পরে দান করে, এইরূপ ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে না এবং দানের কোন ফলভোগী হয় না। পঙ্গু, অন্ধ, বধির, মূক, এবং ব্যাধিপীড়িত অর্থাৎ মহাপাতক

রোগগ্রস্ত এই সকল লোকদিগকে দান করিবে না, কিন্তু ইহাদিগকে প্রতিপালন করিবে, অর্থাৎ অন্নবস্ত্রাভাবে যদি ক্লেশ পায়, তাহা হইলে তাহা দিয়া তাহাদের উপকার করিবে। ধন সাত প্রকার বিশুদ্ধ, এই ৭ প্রকার ধন দান করিতে পারা যায়। অধ্যয়নাদি দ্বারা যে ধন লাভ হয়, শৌর্য্য অর্থাৎ জয়াদি করিয়া যে ধন লাভ হয়, জপ, হোম ও দেবসেবাদি করিয়া যে ধনলাভ হয়, কন্যাগত ধন, কন্যার সহিত আগত শ্বশ্রূ আদি দ্বারা লব্ধ যে ধন, শিষ্যগত অর্থাৎ গুরুদক্ষিণাদি দ্বারা প্রাপ্ত যে ধন, যাজ্যাগত অর্থাৎ ঋত্বিক্ ক্রিয়া করিয়া যে ধনলাভ হয়, অন্বয়াগত অর্থাৎ জ্ঞাতিদিগের নিকট হইতে যে ধনলাভ হয়, এই সাত প্রকার ধন বিশুদ্ধ। এই সাত প্রকার ধনকে সাত্ত্বিক ধন বলা যায়।

"শ্রুতশৌর্য্যতপঃকন্যা শিষ্যযাজ্যান্বয়াগতং।
ধনং সপ্তবিধং শুদ্ধং মুনিভিঃ সমুদাহৃতং॥" (রত্নাকর)

রাজসিক ধন—কুসীদ, কৃষি, বাণিজ্য, শুল্ক, শালানুবৃত্তি অর্থাৎ সেবা চাকুরী ও উপকার করিলে কৃতোপকার দ্বারা লব্ধ ধন রাজসিক। তামসিক ধন—দ্যূতক্রীড়া, চৌর্য্য, পার্শ্বিক, পরপীড়া, সাহস, সমুদ্রযান ও গিরি আরোহণ, ব্যাজ অর্থাৎ শূদ্রাদি হইয়া ব্রাহ্মণাদির বেশ ধারণ করিয়া যে সকল অর্থ উপার্জ্জিত হয়, তাহাকে তামস ধন কহে। দানে সাত্ত্বিক ধনই শ্রেয়, রাজসিক ও তামসিক ধন নিন্দনীয়। দানে এইরূপ ধন পরিত্যাগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ যে সপ্তবিধ ধন, তাহাই দানের পক্ষে প্রশস্ত। যে কোন দান করা যায়, সেই সেই বস্তুর এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। তাহার নাম উল্লেখ করিয়া দান করিতে হইবে।

দেয় দ্রব্যের দেবতা।—ভূমি দান করিতে হইলে ইহার দেবতা বিষ্ণু, কন্যাদানে দেবতা প্রজাপতি, গজদানেও দেবতা প্রজাপতি, তুরগ দানে দেবতা যম, একশফ পশু মাত্রেই যমদৈবত, ধেনু দানে দেবতা রুদ্র, মহিষ দানে দেবতা যম, ছাগদানে দেবতা অগ্নি, মেষদানে দেবতা বরুণ, বরাহদানে দেবতা বিষ্ণু, এতদ্ভিন্ন বন্যপশু মাত্রেই বায়ু দেবতা ও জলজ জন্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ। সুবর্ণ দানে দেবতা অগ্নি, শস্যদানে দেবতা প্রজাপতি, পুস্তকাদি বিদ্যাঙ্গদানে দেবতা সরস্বতী, ছত্র, কৃষ্ণাজিন, শয্যা, রথ, আসন ও পাদুকা দানে দেবতা প্রজাপতি, সকল প্রকার ব্রতোপকরণের দেবতা বিষ্ণু, সমুদ্রজাত রত্নাদির দেবতা অগ্নি ইত্যাদি। যে কোন দ্রব্য দান করিতে হইলে সেই সেই দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামোল্লেখ করিয়া উৎসর্গ করিবে ও দান করিতে হইবে। দাতা দান করিবার সময় যাহাকে দান করিবেন, তাহার নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া এবং দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী নামে উৎসর্গ করিয়া দান করিবেন।

"নামগোত্রে সমুচ্চার্য্য প্রদদ্যাৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
পরিতুষ্টেন ভাবেন তুভ্যং সম্প্রদদে ইতি॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

দানের পাত্র—যাহাদের ক্ষান্তি, দয়া, সত্য, শীল, তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি আছে, তাহারাই প্রকৃত দানের পাত্র।

সর্ব্বদাই যত্ন সহকারে গো, তিল, ভূ, হিরণ্য প্রভৃতি পাত্রবিশেষে দান করিবে। পুণ্যকারী লোক আর্ত্তদিগকে অন্নদান, কুটুম্বকে গোদান, যাজ্ঞিককে সুবর্ণ, অনপত্যদিগকে পুত্র কন্যা, ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধোপকরণ দ্রব্য, বৈশ্যকে পণ্যোপযোগী দ্রব্য ও শূদ্রকে শিল্পোপযোগী দ্রব্য দান করিবে। যে বস্তু যে বর্ণের উপযোগী, সেই বস্তু সেই বর্ণকে দিলে বিশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারিদিগকে দণ্ড, কৃষ্ণাজিন ও কমণ্ডলু, দান করিলে বিশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। গৃহস্থকে বস্ত্র, শয্যা, আসন, ধান্য, গৃহ ও গৃহপরিচ্ছদ দান করিলে অতিশয় পুণ্য হয়। বাণপ্রস্থদিগকে নীবার, শাক, ফল ও দুগ্ধ দান করিবে। গন্ধ, মাঙ্গল্য দ্রব্য, তাম্বূল ও অলক্তক বস্ত্রাদি স্ত্রীদিগকে দান করিবে, কিন্তু স্ত্রীদিগকে দান করিতে হইলে তাহার স্বামীর নিকটে দিতে হইবে, নতুবা পারিবে না। বালকদিগকে ক্রীড়নক (খেলিবার পুতুল) দান করিলে অতিশয় পুণ্য হয়। এরূপ দুই লোক অতিশয় পুণ্যবান্, যিনি দুর্ভিক্ষে অন্ন এবং সুভিক্ষে হেম ও বস্ত্র দান করেন।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্য মণ্ডলভেদিনৌ।
দাতান্নস্য চ দুর্ভিক্ষে সুভিক্ষে হেমবস্ত্রদঃ॥" (অগ্নিপু°)

অন্যায় কার্য্য দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ দান করিলে তাহার ফল হয় না।

দানাঙ্গকালে তিথিকাল—কার্ত্তিক মাসের প্রতিপদ্ তিথিতে দান অতিশয় পুণ্যজনক। আশ্বিন মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে দান বিশেষ প্রশস্ত। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে দান করিলে অতিশয় পুণ্য হয়। ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থী এবং ঐ দিন যদি মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে ঐ দিনের নাম সুখদা, এই দিনে দান করিলে বিশেষ পুণ্য হয়। অগ্রহায়ণ ও শ্রাবণ মাসের যে শুক্লাপঞ্চমী ইহাতে দান করিলে অক্ষয় পুণ্য হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী এবং শুক্লপক্ষের সপ্তমী, ঐ দিন যদি রবিবার হয়, ইহাতে দান করিলে অক্ষয় হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণের শুক্লাসপ্তমী, পৌষমাসের শুক্লাষ্টমী, আশ্বিন মাসের শুক্লানবমী, জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাদশমী, এবং শুক্লপক্ষের পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত একাদশী তিথি, ভাদ্রমাসের

শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুক্লাদ্বাদশী, আশ্বিনমাসের দ্বাদশী, এবং পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুনমাসের দ্বাদশী, চৈত্রমাসের ত্রয়োদশী, চৈত্রমাসের ও শ্রাবণের শুক্লাচতুর্দ্দশী, বৈশাখমাস ও কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমা, এই সকল তিথিতে দান করিলে অক্ষয় পুণ্য হয়। ব্যতিপাত, যুগাদি, অমাবস্যা, অবম সংক্রান্তি, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতি পুণ্যকালে দান করিতে হয়। দানের নিষিদ্ধকাল—সন্ধ্যাকালে দান করিবে না এবং রাত্রিতেও দান করিবে না। রাত্রিতে যদি কেহ দান করে, তাহা নিষ্ফল হয়।

"রাত্রৌ দানং ন কর্ত্তব্যং কদাচিদপি কেনচিদ্।
হরন্তি রাক্ষসা যস্মাৎ তস্মাদ্দাতুর্ভয়াবহং॥
বিশেষতো নিশীথে তু ন শুভং কর্ম্ম শর্ম্মণে।
অতো বিবর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞো দানাদিষু মহানিশাং॥" (স্কন্দপু°)

মহাগুরু নিপাত হইলে প্রথম বর্ষে দান করিতে নাই। চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহণেও রাত্রিতে দান করিতে পারিবে এবং কন্যাদান রাত্রিতে প্রশস্ত। এ সকল বিশেষ বিধান জানিতে হইবে।

"গ্রহণোদ্বাহসংক্রান্তিযাত্রাদিপ্রসবেষু চ।
দানং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং রাত্রাবপি তদিষ্যতে॥" (বৃদ্ধ বশিষ্ঠ)

গ্রহণ, উদ্বাহ, যাত্রাদি-প্রসব এই সকল নৈমিত্তিক দান। রাত্রিতেও এই দান নিষিদ্ধ নহে। অট্টহাস, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থসমূহে যাহা দান করা হয়, তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। নদীতীর, গোষ্ঠ, ব্রাহ্মণের বাটী ইত্যাদি পুণ্যস্থলে যাইয়া দান করিতে হয়; এইরূপ দানই বিশেষ পুণ্যপ্রদ। দান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা প্রয়োজন, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যদি শাক মুষ্টি দান করা যায়, তাহাও অনন্তগুণ ফলদায়ী হয়। আর শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া যদি সর্ব্বস্ব দান করা যায়, তাহাও নিষ্ফল হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রদ্ধাই একমাত্র দানের অঙ্গ। কেবল দান বলিয়া কেন, শ্রদ্ধা ভিন্ন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। দানের সময় দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়ই স্নানাদি করিয়া শুচি হইবেন, পরে দাতা দান করিবেন ও গ্রহীতা গ্রহণ করিবেন।

"সুস্নাতঃ সম্যগাচান্তঃ কৃতসন্ধ্যাদিকক্রিয়ঃ।
কামক্রোধবিহীনশ্চ পাষণ্ডস্পর্শবর্জ্জিতঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী পাত্রং দাতা চ শস্যতে।" (বরাহপু°)

দানকালে 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া দান করিবে। গ্রহীতাও প্রণব উচ্চারণ করিয়া গ্রহণ করিবে।

"ওঙ্কারেণ দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াচ্চ" (জাতুকর্ণ্য)

প্রণবই একমাত্র জগতের বীজ ও বেদের আদি, এই জন্য প্রণব উচ্চারণ করিয়া স্নান দানাদি শুভ কার্য্য করিতে হইবে।

প্রশ্নপূর্ব্বক যে ব্রাহ্মণকে দান করে (প্রশ্নপূর্ব্বক শব্দে 'তুমি' এইরূপ, বেদপাঠ করিলে এতদিব ইত্যাদি রূপে) তাহার নরক হয় এবং যে ব্রাহ্মণ এইরূপ দান গ্রহণ করে, তাহারও নরক হয়।

"প্রশ্নপূর্ব্বন্তু যো দদ্যাৎ ব্রাহ্মণায় প্রতিগ্রহং।
সঃ পূর্ব্বং নরকং যাতি ব্রাহ্মণস্তদনন্তরং।" (শাতাতপ)

অপমান করিয়া যিনি দান করেন এবং যিনি এইরূপ দান গ্রহণ করেন, এই দুই জনেরই বহুদিন ধরিয়া নিরয়গামী হইতে হয়। কোন কার্য্য প্রত্যাশা করিয়া যিনি দান করেন এবং এইরূপ যিনি গ্রহণ করেন, ইঁহারা দুইজন নরক ভোগ করিয়া থাকেন।

যে কোন বস্তু দান করিতে হইলে মন্ত্রপূর্ব্বক দান করিতে হয়, অমন্ত্রক দান নিষ্ফল, এইজন্য কতকগুলি দ্রব্য দানের মন্ত্র লিখিত হইল। দেয় দ্রব্যের দানমন্ত্র হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে।

কপিলাদানের মন্ত্র—
কপিলে সর্ব্বভূতানাং পূজনীয়াসি রোহিণি।
সর্ব্বতীর্থময়ী যস্মাদতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥"

শঙ্খদানের মন্ত্র—
পুণ্যস্ত্বং শঙ্খ পুণ্যানাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং।
বিষ্ণুনা বিধৃতো নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

বৃষদানের মন্ত্র—
ধর্ম্মস্ত্বং বৃষরূপেণ জগদানন্দকারকঃ।
অষ্টমূর্ত্তেরধিষ্ঠানমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

সুবর্ণদানের মন্ত্র—
হিরণ্যগর্ভ গর্ভস্থং হেমবীজং বিভাবসোঃ।
অনন্তপুণ্যফলদমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

পীতবস্ত্র দানের মন্ত্র—
পীতবস্ত্রযুগং যস্মাদ্বাসুদেবস্য বল্লভং।
প্রদানাত্তস্য মে বিষ্ণুরতঃ শান্তিং প্রযচ্ছতু॥

শ্বেতাশ্বদানের মন্ত্র—
যস্মাদ্বিষ্ণুস্বরূপেন যস্মাদমৃতসম্ভবঃ।
চন্দ্রার্কবাহনং নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

ধেনুদানের মন্ত্র—
যস্মাত্ত্বং পৃথিবী সর্ব্বা ধেনুঃ কেশবসন্নিভা।
সর্ব্বপাপহরা নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

লৌহদানের মন্ত্র—
যস্মাদায়সকর্ম্মাণি ত্বদধীনানি সর্ব্বদা।
লাঙ্গলাদ্যায়ুধাদীনি ততঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

ছাগদানের মন্ত্র—
যস্মাত্ত্বং ছাগযজ্ঞানামঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতঃ।
যানং বিভাবসোর্নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

শ্বেতবস্ত্রদানের মন্ত্র—
শরণ্যং সর্ব্ব লোকানাং লজ্জায়া রক্ষণং পরং।
সুবেশধারি ত্বং যস্মাদ্বাসঃ! শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

রক্তবস্ত্রযুগদানের মন্ত্র—
রক্তবস্ত্রযুগং যস্মাদাদিত্যস্য প্রিয়ং সদা।
প্রদানাদস্য মে সূর্য্যো হ্যতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

কৃষ্ণবস্ত্রদানের মন্ত্র—
ধর্ম্মরাজেন বিধৃতং কৃষ্ণবস্ত্রং সুশোভনং।
সর্ব্বক্লেশবিনাশায় কৃষ্ণবস্ত্রং দদাম্যহং॥

অন্নদানের মন্ত্র—
অন্নমেব যতো লক্ষ্মীরন্নমেব জনার্দ্দনঃ।
অন্নং ব্রহ্মাখিলত্রাণ মস্তমে জন্ম জন্মনি॥

সোপদংশ দধ্যন্ন-দানের মন্ত্র—
চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থং চন্দ্রাম্বুজসমপ্রভং।
দধ্যন্নং তস্য দানেন প্রীয়তাং বামনো মম॥
দধ্যন্নং সোপদংশঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকং।
প্রীয়তাং ধর্ম্মরাজোহি তদ্দানান্মম সর্ব্বদা॥

কৃসরান্ন (খিচুড়ী) দানের মন্ত্র
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকেশ সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ।
নারায়ণঃ প্রসন্নস্যাৎ কৃসরান্নপ্রদানতঃ॥

পায়সান্নদানের মন্ত্র—
পায়সং পরমান্নঞ্চ সর্ব্বদানোত্তমোত্তমং।
সর্ব্বদৈবতযোগ্যঞ্চ শ্রেয়ঃ পুষ্টিং প্রযচ্ছতু॥

অপূপান্নদানের মন্ত্র—
আদিত্যতেজসা ভক্ষং জাতিশ্রেষ্ঠকরং পরং।
তদন্নং মম বিপ্র ত্বং প্রতীচ্ছাপূপমুত্তমং॥

সক্তুদানের মন্ত্র—
প্রাজাপত্যা যতঃ প্রোক্তাঃ সক্তবো যজ্ঞকর্ম্মণি।
তস্মাৎ সক্তূন্ প্রযচ্ছামি প্রীয়তাং মে প্রজাপতিঃ॥

রজতদানের মন্ত্র—
অসুরেষু সমুদ্ভূতং রজতং পিতৃবল্লভং।
তস্মাদস্য প্রদানেন রুদ্রঃ সম্প্রীয়তাং মম॥

তাম্রদানের মন্ত্র—
পরাপবাদপৈশুন্যাদভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণাৎ।
তৎ প্রজা তঞ্চ যৎপাপং তাম্রপাত্রং প্রশাম্যতু॥

স্বর্ণগর্ভতিলপাত্রদানের মন্ত্র—
দেবদেব জগন্নাথ বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদ।
তিলপাত্রং প্রদাস্যামি তবাঙ্গে সংস্থিতে হ্যহং॥

দর্পণদানের মন্ত্র—
দর্শনেন ত্বমাদর্শ নৃণাং মঙ্গলদায়কঃ।
শৌর্য্যসৌভাগ্যসৎকীর্ত্তিনির্ম্মলজ্ঞানদো ভব॥

মুক্তাদানের মন্ত্র—
তাম্রপর্ণার্ণবোৎপন্না বর্ণাঢ্যা কল্মবর্জ্জিতাঃ।
মুক্তাঃ শুক্ত্যুদ্ভবাঃ সন্তু ভক্তিমুক্তিপ্রদা মম॥

সুবর্ণপদ্মদানের মন্ত্র—
ত্বদুদ্ভবো জগৎস্রষ্টু র্বেধসো হেমপঙ্কজঃ।
পদ্মাবাস হরের্নাভি জাতো মাং পাহি সর্ব্বদা॥

অঙ্গুলীয়দানের মন্ত্র—
হিরণ্যগর্ভসম্ভূতং সৌবর্ণমঙ্গুলীয়কং।
ধর্ম্মপ্রদং প্রযচ্ছামি প্রীয়তাং কমলাপতিঃ॥

বলয়দানের মন্ত্র—
কাঞ্চনং হস্তবলয়ং রূপকান্তিসুখপ্রদং।
বিভূষণং প্রদাস্যামি বিভূষয়তু মাং সদা॥

কুণ্ডলদানের মন্ত্র—
ক্ষীরোদমথনে পূর্ব্বমুদ্ভূতং কুণ্ডলদ্বয়ং।
শ্রিয়া সহ সমুদ্ভূতং দদৌ শ্রী প্রীয়তাং মম॥

তুলসীদানের মন্ত্র—
মণিকাঞ্চনপুষ্পাণি মণিমুক্তাময়ানি চ।
তুলসীপত্রদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥
তুলসীপত্রদানাদ্বা ব্রহ্মণঃ কায়সম্ভবং।
পাপপ্রশমনং যাতু সর্ব্বে সন্তু মনোরথাঃ॥

দুগ্ধদানের মন্ত্র—
অলক্ষ্মীহরণং নিত্যং নিত্যং সৌভাগ্যবর্দ্ধনং।
ক্ষীরং মঙ্গলমায়ুষ্যং ততঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

নবনীতদানের মন্ত্র—
কামধেনোঃ সমুদ্ভূতং বিজ্ঞো তুষ্টিকরং পরং।
নবনীতং প্রদাস্যামি বলং পুষ্টিঞ্চ দেহি মে॥

ঘৃতদানের মন্ত্র—
কামধেনুসমুদ্ভূতং দেবানামুত্তমং হবিঃ।
আয়ুর্বিবর্দ্ধনং দাতু রাজ্যং পাতু সদৈব মাং॥

তৈলদানের মন্ত্র—
তৈলং পুষ্টিকরং নিত্যমায়ুষ্যং পাপনাশনং।

অমাঙ্গল্যহরং পুণ্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

পাদুকাদানের মন্ত্র—

কণ্টকোচ্ছিষ্টপাষাণবৃশ্চিকাদিনিবারণং।

পাদুকাং সম্প্রদাস্যামি বিপ্র প্রীত্যা প্রগৃহ্যতাং॥

চামরদানের মন্ত্র—

শশাঙ্ককরসঙ্কাশ হিমহিণ্ডীরপাণ্ডুর।

প্রোৎসারয়াশু দুরিতং চামরামরবল্লভ॥

চন্দনখণ্ড দানের মন্ত্র—

চন্দনাবাসমন্দারং সখে বৃন্দাবনার্চ্চিত।

চন্দন ত্বৎপ্রসাদান্মে সান্দ্রানন্দোপ্রদো ভব॥

কস্তূরীদানের মন্ত্র—

সমস্তেভ্যোঽপি বস্তুভ্যঃ সংস্তুতানি সুরাসুরৈঃ।

বিন্যস্তাঙ্গেষু কস্তূরী সুখদাঽস্তু সদা মম॥

কর্পূরদানের মন্ত্র—

কন্দর্পদর্পদোযস্মাৎ কর্পূরঘ্রাণতর্পণ।

শ্রমমাত্রভবস্তাপস্ত্বদ্দানাদপসর্পতু॥

ধান্যদানের মন্ত্র—

ধন্যং করোষি দাতারমিহলোকে পরত্র চ।

তস্মাৎ প্রদীয়তে ধান্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

গোধুমদানের মন্ত্র—

যস্মাদন্নময়ো জম্বূদ্বীপো গোধূমসম্ভবঃ।

গান্ধর্ব্বসৌখ্যধনদঃ অতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

মুদ্গদানের মন্ত্র—

মুদ্গবীজানি বৈ যস্মাৎ প্রিয়ানি পরমেষ্ঠিনঃ।

তস্মাদেষাং প্রদানেন প্রীতিঃ সিদ্ধতু মে সদা॥

চণকদানের মন্ত্র—

পুরা গোবর্দ্ধনোদ্ধারসময়ে হরিভক্ষিতাঃ।

চণকাঃ সর্ব্বপাপাঘ্না অতঃ শান্তিং দদত্বমী॥

লবণদানের মন্ত্র—

রসানামগ্রজং শ্রেষ্ঠং লবণং বলবর্দ্ধনং।

ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং সাক্ষাদতঃ শান্তিং প্রযচ্ছতু॥

যবদানের মন্ত্র—

ধান্যরাজাশ্চ মাঙ্গল্যা দ্বিজপ্রীতিকরা যবাঃ।

তস্মাদেষাং প্রদানেন মমাস্ত্বভিমতং ফলং॥

তিলদানের মন্ত্র—

তিলাঃ পাপহরা নিত্যং বিষ্ণোর্দ্দেহসমুদ্ভবাঃ।

তিলদানেন সর্ব্বং মে পাপং নাশয় কেশব॥

শর্করাদানের মন্ত্র—

অমৃতস্য কলোৎপন্নাঃ ইক্ষুধারাজশর্করা।

সূর্য্যপ্রীতিকরা নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

ইক্ষুখণ্ডদানের মন্ত্র—

মনোভবধনুর্মধ্যাদুদ্ভূতঃ শর্করাজনিঃ।

তস্মাদস্য প্রদানেন মম সন্তু মনোরথাঃ॥

গুড়দানের মন্ত্র—

প্রণবঃ সর্ব্বমন্ত্রাণাং নারীণাং পার্ব্বতী যথা।

তথা রসানাং প্রবরঃ সদৈবেক্ষুরসোমতঃ।

মম তস্মাৎ পরাং লক্ষ্মীং দদস্ব গুড় সর্ব্বদা॥

মধুদানের মন্ত্র—

যস্মাৎ পিতৄণাং শ্রাদ্ধে ত্বং পীতং মধ্বমৃতোপমং।

তস্মাত্তব প্রদানেন রক্ষমাং দুঃখসাগরাৎ॥

জলকুম্ভদানের মন্ত্র—

বারিপূর্ণঘটোপেতং দেবত্রয়ময়ং যতঃ।

প্রীয়তাং ধর্ম্মরাজোঽস্তু দানেনানেন পুণ্যদঃ॥

উপানহদানের মন্ত্র—

উপানহৌ প্রদাস্যামি কণ্টকাদিনিবারণে।

সর্ব্বস্থানেষু সুখদে অতঃ শান্তিং প্রযচ্ছতং॥

ব্যজনদানের মন্ত্র—

ধুবিত্রা সর্ব্বজন্তূনাং শৈত্যানন্দকরী শুভা।

পিতৄণাং তৃপ্তিদা নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

শিবলিঙ্গদানের মন্ত্র—

শিবশক্ত্যাত্মকং যস্মাৎ জগদেতচ্চরাচরং।

তস্মাদনেন সর্ব্বং মে করোতু ভগবান্ শিবং॥

কৈলাসবাসী গৌরীশো ভগবান্ ভগনেত্রভৃৎ।

চরাচরাত্মকোলিঙ্গরূপী দিশতু বাঞ্ছিতং॥

মরকতলিঙ্গদানের মন্ত্র—

ইদং মারকতং লিঙ্গং রৌপ্যপীঠসমন্বিতং।

ধান্যৈর্দ্দশভির্ব্বিযুক্তমেকাদশ ফলান্বিতং॥

সম্প্রদদ্যাং বিধানেন যথোক্তং ফলমস্তু মে।

পুস্তকদানের মন্ত্র—

সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়ং জ্ঞানকরণং ললিতাক্ষরং।

পুস্তকং সম্প্রযচ্ছামি প্রিয়া ভবতু ভারতী॥

পুষ্পদানের মন্ত্র—

আশ্রয়ন্তি মনো যস্মাৎ তস্মাৎ সুমনসঃ স্মৃতাঃ।

দত্তা দদতু মে নিত্যমত্যাহ্লাদযুতাং শ্রিয়ং॥

তাম্বূলদানের মন্ত্র—

তাম্বূলং শ্রীকরং ভদ্রং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকং।

অস্য প্রদানাৎ ব্রহ্মাদ্যাঃ শিবং দদতু পুষ্কলং॥

তাম্বূলকরঙ্কদানের মন্ত্র—

পূরিতং পূগপূরেণ নাগবল্লীদলান্বিতং।
পূর্ণেন পূর্ণপাত্রেণ কর্পূর-পূরকেণ চ॥
সপূগখণ্ডনং দিব্যং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং প্রিয়ং।
করঙ্গত্বং গুণাধারং ত্বৎপ্রদানাৎ কুরুষ মাং॥

হরিদ্রাদানের মন্ত্র—
লক্ষ্মীপ্রিয়া যা লক্ষ্মীদা লক্ষ্মীবদ্‌বসনপ্রিয়া।
সৌভাগ্যকৃৎবরস্ত্রীণাং হরিদ্রা শ্রীপ্রদাস্তু মে॥

যজ্ঞোপবীত দানের মন্ত্র—
ব্রহ্মসূত্রং মহাদিব্যং ময়া যত্নেন নির্ম্মিতং।
ব্রহ্মং জন্মাহস্তু মে দেব ব্রহ্মসূত্রসমর্পণাৎ॥

শয্যাদানের মন্ত্র—
যস্মাদশূন্যং শয়নং কেশবস্য শিবস্য চ।
শয্যামবাপ্য শূন্যাস্তু তস্মাজ্জন্মনি জন্মনি॥

ছত্রদানের মন্ত্র—
ইহামুত্রোভয়ত্রাণং কুরু কেশব মে প্রভো।
ছত্রং ত্বৎপ্রীতয়ে দত্তং ব্রাহ্মণায় ময়া শুভং॥ (হেমাদ্রিব্র° খ°)

মহাপাতকজ রোগ হইলে বা কোন কঠিন পীড়া হইলে সেই রোগ জন্য বিহিত দ্রব্য যথাবিধানে দান করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। রোগজন্য দানের বিষয় হারীত-সংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

গো, ভূমি বা সুবর্ণদান করিয়া দেবতাদিগকে পূজাপূর্ব্বক রোগের প্রতীকার করিবে। কুষ্ঠ ও পাণ্ডু রোগের শান্তির নিমিত্ত গো, ভূমি বা হিরণ্য দান করিবে। মেহ, শূল, শ্বাস, ভগন্দর, অর্শ ও কাশ রোগে সুবর্ণ ও অন্নদান করিতে হইবে। জ্বররোগে রুদ্রজপ, মতি, অন্ন বা শাস্ত্র দান করিবে। গুল্ম ও অগ্নিমান্দ্যরোগে কন্যাদান করিবে। মেহ ও অশ্মরী রোগে লবণ দান করিতে হইবে। শূলরোগ হইলে প্রভূত অন্নদান করিয়া চিকিৎসা করিলে আরোগ্যলাভ হয়। রক্তপিত্তরোগে ঘৃত ও মধু দান করিবে। গ্রহণী রোগে গো, হিরণ্য, ভূমি ও অন্ন এই চতুর্ব্বিধ দান করিবে। কুনখী ও শ্যাবদন্ত রোগে সুবর্ণ দান, শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগে রৌপ্য দান, সিধ্মলরোগে ত্রপুদান, বহুমূত্রে গোদান, নেত্ররোগে ঘৃত, নাসিকারোগে সুগন্ধ দ্রব্য, কণ্ডুরোগে তৈলদান, জিহ্বক রোগে রসদান ও পিত্তরোগে উষ্ট্রদান করিয়া রোগের চিকিৎসা করিতে হইবে। এইরূপ দান করিয়া চিকিৎসা করিলে আশুরোগ উপশমিত হয়। (হারীত দ্বিতীয় স্থান ১ অধ্যায়)

গ্রহগণ গোচরে অষ্টবর্গে বা দশাতে বিরুদ্ধ হইলে দানাদি দ্বারা শুভ হইয়া থাকে।

রবিগ্রহের দান—মাণিক্য (অভাবে মূল্য), গোধূম, সবৎস ধেনু, কুসুম্ভরঞ্জিত বস্ত্র, গুড়, স্বর্ণ, তাম্র, রক্তচন্দন, রক্তবস্ত্র ও আতপতণ্ডুল দক্ষিণার সহিত দান করিলে রবিগ্রহ কখন মন্দফল দেননা।

চন্দ্রের দান—রজত পাত্রে তণ্ডুল, কর্পূর, মুক্তা, শুক্লবস্ত্র, রৌপ্য, যুগোপযুক্ত বৃষ, ঘৃতপূর্ণ কুম্ভ ও বস্ত্র।

মঙ্গলের দান—প্রবাল, গোধূম, মসূর, কলাই, অরুণবর্ণ বৃষ, গুড়, স্বর্ণ, রক্তবস্ত্র, করবীর পুষ্প ও তাম্র মঙ্গলের জন্য দান করিতে হয়।

বুধের দান—নীলবস্ত্র, স্বর্ণ, কাংস্য, মুগকলাই, পীতবর্ণ পুষ্প, দ্রাক্ষা ও হস্তিদন্ত বুধের জন্য দান করিবে।

বৃহস্পতির দান—চিনি, দারুহরিদ্রা, অশ্ব (অভাবে ২৫ কাহন কড়ি), পীতধান্য, পীতবস্ত্র, রক্তপুষ্প, লবণ ও স্বর্ণ বৃহস্পতির জন্য দান করিতে হইবে।

শুক্রের দান—বিচিত্র বস্ত্র, শ্বেতাশ্ব, ধেনু, বস্ত্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, সুগন্ধি ও তণ্ডুল শুক্রের জন্য দান করিতে হইবে।

শনির দান—মাষকলাই, তৈল, নীলবস্ত্র, কৃষ্ণতিল, নীলমণি, মহিষ, লৌহ ও সবস্ত্র দক্ষিণা।

রাহুর দান—গোমেদ, রত্ন, অশ্ব, নীলবস্ত্র, কম্বল, কৃষ্ণতিল, সবস্ত্র দক্ষিণার সহিত দান করিতে হইবে।

কেতুর দান—বৈদূর্য্যমণি, রত্ন, মৃগমদ, তিল, তিলতৈল, কম্বল ও খড়্গ সবস্ত্র দক্ষিণার সহিত দান করিতে হইবে। এই সকল গ্রহ সম্বন্ধীয় সকল দানই স্ব স্ব মন্ত্র উচ্চারণ ও বস্ত্র সহিত উৎসর্গ করিয়া দান করিবে। দান দ্রব্যাদি গ্রহাচার্য্যকে দান করিবে, অন্যথা নিষ্ফল হইবে। যদি কোন ব্রাহ্মণ জ্ঞান কিংবা অজ্ঞানে লোভ করিয়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণের ইহলোকে দারিদ্র্য ও মৃত্যুর পর চণ্ডালযোনি লাভ হয়। (জ্যোতিষ)

"গ্রহদেয়ানি দানানি গ্রহে দেয়া চ দক্ষিণা।
গ্রহবিপ্রায় দাতব্যং অন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥
লোভাৎ গৃহ্ণাতি যো বিপ্রো জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
ইহলোকে দরিদ্রঃ স্যাৎ মৃতে চণ্ডালযোনিজঃ॥" (জ্যোতিষ)

গ্রহ সম্বন্ধে কোনরূপ দানাদি গ্রহাচার্য্য ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণের গ্রহণ করিতে নাই।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণে দানের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় দান সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থকার রচিত বিস্তর গ্রন্থ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এই গুলি উল্লেখযোগ্য যথা—কমলাকর রচিত দানকমলাকর, রঘুনন্দন কৃত দানকল্পতরু, গোবিন্দানন্দ রচিত দানকৌমুদী, অনন্তদেব রচিত দানকৌস্তুভ; গৌতম, জয়রাম, দিবাকর ও বৃন্দা-

বনের দানচন্দ্রিকা, দিবাকরের দানদিনকর, ভবদেবভট্টের দানধর্ম্মপ্রক্রিয়া, নররাজ ও রত্নাকর ঠক্কুরের দানপঞ্জিকা, রামদত্তের দানপদ্ধতি, নীলকণ্ঠের দানপরিভাষা ও দানময়ূখ, শ্রীধরমিশ্রের দানপরীক্ষা, অনন্তভট্টের দানপারিজাত, মিত্রমিশ্রের দানপ্রকাশ, দয়ারামের দানপ্রদীপ, কুবেরনন্দের দানভাগবত, ব্রজরাজের দানমঞ্জরী, চণ্ডেশ্বর ও রাজভট্টের দানরত্নাকর, নররাজ ও বিদ্যাপতির দানবাক্যাবলী, দানবিবেক, মদনসিংহদেবের দানবিবেকোদ্দ্যোত, দিবাকরের দানসংক্ষেপচন্দ্রিকা, অনন্তভট্ট, কামদেব ও রাজা বল্লালসেনের দানসাগর, এ ছাড়া সুপ্রসিদ্ধ হেমাদ্রির দানখণ্ড ও অপরার্কের দানাপরার্ক আছে।

দানক (ক্লী) কুৎসিতং দানং দান-কন্। কুৎসিত দান, নিন্দিত দান।

দানকর্ম্ম (ক্লী) দানমেব কর্ম্ম। দানক্রিয়া। পর্য্যায়—দাতি, দাশতি, দাসতি, রাতি, রাসতি, পূনার্ত্ত, পূনাতি, শিক্ষতি, তুঞ্জতি, মহত। (নিঘণ্টু ৩ অধ্যায়)

দানকাম (ত্রি) দানং কাময়তে কম-স্বার্থে নিঙ্ অণ্। দানশীল। "গোতমস্তোমেন যদীচ্ছেদ্দানকামা মে প্রজাস্যাৎ।" (আশ্বলায়নশ্রৌ° ৯।৩।১৪)

দানকুল্যা (স্ত্রী) হস্তীর মদজল।

দানকেলী, শ্রীরূপগোস্বামী কৃত ভাণিকালক্ষণাক্রান্ত দৃশ্যকাব্য।

দানকোণা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus harbigar)

দানগড়, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ দানলীলা করেন। (শ্রীবৃন্দাবনলীলা°)

দানঘাটি, গোবর্দ্ধনস্থিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান। (ভক্তমাল)

দানচ্যুত (পুং স্ত্রী) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ।

দানধর্ম্ম (পুং) দানাখ্যো ধর্ম্মঃ দানরূপোধর্ম্মোবা মধ্যলো°। দানের ধর্ম্ম, দান, দানশীলতা, দানাত্মক ধর্ম্ম।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দানধর্ম্মমনুত্তমং।
অর্থানামুদিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনং॥"(গরুড়পু° ৫১অঃ)

পুণ্য কার্য্যের মধ্যে দানই সর্ব্বোত্তম, দানের ফল অনন্ত। [দান দেখ।]

দাননিবর্ত্তনকুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ডের নিকট অবস্থিত কুণ্ডভেদ। (ভক্তমাল, শ্রীবৃন্দাবনলীলা°)

দানপতি (পুং) দানে পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ ৭তৎ। ১ সতত দাতা, যিনি সর্ব্বদা দান করিয়া থাকেন। ২ অক্রূরের নামান্তর, শতধন্বা স্যমন্তক মণি হরণ করিয়া ইহার নিকট গচ্ছিত রাখেন, ইনি প্রতিদিন এই মণির প্রভাবে বহুদান করিতেন, এই জন্য ইহার দানপতি নাম হয়। (ভাগ°) ৩ দৈত্যভেদ। (হরিবংশ ২৩২।৭)

দানপত্র (ক্লী) দানস্য পত্রং। ত্যাগপত্র, ত্যাগ করিলাম অর্থাৎ তোমাকে ইহা দান করিলাম বলিয়া যে পত্র লিখিয়া দেওয়া হয়।

দানপদ্ধতি (স্ত্রী) দানস্য পদ্ধতিঃ। দানবিষয়ক পদ্ধতি, দানের প্রণালী, দানের নিয়ম।

দানপাত্র (ক্লী) দানস্য পাত্রং। দানযোগ্য ব্রাহ্মণভেদ, যিনি দানের উপযুক্ত। [দান দেখ।]

দানপ্রতিভাব্য (ক্লী) ঋণ পরিশোধার্থ জামিন।

দানফল (ক্লী) দানস্য ফলং ৬তৎ। দান জন্য ফল, দানের ফল, দানজন্য ধর্ম্মসঞ্চয়।

দানফলের বিষয় অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—দাতার নিকটে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দান করিলে তিন অবস্থায় অক্ষয় ফল লাভ হয়, ভয় বা ক্রোধপূর্ব্বক দান করিলে গর্ভাবস্থায় ইহার ফল ভোগ এবং ঈর্ষা ও ক্রুদ্ধ হইয়া দম্ভ ও অর্থের জন্য দ্বিজাতিদিগকে দান করিলে, বাল্যকালে ইহার ফলভোগ হয়।

যাহারা বৈশ্য ও বেদবিহীন সন্ধ্যাদি-উপাসনাবর্জ্জিত ব্রাহ্মণকে দান করে, সে ইহার ফল বৃদ্ধকালে প্রাপ্ত হয়।

চারিপ্রকার জন্ম ও ষোড়শ প্রকার দান নিষ্ফল—অপুত্র ব্যক্তি, বক ধার্ম্মিক, পরান্নভোজী ও যাহারা সর্ব্বদা লোকের পীড়া দিয়া থাকে এই চারি প্রকার লোকের জন্ম নিষ্ফল। ১ দেবপিতৃবিহীন, ২ ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপী, ৩ দত্তানুকীর্ত্তন (দান করিয়া বলা), ৪ বেদ, অগ্নি ও ব্রতত্যাগী, ৫ অন্যায় দ্বারা উপার্জ্জিত বস্তুদান, ৬ ব্রহ্মঘাতী, ৭ মিথ্যাবাদী গুরু, ৮ চৌর, ৯ পতিত, ১০ কৃতঘ্ন, ১১ সর্ব্বদা যাহারা ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে, ১২ যাচক, ১৩ বৃষলীপতি, ১৪ পরিচারক, ১৫ ভৃত্য, ও ১৬ মিথ্যাবাদীকে দান করিলে নিষ্ফল হয়, এই ষোড়শ প্রকার দান করিলে দান জন্য কোনই ফল হয় না *।

* "গত্বা যদ্দীয়তে দানং ভক্ত্যা পাত্রে বিধানতঃ।
তদনন্তফলং বিদ্ধি অবস্থাত্রিতয়ে নৃপঃ।
তমোবৃতস্তু যো দদ্যাৎ ভয়াৎ ক্রোধাত্তথৈব চ।
নৃপদানাস্তু তৎসর্ব্বং ভুঙ্‌ক্তে গর্ভস্থ এব তু।
ঈর্ষা মনুষ্যমদাশ্চৈব দম্ভার্থং চার্থকারণাৎ।
যো দদাতি দ্বিজাতিভ্যঃ স বাল্যে তু তদশ্নুতে।
বৈশ্যদেববিহীনঞ্চ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতং।
যদ্দানং দীয়তে তস্মৈ বৃদ্ধকালে তদশ্নুতে।
বৃথা জন্মানি চত্বারি বৃথা দানানি ষোড়শ।
তান্যহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।

দানব (পুং) দনোরপত্যং দনু-অণ্ (তস্যাপত্যং। পা ৪।১।১২) দনুর অপত্য, কশ্যপের ঔরসজাত ও দনুগর্ভজ পুত্রগণ, অসুর।
"নি মায়িনো দানবস্য মায়া অপাদয়ৎ।" (ঋক্ ২।১১।১০)

ইন্দ্র অভিযুত সোম পান করিয়া মায়াবী দানবদিগের মায়া সকল নিপাতিত করিয়াছিলেন। ভাগবত মতে ইহাদের সংখ্যা একষষ্ঠি তাহাদের মধ্যে—দ্বিমূর্দ্ধা, শম্বর, অরিষ্ট, হয়গ্রীব, বিভাবসু, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, স্বর্ভানু, কপিল, অরুণ, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, একচক্র, তাপন, ধূম্রকেশ, বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিত্তি ও দুর্জ্জয় এই ১৮ জন দানবের মধ্যে প্রধান। মহাভারতের মতে—চত্বারিংশৎ দনুর পুত্র।

"চত্বারিংশদ্দনোঃ পুত্রাঃ খ্যাতাঃ সর্ব্বত্র ভারত।
তেষাং প্রথমজো রাজা বিপ্রচিত্তির্মহাযশাঃ॥" (ভারত ১।৬৫।২১)

দক্ষকন্যা দনু ত্রিলোকবিশ্রুত চত্বারিংশৎ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বিপ্রচিত্তি রাজা হইয়াছিলেন। শম্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, বীর্য্যবান্, অশ্বশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান্, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুহুণ্ড, একপাদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য ও চন্দ্র ইহারা দনুবংশে জন্মহেতু দানব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। দানবের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতা হইতে ভিন্ন। ক্রমে ইহাদের বংশ এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে তাহা গণনা করাও দুষ্কর হইয়া উঠে। এই বংশেই বৃত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। (ভারত ১।৬৫ অ°)

মনুসংহিতার মতে—দানবগণ পিতৃগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

"ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং চরং স্থাণ্বনুপূর্ব্বশঃ॥" (মনু ৩।২০৬)

মরীচ্যাদি ঋষিগণ হইতে পিতৃলোক উৎপন্ন হইয়াছে। পিতৃলোক হইতে দেবদানব এবং দেবতা হইতে এই চরাচর জগৎ আনুপূর্ব্বিক ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। দানবস্যেদং অণ্। (ত্রি) দানব সম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

অপুত্রস্য বৃথা জন্ম ধর্ম্মবাহ্যাঃ নরাঃ সদা।
পরপাকং সদাশ্নন্তি পরতাপরতাশ্চ যে।
দেবপিতৃবিহীনং যৎ ঈশ্বরেভ্যঃ সদোষতঃ।
দত্তানুকীর্ত্তনাচ্চৈব বেদাগ্নিত্রতত্যাগিনে।
অন্যায়োপার্জ্জিতং দানং ব্যর্থং ব্রহ্মহনে তথা।
গুরবে হনৃতবক্তে চ স্তেনায় পতিতায় চ।
কৃতঘ্নায় চ যদ্দত্তং সর্ব্বদা ব্রহ্মবিদ্বিষে।
যা চকার চ সর্ব্বস্য বৃষল্যাঃ পতয়ে তথা।
পরিচায়কায় ভৃত্যায় সর্ব্বত্র পিশুনায় চ।
ইত্যেতানি তু রাজেন্দ্র বৃথা দানানি ষোড়শ॥" (অগ্নিপুরাণ)

দানবগুরু (পুং) দানবানাং গুরুঃ ৬তৎ। দানবদিগের গুরু শুক্রাচার্য্য।

দানবজ্র (পুং) দানে বজ্রইব। বৈশ্যজাতিক অশ্ববিশেষ। ইহারা দেবতা ও গন্ধর্ব্বদিগকে বহন করে। ইহাদের বার্দ্ধক্যাবস্থা নাই এবং কদাপি বেগহীন হয় না। ইহারা মনের ন্যায় বেগশালী। (ভারত ১।১৭১ অঃ)

দানবারি (পুং) দানবানাং অরিঃ ৬তৎ। ১ দেবতা। ২ বিষ্ণু। দানমেব বারি জলং। (ক্লী) ৩ গজমদজল।

দানবিধি (পুং) দানস্য বিধিঃ ৬তৎ। দান করিবার বিধান বা নিয়ম।

দানবীর (পুং) ১ অত্যন্ত দাতা, যে ব্যক্তি সর্ব্বস্ব দান করিতেও কুণ্ঠিত নহে। ২ বীররস ভেদ। ৩ নায়কভেদ।
"স চ দানধর্ম্মযুদ্ধৈ র্দয়য়া চ সমন্বিতশ্চতুর্দ্ধাস্যাৎ।
স চ বীরঃ। দানবীরঃ, ধর্ম্মবীরঃ দয়াবীরঃ, যুদ্ধবীরশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ। তত্র দানবীরঃ পরশুরামঃ।
"ত্যাগঃ সপ্তসমুদ্রমুদ্রিতমহী নির্ব্যাজ দানাবধিঃ॥"
(সাহিত্যদ° ৩।২৩৪)

দানবীরের স্থলে ত্যাগবিষয়ে উৎসাহ স্থায়িভাব, ব্রাহ্মণদিগকে সম্প্রদান আলম্বনবিভাব, সত্ত্ব ও অধ্যবসায়াদি দ্বারা উদ্দীপন বিভাব, সর্ব্বস্বত্যাগাদি দ্বারা অনুভাব, হর্ষ ও ধৃতি প্রভৃতি সঞ্চারীভাব। স্থায়িভাব প্রভৃতি দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া দানবীরতা প্রাপ্ত হয়। 'ত্যাগঃ সপ্তসমুদ্র' এই শ্লোক দ্বারা পরশুরাম এস্থলে সম্পূর্ণ দানবীর।
[বিশেষ বিবরণ বীররস দেখ।]

দানবেয় (পুং) দন্বাঃ অপত্যং দনু স্ত্রিয়াং উঙ্, ততো ঢক্। দক্ষকন্যা দনুর অপত্য।
"দৈতেয়া দানবেয়াশ্চ কিমিচ্ছন্তি পরাক্রমাৎ।" (হরিব° ২২১ অ°)

দানব্রত (ক্লী) দানমেব ব্রতং। দানরূপ ব্রত।

দানশক্তি (স্ত্রী) দানস্য শক্তিঃ। দান করিবার ক্ষমতা, দাতৃত্ব, দানেচ্ছা।

দানশীল (ত্রি) দানে শীলং স্বভাবো যস্য। দাতা। পর্য্যায়—বদান্য, বদন্য। (হেম ৩।১৫)

দানশূর (পুং) দানে শূরঃ বীরঃ। দানবীর, শাক্যমুনি।

দানশৌণ্ড (ত্রি) দানেষু শৌণ্ডঃ অতিদক্ষঃ। বহুপ্রদ, অত্যন্ত বদান্য, অতিশয় দাতা।
"নির্গুণোঽপি বিমুখো ন ভূপতে
র্দানশৌণ্ডমনসঃ পুরোঽভবৎ॥" (মাঘ ১৪।৪৭)

দানসাগর (পুং) দানানাং সাগর ইব। মহাদানবিশেষ, যাহাতে ষোড়শ দান করিতে হয়। গৌড়দেশ প্রসিদ্ধ ভূমি, আসন প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের প্রত্যেক বস্তু ১৬ খান করিয়া যথোক্ত বিধানে দান করিলে দানসাগর হয়।

"যঃ কশ্চিৎ কুরুতে দেবি গ্রহণে দানসাগরং।
বৃষোৎসর্গং মহাদানং যৎ কিঞ্চিৎ পৃথিবীতলে॥"

(কামধেনুতন্ত্র ২৫ পটল)

দানানাং সাগর ইব প্রতিপাদকতয়া আধার ইব। ২ তুলা-পুরুষাদি মহাদানের বিধানজ্ঞাপক স্মৃতিনিবন্ধভেদ।

দানযোগ্য (ত্রি) দানস্য যোগ্যঃ ৬তৎ। দানের যোগ্য, দানের পাত্র।

দানা (দেশজ) ১ দানব, অসুর। ২ প্রেত। ৩ কণ্ঠাভরণবিশেষ। ৪ শস্য। ৫ ক্ষুদ্রবীজ।

দানাপ্নস্ (ত্রি) দানকর্ম্ম। "তা ত ইন্দ্র-দানাপ্নসঃ আক্ষাণে" (ঋক্ ১০।২২।১১) 'দানাপ্নসঃ দানকর্ম্মণঃ' (সায়ণ)

দানাদার, ১ দানাযুক্ত। (পারসী) ২ শস্যযুক্ত।

দানাদার পাথর, প্রস্তরভেদ (Granite.)

দানিন্ (ত্রি) দানমস্যাস্তি দান-ইনি। দানযুক্ত।

"স্বদয়ধ্বং তপোযজ্ঞস্বাধ্যায়ব্রতদানিনঃ।" (ভাগবত ৭।২।১০)

দানীয় (ত্রি) দীয়তে হস্মৈ দা সম্প্রদানে অনীয়র্। দানের যোগ্য, দানপাত্র।

দানু (পুং) দদাতীতি দা-নু (দাধাভ্যাং নুঃ। উণ্ ৩।৩২) ১ দাতা। ২ বিক্রান্ত। ৩ বায়ু। ৪ সুখ, শর্ম্ম। ৫ দানব। "দানুং শয়ানং স জনাস ইন্দ্রঃ" (ঋক্ ২।১২।১১) 'দানুং দানবং' (সায়ণ) (ক্লী) ৬ দান। ৭ বর্ষণ। "যবং ন বৃষ্টি-র্দিব্যেন দানুনা" (ঋক্ ১০।৪৩।৭) 'দানুনা দানেন বর্ষণেন বা' (সায়ণ) ৮ দেয় ধন। "করন্তিস্রো মথবা দানু চিত্রাঃ" (ঋক্ ১।১৭৪।৭) 'দানুভি র্দেয়ৈর্ধনৈশ্চিত্রাঃ' (সায়ণ)

দানুদ (ত্রি) দানুং দদাতি দানু দা-ক। ধনদাতা। "প্রদানুদো দিব্যো দানুপিন্ব" (ঋক্ ৯।৯৭।২৩) 'দানুদঃ দাতৃভ্যঃ ধনা-দীনাং দাতা' (সায়ণ)

দানুমৎ (ত্রি) দানুঃ বিদ্যতে হস্য দানু-মতুপ্। হিংসাযুক্ত। "পর্ব্বতে দানুমদ্ বসু" (ঋক্ ৫।১।৪) 'দানুমৎ দানুমতো হিংসাযুক্তস্য, যদ্বা দনু রসুর মায়া সৈব দানুঃ তদ্বতঃ।' (সায়ণ)

দানৌকস্ (ত্রি) দানের এক নিলয়।

"বীরং দানৌকসং বন্দধ্যৈ" (ঋক্ ১।৬১।৫) 'দানৌকসং দানানামেকনিলয়ং' (সায়ণ)

দান্ত (ত্রি) দম-কর্ত্তরি ক্ত। ১ বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহকর্ত্তা, তপঃক্লেশসহ।

"শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবান্
সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যাত্মানমবলোকয়েৎ" (বেদান্তসার)

২ দমিত। ৩ শিক্ষিতবৃক্ষ। ৪ মদনকবৃক্ষ। ৫ বিদর্ভরাজ ভীমসেনের দ্বিতীয় পুত্র, দময়ন্তীর ভ্রাতা। (ভারত ৩।৫৩ অ॰) দন্তেন নির্বৃত্তং দন্ত-অণ্। ৬ দন্তনির্ম্মিত। ৭ দানা।

দান্তা (স্ত্রী) অপ্সরোবিশেষ।

"বিদ্যুতা প্রশমী দান্তা বিদ্যোতা রতিরেব চ।"(ভারত ১২।১৯।৪৫)

দান্তকড়া (দেশজ) দাঁতের গোড়ায় ব্যথা, দাঁত কন্‌কনানি। (Toothache)

দান্তি (স্ত্রী) দম-ক্তিন্। ১ তপঃক্লেশাদি সহিষ্ণুতা। ২ বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ। ৩ বশ্যতা। ৪ নম্রতা, বিনয়।

দান্তিক (ত্রি) গজদন্তনির্ম্মিত।

দাপ (দর্প শব্দের অপভ্রংশ) ১ দর্প, গর্ব্ব, অহঙ্কার। ২ জোরে আঘাত।

দাপনীয় (ত্রি) দণ্ডার্হ।

দাপয়িতব্য (ত্রি) দণ্ডের যোগ্য।

দাপট (দেশজ) প্রভাব, প্রতাপ, অহঙ্কার, গর্ব্ব।

দাপান (দেশজ) দর্পকরণ, প্রভাব প্রদর্শন, প্রতাপ প্রকাশ।

দাপিত (ত্রি) দা-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। ১ সাধিত। ২ দণ্ডিত। ৩ দাপিতধনক প্রতিবাদী প্রভৃতি। ৪ ধনাদি দ্বারা আয়ত্তীকৃত। ৫ শোধিত দ্রব্য। কলিঙ্গ ও পুরুষোত্তমের মতে দাপিতের পাঠান্তর দায়িত। দর্প।

দাপু (দেশজ) লতাভেদ (Polypodium proliferum.)

দাপোলি, ১ বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তর সীমা জঞ্জিরা ও কোলাবা, পূর্ব্বে কোলাবা ও খেড়, দক্ষিণে বাশিষ্ঠী নদী চিপ্‌লুন্ হইতে দাপোলিকে পৃথক্ রাখিয়াছে এবং পশ্চিমে আরবসাগর। ভূপরিমাণ কমবেশ ৫০৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। এখানে অপরাপর জাতির মধ্যে কুণবি, মাঙ্গ, মহার ও ভণ্ডিজাতি অনেক। শেষোক্ত তিন জাতির অবস্থা অতিশয় মন্দ।

সমুদ্রের ধারে দাপোলি প্রায় ৩০ মাইল বিস্তৃত। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ অল্প বালুকাযুক্ত। সমুদ্রের ধারে অথচ সাবিত্রী ও বাশিষ্ঠী নদীর সঙ্গমে বাঙ্কোত ও দাভোল নামে দুইটী গণ্ডগ্রাম আছে। এখানকার গ্রামসমূহে আম ও কাঁঠাল গাছ যথেষ্ট জন্মে। এখানকার জল হাওয়া স্বাস্থ্যকর।

২ উক্ত উপবিভাগের সদর। সমুদ্র হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কোঙ্কণের মধ্যে এই স্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর।

দাভি, গুজরাটের রাজপুত জাতির মধ্যে এক প্রধান শ্রেণী। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বকালে গজনী, এদর, ভীলড়িগড় ও খেড়গড়ে দাভিদিগের বাস ছিল। দাভঋষি ইহাদের আদিপুরুষ। দাভঋষির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কবিতা শুনা যায়—

"বড়ী সতী বনবাস দেব শ্রীরাম দীধো।
সীতাজী চালীয়াং কনখলবাসো কীধো॥
পুরা মাসজ পেট এ কুংবর লব আয়ো।
অশো কুংবর অবতার জশোথত পুনম জায়ো॥
সুংপে কুংবর রথীয়াং সতী সীতা ধুবণনে চালীয়াং।
বনং চরী দেখ পাছাং বলাং হেত করে লব লীয়াং॥
পল খোলী রুথী দেব তহাং বালক নহীং দীশে।
মার্যো কোই মংঝার সীংহ শীয়াল কে শশে॥
(কে) ধরে রথী হর ধ্যান ডাভরখি নাম দেরায়ো।
ওথ বহে আবীয়াং বাল জম দীসে বীজো
বাত কুণ তেড় বে শগতী তেরো॥
মাস জেঠ পথ শাম কৃত জগতণো অধতাম
সোম সধবার শবজ্জে দরবাসা রুখ ডাভ।
হেক ভড় জোধ উপায়ো চোরাসী রথ্ আয়েনর ডাভীনে পায়ো
গঙ্গবেগর ডুঙ্গর গণা হেক পত জুজয়ো॥
সমসর পংদর চোরাসীএ মহাজোধ পেদাস হুয়ো।"

দেব শ্রীরাম সীতাকে বনবাস দিলেন। সীতা বিজনবনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। দশমাস পূর্ণ হইলে তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কুমার অবতার লবকে প্রসব করিলেন। (একদিন) সীতা ঋষির নিকট পুত্রকে রাখিয়া স্নান করিতে গমন করেন। কিন্তু এক বনচরীকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া লবকে লইয়া যান। এদিকে ঋষি ধ্যানান্তে সম্মুখে বালককে দেখিতে না পাইয়া মনে করিলেন, বোধ হয় বিড়াল, বা শৃগাল অথবা কোন শশক তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি দাভ (দর্ভ) হইতে একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন। যজুর্বেদ স্মরণ করিয়া তাঁহার দর্ভ ঋষি বা দাভরখি নাম রাখিলেন। সীতা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, যেন ঠিক তাঁহার পুত্রের ন্যায় আর একটী রহিয়াছে। (ঋষি কহিলেন), হে শক্তি! কথায় আর কি হইবে? এ দুইটীকে তোমার আপন পুত্র বলিয়া জানিও। এইরূপে কৃতযুগের অর্দ্ধেক গত হইলে জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণপক্ষে সোমবারে দুর্ব্বাসা ঋষি মহাবল দর্ভকে সৃষ্টি করিলেন। গঙ্গবেগর পর্ব্বতে ৮৪ জন ঋষির সমক্ষে সেই যুগের ১৫৮৪ বর্ষ গত হইলে দাভি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দর্ভঋষির অধস্তন ২০শ পুরুষে অমরসেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পসোঙ্গড় হইতে যাত্রা করিয়া চোহানদিগকে তাড়াইয়া প্রমাণগড় অধিকার করিয়াছিলেন। অমরসেন হইতে ১২শ পুরুষ সুরপাল। ইনি প্রমাণগড় পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্য কাশ্মীর অধিকার করেন। সুরপালের ১৬শ পুরুষ পরে যোধা কাশ্মীর ছাড়িয়া পড়িয়ারদিগকে পরাস্ত করিয়া তম্বোল অধিকার করিলেন। তাঁহার ১০ম পুরুষে অখিরাজ যাদবদিগের নিকট হইতে শত্রুঞ্জয় দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। দেভা (ডেভা) অখিরাজ হইতে ৭ পুরুষ অধস্তন। ইনি ১৩৭২ সম্বতে কোরস্তাদিগকে তাড়াইয়া খেড়গড় অধিকার করেন।

খেড়গড়ে দাভিরা বহুদিন ছিলেন। তৎপরে রাঠোরদিগের হস্তে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। তাঁহাদের মধ্যে শালদাভি কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া ভিন্‌মালে (ভিল্লমাল) আসিয়া বসবাস করেন। শালদাভির অষ্টম পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী দুদার সময়ে দাভিরা কচ্ছুবাহভীলের নিকট হইতে ভীলড়ীগড় জয় করেন। এখানে বহুদিন তাহাদের রাজধানী ছিল। দুদার পাঁচ পুরুষ পরে সোমেশ্বর দাভি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মেহরাজ কবিকে সোতাম্না গ্রাম দান করেন। এখনও কবির বংশধরেরা ঐ গ্রাম ভোগদখল করিতেছেন *।

শালদাভির প্রপৌত্র আসলদাভি গৃহবিবাদে ভিন্‌মাল ছাড়িয়া এদরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে এদররাজ তাঁহাকে দশ হাজার অশ্বারোহীর পদে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে তিনি অনেকগুলি গ্রাম দখল করিয়া ভীলড়িগড়ে বাস স্থাপন করেন। আসলদাভির পুত্র এক ভীলসর্দ্দারের কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু শেষে সমাজে নিন্দিত হইবার ভয়ে এদরে না আসিয়া আবুশিখরের নিকট চোতোয়লা পাহাড়ে গিয়া ভাটেশ্বরী দেবীর কঠোর আরাধনা আরম্ভ করিলেন। দেবী তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শিরোহীরাজের নিকট যাইতে আদেশ করেন। শিরোহীরাজ তাঁহাকে রোহ্-সরোত্রা চোরাসি গ্রাম দান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। ভাটেশ্বরীর কৃপায় তিনি সম্মান লাভ করেন, এইজন্য তিনি ভাটেশ্বরীয় নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও

* সোতাম্না দান-সম্বন্ধে এই দুহা প্রচলিত আছে—
"কচবাহা কাঢ়ে ভেল দুদে লই ভেলড়ী
সাঢ়ে অসী ত্রব তপেয়ো অমর।
দান লথ দুদো দএ মেহরাজনে সোতামলু—
সমতে সোমেশ্বর সমাপেয়ো।"

ভাটেশ্বরীয় নামে বিখ্যাত এবং এখনও উক্ত স্থানে বসবাস করিতেছে। *

দাভী (স্ত্রী) অনিষ্টজনক। (বৈ)

দাভ্য (ত্রি) ১ বাধ বা বাধার যোগ্য। ২ শাসনযোগ্য।

দাম (দেশজ) ১ মূল্য। ২ জলজ তৃণবিশেষ।

(ক্লী) দো খণ্ডনে বা করণে মন্ দামন্। ১ পশ্বাদি বন্ধনরজ্জু। যে দড়িতে অনেক গোরু বাঁধা যায়, দৌঁকা, পর্য্যায়—সন্দান, ।

"গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দামতাবৎ
যাতে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষং॥" (ভাগ° ১।৮।৩১)

(ত্রি) ২ দাতা। "শগ্‌গস্ত বিশগ্‌গতে রায়ো দাতা মতীনাং।" (ঋক্ ৬।৪৪।২) 'রায়ো ধনস্য দামা দাতা ভবতি।' (সায়ণ) দা ভাবে মন্। ৩ সন্ধান। ৪ মালা। (মাঘ ৪।৫০) দম্যতে অনুশিষ্যতে দম কর্ম্মণি ঘঞ্। ৫ লোক, বিশ্বসংসার।

দামকণ্ঠ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

দামকণ্ঠি (পুং) দামকণ্ঠস্য যুবা গোত্রাপত্যং দামকণ্ঠ-ইঞ্। দামকণ্ঠের যুবা গোত্রাপত্য। বহু এই অর্থ বুঝাইলে অপত্যার্থে যে প্রত্যয় হয়, তাহার লুক্ হয়। 'দামকণ্ঠাঃ' দামকণ্ঠের বহু যুবা গোত্রাপত্য।

দামগ্রন্থি (পুং) মৎস্যরাজ বিরাটের সেনাপতি। (ভারত বিরাটপ° ৩১ অ°)

দামচন্দ্র (পুং) দ্রুপদ নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত দ্রোণপ° ১৫৮ অ°)

দামজাতশ্রী (পুং) সুরাষ্ট্রের এক শাহরাজ।
[শাহ-রাজবংশ দেখ।]

দামড়া (দেশজ) ছিন্নমুষ্ক বৃষ, খাসী, বলদ।

দামন্ (ক্লী, স্ত্রী) দো খণ্ডনে দীয়তে ইতি দা-মনিন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৫) দোহনকালে পশ্বাদির পাদবন্ধন রজ্জু, ছাঁদন দড়ি। ২ মালা। ৩ রজ্জুমাত্র। ৪ যে দড়িতে অনেক গোরু বাঁধা যায়।

দামনপর্ব্বন্ (ক্লী) দমনো দমনবৃক্ষস্তস্যেদমিত্যণ্ প্রত্যয়ে দামনং তদ্ভঞ্জনসম্বন্ধি পর্ব্ব যস্মিন্। ১ দমনভঞ্জন তিথি, চৈত্র শুক্লচতুর্দ্দশী। ২ চৈত্রমাসের শুক্লদ্বাদশী আদি করিয়া। "সত্তীর্থেঽর্কবিধুগ্রাসে তন্তুদামনপর্ব্বণোঃ।" (নরসিংহপু°) [দমনক দেখ।]

দামনি (পুং) দমনস্যাপত্য ইঞ্। ১ দমনের অপত্য। ২ আয়ুধজীবি সঙ্ঘভেদ।

দামনী (স্ত্রী) দামৈব প্রজ্ঞাদি° স্বার্থে অণ্ অনি নলোপঃ ঙীপ্। পশুবন্ধন-রজ্জু।

"দামনী দামসারৈশ্চ কেচিৎ কায়াবলম্বিভিঃ।" (হরি° ৬৬ অ°)

দামনীয় (ত্রি) দামনি রাজন্যাদি° ছ। দমনের অপত্য।

দামন্যাদি (পুং) ছ প্রত্যয় নিমিত্ত পাণিনি গণোক্ত গণভেদ। দামনি, ঔলপি, বৈজবাপি, ঔকদি, ঔদাঙ্ক, আচ্যুতন্তি, শাকুন্তকি,আকিন্দতি, ঔড়বি, কাকদন্তকি, শাক্রুন্তপি, সার্ব্বসেনি, বিন্দু, বৈন্দবি, তুলভ, মৌঞ্জায়ন, কাকন্দি, সাবিত্রীপুত্র, এইগুলি দামন্যাদি। (পাণিনি)

দামলিপ্ত (ক্লী) তমোলিপ্তনগর,তমোলুক্। [তমোলুক্ দেখ।]

দামলিহ্ (পুং) দাম-লেঢ়ি লিহ-কিপ্। দামলেহক।

দামা (স্ত্রী) দামন্-টাপ্। [দাম দেখ।]

দামাঞ্জন (ক্লী) দামাঞ্চলং পৃষোদরাদিত্বাৎ লস্য নঃ। অশ্বাদির পাদবন্ধন রজ্জু।

দামাঞ্চল (ক্লী) দাম্নঃ অঞ্চলমিব। অশ্বাদি পাদবন্ধন রজ্জু।

"সক্ত সরোষপরিচারকবার্য্যমাণা
দামাঞ্চলস্খলিতলোলপদং তুরঙ্গাঃ।" (মাঘ ৫।৬১)

দামাদ (পারসী) জামাতা, দুহিতার পতি।

দামান (দেশজ) জাহাজ বা নৌকার যে দিক্ বায়ু আঘাত করে, তাহার প্রতিকূল দিক্।

দামামা (দেশজ) ১ হিন্দুদিগের একপ্রকার আনন্দ যন্ত্র, ইহার অপর নাম দগড়া। ২ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ডঙ্কা।

দামাশাহী (পারসী) করনির্ণয়। ঋণ স্থির।

দামিনী (স্ত্রী) দামা সুদামা নগঃ স একদেশত্বেন অস্ত্যস্য ইনি ঙীপ্। (সংজ্ঞায়াং মন্মাভ্যাং। পা ৫।২।১৩৭)।
সৌদামিনী, বিদ্যুৎ।

দামোদ (পুং) অথর্ব্ববেদের এক শাখা।

দামোদর (পুং) দাম বন্ধনসাধনং উদরে যস্য, বা দমাদি সাধনেন উদারা উৎকৃষ্টা মতির্যা তয়া গম্যতে ইতি দামোদরঃ। যশোদানন্দন কৃষ্ণ, যমলার্জ্জুন ভঙ্গ সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণ উদরে দাম বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বলিয়া গোপীগণ তাহাকে দামোদর বলিয়া আহ্বান করিত। তদবধি তিনি জগতে দামোদর নামে অভিহিত হইয়াছেন। (হরিব° ৬৩ অ°)।

"দামানি লোকনামানি তানি যস্যোদরান্তরে।
তেন দামোদরো দেবঃ শ্রীধরস্ত রমাশ্রিতঃ॥"
(বিষ্ণুর সহস্রনামভাষ্যে শঙ্কর)

দামপদে লোক বুঝায়, এই সকল লোক যাহার উদরে

* রাজপুত-ইতিহাসলেখক কর্ণেল টড্ বা ফরবেস্ এই জাতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লেখেন নাই, এই জাতি মধ্যে এখন যে কিম্বদন্তী আছে, তদনুসারে লিখিত হইল।

তাহার নাম দামোদর। যাহার উদরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিনিই দামোদর বলিয়া প্রসিদ্ধ। "দমাদ্দামোদরং বিদুঃ" (ভারত) বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম দম, অত্যন্ত দমসাধন জন্য দামোদর এই নামে খ্যাত। ২ অতীত অর্হৎ ভেদ। ৩ শালগ্রাম-মূর্ত্তিভেদ. ইহার লক্ষণ—

"স্থূলো দামোদরো জ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মচক্রো ভবেত্তু সঃ।
চক্রে তু মধ্যদেশেঽস্য পূজিতঃ সুখদঃ সদা॥" (পদ্মপু°)

দামোদর শালগ্রাম স্থূল ও ইহার চক্র সূক্ষ্ম, এই শিলা মনুষ্যের, সুখদ।

"দ্বিচক্রস্ফুটমত্যন্তং জ্ঞেয়ং দামোদরাভিধং।" (ব্রহ্মবৈ°)।

দুইটী চক্রযুক্ত ও স্থূল শালগ্রাম শিলার নাম দামোদর।

"বিশ্বক্সেনমতিস্থূলং লঘু দামোদরং স্মৃতং।" (মৎস্যসূক্ত)

মৎস্যসূক্তের মতে দামোদর লঘু।

"উপর্য্যধশ্চ চক্রে দ্বে নাতিদীর্ঘং মুখে বিলং।
মধ্যে চ রেখালম্বৈকা স চ দামোদরঃ স্মৃতঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

অনতিদীর্ঘ উপরি ও অধোদেশে দুইটী চক্র, মুখে বিল, অর্থাৎ গর্ত্ত ও মধ্যদেশে লম্বমান একটী রেখা থাকিলে তাহাকে দামোদর বলিয়া জানিতে হইবে।

[শালগ্রামশিলা ও নারায়ণ দেখ।]

দামোদর, ১ কাশ্মীরের একজন রাজা। ইনি কাশ্মীররাজ প্রথম গোনর্দ্দের পর রাজা হন। ইনি গান্ধার-রাজকন্যার স্বয়ম্বরে সেই কন্যাকে হরণ করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের চক্রে নিহত হন। ২ কাশ্মীরের আর একজন রাজা। ইনি মহারাজ জলোকের পর সিংহাসনাধিরূঢ় হন। ইনি একজন ভক্ত শৈব ছিলেন, যক্ষাধিপতি কুবেরের সহিত ইঁহার মিত্রতা ছিল। ইঁহার আজ্ঞানুসারে যক্ষেরা একটী জলাভূমির উপর বৃহৎ সেতু নির্ম্মাণ করেন। ইনি তদুপরি একটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম দামোদরসূদ রাখেন। ইনি ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা পূর্ণ না করায় তাহারা ইঁহাকে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইবার শাপ প্রদান করেন এবং পরে ইনি তাহাদিগকে প্রসন্ন করাইয়া এই বর পান, যে একদিনে সমগ্র রামায়ণ শুনিতে পারিলে শাপমুক্ত হইবেন। (রাজতর°)

দামোদর, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এই কয় জনের নাম বিখ্যাত।

১ মহানাটক-সঙ্কলয়িতা।

২ কাশ্মীরের একজন গ্রন্থকার। [দামোদরগুপ্ত দেখ।]

৩ পদ্যাবলী, সদুক্তিকর্ণামৃত ও ভোজপ্রবন্ধধৃত একজন মহাকবি।

৪ অভববাদরচয়িতা।

৫ পদ্মনাভের শিষ্য, ইনি ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে আর্য্যভটতুল্য করণগ্রন্থ ও করণপ্রকাশটীকাপ্রণয়ন করেন।

৬ কংসবধ-নাটকরচয়িতা।

৭ লঘুকালনির্ণয় নামে জ্যোতির্গ্রন্থকার।

৮ জাতকর্ম্মপদ্ধতি ও দামোদরপদ্ধতি নামে জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

৯ লীলাবতীর পাটীগণিতের একজন বিখ্যাত টীকাকার।

১০ ভক্তিচন্দ্রিকাপ্রণেতা।

১১ মাধবযোগীর শিষ্য—ইনি 'মীমাংসানয়বিবেকালঙ্কার' রচনা করেন।

১২ বাণীভূষণ নামক ছন্দোগ্রন্থরচয়িতা। ইনি আপনাকে দীর্ঘঘোষবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

১৩ বিবেকদীপক নামে ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।

১৪ একজন বিখ্যাত বৈদ্যক গ্রন্থকার, ইনি বৈদ্যজীবন, ব্যাধ্যর্গল ও হরিবন্দন নামে বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করেন।

১৫ শতপথীয়ানুবাকসংখ্যা ও হৌত্রাবলোকপ্রণেতা।

১৬ শ্রাদ্ধপদ্ধতিরচয়িতা।

১৭ অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সঙ্কেতমঞ্জরী নাম্নী টীকাকার।

১৮ সমরসার নামক জ্যোতিষের এক টীকাকার।

১৯ লক্ষ্মীধরের পুত্র, সঙ্গীতদর্পণ-রচয়িতা।

২০ বিষ্ণুভট্টের পুত্র, আরোগ্যচিন্তামণি-প্রণেতা

২১ ইষ্টিকাল রচয়িতা।

২২ জাত সংগ্রহকার।

২৩ সিদ্ধান্তহৃদয় নামে জ্যোতির্গ্রন্থকার।

২৪ হোরাপ্রদীপরচয়িতা।

২৫ গঙ্গাধরের পুত্র, যন্ত্রচিন্তামণি নামে তান্ত্রিক গ্রন্থকার।

২৬ বিশ্বনাথের পুত্র, ভগবৎপ্রসাদচরিতরচয়িতা।

দামোদর, বাঙ্গালার এক প্রসিদ্ধ নদ। ছোট নাগপুরের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া এই নদ দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে ৩৫০ মাইল গমনের পর বিখ্যাত জলমারি (গাঙ্গদাড়া) (James and Mary sands) নামক চোরাবালির কিঞ্চিৎ উত্তরে কলিকাতা হইতে ২৭ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে। এই সঙ্গমস্থলের অক্ষা° ২২° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৭´ ৩০´´ পূঃ। কলিকাতা হইতে উত্তরপূর্ব্বে মধ্যভারতস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে দামোদর ও ইহার বহুসংখ্যক উপনদী প্রবাহিত হইয়াছে।

লোহার্ডাগা নগরের সন্নিকটে দামোদর নদের অববাহিকা শোণনদের অববাহিকা হইতে পৃথক্ হইয়াছে। একদিকে জলরাশি পূর্ব্বদিকে আসিয়া দামোদরে পতিত হয়,

অপরদিকের জলরাশি উত্তরাভিমুখে বিহার প্রদেশস্থ সর্ব্ব প্রধান শোণ নদে গিয়া পতিত হয়। ইহার উৎপত্তি স্থান প্রায় অক্ষা° ২৩° ৩৫´ হইতে ২৪° উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৪০´ হইতে ৮৪° ৩৫´ পূঃ। দুইটী সরিৎযোগে এই নদ উৎপন্ন। তন্মধ্যে দক্ষিণস্থ সরিতের উৎপত্তি স্থান লোহার্ডাগাস্থ তোরি পরগণায় এবং উত্তরদিকের সরিৎটীর উৎপত্তিস্থান হাজারিবাগ জেলার উত্তরপশ্চিম কোণে। এই দুইটী পার্ব্বত্য সরিৎ প্রায় ২৬ মাইল গমনের পর হাজারিবাগ জেলার পশ্চিমে মিলিত হইয়া ঠিক পূর্ব্বাভিমুখে কুণার জমুন্না প্রভৃতি উত্তরস্থ উপনদীর সহিত মিলিত হইতে হইতে ঐ জেলার মধ্য দিয়া ৯৩ মাইল গমন করিয়াছে। তৎপরে মানভুম জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব্বমুখেই বর্দ্ধমান জেলার প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই স্থানে দামোদরের সর্ব্বপ্রধান উপনদ বরাকর ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে ইহার স্রোত দক্ষিণদিকে ঈষৎ বক্র হইয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ উপবিভাগ ও বাঁকুড়া জেলা উভয়ের মধ্যসীমা দিয়া বর্দ্ধমান জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই অভিমুখেই বর্দ্ধমান নগরের কিছু দক্ষিণে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তৎপরে দামোদর ঠিক দক্ষিণাভিমুখে বর্দ্ধমান ও হুগলীজেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানের নিকট হইতে বহুদুর পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহার স্রোতবেগ প্রখর, কত নদ নদী ইহাতে প্রবাহিত; এখানে ইহার বদ্বীপোচিত ভাব, গতি মৃদুল, অন্য নদীর জল আসিয়া ইহাতে পড়া দূরে থাকুক সমতল ভূমে প্রবাহিত বলিয়া ইহার অনেক জল শাখা প্রশাখারূপে বহির্গত হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কাণা নদী প্রধান। এই শাখা বর্দ্ধমান জেলার সলিমাবাদে উৎপন্ন হইয়া কুন্তী নদী নামে নওয়াসরাই গ্রামের নিকটে ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে দামোদরের প্রধান স্রোত কলিকাতার অনেক উত্তরে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইত। এখন ঐ স্রোত হ্রাস হইয়া গিয়াছে, যে সামান্য স্রোত আছে, লোকে তাহাকে 'কাণসোণার খাল' বলে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য নদীর ন্যায় দামোদর নদেরও গতি প্রথমে প্রখর ও শেষে অতি মন্দ। ইহার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩২৬ ফিট্ উচ্চ। ঐ উচ্চস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া এই নদ হাজারিবাগ জেলায় প্রতি মাইলে প্রায় ৮ ফিট্ নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ৯৩ মাইল মাত্র আসিতে ৭৪৪ ফিট্ নিম্নে উপনীত হইয়াছে। অবশিষ্ট ২৫০ মাইল পথে ইহার সর্ব্বশুদ্ধ অবনতি কেবল ৫৮২ ফিট্ মাত্র। এইরূপে প্রথমে ভীষণবেগে প্রবাহিত হওয়াতে মৃত্তিকারাশি স্রোত-যোগে নীত হয় এবং শেষে স্রোতবেগ মন্দীভূত হইলে পল্বলরূপে সমতলে পতিত ও সঞ্চিত হয়।

মানভুম জেলাতেও দামোদরের বেগ বড় কম নহে। বর্দ্ধমান জেলায় ঐ বেগ অনেক কমিয়া গিয়াছে, এজন্য প্রায়ই তথায় বৃহৎ বৃহৎ বালির চড়া পড়িয়া থাকে। বর্দ্ধমানের দক্ষিণে এবং হুগলী জেলায় ইহার গতি মন্দ, সুতরাং ভূরি পরিমাণে স্রোতানীত মৃত্তিকারাশি এই প্রদেশে এবং পল্তার অপরদিকে ভাগীরথীর সহিত সঙ্গমস্থলে ক্রমশঃ সঞ্চিত হয়। আবার এই সঙ্গমস্থানের কয়েক মাইল দক্ষিণেই রূপনারায়ণ (দারিকেশ্বর) নদীর সঙ্গম। সুতরাং ভাগীরথীর স্রোত প্রতিহত হওয়াতে এই স্থানে বিস্তর চড়া পড়িতে থাকে, সুতরাং যানাদি যাতায়াতের বিশেষ বিপদাশঙ্কা উৎপাদন করে। পূর্ব্বে যখন দামোদর কলিকাতার উত্তরে ভাগীরথীর সহিত মিশিত, তখন সমস্ত জলরাশি প্রবাহিত হইয়া নদী মোহানা পরিষ্কার থাকিত, চড়া পড়িয়া বন্ধ হইবার আশঙ্কা ছিল না। গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় কলিকাতার উত্তরে ভাগীরথীকূলে জলপথে বাণিজ্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে।

মোহানা হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত দামোদরে নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে। বর্ষাকালে রাণীগঞ্জের উপর পর্য্যন্ত বড় বড় নৌকা যাইতে পারে। অন্য সময়ে হুগলীর আমতা পর্য্যন্ত নৌকাদি যায়। পূর্ব্বে রাণীগঞ্জ হইতে বিস্তর নৌকা পাথরিয়া কয়লা বোঝাই লইয়া হাবড়ার অন্তর্গত মহেশরেখায় যাইত। তথা হইতে ঐ সকল কয়লা উলুবেড়িয়া খাল ও ভাগীরথী দিয়া কলিকাতায় আসিত। এখন রেল হইয়া কয়লা রপ্তানীর সহজ উপায় হইয়াছে।

দামোদরের হঠাৎ বন্যা বড় ভয়ানক। ইহাকে দেশের লোকে 'হড়্কা বাণ' বলে। বহুসংখ্যক গ্রাম, শস্যক্ষেত্র, মনুষ্য ও গবাদি ঐ বন্যা দ্বারা একবারে বিনষ্ট হইয়াছে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ঐ রূপ এক বন্যায় বর্দ্ধমান নগর প্রায় বিধ্বস্ত এবং নদীতীরে বাঁধ ভাঙ্গিয়া একবারে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পরিণামে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ১৮২৩ ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দেও ঐরূপ বন্যায় বিস্তীর্ণ জনপদের গৃহ, বৃক্ষ, মনুষ্য, পশু কীটাদি একবারে ভাসিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শত শত ভগ্নগৃহ, বৃক্ষাদি, মৃত মনুষ্য, পশ্বাদির দেহ, গাড়ী, পাল্কী প্রভৃতি ঐ বন্যায় ভাসিয়া যায়। কৃষকদিগের জমির আলি প্রভৃতির চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। তজ্জন্য বহুকাল পর্য্যন্ত সীমানির্দ্ধারণ লইয়া বিবাদ চলিয়াছিল। এই সকল বন্যার

পর বর্দ্ধমানের মধ্য দিয়া অনেক দূর রেল পথ স্থাপিত হওয়ায় লাইন রক্ষার জন্য রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের যত্ন এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট বাঁধ রক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিবার পর আর দুর্ঘটনা ঘটে নাই। নদীর উত্তরদিক্ এখন একরূপ রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে সমস্ত জল একদিকে প্রবাহিত হওয়াতে দক্ষিণদিকের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রায়ই দক্ষিণদিকের উর্ব্বর শস্যপূর্ণ জনপদে বন্যা দ্বারা সমূহ ক্ষতি উৎপন্ন হয়।

সঙ্গমস্থল হইতে অনতিদূরে দামোদর ও রূপনারায়ণ নদের মধ্যবর্ত্তী প্রায় ৮ বর্গমাইল পরিমিত ভূমি সময়ে সময়ে ৮ হইতে ১৮ ফিট্ গভীর বন্যা জলে ডুবিয়া যায়।

দামোদর আচার্য্য, একজন বিখ্যাত উপনিষদ্ভাষ্যকার। ইঁহার রচিত ঐতরেয়, কঠ, কেন, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্য পাওয়া যায়।

দামোদরগার্গ্য, একজন বৈদিক পণ্ডিত। ইনি পারস্করানুসারিণী প্রয়োগপদ্ধতি রচনা করেন। ইনি কর্ক, বিষ্ণু, গঙ্গাধর ও হরিহরের নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দামোদর গুপ্ত, কাশ্মীরের একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি শম্ভলীমত বা কুট্টনীমত নামে কাব্য রচনা করেন। রাজতরঙ্গিণীতে ইনি জয়াপীড়কবি নামে আখ্যাত হইয়াছেন। জয়াপীড় ৭৭৯ হইতে ৮১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন।

দামোদরঠক্কুর, একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত। সংগ্রামশাহের রাজত্বকালে 'দিব্যনির্ণয়' রচনা করেন। দানময়ূখে অনেক স্থানে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

দামোদরত্রিপাঠী, বালকল্পতন্ত্র ও যন্ত্রচিন্তামণিরচয়িতা।

দামোরদৈবজ্ঞ, সভাবিনোদ ও ষট্পঞ্চাশিকা-টীকাকার। কেশবের জাতকপদ্ধতিতে শেষোক্ত গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে।

দামোদরপণ্ডিত, কীর্ত্তিচন্দ্রোদয় নামে ধর্ম্মশাস্ত্রকার। ইনি অকবরের সময়েচূড়মল্লের সাহায্যে গ্রন্থ রচনা করেন।

দামোদরভট্ট, ১ জগন্নাথানন্দের শিষ্য ও মৌনভট্টের পুত্র; ইনি তর্করত্নাকরসেতু ও মুমুক্ষুসর্ব্বস্ব রচনা করেন। ২ মাংসবিবেকরচয়িতা।

দামোদরমিশ্র, কর্ণপুররাজ হেমন্তসিংহের সভাপণ্ডিত। ইনি কিরাতার্জ্জুনীয়ের গৌরবদীপনী নামে এক টীকা রচনা করেন।

দামোষ্ণীষ (পুং) প্রবর ঋষিভেদ। (ভারত সভা° ৪ অ°)

দামোহ, ১ মধ্যপ্রদেশের চিফ্ কমিশনারের শাসনাধীন জব্বলপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। এই জেলা ২২° ১০´ হইতে ২৩° ৩০´ উঃ অক্ষা° এবং ৭৯° ৫´ হইতে ৮০° পূঃ দ্রাঘি° পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তরে বুন্দেলখণ্ড, পূর্ব্বে জব্বলপুর, দক্ষিণে নরসিংহপুর এবং পশ্চিমে সাগর। পরিমাণ ফল ২৭৯৯ বর্গমাইল। প্রধান নগর দামোহ এই নগরই শাসনবিভাগের সদর। এই জেলার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজিত, তজ্জন্য সীমা নির্দ্ধারণে বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটে। দক্ষিণদিকে বালুকা-প্রস্তরময় উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, শাখাপ্রশাখা বিস্তর। নরসিংহপুর ও জব্বলপুর জেলা হইতে ইহাকে পৃথক্ করিতেছে; পূর্ব্বদিকে ভোঁদলা পাহাড় ক্রমশঃ উত্থিত হইয়া অবশেষে ভাঁড়ের পর্ব্বতে মিশিয়াছে। পশ্চিমদিকে বিন্ধ্যাচলশ্রেণী সীমান্ত প্রদেশের বহুদূর ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। অধিক উচ্চ না হইলেও এই পর্ব্বতশ্রেণীই জেলার মধ্যে পরম রমণীয় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্যক্ সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নাতি-উচ্চ গভীর জঙ্গলপরিপূর্ণ পর্ব্বতের উপত্যকাভূমি বিরাজমান। এই সকল উপত্যকার কতক অংশ সাগর জেলার অন্তর্গত। এইরূপে তিনদিকে পর্ব্বতশ্রেণীবেষ্টিত দামোহ জেলার মালভূমি উত্তরদিকে ক্রমনিম্ন হইয়া চলিয়াছে; অবশেষে উত্তর সীমার ভূভাগ সহসা অবনত হওয়ায় তাহার উপর দিয়া বুন্দেলখণ্ডের সুদূর বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণ ও পূর্ব্বপ্রান্তে পার্ব্বত্য বন্ধুরভূমি ব্যতীত জেলার অধিকাংশ সমতল ও উর্ব্বর, কেবল স্থানে স্থানে দুই একটা ছত্রভঙ্গ পাহাড় আছে। জেলার মধ্যভাগই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। ভূভাগের মৃদুপ্রবণতা হেতু জলনিকাশের কোন ক্ষতি হয় না, অথচ পর্ব্বত সকলের সচ্ছিদ্রতা নিবন্ধন ভূরি পরিমাণে বৃষ্টিবারি সঞ্চিত হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ উৎসরূপে বাহির হইয়া অধিবাসীগণের অশেষ হিতসাধন করে। জেলার সমস্ত নদী দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত; তন্মধ্যে প্রধান সোনার ও বৈরমা নদীদ্বয় বিয়াস, কোপ্রা, গুরাইয়া প্রভৃতি উপনদীর সহিত মিশিতে মিশিতে প্রবলবেগে উত্তর সীমায় উপনীত হইয়াছে। এই স্থানে সোনার পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া বৈরমার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তৎপরে ঐ মিলিত নদী দামোহ হইতে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে কেন নদীর সহিত মিলিয়া অবশেষে যমুনায় পতিত হইয়াছে। নদী হইতে শস্যক্ষেত্রাদিতে জলসেচনের সুবিধা স্বত্বেও এ পর্য্যন্ত তাহার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই।

পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান দামোহ এবং সাগর জেলা মহোবা নগরের চন্দেল্ল রাজগণের অধীন বাহ্লিরী নগরস্থ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক শাসিত হইত। কয়েকটী প্রাচীন মন্দিরের

ভগ্নাবশেষ ব্যতীত চন্দেল্ল রাজগণের আর কোন কীর্ত্তি এখন বিদ্যমান নাই। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে চন্দেল্লরাজগণের অধঃপতন হইলে বুন্দেলখণ্ডের খাতোলা-বাসী গোণ্ডগণ ইহার অধিকাংশ অধিকার করে, পরে প্রায় ১৫০০ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত বুন্দেলারাজ বীরবর বড়সিংহ দেব গোণ্ডদিগকে পরাস্ত করিয়া দামোহ অধিকার করেন। ইহার পর দামোহ মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হয়। এখনও তথায় মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের বংশধরগণ বাস করিতেছেন, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অত্যল্প এবং অবস্থাও দুঃস্থ-ভাবাপন্ন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুত্থানকালে যেমন মুসলমান প্রতাপ খর্ব্ব হইতে লাগিল, অমনি পান্নাবাসী মহাবীর রাজা ছত্রশাল দামোহ ও সাগর নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। ইহারই সময়ে হট্টা দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১৭৩৩ খৃঃ অব্দে ফরক্কাবাদের নবাব দামোহ আক্রমণ করেন; রাজা ছত্রশাল তাহাকে বিতাড়িত করিবার জন্য পেশবার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঐ সাহায্যের প্রতিদান হেতু ছত্রশাল নিজ রাজ্য তিন সমান অংশে বিভক্ত করিয়া দুই ভাগ নিজ দুই পুত্রকে ও এক অংশ পেশবাকে অর্পণ করেন। বর্ত্তমান দামোহ জেলা ঐ তিন অংশেই অল্লাধিক পড়িয়াছিল। যাহা হউক, মহারাষ্ট্রীয়গণ শীঘ্রই সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিল।

তদবধি দামোহ জেলা সাগরস্থ মরাঠাশাসনকর্ত্তার অধীনে ছিল। মরাঠাদিগের দৌরাত্ম্যে ইহার অনেক স্থান অরণ্যে পরিণত হয়। অবশেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে দামোহ ইংরাজ-দিগকে অর্পিত হয়। তদবধি ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হইয়া ত্রিশ-সনি পর্য্যন্ত দরে বিক্রীত হইতেছে।

হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের সংখ্যা প্রায় ⅛ অংশ। অন্যান্য হিন্দুজাতীয়ের মধ্যে কুর্ম্মিগণই কৃষক। ইহারা শিষ্ট এবং রাজভক্ত। অপরাপর কৃষিজীবি-গণের মধ্যে লোধিগণ প্রধান, ইহারা কৃষিকার্য্যে কুর্ম্মিদিগের অপেক্ষা হীন নহে, কিন্তু ইহারা বড়ই দুর্দ্দান্ত, প্রতিহিংসা-প্রিয় এবং সহজেই যে কোন বিপ্লবে যোগদান করে। ইহাদের সংখ্যা সকল জাতি অপেক্ষা অধিক। ইহারা উৎকৃষ্ট সৈন্য হইবার উপযুক্ত। অবশিষ্ট জাতির মধ্যে গোণ্ড, কাছি, চামার, ধীমাল, চণ্ডাল প্রভৃতি অধিক। মুসলমানদিগের সংখ্যা অত্যল্প, ইহারা প্রায় সকলেই সুন্নি-সম্প্রদায়ভুক্ত।

এই জেলায় দামোহ ও হট্টা কেবল এই দুইটী মাত্র সহরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে।

১৮৮১—৮২ খৃষ্টাব্দে দামোহ্ জেলার সমগ্র ২৭৯৯ বর্গ মাইল ভূমির মধ্যে কেবলমাত্র ৮১০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে কৃষিকার্য্য হইয়াছিল, ঐ বর্ষেই ৬৮৪ বর্গমাইল কৃষি-কার্য্যোপযোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গোধূম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অন্যান্য শস্যের মধ্যে তণ্ডুল ও সর্ষপাদিমাল উল্লেখযোগ্য। কার্পাস সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রধান কৃষক কুর্ম্মিগণ প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গা যমুনার অন্তর্বেদী হইতে আসিয়া এখানে বাস করে। ইহারা কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই ক্ষেত্রে গিয়া কাজ করে, এবং ইহাই ইহাদের উন্নতির মূলকারণ। কুর্ম্মিগণ শান্তি-প্রিয় ও রাজভক্ত এবং বিষম দায়ে না ঠেকিলে কদাচ পৈতৃক ভূসম্পত্তি বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করে না। কুর্ম্মিদিগের পরই লোধিগণ কৃষিকার্য্যে বিশেষ পটু। ইহারা প্রায় তিন শতবর্ষ পূর্ব্বে এই জেলায় আসিয়া বাস করে। গোণ্ড-গণ পার্ব্বত্য প্রদেশে হীনভাবে চাষ বাস করিয়া থাকে এবং অনেকে নিম্নে আসিয়া কুর্ম্মি ও লোধিদিগের শস্যক্ষেত্রে মজুরি করে।

জেলার অধিকাংশ ব্যবসা বাণিজ্য প্রধানতঃ কুণ্ডলপুর ও বন্দকপুরের দুইটী মেলাতেই হইয়া থাকে। কুণ্ডলপুরের মেলা চৈত্রমাসে হোলীপর্ব্বের পরই আরম্ভ হয় এবং দুইপক্ষকাল থাকে। কুণ্ডলপুরে নেমিনাথের মন্দির নিকটে এই মেলা হয়; বহু সংখ্যক জৈন সমবেত হইয়া নেমিনাথের উপাসনা করে এবং সামাজিক বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করে। এই মীমাংসাকালে অনেকের অর্থদণ্ড হয়, ঐ অর্থ মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত হইয়া থাকে। বন্দকপুরের মেলা মাঘ ও ফাল্গুন মাসে বসন্তপঞ্চমী ও শিবরাত্রি উপলক্ষে হইয়া থাকে। ঐ সময়ে নানা দিগ্দেশ হইতে ভক্তগণ মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য যাগেশ্বর মহাদেবের নিকট মানত শুধিতে আইসে এবং গঙ্গা ও নর্ম্মদা হইতে জল আনিয়া মহাদেবের মাথায় ঢালিয়া থাকে। এইরূপ পূজায় মন্দিরের বার্ষিক আয় প্রায় ১২০০০৲ টাকা হয়। দামোহনিবাসী মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত নাগজী-বল্লালের পিতা ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, তিনি এক রাত্রি স্বপ্নে ভূগর্ভে প্রোথিত ঐ শিবলিঙ্গের বিষয় অবগত হন এবং স্বপ্নাদেশক্রমে ঐ স্থানে মন্দির নির্ম্মিত হইলে মহাদেব আপনিই ভূমি বিদীর্ণ করিয়া উথিত হন। তদবধি এখানে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইতে লাগিল। এখন প্রায় লক্ষাধিক যাত্রী সমাগত হয়। বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী সওদাগর প্রভৃতি এই মেলায় আসিয়া ক্রয় বিক্রয়াদি করিয়া থাকে। নানাবিধ বস্ত্র, বাসন, খেলনা

প্রভৃতিই মেলার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। পূর্ব্বদিক্ হইতে বহু পরিমাণে বিলাতি ও দেশীয় বস্ত্র, তামাক, পাণ, সুপারি, নারিকেল, নানাবিধ মসলা, চিনি, গুড় প্রভৃতি এবং ধাতু-নির্ম্মিত নানাবিধ বাসন এই জেলায় আমদানী হয়। পশ্চিমে রাজপুতানা হইতে লবণও আসিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যজাত জেলার মধ্যে অল্পই ব্যয়িত হয়, অধিকাংশই জেলার মধ্য দিয়া স্থানান্তরে বিক্রয় জন্য নীত হইয়া থাকে। রপ্তানীর মধ্যে গোধূম, ছোলা, তণ্ডুল, ঘৃত, কার্পাস, মোটা কাপড় ও পশুচর্ম্ম প্রধান।

সাগর হইতে জব্বলপুরের রাজপথ, সাগর হইতে জোকাই পর্য্যন্ত রাস্তা, হট্টা দিয়া নাগোদ পর্য্যন্ত রাস্তা এবং আর একটী রাস্তা দামোহ দিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন বঞ্জারাগণ লবণবাহী বলদের পাল লইয়া আর দুইটী পথে এই জেলায় গমনাগমন করে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দামোহ মধ্যপ্রদেশের একটী পৃথক্ জেলারূপে পরিগণিত হয়। একজন য়ুরোপীয় ডেপুটী কমিসনার একজন সহকারী কমিসনার ও তহসীলদার সাহায্যে ইহার শাসনকার্য্য সম্পন্ন করেন।

দামোহ জেলার জলবায়ু মোটের উপর স্বাস্থ্যকর। নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী ভূভাগ এবং উত্তর ভারত অপেক্ষা এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অল্প। শীতকালে প্রায় সামান্য বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির পরই তুহিনপাতাদি ঘটিয়া থাকে। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫৬ ইঞ্চ।

জেলার মধ্যে মধ্যে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে বহুসংখ্যক অধিবাসীকে গ্রাস করে। টীকাদিবার প্রথা হইয়া বসন্তের প্রাদুর্ভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে। চক্ষু উঠা বিরল নহে।

উপরোক্ত দামোহ জেলার একটী সবডিভিজন বা তহসীল। পরিমাণ ফল ১৭৯২ বর্গমাইল। সদর সমেত ইহাতে মোট ৪টী দেওয়ানি ও ৭টী ফৌজদারী আদালত আছে।

৩ উপরোক্ত দামোহ জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ২৩° ৫০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৯´৩০´´ পূঃ। সাগর হইতে জব্বলপুরের উচ্চ রাজপথ এবং সাগর হইতে জোকাই দিয়া আলাহাবাদ পর্য্যন্ত রাজপথ এই নগর দিয়া গিয়াছে। অধিবাসীর সংখ্যা ১১৭৫০। নগরের ভিত্তি বালুকাপ্রস্তরের উপর স্থাপিত, এজন্য বৃষ্টিবারি পুষ্করিণীতে সহজে সঞ্চিত থাকে না, কূপাদির সংখ্যাও বেশী নহে। ফুটেরাতাল নামে একটী বৃহৎ সুন্দর পুষ্করিণী আছে, তথাপি বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রচুর নহে। নিকটস্থ পর্ব্বত সকল হইতে তাপবিকীরণ জন্য দামোহ নগরের উত্তাপ বর্দ্ধিত হয়। এই নগরে উল্লেখযোগ্য মন্দিরাদি নাই। কয়েকটী প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ছিল, মুসলমানেরা উহা ভাঙ্গিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, ঐ দুর্গের ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে।

দাম্পত্য (ক্লী) দম্পত্যোরিদং পত্যন্তত্বাৎ যক্। ১ দম্পতি সম্বন্ধী অগ্নিহোত্রাদি। ২ দম্পতিদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসা।

"বিস্তাকামস্তু গিরিশং দম্পত্যার্থমুমাং সতীং।" (ভাগ° ২।৩।৮)

দাম্পত্যপ্রণয় (পুং) বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের প্রণয়, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর অনুরাগ।

দাম্বাল (দেশজ) অস্থিরচিত্ত। দামাল। এই শব্দ অবোধ শিশুর প্রতি প্রয়োগ করা হয়। যথা, দাম্বাল ছেলে।

দাম্ভিক (পুং স্ত্রী) দম্ভেন চরতীতি দম্ভ-ঠক্। (চরতি। পা ৪।৪।৮) দম্ভযুক্ত, অহঙ্কৃত, কপটী, প্রবঞ্চক, কীর্ত্তি প্রভৃতি খ্যাপনের নিমিত্ত ধর্ম্মচারী বৈড়ালব্রতী।

"পাপরোগ্যভিশস্তশ্চ দাম্ভিকো রসবিক্রয়ী।" (মনু ৩।১৫৯)

দায় (পুং) দা-দানে ঘঞ্, ততো যুক্ (আতো যুক্চিণ্-কৃতোঃ। পা ৭।৩।৩৩) ১ যৌতুকাদি দেয় ধন। কন্যাদানকালে জামাতাকে ব্রতভিক্ষা দিতে ব্রাহ্মণাদিগকে যেধন দেওয়া হয়।

"দায়স্তু ত্রিবিধং তস্মৈ শৃণু মে গদতো মম।
যজ্ঞার্থং রাজভির্দত্তং মহান্তং ধনসঞ্চয়ং॥" (ভারত ২।৫১।১)

২ হরণ, বিভাগার্হ পিত্রাদি ধন। [দায়ভাগ দেখ।] দীঙ্ ক্ষয়ে ভাবে ঘঞ্। ৩ লয়। দো-খণ্ডনে ঘঞ্। ৪ খণ্ডন। ৫ দেয় ধনাদি। ৬ দীয়মান ধন। ৭ দান।

"অস্বামিনা কৃতো যস্তু দায়ো বিক্রয় এব বা।
অকৃতঃ সতু বিজ্ঞেয়ঃ ব্যবহারে যথা স্থিতিঃ॥" (মনু ৮।১৯৯)

৮ দাতা।

দায়ক (ত্রি) দদাতীতি দা-ণ্বুল্। ১ দাতা।

"তাবতাং গোসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি দায়কঃ।"
(ভারত ৩।১৯৩।৩৩)

দো খণ্ডনে ণ্বুল্। ২ খণ্ডক। দায়েন ধনেন কায়তি কৈ-ক। ৩ দায়াদ।

দায়বন্ধু (পুং) দায়ে বন্ধুঃ। ভ্রাতা।

দায়ভাগ (পুং) দায়স্য ভাগঃ বা দায়স্য সম্বন্ধিভির্ভাগো যত্র। ধনবিভাগ, পৈতৃক ধনবিভাগ, অষ্টাদশ বিবাদান্তর্গত বিবাদ পদভেদ, সম্বন্ধিমাত্রে সম্বন্ধিধন বিভাগ।

বঙ্গদেশে জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগ বিশেষ আদৃত। এই গ্রন্থ ধর্ম্মরত্নের একভাগ। জীমূতবাহন এক এক বিষয়ে তর্ক বিতর্ক, বিশেষ বিবেচনা ও যথাযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন

পূর্ব্বক পরমত খণ্ডন করিয়া স্বমত সংস্থাপন করিয়াছেন। পরে এতদ্দেশে দায়নিবন্ধন আর যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার সকলই জীমূতবাহনের অনুগামী হইয়াছে, সকলেই স্বমতের প্রামাণিকতা ও পোষকতা নিমিত্ত তাঁহার মত স্মরণ করিয়াছেন এবং অনেকস্থলে তাহার বাক্য অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। দায়ভাগের সঙ্গে দায়তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-কৃত দায়ভাগটীকা ও দায়ক্রমসংগ্রহ বিশেষ মান্য। মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন কৃত দায়তত্ত্ব নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও বিশেষ উপকারী। ইহাতে প্রায় সকল বিষয়, জীমূতবাহনের মতানুমত তদপেক্ষা সংক্ষিপ্ত বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল কোন কোন বিষয়ে রঘুনন্দন দায়ভাগ হইতে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে দায়ভাগের ত্রুটি পূরণ করিয়াছেন। দায়ক্রম-সংগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মূলগ্রন্থ, এই গ্রন্থ দায়ভাগের সুসংগ্রহ এবং ইহার মত দায়ভাগটীকার অনুরূপ।

রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি কৃত দায়রহস্য বা স্মৃতিরত্নাবলী বঙ্গদেশের কোন কোন স্থলে আদৃত ছিল, কিন্তু কোন বিষয়ে তাহার মত জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনের মত হইতে ভিন্ন, কিন্তু কোন আবশ্যক বিষয়ে তাহাদের ব্যবস্থাপিত মত সন্দেহজনক স্থলে দায়ভাগের বিরুদ্ধে চলে না।

দায়ভাগের কতিপয় টীকা আছে, তাহার মধ্যে শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি কৃত টীকা অতিশয় প্রাচীন, এই টীকার অনেকস্থল শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কর্তৃক উপেক্ষিত, খণ্ডিত ও সংশোধিত হইলেও ইহা একখানি উত্তম টীকা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অচ্যুত চক্রবর্ত্তী নামে আর একজন দায়ভাগের এক টীকা প্রস্তুত করেন, এই টীকায় তিনি অনেকস্থলে চূড়ামণির উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইনি শ্রাদ্ধবিবেকেরও এক টীকা প্রণয়ন করেন। অচ্যুত ও চূড়ামণির পরে মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য আর এক টীকা প্রস্তুত করেন। এই টীকা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বা প্রায় তৎসমকালীন। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার একজন প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, ইনি বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ঐই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই টীকা বিশেষরূপ আদৃত ও বিখ্যাত। এই টীকা দায়ভাগ ও দায়তত্ত্বের পরেই প্রামাণ্য। রঘুনন্দন নামে আর একজন পণ্ডিত দায়ভাগের এক টীকা প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ এই রঘুনন্দনকে স্মৃতিসংগ্রহকর্ত্তা রঘুনন্দন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক, কারণ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এরূপ অকর্ম্মণ্য টীকা লিখিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। কোন পণ্ডিত এই টীকা বিশেষ আদৃত হইবে বলিয়া রঘুনন্দনের নামে প্রচার করিয়াছিলেন। দায়রহস্যকর্ত্তা রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি একখানি টীকা করিয়াছেন। কাশীরাম ভট্টাচার্য্য নামে একজন পণ্ডিত দায়তত্ত্বের এক টীকা প্রস্তুত করেন। এই টীকার অনেকস্থল দায়ভাগটীকার সহিত প্রায় একমত।

দায়শাস্ত্রের মত পরস্পর ভিন্ন হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নিবন্ধকারীদিগের মত প্রচলিত। গৌড় অর্থাৎ বঙ্গদেশে ধর্ম্মরত্ন অর্থাৎ দায়ভাগ, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণিকৃত দায়ভাগটীকা, স্মৃতিতত্ত্ব, দায়তত্ত্ব, বিবাদার্ণবসেতু, বিবাদসারার্ণব ও বিবাদভঙ্গার্ণব এই সকল গ্রন্থ বিশেষ আদৃত এবং ইহাদের মতানুসারে বঙ্গদেশে দায়বিষয়ক সকল বিচার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। মিথিলা অঞ্চলে মিতাক্ষরা, বিবাদরত্নাকর, বিবাদচিন্তামণি, ব্যবহারচিন্তামণি, দ্বৈতপরিশিষ্ট, বিবাদচন্দ্র, স্মৃতিসারসমুচ্চয় ও মদনপারিজাত প্রভৃতির মত প্রচলিত।

কাশীপ্রদেশে মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদয়, মাধবীয়, বিবাদতাণ্ডব ও নির্ণয়সিন্ধু এই সকল গ্রন্থের মত প্রচলিত।

মহারাষ্ট্রপ্রদেশে মিতাক্ষরা, ময়ুখ, নির্ণয়সিন্ধু, হেমাদ্রি, স্মৃতিকৌস্তুভ ও মাধবীয় ইহাদের মত চলিত।

দ্রাবিড় প্রদেশের দ্রাবিড় ও কর্ণাটকভাগে মিতাক্ষরা, মাধবীয় ও সরস্বতীবিলাস এবং অন্ধ্রভাগে মিতাক্ষরা, মাধবীয়, স্মৃতিচন্দ্রিকা ও সরস্বতীবিলাসের মত প্রচলিত।

মিতাক্ষরা গ্রন্থ কাশী প্রদেশে প্রচলিত মতের সংস্থাপক এবং অন্যান্য নিবন্ধ গ্রন্থ হইতে অনেক স্থলে প্রামাণ্য। কাশীপ্রদেশ হইতে ভারতবর্ষীয় অন্তরীপের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত মিতাক্ষরা আদৃত এবং এই গ্রন্থ প্রধান নিবন্ধ বলিয়া গণ্য ও বিশেষ মান্য। এই দেশে প্রচলিত অন্যান্য গ্রন্থনিচয় সকল বিষয়েই প্রায় মিতাক্ষরার অনুমত এবং ঐ সকল গ্রন্থে মিতাক্ষরার উক্তি প্রমাণস্বরূপ ধৃত হইয়াছে। কেবল কোন কোন স্থলে মিতাক্ষরার অলিখিত অথবা বিরুদ্ধ মত লিখিত হইয়াছে, ইহা মিতাক্ষরার দোষ ধরিবার জন্য বা উহার মত খণ্ডন করিবার জন্য নহে—তৎপ্রতি সম্মানপূর্ব্বক স্বমত ব্যক্ত করিবার জন্য এইরূপ ভাবে লিখিত। এইরূপ মতসমূহের বিশেষ মতের ব্যবহার ও তত্তৎ মত-প্রকাশক গ্রন্থের বিশেষ আদর করায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কাশী হইতে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কাশীপ্রদেশে পরাশরমাধব, ব্যবহারমাধব, মিত্রমিশ্রকৃত বীরমিত্রোদয়, বীরেশ্বর ভট্ট ও বালম্ভট্ট প্রণীত মিতাক্ষরা টীকাদ্বয় এবং কমলাকর কৃত বিবাদতাণ্ডব প্রভৃতি

মিতাক্ষরার সহিত বিশেষ আদৃত ও ব্যবহৃত। ঐ প্রদেশে ঐ সকল পুস্তকের মতানুসারে দায়বিভাগ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ ইংরাজরাজের শাসনাধীন হওয়াবধি সংস্কৃতে তিনখানি নিবন্ধ প্রস্তুত হইয়াছে, প্রথমে বিবাদার্ণবসেতু ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেবের অনুজ্ঞাক্রমে বিরচিত হয়। পরে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় আর দুইখানি বিরচিত হয়, তন্মধ্যে বিবাদসারার্ণব ও বিবাদভঙ্গার্ণব নামে দুইখানি। ইহার প্রথমখানি মিথিলাবাসী স্মার্ত্ত সর্ব্বোরু ত্রিবেদী কর্ত্তৃক লিখিত, দ্বিতীয়খানি ত্রিবেণীনিবাসী জগন্নাথতর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক সংগৃহীত। কিন্তু এই উভয় গ্রন্থই সর্ উইলিয়ম জোন্স সাহেবের আদেশ ও উপদেশানুসারে রচিত হইয়াছে।

দায়বিভাগের বিষয় দায়ভাগে এইরূপ লিখিত আছে, পুত্র সকল পিতৃধনের যে বিভাগ করেন, তাহার নাম দায়ভাগ, এই বিভাগ ব্যাপার যে ধনে হইয়া থাকে, সেই ধনকে ঋষিরা বিবাদপদ বলিয়াছেন, অর্থাৎ এই ধন লইয়া নানাপ্রকার বিবাদ উপস্থিত হয়।

"বিভাগোঽর্থস্য পিত্র্যস্য পুত্রৈর্যত্র প্রকল্প্যতে।
দায়ভাগ ইতি প্রোক্তং তদ্বিবাদপদং বুধৈঃ॥" (দায়ভাগ)

পিতৃ হইতে আগত ধনের নাম পিত্র্যধন, পিতার মরণোত্তর সেই পিত্র্যধনকে পুত্রস্বত্বক বলা যায়। পিত্র্য ও পুত্র এই দুইটী পদ উপলক্ষ মাত্র, ইহা দ্বারা সম্পর্কীয় সমস্ত অধিকারীকে বুঝায়। কেননা সম্পর্ক মাত্রেই সমস্ত সম্পর্কীয়ের ধনবিভাগেও দায়ভাগপদ প্রয়োগ আছে। এইজন্য দায়ভাগ বিবাদপদ উপক্রম করিয়া মাতৃপ্রভৃতিরও ধন বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'দীয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা দায়শব্দো দদাতি প্রয়োগশ্চ গৌণঃ।' দান করে যাহা এই ব্যুৎপত্তিতে দায় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু মৃতাদি ধনে তাহা ঘটে না, সুতরাং দাধাতু প্রয়োগ গৌণ, লক্ষণা শক্তি দ্বারা যেমন দানাধীন স্বত্বনাশ ও পরস্বত্বোৎপত্তি জন্মে, তেমনি মরিলে বা পতিত হইলে কিংবা সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ধনে তাহার স্বত্ব নিবৃত্তি হইয়া পুত্রাদির স্বত্ব জন্মে।

পূর্ব্বস্বামীর স্বত্বনাশ হইলে পর তৎসম্বন্ধাধীন যে দ্রব্যে স্বত্ব হয়, সেই ধনে দায় শব্দটী প্রসিদ্ধ। প্রথমে দায় নিরূপণ করিয়া তাহার বিভাগ নিরূপণ করা প্রয়োজন। প্রথম কথা উচিত, দায়ের বিভাগ, কি অবয়বের বিভাগ, কিংবা দায়ের সহিত বিভাগ, এই সকল পক্ষের কোন্ পক্ষ শ্রেষ্ঠ, প্রথম পক্ষকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না, কেন না তাহা হইলে দায় বিনাশ পায়, দ্বিতীয় পক্ষও ঘটে না, সংযুক্ত দ্রব্যে ও ইহা আমার নহে, ইহা আমার ভ্রাতার বিভক্ত ধন, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। সম্বন্ধের বিশেষ নাই এইরূপ সামুদায়িক স্বত্ব জন্মিলে পর ঐ স্বত্বের দ্রব্য বিশেষে যে ব্যবস্থাপন তাহার নাম বিভাগ, ইহাও বলিতে পার না। এক সম্বন্ধ একের সামুদায়িক স্বত্ব জন্মাইয়া দিতে গেলে আর এক তুল্যবলসম্বন্ধ তাহার প্রতিবন্ধক হয়, সুতরাং তাহা না পারিয়া একৈক অংশ স্বত্ব জন্মিয়া দেয়, পরে বিভাগই তাহার ব্যঞ্জক জানিবে। আর সমগ্র পিতৃধনে সকল পুত্রের সামুদায়িক স্বত্বের উৎপত্তি ও বিনাশকল্পনায় কেবল গৌরব মাত্র।

ভূমি, সুবর্ণ প্রভৃতি ধনে একদেশোপাত্ত অর্থাৎ তত্তদংশে উৎপন্ন স্বত্বের এই দ্রব্য অমুকের, ইহা অমুকের নহে, এইরূপ অবধারণ অবিভক্তাবস্থায় না থাকায় বৈশেষিক ব্যবহারের অনুপযুক্ততা বিধায় থাকা না থাকায় তুল্য। আংশিক স্বত্বের গুটিকাপাতাদি দ্বারা যে ব্যক্তীকরণ, তাহাকে বিভাগ বলা যায় অথবা বিভাগ শব্দের যৌগিক অর্থ এই যে বিশেষরূপে ভাগ অর্থাৎ স্বত্ব জ্ঞাপন, ইহার নাম বিভাগ।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা ধনবিভাগ করিয়া লইবে, এই কথা বলায় বিভাগের পূর্ব্বে তাহাতে তাহাদের স্বত্ব নাই বোধ হয়, এবং বিভাগকেও স্বত্বের কারণ বলা যায় না। কারণ উদাসীন ব্যক্তি, অসম্পর্কীয়ের ধন, গুটিকাপাতাদি দ্বারা বিভাগ করিয়া লইলে স্বত্ববান্ হইতে পারে, তাহাও অসঙ্গত, এইজন্য এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, পিত্রাদির মৃত্যুর পরই এই ধন আমাদের এইরূপ পুত্রগণ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং একপুত্রাদি স্থলে বিনা বিভাগই স্বত্ব হইয়া থাকে, তখন পিত্রাদির মরণই পুত্র প্রভৃতির স্বত্বের প্রতি কারণ, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত কোনরূপ অসঙ্গতি ঘটে না।

পূর্ব্বস্বামীর মরণকালে উত্তরাধিকারীর জীবনই তৎস্বত্বের প্রতি কারণ। জীবন পদে সন্তানের গর্ভস্থাবস্থাও বুঝায়, কেবল গর্ভস্থের ভূমিষ্ট হওয়া অপেক্ষা থাকে। উপার্জ্জকের উপার্জ্জন ব্যাপারকে অর্জ্জন বলে, এই অর্জ্জন দ্বারা যে উপার্জ্জিত ধনের স্বামী হয়, তাহার নাম অর্জ্জক, এজন্য উত্তরাধিকারিতা স্থলে পুত্রের জন্মই অর্জ্জন পদবাচ্য, ইহাতে পিতার জীবদ্দশাতেই পুত্রের পিতৃধনে স্বত্ব হউক না কেন, ইহা বলিলে পিত্রাদির মরণাপেক্ষা নাই। এইজন্য কোন কোন গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, জন্মই অর্জ্জন, যেরূপ পিতৃধন পুত্রের, ইহা বলিলে মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ জন্মে। মনু বলিয়াছেন, পিতা ও মাতার মরণান্তর পুত্রেরা একত্র হইয়া

পৈতৃকধন সমান করিয়া ভাগ করিয়া লইবেন, পিতা-মাতার জীবদ্দশায় পুত্রেরা বিভাগ করিতে পারে না। পিতা-মাতা জীবিত থাকিতে পুত্রগণের বিভাগ হয় না। পত্নী, পুত্র ও ক্রীতদাস এই তিনজন অধন বলিয়া উক্ত আছে। ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহারই সেই ধন হয়। সিদ্ধান্ত হইল যে পিতা ও মাতা জীবিত থাকিলে পুত্র-গণের স্বামিত্ব জন্মে না। কিন্তু লোকান্তরগত হইলে স্বামিত্ব হয়। মৃত্যুপদে কেবল মরণমাত্র বিবক্ষিত নহে, কিন্তু পতিতত্ব প্রব্রজিতত্বাদির বোধক, যেহেতু স্বত্ব বিনা-শক রূপে কি মরণ, কি পাতিত্য, কি সন্ন্যাস সকলই সমান। নারদ বচনানুসারে মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে ও ভগিনী সকল পাত্রসাৎ করা হইলে পর, পিতা পতিত হইলে বা গৃহস্থাশ্রম রহিত হইলে অথবা একেবারে বিষয় বিরক্ত হইলে পর পুত্রেরা পিতৃধন ভাগ করিয়া লইবে। তন্মধ্যে পতিতের সর্ব্বস্ব দানাদি প্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রে বিহিত থাকায় প্রায়শ্চিত্তবিমুখ পিতার পাতিত্যই স্বত্ববিনাশক। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত প্রবৃত্তি থাকিলে স্বত্ব নাশ হইবে না।

"মাতুর্নিবৃত্তে রজসি দত্তাসু ভগিনীষু চ।
বিনষ্টে বাপশরণে পিতর্য্যুপরতস্পৃহে॥" (দায়ভাগ)

পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠই সর্ব্বধনাধিকারী হইবে, অন্যেরা অধিকারী নহে, এরূপ ব্যবস্থা না হইবার কারণ কি? যেহেতু মনু বলিয়াছেন, জ্যেষ্ঠই সমস্ত পিতৃধন পাইবে, অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ পিতৃবৎ সেই জ্যেষ্ঠের অনুজীবী হইবে।

"জ্যেষ্ঠ এবতু গৃহ্লীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ।
শেষাস্তমুপজীবেয়ুর্যথৈব পিতরং তথা॥" (দায়ভাগ)

এই বচনের জ্যেষ্ঠপদে পিতার পুন্নাম-নরকনিবর্ত্তক পুত্রই অভিপ্রেত, বর্ত্তমান জীবিতদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নহে, যে হেতু মনুবচনে অন্যস্থলে স্পষ্টই উক্ত আছে। জ্যেষ্ঠ জাতমাত্রে মানব পুত্রবান্ এবং পিতৃলোকের ঋণ হইতে মুক্ত হয়, সেই হেতু জ্যেষ্ঠ পিতৃধন লাভ করিবার যোগ্য ও যাহাতে ঋণশোধ ও যদ্দ্বারা স্বর্গের আনন্ত্যলাভ হয়, সেই জ্যেষ্ঠই ধর্ম্মজ পুত্র, অন্য পুত্রদিগকে কামজ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহার তাৎপর্য্য ঐরূপ নহে, কারণ সকলের ইচ্ছাধীনই জ্যেষ্ঠা-ধিকার শ্রুত হয়, জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতার ন্যায় অনুগত সকল ভ্রাতাকে ভরণপোষণ করিবেন, তিনি যদি অসমর্থ হন, এবং কনিষ্ঠ যদি শক্ত হয়, তাহা হইলে সেই কর্ত্তা হইবে। সংসার প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ-ক্ষমতাসাপেক্ষ কনিষ্ঠ ক্ষমতাবান্ হইলে সকলের ইচ্ছাধীন সেই কনিষ্ঠই সকলের ভরণ-পোষণ করিবে। এজন্য জ্যেষ্ঠত্ব সকল ধনাধিকারের হেতুবোধ হয় না, কারণ মনু অন্য আর এক বচনে বলিয়া-ছেন যে, ভ্রাতৃগণ মিলিত হইয়াই বাস করুক বা ধর্ম্ম-বৃদ্ধি কামনায় পৃথক্‌রূপেই বাস করুক, ইহা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; ইত্যাদি কারণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সকল ধনাধিকারী না হইয়া সকল ভ্রাতা তুল্যাংশরূপে বিভাগ করিয়া লইবে। এইরূপে পিতার স্বত্বনাশ কাল একটী, আর বিভাগের কাল আর একটী, পিতার স্বত্বনাশ না হইলে পিতার ইচ্ছাধীন বিভাগ হয়। এইরূপ পিতৃধন বিভাগের দুইটী কাল, পিতার মরণান্তর একটী ও পিতার বিষয় বৈরাগ্য ও মাতার রজো-নিবৃত্তি হইলে পর আর একটী। মাতার রজোনিবৃত্তি না হইলে এবং পিতা বিষয়ানুরক্ত থাকিলেও তাঁহার ইচ্ছাক্রমে বিভাগ হয়, এই মিতাক্ষরাতে যে কালত্রয় উক্ত হইয়াছে, তাহা আদরণীয় নহে। কারণ মাতার রজোনিবৃত্তি ও পিতার বিষয়-বৈরাগ্য এক সময়ে ঘটে না।

কেহ কেহ বলেন, বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত পিতা কার্য্যাক্ষম হইলে পুত্রদের পিতৃধনবিভাগে ক্ষমতা জন্মে, কিন্তু এই বচনের এরূপ অভিপ্রায় নহে, পিতা জীবিত থাকিলে পিতৃধনের গ্রহণ বা দান কিংবা গচ্ছিত করা কিছুতেই পুত্রের ক্ষমতা নাই। পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ বা প্রবাসী কিংবা রোগগ্রস্ত হইলে পর পৈতৃক অর্থ চিন্তা করিবে অর্থাৎ ধনাদি ব্যব-হার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। অথবা তাহার অনুমতিক্রমে কার্য্যদক্ষ অন্যপুত্রও সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে। কিন্তু পিতা বৃদ্ধ বা উন্মত্তই হউন কিংবা অত্যন্ত রোগগ্রস্তই হউন, জ্যেষ্ঠপুত্রই পিতার ন্যায় অপর ভ্রাতার অর্থ পালন করিবেন, কিন্তু তাহা বলিয়া বিভাগ করিতে পারিবেন না এবং তাহার বিভাগ করিবার ক্ষমতাও নাই। ধন-বিভাগের দুইটী কালই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইল, একটী পিতার মৃত্যু ও আর একটী তাঁহার ইচ্ছা। তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে পুত্রদিগকে ধনবিভাগ করিয়া দিয়া যাইতে পারেন। পিতামাতার মরণান্তর পুত্রেরা পিতৃধন বিভাগ করিয়া লইবে, গার্হস্থ্য আশ্রম ধন ভিন্ন চলে না, এই কারণই পুত্রেরা পিতামাতার জীবদ্দশায় স্বাধীন হইতে পারে না। সকলে ইচ্ছাক্রমে ব্যয় করিলে ও সমগ্র ধনক্ষয় পাইলে গৃহস্থাশ্রম চলে না, এইজন্য পিতামাতার জীবন থাকিতে পুত্রেরা স্বাধীন হইতে পারেনা। অতএব পিতামাতার জীবদ্দশায় পুত্রগণের একত্র সহবাস বিধেয়। ঐ উভয়ের মৃত্যুর পর তাহারা বিভক্ত হইলে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ধর্ম্ম কর্ম্ম বৃদ্ধি পায়। এই জন্য জীবৎপিতৃমাতৃকের বিভাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই বিভাগ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের

সমান জানিতে হইবে। যেহেতু পুত্র, মৃতপিতৃক পৌত্র ও মৃতপিতৃক পিতামাতাকে প্রপৌত্র এই তিনেরই পার্ব্বণাধিকারে ধনিপিণ্ড ও ধনিভোগ্য পিণ্ডদ্বয় দানের কোন বিশেষ নাই, যেমন পক্ষিগণ অশ্বত্থবৃক্ষবাসের আশা করে, সেইরূপ পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ ইহারা জাতসন্তানকে উপাসনা করেন ও আশা করিয়া থাকেন যে, এই সন্তান মধু, মাংস, শাক, দুগ্ধ ও পায়স দ্বারা বর্ষার নবোদকোপলক্ষে এবং মঘায় আমাদিগকে শ্রাদ্ধ করিবে।

"পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
জাতং পুত্রং প্রশংসন্তি পিপ্পলং শকুনা ইব॥
মধুমাংসেন শাকেন পয়সা পায়সেন বা।
এষ দাস্যতি ন স্তৃপ্তিং বর্ষাসু চ মঘাসু চ॥" (দায়ভাগ)

এই বচনে প্রপিতামহগ্রহণহেতু পুত্রপদ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত লাক্ষণিক বিধায়, প্রপিতামহের পর্য্যন্ত পার্ব্বণশ্রাদ্ধকারী বলিয়া প্রপৌত্র পর্য্যন্তের তুল্য ধনাধিকার। এজন্য জীবৎপিতৃক পৌত্র ও প্রপৌত্রের পার্ব্বণে অনধিকার প্রযুক্ত পিণ্ড প্রদান না করায় দায়াধিকার হইবে না।

তাহাদের পিতৃপ্রাপ্ত ভাগই উত্তরকালে তাহাদের হইবে। আর যে স্থলে এক পুত্র বিদ্যমান ও আর এক পুত্রের কতকগুলি পুত্র আছে, সে স্থলে সেই পুত্রের এক ভাগ আর একভাগ মাত্র সেই সকল পৌত্র ভাগ করিয়া লইবে। তাহার কারণ এই যে, পিতামহ ধন সম্বন্ধের মূলকারণ, স্ব পিত্রধীন জন্ম, সুতরাং সেই পিতার যতটুকু ধনস্বামিত্ব যোগ্যতা ছিল, তত ধনেই তাহাদের সকলে মিলিয়া অধিকারী হইবে। আর যে 'অনেক পিতৃকানান্তু পিতৃতো ভাগকল্পনা' এই বচনের অভিপ্রায় এরূপ নহে, এস্থলে যদি এক বচনের প্রয়োগ করা যায়, তাহা পিতৃব্যের পিতারই সেই সকল ধন ছিল বলিয়া পিতৃব্যেরই সকল হইতে পারে, ভ্রাতৃপুত্রের কিছু মাত্র হয় না। আর 'পিতৃতো ভাগকল্পনা' এই বাক্যের পিতা পুত্রবৎ ভাগ ব্যবস্থা অর্থ করিলে যেমন পিতার ভাগদ্বয় প্রাপ্তি হয়, সেইরূপ পিতৃব্যের দুইভাগ ও তদ্ভ্রাতৃপুত্রদের এক এক ভাগ হয়, ইহাও কিন্তু শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। অতএব যেখানে এক ভ্রাতার অল্পসংখ্যক পুত্র ও অপর ভ্রাতার অনেকগুলি পুত্র, সেস্থলেও পিত্রনুসারে ভাগ কল্পনা করিবে। সিদ্ধান্ত হইল যে, পৈতৃক ধন বিভাগে প্রবৃত্ত হইলে সকল পুত্রেরা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইবে; ন্যূনাধিক করিবে না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতামাতার মরণে পৈতৃক ধন ও ঋণ পুত্রেরা সমান ভাগ করিয়া লইবে।

পিতার মরণান্তর সহোদর ভ্রাতারা পিতৃধন বিভাগে প্রবৃত্ত হইলে মাতাকে পুত্র সমানাংশ দিবে। কিন্তু সহোদর ও বৈমাত্রের উভয়কৃত বিভাগস্থলে দিবে না। 'সমাংশহারিণীমাতা' ইত্যাদি বচনে মাতৃপদের মুখ্যার্থ জননী, বিমাতা নহে।

যদি মাতার ভর্ত্তৃ ও শ্বশুরাদি দত্ত কিছু স্ত্রীধন না থাকে, তাহা হইলে পুত্রের সমানাংশ প্রাপ্য। আর যদি স্ত্রীধন প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অর্দ্ধমাত্র প্রাপ্য, ইহা প্রমাণসিদ্ধ বুঝিতে হইবে। যেস্থলে পিতা পুত্রগণকে সমান ভাগ দেন, সেস্থলে পুত্রহীনা সকল স্ত্রীকেই স্ত্রীধন না থাকিলে পুত্র সমানাংশ দিবেন। বচন বিশেষে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে, যে পিতা পুত্রহীনা পত্নীদিগকে পুত্র সমভাগিনী করিবেন। কিন্তু পুত্রবতীদিগকে নহে। পিতামহ ধনবিভাগকালে পৌত্রেরা পুত্রহীনা পিতামহীকে সমানাংশ দিবেন, কারণ শাস্ত্রে পিতামহী মাতার তুল্যা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অবিবাহিতা কন্যা বিবাহযোগ্য ধন পায়। কেহ কেহ বলেন, অবিবাহিতা কন্যা ভ্রাতৃভাগের চতুর্থাংশ পাইবে। "সমাংশামাতরস্তেষাং তুরীয়াংশাশ্চ কন্যকাঃ।" (বৃহস্পতি) এই বচনানুসারে মাতা তুল্যাংশ ও কন্যা চতুর্থাংশভাগিনী হইবে। অর্থাৎ পুত্রের তিনভাগ এবং অবিবাহিতা কন্যার একভাগ, কিন্তু স্বল্পধন স্থলে পুত্রগণের স্বামিত্ব, অর্থাৎ পুত্রেরাই সমগ্রভাগ করিয়া লইয়া আপন আপন ভাগ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আকর্ষণ করিয়া কুমারীকে চতুর্থাংশ দিবে, অর্থাৎ ভ্রাতারা অসংস্কৃতা ভগিনীদিগকেও নিজ অংশ হইতে চতুর্থাংশ দিয়া সংস্কার কর্ম্ম করিবে। এই বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ—ভগিনীদিগের সংস্কারকর্ত্তব্যতাই লিখিত হইয়াছে, অধিকারিতার কথা নাই। বহুতর ধন স্থলে ভগিনীকে তদীয় বিবাহযোগ্য ধনই দিবে, কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ দিবার ব্যবস্থা নাই। সকল স্থলে চতুর্থাংশের নিয়ম করিলে যেখানে চারি পাঁচ পুত্র ও কন্যা একটী সেইখানে কন্যার বহুতর প্রাপ্তি হয়, আর যেখানে চারিটী কুমারী ও একটী পুত্র, সেই স্থলে পুত্রের সবই যায়, তাহা উচিত নহে, যেহেতু পুত্রেরই প্রাধান্য। এই সকল কারণে ভগিনী কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ না পাইয়া তাহার বিবাহযোগ্য ধন তাহাকে দিতে হইবে। অবিবাহিতা ভগিনীদিগকে ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের বিবাহ দিতে হইবেই, ইহা অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য। এইজন্য অংশাদির কোন বিশেষ নিয়ম নাই, কিন্তু ঐ সংস্কার কার্য্যে যদি সর্ব্বস্ব ব্যয় হয়, তাহাও দোষাবহ নহে।

স্ত্রীধন-বিভাগ।—প্রথমতঃ স্ত্রীধন নিরূপণ করিতে হইবে। বিষ্ণুবচনানুসারে পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, পুত্রদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, অধ্যগ্ন্যুপাগত অর্থাৎ যৌতুকধন, অধিবেদন লব্ধ, মাতুলাদি দত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয় এই গুলি স্ত্রীধন। বিবাহের পর ভর্ত্তৃকুল ও পিতৃমাতৃকুল হইতে এবং ভর্ত্তা ও পিতামাতার নিকট হইতে স্ত্রীলোক যে ধন প্রাপ্ত হয়, সেই ধনকে অন্বাধেয় ধন কহে এবং পিতা ও মাতার সম্পর্কে সম্পর্কীয়দিগের নিকট ও পিতামাতার নিকট বিবাহের পর যাহা প্রাপ্ত হয় এবং ভর্ত্তার নিকট ও ভর্ত্তৃকুল অর্থাৎ শ্বশুরাদি হইতে যাহা লব্ধ হয়, তাহার নামও অন্বাধেয়। বিবাহ সময় লব্ধ যৌতুক ধনে সন্তানসন্ততির অভাবে ভর্ত্তার অধিকার। নারদ অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, ভর্ত্তৃদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, পিতৃ ও মাতৃদত্ত এই ছয় প্রকার ধন স্ত্রীধন বলিয়াছেন। বিবাহকালে অগ্নি সন্নিধানে স্ত্রীলোককে যাহা দান করা যায়, তাহাই অধ্যগ্নিনামক স্ত্রীধন। কন্যাকে যখন পিত্রালয় হইতে পতিগৃহে লইয়া যায়, তখন ঐ কন্যা পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অধ্যাবাহনিক স্ত্রীধন কহে। ভর্ত্তৃদায় শব্দে ভর্ত্তৃদত্ত ধন বুঝায়, সংক্রান্ত ধন বুঝায় না। পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী ইচ্ছানুসারে ভর্ত্তৃদায় ব্যয় করিবে। কিন্তু পতি বিদ্যমানে মুক্তহস্ত হইয়া ব্যয় করিতে পারিবে না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, পতিদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, অধ্যগ্ন্যুপাগত ও আধিবেদনিক এই ছয়টী স্ত্রীধন। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিবার নিমিত্ত স্বামী প্রথম স্ত্রীকে যাহা পারিতোষিক দেন, তাহার নাম আধিবেদনিক। (অধিবেদন শব্দের অর্থ অধিক বিবাহ তদুপলক্ষে যাহা দত্ত, এই ব্যুৎপত্তিতে আধিবেদনিক শব্দ নিষ্পন্ন।) বৃত্তি অর্থাৎ গ্রাসাচ্ছাদনাবশিষ্ট ধন, অলঙ্কার, শুল্ক ও সুদ এই সকল স্ত্রীধন। স্ত্রী ইচ্ছানুসারে এই সকল ধনের দানবিক্রয়াদি করিতে পারেন। স্ত্রীধনের প্রকৃত লক্ষণ এই—স্ত্রীলোক ভর্ত্তার কোন অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং যে ধন দান বিক্রয় ও ভোগ করিতে পারে, সেই ধনকে স্ত্রীধন বলা যায়।

স্ত্রীলোক শিল্পকর্ম্ম করিয়া যাহা প্রাপ্ত হয়, পিতৃমাতৃ ও ভর্ত্তৃকুল ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে যাহা লব্ধ হয়, তাহাও স্ত্রীধন। কাত্যায়ন ঋষি বলিয়াছেন, যথাবিবাহিতা, বা কুমারী হউক, অথবা পতির গৃহে বা ভর্ত্তার নিকটেই হউক যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সৌদায়িক নামক স্ত্রীধন কহে, এই সৌদায়িক ধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। ভর্ত্তা যদি দুর্ভিক্ষাদি সঙ্কটে পড়িয়া স্ত্রীধন গ্রহণ না করিয়া অন্য কোন প্রকারে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে স্ত্রীধন লইতে পারিবেন। অন্যথা পারিবেন না। দুর্ভিক্ষ সময়ে, আবশ্যক ধর্ম্মকার্য্যে ও রোগগ্রস্ত হইলে এবং উত্তমর্ণ ঋণ আদায় জন্য কারারোধ করিলে পর স্বামী বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া যে স্ত্রীধন গ্রহণ করেন, তাহা পুনর্ব্বার স্ত্রীকে না দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনা ব্যতীত যদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরে তাহাকে এই ধন পরিশোধ করিতে হইবে, অন্যথা রাজার নিকট দণ্ডনীয় হইবেন। স্বামী স্ত্রীধন লইয়া যদি অন্যস্ত্রীর সহিত বাস করেন এবং পূর্ব্বস্ত্রীকে অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে রাজা তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক স্ত্রীধন লইয়া স্ত্রীকে দেওয়াইবেন। জননী পরলোকগতা হইলে সহোদর ভ্রাতৃগণ এবং ভগিনীরা সকলে মিলিয়া মাতার অযৌতুক ধন সমান ভাগ করিয়া লইবে। স্ত্রীধনে তদীয় অপত্যদিগের অধিকার, কন্যা অবিবাহিতা হইলে সেও অংশভাগিনী হইবে। কিন্তু বিবাহিতা হইলে আর মাতার অযৌতুক ধন পুত্র থাকিতে পাইবে না।

দায়াধিকারক্রম। স্বত্বকারণ।—পূর্ব্ব স্বামীর মরণকালে উত্তরাধিকারীর জীবনই তৎস্বত্বের প্রতি কারণ, এই স্থলে জীবন অর্থে গর্ভাবস্থাও বুঝায়, কেবল গর্ভস্থের ভূমিষ্ঠ হওনের অপেক্ষা থাকে মাত্র। গর্ভস্থ ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার প্রাপ্য যে ধন, তাহা তাহার বন্ধু বা মিত্রের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

উদ্দেশরহিত ব্যক্তির (যাহার কোনরূপ উদ্দেশ পাওয়া যায় না) এবম্বিধ লোকের দ্বাদশ বৎসর গতে তাহার ধনে তদুত্তরাধিকারীর স্বত্ব হয়।

মরণপাতিত্য, আশ্রমান্তর গমন এবং উপেক্ষা দ্বারা ধনীর স্বত্বনাশ হইলে তদ্ধনে পুত্রের অধিকার। ঔরসপুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে গৃহীত দত্তক ঔরসপুত্রের সহিত বিষয়ভাগী। সকল ঔরসপুত্র পিতৃধন তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবেন। জ্যেষ্ঠপুত্র অধিক ধন লইতে পারিবেন না। পুত্রাভাবে পৌত্রের ও তদভাবে প্রপৌত্রের অধিকার। যে পৌত্রের পিতা মৃত ও যে প্রপৌত্রের পিতৃপিতামহ মৃত তাহারা (ধনীর) পুত্রের সহিত স্ব স্ব পিতৃযোগ্যাংশ ভাগ করিয়া লইবেন। পৌত্র সকল পিত্রনুসারে ভাগ প্রাপ্ত হইবেন, স্ব স্ব সংখ্যানুসারে ভাগ পাইবেন না।

পত্নীর অধিকার—পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের অভাবে পত্নী ধনাধিকারিণী। পত্নী ব্যভিচারিণী হইলে অধিকারিণী হইবে না। যে ধন পতির অধিকৃত ছিল, পত্নী সেই ধনের অধিকারিণী হইবে, পতি ভবিষ্যতে যে ধনে উত্তরাধিকারী হইত, সেই ধনে পত্নী অধিকারিণী হইবে না। দুই কিংবা

অধিক পত্নী থাকিলে সকলেই তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবে। পত্নীগণের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তদধিকৃত পতিধনে বিদ্যমানা অপরা পত্নীদিগের অধিকার জানিতে হইবে। পত্নী পতির ধন ভোগ করিবে, দান বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে পারিবে না। অপুত্রা পত্নী বিশুদ্ধস্বভাবা হইয়া পতিগৃহে বাস করিয়া যাবজ্জীবন ধন ভোগ করিবে, পরে তাহার মৃত্যুর পর পতির উত্তরাধিকারী ধন গ্রহণ করিবে। যদি দৌরাত্ম্যাদি কারণে পত্নীর পতিগৃহে বাস করা কঠিন হয়, তাহা হইলে পিতৃ প্রভৃতি কুলে বাস করিয়া পতিধন পাইবে, কিন্তু ব্যভিচার প্রভৃতির জন্য বাস করিলে পতিধন পাইবে না। স্ত্রীসংক্রান্ত ধন মাত্রে তৎপূর্ব্বস্বামীর দায়াদই অধিকারী হওয়াতে পত্নীপদে অধিকারিণী স্ত্রীমাত্রকে বুঝায়। স্ত্রীরা পতিসংক্রান্ত ধনের উপভোগমাত্র ফলভোগিনী, তাহারা কোনক্রমে পতির ধন অপব্যয় করিবে না। এস্থলে উপভোগ পদে বিলাস নহে, দেহধারণোপযুক্ত অন্ন বস্ত্র; অন্নবস্ত্রের জন্য সেই ধন হইতে লইবে। পতির ধনে যদি জীবনধারণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে পতির বিষয় বন্ধক দিতে পারে, তাহাতে না চলিলে বিক্রয় করিতে পারে এবং পতির পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য যদি দান বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাও সিদ্ধ হইবে।

পতির ঋণশোধ, কন্যার বিবাহ, অবশ্য পোষ্য পরিবারবর্গের প্রতিপালন, অথবা অত্যাবশ্যক হিতকার্য্যে দানাদি করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিগণ যদি পত্নীর অন্নাচ্ছাদনের এবং অবশ্য কর্ত্তব্যকার্য্যের ব্যয় দেয় বা দিতে স্বীকার করে, তাহা হইলে সে পতির বিষয় বিক্রয়াদি করিতে পারে না। যদি করে, তাহা হইলে সিদ্ধ হইবে না। পতির উপকারার্থ দান ও ভোগ ভিন্ন তদ্ধনের যে দানাদি তাহা অসিদ্ধ। সর্ব্বস্ব বিক্রয় ব্যতিরেকে যদি জীবন ধারণ ও পতির ঋণ শোধাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে তাহাও শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু পারলৌকিক কাম্যক্রিয়ার্থে কিয়দংশ মাত্র দানাদি অভিমত, সর্ব্বস্ব নহে। পত্নী যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ দানাদি করে, তাহা হইলে তাহার পতির উত্তরাধিকারিগণ তাহাতে প্রতিবন্ধক হইতে পারে, কিন্তু মুখ্য অধিকারী যে তিনিই প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবেন, যাহারা গৌণউত্তরাধিকারী তাহারা কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।

ধনস্বামীর উপকারার্থে পত্নী অর্থানুরূপ দানাদি করিলে তাহা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর সম্মতি বিনাও সিদ্ধ হইবে।

পত্নী যেমন স্থাবর ধন অপহার করিবে না, তদ্রূপ অস্থাবর ধন অপহার করিবে না, যেহেতু উভয়রূপ ধনেই অবিশেষে পতির উপকার হইতে পারে; এতদ্দেশে প্রচলিত দায়ভাগাদি গ্রন্থে স্ত্রীর অধিকৃত সংক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর ধনে বিশেষ নাই।

ধনস্বামীর অনুপকারে পত্নীকৃত যে দানাদি, তাহা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর সম্মতি বিনা অসিদ্ধ।

পত্নী পতিসংক্রান্ত ধন অভিযোগাদি দ্বারা উদ্ধার করিয়া লইলেও তাহাতে তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা জন্মে না। পত্নী যেরূপ পতির সংক্রান্তধন দানাদি করিবে না, সেইরূপ তদুপস্বত্বে উপার্জ্জিত সমস্ত ধনও দানাদি করিতে পারিবে না। পত্নীকৃত সংক্রান্ত ধনের দানাদি অসিদ্ধ হইলে ঐ ধন পত্নীর দখলেই থাকিবে। (যদি সেই পত্নী ব্যভিচারাদি কোন অন্যায় কার্য্য না করে।)

উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা করা উদ্দেশে যে কোনরূপে স্ত্রী পতির ধন হস্তান্তর করুকনা কেন, তাহা অসিদ্ধ হইবে। পত্নী পতির পিতৃব্যাদির অনুমতিক্রমে নিজ পিতৃমাতৃকুলেও দান করিতে পারিবে, কিন্তু দানাদি বিষয়ে বিধবা পতিকুলের অধীনা জানিবে।

পত্নীর মরণকালে জীবিত নিকট সম্পর্কীয়েরাই তৎপরে অধিকারী। পত্নীর অভাবে দুহিতা অধিকারিণী হয়। দত্তা ও অদত্তা দুহিতা থাকিলে অদত্তা কন্যাই ধনাধিকারিণী হয়। অবিবাহিতা দুহিতার অভাবে পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতা তুল্যরূপে অধিকারিণী। বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা দুহিতা অধিকারিণী নহে।

যে দুহিতার পুত্র নাই পৌত্র আছে, যাহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে এবং যাহার কন্যা মাত্র আছে, তাহারা বন্ধ্যা না হইয়াও ধনাধিকারিণী হইবে না।

অধিকারপ্রাপ্তা দুহিতা বন্ধ্যা কি বিধবা হইলে অথবা কন্যামাত্র প্রসব করিলে, তাহার স্বত্বনাশ হয় না।

দায়াধিকার হইতে অযোগ্য দুহিতার জীবিকা না থাকিলে সঙ্গতি অনুসারে তাহাকে অন্নাচ্ছাদন দিবে। অধিকারযোগ্যা দুহিতা অনেক থাকিলে তাহারা সকলে তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবে। তাহাদের একের অভাবে তদধিকৃত ধনে অন্যের অধিকার। দুহিতা সংক্রান্তধন শাস্ত্রোক্ত নিয়ম ভিন্ন দানবিক্রয় বা বন্ধক দিতে পারিবেন না, এবং যদি এইরূপ করেন, তাহা সিদ্ধ হইবে না।

অধিকারযোগ্যা দুহিতার অভাবে দৌহিত্রের অধিকার। 'দুহিতার অভাব এইপদ এই স্থলে কুমারী, পুত্র-

বতী ও সম্ভাবিত পুত্রা দুহিতার অভাবজ্ঞাপক। যেহেতু বন্ধ্যা ও পুত্রহীন বিধবা দুহিতা থাকিতেও দৌহিত্রের অধিকার দৃষ্ট হয়।

মাতামহের ধনাধিকারী হইয়া দৌহিত্র মরিলে তৎ-সংক্রান্ত ধনে তাহার পুত্র প্রভৃতি অধিকার পাইবে, ঐ মাতামহের দায়াদেরা অধিকারী হইবে না। অনেক দৌহিত্র থাকিলে সকলেই মাতামহ-ধন বিভাগ করিয়া লইবে, ঐ ভাগ তাহাদের নিজ সংখ্যানুসারে সমান হইবে। তাহাদের মাতৃসংখ্যানুসারে সমান হইবে না।

দুহিতার দত্তক মাতামহের ধনে অধিকারী হয় না। দৌহিত্রের অভাবে পিতা ধনাধিকারী হয়। পিতার অভাবে মাতা ধনাধিকারিণী হন। বিমাতা অধিকারিণী নহে। মাতা ঐ শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ভিন্ন দানবিক্রয়াদি করিতে পারিবেন না। মাতার অভাবে ভ্রাতার অধিকার, সহোদর ভ্রাতার অভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অধিকার। অবিভক্ত স্থাবর ধনে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার তুল্যাধিকার। গুণবান্ দত্তক যদি ঔরস পুত্রের অর্থাৎ ধনীর মাতৃ কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহা হইলে সেও সহোদর রূপে গণ্য, আর যদি ধনীর মাতা তাহাকে দত্তক গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে ধনীর বৈমাত্রেয় রূপে গণ্য। ভ্রাতার ধন প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতা মরিলে তাহার নিজ পুত্রাদিই তদ্ধনাধিকারী হইবে। যদি সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উভয়ই মৃত ভ্রাতার সংসৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে সহোদরের ধন সহোদরই পাইবে। যে স্থানে বৈমাত্রেয় সংসৃষ্টি ও সহোদর অসংসৃষ্টি, তথায় উভয়ই দায়াধিকারী।

যদি সহোদর ও বৈমাত্র উভয়ই সংসৃষ্টি হয়, তাহা হইলে কেবল সহোদরই ধন প্রাপ্ত হইবে। সহোদরের মধ্যে একজন সংসৃষ্টি হইলে সেই অধিকারী হইবে। কেবল বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা থাকিলে তন্মধ্যে যে মৃতের সহিত সংসৃষ্টি ছিল, প্রথমে সেই তদ্ধনাধিকারী, তদভাবে অসংসৃষ্টি অধিকারী।

ভ্রাতারা বিভক্ত হইয়া পরে প্রীতিতে যদি একত্র হয়, এবং তাহার পর যদি বিভক্ত হয়, তাহা হইলে সকলেই তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবে, জ্যেষ্ঠ অধিক পাইবে না।

ভ্রাতার সহিত ভ্রাতুষ্পুত্র এককালে অধিকারী নয়। বৈমাত্রের ভ্রাতার অভাবে সহোদর ভ্রাতার পুত্র অধিকারী। সহোদর ভ্রাতার পুত্রাভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র অধিকারী। যদি সহোদর ভ্রাতার কোন পুত্র সংসৃষ্টি ও কোন পুত্র অসংসৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে যে সংসৃষ্টি, সেই তদ্ধনাধিকারী। যদি বৈমাত্রেয় ভ্রাতার কোন পুত্র সংসৃষ্টি থাকে এবং কোন পুত্র অসংসৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে যে সংসৃষ্টি সেই অধিকারী হইবে। যদি সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রেরা সংসৃষ্টি অথবা অসংসৃষ্টি হয়, তাহা হইলেও উভয়াবস্থাতেই সহোদর ভ্রাতার সংসৃষ্টি পুত্র অধিকারী।

ভ্রাতুষ্পুত্রের অভাবে ভ্রাতার পৌত্রের অধিকার। ভ্রাতৃপৌত্রের অধিকারেও সহোদর ও বৈমাত্রেয় ক্রম এবং সংসৃষ্টি ও অসংসৃষ্টি এই নিয়ম খাটিবে। মৃতপিতৃক ভ্রাতুষ্পুত্র ও মৃতপিতৃপিতামহক ভ্রাতৃপৌত্র অনেক থাকিলে সোদর ও বৈমাত্রেয় সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট ক্রমানুসারে অধিকার ও বিভাগ হইবে। পরন্তু এই বিভাগ তাহাদের স্ব স্ব সংখ্যানুসারে হইবে, পিতৃসংখ্যানুসারে হইবে না।

ভ্রাতৃপৌত্রের অভাবে পিতৃদৌহিত্রের অধিকার। সহোদরা ও বৈমাত্রেয়া উভয়রূপ ভগিনীপুত্রের তুল্যাধিকার।

পিত্রাদির যে দৌহিত্রগণ ধনীর অথবা তদুত্তরাধিকারীর পত্নী প্রভৃতির নিধনকালে জীবিত বা গর্ভস্থিত, তাহারাই তদ্ধনাধিকারী। তৎপরে গর্ভস্থেরা অধিকারী নহে। পিতৃদৌহিত্রের অভাবে ভ্রাতৃদৌহিত্র অধিকারী।

ভ্রাতৃদৌহিত্রাভাবে পিতামহ ধনাধিকারী। পিতামহের অভাবে পিতামহী অধিকারিণী। পিতামহীর অভাবে পিতৃসহোদরের অধিকার। পিতৃসহোদরের অভাবে পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী। পিতৃবৈমাত্রেয়ের অভাবে পিতৃসহোদরের পুত্র অধিকারী। পিতৃসহোদরের পুত্রের অভাবে পিতৃবৈমাত্রে-ভ্রাতৃপুত্র অধিকারী।

পিতৃবৈমাত্র ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে পিতৃসহোদরের পৌত্র অধিকারী। পিতৃবৈমাত্র ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে পিতৃসহোদরের পৌত্র অধিকারী। পিতৃসহোদরের পৌত্রাভাবে পিতৃবৈমাত্রেয় ভ্রাতার পৌত্র অধিকারী। পিতৃবৈমাত্রেয়ের ভ্রাতৃপৌত্রাভাবে পিতামহের দৌহিত্রের অধিকার।

পিতামহের দৌহিত্রাভাবে পিতৃব্যের দৌহিত্র ধনাধিকারী। পিতৃব্যের দৌহিত্র না থাকিলে প্রপিতামহের অধিকার। প্রপিতামহের অভাবে প্রপিতামহী ধনাধিকারিণী।

প্রপিতামহীর অভাবে পিতামহের সহোদর, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও তাহাদের পুত্র এবং পৌত্রেরা যথাক্রমে অধিকারী।

পিতামহের ভ্রাতৃপৌত্রের অভাবে প্রপিতামহের দৌহিত্র ধনাধিকারী।

প্রপিতামহের দৌহিত্রাভাবে পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্র ধন পাইবেন।

পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্রাভাবে মাতামহ ধনাধিকারী।

মাতামহের অভাবে মাতুলের অধিকার।

মাতুলের অভাবে মাতুলপুত্র অধিকারী।

মাতুলপুত্রাভাবে মাতুলের পৌত্র অধিকারী।

মাতুলপৌত্রাভাবে মাতামহের দৌহিত্র ধনাধিকারী হইবেন *।

মাতামহের দৌহিত্রাভাবে প্রমাতামহ অধিকারী। প্রমাতামহের অভাবে তাহার পুত্র অধিকারী। প্রমাতামহের পুত্রাভাবে তাহার পৌত্র অধিকারী। তাহার অভাবে প্রপৌত্র। প্রমাতামহের প্রপৌত্রাভাবে তাহার দৌহিত্র অধিকারী। প্রমাতামহের দৌহিত্র না থাকিলে বৃদ্ধপ্রমাতামহ ধনাধিকারী হইবেন।

বৃদ্ধপ্রমাতামহের অভাবে তাহার পুত্রের অধিকার। বৃদ্ধপ্রমাতামহের পুত্রাভাবে পৌত্রের অধিকার। বৃদ্ধপ্রমাতামহের পৌত্রাভাবে প্রপৌত্রের অধিকার। বৃদ্ধ প্রমাতামহের প্রপৌত্রাভাবে দৌহিত্রের অধিকার। ধনীর ভোগ হয় এরূপ পিণ্ড দানকর্ত্তার অভাবে সকুল্য অধিকারী। সকুল্যদিগের মধ্যে প্রথমে প্রপৌত্রের পুত্র অধিকারী। তাহার পর প্রপৌত্রের পৌত্র অধিকারী। তৎপরে প্রপৌত্রের প্রপৌত্র অধিকারী। তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন সকুল্যের ও তাহাদের সন্ততিদের যথাক্রমে অধিকার। অর্থাৎ প্রথমে বৃদ্ধপ্রপিতামহ, তদভাবে তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্র ক্রমে অধিকারী। ইহাদের অভাবে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্র ক্রমে অধিকারী। তদভাবে অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্র ক্রমে অধিকারী। বহুজ্ঞাতি সকুল্য ও বান্ধব থাকিলে তাহাদের মধ্যে যে অধিক নিকট সম্পর্কীয়, সেই অপুত্র ব্যক্তির ধনাধিকারী হইবে। এইরূপ সকুল্যের অভাবে সমানোদক ধনাধিকারী।

চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিকে সমানোদক কহে।

সমানোদকের ও সকুল্যের ন্যায় আসক্তি ক্রমে অধিকার হইবে, অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রাদি ক্রমে ধনাধিকারী।

সমানোদকের অভাবে আচার্য্য অধিকারী। আচার্য্যাভাবে শিষ্য। শিষ্যাভাবে সহবেদাধ্যায়ী ব্রহ্মচারী ধনাধিকারী। তদভাবে স্বগ্রামস্থ সগোত্র অধিকারী। তদভাবে স্বগ্রামস্থ সমান প্রবর অধিকারী। এই সকলের অভাবে বেদজ্ঞ গুণযুক্ত সেই গ্রামস্থিত ব্রাহ্মণের অধিকার। তদভাবে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্যের ধনে রাজা অধিকারী।

গুণবান্ ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধনে ভিন্ন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণের অধিকার। স্বগ্রামস্থ গুণবান্ ব্রাহ্মণের অভাবে ভিন্ন গ্রামস্থ গুণবান্ ব্রাহ্মণের অধিকার। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধনে সামান্য ব্রাহ্মণের অধিকার। সদ্ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধন সামান্য ব্রাহ্মণের অধিকার।

প্রথমে স্বগ্রামস্থ সামান্য ব্রাহ্মণ, তদভাবে ভিন্ন গ্রামস্থ সামান্য ব্রাহ্মণ অধিকারী।

শাস্ত্রানুসারে আচার্য্য ধনাধিকারী; কিন্তু গুরু নহে। ধনী ব্রাহ্মণ না হইলে উত্তরাধিকারীর অভাবে তাহার ধন রাজগামী হয়।

মৃতধনীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিতে হইবে, মৃতব্যক্তির যিনি ধন পাইবেন, তিনিই তাহার ঔর্দ্ধদেহিকাদি কার্য্য করিবেন। যদি একজন ধনাধিকারী হয় ও অন্য আর একজন ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াধিকারী হয়, তাহা হইলে সেই ধনাধিকারী ধন দিয়া ক্রিয়াধিকারী দ্বারা তৎক্রিয়া করাইবেক।

বাণপ্রস্থাদির ধনাধিকার—ব্রহ্মচারীর ধনে আচার্য্য অধিকারী।

বাণপ্রস্থের ধনে এক তীর্থবাসী অথবা একাশ্রমবাসী ধর্ম্মভ্রাতা অধিকারী। তদভাবে একত্র বাসী অথবা একাশ্রমী অধিকারী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ধনে আচার্য্য ধনাধিকারী হন।

উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর ধনে তাহার পিত্রাদি অধিকারী।

কুলাচারাদি—যদি কোন দেশে অঞ্চলে গ্রামে বা সমাজে জাতিতে বা কুলে কোন আচার চলিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সকল নিয়মাপেক্ষা মান্য। কিন্তু যে আচার বহুকাল বা বহুপুরুষ হইতে একাদিক্রমে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অপেক্ষা বিশেষ মান্য হইবে। যে আচার বহুকাল হইতে ক্রমিক চলিয়া আইসে নাই, তাহা তাদৃক্ মান্য নহে। কিন্তু বলে বা অধর্ম্মাচরণে আচারের অবরোধ হইলে তাহাকে আচারভঙ্গ বলা যাইতে পারে না। জীবিকাবিষয়ক মৃত ধনীর ত্যক্ত বিষয় হইতে তাহার অবশ্য পোষ্যবর্গ অন্নবস্ত্র পাইবার অধিকারী।

মৃত ধনীর ত্যক্ত বিষয় হইতে তাহার অবিবাহিত ভগিনী বা কন্যা বিবাহোচিত ধন পাইতে অধিকারিণী।

পত্নী বা অধীন পরিবার কেহ অনুচিত কারণে দূরীভূত হইলে পরিবার কর্ত্তার স্থানে এবং তাহার মৃত্যুর পর তত্ত্যক্ত বিষয় হইতে অন্ন বস্ত্র পাইবে। যে পোষ্যব্যক্তি ন্যায্য কারণে পরিবারের মধ্যে থাকিতে এবং আহারাদি করিতে পারে না, সেই ব্যক্তি পৃথক্ থাকিয়া গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে। মৃত ধনীর অর্থানুসারে জীবিকার পরিমাণ অবধারণ করিতে

* মিতাক্ষরা মতে মাতামহ দৌহিত্রের পর মাতুলপুত্র অধিকারী। কিন্তু দায়ক্রমসংগ্রহ মতে এবং বঙ্গদেশপ্রচলিত অন্যান্য গ্রন্থের মতে মাতুলের পরেই মাতুলপুত্র অধিকারী।

হইবে। কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দাতব্য এমন নহে, কিন্তু বিষয় থাকিলে আর আর আবশ্যক এবং ধর্ম্মকর্ম্মার্থ ধন দিতে হইবে।

যদি কোন স্ত্রী ব্যভিচারের মানস বিনা পিতামাতার বা তৎকুটুম্বের গৃহে আশ্রয় লয়, তাহা হইলেও সে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী। পতির যদি এরূপ আদেশ থাকে, যে পতিকুলে বাস করিলে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, তবে সে বিনাকারণে যদি অন্য কোন স্থানান্তরে বাস করে, তাহা হইলে সে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী নহে।

পতিত ভিন্ন বিভাগে অনধিকারী ব্যক্তিরা মৃত ধনীর বিষয় হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারী। দায়াধিকারী উক্ত ব্যক্তিগণকে যদি অন্ন বস্ত্র না দেন, তাহা হইলে রাজা ধনীর নিকট হইতে দেওয়াইবেন।

অনধিকারী ব্যক্তিদের কন্যারা যে পর্য্যন্ত বিবাহিতা না হয়, ততদিন তাহারা গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে।

তাহাদের অপুত্র স্ত্রীগণ সদাচারী হইলে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, ব্যভিচারিণী বা প্রতিকূলা হইলে দূরীকৃতা হইবে।

পিতৃকৃত বিভাগ কাল।—পিতার স্বোপার্জ্জিত ধনে তাহার যখনই ইচ্ছা হইবে, তখনই তিনি বিভাগ করিতে পারিবেন। কিন্তু পৈতামহ বিষয়ে মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে যখন পিতার ইচ্ছা হয়, তখনই তিনি বিভাগ করিতে পারিবেন। (মাতা পদে বিমাতাও বুঝিতে হইবে।)

বস্তুতঃ মাতা ও বিমাতার রজোনিবৃত্তির পর কিংবা পিতার রতিশক্তি রোধ হইলে যখন পিতার ইচ্ছা হয়, তখনই পৈতামহ ধন বিভাগ হইতে পারে। পিতা কর্ত্তৃক বিভক্ত ব্যক্তিরা বিভাগের পর উৎপন্ন ভ্রাতাকে ভাগ দিতে বাধ্য।

পিতৃ কর্ত্তৃক স্বোপার্জ্জিত ধন বিভাগ।—স্বোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ পিতার ইচ্ছানুসারেই হইবে। স্বোপার্জ্জিত ধন পিতা যত ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন।

কোন পুত্রের গুণিত্ব হেতু সম্মানার্থ কিংবা কোন পুত্রের অনেক পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় এইজন্য, অথবা কোন পুত্র অযোগ্য এবং কৃপা, ভক্তি প্রভৃতি কারণে যদি পিতা ন্যূনাধিক বিভাগ অর্থাৎ কোন পুত্রকে অধিক এবং কোন পুত্রকে অল্প দেন, তাহা হইলেও এই বিভাগ ধর্ম্মতঃ সিদ্ধ হইবে। কিন্তু গুণিত্বাদি কারণ ব্যতীত স্বোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ করিলে তাহা ধর্ম্ম নহে।

অত্যন্ত ব্যাধি, ক্রোধাদিজন্য আকুলচিত্ততায় কিংবা কামাদি বিষয়ে অত্যন্ত আশক্ত হইয়া, যদি এক পুত্রকে অধিক ও অন্য পুত্রকে অল্পভাগ দেন অথবা কিছু না দেন, তাহা হইলে সেই বিভাগ অসিদ্ধ অর্থাৎ পিতা যদি গুণিত্বাদি কারণে ন্যূনাধিক ভাগ দেন, তাহা হইলে সেই বিভাগ ধর্ম্মসঙ্গত ও সিদ্ধ। যদি রোগাদিতে আকুলচিত্ততায় বিষয় বিভাগ করেন, অথবা কোন পুত্রকে ভাগশূন্য করেন, তাহা হইলে তাহা অসিদ্ধ। গুণিত্বাদি কারণ বিনা অথচ রোগাদি জন্য অস্থিরচিত্ততা ভিন্ন কেবল ইচ্ছাতে যদি ন্যূনাধিক বিভাগ করেন, তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে, কিন্তু সিদ্ধ। যদি পুত্রেরা এককালে বিভাগ প্রার্থনা করে, কিন্তু ভক্তত্বাদি কারণে পিতা বিষম বিভাগ করিবেন না; পুত্র সকলকে সমান অংশ দিলে পুত্রহীনা পত্নীদিগকেও পুত্রের সমান ভাগ দেয়। ভর্ত্তা প্রভৃতি স্ত্রীধন না দিয়া পত্নীকেও সমান অংশ দিতে হয়। স্ত্রীধন দত্ত হইয়া থাকিলে যে স্ত্রীদিগকে যৎপরিমিত স্ত্রীধন দত্ত হইয়াছে, পিতা তৎসম ধন অপুত্রা পত্নীদিগকে দিবেন। তাদৃশ স্ত্রীধনের অভাবে পুত্রের সমান অংশ দিবেন। কিন্তু পুত্রদিগকে ন্যূন দিলে ও স্বয়ং অধিক গ্রহণ করিলে পিতা পুত্রহীনা পত্নীকে নিজ অংশ হইতে পুত্রের সহিত সমান অংশ দিবেন। স্ত্রীধন দত্ত হইলে অপুত্রা পত্নীকে অর্দ্ধেক দেয়।

ভার্য্যা মাতা কিংবা পিতামহীর লব্ধ অংশ যদি ভোগদ্বারা ক্ষয় হয়, তাহা হইলে তাহারা পুনর্ব্বার জীবিকা পাইতে অধিকারিণী। যদি ভোগাবশিষ্ট থাকে ও ধনীর গৃহীত ধন ভোগে ক্ষয় হয়, তাহা হইলে পুত্রাদিবৎ ভার্য্যাদি হইতেও লইতে পারেন।

পত্নী বিভাগে প্রাপ্ত ধন ন্যায্য কারণ বিনা দানবিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারিবে না। তিনি ঐ ধন ভোগ করিবেন মাত্র, তাহার পর পূর্ব্বস্বামীর উত্তরাধিকারীরা পাইবে।

স্বোপার্জ্জিত ও পৈতামহ-ধন-নির্ণয়।—যে ধন আদিতে পিতা কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত, তাহা তাহার প্রকৃত স্বার্জ্জিত। পিতামহের ধন হৃত হইলে পরে পিতা নিজ শ্রমাদিতে উদ্ধার করিলে তাহা তিনি স্বোপার্জ্জিত ধনের মত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। পৈতামহ স্থাবর ধন থাকিলে অস্থাবর পৈতামহ ধনে তিনি স্বোপার্জ্জিত ধনের মত ব্যবহার করিতে পারিবেন। পিতা নিজ পিতা হইতে সম্বন্ধ জন্য যে ভূমি নিবন্ধ ও দাসাদি প্রাপ্ত হন, তাহাই ব্যবহারে প্রকৃত পৈতামহ ধন বলিয়া গণ্য। ক্রমাগত যে ধন, তাহাই পৈতামহবৎ ব্যবহার্য্য।

মাতামহাদির মৃত্যু হইলে যে ধন পাওয়া যায়, তাহা স্বোপার্জ্জিতের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পিতৃকৃত পৈতামহধন বিভাগ।—পৈতামহ ধন পিতা বিভাগ করিলে পুত্রদিগকে এক এক অংশ দিবেন ও নিজে দুই অংশ লইবেন, তদধিক লইতে পারিবেন না। পূর্ব্বোক্ত গুণবত্বাদি কারণে পিতা পৈতামহ ধন ন্যূনাধিক বিভাগ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ বিভাগ করিবার ক্ষমতাও নাই। পিতা যেরূপ পুত্রকে তদ্‌যোগ্যাংশ দিবেন, সেইরূপ পিতৃহীন পৌত্রকে ও পিতা-পিতামহহীন প্রপৌত্রকেও তত্তৎ পিতৃপিতামহ যোগ্যাংশ দিবেন।

পুত্রার্জ্জিত ধনে পিতার অংশ।—পুত্রার্জ্জিত ধনেও পিতার দুই ভাগ। পিতৃ দ্রব্যের উপঘাতে পুত্র কর্ত্তৃক অর্জ্জিত ধনের অর্দ্ধেক পিতার এবং এইরূপে যিনি উপার্জ্জন করেন, তিনি দুই অংশ পাইবেন। অপর পুত্রের এক এক অংশ।

পিতৃদ্রব্যের উপঘাত বিনা অর্জ্জিত ধনে পিতার দুই অংশ, অর্জ্জক পুত্রেরও তাহাই। অন্যান্য পুত্রগণ এই ধনে অংশ পাইবে না।

বিদ্যাবিহীন পিতা জনকতা মাত্র দুই অংশ পাইবেন।

যদি কোন পুত্র নিজ শ্রমে ও কোন ভ্রাতার ধনের উপঘাতে উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে তাহাতে পিতার দুই অংশ, ঐ পুত্রদ্বয়ের এক এক অংশ, আর যদি কেহ ভ্রাতার ধনদ্বারা ও নিজশ্রম ও ধনদ্বারা ধন উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে তদর্জ্জকের দুই অংশ ও পিতার দুই অংশ, ধনদাতার এক অংশ, উভয় অবস্থাতেই আর আর ভ্রাতার অংশ নাই।

যে পৌত্রের পিতা জীবিত ও তদর্জ্জিত ধনের ভাগ পিতামহ লইবেন না। কিন্তু তৎপিতাই লইবেন। পৈতামহ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত হইলে উপঘাতিত ধনানুসারে পিতামহ এক অংশ পাইবেন।

মাতামহের ধনোপঘাতে দৌহিত্র উপার্জ্জন করিলে উপঘাতিত ধনানুসারে মাতামহ অংশ লইবেন, মাতুলাদি অংশ পাইবেন না। কিন্তু মাতামহের ধনোপঘাত ব্যতীত যদি দৌহিত্র ধন উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে মাতামহ অংশ পাইবেন না।

ভ্রাতৃ কর্ত্তৃক বিভাগ—মরণাদিতে পিতার স্বত্বধ্বংশ হইলে অথবা স্বত্ব থাকিতেও তাহার ইচ্ছা হইলে বিভাগ করণে পুত্রদের অধিকার জন্মে। তদবধি ভ্রাতৃগণের বিভাগ কাল। কিন্তু মাতা বিদ্যমানে বিভাগ ধর্ম্মসঙ্গত নহে। যদি মাতার অনুমতি লইয়া বিভাগ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মসঙ্গত হইবে।

ভ্রাতৃগণের অংশের পরিমাণ।—সহোদর ভ্রাতৃগণ সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইবেন।

ঔরস ও দত্তক পুত্রের মধ্যে বিভাগে ঔরস পুত্রের দুই অংশ দত্তকের এক অংশ। অধিকারী ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত না রাখিয়া মরিলে তাহার অন্য যে কেহ উত্তরাধিকারী থাকে, সেও বিভাগে তদ্‌যোগ্যাংশভাগী।

পিতৃহীন পৌত্র ও পিতৃপিতামহহীন প্রপৌত্র ক্রমে স্ব স্ব পিতার ও পিতামহের যোগ্য অংশভাগী, স্ব স্ব সংখ্যানুসারে অংশী নহে।

সাধারণ ধনের উপঘাতে উপার্জ্জিত বিষয়ভাগ।—সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জকের দুই ভাগ, অন্যের এক ভাগ। অবিভক্ত দায়াদদিগের মধ্যে কাহারও শ্রমে সাধারণ ধন বৃদ্ধি হইলে তাহাতে তাহার দুই অংশ প্রাপ্য।

সাধারণ ধনের উপঘাত হইলে যাহার যৎপরিমিত ধনের উপঘাত হয়, তদনুসারে তাহার ভাগ কল্পনা কর্ত্তব্য।

দায়াদগণের মিশ্রিত ধনে ও শ্রমে কোন বিষয় উপার্জ্জিত হইলে যদি তদ্দত্ত ধনের ও শ্রমের পরিমাণ জানা যায়, তাহা হইলে তাহারা তদনুসারে অংশভাগী, নতুবা সমভাগী।

দায়াদদিগের একের ইচ্ছাতেও বিভাগ হইবে। যদি জননী বিদ্যমানে বিভাগ হয়, তবে তিনি পুত্র তুল্যাংশ লইবেন। জননী বা পিতামহীর ইচ্ছাতে বিভাগ হইবে না।

স্বামী প্রভৃতি যদি স্ত্রীধন না দেন, তাহা হইলেই জননীর সমভাগ প্রাপ্য, কিন্তু স্ত্রীধন দিলে অর্দ্ধেক প্রাপ্য। যদি পুত্রেরা জননীর অংশ দিতে না চাহে, তাহা হইলে তিনি অভিযোগাদি দ্বারা লইতে পারিবেন। যে স্থলে এক পুত্রক ব্যক্তির ভার্য্যা থাকে, সে স্থলে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দাতব্য।

সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর বিভাগ হইলে মাতারা অংশভাগিনী নহে। কিন্তু সহোদর ভ্রাতারা যদি ধন বিভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহাদের জননীকে ভ্রাতৃতুল্যাংশ ভাগ দিবে। বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের সহিত বিভাগ কালে যদি সহোদরেরা অথবা তাহাদের মধ্যে এক জনও যদি আপন অংশ পৃথক্ করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার জননী ও পুত্র তুল্য অংশ লইতে অধিকারিণী।

পৈতৃক ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত বিষয়ের অংশ পাইতে ভ্রাতা যেরূপ অধিকারী, সেইরূপ মাতাও অধিকারিণী।

জননী যদি কোন মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারী হন, তাহা হইলে তদ্‌যোগ্যাংশ পাইবেন, অথচ মাতৃত্ব হেতু পুত্র তুল্যাংশ পাইবেন। জননী যে কেবল একপুত্রের অংশ পরিমিত অংশভাগিনী, তাহা নহে। স্বয়ং পুত্রগণের বিভাগের মধ্যে যেমন, পুত্র ও পৌত্রগণের বিভাগেও ঐরূপ ভাগ পাইবেন।

পিতামহের ধন পৌত্রেরা বিভাগ করিলে পিতামহী ও পৌত্র তুল্যাংশভাগিনী। পিতামহী যদি কোন মৃত পৌত্রের

উত্তরাধিকারিণী হয়েন, তাহা হইলে তৎস্বরূপে তাহার যোগ্যাংশ পাইবেন, অথচ পিতামহী বলিয়া বিভাগে নিজ যোগ্যাংশ পাইবেন। যদি পৌত্রদের মধ্যে কেহ অথবা কোন মৃত পৌত্রের দায়াদ অংশ লয়, তাহা হইলে পিতামহীও তাহার নিকট হইতে অংশ পাইতে অধিকারিণী। স্থাবর ও অস্থাবর মধ্যে একরূপ ধন বিভক্ত হইলেও পিতামহী তাদৃশ ধনে নিজ অংশ পাইবেন।

মাতার ন্যায় পিতামহীও শাস্ত্রীয় কারণ বিনা বিভাগে প্রাপ্ত ধন দান বিক্রয়াদি করিতে পারেন না।

বিভাজ্য নির্ণয়—পৈতামহ ও পিতার অর্জ্জিত এবং সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত এই তিন প্রকার ধন বিভাজ্য। অন্যের ব্যাপারে অর্জ্জিত ধন ঐ ব্যাপারকারীর সহিতই কেবল বিভাজ্য। পূর্ব্বহৃত ভূমি একজন শ্রমদ্বারা উদ্ধার করিলে তাহাকে চারি ভাগের এক ভাগ দিয়া অন্য দায়াদেরা যোগ্যাংশ বিভাগ করিয়া লইবেন।

বিদ্যা উপাধি দ্বারা প্রাপ্ত ধন সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত না হইলেও সমান, আর অধিক বিদ্বানের সহিত বিভাজ্য, ন্যূনবিদ্যা এবং বিদ্যাহীন ব্যক্তিদের সহিত নয়। উপঘাতে অর্জ্জিত বিদ্যাধনে সকল দায়াদই অংশী।

কুল হইতে বা পিতা হইতে শিক্ষিত ভ্রাতাদের উপার্জ্জিত ও শৌর্য্যদ্বারা প্রাপ্ত ধন বিভাজ্য। পিতা ও পিতৃব্যাদি ভিন্ন অর্থাৎ অন্য হইতে শিক্ষিত যে কোন বিদ্যাদ্বারা অর্জ্জিত তাহা সমবিদ্বান্ ও অধিক বিদ্বানের সহিত বিভাজ্য। ন্যূনবিদ্বান্ ও বিদ্যাহীনের সহিত বিভাগ হইবে না।

যদি বিদ্যার্জ্জনকালে তাহার পরিবারকে অন্য ভ্রাতা নিজ ধনে প্রতিপালন করে, তাহা হইলে তিনি তদ্বিদ্যার্জ্জিত ধনে ভাগ পাইবেন। দুই অথবা তিন মূর্খ ভ্রাতা তাহার স্ত্রীকে প্রতিপালন করিলে উঁহারা সকলেই ভাগী। ধনার্জ্জনার্থ গত ভ্রাতার পরিবার রক্ষণাবেক্ষণভারার্পিত ভ্রাতা তাহার উপার্জ্জনভাগী। যেস্থলে ভাগের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকে, সেই স্থলে সমান ভাগ জানিতে হইবে।

অবিভাজ্য নির্ণয়—অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধন অর্জ্জকেরই, অন্যের নহে, ইহা সিদ্ধ।

সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত ধনে অন্য ভ্রাতার ভাগ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধনে ভাগ না থাকা ন্যায্য। পিত্রাদির অর্থ সাহায্য না লইয়া যাহা উপার্জ্জিত হয়, তাহা অনিচ্ছায় বিভাজ্য নহে, যেহেতু তাহা নিজ চেষ্টায় লব্ধ।

পৈতৃক ধনের উপঘাতাভাবে দ্রব্যদ্বারা অন্য ভ্রাতার ব্যাপার নাই, কেবল অর্জ্জকের নিজ চেষ্টাতে তাহা লব্ধ হইয়াছে, তাহা তাহার অসাধারণ ধন। এই ধন বিভাজ্য নহে। পিতৃদ্রব্যের ক্ষয় বিনা অন্য যাহা স্বয়ং উপার্জ্জন করে এবং মিত্র হইতে লব্ধ, আর যাহা ঔদ্বাহিক, অর্থাৎ জামাতৃত্ব হেতু শ্বশুরাদি হইতে লব্ধ, বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্ত, শৌর্য্যদ্বারা উপার্জ্জিত এবং যাহা সৌদায়িক, এই সকল ধন বিভাজ্য নহে।

ক্রমাগত বিষয় অন্যে হরণ করিলে যদি দায়াদদিগের একজন সাধারণ ধনের উপঘাত বিনা এবং অন্যের সাহায্য বিনা উদ্ধার করে, তাহা হইলে এইরূপ ধন অন্যের সহিত বিভাজ্য নহে। অর্থাৎ বিভক্ত বা অবিভক্ত কর্ত্তৃক সাধারণ ধনের অনুপঘাতে এবং অপরের সাহায্য বিনা ভূমি সম্পত্তি ব্যতীত যাহা অর্জ্জিত হয়, তাহা অর্জ্জকেরই, তাহাতে অন্যের ভাগ নাই।

পিতৃপিতৃব্যাদি ভিন্ন অন্য হইতে প্রাপ্ত, যে কোন বিদ্যা দ্বারা সাধারণ ধনের অনুপঘাতে যাহা অর্জ্জিত হয়, তাহার ভাগ ন্যূনবিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ পাইবে না, কিন্তু সমান বিদ্বান্ বা অধিক বিদ্বান্ ভাগ পাইবে।

শৌর্য্যদ্বারা অর্জ্জিত ধন, ভার্য্যাধন ও বিদ্যার্জ্জিত ধন এই তিন প্রকার ধন এবং পিতা স্নেহপ্রযুক্ত যাহা দেন, এইরূপ ধন বিভাজ্য নয়। পিতামহ বা পিতা স্নেহপূর্ব্বক যাহা দিয়াছেন, অথবা মাতা হইতে লব্ধ যে ধন, তাহা বিভাজ্য নহে।

বস্ত্র, পত্র, অর্থাৎ অশ্বাদি বাহন, অলঙ্কার, উদক, কৃতান্ন (লড্ডুকাদি), স্ত্রীগণ, যোগক্ষেম, অর্থাৎ স্ব স্ব ব্যবহার-যোগ্য শয্যাসন, ভোজনপাত্রাদি, যাজ্য, যাগস্থান বা যাগ-প্রতিমা অর্থাৎ দেবোত্তর, এই সকল বিভাজ্য নহে।

"বস্ত্রং পত্রমলঙ্কারং কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ।
যোগক্ষেমপ্রচারঞ্চ ন বিভাজ্যং প্রচক্ষতে॥" (মনু)

গোরুর পথ, গাড়ীর পথ, পরিধেয় বস্ত্র, প্রযোজ্য ও শিল্পার্থ দ্রব্য বিভাজ্য নহে। প্রযোজ্য অর্থে—যাহার যাহা প্রয়োজনীয়, যথাশ্রুত প্রভৃতির গ্রন্থাদি, ইহা মূর্খের সহিত বিভাজ্য নহে। মূর্খে পুস্তক লইবে না, তাহা কেবল পণ্ডিতের গ্রহণীয়, কিন্তু তদন্তর্গত নিজ অংশের তুল্য মূল্য অথবা অন্য দ্রব্য পণ্ডিতের স্থানে তাহা প্রাপ্য।

পিতার জীবদ্দশায় যে বস্তুতে যে পুত্র গৃহোদ্যানাদি করে, তাহা তাহার বিভাজ্য নহে। এ স্থলে পিতা তাহাকে নিষেধ না করায় তাহার অনুমতিক্রমে হইয়াছে, বলিতে হইবে।

বিভাগের পর গর্ভস্থ পুত্রের ভাগ—যদি পিতা পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া আপনিও যথাশাস্ত্র ভাগ লইয়া পুত্রদের সহিত অসংসৃষ্টাবস্থায় মরেন, তাহা হইলে বিভাগের পর জাতপুত্র পিতৃধনই লইবে, তাহাই তাহার অংশ।

যদি ধনীর অজ্ঞাত গর্ভাবস্থায় পুত্রেরা বিভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পর জাত পুত্র ভ্রাতাদের স্থানেই ভাগ লইবে।

ধনীর স্ত্রীর গর্ভ প্রকাশ পাইলে যদি তদ্‌গর্ভস্থের ভাগ পূর্ব্বে রাখিয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং বিভাগের পর পুত্রোৎপন্ন না হইলে, পিতার অংশ সকলেই ভাগ করিয়া লইবে। পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া কোন পুত্রের সহিত সংসৃষ্টাবস্থায় আর এক পুত্র উৎপন্ন করিয়া পিতার মৃত্যু হইলে তদ্ধনে বিভক্তদিগেরই অধিকার।

পিতা যদি স্ত্রীর গর্ভ নিশ্চয় করিয়া ও প্রভুত্ব হেতু পুত্রদিগকে ভাগ দেন, তাহাতে পুত্রদের স্বামীত্ব জন্মাইবার কারণ, তাহাতে গর্ভস্থের অধিকার নাই। পিতৃধনেই কেবল তাহার অধিকার। বিভাগের পর পুত্রোৎপন্ন হইলে তাহার সহিত সে তুল্যাংশভাগী হইবে। যদি ভূম্যাদি পিতামহ ধনও বিভক্ত হয়, তাহা হইলে বিভক্তজ তদ্ধনের ভাগ ভ্রাতৃগণ হইতে লইবে।

বিভাগ হইয়াছে কি না, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে জ্ঞাতি বা বন্ধুগণের অথবা অপরের সাক্ষ্যদ্বারা কিংবা লিখিত দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। যদি কোন নিদর্শন বা সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে আনুমানিক প্রমাণ প্রামাণ্য।

বিভাগের পর আগত দায়াদের ভাগ—বিভক্ত হউক বা না হউক, দায়াদ উপস্থিত হইলে সাধারণ বিষয়ের ভাগ পাইবেন। ঋণ, ক্ষেত্র, গৃহ ও লেখ্য যাহা যাহা পৈতামহ হয়, চিরকাল প্রবাসে থাকিয়াও দায়াদ আগত হইলে তদ্ভাগী হইবে। কেবল সেই যে ভাগ প্রাপ্ত হইবে, তাহা নহে, কিন্তু তৎসন্তানেরা ভাগহারী হইবে।

কোন ব্যক্তি অবিভক্তাবস্থায় দেশান্তরে গিয়া বহুকাল পরে সমাগত হইলেও সে এবং সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত তৎসন্ততিরাও পুরুষানুক্রমে তদ্দেশবাসী বা প্রতিবাসীদের পরম্পরা পরিচিত হইলে পর যথাশাস্ত্র অংশ পাইবে। কিন্তু দেশে থাকিলে চারি পুরুষ পর্য্যন্ত তদ্ধনভাগী। অবিভক্তাবস্থায় যত ধন বৃদ্ধি বা যত ব্যয় হইয়া থাকে, তৎসমুদায় মিলাইয়া যাহা দৃশ্য বা বিদ্যমান, তাহারই বিভাগ কর্ত্তব্য।

ঋণ পরিশোধাদি—পিতৃ ঋণ পরিশোধ করিয়া যে ধন অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বিভাজ্য। পিতামহের পিতৃব্যের অথবা অপরের দায়রূপ ধন প্রাপ্ত হইলে তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দায় গ্রহণ করিতে হইবে। উত্তরাধিক্রমে যাহার দায় পাওয়া যাইবে, তিনি তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। কিন্তু বঙ্গদেশে পিতার বা পিতামহের অথবা অন্য কোন পূর্ব্ব স্বামীর দায়রূপ ধনাধিকারী না হইলে কেহ তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে।

পূর্ব্বস্বামীর ঋণ পরিশোধ তাহার ত্যক্ত ধনের পরিমাণানুসারে কর্ত্তব্য। মৃত ধনীর ত্যক্তধন অনেকে গ্রহণ করিলে তাহা প্রত্যেকের নিজ অংশ পরিমাণে পূর্ব্বস্বামীর ঋণ পরিশোধনীয়। পিতামহের জীবনকালে পৌত্রেরা পৈতামহ ধনাধিকারী হইলে প্রথমে পিতামহের ঋণ পরিশোধ করিবে, এই ঋণ শোধ দিয়া যদি ধন অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পিতার ঋণও পরিশোধ করিতে হইবে। অনধিকারী পিতার ঋণ তাহার জীবনকালেই পৈতামহ ধনাধিকারী পুত্রদের পরিশোধ কর্ত্তব্য। ঋণগ্রাহী ব্যক্তি ২০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রবাসী হইলে তৎপুত্র, পৌত্র, অথবা ধনহারী ব্যক্তি বিংশতি বৎসরের পর তাহার ঋণ দিবে।

পিতা যদি পুত্রদিগের মধ্যে নিজ ধন ও ঋণ বিভাগ করিয়া দেন ও আপনি নিজ অংশ গ্রহণ করেন এবং পরে যদি তাহার অপর পুত্র হয়, তাহা হইলে ঐ জাত পুত্র পিতার ঋণ পরিশোধ করিবে এবং দায় পাইবে। অবিভক্ত দায়াদদিগের মধ্যে একজনের পরিবারের নিমিত্ত ঋণ করিলে, তাহা সকলে শোধ দিবে, অথবা সাধারণ বিষয় হইতে শোধ যাইবে। অবিভক্তদিগের কৃত ঋণ তাহাদের মধ্যে একজন উপস্থিত থাকিলেও তাহাকে দিতে হইবে এবং ভ্রাতারা অবিভক্ত থাকিলে পিতৃ ঋণও এইরূপে দিবে। কিন্তু বিভক্ত হইলে স্ব স্ব প্রাপ্ত দায়ানুসারে দিবে।

অসংস্কৃত পুত্র কন্যার সংস্কার—যে ভ্রাতাদের সংস্কার হইয়াছে, তাহারা পিতৃ ধন দ্বারা অসংস্কৃত ভ্রাতা ও ভগিনীর সংস্কার অবশ্য করিবে। ধনীর অবিবাহিতা কন্যা প্রভৃতির বিবাহাদি সংস্কার অধিকৃত ধনানুসারে করিবে। পিতৃধন না থাকিলেও ভ্রাতাদের স্ব স্ব ধনে তাহাদের সংস্কার করা কর্ত্তব্য।

অপ্রাপ্ত ব্যবহার বিষয়।—বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে পঞ্চদশ বৎসরের শেষ * পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহার কাল অর্থাৎ নাবালক। অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তি ব্যবহার কার্য্য করিতে অযোগ্য। ঐ বালক যদি কোনরূপ করে, তাহা অসিদ্ধ ও নির্ব্বর্ত্তনীয়। বালকের প্রাপ্ত ধন বিনা ব্যয়ে তাহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তদ্বন্ধু বা মিত্রের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। আপনাকে এবং আপন ধন রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের

* বর্ত্তমান আইনানুসারে ১৭ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত।

রাজা সর্ব্বাধ্যক্ষ। অধ্যক্ষরূপে রাজা বালকের ধন, তাহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। রাজা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যাহাকে যোগ্য বিবেচনা করিবেন, তাহার উপর অপ্রাপ্ত-ব্যবহার বালকের সকল ভার অর্পণ করিবেন। তিনি বালকের ও তাহার অবশ্যপোষ্য পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন নিমিত্ত আবশ্যক হইলে অথবা অনিবার্য্য কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত যেরূপ খরচাদির আবশ্যক হইবে, তিনি সেইরূপ দিবেন এবং ঐ বালক ব্যবহার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে তাহার বিষয়ের আয় ব্যয় হ্রাস ও বৃদ্ধির নিকাশ দিতে হইবে এবং যদি তিনি কোন রূপ ক্ষতি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

বঙ্গদেশে পুত্রবান্ পুরুষ পৈতামহ বা স্বোপার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় পুত্রদের সম্মতি বিনা দানবিক্রয় প্রভৃতি যথা ইচ্ছা করিতে পারেন। ধনী নিজ মরণোত্তর স্বধন বিভক্ত হইবার নিয়ম (অর্থাৎ উইল) করিয়া যাইতে পারেন।

দায়াদদিগের মধ্যে একে বা অনেকে সাধারণ বিষয়ে নিজ প্রাপ্য অংশ দানাদি করিলে তাহা বৈধ ও সিদ্ধ। অবিভক্ত দায়াদ সকল নাবালক বিধায় দায় প্রাপ্ত না হইয়াই, বিশেষ আবশ্যক কার্য্যে বিক্রয়াদিতে সম্মতি দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

যে স্থলে সম দায়াদেরা প্রাপ্ত ব্যবহারাদি প্রযুক্ত সম্মতি দানে সমর্থ, অথচ অনুপস্থিত নহে, সে স্থলে উক্ত কারণাদিতে দানাদি কৃত হইলেও তৎসিদ্ধি নিমিত্ত তাহাদের সম্মতি আবশ্যক। ব্যবহারে দান সিদ্ধির নিমিত্ত দাতার ক্ষমতা ও তদ্দান, তাহার চিত্তস্থিরাবস্থায় তৎকর্ত্তৃক কৃত হওয়ার প্রমাণ মাত্র প্রয়োজন।

দান লেখ্য ও বাক্য দ্বারা হইয়া থাকে। গ্রহীতা গ্রহণ না করিলে শুদ্ধদান মাত্রে দত্ত বস্তুতে দাতার স্বত্ব ধ্বংস হয় না।

কোন নিয়মপূর্ব্বক দানে ঐ নিয়ম পালিত না হইলে দাতার স্বত্ব যায় না এবং গ্রহীতারও স্বত্ব হয় না।

দানে প্রাপ্ত বলিয়া দুইজনে এক বস্তুর প্রার্থী হইলেও কাহার আগম পূর্ব্বকার তাহা ব্যক্ত না হইলে যাহার ভুক্তি প্রমাণ হয়, তাহারই অধিকার। কিন্তু কাহারও আগম পূর্ব্বকার প্রমাণ হইলে তাহার ভুক্তি না থাকিলেও সেই অধিকারী। যে যে বিষয় দানবিষয়ক, বিক্রয় ও বন্ধক প্রভৃতিতে সেই নিয়ম খাটে।

অদেয় প্রকরণ—নিক্ষেপ, ন্যাস, গচ্ছিত, বন্ধক, যাচিত ও ন্যায্যকারণ বিনা নিজের স্বত্বাতিরিক্ত সাধারণ ধন আর অনাপৎকালে স্ত্রীধন দানাদি অসিদ্ধ।

পুত্রাদি থাকিতে সর্ব্বস্ব দান এবং শাস্ত্রসম্মত কারণ বিনা সাধারণ বিষয়ের নিজ অংশ দানাদি সিদ্ধ, কিন্তু অধর্ম্ম।

দত্তক পুত্র করণার্থ পুত্রদান, পরিজন ব্যাপ্ত বিপদে পরিজন পালনার্থ এবং আবশ্যক ধর্ম্মকর্ম্মার্থ অবিভক্ত বিষয়ের স্বকীয় অংশাতিরিক্ত ও বিভক্ত স্বকীয় সমুদায়ের ও স্ত্রীধনের দানাদি সিদ্ধ অথচ ধর্ম্ম।

দেয় প্রকরণ।—উত্তমরূপে পরিবার প্রভৃতির প্রতিপালন হইয়া যাহা অতিরিক্ত হয়, সেই স্থাবর অস্থাবর ধনের দানাদি সিদ্ধ এবং অধর্ম্মযুক্ত নহে।

পরিবার পালনের ব্যাঘাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অথবা কাম্য ধর্ম্ম কামনায় কৃত যে দানাদি তাহা সিদ্ধ হইলেও ধর্ম্ম নহে। কিন্তু যদি সর্ব্বস্ববিক্রয়াদি বিনা বিপদ্ হইতে ত্রাণ, পরিবার পালন, অথবা অবশ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষ্পাদন না হয়, তাহা হইলে বিবেচনা অনুসারে যাহা কৃত হইবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে। রক্ষণাবেক্ষণে অশক্ততাদি ন্যায্যকারণে যদি কোন স্ত্রী তাৎকালিক মুখ্য দায়াদকে স্বাধিকৃত সংক্রান্ত ধন দেয়, তাহা হইলে এই দান সিদ্ধ হইবে।

রাজ্য অবিভাজ্য, যোগ্য হইলে জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী, জ্যেষ্ঠ অযোগ্য হইলে অন্য ভ্রাতা পাইবে।

দত্তপ্রকরণ—ভৃতি, দ্রব্যের মূল্য, বা শুল্করূপে অর্থাৎ বিবাহে, তুষ্টিতে বা প্রত্যুপকাররূপে, স্নেহে, অনুগ্রহে, বা শ্রদ্ধা সহকারে যাহা দত্ত, তাহা অপ্রত্যাহার্য্য। ভৃতিতে বা অত্যন্ত ব্যাকুলতাপ্রযুক্ত অত্যধিক ধন দিতে স্বীকৃত হইলে তাহা দাতব্য নয়। বস্তুতঃ গৃহদাহাদিতে ও পুত্রের রোগাদিতে কেহ যদি ভ্রাতাকে সর্ব্বস্ব দিতে স্বীকার করে, তাহা হইলে তৎস্বীকার অসিদ্ধ। কিন্তু উপকারানুসারে অধিক দেওয়া উচিত। অত্যন্ত অধিক ধন দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তাহা দত্ত না হইলে বা অত্যধিক দত্ত হইলেও উপরোক্ত যুক্তিতে পুনর্গ্রহণীয়।

অদত্ত প্রকরণ।—ভয়ান্বিত, ক্রোধান্বিত, কামান্ধ, মোহপ্রযুক্ত, উন্মত্ত, আর্ত্ত, বা অপ্রকৃতিস্থাবস্থায়, অথবা উৎকোচরূপে, পরিহাসে, ক্রীড়ায়, ভ্রমে বা প্রতারণায়, কিংবা বালক অস্বতন্ত্র বা অপবর্জ্জিত কর্ত্তৃক অথবা প্রতিলাভেচ্ছায় কিংবা অপাত্রকে পাত্রবোধে অথবা অতি বৃদ্ধ, অতি ব্যাকুল, নিঃসম্বন্ধ, বা অতি দুষ্ট কর্ত্তৃক কিংবা পাপকর্ম্মে যাহা দত্ত, তাহা অদত্তার্হ। বস্তুতঃ দোষযুক্ত দান অসিদ্ধ, কিন্তু কারণমূলক দান সিদ্ধ। আর্ত্তের কৃত ধর্ম্মার্থ দান সিদ্ধ। বালক কর্ত্তৃক দত্ত ধর্ম্মার্থ দান দক্ষিণাদি সিদ্ধ।

দায়ভাগ সম্বন্ধে যাহা লেখা হইল, এখন বর্ত্তমান আইনও

প্রায় এইরূপ, কিন্তু কোন কোন স্থলে যৎসামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দায় সম্বন্ধে মিতাক্ষরার মত লিখিত হয় নাই, মিতাক্ষরা শব্দে এই বিষয় লিখিত হইবে।

দায়ভাগের স্থানে স্থানে অনেক বিষয় মত ভেদ আছে এবং টীকাকারগণ সেই সেই স্থল আরও দুরূহ করিয়াছেন, এই সকল কারণে বিচারাদি না দিয়া কেবলমাত্র দায় সম্বন্ধে ব্যবস্থা সকল প্রদত্ত হইল।

দায়বিভাগ (পুং) দায়স্য বিভাগঃ। দায়ভাগ, দায়ের বিভাগ। [দায়ভাগ দেখ।]

দায়াদ (পুং) দায়ং বিভজনীয়ং ধনং আদত্তে আ-দা-ক ; দায়ং অত্তি অদ-অণ্, দায়স্য আদঃ গ্রাহকঃ। ১ দায়গ্রাহী, যাহারা ধন প্রাপ্ত হন, সপিণ্ড। ২ পুত্র।

"ভুক্তীতা মরণাৎ ক্ষান্তা দায়াদা উর্দ্ধমাপ্নুযুঃ।" (কাত্যা°)

উত্তরাধিকার সূত্রে যাহার ধন গ্রহণে অধিকার আছে, উত্তরাধিকারী জ্ঞাতি। (ত্রি) ৩ দায়াধিকারী, ধনাধিকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। কন্যা। কিন্তু মুগ্ধবোধের মতে বণন্তের উত্তর ঙীপ্ হয়, সেই স্থলে দায়াদী, এইরূপ পদ হইবে। কিন্তু প্রায় সাধারণ স্থলে দায়াদা এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়।

দায়াপবর্ত্তন (ক্লী) দায়স্য অপবর্ত্তনং। উত্তরাধিকারিত্ব লোপকরণ।

দায়াদবৎ (ত্রি) দায়াদঃ বিদ্যতে২স্য, দায়াদ-মতুপ্ মস্য বঃ। পুত্র। "ত্বয়া দায়াদবানস্মি ত্বং মে বংশকরঃ সুতঃ।"

(ভারত ১।৭৫ অ°)

দায়াদী (স্ত্রী) দায়ং অত্তীতি অদ অণ্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। কন্যা।

দায়াদ্য (ক্লী) দায়াদস্য ভাবঃ ব্রাহ্মণাদি° ষ্যঞ্। ১ সাপিণ্ড্য। দায়রূপং আদ্যং। ২ সাপিণ্ড্য নিবন্ধন ধন।

"স এবঃ পাণ্ডোর্দায়াদ্যং যদি প্রাপ্নোতি পাণ্ডবঃ।"

(ভারত আ° ১৪১ অ°)

দায়াদ্যতা (স্ত্রী) দায়াদ্যস্য ভাবঃ ভাবে তল্, ততো টাপ্। দায়াদ্যের ভাব।

দায়িত (ত্রি) দায়-দানে ণিচ্-ক্ত। দাপিত, কৃতদান, যাহা দেওয়া হইয়াছে।

দায়িন্ (ত্রি) দায়-ণিনি। দাতা, কিন্তু দান অর্থে স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই, অর্থাৎ দায়ী এইরূপ স্বতন্ত্র ভাবে প্রয়োগ হয় না, উপপদপূর্ব্বক প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন 'শতংদায়ী' ইত্যাদি। কিন্তু কর্ম্মোপপদে দ্বিতীয়া বিভক্তির স্থানে কৃদ্ বিভক্তির যোগে কর্ম্মে ষষ্ঠী হইতে পারিত, কিন্তু পাণিনির ২।৩।৭০ সূত্রে ষষ্ঠী নিষেধ হইয়াছে।

দায়ী (দেশজ) ১ দায়গ্রস্ত, বিপন্ন। ২ বাধ্য। ৩ যাহার উপর ঝুকী বা ভার থাকে, যাহাকে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হয়। যেমন আমি এই বিষয়ে দায়ী রহিলাম।

দায়ুদ (হিব্রু Daüd) অপর নাম দেভিড (David—প্রিয়) ইস্রায়েলের দ্বিতীয় রাজা। ইনি জুডা জাতিভুক্ত এবং বৈথলম্ নিবাসী জেসির নবম ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। দায়ুদ বাল্যকালে পিতার মেষপাল রক্ষা করিতেন, ঐ সময়ে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সামুয়েল তাঁহাকে ইস্রায়েলের রাজপদে মনোনীত ও অভিষিক্ত করেন। ইস্রায়েলের রাজা সল তখনও জীবিত ছিলেন, সম্ভবতঃ তখন তিনি এই অভিষেকের বিষয় জানিতে পারেন নাই। দায়ুদের বীণাবাদনে অলৌকিক শক্তি ছিল, সল মধ্যে মধ্যে উন্মাদগ্রস্ত হইতেন, দায়ুদ তাঁহাকে সুমধুর বীণাধ্বনি শ্রবণ করাইয়া তাঁহার উন্মত্ততা দূর করেন। ইহার পর ইস্রায়েলাইটদিগের সহিত ফিলিষ্টাইনদিগের ভয়ানক সমর বাধিলে সল স্বসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। উভয়পক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে ফিলিষ্টাইনদিগের মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ বলশালী মহাকায় গোলিয়াথ নামক বীর ইস্রায়েলাইটদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। অবশেষে দায়ুদ গোলিয়াথের সম্মুখীন হইয়া উপলখণ্ড নিঃক্ষেপে প্রথমে তাহার ললাটে আঘাত, তাহাকে ভূপাতিত এবং পরে তাহারই অসি দ্বারা তাহাকে নিহত করিলেন। এই অলৌকিক বীরত্বে ইস্রায়েলাইটগণ সকলেই দায়ুদের পক্ষপাতী হইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সলও যুদ্ধ জয় করিয়া প্রথমে দায়ুদের প্রতি প্রীত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দায়ুদের সর্ব্বজনপ্রিয়তায় তাঁহার প্রীতি শীঘ্রই উৎকট হিংসায় পরিণত হইল। আবার দায়ুদ সলের সিংহাসনে বসিবে এই চিন্তায় ঐ প্রধূমিত হিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দায়ুদের প্রাণবিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, অনেক কষ্টেও দায়ুদের কোন অনিষ্ট করিতে না পারিয়া তাঁহাকে নিজ কন্যা সিবেলের সহিত বিবাহ দিয়া আপাততঃ বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যে ঈর্ষানল তাঁহার মনে জ্বলিয়া ছিল, কিছুতেই তাহা নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি পুনরায় দায়ুদের বিনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দায়ুদ যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধ সময়ে দায়ুদ দুইবার সলকে হাতে পাইয়াও তাঁহাকে বিনাশ করেন নাই। অবশেষে সল নিহত হইলে যুদ্ধের অবসান হইল।

তৎপরে দায়ুদ জুডার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

হেবরন নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। জুডা ব্যতীত অপরাপর অনেক জাতি সদের পুত্র ইশ্‌বোশেথকে আপনাদিগের রাজা বলিয়া প্রচার করিল। ইশ্‌বোশেথ নিহত হইলে দায়ুদ সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন এবং ১০৫৫ হইতে ১০১৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গতাসু হন। রাজপদে আসীন হইয়াই তিনি প্রথমে জেবুসাইট-দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের প্রধান নগর জেরুসালেম হস্তগত এবং তথায় আপনার বাসস্থান স্থাপিত করেন। এই নগরেই ক্রমশঃ য়িহুদীধর্ম্মের প্রধান আড্ডা হইল। ইহার পর দায়ুদ ফিলিস্তাইন, আমেলকাইট, এডোমাইট, মোয়াবাইট, আমোনাইট এবং সিরীয় প্রভৃতি জাতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া একদিকে ইউফ্রেতিস্ হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত ও অপরদিকে সিরীয় হইতে লোহিতসাগর পর্য্যন্ত ৫০ লক্ষ প্রজাপূর্ণ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। কিন্তু তিনি বাথসেবাকে হরণ ও তাঁহার স্বামীকে বিনষ্ট করিয়া নিজ বিজয় গৌরব কলঙ্কিত করেন। তিনি বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ এবং তদুন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে য়িহুদীগণ শিল্প, বাণিজ্য, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, কাব্য, ইতিহাস, সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিষয়েই বহু উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তিনি রাজ্যশাসনের জন্য সর্ব্বদা একদল সৈন্য রাখিতেন এবং দ্বাদশ জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ইস্রায়েলের বিভিন্ন জাতির উপর কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন।

যাহা হউক, দায়ুদ নিরবচ্ছিন্ন রাজ্যসুখ লাভে সমর্থ হন নাই, তাঁহাকে অনেক বিদ্রোহাদি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রই বিদ্রোহী হইয়া হত হয়। ইহাতে দায়ুদের অবশিষ্ট জীবন নৈরাশ্যে কালিমাময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

দায়ুদ যে কেবল যুদ্ধবীর, রাজনীতিবিদ্ ও রাজা ছিলেন তাহা নহে; তাঁহার কবিত্বশক্তিও প্রশংসনীয়। তাঁহার রচিত স্তুতিগীতি পুস্তক (Book of psalm) খৃষ্টীয় জগতে অতুলনীয়। এই পুস্তকের অধিকাংশ গীতিই দায়ুদের রচিত।

দায়ুদের জীবন নিষ্পাপ ছিল না। দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া তিনি অনেক সময় পাপে লিপ্ত হইতেন। এই সকল দুষ্কৃত স্মৃতিরূপ বিষকীট দংশনে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত হইত এবং তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। তিনি বলিতেন, গতপাপ আমার হৃদয়ে সদাই জাগরূক রহিয়াছে। কিন্তু এত পাপের মধ্যেও এত ভ্রমসঙ্কুল তামসিক কার্য্য কলাপের অন্তরালেও দায়ুদের অকপট হৃদয়াবেগ ইতিহাসে অতুলনীয়। দুর্দ্দান্ত রিপুগণ তাঁহাকে উন্মার্গগামী করিলেও তাঁহার হৃদয়বত্তা লোপ করিতে পারে নাই, অনুতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া পবিত্র হইত। কোন পাপকার্য্য করিলে দায়ুদ অনুতাপ পরিহারার্থ, ঐ কার্য্যে নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করিতে নানারূপ ছল উদ্ভাবন করিয়া আত্ম-বঞ্চনা করিতেন না। দায়ুদের রচিত ধর্ম্মগীতি সকল পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, কিরূপে এই রাজকবির সরল আত্মা ভবিষ্যতের ভীষণ বিভীষিকায় ভীত নিবিড় তমসাচ্ছন্ন সন্দেহদোলায় আন্দোলিত ও অজ্ঞাত আপৎ-পাতের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে, অবশেষে কিরূপে সেই মহা অন্তর্বিপ্লবের ভীষণ ঝটিকা অপগত হইলে দুঃখ, শোক, সন্তাপ, মর্ম্মপীড়া দ্বারা বিশোধিত ঈশ্বরপ্রেম দায়ুদের হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছে। ঈশ্বরে ধ্রুব, অটল ও ঐকান্তিক ভক্তিসূচক এরূপ গীতি বাইবেলে অতি বিরল। দায়ুদের সুখদুঃখময় বহু ঘটনাপূর্ণ জীবনের স্বতঃ প্রণোদিত হৃদয়োচ্ছ্বাস, তাঁহার গীতিতে পরিস্ফুট হওয়াতে সংসারজ্বালাব্যথিত খৃষ্টানদিগের পক্ষে ঐ সকল স্তোত্র অতি উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। অনেক খৃষ্টীয় ধর্ম্মবিদ্‌গণ দায়ুদকে যীশুখৃষ্টের এক প্রতিরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। বাইবেলে দায়ুদের বিস্তীর্ণ ইতিহাস বর্ণিত আছে।

দায়ের (আরবী) মোকদ্দমা রুজু করা।

দায়েরা (আরবী) ১ মণ্ডলী। ২ কক্ষ। ৩ চক্র। ৪ থান্‌কা, মঠ। ৫ বিচারকমণ্ডলী। ৬ বহুজনের দ্বারা বিচার।

দার (পুং) দারয়তি ভ্রাতৄন্ দৃ-ণিচ্ দারে কর্ত্তরি অচ্। ১ ভার্য্যা, পত্নী, স্ত্রী। 'দারাদের্নিত্যং, এই সূত্রানুসারে দার শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত; এই দার শব্দে একবচন প্রয়োগ হয় না, নিত্য বহুবচন হইয়া থাকে।

"পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণং।" (মনু)

পাণিগ্রহণাত্মক মন্ত্রই দারলক্ষণ। পাণিগ্রহণস্বরূপ মন্ত্র পাঠ মাত্রেই দারাত্মক জ্ঞান জন্মে। দৃ-করণে ঘঞ্। ২ ঔষধ ভেদ। ভাবে ঘঞ্। ৩ বিদারণ।

দারক (ত্রি) দারয়তি নাশয়তি পিতৄণং দৃ-ণিচ্ ণ্বুল্। ১ পুত্র।

"কচ্চিত্তে দারকা রাজন্ দেবপুত্রোপমাঃ শুভাঃ।
বর্চ্চসা রূপতশ্চৈব সদৃশা মে মতাস্তব॥" (ভারত ১।৮৩।১৩)

২ বিদারক। ৩ বালক। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ কন্যা।

দারকর্ম্মন্ (ক্লী) দারাণাং তত্ত্বাবস্থ প্রতিপাদকং কর্ম্ম। ভার্য্যাত্বসম্পাদক জ্ঞান বিশেষরূপ বিবাহ, যে ক্রিয়াতে ইনি আমার ভার্য্যা, এইরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহাকে দারকর্ম্ম বলা যায়। "সাপ্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে।" (উদ্বাহতত্ত্ব)। [বিবাহ দেখ।]

ইতিহাসে অরঙ্গজেবের জন্মকাল ১০২৮ হিজিরা (অর্থাৎ ১৬১৯ খৃষ্টাব্দ) দেওয়া আছে। তাহা হইলে দারার জন্মকাল ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ হয়। বাদশানামার মতে, ১০২৪ হিজিরা ২৯ সফর (১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ২০এ মার্চ্চ) দারার জন্ম হয়। দারার সহোদর ভ্রাতা আটটী ও ছয়টী ভগ্নী ছিল। শেষ সন্তান প্রসবের সময় ৪০ বৎসর বয়সে অলিয়া বেগম ১০৪০ হিজিরা (১৬২০ খৃষ্টাব্দে) পরলোক গমন করেন। এই সময় দারার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র। শাহজাহান্ তখন ৪ বৎসরমাত্র রাজত্ব পাইয়াছেন। সুজা, অরঙ্গজেব, মুরাদ এবং জাহান্আরা, রৌশন্আরা প্রভৃতি শাহজাহানের ইতিহাস-প্রথিত সন্তানগণ দারার সহোদর সহোদরা ছিলেন।

কাশ্মীর হইতে লাহোরের পথে যখন ১০৩৭ হিজিরায় (১৬২৭ খৃষ্টাব্দে) জাহাঁগীরের মৃত্যু হইল, তখন দারাশেকো মহম্মদ সুজা এবং অরঙ্গজেব নূরজাহানের নিকটেই ছিলেন। নূরজাহান্ যদিও এ সময়ে নিজ জামাতা শাহরিয়ারের জন্য দিল্লীর সিংহাসন হস্তগত করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন এবং তজ্জন্য শাহজাহান্ ভ্রাতুষ্পুত্রী জামাতা হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রী সন্তান বলিয়া শাহজাহানের সন্তানদিগকে নিজের মহলে নিজের নিকটে রাখিয়াই লালন পালন করিতেন। এ সময় দারার বয়স ১০ বৎসর মাত্র। জাহাঁগীরের মৃত্যুর সময়ে শাহজাহান্ আগ্রায় ছিলেন না, দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। শাহরিয়ারই রাজ্যলাভ করিবেন একপ্রকার স্থির হইল, কিন্তু মূর্খ শাহরিয়ার সেই সময় আগ্রা ত্যাগ করিয়া লাহোরে পিতার ধন রত্ন অধিকার করিতে গেলেন। এদিকে মন্ত্রী ইরাদত খাঁ ও সেনাপতি ইয়ামিন্ উদ্দৌলা আসফ্ খাঁ (নূরজাহানের ভ্রাতা) রাজ্যের বিশৃঙ্খলা নিবারণ উদ্দেশে খসরুর (জাহাঁগীরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের) পুত্র বুলাকিকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য নূরজাহানের স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার একদিন আগে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে শাহজাহানের পুত্রগণকে রাজ্ঞীর অধিকার হইতে উদ্ধার করিয়া সাদিক খাঁ নামক এক সেনাপতির হস্তে অর্পণ করিলেন। দৌহিত্রদিগকে নিরাপদ করিয়া আসফ্ খাঁ জামাতার জন্য সিংহাসন রক্ষার্থ মন্ত্রী ইরাদতের পরামর্শে বুলাকিকে সিংহাসনে বসাইয়া দাক্ষিণাত্যে জামাতাকে আনিতে পাঠাইলেন। ৪ মাস পরে (১৬২৮ খৃষ্টাব্দে)* শাহজাহান্ আসিয়া আগ্রায় সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। শাহজাহান্ রাজ্যলাভ করিবার ৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে (১০৪০ হিজিরায়) ১৩ বৎসর বয়সে দারার বিবাহ হয়। জাহাঁগীরের দ্বিতীয় পুত্র কুমার পরবেজের কন্যা নাদিরার সহিত দারার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ন্যায় ধূমধাম ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। তাঁহার গর্ভে সুলেমান শেকো ও শিপেহর শেকো নামে দুই পুত্র জন্মে। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে (১০৬২ হিজিরায়) সুলতান শাহজাহানের আদেশে কুমার অরঙ্গজেব বাহাদুর মুলতান হইতে কান্দাহার জয় করিবার জন্য গমন করেন, কাবুলের পথে অল্লামী শাহুল্লা খাঁ নামক সেনাপতি কান্দাহার জয়ের ফরমাণ ও বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। উভয় সৈন্যদল একত্র করিয়া অরঙ্গজেব কান্দাহার দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গও সুদৃঢ় ও অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ ছিল। ভিতর হইতে অজস্র বর্ষণ হওয়ায় মোগল সেনার দাঁড়ান দায় হইয়া উঠিল। অরঙ্গজেবের অধীনে যে দুই কামান ছিল, অনবরত ছুড়িতে ছুড়িতে তাহার দুইটী ফাটিয়া গেল। অল্লামী শাহুল্লা খাঁর সেনাদলে মীর-ই-আতিস কাসিম খাঁ অধীনে যে পাঁচটী কামান ছিল, তাহা হইতে যদিও অবিরত গোলা বর্ষণ হইতেছিল, তথাপি বিশেষ কোন ফল হইল না। অনর্থক বারুদ ও গোলা ক্ষয় হইতে লাগিল, কিন্তু বিন্দুমাত্রও দুর্গধ্বংস হইল না। সংবাদ শাহজাহানের নিকট পৌঁছিল। আরও একটা বিপদের সূত্রপাত হইল। গজনীর নিকটবর্ত্তী উজবেক ও অলমান জাতীয় আফগানেরা বিদ্রোহী হইয়া মহা অনিষ্ট আরম্ভ করিল, কাজেই সুলতান ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবকে অবরোধ উঠাইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

অরঙ্গজেব ফিরিয়া আসিলে, কুমার বুলন্দ ইক্বাল দারা-শেকো দৃঢ়তা সহকারে জানাইলেন যে তিনি কান্দাহার নিশ্চয়ই জয় করিতে পারিবেন। শাহজাহান্ জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে সেই বৎসরেই অধিক সংখ্যক সেনা এবং কাবুল ও মুলতান প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়া পাঠাইলেন। দারা লাহোরে পঁহুছিয়াই যুদ্ধের আয়োজনে এত ব্যস্ত হইলেন, যে আয়োজন করিতে এক বৎসর সময় লাগিতে পারে, তাহা তিনি ৪ মাসের মধ্যে করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সঙ্গে 'কিশাবর-কুশা' (দেশজয়ী) ও 'গড়-ভঞ্জন' নামে দুই অতি বৃহদাকার কামান চলিল। এই দুই কামানে যে গোলা দেওয়া হইত, তাহার ওজন ১/৮ এক মণ আট শের। আর একটী কামান ছিল, তাহার গোলার ওজন ১।৬ এক মণ ষোল সের। এতদ্ভিন্ন তিনি ৫ হাজার মণ বারুদ ও ২৫০০০ মণ সীসা সঙ্গে লইলেন। সমস্ত

* ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জাহাঁগীরের মৃত্যু হয় এবং ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শাহজাহান্ সিংহাসন লাভ করেন।

আয়োজন করিয়া তিনি যাত্রার দিন স্থির করিয়া পিতার অনুমতি লইলেন, মূলতানের পথে রসদ ও ঘাসের সুবিধা বলিয়া সৈন্যদল সেই পথে চলিল। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে (১০৬৩ হিজিরায়) দারা কান্দাহার অবরোধ করেন ও বুস্তের দুর্গ অধিকার করিয়া লয়েন।

অবরোধে ৫ মাস কাটিয়া গেল। বারুদ, সীসা, গোলা গুলি ফুরাইয়া আসিল। আফগানিস্তানের পর্ব্বতমালাসমাচ্ছন্ন প্রদেশে শীতের প্রকোপে শীতবস্ত্রহীন মোগল সেনা মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল। সুলতান শাহজাহান্ সংবাদ পাইয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে, যদি এখন দুর্গজয় সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, আর অতি অল্পদিনের মধ্যে সে কার্য্য সমাধা হয়, হউক, নতুবা বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নহে, চলিয়া আসাই শ্রেয়স্কর। দারা কর্ত্তৃক নবনিযুক্ত নবজিত বুস্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বুস্ত দুর্গ ধ্বংস করিয়া সদলে আসিয়া দারার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুস্তের কারখানা পর্য্যন্ত উঠাইয়া আনিলেন। দারা ফিরিবার কথা প্রস্তাব করিলে সমস্ত মোগল সেনাপতিই তাহাতে সম্মত হইলে ঐ বৎসরের শেষ মাসে অবরোধ উঠাইয়া সকলে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জাহাঁগীরের সময় নিরূপিত হইয়াছিল যে, অতঃপর চিতোরের আর কোন রাণা চিতোর-দুর্গ সংস্কার করাইতে পারিবেন না। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে রাণা জগৎসিংহ সে আদেশ লঙ্ঘন করিয়া জীর্ণস্থান সকল ভাঙ্গিয়া সুদৃঢ় করিয়া পুনর্নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। শাহজাহান্ এই সংবাদ পাইয়া ৩০ হাজার সৈন্য সহ অল্লামী শাদুল্লা খাঁকে চিতোর ধ্বংস করিতে পাঠাইলেন।

দারা শাহজাহানের সকল পুত্র অপেক্ষা প্রিয়পাত্র ছিলেন, সর্ব্বদাই কাছে থাকিতেন, এমন কি মতদ্বৈধ হইলেও তিনি দারার কথামত কার্য্য করিতেন। সম্রাটের এই পুত্রবশতার কথা সর্ব্বত্রই প্রকাশ ছিল। রাণা জগৎসিংহও তাহা জানিতেন। শাদুল্লা খাঁ খলিলপুরে গিয়া ছাউনী করিবামাত্র রাণা জগৎ গোপনে দারার নিকট বিশ্বস্ত লোক পাঠাইলেন এবং অনুরোধ করিলেন যে, তিনিই মধ্যস্থ হইয়া সুলতানের এই ক্রোধ নিবারণ করিয়া দিন। দারাও সম্রাট্‌কে রাণা জগতের অনুরোধ অনুনয় বিনয় বিশেষরূপে জানাইলেন। সম্রাট্ শুনিয়া নিজ দূতকে পাঠাইয়া জানাইলেন যে, 'রাণা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মোগল দরবারে রাখিয়া দিবেন ও একদল সৈন্য রাণারই একজন আত্মীয়ের অধীনে দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া মোগল সম্রাটের কার্য্য করিবে। রাণা ইহাতে স্বীকৃত না হইলে তিনি চিতোর ধ্বংস করিবেন।' রাণা পুনরায় দারাকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি যদি তাঁহার দেওয়ানকে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সহিত পুত্রকে মোগল দরবারে পাঠাইয়া দিতে পারেন। দারাও সম্রাট্‌কে বলিয়া সেইরূপ আদেশ লইলেন ও নিজ দেওয়ান সেখ আবদুল করিমকে চিতোরে পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে শাদুল্লার সেনা চিতোর আক্রমণ করিয়া মুরচা প্রাচীর প্রভৃতি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। রাণা জগৎসিংহ পুনরায় প্রতিনিধি পাঠাইতে স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে দারার দেওয়ান আসিয়া পৌছিলেন।

রাণা তৎক্ষণাৎ আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রকে তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। দারার মধ্যস্থতায় এবং রাজকুমারকে প্রতিভূস্বরূপ পাইয়া সুলতান শাহজাহান্ রাণাকে ক্ষমা করিলেন।

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যকালে শাহজাহানের রাজ্যে ১০৬৫ হিজিরা অতীত হওয়ায় এক উৎসব হয়। এই উৎসবে নানা দিগ্দেশ হইতে রাজন্যবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই মজ্‌লিসে শাহজাহান্ জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে একটী বিশেষ খেলাৎ দিয়া সম্মানিত করেন। এই খেলাতের সহিত যে জামা দেন, তাহার আস্তীনে ও মগজীতে যে কারচোপের কাজ ছিল, তন্মধ্যে মুক্তা ও মণিমাণিক্যাদি গাঁথা ছিল। ইহার মূল্য ৫০ হাজারের উপর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। একখানি শিরপেঁচ (শেরফন্দ) দিয়াছিলেন, তাহার একখানি চুনি ও দুইটী মুক্তার দাম ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এতদ্ভিন্ন নগদ ১৩ লক্ষ টাকাও প্রদান করেন। এই অবধি দারা 'শাহ বুলন্দ ইক্‌বার দারাশেকো' নামে অভিহিত হইলেন। এই উপাধি ও সম্মান শাহজাহান্ জাহাঁগীরের নিকট পাইয়াছিলেন। দরবারে সম্রাটের তক্ত তাউসের সম্মুখে এতদিন দারার বসিবার আসন ছিল, এখন হইতে তক্ত তাউসের দক্ষিণে এক স্বতন্ত্র স্বর্ণ সিংহাসন স্থাপিত হইল।

১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে শাহজাহানের একবার পীড়া হয়। এই সময় দারাশেকো রাজ্যের সমস্ত কার্য্য চালাইতে থাকেন। এই সংবাদে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ কিছু চমকিত হইয়া উঠেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা মহম্মদ সুজা এ সময়ে বাঙ্গালায়, তৃতীয় ভ্রাতা মহম্মদ অরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে ও চতুর্থ মুরাদ বক্স্ গুজরাটে শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

দারাকে শাহজাহান বড় ভালবাসিতেন, কারণ তিনি পারসী, আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এতদ্ভিন্ন তিনি সাহসী, সরল ও বুদ্ধিমান্, কিন্তু বড়

অপরিণামদর্শী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও একটা দোষ ছিল, যে তিনি যখন যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র কাল বিলম্ব করিতেন না, মনে উদিত হইবামাত্রই করিয়া ফেলিতেন। শাহজাহান্ তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন যে, সময়ে সময়ে তাঁহার পরামর্শমত দুএকটা অন্যায় কার্য্যও করিয়া ফেলিতেন। দারাকে সম্রাট্ চক্ষুর আড় করিতেন না। দারার আরও একটা বিশেষ গুণ ছিল, তিনি অকবরের ন্যায় মুসলমান ও হিন্দুধর্ম্মের সারমত সংগ্রহ করিয়া নিজ ধর্ম্মমত সংগঠন করিয়াছিলেন। যে সময় তিনি কান্দাহার জয়ার্থ গমন করেন (১০৫০ হিজিরা), সেই সময় কাশ্মীরে মৌলানা শা নামক একজন ফকীরের সহিত পরিচিত হন। এই ব্যক্তিই তাঁহাকে হিন্দু, খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেন। ইহার কাছেই তিনি হিন্দুশাস্ত্রের রহস্য পাঠ করিয়া চমৎকৃত হন এবং তদবধি তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি অকবরের ন্যায় সর্ব্বদা মুসলমান ফকীর ও হিন্দু সন্ন্যাসী, গোঁসাই প্রভৃতিতে পরিবৃত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তিনি আল্লা শব্দের পরিবর্ত্তে উপাসনাকালে 'প্রভু' শব্দ ব্যবহার করিতেন, আংটীর উপর ওঁকার খোদাইয়া পরিতেন এবং রোজা, নমাজ কোরাণানুসারে করিতেন না। এই সকল কারণে মুসলমান-সমাজ তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। তিনি নিজে বলিতেন যে, হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক এবং যমজ ভ্রাতার ন্যায় এক সত্য হইতেই উদ্ভূত। তিনি আপনাকে গোঁড়া মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেন না বা আচার ব্যবহারে সেরূপ আচরণও করিতেন না। এই সকল কারণে যখন সম্রাটের পীড়ার সময় তিনি নিজে রাজ্যশাসন গ্রহণ করেন, তখন রাজ্যের সম্রান্ত লোক অনেকেই চমকিয়া উঠিলেন। সকলেই ভাবিল যে, যদি সম্রাটের মৃত্যু হয়, আর দারা যদি রাজা হন, তাহা হইলে মুসলমান ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ হইবে। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে এজন্য অকথ্য ভাষায় নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। শাহজাহান্ দারাকে ভালবাসিতেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সুজা, অরঙ্গজেব প্রভৃতির মনে মনেও রাজ্যলিপ্সা ছিল, কিন্তু কেহ এতদিন ফুটিতে পারেন নাই। দারার ভ্রাতৃগণের মধ্যে সুজা ভ্রষ্টাচারী বিলাসপ্রিয়, কিন্তু যুদ্ধবিৎ ও বুদ্ধিজীবি ছিলেন, মুরাদ কেবল আনন্দপ্রিয় ও অতিমাত্রায় সুরাসেবী ছিলেন। দারা পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়া পিতাকে দিয়া ভ্রাতৃগণকে অতি দূরদেশে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া রাজধানী হইতে বহুদূরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্য সম্রাটের পীড়ার সময় যখন তিনি স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন সাক্ষাৎ সমাজে কোন গোলমাল হইল না, কিন্তু পরস্পরের অন্তরঙ্গ দ্বারা প্রত্যেকেই দূর দেশে থাকিয়াও এ বিষয়ের সংবাদ পাইলেন। বাঙ্গালায় সুজা ও আহ্মদাবাদে মুরাদ স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া আপন আপন নামে মুদ্রা প্রচলিত করিলেন ও খুৎবা পাঠ করাইতে লাগিলেন। সুজা কালবিলম্ব অবিধেয় বোধে রাজ্যবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে পাটনা ও বিহার প্রদেশ বাঙ্গালার অধিকার ভুক্ত করিয়া লইলেন। দারা অরঙ্গজেবের কূটবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ভয় করিতেন মাত্র এবং দক্ষিণে তিনি যেরূপ বলবিক্রমাদি প্রকাশ করিয়া প্রশংসান্বিত হইয়াছিলেন, তজ্জন্যও তিনি সশঙ্কিত ছিলেন। শাহজাহান্ পূর্ব্ব হইতেই দারাকে ভালবাসিতেন ও তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন, এখন আবার শয্যাগত হইয়া আরও তাঁহার নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। অরঙ্গজেব ঠিক এই সময়ে বিজাপুর অবরোধ করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ তখন দক্ষিণে অনেক সৈন্য ও সেনাপতি উপস্থিত ছিলেন। এ সময়ে অরঙ্গজেবের অধীনে এত বল রক্ষা করা দারা অকর্ত্তব্য বোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হঠকারিতাবশতঃ তাহা কৌশলে দূর করিবার সময় অপেক্ষা না করিয়া সম্রাট্কে দিয়া আদেশ পাঠাইলেন, যে বিজাপুরের অবরোধ ত্যাগ করিয়া সমস্ত সেনাপতি ও আমীর ওমরাহবর্গ একবারে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। অরঙ্গজেব এই আদেশের মর্ম্ম বুঝিলেন এবং একা অবরোধ রক্ষা করা অসম্ভব বুঝিয়া বিজাপুরপতি সেকন্দর আদিলশার প্রস্তাব মত সন্ধি করিয়া ১ কোটী টাকা রাজস্ব ও সন্ধির মূল্য স্বরূপ নানারূপ ধন রত্ন লইয়া অবরোধ উঠাইয়া খুজিস্তা-বনিয়াদ সহরে (আরঙ্গাবাদে) প্রস্থান করিলেন। এথানে পঁহুছিয়াই সংবাদ পাইলেন, দারা দিল্লী ত্যাগ করিয়া আগ্রায় পিতৃকোষাগার অধিকার করিতে গিয়াছেন।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে সুজা বৃহৎ এক দল সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা হইতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। শাহজাহান্ তখন কতকটা সুস্থ ছিলেন। তিনি সুজাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখিলেন, কিন্তু তিনি শুনিলেন, সুজা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছেন। কাজেই দারা সংবাদ পাইয়া রাজা জয়সিংহ (মির্জ্জা) ও সুলেমান শেকোর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। রাজা জয়সিংহ

সৈন্যের পুরোভাগ লইয়া যখন কাশীর নিকট গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাহাদুরপুর গ্রামে পঁহুছিলেন, তখন সুজা দেড়ক্রোশ দূরে থাকিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পর দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাজা জয়সিংহ সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া অপ্রস্তুত অবস্থায় সুজাসৈন্য আক্রমণ করিলেন। উষা-কালের তৃপ্তিপ্রদ মধুর নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তখনও দ্বারগত-শত্রু সুজা বা তাঁহার সেনানীবর্গ গাত্রোত্থান করেন নাই। অস্ত্রের ঝনঝনায় তাঁহারা জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, সব ফুরাইয়া গিয়াছে, তাঁহার ধনরত্ন, কামান গোলাবারুদ শত্রুকরগত, কতকগুলি লোকও বন্দী হইয়াছে। তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া গোপনে নৌকারোহণে কয়েক জন অনুচরমাত্র লইয়া সুজা পলায়ন করিলেন। তিনি স্বরাজ্যে গেলেন না, কাজেই সমস্ত দেশ দারার অধিকার-ভুক্ত হইয়া পড়িল। বন্দীদিগকে লইয়া রাজা জয়সিংহ আগ্রায় উপস্থিত হইলে, দারা তাহাদিগকে নগরের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া আনাইলেন এবং কয়েকজনের প্রাণবধ ও কয়েক জনের হস্তচ্ছেদন করিয়া দিলেন।

যে দিন দারাপুত্র সুলেমান শেকো ও রাজা জয়সিংহ সুজার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, সেই দিনই আর একদল সৈন্য লইয়া মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খাঁ দক্ষিণে যাত্রা করেন। অরঙ্গজেব ও মুরাদ দক্ষিণে কি করিতেছেন ও কি অবস্থায় আছেন, তাহার সংবাদ না পাইয়া দারা প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য একবারে এই চরম ব্যবস্থা করিলেন। মুরাদ-বক্স যদি আহ্মদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া কোন দিকে অগ্র-সর হন, তবে তাঁহাকে আক্রমণের ভার কাশিম খাঁর উপর দেওয়া হইল ও মহারাজ যশোবন্ত অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবেন এইরূপ স্থির হইয়া সৈন্যদল প্রস্থান করিল। ইতি-পূর্ব্বে যখন মোগল সম্রাট্ মহারাজ যশোবন্তের রাজ্য জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই সময় যশোবন্ত নিজ বলাবল বুঝিয়া দারাশেকোর নিকট লোক পাঠাইয়া দেন; তাহারা দারার নিকট পৌঁছিয়া সমস্ত জানাইলে দারা রাজাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। সম্রাট্ দারাকে বুঝাইয়া কতক তিরস্কার কতক আশ্বাস দিয়া এক পত্র পাঠাই-লেন। যশোবন্ত পত্রের দ্বিভাবাত্মক মর্ম্ম বুঝিয়া আরও ভীত হইয়া দারার উপাসনা ত্যাগ করেন ও মির্জা রাজা জয়সিংহের সহায়তায় সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হন। সম্রাট্ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া আহ্মদাবাদে সুবাদারী প্রদান করেন এবং তজ্জন্য এক ফরমাণ ও খেলাৎ পাঠাইয়া দেন। দারা এই সময়ে মালব প্রদেশ নিজ বশে রাখিয়া তাহার সমস্ত রাজস্ব দ্বারা সৈন্যগণের বেতনাদি চুকাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং তাহারাও মালবের ধনরত্নাদি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রভুকর্ম্মে উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে দারাশেকো অরঙ্গজেবের উকীল ইসাবেগকে বন্দী করিয়া তাহার বাটী লুঠ করেন।

এদিকে মুরাদ বক্স আহ্মদাবাদে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়া ও খুৎবা পাঠের আদেশ দিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াই খাজা-শাবাজ নামক একজন খোজার অধীনে এক দল সৈন্য পাঠাইয়া সুরাটের দুর্গ অধিকার করেন এবং বন্দরের সমস্ত বণিকের নিকট ১৫ লক্ষ টাকা দাবী করেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর বণিক্ দল ৬ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হয়।

ওদিকে যখন অরঙ্গজেব জাফরাবাদ ও কল্যাণ প্রদেশ জয় করিয়া বিজাপুর অবরোধ করিয়া ছিলেন, সেই সময় সম্রাট্ শাহজাহান্ মীরজুম্‌লাকে (উম্‌দাৎ-উস্ সলাতনৎ-উল্ কস্থির মুয়াজ্জম খাঁকে) তাঁহার সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দেন। মীরজুম্‌লাও তাঁহার সহিত একমত হইয়া কার্য্য করেন। আলম্‌গীর নামার মতে দারাশেকো এই সময় গোপনে বিজাপুরপতি আদিল খাঁ ও তাঁহার অন্যান্য আমীর ওমরাকে অরঙ্গজেবের কথামত কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখেন। ইহাতে প্রশ্রয় পাইয়া আদিলশা অরঙ্গজেবকে অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। ইহার পর দারা অরঙ্গজেবকে বলহীন করিবার জন্য সম্রাট্‌কে দিয়া মীরজুম্‌লাকে সসৈন্যে আগ্রায় ফিরিয়া আসিতে আদেশ দেওয়াইলেন। মীর-জুম্‌লা তদনুসারে আরঙ্গাবাদের পথে সসৈন্যে ফিরিতে প্রস্তুত হইলেন। অরঙ্গজেব জ্যেষ্ঠের কৌশল বুঝিতে পারিলেন এবং তিনিও এ সময়ে মীরজুম্‌লার ন্যায় সুদক্ষ সেনাপতিকে বৃহৎ সেনাদল লইয়া আগ্রায় জ্যেষ্ঠের পক্ষে থাকিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন না। তিনি দাদার উপর কৌশল খেলিলেন, পথ হইতে মীরজুম্‌লাকে হঠাৎ বন্দী করিয়া দৌলতাবাদের দুর্গে রাখিয়া দিলেন। মীরজুম্‌লার পুত্র মহম্মদ আমীন খাঁ এই সময়ে দরবারে মীরবক্‌শী পদে নিযুক্ত ছিলেন। দারা মীরজুম্‌লাকে বন্দী করার সংবাদ পাইবামাত্র আমীন খাঁকে বন্দী করিলেন, কিন্তু ৩।৪ দিন পরে যথার্থ ঘটনা অবগত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। (ইনায়েত খাঁর লিখিত) "শাহজাহান্‌নামার" মতে, ইহার কিছু পূর্ব্বে আদিল খাঁর মৃত্যু হয় ও তাঁহার পুত্র মজহুল ইলাহি উত্তরাধিকারী নির্ণীত হন। অরঙ্গজেব এই সময় খাঁ জাহান্ সায়েস্তা খাঁ নামক তাঁহার মাতুল পুত্রকে

দৌলতাবাদের ভার দিয়া প্রেরণ করেন। এতদ্ভিন্ন জমাদৎ-উল্-মুল্‌ক্ মুয়াজ্জম খাঁ (মীর জুম্‌লা), শাহ নবাজ খাঁ সর্ফী (সায়েস্তা খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা), মহব্বত খাঁ, নিজবেত খাঁ, রাজা রায়সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ প্রায় ২০ হাজার অশ্বারোহী লইয়া তাঁহার সহিত বিজাপুরের অবরোধ রক্ষার্থ রহিলেন। মুয়াজ্জম খাঁ (মীরজুম্‌লা) ইহার কিছু পূর্ব্বে (আদিল খাঁর জীবিত কালে) শাহ বুলন্দ একবালের (দারাশেকোর) প্রেরিত দুইজন ক্রীতদাসের আনীত গুপ্ত আদেশ মত হীরামণি চুনি পান্না দ্বারা সজ্জিত কতকগুলি ঘোড়া, কর্ণাটজয়ের ধনরত্নাদির কিয়দংশ এবং ক্রীতদাসদ্বয়কে আদিল খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। আদিল খাঁ এই উপহার ও দূতগণকে গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই স্বর্গগত হন। নবভূপতি ঐ দুই ক্রীতদাসের হস্তে পত্রোত্তর ও উপহার দিয়া পুনঃ প্রেরণ করেন। ইহারা প্রায় লক্ষ টাকার উপহার লইয়া ফিরিয়াছিল।

আমল্-ই-সালি নামক ইতিহাসের মতে দারা কেবল মীরজুম্‌লাকেই ফিরিয়া আসিতে আদেশ দেন নাই, অরঙ্গজেবের অন্যান্য সেনাপতিকেও প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ পাঠান। তদনুসারে মহবত খাঁ, রাও ছত্রশাল ও আরও দুই চারিজন অরঙ্গজেবের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই ফিরিয়া আসিলেন।

অরঙ্গজেব কৌশল করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিতেন এবং ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট্ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি জানিতেন যে সুজা একা বঙ্গে আছেন; যদি উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ বাধে, তবে তাঁহারা উভয় ভ্রাতা একত্র দক্ষিণ হইতে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলে একা দারা বা একা সুজা বাধা দিতে পারিবেন না, সুতরাং যুদ্ধজয় তাঁহাদেরই হইবে। তৎপরে কণ্টকে নৈব কণ্টকবৎ সুরাপায়ী অপরিণত বুদ্ধি মুরাদকে অপসৃত করা বিশেষ কষ্টকর হইবে না। এই বিবেচনায় তিনি পত্রে মুরাদকে লিখিলেন, 'আমি ফকীর, প্রবঞ্চনাপূর্ণ সংসারে থাকিতে বা রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই, তবে অধার্ম্মিক দারা যে রাজ্যলাভ করে, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। তুমি বীর, ধীর, রাজ্য তোমাকেই সাজে। অধার্ম্মিক দারা ইতিমধ্যে পিতাকে একপ্রকার নিজাধীনে রাখিয়া নিজেই যথেচ্ছাচার করিতেছে ও আমাদের উপরেও হুকুম চালাইতেছে। এ সময় আমাদের একযোগে কার্য্য করা উচিত ও রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূর করা উচিত। পিতা জীবিত আছেন, যদি আমরা এইরূপে তাঁহার রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে তিনিও সন্তুষ্ট হইবেন এবং তখন আমরা তাঁহার নিকট দারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব ও তাঁহাকে মক্কায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। আপাততঃ মালব দিয়া যশোবন্ত তোমার পথ রোধ করিতে উপস্থিত হইতেছে। তুমি তাহাকে রীতিমত শিক্ষা দিবে। আমি তোমার আজ্ঞাবহ জানিবে এবং শীঘ্রই আমার স্বৃহৎ সৈন্যদল ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া নর্ম্মদাতীরে তোমার পার্শ্বে উপস্থিত হইব। ইহাতে তুমি নিশ্চয়ই জয়ী হইবে। পরমেশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমায় সন্দেহ করিও না।'

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেব বুরহান্‌পুরে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ যশোবন্তসিংহ পূর্ব্বে সে সংবাদ কিছুই পান নাই। শেষে অরঙ্গজেবের সৈন্য যখন উজ্জয়িনী হইতে ৭ ক্রোশ মাত্র দূরে উপস্থিত হইল, তখন তিনি সংবাদ পাইলেন। মান্দু অধিপতি রাজা শিবরাজ অকবরপুরের নিকট শত্রুসৈন্যের শিপ্রা-উত্তরণ সংবাদ পাইয়া মহারাজ যশোবন্তকে লিখিয়া পাঠাইলেন। ওদিকে কাশিম খাঁ মুরাদের আহ্মদাবাদ পরিত্যাগ শুনিয়াই অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পথে শুনিলেন যে, তিনি অন্যপথ দিয়া অরঙ্গজেবের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রায় ১৮ ক্রোশ পথ চলিয়া গিয়াছেন। কাজেই হতাশ হইয়া তিনি দ্রুত ফিরিলেন। ধার-দুর্গের নিকট অরঙ্গজেব ও মুরাদের সৈন্য মিলিত হইল। ধার দুর্গে দারাশেকোর যে সৈন্যদল ছিল, তাহারা ভীত হইয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়া মহারাজ যশোবন্তের দলে আসিয়া মিশিল এবং কাশিম খাঁও আসিয়া মিলিলেন।

মহারাজ যশোবন্ত সমবেত সৈন্য লইয়া অরঙ্গজেব ও মুরাদের সমবেত সৈন্যের দেড় ক্রোশ দূরে গিয়া ছাউনী করিলেন। কূটবুদ্ধি অরঙ্গজেব এই সময়ে কবি নামক একজন ব্রাহ্মণকে দূতরূপে যশোবন্তের নিকট পাঠাইলেন। কবি বাক্যকুশল হিন্দী কবি। তিনি গিয়া অরঙ্গজেবের আদেশমত বলিলেন যে আমি পিতৃদর্শনে যাইতেছি, অতএব তুমি আমার সহিত একত্র যাইতে পার বা আমার পথ হইতে সসৈন্যে দূরে যাও, কেননা একটা গোলমাল বাধিতে পারে। যশোবন্ত এই চাতুরী শুনিয়া অতি ক্রুদ্ধ ভাবে তাহার উত্তর দিলেন। পর দিন (২০এ এপ্রেল ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে) যুদ্ধ বাধিল। রাজপুতকলঙ্ক যশোবন্ত এবং কাশিম খাঁর দল পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। অরঙ্গজেব জয়ী হইয়া গোয়ালিয়রের পথে প্রস্থান করিলেন।

এই সময় অত্যন্ত গরম পড়ায় সম্রাট্ শাহজাহান্ ঈষৎ আরোগ্য হওয়ায় আগ্রা ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করেন। দারা বহু আপত্তি করেন। ইহার উপর আবার যখন যশোবন্তের পরাজয় শুনিলেন, তখন সম্রাট্কে নানা অনুযোগ করিয়া শীঘ্র আগ্রায় আসিতে লিখিলেন। তৎপরে দারা ৬০ হাজার সৈন্য ও শ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণকে লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। সম্রাট্ শাহজাহান্ তাঁহাকে বিস্তর নিষেধ করিলেন, বুঝাইলেন যে, তিনি এখনও জীবিত রহিয়াছেন, এখন এ যুদ্ধের ফল কি হইবে। কেবল ভ্রাতৃবিবাদ বাড়িবে মাত্র, বরং আমার যাত্রার আয়োজন কর। আমি গিয়া বরং অরঙ্গজেব ও মুরাদকে বুঝাইয়া এ বিষয় হইতে নিরস্ত করিয়া আসি। দারাশেকো এই পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না বরং খাঁ জাহান্ শায়েস্তা খাঁর মধ্যস্থতায় সম্রাট্কেও এ উদ্দেশ্য ত্যাগ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সায়েস্তা খাঁ সম্রাটের শ্যালক, তিনি সকল ভাগিনেয়কে ভালবাসিতেন এবং অরঙ্গজেবের বুদ্ধি ও গুণের প্রশংসা করিতেন। সম্রাট্ পুত্রগণের মনোভাব বুঝিয়া অরঙ্গজেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চাহিলেন এবং তজ্জন্য সর্ব্বদা সায়েস্তাখাঁর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। যশোবন্তের পরাজয়ের সংবাদ আসিবার পূর্ব্বে সায়েস্তাখাঁর সহিত এ বিষয়ের যথেষ্ট পরামর্শ করিতেন, কিন্তু সায়েস্তাখাঁ তাঁহাকে বারণ করিতেন। অরঙ্গজেবের বুদ্ধির উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি অরঙ্গজেবকে বুঝাইবার কোন আবশ্যকতা দেখিলেন না। তৎপরে যখন যশোবন্তের পরাজয় সংবাদ উপস্থিত হইল, তখন সম্রাট্ সায়েস্তা খাঁর উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি রাগ সামলাইতে না পারিয়া হস্তের ছড়ি দ্বারা সায়েস্তা খাঁর বুকে মারিলেন ও ২।৩ দিন তাঁহার মুখ দর্শন করিলেন না। তৎপরে আবার ডাকাইয়া তাঁহাকে পুনরায় ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সায়েস্তা খাঁ পূর্ব্ববৎ পরামর্শ দিলেন। সমস্ত উদ্যোগ প্রস্তুত হইলেও সায়েস্তা খাঁ সম্রাট্কে পুত্রদিগের সহিত দেখা করিতে দিলেন না।

যশোবন্তসিংহের পরাজয়ের পর ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসের প্রথমে দারাশেকো খলীল-উল্লা খাঁ নামক একজন সেনাপতির অধীনে কতকগুলি সৈন্য ঢোলপুরে পাঠাইয়া দিলেন। চম্বল নদীর পারঘাটগুলি রক্ষার্থ ইহার উপর আদেশ থাকিল। দারা নিজে আগ্রা সহরের বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সুজাকে জয় করিয়া সুলেমান [illegible] আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবেন, ইহাই তাঁহার আশা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিল না, যথা সময়ে সুলেমান আসিয়া পৌছিলেন না। দারা বাধ্য হইয়া অগ্রসর হইলেন। সামুগড় নামক স্থানে উভয়পক্ষের সৈন্য অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে ছাউনি করিয়া রহিল। খলীল-উল্লা খাঁ ঢোলপুরে থাকিয়াও কোন বাধাই দিতে পারিলেন না।

পর দিন প্রাতে (৭ই রমজান ১০৬৮ হিজিরায়) দারাশেকো সৈন্যসংস্থানে নিযুক্ত হইলেন। সে দিন ভীষণ গরম পড়িয়াছিল। রৌদ্রের উত্তাপে বর্ম্মাদি উত্তপ্ত হওয়ায় গরমে এবং জলাভাবে অনেক সৈন্য মারা পড়িল। অরঙ্গজেব অভিমুখী কামানের গোলাপতনের স্থান ব্যবধান রাখিয়া বিপক্ষের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দারা কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলেন না। অরঙ্গজেব সেই ভাবে সেনাদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন, কেবল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অতি সতর্ক থাকিতে বলিলেন। রাত্রি কাটিয়া গেল, প্রত্যূষে উপাসনার পরই অরঙ্গজেব যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মহম্মদ মুরাদ বকস্ তাঁহার সুবিখ্যাত সর্দ্দারগণকে লইয়া বামভাগে রহিলেন। বাহাদুর খাঁ দক্ষিণ পার্শ্বে ও অরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ আজিম হস্তীপৃষ্ঠে পশ্চাদ্ভাগ রক্ষার্থ নিযুক্ত হইলেন।

দারার পক্ষে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সিপেহরশেকো সৈন্যদলের সম্মুখে ছিলেন, তাঁহার সাহায্যার্থ রস্তম খাঁ দক্ষিণী দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া উপস্থিত ছিলেন। ইহারা প্রথমেই অরঙ্গজেবের পক্ষীয় তোপ দখল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অরঙ্গজেবের পক্ষে তৎপুত্র মহম্মদ সুলতান সম্মুখভাগ রক্ষার্থ উপস্থিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে নিজ পক্ষীয় কামানের গোলা লাগিয়া রস্তম খাঁর হস্তী বিনষ্ট হইল। সে সময় যুদ্ধের অবস্থা বড়ই ভীষণ। রস্তম খাঁ মধ্যস্থলে আর থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে বুঝিয়া শত্রুর দক্ষিণপার্শ্বে বাহাদুর খাঁকে আক্রমণ করিলেন। বাহাদুর খাঁ রস্তমের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না, ক্রমশঃই হটিতে লাগিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর বাহাদুর খাঁ নিজে আহত হইয়া যুদ্ধ হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। দক্ষিণপার্শ্ব প্রায় ছত্রভঙ্গ হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। ইহা দেখিয়াই ইস্‌লাম খাঁ, সেখমীর প্রভৃতি সেনাপতিরা দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষার্থ নববল লইয়া ছুটিয়া আসিলেন। নববলের সহিত রস্তমের পরিশ্রান্ত সেনাদল অধিকক্ষণ যুঝিতে পারিল না। রস্তম খাঁ প্রায় পরাস্ত হইলেন ও সিপেহরশেকো পলায়ন করিলেন।

দারা সংবাদ পাইয়া রস্তমের সাহায্যার্থ ২০ হাজার

অশ্বারোহী নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে পশ্চাৎ হইতে তোপ চালাইতে লাগিলেন। দারা স্বয়ং অগ্রসর হওয়ায় অরঙ্গজেব স্বদলের সমস্ত বন্দুকধারীকে সম্মুখে স্থাপিত করিলেন ও এককালে সমস্ত তোপ চালাইতে আদেশ দিলেন। দারা হঠাৎ এত গোলাগুলির আক্রমণ সহিতে না পারিয়া হঠিয়া আসিলেন। সে দিন যুদ্ধ ইহাতেই শেষ হইল।

পরদিন দারা মুরাদকে আক্রমণ করিলেন। খলীল-উল্লা খাঁ এইদিন দারার দলে সম্মুখভাগে নায়ক ছিলেন। তিনি একবারে সহস্র উজবেক তীরন্দাজকে মুরাদের হস্তীবিনাশার্থ নিযুক্ত করিলেন। মুরাদের সৈন্যদল ও হস্তী একবারে সহস্র ধানুকীর আক্রমণ সহিতে পারিল না। হস্তীটা পলাইয়া যাইতেছিল, কিন্তু মুরাদ তাহার পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে বলিলেন। রাজপুতসর্দ্দার রাজারাম সিংহ এই সময়ে স্বীয় পীতবসনধারী সৈন্যদল লইয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি মুরাদের প্রতি ভীষণ বর্ষা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন 'তুমি দারাশেকোর সহিত সিংহাসন লইয়া স্পর্দ্ধা করিতে আসিয়াছ?' মুরাদ নিজ হস্তে তীর মারিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। তাঁহার অধিকাংশ পীতবাস সেনা প্রমত্ত হস্তী কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। আলমগীর-নামার মতে, অরঙ্গজেব এই সময়ে সসৈন্য অগ্রসর হইয়া মুরাদকে সাহায্য করেন, কিন্তু মুন্‌তখব উল্‌-লুবাবের গ্রন্থকার স্বীয় পিতার (তিনি এই যুদ্ধে অরঙ্গজেবের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন তাঁহার) মুখে শুনিয়াছিলেন যে অরঙ্গজেব সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই।

এই সময়ে রাঠোররাজ রূপসিংহ রাজপুতসেনা লইয়া অরঙ্গজেবের সৈন্যের মধ্যস্থান আক্রমণ করিলেন। মধ্যভাগে অরঙ্গজেব নিজে সেনাপতি ছিলেন। রূপসিংহ যুদ্ধে প্রবেশ করিয়াই তরবারী হস্তে বিপক্ষসেনার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় অশ্ব ত্যাগ করিয়া বিপক্ষ বিনাশ করিতে করিতে অরঙ্গজেবের হস্তী লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। শক্রু-রক্তে স্নান করিয়া তিনি হস্তীপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং হাওদার দড়ি কাটিয়া হাওদা ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করেন। অরঙ্গজেব বিস্মিত হইয়া এ হেন সাহসী বীরকে জীবিত বন্দী করিবার আদেশ দেন, কিন্তু সৈন্যগণ তাঁহার আদেশ বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই এই দুর্দ্ধর্ষ বীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল।

রস্তম খাঁ এই সময় আসিয়া যুদ্ধের ভীষণতা আরও বাড়াইয়া তুলেন। এই যুদ্ধে রস্তম খাঁ ও রাজা ছত্রশাল নিহত হন। দারা এক যুদ্ধে এতগুলি সেনাপতিকে মরিতে দেখিয়া প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে একটী গুলি আসিয়া তাঁহার হাওদায় পড়ায় তিনি চকিত ও ভীত হইয়া নিরস্ত্র অবস্থায় একটী ঘোড়ায় উঠিয়া পড়িলেন। ইহাতে আরও অনিষ্ট ঘটিল। তাঁহার সৈন্যদলের কতকাংশ তাঁহাকে হাওদার মধ্যে দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িল ও কতকাংশ তাঁহাকে নিরস্ত্র অবস্থায় ঘোড়ায় চড়িতে দেখিয়া বুঝিল, তিনি বুঝি পলাইতেছেন। তাহারা যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলাইবে কি থাকিবে এইরূপ বিবেচনা করিতেছে, ইতিমধ্যে আরও এক দুর্ঘটনা ঘটিল। একজন সৈনিক এই সময়ে দারার পৃষ্ঠে একটী শরপূর্ণ তূণ বাঁধিয়া দিতেছিল। সে দক্ষিণ হস্তে তূণটী ধরিয়া বাম হস্ত দ্বারা যেমন বাঁধিবার ফিতা ঘুরাইয়া আনিবে, অমনি একটী কামানের গোলা আসিয়া তূণসহ তাহার দক্ষিণ হস্তটী উড়াইয়া লইয়া গেল এবং সে লোকটাও মারা গেল। ইহাতে নিকটবর্ত্তী চতুর্দ্দিকস্থ সেনা একান্ত ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল। তাহাদিগকে পলাইতে দেখিয়া ও দারাকে হস্তীপৃষ্ঠে না দেখিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত অন্যান্য সেনাও দারার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিল। দারা সে ভগ্নসেনাকে নানা চেষ্টা করিয়াও আর ফিরাইতে পারিলেন না, তখন শত্রুর কামানের মুখে দাঁড়াইয়া সিংহাসনের আশা করা অপেক্ষা প্রাণরক্ষার্থ পলাইতে প্রস্তুত হইলেন। সিপেহরশেকো ৩০। ৪০ জন অনুচর লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। পরে আরও সহস্র অশ্বারোহী তাঁহাদের সঙ্গ লইল। পিতাপুত্রে তখন দ্রুতপদে আগ্রা অভিমুখে পলাইলেন। শত্রুদল আনন্দে বিজয়োৎসবে মত্ত হইল।

অরঙ্গজেব যুদ্ধে জয়ী হইয়া আনন্দে প্রথমে উপাসনা করিলেন, পরে স্বয়ং গিয়া দারার পরিত্যক্ত শিবির অধিকার করিলেন। মুরাদ শরীরের নানা স্থানে ও মুখে বিষম শরাঘাত পাইয়াছিলেন। অরঙ্গজেব সর্ব্বপ্রথমে সেই সকলে ঔষধ প্রলেপের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার বীরত্বের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলেন। অবশেষে তাঁহাকে ভবিষ্যৎ সম্রাট্ বলিয়া সম্বোধন করিয়া মূর্খ অভিমানী রাজপুত্রকে একেবারে ফুলাইয়া তুলিলেন। মুরাদের হাওদার গাত্রে তীর এত ঘন হইয়া লাগিয়া গিয়াছিল যে, যেন একটী বৃহৎ সজারুর মত বোধ হইতেছিল। শরলিপ্ত এই হাওদা মুরাদের বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ বহুকাল (ফরুকশিয়ারের সময় পর্য্যন্ত) মোগলরাজভাণ্ডারে সুরক্ষিত ছিল।

সপুত্র দারা সন্ধ্যাকালে বিনালোকে স্বালয়ে পৌছিলেন।

লজ্জায় তিনি আর পিতাকে মুখ দেখাইতে পারিলেন না। সম্রাট্ শুনিয়া আশ্বাস দিয়া পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তবুও তিনি আসিতে পারিলেন না। সেই রাত্রিতেই তিনি তৃতীয় প্রহরের পর আগ্রা ত্যাগ করিয়া লাহোর যাইবার উদ্দেশে দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গে সিপেহরশেকো, পত্নী, কন্যা ও কতিপয় অনুচর মাত্র লইলেন। তাঁহারা হস্তিপৃষ্ঠে এবং উষ্ট্রে ধনরত্নাদি চাপাইয়া লইয়া চলিলেন। পথে তিন দিন পরে প্রায় ৫ হাজার অশ্বারোহী তাঁহার সহযাত্রী হইল। এই সময় কয়েক জন আমীর সম্রাট্কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহার নিকট আসিল।

জয়লাভের পর অরঙ্গজেব সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া এবং পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ঘটিয়াছে এইরূপ লিখিয়া একখানি পত্র স্বীয় পিতাকে পাঠাইয়া দিলেন। এই সময় মাতুল খাঁ জাহান সায়েস্তা খাঁ ও তৎপুত্র মহম্মদ আমীন খাঁ আসিয়া অরঙ্গজেবের সহিত মিলিত হইলেন। ১০ই রমজান, অরঙ্গজেব সামুগড় ত্যাগ করিয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন এবং নগর বাহিরে শিবির স্থাপন করিয়া রহিলেন। এই স্থানে সম্রাট্ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া স্বহস্তে এক পত্র লিখিলেন। এই সময় সম্রাট্কন্যা বাদ্শা-বেগম পিতার অনুমতি লইয়া ভ্রাতাকে দেখিতে আসেন এবং স্নেহছলে দুএক কথায় অনুযোগ করেন। অরঙ্গজেব সে অনুযোগ অতি কুভাবে গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে তীব্র উত্তর প্রদান করেন। বাদশা-বেগম ভ্রাতার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া আসেন। পরদিন সম্রাট্ একখানি তলওয়ারে "আলম্গীর" শব্দ খোদাইয়া ও একখানি প্রশংসাসূচক পত্রের সহিত নিজ বিশ্বস্ত অনুচরকে দিয়া অরঙ্গজেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। অরঙ্গজেব "আলম্গীর" অর্থাৎ "বিশ্বজেতা" নাম পাইয়া মহা আনন্দিত হন এবং স্বীয় পুত্র মহম্মদ সুলতানকে নগর মধ্যে শান্তিস্থাপনার্থ প্রেরণ করেন। এই সময় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। অরঙ্গজেব তাঁহাদের পদবৃদ্ধি করিয়া ধনরত্নাদি উপহার প্রদান করেন।

১৭ই রমজান (৮ই জুন তারিখে) অরঙ্গজেব স্বীয় পুত্র মহম্মদ সুলতানকে বলিয়া পাঠান যে, প্রথমে তিনি আগ্রা দুর্গে যাইবেন ও দুর্গের প্রত্যেক দ্বারে নিজ বিশ্বস্ত অনুচরগণকে প্রহরী নিযুক্ত করিবেন। পরে তাঁহার পিতামহের নিকট গিয়া তাঁহার রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের প্রস্তাব করিবেন। বাহিরের কোন সংবাদ বৃদ্ধ সম্রাটের মহম্মদ সুলতান পিতৃনিদেশে পিতামহের হস্ত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে নির্জ্জনে বাস করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তৎপরে অরঙ্গজেব দারাশেকোর জায়গীর মেবাত অধিকার করিবার জন্য মহম্মদ জাফর খাঁকে পাঠাইলেন। রাজকোষাগার হইতে মুরাদকে ২৬৲ লক্ষ টাকা ও রাজার প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী দান করিয়া তখনও তাঁহাকে বশীভূত করিয়া রাখিলেন এবং ১২ই রমজান নিজে সসৈন্যে আগ্রায় প্রবেশ করিয়া দারাশেকোর অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে দারা লাহোরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে হয়ত অরঙ্গজেবের সেনা গোপনে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। নগরে প্রবেশ করিলেই তাহারা তাঁহাকে নগর মধ্যেই অবরুদ্ধ করিবে। তিনি বাহিরে থাকিয়াই অর্থ ও বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং সুলেমান শেকোর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সুলেমান শেকো সুজাকে পরাস্ত করিয়া বিহারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি অরঙ্গজেবের জয়বার্ত্তা শুনিয়া পিতার সহিত যোগ দিবেন কিনা, ইহাই ইতস্ততঃ করিতে ছিলেন। দারা পুত্রের অনর্থক বিলম্ব দেখিয়া নিজে আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না, ভয় হইল, কোন দিন অরঙ্গজেবের সেনা আসিয়া বন্দী করিবে। কাজেই তিনি ১৫ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া পঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইলেন। দারা এই সময় কাতরোক্তিতে নিজের বিপন্নাবস্থার কথা জানাইয়া পুত্রের নিকট বিহারে এবং নিজের দুর্দ্দশা হেতু বুদ্ধিভ্রংশতার কথা জানাইয়া পিতার নিকট আগ্রায় প্রত্যহ পত্র লিখিতেন।

অরঙ্গজেব এ দিকে নিজে গিয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন এবং সমস্তই ঈশ্বরেচ্ছায় ঘটিয়াছে বলিয়া প্রবোধ দিবেন বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু দারার প্রতি সম্রাটের অত্যধিক স্নেহ স্মরণ করিয়া আর নিজে যাইতে সাহস পাইলেন না, মধ্যম পুত্র মহম্মদ আজিমকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি গিয়া পিতামহকে ৫০০ আসরফী ও ৪ হাজার মুদ্রা নজর দিলেন। সম্রাট্ শোকে দুঃখে ক্রোধে চক্ষুর জলে আপ্লুত হইয়া পৌত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে আজিম পিতার হইয়া পিতামহের নিকট পিতৃবক্তব্য নিবেদন করিলেন। সম্রাট্ হাঁ না কিছুই বলিলেন না। তৎপরে অরঙ্গজেব জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতান ও ইস্মাইল খাঁকে বৃদ্ধ সম্রাটের প্রহরিতায় রাখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। খাঁ দুরান্ আলাহাবাদ অধিকারার্থ

এদিকে শাহজাহান্ কাবুলের শাসনকর্তা মহব্বত খাঁকে এক পত্র গোপনে লিখিয়া জানাইলেন যে দারাশেকো লাহোরে যাইতেছেন। সেখানে অর্থ ও লোকের অসদ্ভাব নাই এবং মহব্বত খাঁর ন্যায় সাহসী বীরও আর দ্বিতীয় নাই। অতএব তিনি স্বীয় সৈন্য লইয়া দারার সহিত মিলিত হইয়া আসিয়া এই দুই অবাধ্য দুর্দ্দান্ত পুত্রকে শাসন করিয়া সম্রাটকে উদ্ধার করুন।

মুরাদ ও অরঙ্গজেব দারার অনুসন্ধানে মথুরায় আসিয়া শিবির করিয়া থাকেন। এই সময় একদিন (৪ঠা শওয়াল) অরঙ্গজেব আর বৃথা ভার বহিয়া বেড়ান অসহ্যবোধে রাত্রিতে নিজ তাম্বুতে মুরাদকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করেন এবং অত্যন্ত মদ্যপান করাইয়া অচেতনাবস্থায় বন্দী করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে সালিনগড় দুর্গে পাঠাইয়া দেন। অপরের সন্দেহ নিবারণার্থ সেই সময়ে আরও তিনটা হস্তী সাজাইয়া আরও তিন দিকে পাঠাইয়া দেন। পরে তাঁহার সমস্ত ধনাদি হরণ করিয়া লইলেন।

ইতিমধ্যে দারা লাহোরে পঁহুছিয়া রাজকোষাগারে প্রায় কোটী টাকা প্রাপ্ত হইলেন ও আমীরদিগের নিকটেও সাহায্য পাইলেন। তিনি এখন সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এদিকে ১০৬৮ হিজিরায় ১লা জেলকদে (১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ ২২এ জুলাই তারিখে) অরঙ্গজেব শুভমুহূর্ত্তে দিল্লীতে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু স্বনামে মুদ্রা প্রচলন, বিভিন্ন দেশীয় রাজগণকে উপহার ও স্বনামে খুৎবা পাঠাদি এখন স্থগিত রহিল।

ওদিকে সুলেমান-শেকো পিতার পত্র পাইয়া পিতার সহিত মিলিত হইবার জন্য ও অরঙ্গজেবের হাত এড়াইবার জন্য হরিদ্বারের নিকট সসৈন্যে গঙ্গাপার হইয়া লাহোর অভিমুখে চলিলেন। অরঙ্গজেব সে সংবাদ পাইয়া বাহাদুর খাঁকে তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য পাঠাইলেন এবং নিজে লাহোর অভিমুখে চলিলেন। সুলেমান গঙ্গাপার হইয়া শুনিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে সেনা আসিতেছে, অমনি তিনি কাশ্মীর ঘুরিয়া যাইবেন বলিয়া শ্রীনগরের পাহাড়ের পথে উঠিলেন। শ্রীনগরের রাজা তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন ইহাও তিনি আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইল না; বরং তাঁহার নিজের সৈন্যদলও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল, কেবল ৫ শত মাত্র অশ্বারোহী তাঁহার সহিত রহিল। তখন তিনি আলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তখন আরও কতক অনুচর তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিল। দুই শত মাত্র সঙ্গী লইয়া পাছে শত্রু হস্তে পড়েন, এই ভয়ে আলাহাবাদ ছাড়িয়া পুনরায় শ্রীনগররাজের আশ্রয়ে গমন করিলেন। পথে বাদশাবেগমের জায়গীরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তিনি তাহার দেওয়ানের নিকট হইতে ২ লক্ষ টাকা লইলেন ও তাঁহার বাড়ী লুট করিলেন। শেষে তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত অনুচর তাঁহাকে ত্যাগ করিল। কেবল মহম্মদ শা কোকা একা তাঁহার সঙ্গে রহিল। তিনি পরে শ্রীনগরে উপস্থিত হইলে তথাকার রাজা তাঁহার ধনাদি লইয়া তাঁহাকে একপ্রকার বন্দীদশায় রাখিলেন, বাহাদুর খাঁ এই সংবাদ পাইয়া রাজাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে বন্দীকে সৈন্যের রক্ষকতায় তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়া তিনি আগ্রায় গমন করুন।

আমল্-ই-শালি পাঠে জানা যায়, শ্রীনগররাজ স্বীয় পুত্রের সমভিব্যাহারে সুলেমান শেকোকে বন্দী করিয়া পাঠাইয়া দিলেন এবং বাহাদুর খাঁ দুইদিন পরে তাঁহাকে নব সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিলে তিনি তাঁহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে রাখিয়া কক্নর (পোস্তর সরবৎ—মৃদু বিষ) খাওয়াইতে বলেন।

এই সময় আলীনকির পুত্রগণ মুরাদ্‌বক্‌সের নামে তাহাদের পিতৃহত্যার নালিশ করে। সম্রাট্ তাহাদিগকে রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত গ্রহণ করিতে গোয়ালিয়রে পাঠাইয়া দেন। মুরাদ এ সময়ে গোয়ালিয়রে বন্দী ছিলেন। কাজীগণ মুরাদের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে মুরাদ বলেন, 'আমায় বাঁচাইলে রাজ্যের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু বন্দীকে যদি বাঁচাইতে সম্রাটের ইচ্ছা না থাকে, তবে আর এ সকল আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হউক।' আলীনকির পুত্রদ্বয় দুই আঘাতে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করে। তৎপরে মৃদু বিষের প্রভাবে সুলতান শেকোর মৃত্যু হইলে পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়কেই সেই দুর্গে প্রোথিত করা হইল।

লাহোর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে দারা নানা লোভ দেখাইয়া প্রায় বিশহাজার অশ্বারোহী সংগ্রহ করিলেন। পরে সুজাকে হস্তগত করিবার জন্য নানা প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধ হইয়া এক পত্র লিখিলেন। সুজাও জ্যেষ্ঠের সাহায্যার্থ ঢাকায় সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এদিকে দারা লাহোরেই আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া প্রচার করিতে ও স্বনামে মুদ্রা চালাইবার ও খুৎবা পাঠের ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ইতিমধ্যে অরঙ্গজেবের সিংহাসন-গ্রহণের কথা লাহোরে পৌছিল; অমনি অনেকে ভয়ে দারার পক্ষ ত্যাগ করিল।

ওদিকে অরঙ্গজেবের সহিত সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মহারাজ যশোবন্ত স্বরাজ্যে পলায়ন করেন। রাজা ছত্রশাল্লর কন্যা তাঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন। স্বামী যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া মহারাণী স্বামীকে সাতিশয় তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। মহারাজ যশোবন্ত পত্নী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া অরঙ্গজেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চাহিলেন। সম্রাট্ তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন, তিনি দরবারে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ধনাদি দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিলেন ও তাঁহার মনসব (অশ্বারোহী সৈন্যের নায়কত্ব) তাঁহাকেই প্রদান করিলেন।

অরঙ্গজেব পঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইলে দারাশেকো ভীত হইলেন। একে তাঁহার অনেক সৈন্য অরঙ্গজেবের নামে ভয় পাইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার উপর পুনরায় সৈন্য সংগৃহীত হইতে না হইতে দিল্লীর বৃহৎ সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইল দেখিয়া তিনি এক সহস্র অশ্বারোহী ও কএকটী কামান লইয়া ঠট্টা ও মূলতানের দিকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সেনাপতি দাউদ খাঁ অরঙ্গজেবকে বাধা দিবার জন্য লাহোরেই রহিলেন। দাউদের উপর আদেশ দিয়া গেলেন যে, দিল্লীর সৈন্য যাহাতে নদী পার হইতে না পারে, তাহার উপায়ার্থ তাহাদের উপস্থিতির পূর্ব্বে তিনি যেন নদীস্থ সমস্ত নৌকাগুলি ডুবাইয়া পুড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন। কিছুদিন পরে অরঙ্গজেব মূলতানের নিকট ইরাবতীতীরে শিবির স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া দারা ভক্কর নামক স্থানে সরিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে মুয়াজ্জম খাঁ সুলতান সুজাকে পরাস্ত করিয়া আসিয়াছেন ও সম্রাট্পুত্র মুহম্মদ সুলতান তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছেন। এই সময় দারার আরও অনেক সৈন্য ছাড়িয়া গেল। তিনি বাধ্য হইয়া ধনরত্নাদির কতকাংশ ভক্করে রাখিয়া মরুভূমির মধ্য দিয়া শিবিস্থান নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেখ মীর তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া অতি নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি সহস্র অশ্বারোহী লইয়া আহ্মদাবাদ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সেখ মীরের সৈন্যদলও জলাভাবে পথক্লান্তিতে বলহীন হইয়া পড়িল। ভারবাহী ও অশ্বের মৃত্যুই অধিক হওয়ায় অধিকাংশ সৈন্য হাঁটিয়াই যাইতে লাগিল।

অরঙ্গজেব এই সময় শুনিলেন, দারাশেকো কচ্ছের মধ্য দিয়া আহ্মদাবাদের অতি নিকটে পঁহুছিয়াছেন ও পথে ৩।৪ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। সেখ মীর আর তাঁহার অনুসরণ করা বিফল বোধে পঞ্জাবের পথে ফিরিলেন এবং লাহোরের শাসনকর্ত্তা আমীর খাঁ সম্রাটের আদেশমত এই সময় সেলিমগড় হইতে মুরাদ বক্সকে তাঁহার সঙ্গে গোয়ালিয়ার দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে তাঁহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এদিকে দারা কচ্ছের জমীদারকে অর্থদানে বশীভূত করিয়া তাঁহার কন্যার সহিত নিজ পুত্র সিপেহর (সফীর) শেকোর বিবাহ দিবার আশ্বাস দেন। কচ্ছের জমীদার তাঁহাদিগকে লোক দিয়া আহ্মদাবাদে প্রেরণ করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে অরঙ্গজেবের শ্বশুর শাহনবাজ খাঁ তাঁহার সহিত দেখা করিয়া মুরাদ বক্সের পরিত্যক্ত প্রায় দশলক্ষ টাকার স্বর্ণ রৌপ্য তাঁহাকে প্রদান করেন। এই অর্থ পাইয়া দারা আবার বল সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করেন। দারার নব নিযুক্ত সেনাপতিরা একে একে সুরাট, কাম্বে, বরোচ প্রভৃতি বন্দর অধিকার করিয়া তাহাদের চতুর্দ্দিক্স্থ প্রদেশও হস্তগত করেন। পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার আবার ২০ সহস্র অশ্বারোহী সংগৃহীত হইল। তিনি তখন বিজাপুর ও হায়দরাবাদের শাসনকর্ত্তাদিগকে অর্থ ও সৈন্য পাঠাইতে লিখিলেন।

ইতিমধ্যে মহারাজ যশোবন্ত আবার বুদ্ধিদোষে মোগল দরবার হইতে তাড়িত হন। সুজার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া তাহার পক্ষাবলম্বন করেন। সুজা পরাজিত হইলে তিনি অপমানিত হইয়া দক্ষিণদিকে পলায়ন করেন। দারার আশা হইয়াছিল যে এই অপমানিত রাজপুতবীর সংবাদ পাইলে তাঁহার সহিত যোগ দিতে পারেন। কিন্তু তিনি মোগল দরবারে পুনঃপ্রতিপত্তি লাভাশায় আবার এক নূতন বিশ্বাসঘাতকার কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। দারা যখন দক্ষিণের নবগঠিত সৈন্যদল লইয়া অগ্রসর হইলেন, তখন যশোবন্ত পথিমধ্যে পত্রদ্বারা জানাইলেন যে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। অরঙ্গজেব এই সংবাদ পাইয়া আজমীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মির্জা রাজা জয়সিংহ এই সময় রাজা যশোবন্তের অপরাধ ক্ষমার জন্য অরঙ্গজেবকে যথেষ্ট অনুরোধ করেন। সম্রাট্ও সে কথা রক্ষা করেন। রাজা যশোবন্ত দারার সহিত মিলিত হইবার জন্য যোধপুর হইতে ২০ ক্রোশ চলিয়া গিয়াছিলেন, মির্জা-রাজ এই সংবাদ পাইয়া পথ হইতে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। দারা তাঁহাকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য দেবচাঁদ নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দুইবার ও সফীরশেকোকে একবার রাজার নিকট পাঠাইলেন, কিন্তু রাজা বাক্জাল বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে স্তোক দিয়া ভুলাইলেন।

সাহায্য-বিরহিত হইয়া তিনি আজমীরের পর্ব্বতমালা অবলম্বন করিয়া চতুর্দ্দিকে সুরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। পার্ব্বত্য পথ সকল পাথর ফেলিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। মধ্যে মধ্যে বন্দুকধারী ও কামান রাখিয়া আপনাকে সুরক্ষিত করিয়া নিজে মধ্যস্থলে রহিলেন। অরঙ্গজেব সংবাদ পাইয়া নিজ দলের কামান পাঠাইয়া দারার এই ব্যূহ ভাঙ্গিতে আদেশ দিলেন। তিন দিন ভীষণ যুদ্ধ হইল, কিন্তু দারার সৈন্য-সমাবেশ অতি নিপুণতার সহিত হইয়াছিল, সুতরাং বিপক্ষদল বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিল না। দারার লুক্কায়িত সৈন্য হঠাৎ সম্মুখীন হইয়া আক্রমণকারীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আবার স্বস্থানে গিয়া লুকাইল। পর দিন অরঙ্গজেব নিজ সেনাপতিবৃন্দকে ডাকিয়া উৎসাহিত ও সম্মান সংবর্দ্ধনার লোভ দেখাইয়া যামুনের জমীদার রাজা রাজরূপকে প্রথমাক্রমণের ভার দিলেন। রাজা রাজরূপ এক দল সাহসী পদাতি লইয়া দারার সৈন্যব্যূহের পশ্চাতে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতশিখরে গিয়া মোগল-সম্রাটের পতাকা উঠাইলেন। দারার সেনাপতিরা ভাবেন নাই যে, এই স্থানে আসিয়া শত্রুরা কোন্‌দিন তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। যাহা হউক, রাজা রাজরূপ এইরূপে পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়া শাহ নবাজ খাঁকে আক্রমণ করিলেন। শাহ নবাজের দলের সম্মুখভাগ সেখমীর ও আফগান বীর দিলীর খাঁ কর্ত্তৃক যুগপৎ আক্রান্ত হওয়ায় তিনি পরাস্ত হইলেন এবং জামাতৃযুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার অপমানে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

দারা পরাজয় ও শাহ নবাজের পতন শুনিয়া একবারে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন ও পুত্র সফীরশেকো, ফিরোজ মেবাতী ও কতিপয় অন্তঃপুরচারিণীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। কতকগুলি অল্পভার বহু মূল্য মণিমাণিক্য ভিন্ন তিনি আর সমস্তই ফেলিয়া আহ্মদাবাদের দিকে পুনরায় অগ্রসর হইলেন। রাত্রি ৩ ঘণ্টা অতীত হইয়া গেলে অরঙ্গজেব শুনিলেন দারা পলাইয়াছেন। তথনও দারার অগ্রবর্ত্তী সৈন্যের কোন কোন দল যুদ্ধ করিতেছিল। রাজা জয়সিংহ ও বাহাদুর খাঁ একদল সৈন্য লইয়া দারার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। দারা পাঁচ ক্রোশ চলিয়া গেলে তাঁহার ভৃত্যবর্গ পরস্পর বিবাদ করিয়া দারার পরিত্যক্ত ধনরাশির মধ্যে যে যাহা পাইল, সে তাহাই লইয়া সরিয়া পড়িল। যে সকল খোজা স্ত্রীলোকদিগের রক্ষার্থ ছিল, তাহারা লুণ্ঠনকারীদিগকে বলে না পারিয়া কেবল স্ত্রীলোকগণকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা পাইল। লুণ্ঠকেরা কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের মণিমাণিক্যাদি ও গাত্রাভরণ অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে হস্তীতে চড়াইয়া দিয়া তাঁহাদের উষ্ট্রগুলি লইয়া মরুভূমির মধ্য দিয়া পলায়ন করিল। খোজাগণ হস্তীসহ রমণীদিগকে লইয়া দেড় দিন পরে দারার সহিত মিলিত হইল। ভৃত্যবিরহিত, দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত ও অপদস্থ দারা একদল ক্ষুব্ধ, বিষণ্ণ, ক্লিষ্ট, অত্যাচারপীড়িত স্ত্রীলোক লইয়া মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া ৮ দিনে আহ্মদাবাদে উপস্থিত হইলেন। সহরের প্রধানগণ অরঙ্গজেবকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিয়া দারাকে নগর প্রবেশ করিতে বাধা দিল। ভাগ্যতাড়িত দারা সেখানেও এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া নগরাধিকারের আশা বিসর্জ্জন দিয়া সহরের দুইক্রোশ দূরে কারি নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই স্থানে দুর্দ্দান্ত কোলসর্দ্দার কাঞ্জি তাঁহার সহায়তা করিল এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গুজরাটের ভিতর দিয়া কচ্ছের সীমায় পঁহুছাইয়া দিল। কচ্ছের জমীদার ইতিপূর্ব্বে দারাকে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, এবার তাহা করিলেন না। পূর্ব্বে তিনি দারার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধির আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন ভাগ্যহীন দারার নিকট কোন আশা নাই দেখিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিলেন না। দারার চক্ষু বিগলিত হইল; তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভক্করে প্রস্থান করিলেন।

যে এতদিন এত দুর্দ্দশায়ও তাঁহার সঙ্গে ছায়ার ন্যায় ছিল; সিন্ধু প্রদেশের সীমায় পৌঁছিলে সেই ফিরোজ মেবাতি দেখিল, দুর্ভাগ্য আর দারাকে ছাড়িবে না। সেও তথন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দিল্লী প্রস্থান করিল। দারা কেবল পুত্রমাত্র সহায় হইয়া জাবিয়ান নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেখানকার মরুভূমির দস্যুরা তাঁহাকে বন্দী করিবে বলিয়া তাঁহার পথরোধ করিল। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দারা মকাশি জাতির দেশে উপস্থিত হইলেন। ঐ জাতির সর্দ্দার মির্জ্জা মকাশি তাঁহাকে আশ্রয় দিল এবং তাঁহাকে লোক দিয়া ১২ দিনের পথ দূরে কান্দাহারে পাঠাইয়া দিতে চাহিল। মির্জ্জা মকাশি তাঁহাকে ইরাণ (পারস্যে) যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু তথনও দারা দিল্লীর সিংহাসনের স্বপ্ন ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি কচ্ছের অন্তর্গত দাদরের জমীদার মালিক জিবানের নিকট যাইতে চাহিলেন। এই ব্যক্তি দারার নিকট অনেক বিষয়ে কৃতজ্ঞ ছিল। দারা উপস্থিত হইলে এই অতিথিহননকারী নরপশু তাহাকে স্বালয়ে লইয়া গেল। এখানে দুইদিন অবস্থিতির পর তাঁহার পত্নী নাদিরাবেগম ও কন্যা কুমারী পরবেজ দুর্দ্দশায় দুশ্চিন্তায় আমাশয় রোগাক্রান্ত হইয়া

কালকবলিত হইলেন। এইবার কচ্ছে প্রবেশকালে তাঁহার নিজের নিযুক্ত গুল মহম্মদ নামক সুরাট ও বরোচের শাসনকর্তা ৫০ জন অশ্বারোহী ও আড়াইশত বন্দুকধারী লইয়া দারার সহিত মিলিত হন ও বরাবর এপর্য্যন্ত সঙ্গে ছিলেন। এখন দুঃখের পর দুঃখ, বিপদের পর বিপদ্, নিরাশার পর নিরাশা ভোগ করিয়া দারা পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বুদ্ধি লোপ হইয়াছিল। তিনি ভবিষ্যদ্দৃষ্টিবিরহিত হইয়া এই গুল মহম্মদের হস্তে স্ত্রীকন্যার মৃত দেহ সমর্পণ করিয়া লাহোরে পাঠাইয়া দিলেন। বিপদের সময় এক মাত্র বিশ্বাসী বন্ধুকে দূরে পাঠাইয়া কয়েক জন ভৃত্য ও অকর্ম্মণ্য খোজামাত্র লইয়া দারা সেই স্থানেই রহিলেন।

পরদিন প্রাতে মালিক জিবানের সহায়তায় তিনি ইরাণে যাইতে প্রস্তুত হইলে মালিক উদ্যোগ করিল, কিন্তু কৃতজ্ঞতা বিসর্জ্জন দিয়া সে শ্রীবৃদ্ধির আশা আপাততঃ গোপন রাখিয়া দারার সহিত অগ্রসর হইল। কিয়দ্দূর গিয়া সামান্য অছিলা করিয়া স্বীয় ভ্রাতার অধীনে একদল বদমায়েস লোক রাখিয়া চলিয়া আসিল। এই ব্যক্তি দারার সহিত কিয়দ্দূর গিয়াই হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ ও বন্দী করিল। তৎপরে সফীর-শেকো এবং অন্যান্য লোককেও বন্দী করিয়া জ্যেষ্ঠের নিকট আনিয়া দিল। মালিক জিবান্ এই সংবাদ রাজা জয়সিংহ ও বাহাদুর খাঁর নিকট পাঠাইয়া দিল। বাহাদুর খাঁ ভক্করের শাসনকর্ত্তাকে এই সংবাদ শীঘ্র অরঙ্গজেবকে লিখিতে বলিলেন, ভক্করের শাসনকর্ত্তা বাকের খাঁ যথাকালে সম্রাটের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, বাহাদুর খাঁও পাঠাইলেন। অরঙ্গজেব উভয় স্থান হইতে সংবাদ পাইয়া বিশ্বাস করিলেন এবং ঢোল বাজাইয়া এই সংবাদ রাষ্ট্র করিলেন। সাধারণে সকলেই মালিক জিবানের বিশ্বাসঘাতকতায় চটিয়া নিন্দা করিতে লাগিল, কিন্তু দরবার হইতে সে ২০০ অশ্ব উপহার এবং এক হাজারী মনসব্দারের পদ প্রাপ্ত হইল।

এই সময় সুলেমানশেকো শ্রীনগররাজের আশ্রয়ে ছিলেন। রাজা রাজরূপ সম্রাটের আদেশবর্ত্তী হইয়া শ্রীনগররাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি সুলেমানকে আশ্রয় দেওয়াতে সম্রাট্ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। ইহার পরিণাম যাহা হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে বাহাদুর খাঁ দারাশেকো ও সফীরশেকোকে লইয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সম্রাট্ আদেশ দিলেন যে পিতাপুত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া হাতীতে চড়াইয়া নগরের সমস্ত বাজারে ঘুরাইয়া পুরাতন দিল্লীর খিজিরাবাদ নামক স্থানে বন্দী করিয়া রাখিতে হইবে। বাহাদুর খাঁ বন্দীদ্বয়কে লইয়া আসায় যথেষ্ট সম্মান ও পুরস্কার পাইলেন।

মালিক জিবান ইহার পর বক্তিয়ার খাঁ নাম লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। পথে চলিবার সময় যাহারা মনে মনে দারাকে ভালবাসিত, তাহারা ও সাধারণ লোকে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার গাত্রে কাদা ঢেলা মারিতে লাগিল, গালি দিতে লাগিল, শেষে তাহাকে খুন করিতে উদ্যত হইল। প্রস্তরাঘাতে তাঁহার অনুচরেরা অনেকে মারা পড়িল। মালিক গতিক বুঝিয়া ঢাল চাপা দিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গোলেমালে রাজপ্রাসাদে গিয়া আশ্রয় লইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। কোতয়াল আসিয়া তাঁহার অনুচরবর্গকে উদ্ধার করিল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, হৈবত খাঁ নামক একজন আহদী (রক্ষক) এই গোলমালের সূত্রপাত করে। তাহার শিরশ্ছেদ হইল।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বরের শেষে (১০৬৯ হিজিরার জেলহজ্জ) দারাশেকোর বিনাশের আদেশ হইল। ব্যবহারজীবীদিগের মতে তিনি ধর্ম্মবহির্ভূত, অনাচারী ও কাফেরদিগের সহবাসী ও তাহাদের আচারানুষ্ঠাতা বলিয়া মুসলমান শাস্ত্রানুসারে অপরাধী বলিয়া স্থির হইল। তাঁহার শিরশ্ছেদ হইলে তাঁহার ছিন্নদেহ হস্তীপৃষ্ঠে হাওদার মধ্যে স্থাপিত করিয়া নগর ভ্রমণ করাইয়া হুমায়ুন বাদশাহের কবর পার্শ্বে সমাহিত করা হইল। সফীরশেকো গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী রহিলেন।

হিন্দুবন্ধু মোগল সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী দারাশেকোর এইরূপে অস্ত হইল।

পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে, দারাশেকো একজন বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কাব্যজগতে তিনি 'কাদিরি' নামে খ্যাত। তিনি 'সফীনৎ উল্ আউলিয়া' নামে মহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম একীকরণ মানসে 'মজ্মা উল্ বহরইন্' নামে একখানি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ, ১০৬৩ হিজরায় 'মুন্তখব্ শাহনামা', 'হস্নাৎ উল্ অরিফীন্', 'রিসালা হক্‌নামা' প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পারসী গ্রন্থ রচনা করেন। "তিনি ফকীর মোলানার মুখে বেদের সার উপনিষদের পরিচয় পাইয়া কাশী হইতে সাধু, সন্ন্যাসী ও প্রধান পণ্ডিতদিগকে আনাইয়া তাঁহাদের মুখে উপনিষদের ব্যাখ্যা শুনিয়া ৬ মাস অনবরত পরিশ্রম করিয়া ১০৬৭ হিজিরায়

(১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে) টিপ্পনীসহ পারস্য ভাষায় সমস্ত প্রধান উপনিষদ্ অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন।

ফরাসী পণ্ডিত মুসো আঁকৃতাই ডুপেঁরো উক্ত অনুবাদিত উপনিষদ্গুলি আবার ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেন। এই ফরাসী অনুবাদ দেখিয়াই উপনিষদের উচ্চ তত্ত্ব য়ুরোপীয়দিগের নিকট সমাদৃত হয়। দারার পক্ষপাতশূন্য ধর্ম্মমত শুনিয়া হিন্দুগণ তাঁহাকে হিন্দু বলিয়াই মনে করিতেন। কাত্রু (Catrou) লিখিয়াছেন, যে দারা মৃত্যুকালে খৃষ্টীয় মতাবলম্বী ছিলেন। উপনিষদ্গুলির ভূমিকায় দারা বেদের ও কোরাণের আলোচনা করিয়া অতি সুন্দর কথা লিখিয়া গিয়াছেন *।

দারা নিজে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান পাইবার জন্য কেবল কোরাণে নির্ভর করিতেন না, তিনি হিন্দুর বেদোপনিষদাদি, খৃষ্টানের বাইবল প্রভৃতিও পাঠ করিতেন। উপনিষদের ভূমিকায় তিনি তাহাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন †। তিনি এই ভূমিকায় অন্য ধর্ম্মকে নিন্দা করা বা ঘৃণা করা যে কোরাণেরও অনভিমত তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ‡। তাঁহার প্রণীত পারস্য ভাষায় রচিত অথর্ব্ববেদোক্ত রুদ্রস্তবটী অতি সুন্দর।

দারি (ত্রি) দৄ-ণিচ্ ইন্। দারক।

দারিকা (স্ত্রী) দারক টাপি অতইত্বং। কন্যা।

"অরিষ্টং বৃষভং কেশিং পূতনাং দৈত্যদারিকাং

(হরিবংশ ৪১।১৫৯)

দারিকাদান (ক্লী) দারিকায়াং দানং। কন্যাদান, কন্যাকে সৎপাত্রকরণ।

দারিকেশ্বর, বাঙ্গালার অন্তর্গত বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলার একটী নদ। মানভূম জেলাস্থ তিলাবনি পাহাড়ের নিকট এই নদ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার মধ্য দিয়া ভাগীরথীর মোহানায় পতিত হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলা দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় ইহার স্রোত পূর্ব্বমুখে এবং দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পুনরায় মিলিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উপনদী গন্ধেশ্বরী বাঁকুড়া সহরের ৩ মাইল পূর্ব্বে দারিকেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলা দিয়া গমনকালে দারিকেশ্বর তারাজুলি ও আমোদর নামক আরও দুইটী উপনদের সহিত মিলিত হইয়া বক্রিমতরঙ্গে প্রধানতঃ দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছে। তাহার পর ইহা হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যসীমা দিয়া মোহানা পর্য্যন্ত গিয়াছে। বর্দ্ধমান জেলা হইতে বহির্গত হইবার পর ইহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপনারায়ণ হইয়াছে। প্রতি মাইলে ইহার প্রবণতা দামোদর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলেও ইহাতে দামোদরের ন্যায় অনেক সময় হড়্পা বাণ পড়িয়া থাকে। এই হড়্পা বাণ প্রায় ৪।৫ ফিট্ উচ্চ জলের প্রাচীরের ন্যায় নদী ও কূপ পূর্ণ করিয়া ভীষণ বেগে সহসা আগমন করে এবং মনুষ্য, পশু, পাখী, ঘোড়া প্রভৃতি যাহা সম্মুখে পড়ে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। কামিনীগণ সলিল পার্শ্বে বালুকোপরি কলস রাখিয়া স্নান করিতেছে, এমন সময় সহসা কল কল গম্ভীর নিনাদে ভীষণ বেগে হড়্পা আসিল, রমণীগণ শশব্যস্তে কুম্ভ লইয়া তীরে উঠিতে না উঠিতে বাণ আসিয়া পড়িল, কুম্ভ সহিত তাহারা ভাসিয়া চলিল,—এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে। বর্ষাকালে কখন কখন ইহাতে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত এমত বন্যা থাকে, যে যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়। নদী মধ্যে স্থানে স্থানে বড় বড় পাথর আছে। উহাতে নৌকাদি লাগিলে

* ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল—"Happy is he, who having abandoned the prejudices of vile selfishness, sincerely and with grace of God renouncing all partiality, shall study and comprehend this translation which is to be denominated 'mighty secrets', knowing it to be a translation of the words of God, he shall become unperishable and without dread and without solicitude, and eternally liberated."

(a) 'And whereas the views of this seeker of plain truth were directed to the origin of the being, in Arabic language, and the Syriac, and the Chaldaic, and the Sanskrit, he was desirous to comprehend these *Opnekhats*, which are a treasury of monotheism and in which the proficients, even among that tribe, were become very rare by translating without any worldly motives in a clear style word for word."

(b) And whereas the holy *Koran* is almost totally mysterious, and at the present day the understanders thereof are very rare, he (Dara) was desirous to collect into view all the heavenly books, that the very word of God itself might be its own commentary; and if in one book it be compendious, in another book it might be found diffusive, and from the detail of one, the other might be comprehensible, he had therefore cast his eyes on the books of Moses, and the Gospels, and the Psalms and other holy pages."

† "And it is also known out of the holy *Koran* that there is no tribe without a prophet and without a Bible and from sundry passages therein it is proved, that God inflicts no punishment on any tribe until a Prophet hath been sent to them and that there is no country wherein a religion accompanied with prophecy hath not been placed."

‡ See "Historical Fragments of the Moghul Empire", pp. 240—250.

ভাঙ্গিয়া যায়। বর্ষা ভিন্ন অন্য সময় ইহাতে অধিক জল থাকে না। গ্রীষ্মকালে নদীর অধিকাংশ স্থানই বালুকাময় গর্ভে পরিণত হয়। বালুকা খনন করিলে পর জল পাওয়া যায়। তবে ইহাতে অনেক স্থানে বন্যার সময় স্রোত-বেগে বালুকারাশি অপসৃত হওয়ায় গভীর ও বহুদীর্ঘ দহ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল দহে গ্রীষ্মকালেও প্রচুর জল থাকে। দারিকেশ্বরে নৌকাদি দ্বারা প্রায় বাণিজ্যাদি হয় না। দুই চারিটা বড় বড় কাঠ সময় সময় বর্ষাকালে মানভূম হইতে ভাসাইয়া পূর্ব্বদিকে আনা হয় মাত্র। ইহার তীর অতিশয় উর্ব্বরা। বর্দ্ধমান ও হুগলীজেলায় বন্যা-ভয়নিবারণার্থ ইহার তীরে বাঁধ আছে।

দারিত (ত্রি) দার্য্যতে স্মেতি দৃ-ণিচ্ ক্ত। কৃতদারণ। পর্য্যায় ভিন্ন, ভেদিত, বিদারিত, তাড়িত।

"অংশুমানেব মুক্তস্তু সগরেণ মহাত্মনা।
জগাম দুঃখাৎ তং দেশং যত্র বৈ দারিতা মহী॥"(ভারত ৩।১০৭।৪৯)

দারিদ্র্য (ক্লী) দরিদ্রস্য ভাবঃ দরিদ্র-ষ্যঞ্। দরিদ্রতা, অকিঞ্চনতা, ধনাদিরাহিত্য।

"সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনং।
সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং
ধৃতঃ শরীরেন মৃতঃ স জীবতি॥" (মৃচ্ছকটিক)

দুঃখানুভব করিয়া সুখ শোভা পায়, যাহারা সুখ হইতে দরিদ্রতা প্রাপ্ত হয়, তাহারা মৃতকল্প হইয়া জীবন ধারণ করে। এক দারিদ্র্য অনন্ত দুঃখদায়ক, গুণবান্ লোকসমূহও দারিদ্র্য দশা প্রাপ্ত হইলে তাহাদের সকল গুণরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দারিল, বৎস শর্ম্মার প্রপৌত্র। ইনি অথর্ব্ববেদীয় কৌশিক-সূত্রের টীকা রচনা করেন।

দারী (স্ত্রী) দারয়তি পদতলমিতি দৃ-ণিচ্-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৮) ততো ঙীষ্। ক্ষুদ্ররোগ বিশেষ, এই রোগের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে, যাহারা পদব্রজে অধিক গমন করে, তাহাদের বায়ু কুপিত হইয়া অত্যন্ত রুক্ষ হয় এবং পরে পাদতল বেদনার সহিত বিদারিত হয়, এইরূপ হইলে তাহাকে দারীরোগ কহে।

"পরিক্রমণশীলস্য বায়ুরত্যর্থরুক্ষয়োঃ।
পাদয়োঃ কুরুতে দারীং সরুজাং তলসংশ্রিতাং॥" (ভাবপ্র°)

দারী চিকিৎসা—পাদদারীরোগে শিরাবেধপূর্ব্বক রক্তমোক্ষণ এবং স্নেহ স্বেদ ও প্রলেপদ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। মোম, ছাগাদির বসা ও মজ্জা, ঘৃত ও যবক্ষার এই সকল মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা মুহুর্মুহু প্রলেপ দিতে হইবে। বিশেষ কিছু উক্ত না থাকায় বসা ও মজ্জা স্থলে ছাগাদিরই গ্রহণীয়। মদনপালের মতানুসারে মেদ, বসা ও মজ্জা, অমুক্ত স্থলে গ্রাম্য ও অনূপজাতির গ্রহণ করিবে। ধূনা, সৈন্ধব ও লৌহ এই সকল ঘৃত ও মধুর সহিত মন্থন করিয়া সার্ষপ তৈল মিশ্রিত করিয়া পাদদ্বয়ে ম্রক্ষণ করিলে দারীরোগ নষ্ট হয়। মোম, শিলাজতু, ঘৃত, গুড়, গুগ্‌গুলু, ধূনা ও গেরিমাটি, এই সকল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পাদদারী দূর হয়। ধুতুরাবীজের মূল, কল্ক এবং মানকচুর ক্ষার জল দিয়া সার্ষপ তৈলে পাক করিয়া পাদদ্বয়ে ম্রক্ষণ করিলে পাদদারী ভাল হয়। (ভাবপ্র°)

দারু (পুং ক্লী) দীর্য্যতে ইতি দৃ-উণ্ (দৃসনিজনীতি। উণ্ ১।৩) ১ কাষ্ঠ। ২ পিত্তল। ৩ দেবদারু। ৪ শিল্পী। ৫ দারক। (ত্রি) দা-দানে দো খণ্ডনে বা রু। ৬ দানশীল। ৭ খণ্ডনশীল।

দারুক (ক্লী) দারু স্বার্থে কন্। ১ দেবদারু। (পুং) ২ কৃষ্ণের সারথি, ইনি অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। দারুক সুভদ্রাহরণের সময়ে যাদবদিগের বিপক্ষতাচরণ করিবার ভয়ে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, আপনি আমাকে বন্ধন করিয়া নিজ রথে লইয়া অভীষ্টস্থানে গমন করুন। আমি যাদবদিগের বিপক্ষে রথ চালাইতে পারিব না। ইনি শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ সমীপে আনিয়া কৃষ্ণের নিদেশ বলিয়া অরণ্য আশ্রয় করেন। (ভাগ° ভারত) ৩ যোগাচার্য্য বিশেষ, ইনি মহাদেবের অবতার স্বরূপ।

"জটামালী চাট্টহাসো দারুকো লাঙ্গলী তথা।" (বায়ুস° ২।১০।৪)

দারুকচ্ছ (পুং) দেশভেদ। (ত্রি) তত্র ভবঃ কচ্ছান্তদেশবাসিত্বাৎ বুঞ্। দারুকচ্ছক, দারুকচ্ছদেশভব।

দারুকদলী (স্ত্রী) দারুবৎ কঠিনা কদলী। ১ বনকদলী। ২ কাষ্ঠকদলী। কাঠকলা। (রাজনি°)

দারুকা (স্ত্রী) দারুণা কাষ্ঠেন কায়তি কৈ-ক, টাপ্। কাষ্ঠময়ী স্ত্রী, কাঠের পুতুল। পর্য্যায়—পত্রিকা, দারুস্ত্রী, শালভঞ্জিকা, শালভঞ্জী, শালাঙ্কী, দারুপুত্রিকা, কুরুঙ্গী, দারুগর্ভা। (হারাবলী)

দারুকাবন (ক্লী) বনময় তীর্থভেদ।

দারুকি (পুং) দারুকস্য অপত্যং ফিঞ্। দারুকের অপত্য।

দারুকেশ্বর (পুং) শিব লিঙ্গভেদ। (শিবপু°)

দারুকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) শিবপুরাণোক্ত তীর্থভেদ।

দারুগন্ধা (স্ত্রী) চীড়ানামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

দারুগর্ভা (স্ত্রী) দারুময়ো গর্ভো যস্যাঃ। দারুময় স্ত্রী।

দারুচিনি (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত গুড়ত্বক্। ভাবপ্রকাশের মতে—ইহার পর্য্যায় ত্বক্‌স্বাদু ও দারুসিতা। শব্দরত্নাবলী মতে—পর্য্যায় সুতকট, ভৃঙ্গ, ত্বক্‌পত্র, বরাঙ্গক, ত্বক্, চোল,

পত্র, হৃদ্য, সুরভিবল্কল, উৎকট, চোচ, গুড়ত্বক্। বাঙ্গালায় ডালচিনি, পঞ্জাবে কিরফা বা দারচিনি, বোম্বাই অঞ্চলে তাজ, দলচীণি বা তিথি, তৈলঙ্গে দারলিঙ্গ, লবঙ্গপত্তা, সন্নলবঙ্গপত্তা, দ্রাবিড়ে করুবা, কর্ণাটে দলচিনি বা লবঙ্গপত্তে, সিংহলে রসমু, কুরুন্দু, আরবী দারসীনি, কির্ফাহে, শৈলানিয়া; পারসী দারচিনি বা তলিথাহে। [গুড়ত্বক্ দেখ।]

সিংহলের বনজঙ্গলে দারুচিনির গাছ আপনাপনি যথেষ্ট জন্মে, সিংহলের পশ্চিম উপকূলেও এই গাছের চাষ আছে। দাক্ষিণাত্যে ও তেনসরিম প্রদেশেও দারুচিনি গাছ হইতে দেখা যায়। (Cinnamonum zeylanicum) বাইবেলের আদি পুস্তকে এই দারুচিনি Kinnemon নামে বর্ণিত হইয়াছে (Exodus XXX. 20.)

বাণিজ্য ক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর দারুচিনি প্রচলিত, সিংহলের দারুচিনি ও চীনের দারুচিনি। চীনের দারুচিনি অতি নিকৃষ্ট।

সিংহল, চীন, শ্যাম, কোচীন চীন ও যবদ্বীপ হইতে প্রধানতঃ দারুচিনি রপ্তানী হয়। এতন্মধ্যে সিংহলের দারুচিনিই বহু প্রাচীনকাল হইতে বিদেশে রপ্তানী ও আদৃত হইয়া আসিতেছে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে (ওলন্দাজদিগের আধিপত্য কাল পর্য্যন্ত) সিংহলে সর্ব্বস্থানে বন্যাবস্থায় দারুচিনি গাছ জন্মিত, তখনও কেহ দারুচিনির চাষ করিত না। নরম জমি হইতে যে দারুচিনি পাওয়া যাইত, তাহাই উৎকৃষ্ট এবং তাহাই গরম মসলার জন্য য়ুরোপ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইত।

গাছের ছালই বঙ্গদেশে দারুচিনি বা দালচিনি নামে খ্যাত। সিংহলে ও দাক্ষিণাত্যে যাহারা ত্বক্ সংগ্রহ করে, তাহারা সচরাচর ৯ প্রকার দারুচিনির কথা উল্লেখ করিয়া থাকে—১ নাগ, ২ কপুর অর্থাৎ কর্পূরযুক্ত, ৩ বাহতে বা ধারক, ৪ সবেল অর্থাৎ আটাল, ৫ ডবুল অর্থাৎ ডম্বরু, ৬ নিকা অর্থাৎ বন্য, ৭ মাল অর্থাৎ ফুলওলা, ৮ তোপৎ অর্থাৎ তেপাতা এবং ৯ বে কুরুন্দু অর্থাৎ উইধরা দারুচিনি।

দারুচিনিগাছের শিকড়ে কর্পূর এবং ভিতরের ছাল, পত্র ও মূল এই তিন স্থান হইতে তিনপ্রকার তৈল পাওয়া যায়। সিংহলে ও ইংলণ্ডে ছাল চোঁয়াইয়া শতকরা অর্দ্ধ বা এক ভাগ তৈল প্রস্তুত করে। এই তৈল দেখিতে সোণার মত, তাহাতে দারুচিনির মিষ্টতা, সুগন্ধ এবং অল্প পোড়া গন্ধ থাকে। ইহা সুগন্ধি দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। পাতায় তৈল হয়, তাহার গন্ধ লবঙ্গের মত। সিংহল হইতে তাহা 'লবঙ্গতৈল' বলিয়াই রপ্তানী হয়। ইহা দেখিতে কটা ও আটাল। মূল হইতে যে তৈল হয়, তাহা দেখিতে পীতবর্ণ, ইহা জল অপেক্ষা হাল্কা। ইহা কর্পূর ও দারুচিনির গন্ধবিশিষ্ট এবং উগ্র কর্পূরাস্বাদযুক্ত। এই গাছের ফল হইতেও পূর্ব্বকালে এক প্রকার তৈল হইত, এখন আর এ তৈল পাওয়া যায় না।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে দারুচিনির গুণ সুগন্ধ, উত্তেজক, বায়ুনাশক, উদরাধ্মান, উদরশূল, অন্ত্রের আক্ষেপজনক পীড়া, বলহারক উদরাময়, পাকস্থলীর প্রদাহ, রজসাধিক্য প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। দন্তশূল ও জিহ্বার পক্ষাঘাতে ইহা অতিশয় তেজস্কর। আমাশয় রোগেও ২০ গ্রেণ দারুচিনির গুঁড়া প্রয়োগে অনেক সময় উপকার দর্শে।

দারুজ (ত্রি) দারুণো জায়তে জন-ড। ১ মর্দ্দল বাদ্যভেদ, মাদল। ২ কাষ্ঠনির্ম্মিত। "আসনং প্রথমং দদ্যাৎ পৌষ্পং দারুজমেব বা।" (কালিকাপু° ৬৭ অ°)।

দারুণ (পুং) দারয়তীতি দৃ-ণিচ্-উনন্ (কৃবৃদারিভ্য উনন্। উণ্ ৩।৫৩) ১ চিত্রক বৃক্ষ, চিতা গাছ। ২ ভয়ানক রস। ৩ ভয়ানক, ভীষণ, দুঃসহ। ৪ ভয় হেতু। "হৃদয়কুসুমশোষী দারুণঃ দীর্ঘশোকঃ।" (সাহিত্যদ°)। ৫ রৌদ্রসংজ্ঞক নক্ষত্রগণ। ৬ বিদারক। ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭৪)

দারুণক (ক্লী) দারুণবৎ কায়তীতি কৈ-ক। মস্তকজাত ক্ষুদ্ররোগবিশেষ, খুস্কী, হিন্দী রুসী। বায়ু ও কফ কুপিত হইয়া মস্তকের কেশস্থল আশ্রয় করে, ইহাতে কেশভূমি কণ্ডুযুক্ত, রুক্ষ ও কর্কশ অর্থাৎ উপরিভাগের ত্বক্ শুষ্ক হইয়া উঠে, এইরূপ হইলে তাহাকে দারুণক কহে। ইহার চিকিৎসা—পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলায় ও সৈন্ধব এই সকল মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ নষ্ট হয়। আম্রবীজ ও হরীতকী সমভাগে দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ নষ্ট হয়। গুঞ্জাফলের কল্ক এবং ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে কণ্ডু ও দারুণক কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়। (ভাবপ্র°)

দারুণতা (স্ত্রী) দারুণস্য ভাবঃ দারুণ-তল্, স্ত্রিয়াং টাপ্। দারুণের ভাব, কঠোরতা।

দারুণা (স্ত্রী) তিথিভেদ, অক্ষয়তৃতীয়া। "তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞা যা দারুণা সা প্রকীর্ত্তিতা।" (স্মৃতি)। ২ নর্ম্মদাখণ্ডাধিষ্ঠাতৃদেবীভেদ। (শব্দার্থচি°)

দারুণাত্মন্ (ত্রি) দুরাত্মা, কঠোর হৃদয়।

দারুণ্য (ক্লী) ১ কার্কশ্য। ২ উগ্রতা, কঠোরতা, ভীষণতা।

দারুতীর্থ (ক্লী) শিবপুরাণোক্ত তীর্থভেদ।

দারুনিশা (স্ত্রী) দারুপ্রধানা নিশা হরিদ্রা। দারুহরিদ্রা।

দারুপত্রী (স্ত্রী) দারুণঃ দেবদারুণঃ পত্রমিব পত্রমস্যাঃ, ঙীপ্। হিঙ্গুপত্রী।

দারুপাত্র (ক্লী) দারুণঃ পাত্রং, বা দারুনির্ম্মিতং পাত্রং। কাষ্ঠজলাধারাদিপাত্র। দারুপাত্র যতিগণের ব্যবহার্য্য।
"অলাবুং দারুপাত্রঞ্চ মৃণ্ময়ং বৈদলং তথা।
এতানি যতিপাত্রাণি মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥" (মনু)

দারুপীতা (স্ত্রী) দারুণা কাষ্ঠেন পীতা, কাষ্ঠপ্রধানত্বাৎ তথাত্বং। দারুহরিদ্রা।

দারুপুত্রিকা (স্ত্রী) দারুময়ী পুত্রিকা। কাষ্ঠপুত্তলিকা, দারুকা।

দারুফল (পুং) ফল ও বৃক্ষভেদ। (Pistachio)

দারুব্রহ্ম, জগন্নাথ। [জগন্নাথ দেখ।]

দারুময় (ত্রি) দারুনির্ম্মিতং দারু-ময়ট্। কাষ্ঠনির্ম্মিত।

দারুমেদ, বৃক্ষবিশেষ। (Tomex sebifera)

দারুমুখ্যাহ্বয়া (স্ত্রী) দারুমুখ্যং আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে আ-হ্বে অচ্। গোধা।

দারুমুষা (স্ত্রী) দারুপ্রধানা মুষা। দারুমোচাখ্যা বিষ।

দারুযন্ত্র (ক্লী) দারুময়ং যন্ত্রং। কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রভেদ।
"অস্বতন্ত্রোহি পুরুষঃ কার্য্যতে দারুযন্ত্রবৎ।
কেচিদীশ্বরনির্দ্দিষ্টাঃ কেচিদেব যদৃচ্ছয়া॥"(ভারত উ° ১৫৮ অ°)।

দারুবধূ (স্ত্রী) দারুময়ী বধূঃ বধূপ্রতিমা দারুময়ী বধূরিব বা। ১ কাষ্ঠপুত্তলিকা। ২ কাষ্ঠময়ী স্ত্রীপ্রতিমা।
"জলবিন্দুমিন্দুমণিদারুবধূঃ" (মাঘ)

দারুবহ (ত্রি) দারু বহতি বহ-অচ্। দারুবাহক, যে কাষ্ঠ বহন করে।

দারুসার (পুং) দারুষু সারঃ শ্রেষ্ঠঃ। চন্দন। (শব্দার্থচি°)

দারুসিতা (স্ত্রী) দারুণি সিতেব। দারুচিনি, গুড়ত্বক্।
"জ্ঞেয়া দারুসিতা স্বাদ্বী তিক্তা চানিলপিত্তহৃৎ।" (ভাবপ্র°)।

দারুহরিদ্রা (স্ত্রী) দারুপ্রধানা হরিদ্রা স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিশেষ, (Curcuma xanthorrhiza) পর্য্যায়—পীতদ্রু, কালেয়ক, হরিদ্রু, দার্ব্বী, পচম্পচা, পর্জ্জনী, পীতিকা, পীতদারু, স্থিররাগা, কামিনী, কটঙ্কটেরী, পর্জ্জন্যা, পীতা, দারুনিশা, কালীয়ক, কামবতী, দারুপীতা, কর্কটিনী, দারু, নিশা, হরিদ্রা। (শব্দর°) ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, ব্রণ, মেহ, কণ্ডু, বিসর্প, ত্বগ্দোষ ও চক্ষুদোষনাশক। (রাজব°)। দারুহরিদ্রা হরিদ্রার তুল্য গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা নেত্ররোগ, কর্ণরোগ ও মুখরোগনাশক। (ভাবপ্র°)

দারুহস্তক (পুং) হস্ত ইব প্রতিকৃতিঃ কন্ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬)। দারুণো হস্তকঃ। কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্ত, কাঠের হাতা, পর্য্যায় তর্দ্দূ।

দারোগা (পারসী) শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারিবিশেষ, থানাদার, পুলিশ আমলা।

দার্ঘসত্র (ত্রি) দীর্ঘসত্রে ভবঃ দীর্ঘসত্র-অণ্ ততো আগুচ আৎ (দেবিকাশিংশপেতি। পা ৫।৩।৯৬) দীর্ঘসত্রযাগোৎপন্ন, বহুদিন ধরিয়া যে যজ্ঞ করিতে হয় তৎসম্বন্ধীয়।

দার্জ্জিলিঙ্, ১ বঙ্গের লেফ্টেনাণ্ট্ গবর্ণরের শাসনাধীন রাজশাহী-কোচবিহার বিভাগের উত্তরভাগস্থ একটী জেলা। অক্ষা° ২৬° ৩০´৫০´´ হইতে ২৭° ১২´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১´৩০´´ হইতে ৮৮° ৫৩´৩৫´´ পূঃ, নেপাল ও ভূটান রাজ্যের মধ্যে সিকিমরাজ্যাভিমুখে বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ১২৩৪ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ২২৩৩১৪। তন্মধ্যে হিন্দু ১৭১১৭১, মুসলমান ১০০১১, বৌদ্ধ ৪০৫২০, খৃষ্টান ১৫০২, জৈন ৮০, শিখ ২৭, পারসী ৩ জন। ইহার মধ্যে দুইটী নগর ও ১৩১৭টী গ্রাম আছে।

এই জেলা দুইভাগে বিভক্ত—এক ভাগ পার্ব্বতীয় ও অপর ভাগ তরাই। তরাই বা পর্ব্বতের তলদেশকে এখানকার লোকেরা মোরঙ্গ বলে। তরাই প্রদেশ অস্বাস্থ্যকর।

এই জেলায় সমতলক্ষেত্র সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০০ ফিট্ মাত্র উচ্চ, কিন্তু তাহার পার্শ্ব হইতেই গিরিমালা উঠিয়া ৬০০০ হইতে ১০০০০ ফিট্ উচ্চ শৃঙ্গ বিস্তার করিয়াছে। তাহার পার্শ্বভূভাগ সমুজ্জ্বল তুষারমণ্ডিত। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ ধবলগিরি ও কাঞ্চনজঙ্ঘা ঐ তুষারময় প্রদেশের সহিত সম্মিলিত। এই পার্ব্বতীয় প্রদেশে ১২ হাজার ফিট্ উচ্চ পর্য্যন্ত স্থানে শ্যামল তৃণাদি দৃষ্ট হয়। তাহার উপর তালীশপত্র জাতীয়, তাহার নিম্নে দেবদারু, পাইন প্রভৃতি এবং সমতলের নিকট মূল্যবান্ শালবৃক্ষ জন্মে।

তরাই অংশে পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া জ্বরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল, মেচ, ধীমাল ও কোচেরা জঙ্গল পোড়াইয়া জমি পরিষ্কার করিয়া চাষবাস করিত। এখন চা ও কৃষির জন্ম অধিকাংশ বন জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে।

বৃটীশাধিকৃত ভূভাগের মধ্যে এখানে সিঙ্গালীলা পাহাড়টীই সর্ব্বোচ্চ, ইহার অনেকগুলি উচ্চ শৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যে ফলালুম্ ১২০৪২ ফিট্ উচ্চ, স্বুবরগী ১০৪৩০ ফিট্ ও তঙ্গলু ১০০৮৪ ফিট্ উচ্চ।

ইতিহাস। পূর্ব্বে এই জেলা সিকিমরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণ যে সময় প্রভূত বিক্রমে নেপাল অধিকার করিয়া স্বরাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই সময় সিকিমরাজ রাজ্যচ্যুত হইয়া বৃটীশ গবর্মেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার কএক বর্ষ পরে নেপালের সহিত ইংরাজরাজের যুদ্ধ ঘটে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে নেপালরাজ পরাস্ত হইয়া বৃটীশ সেনাপতি সর্ ডেভিড্ অক্টরলনির সহিত সন্ধি করেন। ঐ সন্ধিক্রমে সিকিম ও

তাহার দক্ষিণাংশ বৃটীশ শাসনাধীন হয়। বৃটীশ গবর্মেণ্ট সিকিমরাজ্য প্রকৃত স্বত্বাধিকারীকে অর্পণ করিলেন। এই সময় হইতে সিকিম ইংরাজের মিত্ররাজ্য বলিয়া গণ্য হইল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্য সীমা লইয়া নেপাল ও সিকিমে আবার বিবাদ উপস্থিত হয়। মেজর বয়েড গবর্ণর জেনারলের প্রতিনিধি স্বরূপ বিবাদ মিটাইয়া দেন। এই সময় বয়েড সাহেব সিকিমরাজকে জানাইলেন যে, গবর্ণর জেনারল দার্জ্জিলিঙ্গের জলবায়ুর গুণের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহাকে দার্জ্জিলিঙ্গ অর্পণ করিলে তিনি প্রীত হইবেন। তদনুসারে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সিকিমরাজ দার্জ্জিলিঙ্গের পার্ব্বতীয়াংশ অর্থাৎ বড় রঙ্গিত নদীর দক্ষিণ, কালিয়াল, রুষী (বলাসন) ও ছোট রঙ্গিত নদীর পূর্ব্ব এবং রংনায়ু ও মহানন্দা নদীর পশ্চিম এই চতুঃসীমাবর্ত্তী ভূভাগ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করেন। উক্ত বয়েড সাহেবই দার্জ্জিলিঙ্গে পাহাড়কাটা পথ প্রস্তুত করিয়া যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেন। রেলপথ হইবার পূর্ব্বে এই পথ দিয়াই লোকে দার্জ্জিলিঙ্গ যাইত। শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ আসিবার রেলপথের ধারে উক্ত পাহাড়কাটা পথ দেখা যায়। এখন ভূটীয়ারাই কেবল ঐ পথ ব্যবহার করে।

উক্ত পথ প্রস্তুত করিয়া বয়েড সাহেব সিঞ্চল পাহাড়ে সৈনিক শিবির নির্ম্মাণ, ভূম্যাদির বন্দোবস্ত ও বিচারালয়াদি স্থাপন করেন। তৎপরে তাঁহার যত্নে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে নেপালরাজের নিকট হইতে বৃটীশ গবর্মেণ্ট বলাসন ও ছোট রঙ্গিত নদীর পশ্চিমাংশ ও মেচী নদীর পূর্ব্বাংশস্থিত ভূখণ্ড প্রাপ্ত হন। অল্প দিন মধ্যেই দার্জ্জিলিঙ্গ বঙ্গের রাজপুরুষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং অকর্ম্মণ্য য়ুরোপীয় সৈনিকগণের স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া গণ্য হইল। এই সময়ে অনেকেই গৃহাদি নির্ম্মাণ কারণ জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। তখনও দার্জ্জিলিঙ্গে চার চাষ প্রচলিত হয় নাই। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার হুকার বৃটীশ গবর্মেণ্ট ও সিকিমরাজের আদেশ লইয়া দার্জ্জিলিঙ্গের সুপারিণ্টেণ্ডণ্ট ডাক্তার ক্যাম্বেলের সহিত সিকিমরাজ্যে গমন করেন। তাঁহারা রাজমন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে ধৃত ও বন্দী হন। তাঁহাদের অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য একদল বৃটীশ সৈন্য প্রেরিত হইল। বৃটীশ গবর্মেণ্ট সিকিমরাজকে বর্ষে বর্ষে টাকা পাঠাইতেন, তাহাও বন্ধ করিলেন। এই সময়ে সিকিম তরাই লইয়া প্রায় ৬৪০ বর্গমাইল জমি বৃটীশ শাসনাধীন হইল। আবার ভূটান যুদ্ধের পর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিস্তানদীর পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ সমুদায় পার্ব্বতীয় ভূভাগ দার্জ্জিলিঙ্গের সামিল হয়। এখন সিকিমরাজের সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্টের বেশ মিত্র ভাব। সিকিমরাজ দার্জ্জিলিঙ্গের ডেপুটী কমিসনরের মত লইয়া সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন। বৃটীশ গবর্মেণ্ট রাজার বার্ষিক বৃত্তি বাড়াইয়া এখন ১২০০০৲ টাকা স্থির করিয়াছেন।

স্বাস্থ্যাবাস বলিয়াই দার্জ্জিলিঙ্গের লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ নর্দারন্ বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ে হওয়া অবধি বঙ্গবাসী য়ুরোপীয়দিগের নিকট সিমলাশৈল অপেক্ষা দার্জ্জিলিঙ্গের আদর বাড়িয়াছে। এখন কেহ মনে করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ যাইতে পারেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিঙ্গে প্রথম চা বাগান হয়। অল্পদিন মধ্যেই এখানকার চা সর্ব্বত্র আদৃত হওয়ায় চা বাগানের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহাতে লোকসংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে।

বাঙ্গালার অপরাপর স্থানের ন্যায় এখানেও আমন বা হৈমন্তিক এবং আউস্ বা ভাদই শস্য উৎপন্ন হয়। তরাই প্রদেশে দিন দিন ধান্যের চাষ বৃদ্ধি হইতেছে। বাঙ্গালী ও নেপালীরাই এখানে প্রধানতঃ হলচালনা করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বনজঙ্গল দগ্ধ করিয়া 'ঝুম' প্রণালীতে শস্যোৎপাদন অসভ্যজাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। এখন এই প্রথা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। পর্ব্বত ও তরাই উভয় প্রদেশে 'হাল' ও 'পাটি' এই দুই প্রকার ভূমির মাপ প্রচলিত। যে পরিমাণ জমিতে যেরূপ হল বা বলদ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে হাল এবং যে পরিমাণ বীজ যত জমিতে বোনা হয়, তাহাকে পাটি কহে। এখন স্থানে স্থানে ইংরাজীমান প্রচলিত হইতেছে। তরাই অঞ্চলে এক একর জমিতে প্রায় ১২ মণ শস্য উৎপন্ন হয়। তিস্তানদীর পশ্চিমে গবর্মেণ্ট খাসমহলে প্রতিগৃহের উপর ৩৲ টাকা করিয়া কর ধার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু দার্জ্জিলিঙ্গ সহর দার্জ্জিলিঙ্গ মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে। অধিবাসীদিগকে যথেষ্ট টেক্স দিতে হয়।

তরাই প্রদেশে ধান্যের মূল্য অনেক সস্তা হইলেও দার্জ্জিলিঙ্গ সহরে ১১৲। ১২৲ টাকার কম ভাল চাউল পাওয়া যায় না। এই জেলায় এখন চা কৃষি ও চা বাণিজ্যই প্রধান হইয়া পড়িয়াছে।

এখানকার সমস্ত চা-বাগানই য়ুরোপীয় তত্ত্বাবধানে এবং য়ুরোপীয়দিগের মূলধনে চলিতেছে।

রেলপথে সুবিধা থাকায় এখানকার অধিকাংশ চাই কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এই জেলায় ১৮৪টী

চা ক্ষেত্র আছে। প্রায় ১৪ লক্ষ বিঘা জমিতে চা আবাদ হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই জেলায় প্রায় ১৩২২৭০ মণ চা হইয়াছিল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে সিন্‌কোণার চাষ আরম্ভ হয়। এই অরস্ন ওষধির আদর বৃদ্ধি হওয়ায় এখন চাষও বাড়িয়া গিয়াছে। অনেক স্থানে কুইনাইনের পরিবর্ত্তে সিন্‌কোণা ব্যবহৃত হওয়ায় প্রতিবর্ষে এই সিন্‌কোণা হইতেই গবর্মেণ্টের লক্ষাধিক টাকা লাভ হইয়া থাকে।

বন্যা বা ঝড়ঝাপটে দার্জ্জিলিঙ্গের বিশেষ ক্ষতি হয় না। এখানে দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইলেই পাহাড়ীরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করে। যে বার পৌষমাসে ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়, সে বারই লোকে ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করে।

বাণিজ্য। এখন চাই এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এখানকার লেপ্‌চারা একপ্রকার মোটা কার্পাস বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে, জেলাস্থ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তাহাই ব্যবহার করে। পাহাড়ীরা নানাস্থান হইতে বিক্রয়ার্থ চীনের পেয়ালা, প্রবাল, অকীকের বাটী ও পুতির মালা, ঘণ্টা প্রভৃতি লইয়া আসে। এখানকার ভূটিয়াদের প্রস্তুত দা ও লেপ্‌চাদের ছুরিকা বিখ্যাত। দার্জ্জিলিঙ্গ সহরে য়ুরোপীয়দিগের ব্যবহার্য্য ও বিলাসানুরূপ বিস্তর দ্রব্য পাওয়া যায়। তবে মূল্য অপর স্থান অপেক্ষা মহার্ঘ্য। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে এই জেলায় কয়লা, লৌহ, তাম্র ও অনেক স্থানে চুণ পাওয়া যায়।

তিব্বতে যাইবার পথে তিস্তা নদীর উপর একটী সুন্দর লৌহনির্ম্মিত সেতু আছে।

এখন দার্জ্জিলিঙ্গে বিদ্যার চর্চ্চাও বেশ। দার্জ্জিলিঙ্গ সহরে তিব্বত ও ইংরাজী ভাষা শিখিবার জন্য গবর্মেণ্টস্কুল আছে। লেপ্‌চা প্রভৃতি জাতিকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

২ উক্ত দার্জ্জিলিঙ্গ জেলার প্রধান নগর ও বঙ্গাগত য়ুরোপীয়গণের গ্রীষ্মকালের স্বাস্থ্যাবাস। অক্ষা° ২৭° ২´৪৮´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ১৮´ ৩৬´´ পূঃ।

এই স্থানের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এখানকার কোন কোন বৌদ্ধের মতে ইহার প্রাচীন নাম 'দর্জ্জেলামা'। দর্জ্জে নামে এক লামা এখানে বাস করিতেন। তাঁহার অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলিয়া ভূটিয়ারা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, এখনও তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করে। সেই দর্জ্জেলামা হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ নাম হইয়াছে। আবার কোন কোন হিন্দুর মতে, দুর্জ্জয়লিঙ্গ নামক শিবের নাম হইতেই বর্ত্তমান নামকরণ হইয়া থাকিবে। কালিকাপুরাণেও এক দুর্জ্জয়গিরির উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত গিরিমালা সম্ভবতঃ কালিকাপুরাণে দুর্জ্জয়গিরি নামে বর্ণিত হইয়াছে। কেহ আবার দার্জ্জিলিঙ্গ শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করেন, দ=প্রস্তর, রজে=শ্রেষ্ঠ, লিঙ্গ=স্থান বা প্রদেশ অর্থাৎ পবিত্র গুহা বা লামাদিগের চিহ্নিত স্থান। দার্জ্জিলিঙ্গের বর্ত্তমান কাছারীর কিছু দূরে একটী গুহা (গুম্ফা) আছে, ভূটিয়ারা মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিয়া মহাকালের পূজা করে। অনেক সন্ন্যাসীও মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া থাকেন। ভূটিয়ারা বলে যে ঐ গুম্ফা দিয়া তিব্বতের রাজধানী লাসানগরী পর্য্যন্ত যাওয়া যায় ও লামাগণও ইহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করেন। এখানে একটী প্রবাদ আছে যে, নেপালের ফুন্‌সোলাম্‌গে নামক এক রাজার রাজত্বকালে এখানে লামাসরাই বা গুম্ফা নির্ম্মিত হয় এবং লামাগণই 'দার্জ্জিলিঙ্গ' নামে অভিহিত করেন। এই নামেই এখন সমগ্র জেলা প্রসিদ্ধ। এক সঙ্কীর্ণ পাহাড়ের উপর দার্জ্জিলিঙ্গ সহর অবস্থিত। তিনটী শৃঙ্গ ইহার সহিত সংলগ্ন; উহা হইতে নিম্নভাগ অতিশয় ঢালু। দার্জ্জিলিঙ্গে রেলওয়ে ষ্টেসন আছে; সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তাহাই ৭১৬৬ ফিট্ উচ্চ। কোন কোন ইংরাজের বিশ্বাস দার্জ্জিলিঙ্গ সহরে ও লণ্ডননগরে প্রায় একভাবেই শীত গ্রীষ্ম দেখা দেয়।

দার্জ্জিলিঙ্গের জলবায়ু ভাল বলিয়া এখানে দিন দিন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৭০১৮ জন লোকের বাস ছিল, কিন্তু গত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গণনায় ১৪১৪৫ জন লোক স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে হিন্দু ৮৫৮৬, বৌদ্ধ ৩৬৫৭, মুসলমান ১৮৯৮, খৃষ্টান ৫২৪, শিখ ৫২, জৈন ২৮।

এখানকার এডেন্ সানিটোরিয়ম্, কোচবিহার মহারাজের বাড়ী, ছোট লাটের প্রমোদ ভবন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, এ ছাড়া অনেক বড় বড় গির্জ্জা ও মাঝারি বাড়ী এবং বোটানিকাল গার্ডন প্রভৃতি উদ্যান আছে।

দার্জ্জিলিঙ্গের আশে পাশেও উল্লেখযোগ্য অনেক স্থান আছে। ৭৮৯৬ ফিট্ উচ্চ জলাপাহাড়ে সুন্দর সৈন্যনিবাস, মহাকাল পাহাড়ের গুম্ফা, ভূটিয়াবস্তিতে ভোটগ্রন্থসজ্জিত বুদ্ধমন্দির, লিবঙ্গে নূতন সৈন্যস্বাস্থ্যাবাস, এবং নগরের মধ্যে কাকঝোরা জলপ্রপাত দেখিবার জিনিস। এই প্রপাতকে ইংরাজেরা ভিক্টোরিয়া ফল (Victoria fall) বলেন। প্রবাদ আছে, যে এখানে গৌরীদেবী আসিয়া স্নান করিতেন।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এখানে যেমন অনেকে আসিয়া থাকেন, এখন ব্যবসার উপলক্ষেও অনেক বণিক ও সামান্য দোকান-দার সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেছে। ছোট বড় অনেক দোকান বসিয়াছে।

এখানে প্রতি রবিবারে হাট হয়। এই দিনই সকলে সাত দিনের ব্যবহারোপযোগী জিনিস পত্র খরিদ করিয়া রাখেন। এখানকার জিনিস পত্র মহার্ঘ্য। ভাল চাউলের মণ ১১৲ কি ১২৲ টাকা, এক সের ভাল মাখনের দাম ২॥০ টাকা, মৎস্যের সের ১৲ টাকা, কাষ্ঠের কয়লার মণ ১০, কোককয়লার মণ ১৷৵০। এখানে ভাল মিষ্টান্ন পাওয়া যায় না। এখানকার গোল আলু বড়ই সুস্বাদু।

দার্ঢ়চ্যুত (পুং) ১ দৃঢ়চ্যুতের অপত্য। ২ সামভেদ।

দার্ঢ্য (ক্লী) দৃঢ়স্য ভাবঃ দৃঢ়-ষ্যঞ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩)। দৃঢ়তা। "বাক্যান্তপি যথাপ্রজ্ঞং দার্ঢ্যায়োদা-হরন্তি যে।" (পঞ্চদশী ৬।১০৪)

দার্ত্তেয় (ত্রি) দৃতৌ ভবঃ ঠঞ্। ১ দৃতিভব। ২ দৃতিভবস্থিত।

দার্দ্দুর (পুং) দর্দ্দুরঃ মৃৎপাত্রভেদ স্তদাকারোঽস্ত্যস্য প্রজ্ঞা-দিত্বাৎ ণ। ১ দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খভেদ, যে শাঁখের দক্ষিণদিকে আবর্ত্ত থাকে। (ক্লী) ২ লাক্ষা, লা, জৌ। ৩ জল। (ত্রি) দর্দ্দুরস্যেদং অণ্। ৪ দর্দ্দুর সম্বন্ধী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।
"চালিতোগুরুপুত্রেণ ভার্গবোঽঙ্গিরসেন বৈ।
প্রবিষ্টো দার্দ্দুরীং মায়ামনাবৃষ্টিং চকার হ ॥" (হরিবংশ) এই স্থলে দার্দ্দুরী শব্দে রাক্ষসী।

দার্দ্দুরিক (ত্রি) দর্দ্দুরঃ মৃৎপাত্রভেদঃ শিল্পমস্য ঠঞ্। মৃৎ-পাত্র ভেদকারক, কুলাল, কুমার। স্ত্রিয়াং টাপ্।

দার্ভ (ত্রি) দর্ভস্যেদং অণ্। কুশ সম্বন্ধী।

দার্ভায়ণ (পুং, স্ত্রী) দর্ভস্য গোত্রাপত্যং দর্ভ-ফক্। দর্ভ ঋষির গোত্রাপত্য।

দার্ভি (পুং, স্ত্রী) দর্ভস্য গোত্রাপত্যং ইঞ্। দর্ভ ঋষির গোত্রাপত্য।

দার্ভ্য (ত্রি) দর্ভে ভবঃ কুর্ব্বাদি° ণ্য। দর্ভভব, দর্ভোৎপন্ন।

দার্ব্ব (পুং) দেশভেদ, এই দেশ কূর্ম্মবিভাগের ঈশান দিকে বর্ত্তমান কাশ্মীরে অবস্থিত ছিল। [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র দ্রষ্টব্য।] (স্ত্রী) ২ তত্রস্থ নদীভেদ।

দার্ব্বক (ত্রি) দার্ব্বেষু দার্ব্বজনপদেষু ভবঃ। বহুবচনার্থে ঞ। দার্ব্বজনপদ ভব।

দার্ব্বট (ক্লী) দারুইব নিশ্চলতয়া নিরূপণীয়বিষয়নিশ্চয়ার্থং অটস্যত্র অট ঘঞর্থে-ক। ১ চিন্তাগৃহ, মন্ত্রগৃহ, চিন্তা এবং মন্ত্রণা করিবার জন্য গৃহ।

দার্ব্বণ্ড (পুং) দারুবৎ কঠিনং অণ্ডং যস্য। ময়ূর। (শব্দচ°)

দার্ব্বাঘাট (পুং) দারু কাষ্ঠং আহন্তীতি আ-হন অণ্ টশ্চান্তা-দেশঃ (দারাবাহনোঽণন্তস্য চ টঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।৪৯) শতপত্রক পক্ষী, কাঠঠোকরা পাখী। সংজ্ঞা না বুঝাইলে অন্তস্থানে ট হইবে না। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ

দার্ব্বাঘাত (পুং) দারুণি আঘাতো যস্মাৎ। ১ দার্ব্বাঘাট পক্ষী। (ত্রি) ২ কাষ্ঠাঘাতমাত্র।

দার্ব্বাদি (পুং) ঔষধভেদ, দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসকমূলের ছাল, মুতা, চিরাতা, বেলশুঁঠ, ভেলার মুটী, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের। শেষ অর্দ্ধপোয়া। একটু মধু প্রক্ষেপ দিয়া এই কাথ পান করিলে প্রদর রোগ ভাল হয়। (ভৈষজ্যর° স্ত্রীরোগাধি°)

দার্ব্বাদিলৌহ (ক্লী) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ, প্রস্তুত প্রণালী—দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ এবং ইহাদের সমভাগ লৌহ একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে ইহা মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে পাণ্ডু ও কামলারোগ নাশ হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

দার্ব্বিকা (স্ত্রী) দারয়তি দৃ উণাদিত্বাৎ সাধুঃ ঙীপ্। দার্ব্বী, দারুহরিদ্রা, তদ্বিকারো ঽপি দার্ব্বী অভেদোপচারাৎ স্বার্থে কন্ টাপ্। ১ দারুহরিদ্রা কাথোদ্ভব তুত্থ। ২ রসাঞ্জন। ৩ গোজিহ্বাবৃক্ষ।

দার্ব্বিপত্রিকা (স্ত্রী) দার্ব্ব্যাঃ পত্রমিব পত্রমস্যাঃ ততঃ কন্ টাপ্, অত ইত্বং। গোজিহ্বাবৃক্ষ, গোজিয়াগাছ।

দার্ব্বী (স্ত্রী) দারয়তি দৃ-ণিচ্ উণ্ স্ত্রিয়াং দারণস্য অবয়ববিভাগ-রূপত্বেন গুণবচনত্বাৎ ঙীষ্। ১ দারুহরিদ্রা। ২ গোজিহ্বা। ৩ দেবদারু। ৪ হরিদ্রা।

দার্ব্বীকাথোদ্ভব (ক্লী) রসাঞ্জনবিশেষ, দারুহরিদ্রার কাথ ও দুগ্ধ সমভাগে পাক করিয়া পাদাবশিষ্ট থাকিতে নামাইলেই এই ঘনীভূত দার্ব্বীকাথকে রসাঞ্জন কহে। ইহা অতিশয় চক্ষুর হিতজনক। পর্য্যায়—তার্ক্ষ্যশৈল, রসগর্ভ ও তার্ক্ষ্যজ। ইহার গুণ—কটু, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, ছেদন এবং কফ, বিষ, নেত্ররোগ ও ব্রণনাশক। (ভাবপ্র°)

দার্ব্বীতৈল (ক্লী) তৈল ঔষধভেদ, তিল তৈল ৴৪ সের, কল্কার্থ দারুহরিদ্রা, তুলসী, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মিলিত ৴১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই তৈলে মেঢ্ররোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যর° শূকদোষাধি°)

দার্ব্ব্যাদি (পুং) ঔষধবিশেষ; দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেতপাপড়া, শ্যামা-লতা, শিউলী ছোপ, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী, নিমছাল, মুতা, কুড়, শুণ্ঠি, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রামবাসকমূল, সরলকাষ্ঠ, বলাডুমুর,

হাড়ভাঙ্গা, চিরাতা, ভেলার মুটি, আকনাদি, কুশমূল, কটুকী, পিপুল, ধন্তা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে ইহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া এই কষায় পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, দ্বন্দ্বজ, সতত প্রভৃতি সুদারুণ বিষমজ্বর, অন্তস্থ, বহিঃস্থ, ধাতুস্থ ও দৈর্ঘরাত্রিক এই সকল জ্বর, শীত, কম্প, দাহ, কার্শ্য, ঘর্ম্মনির্গম, বমি, গ্রহণী, অতীসার, কাস, শ্বাস, কামলা, শোষ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অষ্টবিধশূল, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, প্লীহা, অগ্রমাংস, যকৃৎ, হলীমক ইত্যাদি নানাবিধ রোগ বজ্রাহত বৃক্ষের স্তায় নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর° জ্বরাধি°)

দার্শ (ত্রি) দর্শে ভবং আর্ষপ্রয়োগে ঠঞ্ বাধিত্বা° অণ্। ১ দর্শভব। "দার্শমস্কন্দয়ন্ পর্ব্ব পৌর্ণমাসঞ্চ যোগতঃ।" (মনু) (ত্রি) দৃশি নেত্রে ভবঃ অণ্। ২ নেত্রভব।

দার্শনিক (ত্রি) দর্শনশাস্ত্রবেত্তা, যিনি উত্তমরূপ দর্শনশাস্ত্র অবগত আছেন।

দার্শপৌর্ণমাসিক (ত্রি) দর্শে পৌর্ণমাস্যাং চ ভবঃ ঠঞ্। দর্শপৌর্ণমাসভব, যাহা অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় হয়।

"দার্শপৌর্ণমাসিকেতি কর্ত্তব্যতা।" (কাত্যা° শ্রৌ° ৫।৬।৩১)

দার্শিক (ত্রি) দর্শে ভবঃ দর্শ ঠঞ্। দর্শভবঃ, আর্ষপ্রয়োগে দার্শ হয়, অর্থাৎ ঠঞ্ না হইয়া অণ্ হয়। দর্শপৌর্ণমাস সম্বন্ধীয়।

দার্শ্য (ত্রি) দার্শিক।

দার্ষদ (ত্রি) দৃষদি পিষ্টঃ অণ্। প্রস্তরে পিষ্ট সক্তু প্রভৃতি।

দার্ষদ্বত (ক্লী) দৃষদ্বত্যা নদ্যাস্তীরে কর্ত্তব্যং অণ্। সত্রভেদ, এই যজ্ঞ দৃষদ্বতী নদীতীরে করিতে হয়।

"দার্ষদ্বতমৃত্বিগাচার্য্যয়ো রস্তুতরস্য গা রক্ষেৎ সংবৎসরং।"

(কাত্যা° শ্রৌ° ২৪।৬।৩৩)

দার্ষ্টান্ত (ত্রি) দৃষ্টান্ত-অণ্। দৃষ্টান্তযুক্ত। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান।

দার্ষ্টান্তিক (ত্রি) দৃষ্টান্তেন যুতঃ ঠঞ্। দৃষ্টান্তযুক্ত। "ঋপস্য দার্ষ্টান্তিকত্বেন বিবক্ষিতং।" (বৃহদারণ্যক-শাঙ্করভাষ্য°)

দাল (ক্লী) দলেভ্যঃ সঞ্চিতং দল-অণ্। বন্য মধু, ইন্দ্রনীলদলাকার সূক্ষ্ম মক্ষিকোৎপন্ন। বৃক্ষকোটরান্তরভব মধু, ক্ষরিত হইয়া পত্রোপরি পতিত হইলে, তাহাকে দালমধু বলা যায়। ইহার গুণ—মধুর, অম্লকষায়রস, (কিন্তু কষায়রস অল্প, মধুররস অধিক), লঘুপাকী, অগ্নিদীপ্তিকারক, কফঘ্ন, রুক্ষ, রুচিকর, বমি ও প্রমেহনাশক, স্নিগ্ধ ও শরীরের উপচয়কর। (ভাবপ্র°)

"সংক্রম্য পতিতং পুষ্পাৎ যত্তু পত্রোপরিস্থিতং।
মধুরাম্লকষায়ঞ্চ দদালং মধু কীর্ত্তিতং॥" (ভাবপ্র°) [মধু দেখ।]

(পুং) দলে জাতং দল-অণ্। ২ কোদ্রব ধান্যভেদ। দল ভাবে ঘঞ্। ৩ দলন।

দালচিনি (দেশজ) [দারুচিনি দেখ।]

দালন (পুং) দালয়তি দল-ণিচ্ ল্যু। দন্তগত রোগভেদ। [দন্তরোগ দেখ।]

দালব (পুং) দলতি দল-উণ্ তস্যায়ং অণ্। স্থাবর বিষভেদ।

দালবুকার্ক, (Don Alphonzo Dalboquerque) আল্‌বুকার্ক নামে খ্যাত। পর্ত্তুগীজরাজের একজন বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনি ১৫০৪-১৫০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতাভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিলেন। অল্‌মিডার পর ভারতে পর্ত্তুগীজগণের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। তিনি আরব সাগরের উপকূলে মস্কট প্রভৃতি স্থান অধিকার ও ১৫১০ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর, দুইবার গোয়া আক্রমণ করেন। পর বর্ষে তিনি মালাক্কার দুর্গ ও অর্মজদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী আদেন বন্দর দখল করিবার জন্য ২০ খানি জাহাজে ১৭০০ জন পর্ত্তুগীজ ও ২০০০ ভারতীয় সৈন্য লইয়া গমন করেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক ঐ বর্ষে তিনি পেরিম দ্বীপে প্রবেশ করেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা ছিল। তাঁহার যত্নে পর্ত্তুগীজদিগের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়াছিল। ঐতিহাসিক ডি ব্যারস্ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।

দালহৌসী [ডাল্‌হৌসী দেখ।]

দালা (স্ত্রী) দল্যতে দল কর্ম্মণি ঘঞ্। মহাকাল নামক লতা। (ভাবপ্রকাশ)

দালাদপিক্কয়া, সিংহলবাসী বৌদ্ধদিগের একটী উৎসব। এই উৎসবে বুদ্ধের দন্ত যাত্রীদিগকে দেখান হয়। কাণ্ডীরাজভবনসংলগ্ন বিহার মধ্যে এই দন্ত দাগোবাকার এবং ইহা কএকটী ধাতুনির্ম্মিত রত্নখচিত বাক্সের মধ্যে অবস্থিত। এই দন্তের বিষয় দাঠবংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে এই রূপ লিখিত আছে—

ক্ষেম নামে একজন বুদ্ধের শিষ্য শাক্যসিংহের নির্ব্বাণের পর (৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) তাঁহার দন্ত কুশীনগর হইতে আনয়ন করিয়া কলিঙ্গদেশের রাজা ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্ত এবং তাঁহার পুত্র পৌত্র করী ও সুনন্দের রাজ্যশাসন হইতে অপর রাজগণের শাসন পর্য্যন্ত প্রায় ৮০০ শত বৎসর এই দন্ত সাদরে রক্ষিত হয়। প্রথমে দন্তপুরাধিপতি গুহশিব এই দন্তের বিষয় কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না, পরে তিনি এই বিবরণ জানিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজ্য হইতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে দূর করিয়া দিলেন। হিন্দুগণ অতিশয় বিপন্ন হইয়া পাটলিপুত্রেশ্বর পাণ্ডুর আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাণ্ডু গুহশিবের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য

প্রেরণ করিলেন, তাহারা যাইয়া ঐ দন্ত আনয়ন করিলে রাজা পাণ্ডু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা নষ্ট করিতে পারিলেন না। অবশেষে পাণ্ডু বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। দন্ত দন্তপুরে পুনর্ব্বার প্রেরিত হইল। সেই স্থান হইতে ঐ দন্ত সিংহলে অনুরাদপুরে আনীত হয়। ১৫৬০ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজ যুদ্ধের সময় কনষ্টান্তাইন ডি ব্রাগেঞ্জা এই দন্ত নষ্ট করেন। কিন্তু সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ এই কথা স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন যে সময় ঐ মন্দির ভগ্ন হয়, সেই সময় ঐ দন্ত সজ্বারামে ছিল। অনেক পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ও সিংহলবাসী মুত্তুকুমারস্বামী বলেন, এখন যাহা বুদ্ধদন্ত বলিয়া প্রদর্শিত হয়, তাহা কখনই নরদন্ত নহে।

দালান (পারসী) ইষ্টকনির্ম্মিত প্রশস্ত গৃহ, প্রাসাদ।

দালাল (আরবী) যে ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যস্থতা করে, অথবা কোন একটী কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে তাহার মধ্যবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্য নিষ্পন্ন করে।

দালালি (আরবী) ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্যে মধ্যস্থতাজন্য প্রাপ্য অর্থ, দস্তুরি।

দালি (স্ত্রী) দল-ইন্। দাল, শমী ধান্য। মুগ, মসুর প্রভৃতিকে ভাঙ্গিয়া তুষ নিষ্কাশিত করিলে দাইল বা দালি প্রস্তুত হয়, দালি ও দালী এই দুইটী সংস্কৃত পর্য্যায়। এই দাল জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া লবণ, আদা ও হিঙ্গু মিলিত পূর্ব্বক পাক করিলে তাহাকে সূপ কহে। ইহার গুণ—বিষ্টম্ভী, রুক্ষ এবং শীতবীর্য্য। তুষরহিত শমী ধান্য (দাল) ভাজিয়া সিদ্ধ করিলে তাহা লঘু হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° অন্নবর্গ) দাড়িঃ ডস্য লঃ। ২ দাড়িম্ব। স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্। ৩ দেবদালীলতা।

দালিকা (স্ত্রী) দালৈব স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। মহাকাললতা।

দালিম (পুং) দাড়িমঃ ডস্য লঃ। দাড়িম।

দাল্‌ভ (পুং) দল্‌ভস্য দল্‌ভগোত্রস্য ছাত্রাঃ অণ্ যলোপঃ। দাল্‌ভ্যের ছাত্র সকল। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

দাল্‌ভ্য (পুং স্ত্রী) দল্‌ভস্য মুনে র্গোত্রাপত্যং যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) দল্‌ভ ঋষির গোত্রাপত্য বক নামে মুনিবিশেষ।

"বকো দাল্‌ভ্যঃ স্থূলশিরাঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ শুকঃ।" (ভারত ২।৪।১১)

একজন ঋষি। ইন্দ্র ইহার বন্ধু ছিলেন, এই ঋষি চন্দ্রসেন রাজার গর্ভিণী পত্নীকে পরশুরামের ক্রোধ হইতে রক্ষা করেন। ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সেই দাল্‌ভ্য কায়স্থদিগের আদিপুরুষ।

দাল্‌ভ্যঘোষ (পুং) পুণ্যাশ্রমরূপতীর্থভেদ। (ভারত বনপ° ৯০ অ°)

দাল্‌ভ্যায়নি (পুং) দল্‌ভ্যস্য বৃদ্ধপত্যে ফিঞ্। দাল্‌ভ্য ঋষির যুবা অপত্য।

দাল্মি (পুং) দালয়তি অসুরান্ দল-ণিচ্ বাহু° মি। ইন্দ্র।

দাব (পুং) দুনোতি উপতাপয়তি দু-ণ (দুণ্যোরনুপসর্গে। পা ৩।১।১৪২) ১ বন। "ইদমিন্দ্রঃ সদা দাবং খাণ্ডবং পরিধক্ষতি।" (ভারত ১।২২৪।৬) ২ বনবহ্নি, বনের মধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহাকে দাব কহে।

"উৎসৃজ্য দময়ন্তী তু নলোরাজা বিশাংপতে।
দদর্শ দাবং দহ্যন্তং মহান্তং গহনে বনে॥" (ভারত ৩।৬৬।১)

৩ অগ্নি। দু ভাবে ঘঞ্। ৪ উপতাপ।

দাবন্ (পুং) দা-কর্ম্মভাবাদৌ বনি। ১ দেয়। ২ দান। "দাবনে বায়োমথস্য দাবনে" (ঋক্ ১।১৩৪।১) 'দাবনে দাতব্যায় হবিষে তৎস্বীকারায় পুনঃ কিমর্থং দাবনে অস্মভ্যং অভিমতদানায়' (সায়ণ)। 'দাবনে' এই স্থলে ছান্দস প্রয়োগ হেতু উপধার লোপ হইল না, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগাদি স্থলে 'দাম্নে' এইরূপ পদ হইবে

দাবপ (পুং) দাবং বনবহ্নিং পাতি পা-ক। পুরুষভেদ। "অগণ্যায় দাবপং" (শুক্লযজু° ৩০।১৬)

দাবসু (পুং) অঙ্গিরা মুনির পুত্র। (পঞ্চব্রা° ভাষ্য)

দাবাগ্নি (পুং) দাবোদ্ভবোঽগ্নিঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা°। বনোদ্ভব অগ্নি, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ হইয়া বনমধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বন দাহ করে।

দাবাগ্নিমোচনবন, বন বিশেষ, এই বনে শ্রীকৃষ্ণ দাবাগ্নি ভক্ষণ করেন। (ভক্তমাল)

দাবানলকুণ্ড, কুণ্ডবিশেষ, এই কুণ্ড দাবাগ্নিমোচনবনে অবস্থিত। (ভক্তমাল)

দাবানল (পুং) দাবোদ্ভবোঽনলঃ। দাবাগ্নি।

দাবিক (ত্রি) দেবিকায়াং ভবঃ অণ্, ততো আদ্যচো আৎ (দেবিকা শিংশপেতি। পা ৭।৩।১) দেবিকানদীসম্ভব, যাহা দেবিকা নদীতে হয়।

দাবিককূল (ত্রি) দেবিকাকূলে ভবঃ। অণ্ আদ্যচো আৎ। দেবিকাকূলোদ্ভব।

দাবী (আরবী) প্রার্থনা, আবেদন, স্বত্ব, অধিকার।

দাবীদার (পারসী) প্রার্থনাকারী, আবেদনকারী, দরখাস্তকারী।

দাবীচুরী, বৃক্ষ বিশেষ (Kyris Indica)।

দাশ (পুং) দশতি হিনস্তি মৎস্যান্ দশ ট, নস্য আচ্চ (দংশেশ্চ।

উণ্ ৫।১১)। ধীবর, জেলে, যাহারা মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"দাশানাং ভুজবেগেন নদ্যাঃ স্রোতোজবেন চ।
বায়ুনা চানুকূলেন তূর্ণং পারমবাপ্নুয়াৎ ॥" (ভারত আ°)
"নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনং।"
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনাঃ॥" (মনু ১০।৩৪)

নিষাদকর্ত্তৃক আয়োগব স্ত্রীগর্ভে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম ভার্গব বা দাশ, ইহারা নৌনির্ম্মাণকর্ম্মোপজীবী এবং আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা ইহাদিগকে কৈবর্ত্ত বলিয়া থাকে। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দাশ্যতে ভৃতি রস্মৈ। ২ ভৃত্য, চাকর। (রমানাথ)

দাশক (পুং) দাশ-স্বার্থে-কন্। দাশ।

দাশগ্রাম (পুং) দাশপ্রধানো গ্রামঃ। ধীবর প্রধান গ্রাম, যে গ্রামে ধীবরদিগের প্রাধান্য আছে।

দাশগ্রামিক (ত্রি) দাশগ্রাম-ঠঞ্। দশগ্রামের সন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

দাশ(স)তয়ী (ত্রি) দশ-অবয়বা যস্য তয়প্ ততঃ স্বার্থে-ণ, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দশাবয়ব ঋগ্বেদ সংহিতা।

দাশ(স)নন্দিনী (স্ত্রী) দাশস্য নন্দিনী। ধীবরকন্যা, ব্যাসমাতা, সত্যবতী।

দাশ(স)পুর (পুং ক্লী) দাশান্ ধীবরান্ পূরয়তি পুর-অণ্। কৈবর্ত্তমুস্তক, একপ্রকার মুতা ঘাস।

দাশ(স)ফলী (স্ত্রী) দাশপ্রিয়ং ফলং যস্যাঃ, ঙীপ্। ওষধিভেদ। (শব্দার্থচি°)

দাশ(স)মেয় (পুং) দেশভেদ, এই দেশ উত্তরদিকে অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪।২৮)

দাশরথ (পুং) দশরথস্যেদং অণ্। ১ শ্রীরামচন্দ্র। "প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী"। (মহানা°) দাশরথেঃ শ্রীরামস্যেদং অণ্। (ত্রি) ২ দাশরথ সম্বন্ধী।

দাশরথি (পুং) দশরথস্যাপত্যং অত ইঞ্। দশরথের অপত্য, রামাদি চারি ভ্রাতা, রামচন্দ্র। "স্মরত্যদো দাশরথির্ভবন্ ভবান্" (মাঘ ১স°)

দাশরথি রায়, (দাশুরায় নামে খ্যাত) বঙ্গদেশের একজন বিখ্যাত কবি। যে সকল কবিদিগের যত্নে মুসলমান রাজত্বকালে বাঙ্গলা সাহিত্য রক্ষা পাইয়াছিল, সেই কৃত্তিবাস, কাশীদাস যে ছন্দে যে ভাষায়, যে উপায়ে বাঙ্গালাভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন, দাশরথি রায়ও ইংরাজাধিকারের প্রথমাবস্থায় বর্ত্তমান ১৯শ শতাব্দীর প্রবেশ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই উপায়েই বাঙ্গালা সাহিত্যকে জাগরূক রাখিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস কাশীদাসও পাঁচালী প্রবন্ধে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তবে কৃত্তিবাসাদির সহিত দাশরথির স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ। কৃত্তিবাসাদি পাঁচালী প্রবন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে কবিত্বপূর্ণ মহাকাব্য আর দাশরথি পাঁচালী প্রবন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে কাব্য নহে, দীর্ঘ ছড়া বাঁধা গান মাত্র। কৃত্তিবাসাদির কাব্য গীত সুরের অপেক্ষা রাখে না। দাশরথির প্রবন্ধ গীত না হইলে তাদৃশ ভাল লাগে না।

১৭২৬ শকে (১৮০৪ খৃষ্টাব্দে) দাশরথি রায়ের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। ইঁহারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকট বাঁদমুড়া নামক গ্রামে ইঁহার পৈতৃক বাস ছিল। দাশরথি বাল্যকাল হইতে পাটুলির নিকটবর্ত্তী পীলা নামক গ্রামে স্বীয় মাতুলালয়ে বাস করিতেন। মাতুলের যত্নে গ্রন্থগত বাঙ্গালা ও যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিয়া সাকাই গ্রামের নীলকুঠিতে তিনি প্রথম জীবনে কেরাণীগিরি করিতেন। তাঁহার মাতুলই তাঁহাকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করাইয়া দেন। দাশরথির বাল্যকাল হইতেই গীতবাদ্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই সময় পীলাগ্রামে অক্ষয় কাটানী (অকাবাই) নামে নৃত্য-গীত-ব্যবসায়িনী এক নীচজাতীয়া রমণী ছিল। গীত বাদ্যের আসক্তিতে ক্রমশঃ দাশরথির সহিত এই রমণীর প্রণয় হয়।

কিছুদিন পরে অকাবাই এক ওস্তাদী কবির দল করে। দাশরথি রায় এই দলে বাঁধনদার ছিলেন। সে কালে কবির লড়ায়ে গানে উভয় দলে গালাগালি হইত। একদিন দাশরথি এক সঙ্গীতসংগ্রামে প্রতিপক্ষ হইতে অতি কটু গালাগালি খান। তদবধি তিনি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কবির দল ত্যাগ করেন। কবির দলের সথে তিনি ইতিপূর্ব্বেই বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন এই আলস্যের অবসরে ছড়া ও পালা করিয়া গান বাঁধিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বয়স্যবর্গে পরিবৃত হইয়া সেই সকল ছড়া ও গান লইয়া এক পাঁচালীর দল করিলেন। পরে এই দলই তাঁহার জীবিকা ও "দাশুরায়" নামে খ্যাতির কারণ হইয়া উঠিল। ক্রমে তাঁহার সৌভাগ্য ও দেশব্যাপ্ত যশঃ এই পাঁচালী হইতেই হয়।

দাশুরায়ের অনেকগুলি পালা আছে। তন্মধ্যে আপাততঃ কতকগুলি বটতলায় দশ খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৭৭৯ শকে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি অনেকগুলি পালা রচনা করেন, তাহার অনেকগুলি তিনি নিজেই

নিজের দলে গাওয়াইয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র হয় নাই। এক কন্যা ছিল, তিনিও অনেক দিন নিঃসন্তান বিধবাবস্থায় গত হইয়াছেন। তাঁহার পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী অনেক দিন জীবিত ছিলেন।

দাশুরায়ের ছড়াগুলির প্রধান গুণ সেগুলি অতি সুন্দর সরল ভাষায় লিখিত। তাহাতে কবিত্বও নিতান্ত বিরল নহে। রামপ্রসাদের গানের ন্যায় তাঁহার গান ও গানের সুর এখন লোকে আগ্রহ করিয়া শিখে। সেকালের প্রাচীনের মধ্যে দাশুরায়ের গান জানে না এরূপ লোক নাই বলিলেই হয়। এখনও অনেক ভিখারী মধ্যাহ্নকালে গৃহস্থ প্রাচীনাকামিনী-গণের ফরমায়েস মত দাশুরায়ের "ঠাকুরুণ বিষয়" গাহিয়া জীবিকার সংস্থান করে। কৃত্তিবাস কাশীদাস দেবলীলা লিখিয়া যেমন বাঙ্গালার আপামর সাধারণের ভক্তিভাজন হইয়াছেন, দাশুরায় সেইরূপ বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে আনন্দ জন্য সহজ নূতন রূপ সঙ্গীতামোদ প্রদান করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। কি ইতর, কি ভদ্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই দাশুরায়ের গানের পক্ষপাতী, এরূপ ভাগ্য কয় জনের হয়।

ইহার পত্নী ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সমস্ত গ্রন্থস্বত্ব বেচিয়া ফেলিয়াছেন।

দাশুরায়ের কবিতায় অনুপ্রাস বড় বেশী। স্থানে স্থানে অনুপ্রাসের শব্দ মিলাইতে গিয়া তিনি অতি কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়া কবিতা গাঁথিয়াছেন, অনেক স্থলে অতি কষ্টেও স্পষ্ট অর্থ হয় না। তবে তাঁহার রহস্যোদ্দীপনক্ষমতা অতি চমৎকার; বৈরাগীর ভণ্ডাচারের উপর, গোঁড়ামীর উপর তাঁহার বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। যে স্থলে কদাচারের—কুৎসিত ব্যাপারের উদাহরণ দিতে হইয়াছে, সেই স্থানে প্রায়ই তিনি এই সকল ভণ্ড বিটলগণের উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনাশক্তি বড় স্বাভাবিক ছিল। প্রভাসযজ্ঞে নিমন্ত্রিত বীরভূমের মূর্খ ব্রাহ্মণগণের আকুলতার বর্ণনা, প্রভাসযজ্ঞে প্রস্থিত দ্বিজপত্নীকে প্রতিবেশিনীগণের পরামর্শ দান, রুক্মিণীর বিবাহে নারদের রসভাব, রুক্মিণীদূত ব্রাহ্মণের অবস্থা প্রভৃতি পড়িয়া তাঁহার রহস্যোদ্দীপনী ক্ষমতার অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নিম্নে দাশুরায়ের একটী সুন্দর ও সর্ব্বজনপরিচিত গীত উদ্ধৃত হইল—

রাগিণী সিন্ধু—তাল কাওয়ালী।

রঙ্গে করিছে রণ, কে রমণী হে রাজন্,
তোমারে নিদয়া বামা কি জন্যে।
এলোকেশী, করে অসি ষোড়শী কুলকন্যে॥
বিবাদ ঘটিল কেনে, কি বাদ বামার সনে,
করেছ নিদয়া মেয়ে, সাধিল প্রাণে।
চলহে রাজন চল, প্রাণভয়ে প্রাণাকুল,
অকূল সাগরে আর কূল দেখিনে।
ধরি চরণে করি মিনতি, যদি হে দানবপতি,
দাশরথি গতি পায় অতি যতনে॥

দাশরাজ্ঞ (ত্রি) দশানাং রাজ্ঞাং ইদং তদ্ধিতার্থদ্বিগো অণ্, উপধালোপঃ। দশরাজা সম্বন্ধী।

দাশরাত্রিক (ত্রি) দশরাত্রেণ নির্বৃত্তঃ ঠঞ্। দশরাত্র-সাধ্য যজ্ঞভেদ। দশরাত্রস্যেদং ঠঞ্। ২ দশরাত্র সম্বন্ধী। "দেবেভ্যো দশরাত্রং দিগ্‌ভ্যো দাশরাত্রিকং পৃষ্ঠ্যং" (শত°ব্রা° ১২।১।২।৩)

দাশার্ণ (পুং) দশার্ণঃ স্বার্থে অণ্। ১ দশার্ণদেশ। সোঽভি জনোঽস্য তস্য রাজা বা অণ্। ২ পিত্রাদি ক্রমে দশার্ণ দেশ-বাসী। ৩ দশার্ণ দেশের রাজা। স্বার্থে ক। "তত্র দাশার্ণকো রাজা সুধর্ম্মা লোমহর্ষণং।" (ভারত সভা° ২৮ অ°)

দাশার্হ (পুং) দশার্হস্য গোত্রাপত্যং শিবাদিত্বাৎ-অণ্। যদু-বংশ মাত্র, যদুবংশীয়, কৃষ্ণাদি। দশার্হস্তদ্বাচকশব্দোঽস্ত্যত্র অধ্যায়ে অনুবাকে বা অণ্। ২ আয়ুধজীবি সঙ্ঘভেদ। ৩ যদু-বংশীয় রাজা মাত্র।

দাশাশ্বমেধ (পুং) দশাশ্বমেধ-অণ্। দশাশ্বমেধ সম্বন্ধীয়।

দাশু (ত্রি) দাশ দানে উন্। ১ দাতা। ২ দত্ত। "যংযুবং দাশ্বধ্বরায়" (ঋক্ ৬।৬৮।৬) 'দাশ্বধ্বরায় দত্ত হবিষ্কায়' (সায়ণ)

দাশুরি (ত্রি) দাশ হিংসনে উরিন্। হিংসক। "স্বয়ং চিৎস মন্যতে দাশুরি" (ঋক্ ৮।৪।১২) 'দাশুরির্দাশ্বান্' (সায়ণ)

দাশেয় (পুং স্ত্রী) দাশ্যা ধীবর্য্যা অপত্যং ঠক্। ধীবরীর অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ব্যাসের মাতা সত্যবতী। "অভি-গম্যোপসংগৃহ্য দাশেয়ীমিদমব্রুবন্।" (ভারত উ° ১৩২ অঃ)

দাশের (পুং স্ত্রী) দাশ্যা অপত্যং ক্ষুদ্রাদিত্বাৎ ঢ্রক্। ধীব-রীর অপত্য। স্ত্রিয়াং টাপ্।

দাশেরক (পুং) দাশেরপ্রধানঃ দেশঃ সংজ্ঞায়াং কন্। ১ মরুভূদেশ, মাড়বার। ২ মরুভূদেশের রাজা। ৩ পিত্রাদিক্রমে মরুদেশবাসী সকল। এই অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত।

দাশৌদনিক (পুং) দশ ওদনা যত্র যজ্ঞে তস্য ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ ঠঞ্। ১ দশৌদন যজ্ঞ ব্যাখ্যান গ্রন্থ, যে গ্রন্থে দশৌদন যজ্ঞের বিবয় আছে। দশৌদন যজ্ঞস্য দক্ষিণা যজ্ঞাখ্যত্বাৎ ঠঞ্। ২ দশৌদন যজ্ঞের দক্ষিণা।

দাশ্য (ত্রি) দশ-ক দশস্য দংশকস্য অদূরদেশাদি সঙ্কাশা° ণ্য। দংশকের অদূর দেশাদি।

দাশ্ব (ত্রি) দাশ বন্ বাহু° ইড়ভাবঃ। দাতা। (জটাধর)

দাশ্বস্ (ত্রি) দাশৃ-দানে কস্থ (দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ়াংশ্চ। পা ৬।১।১২) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ দত্তবৎ, যাহা দেওয়া হইয়াছে। ২ হিংসিতবৎ, হিংসা করা হইয়াছে। "পীবরোদাশ্বাংসং (ঋক্ ৪।২।৮) 'দাশ্বাংসং হবির্দত্তবন্তং" (সায়ণ)

দাস (ত্রি) দসতীতি দসি-ট, নস্তচ আৎ (দংসেষ্টটনৌ। উণ্ ৫।১০)। ১ জ্ঞাতাত্মা। ২ শূদ্র। ৩ ধীবর। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। দাস্যতে ভৃতি রস্মৈ দাসতি দদাত্যঙ্গং স্বামিনে উপচারায় বা দাস-অচ্। ৪ চাকর, ভৃত্য। পর্য্যায়—দাসের, দাশেয়, গোপ্যক, চেটক, নিয়োজ্য, কিঙ্কর, প্রৈষ্য, ভুজিষ্য, পরিচারক, প্রেষ্য, প্রেষ, প্রৈষ, পরিকর্ম্মা, পরিচর, সহায়, উপস্থাতা, সেবক, অভিসর, অনুগ। (নারদ) ৫ শূদ্রদিগের নামান্ত প্রযোজ্য উপাধি বিশেষ।

"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্ত স্যাৎ বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য চ।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

ব্রাহ্মণদিগের নামের শেষে শর্ম্মন্, ক্ষত্রিয়দিগের নামের শেষে বর্ম্মন্, বৈশ্যদিগের গুপ্ত এবং শূদ্রদিগের নামের শেষে দাস এই শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। দাস দানে সম্প্রদানে ঘঞ্। ৫ দান মাত্র।

"স্বতন্ত্রস্যাত্মনোদানাদ্দাসত্বং দারবদ্ভৃগুঃ।" (কাত্যা°)

যাহারা স্বতন্ত্র আত্মা পরার্থে দান করে, তাহাদিগকে দাস কহে। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে দাস সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়াদি তিনবর্ণ দাস হইতে পারে।

"ত্রিষু বর্ণেষু বিজ্ঞেয়ং দাস্যং বিপ্রস্য ন কচিৎ।" (স্মৃতিচ°)

বর্ণত্রয়ে দাসত্বের বিষয় বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণ সবর্ণের নিকটও দাসত্ব স্বীকার করিবে না এবং যদি স্বীকার করে, তাহা হইলে কখন হীনকর্ম্ম করিবে না।

"সবর্ণেঽপি হি বিপ্রং তু দাসত্বং নৈব কারয়েৎ।" (কাত্যায়ন)

যদি কোন ব্রাহ্মণ লোভহেতু সংস্কৃত দ্বিজকে দাসত্বে নিয়োগ করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে দণ্ড দিবেন।

"দাস্যন্তু কারয়ঁল্লোভাৎ ব্রাহ্মণঃ সংস্কৃতান্ দ্বিজান্।
অনিচ্ছতঃ প্রভাবত্বাদ্রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্॥" (মনু)

কিন্তু শূদ্রাদিকে দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিলে দণ্ডনীয় হইবে না। শূদ্র একমাত্র দাসত্বের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। এই দাস পঞ্চদশ প্রকার।—গৃহজাত, অর্থাৎ যাহারা নিজ গৃহে দাসীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে, ক্রীত, দায়ে উপাগত অর্থাৎ ঋক্‌থগ্রাহিত্বরূপে যাহাকে লাভ করা যায়, অন্নাকালভৃত অর্থাৎ যাহাকে দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রতিপালন করিয়া রক্ষা করা যায়, আহিত, ঋণ দাস, যুদ্ধপ্রাপ্ত, পণে জিত, স্বয়ং উপাগত, প্রব্রজ্যাবসিত অর্থাৎ যাহারা প্রব্রজ্যা হইতে চ্যুত হইয়াছে, কৃত, অর্থাৎ এতদিন তোমার দাস হইব এইরূপে উপাগত, ভক্তদাস, বড়বাহৃত, (গৃহদাসীর নাম বড়বা, তাহার লোভে আগত, অর্থাৎ তাহাকে বিবাহ করিয়া দাসত্বকর্ম্মে অবস্থিতকে বড়বাহৃত কহে), ও আত্মবিক্রেতা।

"গৃহজাতস্তথাক্রীতঃ লব্ধো দায়াদুপাগতঃ।
অন্নাকাল ভৃতস্তদ্বদাহিতঃ স্বামিনা চ যঃ॥
মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাৎ যুদ্ধে প্রাপ্তঃ পণে জিতঃ।
তবাহমিত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ॥
ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাহৃতঃ।
বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ॥" (নারদ)

দাস সকলের মধ্যে যে প্রভুকে প্রাণসংশয়কর বিপদ্ হইতে মোচন করিতে পারে, তাহারা দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় এবং তাহারা পুত্রবৎ প্রতিপালনীয়।

"যশ্চৈনাং স্বামিনং কশ্চিন্মোচয়েৎ প্রাণসংশয়াৎ।
দাসত্বাৎ স বিমুচ্যেত পুত্রভাগং লভেত চ॥" (স্মৃতি)

যে আত্মবিক্রেতা অর্থাৎ কিছু টাকা লইয়া আপনাকে বিক্রয় করিয়াছে, সে অতি জঘন্যতম দাস। এই আত্মবিক্রেতা স্বামীর প্রসাদ ভিন্ন অর্থাৎ প্রভুর প্রসন্নতা ব্যতিরেকে কখনই দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় না।

"বিক্রীনীতে স্বতন্ত্রঃ সন্ য আত্মানং নরাধমঃ।
সজঘন্যতমস্তেষাং সোঽপি দাস্যান্ ন মুচ্যতে॥" (স্মৃতি)

শূদ্র স্বামী কর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না। দাসত্ব কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক, এই জন্য ঐ কার্য্য হইতে তাহাকে কেহ বিমুক্ত করিতে পারে না।

মনু সাত প্রকার দাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ধ্বজাহৃত, অর্থাৎ যুদ্ধে জয় করিয়া যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তদাস, যাহারা ভাতের দায়ে দাসত্ব স্বীকার করে, গৃহজ অর্থাৎ গৃহস্থদাসীর পুত্র, ক্রীত অর্থাৎ যাহাকে মূল্য দিয়া ক্রয় করা হইয়াছে, দত্রিম অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক দত্ত, দণ্ডদাস অর্থাৎ রাজকৃত দণ্ডশুদ্ধির জন্য যে দাসত্ব স্বীকার করে।

"ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈতৃকো দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ॥" (মনু ৮।৪১৫)

এই দাস সকল যে ধন উপার্জ্জন করে, সেই ধন তাহার প্রভু গ্রহণ করিবেন। মনুর মতে, ব্রাহ্মণ বিশ্রব্ধচিত্তে দাস শূদ্রের ধন গ্রহণ করিতে পারেন, কারণ শূদ্রের নিজস্ব কিছুই নহে।

এই দাস প্রভৃতি যদি অন্যায় কার্য্য করে এবং প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে তাহাকে শাসন করিতে হইবে। মনুর মতে, স্ত্রী, পুত্র, দাস, শিষ্য এবং

সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপরাধ করিলে সূক্ষ্ম রজ্জুদ্বারা অথবা বেণুদল দ্বারা শাসনার্থ তাহাদিগকে তাড়না করিবে।

রজ্জ্বাদি দ্বারা শরীরের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিবে, কদাপি উত্তমাঙ্গে প্রহার করিবে না। যদিও অত্যন্ত ক্রোধী হইয়া এইরূপ অন্যায়রূপে প্রহার করে, তাহা হইলে সে চোরের ন্যায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। (মনু ৮।২৯৩—৩০০) বলপূর্ব্বক যাহাকে দাস্যকর্ম্মে নিয়োগ করা যায় এবং চোর চুরি করিয়া যাহাকে দাস্যের নিমিত্ত বিক্রয় করে, ইহারা পূর্ব্বোক্ত কারণ ভিন্নও দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে।

"বলাদ্দাসীকৃতশ্চোরৈ র্বিক্রীতশ্চাপি মুচ্যতে।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

এই দাসদিগের দুই প্রকার কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে শুভ ও অশুভ, ইহার মধ্যে গৃহদ্বার, অশুচি স্থান, রথ্যা ও অবস্কর প্রভৃতির শোধন, গুহ্যাঙ্গ স্পর্শন, উচ্ছিষ্ট বিন্মূত্র গ্রহণ ও পরিত্যাগ এই সকল দাসদিগের অশুভকর্ম্ম, এতদ্ভিন্ন অন্য আর সকল কার্য্য শুভ।

"কর্ম্মাপি দ্বিবিধং জ্ঞেয়মশুভং শুভমেব চ।
অশুভং দাসকর্ম্মোক্তং শুভং কর্ম্মকৃতাং স্মৃতং॥
গৃহদ্বারাশুচিস্থানরথ্যাবস্করশোধনং।
গুহ্যাঙ্গস্পর্শনোচ্ছিষ্টবিন্মূত্রগ্রহণোজ্ঝনং॥
অশুভং কর্ম্মবিজ্ঞেয়ং শুভমন্যদতঃপরং।" (মিতাক্ষরায় নারদ)

ব্রাহ্মণদিগের দাস ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের দাস বৈশ্য এবং শূদ্র সকলেরই দাস।

৭ নিজ গোত্রে সংস্কার ব্যতীত গৃহীতদত্তক, যে বালকের পিতৃগোত্রে চূড়াদি সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, পরে সেই বালককে যদি কেহ দত্তকরূপে গ্রহণ করে তাহাকে দাস কহে।

"চূড়াদ্যা যদি সংস্কারা নিজ গোত্রেণ বৈকৃতাঃ।
দত্তাদ্যাস্তনয়াস্তেস্যু রন্যথা দাস উচ্যতে॥" (দত্তকচ°)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দাসী। (ত্রি) দাস উপক্ষেপে অচ্। ৮ উপক্ষেপক। (পুং) ৯ বৃত্রাসুর। ১০ দস্যু। [দস্যু দেখ।] ১১ বঙ্গ ও উৎকলের নানাজাতির মধ্যে প্রচলিত উপাধিভেদ।

দাসক (পুং) দাস-স্বার্থে ক। ১ দাস। ২ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

দাসকায়ন (পুং স্ত্রী) দাসকস্য গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফক্। তদ্‌গোত্রাপত্য, দাসক ঋষির গোত্রাপত্য।

দাসত্ব (ক্লী) দাসস্য ভাবঃ দাস ত্বতলৌ ভাবে ইতি ত্ব। দাসের ভাব, দাসের কর্ম্ম বা অবস্থা, বেতন লইয়া অপরের কর্ম্মকরা, ভৃত্যতা, পরাধীনতা, গোলামী।

দাসদাসী (দেশজ) চাকর চাকরাণী।

দাসনন্দিনী (স্ত্রী) দাসস্য ধীবরস্য নন্দিনী। সত্যবতী, ধীবরকন্যা।

দাসপত্নী (স্ত্রী) দাসয়তি দাস উপক্ষেপে-অচ্ দাসো বৃত্রাসুরঃ পতির্যাসাং। ১ অপ্, জল। "দাসপত্নী রহিগোপা অতিষ্ঠন্" (ঋক্ ১।৩২।১১) 'দাসঃ বিশ্বোপক্ষপণহেতুর্বৃত্রঃ পতিঃ স্বামী যাসামপাং তা দাসপত্নীঃ।' (সায়ণ) জল এই অর্থে দাসপত্নী শব্দ বহুবচনান্ত। দাসস্য পত্নী। ২ দাসের স্ত্রী।

দাসপুর (ক্লী) কৈবর্ত্তমুস্তক, এক প্রকার মুতাঘাস।

দাসমিত্র (ক্লী) দাসস্য মিত্রং ৬তৎ। দাসের মিত্র। অদূর দেশাদৌ কাশ্যা° ঠঞ্। দাসমিত্রিক—দাসমিত্রের অদূর দেশাদি।

দাসমিত্রি (পুং স্ত্রী) দাসমিত্রস্য অপত্যং ইঞ্। দাসমিত্রের অপত্য। ততঃ ঐষুকাদিত্বাৎ ভক্তল্। দাসমিত্রিভক্ত তদীয় বিষয় দেশ।

দাসমীয় (ত্রি) দশমে দেশভেদে ভবঃ, বা দাসং শূদ্রং মিমতে মানয়ন্তি মৈথুনার্থিন্যঃ তা দাসম্যস্তাসু ভবঃ ছ। ১ দসমদেশ ভব। ২ গৃহস্থশূদ্রাভিরত স্ত্রীজাত।

"ব্রাত্যানাং দাসমীয়ানাং বাহীকা নাম যজ্বনাং।"
(ভারত কর্ণ° ৪৪ অ°)

দাসমেয় (পুং) পুরাণোক্ত জনপদবিশেষ।

দাসর, (দাস জাতি) কর্ণাটক প্রদেশবাসী জাতিভেদ। ইহারা কব্‌লিগর্ বা কৈবর্ত্তজাতির একশাখা বলিয়া গণ্য। ইহারা বলে যে তৈলঙ্গ দেশ হইতে কর্ণাটে আসিয়াছে।

কর্ণাটক প্রদেশের বিজাপুর অঞ্চলে অনেক দাসর দৃষ্ট হয়। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, তিরমলদাসর ও গন্ধদাসর। উভয়শ্রেণী মধ্যে আহারাদি চলে, বিবাহ চলে না। তিরমলদাসরেরা তাহাদের রমণীদিগকে বেশ্যাবৃত্তি, নৃত্যগীতাদি করিতে দেয়, তাহাতে আপত্তি করে না, কিন্তু গন্ধদাসরদিগের মধ্যে এ কুপ্রথা প্রচলিত নাই। এই জাতির মধ্যে ২২টী উপাধি আছে। যথা—বিন্দি, ষবুরু, চিন্নবরু, চিন্তাকালবরু ইত্যাদি।

ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা কব্‌লিগর্ বা ধীবরদিগের ন্যায়, তবে ইহারা কতকটা বেশী অসভ্য ও অধিক পরিশ্রমী। ইহারা কণাড়ী ও তেলুগু উভয় ভাষা ব্যবহার করে।

ইহারা গ্রামের বাহিরে অস্থায়ী ঘর করিয়া বাস করে। ইহারা হিন্দু হইলেও মহরমাদি মুসলমান পর্ব্বে হাসন হোসেনের উদ্দেশে ছাগ বলি দেয়। কিন্তু কেহ গোমাংস ভক্ষণ করে না। সকল ধর্ম্মকর্ম্ম ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন করে। মারুতি ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। নাগপঞ্চমী, দশেরা, গণেশ-

চতুর্থী এই গুলি ইহাদের প্রধান পর্ব্ব। ইহাদের বিবাহ-পদ্ধতি ঘিসাড়ি ও কর্ণাটকের কৈবর্ত্তজাতির ন্যায়।

দাসবেশ (পুং) দাসস্য দস্যোর্বেশঃ ৬তৎ। দস্যুনাশ, দস্যুক্ষয়। "পৃক্ষয়ে চ দাসবেশায় চাবহঃ।" (ঋক্ ২।১৩।৮) 'দাসবেশায় দাসানাং দস্যূনাং বেশায় নাশায়' (সায়ণ)

দাসিকা (স্ত্রী) দাসতি দদাতি আত্মানমিতি দাস দানে ণ্বুল্, টাপ্ অত ইত্বং। দাসী।

দাসী (স্ত্রী) দাস গৌরাদি° ঙীষ্। ১ দাসের পত্নী, নীচ জাতি স্ত্রী। ২ পরিচারিকা, পরিচর্য্যার নিমিত্ত যে স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করা যায়, কর্ম্মকরী, চাকরাণী। ৩ শূদ্র ও কৈবর্ত্তের ভার্য্যা, তজ্জাতীয়া স্ত্রী। ৪ ধীবরী।

"ন গতা চ বধূস্তত্র প্রেষ্যা সংপ্রেষিতা তয়া।
তস্যাঞ্চ বিদুরো জাতো দাস্যাং ধর্ম্মাংশতঃ শুভঃ॥"
(দেবীভাগ° ১।২০।৭২)

৫ কাকজঙ্ঘা। ৬ নীলাম্লান। ৭ নীলঝিণ্টী। ৮ পীতঝিণ্টী। ৯ বেদী।

দাসীত্ব (ক্লী) দাস্যাঃ ভাবঃ দাসী ত্ব। দাসীর ভাব, দাসীর কার্য্য।

দাসীপাদ (ত্রি) দাস্যাঃ পাদইব পাদো যস্য, হস্ত্যাদিত্বাৎ নান্ত্যলোপঃ। দাসতুল্য পাদযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পাদস্য পদ্‌ভাবশ্চ। দাসীপদী এইরূপ পদ হইবে।

দাসীভারাদি (পুং) পাণিনিউক্ত শব্দগণ বিশেষ, দাসীভার, দেবহূতি, দেবভীতি, বস্নুনীতি, ওষধি, চন্দ্রমস্। (পাণিনি ৬।২।৪২)

দাসীসভ (ক্লী) দাসীনাং সভা ততো ক্লীবলিঙ্গত্বং। (অশালা চ। পা ২।৪।২৪) দাসীর সভা, দাসীসমূহ।

দাসেয় (পুং) দাস স্বার্থে ঢক্। ১ দাস। ২ কৈবর্ত্ত। দাসস্য উৎপন্নং ইতি ফক্। (ত্রি) ৩ দাসোৎপন্ন।

দাসেয়ী (স্ত্রী) দাসেয় স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সত্যবতী।

"সমীক্ষ্য রাজা দাসেয়ীং কাময়ামাস শান্তনুঃ।"(ভারত ১।১০০।৪৯)

দাসের (পুং) দাস্যা অপত্যং ঢ্রক্। ১ দাস। ২ কৈবর্ত্ত। দাস বাহুলকাৎ এরচ্। ৩ উষ্ট্র। (ত্রি) ৪ দাসিকাপত্য।

দাসেরক (পুং) দাসের-স্বার্থে কন্। উষ্ট্র।

"দাসেরকঃ সপদি সংবলিতং নিষাদৈ
র্বিপ্রং পুরা পতগরাড়িব নির্জগার।" (মাঘ ৫।৬৬)

২ দাসীসুত। ৩ জাতিভেদ। (ভারত ৬।৪৭।৪৬)

দাস্য (ক্লী) দাসস্য ভাবঃ দাস-ষ্যঞ্। ভক্তিলক্ষণ নয় প্রকার, তন্মধ্যে দাস্য এক প্রকার—

"অর্চ্চনং বন্দনং মন্ত্রজপঃ সেবনমেব চ।
স্মরণং কীর্ত্তনং শশ্বৎ গুণশ্রবণমীপ্সিতং॥
নিবেদনং স্বস্য দাস্যং নবধা ভক্তিলক্ষণং।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ°) [ভক্তি দেখ।]

দাস্যমান (ত্রি) দা কর্ম্মণি স্যমানঃ। ভবিষ্যদ্দান সম্বন্ধি বস্তু, যে বস্তু পরে দান করা যাইবে, তাহাকে দাস্যমান কহে।

দাস্যাদি (পুং) ভৈষজ্যরত্নাবল্যুক্ত পাচন ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—নীলঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি, শঠী, শুক্তি, বেণারমূল, চিরতা, গজপিপ্পলী, বনাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়জোড়া, ধনে, শুঁঠ, মুতা, সরলকাষ্ঠ, সজিনার ছাল, বালা, কণ্টকারী, ক্ষেৎপাপড়া, কুশমূল, কটুকী, অনন্তমূল, গুড়ুচ, কুড়, মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, ইহা এইরূপে প্রস্তুত করিয়া আধতোলা মধুর সহিত সেবন করিলে ধাতুস্থ বিষমজ্বর, ত্রিদোষজনিত জ্বর, ঐকাহিক ও দ্ব্যাহিক জ্বর, কামজ্বর, শোকজনিত জ্বর, বমি সহিত জ্বর, ক্ষয় জন্য জ্বর, সন্ততক, চাতুর্থক প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বর আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যর° জ্বরাধি°)

দাস্র (ক্লী) দস্রৌ দেবতে২স্য অণ্। অশ্বিনীনক্ষত্র।

দাহ (পুং) দহ ভাবে ঘঞ্। দহন, ভস্মীকরণ, পোড়ান।

মৃত্যুর পর শবদেহ দাহ করিতে হয়। তাহার বিধান শুদ্ধিতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে, মৃত্যুর পর পুত্রাদি সকলে মিলিত হইয়া দাহস্থলে শবদেহ লইয়া যায়। সেই স্থলে শবদেহ রক্ষাপূর্ব্বক পুত্রাদি স্নান করিয়া পিণ্ডের নিমিত্ত অন্ন পাক করিবে। পরে শবদেহকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্রে শবের সকল শরীর আচ্ছাদন করিবে। সেই স্থলে কুশ ছড়াইয়া শবের মস্তক দক্ষিণদিকে করিয়া রক্ষা করিবে; পরে শবদেহ ঘৃত মাখাইয়া এই মন্ত্রে স্নান করাইতে হইবে।

মন্ত্র—ওঁ গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাং॥
কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীং।
ভদ্রাবকাশাং গণ্ডক্যাং সরযূং পনসাং তথা॥
বৈনবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাং স্তথা॥"

এই সকল পুণ্য তীর্থের বিষয় স্মরণ করিয়া অর্থাৎ ইহা পাঠ করিয়া শবকে স্নান করাইবে, পরে আর একখানি বস্ত্র পরিধান করাইয়া উপনীত ও উত্তরীয় দিতে হইবে, পরে চন্দনাদি দ্বারা শবশরীর উপলিপ্ত করিয়া কর্ণ, নাসিকা, নেত্র ও মুখ এই ৭টী ছিদ্রে ৭ খণ্ড সুবর্ণ দিয়া একখানি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। (ইহার পর বান্ধব সকলে শবদেহ বন্ধন করিয়া দাহস্থলে লইয়া যাওয়া উচিত, কিন্তু ব্যবহার এইরূপ নহে, দাহ স্থলে শব লইয়া যাইয়া এই সকল করা হইয়া থাকে।)

পরে অগ্নিদাতা চিতাভূমিতে গমন করিয়া পিণ্ড প্রদান

করিবে, সেই স্থলের ভূমিতে কিঞ্চিৎ গোময় প্রক্ষেপ দিয়া ভূমিতে বামজানু পাতিয়া প্রাচীনাবীতি হইয়া কুশমূল দ্বারা 'ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিসদ' এই মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র রেখা করিবে। তাহার উপরি কুশ ছড়াইয়া দিবে এবং 'ওঁ এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছ' এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া সতিল জলপাত্র বামহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া 'ওঁ অদ্য অমুক গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ অবনেনিক্ষ্ব' এই মন্ত্রে আস্তীর্ণ কুশোপরি অবনেজন অর্থাৎ জল প্রক্ষেপ দিবে। পরে সতিল পিণ্ড গ্রহণ করিয়া 'ওঁ অদ্য অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তেহন্নমুপতিষ্ঠতাং' এই মন্ত্রে পিণ্ড কুশোপরি দিতে হইবে। পরে পিণ্ড পাত্র প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে জল দিবে। সামবেদী ভিন্ন অন্য বেদীরা আবাহন করিবে না। পরে পুত্রাদি চিতা রচনা করিবে, তাহারা শবকে দুইখানি বস্ত্রের সহিত চিতার উপর দক্ষিণদিকে মস্তক করিয়া তুলিয়া দিবে, পুরুষ হইলে অধোমুখে এবং স্ত্রী হইলে উত্তান ভাবে চিতার উপরি স্থাপন করিবে। সামবেদিদিগের শব উত্তরদিকে মস্তক করিয়া চিতায় সাজাইতে হইবে। ইহার পর অগ্নিদাতা অগ্নি গ্রহণ করিয়া 'এনং দহস্ব' অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করুক, এই চিন্তা করিয়া—

"ওঁ কৃত্বা তু দুষ্করং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতং॥
ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতং।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে হইবে এবং দক্ষিণামুখ হইয়া মস্তক স্থানে অগ্নি প্রদান করিবে। পরে দাহ সম্পন্ন হইলে প্রাদেশপ্রমাণ সপ্তকাষ্ঠিকা অর্থাৎ সাতখানি কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া চিতাগ্নি ৭বার প্রদক্ষিণ করিয়া ক্রমে ক্রমে চিতাগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর কুঠার দ্বারা 'ক্রব্যাদায় নমস্তভ্যং' এই মন্ত্র পড়িয়া প্রজ্বলিত চিতার উপর বংশ দণ্ড দ্বারা ৭বার প্রহার করিবে। তাহার পর ঐ চিতাগ্নি অবলোকন না করিয়া বামদিক্ দিয়া স্নান করিবার জন্য নদীতে গমন করিতে হইবে। শব সম্বন্ধীয় বস্ত্রাদি শ্মশানবাসী চাণ্ডালাদি সকলেই পাইবে। সূতিকা এবং রজস্বলা অবস্থায় স্ত্রীদিগের মৃত্যু হইলে 'আপোহিষ্ঠীয় বামদেব্যাদি' মন্ত্রে আবাহন করিয়া স্নান করাইয়া দাহ করিবে এবং গর্ভবতী নারীর মৃত্যু হইলে স্থানান্তরে গর্ভ নিঃসারিত করিয়া তাহার দাহ করিতে হইবে, গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভ নিঃসারিত না করিয়া দাহ করা বিশেষ দোষাবহ ও অধর্ম্মজনক।

তাহার পর সকলে জল সমীপে গমন করিয়া পুত্রাদি অর্থাৎ যিনি অগ্নি প্রদান করিয়াছেন, তিনি তাহার প্রয়োগাভিজ্ঞ শ্যালকাদিকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'উদকং করিষ্যামঃ' জলকার্য্য করিতে পারি, তিনি ইহার অনুমতি দিলে বৃদ্ধদিগকে অগ্রে করিয়া জলে অবতরণ করিতে হইবে। তাহার পর বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণমুখে প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হইবে। সামবেদীরা আচমন করিয়া 'ওঁ অমুকগোত্রং প্রেতং অমুক দেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি' এই মন্ত্রে তর্পণ করিবেন। যজুর্ব্বেদীরা 'ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্নেতত্তে তিলোদকং তৃপ্যস্ব' এই মন্ত্রে তর্পণ করিবেন। তর্পণ তিনবার করিলে ফলাতিশয় জানিতে হইবে, নচেৎ একবার করিলেও চলিবে। তর্পণের পর পুনরায় স্নান করিয়া সকলে একত্র হইয়া বালককে অগ্রে করিয়া জলাশয় হইতে উঠিবে। তাহার পর তৃণক্ষেত্রে উপবেশন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিবে।

"মানুষ্যে কদলীস্তম্ভনিঃসারে সারমার্গণং।
যঃ করোতি স সংমূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে॥
পঞ্চধাসম্ভূতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ।
কর্ম্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈস্তত্র কা পরিদেবনা॥
গন্ত্রী বসুমতীনাশমুদধির্দৈবতানি চ।
ফেণপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্ত্যলোকো ন যাস্যতি॥
শ্লেষ্মাশ্রুবান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতোভুঙ্ক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়া কার্য্যা বিধানতঃ॥"

এই জগতে মনুষ্য সকল কদলীস্তম্ভের ন্যায় নিঃসার, জীবন বিদ্যুৎবৎ চঞ্চল, সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, ইহাতে সার কল্পনা করা মূঢ়ের কার্য্য, সকলই স্ব স্ব কর্ম্মভোগ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিবে, ইঁহাতে পরিদেবনার বিষয় কি? পৃথিবী, সমুদ্র, দেবতা ইহাদেরও নাশ হইবে, তখন আর মর্ত্ত্যের বিষয় চিন্তনীয় কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া গৃহদ্বারে গমন করিয়া নিম্বপত্র দন্ত দ্বারা কাটিয়া 'শমী পাপং সময়তু' এই বলিয়া শমী স্পর্শ করিবে। তাহার পর 'অশ্মেব স্থিরোভূয়াসং' এই বলিয়া প্রস্তর পাদদ্বারা স্পর্শ করিয়া 'অগ্নির্নঃ শর্ম্মযচ্ছতু' এই বলিয়া অগ্নি স্পর্শ করিবে। গো, ছাগ, গোময়, উদক ও গৌরসর্ষপ স্পর্শ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হইবে।

দিবাভাগে দাহ করিতে যাইলে রাত্রিতে এবং রাত্রিতে দাহ করিতে যাইলে দিবাভাগে ফিরিয়া আসিবে। ইহাতে অশক্ত

হইলে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া দিবারাত্রি এই উভয় সময়ে যাইয়া ঐ উভয় সময়েই ফিরিয়া আসিতে পারে। (শুদ্ধিতত্ত্ব) [অন্ত্যেষ্টি দেখ।]

২ কুপিত পিত্তজ দেহসন্তাপভেদ, ব্যাধিবিশেষ, এই দাহরোগের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে।

দাহরোগ সাত প্রকার। তাহার মধ্যে পিত্তজন্য দাহরোগে পৈত্তিক জ্বরের ন্যায় লক্ষণ হয়, প্রভেদ এই যে পিত্তজ্বরে শরীরের গ্লানি ও আমাশয় দূষিত হয়, এই রোগে তাহা হয় না। ইহারও পিত্তজ জ্বরের ন্যায় প্রতিবিধান করিতে হইবে।

রক্ত জন্য দাহ—রক্ত জন্য দাহরোগে সমস্ত শরীরের রক্ত প্রকুপিত হইয়া দাহ উৎপাদন করে। রোগী দাহ কর্ত্তৃক এত পীড়িত হয় যে, তাহার সমস্ত শরীর যেন নিকটস্থ প্রজ্বলিত অগ্নি কর্ত্তৃক তাপিত হইতেছে, এইরূপ বোধ হয়, অতিশয় পিপাসা উপস্থিত হয়, শরীর ও চক্ষুদ্বয় তাম্রবর্ণ হয়, মুখে ও গাত্রে রক্তের ন্যায় গন্ধ হয় এবং সমস্ত শরীরে অগ্নিকণা প্রক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ বোধ হয়।

রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজ দাহ—শস্ত্রাদি কর্ত্তৃক ক্ষত হইলে সেই ক্ষত স্থল হইতে রক্তস্রাব হইয়া কোষ্ঠদেশ রক্তপূর্ণ হইলে আর এক অতি কষ্টকর দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজ দাহ কহে।

মদ্যজ দাহ—মদ্যপানজনিত উষ্মা, পিত্ত ও রক্তের সহিত মিলিত ও বর্দ্ধিত হইয়া চর্ম্মকে আশ্রয় করিলে ঘোরতর দাহরোগ উৎপন্ন হয়। ইহাকে মদ্যজ দাহ কহে। পিত্ত কুপিত হইলে যেরূপ প্রতিবিধান আবশ্যক, তদ্রূপ ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।

তৃষ্ণানিরোধজ দাহ—যে অবোধ মনুষ্য পিপাসা হইলে জলপান না করে, তাহার রসধাতু ক্ষীণ হইয়াও পিত্তের উষ্মা বর্দ্ধিত হয় এবং ঐ পিত্তোষ্মা শরীরের অভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে দাহ উৎপাদন করে, এই রোগে রোগীর গলদেশ, তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয় এবং জিহ্বা বহির্নির্গম ও কম্প হইয়া থাকে।

ধাতুক্ষয়জ দাহ—ধাতুক্ষয় জন্য দাহরোগে মূর্চ্ছা, পিপাসা, স্বরভঙ্গ ও কার্য্যকরণে অক্ষমতা হয়। যদি রোগী দাহ কর্ত্তৃক অত্যধিক পীড়িত হয়, তাহা হইলে এই রোগে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

মর্ম্মাভিঘাতজ দাহ—মস্তক হৃদয় ও বস্তি প্রভৃতি মর্ম্মস্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইলে তৎকর্ত্তৃক যে দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে মর্ম্মাভিঘাতজ দাহ কহে। এইরূপ দাহরোগও অসাধ্য।

অসাধ্য দাহ—সকল প্রকার দাহ রোগীরই যদি গাত্রের বহির্দ্দেশ শীতল এবং অভ্যন্তরে দাহ হয়, তাহা হইলে এইরূপ রোগীকে চিকিৎসা করিবে না, এইরূপ দাহরোগ অসাধ্য। ইহার প্রতিবিধানে কোন ফল হইবে না।

দাহরোগের চিকিৎসা—শতধৌত ঘৃত ও যবের ছাতু একত্র করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে দাহরোগ বিনষ্ট হয়।

কুলের আঁটির শাঁস ও আমলকী একত্র কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া লেপন করিলে অথবা কাঁজি-সংসিক্ত আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া রাখিলে দাহরোগ আরোগ্য হয়। বেণার মূল ও রক্তচন্দন কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে দাহ নষ্ট হয়। পদ্মপত্র বা কদলীপত্র-নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করাইয়া চন্দনাক্ত জল-সিঞ্চিত ব্যজন দ্বারা বায়ু সেবন করাইলে দাহ বিনষ্ট হয়।

তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমনের নিমিত্ত জলসেচন, অবগাহন ও ব্যজনানিল সেবন করিতে হইলে তৎস্থলে শীতল জলই প্রশস্ত।

প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেণারমূল, বালা, নাগকেশর পত্র এবং কৈবর্ত্তমুস্তক এই সকল কালীয়ক কাষ্ঠের কাথের সহিত পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে দাহ নষ্ট হয়।

বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, রক্তচন্দন এবং পদ্ম পেষণ করিয়া জলের সহিত মিলিত করিবে, পরে ঐ জল দ্বারা এক দ্রোণী পূর্ণ করিয়া তাহাতে অবগাহন করিলে দাহরোগ নষ্ট হয়।

প্রস্ফুটিত পদ্মসমন্বিত বাপী, জলযন্ত্র গৃহ (ফোয়ারার ঘর) এবং চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গী কামিনী, এই সকলে দাহ জন্য দীনতা দূর হয়। পদ্মনিমগ্নজল, চিনি মিশ্রিত জল, চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ ও ইক্ষুরস সেবন করিলে দাহরোগ বিনষ্ট হয়।

রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, বেণামূল, বালা, মুথা, পদ্মমূল, পদ্মমৃণাল, মৌরি, ধনিয়া, পদ্মকাষ্ঠ এবং আমলকী এই সকল দ্রব্য দিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে, ইহাতে অতিশয় প্রবল দাহও নিবারিত হয়।

তিলতৈল ৴৪ সের ৬৪ সের কাঁজির সহিত মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া ইহা শরীরে মর্দ্দন করিলে দাহজ্বর ভাল হয়। (ভাবপ্রকাশ দাহাধিকার)

পান জন্য উষ্ণতা পিত্তরক্ত কর্ত্তৃক বৃদ্ধি হইয়া ত্বক্‌ আশ্রয় করিয়া ঘোরতর দাহ জন্মায়। এরূপ স্থলে পিত্তজন্য দাহের ন্যায় প্রতিবিধান করিবে। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির এইরূপ দাহ হইলে চন্দনলেপ, শিশিরোদক, শীতলজল, কোমল শয্যা, কামিনীসংস্পর্শ প্রভৃতি হিতকর।

পিত্তজন্য দাহ উপস্থিত হইলে পিত্তজ্বরের ন্যায় প্রতিবিধান করিতে হইবে। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পান না করিলে জলীয় রস ধাতু ক্ষীণ হইয়া তেজঃ উত্থিত হয়, তৎকর্ত্তৃক

দেহের অন্তর্বাহে দাহ উপস্থিত হইয়া গল, তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বা বড় শুষ্ক হয় ও রোগী কাঁপিতে থাকে। এরূপ স্থলে তেজের শান্তি করিয়া জলীয় ধাতুর বৃদ্ধি করিবে। শর্করা সহযোগে প্রচুর পরিমাণে শীতলজল, ইক্ষুরস ও মদ্য প্রদান করিলে ইহার প্রতীকার হয়। কোষ্ঠদেশ রক্তপূর্ণ হইলে অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। ধাতুক্ষয় জন্য দাহ উপস্থিত হইলে মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা জন্মে, স্বরক্ষীণ হয়, ক্রিয়াশক্তিরহিত ও শরীর অবসন্ন হয়। সে স্থলে রক্তপিত্তের ন্যায় প্রক্রিয়া, স্নিগ্ধ এবং বায়ুশান্তিকর ক্রিয়া সকল হিতকর। অনাহার, শোক প্রভৃতি অনেক কারণে অন্তর্দাহ জন্মে; অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্তি হইলে ইহার শান্তি হয়। মর্ম্মস্থানে অভিঘাত জন্য যে দাহ জন্মে, তাহা অসাধ্য। বাহিরে শীতল ও অন্তরে দাহ থাকিলে তাহা অসাধ্য। (সুশ্রুত)

দাহক (ত্রি) দহতি দল-ণ্বুল্। ১ দাহকর্ত্তা।

"ক্ষেত্রবেশ্মবনগ্রামবিবীতখলদাহকাঃ।" (যাজ্ঞ° ২।২৮৫)

(পুং) ২ চিত্রক বৃক্ষ। ৩ রক্তচিত্রক। ৪ অগ্নি।

দাহকাষ্ঠ (ক্লী) দাহায় যৎকাষ্ঠং। দাহাগুরু, অগুরুচন্দন।

দাহঘ্ন (ক্লী) দাহং হন্তি হন-টক্। দেহদাহনাশক ঔষধাদি। [দাহ দেখ।]

দাহজ্বর (পুং) দাহপ্রধানোজ্বরঃ। গাত্রজ্বালাযুক্ত জ্বররোগ। পর্য্যুষিত জলের সহিত বৃশ্চিকমূল পান করিলে এই জ্বর প্রশমিত হয়।

"পীতং বৃশ্চিকমূলন্ত পর্য্যুষিতজলেন বৈ।
সার্দ্ধং বিনাশয়েৎ দাহজ্বরঞ্চ পরমেশ্বর॥" (গরুড়পু° ১৯৩ অঃ)

[জ্বর দেখ।]

দাহন (ক্লী) দহ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ভস্মীকরণের নিমিত্ত প্রেরণ। দাহকরান, পোড়ান।

দাহনাগুরু (ক্লী) দাহনস্থ দাহনার অগুরু। দাহাগুরু নামক গন্ধদ্রব্যভেদ। (রাজনি°)

দাহময় (ত্রি) দাহেন প্রচুরঃ দাহ-ময়ট্। দাহপ্রধান জ্বরাদি, যে জ্বরাদিতে প্রচুর দাহ উপস্থিত হয়।

দাহসর (পুং) দাহার্থং স্রিয়তে গম্যতেঽস্মিন্ সৃ-অপ্। শ্মশান, শবদাহ স্থান।

দাহহরণ (ক্লী) দাহো হ্রিয়তে হনেন হৃ-ল্যুট্ ণিচ্ কর্ত্তরি ল্যু বা। বীরণমূল, বেণার মূল। ইহা দাহনাশক।

দাহাগুরু (ক্লী) দাহায় যদগুরু। সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য বিশেষ; পর্য্যায়—দাহনাগুরু, দাহকাষ্ঠ, ধূপাগুরু, তৈলাগুরু, পুর, বনবল্লভ। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কেশবর্দ্ধন, বর্ণপ্রসাধক, কেশদোষ বিনষ্টকারক, সর্ব্বদা সৌগন্ধবিস্তারকারী। (রাজনি°)

দাহিন্ (ত্রি) দহতি দহ-ণিনি। দাহক, দাহকর্ত্তা।

দাহিকাশক্তি (স্ত্রী) দাহক-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অত ইত্বং। দহন করিবার শক্তি।

দাহুক (ত্রি) দহ-বাহুলকাৎ উকন্। দাহক।

"নাস্যাগ্নির্দাহুকো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে।" (আশ্ব° গৃ° ২।৮।১০)

দাহ্য (ত্রি) দহ কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ দহনীয়, দগ্ধব্য, দাহার্হ, দহনযোগ্য।

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।" (গীতা ২ অঃ)

দিউ (দ্বীপ) পশ্চিম ভারতে পর্ত্তুগীজাধিকৃত একটী দ্বীপ। অক্ষা° ২০° ৪৩´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ২´ ৩০´´ পূঃ। কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণসীমান্ত এক বিস্তীর্ণ খাঁড়ির পর পারে এই দ্বীপ অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বপশ্চিমে দৈর্ঘ্য ৭ মাইল ও উত্তরদক্ষিণে ২ মাইল মাত্র। উত্তরসীমান্ত খালে সামান্ত জেলেডিঙ্গি ও ক্ষুদ্র নৌকা যাতায়াত করে, এই খাঁড়ি থাকায় গুজরাট্ হইতে এই দ্বীপ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণপার্শ্বে বালুপাথরের পাহাড় উঠিয়াছে, তাহারই পাদদেশে সুগভীর সমুদ্র জল প্রবাহিত হইতেছে।

এই দ্বীপের পাহাড় গুলি ১০০ ফিটের অধিক উচ্চ নয়। দ্বীপের নানাস্থানে নারিকেল বাগান দৃষ্ট হয়। এখানে ছোট হইলেও উত্তম বন্দর আছে; তথায় ২ বাঁও জলে জাহাজ নঙ্গর করিয়া থাকিতে পারে।

এখানকার জলবায়ু শুষ্ক ও উষ্ণ, জমি অনুর্ব্বর, ভাল জল দুর্লভ। কৃষিকর্ম্মেরও তেমন আয়োজন নাই। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, কাঙ্নি, বাজরা, নারিকেল ও আম্রাদি ফল পাওয়া যায়। লোকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

দ্বীপের পূর্ব্বকোণে দিউনগর অবস্থিত। ইহার মধ্যে দুর্গ আছে, নববন্দর হইতে তাহা প্রায় ৫ মাইল দূরে হইবে। এক সময় এই নগর বাণিজ্য ব্যবসায়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, তৎকালে এখানে প্রায় ৫০০০০ লোকের বসবাস ছিল। এখন সেই পূর্ব্বসমৃদ্ধির কিছুই নাই। বেশীদিনের কথা নয়, মোজাম্বিক ও ভারতের নানাস্থানের সহিত এখানকার বাণিজ্য চলিত। নগরের অনেক গৃহস্থের এক একটী বৃহৎ জলকুণ্ড আছে। সময় তাহাতে জল ধরিয়া রাখে।

পূর্ব্বে এই নগরে অনেক সুন্দর ও বৃহৎ অট্টালিকা ছিল, এখন তাহার অতি অল্পই আছে। তন্মধ্যে সেমাত্রিজ গির্জা (এখানে জেসুইটগণ ১৬০১ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন) উল্লেখযোগ্য। সেণ্ট্ফ্রান্সিস্ আশ্রম (এখন সৈনিক হাঁসপাতাল), সেণ্টজন নামক

গোরস্থান প্রভৃতির ভগ্নাবস্থা। এখানকার টাঁকশালে পূর্ব্বে সকলপ্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইত, এখন আর তেমন হয় না। এ ছাড়া পর্ত্তুগীজ গবর্ণরের প্রাসাদ, কারাগার ও বিদ্যালয় আছে।

এখন ১০টী হিন্দুদেবালয় ও ২টী মুসলমান মস্‌জিদ্ দৃষ্ট হয়। পর্ত্তুগীজাগমনের পূর্ব্বে এখানে কএকটী হিন্দু-তীর্থ ও বৃহৎ দেবমন্দির ছিল, পর্ত্তুগীজেরা সেই সকল নষ্ট করে।

দিউ নগর ছাড়া এই দ্বীপে তিনখানি গ্রাম আছে,—উত্তরাংশে বচবারা, দক্ষিণে নগবা ও পশ্চিমে মোনক-বারা। শেষোক্ত দুই গ্রামে কেল্লা আছে।

বস্ত্র বয়ন ও বস্ত্র রং করাই এখানকার লোকের প্রধান উপ-জীবিকা। এখানকার জিনিষ বিদেশে খুব আদৃত হইয়া থাকে। অধিবাসিগণের অনেকেই মৎস্যজীবি হইয়া পড়িয়াছে। বার্ষিক প্রায় ৪০০০০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

আরব ও পারস্যোপসাগরে বাণিজ্যের অতি সুবিধা হইবে ভাবিয়া পর্ত্তুগীজেরা এই স্থান আক্রমণ করেন। কিন্তু প্রথমে তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। মোগল-সম্রাট্ হুমায়ুন্ যে সময় গুজরাটাধিপতি বাহাদুর শাহকে আক্রমণ করেন, সেই সময় (১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে) বাহাদুর শাহ পর্ত্তুগীজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া এই দ্বীপে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করেন। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে ষড়-যন্ত্র চলিতেছিল। ঘটনাক্রমে (১৫৩৭ খৃঃ অব্দে) পর্ত্তুগীজ জাহাজ হইতে প্রত্যাগমনকালে গুজরাটাধিপতি নিহত হন। এই বর্ষে বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র (৩য়) মহম্মদ পর্ত্তুগীজ দুর্গ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আবার একবার আক্রমণ করেন। এবার ডম্‌ জোয়াও ডি-কাষ্ট্রো প্রভৃত সৈন্যবল লইয়া দ্বীপে উপ-স্থিত হইয়া মুসলমান সৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়া দ্বীপ-বাসী পর্ত্তুগীজদিগের রক্ষাবিধান করেন। কাষ্ট্রোর বীরত্বে সমস্ত দ্বীপ চিরতরে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারভুক্ত হইল। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মস্কট হইতে কতকগুলি সশস্ত্র আরবী আসিয়া দ্বীপ আক্রমণ করে ও লুটপাঠ করিয়া চলিয়া যায়। তৎপরে আর কোন গোলমাল হয় নাই।

বর্ত্তমান দুর্গটী মুসলমান অবরোধের পর ডিকাষ্ট্রো কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার সংস্থান সুদৃঢ়, গঠন সুন্দর, অনেকগুলি পিত্তলের কামান দ্বারা সুরক্ষিত। সেতুপার হইয়া তোরণদ্বার দিয়া এই দুর্গে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণদ্বারে পর্ত্তুগীজ ভাষায় খোদিত লিপি আছে।

এখানকার গবর্ণর ফৌজদারী ও দাওয়ানী উভয় শাসন বিভাগের কর্ত্তা। তিনি গোয়ার গবর্ণরজেনারলের অধীন।

দিওদোরাস্, সিকিউলাস্ (Diodorous, Siculus) একজন প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ঐতিহাসিক। ইনি সিসিলী দ্বীপে আজিরিয়াম্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক ব্যতীত অন্য কোনরূপে তাঁহার আখ্যায়িকা জানা যায় নাই। তিনি জুলিয়াস্ ও অগষ্টস্ সিজারের সমকালে বিদ্যমান ছিলেন। এসিয়া ও য়ুরোপের নানা স্থানে পরিভ্রমণ এবং রোমনগরে বহুকাল বাস করিয়া তত্তৎ স্থানের প্রাচীন ও তৎকালীন ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করেন। এই সমস্ত সংগৃহীত বিবরণ হইতে তিনি ত্রিশবৎসর পরিশ্রম করিয়া চল্লিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'বিবুলিওথেকা' (Bibliotheca) অর্থাৎ পুস্তকাগার নামক এক প্রকাণ্ড ইতিহাস রচনা করেন। ইহার প্রথম ৬ খণ্ডে ট্রোজান্ যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্যান্ত গ্রীস ও অন্যান্য দেশীয় দেবদেবীবিষয়ক আখ্যায়িকাসমূহ বর্ণনা করেন। তৎ-পরের একাদশ খণ্ডে ১১৮৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে আলেকসান্দারের সময় পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিত আছে। অবশিষ্ট ত্রয়োবিংশ খণ্ডে ৬০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা বর্ণিত। এই চত্বারিংশ খণ্ডাত্মক বিরাট্ ইতিহাসের অধিকাংশই কালক্রমে লুপ্ত হই-য়াছে, এখন কেবল প্রথম ৫ পাচখণ্ড এবং একাদশ হইতে বিংশ পর্য্যন্ত দশ খণ্ড এই পনর খণ্ড সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। ৫ম হইতে ১০ম খণ্ড একবারেই লুপ্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট খণ্ড সকলের নানা অংশ স্থানে স্থানে বাহির হইয়াছে।

দিওদোরাসের ইতিহাস হইতে প্রাচীনকালের প্রভূত বিবরণ জানিতে পারা যায়। সাধারণতঃ তাঁহার রচনা কল্পনাচাতুর্য্য ও অতিরঞ্জনদোষবর্জ্জিত এবং সরল ও প্রসাদ গুণসম্পন্ন, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ প্রখর মেধাশক্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার ইতিহাসে সুশৃঙ্খলা নাই। তিনি যে সকল বিবরণ শুনিয়া অথবা অন্যান্য ঐতিহাসিকের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে সকলের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে তাদৃশ বিচারশক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাহা হইলেও তিনি এমন বহু বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাহা অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার পুস্তকের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় খণ্ডগুলিই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল খণ্ড থাকিলে নিঃসন্দেহে অতীতকালের নানা তত্ত্ব, যাহা এখন সন্দেহের ঘোর অন্ধকারে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, প্রকাশ হইয়া পড়িত।

দিক্ (আরবী) ত্যক্ত করা, বিরক্ত করা। (সং) দিক্। [দিশ্ দেখ।]

দিক্ক (পুং) দিক্ষু কায়তে কৈ-ক। বিংশতিবর্ষবয়স্ক করি-শাবক, করভ। (শব্দর°)

দিক্কন্যা (স্ত্রী) দিশ এব কন্যাঃ। দিক্‌রূপ কন্যা। দিশ কন্যা এব। দিক্ সকলই কন্যা। দিক্ সকল ব্রহ্মার কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার বিষয় বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

ব্রহ্মা যে সময়ে প্রথম এই জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই সময় একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন কে এই জগৎ সৃষ্টি করিবে? এই প্রকারে অতিশয় চিন্তিত হইলে তাহার কর্ণ হইতে মহাপ্রভাবশালিনী দশটী কন্যা আবির্ভূত হইল। তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বা, পশ্চিমা, প্রতীচী ও উত্তরা এই চারি কন্যা পরমশোভনা এবং অতিশয় গম্ভীরা, তাহারা সকলে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কহিল, হে দেবদেব জগৎপতে! আমাদিগকে অবকাশ প্রদান করুন, যেথানে আমরা ভর্ত্তার সহিত সুখে অবস্থান করিতে পারি। ব্রহ্মা ইহা শুনিয়া কহিলেন, তোমাদের অভিলাষ সিদ্ধ হউক, এই ব্রহ্মাণ্ড বহুবিস্তৃত, ইহার অন্তভাগে তোমরা ইচ্ছানুসারে বাস কর, বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। তোমাদের জন্য তপস্বী ও নিষ্পাপ ভর্ত্তৃদিগকে সৃষ্টি করিব, তাহাদের সহিত সুখে অবস্থান করিবে। এখন যেদিকে যাহার অভিরুচি হয়, সেই দিকে গমন কর। এইরূপে ব্রহ্মার আদেশে অভিরুচি অনুসারে এক এক দিকে এক এক জন গমন করিল। ব্রহ্মা এইরূপে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া মহাবলশালী লোকপালদিগকে শীঘ্র সৃষ্টি করিলেন, পরে তিনি লোকপালদিগকে দেখিয়া সেই দশটী কন্যাকে আহ্বান করিলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোকপালদিগের সহিত ইহাদের বিবাহ দিলেন। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋত, বরুণ, বায়ু, ধনদ ও ঈশান এই অষ্টদিক্‌পালকে ঐ আট কন্যা প্রদান করিলেন, উর্দ্ধদিকে স্বয়ং অবস্থান রহিলেন এবং অধোদিকে শেষকে ব্যবস্থিত করিলেন। ইহার পর হইতে এই দেবীগণ ইন্দ্রাদির সহিত কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। (বরাহপু°)

দিক্কর (পুং) দিশং আদেশং করোতি বা দিশং স্ত্রীমুখদংশনং করোতি কৃ-টচ্। ১ যুবা। ২ মহাদেব। (কালিকাপু° ৮২ অঃ)

দিক্করবাসিনী (স্ত্রী) দিক্করে শিবে বসতীতি বস-ণিনি, ঙীপ্। দেবীবিশেষ, দিক্কর অর্থে মহাদেব, যিনি তাহাতে অবস্থান করেন, তাহার নাম দিক্করবাসিনী।

"এবং দিক্করবাসিন্যাঃ কথিতঃ পূর্ব্ববৎ ক্রমঃ।
যংশ্রুত্বা নাশুভং কিঞ্চিদাপ্নোতি শ্রবণে রতঃ॥
দিক্করস্তরুণঃ প্রোক্তস্তথা শম্ভুশ্চ দিক্করঃ।
তস্মিন্নধ্যুষিতা দেবী তস্মাদ্দিক্করবাসিনী॥"
(কালিকাপু° ৮২ অঃ)

দিক্করিকা (স্ত্রী) দিক্করিণঃ দিগ্‌গজস্য সকাশাৎ কায়তে শোভতে ইতি দিক্করিন্ কৈ-ক, ততষ্টাপ্। নদীবিশেষ, নাটক পর্ব্বতে মানসসরোবরের ন্যায় একটী সরোবর আছে, মহাদেব দুর্গার সহিত এই সরোবরে প্রায় জলক্রীড়া করেন। ইহার পশ্চাৎ পূর্ব্ব ও মধ্যভাগ হইতে তিনটী নদী প্রবাহিত হইয়াছে, ইহার পশ্চিমভাগে প্রবাহিত নদীর নাম দিক্করিকা, দিগ্‌গজদিগের ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম দিক্করিকা হইয়াছে। * (কালিকাপু° ৮২ অঃ) ইহার বর্ত্তমান নাম দিকরাই। [কামরূপ দেখ।] দিক্ দন্ত-দংশনং করিকা নখক্ষতরেখা চ যস্যাঃ। ২ যুবতী।

দিক্করিন্ (পুং) দিক্ষু স্থিতঃ করী। ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্‌গজ, দিক্‌হস্তী।

"ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোঽঞ্জনঃ।
পুষ্পদন্তঃ সার্ব্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজাঃ॥" (অমর)

ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্ব-ভৌম ও সুপ্রতীক এই ৮টী হস্তী দিগ্‌গজ নামে খ্যাত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দিক্করী (স্ত্রী) দিশঃ বর্ত্তুলাকারা দন্তক্ষতরেখা করী চ নখক্ষত-রেখা চ যস্যাঃ সংজ্ঞাত্বাৎ ন কপ্, বা দিক্করঃ যুবা, ততো ঙীষ্। যুবতী স্ত্রী।

দিকান্তা (স্ত্রী) দিশা এব কান্তাঃ। দিকন্যা।

দিক্‌কামিনী (স্ত্রী) দিশ এব কামিন্যঃ। দিক্‌রূপ স্ত্রী।

দিক্কুমার (পুং) জৈন মতে ভবনাধিপতি। (হেম)

দিক্‌চক্র (ক্লী) দিশেব চক্রং। চক্রবাল।

দিক্‌তট (পুং) দিক্‌চক্র।

দিক্‌দার (পারসী) বিরক্তিজনক।

দিক্‌দারী (পারসী) বিরক্তি।

দিক্‌পতি (পুং) দিশাং পতিঃ। দিগধীশ্বর, পূর্ব্বাদি অষ্ট-দিকের অধিপতি, শুক্র অগ্নিকোণের, কুজ দক্ষিণদিকের,

* "অস্তি নাটকশৈলে তু সরো মানসসন্নিভং।
যত্র সার্দ্ধং শৈলপুত্র্যা জলক্রীড়াং সদা হর॥
কুরুতে নরশার্দ্দূল স্বর্ণপঙ্কজশোভিতে।
তস্য পশ্চান্মধ্যপূর্ব্বভাগেভ্যশ্চ সরিত্ত্রয়ং॥
অবতীর্ণং প্রযাত্যেব দক্ষিণং সাগরং প্রতি।
তস্য পশ্চিমভাগে তু নদী দিক্করিকাহ্বয়া॥
দিগ্‌গজক্ষেত্রসংজাতা তেন দিক্করিকা স্মৃতা।" (কালিকাপু° ৮২ অঃ)

রাহু নৈর্ঋতকোণের, শনি পশ্চিমদিকের, চন্দ্র বায়ুকোণের, বুধ উত্তরদিকের ও বৃহস্পতি ঈশানকোণের অধিপতি।

"সূর্য্যঃ শুক্রঃ ক্ষমাপুত্রঃ সৈংহিকেয়ঃ শনিঃ শশী।
সৌম্যস্ত্রিদশমন্ত্রী চ প্রাচ্যাদিদিগধীশ্বরাঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

২ দিক্‌সমূহের পতি ইন্দ্রাদি। [দিকন্যা দেখ।]

দিক্‌পাল (পুং) দিশাং পালয়তি পালি অণ্। পূর্ব্বাদিক্রমে দশ দিক্ পালনকর্ত্তা। পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে অগ্নি, দক্ষিণদিকে যম, নৈর্ঋতকোণে নির্ঋত, পশ্চিমদিকে বরুণ, বায়ুকোণে মরুৎ, উত্তরদিকে কুবের, ঈশানকোণে ঈশ, ঊর্দ্ধদিকে ব্রহ্মা ও অধোদিকে অনন্ত অবস্থান করিয়া পালন করিয়া থাকেন।

দিক্‌বিভাগ (পুং) দিক্।

দিক্‌শূল (ক্লী) দিশি দিগ্‌ভেদে গতৌ শূলমিব। পূর্ব্বাদিদিকে গমন বিষয়ে নিষিদ্ধ বারভেদ, কোন দিকে যাত্রা করিতে হইলে দিক্‌শূল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। শুক্র এবং রবিবারে পশ্চিমদিকে, মঙ্গল ও বুধবারে উত্তর দিকে, সোম এবং শনিবারে পূর্ব্বদিকে এবং বৃহস্পতিবারে দক্ষিণে শূল হয়, অর্থাৎ যে বারে যে দিকে শূল সেই বারে সেই দিকে গমন করিতে নাই। যে মনুষ্য বিত্তলাভাশায় দিক্‌শূল লঙ্ঘন করিয়া গমন করে, ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী হইলেও তাহার মনোরথ সিদ্ধ হয় না।

"শুক্রাদিত্যদিনে ন বারুণদিশং ন জ্ঞে কুজে চোত্তরাং।
মন্দেন্দোশ্চ দিনে ন শক্রককুভং যাম্যাং গুরৌ ন ব্রজেৎ॥
শূলানিতি বিলঙ্ঘ্য যান্তি মনুজা যে বিত্তলাভাশয়া।
ভ্রষ্টাশাঃ পুনরাপতন্তি যদি তে শক্রেণ তুল্যা অপি॥"
(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

কাহারও মতে, বুধ ও বৃহস্পতি বারে দক্ষিণে, সুরাচার্য্য অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ুকোণে এবং রবি ও শুক্রবারে পশ্চিমদিকে শূল হয়।

"বৌধে গুরৌ দক্ষিণাং।
ঈশানে জ্বলনে চৈব নৈর্ঋতে মারুতে তথা।
ন গন্তব্যং সুরাচার্য্যে প্রতীচ্যাং রবিশুক্রয়োঃ॥" (সুখবোধ)

দিক্‌সুন্দরী (স্ত্রী) দিশএব সুন্দর্য্য। দিক্‌রূপ সুন্দরী, দিক্‌কন্যা।

দিক্‌সাধন (ক্লী) দিশঃ সাধ্যন্তে জ্ঞানার্থং অনেন। দিক্‌জ্ঞানসাধন উপায়ভেদ। বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অতি সূক্ষ্মরূপে দিক্ সকল নির্ণয় করিবার উপায় বলিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত জ্যোতিঃসিদ্ধান্তশাস্ত্রের যন্ত্রাধ্যায়ে যষ্ঠি ও শঙ্কু প্রভৃতি দ্বারা দিক্‌নিরূপণের অতি সূক্ষ্ম উপায় বর্ণিত আছে। স্থূলতঃ যে দিকে সূর্য্যোদয় হয়, তাহাই পূর্ব্ব, আর যে দিকে সূর্য্য অস্ত যায়, তাহাই পশ্চিম দিক্। এইরূপে পূর্ব্ব পশ্চিমদিক্ অবধারিত হইলে মৎস্যচিহ্ন * দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ সাধন করিতে হয়। আর সমগ্র ভূমণ্ডলের উত্তরভাগে মেরু †। উদয়কালে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে সম্মুখে প্রাক্ বা পূর্ব্ব দিক্, পশ্চাতে পশ্চিম, দক্ষিণে দক্ষিণ এবং বামভাগে উত্তর দিক্ হয়। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে ধরিতে গেলে সূর্য্য প্রতিদিন পূর্ব্বদিকে উদয় ও পশ্চিমে অস্ত হয় না। ২ বৎসরে কেবল দুইদিন মাত্র অর্থাৎ বিষুব সংক্রান্ত দুইদিন সূর্য্য প্রায় ঠিক পূর্ব্বে উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্ত যায়। যাহা হউক, অন্য সময়েও সূর্য্য দ্বারা সূক্ষ্মরূপে দিক্ নির্ণয় হইতে পারে। প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে ইহার প্রণালী নিম্নলিখিত রূপ বর্ণিত আছে। যথা—সলিল দ্বারা সংশোধিত কোন সমতল শিলাতলে অথবা কোন প্রকার দৃঢ় প্রলেপযুক্ত কোন সমতল ভূমে ইচ্ছানুরূপ অঙ্গুলি-ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটী সমবৃত্ত অঙ্কিত কর। এই বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে নির্দ্দিষ্ট দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত একটী শঙ্কু স্থাপন কর; তাহার পর উহার ছায়াগ্র পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণে যে যে স্থানে বৃত্তের ঠিক পরিধির উপর আসিয়া পড়ে, ঐ দুই স্থানে দুইটী বিন্দু চিহ্নিত কর। ঐ দুইটী বিন্দুকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বিন্দু বলা যায়, অতঃপর ইহাদের দুইটীকে পৃথক্ পৃথক্ কেন্দ্র করিয়া তিমিচিহ্ন দ্বারা মধ্যস্থলে উত্তর দক্ষিণ রেখা অঙ্কিত কর। এইরূপে উত্তরদক্ষিণ রেখার মধ্যস্থলে তিমিচিহ্ন দ্বারা পূর্ব্বপশ্চিম রেখাও অঙ্কিত কর। এই দুইটী রেখা দ্বারা উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্বপশ্চিম দিক্ সূক্ষ্মরূপে সাধিত হইলে পুনরায় মৎস্য চিহ্নদ্বারা উক্তরূপে বিদিক্ অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী দিক্ সকল নিরূপিত হইবে ‡।

* পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুইটী বিন্দু লইয়া ঐ দুইটী বিন্দুকে কেন্দ্র ও উহাদের পরস্পর দূরত্বের সমান ব্যাসার্দ্ধ লইয়া দুইটী বৃত্ত অঙ্কিত করিলে পরিধিদ্বয়ের ছেদজনিত যে অসম্পন্ন মৎস্যাকার চিহ্ন উৎপন্ন হয়, ইহাই মৎস্যচিহ্ন। তিমি প্রভৃতি ইহার অপর নামও আছে। ঐ পরিধিদ্বয়ের ছেদ বিন্দুদ্বয় যোগ করিলে সংযোজক রেখা উত্তরদক্ষিণদিক্ সূচিত করিবে।

† "যত্রোদিতোঽর্কঃ কিল তত্র পূর্ব্বা
তত্রাপরা যত্র গতঃ প্রতিষ্ঠাং।
তন্মৎস্যতোঽন্যে চ ততোঽখিলানা-
মুদক্‌স্থিতো মেরুরিতি প্রসিদ্ধং॥" (গোলাধ্যায়)

‡ "শিলাতলেঽম্বুসংশুদ্ধে বজ্রলেপেঽপি বা সমে।
তত্র শঙ্কঙ্গুলেরিষ্টৈঃ সমং মণ্ডলমালিখেৎ॥
তন্মধ্যে স্থাপয়েচ্ছঙ্কুং কল্পনাদ্দ্বাদশাঙ্গুলং।
তচ্ছায়াগ্রং স্পৃশেদযত্র বৃত্তে পূর্ব্বোপরার্দ্ধয়োঃ॥

পূর্ব্বোক্তরূপে নির্দ্ধারিত পূর্ব্বপশ্চিম দিক্ নিরক্ষ প্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র সকল স্থানে সমান নহে অর্থাৎ নিরক্ষ-প্রদেশে পূর্ব্বপশ্চিম সর্ব্বত্র এক রেখাভিমুখী, অর্থাৎ তথায় একস্থান আর একস্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে পরস্থান পূর্ব্বস্থানের ঠিক পশ্চিমবর্ত্তী হয়। কিন্তু নিরক্ষপ্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র সেরূপ হয় না, তথায় একস্থান হইতে অপর স্থান পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে পূর্ব্বস্থান পরোক্ত স্থানের ঠিক পশ্চিম-বর্ত্তী হয় না। কেননা সকল স্থানেরই উত্তরদিকে মেরু অবস্থিত, সুতরাং কোন স্থানে প্রথমতঃ উত্তরদক্ষিণ রেখা অঙ্কিত করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে পূর্ব্বপশ্চিম দিক্‌সাধন করিলে যে রেখা উৎপন্ন হইবে, ঐ রেখাস্থ অন্য কোন বিন্দুতে পুনরায় যথাবিধি উত্তরদক্ষিণ রেখা অঙ্কিত করিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিম দিক্‌সাধন করিলে শেষোক্ত পূর্ব্বপশ্চিমনির্দ্দেশক রেখা প্রথমোক্ত পূর্ব্বপশ্চিম রেখার উপর পতিত হয় না। ইহা সামান্য অঙ্কনাদি দ্বারা সহজেই প্রতীত হয়। এইরূপ উজ্জয়িনী নগর হইতে পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ দূরে পূর্ব্ব-দিকে যমকোটি নগর অবস্থিত হইলে যমকোটির পশ্চিমে উজ্জ-য়িনী হয় না, উজ্জয়িনী দক্ষিণস্থ লঙ্কাই উহার দিক্‌বর্ত্তী হইয়া থাকে। কিন্তু নিরক্ষ প্রদেশে সেরূপ কোন অসা-মঞ্জস্য হইবার সম্ভাবনা নাই *। যাহা হউক নিরক্ষপ্রদেশ হইতে সমান্তরাল অক্ষান্তরবৃত্তগুলিকে তত্তৎ স্থানের পূর্ব্ব পশ্চিম জ্ঞাপক রেখা বলিলে আর সেরূপ গোল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং কোন স্থান কোন স্থানের পূর্ব্ব বা পশ্চিমে অবস্থিত বলিলে ঐ দুই স্থান এক অক্ষান্তর বৃত্তে অবস্থিত এইরূপ বুঝাইবে। মার্কেটর সাহেবের প্রসিদ্ধ মানচিত্রে (Marcator's projection) এইরূপ দিক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহাতে যাম্যোত্তর রেখা সকল উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে সংযুক্ত না করিয়া, উহাদিগকে পরস্পর সমান্তর ভাবে অক্ষান্তর বৃত্ত সকলকে যাম্যোত্তর রেখার সহিত সমকোণ করিয়া নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে পূর্ব্বপশ্চিম দিক্‌নির্ণয়ে কোন গোল হয় না। ধ্রুবতারা উত্তরদিকে মেরুর ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত, সুতরাং যষ্টিদ্বারা ধ্রুববেধ অর্থাৎ ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া যষ্টি স্থাপন করিলে উহার ঠিক অধোভাগে যে রেখা তাহাই উত্তর দিক্-নির্দ্দেশক। অনেক স্থলে এইরূপে ধ্রুবতারা দ্বারা স্থূল উত্তরদিক্ বাহির হয়। কিন্তু ধ্রুব-তারা সূক্ষ্মরূপে ধরিতে গেলে মেরুপ্রদেশের ঠিক ঊর্দ্ধস্থিত নহে, ধ্রুব তাহার সন্নিকটস্থ, কোন স্থানই ইহার ঠিক ঊর্দ্ধস্থ। ঐ স্থান ধ্রুবতারা এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল (সাতভেয়ে) নামক তারকাপুঞ্জের শেষ হইতে দ্বিতীয় তারকা এই উভয়ের সহিত এক রেখায় অবস্থিত। সুতরাং যৎকালে ধ্রুবতারা এবং সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঐ তারা ঠিক ঊর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত হয়, তখনই ধ্রুবতারা ভৌগোলিক উত্তর দিক্ নির্দ্দেশ করে। পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তনে প্রতিদিন দুইবার মাত্র এইরূপ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং সেই সময় ধ্রুববেধ দ্বারা উত্তর দিক্‌-সাধন করিলে সূক্ষ্ম উত্তর দিক্ লব্ধ হয়। তদনন্তর যথা-রীতি অপরাপর সকল দিক্ বাহির করা যাইতে পারে। ঘটিকাযন্ত্রাদি দ্বারা মধ্যাহ্নকাল নির্দ্ধারিত করিয়া ঐ সময়ে সূর্য্যের গতি লক্ষ্য করিলেই যাম্যোত্তর রেখা বাহির হইবে।

তত্র বিন্দু বিধায়োভৌ বৃত্তে পূর্ব্বাপরাবিধৌ।
তন্মধ্যে তিমিনা রেখা কর্ত্তব্যা দক্ষিণোত্তরা॥
যাম্যোত্তরদিশোর্ম্মধ্যে তিমিনা পূর্ব্বপশ্চিমা।,
দিঙ্মধ্যমৎস্যৈঃ সংসাধ্যা বিদিশস্তদ্বদেবহি॥"

* "যথোজ্জয়িন্যাঃ কুচতুর্থভাগে
প্রাচ্যাং দিশি স্যাদ্ যমকোটিরেব।
ততঃ পশ্চান্নভবেদবন্তী
লঙ্কৈব তস্যাঃ ককুভি প্রতীচ্যাম্॥
তথৈব সর্ব্বত্র যতোহি যৎ স্যাৎ
প্রাচ্যাং ততস্তন্ন ভবেৎ প্রতীচ্যাম্।
নিরক্ষদেশাদিতরত্র তস্মাৎ
প্রাচী প্রতীচ্যৌ চ বিচিত্রসংস্থে॥" (গোলাধ্যায়।)

দিক্‌প্রক্তি (স্ত্রী) দিক্‌কোণ।

"দিক্‌প্রক্তি পুরুষমাত্রং মীয়তে" (কাত্যায়নশ্রৌ° ২০।৩।২।৩৮)

'দিক্‌প্রক্তি দিক্‌কোণং।' (ব্যাখ্যা)

দিক্‌স্বামিন্ (পুং) দিশাং স্বামী। দিগধিপতি।

দিগংশ (পুং) দিক্ষু অংশঃ। দিক্‌স্থ অংশভেদ।

"চক্রাংশকাঙ্কে ক্ষিতিজাখ্যবৃত্তে
প্রাক্‌স্বস্তিকাভীষ্ট দিশস্তু মধ্যে।
যেঽংশা স্থিতাস্তেঽত্র দিগংশকাখ্য
স্তজ্জ্যাঽত্র দিগ্‌জ্যেত্যপরে বিভাগে॥" (সিদ্ধান্তশিরো°)

কোন অভীষ্টদিনে বা কালে সূর্য্যের উপরি ন্যস্ত দিঙ্মণ্ডল ও ক্ষিতিজের সম্পাতে যে অভীষ্টদিক্ তাহার পূর্ব্বে এবং স্বস্তিকের অন্তরে ক্ষিতিজবৃত্তে যে অংশ তাহার নাম দিগংশ।

দিগন্ত (পুং) দিশাং অন্তঃ ৬তৎ। দিক্‌সকলের অন্তভাগ।

"ভুজার্জ্জিতানাং চ দিগন্তসম্পদাং।" (রঘু)

২ শাস্ত্রীয় জ্ঞানকর্ম্মযুক্ত জনাধিষ্ঠিত মধ্যদেশের অতিরিক্ত দেশ।

দিগন্তর (ক্লী) দিশাং অন্তরং অবকাশঃ। ১ দিক্‌সকলের অবকাশ। অন্যা দিক্ দিগন্তরং। ২ অন্যদিক্, বিপরীতদিক্।

দিগম্বর (পুং) দিগেব অম্বরং বস্ত্রং যস্ত। উলঙ্গত্বাৎ তথাত্বং। ১ শিব। ২ ক্ষপণক, জৈনবিশেষ। [জৈনশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

৩ নগ্ন, উলঙ্গ। "দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু।" (কুমারস°)

২ একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। গণরত্নমহোদধিতে ইহার প্রকৃত নাম দেবনন্দী ও ইহার নামান্তর দিগ্বস্ত্র ও দিগ্বাসা লিখিত আছে।

দিগম্বরানুচর, একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি বোধপ্রক্রিয়া নামে বেদান্ত, দত্তাত্রেয়মাহাত্ম্য ও জাবালোপনিষদর্থপ্রকাশ নামে জাবালোপনিষদের টীকা রচনা করেন।

দিগম্বরী (স্ত্রী) দিগম্বর-ঙীষ্। ১ দুর্গা, দিগম্বরপত্নী। ২ নগ্না।

দিগাদি (পুং) পাণিনিসূত্রোক্ত গণভেদ; দিক্, বর্গ, পূগ, গণ, পক্ষ, ধায্য, মিত্র, মেধা, অন্তর, পথিন্, রহস্, অলীক, উখা, সাক্ষিন্, দেশ, আদি, অন্ত, মুখ, জঘন, মেষ, যূথ, ন্যায়, বংশ, বেশ, কাল, আকাশ। (পাণিনি)

দিগিভ (পুং) দিশাং ইভাঃ। দিগ্‌হস্তী।

দিগীশ্বর (পুং) দিশাং ঈশ্বরাঃ ৬তৎ। ১ ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল। ২ সূর্য্যাদি গ্রহ।

দিগুপাধি (পুং) দিশাং উপাধিঃ। দিক্‌সকলের প্রাচ্যাদি ব্যবহারোপাধি, অর্থাৎ দিক্ সকল নিত্য এবং এক লৌকিক ব্যবহারের জন্য এই দিক্ পূর্ব্ব এই দিক্ পশ্চিম এইরূপে দিকের উপাধি কল্পিত হইয়াছে। বাস্তবিক দিক্ সকলের কোন উপাধি নাই। [দিশ্ দেখ।]

দিগ্‌গজ (পুং) দিশি স্থিতো গজঃ। দিক্‌সমূহে অবস্থিত ঐরাবতাদি অষ্টদিগ্ হস্তী।

দিগ্‌গি, রাজপুতানার জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। জয়পুর হইতে প্রায় ২১ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে মৃত্তিকার প্রাচীর দিয়া ঘেরা একটী দুর্গ আছে। প্রতি বর্ষে এখানে কল্যাণজীর মেলা হয়, তাহাতে প্রায় ১৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

দিগ্‌জয় (পুং) দিশাং তৎস্থলোকনৃপাণাং জয়ঃ। ১ জিগীষু নৃপতি কর্ত্তৃক দিক্‌স্থিত নৃপদিগের জয়। ২ বিদ্যাদ্বারা নানা স্থানের লোকাদি জয়। নৃপতি যেরূপ নূতন রাজ্যাভিষিক্ত হইলে সকল দিক্ জয়ার্থ গমন করিতেন, সেইরূপ বিদ্যার্থীরা পাঠ সমাপ্তি হইলে তিনি সর্ব্বস্থানের পণ্ডিতদিগকে জয়ের নিমিত্ত গমন করিতেন।

দিগ্‌জ্ঞান (ক্লী) দিশাং জ্ঞানং ৬তৎ। ১ প্রাচ্যাদি জ্ঞানসাধন প্রকারভেদ, যাহাদ্বারা পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহের জ্ঞান হয়। (দেশজ) ২ অল্প জ্ঞান। যথা এ লোকটার দিগ্‌জ্ঞান নাই।

দিগ্‌জ্যা (স্ত্রী) দিশাং জ্যা। দিকের অংশভেদ, দিগংশ।

দিগ্‌দর্শন (ক্লী) দিশো দৃশ্যন্তে হনেন দৃশ করণে ল্যুট্। দিক্ নিরূপণ করিবার যন্ত্রবিশেষ। (Mariner's Compass) ইহার সাহায্যে কি স্থলভাগে কি অকূল সমুদ্রে কি দিবাভাগে ঘন ঘটাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারময়ী রজনীতে সর্ব্বত্র সকল সময়েই অনায়াসে দিক্ নির্ণয় করিতে পারা যায়। এজন্য অর্ণববাহী নাবিকদিগের পক্ষে এই যন্ত্র বিশেষ উপকারী। এমন কি অকূল দুস্তর সমুদ্র দিয়া সুদীর্ঘ জলযাত্রা করিতে হইলে ইহার সাহায্য অপরিহার্য্য। পূর্ব্বে সূর্য্য এবং ধ্রুবতারা প্রভৃতি নক্ষত্র দৃষ্টে নাবিকগণ সমুদ্রে পোতচালনা করিত, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে যখন সূর্য্য চন্দ্র তারকাদি কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না, তখন কোন্ দিকে তরি যাইতেছে, স্থির করিতে না পারায়, নাবিকদিগকে মহা বিপদে পড়িতে হইত। এজন্য তাহারা উপকূলের নিকটে নিকটেই থাকিত, কূলের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া অকূল সমুদ্রে তরি বাহিতে সাহস করিত না। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পরও য়ুরোপে দিগ্‌দর্শনযন্ত্রের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তাহার বহুকাল পূর্ব্বে অতি প্রাচীনকালে চুম্বকসূচীর এই ধর্ম্ম চীন এবং অন্যান্য প্রাচ্যদেশসমূহের লোকেরা যে পরিজ্ঞাত ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। চীনেরা বলে, ২৬৩৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে সম্রাট্ হু-য়াং-তির আদেশানুসারে যে দক্ষিণদিক্ নির্দ্দেশক যন্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা এই দিগ্‌দর্শনযন্ত্র। তাহারা প্রথমতঃ স্থলভাগেই ইহার ব্যবহার করিত বলিয়া অনুমিত হয়। ৩০০ খৃষ্টাব্দের সমকালে ইহার সমুদ্রে ব্যবহার প্রথম শুনিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে, চীনদেশ হইতে প্রত্যাগমন কালে মার্ক-পোলো সর্ব্বপ্রথম য়ুরোপে দিগ্‌দর্শনযন্ত্র আনয়ন করেন। অনেকে বলেন, নেপলস্ রাজ্যান্তর্গত এমেলফি-নিবাসী ইলাভিও গিওজা ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রবাসোপযোগী দিগ্‌দর্শনযন্ত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই সমুদ্রে দিগ্‌দর্শন ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ গিওজা ইহার কোন উন্নতিসাধন মাত্র করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক ইহার আবিষ্কারকাল অনিশ্চিত। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়া অবধি সমুদ্র মাঝে নাবিকদিগের পথহারা হইবার ভয় দূর হওয়াতে বাণিজ্যের বিস্তর সুবিধা হইয়াছে। এখন নাবিকগণ অনায়াসে দুস্তর সাগর মধ্যে ঠিক পথানুসরণ করিয়া অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারে।

দিগ্‌দর্শন বা কম্পাস যন্ত্র স্থূলতঃ সূচাগ্র কীলকের উপর অবলীলাক্রমে ভ্রাম্যমান একটী চুম্বকসূচী। একটী ধাতু-

নির্ম্মিত গোলকৌটার একদিকে ধাতুময় আবরণ অপরদিক্ কাচ দ্বারা আবৃত থাকে। ধাতুময় আবরণের ভিতর দিকে দিক্-নির্দ্দেশক রেখা দ্বারা বিভক্ত কাগজের উপর চুম্বকসূচী স্থাপিত হয়। কাগজের উপর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম এই চারিটী প্রধান দিক্ এবং ঈশান অগ্নি নৈর্ঋত বায়ু প্রভৃতি চারিটী কোণ। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী দিক্ সকলও রেখাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই রূপে সচরাচর ১৬ বা ৩২টী দিক্ কম্পাসে ব্যবহৃত হয়। উত্তর পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক্ প্রথমতঃ উ, পূ, দ ও প সঙ্কেত দ্বারা চিহ্নিত করিয়া উহাদের সম্মিলনে সুন্দর কৌশলে যাবতীয় মধ্যবর্ত্তী কোণ সূচিত হইয়া থাকে। যথা—উত্তরপূর্ব্বকোণ বুঝাইতে উ পূ, দক্ষিণ পশ্চিম কোণ বুঝাইতে দ প ইত্যাদি। উত্তর দিকে কাগজফলকে সচরাচর পুষ্প বা তারা চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। তদ্দ্বারা উত্তর দিক্ সহজেই প্রত্যক্ষ হয়।

দিগ্দর্শন যন্ত্র।
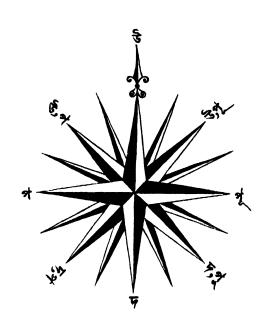
জরিপ প্রভৃতি কার্য্যে দিক্ নির্দ্দেশের পরিবর্ত্তে উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৃত্তের পরিধি ৩৬০ সমান অংশে বিভক্ত থাকে। উত্তরের রেখায় ইহার শূন্য এবং তথা হইতে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে একাদিক্রমে ৩৬০ পর্য্যন্ত অঙ্ক লিখিত থাকে। ঠিক পশ্চিমে ৯০, দক্ষিণে ১৮০, পূর্ব্বে ২৭০ ইত্যাদি। সুবিধার জন্ত কোন কোন কম্পাসে ঐ গোলাকার কাগজের ফলক চুম্বকসূচীর সহিত সংলগ্ন থাকে, সুতরাং ইহার কাগজ সূচীর সহিত ঘুরিয়া চিহ্নিত স্থান সর্ব্বদা উত্তর দিকেই দাঁড়ায়। কৌটার গাত্রে পরস্পর বিপরীত দিকে সংলগ্ন দুইটী চিহ্নের ভিতর দিয়া দূরস্থ বস্তু উত্তর দিকের সহিত কত কৌণিক দূরে অবস্থিত, তাহা পঠিত হয়।

এখন চুম্বকসূচীর নিত্য ধর্ম্মদ্বারা ইহার এক প্রান্ত নিয়তই উত্তর দিকে অবস্থিত থাকে। [চুম্বক দেখ।] সুতরাং কাগজের উত্তরদিগ্জ্ঞাপক চিহ্ন সূচীর ঐ প্রান্তের নিম্নে আনিলে একবারেই সমস্ত দিক্-নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু চুম্বকের কাঁটা সর্ব্বত্র ভৌগোলিক উত্তর অর্থাৎ যাম্যোত্তর রেখার সহিত ঠিক থাকে না, এমন কি একই স্থানে বিভিন্ন সময়ে ইহার উত্তর প্রান্ত ভৌগোলিক বা প্রকৃত উত্তর দিকের পূর্ব্বে বা পশ্চিমে হেলিয়া থাকে। ইহাকে চুম্বকের অপসৃতি (Declination of the needle) বলে। পূর্ব্ব দিকে কাঁটা হেলিলে উহাকে প্রাচ্যপসৃতি ও পশ্চিমদিকে হেলিলে উহাকে প্রতীচ্যপসৃতি বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান স্থানেই অপসৃতি প্রায় সূক্ষ্মরূপে বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কম্পাস দ্বারা ঠিক দিক্ নিরূপণ করিতে হইলে এই বৈষম্য বাদ দিয়া লইতে হয়। বাস্তবিক এইরূপেই দিগ্দর্শন দ্বারা দিক্ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সামান্য পর্য্যবেক্ষণাদি দ্বারা এই অপসৃতি অনায়াসে বাহির করিয়া লওয়া যায়। পৃথিবীর যাবতীয় স্থানের চৌম্বকীয় অপসৃতি-নির্দ্দেশক সুন্দর মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, প্রত্যেক নাবিক নিজ নিজ জাহাজে ঐ মানচিত্র রাখিয়া দিগ্দর্শন সাহায্যে দিক্ নিরূপণ করিয়া লয়।

তদ্ভিন্ন প্রত্যেক জাহাজেই যে ভূরি পরিমাণ লৌহ বিদ্যমান থাকে, উহা প্রায়ই অল্লাধিক চুম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া যায়। জাহাজস্থ এই লৌহ কম্পাস যন্ত্রের অতি সন্নিহিত বিধায় পার্থিব চুম্বক-শক্তি সম্পূর্ণ কার্য্যকারী হয় না, সুতরাং কম্পাসের কাঁটার নির্দ্দিষ্ট উত্তর দিকের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এই অন্তরায় নিরাকরণ জন্য নাবিকগণ বহুবিধ উপায় অবলম্বন করে। জাহাজের অগ্রভাগে কম্পাসের সন্নিকট বৃহৎ বৃহৎ লৌহদণ্ড স্থাপন করিলে জাহাজের অন্যান্য লৌহের চুম্বকশক্তিজনিত আকর্ষণ বহু পরিমাণে লাঘব হইয়া যায়। কখন কখন জাহাজের অগ্রভাগের পরিবর্ত্তে উচ্চে মাস্তুলের উপরিভাগে কম্পাস স্থাপন করিলে জাহাজের চুম্বকশক্তি দূরতানিবন্ধন ততদূর কার্য্যকারী হয় না, সুতরাং কম্পাসের কাঁটা প্রায় সূক্ষ্মরূপে উত্তরদিক্ নির্দ্দেশ করে। কিন্তু অনেক সময় এই সকল উপায়েও

নির্ভুল দিক্ পাওয়া যায় না। প্রশান্ত মহাসাগরে সুদীর্ঘ জলযাত্রার সময় এইরূপ সামান্য ভুলের জন্য মহান্ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। নাবিকগণ তথায় আকাশস্থ কোন তারকা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জাহাজকে এক চক্র ঘুরাইয়া কম্পাসের কাঁটার গতি পরীক্ষা করে, তদ্দারা জাহাজের চুম্বকশক্তিজনিত কাঁটার অপসৃতির পরিমাণ বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং নাবিকগণ সেইরূপে কম্পাস নির্দ্দিষ্ট দিক্ সংশোধন করিয়া অভিলষিত দিকে গমন করিতে সমর্থ হয়। বলা বাহুল্য কম্পাসদ্বারা বিশুদ্ধরূপে দিক্ নির্দ্দিষ্ট না হইলে উপকারের কথা দূরে থাকুক, ইহা সমূহ বিপদেরই কারণ হইয়া উঠে।

স্থলভাগেও জরিপ প্রভৃতি কার্য্যে কম্পাসের ব্যবহার অতিশয় উপকারী। ভূগর্ভে খনি এবং সুড়ঙ্গাদি খননে ইহার ব্যবহার সমুদ্রযাত্রার ব্যবহার অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। যেরূপ কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, দিগ্দর্শন তাহার উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হয়। সুতরাং ইহার আকার ও গঠনপ্রণালী বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। এক কার্য্যের উদ্দেশে নির্ম্মিত কম্পাসে অপর কার্য্য সুচারু সম্পন্ন হয় না। ২ অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা।

দিগ্‌দাহ (পুং) দিশাং দাহঃ। উৎপাত বিশেষ, আকাশের অস্বাভাবিক অগ্নিবৎ লোহিতবর্ণ, দিগ্‌দাহ উপস্থিত হইলে নানা প্রকার অশুভ হইয়া থাকে।

"দাহো দিশাং রাজভয়ায় পীতোদেশস্য নাশায় হুতাশবর্ণঃ।
যশ্চারুণঃ স্যাদপসব্যবায়ুঃ শস্যস্য নাশং স করোতি দৃষ্টঃ॥"
(বৃহৎস° ৩১।১)

দিগ্‌দাহ পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে রাজভয়ের কারণ ও অগ্নি বর্ণ দৃষ্ট হইলে দেশ সকল বিনষ্ট হয়, এই সময় যদি দক্ষিণ বায়ু অরুণবর্ণ হয়, তাহা হইলে শস্যসমূহ বিনষ্ট হয়। যে দিগ্‌দাহে অতীব দীপ্তি এবং সূর্য্যের ন্যায় ছায়া প্রকাশিত হয়, এইরূপ দাহ রাজার মহাভয় ও শস্ত্র প্রকোপ সূচনা করে। পূর্ব্বদিকে দিগ্দাহ হইলে নৃপ ও ক্ষত্রিয়গণের, অগ্নিকোণে হইলে শিল্পী ও কুমারগণের, দক্ষিণে উগ্রপুরুষ, বৈশ্য, দূতগণ, পুনর্ভূ এবং প্রমদাগণের, পশ্চিমে শূদ্র ও কৃষিজীবিগণের, বায়ুকোণে তুরঙ্গ সহিত চৌরগণের, উত্তরদিকে বিপ্রগণের, ঈশানকোণে পাষণ্ডী ও বণিকগণের পীড়া হয়। যদি আকাশ পরিষ্কার হয়, নক্ষত্র সকল নির্ম্মল হয় এবং প্রদক্ষিণভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে স্বর্ণবর্ণ দিগ্‌দাহে লোকসমূহ ও রাজার মঙ্গল হইয়া থাকে। (বৃহৎস° ৩১ অঃ)

দিগ্দেবতা (স্ত্রী) দিশাং তন্মর্য্যাদানাং দেবতা সাক্ষীভূতেব। দিক্ সকলের মর্য্যাদা ও সাক্ষীভূত দেবতা।

দিগ্ধ (পুং) দিহ্যতে লিপ্যতে স্ম বিষাদিনা দিহ-ক্ত। ১ বিষাক্ত বাণ, বিষ মিশ্রিত বাণ, পর্য্যায়—লিপ্তক। ২ স্নেহ। ৩ অগ্নি। ৪ প্রবন্ধ। (ত্রি) ৫ লিপ্ত।

"সচন্দনোশীরমৃণালদিগ্ধঃ শোকাগ্নিনাগাদ্দ্যুনিবাসভূয়ং।"
(ভট্টি ৩।২১)

দিগ্‌নগর, বর্দ্ধমান জেলাস্থ একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৩° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪৫´ পূঃ। এক সময়ে এখানে অনেক বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস ছিল। এখন এখানে শস্য ও চিনির হাট হয়। এখানকার পিত্তল কাঁসার বাসন সুন্দর।

দিগ্বল (ক্লী) দিঙ্ নিমিত্তং গ্রহাণাং বলং। লগ্নাদিতে স্থিত গ্রহগণের বল।

"লগ্নে সৌম্যসুরাচার্য্যৌ কুজার্কৌ দশমে তথা।
দ্যূনে সৌরিশ্চতুর্থে তু সিতেন্দূ দিগ্বলান্বিতৌ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মঙ্গল ও রবি লগ্নের দশম স্থানে থাকিলে দক্ষিণদিগ্বলী, শনি লগ্নের সপ্তম স্থানে থাকিলে পশ্চিম দিগ্বলী এবং শুক্র ও চন্দ্র লগ্নের চতুর্থ স্থানে থাকিলে উত্তর দিগ্বলী হয়। ইহা দ্বারা দিক্ নির্ণয় ও নানা প্রকার গণনা হইয়া থাকে।

দিগ্বলিন্ (পুং) দিগ্বলং অস্ত্যস্য ইনি। ১ দিঙ্নিমিত্ত বলযুক্ত গৃহ। ২ তাদৃশ রাশি ভেদ।

দিগ্বদন (ক্লী) দিগ্ভেদে বদনং যস্য। পূর্ব্বাদি দিক্ ভেদানুসারে ঐ সকল দিকে স্থিত রাশিভেদ।

"মেষাত্যাস্ত্রিভ্রমাৎ জ্ঞেয়াঃ প্রাগাদি দিঙ্মুখাস্বমী।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মেষরাশির পূর্ব্বদিকে, বৃষরাশির দক্ষিণে ও কর্কটের উত্তরে মুখ, এই প্রকার যথাক্রমে সিংহাদিরও জানিতে হইবে।

দিগ্‌ভাগ (পুং) দিশাং ভাগঃ। দিগ্‌বিভাগ, দিক্ সকলের বিভাগ।

দিগ্‌রস, বেরারের বূন জেলাস্থ নগর। অক্ষা° ২০° ৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪৫´ পূঃ। কার্পাস বস্ত্রের ব্যবসায়ের জন্য এই স্থান বিখ্যাত।

দিগ্বস্ত্র (পুং) দিক্‌রূপং বস্ত্রং যস্য। ১ মহাদেব। ২ জৈনভেদ। (ত্রি) ৩ নগ্ন।

দিগ্বারণ (পুং) দিক্ষু স্থিতো বারণঃ। ঐরাবতাদি দিগ্‌গজ।

দিগ্বাসস্ (পুং) দিক্‌রূপং বাসঃ যস্য। ১ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪১) ২ জৈনভেদ। (ত্রি) ৩ নগ্ন, উলঙ্গ।

দিগ্বিজয় (পুং) দিশাং তৎস্থনৃপলোকানাং বিজয়ঃ। বিদ্যা বা যুদ্ধ দ্বারা চতুর্দ্দিক্ জয়করণ। যথা শঙ্করদিগ্‌বিজয়, পাণ্ডবদিগ্‌বিজয় ইত্যাদি।

দিগ্বিজয়গঞ্জ, রায়বরেলি জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল বা

উপবিভাগ। ইহার মধ্যবর্ত্তী দিগ্বিজয়গঞ্জ গ্রামে তহসীলদার ও পুলিস ইনস্পেক্টর থাকেন। এই গ্রামের নাম হইতেই তহসীলের নামকরণ হইয়াছে। এই তহসীল অক্ষা° ২৬° ১৭´৩০´´ হইতে ২৬° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ১´ ৩০´´ হইতে ৮১° ৩৭° পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

দিগ্বিজয়ী (ত্রি) দিগ্‌বিজয়-ইন্। বিদ্যা বা বাহুবল দ্বারা সকল দেশ জয়কারক। যে দিক্ বিজয় করিয়াছে, যেমন দিগ্বিজয়ী রাজা, অর্থাৎ যে রাজা নানাদেশ যুদ্ধে জয় করিয়া সেই সেই দেশে আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। যেমন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত অর্থাৎ যে পণ্ডিত নানাদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সেই সেই স্থলে আপন পাণ্ডিত্যখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

দিগ্বিদিক্ (স্ত্রী) ১ সকল দিক্, অনির্ণীত দিক্, দিক্ ও দিকের মধ্যবর্ত্তী দিক্ অর্থাৎ সকল দিক্। (দেশজ) ২ গুরু লঘু, হিত অহিত, ন্যায় অন্যায় বিবেচনার অভাব প্রদর্শনস্থলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যথা তাহার দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই।

দিগ্বিদিকস্থ (ত্রি) দিগ্‌বিদিক্ স্থা-ক। নানাদিকে স্থিত।

দিগ্বিভাগ (পুং) দিশাং বিভাগঃ। দিগ্‌ভাগ।

দিগ্বিলোকন (ক্লী) দিশাং বিলোকনং। শূন্যদৃষ্টি।

দিগ্‌ভ্রম (পুং) দিশাং ভ্রমঃ। দিক্ ভুল।

দিঙ্ক (পুং) স্ফোটনকালে দিঙ্ ইতি কৃত্বা কায়তে শব্দায়তে কৈ-ক। উৎকুণ ডিম্ব, ছোট উকুন্, নিকি, ইহার স্ফোটন সময়ে 'দিঙ্' এইরূপ শব্দ হইয়া থাকে।

দিঙ্‌নক্ষত্র (ক্লী) দিশি দিগ্‌ভেদেন স্থিতং নক্ষত্রং। দিক্ ভেদে স্থিত নক্ষত্র।

"কৃত্তিকাদ্যাস্তু পূর্ব্বাদৌ সপ্তসপ্তোদিতাঃ ক্রমাৎ।
যদ্দিশ্যং যস্য নক্ষত্রং তত্র তস্য শুভং গৃহং॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

কৃত্তিকাদি করিয়া সাতটী নক্ষত্র পূর্ব্বাদি দিকে উদিত হয়, যাহার নক্ষত্র যদ্দিশ্য, অর্থাৎ যে দিকে হয়, সেই নক্ষত্রে তাহার গৃহ শুভ হয়।

দিঙ্‌নাগ (পুং) দিশি স্থিতো নাগঃ। ১ দিগ্‌গজ।

"দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্।" (মেঘদূত)

২ এক বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থকার। ইহার রচিত প্রমাণ-সমুচ্চয় গ্রন্থ পাঠে বৌদ্ধমতের অনেক নিগূঢ় কথা জানিতে পারা যায়। মল্লিনাথ মেঘদূতের টীকায় লিখিয়াছেন যে, দিঙ্নাগ কালিদাসের একজন ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বাচস্পতিমিশ্র ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছে। বল্লভদেবের সুভাষিতাবলীতে দিঙ্‌নাগের একটী কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ কবিতাটী মহাভারতে পাওয়া যায়।

দিঙ্‌মণ্ডল (ত্রি) দিশাং মণ্ডলং। দিক্‌সমূহের মণ্ডল, দিক্‌চক্র, দিক্‌চক্রবাল।

দিঙ্‌মাতঙ্গ (পুং) দিশি স্থিতো মাতঙ্গঃ। দিগ্‌গজ।

দিঙ্‌মাত্র (ক্লী) দিশেব মাত্রচ্। একদেশ। (শব্দার্থচি°)

দিঙ্‌মূঢ় (ত্রি) দিশি মূঢ়ঃ। দিগ্‌ভ্রান্তিযুক্ত, দিঙ্‌নির্ণয়ে অসমর্থ, যাহার দিগ্‌ভ্রম জন্মিয়াছে।

দিঙ্‌মোহ (পুং) দিশি মোহঃ। দিক্ ভ্রম।

দিণ্ডি (পুং) ডিণ্ডি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বাদ্যভেদ।

দিণ্ডির (পুং) ডিণ্ডির পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বাদ্যভেদ।

দিণ্ডীর (পুং) ডিণ্ডীর, সমুদ্রফেণ।

দিত (ত্রি) দীয়তে স্ম দো অবখণ্ডনে দো-ক্ত, ইতি ইত্বং (দ্যতিস্যতীতি। পা ৭।৪।৪০) ছিন্ন, দ্বৈধীকৃত, বিদীর্ণ।

দিতি (স্ত্রী) দৈত্যমাতা, ইনি দক্ষের কন্যা, কশ্যপের পত্নী, ইহার গর্ভে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই দৈত্য। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, সমস্ত পুত্র নষ্ট হইলে দিতি আসিয়া কশ্যপের নিকট ইন্দ্রকেও দমন করিতে পারে, এরূপ ক্ষমতাশালী এক পুত্র প্রার্থনা করেন। কশ্যপ তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন, 'তুমি শত-বর্ষ গর্ভধারণ করিবে, এই সময় অতি শুচি থাকিবে, ভ্রমেও কখন অধর্ম্মাচরণ করিবে না।' দিতিও অতি সাবধানে ধর্ম্মপালন করিতে লাগিলেন। এদিকে ইন্দ্র আপনার ভাবী বিপদের আশঙ্কা করিয়া দিতির ছল খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিকালে দিতি পা না ধুইয়া শয়ন করিতে যান। ইন্দ্র সেই অবসরে বজ্রদ্বারা তাঁহার জরায়ু সাত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলেন। গর্ভস্থ শিশুর রোদনে ইন্দ্রও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন আবার তিনি সেই প্রত্যেক খণ্ড সাত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলেন। তাহারাই মরুৎ নামে খ্যাত। [মরুৎ দেখ।] দো-ভাবে কিন্। ২ খণ্ডন, ছেদন (পুং) ৩ রাজবিশেষ। (শব্দার্থক°) (ত্রি) ৪ দাতা।

"রায়ে চ নঃ স্বপত্যায় দেব দিতিঞ্চ রাস্বাদিতি মুরুষ্য" (ঋক্ ৪।২।১১)। 'দিতিং দাতারং চ রাস্বদেহি' (সায়ণ)। দিতি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দিতী, দৈত্যমাতা।

দিতিজ (পুং) দিতের্জায়তে জন-ড। দৈত্য, দিতিপুত্র, অসুর।

"একএব দিতেঃ পুত্রঃ হিরণ্যকশিপুঃ স্মৃতঃ" (ভারত ১।৬৫ অঃ)

দিতিতনয় (পুং) দিতেস্তনয়ঃ। দৈত্য।

দিতিনন্দন (পুং) দিতেঃ নন্দনঃ। দিতিপুত্র দৈত্য।

দিতিসুত (পুং) দিতেঃ সুতঃ। দৈত্য।

দিত্য (পুং) দিতৌ ভবঃ যৎ। ১ অসুর। দিতিং খণ্ডনমর্হতি যৎ। (ত্রি) ২ ছেদনার্হ, ছেদনযোগ্যধান্যাদি।

দিত্যবাহ্ (পুং) দিত্যং ছেদনার্হং ধান্তাদিকং বহতি বহ-ণ্বি। দ্বিবর্ষবয়স্ক পশু। "দিত্যবাট্ যো বিরাট্-ছন্দঃ"(শুক্লযজু° ১৪।১৪০) 'দো-অবখণ্ডনে ক্তিন্ প্রত্যয়ঃ দিতিং খণ্ডনমর্হতি দিত্যং ধান্তং বহতি দিত্যবাট্, যদ্বা দ্বিবর্ষপশুদিত্যবাট্' (ভাষ্য)। স্ত্রিয়াং ঙীপি বাহ্ ঊট্। দিত্যৌহী, দ্বিবর্ষবয়স্কা গো। "দিত্যবাট্ চ মে দিত্যৌহী চ মে" (শুক্লযজু° ১৮।২৬) 'দ্বিবৎসরো বৃষঃ দিত্যবাট্ তাদৃশী গৌর্দিত্যৌহী" (বেদদীপ)

দিৎসা (স্ত্রী) দাতু-মিচ্ছা দ-সন্ ভাবে অ। দানেচ্ছা, দান করিতে ইচ্ছা।

দিৎসু (ত্রি) দাতুমিচ্ছুঃ দা-সন্ ততো উঃ। দানেচ্ছু, দান করিতে অভিলাষী।

দিৎস্য (ত্রি) দান করিবার যোগ্য।

দিদ্দা, লোহর দুর্গাধিপতি সিংহরাজের কন্যা। কাশ্মীরের রাজা ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যু হইলে দিদ্দা অভিমন্যু নামে শিশু পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রিগণের সাহায্যে নিজে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইনি রাজকার্য্য নিজে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজ্যশাসনোপযোগী বুদ্ধির অভাব ছিল, এইজন্য মন্ত্রী ফাল্গুন প্রভৃতি কএকজন প্রধান ব্যক্তির উপর অত্যাচার করেন, তাহাতে তাঁহারা দিদ্দার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার চেষ্টা করেন। অবশেষে ইনি ব্রাহ্মণদিগকে উৎকোচ দিয়া কৌশলে বিবাদ মিটাইয়া ফেলেন। কিছুদিন পরে আবার গোলযোগ উপস্থিত হয়। এইবার ইনি বিবাদ না মিটাইয়া সসৈন্যে দুর্গাশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করেন, অবশেষে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ হত ও বন্দী হয়, পরে বন্দীদের মধ্যে প্রায় সকলে বিনষ্ট হয়। কিছুদিন পরে অভিমন্যু ১৩ বৎসর ১০ মাস রাজত্ব করিয়া যক্ষ্মারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার পর দিদ্দা স্বীয় পৌত্র (অভিমন্যুর পুত্র) নন্দীগুপ্তকে রাজা করেন, পরে ইনি স্বীয় পুত্রের স্মরনার্থ অভিমন্যুপুর নামে একটী নগর স্থাপন এবং ঐ স্থলে অভিমন্যুস্বামী নামে একটী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং নিজের নামেও দিদ্দাপুর ও দিদ্দাস্বামী নামে নগর ও দেবমূর্ত্তি স্থাপন করেন। এইরূপ সৎকার্য্য করিয়া প্রজাগণের নিকট কিছু প্রিয় হন। কিন্তু একবৎসরের মধ্যেই ইহার পুত্রশোক শেষ হয় এবং স্বীয় পৌত্রকে বিনাশ করেন। পরে দ্বিতীয় পৌত্র ত্রিভুবনগুপ্ত রাজা হইলেন, কিন্তু দিদ্দা তাঁহাকেও মারিয়া ফেলিলেন। তৎপরে কনিষ্ঠ পৌত্র ভীমগুপ্তকে রাজা করেন। ইহার জীবনে এতই পাপের রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল, যে তাহা গণনা করা যায় না। ব্যভিচার ইহার অঙ্গের ভূষণ ছিল, উপপতি নির্ব্বাচনে নিতান্ত হীন জাতিকেও উপেক্ষা করিতেন না। ক্রমে সকল লোকের অশ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভীমগুপ্ত ক্রমে আপনার মাতার উপদেশে সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি নিতান্ত ধার্ম্মিক ছিলেন, পিতামহীর এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন, তাঁহার চরিত্র সংশোধনের উপায় করিতে লাগিলেন, রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। পাপিষ্ঠা দিদ্দা তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে প্রকাশ্য ভাবে হত্যা করিয়া নিজেই রাজাসন অধিকার করিলেন। ইহার প্রধান উপপতি তুঙ্গ প্রধান মন্ত্রী হইল। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে খশজাতীয় মহিষপালক ছিল; পরে রাণীর অনুগ্রহে ৫ ভ্রাতার সহিত রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়। অন্যান্য মন্ত্রীরা বাধ্য হইয়া তুঙ্গের অধীনতা স্বীকার করিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে রাজ্যের উচ্ছেদ কামনা করিতে লাগিল। তুঙ্গ ইহা জানিতে পারিয়া কএক জনের প্রাণবধ করিল। তৎপরে দিদ্দা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র সংগ্রামরাজকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে রাণীর মৃত্যু হয়। সংগ্রামরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকেন। (রাজতরঙ্গিণী)

দিদ্দাপুর, কাশ্মীরের একটী নগর, দিদ্দা নিজনাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য নিজের নামে এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। (রাজত°) [দিদ্দা দেখ।]

দিদ্দাস্বামিন্ (পুং) দিদ্দা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি। দিদ্দা দিদ্দাপুরে দিদ্দাস্বামী নামে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। (রাজতর°) [দিদ্দা দেখ।]

দিদম্ভিষু (ত্রি) দম্ভ সন্ ততো উ। ঠকাইবার ইচ্ছা।

দিদিৎসু (ত্রি) ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা।

দিদি (দেশজ) জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

দিদিবি (পুং ক্লী) ব্যোম, আকাশ।

দিদৃক্ষমান (ত্রি) দৃশ-সন্ দিদৃক্ষ শানচ্। যে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে।

দিদৃক্ষা (স্ত্রী) দ্রষ্টুমিচ্ছা দৃশ-সন্ ভাবে অ। দর্শনেচ্ছা, দর্শন করিবার অভিলাষ।

দিদৃক্ষু (ত্রি) দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ দৃশ-সন্ ততো উ। দর্শন করিতে ইচ্ছুক।

দিদৃক্ষেণ্য (ত্রি) দ্রষ্টুমেষ্টব্যঃ দৃশ-সন্ কেন্য। দর্শন করিতে অভিলষণীয়।

"দিদৃক্ষেণ্যঃ পরিকাষ্ঠাসু জেন্যঃ" (ঋক্ ১।১৪৬।৫)

দিদৃক্ষেয় (ত্রি) দিদৃক্ষাং অর্হতি দিদৃক্ষা বাহু° ঠক্। দর্শনীয়। "দিদৃক্ষেয়ঃ সূনবে" (ঋক্ ৩।১।১২) 'দিদৃক্ষেয়ঃ সর্ব্বৈর্দর্শনীয়ঃ'(সায়ণ)

দিদ্যু (পুং) দিদ্যাৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ বজ্র। (নিঘণ্টু)
"সৃজদস্তা ধৃষতা দিদ্যু মস্মৈ" (ঋক্ ১।৭১।৫) ২ বাণ।
"ক্ষত্রাণাং ক্ষত্র পতিরেধ্যতি দিদ্যূন্ পাহি।" (শুক্লযজুঃ ১০।১৭)
'দো অবখণ্ডনে দ্যতি খণ্ডয়তি দিদ্যবো বাণাঃ।' (ভাষ্য)

দিদ্যুৎ (ত্রি) দ্যুত-ক্বিপ্ নিপা° সাধুঃ। ১ দীপ্তিশীল। (পুং) ২ বজ্র। (নিঘণ্টু)

দিত্যৌহী (স্ত্রী) দ্বিবর্ষবয়স্কা ধেনু। [দিত্যবাট্ দেখ।]

দিধক্ষমাণ (ত্রি) দিধক্ষ-শানচ্। দাহনেচ্ছু, যে দাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে।

দিধক্ষা (স্ত্রী) দগ্ধু মিচ্ছা। দহ-সন্ ততো অ। দগ্ধ করিবার ইচ্ছা।

দিধক্ষু (পুং) দগ্ধু মিচ্ছুঃ দহ-সন্ ততো উ। দগ্ধ করিতে ইচ্ছা।

দিধি (পুং) ধা-কি। ১ ধৈর্য্য। ২ ধারণ।

দিধিষায্য (পুং) দধাতি আনন্দমিতি ধা-আয্য, ধাতোর্দ্বিত্বং ইত্বং যুক্ চ (দিধিষায্যঃ। উণ্ ৩।৯৭) ১ আরোপিত বন্ধু, মিথ্যাবন্ধু। (ত্রি) ২ ধারক।
"মিত্রইব যো দিধিষায্যোভূদ্দেব।" (ঋক্ ২।৪।১)
'দিধিষায্যো ধারয়িতা অভূৎ।' (সায়ণ)
উজ্জ্বলদত্ত "দিধিষায্যঃ" এই সূত্রের স্থলে 'দধিষায্যঃ' এই সূত্র কল্পনা করিয়াছেন এবং ইহার ব্যাখ্যাস্থলে 'দধি পূর্ব্বাৎ স্যতে রায্য ষত্বং চ দধিষায্যঃ ঘৃতং' এইরূপ লিখিয়াছেন।

দিধিষু (পুং) দিধিং ধৈর্য্যং স্যতীতি সো বাহুলকাৎ কুঃ বা দিধিষুং আত্মন ইচ্ছতি সুপআত্মনঃক্যচ্, ততোক্বিপ্, বাহু° হ্রস্বঃ। ১ দ্বিরূঢ়াপতি, দুইবার বিবাহিতা স্ত্রীর শেষ স্বামী। ২ গর্ভাধানকর্ত্তা। "হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যু জনিত্বং" (ঋক্ ১০।১৮।৮) 'দিধিষোর্গর্ভস্য নিধাতুঃ' (সায়ণ)

দিধিষূ (স্ত্রী) দধাতি পাপং যদ্বা দিধিং ধৈর্য্যং ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাৎ স্যতি ত্যজতীতি দা বা সো কূপ্রত্যয়েন সাধুঃ (অন্দদৃন্ফূজম্বিতি। উণ্ ১।৯৫) ১ দ্বিরূঢ়া, বারদ্বয়বিবাহিতা স্ত্রী, যে স্ত্রীর দুইবার বিবাহ হইয়াছে। ২ জ্যেষ্ঠা ভগিনী অবিবাহিতা থাকিতে বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনী, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হয় নাই, কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী বিবাহ করিয়াছে, তাহাকে দিধিষূ কহে।
"জ্যেষ্ঠায়াং বিদ্যমানায়াং কন্যায়া মুহ্যতেঽনুজা।
সা চাগ্রে দিধিষূর্জ্ঞেয়া পূর্ব্বা চ দিধিষূঃ স্মৃতা॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)
(ত্রি) ৩ ধারক। "ধীতিমাদিদর্য্যো দিধিষ্বো বিভূত্রাঃ।" (ঋক্ ১।৭১।৩)

দিধিষূপতি (পুং) দিধিষূঃ দ্বিরূঢ়া তস্যাঃ পতিঃ স্বামী। দ্বিরূঢ়াপতি, যে স্ত্রীর দুইবার বিবাহ হইয়াছে, তাহার পতি।
"ভ্রাতুর্মৃতস্য ভার্য্যায়াং যোঽনুরজ্যেত কামতঃ।
ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়ো দিধিষূপতিঃ॥" (মনু ৩।১৭৩)
পুত্রোৎপাদনার্থ ধর্ম্মতঃ প্রতি ঋতুতে এক এক বার গমন না করিয়া যে ব্যক্তি নিয়ম ধর্ম্ম অতিক্রমপূর্ব্বক কামতঃ মৃত ভ্রাতার পত্নীতে আসক্ত হয়, তাহাকে দিধিষূপতি কহে। স্মৃত্যন্তরে পরপূর্ব্বার পতিকে দিধিষূপতি বলা হয়। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জনকত্ব হেতু ব্যাসকেও দিধিষূপতি বলা যায়।

দিন (ক্লী) দ্যতি খণ্ডয়তি মহাকালমিতি দো ছেদে-ইনচ্ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৪৯) সূর্য্যকিরণ, প্রকাশিত সময়, সূর্য্যের উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সময়, দিবস। ৬০ দণ্ড পরিমিত কাল, এক সূর্য্যোদয় হইতে পুনর্ব্বার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময়, ষষ্টিদণ্ডাত্মক মানুষ অহোরাত্র। পর্য্যায়—ঘস্র, অহন্, দিবস, বাসর, ভাস্বর, দিবস্, বার, অংশক, দ্যু। (শব্দর°)
সূর্য্যকিরণাবচ্ছিন্নকাল, ইহার বৈদিক পর্য্যায়—বস্তো, দ্যু, ভানু, বাসর, স্বসরাণি, ঘ্রংস, ঘর্ম্ম, ঘৃণ, দিন, দিবা, দিবে-দিবে, দ্যবিদ্যবি। (নিঘণ্টু) চান্দ্রতিথিরূপ কাল ও মানুষ দিন অর্থাৎ এক চান্দ্রতিথি একদিন।
এই সময় সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্গণ এক অহোরাত্র অর্থেই দিন শব্দ ব্যবহার করেন। আহ্নিকগতি-নিবন্ধন পৃথিবী প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার নিজ মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করে। এই আবর্ত্তনই দিবারাত্রির কারণ। পৃথিবী গোলাকার বলিয়া একবারে ইহার অর্দ্ধাংশে সূর্য্যালোক পড়ে, অপরার্দ্ধ সুতরাং অন্ধকারে নিমগ্ন থাকে। যে অংশে আলোক তথায় দিবা এবং যে অংশে অন্ধকার তথায় রাত্রি হইয়া থাকে। পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন জন্য মেরুদ্বয় সন্নিহিত প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থানেই প্রতি-দিন একবার এইরূপ আলোক ও একবার অন্ধকার হয়। বলা বাহুল্য সূর্য্যই দিবারাত্রির কর্ত্তা। দিবাভাগে সূর্য্য চক্রবালের উপরিভাগে এবং নিশাকালে উহার নিম্নে থাকে, সুতরাং দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্য পরিদৃশ্যমান আকাশ-মণ্ডলের কোন স্থান হইতে পশ্চিম দিকে সরিয়া আবার যখন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই এক দিবারাত্রি অথবা দিনের পরিমাণ। এক্ষণে কথা হইতেছে, কোন্ সময় হইতে দিবস গণনা আরম্ভ করা যাইবে? এ বিষয়ে নানা জাতীয় ও নানা সম্প্রদায়ের লোকে আপন আপন ইচ্ছা ও সুবিধা অনুসারে দিবস গণনা করেন। প্রধানতঃ সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, দিবা দ্বিপ্রহর ও রাত্রি দ্বিপ্রহর এই চারিটী কালই দিবসের আরম্ভকাল বলিয়া

ব্যবহৃত হয়। দিবাভাগই জীবগণের কার্য্যের উপযুক্ত এবং অন্ধকারময় নিশাকালই বিশ্রামের উপযোগী; কার্য্যের পর বিশ্রাম ইহাই স্বাভাবিক; সুতরাং সূর্য্যোদয় হইতে দিবস আরম্ভ করিয়া নিশিশেষে শেষ করাই সহজসিদ্ধ ও প্রকৃতিসঙ্গত। বোধ হয়, এই জন্যই এদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ সূর্য্যোদয় হইতে দিবস গণনা করিবার প্রথা প্রচলিত করেন। এখনও এদেশে ঐরূপেই দিন ধরা হইয়া থাকে। প্রাচীন প্রায় সমস্ত জাতিই সূর্য্যোদয় হইতে দিনমান গণনা করিত। কেবলমাত্র আরবেরা মধ্যাহ্ন এবং মিসরীয়গণ মধ্যরাত্রি হইতে দিবস গণনা করিত। বর্ত্তমান কালে এসিয়ার অধিকাংশ জাতি এবং য়ুরোপের অষ্ট্রিয়া, তুরুষ্ক ও ইটালীবাসিগণ সূর্য্যোদয় হইতে দিবস ধরিয়া থাকে। চীনেরা মধ্যরাত্রি হইতে, আরবেরা মধ্যাহ্ন হইতে এবং য়ুরোপীয় অন্যান্য জাতি মধ্যরাত্রি হইতে দিন গণনা করে। সূর্য্যোদয়কাল সূক্ষ্মরূপে প্রত্যক্ষ করা অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত ও দুরূহ বলিয়াই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সম্ভবতঃ মধ্যদিবা বা মধ্যরাত্রি হইতে দিন গণনা করিয়া থাকিবেন। য়ুরোপের অধিকাংশ স্থানে মধ্যরাত্রি হইতে দিন আরম্ভ হইলেও, জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক অধিকাংশ পর্য্যবেক্ষণাদি রজনীযোগেই হইয়া থাকে বলিয়া একরাত্রে প্রত্যক্ষীকৃত নানাবিধ ঘটনা অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন তারিখে পড়িয়া যায় এবং তাহাতে নানাবিধ অসুবিধা উৎপাদন করে, সেই হেতু জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ দিবা দ্বিপ্রহর হইতেই দিবস গণনা করেন। সুবিধার জন্য দিবসকে পূর্ব্বাহ্ন ১২ ঘণ্টায় ভাগ না করিয়া একবারেই ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত গণনা করা হয়। এইরূপে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের যখন মঙ্গলবার ২১ ঘণ্টা সময়, লৌকিক ও রাজকীয় ব্যবহারে তখন বুধবার পূর্ব্বোক্ত ৯ ঘণ্টা; জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের যখন বুধবার ২টা, লৌকিক ব্যবহারে তখন বুধবার অপরাহ্ণ ২টা অর্থাৎ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের তারিখ লৌকিক ব্যবহারের তারিখের ১২ ঘণ্টা পরে আরম্ভ হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দিবস গণনা করিতেন।

পূর্ব্বে যে সকল দিনের কথা বলা হইল, তাহার আরম্ভ কাল কিছু ভিন্ন হইলেও সময় পরিমাণে এক। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ স্পষ্ট তিন বিভিন্ন প্রকার দিনমানের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) নাক্ষত্রদিন (২) স্ফুট সাবন বা সৌর দিন এবং (৩) মধ্যম সাবন বা সৌরদিন।

কোন একটী নক্ষত্র যে সময় যাম্যোত্তর রেখায় আসিয়া পড়ে, ঐ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখ; অনন্তর আবার ঐ নক্ষত্র যখন সেই রেখায় আসিবে, ঐ সময়ও নির্দ্দিষ্ট কর। এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে কাল তাহাই নাক্ষত্র দিন। যাম্যোত্তর রেখার উপর দিয়া গতির পরিবর্ত্তে, নক্ষত্রের একবার উদয় হইতে পুনরায় উদয় যে সময়, তাহাকেও নাক্ষত্র দিনমান ধরা যাইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উপায়ই যন্ত্রাদি দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ সুবিধাজনক। এই নাক্ষত্র দিনের মধ্যে পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডে ঠিক একবার আবর্ত্তন করিয়া আসে। ইহার পরিমাণ সর্ব্বদাই সমান অথবা যদিই পরিবর্ত্তনশীল হয়, তবে তাহা এত অল্প যে দুই এক যুগে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। নাক্ষত্রদিনের এই নিত্য সমতা জন্য ইহা জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের বিশেষ আদরণীয় এবং বহু সংখ্যক জ্যোতিষিককাল এই নক্ষত্রমানে উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তারার উদয়াস্ত লইয়া মনুষ্যের কাজকর্ম্মের কিছুই আসিয়া যায় না।

পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডে ঠিক একবার আবর্ত্তন হইল কিনা সে বিষয়ে মনুষ্যের তত সংস্রব নাই; আলোক ও অন্ধকারের পর্য্যায় লইয়াই তাহাদের দিন। ইহার সৌরমান গৃহীত হইয়া থাকে। সূর্য্যের উপর্য্যুপরি দুইবার যাম্যোত্তর রেখা দিয়া গতির মধ্যবর্ত্তী যে কাল, তাহাই প্রকৃত বা স্ফুট সৌরদিন। এই সৌরদিন নাক্ষত্রদিন অপেক্ষা প্রায় ৪ মিনিট দীর্ঘতর। কি কারণে এই বৃদ্ধি সংঘটিত হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। মনে কর একদিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় এক নক্ষত্র ও সূর্য্য যুগপৎ যাম্যোত্তর রেখায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তৎপর দিবস পৃথিবীর ঠিক একবার আবর্ত্তন হইলে ঐ নক্ষত্র যাম্যোত্তর রেখায় আসিবে, কিন্তু ঐ সময়ে সূর্য্য দৃশ্যতঃ ১° এক অংশ পরিমিত আকাশে পূর্ব্বদিকে সরিয়া গিয়াছে। সুতরাং সূর্য্য পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিতে পৃথিবীকে আরও প্রায় ৪ মিনিট ঘুরিতে হয়। রাশিচক্রে সূর্য্যের এইরূপ পূর্ব্বগতি যদি সমবেগসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে সৌরদিন ও নাক্ষত্রদিনের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া পড়িত। কিন্তু তাহা নহে। ক্রান্তিবৃত্তের সহিত নিরক্ষবৃত্তের ছেদন জন্য এতদুভয়ের বক্রতা সর্ব্বদা সমান থাকেনা, সুতরাং ক্রান্তিপথে দৃশ্যতঃ সূর্য্যের গতি সম হইলেও নিরক্ষবৃত্তে ইহার সংঘাত গতি সমান হয় না। পৃথিবীর কক্ষা সূর্য্য হইতে অসমদূরবর্ত্তী এবং পৃথিবীর গতিও বৎসরের সকল সময়ে সমান নহে, এই সকল কারণে দৃশ্যতঃ সূর্য্যের পূর্ব্বগতি বড়ই বৈষম্যভাবাপন্ন। তজ্জন্য সৌরদিনও সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। যদি একটী ঘড়ি যথাবিধি প্রকৃত সৌরদিনানুযায়ী সময় রাখিবার জন্য

বিন্যস্ত করা যায়, তবে প্রায় সপ্তাহ না যাইতে যাইতেই দেখা যাইবে যে উহাতে আর সূর্য্যঘড়ির সহিত ঐক্যভাবে সময় দিতেছে না, হয় কম কিম্বা বেশী সময় নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ঘড়ি ঠিকই চলিতেছে, তবে ইতিমধ্যে সূর্য্যের দৃশ্যমান গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া সৌরদিনের বৈষম্য ঘটিয়াছে, কিন্তু সূর্য্যঘড়ি সর্ব্বদা সৌর সময়ই নির্দ্দেশ করে। এই সকল গোলযোগ পরিহারার্থ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ সৌরদিনের একটা পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সম্বৎসরগত কালকে দিন সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যে কাল পাওয়া যায়, তাহাই গড় বা মধ্যম সৌরদিন। ইহা ২৪ ঘণ্টা বা ৬০ দণ্ডে বিভক্ত।

স্মৃতি ও পুরাণ মতে এক চান্দ্রমাসে পিতৃলোকের একদিন, এক সৌর বৎসরে দেবতা ও অসুরদিগের একদিন এবং ৮,৬৪,০০,০০, ০০০ বৎসরে ব্রহ্মার একদিন ইহয়া থাকে।

৩ জ্যোতিস্তত্ত্বোক্ত রাশিভেদ।

দিনকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্, দিনস্য করঃ। ১ সূর্য্য।

"দিনকরপরিতাপাৎ ক্ষীণতোয়াঃ সমন্তাৎ
বিদধতি ভয়মুচ্চৈর্বীক্ষমাণা বনান্তাঃ।" (ঋতুস° ১।২২)

২ অর্কবৃক্ষ।

দিনকর, ১ প্রবোধসুধাকর নামে সংস্কৃত বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

২ এক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইহার প্রকৃত নাম মহাদেব দিনকর। ইনি এবং ইহার পিতা বালকৃষ্ণ উভয়ে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীপ্রকাশ নামে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর টীকা রচনা করেন। ঐ টীকা দিনকরী নামেও খ্যাত। এতদ্ব্যতীত ভবানন্দ যে তত্ত্বচিন্তামণির টীকা লিখিয়াছেন, দিনকর তাহারও এক বৃত্তি করিয়াছেন।

৩ মাসপ্রবেশসারণী নামে জ্যোতিগ্রন্থকার।

৪ রসতরঙ্গিণী-টীকারচয়িতা।

দিনকরতনয় (পুং) দিনকরস্য তনয়ঃ ৬তৎ। অর্কনন্দন, সূর্য্যপুত্র, ১ শনি। ২ যম। ৩ কর্ণ। ৪ সুগ্রীব। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৫ তপতী। ৬ যমুনা।

দিনকরদেব (পুং) সূর্য্যদেব।

দিনকরভট্ট, ১ একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত। রামেশ্বরভট্টের পুত্র ও বিশ্বেশ্বর ভট্টের পিতা। ইনি ছত্রপতি শিবের আশ্রয়ে দিনকরোদ্যোত নামে এক বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ রচনা আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার পুত্র বিশ্বেশ্বর সমাধা করেন। এ ছাড়া দিনকর ঋণার্থসার, কর্ম্মবিপাকসার, শান্তিসার এবং ভাট্টদিনকর নামে শাস্ত্রদীপিকার এক টীকা রচনা করেন।

২ বারেন্দ্রবাসী মোড়বংশীয় একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ১৫০০ শকে খেটসিদ্ধি এবং চন্দ্রার্কী নামে জ্যোতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৩ পদ্মাকরভট্টের পুত্র, ইনি তর্ককৌমুদী নামে তর্কভাষার টীকা রচনা করিয়াছেন।

দিনকররাও, গোয়ালিয়ারের দেওয়ান্ বা প্রধান রাজমন্ত্রী। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়ার-রাজ সাবালক হন এবং তাঁহার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য বৃটীশ গবর্মেণ্ট যুবক দিনকর-রাওকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তাঁহার সুশাসন গুণে গোয়ালিয়ার রাজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি যে সকল সংস্কার করেন, ইংরাজরাজপুরুষগণও মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অন্যায় রূপে যে সকল কর আদায় হইত, দিনকর তাহা রহিত করেন। তাহাতে অনেক রাজকর্ম্মচারীর স্বার্থহানি হওয়ায় তাহাদের উত্তেজনায় দিনকর রাওকে পদচ্যুত করিয়া রাজা নিজে রাজকার্য্য দেখিতে থাকেন, কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। সুতরাং সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য আবার দিনকর নিযুক্ত হইলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি প্রাণপণে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তাঁহার স্থানে বালাজী চিম্‌নাজি দেওয়ান হইলেন।

দিনকর্ত্তৃ (পুং) দিনং করোতি কৃ-তৃচ্। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনকরাত্মজা (স্ত্রী) দিনকরস্য সূর্য্যস্য আত্মজা। সূর্য্যকন্যা, যমুনা, তপতী।

দিনকৃৎ (পুং) দিনং করোতি দিন কৃ-কিপ্ তুকাগমশ্চ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনকেশর (পুং) দিনস্য কেশর ইব। অন্ধকার। (শব্দর°)

দিনক্ষয় (পুং) দিনস্য তিথেঃ ক্ষয়ঃ। তিথিক্ষয়।

"একস্মিন্ সাবনেহ্বহ্নি তিথীনাং ত্রিতয়ং যদা।
তদা দিনক্ষয়ঃ প্রোক্তস্তত্র সাহস্রিকং ফলং॥" (মলমাসতত্ত্ব)

[তিথিক্ষয় দেখ।]

দিনচর্য্যা (স্ত্রী) দিবসের কর্ত্তব্যকর্ম্ম, প্রতিদিন কিরূপ আচরণ করিলে সুস্থ শরীরে কালাতিপাত করা যায়, তৎ সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"মানবো যেন বিধিনা স্বস্থ স্তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তমেব কারয়েদ্বৈদ্যো যতঃ স্বাস্থ্যং সদেপ্সিতং॥
দিনচর্য্যাং নিশাচর্য্যাং ঋতুচর্য্যাং যথোদিতাং।
আচরন্ পুরুষঃ স্বস্থঃ সদা তিষ্ঠতি নান্যথা॥"

যেরূপ আহার ও আচরণাদি দ্বারা মানবগণের সর্ব্বদা স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, বৈদ্য তদনুরূপ আদেশ করিবেন। স্বাস্থ্য সকলের অভীপ্সিত, স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে জীবন

ধারণই বিষবৎ হইয়া উঠে। এই স্বাস্থ্যলাভের উপায় স্বরূপ দিনচর্য্যা, রাত্রিচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যা লিখিত হইয়াছে। এই বিধি অনুসারে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালন করিলে নিশ্চয়ই শরীর সুস্থ থাকিতে পারে, ইহার অন্যথা হয় না।

যদি বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি, ধাতু ও মলের সমতা থাকে, শরীরানুরূপ ক্রিয়াসমর্থ হয়, এবং আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায়। মানবগণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয় কালের প্রথম দুই দণ্ডের মধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখশান্তির জন্য ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক শয্যা পরিত্যাগ করিবে। পরে দধি, ঘৃত, দর্পণ, শ্বেতসর্ষপ, বিল্ব, গোরোচনা ও মাল্য দর্শন এবং স্পর্শ করিবে। প্রত্যহ ঘৃতের ছায়ায় স্বকীয় বদন দর্শন করিতে পারিলে আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ ঊষাকালেই মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে অন্ত্রকূজন অর্থাৎ পেট ডাকা, আধ্মান ও উদরের গুরুতা উপস্থিত হইতে পারে না। মলমূত্রাদির বেগ কখনই ধারণ করিবে না, কারণ ইহাতে নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে।

মলবেগ ধারণ করিলে উদরে গুড়গুড় শব্দ এবং নানা প্রকার বেদনা ও গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া প্রভৃতি, বায়ুবেগ ধারণ করিলে মলমূত্রনিরোধ, উদরাধ্মান ও শরীরের ক্লান্তি প্রভৃতি; মূত্রবেগ ধারণ করিলে মূত্রাশয়ে ও শিশ্নদেশে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃশূল, শরীরের নম্রতা এবং বঙ্ক্ষণ দেশে আকর্ষণবৎ পীড়া হয়। এইজন্য মল মূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে বিশেষ কার্য্যানুরোধেও ঐ বেগধারণ করিবে না এবং বেগ উপস্থিত না হইলেও বলপূর্ব্বক অকাল কুন্থনাদি দ্বারা তাহা নিঃসারণ করিতে চেষ্টা করিবে না। মলমূত্রাদি বিসর্জ্জনান্তে গুহ্য প্রভৃতি মলপথসমূহ জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবে, ইহা দ্বারা শরীরের ক্লান্তি বল ও দেহ পবিত্র হয় এবং অলক্ষ্মী ও কলিকালজাত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পরে হস্ত ও পদ প্রক্ষালন করিবে, ইহাতে শারীরিক পুষ্টিসাধন ও চক্ষুর হিত হইয়া থাকে। পরে দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিবে। [দন্তধাবন ও দন্তকাষ্ঠ দেখ।]

দন্তধাবন ও জিহ্বা নির্লেখনের পর পুনঃ পুনঃ শীতলজলগণ্ডূষ ধারণ করিবে। ইহাতে কফ, তৃষ্ণা ও মুখগত মল নিবারিত এবং মুখের অভ্যন্তর বিশোধিত হইয়া থাকে। প্রত্যহই কটুতৈলাদির নস্য গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিবে।

কিন্তু কফ শান্তির নিমিত্ত প্রাতঃকালে, পিত্ত শান্তির নিমিত্ত মধ্যাহ্ন সময়ে এবং বায়ু নিবারণের জন্য সায়ংকালে নস্য গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ নস্য গ্রহণ করিলে মুখ সুগন্ধ, স্বর স্নিগ্ধ ও ইন্দ্রিয় সকল শান্ত হয় এবং বলি, পলিত ও ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরে সৌবীরাঞ্জন নয়নে প্রয়োগ করিবে, ইহা দ্বারা চক্ষুঃদ্বয় সুন্দর ও সূক্ষ্ম পদার্থ দর্শনে ক্ষমতা হয়। কিন্তু যাহারা রাত্রি জাগরণ করিয়াছে, পরিশ্রান্ত, বমিরোগাক্রান্ত, ভুক্ত এবং শিরঃস্নাত এই সকল ব্যক্তি নেত্রাঞ্জন ব্যবহার করিতে পারিবে না।

পাঁচ দিন অন্তর নখ, শ্মশ্রু, কেশ ও রোম কর্ত্তন করিবে। কারণ কেশাদির কর্ত্তন শোভাজনক, পুষ্টিকারক, ধন ও পরমায়ুবর্দ্ধক। নাসিকার রোম উৎপাটন করিবে না, এই রোম উৎপাটন করিলে অতি সত্বরই চক্ষুর বলহানি হইয়া থাকে। প্রত্যহ চিরুণি দ্বারা চুল আঁচড়াইবে। প্রতিদিন ব্যায়াম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা, কর্ম্মসামর্থ্য, বিভক্ত ঘন গাত্রতা (অর্থাৎ শরীরের যে যে স্থানে সরু মোটা হওয়া উচিত পুষ্টির সহিত তাহা সম্পন্ন হওয়া), দোষের নাশ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। বসন্ত ও শীত ঋতুতে ব্যায়াম করা বিশেষ উপকারী, এতদ্ভিন্ন অর্থাৎ গ্রীষ্মাদিতে যাহার যেরূপ বল, তিনি তাহার অর্দ্ধাংশ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিবেন। যৎকালে হৃদয়স্থিত বায়ু মুখরন্ধ্র দ্বারা মুহুর্মুহু বহির্গত হইবে এবং মুখশোথ উপস্থিত হইবে, কপাল, নাসিকা, গাত্রসন্ধি ও কক্ষদ্বয়ে ঘর্ম্মোদ্গম হইবে, তখন অর্দ্ধশক্তি পর্য্যন্ত ব্যায়াম হইল বলিয়া জানিতে হইবে। ভোজনান্তে, শৃঙ্গারান্তে, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ধাতুশোথ ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম নিষিদ্ধ।

শরীর পুষ্টির নিমিত্ত প্রত্যহ সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতে হইবে, কিন্তু মস্তকে, কর্ণদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে বিশেষ করিয়া তৈল মর্দ্দন হিতকর।

অভ্যঙ্গ বিষয়ে সর্ষপতৈল, গন্ধতৈল ও পুষ্পবাসিত তৈল প্রশস্ত। অভ্যঙ্গদ্বারা বায়ু, কফ ও শ্রান্তি দূর হয় এবং বল, সুখ, নিদ্রা, শরীরের কোমলতা, পরমায়ু বৃদ্ধি ও শরীরের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। মস্তকে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, দর্শনশক্তি বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্টি হয় এবং শিরোগত রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

প্রত্যহ কর্ণে তৈল পূরণ করিলে কোনরূপ কর্ণরোগ হয় না। এইরূপে তৈলমর্দ্দন করিয়া অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিবে। ইহাতে লোমকূপ, শিরাজাল ও ধমনী দ্বারা শরীরাভ্যন্তরে তৈল জলাদি প্রবিষ্ট হইয়া দেহের তৃপ্তি

সম্পাদন এবং বৃদ্ধি করে। যেরূপ বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিলে নূতন পল্লবাদি বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ স্নেহসংসিক্ত গাত্রে অবগাহন স্নান করিলে মনুষ্যের রসরক্তাদি ধাতুসমূহ পুষ্ট হইয়া থাকে। শীতল জলাদি পরিষেচন দ্বারা বাহ্য উষ্মা প্রতিহত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। উষ্ণজল দ্বারা শিরঃস্নান করিলে চক্ষুর দীপ্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্নানের পর বস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জন করিবে, ইহাতে শরীরের কান্তি, কণ্ডু ও ত্বগ্‌দোষ বিনষ্ট হয়। গাত্র-মার্জ্জনের পর শরীর স্নিগ্ধ হইলে বস্ত্র পরিধান করিবে। স্নানানন্তর যথাযোগ্য অনুলেপনাদি কর্ত্তব্য। অনুলেপনের পর যথা বিধানে শরীর ভূষিত করিবে। তৎপরে আহারের সময় উপস্থিত হইলে তখন মঙ্গলজনক সামগ্রী গ্রহণ করিবে। প্রত্যহ এইরূপ করিলে পরমায়ু ও শুভাদৃষ্ট বর্দ্ধিত হয়। ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, পুষ্পহার, ঘৃত, সূর্য্য, জল এবং রাজা এই ৮টী মঙ্গলজনক।

ভোজনের পূর্ব্বে এবং পরে সর্ব্বদা পাদুকাধারণপূর্ব্বক গমনাগমন করিবে, যেহেতু পাদুকাধারণ করিলে পদগত ব্যাধি দূর হয় এবং চক্ষুর হিত হয়।

• মানবগণের স্বভাবতঃই চারিটী স্পৃহা বলবতী হইয়া থাকে—আহার, পান, নিদ্রা এবং সুরতেচ্ছা। ক্ষুধার সময় যদি আহার না করা যায়, তাহা হইলে অরুচি, শ্রান্তিবোধ, তন্দ্রা, চক্ষুর দুর্ব্বলতা, রস রক্তাদি ধাতুর জীর্ণতা এবং বলহানি হয়। পানেচ্ছা প্রতিঘাত করিয়া জল না খাইলে কণ্ঠশোথ, মুখশোথ, শ্রুতিশক্তির হ্রাস, রক্তশোষ এবং হৃদয়দেশে পীড়া উপস্থিত হয়। নিদ্রাবেগ ধারণ করিলে জৃম্ভা, মস্তক ও চক্ষুর গুরুত্ব, শরীরের বেদনা, তন্দ্রা এবং ভুক্ত দ্রব্যের অপাক হইয়া থাকে। বাহ্য অগ্নি যেরূপ দাহ্য বস্তুর অভাবে মন্দীভূত হয়, সেইরূপ ক্ষুধিত ব্যক্তির আহার্য্য বস্তুর অভাবে শারীরিক পাচক অগ্নিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে, জঠরাগ্নি প্রথমতঃ ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করে, তাহার অভাবে কফাদি দোষ সমূহকে, তাহার অভাবে রস রক্তাদি ধাতুকে এবং ধাতুর অভাবে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিপাক করিয়া থাকে। এই জন্য ক্ষুধা হইলেই ভোজন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ ভোজনের প্রাক্‌কালে লবণার্দ্রক অর্থাৎ লুণ ও আদা ভোজন করিবে। ভোজনের প্রথমে ঘৃত ও কঠিন দ্রব্য ভোজন করিবে, তাহার পর কোমল দ্রব্য ভোজন এবং আহারের শেষ অবস্থায় দ্রব দ্রব্য পান করিবে। এই নিয়মে আহার করিলে বল ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। ভোজ্য বস্তুর মধ্যে যাহা যাহা যথাক্রমে সুস্বাদু, তাহাই উত্তরোত্তর ভোজন করিবে। এক বস্তু ভোজনের পর অন্য যে বস্তু ভোজন করিতে অভিলাষ হয়, তাহাকেই এ স্থলে স্বাদু বলা হইয়াছে। অতিশয় দ্রুত বা বিলম্ব করিয়া ভোজন করিবে না। মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তি ত্রিবিধ গুরুদ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন। মাত্রা গুরু, স্বভাবতঃ গুরু ও সংস্কার গুরু এই ত্রিবিধ গুরুপদার্থ। মাত্রা গুরু-মুদ্গাদি, ইহারা স্বভাবতঃ গুরু নহে, পরিমাণানুসারে গুরু হয়। মাষকলায় প্রভৃতি স্বভাবতঃ গুরু, পিষ্টকাদি সংস্কার গুরু। গুরু ও লঘু দ্রব্য যে পরিমাণে ভোজন করিলে তৃপ্তিবোধ হয়, সেই পরিমাণ ভোজন করিবে অর্থাৎ মাষকলায় পিষ্টক প্রভৃতি অর্দ্ধমাত্রায় এবং মুদ্গাদি স্বভাবতঃ লঘুতাপ্রযুক্ত পূর্ণমাত্রায় সেবন করা যায়। পেয়াদি তরল দ্রব্য, তক্র প্রভৃতি অতিশয় তরল দ্রব্য এবং মিশ্রিত ভক্তাদি অধিক মাত্রায় খাইলেও তাহাকে গুরু বলা যায় না। কারণ পেয় সর্ব্বপ্রকারে লঘুগুরুযুক্ত। শুষ্ক দ্রব্য চিপিটক প্রভৃতি, বিরুদ্ধ দ্রব্য ক্ষীর মৎস্যাদি এবং বিষ্টম্ভি দ্রব্য ছোলা প্রভৃতি ইহারা জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করে। ভোজনের উপযুক্ত সময় অতীত করিয়া বা ক্ষুধা না হইলে ভোজন করিবে না।

উদর গহ্বরের চারি অংশের দুই অংশ ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা এবং এক অংশ জল দ্বারা পূরণ করিবে, অবশিষ্ট এক অংশ বায়ু গমনাগমনের নিমিত্ত অপূর্ণ রাখিবে। অত্যন্ত জলপান করিলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয় না এবং একেবারে জলপান না করিলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের প্রতিবন্ধকতা জন্মে। এই জন্য আহারের সময় জঠরাগ্নি উদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান করিলে শরীর কৃশ এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, ভোজনান্তে জলপান করিলে শরীরের স্থূলতা ও কফ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই জন্য ভোজনের মধ্যভাগেই জল পান করিতে হইবে। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির ভোজন ও ক্ষুধিত ব্যক্তির জলপান এই উভয়ই বিশেষ নিষিদ্ধ; যেহেতু তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি ভোজন করিলে গুল্মরোগ হয় এবং ক্ষুধিত ব্যক্তি জলপান করিলে জলোদর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নিয়মে ভোজন শেষ হইলে খড়িকা গ্রহণ-পূর্ব্বক আচমন করিবে। আচমন করিবার সময় দন্ত প্রভৃতিতে যে সকল দন্তের মল থাকে, তাহা যত্নপূর্ব্বক বাহির করিয়া পুনরায় আচমন করিবে। কারণ দন্তসংলগ্ন পদার্থ দূরীকৃত না হইলে মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, এইজন্য অল্পে অল্পে উহা বাহির করিয়া ফেলিবে, কিন্তু যদি কোন পদার্থ দৃঢ়রূপে দন্ত লগ্ন হইয়া থাকে, তাহা দন্ত স্বরূপ জ্ঞান করিয়া বাহির করিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিবে না।

আচমন ক্রিয়ার পর জলসিক্ত হস্তদ্বারা চক্ষু স্পর্শ করিবে, আহারের পর চক্ষুতে জল দিলে তিমির বিনষ্ট হয়। পরে ভুক্তান্ন সুখ পাকের জন্য অগস্ত্যাদি মহাত্মগণের নাম স্মরণ করিতে হইবে। অঙ্গারক, অগস্ত্য, বৈশ্বানর, সূর্য্য এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহাদের নাম স্মরণ করিয়া উদরে হাত বুলাইবে। ভোজনান্তে অগুরু প্রভৃতির ধুম দ্বারা কফ নির্হরণপূর্ব্বক হৃদ্য অথচ কটুতিক্ত কষায় রসবিশিষ্ট ফল চর্ব্বণ করিয়া মুখের নির্ম্মলতা সম্পাদন করিবে। পরে সুগন্ধি দ্রব্যাদির সহিত তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে। [তাম্বূল দেখ।]

তাহার পর ধীরে ধীরে একশত পদ গমন করা কর্ত্তব্য। ভোজন করিয়া যে ব্যক্তি উপবেশন করে, তাহার তুন্দ অর্থাৎ ভুঁড়ি হয়, যে শয়ন করে, তাহার শরীরের পুষ্টি হয়, যে ভ্রমণ করে, অর্থাৎ ধীরে ধীরে এক শত পদ গমন করে, তাহার পরমায়ু বর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি অতিশয় দ্রুত বেগে গমন করে, তাহার নানারূপ উৎকট ব্যাধি জন্মে। পরে অষ্টশ্বাস পরিমিত কাল উত্তানভাবে, তাহার দ্বিগুণিত-কাল দক্ষিণপার্শ্বে, এবং তাহার দ্বিগুণকাল বামপার্শ্বে শয়নান্তর তৎপরে স্বেচ্ছামত শয়ন করিবে। ভুক্ত বস্তু জীর্ণ না হইলে বামপার্শ্বে শয়ন করা বিধেয় নহে। এইরূপ ভাবে প্রতিদিন চলিতে পারিলে শরীরে কোন প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হয় না। (ভাবপ্রকাশ)

[রাত্রিচর্য্যা শব্দ দেখ।]

দিনজ্যোতিস্ (ক্লী) দিনস্য জ্যোতিঃ। আতপ, রৌদ্র।

দিন দিন (দেশজ) প্রতিদিন।

দিনদুঃখিত (পুং স্ত্রী) দিনে দিবসে দুঃখিতঃ দিবাভাবে বিয়োগিত্বাত্তথাত্বং। চক্রবাক্ পক্ষী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দিনপ (পুং) দিনং পাতি পা-ক। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ রব্যাদি বারাধিপতি।

দিনপতি (পুং) দিনস্য পতিঃ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ বারাধিপতি সূর্য্যাদি।

দিনপাত (পুং) দিনস্য চান্দ্রদিনস্য তিথেঃ পাতঃ ক্ষয়ঃ। ১ দিনক্ষয়।

"অধিমাসে দিনপাতে ধনুষি রবৌ ভানুলঙ্ঘিতে মাসি।
চক্রিনি সুপ্তে কুর্য্যান্নমাঙ্গল্যং বিবাহঞ্চ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

(দেশজ) ২ দিনযাপন।

দিনপিণ্ড (পুং) দিনস্য পিণ্ডঃ ৬তৎ। জ্যোতিষোক্ত অহর্গণ।

দিনপ্রণী (পুং) দিনং প্রণয়তি করোতি প্র-নী-ক্বিপ্। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনপ্রবেশ (পুং) তাজকোক্ত মাসপ্রবেশের ন্যায় বর্ষমাস সম্বন্ধী দিনের প্রবেশ, ইহার বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে। যে সময়ে বর্ষ প্রবেশ হইবে, সেই সময়ই প্রথম মাস প্রবেশ ও প্রথম দিন প্রবেশ জানিবে। বর্ষ প্রবেশকালের রবিস্পষ্টে একরাশি যোগ করিলে যত রাশ্যাদি হইবে, তাহার নাম মাসার্ক। মাসার্কের নিকটস্থ পূর্ব্ব পরবর্ত্তী কোন সময়ের রবিস্ফুটের সহিত মাসার্কের অন্তর করিয়া যত অংশাদি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে কলা করিয়া রবির গতি দ্বারা ভাগ দিলে যত ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহাকে নিকটস্থ যে দিন ঘন দণ্ড সময়ে রবি স্ফুট গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার সহিত যোগ বা বিয়োগ করিবে। অর্থাৎ মাসার্কের পূর্ব্ব রবিস্ফুটে যোগ ও পর রবিস্ফুট হইতে বিয়োগ করিবে।

"মাসার্কস্য তদাসন্নপত্যার্কেণ সহান্তরং।
কলী কৃত্বার্কগত্যাপ্তং দিনাদ্যেন যুতোঽন্বিতং॥
তৎপঙ্ক্তিস্থং বারপূর্ব্বং মাসার্কেঽধিকহীনকে।
তদ্বারান্তে মাসবেশো হ্যবেশোপ্যেকমেব চ॥" (তাজক)

এইরূপ যোগ বা বিয়োগ করিয়া যত দিনদণ্ডাদি হইবে, তত দিন দণ্ডাদি সময়ে মাস প্রবেশ হইবে। দিনপ্রবেশও এই নিয়মে হইবে। যে সময়ে দিন প্রবেশ হইবে, সেই সেই সময়ের সমস্ত গ্রহস্ফুট, ভাব, সন্ধি ও বলাদি নিরূপণ করিয়া ফলের বিচার করিবে।

দিন-প্রবেশকালে বর্ষ-প্রবেশাদির ন্যায় সূর্য্যাদি গ্রহ ও দ্বাদশ ভাব সাধন করিয়া চন্দ্র ও নবাংশাধিপতি দ্বারা শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিবে। মুন্থাধিপতি, জন্মলগ্নাধিপতি, ত্রিরাশিপতি, দিনরাত্রির অধিপতি, দিনলগ্নাধিপতি, মাস-লগ্নাধিপতি ও বর্ষলগ্নাধিপতি ইহাদিগের মধ্যে যিনি বলবান্ হইয়া দিন লগ্নকে দৃষ্টি করেন, সেই গ্রহই দিনাধিপতি হইবেন। যদি দিনপ্রবেশ লগ্ন বা চন্দ্র হইতে ত্রিকোণ, কেন্দ্র বা একাদশ স্থান বলবান্, শুভগ্রহ ষষ্ঠ, তৃতীয় বা একাদশ স্থানে পাপগ্রহ অবস্থিতি করে, তবে সেই দিন সুখ, মান, অর্থ ও যশ লাভ হয়।

ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ স্থানে যদি পাপযুক্ত দিনাধিপতি, বর্ষাধিপতি বা মাসাধিপতি অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে রোগ, মান ও যশোহানি হইয়া থাকে এবং উক্ত গ্রহগণ কেন্দ্র ত্রিকোণ বা একাদশ স্থান স্থিত হইলে সুখলাভ হয়। দিনপ্রবেশ নবাংশ শুভগ্রহযুক্ত হইয়া যদি চন্দ্র কর্ত্তৃক মিত্র দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নীরোগ, রাজ্যলাভ ও শরীর পুষ্টি হয়। ইহার বিপরীতে পূর্ব্ববৎ বিপরীত ফল জানিবে। দিনপ্রবেশকালে যে ভাব নবাংশ শুভগ্রহ কর্ত্তৃক স্নেহ দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট বা শুভযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই ভাবের

শুভফল হইবে। ইহার বিপরীতে অর্থাৎ যদি পাপযুক্ত বা পাপ গ্রহ কর্ত্তৃক শত্রু দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ভাবের অশুভ ফল জানিবে। ষষ্ঠভাব নবাংশ যদি শুভযুক্ত হয়, তবে রোগ ও পাপযুক্ত হইলে শুভফল হইবে। ব্যয়ভাব নবাংশ শুভযুক্ত বা শুভদৃষ্ট হইলে স্বীয় পত্নী হইতে সদ্ব্যয় হইবে। জায়াভাব নবাংশ শুভযুক্ত বা শুভ দৃষ্ট হইলে স্বীয় পত্নী হইতে সুখ এবং পাপ দৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইলে গৃহবিরোধ হয়। পাপদ্বয়ের মধ্যস্থ হইলে মৃত্যু হয়।

সপ্তমভাব নবাংশ শুভ মধ্যস্থ হইলে বহুবিধ কামিনীসুখ হয়, উক্ত নবাংশে বৃহস্পতি থাকিলে স্বীয় স্ত্রীতে ও অন্য গ্রহ থাকিলে পরস্ত্রীতে রতিসম্ভোগ হয়। অষ্টমভাগ নবাংশ দিনপ্রবেশ লগ্নের অষ্টম স্থান শুভগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে রণে মৃত্যু হয়। শুভাশুভযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে শুভাশুভ ফল এবং পাপ দৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইলে সুখ, দিনপ্রবেশ-লগ্নের দ্বিতীয় ও দ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে হানি, শুভগ্রহ থাকিলে সদ্ব্যয় এবং পাপগ্রহজন্য কর্ত্তরীযোগ হইলে রোগ এবং শুভগ্রহঘটিত কর্ত্তরীযোগ হইলে শুভ হয়। ক্ষীণচন্দ্রলগ্নে বা অষ্টম স্থানে স্থিত হইয়া পাপদৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইলে মৃত্যু অথবা রোগ ও শত্রু হইতে অস্ত্রভয় হইয়া থাকে। মঙ্গলযুক্ত চন্দ্র ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে থাকিলে শত্রু হইতে অস্ত্রভয় এবং চতুর্থ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে গজাশ্বাদি হইতে পতন ও শরীরে নানাপ্রকার রোগ হইয়া থাকে। সপ্তম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে জয়, দ্বিতীয় স্থানে সুখ, নবম স্থানে ধর্ম্ম, অর্থাগম ও রাজসম্মান লাভ হয়। দিনপ্রবেশ সময়ে চন্দ্র যেরূপে অবস্থান করেন, সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। চন্দ্রস্ফুটের রাশি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগকে ২ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে চন্দ্রের অবস্থা নির্ণীত হইবে। চন্দ্রের প্রবাসাবস্থায় মনুষ্যেরও প্রবাস, নষ্টাবস্থায় বিত্তনাশ, মৃতাবস্থায় মৃত্যুভয়, জয়াবস্থায় জয়, হাস্যাবস্থায় স্ত্রীবিলাসাদি সুখ, ক্রীড়াবস্থায় সুখ, সুপ্তাবস্থায় নিদ্রা, ভুক্তাবস্থায় দেহপীড়া, ভয় ও তাপ প্রভৃতি হইয়া থাকে। (নীলকণ্ঠোক্ত তাজক)

দিনবন্ধু (পুং) দিনস্য বন্ধুঃ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনবল (পুং) দিনে বলং যস্য। দ্বিপদরাশি, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, একাদশ ও দ্বাদশ রাশি, দিনবলী। (বৃহজ্জাতক)

দিনমণি (পুং) দিনস্য মণিরিব। ১ সূর্য্য।

"দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন-ভব-খণ্ডন" (গীতগোবিন্দ)

২ অর্কবৃক্ষ।

দিনমল (ক্লী) মাস।

দিনময়ুখ (পুং) দিনে ময়ূখো যস্য। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনমান (ক্লী) দিনস্য মানং। সূর্য্যদর্শনকালের মান ভেদ, দ্বাদশ মাসের প্রতিদিবসীয় দিনমান নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে স্থির করা যায়, প্রথমতঃ রবিস্ফুট করিতে হইবে, আর যদি ঐ রবির স্ফুট অয়নাংশযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে অয়নাংশ হীন করিবে, তাহাতে শূন্য সময়ের অর্থাৎ বিষুবসংক্রান্তির রবির স্ফুট হইবে। ঐ বিষুবসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ৬ মাসের ৬ সংক্রান্তি দিবসের অর্থাৎ বৈশাখ মাসে বিষুবসংক্রান্তি-দিবসীয় ০ শূন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিবসীয় ৩০ ত্রিশ, আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৫৪, শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৬৪, ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৫৪, আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৩০ এই ৬টী অঙ্ককে বিষুবের মধ্যাহ্ন ছায়া ৫।১০ দ্বারা পূরণ করিয়া ৯০ দিয়া ভাগ দিলে যে ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহাতে ৩০ যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, সেই দণ্ডাদিই যথাক্রমে উক্ত বিষুবসংক্রান্তি প্রভৃতি ছয় সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হইবে। আর যে ৬টী সংক্রান্তি অবশিষ্ট থাকিল, তাহাদের দিনমান এইরূপে জানা যাইবে, যথা—যে ছয় সংক্রান্তি দিবসের দিনমান ৬০ হইতে বিযুক্ত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই যথাক্রমে কার্ত্তিকাদি ৬ মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হইবে। যে যে দেশে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত শঙ্কুর ৫।১০ পঞ্চাঙ্গুল দশ ব্যঙ্গুল মধ্যাহ্ন ছায়া হয়, সেই দেশের দিনমান এইরূপে আনয়ন করিতে হয়। যথা—বৈশাখ মাসের বিষুবসংক্রান্তি-দিবসীয় দিনমান ৩০ দণ্ড, ঐ ৩০ দণ্ডকে ৬০ দণ্ড হইতে হীন করিলে যে ৩০ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি-দিবসের দিনমান হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি-দিবসীয় দিনমান ৩১।৪৩ পল, ঐ অঙ্ক ৬০ হইতে হীন করিলে ২৮।১৭ পল থাকে, উহাই অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হয়। আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি-দিবসীয় দিনমান ৩৩।৬ পল, ৬০ হইতে ঐ অঙ্ক হীন থাকিলে ২৬।৫৪ পল অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিনের পরিমাণ। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি দিনের দিনমান ৩৩।৪০ পল, ৬০ দণ্ড হইতে উহা হীন করিলে ২৬।২০ পল অবশিষ্ট থাকে, ইহাই মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিনমান ৩৩।৬ পল, ঐ অঙ্ক ৬০ হইতে বাদ দিলে ২৬।৫৪ পল অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় দিনমান ৩১।৪৩ পল, উহা ৬০ হইতে বিয়োগ

করিলে ২৮।১৭ পল হইয়া থাকে, এই ২৮।১৭ পল চৈত্র সংক্রান্তি-দিবসীয় দিনমান হইয়া থাকে। এই যে সকল দিনমান লিখিত হইল, প্রত্যেক ৬৬ বৎসরে রবির এক অয়ন দিন হয়, এই নিয়মানুসারে এখন ১০ই চৈত্র দিবসে সূর্য্য বিষুবরেখায় আসেন, এইজন্য ঐ দিবসীয় দিনমান ৩০ দণ্ড হয়, আর আর সংক্রান্তি সেই সেই মাসের ১০ দিবসে ঘটিতেছে। ইদানীন্তন পঞ্জিকা দেখিলেই জানা যায় যে ঐ দিবসেই উক্ত দিনমান দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে কেবল সংক্রান্তি দিনের দিনমান উক্ত হইল; ইহার মধ্যবর্ত্তী দিনগণের দিনমান স্থির করিতে হইলে মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় দিনমান স্থির করিয়া তাহার পর দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী সংক্রান্তি দিনের পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যত দিন দণ্ড হইবে, তাহা দ্বারা পূর্ব্ব সংক্রান্তি হইতে পর সংক্রান্তি পর্য্যন্ত যে দণ্ডাদি বৃদ্ধি হয়, তাহাকে ত্রৈরাশিক দ্বারা পর পর দিবসের দিনমান স্থির করিয়া লইবে।

থং০ খাগ্নী ৩০ যুগশায়কৌ ৫৪ যুগরসৌ ৬৪ বেদেষবঃ ৫৪ খাগ্নয়ঃ। ছায়া ৫।১০ য়াখনবোঃ ৯০ হৃতাঃ খদহনৈ ৩০ র্যুক্তা দ্যুমানানি ষট্॥

স্পষ্টার্কোদয়নাংশযুক্তবিযুতাৎ শুদ্ধক্রমাৎ ষষ্টি ৬০ তশ্চেৎ।

শুদ্ধান্ত্যপরাণি ষট্তদপরাণ্যত্রানুপাতাৎ পুনঃ॥" (সিদ্ধান্তর°)

দিনমুখ (ক্লী) দিনস্য মুখং। অহর্ম্মুখ, প্রভাত।

দিনমূর্দ্ধন্ (পুং) দিনস্য মূর্দ্ধা ইব আদ্যস্থানত্বাৎ। উদয়গিরি।

দিনযৌবন (ক্লী) দিনস্য যৌবনমিব। মধ্যাহ্ন।

দিনরত্ন (ক্লী) দিনস্য রত্নমিব প্রকাশকত্বাৎ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনরাশি (পুং) জ্যোতিষোক্ত অর্হগণ।

"যথা স্বভগণাভ্যস্তো দিনরাশিঃ কুবাসরৈঃ।

বিভাজিতো মধ্যগত্যা ভানবাদি গ্রহো ভবেৎ॥" (সূর্য্যসি°)

২ দিনসংজ্ঞক বৃষাদি রাশি। [রাশি দেখ।]

দিনব্যাস (পুং) দিনস্য অহোরাত্রাত্মক কালজ্ঞাপকবৃত্তস্য ব্যাসঃ। সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত অহোরাত্রবৃত্তব্যাসের অর্দ্ধ ব্যাস।

"ক্রান্তেঃ ক্রমোৎক্রমজ্যে দ্বে কৃত্বা তত্রোৎক্রমজ্যয়া।

হীনত্রিজ্যা দিনব্যাসদলং তদ্দক্ষিণোত্তরং॥" (সূর্য্যসি°)

'দিনব্যাসদলং অহোরাত্রবৃত্তস্য ব্যাসার্দ্ধং।' (রঙ্গনাথ)

দিনাংশ (পুং) দিনস্য অংশঃ। ১ ত্রিধাবিভক্ত দিনের প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন ভাগ, দিবসের প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নরূপ ত্রিবিধ কাল। ২ পঞ্চধা বিভক্ত দিনের সঙ্গবাদি কাল।

"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্‌সঙ্গবস্তাবদেব তু।

মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্নস্ততঃ পরং॥

সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সূর্য্যোদয়ের পর তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃ, তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত সঙ্গব, তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন, পরে তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ন, তদনন্তর তিন মুহূর্ত্ত সায়াহ্ন কাল। দিন এই পাঁচ অংশে বিভক্ত, ইহাদিগের মধ্যে প্রাতরাদি কালকে দিনাংশ কহে। সায়াহ্নে পিতৃগণের উদ্দেশে কোন কার্য্যাদি করিবে না।

দিনাঈ, উঃ পঃ প্রদেশে হামীরপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। কুলপাহাড় হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ছোট পাহাড়ের উপর চন্দেল্লরাজদিগের সময়কার এক শিবমন্দিরের ধ্বংশাবশেষ পড়িয়া আছে। ইহার কারুকার্য্য অতি সুন্দর। এই পাহাড়ের নিম্নে জৈনতীর্থঙ্কর শান্তিনাথের এক অতি বৃহৎ মূর্ত্তি পড়িয়া আছে, তাহার গায়ে ১১৯৪ সম্বৎ খোদিত।

দিনাগম (পুং) দিনস্য আগমঃ। প্রভাতকাল।

দিনাজপুর, বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন রাজসাহী বিভাগের পশ্চিমাংশবর্ত্তী একটী জেলা। অক্ষা° ২৪° ৪৩´৪০´´ হইতে ২৬° ২২´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৪´ হইতে ৮৯° ২১´ ৫´´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পূর্ব্বে করতোয়া এবং পশ্চিমে মহানন্দা নদী অনেকদূর পর্য্যন্ত জেলার সীমান্তে অবস্থিত। পরিমাণফল ৪১১৮ বর্গমাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ১৫,১৪,৩৪৬। পুনর্ভবা নদীতীরস্থ দিনাজপুর নগর জেলার সদর।

উত্তর বঙ্গের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা ইহার ভূমি বন্ধুর। হিমালয় হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত ভূমি 'খিয়ার' নামক একপ্রকার আঁটাল মৃত্তিকাময়, তাই নদীকূল সহজে ক্ষয় হয় না। জেলার দক্ষিণাংশে এবং বায়ুকোণে কুলিক নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে ভূমি তরঙ্গায়িত হইয়া স্থানে স্থানে ১০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। বহুসংখ্যক নদী জেলার মধ্যে নিজ নিজ পথে প্রবাহিত। বর্ষাকালে ইহারা বন্যা প্লাবনে কূল অতিক্রম করিয়া তীরদেশে পলি সঞ্চিত করে। খিয়ার ও পলি মৃত্তিকার পরিমাণের উপরই প্রধানতঃ জেলার কৃষিকার্য্য নির্ভর করে। বর্ষাকালে নদী সকল ফুলিয়া উঠে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে রেখাকারে পরিণত হয়। বর্ষাকালে স্থানে স্থানে নদীজল দুই মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান প্লাবিত করিয়া যায়, কিন্তু সে জল কোন উল্লেখযোগ্য ঝিল, জলা প্রভৃতিতে সঞ্চিত থাকে না। দক্ষিণদিকে মাটির পাহাড় অনুচ্চ গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং অগণিত বন্য পশুর আবাস স্থান। ঐ সকল জঙ্গল হইতে বন্যজাত অন্নই উৎপন্ন হয়।

দিনাজপুর জেলার সমস্ত নদী প্রধানতঃ দুইশ্রেণীতে বিভক্ত; এক শ্রেণী দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া মহানন্দা নদীতে পড়িয়াছে, অপর শ্রেণী দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে বগুড়া ও রাজ-

সাহী জেলায় তিস্তানদীর (ত্রিস্রোতার) পূর্ব্বতন গর্ভে সলিল বিসর্জ্জন করিতেছে। মহানন্দা নদী পশ্চিম সীমান্তে প্রায় ৩০ মাইল স্থানে প্রবাহিত। নাগর, টাঙ্গন ও পুনর্ভবা ইহার উপনদী, সকল গুলিতেই বর্ষাকালে নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে। আতরাই (আত্রেয়ী), যমুনা ও করতোয়া নদী পুরাতন তিস্তায় পড়িয়াছে। বিগত শতাব্দীতে তিস্তার স্রোত সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে, এজন্ম ঐ সকল উপনদীতে বাণিজ্য সম্যক্ হ্রাস ও বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে।

জেলার সর্ব্বত্র বিশেষতঃ করতোয়া নদীতীরে বহুসংখ্যক শালবন দৃষ্ট হয়। এই সকল অরণ্যে জমিদারদিগের বেশ লাভ হয়। কিন্তু অনেক সময় অকালে ঐ সকল গাছ কাটিয়া ফেলা হয়; সুতরাং কাষ্ঠ ততদূর উৎকৃষ্ট হয় না। অরণ্যে মধু, অনন্তমূল, শতমূলী, এবং বন্য ফুল পাওয়া যায়। বন্য জন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্র, চিত্রক, বন্যবরাহ, বন্যমহিষ, নানাজাতীয় মৃগ, বন্যমার্জ্জার, শৃগাল, নকুল, গন্ধগোকুল, সজারু, তরক্ষু এবং নদীতে কুম্ভীর দৃষ্ট হয়। ব্যাঘ্র ও চিত্রক গভীর জঙ্গলে ও কাশবনাদিতে বাস করে এবং প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক মনুষ্য গবাদি বিনাশ করে। বন্যমহিষ, শূকর ও শৃগালাদি ইক্ষু ও ধান্যক্ষেত্রে আসিয়া বিস্তর ক্ষতি করিয়া যায়। এ জেলায় শিকার ও অন্যান্য জাঙ্গল পক্ষী পর্য্যাপ্ত, নানা প্রকার মৎস্যও পাওয়া যায়। জেলার অনেক স্থানে বিস্তীর্ণ প্রান্তর পড়িয়া আছে, পশুপালকগণ ঐ সকল স্থানে বিনা করে নিজ নিজ গোমেষাদি পশুচারণ করে।

দিনাজপুরে অসভ্যজাতির সংখ্যা অধিক, এই সকল অসভ্যজাতি সম্ভবতঃ নিতান্ত নীচভাবে হিন্দুধর্ম্মে থাকা অপেক্ষা বিজেতা মুসলমানদিগের ধর্ম্মের আশ্রয়ই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করে এবং তজ্জন্যই তথায় মুসলমানের সংখ্যা এত অধিক। ছোটনাগপুর হইতে ভূমিজ, সাঁওতাল, কোল, খরবার, ভূঁইয়া প্রভৃতি জাতীয় বহুসংখ্যক লোক এখানে রাজপথ নির্ম্মাণে ও জঙ্গলাদি কাটিতে আসিয়া বাস করিতেছে। প্রকৃত হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষা হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত অর্দ্ধ হিন্দু শ্রেণীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ, ইহারা পালি, রাজবংশী, কোচ ইত্যাদি নামে বিখ্যাত। ব্রাহ্মণগণ এদেশে অল্পকাল আসিয়া বাস করিতেছে, এইরূপ প্রবাদ আছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে রাজপুত, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, বেণিয়া, নাপিত, তাঁতি, কুমার, লোহার, গোয়ালা, জেলে, দোসাধ, হাড়ী, চণ্ডাল ইত্যাদি। দিনাজপুর সহরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী মাত্র ইহার উপাসক। কয়েকটী জৈনপরিবারও আসিয়া বাস করিতেছে। ভিক্ষাজীবী বৈরাগী বৈষ্ণবের সংখ্যাও অল্প নহে, অনেক পালি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। মুসলমানেরা অধিকাংশই কৃষিজীবী জমিদার বা ব্যবসায়ীর সংখ্যা অল্প। শস্যসংগ্রহকালে অন্যাধিক লোক এই জেলায় আসিয়া থাকে, কিন্তু দিনাজপুর হইতে লোক বড় অন্য স্থানে যায় না।

এই জেলায় নগরের সংখ্যা অতি অল্প। কেবল দিনাজপুর নগরে দশসহস্রাধিক লোক বাস করে, আর কোন স্থানে পঞ্চ সহস্রের অধিক লোক থাকে না। অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিজীবী এবং পল্লীগ্রামে বাস করিতে ভালবাসে। দোকানদার এবং শিল্পজীবিগণও গৃহস্থের খরচ অনুযায়ী চাষ করিয়া থাকে। ধান চাষই বেশী, তবে কেহ কেহ উপযুক্ত জমি থাকিলে সামান্য পরিমাণে শাক, ফলমূলাদি আবাদ করিয়া থাকে।

কৃষকেরা সামান্য ভাবে জীবনযাপন করে। ইহাদের অবস্থা অন্যান্য সুসভ্য জেলার কৃষকদিগের অপেক্ষা স্বচ্ছল। এখানে কৃষকদিগের অধিকাংশই একাধিক বিবাহ করে, কৃষক মাঠে চাষ করে, আর রমণীগণ বাড়ীতে থাকিয়া কেহ কাপড় বুনে, কেহ সূতা কাটে, কেহ বা শণ পাট হইতে চট থলিয়া প্রস্তুত করে। শেষোক্ত কাজ প্রায় স্ত্রীলোকদিগের একচেটিয়া। এই সকল দ্রব্য গৃহস্থের ব্যবহার বাদে অবশিষ্ট সন্নিহিত হাটে বিক্রীত হয়। নদীতীরে বড় বড় গোলা আছে। তথায় ধান্যাদি শস্য সঞ্চিত হয় এবং বর্ষারম্ভে নৌকাযোগে স্থানান্তরে প্রেরিত হয়।

তণ্ডুলই এ জেলার প্রধান শস্য, তন্মধ্যে অধিকাংশই হৈমন্তিক এবং নিম্নভূমিতে জন্মিয়া থাকে। উচ্চভূমিতে আশুধান্য এবং নদী ও বিল প্রভৃতির ধারে ধারে বোরো ধান্য সামান্য পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ভুট্টা, বজরা, নানাবিধ কলায়, তামাক, পাট, শণ, সরিষা, গুঞ্জা প্রভৃতি মাল, ইক্ষু ও পাণ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

সারের মধ্যে গোময়, খিয়ার ও পলি উভয় জমিতেই দেওয়া হয়। খিয়ার কখন পড়িয়া থাকে না, কিন্তু পলিজমির উর্ব্বরাশক্তি বাড়াইবার নিমিত্ত ৪ বৎসর পরে এক বৎসর ফেলিয়া রাখিতে হয়। এক জমিতে বৎসর বৎসর এক আবাদ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ করিলে যে অধিক লাভের সম্ভাবনা তাহা কেহই জানে না। জেলার মধ্যে কর্ষণযোগ্য বিস্তর জমি পতিত অবস্থায় আছে। গো, মহিষ, মেষ, ছাগাদি পশু এবং তাহাদের চারণযোগ্য মাঠের

অভাব নাই। থিয়ার জমিতে বৎসরে একবার মাত্র ধান্য হয়, পলিজমিতে আউস ধান্য কাটিলে কলায়, গম, যব, সর্ষপ প্রভৃতি আবাদ হইয়া থাকে।

দিনাজপুরে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈববিড়ম্বনা যেন একবারেই নাই বলিলেই হয়। বর্ষাকালে নদী সকল উচ্ছলিত হইয়া বহুদূর জলপ্লাবিত করে বটে, কিন্তু তাহাতে উপকার বই শস্যের অপকার হয় না। কেবল একবার মাত্র ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সুদীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে এই জেলার আমন ধান্য আদৌ হয় নাই। প্রজামণ্ডলের এই প্রধান শস্য বিনষ্ট হওয়ায় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গবর্মেণ্ট রিলিফ কার্য্য খুলিয়া দুর্ভিক্ষ অনেকটা নিবারণ করেন।

নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে, ইহার একটী শাখা-রেলপথ দিনাজপুর সহর দিয়া গিয়াছে। জেলার সর্ব্বত্র সকল দিকে পাকা রাস্তা আছে। নদী দিয়াও যাতায়াত বাণিজ্যাদি চলে বটে, কিন্তু অনেক নদীতে বৎসরে ৩।৪ মাস মাত্র বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখানকার অধিবাসিগণ অধিকাংশই কৃষিজীবী। তজ্জন্য শিল্পের উন্নতি অত্যল্প। নীলকুঠি বা রেসম কুঠি আদৌ নাই, চিনির কারবারও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। স্থানীয় ব্যবহারের জন্য মোটা কাপড় কিয়ৎ-পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মেকলী নামে বন্য তৃণজাত একরূপ দীর্ঘস্থায়ী মাদুর স্থানে স্থানে নির্ম্মিত হয়।

জেলার উত্তরভাগে কোচ-রমণীগণ বিস্তর চট থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

রেলপথ খুলিবার পুর্ব্বে নদী দিয়াই দিনাজপুর জেলার বাণিজ্য সম্পন্ন হইত, এখন রেলপথ হইয়া ব্যবসায়ের আরও সুবিধা হইয়াছে। তণ্ডুল, শণ, পাট, তামাক, চিনি, চট এবং চর্ম্ম অন্যান্য স্থানে রপ্তানী হয়। আমদানীর মধ্যে লবণ ও বিলাতী কাপড় প্রধান। জেলার পশ্চিমার্দ্ধ হইতে তণ্ডুলাদি মহানন্দা নদী দিয়া বেহার ও উত্তর প্রদেশে প্রেরিত হয়, পূর্ব্বাংশের বাণিজ্য দ্রব্য তিস্তার উপনদী এবং নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলপথ দিয়া একবারে কলিকাতায় আনীত হয়। গ্রীষ্ম-কালে গোরুর গাড়ী ও বলদ দ্বারা ব্যাপারীরা সমস্ত জেলা ঘুরিয়া তণ্ডুল সংগ্রহ করে এবং নদীতীরস্থ আড়তে জমা করিয়া রাখে। বর্ষাকালে নদীযোগে ঐ সংগৃহীত তণ্ডুল স্থানান্তরে নীত হয়। এইরূপ গোলার মধ্যে রায়গঞ্জ, নিতপুর, চাঁদগঞ্জ, বিরামপুর ও পতিরাম প্রধান। নেকমর্দ্দ নামক স্থানে জনৈক মুসলমান ফকিরের সম্মানার্থ প্রতিবৎসর একটী মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় প্রায় ১,৫০,০০০ দেড় লক্ষ লোকের সমাগম এবং গো মেষাদি ও ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আনীত বিবিধ পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। শান্তপুর, ঢালদীঘি, অলবার খাওয়া প্রভৃতি তিনটী স্থানেও সামান্য মেলা হইয়া থাকে।

মধ্যবৃত্তি ও পাঠশালা সকলে সরকারী সাহায্য-দানের ব্যবস্থা হওয়ায় কয়েক বৎসরের মধ্যে এখানে বিদ্যাশিক্ষার বহু বিস্তার হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার জন্যও নানাস্থানে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

নিম্নবঙ্গ অপেক্ষা দিনাজপুরের জলবায়ু শীতল। এস্থানে বসন্তকাল শেষ না হইলে গ্রীষ্ম পড়ে না, বৈশাখ মাসের ১০।১৫ দিন পর্য্যন্ত রাত্রিতে বেশ শীত থাকে। শীতকালে রাত্রে অত্যন্ত তুহিনপাত হয় এবং প্রভাতে কুহেলী রাশিতে দিঘ্মণ্ডল আচ্ছন্ন থাকে, সূর্য্য উদিত না হইলে উহা দূর হয় না। দেখা গিয়াছে গ্রীষ্মকালে এস্থান বিদেশীদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে, কিন্তু অধিবাসিগণ বর্ষার শেষেই অধিক পীড়িত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৪৪ ইঞ্চি। গড় তাপাংশ ফা° ৮৩°৫´।

নানাপ্রকার জ্বর, কালাজ্বর, প্লীহা, উদরাময়, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ সচরাচর হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব এখানে অত্যন্ত অধিক, বহুসংখ্যক অধিবাসী এই রোগে প্রাণত্যাগ করে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কেবল এই ম্যালেরিয়া রোগেই ৩০,০০০ এর অধিক লোক গতায়ু হয়। এরূপ দুর্ব্বৎসর কেহ কখনও দেখে নাই। ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রান্ত হইয়া পলাইতে বাধ্য হয়। রাজকার্য্য-পরিচালন দুর্ঘট হইয়া উঠে। কর্ত্তৃ-পক্ষগণ এই ব্যাপারে দিনাজপুরের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। পরীক্ষায় নির্দ্ধারিত হইল, প্রায় শতকরা ৭৫ জন রুগ্ন, তন্মধ্যে ৫৪ জনের প্লীহারোগ। মৃত্যু-সংখ্যা রেজিষ্টারি করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইল। দেখা গেল, দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে মৃত্যুসংখ্যা প্রতি সহস্রে বার্ষিক প্রায় ৪২ জন অর্থাৎ লণ্ডন নগরের প্রায় দ্বিগুণ। জেলাসমূহে মৃত্যু আরও অধিক। দিনাজপুর নগরের সন্নিকটে এবং অন্যান্য স্থানে জল নিকাশ, জঙ্গল কর্ত্তনাদির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা ও দাতব্যচিকিৎসালয় সংস্থাপন দ্বারা ইহার স্বাস্থ্যোন্নতি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বলা বাহুল্য ক্রমশঃ দিনাজপুরের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। দিনাজপুর নগর, রায়গঞ্জ, চূড়ামন, মহাদেবপুর, বালুরঘাট প্রভৃতি স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

ইতিহাস। দিনাজপুরের প্রাচীন ইতিহাস নিতান্ত অস্পষ্ট। পৌরাণিককালে এই স্থান জ্যোতিষিক নামে খ্যাত ছিল। তৎপরে ইহার কতকাংশ নিবৃত্তি ও কতকাংশ বরেন্দ্রভূমের অন্তর্গত হয়। প্রবাদ অনুসারে এই জেলার অধিকাংশ প্রাচীন মৎস্যদেশের অন্তর্গত ছিল এবং বিরাট্‌রাজ এখানে রাজত্ব করিতেন। অনেকে এই মৎস্যকেই মহাভারতোক্ত বিরাট্‌রাজের রাজ্য বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাভারত পাঠে স্পষ্টই জানা যায় যে বিরাটের মৎস্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত, এ অঞ্চলে নহে। [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে মৎস্যের অবস্থান ও মৎস্য শব্দ দ্রষ্টব্য।] প্রবাদ আছে—দিনাজপুরে এক সময়ে বাণ রাজা রাজত্ব করিতেন, এই জেলার নানাস্থানে বাণ-কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

বহুদিন হইল, পরাক্রান্ত বৌদ্ধরাজগণ এখানে আধিপত্য করিতেন। জেলার নানাস্থানে বৌদ্ধপ্রভাবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী পালরাজগণ এ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন,—তাঁহাদের কীর্ত্তি এখনও দিনাজপুরের নানা স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। পুরাতত্ত্ব প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। [পালবংশ দেখ।]

পালবংশীয়দিগের পরাক্রম খর্ব্ব হইলে এই জেলা সেন-রাজগণের করায়ত্ত হইয়াছিল। পালবংশীয়দিগের ন্যায় এখানে কোন সেনরাজ বাস করিতেন কি না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এখানকার তর্পণদীঘি হইতে লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। সেনদিগের পর এই জেলা গৌড়ের মুসলমান অধিপতিগণের অধিকারভুক্ত হয়। দিনাজপুরের নানাস্থানে উৎকীর্ণ পারসী ও আরবী শিলালিপি দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বুকানন সাহেব লিখিয়াছেন, রাজা গণেশ নামে এক ব্যক্তি এখানে বিশেষ প্রবল হইয়াছিলেন। আইন-ই-অক্‌বরীতে ইনিই কাঁস বা কংস নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি এক সময় সমস্ত বঙ্গের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি বঙ্গের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, সেই কংসের আবাস রাজসাহী জেলাস্থ ভাতুরিয়া নামক স্থানে ছিল, দিনাজপুরে নহে।

দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের এইরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশসম্ভূত বিষ্ণুদত্ত নামে এক ব্যক্তি নবাব-সরকারে কানুনগো হইয়া দিনাজপুরে আগমন করেন। এখানে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হন। তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত দত্ত বাঙ্গালার সুবাদার শাহসুজার নিকট প্রতি-পত্তি লাভ করেন এবং চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। শ্রীমন্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র মজুমদার পিতৃসম্পত্তি লাভ করেন। তাঁহার ভাগিনেয় শুকদেব মাতুল সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। অপুত্রকাবস্থায় হরিশ্চন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যু হইলে ১৫৬৬ শকাব্দে শুকদেব সমস্ত মাতুল-সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তখন রাজমহলে বাঙ্গালার রাজধানী। শুকদেব রাজমহলে গিয়া শাহসুজার নিকট ফরমাণ গ্রহণ করেন। অল্পদিন মধ্যে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া পড়িলেন; সকলে তাঁহাকে রাজা শুকদেব বলিয়া ডাকিত। শুকদেব শুকসাগর নামক এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে রামদেব ও জয়দেব নামে দুই পুত্র এবং দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে প্রাণনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৬০৩ শকে শুকদেবের মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠ রামদেব তিন বর্ষ ও তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠ জয়দেবও তিন বর্ষ সম্পত্তি সম্ভোগ করেন। এই সময়ে ঘোড়াঘাট পরগণা তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। ১৬০৯ শকে প্রাণনাথ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃসম্পত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে দিল্লীর দরবারে অভিযোগ উপস্থিত হইয়া-ছিল, সেই জন্য তাঁহাকে দিল্লী যাইতে হয়। ১৬১৪ শকে তিনি বাদসাহ আলম্‌গীরের নিকট উপস্থিত হন এবং আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়া বাদশাহের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি পাইলেন। পথিমধ্যে বৃন্দাবনধামে যমুনার জলে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন, ঐ মূর্ত্তি দিনাজপুরে আনিয়া নিজগৃহে স্থাপন করেন। ঐ মূর্ত্তির নাম রুক্মিণীকান্ত। তাঁহারই যত্নে কান্তনগরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের মধ্যে একখানি শিলাপট্টে মন্দিরনির্ম্মাণকাল সম্বন্ধে এই কবিতাটী উৎকীর্ণ আছে—

"শাকে বেদাব্ধিকালক্ষিতিপরিগণিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ
প্রাসাদঞ্চাতিরম্যং সুরচিতনবরত্নাখ্যমস্মিন্নকার্ষীৎ।
রুক্মিণ্যাঃ কান্ততুষ্টৈঃ সমুচিতমনসা রামনাথেন রাজ্ঞা
দত্তঃ কান্তায় কান্তস্য তু নিজ নগরে তাতসঙ্কল্পসিদ্ধ্যৈ ॥"

[কান্তনগর দেখ।]

এ ছাড়া প্রাণনাথ নানাস্থানে আরও কতকগুলি দেবালয় ও প্রাণসাগর নামে এক বৃহৎ সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। কান্তনগরের মন্দির তিনি সমাধা করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র রামনাথ সম্পূর্ণ করেন।

রামনাথকে কেহ কেহ রমানাথ নামেও উল্লেখ করেন। ১৬৪১ শকে রাজা প্রাণনাথের মৃত্যু হইলে রমানাথ পিতৃ-বিষয় লাভ করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, তিনি বাণরাজের

ভগ্ন বাটী হইতে প্রভূত নিধি প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময় সালবাড়ী পরগণার জমিদার রাজস্ব না দেওয়ায় নবাব মুর্শীদ কুলী খাঁ রামনাথকে সালবাড়ী অধিকারের আদেশ করেন। তাহাতে সালবাড়ী জমিদারের সহিত রামনাথের দুইবার যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে রামনাথ জয়লাভ করিয়া সালবাড়ী হইতে কালিকা ও চামুণ্ডা দেবীর মূর্ত্তি আনয়ন করেন। দ্বিতীয় বার যুদ্ধে সালবাড়ীর জমিদার সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন এবং সালবাড়ী পরগণা রামনাথের অধিকৃত হয়। রামনাথ নবাবের নিকট আপনার বিজয়বার্ত্তা ও রাজস্ব পাঠাইয়া দিলেন। নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে করদাহ পরগণা দান করিলেন। ১৬৬৭ শকে তিনি কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি দর্শনান্তর দিল্লীতে উপস্থিত হন। দিল্লীর দরবারে তিনি 'মহারাজ' উপাধি, রাজোচিত খেলাত এবং নিজ রাজধানীতে দুর্গ ও সৈন্যরক্ষার আদেশ পাইয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবন হইতে এক গোপালমূর্ত্তি আনিয়াছিলেন। ১৬৭৬ শকে গোপালগঞ্জে এক পঁচিশ রত্নমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গদেশে এরূপ সুন্দর মন্দির অতি বিরল। এই মন্দিরে শিলাফলকে এই শ্লোকটী উৎকীর্ণ আছে—

"শাকেঽঙ্গভূমিধরতর্কসুধাংশুসংখ্যে
শ্রীরত্নমন্দিরমসৌ নৃপরামনাথঃ।
ভক্ত্যা দদৌ পরময়া সহ রাধিকায়ৈ
কৃষ্ণায় তচ্চরণপঙ্কজলব্ধিকামঃ।"

ইতিপূর্ব্বে শুকসাগরের তীরে পিতার স্থাপিত শুকেশ লিঙ্গেরও এক সুন্দর শিবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন;— সেই মন্দির মধ্যেও এই শ্লোকটী উৎকীর্ণ আছে—

"শকাব্দে শশাঙ্কর্ষিকালেন্দুসংখ্যে
শিবায়াতিহৃষ্টো দদৌ সৌধগেহম্।
শুকেশায় রম্যং ক্ষমানাথভূপে
নৃপপ্রাণনাথস্য সংস্থাপিতায় ॥"

এ ছাড়া রামনাথ আরও অনেক সৎকীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন। শুনা যায়, এক সময়ে ইনি কল্পতরু হইয়াছিলেন।

তৎকালে সৈয়দ মহম্মদ নামে এক ব্যক্তি রঙ্গপুরের সীমান্তরক্ষার জন্য ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজ রামনাথের অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া দুষ্ট ফৌজদার একদিন হঠাৎ রামনাথের বাড়ী আক্রমণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন। রামনাথ স্ত্রীপুত্রসহ গোবিন্দনগরে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন, পরে গঙ্গাস্নানের ছল করিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া সুবাদারের নিকট ফৌজদারের অত্যাচারের কথা জানাইলেন। সুবাদার সৈয়দ মহম্মদকে ধরিয়া আনিবার জন্য একদল সৈন্য দিলেন, সেই সৈন্য সাহায্যে রামনাথ ফৌজদারকে বিনাশ করিয়া তাঁহার অধিকৃত বাস্তাশনাদি পাঁচখানি পরগণা অধিকার করেন এবং সুবাদারের নিকট নগদ সাড়ে চারি লক্ষ টাকা ও বিস্তর মুক্তা জহরতাদি পাঠাইয়া তাঁহার প্রীতিভাজন হইলেন। রামনাথের চারি স্ত্রী, চারি পুত্র, চারি কন্যা ও চারি জামাতা ছিল। এই জন্য তিনি সমস্ত দ্রব্যে ৪ চিহ্ন অঙ্কিত করাইতেন। এখনও রাজবাড়ীর সকল দ্রব্যে এই ৪ চিহ্ন ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

১৬৮২ শকে রামনাথ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। অপর তিন পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। রামনাথের ২য় পুত্র কৃষ্ণনাথ পিতার শ্রাদ্ধাদির পরই সনন্দ আনিবার জন্য দিল্লীযাত্রা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই করদাহের বাড়ীতে সহসা জ্বররোগে মৃত্যু হয়। এখন তাঁহার ৩য় ভ্রাতা বৈদ্যনাথ নির্ব্বিবাদে সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার সময় মীর কাসিম বাঙ্গালার নবাব। তিনি বাঙ্গালার সকল রাজা ও জমিদারগণের প্রতি রাজস্ব বৃদ্ধির আদেশ করেন। বৈদ্যনাথ রাজস্ব বৃদ্ধি দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় কাসিম কৌশলক্রমে মুঙ্গেরে আনিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। এই সুযোগে তাঁহার কনিষ্ঠ কান্তনাথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট নিজ নামে সনন্দ পাইবার প্রার্থনা করেন। বৈদ্যনাথ দুর্গরক্ষককে উৎকোচ দিয়া দিনাজপুরে পলাইয়া আসেন এবং কান্তনাথের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেন। তাঁহার যত্নে আনন্দসাগর নামক সরোবর, আনন্দসাগর ও মাতাসাগরের সহিত সংযুক্ত রামদাঁড়া নামক বৃহৎ খাল এবং ১৬৯৭ শকে নিজ রাজধানীতে কালিয়াজীউ বিগ্রহের বিশ্রাম মন্দির নির্ম্মিত হয়। শেষোক্ত মন্দিরে শিলাপট্টে এই শ্লোকটী উৎকীর্ণ আছে—

"যং কালিয়েতি সততং ব্রজরাজপত্নী
প্রেম্ণা জগাদ নিখিল শ্রুতিমৃগ্যমীশম্।
তস্মৈ হয়াঙ্ক নৃপতৌ হরয়ে শকাব্দে
বিশ্রামমন্দিরমদাৎ পবৈদ্যনাথঃ ॥"

বৈদ্যনাথের সময় দিনাজপুরের ঐশ্বর্য্যের চরমাবস্থা *।

* তখনকার লোকেরা এই শ্লোকটী আওড়াইত—
"নদের রাজার দুর্গোৎসব রাণী ভবানীর কীর্ত্তি।
দিনাজপুরের ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধমানের বৃত্তি ॥"

বৈদ্যনাথের পুত্র সন্তান হয় নাই, এই জন্য তিনি এক জ্ঞাতি-পুত্রকে দত্তক লয়েন। তাঁহার নাম রাধানাথ। বৃটীশ গবর্মেণ্টের নিকট রাধানাথ 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার সময়েই দিনাজপুররাজ্যের অবনতির সূত্র-পাত হয়। সুশাসনের অভাবে এই সময় বিজয়নগর পরগণা ভিন্ন প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই বিক্রীত হইল। মনোকষ্টে রাধা-নাথ ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দত্তক পুত্র গোবিন্দ নাথ উত্তরাধিকার পাইলেন।

ইনি বৃন্দাবনে কুঞ্জসংযুক্ত একটী মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাধাশ্যামরায়ের নামে উৎসর্গ করেন। ১৭৬৩ শকে গোবিন্দনাথের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র তারকনাথ রাজা হইলেন। মহারাজ তারকনাথ দিনাজপুর জেলার নানাস্থানে পাকা রাস্তা এবং দিনাজপুর সহরে ও রায়গঞ্জে দাতব্য হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করাইয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়া-ছেন। ১৭৮৭ শকে অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময় তাঁহার মহিষী শ্যামামোহিনী সম্পত্তির রক্ষাভার প্রাপ্ত হন। তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মন্বন্তরের সময় প্রভূত অর্থ বিতরণ করিয়া দীন প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই উচ্চ দয়ার গুণে বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে 'মহা-রাণী' উপাধি প্রদান করেন। ইঁহার যত্নে দিনাজপুরে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও ব্যায়াম শিক্ষার্থ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইনিই দিনাজপুরের বর্ত্তমান মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুরকে দত্তক গ্রহণ করেন।

পুরাতত্ত্ব। এই জেলার নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধরাজগণের প্রাচীন কীর্ত্তি এবং পুণ্যস্থান পড়িয়া আছে।

বীরগঞ্জ থানার মধ্যে কান্তনগরের চারিপার্শ্বস্থ ভূভাগকে এখানকার লোকেরা উত্তরগোগৃহ বলে। তাহাদের বিশ্বাস, এখানে বিরাটরাজ গোধন চরাইতেন। বীরগঞ্জের ২ ক্রোশ পূর্ব্বে আত্রেয়ী নদীর তীরে সনকা নামক স্থানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এখানে চাঁদসওদাগরের মাটীর দুর্গ ছিল। কান্তনগর ও প্রাণনগরে দিনাজপুর রাজগণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে।

রাণী শঙ্কলথানার মধ্যে গোরখনাথ নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন শিব ও কালীমন্দির দৃষ্ট হয়। এখানে পাথর দিয়া ঘেরা একটী প্রস্রবণ বা কূপ আছে। যতই জল লওয়া হউক না, কিছুতেই তাহার জল খালি হয় না। শিবরাত্রির দিন এখানে মহাধূমধাম হইয়া থাকে। ইহার নিকট রামরায় ও শ্যামরায়ের প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

পীরগঞ্জ থানার তঙ্গননদীর বামধারে ইষ্টকরাশির স্তূপ দেখা যায়। প্রবাদ আছে, এখানে বিরাটের সমসাময়িক মহাদেবের এক গড় ছিল। হেম্মতাবাদের নিকট মখ্‌দুম্ দোকরপোস্ নামক এক মুসলমান সাধুর দরগা আছে, সহস্র সহস্র মুসলমান এখানে সাধুর পূজা দিতে আইসে।

দোকরপোসের মস্‌জিদ্ সুলতান্ হোসেন শাহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মস্‌জিদ্‌গাত্রে ৯৯৬ হিজরী অঙ্কিত আছে। হেম্মতাবাদের পশ্চিমাংশে মহেশ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। এখানকার লোকেরা বলেন, বদরুদ্দীন্ নামক এক মুসলমান পীরের উৎপাতে মহেশ ঢাকায় চলিয়া যান। এখানে একটী উচ্চ প্রাচীর আছে, সাধারণে তাহাকে হোসেনশাহের 'তখ্‌ত' বা সিংহাসন বলে। বংশীহারী থানার উত্তরপূর্ব্বাংশে রাজা মহীপালের কীর্ত্তি মহীপালদীঘি নামে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ-ব্যাপী এক বৃহৎ সরোবর আছে। জগদল থানায় তঙ্গন ও পুনর্ভবা নদীর পলি পড়িয়া এক দ্বীপ হইয়াছে, এই দ্বীপের মধ্যে একটী সরোবর ও এক প্রকাণ্ড ইটের স্তূপ দেখা যায়। এ অঞ্চলে লোকের বিশ্বাস, সূর্য্যবংশীয় মায়ারুদ্র রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন। গঙ্গারামপুর থানায় দমদমা নামক স্থান হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে বিস্তর প্রাচীন কীর্ত্তি ও ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। লোকেরা ঐ সকল বাণরাজার কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। এখানে তর্পণদীঘি নামে এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। চুয়াত্তর সালের মন্বন্তরের সময় ইহার নিকট একটী ক্ষুদ্র ডোবা কাটাইবার সময় তন্মধ্যে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের এক খণ্ড তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়।

প্রবাদ এইরূপ এখানে বাণরাজ তর্পণ করিতেন, সেই জন্য তর্পণদীঘি নাম হয়। ইহার অনতিদূরে বাণেশ্বরবাটী ও মুসলমানগণের প্রাচীন রাজধানী দেবকোট অবস্থিত। দেবকোটে মুসলমান রাজগণের সময়কার কয়েকখানি খোদিত লিপি আছে। এই নগরের অনতিদূরে এক বৃহৎ ধ্বংসাবশেষ পতিত আছে।

হাবড়া থানার মধ্যে বিরাটপাট নামে ইষ্টকের স্তূপ-বিশিষ্ট এক প্রাচীন স্থান আছে। এখানকার লোকেরা ইহারই কিছু দূরে বিরাটসেনাপতি মদনের বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া থাকে। ইহার খানিক দূরেও অনেক প্রাচীন স্তূপ পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যে কেহ কেহ কীচকের বাড়ী নির্দ্দেশ করে। হাবড়া থানার মধ্যে করতোয়াতীর্থ অবস্থিত, কোন যোগ উপলক্ষে সহস্র সহস্র হিন্দু এখানে করতোয়া নদীতে স্নান করিতে আইসে। এ অঞ্চলের মুসলমানেরাও মাল্য উৎসর্গ করিয়া করতোয়ার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এ ছাড়া ঘোড়াঘাট থানায়

করতোয়ায় ঋষিতীর্থ বিদ্যমান। হিন্দু ও মুসলমান কীর্ত্তি ব্যতীত এই জেলায় বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন ও বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষের অভাব নাই। দিনাজপুরের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে বিস্তর বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এ অঞ্চলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রাচীন রাজধানী বর্দ্ধনকুটী অবস্থিত। পালরাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। গোবিন্দগঞ্জের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে পাহাড়পুর নামক গ্রামে বৌদ্ধস্তূপ দৃষ্ট হয়। ইহার প্রায় আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে 'যোগীগুফা' নামক বিখ্যাত স্থান আছে। এখানে প্রস্তরময়ী মায়াদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের এই পবিত্র স্থানে পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণবেরা চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখানে বৌদ্ধদিগের দেবদেবীর মূর্ত্তি ও শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়। খেতল পরগণায়ও ঐরূপ অনেক আছে। পাঁচবিবি থানার উত্তরপূর্ব্বে ও পাহাড়পুর হইতে প্রায় ৫॥০ ক্রোশ উত্তরে তুলসীগঙ্গার ধারে নিমাইশাহ নামক পীরের আস্তানার;নিকট বৌদ্ধস্তূপ দৃষ্ট হয়। ইহার অর্দ্ধক্রোশ দূরে বৌদ্ধরাজ মহীপাল স্থাপিত মহীপুর অবস্থিত। যোগীগুফার চারিদিকে বিস্তর ধ্বংসাবশেষ আছে; প্রবাদ যে ঐ স্থানে দেবপাল, দেবপালের মাতা ভীমাদেবী, চন্দ্রপাল, মহীপাল প্রভৃতির প্রাসাদ ছিল। এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে প্রসিদ্ধ বুদলস্তম্ভে নারায়ণপালের সময়কার শিলালিপি উৎকীর্ণ। বাস্তবিক যোগীগুফার নিকটবর্ত্তী প্রাচীন স্তূপ উদ্ঘাটন করিলে পালরাজগণের অনেক কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে।

দিনাণ্ড (ক্লী) অন্ধকার।

দিনাদি (পুং) দিনস্য আদিঃ। প্রভাতকাল।

দিনাধীশ (পুং) দিনস্য অধীশঃ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনান্ত (পুং) দিনস্য অন্তঃ। দিবাবসান, সায়াহ্ন।

"কৃত্যাদিনান্তে নিলয়ায় গন্তং" (রঘু)

দিনান্তক (পুং) দিনং অন্তয়তি অন্ত-ণিচ্-ণ্বুল্। অন্ধকার। (ত্রিকা°)

দিনাপুর (দানাপুর), ১ বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুরের শাসনাধীন পাটনা জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা। ইহার প্রকৃত নাম দানাপুর, সাহেবেরা দিনাপুর বলে। অক্ষা° ২৫° ৩২′ হইতে ২৫° ৪৪′ উঃ; দ্রাঘি° ৮৪° ৫০′ ১৫″ হইতে ৮৫° ১′ পূঃ। পরিমাণ ফল ১৪৩ বর্গমাইল। এই মহকুমাতে দুইটী থানা, একটী দেওয়ানী আদালত ও তিনটী ফৌজদারী আদালত আছে।

২ আলাহাবাদ সামরিক বিভাগের অন্তর্গত পাটনা জেলার সেনানিবাস ও সামরিক সদর আড্ডা। এই নগর গঙ্গা নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩৮′ ১৯″ উঃ; দ্রাঘি° ৮৫° ৫′ ৮″ পূঃ। সেনানিবাসের মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সমস্ত দানাপুর মহকুমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। দানাপুর হইতে বাঁকিপুর তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী; সুতরাং দানাপুর বাঁকিপুর এবং পাটনা সহর সংলগ্ন থাকা প্রযুক্ত একটী নগরের তিনটী অংশ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদের উত্তরে গঙ্গানদী এবং দক্ষিণে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির রেলপথ। তিনটী নগরেই রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে পাটনা জেলাতে যে সিপাহী বিদ্রোহ হয়, তাহার সূত্রপাত এই দানাপুরের সেনানিবাস হইতেই হইয়াছিল। ঐ সালের জুলাই মাসে এখানকার তিন দল সিপাহী বিদ্রোহী হইয়া নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সেনানিবাস হইতে বহির্গত হয় এবং দলবদ্ধ হইয়া শাহাবাদে গমন করে। তাহাদিগকে বাধা দিবার কেহ না থাকায়, তাহারা তথা হইতে গিয়া আরা আক্রমণ করে। ইহার পূর্ব্বেই দানাপুর হইতে এক দল গোরা পল্টন আরা রক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। উভয় দলে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। য়ুরোপীয় গোরা সৈন্যগণ বিলক্ষণ পটুতা ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু শেষে সিপাহীদিগেরই জয়লাভ হয়।

দিনারম্ভ (পুং) দিনস্য আরম্ভঃ ৬তৎ। প্রভাতকাল।

দিনার্দ্ধ (পুং) দিবসের অর্দ্ধভাগ, মধ্যাহ্ন।

দিনাবসান (ক্লী) দিনস্য অবসানং। দিনান্ত, সন্ধ্যা।

দিনাস্ত্র (ক্লী) মন্ত্রভেদ।

দিনিকা (স্ত্রী) দিনং কৃত্যাহেতুতয়া অস্ত্যস্যাঃ ইতি দিন-ঠন্। একদিন কৃত কর্ম্মমূল্য, একদিন কার্য্যের বেতন, একদিন কর্ম্ম করিলে যাহা পাওয়া যায়। (রত্নমালা)

দিনেমার, ডেন্মার্ক দেশের অধিবাসী, ইংরাজীতে ইহাদিগকে ডেন্ (Danes) কহে। [ডেন্মার্ক দেখ।] খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই দিনেমারগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে দিনেমারদিগের প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, এবং ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে তাহাদের দ্বিতীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ট্রাঙ্কুইবার ও শ্রীরামপুরে দিনেমারগণ কুঠি স্থাপন করেন। এই দুই স্থান এ পর্য্যন্ত উঁহাদিগেরই অধীন ছিল, অবশেষে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা ডেন্মার্কের নিকট হইতে ঐ দুই স্থান ক্রয় করেন। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির পোর্টনভ, এবং মলবার উপকূলে ইদোভা ও হোল্‌চেরি প্রভৃতি স্থানেও দিনেমারদিগের কুঠি ছিল।

ডেন্মার্কের রাজার সহায়তায় এদেশের প্রথম খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রটেষ্টাণ্ট মত প্রচারিত হয়। জিজেনবাল্‌গ্ ও প্লচু

(Plutschau) ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারদিগের আশ্রয়ে ট্রাঙ্কুইবারে প্রটেষ্টাণ্ট মত প্রচার আরম্ভ করেন। ইঁহারাই প্রটেষ্টণ্ট মতে তামিল ভাষায় সমস্ত বাইবেল অনুবাদ করেন।

বাঙ্গালা দেশে কেরি, মার্সমান, ওয়ার্ড প্রভৃতি খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের নাম বহুবিখ্যাত। ইঁহারা সকলেই দিনেমার উপনিবেশ শ্রীরামপুরে থাকিয়া নানাবিধ ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা নানাবিধ পুস্তক প্রণয়ন এবং বিদ্যাশিক্ষার নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তনাদি দ্বারা এদেশের উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক ছাপিবার জন্য ইঁহারাই প্রথম বঙ্গীয় অক্ষর প্রস্তুত করেন।

দিনেশ (পুং) দিনস্য ঈশঃ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ সূর্য্যাদি বারাধিপতি।

দিনেশাত্মজ (পুং) দিনেশস্য আত্মজঃ। ১ শনি। ২ যম। ৩ কর্ণ। ৪ সুগ্রীব। স্ত্রিয়াং টাপ্। তপতী, যমুনা।

দিনেশ্বর (পুং) দিনস্য ঈশ্বরঃ। ১ দিনেশ, সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ সূর্য্যাদি বারাধিপতি।

দিন্দিগল, (দিণ্ডুকল), ১ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মদুরা জেলার একটী তালুক বা মহকুমা। পরিমাণফল ১১৩২ বর্গমাইল। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে এই মহকুমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। কোদবর, মাগেরি প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এই স্থান দিয়া প্রবাহিত, তদ্ভিন্ন প্রচুর মৎস্যপূর্ণ বহুসংখ্যক দীর্ঘিকা আছে। শুনা যায়, ঐ সকল পুষ্করিণীতে পূর্ব্বে মুক্তা ও শুক্তি জন্মিত। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে জয়পাল, সালসা ও সোণামুখীর পাতা উল্লেখযোগ্য। এই মহকুমার অন্তর্গত গুতম এবং কনমপত্তি নামক স্থানে লৌহের কারখানা এককালে অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল।

২ উপরিউক্ত দিন্দিগল মহকুমার প্রধান নগর; ইহার প্রকৃত নাম দিণ্ডুকল অর্থাৎ দিণ্ডুকনামক দানবের শৈল। অক্ষা° ১০°২১´৩৯´´উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°০´১১´´পূঃ। এই নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮৮০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত এবং পলনী পর্ব্বতস্থ কোদাইকানাল স্বাস্থ্যনিবাস হইতে ৫৪ মাইল ও মদুরা হইতে ৩২ মাইল দূরবর্ত্তী।

অধিবাসীর সংখ্যা ২০,২০৩ জন, তন্মধ্যে হিন্দু ১৪৫৮৯, মুসলমান ২২৫১, খৃষ্টান প্রভৃতি ৩৩৬৩ জন। পূর্ব্বে খৃষ্টানগণ সহরের এক পৃথক্ পল্লীতে বাস করিত, প্রত্যেক খৃষ্টানের গৃহচূড়ায় ক্রুশ চিহ্ন স্থাপিত থাকিত। অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ১৫ জন তন্তুবায়, ১৮ জন ব্যবসায়ী এবং ১৩ জন কৃষিজীবী।

দিন্দিগল মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সমস্ত বড় বড় সহরের সহিত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। তামাক, কফি, এলাইচ ও পশুচর্ম্ম প্রভৃতি এ স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে রপ্তানী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানকার পট্টবস্ত্র ও উৎকৃষ্ট মস্‌লিন প্রভৃতির খুব সমাদর ছিল, কম্বল নামক ঊর্ণাজাত কম্বলও আদরে বিক্রীত হইত। সব্‌ডিভিজনের সদর বলিয়া দিন্দিগল সহরে সমস্ত কাছারী, পোষ্ট টেলিগ্রাফ আফিস, ডাকবাঙ্গলা, গবর্মেণ্ট স্কুল ও দাতব্যচিকিৎসালয় আছে।

পূর্ব্বে দিন্দিগল নগর মদুরারাজের নামে মাত্র অধীন একটী পৃথক্ রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহার দুর্গ নগরের পশ্চিমদিকে সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১২২৩ ফিট্ ঊর্দ্ধে এক দুরারোহ শৈল শৃঙ্গের উপর অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অদ্যাপি ঐ দুর্গ সম্পূর্ণাবস্থায় বিদ্যমান আছে, এই দুর্গের অবস্থান স্বভাবতঃ দুরাক্রম্য ও সুদৃঢ়, পরন্তু ইহা মদুরা ও কোইম্বাতোরের মধ্যবর্ত্তী গিরিবর্ত্ম সকলকে রক্ষা করিতেছে। এই কারণে এই দুর্গ লইয়া অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে।

১৬২৩ হইতে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান মরাঠা, মহিশূর ও মদুরা সৈন্যগণের রণকৌশলের লীলাভূমি হইয়াছিল। ঐ সময়ে দিন্দিগলের পলিগার অর্থাৎ সর্দ্দারগণ প্রায় ১৮ জন ক্ষুদ্র সর্দ্দারের উপর আধিপত্য করিত। চাঁদ সাহেব, মহারাষ্ট্রগণ ও মহিশূরের সৈন্যদল যথাক্রমে এই স্থান অধিকার করে। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলি এই দুর্গে সেনা সন্নিবেশ করিয়া নিজ ভাবী রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করেন। দক্ষিণ দিক্ হইতে কোইম্বাতোরের পরে অবস্থিত বলিয়া হায়দরআলীর সহিত যুদ্ধে এই দুর্গ ইংরাজদিগের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ হইয়াছিল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজের অধিকৃত হয়, কিন্তু ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হস্তচ্যুত হয়, পুনরায় ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলূর সন্ধি অনুসারে মহিশূর রাজাকে প্রদত্ত হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে আবার যুদ্ধের সূচনা হওয়ায় ইংরাজগণ উহা অধিকার করেন। পরিশেষে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি দ্বারা দুর্গটী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত হয়। শৈলের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে দুর্গের মধ্যস্থলে কএকটী ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাতন দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার পাদদেশে ভিত্তির চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া ১৪৬০ শকাঙ্কিত বিজয়নগরের রাজা অচ্যুতদেব রায়ের সাময়িক একটী শিলালিপি দৃষ্ট হয়, তদ্ভিন্ন দিন্দিগলের দুই একজন ব্রাহ্মণের নিকটও প্রাচীন তাম্রশাসন আছে।

দিন্দিবরম্, (তিণ্ডিবরম্) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ আর্কট জেলায় একটী তালুক বা সব্‌ডিভিজন। পরিমাণ

ফল ৮৪৪ বর্গমাইল। দক্ষিণভারতীয় রেলপথ এই তালুক দিয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনটী ষ্টেশন আছে। প্রধান স্থান দিন্দিবরম্‌ ও গিঞ্জি।

২ উপরোক্ত দিন্দিবরম্‌ সবডিভিজনের প্রধান সহর।

দিন্দোরী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নাসিক জেলার একটী সব্‌ডিভিজন্‌। ইহার উত্তরে কল্‌বান ও সপ্তশৃঙ্গ পর্ব্বত, পূর্ব্বে চান্দোর ও নিফাদ; দক্ষিণে নাসিক সব্‌ডিভিজন; পশ্চিমে সহ্যাদ্রি ও পেন্ট্‌ পরিমাণফল ৫২৯ বর্গমাইল।

এই উপবিভাগের অধিকাংশ পর্ব্বতময়, তজ্জন্য শকটাদি যাতায়াতের সুবিধা নাই। কেবল সাবল গিরিপথ দিয়া বল্‌সার পর্য্যন্ত এবং আইবান গিরিপথ দিয়া কল্‌বান পর্য্যন্ত রাজপথ দুইটী সুগম। বৃষ্টি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়া থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, তদ্ভিন্ন অন্যান্য সময়ে জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

২ উপরোক্ত দিন্দোরী সব্‌ডিভিজনের প্রধান নগর। এই নগর নাসিক হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে সবডিভিজন সংক্রান্ত কাছারী, ডাকঘর, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে।

দিন্নাগ্রাম (পুং) কাশ্মীরের একটী গ্রাম। (রাজতর° ৪।৩০১৮)

দিপ্সু (ত্রি) দন্ত সন্‌ উ ছান্দসঃ ন ভষ্‌। দম্ভেচ্ছু। "ন যং দিপ্সন্তি দিপ্সবঃ" (ঋক্‌ ১।২৫।১৪) লৌকিক প্রয়োগে দিপ্সু হইবে না, সেই স্থলে ধিপ্সু এইরূপ হইবে, বৈদিক প্রয়োগে কেবল 'দিপ্সু, দিপ্সতি' এইরূপ প্রয়োগে হইবে।

দিপালপুর, ১ পঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্টগমারী জেলার একটী তহসীল। পরিমাণফল ৯৫৬ বর্গমাইল। ইহার প্রায় ৩ অংশে কৃষিকার্য্য হয়, অবশিষ্ট পতিত ও অনুর্ব্বর।

২ পঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্টগমারী জেলার একটী প্রাচীন ও ধ্বংসাবশিষ্ট নগর ও উপরোক্ত দিপালপুর তহসীলের সদর। এই নগর ওথারা ষ্টেশন হইতে ১৭ মাইল এবং পাকপত্তন হইতে ২৮ মাইল ঈশানকোণে প্রাচীন বিপাশা নদীর তটে অবস্থিত। এই নগর এক্ষণে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও পূর্ব্বে দিল্লীর পাঠান সম্রাট্‌গণের সময়ে ইহা সুসমৃদ্ধ উত্তর পঞ্জাবের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীতেও বাবর দিপালপুর নগরকে লাহোরের সমকক্ষ বলিয়া উল্লেখ করেন। অনেকে অনুমান করেন, এই নগর সম্ভবতঃ দেবপাল নামক কোন রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া থাকিবে এবং সম্ভবতঃ দেবপাল হইতেই দেবপালপুর বা দিপালপুর হইয়াছে। কিন্তু তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে, ইহার আদি নাম শ্রীপুর, বিজয়চাঁদ নামে কোন ক্ষত্রিয় এই নগর স্থাপন করিয়া নিজ পুত্রের নামে ইহার নামকরণ করেন। জেনারেল কনিংহাম সাহেব বলেন, এই স্থানই সম্ভবতঃ টলেমী বর্ণিত দৈদলনগর হইবে। প্রাচীন নগরভিত্তির স্থানে স্থানে স্তূপাকার ভগ্ন ইষ্টকাদির সহিত শকরাজাদিগের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ফিরোজ তোগলক খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই নগর পরিদর্শন করিয়া নগর বাহিরে একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন এবং শতদ্রু হইতে খাল কাটিয়া নগর সন্নিধান পর্য্যন্ত জল আনয়ন করেন। তৈমুরলঙ্গের আক্রমণকালে এই নগর সমৃদ্ধিতে মূলতান ব্যতীত আর সকল নগর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, তৎকালে এখানে ৮৪টী বুরুজ, ৮৪টী মস্‌জিদ ও ৮৪টী কূপ ছিল। প্রাচীন নগর-প্রাকার প্রায় ২১ মাইল দীর্ঘ হইবে। ইহার বাহিরেও বহুদূর পর্য্যন্ত ভগ্ন ইষ্টক স্তূপাদি দৃষ্টে বোধ হয় প্রাচীরের বাহিরে বহু লোকের বসতি ছিল। এক্ষণে এই বিস্তীর্ণ নগরের ধ্বংসমাত্র অবশিষ্ট আছে। বর্ত্তমান দিপালপুর নগর প্রাচীন নগরের ঈশানকোণে নদীর পরপারে অবস্থিত। নদীর উপর তিনটী খিলানযুক্ত একটী সেতু আছে। কি কারণে এই নগর পরিত্যক্ত ও বিনষ্ট হয় তাহা ঠিক জানা যায় না, তবে অনুমান হয়, বিপাশা নদীর পুরাতন স্রোত শুখাইয়া যাওয়ায় ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। ইংরাজ রাজত্বভুক্ত হইলে খাল বা খাল সংস্কার করা হয়, তাহাতে দিপালপুরের প্রাচীন বাণিজ্যের কথঞ্চিৎ পুনরুদ্ধার হইয়াছে। এখানে তহসীলের যাবতীয় কাছারী, থানা, সরাই প্রভৃতি আছে।

দিপালপুর, মধ্যভারতের অন্তর্গত ইন্দোর অর্থাৎ হোলকর রাজ্যের একটী সহর। অক্ষা° ২২° ৫১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৫৫´ পূঃ। এই সহর মৌ হইতে নীমচের পথে অবস্থিত। সহরের পূর্ব্বভাগে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

দিমাপুর, আসাম প্রদেশের অন্তর্গত নাগাপাহাড় জেলার একটী গ্রাম। এই গ্রাম সমাগুটিং হইতে ১২ মাইল উত্তরে ধনেশ্বরী নদীতটে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থান কাছাড়ের রাজগণের রাজধানী ছিল, ঐ রাজধানী বহুকাল জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। অদ্যাপি গভীর অরণ্যের মধ্যে বৃহৎ পুষ্করিণী ও দুর্গপরিখাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অতি অল্পকাল পূর্ব্বে যখন এখানে দিমাপুর গ্রাম ও বাজার স্থাপিত হয়, তৎকালে এখানে জনপ্রাণীও ছিল না। এস্থানে অনেকগুলি নির্ম্মল সলিলপূর্ণ সুন্দর সরোবর বিদ্যমান আছে, এবং বিস্তীর্ণ দুর্গ প্রাকারের সুস্পষ্ট চিহ্ন অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়। ঐ প্রাচীর উৎকৃষ্ট ইষ্টকনির্ম্মিত এবং অন্যূন ৮ হাত

উচ্চ ও ৪ হাত বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইষ্টক-নির্ম্মিত সুদৃঢ় তোরণদ্বার এবং তাহার পাথরের চৌকাঠ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কাষ্ঠনির্ম্মিত কপাট প্রভৃতি বহুকাল লোপ পাইয়াছে। প্রাচীর হইতে ইষ্টক খসিয়া খসিয়া উভয় পার্শ্বে স্তূপাকার হইয়াছে এবং তদুপরি নানা জাতীয় তরুলতা জন্মিয়াছে। দুর্গের পরিসর প্রায় দুই দিকেই ৮০০ গজ, ইহার আকার অনেকটা সমচতুরস্র ক্ষেত্রের ন্যায়। নদীর দিকে প্রাচীরের নিকট পাদদেশে পরিখা নাই, কিন্তু নদীর বিপরীত দিকে গভীর পরিখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গ মধ্যে তিনটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর গর্ভমাত্র বিদ্যমান আছে। ইহাদের একটীতে সোপানমালা-শোভিত একটী ঘাট এবং তাহার পশ্চাতে সোপানযুক্ত এক উচ্চ ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ভগ্নস্তূপ সম্ভবতঃ কোন দেবালয় কিম্বা ঘাটের চাঁদনী ছিল। তোরণ প্রবেশ করিয়াই অদূরে বামদিকে এবং কিঞ্চিৎ দূরে দক্ষিণদিকে কতকগুলি করিয়া শ্রেণীবদ্ধ, এক এক খণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ বিদ্যমান আছে। বলা বাহুল্য এই অদ্ভুত স্তম্ভগুলিই এস্থানের প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক ও বিস্ময়জনক। বামভাগের স্তম্ভনিচয় প্রত্যেক শ্রেণীতে ১৫টী করিয়া চারি শ্রেণীতে দণ্ডায়মান; দুই পংক্তিস্থ স্তম্ভসকলের উপরিভাগ গোলাকার, কতকটা ছত্রকের ন্যায় এবং সর্ব্বাঙ্গ অনল্প কারুচাতুর্য্যপরিচায়ক লতাপুষ্পাদিদ্বারা পরিশোভিত। ইহাদের সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ ১৫ ফিট এবং সকলের ছোটটী ৮ ফিট ৫ ইঞ্চ উচ্চ। অপরগুলির উচ্চতা সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৩ ফিট এবং পরিধি ১৮ হইতে ২০ ফিটের মধ্যবর্ত্তী। ইহাদের সাধারণ গঠন-প্রণালী এক হইলেও কোন দুইটী স্তম্ভ একরূপ নহে, প্রত্যেকের গঠন ও খোদকতা প্রভৃতিতে একটু বিশেষত্ব আছে। অপর দুই পঙ্ক্তির স্তম্ভ চতুরস্র এবং অদ্ভুতাকার, ইহাদেরও গাত্রে কারুকার্য্যের অভাব নাই। কি উদ্দেশে এই সকল স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়, তাহা অনুমান করা সুকঠিন। ইহাদের অসম উচ্চতা এবং মস্তকের উপরিভাগেও কারুকার্য্য থাকাতে, এ গুলি প্রাসাদাদির স্তম্ভ বলিয়া মনে হয় না। বহুকাল হইতে এস্থান জনশূন্য হইয়াছে এবং এখানকার রাজবংশ নানাস্থানে ছড়িয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রবাদ ও নাই। কোথাও খোদিত লিপিও পাওয়া যায় না। সম্প্রতি স্তম্ভ কয়টীর নিকটবর্ত্তী স্থান মাত্র জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে, অন্যত্র দুর্গম অরণ্য হইয়া রহিয়াছে। এই সকল পরিষ্কৃত হইলে হয়ত ইহার মধ্যে অনেক গূঢ়তত্ত্ব বাহির হইয়া পড়িবে।

দিমাপুরে সম্প্রতি একটী পুলিস আউট পোষ্ট হইয়াছে। ধনেশ্বরী নদী দিয়া নৌকাদি যাতায়াতের সুবিধা থাকায় এখানে নাগাদিগের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে ক্রয়বিক্রয়াদি হইয়া থাকে।

দিয় (ত্রি) দেয় পৃষো° সাধুঃ। দেয়। "ভুবদ্বসু র্দিয়ানাং পতিঃ" (ঋক্ ৮।১৯।৩৭)

দিরিপক (পুং) কন্দুক। (ত্রিকা°)

দিল (পারসী) ১ মন, অন্তঃকরণ। ২ সাহস। ৩ উৎসাহ।

দিল্‌গীর (পারসী) দুঃখিত, মনঃপীড়িত।

দিল্‌গীরী (পারসী) দুঃখ, মনঃপীড়া।

দিল্‌হিহ্নী (পারসী) মনোযোগ।

দিলার খাঁ, জাহাঙ্গীরের দুইজন সেনাপতি। একজন ৫০০০ ও অপর জন ৭০০০ সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন।

দিলাল, মেঘনামোহানাস্থ সন্দীপ নামক দ্বীপের মুসলমান দস্যুরাজ। ইহার দস্যুবৃত্তি করিবার জন্য কতকগুলি বেতন-ভোগী সৈন্য ছিল। দিলালের মতে বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিবাহ হইলে সন্তান সন্ততিসকল ও দৃঢ়কায় হয়। এই ধারণা অনুসারে তিনি নিজ অধিকারে এবং সৈনিকদের মধ্যে সকল জাতির মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান প্রচলিত করিয়াছিলেন। তিনি আরও ভাবিতেন, হিন্দুদিগের মধ্যে কেবল এক মাত্র জাতির মধ্যে আদান প্রদান আবদ্ধ থাকাতেই তাহারা ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় হইতেছে। বাঙ্গালার নবাবের সৈন্য কর্ত্তৃক দিলাল ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হয় এবং তথায় লৌহপিঞ্জরে কিছুকাল আবদ্ধ থাকিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

দিলাবর খাঁ, মালব প্রদেশের মুসলমান রাজবংশের আদি পুরুষ। ইহার মাতা সুলতান সাহাবুদ্দীনের 'বংশীয়া'। হিন্দুরাজগণের শৌর্য্য অবসানকালে ১৩১০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীপতি গিয়াস্-উদ্দীন্ বল্‌বনের সময়ে মুসলমানগণ মালব আক্রমণ করিয়া অধিকার করে। তদবধি মালব দিল্লীসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিল। অবশেষে ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহ তোগলকের রাজত্বকালে দিলাবর খাঁ মালবের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণ করিলে সম্রাট্ মামুদশাহ পলায়ন করিয়া প্রায় ৩ বৎসরকাল প্রথমে গুজরাটে ও পরে মালবদেশে বাস করেন। ১৪০১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দিলাবর নিজ সন্তানসন্ততিগণকে মালবরাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া

তাহাদিগকে সামন্ত রাজা করিলেন এবং নিজে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ধারানগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি মাণ্ডু নগরেও অনেক সময় যাপন করিতেন।

দিলাবর খাঁ রাজা হইয়া কয়েকবর্ষ পরেই ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে গতাসু হইলে তৎপুত্র আল্প খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দিলাবর খাঁ হইতে তাঁহার বংশীয় ১১ জন রাজা মালবের সিংহাসনে রাজত্ব করিলে পর হুমায়ুনপুত্র বীরবর অক্‌বর মালব অধিকার করিয়া দিল্লীর মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন।

দিলাবার, পঞ্জাবের অন্তর্গত বহাবলপুর রাজ্যের একটী দুর্গ। অক্ষা° ২৮° ৪৪′ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১৪′ পূঃ। এই দুর্গম দুর্গ পঞ্চনদের বামতীর হইতে ৪০ মাইল দূরে মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। কথিত আছে, ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ধেড়া সিদ্ধভাট ইহা নির্ম্মাণ করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দুর্গ জয়শালমেরের রাজাদিগের অধিকারে ছিল, ঐ বৎসর দাযুদপুত্রগণ দুর্গ অধিকার করে।

দিলবারা, রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর রাজ্যের একটী সহর। এই নগর উদয়পুরের ১৪ মাইল ঈশানকোণে আরাবলী পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। উদয়পুরের জনৈক সামন্ত সর্দার এই নগরে বাস করেন। নগরের দক্ষিণে একটী শৈলের উপর তাঁহার প্রাসাদ নির্ম্মিত, আরও প্রায় ২১ মাইল দক্ষিণে নগর তল হইতে প্রায় ১০০০ ফিট্ উচ্চ, একটী সূচীবৎ দুরারোহ আবু নামক গণ্ডশৈলের উপর জৈনদিগের বিখ্যাত দিল্‌বারা মন্দির অবস্থিত। ইহা জৈনদিগের পবিত্র স্থান। পূর্ব্বে এখানে শিব কৃষ্ণাদির মন্দির ছিল বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু তাহার এখন বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। চতুর্দ্দিকস্থ বহুদূরস্থ প্রদেশ হইতে গিরিশৃঙ্গস্থ মন্দির দৃষ্ট হয়।

দিলাসা (পারসী) মনের মত। ২ সন্তোষ। ৩ উৎসাহ।

দিলীপ (পুং) সূর্য্যবংশীয় নৃপভেদ। সূর্য্যবংশে দুই জন দিলীপ নামে রাজা ছিলেন, হরিবংশে এই দুই জনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—মহীপতি সাগরের পুত্রদিগের মধ্যে পঞ্চজন পৃথিবীর অধীশ্বর হন, পঞ্চজনের পুত্র অংশুমান্, ইহার পুত্র দিলীপ। এই দিলীপের আর একটী নাম খট্টাঙ্গ, এই নামেও ইনি বিখ্যাত ছিলেন। ইনি মুহূর্ত্তকালের জন্ত স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আগমনপূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু ঐ অল্পকালের মধ্যে তিনি সত্যধর্ম্ম ও বুদ্ধিবলে ত্রিলোক অনুসন্ধান করেন। ভগীরথ ইহার পুত্র ছিলেন। পরে এই সূর্য্যবংশে মহারাজ অনমিত্রের দুলিদুহ নামে এক পুত্র জন্মে, ইনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন, ইহার পুত্র মহারাজ দিলীপ। এই দিলীপ রামচন্দ্রের প্রপিতামহ, ইহার পুত্র রঘু, রঘু নিজের বাহুবলে অযোধ্যার রাজধানী স্থাপন করেন। (হরিবংশ ১৫ অঃ)

লিঙ্গপুরাণের মতে অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ। পরে এই বংশে ঐলবিলি নামে রাজার ঔরসে দিলীপ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি খট্টাঙ্গ নামেও বিখ্যাত ছিলেন, ইনি মুহূর্ত্তকালের জন্ত স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন। ইনি সত্য ও বুদ্ধিবলে তিনলোক ও তিন অগ্নি জয় করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র রঘু, ইনিই রামের প্রপিতামহ। (লিঙ্গপুং ৬৬ অঃ)

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে এই দিলীপের বিবরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। একদা ইনি রাজ্ঞীর ঋতুলোপাশঙ্কায় স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, আসিবার সময় অনবধানতাবশতঃ স্বর্গীয় গাভী সুরভির পূজা করিতে বিস্মৃত হন, সুরভি এই অপরাধে রাজা দিলীপকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, আমার নন্দিনীর সেবা না করিলে তোমার পুত্র হইবে না। রাজা দিলীপ এই জন্ত অনপত্যতা হেতু দুঃখে কালাতিপাত করিতে থাকেন, পরে পত্নীর সহিত কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হন। ঋষি বশিষ্ঠ ধ্যানে সুরভির অবমাননা অবগত হইয়া রাজাকে নন্দিনীর সেবা করিতে বলেন, দিলীপ অনন্যকর্ম্মা হইয়া সুরভিতনয়া নন্দিনীর সেবা করেন। নন্দিনী ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে বর প্রদান করেন। এই বরে ইনি পুত্রলাভ করেন, এই পুত্রের নাম রঘু, তাঁহারই নামে রঘুবংশ বিখ্যাত হইয়াছে। দিলীপের পত্নীর নাম সুদক্ষিণা। রঘু বয়োপ্রাপ্ত হইলে দিলীপ তাহার উপর রাজ্যভার প্রদান করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। (রঘুবংশ)

দিলীপরাট্ (পুং) দিলীপ এব রাট্ রাজা। দিলীপ রাজা।

দিলীর (ক্লী) শিলীন্ধ্রক। গোময় ছত্র, গোবরের ছাতা, কোঁড়ক ছাতি।

দিল্লী (দিহ্‌লী), ১ পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী বিভাগ। উত্তর অক্ষা° ২৭° ৩৯′ হইতে ৩০° ১১′ এবং পূর্ব্বদ্রাঘি° ৭৬° ১৩′ হইতে ৭৭° ৩৫′ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই বিভাগে দিল্লী, গুরগাঁও এবং কর্ণাল এই তিনটী জেলা আছে। পরিমাণ ফল ৫৬১০ বর্গমাইল।

২ পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন উক্ত দিল্লী বিভাগের একটী জেলা। উত্তর অক্ষা° ২৮° ১২′ হইতে ২৯° ১৩′ এবং পূর্ব্বদ্রাঘি° ৭৬° ৫১′ ১৫″ হইতে ৭৭° ৩৪′ ৪৫″ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পরিমাণ ফল ১২৭৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ৬,৪৩,৫১৫ জন। এই জেলা দিল্লী বিভাগের

মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহার উত্তরে কর্ণাল জেলা, পশ্চিমে রোহতক, দক্ষিণে গুর্‌গাঁও জেলা এবং পূর্ব্বে যমুনা নদী, যমুনার উত্তরপশ্চিম প্রদেশান্তর্গত মীরট ও বুলন্দ সহর জেলা। মোগল রাজধানী প্রাচীন দিল্লীনগর শাসন বিভাগের সদর।

দিল্লী জেলার একদিকে যমুনা নদীর অবাহিকাস্থিত পল্বলময় উর্ব্বরা প্রান্তর, অপরদিকে রাজপুতানার পর্ব্বতশ্রেণীর উপকণ্ঠস্থ শৈলমালা, সুতরাং ইহার ভূমির প্রকৃতিও বিচিত্র। উত্তরভাগ শতদ্রুর দক্ষিণতীরবর্ত্তী। নিম্নপ্রান্তর প্রায় জলশূন্য ও অনুর্ব্বর, তবে ইহার মধ্য দিয়া যমুনা খাল কাটা হইয়াছে, তজ্জন্য যেখানে যেখানে জল জমিয়া হানি না করে অথবা ভূমি হইতে লবণ উঠিয়া একবারে সমস্ত উদ্ভিদ্ বিনাশ না করে, সেই সমুদায় স্থানে প্রচুর শস্য জন্মে। এই অংশে কেবলমাত্র যমুনাতীরবর্ত্তী ভূমি স্বভাবতঃ অতিশয় উর্ব্বরা। এখন যমুনা নদী যে স্থানে, পূর্ব্বকালে যমুনা তাহার ৫ ক্রোশ পশ্চিমে প্রবাহিত হইত, এখনও তথায় উচ্চ নদীতট স্পষ্ট বিদ্যমান আছে। কাল সহকারে তথা হইতে সরিয়া সরিয়া যমুনা বর্ত্তমান স্থানে আসিয়াছে এবং বৃহৎ চর বা মানা উৎপন্ন করিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ মানা ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া দিল্লী নগরের এক মাইল মাত্র উত্তরে মেবাট শৈলের একটী শাখার পাদমূলে প্রতিহত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রস্তরময় শৈল প্রায় যমুনার গর্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আরাবলী গিরি শ্রেণীর একটী শাখা দিল্লী জেলার দক্ষিণদিকে গুরগাঁও হইতে প্রবেশ করিয়া অদূরেই তিন মাইল প্রশস্ত মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে এবং দিল্লী নগরের ১০ মাইল দক্ষিণে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ উত্তরমুখে দিল্লীর পশ্চিম দিয়া অবশেষে যমুনাতীরস্থ প্রান্তরে বিলীন হইয়াছে, অপর শাখা দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ফিরিয়া পুনরায় গুরগাঁও জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এই মালভূমি কোথাও সমতল হইতে ৫০০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে, কিন্তু উহাতে কোথাও জল নাই। কচিৎ ভূমি সমতল হইলেও জলাভাবে তথায় কোনরূপ শস্যাদি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি ভূম্যধিকারিগণ নিজ নিজ গ্রামের সীমাভুক্ত এই মালভূমির অংশ লইয়া ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ করে। উহাতে সামান্য পরিমাণে তৃণাদি জন্মিয়া থাকে, সুতরাং কিয়ৎ পরিমাণে পশুচারণ ব্যতীত আর কোন ব্যবহারে আইসে না। বর্ষাকালে পাহাড়ের জলরাশি গিরিদরী দিয়া বেগে নিম্ন দিকে সমতল প্রান্তরে আসিয়া পতিত ও সঞ্চিত হয়, তাহাতে তত্তৎস্থানের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। জেলার দক্ষিণপূর্ব্বে নাজফগড় নামে এক বিস্তীর্ণ অগভীর বিল আছে, ভাদ্র আশ্বিন মাসে ঐ জলা প্রায় ৪৩।৪৪ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া থাকে। দিল্লী জেলায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই পূর্ব্ব ও পশ্চিম খাল দিয়া যমুনার অধিকাংশ জল বহিয়া যায়; সুতরাং এই স্থলে যমুনা শুষ্ক প্রায় এবং বর্ষাকাল ব্যতীত অপর সকল সময়েই প্রায় সর্ব্বত্র হাঁটিয়া পার হওয়া যায়; আবার দিল্লীর নীচে ওখলা সহরের নিকট যমুনার অবশিষ্ট জলরাশি নূতন আগরা খাল দিয়া প্রবাহিত হয়। ঐ সকল খাল দিয়া যেরূপ জল যায়, তাহাতে যমুনা শুষ্ক হইয়া পড়িত, তবে বাঁধ ও বালুকারাশির নিম্ন দিয়া অধিকাংশ জল ঝরিয়া আইসে, তাহাতেই স্রোত কথঞ্চিৎ বজায় থাকে।

এই জেলার ইতিহাস প্রধানতঃ দিল্লী নগরের ইতিহাসেই পর্য্যবসিত, সুতরাং তাহা যথাস্থানে লিখিত হইবে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই স্থান ভারতবর্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত এক রাজচক্রবর্ত্তীর সুসমৃদ্ধ রাজধানী হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান দিল্লী নগর যে স্থানে অবস্থিত তাহার চতুর্দ্দিকে প্রায় ১০।১২ মাইল স্থানের মধ্যে ঐ সকল রাজধানী একের পর একাদিক্রমে নানা সময় স্থাপিত হয়। অদ্যাপি ভূরি ভূরি ভগ্নস্তূপাদি ঐ সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া পতিত রহিয়াছে এবং প্রাচীন রাজধানীর সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি ঘোষণা করিতেছে। ইহার অতি প্রাচীন নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। পাণ্ডবগণ এখানে আসিয়া বাস করেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের পর এই ইন্দ্রপ্রস্থ নগরই ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের রাজধানী হয়। [ইন্দ্রপ্রস্থ দেখ]।

রের পর বংশপরম্পরায় তাঁহার অধস্তন ত্রিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন, তৎপরে পাণ্ডব রাজমন্ত্রী বিসর্ব্ব সিংহাসন অধিকার করেন। বিসর্ব্বের বংশধরগণ ৫০০ বর্ষ রাজত্ব করিলে পর পঞ্চদশ গৌতমরাজ ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই জেলার সহিত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত যথাক্রমে হিন্দু, পাঠান, মোগল ও অবশেষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ডলেকের বিজয়ের পর দিল্লী ইংরাজদিগের হস্তগত হইল, সন্ধিদ্বারা তাৎকালিক মোগল রাজধানী দিল্লীনগরের উত্তর দক্ষিণ যমুনার পশ্চিমতীরস্থ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ইংরাজদিগকে প্রদত্ত হয়। ইংরাজ গবর্মেণ্ট সম্রাট্ শাহআলম্‌কে মরাঠাদিগের হস্ত হইতে মোচন করেন এবং তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বর্ত্তমান 'দিল্লী ও হিসার জেলার অধিকাংশ অর্পণ করেন। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ সম্রাটের নামে দিল্লী প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন, কেবল বল্লভগড় প্রভৃতি কয়েকস্থানের রাজা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ

রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। কিন্তু এইরূপ শাসনকার্য্যে বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল। অবশেষে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এক আইন দ্বারা দিল্লীর রেসিডেণ্ট ও চিফ্ কমিশনরের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল এবং শাসনভার একজন কমিশনারের হাতে দিয়া আগরা-হাইকোর্টের অধীনস্থ করা হইল। ইহার পর হইতেই দিল্লীপ্রদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনভুক্ত হয়। তদবধি ঐ প্রদেশ ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লী জেলা প্রথম গঠিত হয়, তৎকালে বর্ত্তমান রোহতক জেলার কতক ভাগ ইহার অন্তর্গত ছিল। তাহার পর কর্ণাল জেলার অন্তর্গত পাণিপথ তহসীলের অনেকাংশ ও বল্লভগড় রাজ্য ক্রমশঃ ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিপাহীবিদ্রোহের সময় সমস্ত জেলা বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হয়, এবং উত্তরভাগ ইংরাজেরা পুনরধিকার করিলেও যতদিন দিল্লীনগর সম্পূর্ণ ইংরাজ করায়ত্ত না হইয়াছিল, ততদিন ইংরাজেরা দক্ষিণভাগে পুনরাধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহ দমিত হইলে দিল্লী জেলা ইংরাজ গবর্মেণ্টের নবোপার্জ্জিত পঞ্জাব প্রদেশের ছোটলাটের অধীন হইল। বল্লভগড়ের রাজা রাজদ্রোহিতা অপরাধে দণ্ডিত হইলে তাঁহার রাজত্ব একটী নূতন তহসীলরূপে দিল্লী জেলার অন্তর্ভুক্ত হইল; আর যমুনার পূর্ব্বতীরস্থ পূর্ব্বপরগণা নামক ভূভাগ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত হইল। কিছুদিন পরে সিংহাসনচ্যুত দিল্লীর সম্রাট্‌কে রেঙ্গুণে নির্ব্বাসিত করা হয়, সম্রাট্ তথায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। সম্রাট্‌কে স্থানান্তরিত করিবার পর হইতে দিল্লী জেলায় একরূপ শান্তি বিরাজ করিতেছে।

এই জেলার অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃঃ অঃ) ৬৪৩,৫১৫, ঐ বর্ষে প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা গড় ৫০৪ জন। সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে হিন্দু ৪,৮৩,৩৩২, মুসলমান ১,৪৯,৮৩০, শিখ ৯৭০, জৈন ৭৩৩৬, পারসী ২৭, খৃষ্টান ২০১৭ এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ৩ জন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই জেলার ১২৭৬ বর্গমাইল স্থানের মধ্যে ৭০১টী গ্রাম ও নগর ছিল। তন্মধ্যে ১৪০টীতে দুই হইতে পাঁচশত, ১৯২টীতে পাঁচ হইতে দশ শত, ৯১টীতে এক হাজার হইতে দুই হাজার; ২৬টীতে দুই হইতে তিন হাজার, ৮টীতে তিন হইতে পাঁচ হাজার; ২টীতে পাঁচ হইতে দশহাজার এবং ১টীতে দশ হইতে ১৫ হাজার পর্য্যন্ত লোক বাস করিত।

এই জেলায় যে সকল জাতি বাস করে, তন্মধ্যে জাঠগণই সর্ব্বাপেক্ষা বহুসংখ্যক এবং প্রধান। দিল্লীর উত্তরে অধিকাংশ ভূমি ইহাদের অধিকৃত, তবে অনেকস্থলে ব্রাহ্মণ অংশীদার আছে। অন্যান্য স্থানের জাঠগণের ন্যায় ইহারাও পরিশ্রমী, কৃষিকুশল এবং নিয়মিত সময়ে রাজস্ব প্রদান করে বলিয়া বিখ্যাত। যমুনাতীরবর্ত্তী উর্ব্বরা ভূমি অপেক্ষা মধ্যভাগে উচ্চভূমিতেই অধিক সংখ্যক জাঠ বাস করে। দিল্লীর নিকট ইহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—দেশবাল বা দেশস্থ ও পচাদে বা পাশ্চাত্য, শেষোক্ত সম্প্রদায় পরবর্ত্তীকালে পশ্চিম হইতে আসিয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কিছুই নাই। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, অনেকে মুসলমান শিখ প্রভৃতি ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে রাজপুতগণের সংখ্যা অধিক, ইহাদের এবং ব্রাহ্মণদিগেরও অনেকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ, বেণিয়া, লোহার, চামার, ধোবি, যোগি, গুজার, ছুরা, নাই প্রভৃতি হিন্দু এবং বেলুচি, সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, ফকির প্রভৃতি মুসলমান বাস করে। এখানে তগা নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, ইহারা গৌড়দেশীয়। প্রবাদ আছে, তক্ষককুলের বিনাশ জন্য ইহারা এদেশে আহূত হয়েন। অনেকে অনুমান করেন, এই প্রবাদোক্ত তক্ষকবংশ, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী শক রাজগণই হইবে। বেণিয়াগণ জেলার সর্ব্বত্র বাস করে এবং দোকান অথবা ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দিল্লীনগরে সওদাগরদিগের মধ্যে অনেকে বেণিয়া। গুজার জাতি স্বভাবতঃ অলস ও শঠ, ইহারা অধিকাংশ দক্ষিণদিগের উচ্চ মালভূমি ও পাহাড় সকলে পশুচারণ ও সামান্য কৃষিকার্য্যাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহারা অধিককাল একস্থানে বাস করে না। ইহাদের পশ্বাদি অপহরণের অপবাদ আছে। গোপালক অর্থাৎ আহীরগণ হিন্দুসমাজে নিতান্ত নিম্নস্থান অধিকার করে না। মুসলমানদিগের মধ্যে কেবলমাত্র পাঠকগণই বিশুদ্ধ মুসলমান বংশোদ্ভব। দিল্লীজেলায় নিম্নলিখিত চারিটী মাত্র নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে, যথা দিল্লী, সোণপত, ফরিদাবাদ ও বল্লভগড়।

এই জেলায় অনেক অংশ উচ্চ প্রস্তরময় অনুর্ব্বর এবং কোন কোন স্থান লবণময়, সুতরাং কৃষিকর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। অবশিষ্ট অনেক ভূমি জলাভাবে পতিত রহিয়াছে। গবর্মেণ্ট খাল কাটিয়া অনেক স্থানে জলসেচনের সুবিধা ও তজ্জন্য কৃষির উন্নতিসাধন করিতেছেন। উত্তরভাগে যমুনার পশ্চিমতীরবর্ত্তী খাল থাকায় শস্যাদি জন্মিয়া থাকে।

কার্পাস, ইক্ষু, ধান্য, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, গোধুম, যব, ছোলা প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। তামাকও পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। কিয়ৎ পরিমাণ নীল সর্ষপাদি জন্মে। যমুনার পশ্চিমকূলে বিস্তীর্ণ পলিময় 'খাদার' বা মানাতে জল-সেচনের অভাব না হইলেও তথায় খালের তীরের মত শস্যাদি উৎপন্ন হয় না।

এ বিষয়ে কৃত্রিম উপায়ে সিঞ্চিত ভূমি যমুনাতীরবর্ত্তী ভূমি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। খালের ধারে যে সকল শস্য জন্মে, ঐ সকল শস্য খাদারেও হইয়া থাকে। কয়েক হাত খনন করিলেই সুস্বাদু জল পাওয়া যায়। দিল্লীর দক্ষিণভাগের প্রকৃতি স্বভাবতঃ অনুর্ব্বর ও পর্ব্বতময় এবং যদিও আগরা খাল এই স্থান দিয়া কাটা হইয়াছে, তথাপি ঐ খাল এত নিম্ন যে উহার জলে উচ্চ ভূমিতে জলসিঞ্চন করিবার উপায় নাই। নাজফগড় ঝিল বর্ষাকালে পূর্ণ হয়, একটী খাল দিয়া যমুনাতেই জল ফেলিয়া পরে কতক পরিমাণে ঝিল শুষ্ক করিলে জলে ডুবা জমিতে আবাদ হয়। যাহা হউক এ জেলায় বৃষ্টিপাত বড় অল্প, তজ্জন্য খাল প্রভৃতি স্বত্বেও কৃষিকার্য্যের সম্যক্ উন্নতি হইতেছে না।

দিল্লী বহুকাল পর্য্যন্ত উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল, সুতরাং এই জেলার জোত জমি প্রভৃতির বন্দোবস্ত অনেকাংশে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ন্যায়। ভায়াচারা নামক একপ্রকার জোত খুব চলিত। অধিকাংশ প্রজারই দখলী স্বত্ব নাই! জমির উৎপন্ন শস্য অনুসারে খাজনার হার ভিন্ন ভিন্ন।

বাণিজ্যাদি প্রধানতঃ দিল্লী নগরেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন সোণপত, ফরিদাবাদ ও বল্লভগড়ে স্থানীয় ক্রয় বিক্রয় জন্য হাট আছে। জেলার শিল্পাদিও দিল্লী নগরেই সীমাবদ্ধ। তথাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের বহুবিধ অলঙ্কার, তথাকার নকাশি ও জরির চিকণ কাজ সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এখানকার কাচমণ্ডিত চিক্কণ মাটির বাসন পেশাবরের সম শ্রেণীর বাসন ব্যতীত ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কালকা পর্য্যন্ত রেলপথ দিল্লী হইতে দূরে যমুনার পরপার দিয়া গমন করিয়াছে, সুতরাং এই পথেই অধিকাংশ বাণিজ্যসম্পন্ন হইতেছে। যাহা হউক, তজ্জন্য সামান্য অসুবিধা হইলেও নদী, সুন্দর রাজপথ এবং রেলপথ প্রভৃতি দ্বারা দিল্লী প্রধান বাণিজ্যস্থানের সহিত সংলগ্ন থাকায়, ইহার তত ক্ষতি হয় নাই। গাজিয়াবাদ জংশন হইতে যমুনার উপর লৌহসেতু দিয়া দিল্লী সহর পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটী শাখা রেলপথ আছে, এই শাখা পঞ্জাব রেলপথের সহিত সংলগ্ন। রাজপুতানা ষ্টেট্ রেলপথ দক্ষিণভাগে কিয়দ্দূর এই জেলার ভিতর দিয়া গুরগাঁও অভিমুখে গিয়াছে। বর্ষাকালে বড় বড় নৌকা যমুনায় যাতায়াত করে। দিল্লী হইতে লাহোর, আগরা, জয়পুর ও হিসার পর্য্যন্ত প্রস্তরময় উৎকৃষ্ট রাজপথ আছে; তদ্ভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের গমনোপযোগী বহুসংখ্যক রাস্তা প্রত্যেক সহর ও প্রধান প্রধান ঘাট প্রভৃতিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভাগপত, ছাঁনা, মনিয়ারপুর ও ঝুন্দপুরে ভাসমান নৌসেতু আছে। দিল্লীর নিকট যমুনার উপরিস্থ রেলপথ সংক্রান্ত সেতুকে রেলের নিম্নে এক পৃথক্ পথ দি সাধারণ শকটাদি যাতায়াত করে।

শাসন ও রাজস্ব বিভাগে এখানে ১ জন ডেপুটি কমি শনার, ১ জন সহকারী আসিষ্টাণ্ট্ ও ২ জন অতিরিক্ত সহকারী আসিষ্টাণ্ট্ কমিশনার, ১ জন স্মল কজ কোর্টের জজ, ২ জন মুনসেফ, ৩ জন তহসীলদার এবং তদ্ভি শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাজস্ব-আদায় প্রভৃতির জন্য আবশ্যকীয় অপরাপর কর্ম্মচারী আছে। এই জেলা ৩টী তহসীলে এবং শান্তিরক্ষার সুবিধা জন্য ১৩টী থানায় বিভক্ত। প্রায় ১১৮টী স্কুলে এবং একটী কলেজে যথারীতি ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐ সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মিসনরী কলেজ, জেলা স্কুল, আংলো আরবী স্কুল এবং মিসনরীদিগের অন্যান্য বিদ্যালয় প্রধান। দিল্লীর গবর্মেণ্ট কলেজ কয়েক বর্ষ হইল উঠিয়া গিয়াছে।

যমুনানদীর অববাহিকাস্থিত অন্যান্য জেলার সহিত দিল্লীর জলবায়ুর বেশী প্রভেদ নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসে দারুণ গ্রীষ্মের সময় ছায়াতে উত্তাপের পরিমাণ ফা° ১১৬° পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, শীতকালে পৌষমাসে নিম্ন সংখ্যা ফা° ৪৬°৪´ পর্য্যন্ত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০ হইতে ৩০ ইঞ্চি মাত্র। সচরাচর পশ্চিম ও বায়ুকোণ হইতে বায়ু বহিয়া থাকে। জ্বর ও উদরাময় পীড়া সচরাচর হয়, অনেক সময় বসন্তরোগ দেশব্যাপক হইয়া বহু প্রাণী বিনাশ করে। ৮টী দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে।

৩ দিল্লী জেলার সদর তহসীল। পরিমাণফল ৪৩৪ বর্গমাইল। দিল্লী সহর এই তহসীলের অন্তর্গত। দিল্লী সহরেই কাছারী প্রভৃতি আছে।

৪ উক্ত দিল্লী বিভাগের অন্তর্গত দিল্লী জেলার প্রধান নগর। পূর্ব্বে এইখানে মোগলসম্রাট্দিগের রাজধানী ছিল। এখন ইহা ইংরাজদিগের দিল্লী বিভাগের সদর। অক্ষা° ২৮° ৩৮´ ৫৮´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৬´ ৩০´´ পূঃ। লোক-

সংখ্যা ১,৯২,৫৭৯। তন্মধ্যে হিন্দু ১০৮,০৫৮, মুসলমান ৭৯,২৩৮, খৃষ্টান ১৭০০, জৈন ৩২৫৬, শিখ ২৮৯, পারসী ৩১ এবং য়িহুদী ৬ জন। দিল্লী নগর কলিকাতা হইতে ৯৫৪ মাইল, আগ্রা হইতে ১১৩ মাইল এবং আলাহাবাদ হইতে ৩৯০ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার অপর নাম শাহজাহানাবাদ। ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক্ সম্রাট্ শাহজাহান নির্ম্মিত অত্যুচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং পূর্ব্বদিকে পুণ্যতোয়া যমুনা নদী প্রবাহিত। উক্ত প্রাচীরের পরিমাণ ৫½ মাইল। বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে ইংরাজদিগের নিখাত পরিখায় নগরটী আরও দুর্গম হইয়াছে। ইহার দশটী সিংহদ্বার, তন্মধ্যে উত্তরে কাশ্মীর ও মোরি দ্বার, পূর্ব্বে কাবুল ও লাহোর দ্বার এবং দক্ষিণে আজমীর ও দিল্লীদ্বার প্রধান। মোগলসম্রাট্‌দিগের রাজপ্রাসাদ নগরের পূর্ব্বাংশে যমুনানদীর তীরে অবস্থিত; এখন ইহা দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার তিনদিকে লোহিতবর্ণ বালুকাপ্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে একটী সিংহদ্বার আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের পরে প্রাসাদের কিয়দংশ ভূমিসাৎ করিয়া গোরা সৈন্যের জন্য বারিক নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত দুর্গের দক্ষিণে দরিয়াগঞ্জ নামক স্থানে দেশী সিপাহী সৈন্যগণের জন্য একটী সেনানিবাস আছে। যমুনার পরপারে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে সলিম শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সলিমগড় নামক একটী দুর্গ আছে; এখন তাহার ভগ্ন দশা, এই সলিমগড়ের এক কোণ দিয়া ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির রেলপথ একটী সুরম্য লৌহসেতু দ্বারা যমুনা পার হইয়া দিল্লী নগরাভ্যন্তরস্থ ষ্টেশনে পৌছিয়াছে। তৎপরে উক্ত রেলপথ রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ে নামে নগরের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রাচীর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। নগরের উত্তরপূর্ব্বকোণে কোষাগার ও অন্যান্য সরকারী আফিস। দরিয়াগঞ্জের সেনানিবাস ও দুর্গের পশ্চিমদিকে কোম্পানির বাগান। এই সেনানিবাস, দুর্গ, রেলপথ ও বাগানে নগরের প্রায় অর্দ্ধাংশ পরিপূর্ণ। এই অংশে লোকসংখ্যা বিরল, কিন্তু অপর অংশে লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

দিল্লীর স্থাপত্য শিল্পের গৌরব জগদ্বিখ্যাত; এস্থানে তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক দিল্লীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যাবলীর অত্যদ্ভুত নির্ম্মাণকৌশল ও বিস্ময়োৎপাদনকারী পরম রমণীয়তা বর্ণনা দ্বারা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না। মিঃ ফার্গুসন্ তাঁহার ভারতীয় ও প্রাচ্য স্থপতিবিদ্যার ইতিহাস (History of India and Eastern Architecture) নামক পুস্তকে এই সকল প্রাসাদের অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। শাহজাহানের রাজপ্রাসাদ আগরার রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা হয়ত চিত্রবৈচিত্রে ও আড়ম্বরে হীন হইলেও ইহার গঠনপ্রণালী অনেকটা সমভাবাপন্ন এবং ভারতীয় সর্ব্বপ্রধান স্থপতিপ্রিয় সম্রাট্ দ্বারা নির্ম্মিত। এই প্রাসাদের দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৩২০০ ফিট্ এবং বিস্তার পূর্ব্বপশ্চিমে ১৬০০ ফিট্; প্রাসাদের চারিদিকে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর, তাহার স্থানে স্থানে বুরুজ, প্রবেশদ্বার অতি সুন্দর, তাহার পরই ৩৭৫ ফিট্ দীর্ঘ সারি সারি বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভাবলী-শোভিত প্রশস্ত হর্ম্ম্যতল। মিঃ ফার্গুসন্ বলেন, এই প্রবেশদ্বার জগতের যাবতীয় প্রাসাদের প্রবেশদ্বার অপেক্ষা অধিকতর মনোহর। এই প্রাসাদ বহুসংখ্যক উদ্যান, ফোয়ারা প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত এবং নাট্যশালা, সঙ্গীতশালা প্রভৃতি নানা অংশে বিভক্ত। অন্য সকল হর্ম্ম্যাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র দেওয়ানি খাস অর্থাৎ সম্রাটের মন্ত্রণাগার শাহজাহানের নির্ম্মিত অন্যান্য সমস্ত অট্টালিকা অপেক্ষা সুন্দর না হইলেও যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কারুকার্য্যসম্বলিত তাহাতে সন্দেহ নাই। যমুনার ঠিক উপরেই এই বাটী অবস্থিত, ইহার অভ্যন্তরস্থ সুক্ষ্ম খোদকতা কৌশল এবং উহাদের ফলপুষ্পাদির চিত্র প্রভৃতির কল্পনাচাতুর্য্য অতীব প্রশংসনীয়। এই দেওয়ানিখাসেরই ছাদের চতুর্দ্দিকে লেখা আছে, 'যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবে তাহা এই!' বাস্তবিক এরূপ অনুপম সৌন্দর্য্যময় কক্ষ পৃথিবীর যাবতীয় রাজপ্রাসাদে কুত্রাপি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

প্রাসাদের মধ্যস্থল হইতে সমস্ত দক্ষিণাংশে দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় ১০০০ ফিট্ পরিমিত স্থানে সম্রাটের অন্তঃপুর ছিল। এই অন্তঃপুরের পরিসর য়ুরোপের বৃহত্তম রাজপ্রাসাদেরও দ্বিগুণ। প্রাসাদস্থ অধিকাংশ কক্ষাদিই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, এখন যে সকল বিদ্যমান আছে; তাহাদের নাম যথা—প্রবেশকক্ষ, নৌবতখানা, দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, এবং রঙ্গমহল। তদ্ভিন্ন আরও দুই একটী গৃহ বিদ্যমান আছে। বলাবাহুল্য এই কয়েকটী গৃহই প্রাসাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু তথাপি ইহাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ এবং পরস্পরকে সংলগ্ন করিবার পথ প্রভৃতি লুপ্ত হওয়াতে ঐ সমস্ত অনেকটা শ্রীহীন হইয়াছে। এখন ইংরাজদিগের বারিকে ঐ সকল অতুলনীয় হর্ম্ম্যাবলী বিচিত্রকাঞ্চনখচিত কারুকার্য্য হইতে চ্যুত এবং সামান্য প্রাচীর গাত্রে স্থাপিত মণির ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

সহরের যে অংশে দেশীয়দিগের বাস, তথায় অট্টালিকাদি ইষ্টক নির্ম্মিত, সুন্দর ও সুদৃঢ়। অধিকাংশ গলি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা বক্র এবং অনেকগুলি একদিকে রুদ্ধ, কিন্তু ছোট রাস্তা খারাপ হইলেও ভারতবর্ষের অন্য কোন সহরে দিল্লীর মত উৎকৃষ্ট বড় রাস্তা নাই। ইহার প্রধান প্রধান ১০টী বৃহৎ রাজপথ সুন্দররূপে পাথর দিয়া বাঁধান, জল নিকাসের জন্য নর্দ্দমার ব্যবস্থা এবং রাত্রে আলোকদানের বন্দোবস্ত অতি উৎকৃষ্ট। চাঁদনীচক বা রজতরথ্যা ইহাদের মধ্যে প্রধান; এই পথ ৭৪ ফিট্ প্রশস্ত এবং দুর্গ হইতে লাহোর তোরণদ্বার পর্য্যন্ত প্রায় ৩ মাইল বিস্তৃত। ইহার মধ্যস্থিত জলপ্রণালীর উভয় পার্শ্বে দুইশ্রেণী নিম ও অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; পূর্ব্বে এই প্রণালী দিয়া রাজপ্রাসাদে জল আনয়ন করা হইত, এখন এই জলপ্রণালীর উপর উচ্চপথ প্রস্তুত হইয়াছে। চাঁদনীচকের কিছু দক্ষিণে এক খণ্ড উচ্চভূমির উপর বিখ্যাত জমা-মস্‌জিদ্। সম্রাট্ শাহজাহান তাঁহার রাজত্বের ৪র্থ বর্ষে ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ ও দশম বর্ষে শেষ করেন। ইহার সম্মুখে ৪৫০ বর্গ ফিট্ প্রশস্ত চত্বরভূমি উৎকৃষ্ট গ্রানিট্ ও মর্ম্মর প্রস্তরে বাঁধান এবং চতুর্দ্দিকে অলিন্দময় প্রাচীরযুক্ত। এই স্থান হইতে উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত করিলে সমস্ত দিল্লী নগর একবারে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মস্‌জিদের দৈর্ঘ্য ২৬১ ফিট্, ইহার তিনটী গুম্বজ শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। নিম্ন হইতে প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী মস্‌জিদ পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। ছাদের উপর সম্মুখভাগে দুই কোণে দুইটী উচ্চ চূড়া আছে। মস্‌জিদের অভ্যন্তর সমস্ত শ্বেতবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তর মণ্ডিত। দিল্লীর আরও দুইটী মস্‌জিদ উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে একটীর নাম কালা মস্‌জিদ। প্রবাদ—কোন আফগান সম্রাট্ এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহার বর্ণ কালক্রমে কাল হইয়াছে বলিয়া ইহাকে কালামস্‌জিদ বলে। অপরটী রস্তুনউদ্দৌলার মস্‌জিদ। আধুনিক বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে দিল্লীর গবর্ণমেণ্ট কলেজ, রেসিডেন্সি এবং প্রটেষ্টেণ্টদিগের গির্জ্জা, এই তিনটী প্রধান। কর্ণেল স্কিনার লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে উপরোক্ত গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। চাঁদনী হইতে যমুনারদিকে অর্দ্ধপথে একটী ঘড়ির স্তম্ভ এবং উহার সম্মুখে দিল্লীকলেজ ভবন ও মিউজিয়ম বা যাদুঘর। চাঁদনীচকের উত্তরে মহারাণীর উদ্যান তাহার পর উত্তরে পাহাড়ের মূল পর্য্যন্ত নগর সীমা বিস্তৃত। এই পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে দিল্লীসহর ও ষ্টেসনের দৃশ্য অতি মনোহর। নগরের পশ্চিমে প্রাচীরের বাহিরে বহু সংখ্যক পল্লী দৃষ্ট হয়, এই সকলের মধ্যে এক পল্লীতে সম্রাট্‌দিগের সমাধিস্থান আছে। তন্মধ্যে সম্রাট্ হুমায়ুনের সুন্দর গ্রানিট প্রস্তরনির্ম্মিত এবং অভ্যন্তরে মর্ম্মরখচিত সমাধিমন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নগর হইতে প্রায় দুইমাইল দূরে এক বিস্তীর্ণ উদ্যানের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর এবং অভ্যন্তরে নানাস্থানে সুন্দর জলাশয় ও বহুসংখ্যক মন্দির আছে। মধ্যভাগে ২০ ফিট্ উচ্চ, ২০০ ফিট্ প্রশস্ত চত্বরের উপর সুন্দর স্তম্ভরাশি সুশোভিত এবং শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের গুম্বজযুক্ত হুমায়ুনের সমাধিমন্দির অবস্থিত। ইহা অদ্যাপি প্রায় সম্পূর্ণাবস্থায় বিদ্যমান আছে। আরও পশ্চিমে প্রায় এক মাইলদূরে আর একটী সমাধি মন্দির আছে, ইহার মধ্যেও অনেকগুলি সুন্দর সমাধিমন্দির এবং ক্ষুদ্র মস্‌জিদ বিদ্যমান; তন্মধ্যে মুসলমান ফকির নিজাম উদ্দীনের সমাধি ও ধর্ম্মশালা প্রধান। সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দিল্লীর শেষ সম্রাট্‌গণ সকলেই এই ফকিরের সমাধির চতুর্দ্দিকে সমাহিত হইতেন। প্রত্যেক সমাধিক্ষেত্র প্রধান সুন্দর ঝাঁঝরি কাটা মর্ম্মর প্রস্তরের ঘেরার মধ্যে অবস্থিত। এই সকল গোরস্থান ব্যতীত দিল্লীতে কুতবমিনার, লৌহস্তম্ভ প্রভৃতি আরও বহুতর প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে, তাহা ক্রমশঃ যথাস্থানে বর্ণিত হইতেছে।

সমৃদ্ধ আমীর ও অন্যান্য ধনকুবেরদিগের হর্ম্ম্যাবলী নিঃসন্দেহে পূর্ব্বে নগরের প্রভূত শোভা বর্দ্ধন করিত, কিন্তু ঐ সকল সুন্দর সৌধমালার একটীও এক্ষণে বিদ্যমান নাই। উহাদিগের স্থানে বর্ত্তমান সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণের অপেক্ষাকৃত হীন তথাপি মনোহর অট্টালিকাশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই নগরে পরিস্কৃত জল প্রচুর পাওয়া যায়। সম্প্রতি ইহার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে সকলেরই বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এখানে দিল্লীকলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহাই প্রধান বিদ্যালয় ছিল। প্রথমে ইহাতে কেবলমাত্র দেশীয় ভাষা সকলই শিক্ষা দেওয়া হইত। দেশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ চাঁদা দিয়া ইহার ব্যয়ভার বহন এবং একটী সভাগঠন করিয়া তদ্দ্বারা ইহার কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিতেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ঐ কলেজে ইংরাজী শিক্ষাবিভাগ খোলা হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে উহা সরকারী শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত হইল। তদবধি দিল্লী কলেজ হইতে অনেকে শিক্ষালাভ করিয়া কৃতবিদ্য হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় এই কলেজভবন বিদ্রোহীদিগের দ্বারা ভগ্ন এবং ইহার দুষ্প্রাপ্য প্রাচ্য গ্রন্থ-সমূহ-সম্বলিত উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় লুণ্ঠিত হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে অপর একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে কলেজ পুনঃ স্থাপিত

হয়, ঐ কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হইল। অবশেষে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে পঞ্জাব রাজধানী লাহোর নগরস্থ কলেজে ঐ প্রদেশের শিক্ষা কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য দিল্লী কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতি তথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

যে দিন হইতে প্রাচীন আর্য্যগণ ভারতভূমিতে আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক পুণ্যসলিলা যমুনাতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন, সেই দিন হইতে এই স্থানে কত কত রাজা ও রাজচক্রবর্ত্তিগণের উত্থান ও পতন হইয়া গেল। কত কত রাজার পর রাজা, সম্রাটের পর সম্রাট্ এই স্থানে নূতন নূতন রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক রাজত্ব করিয়া কালের করালকবলে কবলিত হইলেন, পর পর কত রাজধানী স্থাপিত এবং কালক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান কালে দিল্লী সহর যে স্থানে অবস্থিত, তাহার চতুর্দ্দিক্ যেন একটী প্রকাণ্ড ধ্বংসক্ষেত্র। বিসপ হিবর সাহেব এই অধুনাতন দৃশ্যের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "দৃশ্যটী যেন একটী অতীব ভয়ানক ধ্বংসক্ষেত্র, ভগ্নস্তূপের পর ভগ্নস্তূপ, সমাধির পর সমাধি, ভগ্ন গৃহের ভগ্ন ইষ্টক ও নানাবিধ প্রস্তর খণ্ড চতুর্দ্দিকে তরুলতাদি-পরিশূন্য কঠিন মরু তুল্য ভূমির উপর সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।" এই ধ্বংসাবশিষ্ট ভগ্ন স্তূপরাশি বর্ত্তমান শাহজাহানাবাদ নগর হইতে পঞ্চক্রোশ দূরবর্ত্তী রায়পিথোরা এবং তোগলকাবাদের (পরিত্যক্ত) দুর্গ অবধি বিস্তৃত। যতদূর পর্য্যন্ত উক্ত ধ্বংসাবশিষ্ট রাজধানীসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ ফল ৪৫ বর্গমাইল। বর্ত্তমান নগর-প্রাচীরের ২ মাইল দক্ষিণে যে স্থানে ইন্দরপথ বা পুরাণকিল্লা নামক গ্রাম এবং দুর্গ আছে, পূর্ব্বে তথায় পাণ্ডবদিগের ইন্দ্রপ্রস্থ নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এখন দেখা যাউক, দিল্লী এই নামটীর উদ্ভব কিরূপে হইল? খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে দিল্লী অথবা দিল্লীপুর এই নামটীর উৎপত্তি হইয়াছিল। ফেরিস্তার মতানুসারে জেনারল কনিংহাম বলেন যে, রাজা দিলু হইতে প্রথমে দিল্লীর নামকরণ হয়। এই দিলু ইন্দ্রপ্রস্থের গৌতমবংশীয় রাজগণের পরবর্ত্তী ময়ূরবংশীয় শেষ রাজা। তখন দিল্লী বর্ত্তমান সহরের ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে যতগুলি প্রাচীন ইতিবৃত্ত জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে খৃষ্টীয় তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা ধাব কর্ত্তৃক স্থাপিত বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ হইতে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য করিতে পারা যায়। ঐ ধাতুময় স্তম্ভটী নিরেট, উহার ব্যাস ১৬ ইঞ্চ এবং দৈর্ঘ্য ৫০ ফিট্। ইহার প্রায় অর্দ্ধেকের উপর মৃত্তিকায় দৃঢ়প্রোথিত। স্তম্ভের পশ্চিমদিকের গাত্রে সংস্কৃত অনুশাসন গভীররূপে খোদিত আছে। একমাত্র এই লিপিই ইহার প্রাচীন ইতিবৃত্তের কথঞ্চিৎ পরিচায়ক বলিয়া আদরণীয়। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু প্রিন্সেপ সাহেব সর্ব্বপ্রথম এই অনুশাসনের পাঠোদ্ধার করেন, উহার মর্ম্ম এইরূপ—'রাজা ধাব যিনি নিজ ভুজবলে বহুকাল সমগ্র ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তি স্বরূপ এই স্তম্ভ স্থাপিত হইল। এই সকল খোদিত লিপি তাঁহার শাণিত অসিধারাঙ্কিত শত্রুগণের দেহের গভীর ক্ষতাঙ্কের ন্যায় তাঁহার কীর্ত্তি চিরকাল ঘোষণা করুক।' কনিংহাম্ সাহেব অনুমান করেন, এই ধাব রাজা সম্ভবতঃ ৩১৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ঐ সময়ের গুপ্তবংশের অনুশাসনের অক্ষরগুলির ছাঁদ পর্য্যালোচনা করিলেও ঐ অক্ষর গুপ্তদিগের সাময়িক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বংশপরম্পরাগত প্রবাদ অনুসারে ঐ লৌহস্তম্ভ তোমরবংশের স্থাপয়িতা অনঙ্গপালের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে ইহার প্রতিষ্ঠাকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আসিয়া পড়ে। কথিত আছে, ব্যাস রাজাকে ঐ স্তম্ভ ভূগর্ভে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিতে আদেশ দেন, এবং বলিয়া দেন ইহার দৃঢ়তার উপর তাঁহার রাজ্যলক্ষ্মীর অচলতা নির্ভর করিবে। তদনুসারে ঐ স্তম্ভ প্রোথিত হইল। ব্যাস তাঁহাকে বলিলেন, স্তম্ভ যথাস্থানে বিহিত হইয়াছে, ইহার পাদমূল ভূগর্ভে বাসুকির মস্তকে গিয়া ঠেকিয়াছে, সুতরাং স্তম্ভও অচল এবং রাজার রাজলক্ষ্মীও অচল। কিন্তু স্তম্ভমূল বাসুকির মাথায় ঠেকিয়াছে, রাজার তাহা বিশ্বাস হইল না। তিনি স্তম্ভ খনন করাইতে আরম্ভ করিলেন। খনন হইলে উহার পাদদেশে বাসুকির শোণিত দৃষ্ট হইল। রাজা ফাঁফরে পড়িলেন এবং নিজ সন্দিগ্ধতার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। যাহাহউক ব্যাসকে পুনরায় আহ্বান করিয়া স্তম্ভ পুনঃস্থাপিত করিলেন। কিন্তু এবার আর কোন মতে স্তম্ভ সেরূপ অটল ভাবে প্রোথিত হইল না, 'ঢিলা' অর্থাৎ আল্‌গা রহিয়া গেল, সুতরাং তোমরবংশের রাজলক্ষ্মীও অচিরে পরহস্তগত হইল, এই ঢিল্লি অর্থাৎ ঢিলা স্তম্ভ হইতে নগরের নাম ঢিল্লি হইল *। এই প্রবাদেরও নানারূপ মতভেদ আছে,

* "কিল্লিতো ঢিল্লি ভই
তোমর ভয় মত হিন।"

কিল্লি অর্থাৎ স্তম্ভ ঢিল্লি অর্থাৎ ঢিলা হইয়াছে, তোমরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না।

যাহা হউক সকলেরই মতে ইহা তোমরবংশীয় রাজগণের অভ্যুত্থান কালে স্থাপিত হয়। কিন্তু স্তম্ভে যে লিপি আছে, তদ্দ্বারা প্রবাদের সত্যতা অপ্রমাণিত হইয়া যায়।

জেনারল কনিংহাম বলেন, দিল্লী নগর বহুকাল ভগ্নাবশিষ্ট হইয়া পতিত থাকিলে পর অনঙ্গপাল ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়া নগর পুনরায় নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বংশীয় পরবর্ত্তী রাজগণ দিল্লী হইতে কনৌজ বা কান্যকুব্জ নগরে গিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। রাঠোর-বংশের স্থাপয়িতা চন্দ্রদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কান্যকুব্জ হইতে তোমরদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলে ঐ বংশীয় ২য় অনঙ্গপাল দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথায় আর একবার তোমর-রাজধানী স্থাপন করিলেন। তিনি দিল্লীনগর পুনর্ব্বার গৃহপ্রাসাদাদি দ্বারা সুশোভিত এবং পরিখা প্রাচীর দ্বারা সুদৃঢ় করিলেন। অদ্যাপি কুতব-মিনারের চতুষ্পার্শ্বে ঐ দুর্গ প্রাচীরাদির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। রাজা ধাব-প্রতিষ্ঠিত লৌহস্তম্ভের গায়ে অপর এক পংক্তি অনুশাসন লিখিত আছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—'১১০৯ সংবতে (১০৫২ খৃষ্টাব্দে) অনঙ্গপাল দিল্লীকে জনপূর্ণ করেন।' এই লিপি দ্বারা অনঙ্গপালের দিল্লীতে পুনরাগমনের কাল অনুমান করা যায়। ইহার প্রায় এক শত বর্ষ পরে তোমর বা তুয়ার বংশীয় শেষ রাজা ৩য় অনঙ্গ-পালের রাজত্বকালে আজমীরাধিপতি চোহানবংশীয় বিশলদেব দিল্লী অধিকার করেন। যাহা হউক, বিশলদেব তোমররাজকে সামন্তভাবে দিল্লীতে রাজত্ব করিতে দিলেন। ক্রমশঃ উভয় বংশ বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইল। এইরূপে পরি-ণীত দম্পতি হইতে অবশেষে আর্য্যাবর্ত্তের শেষ স্বাধীন ভূপতি মহারাজ পৃথ্বীরাজ জন্মগ্রহণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ তুয়ার ও চোহান উভয় বংশেরই উত্তরাধিকারী হই-লেন। ইনি রায় পিথোরা নামক দুর্গ এবং অনঙ্গপালের দুর্গপ্রাকারের বহির্ভাগে আর একটী প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দিল্লী নগরকে আরও সুদৃঢ় করিলেন। অদ্যাপি বহুদূর ব্যাপিয়া এই প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট হইতে দিল্লীর অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দীন্ বা মহম্মদ ঘোরী প্রথমবার আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করেন। পৃথ্বীরাজ প্রভূত পরাক্রমে নিজ রাজ্য রক্ষা করি-লেন, এবং প্রসিদ্ধ থানেশ্বরের যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীকে সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া ৪০ মাইল পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিলেন। দুই বৎসর পরেই পরাক্রান্ত যবনদস্যু পুনরায় ভারত আক্রমণ করিলেন। এবার দৈবদুর্ব্বিপাকে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। দুর্দ্দান্ত যবন-সেনাপতি বন্দীকৃত বীরবর পৃথ্বীরাজকে নিরস্ত্র নিঃসহায় অবস্থায় হত্যা করিল। ভারতের সৌভাগ্যরবি সেই দিন অস্তমিত হইল, হিন্দুর গৌরব সেই দিন অবসান হইল। পরাধীনতার তমোময় ঘনজালে সেই ভীষণ দিনে ভারতের ভাবী অদৃষ্টা-কাশ আচ্ছন্ন করিল। বিধর্ম্মীর বিজাতীয় শাসনশেল সেই দিন হইতে হিন্দুর বক্ষে প্রোথিত হইল।

মহম্মদঘোরীর প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন্ আইবক পৃথ্বীরাজকে পরাজয় করিয়া যে পর্য্যন্ত দিল্লী অধিকার করেন, সেই সময় হইতে দিল্লী মুসলমানদিগের রাজধানী হইল। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদঘোরীর মৃত্যুর পরে কুতব আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। দিল্লীর দাস রাজাদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম। ইঁহাদিগের স্থাপিত অনেকগুলি কীর্ত্তি এখন ধ্বংসপ্রায়। কুতবের মসজিদ্ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী আক্রমণের পর হইতে আরম্ভ হইয়া তিন বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। পরে তাঁহার জামাতা আল্‌তামাস্ ইহার অনেকাংশ বর্দ্ধিত করেন। মসজিদের দুইটী প্রাঙ্গণ আছে। একটী বাহিরে এবং অন্যটী ভিতরে। ভিতরের প্রাঙ্গণটী চতুর্দ্দিকে নানা কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভশ্রেণীবিশিষ্ট বারান্দা দ্বারা বেষ্টিত। ঐ স্তম্ভগুলি প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ভগ্ন করিয়া সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ঐ সমুদয় স্তম্ভে খোদিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিগুলি চূর্ণাদিবিশিষ্ট একপ্রকার স্থূল আবরণে আবৃত ছিল; কিন্তু সম্প্রতি ঐ আবরণ খসিয়া পড়াতে মূর্ত্তিগুলি স্পষ্টরূপে নয়নগোচর হইয়া হিন্দুদিগের প্রাচীন শিল্পগৌরব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতেছে। ইব্‌ন্ বতুতা নামক একজন মুসলমান ভ্রমণকারী মসজিদ্ নির্ম্মাণের দেড়শত বৎসর পরে উহা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ মসজিদ্ সৌন্দর্য্যে এবং বিস্তারে অতুলনীয়। মসজিদের বহিঃপ্রাঙ্গণের নৈর্ঋত কোণে কুতবের আর একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে; তাহারই নাম দিল্লীর কুতব-মিনার। [ইহার বিস্তৃত বিবরণ কুতবমিনার শব্দে লিখিত হইয়াছে।] কুতবমিনারের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে রাজা ধাব প্রতিষ্ঠিত লৌহস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। এই মিনারের চতুর্দ্দিকে ভূরিপরিমাণে ভগ্ন স্তূপ পতিত আছে, তন্মধ্যে ১৩১১ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ আলাউদ্দীনের অসম্পূর্ণ স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ প্রধান।

দাসরাজগণের সময়েই দিল্লীর সিংহাসনে একজন মুসল-মান-রমণী অধিরোহণ করেন। অনুচরবর্গ ইঁহাকে সুলতান রজিয়া এই পুরুষোচিত উপাধি দিয়াছিল। ১২৯০ খৃষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত দাসরাজগণ রাজত্ব করিলে জলালউদ্দীন্ খিলজী দিল্লী অধিকার করেন। ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে মধ্য-এসিয়া হইতে মোগলগণ দুইবার দিল্লী আক্রমণ করে।

১৩২১ খৃষ্টাব্দে তোগলক বংশ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে এই রাজবংশের আদিপুরুষ গয়াসউদ্দীন্ তাৎকালিক দিল্লীর ৪ মাইল পূর্ব্বে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই তৃতীয় রাজধানীর দুর্গ, অট্টালিকা, রাজপথ প্রভৃতির সুস্পষ্ট ভগ্নাবশেষ বিস্তীর্ণস্থানে অদ্যাপি পড়িয়া আছে। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে গয়াসউদ্দীন্ পরলোকগত হইলে তৎপুত্র মহম্মদ তোগলক দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন। এই ব্যক্তি তিনবার সমস্ত দিল্লীবাসীর সহিত নিজ রাজধানী দাক্ষিণাত্যস্থিত প্রায় ৮০০ মাইল দূরবর্ত্তী দেবগিরি বা দৌলতাবাদ নগরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। সুদীর্ঘ পথ যাতায়াতে দিল্লীবাসিগণের কি কষ্ট হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাঞ্জিয়ার্স নিবাসী ইবন্ বতুতা ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে দিল্লী পরিদর্শন করেন। তিনি এই পরিত্যক্ত পুরীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শূন্য শূন্য অট্টালিকাদির সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে ফিরোজশাহ তোগলক নামে অপর একজন সম্রাট্ আর একবার দিল্লী রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। হুমায়ুনের সমাধি ও পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এই রাজধানী স্থাপিত হয়। এই নরপতির প্রাসাদের ভগ্নস্তূপমধ্যে বর্ত্তমান দক্ষিণ তোরণদ্বারের বাহিরে অশোকনির্ম্মিত স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভ ৪২ ফিট্ উচ্চ এবং ফিরোজশাহের লাট অর্থাৎ স্তম্ভ বলিয়া খ্যাত। গোলাপীরঙের এক খণ্ড প্রস্তরে এই স্তম্ভ গঠিত। ইহাতে পালিভাষায় এক লিপি উৎকীর্ণ আছে। প্রিন্সেপ সাহেব বহুযত্নে ও পরিশ্রমে তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। এই স্তম্ভ আদৌ দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ফিরোজশাহ খিজিরাবাদ হইতে ইহা আনাইয়া নিজ নব রাজপ্রাসাদে স্থাপন করেন।

১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে বিখ্যাত তৈমুরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণ করেন। মহম্মদ গুজরাটে পলায়ন করেন, দিল্লীসৈন্য প্রাচীরের নিকটেই তৈমুর কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। তৈমুর অরক্ষিত নগরে প্রবেশ করিলে ক্রমাগতঃ পাঁচ দিবস ধরিয়া লোমহর্ষণকারী হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। দিল্লীর রাস্তাঘাট মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অবশেষে নরশোণিতলোলুপ তৈমুরের উৎকট নরহত্যা লালসা পরিতৃপ্ত হইলে তিনি বহুসংখ্যক নরনারী বন্দী করিয়া এবং প্রভূত অর্থ লইয়া প্রস্থান করিলেন। প্রায় দুইমাস দিল্লী এইরূপ বিভীবিকাময় হইয়া রহিল, অবশেষে মহম্মদ তোগলক আসিয়া পুনরায় দিল্লীসাম্রাজ্য কথঞ্চিৎ অধিকার করিলেন। ১৪০২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ প্রাণত্যাগ করিলে সৈয়দবংশ দিল্লীর চতুর্দ্দিকস্থ সামান্যমাত্র প্রদেশে ১৪৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে লোদিবংশ রাজ্যাধিকার করিলে আগরা নগরে রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় মোগল সম্রাট্দিগের আদিপুরুষ বাবর অল্পসংখ্যক শিক্ষিত সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং লোদিবংশীয় শেষ রাজা ইব্রাহিম লোদিকে পানিপথের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। ইনি অধিকাংশ সময় আগ্রাতেই বাস করিতেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র হুমায়ুন দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের ভিত্তিতে পুরাণকিল্লা নামক দুর্গ নির্ম্মাণ কিম্বা সংস্কার করাইলেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে সেরশাহ্ হুমায়ুনকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লী নগর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করেন। ইহার নির্ম্মিত লালদরজা নামে একটী তোরণ অদ্যাপি জেলখানার সম্মুখে রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। সেরশাহের পুত্র সেলিমের নির্ম্মিত সেলিমগড় নামক দুর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন দিল্লী পুনরধিকার করেন, কিন্তু ছয়মাস মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার সমাধি মন্দির বিখ্যাত। তৎপরবর্ত্তী অকবর ও জাহাঙ্গীর আগরা, লাহোর অথবা আজমীরে বাস করিতেন। সুতরাং দিল্লী কিছুকাল হীনদশায় রহিল। অবশেষে সম্রাট্ শাহজাহানের সময়ে দিল্লী বর্ত্তমান সৌধমণ্ডলীতে সুশোভিত হইয়াছিল। ইনি নগরকে বর্ত্তমান পরিখাপ্রাচীরাদি দ্বারা সুরক্ষিত করেন এবং নিজ নামানুসারে ইহার নাম শাহজাহানাবাদ রাখেন। প্রসিদ্ধ জমা মস্জিদ ইহারই নির্ম্মিত, তদ্ভিন্ন ইনি যমুনা নদীর পশ্চিম খাল সংস্কার করেন। অরঙ্গজেবের সময় দিল্লী উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে ইহার যশঃসৌরভ দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিয়া য়ুরোপখণ্ডেও বিস্তৃত হইয়াছিল। অরঙ্গজেবের রাজসভার অলৌকিক বৈভব ও গৌরবরাশি ভ্রমণকারীদিগের মুখে শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উপন্যাসের ন্যায় দূরদেশে জনগণের ভয়-বিস্ময়-কৌতুহলোদ্দীপ্ত কর্ণকুহরে গীত হইত।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর গৃহবিবাদে শীঘ্রই মোগল সাম্রাজ্যের পতন হইতে লাগিল। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ দিল্লীর নিকট আগমন করে। তিন বৎসর পরে নাদিরশাহ সদর্পে এই নগরে প্রবেশ করেন। তৈমুরকৃত হত্যাকাণ্ডের আর একবার অভিনয় হইল। পূর্ণ আটান্ন দিন নাদির দিল্লীতে থাকিয়া

ধনী দরিদ্র সকলকেই সমভাবে লুণ্ঠন করেন, যতদিন এক কপর্দ্দক কোথাও ছিল, ততদিন তাঁহার লুণ্ঠন বন্ধ হয় নাই। অবশেষে নাদির প্রায় সর্ব্বসমেত ৯ কোটী টাকা এবং বিখ্যাত ময়ূরাসন লইয়া প্রস্থান করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ছয়মাসকাল ধরিয়া দিল্লীর রাস্তার মধ্যেই ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া হতভাগ্য রাজধানীকে শীঘ্র শীঘ্র অধঃপতনের চরম সীমায় আনয়ন করিল। এই সময় আহ্মদশাহ-দুরাণী দুইবার দিল্লী আক্রমণ করেন, আবার দুর্দ্দান্ত বর্গিসৈন্য কর্ত্তৃক ইহার উৎসন্নের পূর্ণতা সাধিত হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আলমগীর নিহত হইলেন। তাঁহার পর শাহ আলম্ নামে মাত্র সম্রাট্ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কিছুই ক্ষমতা রহিল না। আফগান ও মরাঠাগণ ক্রমান্বয়ে দিল্লী আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মরাঠাগণ শাহআলমকে দিল্লীতে স্থাপন করিল। কিন্তু ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা দিল্লীদুর্গ অধিকার করিল। সম্রাট্ সিন্ধিয়ার হস্তে বন্দী রহিলেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক মরাঠাদিগকে পরাজিত ও দিল্লী অধিকার করিয়া শাহআলমকে মুক্ত করিলেন। পর বৎসর হোলকর দিল্লী আক্রমণ করেন, কিন্তু রেসিডেণ্ট অক্টরলোনি অল্পমাত্র সৈন্য দ্বারা নগর রক্ষা করেন, অবশেষে লর্ড লেক গিয়া আক্রমণকারীদিগকে তাড়াইয়া দেন। এই বিজিত প্রদেশ প্রাসাদ ব্যতীত সমস্তই সম্রাটের নামে শাসিত হইত।

ইহার পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দিল্লীতে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে নাই। তৎপরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীযুদ্ধের সময় দিল্লীতে আর একবার পতনোন্মুখ মোগলাধিপত্য স্থাপিত হইল। ১০ই মে সন্ধ্যার সময়ে মিরাটের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং পরদিবস প্রাতঃকালে যমুনাপার হইয়া দিল্লীপ্রবেশের চেষ্টা করে। তচ্ছ্রবণে রক্ষি-সৈন্যের অধিনায়ক, কমিশনার এবং কালেক্টর সাহেব লাহোর ফটকের সমীপে উপস্থিত হইলে বিদ্রোহিগণ তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল, তৎকালে অধিকাংশ য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী নগর মধ্যে বাস করিত। তখন গৃহে গৃহে হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন ব্যাপার চলিতে লাগিল। বেলা ৮ ঘটিকার মধ্যেই অস্ত্রাগার এবং দুর্গ ব্যতীত সমস্ত সহর তাহাদিগের করতলগত হইয়া গেল। এই সংবাদ শীঘ্রই নগর বহিঃস্থ সেনানিবাসে পঁহুছিলে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে এক দল সিপাহী সৈন্য বিদ্রোহিদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। কিন্তু দিল্লীতে পঁহুছিবামাত্র তাহারা বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিয়া সেনা বিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিল। লেপ্টনাণ্ট উইলোবি অপর আট জন য়ুরোপীয়ের সাহায্যে বিলক্ষণ সাহসের সহিত অস্ত্রাগার রক্ষার নিমিত্ত বহুক্ষণ চেষ্টা করেন; অবশেষে হতাশ হইয়া অস্ত্রাগারের বারুদরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া পলায়ন করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে বারুদরাশি প্রজ্বলিত হওয়ায় ভীষণ শব্দে অস্ত্রাগার উড়িয়া গেল। পাঁচজন ইংরাজ এই ব্যাপারে বিনষ্ট হইল, অবশিষ্ট চারিজন পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। দুর্গ ও সেনানিবাসের সিপাহীসৈন্য মিরাট হইতে গোরা পল্টন আসিবার আশঙ্কায় এ পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট ছিল। সন্ধ্যার সময়ে তাহারাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং য়ুরোপীয়দিগের স্ত্রী, পুরুষ, বাল, বৃদ্ধ, যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকেই বধ করিতে লাগিল। অতি অল্প য়ুরোপীয় পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগেরও অনেকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। ঐ দিবস সন্ধ্যার পরে দিল্লীতে ইংরাজশাসনের সমস্ত চিহ্ন একবারে বিলুপ্ত হইল।

এইরূপে মোগল সাম্রাজ্যের আর একবার অভ্যুত্থান হয়। কিন্তু এই দৈবাগত স্বাধীনতা সম্রাট্‌কে অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে ইংরাজ সৈন্য বদলি-কা-সরাইয়ের যুদ্ধে সিপাহীদিগকে পরাস্ত করে। ঐ দিবসেই সন্ধ্যার সময় তাহারা বিদ্রোহীদিগকে সেনা-নিবাস হইতে তাড়াইয়া নগরবহিঃস্থ উচ্চভূমিতে ছাউনি স্থাপন করে। তিন মাস অবরোধের পর ইংরাজসৈন্য পুনরায় দিল্লী হস্তগত করিল। সম্রাট্ পলায়ন করিয়া হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরে আশ্রয় লয়েন, কিন্তু পরদিবস ইংরাজ হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। সামরিক-আইনে তাঁহার বিচার হইল এবং বিচারে বিদ্রোহের উত্তেজনা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তিনি চিরকালের জন্য রেঙ্গুণ নগরে নির্ব্বাসিত হইলেন। তথায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে দিল্লীর মোগলসম্রাটের নামও অবসান হইল।

দিল্লী পুনরায় ইংরাজাধিকৃত হইলে কিছুকাল উহা সামরিক বিভাগের শাসনাধীনে রহিল। ঐ সময়ে দিল্লীবাসিগণ সুযোগ পাইলেই য়ুরোপীয় সৈনিকদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিল, প্রতিকারের জন্য ইংরাজ-সেনানী সমস্ত অধিবাসীদিগকে কিছুদিনের জন্য দিল্লী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। হিন্দুগণ অল্পদিন পরেই নগর প্রবেশ করিতে অনুমতি পাইল বটে, কিন্তু মুসলমানগণ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত পূর্ব্বরূপ কঠোরভাবে বিতাড়িত রহিল। ঐ তারিখে দিল্লীনগর সামরিক-শাসন বিভাগ হইতে সাধারণ

শাসন বিভাগের অন্তর্গত হইল। তদবধি দিল্লীতে একরূপ শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং ইহার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি মহারাণী ভারতেশ্বরীর ঘোষণা পত্র পাঠ করিবার জন্য এই দিল্লীনগরেই দরবার হয় এবং ঐ দরবারে ভারতীয় সমস্ত প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণ গৃহ সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান। দিল্লী ইন্‌ষ্টিটিউট—ইহা সাধারণের নিকট সংগৃহীত চাঁদা দ্বারা গবর্মেণ্ট সাহায্যে নির্ম্মিত। ইহাতে দরবারহল, যাদুঘর, পুস্তকাগার, পাঠাগার, ষ্টেসন সংক্রান্ত ঘর, বক্তৃতা দিবার রঙ্গমঞ্চ ও বল নাচের ঘর, এই কয়েকটী বিভাগ আছে। মিউনিসিপাল সভা ও অনররি মাজিষ্ট্রেটগণের বৈঠক উক্ত দরবার হলে হইয়া থাকে। সরকারী আফিস সকল, জেলা আদালত, কোষাগার, তহসিলী পুলিস আফিস, ডিষ্ট্রিক্ট জেল, পাগ্‌লা গারদ, হাঁসপাতাল ও দাতব্যঔষধালয় আছে। সদাব্রত-গৃহ সাধারণের প্রদত্ত চাঁদা ও মিউনিসিপালিটীর সাহায্য দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে ৪টী গির্জ্জা আছে। দিল্লী কলেজ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়, সাধারণের চাঁদায় ইহা চলিত। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ফজলআলি খাঁ এককালীন ইহাতে ১,৭০,০০০ টাকা দান করেন। এখন দিল্লীতে বহুসংখ্যক ছাপাখানা হইয়াছে।

দিল্লীনগরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া, পঞ্জাব ও রাজপুতানা ষ্টেট্ এই তিনটী রেলপথেরই ষ্টেসন আছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোড এবং অন্যান্য অনেকগুলি সুন্দর রাজপথ দিল্লী হইতে চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান স্থানে গিয়াছে। তদ্ভিন্ন যমুনা দিয়াও নৌকাদি যাতায়াত করে। সুতরাং দিল্লীতে কি জলপথ কি স্থলপথ কি রেলপথ সকল দিয়া বাণিজ্যের সুবিধা আছে। অদ্যাপি এস্থান কলিকাতা, বোম্বাই, রাজপুতানা প্রভৃতির সহিত বিস্তীর্ণ বাণিজ্যের একটী কেন্দ্রস্থল। আমদানীর মধ্যে নীলবড়ী, রাসায়নিক নানাবিধ ঔষধাদি, তুলা, রেসম, সূত্র, গোধূম, সর্ষপাদি শস্য, ঘৃত, লবণ, নানাবিধ ধাতু, শৃঙ্গ, চর্ম্ম এবং বিলাতী কাপড় প্রধান। এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশ আবার তথা হইতে নানাস্থানে রপ্তানি হয়; অধিকন্তু তামাক, চিনি, তৈল, স্বর্ণরৌপ্যের বিবিধ অলঙ্কার ও জরি প্রভৃতিও রপ্তানি হইয়া থাকে। ঝিন্দ, কাবুল, অল্‌বার, বিকানীর, জয়পুর এবং দোয়াব ও পঞ্জাবের সমস্ত নগরে দিল্লী-সওদাগরগণ বাণিজ্য করিয়া থাকে। বেঙ্গল এণ্ড দিল্লী ব্যাঙ্ক য়ুরোপীয় মূলধনে স্থাপিত। তুলার সওদাগরদিগের অনেকের এখানে এজেণ্ট আছে। চাঁদনী চক কারবারের প্রধান আড্ডা, এখানে সারি সারি নানাবিধ পণ্য পরিপূর্ণ বহুসংখ্যক আপণশ্রেণী দর্শকের মনোহরণ করে। শিল্পজাতের মধ্যে দিল্লীর স্বর্ণরৌপ্যাদির সূক্ষ্মতার নির্ম্মিত পুষ্পাদি প্রধান। কিন্তু এখন বিলাতী দ্রব্যের অনুকরণ অতিশয় প্রবল হওয়ায় ঐ সকলের কল্পনা-চাতুর্য্য ও সৌন্দর্য্য অনেক কমিয়া যাইতেছে। মোগলরাজবংশের লোপ হওয়াতেও এই শিল্প উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্জাবের মধ্যে দিল্লীনগরে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর মস্‌লিন প্রস্তুত হয়, তদ্ভিন্ন এখানে উৎকৃষ্ট শাল, নানাবিধ খোদাই ও চিকনদাজি, কাচমণ্ডিত মাটীর বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। চাঁদনীচকে মণি জহরত প্রভৃতির বহুসংখ্যক সওদাগর আছে। দিল্লীর মিউনিসিপালিটী প্রথমশ্রেণীর মধ্যে গণনীয়।

দিল্লীর প্রত্যেক প্রাচীন সৌধমন্দিরাদি এবং অন্যান্য স্থানের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিতে গেলেও এক প্রকাণ্ড বহি হইয়া পড়ে, সুতরাং এস্থলে প্রধান প্রধান স্থান ও অন্যান্য কীর্ত্তিকলাপের নামের কেবল এক তালিকামাত্র দেওয়া গেল। যথা—তোগলকাবাদ, তোগলকের সমাধি, হাজার-সতুন, আদিলাবাদ, মন্দিরকক্ষা, রোসন চিরাগ, সুলতান বহ্‌লোল লোদির সমাধি, সাতপাল্লা বাঁধ, খিড়কি মস্‌জিদ, দর্গা য়ুসুফ কোটাল, দর্গা সেখ সলাউদ্দীন্, পাঁচবুরুজ কাঞ্চন সরাই, লঙ্গরখাঁর সমাধি, বস্তিবাউড়ি, খিজিরের গুম্বজ ওকলা, বড় পাল্লা, খান্‌ইখাঁনানের সমাধি, নীলগুম্বজ, হুমায়ুনের সমাধি ও তন্মধ্যস্থ অপর একটী কবর, আরব-কি-সরাই, দরজা মন্দি, ইসা খাঁর সমাধি ও মস্‌জিদ, দর্গা নিজামুদ্দীন্, খিজর খাঁর মস্‌জিদ, দিল্লীর শেষ সম্রাট্‌গণের সমাধি, দর্গা আমীর খুস্‌রু, রাজাখাঁর সমাধি, চৌষট্‌খম্বা, লালমহল, সৈয়দ আবিদের সমাধি, লালবাঙ্গলা, পুরাণকিল্লা, খাসমহল, নীলছত্রি, সিরমন্দিল, কিল্লাকোণমস্‌জিদ, কাবুলফটক, ফিরোজশাহের কোতেলা, অশোকের স্তম্ভ, কুশাক-শিকার, চৌবুরুজী, ভূভুলিঙ্গ, ফিরোজশাহের কোতেলার দক্ষিণে লিপিযুক্ত একটী মস্‌জিদ, পুরাণকিল্লার সন্নিকট নগরতোরণ ও ইহার নিকটবর্ত্তী লিপিযুক্ত মস্‌জিদ, কোশমিনার, মস্‌জিদ কুতব-উল্-ইস্‌লাম, লোহস্তম্ভ, অসম্পূর্ণ মিনার, বৃহৎমিনার বা লাট, কুশাক সবুজ, আল্‌তামাসের সমাধি, আলাউদ্দীন্ খিলজীর সমাধি, আলাই দরজা, ইমাম্ জামিনের সমাধি, মহম্মদকুলিখাঁর সমাধি, রাজন-কা-বইন, মৌলানা জমালের সমাধি ও মস্‌জিদ, গয়াস্‌উদ্দীন্ বলবনের সমাধি, শামশি হৌজ ও নিকটস্থ মন্দির, দর্গা কুতবউদ্দীন্, বখ্‌তিয়ার কাকি ও মস্‌জিদ, মতি মস্‌জিদ, আদমখাঁর সমাধি, যোগমায়া, অনঙ্গপালের লালকোট ও

আলাউদ্দীন্ কৃত উহার বিস্তার, কিল্লা রায় পিথোরা, হাজিবাবা রোসেবির সমাধি, সুলতান গারির সমাধি, হৌজ খাস, ফিরোজশাহের গোর ও সন্নিহিত ইদ্‌গা, পাহাড়ের উপরিস্থ সুলতান গারির সমাধির ভগ্নাবশেষ, কিস্‌বায়েন, মহীপালপুর, মাল্‌চা, বদি-মঞ্জিল বা বিজয়মন্দির, মস্‌জিদ বেগমপুর, মঠকি মস্‌জিদ, তিরহোন্‌জা, মুবারকপুর কোতেলা সমাধি, বুরুজ্, কাসা হজরত ফতেশা, খয়েরপুরে সমাধি ও মস্‌জিদ, সেকন্দর লোদির সমাধি, যন্ত্র-মন্ত্র, কদম শরিফী, মহল ভুলি ভাতিয়ারি, মস্‌জিদ সরহিন্দি, নিগমবোধঘাট, দিল্লীদুর্গস্থ সৌধমালা, জমা মস্‌জিদ, কালা বা কলান মস্‌জিদ, দর্গা শাহ তুর্কমান, মস্‌জিদ অকবরবাড়ী, সোণালী মস্‌জিদ, জিনৎ উল্ মস্‌জিদ, শরিফ উদ্দৌলার মস্‌জিদ, ফতেপুরী মস্‌জিদ, পঞ্জাবী কাট্‌রা মস্‌জিদ, ফকুর-উল্-মস্‌জিদ, গাজিউদ্দীনের মাদ্রাসা, সোণালী মস্‌জিদ কোতোয়ালী, ঔকপুর ও সূর্য্য-কুণ্ড, সেলিমগড় ও দুর্গ মধ্যবর্ত্তী সেতু, জাহাঁপানা, দিল্লী শিরসা, ফিরোজাবাদ, সিরি, কিলোকড়ি ইত্যাদি।

দিব্ (স্ত্রী) দীব্যন্ত্যত্র দিব বাহু' আধারে ডিব্। ১ স্বর্গ। ২ আকাশ। ৩ দিন। "দিবীব চক্ষুরাততম্" (ঋক্ ১৷২২৷৫)

দিব (ক্লী) দীব্যন্ত্যস্মিন্ দিব ঘঞর্থে অধিকরণে ক। ১ স্বর্গ। ২ আকাশ। ৩ দিন। ৪ বন।

দিবক্ষস্ (ত্রি) ১ স্বর্গীয়। (পুং) ২ ইন্দ্র।

দিবঙ্গম (ত্রি) দিবং আকাশং স্বর্গং বা গচ্ছতি দিব বাহু' খচ্ মুম্। ১ আকাশগামী। ২ স্বর্গগামী। "দিবঙ্গমং রুরোধাথ মার্গং ভীমস্ত কারণাৎ।" (ভারত বন' ১৪৬ অঃ)

দিবন্ (পুং) দীব্যত্যস্মিন্নিতি দিব-কনিন্ (কনিন্ যু বৃষীতি। উণ্ ১৷১৫৬) দিন।

দিবস (পুং ক্লী) দীব্যত্যত্র দিব অসচ্' কিচ্চ (দিবঃ কিৎ। উণ্ ৩৷১২১) দিন।

"দ্রাঘয়তাদিবসানি ত্বদীয় বিরহেণ তীব্রতাপেন।
গ্রীষ্মেণেব নলিন্যা জীবনমন্নীকৃতং তস্যাঃ॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৬৩৯)

দিবসকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্ দিবসস্ত করঃ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিবসকৃৎ (পুং) দিবসং করোতি কৃ-কিপ্ তুগাগমঃ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিবসনাথ (পুং) দিবসস্ত নাথঃ। সূর্য্য।

দিবসভর্ত্তৃ (পুং) দিবসস্ত ভর্ত্তা। সূর্য্য।

দিবসমুখ (ক্লী) দিবসস্ত মুখং। প্রভাত, প্রাতঃকাল।

দিবসমুদ্রা (স্ত্রী) একদিনের বেতন।

দিবসবিগম (পুং) দিবসস্ত বিগমঃ। দিবাবসান, দিবসাত্যয়, সায়ংকাল, সন্ধ্যাকাল।

দিবসান্তর (ত্রি) অন্যৎ দিবসং। অন্যদিন। "গর্ভস্থো বা প্রসূতো বাপ্যথবা দিবসান্তরঃ।" (ভারত ১১৷৯৮)

দিবসেশ্বর (পুং) দিবসস্ত ঈশ্বরঃ। দিবসের প্রভু, সূর্য্য।

দিবস্পতি (পুং) দিবঃ পতি অলুক্‌সমাসঃ। ত্রয়োদশ মন্বন্তরের ইন্দ্র।

দিবস্পুত্র (পুং) দিব আকাশস্ত পুত্রবৎ প্রিয়ঃ বা দিবঃ পুরু ত্রায়তে ত্রৈ-ক, পৃষো' সাধু। ১ দ্যুলোকপ্রিয়। ২ দ্যুলোক-পালক সূর্য্য।

"দিবস্পুত্রায় সূর্য্যায় শংসত।" (শুক্ল যজু' ৪৷৩৫)

'দিবস্পুত্রায় দ্যুলোকস্ত পুত্রবৎ প্রিয়ায় দ্যুলোকাদ্ধি সূর্য্যো জায়তে দিব পুরু ত্রায়তে স ইতি দিবস্পুত্রায় দিবঃ পালকায়।' (দেবদীপ)

দিবস্পৃথিবী (স্ত্রী) দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ দিবো দিবসাদেশঃ। (দিবসশ্চ পৃথিব্যাং। পা ৬৷৩৷৩০) স্বর্গ ও ভূমি। এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। "রজসঃ সুদংসসংদিবস্পৃথিব্যাঃ।" (ঋক্ ২৷২৷৩)

দিবস্পৃশ্ (পুং) স্পৃশতি স্পৃশ-ক্বিন্ দিবঃ স্পৃক্ ৬তৎ। ১ পাদ দ্বারা স্বর্গস্পর্শী বিষ্ণু, যিনি পা দিয়া স্বর্গ স্পর্শ করিয়াছিলেন। ভগবান্ বামনাবতারে পাদ দ্বারা স্বর্গ লোক স্পর্শ করিয়াছিলেন। "পাদোঽস্ত সর্ব্বাভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি।" (ছান্দো' উ') ২ আকাশস্পর্শী শব্দাদি।

দিবা (অব্য) দিব-কা। দিবস।

"পশ্চিমাস্ত সমাসীনো মলং হস্তি দিবাকৃতং।" (মনু)

দিবাই, উত্তর পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত বুলন্দসহর জেলার একটী বর্দ্ধিষ্ণুসহর ও বাণিজ্যস্থান। অক্ষা' ২৮° ১২´ উঃ, দ্রাঘি' ৭৮° ১৮´ ৩৫´´ পূঃ। এই সহর বুলন্দসহরের ২৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। কথিত আছে, ধুন্ধগড় নামক একটী প্রধান রাজপুত রাজধানীর উত্তরে ১০২৯ খৃষ্টাব্দে এই সহর স্থাপিত হয়। সম্প্রতি অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলপথ এই স্থান দিয়া গমন করাতে ইহার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। কাসের দিবাই নামে উক্ত রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। প্রতি সোমবার দিবাই সহরে একটী হাট বসিয়া থাকে। ঐ হাট জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

দিবাকর (পুং) দিবা দিনং করোতীতি কৃ-ট। (দিবাবিভেতি। পা ৩৷২৷২১) ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ কাক। ৪ পুষ্পবিশেষ।

দিবাকর, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এই কয়জন উল্লেখযোগ্য।

১ দিনকরের পুত্র, দানদিনকর-রচয়িতা

২ বৃত্তরত্নাকরের টীকাকার, মল্লিনাথ শিশুপালবধের টীকায় ঐ টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩ প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্, কোন কোন গ্রন্থে ইহার নামান্তর 'দিনকর' লিখিত আছে। ইনি নৃসিংহের পুত্র, কৃষ্ণ দৈবজ্ঞের পৌত্র এবং দিবাকরের প্রপৌত্র। ইনি তত্ত্বচিন্তামণি নামে গণিত জ্যোতিষ, জাতকপদ্ধতি, জাতকপদ্ধতিপ্রকাশ, পদ্মজাতক, কেশবপদ্ধতির প্রৌঢ়মনোরমা নামে টীকা, মকরন্দবৃন্দাবন, রথোদ্ধতা নামে বর্ষগণিতপদ্ধতি, বর্ষতন্ত্র, শ্রীপতিপ্রকাশ, গণিতামৃতসারণী, জাতকপদ্ধত্যুদাহরণ, রামবিনোদপ্রকাশপদ্ধতি, দিবাকরী এবং ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে গোপীরাজমতখণ্ডন নামে জ্যোতিগ্রর্ন্থ প্রণয়ন করেন।

৪ একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত। মহাদেবভট্টের পুত্র ও গঙ্গার গর্ভজাত। ইহার পিতামহের নাম বালকৃষ্ণ, প্রপিতামহের নাম মহাদেব এবং বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম নারায়ণ। ইহার পুত্রের নাম বৈদ্যনাথ।

ইনি ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মশাস্ত্রসুধানিধি নামে এক বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ (আচারার্ক, তিথ্যর্ক প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত), প্রায়শ্চিত্তমুক্তাবলী ও প্রায়শ্চিত্তমুক্তাবলীপ্রকাশ, মন্ত্রমার্ত্তণ্ড, শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা এবং ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে বৃত্তরত্নাকরাদর্শ রচনা করেন।

৫ মহাদেবভট্টের পুত্র ও রামেশ্বর ভট্টের পৌত্র, ইহার উপনাম 'কাল'। ইনি পূর্ব্বোক্ত দিবাকরের মাতা গঙ্গার খুল্লপিতামহ। ইনি দানচন্দ্রিকা ও স্মার্ত্তপ্রায়শ্চিত্ত রচনা করেন।

৬ পদ্যাবলীধৃত একজন বিখ্যাত কবি।

দিবাকর দত্ত, সূক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন সংস্কৃত কবি।

দিবাকরবৎস, কক্ষ্যামালাস্তোত্র এবং বিবেকজ্ঞান নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা। শেষোক্ত গ্রন্থ অভিনবগুপ্তের ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাসূত্রবিমর্শিনীবৃত্তিতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

দিবাকরসুত (পুং) দিবাকরস্য সুতঃ। সূর্য্যপুত্র শনি, যম, কর্ণ, সুগ্রীব। স্ত্রিয়াং টাপ্। যমুনা, তপতী।

দিবাকীর্ত্তি (পুং) দিবা দিবসে এব কীর্ত্তির্যস্য, রাত্রৌ ক্ষৌরকর্ম্মনিষেধাৎ। ১ নাপিত। ২ চাণ্ডাল।

"রাত্রৌ ন বিচরেয়ুস্তে গ্রামেষু নগরেষু চ।
দিবা চরেয়ুঃ কার্য্যার্থং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ॥" (মনু ১০।৫৪)

নাপিতগণ রাজার শাসনানুসারে গ্রাম এবং নগরে কার্য্যের নিমিত্ত দিবাভাগে বিচরণ করিবে, রাত্রিতে কদাপি কার্য্যের জন্য গমন করিবে না। নাপিত, চাণ্ডাল প্রভৃতিকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়।

"দিবাকীর্ত্তিমুদক্যাঞ্চ পতিতং সূতিকাং তথা।
শবন্তৎ স্পৃষ্টিনঞ্চৈব স্পৃষ্ট্বা স্নানেন শুধ্যতি॥" (মনু ৫।৮৫)

দিবা অকীর্ত্তির্যস্য। উলূক, পেচক। দিবসে ইহাদিগের নাম উচ্চারণ করিলে ইহাদের ভক্ষদ্রব্য তিক্ত হয়, এইরূপ লোক প্রবাদ আছে, এইজন্য দিবাভাগে ইহাদের নাম করিতে নাই।

দিবাকীর্ত্ত্য (ক্লী) দিবা দিবসে কীর্ত্ত্যং কীর্ত্তনীয়ং। বর্ষসাধ্য গবানয়ন যজ্ঞে দুই মাসষট্‌কের মধ্যে বিষুব নামক দিনে গেয় সামভেদ, অর্থাৎ বর্ষসাধ্য গবানয়ন যজ্ঞে বিষুবসংক্রান্তির দিন যে সাম গান করা যায়, তাহার নাম দিবাকীর্ত্ত্য।
"দিবাকীর্ত্ত্যসামা ভবতি" (তাণ্ড্যব্রা° ৪।৬।১২)
'দিবাকীর্ত্ত্যানি শুক্রিয়ানি সামানি তস্মিন্ প্রযুজ্যন্তে ইতি দিবাকীর্ত্ত্যসামা অয়ং বিষুবান্ দিবাকীর্ত্ত্যসামা কার্য্যঃ' (ভাষ্য)

দিবাচর (পুং) দিবা চরতীতি চর-ট। ১ পক্ষী। ২ চণ্ডাল।

দিবাচারিন্ (ত্রি) দিবা-চরতি চর-ণিনি। দিবসসঞ্চারীভূত।
"সর্ব্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ দিবাচারিভ্যঃ" (আশ্বলায়নগৃহ্য ১।২৯)

দিবাতর (ক্লী) অতিশয়েন দিবা প্রকাশকং তরপ্। অত্যন্ত প্রকাশক দিবা। "যঃ সুহূর্গতরো দিবাতরাৎ প্রায়ুষে দিবাতরাৎ" (ঋক্ ১।১২৭।৫)

দিবান্ধ (পুং স্ত্রী) দিবা দিবসে অন্ধঃ। ১ পেচক। ২ দিবসান্ধ প্রাণিমাত্র।
"দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিৎ রাত্রাবন্ধাস্তথা পরে।" (দেবীমা°)
(স্ত্রী) ৩ বল্গুলাপক্ষী।

দিবান্ধকী (স্ত্রী) দিবান্ধ স্বার্থে-ক গৌরা° ঙীষ্। ছুছুন্দরী, ছুচা।

দিবাপৃষ্ঠ (পুং) সূর্য্য।

দিবাপ্রদীপ (পুং) কুৎসিত মনুষ্য।

দিবাভীত (পুং স্ত্রী) দিবা দিবসে ভীতঃ। ১ পেচক
"লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারং" (কুমার)
স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (পুং) ২ কুমুদাকর। ৩ চৌর। (মেদিনী)

দিবাভীতি (স্ত্রী) দিবা দিবসে ভীতির্ভয়ং যস্য। ১ পেচক। (ত্রি) ২ দিবস ভীতিযুক্ত।

দিবাভূত (ত্রি) দিবার ন্যায় আলোকযুক্ত।

দিবামণি (পুং) দিবা দিবসস্য মণিরিব। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিবামধ্য (ক্লী) দিবা দিবসস্য মধ্যং। মধ্যাহ্ন।

দিবাবসু (পুং) দিবা বসুঃ কিরণো যস্য। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। দীব্যতি দিব-কিপ্ তেৌঃ আবসুঃ হবিরস্য বা দিবমাবসতি বস-উন্। ১ দীপ্তহবিষ্ক। ২ দ্যুলোকবাসী ইন্দ্র।
"দিবং যয় দিবাবসো" (ঋক্ ৮।৩৪।১)

দিবাশয় (পুং) দিবা দিবসে শেতে শী-অচ্। ১ দিবাস্বাপযুক্ত, যাহারা দিনে শয়ন করে। ২ দিবসে অপ্রকাশযুক্ত।

"ন যে দিবাশয়াঃ পুত্রা ন রাত্রৌ দধিভোজিনঃ।
গুর্ব্বিণীং নানুগচ্ছন্তি ন স্পৃশন্তি রজস্বলাং ॥" (জৈমিনি ভারত)

দিবাসঞ্চর (ত্রি) দিবা দিবসে সঞ্চরতি সম্-চর-ট। দিবসচারী প্রাণিভেদ, পর্য্যায়—শ্যামা, শ্যেন, শশঘ, বঞ্জুল, শিখী, শ্রীকর্ণ, চক্রবাক, চাষ, অণ্ডীরক, খঞ্জরীট, শুক, ধ্বাঙ্ক্ষ, ত্রিবিধ কপোত, ভারদ্বাজ, কুলাল, কুক্কুট, খর, হারীত, গৃধ্র, কপি, ফেণ্ট, পূর্ণকূট ও চটক এই সকল পক্ষী দিবাচর।
(বৃহৎসংহিতা ৮৮।১)

দিবাস্বপ্ন (পুং) দিবা দিবসে স্বপ্নঃ। দিবানিদ্রা।
"দিবাস্বাপং ন কুর্ব্বীত যতোঽসৌ স্যাৎ কফাবহঃ।
গ্রীষ্মবর্জ্জেষু কালেষু দিবাস্বাপো নিষিধ্যতে ॥
উচিতো হি দিবাস্বপ্নো নিত্যং যেষাং শরীরিণাং।
বাতাদয়ঃ প্রকুপ্যন্তি তেষামস্বপতাং দিবা ॥" (ভাবপ্র॰)
দিবসে নিদ্রা যাইবে না, কারণ দিবানিদ্রা কফকারক। কিন্তু গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা দ্বারা কোন দোষ হয় না। গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অপর ঋতুতে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। যাহাদের প্রত্যহ দিবানিদ্রা যাওয়া অভ্যাস, তাহারা দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ কুপিত হয়। যে সকল ব্যক্তি ব্যায়াম বা স্ত্রীপ্রসঙ্গ দ্বারা অথবা পথ পর্য্যটনে ক্লান্ত, এবং অতিসার, শূল, শ্বাস, পিপাসা, হিক্কা, বায়ুরোগ, মদাত্যয় ও অজীর্ণ এই সকল রোগে আক্রান্ত, অথবা ক্ষীণদেহ, ক্ষীণ কফ, শিশু, বৃদ্ধ ও যাহারা রাত্রিজাগরণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে দিবানিদ্রা হিতকারক। যে দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণে অভ্যস্ত, তাহার দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণে কোন দোষ হয় না। (ভাবপ্র॰) [নিদ্রা দেখ।]
দিবানিদ্রা কামজ ব্যসন মধ্যে গণ্য।
"মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকোগণঃ ॥" (মনু)

দিবাস্বাপ (পুং) দিবা দিবসে স্বাপঃ ৭তৎ। দিবানিদ্রা।
[দিবাস্বপ্ন দেখ।]

দিবাস্বাপা (স্ত্রী) বল্গুলা পক্ষী। (রাজনি॰)

দিবি (পুং) দীব্যতীতি দিব্য ক্রীড়ায়াং দিব-ইন্-সচ কিৎ। (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) চাষ পক্ষী।

দিবিক্ষয় (ত্রি) স্বর্গবাসী।

দিবিক্ষিৎ (ত্রি) দিবি ক্ষয়তি ক্ষি-কিপ্ তুকাগমঃ, অলুক্ সমাসশ্চ। স্বর্গবাসী। "সূর্য্যামাসাবিচরন্তা দিবিক্ষিতা" (ঋক্ ১০।৯২।১২) 'দিবিক্ষিতা দিবি বসন্তৌ' (সায়ণ)

দিবিগত (ত্রি) দিবি গতঃ অলুক্ সমাসঃ। স্বর্গগত। "সহিতো তত্র সংভাবো যথা দিবিগতো তথা।" (হরিব॰)

দিবিচর (ত্রি) দিবি আকাশে চরতীতি চর-ট। আকাশচারী, স্বর্গচারী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

দিবিচারিন্ (ত্রি) দিবি চরতি চর-ণিনি। আকাশচারী, স্বর্গচারী।

দিবিজ (পুং) দিবি জায়তে জন-ড, অলুক্ সমাসঃ। দ্যুলোকজাত, স্বর্গজাত, যাহারা স্বর্গে জন্মিয়াছেন।
"বৃষা আবো দিবিজা ঋতে নাবিক্তথানা।" (ঋক্ ৭।৭৫।১)
বিকল্পে অলুক্ সমাস হয়, কিন্তু বিকল্প স্থানে অলুক্ না হইলে দ্যুজ এইরূপ পদ হইবে।

দিবিজাত (ত্রি) দিবিজাতঃ অলুক্ সমাসঃ। স্বর্গজাত, আকাশজাত।

দিবিতা (স্ত্রী) দীপ বাহু॰ ইতচ্ পৃষো॰ সাধুঃ। দীপ্তি।
"গ্রাবাণো বাচা দিবিতা দিবিত্মতা।" (ঋক্ ১০।৭৬।৬)
'দিবিতায়াং দীপ্তিমত্তায়াং।' (সায়ণ)

দিবিত্মৎ (ত্রি) দীপ্তিমৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দীপ্তিযুক্ত।
"মহারায়ে দিবিত্মতে" (ঋক্ ৪।৩১।১১) 'দিবিত্মতে দীপ্তিমতে' (সায়ণ)

দিবিযজ্ (পুং) দিবি দ্যুলোকে স্থিতান্ ইন্দ্রাদীন্ যজতে যজ-ক্বিপ্, অলুক্ সমাসঃ। দ্যুলোকস্থিত দেবযাজী, যাহারা স্বর্গলোকে থাকিয়া দেবতাদিগের যাগ করে। "হোতারো ন দিবিযজোমন্দ্রতমাঃ।" (ঋক্ ৯।৯৭।২৬) 'দেবানিন্দ্রাদীন্ স্তুবন্তোঽবং দিবিযজো দিবি দ্যুলোকে স্থিতান্ ইন্দ্রাদীন্ দেবান্ যজন্তঃ' (সায়ণ)

দিবিযোনি (ত্রি) স্বর্গজন্মা।

দিবিরথ (পুং) ১ পুরুবংশে ভূমন্যুপুত্র নৃপভেদ। (ভারত ৯৪ অঃ) ২ অঙ্গদেশাধিপতি দধিবাহনের পুত্র। (হরিবংশ ৩১ অঃ)

দিবিশ্রিৎ (ত্রি) স্বর্গে বাসকারী।

দিবিষদ্ (পুং) দিবি সীদতীতি সদ-ক্বিপ্ সপ্তম্যা অলুক্ যত্বঞ্চ। দেবতা, যাহারা স্বর্গে বাস করেন। "পৃথিবীসদং ত্বান্তরিক্ষসদং দিবিসদং দেবসদং নাকসদং" (শুক্লযজুঃ ৯।২)

দিবিষ্টম্ভ (ত্রি) স্বর্গে স্থাপনীয়।

দিবিষ্টি (স্ত্রী) যাগ, যজ্ঞ।

দিবিষ্ঠ (ত্রি) দিবি স্বর্গে তিষ্ঠতি স্থা-ক-অলুক্ সমাসঃ ততো যত্বং। ১ স্বর্গস্থ, যাহারা স্বর্গে অবস্থান করে। ২ অন্তরীক্ষস্থিত। কোন কোন স্থলে অকৃতযত্ব, অর্থাৎ যত্ব হয় নাই এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, সেই স্থলে দিবিস্থ এইরূপ হয়।
"নত্বা দিবিস্থাং ত্রিদশাংস্ত্রিঃ পরীত্য
বিবেশ বহ্নিং ধ্যায়তী ভর্তৃপাদং।" (ভাগবত ৪।২৩।২২)

দিবিসদ্ [দিবিষদ্ দেখ।]

দিবিস্পৃশ্ (ত্রি) দিবি স্পৃশতি কিন্, ন যত্বং। দ্যুলোক-স্পর্শী, যাহারা স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়া থাকে। "আহি স্বাথো দিবিস্পৃশং।" (ঋক্ ৪।৪৬।৪)

দিবী (স্ত্রী) দিব বাহু° ঈ। উপজিহ্বিকা কীট।

দিবেদিবে (অব্য) দিব বাহুলকাৎ দ্বিত্বঞ্চ। দিবস।

দিবোকস্ (পুং) দ্যৌঃ স্বর্গঃ আকাশো বা ওকো যস্য ১ দেবতা। ২ চাতক পক্ষী। (ত্রি) ৩ আকাশবাসী।

দিবোজা (ত্রি) দিবো জায়তে জন-ড, বাহু° অলুক্ সমাসঃ। দ্যুলোক হইতে জাত, যাহারা স্বর্গলোক হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

"এষা স্যানো দুহিতা দিবোজাঃ।" (ঋক্ ৬।৬৫।১)

দিবোদাস (পুং) দিবঃ স্বর্গাৎ দাসো দানং যস্মৈ। ১ বধ্র্যশ্বের পুত্রভেদ।

ব্রহ্মর্ষি ইন্দ্রসেনার বধ্র্যশ্ব নামে এক পরাক্রমশালী পুত্র হয়, এই বধ্র্যশ্ব হইতে মেনকার গর্ভে দুই যমজ সন্তান জন্মে, একটী পুত্র ও অপরটী কন্যা, পুত্রের নাম রাজর্ষি দিবোদাস, কন্যার নাম যশস্বিনী অহল্যা। দিবোদাসের মহর্ষি মিত্রযু নামে এক পুত্র হয়। (হরিবংশ ৩২ অঃ) ২ মনুবংশীয় রিপুঞ্জয়াখ্য নৃপভেদ, মহামতি রিপুঞ্জয় অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীধামে কঠোর তপঃসাধন করেন, ব্রহ্মা ইহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ইহার নিকট উপস্থিত হইয়া সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক বর দেন এবং ইহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'রিপুঞ্জয় তুমি এই পৃথিবী পালন কর, নাগরাজ অনঙ্গমোহিনী নামে কন্যা প্রদান করিতেছেন; ইনি তোমার পত্নী হইবেন। দেবতাগণ তোমাকে স্বর্গ হইতে কুসুম এবং রত্ন সকল প্রদান করিবেন। এই জন্য তুমি দিবোদাস নামে বিখ্যাত হইবে।'

"দিবোঽপি দেবা দাস্যন্তি রত্নানি কুসুমানি চ।
প্রজাপালনসন্তুষ্টা মহারাজ ! প্রতিক্ষণং।
দিবোদাস ইতি খ্যাত মতো নাম ত্বমাপ্স্যসি॥"
(কাশীখণ্ড ৪৭ অঃ)

'আমার বরপ্রভাবে তুমি অতিশয় বলশালী হইবে।' লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ বর দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন, দিবোদাসও কাশীতে অবস্থান করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে থাকেন। [কাশী দেখ।]

দিবোদাস চন্দ্রবংশীয় ভীমরথের পুত্র, ইহার পুত্রের নাম সুদাস ও প্রতর্দ্দন। ইনি ইন্দ্রের উপাসক ছিলেন। ইন্দ্র শম্বর নামক অসুরের ১০০ শত পুরীর মধ্যে ৯৯টী বিনষ্ট করিয়া ঐ অবশিষ্ট পুরী দিবোদাসকে দান করেন। ইনি কাশীর রাজা ছিলেন। মহাভারত মতে ইহার পিতার নাম সুদেব। ইহার পিতার মৃত্যু হইলে ইনি রাজা হন। ইহার পিতৃশত্রু বীতহব্যের পুত্রগণ আসিয়া ইহার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহাতে দিবোদাস পরাজিত হন। পরে ইনি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভরদ্বাজ ইহার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞ-প্রভাবে ইহার প্রতর্দ্দন নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী পুত্র হয়। এই প্রতর্দ্দন বীতহব্যের পুত্রগণের বিনাশ সাধন করেন। মহাদেব ইহার নিকট হইতে কাশী গ্রহণ করেন।
(ভারত অনুশাসন ৩০ অঃ)

৩ দিবোদাসপ্রকাশ নামক ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা। নির্ণয়সিন্ধু ও শ্রাদ্ধময়ূখে এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪ চিকিৎসাদর্পণকার। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও সুশ্রুতে ঐ গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

দিবোদুহ্ (ত্রি) দিবোধুক্, স্বর্গ হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত।

দিবোদ্ভব (ত্রি) দিবে স্বর্গে উদ্ভবতি উদ্-ভূ-অচ্। ১ স্বর্গজাত, আকাশজাত। (স্ত্রী) দিবি বনে উদ্ভবো যস্যাঃ। ২ এলা।

দিবোরুচ্ (ত্রি) আকাশে দীপ্তিশীল।

দিবোল্কা (স্ত্রী) দিবা জাতা উল্কা। দিবসজাত আকাশ হইতে পতিত উল্কা, যে উল্কা দিবাভাগে আকাশ হইতে পতিত হয়।

"সধূমাস্যপতৎ সাচির্দিবোল্কা নভসশ্চ্যুতা।" (ভারত উ° ৩০ অঃ)

দিবৌকস্ (পুং) দিবং স্বর্গ আকাশো বা ওকোঽবস্থানং যস্য। ১ দেবতা। ২ চাতক। (ত্রি) ৩ স্বর্গবাসী।

"সা তু বিধ্বস্তবপুষঃ কশ্মলাভিহতান্ নৃপ !
দদর্শ পথি গচ্ছন্তী বহূন্ দেবান্ দিবৌকসঃ॥" (ভারত ১।৯৬।৯)

দিবৌকস (পুং) ওকস্ শব্দো অদন্তোঽপ্যস্তি দিবং ওকসো যস্য। দেবতা।

"বসুধানিহ সংপ্রাপ্তৈঃ সর্ব্বৈরেব দিবৌকসৈঃ।" (হরিব° ২১৩ অঃ)

দিব্য (ত্রি) দিবি ভবঃ যৎ। ১ স্বর্গভব। ২ আকাশভব। ৩ উৎপাত ভেদ। ৪ যম। ৫ গুগ্‌গুলু। ৬ তান্ত্রিক আচার বিশেষ, ইহাকে দিব্যভাব কহে, সকল তান্ত্রিক কার্য্য তিন ভাবে হয়, দিব্য, পশু ও বীর ভাব। সত্য ও ত্রেতার প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত দিব্য ও বীর ভাবে তান্ত্রিক কার্য্য সম্পন্ন করিবার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। পঞ্চ মকার সাধন, শ্মশান সাধন ও চিতা সাধন দিব্য ও বীর ভাবানুসারে হয়, পশুভাবে এই সকল আচরণ করিবে না।* [তন্ত্র দেখ।] ৭ নায়কভেদ, এই নায়ক দিব্য ও অদিব্য

* "শৃণু ভাবত্রয়ং দেবি দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।
দিব্যস্তু দেববৎ প্রায়ো বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ।
সত্যত্রেতার্দ্ধপর্য্যন্তং দিব্যভাববিনির্ণয়ঃ।
ত্রেতাদ্বাপরপর্য্যন্তং বীরভাব ইতীরিতং॥

ভেদে বহুবিধ, ইহার মধ্যে ইন্দ্রাদি দিব্য নায়ক, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দিব্যা নায়িকা। মাধব প্রভৃতি অদিব্য নায়ক, মালতী প্রভৃতি অদিব্যা নায়িকা, অর্জ্জুনাদি দিব্যাদিব্য নায়ক, দ্রৌপদী প্রভৃতি দিব্যাদিব্যা নায়িকা। (রসমঞ্জরী) ৮ লবঙ্গ। (ক্লী) ৯ হরিচন্দন। ১০ গঙ্গাজলাদি স্পর্শপূর্ব্বক শপথ ভেদ, গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া যদি কেহ মিথ্যা কহে, তাহা হইলে যতদিন ব্রহ্মার সৃষ্টি লোপ না হয়, ততদিন তাহার নরক হয়।

"গঙ্গাতোয়মুপস্পৃশ্য মিথ্যা যদি বদেজ্জনঃ।
স যাতি কালসূত্রঞ্চ যাবদ্বৈ ব্রহ্মযোনয়ঃ॥" (ব্রহ্মবৈ° প্র° খ°)

গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া দিব্য করিবে না, যদি কেহ বলপূর্ব্বক গঙ্গাজল স্পর্শ করাইয়া দিব্য করে, তাহা হইলে উভয়েরই নরক হয়।

গঙ্গোদক, তাম্র, গোময়, গোরজ ইহা স্পর্শ করিয়া যদি কেহ সত্য বা মিথ্যা শপথ করে, তাহা হইলে যিনি করেন বা যিনি করান, উভয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকেন।

"তথা গঙ্গোদকং তাম্রং গোময়ং গোরজস্তথা।
সত্যং বা যদি বাসত্যং যদি দিব্যং করোতি যঃ॥
কর্ত্তা চ রৌরবং যাতি তথা কারয়িতা প্রিয়ে।
উভয়োঃ পুনরাবৃত্তির্ব্যাঘ্রশূকরযোনিষু॥
দিব্যং কর্ত্তুঃ কারয়িতুর্জপপূজা বৃথা তথা।
গায়ত্রীরহিতস্যাপি নরকঞ্চোত্তরোত্তরং॥" (গায়ত্রীতন্ত্র ৫ প°)

১১ ব্যবহারভেদ। এই ব্যক্তি দোষী কি নির্দ্দোষ ইহা পরীক্ষা করিবার নিয়ম। প্রতিজ্ঞাত অর্থ সাধনের নিমিত্ত বাদী ও প্রতিবাদীর কর্ত্তব্য তুলাদি পরীক্ষাভেদ, যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর লৌকিক ও লেখ্য প্রমাণাদি না থাকে, সেই স্থলে তুলা প্রভৃতির বিধানানুসারে দিব্য করিতে হয়, এই সকল দিব্য করিলে বিচারক ধর্ম্মানুসারে বিচার করিবেন। বৃহস্পতির মতে এই দিব্য নয় প্রকার—

"ঘটোঽগ্নিরুদকঞ্চৈব বিষং কোষস্তু পঞ্চমঃ।
ষষ্ঠস্তু তণ্ডুলাঃ প্রোক্তাঃ সপ্তমং তপ্তমাষকং॥
অষ্টমং ফলমিত্যুক্তং নবমং ধর্ম্মজং স্মৃতং।
দিব্যান্যেতানি সর্ব্বাণি নির্দ্দিষ্টানি স্বয়ম্ভুবা॥" (বৃহস্পতি)

ঘট, অগ্নি, উদক, বিষ, কোষ, তণ্ডুল, তপ্তমাষক ফল ও ধর্ম্মজ এই নয় প্রকার দিব্য, বিধাতা স্বয়ং বিধান করিয়াছেন।

মদ্যং মৎস্যং তথা মাংসং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ।
শ্মশানসাধনং ভদ্রে চিতাসাধনমেব চ॥
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং দিব্যবীরমতং প্রিয়ে।
দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে॥" (কালীবিলাসতন্ত্র)

এই দিব্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে ভিন্ন প্রকার; ব্রাহ্মণের দিব্য করিতে হইলে ঘটবিধি অনুসারে, ক্ষত্রিয় হুতাশন, বৈশ্য সলিল ও শূদ্র বিষ প্রয়োগানুসারে দিব্য করিবে।

"ব্রাহ্মণস্য ঘটোদেয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য হুতাশনঃ।
বৈশ্যস্য সলিলং দেয়ং শূদ্রস্য বিষমেব তু॥" (নারদ)

বালক, বৃদ্ধ, আতুর ও স্ত্রী ইহাদিগের ঘটবিধি অনুসারে দিব্য করিতে হইবে, কিন্তু স্ত্রীদিগকে কখন বিষ দিবে না। বিষ্ণুসংহিতার বচনানুসারে শ্লেষ্মরোগী, ভীরু, শ্বাসকাসরোগী ও অম্বুসেবীকে হেমন্ত ও শিশিরকালে জলদিব্য করিতে দিবে না। কুষ্ঠরোগীদিগের অগ্নি দিব্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। মদ্যপায়ী, স্ত্রীব্যসনী, কিতব ও নাস্তিক ইহাদিগকে কোষদিব্য করিতে দিবে না।

ধর্ম্মজ দিব্য এবং ঘট ধারণ সকল ঋতুতে হইতে পারে। বর্ষা, হেমন্ত ও শিশিরকালে বহ্নি, গ্রীষ্মে সলিল এবং শীতকালে বিষ দিব্য করিবার নিয়ম। শীতকালে তোয়, গ্রীষ্মকালে অগ্নি, বর্ষাকালে বিষ এবং প্রভাত সময়ে তুলা দিব্য করিবে না।

পূর্ব্বাহ্ণে অগ্নি, ঘট ও কোষ, মধ্যাহ্নে জল এবং রাত্রির পশ্চিমভাগে বিষদিব্য করিবার নিয়ম। বৃহস্পতি যখন সিংহস্থ বা মকরস্থ এবং ভৃগু যখন অস্তমিত হন, সেই সময় দিব্য করিতে নাই। মলমাসে অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী, ইহাতে দিব্য করিবে না।

যজ্ঞে অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যাজ্ঞিকব্রাহ্মণ যেরূপ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, দিব্যবিষয়ে বিচারক সেইরূপ রাজার আদেশে সকল কার্য্য করিবেন। (বীরমিত্রোদয়)

১২ তত্ত্ববেত্তা। (স্ত্রী) ১৩ আমলকী। ১৪ বন্ধ্যাকর্কোটকী। ১৫ শতাবরী। ১৬ মহামেদা। ১৭ ব্রাহ্মী। ১৮ শ্বেতদূর্ব্বা। ১৯ হরীতকী। ২০ পুরা। ২১ গন্ধবতী। (পুং) ২২ স্থূলজীরক। (ক্লী) ২৩ দৈবদিন। ২৪ দৈব দিনের পরিমাণ। ২৫ দ্যুলোকজাত। ২৬ মনোজ্ঞ। ২৭ লোকাতীত।

দিব্যক (পুং) ১ সর্পভেদ। ২ জন্তুভেদ।

দিব্যকট (ক্লী) প্রতীচীস্থ পুরভেদ।

"কৃৎস্নং পঞ্চনদঞ্চৈব তথৈবামরপর্ব্বতং।
উত্তরজ্যোতিষঞ্চৈব তথা দিব্যকটং পুরং॥" (ভা° সভা° ৩১ অঃ)

দিব্যকুণ্ড (ক্লী) দিব্যং পুণ্যপ্রদত্বাৎ অত্যুৎকটং কুণ্ডং। কামরূপে কোভফশৈলের পূর্ব্বভাগস্থ পুষ্করিণী বিশেষ, কামরূপে দুর্জ্জয় পর্ব্বতের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে বরাসন নামে এক নগর আছে, ঐ নগরের দক্ষিণে কোভকশৈল অবস্থিত। এই

পাহাড়ে রক্তশিলাপৃষ্ঠে স্বয়ং দেবী বিরাজিতা আছেন এবং এই পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে দিব্যকুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া দেবীকে পূজা করিতে হয়। যে সৌভাগ্যশালী মনুষ্য দিব্যকুণ্ডে স্নান করিয়া পঞ্চ পুষ্করিণী দেবীকে পূজা করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

"দিব্যকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা পঞ্চপুষ্করিণীং শিবাং।
যঃ পূজয়েন্ মহাভাগ স যৌনৌ নহি জায়তে॥"
(কালিকাপু° ৮১ অঃ)

দিব্যগন্ধ (পুং) দিব্য গন্ধঃ যস্য। ১ গন্ধক। দিব্যঃ গন্ধঃ। ২ মনোহর গন্ধ। (ক্লী) ৩ লবঙ্গ।

দিব্যগন্ধা (স্ত্রী) দিব্যঃ গন্ধো যস্যাঃ। ১ স্থূলৈলা, বড়এলাচ। ২ মহাপঞ্চশাক।

দিব্যগায়ন (পুং) দিব্যঃ স্বর্গীয়ঃ গায়নঃ। গন্ধর্ব্ব, স্বর্গগায়ক।

দিব্যচক্ষুস্ (ত্রি) দিব্যং অলৌকিকং চক্ষুর্যস্য। জ্ঞানচক্ষু। "নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।" (নীলকণ্ঠস্তোত্র) জ্ঞানাত্মক চক্ষু, জ্ঞানরূপ চক্ষু, অলৌকিক পদার্থ দর্শনযোগ্য নেত্র।

"নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং॥" (গীতা ১১।৮)

হে অর্জ্জুন! তুমি এই চর্ম্মচক্ষুদ্বারা আমার ঐশ্বরিকরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না, তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলাম, এই দিব্য চক্ষু দ্বারা আমার ঐশ্বরিকরূপ ও প্রভাব দর্শন কর। দিব্যং স্বর্গীয়ং মনোজ্ঞং বা চক্ষুঃ। ৩ স্বর্গীয় চক্ষু। ৪ সুন্দরলোচন। ৫ উপচক্ষু, অর্থাৎ চস্‌মা। ৬ মর্কট। (ত্রি) ৭ সুগন্ধ ভেদ। দিব্যে আকাশভূতে চক্ষুষী যস্য। ৮ অন্ধ।

দিব্যতা (স্ত্রী) দেবভাব।

দিব্যতেজস্ (স্ত্রী) দিব্যং তেজো যস্যাঃ। ব্রাহ্মীশাক, ইহা সেবন করিলে স্বর্গীয় লোকদিগের ন্যায় তেজ হয়, এই জন্য ইহার নাম দিব্যতেজস্। (ত্রি) দিব্যং তেজো যস্য। অলৌকিক তেজস্ক।

দিব্যদর্শিন্ (ত্রি) দিব্যং অলৌকিকপদার্থং পশ্যতি দৃশ-ণিনি। অতীন্দ্রিয় পদার্থ-দর্শক।

দিব্যদৃশ্ (ত্রি) দিব্যং পশ্যতি দৃশ-কিপ্। অতীন্দ্রিয় পদার্থ-দর্শক, দিব্যপদার্থদর্শী।

দিব্যদোহদ (ক্লী) দিব্যং স্বর্গীয়ং দোহদং অভিলাষো যত্র। উপযাচিত, অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদিগকে দেয় বস্তু।

"যদ্দীয়তে তু দেবেভ্যো মনো রাজ্যস্য সিদ্ধয়ে।
উপযাচিতকং দিব্যদোহদং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥" (হারাবলী)

দিব্যনদী (স্ত্রী) দিব্যা নদী। আকাশগঙ্গা।

দিব্যনারী (স্ত্রী) দিব্য স্ত্রী, অপ্সরা, স্বর্বেশ্যা।

দিব্যপঞ্চামৃত (ক্লী) পঞ্চানাং অমৃতানাং তত্তুল্যস্বাদুগুণবদ্দ্রব্যাণাং সমাহারঃ। পঞ্চামৃত; দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি ও মধু এই পাঁচটী দ্রব্য মিশাইলে দিব্যপঞ্চামৃত হয়।

দিব্যপুষ্প (পুং) দিব্যং মনোজ্ঞং পুষ্পং যস্য। ১ করবীর। (ক্লী) ৩ মনোহর কুসুম।

দিব্যপুষ্পা (স্ত্রী) দিব্যানি পুষ্পাণি যস্যাঃ। মহাদ্রোণা।

দিব্যপুষ্পিকা (স্ত্রী) দিব্যপুষ্প সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্, অতইত্বং। লোহিতবর্ণ অর্কবৃক্ষ।

দিব্যপ্রশ্ন (পুং) দিব্যঃ প্রশ্নঃ। অনাগত জ্ঞাপক প্রশ্ন।

"উচ্চাবচং দৈবযুক্তং রহস্যং দিব্যপ্রশ্নাঃ মৃগচক্রা মুহূর্ত্তাঃ।"
(ভারত উ° ৪৭ অ°)

দিব্যমান (ক্লী) দিব্যং মানং। দৈব মান।

দিব্যযমুনা (স্ত্রী) দিব্যা যমুনা তত্তুল্যফলপ্রদত্বাৎ। নদী বিশেষ, এই নদী কামরূপে দমনিকা নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিতা। দমনিকা নদীর পূর্ব্বোত্তরকোণে যমুনা সদৃশ ফলদায়িনী দিব্যযমুনা নামে এক মহতী নদী আছে। এই দিব্যযমুনা দক্ষিণ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণসমুদ্রাভিমুখে পতিত হইয়াছে। যে কোন মাসে একমাসকাল এই স্থানে স্নান করিলে মুক্তি ও নানাবিধ সুখ সৌভাগ্য লাভ হয়। বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে এই নদীতে স্নান করিলে মোক্ষ হয়। (কালিকাপু° ৭৯ অঃ) [কামরূপ দেখ।]

দিব্যরত্ন (ক্লী) দিব্যং চিন্তামাত্রং তদর্থপ্রদায়কত্বাৎ অলৌকিকং রত্নং। চিন্তামণি।

দিব্যরথ (পুং) দিব্যঃ স্বর্গীয়ঃ অন্তরীক্ষং বা রথঃ। ব্যোমযান, দেববিমান।

দিব্যরস (পুং) দিব্যঃ রসঃ নিত্যকর্ম্মধা°। ১ পারদ। ২ মনোজ্ঞ রস। দিব্যঃ রসঃ যস্য। ৩ মধুর রসযুক্ত।

দিব্যলতা (স্ত্রী) দিব্যবনভবা লতা। ১ মূর্ব্বালতা। ২ মনোজ্ঞ লতামাত্র।

দিব্যবস্ত্র (পুং) দিব্যং বস্ত্রমিব, অভিধানাৎ পুংস্ত্বং। ১ সূর্য্যশোভা, সূর্য্যপ্রকাশ। (ত্রি) দিব্যং সুন্দরং বস্ত্রং যস্য। ২ সুন্দর বস্ত্রযুক্ত। (ক্লী) দিব্যং বস্ত্রং। ৩ মনোহর বস্ত্র। দিবি ভবং যৎ, দিব্যং বস্ত্রং। ৪ দিবিভব বস্ত্র।

দিব্যশ্রোত্র (ক্লী) যে কাণে সব শুনা যায়।

দিব্যসরিৎ (স্ত্রী) দিব্যা সরিৎ। আকাশগঙ্গা।

দিব্যসানু (পুং) দিব্যঃ সানুর্যস্য। ১ বিশ্বদেবভেদ। ২ দিব্যসানুক গিরি।

দিব্যসার (পুং) দিব্যঃ সারোযস্য। শালবৃক্ষ।

দিব্যসিংহ, শ্রীহট্টজেলার উত্তরপশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া সুনামগঞ্জ সব্‌ডিভিসন। সুনামগঞ্জে লাউড়ের জঙ্গল বিখ্যাত। এই 'লাউড়ে' এক সময়ে একটী ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য ছিল। ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে যিনি রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নাম দিব্যসিংহ। ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈত প্রভুর পিতা কুবের ইঁহার মন্ত্রী ছিলেন, এই কারণে দিব্যসিংহ অদ্বৈত প্রভুর বাল্যচরিত সকল অবগত ছিলেন। কালে অদ্বৈত প্রভু লাউড় ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আগমন করেন। তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তখন বৃদ্ধ রাজা দিব্যসিংহ পুত্রহস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর কাছে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বৈরাগ্যদর্শনে অদ্বৈত তাহাকে 'কৃষ্ণদাস' এই নূতন নাম দেন। বৈষ্ণব জগতে তিনি এই নামেই পরিচিত। অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে আছে—

"সেই হৈতে রাজার নাম হৈল কৃষ্ণদাস

অদ্বৈতশাখায় চরিতামৃতে ও কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত—

"পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস।"

এই রাজা দিব্যসিংহ (কৃষ্ণদাস) সংস্কৃতে অদ্বৈতের বাল্যলীলা রচনা করেন। ইহাই সকলের আদিগ্রন্থ। যথা—"ভক্তিবলে হৈলা তিঁহো প্রভুর কৃপাপাত্র।

সংস্কৃতে রচিলা প্রভুর বাল্যলীলাসূত্র॥" (অ° প্র°)

দিব্যস্ত্রী (স্ত্রী) দিব্যাঙ্গনা, অপ্সরা।

দিব্যাশ্রম (পুং) পুণ্যাশ্রমবিশেষ, বলদেব কুরুক্ষেত্র দর্শন করিয়া দিব্যাশ্রমে গমন করেন, এই পবিত্র আশ্রম মধুক, আম্র, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, বিল্ব, পনস প্রভৃতি বৃক্ষে সমাকীর্ণ। পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু এই আশ্রমে তপোনুষ্ঠান করিয়া যথাবিধি সমুদায় সনাতন যজ্ঞ সমাধান করেন। এই স্থলে ব্রহ্মচারিণী কুমারী শাণ্ডিল্যদুহিতা স্ত্রীলোকের দুষ্কর তপস্যা করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। মহাত্মা বলদেব ঋষিদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তথায় সন্ধ্যাদি কার্য্য সমাপন করিয়া হিমালয়ে আরোহণ করেন। (ভারত শল্য ৫৫ অঃ)

দিব্যাংশু (পুং) সূর্য্য।

দিব্যা (স্ত্রী) দিবি ভবা মনোজ্ঞত্বগুণবত্বাৎ দিব্যেব। ১ ধাত্রী। ২ বন্ধ্যাকর্কোটকী। ৩ শতাবরী। ৪ মহামেদা। ৫ ব্রাহ্মী। ৬ স্থূলজীরক। ৭ শ্বেতদূর্ব্বা। ৮ হরীতকী। ৯ নায়িকাভেদ। [দিব্য দেখ।]

দিব্যাদিব্য (পুং) দিব্যঃ স্বর্গীয়ঃ অদিব্যশ্চ। ১ নায়কভেদ। স্ত্রী) ২ নায়িকাভেদ

দিব্যাবদান (ক্লী) বৌদ্ধ অবদান গ্রন্থ ভেদ।

দিব্যাসন (ক্লী) আসন ভেদ।

"অথ দিব্যাসনং বক্ষ্যে পৃষ্ঠং হস্তেন বন্ধয়েৎ।

একহস্তমধ্যদেশং ভূমিহস্তঞ্চ নাসনা॥" (রুদ্রযামল)

দিব্যেলক (পুং) সর্পভেদ। "ত্রয়াণাং বৈ করঞ্জানাং পুনর্দিব্যেলকলোধ্রপুষ্পকরাজিচিত্রিকাঃ।" (সুশ্রুত)

দিব্যোদক (ক্লী) দিব্যং আন্তরীক্ষং উদকং। আকাশ জল। পর্য্যায়—খবারি, আকাশসলিল, ব্যোমোদক, অন্তরীক্ষ জল। ইহার গুণ—ত্রিদোষনাশক, মধুর, পথ্যদ, পরম রুচিকর, অগ্নিকারক, তৃষ্ণা ও মেহনাশক। সদ্যোভূমিষ্ঠ জলের গুণ—কলুষ ও দোষদায়ক। (রাজনি°)

দিব্যোপপাদুক (ত্রি) দিবি ভবঃ দিব-যৎ (দ্যুপ্রাগপাগুদক্প্রতীচো যৎ। পা ৪।২।১০) উপপদ উকঞ্। (লষ পত পদ স্থেতি। পা ৩।২।১৫৪) দিব্যশ্চাসৌ উপপাদুকশ্চেতি। দেবতা। যে সকল দেবতা মাতৃ ও পিত্রাদি অপেক্ষা না করিয়া অদৃষ্টসহকৃত হইতে জন্মে, সেই দেবতাদিগকে দিব্যোপপাদুক কহে। (শব্দার্থচি°)

দিব্যৌঘ (পুং) দিব্যানাং স্বর্গীয় গুণানাং ওঘঃ সমূহোযত্র। গুরুবিশেষ।

"মহাদেবো মহাকাল স্ত্রিপুরশ্চৈব ভৈরবঃ।"

দিব্যৌঘাঃ গুরবঃ প্রোক্তাঃ সিদ্ধৌঘান্ কথয়ামি তে॥"

(শক্তিরত্নাকরতন্ত্র)

যেখানে মহাদেব, মহাকাল, ত্রিপুরভৈরব দিব্যৌঘ গুরু, সেই স্থলে আশু সিদ্ধি লাভ হয়।

"অথ তারা গুরূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদান্।

ঊর্দ্ধকেশো ব্যোমকেশো নীলকণ্ঠোবৃষধ্বজঃ॥

দিব্যৌঘান্ সিদ্ধিদান্ বৎস শৃণুষ্বাবহিতো মুদা।"

(শক্তিরত্নাকরত°)

দিব্যৌষধি (স্ত্রী) দিব্যঃ ওষধিঃ। মনঃশিলা। (শব্দার্থচি°)

দিশ্ (স্ত্রী) দিশতি অবকাশং দদাতি যা দিশ্-কিন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। (ঋত্বিগদধৃগিতি। পা ৩।২।৫৯) আশা, পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণাদিরূপা। পর্য্যায়—ককুপ্, কাষ্ঠা, আশা, হরিৎ, নিদেশিনী, দিশা, ককুভ, হরিত, গো। (শব্দর°) বৈদিক মতে দিকের নাম।

"কৃত্বৈবমবধিং তস্মাদিমং পূর্ব্বঞ্চ পশ্চিমং।

ইতি দিশো নির্দিষ্টেত যয়া সা দিগিতি স্মৃতা॥"

অবধি অর্থাৎ নিয়ম করিয়া তুমি পূর্ব্ব, তুমি পশ্চিম এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া 'দিশ্' এই শব্দ হইয়াছে। এই দিকের সংখ্যা দশ—পূর্ব্বা, পশ্চিমা, আগ্নেয়ী, দক্ষিণা, নৈর্ঋতী, পশ্চিমা, বায়বী, উত্তরা, ঐশানী, ঊর্দ্ধ ও অধঃ।

ন্তায় মতে, এই দিক্ সর্ব্বগতত্ব ও পরম মহৎ পরিমাণ দূরান্তিকাদি ধীহেতু, অর্থাৎ ইহা অতি দূরে এবং এই বস্তু অতি নিকট এইরূপ জ্ঞানের কারণ। দিক্ এক, কিন্তু এক হইলেও উপাধিভেদে পূর্ব্বাদি সংজ্ঞা হইয়াছে, যথার্থতঃ কোন সংজ্ঞা নাই। ইহার গুণ—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ।

"দূরান্তিকাদিধীহেতুরেকানিত্যাদিগুচ্যতে।
উপাধিভেদাদেকাপি প্রাচ্যাদিব্যপদেশভাক্॥" (ভাষাপ° ৪৬)

তর্ককৌমুদীতে দিকের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে, দূরত্ব সন্নিহিতত্ব জ্ঞানাধীন অর্থাৎ ইহা দূর ইহা নিকট এইরূপ জ্ঞানের অধীন পরত্ব এবং অপরত্বানুমেয়ের নাম দিক্ অর্থাৎ যাহার দ্বারা পরত্ব ও অপরত্ব অনুমিত হয়, তাহাই দিক্। এই দিক্ এক নিত্য ও বিভু, তাহা হইলেও উপাধির ভেদানুসারে চতুর্ব্বিধ পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রধানতঃ এই চারিটী দিক্। ইহার মধ্যে যে দিক্ উদয়াচলের সন্নিহিত অর্থাৎ যে দিকে সূর্য্য উদিত হন, তাহাকে পূর্ব্বদিক্ কহে। অস্তাচলের সন্নিহিত দিক্‌কে অর্থাৎ যে দিকে সূর্য্য অস্তমিত হন, তাহাকে পশ্চিম বলে। সুমেরুর সন্নিহিত দিক্ উদীচী অর্থাৎ উত্তর এবং যে দিকে সুমেরু ব্যবহিত, তাহার নাম দক্ষিণ। (তর্ককৌমুদী) *

২ দস্তক্ষত। ৩ দশসংখ্যা। ৪ দশ সংখ্যান্বিত। ৫ শ্রোত্রাধিষ্ঠিত দেবতাভেদ

"দিক্ বাতার্ক প্রচেতোঽশ্বি ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রমৃত্যুকাঃ।"
(শারদাতিলক)

দিব্রু, আসামের লক্ষ্মীপুর জেলার দক্ষিণাংশস্থিত একটী নদী। দিব্রুগড় নগরের নিকট ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে। এই নদী হইতেই তীরস্থ দিব্রুগড় নগরের নাম হইয়াছে।

দিব্রুগড়, ১ আসামের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর জেলার সদর সব্-ডিবিজন। পরিমাণফল ২০৩৮ বর্গমাইল।

২ দিব্রু নদীতীরের গড় অর্থাৎ দুর্গ। আসামের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ২৭° ২৮´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৯৪° ৫৭´ ৩০´´ পূঃ। ইহা দিব্রু নদীতীরে, ব্রহ্মপুত্র ও দিব্রুর সঙ্গমস্থল হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৯৮৭৬ জন, তন্মধ্যে হিন্দু ৭১০১, মুসলমান ২৩৯৫, খৃষ্টান ৯০, জৈন ৪৭ এবং বৌদ্ধ ৪ জন। ব্রহ্মপুত্র দিয়া ষ্টীমার দিব্রুমুখ অর্থাৎ দিব্রুনদীর মোহানা পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। সুতরাং দিব্রুগড়ই জলপথে বাণিজ্যের শেষ সীমা। এখান হইতে চা ও কুচুক নামক একপ্রকার বৃক্ষনির্য্যাস বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। আমদানীর মধ্যে বস্ত্র, তণ্ডুল, লবণ ও তৈল প্রধান। এখানে একটী সেনানিবাস আছে।

দিশস্ (স্ত্রী) দিশতীতি দিশ-কসুন্। দিক্।

দিশা (স্ত্রী) দিশ্-কিপ্-টাপ্। ১ দিক্। ২ রুদ্রপত্নীভেদ।

দিশাগজ (পুং) দিশায়াং স্থিতো গজঃ। দিগ্‌গজ।

দিশাচক্ষুস্ (পুং) গরুড়াত্মজভেদ।

দিশাপাল (পুং) দিশাং পালয়তি পালি-অণ্। ১ দিক্‌পাল। ২ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নিয়োজিত বৈরাজাদি প্রজাপতি পুত্র, ইহারা দিক্ সকল পালন করিয়া থাকেন। ইহার বিষয় হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে,—লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদয় জগৎ বিভাগ করিয়া দিক্‌পালদিগকে স্থাপন করিলেন, পূর্ব্বদিক্ পালনার্থ বিরাটতনয় সুধন্বা, দক্ষিণদিক্-রক্ষার্থ কর্দ্দম প্রজাপতিপুত্র শঙ্খপদ নৃপতি, পশ্চিমদিকে মহাত্মা রজঃপুত্র কেতুমান্ ও উত্তরদিকে প্রজাপতি পর্জ্জন্যতনয় রাজা হিরণ্যরোমা অভিষিক্ত হইলেন। এইরূপে গণপতি ও দিক্‌পালগণ কর্ত্তৃক স্বাধিকৃত প্রদেশ সমুদয় যথাবিধি আবহমান কাল হইতে অদ্যাপি পালিত হইতেছে। (হরিবংশ ৪ অঃ)

দিশাহারা (দেশজ) দিগ্‌ভ্রমযুক্ত, ভ্রান্ত, হতবুদ্ধি।

দিশোদণ্ড (পুং) দিশং অনাদৃত্য দণ্ডঃ। অনাদর দ্বারা দণ্ড।

দিশ্য (ত্রি) দিশি ভবমিতি দিশ্-যৎ (দিগাদিভ্যো যৎ। পা.৪।৩।৫৪) দিগ্‌ভব, দিগ্‌জাত। "যে দিব্যা যে দিশ্যা স্তেভ্যাইমং বলি মহার্ষং।" (আশ্ব° গৃহ্য ২।১।৯)

দিষ্ট (ক্লী) দিশতি ইষ্টানিষ্টফলং দদাতি দিশ-ক্ত (ক্তিচ্‌ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৩।১৭৪) ১ ভাগ্য।

"ততস্তে নিধনং প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে সসুতবান্ধবাঃ।
ন দিষ্টমিত্যতিক্রান্তুং শক্যং বুদ্ধ্যা বলেন বা॥" (ভারত ১৪।৫৩।১৬)

(ত্রি) দিশ-কর্ম্মণি ক্ত। ২ উপদিষ্ট। (পুং) দিশতি দিশ সংজ্ঞায়াং ক্ত.। ৩ কাল। ৪ বৈবস্বত মনুর পুত্রবিশেষ। ৬ দারুহরিদ্রা। (ত্রি) ৭ প্রদর্শিত। ৮ দম্ভ।

দিষ্টান্ত (পুং) দিষ্টস্য ভাগ্যস্য অন্তোযত্র। মরণ, অন্তিম কাল, মৃত্যু

"মোক্ষয়িত্বা তু ভুজগান্ সর্পসত্রাদ্দ্বিজোত্তমঃ।
জগাম কালে ধর্ম্মাত্মা দিষ্টান্তং পুত্রপৌত্রবান্॥" (ভারত ১।৫৮।২৭)

দিষ্টি (স্ত্রী) দিশ-ক্তিন্ সংজ্ঞায়াং ক্তিচ্ বা। ১ হর্ষ। ২ পরি-

* "দূরত্বসন্নিহিতত্বজ্ঞানাধীনপরত্বাপরত্বানুমেয়া দিক্। সংখ্যা পরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগগুণপঞ্চকবতী। সাপ্যেকা বিভুর্নিত্যা চ। তথাপ্যুপাধিভেদাচ্চতুর্ব্বিধা, প্রাচী, প্রতীচী, উদীচী, দক্ষিণা চেতি, উদয়াচল-সন্নিহিতা দিক্ প্রাচী। অস্তাচলসন্নিহিতা দিক্ প্রতীচী। সুমেরুসন্নিহিতা দিক্ প্রতীচী। সুমেরুব্যবহিতা দিক্ উদীচী।" (তর্ককৌমুদী)

মাণ। ৩ কথন। ৪ উপদেশ। ৫ উৎসব। "তথাচাস্ত মিব শুশ্রাব।" (কাদ৹) ৬ ভাগ্য।

দিষ্ট্যা (অব্য) দিশ সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে ক্বিপ্ দিশং দেশনং স্ত্যায়তি স্ত্যৈ-ক্বিপ্ নিপা৹ সাধুঃ। ১ হর্ষ। ২ মঙ্গল। ভাগ্যার্থ দিষ্টি শব্দের তৃতীয়ার একবচনে দিষ্ট্যা হয়, ইহার অর্থ 'ভাগ্যেন' অর্থাৎ ভাগ্য দ্বারা।

দিঘ্নু (ত্রি) দদাতি দা বাহুলকাৎ গিঘ্নু। দাতা।

দিস্তা (পারসী) ২৪টী কাগজে এক দিস্তা হয়। ২ কাপড়ের সূত্র সরিয়া ফাঁক্ হওয়া।

দিস্তাপড়া (দেশজ) সূতাসরা, যে কাপড়ের সূত্র সরিয়া গিয়াছে এবং যে স্থলের সূত্র সরিয়াছে, সেই স্থল।

দিহ, অযোধ্যার অন্তর্গত রায়বরেলী জেলার একটী সহর। ইহা সাইনদীতীরে বরেলী নগর হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার বাজার উৎকৃষ্ট।

দিহঙ্গ, আসামের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর জেলার একটী নদী। যে তিনটী নদীসংযোগে ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপন্ন হইয়াছে, দিহঙ্গ তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহা দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ জলরাশি আসিয়া থাকে। তিব্বতদেশে শান্‌পো নামে যে নদী আছে, সকলেরই বিশ্বাস সেই নদী হিমালয়ের অজ্ঞাত অগম্য পথ দিয়া বহুদূর গমনের পর আবর পর্ব্বতের গহ্বর পথে বহির্গত হইয়াছে এবং অবশেষে আসামে আসিয়া দিহঙ্গ নাম ধারণ করিয়াছে।

দিহিঙ্গ, আসামের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর জেলার দুইটী নদী এই নামে পরিচিত—নোয়া (নব) দিহিঙ্গ ও বুড়ী দিহিঙ্গ। এই দুইটী নদী ও দিহঙ্গ নদী একত্র মিলিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপন্ন হইয়াছে। নোয়া দিহিঙ্গ পূর্ব্বভাগে সিংপো পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে সদিয়া সহরের কিছু উপরে ব্রহ্মপুত্রনদে মিলিত হইয়াছে। বুড়ীদিহিঙ্গ লক্ষ্মীপুর জেলার অগ্নিকোণে পাটকাই পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে জয়পুর সহরের নিকট দিয়া অবশেষে শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর জেলার মধ্য সীমাপথে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে। বর্ষাকালে বুড়ী ডিহিঙ্গ দিয়া জয়পুর পর্য্যন্ত ষ্টীমার গতায়াত করে। বিশগাঁও নামক গ্রামের নিকটে একটী কৃত্রিম খাল কাটিয়া দুইটী দিহিঙ্গ নদী সংযুক্ত করা হইয়াছে। বুড়ী দিহিঙ্গ নদীর তীরে বহুবিস্তীর্ণ স্থানে পাথরিয়া কয়লা ও মেটে তৈলের (কেরোসিন) খনি আছে। এখানকার কয়লা খুব উৎকৃষ্ট এবং জলপথে রপ্তানী করিবারও বেশ উপায় আছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহার কয়লা ও কেরোসিনের খনি একবার খোলা হয়, কিন্তু পরে অনেক দিন বন্ধ থাকে। জয়পুর ও মাকুম নামক স্থানে সম্প্রতি খনি খোলা হইয়াছে। আসাম রেলওয়ে ও ট্রেডিং কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে। ঐ কোম্পানি মাকুমের কয়লা রপ্তানীর জন্য দিব্রুগড় ষ্টীমারঘাট হইতে দমদমা পর্য্যন্ত প্রায় ৪৫ মাইল রেলপথ খুলিয়া দেন। দমদমা হইতে আবার দিহিঙ্গ নদীর উপর দিয়া মাকুমের কয়লা খনি পর্য্যন্ত রেল আছে।

দীক্ষক (ত্রি) দীক্ষতে দীক্ষ-ণ্বুল্। উপদেষ্টা, শিক্ষক।

দীক্ষণ (ক্লী) দীক্ষ ভাবে ল্যুট্। যজ্ঞাদির নিমিত্ত নিয়মভেদ। "বন্ধমোক্ষমথদীক্ষণেষপি।" (রাজমা৹)

দীক্ষণীয় (ক্লী) দীক্ষণায় হিতং হিতাদিত্বাৎ ছ। দীক্ষাসাধন হবির্ভেদ। "যো দীক্ষতে আগ্নাবৈষ্ণবং হ্যদো দীক্ষণীয়ং হবির্ভবতি।" (শত৹ ব্রা৹ ৩।২।৪।২১)

দীক্ষণীয়া (স্ত্রী) দীক্ষণীয়-টাপ্। ইষ্টিভেদ, যজ্ঞভেদ। "দীক্ষণীয়া প্রায়ণীয়াতিথ্য দেবতা।" (কাত্যা৹ শ্রৌ৹ ৫।৪।১০) 'দীক্ষণীয়াদীনাং সকলানামিষ্টীনাং স দেবতাকানামুপাংশুত্বং।' (কর্ক) ৩ সৌমিক যজ্ঞভেদ। ৪ বাজপেয়াঙ্গভূত যজ্ঞভেদ।

দীক্ষণীয়েষ্টি (স্ত্রী) দীক্ষণীয়া ইষ্টিঃ। যজ্ঞবিশেষ, পর্য্যায়—সৌমিক। এই যজ্ঞে দেবতাদিগকে বিশেষতঃ বিষ্ণু ও অগ্নিকে আবাহন করিয়া একজনকে সূর্য্যরূপে অপরকে নিজরূপে যজ্ঞকারীর পাপমুক্তির জন্য পূজা করা হয়, তাহার পর তাহাকে বস্ত্র ও তদুপরি কৃষ্ণসার চর্ম্মদ্বারা আবৃত করিয়া অন্যান্য যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করা হয়। তাহার পর তাহার আবরণ মোচন করিয়া তাহাকে অবভৃত স্নানার্থ প্রেরণ করা হয়। অতঃপর তাহার নব জন্ম হইল স্থির করা হয়।

দীক্ষা (স্ত্রী) দীক্ষ ভাবে অ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ যজন। ২ পূজন। ৩ ব্রতসংগ্রহ। ৪ নিয়ম। ৫ উপনয়ন সংস্কার। ৬ গুরুর নিকট তন্ত্রোক্ত ইষ্টমন্ত্রগ্রহণ।

"দীয়তে বিমলং জ্ঞানং ক্ষীয়তে কর্ম্মবাসনা।
তেন দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥
দদাতি দিব্যতাং তাবৎ ক্ষিণুয়াৎ পাপসন্ততিঃ।
তেন দীক্ষেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্রপারগৈঃ॥
দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥"

(গোতমীয় তন্ত্র)

যাহাতে বিমল জ্ঞান লাভ হয়, কর্ম্মবাসনা সকল ক্ষীণ হয়, তাহার নাম দীক্ষা এবং যাহাতে দিব্যত্ব লাভ ও পাপসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম দীক্ষা। দীক্ষা গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। দীক্ষিত না হইলে দেহ পবিত্র হয় না, এই জন্য প্রত্যেক বর্ণেরই দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক। পিতা, মাতা-

মহ, কনিষ্ঠ-সহোদর ও শত্রুপক্ষের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই।

"পিতুর্ম্মন্ত্রং ন গৃহ্লীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ॥" (যোগিনীতন্ত্র)

স্বামী পত্নীকে, পিতা পুত্রকন্যাকে ও ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষিত করিতে পারিবেন না। পতি সিদ্ধমন্ত্র হইলে পত্নীকে দীক্ষিত করিতে পারেন।

"ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাং।
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ।" (রুদ্রযামল)

যতিদিগের নিকট হইতে, পিতা ও বনবাসীর নিকট হইতে এবং বিবিক্তাশ্রমী অর্থাৎ সংসারত্যাগীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলে সেই দীক্ষা কল্যাণদায়িকা হয় না।

"যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ।
বিবিক্তাশ্রমিণাং দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকাঃ॥"
(গণেশবিমর্ষিণী)

এই সকল নিষেধ বচন থাকায় ইহাদের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ইহা সিদ্ধেতর বিষয় জানিতে হইবে অর্থাৎ ঐ সকল নিষিদ্ধ ব্যক্তিগণ যদি সিদ্ধ হন, তাহা হইলে তাহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ অশুভ হইবে না, বরং কল্যাণদায়িকা হইবে। যেহেতু শক্তিযামলে 'সিদ্ধমন্ত্রো ন দুষ্যতি' এবং

"যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে।
তদেব তাস্তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরুবিচারণং॥" (সিদ্ধযামল)

যদি ভাগ্যানুসারে সিদ্ধবিদ্যা লাভ হয়, তাহা হইলে গুরুবিচার না করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবে। যদি কেহ প্রমাদ বা অজ্ঞানতা হেতু পিতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করে, তাহা হইলে পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

"প্রমাদাচ্চ তথাজ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষাং সমাচরন্।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দ্দীক্ষাং সমাচরেৎ॥" (গণেশবিমর্ষিণী)

এই স্থলে পিতৃপদ উপলক্ষণা জানিতে হইবে অর্থাৎ মাতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বে যে যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

এইরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দশহাজার সাবিত্রী জপ।

"দশসাহস্র জপেন সর্ব্বকল্মষনাশিনী।" (শঙ্খ)

রুদ্রযামলে যতির নিকটও দীক্ষা লইবার বিধান আছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—তীর্থাচারযুক্ত, মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ, জ্ঞানী, সংযতেন্দ্রিয় ও নিত্য কার্য্যতৎপর কেবল এরূপ যতিকে গুরু করিতে পারা যায়। পিতার মন্ত্র নির্বীর্য্য অর্থাৎ পিতার নিকট দীক্ষিত হইলে সেই মন্ত্রদ্বারা জপপূজাদি করিলে কোন ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু শৈব ও শাক্ত মন্ত্র বিষয়ে কোন দোষ নাই। 'পিতার নিকট দীক্ষিত হইবে না' এই বচন কৌল-দীক্ষাপর অর্থাৎ কৌলাচার বিহিত দীক্ষাতে পিতার নিকটেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র নহে। কারণ যোগিনীতন্ত্রে শক্ত্যাদি বিদ্যা লক্ষ্য করিয়াই পিত্রাদি হইতে দীক্ষা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অথবা 'শৈবে শাক্তে ন দুষ্যতি' এই স্থানের শাক্ত পদটী কেবলমাত্র তারাদিবিদ্যাবিষয়ে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তারাদির মন্ত্র পিত্রাদি হইতে গ্রহণ করিতে পারা যায়। মৎস্যসূক্তে এইরূপ লিখিত আছে,—পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দীক্ষিত করিতে পারেন, ইহাতে কোন দোষ নাই। গঙ্গা ও কাশী প্রভৃতি মহাতীর্থে এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণকালে পিত্রাদি হইতে মন্ত্রগ্রহণে কোন দোষ বিচার করিবে না। স্বপ্নলব্ধ ও স্ত্রীপ্রদত্ত মন্ত্র পুনর্ব্বার সংস্কার করিলেই শুদ্ধ হয়। স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে তাহার এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক,—সাধ্বী, সদাচারতৎপরা, গুরুর প্রতি ভক্তিশীলা, জিতেন্দ্রিয়া, সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা, সুশীলা ও পূজাদি কার্য্যে অনুরক্তা অর্থাৎ এই সকল গুণসম্পন্না স্ত্রীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বিধবা এই সকল গুণসম্পন্না হইলেও তাহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। স্ত্রীগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণে শুভ ফল হয়। বিশেষ মাতার নিকট দীক্ষিত হইলে অষ্ট গুণ ফল লাভ হয়। যদি মাতা তাহার উপাসিত মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে অষ্ট গুণ ফল, নচেৎ শুভ ফল। কোন কোন তন্ত্রবিদ্ বলেন,—সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণে গুরু বিচার নাই। বিধবা স্ত্রীর মন্ত্র দিবার অধিকার নাই, ইহার প্রতিপ্রসবে এইরূপ লিখিত আছে, বিধবা স্ত্রী পুত্রের অনুজ্ঞা লইয়া, কন্যা পিতার আজ্ঞা ও সধবা স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুসারে দীক্ষা দিবে, নচেৎ ইহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই। গর্ভবতী স্ত্রীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ দোষাবহ নহে; কিন্তু দশম মাস গর্ভবতী স্ত্রীর নিকট দীক্ষিত হইলে রৌরব নরক হইয়া থাকে।

মন্ত্র যদি স্বপ্নে লাভ হয়, তাহা হইলে ঐ মন্ত্র সদ্গুরুর নিকট হইতে পুনরায় গ্রহণ করিবে। যদি সদ্গুরু লাভ না হয়, তাহা হইলে জলপূর্ণ কলসে গুরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বটপত্রে কুঙ্কুম দিয়া মন্ত্র লিখিয়া উক্ত কলসে ঐ পত্র

নিঃক্ষেপ করিবে। পরে ঐ বটপত্র সহিত মন্ত্র উত্তোলন করিয়া স্বয়ং সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে মন্ত্রপরীক্ষা অনাবশ্যক।

দীক্ষার আবশ্যকতা—দীক্ষাব্যতীত মন্ত্রজপ দূষিত হয়, এই জন্ম প্রথমে দীক্ষার নিরূপণ করা আবশ্যক। দীক্ষা মনুষ্যকে দিব্যজ্ঞান প্রদান এবং পাপরাশি ক্ষয় করে, এই হেতুই ব্রহ্মচর্য্যাদি সকল আশ্রমেই দীক্ষার আবশ্যকতা আছে, কারণ দীক্ষাই জপ, তপস্যা প্রভৃতির মূল। দীক্ষা ব্যতীত জপতপস্যাদি কোন কার্য্যই হইতে পারে না। এই জন্ম সকল আশ্রমেই দীক্ষিত হইয়া বাস করিবে। দীক্ষিত না হইয়া যে ব্যক্তি জপপূজাদি কার্য্য করে, তাহার সেই সকল কার্য্য পাষাণে রোপিত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হয়।

দীক্ষাবিহীন ব্যক্তির সিদ্ধি বা সদ্গতি কিছুই হয় না। অতএব অতিশয় যত্নপূর্ব্বক গুরুর নিকটে অবশ্য দীক্ষিত হইবে। যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইলে সেই দীক্ষা ক্ষণকাল মধ্যে লক্ষ উপপাতক ও কোটি মহাপাতক দগ্ধ করে, যাহারা গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইয়া গ্রন্থে মন্ত্র দর্শনপূর্ব্বক ঐ মন্ত্র গ্রহণ করে, সেই নরাধম সহস্র মন্বন্তরেও নিষ্কৃতি পায় না। অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা, নিয়ম, ব্রত, তীর্থগমন এবং শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। দীক্ষা গ্রহণ না করিলে এই সকল দোষ ঘটিয়া থাকে। অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন বিষ্ঠাসম, জল মূত্র তুল্য এবং তৎকৃত শ্রাদ্ধাদিও নিষ্ফল। (তন্ত্র)

শূদ্রের দীক্ষা বিষয়ে প্রভেদ এইরূপ। প্রণব ও প্রণবঘটিত মন্ত্র শূদ্রকে প্রদান করিবে না। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে আত্মমন্ত্র, গুরুর মন্ত্র, অজপামন্ত্র, স্বাহা ও প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র অর্পণ করে, সেই ব্রাহ্মণের অধোগতি হয় এবং মন্ত্রগৃহীতা শূদ্রও নিরয়গামী হইয়া থাকে। লক্ষ্মী মন্ত্র (শ্রীঁ) স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই। শূদ্রকে গোপাল, মহেশ্বর, দুর্গা, সূর্য্য এবং গণেশের মন্ত্র প্রদান করিবে।' কারণ শূদ্র ইহাদের মন্ত্রগ্রহণে অধিকারী। ইহার অন্যথা করিলে শূদ্র পাপভাগী হইবে। যে যে দেবতার মন্ত্রগ্রহণে অধিকার আছে, তন্মধ্য হইতে অনুকূল মন্ত্র গ্রহণ করিবে। দীক্ষার সময় তারাচক্র, রাশিচক্র এবং নামচক্র বিচারে যদি মন্ত্র অনুকূল হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে এবং ঋণীধনী ও কুলাকুল প্রভৃতি চক্র বিচার করিতে হইবে।

স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র, স্ত্রীর নিকট হইতে গ্রহীতব্য মন্ত্র, মালামন্ত্র ও ত্র্যক্ষরমন্ত্র এই সকল বৈদিক মন্ত্রগ্রহণে সিদ্ধাদি বিচার করিবে না। নপুংসক মন্ত্র, সূর্য্যের অষ্টাক্ষর, পঞ্চাক্ষর, একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর এবং ত্র্যক্ষরাদি মন্ত্রের সিদ্ধান্ত বিচার করিবে না। যে মন্ত্রের অন্তে 'হুঁফট্' থাকে, তাহাকে পুং মন্ত্র, যাহার অন্তে 'স্বাহা' থাকে, তাহাকে স্ত্রীমন্ত্র এবং যাহার অন্তে 'নমঃ' আছে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র কহে। সুতরাং মন্ত্র তিন প্রকার।

যে যে মহাবিদ্যা পৃথিবীতে দোষপরিশূন্যা, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী, শৈলবাসিনী প্রভৃতি দেবীগণ কলিকালে সাধকের পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল দেবতা সিদ্ধমন্ত্র, সুতরাং ইঁহাদিগের উপাসনায় কলিকালে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না অর্থাৎ 'কলৌ সংখ্যাচতুর্গুণং' ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে কলিকালে জপপূজাদির চতুর্গুণ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা করিতে হয় না, কারণ এই সকল মহাবিদ্যাগণ কলিদোষদুষ্টা নহেন।

দশমহাবিদ্যা মন্ত্রগ্রহণে সিদ্ধাদি বিচার, নক্ষত্রচক্রাদি বিচার, বগলাদি শোধন ও অরিমিত্রাদি বিচার করিতে হয় না। দীক্ষাকালে ইঁহাদের মন্ত্র গ্রহণ করিলে সকল প্রকার শুভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, ইহা প্রশংসা বাক্য, সর্ব্বত্রই বিচারের আবশ্যক। কেননা দুরদৃষ্টক্রমে যদি কখন স্বপ্নে বৈরিমন্ত্র পাওয়া যায় এবং তদ্দ্বারা দোষ দৃষ্ট হয়, এই সকল কারণে বিচারের আবশ্যক।

দীক্ষাকালে নামগ্রহণপ্রণালী।—দীক্ষাগ্রহণের সময় পিতামাতা যে নাম নির্দ্দিষ্ট রাখেন, সেই নামের দেবশর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি ও শ্রী পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য বর্ণ সকল গ্রহণ করিবে। নামগ্রহণ সম্বন্ধে পিঙ্গলাতন্ত্রে লিখিত আছে—যাহার যে প্রসিদ্ধনাম থাকে, অথবা জন্মকালে যে নাম রক্ষিত হয় এবং যতিগণের সম্বন্ধে গুরু পুষ্পপাত দ্বারা যে নাম গ্রহণ করেন, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। রুদ্রযামলে লিখিত হইয়াছে, যে নাম দ্বারা সম্বোধন করিলে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগিয়া উঠে, দূর হইতে প্রত্যুত্তর করে এবং যে নাম গ্রহণ করিয়া আহ্বান করিলে অন্যমনস্ক অবস্থায় প্রত্যুত্তর দান করে, সেই নাম গ্রহণ করিয়া দীক্ষাকার্য্যের সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে।

কোন্ দেবতার মন্ত্রগ্রহণে কোন্ কোন্ চক্র আবশ্যক?—বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণে নক্ষত্রচক্র, শিবমন্ত্রে কোষ্ঠচক্র, ত্রিপুরামন্ত্রে রাশিচক্র, গোপালমন্ত্র ও রামমন্ত্রে অকড়মচক্র, গণেশমন্ত্রে হরচক্র, বরাহমন্ত্রে কোষ্ঠচক্র এবং মহালক্ষ্মীমন্ত্রে কুলাকুলচক্র বিচার করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

[চক্রবিচারের জ্ঞাতব্য বিষয় তত্তৎ চক্র শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দীক্ষাপ্রকরণ। দীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিবসে গুরু শিষ্যকে আহ্বান করিয়া পবিত্র কুশ শয্যাতে বসাইয়া নিদ্রামন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন করিবেন এবং শিষ্য শয়নকালে এই নিদ্রামন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রীগুরুর পাদুকা ধ্যানপূর্ব্বক শয়ন করিবেন।

নিদ্রামন্ত্র—"ওঁ হিলি হিহি শূলপাণয়ে স্বাহা" অথবা
"নমো জয় ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাত্মনে।
রামায় বিশ্বরূপায় স্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ॥
স্বপ্নে কথয় মে তথ্যং সর্ব্বকার্য্যেষ্বশেষতঃ।
ক্রিয়াসিদ্ধিং বিধাস্যামি ত্বৎ প্রসাদান্মহেশ্বর॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিদ্রিত হইবে, পরদিন প্রাতঃকালে গুরু শিষ্যের নিকট স্বপ্নদৃষ্ট শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিবেন। শিষ্য যদি স্বপ্নে কন্যা, ছত্র, রথ, প্রদীপ, অট্টালিকা, পদ্ম, নদী, হস্তী, বৃষ, মাল্য, সমুদ্র, সর্প, বৃক্ষ, পর্ব্বত, ঘোটক কোন পবিত্র দ্রব্য, আমমাংস, মদ এবং আসব ইহাদের মধ্যে কোন একবস্তু দৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হইবে।

দীক্ষাসম্বন্ধে কালনির্ণয়। চৈত্রমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিলে পুরুষার্থ সিদ্ধি, বৈশাখ মাসে রত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠ মাসে মৃত্যু, আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণ মাসে পূর্ণায়ুঃপ্রাপ্তি, ভাদ্রমাসে বন্ধুনাশ, আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে শত্রুপীড়া, মাঘে মেধাবৃদ্ধি এবং ফাল্গুনে সকল কামনা সিদ্ধি হয়। যদি উক্ত বিহিত মাস মলমাস হয়, তাহা বর্জ্জন করিবে। কখনও মলমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। চৈত্র মাসে যে দীক্ষার বিধান বলা হইয়াছে, তাহা গোপাল মন্ত্র গ্রহণ বিষয়ে জানিতে হইবে। কারণ কোন তন্ত্রের মতে, চৈত্র মাসে দীক্ষা গ্রহণ করিলে মৃত্যু ও দুঃখ হয়। ভাদ্র ও নক্ষত্র-মাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। এই জন্য দীক্ষা সম্বন্ধে সৌরমাস গ্রাহ্য।

দীক্ষা সম্বন্ধে বারনির্ণয়। রবিবারে দীক্ষা গ্রহণে বিত্তসঞ্চয়, সোমবারে শান্তি, মঙ্গলবারে আয়ুঃক্ষয়, বুধে সৌন্দর্য্যপ্রাপ্তি, বৃহস্পতিবারে জ্ঞানলাভ, শুক্রবারে সৌভাগ্য এবং শনিবারে যশ নাশ হয়।

দীক্ষা সম্বন্ধে তিথি-নিরূপণ। প্রতিপদে দীক্ষা গ্রহণে জ্ঞাননাশ, দ্বিতীয়াতে জ্ঞান, তৃতীয়ায় পবিত্রতা, চতুর্থীতে বিত্তনাশ, পঞ্চমীতে বুদ্ধি বৃদ্ধি, ষষ্ঠীতে জ্ঞাননাশ, সপ্তমীতে সুখ, অষ্টমীতে বুদ্ধিনাশ, নবমীতে শরীরক্ষয়, দশমীতে রাজবৎ সৌভাগ্যলাভ, একাদশীতে পবিত্রতা, দ্বাদশীতে সর্ব্বসিদ্ধি, ত্রয়োদশীতে দরিদ্রতা, চতুর্দ্দশীতে তির্য্যক্‌যোনিপ্রাপ্তি, অমাবস্যায় মানহানি এবং পূর্ণিমা তিথিতে ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল তিথির মধ্যে অস্বাধ্যায় তিথি বর্জ্জন করিতে হইবে। যে দিনে সন্ধ্যা গর্জ্জন, ভূমিকম্প ও উল্কাপাত হয়, সেই দিন অস্বাধ্যায় বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং সেই সমস্ত দিন এবং বেদোক্ত অন্যান্য অস্বাধ্যায় দিন দীক্ষাকার্য্যে বর্জ্জন করিবে। দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দ্বাদশী এবং ত্রয়োদশী তিথিতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। এই স্থলে যে ষষ্ঠী ও ত্রয়োদশী তিথি বিহিত হইয়াছে, ইহা বিষ্ণু মন্ত্রগ্রহণ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। ষষ্ঠী তিথিতে শিবমন্ত্র গ্রহণ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু দশমী ও সপ্তমী নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—শুক্ল পক্ষের দশমী ও ষষ্ঠী বিশেষরূপে নিন্দনীয়। ইহা শৈবতন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দীক্ষাবিষয়ে নক্ষত্রনির্ণয়—অশ্বিনী নক্ষত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিলে সুখ, ভরণীতে মৃত্যু, কৃত্তিকায় দুঃখ, রোহিণীতে বাক্‌পতিত্ব, মৃগশীর্ষে সুখপ্রাপ্তি, আর্দ্রায় বন্ধুনাশ, পুনর্ব্বসুতে ধন সম্পত্তি, পুষ্যায় শত্রুনাশ, অশ্লেষায় মৃত্যু, মঘায় দুঃখনাশ, এবং পূর্ব্বফল্গুনীতে সৌন্দর্য্যপ্রাপ্তি, উত্তরফল্গুনীতে জ্ঞান, হস্তায় ধন, চিত্রায় জ্ঞানসিদ্ধি, স্বাতীতে শত্রুনাশ, বিশাখায় সুখ, অনুরাধায় বন্ধুবৃদ্ধি, জ্যেষ্ঠায় সুতহানি, মূলায় কীর্ত্তিবৃদ্ধি, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ায় কীর্ত্তি, শ্রবণায় দুঃখ, ধনিষ্ঠায় দারিদ্র্য, শতভিষায় জ্ঞান, পূর্ব্বভাদ্রে সুখ, উত্তরভাদ্রে দুঃখ এবং রেবতী নক্ষত্রে কীর্ত্তিবৃদ্ধি হয়। এই স্থলে আর্দ্রা ও কৃত্তিকার যে নিষেধ বিধান করা হইল, ইহা শিব ও বহ্নির ইতর বিষয়ে জানিবে অর্থাৎ শিব ও বহ্নিমন্ত্র গ্রহণে উক্ত নক্ষত্রদ্বয় দোষাবহ নহে। কারণ কোনস্থলে শিব ও বহ্নিমন্ত্রগ্রহণ বিষয়ে আর্দ্রা ও কৃত্তিকা প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অশ্বিনী, ভরণী, স্বাতী, বিশাখা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী এবং উত্তরাষাঢ়ায় দীক্ষা গ্রহণ শুভজনক, এই স্থলে যে জ্যেষ্ঠা ও ভরণী নক্ষত্রে দীক্ষা বিধান আছে, ইহা কেবল মাত্র রামমন্ত্র গ্রহণে জানিতে হইবে।

দীক্ষা সম্বন্ধে যোগনির্ণয়—শুভ, সিদ্ধ, আয়ুষ্মান্, ধ্রুব, প্রীতি, সৌভাগ্য, বৃদ্ধি এবং হর্ষণযোগ দীক্ষাকার্য্যে শুভাবহ। রত্নাবলীতে লিখিত আছে—প্রীতি, আয়ুষ্মান, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বৃদ্ধি, ধ্রুব, সুকর্ম্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়ান্, শিব, সিদ্ধ এবং ইন্দ্র এই ষোড়শ যোগই দীক্ষাকার্য্য শুভজনক।

করণ নির্ণয়—বব, বালব, কৌলব, তৈতিল ও বণিজ এই সকল করণ দীক্ষাকার্য্যে শুভ।

লগ্ননির্ণয়—বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনুঃ ও মীন এই সকল লগ্নে এবং চন্দ্রতারা শুদ্ধিতে দীক্ষাকার্য্য করিবে। বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণে স্থিরলগ্ন অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ এই লগ্ন চতুষ্টয় প্রশস্ত।

শিবমন্ত্রগ্রহণে চরলগ্ন অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর এই চারি লগ্ন এবং শক্তিমন্ত্রদীক্ষাতে দ্ব্যাত্মক লগ্ন অর্থাৎ মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন এই লগ্ন চতুষ্টয় প্রশস্ত। লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে পাপগ্রহ এবং লগ্নের চতুর্থ, সপ্তম, দশম, নবম ও পঞ্চমস্থানে শুভগ্রহ থাকিলে দীক্ষা গ্রহণে শুভ হইবে। কিন্তু দীক্ষাকার্য্যে বক্রগ্রহ অনিষ্টকারী, এই জন্য তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পক্ষ নির্ণয়—শুক্লপক্ষে দীক্ষা শুভফল প্রদান করে এবং কৃষ্ণপক্ষেরও পঞ্চমী পর্য্যন্ত দীক্ষাকার্য্য দোষাবহ নহে। সম্পত্তিকামী ব্যক্তি শুক্লপক্ষে এবং মুক্তিকামী ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধমাসে ও তিথিবিশেষে মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারে, এই বিষয়ে রত্নাবলীতে এইরূপ লিখিত আছে—ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী, আশ্বিনমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, কার্ত্তিকের শুক্লানবমী, অগ্রহায়ণের তৃতীয়া, পৌষের শুক্লাচতুর্থী, ফাল্গুনের শুক্লানবমী, চৈত্রমাসের কামচতুর্দ্দশী, বৈশাখের অক্ষয়াতৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠের দশহরা, আষাঢ়ের শুক্লাপঞ্চমী ও শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমী এই সকল দেবপর্ব্ব, ইহাতে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তীর্থস্থানে দীক্ষা গ্রহণের ন্যায় কোটীগুণ ফল হয়। এই সকল দেবপর্ব্বে মন্ত্রগ্রহণে মাস, তিথি, বার ও নক্ষত্রাদি কিছুই বিচার করিবে না। শঙ্কর স্বয়ং বলিয়াছেন, দেবপর্ব্বে মন্ত্রগ্রহণ করিলে বার, নক্ষত্র, মাস ও তিথ্যাদিদোষ এবং যোগ করণাদির দোষাদোষ বিচার করিতে হইবে না। কাহারও কাহার ও মতে, চৈত্রের শুক্লাত্রয়োদশী, বৈশাখের শুক্লাএকাদশী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, আষাঢ়ের নাগপঞ্চমী, শ্রাবণের একাদশী, ভাদ্রের জন্মাষ্টমী, আশ্বিনের মহাষ্টমী, কার্ত্তিকের শুক্লানবমী, অগ্রহায়ণের শুক্লাষষ্ঠী, পৌষের চতুর্দ্দশী, মাঘমাসের শুক্লাএকাদশী, ফাল্গুনের শুক্লাষষ্ঠী, এই সমস্ত তিথি দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাদি সংক্রান্তিদিন, চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ, যুগাদ্যা তিথি ও মন্বন্তরা তিথি এবং মহাপূজাদিন দীক্ষাকার্য্যে শুভপ্রদ। চতুর্থী, পঞ্চমী, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী এই সকল তিথিও দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত। এই বচনে চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী বিধান শক্তিদীক্ষায় এবং চতুর্থী গণেশমন্ত্র দীক্ষা-বিষয়ে জানিবে। দীক্ষাবিষয়ে সূর্য্যগ্রহণের ন্যায় উত্তম সময় আর নাই। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণকালে বারতিথ্যাদির নিয়ম নাই। সূর্য্যগ্রহণকালে শক্তিদীক্ষা এবং চন্দ্রগ্রহণকালে বিষ্ণুদীক্ষা করিবে না। রুদ্রযামলের বচনানুসারে শ্রীবিদ্যা ভিন্ন অন্য বিদ্যা সম্বন্ধে জানিবে অর্থাৎ সূর্য্যগ্রহণে শ্রীবিদ্যার মন্ত্র এবং চন্দ্রগ্রহণকালে গোপাল মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, পর্ব্বযোগে ও চন্দ্রগ্রহণ কালে সকল প্রকার দীক্ষাই প্রশস্ত। নীলতন্ত্রে তারামন্ত্রের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি, শুভলগ্ন, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র এবং মিত্র তারাতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণকালে দীক্ষাকার্য্যে অন্য কিছুই বিচার করিবে না। সূর্য্যগ্রহণকালে শ্রীবিদ্যা ও দুর্গামন্ত্র গ্রহণ করিলে মনুষ্যের মুক্তিলাভ হয়। সোমবারে অমাবস্যা, মঙ্গলবারে চতুর্দ্দশী ও রবিবারে সপ্তমী তিথি হইলে শত সূর্য্যগ্রহণের সমান হয়, ইহাতে দীক্ষাদি কার্য্য অতি প্রশস্ত। কুলার্ণবে লিখিত আছে, রবিবারে সপ্তমী, সোমবারে অমাবস্যা, মঙ্গলবারে চতুর্থী ও বৃহস্পতিবারে অষ্টমী তিথি হইলে দেবতুল্য পর্ব্ব হয়, এই জন্য ইহাতে দীক্ষা অতি প্রশস্ত।

গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ, কুরুক্ষেত্র, পীঠস্থান, প্রয়াগ, কৈলাস পর্ব্বত ও কাশীক্ষেত্র এই সকল স্থানে মন্ত্রগ্রহণে কালাকাল শুদ্ধির আবশ্যকতা নাই। বিষ্ণুযামলে লিখিত আছে, দেবীর বোধন হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত যত তিথি তাঁহার প্রত্যেক তিথিতেই দীক্ষা গ্রহণ করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। আশ্বিনমাসের শুক্লাষ্টমী তিথি দীক্ষাকার্য্যে বিশেষ প্রশস্ত। কারণ এই সময়ে জগদম্বা গৃহে গৃহে আবির্ভূতা হন, অতএব এই সময়ে দীক্ষা গ্রহণ করিবে, ইহাতে মাস ও নক্ষত্রাদির বিচার করিবে না। অন্যত্র লিখিত হইয়াছে, দুর্গাদেবীর বোধনে, অশোকাষ্টমীতে, রামনবমীদিনে এবং গুরুর আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রগ্রহণ করিলে কালাকালাদি বিচার করিতে নাই।

ইহাতে যে কোন লগ্ন বা যে-কোন তিথিতে দীক্ষাগ্রহণ করিতে পারা যায়। অশোকাষ্টমী, রামনবমী এবং গুরুর আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রগ্রহণ করিলে কালাকালাদি বিচার করিতে হইবে না।

ইহাতে যে কোন লগ্ন বা যে কোন তিথিতেই দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারা যায়। মঙ্গলবারে চতুর্থী হইলে এবং ত্র্যহস্পর্শ দিবসে লগ্নাদি বিবেচনা না করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবে। সময়াচারতন্ত্রে লিখিত আছে, যুগাদ্য তিথি, জন্মদিবস এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে দীক্ষাগ্রহণ করিলে কিছুই বিচার করিতে হয় না। গুরুদেব শিষ্যকে আহ্বান করিয়া কৃপাপূর্ব্বক যদি দীক্ষিত করেন, তাহা হইলে লগ্নাদির

কিছুই বিচার করিতে হইবে না। যখন মন্ত্রজ্ঞ গুরু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া শিষ্যকে দীক্ষিত করেন, তখন সকল বার, সকল গ্রহ, সমস্ত নক্ষত্র ও সকল রাশিই শুভফল প্রদান করেন।

দীক্ষাস্থান নিরূপণ—গোশালা, গুরুর ভবন, দেবালয়, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর, আমলকী ও বিল্ববৃক্ষের সমীপ, পর্ব্বতাগ্র, পর্ব্বতগুহা ও গঙ্গাতট, এই সকল স্থানে দীক্ষা গ্রহণ করিলে কোটীগুণ ফল লাভ হয়। গয়া, ভাস্করক্ষেত্র, বিরজাতীর্থ, চট্টগ্রামে চন্দ্রপর্ব্বত, মতঙ্গদেশ ও কন্যাগৃহ এই সকল স্থলে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। বারাহী-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যদি শুক্র অস্তগত কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় থাকেন, অথবা গুরু ও রবি একগৃহস্থ হন, তাহা হইলে মেষ, বৃশ্চিক ও সিংহে মন্ত্র গ্রহণে দোষ হয় না। কালী, তারাদি মহাবিদ্যার মন্ত্রগ্রহণে কালাকালাদি বিচার নাই। এই বিষয় মুণ্ডমালাতন্ত্রে লিখিত আছে, মহাবিদ্যার মন্ত্র-গ্রহণে কালাদি বিচার ও অরিমন্ত্রাদি দোষ বিচারের আবশ্যক হইবে না। (তন্ত্রসার) [অন্যান্য বিবরণ মন্ত্র শব্দে ও কলাবতী দীক্ষার বিষয় কলাবতী শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পঞ্চায়তনী দীক্ষা—এই দীক্ষার বিষয় যামলে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, পঞ্চায়তনী দীক্ষাতে শক্তি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য এবং গণেশ এই পঞ্চ দেবতার পঞ্চ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে ঐ পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে হয়। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে—গুরু যদি এই পঞ্চদেবতার মধ্যে শক্তিচক্র প্রধান বলিয়া ভাবনা করেন, তবে তাহা যন্ত্র মধ্যে অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবেন এবং ঐ যন্ত্রের ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নি-কোণে শিব, নৈর্ঋতকোণে গণেশ এবং বায়ুকোণে সূর্য্যের যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ইহাদের পূজা করিতে হইবে। আর যদি মধ্যভাগে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তাহা হইলে ঈশানকোণে গণেশ, নৈর্ঋতকোণে সূর্য্য ও বায়ুকোণে অম্বিকার যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ইহাদের পূজা করিবেন। যদি মধ্যভাগে শঙ্করের অর্চ্চনা করেন, তাহা হইলে ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে সূর্য্য, নৈর্ঋতকোণে গণেশ এবং বায়ুকোণে পার্ব্বতীর পূজা করিতে হইবে ইত্যাদি। (তন্ত্রসার।) [পঞ্চায়তনী দীক্ষা দেখ।]

সংক্ষেপ দীক্ষা—সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলের উপর নূতন কুম্ভ স্থাপন করিয়া জল দিয়া পূর্ণ করিবে, তাহার পর গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা ঐ কুম্ভে অর্চ্চনা করিয়া বস্ত্রসংযুক্ত কুম্ভ মধ্যে সর্ব্বৌষধি ও নবরত্ন ক্ষেপণ করিবে। তাহার পর কুম্ভ মুখে পঞ্চপল্লব দিয়া যথাশক্তি দেবতার পূজা করিয়া হোমবিধি অনুসারে অষ্টোত্তরশত হোম করিবে। পরে অলঙ্কৃত শিষ্যকে বেদির উপরে অগ্নির সমীপে উপবেশন করাইয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল ও শান্তিকুম্ভ জলে অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপ করিয়া সেই জল দ্বারা অভিষিক্ত করিবে। তৎপরে শিষ্যমস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া মূলমন্ত্র প্রদান করিবে। তাহার পর 'নমোঽস্তু' এই মন্ত্রে আতপতণ্ডুল দ্বারা শিষ্য গুরুকে অর্চ্চনা করিবে। প্রকারান্তর যথা—অক্ষতযুক্ত শঙ্খ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে দেবতার অর্চ্চনা করিবে। পরে শঙ্খস্থ জল দ্বারা শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া শিষ্যের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া গুরু শিষ্যকর্ণে অষ্টবার মন্ত্র জপ করিবেন, ইহাই তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বিস্তৃত দীক্ষাপ্রণালী অনুষ্ঠানে অশক্ত হইলে অক্ষতযুক্ত শঙ্খ অর্চনা করিয়া সেই জল দ্বারা মূলমন্ত্রে অষ্টবার শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া কর্ণে অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। বিশ্বসারতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—চন্দ্র কিংবা সূর্য্যগ্রহণকালে, তীর্থস্থানে, কাশ্যাদি পুণ্য ক্ষেত্রে কিংবা শিবালয়ে গুরু শিষ্যকে মন্ত্র বলিয়া দিলেই দীক্ষা হইল। এই সমস্ত স্থলে পূজাদি অনাবশ্যক। বিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, অন্যান্য যুগে মহাদীক্ষা, দীক্ষা ও উপদেশ দিবে; কলিযুগে কেবল উপদেশ করি-লেই কার্য্য হইয়া থাকে। (তন্ত্রসার) উপনয়নাদি সংস্কারকেও দীক্ষা কহে। [তাহার বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।] ৫ অনুষ্ঠান। ৬ প্রবৃত্তকরণ, প্রবর্ত্তনা। ৭ যজ্ঞাদি কর্ম্মে সংস্কার।

দীক্ষাকর্ত্তৃ (পুং) দীক্ষাগুরু, উপদেষ্টা।

দীক্ষাতত্ত্ব (ক্লী) দীক্ষায়াঃ তত্ত্বং। দীক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব, দীক্ষা সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

দীক্ষাগুরু (পুং) দীক্ষায়াং গুরুরূপদেষ্টা। মন্ত্রাদি উপদেষ্টা, যিনি দীক্ষা দেন।

দীক্ষান্ত (পুং) দীক্ষায়াঃ প্রধান যাগস্য অন্তঃ অন্তোপলক্ষিতো-যজ্ঞঃ। অবভৃত স্নানরূপ যাগভেদ অর্থাৎ অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সমাপনান্তে ন্যূনত্বাদি দোষ শান্তির জন্য যে যজ্ঞ করা হয়। প্রধান যজ্ঞের নাম দীক্ষা, প্রধান যজ্ঞ অবসান হইলে প্রধান যজ্ঞের দোষাদি শান্তির জন্য যে যজ্ঞ করা যায়, তাহার নাম অবভৃত বা দীক্ষান্ত। [অবভৃত দেখ।]

দীক্ষাপতি (পুং) দীক্ষায়াঃ পতিঃ ৬তৎ। দীক্ষাপালক সোম। "দীক্ষাং মে দীক্ষাপতির্ম্মন্যতামনু" (শুক্ল যজু° ৫।৬) 'দীক্ষায়াঃ পতিঃ পালকো সোমঃ' (বেদদীপ)

দীক্ষাপাল (পুং) দীক্ষায়াঃ পালঃ। দীক্ষাপতি।

দীক্ষাযূপ (পুং ক্লী) দীক্ষাঙ্গং যূপঃ। দীক্ষাঙ্গ পশ্বাদি মার-ণার্থ কাষ্ঠময় পদার্থভেদ, হাড়িকাট। যজ্ঞাদি স্থলে যজ্ঞীয় পশু-হত্যার নিমিত্ত কাঠের হাড়িকাট প্রস্তুত করা হইত, তাহাকে দীক্ষাযূপ কহে।

দীক্ষিত (ত্রি) দীক্ষ-কর্ত্তরি ক্ত, বা দীক্ষা সঞ্জাতা ২স্য, তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ ব্রতাদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মে সঙ্কল্পপূর্ব্বক প্রবৃত্ত, যাহারা সোমাদি যজ্ঞ সংকল্পপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ২ তন্ত্রোক্ত গৃহীতমন্ত্র, যাহারা তন্ত্রানুসারে গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

"অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥
দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতোভবেৎ॥
অদীক্ষিতোঽপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥" (তন্ত্রসার)

অদীক্ষিত ব্যক্তি জপপূজাদি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা সমস্তই নিষ্ফল হয়। [দীক্ষা দেখ।] ৩ কাম্পিল্লনগরস্থ যজ্ঞদত্ত নামক ব্রাহ্মণ। কাম্পিল্লনগরে সোমযাজীকুলে যজ্ঞদত্ত নামে বেদবেদাঙ্গবিশারদ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি রাজমান্য ও বহুধন সম্পত্তির অধীশ্বর ছিলেন। ইনি সাগ্নিক ও বেদাধ্যয়নে কালাতিপাত করিতেন।

"আসীৎ কাম্পিল্লনগরে সোমযাজিকুলোদ্ভবঃ।
দীক্ষিতোযজ্ঞদত্তাখ্যো যজ্ঞবিদ্যাবিশারদঃ॥" (কাশীখ° ১৩অঃ)

৪ স্বীকৃতদীক্ষ, যিনি দীক্ষা স্বীকার করিয়াছেন।

"ততঃ পরাজিতাঃ পার্থা বনবাসায় দীক্ষিতাঃ।
অজিনান্যুত্তরীয়াণি জগৃহুশ্চ যথাক্রমং॥" (ভারত ২।৭৯।১)

দীক্ষিতায়নী (স্ত্রী) দীক্ষিতঃ স্বনামখ্যাত ব্রাহ্মণ এব অয়নং গতির্যস্যাঃ স্ত্রিয়াং টিত্বাৎ ঙীপ্। কাম্পিল্লনগরস্থিত দীক্ষিত নামক ব্রাহ্মণের স্ত্রী। (কাশীখ° ১৩ অঃ)

দীক্ষিতৃ (পুং) দীক্ষ (সূদদীপদীক্ষশ্চ। পা ৩।২।১৫৩) ইতি সূত্রেণ যুক্তং বাধিত্বা শীলার্থে তৃচ্। দীক্ষাশীল, দীক্ষাবিশিষ্ট। কেহ কেহ ইহাকে সোমযাজী এইরূপ অর্থ করেন।

দীঘল (দেশজ) দীর্ঘ, লম্বা।

দীঘী (দেশজ) দীর্ঘিকা শব্দের অপভ্রংশ, বৃহৎ জলাশয়।

দীতি (স্ত্রী) দীপ্, ক্তিন্ বেদে পলোপঃ। দীপ্তি। "সুদীতি রগ্ন্যাদিত্যেভ্যঃ" (তাণ্ড্যব্রা° ১৯।১১)। 'সুদীতিঃ সুদীপ্তিরসি' (ভাষ্য°)

দীদি (পুং) দীপ বাহু° দি পৃষো° সাধুঃ। দ্যোতমান। "অশ্বিনা পিবতং মধু দীদ্যগ্নী শুচিব্রতা" (ঋক্ ১।১৫।১০) 'দীদ্যগ্নীদ্যোতমানাগ্নিযুক্তৌ' (সায়ণ)

দীদিবি (পুং-ক্লী) দিব্যন্ত্যনেনেতি দিব-ক্বিন্ অভ্যাসস্য চ দীর্ঘশ্চ (দিবোদ্বে দীর্ঘশ্চাভ্যাসস্য। উণ্ ৪।৫৫)। ১ অন্ন। ২ বৃহস্পতি। ৩ স্বর্গ। ৪ ভক্ষ্যদ্রব্য। (ত্রি) পুনঃ পুনঃ ভৃশং বা দীব্যতি দিব-যঙ্লুক্ ইন্ ন গুণঃ অভ্যাসদীর্ঘঃ। পুনঃ পুনঃ বা অত্যন্তদ্যোতক। "রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং" (ঋক্ ১।১।৮) 'দীদিবিং পৌনঃপুন্যেন ভৃশংবা দ্যোতকং' (সায়ণ)

দীধিতি (স্ত্রী) দী ধীতে দীপ্যতে ইতি দীধী সংজ্ঞায়াং ক্তিচ্ ইট্ (যীবর্ণয়োর্দীধীবেব্যোঃ। পা ৩।৪।৫৩) ইতি সূত্রেণ অন্ত্যস্য লোপঃ। কিরণ।

"পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতে-
রনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ।" (রঘু ৩।২২)

জলময় চন্দ্রে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া নৈশ অন্ধকার বিদূরিত হয়। ২ নৈয়ায়িকপ্রবর রঘুনাথশিরোমণি চিন্তামণির এক টীকা প্রস্তুত করেন, এই টীকার নাম দীধিতি। ৩ অঙ্গুলি। (নিঘণ্টু)

দীধিতিকৃৎ (পুং) দীধিতিং করোতি কৃ-ক্বিপ্। চিন্তামণি টীকাকারক রঘুনাথ শিরোমণি। [রঘুনাথশিরোমণি দেখ।]

দীধিতিমৎ (পুং) দীধিতয়ঃ ভূম্না সন্ত্যস্য মতুপ্। সূর্য্য।

দীন (ত্রি) দীয়তে স্মেতি কর্ত্তরিক্ত ততো নিষ্ঠা তস্য নঃ (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫) ১ দুঃখিত। ২ দরিদ্র। "চরেয়ুঃ পৃথিবীং দীনাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ।" (মনু ৯।২৩৮) ৩ কাতর। ৪ শোচ। ৫ হীন। ৬ ক্ষুব্ধ। ৭ সন্তপ্ত। ৮ ভীত। (ক্লী) ৯ তগরপুষ্প।

দীন কৃষ্ণদাস, উৎকলের একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। দীনকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ রহস্যময়। ইহার মাতা শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথদেবের মন্দিরে সন্ন্যাসিনী ভাবে বাস করিতেন। সহসা একদিন প্রভাতে তিনি একটী নবকুমার প্রসব করিয়া বসিলেন। লোকে স্বামীহীনা এই রমণীর পুত্র প্রসব দেখিয়া কাণাকাণি করিতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী তাহাতে উত্তর দিলেন, একদিন তিনি রজনীযোগে প্রভু জগন্নাথের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে জগন্নাথ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া মনুষ্যদেহে তাঁহাকে দর্শন দেন এবং তাঁহা হইতেই এই পুত্র জন্মিয়াছে। এই অপূর্ব্ব গল্প জগন্নাথদেবের উপর অটল ভক্তিযুক্ত আপামর সাধারণ সকলেরই মনে বেশ লাগিল। শীঘ্রই ইহা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। দীনকৃষ্ণ ৺ জগন্নাথদেবের পুত্র বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অনৈসর্গিক জন্ম এইরূপে মাতৃদোষ ক্ষালন করিল।

দীনকৃষ্ণের জন্মবিবরণ যাহাই হউক, তিনি সকল শ্রেণীর লোকদ্বারা সমাদৃত হইয়া মন্দিরেই বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত অভিনব বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতেছিল। উৎকলে তখন তাঁহার

পূর্ণ প্রভাব। দীনকৃষ্ণ সেই বৈষ্ণবশ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত হইলেন এবং বৈষ্ণব-কবিদিগের স্বাভাবিক প্রিয় কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সুমধুর 'রসকল্লোল' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ অতি উপাদেয়, সুললিত ভাষায় রচিত এবং উৎকল ভাষায় একটী অলঙ্কার স্বরূপ। রসকল্লোল ব্যতীত দীনকৃষ্ণ আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিষয়েও সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১০ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। দীনকৃষ্ণের জীবনে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। ইনি পুরীর তাৎকালিক রাজা পুরুষোত্তমদেবের (১৪৭৮—১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে) প্রশংসাসূচক কয়েকটী কবিতা লেখেন; ঐ সকল কবিতা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহাদ্বারা অনুমান হয়, দীনকৃষ্ণ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রসকল্লোল রচনা করিয়া থাকিবেন।

দীনকৃষ্ণদাস, বাঙ্গালার একজন প্রাচীন পদকর্ত্তা। অনেকে ইঁহার রচিত পদগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের পদ বলিয়া ভুল করেন।

দীনতা (স্ত্রী) দীনস্য ভাবঃ দীন-তল্ ততো টাপ্। ১ দৈন্য, দারিদ্র। ২ কাতরতা। ৩ ক্ষোভ। ৪ সন্তাপ।

দীনদয়ালু (পুং) দীনে দয়ালু। দুঃখিতে দয়ালু, যাহারা দুঃখিত লোকের প্রতি সর্ব্বদা দয়াশীল।

দীনদয়ালু পাঠক, মুহূর্ত্তভৈরব নামে সংস্কৃত জ্যোতিগ্রন্থ-রচয়িতা।

দীনদয়ালু বাজপেয়িন্, রঘুবরসংহিতা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-প্রণেতা।

দীননাথ (পুং) দীনানাং নাথঃ। দুঃখিতজনভর্ত্তা।

দীননাথ, ১ গীর্ব্বাণবোধ নামে সংস্কৃত কাব্যরচয়িতা।

২ পর্ব্বসংগ্রহ নামে সংস্কৃত জ্যোতিষ রচয়িতা।

দীননাথ পণ্ডিত, (রাজা) পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজস্ব সচিব। ইঁহার পিতা ভকতমল দিল্লীনগরে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। পঞ্জাবের দেওয়ান গঙ্গারামের সহিত দীননাথের নিকট সম্পর্ক ছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গারাম দিল্লী হইতে দীননাথকে লাহোরে আহ্বান করেন। এই সময়ে গঙ্গারাম লাহোর রাজ-সরকারের হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার অনুগ্রহে দীননাথ তথায় একটী পদ প্রাপ্ত হন; শীঘ্রই তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি ও অধ্যবসায় সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সুদক্ষ দেওয়ান গঙ্গারামের মৃত্যু হইলে তৎপদে দীননাথ পণ্ডিত রাজকীয় মুদ্রাধ্যক্ষ ও সৈনিক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হইলেন। তৎপরে তিনি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান ভবানীদাসের মৃত্যুর পর প্রধান রাজস্বসচিব পদে নিযুক্ত হন। রণজিৎসিংহের পরও তিনি অনেক দিন শিখরাজ্যের প্রধান দেওয়ান ছিলেন। ইনি সুবক্তা, কর্ম্মকুশল, কূটনীতিবৎ, সূক্ষ্মদর্শী ও পরিশ্রমী।

দীননাথ সূরি, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি রাষ্ট্রকূটবংশীয় ভৈরবসাহের আদেশে 'ভৈরব-নবরস-রত্ন' নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

দীন ভবানন্দ, একজন প্রাচীন পদকর্ত্তা। ইঁহার সুন্দর বাঙ্গালা পদগুলি বৈষ্ণবগণের বড় প্রিয়।

দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্গের বিখ্যাত গ্রন্থকার ও কবি। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বেলিনী গ্রামে দীনবন্ধু মিত্রের পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিতেন। তাঁহার পিতা কালাচাঁদ মিত্র কাঁচড়াপাড়ার কয়ক্রোশ দূরে যমুনাবেষ্টিত চৌবেড়িয়া গ্রামে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়া তথায় বাস করেন। এখানে দীনবন্ধুর জন্ম।

সন ১২৩৬ সালে চৈত্রমাসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা তেমন সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। কোন প্রকারে দিনপাত হইত মাত্র। দীনবন্ধুর পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্ব্বনারায়ণ। তাঁহারই অপভ্রংশে লোকে তাঁহাকে 'গন্ধ' বলিয়া ডাকিত। দীনবন্ধুর চরিত্রে যে সকল মহত্বের লক্ষণ ছিল, তাহার অধিকাংশই তিনি স্বীয় জননীর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।

বাল্যকালে তিনি গ্রামস্থ পাঠশালায় লেখা পড়া আরম্ভ করেন এবং তাহা সমাপন হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে জমীদারী সেরেস্তায় অতি সামান্য বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু বালক দীনবন্ধুর কিছুতেই চাকুরীতে মন টিকিল না। তিনি পিতা ঠাকুরের কথায় অবাধ্য হইয়া চাকরী পরিত্যাগ করিলেন এবং কলিকাতায় আসিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন বাহির-সীমুলিয়ায় পিতৃব্যের বাটী আসিয়া খুড়তুতা-ভাইগণের আশ্রয়ে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এখানে তাঁহাকে পালাক্রমে রন্ধন কার্য্যও করিতে হইত।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার ভাবী নীলদর্পণ নাটকের ইংরাজী অনুবাদক মহাত্মা লঙ্ সাহেবের অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। লঙ্ সাহেব বালক দীনবন্ধুকে পুস্তক ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। কলিকাতায় ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিয়া দীনবন্ধু পিতৃদত্ত 'গন্ধর্ব্ব নারায়ণ' নাম পরিত্যাগ করিয়া 'দীনবন্ধু' নাম গ্রহণ করেন। তখন হইতে দীনবন্ধু নামে পরিচিত হইয়াছেন।

লঙ্ সাহেবের স্কুল হইতে তিনি হেয়ার স্কুলে, পরে জুনিয়ার স্কলারসিপ্ বৃত্তি পাইয়া হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া

সিনিয়ার স্কলারসিপ্ (Senior Scholarship) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

পঠদ্দশাতেই তিনি বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ করেন এবং সত্বরেই তখনকার বঙ্গসাহিত্যের নেতা প্রভাকরসম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের মনাকর্ষণ করেন। ঈশ্বরগুপ্ত দীনবন্ধুর কবিতার গুরু। দীনবন্ধুর অনেক কবিতা ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার ছাঁচে ঢালা।

কলেজ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে হুগলি জেলাস্থ বাঁশবেড়ে গ্রামে দীনবন্ধুর বিবাহ হয়। তাঁহার স্ত্রীর উচ্চ চরিত্রগুণে একদিনের জন্যও তাঁহাকে সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই।

উচ্চ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার আইন শিখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু ভরণপোষণাভাবে তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি পরীক্ষা দিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে পোষ্ট আফিসের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। প্রথমে ১৫০৲ বেতনে পাটনার পোষ্ট মাষ্টার হইলেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াও সাহিত্যচর্চ্চা ত্যাগ করেন নাই।

পাটনায় তাহার কার্য্যের দক্ষতা দেখিয়া সাহেবগণ একবৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত করেন এবং বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। ঐ পদে থাকিয়া তিনি বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অধিকাংশ স্থানই ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লুসাই যুদ্ধে ডাকের বন্দোবস্তের জন্য গবর্মেণ্ট তাঁহাকে মনোনীত করিলে, তিনি কর্ত্তব্যানুরোধে নির্ভয়চিত্তে যুদ্ধের মুখে গমন করিয়াছিলেন। এখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'কমলেকামিনী' প্রকাশ করেন। কার্য্যোপলক্ষে কৃষ্ণনগরেই তাঁহাকে অধিককাল থাকিতে হয়। তাঁহার কার্য্যদক্ষতাগুণে তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মে মাসে কলিকাতায় পোষ্ট মাষ্টার জেনারলের প্রধান সহকারী পদে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতায় থাকিয়াও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে মফঃস্বলে গমন করিতে হইত। লুসাই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন করিলে তিনি ১৮৭১ মে মাসে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি বিষম বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন এবং রোগের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ১লা নবেম্বর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জগদ্ধাত্রীপূজার ভাসানের দিন ইহজীবন পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স তখন ৪২ বৎসর ৮ মাস মাত্র হইয়াছিল। তাহার যথাক্রমে আটটী পুত্র সন্তান ও একটী কন্যা হইয়াছিল।

প্রায় ৩২ বৎসর হইল, তাঁহার মাতা ৺ গঙ্গালাভ করিয়াছেন। দীনবন্ধু তখন কার্য্যোপলক্ষে কটকে গমন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে জননীর সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা তিনি কখন ভুলিতে পারেন নাই। সেইজন্য আক্ষেপ করিয়া দ্বাদশ কবিতায় প্রবাসীর বিলাপে লিখিয়াছেন—

"ভিক্ষা করি খাব দেশে যদি মাতা পাই।
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই॥"

বঙ্গদেশে এমন স্থান নাই, যেখানে দীনবন্ধুর বন্ধু মিলে না। তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই ভদ্রলোকেরা তাহার বন্ধুশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

দীনবন্ধুর বন্ধুত্ব বঙ্কিম বাবুর জীবনের একটী বিশেষ ঘটনা। সেই ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ দীনবন্ধু 'নবীন তপস্বিনী' বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে 'মৃণালিনী' উপহার দিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের ভালবাসা শুধু ইহকাল লইয়া নহে। তাই দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে এবং সেই সম্বন্ধ দেখাইবার জন্যই আনন্দমঠের নূতন রকমের উৎসর্গ পত্র লিখিত হইয়াছে। তাই সেই চিরকালের বন্ধু দীনবন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "কণ্ মাং ত্বদধীনজীবিতাং" ইত্যাদি কুমারসম্ভবের শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দীনবন্ধুর জীবন আলোচনা করিলে বলিতে পারা যায়, তাঁহার ন্যায় সুখী পুরুষ দুর্লভ। যদিও প্রথম জীবনে দরিদ্রতার কষ্ট ভোগ করিয়াছেন; তথাপি উত্তর জীবনে তাঁহার ন্যায় সুখী কে? তাঁহার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থাগম, সংসারে অবিচ্ছিন্ন আনন্দ, সমাজে বিপুল খ্যাতি, সাহিত্যে প্রভূত সম্মান, রাজকার্য্যে সমধিক উন্নতি, বন্ধুবর্গের অক্ষুণ্ন সৌহার্দ্দ্য, বয়োঃজ্যেষ্ঠগণের সাদর সম্ভাষণ, কনিষ্ঠগণের অকৃত্রিম সম্মান, তিনি একাধারে সকলই ভোগ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরগুপ্ত-সম্পাদিত 'সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় দীনবন্ধু সর্ব্ব প্রথম মানবচরিত্র নামক কবিতা প্রকাশ করেন। তৎপরে সুরধুনীকাব্য, দ্বাদশকবিতা, দুই বার জামাইষষ্ঠী এবং প্রভাকরে বিজয়কামিনী নামে একক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করেন। এই কাব্যের সহিত তাঁহার দশবর্ষ পরবর্ত্তী 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের নায়ক নায়িকার নাম ও চরিত্র সম্বন্ধে মিল আছে। নানাস্থানে ভ্রমণকালে নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপ অবগত হইয়া তিনি নীলদর্পণ প্রকাশ করেন।

এই গ্রন্থে তাঁহার নাম ছিল না। লঙ্ সাহেব এই গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করায় কারারুদ্ধ হন। পরে এই গ্রন্থ য়ুরোপীয় অপরাপর অনেক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থদ্বারা দীনবন্ধু বঙ্গের প্রজা সাধারণের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। নবীনতপস্বিনীর পর তিনি বিয়েপাগলাবুড়ো এবং তৎপরে সধবার একাদশী রচনা করেন। এ সময়ে বঙ্গদেশে সর্ব্বত্রই তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎপরে তাঁহার বিশেষ যত্নের ধন লীলাবতী প্রকাশিত হয়। ইহার পর দীনবন্ধু কিছুদিন বিশ্রাম লাভ করেন, তৎপরে সুরধুনী, জামাইবারিক ও দ্বাদশকবিতা শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হইল। সুরধুনী কাব্য বহুপূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল, এ গ্রন্থ তেমন ভাল না হওয়ায় অনেকই এ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়া ছিল। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে 'কমলে কামিনী' প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, "দীনবন্ধুর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকৃত ঘটনামূলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার প্রণীত চরিত্রে অনুকৃত হইয়াছে। নীলদর্পণের অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত, নবীনতপস্বিনীর বড় রাণী ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। সধবারএকাদশীর প্রায় সকল নায়কনায়িকাগুলি জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি, তদ্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা। জামাই বারিকের দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। বিয়ে পাগলাবুড়োও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।" বঙ্কিম চন্দ্র আর একস্থানে লিখিয়াছেন, "বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। যেখানে যেটী সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন। দীনবন্ধুর এই দুটী গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি। যেখানে এই দুইটীর মধ্যে একটীর অভাব হইয়াছে, সেইখানেই তাহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক নায়িকা, তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ।"

বাস্তবিক দীনবন্ধু যাহা একবার দেখিয়াছেন, তাহা যেরূপ চিত্রকরের তুলিতে আঁকিয়াছেন,—তাহাতে যেরূপ সফল হইয়াছেন, যাহা তিনি কখন দেখেন নাই, কল্পনাবলে সে চিত্র আঁকিতে গিয়া সেরূপ কৃতকার্য্য হন নাই।

দীনবাউল, পাবনা জেলা বাসী একজন প্রসিদ্ধ বাউল। ইহার প্রকৃত নাম গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার রচিত বাউল সংগীতগুলি অতি হৃদয়গ্রাহী ও সর্ব্বজনপ্রিয়।

দীনসাধক (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৭)

দীনা (স্ত্রী) দীন-টাপ্। মূষিকা। (ত্রি) দরিদ্রা।

দীনার (পুং) দীয়তে ইতি। (দীদীঙোন্নুট্‌চ। উণ্ ৩।১৪০।) ইতি আরন্ নুট্‌চ। ১ স্বর্ণভূষা। ২ স্বর্ণমুদ্রা, মোহর। ৩ নিষ্ক পরিমাণ। ৪ সুবর্ণকর্ষদ্বয়।

দীনার, এসিয়া ও য়ুরোপের নানাস্থানে প্রচলিত প্রাচীন মুদ্রা বিশেষ। ইহা দেশভেদে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুতেই প্রস্তুত হইত এবং মূল্যেও নানাস্থানে নানারূপ ছিল। এখন ভারতবর্ষে কোথাও দীনার প্রচলিত নাই, কিন্তু মুসলমানদিগের এদেশে আগমনের বহুপূর্ব্বে এদেশে দীনার নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। হরিবংশ, মহাবীর চরিত প্রভৃতিতে দীনারের উল্লেখ আছে। সাঞ্চিস্থ প্রকাণ্ড টোপ বা বৌদ্ধস্তূপের পূর্ব্বদ্বারে সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের উৎকীর্ণ যে লিপি আছে, তাহাতে দীনারের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক অমরকোষেও দীনারের নাম আছে*।

পারস্যদেশেও দীনার নামে স্বর্ণমুদ্রা চলিত ছিল। অনেকে অনুমান করেন, পারস্য ও ভারতবর্ষের দীনার মুদ্রা সম্ভবতঃ রোমকদিগের দিনারিয়াস্ হইতে আখ্যাত হইয়া থাকিবেক। রোমকদিগের দিনারিয়াস্ একরূপ রৌপ্যমুদ্রা, কিন্তু স্বর্ণের দিনারিয়াস্, তাম্রের দিনারিয়াস্ প্রভৃতি মুদ্রাও চলিত ছিল, যাহা হউক রোম হইতেই এ দেশে দীনার নাম চলিত হয়, কি এদেশ হইতেই রোমে দিনারিয়াস্ প্রচলিত হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যখন অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দীনার নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন খুব সম্ভব ঐ নাম এদেশীয়।

দীপ (পুং) দীপ্যতে দীপয়তি বা স্বং পরঞ্চেতি দীপি বা দীপ-চ। বর্ত্তিস্থ জ্বলদগ্নিশিখা। তৈলাদি স্নেহযোগে স্বপর প্রকাশক বর্ত্তিকাদাহক শিখাযুক্ত প্রদীপ। পর্য্যায়—প্রদীপ, স্নেহাশ, দীপক, কজ্জলধ্বজ, শিখাতরু, গৃহমণি, জ্যোৎস্নাবৃক্ষ, দশেন্ধন, দোষাতিলক, দোষাস্য, নয়নোৎসব। (শব্দর°)

* কোষকার অমরসিংহের মতে দীনারের পরিমাণ ১ নিষ্ক অর্থাৎ দুই তোলা। রঘুনন্দনের মতে দীনারের পরিমাণ ৩২ রতি সুবর্ণ। অকবরের সময়ে দীনার নামক স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ ছিল ১ মিস্কাল অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ তোলা। সম্প্রতি পারস্যদেশে দীনার শব্দে মুদ্রার ভগ্নাংশ মাত্র বুঝায়। তথায় ১০০০ দীনার=১ টমাউন (প্রায় আট আনা)।

"বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমন্নদঃ।
তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমং ॥" (মনু ৪।২২৯)

জলদাতা তৃপ্তি, অন্নদাতা অক্ষয় সুখ, তিলদাতা মনোমত সন্তান সন্ততি এবং দীপদাতা উত্তম চক্ষু লাভ করেন। কার্ত্তিকমাসে দীপ দান অতিশয় পুণ্যজনক। ইহার বিষয় পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে*। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ এবং নর্ম্মদা ও কুরুক্ষেত্রে তুলাপুরুষ দান করিলে যে পুণ্য হয়, কার্ত্তিক মাসে দীপ দান করিলে তাহার অধিক পুণ্য হয়। কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুর অগ্রে যাহারা দীপ দান করে, তাহাদের অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষ্প্রয়োজন এবং এক দীপ দানে সকল যজ্ঞের ফললাভ হয়। যাহারা কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুর অগ্রে দীপদান না করেন, তাহাদের প্রতি সকল পাপ গর্জ্জন করিতে থাকে এবং যাহারা দীপদান করেন, তাহাদের সকল প্রকার পুণ্য হয়। কার্ত্তিকমাসে কেশবাগ্রে দীপদান বিষ্ণুর যে প্রকার তুষ্টিপ্রদ, গয়ায় পিণ্ডদানে বিষ্ণুর তাদৃশ প্রীতি হয় না।

"মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং শুদ্ধিহীনং জনার্দ্দন।
ব্রতং সম্পূর্ণতাং যাতু কার্ত্তিকে দীপদানতঃ॥"

এই মন্ত্রে বিষ্ণুর অগ্রে দীপদান করিতে হইবে। বলি কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুর আয়তনে বিধিবৎ দীপ দান করিয়া সকল পাতক হইতে বিমুক্ত হন এবং স্বর্গলোকে গমন করেন। দীপ স্পর্শ করিয়া কোন বৈধকর্ম্ম করিতে নাই. দীপ স্পর্শ করিয়া দেবোদ্দেশে কোন কার্য্য করিলে তাহাতে পাপ হয়।

"দীপং স্পৃষ্ট্বা তু যো দেবি মম কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
তস্যাপরাধাদ্বৈ ভূমে! পাপং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥" (বরাহপু°)

দীপার্থ স্নেহাদির নিয়ম—ঘৃত ও তৈল দিয়া দীপ প্রস্তুত করিবে, অন্য কোনরূপ স্নেহ পদার্থ দ্বারা দীপ করিবে না।

"ঘৃতং তৈলঞ্চ দীপার্থে স্নেহানন্যানি বর্জ্জয়েৎ।" (অগ্নিপু°)
"ঘৃতপ্রদীপঃ প্রথমস্তিলতৈলোদ্ভবস্ততঃ।
সার্ষপঃ ফলনির্য্যাসজাতোবা রাজিকোদ্ভবঃ।
দধিজশ্চান্নজশ্চৈব প্রদীপাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ॥" (কালিকাপু°)

দীপ দ্বারা লোক জয় হয়—ইহা তেজোময় ও চতুর্ব্বর্গপ্রদ, এই নিমিত্ত যত্ন সহকারে দীপদ্বারা দেবতার পূজা করিতে হয়। দীপ ৭ প্রকার—ঘৃত প্রদীপ, তিল তৈলযুক্ত প্রদীপ, সার্ষপ তৈলযুক্ত, ফলনির্য্যাসজাত, রাজিকাজাত, দধিজাত ও অন্নজ। পদ্মসূত্র ভব, দর্ভ, গর্ভসূত্রভব, শণজ, বাদর ও কোষোদ্ভব এই পাঁচ প্রকার বাতি দীপকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। তৈজস, দারুময়, লৌহনির্ম্মিত, মৃণ্ময় এবং নারিকেল জাত এই সকল দীপপাত্র প্রশস্ত। প্রদীপের আধার তৈজসাদির নির্ম্মাণ করিতে হইবে অথবা বৃক্ষের উপর দীপদান করিবে। কখনও ভূমিতে দীপদান করিতে নাই। পৃথিবী সকল সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু দুইটী সহ্য করিতে পারেন না; অকার্য্যের নিমিত্ত পদাঘাত এবং দীপতাপ। এইজন্য পৃথিবী যাহাতে তাপ না পান, এইরূপ দীপদান করিতে হইবে। যদি কেহ এইরূপ দীপদান করে, তাহা হইলে তাহার তাম্রতাপ নরক হয়। শোভন বৃত্তাকার বর্ত্তিযুক্ত, সুস্নেহ, অভগ্নপাত্রে স্থিত, সুদৃশ্য, সুচ্ছায়, এইরূপ বৃক্ষকোষে যত্নপূর্ব্বক দীপ দান করিতে হইবে। যে দীপের তাপ চতুরঙ্গুল দূর হইতে পাওয়া যায়, তাহা দীপ নহে, তাহা পাপবহ্নি। নেত্রাদির আহ্লাদকর, শোভন, অর্চ্চিযুক্ত, ভূমি তাপবিবর্জ্জিত, সুশিখ, শব্দশূন্য, ধূমরহিত, অনতিহ্রস্ব, এবং দক্ষিণাবর্ত্তবর্ত্তিযুক্ত দীপদানই মঙ্গলজনক। দীপ যদি বৃক্ষে স্থিত হয়, এবং পাত্র যদি স্নেহ দ্বারা পূরিত থাকেন, বর্ত্তী যদি দক্ষিণাবর্ত্তে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল ভাবে জলে, তাহা হইলে এই দীপই সকলের শ্রেষ্ঠ এবং এইরূপ দীপ সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ হইয়া থাকে। যদি ঐরূপ দীপ বৃক্ষে না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে মধ্যম দীপ কহে। যদি দীপপাত্রে তৈল না থাকে, তাহা হইলে অধম দীপ বলিয়া অভিহিত হয়। শণসূত্র বা বৃক্ষের ত্বক্ নির্ম্মিত কিংবা জীর্ণ অথবা শক্ত বা মলিনবস্ত্র সলিতা নির্ম্মাণের জন্য গ্রহণ করিবে না। শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা তুলা দ্বারা সলিতা প্রস্তুত করিতে হইবে। ঘৃত ও তৈলাদি মিশাইয়া দীপের স্নেহ করিবে না, যে ব্যক্তি ঘৃত ও তৈলাদি মিশাইয়া প্রদীপে স্নেহ দান করে, সে তামিস্র নরকে গমন করে। বসা, মজ্জা এবং অস্থি নির্য্যাস প্রভৃতি প্রাণীর অঙ্গসমুদ্ভব স্নেহ দ্বারা দীপ জ্বালিবে

* "সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রে নর্ম্মদায়াং শশিগ্রহে।
তুলাদানস্য যৎ পুণ্যং তদূর্দ্ধে দীপদানতঃ॥
ঘৃতেন দীপকং যস্তু তিলতৈলেন বা পুনঃ।
জ্বালয়েৎ মুনিশার্দ্দূল অশ্বমেধেন তস্য কিং॥
তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ সর্ব্বং কৃতং তীর্থাবগাহনং।
দীপদানং কৃতং যেন কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ॥
তাবৎগর্জ্জন্তি পাপানি দেহে হস্মিন্ মুনিসত্তম।
যাবৎ কার্ত্তিকমাসে ন দীপদানং কৃত ভবেৎ॥
তাবদ্গর্জ্জন্তি পুণ্যাদি স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
যাবত্তু জ্বলতে দীপঃ কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ॥" (পাদ্মোত্তরখ°)

না। এরূপ স্নেহদ্বারা দীপ জ্বালিলে নরক হয়। শ্রীবৃদ্ধির অভিলাষী হইয়া অস্থিনির্ম্মিত পাত্রে অথবা পচা দুর্গন্ধাদিযুক্ত পাত্রে দীপ স্থাপন করিবে না। যত্নপূর্ব্বক কখনও লক্ষণ-যুক্ত এবং দেবতার নিমিত্ত কল্পিত দীপ নির্ব্বাণ করিবে না। জ্ঞানপূর্ব্বক অথবা লোভাদির বশীভূত হইয়া কখনও দীপ হরণ করিবে না। কারণ দীপ হরণ করিলে অন্ধ হয় এবং যে দীপ নির্ব্বাপণ করে, সে কালা হয়। (কালিকাপু° ৭৯ অঃ)

পুরুষের দীপ নির্ব্বাণ করিতে নাই

"দীপনির্ব্বাপণাৎ পুংসঃ কুষ্মাণ্ডচ্ছেদনাৎ স্ত্রিয়াঃ।
অচিরেণৈব কালেন বংশনাশো ভবেৎ ধ্রুবং॥" (তিথিত°)

পুরুষ দীপ নির্ব্বাণ করিলে এবং স্ত্রীসকল কুষ্মাণ্ড ছেদন করিলে নিশ্চয় বংশ নাশ হয়। পুরুষ দেবদত্ত দীপ নির্ব্বাপণ করিতে পারে।

"স্বয়ং নির্ব্বাপিতং দীপ মাজিঘ্রতি সুরারয়ঃ।
তস্মান্নির্ব্বাপয়েদ্দীপং দেবানাং প্রাণতুষ্টয়ে॥" (বিধান পারি°)

কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে নরক নিবৃত্তি জন্য দীপ দান করিতে হইবে। দেবতাকে দীপ দান করিবার সময় ঘণ্টানাদ করিতে হয়।

"স্নানে ধূপে তথা দীপে নৈবেদ্যে ভূষণে তথা।
ঘণ্টানাদং প্রকুর্ব্বীত তথা নীরাজনেঽপি চ॥"
(বিধানপারিজাত)

একাদশীতত্ত্বধৃত কালিকাপুরাণের বচনানুসারে দেবতার নিমিত্ত কল্পিত দীপও নির্ব্বাপণ করিতে নাই।

"নৈব নির্ব্বাপয়েদ্দীপং দেবার্থমুপকল্পিতং।
দীপহর্ত্তাভবেদন্ধঃ কাণো নির্ব্বাপকো ভবেৎ॥" (একাদশীত°)

দেবার্থ উপকল্পিত দীপ নির্ব্বাপণ করিতে নাই, নির্ব্বাপণ করিলে চক্ষু অন্ধ হয়। বৃহৎসংহিতায় দীপ লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে;—বামাবর্ত্ত মলিন কিরণ স্ফুলিঙ্গ যুক্ত ও অল্প-মূর্ত্তি দীপ বিমল স্নেহ ও বর্ত্তিকান্বিত হইলেও শীঘ্র নাশ প্রাপ্ত হয়। যে দীপ কম্পমান ও শব্দযুক্ত হয়, বিশেষ রূপে তাহার প্রসারিত শিখা হইলেও শলভ বা মরুৎবিহীন হইয়া শীঘ্র নাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দীপ পাপ ফল প্রকাশ করিয়া থাকে। দীপাদি সংহত মূর্ত্তি, আয়ত তনু, কম্পনহীন, দীপ্তিমান্, নিঃশব্দ, সুন্দর প্রদক্ষিণ গতি অর্থাৎ যাহার গতি দক্ষিণ দিকে, বৈদূর্য্য ও স্বর্ণ সদৃশ দ্যুতিময় এবং রুচির ও উদ্যত হইয়া দীপ্তি পায়, এইরূপ দীপ অতিশয় শুভজনক। (বৃহৎসংহিতা ৮৪ অঃ)

[প্রদীপ দেখ।]

দীপক (ক্লী) দীপয়তি দীপ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ বাক্যালঙ্কার। ইহার লক্ষণ সাহিত্যদর্পণে এইরূপ লিখিত আছে—

"অপ্রস্তুতপ্রস্তুতয়োর্দীপকন্তু নিগদ্যতে।
অথ কারকমেকং স্যাদনেকাসু ক্রিয়াসু চেৎ॥"
(সাহিত্যদ° ১০।৬৯৬)

যে স্থলে অপ্রস্তুত এবং প্রস্তুতের গুণক্রিয়ারূপ ধর্ম্ম একত্র হয় এবং অনেক ক্রিয়ার এক কারক হয়, সেই স্থলে দীপকালঙ্কার হইয়া থাকে। অপ্রস্তুত অর্থে অবর্ণনীয় বিষয়, প্রস্তুত অর্থে বর্ণনীয় বিষয়। উদাহরণ

"বলাবলেপাদধুনাপি পূর্ব্ববৎ
প্রবাধ্যতে তেন জগজ্জিগীষুণা।
সতী চ যোষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা
পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি॥" (সাহিত্যদ°)

জগজ্জিগীষু সেই শিশুপাল পূর্ব্বের ন্যায় (অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মে হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি রূপে যেরূপ জগৎকে পীড়া দিত) অধুনাও সেইরূপ অহঙ্কারের সহিত এই জগতের পীড়া উৎ-পাদন করিতেছে। সতী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি জন্মান্তরেও সেই পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। নিশ্চলা প্রকৃতি ও সতী স্ত্রী পরজন্মেও তাহাকে পরিত্যাগ করে না এবং তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, এইস্থলে বর্ণনীয় বিষয় শিশুপাল জগতের পীড়া উৎপাদন করিতেছে, পূর্ব্বজন্মে যখন হিরণ্যকশিপু রাবণাদি রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তখনও যেরূপ জগৎকে পীড়া দিত, এই শিশুপালরূপে সেইরূপ জগতের পীড়া উৎপাদন করিতেছে। হিরণ্যকশিপু রাবণাদির পরপীড়া-রূপ নিশ্চলা প্রকৃতি এই শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণের সময়ও পরিত্যাগ করে নাই অর্থাৎ ইহাই এই স্থলে বর্ণনীয় বিষয়। এ স্থলে অবর্ণনীয় বিষয় সতী স্ত্রী জন্মান্তরে তাহাকে পরিত্যাগ করে না। এই দুয়ের বর্ণনীয় ও অবর্ণনীয়ের একধর্ম্মাভি-সম্বন্ধহেতু দীপক অলঙ্কার হইল। অনেক ক্রিয়ার এক কারক হইলে দীপক অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"দূরং সমাগতবতি ত্বয়ি জীবনাথে
ভিন্না মনোভবশরেণ তপস্বিনী সা।
উত্তিষ্ঠতি স্বপিতি বাসগৃহং ত্বদীয়
মায়াতি যাতি হসতি শ্বসিতি ক্ষণেন॥" (সাহিত্যদ°)

হৃদয়নাথ তুমি দূরে গেলে সেই দীনা কামশরপীড়িতা হইয়া কখন উঠিতেছে, কখন নিদ্রা যাইতেছে, হাস্য ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। এই স্থলে এক নায়িকার উত্থানা-দির অনেক ক্রিয়া সম্বন্ধ হেতু দীপক অলঙ্কার হইল।

'সোঽধ্যৈষ্ট বেদান্ ত্রিদশানযষ্ট' ইত্যাদি স্থলেও দীপকালঙ্কার হইতে পারে, কিন্তু অলঙ্কারের বিচিত্রতাই প্রধান লক্ষণ, কিন্তু এই স্থলে বিচিত্রতা নাই বলিয়া দীপক অলঙ্কার হইল না।

অপ্রস্তুত এবং প্রস্তুতের এক ধর্ম্মাভিসম্বন্ধ তুল্যযোগিতার সহিত এক হইয়া উঠে, যেহেতু তুল্যযোগিতার লক্ষণ—

"পদার্থানাং প্রস্তুতানামন্যেষাং বা যদা ভবেৎ।
একধর্ম্মাভিসম্বন্ধঃ স্যাত্তদা তুল্যযোগিতা ॥" (সাহিত্যদ°)

প্রস্তুত বা অপ্রস্তুত পদার্থের একধর্ম্মাভিসম্বন্ধ হইলে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়।

এই স্থলে প্রভেদ এই 'প্রস্তুতানাং অন্যেষাং'বা' প্রস্তুত বা অন্যের অপ্রস্তুতের এই কথা বলায়, যেস্থলে প্রস্তুতের সহিত অপ্রস্তুতের এবং অপ্রস্তুতের সহিত প্রস্তুতের এক ধর্ম্মাভি-সম্বন্ধ হইল, সেই স্থলে তুল্যযোগিতা এবং যে স্থলে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুতের সহিত একধর্ম্মাভিসম্বন্ধ হইবে, সেই স্থলে দীপক হইবে। (সাহিত্যদ° ১০ প°)

(ত্রি) ২ দীপ্তিকারক। (পুং) দীপয়তি জঠরাগ্নিমিতি দীপি-ণ্বুল্। ৩ যমানী, জোয়ান। ৪ লোচমস্তক। (শব্দর°) ৫ রাগবিশেষ, দীপক রাগ। হনূমন্মতে এই রাগ ষড়্রাগের মধ্যে দ্বিতীয়। এই রাগ সূর্য্যনেত্র হইতে নির্গত হয়। ইহার জাতি সম্পূর্ণ, গৃহ ষড়্জ স্বর, গ্রীষ্ম ঋতু ও মধ্যাহ্ন সময়ে এই রাগ গান করিতে হয়। ইহার রূপ রক্তবর্ণ, বস্ত্র পাটলবর্ণ, গলভূষণ বৃহন্মুক্তামাল্য, এই রাগ মত্তহস্তীআরূঢ় এবং বহু স্ত্রীপরিবৃত। ইহা সম্পূর্ণ। ইহার গ্রহ, অংশ ও ন্যাস ষড়্জ, ইহার মূর্ত্তি—

"বালারতার্থং প্রবিলীনদীপে গৃহেঽন্ধকারে শুভগং প্রবৃত্তঃ।
তস্যাঃ শিরোভূষণরত্নদীপৈঃ লজ্জাং দধৌ দীপকরাগরাজঃ ॥"

কাহার কাহারও মতে, এই রাগ লজ্জাহেতু গৃহ অন্ধ-কার করিয়া বালারত ছিলেন, তাহার শিরোভূষণ রত্নদীপ দ্বারা লজ্জাপ্রাপ্ত হয়। ইহার পঞ্চ পত্নী দেশী, কামোদী, নাটিকা, কেদারী ও কানাড়া এবং অষ্ট পুত্র কুণ্ডল, কঁমল, কলিঙ্গ, চম্পক, কুসুম্ভ, রাম, লহিল ও হিমাল। ভরত মতে ইহার পত্নীগণ—কেদারা, গৌরী, গৌড়ী, গুর্জ্জরী ও রুদ্রাণী এবং পুত্রগণ—কুসুম, টঙ্ক, নটনারায়ণ, বিহাগরা, ফিরোদস্ত, রভসমঙ্গলা, মঙ্গলাষ্টক ও আড়ানা।

স্বরগ্রাম—স ঋ গ ম প ধ নি স। মতান্তরে দীপকের ভার্য্যা দেশী, কামোদী, কেদারা, কাফী, নাটিকা ও কানড়া। দীপকের পুত্র নট, কানড়া, বারোঞ্জা, গারা, খাম্বাজ, ইমন, কেদার, সথা, শ্যামকল্যাণ। অন্য মতে ইমনকেদার, কেদারকল্যাণ, জয়েৎকল্যাণ, কামোদকল্যাণ, হাম্বির কল্যাণ, শ্যামকল্যাণ ও সর্থাবট্ট। কল্লিনাথ মতে—সুহানায়ক, আড়ানা, শঙ্করা, কানড়া, বেহাগড়া, নটকেদার। পুত্রবধূ—মিঞারমোল্লার, পর্দ্দীপকী, মাধায়রী, মালীগৌরা, মালাবতী, পলাশী, সখী, ঠুংরী। মতান্তরে পুরিয়াধানশ্রী, চৌবাষ্ঠকী, ভখারী, মলবেহা, কানড়া, আভীরী, অষ্ট সখী, ভীমপলশ্রী। (সঙ্গীতর°) ৬ প্রদীপ।

"বিষ্ণুবেশ্মনি যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে মাসি দীপকং।
অগ্নিষ্টোমসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

৭ পক্ষীবিশেষ, শিকরা, বাজপাখী। ৮ তালবিশেষ।

"প্লুতোলঘুঃ প্লুতশ্চৈব তালে দীপকনামনি।" (সঙ্গীতদা°)

দীপকমালা (স্ত্রী) দশাক্ষরযুক্ত ছন্দোভেদ, ইহার ২।৩।৭।৯ বর্ণ লঘু, তদ্ভিন্নবর্ণ গুরু। "দীপকমালা ভ্মৌমতাজগৌ।" (ছন্দোম°) ऽ।।, ऽऽऽ, ।ऽ।, ऽ।

দীপকলিকা (স্ত্রী) দীপস্য কলিকেব। ১ দীপশিখা। ২ শূল-পাণিকৃত যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকা।

দীপকিট্ট (ক্লী) দীপস্য কিট্টং। দীপজাত কজ্জল।

দীপকূপী (স্ত্রী) দীপস্য কূপীব তৈলধারকত্বাৎ। দীপবর্ত্তি, শলিতা, পর্য্যায়—তৈলমালী, দীপক্ষীরী, বিদাহিকা। (শব্দমা°)

দীপখোরী (স্ত্রী) দীপং খোরয়তি গত্যাঘাতং করোতি স্থিরী-করোতীতি খোর গত্যাঘাতে ণিচ্ অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। দীপকূপী, শলিতা।

দীপঙ্কর, বুদ্ধাবতারের মধ্যে একটী। [বুদ্ধ দেখ।]

দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান অতিষ, একজন বিখ্যাত বৌদ্ধযতি। ইনি ৯৮০ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ্যান্তর্গত বিক্রমপুর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার আদিনাম চন্দ্রগর্ভ, অবধূত জেতারির নিকট ইনি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। ইনি হীনযান শ্রাবক-দিগের ত্রিপিটক, বৈশেষিক দর্শন, মহাযান মতাবলম্বীদিগের তিন পিটক, মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধদিগের দুরূহ ন্যায়দর্শন এবং চারি তন্ত্রে বিশেষরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া-ছিলেন এবং তীর্থিকদিগের শাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিয়া একজন ব্রাহ্মণকে বিচারে পরাস্ত করেন। অবশেষে ইনি সাংসারিক সুখভোগ বিসর্জ্জন, ধর্ম্ম, ধ্যান ও অধ্যাত্মজ্ঞানসম্বলিত ত্রিশিক্ষা নামক বৌদ্ধদিগের তত্ত্বগ্রন্থ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং তদ্বিষয়ে উপদেশ লাভার্থ কৃষ্ণগিরির বিহারস্থ রাহুল গুপ্তের নিকট গমন করেন। এই স্থানে তিনি বৌদ্ধদিগের গুহ্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুহ্যজ্ঞানবজ্র নাম প্রাপ্ত হইলেন। ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দন্তপুরীর মহাসাঙ্ঘিকাচার্য্য শীলরক্ষিত তাঁহাকে পবিত্র বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উপাধি প্রদান করেন। একত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীজ্ঞান উচ্চতম ভিক্ষু পদবী প্রাপ্ত হইলেন এবং ধর্ম্মরক্ষিত তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব মন্ত্র গ্রহণ করাইলেন। ইনি সেই সময়ের

সকল প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং অবশেষে নানাবিষয় শিক্ষাহেতু সর্ব্বদা মনের চাঞ্চল্য নিবারণ এবং ধর্ম্মে ঐকান্তিকতা লাভার্থ সুবর্ণদ্বীপস্থ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান আচার্য্য চন্দ্রগিরির নিকট গমন করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে উপদিষ্ট হন। তদনুসারে তিনি একটী বণিকপোতে আরোহণ করিয়া সুবর্ণদ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় দ্বাদশবর্ষকাল বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া বজ্রাসনস্থ (বোধ গয়া) মহাবোধির মঠে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। [অতীষ দেখ।]

দীপধ্বজ (পুং) দীপস্য ধ্বজইব। কজ্জল।

দীপন (পুং) দীপ্যতে ইতি দীপ-ল্যু। ১ তগরমূল। ২ কুঙ্কুম। ৩ ময়ূরশিখাবৃক্ষ। ৪ শালিঞ্চ শাক। ৫ কাসমর্দ্দ। ৬ পলাণ্ডু। (ত্রি) ৭ দীপক মাত্র, দীপয়িতা।

"সুবাসিতং হর্ম্ম্যতলং মনোরমং
প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাসবিকম্পিতং মধু।
সুতন্ত্রিগীতং মদনস্য দীপনং
শুচৌ নিশীথে হনুভবন্তি কামিনঃ॥" (ঋতুসংহার ১।৩)

৮ গ্রাহ্য মন্ত্রসংস্কারভেদ, মন্ত্রগ্রহণ করিলে তাহার সংস্কার করিতে হয়, দীপন তাহার মধ্যে একটী। মন্ত্রের দশপ্রকার সংস্কার করিলে সেই মন্ত্র সিদ্ধিদায়ী হয়। জনন, জীবন, তোড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি মন্ত্রের এই দশবিধ সংস্কার।

"মন্ত্রাণাং দশকথ্যন্তে সংস্কারাঃ সিদ্ধিদায়িনঃ" (শারদাতিলক) [মন্ত্র দেখ।] ৯ প্রকাশন।

দীপনী (স্ত্রী) দীপ্যতে জঠরবহ্নিরনয়া দীপ-ণিচ্ ল্যুট্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ মেথিকা, মেথি। [মেথিকা দেখ।] ২ যমানী। ৩ পাঠা। (রাজনি°)

দীপনীয় (পুং) দীপ্যতে জঠরবহ্নিরনেন দীপ-ণিচ্ অনীয়র্। ১ যমানী। (ত্রি) ২ দীপনযোগ্য। ৩ ঔষধ বর্গ বিশেষ, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চব্য, চিত্রক ও কয়টী নাগর, এই দ্রব্য লইয়া দীপনীয় বর্গ। ইহা কফ ও বায়ুনাশক।

"পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রকনাগরং।
দীপনীয়ঃ স্মৃতোবর্গঃ কফানিলগদাপহঃ॥" (চক্রদত্ত)

দীপপাদপ (পুং) দীপস্য পাদপ ইব। দীপবৃক্ষ। দীপাধার, পিলসুজ।

দীপপুষ্প (পুং) দীপ ইব পুষ্পং যস্য। চম্পক বৃক্ষ।

দীপভাজন (ক্লী) দীপস্য ভাজনং ৬তৎ। দীপপাত্র।

"বামনার্চ্চিরিব দীপভাজনং" (রঘু)

দীপমালা (স্ত্রী) দীপানাং মালা ৬তৎ। শ্রেণীভূত প্রদীপ, দীপশ্রেণী, এককালে অনেক প্রদীপ জালিয়া দিয়া জগদ্ধাত্রী বা দুর্গার পূজা করিতে হয়, এইরূপ দীপমালা দান বিশেষ ফলদায়ক।

"উদ্বুদ্ধাঞ্চ জগদ্ধাত্রীং পূজয়েৎ দীপমালয়া।" (তিথিতত্ত্ব)

দীপবৎ (ত্রি) দীপ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ১ দীপযুক্ত গৃহাদি।

দীপবতী (স্ত্রী) দীপবৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। কামাখ্যাস্থিত নদীবিশেষ। শাশ্বতী নদীর পূর্ব্বে দীপবতী নামে এক নদী আছে, এই নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দীপের ন্যায় অন্ধকার নষ্ট করে, এইজন্য দেবমনুষ্য সমাজে ইহার নাম দীপবতী হইয়াছে। দীপবতী নদীর পূর্ব্বদিকে শৃঙ্গাট নামে একটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। (কালিকাপু° ৮২।১-৩)

দীপবৃক্ষ (পুং) দীপস্য বৃক্ষ ইব আধারঃ। দীপাধার। পিলসুজ, পর্য্যায়—দীপতরু, জ্যোৎস্নাবৃক্ষ, দীপপাদপ। (শব্দার্থক°)

"যথা প্রদীপ্তঃ পুরতঃ প্রদীপঃ
প্রকাশমন্যস্য করোতি দীপ্যান্।
তথেহ পঞ্চেন্দ্রিয়দীপবৃক্ষা
জ্ঞানপ্রদীপ্তাঃ পরবন্তএব॥" (ভারত ১২।২০২।৯)

দীপশত্রু (পুং) দীপস্য শত্রুরিব। কীটভেদ, জোনাকী পোকা।

দীপশিখা (স্ত্রী) দীপস্য শিখা কারণত্বেন অস্ত্যস্যাঃ অচ্ টাপ্। ১ কজ্জল। দীপস্য শিখা। প্রদীপজ্বালা।

"সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।" (রঘু ৬।৬৭)

দীপশৃঙ্খলা (স্ত্রী) দীপানাং শৃঙ্খলেব। দীপালী।

দীপান্বিত (ত্রি) দীপৈরন্বিতঃ। দীপযুক্ত।

দীপান্বিতা (স্ত্রী) দীপৈরন্বিতা। গৌণচান্দ্র কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা, কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার দিন প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীপূজা করিতে হয় এবং এই তিথিতে যথাশক্তি পথ, আপণ, শ্মশান, নদীতট ও পর্ব্বতসানুতে দীপমালা বিভূষিত করিতে হয়। সূর্য্য তুলারাশিতে গমন করিলে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে নানাবিধ উপকরণ দ্বারা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে এবং অপরাহ্ণ সময়ে রাজা নগরে ঘোষণা করিবেন, 'সকলেই লক্ষ্মীপূজা কর এবং চারিদিকে উল্কাদান কর' এইরূপ ঘোষণার পর সকলে লক্ষ্মীপূজা ও উল্কাদান করিবে।

"তুলারাশিগতে ভানৌ অমাবস্যাং নরাধিপ।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৄন্ ভক্ত্যা সংপূজ্যাথ প্রণম্য চ॥
কৃত্বা তু পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দধিক্ষীরগুড়াদিভিঃ।

ততোঽপরাহ্নসময়ে ঘোষয়েন্নগরে নৃপঃ।
লক্ষ্মীঃ সম্পূজ্যতাং লোকা উল্কাভিশ্চাপিবেষ্ট্যতাং ॥" (তিথিত°)

অমাবস্যার দিন প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীপূজা করিবে।

লক্ষ্মীপূজা ব্যবস্থা।—যদি অমাবস্যা উভয় দিনব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে প্রদোষ ব্যাপ্তি দ্বারা সময় নির্ণয় করিতে হইবে অর্থাৎ যে দিনে অমাবস্যা প্রদোষ সময় পাইবে, সেই দিন লক্ষ্মীপূজা হইবে। ইহার প্রমাণ—

"তুলাসংস্থে সহস্রাংশৌ প্রদোষে ভূতদর্শয়োঃ
উল্কাহস্তা নরাঃ কুর্য্যুঃ পিতৃণাং মার্গদর্শনং ॥" (তিথিত°)

কিন্তু যদি দুই দিনে প্রদোষ পায়, অর্থাৎ অমাবস্যা দুই দিনেই প্রদোষ পাইয়াছে, এরূপ স্থলে পরদিনে লক্ষ্মী পূজা হইবে। ইহার প্রমাণ—

"উভয়তঃ প্রদোষপ্রাপ্তৌ পরদিন এব যুগ্মাৎ।
দণ্ডৈকোরজনীযোগো দর্শাস্তু স্যাৎ পরেঽহনি।
তদা বিহায় পূর্ব্বেদ্যুঃ পরেঽহ্নি সুখরাত্রিকা ॥" (তিথিতত্ত্ব)

উভয় দিনে প্রদোষ প্রাপ্তি হইলে পর দিনে লক্ষ্মী পূজা হইবে, অমাবস্যা যদি পরদিবস একদণ্ড রাত্রি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিবস পরিত্যাগ করিয়া পরদিন লক্ষ্মীপূজা করিতে হইবে। ইহার নাম সুখরাত্রিকা। যদি উভয় দিনে প্রদোষ প্রাপ্তি না হয়, অর্থাৎ অমাবস্যা উভয় দিনের কোন দিনেই প্রদোষ না পায় এরূপ স্থলে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের অনুরোধে পর দিনে উল্কাদান এবং পূর্ব্বদিনে লক্ষ্মীপূজা হইবে। ইহার প্রমাণ—

"উভয়ত্র প্রদোষপ্রাপ্তাবপি উল্কাদানং পরদিনে পূর্ব্বোক্ত-পার্ব্বণানুরোধাৎ,
ভূতাহে যে প্রকুর্ব্বন্তি উল্কাগ্রহমচেতসঃ।
নিরাশাঃ পিতরো যান্তি শাপং দত্ত্বা সুদারুণং ॥
ইতি জ্যোতির্ব্বচনাচ্চ। অত্রৈব লক্ষ্মীঃ পূর্ব্বাহে রাত্রৌ পূজ্যা।
"অমাবস্যা যদা রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দ্দশী।
পূজনীয়া তদা লক্ষ্মীর্ব্বিজ্ঞেয়া সুখরাত্রিকা ॥" (তিথিতত্ত্ব)

উভয় দিনে প্রদোষ না পাইলে উল্কাদান পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের অনুরোধে পরদিন করিতে হইবে, ভূতচতুর্দ্দশীর দিন যে সকল দুর্বুদ্ধি লোক উল্কাদান করে, তাহাদের পিতৃগণ নিরাশা হইয়া তাহাদের সুদারুণ শাপ দিয়া গমন করেন, দর্শনের জন্যই উল্কাদানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা। যে দিন পিতৃদিগের উদ্দেশে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করা হইবে, সেই দিনই উল্কাদান করিবে। এই কারণে পর দিন পার্ব্বণ শ্রাদ্ধকৃত হইলে সেই দিনই সায়ংকালে উল্কাদান করিতে হইবে এবং পূর্ব্বদিনে লক্ষ্মীপূজা করিবে, কারণ এই বচনে যদি রাত্রিকালে অমাবস্যা হয় এবং দিবাভাগে চতুর্দ্দশী থাকে, তাহা হইলে সেই দিন রাত্রিতেই লক্ষ্মীপূজা করিতে হইবে এবং তাহারই নাম সুখরাত্রি। পিতৃকৃত্যহেতু দক্ষিণ দিকে প্রাচীনাবীতি হইয়া উল্কাদান করিতে হইবে। উল্কাগ্রহণের মন্ত্র—

"শস্ত্রাশস্ত্রহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শয়োঃ।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা দেহং দহেয়ং ব্যোমবহ্নিনা ॥"

উল্কাদানের মন্ত্র—

"অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা দগ্ধাস্তে যান্তু পরমাং গতিং ॥"

উল্কাবিসর্জ্জনমন্ত্র—

"যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মমালয়ে।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তু তে ॥"

এই মন্ত্রে উল্কাগ্রহণ, দান ও বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এই অমাবস্যার দিন বাল ও আতুর ভিন্ন কাহারও দিবাকালে ভোজন করিতে নাই। প্রদোষ সময়ে যথাবিধানে লক্ষ্মীপূজা করিয়া দেবতার গৃহে দীপবৃক্ষ প্রদান করিবে এবং পরে চতুষ্পথ, শ্মশান, নদী, পর্ব্বত, সানু, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, চত্বর, গৃহ ও ক্রয় বিক্রয় ভূমি প্রভৃতি সকল স্থল দীপাবলী প্রদান করিবে এবং বস্ত্রপুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত করিতে হইবে। এইরূপ আলো দেওয়ার নাম দেওয়ালী। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে ইহার অতিশয় ধূমধাম হয়।

দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন লক্ষ্মীপূজাপ্রয়োগ।—গৃহমধ্যে উত্তরমুখী হইয়া লক্ষ্মীপূজা করিতে হইবে। প্রথমে স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। 'ওঁ তদসদ্ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্র অমুক দেবশর্ম্মা পরম বিভূতিলাভকামঃ লক্ষ্মীপূজনমহং করিষ্যে', এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া শালগ্রাম বা ঘটাদিস্থ জলে ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিবে। 'পাশাক্ষ' ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিয়া যথাশক্তি দশ বা ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। তাহার পর

"ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চণাৎ ॥"

এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

"ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥"

পরে কুবেরাদিকে পূজা করিতে হইবে। পূজা করিয়া গৃহাদিতে দীপ দিতে হইবে।

দীপদানের মন্ত্র—

"অগ্নির্জ্যোতিঃ রবির্জ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ।
উত্তমঃ সর্ব্ব জ্যোতীনাং দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥"

পরে ব্রাহ্মণ ও বন্ধুদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। তাহার পর প্রত্যূষে ভবিষ্যোক্ত কর্ম্ম, গোরোচনা, তিলক ও প্রদীপ বন্ধন করিয়া লক্ষ্মীকে এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে।

'ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
মহালক্ষ্মি নমস্তুভ্যং সুখরাত্রিং কুরুষ্ব মে॥
বর্ষাকালে মহাঘোরে যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং।
সুখরাত্রিপ্রভাতেঽস্য তন্মে লক্ষ্মীর্ব্যপোহতু॥
যা রাত্রিঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষবস্থিতা।
সম্বৎসরপ্রিয়া যা চ সা মমাস্তু সুমঙ্গলা॥
মাতা ত্বং সর্ব্বলোকানাং দেবানাং সৃষ্টিসম্ভবা।
আখ্যাতা ভূতলে দেবি সুখরাত্রি নমোঽস্তু তে॥
'ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ' এইরূপ তিনবার পূজা করিবে।
(তিথি ও কৃত্যতত্ত্ব)

[লক্ষ্মীপূজা দেখ।]

কালীকুলসদ্ভাব নামক তান্ত্রিক গ্রন্থের মতে—এই দিন মহানিশায় কালীপূজা করিতে হয়। [শ্যামা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দীপালী (স্ত্রী) দীপানাং আলী। দীপশ্রেণী, দেওয়ালী।

দীপাবতী, রাগিণীবিশেষ। দীপক ও সরস্বতীযোগে উৎপন্ন।

দীপাবলি (স্ত্রী) দীপানাং আবলিঃ ৬তৎ। দীপশ্রেণী।

দীপিকা (স্ত্রী) দীপয়তি প্রকাশয়তি দীপ-ণিচ্ ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। ১ মহিন্তাপনীয় শ্রীনিবাস কৃত জ্যোতিগ্রন্থ। ২ রাগিণী বিশেষ, হিন্দোলরাগের পত্নী। ইহার রূপ—

"প্রদোষকালে গৃহসম্প্রবিষ্টা প্রদীপহস্তারুণগাত্রবস্ত্রা।
সীমন্তসিন্দুরবিরাজমানা সুরক্তমাল্যা কিল দীপিকেয়ম্॥"
এই রাগ প্রদোষকালে গেয়।

দীপিকাতৈলং (ক্লী) তৈল ঔষধ ভেদ, প্রস্তুত প্রণালী—মহৎপঞ্চমূলের ৮ অঙ্গুলি কাষ্ঠখণ্ড সকল ছেদন করিয়া পট্টবস্ত্রে বেষ্টিত ও তৈলে সিক্ত করিয়া প্রজ্বলিত করিবে। ইহাতে যে সকল তৈলবিন্দু পতিত হইবে, তৎসমুদায় ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে কর্ণে পূরণ করিলে সদ্য বেদনার উপশম হয়। এইরূপ দেবদারু, কুড় ও সরল কাষ্ঠে দীপিকা-তৈল প্রস্তুত করা যায়। কর্ণের বেদনানাশের পক্ষে এই তৈল অতিশয় উপকারী। (ভৈষজ্যর° কর্ণরোগাধি°)

দীপিতৃ (ত্রি) দীপয়তীতি দীপ-ণিচ্ তৃচ্। দীপ্তিকর্ত্তা।

দীপীয় (ত্রি) দীপ অপূপাদিত্বাৎ হিতার্থে ছ। দীপহিত।

দীপ্য (ত্রি) দীপ-যৎ। দীপহিত।

দীপোৎসব (পুং) দীপৈরুৎসবঃ। ১ দীপহেতুক উৎসব। ২ দীপান্বিতা অমাবস্যা।

দীপ্ত (ত্রি) দীপ-ক্ত। ১ প্রকাশান্বিত। ২ সমুদ্ভাসিত। (ক্লী) ৩ স্বর্ণ। ৪ হিঙ্গু। ৫ নিম্বুক, নেবু। ৬ সিংহ। ৭ নাসিকাগত রোগবিশেষ, এই রোগে নাসারন্ধ্র হইতে ধূমের ন্যায় বায়ু নির্গত হয়, এবং নাসারন্ধ্র প্রদীপ্তের ন্যায় জ্বালা করে।

"ঘ্রাণে ভৃশং দাহসমন্বিতে তু
বিনিঃসরেদ্ধূম ইবেহ বায়ুঃ।
নাসা প্রদীপ্তেব চ যস্য জন্তো-
র্ব্যাধিস্তু তং দীপ্তমুদাহরন্তি॥" (সুশ্রুত উত্তরত° ২২ অঃ)

৭ উজ্জ্বল। ৮ আলোকময়।

দীপ্তক (ক্লী) দীপ্তমেব স্বার্থে কন্। স্বর্ণ।

দীপ্তকিরণ (পুং) দীপ্তাঃ কিরণাঃ যস্য। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দীপ্তকীর্ত্তি (ত্রি) দীপ্তা কীর্ত্তির্যস্য। ১ প্রকাশমানযশস্ক, যাহার যশ প্রকাশিত হইয়াছে। ২ কার্ত্তিকেয়।

"আগ্নেয়শ্চৈব স্কন্দশ্চ দীপ্তকীর্ত্তিরনাময়ঃ।" (ভারত বন ২৩১ অঃ)
দীপ্তা কীর্ত্তিঃ কর্ম্মধা। দীপ্ত এইরূপ যশ।

দীপ্তকেতু (পুং) ১ নৃপভেদ। (ভারত ১।২ অঃ)
২ দক্ষসাবর্ণি মনুর পুত্রভেদ।

"নবমো দক্ষসাবর্ণি র্মনুর্বরুণসম্ভবঃ।
ধৃষ্টকেতুর্দীপ্তকেতুরিত্যাদ্যাস্তৎসুতা নৃপ॥" (ভাগ° ৮।১৩।৯)

দীপ্তঃ কেতু র্যস্য। (ত্রি) ২ দীপ্তধ্বজক, যাহার ধ্বজ প্রদীপ্ত, তাহাকে দীপ্তকেতু কহে। (পুং) দীপ্তঃ কেতুঃ কর্ম্মধা। দীপ্ত এমন ধ্বজ।

দীপ্তজিহ্বা (স্ত্রী) দীপ্তা জিহ্বা যস্যাঃ। উল্কামুখী শৃগালী, খ্যাঁকশিয়াল। (হারা°) ইহাদের জিহ্বা হইতে রাত্রিকালে স্বতঃই অগ্নিস্ফূরণ হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, এইজন্য ইহাদের নাম দীপ্তজিহ্বা হইয়াছে। (ত্রি) ২ প্রদীপ্ত জিহ্বা।

"দীপ্তাক্ষোদীপ্তজিহ্বশ্চ সংপ্রদীপ্তমহাননঃ।" (ভারত ১।২২৯।৩৭)

দীপ্তপিঙ্গল (পুং) দীপ্তপিঙ্গলশ্চ দীপ্তং স্বর্ণং তদ্বৎ পিঙ্গলো বা। সিংহ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দীপ্তমূর্ত্তি (ত্রি) দীপ্তা মূর্ত্তির্যস্য। ১ প্রকাশান্বিত মূর্ত্তিক, যাহার মূর্ত্তি অতিশয় উজ্জ্বল। ২ বিষ্ণু।

"বিশ্বমূর্ত্তি র্মহামূর্ত্তি র্দীপ্তমূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান।" (ভারত ১৩।১৪৯।৯০)

দীপ্তরস (পুং) দীপ্ত উজ্জ্বলঃ রসো যস্য। কিঞ্চুলক, কেঁচো, রাত্রিকালে ইহাদের রস উজ্জ্বল হয়, এই জন্য ইহাদের নাম দীপ্তরস হইয়াছে।

দীপ্তরোমন্ (পুং) বিশ্বদেবভেদ।

"জিতাত্মা মুনিবর্যশ্চ দীপ্তরোমা ভয়ঙ্করঃ।" (ভারত অনু ৯১ অঃ)

দীপ্তলোচন (পুং) দীপ্তে লোচনে নয়নে যস্য। বিড়াল। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দীপ্তলোহ (ক্লী) দীপ্তং লোহমিব। ১ কাংস্য। ২ জলিতলোহ।

দীপ্তবর্ণ (ত্রি) দীপ্তঃ স্বর্ণমিব বর্ণো যস্য। ১ সুবর্ণ তুল্য বর্ণযুক্ত, যাহার বর্ণ সোণার মত। (পুং) ২ কার্ত্তিকেয়।

(ভারত ৩।২৩১ অঃ

দীপ্তশক্তি (ত্রি) দীপ্তা শক্তির্যস্য। ১ প্রকাশমান সামর্থ্য, যাহার সামর্থ্য প্রকাশিত হইয়াছে। ২ কার্ত্তিকেয়।

(ভারত বন ২৩১ অঃ)

দীপ্তা (স্ত্রী) দীপ্ত-টাপ্। ১ লাঙ্গলিকা বৃক্ষ, লাঙ্গলাগাছ। ২ জ্যোতিষ্মতীলতা, লওয়া ফটকী। ৩ সাতলা, সেহুণ্ডভেদ (রাজনি°)

°ংশু (পুং) দীপ্তা অংশবো যস্য। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দীপ্তাক্ষ (পুং) দীপ্তে অক্ষিণী যস্য। ১ বিড়াল। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ২ দীপ্তলোচনান্বিত উজ্জ্বল চক্ষুবিশিষ্ট।

দীপ্তাগ্নি (পুং) দীপ্তঃ অগ্নির্যস্য। ১ অগস্ত্যমুনি। এই মুনি বাতাপি ও সমুদ্রকে জীর্ণ করায় ইহার নাম দীপ্তাগ্নি হইয়াছে। [অগস্ত্য দেখ।] ২ দীপ্তজঠরাগ্নিযুক্ত। দীপ্তঃ অগ্নিঃ। ৩ প্রজ্বলিত অগ্নি।

দীপ্তাঙ্গ (ত্রি) দীপ্তং অঙ্গং যস্য। ১ দীপ্তিযুক্ত দেহ, প্রভাবিশিষ্ট অঙ্গ। ২ ময়ূর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দীপ্তি (স্ত্রী) দীপ-ক্তিন্। দীপন, পর্য্যায়—প্রভা, রুচ্, রুচি, ত্বিষ, ভা, ভাস, ছবি, দ্যুতি, রোচিস্, শোচি। (অমর) ২ স্ত্রীদিগের অযত্নজ গুণ। (হেম ২।১৩)

"কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ।
উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তা চেদ্দীপ্তিরুচ্যতে॥"

বয়স ভোগ, দেশকাল ও গুণাদিদ্বারা যে কান্তি অতিশয় উদ্দীপিত হয়, তাহাকে দীপ্তি কহে; বয়ঃ প্রভৃতি অনুসারে স্ত্রীদিগের শারীরিক কমনীয়তা জন্মে, তাহার নামই দীপ্তি। সাহিত্যদর্পণেও ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"কান্তিরেবাতিবিস্তীর্ণা দীপ্তিরিত্যভিধীয়তে॥"

(সাহিত্যদ° ৩।১৩১)

অতি বিস্তীর্ণা কান্তির নাম 'দীপ্তি। সাহিত্যদর্পণে ইহার উদাহরণ—

"তারুণ্যস্য বিলাসঃ সমধিকলাবণ্যসম্পদোহাসঃ।
ধরণিতলস্যাভরণং যুবজনমনসো বশীকরণং।" (সাহিত্যদ°)

২ অভিব্যক্তি, জ্ঞানাভিব্যক্তিরূপ দীপ্তির কারণ পাতঞ্জলে এইরূপ লিখিত আছে।

"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।"

(পাতঞ্জল ২।২৮)

বিষয় সকল সংযোগ না হইতে পারিলে বিবেকের হেতু অর্থাৎ কারণ হয়। যম নিয়মাদি যোগাঙ্গ সকল অনুষ্ঠান করিলে অশুদ্ধি ক্ষয় এবং বিবেকের প্রতিবন্ধক সকল নাশ হয়, তখন জ্ঞানে দীপ্তি হয় অর্থাৎ জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। দীপ সংজ্ঞায়াং ক্তিচ্। ৩ লাক্ষা। ৪ কাংস্য। (পুং) ৫ বিশ্বদেবভেদ।

"উষ্ণীনাভো নভোদশ্চ বিশ্বায়ু র্দীপ্তিরেবচ।" (ভারত অনু ৯১ অঃ)

দীপ্তিক (পুং) দীপ্ত্যা কায়তীতি কৈ-ক। দুগ্ধপাষাণবৃক্ষ, পিয়শোলা।

দীপ্তিকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) দীপ্তিকেশ্বরং নাম তীর্থং। তীর্থভেদ।

দীপ্তিমৎ (পুং) দীপ্তি বিদ্যতে২স্য, দীপ্তি-মতুপ্। ১ দীপ্তিযুক্ত। ২ সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্র। (হরিবংশ ১৬২ অঃ)

দীপ্তোদ (ক্লী) দীপ্তং উদকং যত্র উদকস্য উদাদেশঃ। ১ তীর্থভেদ। এই তীর্থে বধূসর নামে একটী নদী আছে। ইহাতে স্নান করিয়া দানাদি করিলে পাপবিমুক্ত হওয়া যায়। এখানে ভৃগুনন্দন রাম অবগাহন করিয়া আপনার হৃততেজ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবযুগে ভৃগু এখানে কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (ভারত বন ৯৯ অঃ)

দীপ্তোপল (পুং) দীপ্তঃ সূর্য্যকিরণসম্পর্কাৎ জ্বলিতঃ উপলঃ। সূর্য্যকান্তমণি।

দীপ্য (ত্রি) দীপ্যায় দীপনায় হিতং গবা° যৎ। দীপ্তিহিত। (পুং) দীপায় অগ্নিদীপনায় হিতং অপূপাদিত্বাৎ পক্ষে যৎ। যমানী, জোয়ান, ইহা অতিশয় অগ্নিকারক, এই জন্য ইহার নাম দীপ্য। ২ জীরক। দীপ তত্র সাধু ইতি যৎ। ৩ ময়ূরশিখা। ৪ রুদ্রজটা।

দীপ্যক (ক্লী) দীপায় হিতং সাধুরিতি বা। দীপ-যৎ স্বতঃ স্বার্থে কন্। ১ অজমোদা, বনজোয়ান। ২ যমানী, জোয়ান। ৩ ময়ূরশিখা। ৪ লাচমন্তকবৃক্ষ, রুদ্রজটা।

দীপ্যা (স্ত্রী) পিণ্ডখর্জ্জুরী, পিণ্ডিখেজুর।

দীপ্র (ত্রি) দীপ্যতে ইতি দীপ-র (নমিকম্পাতি। পা ৩।২।১৬৭) দীপ্তিশীল, দীপ্তিবিশিষ্ট।

"কচিৎ কচিচ্চিতাজ্যোতির্দীপ্রদীপপ্রকাশিতং।"

(কথাসরিৎসাগর ২৫।১৩৫)

দীয়মান (ত্রি) দীয়তে ইতি দা কর্ম্মণি শানচ্। বর্ত্তমান দান সম্বন্ধি বস্তু, যাহা দেওয়া হইতেছে।

"বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু অন্তরামৃতসূতকে।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং দ্রব্যং দীয়মানং ন দুষ্যতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

দীর্ঘ (ত্রি) দৃণাতীতি দৃ-বিদারণে বাহু° ঘঞ্। আয়ত, লম্বা, পরিমাণভেদযুক্ত। কণাদ বলেন, 'দীর্ঘত্বঞ্চ পরিমাণভেদঃ' পরিমাণ ভেদই দীর্ঘত্ব। সাংখ্যমতে মহত্ত্বের অবস্থান্তরভেদ।

[পরিমাণ দেখ।] ২ নতাশালবৃক্ষ। ৩ ইংকট, ওকড়া। ৪ মাড়বৃক্ষ, কোঙ্কণদেশে মাড়বিন্। ৫ উষ্ট্র। ৬ নল খাগড়া। ৭ পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টমরাশি, অর্থাৎ সিংহ, কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিকরাশি, দীর্ঘরাশি।

"বৃশ্চিককন্যামৃগপতিবণিজো দীর্ঘাঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৮ দ্বিমাত্রবর্ণ অর্থাৎ আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ এই সকল গুরুবর্ণ, ইহাদিগকে দীর্ঘ কহে।

"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতোজ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকং॥" (ব্যাকরণ)

সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ অর্থাৎ গুরু হয়। ৯ সঙ্গীত গ্রন্থের মতানুসারে দ্বিমাত্রার নাম দীর্ঘ যেমন অ—অ, সহজে দুইটী অকার উচ্চারণে যে সময় লাগে, তাহাকে দীর্ঘ বা দ্বিমাত্র কাল কহে।

দীর্ঘকণা (স্ত্রী) দীর্ঘ কণা নিত্যকর্ম্মধা°। গৌরজীরক, সাজীরে।

দীর্ঘকণ্টক (পুং) দীর্ঘঃ কণ্টকো যস্য। বর্ব্বুরবৃক্ষ, বাবলাগাছ।

দীর্ঘকণ্ঠ (পুং স্ত্রী) দীর্ঘঃ কণ্ঠোযস্য। ১ বকপক্ষী। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ২ দানব ভেদ। (ত্রি) ৩ আয়ত কণ্ঠমাত্র, যাহাদের কণ্ঠদেশ দীর্ঘ। ৪ আয়ত এইরূপ কণ্ঠ।

দীর্ঘকণ্ঠক (পুং) দীর্ঘকণ্ঠ-কপ্। বকপক্ষী।

দীর্ঘকন্দ (ক্লী) দীর্ঘঃ কন্দো যস্য। মূলক।

দীর্ঘকন্দক (স্ত্রী) দীর্ঘকন্দ-কপ্। মূলক।

দীর্ঘকন্দিকা (স্ত্রী) দীর্ঘকন্দক টাপ্ টাপি অত ইত্বং। মুষলী, তালমূলী।

দীর্ঘকন্ধর (পুং) দীর্ঘঃ কন্ধরো যস্য। ১ বকপক্ষী। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ত্রি) ২ দীর্ঘকন্ধরযুক্ত। ৩ দীর্ঘ এইরূপ কন্ধর।

দীর্ঘকর্ণ (পুং) দীর্ঘো কর্ণ যস্য। ১ যাহার বড় কাণ। ২ জাতিবিশেষ।

দীর্ঘকাণ্ড (পুং) দীর্ঘঃ কাণ্ডো যস্য। গুণ্ড তৃণ।

দীর্ঘকাণ্ডা (স্ত্রী) ১ পাতালগরুড়ীলতা, ছেওড়া হিন্দীভাষা। ২ তিক্তাঙ্গা। (রাজনি°)

দীর্ঘকায় (পুং) দীর্ঘঃ কায়ঃ যস্য। আয়তশরীরী, যাহার শরীর দীর্ঘ।

দীর্ঘকাল (ক্লী) দীর্ঘং কালং। অনেকদিন।

দীর্ঘকীল (পুং) দীর্ঘঃ কীলঃ শাখাদণ্ডো যত্র। অঙ্কোঠবৃক্ষ। ধলা আকড়া। ২ দীর্ঘ এইরূপ কীল।

দীর্ঘকীলক (পুং) দীর্ঘকীল স্বার্থে কন্। অঙ্কোঠ বৃক্ষ।

দীর্ঘকুল্যা (স্ত্রী) গজপিপ্পলী।

দীর্ঘকূরক (ক্লী) দীর্ঘং কূরকং অন্নং। রাজান্ন, আন্ধ্রদেশোদ্ভব শালিভেদ।

দীর্ঘকেশ (পুং স্ত্রী) দীর্ঘঃ কেশইব লোম অস্য। ১ ভল্লুক। ২ দেশভেদ। (বৃহৎস° ১৪।২৬) এই দেশ কূর্ম্মবিভাগের পশ্চিমোত্তর দিকে অবস্থিত। (ত্রি) ৩ আয়তকেশযুক্ত, যাহার কেশ দীর্ঘ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। স্বাঙ্গত্বাৎ বা ঙীষ্।

"বিম্বোষ্ঠী চারুনেত্রা গজপতিগমনা দীর্ঘকেশী সুমধ্যা।"
(মহানাটক ১৯১)

দীর্ঘকো(ষ)শিকা (স্ত্রী) দীর্ঘ কো(ষো)শো যস্যাঃ কপ্, কাপি অত ইত্বং। ঝিনায়িকা, ঝিণুক, পর্য্যায়—চূর্ণামা, শুক্তি।

দীর্ঘগতি (পুং) দীর্ঘঃ গতির্যস্য। উষ্ট্র, ইহারা দূরে দূরে পাদ নিঃক্ষেপ করে, এই জন্য ইহাদিগকে দীর্ঘগতি কহে।

দীঘগমন (ত্রি) দীর্ঘং গচ্ছতি দীর্ঘ-গম-ণিনি। যাহারা দীর্ঘ বা দ্রুত গমন করে।

দীর্ঘগ্রন্থি (পুং) দীর্ঘোগ্রন্থিঃ পর্ব্ব যস্য। গজপিপ্পলী, গজপিপুল। (রাজনি°)

দীর্ঘগ্রীব (পুং) দীর্ঘা গ্রীবা যস্য। ১ উষ্ট্র। ২ নীলক্রৌঞ্চ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ৩ দেশভেদ, এই দেশ কূর্ম্মবিভাগের দক্ষিণপশ্চিমদিকে অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪।২৩)

দীর্ঘঘাটিক (পুং, স্ত্রী) দীর্ঘা ঘাটা অস্যাস্তি ঠন্। উষ্ট্র।

দীর্ঘচঞ্চু (পুং) দীর্ঘা চঞ্চুর্যস্য। পক্ষিভেদ। (পারস্কর নিঘণ্টু)

দীর্ঘচ্ছদ (পুং) দীর্ঘাশ্ছদা যস্য। ১ ইক্ষু। (ত্রি) ২ দীর্ঘচ্ছদক, দীর্ঘপত্রযুক্ত। ৩ দীর্ঘ এইরূপ পত্র।

দীর্ঘচ্ছন্দস্ (ক্লী) ছন্দোবিশেষ, বড় ছন্দঃ।

দীর্ঘজঙ্গল (পুং) দীর্ঘং যথা তথা জঙ্গলো গতিশীলঃ। ভঙ্গান মৎস্য।

দীর্ঘজঙ্ঘ (পুং) দীর্ঘা জঙ্ঘা যস্য। ১ বক। ২ উষ্ট্র। (ত্রি) ৩ আয়তজানুযুক্ত। (স্ত্রী) ৪ দীর্ঘ এইরূপ জঙ্ঘা।

দীর্ঘজানুক (পুং) দীর্ঘঃ জানুর্যস্য ততো কপ্। দীর্ঘজঙ্ঘ।

দীর্ঘজিহ্ব (পুং) দীর্ঘা জিহ্বা যস্য। ১ সর্প। ২ দানববিশেষ।

"গরিষ্ঠশ্চ বনায়ুশ্চ দীর্ঘজিহ্বশ্চ দানবঃ।" (ভারত ১।৬৫।৩০)

দীর্ঘজিহ্বা (স্ত্রী) দীর্ঘজিহ্ব-টাপ্। ১ রাক্ষসীভেদ। (ভারত ৩।২৮।৪৪) ২ কুমারানুচরমাতৃগণভেদ।

দীর্ঘজিহ্বী (পুং) ১ কুক্কুর। "দীর্ঘজিহ্বী চ ছন্দসি" (পারস্করনি°) এই শব্দ পুংলিঙ্গ হইলেও বৈদিক প্রয়োগানুসারে ঙীপ্ হইল।

দীর্ঘজীবিন্ (ত্রি) দীর্ঘং বহুকালং জীবতি জীব-ণিনি। বহুকালজীবী, যাহারা অনেক দিন বাঁচিয়া থাকেন, তাহাদিগকে দীর্ঘজীবী কহে।

"যত্র বর্জ্জয়তে রাজা পাপকৃদ্ভ্যো ধনাগমং।
তত্র কালেন জায়ন্তে মানবা দীর্ঘজীবিনঃ॥" (মনু ৯।২৪৬)

রাজা যখন ন্যায়পূর্ব্বক দণ্ড ধারণ করেন, বেদপারগ ব্রাহ্মণ সকল যখন প্রভু হন এবং রাজা মহাপাতকীর নিকট ধন গ্রহণ করেন না, এ সময় সকলেই দীর্ঘজীবী হয়। দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে বিশুদ্ধাচার আবশ্যক। বিশুদ্ধাচারী ও স্বধর্ম্মপরায়ণ হইলে নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবন লাভ হয়। যথেচ্ছাচারই অকাল মৃত্যুর প্রতিকারণ, এই জন্য মন্বাদি সকল শাস্ত্রেই বিশুদ্ধাচারীর প্রশংসা দেখা যায় এবং অকাল মৃত্যুর উদ্দেশ স্থলেও এইরূপ লিখিত আছে। বিহিতকর্ম্মের অনমুষ্ঠান, নিন্দিতের সেবন, ইন্দ্রিয়ের অনিগ্রহ, আলস্য এবং অন্নদোষই একমাত্র অকাল মৃত্যুর কারণ। যাহারা এই সকল অনুষ্ঠান করেন না, অর্থাৎ স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন, তাহারাই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকে।

"বিহিতস্যাদমুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমিচ্ছতি॥" (মনু)

দীর্ঘতন্তু (পুং) দীর্ঘাস্তন্তবঃ স্তুতয়ো যস্য। প্রভূত-স্তুতিক দেবাদি, যে দেবাদির অনেক স্তব আছে। "দীর্ঘতন্তুর্বৃহদুক্ষা যমগ্নিঃ" (ঋক্ ১০।৬৯।৭) ২ দীর্ঘকালব্যাপিসন্তানক। (ভাষ্য) ৩ দীর্ঘ এইরূপ তন্তু।

দীর্ঘতপস্ (ত্রি) দীর্ঘং বহুকালব্যাপকং তপোযস্য। বহুকালব্যাপক তপস্ক আয়ুবংশীয় নৃপভেদ, ইনি অনেক দিন ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম 'দীর্ঘতপস্' হইয়া-। (হরিব° ২৯ অ°)

দীর্ঘতমস্ (পুং) ১ কাশীরাজের পুত্র ধন্বন্তরির পিতা। উতথ্যপুত্র। ইহার বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—উতথ্য নামে এক ধীসম্পন্ন মুনি ছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা মমতা নামে এক ভার্য্যা ছিল। মমতা যখন পূর্ণ গর্ভবতী, এমন সময় উতথ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবগণের পুরোহিত বৃহস্পতি মমতায় উপগত হইলেন, ইহাতে মমতা বৃহস্পতিকে কহিল, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে গর্ভধারণ করিয়াছি, অতএব তুমি বিরত হও, আমার এই সন্তান গর্ভস্থ হইয়াই ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছে, তোমারও বীর্য্য অমোঘ, এক কুক্ষিতে দুই সন্তানের অবস্থান অসম্ভব, অতএব ইহাতে বিরত হও। বৃহস্পতি অতিতেজস্বী হইয়াও কামবশে আপনার চিত্তকে সংযত করিতে পারিলেন না। বৃহস্পতি মমতার অসম্মতিতে তাহাতে উপগত হইলেন। অনন্তর রেতঃপাত-করণোদ্যত বৃহস্পতিকে গর্ভস্থ বালক কহিল, তাত! ক্ষান্ত হউন, এই গর্ভ মধ্যে উভয়ের স্থিতি হইতে পারে না। বৃহস্পতি তাহার বাক্য না শুনিয়া রেতঃপাত করিলেন। গর্ভস্থ সেই মুনি শুক্রত্যাগের সময় বুঝিতে পারিয়া শুক্রপ্রবেশের পথ চরণদ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তখন ঐ রেতঃ প্রতিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইল। ইহাতে ভগবান্ বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ গর্ভস্থ পুত্রকে শাপ দিলেন, 'তুমি এতাদৃশ মনোরম সময়ে আমাকে এরূপ বাক্য কহিলে, এ কারণে তুমি দীর্ঘতামসে প্রবিষ্ট হইবে অর্থাৎ অন্ধ হইবে।' বৃহস্পতির এই শাপে ঐ ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত হইলেন। প্রদ্বেষী নাম্নী ব্রাহ্মণতনয়ার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইহার গৌতম প্রভৃতি পুত্র জন্মে। ঐ গৌতমাদি পুত্র সকলই লোভ ও মোহে অভিভূত ছিল। দীর্ঘতমা সুরভিসন্তান কামধেনু হইতে গোধর্ম্ম শিক্ষাপূর্ব্বক তাহাতে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রকাশ্য মৈথুনাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রমবাসী মুনিগণ দীর্ঘতমাকে মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইলেন। প্রদ্বেষীও নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। একদিন দীর্ঘতমা পত্নীকে অসন্তুষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বিদ্বেষাচরণ কর? প্রদ্বেষী কহিলেন, স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে ভর্ত্তা বলা যায় এবং পালন করেন বলিয়া তাহাকে পতি কহে। তোমার জন্মান্ধতাপ্রযুক্ত আমি চিরকাল তোমার ও তোমার পুত্রগণের ভরণপোষণ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি, এখন আর ভরণপোষণ করিতে পারিব না।

দীর্ঘতমা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আমি অদ্য হইতে এইরূপ লোকমর্য্যাদা স্থাপন করিলাম। নারীগণ একমাত্র পতিতেই অনুরক্ত থাকিবে, স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃত হউন, পত্নী আর অন্য পতিকে আশ্রয় করিতে পারিবে না। যদ্যপি কোন নারী অন্য পতিকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে পতিতা হইবে। ব্রাহ্মণী তাহার এই বাক্য শুনিয়া অতিশয় কুপিতা হইয়া পুত্রদিগকে কহিল, 'তোমরা অন্ধ পিতাকে বন্ধনপূর্ব্বক গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া আইস।' পুত্রগণ দীর্ঘতমাকে বন্ধন করিয়া ভেলার উপরে চড়াইয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়া আসিল। দীর্ঘতমা গঙ্গার জলে ভাসিতে ভাসিতে বহুদূর যাইয়া পড়িলেন। বলি নামে একরাজা গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া এই অবস্থাপন্ন ঋষিকে দেখিয়া ইহাকে নিজ আলয়ে লইয়া যাইলেন। পরে ইহাকে তেজস্বী জানিতে পারিয়া ইহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'হে মহাভাগ! আমার বংশরক্ষার নিমিত্ত আমার ভার্য্যাতে ধর্ম্মার্থকুশল, সন্তান উৎপাদন করুন।' তেজস্বী ঋষি রাজার ঐ কথায় সম্মত হইলে রাজা

সুদেষ্ণা নামে স্বীয় পত্নীকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজমহিষী সুদেষ্ণা তাঁহাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার নিকট স্বীয় দাসীকে প্রেরণ করিলেন। ঋষি শূদ্রযোনিতে কাক্ষীবান্ প্রভৃতি একাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া পুনরায় সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন দীর্ঘতমা ঋষি সুদেষ্ণা দেবীর অঙ্গ সকল স্পর্শ করিয়া কহিলেন, 'তোমার অতি তেজস্বী পুত্র হইবে, তাহাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম হইবে। এই ভূমণ্ডলে তাহাদের নামে এক এক দেশ হইবে। অঙ্গের নামে অঙ্গদেশ, বঙ্গের নামে বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের নামে কলিঙ্গদেশ, পুণ্ড্রের নামে পুণ্ড্রদেশ এবং সুহ্মের নামে সুহ্মদেশ হইবে।' (ভারত আদিপ° ১০৪ অঃ) নীতিমঞ্জরীতে লিখিত আছে—ত্রৈতন প্রভৃতি ভৃত্যগণ দীর্ঘতমাকে প্রথমে অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করে, কিন্তু সেখানে ইনি অশ্বিনীকুমারের প্রসাদে রক্ষা পান। তাহারা আবার জলে নিঃক্ষেপ করে, এখানেও ইনি ঐরূপে রক্ষা পান। ত্রৈতন ইঁহার মস্তকে, বক্ষে ও বাহুযুগলে আঘাত করিয়াছিল। শেষে আপনি অনুতপ্ত হইয়া নিজ দেহে সেইরূপ আঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

দীর্ঘতরু (পুং) দীর্ঘঃ তরুঃ। ১ তালবৃক্ষ। ২ দীর্ঘ বৃক্ষমাত্র।

দীর্ঘতা (স্ত্রী) দীর্ঘস্য ভাবঃ দীর্ঘ-তল্-টাপ্। আয়তি, দৈর্ঘ্য, দীর্ঘত্ব।

দীর্ঘতিমিষা (স্ত্রী) দীর্ঘতিম বা কিষন্। কর্কটী, কাঁকুড়।

দীর্ঘতুণ্ডা (স্ত্রী) দীর্ঘং তুণ্ডং যস্যা। ১ ছুছুন্দরী। (ত্রি) ২ দীর্ঘতুণ্ডযুক্ত গজাদি। (ক্লী) ৩ দীর্ঘ এইরূপ তুণ্ড।

ণ (পুং) দীর্ঘং তৃণমিব, অভিধানাৎ পুংস্বং। ১ পল্লিবাহ তৃণ। (রাজনি°) (ক্লী) ২ দীর্ঘ এইরূপ তৃণ।

দীর্ঘদণ্ড (পুং) দীর্ঘো দণ্ড ইব কাণ্ডাবচ্ছেদেন। এরণ্ড বৃক্ষ। (ভাবপ্র°) স্বার্থে কন্।

দীর্ঘদণ্ডী (স্ত্রী) দীর্ঘদণ্ড গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। গোরক্ষী। (রাজনি°)

দীর্ঘদর্শিতা (স্ত্রী) দীর্ঘদর্শিনোভাবঃ দীর্ঘদর্শিন্ তল্ অনুনাসিকলোপঃ ততোটাপ্। বহুদর্শিতা, অনেক দেখিয়া যে জ্ঞান জন্মে।

দীর্ঘদর্শিন্ (পুং) দীর্ঘং দীর্ঘাৎ বা পশ্যতি ণিনি। ভাবিকার্য্যজ্ঞ, ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা যে বিদিত আছে, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, পণ্ডিত। ২ ভল্লুক। (ত্রি) ৩ দূরদর্শক।
"স হি ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য দীর্ঘদর্শী পরং হিতং।" (ভারত ১।৪৮।৪৩)

(পুং) দীর্ঘা দৃষ্টির্দর্শনমস্য। ১ পণ্ডিত। দীর্ঘা দূরতো যেন। ২ দূরবীক্ষণ নামক যন্ত্রভেদ

দীর্ঘদ্রু (পুং) দীর্ঘশ্চাসৌ দ্রুশ্চেতি। তালবৃক্ষ।

দীর্ঘদ্রুম (পুং) দীর্ঘোদ্রুমঃ। শাল্মলিবৃক্ষ, শিমুল।

দীর্ঘদ্বার, ব্রহ্মখণ্ডোক্ত বিশালদেশান্তর্ব্বর্ত্তী একটী জনপদ। ব্রহ্মখণ্ডের মতে, এই জনপদ গণ্ডকীতটে অবস্থিত এবং ইহাতে সপ্ত সহস্র গ্রাম ও ত্রিশটী নগর ছিল।

দীর্ঘনখ, বুদ্ধের সাময়িক জনৈক ব্রহ্মচারী। ইনি 'দীর্ঘনখ-পরিব্রাজক-পরিপৃচ্ছা'নামক গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া বিখ্যাত।

দীর্ঘনাদ (পুং) দীর্ঘঃ দূরগামিত্বাৎ বিস্তীর্ণঃ নাদোযস্য, কুম্ভাদিত্বাৎ ন ণত্বং। ১ শঙ্খ। (ত্রি) ২ বহুকালস্থায়ি শব্দযুক্ত ঘণ্টাদি। (পুং) ৩ আয়ত শব্দ।

দীর্ঘনাল (পুং) দীর্ঘং নালং যস্য। ১ যাবনাল। ২ গুণ্ডতৃণ। (ক্লী) ৩ দীর্ঘরোহিষ।

দীর্ঘনাস (ত্রি) দীর্ঘা নাসা যস্য। দীর্ঘনাসিকাযুক্ত।
"বকঘাতী দীর্ঘনাসো দদ্যাৎ গাং ধবলপ্রভাং।" (শাতাতপ)
(স্ত্রী) দীর্ঘনাসিকা।

দীর্ঘনিদ্রা (স্ত্রী) দীর্ঘা নিদ্রা। মৃত্যু।
"সোঽদ্য মৎকার্ম্মুকাক্ষেপবিদীপিতদিগন্তরৈঃ।
শরৈর্বিভিন্নসর্ব্বাঙ্গো দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেক্ষ্যতি॥" (মার্ক°পু° ৭।১৩)
২ দীর্ঘকালব্যাপিনী নিদ্রা।

দীর্ঘপক্ষ (পুং) দীর্ঘৌ পক্ষৌ যস্য। ১ কলিঙ্গাখ্য। ২ দীর্ঘপক্ষযুক্ত পক্ষিমাত্র।

দীর্ঘপটোলিকা (স্ত্রী) দীর্ঘা পটোলিকা। লতাফলবিশেষ, ধুঁদুল। ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, কটু, বিষ্টম্ভী ও গুরু; বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, রুচি ও ভেদকারক, মধুর এবং শীতল। (রাজবল্লভ)

দীর্ঘপত্র (পুং) দীর্ঘং পত্রং যস্য। ১ রাজপলাণ্ডু। ২ বিষ্ণুকন্দ। ৩ হরিদর্ভ। ৪ কুপীলুবৃক্ষ, কুঁচলে গাছ। ৫ ইক্ষুভেদ।
"কান্তারস্তাপসেক্ষুশ্চ কাষ্ঠেক্ষুঃ সূচিপত্রকঃ।
নৈপালো দীর্ঘপত্রশ্চ নীলপোরোঽথ কোষকৃৎ॥"
(সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৫ অঃ)। [ইক্ষু দেখ।]

দীর্ঘপত্রক (পুং) দীর্ঘপত্র সংজ্ঞায়াং কন্। ১ রক্ত লশুন, লালরশুন। ২ এরণ্ড। ৩ হিজ্জল বৃক্ষ, হিজলগাছ। ৪ বেতস বৃক্ষ। ৫ করীররক্ষ, মথুরা অঞ্চলে কচড়া। ৬ জলজ মধুক বৃক্ষ, জলমৌলগাছ। ৭ লশুন।

দীর্ঘপত্রা (স্ত্রী) দীর্ঘং পত্রং যস্যাঃ। ১ চিত্রপর্ণিক, ক্ষুদে চাকুলিয়া। ২ হ্রস্বজম্বুবৃক্ষ, ছোট জাম। ৩ পৃশ্নিপর্ণীলতা, চাকুলে। ৪ গন্ধপত্রা। ৫ কেতকী। ৬ ডোরীক্ষুপ। ৭ শালপর্ণী, শালপাইন্।

দীর্ঘপত্রিকা (স্ত্রী) দীর্ঘপত্র সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ১ শ্বেতবচা, সাদা বচ। ২ ঘৃতকুমারী। ৩ শালপর্ণী। ৪ শ্বেত পুনর্ণবা।

দীর্ঘপত্রা (স্ত্রী) দীর্ঘপত্র গৌরাদি° ঙীষ্। ১ পলাশীলতা। ২ মহাচঞ্চুশাক।

দীর্ঘপর্ণী (স্ত্রী) দীর্ঘং পর্ণং যস্যা গৌরাদি° ঙীষ্। পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে।

দীর্ঘপল্লব (পুং) দীর্ঘঃ পল্লবো যস্য। ১ শণবৃক্ষ। (ত্রি) ২ আয়ত পত্রযুক্ত। (পুং ক্লী) ৩ আয়তপল্লব।

দীর্ঘপাদ্ (পুং) দীর্ঘঃ পাদো যস্য সমাসান্তঃ অন্ত্যলোপঃ। কঙ্কপক্ষী, কাঁক। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ অন্ত্যলোপাভাবঃ। সমাসান্ত বিধির অনিত্যতা হেতু অর্থাৎ সমাসান্তবিধি কোন স্থলে হইবে, কোন স্থলে হইবে না, এইজন্য অন্ত্যলোপ না করিয়া 'দীর্ঘপাদ' এইরূপ শব্দ হইবে। পাদ শব্দ স্থানে পদ আদেশ করিয়া দীর্ঘপদ এইরূপ হইবে। (ত্রি) দীর্ঘপদযুক্ত।

দীর্ঘপাদপ (পুং) দীর্ঘশ্চাসৌ পাদপশ্চেতি। ১ তাল। ২ পূগ।

দীর্ঘপৃষ্ঠ (পুং) দীর্ঘং পৃষ্ঠং যস্য। সর্প।

দীর্ঘপ্রজ্ঞ (পুং) দ্বাপরযুগে অসুরাবতার বৃষপর্ব্বা নামক নৃপভেদ।

"বৃষপর্ব্বেতি বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ যস্তু মহাসুরঃ।
দীর্ঘপ্রজ্ঞ ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং সোঽভবন্নৃপ॥"
(ভারত আ° ৬৭ অঃ)

ইনি অতিশয় দূরদর্শী ছিলেন বলিয়া দীর্ঘপ্রজ্ঞ এই নামে বিখ্যাত হন। (ত্রি) দীর্ঘা প্রজ্ঞা যস্য। ২ দূরদর্শী।

দীর্ঘফল (পুং) দীর্ঘং ফলং যস্য। আরগ্বধবৃক্ষ, সোন্দাল, সোঁদালুগাছ।

দীর্ঘফলক (পুং) দীর্ঘফল সংজ্ঞায়াং কন্। অগস্ত্যবৃক্ষ, বকফুলগাছ।

দীর্ঘফলা (স্ত্রী) দীর্ঘা ফলানি যস্যাঃ। ১ মালবদেশপ্রসিদ্ধ জতুকা নামে লতা। ২ কপিলদ্রাক্ষা, আঙ্গুর।

দীর্ঘফলিকা (স্ত্রী) দীর্ঘফল কপ্ টাপ্ কাপি অত ইত্বং। ১ কপিলদ্রাক্ষা। ২ জতুকা।

দীর্ঘবালা (স্ত্রী) দীর্ঘঃ বালঃ কেশো যস্যাঃ। চমরী। স্বাঙ্গত্বাৎ ঙীষ্। দীর্ঘবালী।

দীর্ঘবাহু (পুং) দীর্ঘৌ বাহূ যস্য। ১ শিবানুচরভেদ। "দীর্ঘরোমাদীর্ঘভুজো দীর্ঘবাহুনিরঞ্জনঃ।" (হরিবংশ ২৭৭ অঃ) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।১৩) (ত্রি) ৩ আয়তবাহুযুক্ত, যাহার বাহুযুগল দীর্ঘ অর্থাৎ আজানুলম্বিত, তাহাকে দীর্ঘবাহু কহে।

দীর্ঘবাহুগর্ব্বিত (ত্রি) দৈত্যভেদ।

দীর্ঘভুজ (পুং) দীর্ঘৌ ভুজৌ যস্য। ১ শিবানুচরভেদ। ২ দীর্ঘবাহুযুক্ত। ৩ দীর্ঘ এইরূপ বাহু।

দীর্ঘমারুত (পুং) দীর্ঘঃ অধিকসময়ব্যাপী মারুতঃ নিঃশ্বাসবায়ুর্যস্য। হস্তী। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দীর্ঘমুখ (পুং) ১ যক্ষভেদ। (ত্রি) ২ দীর্ঘ মুখযুক্ত।

দীর্ঘমূল (পুং) দীর্ঘং মূলং যস্য। ১ মোরটলতা, ক্ষীরমোরটা। ২ বিষান্তর বৃক্ষ। (ক্লী) ৩ লামজ্জক তৃণ, বেণাগাছের সদৃশ পীতাভ তৃণ।

দীর্ঘমূলক (ক্লী) দীর্ঘমূল-সংজ্ঞায়াং কন্। মূলক। (রাজনি°) (স্ত্রী) দীর্ঘং মূলং যস্যাঃ টাপ্। ১ শ্যামালতা। ২ শালপর্ণী, শালপাইনগাছ।

দীর্ঘমূলিকা (স্ত্রী) দীর্ঘমূল-কপ্ টাপ্ কাপি অত ইত্বং। দুরালভা।

দীর্ঘমূলী (স্ত্রী) দীর্ঘং মূলং যস্যাঃ ঙীপ্। দুরালভা।

দীর্ঘযজ্ঞ (ত্রি) দীর্ঘঃ বহুকালব্যাপকো যজ্ঞো যস্য। ১ বহুকালব্যাপক যজ্ঞকারী। যিনি অনেক দিন ধরিয়া যজ্ঞ করেন। (পুং) ২ দ্বাপরযুগের একজন অযোধ্যাধিপতি।

"অযোধ্যায়ান্তু ধর্ম্মজ্ঞং দীর্ঘযজ্ঞং মহাবলং।
অজয়ৎ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠো নাতি তীব্রেণ কর্ম্মণা॥"
(ভারত সভা° ২৯ অঃ)

দীর্ঘযাথ (ত্রি) যা-কর্ম্মণি থ, দীর্ঘকালেন যাথঃ গন্তব্যঃ। দীর্ঘকাল দ্বারা গন্তব্য। "বৃথা সৃজৎপথিভির্দীর্ঘযাথৈঃ।" (ঋক্ ২।১৫।৩) 'দীর্ঘযাথৈ দীর্ঘকালেন গন্তব্যৈঃ।' (সায়ণ)

দীর্ঘরঙ্গা (স্ত্রী) হরিদ্রা।

দীর্ঘরত (পুং) কুকুর।

দীর্ঘরদ (পুং) দীর্ঘৌ রদৌ দন্তৌ যস্য। ১ শূকর। (ত্রি) ২ আয়ত দন্ত, যাহার দন্ত দীর্ঘ। (পুং) ৩ দীর্ঘ এইরূপ দন্ত।

দীর্ঘরব, উৎকলের একজন রাজা। ইনি উৎকলবিজয়ী মহারাজ জনমেজয়ের পুত্র। [জনমেজয় দেখ।]

দীর্ঘরসন (পুং) দীর্ঘা রসনা জিহ্বা যস্য। সর্প।

দীর্ঘরাগা (স্ত্রী) দীর্ঘঃ অধিককালস্থায়ী রাগঃ যস্যাঃ। হরিদ্রা। (রাজনি°)

দীর্ঘরাত্র (ক্লী) দীর্ঘাঃ প্রচুরা রাত্রয়ঃ সন্ত্যত্র, অর্শ আদিত্বাদচ্। চিরকাল। মুগ্ধবোধ মতে, দীর্ঘাশ্চাসৌ রাত্রিশ্চেতি 'সর্ব্বৈকদেশসঙ্খ্যাতপুণ্যবর্ষা দীর্ঘাত্রাত্রেঃ' ইতিসূত্রেণ ষ, পুংস্ত্বমভিধানাৎ। দীর্ঘা রাত্রি, দীর্ঘনিশা।

দীর্ঘরাব (ত্রি) দীর্ঘঃ রাবঃ যস্য। উচ্চশব্দকারী।

দীর্ঘরোগিন্ (ত্রি) চিররোগী, যাহারা প্রায় সকল সময় রোগ ভোগ করে।

দীর্ঘরোমন্ (পুং) দীর্ঘাণি রোমাণি যস্য। ১ ভল্লুক। ২ শিবানুচরভেদ। (হরিবংশ ১৩।২)

দীর্ঘরোহিষক (ক্লী) দীর্ঘং রোহিষং [illegible]
বা কন্। কত্তৃণভেদ, সুগন্ধি তৃণ বিশেষ, বড়রোহিষ, পর্য্যায়—দৃঢ়কাণ্ড, দৃঢ়চ্ছদ, বজ্রেষ্ট, দীর্ঘনাল, তিক্তসার, ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, বাত, ভূতগ্রহ ও বিষনাশক এবং ব্রণক্ষত উপশমকারক। (রাজনি°)

দীর্ঘলতাক্রম (পুং) অশ্বকর্ণবৃক্ষ, লতাশাল।

দীর্ঘলোচন (ত্রি) দীর্ঘং লোচনং যস্য। ১ আয়তনেত্রক, যাহার চক্ষু আয়ত। ২ শিবানুচরভেদ। ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ক্লী) আয়তং লোচনং। ৪ আয়ত এইরূপ লোচন।

দীর্ঘলোহিতযষ্টিকা (স্ত্রী) রক্ত ইক্ষু।

দীর্ঘবংশ (পুং) দীর্ঘো বংশ ইব। ১ নল তৃণ। ২ সন্ততকুল। ৩ প্রাচীনবংশসম্ভূত।

দীর্ঘবক্ত্র (পুং স্ত্রী) দীর্ঘং বক্ত্রং মুখং যস্য। হস্তী। (ত্রি) লম্ববদন। স্ত্রিয়াং স্বাঙ্গত্বেঽপি টাপ্। (ক্লী) দীর্ঘং বক্ত্রং। আয়ত এইরূপ বদন।

দীর্ঘবচ্ছিকা (স্ত্রী) দীর্ঘবৎ শীকতে সিঞ্চতি শীক-ক পৃষোদরা° হ্রস্বঃ। কুম্ভীর।

দীর্ঘবর্ষাভূ (পুং স্ত্রী) দীর্ঘা বর্ষাভূঃ। শ্বেতপুনর্ণবা।

দীর্ঘবল্লী (স্ত্রী) দীর্ঘা বল্লী। ১ মহেন্দ্রবারুণী, বড় মাকাল। ২ পাতালগরুড়ীলতা, ছেউড়ী। ৩ পলাশীলতা। ৪ আয়তা এইরূপ লতা।

দীর্ঘবৃক্ষ (পুং) দীর্ঘঃ বৃক্ষঃ। ১ শালবৃক্ষ। ২ তালবৃক্ষ।

দীর্ঘবৃন্ত (পুং) দীর্ঘং বৃন্তং যস্য। শ্যোনাক বৃক্ষ, সোণাগাছ। ২ শ্যোনাক প্রভেদ, লম্বাসোনা। ৩ লতাক্রম, লতাশাল।

দীর্ঘবৃন্তক (পুং) দীর্ঘবৃন্ত স্বার্থে-কন্। [দীর্ঘবৃন্ত দেখ।]

দীর্ঘবৃন্তা (স্ত্রী) দীর্ঘং বৃন্তং যস্যাঃ। ইন্দ্রচির্ভিটীলতা।

দীর্ঘবৃন্তিকা (স্ত্রী) দীর্ঘং বৃন্তং যস্যাঃ কপ্ টাপি অতইত্বং। এলাপর্ণী, কাটা আমরুলীগাছ।

দীর্ঘশর (পুং) দীর্ঘঃ শরঃ। যাবনাল ধান্য, জোনার ধান।

দীর্ঘশস্য (পুং) গাব ফল।

দীর্ঘশাখ (পুং) দীর্ঘা শাখা যস্য। ১ শণবৃক্ষ, শণের গাছ। ২ শালবৃক্ষ।

দীর্ঘশাখিকা (স্ত্রী) দীর্ঘা শাখা যস্যাঃ কাপি অতইত্বং। নীলাম্লীক্ষুপ, হিন্দীতে নরবনগুড়।

দীর্ঘশিম্বিক (পুং) দীর্ঘা শিম্বির্যস্য কপ্। ক্ষব। রাজিকাভেদ।

দীর্ঘশূক (পুং) দীর্ঘঃশূকঃ অগ্রং যস্য। শালিভেদ, শালিধান্য।

দীর্ঘশূকক (ক্লী) দীর্ঘং শূকং যস্য কপ্। রাজান্ন, অন্ধ্রদেশের আমন ধানকে রাজান্ন কহে।

দীর্ঘশ্মশ্রু (ত্রি) বৃহৎ শ্মশ্রুযুক্ত, বড় দেড়ে।

দীর্ঘশ্রবস্ (পুং) দীর্ঘং শ্রবো যস্য। [illegible]
"ঔশিজায় বণিজে দীর্ঘশ্রবসে" (ঋক্ ১।১১২।১১) 'উশিক্ সংজ্ঞা দীর্ঘতমসঃ পত্নী তস্যাঃ পুত্রো দীর্ঘশ্রবানাম কশ্চিদৃষিরনাবৃষ্টৌ জীবনার্থমকরোৎ বাণিজ্যং।' (সায়ণ) এই ঋষি কোন সময়ে অনাবৃষ্টি হইলে জীবিকার জন্য বাণিজ্য করিয়াছিলেন। (ত্রি) ২ দীর্ঘকর্ণযুক্ত। (ক্লী) ৩ দীর্ঘ এইরূপ কর্ণ।

দীর্ঘশ্রুৎ (ত্রি) ১ বহুদূর হইতে যাহা শুনা যায়। ২ দূর দেশ পর্য্যন্ত যাহার নাম বিখ্যাত।

দীর্ঘসকৃথ (ত্রি) দীর্ঘে সকৃথিনী যস্য বহুব্রীহৌ স্বাঙ্গাৎ ষচ্। (বহুব্রীহৌ সকথক্ষ্ণো স্বাঙ্গাৎ ষচ্। পা ৫।৪।১১৩) দীর্ঘোরু।

দীর্ঘসকৃথি (ক্লী) দীর্ঘে সকৃথিনী যস্য, স্বাঙ্গাদিত্যুক্তে ন ষচ্। শকট। বহুব্রীহি সমাসে স্বাঙ্গ বুঝাইলে সকৃথি ও অক্ষিশব্দের উত্তর ষচ্ হয়, কিন্তু এই স্থলে শরীরাঙ্গ বুঝায় নাই, এইজন্য ষচ্ হইল না, যে স্থলে স্বাঙ্গ বুঝাইবে, সেইস্থলে দীর্ঘসকৃথি না হইয়া 'দীর্ঘসকৃথ' এইরূপ হইবে।

দীর্ঘসত্র (ক্লী) দীর্ঘং বহুকালসাধ্যং সত্রং। ১ যজ্ঞবিশেষ, দীর্ঘকালিকযজ্ঞ, এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে দীর্ঘকাল লাগিয়া থাকে। (ত্রি) ২ দীর্ঘসত্রযজ্ঞকর্ত্তা। ৩ তীর্থবিশেষ, এই দীর্ঘসত্র তীর্থে ব্রহ্মাদিদেবতা ও পরমর্ষি সিদ্ধ প্রভৃতি যথানিয়মে অবস্থান করিয়াছিলেন, এই তীর্থে গমন মাত্রই অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। (ভারত ৩।১০৩।১০৪) (ক্লী) ৪ যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। "দীর্ঘসত্রং হ বা ত উপযন্তি যেঽগ্নিহোত্রং জুহ্বত্যেতদ্বৈ জরামর্য্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রং জরয়া বা।" (শতপথব্রা° ১২।৪।১।২)

দীর্ঘসত্রিন্ (পুং) দীর্ঘসত্রকারী।

দীর্ঘসুরত (পুং) দীর্ঘং বহুকালব্যাপকং সুরতং যস্য। ১ কুক্কুর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ক্লী) ২ আয়তসুরত।

দীর্ঘসূক্ষ্ম (পুং) দীর্ঘশ্চাসৌ সূক্ষ্মশ্চেতি। প্রাণায়ামভেদ।
[বিশেষ বিবরণ প্রাণায়াম দেখ।]

দীর্ঘসূত্র (ত্রি) দীর্ঘেণ বহুকালেন সূত্রং কার্য্যারম্ভঃ যস্য। চিরক্রিয়, বিলম্বে কার্য্যসম্পাদনকারী।

"অদীর্ঘসূত্রশ্চ ভবেৎ সর্ব্বকর্ম্মসু পার্থিবঃ।
দীর্ঘসূত্রস্তু নৃপতেঃ কর্ম্মহানি র্ধ্রুবং ভবেৎ॥
রাগে দ্বেষে চ কামে চ দ্রোহে পাপে চ কর্ম্মণি।
অপ্রিয়ে চৈব কর্ত্তব্যো দীর্ঘসূত্রঃ প্রশস্যতে॥" (মৎস্যপুরাণ)

সকল কার্য্যেই অদীর্ঘসূত্র হইবে, নৃপতিগণ দীর্ঘসূত্র হইলে কার্য্যহানি হইবে। কিন্তু রাগ, দ্বেষ, কাম, দ্রোহ, পাপকার্য্য এবং অপ্রিয় কর্ম্মে দীর্ঘসূত্র অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ এই সকল দুষ্কর্ম্মে দীর্ঘসূত্রী হইলে সেই সেই কার্য্য

হইতে পারে, এইজন্য এই সকল কার্য্যে দীর্ঘসূত্রতার বিধান আছে। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা সম্পাদনে সত্বর না হইয়া ইহা আজি, না হয় কালি করিব মনে করিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে, তাহাকে দীর্ঘসূত্র কহে। যাহারা উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা যত্নপূর্ব্বক দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করিবেন, দীর্ঘসূত্র হইলে কথনও উন্নতিলাভ হইবে না। (ক্লী) ২ দীর্ঘ এইরূপ সূত্র। (ত্রি) ৩ দীর্ঘতন্তুক।

দীর্ঘসূত্রতা (স্ত্রী) দীর্ঘসূত্রস্য ভাবঃ দীর্ঘসূত্র-তল্-টাপ্। চিরক্রিয়তা।

দীর্ঘসূত্রিন্ (ত্রি) সূত্রং বহুকালং ব্যাপ্য কর্ম্মারম্ভোঽস্ত্যস্য দীর্ঘসূত্র-ইনি। দীর্ঘসূত্র।

"বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥" (গীতা ১৮।২৮)

একদিনে যে কার্য্য করা যায়, সেই সেই কর্ম্ম একমাসে যিনি করেন, তাহার নাম দীর্ঘসূত্রী। "যদহ্না কার্য্যং তৎমাসেনাপি যো ন সম্পাদয়তি স দীর্ঘসূত্রী" (আহ্নিকতত্ত্ব)

দীর্ঘস্কন্ধ (পুং) দীর্ঘঃ স্কন্ধোঽস্য। তালবৃক্ষ।

দীর্ঘস্বর (পুং) দীর্ঘঃ স্বরঃ। [দীর্ঘ দেখ।]

দীর্ঘা (স্ত্রী) দীর্ঘ-টাপ্। পৃশ্নিপর্ণী, পর্য্যায়—পৃথক্‌পর্ণী, লাঙ্গুলী, ক্রোষ্টুপুচ্ছিকা, ধামনি, কলসী, তন্বী, গুহা, ক্রোষ্টুকমেখলা, দীর্ঘা, শৃগালবিন্না, শ্রীপর্ণী, সিংহপুচ্ছিকা, দীর্ঘপত্রা, অতিগুহা, ঘৃতিলা, চিত্রপর্ণিকা। (বৈদ্যকরত্নমালা)

দীর্ঘাধ্বগ (পুং) দীর্ঘং আয়তং অধ্বানং গচ্ছতি গম-ড। ১ লেখহার, পত্রবাহক। ২ উষ্ট্র।

দীর্ঘায়ু (ত্রি) দীর্ঘং আয়ুর্যস্য। চিরজীবী। "জীবাতুশ্চ দীর্ঘায়ুত্বং মে" (শুক্লযজু° ১৮।৬) 'দীর্ঘায়ুষোভাবঃ দীর্ঘায়ুত্বং বহুকালমায়ুঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সলোপঃ আয়ুরুদন্তো বা।' (ভাষ্য)

দীর্ঘায়ুত্ব (ক্লী) [দীর্ঘায়ু দেখ।]

দীর্ঘায়ুধ (পুং) দীর্ঘঃ আয়ুধঃ। ১ কুন্তাস্ত্র। দীর্ঘো আয়ুধো-ইব দণ্ডৌ যস্য। ২ শূকর।

দীর্ঘায়ুষ্ট্ব (পুং) দীর্ঘায়ুষো ভবঃ দীর্ঘায়ুস্‌ত্ব। বহুকাল আয়ু, দীর্ঘকালজীবন, লৌকিক প্রয়োগে 'দীর্ঘায়ুষ্ট্ব' হইবে, কিন্তু বৈদিক প্রয়োগে অন্ত্যস্বর লোপ করিলে দীর্ঘায়ুত্ব হইবে।

দীর্ঘায়ুষ্য (পুং) দীর্ঘং আয়ুষ্যং জীবনং যস্য। ১ শ্বেত মন্দারক। (ত্রি) ২ দীর্ঘায়ুযুক্ত, যাহাদের আয়ু অতিশয় দীর্ঘ।

দীর্ঘায়ুস্ (পুং) দীর্ঘং আয়ুর্যস্য। দীর্ঘায়ুষ্যযুক্ত, চিরজীবী, যাহারা অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে।

"গূঢ়সন্ধিসিরাস্নায়ুঃ সংহতাঙ্গঃ স্থিরেন্দ্রিয়ঃ।
উত্তরোত্তরসুক্ষেত্রো যঃ স দীর্ঘায়ুরুচ্যতে॥
গর্ভাৎপ্রভৃত্যরোগো যঃ শনৈঃ সমুপচীয়তে।
শরীরজ্ঞানবিজ্ঞানৈঃ স দীর্ঘায়ুঃ সমাসতঃ॥"

(সুশ্রুত সূত্রস্থান ৩৫ অঃ)

যাহার শরীরে শিরা, স্নায়ু, বা সন্ধি গূঢ়ভাবে নিহিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট, ইন্দ্রিয় সকল স্থির এবং শরীর উত্তরোত্তর সুদৃশ্য হইয়া উঠে, সেই ব্যক্তিই দীর্ঘায়ু। যিনি জন্মাবধি অরোগী এবং শরীর জ্ঞান ও বিজ্ঞান দিন দিন বৃদ্ধি হয়, তাহাকে দীর্ঘায়ু জানিতে হইবে। চিকিৎসক চিকিৎসা করিতে যাইলে প্রথমে রোগী অল্পায়ু কি দীর্ঘায়ু তাহা নিরূপণ করিবেন। দীর্ঘায়ু নিরূপণ স্থলে সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্তনের অগ্রভাগ, দশন, বদন, স্কন্ধ এবং ললাট দেশ বিস্তৃত হইলে, অঙ্গুলির পর্ব্ব, উচ্ছ্বাস (যে শ্বাস টানিয়া লওয়া যায়), বাহু এবং চক্ষু দীর্ঘ হইলে, ভ্রূ ও স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ এবং বক্ষস্থল বিস্তীর্ণ হইলে, জঙ্ঘা, মেঢ্র এবং গ্রীবা হ্রস্ব হইলে, স্বর, নাভি ও বুদ্ধি গভীর হইলে, স্তনদ্বয় শরীরে অনুচ্চ এবং দৃঢ় ভাবে থাকিলে, কর্ণ দীর্ঘরোমবিশিষ্ট হইলে, মস্তিষ্ক মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে থাকিলে, স্নান ও অনুলেপন করিলে, মস্তক হইতে শরীরের নিম্নভাগ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকিলে এবং সকলের শেষে হৃদয়দেশ শুষ্ক হইলে আয়ু দীর্ঘ হইয়া থাকে।

(সুশ্রুত সূত্রস্থান ৩৪ অঃ)

দীর্ঘারণ্য (ক্লী) দীর্ঘং অরণ্যং। নিবিড় বন।

দীর্ঘালর্ক (পুং) দীর্ঘোঽলর্কইব। শ্বেতমন্দারকবৃক্ষ।

দীর্ঘাস্য (ত্রি) দীর্ঘং আস্যং যস্য। ১ আয়তমুখ। ২ হস্তী। ৩ শিবানুচরভেদ। দীর্ঘং আস্যং যত্র দেশে। ৪ পশ্চিমোত্তরদেশভেদ। (বৃহৎস° ১৪ অঃ)

দীর্ঘাহন্ (পুং) দীর্ঘাণি অহনি যত্র। যে সময়ের দিন সকল দীর্ঘ, নিদাঘ সময়, গ্রীষ্মকাল। দীর্ঘং অহঃ। এই স্থলে সমাস করিয়া 'রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্' এই সূত্রানুসারে টচ্ সমাস করিলে 'দীর্ঘাহ' এইরূপ হইবে, 'দীর্ঘদিবস' এইরূপ অর্থ বুঝাইবে, বহুব্রীহি সমাসে টচ্ সমাসান্ত হয় না, এইজন্যই 'দীর্ঘাহন্' শব্দ হইয়াছে, কিন্তু দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ ও কর্ম্মধারয় সমাসে টচ্ সমাসান্ত হইয়া থাকে।

দীর্ঘিকা (স্ত্রী) দীর্ঘৈব দীর্ঘা সংজ্ঞায়াং কন্ টাপি অত ইত্বং। জলাশয়ভেদ, দীঘি, পর্য্যায়—বাপী। ত্রিশত ধনু পরিমিত জলাশয় হইলে তাহাকে দীর্ঘিকা কহে। "শতেন ধনুর্ভিঃ পুষ্করিণী, ত্রিভিঃ শতৈর্দীর্ঘিকা, চতুর্ভি র্দ্রোণঃ পঞ্চভিস্তড়াগঃ" (জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব) ২ জলাশয়মাত্র। 'স্বর্ণদীসুরদীর্ঘিকা' (অমর)

দীর্ঘের্বারু (পুং) দীর্ঘা ইর্ব্বারুঃ। ডঙ্গরীলতা।

দীর্ঘোচ্চারণ (স্ত্রী) দীর্ঘং উচ্চারণং। উচ্চারণ কালে প্রয়োজনাধিক্যাদি বুঝাইবার জন্য শব্দ বিশেষের গুরু উচ্চারণ।

দীর্ণ (ত্রি) দৃ-বিদারে ক্ত। বিদারিত।

"আয়সং হৃদয়ং নূনং রামমাতুরসংশয়ং।
যন্ন দীর্ণং প্রিয়ে পুত্রে বনবাসায় নির্গতে॥" (রামা° ২।৩৯।২৯)

২ ভীত। ভাবে ক্ত। ৩ বিদারণ।

দীসা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাট প্রদেশের পালনপুর রাজ্যস্থ একটী সহর ও ইংরাজ সেনানিবাস। অক্ষা° ২৪°১৪´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২°১২´৩০´´ পূঃ। এই সহর মাউ নগরের ৩০১ মাইল উত্তরপশ্চিমে, নীমচের ২৫১ মাইল পশ্চিমে এবং বোম্বাই নগরের ৩৯০ মাইল উত্তরে বানন্ নদীতটে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই সহরের নাম ফরিদাবাদ ছিল। সহরের উত্তরপূর্ব্বদিকে ৩ মাইল দূরে বানন্ নদীতীরে ইংরাজ সৈন্তনিবাস। পূর্ব্বে এই সহর সুদৃঢ় প্রাকারবেষ্টিত ছিল এবং বরদার গাইকবাড় ও রাধনপুরের সৈন্তের আক্রমণে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা করিয়াছিল। এখন ঐ প্রাচীর নানাস্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখানে ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিস আছে।

দুআ (দেশজ) ১ কোন কার্য্যে অগ্রসর হইয়া পশ্চাদ্‌পদ হইলে তাহাকে দুআ কহিয়া থাকে। ২ দোহন করা।

দুআর (দেশজ) দরজা।

দুই (দেশজ) দ্বিসংখ্যা।

দুইটা (দেশজ) দ্বিসংখ্যা।

দুইবার (দেশজী) দ্বি।

দুইমনা (দেশজ) যাহার মন দুই দিকে থাকে, দ্বিমনা।

দুঃকূল (পুং) চোরনামক গন্ধদ্রব্য।

দুঃখ (ক্লী) দুর্ দুষ্টং খনতীতি খন-ড বা দুঃখয়তীতি দুঃখ-অচ্। ১ সংসার। ২ রোগ।

"ভেকাভঃ পীডাতে দুঃখৈ শোণিতক্ষয়সম্ভবৈ।" (ভাবপ্র°)
'দুঃখৈঃ রোগৈ' (টীকা)

৩ কষ্ট। অসুখ, পর্য্যায়—ব্যথা, অমানস্য, প্রসূতিজ, কষ্ট, কৃচ্ছ্র, আভীল, অন্তি, অর্ত্তি, আর্ত্তি, পীড়ন, অবাধা, বাধন, আমনস্য, আমানস্য, বিবাধন, পীড়িত, বিহেঠন। (শব্দর°) এই এই বস্তু দুঃখদ—পারতন্ত্র্য, যাহারা পরের অধীন হইয়া জীবন ধারণ করে, আধি (মানসিক ক্লেশ), ব্যাধি, মানচ্যুতি, শত্রু, কুভার্য্যা, যাহার স্ত্রী দুষ্টা, তাহার দুঃখে জীবন অতিবাহিত হয়, নৈঃস্ব, ধনরাহিত্য, কুগ্রামবাস, কুস্বামিসেবন, বহুকন্যা, বৃদ্ধত্ব, পরগৃহবাস, বর্ষাপ্রবাস, ভার্য্যাদ্বয়, কুভৃত্য ও দুর্ব্বলকরণক কৃষি, কবিকল্পলতায় এই সকল মনুষ্যের দুঃখপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সাংখ্যাদি মত সিদ্ধ প্রতিকূলবেদনীয় রজোকার্য্য চিত্তধর্ম্মভেদ। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে, দুঃখ আত্মার (জীবাত্মার) ধর্ম্ম, সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের মতে দুঃখ বুদ্ধি ধর্ম্ম অর্থাৎ চিত্ত ধর্ম্ম।

"বুদ্ধ্যাদিষট্‌কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌগুণাএতে আত্মনস্যুশ্চতুর্দ্দশ।
অধর্ম্মজন্যং দুঃখস্যাৎ প্রতিকূলং সচেতসাং॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার ধর্ম্ম, এই দুঃখ অধর্ম্ম জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে

দুঃখের প্রতি অধর্ম্ম কারণ দুঃখ কার্য্য, কার্য্য ও কারণের সহিত নিত্য সম্বন্ধহেতু অধর্ম্ম আচরণ করিলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। দুঃখ যাবতীয় প্রাণীর অনভিপ্রেত, লোকের যত প্রকার চেষ্টা দেখা যায়, তাহার উদ্দেশ্য দুঃখনিবৃত্তি, এই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য মানব কতপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে তাহা অবর্ণনীয়। কিন্তু কোন্ পথ আশ্রয় করিলে দুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রতিপদে অনন্তদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে এইজন্য লিখিত হইয়াছে 'অধর্ম্মজন্যং দুঃখং স্যাৎ' অধর্ম্ম আচরণ করিলেই দুঃখ হইবে। ক্লেশাদিভেদে দুঃখ নানাবিধ। সুখ সকলেরই অভিপ্রেত, এই কারণে সকলেই প্রতিনিয়ত সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। এই বস্তু হইতে আমার সুখ দুঃখ নিবৃত্তি হইবে, এই জ্ঞান হইলে সুখ দুঃখ নিবৃত্তির ইচ্ছা জন্মে।

যাহা দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে তাহার ফল কহে, যেমন রন্ধনের ফল অন্ন, শাস্ত্রানুশীলনের ফল জ্ঞানোদয়। ফল পদার্থও মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। চরমফলকে মুখ্যফল কহে। মুখ্যফল সুখ ও দুঃখের ভোগ, এতদতিরিক্ত সকল ফলই গৌণ, যেহেতু সকল কর্ম্মেরই চরমে সুখ বা দুঃখের ভোগ স্বরূপ ফল-পর্য্যবসান হয়। দেখ রন্ধনদ্বারা পরিশেষে ভোজন জন্য তৃপ্তিরূপ সুখ ও শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জ্ঞানোদয় হইলে অসীম বিদ্যানন্দরূপ সুখের ভোগ হয়। আর চৌর্য্যাদি দোষে দূষিত হইয়া কারাবাসরূপ অশেষ যন্ত্রণা স্বরূপ দুঃখের ভোগ হয়। এইরূপে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়, যে সকল কর্ম্মেরই চরমফল সুখভোগ কিংবা দুঃখ ভোগ। অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হইলে মুক্তি হয়। এই মুক্তিই একমাত্র সকলের অভিপ্রেত। এই মুক্তির জন্য সকলেই চেষ্টিত, কিন্তু পথ হারাইয়া লোকে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া অশেষবিধ ক্লেশ পাইয়া থাকে।

সাংখ্যদর্শনের মতে—দুঃখনিবৃত্তির জন্যই শাস্ত্রজিজ্ঞাসা হইয়াছে, লোক সকল যখন প্রতিনিয়ত দুঃখে পীড়িত হইয়া ক্রমাগত. জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখে অভিভূত হইতে লাগিল, তখন পরম কারুণিক কপিলদেব ভূতগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া দুঃখোদ্ধারের উপায় পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় উপদেশ করিয়াছেন। এই জ্ঞান হইলে দুঃখের ক্ষয় হয়। যদি এ জগতে দুঃখ বলিয়া কোন জিনিস না থাকিত, নিত্য পদার্থের ন্যায় যদি তাহার নিবৃত্তি না হইত ও এই দুঃখ পরিহার যদি অতিশয় কষ্টসাধ্য হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রজিজ্ঞাসার আবশ্যকতা ছিল না। যখন দেখা যায়, দুঃখোৎপত্তি হয়, তাহার আবার ধ্বংসও হয়, এইজন্য—

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেৎ নৈকান্তাত্যন্ততো ভাবাৎ॥" (তত্ত্বকৌ°)

দুঃখত্রয়ের বিনাশই এস্থলে জিজ্ঞাস্য, যদিও তাহার ক্ষণিক অবসানের হেতু প্রত্যক্ষগোচর হয়, কিন্তু একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, এইজন্য জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন নহে। দুঃখত্রয়ের বিনাশই এস্থলে জিজ্ঞাস্য। এই মতে দুঃখ ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ শারীরিক ও মানসিক। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য নিমিত্ত যে দুঃখ হয়. তাহাকেই শারীরিক দুঃখ কহে। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি নিবন্ধন দুঃখ মানসিক। আধিভৌতিক দুঃখ চারিপ্রকার—ভূত সকল হইতে উৎপন্ন, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ হইতে উৎপন্ন, যথা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, দংশ, মশক প্রভৃতি স্থাবরাদিজনিত দুঃখ। আধিদৈবিক অর্থাৎ দেবতা হইতে উৎপন্ন যথা—শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা ও বজ্রপতনজনিত ক্লেশ।

এই ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশই একমাত্র শাস্ত্রজিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য. যাহাতে এই দুঃখত্রয় নাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাই হেতু। এই সকল দুঃখের ক্ষণিক নাশ হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ কহেন, এই সকল দুঃখবিনাশের নিমিত্ত শত শত উপায় আছে। শারীরিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য চিকিৎসক কর্ত্তৃক নানাবিধ উপায় নির্দ্ধারিত আছে। মানসিক দুঃখ প্রতীকারের জন্য মনোজ্ঞ স্ত্রী, পান, ভোজন প্রভৃতি উপায় বিদ্যমান আছে। নীতি, শাস্ত্রাভ্যাস-কুশলতা প্রভৃতি অবলম্বন করিলে আধিভৌতিক দুঃখ নিবৃত্তি হয়। আধিদৈবিক দুঃখ প্রতীকারের জন্য মণিমন্ত্রৌষধাদি প্রভৃতি সহজ উপায় আছে।

এই সকল দুঃখ প্রতীকারের উপায় সত্য, কিন্তু ইহাতে ক্ষণিক নিবৃত্তি হয় বটে, একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তিই সকল দর্শন শাস্ত্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য। যেমন ক্ষুধা হইলে ভোজন করিলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, আবার পরক্ষণে ক্ষুধা হয়, সেইরূপ এই সকল উপায়ে দুঃখনিবৃত্তি হইলেও একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হয় না; আবার পরক্ষণে দুঃখনিবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। যদি মনে কর দৃষ্টোপায় দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি হয় না, কিন্তু আনুশ্রবিক অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে, এ সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিত আছে—

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্য বিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞানবিজ্ঞানাৎ॥" (তত্ত্বকৌ°)

দৃষ্টের ন্যায় আনুশ্রবিকও অসম্পূর্ণকারণ, তাহাও অবিশুদ্ধি ও ক্ষয়াতিশয়যুক্ত তাহার বিপরীত অর্থাৎ ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞেয় জ্ঞানই শ্রেয়ঃ। ত্রিবিধ দুঃখ আদৌ থাকিবে না, কোনকালেও পুনরুৎপন্ন হইবে না, এইরূপ ভাব বিনিবৃত্ত হইলে বা বিনষ্ট হইলে তাহাকে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি বলা যায়।

সামান্যাকারে দুঃখ নিবৃত্তি হওয়া সামান্য পুরুষার্থ, কিন্তু আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি আত্যন্তিক পুরুষার্থ। ইহার অপর নাম পরম পুরুষার্থ। তাহার কারণ এই যে, ঐরূপ দুঃখনিবৃত্তিই দুঃখনিবৃত্তিকামনার চরমসীমা। দৃষ্ট উপায় দ্বারা অর্থাৎ লৌকিক উপকরণ দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না, লৌকিক উপকরণে দুঃখের নিবৃত্তি হইলেও তাহার অনুবর্ত্তন থাকে। ধনাদির দ্বারা উপস্থিত দুঃখ নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার তৎসদৃশ অন্য দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, লৌকিক উপায়ে ক্ষণিক দুঃখনিবৃত্তি হয়, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। ক্ষণিক দুঃখনিবৃত্তি হইলেও তাহা অপুরুষার্থ নহে। কেননা পুরুষ তাহাও চায়, তাহাও প্রার্থনা করে। আজ ক্ষুধার প্রতীকার করিলেও কাল আবার ক্ষুধা হইবে, ইহা ভাবিয়া কে কোথায় উদাসীন থাকে? খাইতে চায় না? অতএব দৈনন্দিন ক্ষুধাস্থলে যেমন সেই সাময়িক ক্ষুন্নিবৃত্তি পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য, সেইরূপ লৌকিক উপায় ও তৎসাধ্য সাময়িক দুঃখনিবৃত্তি উভয়ই পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য।

সকল স্থানে ও সকল সময়ে দুঃখনিবারক লৌকিক উপায় থাকে না, থাকিবার সম্ভাবনাও নাই; থাকিলেও তদ্দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। সেইজন্য শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা দুঃখনিবারক লৌকিক উপায় গুলিকে হেয় ও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকেন। স্ত্রী, অন্নপান ও ভোজনাদি

দৃষ্ট উপায় পরিত্যাগ ও শাস্ত্রীয় উপায় অবলম্বন করেন। লৌকিক উপায়ে যে দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহার তারতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ আছে, কিন্তু দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তিতে তাহা নাই। এই জন্য মুক্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তির উৎকর্ষতা জানিয়া অভিজ্ঞ পুরুষ ক্ষণিক দুঃখনিবৃত্তি ও তৎসাধক লৌকিক উপকরণ তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং মুমুক্ষু হইয়া শাস্ত্রপথ অবলম্বন করেন। ধনাদি দৃষ্ট উপায় এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপ উভয়ই তুল্য। ধনভোগ যেমন নশ্বর, পুণ্যভোগও তদ্রূপ নশ্বর, সুতরাং শাস্ত্রীয় উপায়ের মধ্যে ক্রিয়াত্মক উপায়গুলি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির কারণ নহে। শাস্ত্র মোক্ষ উপদেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তদ্বিষয়ে অনেকগুলি প্রশ্ন ও অনেক বিচার্য্য আছে।

কেহ কেহ বলেন, এই দুঃখ ভোগ করে কে? আত্মা না অন্য কেহ। কিন্তু আত্মা কোনরূপ ধর্ম্মে লিপ্ত নহেন, তিনি ত্রিগুণাতীত, প্রকৃতির মায়ায় মোহিত হইয়া প্রতিবিম্বরূপে সুখদুঃখাদি ভোগ করেন। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক আর পরম্পরা সম্বন্ধেই হউক, একবার সুখানুভব হইলেই সময়ান্তরে তাহা মনে হইবেই হইবে। সুখাভিজ্ঞ মনুষ্য যে পুনঃ পুনঃ সুখভোগের ইচ্ছা করে, ভোগ কামনা করে, সুখসাধন দ্রব্যে সমাসক্ত হয়, তাহাদের সেই ইচ্ছা সেই কামনা বা তাদৃশ আসক্তির নাম রাগ। এইরূপ সুখেচ্ছার ন্যায় দুঃখের প্রতি অনুশয় বা অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ" (পাত° ২।৮)। পূর্ব্বানুভূত দুঃখ মনে হইবামাত্রই দুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা বা অনভিলাষ জন্মে। তাহার প্রতিঘাত চেষ্টাও হয়। সেই প্রতিঘাত চেষ্টা বা অনিচ্ছা বিশেষকে দ্বেষ শব্দে অভিহিত করা যায়। যে বস্তুতে একবার দুঃখ হইয়াছে, সে বস্তুর প্রতি দ্বেষ জন্মিবেই জন্মিবে। এইরূপ দ্বেষ জন্মিলে, যাহাতে আর তাহা না হয়, তাহার চেষ্টা হয় অর্থাৎ অবশ্যই তাহার প্রতিঘাত চেষ্টা জন্মিবে। ক্রোধ, হিংসা, ও বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ প্রতারণা করিবার ইচ্ছা এ সমস্তই দ্বেষের রূপান্তর মাত্র। যাহাতে আমার দুঃখ না হয়, প্রতিনিয়ত এই চেষ্টা আছে এবং দুঃখের প্রতি দ্বেষও আছে, তথাচ দুঃখ পরিহার করিতে কেহ সমর্থ হয় না। জীব সকল বার বার মরণদুঃখভোগ করিয়া জীবের চিত্তে তত্তাবতের সংস্কার বা বাসনা সঞ্চিত বা বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে, এই সকল বাসনার নাম স্বরস, এই স্বারস্যের দ্বারা জ্ঞানী অজ্ঞানী সমুদয় জীবেরই চিত্তে সেইপ্রকার ভাব অর্থাৎ অলক্ষ্যরূপে মরণ দুঃখের ছায়া বা স্মৃতি নামক সূক্ষ্মাকারা বৃত্তি আরূঢ় আছে. সেই আরূঢ় বৃত্তির নাম অভিনিবেশ। একবার দুঃখানুভব হইলে সেই সেই দুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিদ্বেষ এবং তাহা আর না হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা বা ইচ্ছাবিশেষ জন্মে। সেই ইচ্ছাবিশেষকেও অভিনিবেশ বলা যাইতে পারে।

দুঃখের চূড়ান্ত সীমা মরণ। মরণই দুঃখের পরাকাষ্ঠা বা চরম সীমা। সেইজন্যই জীবের মরণভয় অত্যন্ত অধিক এবং তাহাদের চিত্তে 'আমি যেন না মরি,' এইরূপ একটী সূক্ষ্ম বৃত্তি অন্যান্য বৃত্তি-সমূহের মূলে নিগূঢ় ভাবে নিহিত বা লুক্কায়িত আছে।

প্রাণিমাত্রেই শরীরের উপর—ইন্দ্রিয়ের উপর 'অহং' এইরূপ সম্পর্ক পাতাইয়া আছে। সেই জন্যই প্রাণিগণ সম্পর্ক পাতান দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না। ধনাদি নাশের ইচ্ছাও করে না, সর্ব্বদাই মনে করে এবং প্রার্থনা করে, আমার যেন মরণদুঃখ এবং ধনাদি নাশ না হয়। বিশেষতঃ মরণদুঃখে অনুবৃত্তি অর্থাৎ 'আমি যেন না মরি' এইরূপ প্রার্থনাটী জীবের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই জাগরূক আছে। কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, কি ইতর প্রাণী, সকলেরই উক্ত রূপ মরণত্রাস আছে এবং সকল প্রাণীই এইরূপ প্রার্থনা করে। জীবের এইরূপ সংস্কার থাকাতে অশেষবিধ দুঃখভোগী হয়, কোনরূপ দুষ্কর কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। সর্ব্বদাই যেন, কিসে না মরি, কিসে ভাল থাকিব, ইত্যাকার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি ও অন্যান্য ঋষিগণ জীবের এই মরণত্রাস দেখিয়া পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধ অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের অনুমান করিয়াছেন।

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সুখ একবার অনুভূত হইলে পুনর্ব্বার তাহাতে ইচ্ছার উদ্রেক হয় এবং দুঃখ অনুভূত হইলে তৎপ্রতি বিদ্বেষ জন্মে। জীবের যখন মরণের প্রতি অত বিদ্বেষ, তখন নিঃসংশয়িতরূপে অনুমান হইতেছে যে মরণে অবশ্যই কোন কঠোরতর যন্ত্রণা আছে এবং জীব সেই কঠোরতর দুঃখ অবশ্যই কোন না কোন সময়ে ভোগ করিয়াছে। মরণে যদি দুঃখ না থাকিত এবং জীব যদি তাহা না ভোগ করিত, তাহা হইলে জীবের মরণের প্রতি অত বিদ্বেষ হইত না। মরণের প্রতি বিদ্বেষ কেবল মনুষ্যের নহে. কৃমি কীটাদিরও আছে, সদ্যোজাত শিশুরও আছে। মনুষ্য যখন একবার বই দুইবার মরে না, তখন মরিতে এত ভয় কেন? ইহাতে অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতেছে. মরণে একটী অনির্ব্বচনীয় দুঃখ আছে, জীব তাহা ভোগ করিয়াছে, বর্ত্তমান দেহে তাহারই অনুবৃত্তি হইতেছে, সেই অনুবর্ত্তন বাসনা সংস্কারের স্রোতে আসিয়া পড়িতেছে, নিগূঢ়তম বাসনার

স্রোতে বহমান হইতেছে বলিয়াই জীব তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে না ; অর্থাৎ আমি অনন্তবার মরিয়াছি এবং অনন্তবার মরণ দুঃখ ভোগ করিয়াছি, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না। ঐ জ্ঞান যদি ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে উহা অবশ্যই বুঝিতে পারিত। কিন্তু ইহা ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন হয় না। কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত গূঢ়তম সংস্কারের প্রভাবেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাহার কারণ অজ্ঞাত থাকাতেই জীব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না, যে আমি একবার মরিয়াছিলাম এবং তজ্জনিত অনির্বাচ্য কঠোরতম দুঃখ ভোগ করিয়াছিলাম। এইজন্যই জীবের মরিতে এত অনিচ্ছা। যদি মরণই সকলপ্রকার দুঃখের প্রধান হয়, তাহা হইলে কিরূপে এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় এবং ইহার কারণই বা কি ? সংসারচিত্র অবলোকন করিলে দেখা যায়, জীব সকল জন্মপরিগ্রহ করিয়া কত দুঃখ ভোগ করিয়া আবার মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, অতিশয় গতিতে একবার মরিতেছে, আবার জন্মাইতেছে, দুঃখ ভিন্ন কথাটী নাই, সাংসারিক যে সুখ, তাহাও দুঃখ মাখা, এইজন্য সেই দুঃখমিশ্রিত সুখকে দুঃখ বলিয়াই জানিতে হইবে এবং সাংখ্যদর্শনে বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন, 'তত্তু দুঃখপক্ষে নিঃক্ষেপণীয়ঃ'। অর্থাৎ তাহাও দুঃখ মধ্যে গণনীয়। সমগ্রদর্শন শাস্ত্রে কিসে দুঃখনিবৃত্তি হয়, ইহার তত্ত্বান্বেষণ করিয়াছেন, ইহাতে কেহ কেহ বলিয়াছেন প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই দুঃখের প্রতিকারণ। কেহবলিয়াছেন, অবিদ্যা বা মায়া বশতঃই দুঃখভোগ হইয়া থাকে। যাহা হউক এই সকলে সামান্য মতভেদ থাকিলেও মূল সকলের এক, কাহারও মতে প্রকৃতিও পুরুষের সম্যক্ জ্ঞান হইলে দুঃখনিবৃত্তি হয়। কেহ বলেন, অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের মায়ারূপ উপাধি তিরোহিত হইলে দুঃখ দূর হয়। এইরূপ দুঃখ নষ্ট হওয়াকে মুক্তি বা মোক্ষ কহে [মুক্তি ও মোক্ষ দেখ।] দুঃখের কারণ কি, এই বিষয় একটু বিশদ করিয়া বলা যাইতেছে, আমরা যে সকল কার্য্য করি তাহার একটী সংস্কার আত্মাতে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, পরে সেই সেই সংস্কারানুরূপ সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। অতএব সুখ ও দুঃখের মূল কর্ম্মাশয় বলিতে হইবে, ইহাতে ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ" (পাত' দ' ২।১২) ক্লেশমূলক কর্ম্মাশয় দুইপ্রকার, এক দৃষ্টজন্মবেদনীয়, অপর অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ বর্ত্তমান শরীর দ্বারা কৃত ও জন্মান্তরীয় শরীর দ্বারা কৃত। চিরকাল বসিয়া ভাল মন্দ কর্ম্ম কর, আর তাহার ফলভোগ কর, জীব সকল ক্লেশের বাধ্য হইয়াই ভাল মন্দ কার্য্য করে এবং সেই সকল কার্য্য আবার তাহাদের নূতন ক্লেশের বা কর্ম্মমূলের সৃষ্টি করে। কৃতকর্ম্মের অনুভব দ্বারা যে চিত্তক্ষেত্রস্থ সুখ, দুঃখ প্রভৃতির ক্ষতিপূরণ হয়, বা নূতন রাগ দ্বেষাদিরূপ কর্ম্মবীজ উৎপন্ন করে, ইহাকেই যোগীরা কর্ম্মাশয়, যাজ্ঞিকেরা অদৃষ্ট, অপূর্ব্ব, পাপ, পুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম কহিয়া থাকেন। কেহবা তাহাকে সংস্কারও কহে, এই সংস্কার যত দিন থাকিবে, ততদিন দুঃখ অনিবার্য্য। এই সংস্কার থাকিলেই তাহার ফল স্বরূপ জাতি, জন্ম, মরণ, জীবন ও ভোগ হইবেই হইবে। উক্ত কর্ম্মাশয় ক্রিয়া যোগাদির দ্বারা জীর্ণ, শীর্ণ বা দগ্ধকল্প না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাধ্য হইয়া অবশ্যই বিবিধ ভাল মন্দ কার্য্য করিতে হইবে এবং সেই সেই স্বকৃত কর্ম্মের ভালমন্দ ফলও ভোগ করিতে হইবে। বার বার জন্ম, বারবার মরণ ও বার বার সুর, নর ও তির্য্যক্ যোনিতে পতন, বার বার অল্পকাল ও বহুকাল জীবন ধারণ এবং পুনঃ পুনঃ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতে হইবেই হইবে। যে সকল স্থলে সুখ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সাংসারিক দুঃখমিশ্রিত সুখ, অর্থাৎ দুঃখ নামক সুখ। কারণ যোগিগণ বিষয় মাত্রকেই দুঃখ বলিয়া বলিয়াছেন।

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ" (পাত' ২।১৫)।

পরিণামে দুঃখ অর্থাৎ ভোগকালে দুঃখ এবং পশ্চাৎ বা স্মরণকালেও দুঃখ হয় দেখিয়া এবং সত্ত্বাদিগুণ পরস্পরকে অভিভূত করে দেখিয়া যোগিগণ সমস্ত বস্তুকেই দুঃখ বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু অভিজ্ঞ, অযোগী ও অবিবেকী ব্যক্তিরাই মোহে মুগ্ধ ও ভ্রমান্ধ হইয়া ইহাতে সুখ হয় ও ইহাতে দুঃখ হয় এইরূপ নির্ণয় করে। যে জানে না, সেই গিয়া সুস্বাদু বলিয়া বিষান্ন ভক্ষণ করে ; কিন্তু যে জানে, সে তাহা ভক্ষণ করিবে না। যে জানে না সেই গিয়া দুঃখমাখা সুখ ভোগ করুক, যে জানে সে তাহা ভোগ করিতে চাহিবে না। চক্ষু যেমন সূক্ষ্মতম ও কোমলতম লূতাতন্তুর (মাকড়সার সূতার) স্পর্শ দুঃসহ বোধ করে, সেইরূপ যোগীরা কিংবা বিবেকীরা দুঃখানুবিদ্ধ ভোগকে দুঃসহ বিবেচনা করেন। প্রত্যেক দৃশ্যে বা প্রত্যেক ভোগে পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কার দুঃখ একত্র গ্রথিত আছে।

অনভিজ্ঞ মোহান্ধ লোকেরা তাহা বুঝিতে পারে না। কাজে কাজেই তাহারা তাহাতে মুগ্ধ হয়, ব্যাসক্ত হয় ও ভোগ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। কিন্তু যাহারা বুঝিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারা কি আর তাহার নিকট যায়, কদাচ নহে। মদ্যপান দ্বারা উৎপন্ন মনোবিকার যেমন

মদ্যপায়ীর নিকট সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ দ্বারা অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তি প্রভৃতির সংযোগাদি দ্বারা উৎপন্ন মনোবিকার অবিবেকীর নিকট সুখ বলিয়া ভ্রম হয়।

অবিবেকী যাহাকে সুখ বলে, বিবেকী তাহাকে দুঃখ কহেন। যাহা পরিণাম দুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কার দুঃখে জড়িত, যাহা কেবল মনের বিকার মাত্র, যাহা কেবল সত্ত্বগুণের কলুষ পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাত সুখ নহে, সুখ নামক দুঃখ। ভোগে যে সুখ নাই, প্রত্যেক ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিণাম দুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কার দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা অত্যল্প মনোনিবেশ করিলেই অনুভূত হয়। মনে কর, এক দিন তুমি কোন দিব্যাঙ্গনায় সংযুক্ত হইলে, তৎকালে তোমার যে মনোবিকার জন্মিল, তাহাকে তুমি সুখ বলিয়া ভাবিলে; মনোবিকার যতক্ষণ থাকিল, ততক্ষণই সুখ ভাবিলে, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার যে দুঃখ সেই দুঃখ, সেই কার্য্য করায় তোমার যে আয়ুক্ষয় হইল, তজ্জন্য অন্য আর এক প্রকার পৃথক্ দুঃখও হইল, আরও দেখ তোমার সেই মনোবিকার বা সুখটী স্থায়ী হইল না, শীঘ্র শীঘ্রই নষ্ট হইয়া গেল। সুখ থাকিল না, নষ্ট হইল, ইহা ভাবিয়াও আবার তোমার দুঃখ হইল। তুমি যে সেই অনুচিত মনোবিকারকে অত্যল্পকালের জন্য সুখ মনে করিয়াছিলে, তৎপ্রভাবে পর দিন আবার তুমি তাহাই পাইবার জন্য লালায়িত হইলে। সুখের জন্য লালায়িত হইলে যে কত ক্লেশ, কত দুঃখ, কত আয়াস ও কত পাপ করিতে হয়, তাহাও মনে করিয়া দেখ। সেই সুখ নামক মনোবিকার বা ভোগটী দীর্ঘ করিবার নিমিত্ত তুমি ইচ্ছুক হও কিনা? অবশ্যই হও। কোন গতিকে যদি তোমার সেই ইচ্ছার পূরণ না হয়, অর্থাৎ তাহার ইচ্ছানুরূপ উপকরণ না পাও, অথবা ভোগের সঙ্কোচ, কি তাহার অল্পতা ঘটে, তাহা হইলে তোমার যে কত দুঃখ, তাহা শতমুখ না হইলে এক মুখে বলা যায় না।

মনে কর, যেন তোমার ভোগের সঙ্কোচ বা অল্পতা ঘটিল না, বৃদ্ধিই হইল। কিন্তু যেমন ভোগ বাড়িল, অমনি তৎসঙ্গে রোগও জন্মিল। "ভোগে রোগভয়ং" ভোগের সঙ্গে রোগের ভয় আছেই আছে। অত্যন্ত ভোগ করিলে রোগ হইবেই হইবে। সুতরাং তাহাতেও দুঃখ। অতএব এখন সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রত্যেক ভোগের পরিণাম যে দুঃখময় তাহা বলা বাহুল্য, একটু মনোনিবেশ করিলেই ভোগের পরিণাম দুঃখ প্রত্যক্ষ হইবে। এমন কি বর্ত্তমানে অর্থাৎ ভোগকালেও তুমি শত শত দুঃখে বা শত শত পরিতাপে আক্রান্ত বা জড়িত হইতেছ। পাছে ইহা নষ্ট হয়, কিসে ইহা স্থায়ী হইবে, কিসে ইহা বাড়িবে, কিসে ইহার ব্যাঘাত না হয়, ইত্যাদি বহু প্রকার চিন্তানল বা তাপজনক চিন্তা উপস্থিত হইয়া তোমাকে পরিতপ্ত করিতেছে। এতদ্ভিন্ন উহার আনুষঙ্গিক বিবিধ পাপময় মনোবৃত্তি অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতি উদিত হইয়া তোমার অন্তরে বিবিধ দুঃখের বীজ সঞ্চার করিতেছে। অতএব সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিবিধ তাপ বা দুঃখভোগ করিতে হয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আরও এক কথা আছে, সুখভোগ করিবামাত্র চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়, সেই সংস্কার তোমাকে পুনর্ব্বার সেই ভোগের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সেই জন্যই তুমি পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বানুভূত সুখের তুল্য সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছা কর, যতক্ষণ তাহা না পাও, ততক্ষণ ব্যাকুল থাক। অতএব সুখভোগের সংস্কারও দুঃখজনক। ভোগ কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে ভোগ আর কিছুই না, কেবল এক প্রকার মানসবিকার মাত্র। সুতরাং ক্ষণপরিণামী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্ষণিক পরিণাম রূপ ক্ষণভঙ্গুর ভোগ মাত্রেই দুঃখ। এই সকল কারণে অর্থাৎ প্রত্যেক ভোগেই পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখ গ্রথিত থাকায় এবং পরস্পর বিরোধী গুণপরিণাম বর্ত্তমান থাকায় যোগীর নিকট ও বিবেকীর নিকট সে সকলই দুঃখ বলিয়া গণ্য। কখন তাঁহারা উহাকে সুখ বলিয়া ভাবিতে পারেন না। তাহা হইলে কি সুখ নাই, মনোবিকার নষ্ট হইলেই সুখ, ঈশ্বরে ও আত্মতত্ত্বে চিত্ত স্থির হইলেই সুখ, মনোলয় হইলে আরও সুখ। সে সুখ দৃশ্যভোগে নাই বলিয়াই যোগীরা দৃশ্য সমুদায়কে দুঃখমধ্যে নিক্ষেপ করেন। ইহাই সকলের উদ্দেশ্য, ইহার জন্য সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়, কিন্তু প্রকৃতমার্গ অবলম্বন করিতে না পারিয়া রাশি রাশি দুঃখ নিরাকরণ জন্য চেষ্টা বৃথা, কেননা, দুঃখের যখন উৎপত্তি হয়, তখন দুঃখের প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয়ক্ষণে দুঃখ আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। দুঃখ যখন আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন দুঃখনাশের জন্য চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। অতীত দুঃখ তো বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্যও সাধনের আবশ্যক নাই, এই জন্য শাস্ত্রে অতীত ও বর্ত্তমান দুঃখ প্রতীকার না করিয়া অনাগত দুঃখের প্রতীকার করিবার ব্যবস্থা আছে।

"হেয়ং দুঃখমনাগতং।" (পাতং ২।১৬) অনাগত

অর্থাৎ ভবিষ্য দুঃখই হেয়, যাহাতে আর ভবিষ্যতে দুঃখ না হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য। অভিপ্রায় এই যে, প্রারব্ধ ভোগ অর্থাৎ যাহার ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, সে দুঃখ বিনা ভোগে নিবৃত্ত হয় না। কোনরূপ যোগ বা যত্ন দ্বারা তাহাকে নষ্ট করা যায় না। সুতরাং যোগীর প্রতি উপদেশ এই যে যোগী অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যদুঃখের নিবারণ চেষ্টা করিবেন। যোগ দ্বারা দুঃখের বীজ দগ্ধ করিয়া দিলেই তাহা সুসিদ্ধ হইবে। দুঃখবীজ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া গেলে কোথা হইতে দুঃখাঙ্কুর হইবে? দ্রষ্টা আত্মা ও দৃশ্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ, এই দুএর সংযোগ থাকাই দুঃখের কারণ।

অভিপ্রায় এই যে সুখ দুঃখ ও মোহ এ সমস্তই বুদ্ধি দ্রব্যের বিকার। বুদ্ধিদ্রব্য বা অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধদ্বারা বিষয়াকারে ও সুখ দুঃখাদি আকারে পরিণত হইবামাত্র তাহা চিৎশক্তিদ্বারা প্রজ্বলিত হয়। তাদৃশ প্রদীপ্ততাকে শাস্ত্রকারেরা চিৎশক্তির প্রতিসংক্রম বা চিচ্ছায়াপত্তি বলিয়া থাকেন। লোক-ব্যবহারে তাহা, 'দর্শন' বা 'দেখা', জ্ঞান বা বুঝা; সুতরাং পরিণাম স্বভাব বুদ্ধি সত্ত্ব বা অন্তঃকরণ পদার্থটী দৃশ্য এবং তৎসন্নিধিস্থ অপরিণামী চিৎশক্তি তাহার দ্রষ্টা। সেই দৃশ্য আর দ্রষ্টা—এই দুয়ের যে কথিত প্রকারের সংযোগ আছে অর্থাৎ একীভাব হইয়া আছে, তাহাই সংসারীজীবের উল্লিখিত দুঃখসমূহের মূল অথাৎ বুদ্ধির উপর পুরুষের বা আত্মার অভেদ ভ্রান্তি বা আত্মসম্পর্ক কল্পিত হইতেছে বলিয়াই পুরুষ সুখদুঃখাদি বিকারে বিকৃতপ্রায় হইতেছেন। সুতরাং বুদ্ধির সহিত তাদৃশ মিথ্যা সম্বন্ধ ঘটনা থাকাতেই পুরুষের ক্লেশময় ভোগ উপচারক্রমে উৎপন্ন হইতেছে।

যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্বজ্ঞান এবং অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের মায়োপাধি দূর না হইবে, ততদিন কিছুতেই দুঃখনিবৃত্তি হইবে না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি হয় না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না; তাহা বলিয়া বৈদিক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাজ্য নহে, ইহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে সম্যক্ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন দুঃখনিবৃত্তি হয়, এইরূপ ধরিলে বৈদিক ক্রিয়াকলাপও দুঃখনিবৃত্তির কারণ, 'অপাম সোমং অমৃতা অভূম' ইত্যাদি শ্রুতিতে আমরা সোমরস পান করিয়া দেবত্ব লাভ করিব, এইরূপ উক্ত আছে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপে স্বর্গাদি লাভ হয়, সেই স্বর্গে সুখ অনুভব করিয়া আর অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির প্রতি যত্ন থাকে না, ইহাদের যখন পুণ্য ক্ষীণ হয়, তখন আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এই সকল কারণে ক্রিয়াকলাপ নিন্দিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপই একমাত্র চিত্তশুদ্ধির উপায়। চিত্তশুদ্ধি না হইলে তত্ত্বজ্ঞানাদি হইবে না।

মনুষ্যের আশাই দুঃখের কারণ, আশা যতদিন থাকিবে, ততদিন অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে, যখন আর কোন প্রকাশ্য আশা থাকিবে না, তখনই যথার্থতঃ দুঃখ নিবৃত্তি হইবে।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
তথা সঞ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥" (সাংখ্যভাষ্য)

আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্যই সুখ, পিঙ্গলা বেশ্যা কান্তাশা ছেদ করিয়া সুখে নিদ্রিত হইয়াছিল। যখন আমাদের সকল আশা তিরোহিত হইবে, আর কোন বিষয়ের প্রয়োজন থাকিবে না, তখনই দুঃখনিবৃত্তি হইবে। আশার মোহিনী মায়ায় বিমোহিত হইয়া নিরন্তর দুঃখভোগ করিতেছি, যেদিন সকল আশা দূর হইবে, সেইদিন আর ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না, সকল দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। বরাহপুরাণে এইগুলি দুঃখতর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—অহঙ্কারী জীব মোহে আবৃত হইয়া আমাকে (ঈশ্বর) প্রাপ্ত হয় না, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখতর কি আছে? যাহারা সর্ব্বাশী, সর্ব্ববিক্রেতা, নমস্কারবিবর্জ্জিত এবং যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয় না, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখতর কি আছে? গৃহে মধ্যাহ্ন সময়ে অতিথি উপস্থিত হইলে অতিথিসেবা না করিয়া যাহারা ভোজন করে, তাহা অপেক্ষা তাহাদের আর দুঃখতর কি? কেহ বা আমমাংস ভক্ষণ করে, আবার কেহ ঘৃতদুগ্ধাদি সেবন করে এবং কেহ শুষ্ক মাংস ভক্ষণ করে, কেহ দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করে, কেহ বা তৃণশয্যায় দিন কাটায়, কেহ বিদ্বান্, কেহ কৃতী, কেহ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হয়, আবার কেহ মূক হয়, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখতর কি আছে? *

(বরাহপুরাণ)

* "দুঃখমেব প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ বসুন্ধরে।
উচিতে নোপচারেণ দুঃখং মোক্ষবিনাশনং॥
অহঙ্কারকৃতো নিত্যং নরো মোহেন চাবৃতঃ।
যে মাং নৈব প্রপদ্যন্তে ততো দুঃখতরন্নু কিং॥
সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রেতা নমস্কারবিবর্জ্জিতঃ।
যে চ মাং ন প্রপদ্যন্তে ততো দুঃখতরন্নু কিং॥
প্রাপ্তকালে বৈশ্বদেবে দৃষ্টমতিথিমাগতং।
অদত্ত্বা তস্য যো ভুঙ্‌ক্তে তত্র দুঃখতরন্নু কিং॥
অশ্নন্তি পিশিতং কেচিৎ ঘৃতশালিসমন্বিতং।
শুষ্কান্নং কেচিদশ্নন্তি ততো দুঃখতরন্নু কিং॥
বরবস্ত্রাবৃতাং শয্যাং সমাসেবন্তি ভূষিতাঃ।
কেচিৎ তৃণেষু সেবন্তে ততো দুঃখতরন্নু কিং॥" (বরাহপু°)

দুঃখগ্রাম (পুং) দুঃখানাং গ্রামো যত্র। সংসার, সংসারই সকলপ্রকার দুঃখের কারণ, বা সংসারই দুঃখময়। সংসার নিবৃত্তি না হইলে দুঃখনিবৃত্তি হয় না। এই জন্য সংসারকে দুঃখগ্রাম বলা যায়। দুঃখানাং গ্রামঃ ৬তৎ। দুঃখ সমুদয়।

দুঃখজাত (ত্রি) জাতং দুঃখমস্য পরনিপাতঃ। সংজাত দুঃখ। (ক্লী) দুঃখানাং জাতং ৬তৎ। দুঃখ সমুদায়।

দুঃখতা (স্ত্রী) দুঃখস্য ভাবঃ দুঃখ তল্, ততো টাপ্। দুঃখের ভাব, দুঃখত্ব।

দুঃখত্রয় (ক্লী) দুঃখানাং ত্রয়ং। ত্রিবিধ দুঃখ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ। "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা" (তত্ত্বকৌ° ১কা°) [দুঃখ দেখ।]

দুঃখদ (ত্রি) দুঃখং দদাতি দা-ক। ক্লেশকর, দুঃখজনক।

দুঃখদগ্ধ (ত্রি) দুঃখেন দগ্ধঃ। পরিতপ্ত, ক্লিষ্ট।

দুঃখদায়ক (ত্রি) দুঃখ-দা-ণিচ্-ণ্বুল্। দুঃখকর, দুঃখজনক, যাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়।

দুঃখদির (পুং) দুষ্টঃ খদিরঃ। মহাসার খদিরভেদ। (শব্দার্থচি°)

দুঃখদোহ্যা (স্ত্রী) দুঃখেন দুহ্যতে ইতি দুহ-ণ্যৎ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) কষ্টে যে গাভীর দুগ্ধদোহন করা যায়। যে গাভীকে সহজে দোহন করা যায় না, করটা। (হেম)

দুঃখনিবহ (ত্রি) দুঃসহ।

দুঃখভাগিন্ (ত্রি) দুঃখ-ভজ-ণিনি। যিনি দুঃখ ভজনা করেন, দুঃখভোগী, যাহার ভাগ্যে দুঃখ হইয়াছে।

দুঃখভোগ (পুং) দুঃখস্য ভোগঃ। দুঃখানুভব, দুঃখসহন।

দুঃখময় (ত্রি) দুঃখ স্বরূপে-ময়ট্। ১ দুঃখ স্বরূপ। ২ দুঃখপূর্ণ।

দুঃখলভ্য (ত্রি) দুঃখেন লভ্যঃ। দুঃখসাধ্য, যাহা দুঃখ দ্বারা লাভ হয়; যাহা দুঃখে লাভ করা যায়।

দুঃখলব্ধিকা (স্ত্রী) ১ দুঃখে যাহা পাওয়া যায়। ২ রাজ্ঞীভেদ।

দুঃখলোক (পুং) সংসার, যে লোকে দুঃখভোগ করিতে হয়।

দুঃখভাষিত (ত্রি) কষ্টে উচ্চারিত।

দুঃখশীল (ত্রি) দুঃখং শীলয়তি শীল-অণ্। দুঃখানুভবশীলনকর্ত্তা, যাহাদের দুঃখভোগ করা স্বভাব, অর্থাৎ যে সর্ব্বদাই দুঃখ অনুভব করেন।

দুঃখসাগর (পুং) দুঃখানাং সাগরঃ। দুঃখের সমুদ্র, অতিশয় দুঃখ।

দুঃখসংস্পর্শ (ত্রি) দুঃখস্পর্শ।

দুঃখসঞ্চার (পুং) ১ কষ্টে যাপন। ২ কষ্টভোগ।

দুঃখস্পর্শ (ত্রি) দুঃখভোগ।

দুঃখহরা (স্ত্রী) দুঃখং হরতি হৃ-অচ্ টাপ্। দুঃখনাশিনী দুর্গা।

দুঃখাকর (পুং) দুঃখস্য আকরঃ। ১ দুঃখের খনি, সংসার। (ত্রি) ২ দুঃখদায়ক।

দুঃখাচার (ত্রি) ১ দুঃস্বভাব। ২ দুঃশাসন।

দুঃখান্ত (পুং) দুঃখস্য অন্তঃ। দুঃখের অবসান।

দুঃখান্বিত (ত্রি) দুঃখেন অন্বিতঃ। দুঃখযুক্ত।

দুঃখার্ত্ত (ত্রি) দুঃখেন আর্ত্তঃ পীড়িতঃ। দুঃখপীড়িত, যিনি দুঃখে কাতর হইয়াছেন।

দুঃখিত (ত্রি) দুঃখ সঞ্জাতমস্য, দুঃখ তারকাদিত্বাদিতচ্। সঞ্জাত দুঃখ, যাহার দুঃখ হইয়াছে।

"দুঃখিতা যত্র দৃশ্যেরন্ বিকৃতাঃ পাপকারিণঃ।" (মনু)

দুঃখিন্ (ত্রি) দুঃখমস্যাস্তীতি ইনি। দুঃখান্বিত।

"দুঃখিনো হ্যদুঃখিনো বাপি প্রাণিনো লব্ধচক্ষুষঃ।
আত্মবৎ পরিপশ্যন্তি তে যান্তি পরমাং গতিং॥" (অগ্নিপু°)

দুঃপ্রাপ্য (ত্রি) দুঃখেন প্রাপ্যতে আপ-ণ্যৎ। দুঃখলভ্য, যাহা দুঃখে পাওয়া যায়।

দুঃশকুন (ক্লী) দুষ্টং শকুনং। অশুভসূচক নিমিত্ত ভেদ। কোন স্থলে যাত্রাকালে অশুভসূচক নিমিত্ত দর্শন করিলে যে কার্য্যে যাত্রা করা যায়, তাহা সফল হয় না।

বন্ধ্যা, চর্ম্ম, তুষ, অস্থি, সর্প, লবণ, অঙ্গার, ইন্ধন, ক্লীব, বিট্, তৈল, উন্মত্ত, বসা, ঔষধ, শত্রু, জটিল, প্রাবৃট্তৃণ, ব্যাধিত, নগ্ন, তৈলাভ্যক্ত, বিকলাঙ্গ, ক্ষুধার্ত্ত, রক্ত, স্ত্রীপুষ্প, শরঠ, স্বগৃহদাহ, মার্জ্জারযুদ্ধ, ক্ষুত (হাচি), কাষায় বস্ত্রধারী, গুড়, তক্র, পঙ্ক, বিধবা, কুব্জ, কুটুম্ব, বস্ত্রাদির স্খলন, কৃষ্ণধান্য, কার্পাস, বমন, দক্ষিণদিকে গর্দ্দভরব, গর্ভিনী, মুণ্ডিতমস্তক, আর্দ্র বস্ত্রপরিধায়ী, দুর্বচ, অন্ধ, বধির ও উদকী এই সকল দুঃশকুন অর্থাৎ ইহাদিগকে দেখিয়া যাত্রা করিলে অমঙ্গল হয়। কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানা, কৃষ্ণবর্ণ বিলেপনে বিভূষিতা ও কৃষ্ণবর্ণ মাল মস্তকে ধারণ করিয়াছেন এইরূপ কৃষ্ণবর্ণা নারী দৃষ্ট হইলে অশুভ হইয়া থাকে। (শব্দার্থচিন্তামণিধৃত বাক্য°)

"অন্য জন্মান্তরকৃতং কর্ম্ম পুংসাং শুভাশুভং।
যত্তস্য শকুনঃ পাকং নিবেদয়তি গচ্ছতাং॥" (বৃহস° ৮৬ অঃ)

গমনকালে পক্ষী প্রভৃতি দ্বারা পুরুষগণের জন্মান্তর কৃত শুভাশুভ কর্ম্ম প্রকাশ পায়, ইহারি নামই শাকুন, যে ফলে অশুভ সূচিত হয়, তাহাকেই দুঃশকুন কহে। (বৃহৎসংহিতা ৮৬-৯০ অঃ) [বিশেষ বিবরণ শাকুন দেখ।]

দুঃশলা (স্ত্রী) রাজা ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র কন্যা, গান্ধারীর গর্ভে এই কন্যা জন্মে। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সহিত ইহার বিবাহ হয়। যখন কুরুক্ষেত্রসমরে জয়দ্রথ নিহত হন, তখন

ইহার একটী শিশু পুত্র ছিল। দুঃশলা তাহাকেই সিন্ধুরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ বালকের নাম সুরথ, ক্রমে ঐ বালক রাজকার্য্যে বিচক্ষণ হইয়াছিল। পাণ্ডবগণের অশ্বমেধযজ্ঞের সময় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন যজ্ঞাশ্ব লইয়া সিন্ধুরাজ্যে প্রবেশ করেন, যে অর্জ্জুনের হস্তে পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, সেই অর্জ্জুন যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে সুরথ মূর্চ্ছিত হন এবং ভূতলে পড়িয়া যাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। অর্জ্জুন এই বিবরণ শুনিয়া সুরথের বালকপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। (ভারত) (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের একপুত্র। (ভারত ১।১১৭।২)

দুঃশাস (ত্রি) দুঃখেন শিষ্যতে হসৌ শাস কর্ম্মণি খল্। দুঃখ দ্বারা শিষ্যমান।

দুঃশাসন (ত্রি) দুঃখেন শিষ্যতে হসৌ শাস কর্ম্মণি যুচ্। ১ যাহাকে কষ্টে শাসন করা যায়। ২ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে এক পুত্র। ইনি গান্ধারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দুর্য্যোধনের অতিশয় প্রিয় ও মন্ত্রী ছিলেন, দুর্য্যোধন ইহার পরামর্শানুসারে সকল কার্য্য করিতেন, কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের ইনিই একজন মূল। পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইলে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে রজস্বলাবস্থায় সভাস্থলে আনিয়া বস্ত্রাপহরণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় কিছুতেই বস্ত্রহরণ করিতে পারেন নাই, যতই বস্ত্র টানিতে লাগিলেন, ততই বস্ত্র বাড়িতে লাগিল, তাহাতে দুঃশাসন ক্রমে ক্লান্ত হইয়া অধোবদনে সভাস্থলে উপবেশন করেন। ইনি অতিশয় ক্রূরস্বভাব ছিলেন। পাণ্ডবগণ বনগমনকালে একে একে প্রতিজ্ঞা করিয়া পুরী পরিত্যাগ করেন। ইহাতে ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করেন, যতদিন না দুঃশাসনের রক্ত পান করিব এবং ইহার রক্তদ্বারা দ্রৌপদীর কেশকলাপ রঞ্জিত করিতে না পারিব, ততদিন দ্রৌপদী বেণী বদ্ধ করিবে না। কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমসেন ইহার বক্ষের রক্তপান করিয়া বধ করেন। (ভারত)

দুঃশীল (ত্রি) দুষ্টং শীলং যস্য। দুষ্টশীল, দুষ্টস্বভাব।

"পূর্ব্বমপ্যতি দুঃশীলো ন ধৈর্য্যং কর্ত্তুমর্হতি।" (ভারত ২।২০অ:)

দুঃশীলতা (স্ত্রী) দুঃশীলস্য ভাবঃ দুঃশীল-তল্-টাপ্। অবিনয়, দুশ্চরিত্রতা।

দুঃশোধ (ত্রি) দুঃখেন শুধ্যতে দুর-শুধ কর্ম্মণি খল্। কষ্ট দ্বারা শোধনীয়, যাহা অতি কষ্টে শোধ দেওয়া যায়।

দুঃ(ষ্)ষন্ধি (পুং) দুষ্টঃ সন্ধিঃ সুসামাদিত্বাৎ ষত্বে বা বিসর্গস্য ষঃ। দুষ্ট সন্ধি।

দুঃশ্রব (ত্রি) দুর-শ্রু-খল্। অশ্রাব্য, যাহা শুনিলে দুঃখ উপস্থিত হয়।

দুঃষম (ত্রি) নিন্দনীয়।

দুঃ(ষ্)ষমস্ (অব্য) দুষ্টং সমমত্র 'তিষ্ঠদ্গু' ইত্যব্যয়ীভাবঃ ষত্বে রো র্বা যঃ। গর্হ, নিন্দা।

দুঃ(স্‌স)সহ (ত্রি) দুঃখেন সহ্যতে হসৌ দুর-সহ খল্। ১ দুঃখ দ্বারা সহনীয়, যাহা অতি কষ্টে সহ্য করা যায়। অসহ্য, অতি ক্লেশদায়ক। ২ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১।১১৭।২)

দুঃসহা (স্ত্রী) নাগদমনী।

দুঃস্ব(ষ্ব)প্ন (ত্রি) দুর স্বপ-ক্ত বা ষত্বং। ১ দুষ্ট স্বপ্নযুক্ত। ভাবে ক্ত। (স্ত্রী) ২ দুষ্টস্বপ্ন।

দুঃষুতি (ত্রি) দুষ্টা স্তুতিঃ রো র্বা যঃ। দুষ্টা স্তুতি।

দুঃষেধ (ত্রি) দুর সিধ খল্ সুষামাদিত্বাৎ ষত্বে রো র্বা যঃ। সেধ করিতে অসাধ্য, যাহা কষ্টে নিবারণ করা যায়।

দুঃসকৃথ (ত্রি) দুষ্টং সক্থি যস্য, অচ্ সমাসান্তঃ। দুষ্ট সক্থিযুক্ত।

দুঃসাধ (ত্রি) দুঃখেন সাধ্যতে হসৌ খল্, তত্রার্থে ঘঞ্ বা। দুঃসাধ্য, কষ্ট সাধ্য, যাহা অতি কষ্টে সাধিত হয়।

"ছন্দোনুবৃত্তিদুঃসাধ্যা।" (মাঘ)

দুঃসাধ্য (ত্রি) দুর সাধ খলর্থে যৎ। কষ্টসাধ্য, যাহা অতি কষ্টে সম্পাদিত হয়।

"কিং নাম মম দুঃসাধ্যং শত্রুণা নিগ্রহে রণে।"

(হরিবংশ ২৬৭ অ°)

দুঃসাধিন্ (ত্রি) দুষ্টং সাধয়তি সাধি-ণিনি। ১ দুষ্টসাধক। ২ দৌবারিক, দ্বারপাল।

দুঃসাহস (পুং) দুঃসাহসী। অনুচিত সাহস।

দুঃসাহসিক (ত্রি) অগম সাহসিক, যাহাতে সাহস করা অবিধেয়।

দুঃস্ত্রী (স্ত্রী) দুষ্টা স্ত্রী।

দুঃস্থ (ত্রি) দুষ্টং তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ দুর্গত, দরিদ্র, দুর্দ্দশাপন্ন। ২ মূর্খ। ৩ দুঃখে অবস্থিত। ৪ লুব্ধ।

দুঃস্থিত (ত্রি) দুর স্থা-ক্ত। দুঃখে অবস্থিত।

দুঃস্থিতি (স্ত্রী) দুর স্থা-ক্তিচ্। দুরবস্থা, অস্থিরতা, দুঃখে অবস্থান।

দুঃস্পর্শ (ত্রি) দুঃখেন স্পৃশ্যতে হসৌ দুর-স্পৃশ-কর্ম্মণি খল্। স্পর্শ করিতে অশক্য, দুরালভ।

"দুর্গ্রাহ্যো মুষ্টিনা বায়ুঃ দুস্পর্শঃ পাণিনা শশী।" (ভারত অনু ৩৩ অ:) (স্ত্রী) ২ লতাকরঞ্জ। ৩ কপিকচ্ছু। ৪ আকাশগঙ্গা। ৫ কণ্টকারী।

দুঃস্ফোটক (পুং) দুষ্টঃ স্ফোটয়তি স্ফুট-অচ্। অস্ত্রবিশেষ।

দুঃস্বপ্ন (পুং) দুষ্টঃ স্বপ্নঃ প্রাদিসমাস। অশুভসূচক স্বপ্নভেদ, নিদ্রাবস্থায় কোন কোন স্বপ্ন দেখিলে কিরূপ ফল হয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"শ্রুতং সর্ব্বং মহাভাগ দুঃস্বপ্নং কথয় প্রভো।
উবাচ তঞ্চ ভগবান্ শ্রূয়তামিতি তদ্বচঃ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু:)

যাহারা স্বপ্নে হাস্য করে বা বিবাদ অবলোকন, নৃত্য ও ইষ্ট গীত শ্রবণ করে, তাহাদের নিশ্চয় বিপত্তি হয়। স্বপ্নে যদি দন্ত ভঙ্গ হইতে এবং বিচরণ করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে শারীরিক পীড়া হয়। যদি কেহ স্বপ্নে তৈলমর্দ্দন ও ধনহানি করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করে এবং খর, উষ্ট্র ও মহিষ আরোহণ করে তাহা হইলে তাহার মৃত্যু সম্ভব। স্বপ্নে চূর্ণ, জবাপুষ্প, অশোক, করবীরকতৈল ও লবণ দেখিলে বিপত্তি; নগ্না স্ত্রী, ছিন্ননাসা, শূদ্রের বিধবা, কর্দ্দপক ও তালফল দেখিলে শোক, রুষ্ট ব্রাহ্মণ ও কোপান্বিতা ব্রাহ্মণী অবলোকন করিলে গৃহ হইতে অচিরাৎ লক্ষ্মীত্যাগ, এবং বনপুষ্প, রক্তপুষ্প, পলাশ, কার্পাস ও শুক্লবস্ত্র দেখিলে দুঃখ হয়।

স্বপ্নে স্ত্রীলোক গান করিতেছে ও হাস্য করিতেছে, এবং কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানা বিধবা দেখিলে মৃত্যু; দেবতার নৃত্য গীত ও হাস্য এবং আস্ফালন বা প্রধাবন দেখিলে তাহার দেশ আশু বিনাশ; স্বপ্নে বমি ও মলমূত্র পরিত্যাগ, এবং বৈদ্য, সুবর্ণ ও রৌপ্য অবলোকন, এবং কৃষ্ণবর্ণবস্ত্র পরিধানা স্ত্রীআলিঙ্গন এইরূপ দেখিলে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। স্বপ্নে মৃত বক্ষে মুগ বা নরমুণ্ড এবং অস্থিমালা দেখিলে অমঙ্গল; অস্থিমালা পাইতেছি এইরূপ দেখিলে বিপত্তি; ঘৃত, দুগ্ধ, মধু, তক্র ও গুড়ে অভ্যঞ্জিত হইতে দেখিলে পীড়া, খর বা উষ্ট্রসংযুক্ত রথ একাকী আরোহণ করিলে এবং সেই রথের উপর উপবিষ্ট হইয়া থাকিলে মৃত্যু; রক্তবস্ত্রপরিধানা রক্তানুলেপনে বিভূষিতা নারীকে স্বপ্নে আলিঙ্গন করিলে ব্যাধি এবং পতিত নখ ও কেশ, অঙ্গার এবং ভস্মপূর্ণ চিতা অবলোকন করিলে মৃত্যু হয়।

শ্মশান, শুষ্ককাষ্ঠ, তৃণ, লৌহ ও ঈষৎ কৃষ্ণ মসী স্বপ্নে দেখিলে দুঃখ; পাদুকা, ফলক, রক্তপুষ্পমাল্য, মাষ, মসূর ও মুদ্গ দেখিলে ব্রণ; কণ্টক, সরলকাষ্ঠ, কাক, ভল্লুক, বানর, খর, পূয ও গাত্রমল এই সকল দর্শন করিলে ব্যাধির কারণ; ভগ্ন ও ক্ষত, ভাণ্ড, শূদ্র ও গলৎকুষ্ঠরোগী, রক্তবস্ত্র, জটিল, শূকর, মহিষ, খর, মহাঘোর, অন্ধকার, মৃতজীব ও যোনিলিঙ্গ দেখিলে নিশ্চয়ই বিপত্তি; কুবেশধারী, ম্লেচ্ছ, পাশহস্ত ও যমদূত অবলোকন করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু; ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, বালক বালিকা ও পুত্র কন্যা রাগান্বিত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছে এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে দুঃখ লাভ, কৃষ্ণপুষ্প ও কৃষ্ণপুষ্পমাল্য, অস্ত্রশস্ত্রধারী, বিকৃতকায়া ম্লেচ্ছকামিনী দেখিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু; নৃত্য গীত, বাদ্য, রক্তবস্ত্র, মৃদঙ্গধ্বনি ও সুপ দেখিলে নিশ্চয়ই দুঃখ; মৎস্যাদি ধরিলে ভ্রাতার মৃত্যু এবং কবন্ধ, মুক্তকেশী, ক্ষিপ্ত ও নৃত্যকারী এই সকল দেখিলে মৃত্যু হয়। মৃত বা মৃতা স্ত্রী বা কৃষ্ণবর্ণা ম্লেচ্ছপত্নীর আলিঙ্গন অবলোকন করিলেও নিশ্চয় মৃত্যু; যাহাদের দন্ত ভগ্ন ও কেশ পতিত হইতেছে এইরূপ দেখিলে তাহাদের শারীরিক পীড়া; শৃঙ্গী ও দংষ্ট্রী আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতেছে দেখিলে রাজভয়; ছিন্নবৃক্ষ, শিলাবৃষ্টি, তুষ, রক্তাঙ্গার, ভস্মবৃষ্টি, পতিত গৃহ, ভয়ানক ধূমকেতু, বৃক্ষের ভগ্নস্কন্ধ, এই সকল স্বপ্নে দেখিলে দুঃখ; রথ, গৃহ, শৈল, বৃক্ষ, গো, হস্তী, তুরগ ও খর হইতে ভূমিতে পতিত হইতে স্বপ্নে দেখিলে তাহার বিপত্তি; উচ্চস্থান হইতে গর্ত্ত, ভস্ম, অঙ্গার, চিতা, ক্ষারকুণ্ঠ ও চূর্ণে পতিত হইতে দেখিলে মৃত্যু; বলপূর্ব্বক কাহার মস্তক গ্রহণ এবং মস্তক হইতে ছত্র গ্রহণ করিতেছে, এইরূপ দেখিলে পিতৃনাশ; গৃহ হইতে সবৎসা সুরভী প্রসূতা হইয়া গমন করিতেছে, দেখিলে লক্ষ্মীহীন, যমদূত সকল পাশ দ্বারা বদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছে, গণক, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও গুরু রুষ্ট হইয়া শাপ দিয়া যাইতেছে, মহিষ, গর্দ্দভ, ভল্লুক, উষ্ট্র ও শূকর রুষ্ট হইয়া ধাবিত হইতেছে, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে বিপত্তি এবং কাক, কুকুর, ভল্লুক বিরোধ করিতে করিতে গায়ে আসিয়া পড়িতেছে এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে মৃত্যু হয়।

যে সকল স্বপ্নের কথা বলা হইল, ইহা সকলই দুঃস্বপ্ন। [বিশেষ বিবরণ স্বপ্ন দেখ।] স্বপ্ন দেখিলেই যে এইরূপ ফল হইবে, তাহা নহে, সকলে স্বপ্নজ ফললাভ করে না। স্বপ্ন যদি প্রথম যামে দেখা যায়, তাহা হইলে একবৎসর মধ্যে ফল লাভ হয়। দ্বিতীয় যামে ৮ মাসে, তৃতীয় যামে তিনমাসে, চতুর্থ যামে অর্দ্ধমাসে, অরুণোদয় কালে স্বপ্ন দেখিলে দশদিনের মধ্যে এবং প্রাতঃকালে স্বপ্ন দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ জাগিলে সদ্য ফলোদয় হয়। কিন্তু প্রাতঃকালে দুঃস্বপ্ন দেখিলে জাগা উচিত নহে। স্বপ্নদর্শনের পর নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। চিন্তা ও ব্যাধি সমাযুক্ত হইয়া স্বপ্ন দেখিলে নিষ্ফল হয়। জড়, মূত্র ও পুরীষ দ্বারা অপবিত্র, ভয়াকুল, দিগম্বর ও মুক্তকেশ এইরূপ অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলে তাহা ফলেনা। স্বগোত্র, নীচ ব্যক্তি, মূর্খ ও শত্রু প্রভৃতির নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতে নাই।

পূর্ব্বোক্ত দুঃস্বপ্ন সকল দেখিলে তাহার শান্তি করা উচিত। ইহার শান্তির বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।

রক্তচন্দন কাষ্ঠ ঘৃতাক্ত করিয়া হোম এবং সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে, তাহাতে দুঃস্বপ্ন জন্য ফল হইবে না এবং সহস্র মধুসূদন নাম জপ করিলেও দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হইবে। শ্রীকৃষ্ণের নামাষ্টক পূর্ব্বমুখ হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিলেও দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নে পরিণত হয়।

"রক্তচন্দনকাষ্ঠানি ঘৃতাক্তানি চ যো জুহেৎ।
গায়ত্র্যা চ সহস্রেণ তেন শান্তির্বিধীয়তে॥
সহস্রধা জপেৎ যোহি ভক্ত্যা মাং মধুসূদনং।
নিষ্পাপো হি ভবেৎ সোঽপি দুঃস্বপ্নো সুস্বপ্নোভবেৎ॥
অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভং॥
শুচিঃ পূর্ব্বমুখঃ প্রাজ্ঞঃ দশকৃত্বশ্চ যোজপেৎ।
নিষ্পাপো হি ভবেৎ সোঽপি দুঃস্বপ্নোসুস্বপ্নোভবেৎ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুং)

দুকূল (ক্লী) দু-উলচ্ কুক্‌চ। দুষ্টঃ কূলতি কুল আবরণে ক পৃষো' বা সাধু। ১ ক্ষৌমবস্ত্র, পট্টবস্ত্র। ২ শ্লক্ষ বস্ত্র। ৩ সূক্ষ্মবস্ত্র। "গোপবধূটী দুকূলচৌরায়।" (ভাবাপ' ১)

দুকূল, (শ্যাম)-জাতক বর্ণিত একজন বৌদ্ধ ঋষি। ইনি গোতম বা শামের পিতা। শামজাতকে লিখিত আছে—শামের জন্মের পর দুকূল এবং তাঁহার পত্নী পরিকা একদিন ফলমূলাহরণে অরণ্যে গমন করেন এবং তথায় দৈবদুর্ব্বিপাকে উভয়েই অন্ধ হন। শাম খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া আইসেন এবং অনন্যকর্ম্মা ও একাগ্রচিত্তে অন্ধ পিতামাতার সেবায় রত হন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি নদীতে জলানয়নে গমন করিলে ভ্রমক্রমে জনৈক মৃগয়ারত নৃপতি তাঁহাকে শরাঘাত করেন। শাম রাজাকে অসহায় পিতামাতার ভাবী দুঃখ বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা অন্ধ ঋষিদম্পতির নিকট গমন করিয়া যথাযথ সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলে সকলে দারুণ শোকসন্তপ্তচিত্তে মৃত শামের নিকট আগমন করিলেন। পরিকা এই বলিয়া 'সত্য ক্রিয়া' সমাপন করিলেন, 'যদি আমার পুত্র যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন করিয়া থাকে, যদি সে 'অখশিলা' ক্রিয়াকলাপ অতন্দ্রিতভাবে সমাপন করিয়া থাকে এবং যদি আমার একমাত্র বুদ্ধদেবেই মতি থাকে ও কখন 'তিলকুনভবন' ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যফলে আমার পুত্র পুনর্জীবিত হউক।' দুকূলও এইরূপে সত্য ক্রিয়া করিলে শাম পুনর্জীবিত হইলেন। একজন দেবী ঐ কালে আবির্ভূত হইয়া অন্ধ দম্পতিকে চক্ষুদান করিল। রাজা বিস্মিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই উপন্যাসটী রামায়ণবর্ণিত দশরথ কর্ত্তৃক অন্ধকমুনির পুত্র সিন্ধুবধের অনুকরণ। রামায়ণের সিন্ধু বাণাঘাতে গতাসু হইয়াছিলেন এবং পুত্রশোকে অন্ধকমুনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। জাতকে শাম আবার বাঁচিয়া উঠিলেন।

দুগড়, থানা নগরের ২০ মাইল উত্তরস্থ একটী সহর। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জেনারেল হার্টলে দুগড়ের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করেন।

দুগড়িয়া, মধ্যভারতের ভূপালরাজ্যের বন্দোবস্তকালে পিণ্ডারী সর্দার চীতুর ভ্রাতা রাজা খাঁ তাঁহার জীবদ্দশায় ভোগ করিবার জন্য সুজাবলপুরের কিয়দংশ জায়গীর পান। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের কথামত রাজাখাঁর মৃত্যুর পর বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহার পাঁচপুত্রের মধ্যে সমুদয় সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেন। দুগড়িয়া রাজাখাঁর তৃতীয়পুত্রের অংশে পড়িল।

দুগারি, রাজপুতানার অন্তর্গত বুন্দীরাজ্যের একটী সহর। এই সহরেই বুন্দীরাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মনুষ্যখাত সরোবর আছে। ঐ সরোবরের পরিমাণ প্রায় ৩ বর্গ মাইল। বুন্দীরাজের জনেক আত্মীয় এখানকার জায়গীরদার। এখানে অনেক হিন্দু দেবালয় ও দুইটী জৈন-মন্দির আছে।

দুগুল (ক্লী) দুকূল পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দুকূল, পট্টবস্ত্র।

দুগ্ধ (ক্লী) দুহ্‌ হতে ক্ত দুহ কর্ম্মণি ক্ত। স্ত্রীজাতির স্তননিঃসৃত দ্রব দ্রব্যবিশেষ, দুধ; পর্য্যায়—ক্ষীর, পীযূষ, উধস্য, স্তন্য, পয়, বালজীন। (ভাবপ্রকাশ)

স্তন্যপায়ী জীবগণ জন্মের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত কেবল দুগ্ধমাত্র পান করিয়াই জীবন ধারণ করে ও তাহাতেই তাহাদের পুষ্টিসাধন হয়। পরমেশ্বরের অপার কৌশলে ঐ সকল প্রাণীর মাতৃস্তনে শিশুর জীবনধারণোপযোগী পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। শিশু তৎকালে আর কোন খাদ্যই পরিপাক করিতে পারে না, অন্য কোন খাদ্যের প্রয়োজনও হয় না, মাতৃস্তন্য হইতেই তাহার সকল খাদ্যের অভাব দূর হয়। শরীরধারণোপযোগী যাবতীয় পদার্থ দুগ্ধে বিদ্যমান থাকায় একমাত্র দুগ্ধপান করিয়াই জীবনধারণ করিতে পারা যায়। এজন্য অনেক ডাক্তার দুগ্ধকে আদর্শ খাদ্য ধরিয়া অন্যান্য খাদ্যের পুষ্টিকারিতা নির্দ্ধারণ করেন।

মাতৃশরীরস্থ রস প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা স্তনে দুগ্ধরূপে পরিণত হয় এবং চুচুক দিয়া ক্ষরিত হয়। গোমহিষাদি

রোমন্থক প্রাণীদিগের স্তনাগ্রভাগে এক একটী মাত্র ছিদ্র থাকে, কিন্তু মনুষ্যের সেরূপ নহে, মানব স্তনাগ্রভাগে বহু ছিদ্র দিয়া দুগ্ধ নির্গত হয়। ঐ সকল ছিদ্র বহুশাখা প্রশাখা-যুক্ত, দুগ্ধ প্রণালীসমূহের বহির্ম্মুখ মাত্র। [ঐ সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ স্তন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রায় সকল প্রাণীরই দুগ্ধ অস্বচ্ছ, শুভ্রবর্ণ, পরিস্রুত, জল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ভারী, ঈষৎ মিষ্ট স্বাদ ও একপ্রকার বিশেষ সদ্গন্ধযুক্ত, দুগ্ধে নানাবিধ অম্ল এবং উদ্বায়ু পদার্থের সত্ত্বা হেতু এই গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দৃষ্টি করিলে সদ্য দুগ্ধে অসংখ্য শুভ্রবর্ণ অণ্ডাকার বিম্ব দৃষ্ট হয়, ঐ সকলের ব্যাস প্রায় ১ ইঞ্চির ১০ সহস্র ভাগের একভাগ, সুতরাং মনুষ্যশোণিতস্থ অণ্ডাণু পরিমাণে উহাদের দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক। ঐ সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণ্ডমেদ বা তৈল অণ্ডলালবৎ পদার্থময় এবং স্বচ্ছ সলিলবৎ পদার্থে ভাসমান থাকে। দুগ্ধের ঐ জলীয়াংশ তন্মধ্যস্থ অণ্ডাণু সকল অপেক্ষা ঈষৎ গুরু, সুতরাং কিছুক্ষণ স্থির করিয়া রাখিলে ঐ সকল তৈলময় অণ্ড অধিকাংশ উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন এই অংশ পৃথক্ করিয়া তাহা হইতে প্রচুর মাখন পাওয়া যায়। অবশিষ্ট দুগ্ধে নবনীতের ভাগ অল্পই থাকে। দুগ্ধে মন্থন করিলেও স্নেহময় অণ্ডাণু সকল পরস্পর মিলিত হইয়া একত্র জমিয়া যায় এবং ভাসিয়া উঠে। অবশিষ্ট দুগ্ধকে মাখন তোলা দুধ কহে। ইহার গুণ অল্প, সুতরাং মূল্যও কম।

দুগ্ধ হইতে নবনীত পৃথক্ করিলে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, উহাতে প্রচুর পরিমাণে ছানা প্রভৃতি থাকিয়া যায়, অম্লাদি যোগ করিলে ঐ ছানা পৃথক্ জমিয়া থাকে। এই-রূপে সমস্ত ছানা বাহির করিয়া লইলে অবশিষ্ট অংশে কিঞ্চিৎ সির্কা যোগ করিলে প্রায় সমস্ত ছানা পৃথক্ হইয়া যায় এবং স্বচ্ছ ঈষৎ নীলবর্ণ জলমাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহাকে ছানার জল কহে। ঐ জলে তখনও দুগ্ধ শর্করা এবং নানা জাতীয় খনিজ পদার্থ ও লবণাদি থাকিয়া যায়। নিম্নে কতিপয় প্রধান প্রধান প্রাণীর দুগ্ধের পৃথক্ পৃথক্ উপাদান লিখিত হইল। ১০০০ ভাগ দুগ্ধ বিশ্লিষ্ট করিয়া যে যে বস্তু পাওয়া যায়, অপর স্তম্ভে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

	জলীয়াংশ	তৈলাক্ত পদার্থ	ছানা	শর্করা	ক্ষারাদি কঠিন্ পদার্থ
নারীদুগ্ধ (গড়)	৮৮৩.৬	২৫.৩	৩৪.৩	৪৮.২	২.৩
ঐ (ঊর্দ্ধসংখ্যা)	৯১৪.০	৫৪.০	৪৫.২	৬২.৪	২.৭
ঐ (নিম্নসংখ্যা)	৮৬১.৪	৮.০	১৯.৬	৩৯.২	১.৬
ঐ (শিশু ১৪ দিনের)	৮৭৯.৮৪৮	৪২.৯৬৮	৩৫.৩৩৩	৪১.১৩৫	২.০৯৬
গোদুগ্ধ	৮৫৭.০	৪০.০	৭২.০	২৮.০	৬.২
গর্দ্দভীদুগ্ধ	৯১৬.৩	১.১	১৮.২	৬০.৮	৩.৪
ছাগীদুগ্ধ	৮৬৮.০	৩৩.২	৪০.২	৫২.৮	৫.৮
মেষদুগ্ধ	৮৫৬.২	৪২.০	৪৫.০	৫০.০	৬.৮

এতদ্ভিন্ন এদেশে মাহিষ দুগ্ধ এবং তদুৎপন্ন দধি, ঘৃত প্রভৃতি প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহিষের দুগ্ধে তৈলের ভাগ অধিক থাকায় উহা হইতে অধিক পরিমাণে নবনীত ও ঘৃত উৎপন্ন হয়। ঘোটকীদুগ্ধে শর্করার ভাগ অধিক, তজ্জন্য উহা হইতে একরূপ আসব প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

স্তন্যপায়ী জীবের শিশুগণ বহুদিন কেবলমাত্র স্তন্য পান করিয়াই বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং দুগ্ধে প্রাণীদেহের পুষ্টিজনক সকল পদার্থই বিদ্যমান আছে বলিতে হইবে। তদনুসারে ডাক্তার প্রাউট (Prout) সাহেব দুগ্ধের উপাদান অনুযায়ী খাদ্যের পর্য্যায় বিভাগ করিবার প্রস্তাব করেন ; যথা—

১ জলীয় খাদ্য (জল), ২ অণ্ডলালময় খাদ্য (ছানা), ৩ তৈলময় খাদ্য (নবনীত), ৪ শর্করাময় খাদ্য (দুগ্ধশর্করা) এবং ৫ ক্ষারময় খাদ্য, তাহাও দুগ্ধে বিদ্যমান আছে। হেড্‌লেন সাহেব দুগ্ধের ক্ষারাংশ বিশ্লিষ্ট করিয়া উহাতে চূণ, লবণ, যবক্ষার, সোডা, ম্যাগ্‌নেসিয়া প্রভৃতি পাইয়াছেন।

দুগ্ধ সহজে পরিপাকযন্ত্রের বিশেষ উত্তেজনা ব্যতীত শিশুর উদরে পরিপাক হয়। ইহার উপাদান সকল সহজেই পরিবর্ত্তিত হইয়া শরীরপোষণে নিযুক্ত হয়। চূণ প্রভৃতি দুগ্ধের কঠিনাংশ শিশুর অস্থি পোষণ ও দৃঢ় করে। এইরূপে ছানা তৈলময় ও শর্করা তরল শরীরের অন্যান্য অংশ পূরণ করে। শিশুগণের কতকাল মাতৃস্তন্য পান করা উচিত, তাহা সূক্ষ্মরূপে স্থির হয় নাই। শিশুর শারীরিক পুষ্টি প্রভৃতি দ্বারা ইহার বিভিন্নতা হয়। সচরাচর ৯ মাস পর্য্যন্ত স্তন্যপানের কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার ঊর্দ্ধে স্তন্য পান করিলে শিশু ও প্রসূতি উভয়েরই হানির সম্ভাবনা।

শিশু স্তন্য ত্যাগ করিলেও তাহাকে গো, মহিষ ও অজা-দির দুগ্ধ অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে প্রচুর দেওয়া উচিত। যদিও কেবলমাত্র দুগ্ধপান করিয়া শরীরের সম্যক্ পুষ্টি হয়না, তথাপি সকল অবস্থাতেই মনুষ্যদেহের পক্ষে দুগ্ধ অতিশয় পুষ্টিকর। রুগ্ন, দুর্ব্বল, বিশেষতঃ কাশ রোগগ্রস্তদিগের পক্ষে দুগ্ধ অমৃত তুল্য।

তুতে [illegible] কোন ধাতব বিষ খাইয়া শরীর বিষাক্ত হইলে দুগ্ধপানে ঐ বিষ প্রশমিত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দূরবীক্ষণ সাহায্যে সদ্য দুগ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেদময় অণ্ড দৃষ্ট হয়। উহাদের অধিকাংশের ব্যাস ১/১৮০০০ ইঞ্চ হইতে ৩/২০০০৪ ইঞ্চ, কচিৎ ৩/১০০৯০ ইঞ্চ ব্যাস-বিশিষ্ট অণ্ডাণু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন কোন ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দুগ্ধে ১/১৬০০ এমন কি ৩½/১৫০০০ ইঞ্চ ব্যাসবিশিষ্ট অণ্ড দেখিয়াছেন। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেদময় অণ্ড আবার সূক্ষ্ম আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত। ঐ আবরণ তৈলময় নহে, যেহেতু সদ্যদুগ্ধে এসিটিক এসিড যোগ করিলে ঐ সকল অণ্ড নানাবিধ আকার ধারণ করে। আবরণ শুদ্ধ মেদময় হইলে এরূপ পরিবর্ত্তন হইত না। আবার ইথর যোগ করিলেও উহারা মেদের ন্যায় দ্রব হইয়া যায় না।

প্রসবের অব্যবহিত পরেই স্তন হইতে যে দুগ্ধ নির্গত হয়, তাহার উপাদান পরবর্ত্তী সময়ের দুগ্ধ হইতে অনেকটা পৃথক্। এই দুগ্ধ তিন চারিদিন পর্য্যন্ত খুব ঘন থাকে, ঐ অবস্থায় উহাকে গাজলা দুগ্ধ কহে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, গাজলা দুগ্ধে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক মেদময় অণ্ডাণু ব্যতীত পীতবর্ণ বর্ত্তুলাকার বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেদ ও অণ্ডলালময় কণাদি বিদ্যমান আছে। ইথর যোগে ঐ সকল মেদভাগ সহজে দ্রব হয়। ৩।৪ দিবস পর্য্যন্ত এই সকল কণা অধিক মাত্রায় বিদ্যমান থাকে, ৎপরে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সচরাচর ২।১ দিন মধ্যে এক বারে তিরোহিত হয়। কখন কখন ২০ দিবস পর্য্যন্ত দুগ্ধে এই সকল কণা দৃষ্ট হইয়াছে। আবার অনেক সময় পীড়া প্রভৃতি দ্বারা স্তন দুগ্ধ বিকৃত হইয়া এই সকল কণা প্রকাশ পায়।

স্বাস্থ্যব্যতীত প্রসূতির খাদ্যের উপরেও স্তনদুগ্ধের গুণাগুণ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। বলা বাহুল্য যখন শিশু কেবল মাতৃস্তন্য দ্বারা প্রাণধারণ করে, তখন তাহার পীড়া হইলে মাতা উপবাস করেন এবং স্বয়ং ঔষধ সেবন করেন, তাঁহাতেই শিশু আরোগ্য লাভ করে। শিশু পীড়িত হইলে মাতাকেই পথ্যাপথ্য বিচার করিতে হয়। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়াছেন, একটী কুকুরী যখন কেবল শস্যাদি খাইত, তখন তাহার দুগ্ধে অধিক মাত্রায় মাখন ও শর্করা দেখা যাইত, আবার যখন তাহাকে মাংসাদি খাইতে দেওয়া হয়, তখন তাহার দুগ্ধে ক্ষারাদি কঠিন পদার্থের আধিক্য দেখা যাইত। বসাযুক্ত খাদ্য দিলে দুগ্ধে মাখনের ভাগ অধিক হয়। এই নিয়ম অন্যান্য প্রাণীতেও সম্ভব হইতে পারে। আবার প্লেফেয়ার সাহেব দেখিয়াছেন যে গবাদি যখন গৃহে পোষা হয়, তখন তাহাদের দুগ্ধে অধিক মাখন উৎপন্ন হয়, আর মাঠে চরিতে ছাড়িয়া দিলে দুগ্ধে মাখনের ভাগ কমিয়া যায়। বর্ষাকালের কাটা শুষ্ক ঘাস অপেক্ষা গ্রীষ্মকালের টাট্‌কা ঘাস খাওয়াইলেও দুগ্ধে অপেক্ষাকৃত অধিক মাখন হয়।

ফেরিয়ার সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলেন, শিশুর স্তন্য পানকালে নারীদুগ্ধ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিলেও উহাতে নবনীর অংশ বরাবর সমান থাকে। শিশুর বয়োবৃদ্ধি সহকারে মাতৃদুগ্ধে ছানার ভাগ বর্দ্ধিত হয়, এদিকে শর্করার ভাগ কমিয়া আইসে এবং ক্ষারাংশ বৃদ্ধি পায়।

দুগ্ধের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করিবার জন্য নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। [দুগ্ধপরিমাপকযন্ত্র শব্দে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

এসিয়ার পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশে কেবল হিন্দুগণ ব্যতীত অপর কোন জাতি প্রায় গোমহিষাদির সদ্য দুগ্ধ পান করে না। এমন কি চীন, ব্রহ্মদেশ, মলয় ও ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ খসিয়া, গারো, নাগা, যাবা (যবদ্বীপ), সুমাত্রা জাপান প্রভৃতি দেশবাসিগণ সদ্য দুগ্ধ পান করা দূরে থাকুক, গুক্কারজনক মনে করিয়া ঘৃণা করে। দুগ্ধ শুষ্ক করিয়া কিংবা পচাইয়া তাহা হইতে পনির, ছানা প্রভৃতি তাহাদের সুখাদ্য প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য উহাদের প্রস্তুত পনিরাদি এদেশীয়দিগের প্রীতিকর হইতে পারে না। হিন্দু ব্যতীত অতি অল্পসংখ্যক জাতিই নবনীত বা মাখন গলাইয়া ঘৃত প্রস্তুত করে এবং তাহা উপাদেয় খাদ্য বলিয়া ব্যবহার করে। য়ুরোপীয়গণ মাখন ব্যবহার করেন, ঘৃত তাঁহাদের রুচিকর নহে। অনেক জাতিও আছে, দুগ্ধবিক্রয়কে নিতান্ত হীনবৃত্তি মনে করে। আরবেরা পণ্যপরিবর্ত্তন লইয়া দুগ্ধ দেয়, কিন্তু বিক্রয় করেনা। লাব্বান (দুগ্ধ বিক্রেতা) তাহাদের নিকট অতি ঘৃণিত ও জঘন্য বলিয়া গণ্য। বালফোর সাহেব অনুমান করেন, ঐ দেশে অতিথিকে বিনা-মূল্যে দুগ্ধ দান করিবার ব্যবহার থাকায় বিক্রয়প্রথা এতদূর ঘৃণার্হ হইয়া পড়িয়াছে। অদ্যাপি মক্কানগরে মিসরীয় এক নিকৃষ্ট জাতি ব্যতীত অপর কেহ দুগ্ধ বিক্রয় করে না।

পশ্চিম ও মধ্যএসিয়ার অনেক জাতি অদ্যাপি উষ্ট্রদুগ্ধ পান করে। অনেকের উটের দুধই জীবনধারণের প্রধান উপায়। বহু প্রাচীনকাল হইতে উটের দুধ ব্যবহৃত হইতে শুনা যায়। বাইবেলে উক্ত আছে যাকুব তাঁহার ভ্রাতা ইশাকে

অন্যান্য পশুর সহিত ৩০টী দুগ্ধবতী উষ্ট্রী প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় য়িহুদিগণ অতি পূর্ব্বকাল হইতেই উষ্ট্র দুগ্ধ ব্যবহার করিত।

চীনের উত্তরভাগে বিশেষতঃ মঙ্গোলিয়া প্রদেশের অধিবাসিগণ সদ্য দুগ্ধ পান করে এবং তাহা হইতে ছানা মাখনাদিও প্রস্তুত করে। মঙ্গোলিয়ায় গাভীর সংখ্যা পর্য্যাপ্ত, এতদ্ব্যতীত মঙ্গোলীয়গণ ঘোটকীদুগ্ধও পান করিয়া থাকে। ঘোটকী দুগ্ধে কঠিন ক্ষারাদির ভাগ শতকরা প্রায় ১৭ এবং শর্করা প্রায় ৮ অংশ থাকায় শর্করা ভাগ সহজে অন্তরোৎসেক দ্বারা সুরাসারে পরিণত হয়। এজন্য মঙ্গোলীয়গণ এবং তাতারবাসিগণ ঘোটকীদুগ্ধ হইতে কুমিস নামক উহাদের উপাদেয় এক প্রকার আসব প্রস্তুত করে। হানবংশীয় সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে চীনদেশে কুমিস প্রচলিত ছিল। কালমক তাতারগণ গোদুগ্ধ ও ঘোটকীদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া টক্ হইতে দেয় এবং পরে উহাকে নানারূপে পচাইয়া একরূপ সুরা প্রস্তুত করে। এই মাদক দ্রব্য গ্রীষ্মকালে তথায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মকালে ২৪ ঘণ্টা আন্দাজ পচান দিয়া চোঁয়াইলেই সুরা হয়, শীতকালে ২।৩ দিন রাখিতে হয়।

মাহিষদুগ্ধ ভারতবর্ষে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মহিষের দুগ্ধ সচরাচর গাঢ় ও মিষ্ট এবং ইহাতে গোদুগ্ধ অপেক্ষা মাখনের ভাগ অনেক অধিক। ধূর্ত্ত গোয়ালারা গোদুগ্ধে অপেক্ষাকৃত সুলভ মহিষদুগ্ধ মিশাইয়া বিক্রয় করে, গোদুগ্ধ ও মহিষদুগ্ধ একত্র মিশাইয়া মাখন প্রস্তুত করে। যাহা হউক, অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু মহিষাদির দুগ্ধ অপবিত্র বোধে পান করেন না।

তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীনতাতার প্রভৃতি স্থানে লোকে চামরী, বনগোরু প্রভৃতির দুগ্ধ পান করে। রুষিয়ার উত্তরভাগে বল্গাহরিণে দুধ দেয়। আরবেরা জ্বাল না দিয়া দুগ্ধকে শুষ্ক করিয়া জামিদা নামক একপ্রকার ক্ষীর প্রস্তুত করে। ঘৃত সংযোগে উহাতে সুমিষ্ট খাদ্য হয়। জলে গুলিয়াও আরবেরা ঐ শুষ্ক ক্ষীর উপাদেয় বোধে পান করে বটে, কিন্তু বিদেশীয়দিগের পক্ষে উহা তাদৃশ সুস্বাদ ও প্রীতিকর হয়না। বলা বাহুল্য দুগ্ধ হইতে দেশ, কাল ও লোকের রুচিভেদে দধি, ছানা, মাখন, নবনীত প্রভৃতি নানা উপায়ে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যতস্থানে যতপ্রকার মিষ্টান্ন হইতে পারে, তাহার অধিকাংশই হয় দুগ্ধজাত, দুগ্ধ মিশ্রিত, অথবা দুগ্ধজাত কোন পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। গব্যরস কেবল হিন্দুর নহে, পৃথিবীস্থ অনেক জাতিরই খাদ্যের প্রধান উপাদান। সংস্কৃত কবিগণ বলেন, গব্যরসবিহীন ভোজনই বৃথা। গো মহিষাদির দুগ্ধ সদা এবং তরল অবস্থাতেই সুপাচ্য এবং পুষ্টিকর, তদ্ভিন্ন উহাকে বিকৃত করিয়া যে রূপই খাদ্য বা পানীয় প্রস্তুত হউক না কেন উহা অপেক্ষাকৃত গুরুপাক হইয়া উঠে। দুগ্ধকে নানা উপায়ে শুষ্ক এবং চূর্ণ অবস্থায় আনয়ন করা যায়। এইরূপ দুগ্ধচূর্ণ গরমজলে গুলিয়া কৃত্রিম দুগ্ধ প্রস্তুত করা হয়। সমুদ্রে দীর্ঘকাল গমন করিতে হইলে দুগ্ধ পাওয়া অসম্ভব, এইরূপ স্থলে ঐ দুগ্ধচূর্ণ দ্বারা কৃত্রিম দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া জাহাজের লোকদিগকে বিশেষতঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে দেওয়া হয়।

সদ্য দুগ্ধ অধিকক্ষণ রাখিয়া দিলে সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। যাহাতে দুগ্ধ এইরূপে নষ্ট না হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে, তাহার বহুবিধ চেষ্টা হইয়াছে। অনেকে নানা উপায়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এইরূপে যে স্থলে গোমহিষাদির সদ্যদুগ্ধ পাওয়া যায় না, তথায় ঐ সকল দুগ্ধদ্বারা তাহার অভাব পুরণ হয়।

আমরা এস্থলে দুগ্ধরক্ষা করিবার কয়েকটী স্থূল উপায় সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। এদেশে সম্প্রতি বহুসংখ্যক পৃথক্ পৃথক্ কোম্পানীকৃত যে সকল বিলাতী দুগ্ধ আইসে, তাহার অধিকাংশই স্থূলতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ দুগ্ধকে প্রশস্ত তাম্রকটাহে ঢালিয়া ১১০° ফা° তাপে সিদ্ধ করিতে হইবে এবং উহাতে কিঞ্চিৎ চিনি দিয়া ক্রমাগত ৪ ঘণ্টাকাল হাত দিয়া নাড়িতে হইবে। সিদ্ধ হইলে দুগ্ধ মরিয়া ৩ অংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে, এই গাঢ় দুগ্ধ পরে টিনের কৌটায় পুরিয়া ঝাঁল দিয়া লইতে হয়, পরে সমস্ত কৌটা ফুটন্ত জলে কিছুক্ষণ রাখিয়া শীতল হইলেই হইল। এইরূপে প্রস্তুত দুগ্ধ বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। এসেন্স অব্ মিল্ক্ এইরূপে প্রস্তুত হয়। ব্লাচফোর্ড সাহেব এক প্রকার কঠিন দুগ্ধ প্রস্তুত করেন, তাহা এইরূপ। ৫৬ সের দুগ্ধে ১৪ সের শ্বেতশর্করা এবং ছোট এক চামচ বাইকার্বনেট অব্ সোডা দাও। ঐ মিশ্র দ্রব্য এনামেল্ডমণ্ডিত লৌহকটাহে ঢালিয়া বাষ্পের তাপে সিদ্ধ কর এবং ক্রমাগত উহাতে বাতাস কর ও নাড়িতে থাক। এইরূপ করিতে করিতে যখন সমস্ত জল মরিয়া দুগ্ধ গুঁড়ার মত হইয়া আসিবে, তখন নামাইয়া লও। এই সকল চূর্ণই পরে এক এক পাউণ্ড লইয়া চাপ দিয়া ইষ্টকাকার করিয়া বিক্রয় হয়। ব্যবহারকালে ঐ ইট গুঁড়াইয়া জলে গুলিলেই দুগ্ধ হয়। বলা বাহুল্য

বহু লোকের প্রতিযোগিতায় দিন দিন নানারূপ রক্ষিত দুগ্ধ আবিষ্কৃত হইতেছে। চিনি, সোডা বা কোন প্রকার ক্ষার যোগে জলীয়াংশ হ্রাস ও দুগ্ধ হইতে বায়ু নিষ্কাশন প্রভৃতি ঐ সকল প্রক্রিয়ার মূল সূত্র। মেবার সাহেব দুগ্ধ পাত্র হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া পরে ঐ পাত্রকে শতাংশিকের ১০০° উত্তপ্ত অগ্নিতে সিদ্ধ করেন, পরে ঐ দুগ্ধ বোতলে সম্পূর্ণ বন্ধ রাখায় ৫ বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত ছিল।

বৈদ্যক ভাবপ্রকাশ মতে, দুগ্ধের গুণ—মধুর রস, স্নিগ্ধ, বায়ু ও পিত্তনাশক, সারক, সদ্য শুক্রকারক, শীতবীর্য্য, সকল প্রাণীরই সাত্ম্য, জীবন ও শরীরের উপচয়কারক, বলকারক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বয়ঃস্থাপক, আয়ুষ্কর, সন্ধানকারক, রসায়ন, বমন, বিরেচন ও বস্তিক্রিয়া-তুল্য গুণকর; পাণ্ডু, দাহ, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, শূল, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, বস্তিগতরোগ, গুদাঙ্কুর, রক্তপিত্ত, অতিসার, যোনি-রোগ, শ্রম, ক্লম ও গর্ভস্রাবে সর্ব্বদা হিতকর; বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ রোগগ্রস্ত, ক্ষুধাতুর ও মৈথুন দ্বারা কৃশ এই সকল ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ সর্ব্বদা অত্যন্ত হিতকারী।

গোদুগ্ধের গুণ—মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতল, স্তন্য-বর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, রক্তপিত্তনাশক, দোষ, ধাতু, মল ও স্রোতোসমূহের ঈষৎ ক্লিন্নতাসম্পাদক এবং গুরু, ইহা প্রতি-দিন সেবন করিলে জরা ও সমস্ত রোগ প্রশমিত হয়। দুগ্ধের মধ্যে গোদুগ্ধই শ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধ বায়ুনাশক এবং অতিশয় গুণকারী। পীতবর্ণ গাভীর দুগ্ধ পিত্ত ও বায়ুনাশক, শুক্লবর্ণ গাভীর দুগ্ধ কফকারক ও গুরু, রক্তবর্ণ ও বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট গাভীর দুগ্ধ বায়ুনাশক। বাল-বৎসা, অর্থাৎ যে গাভীর বাছুর অতি শিশু এবং বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষজনক, এই দুগ্ধ সেবন করিতে নাই; জঙ্গল দেশে বিচরণকারী, অনূপদেশে এবং পার্ব্বতীয় দেশে বিচরণকারী গাভীর দুগ্ধ যথাক্রমে গুরু ও স্নিগ্ধ।

আহারবিশেষে গুণ বিশেষ।—যে সকল গাভী অল্প পরিমাণে আহার করে, তাহার দুগ্ধ গুরু, কফকারক, বলজনক, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক এবং সুস্থব্যক্তিদিগের পক্ষে গুণ-কারী। যে সকল গাভী পলালতৃণ ও কার্পাসবীজ ভক্ষণ করে, তাহাদের দুগ্ধ রোগীদিগের পক্ষে হিতকর।

মাহিষ দুগ্ধ।—মধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক, শুরুনিদ্রাজনক, অভিষ্যন্দী, ক্ষুধাজনক, শীতবীর্য্য ও গব্যদুগ্ধ অপেক্ষা স্নেহবহুল।

ছাগীদুগ্ধ।—কষায়, মধুর রস, শীতবীর্য্য, সংগ্রাহী, লঘু, রক্তপিত্ত, অতিসার, ক্ষয়কাশ ও জ্বরের শান্তিকারক। শরীরের লঘুত্ব হেতু এবং কটুতিক্ত দ্রব্য ভোজন, অল্প জলপান ও ব্যায়াম করে বলিয়া ছাগলের দুগ্ধ সমস্ত রোগনাশক।

মৃগাদির দুগ্ধগুণ।—মৃগ প্রভৃতি জাঙ্গল দেশজ পশুর দুগ্ধ ছাগদুগ্ধের ন্যায় উপকারী।

মেষীদুগ্ধ।—লবণ, মধুররস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, অশ্মরীরোগ-নাশক, অহৃদ্য, তৃপ্তিকর, কেশের হিতজনক, শুক্র, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক, গুরু এবং বায়ুজনিত কাসরোগে ও অপর দোষের সংসর্গবিহীন বায়ুরোগে প্রশস্ত।

ঘোটকীদুগ্ধ।—ঘোটকীর দুগ্ধ এবং আর সমস্ত একশফ অর্থাৎ একক্ষুরবিশিষ্ট জন্তুর দুগ্ধ রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বলকারক, অম্ললবণ, মধুররস, লঘু; শোষ ও বায়ুনাশক।

উষ্ট্রীদুগ্ধ।—লঘু, মধুর, লবণরস, অগ্নিদীপ্তিকারক, সারক, এবং কৃমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও উদররোগনাশক।

হস্তিনীদুগ্ধ। শরীরের উপচয়কারক, মধুর, কষায়রস, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকারক এবং স্থিরতাসম্পাদক।

নারীদুগ্ধ। লঘু, শীতবীর্য্য, অগ্নিপ্রদীপক এবং বায়ু পিত্ত ও চক্ষুঃশূলবিনাশক। ইহা নস্য ও চক্ষুপ্রসাধন-ক্রিয়ায় প্রশস্ত।

ধারোষ্ণদুগ্ধ।—অর্থাৎ দোহনকালের পর যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, এইরূপ দুগ্ধ বলকারক, লঘু, শীতবীর্য্য, অমৃত তুল্য গুণকারী, অগ্নিদীপ্তিকারক এবং ত্রিদোষনাশক, কিন্তু উহা শীতল হইলে পরিত্যাগ করিবে। গব্যদুগ্ধ ধারোষ্ণ অবস্থায় উপকারী, মাহিষদুগ্ধ ধারাশীত অবস্থায়, অর্থাৎ দোহনের পর শীতল হইলে, মেষীদুগ্ধ শীতোষ্ণ অবস্থায় (অর্থাৎ সিদ্ধ করিলে শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত) এবং ছাগীদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে গুণদায়ক হয়। গব্য ও মাহিষদুগ্ধ ব্যতিরেকে সমস্ত অপক্ক দুগ্ধ অভিষ্যন্দী, গুরু, কফবর্দ্ধক, আমজনক এবং অহিতকারী। অপক্ক নারীদুগ্ধ হিতকারক, সিদ্ধ করা হইলে অহিতজনক।

দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ অবস্থায় সেবন করিলে কফ ও বায়ু নষ্ট হয়। সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে তদ্দ্বারা পিত্ত নষ্ট হয়। অর্দ্ধাংশ জলের সহিত পাক করিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিলে অর্থাৎ জল সকল নষ্ট হইয়া যাইলে তাহা অপক্ক দুগ্ধ অপেক্ষা লঘু হয়।

জলরহিত দুগ্ধ যত অধিক জ্বাল দেওয়া যায়, ততই অধিকতর গুরু, স্নিগ্ধ, বৃষ্য ও বলবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

সদ্যপ্রসূতা গাভীর ঘন দুগ্ধকে পীযূষ বলা যায়। নষ্ট দুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহার পিণ্ডাকৃতি অংশকে কিলাট বা ছানা এবং অপক্ক নষ্ট দুগ্ধকে ক্ষীরশাক কহে। দধি অথবা তক্র

দ্বারা দুগ্ধকে নষ্ট করিয়া বস্ত্রে বাঁধিয়া নিংড়াইয়া দ্রবভাগ নিষ্কাশিত করিলে উহাকে তক্রপিণ্ড কহে। নষ্ট দুধের ছানা উদ্ধৃত করিলে যে দ্রবভাগ থাকে, তাহা মোরট নামে অভিহিত। পীযূষ, কিলাট, ক্ষীরশাক ও তক্রপিণ্ড এই সকল শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, বলবর্দ্ধক, গুরু, কফজনক, হৃদয়গ্রাহী, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং যাহাদের অগ্নি প্রদীপ্ত ও যাহাদের নিদ্রা হয় না, অথবা যাহারা মৈথুনপ্রযুক্ত ক্ষীণ, তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। চিনিসংযুক্ত মোরট লঘু, বলকারক, রুচিজনক, মুখশোথ, পিপাসা, দাহ, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক।

দুগ্ধের সর—গুরু, শীতবীর্য্য, পুষ্টিকারক, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক, তৃপ্তিকারক, শরীরের উপচয়কারক, স্নিগ্ধ, কফ, বল ও শুক্রদায়ক।

খণ্ড সংযুক্ত দুগ্ধ—শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক। গুড় সংযুক্ত দুগ্ধ—মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক। প্রভাতাদি ভব দুগ্ধ—রাত্রিকালে সোমগুণ বহুল, এইজন্য প্রাণি সকলের দেহ সোমাত্মক থাকে এবং রাত্রিকালে কোনরূপ শারীরিক ক্রিয়া হয় না, এইজন্য দৈহিক ধাত্বাদি সোমগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য প্রভাত কালের দুগ্ধ সায়ংকালের উৎপন্ন দুগ্ধ হইতে গুরু ও শীতবীর্য্য। দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ দ্বারা প্রাণিগণের শরীর সন্তাপিত হয়, সুতরাং ধাত্বাদি সমস্তই আগ্নেয় গুণান্বিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ব্যায়াম ও বায়ু সেবন করা হয়, একারণে প্রভাত সময়ের দুগ্ধ অপেক্ষা সায়ংকালীন দুগ্ধ লঘু এবং বায়ু ও কফনাশক।

প্রাতঃকালে দুধ পান করিলে পুষ্টি, উপচয় এবং অগ্নিপ্রদীপ্ত হইয়া থাকে। মধ্যাহ্ন সময়ে পান করিলে বল ও অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং কফ ও পিত্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। বাল্য অবস্থায় পান করিলে শরীর বৃদ্ধি হয়, ক্ষয়াবস্থায় পান করিলে ক্ষয় নিবারণ হয়, বৃদ্ধাবস্থায় পান করিলে শুক্র বৃদ্ধি হয় এবং রাত্রিকালে পান করিলে শরীরের হিত সম্পাদন, বহুবিধ দোষের নাশ এবং চক্ষুর বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। রাত্রিকালে অন্নাদি ভোজ্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত না করিয়া কেবল পান করিবে। কারণ রাত্রিতে কোন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে তাহা জীর্ণ হয় না। সমস্তই পান করিবে, কিছুমাত্র অবশিষ্ট রাখিবে না।

মানবগণ দিবাভাগে যে সকল বিদাহী অন্ন ও পানীয় দ্রব্য আহার করিয়া থাকে, সেই বিদাহ প্রশান্তির নিমিত্ত প্রত্যহ রাত্রিতে দুগ্ধ পান করিবে।

কৃশ, বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং যাহাদের অগ্নি প্রদীপ্ত আছে, তাহাদের পক্ষে দুগ্ধ অতিশয় হিতজনক। কারণ ইহাতে সদ্য শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মথিত দুগ্ধের গুণ—গব্য অথবা ছাগী দুধ মন্থন করিয়া ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় পান করিলে তাহা লঘু, শুক্রজনক এবং স্বর, বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক হইয়া থাকে। গো অথবা ছাগী দুগ্ধ হইতে উদ্ভূত ফেনা ত্রিদোষনাশক, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, হিতকর, সদ্যতৃপ্তিকারক, লঘু এবং অতীসার, অগ্নিমান্দ্য ও জীর্ণজ্বরে প্রশস্ত।

নিন্দিত দুগ্ধ।—যে বিবর্ণ, অম্লরসান্বিত, দুর্গন্ধযুক্ত, গ্রথিত, অম্ল অথবা লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য সংযুক্ত অর্থাৎ দুগ্ধে অম্ল ও লবণ দিলে তাহা দুষ্ট মধ্যে পরিগণিত হয়। এইরূপ দুগ্ধ সেবন অহিতকর। এরূপ দুগ্ধ সেবন করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ জন্মে। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

দুগ্ধের বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—গো, ছাগী, উষ্ট্র, মেষ, মহিষ, নারী ও হস্তিনী ইহারা বিবিধপ্রকার ওষধি ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগের দুগ্ধ প্রসন্ন, আশ্বাসজনক, গুরু, মধুর, পিচ্ছিল, শীতল, স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, সারক এবং মৃদু। যে সকল প্রাণী পান করিয়া জীবন ধারণ করে, এই স্থলে কথিত সকল প্রকার দুগ্ধই তাহাদিগের প্রকৃতির অনুকূল ও সেবনীয়। কোন প্রকার দুগ্ধই তাহাদের পানের পক্ষে নিষেধ নাই। কারণ দুগ্ধ সেই সকল প্রাণীর জাতীয় আহার। বায়ু, পিত্ত, শোণিত, এবং মানসিক বিকারে দুগ্ধ পান বিরুদ্ধ নহে। জীর্ণজ্বর, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, উন্মাদ, উদরী, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মত্ততা, দাহ, পিপাসা, হৃদ্রোগ, বস্তিরোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, অর্শ, শূল, উদাবর্ত্ত, অতীসার, প্রবাহিকা, যোনিরোগ, গর্ভস্রাব, রক্তপিত্তশ্রম ও ক্লম, দুগ্ধ এই সকলের শান্তিকর; পাপনাশক, বলকর, বৃষ্য কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজক, রসায়ন, মেধাজনক, সন্ধানস্থাপন, বয়ঃস্থাপন, আয়ুষ্কর, পুষ্টিকর, বমন ও বিরেচনে তুল্য হিতকর এবং ওজঃধাতুবর্দ্ধক। বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ এবং ক্ষুধা, স্ত্রীসংসর্গ ও পরিশ্রমে ক্লান্ত ইহাদিগের পক্ষে দুগ্ধই উৎকৃষ্ট পথ্য। রাত্রিকালে চন্দ্রের গুণে ও ব্যায়ামের অভাবে প্রাতঃকালের দুগ্ধ প্রায়ই ভার ও শীতল হইয়া থাকে। দিবাভাগে সূর্য্যের তাপসঞ্চারণ, বায়ুসেবন প্রভৃতি কারণে অপরাহ্ন কালের দুগ্ধ বায়ুর অনুলোমকর, শ্রান্তিনাশক ও চক্ষুর দীপ্তিকর। দুগ্ধ অগ্নিতে পক্ব করিলে লঘু হয়, কেবল নারীর দুগ্ধই অপক্ব অবস্থায় হিতকর। অপক্ব দুগ্ধের মধ্যে ধারোষ্ণ দুগ্ধই গুণবিশিষ্ট, দোহনের পর শীতল হইলে বিপরীত গুণ হয়। সকল দুগ্ধই অতিশয় সিদ্ধ করিলে ভার এবং পুষ্টিকর

হয়। দুগ্ধে অনিষ্ট গন্ধ বা অম্লরস জন্মিলে বিবর্ণ, বিরস, লবণযুক্ত বা গ্রথিত হইলে (অর্থাৎ ছানা হইয়া পড়িলে) এইরূপ দুগ্ধ পরিত্যাগ করিবে। (সুশ্রুত)

দুগ্ধোৎপত্তির বিষয় হারীতসংহিতায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে *। যে যে বস্তু আহার করা যায়, সেই সকল দ্রব্য ক্ষীরশিরায় অনুগত হইয়া পিত্তদ্বারা মূর্চ্ছিত এবং জঠরাগ্নিতে পরিপাক হয়, এইরূপ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া স্তন্যবাহিনী শিরা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে দুগ্ধ কহে। ইহা অমৃত তুল্য এবং সকল ভূতের জীবন ও বলকারক। হারীত সংশয়াপন্ন হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বিভো! এই দুগ্ধ কেমন করিয়া রসের সম্পত্তি এবং কেমন করিয়াই বা বর্দ্ধিত হয়, রক্তের সংস্থানে রক্তবর্ণ না হইয়া ক্ষীর কেন পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং কুমারী ও বন্ধ্যাদিগের দুগ্ধ প্রবৃত্তি না হইবার কারণ কি? তাঁহার পিতা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, রক্তপিত্তে পরিপাক হইয়া রক্তই শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয়, এইজন্য দুগ্ধ শুভ্রবর্ণ। কুমারী ও বন্ধ্যাদিগের অল্পধাতু ও অল্পবল এইজন্য ইহাদের দুগ্ধ হয় না। বন্ধ্যাদিগের ক্ষীরনাড়ী বাতে পরিপূরিত থাকে এবং আর্ত্তব অধিক পরিমাণে হয়, এইজন্য ইহাদের দুগ্ধ প্রবৃত্তি হয় না। নারীসকল প্রসূতা হইলে স্রোতঃবিশুদ্ধি হয়, সেইজন্য আশুক্ষীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। সদ্যঃপ্রসূতা স্ত্রীর শ্লৈষ্মিক পয়ঃ জন্মে, সেইজন্য এই দুগ্ধ কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। এই দুগ্ধ পরিত্যাগ করিবে। নারীদিগের অবিকৃত দুগ্ধ বলকারক ও দোষনাশক। (হারীত)

পূর্ব্বাহ্নে গবাদুগ্ধ ও অপরাহ্নকালে মাহিষ দুগ্ধ প্রশস্ত, দুগ্ধের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলেই বলকর হয়।

"গব্যং পূর্ব্বাহ্নকালে স্যাদপরাহ্নে তু মাহিষং।
ক্ষীরং সশর্করং পথ্যং যদ্বা সাত্ম্যঞ্চ সর্ব্বদা॥" (রাজনি°)

দুগ্ধ সকল সময়ই তপ্ত করিয়া পান করিতে হইবে। দুগ্ধের সহিত মৎস্য, মাংস, গুড়, মুদ্গ ও মূলক ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ হয়, শাক ও জাম্ববরসাদির সহিত সেবন করিলে আশু মৃত্যু হয়।

শাক, অম্ল, পল, পিণ্যাক, কুলথ, লবণ, আমিষ, করীর, দধি ও মাষ মিশ্রিত হইলে দুগ্ধ বিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ এই সকল মিশ্রিত দুগ্ধ সেবন অহিতকর।

"শাকাম্লপলপিণ্যাককুলথলবণামিষৈঃ।
করীরদধিমাষৈশ্চ প্রায়ঃ ক্ষীরং বিরুধ্যতে॥" (রাজবল্লভ)

দুগ্ধ জ্বাল দিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিতে হইবে। জ্বাল দিবার পর তিন মুহূর্ত্ত অতীত হইলে সেই দুগ্ধকে অতপ্ত বলিয়া জানিতে হইবে; এই দুগ্ধ দূষিত হয়। দুগ্ধে চতুর্থভাগ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া পান করিলে হিতকর হয়। দুগ্ধের সর বায়ুনাশক, তৃপ্তিকর, বলকর, তেজস্কর, স্নিগ্ধ, রুচিকর ও স্বাদু, পরিপাকে মধুর, রক্তপিত্তনাশক ও গুরু-পাক। দুগ্ধান্ন চক্ষুর্হিতকর, বলকর, পিত্তনাশক ও রসায়ন। পর্য্যুষিত দুগ্ধ অর্থাৎ বাসী দুগ্ধ গুরু, বিষ্টম্ভী ও দুর্জ্জর।

গাভীর দুগ্ধ প্রসবের পর ৭ দিন না যাইলে পান করিতে নাই।

দুগ্ধকূপিকা (স্ত্রী) দুগ্ধকূপঃ সাধনত্বেন অস্ত্যস্যা ইতি দুগ্ধ-কূপ ঠন্-টাপ্। পিষ্টক বিশেষ। ভাবপ্রকাশে প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে;—পাককুশল ব্যক্তি ছানার সহিত তণ্ডুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে। ইহাদ্বারা দৃঢ় কূপিকা প্রস্তুত করিয়া ঘৃতের সহিত সম্যক্ পাক করিবে। অনন্তর ঐ কূপিকার মধ্যদেশ মধ্যে ঘনদুগ্ধ অর্থাৎ ক্ষীর দ্বারা পূরণ করিয়া ময়দা দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। তৎপরে উহাকে তপ্ত ঘৃতে পাক করিয়া কর্পূর-বাসিত করিবে, পরে উৎকৃষ্ট চিনির রসে নিমজ্জিত করিয়া ক্ষণকাল পরে তুলিয়া লইলে তাহাকে দুগ্ধকূপিকা বলা যায়। ইহার গুণ—বলকারক, পিত্ত ও বায়ুনাশক, পুষ্টিজনক, শীত-বীর্য্য, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক, রুচিজনক, শরীরের উপচয়কারক এবং ইহা সেবন করিলে দর্শনশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°)

দুগ্ধতালীয় (ক্লী) দুগ্ধস্য তালায় প্রতিষ্ঠায়ৈ হিতং। দুগ্ধাগ্র, ক্ষীরফেন, দুধের সর।

দুগ্ধদা (স্ত্রী) দুগ্ধং দদাতি যা দুগ্ধ-দা স্ত্রিয়াং টাপ্। যে দুধ দেয়।

* "যদ্‌যদাহারজাতন্তু রসং ক্ষীরশিরানুগং।
সরং জলঞ্চ ভুজঞ্চ তথা পিত্তেন সংযুতং॥
পাচিতং জাঠরে বহ্নৌ পিত্তেন সহ মূর্চ্ছিতং।
পচ্যমানং শিরাপ্রাপ্তং ক্ষীর তদ্বিদ্ধি পুত্রক॥
তেন ক্ষীরমিতি খ্যাতমগ্নিসোমাত্মকং পয়ঃ।
অমৃতং সর্ব্বভূতানাং জীবনং বলকৃন্মতং॥
হারীতঃ সংশয়াপন্নঃ পপ্রচ্ছ পিতরং পুনঃ।
কথং রসস্য সম্পত্তিঃ কথং সঞ্চীয়তে বিভো॥
কথং রসস্য সংস্থানে ক্ষীরং পাণ্ডুত্বমীয়তে।
কথং তত্র কুমারীণাং বন্ধ্যানাং ন কথং ভবেৎ॥
অল্পধাতুবলং যস্মাৎ তস্মাৎ ক্ষীরং ন জায়তে।
বন্ধ্যানাং ক্ষীরনাড্যস্তু বাতেন পরিপূরিতাঃ॥
ক্ষীরঞ্চ ন ভবেত্তস্মাৎ আর্ত্তবঞ্চাধিকং যতঃ।
প্রসূতাসু চ নারীষু বলেন সহ সূয়তে।
তেন স্রোতোবিশুদ্ধিঃ স্যাৎ ক্ষীরমাশুপ্রবর্ত্ততে॥
তস্য ৎ সদ্যঃ প্রসূতায়াং জায়তে শ্লৈষ্মিকং পয়ঃ।
তেন কাঠিন্যমায়াতি তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ।
পয়শ্চাবিকৃতং নার্য্যা বলকৃদ্দোষনাশনং॥" (হারীতসং প্রথমস্থান ৮ অঃ)

দুগ্ধপরিমাপক যন্ত্র, (Galacto-meter or lacto-meter) দুগ্ধের গুণাগুণ ও বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিবার যন্ত্র বিশেষ। অনেক স্থলেই গোয়ালার নিকট বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া যায় না, দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে দুগ্ধস্থ অপরাপর মিশ্রদ্রব্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাদ গন্ধাদি দ্বারাও উহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হয়। দুগ্ধের মধ্যে মাখনের অংশ অথবা ইহাতে মিশ্রিত জলের পরিমাণ নিরূপণ করিবার জন্য দুগ্ধপরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার অতি সহজ। একটী সূক্ষ্ম কাচের নল ১০০ অংশে বিভক্ত। যে দুগ্ধ পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহা ঐ নলে পূর্ণ করিয়া ঢালিয়া দিতে হয়। কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দিলে দুগ্ধের নবনীতাংশ সমুদায় উপরে ভাসিয়া উঠিবে। তখন ঐ নবনীত নলের কত অংশ ব্যাপিয়া আছে, তাহা নলের গায়ে চিহ্ন দেখিয়া লইলেই দুধে শতকরা নবনীতের ভাগ বাহির হইল। ডোফেল সাহেব দুগ্ধ পরীক্ষার জন্য একরূপ বারিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার করেন, ইহা দুই ইঞ্চ দীর্ঘ এবং ২০ অংশে বিভক্ত, বিশুদ্ধ জলে দিলে এই যন্ত্রের ০° চিহ্ন পর্য্যন্ত ডুবে এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০৮৩ হয়। এমন কি কোন দ্রব পদার্থে দিলে ২০° চিহ্ন পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। দুগ্ধ নির্জ্জল হইলে ঐ যন্ত্র ১৪০ অংশ চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত ডুবে। বলা বাহুল্য দুধে আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। জল মিশাইলেই ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস হয়, সুতরাং দুগ্ধপরিমাপক যন্ত্র অধিক ডুবিয়া যায়।

দুগ্ধপাচন (ক্লী) পচ্যতে ঽস্মিন্নিতি পচ অধিকরণে ল্যুট্। দুগ্ধ পাকের পাত্র, যাহাতে দুগ্ধ পাক করা যায়। পর্য্যায়—বস্ত্রক।

দুগ্ধপাষাণ (পুং) দুগ্ধং ক্ষীরং পাষাণ-ইব কঠিনং যস্য। বৃক্ষ-বিশেষ, শিরগোলা, পর্য্যায়—দুগ্ধপাষাণক, দুগ্ধাশ্মা, ক্ষীরী, গোমেদসন্নিভ, বজ্রাভ, দীপ্তিক, দুগ্ধী, ক্ষীরক্ষব। ইহার গুণ—রুচিকারক, ঈষদুষ্ণ, জ্বর, পিত্ত, হৃদ্রোগ, শূল, কাস ও আধ্মান-বিনাশক।

দুগ্ধপুচ্ছী (স্ত্রী) দুগ্ধবৎ শুভ্রং পুচ্ছং মূলদেশো যস্যাঃ গৌরাদি-ত্বাৎ ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ, দুগ্ধপেয়া, পর্য্যায়—সেবকালু, নিশা-ভঙ্গা, নসঙ্করী। (শব্দচ°)

দুগ্ধপোষ্য (ত্রি) দুগ্ধেন পোষ্যঃ। ১ যাহারা কেবল দুগ্ধপান করিয়া জীবিত থাকে। ২ শিশু।

দুগ্ধফেন (পুং) ১ দুগ্ধস্য ফেন ইব ফেনো যস্য। ১ ক্ষীরহিণ্ডীর, পর্য্যায়—শার্কর। (রাজনি°) ২ দুধের ফেনা।

দুগ্ধফেনী (স্ত্রী) দুগ্ধবৎ শুভ্রঃ ফেনোযস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ক্ষুদ্র ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—পয়ঃফেনী, ফেনদুগ্ধা, পয়স্বিনী, লুতারি, ব্রণকেতুঘ্নী, গোজাপর্ণী। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, শীতল, বিষব্রণনাশক এবং রুচিকর। (রাজনি°)

দুগ্ধবন্ধক (পুং) দুগ্ধার্থং বন্ধঃ ততো কন্। দুগ্ধদোহনের জন্য গোবন্ধ। "পীতদুগ্ধাতু ধেনুষ্যা সংস্থিতা দুগ্ধবন্ধকৈঃ। (হেম° ৪।৩৩৬)

দুগ্ধবীজা (স্ত্রী) দুগ্ধবৎ শুভ্রং বীজং যস্যাঃ। যবনালাদ্য তণ্ডুল, চিপিট। ইহার গুণ—সুমধুর, দুর্জর, বীর্য্য ও পুষ্টিদায়ক। (রাজনি°)

দুগ্ধসমুদ্র (পুং) সমুদ্রবিশেষ। সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে একটী সমুদ্র।

দুগ্ধাক্ষ (পুং) দুগ্ধবৎ শুভ্রং অক্ষং নেত্রং চিহ্নবিশেষো যস্য। উপল বিশেষ।

দুগ্ধাব্ধি (পুং) দুগ্ধ সমুদ্র।

দুগ্ধাব্ধিতনয়া (স্ত্রী) দুগ্ধাব্ধেস্তনয়া। লক্ষ্মী।

দুগ্ধাম্বুধি (পুং) দুগ্ধ সমুদ্র

দুগ্ধাশ্মন্ (পুং) দুগ্ধং ক্ষীরং অশ্মা প্রস্তর ইব কঠিনং যস্য। দুগ্ধ-পাষাণ

দুগ্ধিকা (স্ত্রী) দুগ্ধং নির্য্যাসো বহুলতয়া বিদ্যতে যস্যাঃ দুগ্ধ-ঠন্ টাপ্ চ। বৃক্ষবিশেষ, দুধী দুধ্যাক্ষীব। পর্য্যায়—স্বাদুপর্ণী, ক্ষীরাবী, ক্ষীরিণী, দুগ্ধী, ক্ষীরী, ক্ষীরাত্মিকা। (শব্দর°) ইহার গুণ—উষ্ণ, গুরু, রুক্ষ, বাতল, গর্ভকারক, স্বাদুক্ষীর, কটু, তিক্ত, মলমূত্রোপসর্গকারক, পটু, স্বাদু, বিষ্টম্ভী, বলকর এবং কফ, কুষ্ঠ ও কৃমিনাশক।

২ গন্ধিকাবৃক্ষ, ইহার পর্য্যায়—উত্তমা, যুগ্মফলা, উত্তম-ফলিনী। (রত্নমালা)

দুগ্ধিন্ (ত্রি) দুগ্ধমস্যাস্ত ইনি। ক্ষীরবৃক্ষ।

দুগ্ধিনিকা (স্ত্রী) রক্তাপামার্গ, লালঅপাঙ্গ।

দুগ্ধী (স্ত্রী) দুগ্ধং ক্ষীরং বহুলতয়া অস্ত্যস্যাঃ ইতি অর্শ আদি-ত্বাদচ্ গৌরাদি° ঙীষ্। ক্ষীরাবী, পর্য্যায়—উত্তমা, দুগ্ধিকা, দুগ্ধী, ফলোত্তমা, ফলিনী, দুগ্ধপাষাণ। (রাজনি°)

দুঘ (ত্রি) দুহ-ক হস্য ঘ। দোহনকর্ত্তা। "কামদুঘা গৌঃ" (সিদ্ধান্তকৌ°) এইরূপ প্রয়োগ কোন উপপদ থাকিলেই হয়, অন্যথা হয় না, যেমন কামদুঘা। এই স্থলে কাম উপপদ থাকায় এই প্রয়োগ সাধু। আর যে স্থলে উপপদ থাকিবে না অর্থাৎ দুঘ এই পদের পূর্ব্বে কোন শব্দ থাকিবে না, সেই স্থলে এইরূপ প্রয়োগ হইবে না।

দুঙ্গাগালি, পঞ্জাব প্রদেশস্থ হাজারা জেলার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যবাস। গ্রীষ্মকালে য়ুরোপীয়গণ এখানে আসিয়া কিছুদিন বসবাস করেন।

দুচ্ছক (পুং) দু-উপতাপে ভাবে কিপ্, তুক্ চ দুৎ উপতাপঃ

তন্নিবারণে শক্লোতীতি শক-পচাদ্যচ্। মুরা নামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ; বিহারাস্তবকাশক।

দুচ্ছুন (ত্রি) দুষ্ট উচ্ছুনঃ প্রাদিস° পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। দুষ্ট উচ্ছুন। দুচ্ছুন ভূশাদিক্যঙ্। "কিমস্মান্ দুচ্ছুনায়সে।" (ঋক্ ৭।৫৫।৩) 'দুচ্ছুনায়স বাধসে।' (সায়ণ)

দুচ্ছ্বন্ (পুং) দুষ্টঃ শ্বা প্রাদিসমাসঃ পৃষোদরা° সাধু। দুষ্ট কুকুর। "আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং।" (শুক্ল যজু° ১৯।৩৮) 'দুষ্টাশ্চ তে শ্বানশ্চ তেষাং।' (বেদদীপ)

দুজনা, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীন একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৮° ৩৯´১৫´´ হইতে ২৮° ৪২´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৭´ হইতে ৭৭°৪৩´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার নবাব মহম্মদ সাদত আলী খাঁ আফগানবংশীয়। ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেক আবদুল সমন্দ খাঁর কার্য্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রদিগকে আজীবন ভোগ করিবার জন্য এই স্থান প্রদান করেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণরজেনারল এক চিরস্থায়ী সনন্দ দিয়াছিলেন। এই সময় হরিয়াণা জেলাস্থ কএকটী জমিদারী এই সনন্দের অন্তর্গত হয়। পরে সেই কতকগুলি গ্রামে জমিদারীর পরিবর্ত্তে আবদুল সমন্দ রোহতক জেলাস্থ দুজানা ও মেহানা গ্রাম গ্রহণ করেন। দুজানা গ্রাম দিল্লী হইতে ৩৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার নবাব কার্য্যকালে বৃটীশ গবর্মেণ্টকে দুইশত অশ্বারোহী দ্বারা সাহায্য করিতে বাধ্য। এই রাজ্যের ভূপরিমাণ ১১৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী।

দুটা (দেশজ) দুই।

দুটী (দেশজ) দুই।

দুটীখানি (দেশজ) অল্প পরিমাণ।

দুড়ি (স্ত্রী) দুলি লস্য ডঃ। দুলি, কচ্ছপী।

দুড়ুমদাম, দুড়ুমদাড়ুম (দেশজ) গোলাগুলি নিঃক্ষেপ কিংবা দ্বারে আঘাত করার ন্যায় শব্দ।

দুণ্ডুক (ত্রি) দুণ্ডুভ ইব কায়তি কৈ-ক পৃষো° ভলোপঃ। দুষ্টচিত্ত।

দুণ্ডুভ (পুং) দ্রোড়তি মজ্জতি দ্রুড় মজ্জনে উ ভ দুন রলোপশ্চ। (উভঃ কিৎ কুদিদ্রুড়িভ্যাং কন্বুণৌরলোপশ্চ। উণ্ ১।৪৪০) ইত্যুণাদিকোষটীকাধৃতসূত্রাৎ সাধু। ডুণ্ডুভ সর্প, ঢোঁড়া সাপ। "শরমীনাং মহারৌদ্রাং প্রাস শক্ত্যগ্র দুণ্ডুভাং।" (ভারত ৬।১৫৪।১৭০)

দুণ্ডুভি (পুং) দুন্দুভি পৃষো° সাধু। দুন্দুভি।

দুত (ত্রি) দু-উপতাপে ক্ত। পীড়িত।

"মৃদুতরা দুতয়া।" (মাঘ) 'দু-গতৌ' এই অর্থে দুধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে 'দূন' এইরূপ পদ হইবে।

দুদাহি, উ-প প্রদেশের ললিতপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ললিতপুর হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণে রাম-সাগর নামক একটী হ্রদের ধারে ও দুঙ্গরিয়া নামক গিরি-দুর্গের প্রায় অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

এখানকার প্রভূত ধ্বংশাবশেষ দৃষ্টে এই গ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রামসাগরের তীরে এখানকার অতীত কীর্ত্তির বিশিষ্ট নিদর্শন নিহিত রহিয়াছে।

এখানকার বরাহমন্দির ও ব্রহ্মার মন্দির উল্লেখযোগ্য। ভারতে ব্রহ্মার মন্দির অতি বিরল, কিন্তু এখানকার সুগঠিত ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত মন্দিরটী সেই অভাব মোচন করিয়াছে। এই ব্রহ্মমন্দির চন্দেল্লরাজ যশোবর্ম্মার পৌত্র দেবলব্ধি কর্ত্তৃক প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটী জগমোহন, ভোগমণ্ডপ ও গর্ভগৃহ এই তিন অংশে বিভক্ত। গর্ভগৃহটী অন্ধকারময়। এই গৃহের মধ্যস্থলে দ্বারের নিকট নবগ্রহ-রক্ষিত হংসোপরি চতুর্মুখ ব্রহ্মমূর্ত্তি বিরাজিত। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে উৎকীর্ণ কুটিলাক্ষরের ছয় খানি শিলালিপি এই মন্দিরে উৎকীর্ণ আছে।

এই গ্রামে দুইটী ভগ্ন জৈনমন্দির পড়িয়া আছে। ইহার একটীতে এখনও ৮হাত উচ্চ একটী দিগম্বর জিন মূর্ত্তি রহিয়াছে। অপরটীতে পূর্ব্বে ২৪টী তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। ব্রাহ্মণদিগের উৎপাতে জৈনমূর্ত্তিগুলির অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে।

গ্রাম হইতে একপোয়া পথ পশ্চিমে 'বণিয়া কা বরাৎ' নামে এক জঙ্গল পড়িয়া আছে। এই জঙ্গলের মধ্যেও অনেক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

চন্দেল্লরাজ সল্লক্ষণসিংহের একখণ্ড খোদিত লিপিতে এই স্থান 'দুগ্ধকূপ্যগ্রাম' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

দুদুয়া, জল্পাইগুড়ী জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। গয়েরকাটা ও ননাই নদীর মিলনে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই নদীতীরে গবর্মেণ্টের খাস বনবিভাগের কাষ্ঠাদি বিক্রয়ের একটী আড়ত আছে। এই নদীর আবার কএকটী উপনদী আছে, যথা—গুলন্দী, কাপুয়া, রেহন্তী, বড়বাঁক, দেমদেমা, তাসাতি। সকল গুলি ভুটানস্থ গিরিমালা হইতে বাহির হইয়াছে।

দুথোথদবীয় (পুং) নীলকণ্ঠতাজিকোক্ত বর্ষপ্রবেশ বিষয়ে যোগভেদ।

"বীর্য্যান্বিতৌ কার্য্যবিলগ্ননাথৌ স্বক্ষাদিগেনাস্তুতরো যুনক্তি।
অন্যৌ যদা দ্বৌ বলিনৌ তদাস্তসহায়তঃ কার্য্যমুশন্তি সন্তঃ॥"
(নীলকণ্ঠতাজিক)

লগ্নাধিপতি বা কার্য্যাধিপতি বলবান্ হইয়া স্বক্ষেত্রাদি-স্থিত কোন গ্রহের সহিত ইথশালী হইলে এই যোগ হয়।

অঙ্গের সাহায্যে শুভফল প্রদান করে। পক্ষান্তরে যদি লগ্নাধিপতি বা কার্য্যাধিপতির সহিত অন্ত বলবান্ গ্রহদ্বয়ের ইথশাল হয়, তাহা হইলে এই যোগ শুভ ফলপ্রদ হইবে।

দু (ত্রি) দুঃ উপতাপঃ তং দদাতি দা-ক। যাতনাদায়ক।

দুদিক্ (দেশজ) দুই দিক্, দুই পক্ষ।

দুদুহ (পুং) অনুবংশীয় নৃপভেদ। (হরিবংশ ৩২ অঃ)

দুদ্রুম (পুং) দুর্ দুষ্টোদ্রুমঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ রলোপঃ। হরিৎ পলাণ্ডু, সবুজবর্ণ পেঁয়াজ।

দুধ (দেশজ) দুগ্ধ।

দুধকলমা (দেশজ) হৈমন্তিক ধান্য বিশেষ।

দুধকলমী (দেশজ) লতাবিশেষ।

দুধকুশী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Convolvulus turpatham)

দুধকোরেয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Trichosanthes anguina)

দুধচাঁপা (দেশজ) চম্পকভেদ।

দুধতোলা (দেশজ) দুগ্ধোত্তলন। পেটে অম্ল হইলে ছেলেরা দুধ তুলিয়া ফেলে।

দুধদাঁত (দেশজ) শিশুদিগের প্রথমোদ্গত দন্ত।

দুধপিটলী (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Dolichos lignosus)

দুধপুর, বোম্বাই প্রদেশের রেবাকান্থার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ২ বর্গমাইল মাত্র। এখানকার সর্দার রাঠোর রাজপুত। বরদার গাইকবাড়কে ৩০৲ টাকা মাত্র কর দিতে হয়।

দুধরুজ, গুজরাটের ঝালাবারপ্রান্তের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। দুইখানি মাত্র গ্রাম লইয়া এই বিষয়। আয় প্রায় ১৮৩৪০৲, তন্মধ্যে ১১০০৲ টাকা বৃটীশ গবর্মেণ্টকে এবং ৯৭৲ টাকা জুনাগড়ের নবাবকে কর স্বরূপ দিতে হয়।

দুধলতা (দেশজ) ক্ষীরীবৃক্ষ

দুধাধারী, এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। ইহারা কেবল মাত্র দুগ্ধপান করিয়া শরীর রক্ষণ করেন

দুধি (ত্রি) দুধি হিংসাকর্ম্ম ইতি ভাষ্যোক্তেঃ দুধ-হিংসায়াং কি। ১ হিংসক। "স্থুম গৃভ্ণে দুধয়ে হর্কতে।" (ঋক্ ৬।৩৬।২) 'দুধয়ে হিংসকায়।' (সায়ণ) উপচারহেতু দুর্ধর এই অর্থও হইবে। "দুধের্যুক্তস্য দ্রবতঃ সহানসা।" (ঋক্ ১০।১০২।৬) 'দুধেদুর্দ্ধরস্য' (সায়ণ)

দুধিত (ত্রি) ক্ষুভিত, বিরক্ত।

দুধিক্ষু (পুং) দুগ্ধেক্ষু।

দুধিয়া (দেশজ) ১ দুগ্ধপোষ্য। ২ দুগ্ধযুক্ত।

দুধ্র (ত্রি) দুধ বাহু° রক্। দুষ্টং বা ধারয়তি, ধৃক পৃষোদরাদি° সাধুঃ। ১ হিংসক। ২ প্রেরক। ৩ দুর্দ্ধর। ৪ দুর্দ্ধর্ষ। ৫ দুষ্টব্যবস্থাপক। "দুধ্র আভুযু রাময়ন্নি দামনি।" (ঋক্ ১।৫৬।৩) 'দুধ্রঃ দুষ্টানাং ধর্ত্তা, ব্যবস্থাপয়িতা বা' (সায়ণ) "দুধ্রকৃতো মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ" (ঋক্ ১।৬৪।১১) 'দুধ্রকৃৎ দুধ্রং দুষ্টং নাশৈঃ দুর্দ্ধর্ষং বা আত্মনা' (সায়ণ)

দুধ্রকৃৎ (ত্রি) দুষ্য কার্য্যকারী।

দুধ্রবাচ্ (ত্রি) দুষ্য কথা, না বুঝিয়া মন্দকথা বলা।

দুন্ (দেশজ) শীঘ্র।

দুন (দেশজ) দ্বিগুণ।

দুনা (দেশজ) দ্বিগুণ।

দুনিয়া (আরবী) পৃথিবী, জগৎ।

দুনিয়াদার (পারসী) পার্থিব বা সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত।

দুনিয়াদারী (পারসী) পার্থিব কার্য্যসম্বন্ধীয়।

দুনুগী (দেশজ) দ্বিগুণ

দুন্দম (পুং) দুন্দ ইত্যব্যক্তশব্দেন মণতি শব্দায়তে ইতি মণ শব্দে ড। দুন্দুভি। (শব্দর°)

দুন্দু (পুং) ১ বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণের পিতা। ২ দুন্দুভিবাদ্য।

দুন্দুভ (পুং) দুন্দু ইত্যব্যক্তশব্দং ভণতি ভণ-ড। দুন্দুভিবাদ্য।

দুন্দুভি (পুং) দুন্দু ইত্যব্যক্তশব্দেন ভাতীতি ভা বাহুলকাৎ কি। বৃহৎ ঢক্কা, পর্য্যায়—ভেরী, আনক।

"আকাশে দুন্দুভীনাঞ্চ বভুব তুমুলঃ স্বনঃ।"

(ভারত ১।১২৩।৪৬)

২ বরুণ। ৩ দৈত্যভেদ, দানববিশেষ।

"অভবন্ দনুপুত্রাশ্চ শতং তীব্রপরাক্রমাঃ।
শঙ্কুকর্ণো বিদারশ্চ গবেষ্ঠো দুন্দুভি স্তথা॥" (হরিবংশ ৩।৮১)

৪ রাক্ষসভেদ। ৫ বাদ্যবিশেষ। ৬ বিষ। ৭ কুকুরবংশীয় অন্ধকের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৪।২০) ৮ ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতির পুত্রের অন্যতম। ৯ ক্রৌঞ্চদ্বীপের দেশভেদ।

(ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩৬ অঃ)

১০ পর্ব্বতবিশেষ। (মৎস্যপু° ১২১।১৩) ১১ অসুরবিশেষ।

"মায়াবী নাম তেজস্বী পূর্ব্বজো দুন্দুভেঃ সুতঃ।
তেন তস্য মহদ্বৈরং বলিনঃ স্ত্রীকৃতং পুরা॥" (রামা ৪।৯।৪)

মহিষরূপী দানব, বালী ইহাকে বধ করিয়া ইহার দেহ ঋষ্যমুখে ক্ষেপণ করে, সেই অবধি মহর্ষি মতঙ্গের শাপে বালী আর ঋষ্যমুখে আসিতে পারিত না। (রামায়ণ কি° ১১ সর্গ)

(স্ত্রী) ১২ একজন গন্ধর্ব্বী, ব্রহ্মার আদেশে মন্থরা হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ইহারই উদ্যোগে রামের বনবাস হয়। (ভারত বন ২৭৫ অ°) ১৩ অক্ষবিশেষ, পাশক, অস্নবিন্দু ত্রিকদ্বয়। ১৪ একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ।

দুন্দুভিক (পুং) কীটভেদ। [কীট দেখ।]

দুন্দুভিনির্হ্রাদ (পুং) দুন্দুভেরিবনির্হ্রাদো যস্য। দানবভেদ (স্কন্দপু°)

দুন্দুভিষেণ (পুং) দুন্দুভিঃ সেনায়াং যস্য, সুষামাদি° ষত্বং। নৃপভেদ।

দুন্দুভিস্বন (পুং) দুন্দুভের্বাদ্যভেদস্য স্বনোযত্র বিষচিকিৎসায়াং। সুশ্রুতোক্ত বিষচিকিৎসাভেদ। "অথাতো দুন্দুভিস্বনীয় মধ্যায়াং ব্যাখ্যাস্যামঃ ইত্যাদি" (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৭ অঃ)। বচ, (ধোয়াগাছ) অশ্বকর্ণ, (লতাশাল) তিনিশ, পিচুমর্দ্দ (নিম্ব), পাটলী (পারুল), পারিভদ্রক, আম্র, উডুম্বর, করহাট, ককুভ, সর্জ্জক, আম্রাতক, শ্লেষ্মাতক, অঙ্কোট, আমলক, প্রগ্রহ, কুটজ, শমী, কপিথ, অশ্মান্তক, চিরবিল্ব, মহাবৃক্ষ, সুহীবৃক্ষ, ভল্লাতকবৃক্ষ, শোনাগাছ, মধুর, রক্তসজিনা শাক, গোজী, মূর্ব্বা, তিলক, গোক্ষুরক, গোপঘণ্টা, অরিমেদ এই সকলের ভস্ম গোমূত্র সহযোগে ক্ষার প্রস্তুত করিবার প্রণালী অনুসারে স্রাবিত করিয়া অর্থাৎ ছাকিয়া পাক করিতে হইবে। পরে পিপ্পলীমূল, তণ্ডুলীয়ক, অম্লবেতস, চোচক, গুড়ত্বক্, মঞ্জিষ্ঠা, করঞ্জিকা, গজপিপ্পলী, মরিচ, উৎপল, শ্যামালতা, বিড়ক, ঝুল, অনন্তমূল, সোমলতা, তেউড়ী, কুঙ্কুম, শালপর্ণী, কেওড়া, শ্বেতসর্ষপ, বরুণবৃক্ষ, সৈন্ধবলবণ, পাকুড়, হিজ্জলবৃক্ষ, গাবভেরাণ্ডা, বেতস, মূষিকপর্ণী, ছাতিমের ডাঁটা, হাতিশুঁড়া, আতইচ, পঞ্চশিরা, হরীতকী, ভদ্রদারু, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, বচ ও লৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য সেই ক্ষারে প্রক্ষেপ করিবে। এই ক্ষার দ্বারা দুন্দুভিপতাকা ও তোরণাদি লেপন করিবে। তাহাদিগের শ্রবণ, দর্শন বা স্পর্শে বিষ নষ্ট হয়। শর্করাশ্মরী, অর্শ, বায়ুজন্য গুল্ম, কাস, শূল, উদরী, অজীর্ণ, গ্রহণী, অরুচি ও সকলপ্রকার শোক ও শ্বাস এই সকল রোগেও সেবন করান যায়। ইহা সকল প্রকার বিষের প্রতিকারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। (সুশ্রুত দুন্দুভিস্বনীয় চিকিৎসিতাধ্যায়)

দুন্দুভিস্বর (পুং) দুন্দুভির শব্দ।

দুন্দুভিস্বররাজ (পুং) কএকজন বুদ্ধের নাম।

দুন্দুভ্য (পুং) দুন্দুভৌ দানবভেদে বিষে বাদ্যভেদে বা ভবঃ প্রস্তোবা যৎ। ১ রুদ্রভেদ। 'নমোদুন্দুভ্যায় বন্যায়' (শুক্ল যজু° ১৬।৩৫) দুন্দুভয়ে তদ্বাদনায় সাধু যৎ। ২ দুন্দুভিবাদন সাধনমন্ত্রভেদ। "ঐন্দ্রাঃ ক্ষত্রিয়স্য চক্রদুন্দুভ্যাঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৪।৩।১৩) 'ক্ষত্রিয়স্য চক্রারোহণে দুন্দুভের্বাদনমন্ত্রা ঐন্দ্রা ভবন্তি' (কর্ক)।

দুন্দুমার (পুং) ধুন্ধুমার পৃষোদরা° সাধুঃ। ধুন্ধুমার। (শব্দার্থকল্প°)

দুফানিকুথ (স্ত্রী) নীলকণ্ঠতাজিকোক্ত বর্ষপ্রবেশযোগ ভেদ।

"মন্দঃ স্বতোচ্চাদিপদে স্থিতশ্চেৎ
পদোনশীঘ্রেণ কৃতেত্থশালঃ।
তত্রাপি কার্য্যং ভবতীতি বাচ্যং
বক্রাদি নির্ব্বীর্য্য পদে ন চেৎ স্যাৎ॥" (নীলকণ্ঠোক্ত তাজিক)

মন্দগতিগ্রহ স্বোচ্চ স্বক্ষেত্রাদিরহিত হইয়া শীঘ্রগতি গ্রহের সহিত ইত্থশাল যোগবিশিষ্ট হইলে, যদি উক্ত শীঘ্রগতি গ্রহ অস্তগত, নীচগত বা বক্রগত না হয়, তবে এই যোগ হয়। এই যোগ কার্য্য সিদ্ধিকারী, এই যোগের নাম 'দুকালিকুথ' এইরূপও পাঠ দেখা যায়।

দুপর (দেশজ) দ্বিপ্রহর, মধ্যাহ্ন, মধ্যরাত্রি।

দুপরেমণি (দেশজ) সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ, ইহার পুষ্প মধ্যাহ্নে প্রস্ফুটিত হয়।

দুপাটী (দেশজ) পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ।

দুবরাজপুর, বাঙ্গালার বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৩°৪৭´৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°২৫´ পূঃ। এখানে মুনসফী আদালত, থানা, নানা খাদ্যদ্রব্য ও তৈজসাদি বিক্রয়ের এক বৃহৎ বাজার আছে। এখানে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী এবং পুষ্করিণীর তীরে বিস্তর তালগাছ দেখা যায়। ঐ সকল তালগাছ হইতে যথেষ্ট তাড়ী সংগৃহীত হইয়া থাকে। নগরের দক্ষিণাংশে দানাদার পাথরের এবং কাল অভ্রের পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের উপর উঠিয়া পরিষ্কার দিনে পার্শ্বনাথ, রাজমহল ও পঞ্চকূট পাহাড় নয়নগোচর হয়। এই পাহাড়ের উপর পাথর কাটিয়া একটী সুন্দর শিবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে।

দুমকা, নয়া, (দুমকা) ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত সাঁওতাল পরগণা জেলার সদর সব্‌ডিভিজন। পরিমাণ ফল ১৪২৬ বর্গমাইল।

২ সাঁওতাল পরগণা জেলার ও ঐ জেলার নয়াদুমকা সব্‌ডিভিজনের সদর। অক্ষা° ২৪°১৬´উঃ, দ্রাঘি° ৮৭°১৭´ ৩০´´পূঃ। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থা হইতেই দুমকার ইংরাজ গবর্মেণ্টের থানার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে দুমকা বীরভূমের অধীন একটী ঘাটোয়ালী থানা ছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজমহল পার্ব্বত্য প্রদেশের শাসন জন্য ইহাকে ভাগলপুরের অধীন একটী "কোহিস্থানী" থানা করা হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার নাম দুমকা বলিয়াই শুনা যায়, ঐ বৎসর সাঁওতাল হাঙ্গামার সময় এস্থানের ছাউনির ইংরাজ সেনানী ইহাকে নয়া দুমকা বলিয়া বর্ণনা করেন। এখনও লোকে সচরাচর কেবল দুমকা বলিয়া থাকে, কচিৎ নয়া দুমকা নাম ব্যবহৃত হয়।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দুম্‌কা 'সাঁওতাল পরগণা' জেলার সদর হয়, কিন্তু কিছুদিন পরে ঐ জেলার প্রত্যেক সব্‌ডিভিজন স্ব স্ব প্রধান এক একটী জেলা হইলে দুম্‌কা কেবল দুম্‌কা সব্‌-ডিভিজনের সদর থাকে, পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র জেলা মিলিত হইলে দুম্‌কা পুনরায় সমস্ত সাঁওতাল পরগণার সদর হইল। এখানে জেলা সংক্রান্ত কাছারী প্রভৃতি আছে। মোড় নদীতীরে ইহার বাজার অবস্থিত; বাজার তত উৎকৃষ্ট নহে।

দুপাটী (দেশজ) একপ্রকার ছোট ফুলের গাছ। (Impatiens Balsamina)

দুপেঁচা (দেশজ) যাহার দুইটী পেঁচ আছে।

দুফাক (দেশজ) দ্বিধা।

দুবার (দেশজ) দুইবার।

দুভাষিয়া (দেশজ) যাহারা দুইপ্রকার ভাষা বলিতে পারে।

দুমুখ (দেশজ) ১ যাহার দুই দিকে মুখ। ২ সর্পভেদ।

দুমুড়ি (দেশজ) ১ দুমুখ। ২ বাঁকা।

দুমেটিয়া, দুমেটম (দেশজ) দুইবার মৃত্তিকা প্রদত্ত। ইহা কেবল মৃত্তিকাদ্বারা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ বিষয়ে ব্যবহৃত হয়।

দুমড়া (দেশজ) বাঁকান।

দুম্বক (পুং) দুম্বা, মেষভেদ।

দুম্বাভেড়া (দেশজ) মেষবিশেষ।

দুয়ার (দেশজ) দ্বার, দরজা।

দুর্ (স্) (অব্য) দু-রুক্‌ সুক্‌ বা। ১ দুষ্ট। ২ নিন্দা। ৩ নিষেধ। ৪ দুঃখ। ৫ ঈষদর্থ। ৬ কৃচ্ছ্রার্থ। ৭ কৃশ। ৮ অসম্পত্তি। ৯ সঙ্কট। ক্রিয়ার সহিত যোগ হইলে দুর্ বা দুস্ শব্দ উপসর্গ হয়।

দুর্ (ত্রি) দৃ-ক্বিপ্। দ্বার। "দুরোদ্যুতান্তক্করং" (ঋক্ ১।১২৮।৫) যাদুরঃ যজ্ঞগৃহদ্বারা' (সায়ণ)। "দুরোমানুষী দেব আচ" (ঋক্ ৫।৪৫।১) 'মানুষীমনুষ্যসম্বন্ধিনীদু র: দ্বারঃ।' (সায়ণ)

দুর (ত্রি) দু-বাহু° কুর। দাতা। "দুরো অশ্বস্য দুর ইন্দ্র" (ঋক্ ১।৫৩।২)। 'দুরোদাতাসি' (সায়ণ)

দুরক্ষ (পুং) দুষ্টো অক্ষঃ প্রাদিস°। ১ কপট পাশক। ২ দুষ্ট-নেত্র। "অক্রবৈপুরুষস্যাক্ষি প্রশাম্যেতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যো দুরক্ষ ইব হাসঃ" (শত° ব্রা° ৩।১।২।১০) 'দুরক্ষমেব অঞ্জনেন নাশয়তি' (ভাষ্য°)। দুষ্টমক্ষি যস্য বচ্ সমাসান্তঃ। ৩ তদ্যুক্ত দুষ্টনেত্রযুক্ত। দুষ্টো অক্ষো যত্র। ৪ দুষ্টদ্যূত।

দুরতিক্রম (ত্রি) দুঃখেন অতিক্রম্যতেঽসৌ দুর-অতি-ক্রম খল্। ১ যাহা দুঃখে অতিক্রম করা যায়, অলঙ্ঘনীয়, যাহা অতি-ক্রম করা দুঃসাধ্য। ২ অজেয়। "সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমং।" (মনু) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৯৬)

দুরত্যয় (ত্রি) দুঃখেন অতীয়তে দুর্-অতি ই-খল্। ১ দুরতিক্রম-নীয়। ২ দুস্তর। "স্বর্গমার্গপরিঘো দুরত্যয়ঃ" (রঘু°)

দুরত্যেতু (ত্রি) দুর্-অতি-ই-কর্ম্মণি তুন্। দুরতিক্রমণীয়। "তাভুরি পাশাবনৃতস্য সেতু দুরত্যেতু রিপবে মর্ত্ত্যায়" (ঋক্ ৭।৬৫।৩) 'দুরত্যেতু দুরতিক্রমণীয়ৌ' (সায়ণ)

দুরদৃষ্ট (ক্লী) দুর্ দুষ্টং অদৃষ্টং। দুর্ভাগ্য, পাপ। মন্দভাগ্য। পাপকার্য্য দ্বারা দুরদৃষ্ট জন্মে, যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহার একটী সংস্কার থাকে, সেই সংস্কারকে 'অদৃষ্ট' এইপদে অভি-হিত করা যায়,; ঐ অদৃষ্ট শুভাশুভ কর্ম্মসাধ্য। শুভকর্ম্ম করিলে অর্থাৎ পুণ্য কার্য্য করিলে শুভাদৃষ্ট ও পাপকার্য্য করিলে দুরদৃষ্ট হয়, এইজন্য পাপই একমাত্র দুরদৃষ্টের কারণ। [অদৃষ্ট দেখ।]

দুরদ্মনী (স্ত্রী) অদ-ভাবে মনিন্ বা ঙীপ্ দুষ্টা অদ্মনী প্রাদিস°। দুর্ভোজন। "পাহি দুরদ্মন্যা অবিধং নঃ পিতুং।" (শুক্লযজু ২।২০) 'অদনসদ্মনী দুষ্টা অদ্মনী দুরদ্মনী দুর্ভোজনং ততঃ মাং পাহি।" (বেদদীপ°)

দুরধিগ (ত্রি) দুঃখেন হধিগম্যতে হসৌ দুর-অধি-গম বাহু° কর্ম্মণি ড। ১ দুষ্প্রাপ্য। ২ দুর্জ্ঞেয়।

দুরধিগম (ত্রি) দুঃখেন অধিগম্যতে দু-অধি-গম কর্ম্মণি খল্। ১ দুষ্প্রাপ্য। ২ দুর্জ্ঞেয়।

দুরধিষ্ঠিত (ত্রি) দুর্ অধি-স্থা-ক্ত। ১ নিতান্ত মন্দভাবে সম্পা-দিত। (পুং) ২ অনুপযুক্ত গৃহাধিষ্ঠান।

দুরধীত (ক্লী) দুষ্টং অধীতং প্রাদিস°। দুষ্টাধ্যয়ন, মন্দাধ্যয়ন। "যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
সোঽনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥" (মহাভাষ্য)

যাহা অধীত হইয়াছে, অথচ অবিজ্ঞাত অর্থাৎ জানা হয় নাই, বলিবারও শক্তি নাই, অগ্নি ব্যতিরেকে যেমন শুষ্ককাষ্ঠ প্রজ্বলিত হয় না, সেইরূপ দুরধীত বিদ্যাও কোন ফলদায়ক হয় না।

দুরধ্যয় (ত্রি) দুঃখেন অধীয়তে দুর-অধি-ই খল্। অধ্যয়ন করিতে অশক্য। যাহা অনায়াসে অধ্যয়ন করিতে পারা যায় না। যাহা পড়িয়া উঠা কঠিন।

দুরধ্যবসায় (পুং) দুর্ দুষ্টঃ অধ্যবসায়ঃ। মন্দ কার্য্যে চেষ্টা বা দৃঢ় যত্ন।

দুরধ্ব (পুং) দুষ্টো অধ্বা প্রাদি সমাসঃ অচ্ সমা°। দুষ্টবর্ত্ম, খারাপ পথ।

দুরনুপালন (ত্রি) পালন করা অতি কঠিন।

দুরনুবোধ (ত্রি) যাহা স্মরণ করাও কঠিন।

ত (ত্রি) দুর্ অনু-স্থা-ক্ত। যাহা দুঃখে অনুষ্ঠান করা যায়।

দুরনুষ্ঠেয় (ত্রি) দুর্-অনু স্থা-যৎ। কষ্টে অনুষ্ঠানযোগ্য।

দুরন্ত (ত্রি) দুষ্টো হন্তো অবসানং যস্ত। মৃগয়া-দ্যূত-পানাদি-ব্যসন, যাহার অবসান অতিশয় অশুভজনক। যাহা প্রথমে আপাত রমণীয় বোধ হয়, পরে অতিশয় দুঃখ প্রদান করে।

"ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥" (মনু)

ব্যসনসমূহ অতিশয় দুরন্ত, ইহা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে।

দুর্জ্জ্ঞেয়ো হন্তঃ পরিচ্ছেদো যস্ত। ২ দুর্জ্জ্ঞেয়। ৩ গভীর। ৪ দুরতিক্রমণীয়।

"নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি! বিরহিজনস্ত দুরন্তে।" (গীতগোবিন্দ)

দুরন্তক (পুং) দুরন্ত-কপ্। ১ অসত্যমর্য্যাদ। ২ শিব।

"দুর্ধিজ্ঞেয়ো মহাদেবো দুরাধায়ো দুরন্তকঃ।" (ভারত অনু ৪১ অঃ)

দুরন্বয় (ত্রি) দুঃখেন অন্বীয়তে হসৌ দুর্ অনু-ই কর্ম্মণি খল্। দুঃখ দ্বারা অনুগমনীয়।

দুরন্বেষ্য (ত্রি) কষ্টে যাহার অনুসন্ধান করা যায়।

দুরভিগ্রহ (পুং) দুঃখেন আভিমুখ্যেন গৃহ্যতে হসৌ দুর্-অভি গ্রহ খল্। ১ অপামার্গ। (ত্রি) ২ দুঃখ দ্বারা গ্রাহ্য। (স্ত্রী) ৩ দুরালভা। ৪ কপিকচ্ছু। (রাজনি°)

দুরবগ্রহ (ত্রি) দুঃখেন অবগৃহ্যতে নিগৃহ্যতে হসৌ দুর্ অব-গ্রহ কর্ম্মণি খল্। কষ্টদ্বারা অনিগ্রাহ্য।

"বংশাগতো রিপুর্যস্ত বিচলেৎ দুরবগ্রহঃ।" (কামন্দকী)

দুরপচার (ত্রি) যাহাকে অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত করা যায় না।

দুরপনেয় (ত্রি) দুঃখেন হপনীয়তে হসৌ দুর্-অপ-নী যৎ। যাহা দূরীকরণ করা দুঃসাধ্য, যাহা অপনয়ন করা কঠিন।

দুরবগত (ত্রি) দুর্ অব গম-ক্ত। যাহা দুঃখে জ্ঞাত হওয়া যায়, যাহা দুঃখে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দুরবগম (ত্রি) দুর-অব-গম-খল্। দুর্জ্জ্ঞেয়, দুরধিগম্য।

দুরভিগাহ (ত্রি) দুষ্প্রবেশ্য, জটিল, দুর্ব্বোধ।

দুরবগ্রাহ্য (ত্রি) দুঃখেন অবগৃহ্যতে হসৌ দুর-অব-গ্রহ-ণ্যৎ দুঃখ দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায়।

দুরববোধ (ত্রি) দুঃখেন অববুধ্যতে হসৌ দুর-অব-বুধ-খলর্থে দুর্ব্বোধ্য, যাহা দুঃখে বুঝা যায়।

দুরবরোহ (ত্রি) দুঃখেন অবরুহ্যতে হসৌ দুর-অব-রুহ খলর্থে যঞ্। দুরারোহনীয়, যাহা কষ্টে আরোহণ করা যায়।

দুরববদ (ক্লী) বিরুদ্ধ বলা বা নিন্দা করার পক্ষে কষ্টকর অর্থাৎ যাহা সহজে মন্দ বলা যায় না।

দুরবস্থ (ত্রি) দুর দুষ্টা অবস্থা যস্ত। যাহার অবস্থা মন্দ, দুর্দ্দশাপন্ন।

দুরবস্থা (স্ত্রী) দুষ্টা অবস্থা প্রাদিস। দারিদ্র্যাদি মন্দা অবস্থা।

দুরবাপ (ত্রি) দুঃখেন অবাপ্যতেহসৌ অব-আপ-খল্। দুষ্প্রাপ্য, যাহা দুঃখে লাভ করা যায়।

দুরবেক্ষিত (ক্লী) দুষ্টং অবেক্ষিতং। মন্দ দৃষ্টি।

দুরসুয়্য (ত্রি) দুঃখ দিতে বা অনিষ্ট করিতে ইচ্ছু।

দুরহ্ন (পুং) দুর্ নিন্দিতং অহঃ। দুর্দিন, মন্দ দিন।

দুরাক (পুং) দুনোতীতি দু-ন উপতাপে আকঃ (আকঃ খজাদেঃ সত্ কিৎ। উণ্ ৪।২১৯) ইতি উণাদিকোষধৃত সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ ম্লেচ্ছবিশেষ। ২ ম্লেচ্ছদেশবিশেষ।

দুরাকাঙ্ক্ষ (ত্রি) দুর্ দুষ্টা আকাঙ্ক্ষা যস্ত। কিছুতেই যাহার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না, দুরপ্রত্যাশী, যে অসম্ভব বিষয়ের প্রত্যাশা করে।

দুরাকাঙ্ক্ষা (স্ত্রী) দুর্ দুষ্টা আকাঙ্ক্ষা। দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের অভিলাষ।

দুরাকৃতি (ত্রি) দুর্ দুষ্টা আকৃতি র্যস্ত। ১ মন্দ আকৃতিবিশিষ্ট। (স্ত্রী) দুষ্টা আকৃতি। ২ মন্দ আকৃতি, খারাপ আকার।

দুরাক্রন্দ (অব্য) দুঃখেন আক্রন্দ্যতেহসৌ আক্রন্দ-খল্। অতি দুঃখে ক্রন্দন।

দুরাক্রম (ত্রি) দুঃখেন আক্রম্যতেহসৌ দুর-আ-ক্রম-খল্। দুঃখদ্বারা আক্রমণীয়, দুরাক্রম্য।

দুরাক্রাম্য (ত্রি) দুর্ আ-ক্রম-ণ্যৎ। দুঃখদ্বারা আক্রমণীয়, যাহা সহজে আক্রমণ করা যায় না।

দুরাক্রোশ (পুং) দুঃখেন আক্রুশ্যতেহসৌ দুর্-আ-ক্রুশ খলর্থে ঘঞ্। আর্ত্তনাদ, কাতরে ক্রন্দন।

দুরাগত (ত্রি) দুঃখেন আগতঃ। ১ যে অতি কষ্টে আসিয়াছে। ২ যে অতি দুঃখে আসিয়াছে।

দুরাগম (পুং) মন্দ উপায়ে উপার্জ্জন।

দুরাগ্রহ (পুং) দুঃখেন আগৃহ্যতেহসৌ দুঃ-আ-গ্রহ-খল্। মন্দ বিষয়ে আগ্রহ যুক্ত।

দুরাচর (ত্রি) দুঃখেন আচর্য্যতেহসৌ দুর্ আ-চর-খল্। যাহা দুঃখে আচরণ করা যায়। দুশ্চর।

"সোহয়ং চতুর্ণামেতেষামাশ্রমানাং দুরাচরঃ।" (ভারত)

দুষ্টং আচরতি অচ্। ২ দুষ্টাচারযুক্ত।

"সমীরণঃ শ্রোত্রগতোহন্যথা চরঃ
সমন্ততঃ শূলমতীব কর্ণয়োঃ।
করোতি দোষৈশ্চ যথা শ্রমাবৃতঃ
সকর্ণশূলো কথিতো দুরাচরঃ ॥" (সুশ্রুত)

দুরাচরিত (ক্লী) দুঃখেন আচরিতং। যাহা অতি দুঃখে আচরিত হইয়াছে।

দুরাচার (পুং) আচর্য্যতে ইতি চর ভাবে ঘঞ্। দুর্দুষ্টঃ আচারঃ। ১ দুষ্ট আচার, বিরুদ্ধ আচরণ, কুব্যবহার, কদাচার।
"প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবর্জ্জিতাঃ।
দুরাচাররতাঃ সর্ব্বে সত্যবার্ত্তা পরাঙ্মুখাঃ॥" (অধ্যাত্মরামায়ণ)
কলিকালে লোক সকল পুণ্যকর্ম্মবিবর্জ্জিত হইবে এবং সর্ব্বদা মন্দকার্য্যে রত থাকিবে, সকলে সত্য কথা বলিতে পরাঙ্মুখ হইবে। (ত্রি) দুষ্টঃ আচারো যস্য। ২ দুষ্টাচারযুক্ত।
"দুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ॥" (মনু)

দুরাঢ্যঙ্কর (ত্রি) দুঃখেন আঢ্যং ক্রিয়তে কর্ম্মোপপদে খল্ মুম্। দুঃখ দ্বারা অনাঢ্য আঢ্যকরণীয়।

দুরাঢ্যম্ভব (ক্লী) দুঃখেন অনাঢ্যেন আঢ্যেন ভূয়তে, উপপদে ভাবে খল্-মুম্। দুঃখদ্বারা অনাঢ্যের আঢ্য হওয়া, যাহারা কষ্ট করিয়া দুরবস্থা হইতে ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

দুরাত্মতা (স্ত্রী) দুরাত্মনো ভাবঃ দুরাত্মন্-তল্-টাপ্। দুরাত্মার কার্য্য, দুরাত্মার ভাব।

দুরাত্মন্ (ত্রি) দুষ্টঃ আত্মা অন্তকরণং যস্য। দুষ্টান্তঃকরণ, পাপাত্মা, দুষ্ট, অত্যাচারী, নির্দ্দয়।
"যস্তু ধর্ম্মেণ কার্য্যাণি মোহাৎ কুর্য্যান্নরাধিপঃ।
অচিরাত্তং দুরাত্মানং বশে কুর্ব্বন্তি শত্রবঃ॥" (মনু ৮।১৭৪)
যে ব্যক্তি কন্যার দোষ গোপন করিয়া কন্যা সম্প্রদান করে, সে দুরাত্মা পদবাচ্য এবং তাহার দান নিষ্ফল হয়।
"যস্তু দোষবতীং কন্যা মনাখ্যায়োপপাদয়েৎ।
তস্য তদ্বিতথং কুর্য্যাৎ কন্যাদাতুর্দুরাত্মনঃ॥" (মনু ৯।৭৩)

দুরাদান (ত্রি) কষ্টে যাহা ধারণা করা যায়।

দুরাধন (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদি° ৬৭ অঃ)

দুরাধর (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭ অ°)

দুরাধর্ষ (পুং) দুষ্টান্ রাক্ষসান্ আধর্ষতি দুর্ আ-ধৃষ-অচ্। ১ শ্বেতসর্ষপ। ২ অধর্ষণীয়। ৩ অহঙ্কারী।
"জগন্নাথো দুরাধর্ষো গঙ্গাং ভাগীরথীং প্রতি।"
(ভারত অনু° ৫৮ অঃ)

দুরাধর্ষা (স্ত্রী) দুরাধর্ষ-টাপ্। কুটুম্বিনী বৃক্ষ।

দুরাধার (পুং) দুঃখেন আধার্য্যতে দুর্ আ-ধারি কর্ম্মণি খল্। ১ দুঃখ দ্বারা আধারণীয়। ২ চিন্তনীয়। (পুং) ৩ মহাদেব।
[দুরন্ত দেখ।]

দুরাধি (পুং) দুর্দুষ্টঃ আধিঃ। ক্লেশজনক, দুঃখজনক।

দুরাধী (ত্রি) [বৈ] মন্দধী, মন্দচেষ্টাকারী।

দুরানম (ত্রি) দুঃখেন আনম্যতে দুর্ আ-নম পিচ্ কর্ম্মণি খল্। দুঃখদ্বারা আনমনীয়। "স বিচিন্ত্য চ ধর্ম্মুর্দ্দুরানমং" (রঘু)

দুরানী, আফগানস্থানের মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী একজাতি, ইহাদের অপর নাম আবদালি। দুরানী শব্দটী পারস্য ভাষা হইতে উৎপন্ন, ইহার মৌলিক অর্থ 'মুক্তা সম্বন্ধীয়'। আবদালি জাতি দক্ষিণ কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তাখচিত একটী কুণ্ডল পরিধান করে, এই জন্য ইহাদের প্রথম রাজা বীরবর আহ্মদ শাহ আবদালী 'দুরিদুরান্' অর্থাৎ মুক্তাবলীর মুক্তা উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার পর হইতে সমগ্র আবদালি জাতি দুরানী নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। এই জাতি সাদ্দোজাই, পপুলজাই, বারক্জাই, হল্কোজাই, নুরজাই, ইশাক্জাই ও খাগবানি এই কয়টী শাখায় বিভক্ত। ইহাদের আদি বাসস্থান কান্দাহার (প্রাচীন গান্ধার) প্রদেশ; তথা হইতে ইহারা বহুকাল হইতে হেলমন্দ ও অর্ঘন্দাবনদী তীর দিয়া বর্ত্তমান হাজারা প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কাবুল হইতে জলালাবাদ প্রদেশে স্থানে স্থানে দুই একজন দুরানী বাস করে, ঐ সকল স্থানে ইহারা সর্ব্বত্রই হয় জমিদার অথবা সৈনিক-বিভাগের বৃত্তিভোগী। কেহই সামান্য প্রজাভাবে বাস করে না।

প্রসিদ্ধ আহ্মদ শাহ আবদালী (পরে দুরানী) নিজ অসাধারণ বীরত্ব ও অধ্যবসায় প্রভাবে এই জাতিকে প্রবল পরাক্রান্ত রণকুশল এবং দিগ্বিজয়ী করিয়া তুলেন। [আহ্মদ শাহ আবদালি দেখ।] তাঁহারই সময়ে এই জাতির চরম উন্নতি হইয়াছিল। পূর্ব্বে শতদ্রু ও সিন্ধুতীর হইতে পশ্চিমে পারস্যের মরুভূমি এবং উত্তরে আমু বা অক্সস্ নদী হইতে দক্ষিণে আরবসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশে দুরানী-শাসন সংস্থাপিত হয়। আহ্মদের বারবার রত্নভূমি ভারতবর্ষ লুণ্ঠনে ঐ জাতি রাজপদে উন্নীত এবং মহাসমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়ে। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পশুপালক বা দস্যুবৃত্ত সর্দ্দারগণ সম্ভ্রান্ত সভাসদে পরিণত হয়। কিন্তু অসভ্য অশিক্ষিত অবস্থা হইতে দৈবক্রমে একবারেই প্রভূত ধন সম্পত্তি ও ক্ষমতা লাভ করিয়া ইহারা অধিকদিন তাহা রাখিতে পারে নাই। আহ্মদ-শাহের মৃত্যুর পরই তাঁহার পুত্র বিলাসী, দুর্ব্বলচেতা ও নিরুদ্যম তৈমুরের রাজত্বকালে অনেক প্রদেশ তাঁহার অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ সমস্ত রাজ্য পরস্পর বিভাগ করিয়া লয়। কিন্তু শীঘ্রই গৃহবিবাদে তাহারা সকলেই হীনবল হইয়া পড়ে, তখন বারকজাই বংশীয় দোস্তমহম্মদ কাবুলের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ কান্দাহার, খিলাত প্রভৃতি স্থানে রাজ্য স্থাপন করে। এইরূপে সাদ্দোজাই বংশ হইতে বারক-জাই বংশীয়গণের হস্তে আফগানস্থানের রাজ্যশাসন ন্যস্ত হয়। সাদ্দোজাই বংশীয় আহ্মদশাহ দুরানীর বংশধর সুজা লুধিয়ানায় ইংরাজের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকে।

ভারতগবর্মেণ্ট রুষিয়ার আক্রমণ হইতে সতর্কতা অবলম্বন জন্ম দোস্তমহম্মদের সহিত সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু দোস্তমহম্মদ সম্মত না হওয়ায় ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবিলম্বে দোস্তমহম্মদ ইংরাজ করে আত্মসমর্পণ করিলে তিনি ভারতবর্ষে প্রেরিত হন। কিন্তু তৎপরেই কাবুল-যুদ্ধের সময় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সুজা দুর্দ্দান্ত আফগান কর্ত্তৃক নিহত হন। ঐ বৎসর কাবুলস্থ ইংরাজ সেনা সকল বিনষ্ট হইল, প্রতিশোধ দিবার জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্ট পলক সাহেবের অধীনে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্য প্রতিশোধ লইয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিলে দোস্ত মহম্মদকে আফগানস্থানের আমীর পদে অভিষিক্ত করিয়া পাঠান হয়। যুদ্ধপ্রিয় আফগানগণ সাহসী বীর দোস্ত মহম্মদকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তদবধি ঐ বংশীয়েরাই রাজত্ব করিতেছে।

দুরাপ (ত্রি) দুঃখেন আপ্যতে দুর্-আপ-খল্। ১ দুষ্প্রাপ্য।
"ইক্ষাকূনাং দুরাপেঽর্থে ত্বদধীনা হি সিদ্ধয়ঃ।" (রঘু)
(ক্লী) ভাবে খল্। ২ দুষ্প্রাপ্তি।

দুরাপন (ত্রি) দুর্-আপ-ল্যুট্। দুষ্প্রাপ, দুরাপ, যাহা দুঃখে পাওয়া যায়। "পরে হি দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি" (ঋক্ ১০।৯৫।২)
'দুরাপনা দুষ্প্রাপ্যদুরাপা বাস্মি।' (সায়ণ)

দুরাপাদন (ত্রি) দুঃখেন আপাদ্যতে দুর্-আ-পাদ-ল্যুট্। দুঃখ দ্বারা আপাদনীয়, দুরূহ।
"কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাং।
যৈরাশ্রিততীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ॥" (ভাগবত ৩।২৩।৪১)

দুরাপূর (ত্রি) দুঃখেন আপূর্য্যতে আ-পূর খল্। ১ দুষ্পূর, যাহা অতি কষ্টে পূর্ণ হয়। ২ দুঃখদ্বারা চারিদিকে যাহা পূর্য্যমাণ, যাহার সকল দিকে দুঃখ পূর্ণ আছে।
"দুরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা।
শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতি হি॥" (ভাগ° ৭।৬।৮)
'দুরাপূরেণ দুঃখৈঃ সমন্তাৎ পূর্য্যমাণেন।' (শ্রীধর)

দুরাবাধ (ত্রি) ১ দুঃখ বা পীড়া দিবার যোগ্য নহে। (পুং) ২ শিব।

দুরাম্নায় (ত্রি) দুঃখে যাহা আয়ত্ত করা যায়।

দুরায্য (ত্রি) দুরাপ্য, দুষ্প্রাপ্য। (বেদ)

দুরারক্ষ্য (ত্রি) দুঃখেন আরক্ষ্যতে দুর্-রক্ষ-যৎ। ১ দুঃখদ্বারা রক্ষণীয়। ২ যাহা অতি কষ্টে রক্ষা করা যায়।

দুরারাধ্য (ত্রি) দুঃখেন আরাধ্যতে আ-রাধ-যৎ। দুঃখদ্বারা আরাধনীয়, যাহা অতি কষ্টে আরাধনা করা যায়।
"ইতি লোকাদ্বহুমুখাদ্দুরারাধ্যাদসংবিদঃ।" (ভাগ° ৯।১১।১০)
২ বিষ্ণু। (ভাগ° ৪।৮।৩০)

দুরারিহন্ (পুং) দুষ্টমিয়র্ত্তি দুর্-ঋ-ণিনি দুরারী দুর্গামী অসুরঃ তং হন্তি হন-কিপ্

দুরারুহ (পুং) দুঃখেন আরুহ্যতে হসৌ দুর্-আ ঘঞর্থে কর্ম্মণি ক। ১ বিল্ববৃক্ষ। ২ নারিকেল বৃক্ষ। (ত্রি) ৩ দুরারোহণীয়, যাহা দুঃখে আরোহণ করা যায়।

দুরারুহা (স্ত্রী) খর্জ্জুরীবৃক্ষ।

দুরারোহ (পুং স্ত্রী) দুঃখেন আরুহ্যতে দুর্-আ-রুহ-খল্। ১ সরঠ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (স্ত্রী) ২ শ্রীবল্লী। ৩ শাল্মলিবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ দুরারোহণীয়। "দুরারোহং পদং রাজ্ঞাং সর্ব্বলোকনমস্কৃতং।" (কামন্দক) ভাবে খল্। (পুং) দুঃখ দ্বারা আরোহণ। কষ্টে যাহাতে আরোহণ করা যায়।

দুরালক্ষ্য (ত্রি) দুঃখেন আলক্ষ্যতে দুর্-আ-লক্ষ্য-যৎ। অতি কষ্টে যাহা লক্ষ্য করা যায়।

দুরালভ (ত্রি) দুঃখেন-আলভ্যতে আ লভ-খল্। দুর্লভ্য, যাহা দুঃখে লাভ করা যায়।

দুরালভা (স্ত্রী) দুরালভ-টাপ্। স্বনামখ্যাত কণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুপ বিশেষ। আলকুশীলতা, হিন্দীভাষায় হিঙ্গুয়া, যবাস ভেদ। পর্য্যায়—দুরালম্ভা, ধন্বয়াস, তাম্রমূলা, কচ্ছুরা, দুস্পর্শা, ধন্বী, ধন্বযবাসক, প্রবোধনী, সূক্ষ্মদলা, বিরূপা, দুরভিগ্রহা, দুর্লভা, দুষ্প্রধর্ষা, যাস, যবাস, দুস্পর্শ, কুনাশক, রোদনী, অনন্তা, সমুদ্রান্তা, গান্ধারী, কাষায়া, ধনুর্যাস, যুবস, কচ্ছুরা, বিকণ্টক, পদ্মমুখী। (শব্দচ°) ইহার গুণ—সারক, জ্বর, ছর্দ্দি, শ্লেষ্মা, পিত্ত, বিসর্প ও বেদনানাশক। (রাজব°) কটু, তিক্ত, উষ্ণ, ক্ষার, অম্ল, মধুর, বাত, গুল্ম ও প্রমেহনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

দুরালম্ভ (ত্রি) দুর আ-লভ-খল্ মুম্। দুরালভ, দুষ্প্রাপ। স্ত্রিয়াং টাপ্ দুরালম্ভা। [দুরালভা দেখ।]

দুরালাপ (পুং) দুর্দুষ্টঃ আলাপঃ। কটু কথা, গালি। (ত্রি) দুর্দুষ্টঃ আলাপো যস্য। কটুভাষী, দুষ্টবক্তা।

দুরালোক (ত্রি) ১ অত্যুজ্জ্বল। (পুং) ২ অত্যুজ্জ্বলতা, মহাদ্যুতি।

দুরাবর্ত্ত (ত্রি) সহজে যাহা ফিরান যায় না।

দুরাবহ (ত্রি) যাহা আনা কষ্টকর।

দুরাব্য (ক্লী) অবগত্যাদৌ ভাবে ণ্যৎ দুষ্টং আব্যং গতিঃ। দুষ্টমতি। "সুবিততস্য মনামহে হতিসেতুং দুরাব্যম্।" (ঋক্ ৯।৪১।২) 'দুরাব্যং দুষ্টমতিং।' (সায়ণ)

দুরাশ (পুং) দুর্দুষ্টা আশা যস্য। দুরাশান্বিত।

দুরাশা (স্ত্রী) দুর্দুষ্টা আশা। দুর্ম্মনোরথ। দুষ্পূরাশা।

দুরাশয় (পুং) দুর্দুষ্টঃ আশয়ঃ। দুষ্ট আশয়। মন্দচিত্ত।
"স্ফুটনির্ভিন্ন দুরাশয়ো হধমঃ।" (মাঘ)
দুষ্টঃ আশয়ো যস্য। (ত্রি) ২ দুষ্টাশয়যুক্ত।

দুরাস (ত্রি) অজেয়, অবহিষ্করণীয়, অনির্ব্বাসনীয়।

দুরাসদ (ত্রি) দুঃখেন আসাদ্যতে হসৌ দুর্ আ-সদ-কর্ম্মণি খল্। ১ দুষ্প্রাপ্য, দুর্দ্ধর্ষ, দুর্ব্বিষহ, দুঃসহ।

"সবভূব দুরাসদঃ পরৈঃ" (রঘু)

দুরাসিত (ক্লী) দুর্-আস্-ক্ত। ১ বসিবার অনুপযুক্ত। ২ বসা খারাপ

দুরাহর (ত্রি) দুঃখেন আহ্রিয়তে হসৌ দুর্ আ-হৃ-খল্। দুঃখ দ্বারা আহরণীয়, যাহা দুঃখে আহরণ করা যায়।

দুরাহা (ত্রি) দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য।

দুরিত (ক্লী) দুষ্টং ইতং গমনং নরকাদিস্থানপ্রাপ্তিরস্মাৎ। ১ পাপ।

"দুরিতৈরপি কর্ত্তুমাত্মসাৎ প্রযতন্তে নৃপসূনবো হি যৎ।" (রঘু ৮।২) (ত্রি) ২ পাপযুক্ত।

দুরিতক্ষয় (পুং) দুরিতস্য ক্ষয়ঃ। পাপক্ষয়।

দুরিতদমনী (স্ত্রী) দুরিতং দম্যতে হনয়া দম-করণে ল্যুট্ ঙীপ্। ১ শমীবৃক্ষ। ২ (ত্রি) পাপদমনসাধন মাত্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৩ পাপনাশিনী।

দুরিতারি (পুং) দুরিতস্য অরিঃ ৬তৎ। ১ দুরিতনাশক, পাপনাশক। ২ জৈনদিগের শাসনদেবতাভেদ।

"চক্রেশ্বর্যজিতা বালা দুরিতারিশ্চ কালিকা।
মহাকালী শ্যামা শান্তা ভ্রুকুটিশ্চ সুতারকা॥
আকাশা মানবী চণ্ডা বিদিতা চাঙ্কুশী তথা।
কন্দর্পনির্ব্বাণবলা ধারিণী ধরণপ্রিয়া॥
নরদত্তাথ গান্ধার্য্যম্বিকা পদ্মাবতী তথা।
সিদ্ধার্থিকা চেতি জৈন্যঃ ক্রমাচ্ছাসনদেবতা॥" (হেম°)

যথাক্রমে এই সকল জৈনদিগের শাসনদেবতা।

দুরিষ্ট (ক্লী) দুষ্টং ইষ্টং যজ্ঞঃ। অভিচারার্থ যজ্ঞ, অভিচার করার জন্য যে যজ্ঞ করা যায়।

দুরিষ্টকৃৎ (পুং) দুরিষ্টং অভিচারযজ্ঞং করোতীতি কৃ-কিপ্ তুগাগমঃ। অভিচারযজ্ঞকর্ত্তা।

"দেবদ্বিজপিতৃদ্বেষ্টা রত্নদূষয়িতা চ যঃ।
স যাতি কৃমিভক্ষে বৈ কৃমীশে চ দুরিষ্টকৃৎ॥" (বিষ্ণুপু° ২।৬।১৪)

যাহারা দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃদিগকে দ্বেষ করে, এবং রত্নাপহরণ ও দুরিষ্ট যজ্ঞ করে, তাহারা কৃমিভক্ষ বা কৃমীশ নরকে গমন করিয়া থাকে।

দুরিষ্টি (স্ত্রী) দুষ্টা ইষ্টিঃ। অশাস্ত্রীয় যজ্ঞ। "পাহি দুরিষ্ট্যৈ" (শুক্লযজু ২।২০)

দুরিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরেষাং বা অতিশয়েন দুঃ নিন্দিতঃ। অতিমন্দ।

দুরীশ (পুং) দুষ্টঃ ঈশঃ প্রভুঃ। নিন্দিত প্রভু।

দুরীষণা (স্ত্রী) দুর্দুষ্টা ঈষণা ইচ্ছাভিশংসনং। শাপ।

দুরু (পুং) পর্ব্বতভেদ। (ভারত অনু° ১৬৫ অঃ)

'দুরুদুর্দ্দন্তথা' এই স্থলে দুরু ও দুদ এই পদ সাধু নহে, ঐ স্থলে 'দুদুর্রস্তথা' এইরূপ পদ সাধু। তাহা হইলে দুরুর পরিবর্ত্তে দর্দ্দুর এইরূপ পাঠ হইবে।

দুরুক্ত (ক্লী) দুষ্টং উক্তং। দুষ্টবচন, দুর্ব্বাক্য, কটু কথা, গালি।

দুরুক্তি (স্ত্রী) দুষ্টা উক্তিঃ। কটুবাক্য, মন্দভাসন।

দুরুচ্চার (ত্রি) দুঃখেন উচ্চার্য্যতেহসৌ দুর্-উৎ-চর খলর্থে ঘঞ্। অনুচ্চার্য্য, যাহা উচ্চারণ করিতে পারা যায় না।

দুরুচ্চার্য্য (ত্রি) দুর-উৎ-চর-ণ্যৎ। যাহা সহজে উচ্চারণ করা যায় না।

দুরুচ্ছেদ (ত্রি) দুঃখেন উচ্ছিদ্যতেহসৌ দুর-উদ্-ছিদ কর্ম্মণি খল্। ১ দুর্ব্বার, দুরপনেয়, দুর্নিবার, যাহা অতিকষ্টে উন্মূলিত করা যায়।

দুরুচ্ছেদ্য (ত্রি) দুর্ উৎ-ছিদ-ণ্যৎ। দুশ্ছেদ্য।

দুরুত্তর (ত্রি) দুঃখেন উত্তীর্য্যতেহসৌ দুর উৎ-তৃ-কর্ম্মণি খল্। ১ দুস্তর। ২ অনুত্তর, যাহার উত্তর দেওয়া কঠিন। দুষ্টং উত্তরং। (ক্লী) ৩ দুষ্ট উত্তর বাক্য, অসদুত্তর।

দুরুত্তোল্য (ত্রি) দুস্তোল্য, যাহা সহজে উত্তোলন করা যায় না।

দুরুৎসহ (ত্রি) দুঃসহ, অসহনীয়।

দুরুদয় (ত্রি) ১ যাহা ভাল দেখা যায় না। ২ দুর্নিরীক্ষ্য।

দুরুদাহর (ত্রি) দুঃখেন উদাহ্রিয়তে দুর্-আ-হৃ কর্ম্মণি খল্। সহজে যাহার উদাহরণ দেওয়া বা বলা যায় না।

"অনুজ্ঝিতার্থসম্বন্ধঃ প্রবন্ধো দুরুদাহরঃ।" (মাঘ)

দুরুদ্বহ (ত্রি) দুর্ব্বহ, দুঃসহ।

দুরুধুরা (স্ত্রী) যোগভেদ।

রবিবর্জ্জং দ্বাদশগৈরনফা চন্দ্রাদ্দ্বিতীয়গৈঃ সুনফা।
উভয়স্থিতৈ দুরুধুরা কেমদ্রুম সংজ্ঞকোহন্যঃ॥" (বৃহজ্জাতক)

জন্মকালে রবি ভিন্ন অন্যগ্রহ দ্বাদশ গৃহে অবস্থান করিলে অনফা যোগ হয় এবং যদি রবি ভিন্ন গ্রহ, চন্দ্র হইতে দ্বিতীয় ভবনস্থ হন, তাহা হইলে সুনফাযোগ হয়; যদি ঐ উভয়ের যোগ হয়, অর্থাৎ রবি ভিন্ন গ্রহ লগ্ন হইতে দ্বাদশ গৃহে থাকিয়া চন্দ্র হইতে দ্বিতীয় গৃহে অবস্থান করেন, তাহা হইলে দুরধুরা যোগ হয়। এই দুরুধুরা যোগে জন্ম হইলে মনুষ্য বাগ্মিতা, ধন, বিক্রম প্রভৃতি অন্যান্য গুণসমূহ দ্বারা ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হয়। সে ব্যক্তি সর্ব্বদা স্বাধীনতা ভোগ করে এবং সৌম্যমূর্ত্তি,

ধনবান্, উত্তম সৌভাগ্যশালী, সুখোপভোগী, দাতা, কুটুম্ব প্রতিপালক, সুবুদ্ধি ও উত্তম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে।

(বৃহজ্জাতক)

দুরুপক্রম (ত্রি) দুঃখেন উপক্রম্যতেঽসৌ দুর্ উপ-ক্রম খল্। দুরাসদ, দুর্গম, যেথানে যাওয়া কঠিন।

দুরুপচার (ত্রি) দুর-উপ-চর-ঘঞ্। অনুপশম্য।

দুরুপলক্ষ (ত্রি) দুঃখেন উপলক্ষ্যতেঽসৌ দুর্ উপ-লক্ষ-খল্। দুর্নিরীক্ষ।

দুরুপসর্পিন্ (ত্রি) দুঃখেন উপসর্প যত উপ-সৃপ-ণিনি। অতর্কিতভাবে আগত।

"একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণং।" (মনু ৭।৯)

দুরুপস্থান (ত্রি) দুষ্প্রাপ্য।

দুরুপায় (পুং) দুষ্টঃ উপায়ঃ। দুষ্টোপায়, মন্দোপায়।

দুরূহ (ত্রি) দুঃখেন উহ্যতে দুর্ উহ কর্ম্মণি খল্। দুর্বিতর্ক।

"জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যে দুরূহদ্রুতে।"(গীতগোবিন্দ)

দুরেবা (ত্রি) দুর-ই বাহু' ব। দুঃখদ্বারাগম্য।

"প্রাদেবীর্মায়াঃ সহতে দুরেবাঃ।" (ঋক্ ৫।২।৯)

'দুরেবাঃ দুঃখগমনা' (সায়ণ)

দুরোক (ত্রি) দুষ্ট ওকো সমবায়ো অত্র। দুঃসেব।

"দুরোকমগ্নিরায়বে শুশোচ।" (ঋক্ ৭।৪।৩)

'দুরোকং দুঃসেবং' (সায়ণ)

দুরোণ (পুং) গৃহ। (নিঘণ্টু) যজ্ঞগৃহ। "কাব্যয়ো রাজা নেষু ক্রত্বা দক্ষস্য দুরোণে।" (শুক্লযজু ৩৩।৭২) 'দুরোণে যজ্ঞগৃহে।' (মহীধর)

দুরোণয়ু (পুং) যজমান গৃহের মিশ্রয়িতা। "অসি দিবস্যায়ু-র্দুরোণয়ু।" (ঋক্ ৮।৬০।১৯) 'দুরোণয়ু র্যজমানগৃহস্য মিশ্রয়িতা।' (সায়ণ)

দুরোদর (পুং) দুষ্টং আ সমন্তাদুদরমস্য। ১ দ্যূতকার। ২ পণ। ৩ অক্ষ। (ক্লী) ৪ দ্যূত। "দুরোদরচ্ছদ্মজিতাং সমীহতে নয়েন জেতুং জগতীং সুযোধনঃ।" (কিরাত')

দুর্গ (পুং ক্লী) দুঃখেন গম্যতে ঽসৌ দুর্ গম বাহু ড। প্রসিদ্ধ রাজাদিগের আশ্রয়ণীয় কোট্ট, গড়, কেল্লা। কালিকাপুরাণে দুর্গের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—রাজা নগরের অদূরে প্রাকার অট্টালিকা ও তোরণ দ্বারা ভূষিত দুর্গ প্রস্তুত করাইবেন, নগর যদি কোনরূপ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতীকার করা যায়। দুর্গ রাজাদের প্রধান সহায়। দুর্গস্থিত একজন ধনুর্দ্ধারী অন্য স্থানস্থিত একশত লোকের সহিত এবং দুর্গস্থিত একশত লোক সহস্র লোকের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। এই জন্য সকল স্থলেই দুর্গের প্রশংসা দৃষ্ট হয়। জলদুর্গ, ভূমিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, বনদুর্গ, মরুদুর্গ এবং পর্ব্বতদুর্গ এই ষড়্বিধ দুর্গের মধ্যে দেশানুসারে যে কোন দুর্গ করিতে পারে, পার্ব্বত্যদেশে সুবিধা হইলে পর্ব্বতদুর্গ, মরুদেশে মরুদুর্গ ইত্যাদি। দুর্গ করিতে হইলে নগর ধনুর ন্যায়, ত্রিকোণ বা গোল অথবা চতুষ্কোণ করিবে। অন্যরূপ দুর্গ করিতে নাই। মৃদঙ্গাকার দুর্গ করিতে নাই, এইরূপ দুর্গ কুলনাশক। রাক্ষসরাজ রাবণের লঙ্কাদুর্গ মৃদঙ্গাকৃতি ছিল। বলিরাজের শোণিতপুরে তেজোময় দুর্গ প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ইহা ব্যজনাকৃতি ছিল, এই জন্য বলি শ্রীভ্রষ্ট এবং লঙ্কাধিপতি রাবণ বিনষ্ট হয়। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের অযোধ্যানগর ধনুর ন্যায় ত্রিকোণ, এই জন্য ইহা সর্ব্বদা জয়প্রদ। রাজা দুর্গভূমিতে দুর্গা দেবী ও দুর্গদ্বারে দিক্‌পালগণকে যথাবিধি পূজা করিলে জয়লাভ করেন। রাজা জয় বৃদ্ধি প্রভৃতি কামনায় দুর্গসন্নিবেশ করিবেন। (কালিকাপু' ৮৪ অঃ)

রাজা দুর্গ প্রস্তুত করিয়া দুর্গমধ্যে বাস করিবেন, ইহাতে অধিকাংশ বৈশ্য ও শূদ্র, অল্প ব্রাহ্মণ এবং অনেক কর্ম্মকার রাখিয়া দিবেন। এইরূপ স্থলে দুর্গ নির্ম্মাণ করা প্রশস্ত, যে স্থলে শত্রুগণ হঠাৎ আসিতে না পারে এবং নানা প্রকার ফলপুষ্পাদি সুশোভিত থাকে, ব্যাল ও তস্কর প্রভৃতির কিছুমাত্রও উপদ্রব নাই। এমন পরচক্রের অগম্য অদেবমাতৃক ভক্তজন দেশই প্রশস্ত! ধনুদুর্গ, মহীদুর্গ, নরদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, অম্বুদুর্গ ও গিরিদুর্গ এই ষড়্‌বিধ দুর্গ। ইহার মধ্যে যে কোন এক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া রাজা বাস করিবেন। এই ৬ প্রকার দুর্গের মধ্যে শৈলদুর্গ সর্ব্বোত্তম, অভেদ্য এবং শত্রুভেদন। তথায় অন্তের দুর্গম উৎকৃষ্ট অন্নযন্ত্রায়ুধসম্পন্ন এবং হট্টাদি ও দেবালয়াদি বিশিষ্ট পুর স্থাপন করিবেন। (অগ্নিপু')

রাজা প্রভূত ধন সম্পত্তি, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বলসম্পন্ন হইয়া দুর্গ প্রস্তুত করাইয়া তাহার মধ্যে অবস্থান করিবেন। দুর্গ-নির্ম্মাণের এইরূপ স্থান প্রশস্ত, যেথানে অনেক বৈশ্য ও শূদ্র এবং অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও বহুসংখ্যক কর্ম্মকার অবস্থান করে, অনেক অনুরক্ত লোক যে স্থলে বাস করে, যেথানে প্রজা সকল করভারে পীড়িত না হয় ও রাজার সুখদুঃখভাগী হয়, যে স্থলে ভূমি অদেবমাতৃক, বৃক্ষাদি সকল ফলভরে অবনত, পরচক্রের অগম্য, যে স্থলে শত্রু প্রভৃতি হঠাৎ না যাইতে পারে, সরীসৃপ, ব্যাঘ্র ও তস্কর প্রভৃতি বর্জ্জিত যে স্থল, এইরূপ স্থলই দুর্গনির্ম্মাণের পক্ষে প্রশস্ত। যে কোন দুর্গ প্রস্তুত করিতে হইলে দুর্গের চারিদিকে পরিখা প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে প্রাকার এবং

অট্টালকসংযুক্ত করিয়া তাহার চারিদিকে শত শত শতঘ্নীযন্ত্র সন্নিবেশ করিতে হইবে। তাহাতে মনোহর সকপাট গোপুর করিয়া পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত করিবে এবং ইহার মধ্যে চারিটী আয়তবীথি প্রস্তুত করিয়া একটী বীথিকার অগ্রভাগে সুদৃঢ়ভাবে দেবতার গৃহ, দ্বিতীয় বীথিকার অগ্রে রাজবেশ্ম, তৃতীয় বীথ্যগ্রে ধর্ম্মাধিকরণ অর্থাৎ বিচারালয় ও চতুর্থ বীথিকার অগ্রভাগে গোপুর প্রস্তুত করিবে। পুর চতুরস্র আয়ত বা বৃত্তাকার হইবে। ত্রিকোণ, যবমধ্য, অর্দ্ধ চন্দ্রাকার বা বজ্রাকারও করা যাইতে পারে। নদীতীরে পুরাদি করিতে হইলে অর্দ্ধচন্দ্রাকার বিশেষ প্রশস্ত। নদীতীরে অন্য কোন প্রকার শুভদায়ক নহে। রাজগৃহের দক্ষিণদিকে কোশাগার ও তাহার দক্ষিণে গজস্থান করিতে হইবে, গজগৃহ পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে, অগ্নিকোণে অস্ত্রাগার, মহানস, অপরাপর কর্ম্মশালা, পুরোহিতের গৃহ, রাজগৃহের বামদিকে মন্ত্রী বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ, চিকিৎসক, কোষ্ঠাগার, গো এবং অশ্বস্থান করিতে হইবে। অশ্বশালার উত্তর বা দক্ষিণদিকে শ্রেণী প্রশস্ত, ইহা ভিন্ন অন্যদিকে শুভদায়ক নহে। অশ্বশালায় সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিতে হইবে এবং অশ্বশালাতে কুক্কুট, বানর, মর্কট ও সবৎসাধেনু রাখিয়া দিবে। গো, গজ ও অশ্বশালাতে সূর্য্য অস্তমিত হইলে ইহাদের পুরীষ নির্গম করিবে না। রাজা এইরূপ দুর্গমধ্যে যথাক্রমে যোধ, শিল্পী, মন্ত্রী, গোবৈদ্য, অশ্ববৈদ্য, গজবৈদ্য প্রভৃতির অবস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। দুর্গমধ্যে নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা, এই জন্য তাহার প্রতীকারের জন্য বৈদ্য প্রভৃতিকে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিবেন। দুর্গমধ্যে নানা প্রকার প্রহরণযুক্ত সহস্রঘাতী, অর্থাৎ যিনি সহস্রকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন তাহার উপর এই দুর্গ রক্ষার ভার অর্পণ করিবেন। দুর্গদ্বার সুগুপ্ত থাকিবে এবং ইহার কার্য্যকলাপ কেহ যেন জানিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান করিবেন। দুর্গমধ্যে সকল প্রকার আয়ুধ, ধনু, তোমর, খড়্গ, কবচ, বসা, লগুড়, গুড়, হুড়, পরিঘ, প্রস্তর, মুদ্গর, ত্রিশূল, পট্টিশ, কুঠার, শূল, শক্তি, পরশ্বধ, চক্র, বর্ম্ম, কুদ্দাল, রজ্জু, বেত্র, পীঠক, তুষ, দাত্র প্রভৃতি সকল প্রকার অস্ত্র শস্ত্রাদির সঞ্চয় করিবেন। সকল প্রকার বাদিত্র প্রভৃতি, সকল প্রকার ওষধি, প্রভূত পরিমাণ যবস, ইন্ধন, গুড়, তৈল, বসা, গোরস, মজ্জা, স্নায়ু, অস্থি, গোচর্ম্ম, পটহ, ধান্য, যব, গোধূম, রত্ন, সকল প্রকার বস্ত্র, কলায়, মুদ্গ, মাষ, চণক, তিল প্রভৃতি সকল প্রকার শস্য, পাংশু, গোময়, শণ, সর্জ্জরস, ভূর্জ্জ, জতু, লাক্ষা, টঙ্কণ, আশী-বিষ দ্বারা কুম্ভ, ব্যাল, সিংহাদি মৃগপক্ষী এই সকল যথাস্থানে দুর্গমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিবেন এবং নানা প্রকার ফল প্রভৃতি ইহাতে রক্ষা করিবেন।

ভীত, প্রমত্ত, কুপিত, বিমানিত, কুভৃত্য ও পাপাশয় লোককে দুর্গমধ্যে রাখিবেন না। (মৎস্যপু° ২১৭ অ:)

দুর্গ রাজাদিগের প্রধান সহায়, দুর্গ না থাকিলে রাজ্য কিছুতেই রক্ষা হয় না। রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে দুর্গ সুদৃঢ় করিয়া রাখা নিতান্ত প্রয়োজন।

দুর্গের বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—রাজার কিরূপ পুরে অবস্থান করা উচিত যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নে ভীষ্মদেব এইরূপ বলিয়াছেন, দুর্গ ৬ প্রকার—ধনুর্দুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, জলদুর্গ ও বনদুর্গ সর্ব্বাগ্রে এই ৬ প্রকার দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ দুর্গ মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন পুরী স্থাপন করিবে। যে পুরী দুর্গমধ্যে অবস্থিত এবং দুর্গের প্রাকার, সুদৃঢ় পরিখা, হস্তী, অশ্ব ও রথে সমাকীর্ণ, যথায় অনেক বিদ্বান্ শিল্পী ও সুনিপুণ ধার্ম্মিকেরা বাস করিয়া থাকে, অসংখ্য তেজস্বী মনুষ্য এবং হস্তী, অশ্ব, চত্বর ও আপণ থাকে, সেই স্থলে কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। দুর্গমধ্যে কোষ, সৈন্য ও মিত্র পরিবর্দ্ধন এবং বিচারালয় সংস্থাপনপূর্ব্বক অন্যান্য নগর ও গ্রাম হইতে দোষ সকল দূরীকৃত করিতে সচেষ্ট হইবে। সর্ব্বদা দুর্গ মধ্যে অস্ত্রসংখ্যা বৃদ্ধি, ধান্যাদি সংগ্রহ এবং যন্ত্র ও অর্গল রক্ষা করিবে; কাষ্ঠ, লৌহ, তুষ, অঙ্গার, শৃঙ্গ, অস্থি, বংশ, মজ্জা, তৈল, মধুক্রম, ঔষধ, শণ, সর্জ্জরস, শর, চর্ম্ম, স্নায়ু, বেত্র, মুঞ্জ ও বল্বজ সংগ্রহ, পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতি নানা প্রকার জলাশয়, বট অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ সমুদয় যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে। আচার্য্য, ঋত্বিক্, পুরোহিত, স্থপতি, সাম্বৎসরিক, চিকিৎসক, প্রজ্ঞাবান্ ও জিতেন্দ্রিয় প্রভৃতি সাধু লোকসমূহকে পরম সমাদরে এই দুর্গস্থ পুরী মধ্যে অবস্থান করাইয়া ন্যায়ানুসারে দণ্ড বিধান করিবে। যে রাজা দুর্গ নির্ম্মাণ না করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তিনি অচিরাৎ রাজ্যচ্যুত হন এবং লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হন। দুর্গই রাজাদিগের প্রধান সহায়। এই জন্য দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া তাহা সুদৃঢ়ভাবে রক্ষাপূর্ব্বক যথানিয়মে রাজ্যপালন করিবেন। (ভারত শান্তিপর্ব্ব) [রাজধর্ম্ম দেখ।]

২ অসুরভেদ, এই অসুরকে বিনাশ করাতে দেবী ভগবতী দুর্গা এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। [দুর্গা দেখ।]

দুর্গ (দ্রুগ) মধ্যপ্রদেশস্থ রায়পুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও সহর। অক্ষা° ২১° ১১´ উ: এবং দ্রাঘি° ৮১° ২১´ পূ:। রায়পুর হইতে ১২ ক্রোশ পশ্চিম বড় রাস্তার ধারে অবস্থিত।

লোক সংখ্যা প্রায় চারি হাজার। মরাঠারা (১৭৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে) যে সময়ে ছত্রিশগড় আক্রমণ করে, সেই সময় এই দুর্গনগরেই তাহাদের আড্ডা ছিল। তাহারা উচ্চ ভূমির প্রাকারবেষ্টিত এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এখন তাহা ধ্বংসমুখে পতিত। এখানে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র পাওয়া যায়। এখানে তহসীল, থানা, স্কুল, ডাকঘর, পান্থনিবাস ও ঔষধালয় প্রভৃতি আছে।

দুর্গ, জম্বুমার্গাশ্রমনিবাসী নিরুক্তভাষ্যকার।

দুর্গকর্ম্মন্ (ক্লী) দুর্গার্থং দুর্গে বা কর্ম্ম কার্য্যং। দুর্গসাধন কর্ম্মভেদ। [দুর্গ দেখ।]

দুর্গকারক (পুং) দুর্গং করোতি বেষ্টনেন কৃ-ণ্বুল। ১ বৃক্ষভেদ। (ত্রি) ২ দুর্গকর্ত্তা।

দুর্গটীকা (স্ত্রী) দুর্গসিংহকৃত কলাপ-ব্যাকরণের টীকাভেদ।

দুর্গত (ত্রি) দুর্গচ্ছতি দুর-গম কর্ত্তরি ক্ত। ১ দরিদ্র, দৈন্যপ্রাপ্ত।
"সমাশ্বসিমি কেনাহং কথং প্রাণিমি দুর্গতঃ।" (ভট্টি)
(পুং) ২ সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন সংস্কৃত কবি।

দুর্গততা (স্ত্রী) দুর্গতস্য ভাবঃ দুর্গত-তল্ ততো টাপ্। দরিদ্রতা, দুর্দ্দশার ভাব।

দুর্গতরণী (স্ত্রী) দুর্গং তীর্য্যতে হনয়া তৃ করণে ল্যুট্ ততো ঙীপ্। দেবীভেদ। "সাবিত্রী দুর্গতরণী বীণা সপ্তবিধা তথা।"
(ভারত স° ১১ অঃ)
(ত্রি) ২ দুর্গতরণ সাধন, যাহা দ্বারা দুর্গ উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

দুর্গতি (স্ত্রী) দুষ্টা গতিঃ। ১ নরক। ২ দুরবস্থা, দারিদ্র্য, দীনতা। ৩ ক্লেশকর পথ।
"ন দুর্গতিমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।" (ভারত শান্তি)
(ত্রি) ৪ দারিদ্র্যযুক্ত।

দুর্গতিনাশিনী (স্ত্রী) দুর্গতিং নাশয়তি নাশি-ণিনি ঙীপ্। দুর্গাদেবী, ইঁহার নাম স্মরণ করিলে সকল প্রকার দুর্গতি বিনষ্ট হয়, এই জন্য ইঁহার নাম দুর্গতিনাশিনী; বিপদে পড়িয়া যিনি ভক্তি সহকারে একবার দুর্গানাম স্মরণ করেন, তাহার সকল প্রকার দুর্গতি নাশ হয়।
"ব্রহ্মাণ্ডবিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিচ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবী দুর্গতিনাশিনী॥" (ব্রহ্মবৈ° গণেশখ°)

দুর্গদেব, ষষ্ঠীসংবৎসরী নামে সংস্কৃত জ্যোতিগ্রন্থ প্রণেতা। ইঁহার রচিত সংবৎসরফল নামে আর একখানি জ্যোতিষ পাওয়া যায়।

দুর্গন্ধ (পুং) দুষ্টঃ গন্ধঃ। দুষ্টগন্ধঃ, পর্য্যায় পূতিগন্ধি।
"সুগন্ধং বেত্তি দুর্গন্ধং দুর্গন্ধঞ্চ সুগন্ধিতাং।
যো বা গন্ধানজানাতি গতাসুং তং বিনির্দ্দিশেৎ॥" (সুশ্রুত ১।৩০)

যাহারা দুর্গন্ধকে সুগন্ধ জ্ঞান এবং সুগন্ধকে দুর্গন্ধ জ্ঞান করে বা যাহাদের কোনরূপ গন্ধের জ্ঞান হয় না, তাহাদিগকে ক্ষীণায়ু জানিতে হইবে। ২ আম্রবৃক্ষ। ৩ পলাণ্ডু। দুর্দ্দুষ্টো গন্ধো যত্র। (ত্রি) ৪ দুষ্টগন্ধযুক্ত।
"অথাজগাম ত্বরিতোধর্ম্মশ্চাণ্ডালরূপধৃক্।
দুর্গন্ধো বিকৃতোরুক্ষঃ শ্মশ্রুলো দন্তুরো ঘৃণী॥" (মার্কপু° ৮।৮১)
(ক্লী) দুর্দ্দুষ্টো গন্ধো যস্য। ৫ সৌবর্চ্চল লবণ।

দুর্গন্ধতা (স্ত্রী) দুর্গন্ধস্য ভাবঃ দুর্গন্ধ তল্-টাপ্। দুর্গন্ধের ভাব।

দুর্গন্ধাঙ্গ (ত্রি) দুর্গন্ধো অঙ্গে যস্য। পূতিগন্ধান্বিত দেহযুক্ত, সুগন্ধি পুষ্প হরণ করিলে তাহার গাত্রে দুর্গন্ধ হয়।
"সৌগন্ধিকস্য হরণাৎ দুর্গন্ধাঙ্গঃ প্রজায়তে।" (শাতাতপ)

দুর্গন্ধিন্ (ত্রি) দুর্গন্ধোঽস্ত্যস্যেতি দুর্গন্ধ-ইনি। দুর্গন্ধযুক্ত, মন্দ গন্ধবিশিষ্ট।
"অস্থিস্থূণং স্নায়ুযুতং মাংসশোণিতলেপনং।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধিপূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ॥" (মনু ৬।৭৬)

দুর্গপতি (পুং) দুর্গস্য পতিঃ। ১ দুর্গরক্ষক, যাহার উপর দুর্গরক্ষার ভার থাকে। ২ দুর্গস্বামী।

দুর্গপাল (পুং) দুর্গে দুর্গং বা পালয়তি পালি-অণ্। ১ কৃচ্ছ্রপালক। "যন্নোঽসুরাণামসি দুর্গপালো।" (ভাগ° ৮।২৩।৫)
২ দুর্গরক্ষক, দুর্গাধ্যক্ষ।

দুর্গপুষ্পী (স্ত্রী) দুর্গং পুষ্পং যস্যাঃ জাতিত্বাৎ ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ, পর্য্যায় কেশপুষ্টা, মানসী, বালাক্ষী, কেশধারিণী। (শব্দচ°) ইহা কেশপুষ্পা নামে খ্যাত।

দুর্গম (ত্রি) দু দুঃখেন গম্যতে ইতি দুর্-গম-খল্ (ঈষদ্দুঃসু কৃচ্ছ্রাকৃচ্ছ্রার্থেভ্যঃ খল্। পা ৩।৩।৬)। ১ দুর্গ, দুর্গে গমন অতিশয় ক্লেশ সাধ্য, এইজন্য দুর্গম পদেও দুর্গ। ২ দুঃখ দ্বারা গমনীয় স্থান প্রভৃতি। দুর্দুঃখেন গম্যতে জ্ঞায়তে ইতি। ৩ দুর্জ্ঞেয়, যাহাকে অতি কষ্টে জানা যায়। (পুং) ৪ বিষ্ণু। (ভারত ৬।১৪।৩৫) ৫ অসুরবিশেষ। (ক্লী) ৬ বন। ৭ সঙ্কটস্থল। (ভারত ১।৮১।৩০)

দুর্গমনীয় (ত্রি) দুর্-গম-অনীয়র্। দুর্গম্য, যে স্থলে গমন করা অতিশয় ক্লেশকর।

দুর্গয়, বাসুদেবের পুত্র, দ্বাদশশ্লোকীর টীকাকার।

দুর্গল (পুং) দুঃস্থিতো গলো যত্র লোকানাং। দেশভেদ। সোঽভিজনোঽস্য, তস্য রাজা বা, অণ্। দৌর্গল, পিত্রাদিক্রমে তদ্দেশবাসী, বা দুর্গল দেশের রাজা। বহুষু অণোলুক্। যে স্থলে অণের লুক্ হইবে সেই স্থলে 'দুর্গলাঃ' এইরূপ হইবে, অর্থাৎ বহুবচন ভিন্ন অন্য বিভক্তি হইবে না। দুর্গল দেশবাসী লোকসমূহ, বা দুর্গল দেশের রাজসমূহ।

দুর্গলঙ্ঘন (পুং) দুর্গং দুর্গমস্থানং মরুভূম্যাদি লঙ্ঘ্যতেঽনেন লঙ্ঘি করণে ল্যুট্। ১ উষ্ট্র। (হেম°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দুর্গসংস্কার (পুং) দুর্গস্য সংস্কারঃ। দুর্গের সংস্কার, দুর্গ ভগ্নাদি হইলে পুনর্ব্বার নূতন করিয়া প্রস্তুত করণ, প্রতি পক্ষেরা যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিলে বিশেষরূপে দুর্গ সংস্কার করিতে হয়। দুর্গ অসংস্কৃত থাকিলে রাজার প্রতিপদে পরাজয়ের সম্ভাবনা। এইজন্য সর্ব্বদাই দুর্গ সংস্কার করা বিশেষ আবশ্যক।

দুর্গসঞ্চর (পুং) দুর্গং সঞ্চর্য্যতে অনেন সম্-চর করণে অপ্। সংক্রম, সাঁকো।

দুর্গসঞ্চার (পুং) দুর্গং নদ্যাদি দুর্গমস্থানং সঞ্চর্য্যতে গম্যতে ঽনেন সম-চর-ঘঞ্। দুর্গসঞ্চর, সংক্রম, সাঁকো, যাহার সাহায্যে দুর্গম স্থানাদি সঞ্চরণ করা যায়।

দুর্গসিংহ, ১ কাতন্ত্রবৃত্তি-রচয়িতা। মল্লিনাথ, বিট্ঠল, ভট্টোজি, দুর্গাদাস, বোপদেব, হেমাদ্রি প্রভৃতি ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার বৃত্তি না থাকিলে কলাপব্যাকরণ সহজে আয়ত্ত হইত না, এমন কি অনেক বিষয়েই অসম্পূর্ণ থাকিত। এই দুর্গসিংহ সম্বন্ধে অনেকে অপরূপ গল্প করিয়া থাকেন, তাহা বিশ্বাস যোগ্য নহে। ইহার রচিত পরিভাষাবৃত্তিও আছে। ২ বিখ্যাত নিরুক্তভাষ্যকার, ইনি জম্বুমার্গনিবাসী বলিয়া পরিচিত। ৩ একজন প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্। নৃসিংহ দৈবজ্ঞ ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দুর্গসেন, বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী-ধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

দুর্গা (স্ত্রী) দুর্-গম্-ড (সুদুরোরধিকরণে। পা ৩।২।৪৮ বার্ত্তিক) ততষ্টাপ্। ১ আদ্যাশক্তি। নামান্তর—উমা, কাত্যায়নী, গৌরী, কালী, হৈমবতী, ঈশ্বরা, শিবা, ভবানী, রুদ্রাণী, শর্ব্বাণী, সর্ব্বমঙ্গলা, অপর্ণা, পার্ব্বতী, মৃড়াণী, চণ্ডিকা, অম্বিকা, শারদা, চণ্ডী, চণ্ডবতী, চণ্ডা, চণ্ডনায়িকা, গিরিজা, মঙ্গলা, নারায়ণী, মহামায়া, বৈষ্ণবী, মহেশ্বরী, মহাদেবী, হিণ্ডী, ঈশ্বরী, কোট্টবী, ষষ্ঠী, মাধবী, নগনন্দিনী, জয়ন্তী, ভার্গবী, রম্ভা, সিংহরথা, সতী, ভ্রামরী, দক্ষকন্যা, মহিষমর্দ্দিনী, হেরম্বজননী, সাবিত্রী, কৃষ্ণপিঙ্গলা, বৃষাকপায়ী, লম্বা, হিমশৈলজা, কার্ত্তিকেয়প্রসূ, আদ্যা, নিত্যা, বিদ্যা, শুভঙ্করী, সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী, ভীমা, নন্দনন্দিনী, মহামায়া, শূলধারা, সুনন্দা, শুম্ভঘাতিনী, হ্রী, পর্ব্বতরাজতনয়া, হিমালয়সুতা, মহেশ্বরবনিতা, সত্যা, ভগবতী, ঈশানী, সনাতনী, মহাকালী, শিবানী, হরবল্লভা, উগ্রচণ্ডা, চামুণ্ডা, বিধাত্রী, আনন্দা, মহামাত্রা, মহামুদ্রা, মাকরী, ভৌমী, কল্যাণী, কৃষ্ণা, মানদাত্রী, মদালসা, মানিনী, চার্ব্বঙ্গী, বাণী, ঈশা, বলেশী, ভ্রমরী, ভূষ্যা, ফাল্গুনী, যতী, ব্রহ্মময়ী, ভাবিনী, দেবী, অচিন্ত্যা, ত্রিনেত্রা, ত্রিশূলা, চর্চ্চিকা, তীব্রা, নন্দিনী, নন্দা, ধরিত্রী, মাতৃকা, চিদানন্দস্বরূপিণী, মনস্বিনী, মহাদেবী, নিদ্রারূপা, ভবানিকা, তারা, নীলসরস্বতী, কালিকা, উগ্রতারা, কামেশ্বরী, সুন্দরী, ভৈরবী, রাজরাজেশ্বরী, ভুবনেশী, ত্বরিতা, মহালক্ষ্মী, রাজীবলোচনী, ধনদা, বাগীশ্বরী, ত্রিপুরা, জ্বালামুখী, বগলামুখী, সিদ্ধবিদ্যা, অন্নপূর্ণা, বিশালাক্ষী, সুভগা, সগুণা, নির্গুণা, ধবলা, গীতি, গীতবাদ্যপ্রিয়া, অট্টালবাসিনী, অট্টাট্টহাসিনী, ঘোরা, প্রেমা, বটেশ্বরী, কীর্ত্তিদা, বুদ্ধিদা, অবীরা, পণ্ডিতালয়বাসিনী, মণ্ডিতা, সংবৎসরা, কৃষ্ণরূপা, বলিপ্রিয়া, তুমুলা, কামিনী, কামরূপা, পুণ্যদা, বিষ্ণুচক্রধরা, পঞ্চমা, বৃন্দাবনস্বরূপিণী, অযোধ্যারূপিণী, মায়াবতী, জীমূতবসনা, জগন্নাথস্বরূপিণী, কৃত্তিবসনা, ত্রিযামা, যমলার্জ্জুনী, যামিনী, যশোদা, যাদবী, জগতী, কৃষ্ণজায়া, সত্যভামা, সুভদ্রিকা, লক্ষ্মণা, দিগম্বরী, পৃথুকা, তীক্ষ্ণা, আচারা, অক্রূরা, জাহ্নবী, গণ্ডকী, ধ্যেয়া, জৃম্ভণী, মোহনী, বিকারা, অক্ষরবাসিনী, অংশকা, পত্রিকা, পবিত্রকা, তুলসী, অতুলা, জানকী, বন্ধ্যা, কামনা, নারসিংহী, গিরীশা, সাধ্বী, কল্যাণী, কমলা, কান্তা, শান্তা, কুলা, বেদমাতা, কর্ম্মদা, সন্ধ্যা, ত্রিপুরসুন্দরী, রাসেশী, দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী, অনন্তা, ধর্ম্মেশ্বরী, চক্রেশ্বরী, খঞ্জনা, বিদগ্ধা, কুব্জিকা, চিত্রা, সুলেখা, চতুর্ভুজা, রাকা, প্রজ্ঞা, ঋদ্ধিদা, তাপিনী, তপা, সুমন্ত্রা, দূতী ইত্যাদি*।

নামনিরুক্তি। দেবীর দুর্গাদি নাম হইবার কারণ দেবীপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"স্মরণাদভয়ে দুর্গে তারিতা রিপুসঙ্কটে।
দেবাঃ শক্রাদয়ো যস্মাত্তেন দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা॥" ৩৭ অঃ।

স্মরণমাত্রই ইন্দ্রাদি দেবগণকে দুর্গম শত্রুসঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম দুর্গা।

মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্যের মতে—

"তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥"

আমি দুর্গ নামক মহাসুরকে বিনাশ করিব, সেইজন্য দুর্গাদেবী নামে আমার নাম বিখ্যাত হইবে।

কাশীখণ্ডে (৭২ অঃ) লিখিত আছে—

"অদ্য প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি
দুর্গদৈত্যস্য সমরে পাতনাদতি দুর্গমাৎ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় প্রকৃতিখণ্ডের মতে—

* সহস্র নামের মধ্যে এই কয়টী মাত্র লিখিত হইল।

"দুর্গে দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে চ কর্ম্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥ ৭
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥" ৮

দুর্গ নামক দৈত্য মহাবিঘ্ন, সংসারবন্ধন, কর্ম্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয়, অতি ভয় এবং হন্তাকেও যে দেবী হনন করিয়া থাকেন, তিনিই দুর্গা নামে খ্যাত।

(প্রকৃতিখণ্ড ৫৭ অঃ)

অপরাপর নামনিরুক্তি সম্বন্ধে দেবীপুরাণে এইরূপ পাওয়া যায়—

"সর্ব্বাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ।
দদাতি ইপ্সিতাঁল্লোকে তেন সা সর্ব্বমঙ্গলা॥" ১

দেবী সকলের হৃদয়ে থাকিলে মঙ্গল শুভ ও অভিলষিত ফল দান করেন, এই জন্ম লোকে তাঁহার নাম সর্ব্বমঙ্গলা।

"শোভনানি চ শ্রেষ্ঠানি যা দেবী দদতে হরে।
ভক্তানামার্ত্তিহরণী মঙ্গল্যা তেন সা স্মৃতা॥"

তিনি ভক্তদিগকে শোভন অথবা শ্রেষ্ঠ ফল দান করেন এবং ভক্তদিগের দুঃখ নিবারণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম মঙ্গল্যা।

"শিবা মুক্তিঃ সমাখ্যাতা যোগিনাং মোক্ষগামিনী।
শিবায় যো জপেদ্দেবী শিবা লোকে ততঃ স্মৃতা॥"

শিব শব্দের অর্থ মুক্তি দেবী যোগিগণের মোক্ষদায়িকা। শিবফলের নিমিত্ত দেবীর আরাধনা করা হয় বলিয়া তাঁহার নাম শিবা।

"সোমসূর্য্যানিলাস্ত্রীণি যস্যা নেত্রাণি ভার্গব।
তেন সা ত্র্যম্বকা দেবী মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥"

চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু ইহারা দেবীর ত্রিনেত্র স্বরূপ, এই জন্ম মুনিগণ তাঁহাকে ত্র্যম্বকা বলিয়া থাকেন।

"যোগাগ্নিনা তু যা দগ্ধা পুনর্জাতা হিমালয়ে।
পূর্ণসূর্য্যেন্দুবর্ণাভা অতো গৌরীতি সা স্মৃতা॥"

যোগানলে যিনি আপনার তনুদগ্ধ করিয়া হিমালয়ে পূর্ণসূর্য্যেন্দু সদৃশ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই গৌরী।

"কং ব্রহ্মা কং শিবঃ প্রোক্তমপ্সসারঞ্চ কং মতম্।
ধারণাদ্বসনাদ্বাপি কাত্যায়নী মতা বুধৈঃ॥"

ক শব্দে ব্রহ্মা, ক শব্দে শিব ও ক শব্দে অপ্সসার বুঝায়। ব্রহ্মা ও শিব তাঁহাকে ধারণ করিয়া আছেন এবং অপ্সসার তাঁহার বসন বলিয়া তাঁহার নাম কাত্যায়নী *।

দেবীর স্বরূপ।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে—

"আদ্যা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
করোমি চ যয়া সৃষ্টিং যয়া ব্রহ্মাদি দেবতা॥
যয়া জয়তি বিশ্বঞ্চ যয়া সৃষ্টিঃ প্রজায়তে।
যয়া বিনা জগন্নাস্তি ময়া দত্তা শিবায় সা॥
দয়া নিদ্রা চ ক্ষুত্তৃপ্তিস্তৃষ্ণা শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ।
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা শান্তির্লজ্জাধিদেবতা হি সা॥
বৈকুণ্ঠে সা মহাসাধ্বী গোলোকে রাধিকা সতী।
মর্ত্ত্যে লক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষকন্যা সতী চ সা॥
সা দুর্গা মেনকাকন্যা দৈন্যদুর্গতিনাশিনী।
স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ দুর্গা সা শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে॥
সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে॥
শোভা শক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্যপ্রসূতিশক্তিশ্চ ধারণা চ ধরাসু সা॥
ব্রাহ্মণ্যশক্তি র্বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু সা।
তপস্বিনাং তপস্যা সা গৃহিণাং গৃহদেবতা॥
মুক্তিশক্তিশ্চ মুক্তানাং মায়া সাংসারিকস্য সা।
মদ্ভক্তানাং ভক্তিশক্তিঃ ময়ি ভক্তিপ্রদা সদা॥
নৃপাণাং রাজ্যলক্ষ্মীশ্চ বণিজাং লভ্যরূপিণী।
পারে সংসারসিন্ধূনাং ত্রয়ী দুস্তরতারিণী॥
সৎসু সদ্বুদ্ধিরূপা চ মেধাশক্তিস্বরূপিণী।
ব্যাখ্যাশক্তিশ্রুতৌ শাস্ত্রে দাতৃশক্তিশ্চ দাতৃষু॥
ক্ষত্রাদীনাং বিপ্রভক্তিঃ পতিভক্তিঃ সতীষু চ।
এবংরূপা চ যা শক্তির্ময়া দত্তা শিবায় সা॥"

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণী আদ্যা নারায়ণী শক্তি। যে শক্তি দ্বারা আমি ব্রহ্মাদি দেবতা সৃষ্টি করিতেছি যদ্দ্বারা বিশ্ব জয়যুক্ত হইতেছে, যদ্দ্বারা সৃষ্টি হইতেছে, যে শক্তি বিনা জগৎ থাকে না, সেই শক্তিই আমি শিবকে দিয়াছি; দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি ও লজ্জার অধিদেবতা সেই শক্তি। তিনিই বৈকুণ্ঠে গোলোক-ধামে ও মর্ত্ত্যে মহাসাধ্বী রাধিকা সতী, তিনিই ক্ষীরোদসমুদ্রে লক্ষ্মী, তিনিই দক্ষকন্যা সতী, তিনিই দৈন্যদুর্গতিনাশিনী, মেনকার কন্যা দুর্গা, তিনিই বাণী, বিপ্রগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রী, তিনিই অগ্নির দাহিকাশক্তি, সূর্য্যের প্রভা-শক্তি, পূর্ণচন্দ্রের শোভাশক্তি, জলের শীতলা শক্তি, ধরার ধারণা ও শস্যপ্রসূতি শক্তি, তিনিই ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণশক্তি, দেবগণের দেবশক্তি, তিনি তপস্বিগণের তপস্যা, গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্তগণের মুক্তি ও সাংসারিকগণের মায়াশক্তি, আমার ভক্তগণের ভক্তিশক্তি, আমার প্রতি তিনি সর্ব্বদা

* দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নামনিরুক্তি সম্বন্ধে দেবীপুরাণ ৩৭ অঃ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ড ৫৭ অঃ দ্রষ্টব্য।

ভক্তিমতী, তিনিই রাজগণের রাজ্যলক্ষ্মী, বণিকগণের লভ্যরূপিণী, সংসারসাগর পার করিতে তিনিই দুস্তরতারিণী ত্রয়ী, সজ্জনগণের তিনিই বুদ্ধি ও মেধাশক্তিস্বরূপা, শ্রুতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যাশক্তি, দাতার দানশক্তি, ক্ষত্রিয়াদির বিপ্রভক্তি, সতীর পতিভক্তি, এরূপ যে শক্তি তাঁহাকেই আমি মহাদেবকে দান করিয়াছি।

দেবীর পরিচয়।—সর্ব্বপ্রথম বাজসনেয়সংহিতায় (শুক্ল যজুর্ব্বেদ ৩।৫৭) অম্বিকার উল্লেখ পাওয়া যায়—

"এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা।"

হে রুদ্র! তোমার ভগিনী অম্বিকার সহিত আমাদের প্রদত্ত এই পুরোডাশ অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ কর।

(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।৬।১০।৪)

এখানে ভাষ্যকার মহীধর এইরূপ লিখিয়াছেন—

'অম্বিকায়া রুদ্রভগিনীত্বং শ্রুত্যোক্তম্ (২।৬।২।৯), "অম্বিকা হ বৈ নামাস্য স্বসা তয়াস্যৈষ সহ ভাগ ইতি যোঽয়ং রুদ্রাখ্যঃ ক্রূরো দেবস্তস্য বিরোধিনং হন্তুমিচ্ছা ভবতি তদানয়া ভগিন্যা ক্রূরদেবতয়া সাধনভূতয়া তং হিনস্তি। সা চাম্বিকা শরদ্রূপং প্রাপ্য জ্বরাদিকমুৎপাদ্য তং বিরোধিনং হন্তি। রুদ্রাম্বিকয়োরুগ্রত্বমনেন হবিষা শান্তং ভবতি। তথাচ তিত্তিরিঃ। এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়েত্যাহ শরদ্বা অস্যাম্বিকা সা স্বসা ভিয়া এবা হিনস্তি যং হিনস্তি তয়ৈবৈনং সহ শময়তীতি।"

(কা° ৫।১০।১৩)

অম্বিকার রুদ্রভগিনীত্ব শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে যে, অম্বিকা তাঁহারই ভগিনীর নাম,—তাঁহার সহিত তাঁহারও যজ্ঞভাগ আছে। এই রুদ্র নামক ক্রূরদেবতা তাঁহার বিরোধিগণের হননেচ্ছা করিয়া থাকেন। সেইরূপ সাধনভূতা ক্রূরদেবী তাঁহার ভগিনীর সহিত বিরোধিকে হনন করেন। সেই অম্বিকা শরদ্রূপগ্রহণপূর্ব্বক জ্বরাদি উৎপাদন করিয়া তাঁহার বিরোধিকে বিনাশ করেন। রুদ্রও অম্বিকার উগ্রত্ব হবির্দ্বারা প্রশমিত হউক। তিত্তিরি (কাঠক) শ্রুতিতে আছে, হে রুদ্র! এই তোমার ভাগ, ভগিনী অম্বিকার সহিত গ্রহণ কর। এই অম্বিকাই শরৎ-রূপ ধারণ করিয়া ইহাদের হনন করেন, তোমার সহিত (আবার) শান্ত করেন।

উক্ত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, দেবী অম্বিকা প্রথমে রুদ্রের ভগিনীরূপেই গণ্য ছিলেন। তৎপরে তলবকার উপনিষদে উমা হৈমবতীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

এক সময় ব্রহ্ম দেবগণের জন্য যুদ্ধে জয় লাভ করেন। কিন্তু এই জয়লাভ তাঁহাদের সামান্য বলেই সংঘটিত গিয়াছে, এরূপ সকলেই মনে করেন। ব্রহ্ম তাঁহাদের ভ্রমনিরাকরণের জন্য দেখা দিলেন। কিন্তু দেবগণ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহারা প্রথমে অগ্নি, তৎপরে বায়ুকে তাঁহার স্বরূপ জানিবার জন্য পাঠাইলেন। ব্রহ্ম তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। অগ্নি বলিলেন, 'আমি সকলই পুড়াইতে পারি।' বায়ু কহিলেন, 'আমি সকলই উড়াইতে পারি।' তখন ব্রহ্ম তাহাদিগকে একগাছি তৃণ দিলেন। দেবদ্বয় সেই তৃণ গাছটীর কিছুই করিতে পারিলেন না। তখন দেবগণ—

"অথ ইন্দ্র মব্রুবন্—মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে। স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি। সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।"

তখন ইন্দ্রকে কহিলেন, 'মঘবন্! জান দেখি এই ভক্তির জিনিসটী কি?' তিনি বলিলেন, 'তাই হউক' এবং যেমন অভিমুখী হইলেন, অমনি অদৃশ্য হইয়া গেল। সেই ব্রহ্ম বহুশোভমানা উমা হৈমবতী স্ত্রীমূর্ত্তিতে আকাশে আগমন করিলেন। তাঁহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই ভক্তির পাত্র কি?' সেই (স্ত্রীরূপা) কহিলেন, ইহাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের বিজয়প্রভাবেই তোমরা মহত্বলাভ করিয়াছ। তখন হইতে তিনি ব্রহ্মকে জানিলেন।

কেনোপনিষদের উক্ত বিবরণানুসারে জানা যাইতেছে, উমা হৈমবতীই ব্রহ্মবিদ্যা। ভাষ্যকার এখানে উমা হৈমবতী শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'হৈমবতীং হেমকৃতাভরণবতীমিব বহুশোভমানামিত্যর্থঃ। অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেব সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্ত্ততে ইতি।'

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্যও এইরূপ লিখিয়াছেন, "হিমবৎপুত্র্যা গৌর্য্যা ব্রহ্মবিদ্যাভিমানিরূপত্বাদ্ গৌরীবাচক উমাশব্দো ব্রহ্মবিদ্যামুপলক্ষয়তি। অতএব তলবকারোপনিষদি ব্রহ্মবিদ্যামূর্ত্তিপ্রস্তাবে ব্রহ্মবিদ্যামূর্ত্তিঃ পঠ্যতে 'বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ' ইতি তদ্বিষয়ঃ তয়া উময়া সহ বর্ত্তমানত্বাৎ সোমঃ।"

হিমবানের কন্যা গৌরীর ব্রহ্মবিদ্যাভিমানী রূপ থাকায় গৌরীবাচক উমা শব্দ দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যাই উপলক্ষ করিতেছে। এই হেতু তলবকার উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। 'সেই বহুশোভমানা উমা হৈমবতী তাঁহাকে বলিলেন', এইরূপে উমার সহিত বর্ত্তমান হেতু সোম নাম হইয়াছে।

আবার উক্ত আরণ্যকের ৩৮ অনুবাকের সায়ণভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে—

'উমা ব্রহ্মবিদ্যা তয়া সহ বর্ত্তমান সোম পরমাত্মন্।'

হে পরমাত্মন্ সোম! * উমা ব্রহ্মবিদ্যা, তোমার সহিত বর্ত্তমান। ঐ আরণ্যকের ১৮ অনুবাকে "অম্বিকাপতয়ে †" শব্দ আছে, এখানেও ভাষ্যে 'অম্বিকা জগন্মাতা পার্ব্বতী তস্যা ভর্ত্ত্রে' এইরূপ ব্যাখ্যা আছে।

কৈবল্যোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক প্রস্তাবে এইরূপ বর্ণিত আছে—"উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং

ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং।"

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নবম অনুবাকে দুর্গা সম্বন্ধে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যথা—

"কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারিং ধীমহি তন্নোদুর্গি প্রচোদয়াৎ।"

সায়ণাচার্য্যের মতে ইহাই বেদোক্ত দুর্গাগায়ত্রী। তিনি এই স্থলের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, 'পশ্চাদ্দুর্গাগায়ত্রী। হেমপ্রখ্যা-মিন্দুখণ্ডাত্মমৌলিমিত্যাগমপ্রসিদ্ধমূর্ত্তিধরাং দুর্গাং প্রার্থয়তে কাত্যায়নায় ইতি। কৃত্তিং বস্তে ইতি কাত্যো রুদ্র। ...স এব যানমধিষ্ঠানং যস্যা সা কাত্যায়নী অথবা কতস্য ঋষিবিশেষস্য অপত্যং কাত্যঃ।...কুৎসিতমনিষ্ঠং মারয়তি ইতি কুমারী কন্যা দীপ্যমানা চাসৌ কুমারী চ কন্যাকুমারী। দুর্গিঃ দুর্গা। লিঙ্গাদি-ব্যত্যয়ঃ সর্ব্বত্র ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ।"

পরে দুর্গা গায়ত্রী বলিতেছি। সুবর্ণসদৃশ মস্তকে অর্দ্ধ-চন্দ্রভূষিতা ইত্যাদি আগমপ্রসিদ্ধ মূর্ত্তিধারিণী দুর্গার প্রার্থনা করিতেছে। কৃত্তি আচ্ছাদন করেন বলিয়া রুদ্রের অপর নাম কাত্য, তিনিই যাহার অধিষ্ঠান সেই কাত্যায়নী। অথবা কত নামক ঋষিবিশেষের অপত্য বলিয়া কাত্য নাম হইয়াছে। কুৎসিত অনিষ্ট মারেন অর্থাৎ বিনাশ করেন বলিয়া তাঁহার নাম কুমারী; কন্যা অর্থাৎ দীপ্যমানা, উভয় মিলিয়া তাঁহার নাম কন্যাকুমারী হইয়াছে। দুর্গিই দুর্গা, এরূপ লিঙ্গাদিব্যত্যয় বেদের সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

নারায়ণোপনিষদে দুর্গাগায়ত্রী এইরূপ আছে—

"কাত্যায়নায়ৈ বিদ্মহে কন্যাকুমারিং ধীমহি,
তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ।"

ঋগ্বেদ পরিশিষ্টের রাত্রিপরিশিষ্টে দুর্গা সম্বন্ধে এই পাওয়া যায়—

"স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং শরণ্যাং বহ্বৃচপ্রিয়াম্।
সহস্রসম্মিতাং দুর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমম্॥ ৫
শান্ত্যর্থং দ্বিজাতিভিরাযুষিভিঃ সোমপাশ্রিতাঃ।
ঋগ্বেদে ত্বম্ সমুৎপন্নাঽরাতি যতো নিদহাতি বেদঃ॥ ৬
যে ত্বাম্ দেবি প্রপদ্যন্তে ব্রাহ্মণাঃ হব্যবাহনীম্।
অবিদ্যা বহুবিদ্যাঃ বা স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা॥ ৭
অগ্নিবর্ণাং শুভাং সৌম্যাং কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে দ্বিজাঃ।
তান্ তারয়তি দুর্গাণি নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ॥ ৮
দুর্গেষু বিষমে ঘোরে সংগ্রামে রিপুসঙ্কটে।
অগ্নিচোরনিপাতেষু দুষ্টগ্রহনিবারণে॥
দুর্গেষু বিষমেষু ত্বাং সংগ্রামেষু বনেষু চ।
মোহয়িত্বা প্রপদ্যন্তে তেষাং মে অভয়ং কুরু॥
কেশিনীং সর্ব্বভূতানাং পঞ্চমীতি চ নাম চ।
স মাং সমা নিশাঃ দেবী সর্ব্বতঃ পরিরক্ষতু॥ ওম্ নমঃ।
তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু যুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ
সুতরসি তরসে নমঃ॥
দুর্গা দুর্গেষু স্থানেষু শং নো দেবীরভিষ্টয়ে।
যঃ ইমং দুর্গাস্তবং পুণ্যং রাত্রৌ রাত্রৌ সদাপঠেৎ॥ ১৩

দেব্যুপনিষদে মহাদেবীর এইরূপ পরিচয় আছে—"সর্ব্বে বৈ দেবা দেবী উপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবি? সা ব্রবীৎ অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ শূন্যঞ্চাশূন্যঞ্চ অহমানন্দানানন্দাঃ অহং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহং ব্রহ্মাব্রহ্মণী বেদিতব্যে ইত্যাহাথর্ব্বশ্রুতিঃ। অহং পঞ্চভূতান্যপঞ্চভূতানি অহমখিলং জগৎ বেদোঽহমবেদোঽহং অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চ-রাম্যহং আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ অহং মিত্রাবরুণাবুভৌ বিভ-র্ম্যহং ইন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনাবুভৌ অহং সোমং ত্বষ্টারং পূষণং ভগং দধাম্যহং বিষ্ণুমুরুক্রমং ব্রহ্মাণমুত প্রজাপতিং দধাম্যহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাপে যে যজমানায় সুন্বতেঽহং

সঙ্গমনী বসুনামহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্-স্বন্তঃ সমুদ্রে য এবং বেদ স দেবীপদমাপ্নোতি।" "এষাত্ম-শক্তিরেষা বিশ্ববিমোহিনী পাশাঙ্কুশধনুর্ব্বাণধারিণী শ্রীমহা-বিদ্যা য এবং বেদ স শোকং তরতি।"

সকল দেবতা তাঁহার চারিপাশে বসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনি কে, মহাদেবি?' তিনি বলিয়াছিলেন, আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ, আমা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে। আমি শূন্য ও অশূন্য, আমি আনন্দ ও অনানন্দ, আমি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, আমি ব্রহ্ম ও অব্রহ্ম আথর্ব্বশ্রুতিতে ইহাই নির্দ্দিষ্ট আছে। আমিই পঞ্চভূত ও অপঞ্চভূত, আমিই অখিল জগৎ, আমিই বেদ ও অবেদ, আমিই রুদ্রগণ ও বসুগণ, আমি আদিত্য ও বিশ্বদেব, আমি

* মহীধর বাজসনেয়সংহিতার ভাষ্যে (৩৬।৩৯) এবং ভট্টভাস্করমিশ্র তৈত্তিরীয়সংহিতার ভাষ্যে 'সোম' শব্দের 'উময়া সহিত' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

† দ্রাবিড়ের পুথিতে 'উমাপতয়ে' এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

ইন্দ্র ও অগ্নি, আমিই অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আমিই সোম, ত্বষ্টা, পূষা ও ভগ, আমিই বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও প্রজাপতিকে ধারণ করি; যাহারা যজ্ঞ করে, সেই যজমানদিগকে আমি বহু ধন দান করি, আমি সকল রাজ্যে বাস করি, জগতের পিতাকে আমিই প্রথম উৎপন্ন করি, সমুদ্র জলের মধ্যে আমার জন্ম, আমায় যে জানে, সে দেবীপদ প্রাপ্ত হয়।' পরে দেবগণ কহিলেন, ইনিই আত্মশক্তি বিশ্ববিমোহিনী পাশাঙ্কুশ ও ধনুর্ব্বাণধারিণী, ইনিই শ্রীমহাবিদ্যা। যে ইহাকে জানে, সে শোক হইতে নিস্তার পায়।

বহ্বৃচোপনিষদে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"দেবী হ্যেকাগ্র আসীৎ সৈব জগদণ্ডমসৃজত কামকলেতি বিজ্ঞায়তে শৃঙ্গারকলেতি বিজ্ঞায়তে; তস্যা এব ব্রহ্ম অজীজনৎ বিষ্ণুরজীজনৎ রুদ্রো অজীজনৎ সর্ব্বে মরুদ্গণা অজীজনন্ গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ কিন্নরা বাদিত্রবাদিনঃ সমন্তাদজীজনন্, ভোগ্যমজীজনৎ, সর্ব্বমজীজনৎ, সর্ব্বং শাক্তমজীজনৎ, অণ্ডজং স্বেদজং উদ্ভিজ্জং জরায়ুজং যৎকিঞ্চৈতৎ প্রাণিস্থাবরজঙ্গমং মনুষ্যমজীজনৎ। সৈষা পরাশক্তি সৈষা শাম্ভবী বিদ্যা কাদিবিদ্যেতি বা হাদিবিদ্যেতি বা সাদিবিদ্যেতি বা; রহস্যং ওম্ ওম্ বাচি প্রতিষ্ঠা সৈব পুরত্রয়ং শরীরত্রয়ং ব্যাপ্য বহিরন্তরবভাসয়ন্তী দেশকালবস্ত্বন্তরাসঙ্গাৎ মহাত্রিপুরসুন্দরী বৈ প্রত্যক্‌চিতিঃ সৈবাত্মা ততোঽন্যদসত্যমনাত্মা। অত এষা ব্রহ্মসম্বিত্তিঃ ভাবাভাবকলাবিনির্ম্মুক্তা চিদ্বিদ্যা দ্বিতীয়া ব্রহ্মসম্বিত্তিঃ। সচ্চিদানন্দলহরী মহাত্রিপুরসুন্দরী বহিরন্তরমনুপ্রবিশ্য স্বয়মেকৈব বিভাতি। যদস্তি সন্মাত্রং যদ্বিভাতি চিন্মাত্রং যৎপ্রিয়মানন্দং তদেতৎ সর্ব্বাকারা মহাত্রিপুরসুন্দরী। ত্বঞ্চাহং সর্ব্বং বিশ্বং সর্ব্বদেবতেত্তরৎ সর্ব্বং মহাত্রিপুরসুন্দরী সত্যমেতং ললিতাখ্যং বস্তু তদদ্বিতীয়মখণ্ডার্থং পরং ব্রহ্ম। পঞ্চরূপপরিত্যাগাদস্বরূপপ্রহাণতঃ অধিষ্ঠানং পরং তত্ত্বমেকং সচ্ছিষ্যতে মহদিতি। প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি বা অহং ব্রহ্মাস্মীতি বা ভাষ্যতে। তত্ত্বমসীত্যেব সম্ভাষ্যতে অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি বা ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি বা যোঽহমস্মীতি বা সোঽহমস্মীতি বা যোঽসৌ সোঽহমস্মীতি বা যা ভাব্যতে সৈষা ষোড়শী শ্রীবিদ্যা পঞ্চদশাক্ষরী শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী বালাম্বিকেতি বগলেতি মাতঙ্গীতি স্বয়ম্বরকল্যাণীতি ভুবনেশ্বরীতি চামুণ্ডেতি চণ্ডেতি বারাহীতি তিরস্করিণী রাজমাতঙ্গীতি বা অশ্বারূঢ়েতি বা প্রত্যঙ্গিরা ধূমাবতী সাবিত্রী গায়ত্রী সরস্বতী ব্রহ্মাণ্ডকলেতি। ঋচোঅক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ যঃ তন্ন বেদ কিং ঋচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুঃ ত ইমে সমাসতে ইত্যুপনিষদ্।"

দেবীই সর্ব্বাগ্রে একমাত্র ছিলেন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, কামকলা ও শৃঙ্গারকলা নামে খ্যাত হইয়াছেন; তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, কিন্নরগণ ও সকল স্থানের বাদিত্রবাদিগণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সকল ভোগ্য উৎপাদন করিয়াছেন, বাস্তবিক শক্তি হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ যে কোন প্রাণী স্থাবর, জঙ্গম, মনুষ্যাদি জন্মলাভ করিয়াছে। এই দেবীই পরাশক্তি, শাম্ভবী বিদ্যা, কাদিবিদ্যা, হাদিবিদ্যা, সাদিবিদ্যা, রহস্য, ওঙ্কারাদি বাক্‌প্রতিষ্ঠা, তিনিই পুরত্রয় ও শরীরত্রয় ব্যাপিয়া দেশকাল ও বস্তুর আসঙ্গহেতু অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশিত, মহাত্রিপুরসুন্দরী, প্রত্যক্ চৈতন্য, তিনিই আত্মা, তিনিই অন্যপক্ষে অসত্য ও অনাত্মা, এই দেবীই ব্রহ্মসম্বিৎ, ভাবাভাবকালবিনির্ম্মুক্ত, চিদ্বিদ্ দ্বিতীয়া, ব্রহ্মসম্বিৎ, সচ্চিদানন্দলহরী, মহাত্রিপুরসুন্দরী, অন্তরে ও বাহিরে অনুপ্রবেশ করিয়া স্বয়ং একস্বরূপ প্রকাশমান, যাহা কিছু সৎ আছে, যাহা কিছু চিৎ-বিদ্যমান, যাহার আনন্দই প্রিয়, তাহা এই সর্ব্বাকারা মহাত্রিপুরসুন্দরী, সকল বিশ্ব সর্ব্বদেবতা সর্ব্বসাধারণ মহাত্রিপুরসুন্দরী, ইনিই সত্য ললিতা নামে আখ্যাত, বাস্তবিক ইনিই অদ্বিতীয় অখণ্ড পরব্রহ্ম। পঞ্চরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্বরূপ ধারণ করিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাই মহদাদি সৎ এক পরতত্ত্ব? আমি প্রজ্ঞান ব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, আমিই আত্মা বা পরব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি, যে আমি সেই আমি, যে এই সেই আমি, এইরূপ যাহা বলা যায় বা ভাবা যায় সে সমস্তই তিনি, তিনিই এই ষোড়শী, শ্রীবিদ্যা, পঞ্চদশাক্ষরী, শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী, বালাম্বিকা, বগলা, মাতঙ্গী, স্বয়ম্বরকল্যাণী, ভুবনেশ্বরী, চামুণ্ডা, চণ্ডা, বারাহী, তিরস্করিণী, রাজমাতঙ্গী, শুকশ্যামলা, লঘুশ্যামলা, অশ্বারূঢ়া, প্রত্যঙ্গিরা, ধূমাবতী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী ও ব্রহ্মানন্দকলা।

দেবীর বৈদিক পরিচয় উপরে লিপিবদ্ধ হইল। মহাভারত ও হরিবংশে এইরূপ বর্ণিত আছে। এখন পৌরাণিক বিবরণ বর্ণিত হইতেছে—

মহামায়ার আবির্ভাব। কালিকাপুরাণের মতে, জ্যোতির্ময় পরব্রহ্মের অংশস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আবির্ভূত হন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সৃষ্টিস্থিতির সংরক্ষণের জন্য স্ব স্ব শক্তি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মহেশ্বর তাহা করিলেন না। তিনি যোগে তন্ময় হইয়া রহিলেন। কুসুমশরের প্রভাবে ব্রহ্মা নিজ সৃষ্ট সন্ধ্যার প্রতি অনুরক্ত হন। এই কার্য্যের জন্য মহাদেব তাঁহাকে যথেষ্ট উপহাস করেন। তাহাতে মহাদেবও কিরূপে শক্তির সহিত মিলিত হইবেন, তৎপক্ষে ব্রহ্মারও অনেকটা জেদ হইল। এদিকে মহাদেব পাণিগ্রহণ

না করিলে সৃষ্টি রক্ষা হয় না, কিন্তু মহাদেবের জীবন-সঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত কোন রমণীও ছিলেন না। কাজেই সকলে বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

অবশেষে ব্রহ্মা অনেক চিন্তার পর দক্ষ ও মরীচি প্রভৃতিকে এই কথা বলিলেন, 'সন্ধ্যা ও সাবিত্রীর আরাধ্য দেবতা বিষ্ণুমায়া ব্যতীত শিবকে ভুলাইতে পারেন, এমন নারী কেহ নাই। আমি তাঁহার স্তব করিতেছি, অবশ্য তিনিই শিবকে মোহিত করিবেন। দক্ষ! তুমিও সেই জগন্ময়ীর পূজা কর, তিনি যেন তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের পত্নী হন।' ব্রহ্মার আদেশে দক্ষ প্রজাপতি তিন সহস্র দিব্য বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। মহামায়া প্রথমে ব্রহ্মা, তৎপরে ধ্যানস্থ দক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; তিনি ব্রহ্মার কামনা পূর্ণ করিবেন স্বীকার করিলেন এবং দক্ষকে বলিলেন, 'আমি অবিলম্বেই তোমার পত্নীর গর্ভে তোমার কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া শঙ্করের সহধর্ম্মিণী হইব। যখন তুমি আমাকে আর আদর করিবে না, তখনই আমি দেহত্যাগ করিব।' পরে দেবী দক্ষপত্নী বীরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। ক্রমে মহামায়া শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। মহাদেবকে পাইবার জন্য মাতার আদেশে মহাদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। যে মহাদেব বিবাহের সম্পূর্ণ বিদ্বেষী ছিলেন, এখন সতীর রূপে ও পূজায় তাঁহার মন টলিল, ভোলানাথ ভুলিলেন। সতীকে দেখা দিলেন। সতী বর প্রার্থনা করিলেন। দাক্ষায়ণীর কথা শেষ হইতে না হইতেই 'তুমি আমার ভার্য্যা হও' মহাদেব এই কথা বার বার বলিতে লাগিলেন। তখন সতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আমার পিতাকে জানাইয়া আমার গ্রহণ করুন।' এই বলিয়া সতী মাতার নিকট চলিয়া আসিলেন। মহাদেবও হিমালয়প্রস্থে প্রবেশ করিয়া সতীর বিরহে ব্যাকুল হইলেন, ব্রহ্মাকে আপনার মর্ম্মের কথা জানাইলেন। ব্রহ্মার মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি দক্ষকে গিয়া শিবের মনোভাব জানাইলেন। দক্ষও প্রফুল্ল চিত্তে সতীকে সম্প্রদান করিলেন। প্রকৃতিপুরুষের মিলন হইল। কৈলাসগিরি-কন্দরে ও হিমালয়ে মহাকৌষী নদীপ্রপাতের নিকট শিবা শিবানীর সহিত নানারূপে বিহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। দক্ষ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সকল দেবতাই তাঁহার যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইলেন, কেবল মহাদেব কপালী, অতএব যজ্ঞার্হ নহেন, এই ভাবিয়া দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। সতী তাঁহার অতি প্রিয়তমা হইলেও কপালীর ভার্য্যা বলিয়া সে যজ্ঞে দোষদর্শী দক্ষ তাঁহাকেও আহ্বান করেন নাই। যখন সতী পিতার এই দুর্ব্যবহারের কথা শুনিলেন, ক্ষণমাত্র আর তাঁহার জীবনধারণের ইচ্ছা রহিল না। তখন কোপারক্তনয়না সতী যোগবলে শরীরের সকল দ্বার রোধ করিয়া কুম্ভক করিলেন। সেই মহাকুম্ভকে তাঁহার প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইল। মহাদেব গৃহে আসিয়া বিজয়ার নিকট সতীর প্রাণত্যাগের কারণ শুনিলেন। তখন রোষপূর্ণ মহারুদ্র অবিলম্বে দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। [দক্ষযজ্ঞ দেখ।] তখন রুদ্রভীত যজ্ঞ ব্রহ্মলোক হইতে অতরণপূর্ব্বক নিজ মায়াবলে সতীর মৃত শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। যজ্ঞানুগামী রুদ্র সতীর নিকট আসিয়া ও তাঁহাকে মৃত দেখিয়া যজ্ঞের কথা ভুলিয়া গেলেন, শবদেহের পার্শ্বে বসিয়া অত্যন্ত শোক করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন সলিলে বৈতরণী নদীর উৎপত্তি হইল। মহাদেব সতীর শব স্কন্ধে লইয়া বিলাপ করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি এই তিন দেব সতীর শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যে যে স্থানে সতীর অঙ্গ পতিত হইল, সেই স্থানেই পুণ্যতীর্থ বা মহাপীঠ হইল। শিব মায়া মোহিত হইয়া সতীশোকে বিলাপ করিতেছিলেন, জগজ্জননী মায়াই ইহার কারণ। যতদিন না সতী পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, ততদিন তিনি নিষ্কল পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন থাকুন, ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া মহামায়া যোগনিদ্রা শিবের হৃদয় পরিত্যাগ করিলেন। শিব প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার যোগাসীন হইলেন। এদিকে হিমালয়-ভার্য্যা মেনকা পুত্রার্থী হইয়া সপ্তবিংশতি বৎসর মহামায়ার পূজা করিতে থাকেন। পূর্ব্ব হইতেই দাক্ষায়ণী গিরিরাজমহিষীর প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন, এখন তাঁহার ঐকান্তিক-ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। মেনকা প্রার্থনা করিলেন, দেবি! আমি বীর্য্যবান্ ও আয়ুষ্মান্ শতপুত্র এবং আনন্দরূপা ত্রিভুবনমোহিনী এক কন্যা প্রার্থনা করি।' ভগবতী তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, নিজে মেনকার কন্যারূপে জন্ম লইলেন। এইরূপে বসন্তকালে মৃগশিরা নক্ষত্রে নবমী তিথিতে অর্দ্ধরাত্রির সময় মহামায়া জন্ম লইলেন। হিমালয় তাঁহার নাম 'কালী' ও বান্ধবগণ 'পার্ব্বতী' নাম রাখিলেন।

এক দিন নারদ আসিয়া হিমালয়কে পরিচয় দিয়া গেলেন, আপনার তনয়া কালী তপস্যায় হরকে প্রসন্ন করিলে

সুবর্ণাভা ও সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী বিদ্যুৎসদৃশী হইবেন। শিবই ইঁহার যোগ্য বর। তৎকালে মহাদেব হিমালয়ের ওষধিপ্রস্থনগরের নিকট এক সানুতে ধ্যানরত ছিলেন। গিরিরাজ এখানে আসিয়া একদিন যথাবিধানে মহাদেবের পূজা করিলেন। মহাদেব তাঁহার পূজা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "গোপনীয় স্থানে তপস্যার জন্য আসিয়াছি, কিন্তু যেন কোন ব্যক্তি এখানে না আসিতে পারে, তাহাই কর।" গিরিরাজ তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। কেবল তিনি নিজ তনয়াকে মহাদেবের পূজার জন্য রাখিয়া গেলেন। কালীও প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক শম্ভুর সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার ভোলানাথের মন সহজে ভুলিল না। দেবীর সাধ্য সাধনায় মহাদেব দেখিয়াও দেখিলেন না।

এদিকে তারকাসুর প্রবল হইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। দেবতারা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এ সময় মহাদেবের ঔরসজাত পুত্র ভিন্ন কেহই তারকাসুরকে বধ করিতে সমর্থ নহে, ব্রহ্মা একথাও সকলকে বলিলেন। মহাদেবকে মোহিত করিবার জন্য মদন রতি ও বসন্তের সহিত প্রেরিত হইলেন। এবার কুসুমায়ুধের শর সন্ধান ব্যর্থ হইল। মহাদেবের ক্রোধানলে তিনি ভস্মীভূত হইলেন। তাহাতে ভগবতীর বিরহ জ্বালা আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি পঞ্চতপা করিয়া ক্ষীণ ও মলিন হইয়া পড়িলেন। (হরিবংশে লিখিত আছে, মেনকা কন্যার ঐ অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'উ মা' আর তপস্যা করিও না, তাহা হইতেই ভগবতীর উমা নাম হইল।)

আশুতোষ আর কি স্থির থাকিতে পারেন? দেবীকে কহিলেন, "সুভগে! আমি তোমার বিরহ ভোগ করিতেছি। আমার নেত্রানলে দগ্ধ মদন ভস্মরূপে আমার অঙ্গেই বাস করিতেছে। সে যেন প্রতিশোধ লইবার জন্য তোমার সমক্ষেই আমায় দগ্ধ করিতেছে। এখন তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" দেবী আর কি বলিবেন। ইঙ্গিতে তাঁহার সখীগণকে আপনার মনোভাব জানাইলেন,—পিতাই কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া থাকেন, পিতাকে বলিলেই সকল দিক্ রক্ষা হইবে। এই বলিয়া লজ্জাবনত মুখে পার্ব্বতী পিতৃগৃহে চলিয়া আসিলেন। মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ মহাদেবের আদেশে গিরিরাজকে মহাদেবের ইচ্ছা জানাইলেন। গিরিরাজ হাতে যেন স্বর্গ পাইলেন। মহা সমারোহে শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। তৎপরে মহাদেব কালীকে লইয়া কৈলাসে গিয়া মহানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদিন মহাদেব উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বর্বেশ্যাকে দেখিয়া পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভিন্নাঞ্জনশ্যামলে কালি! তুমি উর্ব্বশী প্রভৃতির সহিত আলাপ কর।' এই বলিয়া তিনি কালীর নিকট হইতে সরিয়া গেলেন। 'ভিন্নাঞ্জন শ্যামলা কালী' এই কথা শুনিয়া ভগবতীর ক্রোধোদ্রেক হইল। তিনি অপ্সরোগণের সমক্ষে মহাদেবের ঐ কথায় আপনাকে নিন্দিত বোধ করিলেন ও শৈলশিখরে গুপ্ত হইয়া প্রকৃতি ভাব প্রাপ্ত হইলেন। মহাদেব অনেক খুঁজিয়াও তাঁহাকে বাহির করিতে পারিলেন না, বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মহাদেবকে বিশেষ কাতর জানিয়া সতী দেখা দিলেন। মহাদেব তাঁহার মান ভাঙ্গিতে গেলেন, কিন্তু কালী মানভরে বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত আমার শরীর সোণার মত গৌর না হয়, সে পর্য্যন্ত আমি তোমার সহবাস করিব না।" এই বলিয়া মহামায়া মহাকৌষীপ্রপাত নামক হিমালয় সানুতে গমন করিলেন। এখানে তপস্যায় এক শত বৎসর অতিবাহিত হইল। তপস্যান্তে তিনি অন্তরে বাহিরে কেবল মহাদেবকেই দেখিতে লাগিলেন। এখন দেবীর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, আকাশগঙ্গার জলে স্নান করিয়া কালী বিদ্যুৎসদৃশা গৌরবর্ণ গৌরী হইলেন। (কালিকাপু° ৪৫ অঃ)

কার্ত্তিক গণেশ ইঁহার পুত্র। ইনিই মহিষীমর্দ্দিনীরূপে মহিষাসুরকে নিধন করেন।

দেবীভাগবতে দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

দেবগণ মহিষাসুরের যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সকলে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা আবার শিব ও দেবগণকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হইলেন। এখানে বিষ্ণুকে সকলে জানাইলেন যে, ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষের অবধ্য হইয়াছে। সুতরাং বরদানের বলে সে বড়ই উদ্ধত ও গর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছে, এদিকে এমন রমণীও দেখি না যে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। এখন যাহাতে তাহার মৃত্যু হয়, তাহার একটা উপায় বিধান করুন। বিষ্ণু তাঁহাদের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, যদি সেই অসুরকে বধ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমরা আপন আপন স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া স্ব স্ব তেজের নিকট প্রার্থনা কর, যেন উৎপন্ন তেজসমূহ সমবেত হইয়া এক নারীরূপে আবির্ভূত হন। সেই নারীকে আমরা রুদ্রাদির ত্রিশূল প্রভৃতি দিব্য-অস্ত্রে ভূষিত করিব। সেই নারীই মদগর্ব্বিত অসুরকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। তখন ব্রহ্মার মুখ হইতে পদ্মরাগমণির ন্যায় রক্তবর্ণ দুঃসহ তেজ উৎপন্ন হইল। এইরূপ শঙ্করের শরীর হইতে অত্যদ্ভুত রৌপ্যবর্ণ, বিষ্ণুর শরীর হইতে নীলবর্ণ,

ইন্দ্রের শরীর হইতে ত্রিগুণময় বিচিত্রবর্ণ, কুবের যম অনল ও বরুণের শরীর হইতে একেবারে সুমহৎ তেজঃপুঞ্জ প্রাদুর্ভূত হইল, পরে অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতে তাঁহার তেজ নির্গত হইল। তখন সেই মহাতেজের সমষ্টি অতীব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই তেজোরাশি অবলোকন করিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত হইলেন। অকস্মাৎ সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে এক অদ্বিতীয় রমণীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। এই রমণী মূর্ত্তিই মহালক্ষ্মী, এই ভুবনমোহিনীর বাহু অষ্টাদশ, মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ, নয়ন কৃষ্ণবর্ণ, অধর রক্তবর্ণ ও পাণিতল তাম্রবর্ণ। তিনি দিব্যভূষণভূষিতা কমনীয়া কান্তিধারিণী; তাঁহার সহস্র বাহু হইলেও অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত তেজোরাশি হইতে অষ্টাদশভুজারূপে আবির্ভূত হইলেন। (দেবীভাগ' ৮।৮ অঃ)

কাহার তেজ হইতে তাঁহার শরীরের কোন স্থান উৎপন্ন হইয়াছিল সে সম্বন্ধেও দেবীভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

শঙ্করের তেজ হইতে তাঁহার সুবিপুল শ্বেতবর্ণ ও মনোহর মুখকমল, যমের তেজ হইতে আজানুলম্বিত কৃষ্ণবর্ণ মনোহর কেশকলাপ, অগ্নির তেজ হইতে মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণতারকাযুক্ত ও প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ এইরূপ ত্রিনয়ন; সন্ধ্যার তেজ হইতে কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগল, বায়ুর তেজ হইতে নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব শ্রবণযুগল, কুবেরের তেজ হইতে তিলফুল সদৃশ নাসিকা, দক্ষাদির তেজ হইতে কুন্দকুসুম সদৃশ দন্তপঙ্ক্তি, অরুণের তেজ হইতে রক্তবর্ণ অধর, কার্ত্তিকের তেজ হইতে রমণীয় ওষ্ঠ, বিষ্ণুর তেজ হইতে অষ্টাদশ বাহু, বসুগণের তেজ হইতে রক্তবর্ণ অঙ্গুলি সকল, সোমের তেজ হইতে উত্তম স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজ হইতে ত্রিবলীযুক্ত মধ্যস্থল, বরুণের তেজ হইতে জঙ্ঘা ও উরুযুগল এবং পৃথিবীর তেজ হইতে বিপুল নিতম্ব উৎপন্ন হইল। তখন সেই পরাশক্তিকে দেবগণ এইরূপে স্ব স্ব অস্ত্র প্রদান করিলেন;—বিষ্ণু চক্র, শঙ্কর শূল, অরুণ শঙ্খ, অগ্নি শতঘ্নী, বায়ু বাণপূর্ণ তূণ, ইন্দ্র বজ্র, যম কালদণ্ড, ব্রহ্মা গঙ্গাজলপূর্ণ কমণ্ডলু, বরুণ পাশ ও পদ্ম, কাল খড়্গ ও চর্ম্ম, কুবের সুরাপূর্ণ পানপাত্র, বিশ্বকর্ম্মা পরশু ও গদা প্রদান করিলেন। এইরূপ অস্ত্র শস্ত্রে ভূষিত হইয়া মহাদেবী সিংহের উপর আরোহণ করিয়া অসুর বিনাশে অগ্রসর হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর মহাদেবীর হস্তে মহিষাসুর পরাজিত ও নিহত হইলেন।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতেও সর্ব্বদেবের তেজ হইতে সহস্রভুজা মহিষমর্দ্দিনীর আবির্ভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণে মহামায়ার আবির্ভাব সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান বর্ণিত আছে—

"যদিও মহাদেবী (দশভুজা) পশ্চাৎ মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তবে আবার তিনি (ষোড়শভুজা) ভদ্রকালীরূপে যে মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, এরূপ বলিবার কারণ কি? দেবগণ যখন সেই ভদ্রকালী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তখন দেবীর পাদদেশে মহিষাসুর নিপতিত ও তাহার হৃদয়ে শূল বিদ্ধ দেখিয়াছিলেন, ইহারই বা কারণ কি?" ঔর্ব্ব কহিলেন, "হে মহারাজ! যেরূপে মহিষের সহিত ভদ্রকালী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। বীর মহিষাসুর একদিন নিশাযোগে পর্ব্বতে নিদ্রা যাইতে যাইতে অতি নিদারুণ ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন,—যেন মহামায়া ভদ্রকালী অতি ভীষণভাবে মুখবিস্তারপূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া তাহার রক্তপান করিতেছেন। প্রাতঃকালে মহিষাসুর অতিশয় ভীত হইয়া আপনার অনুচরবর্গের সহিত সেই মহামায়ার পূজা করিল। অনন্তর মহাদেবী মহিষাসুর কর্ত্তৃক প্রপূজিত হইয়া ষোড়শভুজা ভদ্রকালীরূপে আবির্ভূত হইলেন। তাহার পর মহিষাসুর মহামায়াকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল, দেবি! আমি সত্যই স্বপ্নে দেখিয়াছি, আপনি আমার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্তপান করিতেছেন। তাহাতে আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, আপনি আমার রুধির পান করিবেন। আমি যে আপনার বধ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, আমারও তাহাতে দুঃখ নাই। পূর্ব্বে আমার পিতা আমার জন্য আপনার সহিত শম্ভুর আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার জন্ম হয়। আমি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি ও অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিয়াছি, সুতরাং আর আমার বাঞ্ছনীয় কিছুই নাই। এখন আপনার আশ্রয় এই মাত্র আমার প্রার্থনা। নিখিল যজ্ঞে যাহাতে আমি পূজ্য হই, তাহা করুন। যতদিন সূর্য্য থাকিবে, ততদিন যেন আমি আপনার পদত্যাগ না করি, এই বর প্রদান করুন। মহাদেবী কহিলেন, যজ্ঞের এমন একটী ভাগ নাই, যাহা এখন আমি তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু তুমি যুদ্ধে আমাদ্বারা নিহত হইয়াও কোনকালে আমার পদত্যাগ করিবে না। যেখানে আমার পূজা হইবে, সেই স্থানেই তোমার এই শরীরের পূজা হইবে।

তখন মহিষাসুর দেবীকে সাদরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পরমেশ্বরি! যজ্ঞে আপনার কোন্ কোন্ মূর্ত্তির সহিত আমি পূজ্য হইব? দেবী কহিলেন, উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গা এই তিন মূর্ত্তিতে তুমি সর্ব্বদা আমার পদলগ্ন হইয়া মনুষ্য দেব ও রাক্ষসগণের পূজ্য হইবে। আদি সৃষ্টিতে আমি অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে তোমাকে বিনাশ করিয়াছি।

দ্বিতীয় সৃষ্টিতে এই (ষোড়শভুজা) ভদ্রকালীরূপে তোমাকে বিনাশ করি। এখন (দশভুজা) দুর্গারূপে অনুচরবর্গের সহিত তোমাকে বধ করিব।

দুর্গার আবির্ভাব সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে এইরূপ বর্ণিত আছে—

পুরাকালে দুর্গ নামে রুরুর এক পুত্র ছিল, এই মহাদৈত্য তপস্যার বলে ত্রিলোক জয় করিয়া আপনার অধীন করিয়াছিল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সকলের পদই কাড়িয়া লইয়াছিল। তাঁহার ভয়ে ঋষিগণের তপস্যা ও ব্রাহ্মণগণের বেদপাঠ বন্ধ হইল। মহাবিপদে পড়িয়া দেবগণ মহেশ্বরের আশ্রয় লইলেন। মহেশ্বর সেই দুষ্ট অসুরকে বিনাশ করিবার জন্য দেবীকে পাঠাইলেন। মহাদেবী দেবগণকে অভয় দিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি কালরাত্রি নাম্নী রুদ্রাণীকে দৈত্যকে আনিবার জন্য পাঠাইলেন। দুর্গাসুর সেই মনোরমা রুদ্রাণীর রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন, দৌত্যকার্য্যে আসিয়াছে বলিয়াও তাঁহার কোন কথাই শুনিলেন না। দৈত্যানুচরগণ যেমন কালরাত্রিকে ধরিতে যাইবেন, অমনি দেবীর হুঙ্কারে সেই রক্ষিগণ ভস্মীভূত হইতে লাগিল। তখন দুর্গাসুরের আদেশে অযুত সংখ্যক অসুর আসিয়া সেই দেবীকে ধরিবার উপক্রম করিল। তাঁহার নিঃশ্বাস বায়ুতে দৈত্যগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। দেবীও আকাশমার্গে উঠিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। দুর্গাসুর দৈত্যবীরবর্গের সহিত তাঁহার অনুগমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে সেই মহাসুরাগণ বিন্ধ্যাচলে আসিয়া সহস্রভুজা, মহাতেজা, মহাপ্রহরণা মহাদেবীকে দেখিতে পাইল। আরও দেখিল যে, কালরাত্রি আসিয়া দেবীর নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন। দুর্গাসুর মহামায়ার রূপ দর্শন করিয়া কামশরে ত হইল এবং যে কেহ তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে পারিবে তাহাকে বিশেষরূপে পারিতোষিক দিবার লোভ দেখাইল। তখন দৈত্যবীরগণ ভগবতীকে ধরিবার জন্য ছুটিল। কিন্তু কাহাকেও মহামায়ার সম্মুখীন হইতে হইল না। সকলেই পরাজিত হইল। পরে দুর্গাসুর নিজে মহাদেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

মহাদেবীর শরীর হইতে শক্তিগণ উৎপন্ন হইয়া দৈত্যসেনা ধ্বংস করিতে লাগিল। দুর্গাসুর সেনাগণের দুর্দশা দর্শন করিয়া মহাগজ মূর্ত্তিধারণ করিয়া দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। মহাদেবী পাশাস্ত্র প্রহারে তাহার ভীমশুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন দৈত্যপতি আবার মহিষরূপ ধারণ করিয়া দেবীকে আক্রমণ করিল, কিন্তু দেবী ত্রিশূলাঘাতে তাহাকে ভূমিশায়ী করিলেন। অবিলম্বে সেই দৈত্য সহস্রভুজ পুরুষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবিলম্বে দেবী একটী মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দুর্গাসুর নিহত হইল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। দেবগণ দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে মহাদেবী দুর্গা নামে বিখ্যাত হইলেন। (কাশীখণ্ড ৭২ অঃ)

কালিকাপুরাণে একস্থলে লিখিত আছে—সেই দশভুজা জগদ্ধাত্রীই মহিষাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন। ইনিই আশ্বিনমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীর দিন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পরে শুক্লপক্ষে সপ্তমীর দিন দেবগণের তেজে সেই দেবীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অষ্টমীতে দেবগণ তাঁহাকে নানা অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া ছিলেন। নবমীতে মহাদেবী নানাবিধ উপচারে পূজিত হইয়া মহিষাসুরকে বিনাশ করেন এবং দশমীতে দেবগণ কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া অন্তর্ধান করিলেন। পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই দশভুজা দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন। সপ্তশতীচণ্ডীর মতে—স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দেবীর পূজা করেন। দেবী ভাগবতের মতে, ভারতভূমে সর্ব্বপ্রথম সুযজ্ঞ রাজাই দেবীর পূজা করিয়াছিলেন।

দেবীভাগবত, মহাভাগবত, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীর অকালে (শরৎকালে) পূজার কথা বর্ণিত আছে। কালিকাপুরাণে ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—রামের প্রতি অনুগ্রহ ও রাবণের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা রাত্রিকালে মহাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন। মহাভাগবতে আছে—রামচন্দ্র অষ্টোত্তর শত নীলপদ্ম দ্বারা দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু দেবী তাঁহাকে ছলনা করিবার জন্য একটী পদ্ম লুকাইয়া রাখেন। তখন রামচন্দ্র আপনার একটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবীর পাদপদ্মে অর্পণ করিতে অগ্রসর হন। দেবী তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

কাহারও মতে, রাবণ বসন্তকালে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন, এই জন্য তাহা বাসন্তীপূজা নামে খ্যাত।

[বাসন্তীপূজা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দুর্গোৎসববিধি।—শরৎকালে বার্ষিক যে মহাপূজা করা হয়, তাহাকে শারদীয়া মহাপূজা কহে এবং এই পূজার চারিটী প্রধান কর্ম্ম স্নপন, পূজন, হোম ও বলিদান। এই পূজা তিথিত্রয় ব্যাপিয়া করিতে হয়।

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্মময়ী শুভা॥
তাং তিথিত্রয়মাসাদ্য কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ।"
'চতুঃকর্ম্মময়ী স্নপনপূজনবলিদানহোমরূপা সা॥'

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে প্রত্যেকেরই এই পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য, যাহারা মোহ আলস্য দম্ভ বা দ্বেষপূর্ব্বক পূজা না করেন, তাহাদের প্রতি দেবী ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের সকল প্রকার অভিলাষ নষ্ট করেন। এই শরৎকালীন দুর্গা পূজার সকল প্রকারে নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। (তিথিতত্ত্ব)

"দ্বিশরীরে চরে চৈব লগ্নে কেন্দ্রগতে রবৌ।
বর্ষে বর্ষে বিধাতব্যং স্থাপনঞ্চ বিসর্জ্জনং॥
যো মোহাদথবালস্যাদ্দেবীং দুর্গাং মহোৎসবে।
ন পূজয়তি দম্ভাদ্বা দ্বেষাদ্বাপ্যথ ভৈরব॥
ক্রুদ্ধা ভগবতী তস্য কামানিষ্টান্ নিহন্তি বৈ॥"

দুর্গা পূজা করিলে দেবতা সকল প্রীত হন এবং যিনি পূজা বিধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি অতুল বিভূতি ও চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করেন। ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ ইহার মধ্যে যিনি যাহা অভিলাষ করিয়া ভক্তি সহকারে পূজা করেন, তিনি অচিরাৎ তাহা প্রাপ্ত হন। সমাধি নামক বৈশ্য ও সুরথ রাজা পূজা করিয়া সমাধি বৈশ্য নির্ব্বাণ ও সুরথ রাজা রাজ্যাদি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে যে কোন অভিলাষ করিয়া দেবীর পূজা করে, তাহার সেই অভিলাষ পূর্ণ হয়। রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, মুমুক্ষু মুক্তিলাভ করে, এই সকল কারণে প্রত্যেকেরই এই পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পূজার ৭টী কল্প বিহিত আছে—এই সকল ৭টী কল্পের মধ্যে সামর্থ্যানুসারে যে কোন কল্পে পূজা করিতে হইবে।

নবম্যাদি কল্প।—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণানবমী হইতে আশ্বিন মাসের মহানবমী পর্য্যন্ত যে পূজা করা হয়, তাহাকে নবম্যাদি কল্প কহে। আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত যে পূজা করা যায়, তাহাকে প্রতিপদাদি কল্প, আশ্বিন শুক্লাষষ্ঠী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত ষষ্ঠ্যাদি কল্প, সপ্তমী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত সপ্তম্যাদি কল্প, মহাষ্টমী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত অষ্টম্যাদি কল্প, কেবল মহাষ্টমীর দিন অষ্টমীকল্প, এবং মহানবমীর দিন নবমীকল্প; এই সপ্তবিধকল্প উল্লিখিত হইয়াছে। এই সপ্তবিধ কল্পদ্বারা ইহার নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যিনি যেরূপ অবস্থাপন্ন, তিনি এই সপ্তবিধ কল্পের মধ্যে যে কোন এক কল্পে পূজা করিতে পারেন।

"তদ্বচনাৎ কৃষ্ণনবম্যাদি-প্রতিপদাদি-ষষ্ঠ্যাদি-সপ্তম্যাদি মহাষ্টম্যাদি কেবলমহাষ্টমী কেবলমহানবমী পূজারূপকল্পা উন্নেয়া।" (তিথিতত্ত্ব)

কল্পারম্ভের পর যদি অশৌচ হয়, তাহা হইলে পূজার প্রতিবন্ধক হইবে না। যেহেতু এইরূপ লিখিত আছে—

"ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং নস্যাদনারব্ধে তু সূতকং॥" (তিথিতত্ত্ব)

ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, হোম, অর্চ্চনা ও জপ আরম্ভ হইলে সূতক অশৌচ হয় না, অনারব্ধ হইলে সূতক অশৌচ হয়।

দুর্গোৎসব ব্রত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পূজা সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধা। সাত্ত্বিকী পূজায় নিরামিষ নৈবেদ্য, জপ ও যজ্ঞাদি, পুরাণাদিতে কীর্ত্তিত ভগবতীর মাহাত্ম্য পাঠ, এবং দেবীসূক্ত জপ প্রভৃতি করিতে হয়। বলিদান ও সামিষ নৈবেদ্যাদি দ্বারা যে পূজা করা যায়, তাহাকে রাজসী পূজা কহে। জপ যজ্ঞ বিনা সুরামাংসাদি উপহারে যে পূজা হয়, তাহাকে তামসী পূজা কহে। এইরূপ পূজা ম্লেচ্ছগণ ও দস্যুগণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

"শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি বিশ্রুতিঃ॥
সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ র্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং॥
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবী মনাস্তথা।
দেবীসূক্তজপৈশ্চৈব যজ্ঞো বহ্নিষু তর্পণং॥
রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা॥
সুরামাংসাদ্যুপাহারৈর্জপযজ্ঞে র্বিনা তথা।
বিনা মন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানান্ত সম্মতা॥" (তিথিতত্ত্ব)

পূজাস্থলে পূজকের তপোযোগ অধিক থাকে এবং পূজার আতিশয্য ও দেব প্রতিকৃতির স্বরূপ হয়, সেইস্থলে দেবতার সান্নিধ্য হইয়া থাকে।

"অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

নবম্যাদিকল্প—রবি কন্যারাশিতে গমন করিলে অর্থাৎ আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষের আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে দেবীর বোধন করিতে হইবে। যদি নবমীতে আর্দ্রানক্ষত্র না হয়, তাহা হইলে কোন্ নবমীতে বোধন হইবে? কালিকাপুরাণের মতে নবমীতে অষ্টাদশভুজার বোধন ও ষষ্ঠীতে দশভুজার বোধন করা কর্ত্তব্য। স্মার্ত্তের মতে, ইহা সঙ্গত নহে, কারণ কামাখ্যাপঞ্চমূর্ত্তি প্রকরণে এইরূপ লিখিত আছে—

"শরৎকালে পুরা যস্মাৎ নবম্যাং বোধিতাসুরৈঃ।
শারদা সা সমাখ্যাতা পীঠে লোকে চ নামতঃ॥

রূপমন্তাঃ পুরা প্রোক্তং সিংহস্থং দশ বাহুভিঃ।
রূপমেবং দশভুজং পূর্ব্বোক্তন্তু বিচিন্তয়েৎ।'
উগ্রচণ্ডেতি সা মূর্ত্তি ভদ্রকালী ত্বহং পুনঃ।
যয়া মূর্ত্ত্যা ত্বাং হনিষ্যে সা দুর্গেতি প্রকীর্ত্তিতা॥" (তিথিত°)

পূর্ব্বে শরৎকালে নবমী তিথিতে দেবগণ কর্ত্তৃক যে দেবী বোধিত হইয়াছে, তাঁহার নাম শারদা, ইনি দশবাহু সমন্বিতা এবং সিংহবাহিনী। ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বচনানুসারে মহিষাসুরের পাদলগ্নত্ব হেতু পূজার বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশভুজায় মহিষাসুরের প্রতি পাদলগ্নত্ব সম্ভাবনা নাই ইত্যাদি কারণে নবমীতে বা ষষ্ঠীতে দশভুজার বোধনই যুক্ত। "দুর্গায়াঃ পাদলগ্নত্বেন মহিষাসুরস্য পূজ্যত্বং পূর্ব্বমুক্তং অতএব অষ্টাদশভুজায়াঃ পাদলগ্নত্বং মহিষাসুরস্য ন সম্ভবতি তস্মাদ্দশভুজায়াঃ নবম্যাং ষষ্ঠ্যাং বা বোধনং।"
(তিথিত°*)

নবমীতে বোধন করিয়া জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা ষষ্ঠীতে বিল্ববৃক্ষে আমন্ত্রণ, মূলানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমীতে পত্রিকাপ্রবেশ, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতে পূজা হোম ও উপবাস, উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রযুক্ত নবমীতে বিবিধ বলিদ্বারা শিবাকে পূজা ও শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা দশমীতে প্রণাম করিয়া বিসর্জ্জন করিতে হইবে। পূর্ব্বে যে সকল নক্ষত্র উক্ত হইল, ঐ সকল তিথিতে যদি ঐ সকল নক্ষত্র যোগ না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল তিথিতেই কার্য্যাদি হইবে, নক্ষত্রের কথা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা ফলাতিশয়ের জন্য। যদি ঐ তিথিতে পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে পূজাতেও বিশেষ ফল হয়।

"ঈষে মাস্যসিতে পক্ষে কন্যারাশিগতে রবৌ।
নবম্যাং বোধয়েদ্দেবীং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ॥
জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তায়াং ষষ্ঠ্যাং বিল্বাভিমন্ত্রণং।
সপ্তম্যাং মূলযুক্তায়াং পত্রিকায়াঃ প্রবেশনং॥
পূর্ব্বাষাঢ়যুতাষ্টম্যাং পূজাহোমাদ্যুপোষণং।
উত্তরেণ নবম্যান্তু বলিভিঃ পূজয়েচ্ছিবাং॥
শ্রবণেন দশম্যান্তু প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ।" (তিথিত°)

প্রতিবৎসর কন্যারাশিতে সূর্য্য অবস্থান করিলে অর্থাৎ আশ্বিনমাসে কর্ত্তব্যত্বের অনুপপত্তি হেতু সিংহকে অর্থাৎ ভাদ্রমাসে বোধন এবং তুলায় অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে স্থাপনাদি করিবে। কিন্তু মলমাসে করিবে না। যদি আশ্বিন মাস মলমাস হয়, তাহা হইলে আশ্বিন মাসে পূজাদি কিছুই হইবে না, কার্ত্তিক মাসে হইবে। এইরূপ স্থলে ভাদ্রমাসে বোধন ও কার্ত্তিক মাসে পূজা হইবে, ভাদ্রের কৃষ্ণানবমী হইতে প্রতিদিন দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও পূজাদি করিতে হইবে। "প্রতিবর্ষং কন্যার্কে কর্ত্তব্যত্বানুপপত্তেঃ সিংহার্কেঽপি বোধনং তুলার্কেঽপি স্থাপনাদিকং ক্রিয়তে চান্দ্রকৃত্যত্বাৎ কন্যার্কে মলমাসে ন তদাবশ্যাতে যদি পূর্ব্বমারব্ধং তদা মলমাসেঽপি পূজা দেবীমাহাত্ম্যপাঠাদিকং প্রত্যহং কর্ত্তব্যমেব।" (তিথিত°)

কৃষ্ণানবমীতে যে বোধন হইবে, তাহা দেবকৃত্যহেতু পূর্ব্বাহ্নে হইবে, যদি উভয় দিন পূর্ব্বাহ্নে নবমী লাভ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে এবং পূর্ব্বদিনে যদি আর্দ্রানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে পূর্ব্বাহ্নসময়ে দেবীর বোধন হইবে। বোধন কার্য্যে যে রাত্রিপদ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দেবরাত্রিপর জানিতে হইবে। দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি, এই জন্য রাত্রিপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। যদি পরদিনে আর্দ্রানক্ষত্র লাভ হয়, তাহা হইলে পরদিনে বোধন হইবে এবং পূর্ব্বাহ্নেতর সময়ে যদি আর্দ্রানক্ষত্র লাভ হয়, তাহা হইলে আর্দ্রানক্ষত্রানুরোধে পূর্ব্বাহ্নেতরকালে বোধন হইবে।

"তত্র কৃষ্ণনবম্যাং দেবকৃত্যত্বেন পূর্ব্বাহ্নে বোধনং।
উভয়দিনে পূর্ব্বাহ্নে নবমীলাভে পূর্ব্বদিনে আর্দ্রানুরোধে তু পূর্ব্বাহ্নং বিনা দিবামাত্রে যুগ্মাদরং বিনাপি পরদিনে বোধনং উভয়দিনে পূর্ব্বাহ্নে নবম্যার্দ্রলাভে পূর্ব্বদিনে বোধনং যুগ্মাৎ।" (তিথিত°)

ষষ্ঠীতে বোধন করিতে হইলে সায়ংকালে বোধন করিতে হয়। যাহারা নবমীতে বোধন করিতে সমর্থ হন না, তাহারাই ষষ্ঠীতে সায়ংকালে বোধন করিবে।

"ষষ্ঠ্যাং বিল্বতরৌ বোধং সায়ং সন্ধ্যাসু কারয়েৎ।"

ষষ্ঠীতে বিল্ববৃক্ষে সায়ংকালে দেবীর বোধন করিবে, যে সময় সন্ধ্যা পরিস্ফুট হয় নাই, তারকা সকল যখন ভাল করিয়া দেখা যায় না, এইরূপ সময়ই প্রকৃত বোধনের কাল।

ষষ্ঠীতে সন্ধ্যাকালে বোধন আমন্ত্রণ করিতে হইবে, পত্রীপ্রবেশের পূর্ব্বদিনে যদি সায়ংকালে ষষ্ঠী লাভ হয়, তাহা হইলে একদিনে বোধন ও আমন্ত্রণ হইবে। কিন্তু পত্রীপ্রবেশের পূর্ব্বদিন সায়ংকালে ষষ্ঠীলাভ না হইলে তাহার পূর্ব্বদিন সায়ংকালে বোধন এবং পরদিনে সায়ংকালে আমন্ত্রণ হইবে। যখন উভয়দিনে সায়ংকালে ষষ্ঠী হইয়াছে, সেই সময় পরদিনে ষষ্ঠীতে বোধন হইবে। যদি উভয়দিনই সায়ংকালে ষষ্ঠী না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্নে ষষ্ঠীতে বোধন করিবে।

"ষষ্ঠ্যাং বোধনামন্ত্রণকরণেঽপি পত্রীপ্রবেশপূর্ব্বদিনে

* স্মার্ত্তের এই স্থানে কিছু বিরোধ দেখা যাইতেছে। কারণ কালিকাপুরাণে দশভুজা, ষোড়শভুজা ও অষ্টাদশভুজা এই তিন মূর্ত্তিরই পাদদেশে মহিষাসুর থাকিবে ও পূজা হইবে এরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

সায়ং ষষ্ঠীলাভে একদৈবোক্তরকরণং যদা তু পূর্ব্বদিনে সায়ং-ষষ্ঠীলাভ স্তদা পূর্ব্বেহ্যুর্ব্বোধনং পরদিনে সায়ং আমন্ত্রণং। যদা তূভয়দিনে সায়ং ষষ্ঠীলাভ স্তদা পরেহহ্নি ষষ্ঠ্যাং বোধনং উভয়দিনে সায়ং ষষ্ঠ্যভাবে পূর্ব্বাহ্ণে ষষ্ঠ্যাং বোধনং।" (তিথিত°)

প্রতিপদাদি কল্প—আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে নবরাত্রক বিধি অনুষ্ঠান করিবে। প্রতিপদাদি ক্রমে মহানবমী পর্য্যন্ত যথাবিধানে পূজা করিতে হইবে। প্রতিপদে কল্পারম্ভ করিয়া মহানবমী পর্য্যন্ত দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও পূজা করিতে হইবে। প্রতিপদে কেশসংস্কার দ্রব্য, দ্বিতীয়ায় পট্টডোর, তৃতীয়াতে দর্পণ, সিন্দূর ও অলক্তক, চতুর্থীতে মধুপর্ক, তিলক ও নেত্র-মণ্ডল, পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ ও যথাশক্তি অলঙ্কার, ষষ্ঠীতে সায়ং-বিল্বতরুতে বোধন, সপ্তমীতে পূজন, অষ্টমীতে উপবাস ও অষ্টশক্তি পূজা, নবমীতে উগ্রচণ্ডা ও অন্যান্য দেবতার পূজা, বলিদান ও কুমারীপূজা করিতে হইবে, দশমীতে পূজা করিয়া বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

এইরূপ বিধিদ্বারা যাহারা পূজা করে, তাহাদের সকল আপদ্ নাশ এবং পুত্র, দারা, ধন ও ধান্যাদি বিবিধ সুখ লাভ হয়; অন্তকালে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবতীর গণমধ্যে পরিগণিত হয়। এই বিধানকে নবরাত্রক কহে।

"আশ্বিনে শুক্লপক্ষে তু কর্ত্তব্যং নবরাত্রকং।
প্রতিপদাদিক্রমেণৈব যাবচ্চ নবমী ভবেৎ॥
কেশসংস্কারদ্রব্যাণি প্রদদ্যাৎ প্রতিপদ্দিনে।
পট্টডোরং দ্বিতীয়ায়াং কেশসংযমহেতবে॥
দর্পণঞ্চ তৃতীয়ায়াং সিন্দূরালক্তকং তথা।
মধুপর্কং চতুর্থ্যান্তু তিলকং নেত্রমণ্ডলং॥
পঞ্চম্যাং অঙ্গরাগঞ্চ শক্ত্যালঙ্করণানি চ।
ষষ্ঠ্যাং বিল্বতরৌ বোধং সায়ং সন্ধ্যাসু কারয়েৎ॥
সপ্তম্যাং প্রাতরানীয় গৃহমধ্যে প্রপূজয়েৎ।
উপোষণমথাষ্টম্যামষ্টশক্তেঃ প্রপূজনং॥
নবম্যামুগ্রচণ্ডায়া স্তদ্বদ্দেবার্চ্চনং দিবা।
পূজা চ বলিদানঞ্চ তদ্বন্মাতৄঃ প্রপূজয়েৎ॥
কুমারী পূজনীয়া চ ভূষণীয়া চ ভূষণৈঃ।
সংপূজ্য প্রেষণং কুর্য্যাৎ দশম্যাং শাবরোৎসবৈঃ॥
অনেন বিধিনা যস্তু দেবীং প্রীণয়তে নরঃ।
স্কন্দবৎ পালয়েত্তস্তু দেবী সর্ব্বাপদি স্থিতং॥
পুত্রদারধনর্দ্ধীনাং সংখ্যা তস্য ন বিদ্যতে।
ভুক্তে্হ পরমান্ ভোগান্ প্রেত্য দেবীগণো ভবেৎ॥"

ষষ্ঠ্যাদিকল্প—ষষ্ঠীর দিন প্রাতঃকালে কল্পারম্ভ করিয়া সায়ংকালে বিল্বশাখা ও ফলে দেবীর বোধন করিবে, সপ্তমীতে বোধিত বিল্বশাখা আনিয়া পূজা করিতে হইবে, অষ্টমীতে পূজা ও জাগরণ, নবমীতে প্রভূত বলিদান ও পূজা এবং দশমীতে শাবরোৎসব দ্বারা বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

"বোধয়েদ্বিল্বশাখায়াং ষষ্ঠ্যাং দেবীং ফলেষু চ।
সপ্তম্যাং বিল্বশাখান্তামাহৃত্য প্রতিপূজয়েৎ॥
পুনঃ পূজাং তথাষ্টম্যাং বিশেষেণ সমাচরেৎ।
জাগরঞ্চ স্বয়ং কুর্য্যাৎ বলিদানং মহানিশি॥
প্রভূতবলিদানঞ্চ নবম্যাং বিধিবচ্চরেৎ।
ধ্যায়েদ্দশভুজাং দেবীং দুর্গামন্ত্রেণ পূজয়েৎ॥
বিসর্জ্জনং দশম্যান্তু কুর্য্যাদ্বৈ শাবরোৎসবৈঃ।
ধূলিকর্দ্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ॥
ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতকৈঃ।
ভগলিঙ্গক্রিয়াভিশ্চ কুর্য্যাচ্চ দশমীদিনে॥" (ভবিষ্যপু°)

সাধারণতঃ প্রায় এই তিন কল্প দেখা যায়, নবম্যাদি কল্প, প্রতিপদাদিকল্প ও ষষ্ঠ্যাদিকল্প। অনেক স্থলে এই ত্রিবিধ কল্পের মধ্যে যে কোন এক কল্পানুসারে দুর্গা পূজা হইয়া থাকে; কিন্তু কুলাচার অনুসারে যাহাদের যে কোন কল্পের বিধান থাকে, তাহারা সেই কল্পানুসারে পূজা করিবে। যেহেতু কুলাচার উল্লঙ্ঘন করা শাস্ত্রসম্মত নহে।

কল্পারম্ভ হইলে সেইদিন হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত পূজা ও বিজয়াদশমীতে বিসর্জ্জন করিতে হইবে এবং প্রতিদিন দেবীমাহাত্ম্য ও ঋষিচ্ছন্দাদি পাঠ করিতে হইবে।

"মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং।
পঠেচ্চ শৃণুয়াদ্বাপি সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে॥"

পুরাণাদিতে কীর্ত্তিত ভগবতীর মাহাত্ম্য সকলকামনা সিদ্ধির নিমিত্ত পাঠ করিবে। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে এইরূপ লিখিত আছে—

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥
সর্ব্বাবাধাবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥" (চণ্ডী)

শরৎকালে যে মহাপূজা হয়, তাহাতে আমার মাহাত্ম্য অবশ্য পঠনীয়, যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই দেবীমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহারা সকল প্রকার বিপদ্ হইতে মুক্ত হয়। [চণ্ডীপাঠ শব্দ দেখ।]

নবম্যাদি কল্পারম্ভ হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন একবার করিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, দেবীমাহাত্ম্য একবার পাঠ করিলেই হয়। প্রতিদিন পাঠ করিবার আবশ্যক কি? ইহাতে রঘুনন্দন

এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, একবার পাঠ করিলে শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ হয়, তথাচ ফলবাহুল্য হেতু পুনঃ পুনঃ পাঠ করা আবশ্যক।

"অত্র যদ্যপি দেবীমাহাত্ম্যপাঠস্য 'সকৃৎ কৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ' ইতি ন্যায়াৎ সকৃৎকরণাদেব তত্তদ্‌ফলসিদ্ধির্জায়তে তথাপি তৎফলবাহুল্যায় পুনঃ পুনঃ পাঠঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

প্রতিপদাদি কল্পে প্রতিপদ্ হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত ও ষষ্ঠ্যাদি কল্পে ষষ্ঠী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত পাঠ করিতে হইবে। নবম্যাদি কল্পে নবমীতে বোধন করিয়া পত্রীপ্রবেশ পূর্ব্ব-দিনে অর্থাৎ ষষ্ঠীতে সায়ংকালে আমন্ত্রণ ও অধিবাস এবং নবমীর দিন বোধন করিতে অসক্ত হইলে ষষ্ঠীর দিন বোধন, আমন্ত্রণ ও দেবীর অধিবাস করিতে হইবে।

বোধন ও আমন্ত্রণের মন্ত্র ভেদানুসারেই পৃথক্ত্ব অর্থাৎ দুইটী ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রদ্বারা বোধন ও আমন্ত্রণ পৃথক্, এইরূপ সূচিত হইয়াছে। বোধন মন্ত্র—

"শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহং॥
ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তয়ি কৃতঃ পুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বৎ বোধয়ামি সুরেশ্বরীং।
শক্রেণাপি চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে॥
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি বিভূতিরাজ্যপ্রতিপত্তিহেতোঃ।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্যস্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥"

আমন্ত্রণের মন্ত্র—

"মেরুমন্দারকৈলাসহিমবচ্ছিখরে গিরৌ।
জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বং অম্বিকায়াঃ সদাপ্রিয়ঃ॥
শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ।
নেতব্যোঽসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গা স্বরূপতঃ॥"

এই দুইটী মন্ত্রদ্বারা বোধন ও আমন্ত্রণ এই দুইটী পৃথক্ অর্থাৎ বোধনের সময় পূর্ব্বোক্ত বোধনমন্ত্র এবং আমন্ত্রণ সময়ে আমন্ত্রণের মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

সপ্তম্যাদিকল্প। আশ্বিনমাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত দেবীর পূজা করিতে হইবে। সপ্তমী তিথিতে কল্পারম্ভ করিয়া নবপত্রিকা ও মৃণ্ময়ী ভগবতী প্রতিমাপূজা ও অষ্টমীতে মহাস্নান করাইতে হইবে। পঞ্চগব্য, গায়ত্রী, কষায়, গন্ধাদি, তীর্থবারি, সকল প্রকার ওষধি, ভৃঙ্গার, কলস, পুষ্পরত্নাদি, তোয় প্রভৃতি এবং গীতবাদিত্র-নাট্য সহকারে মহাস্নান করাইতে হয়। পরে পূজা, নানাবিধ উপহারাদি দ্বারা নৈবেদ্য ও তিলধান্যাদি সংযুক্ত বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিতে হইবে। সংসারে যে সকল কাম্য সুখ আছে, তাহা এই হোম দ্বারা হয় এবং দীর্ঘায়ু, পুত্র ও বিপুল ধনধান্যাদি লাভ হয়। নবমীতে এই বিধি অনুসারে পূজা এবং দেবীর প্রীতির নিমিত্ত বলি প্রদান করিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে পূজা করিলে ইহজন্মে বিবিধ ভোগ করিয়া অন্তে দেবীপুরে গতি হয়।

"আশ্বিনে শুক্লপক্ষে তু সপ্তম্যাদি দিনত্রয়ে।
তত্র পূজাবিশেষেণ কর্ত্তব্যা মম মানবৈঃ॥
বিশেষং তত্র বক্ষ্যামি শৃণু পুত্রক সম্মতং।
সপ্তম্যাং পত্রিকাপূজা রম্ভাদি নবভির্যুতা॥
মহীময়ী চ মূর্ত্তি র্মে পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধয়ে।
অষ্টমী সা মহাপুণ্যা তিথিঃ প্রীতিকরী মম॥
কুর্য্যাত্তত্র মহাস্নানং পঞ্চগব্যযুতৈস্তথা।
গায়ত্রীভিঃ কষায়ৈশ্চ গন্ধাদ্যৈস্তীর্থবারিভিঃ॥
ওষধীভিশ্চ সর্ব্বাভি র্ভৃঙ্গারৈঃ কলসৈস্তথা।
গীতবাদিত্রনাট্যেন স্নাপয়েন্মাঞ্চ ভক্তিতঃ।
পূজা সদুপহারৈশ্চ নৈবেদ্যৈশ্চ মনোহরৈঃ॥
বিল্বপত্রৈঃ ঘৃতাক্তৈশ্চ তিলধান্যাদিসংযুতৈঃ।
জুহুয়াজ্জ্বলিতে বহ্নৌ তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥
সংসারে যানি সৌখ্যানি কাম্যানি নরপুঙ্গব।
দীর্ঘমায়ুর্যশঃপুত্রং বিপুলং ধনধান্যকং।
লভতে মৎপ্রসাদেন অন্তে মম পুরং ব্রজেৎ॥
অনেন বিধিনা যস্তু নবমীমতিবাহয়েৎ।
ভুঙ্‌ক্তে চ বিপুলান্ ভোগানন্তে শিবপুরং ব্রজেৎ॥"

পত্রীপ্রবেশ-ব্যবস্থা—মূলানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমী তিথিতে বা কেবল সপ্তমীতে পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে পত্রীপ্রবেশ অর্থাৎ নব-পত্রিকা স্থাপন করিতে হইবে, উভয় দিন যদি পূর্ব্বাহ্ণ লাভ হয়, তাহা হইলে পরদিনে পত্রীপ্রবেশ হইবে। ইহাতে তিথিযুগ্মাদি আদরণীয় হইবে না।

"ততঃ সপ্তম্যাং মূলযুক্তায়াং কেবলায়াং উভয়ত্র পূর্ব্বাহ্ণে সপ্তমীলাভে পরত্র।
"যুগাদ্যা বর্ষবৃদ্ধিশ্চ সপ্তমী পার্ব্বতী প্রিয়া।
রবেরুদয়মীক্ষন্তে ন তত্র তিথিযুগ্মতা॥" (তিথিতত্ত্ব)

"পূর্ব্বাহ্ণে নবপত্রিকা শুভকরী সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদা
আরোগ্যং ধনদা করোতি বিজয়ং চণ্ডীপ্রবেশে শুভা।
মধ্যাহ্নে জনপীড়নক্ষয়করী সংগ্রামে ঘোরাবহা।
সায়াহ্নে বধবন্ধনানি কলহং সর্পক্ষতং সর্ব্বদা।" (তিথিত°)

পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে নবপত্রিকাপ্রবেশ অত্যন্ত শুভ এবং সকল সিদ্ধিদায়িনী। মধ্যাহ্ন সময়ে পত্রীপ্রবেশ জনপীড়ন ও ক্ষয়, সায়াহ্নকালে বধ, বন্ধন ও নানা প্রকার অশুভ হইয়া থাকে। এই জন্য পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে নবপত্রিকা প্রবেশ প্রশস্ত।

নবপত্রিকা—কদলী, দাড়িমী, ধান্ত, হরিদ্রা, মানক, কচু, বিল্ব, অশোক ও জয়ন্তীপত্র এই নয়টী নবপত্রিকা—

"কদলী দাড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকং কচুঃ।
বিল্বোঽশোকঃ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকা॥" (তিথিত°)

[নবপত্রিকা দেখ।] পত্রীস্থাপন করিয়া মৃণ্ময়ীমূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কারণ দেবপ্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করিলে তাহাতে দেবত্ব হয় না।

"অন্যেষামপি দেবানাং প্রতিমাস্বপি পার্থিব।
প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্যা তস্যাং দেবত্বসিদ্ধয়ে॥" (তিথিত°)

প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর যথাবিধি নানা প্রকার উপহার দ্বারা দেবীপূজা করিতে হইবে।

মহাষ্টমীর দিন উপবাস, নানা প্রকার উপহার ও বলিদ্বারা ভগবতীর পূজা করিতে হইবে। অষ্টমীতে বলিদানের বিষয় বিনিস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু দেবীপুরাণের বচনান্তরে লিখিত আছে, অষ্টমীতে বলিদান করিলে বংশনাশ হয়। ইহাতে রঘুনন্দন এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, অষ্টমীতে যে বলিদান নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা সন্ধিপূজাপর; কারণ সন্ধিপূজা অষ্টমীর শেষ দণ্ড ও নবমীর প্রথম দণ্ড, এই দুই দণ্ডের মধ্যে এই সন্ধিপূজা হয়, উভয় তিথিকৃত্য হেতু সাবকাশ স্থল হইয়াছে, এই জন্য ঐ অষ্টমীতে বলিদান না করিয়া নবমীতে বলিদান নিষিদ্ধ, এইরূপ অভিপ্রায় নচেৎ অন্যবচনে লিখিত আছে, অষ্টমীতে বলি প্রভৃতি উপহার দ্বারা দেবীর পূজা করিতে হইবে এই বচন নিরর্থক হয়।

"অষ্টম্যাং পশুঘাতশ্রুতেঃ—
অষ্টম্যাং রুধিরৈর্ম্মাংসৈ র্মহামাংসৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
পূজয়েদ্বহুজাতীয়ৈর্ব্বলিভির্ভোজয়েচ্ছিবাং॥
ইতি কালিকাপুরাণাচ্চ।
অষ্টম্যাং বলিদানেন পুত্রনাশো ভবেৎ ধ্রুবং।
ইতি দেবীপুরাণীয়ং। সন্ধিপূজাবলিদানপরং তৎপূজায়া উভয়তিথিকর্ত্তব্যত্বেন তদ্বলিদানস্য নবম্যাং সাবকাশত্বাৎ।"
(তিথিত°)

সন্ধিপূজা—অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে যোগিনীগণের সহিত দেবীর পূজা করিতে হইবে। ইহাতে অষ্টমীর শেষদণ্ড ও নবমীর প্রথমদণ্ড যে দেবীর পূজা করা যায়, তাহা অতিশয় ফলদায়ক; অষ্টমী ও নবমীর সন্ধি রাত্রিভাগেই প্রশস্ত, অর্দ্ধরাত্রে দশগুণ, সন্ধ্যারাত্রে ত্রিগুণ ফলদায়ক। এই সন্ধিকালকে উমামহেশ্বরতিথি কহে।

"অষ্টমী নবমী সন্ধৌ তৃতীয়া খলু কথ্যতে।
তত্র পূজ্যাঽহং পুত্র যোগিনীগণসংযুতা॥
অষ্টম্যাঃ শেষদণ্ডশ্চ নবম্যাঃ পূর্ব্বএব চ।
অত্র যা ক্রিয়তে পূজা বিজ্ঞেয়া সা মহাফলা॥
অষ্টমী নবমীযোগো রাত্রিভাগে বিশিষ্যতে।
অর্দ্ধরাত্রে দশগুণং সন্ধ্যায়াং ত্রিগুণং ভবেৎ॥
অষ্টমী নবমীযুক্তা নবমী চাষ্টমীযুতা।
অর্দ্ধনারীশ্বরপ্রায়া উমা মাহেশ্বরী তিথিঃ॥" (তিথিত°)

মহাষ্টমী তিথিতে পুত্রবান্ ব্যক্তি উপবাস করিবে না। নবমীতে বিবিধ বলি প্রভৃতি উপহার দ্বারা দেবীর পূজা করিতে হইবে। অষ্টমী বা নবমী এই দুই দিনের মধ্যে যে কোন একদিনে হোম করিতে হইবে, কিন্তু মহাষ্টমীর দিন হোম প্রশস্ত। জপ ও স্তোত্রপাঠ করিয়া নবমীর দিন দক্ষিণান্ত করিতে হইবে। দেবীর পূজোপচার সম্বন্ধে যাঁহার যে প্রকার শক্তি, তিনি সেই শক্ত্যনুসারে পূজা করিবেন।

"উপবাসং মহাষ্টম্যাং পুত্রবান্ন সমাচরেৎ।
যথা তথৈব পূতাত্মা ব্রতী দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
নবম্যাং বলিদানন্তু কর্ত্তব্যং বৈ যথাবিধি।
জপং হোমঞ্চ বিধিবৎ কুর্য্যাত্তত্র বিভূতয়ে॥" (তিথিত°)

মহাষ্টমীর দিনই উপবাস করিতে হইবে, মহাষ্টমী পূজার পর দিন যদি সন্ধিপূজা হয়, তাহা হইলে সেই দিন উপবাস হইবে না।

মহানবমী পূজাকল্প—আশ্বিন মাসে মহানবমীতে ভগবতীর পূজা করিতে হইবে।

"লব্ধাভিষেকা বরদা শুক্লে চাশ্বযুজস্য চ।
তস্মাৎ সা তত্র সংপূজ্যা নবম্যাঞ্চণ্ডিকা বুধৈঃ॥" (তিথিত°)

কেবল অষ্টমী ও কেবল নবমীকল্প—আশ্বিনমাসের মহাষ্টমী ও মহানবমী তিথিতে বিশুদ্ধভাবে ভগবতীতে যথাশক্ত্যুপচারে পূজা করিতে হইবে।

"ভদ্রকালীং পটে কৃত্বা তত্র সংপূজয়েদ্দ্বিজঃ।
আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য চাষ্টম্যাং নিয়তব্রতঃ॥" (বিষ্ণুধর্ম্ম°)
"উপোষিতো দ্বিতীয়েঽহ্নি পূজয়েৎ পুনরেব তাং।
যস্ত্বেকস্যা মথাষ্টম্যাং নবম্যাং বাথ সাধকঃ।
পূজয়েদ্বরদাং দেবীং শুদ্ধভাবেন চেতসা॥" (কালিকাপু°)

অষ্টম্যাদি কল্পারম্ভে—অষ্টমী ও নবমী এই দুই দিনই যথাবিহিত পূজাদি করিতে হইবে।

দুর্গার ধ্যান—

"জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥

সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং॥
মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাং।
ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গরূপিণং।
হৃদিশূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং॥
রক্তরক্তী কৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীভীষণাননং॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং।
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাং॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা॥
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং।
চিন্তয়েৎ সততং দুর্গাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাং॥"

এই মন্ত্রে দেবীর ধ্যান করিয়া মহাস্নানপূর্ব্বক ষোড়শোপচার ও বলিদানাদি দ্বারা পূজা করিতে হইবে এবং আবরণ ও দেবতা পূজা করিবে। এইরূপে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা করিবে।

বিজয়াদশমীকৃত্য—উক্তরূপে পূজা সমাপন করিয়া দশমী দিনে বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

'চরলগ্নে বিসর্জ্জয়েৎ' এই বচনানুসারে চরলগ্নে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যদি চরলগ্ন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কেবল তিথিতেই বিসর্জ্জন করিতে হইবে। দেবীর যাত্রাকালে নিমজ্জন করিতে হয়, তাহার পর বিসর্জ্জন করিতে হইবে, নৌযান বা নরযান দ্বারা ভগবতী শিবাকে লইয়া যাইয়া ক্রীড়া কৌতুকাদি মঙ্গলদ্বারা স্রোতোজলে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

"দুর্গে দেবি জগন্মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতে।
সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।
নিমজ্জাম্ভসি দেবি ত্বং চণ্ডিকা প্রতিমা শুভা।
পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধ্যর্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া॥"

বিসর্জ্জন করিয়া গৃহে আগমন করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। তাহার পর ঘটস্থিত জল দ্বারা এই মন্ত্রে যজমানকে অভিষেক করিতে হইবে।

অভিষেকমন্ত্র—

ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে যজ্ঞস্তষেমহে দেবা উপপ্রযন্তু মরুতঃ সুদানবে ইন্দ্রপ্রাযুর্ভবা সচা।
ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথ স্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।
আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋর্তস্তথা॥
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতো শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা॥
কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ পুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ॥
এতাভিস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপালাঃ সুসংযতাঃ।
আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ॥
গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুকেতুশ্চ তর্পিতা।
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
দেবপত্ন্যোঽধ্বরা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ।
অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা হ্রদাঃ।
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥" (বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ)

এই বিজয়া দশমীর দিন অপরাজিতা পূজা করিতে হইবে। এই দশমী তিথিতে রাজাদিগের বিজয়যাত্রা করিতে হয়, এই যাত্রা অতিশয় শুভদায়ক। যদি দশমী উল্লঙ্ঘন করিয়া নৃপগণ যাত্রা করে; তাহা হইলে তাহার রাজ্যে সংবৎসরের মধ্যে কোন বিজয় হইবে না।

"দশমীং যঃ সমুল্লঙ্ঘ্য প্রস্থানং কুরুতে নৃপঃ।
তস্য সংবৎসরং রাজ্যে ন কাপি বিজয়ো ভবেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

স্বয়ং যাত্রা করিতে অশক্ত হইলে খড়্গাদির যাত্রা করিতে হইবে। এই বিজয়া দশমীর দিন দুর্গানাম জপ করিতে হইবে, যে কোন বিপদ্ হউক না কেন দুর্গানাম জপ করিলে তাহা দূর হয়।

"দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গানামং পরং মন্ত্রং।
যো জপেৎ সততং চণ্ডি জীবন্মুক্তঃ স মানবঃ॥
মহোৎপাতে মহারোগে মহাবিপদি সঙ্কটে।
মহাদুঃখে মহাশোকে মহাভয়সমুত্থিতে॥

যঃ স্মরেৎ সততং দুর্গাং জপেৎ যঃ পরমং মনুং।
স জীবলোকো দেবেশি নীলকণ্ঠত্বমবাপ্নুয়াৎ॥" (মুণ্ডমালাতন্ত্র)

প্রাতঃকালে উঠিয়া যাহারা দুর্গানাম স্মরণ করে, তাহাদেরও কোন বিপদ্ হয় না। দুর্গানাম ভবসমুদ্র উদ্ধারের একমাত্র তরণি স্বরূপ। ভক্তিপূর্ব্বক দুর্গানাম করিয়া যে যাহা চায়, সেই তাহা প্রাপ্ত হয়। দুর্গানামে সকল বিপদ্ দূর হয়। দুর্গাদেবীর বিসর্জ্জন হইলে পর সম্বৎসরের শুভাশুভের নিমিত্ত দুর্গামণ্ডপে বসিয়া দুর্গানাম জপ করিয়া যাত্রা করিবে। দেবীকে বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়া পিতা, মাতা ও গুরুলোকদিগকে প্রণাম ও আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধবদিগকে প্রেমালিঙ্গনে সম্ভাষণ করিতে হয়।

বঙ্গবাসী হিন্দুগণের দুর্গোৎসবই সর্ব্বপ্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য। বৎসরান্তে এরূপ মহাপূজার ধুমধাম আর কোন দেশে দেখা যায় না। দুর্গাপূজার তিন দিন বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেই অপর সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই মহোৎসবে যোগদান করেন। হিন্দুগণ ভাবেন, এমন দিন আর আসিবে না। এই কয় দিন আমরা যেরূপে কাটাইব, সংবৎসর সেইরূপে যাইবে। তাই এই কয় দিন সকলেই নব বেশে নবোল্লাসে মহাসুখী হইবার চেষ্টা করেন এবং দেবীর নিকট আপনার মনের কথা প্রকাশ করিয়া কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। পূজার চতুর্থ দিবস অর্থাৎ বিজয়ার দিন বৎসরের মধ্যে প্রধান দিন বলিয়া গণ্য। মহামায়াকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া মনের আবেগে শান্তিবারিগ্রহণার্থ আত্মীয় সজ্জন একত্র হন। সকল অত্যাচার দুর্ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া শত্রুকেও কোলে নিয়া থাকেন। এ সময় শত্রুমিত্র জ্ঞান থাকে না, সকলেই পরস্পরে কোলাকুলী করেন, আশীর্ব্বাদ নমস্কারাদি করিয়া থাকেন।

বঙ্গের সর্ব্বত্রই কার্ত্তিকগণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি পরিবৃত দশভুজা দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা হয়। বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন আর কোথাও এরূপ মৃন্ময়ী প্রতিমায় পূজা হইতে দেখা যায় না। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের অপরাপর স্থানে যেখানে ভগবতীর শক্তিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইখানেই ঐ কয়দিন দেবীপূজা ও উৎসবাদি হইয়া থাকে। অনেক স্থানে ঘটস্থাপনা করিয়াও মহাদেবীর পূজা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভিন্ন অপর সকল স্থানে এই উৎসব 'দশেরা' নামে খ্যাত। দুর্গোৎসব উপলক্ষে যেমন এ দেশে চণ্ডীপাঠ হয়, দশেরার কয়দিন দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে ঘরে ঘরে বেদপাঠ হইয়া থাকে। [মহাবিদ্যা, শারদীয়পূজা ও বাসন্তীপূজা প্রভৃতি শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দুর্গাচরণ রক্ষিত, একজন বাঙ্গালী বণিক। গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিতের পুত্র। সন ১২৪৭ সালের ১৪ আশ্বিন বুধবার (১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর) বঙ্গদেশের ফরাসী চন্দননগরে জন্ম হয়। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে কলিকাতার সওদাগরের বাটীতে চাকরি করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেও নানা প্রকার স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করিয়া বণিক্ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও উদারতায় ফরাসী বণিকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করে। ক্রমে মরিচসহর, বর্দো ও ফ্রান্সের অন্যান্য অধিকারের সহিত তিনি স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিয়া প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠিয়াছেন; তিনি এখন একজন প্রধান বাঙ্গালী বণিক। চন্দননগরে জলকষ্ট উপস্থিত হইলে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া কল বসাইয়া গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া লোকের পুষ্করিণী পরিপূর্ণ করিয়া দিতে আরম্ভ করেন। হঠাৎ কলটী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় ফরাসী গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত করেন। তিনি নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপন ও দানাদিতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজ্য ত্যাগের পর ফরাসি-রাজ্যে আবার সাধারণ তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। সেই জন্য ফরাসী উপনিবেশ গুলিতে নির্ব্বাচনপ্রথা প্রচলিত হইল। চন্দননগরের শাসন ও বিধি ব্যবস্থা করিবার ভার তত্রত্য নির্ব্বাচিত 'লোকাল কৌন্সিল' নামক সভার উপর অর্পিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইহার স্থাপন সময়ে দুর্গাচরণ এই সভার সভ্য নিযুক্ত হন। পরে ১৮৭৯ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফরাসীরা দুর্গাচরণকে এই সভার সভাপতি মনোনীত করিয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী গবর্মেণ্ট তাঁহার সততার ও ন্যায়পরতায় পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে নগরস্থ অবৈতনিক জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ দেখিয়া পারিসনগরে ফরাসী সাহিত্য-পরিষদ্

তাঁহাকে সম্মানিত সভাপদ (Officier de Academie) অর্পণ করিয়া একটী পদক পাঠাইয়া দিয়াছেন। এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে কম্বোজের ফরাসীসমাজ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে (Chevalier de ordre Royal du Cambodge) নামক উপাধি অর্পণ করিয়াছেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে প্রসিদ্ধ নেপোলিয়ান বোনাপার্টির প্রতিষ্ঠিত ফরাসীদিগের অত্যুচ্চ সম্মানের পদ সেভালিয়ে দেলা লেজিদন্যর (Chevalier de la Legion de honour) নামক উপাধিও ইনি লাভ করিয়াছেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন চন্দননগরের রাজবাটীতে এই উপাধি বিতরণ উপলক্ষে এক বিরাট সভা হয়। পরদিবস তিনি দীন দুঃখীকে প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। দুর্গাচরণ জাতিতে তন্তুবায় ও প্রকৃত হিন্দু। বৎসরে ২১ বার করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন। অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজের চেষ্টায় যে সকল লোক সমাজে উন্নত হইয়াছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার একজন অতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। প্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের পিতা। ইনি য়ুরোপীয় চিকিৎসায় এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, যে বাঙ্গালাদেশে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না এবং এখনও কেহ তাঁহার সমকক্ষ নাই। চিকিৎসাকার্য্যে অভূতপূর্ব্ব পারদর্শিতা দর্শনে দেশের লোক সকলেই শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন।

দুর্গাঢ় (ত্রি) দুর-গাহ কর্ম্মণি ক্ত। কষ্ট দ্বারা অবগাহ্য, যাহা সহজে অবগাহন করা যায় না।

দুর্গাদত্তমৈথিল, বুন্দেলাপতি হিন্দুপতির আশ্রয়ে ইনি বৃত্তমুক্তাবলী নাম্নী সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

দুর্গাদাস, একজন বিখ্যাত রাঠোরনেতা। মাড়বাররাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর পিশাচ-প্রকৃতি অরঙ্গজেব যখন যশোবন্তের শিশু পুত্র ও তাঁহার পরিবারবর্গকে আপনার করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করেন, সেই সময় রাঠোর-বীর দুর্গাদাস রাঠোরকুলমান রক্ষা করিবার জন্য দিল্লী রাজধানীতে মুসলমান সৈন্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে একজন বিশ্বাসী মুসলমান ঝুড়ির মধ্যে (যশোবন্তের পুত্র) শিশু অজিতকে লইয়া গুপ্তভাবে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া আসে। কুমার নিরাপদ স্থানে পৌছিলে দুর্গাদাস কতিপয় বিশ্বাসী অনুচর সহ সেই স্থানে আসিয়া কুমারকে লইয়া আবুশিখরে উপস্থিত হইলেন। এখানে দুর্গাদাস এক সন্ন্যাসীর গৃহে অতি গুপ্তভাবে থাকিয়া শিশু অজিতকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে ও স্নেহে শিশু অজিত রক্ষিত ও যুদ্ধবিদ্যাদি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া শেষে রাজপুত সমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

যে সময়ে দুর্গাদাস অজিতকে লইয়া অর্ব্বুদ শিখরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় ইন্দুবংশীয় পরিহাররাজ মাড়বারের শূন্য সিংহাসন অধিকার করেন। রাঠোরজাতি নেতৃহীন হইলেও অবিলম্বে আবার পরিহারদিগকে তাড়াইয়া মাড়বার উদ্ধার করেন। নেতৃহীন রাঠোরদিগের বীরত্বের পরিচয় পাইয়া অরঙ্গজেব জলিয়া উঠিলেন, তিনি মাড়বার রাজ্য ধ্বংস করিবার আয়োজন করিলেন। এই সময় দুর্গাদাস কুমার অজিতকে মিবারে আনিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব সসৈন্যে চিতোর আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে তিনি শুনিলেন যে, রাঠোরবীর দুর্গাদাস ঝালর অধিকার করিয়াছেন। মোগল সম্রাট্ কালবিলম্ব না করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্য ঝালরে সৈন্য পাঠাইলেন। মোগল সৈন্য পৌছিবার পূর্ব্বেই দুর্গাদাস ঝালর অধিকার ও এখান হইতে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া যোধপুরে উপস্থিত হইলেন। এই সময় মোগল সম্রাট্ সমস্ত রাজপুতজাতিকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য আদেশ করিলেন; তাঁহার এই আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য তাঁহার পুত্র কুমার অক্‌বর মোগল সেনাপতি তাইবর খাঁর সহিত মিলিত হইলেন। নাদোল নামক ক্ষেত্রে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হয়। মিবার ও মাড়বারের বীরগণ একত্র হইয়া মুসলমান সৈন্য বিধ্বস্ত করেন। ১৭৩৭ সম্বতে ১৪ই আশ্বিন যে মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে মহাবীর দুর্গাদাস অতুল বীরত্ব ও অপূর্ব্ব শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অরঙ্গজেবের পুত্র কুমার অক্‌বর রাজপুতগণের অসীম সাহস ও অনুপম বীরত্ব দর্শনে অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যে যদি এরূপ মহাবীরদিগকে আমার পক্ষে লইতে পারি, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে ভারতের রাজছত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব। এই ভাবিয়া দুর্গাদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার নিকট লোক পাঠাইলেন। দুর্গাদাস ভাবিলেন, কুমার অক্‌বরের সহিত মিশিলে কুমার অজিতের অনেকটা সুবিধা হইবে। এই ভাবিয়া তিনি সমস্ত রাজপুত বীরগণের সহিত মিলিত হইয়া মোগল শিবিরে উপস্থিত হইলেন। উভয় দলে সন্ধি হইয়া গেল। অরঙ্গজেবের চিরশত্রু রাঠোরগণ কুমার অক্‌বরকে ভারতের সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন অক্‌বর সম্রাট্‌রূপে

নিজ নামে ঘোষণা প্রচার করিলেন। অরঙ্গজেব এই সংবাদ পাইয়া অকবর ও তাঁহার সহচর দুর্গাদাসকে রীতিমত শাস্তি দিবার জন্ত কূটনীতি বিস্তার করিলেন। তিনি কুমার অকবরের দক্ষিণ হস্ত তাইবর খাঁকে হস্তগত করিবার জন্ত মহোচ্চ পুরস্কারের লোভ দেখাইলেন। তাইবর খাঁ লোভে পড়িয়া অরঙ্গজেবের পক্ষাবলম্বন করিলেন এবং একজন বিশ্বাসী ফকিরকে পাঠাইয়া রাজপুতদিগকে জানাইলেন, 'পিতাপুত্রে এখন মিলিত হইয়াছে। আমরা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এখন মনে করিবেন তাহা পূর্ণ হইয়াছে। এখন আপনারা স্বদেশে প্রস্থান করুন।' দূত আসিয়া ঐ সংবাদ জ্ঞাপন করিল, আরও জানাইল যে তাইবর খাঁ অরঙ্গজেবের হস্তে নিহত হইয়াছে। রাজপুত মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া অজমের হইতে ১০ ক্রোশ দূরে চলিয়া আসিলেন। কুমার অকবর পরে সেই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পাইয়া আবার বিশ্বস্ত সেনানীবর্গে পরিবৃত হইয়া রাজপুতগণের সহিত মিলিত হইলেন। রাজপুতগণ এখন বুঝিতে পারিয়া সকলেই অনুতাপ করিতে লাগিল। তাঁহারা যে সুযোগ পাইয়াছিল, তাহাতে অচিরে অরঙ্গজেবের ধ্বংসসাধন ও তাহাদের সৌভাগ্যোদয় হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন বীর দুর্গাদাস কুমার অকবরকে লইয়া মাড়বারের পশ্চিমমুখে ধাবিত হইলেন। এদিকে অরঙ্গজেব অকবরকে ধৃত করিবার জন্ত একজন বিশ্বাসী লোকের হস্তে ৮ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া দুর্গাদাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গাদাস উৎকোচের বশীভূত হইবার লোক নহেন, তিনি সেই টাকা গ্রহণ করিয়া কুমার অকবরকেই প্রদান করিলেন। অকবর দুর্গাদাসের সেই আনুরক্তি ও প্রতিজ্ঞা পালনে তাঁহাকে অটল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এরূপ উচ্চহৃদয় তিনি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। অরঙ্গজেব যখন দেখিলেন, যে তাঁহার ব্যর্থ হইল, তিনি দুর্গাদাস ও অকবরকে ধৃত করিবার জন্ত অবিলম্বে একদল সৈন্ত পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গাদাস নিজ অগ্রজ শোনিঙ্গের হস্তে অজিতের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া অকবরকে লইয়া বহির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইলে মোগলসেনা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। তিনি অমিততেজে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া দক্ষিণমুখে চলিলেন। অরঙ্গজেব ঝালর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন। শেষে যখন জানিলেন যে তিনি প্রকৃত পথে আসেন নাই, দুর্গাদাস দক্ষিণে গুজরাট ও বামে চম্পন রাখিয়া নিরাপদে নর্ম্মদা অভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া পুত্র আজিমকে রাঠোরবংশ ধ্বংস করিবার আদেশ দিলেন এবং নিজে সসৈন্তে দক্ষিণাপথাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই দুর্গাদাসের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে পারিলেন না। ১৭৩৮ সম্বতে কুমার অকবর মরাঠাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। দুর্গাদাস নিশ্চিন্ত হইয়া সসৈন্তে অজমেরাভিমুখে উপস্থিত হইয়া তথাকার মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে আক্রমণ করিলেন। পরে তিনি মাড়বার হইয়া মহারাণার সাহায্যার্থ কিছু দিন চিতোরে যাত্রা করেন। ইহার অল্পকাল পরে কুমার অকবর অরঙ্গজেবের ভয়ে পারস্ত দেশে চলিয়া যান। পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কন্তা ও পরিবার রাঠোরদিগের তত্ত্বাবধানে ছিল। পাছে রাঠোরপতি মোগলরাজনন্দিনীর সতীত্ব নষ্ট করেন, এই কলঙ্কের আশঙ্কায় অরঙ্গজেব অজিতের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এতদিনে দুর্গাদাসের মনোস্কামনা সিদ্ধ হইল। তাঁহার যত্নের ধন অজিত সমস্ত আপদ্ অতিক্রম করিয়া তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন দেখিয়া তিনি আন্তরিক প্রীত হইলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, অজিতের সুখসমৃদ্ধির জন্তই তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এরূপ উচ্চপ্রকৃতি প্রভুভক্ত, মহাবীর, সদাশয় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অতি বিরল।

দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ, নবদ্বীপনিবাসী একজন পণ্ডিত। দুর্গাদাস নৈয়ায়িক প্রধান বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র ছিলেন। ইনি বোপদেব কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও কবিকল্পদ্রুমের টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ কল্পদ্রুম টীকার নাম ধাতুদীপিকা। ঐ টীকায় তিনি আপনাকে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

"শাকে সোমরসেষু ভূমিগণিতে শ্রীসার্ব্বভৌমাত্মজো দুর্গাদাস ইমাং চকার বিষদাং টীকাং সুবোধাবধিঃ।"

অন্ত আর একস্থলে লিখিয়াছেন—

"ইতি বাসুদেবসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাত্মজ শ্রীদুর্গাদাসশর্ম্ম বিরচিত ধাতুদীপিকা নাম কবিকল্পদ্রুমটীকা সমাপ্তা।"

দুর্গাদাস ধাতুদীপিকার টীকা ১৫১১ বা ১৫৬১ শকাব্দে সমাপ্ত হইয়াছে, কারণ 'শাকে সোমরসেষু' রসা-ইষু ও রস ইষু এই দুইয়েই 'রসেষু' হয়। রসাশব্দে ১ এবং রস শব্দে ৬ বুঝায়। যদি এই স্থলে রসা-ইষু এইরূপ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ টীকা ১৫১১ শকে রচিত এইরূপ ধরিলে ইহাকে সার্ব্বভৌমের পুত্র এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়। ১৪৫৫ শকে চৈতন্তের অন্তর্দ্ধান হয়। তৎকালে সার্ব্বভৌম জীবিত ছিলেন এবং ১৫১১ শকে 'ধাতুদীপিকা' রচিত হয়,

তাহা হইলে উভয়ের ব্যবধানকাল ৪৬ বৎসর দেখা যায়। যদি দুর্গাদাসকে কিছু দীর্ঘজীবী ধরা যায়, তাহা হইলে এবং যদি সার্ব্বভৌমের শেষ দশায় তাঁহার জন্ম হয়, তাহা হইলে অনায়াসেই তাঁহাকে সার্ব্বভৌমের পুত্র এইরূপ অনুমান করা যায়। সার্ব্বভৌম জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। এই জন্যই তাঁহার নামে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দুর্গাদাসের পর সার্ব্বভৌমবংশের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

দুর্গাদাস বিদ্যাবাচস্পতি, গুরুপাদুকাপঞ্চক স্তোত্র-টীকাকার।

দুর্গাদাসমিশ্র, ন্যায়বোধিনী নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

দুর্গাদেবী, মহারাষ্ট্রদেশে প্রসিদ্ধ এক মহাদুর্ভিক্ষ। এরূপ দুর্ভিক্ষের কথা কখন শুনা যায় নাই। (১৩৯৬ হইতে ১৪০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী অনাবৃষ্টিতে এই দুর্ভিক্ষ ঘটে। দুর্ভিক্ষের ১ম বর্ষে মাহ্মুদশাহ বাহ্মণি গুজরাট হইতে শস্যাদি আমদানী করিবার জন্য ১২০০০ বৃষ নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? জলাভাবে অল্পকাল মধ্যেই জনপদ মরুভূমে পরিণত হইল। কত শত লোক মরিল, তাহার সংখ্যা নাই। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ দেশ ছাড়িয়া পলাইলেন। এই সুযোগে হিন্দুসামন্তগণ অধিকার লাভ করেন। ১২ বর্ষের পর বৃষ্টি হইলে এই দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়।

দুর্গাধ্যক্ষ (পুং) দুর্গস্য অধ্যক্ষঃ ৬তৎ। দুর্গরক্ষক, দুর্গের প্রধান অধিনায়ক।

"অনাহার্য্যশ্চ শূরশ্চ তথা প্রাজ্ঞঃ কুলোদ্ভবঃ।
দুর্গাধ্যক্ষস্মৃতো রাজ্ঞস্তদ্যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥" (মৎস্যপু°)

অনাহার্য্য অর্থাৎ হঠাৎ যাহাকে পরাভব করা যায় না, বীর, কুলীন এবং সকল কার্য্যকুশল ব্যক্তিই দুর্গাধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত।

দুর্গানবমী (স্ত্রী) দুর্গায়া পূজোপলক্ষিতা নবমী। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল নবমী, চান্দ্র কার্ত্তিকের শুক্ল নবমীকে দুর্গানবমী কহে। এই তিথি ত্রেতাযুগের আদ্যাতিথি, অর্থাৎ এই তিথিতে ত্রেতাযুগের প্রথমোৎপত্তি হইয়াছিল। এই দুর্গানবমীর দিন তিনবার জগদ্ধাত্রী দুর্গাদেবীর পূজা করিতে হয়, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই ত্রিকালে পূজাই প্রশস্ত। যাহারা এইরূপ পূজা করে, তাহারা সকল প্রকার অভিলষিত লাভ করে। যাহারা ত্রিকালে পূজা করিতে সমর্থ না হয়, তাহারা এককালে অর্থাৎ একবার পূজা করিবে। বিধিপূর্ব্বক চারি মাস চণ্ডিকাপূজা করিলে যে পুণ্য হয়, নবমী দিনে জগদ্ধাত্রী পূজা করিলে সেই ফললাভ হয়। * [জগদ্ধাত্রী দেখ।]

দুর্গাপুর, রঙ্গপুর জেলার বাহিরবন্দ পরগণাস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে পাট হইতে এক রকম কাগজ প্রস্তুত হয়। দিনে এক রিমের বেশী কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে না। এই প্রস্তুত কাগজ প্রায় অর্দ্ধেক বগুড়া ও জলপাইগুড়িতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

২ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সুসঙ্গের রাজধানী।
[সুসঙ্গ দেখ।]

দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী (স্ত্রী) একখানি তন্ত্রের নাম।
[বিদ্যাপতি দেখ।]

দুর্গামাহাত্ম্য (ক্লী) দুর্গায়াঃ মাহাত্ম্যং। দেবীমাহাত্ম্য, ভগবতীর মহিমা। চণ্ডীতে দেবীর মাহাত্ম্য বিশেষরূপ বর্ণিত আছে, এইজন্য চণ্ডীকে দেবীমাহাত্ম্য কহে।

দুর্গারাম, পাষণ্ডখণ্ডক নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

দুর্গাবতী, চিতোরের রাণা সঙ্গের কন্যা। রেসিনের রাজা শিলোঢ়ীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের অধিপতি বাহাদুর শাহ শিলোঢ়ীকে বন্দী করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কিয়ৎকাল পরেই রাজা শিলোঢ়ীর ভ্রাতা লক্ষ্মণ অনন্যোপায় হইয়া রেসিনের দুর্গ বাহাদুর শাহের হস্তে অর্পণ করিতে মনস্থ করেন। তখন রাণী দুর্গাবতী মুসলমানের হস্তে নিগ্রহভোগ অপেক্ষা "জহরব্রত" অবলম্বনই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া সাত শত রাজপুতরমণী সহ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মসমর্পণ করেন।

দুর্গাবতী, হামিরপুর জেলার মহোবা নগরে চন্দেল রাজপুত বংশীয়দিগের রাজধানী ছিল। দুর্গাবতী মহোবার রাজার কন্যা। ইঁহার রূপ গুণ শ্রবণ করিয়া গড়মণ্ডলের গোঁড় রাজপুতবংশীয় দলপৎ শা তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। দুর্গাবতী অন্য একজনের বাগ্দত্তা এবং দলপৎশা দুর্গাবতী হইতে জাত্যংশে হীন ছিলেন, এই দুই কারণে বিবাহের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করা হয়। দলপৎশা তাহাতে নিরস্ত না হইয়া নিজ দলবল সহ দুর্গাবতীর পিতাকে আক্রমণ করেন ও তাঁহাকে পরাভূত করিয়া দুর্গাবতীকে স্বীয় ধর্ম্মপত্নী-

---

* "কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে নবম্যাং জগদীশ্বরীং
ত্রিকালমেককালং বা বর্ষে বর্ষে প্রপূজয়েৎ॥
নির্ম্মায় প্রতিমাংশক্ত্যা জগদ্ধাত্র্যা বিধানতঃ।
পূজয়িত্বা পরদিনে প্রতিমাং তাং বিসর্জ্জয়েৎ॥
এবং কৃত্বা চক্রবর্ত্তী ভবেৎ সাধকসত্তমঃ।
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যসংযুতাস্তু ভবেৎ পুরী॥
দাসদাসীগণৈর্যুক্তঃ মুক্তঃ স্যাৎ পাপসঙ্কটাৎ।
বিশেষতো বহ্নযুতাং নবমীং প্রাপ্য সাধকঃ॥
পূজয়িত্বা মৃন্ময়ীং তাং লভতে বাঞ্ছিতং ফলং।" (শক্তিসঙ্গমতন্ত্র)
"মাসৈশ্চতুর্ভি র্যৎ পুণ্যং বিধিনা পূজ্য চণ্ডিকাং।
তৎফলং লভতে বীর নবম্যাং কার্ত্তিকস্য চ॥" (তিথিতত্ত্ব)

রূপে গ্রহণ করেন। বিবাহের একবৎসর পরে দুর্গাবতীর একটী পুত্র সন্তান জন্মে। এই পুত্রের তিন বৎসর বয়ঃক্রম-কালে দলপৎশা রাণী দুর্গাবতীকে রাজ্যভার ও পুত্র বীরনারায়ণের রক্ষাভার দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুর্গাবতী দয়াধর্ম্মে উন্নত ও প্রজাপালনে সর্ব্বদা কর্ত্তব্য-পরায়ণ ছিলেন। মধ্যপ্রদেশে এখনও প্রতি গৃহে তাঁহার সুনাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া সম্রাট্ অকবরের মাণিকপুরস্থ প্রতিনিধি আসফ খাঁ ১৮০০০ সৈন্য লইয়া মণ্ডলের রাজধানী সিংহগড় আক্রমণ করেন। রাণী দুর্গাবতী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রথমে গড়া (আধুনিক জব্বলপুরের সন্নিকটে) ও পরে মণ্ডলে প্রস্থান করেন। এথানে প্রথম যুদ্ধে রাণী দুর্গাবতীরই জয় হয়। পরদিন যুদ্ধে আসফ খাঁ কামান ব্যবহার করেন। তাহাতে বিস্তর ক্ষতি হইলেও দুর্গাবতী অসীম সাহসে নিজ সৈন্য পরি-চালন করিতেছিলেন—যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন নাই। যুদ্ধ-কালে একটী তীর তাঁহার বামনেত্রে ও দ্বিতীয় তীর তাঁহার গলদেশে বিদ্ধ হয়, এই সময়ে তাঁহার পশ্চাদ্দিকস্থ শুষ্ক নদী সহসা জলে পরিপূর্ণ হওয়ায় সৈন্যগণ ত্রস্তহৃদয়ে পলায়নপর হয়। তথন যুদ্ধ জয়াশায় হতাশ হইয়া রাণী মাহুতের কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা গ্রহণ করিয়া নিজ হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন।

দুর্গাশঙ্কর, ইনি মল্লারিপদ্ধতি নামে জ্যোতিষের টীকা ও আগারবিনোদ নামে শিল্পশাস্ত্র রচনা করেন।

দুর্গাসহায়, একজন খ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। ইনি অব্দরত্ন নামে ও মুহূর্ত্তরচন নামে সংস্কৃত জ্যোতিষ এবং বৃত্তবিবেচন নামে ছন্দোগ্রন্থ রচনা করেন।

দুর্গাস্মরণ (ক্লী) দুর্গায়াঃ স্মরণং ৬তৎ। দুর্গানাম স্মরণ।
"দুর্গা জগদিদং সর্ব্বং দুর্গা সর্ব্বস্ত কারণং।
অহঞ্চ দুর্গেত্যেবং যৎ তদ্ দুর্গাস্মরণং বিদুঃ॥" (তন্ত্রসার)

পরিদৃশ্যমান জগৎ সকলই দুর্গাময়, বা তিনিই এই সকল জগতের কারণ, তাহা হইতেই এই জগৎ উৎপত্তি হইতেছে, আমি দুর্গা স্বরূপ অর্থাৎ অভেদ এইরূপ চিন্তাকে দুর্গাস্মরণ কহে।

দুর্গাহ্য (ত্রি) দুঃখেন গাহ্যতে গাহ-ণ্যৎ। সহজে যাহা অব-গাহন করা যায় না।

দুর্গাহ্ব (পুং) দুর্গা আহ্বা যস্য। ভূমিজগুগ্গুলু। (রাজনি°)

দুর্গৃভি (ত্রি) দুঃখেন গৃহ্যতেঽসৌ দুর্-গ্রহ বা° কর্ম্মণি কি, সম্প্রসারণং বেদে হস্য ভঃ। দুর্গ্রাহ, গ্রহণ করিতে অশক্য, যাহা গ্রহণ করা অতি কষ্টকর। "বৃত্রস্য যৎপ্রবেণে দুর্গৃভিঃ স্বনঃ" (ঋক্ ১।৫২।৬) 'দুর্গৃভিস্বনঃ দুর্গ্রহব্যাপনঃ' (সায়ণ)।

দুর্গোৎসব (পুং) দুর্গায়াঃ উৎসবঃ। দুর্গাপূজা নিমিত্ত উৎ-সব, দুর্গাপূজার সময় পূজানিমিত্তক যে নানাপ্রকার উৎসব হয়, তাহাই দুর্গোৎসব। কিন্তু ব্যবহারিক দুর্গোৎসব বলিলে দুর্গাপূজা এইরূপ ব্যবহৃত হয়। [দুর্গা দেখ।]

দুর্গ্রহ (ত্রি) দুঃখেন গৃহ্যতেঽসৌ দুর-গ্রহ কর্ম্মণি খল্। দুঃখ দ্বারা গ্রহণীয়, যাহা সহজে গ্রহণ করা যায় না। ২ দুর্জ্ঞেয়। ৩ দুরাসক। "দুর্গাণি দুর্গ্রহাণ্যাসন্ তস্য রোদ্ধুরপিদ্বিষাং।" (রঘু)। (স্ত্রী) টাপ্। ৪ অপামার্গ।

দুর্গ্রাহ্য (ত্রি) দুঃখেন গৃহ্যতেঽসৌ দুর-গ্রহ কর্ম্মণি ণ্যৎ। গ্রহণ করিতে অশক্য, সহজে যাহা গ্রহণ করা যায় না।
"জগ্রাহ তদ্ধনুরত্নং দুর্গ্রাহ্যং দৈবতৈরপি।" (হরিব° ৮৪ অঃ)

দুর্ঘট (ত্রি) দুঃখেন ঘট্যতেঽসৌ দুর্-ঘট কর্ম্মণি খল্। দুর্ ঘট কর্ম্মণি খল্। দুঃসংপদ্য, যাহা দুঃখে সম্পন্ন হয়, যাহা হওয়া অতি কঠিন।
"কোঽযর্থো দুর্ঘটইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ" (ভাগ° ৬।৯।৩৪)

দুর্ঘটনা (স্ত্রী) দুর্দ্দুষ্টা অশুভা ঘটনা। অশুভ ঘটনা, বিপদ্।

দুর্ঘোষ (পুং) দুর্দ্দুষ্টঃ ঘোষো নিনাদোযস্যঃ। ১ ভল্লুক। (ত্রি) ২ দুষ্টশব্দযুক্ত। (পুং) দুষ্ট শব্দ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

[দুর্জ্জ]ন (পুং) দুষ্টোজনঃ প্রাদিস°। দুষ্টলোক, খল।
'দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যায়া ভূষিতোঽপি সঃ।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥
দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণং।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলং॥" (চাণক্য)

দুর্জন বিদ্যাবিভূষিত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, মণিবিভূষিত সর্প কি ভয়ঙ্কর নহে? দুর্জন প্রিয়বাদী হইলেও তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই, যেহেতু তাহাদের মুখে মধু এবং হৃদয়ে হলাহল বিষ, এই সকল কারণে দুর্জনকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে। দুর্জন সর্প হইতেও ক্রূরতর, সর্ব্বদাই দুর্জন হইতে পৃথক্ থাকিবে।
"শাম্যেৎপ্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জনঃ।" (কুমারস°)

দুর্জন প্রত্যুপকার দ্বারাই শান্ত হয়, উপকার করিলে ঠাণ্ডা হয় না। দুর্জনকে উপকার করিলে বরং মন্দ ফলই হয়। দুর্জনের সহিত সংসর্গ করিলে মহাপাতক হয়।

দুর্জ্জনশাল, রাজপুতানার অন্তর্গত কোটার একজন প্রসিদ্ধ রাজা। কোটারাজ ভীমসিংহের ৩য় পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর প্রথমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্জ্জুনসিংহ রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু চারি বর্ষ রাজ্যভোগের পর নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইলে মধ্যম শ্যামসিংহ ও কনিষ্ঠ দুর্জ্জনশাল এই দুই ভ্রাতার সিংহা-সন লইয়া বিবাদ ঘটে, শেষে উভয় ভ্রাতার ঘোরতর যুদ্ধ

হয়। যুদ্ধে শ্যামসিংহ নিহত হইলেন, দুর্জ্জনশালের আর শোকের পরিসীমা রহিল না। ১৭৮০ সম্বতে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে দুর্জ্জনশাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

মোগল-সম্রাট্ মহম্মদশাহ দুর্জ্জনশালকে ভাল বাসিতেন। দুর্জ্জনশালের প্রার্থনামত মহম্মদ শাহ আদেশ দেন যে, যমুনা-তীরে যে যে অংশে হরজাতি বাস করেন, সেই সেই অংশে কোন মুসলমান আর গোহত্যা করিতে পারিবেন না।

১৭৯৫ সম্বতে হররাজ দুর্জ্জনশালের সহিত মহারাষ্ট্র-নায়ক পেশবা বাজীরাওর সম্মিলন হয়। কিন্তু এ মৈত্রতা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮০০ সম্বতে অম্বররাজ ঈশ্বরীসিংহ কোটা জয় করিবার অভিলাষে জাঠ ও মহারাষ্ট্র-গণের সহিত মিলিত হইয়া কোটা আক্রমণ করেন। এই সময় মহাবীর দুর্জ্জনশাল বিপুল বিক্রমে রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনমাস অবরোধের পর ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ঈশ্বরীসিংহ চলিয়া আসেন। সেই সময়কার যুদ্ধে মহারাষ্ট্র-দলের অন্যতম নেতা জয়াপ্পা সিন্ধিয়ার একটী হাত কামানের মুখে উড়িয়া যায়। প্রধান সেনাপতি হিম্মতসিংহের গুণে দুর্জ্জনশাল বাজীরাওর নিকট হইতে নাহরগড় দুর্গ লাভ করিলেন।

ঈশ্বরীসিংহ পলায়ন করিলে বীরবর দুর্জ্জনশাল পূর্ব্ব-শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া উমেদসিংহকে তাঁহার পৈত্রিক বুন্দী-রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহার পরামর্শে হোলকরের সাহায্যে উমেদসিংহ বুন্দীরাজ্য উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু উমেদসিংহের উপকার করিতে গিয়া তাঁহাকে পর্য্যন্ত হোলকরের অধীনতা স্বীকার করিতে হইল। ইহার পর দুর্জ্জনশাল নানাদেশ জয় করিয়া কোটা রাজ্যভুক্ত করেন। ১৮১০ সম্বতে হর ও খিচি এই দুই জাতির মধ্যে প্রবল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এই যুদ্ধে উমেদ-সিংহ দুর্জ্জনশালকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

তিনবর্ষ রাজত্বের পর দুর্জ্জনশাল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। যে গুণ থাকিলে রাজপুত প্রশংসনীয় হয়, দুর্জ্জন-শালের তৎসমস্ত গুণই ছিল। অমায়িকতা, উদারতা ও সাহ-সিকতা প্রভৃতি কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। তিনি গুণ ও বিশ্বাসের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সময় নিয়ম হয় যে, সন্ধ্যার পর কোটার নগরদ্বার রুদ্ধ হইবে, আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। ঘটনাক্রমে এক দিন তিনি যুদ্ধস্থল হইতে ফিরিয়া নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি হইয়াছে, তাঁহার অনুচরেরা প্রথমে দ্বার ঠেলিল, শেষে দুর্জ্জনশাল নিজ পরিচয় দিয়া দ্বার খুলিতে বলিলেন। দ্বাররক্ষক কহিল, 'রাত্রে তাহার দ্বার খুলিবার আদেশ নাই, সুতরাং এখন তিনি অন্যত্র গিয়া অবস্থান করুন।'

প্রাতে যখন দুর্জ্জনশাল নগরে প্রবেশ করেন, দ্বাররক্ষক তাঁহার পদদেশে অস্ত্র রক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। দুর্জ্জনশাল তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রশংসা করিয়া তাহাকে পারিতোষিক দিয়াছিলেন। কোটায় দুর্জ্জনশালের গুণের সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে।

[দুর্জ্জ]য় (ত্রি) দুঃখেন জীয়তেঽসৌ দুর্-জি-খল্। ১ জয় করিতে অশক্য, যাহা সহজে জয় করা যায় না। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৯৬) "ক্লেশাংশ্চ বিবিধাংস্তাং স্তান্ মৃত্যুমেব চ দুর্জ্জয়ং॥" (মনু) ৩ কার্ত্তবীর্য্য বংশীয় অনন্ত রাজার পুত্র-ভেদ। (কূর্ম্মপু°) ৫ দানব বিশেষ। ৬ রাক্ষস বিশেষ।

দুর্জ্জয়গিরি, কামরূপস্থ বিখ্যাত শৈল। কালিকাপুরাণে এই গিরির বিষয় বর্ণিত আছে। [কামরূপ দেখ।]

দুর্জয়ন্ত (পুং) নৃপভেদ। (বিষ্ণুপু°)

দুর্জর (ত্রি) দুঃখেন জীর্য্যতি জৄ-অচ্। কষ্টপরিপাচ্য, যাহা সহজে পরিপাক করা যায় না।

"স্বাদু পাকরসং শাকং দুর্জরং হরিমন্থজং।" (সুশ্রুত ১।৪৬)

দুর্জরা (স্ত্রী) দুর্জর-টাপ্। জ্যোতিষ্মতীলতা।

দুর্জাত (ক্লী) দুষ্টং জাতং প্রা° স°। ব্যসন। "দুর্জাত বন্ধুরয় মৃক্ষহরীশ্বরোমে পৌলস্ত্য এষ সমরেষু পুরঃ প্রহর্ত্তা।"(রঘু ১৩।৭২) ২ অসমঞ্জ। (ত্রি) অসম্যক্‌জাত, যাহার বৃথা জন্ম হইয়াছে। "যো ন যাতয়তে বৈরমল্পসত্ত্বোদ্যমঃ পুমান্।

অফলং জন্ম তস্যাহং মন্যে দুর্জাতজায়িনঃ॥" (ভারত বন ৩৫ অঃ)

দুর্জাতি (ত্রি) দুঃস্থিতা জাতি রস্য। ১ নিন্দিত বংশীয়, যাহার জাতি নিন্দিত হইয়াছে। দুঃস্থিতা জাতি র্জন্ম যস্য। ২ যাহার জন্ম নিন্দিত হইয়াছে। দুষ্টা জাতিঃ। দুষ্টা জাতি।

দুর্জীব (ত্রি) দুঃ স্থিতো জীবো জীবনোপায়ো যস্য। পরভক্ষ্যা-দ্যাপজীবী, যাহারা পরের অন্নাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। দুর্ জীব ভাবে খল্। (ক্লী) ২ নিন্দিত জীবন। দুঃখং জীবতি জীব-অচ্। ৩ পরের অধীন হইয়া জীবনধারণ। 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং' পরের অধীন সকলই দুঃখজনক। এই জন্য জীবনের পরাধীনতা হেতু দুর্জীব শব্দে এই অর্থবোধ হইয়াছে।

দুর্জ্জেয় (ত্রি) দুঃখেন জীয়তেঽসৌ দুর্-জী-ণ্যৎ। দুর্জয়, যাহা দুঃখে জয় করা যায়।

[দুর্জ্ঞে]য় (ত্রি) দুঃখেন জ্ঞায়তে জ্ঞা কর্ম্মণি যৎ। জানিবার নিমিত্ত অশক্য, দুর্বোধ্য, যাহা বহু কষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায়। "উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়ামকৃতাত্মভিঃ।" (মনু)

দুর্ণ(র্ন)য় (পুং) দুষ্টোনয়ঃ, প্রাদি স° ততোণত্বং। দুষ্টা নীতি। দুঃস্থিতো নয়ো যস্য। (ত্রি) দুষ্টনীতিযুক্ত। "কস্তব্যো মম বৃদ্ধস্য দুর্ণয়স্য ফলোদয়ঃ॥" (হরিবংশ ৫১ অঃ) এই স্থলে ণত্ব না হওয়াই ন্যায্য, যে হেতু 'পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়াং' সংজ্ঞা বুঝিতে পূর্ব্বপদের উত্তর ণত্ব হইবে, এই স্থলে নী ধাতু অচ্ প্রত্যয় করিয়া নয় এবং ণত্ববিধিতে দুর্ শব্দের প্রতিষেধ হেতু অণত্ব অর্থাৎ ণত্ব না হওয়াই উচিত।

দুর্ণশ (ত্রি) দুঃখেন নশ্যতি দুর্ নশ-অচ্ বেদে ণত্বং। কষ্ট দ্বারা নষ্ট, যাহা অতি কষ্টে নষ্ট হয়। "পরএকেন দুর্ণশং চিদর্বাক্" (অথর্ব্ব° ৫।১১।৭) বৈদিক প্রয়োগে 'দুর্ণশ' এইরূপ ণত্ব হয়, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগে দুর্নশ এইরূপ অণত্ব হইবে।

দুর্ণামন্ (স্ত্রী) দুঃস্থিতং নামাহস্য 'পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়াং' ইতি ণত্বে প্রাপ্তি ক্ষুভ্নাদিপাঠাৎ ন ণত্বং ইতি কেচিৎ, বেদে তু ণত্ব মধ্যপাঠোদৃশ্যতে। ১ দীর্ঘকোষিকা, ঝিনুক। ২ অর্শ-রোগ। অতিপাতক করিলে অর্শরোগ হয়, তাহা হইলে অতিপাতকই অর্শরোগের কারণ, এইজন্য ইহা অতিশয় নিন্দিত বলিয়া এই রোগের নাম দুর্ণামন্ হইয়াছে। "অমী বা যস্তে গর্ভং দুর্ণামা যোনিমাশয়ে" (ঋক্ ১০।১৬২।১) বা টাপ্। দুর্ণামা উপধার লোপ করিলে বিকল্প পক্ষে ঙীপ্ হয়, সেই স্থলে 'দুর্ণাম্নী' এইরূপ হইবে।

দুর্ণীতি [দুর্নীতি দেখ।]

দুর্দম (ত্রি) দুঃখেন দম্যতেঽসৌ দুর্ দম-কর্ম্মণি খল্। অদমনীয়, যাহা অতি কষ্টে দমন করিতে হয়। "সকৃৎ পাশাবকীর্ণাস্তে ন ভবিষ্যতি দুর্দ্দমাঃ।" (ভারত শা° ৮৮ অঃ) ২ রোহিণীর গর্ভজাত বসুদেবের এক পুত্র। (হরিবংশ ৩৫ অঃ)

দুর্দ্দমন (ত্রি) দুঃখেন দম্যতেঽসৌ বা° যুচ্ দুঃখেন দমনং যস্য ইতি বা। ১ দুঃখ দ্বারা দমনীয়। ২ জনমেজয় বংশজাত শতানীকাত্মজ নৃপভেদ। (ভাগবত ৯।২২।২৯)

দুর্দ্দম্য (ত্রি) দুঃখেন দম্যতে দম-যৎ। ১ অদমনীয়, দুর্দ্দম, দুরন্ত, অশান্ত। ২ বৎসতর, গোশিশু, বাছুর।

দুর্দর্শ (ত্রি) দুঃখেন দৃশ্যতেঽসৌ দুর্-দৃশ কর্ম্মণি খল্। দর্শন করিতে অশক্য, দুঃখদ্বারা দর্শনযোগ্য, যাহা অতি কষ্টে দেখা যায়। "সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।" (গীতা ১১ অঃ) বেদেতু দুঃখেন দর্শোদর্শনমস্য ইত্যেববাক্যং।

দুর্দ্দর্শন (ত্রি) দুঃখেন দৃশ্যতে দৃশ-যুচ্। দুর্দর্শ, দেখিতে অশক্ত। "বিশেষতশ্চাত্র দুর্দর্শনানি পক্ষ্মাণি" (সুশ্রুত)

দুর্দ্দশা (স্ত্রী) দুষ্টা দশা। দুরবস্থা, মন্দ অবস্থা।

দুর্দ্দান্ত (ত্রি) দুঃখেন দান্তঃ দম-ক্ত। দুর্দমনীয়, অশান্ত। "এনসা যুজ্যতে রাজা দুর্দ্দান্ত ইতি চোচ্যতে।" (ভারত শা° ২৪ অঃ) রাজা পাপী হইলে দুর্দান্তপদবাচ্য হয়। ২ কলহ। ৩ বৎসতর, বাছুর। ৪ শিব। (ভারত শা° ২৮৬ অঃ)

দুর্দ্দিন (ক্লী) দুষ্টং দিনং। ১ মেঘাচ্ছন্ন দিন, দিন বলিলে অহোরাত্র বুঝায়, কিন্তু দুর্দিন শব্দে রাত্রি বুঝাইবে না, কেবল দিনমাত্র পর বুঝাইবে। ২ ঘনান্ধকার। ৩ বৃষ্টি। "অনভিজ্ঞাস্তমিস্রাণাং দুর্দিনেষ্বভিসারিকাঃ।" (কুমারস°) ৫ দুষিত দিনমাত্র, মন্দ দিন।

"যদচ্যুতকথালাপরসপীযূষবর্জ্জিতং।
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং প্রোক্তং মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনং॥" (শব্দার্থচি° ধৃত)

যে দিন ভগবানের নাম করা হয় নাই, সেই দিনই দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে।

দুর্দ্দিবস (পুং) দুষ্টঃ দিবসঃ প্রাদি সঃ। দুর্দ্দিন। বৃষ্টির দিন।

দুর্দ্দুরিয়া, বাঙ্গালা প্রদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন বিধ্বস্ত গ্রাম। ভূঞা রাজগণের নির্ম্মিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখানে রহিয়াছে। সাধারণে ইহাকে রাণীবাড়ী বলে। এক সময় এই দুর্গ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত ছিল, ইহার চারিদিকে বনার নদী প্রবাহিত। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দেও প্রায় দুই মাইল বেড়ের মধ্যে ১২ হইতে ১৪ ফিট্ উচ্চ বহিঃপ্রাচীর বিদ্যমান ছিল। দুর্গের অবস্থান দেখিলেই বোধ হয় যে এক সময়ে এখানে দুইটী বাটী ও একটী বুরুজ ছিল। দুর্দ্দুরিয়ার পার্শ্বে ও পূর্ব্বে একটী প্রাচীন নগর ছিল, এখন ভাঙ্গা ইষ্টকাদি তাহার পরিচয় দিতেছে মাত্র।

দুর্দ্রূঢ় (ত্রি) দোলয়তি উৎক্ষিপতি আস্তিকতামিতি দোলি বাহু° কুট প্রত্যয়েন সাধুঃ। নাস্তিক। (জটাধর)

দুর্দুহা (স্ত্রী) সহজে যাহাকে দোহন করা যায় না।

দুর্দ্দ্যুত (ক্লী) দুষ্টং দ্যূতং প্রাদি° স°। কপট দ্যূতক্রীড়া, কপট পাশাখেলা। "অহং হি তাবৎ সর্ব্বেষাং তেষাং দুর্দ্দ্যূতদেবিনাং।" (ভারত আশ° ৮ অঃ)

দুর্দৃশীক (ক্লী) দুর্ দৃশ বা° কর্ম্মণি ঈকক্। দুর্দর্শনীয় বিষ। "অজকাবং সুদুর্দৃশীকং তিরোদধে" (ঋক্ ৭।৫০।২) 'সুদুর্দৃশীকং সুদুর্দর্শনং বিষং' (সায়ণ)

দুর্দৃষ্ট (ত্রি) দুষ্টং দৃষ্টং। রাগাদিদোষ দুষ্ট

"দুর্দৃষ্টাংস্তু পুনর্দৃষ্ট্বা ব্যবহারান্ নৃপেণ তু।
সভ্যাঃ স জয়িনো দণ্ড্যা বিবাদা দ্বিগুণং দমং॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

দুর্দ্দৈব (ক্লী) দুষ্টং দৈবং। দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য। পাপ।

দুর্দৈববৎ (ত্রি) দুর্দ্দৈবং বিদ্যতেঽস্য দুর্দ্দৈব মতুপ্ মস্য বঃ। দুরদৃষ্টযুক্ত।

দুর্দ্রিতা (স্ত্রী) খণ্ডিত লতাবিশেষ

দুষ্ক্রম (পুং) দুষ্টোক্রমঃ। পলাণ্ডু, পেঁয়াজ। (জটাধর)

দুর্দ্ধর (পুং) দুঃখেন ধ্রিয়তে ধৃ-কর্ম্মণি খল্। ১ নরক বিশেষ। ২ ঋষভৌষধি। ৩ পারদ। ৪ ভল্লাতক। ৫ মহিষাসুরের সেনাপতিভেদ, ইনি দেবী ভগবতীর সহিত যুদ্ধে নিহত হন। (মার্ক° পু° ৮৩।১৯)
৬ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ভেদ। (ভারত ৭।১৩৩।৩০) ৭ শম্বরাসুরের এক মন্ত্রী। (হরিব° ১৬২।১৮) ৮ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৩) ৯ রাবণের সেনাপতি, অশোক বন ভঙ্গ সময়ে রক্ষকগণ হনুমানের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলে রাবণ হনুমানকে ধরিবার জন্য দুর্দ্ধর প্রভৃতিকে আদেশ দিয়াছিল। (রামা° সুন্দর ৪৬ অঃ) দুর্দ্ধর রাক্ষস হনুমানের হস্তে নিহত হন।

দুর্দ্ধরা, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রধানা মহিষী। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যহ একটু একটু করিয়া বিষপান অভ্যাস করাইতেন; কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত তাহা জানিতেন না। ঘটনাক্রমে একদিন রাণী দুর্দ্ধরা তাঁহার সহিত আহার করিতে বসেন, তখন চন্দ্রগুপ্ত নিকটে ছিলেন না, রাণীও তখন পূর্ণগর্ভা। বিষ খাওয়া রাণীর অভ্যাস ছিল না। সুতরাং বিষান্ন ভোজন মাত্রই চাণক্য আসিয়া বলিলেন, 'একি করিয়াছ' এই কথা বলিতে না বলিতে রাজ্ঞী পঞ্চত্ব পাইলেন। তখন চাণক্য দুর্দ্ধরার গর্ভ বিদারণ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে বাহির করিলেন। সেই শিশু বিন্দুসার। (স্থবিরাবলীচরিত ৮।৪৩৯-৪৪৩)

দুর্দ্ধরীতু (পুং) দুর্-ধৃ বা° ঈতুন্। দুর্দ্ধরণীয়। "অগ্নিমীলে ভুজাং যবিষ্ঠং শাসা মিত্রং দুর্দ্ধরীতুং" (ঋক্ ১০।২০।২)। 'দুর্দ্ধরীতুং দুর্দ্ধরণীয়ং' (সায়ণ)

দুর্দ্ধর্তু (ত্রি) দুর্দ্ধর, যাহাকে ধরা যায় না বা যাহার গতিরোধ করা যায় না।

দুর্দ্ধর্ম্ম (ত্রি) দুঃ স্থিতো ধর্ম্মোযস্য, সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ আর্ষে ন কচিৎ অনিচ্ সমা°। দুষ্ট ধর্ম্মযুক্ত। "কর্কোটকান্ বীরকাংশ্চ দুর্দ্ধর্ম্মাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।" (ভারত কর্ণ ৪৪ অঃ) লৌকিক প্রয়োগে অনিচ্ সমাসান্ত হইবে। সেই স্থলে 'দুর্দ্ধর্ম্মন্' এইরূপ হইবে।

দুর্দ্ধর্ষ (ত্রি) দুঃখেন ধৃষ্যতেঽসৌ দুর্ ধৃষ কর্ম্মণি খল্। অধর্ষণীয়, ধর্ষণ করিতে অশক্য, দুঃখ দ্বারা ধর্ষণীয়। "সংশিতাত্মা সুদুর্দ্ধর্ষ উগ্রে তপসি বর্ত্ততে।" (ভারত আ° ৭১ অঃ) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিশেষ। (ভারত ১।১১৭।৩) ৩ দুর্জ্জেয়।

দুর্দ্ধর্ষণ (ত্রি) দুর্ ধৃষ-যুচ্। দুঃখদ্বারা ধর্ষণীয়।
"বিন্দানুবিন্দৌ দুর্দ্ধর্ষঃ সুবাহুঃ দুষ্প্রধর্ষণঃ।" (ভারত শা° ৬৭)

দুর্দ্ধর্ষতা (স্ত্রী) দুর্দ্ধর্ষস্য ভাবঃ দুর্দ্ধর্ষ-তল্ টাপ্। দুর্দ্ধর্ষের ভাব, দুর্দ্ধর্ষত্ব।

দুর্দ্ধর্ষা (স্ত্রী) দুর্দ্ধর্ষ-টাপ্। ১ নাগদমনী। ২ কন্থারীবৃক্ষ।

দুর্দ্ধা (স্ত্রী) দুর্ ধা-ভাবে অ। দুষ্টধান
"দুর্ধাং দধাতি পরমে ব্যোমন্।" (ঋক্ ১০।১০৯।৪)
'দুর্দ্ধাং দুর্দ্ধানং।' (সায়ণ)

দুর্দ্ধার্য্য (ত্রি) দুঃখেন ধার্য্যতে ধারি-যৎ। যাহা সহজে ধারণ করা যায় না, দুর্ব্বোধ্য।

দুর্দ্ধাব (ত্রি) দুর্-ধাব-খল্। দুঃশোধনীয়।

দুর্দ্ধিত (ত্রি) দুর্-ধা কর্ম্মণি ক্ত, বেদেন ধাঞো হিঃ। দুষ্ট ভাবে স্থাপিত। "ইদমগ্রে সুধিতং দুর্দ্ধিতাদপি।" (ঋক্ ১।১৪০।১১) 'দুর্দ্ধিতাৎ দুষ্টং স্থাপিতাৎ।' (সায়ণ) লৌকিক প্রয়োগে 'দুর্দ্ধিত' এইরূপ প্রয়োগ হইবে না, বেদেই ব্যবহৃত হয়, লৌকিক প্রয়োগে 'দুর্হিত' এইরূপ প্রয়োগ হইবে।

দুর্দ্ধী (ত্রি) দুঃস্থিতা ধীর্যস্য। দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত, মন্দবুদ্ধিযুক্ত।
"অনুত্থানবতা চাপি দুর্বিনীতেন দুর্দ্ধিয়া।" (ভারত উ° ১৩৪ অঃ)

দুর্দ্ধুর (ত্রি) দুর্ ধুর্ব হিংসনে কর্ম্মণি ক্বিপ্। দুঃখ দ্বারা হিংসনীয়। "বৃথা গাবো ন দুর্ধুরঃ।" (ঋক্ ৫।৫৬।৪)
'দুর্দ্ধুরো দুঃখেন হিংস্যাঃ।' (সায়ণ)

দুর্দ্ধুরূট (ত্রি) দুর্ ধুর্ব ডট্ পৃষো° সাধুঃ। যুক্তিবিনা গুরুবাক্য অমান্যকারী শিষ্য, যে শিষ্য বা ছাত্র বিচারকরণান্তর গুরুবাক্য মান্য করে।

দুর্নয় (পুং) দুর্-নী-অচ্। নীতিবিরুদ্ধাচরণ, দুর্নীতি, কুনীতি, মন্দরীতি। "সংচিন্ত্য দুর্নয়ং ঘোরং সুতানাং ভ্রাতজন্মবৎ।" (ভারত বন° ৫১ অঃ)

দুর্নামক (পুং) দুষ্টং নামা অস্য। অর্শরোগ।

দুর্নামন্ (ক্লী) দুর্ দুষ্টং নাম যস্য। অর্শরোগ।
"দধ্যাজং কফপিত্তঘ্নং লঘুবাতক্ষয়াপহং।
দুর্নাম শ্বাসকাসেষু হিতমগ্নেঃ প্রদীপনং॥" (সুশ্রুত)

দুর্নামন্ (পুং স্ত্রী) দুঃ নিন্দিতং নাম যস্য। দীর্ঘকোষিকা, ঝিণুক।

দুর্নামারি (পুং) দুর্নাম্নঃ অর্শোরোগস্য অরিঃ শত্রুঃ। শূরণ, ইহা অর্শরোগ নাশক।

দুর্নাম্নী (স্ত্রী) দুর্ নিন্দিতং নাম যস্যাঃ ঙীপ্। দুর্নামা। (শব্দর°)

দুর্নিগ্রহ (ত্রি) দুঃখেন নিগৃহ্যতে দুরং নি-গ্রহ-খল্। যাহা সহজে নিগ্রহ বা দমন করা যায় না, দুর্দ্দম।

দুর্নিমিত (ত্রি) দুর্-নি-মি-ক্ত। দুষ্টভাবে ক্ষিপ্ত, সম্ভ্রমে উৎক্ষিপ্ত।
"পদে পদে দুর্নিমিতা গলন্তী।" (কুমারস° ৭।৬১)

দুর্নিমিত্ত (ক্লী) দুষ্টং নিমিত্তং। ভাবি রিষ্টসূচক শকুনভেদ, যাহাতে ভবিষ্যৎ অমঙ্গল সূচিত হয়। বিপদ্ হইবার পূর্ব্বে দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন হয়। দুর্নিমিত্ত দর্শন হইলে তাহার শান্তি করা উচিত। [বিশেষ বিবরণ শাকুন দেখ।]

দুর্নিয়ন্তু (ত্রি) দুর্-নি-যম-তুন্। দুঃখ দ্বারা নিয়ন্তব্য, যাহাকে অতি দুঃখে নিয়মন করা যায়।

"সূর্য্যস্যেব রশ্ময়ো দুর্নিয়ন্তবো হস্তয়োর্দুর্নিয়ন্তবঃ। (ঋক্ ১।১৩৫।৯) 'দুর্নিয়ন্তবঃ দুঃখেন নিয়ন্তব্যাঃ।' (সায়ণ)

দুর্নিরীক্ষ (ত্রি) দুঃখেন নিরীক্ষ্যতে নির্-ঈক্ষ খল্। অতি কষ্টে যাহা নিরীক্ষণ করা যায়, যাহা দেখিতে অতি কষ্ট হয়। দুর্দর্শ।

দুর্নিরীক্ষ্য (ত্রি) দুঃখেন নিরীক্ষ্যতে নির্-ঈক্ষ যৎ। দুঃখে যাহা নিরীক্ষণ করা যায়।

দুর্নিবর্ত্ত্য (ত্রি) দুঃখেন নিবৃ'ত্যতে দুর্ নি-বৃত যৎ। দুঃখে যাহা নিবর্ত্তিত হয়, যাহা অতি কষ্টে সম্পাদিত হয়।

দুর্নিবার (ত্রি) দুর্-নি-বৃ-ঘঞ্। যাহা অতি কষ্টে নিবারণ করা যায়।

দুর্নিবার্য্য (ত্রি) দুর্-নি-বৃ-ণ্যৎ। যাহা অতি দুঃখে নিবারণ করা যায়, সহজে যাহা নিবারণ করা যায় না।

"দুর্নিবার্য্যতয়া চৈব প্রভয়া মহতী চমূঃ।" (ভারত শান্তি°)

দুর্নিষ্প্রপতর (ক্লী) দুঃখেন নিষ্প্রপততি দুর্-নির্ প্র-পত-অচ্, অতিশয়েন তৎতরপ্ বেদে তকারলোপঃ। দুঃখ দ্বারা নিষ্ক্রান্ততর, অতিশয় দুঃখে নিষ্ক্রান্ত হওয়া। "অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং ভবতি।" (ছান্দোগ্য উঃ) 'দুর্নিষ্প্রপতরমিতি তকার একো লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ।' (ভাষ্য)

দুর্নীত (ক্লী) দুর্-নী-ভাবে ক্ত। নীতিবিরুদ্ধাচরণ।

"যস্য প্রসাদাৎ দুর্নীতং প্রাপ্তাস্মি ভরতর্ষভ
(ভারত বি° ২০ অঃ)

দুর্-নী-কর্ত্তরি ক্ত। (ত্রি) ২ দুর্নীতিযুক্ত, কুরীতিবিশিষ্ট, যাহার রীতি নীতি ভাল নহে, উচ্ছৃঙ্খল, অশিষ্ট, অসদাচারী।

দুর্নীতি (স্ত্রী) দুর্ দুষ্টা নীতিঃ দুর্-নী-ক্তিন্। দুষ্টানীতি, কুনীতি, দুর্নীতি পরায়ণ হইলে নানাবিধ কষ্ট পাইতে হয়, এই জন্য প্রত্যেক্যের দুর্নীতি পরিহার করা কর্ত্তব্য, রাজা দুর্নীতিযুক্ত হইলে তাহার রাজ্য অচিরাৎ ধ্বংস হয়। দুর্নীতি অবলম্বন করিয়া যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহাই উচ্ছৃঙ্খল হয়। [নীতি দেখ।]

দুর্নীতিভাব (পুং) দুর্নীত্যাঃ ভাবঃ। দুর্নীতির ভাব।

দুর্নৃপ (পুং) দুষ্টঃ নৃপঃ। কুরাজা, মন্দ নৃপতি।

দুর্বচন (পুং) দুষ্টোবচনঃ। কুবাক্য, কটুবাক্য, কুকথা।

দুর্বদ্ধ (ত্রি) দুষ্টং বদ্ধঃ। দুষ্টভাবে বদ্ধ, যেরূপ ভাবে আদেশ থাকে, সেইরূপে বন্ধন না করিয়া দুষ্টভাবে বদ্ধ।

"দুর্বদ্ধেনাস্থূ ভিন্নে চ বিজ্ঞেয়ং ভিন্ননেত্রবৎ।" (সুশ্রুত)

দুর্বল (ত্রি) দুর্নিন্দিতং বলং যস্য। কৃশ, পর্য্যায়—অমাংস, ছাত, ক্ষাম, শিত, শাত, অবল ও অল্পবলযুক্ত।

"সবলো জয়মাপ্নোতি দৈবাজ্জয়তি দুর্ব্বলঃ।" (দেবীভা° ১৯।৫৬)

সকল কার্য্যে সবল ব্যক্তি জয় লাভ করে, কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তি দৈবাৎ জয় যুক্ত হয়। 'বলীয়সা হি দুর্ব্বলং বাধ্যতে' ইতি ন্যায়াৎ। বলবান্ কর্ত্তৃক দুর্ব্বল পরাজিত হয়, এই ন্যায়ানুসারে প্রত্যেক সবল ব্যক্তি দুর্ব্বলকে পীড়া দিতে পারে এবং অনেক স্থলে পীড়িত হইতে দেখা যায়, এই কারণে 'দুর্ব্বলস্য বলং রাজা' দুর্ব্বলদিগের একমাত্র রাজাই বল, নৃপতিগণ সর্ব্বদা সবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলদিগকে রক্ষা করিবেন। ২ শিথিল। ৩ কৃশ। ৩ দুশ্চর্ম্মা।

"জটিলশ্চানধীয়ানং দুর্ব্বলং কিতবস্তথা।
যাজয়ন্তি চ যে পূগাংস্তাংশ্চ শ্রাদ্ধেন ভোজয়েৎ॥"(মনু ৩।১৫১)

দুর্ব্বলতা (স্ত্রী) দুর্ব্বলস্য ভাবঃ দুর্ব্বল-তল্-টাপ্। দুর্ব্বলত্ব, দুর্ব্বলের কার্য্য।

দুর্ব্বলত্ব (ক্লী) দুর্ব্বল ভাবে-ত্ব। দুর্ব্বলতা।

দুর্ব্বলা (স্ত্রী) দুর্ব্বল-টাপ্। অম্বুশিরীষিকা।

দুর্ব্বলাচার্য্য, পরিভাষেন্দুশেখরটীকা, মঞ্জুষা ও কুঞ্চিকা নামে তাহার টীকা এবং দুর্ব্বলী নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচয়িতা।

দুর্ব্বাল (ত্রি) দুষ্টো বালো যস্য। ১ দুশ্চর্ম্মরোগযুক্ত। ২ খলতি। টাকরোগ। ৩ কুটিলকেশ। (মেধাতিথি)

"জটিলশ্চানধীয়ানং দুর্ব্বালং কিতবং তথা।" (মনু ২।১৫১)

দুর্বীরণ (ক্লী) দুষ্টং বীরণং। দুষ্টবীরণ তৃণভেদ।

"শ্মশ্রুণ্যোপপক্ষ্যাণি দুর্বীরণানি জায়ন্তে।" (শত° ব্রা° ১১।৪। ১৬) 'দুর্বীরণানি দুষ্ট বীরণানীবেতি লুপ্তোপমা'। (ভাষ্য)

দুর্বুদ্ধি (স্ত্রী) দুষ্টা বুদ্ধিঃ। দুর্মতি, কুবুদ্ধি। (ত্রি) দুষ্টা বুদ্ধি র্যস্য। ২ মন্দবুদ্ধিযুক্ত, কুবুদ্ধিশালী।

দুর্বুধ (ত্রি) দুঃখেন বুধ্যতে ২সৌ দুর্-বুধ-ঘঙর্থে ক। দুর্ব্বলচিত্ত, দুর্মনা।

দুর্ব্বোধ (ত্রি) দুঃখেন বুধ্যতে বুধ-কর্ম্মণি খল্। দুর্জ্ঞেয়, যাহা সহজে বোঝা যায় না।

"নিসর্গদুর্ব্বোধমবোধবিক্লবাঃ।" (কিরাতা°)

দুর্বোধ্য (ত্রি) দুঃখেন বুধ্যতে বুধ-ণ্যৎ। দুর্ব্বোধ, দুর্জ্ঞেয়

দুর্ব্রাহ্মণ (পুং) দুষ্টো ব্রাহ্মণঃ। নিন্দিত ব্রাহ্মণ ভেদ। যাহার তিন পুরুষ হইতে বেদপাঠ ও বিহিতহোম লোপ হইয়াছে, তাহাকে দুর্ব্রাহ্মণ কহে।

"যস্য বেদশ্চ বেদী চ উৎসন্না চ ত্রিপৌরুষী।
স বৈ দুর্ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ।" (ধূর্ত্তস্বামী)

দুর্ভক্ষ (ত্রি) দুঃখেন ভক্ষ্যতে দুর্-ভক্ষ-খল্। ১ কষ্ট দ্বারা ভক্ষণীয়, যাহা অতি কষ্টে ভক্ষণ করা যায়। ২ যে সময়ে ভক্ষ্য দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, দুর্ভিক্ষ।

দুর্ভক্ষ্য (ত্রি) দুর্-ভক্ষ-ণ্যৎ। দুর্ভক্ষ।

দুর্ভগ (ত্রি) দুঃস্থিতো ভগো ভাগ্যং যস্য। দুষ্টভাগ্যান্বিত, মন্দ ভাগ্যযুক্ত

"দুর্ভগোঽয়ং জন স্তত্র কিমর্থমনুশব্দিতঃ।" (হরিবংশ ১২৬ অঃ)

যাহারা পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দুর্ভগ হইয়া জন্মগ্রহণ করে

দুর্ভগত্ব (ক্লী) দুর্ভগস্য ভাবঃ দুর্ভগ-ত্ব। দুর্ভগতা, দুর্ভগের ধর্ম্ম, মন্দভাগ্যের ভাব।

দুর্ভগা (স্ত্রী) দুর্ভগ-টাপ্। পতিস্নেহরহিতা স্ত্রী, পর্য্যায়—বিরক্তা, বিরক্তা, নিন্দা, সৌভাগ্যরহিতা স্ত্রী, যে স্ত্রীকে স্বামী ভালবাসে না।

"কর্ম্মভিঃ স্বকৃতৈঃ সা তু দুর্ভগা সমপদ্যত।
নাভ্যগচ্ছৎ পতিং সা তু কন্যা রূপবতী সতী॥"
(ভারত ১।১২৬ অঃ)

নারী সকল স্বকৃত কর্ম্মানুসারে দুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয়

দুর্ভগ্ন (ত্রি) দুষ্টো ভগ্নঃ। সহজে যাহা ভগ্ন করা যায় না।

দুর্ভঙ্গ (ত্রি) সহজে যাহা ভাঙ্গা যায় না।

দুর্ভর (ত্রি) দুঃখেন ভ্রিয়তে দুর্-ভৃ-খল্। দুঃসহ, গুরু, ভারী।

দুর্ভাগ্য (ক্লী) দুষ্টং ভাগ্যং প্রাদি স°। ১ দুরদৃষ্ট। ২ পাপ। (ত্রি) দুঃস্থিতং ভাগ্যং যস্য। ৩ দুষ্ট ভাগ্যযুক্ত। ৪ হতভাগ্য, অভাগা, যাহার ভাগ্য ভাল নহে।

দুর্ভাবনা (স্ত্রী) দুষ্টা ভাবনা। দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা।

দুর্ভব্য (ক্লী) দুঃখেন ভূয়তে দুর্-ভূ-ণ্যৎ। অভাবনীয়।

দুর্ভাষিত (ত্রি) দুষ্টঃ ভাষিতঃ। ১ মন্দ কথন, মন্দবাক্য বলা, দুরুক্ত। দুর্ভাষিতং যস্য। ২ কর্কশভাষী।

দুর্ভাষিন্ (ত্রি) দুঃখেন ভাষতে দুর্-ভাষ-ণিনি। দুষ্টভাষী, কর্কশভাষী।

দুর্ভিক্ষ (ক্লী) ভিক্ষায়াঃ অভাবঃ অব্যয়ীভাবসমাসে অস্য অব্যয়ত্বং। ভিক্ষার অপ্রাপ্তিকাল, যে সময়ে ভিক্ষার অভাব হয়, যখন খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না। যে দেশে যেরূপ শস্য হওয়া আবশ্যক, সেই দেশে তৎপরিমিত শস্যাদি না হইলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, যাহা কিছু পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইলে চেষ্টা করিলেও আর খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায় না, কাজে কাজেই তখন দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষকারক বৎসরের বিষয় জ্যোতিস্তত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে *।

ষষ্টি সংবৎসরের মধ্যে ১৩ প্রমাথী নামক সংবৎসরে রাষ্ট্রভঙ্গ, দুর্ভিক্ষ, চৌরোপদ্রব ও ঘোরবিগ্রহ হয়। ২০ ব্যয় নামক সংবৎসর, ৩৪ শর্ব্বরী সংবৎসর, ৩৫ প্লবসংবৎসর, ৫০ অনল সংবৎসর, এই সকল সংবৎসরে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। ৫১ পিঙ্গল সংবৎসরে নর্ম্মদাতটে দুর্ভিক্ষ হয়। ৫৫ দুর্ম্মতি নামক সম্বৎসরে সামান্যরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ৫৬ রক্তাক্ষ সংবৎসর, ৫৮ ক্রোধসংবৎসর ও ৬০ ক্ষয়সংবৎসরে বিষম দুর্ভিক্ষ ও নানাপ্রকার উপদ্রব হইয়া থাকে।

যে সময়ে শ্মশান হইতে শৃগাল, কুক্কুরাদি মাংস অস্থি প্রভৃতি লইয়া পুরের মধ্যে আগমন করে, বা গৃহমধ্যে পরিত্যাগ করে, সেই বৎসর দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে; পৃথিবী শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়।

"মাংসাস্থিনী সমাদায় শ্মশানাদ্ গৃধ্রবায়সা।
শ্বাশৃগালোঽথবা মধ্যে পুরস্য প্রবিশন্তি চেৎ॥
বিকিরন্তি গৃহাদৌ চ শ্মশানং সা মহী ভবেৎ।
সংগ্রামশ্চ মহাঘোরো দুর্ভিক্ষমরকস্তথা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে অশৌচাদি বিশেষ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে দোষাবহ হয় না।

"দুর্ভিক্ষযুক্তরাষ্ট্রে চ মৃতকে সূতকেঽপি বা।
নিয়মাশ্চ ন দুষ্যন্তি দানধর্ম্মরতেষপি॥" (গরুড়পু° ২২৬ অঃ)

দুর্ভিক্ষং জায়তে ঘোরং সর্ব্বোপদ্রবসংযুতং।
অনাবৃষ্টিঃ সমাখ্যাতা ব্যয়ে সংবৎসরে প্রিয়ে॥ ২০॥
ক্বচিৎ বর্ষতি পর্জ্জন্যো দেশে সংচ্ছিন্নমণ্ডলঃ।
দুর্ভিক্ষং শর্ব্বরীবর্ষে ব্যবহারা বিপর্য্যয়ঃ॥ ৩৪॥
দুর্ভিক্ষং জায়তে সর্ব্বা মেদিনী দুষ্যতি প্রিয়ে।
প্লবে প্লবন্তি তোয়ানি পীড়িতা মানবা ভুবি॥ ৩৫॥
দুর্ভিক্ষং জায়তে ঘোরং ধান্যৌষধি প্রপীড়নং।
অনলে চ সমাখ্যাতা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৫০॥
দেশভঙ্গঃ সুদুর্ভিক্ষং সমাসাৎ কথয়াম্যহং।
পিঙ্গলে চারুপদ্মাক্ষি! দুর্ভিক্ষং নর্ম্মদাতটে॥ ৫১॥
দুর্ভিক্ষং মধ্যমং প্রোক্তং ব্যবহারো ন বর্ত্ততে।
ভবেদ্বৈ মধ্যমাবৃষ্টির্দুর্ম্মতৌ সমুপস্থিতে॥ ৫৫॥
দুর্ভিক্ষং মরণং ঘোরং ধান্যৌষধি প্রপীড়নং।
পাপরোগো ভবেদ্দেবি রক্তাখ্যেঽমরবন্দিনি॥ ৫৬॥
রোগো মরণ দুর্ভিক্ষং বিরোধোপদ্রবাকুলং।
ক্রোধে তু বিষমং সর্ব্বং সমাখ্যাতং হরপ্রিয়ে॥ ৫৮॥
মেদিনী চলতে দেবি সর্ব্বভূতং চরাচরং।
দেশভঙ্গশ্চ দুর্ভিক্ষং ক্ষয়ে সঙ্ক্ষীয়তে প্রজা॥
সৌরাষ্ট্রে মালবে দেশে দক্ষিণে কোঙ্কণে তথা।
দুর্ভিক্ষং জায়তে ঘোরং ক্ষয়ে সংবৎসরে প্রিয়ে॥ ৬০॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

* "রাষ্ট্রভঙ্গশ্চ দুর্ভিক্ষং তস্করৈরুপপীড়নং।
জানীয়াদ্বিগ্রহং ঘোরং প্রমাথিনি বরাননে॥

যে স্ত্রীর পতিগৃহে দ্বিরাগমন হয় নাই, তৎপূর্ব্বে যদি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং পতি তাহাকে লইয়া যায়, তাহা হইলে কোন দোষ হয় না।

"একগ্রামে চতুঃশালে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
পতিনা নীয়মানায়াঃ পুরশুক্রো ন দুষ্যতি ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে রাজা অতিশয় যত্ন সহকারে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন, আর যে স্থলে রাজার দোষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সেই দেশ সমূলে বিনষ্ট হয়। দুর্ভিক্ষ সময়ে যাহারা অন্নপ্রদান করে, তাহারা অতিশয় পুণ্যশালী। দুর্ভিক্ষ সময়ে চাণক্য নয়টী বৃত্তির বিধান করিয়াছেন।

"শকটঃ শাকিনী গাবো জালমাস্কন্দনং বনং।
অনূপঃ পর্ব্বতোরাজা দুর্ভিক্ষে নববৃত্তয়ঃ ॥" (চাণক্য)

শকট, শাকিনী, গো, জাল, আস্কন্দন, বন, অনূপ, পর্ব্বত ও রাজা দুর্ভিক্ষ সময়ে এই নয়টী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঐ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবে।

দুর্ভিদ (ত্রি) দুঃখেন ভিদ্যতে দুর্ ভিদ কর্ম্মণি খঞর্থে ক। দুর্ভেদ্য, ভেদ করিতে অশক্য, যাহা ভেদ করা যায় না।

দুর্ভিষজ্য (ক্লী) দুর্ ভিষজ্ কন্বা যক্ কর্ম্মণি ণ্যৎ যলোপঃ। ২ দুশ্চিকিৎস্য, সহজে যাহার চিকিৎসা করা যায় না। ভাবে ণ্যৎ। ২ দুঃখ দ্বারা চিকিৎসা। "দুর্ভিষজ্যং চাস্মৈ ভবতি যমেধন প্রতিপদ্যতে" (বৃহদারণ্য উ°) 'তত আক্ষা বাধির্য্যাদি দোষ প্রাপ্তৌ দুর্ভিষজ্যং দুঃখভিষকর্ম্মতা হাস্মৈ দেহায় ভবতি দুঃখেন চিকিৎসনীয়ো২সৌ ভবতি।' (ভাষ্য)

দুর্ভৃত্য (পুং) দুষ্টো অসন্ ভৃত্যঃ। দুষ্টভৃত্য। শুক্রনীতিতে ভৃত্যের এই সকল দোষ নিন্দিত হইয়াছে। যে সকল ভৃত্যকে উপযুক্ত বেতন দেওয়া যায় না, এবং যাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, শঠ, কাতর, লুব্ধ, সমক্ষে অপ্রিয়বাদী, অতি উৎকোচাভিলাষী, নাস্তিক, দাম্ভিক, সত্যবাদী হইলেও অসূয়াপরায়ণ, অপমানিত এবং যাহারা নিজ বুদ্ধিবলে অসত্যকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মহৎ ব্যক্তিকে নিন্দা করে এবং অন্যকে বঞ্চনা করিয়া ধনাদি গ্রহণ করে, ভৃত্যের এই সকল দোষ থাকিলে তাহারা কুভৃত্য পদবাচ্য, এইরূপ ভৃত্য হইলে প্রভুর মহা অনিষ্ট হইয়া থাকে। (শুক্রনীতি ২ অঃ)[ভৃত্য দেখ।]

দুর্ভেদ (ত্রি) দুঃখেন ভিদ্যতে দুর্-ভিদ-খল্। দুর্ভেদ্য, দুঃখে ভেদনীয়, যাহা ভেদ করা যায় না, কঠিন।

দুর্ভেদ্য (ত্রি) দুঃখেন ভিদ্যতে দুর্-ভিদ কর্ম্মণি ণ্যৎ। দুর্ভেদ।

দুর্ভ্রাতৃ (পুং) দুষ্টোভ্রাতা। দুষ্ট ভ্রাতা। "দুর্ভ্রাতৃস্তস্য চোগ্রস্য রাজন্ দুঃশাসনস্য চ।" (ভারত বন ২৭ অঃ)

দুর্ম্মথ (ত্রি) ১ অমুখী। ২ মন্দ যজ্ঞ।

দুর্ম্মঙ্গল (ত্রি) অশুভ।

দুর্ম্মতি (স্ত্রী) দুষ্টা মতিঃ। দুর্ব্বুদ্ধি, যাহাতে বিবেকোৎপত্তি হয় তাহার প্রতিবন্ধক পাপলিপ্ত মলিন বুদ্ধি।

"নিষীদয়ো অপদুর্ম্মতিং জহি।" (শুক্লযজুঃ ১১।৪৭) দুস্থিতা মতির্যস্য। (ত্রি) দুষ্টমতিযুক্ত। ৩ ষষ্টি সংবৎসরের মধ্যে ৫৫ম বৎসরের নাম, এই বৎসরে দুর্ভিক্ষ হয়। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

দুর্ম্মদ (ত্রি) দুরুস্থিতো মদো যস্য। উন্মত্ত। "দুর্মদং গন্ধর্ব্বাপ্সরোভ্যঃ।" (শুক্লযজু° ৩০।৮)

২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১২৭।৫)

দুর্ম্মনস্ (ক্লী) দুষ্টং মনঃ। দুষ্ট মন।

"প্রাপ্য দুর্মনসা বীর গর্বেণ চ বিশেষতঃ।" (রামা° ২।৩১।২০)

দুস্থিতং মনোযস্য। (ত্রি) দুস্থিতমনস্ক, যাহার দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, উদ্বিগ্নচিত্ত, চিন্তিত, বিমনা, দুর্ম্মনা।

দুর্ম্মনা [দুর্মনস্ দেখ।]

দুর্মনায়মান (ত্রি) দুর্মনস্ ক্যঙ্, সলোপঃ। দুর্মনায় শানচ্। উদ্বিগ্নচিত্ত, দুর্ভাবনাগ্রস্ত।

দুর্ম্মনুষ্য (পুং) দুষ্টো মনুষ্যঃ। দুষ্ট মানুষ, দুষ্ট লোক।

দুর্ম্মন্তু (ত্রি) দুর্-মন-তুন্। দুষ্ট মন্যমান, দুষ্ট বলিয়া ভাবা। "দুর্মন্তত্রা মৃতস্য নাম।" (ঋক্ ১০।১২।৬)

দুর্ম্মন্ত্র (পুং) দুষ্টোমন্ত্রঃ। দুষ্ট মন্ত্রণা, দুর্ম্মন্ত্রণায় রাজগণ আশু বিনষ্ট হয়।

ত (ত্রি) দুর্-মন্ত্র-ক্ত। দুষ্টভাবে মন্ত্রিত, যাহা মন্দভাবে মন্ত্রণা করা হইয়াছে।

"ত্বয়া দুর্ম্মন্ত্রিতং দ্যূতং সৌবলে ন চ ভারত ॥" (ভারত উ° ১২৭ অঃ) (ক্লী) ভাবে ক্ত। দুষ্ট মন্ত্রণা।

দুর্ম্মন্ত্রিন্ (পুং) দুষ্টঃ মন্ত্রী। কুমন্ত্রী, মন্ত্রীর যে সকল গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল গুণ যে মন্ত্রীর না থাকে, তাহাকে দুর্মন্ত্রী কহে। মন্ত্রী দুষ্ট হইলে সেই রাজ্য অচিরাৎ নষ্ট হয়। [মন্ত্রিন্ দেখ।]

দুর্ম্মর (ত্রি) দুষ্টো মরো মৃত্যুঃ। ১ দুষ্ট মৃত্যু। (ত্রি) দুঃখেন মরো মরণং যস্য। ২ দুষ্টভাবে মৃত, যাহার কষ্টে মৃত্যু হয়।

"দুর্মরত্বমহং মন্যে নৃণাং কৃচ্ছ্রে২পি বর্ত্ততাং।
যত্র কর্ণং হতং শ্রুত্বা নাত্যজন্ জীবিতং নৃপ ॥"
(ভারত ক° ১ অঃ)

যাহারা অতিশয় পাপী, তাহাদের অতিশয় কষ্টে মৃত্যু হয়। ইহার বিষয় নির্ণয়সিন্ধুতে এইরূপ লিখিত আছে— চাণ্ডাল, উদক, সর্প, ব্রাহ্মণ, বিদ্যুৎ, দংষ্ট্রী ও পশু হইতে পাপীদিগের মৃত্যু হইয়া থাকে, এইরূপ মৃত্যুকে দুর্ম্মরণ কহে। এইরূপ ভাবে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের উদ্দেশে

উদকাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে তাহা বিফল হয়। যাহারা ক্রোধপূর্ব্বক শস্ত্র, অগ্নি, বিষ, উদ্বন্ধন, জল, গিরি ও বৃক্ষ হইতে পতন প্রভৃতি ইহার মধ্যে যে কোন এক উপায়ে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদের এইরূপ মৃত্যুও দুর্ম্মৃত্যু পদবাচ্য।

ইহাদের দাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি কিছুই হইবে না। যদি কেহ ইহাদের দাহাদি করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে *।

দুর্ম্মৃত্যুজন্য দানাদি করিতে হয়। তাহার বিষয় বিশ্বপ্রকাশাদিতে এইরূপ লিখিত আছে।—সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যু হইলে কাঞ্চন, হস্তী দ্বারা নিহত হইলে চতুর্নিষ্ক পরিমাণ সুবর্ণ, রাজা কর্ত্তৃক হত হইলে হিরণ্ময় পুরুষ, চোর কর্ত্তৃক হত হইলে ধেনু, বৈরি কর্ত্তৃক হত হইলে যথাশক্তি কাঞ্চন, শয্যাতে মৃত্যু হইলে শয্যা, শৌচহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে দ্বিনিষ্ক সুবর্ণ, সংস্কারহীন হইয়া মরিলে ব্রাহ্মণ বালককে উপনয়ন, অশ্ব দ্বারা হত হইলে নিষ্কত্রয়পরিমিত সুবর্ণ নির্ম্মিত অশ্ব, কুকুর কর্ত্তৃক হত হইলে শক্তি অনুসারে ক্ষেত্রপাল স্থাপন, শূকর কর্ত্তৃক হত হইলে সদক্ষিণ মহিষ, উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া মরিলে ধান্য পর্ব্বত, বিষ দ্বারা মৃত্যু হইলে সুবর্ণনির্ম্মিত মেদিনী, উদ্বন্ধনে মৃত হইলে কনকনির্ম্মিত কপি, প্রস্তর দ্বারা নিহত হইলে সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু, জল দ্বারা মৃত্যু হইলে হৈমবরুণ, বিসূচিকারোগে মৃত্যু হইলে শত ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাসরোগে মৃত্যু হইলে অষ্টকৃচ্ছ্রব্রত, অতিসার রোগে মৃত্যু হইলে লক্ষ গায়ত্রী জপ, অন্তরীক্ষে মৃত্যু হইলে বেদপারায়ণ, বিদ্যুৎপাতে মৃত্যু হইলে বিদ্যাদান, এবং পতিত হইয়া মৃত হইলে ষোড়শ প্রাজাপত্য অনুষ্ঠান করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত মৃত্যু সকল দুর্ম্মৃত্যু, এরূপ মৃত্যুতে এবং অপত্য রহিত হইয়া মরিলে নবতি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ করিবে। মৃত্যুর পর এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া মৃতব্যক্তির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। (শাতাতপীয়) [মৃত্যু দেখ।]

দুর্ম্মরণ (ক্লী) দুর্-মৃ-ল্যুট্। [দুর্ম্মর দেখ।]

দুর্ম্মরত্ব (ক্লী) দুর্ম্মরস্য ভাবঃ দুর্ম্মর-ত্ব। দুর্ম্মরতা, দুর্ম্মৃত্যুর ভাব।

দুর্ম্মরা (স্ত্রী) দুর্ম্মর-টাপ্। দূর্ব্বা।

* "চণ্ডালাদুদকাৎ সর্পাৎ ব্রাহ্মণাদ্বৈদ্যুতাদপি।
দংষ্ট্রিভ্যশ্চ পশুভ্যশ্চ মরণং পাপকর্ম্মণাং॥
উদকং পিণ্ডদানঞ্চ প্রেতেভ্যো যৎ প্রদীয়তে।
নোপতিষ্ঠতি তৎ সর্ব্বমন্তরীক্ষে বিনশ্যতি॥
ক্রোধাৎ প্রাণং বিষং বহ্নিং শস্ত্রমুদ্বন্ধনং জলং।
গিরিবৃক্ষপ্রপাতঞ্চ যে কুর্ব্বন্তি নরাধমাঃ॥" (নির্ণয়সি° ধৃত অঙ্গিরা)

দুর্ম্মর্ষ (পুং) দুঃখেন মৃষ্যতে দুর্-মৃষ কর্ম্মণি খল্। দুঃখ দ্বারা মর্ষণীয়, যাহা অতিকষ্টে সহ্য করা যায়। 'বচ্ছুশ্রুয়া ইমং হবং দুর্ম্মর্ষং চক্রিয়া উত।' (ঋক্ ৮।৪৫।১৮)

দুর্ম্মর্ষণ (পুং) দুর্-মৃষ ভাবাদৌ খল্ বাধিত্বাৎ যুচ্। ১ অতিকষ্টে সহনীয়। ২ বিষ্ণু। ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৩)

দুর্ম্মর্ষিত (ত্রি) দুর্-মৃষ-ক্ত। বৈরতা-সাধনে উত্তেজিত।

দুর্ম্মল্লিকা (স্ত্রী) দৃশ্যকাব্যরূপ উপরূপক ভেদ, নাটিকা ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক প্রভৃতি নানাবিধ, দুর্ম্মল্লিকা তাহার মধ্যে একবিধ। ইহার লক্ষণ সাহিত্যদর্পণে এইরূপ লিখিত আছে—

"দুর্ম্মল্লী চতুরঙ্কা স্যাৎ কৌশিকী ভারতী তথা।
অগর্ভা নাগরনরা ন্যূন নায়কভূষিতা॥
ত্রিনালিঃ প্রথমোঽঙ্কোঽস্যাং বিটক্রীড়াময়ো ভবেৎ।
পঞ্চনালি দ্বিতীয়োঽঙ্কো বিদূষকবিলাসবান্॥
ষণ্নালিকস্তৃতীয়স্তু পীঠমর্দ্দবিলাসবান্।
চতুর্থো দশনালিঃ স্যাদঙ্কঃ ক্রীড়িতনায়কঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৬।৫৪৪)

এই দৃশ্যকাব্য হাস্যরসপ্রধান, ইহা চারি অঙ্কে সমাপ্ত হইবে, গর্ভাঙ্ক থাকিবে না, অল্পনায়ক হইবে। প্রথম অঙ্কে ত্রিনালি হইবে এবং তাহাতে বিটের ক্রীড়াতে পূর্ণ থাকিবে, দ্বিতীয় অঙ্কে পঞ্চনালি এবং বিদূষকের বিষয়, তৃতীয় অঙ্কে ষণ্নালি এবং পীঠমর্দ্দের বিষয়, চতুর্থ অঙ্কে দশনালি এবং ক্রীড়িত নায়ক হইবে; এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহাকে দুর্ম্মল্লিকা কহে। যেমন বিন্দুমতী।

দুর্ম্মল্লী [দুর্ম্মল্লিকা দেখ।]

দুর্ম্মাৎসর্য্য (ক্লী) দুষ্টং মাৎসর্য্যং। দুষ্ট মাৎসর্য্য।

দুর্ম্মায়ু (ত্রি) দুষ্টান্যায়ুধানি মিম্বন্তি মি ক্ষেপে উন্। দুষ্টায়ুধ-ক্ষেপক, দুষ্টাস্ত্র নিক্ষেপকারক।

"দুর্ম্মায়বো দুরেবা মর্ত্ত্যাসঃ।" (ঋক্ ৩।৩০।১৫)

দুর্ম্মিত্র (পুং) দুষ্টং মিত্রং প্রাদি° স° অমিত্রবৎ পুংত্বং। ১ অমিত্র, শত্রু। (ত্রি) দুঃস্থিতং মিত্রং যস্য। ২ দুষ্ট মিত্রক;

দুর্ম্মিত্রিয় (ত্রি) দুর্ম্মিত্রায় অমিত্রত্বায় সাধু। অমিত্র ভাবে অবস্থিত।

"সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্ম্মিত্রায়া স্তস্মৈ সন্তু

(শুক্লযজু° ৬।২২)

'দুর্ম্মিত্রিয়া অমিত্রত্বেনাবস্থিতাং।' (বেদদীপ)

দুর্ম্মিলকা (স্ত্রী) মাত্রাবৃত্তভেদ, ইহার প্রতিচরণে দ্বাত্রিংশৎ মাত্রা হইবে।

দ্বাত্রিংশন্মাত্রং ফণিপতি-জল্পিত-সকল-বিভূষণ-বৃত্তবরং।
দশবসুভুবনৈর্যতিরত্র প্রভবতি কবিকুলহৃদয়ানন্দকরং॥
যদাষ্টচতুষ্কলগণনির্ম্মিতপদমিতি দুর্মিলকা নামপরং।
নরপতিবরতোষণ-বন্দিবিভূষণ ভুবনবিদিত সন্তাপহরং॥"

(ছন্দঃশাস্ত্র)

দুর্ম্মুখ (ত্রি) দুষ্টং মুখং যস্য তদ্ব্যাপারো বা যস্য। ১ অশ্ব। ২ বানরভেদ। ৩ মহিষাসুরের সেনাপতিভেদ। (চণ্ডী) ৪ রামচন্দ্রের গুপ্তচর, রামচন্দ্র ইহার দ্বারা প্রজামণ্ডলীর অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতেন, ইহার নিকট সীতার লোকাপবাদ বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। এই অপবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র সীতাকে নির্ব্বাসিত করেন। উত্তররামচরিতে কেবল ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

"শুদ্ধান্তচারী দুর্ম্মুখঃ সময়া পৌরজানপদানপসর্পিতুং প্রযুক্তঃ।" (উত্তররামচ°) ৫ নৃপভেদ। (ভারত ৬৭ অঃ) ৬ নাগভেদ। ৭ শিব। (ভারত ১৷১১৭৷৩) ৮ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। ৯ উত্তরদ্বারগৃহ। ১০ ষষ্টিসংবৎসরের মধ্যে ১১ বৎসরের নাম দুর্ম্মুখবৎসর। ১২ যক্ষভেদ। ১৩ অপ্রিয়বাদী। ভক্তমালে এক দুর্ম্মুখের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি রাধিকার দেবর ও ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরীর স্বামী। (ভক্তমাল)

দুর্মুহূর্ত্ত (পুং ক্লী) নিন্দিতো মুহূর্ত্তঃ প্রাদি স°। অপ্রশস্ত-মুহূর্ত্ত, নিন্দিত মুহূর্ত্ত।

"নক্ষত্রেষাসুরেষন্তে দুস্তিথৌ দুর্মুহূর্ত্তজাঃ।
সংপতন্ত্যাসুরীং যোনিং যজ্ঞপ্রসববর্জ্জিতাঃ॥"

(ভারত শা° ১৮০ অঃ)

দুর্ম্মুষ (দেশজ) মুদ্গর, পিটনে, গাদনী, যদ্দ্বারা মৃত্তিকা পেটা হয়, নূতন প্রাসাদাদি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে মৃত্তিকাকে দুর্মুষ করিয়া অর্থাৎ মাটী ভাল করিয়া পিটিয়া তাহার উপর গাঁথনি বা অপরাপর কার্য্য করিতে হয়।

দুর্মূল্য (ত্রি) দুস্থিতং মূল্যং। দুস্থিত মূল্য, মহার্ঘ্য, যাহার দাম অধিক, যে বস্তুর যে পরিমাণ দাম স্থির আছে, সেই বস্তুর তাহা অপেক্ষা অধিক দাম হইলে দুর্ম্মূল্য কহে।

দুর্ম্মেধস্ (ত্রি) নিন্দিতা মেধা অস্য, অসিচ্ সমা°। নিন্দিত মতি, দুর্ব্বুদ্ধি, ধারণাবর্জ্জিত বুদ্ধি, যে বুদ্ধিশক্তি কোন বিষয়ে ধারণা করিতে না পারে।

"ন কিঞ্চিদুক্তা দুর্মেধাস্তস্থৌ কিঞ্চিদবাঙ্মুখে।"

(ভারত বন° ১০ অঃ)

আর্ষেতু সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ নাসিচ্। আর্ষ প্রয়োগ স্থলে সমাসান্ত বিধির অনিত্যতা হেতু অসিচ্ সমাসান্ত হইবে না, সেই স্থলে দুর্মেধ এইরূপ প্রয়োগ হইবে।

"অশ্রদ্দধানান্ নিঃসত্ত্বান্ দুর্মেধান্ হ্রসিতায়ুধঃ

(ভাগবত ১৷৪৷১৮)

দুর্ম্মেধস্ত্ব (ক্লী) দুর্মেধসো ভাবঃ ত্ব। দুর্মেধার ভাব, দুষ্টবুদ্ধির কার্য্য।

দুর্ম্মেধাবিন্ (ত্রি) দুষ্টঃ মেধাবী। দুষ্টমেধা যুক্ত।

দুর্ম্মৈত্র (ত্রি) দুষ্টো মৈত্রঃ। দুষ্টমিত্র, দুষ্টবন্ধু।

দুর্ম্মোহ (পুং) দুষ্টং নিন্দিতং মুহ্যত্যনেন মুহ করণে ঘঞ্। ১ কাকতুণ্ডী। (স্ত্রী) কাকাদনী।

দুর্য্য (পুং) দুরং যাতি যা-ক দুরি দ্বারে ভবঃ যৎ বা। ১ গৃহ। "স্বং গোষ্ঠমাবদতং দেবী দুর্য্যে।" (শুক্লযজু ৫৷১৭) 'দুর্য্য শব্দো গৃহবাচী 'দুর্য্যাবৈ গৃহাঃ ইতি শ্রুতেঃ।' (বেদদীপ) ২ দ্বার-ভব যূপ। 'নিয়েকে পক্ত্রেষু স্তোমো দুর্য্যোন কূপ।'

(ঋক্ ১৷৫১৷ ১৪)

দুর্যশস্ (ক্লী) নিন্দিতং যশঃ। অকীর্ত্তি

"স্বদগ্রসূচী সচিবঃ স কামিনীর্মনোভবঃ সীব্যতি দুর্যশঃ পটৌ।" (নৈষধ) দুঃস্থিতং যশো যস্য। (ত্রি) দুষ্ট যশযুক্ত, মন্দযশস্ক।

দুর্যোগ (পুং) দুষ্টো যোগঃ। ১ দুর্ভাগ্যসূচক গ্রহযোগ ভেদ। ২ দুষ্টকৌশল।

"দাসীভূতাস্মি দুর্যোগাৎ সপত্ন্যাঃ পতগোত্তম।" (ভারত আ° ২৭ অঃ) (দেশজ) দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্নদিন, যেদিন অতিশয় ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি হয়।

দুর্যোণ (ক্লী) দুষ্টা যোনিস্থানমস্ত্যস্য অর্শ আদি° অচ সংজ্ঞায়াং ণত্বং। সংগ্রাম, যুদ্ধ।

'নিদুর্যোণ আবৃণঙ্ মৃধ্রবাচঃ।" (ঋক্ ৫৷১৯৷১০)
'দুর্যোণঃ সংগ্রামঃ।' (সায়ণ)

দুর্যোধ (পুং) দুঃখেন যুধ্যতে হসৌ দুর্ যুধ কর্ম্মণি খল্। দুঃখ দ্বারা যোধনীয়, যিনি অতিশয় দুঃখ সহ্য করিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন।

দুর্য্যোধন (পুং) দুর্দ্দুঃখেন যুধ্যতে হসৌ দুর্-যুধ-যুচ্। কুরু-বংশীয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মহাভারতীয় যুদ্ধে ইনিই প্রধান নায়ক ও কৌরবদলের নেতা ছিলেন। পাণ্ডু-রাজের মৃত্যুর পর পঞ্চপাণ্ডব রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক হস্তি-নায় আনীত হন এবং দুর্য্যোধনাদি শতভ্রাতার সহিত একত্র শাস্ত্র ও শস্ত্রশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। দ্বিতীয়পাণ্ডব ভীম দুর্য্যোধনের সমবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার অপরিমিত বলবিক্রম এবং গদা চালনায় বিশেষ কৃতিত্ব দর্শন করিয়া দুর্য্যোধন তাঁহার বিশেষ বিদ্বেষ্টা হইয়া পড়েন। দুর্য্যোধনও গদা-যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামের নিকট উক্ত অস্ত্রের ব্যবহারাদি শিক্ষা

করেন; কিন্তু তবু ভীমের সমকক্ষ হইতে না পারিয়া ভীমকে বিনষ্ট করিবার জন্ত ক্রীড়াচ্ছলে একদিন তাঁহাকে বিষপান করাইয়া মূর্চ্ছিতাবস্থায় গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। ভীম তদবস্থায় নদীগর্ভে পড়িয়া থাকিবার পর বাসুকী কর্তৃক নাগলোকে নীত ও বিষজ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে পাণ্ডব ও কৌরবগণের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে দুর্য্যোধন তাহাতে বিষম আপত্তি উত্থাপন করেন। পুত্রস্নেহে পীড়িত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণায় যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে বনবাসে প্রেরণ করেন। পথে ইহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য দুর্য্যোধন লোক পাঠাইয়া জতুগৃহে বদ্ধ করিয়া পুড়াইয়া মারিবার কল্পনা করেন, কিন্তু তাহাতে সিদ্ধকাম হন নাই। বনবাসের পর পাণ্ডবেরা ফিরিয়া আসিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে দুর্য্যোধন যজ্ঞসভায় পাণ্ডবগণের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও যশ দেখিয়া একান্ত অসূয়াপরবশ হইয়া পিতাকে প্ররোচিত করিয়া পাণ্ডবগণকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করেন। শকুনি নামক গান্ধার রাজতনয় অক্ষবিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। তিনি দুর্য্যোধনের মাতুল, সুতরাং তিনিই দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক খেলিতে বসিলেন; রাজা যুধিষ্ঠিরও অক্ষবিদ্যায় অতি পটু, শকুনি ন্যায়পথে তাঁহাকে হারাইতে না পারিয়া মায়া অক্ষ দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন। শেষে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের, পত্নীর ও নিজের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত পণে হারিলেন। দুর্য্যোধন জয়ে প্রফুল্ল হইয়া দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনিতে আদেশ দিলেন। দ্রৌপদী রজঃস্বলা ছিলেন; তিনি আসিতে অস্বীকৃত হইলে দুঃশাসন গিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাকে স্বীয় উরুদেশে বসিবার নিমিত্ত আহ্বান করিল। ভীম এই অপমানে জ্বলিয়া গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মধ্যস্থ হইয়া আশুবিবাদ নিবারণ করিলেন এবং পণের নিয়মানুসারে যুধিষ্ঠিরাদিকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে আদেশ দিলেন। বনবাস কালে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া আনন্দলাভের জন্ত ঘোষযাত্রা করেন। পথে তিনি সদলে গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক বন্দী হন। যুধিষ্ঠির শুনিতে পাইয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে পাঠাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনায় দুর্য্যোধন মর্ম্মপীড়িত হইয়া পাণ্ডবের শত্রুতাসাধনে বদ্ধপরিকর হন। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট অজ্ঞাতবাসকাল অতীত হইলে কৃষ্ণের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা হয়, কিন্তু দুর্য্যোধন কৃষ্ণের প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। উভয় পক্ষই কৃষ্ণের সাহায্য চাহিলেন। পাণ্ডবেরা একা কৃষ্ণকে এবং দুর্য্যোধন কৃষ্ণের সৈন্যদল গ্রহণ করিলেন। কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ বাধিল। দশদিন যুদ্ধের পর কৌরবগণের সেনাপতি ভীষ্ম, পাঁচদিন যুদ্ধের পর কৌরব সেনাপতি দ্রোণ, আড়াইদিন যুদ্ধের পর কৌরব সেনাপতি কর্ণ ও অর্দ্ধ দিন যুদ্ধে কৌরব সেনাপতি শল্য বিনষ্ট হইলে কৌরবগণের সম্যক্ পরাজয় হইল। দুর্য্যোধন পলাইয়া এক হ্রদ মধ্যে লুকাইলেন। অবশেষে দুর্ব্বাক্যে ও বিদ্রূপে উৎপীড়িত হইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন এবং ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে দুর্য্যোধনেরই জয়লাভের সম্ভাবনা ঘটিল। কিন্তু ভীম প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক ন্যায় বিরুদ্ধ হইলেও কটীদেশের নিম্নে গদাঘাত করিলেন। দুর্য্যোধন তাহাতে অস্থিভগ্ন হইয়া পড়িয়া গেলেন।

পতিত-শত্রুর মস্তকে পদাঘাত করিয়া চিরপোষিত ক্রোধের শান্তি করিলেন। পাণ্ডবেরা মৃতপ্রায় দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আসিয়া দেখা করিলেন। হতাশ অবস্থায় দুর্য্যোধন ইঁহাকেই পাণ্ডব বিনাশে নিযুক্ত করিলেন ও ভীমের মুণ্ড আনিতে বলিয়া দিলেন। অশ্বত্থামা ছদ্মবেশে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে বিনাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে সংবাদ দিলেন। দুর্য্যোধন পাণ্ডবপুত্র নিধন সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। (মহাভারত) কাশীদাসী মহাভারতে আছে—অশ্বত্থামা পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের মুণ্ড লইয়া আসেন। দুর্য্যোধন ভীমের মুণ্ড চাহিলেন। অশ্বত্থামা ভীমাকৃতি ভীমপুত্রের মুণ্ড দিলেন, কিন্তু যখন দুর্য্যোধন তাহা দুই হস্তের চাপে গুঁড়াইয়া ফেলিলেন, তখনই ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন, অশ্বত্থামা পঞ্চপাণ্ডবই আমার শত্রু, দ্রৌপদীর এই বালক কয়টী আমার নিকট কোন দোষী নহে। ইহার পরই অত্যন্ত হর্ষের পর অতি বিষাদ উৎপন্ন হইয়া দুর্য্যোধনের প্রাণ বহির্গত হইল। দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠির 'সুযোধন' বলিতেন। (ত্রি) যিনি অতিশয় দুঃখ সহ্য করিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন।

দুর্যোনি (স্ত্রী) নিন্দিতা যোনিঃ প্রাদি স°। নিন্দিত জাতি। দুঃস্থিতা যোনির্যস্য। (ত্রি) নিন্দিত জাতিক, যাহার নিন্দিত কুলে জন্ম হইয়াছে।

"ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি।" (মনু)

দুর্লক্ষণ (ক্লী) দুষ্টং লক্ষণং। অশুভ চিহ্ন, অমঙ্গলসূচক চিহ্ন।

দুর্লক্ষ্য (ত্রি) দুঃখেন লক্ষ্যতে ইসৌ দুর্-লক্ষ-যৎ। অদৃশ্য, যাহা অতি কষ্টে দেখা যায়।

দুর্লঙ্ঘন (ত্রি) দুঃখেন লঙ্ঘ্যতে লঙ্ঘ-যুচ্। দুঃখদ্বারা লঙ্ঘনীয়, অতি কষ্টে লঙ্ঘনীয়, অলঙ্ঘ্য, যাহা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না।

দুর্লঙ্ঘ্য (ত্রি) দুঃখেন লঙ্ঘ্যতে লঙ্ঘ-যৎ। অলঙ্ঘনীয়, যাহা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না।

দুর্লতিকা (স্ত্রী) দুষ্টা লতৈব স্বার্থে কন্-টাপ্। ১ নিন্দিতা লতা। ২ ছন্দোভেদ।

দুর্লভ (ত্রি) দুঃখেন লভ্যতে দুর্-লভ কর্ম্মণি খল্। লাভ করিতে অশক্য, দুষ্প্রাপ্য, বিরল, যাহা সহজে লাভ করা যায় না, যাহা সচরাচর পাওয়া যায় না। বহুমূল্য। ২ অতি প্রশস্ত। ৩ প্রিয়।

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।" (সাহিত্যদ°)

"দুর্লভং প্রাকৃতং বাক্যং দুর্লভঃ ক্ষেমকৃৎ সুতঃ।

দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা দুর্লভঃ স্বজনঃ প্রিয়ঃ॥" (চাণক্য)

সত্যবাক্য, উত্তমপুত্র, সদৃশী ভার্য্যা ও প্রিয়তম স্বজন ইহ জগতে অতি দুর্লভ। ৪ কচ্চূর। ৫ বিষ্ণু।

"দুর্লভো দুর্জ্জয়ো দুর্গঃ।" (বিষ্ণুসহস্রনাম)

দুর্লভ ভক্তিদ্বারা বিষ্ণুকে পাওয়া যায়, এই জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর নাম দুর্লভ হইয়াছে। ব্যাস বচনে লিখিত আছে, সহস্র সহস্র জন্ম ধরিয়া তপস্যা করিলে কৃষ্ণে পরাভক্তি জন্মে, সেই ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়।

(স্ত্রী) ৬ দুরালভা। ৭ শ্বেত কণ্টকারী।

দুর্ল্লভক, কাশ্মীররাজ দুর্লভবর্দ্ধনের পুত্র। ইনি অনঙ্গলেখার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর কাশ্মীরের সিংহাসনাধিরোহণ করেন এবং পরে প্রতাপাদিত্য এই নাম গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ হন।

ইনি প্রতাপপুর নামে একটী নগরী স্থাপন করেন। ঐ স্থানে রোহিত হইতে নোনগ্রামের একজন বণিক আসিয়া বাস করেন। ঐ বণিকের সহিত ইহার অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। একদা ইনি বন্ধুর গৃহে তাহার পত্নী শ্রীনরেন্দ্রপ্রভাকে দেখিয়া অতিশয় মোহিত হন, কিন্তু স্বীয় অভিলাষকে অন্তরে গোপন রাখিয়া দারুণ মনঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হন। এই সময় ইহার বন্ধু পীড়ার কারণ কোনরূপে অবগত হইয়া আপনার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্লভকের করে অর্পণ করেন। সেই স্ত্রী লাভে ইহার দেহ পূর্ব্ববৎ বল প্রাপ্ত হয়। ঐ রাণীর গর্ভে ইহার তিন পুত্র হয়,—তাহাদের নাম চন্দ্রাপীড় বা বজ্রাদিত্য, তারাপীড় বা উদয়াদিত্য এবং অবিমুক্তাপীড় বা ললিতাদিত্য। ইনি ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। (রাজত°) [কাশ্মীর দেখ।]

দুর্ল্লভ, মূলতানের একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্। আল্‌বিরুনী ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দুর্ল্লভরাজ, গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় একজন বিখ্যাত রাজা। ইনি ১০৭৮ সংবৎ পর্য্যন্ত ১১ বর্ষ ৬ মাস রাজত্ব করেন।

[চৌলুক্যশব্দে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দুর্ল্লভরাজ, সামুদ্রতিলক নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা। ইহার পুত্র জগদ্দেব স্বপ্নচিন্তামণি নামে সংস্কৃত জ্যোতিগ্রন্থ রচনা করেন।

দুর্ল্লভবর্দ্ধন, কাশ্মীররাজ বালাদিত্যের জামাতা। বালাদিত্য গণকের মুখে শুনিয়া ছিলেন যে, তাহার মৃত্যুতেই গোনর্দবংশের শেষ হইবে, তজ্জন্য তিনি ইহার সহিত স্বীয় কন্যা অনঙ্গলেখার বিবাহ দিয়া ইহার পুত্র দুর্লভককে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইনি কর্কোটনাগের পুত্র। ইহার শ্বশুর ইহাকে প্রজ্ঞাদিত্য নাম দিয়া অনেক ধন অর্পণ করেন। ইহার পত্নী ইহাকে বড়ই অবজ্ঞা করিতেন। তাঁহার ব্যভিচার কাশ্মীরভূমিকে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইনি এই ব্যভিচার বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া আর তাঁহার সহিত পত্নীবৎ ব্যবহার করিতেন না। শ্বশুরের মৃত্যুর পর ইনিই রাজা হন। ইহার পত্নীর গর্ভে অনেক সন্তান জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে ইহার ঔরসজাত প্রথম পুত্র দুর্ল্লভক ইহার মৃত্যুর পর রাজা হন। ইনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। (রাজতর° ৩ তর°) [কাশ্মীর দেখ।]

দুর্ল্লভস্বামিন্ (পুং) কাশ্মীরের শ্রীনগরে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিবিশেষ। (রাজত° ৩।৬)

দুর্ললিত (ক্লী) দুর্-লল ঈপ্সায়াং ভাবে ক্ত। ১ দুশ্চেষ্টা, আবদার। ২ দুশ্চেষ্টিত।

"স শশাপ ততো রোষাম্মুনির্দুর্হিতরং তব।

অতিদুর্ললিতৈঃ কন্যা শক্রহস্তং গমিষ্যতি॥" (হরিবংশ ১৪৯ অঃ)

কর্ত্তরি ক্ত। ৩ তথাবিধ ইচ্ছাযুক্ত। ৪ দুশ্চেষ্টান্বিত। (ত্রি) ৫ চপল।

দুর্লসিত (ক্লী) দুর্-লস-ক্ত। দুশ্চেষ্টা।

দুর্লাভ (পুং) দুঃখেন লভ্যতে দুর্-লভ-ঘঞ্। দুঃখ দ্বারা লাভ, কষ্টে লাভ, ক্লেশে পাওয়া।

"মোক্ষদুর্লাভবিষয়ং বড়বামুখসাগরং।" (ভারত শা° ৩০৩ অঃ)

দুর্লেখ্য (ক্লী) দুষ্টং লেখ্যং। গর্হিত লেখ্যপত্র, জাল দলিল। আবশ্যকীয় কাগজ পত্রাদি নষ্ট হইয়া যাইলে পুনরায় যাহা যাহা লেখা যায়।

"দেশান্তরস্থে দুর্লেখ্যে নষ্টোন্মৃষ্টে হৃতে তথা।
ভিন্নে দগ্ধে তথা ছিন্নে লেখ্যমন্যত্তু কারয়েৎ॥" (নারদ)

লিপির অক্ষর লোপ করিয়া দুষ্টভাবে মিথ্যা করিয়া যাহা লেখা যায়, তাহাকে দুর্লেখ্য কহে। কাগজে যেরূপ ছিল, সেই রূপ না লিখিয়া নিজ আবশ্যক মত মিথ্যা করিয়া যাহা লিখিত হয়। "দুষ্টং লিপ্যক্ষরপরিলোপেনাবাচকতয়া বা যল্লেখ্যং তত্তু দুর্লেখ্যং।" (বীরমি°)

দুর্বচ (ত্রি) দুর্দুঃখেন উচ্যতে দুর্-বচ্-খল্। অতিদুঃখে কথনীয়, যাহা অতিশয় দুঃখে বলা যায়।

"অপি বাগধিপস্য দুর্বচং বচনং তদ্বিদধীত বিস্ময়ং।" (কিরাত)

দুর্বচস্ (ক্লী) দুষ্টং বচঃ। গর্হিত বাক্য, দুর্ব্বাক্য, কটুকথা, নিন্দাবাক্য।

"অসহ্যং দুর্ব্বচো জ্ঞাতে র্মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ।" (উদ্ভট)

মেঘান্তরিত রৌদ্রের ন্যায় জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য অসহ্য।

দুর্বরাহ (পুং স্ত্রী) দুষ্টো বরাহঃ প্রাদিস°। গর্হিত বরাহ, নিন্দিত বরাহ, গ্রাম্য শূকর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। "ত্রয়ো হ বাপশবো ঽমেধ্যা দুর্ব্বরাহ এড়কঃ শ্বা।" (শত° ব্রা° ১২।৪।১।৪)

দুর্বর্ণ (ক্লী) দুর্ নিন্দিতং সুবর্ণাদ্যপেক্ষয়া বর্ণং যস্য। ১ রজত, রৌপ্য।

২ এলবালুক। (ত্রি) ৩ নিন্দ্যবর্ণযুক্ত।

"ন তত্র কশ্চিদ্দুর্বর্ণো ব্যাধিতো বাপি দৃশ্যতে।"

(ভারত বন ১৯৬ অঃ)

৪ শ্বেতকুষ্ঠী, যাহার গায়ে শ্বেতবর্ণ কুষ্ঠরোগ জন্মে।

"দুর্বর্ণঃ কুনখী কুষ্ঠী মায়াবী কুণ্ডগোলকৌ।"

(ভারত বন ১৯৯ অঃ)

দুষ্টোবর্ণঃ। ৫ নিন্দনীয় ব্রাহ্মাদিবর্ণ। "দুর্বর্ণোঽস্য ভ্রাতৃব্যঃ।" (তৈত্তি° সংহিতা ২।২।৪।৬) ৬ দুষ্ট অক্ষর।

দুর্বর্ত্তু (ত্রি) দুর্ বৃ-কর্ম্মণি তুন্। দুর্বার। "দুর্বর্ত্তুঃ স্মা ভবতি ভীমঃ।" (ঋক্ ৪।৩৮।৮) 'দুর্বর্ত্তুঃ দুর্বারঃ' (সায়ণ)

দুর্বস (ত্রি) দুঃখেনোষ্যতে ঽত্র দুর্-বস বাহু° আধারে খল্ কষ্টে বাসযোগ্য, যেখানে বাস করিতে অতিশয় কষ্ট হয়।

"ত্রয়োদশোঽয়ং সংপ্রাপ্তঃ কৃচ্ছ্রাৎ পরমদুর্ব্বসঃ।"

(ভারত বি° ১ অ°)

দুর্বসতি (স্ত্রী) দুঃখেন বসতিঃ। দুঃখে অবস্থিতি, কষ্টে অবস্থান।

দুর্বহ (ত্রি) দুঃখেন উহ্যতে অনেন দুর্-বহ কর্ম্মণি খল্। দুঃখে বহনীয়, যাহা অতিশয় দুঃখে বহন করা যায়, বহন করিতে অশক্য। "অনুপ্রবেশাদাদ্যস্য পুংসস্তেনাপি দুর্বহং" (রঘু)

দুর্বহক, সুভাষিতাবলীধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

দুর্বাচ্ (স্ত্রী) দুর্দুষ্টা নিন্দিতা বাক্। ১ নিন্দিত বাক্য। দুষ্টা বাক্ যস্য। (ত্রি) ২ নিন্দ্যবচনান্বিত, নিন্দনীয় বচনযুক্ত।

"অতীব জল্পন্ দুর্ব্বাচো ভবতীহ বিহেটকঃ।"

(ভারত ২।৭৪।৮৮)

দুর্বাচ্য (ক্লী) নিন্দ্যং বাচ্যং প্রাদিস°। অপবাদ, অকীর্ত্তি।

"ক্রীড়ানিমিত্তং ন শ্রুত্বা দুর্বাচ্যং ন ভবিষ্যতি।" (রামা° সু°)

২ কষ্টে কথনীয়, যাহা বলিতে অতিশয় কষ্ট হয়।

দুর্বাদ (পুং) দুষ্টো বাদঃ প্রাদি স°। ১ অকীর্ত্তি, অপবাদ। ২ স্তুতিপূর্ব্বক অপ্রিয়বাক্য। ৩ নিন্দিত বাক্য।

দুর্বান্ত (ক্লী) দুষ্টং বান্তং প্রাদিস°। ১ বিধানাতিক্রম দ্বারা বমন, অনিয়মিত বমি। দুঃস্থিতং বান্তং যস্য। ২ দুষ্টবমনযুক্ত।

দুর্বার (ত্রি) দুঃখেন বার্য্যতে ঽসৌ দুর্-বারি-খল্। কষ্টে বারণীয়, যাহা অতিশয় কষ্টে বারণ করা যায়, বারণ করিতে অশক্য।

"কিঙ্কায়মরিদুর্বারঃ পাণৌ পাশঃ প্রচেতসঃ।" (কুমারস°)

দুর্বারণ (ত্রি) দুঃখেন বারণমস্য। ১ কষ্টে বারণীয়। (পুং) ২ শিব।

দুর্বারি (ত্রি) দুর্দুঃখেন বারির্বারণং যস্য। কম্বোজ দেশীয় যোধভেদ।

"এতে দুর্বারয়ো নাম কম্বোজা যদি তে শ্রুতাঃ।"

(ভারত দ্রোণ ১১২ অঃ)

দুর্বারিত (ত্রি) মন্দভাবে নিবারিত বা শাসিত।

দুর্বার্ত্তা (স্ত্রী) দুষ্টা নিন্দিতা বার্ত্তা। দুষ্টবার্ত্তা, মন্দখবর, অপ্রিয়াবেদক বার্ত্তা।

দুর্বার্য্য (ত্রি) দুঃখেন বার্য্যতে ঽসৌ দুর্-বারি-ণ্যৎ। অতি কষ্টে বারণীয়, সহজে যাহা নিবারণ করা যায় না।

দুর্বাসনা (স্ত্রী) দুর্দুষ্টা বাসনা। দুষ্ট বাসনা, দুষ্পূরেচ্ছা, যে ইচ্ছা পূরণ হইবার নহে। দুর্বাসনাবশে মানবগণ সর্ব্বদাই অতিশয় কষ্ট পাইয়া থাকে। [বাসনা দেখ।]

দুর্বাসস্ (পুং) দুর্দুষ্টং নিগূঢ়মিতি বাস ইব ধর্ম্মাবরণত্বং যস্য। মুনিবিশেষ। ইহার নামনিরুক্তিস্থলে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যাহার ধর্ম্মে দৃঢ়নিশ্চয় আছে, তাহাকে দুর্ব্বাসা কহে।

"নিগূঢ়নিশ্চয়ং ধর্ম্মে যং তং দুর্ব্বাসসং বিদুঃ।"

(ভারত অনু ৪৭ অঃ)

দুর্ব্বাসা অত্রিমুনির পুত্র, শিবাংশসম্ভূত। ইনি অতিশয় কোপনস্বভাব ছিলেন। ঔর্ব্বমুনির কন্যা কন্দলীকে ইনি বিবাহ করেন। বিবাহ সময়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন, যে পত্নীর শত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। তদনুসারে ইনি শত অপরাধের পর পত্নীকে শাপ দ্বারা ভস্ম করেন। ঔর্ব্ব কন্যাশোকাতুর হইয়া ইহাকে 'হত দর্প হইবে' এই

বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। তদনুসারে ইনি মহারাজ অম্বরীষের নিকট হৃতদর্প হন। একদা ইনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন অপ্সরা-হস্তে এক ছড়া সন্তানক পুষ্পমালা দর্শন করিয়া তাহার নিকট ভিক্ষা করিয়া লন। ঐ মালা ঐরাবত মস্তকে রক্ষা করিলে ঐরাবত ঐ মালা ভূতলে ফেলিয়া দেয়। এই জন্য দুর্ব্বাসা কুপিত হইয়া ইন্দ্রকে শাপ দেন, ইন্দ্র এই শাপে শ্রীভ্রষ্ট হন। ইঁহারই শাপে শকুন্তলা দুষ্মন্ত কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। ইনি কুন্তীভোজগৃহে কুন্তীর পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে মহামন্ত্র প্রদান করেন, তৎপ্রভাবেই পাণ্ডবগণের জন্ম হয়। ইনি রাধিকাকে প্রকৃতি জানিয়া বৃষভানু রাজার নিকট অনেক প্রশংসা করেন। পরে শ্বেতকি রাজার দীর্ঘ-সত্রে যাজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

দুর্য্যোধনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কাম্যকবনে দ্রৌপদীর ভোজনের পর ভোজন করিতে গিয়াছিলেন। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

দুর্ব্বাসা উন্মত্তবৎ ছিলেন, এজন্য কখন কোন কার্য্যের ব্যবস্থা ছিল না। কোন দিন বহুলোকের ভোজ্য ভোজন করিতেন, কোন দিন অন্নমাত্র ভক্ষ্য ভোজন করিয়াই ভোজন সমাপ্ত করিতেন। একদিন ইনি উত্তপ্ত পায়স ভোজন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, এই পায়স সর্ব্বাঙ্গে লেপন কর। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিবশতঃ পদতলে পায়স লেপন করিলেন না। তখন দুর্ব্বাসা রুক্মিণীর দেহে পায়স লেপন করিয়া তাহাকে রথে যোজনা করিয়া সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক রুক্মিণীকে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। রুক্মিণী যথাশক্তি রথ আকর্ষণ করিয়া যখন ক্লান্ত হইলেন, তখন দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে অবতারণ করিলেন এবং দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে ইনি বলিয়াছিলেন, তুমি ক্রোধজিৎ; আমার বরে তুমি ও রুক্মিণী সর্ব্বলোকের প্রিয় হইবে। তুমি পদতলে পায়স লেপন কর নাই, তাহাতে আমি বড়ই অপ্রীত হইয়াছি। যাহা হউক, পদতল ব্যতীত তোমার সর্ব্বদেহ অভেদ্য হইল। ইঁহারই শাপে শাম্ব যদুবংশনাশক মুসল প্রসব করিয়াছিলেন, তাহাতেই যদুবংশ ধ্বংস হয়। (ভারত, ব্রহ্মবৈ°, ভাগবত)

২ আর্য্যাদ্বিশতী, দেবীমহিম্নস্তোত্র, পরশিবমহিম্নস্তোত্র, ললিতাস্তবরত্ন ও সুন্দরীমহিমা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা।

দুর্বাহিত (স্ত্রী) দুর্বহ, সহজে যাহা বহন করা যায় না।

দুর্বিকত্থন (ত্রি) ক্রোধে বা দম্ভে গর্ব্ব করা।

দুর্বিগাহ (ত্রি) দুর্দ্দুঃখেন বিগাহ্যতে দুর্-বি-গাহ কর্ম্মণি খল্। অতি কষ্টে গাহনীয়, দুরবগাহ। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৫)

দুর্বিগাহ্য (ত্রি) দুঃখেন বিগাহ্যতে দুর্-বি-গাহ-ণ্যৎ। দুর্বিগাহনীয়।

দুর্বিচিন্ত্য (ত্রি) দুঃখেন বিচিন্ত্যতে দুর্-বি-চিন্তি-যৎ। সহজে যাহা চিন্তা করা যায় না, চিন্তার অসাধ্য।

দুর্বিচেষ্ট (ত্রি) দুর্দ্দুঃখেন বিচেষ্ট্যতে দুর্-বি-চেষ্ট-খল্। দুর্ব্যবহার, চেষ্টার অসাধ্য।

দুর্বিজ্ঞান (ক্লী) দুর্দ্দুঃখেন বিজ্ঞায়তে দুর্-বি-জ্ঞা-যুচ্। অজ্ঞেয়, অতি কষ্টে জ্ঞেয়, যাহা অতিকষ্টে জানা যায়।

"বনেষু চ বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।" (মনু ৬।৩৩)

'আয়ুষস্তৃতীয়ভাগস্ত দুর্বিজ্ঞানাৎ।' (কুল্লূক)

দুর্বিতর্ক (ত্রি) দুর্দ্দুঃখেন বিতর্ক্যতে দুর্-বি-তর্ক-খল্। তর্কের অসাধ্য।

"দৈবেন দুর্বিতর্কেন পরেণানিমিষেণ চ।

জাতক্ষোভাদ্ভগবতো মহানাসীদ্গুণত্রয়াৎ॥" (ভাগ° ৩।২০।১২)

দুর্বিতর্ক্য (ত্রি) দুর্-বি-তর্ক-যৎ। সহজে যাহা তর্ক করিয়া স্থির করা যায় না।

"সনিম্নায় পুরস্তিস্রো হেমী রৌপ্যায়সীর্বিভুঃ।

দুর্লক্ষ্যাপায়সংযোগা দুর্বিতর্ক্যপরিচ্ছদাঃ॥" (ভাগ° ৭।১১।৫৪)

দুর্বিদ (ত্রি) ১ দুর্জ্ঞেয়। ২ সহজে যাহা জানা যায় না।

দুর্বিদগ্ধ (ত্রি) দুষ্টো বিদগ্ধঃ প্রাদিস°। গর্ব্বিত, অহঙ্কারী।

"অলীকবেগদুর্বিদগ্ধং গরুত্মন্তং।" (কাদম্বরী)

দুর্বিদত্র (ত্রি) বিদ-লাভে বিদ-জ্ঞানে বা বাহু° অত্র, বিদত্রং লভ্যং ধনং জ্ঞানং বা প্রাদি স°। ১ দুর্ধনক। ২ দুর্জ্ঞানক।

"আ রে মন্যুং দুর্বিদত্রস্য ধীমহি" (ঋক্ ১০।৩৫।৪)

"দুর্বিদত্রা নির্ঋতির্ন" (ঋক্ ১০।৩৬।২)

দুর্বিদ্য (ত্রি) দুর্বিদ-যৎ। অজ্ঞ, অশিক্ষিত।

দুর্বিদ্বস্ (ত্রি) কুমনা, অসহ।

দুর্বিধ (ত্রি) দুষ্টা বিধা অস্য। ১ দরিদ্র। ২ খল। ৩ মূর্খ।

"শাস্ত্রেষ্বন্যেষু কুধিয়ো বিদ্যমানেষু দুর্বিধাঃ।

বুদ্ধিমান্বাল্মিকীং প্রাপ্য নিরর্থান্ প্রবদন্তি তে॥"

(রামায়ণ ২।১০৯।৩০)

দুর্বিধি (পুং) দুষ্টঃ বিধিঃ। ১ দুর্ভাগ্য। ২ কুনিয়ম।

দুর্বিনয় (পুং) দুর্-বি-নী ভাবে অচ্। বিনয় রাহিত্য।

দুর্বিনীত (ত্রি) দুর্-বি-নী কর্ত্তরি ক্ত। বিনয়শূন্য, অবিনীত, উদ্ধত, কুব্যবহারী।

"কুপুত্রোঽপি ভবেৎ পুংসাং হৃদয়ানন্দকারকঃ।

দুর্বিনীতঃ কুরূপোঽপি মূর্খোঽপি ব্যসনী খলঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র ৫।১৭)

অশিক্ষিত অশ্ব, স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দুর্বিনীতি (স্ত্রী) দুর্-বি-নী ভাবে ক্তিন্। বিনয়রাহিত্য।

দুর্বিপাক (পুং) দুষ্টঃ বিপাকঃ। মন্দ পরিণাম, দুর্ঘটনা।

"দৈবদুর্বিপাকাদগলিতনয়নঃ।" (হিতোপ°)

দুর্বিভাগ (পুং) দুষ্টো বিভাগঃ প্রাদিস°। মন্দ বিভাগ, সহজে যাহা বিভাগ করা যায় না।

দুর্বিভাব্য (ত্রি) দুর্দ্দুঃখেন বিভাব্যতে দুর্-বি-ভূ-ণ্যৎ। দুর্বোধ, যাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না।

দুর্বিভাষ (ক্লী) দুষ্টা বিভাষা যত্র। দুর্বাচ্য।

"দুর্বিভাষং ভাষিতং ত্বাদৃশেন" (ভারত ২।২১৪৭)

দুর্বিমোচন (ত্রি) দুঃখেন বিমোচনং যস্য। অতি কষ্টে মোচনীয়। (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭ অঃ) দুর্বিমোচন স্থলে দুর্বিরোচন এইরূপ পাঠান্তরও দেখা যায়।

দুর্বিলসিত (ক্লী) দুষ্টং বিলসিতং। দুষ্কার্য্য।

দুর্বিবক্তৃ (পুং) দুষ্টঃ বিবক্তা। মন্দবক্তা, যে মন্দভাবে উত্তর দেয়।

দুর্বিবাহ (পুং) দুর্নিন্দিতো বিবাহঃ। আসুর প্রভৃতি চারি প্রকার বিবাহ। ব্রাহ্ম প্রভৃতি চারি প্রকার বিবাহে গুণবান্ পুত্র জন্মে, এই কারণে উক্ত চারি প্রকার বিবাহ সুবিবাহ, আর আসুর প্রভৃতি চারি প্রকার বিবাহে ব্রহ্মদ্বেষ্টা ও ধর্ম্মদ্বেষ্টা পুত্র হয়,—এই জন্য ইহাকে দুর্বিবাহ বলে, এইরূপ বিবাহ পরিত্যাজ্য। নিন্দিতা স্ত্রী বিবাহ করিলে নিন্দিত সন্তান হয়, তাহাও দুর্বিবাহ।

"ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানুপূর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ॥
ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ॥
অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জয়েৎ॥"
(মনু ৩।৩৯-৪২)

দুর্বিষ (পুং) দুঃস্থিতো বিষো যস্য। বিষকৃত বিকারশূন্য শিব, মহাদেব, সমুদ্র মন্থনকালে মহাদেব বিষপান করিলে কিছুমাত্র বিষক্রিয়া হয় নাই, এই জন্য মহাদেবের নাম 'দুর্বিষ' হইয়াছে।

দুর্বিষহ (ত্রি) দুঃখেন বিষহ্যতেঽসৌ দুর্-বি-সহ কর্ম্মণি খল্। ১ অতিশয় দুঃখে সহনীয়। ২ অসহ্য।

"সৈষা দুর্বিষহা মায়া দেবৈরপি দুরাসদা।" (হরিবংশ ৪৭ অঃ)

(পুং) ৩ শিব। ৪ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত১।১৮৬ অঃ)

দুর্বিষহ্য (ত্রি) দুঃখেন বিষহ্যতে বি-সহ-যৎ। অতিশয় দুঃখে সহনীয়।

দুর্বৃত্ত (ক্লী) দুষ্টং বৃত্তং প্রাদি স°। ১ নিন্দিত আচরণ, খারাপ ব্যবহার। দুঃস্থিতং বৃত্তং যস্য। ২ দুর্জ্জন, দুশ্চরিত্র, দুরন্ত, অবাধ্য, উদ্ধত।

"দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি! শীলম্" (দেবীমাহাত্ম্য)

দুর্বৃত্তি (স্ত্রী) দুষ্টা বৃত্তিঃ। মন্দ ব্যবহার, নিন্দিত আচরণ। দুশ্চরিত্র, দুর্জ্জনতা।

দুর্বেদ (ত্রি) দুঃখেন বিদ্যতে লভ্যতেঽসৌ দুস্-বিদ্-লাভে কর্ম্মণি খল্। অতিশয় কষ্টে লভ্য, যাহা অতি দুঃখে লাভ হয়। "যে এব কে চ মারুতো স্তাতাং দুর্বেদে এব বশা পৃশ্নির্যদি বশাং পৃশ্নিং ন বিন্দেদপি" (শতপথব্রা° ৫।১।৩।৩) দুরুৎসন্নো বেদো যস্য। (ত্রি) ২ বেদপাঠরহিত, যে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করে না।

"দুর্বেদা বা সুবেদা বা প্রাকৃতাঃ সংস্কৃতাস্তথা।
ব্রাহ্মণা নাবমন্তব্যা ভস্মাচ্ছন্না ইবাগ্নয়ঃ॥" (ভারত ৩।১৯৯ অঃ)

দুর্ব্যবস্থাপক (পুং) দুষ্টো ব্যবস্থাপকঃ। দুষ্ট ব্যবস্থাপক, যিনি মন্দভাবে ব্যবস্থা করেন।

"উপচারোক্তিসারল্যচ্ছলহারিতবেতনঃ।
সোঽহং জহাস্তহন্ত্বারে দুর্ব্যাবস্থাপকস্ত তে॥" (রাজত° ৬।৩৪)

দুর্ব্যবহার (পুং) দুর্দ্দুষ্টোব্যবহারঃ। ১ রাগ ও লোভাদি দ্বারা অসম্যক্ নির্ণীত ব্যবহার, প্রকৃত বিধি স্থির হইয়া সম্যক্ রূপে জানিতে হইবে, কিন্তু যে স্থলে রাগ বা লোভাদিতে ব্যবহার অসম্যক্‌রূপে নির্ণীত হয়, তাহাই দুর্ব্যবহার পদবাচ্য। ২ মন্দ আচরণ, খারাপ ব্যবহার।

দুর্ব্যাহৃত (ত্রি) দুষ্টং ব্যবহৃতং প্রাদি স°। মন্দকথিত, মন্দ কথা বলা।

"ন মে দুর্ব্যাহৃতং কিঞ্চিন্নাপি মে দুরনুষ্ঠিতং।
লক্ষ্মণো রাঘব ভ্রাতা যস্মাদ্ক্রুদ্ধ ইহাগতঃ॥" (রামা° ৪।৩২।৩)

দুর্ব্রজিত (ক্লী) গর্হিতং ব্রজিতং প্রাদি স°। নিন্দিত গতি।

"দুর্ব্যাহৃতাচ্ছঙ্কমানা দুঃস্থিতা দুরবেক্ষিতাৎ।
দুরাসিতাদ্ দুর্ব্রজিতাদিঙ্গিতাধ্যাসিতাদপি॥"(ভারত৩।২৩২ অঃ)

দুর্ব্রত (ত্রি) দুষ্টং ব্রতং। অবাধ্য, দুর্নীত।

দুর্হণ (ত্রি) দুঃখেন আহন্যতে ঽসৌ আ-হন-কর্ম্মণি খল্। হনন করিতে অশক্য, দুঃখে হননীয়, যাহা অতি কষ্টে হনন করা যায়। বেদে তু ণত্বং। বৈদিক প্রয়োগে 'দুর্হণ' ণত্ব হইবে, লৌকিক প্রয়োগে ণত্ব হইবে না, তখন 'দুর্হন' দন্ত্যনকারান্ত থাকিবে। উদাহরণ—

"প্রকরস্তুতি চ তস্যার্থো নিকুম্ভে দুর্হনে হতে।" (ভট্টি)

এই লৌকিক প্রয়োগে 'ণত্ব' হইল না, কিন্তু বৈদিক প্রকরণে "নিঋতি দু র্হণা বধীৎ।" (ঋক্ ১।৩৮।৬) ণত্ব হইল।

দুর্হণায়ু (ত্রি) দুষ্টং হননমিচ্ছতি ক্যচ্, দুর্হনায় উন্, বেদে ণত্বং। দুষ্টহননেচ্ছু। "প্রিয়ং মদ্দুর্হণায়ুবং" (ঋক্ ৪।৩০।৮) 'দুর্হণায়ুবং দুষ্টহননমিচ্ছন্তীঃ।' (সায়ণ) ছান্দস উবঙ্।

দুর্হণাবৎ (ত্রি) দুর্হণাবিদ্যতে ২স্য দুর্হণা মতুপ্ মস্য বঃ। সাংঘাতিক।

দুর্হণু (ত্রি) দুঃস্থো হনুর্যস্য প্রাদি বহ° বা দুর্-হন-উন্। ১ দুঃখে হননীয়। ২ দুষ্ট হনুযুক্ত। "তদারভস্ব দুর্হণো।" (ঋক্ ১০।১৫৫।৩) লৌকিক প্রয়োগে দুর্হনু অণত্ব হইবে, ইহার অর্থ দুষ্টহনুযুক্ত।

দুর্হল [লি] (ত্রি) দুষ্টো হলিরস্য অচ্ সমা°। মন্দ হলযুক্ত।

দুর্হার্দ্দি (ত্রি) দুরাচরিত।

দুর্হিত (ত্রি) নিন্দিতো হিতঃ প্রাদি স°। শত্রু, অমিত্র। "ন দুর্হিতঃ স্যাদগ্রে ন পাপয়া।" (ঋক্ ৮।১৯।২৬)

দুর্হুত (ক্লী) নিন্দিতং হুতং। নিন্দিত হোম, অফলজনক হোমকার্য্য।

"সদৈব যাচমানেষু তথা দম্ভান্বিতেষু চ।
এতেষু দক্ষিণা দত্তা দারাগ্নাবিব দুর্হুতং॥" (ভারত শা° ১৮অ:)

দুর্হৃণায়ু (ত্রি) দুষ্টং হৃণীয়তে ক্রুধ্যতি লজ্জতে বা দুর্ হৃণী কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক্ ততো উণ্ অল্লোপযলোপৌ পৃষো° সাধুঃ ঈকারস্যাকারঃ। ১ দুষ্ট ক্রোধন, দুষ্টভাবে ক্রোধযুক্ত। ২ দুষ্ট ভাবে লজ্জমান। 'দুর্হৃণায়ুস্তিরশ্চিত্তানি বসবো জিঘাংসতি।" (ঋক্ ৭।৫৯।৮) 'দুর্হৃণায়ুরশোভনং ক্রুধ্যন্' (সায়ণ)

দুর্হৃদ্ (ত্রি) দুর্দুষ্টং হৃদয়ং যস্য (সুহৃদ দুর্হৃদৌ মিত্রামিত্রয়োঃ। পা ৫।৪।১৫০) ইতি নিপাতনাৎ হৃদয়স্য হৃদ্ভাবঃ। শত্রু, অমিত্র। দুঃস্থিতং হৃদস্য প্রাদিব°। ২ দুঃস্থিত হৃদয়।

"অশ্মসারময়ং নূনং হৃদয়ং মম দুর্হৃদঃ।" (ভা° বন° ১১২ অ:)

দুর্হৃদয় (ত্রি) দুঃস্থং হৃদয়ং যস্য প্রাদি° বহ। ১ দুষ্টান্তঃকরণযুক্ত। দুষ্টং হৃদয়ং। (ক্লী) ২ দুষ্ট অন্তঃকরণ। যে স্থলে শত্রু ও মিত্র না বুঝায়, সেই স্থলে হৃদয় শব্দ স্থানে হৃদ আদেশ হয় না। শত্রু ও মিত্র বুঝাইতে দুর্ ও সু পূর্ব্বক হৃদয় শব্দ স্থানে হৃদ্ আদেশ হয়। এই জন্য 'দুর্হৃদয়' এই স্থলে হৃদ আদেশ হইল না।

দুর্হৃষীক (ত্রি) দুর্দুষ্টঃ হৃষীকং যস্য। দুর্বলেন্দ্রিয়, যাহার ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল।

দুল্ (দেশজ) কর্ণাভরণ বিশেষ।

দুলা (স্ত্রী) ১ ইষ্টকা ভেদ। ২ দোলা।

দুলাই, ১ পার্ব্বত্যীয় ত্রিপুরারাজ্যে প্রবাহিত মনুনদী হইতে নির্গত একটী উপনদী। ২ ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত একটী পরগণা।

দুলারভট্টাচার্য্য, প্রসিদ্ধ ন্যায়গ্রন্থ গাদাধরীর ক্রোড় নামক টীকা রচয়িতা।

দুলাল (দেশজ) ১ প্রেম, অনুরাগ। ২ প্রিয়, মনোজ্ঞ।

দুলালচাঁপা (দেশজ) এক প্রকার সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ।

দুলি (পুং) দুল-কি। ১ মুনিভেদ।

দুলিচা (দেশজ) আসন বিশেষ।

দুলিয়া (দেশজ) বর্ণশঙ্কর জাতিবিশেষ, ইহারা নীচজাতি, শিবিকা বা ভার বহন করিয়া জীবন ধারণ করে।

দুলিদুহ (পুং) দিলীপ রাজার পিতা, অনমিত্রের পুত্র। (হরিবংশ ১৫ অ°)

দুলোল, সূক্তিকর্ণামৃত ধৃত একজন কবি।

দুল্লল (ত্রি) দু-কিপ্ দুতং ললতি লল-অচ্। রোমশ। (শব্দার্থচি°)

দুল্লানবাব, একজন বিখ্যাত সাধু। ১৭৫৪ শকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শিবপুর হইতে ভূকৈলাসে আনীত হন। তখন ইনি সমাধিস্থ ছিলেন। অনেক বাঙ্গালী ও সাহেব ইহার ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা করেন। ইহার নাসিকার নিকট আমোনিয়া প্রয়োগ করিয়াও সহজে কেহ ইহার ধ্যানভঙ্গ করিতে পারেন নাই।

কতদিন তিনি সমাধিস্থ ছিলেন, তাহার স্থিরতা নাই। এ সময়ে তিনি কিছুই আহারাদি করিতেন না। অনেক কষ্টে প্রথমতঃ কএক ফোঁটা দুগ্ধ গলাধঃকরণ করা হয়। যাহা হউক সাধারণের উত্তেজনায় কিছুদিন পরেই তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। ৫।৭ দিন চেষ্টার পর তিনি দুই একটী কথা কহিয়াছিলেন। তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 'দুল্লানবাব' বলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে পঞ্জাবী বলিয়া অনুমান করেন। যখন তিনি সমাধিস্থ ছিলেন, তখন তাঁহার তপ্ত কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল বর্ণ ছিল, কিন্তু ধ্যানভঙ্গের পর তাঁহার সে মুখশ্রী ও শরীরের জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হয়। ১৭৫৫ শকে উদর ভঙ্গ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

সমাধিকালে যোগিগণ যে মহা স্বচ্ছন্দ ভোগ করেন এবং এই দুর্দ্দিনের সময়ও যে ভারতে সিদ্ধ যোগীর অভাব নাই, এই সাধু তাহার নিদর্শন।

দুল্ব, তিব্বতে বৌদ্ধদিগের বিনয়শাস্ত্র দুল্ব নামে পরিচিত।

দুল্হী, অযোধ্যা প্রদেশের খেরিজেলার অন্তর্গত একটী নগর। চৌকানদীর ২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে গ্রামের জমিদারের বৃহৎ বাটী ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের সময় বাজেয়াপ্ত হয়।

দুবস্ (ক্লী) দুবস্ পরিরক্ষণে কণ্ড্বা° যক্ দুবস্য কিপ্ অল্লোপ-

যলোপৌ ভাবঃ। ১ হবিঃ। ২ পরিচরণ। "এভিরগ্নে দুবো গিরো বিশ্বেভিঃ।" (ঋক্ ১।১৪।৮)

দুবস্য (ত্রি) দুবস্ শক্যার্থে যৎ অল্লোপযলোপৌ। পরিচর্য্যার্হ। "আ যদ্ দুবস্যাদ্ দুবসে ন কারুঃ।" (ঋক্ ১।৬৫।১৪) 'দুবস্যাৎ পরিচর্য্যার্হাৎ দুবসে পরিচরণায়।' (সায়ণ)

দুবস্যু (ত্রি) দুবঃ পরিচরণমিচ্ছতি ক্যচ্ ততো উন্। পরিচরণেচ্ছাযুক্ত। "গোস্তুর্যতি পর্য্যগ্রং দুবস্যুঃ।" (ঋক্ ১০।১০০।১২) বেদে কচিদস্য স্ত্রিয়ামুবঙ্।

দুবস্বৎ (ত্রি) দুবো হবিঃ পরিচরণং বাস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ সান্তত্বাৎ ন পদকার্য্যং। ১ হবির্যুক্ত। ২ পরিচরণযুক্ত। "অবস্যুরসি দুবস্বান্" (শুক্ল যজুঃ ৫।৩২)

দুবোয়া (স্ত্রী) পূজা। (বৈ)

দুবোয়ু (ত্রি) দুবঃ পরিচর্য্যা মিচ্ছতি ক্যচি বেদে বা পদকার্য্যং ততো উন্। পরিচরণেচ্ছু। "স তু শ্রুধি শ্রুত্যা যো দুবোয়ুঃ" (ঋক্ ৬।৩৬।৫) 'দুবোয়ুরস্মদীয়ং পরিচরণমাত্মন ইচ্ছন্' (সায়ণ)

দুশ্চর (ত্রি) দুঃখেন চর্য্যতেঽসৌ দুর্-চর কর্ম্মণি খল্। যাহা আচরণ করা কঠিন, অতি কষ্টে আচরণীয়।

"চরতঃ কিল দুশ্চরং তপঃ" (রঘু) ২ দুর্গম। দুঃখেন দুষ্টং বা চরতি চর-অচ্। ৩ শম্বুক। ৪ ভল্লুক।

দুশ্চরত্ব (ক্লী) দুশ্চরস্য ভাবঃ ত্ব। দুশ্চরের ভাব, দুশ্চরতা।

দুশ্চরিত (ক্লী) দুষ্টং চরিতং প্রাদি স°। দুষ্কৃত, পাপ, দুস্বভাব, মন্দ চরিত্র।

"ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্ব্বকৃতৈস্তথা।
প্রাপ্নুবন্তি দুরাত্মানো নরা রূপবিপর্য্যয়ং।" (মনু ১১।৪৮)

ইহজন্মের বা পূর্ব্বজন্মের দুশ্চরিত্র দ্বারা মনুষ্য কুষ্ঠী, কুনখী প্রভৃতি রূপবিপর্যায় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পাপ অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল রোগভোগ অবশ্যই করিতে হয়। যথা—

"যথা মহাহ্রদং প্রাপ্য ক্ষিপ্তং লোষ্ট্রং নিমজ্জতি।
তথা দুশ্চরিতং সর্ব্বং বেদে ত্রিবৃতিমজ্জতি॥" (মনু ১১।২৬৪)

যেরূপ মহাহ্রদে লোষ্ট্র নিঃক্ষেপ করিলে তাহা নিমগ্ন হয়, সেইরূপ সকল দুশ্চরিত বেদে নিমগ্ন হয়, অর্থাৎ বেদপাঠ ও বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিলে দুশ্চরিত সকল বিনষ্ট হয়। যাহারা যথাবিহিত বেদপাঠ ও বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের পাপে আর মতি হয় না, এবং পূর্ব্বকৃত পাপ সকল বিনষ্ট হয়। (ত্রি) দুঃখেন চরিতং। ২ অতিকষ্টে কৃত, দুঃখে আচরণীয়। দুষ্টং চরিতং যস্য প্রাদিবহু°। ৩ দুশ্চরিত্র, যাহার স্বভাব মন্দ, দুষ্ট প্রকৃতি।

দুশ্চরিতিন্ (ত্রি) দুরাচার।

দুশ্চরিত্র (ত্রি) দুর্নিন্দিতং চরিত্রং যস্য। মন্দচরিত্র, কুস্বভাব।

দুশ্চর্ম্মন্ (পুং) দুষ্টং চর্ম্ম যস্য। অনাবৃত মেঢ্র, যাহার মেঢ্রের অগ্রভাগ চর্ম্ম আচ্ছাদিত থাকে না। পর্য্যায়—দ্বিনগ্নক, চণ্ড, শিপিবিষ্ট। (হেম°) গুরুপত্নী হরণ করিলে দুশ্চর্ম্মা হয়, ইহা মহাপাতকের চিহ্ন। "দুশ্চর্ম্মাগুরুতল্পগঃ।" (স্মৃতি)

দুশ্চর্ম্মা ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান না করিলে তাহার কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকে না এবং এই অবস্থায় মৃত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া দাহাদি করিতে নাই। [মহাপাতক দেখ।]

দুশ্চারিত্র (ক্লী) চরিত্রমেব স্বার্থে অণ্ চারিত্রং দুষ্টং চারিত্রং। ১ দুষ্টচরিত্র, পাপ। দুঃস্থিতং চারিত্রমস্য। ২ দুষ্ট চরিত্রযুক্ত, যাহার স্বভাব অতিশয় মন্দ।

দুশ্চিকিৎস (ত্রি) দুর্-চিকিৎস-খল্। অচিকিৎস, যাহার চিকিৎসা দুঃসাধ্য।

"সুদুশ্চিকিৎসস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম।" (ভাগবত ৪।৩০।৩৮) 'সুদুশ্চিকিৎসস্য অত্যন্তং অচিকিৎসস্য ভবস্য জন্মনো' (শ্রীধরস্বামী)

দুশ্চিকিৎসা (স্ত্রী) দুর্নিন্দিতা চিকিৎসা। নিন্দিত চিকিৎসা, অন্যায়রূপে চিকিৎসা। ভিষগ্গণ এইরূপে গো পশু প্রভৃতিকে চিকিৎসা করিলে উত্তম সাহস দণ্ড এবং মানুষের প্রতি করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে।

"চিকিৎসকানাং সর্ব্বেষাং মিথ্যা প্রচরতাং দমঃ।
অমানুষেষু প্রথমঃ মানুষেষু তু মধ্যমঃ॥" (মনু° ৯।২৮৪)

'সর্ব্বেষাং কায়শল্যাদিভিষজাং দুশ্চিকিৎসাং কুর্ব্বতাং দণ্ডঃ কর্ত্তব্যঃ' (কুল্লুক)

দুশ্চিকিৎসিত (ত্রি) দুশ্চিকিৎস-ক্ত। অচিকিৎসনীয়, যে ব্যাধির প্রতিবিধান করা যায় না, যে গ্রামে দুশ্চিকিৎসিত ব্যাধি পীড়িত বহুলোকের বাস, সেই গ্রামে বাস করিতে নাই।

"নাধার্ম্মিকে বসেদ্গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে ভৃশং।" (মনু ৪।৬০)

'যত্র দুশ্চিকিৎসিত ব্যাধিপীড়িতা বহবো জনাঃ তত্র বাসো ন যুক্তঃ।' (কুল্লুক)

দুশ্চিকিৎস্য (ত্রি) দুর্-কিত স্বার্থে সন্, দুঃখেন চিকিৎস্যতে দুর্-চিকিৎস কর্ম্মণি যৎ। অতি দুঃখে চিকিৎসনীয়, প্রতিকার্য্য রোগ, যে রোগ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভাল করিয়া চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হয়। [রোগ দেখ।]

দুশ্চিক্য (ক্লী) লগ্ন হইতে তৃতীয়রাশি।

'ত্রিত্রিকোণঞ্চ নবমং দুশ্চিক্যং স্যাৎ তৃতীয়কং।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

দুশ্চিৎ (ত্রি) দুশ্চিন্তা, মন্দ ভাবা।

দুশ্চিন্তা (স্ত্রী) কুচিন্তা, মন্দ ভাবনা।

দুশ্চিন্ত্য (ত্রি) দুঃখেন চিন্ত্যতে চিন্তি কর্ম্মণি যৎ। অতি দুঃখে চিন্তনীয়, যাহা চিন্তা করা অতিশয় কষ্টকর।

দুশ্চেষ্টিত (ক্লী) দুর্নিন্দিতং চেষ্টিতং। ১ নিন্দিত চেষ্টিত, মন্দ চেষ্টা। ২ মন্দকার্য্য।

দুশ্চ্যবন (পুং) দুঃসহং চ্যবনং চালনমস্ত, বা দুর্দ্দুষ্টশ্চ্যবনঃ শিবো যস্ত দুর্-চ্যু-ল্যু। ইন্দ্র। "যুৎকারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা।" (ঋক্ ১০।১০২।২) 'দুশ্চ্যবনেন অন্যৈরবিচাল্যেন' (সায়ণ)

ইন্দ্র বহুকাল স্বর্গ রাজ্য ভোগ করিয়া নিজ স্থান হইতে চ্যুত হন, এই জন্ত ইঁহার নাম দুশ্চ্যবন হইয়াছে। এক এক মন্বন্তরে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র হয়, কিঞ্চিদধিক পাঁচহাজার যুগ এক এক ইন্দ্র নিজপদ ভোগ করে। কল্পভেদে প্রত্যেক ইন্দ্রের নাম বিভিন্ন। [ইন্দ্র দেখ।] (ত্রি) ২ অবিচাল্য।

দুশ্চ্যাব (ত্রি) দুঃখেন চ্যাব্যতে হসৌ দুর্-চ্যু-ণিচ্ কর্ম্মণি খল্। ১ অতি কষ্টে চ্যাবনীয়, যাহাকে অতি কষ্টে চ্যাবিত করা যায়। (পুং) ২ মহাদেব।

"দুশ্চ্যাবশ্চ্যবনোজেতা হন্তা ব্রহ্মদ্বিষাং হরঃ।"

(ভারত কর্ণ ৩৪ অঃ)

দুশ্শ্রব (ক্লী) দুঃখেন শ্রূয়তে হসৌ দুর্-শ্রু-খল্। শ্রুতি-দুঃখাবহ পরুষবর্ণযুক্ত কাব্যদোষভেদ, যে সকল স্থলে শব্দ বিন্যাস শুনিতে অতি কঠোর হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়।

"দুঃশ্রবং ত্রিবিধা শ্রীলানুচিতার্থপ্রযুক্ততা।" (সাহিত্যদ° ৭।৫৩৪)

'পরুষবর্ণতয়া শ্রুতিদুঃখাবহত্বং দুঃশ্রবত্বং।' (সাহিত্যদ°)

উদাহরণ—

"কার্ত্তার্থং যাতু তন্বঙ্গী কদানন্দবশং বদা।" (সাহিত্যদ°)

চন্দ্রালোকে ইহা শ্রুতিকটুদোষ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

"ভবেচ্ছ্রুতিকটুর্বর্ণঃ শ্রবণোদ্বেজনে পটুঃ॥" (চন্দ্রালোক) •

শ্রবণের উদ্বেজনে পটু বর্ণ হইলে শ্রুতিকটুদোষ হয়

দুষ্কর (ত্রি) দুঃখেন ক্রিয়তে দুর্-কৃ কর্ম্মণি খল্। অতিশয় দুঃখে করণীয়, যাহা করা অতিশয় কষ্টকর।

"অপি যৎ সুকরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করং।" (মনু)

(ক্লী) ২ আকাশ। ভাবে খল্। ৩ দুঃখে করণ।

দুষ্করচর্য্যা (স্ত্রী) দুষ্কর কার্য্যের অধীন।

দুষ্করণ (ত্রি) যে কার্য্য সহজে করা যায় না।

দুষ্কর্ণ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র।

দুষ্কর্ম্মন্ (ক্লী) দুষ্টং কর্ম্ম প্রাদি স°। ১ পাপ।

"দুষ্কর্ম্মজানৃণাং রোগা যান্তি চৈব ক্রমাৎ শমং।
জপৈঃ সুরার্চ্চনৈর্হোমৈ র্দানৈস্তেষাং ক্ষয়ো ভবেৎ॥" (শাতাতপ°)

দুর্নিন্দিতঃ কর্ম্ম যস্ত। ২ পাপকর্ম্মকারক, নিন্দিতকার্য্যকারী।

দুষ্কলেবর (পুং ক্লী) দুষ্টং নিন্দিতং কলেবরং। ১ কুৎসিত কলেবর।

"শক্বেত বিদ্বান্ কুকলেবরাত্যয়াদ্ যস্তস্ত যত্নঃ শ্রম এব কেবলং।" (ভাগ° ৫।১৯।১৫) 'কুৎসিতস্ত কলেবরস্ত অত্যয়াৎ' (শ্রীধরস্বামী) ২ ব্যাধিময় দেহ।

°ল (পুং) দুষ্টঃ কালঃ প্রাদি স°। ১ নিন্দিতকাল, যে কার্য্যের জন্ত যে কাল বিহিত হইয়াছে, সেই কার্য্য সেই কাল অতিক্রম করিয়া অন্ত সময়ে করিলে কালের দুষ্টত্ব হয়। দুঃসহঃ কালো কলনমস্ত। ২ মহাদেব। (ভারত শা° ২৮৬)

দুষ্কীর্ত্তি (ত্রি) দুষ্টা কীর্ত্তির্যস্ত। দুষ্ট কীর্ত্তিযুক্ত। দুষ্টাকীর্ত্তিঃ। ২ কুকান্ত।

দুষ্কুল (ক্লী) দুষ্টং কুলং প্রাদি স°। নিন্দিত কুল।

"অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।" (মনু)

নিন্দিতকুল হইতেও স্ত্রীগ্রহণ করিতে পারা যায়। দুঃস্থং কুলং যস্ত। (ত্রি) ২ নিন্দিত কুলজাত।

"মদমূর্খতাভিমানা দুষ্কুলতৈশ্চর্য্যসংযুক্তাঃ।" (সাহিত্যদ°)

দুষ্কুলীন (ত্রি) দুষ্কুলে ভবঃ দুষ্কুল-ঠক্। নিন্দ্য কুলভব, নিন্দিত কুলজাত।

দুষ্কৃৎ (ত্রি) মন্দকার্য্য।

দুষ্কৃত (ক্লী) দুষ্টং কৃতং প্রাদি স°। ১ পাপ।

"দাতুর্যৎ দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎসর্ব্বং প্রতিপদ্যতে।
নিপানকর্ত্তুঃ স্নাত্বা তু দুষ্কৃতাংশেন লিপ্যতে॥" (মনু)

২ তজ্জনক কর্ম্ম।

দুষ্কৃতকর্ম্মন্ (ত্রি) দুষ্কৃতং কর্ম্ম যস্ত। ১ দুষ্কার্য্য। ২ পাপী, যাহারা দুষ্কার্য্য করে।

দুষ্কৃতাত্মন্ (ত্রি) দুষ্কৃতং আত্মা স্বভাবো যস্ত। পাপাত্মা, দুরাত্মা।

দুষ্কৃতি (ত্রি) দুষ্টা কৃতির্যস্ত। দুষ্কর্ম্মকারক।

"পাদস্পর্শস্ত রক্ষাংসি দুষ্কৃতীনবধূননং।" (মনু)

দুষ্কৃতিন্ (ত্রি) দুষ্কৃতমস্ত্যস্ত অস্ত্যর্থে ইনি। দুষ্কৃতকারী, পাপকারক।

দুষ্কৃষ্ট (ত্রি) দুর্-কৃষ-ক্ত। দুঃখে যাহা কর্ষিত হইয়াছে।

দুষ্ক্রিয়া (স্ত্রী) দুষ্টা ক্রিয়া। কুকার্য্য, দুষ্কর্ম্ম, পাপ।

দুষ্ক্রিয়াচরণ (ক্লী) দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, কুকার্য্যকরণ।

দুষ্ক্রিয়ারত (ত্রি) দুষ্ক্রিয়ায়াং রতঃ ৭তৎ। কুকার্য্যে অভি-নিবিষ্ট

দুষ্ক্রীত (ত্রি) দুর্দ্দুঃখেন ক্রীয়তে স্ম ইতি দুর্-ক্রী-ক্ত। দুর্মূল্য, মহার্ঘ, অনুচিত মূল্যে ক্রীত।

"ক্রীত্বা মূল্যেন যো দ্রব্যং দুষ্ক্রীতং মন্ততে ক্রয়ী।"

(প্রায়শ্চিত্তত° নারদ)

দ্রব্য ক্রয় করিয়া যদি ক্রেতা দ্রব্যের মূল্য অধিক

বিবেচনা করে, তাহা হইলে সেই দিন অবিকল সেই বস্তু-বিক্রেতাকে ফেরত দিবে।

দুষ্খ [দুঃখ দেখ।]

দুষ্খদির (ত্রি) দুষ্টঃ খদিরঃ প্রাদি স°। কালস্কন্দ, ক্ষুদ্র খদির-ভেদ, পর্য্যায়—কাম্বোজী, কালস্কন্দ, গোরট, অমরজ, পত্রতরু, বহুসার, খদির, মহাসার, ক্ষুদ্রখদির। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, রক্তব্রণোত্থ দোষ, কণ্ডূতি, বিষ, বিসর্প, জ্বর, কুষ্ঠ ও উন্মাদনাশক। (রাজনি°)

দুষ্ট (ত্রি) দুষ্-ক্ত। ১ দুর্ব্বল। ২ অধম, দুর্জন। ৩ দোষাশ্রিত। ৪ পিত্তাদিদোষযুক্ত। (ক্লী) ৫ কুষ্ঠ, কুড়।

দুষ্টগজ (পুং) দুষ্টঃ গজঃ। গম্ভীরবেদী হস্তী।

দুষ্টচারিন্ (ত্রি) দুষ্টং চরতি চর-ণিনি। দোষযুক্ত কর্ম্মকারী, কুকর্ম্মানুষ্ঠানকারী।

"অথ যত্রৈনমাসীনং শঙ্কেরন্ দুষ্টচারিণঃ।" (ভারত বি° ৪ অঃ)

দুষ্টতা (স্ত্রী) দুষ্টস্য ভাবঃ দুষ্ট-তল্ ততো টাপ্। দুর্জনতা, দোষ-যুক্ততা, অধমত্ব।

দুষ্টত্ব (ক্লী) দুষ্টস্য ভাবঃ দুষ্ট ভাবে-ত্ব। দুষ্টতা।

দুষ্টনু (ত্রি) দুষ্টা তনুর্যস্য প্রাদি বহু° বেদে ষত্বং। দুষ্ট দেহযুক্ত।

"ক্ষুধা কিল ত্বা দুষ্টনো জক্ষিবানৎসরূপ।"

(অথর্ব্ব ৪।৭।৩)

লৌকিক প্রয়োগে দুষ্টনু এই পদ হইবে না, সেইস্থলে দুস্তনু এইরূপ হইবে। বেদেই কেবল ষত্ব হইয়া দুষ্টনু এই পদ হইয়াছে।

দুষ্টযোগ (পুং) দুষ্টঃ যোগঃ। ১ বৈধৃতি ব্যতীপাত প্রভৃতি নিন্দিত যোগ। এই যোগে স্নান দানাদি অন্য কোন প্রকার শুভকর্ম্ম করিতে নাই। ২ অরিষ্টসূচক গোচরবিলগ্নাদিস্থিত গ্রহযোগ ভেদ।

দুষ্টর (ত্রি) দুঃখেন তীর্য্যতে হসৌ কর্ম্মণি খল্ বেদে ষত্বং। দুস্তর, অতি দুঃখে তরণীয়।

"চর্ক্কত্যং মরুতঃ যৎসু দুষ্টরং।" (ঋক্ ১।৬৪।১৪) লৌকিক প্রয়োগে ষত্ব হইবে না। সেইস্থলে 'দুস্তর' এইরূপ প্রয়োগ হইবে।

"তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং॥" (রঘুব°)

দুষ্টরক্তদৃক্ (ত্রি) দুষ্টা রক্তা চ দৃগস্য। পিত্তাদি দোষজ-রক্তনেত্রক, পিত্তাদি দোষ জন্মিলে চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, এই-রূপে চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে দুষ্টরক্তদৃক্ বলা যায়।

"দীক্ষিতঃ স্ত্রীপ্রসঙ্গেন জায়তে দুষ্টরক্তদৃক্।" (শাতাতপীয়)

যাহারা অত্যন্ত স্ত্রী আশক্ত, তাহারা দুষ্টরক্তদৃক্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

দুষ্টরীতু (পুং) দুর্-তৃ-তুন্ বেদে ইট্ দীর্ঘশ্চ ততোষত্বং। অতি দুঃখে তরণীয়। অহিংস্য।

"তুবিগ্রয়ে বহুয়ে দুষ্টরীতবে।" (ঋক্ ২।২১।২)

লৌকিক প্রয়োগে 'দুষ্টরীতু' হইবে না, সেইস্থলে দুস্তরীতু হইবে।

(পুং) দুষ্টঃ বৃষঃ। যে সকল বৃষ ভার বহন করিতে সমর্থ অথচ ভার বহন করে না, তাহাদিগকে দুষ্টবৃষ কহে; পর্য্যায়—গলি।

দুষ্টব্রণ (পুং) দুষ্টঃ ব্রণঃ। অচিকিৎস্য ব্রণ ভেদ, এই রোগ চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হয় না। পূর্ব্বজন্মে মহাপাতক করিলে ইহজন্মে এই রোগ হয়। এই রোগে যদি মৃত্যু হয় এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করা হয়, তাহা হইলে উহার দাহাদি কার্য্য হইবে না, যদি কেহ মোহবশে তাহার দাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহা হইলে দাহকারীরও প্রায়-শ্চিত্ত করিতে হইবে। নচেৎ দাহকারী কোনরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না।

"দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতো হক্ষিনাশনং।
ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাপোদ্ভবাঃ স্মৃতা॥" (মলমাসত°)

দুষ্ট ব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ মহাপাতকজ, এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি জীবিতকালে যদি এই রোগের প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহা হইলে নিজেও ব্রত নিয়মাদি কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ নষ্ট হয় ও পাপ জন্য ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে। এই জন্য মহাপাতকজ রোগ মাত্রেই সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। [মহাপাতক ও রোগের বিশেষ বিবরণ দ্বিত্রণীয় শব্দে দেখ।]

দুষ্টি (স্ত্রী) দুষ-ক্তিচ্। দোষ।

"ক্ষিপ্তং রক্তং দুষ্টি মায়াতি।" (সুশ্রুত)

দুষ্টুত (ত্রি) দুর্দুষ্টঃ নিন্দিতঃ স্তুতঃ বেদে ষত্বং। নিন্দিত ভাবে স্তুত। "যজ্ঞস্য দুষ্টুতং দুঃশস্তং।" (ঐতরেয়ব্রা° ৩।৩৮) লৌকিক প্রয়োগে 'দুষ্টুত' এইরূপ হইবে না, 'দুস্তুত' হইবে।

দুষ্টসাক্ষিন্ (পুং) দুষ্টঃ সাক্ষী কর্ম্মধা°। নারদাদি কথিত অসাক্ষিত্ব প্রযোজক দোষযুক্ত সাক্ষী, কূটসাক্ষী, যে সকল সাক্ষী প্রকৃত কথা বলে না, তাহাদিগকে দুষ্টসাক্ষী কহে।

"নার্থ সম্বন্ধিনো নাপ্তা ন সহায়া ন বৈরিণঃ।
ন দুষ্টদোষাঃ কর্ত্তব্যা ন ব্যাধার্ত্তা ন দূষিতা॥
ন সাক্ষী নৃপতিঃ কার্য্যো ন কারুককুশীলবৌ।
ন শ্রোত্রিয়ো ন লিঙ্গস্থো ন সঙ্গেভ্যো বিনির্গতঃ॥"

(মনু ৮।৬৪-৬৫)

সকল বর্ণের মধ্যেই যাহারা সত্যবাদী, যাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের জ্ঞান আছে এবং অলুব্ধ, তাহাদিগকে সাক্ষী মানিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার বিপরীত গুণাবলম্বী হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। যাহাদের সহিত অর্থ সম্বন্ধ আছে, যাহারা মিত্র এবং সাহায্যকারী, ভৃত্য, প্রকৃত শত্রু, পূর্ব্বে যাহারা মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছে, ব্যাধিগ্রস্ত এবং মহাপাতকাদি দোষে দূষিত ইহাদের সাক্ষী গ্রাহ্য নহে। এই সকল সাক্ষী দুষ্টসাক্ষী। সূপকার বা তদ্রূপ কারুকর্ম্মজীবী, নটাদি-বহুবেদজ্ঞ, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী, দাস, লোকবিগর্হিত ব্যক্তি, নিষিদ্ধকর্ম্মকারী, বৃদ্ধ, শিশু, চণ্ডালাদি নীচজাতি, অন্ধ খঞ্জাদি বিকলেন্দ্রিয়, আর্ত্ত, মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত, পথশ্রমে ক্লান্ত, কামাতুর, ক্রুদ্ধ এবং তস্কর ইহাদিগকেও সাক্ষী মানিবে না। ইহারাও দুষ্টসাক্ষী পদবাচ্য। [বিশেষ বিবরণ সাক্ষিন্ দেখ।]

দুষ্টু (অব্য) দুর্ নিন্দিতং তিষ্ঠতি দুর্-স্থা-কু, ততো ষত্বং। নিন্দা।

দুষ্টু (ত্রি) দুর্নিন্দিতং তিষ্ঠতি দুর্-স্থা-কু ষত্বং। অবিনীত।

দুষ্পচ (ত্রি) দুঃখেন পচ্যতে দুর্-পচ-খল্। সহজে যাহা পরিপাক হয় না।

দুষ্পতন (ক্লী) দুষ্টং পতত্যনেন পত করণে ল্যুট্। অপ্ শব্দ, অপ্ শব্দের প্রয়োগ করিলে দুরদৃষ্ট জন্মে এবং দুরদৃষ্ট জন্য পতন হয়, এই কারণে দুষ্পতনশব্দ অপ্ শব্দবোধক। "নাপ ভাষিত বৈ ন ম্লেচ্ছিত বৈ ম্লেচ্ছো হ বা নাম যদপশব্দঃ।" (শ্রুতি) (ক্লী) দুর্-পত ভাবে ল্যুট্। অতি দুঃখে পতন।

দুষ্পত্র (পুং) দুষ্টানি পত্রাণি যস্য। চোর নামক গন্ধদ্রব্য। (অমর)

দুষ্পদ (ত্রি) দুঃখেন পদ্যতে দুর্ পদ কর্ম্মণি খল্। অতিশয় দুঃখে প্রাপ্য, যাহা অতি দুঃখে পাওয়া যায়। "শ্রুতোসি চক্রেণ রথ্যা দুষ্পদা বৃণক।" (ঋক্ ১।৫৩।৯)

'দুষ্পদা দুষ্পদেন প্রাপ্তুমশক্যেন চক্রেণ তৃতীয়াস্থানে ছান্দস আচ্' (সায়ণ)

দুষ্পরাজয় (ত্রি) দুঃখেন পরাজীয়তে ২সৌ দুর্-পরা-জি কর্ম্মণি খল্। জয় করিতে অশক্য, অতিশয় দুঃখে জেতব্য, যাহা অতিশয় দুঃখে জয় করা যায়। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭ অঃ)

দুষ্পরিগ্রহ (ত্রি) দুঃখেন পরিগৃহ্যতে ২সৌ দুর্-পরি-গ্রহ কর্ম্মণি খল্। পরিগ্রহ করিতে অশক্য, যাহাকে পরিগ্রহ করিতে পারা যায় না।

"লোকাধারাঃ শ্রিয়ো রাজ্ঞাং দুরাপা দুষ্পরিগ্রহাঃ।" (কামন্দকী)

২ নিন্দ্যভার্য্যা। দুঃস্থিতঃ পরিগ্রহো ভার্য্যা যস্য। ৩ দুষ্ট ভার্য্যক, যাহার ভার্য্যা দুষ্ট।

দুষ্পরিহন্তু (ত্রি) দুর্-পরি-হন খলর্থে তুন্। অতিশয় দুঃখে নাশয়িতব্য, যাহা অতিশয় দুঃখে হনন করা যায়। ২ দুষ্পরিহার্য্য। "যচ্ছতা নো দুষ্পরিহন্তু শর্ম্ম।" (ঋক্ ২।২৩।৬) 'দুষ্পরিহন্তু হন্তুমশক্যং' (সায়ণ)

দুষ্পরীক্ষ (ত্রি) দুঃখেন পরীক্ষ্যতে দুর্-পরি-ঈক্ষ-খৎ। অতিশয় দুঃখে পরীক্ষণীয়, যাহা অতি কষ্টে পরীক্ষা করা যায়।

দুষ্পর্শ (ত্রি) দুর্-স্পৃশ কর্ম্মণি খল্-বা বিসর্গলোপঃ। ১ দুঃখে স্পর্শনীয়, স্পর্শ করিতে অশক্য। (স্ত্রী) ২ দুরালভা।

দুষ্পান (ত্রি) দুঃখেন পীয়তে ২সৌ খলর্থে কর্ম্মণি যুচ্। দুঃখে পেয়, যাহা অতিশয় দুঃখে পান করা যায়, পান করিতে অশক্য। ভাবে যুচ্ (ক্লী)

দুষ্পার (ত্রি) ১ সহজে যাহা পার হওয়া যায় না। ২ দুঃসাধ্য।

দুষ্পুত্র (পুং) দুষ্টঃ পুত্রঃ কর্ম্মধা॰। কুপুত্র। নিন্দিতপুত্র। (ত্রি) দুষ্টঃ পুত্রঃ যস্য। ২ যাহার দুষ্টপুত্র আছে, দুষ্ট পুত্রযুক্ত।

দুষ্পুরুষ (পুং) দুষ্টঃ পুরুষঃ কর্ম্মধা॰। নিন্দনীয় পুরুষ, মন্দ লোক।

দুষ্পূর (ত্রি) দুর্-পূরি কর্ম্মণি খল্। পূরণ করিতে অশক্য, অতিশয় দুঃখে পূরণীয়, যাহা পূর্ণ হয় না।

"কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।" (গীতা)

২ অনিবার্য্য। মনুষ্যের আশা দুষ্পূর, মানবগণ এই দুষ্পূর আশার মোহিনী মায়ায় বিমোহিত হইয়া প্রতিপদে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। আশা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। একটী আশা পূর্ণ হয়, আবার পরক্ষণেই সেইস্থলে আর একটী আশা আসিয়া স্থান অধিকার করে।

দুষ্প্রকম্প্য (ত্রি) দুঃখেন প্রকম্প্যতে দুর্-প্র-কম্প-খৎ। সহজে যাহা কাঁপে না।

দুষ্প্রকাশ (ত্রি) দুষ্টঃ প্রকাশঃ প্রাদিস॰। অন্ধকার।

"পাপস্য লোকো নিরয়ো দুষ্প্রকাশো
নিত্যং দুঃখং শোকভূয়িষ্ঠমেব।" (ভারত শান্তি॰ ৭৩ অঃ)

দুষ্প্রকৃতি (ত্রি) দুঃস্থা প্রকৃতির্যস্য। দুষ্ট স্বভাব, মন্দ স্বভাব। (স্ত্রী) দুষ্টা প্রকৃতিঃ। মন্দ এমন প্রকৃতি।

দুষ্প্রজস্ (ত্রি) দুঃস্থা প্রজা যস্য বহুব্রীহৌ অসিচ্ সমাসান্তঃ। নিন্দ্য প্রজাযুক্ত, যাহার প্রজা নিন্দিত। প্রাদি সমাস হইলে অসিচ্ সমাসান্ত হইবে না। কারণ বহুব্রীহি সমাসে অসিচ্ প্রত্যয় হয়, যে স্থলে 'দুষ্টা প্রজা' এইরূপ বাক্য হইবে, সেই স্থলে দুষ্প্রজস্ এইরূপ না হইয়া দুষ্প্রজা এইরূপ হইবে। অর্থ নিন্দিত প্রজা হইবে।

দুষ্প্রজ্ঞ (ত্রি) মন্দ প্রজ্ঞ, নির্ব্বোধ।

দুষ্প্রজ্ঞান (ত্রি) দুঃখেন প্রজ্ঞায়তে হসৌ দুর্-প্র-জ্ঞা খলর্থে কর্ম্মণি যুচ্। জানিতে অশক্য, অতিশয় কষ্টে যাহা জানা যায়। (ক্লী) দুষ্টং প্রজ্ঞানং। ২ নিন্দনীয় জ্ঞান।

"দুষ্প্রজ্ঞানেন নিরয়াঃ বহবঃ সমুদাহৃতাঃ।"

(ভারত শান্তি° ১২৭ অঃ)

দুষ্প্রতিগ্রহ (ত্রি) প্রতিগ্রহ পক্ষে অতি কঠিন, সহজে যাহা গ্রহণ করা যায় না।

দুষ্প্রতিবীক্ষণীয় (ত্রি) দুর্-প্রতি-বি-ঈক্ষ-অনীয়র্। যাহা অতি কষ্টে দেখা যায়, দেখিতে অশক্য।

দুষ্প্রতিবীক্ষ্য (ত্রি) দুঃখেন প্রতিবীক্ষ্যতে দুঃখ-প্রতি-বি-ঈক্ষ কর্ম্মণি যৎ। যাহা অতি কষ্টে নিরীক্ষণ করা যায়।

দুষ্প্রধর্ষ (ত্রি) দুষ্করঃ প্রধর্ষো হস্য। অতিশয় দুঃখে ধর্ষণীয়। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ভীষ্ম° ৬৮ অঃ) দুষ্প্রধর্ষ স্থলে দুষ্প্রহর্ষ এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। (স্ত্রী) ৩ দুরালভা। ৪ খর্জ্জুরী।

দুষ্প্রধর্ষণ (ত্রি) দুর্-প্র-ধৃষ ভাষায়াং যুচ্। অতিশয় দুঃখে ধর্ষণীয়। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৩) (স্ত্রী) ৩ বার্ত্তাকী।

দুষ্প্রধর্ষিণী (স্ত্রী) দুষ্প্রধর্ষো হস্ত্যস্যাঃ ইনি-ঙীপ্। ১ কণ্টকারী। ২ বৃহতী।

দুষ্প্রধৃষ্য (ত্রি) দুঃখেন প্রধৃষ্যতে হনেন, দুর্-প্র-ধৃষ কর্ম্মণি যৎ। অতি দুঃখে ধর্ষণীয়।

দুষ্প্রমেয় (ত্রি) সহজে যাহা মাপা যায় না।

দুষ্প্রলম্ভ (ত্রি) দুঃখেন প্রলভ্যতে দুর্-প্রলম্ভ-খল্। ১ সহজে যাহা ঠকান যায় না। ২ সহজে যাহা পাওয়া যায় না।

দুষ্প্রবাদ (পুং) দুষ্টঃ প্রবাদঃ প্রাদি স°। ১ দুষ্ট প্রবাদ, নিন্দিত প্রবাদ। দুষ্টঃ প্রবাদো যস্য। (ত্রি) ২ নিন্দিত প্রবাদযুক্ত। (স্ত্রী) দুষ্টা প্রবৃত্তিঃ প্রাদি স°। দুষ্টা প্রবৃত্তি, বার্ত্তা।

"তেষাং স্বর্পনখৈবৈকা দুষ্প্রবৃত্তিহরাভবৎ।" (রঘু)

দুষ্প্রবেশ (ত্রি) দুষ্করঃ প্রবেশো হত্র। দুঃখে প্রবেশ্য, যে স্থলে অতি দুঃখে প্রবেশ করা যায়।

"মহর্ষিগণসম্বাধং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্যা সমন্বিতং।
দুষ্প্রবেশং মহারাজ নরৈ র্ধর্ম্মবহিষ্কৃতৈঃ॥" (ভারত ১৪৫ অঃ)

(স্ত্রী) ২ কন্থারীবৃক্ষ।

দুষ্প্রসহ (ত্রি) দুঃখেন প্রসহ্যতে হসৌ দুর্-প্র-সহ কর্ম্মণি খল্। ১ দুঃসহ, যাহা অতিশয় দুঃখে সহ্য করা যায়। ২ ভীষণ। (পুং) ৩ একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য।

দুষ্প্রসাদ (ত্রি) সহজে যাহা প্রসন্ন করা যায় না।

দুষ্প্রসাদন (ত্রি) দুষ্প্রসাদ

দুষ্প্রসাধ্য (ত্রি) দুঃখেন প্রসাধ্যতে হনেন দুর্-প্রসাধ-যৎ। সাধন করিতে অশক্য, যাহা অতি কষ্টে প্রসাধন করা যায়।

দুষ্প্রসাহ (ত্রি) দুঃখেন প্রসহ্যতে হনেন খলর্থে ঘঞ্। দুঃসহ।

দুষ্প্রহর্ষ (ত্রি) দুষ্করঃ প্রহর্ষো হস্য। দুষ্কর প্রহর্ষযুক্ত। (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

দুষ্প্রাপ (ত্রি) দুঃখেন প্রাপ্যতে হসৌ দুর্-প্র-আপ-খল্। দুর্লভ, যাহা অতি কষ্টে পাওয়া যায়।

দুষ্প্রাপন (ত্রি) দুষ্প্রাপ্য, সহজে যাহা পাওয়া যায় না।

দুষ্প্রাপ্তি (স্ত্রী) দুঃখে প্রাপ্তি, দুর্লভতা, অভাব

দুষ্প্রাপ্য (ত্রি) দুঃখেন প্রাপ্যতে হসৌ দুর্-প্র-আপ কর্ম্মণি যৎ। দুরালভ্য, যাহা সহজে পাওয়া যায় না।

দুষ্প্রাবী (স্ত্রী) [বৈ] ১ দুষ্প্রাপ্য। ২ অশুভকর।

দুষ্প্রীতি (স্ত্রী) দুষ্টা প্রীতিঃ। অপ্রীতি, মন্দ ভালবাসা। (ত্রি) দুষ্টা প্রীতির্যস্য। ২ দুষ্ট প্রীতিযুক্ত।

দুষ্প্রেক্ষ (ত্রি) দুঃখেন প্রেক্ষ্যতে দুর্-প্র-ঈক্ষ কর্ম্মণি খল্। দুর্দর্শ, যাহা অতি কষ্টে দেখা যায়।

দুষ্প্রেক্ষনীয় (ত্রি) দুর্-প্র-ঈক্ষ-অনীয়র্। দুর্দর্শনীয়।

দুষ্প্রেক্ষ্য (ত্রি) দুঃখেন প্রেক্ষ্যতে দুর্-প্র-ঈক্ষ কর্ম্মণি যৎ। অতি কষ্টে দর্শনীয়।

দুষ্মন্ত (পুং) পৌরববংশীয় একজন রাজা। চন্দ্রবংশীয় ঐতি-রাজার পুত্র। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইনি একদিন মৃগয়া করিতে গিয়া অতিশয় শ্রান্ত হইয়া কণ্বমুনির আশ্রমের নিকট গমন করেন এবং এই স্থল হইতে অমাত্য প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া একাকী কণ্বমুনির আশ্রমে উপনীত হন। এই সময়ে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ছিলেন না। আশ্রম-পালিতা শকুন্তলা আসিয়া যথাবিধানে রাজাকে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করেন। রাজা যথাবিধানে পূজিত হইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি মহাভাগ কণ্ব ঋষিকে উপাসনা করিতে আসিয়াছি, তিনি কোথায় গমন করিয়াছেন। শকুন্তলা কহিলেন, ভগবান্ পিতা ফলান্বেষণে গমন করিয়াছেন, মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা করিলে তাঁহার দর্শন লাভ হইবে।

রাজা শকুন্তলার অসামান্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া নিতান্ত বিমোহিত হইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি শুভে! তুমি ঈদৃশ রূপসম্পন্না হইয়া কি নিমিত্ত বনে আসিয়াছ এবং কোথা হইতে আসিয়াছ? যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে সকল বৃত্তান্ত বলিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি কর। শকুন্তলা রাজার এই কথা শুনিয়া কহিলেন,

আমি অপ্সরার গর্ভসম্ভূতা, মহামুনি কৌশিক আমার পিতা। আমি ঊর্দ্ধরেতা ভগবান্ কণ্বের পালিতকন্যা। রাজা শকুন্তলাকে অপ্সরা-গর্ভসম্ভূতা ভাবিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি আমার পত্নী হও। শকুন্তলা রাজার এই কথা শুনিয়া কহিলেন, যদি গন্ধর্ব্ব বিবাহে কোন দোষ না থাকে এবং আমার গর্ভজাত পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে আমি বিবাহ করিতে সম্মত আছি। মহারাজ দুষ্মন্ত তাহাই হইবে, ইহা স্বীকার করিয়া যথাবিধানে গন্ধর্ব্ব মতে শকুন্তলাকে বিবাহ করিলেন। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে আসিয়া এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। এই বিবাহের পর শকুন্তলা গর্ভধারণ করেন, তিন বৎসর সমাপ্ত হইলে তিনি দুষ্মন্তের ঔরসসম্ভূত এক কুমার প্রসব করেন। ঋষিগণ ঐ কুমারের নাম সর্ব্বদমন রাখিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে মহর্ষি কণ্ব শিষ্যের সহিত শকুন্তলাকে স্বামীগৃহে প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা রাজার সমীপে আগমন করিয়া যথোপযুক্ত সৎকার করিয়া কহিলেন, হে রাজন্, আপনার এই পুত্র আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দেবতুল্য এই পুত্র আপনারই ঔরসজাত, আপনি ইহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন। মনস্বিগণ যাহা প্রতিশ্রুত হন, তদনুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহারা যশোভাজন হইয়া থাকেন। শকুন্তলার এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বকৃত সকল কার্য্য দুষ্মন্তের স্মৃতিপথারূঢ় হইল, কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন করিয়া শকুন্তলাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, রে দুষ্ট তাপসি! তুমি কাহার ভার্য্যা? তোমার সহিত আমার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে কোন সম্বন্ধই আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতেছে না, অতএব এখন তোমার যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও।

শকুন্তলা রাজার এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া রাজাকে নানাবিধ তিরস্কার করিলেন। দুষ্মন্তও শকুন্তলাকে নানাবিধ মর্ম্ম-পীড়াদায়ক বাক্য প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন না। শকুন্তলা তখন নিতান্ত ক্রুদ্ধা হইয়া রাজাকে তিরস্কার করিতে করিতে কহিলেন, রাজন্! আপনারা স্বয়ং দুর্জ্জন হইয়া সজ্জনদিগকে তিরস্কার করেন, যেমন কুপিত ভুজঙ্গ হইতে ভয় হয়, সেইরূপ সত্যধর্ম্ম-চ্যুত পুরুষ হইতে নাস্তিকদিগেরও ভয় হইয়া থাকে। আস্তিকগণ যে ভীত হইবে, তাহা আর বলাই বাহুল্য। যাহা হউক যে ব্যক্তি নিজে আত্মরূপে সন্তান উৎপাদন করিয়া পরে অস্বীকার করে, ভগবান তাহার যথোচিত ফল বিধান করেন। শকুন্তলা এইরূপে অনেক বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন সভামধ্যে এইরূপ দৈববাণী হইল, 'মহারাজ! শকুন্তলা যাহা বলিয়াছে, তাহা সকলই সত্য। এই পুত্র আপনারই, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন, এই পুত্রকে আমাদের বাক্যানুসারে ভরণ করুন এই জন্য ইহার নাম ভরত হইবে।' রাজা এই দৈববাণী শুনিয়া শকুন্তলাকে গ্রহণ করেন। শকুন্তলার সেই পুত্র সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী হন, এই ভরত হইতেই ভারত প্রসিদ্ধ হইয়াছে। (মহাভারত আদি ৬৮-৭৪)

মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক গ্রন্থে দুষ্মন্ত চরিত যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মহাভারত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। মহাভারতে রাজা দুষ্মন্ত লোকনিন্দাভয়ে কপট ভাব অবলম্বন করিয়া শকুন্তলা-বৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় হইলেও তাহাকে অন্যায়রূপে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনী-নিস্যন্দিত শকুন্তলাকে রাজা দুষ্মন্ত দুর্ব্বাসা মুনির শাপ প্রভাবে বিস্মৃত হন এবং প্রতিপদে পাছে ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হন, না জানিয়া কি করিয়া পরস্ত্রী গ্রহণ করেন ইত্যাদি ধর্ম্মলোপ আশঙ্কা করিয়া বাধ্য হইয়া তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেন, বিশেষতঃ শকুন্তলা এই সময় গর্ভবতী ছিলেন, কোন্ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি না জানিয়া গর্ভিনী স্ত্রীকে নিজ পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারে? শকুন্তলা রাজাকে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দিতে স্বীকৃত হইয়া পরে দেখাইতে পারিলেন না। ইহাতে রাজার আরও সন্দেহ হইল, কাজেই শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হইলেন।

মহাভারতে শকুন্তলাও নিতান্ত লজ্জাহীনা হইয়া পুংশ্চলীর ন্যায়, রাজাকে নানাবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন, কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা যেন মূর্ত্তিমতী লজ্জা।

"শকুন্তলা মূর্ত্তিমতীব সৎক্রিয়া।" (শকুন্তলা)

শকুন্তলা কালিদাসের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। [বিশেষ বিবরণ শকুন্তলা দেখ।]

হরিবংশে দুষ্মন্তের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—মহারাজ সুরোধের ঔরসে উপদানবীর গর্ভে দুষ্মন্ত জন্মগ্রহণ করেন। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত, ভরত শকুন্তলার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। (হরিবংশ ৩২ অঃ)

দুস্থ (ত্রি) দুর্-স্থা-ক, বাহুলকাৎ বিসর্গ লোপঃ। দুঃখে অবস্থিত। "কল্পান্তদুস্থা বসুধা তথোহে।" (ভট্টি) ২ কুক্কুট। ৩ কুক্কুর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দুস্পৃষ্ট (ক্লী) দুষ্টং পৃষ্টং বা বিসর্গলোপঃ। মন্দভাবে জিজ্ঞাসিত।

দুহাদি (পুং) দুহ আদি যস্য। ধাতু গণ বিশেষ, লকার নির্ণয় জন্য এই গণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে দুহ, যাচ, রুধ, প্রচ্ছ, ভি, চি, ব্রু, শাস, জি, দণ্ড, মন্থ, বদ এই সকল ধাতু দুহাদি গণ। "অপ্রধানং দুহাদীনাং।" পাণিনির শাসনানুসারে যে স্থলে দ্বিকর্ম্মক ধাতুর কর্ম্ম উক্ত হইবে, সেই স্থলে দুহাদি

ধাতুর অপ্রধান কর্ম্ম উক্ত হইবে, গৌণকর্ম্মকে অপ্রধান কর্ম্ম কহে। অপ্রধান কর্ম্ম উক্ত হইলে 'উক্তে কর্ম্মণি প্রথমা' এই নিয়মানুসারে দুহাদি ধাতুর অপ্রধান কর্ম্ম অর্থাৎ গৌণ কর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি হইবে এবং প্রধান কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবে। দ্বিকর্ম্মক ধাতুর মুখ্যকর্ম্ম উক্ত হয়, কিন্তু 'অপ্রধানং দুহাদীনাং' এই বিশেষ নিয়মানুসারে তাহা হইবে না।

দুহিতুঃপতি (পুং) দুহিতুঃ পতিঃ বাঃ ষষ্ঠ্যাঃ অলুক্ সমাসান্তঃ। দুহিতার পতি, কন্যার স্বামী, জামাতা। বিকল্পে ষষ্ঠীর অলুক্ সমাস হয়, যে স্থলে অলুক্ হইবে না, সেইখানে দুহিতৃপতি এইরূপ হইবে।

দুহিতৃ (স্ত্রী) দোগ্ধি বিবাহাদিকালে ধনাদিকমাকৃষ্য গৃহ্লাতীতি বা দোগ্ধি গা ইতি দুহ-তৃচ্ (নপ্তৃনেষ্টৃত্বষ্টৃহোতৃ পাতৃভ্রাতৃজামাতৃমাতৃপিতৃদুহিতৃ। উণ্ ২।৯৬) নিপাতনাৎ গুণাভাবঃ। কন্যা।

দুহিতাকে সযত্নে পালন করিয়া উপযুক্ত পাত্রকে দান করিতে হয়। বিশেষরূপে পাত্র বিবেচনা করিয়া কন্যাকে দান করিতে হইবে, কন্যাদানের পাত্রাপাত্রের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে ;—গুণহীন, বৃদ্ধ, অজ্ঞানী, দরিদ্র, মূঢ়, রোগী, কুৎসিত, অত্যন্ত কোপন, অতি দুর্ম্মুখ, চাপল, অঙ্গহীন, অন্ধ, বধির, জড়, মূর্খ, ক্লীবতুল্য ও পাপী, ইহাদের সহিত কন্যার বিবাহ দিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। কদাপি এইরূপ পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিবে না।

শান্ত, গুণী, যুবক, পণ্ডিত ও বৈষ্ণব ইহাদের সহিত বিবাহ দিবে। এইরূপ পাত্রের সহিত বিবাহ দিলে কন্যাদাতা দশবাপী দানের ফল প্রাপ্ত হয়।

উক্ত রূপ গুণ ও দোষ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া সম্প্রদান করিবে। যদি কেহ কন্যা পালন করিয়া বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহার কুম্ভীপাক নরক হয়। ঐ নরকে গমন করিয়া মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করে এবং যতদিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্র অবস্থান করে, ততদিন পর্য্যন্ত এই দুর্দ্দশা ভোগ করে, ইহার পর ব্যাধ যোনিতে জন্ম হয়, এই ব্যাধ জন্ম লাভ করিয়া দিবানিশি মাংসভার বহন ও বিক্রয় করিয়া থাকে *।

যথোক্তরূপে কন্যাদান করিলে অশেষবিধ পুণ্য হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ, যাঁহারা ত্রিসন্ধ্যা করিয়া থাকেন, পণ্ডিত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এরূপ সদ্‌গুণ সম্পন্ন পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে। অপাত্রে কিছুতেই কন্যা সম্প্রদান করিবে না।

যাহারা কন্যাকে বিষ্ণু বা মহাদেবের প্রীতির জন্য দান করে, তাহারা নারায়ণ স্বরূপ হয়, এই কথা শ্রুতিতে লিখিত আছে।

"দত্ত্বা কন্যাং সুশীলাঞ্চ হরায় হরয়েঽথবা।
নারায়ণস্বরূপঞ্চ ভবেদেব শ্রুতৌ শ্রুতং॥
বিষ্ণুভক্তো যদা কন্যাং দদাতি বিষ্ণুপ্রীতয়ে।
সলভেদ্ধরিদাস্যঞ্চ ধ্রুবং বিপ্রোত্তবায় চ॥" (ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ°)

মন্বাদি সংহিতায়ও অপাত্রে কন্যাদান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দুহিতৃত্ব (ক্লী) দুহিতুর্ভাবঃ। দুহিতৃ-ত্ব। কন্যার ভাব।

দুহিতৃপতি (পুং) দুহিতুঃ পতিঃ। জামাতা।

দুহিতৃমৎ (ত্রি) দুহিতৃ বিদ্যতে ঽস্য অস্ত্যর্থে মতুপ্। দুহিতৃযুক্ত।

দুহ্য (ক্লী) দুহ্যতে ইতি দুহ কর্ম্মণি ক্যপ্ (এতিস্তু শাস্ বৃদ্ জুষঃ ক্যপ্। পা ৩।১।১০৯) ইতি সূত্রস্য 'শংসি দুহি গুহিভ্যোবা' ইতি কাশিকোক্তেঃ ক্যপ্। ১ দোহনযোগ্য। ২ দোহ্য।

দুহ্যমান (ত্রি) দুহ্যতে ইতি দুহ কর্ম্মণি শানচ্। যাহাকে দোহন করা যায়। দোহনবিশিষ্ট।

দুহ্য (পুং) যযাতি রাজার পুত্রভেদ। ইনি শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যযাতি দিক্ সকল বিজয় করিয়া পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতীচীদিকের শাসনভার দ্রুহ্যুর উপর অর্পিত ছিল। যযাতি দুহ্যকে নিজের বার্দ্ধক্য দিয়া তাহার যৌবন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুহ্য স্বীকার করে নাই। তাহাতে যযাতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন।

* "কৃত্বা পরীক্ষাং কান্তস্য বৃণোতি কামিনী বরং।
বরায় গুণহীনায় বৃদ্ধায়াজ্ঞানিনে তথা॥
দরিদ্রায় চ মূঢ়ায় রোগিণে কুৎসিতায় চ।
অত্যন্তকোপযুক্তায় চাত্যন্তদুর্ম্মুখায় চ॥
চাপলায়াঙ্গহীনায় চান্ধায় বধিরায় চ।
জড়ায় চৈব মূর্খায় ক্লীবতুল্যায় পাপিনে॥
ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ সোঽপি যঃ স্বকন্যাং দদাতি চ॥
শান্তায় গুণিনে চৈব যূনে চ বিদুষে ঽপি চ।
বৈষ্ণবায় সুতাং দত্ত্বা দশবাপী ফলং লভেৎ॥"

কন্যাবিক্রয়ে দোষ যথা—

"যঃ কন্যা পালনং কৃত্বা করোতি বিক্রয়ং যদি।
বিপদাধনলোভেন কুম্ভীপাকং স গচ্ছতি॥
কন্যামূত্রপুরীষঞ্চ তত্র ভক্ষতি পাতকী।
কৃমিভির্দ্দংশিতঃ কাকৈর্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥
মৃতশ্চ ব্যাধযোনৌ চ স লভেজ্জন্ম নিশ্চিতং॥
বিক্রীণীতে মাংসভারং বহত্যেব দিবানিশং॥" (ব্রহ্মবৈ° প্রকৃ°)

"যত্ত্বংমে হৃদয়াজ্জাতঃ বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছতি।
তস্মাদ্দ্রুহ্যো প্রিয়ঃ কামো ন তে সম্পৎস্যতে কচিৎ॥"
(মহাভারত)

তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় যৌবন আমাকে দিতেছ না, এই জন্ত তোমার কোন প্রিয় অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। [যযাতি দেখ।] ইহার পাঠান্তর দ্রুহ্য এইরূপ দেখা যায়।

দুঙ্গরপুর, রাজপুতানার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। গবর্ণর-জেনারলের এজেন্টের রাজনৈতিক শাসনাধীন। অক্ষা° ২৩° ৩১´ হইতে ২৪° ৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৭´ হইতে ৭৪° ১৬´ পূঃ। এই রাজ্যের উত্তর সীমা উদয়পুর রাজ্য, পূর্ব্বে উদয়পুর ও মাহি (মহী) নদী, দক্ষিণে ও পশ্চিমে গুজরাটের অন্তর্গত রেবাকান্তা ও মহীকান্তা বিভাগ। পূর্ব্বপশ্চিমে দৈর্ঘ্য ৪০ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে বিস্তার ৩৫ মাইল।

রাজ্যের অধিকাংশই শৈলময়, বদরী, নাগফণী ও শলার নামক গঁদ গাছের জঙ্গলে ভরা, মধ্যে অপরাপর তরুগুল্মলতাও দেখা যায়। উত্তরাংশের ভূমি বন্ধ ও অসমতল, দক্ষিণাংশ দেখিতে অনেকটা গুজরাটের মত। এখানে আব্লুস, শিশু প্রভৃতি মূল্যবান্ কাষ্ঠেরও দুই তিনটী বন আছে। কিন্তু পশু চারণের উপযুক্ত মাঠ নাই। সুতরাং গ্রীষ্মকাল আসিলে এখানকার ভীলদিগের পালিত গবাদি উপযুক্ত আহারাভাবে নিতান্ত শীর্ণ হইয়া পড়ে। পর্ব্বতের উপত্যকায় ও পাদদেশে চাষবাস হয়। অন্য স্থানে বন-জঙ্গল পোড়াইয়া ভস্ম হইলে তাহার উপর বীজ ছড়াইয়া সামান্ত চাষ হইয়া থাকে।

এখানে নানাবিধ পাথর পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গ্রাণিট্ পাথরে গৃহাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সামান্ত রকম চূণও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা তেমন বিশুদ্ধ নয়। এখানে লৌহের আকর থাকিলেও লৌহ উত্তোলনের জন্ত কোন চেষ্টা করা হয় না।

এই রাজ্যে মহী ও সোম কেবল এই দুই নদী প্রবাহিত। মহী-সোম-সঙ্গম একটি পুণ্য তীর্থ। এখানে বাণেশ্বর শিবের একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। প্রতিবর্ষে এখানে মহাসমারোহে একটি মেলা হয়।

মহীনদী বাঁসবাড়া হইতে এবং সোম সালুম্বর হইতে এই রাজ্যকে পৃথক্ রাখিয়াছে। মহীনদীর প্রস্তরময় গর্ভ প্রায় ৩।৪ শত ফিট্ বিস্তৃত; ইহার তীর বেণাগাছে পরিপূর্ণ।

যব, গম, ছোলা, ধান, কাজনি, বাজরা ও কয়েক প্রকার সামান্ত শস্ত, কার্পাস, অহিফেন, তিসি, সরিষা, আদা, লঙ্কা, হরিদ্রা ও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। তরিতরকারীর মধ্যে পেঁয়াজ, লশুন, রাঙাআলু, মূলা প্রভৃতি জন্মে। ফল তেমন বেশী হয় না, তবে তরমুজ, নেবু, আম ও কদলী অল্প স্বল্প পাওয়া যায়। মউয়া গাছ যথেষ্ট জন্মে এবং তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এখানে প্রায় লক্ষ ভীলের বসবাস।

রাজ্যের মধ্যে ১৬ ঘর প্রধান ও তন্নিম্নে ৩২ ঘর ঠাকুর বা সর্দ্দারের বাস। ইহারা সকলেই রাজপুত। এই ৪৮ ঘরই প্রধান বলিয়া গণ্য।

এই রাজ্য ছয় তপ্পায় বা পরগণায় বিভক্ত। যথা—বারা, বরেল, কিতারা, চৌরাশি, ভিরপোদ ও চুবট্ট। প্রত্যেক পরগণায় কতকগুলি গ্রাম আছে।

জমির মধ্যে কতক খাল্সা বা রাজার খাসে, কতক জায়গীর বা সর্দ্দারগণের অধীন এবং কতকগুলি খয়রাৎ বা দেবোত্তর।

রাজপুত মহাজন ও বোড়া শ্রেণীর মুসলমানেরা এখানে বাণিজ্য ব্যবসা করিয়া থাকে। রাজার অধীনে পাঠান মেকরাণী সৈন্ত আছে।

দুঙ্গরপুর রাজ্যে গুজরাটী ও হিন্দুস্থানী মিশ্রিত 'বাগর' নামক ভাষা প্রচলিত।

এখানে তেমন ভাল রাস্তা প্রস্তুত হয় নাই। প্রধান নগর দুঙ্গড়পুর, গলিয়াকোট ও সগ্‌বারা। বাণেশ্বরের মত গলিয়া-কোট নামক স্থানে প্রতি বর্ষে ফাল্গুন মাসে ১৫ দিন ব্যাপী মেলা হইয়া থাকে।

ইতিহাস।—দুঙ্গড়পুরের রাজার উপাধি মহা-রাবল। উদয়পুরের রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশেই মহারাবলের উৎপত্তি। ইনি বিখ্যাত শিশোদীয় বংশ-সম্ভূত। এই বংশের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। যে সময়ে মোগল বাদশাহগণ আধিপত্য বিস্তার করেন, তৎকালে এখানকার মহারাবল মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করেন। মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি হইলে দুঙ্গড়পুররাজ মহারাষ্ট্রগণের করদ হইলেন। শেষে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সাহায্যে মহারাবল মহারাষ্ট্রকবল হইতে মুক্তিলাভ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রাবল যশোবন্ত সিংহ বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং বৃটীশ গবর্মেণ্টকে বর্ষে বর্ষে ৩৫ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইলেন। যশোবন্ত ভীরু, ব্যসনাশক্ত ও লম্পট ছিলেন; এই জন্ত তাঁহার সময়ে রাজ্যের অবনতি ঘটিবার সূত্রপাত হওয়ায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার দত্তকপুত্র

দলপৎসিং (প্রতাপগড়ের সামন্তসিংহের পৌত্র) রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সামন্তসিংহের মৃত্যুর পর দলপৎসিং প্রতাপগড়েরও অধিকারী হইলেন। বৃটীশ গবর্মণ্টের পরামর্শ মত দলপৎ সবলির ঠাকুরের শিশুপুত্র উদয়সিংহকে দত্তক লয়েন এবং দুঙ্গড়পুররাজের ভাবী উত্তরাধিকারী স্থির করেন। মধ্যে একবার যশোবন্ত সিংহ রাজ্যগ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। এই সময়ে নাবালক রাজাকে লইয়া রাজ্যমধ্যে অনেক অনিয়ম ঘটিতে লাগিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট প্রতিনিধির হস্ত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া একজন দেশীয়কে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে শাসনভার অর্পণ করিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মহারাবল উদয়সিংহ বয়োপ্রাপ্ত হইলে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি বৃটীশ গবর্মেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে দুঙ্গড়পুররাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মহাসমারোহে জয়শালমেরের মহারাজের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয়।

এখন মহারাবলই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তাঁহার অধীনে দেওয়ান এবং দেওয়ানের অধীনে কামদারগণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ বিচার করিয়া থাকেন। কোন মোকদ্দমার পুনর্বিচার অর্থাৎ শেষ বিচার করিতে হইলে তাহা মহারাবল করিয়া থাকেন। রাজ্যের শান্তিরক্ষার জন্য থানাদার ও কোতোয়াল নিযুক্ত আছে। মহারাবলের অধীনে ১০০০ পদাতি ৪০০ অশ্বারোহী ও ৩টী কামান আছে। তিনি বৃটীশ গবর্মেণ্টের নিকট ১৫টি মান্যতোপ পাইয়া থাকেন।

দূড়ভ (ত্রি) দুর্দ্দুঃখেন দভ্যতে ইতি দুর্-দভ-খল্ (দুরো দাশনাশ দভধ্যোবৃত্বমুত্তরপদাদেঃ ষ্টুত্বঞ্চ। পা ৬।৩।১০৯) ইত্যস্যেতি বার্ত্তিকোক্ত্যা উত্বং ভস্য ড়ত্বঞ্চ। ১ অতি দুঃখে দণ্ডনীয়। ২ ব্যসনপ্রাপ্ত বিপদ্‌যুক্ত। ৩ দুর্দ্দহ নাশ করিতে অশক্য। "যুবং দক্ষং ধৃতব্রত মিত্রাবরুণ দূড়ভং" (ঋক্ ১।১৫।৬) 'দূড়ভং দুর্দ্দহং শত্রুভির্দ্দগ্ধুং বিনাশয়িতুং অশক্যং দূড়ভং দহ ভস্মীকরণে দুঃখেন দহ্যতে ইতি দুর্দ্দহং ঈষদ্দুঃস্থিত্যাদিনা দুরিত্যুপপদে দহেঃ খল্, ব্যত্যয়ো বহুলমিত্যুকারস্য উকারো রেফস্য লোপঃ দকারস্য ড়কারো হকারস্য চ ভকারঃ' (সায়ণ)।

দূড়াশ (ত্রি) দুঃখেন দাশ্যতে যঃ দুর্-দাশি-খল্ 'পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টং ইত্যস্য দুরোদাশনাশেতি' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা উত্বং ড়ত্বঞ্চ। পীড়াযুক্ত, পীড়িত। "নমস্তে অস্ত্বশ্মনে যেনা দূড়াশে অস্যসি" (অথর্ব ১।১৩।১১) কোন কোন স্থলে দন্ত সকারান্ত এইরূপও দেখা যায়। সেই স্থলে দূড়াস এইরূপ হইবে।

দূঢী (ত্রি) দুষ্টং ধ্যায়তি দুর্-ধ্যৈ চিন্তায়াং সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে কর্ত্তরি বা ক্বিপ্। দূড়ভ শব্দবৎ কার্য্যং। ১ দুষ্টধ্যায়ী। ২ দুষ্ট বুদ্ধি। "অস্মাকং শংসো অভ্যস্তু দূঢ্যঃ।" (ঋক্ ১।৯৫।৮)

'দূঢ্যো দুর্ধিয়ঃ পাপবুদ্ধীন্ দুর্-ধ্যৈ ক্বিপ্ দৃশি গ্রহণানুবৃত্তেস্তস্য চ বিধ্যংতরোপসংগ্রহার্থত্বাৎ সম্প্রসারণং, পৃষোদরাদিষু ধ্যৈ চেতি পাঠাদ্দুরো রেফস্যোত্বং উত্তরপদাদেষ্টুত্বঞ্চ।' (সায়ণ)

দূঢ্য (ত্রি) দুঃখেন ধ্যায়তি দুর্-ধ্যৈ-ক দূড়ভশব্দবৎ ক কার্য্যং। দুষ্টধ্যায়ী অধম।

দূণাশ (ত্রি) দুঃখেন নশ্যতে হসৌ দুর্-নাশি-খল্ (দুরো দাশনাশেতি। পা ৫।৩।১০৯ ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা উত্বং ণত্বঞ্চ। অতিশয় দুঃখে নষ্ট, যাহা নাশ করিতে অশক্য।

দূত (পুং) দূয়তে বার্ত্তাবহনাদিনা দূ-ক্ত দীর্ঘশ্চ (দূতনিভ্যাং দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৯০) বার্ত্তাহর ; পর্য্যায়—সন্দেশ, সন্দিষ্টকথক। রাজগণ যখন সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করেন অথবা যখন কোন সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকেন, তখন দূতের প্রয়োজন।

"চারেক্ষণঃ দূতমুখঃ।" রাজাদিগের দূত মুখ স্বরূপ, চর চক্ষু, অর্থাৎ রাজগণ যাহা কিছু বলিবেন, সকলই দূতমুখে। দূত ও চর নৃপতিগণের প্রধান সহায়, দূত ভিন্ন সন্ধিবিগ্রহাদি কোন কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় না, এই জন্য বিশেষ করিয়া দেখিয়া ও দূতের স্বভাব চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া নিয়োগ করিবেন। দূতের বিষয় পুরাণাদিতে এইরূপ লিখিত আছে—

"যথোক্তবাদী দূতঃ স্যাদ্দেশভাষাবিশারদঃ।
শক্তঃ ক্লেশসহো বাগ্মী দেশকালবিভাগবিৎ॥
বিজ্ঞাতদেশকালশ্চ দূতঃ স্যাৎ স মহীক্ষিতঃ।
বক্তা নয়স্য যঃ কালে স দূতো নৃপতের্ভবেৎ॥" (মৎস্যপু°)

দূত নিয়োগ করিতে হইলে তাহার এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক,—যথোক্তবাদী, দেশভাষাবিশারদ, যে স্থলে দূত প্রয়োগ করিতে হইবে সেই স্থানের ভাষায় সুপণ্ডিত, কার্য্যকুশল, ক্লেশসহ, দেশকালবিভাগবিদ্ অর্থাৎ কোন্ সময়ে কিরূপভাবে কার্য্য করিলে ফলদায়ক হয়, তাহা যিনি বিশেষরূপে অবগত আছেন, এবং নীতিশাস্ত্রে বক্তা এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত লোক দূত হইবার উপযুক্ত। চাণক্য দূত বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন—

"মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ পরচিত্তোপলক্ষকঃ।
ধীরো যথোক্তবাদী চ এব দূতো বিধীয়তে॥" (চাণক্য ১০৬)

যিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্, বাক্পটু, উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যিনি অপরের চিত্ত জানিতে বিশেষ পারদর্শী, ধীর ও যথোক্তবাদী, এইরূপ গুণ-সম্পন্ন হইলে তাঁহাকে দূত নিয়োগ করা যাইতে পারে। * যুক্তিকল্পতরুতে দূতের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, যিনি শত্রুদিগের আকার ও ইঙ্গিত দেখিয়া সকল ভাব বুঝিতে পারেন, শত্রুর বাক্য ও ব্যঙ্গার্থ প্রভৃতি অবগত আছেন এবং যিনি প্রত্যুৎপন্নমতি, ধীর, ইঙ্গিতজ্ঞ, সভ্য, সৎকুলজাত, কার্য্যকুশল, রাজার প্রতি দৃঢ় অনুরক্ত, বিশুদ্ধ স্বভাব, মেধাবী, দেশকালবিদ্, বপুষ্মান্, নির্ভীক, বাগ্মী, এই সকল গুণসম্পন্ন হইলে তাহাকে দূত নিয়োগ করা যায় এবং উক্ত গুণসম্পন্ন দূতই প্রশস্ত। এই দূত তিন প্রকার—বিসৃষ্টার্থ, মিতার্থ ও শাসনহারক, ইহার মধ্যে যিনি কার্য্যকালে কেবল প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করেন, তাঁহাকে বিসৃষ্যার্থ; যিনি কার্য্য মাত্র কহিয়া ক্ষান্ত হন, উত্তর প্রত্যুত্তর করেন না, তাঁহাকে মিতার্থ এবং যিনি লেখ্য পত্রাদি লইয়া যান, তাঁহাকে শাসনহারক কহে। দূত কোন বিষয়ের নিশ্চয় করিবেন না, এবং কোন বিষয় লিখিবেন না। দূতকে তাঁহার প্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে প্রভুর কোনরূপ ছিদ্র প্রকাশ করিবেন না। দূত যাইয়া নিজ প্রভুর তেজ এবং শ্রী, বিক্রম ও উন্নতিকর বাক্য, শত্রুর ক্ষোভকর চেষ্টা, অমর্ষণীয়তা, কার্য্যদক্ষতা ও নির্ভীকতা এই সকল বিষয় বর্ণন করিবেন। কামন্দকীতে দূতের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—মন্ত্রণাকুশল, মন্ত্রজ্ঞ, প্রগল্ভ, মেধাবী, বাগ্মী ও সুপণ্ডিত এইরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি দূত হইবার উপযুক্ত। এবংবিধ গুণসম্পন্ন দূতকে দূতাভিমানীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। রাজাদিগের চর দুই প্রকার—প্রকাশ ও অপ্রকাশ, যাহারা প্রকাশ্যভাবে রাজার কার্য্যাদি করে, তাহাদিগকে দূত ও যাহারা অপ্রকাশিত থাকে, তাহাদিগকে চর কহে।

প্রথমে দূতদ্বারা সন্ধান লইয়া চর প্রয়োগ করিবেন, তখন এই দুই উপায়ে পররাষ্ট্রের সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে সমর্থ হইবেন। যে রাজগণ স্বপক্ষ বা পরপক্ষের অভিপ্রায় জানিতে পারেন না, তিনি জাগিয়া থাকিয়াও অতিশয় নিদ্রিত, কখনও তাঁহার এই নিদ্রা ভঙ্গ হয় না এবং অচিরে তিনি বিনষ্ট হন, এইজন্ত দূত ও চর নিয়োগ করিয়া যেরূপ স্বরাষ্ট্র ও সেইরূপ পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সকল বৃত্তান্ত অবগত হইবেন। দূত বধ্য নহে। দূতকে সম্মানাদি প্রদর্শন করিয়া সকল বৃত্তান্ত অবগত হইতে হয়। [রাজধর্ম্ম দেখ।]

২ কাহারও পীড়া হইলে তাহার বিবরণ জানিয়া যিনি বৈদ্যগৃহে গমন করেন, তাহাকে বৈদ্যকোক্ত দূত কহে। ইহার মুখে শুনিয়া চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করিবেন।

"আতুরোপক্রমার্থন্তু দূতো যাতি ভিষগ্গৃহে।
তস্ত পরীক্ষণং কার্য্যং যেন সংলক্ষ্যতে গদঃ॥" (হারীত)

বৈদ্যক দূতের লক্ষণ।—খঞ্জ, অন্ধ, মূক, বধির, বামন, স্ত্রী, ক্রুদ্ধ, তৃষিত, জীর্ণ, শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত, দীন, ক্রোধী ইত্যাদি দোষযুক্ত ব্যক্তি দূত হইতে পারিবে না, অথাৎ ইহাদিগকে বৈদ্য-গৃহে প্রেরণ করিতে নাই। (ত্রি) ২ প্রেষ্যমাত্র।

দূতক (পুং) দূত স্বার্থে কন্। ১ দূত। ২ রাজপ্রদত্ত শাসনাদি জ্ঞাপন করিবার প্রধান কর্ম্মচারী।

দূতঘ্নী (স্ত্রী) দূতং দু উপতাপে ভাবে উণাদিক ক্তঃ, দীর্ঘশ্চ, দূতং উপতাপং হন্তীতি হন-টক্, ঙীপ্। কদম্বপুষ্পী। (Michelia Kadamba)

দূতত্ব (ক্লী) দূতস্ত ভাবঃ দূত ভাবে ত্ব। দূতের কার্য্য, দৌত্য, দূতের ভাব।

দূতি (স্ত্রী) দূয়তে নায়কাদিবার্ত্তাহরণাদিনেতি। দু-বাহু° তি দীর্ঘশ্চ। দূতী। "প্রতিকৃতিরচনাভ্যো দূতিসন্দর্শিতাভ্যঃ সমধিকতররূপাঃ শুদ্ধসন্তানকামৈঃ।" (রঘু ১৮।৫৩)

দূতিকা (স্ত্রী) দূতিরেব স্বার্থে কন্ ততষ্টাপ্ অতইত্বং। দূতী।
"জম্বুকো হুড়্ যুদ্ধেন বয়ং আষাঢ়ভূতিনা।
দূতিকা পরকার্য্যেণ ত্রয়ো দোষাঃ স্বয়ং কৃতাঃ॥"
(পঞ্চতন্ত্র ১।১৭৮)

দূতী (স্ত্রী) দূতি কৃদিকাদিতি বা ঙীপ্। দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্তা স্ত্রী, স্ত্রীপুরুষের বার্ত্তাবাহিনী, কুট্টনী, কুটনী, সঞ্চারিকা। পর্য্যায়—সারিকা, দূতীকা, দূতিকা। সাহিত্যদর্পণে দূত ও দূতীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—"নিসৃষ্টার্থো মিতার্থশ্চ

* "পরেঙ্গিতজ্ঞঃ পরবাগ্ব্যঙ্গার্থস্যাপি তত্ত্ববিদ্।
সদোৎপন্নমতির্ধীরো দূতঃ স্যাৎ পৃথিবীপতেঃ॥
দূতঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদং।
ইঙ্গিতজ্ঞং তথা সভ্যং দক্ষং সৎকুলসম্ভবং॥
অনুরক্তঃ শুচির্দ্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিদ্।
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে॥
দূতএব হি সন্ধত্তে ভিনত্ত্যেব হি সঙ্গতান্।
বিসৃষ্ট্যার্থো মিতার্থশ্চ তথা শাসনহারকঃ॥
দূতাস্ত্রয়োঽমাত্যগুণৈঃ সমৈঃ পাদার্দ্ধবর্জ্জিতৈঃ।
বিসৃষ্ট্যার্থং কার্য্যবশাৎ শাসনং ন করোতি যঃ॥
মিতার্থঃ কার্য্যমাত্রোক্তৌ ন কুর্য্যাদুত্তরোত্তরং।
যথোক্তবাদী সন্দেশহারকো লেখহারকঃ॥
তত্র দূতো ব্রজন্নেব চিন্তয়েদুত্তরোত্তরং॥
দূতো হি ন লিখেৎ কিঞ্চিৎ নির্ণেতা বিনিসংশয়ং।
পৃচ্ছ্যমানোঽপি ন ব্রূয়াৎ স্বামিনঃ কাপি বেশসং॥" (যুক্তিকল্পতরু)

তথা সন্দেশহারকঃ। কার্য্যপ্রেষ্যস্ত্রিধা দূতো দূত্যশ্চাপি তথাবিধাঃ।" (সাহিত্যদ° ৩৮৬)

৪ প্রয়োজন মত লোক প্রেরণ করিলে তাহাকে দূত বলা যায়, এই দূত তিন প্রকার—নিসৃষ্টার্থ, মিতার্থ ও সন্দেশহারক। দূতীও এই প্রকার জানিতে হইবে।

"উভয়োর্ভাবমুন্নীয় স্বয়ং বদতি চোত্তরং।
সুশ্লিষ্টং কুরুতে কার্য্যং নিসৃষ্টার্থস্তু স স্মৃতঃ॥
মিতার্থভাষী কার্য্যস্য সিদ্ধিকারী মিতার্থকঃ।
যাবদ্ভাষিতসন্দেশহারঃ সন্দেশহারকঃ॥"(সাহিত্যদ° ৩.৮৭-৮৮)

যে সকল দূত বা দূতী উভয়ের অর্থাৎ যিনি প্রেরণ করিয়াছেন এবং যাহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে, এই দুইজনের ভাব বিশেষরূপে অবগত হইয়া নিজেই উত্তর প্রদান করে, এবং কার্য্য সুসিদ্ধ করে, তাহাকে নিসৃষ্টার্থ; যাহারা অল্প কথা কয় এবং কার্য্য সাধিত করে, তাহাকে মিতার্থক ও যাহারা প্রভুর কথা মাত্র বলিয়া থাকে, তাহাকে সন্দেশহারক কহে। নারীদিগের ভাবাভিব্যক্তি দূতীপ্রেরণ দ্বারা জানা যায়—

"লেখ্যস্থাপনৈঃ স্নিগ্ধৈর্বীক্ষিতৈর্মৃদুভাষিতৈঃ।
দূতীসম্প্রেষণৈর্নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে॥"
(সাহিত্যদ° ৩।১৫৬)

সখী, নর্ত্তকী, দাসী, ধাত্রীকন্যা, প্রতিবেশিনী, অপ্রৌঢ়া কন্যা, সন্ন্যাসিনী, রজকী, চিত্রকারাদি স্ত্রী, তাম্বূলিক, গান্ধিক স্ত্রী প্রভৃতি দূতী হইয়া থাকে। নায়িকাবিষয়ে ইহারা দূতী হয়, কিন্তু ইহাদিগকে নায়ক বিষয়েও দূতী জানিতে হইবে।

"দূত্যঃ সখী নটী দাসী ধাত্রেয়ী প্রতিবেশিনী।
বালা প্রব্রজিতা কারুঃ শিল্পিন্যাদ্যাঃ স্বয়ং তথা॥"
(সাহিত্যদ° ৩।১৫৭)

দূতীদিগের এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক,—নৃত্য গীতাদি কার্য্যদক্ষতা, উৎসাহ, দৃঢ়তর যত্ন, ভক্তি, স্মৃতি, চিত্তজ্ঞতা, অর্থাৎ চিত্ত দেখিয়া যে সকল অবগত হইতে পারে, কর্ত্তব্যার্থ স্মরণ, মাধুর্য্য, নর্ম্মবিজ্ঞান অর্থাৎ পরিহাসাভিজ্ঞতা, বাগ্মিতা ও মধুরভাষিত্ব এই সকল গুণ ভূষিতা হইলে তাহাকে দূতী কহে। গুণের তারতম্যানুসারে দূতী উত্তম মধ্যম ও অধম, এই তিন ভাবে বিভক্ত।

"কলাকৌশলমুৎসাহো ভক্তিশ্চিত্তজ্ঞতা স্মৃতিঃ।
মাধুর্য্যং নর্ম্মবিজ্ঞানং বাগ্মিতা চেতি তদ্‌গুণাঃ॥
এতা অপি যথৌচিত্যাদুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥"(সাহিত্যদ° ৩।১৫৮)

দূতীদিগকে চলিত কথায় কুটনী বলে। কুলললনার সর্ব্বনাশ সাধন করাই ইহাদের কার্য্য, ইহাদের কুহকে পড়িয়া কত জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়াছে।

দূত্য (স্ত্রী) দূতস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা (দূত বণিগ্‌ভ্যাঞ্চ। পা ৫।১।১২৬) ইত্যস্যেতি বার্ত্তিকোক্ত্যা যঃ, বৈদিকে তু (দূতস্য ভাগকর্ম্মণী। পা ৪।৪।১২০) ইতি য। ১ দূতকর্ম্ম। ২ দূতের ভাব, দূতের কর্ম্ম।

দূন (পুং) দু-উপতাপে-ক্ত 'দুগোদীর্ঘশ্চ' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা তস্য ন দীর্ঘশ্চ। ১ অধ্বাদি দ্বারা শ্রান্ত। ২ উপতপ্ত। ৩ দুঃখিতাক্লিষ্ট, শ্রান্ত পরিতাপিত।

"পিত্তেন দূনে রসনা সিতাপি
তিক্তায়তে হংসকুলাবতংস॥" (নৈষধচ° ৩।৯৪)

দূর্ (স্ত্রী) দেপ শুদ্ধৌ বাহুলকাৎ কৃ। প্রাণরূপ দেবতাভেদ।
"সা বা এষা দেবতা দূর্নাম দূরং হ্যস্যা মৃত্যুর্দূরং হ বাস্মান্ মৃত্যুর্ভবতি য এবং বেদ।" (শতপথ ব্রা° ১৪।৪।১।১০) 'উপাসকশরীরস্থা প্রাণরূপা দেবতা দূর্নাম দূরিতোবং খ্যাতাঃ অতঃ শুদ্ধা' (ভাষ্য) উপাসকদিগের শরীরে অবস্থিত প্রাণরূপ দেবতা 'দূর্' এই নামে খ্যাত বলিয়া বিশুদ্ধ। উপাসকের মৃত্যুকে দূর্ করে বলিয়া এই জন্য দূর্ নামে খ্যাত। দূরং করোতি মৃত্যুমুপাসকস্য দূর কৃত্যর্থে ণিচ্ বাহুলকাৎ ন দবাদেশঃ ক্বিপ্, ণিলোপঃ।

দূর (ত্রি) দুর্দ্দুঃখেনেয়তে প্রাপ্যতে ইতি দুর্-ইণ্-(দুরীণো-লোপশ্চ। উণ্ ২।২০) ইতি রক্ ধাতোর্লোপশ্চ। অনিকট, অসন্নিকৃষ্ট। পর্য্যায়—বিপ্রকৃষ্ট, অনাসন্ন।

"শরীরস্য গুণানাঞ্চ দূরমত্যন্তমন্তরং।
শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তঃ স্থায়িনোগুণাঃ॥"(হিতো° ১৪৩)

বৈদিক পর্য্যায়—আক, পরাক, পরাচ, আর, পরাবত। (নিরুক্ত ৩ অ)

"দূরান্তিকাদিধীহেতুরেকা নিত্যা দিগুচ্যতে।" (ভাষাপ°)

দিকের দেশগত পরত্বই দূরত্ব, অত্যন্ত দূর হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, কোন বস্তু অতিশয় দূরে আছে, এই দূরত্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক।

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎসমানাভিহারাচ্চ।" (সাংখ্যকা°)

অতিশয় অর্থ বুঝাইলে ইষ্ঠন্, ঈয়সুন্ প্রভৃতি প্রত্যয় হইলে দূর শব্দ স্থানে দব আদেশ হয়।

দূরক (ত্রি) দূর স্বার্থে কন্। দূর।

দূরগ (ত্রি) দূরং গচ্ছতি দূর-গম-ড। দূরগামী।
"যো হ্যাকাশময়ো দেবো দূরগঃ শব্দসংভবঃ।" (হরিবংশ ১৩৯।৪০)

দূরগত (ত্রি) দূরং গতঃ ৬তৎ। যাহারা দূরে গমন করিয়াছে।

দূরগামিন্ (ত্রি) দূরং গচ্ছতি দূর-গম-ণিনি। যে দূরে গমন করিয়াছে।

দূরগ্রহণ (ক্লী) বহুদূর হইতে গ্রহণ বা দর্শন করিবার ক্ষমতা।

দূরঙ্করণ (ত্রি) দূর করা, স্থানান্তর করা।

দূরংগত (ত্রি) দূরে থাকা।

দূরঙ্গম (ত্রি) দূরং গচ্ছতি গম বাহুলকাৎ খেচে খ, মুম্‌চ। দূরগামী।

"দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং।" (শুক্লযজুঃ ৩৪।১)

লৌকিক প্রয়োগে দূরঙ্গমপদ হইবে না, "দূরগ" হইবে।

দূরচর (ত্রি) দূরে চরতীতি চর-ট। দূরবিচরণকারী, যাহারা দূরে বিচরণ করে। টিত্বাৎ ঙীষ্। স্ত্রীলিঙ্গে দূরচরী হইবে।

দূরতস্ (অব্য) দূর-তস্। দূর হইতে।

"রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।" (মনু ৪।৭৩)

রাত্রিকালে বৃক্ষমূল দূর হইতে পরিবর্জ্জনীয়।

দূরত্ব (ক্লী) দূরস্ত ভাবঃ দূর ভাবে ত্ব। দৈশিক পরত্ব, দেশগত পৃথক্ত্ব।

"দোষো হ্রপ্রমায়া জনকং প্রমায়াস্ত গুণোভবেৎ।

পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ॥" (ভাষাপ°)

দূরদর্শন (পুং স্ত্রী) দূরে হণি দর্শনং দৃষ্টি র্যস্ত। ১ গৃধ্র। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (পুং) ২ পণ্ডিত। দৃশ-ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ৩ দূর হইতে দর্শন। দূরতো দৃশ্যতে হনেন দৃশ-করণে ল্যুট্। ৪ দূরবীক্ষণ যন্ত্রভেদ, দূরবীন।

দূরদর্শিন্ (ত্রি) দূরাৎ পশ্যতি কার্য্যোৎপত্তেঃ প্রাক্ পশ্যতি জানাতি বা দৃশ-ণিনি। ১ দূরদর্শক। (পুং) ২ পণ্ডিত। ৩ গৃধ্র।

দূরদৃশ্ (ত্রি) দূরাৎ পশ্যতি দৃশ-কিন্। ১ দূরদর্শী। ২ পণ্ডিত। ৩ গৃধ্র।

দূরদৃষ্টি (ত্রি) দূরে দৃষ্টির্যস্ত। ১ দূরদর্শী, পরিণামদর্শী। (স্ত্রী) ২ দূরদর্শন।

দূরমূল (পুং) দূরে অসন্নিকটে মূলং যস্ত। মুঞ্জতৃণ।

দূরযায়িন্ (ত্রি) দূরে যাতি যা-ণিনি। দূরগামী, যে দূরে গিয়াছে।

দূরবর্ত্তিন্ (ত্রি) দূরে বর্ত্ততে দূর-বৃত-ণিনি। দূরস্থিত, যাহা দূরে আছে।

দূরবস্ত্রক (ত্রি) দূরে বস্ত্রং যস্ত। বস্ত্রহীন, উলঙ্গ।

দূরবাসিন্ (ত্রি) দূরে বসতি বস-ণিনি। দূরদেশবাসী, যে দূর দেশে বাস করে।

দূরবীক্ষণ (ক্লী) দূরং বীক্ষ্যতে হনেন দূর-বি-ঈক্ষ-ল্যুট্। (Telescope) চক্ষুর অগোচর দূরস্থিত বস্তুদর্শনার্থ নলাকার যন্ত্র। যে যন্ত্র দ্বারা বহুদূরের পদার্থ দেখা যায়, তাহাকে দূরবীক্ষণ কহে।

যে সকল যন্ত্র দ্বারা জীবসমূহের অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র একটী। হলণ্ডরাজ্যের হিডেলবর্গ দেশের একজন চসমা-ব্যবসায়ীর পুত্র দুইখানি কাচ লইয়া এদিক্ ওদিক্ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল, ঐ দুইখানি কাচ, একবার এদিকে একবার ওদিকে এইরূপে দেখিতে দেখিতে ঐ কাচ দ্বারা সম্মুখস্থ এক গির্জ্জার চূড়াস্থিত কুক্কুটকে অপেক্ষাকৃত বড় ও তাহার উপরিভাগ নিম্নে ও নিম্নভাগ উপরে দেখিতে পাইল। এইরূপ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহার পিতাকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিল। তাহার পিতাও সেই দুই কাচ দ্বারা তদ্রূপ অবলোকন করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। তিনি অনেক চিন্তা করিয়া সেই দুইখানি কাচ এক কাষ্ঠফলকে এরূপ কৌশলে স্থাপিত করিলেন, যে ইচ্ছাক্রমে তাহা নিকটস্থ ও দূরস্থ করিতে পারেন, এই প্রকারে দূরস্থিত বস্তু নিকটস্থিত বস্তুর ন্যায় দৃষ্ট করিবার যন্ত্র অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্ট হইল। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ডি পরিপ্রেক্ষিত কাচের (perspective glasses) বিষয় বর্ণনা করেন। তৎপরে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা হয়। য়ুরোপীয়গণ সকলেই স্বীকার করেন, হলণ্ড হইতেই দূরবীক্ষণের আবিষ্কার হইয়াছে। জচারিয়াস্ জান্‌সেন, হান্‌স্ লিপার্সে, জেম্‌স্ বা যাকুব মেতিয়াস্ প্রভৃতি কএক ব্যক্তি দূরবীক্ষণের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া খ্যাত। তৎপরে ভুবনবিখ্যাত গ্যালিলিও ইহার বিষয় অবগত হইয়া দূরবীক্ষণযন্ত্র সৃষ্টি করিতে যত্নশীল হইলেন। তিনি ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে এক কাষ্ঠময় নলের দুই দিকে দূরদৃষ্টিসাধক কাচ বসাইয়া প্রকৃষ্ট এক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন এবং তদ্দ্বারা আকাশমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্ক সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি এই যন্ত্রের সহায়তায় বৃহস্পতি গ্রহের চতুর্দ্দিকে চারিটী চন্দ্র ভ্রমণ করিতেছে, সূর্য্য আপন মেরুদণ্ডে ঘুরিতেছেন ও তন্মধ্যে নানাবিধ দাগ আছে, চন্দ্র মধ্যে পর্ব্বত ও উপত্যকা আছে এবং সামান্য চক্ষুর অগোচর অনেক জ্যোতিষ্ক আকাশমণ্ডলে বিরাজমান আছে, এই সকল বিষয় আবিষ্কার করিলেন। ১৬১০ খৃঃ অব্দে প্রকৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হইল। তদবধি ক্রমে ক্রমে ঐ যন্ত্রের উন্নতি হইয়া আকাশমণ্ডলস্থিত অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ সকল আবিষ্কৃত হইতেছে।

জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত হর্শেল সাহেব কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দৃষ্ট বস্তু তাহার স্বাভাবিক অবয়ব অপেক্ষা ৬০০ গুণ বড় দেখায়। মহাতেজঃপুঞ্জ শনিগ্রহকে ঐ যন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট রূপে দেখা যায়; বোধ হয় যেন আমরা ঐ গ্রহাভিমুখে ৪০০০০০০০০ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া তাহাকে স্পষ্ট দেখিতেছি।

১ ঘণ্টায় যদি আমরা ২৫ ক্রোশ ঐ গ্রহাভিমুখে গমন করিতে পারি, তাহা হইলে ঐ ৪০০০০০০০০ ক্রোশ উত্তীর্ণ হইতে আমাদের ১৮০ বৎসর সময় লাগে। কিন্তু এই যন্ত্রের সহায়তায় আমরা এই দূরস্থিত হইলেও সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই। ইহার সহায়তায় আমরা বহুদূরস্থ অগম্য অচল জ্যোতিষ্ক ও তাহাদের অবস্থিতি স্থান স্পষ্টরূপে দেখিয়া থাকি। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র এবং ধূমকেতু লোকের স্বপ্নের অগোচর ছিল, এখন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ এই যন্ত্র সাহায্যে তাহার আবিষ্কার করিয়াছেন; দিন দিন এই যন্ত্রের উন্নতি সাধিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রভৃতি অনেক প্রকার দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে।

৪০ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত কাচদ্বারা বস্তুখণ্ড (object-glass) নির্ম্মাণ করিয়া একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণার্থ অনেক দিন হইতে কএকজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, ইহার বস্তুখণ্ডের একাংশ পারিনগর হইতে নির্ম্মিত হইয়া আসিয়াছে। একখণ্ড কাচ দ্বারা যদি বস্তুখণ্ডের কাজ চলিত, তাহা হইলে এ প্রকার একটী দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ সহজ সাধ্য বিষয় হইয়া পড়িত। কিন্তু বস্তুখণ্ডের জন্য আরও একখানি ভিন্ন প্রকৃতির কাচ আবশ্যক এবং এই কাচ প্রস্তুত করা এত কঠিন ব্যাপার, যে তিন বৎসর ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে কার্য্যতৎপর ও সুনিপুণ শিল্পিগণ দ্বারা কার্য্য করাইলেও একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কাচ প্রস্তুত হইবে কিনা, এবিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। এই কাচখণ্ড এমন ভাবে গঠিত হইবে, যে ইহার বিভিন্নাংশের স্থূলতা পূর্ব্বপ্রস্তুত কাচের তত্তৎ অংশের স্থূলতার সহিত একটী নির্দ্দিষ্ট অনুপাত রাখিবে এবং আলোক রশ্মি সকল প্রথম কাচ খানির মধ্যে বিস্ফারিত (refracted) ও বিশ্লেষণ-জনিত রঞ্জিন হইয়া আসিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবেশ করিলে যাহাতে রশ্মি সকলের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অপনোদিত হইয়া দূরস্থ বস্তুর ছায়া এককালীন বর্ণচ্ছটা শূন্য হয় এবং যাহাতে কাচ দ্বারা কেবলমাত্র বিস্ফারণের কার্য্য সুসাধিত হয়, তাহা বস্তুখণ্ডের দ্বিতীয়াংশের প্রস্তুত সময়ে বিশেষ সাবধানের সহিত দেখা আবশ্যক। সুতরাং এইরূপ একখণ্ড কাচ ঘসিয়া মাজিয়া প্রস্তুত করিতে তিন বৎসরের অধিক সময় লাগিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। এই প্রকার ৪০ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত কাচখণ্ড নির্ম্মিত হইলে ইহা জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের অতুলনীয় আদরের সামগ্রী হইবে এবং এই কাচ দুইখানি অতিশয় মূল্যবান্ হইবে।

প্রস্তাবিত দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ শেষ না হইতেই ইহাদ্বারা কি কি কার্য্য সাধিত হইবে এবং আধুনিক বৃহত্তম দূরবীক্ষণ অপেক্ষা ইহার আকৃতি-বৃদ্ধিকারী ক্ষমতা কত অধিক হইবে, এখনই সেই সকল বিষয়ের গণনা হইতেছে।

লিক্ মানমন্দিরের দুই হাত ব্যাসযুক্ত দূরবীক্ষণ ও আরর্লণ্ডের ৪ হাত ব্যাসযুক্ত যন্ত্রই আজকাল পৃথিবীর ২টী সর্ব্ববৃহৎ যন্ত্র বলিয়া কথিত আছে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টীর (লর্ড রসের) যন্ত্রটীর ব্যাস পরিমাণ অপরটী অপেক্ষা দ্বিগুণ হইলেও একটী প্রতিফলক দূরবীক্ষণ (Reflecting telescope) বলিয়া লিকের যন্ত্রটীর অপেক্ষা ইহার পরিসর বৃদ্ধিকারী শক্তি অনেক কম। এইরূপ লিক্-মানমন্দিরের দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী ক্ষমতায় সর্ব্ব প্রধান বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ কল্পিত দূরবীক্ষণের ক্ষমতা এই যন্ত্রটীর সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, নূতন যন্ত্রের রশ্মিপুঞ্জীকরণশক্তি (Light-gathering power) লিকের যন্ত্র অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ অধিক হইবে। সুতরাং এই যন্ত্রটী দ্বারা অপরিজ্ঞাত তারকা ও নীহারিকা মণ্ডলের প্রকৃতি আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা এবং ওরিয়ন্ (orion) প্রভৃতি জ্যোতিষ্করাশির রহস্য কতকটা উদ্ভেদ করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আলোক রশ্মিপ্রেরণে বায়ুস্তরের বাধা ও আকাশের অপরিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি ধরিয়া হিসাব করিয়া এই নূতন যন্ত্রটীর আকৃতি বৃদ্ধিকারী ক্ষমতা শেষে কি দাঁড়াইবে, ইহা লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে এবং ইহাদ্বারা নগ্ন চক্ষু দৃষ্ট পদার্থ যে একলক্ষ গুণ বৃহদায়তন দেখাইবে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই যন্ত্র দ্বারা শুক্র ও মঙ্গলাদি গ্রহের উপরিস্থ নানাবিষয়ের আবিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহা গ্রহবাসী জীবগণের অস্তিত্ব সপ্রমাণ বা তাহাদের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করাইবার উপযোগী হইবে না। কএকজন পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখাইছেন;—এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল পরীক্ষা করিলে ইহা ১২০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পদার্থের ন্যায় বৃহৎ দেখাইবে এবং চন্দ্রমণ্ডলের সকল বিষয় প্রত্যক্ষগোচর হইবে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত কতই নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা সম্ভবপর নহে। ০ কালে হয়ত এইরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মিত হইতে পারে, যাহাদ্বারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সকল বিবরণ প্রত্যক্ষগোচর হইবে।

ন (দেশজ) দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

দূরবেধিন্ (পুং) দূরাৎ বেধো হস্ত্যস্ত ইনি। ১ দূর হইতে লক্ষ ভেদক। ২ দূর নিক্ষেপ্য অস্ত্র, দূরাপাতী, দূরস্থ বস্তুকে যাহা বিদ্ধ করে, সায়কাদি।

দূরসংস্থ (ত্রি) দূরে সংস্থা স্থিতির্যস্য। দূরস্থ, দূরবর্ত্তী, দূরস্থিত।

দূরসংস্থান (ক্লী) দূরে সংস্থানং। ১ দূরস্থতা। ২ দূরে স্থিতি, দূরস্থানে বাস।

দূরস্থ (ত্রি) দূরে তিষ্ঠতি দূর-স্থা-ক। দূরস্থিত, যে দূরে থাকে, দূরবর্ত্তী।

দূরাপাত (ত্রি) দূরমাপততি দূর আ-পত-ণ। দূরপাতী অস্ত্র, যে অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করা যায়।

দূরাপাতিন্ (ত্রি) দূরং আপততি আ-পত-ণিনি। দূর-নিক্ষেপ্য অস্ত্র।

দূরাপ্লাব (ত্রি) দূরে আপ্লাবো যস্য। দূরে লম্ফপ্রদানকারী, যে দূরে লম্ফ প্রদান করে।

দূরাবস্থিত (ত্রি) দূরে অবস্থিত, দূরস্থিত, দূরবর্ত্তী।

দূরীকরণ (ক্লী) বহিষ্কৃত করণ, তাড়াইয়া দেওন।

দূরীকৃত (ত্রি) তাড়িত, যাহাকে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দূরীভূত (ত্রি) তাড়িত, বহিষ্কৃত, যে দূর হইয়া গিয়াছে, যে অবমাননা সহকারে বহিষ্কৃত হইয়াছে।

দূরূঢ়া (স্ত্রী) দুর্ রুহ-ক্ত রেফে পরে পূর্ব্বাণো দীর্ঘঃ। ক্ষুদ্র-রোগ ভেদ।

দূরেঅমিত্র (পুং) দূরে অমিত্র শত্রুর্যস্য বেদে সপ্তম্যাঃ অলুক্। একোনপঞ্চাশৎ মরুৎমধ্যে মরুৎ ভেদ।

দূরেত্য (ত্রি) দূরে ভবঃ এত্য। দূরভব, দূরগামী, দূরস্থ।

দূরেপাক (ত্রি) দূরে পচতি পচ-ণ স্রুক্‌াদিত্বাৎ কুত্বং, সপ্তম্যাঃ অলুক্। দূরে পাচক। স্ত্রিয়াং টাপ্। স্রুক্‌াদিগণে এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু লিঙ্গবিশিষ্ট পরিভাষার নিত্যতা নাই, এইজন্য এইস্থলে কুত্ব হইল।

দূরেপাকু (ত্রি) পচ-উণ্ স্রুক্‌াদিত্বাৎ কুত্বং সপ্তম্যাঃ অলুক্। দূরে পাচক।

দূরেরিতেক্ষণ (ত্রি) দূরে ঈরিতং ঈক্ষণং যেন। দূর পর্য্যন্ত প্রেরিত দর্শন, কেকর, টেরা, বক্রাক্ষি।

দূরোহ (পুং) দুঃখেন রুহ্যতে হসৌ দুর্-রুহ কর্ম্মণি খল্ রেফে পরে পূর্ব্বাণো দীর্ঘঃ। ১ দুঃখ দ্বারা রোহণীয়, রোহণ করিতে অশক্য, আদিত্য লোক। "অসৌ বৈ দূরোহো যো হসৌ তপতীতি।" (ঐত° ব্রা° ৪।২০) (ত্রি) ২ দুরারোহমাত্র।

দূরোহণ (ত্রি) দুষ্করং আরোহণং যস্য। ১ আদিত্য। (ক্লী) ২ ছন্দোভেদ। "অসৌ বা আদিত্যো দূরোহণং ছন্দঃ।" (শ্রুতি) "দূরোহণং ছন্দঃ।" (শুক্লযজুঃ ১০।৫)

(ত্রি) ৩ দুরারোহণীয়। ৪ অতি দুঃখে আরোহণ। ৫ দুঃসাধ্যরোহণ। ৬ তচ্ছন্দস্ক মন্ত্র স্বাধ্যায় ভেদ। "পুনস্ত্রি-পদ্যাঽর্দ্ধর্চশঃ পচ্ছ এব সপ্তমং।" (আশ্ব° শ্রৌ° ৮।২।১৪)

'পুনস্ত্রিপদ্ভেত্যেবমাদিনোক্তং পঞ্চমং অর্দ্ধর্চশঃ ষষ্ঠং পুনঃ পচ্ছঃ সপ্তমং, এতদ দূরোহণং ভবতি। সপ্তমবাননিয়মেন ঋক্ সপ্তকৃত্বোহভ্যস্তা দূরোহণমিতি জ্ঞাপনার্থং।' (নারায়ণ) "এতদ্ দূরোহণং।" (আশ্ব° শ্রৌ° ৮।২।১৫) 'দূরোহণমিতি প্রকৃতেঃ পুনর্দূরোহণবচনং দ্বিবিধং। দূরোহণমস্তীতি প্রদর্শনার্থং তেন স্বর্গকামস্য চতুরভ্যস্তেন দূরোহণং ভবতি।' (নারায়ণ)

দূর্য্য (ক্লী) দূরে উৎসার্য্যং দূর-যৎ। ১ পুরীষ, বিষ্ঠা, প্রাতঃ-কালে উত্থিত হইয়া নৈর্ঋত কোণে দাঁড়াইয়া বাণ ত্যাগ করিলে যত দূর যায়—সেই স্থান ত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়, এইজন্য পুরীষের নাম দূর্য্য।

"ততঃ কল্যং সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর।
নৈর্ঋত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ॥" (বিষ্ণুপু°)

(পুং) নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২২।২৯)

(স্ত্রী) দূর্ব্বতি রোগান্ অনিষ্টং বা দূর্ব্ব হিংসায়াং অচ্ রেফে পরে পূর্ব্বাণো দীর্ঘঃ। (Panicum dactylon) স্বনামখ্যাত তৃণভেদ। পর্য্যায়—শতপর্ব্বিকা, সহস্রবীর্য্যা, ভার্গবী, রুহা, অনন্তা, তিক্তপর্ব্বা, দূর্ম্মরা, বহুবীর্য্যা, হরিতা, হরিতালী, কচ্ছরুহা। শ্বেতদূর্ব্বার পর্য্যায়—শতবীর্য্য, গণ্ডালী, শকুলাক্ষক, গোলোমী, শতপর্ব্বা, সিতদূর্ব্বা, সিতা, নন্দা, মহাবরা। (শব্দর°) ভাবপ্রকাশের মতে দূর্ব্বা ও গণ্ডদূর্ব্বা তিন প্রকার—নীলদূর্ব্বা, শ্বেতদূর্ব্বা ও গণ্ডদূর্ব্বা। রুহা, অনন্তা, ভার্গবী, শতপর্ব্বিকা, শষ্প, সহস্রবীর্য্য ও শতবল্লী এই কএকটী নীলদূর্ব্বার পর্য্যায়। ইহার গুণ—শীতবীর্য্য, তিক্ত, মধুর, কষায়, রস এবং কফপিত্ত, রক্তদোষ, বীসর্প, তৃষ্ণা, দাহ ও চর্ম্মরোগনাশক।

গোলোকী ও শতবীর্য্যা শ্বেতদূর্ব্বার নামান্তর, ইহার গুণ—কষায়, তিক্ত, মধুর রস, ব্রণনাশক, ওজোধাতুবর্দ্ধক, শীত-বীর্য্য, বীসর্প, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, পিত্ত, কফ ও দাহনাশক।

গণ্ডালী, মৎস্যাক্ষী ও শকুলাক্ষক ইহা গণ্ডদূর্ব্বার নামান্তর; গুণ—শীতবীর্য্য লোহদ্রাবক, ধারক, লঘু, তিক্ত, কষায়, মধুর রস, বায়ুবর্দ্ধক, কটু, বিপাক এবং দাহ, তৃষ্ণা, কফ, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, ও জ্বরনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

দূর্ব্বার উৎপত্তি বিবরণ—ভবিষ্যোত্তরে এইরূপ লিখিত আছে—

পুরাকালে যখন দেবাসুর কর্ত্তৃক ক্ষীরোদ সমুদ্র মথিত হয়, সেই সময় বিষ্ণু মন্দর পর্ব্বত বাহু ও জঙ্ঘা দ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন। মথন জন্য এই পর্ব্বত অতিশয় বেগে ঘুরিতে লাগিল, তাহাতে বিষ্ণুর রোম সকল ঘর্ষিত হইয়া উৎপাটিত

হইয়াছিল; সেই সকল রোম উর্ম্মিদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া তটান্তরে লাগিয়াছিল, তাহাতে হরিৎবর্ণ সুন্দর দূর্ব্বা উৎপন্ন হয়। এইরূপে বিষ্ণুর শরীর হইতে দূর্ব্বা উৎপন্ন হইয়াছিল। এই দূর্ব্বার উপরি মথিত অমৃত বিন্যস্ত হইল; ঐ অমৃতকুম্ভের গাত্রের বারিবিন্দু ইহাতে পতিত হয়; সেই জন্য এই দূর্ব্বা অজর ও অমর হইয়াছে এবং ইহা অতি পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দূর্ব্বা পাপ সকল বিনষ্ট করে, এই জন্য ইহার নাম দূর্ব্বা।

"দূর্ব্বা হরতি পাপানি ধাত্রী হরতি পাতকং।
হরীতকী হরেদ্রোগং তুলসী হরতে ত্রয়ং॥" (বিষ্ণুধ°)

দূর্ব্বা পূজার একটী প্রধান উপকরণ। কেবল দূর্ব্বা দ্বারা দেবপূজা হইয়া থাকে। দূর্ব্বা অতিশয় পবিত্র। কিন্তু দুর্গাদেবীকে দূর্ব্বা দ্বারা পূজা করিতে নাই।

"অক্ষতৈর্নার্চ্চয়েৎ বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কং।
ন দূর্ব্বয়া যজেৎ দুর্গাং নৌম্যন্তেন দিবাকরং॥" (আহ্নিকত°)

অক্ষত দ্বারা বিষ্ণু, তুলসী দ্বারা বিনায়ক এবং দূর্ব্বা দ্বারা দুর্গাকে পূজা করিবে না। "ন দূর্ব্বয়া যজেৎ দুর্গাং এই বচনানুসারে দুর্গাকে দূর্ব্বা দ্বারা পূজা করা যাইবে না, কিন্তু দুর্গাপূজায় অর্ঘে দূর্ব্বা দেওয়া যাইতে পারে, কারণ অর্ঘে দূর্ব্বা দান বিশেষ বিধি আছে, এই জন্য অর্ঘ্য কার্য্যে দূর্ব্বাদান দোষাবহ নহে।

দূর্ব্বাক্ষী (স্ত্রী) বসুদেবের ভ্রাতা বৃকের পত্নী।

"তক্ষপুষ্করমালাদীন্ দূর্ব্বাক্ষ্যাং বৃক আদধে।" (ভাগ° ৯।২৪।২২)

দূর্ব্বাগ্রাম, পঞ্চকূটের অন্তর্গত এক প্রাচীন গ্রাম। চন্দনকারির ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। (দেশাবলীবিবৃতি)

দূর্ব্বাদ্যঘৃত, বৈদ্যকোক্ত রক্তপিত্তাধিকারের ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—দাউদখানি চাউল ৪ সের, ১৬ সের জলে মাড়িয়া ছাঁকিয়া তাহার ১৬ সের জল লইবে, তাহাতে ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, ছাগঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ দূর্ব্বামূল, সুঁদিরকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেণারমূল, মুতা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা দিবে। রক্ত বমন হইলে এই ঘৃত পান, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার নস্য, কর্ণ ও চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে চক্ষুতে পূরণ ও গুহ্যদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে ইহার পিচকারী এবং রোমকূপ হইতে রক্তক্ষরণ হইলে গায়ে মালিস করিবে।

দূর্ব্বাষ্টমী (স্ত্রী) দূর্ব্বা তদ্রূপাগৌরী তৎপ্রিয়া অষ্টমী। ভাদ্র শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়, ইহাকে দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত কহে।

"শ্রাবণীদৌর্গনবমী দূর্ব্বা চৈব হুতাশনী।
পূর্ব্ববিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা শিবরাত্রি র্বলে দিনং॥"

(কালমাধবীয় ধৃতবাক্য)

"ব্রহ্মন্ ভাদ্রপদে মাসি শুক্লাষ্টম্যামুপোষিতঃ।
দূর্ব্বাং গৌরীং গণেশঞ্চ ফলাকারং শিবং যজেৎ॥
ফলব্রীহ্যাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ শম্ভুং নমঃ শিবায় চ।
অনগ্নিপকমশ্নীয়াৎ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥" (গরুড়পু°)

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপবাস করিয়া দূর্ব্বা, গৌরী, গণেশ ও মহাদেবকে ফল প্রভৃতি যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিবে এবং এই অনগ্নিপক দ্রব্য ভক্ষণ করিতে হইবে। এইরূপে ব্রতানুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি হয়। এই ব্রত অষ্টবর্ষ সাধ্য। যে বৎসরে আরম্ভ করা যায়, সেই বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া যে বৎসর পূর্ণ হইবে সেই বৎসরে এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, যে বৎসর এই ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে, সেই বৎসর যদি অকাল হয় তাহা হইলে ব্রত গ্রহণ করা যায় না এবং যদি প্রতিষ্ঠা বৎসরে কোন রূপ প্রতিবন্ধকে প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তাহা হইলে অকালে প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না। যে বৎসর কালাশুদ্ধি থাকিবে; সেই বৎসরে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ব্রতপ্রয়োগবিধি—ব্রতারম্ভের পূর্ব্বদিনে সংযম করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে স্নানাদি ও আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে; পরে সূর্য্যার্ঘ দিয়া সঙ্কল্প করিতে হইবে।

সঙ্কল্প—বিষ্ণুর্নমোঽদ্য ভাদ্রে মাসি শুক্লে পক্ষে অষ্টম্যাস্তিথাবারভ্য অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী মর্ত্ত্যলোকাধিকরণক-সুখসৌভাগ্যাবিচ্ছিন্ন পুত্রপৌত্রাদিলাভপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকামা ভবিষ্যপুরাণোক্তাষ্টাবর্ষনিষ্পাদিত দূর্ব্বাষ্টমীব্রতমহং করিষ্যে।

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সংকল্প সূক্ত পড়িবে; পরে যথাবিধি আসন শুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদি দেবতা প্রভৃতিকে পূজা করিবে। পরে কৃষ্ণের ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান—

"নীলোৎপলদলশ্যামং চতুর্ব্বাহুং কিরীটিনং।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনং॥
শ্রীবৎসলক্ষণোপেতং শ্রিয়া বাম্যা সমন্বিতং।"

এইরূপে ধ্যান ও মানসোপচারে পূজা করিয়া "ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে।

তাহার পর আবরণ দেবতা পূজা করিতে হইবে। শচী, দুর্গা, গৌরী, শ্রী, সরস্বতী, গঙ্গা, দিতি, অদিতি, সুষেণা, অরুন্ধতী, মন্দোদরী, সুভদ্রা, শাণ্ডিলী, জয়া, বিজয়া, রমা, দীক্ষা, রেবতী, দময়ন্তী, শীলা, সুকেশা, রম্ভা, বাসুদেব, দেবকী, বিষ্ণু, মহাদেব এই সকল আবরণ দেবতা পূজা করিয়া দূর্ব্বার ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান—

ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামাং সর্ব্বদেবশিরোধৃতাং।
বিষ্ণুদেহোদ্ভবাং পুণ্যামমৃতৈরভিষিঞ্চিতাং॥

সর্ব্বদেবাজরাং দূর্ব্বামমরাং বিষ্ণুরূপিণীং।
দিব্যসন্তানসংদাত্রীং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাং ॥"

পরে যথোপচারে দূর্ব্বা পূজা করিয়া প্রণাম করিতে হইবে। প্রণাম মন্ত্র—

"ত্বং দূর্ব্বেঽমৃতনামাসি পূজিতাসি সুরাসুরৈঃ।
সৌভাগ্যসন্ততিং দত্বা সর্ব্বকার্য্যকরীভবঃ॥
যথাশাখাপ্রশাখাভি র্বিস্তৃতানি মহীতলে।
তথা মমাপি সন্তানং দেহিত্বমজরামরং॥"

এইরূপে প্রণাম ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হইবে, তাহার পর বামহস্তে ডোর ধারণ করিয়া ব্রতের কথা শুনিতে হইবে। ব্রতকথা—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রতমেকং সমাচক্ষ বিচার্য্য মধুসূদন।
যেন সন্ততি বিচ্ছেদো জায়তে ন কদাচন॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

মাসি ভাদ্রপদে হ্যষ্টম্যাং শুক্লপক্ষে যুধিষ্ঠির।
দূর্ব্বাষ্টমীব্রতং নাম যা করোতি পতিব্রতা॥
ন তস্যাঃ ক্ষয়মাপ্নোতি সন্তানং সাপ্তপৌরুষং।
নন্দতে বর্দ্ধতে নিত্যং যথা দূর্ব্বা তথা কুলং॥

[illegible]র উবাচ

কথমেষা সমুৎপন্না কস্মাদ্দূর্ব্বা চিরায়ুষী।
কস্মাৎ বন্দ্যা পবিত্রা চ লোকে ধন্যা মহীতলে॥
কেন বা তৎব্রতং দেব চরিতং কেন হেতুনা।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ক্ষীরোদসাগরে পূর্ব্বং মথ্যমানেঽমৃতার্থিনা।
বিষ্ণুনা বাহুজঙ্ঘাভ্যাং বিধৃতো মন্দরো গিরিঃ॥
ভ্রমতা তেন বেগেন লোমান্যাঘর্ষিতানি বৈ।
উর্ম্মিভিস্তানি রোমাণি চোৎক্ষিপ্তানি তটান্তরে॥
অজায়ত শুভা দূর্ব্বা রম্যা হরিতশাদ্বলা।
এবমেষা সমুৎপন্না দূর্ব্বা বিষ্ণুতনূদ্ভবা।
তস্যা উপরি বিন্যস্তং মথিতামৃতমুত্তমং॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ।
তত্র যে হ্যমৃতকুম্ভস্য নিপেতুর্বারিবিন্দবঃ॥
তৈরিয়ং স্পর্শমাসাদ্য দূর্ব্বা চৈবাজরামরা।
বন্দ্যা পবিত্রা দেবৈস্তু সর্ব্বদাভ্যর্চ্চিতা তথা॥
পূজয়েত্তাং প্রযত্নেন দ্রব্যৈর্নানাবিধৈরপি।
অষ্টম্যাং ফলপুষ্পৈস্তু গুবাকৈর্নারিকেলকৈঃ।
দ্রাক্ষা হরীতকীভিশ্চ মোচকৈর্জাম্বকৈস্তথা॥
নাগরঙ্গৈশ্চ জম্বীরৈ র্বীজপূরৈশ্চ শোভনৈঃ।
দধ্যক্ষতৈঃ পয়োভিশ্চ ধূপনৈবেদ্যদীপকৈঃ॥
মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র শৃণুষ কথিতং ময়া।
ত্বং দূর্ব্বেঽমৃতনামাসি বন্দিতাসি সুরাসুরৈঃ॥
সৌভাগ্যং সন্ততিং দত্বা সর্ব্বকার্য্যকরী ভব।
যথা শাখাপ্রশাখাভির্ব্বিস্তৃতাসি মহীতলে॥
তথা মমাপি সন্তানং দেহি ত্বমজরামরং।
এবমেব পুরা পার্থ পূজিতা ত্রিদশোত্তমৈঃ॥
তেষাং পত্নীভিরনিশং ভগিনীভিস্তথৈব চ।
পূজিতা চ তথা গৌর্য্যা দেব্যা রত্যা শ্রিয়া তথা॥
সরস্বত্যা গঙ্গয়া চ দিত্যাদিত্যা সুশীলয়া।
বিন্দুমত্যা বেশবত্যা ইন্দুমত্যা সুশীলয়া॥
মন্দোদর্যা চণ্ডিকয়া মায়য়া দীক্ষয়া তথা।
মর্ত্ত্যলোকে চ রেবত্যা দময়ন্ত্যা সুশীলয়া॥
সুকেশয়া ঘৃতাচ্যা চ রম্ভয়া মিশ্রকেশয়া।
সুকেশয়া ঘৃতাচ্যা চ রম্ভয়া মিশ্রকেশয়া।
মঞ্জনস্থা মেনকয়া তথৈব মানিকাদিভিঃ।
স্ত্রীভিরভ্যর্চ্চিতা দূর্ব্বা সৌভাগ্যসুখদায়িনী॥
স্নাতাভিঃ শুচিবস্ত্রাভির্দূর্ব্বা সংপূজিতা জনৈঃ।
দত্বা পিষ্টানি বিপ্রেভ্যঃ ফলানি বিবিধানি চ॥
তিলপিষ্টানি গোধূমধান্যপিষ্টানি পায়সং।
ভোজয়িত্বা সুহৃন্মিত্রং সম্বন্ধিস্বজনং তথা॥
ততো ভুঞ্জীত তচ্ছেষং স্বয়ং ভক্ত্যা সমাহিতা।
নারীচৈব প্রকুর্ব্বীত চাষ্টমীব্রতমুত্তমং॥
সর্ব্বতঃ সুখসৌভাগ্যপুত্রপৌত্রাদিভির্যুতা।
মর্ত্ত্যলোকে চিরং স্থিত্বা চতুর্ব্বর্গং গতা শুণঃ॥
বসতে রময়া সার্দ্ধং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
মেঘাবৃতে হ্যম্বরতলে বিশদে চ পক্ষে
যাশ্চাষ্টমীব্রতমদো নত্তসীহ কুর্য্যুঃ।
দূর্ব্বাং তদক্ষততিলৈঃ প্রতিপূজয়েযু-
স্তাঃ প্রাপ্নুয়ুঃ সকলসিদ্ধসমৃদ্ধিমৃদ্ধিং॥"

ইতি ভবিষ্যোত্তরে দূর্ব্বাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা।

যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন্ ব্রতানুষ্ঠান করিলে স্ত্রীদিগের সন্ততি বিচ্ছেদ হয় না, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত করিলে সন্ততি বিচ্ছেদ হয় না। দূর্ব্বা যেরূপ মহীতলে অজর অমর হইয়া বিস্তৃত লাভ করিয়াছে, যে নারী এই সকল ব্রতানুষ্ঠান করে, তাহাদের সন্ততিও ঐরূপ বৃদ্ধিলাভ করে; কদাচ ক্ষয় হয় না। এই ব্রত নারীদিগকে

সকল সৌভাগ্য দান করিয়া থাকে। ভবিষ্যোত্তরপুরাণের মতে—এই ব্রত প্রত্যেক নারীর অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

দূর্ব্বাসোম (পুং) সুশ্রুতোক্ত রসায়নাঙ্গ সোমলতাভেদ।

"অংশুমান্ মুঞ্জবাংশ্চৈব চন্দ্রমা রজতপ্রভঃ।
দূর্ব্বাসোমঃ কনীয়াংশ্চ শ্বেতাক্ষঃ কনকপ্রভঃ॥" (সুশ্রুত)

[সোম দেখ।]

দূর্ব্বেষ্টকা (স্ত্রী) যজ্ঞাঙ্গ চিতিরূপ ইষ্টকাভেদ।

"তমগ্নিরব্রবীৎ। উপাহমায়ানীতি কেনেতি পশুভিরিতি তথেতি পশ্বিষ্ট কয়াহ তদুবাচৈষা বাব পশ্বিষ্টকা যদ্দূর্ব্বেষ্টকা তস্মাৎ।" (শত° ব্রা° ৭।২।৩।২)

দূলাশ (ত্রি) দূড়াশ ডস্য বা লঃ। দুঃখ দ্বারা হিংস্য, অতিশয় দুঃখে হিংসনীয়।

দূলিকা (স্ত্রী) দূলী-স্বার্থে কন্-টাপ্, পূর্ব্ব হ্রস্বশ্চ। দূলী, নীলী।

দূলী (স্ত্রী) দূরং দূরত্বং অস্যা অস্তি দূর-অচ্ রস্য লঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ। এই বৃক্ষ বপন প্রভৃতি করিতে নাই, ইহা বিক্রয়াদি করিলে পাতিত্য জন্মে, যাহারা মোহপ্রযুক্ত বপন ও বিক্রয়াদি করে, তাহারা তিন কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ করিয়া বিশুদ্ধ হইবে। ইহার বিক্রয়াদিতে পাতিত্য জন্মে, এই হেতু ইহা দূর করিয়া দিবে, এই জন্য ইহার নাম দূলী হইয়াছে।

"শৃণুম্বেহ মহাবাহো নীলীরক্তস্য ধারণাৎ।
বাসসোগণশার্দ্দূল গদতো মম কৃৎস্নশঃ॥
পালনাৎ বিক্রয়াচ্চৈব তদ্বৃত্তেরূপজীবনাৎ।
পতিতস্ত ভবেৎ বিপ্রস্ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈ র্বিশুধ্যতি॥" (ভবিষ্যপু°)

দূবকুণ্ড গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান গোয়ালিয়র সহর হইতে ৭৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং সিপ্রি হইতে ৪৪ মাইল পশ্চিমোত্তর কোণে কুনু ও চম্বল নদীর অধিত্যকার উপর নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এই স্থান অবস্থিত। এখানে অতি প্রাচীন জৈন দেবালয় আছে। প্রায় ৯ শত বর্ষ পূর্ব্বে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হয়। জৈন শ্রেষ্ঠী ও শ্রাবকগণের উৎকীর্ণ কএকখানি খোদিত লিপিযুক্ত শিলাফলক আছে। তৎপাঠে জানা যায়, এক সময় এখানে দিগম্বর জৈনদিগের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এখনও অনেক ভগ্নদিগম্বর জিনমূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। প্রবাদ এইরূপ অমরকণ্ড নামে এক মহারাষ্ট্র সর্দ্দার এখানকার জৈন দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লুঠপাট করিয়া চলিয়া যায়।

দূশ্য (ক্লী) দূষতে ইতি ভাবে ক্বিপ্ দূঃ খেদস্তাং শ্যায়তে শ্যৈ-ক। বস্ত্রনির্ম্মিত গৃহ, তাঁবু। (সারসুন্দরী)

দূষক (ত্রি) দূষয়তি দুষ্-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ দোষোৎপাদক, দোষজনক। পর্য্যায়—পাংসন, যে দোষ জন্মায়, যে দোষযুক্ত করিয়া দেয়।

"বেদবিক্রয়িণশ্চৈব বেদানাং চৈব দূষকাঃ।
বেদানাং নিন্দকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ॥" (ভারত অনু°)

২ খল।

দূষণ (ক্লী) দুষি ভাবে ল্যুট্। দোষ, দোষ দেওন, সদোষতা সম্পাদন।

"দূষ্যস্যা দূষণার্থং চ পরিত্যাগো মহীয়সঃ।
অর্থস্য নীতিতত্ত্বজ্ঞৈরর্থদূষণমুচ্যতে॥" (কামন্দক)

(ত্রি) দুষি কর্ত্তরি ল্যু। ২ দোষজনক।

"পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহো ঽটনং।
স্বপ্নশ্চান্যগৃহে বাসো নারীণাং দূষণানি চ॥" (মনু ৯।১৩)

পান, দুর্জ্জন সংসর্গ, পতিবিরহ, ভ্রমণ, অন্য গৃহে বাস ও নিদ্রা স্ত্রীদিগের দূষণীয়। (পুং) ৩ রাক্ষস ভেদ, রাবণের ভ্রাতা। পঞ্চবটী বনে খর ও দূষণ সুর্পনখার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল, লক্ষ্মণ সুর্পনখার নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদ করিলে রামচন্দ্রের সহিত ইহার ঘোরতর সংগ্রাম হয়, এই সংগ্রামে দূষণ রামের হস্তে নিহত হয়। (রামায়ণ আর°)

দূষণারি (পুং) দূষণস্য রাক্ষস ভেদস্য অরিঃ ৬তৎ। রামচন্দ্র, ইনি দূষণকে নিহত করেন।

দূষয়িতৃ (ত্রি) দুষ্-ণিচ্-তৃচ্। দোষোৎপাদক।

দূষয়িষ্ণু (ত্রি) দুষি শীলার্থে ইষ্ণুচ্। দূষণশীল।

দূষি (স্ত্রী) দূষয়তি দুষ্-ইন্। (সর্ব্বধাতুভ্যঃ ইন্। উণ্ ৪।১১৭) দূষিকা, নেত্রমল, চক্ষুর মলা, পিচটী।

দূষিকা (স্ত্রী) দূষি-স্বার্থে কন্ টাপ্ যদ্বা দূষি-ণ্বুল্ টাপ্ অত-ইত্বঞ্চ। ১ নেত্রমল। পর্য্যায়—দূষি, দূষী, পিঙ্কোড়ক, দূষীকা, পিপ্পেট, পিজ্জট। ২ তূলিকা। ৩ দূষণকর্ত্রী।

"শাল্মলীকণ্টকপ্রখ্যাঃ কফমারুতশোণিতৈঃ।
জায়ন্তে পিড়কা যূনাং বক্ত্রে যা মুখদূষিকা॥" (সুশ্রুত)

দূষিত (ত্রি) দুষ্-ক্ত। প্রাপ্তদোষ, যিনি দোষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ২ মৈথুনাপবাদযুক্ত। পর্য্যায়—অভিশস্ত, বাচ্য, ক্ষারিত, আক্ষারিত। (শব্দর°)

দূষিতা (স্ত্রী) দূষিত-টাপ্। দূষণপ্রাপ্তা কন্যা, পর্য্যায়—সখেদা, বর্ষকারিণী, প্রমাদিকা। (শব্দর°)

দূষী (স্ত্রী) দূষি 'কৃদিকারাদিতি' ঙীষ্। দূষিকা।

দূষীকা (স্ত্রী) দূষয়তি দুষি ঈকন্ ততষ্টাপ্ (কৃষি দূষিভ্যামীকন্। উণ্ ৪।১৬) দূষিকা।

দূষীবিষ (ক্লী) দূষয়তীতি দূষি বাহুলকাৎ ঙী, ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। সুশ্রুতোক্ত ধাতুদূষক বিষ ভেদ, এই বিষের বিষয়

সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে। স্থাবর, জঙ্গম অথবা কৃত্রিম এই তিন প্রকার বিষের মধ্যে যে কোন বিষ হউক শরীর হইতে নিঃসৃত হইলে বা জীর্ণ হইলে বা বিষঘ্ন ঔষধ কর্তৃক বিনষ্ট হইলে অথবা দাবাগ্নি বায়ু কিংবা সূর্য্যকিরণে শোষিত হইলেও যদি শরীরে তাহার কিছু অবশিষ্ট থাকে অথবা স্বভাবতঃ গুণহীন কোন প্রকার বিষ যদি শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে দূষীবিষ কহে। অল্পবীর্য্য প্রযুক্ত এই বিষে প্রাণ নাশ হয় না, কিন্তু কফের সহিত মিলিত হইয়া তাহা বহুকাল শরীরে অবস্থিতি করে। দূষীবিষ কর্তৃক পীড়িত হইলে পুরীষের বর্ণ ভিন্নপ্রকার হয়, মুখ দুর্গন্ধযুক্ত ও বিরস হয়, পিপাসা জন্মে, মূর্চ্ছা, বমন ও বাক্যের জড়তা হয় এবং দূষ্যোদরের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ বিষ আমাশয় গত হইলে কফ বাতজন্য রোগ এবং পক্বাশয় গত হইলে বায়ু পিত্তজন্য রোগ জন্মে। পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায় ইহাতে রোগীর মস্তকের সমস্ত চুল উঠিয়া যায়। রস প্রভৃতি ধাতুতে এই বিষ আশ্রয় করিলে যে ধাতুকে আশ্রয় করে, তাহারই বিকার জন্মে। শীতল বায়ু প্রবাহিত মেঘাচ্ছন্নদিনে ইহা কুপিত হয়, এবং এই সময় এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে,—নিদ্রা, দেহের ভার, জৃম্ভণ, হর্ষ, অর্থাৎ রোমাঞ্চ, অঙ্গমর্দ্দ অর্থাৎ গায়ের কামড়ানি, অঙ্গের অবসন্নতা, এই সকল উপদ্রব ঘটিলে অন্নে অরুচি, অজীর্ণ ও শরীরে মণ্ডলাকার চাকা চাকা দাগ জন্মে, ধাতু সকল ক্ষয় হয়, হস্ত ও পদ ফুলিয়া উঠে, জলোদরী ও বমন হয়, এবং অতীসার রোগ জন্মে, অথবা শরীরের বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা বা বিষমজ্বর অথবা পিপাসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। এই বিষ কর্তৃক উন্মাদ, আনাহ, শুক্রক্ষয়, বাক্যের জড়তা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি বহুবিধ বিকার জন্মে।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষীণ তেজ বিষ দেশ কাল ও ভক্ষ্যদ্রব্যের দোষে ও দিবানিদ্রা দ্বারা সর্ব্বদা দূষিত হইয়া সকল ধাতু দূষিত করে, এইজন্য দূষীবিষ বলা যায়। দূষীবিষ কর্তৃক পীড়িত রোগীর স্বেদ, ভেদ ও বমন দ্বারা সংশোধিত হইলে নিম্নলিখিত দূষীবিষনাশক অগদ পান করাইবে। পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, লোধ, কেউটামুথা, সুবর্চ্চিকা, ছোটএলাচ, বালা, কনকপলাস, গিরিমৃত্তিকা, এই অগদ মধু সহযোগে দূষীবিষ নাশ করে। ইহাকে বিষারি অগদ কহে। ইহা অন্যান্য রোগেও ব্যবহৃত হয়। জ্বর, দাহ, হিক্কা, শুক্রক্ষয়, শোক, অতিসার, মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ, জঠররোগ, উন্মাদ ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রবে রোগ ও তাহার উপদ্রব বিবেচনা করিয়া বিষনাশক ঔষধ দ্বারা প্রতীকার করিতে হইবে। দূষীবিষ রোগ আত্মবান্ হইলে শীঘ্র আরোগ্য হয়, কিন্তু এক বৎসরের অধিক কালের হইলে যাপ্য থাকে। ক্ষীণ ও অহিতাচারীর হইলে আরোগ্য হয় না। (সুশ্রুত কল্পস্থান ২ অঃ)

দূষীবিষারি (পুং) দূষীবিষস্য অরিঃ। দূষীবিষনাশক দ্রব্য।

দূষ্য (ত্রি) দূষ্-ণিচ্-যৎ। ১ দূষণীয়। ২ নিন্দ্য। ৩ রাজ্যোপঘাতক।

"রাজ্যোপঘাতং কুর্ব্বাণা যে পাপা রাজবল্লভাঃ।
একৈকশঃ সংহতা বা দূষ্যাংস্তান্ পরিচক্ষতে॥" (কামন্দকী)

যাহারা রাজ্যের পীড়া জন্মায় এবং পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যাহাদের মিত্র, তাহারা একত্র অথবা মিলিত হইলে তাহাদিগকে দূষ্য কহে। ৩ বস্ত্র। ৪ বস্ত্রগৃহ, তাঁবু। (ক্লী) ৫ পূয।

দূষ্যা (স্ত্রী) দূষ্যতে ইতি দূষ্-ণিচ্ যৎ-টাপ্। হস্তিকক্ষ রজ্জু, হস্তিবন্ধ রজ্জু। পর্য্যায়—কক্ষা, বরত্রা, চুবা। (অমর)

দূষ্যোদর (ক্লী) উদররোগ ভেদ, ইহার লক্ষণ—অসৎ স্ত্রীলোকের দ্বারা নখ, রোম, মূত্র, মল বা আর্ত্তবযুক্ত অন্নপান প্রদত্ত হইলে বা শত্রু কর্তৃক বিষ প্রদত্ত হইলে অথবা দূষিত জল বা দূষীবিষ সেবন করিলে রক্ত ও দোষ কুপিত হইয়া জঠরে সান্নিপাতিক লক্ষণবিশিষ্ট ঘোর উদরী রোগ জন্মে। শীতল বায়ু প্রবাহিত ও মেঘাবৃত দিনে এই রোগে দোষ সকল কুপিত হইয়া দাহ, রোগী মূর্চ্ছিত, পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ ও তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হয়। ইহাকে দূষ্যোদর কহে। (সুশ্রুত)

ভাবপ্রকাশে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—কোন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী বশীকরণাদি দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির মানসে যাহাকে অন্নপানীয়ের সহিত নখ, লোম, মূত্র-মার্জ্জারাদির বিষ্ঠা বা আর্ত্তবরক্ত ভক্ষণ করায়, অথবা শত্রুতে যাহাকে সংযোগজ বিষ ভক্ষণ করায়, কিংবা যে ব্যক্তি দূষিত জলপান বা দূষীবিষ ভক্ষণ করে, তাঁহার বাতাদি দোষ এবং রক্ত দূষিত হইয়া শীঘ্রই অতি ঘোরতর ত্রৈদোষিক উদররোগ উৎপাদন করে। শীতল বায়ুতে এবং দুর্দ্দিনে এই রোগ অতি প্রবল হয়। অতিশয় পিপাসা হইতে থাকে, রোগীর কৃশতা ও নিরন্তর মূর্চ্ছা হয়, এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ ও পিপাসায় কণ্ঠাদি শুষ্ক হইয়া থাকে। ইহাকে সান্নিপাতিক উদরও কহে। (ভাবপ্র°)

দৃংহণ (ক্লী) দৃংহ-ল্যুট্। দৃঢ়করণ।

দৃংহিত (ত্রি) দৃংহ-ক্ত। বর্দ্ধিত।

দৃক (ক্লী) দীর্য্যতে ইতি দৃ-বিদারে বাহুলকাৎ কক্। ছিদ্র।

দৃকাণ (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত রাশির তৃতীয় দশাংশরূপ অংশ, দ্রেক্কাণ। "ত্রিংশৎসত্তে বিংশতিরূচ্চতে সে হন্দেহক্ষিচন্দ্রাদশকং দৃকাণে।" (নীলকণ্ঠ তাজক)

দৃক্কর্ণ (পুং) দৃশৌ নেত্রাবেব কর্ণৌ যস্য। সর্প।

"দৃক্কর্ণো মশকঃ শিলা সরসিজং বাণো জলৌকাঃ শুকঃ
শুভাংশুর্গণকো কুলোত্তমবলী পান্থো নভশ্চাতকঃ।
বাদী চক্রচরো বকো মধুলিহো লালাটিকো লম্পটঃ
শ্রীমদ্ভোজ! ভবন্তু বিংশতিরমী ত্বদ্বৈরিণাং সেবকাঃ॥"

(উদ্ভট)

দৃক্কর্ম্মন্ (ক্লী) দৃগর্থং দৃষ্ট্যর্থং কর্ম্ম। গ্রহ সকলের দর্শন-যোগ্যতা-জ্ঞানার্থ কর্ম্মভেদ।

"নক্ষত্রগ্রহযোগেষু গ্রহাস্তোদয়সাধনে।
শৃঙ্গোন্নতৌ তু চন্দ্রস্য দৃক্কর্ম্মাদাবিদং স্মৃতং॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

দৃক্কাণ (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত রাশির দশাংশরূপ তৃতীয়াংশ, দ্রেক্কাণ। এক একটী রাশিতে তিনটী করিয়া দ্রেক্কাণ আছে। রাশির তিন অংশের এক অংশের নাম দ্রেক্কাণ। যে গ্রহ যে রাশির অধীশ্বর হন, তিনিই সেই রাশির প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি এবং সেই রাশি হইতে পঞ্চমরাশির অধীশ্বর যে গ্রহ তিনি দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের এবং তাহার নবমরাশির অধীশ্বর যে গ্রহ তিনি তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি হন। অর্থাৎ মেষের অধীশ্বর মঙ্গল, তিনি মেষের প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি; মেষের পঞ্চরাশি সিংহ, ঐ সিংহের অধীশ্বর রবিগ্রহ, তিনি মেষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি; মেষের নবম ধনু, ঐ ধনুর অধীশ্বর বৃহস্পতি, তিনি মেষের তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি হন। এইরূপ বৃষ প্রভৃতি সকল রাশি সম্বন্ধে জানিতে হইবে। মেষাদি লগ্ন পরিমাণকে তিনভাগ করিলে দ্রেক্কাণ জানা যাইবে। দৃষ্টান্ত—কলিকাতাদি প্রদেশে অয়নাংশ শোধিত মেষলগ্নের পরিমাণ ৪ দণ্ড, ৭ পল, ৭ বিপল উহাকে তিন ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগ ১ দণ্ড ২২ পল ২২ বিপল ২০ অনুপল হয়, অতএব মেষলগ্নের প্রথম ভাগে জন্মিলে তাহার মঙ্গলের দ্রেক্কাণে জন্ম বলা যায়। প্রথম ভাগের পর ২ দণ্ড ৪৪ পল ৪৪ বিপল ৩০ অনুপল মধ্যে জন্ম হইলে মেষ হইতে গণনায় পঞ্চম রাশি যে সিংহ, তাহার অধিপতি রবি, তিনি ঐ মেষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি হন, অতএব রবির দ্রেক্কাণে জন্ম হইল। ২ দণ্ড ৪৪ পল ৪৪ বিপল ৪০ অনুপল গতে জন্ম হইলে মেষ হইতে গণনায় নবমরাশি ধনু এবং ঐ ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি অতএব বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে জন্ম জানা যাইবে। অয়নাংশ-শোধিত লগ্ন সকলকে বিভাগ করিয়া সহজোপায়ে দ্রেক্কাণ জ্ঞাত হইবার জন্য একটী তালিকা প্রদত্ত হইল, ইহাতে লগ্নমান তিন ভাগ করিয়া কাহার কোন্ ভাগে জন্ম হইয়াছে, ইহা দেখিলেই সহজেই বুঝা যাইবে। তালিকা—

রাশির নাম	প্রথম দ্রেক্কাণ	দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ	তৃতীয় দ্রেক্কাণ
মেষ	মঙ্গল	রবি	বৃহস্পতি
বৃষ	শুক্র	বুধ	শনি
মিথুন	বুধ	শুক্র	শনি
কর্কট	চন্দ্র	মঙ্গল	বৃহস্পতি
সিংহ	রবি	বৃহস্পতি	মঙ্গল
কন্যা	বুধ	শনি	শুক্র
তুলা	শুক্র	শনি	বুধ
বৃশ্চিক	মঙ্গল	বৃহস্পতি	চন্দ্র
ধনু	বৃহস্পতি	মঙ্গল	রবি
মকর	শনি	শুক্র	বুধ
কুম্ভ	শনি	বুধ	শুক্র
মীন	বৃহস্পতি	চন্দ্র	মঙ্গল

শুভগ্রহের দ্রেক্কাণের নাম জল, এবং অশুভ গ্রহের দ্রেক্কাণের নাম দহন। ঐ জল দ্রেক্কাণে যে ব্যক্তি জন্মিবে, তাহার জল মধ্যে মৃত্যু এবং দহন দ্রেক্কাণে যাহার জন্ম হয়, তাহার অগ্নিতে মৃত্যু হয়। শুভগ্রহের দ্রেক্কাণে পাপগ্রহযুক্ত হইলে তাহার সলিল এবং মিশ্র সংজ্ঞা হয়।

সৌম্যরূপ দ্রেক্কাণ—মিথুনের এবং মীন লগ্নের প্রথম দ্রেক্কাণ, কর্কট ও ধনুলগ্নের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ এবং কন্যালগ্নের তৃতীয় দ্রেক্কাণ, ইহাদের নাম সৌম্যরূপ দ্রেক্কাণ। এই সকল দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে মানব সুখী হয়।

রত্নভাণ্ডান্বিত দ্রেক্কাণ—কর্কট লগ্নের প্রথম দ্রেক্কাণের নাম ফলপুষ্প যুত, এই দ্রেক্কাণে জন্মিলে ফল পুষ্পযুক্ত বাটীতে বাস হয়। ধনুর্লগ্নের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ এবং তুলা লগ্নের প্রথম দ্রেক্কাণের নাম রত্নভাণ্ডান্বিত। ইহাতে জন্মিলে রত্নভাণ্ড লাভ হয়।

রৌদ্রদ্রেক্কাণ—মেষলগ্নের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দ্রেক্কাণ, বৃশ্চিকের দ্বিতীয় ও তৃতীয়, মিথুন ও তুলার তৃতীয়, মীন লগ্নের দ্বিতীয় এবং সিংহ লগ্নের প্রথম ও দ্বিতীয় এই সকল দ্রেক্কাণের নাম রৌদ্র-দ্রেক্কাণ।

উদ্যতাস্ত্র দ্রেক্কাণ—মিথুন, মেষ, মকর, কুম্ভ, ইহাদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেক্কাণের এবং ধনুর প্রথম ও তৃতীয়, তুলার তৃতীয়, সিংহ এবং কন্যার দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ এই সকল দ্রেক্কাণের নাম উদ্যতাস্ত্র দ্রেক্কাণ; এই সকল দ্রেক্কাণে জন্মিলে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়।

সর্পনিগড় দ্রেক্কাণ—মীন ও কর্কটের শেষ দ্রেক্কাণ এবং বৃশ্চিকের প্রথম ও দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ, ইহাদের নাম সর্পনিগড় দ্রেক্কাণ, এই সকল দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে সেই ব্যক্তিকে সর্পে দংশন করে। সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়।

ব্যাড় দ্রেক্কাণ—কুম্ভ ও বৃশ্চিকের প্রথম ও দ্বিতীয়, কর্কট ও মীনের তৃতীয়, সিংহের প্রথম ও তৃতীয়, মকরের তৃতীয়, তুলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই সকল দ্রেক্কাণের নাম ব্যাড় দ্রেক্কাণ, ইহাতে জন্ম হইলে হিংস্র জন্তু হইতে মৃত্যু হয়।

পাশধারিপক্ষি দ্রেক্কাণ—বৃষের প্রথম, এবং মকরের প্রথম ও তৃতীয় দ্রেক্কাণের নাম পাশধারি দ্রেক্কাণ, ইহাতে জন্মিলে পাশধারী অর্থাৎ বাণ বিশেষে মৃত্যু হয়। তুলালগ্নের দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং সিংহ ও কুম্ভের প্রথম পক্ষি-দ্রেক্কাণ; এই পক্ষি-দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে পক্ষী হইতে মৃত্যু হয়।

দ্রেক্কাণে জন্মফল—প্রতি লগ্নমানকে তিনভাগ করিয়া তাহার কোন দ্রেক্কাণে পুরুষ এবং কোন দ্রেক্কাণে স্ত্রী এবং তাহার কিরূপ আকৃতি এবং হৃত বা নষ্ট বস্তুর প্রশ্ন গণনায় চোর পুরুষ বা স্ত্রী ও তাহার কিরূপ আকৃতি ও পরিচ্ছদাদি তাহার বিষয় বৃহজ্জাতকে এইরূপ লিখিত আছে—

মেষের প্রথম দ্রেক্কাণে প্রসব করিলে পুরুষ জন্মে, সে ব্যক্তি কটিদেশে শুক্লবস্ত্র বেষ্টন করিয়া রাখিবে, কৃষ্ণবর্ণ, ক্রোধী, বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে সমর্থ, ভীষণ স্বভাব, কুঠারধারী এবং রক্তচক্ষু হইবে।

মেষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে। সেই স্ত্রী রক্তবস্ত্র পরিধান, ভূষণ এবং ভোজনীয় দ্রব্যে লালসা করিবে, কুম্ভোদরী, অশ্বমুখী, পিপাসাযুক্তা এবং খঞ্জা হইবে। মেষের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ ক্রূর, চতুঃষষ্টিকলাভিজ্ঞ, কপিলবর্ণ, সর্ব্বদা কর্ম্মে অভিলাষী, নিয়ম রক্ষা করিতে অসমর্থ, উদ্যত দণ্ডহস্ত, রক্তবস্ত্রপরিধানপ্রিয় এবং ক্রোধী হয়।

বৃষের প্রথম দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে, ঐ স্ত্রীর কেশ কুঞ্চিত ও লূন, উদর কুম্ভাকৃতি, এবং পান, ভোজন ও অলঙ্কার পরিধানে সর্ব্বদা অভিলাষিণী হইবে।

বৃষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ কৃষি, ধান্য, গৃহ, ধেনু প্রভৃতি লাভ করিবে, পণ্ডিত, লাঙ্গল ও শকট চালনে দক্ষ, ক্ষুধার্ত্ত ও মলিন বস্ত্রধারী হইবে।

বৃষের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষের শরীর হস্তীর সদৃশ বৃহৎ, দন্ত পাণ্ডুবর্ণ, চরণ বৃহৎ, বর্ণ পিঙ্গল এবং মেষ ও মৃগমাংস ভক্ষণে অনুরাগী হইবে।

মিথুনের প্রথম দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে। সেই স্ত্রী সূচীকর্ম্মে অভিলাষিণী, সুন্দরী, আভরণ পরিতে ও পরাইতে আহ্লাদিতা, সন্তানহীনা এবং অতিশয় কামার্ত্তা হয়।

মিথুনের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ ধনুর্দ্ধারী ও বলবান্ হইবে, সর্ব্বদা ক্রীড়া, পুত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি চিন্তনে ব্যতিব্যস্ত থাকিবে।

মিথুনের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ অলঙ্কারবিভূষিত, বহু অর্থশালী, ধনুর্দ্ধারী, নৃত্যগীতাদি কুশল ও পরিহাস পটু হয়।

কর্কটের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ হস্তী সদৃশ বলবান্, মলয়কানন-বাসপ্রিয়, তাহার মুখ শূকরের ন্যায় ও হয়গ্রীব হইবে।

কর্কটের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে স্ত্রী জন্মে। ঐ স্ত্রী কর্কশস্বভাবা ও পূর্ণযৌবনা হইয়াও রোদনশীলা হয়।

কর্কটের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ স্ত্রীর আভরণ জন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত থাকিবে।

সিংহের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ মলিন বস্ত্রধারী এবং পিতৃমাতৃবিয়োগবিধুর হইয়া রোদনপরায়ণ হইবে।

সিংহের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে। ঐ পুরুষের অশ্বসদৃশ আকৃতি, মস্তকে পাণ্ডুবর্ণ মাল্যযুক্ত কৃষ্ণসার চর্ম্ম ও কম্বলধারী, দুরাসদ এবং তাহার নাসিকাগ্রভাগ নত হয়।

সিংহের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ বানরের ন্যায় স্বভাব এবং দীর্ঘশ্মশ্রু ও কুটিল হইবে।

কন্যার প্রথমভাগে স্ত্রী জন্মে, ঐ স্ত্রী মলিন বস্ত্রপরিধানা, অর্থাভিলাষিণী ও গুরুকুলগামিনী হইবে।

কন্যার দ্বিতীয়ভাগে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষের হস্তে লেখনী, শ্যাম বর্ণ মস্তক বস্ত্রদ্বারা বেষ্টিত, ধনুর্দ্ধারী ও লোমশ হইবে।

কন্যার তৃতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে, ঐ স্ত্রী গৌরবর্ণা, ধৌতপট্টবাসে আচ্ছাদিতা ও দেবভক্তিপরায়ণা হইবে।

তুলার প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে। ঐ পুরুষ পথিমধ্যে তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। তুলকার্য্যে বিশেষ দক্ষ হইবে।

তুলার দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষের মুখ পক্ষী সদৃশ এবং সর্ব্বদা ক্ষুৎপিপাসান্বিত হইয়া স্ত্রী পুত্রকে স্মরণ করিয়া থাকে।

তুলার তৃতীয়ভাগে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত এবং আকৃতি কুৎসিত হইবে।

বৃশ্চিকের প্রথম দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে। ঐ স্ত্রী বস্ত্র আভরণবর্জ্জিতা হয় এবং নানাবিধ কষ্ট পাইয়া থাকে। বৃশ্চিকের দ্বিতীয়ভাগেও স্ত্রী হয়, সেই স্ত্রী সুখাভিলাষিণী হইবে।

বৃশ্চিকের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ অতি প্রতাপান্বিত হইবে, ইহাকে দেখিলে সকলেই ভয় পাইবে।

ধনুর প্রথমভাগে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ অশ্ব সদৃশ বলবান্ হইবে ও ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক তপস্বীদিগের যজ্ঞীয় দ্রব্য রক্ষা করিবে।

ধনুর দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী হয়, ঐ স্ত্রী মনোরমা, অতিশয় সুন্দরী ও সৌভাগ্যশালিনী হয়

ধনুর তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে। ঐ পুরুষ অতিশয় সুন্দরাকৃতি হয় এবং নানাবিধ সুখসম্পদ ভোগ করিয়া থাকে।

মকরের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ রোমশ, মকরদন্ত ও শূকর সদৃশ দেহসম্পন্ন হয়।

মকরের দ্বিতীয়ভাগে স্ত্রী জন্মে। ঐ স্ত্রী কলাভিজ্ঞা ও নানাবিধ বিচিত্র বস্তুতে অভিলাষিণী হইবে।

মকরের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ সুন্দরাকৃতি এবং অর্থ সম্পদ্ লাভ করিয়া থাকে।

কুম্ভের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে। ঐ পুরুষ ভোজন চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যাকুলচিত্ত হইবে।

কুম্ভের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী হয়, এই স্ত্রী দুর্ভাগ্যশালিনী হইবে।

কুম্ভের তৃতীয়ভাগে পুরুষ জন্মে। ঐ পুরুষ শ্যামবর্ণ এবং কর্ণে লোমযুক্ত হইবে।

মীনের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ সৌভাগ্যশালী হইবে।

মীনের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মিবে, ঐ স্ত্রী অতিশয় সুন্দরী হইয়া থাকে।

মীনের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ নানাবিধ দুঃখভোগ করিয়া থাকে, বিশেষ এই যে, দ্রেক্কাণাধিপতি স্ত্রীগ্রহ যদি দুর্ব্বল হয় এবং লগ্নাধিপতিগ্রহ যদি পুরুষ হয়, কিংবা যদি পুরুষ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে স্ত্রী দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে এবং বলবান্ স্ত্রীগ্রহ যদি ঐ লগ্নে থাকে, তাহা হইলে পুরুষ দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে, কিন্তু স্ত্রী দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মিলে ঐ পুরুষের স্বভাব স্ত্রীলোকের মত এবং পুরুষ দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মিলে ঐ স্ত্রীর স্বভাব পুরুষের মত হয়। (দীপিকা)

লগ্নের কোন্ দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে স্ত্রী এবং পুরুষ জন্মে তাহা বলা হইল। কোষ্ঠীপ্রদীপের মতে—মেষের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে দাতা, ভোক্তা, তেজস্বী, উগ্র, উন্নতিহীন, বন্ধুপ্রিয় ও কোপন হইবে। মেষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে স্ত্রীচঞ্চল, রতিমান্, গীতপ্রিয়, প্রশস্তমনা, মিত্রধনভোগী ও সুরূপ হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে গুণবান্ পরদোষকর, নরেন্দ্রসেবী, স্বজনপ্রিয়, অতিশয় ধার্ম্মিক ও রাজপ্রিয় হইবে।

বৃষের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে পানভোজনপ্রিয় ও নারী-বিয়োগ-সন্তাপযুক্ত, স্ত্রীকর্ম্মানুসারী ও বস্ত্রালঙ্কারযুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে উত্তম ধনসম্পন্ন, মিত্রতাযুক্ত, সুরূপ সম্পন্ন, ভোক্তা, ভূষণরত, বলবান্, স্থিরপ্রকৃতি, মনস্বী, লোভী ও স্ত্রীপ্রিয় হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে চতুর, অল্প ভাগ্যধর, মলিন এবং স্বজাতিগণকে গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পরিতাপিত হয়।

মিথুনের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইবে স্থূল মস্তকসম্পন্ন, বলবান্, প্রাজ্ঞ, গুণবান্, ধূর্ত্ত, বিলাসী, রাজলক্ষমানী ও বাগ্মী হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে সুরূপ ও সুন্দর গঠন, সূক্ষ্ম কেশযুক্ত, বিখ্যাত, মৃদু, মহাধীসম্পন্ন, প্রতাপান্বিত, বলশালী ও যশস্বী হইয়া থাকে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে কোমল নয়ন, উত্তম শরীরসম্পন্ন, বৃহৎ মস্তক বিশিষ্ট, নির্জ্জনপ্রিয় ও ভ্রমণশীল হইয়া থাকে।

কর্কট রাশির প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে দেবতা ও ব্রাহ্মণভক্ত, চপল, গৌরবর্ণ, সুধীর মূর্ত্তি ও স্ত্রীপুত্রপ্রিয় হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে লোভী, সুন্দর স্ত্রীরত, অল্পরুচি, স্ত্রীজিত, অভিমানী, ভ্রাতৃপূজিত, বিলাসী, চপল ও বহুভোজী হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে স্ত্রীচঞ্চল, ভাগ্যবান্, বিদেশপ্রিয়, মিত্র ও পুত্রাদির প্রীতিকর ও স্ত্রৈণ হইয়া থাকে।

সিংহের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে দাতা, ঘাতক, বিজয়েচ্ছু, বহু ধনসম্পন্ন, রমণীর বন্ধু, গুরু, রাজসেবক ও সহিষ্ণু হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে হইলে সুকবি, কামী, দাতা, স্থির স্বভাব, উত্তমশরীর, ভূষণেচ্ছু, সুখভোগী, শুভকর্ম্মে রুচি ও উত্তম বুদ্ধিযুক্ত হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে পরধনহরণে লোভী, স্থূল শরীর, মহামতি, ধূর্ত্ত, অনেক সন্ততিযুক্ত ও প্রগল্ভ হয়।

কন্যার প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে শ্যামবর্ণ, সুবাক্যসম্পন্ন, বিনীত, প্রাজ্ঞ, সুন্দরমূর্ত্তি ও উত্তম চক্ষু যুক্ত হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে ধীর, বিদেশগামী, শিল্প ও সমরকুশল, বাচাল ও বুদ্ধিমান্ হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে রোগী, পরান্নভোজী, রতি ও গীতযুক্ত, রাজপ্রিয়, খর্ব্ব, স্থূলদৃষ্টি ও স্থূলমস্তক হইয়া থাকে।

তুলারাশির প্রথম দ্রেক্কাণে জন্মিলে কন্দর্প সমান রূপবান্, কর্ম্মনিপুণ, মন্ত্র ও সেবাজ্ঞ এবং উত্তম মেধাবী হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে পদ্মচক্ষু, উত্তম রূপবান্, প্রলাপী, বিখ্যাত আত্মবংশ-বর্দ্ধনকর্ত্তা, বৃত্তি ও অর্থ পটু হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে চপল, শঠ, কৃতঘ্ন, রূপহীন, ক্রূরাচারী, কৃশ শরীর, ধন, বন্ধু ও যশোহীন, অল্পবুদ্ধি ও পতিত হইয়া থাকে।

বৃশ্চিকের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্মিলে গৌরবর্ণ, স্থিরপ্রকৃতি, ক্রোধী, মদরহিত, বিস্তৃত চক্ষুবিশিষ্ট, স্থূল, বিশাল শরীর ও

বিবাদপ্রিয় হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে মিষ্টান্নপানভোজী, বলবান্, রতিপ্রিয়, কমনীয় মূর্ত্তি, শত্রুজয়কারী, সরল ও ক্রিয়াবান্ হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে শ্মশ্রুরোমহীন, হিংস্র, পিঙ্গাক্ষ, মহোদর, প্রবক্তা, ধর্ম্মচ্যুত, বাহু ও হৃদয় স্থূল এবং সতৃষ্ণ হইয়া থাকে।

ধনুরাশির প্রথম দ্রেক্কাণে জন্মিলে উত্তম মণ্ডলাকার চক্ষুঃসম্পন্ন, বাগ্মী, মৃদু ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে শাস্ত্রার্থবেত্তা, মন্ত্রভৃৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রভু হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে বক্তৃতাপটু, সাধুগতি, ধার্ম্মিক, মানী, বারাঙ্গনাসক্ত, রূপযশোভাজন ও প্রভু হইয়া থাকে।

মকরের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্মিলে আজানুলম্বিত বাহু, শ্যামবর্ণ, পৃথুলোচন, শঠ, মিতভাষী, স্ত্রীবিজিত ও মেধাযুক্ত হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে শ্যামবর্ণ, শঠ, পরস্ত্রী ও ধনাপহারী হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে দীর্ঘ ললাট, পাপাত্মা, কৃশ ও দীর্ঘাঙ্গ এবং বিদেশবাসী হয়।

কুম্ভের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্মিলে অতিশয় লুব্ধ, উন্নত, কার্য্যকুশল, ধনবান্ ও সুবাক্যসম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে লুব্ধ, পটু, ধৃতিমান্, গৌরবর্ণ, মেধাবী ও বহুমিত্রসম্পন্ন হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে শঠ, প্রলাপী, কৃশ, কুশীল, রতিবেত্তা ও বহুমিত্রযুক্ত হয়।

মীনের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্মিলে প্রাজ্ঞ, গৌরবর্ণ, মেধাবী, কৃতজ্ঞ, বিখ্যাত, ক্রিয়াকুশল, সুখভোগী ও বিনীত হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে বহনশীল, পরান্নভোক্তা, কামী, সজ্জনের স্মরণীয় এবং পণ্ডিতপ্রিয় হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে শ্যামবর্ণ, কলানিপুণ, শুচি, দ্বিজানুরক্ত, ক্রীড়া ও হাস্যকুশল হইয়া থাকে।

যদি সূর্য্যের দ্রেক্কাণে জন্ম হয়, তাহা হইলে বালক মলিন, শূর, স্ত্রীবল্লভ, ক্রূর, সাহসিক, কুকর্ম্মকুশল, মূর্খ, রূপহীন, ব্রণান্বিত শরীর, বহু আশাযুক্ত, গুর্ব্বঙ্গনাগামী, অল্প সন্তানবিশিষ্ট, দ্যূতক্রিয়ারত, পাপী, মুখর, কৃপণ ও অসূয়ান্বিত হইবে।

চন্দ্রের দ্রেক্কাণে জন্মিলে সুন্দর গঠন সম্পন্ন, সম্পূর্ণ ধনবান্, সর্ব্বদা শীলসম্পন্ন, বহুভাষী, বৈধকর্ম্মরত, তীর্থগামী, শাস্ত্রবেত্তা; কুলভূষণ, দেবতা, গুরু ও বন্ধুজনের ভক্ত, নিত্য ধর্ম্মরত, বিদেশ-যাত্রাকুশল ও দাতা হয়।

মঙ্গলের দ্রেক্কাণে জন্মিলে মলিন, ক্রূর, ধনহীন, পাপাত্মা, খল, দয়াহীন, দুশ্চরিত্র, বহুভাষী, আত্মম্ভরি, ক্রোধন, রোগার্ত্ত, পরসেবক ও গুণবিহীন হইবে।

বুধের দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে বুদ্ধিমান্, সর্ব্বদা রাজপূজ্য, দীর্ঘায়ু, বলবান্, বহুসন্ততিযুক্ত, শান্ত, যশস্বী, শুচি, ধর্ম্মজ্ঞানপরায়ণ, প্রমাদশূন্য, শাস্ত্রবিদ্, ধনী, মানী ও সুরূপ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে জন্মিলে অতিশয় গুণবান্, দীর্ঘায়ু, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রিয়ভাষী, ধার্ম্মিক, দয়ালু, শান্ত, সুশীল ও যশস্বী হয়।

শুক্রের দ্রেক্কাণে জন্মিলে সুন্দর শরীরসম্পন্ন, রাজমন্ত্রী, সর্ব্বজ্ঞ, দাতা ও সাধুগণের প্রতিপালক, ধনী, দয়ালু, শুচি ও ধার্ম্মিক হইবে।

শনির দ্রেক্কাণে জন্মিলে মলিন, ক্রূর, মৃদু, তস্কর, দুশ্চরিত্র, কৃপণ, গুণহীন, পাপাত্মা, গুর্ব্বঙ্গনাগামী, অতিশয় খল, ক্রোধন, নির্দ্দয়, রোগার্ত্ত, মুখর, কুরূপ ও কামাতুর হয়। (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

দৃক্ক্ষেপ (পুং) দৃশাং ক্ষেপঃ ৬তৎ। ১ দৃষ্টিপাত। ২ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত দৃক্‌বৃত্তজ্যান্তরালস্থ শররূপ ক্ষেপ।

"মধ্যোদয়জ্যয়াভ্যস্তা ত্রিজ্যাপ্তা বর্গিতং ফলং।
মধ্যজ্যাবর্গবিশ্লিষ্টং দৃক্ক্ষেপঃ শেষতঃ পদং॥" (সূর্য্যসি°)

দৃক্‌পথ (পুং) দৃশাং পন্থা ৬তৎ। দৃষ্টিযোগ্য স্থান।

"ক্রমেণ তস্মিন্নথ তীর্ণ দৃক্‌পথে।" (নৈষধ)

দৃক্‌পাত (পুং) দৃশাং পাতঃ ৬তৎ। দৃষ্টিপাত, দৃষ্টিনিঃক্ষেপ

"নৃপতিস্তস্য দৃক্‌পাতৈ র্জ্বলদ্ভিঃ কপিশীকৃতঃ
(রাজতর° ৩।৩৪১)

দৃক্‌প্রসাদা (স্ত্রী) দৃশৌ নেত্রৌ প্রসাদয়তি প্র-সদ-ণিচ্-অণ্ টাপ্। কুলথা, কুলথাঞ্জন, ইহা চক্ষুতে দিলে চক্ষু প্রসন্ন হয়, এই জন্য দৃক্‌প্রসাদা নাম হইয়াছে।

দৃক্‌প্রিয়া (স্ত্রী) দৃশোঃ প্রিয়া ৬তৎ। শোভা, দেখিতে চক্ষুর অতিশয় প্রীতি জন্মে, এই জন্য দৃক্‌প্রিয়া নাম হইয়াছে।

দৃক্‌শক্তি (স্ত্রী) দৃক্ প্রকাশনমেব শক্তিঃ। ১ প্রকাশরূপ চৈতন্য। ২ তদ্যুক্ত সর্ব্বপ্রকাশক চেতন পুরুষ। "দৃক্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা।" (পাত° সূ° ২।৬) 'পুরুষো দৃক্‌শক্তির্বুদ্ধির্দর্শনশক্তিঃ।' (ভাষ্য)

দৃক্‌শ্রুতি (পুং) দৃশৌ এব শ্রুতী কর্ণৌ যস্য। সর্প, চক্ষুঃশ্রবা।

দৃগধ্যক্ষ (পুং) দৃশোঃ নেত্রয়োরধ্যক্ষঃ অধিষ্ঠাতৃদেবঃ। সূর্য্য, সূর্য্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই আলোকে দেখিবার শক্তি জন্মে।

দৃগল (ক্লী) দৃশে দর্শনায় অলতি অল-অচ্। শকলখণ্ড, পুরোডাশ। "পুরাদৃগলং প্রত্তমিন্দ্রামিত্রঃ।" (আশ্ব° শ্রৌ° ৫।৭।২) 'দৃগলং শকলং' (নারায়ণ)

দৃগগতি (স্ত্রী) দৃশোর্গতিঃ ৬তৎ। ১ চক্ষুর গতি। ২ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত গ্রহস্পষ্টোপযোগী দৃগ্‌গতিভেদ।

দৃগ্‌গোল (পুং) খগোলান্তর্গত গোল, দৃঙ্মণ্ডল।

"বদ্ধা খগোলে নলিকাদ্বয়ং চ ধ্রুবদ্বয়ে তন্নলিকাদ্বয়েমেব।
বহিঃ খগোলাদ্বিদধীত ধীমান্ দৃগ্গোলমেবং খলু বক্ষ্যমাণং॥"
(সিদ্ধান্তশিরো°)

প্রথমে খস্বস্তিক ও অধঃস্বস্তিক এই দুইটী স্বস্তিক করিবে, তাহাতে অন্তঃকীলকদ্বয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক শ্লথ ভাবে প্রোথিত করিয়া তাহার পর দৃঙ্মণ্ডল করিবে। এই দৃঙ্মণ্ডল পূর্ব্ববৃত্ত হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন করিয়া করিতে হইবে, যাহাতে ইহা খগোলের মধ্যে ভ্রমণ করিতে পারে। ইহাতে যদি একটীই গ্রহগোল হয়, তাহা হইলে একটী দৃঙ্মণ্ডল হইবে। যে যে গ্রহ যেখানে যেখানে অবস্থান করে, সেই সেই গ্রহের উপরিভাগে দৃগ্জ্যা ও শঙ্কাদি করিতে হইবে। অথবা ভিন্ন ভিন্ন রূপে আটটী দৃঙ্মণ্ডল রচনা করিবে। তাহাতে অষ্টম এবং দৃক্ক্ষেপমণ্ডল ঐ খগোলে ধ্রুব চিহ্নেরনলিকাদ্বয় বদ্ধ করিয়া ঐ নলিকার আধারকে খগোল করিয়া অঙ্গুলিত্রয় অন্তরে দৃগ্গোল রচনা করিবে।

ক্রান্তিমণ্ডলাদিযুক্ত খগোলবৃত্ত এবং ভূগোলবৃত্ত দ্বারা যাহা নিবদ্ধ হয়, তাহাকেই দৃগ্গোল কহে। অগ্রা, কুজ্যা, সমশঙ্কু, আদ্যঙ্কক্ষেত্র, দ্বিগোলজাত, ভগোলবৃত্ত এবং খগোলবৃত্ত মিলিত হইয়া গোলবন্ধে যাহা সম্যক্‌রূপে উপলক্ষিত না হয়, এইরূপ হইলে দৃগ্গোল কহে

দৃগ্জ্যা (স্ত্রী) সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত দিনমানাদিজ্ঞানার্থ শঙ্কুচ্ছায়ায় উপযোগিনী দৃষ্টিযোগ্যা দৃক্‌বৃত্তক্ষেত্রস্থ জীবা।

দৃগ্ভক্তি (স্ত্রী) প্রেমদৃষ্টি।

দৃগ্‌ভূ (স্ত্রী) ১ বজ্র। ২ সূর্য্য। ৩ সর্প।

দৃগ্লম্বন (ক্লী) সিদ্ধান্তশিরোমণিকথিত গ্রহণদর্শনোপযোগী দৃক্ক্ষেত্রস্থ লম্ব ভেদ।

"গর্ভসূত্রে সদা স্যাতাং চন্দ্রার্কৌ সমলিপ্তিকৌ।
দৃক্‌সূত্রাল্লম্বিতশ্চন্দ্রস্তেন তল্লম্বনং স্মৃতং॥" (সিদ্ধান্তশিরো°)

দৃগ্বিষ (পুং) দৃশি বিষং যস্য। দৃষ্টিবিষ সর্পভেদ, যে সর্পের চক্ষুতে বিষ আছে। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দৃগ্‌বৃত্ত (ক্লী) দৃশঃ প্রচারস্থানং বৃত্তমিব। বৃত্তাকার দৃক্‌প্রচার স্থল।

দৃঙ্নতি (স্ত্রী) সিদ্ধান্তশিরোমণ্যুক্ত গ্রহণ-দর্শনোপযোগিতা হেতু দর্শিত দৃক্‌প্রচারের নতিবিশেষ। [নতি দেখ।]

দৃঙ্মণ্ডল (ক্লী) দৃশঃ তৎপ্রচারস্য মণ্ডলমিব। গোলবন্ধান্তর্গত বলয়াকার মণ্ডলভেদ।

"ঊর্দ্ধাধঃস্বস্তিককীলযুগ্মে প্রোতং শ্লথং দৃগ্বলয়ং তদন্তঃ।
কৃত্বা পরিভ্রাম্য চ তত্র তত্র নেয়ং গ্রহো গচ্ছতি যত্র যত্র॥
জ্ঞেয়ং তদেবাখিলখেচরাণাং পৃথক্ পৃথগ্বা রচয়েৎ তথাষ্টৌ।
দৃঙ্মণ্ডলং বিত্রিভলগ্নকস্য দৃক্ক্ষেপবৃত্তাখ্যমিদং বদন্তি॥"
(সিদ্ধান্তশি°)

দৃঢ় (ত্রি) দৃ-ক্ত নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ স্থূল। ২ অশিথিল, প্রগাঢ়। ৩ বলবান্। ৪ কঠিন। (ক্লী) ৫ লৌহ। ভাবে-ক্ত। ৬ অতিশয়। (পুং) ৭ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। ৮ ত্রয়োদশ মনু রুচির পুত্রভেদ। (হরিব° ৭ অ°) ৯ বিষ্ণু। (বিষ্ণুস°) ১০ সপ্তবিধ রূপকের মধ্যে একপ্রকার।

"দৃঢ়ঃ প্রৌঢ়োঽথ খচরো বিভবশ্চতুরক্রমঃ।
নিঃশঙ্কঃ প্রতিতালঃ কথিতাঃ সপ্তরূপকাঃ॥"

ইহার লক্ষণ—

"দৃঢ়াখ্যঃ স্যাল্লঘুদ্বন্দ্বং তালেঽত্র হংসলীলকে।
চতুর্দ্দশাক্ষরৈর্যুক্তঃ শৃঙ্গারে পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

১১ লীলাবত্যুক্ত কুট্টলগণিতভেদ।

দৃঢ়কণ্টক (পুং) দৃঢ়ঃ কণ্টকো যস্য। ১ ক্ষুদ্রফলক বৃক্ষ, ধলা আঁকড়া। ২ ক্ষুদ্র কণ্টকযুক্ত বৃক্ষভেদ।

দৃঢ়কাণ্ড (পুং) দৃঢ়ং কাণ্ডং যস্য। ১ বংশবৃক্ষ। ২ দীর্ঘরোহিষক। (স্ত্রী) ৩ পাতালগরুড়ীলতা।

দৃঢ়কারিন্ (ত্রি) দৃঢ়-কৃ-ণিনি। প্রারব্ধসম্পাদয়িতা, কর্ত্তব্য বিষয়ে যিনি দৃঢ়নিশ্চয়।

"দৃঢ়কারী মৃদুর্দান্তঃ ক্রূরাচারৈরসংবসন্।
অহিংস্রোদমদানাভ্যাং জয়েৎ স্বর্গং তথা ব্রতঃ॥"(মনু ৪।২৪৬)

দৃঢ়ক্ষত্র (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

দৃঢ়ক্ষুরা (স্ত্রী) দৃঢ়ং ক্ষুরমিব অগ্রং যস্যাঃ। বল্বজাতৃণ। (রাজনি°)

দৃঢ়গাত্রিকা (স্ত্রী) দৃঢ়ং গাত্রং যস্যাঃ কপ্ টাপি অতইত্বং। মৎস্যাণ্ডী। (শব্দচ°)

দৃঢ়গ্রন্থি (পুং) দৃঢ়ঃ গ্রন্থিঃ পর্ব্ব যস্য। ১ বংশ। (ত্রি) ২ দৃঢ় গ্রন্থিযুক্ত মাত্র।

দৃঢ়গ্রাহিন্ (ত্রি) দৃঢ়-গ্রহ-ণিনি। দৃঢ়রূপে গ্রহণকারী, নিশ্চয় করিব এইরূপ ভাবে যাহারা গ্রহণ করে।

"দৃঢ়গ্রাহী করোমীতি জপ্যং জপতি জাপকঃ।
ন সম্পূর্ণো ন সংযুক্তো নিরয়ং সোঽনুগচ্ছতি॥"
(ভারত শান্তিপর্ব্ব)

দৃঢ়চ্ছদ (পুং) দৃঢ়ঃ ছদো যস্য। দীর্ঘরোহিষক তৃণ। (রাজনি°)

দৃঢ়চ্যুত (পুং) পরপুরঞ্জয়নৃপান্বয়জাতে জাত অগস্ত্য মুনির পুত্র, ইহার নাম ইধ্মবাহ। (ভাগবত ৪।২৮ অঃ)

দৃঢ়তরু (পুং) দৃঢ়ঃ তরুঃ কর্ম্মধা। ধববৃক্ষ। (রাজনি°)

দৃঢ়তা (স্ত্রী) দৃঢ়স্য ভাবঃ দৃঢ়-তল্-টাপ্। দৃঢ়ত্ব, কাঠিন্য, স্থিরতা।

দৃঢ়তৃণ (পুং) দৃঢ়ং কঠিনং তৃণং যস্য। মুঞ্জতৃণ।

দৃঢ়তৃণা (স্ত্রী) দৃঢ়ং তৃণং যস্যাঃ। বল্বজা তৃণ।

দৃঢ়ত্ব (ক্লী) দৃঢ়স্য ভাবঃ দৃঢ় ভাবে-ত্ব। দৃঢ়তা।

দৃঢ়ত্বচ্ (পুং) দৃঢ়া ত্বক্ যস্য। যাবনাল শর।

দৃঢ়দংশক (পুং) দৃঢ়ং যথা তথা দংশতীতি দংশ-ণ্বুল্। জলজন্তু বিশেষ, হাঙ্গর।

দৃঢ়দস্যু (পুং) দৃঢ়চ্যুতের পুত্র একজন ঋষি।

দৃঢ়ধন (পুং) দৃঢ়ং ধনং নিশ্চয়রূপসম্পত্তির্যস্য। শাক্যমুনি।

দৃঢ়ধনুস্ (পুং) শাক্যমুনির এক পূর্ব্বপুরুষ।

দৃঢ়ধন্বন্ (পুং) দৃঢ়ং ধনুর্যস্য, অনঙ্ সমাসান্ত। ১ দৃঢ় ধনুক।
"রাজানং দৃঢ়ধন্বানং দিলীপং সত্যবাদিনং।" (ভারত ৮।১৩১ অঃ)
২ পৌরব নৃপভেদ। (ভারত ১।১৮৬ অ°)

দৃঢ়ধন্বিন্ (ত্রি) দৃঢ় ধনুযুক্ত।

দৃঢ়ধুর্ (ত্রি) দৃঢ় ধুরাযুক্ত।

দৃঢ়নাভ (পুং) মায়া-অস্ত্র এড়াইবার মন্ত্রভেদ।

দৃঢ়নিশ্চয় (পুং) দৃঢ়ঃ কুতর্কৈরভিভবিতুং অশক্যতয়া স্থিরঃ নিশ্চয়ো অহং ব্রহ্ম অস্মি ইতি নিশ্চয়ো যস্য। স্থিরপ্রজ্ঞ, সংসার হইতে উপরত আমিই ব্রহ্ম এইরূপ অধ্যবসায়যুক্ত বিশ্বাস।

দৃঢ়নীর (পুং) দৃঢ়ং কালেন দৃঢ়তাং প্রাপ্তং নীরং যস্য। নারিকেল, ইহার জল ক্রমে ক্রমে শস্যরূপে পরিণত হয়।

দৃঢ়নেত্র (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ।

দৃঢ়নেমি (পুং) ১ অজমীঢ় বংশীয় সত্যধৃতি নৃপ-পুত্র নৃপভেদ। (হরিব° ২০ অ°) দৃঢ়ানেমির্যস্য। ২ দৃঢ়নেমিক রথ, কঠিন নেমিযুক্ত রথ।

দৃঢ়পত্র (পুং) দৃঢ়ং পত্রং যস্য। বংশ।

দৃঢ়পত্রী (স্ত্রী) দৃঢ়পত্র গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বল্বজাতৃণ।

দৃঢ়পাদ (ত্রি) দৃঢ়ঃ পাদঃ পদনং জ্ঞানং যস্য। ১ দৃঢ়নিশ্চয়। ২ বেধস্। "বহুত্বাদ্দৃঢ়পাদশ্চ বিশ্বাত্মা জগতাং পতিঃ।"
(হরিবংশ)

দৃঢ়পাদা (স্ত্রী) দৃঢ়ঃ পাদো মূলং যস্যাঃ, সমাসান্ত বিধেরনিত্যত্বাৎ নান্ত্যলোপঃ। যবতিক্তা।

দৃঢ়পাদী (স্ত্রী) দৃঢ়পাদ-ঙীষ্। ভূম্যামলকী।

দৃঢ়প্ররোহ (পুং) দৃঢ়ঃ প্ররোহঃ অঙ্কুরো যস্য। বটবৃক্ষ।

দৃঢ়ফল (পুং) দৃঢ়ানি ফলানি যস্য। নারিকেল।

দৃঢ়বন্ধিনী (স্ত্রী) দৃঢ়ং যথা তথা বধ্নাতীতি, বন্ধ-ণিনি-ঙীপ্। ১ শ্যামালতা। (ত্রি) ২ অশিথিলবন্ধকারক।

দৃঢ়ভূমি (পুং) দৃঢ়া ভূমিরবস্থা যস্য। মনের স্থৈর্য্যকরণের জন্য অভ্যাস ভেদ, ইহার বিষয় পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—
"তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ" (পাত° ১।১৩)
"স তু দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যসৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ"
(পাত° ১।১৪)
চিত্তকে স্থির করিবার জন্য যাহাতে রাজস ও তামস বৃত্তির উদয় না হয়, এইরূপ যত্ন বিশেষকে অভ্যাস কহে। বিষয়াভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া চিত্তকে যত্নপূর্ব্বক বারবার একাগ্র বা একতান করা এবং তাহার পূর্ব্ব সাধক যমনিয়মাদি সাত প্রকার যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করাই অভ্যাস। ফল কথা এই, যেরূপ যত্ন দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয়, সেইরূপ যত্ন ও তদ্রূপ অনুষ্ঠান করার নাম অভ্যাস। যম নিয়মাদি দ্বারা পরিশোধিত চিত্তকে বার বার একাগ্র করিতে করিতে ক্রমে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য হইয়া দাঁড়াইবে। যখন দেখিবে যে অভ্যাস দৃঢ় হইয়াছে, তখন তাদৃশ চিত্তকে যখন ইচ্ছা তখনই একতান করিতে পারিবে। এবংবিধ অভ্যাসকে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সর্ব্বদা শ্রদ্ধা সহকারে সম্পন্ন করিতে পারিলে ক্রমে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচলিত হয়। এইরূপ হইলে তাহাকে দৃঢ়ভূমি কহে। বস্তুতঃ উক্তবিধ অভ্যাস দুই পাঁচ দিনে হয় না, শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, উৎসাহের সহিত সর্ব্বদা অভ্যাস করিতে পারিলেই তাহা দীর্ঘকালে গিয়া দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ যোগাভ্যাস যখন দৃঢ় হইবে, তখন চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অধীন হইবে। চিত্তের কোনরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে না। তখন চিত্ত একতান হইবে, এইরূপ হইলে দৃঢ়ভূমি হয়। চিত্তের দৃঢ়ভূমি অবস্থা হইলে তখন বৈরাগ্য নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে।

দৃঢ়মুষ্টি (পুং) দৃঢ়া মুষ্টির্ধারণায় যস্য। ১ খড়্গাদি। দৃঢ়া দানাভাবাৎ কঠিনা মুষ্টির্যস্য। (ত্রি) ২ কৃপণ। ৩ দৃঢ়মুষ্টিধারক। "নিগৃহীতঃ কন্ধরায়াং শিশুনা দৃঢ়মুষ্টিনা।" (হরিবংশ ২০।৯৬)

দৃঢ়মূল (পুং) দৃঢ়ং মূলং যস্য। ১ মুঞ্জতৃণ। ২ মন্থানক তৃণ। ৩ নারিকেল।

দৃঢ়রঙ্গা (স্ত্রী) দৃঢ়ঃ স্থিরঃ রঙ্গো রাগো যস্যাঃ। স্ফটী, ফট্‌কিরি।

দৃঢ়রথ (পুং) ধৃতরাষ্ট্র পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অ°) ইহার পাঠান্তর দৃঢ়রথাশ্রয় এইরূপ দেখা যায়। (ভারত ১।১১৭।১১)
২ কক্ষেয়ু বংশীয় নৃপভেদ। (হরিবংশ ৩১৩ অ°)

দৃঢ়রুচি (স্ত্রী) দৃঢ়া রুচির্যস্য। ১ স্থির রাগযুক্ত। ২ কুশদ্বীপপতি হিরণ্যরেতা প্রৈয়ব্রতের এক পুত্র।

দৃঢ়লতা (স্ত্রী) দৃঢ়া কঠিনা লতা। পাতালগরুড়ীলতা। (রাজনি°)

দৃঢ়লোমন্ (পুং) দৃঢ়ানি লোমানি যস্য। ১ শূকর। স্ত্রিয়াং টাপ্ ঙীষ্ বা। দৃঢ়লোমা বা দৃঢ়লোম্নী এইরূপ পদ হইবে। (ত্রি) ২ কঠিন লোমযুক্ত।

দৃঢ়বজ্র (পুং) একজন অসুররাজ।

দৃঢ়বর্ম্মন্ (পুং) ১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিশেষ। (ভারত ১।১১৭।৮) দৃঢ়ং বর্ম্ম যস্য। দুর্ভেদসন্নাহযুক্ত, যাহার বর্ম্ম অতিশয় কঠিন।

দৃঢ়বল, একজন প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থকার। বাচস্পতি ইঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দৃঢ়বল্কল (পুং) দৃঢ়ং বল্কলমস্য। ১ পূগবৃক্ষ। ২ লকুচ। (ত্রি) ৩ দৃঢ় বল্কলযুক্ত, যাহার বল্কল অতিশয় কঠিন।

দৃঢ়বল্কা (স্ত্রী) দৃঢ়ং বল্কং যস্যাঃ। অম্বষ্ঠা। (রাজনি°)

দৃঢ়বীজ (পুং) দৃঢ়ং বীজং যস্য। ১ চক্রমর্দ্দ। ২ বদর। ৩ বর্ব্বূর। (ত্রি) ৪ কঠিন বীজযুক্ত। (ক্লী) দৃঢ়ং বীজং। দৃঢ় এরূপ বীজ।

দৃঢ়বৃক্ষ (পুং) নারিকেল।

দৃঢ়বেধন (ক্লী) দৃঢ়রূপে বিদ্ধকরণ।

দৃঢ়ব্য (পুং) ঋষিভেদ।

"দৃঢ়ব্যশ্চোর্দ্ধবাহুশ্চ তৃণসোমাঙ্গিরাস্তথা।" (ভারত অনু ১৫ অঃ)

দৃঢ়ব্রত (ত্রি) দৃঢ়ং প্রতিপক্ষৈশ্চালয়িতুং ব্রতং যস্য। স্থির সঙ্কল্পযুক্ত, দৃঢ় অধ্যবসায়বিশিষ্ট, ফলোদয় পর্য্যন্ত কার্য্যকারী, অবলম্বিত কার্য্যসাধনে যাহার দৃঢ়তর যত্ন আছে।

"এবং দৃঢ়ব্রতো নিত্যং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।" (মনু)

দৃঢ়শক্তিক (ত্রি) দৃঢ়া শক্তির্যস্য ততো কপ্। মহাশক্তিযুক্ত।

দৃঢ়সন্ধ (ত্রি) দৃঢ়া সন্ধা যস্য। ১ স্থির সন্ধান। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৮)

দৃঢ়সন্ধি (ত্রি) দৃঢ়ঃ স্থূলঃ সন্ধির্যস্য। নিশ্ছিদ্র। পর্য্যায়—সংহত, দৃঢ়রূপে মিলিত।

দৃঢ়সূত্রিকা (স্ত্রী) দৃঢ়ং সূত্রং যস্যাঃ কপ্ অত ইত্বং। মূর্ব্বালতা।

দৃঢ়সেন (পুং) কলিযুগের জনমেজয় বংশীয় নৃপভেদ। (ভাগবত ৯।২২।৪১)

দৃঢ়স্কন্ধ (পুং) দৃঢ়ঃ স্কন্ধো যস্য। ১ ক্ষীরিকা বৃক্ষ। (ত্রি) ২ দৃঢ় স্কন্ধবিশিষ্ট।

দৃঢ়স্যু (পুং) লোপামুদ্রার গর্ভজাত অগস্ত্য ঋষির পুত্র, ইনি ইধ্মবাহ নামে প্রসিদ্ধ।

দৃঢ়হনু (পুং) অজমীঢ় বংশীয় নৃপভেদ। (ভাগ° ৪।২১।১৭)

দৃঢ়হস্ত (পুং) দৃঢ়ঃ হস্তঃ হস্তব্যাপারোযস্য। ১ খড়্গাদি ধারণ বিষয়ে দৃঢ়হস্তযুক্ত যোদ্ধৃপুরুষ। ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

দৃঢ়াঙ্গ (ত্রি) দৃঢ়ং অঙ্গং যস্য। ১ কঠিনাঙ্গযুক্ত, যাহার অবয়ব অতিশয় কঠিন। (ক্লী) ২ জীরক।

দৃঢ়াদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণ বিশেষ,—দৃঢ়, বৃঢ়, পরিবৃঢ় ভৃশ, কৃশ, বক্র, শুক্র, চুক্র, আম্র, কৃষ্ণ, লবণ, তাম্র, শীত, উষ্ণ, জড়, বধির, পণ্ডিত, মধুর, মূর্খ, মূক, জবন এই সকল শব্দ দৃঢ়াদিগণ। "বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ।" (পাণিনি) ভাবার্থে দৃঢ়াদির উত্তর ষ্যঞ্ ও ইমনিচ্ প্রত্যয় হয়।

দৃঢ়ায়ু (পুং) তৃতীয় মনু সাবর্ণির পুত্র বিশেষ। (হরিব° ৭ অঃ) ২ উর্ব্বশী-গর্ভজাত ঐল নৃপপুত্রভেদ। (ভারত ১।৭৪ অঃ)

দৃঢ়ায়ুধ (পুং) দৃঢ়ং আয়ুধো তদ্ব্যাপারো যস্য। যোদ্ধা, যুদ্ধতৎপর ব্যক্তি।

"দৃঢ়ায়ুধৌ ধ্রুবপাতৌ যুদ্ধে চ কৃতনিশ্চয়ৌ।" (ভারত বনপর্ব্ব ৫১ অঃ)

২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

দৃঢ়াশ্ব (পুং) ধুন্ধুমার নৃপপুত্রভেদ। (হরিব° ১২ অঃ)

দৃঢ়েয়ু (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত অনু° ১৫০ অঃ)

দৃঢ়েষুধি (পুং) দৃঢ়ং ইষুধি র্যেন। ১ বদ্ধতূণক যোধ, যে যোদ্ধৃপুরুষের ইষুধি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ আছে। ২ রাজভেদ। (ভারত অনু° ১৫০ অঃ)

দৃত (ত্রি) দৃ-ক্ত। ১ আদরযুক্ত। দৃ বিদারে ক্ত বাহুলকাৎ হ্রস্বঃ। ২ বিদীর্ণ। "দৃতে দৃংহ মামিত্রস্য।" (শুক্লযজুঃ ৩৬।১৮) 'দৃতে দৃ বিদারে বিদীর্ণে জরাজর্জ্জরিতে ঽপি শরীরে।' (বেদদীপ)

দৃতা (স্ত্রী) দ্রিয়তে সেতি দৃ-কর্ম্মণি ক্ত টাপ্। জীরক।

দৃতি (পুং) দৃণাতীতি দৃ বিদারে ইতি তি হ্রস্বশ্চ (দৃণাতে হ্রস্বশ্চ। উণ্ ৪।১৮৩) চর্ম্মপুটক, চর্ম্মময় পাত্র।

"ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং॥" (মনু ২।৯৯)

চর্ম্মপাত্র বহুছিদ্রময় না হইলেও একটী ছিদ্রের দোষে যেমন জলপূর্ণ হইয়া মগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি একটী ইন্দ্রিয় স্খলিত হয়, তাহা হইলে সেই একটী ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্যেই পরম জ্ঞান নষ্ট হইয়া থাকে। ২ মৎস্য। ৩ গলকম্বল

"সবৎসাং পীবরীং দত্ত্বা দৃতিকণ্ঠামলঙ্কৃতাং।
বৈশ্বদেবমসংবাধং স্থানং শ্রেষ্ঠং প্রপদ্যতে॥"
(ভারত ১৩।৭৯।১৮)

ঃ প্রলম্বগলকম্বলাং।' (নীলকণ্ঠ) ৪ মেঘ। (নিঘণ্টু) ৫ সত্রবিশেষধারক যজমান ভেদ। ৬ রোমশ চর্ম্ম।

দৃতিধারক (পুং) দৃতিশ্চর্ম্মপুটস্তদাকারং ধারয়তীতি ধারি-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) বৃক্ষবিশেষ, আকনপাতা। পর্য্যায়—আনন্দী, মূষিকারাবৃ, বামন। (শব্দচ°)

দৃতিবাতবতোরয়ন (ক্লী) যজ্ঞভেদ। "দৃতিবাতবতোরয়নমেকৈকেন পৃষ্ঠ্যস্তোমেন মাসং মাসং।" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৪। ২৪।১৬) 'দৃতিবাতবতোরয়নমিতি সত্রস্য সংজ্ঞা।' (কর্ক)

দৃতিহরি (পুং) দৃতিং চর্ম্মময় দ্রব্যং হরতীতি দৃতি-হৃ-ইন্। কুকুর। যে স্থলে পশু অর্থ হইবে না, সেই স্থলে ইন্ না

হইয়া অণ্ হইবে এবং পদ 'দৃতিহার' এইরূপ হইবে, অর্থ—চর্ম্মহারক বুঝাইবে।

দৃত্য (ত্রি) দৃ-কর্ম্মণি ক্যপ্। ১ আদরণীয়। (ক্লী) ভাবে ক্যপ্। ২ আদর। "আদৃত্যস্তেন বৃত্যোন" (ভট্টি)

দৃধ্র (ক্লী) গোদিগের নির্গমন-দ্বাররোধক। 'তে গব্যত মনসা দৃধ্রমুর্ব্বং।' (ঋক্ ৪।১।১৫ ভাষ্যে সায়ণ)

দৃন্ (অব্য) ১ হিংসা। ২ দৃঢ়ার্থ। (শব্দার্থচি°)

দৃন্ফু (স্ত্রী) দৃন্ক কু নিপাতনাৎ ন নলোপঃ। ১ সর্পজাতি। ২ বজ্র।

দৃন্ভু (স্ত্রী) দৃম্ফতীতি দৃন্ফ নিপাতনাৎ কুপ্রত্যয়েন সাধু। (অন্দূ দৃন্ভু জম্বূ কম্বূকফেলু কর্কন্ধূ দিধিষূ। উণ্ ১।৯৫) ১ সর্প। ২ চক্র। (পুং) ৩ বজ্র। ৪ সূর্য্য। ৫ রাজা, নৃপ। ৬ অন্তক। কোন কোন স্থলে দৃন্ভুর পাঠান্তর দৃন্ফু দেখা যায়।

দৃপ্ত (ত্রি) দৃপ-গর্ব্বে হর্ষে চ বর্ত্তমানে ক্ত। গর্ব্বান্বিত। গর্ব্বিত।

"যদাশ্রৌষং কালকেয়াস্ততস্তে
পৌলোমানো বরদানাচ্চ দৃপ্তাঃ।
দেবৈরজেয়া নির্জ্জিতাশ্চার্জ্জুনেন
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥" (ভারত ১।১।১৬২)

দৃপ্র (ত্রি) দৃপতি বাধতে ইতি দৃপ-রক্ (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) দৃপ্ত বলযুক্ত।

দৃব্ধ (ত্রি) দৃভ গ্রন্থনে কর্ম্মণি ক্ত। ১ গ্রথিত। দৃভ-ভয়ে কর্ত্তরি ক্ত। ২ ভীত। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ গ্রন্থন। ৪ ভয়।

দৃভীক (পুং) দৃভ বাহুলকাৎ ঈকন্। অসুরভেদ। "অধ্বর্যবো যো দৃভীকং।" (ঋক্ ২।১৪।৩) 'দৃভীকো নামাসুরঃ।' (সায়ণ)

দৃমিচণ্ডেশ্বর (ক্লী) মৎস্যপুরাণোক্ত শিবলিঙ্গ ভেদ।

দৃবন্ (ত্রি) দৃ-বিদারে কনিপ্ বাহুলকাৎ বেদে হ্রস্বঃ। বিদারক। "দৃবাসি কৃত্তাসি।" (শুক্লযজুঃ ১০।৮) 'ত্বং দৃবাসি দৃ বিদারণে দৃণাতি শত্রূন্ বিদারয়তি দৃবা।' (ভাষ্য)

দৃশ্ (ত্রি) পশ্যত্যনেন ইতি দৃশ-করণে কিপ্। ১ চক্ষু, নেত্র, যাহার দ্বারা দেখা যায়।

"দৃশা দগ্ধং মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ।
বিরূপাক্ষস্য জয়িনীস্তাঃ স্তুমো বামলোচনাঃ ॥" (সাহিত্যদ°)

ভাবে কিপ্। ২ দর্শন। ৩ বুদ্ধি। (ত্রি) পশ্যতীতি দৃশ কর্ত্তরি ক্বিন্। ৪ বীক্ষক। তত্তৎ পদার্থ-দর্শক।

"বায়ুভক্ষোদিবা তিষ্ঠন্ রাত্রিং নীত্বাপ্সু সূর্য্যদৃক্।" (যাজ্ঞ°)

৫ দ্রষ্টা পুরুষ।

"দৃক্ দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা।" (পাত° সূত্র)

'দৃক্শক্তিঃ পুরুষঃ' (ভাষ্য) ৬ দ্বিত্ব সংখ্যা।

দৃশতি (স্ত্রী) দৃশ বাহুলকাৎ ভাবে অতিক্। দর্শন।

"সূরো ন যস্য দৃশতিররেপাঃ।" (ঋক্ ৬।৩।৩)

'দৃশতির্দর্শনং।' (সায়ণ)

দৃশদ্ (স্ত্রী) দৃষদ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শিলা, পাষাণ-নিষ্পেষণ শিলাপট্ট। "তথা দৃশৎপুত্রক।" (গোভিল) 'দৃশৎ পেষণাধারশিলাপুত্রং পেষণকরণরূপপ্রস্তরঃ।'

(সংস্কারতত্ত্বে রঘুনন্দন)

দৃশদ্বতী (স্ত্রী) দৃষদ্বতী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ব্রহ্মাবর্ত্ত সীমাস্থ নদীভেদ। এই নদী কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত, যাহারা দৃশদ্বতী নদীতীরে অবস্থান করেন তাহারা স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন। এই স্থান অতি মনোরম। [দৃষদ্বতী দেখ।]

"দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে ॥"(ভারত ৩।৮৩।৪)

২ কাত্যায়নী।

দৃশা (স্ত্রী) দৃশ হলন্তত্বাৎ বা টাপ্। চক্ষু, নেত্র।

দৃশাকাঙ্ক্ষ্য (ক্লী) দৃশা দৃশয়া বা আকাঙ্ক্ষ্যং অভিলষণীয়ং। পদ্ম।

দৃশান (পুং) দৃশ-আনচ্ কিচ্চ। ১ লোকপাল। ২ বিরোচন। ৩ আচার্য্য। ৪ ব্রাহ্মণ। ৫ উপাধ্যায়। (ক্লী) ৬ জ্যোতিঃ। (ত্রি) দৃশ্যতে ইতি দৃশ-কর্ম্মণি আনচ্। ৭ দৃশ্যমান।

"দৃশানো রুক্ম উর্বিয়া।" (ঋক্ ১০।৪৫।৮)

দৃশি (স্ত্রী) দৃশ্যতে ঽনয়া দৃশ-ইন্ স চ-কিৎ। ১ চক্ষু। ২ চেতন পুরুষ। "দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।"

(পাত° সূ° ২।২০)

পুরুষের নাম দ্রষ্টা, বস্তুতঃ যাহাকে দ্রষ্টা বলা হয়, তিনি দ্রষ্টা নহেন, কেননা তিনি চিদ্রূপী ও অপরিণামী। সুতরাং পরিণমনস্বভাব অন্তঃকরণই জ্ঞানাদি ধর্ম্মের আধার। নির্ব্বিকার স্বভাব আত্মা বা পুরুষ যখন তাদৃশ বুদ্ধিতে উপরত হন, বুদ্ধির সহিত একীভূত হন, অর্থাৎ যখন তিনি সন্নিধান বশতঃ বুদ্ধি বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বা অভিব্যক্ত হন, তখনই তাহাকে উপচারক্রমে দ্রষ্টা কহে। বুদ্ধির বা অন্তঃকরণের পরিণাম বা বিষয়াকারতা না থাকিলে তাহার কিছু মাত্র দ্রষ্টৃত্ব থাকে না।

তাৎপর্য্য এই যে বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হওয়াই তাহার দেখা। অন্য কোনরূপ দেখা তাহার নাই।

"তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যং।"

(পাত° সূ° ২।২৫)

দৃক্ এবং দৃশ্যের সংযোগের কারণ অবিদ্যা, এই অবিদ্যা যদি যোগাভ্যাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বা চিত্তনিরোধ দ্বারা বিদূরিত

হয়, তাহা হইলে সে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বা দ্রষ্টৃ দৃশ্যভাব থাকে না। পুরুষ তখন মুক্ত অর্থাৎ কেবল হন। জড় সম্বন্ধবর্জ্জিত হওয়ায় তিনি তখন স্বীয় চিদ্‌ঘন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

(স্ত্রী) দৃশি বাহুলকাৎ ঙীষ্। [দৃশি দেখ।]

দৃশীক (ত্রি) দৃশ কর্ম্মণি ঈকক্। দর্শনীয়। "স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকং।" (ঋক্ ১।২৭।১০) 'দৃশীকং দর্শনীয়ং' (সায়ণ)

দৃশেন্য (ত্রি) দৃশ-কর্ম্মণি কেন্যন্। দর্শনীয়। "দৃশেন্যো মহিনা সমিদ্ধঃ।" (ঋক্ ১০।৮৮।৭) 'দৃশেন্যঃ দর্শনীয়ঃ' (সায়ণ)

দৃশোপম (ক্লী) দৃশায়া উপমা যত্র। শ্বেতপদ্ম। (শব্দমালা)

দৃশ্য (ত্রি) দৃশ্যতে ইতি দৃশ-কর্ম্মণি ক্যপ্। ১ দর্শনীয়। ২ মনোরম। ৩ দ্রষ্টব্য। ৪ জ্ঞেয়মাত্র, প্রকাশ্য।

"দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ।" (পাত° সূ° ২।১৭)

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগই হেয় হেতু অর্থাৎ দুঃখের প্রতিকারণ। দ্রষ্টা, আত্মা ও দৃশ্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ এই দুইয়ের সংযোগ থাকিলেই দুঃখ উপস্থিত হয়, কেবল দুঃখ নহে, সুখ, দুঃখ ও মোহ এ সমস্তই অন্তঃকরণের বিকার। বুদ্ধি দ্রব্য বা অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা বিষয়াকারে ও সুখ দুঃখাদি আকারে পরিণত হইবা মাত্র তাহা চিৎশক্তি দ্বারা প্রোজ্জল হয়। সুতরাং পরিণাম স্বভাব বুদ্ধিসত্ব বা অন্তঃকরণ পদার্থটী দৃশ্য এবং তৎসন্নিধিস্থ অপরিণামী চিৎশক্তি তাহার দ্রষ্টা।

দৃশ্য ও দ্রষ্টা এই দুয়ের যে সংযোগ আছে অর্থাৎ একীভাব হইয়া আছে, ইহাই সংসারী জীবের দুঃখ সমূহের মূল। "প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যং।" (পাত° ২।১৮) প্রকাশস্বভাব সত্ব, ক্রিয়াত্মক রজঃ, তদুভয়ের প্রতিরোধক অচল স্বভাব তম, এতৎ ক্রিয়াত্মক ভূত ও ইন্দ্রিয় ইহারা দৃশ্য। পুরুষ ভিন্ন পরিদৃশ্য জগতে যাহা কিছু নয়ন গোচর হয়, সকলই দৃশ্য; ইহারা সকলেই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ প্রদানার্থ উদ্যত আছে। সত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়াত্মক প্রকৃতি ও তদুৎপন্ন যে কিছু ভূত ভৌতিক সে সকলই পুরুষের ভোগের ও অপবর্গের নিমিত্ত কারণ। এই দৃশ্য অবিবেকীর ভোগ এবং বিবেকীর মোক্ষ প্রদানার্থ উদ্যত আছে। [ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।]

দৃশ্যকাব্য (ক্লী) কাব্যবিশেষ, যে কাব্য রঙ্গালয়ে নটগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়, তাহাকে দৃশ্যকাব্য কহে।

"দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধামতং।
দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ং তদ্রূপারোপাত্তু রূপকং॥"
(সাহিত্যদ° ৬।২৭২)

কাব্য দুই প্রকার—দৃশ্য ও শ্রব্য, যাহা অভিনীত হয়, তাহাকে দৃশ্যকাব্য কহে। ইহাকে সাধারণ লোকে নাটক কহে, কিন্তু সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্রের মতানুসারে নাটক দৃশ্যকাব্যের এক প্রকার মাত্র।

রঙ্গালয়ে নটগণ যে যে পুস্তক অভিনয় করে, সকলই দৃশ্যকাব্যের মধ্যে অন্তর্ভূত। যে নাট্যশাস্ত্র দৃশ্যকাব্যের প্রাণস্বরূপ, তাহা ভরত মুনি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। এইরূপ কথিত আছে, তিনি উহা ব্রহ্মার নিকট শিক্ষা করিয়া গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণকে শিক্ষা দেন। ক্রমে উহা প্রচলিত হইয়াছে। দৃশ্যকাব্য দুই ভাগে বিভক্ত রূপক ও উপরূপক; ইহার মধ্যে রূপক দশ এবং উপরূপক অষ্টাদশ প্রকার। রূপক—

"নাটকমথপ্রকরণং ভাণব্যায়োগসমবকারডিমাঃ।
ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকানি দশ॥"

উপরূপক—

"নাটিকাত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকং।
প্রস্থানোল্লাপ্য কাব্যানি প্রেক্ষণং রাসকং তথা॥
সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিকা।
দুর্ম্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাণিকেতি চ॥
অষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকানি মনীষিণঃ।
বিনা বিশেষং সর্ব্বেষাং লক্ষ্ম নাটকবন্মতং॥"
(সাহিত্যদ° ৬।২৭৫-৭৬)

নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথ্য ও প্রহসন এই দশবিধ রূপক। নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেক্ষণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ ও ভাণিকা এই অষ্টাদশ প্রকার উপরূপক।

দৃশ্যকাব্যের মধ্যে নাটক সর্ব্ব প্রধান। ইহার গল্প পৌরাণিক বিবরণ হইতে গৃহীত এবং কিয়দংশ কবির মনঃকল্পিত হইবে। ইহার নায়ক দুষ্মন্তের ন্যায় নৃপতি, রামচন্দ্রের ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় দেবতা হইবে। শৃঙ্গার বা বীররস ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অভিজ্ঞান-শকুন্তল, মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার, অনর্ঘরাঘব প্রভৃতি নাটকশ্রেণীভুক্ত। প্রকরণের লক্ষণ নাটকের ন্যায়, কেবল ইহার গল্পে সমাজের প্রকৃতি ও প্রেম-বিষয়ক বর্ণনা থাকিবে। প্রকরণ দুই অংশে বিভক্ত শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। শুদ্ধপ্রকরণের নায়িক বেশ্যা এবং সঙ্কীর্ণ প্রকরণের নায়িকা কোন ভদ্রবংশের প্রতিপালিতা কামিনী বা সহচরী। প্রকরণের নায়ক নাটকের ন্যায় উক্ত শ্রেণীর

ব্যক্তি নহেন। ইহার নায়ক মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্তবণিক। মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব প্রভৃতি প্রকরণ লক্ষণাক্রান্ত। ভাণ ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার ভাষা বিশুদ্ধ হইবে, প্রারম্ভে ও শেষে সঙ্গীত থাকিবে। নাট্যের নায়ক মাত্র অভিনয় ক্রীড়া করিবেন। তিনি রঙ্গভূমিতে আসিয়া নানাস্বরে ও নানা ভাবভঙ্গী দ্বারা বিবিধ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিবেন। লীলামধুর ও সারদাতিলক নামক গ্রন্থ ভাণশ্রেণীভুক্ত।

ব্যায়োগ ইহাও এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। যুদ্ধবর্ণন ইহার উদ্দেশ্য, প্রেম বা রহস্য বর্ণনীয় নহে, ইহার নায়ক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ হইবে। জামদগ্ন্যজয়, সৌগন্ধিকাহরণ, ধনঞ্জয়বিজয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যায়োগ মধ্যে পরিগণিত।

সমবকার তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ, দেবতা ও অসুরদিগের যুদ্ধ বর্ণন ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। ইহা আদ্যোপান্ত বীররসব্যঞ্জক এবং উষ্ণীক্‌ ও গায়ত্রী ছন্দে রচিত। অভিনয়কালে ইহাতে হয়, হস্তী, রথাদি পরিপূর্ণ, যুদ্ধক্ষেত্র, তুমুল সংগ্রাম এবং নগরাদির ধ্বংস, ইহার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণনা থাকিবে। সমবকার গ্রন্থ অতিবিরল। ডিম—বীর ও ভয়ানক রস সংযুক্ত রূপক, ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, অসুর বা দেবতা ইহার নায়ক। ঈহামৃগ চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, দেবদেবী ইহার নায়ক নায়িকা, প্রেম ও কৌতুক বর্ণন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। কুসুমশেখরবিজয় প্রভৃতি ঈহামৃগ। অঙ্ক—ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং করুণ রসপ্রধান। কবি কোন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বিষয় লইয়া ইহার গল্প রচনা করিবেন। শর্ম্মিষ্ঠা-যযাতি নামক ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ অঙ্ক লক্ষণাক্রান্ত। বীথ্য ভাণের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত, এবং এক অঙ্কে গ্রথিত। কিন্তু দশরূপকের মতানুসারে দুই অঙ্ক থাকিতে পারে। প্রহসন হাস্যরসপ্রধান রূপক, ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ করিতে হয়। সমাজের কুরীতি সংশোধন ও রহস্যজনক বিবরণ বর্ণনা করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ রাজা, রাজপারিষদ, ধূর্ত্ত, উদাসীন, ভৃত্য এবং বেশ্যা। ইহার মধ্যে নীচ জাতীয় পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিবে। হাস্যার্ণব, কৌতুকসর্ব্বস্ব এবং ধূর্ত্তসমাগম প্রভৃতি সংস্কৃত প্রহসন। নাটিকা বা প্রকরণিকা প্রায় একপ্রকার, শৃঙ্গার রস ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। রত্নাবলী প্রভৃতি নাটিকা। ত্রোটক ৫।৭।৮ বা ৯ অঙ্কে সম্পূর্ণ, পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয় ইহার প্রধান বর্ণনীয়। বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি ত্রোটক। গোষ্ঠী এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার নাট্যপ্রদর্শক ব্যক্তি ৯।১০ জন পুরুষ, এবং ৫।৬টী স্ত্রী। রৈবতমদনিকা গোষ্ঠী লক্ষণাক্রান্ত। সট্টকে একটী আশ্চর্য্য গল্প আদ্যোপান্ত প্রাকৃত ভাষায় বর্ণিত থাকিবে। কর্পূরমঞ্জরী এই লক্ষণাক্রান্ত। নাট্যরাসক—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং বর্ণিতব্য বিষয় প্রেম ও কৌতুক। ইহার আদ্যোপান্ত অভিনয়কালে নৃত্য ও সঙ্গীত সহ সম্পন্ন করিতে হয়। নর্ম্মবতী ও বিলাসবতী নামক সংস্কৃত গ্রন্থ নাট্যরাসক লক্ষণাক্রান্ত। প্রস্থানও নাট্যরাসকের সদৃশ, কিন্তু ইহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ অতীব নীচ জাতীয়। ইহাও তান লয় স্বর সংযুক্ত নৃত্যগীতে পরিপূর্ণ এবং দুই অঙ্কে সম্পূর্ণ। উল্লাপ্য এক অঙ্কে গ্রথিত, প্রেম ও হাস্য ইহার প্রধান বর্ণনীয়। পৌরাণিক এবং নাট্যবিষয়ক কথোপকথন মধ্যে সঙ্গীত গেয়। দেবীমহাদেব নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই শ্রেণীভুক্ত। কাব্যপ্রেমবিষয়ক বর্ণনে এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও কবিতা থাকিবে। যাদবোদয় প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রেক্ষণ বীররস প্রধান এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার নায়ক নীচ জাতীয়। বালিবধ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রেক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাসক—হাস্যরস উদ্দীপক উপরূপক এবং ইহা এক অঙ্কে সমাপ্ত, ইহার পঞ্চব্যক্তি মাত্র অভিনেতা। নায়ক নায়িকা উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি, নায়ক মূর্খ এবং নায়িকা বুদ্ধিমতী হইবে। মেনকাহিত একখানি রাসক। সংলাপক ১।২।৩ বা ৪ অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার নায়ক প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী, ইহার অধিকাংশেই যুদ্ধ বর্ণন। মায়াকাপালিক নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই শ্রেণীভুক্ত। শ্রীগদিত—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার নায়িকা লক্ষ্মী, এবং ইহাতে অধিকাংশ সঙ্গীত থাকে। ক্রীড়ারসাতল (সংস্কৃত) একখানি শ্রীগদিত। শিল্পক—চারি অঙ্ক যুক্ত, শ্মশান ইহার রঙ্গস্থল, নায়ক ব্রাহ্মণ, প্রতিনায়ক চণ্ডাল, ইন্দ্রজাল ও আশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণন করাই শিল্পকের উদ্দেশ্য। কনকাবতীমাধব নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই শ্রেণীভুক্ত। বিলাসিকা এক অঙ্কে গ্রথিত, প্রেম এবং কৌতুক ইহার বর্ণনীয়। দুর্ম্মল্লিকা হাস্যরস প্রধান উপরূপক ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। বিন্দুমতী এই শ্রেণীভুক্ত। প্রকরণিকা নাটিকার ন্যায়। হল্লীশ—ইহাতে আদ্যোপান্ত সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। আজকাল ইহাকে 'অপেরা' বলা যাইতে পারে। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, একজন পুরুষ এবং ৮।১০ জন স্ত্রীলোক দ্বারা ইহা অভিনীত হয়। কেলিরৈবতক নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই শ্রেণীভুক্ত। ভাণিকা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং ইহা হাস্য রসময়। কামদত্তা (সংস্কৃত) ভাণিকা লক্ষণাক্রান্ত।

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যসমূহে এই সকল লক্ষণ সন্নিবিষ্ট

থাকিত। নাটক রচনায় ভাষাদিরও বিশেষ নিয়ম ছিল, নাটক অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নান্দী, বিদূষক, সূত্রধার, পারিপার্শ্বিক ও নট নটীর উল্লেখ থাকিবে। পুরুষগণের ভাষা সংস্কৃত, এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন হওয়া আবশ্যক। এই সকল বিষয় সাহিত্যদর্পণে এইরূপ লিখিত আছে। উচ্চপদস্থ পণ্ডিতদিগের বক্তব্য ভাষা সংস্কৃত। •এইরূপ স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে সৌরসেনী এবং গাথা সম্পর্কে মহারাষ্ট্রী ভাষা প্রযুক্ত হইবে। রাজান্তঃপুরচারী জনগণের ভাষা মাগধী। রাজপুত্র ও রাজপরিচারক এবং শ্রেষ্ঠীদিগের সম্পর্কে অর্দ্ধমাগধী। বিদূষকের প্রাচ্য, ও ধূর্ত্তের অবন্তিকা। যোদ্ধা এবং নাগর প্রভৃতির পক্ষে দাক্ষিণাত্য ভাষা প্রয়োগ করা উচিত। শকার প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির পক্ষে শকারী, বাহ্লীকের বাহ্লীকী, দ্রাবিড়ের দ্রাবিড়ী, আভীর দেশীয়ের আভারী, পহ্লবের ও তৎসদৃশ জাতিতে চাণ্ডালী রীতির ভাষা ব্যবহার্য্য। কাষ্ঠ বা তৃণপর্ণাদিজীবী ব্যক্তির সম্বন্ধে আভীরী বা চাণ্ডালী এবং অঙ্গারকারক নীচ ব্যবসায়িগণেরও ঐ ভাষা গ্রাহ্য। কুৎসিতবাক্ মূর্খদিগের পক্ষে পৈশাচী এবং উচ্চ পদাভিষিক্ত চেট ও চেটীদিগের পক্ষে শৌরসেনী। বালক, উন্মত্ত,ষণ্ড ও আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের শৌরসেনী এবং স্থল বিশেষে সংস্কৃত ব্যবহার করাও কর্ত্তব্য। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত এবং দরিদ্র ভিক্ষু প্রভৃতির প্রাকৃত ভাষা প্রয়োগ করা আবশ্যক। উত্তমাশয় ব্যক্তি, কপট সন্ন্যাসী প্রভৃতি, দেবী, মন্ত্রিকন্যা ও বেশ্যা এই সকল ব্যক্তির পক্ষে সংস্কৃত ভাষা শোভনীয়া। অন্যপ্রকার হইলেও তাহাতে দোষাবহ হয় না। স্ত্রী, সখী, বালক, ধূর্ত্ত, .বেশ্যা, এবং অপ্সরাদিগের ভাষা ব্যবহার কালে চাতুর্য্যাতিশয় প্রদর্শনের জন্য মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতও ব্যবহার করা যাইতে পারে। (সাহিত্যদ°)। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ দৃশ্যকাব্যের কোন বাধাবাধি নিয়ম নাই। কেবল নাটকই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সর্ব্বাঙ্গীন দৃশ্যকাব্যের নাটক লক্ষণাক্রান্ত নহে। [এই সকল দৃশ্যকাব্যের বিশেষ বিবরণ নাটক এবং তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দৃশ্যাদৃশ্য (ত্রি) দৃশ্যঞ্চ অদৃশ্যঞ্চ দ্বন্দ্বস°। দৃশ্য ও অদৃশ্য।

"অষ্টাদশশতাভ্যস্তা দৃশ্যাংশাঃ স্যোদয়াসুভিঃ।
বিভজ্যালব্ধাঃ ক্ষেত্রাংশৈর্দৃশ্যাদৃশ্যতাথ বা॥" (সূর্য্যসি°)

দৃশ্যাদৃশ্যা (স্ত্রী) ১ কোন অংশে দৃশ্য চন্দ্র এবং কোন অংশে অদৃশ্যচন্দ্র, সিনীবালী, ইহাতে কোন অংশে চন্দ্র দেখা যায় না। ২ তদভিমানী দেবতাভেদ। ইনি অঙ্গিরার কন্যা।

"যাং কপর্দিসুতামাহুর্দৃশ্যাদৃশ্যেতি দেহিনঃ।
তনুত্বাৎ সা সিনীবালী তৃতীয়াঽঙ্গিরসঃ সুতা॥" (ভারত ৩।২১৭অঃ)

দৃশ্বন্ (ত্রি) দৃশ-নক্কিপ্। দর্শক।

"অনাকৃষ্টস্য বিষয়ৈর্বিদ্যানাং পারদৃশ্বনঃ।" (রঘু ১সর্গ°)

দৃষৎসার (ক্লী) দৃষদঃ পাষাণস্য সারইব সারো যস্য। মুণ্ডায়স।

দৃষদ্ (স্ত্রী) দীর্যতে অসৌইতি দৃ-অদি-ষুগ্ হ্রস্বশ্চ (দৃণাতেঃ ষুগ্ হ্রস্বশ্চ। উণ্ ১।১৩১) পাষাণ, শিলা, পেষণশিলা।

"তত্র ব্যক্তং দৃষদিচরণন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ।
শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।" (মেঘদূত ৫৭)

দৃষদিমাষক (পুং) মাষঃ শুল্কত্বেন দীয়তে কন্ দৃষদি পেষণ, ব্যবহারে রাজ্ঞে দেয়ঃ মাষকঃ অলুক্ সমাসঃ। পেষণ ব্যবহারে রাজদেয় মাষরূপ কর।

দৃষদ্বৎ (ত্রি) দৃষদঃ সন্ত্যস্মিন্ ভূম্না মতুপ্ মস্য বঃ। ১ দৃষদ্যুক্ত, শিলাযুক্ত। (পুং) ২ নৃপভেদ। (ভারত ১।৯৫ অঃ)

দৃষদ্বতী (স্ত্রী) দৃষদ্বৎ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। নদীভেদ, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুইটী দেবনদী, এই দুই নদীর মধ্যস্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ।

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যোদেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥" (মনু ২।১৭)

কুরুক্ষেত্রে এই নদী প্রবাহিত। ঋক্সংহিতা হইতে এই নদী পুণ্যসলিলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাভারতে এই নদী মহাতীর্থরূপে গণ্য।

মুসলমান ইতিহাসে ইহা "ঘাঘর" নামে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম "রাক্ষি।" থানেশ্বরের ১৭ মাইল দক্ষিণে প্রস্তরময় গর্ত্তে এই নদী প্রবাহিত হইতেছে। [কুরুক্ষেত্র দেখ।] ২ বিশ্বামিত্রের পত্নীভেদ। (হরিব° ২৭ অঃ)

দৃষ্ট (ত্রি) দৃশ-কর্ম্মণি ক্ত। ১ দর্শনকর্ম্ম বিলোকিত।

"দৃষ্টদোষোঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ।" (দেবীমা°)

২ জ্ঞাতমাত্র।

"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্যবশীকারসংজ্ঞাবৈরাগ্যং।"
(পাঁত° দ° ১।১৫)

দৃষ্টবিষয় ও আনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদপ্রতিপাদিত বিষয় যুগপদ্ উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হইলে বশীকার সংজ্ঞা নামে বৈরাগ্য জন্মে। যাহা দেখা যায়, তাহার নাম দৃষ্ট। স্ত্রী, অন্ন, পান, উপলেপন প্রভৃতি বর্ত্তমান ভোগসাধন বস্তু সকলই দৃষ্ট। যাহা বিন্দুমাত্রও প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাহা সকলই দৃষ্ট পদবাচ্য। ভাবে ক্ত। ৩ দর্শন। ৪ রাজাদিগের স্বরাষ্ট্রস্থিত চৌরাদির ভয়। ৫ পররাষ্ট্রস্থিত দাহবিলোপাদির ভয়। (ক্লী) ৬ সাক্ষাৎকার।

"দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনং চ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং।" (সাংখ্যকারিকা)

সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনপ্রকার—দৃষ্ট, অনুমান ও আপ্তবচন। তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের নাম দৃষ্ট প্রমাণ, এই প্রমাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে আর কোন প্রকার সন্দেহ থাকে না। এই জন্য দৃষ্ট প্রমাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর সংযোগের অব্যবহিত পরেই যে তৎসম্বদ্ধ বস্তুর স্বরূপবোধকবৃত্তি জন্মে, তাহারই নাম দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ। [বিশেষ বিবরণ প্রমাণ শব্দে দেখ।]

দৃষ্টকর্ম্মন্ (ত্রি) যাহা কার্য্য দৃষ্ট বা পরীক্ষিত হইয়াছে।

দৃষ্টকূট (ক্লী) প্রহেলিকা, হেঁয়ালির দৃষ্ট প্রশ্ন।

দৃষ্টত্ব (ক্লী) দৃষ্টস্য ভাবঃ দৃষ্ট ভাবে ত্ব। দৃষ্টের ভাব, দর্শনহেতু।

দৃষ্টদোষ (ত্রি) দৃষ্টো দোষঃ রাগলোভাদির্যস্য। জ্ঞাতরাগ-লোভদোষাদিযুক্ত; যে ব্যক্তির রাগ লোভ প্রভৃতি দোষ সকল দেখা গিয়াছে, তাহাকে দৃষ্টদোষ কহে। এবংভূত-ব্যক্তিকে সাক্ষী মানিতে পারা যায় না। মানিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

"ন দৃষ্টদোষাঃ কর্ত্তব্যা ন ব্যাধার্ত্তা ন দূষিতাঃ।" (মনু ৭।৬৪)

দৃষ্টো দোষা মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনা যত্র। ২ জ্ঞাত-মিথ্যা-জ্ঞান জন্য বাসনাযুক্ত বিষয়।

"দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ।" (দেবীমা°)

জ্ঞাতো দোষো যেন। ৩ ছিদ্রাবলোকক রিপু, যে শত্রু দোষ দেখিয়াছে।

দৃষ্টনষ্ট (ত্রি) দৃষ্টঃ সন্ নষ্টঃ। দর্শন মাত্রেই নষ্ট, যাহা দেখিলেই নষ্ট হইয়া যায়। "বিদ্যুৎপুঞ্জাবিবগণৌ দৃষ্টনষ্টৌ বভূবতুঃ।" (কথাসরিৎসাগর ১।৬২)

দৃষ্টপৃষ্ঠ (ত্রি) দৃষ্টং প্রতিযোধৈঃ পৃষ্ঠং যস্য। পলায়মান, যুদ্ধকালে পলায়ন করিলে শত্রুগণ পৃষ্ঠ অবলোকন করে, এইজন্য দৃষ্টপৃষ্ঠ অর্থে পলায়ন।

দৃষ্টপ্রত্যয় (ত্রি) দৃষ্টেন দর্শনেন প্রত্যয়ঃ বিশ্বাসো যস্য। দর্শনের দ্বারা কৃত দৃঢ়নিশ্চয়।

দৃষ্টরজস্ (স্ত্রী) দৃষ্টং রজঃ আর্ত্তবং যয়া। ১ দৃষ্ট রজস্বানারী, যে নারীর রজঃ দৃষ্ট হইয়াছে। ২ তদুপলক্ষিতা প্রৌঢ়া স্ত্রী।

দৃষ্টবীর্য্য (ত্রি) দৃষ্টং বীর্য্যং যেন। দৃষ্ট বল, যাহার বল দেখা বা পরীক্ষা করা হইয়াছে।

দৃষ্টসার (ত্রি) দৃষ্টঃ সারো যেন। দৃষ্ট বল।

"গজেন্দ্রো দৃষ্টসারেণ গজেন্দ্রেনৈব বধ্যতে॥" (কাম° নীতি° ৮।৬৭)

দৃষ্টাদৃষ্ট (ত্রি) ১ যাহা দেখিবার নয়, তাহা যে দেখিয়াছে। ২ দেখা ও অদেখা।

দৃষ্টান্ত (পুং) দৃষ্টঃ অন্তঃ নিশ্চয়ো যস্মিন্। ১ উদাহরণ, কোন বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য বা প্রমাণিত করিবার জন্য অন্য কোন পরিজ্ঞাত বিষয়ের উল্লেখ।

"তৃপ্তিযোগঃ পরেণাপি মহিমা ন মহাত্মনাং।
পূর্ণশ্চন্দ্রোদয়াকাঙ্ক্ষী দৃষ্টান্তোঽত্র মহার্ণবঃ॥"
(শিশুপালবধ ২।৩১)

২ শাস্ত্র। ৩°মরণ। ৪ অর্থালঙ্কারবিশেষ, ইহার লক্ষণ সাহিত্যদর্পণে এইরূপ লিখিত আছে—

"দৃষ্টান্তস্তু সধর্ম্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনং॥" (সাহিত্যদ° ১০।৯৮)

সমান ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুর প্রতিবিম্বনের নাম দৃষ্টান্ত; যে স্থলে দুইটী বিষয় সমান ধর্ম্মাবলম্বী হইবে এবং এই দুইটী বিষয়ের প্রতিবিম্বন প্রণিধানগম্য সাম্যস্থ হইবে অর্থাৎ দুইটী বিষয়ের সমতা প্রণিধান করিলেই বোধ হইবে, সেই স্থলে দৃষ্টান্তালঙ্কার হইবে। ইহা সাধর্ম্ম্যে এবং বৈধর্ম্ম্যে হইবে।

উদাহরণ

"অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাং।
অনধিগতপরিমলাপি হি হরতি দৃশং মালতীমালা॥"
(সাহিত্যদ° ১০ প°)

সৎকবিদিগের বাণীর গুণ না জানিলেও অর্থাৎ অর্থাদি অবগত না হইলেও কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করে, যেরূপ মালতী-পুষ্পের মালার গন্ধ পরিজ্ঞাত না হইলেও নেত্রকে হরণ করে। এই স্থলে কর্ণে মধুধারা বমন ও নেত্রহরণ এই দুই-টীর শব্দ ঠিক্ একরূপ নহে, কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেও এ দুইয়ের সাম্যতা স্পষ্টরূপে বুঝাইবে। এইস্থলে দুইটী বিষয় একটী সৎকবিভণিতি ও দ্বিতীয় মালতীমালা। সৎকবিভণিতির স্থলে 'অবিদিতগণা' গুণ অর্থাৎ অর্থাদি দোষ না হইলেও কর্ণে মধুধারাবর্ষণ, দ্বিতীয় মালতীমালা এই পদে 'অনধিগতপরিমলা' গন্ধপরিজ্ঞাত না হইলেও নেত্র হরণ এই দুই বিষয়ের সমতা একরূপে না হইয়া প্রণিধান অর্থাৎ একটু মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে এই দুইটী বিষয় এক তাহার সাদৃশ্যবোধ হইল, এইজন্য এইস্থলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইল। সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ বৈপরীত্যে এই অলঙ্কার হয়। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ সাধর্ম্ম্য দ্বারা হইল। বৈধর্ম্ম্যের উদাহরণ

"ত্বয়ি দৃষ্টে কুরঙ্গাক্ষ্যাঃ স্রংসতে মদনব্যথা।
দৃষ্টানুদয়ভাজিন্দৌ গ্লানিঃ কুমুদসংহতেঃ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

তুমি দৃষ্ট হইলে কুরঙ্গাক্ষীর মদন ব্যথা দূর হয়। ইন্দু উদিত না হইলে কুমুদসংহতির গ্লানি দেখা যায়। এইস্থলে এই

দুইয়ের বৈপরীত্য ভাবে সমতা হওয়ায় দৃষ্টান্তালঙ্কার হইল। এই শ্লোকে কুরঙ্গাক্ষীর মদন বাধা নাশ এবং কুমুদসংহতির গ্লানি দর্শন, একের দুঃখ নাশ, অপরের দুঃখ দর্শন এই দুই পদের বৈপরীত্য ভাবে প্রণিধান দ্বারা সমতা হওয়ায় দৃষ্টান্তালঙ্কার হইল। দৃষ্টান্ত ও প্রতিবস্তূপমা প্রায় একরূপ, কেবল এইমাত্র পৃথক্, যে স্থলে একটী ক্রিয়ার পৃথক্ নির্দ্দেশ হইবে, সেই স্থলে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইবে। [প্রতিবস্তূপমা দেখ।]

৫ গৌতমসূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে পদার্থভেদ। "লৌকিক পরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ" (গৌতমসূ°)। প্রকৃত বিষয়ের দৃঢ়ীকরণার্থ যে প্রসিদ্ধ স্থলের উপন্যাস করা যায়, সেই স্থলে দৃষ্টান্ত কহে। যথা এই পর্ব্বতে বহ্নি আছে, যেহেতু ধূম দেখা যাইতেছে, যে যে স্থানে ধূম থাকে, সেই সেই স্থলে নিশ্চয়ই বহ্নি থাকে, যেমন রন্ধনশালা। এ স্থলে যেমন রন্ধনশালা এই অংশটীকে দৃষ্টান্ত কহে।

দৃষ্টান্তিত (ত্রি) দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহীত।

দৃষ্টার্থ (ত্রি) দৃষ্টঃ অর্থো যেন। ১ যৎ কর্ত্তৃক অর্থ দৃষ্ট হইয়াছে, যিনি অর্থ অবলোকন করিয়াছেন।

"স নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থঃ কারণৈশ্চ মহাগুণৈঃ।
ঋষিবাক্যৈশ্চ হনুমানভবৎ প্রীতিমান্ পুনঃ॥" (রামা° ৫।৫১।২৫)

২ যাহার অর্থ স্পষ্ট।

(স্ত্রী) দৃশ-ভাবে ক্তিন্। ১ দর্শন, চাক্ষুষ জ্ঞান। ২ জ্ঞান মাত্র। "বিদিত বন্ধকারণস্য দৃষ্ট্যা তদ্রূপং" (সাংখ্যসূ°) ৩ প্রকাশ। পশ্যত্যনেন দৃশ-করণে ক্তিন্। ৪ চক্ষু।

"দৃষ্টা দৃষ্টি মধো দদাতি কুরুতে নালাপমাভাষিতা"
(সাহিত্যদ° ৩।৬৮)

দৃষ্টিকৃৎ (ত্রি) দৃষ্টিং করোতি কৃ-ক্বিপ্, তুগাগমশ্চ। ১ দর্শক। (ক্লী) ২ স্থলপদ্ম।

দৃষ্টিকৃত (ক্লী) দৃষ্টের্দর্শনায় কৃতমিব অতীব শোভাকরত্বাৎ তথাত্বং। স্থলপদ্ম।

দৃষ্টিক্ষেপ (পুং) দৃষ্টেঃ ক্ষেপঃ। দৃষ্টিপাত।

দৃষ্টিগত (পুং) দৃষ্টিং গতঃ বিষয়তয়া প্রাপ্ত ২য়া তৎ। ১ নেত্রবিষয়। ২ নেত্রগত রোগ ভেদ।

দৃষ্টিগুণ (পুং) দৃষ্ট্যা গুণ্যতে অভ্যস্যতে যত্র গুণ অভ্যাসে অচ্ বা ঘঞ্। ১ বাণাদিলক্ষ্য। ২ নেত্রগুণ।

দৃষ্টিগুরু (পুং) শিব।

দৃষ্টিগোচর (পুং) দৃষ্টের্গোচরঃ। নেত্রগোচর। দৃষ্টিপথ মধ্যবর্ত্তী যাহা চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়।

দৃষ্টিনিপাত (পুং) দৃষ্টের্নিপাতঃ। দৃষ্টিনিঃক্ষেপ, দৃষ্টিপাত।

দৃষ্টিপ (পুং) দৃষ্টিং পিবতি পা-ক। দেবগণভেদ।
"আভাসুরা গন্ধপা দৃষ্টিপাশ্চ" (ভারত অনু° ১৮ অঃ)

দৃষ্টিপথ (পুং) দৃষ্টেঃ পন্থা। দৃষ্টির পথ, দর্শনপথ।

দৃষ্টিপাত (পুং) দৃষ্টেঃ পাতঃ। দৃষ্টিনিঃক্ষেপ, দৃষ্টিনিপাত।

দৃষ্টিফল (ক্লী) গ্রহগণ রাশিতে অবস্থান করিয়া অন্যান্য রাশিকে অবলোকন করিলে শুভাশুভাদি যে ফল হয়, তাহাকে দৃষ্টিফল কহে। বৃহজ্জাতকে দৃষ্টিফলের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

মেষ রাশিস্থিত চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূপাল, বুধ দৃষ্টে পণ্ডিত, বৃহস্পতি দৃষ্টে রাজ সদৃশ, শুক্রদৃষ্টে গুণবান্, শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে তস্কর এবং রবিদৃষ্টে ভৃত্য হয়। বৃষ রাশিস্থিত চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ধনহীন, বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে চৌর, গুরুদৃষ্টে মাননীয়, শুক্রদৃষ্টে ভূপাল, শনি দৃষ্টে ধনবান্ এবং রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভৃত্য হয়।

মিথুন রাশিস্থিত চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, বুধ দৃষ্টে ক্ষিতিপতি, গুরুদৃষ্টে পণ্ডিত, শুক্রদৃষ্টে ভয়হীন, শনিদৃষ্টে তন্তুকর্ম্মকারী এবং রবিদৃষ্টে ধনহীন হইয়া থাকে। কর্কট রাশিস্থিত চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যোদ্ধা, বুধদৃষ্টে কবি, বৃহস্পতি দৃষ্টে পণ্ডিত, শুক্রদৃষ্টে ভূপাল, শনিদৃষ্টে অস্ত্রজীবী ও রবিদৃষ্টে ধনহীন হইয়া থাকে।

সিংহরাশিস্থিত চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জ্যোতিষবেত্তা, গুরুদৃষ্টে ধনবান্, শুক্রদৃষ্টে নরশ্রেষ্ঠ, শনিদৃষ্টে ক্ষুরকর্ম্মকর, রবিদৃষ্টে নরপালক এবং মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রাণিঘাতক হইবে।

বৃশ্চিক রাশিস্থিত চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যুগল সন্তানোৎপাদক, বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কুজাজ, শুক্রদৃষ্টে বস্ত্রের রাগকর্ত্তা, শনিদৃষ্টে অঙ্গহীন, রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ধনহীন এবং মঙ্গল দৃষ্টে ভূপাল হয়।

ধনুরাশিস্থিত চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জ্ঞাতিগণের অধীশ্বর, বৃহস্পতি দৃষ্টে ক্ষিতিনাথ, শুক্রদৃষ্টে জনগণের আশ্রয়-স্থল এবং শনি রবি ও মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে দাম্ভিক ও শঠ হয়।

মকর রাশিস্থিত চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজাধিরাজ, বৃহস্পতি দৃষ্টে রাজা, শুক্র দৃষ্টে পণ্ডিত, শনিদৃষ্টে ধনবান্, সূর্য্যদৃষ্টে দরিদ্র এবং মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূপতি হইয়া থাকে।

কুম্ভরাশিস্থিত চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূপাল, গুরুদৃষ্টে রাজতুল্য এবং শুক্র, শনি, রবি ও মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়।

মীনরাশিস্থিত চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে উপহাসবেত্তা,

বৃহস্পতি দৃষ্টে নরপাল, শুক্রদৃষ্টে পণ্ডিত এবং শনি, রবি ও মঙ্গল এই পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পাপাত্মা হইয়া থাকে।

মেষাদি দ্বাদশরাশির অর্দ্ধভাগ হোরা নামে বিখ্যাত। সেই হোরা রবি ও চন্দ্রগ্রহের হইয়া থাকে।

সূর্য্যাদি গ্রহগণ স্বীয় স্বীয় অধিষ্ঠিত রাশির যে হোরায় অবস্থিতি করিবেন, যদি চন্দ্রমা তৎকালে স্বীয় অধিষ্ঠিত মেষাদি দ্বাদশরাশির কোন একরাশিতে সূর্য্যাদি গ্রহের অধিষ্ঠিত হোরাতে থাকিয়া ঐ সকল গ্রহগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শুভকর হইবে।

মেষাদি দ্বাদশ রাশির কোন এক রাশিতে রবির হোরাভাগে চন্দ্রমা থাকিয়া মেষাদি দ্বাদশ রাশির রবির হোরাভাগস্থিত রব্যাদি গ্রহগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় শুভকর হয় এবং মেষাদি দ্বাদশ রাশির কোন এক রাশিতে চন্দ্রের হোরা ভাগস্থিত সূর্য্যাদি গ্রহগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও শুভকর হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত অর্থাৎ রবির হোরাভাগস্থিত গ্রহ দৃষ্টে অশুভ এবং চন্দ্রের হোরাভাগস্থিত চন্দ্র সূর্য্যের হোরা ভাগস্থ গ্রহ দৃষ্ট অশুভকর হয়। অধিপতি শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শুভ এবং পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মধ্যফল হইয়া থাকে। যদি রব্যাদি গ্রহগণ মিত্রভবন এবং স্বভবন গত হইয়া দৃষ্টি প্রদান করে, তাহা হইলে শুভ হয়। আর শত্রুভবন গত হইয়া দৃষ্টি করিলে অশুভ হয়।

গ্রহগণের দৃষ্টি অনুসারে এই যে ফল উল্লিখিত হইল, এই ফলই লগ্নের ফল হইয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক)

যে রাশিতে রাহু থাকে, সেই রাশি হইতে দক্ষিণাবর্ত্ত গণনায় পঞ্চম, সপ্তম, নবম এবং দ্বাদশ রাশিতে রাহুর পূর্ণ দৃষ্টি; দ্বিতীয় ও দশম রাশিতে ত্রিপাদ দৃষ্টি, তৃতীয়, ষষ্ঠ, চতুর্থ ও অষ্টমরাশিতে অর্দ্ধদৃষ্টি এবং যে রাশিতে রাহু থাকে, সেই রাশিতে আর একাদশ স্থানে রাহু ও কেতুর দৃষ্টি নাই। এই সকল দৃষ্টি ও গ্রহ বলাবল অনুসারে ফলাফল বিবেচিত হইয়া থাকে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব *)

* "তৃতীয়ে দশমে চৈব পাদদৃষ্টিরুদাহৃতা।
অর্দ্ধদৃষ্টিশ্চ নবমে পঞ্চমে চ প্রকীর্ত্তিতা॥
চতুর্থে চাষ্টমে চৈব পাদোনাপরিকীর্ত্তিতা।
সপ্তমে পরিপূর্ণা চ ফলমেবং প্রকল্পয়েৎ॥
তৃতীয় দশমাবার্কিঃ পশ্যন্ পূর্ণফলপ্রদঃ।
ত্রিকোণগান্ গুরুশ্চৈব চতুর্থাষ্টমগান্ কুজঃ॥
পাদৈকদৃষ্টির্দশমতৃতীয়ে ত্রিপাদদৃষ্টির্নবপঞ্চকে তু।
ত্রিপাদদৃষ্টিশ্চতুরষ্টকে তু সম্পূর্ণদৃষ্টিঃ সমসপ্তকে স্যাৎ।
সুতমদনবাস্ত্যে পূর্ণদৃষ্টিঃ সুরারে র্যুগল দশমরাশৌ দৃষ্টিমাত্রং ত্রিপাদং।
সহজরিপু চতুর্থে চাষ্টমে চার্দ্ধদৃষ্টিঃ স্থিতিভবনমুপান্ত্যং নৈব দৃশ্যং হি রাহোঃ॥

দৃষ্টিবন্ধু (পুং) দৃষ্টের্নেত্রস্য বন্ধুরিব সাদৃশ্যাপাদনাৎ। খদ্যোত।

দৃষ্টিমৎ (ত্রি) দৃষ্টি বিদ্যতে২স্য দৃষ্টি-মতুপ্। দৃষ্টিযুক্ত, দর্শনবিশিষ্ট। "অরেরপ্যেব মেবেতি দৃষ্টং দৃষ্টিমতাং বরৈঃ।" (কামন্দক)

দৃষ্টিবাদ (পুং) জৈনদিগের পঞ্চাত্মক বাদসম্বলিত অঙ্গ ভেদ।
"দৃষ্টিবাদো দ্বাদশাঙ্গী স্যাদ্গণিপিটকাহ্বয়া।
পরিকর্ম্মসূত্রপূর্ব্বানুযোগপূর্ব্বগত চূলিকাঃ পঞ্চ।
স্যুদৃষ্টিবাদভেদাঃ পূর্ব্বাণি চতুর্দ্দশাপি পূর্ব্বগতে॥"
(হেমচন্দ্র ২।১৫৯-৬০)

জৈনদিগের ১২ খানি অঙ্গের মধ্যে দ্বাদশ দৃষ্টিবাদ। ইহাতে ক্রিয়াবাদীদিগের মত বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য সকলকীর্ত্তিরচিত তত্ত্বার্থসারদীপকে লিখিত আছে—

"অন্তিমং দৃষ্টিবাদাঙ্গং ক্রিয়াবাদ্যাদিসূচকং।
চন্দ্রস্যায়ুর্বিভূত্যাদ্যা যস্যাং প্রোক্তা জিনাধিপৈঃ॥ ৯৫
চন্দ্র প্রজ্ঞপ্তিসংজ্ঞা সা চন্দ্রগত্যাদিসূচিকা।
ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষযুক্‌পঞ্চসহস্রপদসম্মিতা॥ ৯৬
লক্ষাঃ পঞ্চ সহস্রাণি ত্রীণীতি পদসংখ্যকা।
সূর্য্যস্যায়ুঃপরীবারচারক্ষেত্রাদিসম্পদাম্॥ ৯৭
সম্যগ্নিরূপিকা সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তিরুচ্যতে বুধৈঃ।
পঞ্চবিংশৎসহস্রত্রিলক্ষসৎপদসম্মিতা॥ ৯৮
জম্বূদ্বীপকুলাদ্রীণাং ভোগভূমীতরাত্মনাং।
পৃথক্‌প্ররূপিকা জম্বূদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তিরুচ্যতে॥ ৯৯
স্যাৎ ষট্‌ত্রিংশৎসহস্রদ্বিপঞ্চাশল্লক্ষসৎপদা।
অসংখ্যদ্বীপবার্দ্ধীনাং তির্য্যক্‌স্থিত্যাদিভূভৃতাম্॥ ১০০
সম্যক্‌প্ররূপিকা দ্বীপবার্দ্ধিপ্রজ্ঞপ্তিরুত্তমা।
লক্ষাশ্চতুরশীতিঃ ষট্‌ত্রিংশৎসহস্রসংযুতা॥ ১০১
ইতি সংখ্যাঙ্কিতা ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তিঃ প্রতিপাদিকা।
ষড়্‌দ্রব্যলক্ষণাদীনাং গুণপর্য্যায়ভাষণৈঃ॥ ১০২
একা কোটী তথা লক্ষা একাশীতিঃ সহস্রকাঃ।
পঞ্চেতি পদসংখ্যাঢ্যং পঞ্চধা পরিকর্ম্ম চ॥ ১০৩
কর্ম্মণাং কর্ত্তৃভোক্তৃত্বাদয়ো যত্রোদিতা নৃণাং।
তৎসূত্রং স্যাৎপদং হ্যষ্টাশীতিলক্ষপদপ্রমং॥ ১০৪
স্যাৎ প্রথমানুযোগং পঞ্চ সহস্রপদপ্রমং।
সত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষস্বরূপদেশকম্॥ ১০৫

ত্রিদশে সূর্য্যপুত্রস্ত ত্রিকোণে চ বৃহস্পতৌ।
চতুরস্রে মহীজস্ত পূর্ণদৃষ্টিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥
স্বস্থানঞ্চ দ্বিতীয়ঞ্চ ষষ্ঠমেকাদশন্তথা।
দ্বাদশঞ্চ ন পশ্যন্তি সর্ব্বএব কিল গ্রহাঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

আদ্যমুৎপাদপূর্ব্বং স্যাৎ কোট্যেকপদমানকম্।
জীবাদীনাং ক্রিয়োৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যাদিসূচকং ॥ ১০৬
অগ্রায়নীয়পূর্ব্বং ষন্নবতিলক্ষসৎপদং।
অঙ্গানামগ্রভূতার্থপ্রধানার্থপ্ররূপকং ॥ ১০৭
বীর্য্যপ্রবাদপূর্ব্বং সপ্ততিলক্ষপদপ্রমং।
চক্রিকেবলিদেবেন্দ্রাদীনাং সুবীর্য্যদেশকং ॥ ১০৮
অস্তিনাস্তিপ্রবাদং স্যাৎ ষষ্টিলক্ষপদপ্রমং।
দ্রব্যপঞ্চাস্তিকায়াস্তিনাস্ত্যাদিনয়ভাষকং ॥ ১০৯
জ্ঞানপ্রবাদপূর্ব্বং চৈকোনকোটী পদপ্রমা।
পঞ্চজ্ঞানত্রিকাজ্ঞানোৎপত্ত্যাধারাদিদেশকম্ ॥ ১১০
সত্যপ্রবাদপূর্ব্বং ষড়গ্রকোটীপদপ্রমং।
বাগ্‌গুপ্তিসূনৃতাসত্যাদীনাং সূচকমঞ্জসা ॥ ১১১
আত্মপ্রবাদপূর্ব্বং ষড়্‌বিংশকোটীপদপ্রমং।
জীবানাং কর্ম্মকর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিনিরূপকম্ ॥ ১১২
এককোট্যধিকাশীতিলক্ষ সৎপদসম্মিতম্।
কর্ম্মপ্রবাদপূর্ব্বং স্যাৎ কর্ম্মণাং সূচকং নৃণাম্ ॥ ১১৩
বন্ধোদয়শমাদীনাং নির্জ্জরানুভবাত্মনাম্।
চতুর্ভিরধিকাশীতিলক্ষসংখ্যপদপ্রমং ॥ ১১৪
প্রত্যাখ্যানাহ্বয়ং পূর্ব্বং প্রত্যাখ্যানস্য ধীমতাং।
ব্রতানাং নিয়মাদিস্বরূপাণাং চ প্ররূপকম্ ॥ ১১৫
বিদ্যানুবাদমেকা কোটীদশলক্ষসৎপদং।
সর্ব্ববিদ্যা নিমিত্তাষ্টাঙ্গনিমিত্তসূচকং ॥ ১১৬
কল্যাণনামধেয়ং ষড়্‌বিংশকোটীপদপ্রমং।
সত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষকল্যাণদেশকম্ ॥ ১১৭
প্রাণাবায়ং ভবেৎকোটীনাং ত্রয়োদশসৎপদম্।
প্রাণায়ানচিকিৎসাদিপ্রতিপাদকমঞ্জিনাম্ ॥ ১১৮
ক্রিয়াবিশালপূর্ব্বং স্যান্নবকোটীপদপ্রমং।
ছন্দোলঙ্কারসৎকাব্যং কলাগুণাদিদেশকম্ ॥ ১১৯
দ্বিষট্‌কোট্যগ্রপঞ্চাশল্লক্ষসৎপদমানকম্।
স্যাল্লোকবিন্দুসারাখ্যং মোক্ষমার্গাদিসূচকম্ ॥ ১২০
পঞ্চাগ্রনবতিঃ কোট্যো লক্ষাঃ পঞ্চাশদেব হি।
পঞ্চেতি সর্ব্বপূর্ব্বাণাং পদসংখ্যাস্তি পিণ্ডিতা ॥ ১২১
দ্বে কোটী নব লক্ষাণি নবাশীতি সহস্রকাঃ।
দ্বে শতেত্রেতি চাদ্যোক্তপদসংখ্যাসমন্বিতা ॥ ১২২
আদ্যা জলগতাভিখ্যা চুলিকাস্তি নিরূপিকা।
জলেষু গমনস্তম্ভনাদি মন্ত্রাদিকাত্মনঃ ॥ ১২৩
এতাবৎ পদসংখ্যা চুলিকা স্থলগতাভিধা।
ধরাগমনসন্মন্ত্রতন্ত্রাদিপ্রতিপাদিকা ॥ ১২৪
তাবৎ পদপ্রমা মায়াগতাখ্যা চুলিকা স্মৃতা।
ইন্দ্রজালাদিহেতূনাং মন্ত্রবাদাদিসূচিকা ॥ ১২৫
পূর্ব্বোক্ত পদসংখ্যা চুলিকা রূপগতাহ্বয়া।
নানা ব্যাঘ্রেভরূপাদি কর্তৃবিদ্যাদিদেশিকা ॥ ১২৬
তৎপ্রামাণ্য-পদাঢ্যা চুলিকাকাশগতা মতা।
আকাশগমনাদীনাং মন্ত্রতন্ত্রাদিসূচিকা ॥ ১২৭
দশকোট্যশ্চ লক্ষাণ্যেকোনপঞ্চাশদেব হি।
সহস্রাঃ ষট্‌চত্বারিংশৎপদসংখ্যেতি চুলিকা ॥ ১২৮
অষ্টোত্তরশতকোট্যোষ্টষষ্টিলক্ষসংখ্যকাঃ।
ষট্‌পঞ্চাশৎ সহস্রাণি পঞ্চেতি পদসম্মিতা ॥ ১২৯
সংখ্যা পিণ্ডীকৃতা প্রোক্তা শ্রীগণেশৈর্জ্জিনাগমে।
দৃষ্টিবাদাখ্য পূর্ব্বস্যাস্তিমস্য পঞ্চধাত্মনঃ ॥" ১৩০

শেষ অঙ্গের নাম দৃষ্টিবাদ। ইহাতে ক্রিয়াবাদী ও অপরাপর বিষয় আছে। উহা ৫ ভাগে বিভক্ত—পরিকর্ম্ম, সূত্র, প্রথমানুযোগ, পূর্ব্বগত ও চুলিকা।

পরিকর্ম্মের মধ্যে—

১। চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি—ইহাতে জিনাধিপ চন্দ্রের শক্তি, গতি, আয়ু, বিভূতি প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পদসংখ্যা ৩৬০৫০০০।

২। সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি—ইহাতে সূর্য্যের আয়ু, পরিবার, চার ও ক্ষেত্রাদি-সম্পদ্ বর্ণিত আছে। ইহার পদসংখ্যা ৫০৩০০০।

৩। জম্বূদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি—ইহাতে জম্বূদ্বীপের ভোগ, ভূমি ও কুলপর্ব্বতাদির বিষয় বর্ণিত আছে। ইহার পদসংখ্যা ৩২৫০০০।

৪। দ্বীপবার্ধিপ্রজ্ঞপ্তি—ইহাতে অসংখ্য দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্ব্বতাদির বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ৫২৩৬০০০।

৫। ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি—ইহাতে ছয় প্রকার দ্রব্যের গুণপর্য্যায় ও লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ৮৪৩৬০০০।

সর্ব্বশুদ্ধ পরিকর্ম্মের পদসংখ্যা ১৮১০৫০০০।

সূত্র—মানবের দ্বারা কর্ম্মের কর্তৃত্ব ও ভোগাদি যে সমস্ত হইয়া থাকে, সূত্রে সেই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পদসংখ্যা ৮৮০০০০০।

প্রথমানুযোগ—ইহাতে ৬৩ জন শলাকা-পুরুষের স্বরূপাদি নির্ণীত হইয়াছে। পদসংখ্যা ৫০০০।

পূর্ব্বগতের মধ্যে—

১। উৎপাদপূর্ব্ব—ইহাতে জীবাদির উৎপত্তি, নাশ ও স্থিতির বিষয় বর্ণিত। পদসংখ্যা ১০০০০০০০।

২। অগ্রায়নীয়পূর্ব্ব—ইহাতে অঙ্গসমূহের মুখ্য বিষয়গুলি ও মুখ্য তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে। পদসংখ্যা ৯৬০০০০০।

৩। বীর্য্যপ্রবাদপূর্ব্ব—চক্রী, কেবলী ও দেবাদির শক্তি-জ্ঞান ও বীর্য্যাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পদসংখ্যা ৭০০০০০০।

৪। অস্তিনাস্তিপ্রবাদপূর্ব্ব—দ্রব্যের পঞ্চাস্তিকায়ের অস্তি-নাস্তি সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ৬০০০০০০।

৫। জ্ঞানপ্রবাদপূর্ব্ব—এই গ্রন্থে পঞ্চজ্ঞান ও ত্রিপ্রকার অজ্ঞান এবং যাহারা জ্ঞানাজ্ঞান ধারণ করে, তদ্বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ৯৯৯৯৯৯৯।

৬। সত্যপ্রবাদপূর্ব্ব—বাগ্‌গুপ্তি অর্থাৎ বাক্‌সংযম, সূনৃত ও সত্যাদির বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ১০০০০০০৬।

৭। আত্মপ্রবাদপূর্ব্ব—এই গ্রন্থে জীবগণের কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি নিরূপিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ২৬০০০০০০০।

৮। কর্ম্মপ্রবাদপূর্ব্ব—ইহাতে মানবের কর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে। পদসংখ্যা ১৮০০০০০০।

৯। প্রত্যাখ্যানপূর্ব্ব—ইহাতে জীবের প্রত্যাখ্যান, ব্রত-নিয়মাদি স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ৮৪০০০০০।

১০। বিদ্যানুবাদপূর্ব্ব—ইহাতে সকল বিদ্যার নিমিত্তাদি অষ্টাঙ্গের বিষয় আছে। পদসংখ্যা ১১০০০০০০।

১১। কল্যাণপূর্ব্ব—ইহাতে ৬৩ শলাকা-পুরুষের কল্যাণকর কর্ম্মসমূহের বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ২৬০০০০০০০।

১২। প্রাণাবায়পূর্ব্ব—প্রাণাপান চিকিৎসার বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ১৩০০০০০০০।

১৩। ক্রিয়াবিশালপূর্ব্ব—ইহাতে ছন্দ, অলঙ্কার, সৎ কাব্য, কলা ও গুণাদির বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ৯০০০০০০০।

১৪। লোকবিন্দুসারপূর্ব্ব—ইহাতে মোক্ষমার্গাদির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। পদসংখ্যা ১৩৫০০০০০০।

পূর্ব্ববাদের মোট পদসংখ্যা ৯৫৫০০০০০৫।

চূলিকার মধ্যে—

১। জলগতা—এই গ্রন্থে জলে গমন ও মন্ত্রাদিপ্রভাবে জলস্তম্ভনাদির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। পদসংখ্যা ২০৯৮৯২০০।

২। স্থলগতা—ইহাতে স্থলভ্রমণ ও তন্ত্রমন্ত্রাদি প্রতি-পাদিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ২০৯৮৯২০০।

৩। মায়াগতা—ইহাতে ইন্দ্রজালাদি হেতু মন্ত্রবাদাদি লিখিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ২০৯৮৯২০০।

৪। রূপগতা—ইহাতে ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতির রূপধারণ করিবার বিদ্যা আছে। পদসংখ্যা ২০৯৮৯২০০।

৫। আকাশগতা—আকাশ গমন সম্বন্ধে মন্ত্রতন্ত্রাদি বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ২০৯৮৯২০০।

চূলিকার মোট পদসংখ্যা ১০৪৯৪৬০০।

গণধরগণের বিরচিত এই শেষ অঙ্গের মোট পদসংখ্যা ১০৮৬৮৫৬০০৫।

দৃষ্টিবিক্ষেপ (পুং) দৃষ্টিস্তদেকদেশস্ত বিক্ষেপঃ। ১ কটাক্ষ-দর্শন। দৃষ্টের্বিক্ষেপঃ। ২ দৃষ্টিপাত। ৩ দর্শনান্তরায়।

দৃষ্টিবিভ্রম (পুং) দৃষ্টের্ব্বিভ্রমঃ। নেত্রবিলাস ভেদ।

"বিবর্ত্তিতভ্রূরিয়মদ্য শিক্ষাতে ভয়াদকামাপি দৃষ্টিবিভ্রমং।"

(শকুন্তলা)

দৃষ্টিবিজ্ঞান (ক্লী) দৃষ্টের্ব্বিজ্ঞানং। আলোক ও দর্শনবিষয়ক বিদ্যা।

দৃষ্টিবিষ (পুং) দৃষ্টৌ বিষং যস্য। সর্পভেদ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ। "দৃষ্টীবিষৈঃ সপ্তশীর্ষৈশ্চ খং ভোগিভিরবৃতৈঃ" (ভারত ঝ২২ অঃ) 'দৃষ্টীবিষঃ' ইত্যত্র আর্ষোদীর্ঘঃ।

দৃষ্টিস্থান (ক্লী) দৃষ্টেঃ স্থানং। গ্রহদিগের অবলোকনস্থান। ইহার বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে—প্রশ্ন কিংবা জন্মকালে যে গ্রহ যে রাশিতে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইতে গণনায় তৃতীয় আর দশম স্থানে সেই গ্রহের একপাদ দৃষ্টি, পঞ্চম আর নবম রাশিতে অর্দ্ধ দৃষ্টি, চতুর্থ এবং অষ্টম রাশিতে ত্রিপাদ দৃষ্টি, এবং সপ্তম রাশিতে সম্পূর্ণ দৃষ্টি হয়।

ইহাতে বিশেষ এই যে—তৃতীয় আর দশম স্থানে শনি গ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি, নবম ও পঞ্চম রাশিতে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি, চতুর্থ এবং অষ্টম রাশিতে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে অর্থাৎ দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে গ্রহগণের দৃষ্টি নাই। গ্রহগণের বলাবল এবং এই সকল দৃষ্টি অনুসারে ন্যূনাধিক বিবেচনা করিয়া ফলাফল নির্ণয় করা যাইবে।

দৃষ্যা (স্ত্রী) দূষ্যা, হস্তীর গাত্রাবরণ।

দেআনৎ (আরবী) নিষ্ঠা, সাধুতা, নম্রতা।

দেআনদার (পারসী) ধার্ম্মিক, ন্যায়পর।

দেআল (পারসী) প্রাচীর।

দেআলতা (দেশজ) ১ অলক্তকভেদ। ২ সিন্দূর।

দেউটী (দেশজ) প্রদীপ।

দেউড়ী (দেশজ) প্রবেশদ্বার, ফটক।

দেউড়ীবাল (পারসী) দ্বারবান, দ্বাররক্ষক।

দেউড়ী বা বার-দেউড়ী, সাগর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৩° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪´ পূঃ। সাগর হইতে ৪৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এক সময়ে এখানে প্রায় লক্ষাধিক লোকের বসবাস ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ হইল, ডাকাতেরা আগুন লাগাইয়া এখানকার গৃহাদি পুড়াইয়া দেয়, তাহাতে প্রায় ত্রিশহাজার লোকের মৃত্যু হয় ও বহুসংখ্যক লোক নগর ছাড়িয়া পলায়ন করে। সেই পর্য্যন্ত লোক সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

দেউল (দেশজ) দেবালয়, মন্দির, মঠ।

দেউলগাঁও রাজা, বরারের বুলদানা জেলার অধীন একটী নগর। অক্ষা° ২০° উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° পূঃ। ইহার পূর্ব্বনাম দেবলবাড়ী। জাদোনবংশীয় রাজগণ এখানে কুঞ্জবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ নাম হয়। নগরের উত্তরে সারি সারি ছোট পাহাড় ও দক্ষিণে আম্নী নামে একটী ছোট নদী প্রবাহিত। এক সময় নগরের চারিদিকে প্রাচীর ছিল; এখন তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

নগর-নির্ম্মাতা জাদোনবংশের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। লখ্‌জি জাদোনরাও উত্তর-ভারত হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। তাঁহার কন্যা জিজিয়ার সহিত শাহজীর বিবাহ হয়। এই জিজিয়ার গর্ভে মহাবীর শিবাজী জন্ম গ্রহণ করেন।

জাদোনবংশ বরাবর এখানকার আয় ভোগ করিতেছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বাজীরাওর অধীনে এক দল আরব-সৈন্য আসিয়া এখানে আশ্রয় লয়, সেই অবধি জাদোনদিগের সম্পত্তি বৃটীশ গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। জাদোনদিগের যত্নে বরারে যে সকল দেবস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই নগরস্থ বালাজীর মন্দির বিখ্যাত।

কার্ত্তিক মাসে বালাজীর মহোৎসব হয়, সে সময় দেবের উদ্দেশে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকার পূজা দেওয়া হয়। যাঁহারা দেবদর্শনে আসিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই উদর পুরিয়া প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এখানে কার্পাস ও রেশমের ব্যবসাই প্রধান।

দেউলঘাট, বরারের বুলদানা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২০° ৩১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ১০´ ৩০´´ পূঃ। বেণগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে দেউলী নাম ছিল। এখানে অনেক হিন্দু দেবমন্দির ছিল, অরঙ্গজেব-প্রেরিত নাসির্-উদ্দীন্ কর্ত্তৃক সেই সমস্ত বিধ্বস্ত হয়।

দেউলামি (দেশজ) গতবিভবতা, নিঃস্বতা।

দেউলিয়া (দেশজ) গতসর্ব্বস্ব, গতবিভব, নিঃস্ব।

দেউলী (দেশজ) দীপাবলি।

দেওকর্ণ, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে সিপাহীবিদ্রোহ হয়, দেওকর্ণ সেই সময়ে ইংরাজ গবর্মেণ্টের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। ইহারই চেষ্টা ও যত্নে মথুরার চারিদিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ৫ই অক্টোবর, আগ্রা হইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সৈন্য সামন্ত লইয়া মথুরা আক্রমণে আগমন করেন। বিদ্রোহী সেনাপতি দেওকর্ণ মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বন্দী হন। দেওকর্ণ বন্দী হইলে পর কর্ণেল কটনের সৈন্যদল মথুরার ভিতর দিয়া বিদ্রোহীদিগকে শাস্তি দিতে দিতে কাশী পর্য্যন্ত গমন করে। ইহার পর আর মথুরার কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

দেওকলি, রাগিণীবিশেষ। ইহার নামান্তর দেবগিরি।
[দেবগিরি দেখ।]

দেওকালী, ত্রিহুত জেলায় সীতামারীর রাস্তার উপর একটী গ্রাম। এখানে একটী বৃহৎ মন্দির আছে, তন্মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ফাল্গুনমাসে এই শিবলিঙ্গের মাথায় জল দিবার জন্য অনেক লোকের সমাগম হয়। সেই সময়ে এখানে একটী মেলা হয়।

দেওগড়, মেবার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। মেবারের একজন প্রধান সামন্ত এখানে বাস করেন। ৮২ খানি গ্রাম তাঁহার অধীন। নগরের চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। ইহার মধ্যে প্রায় ৩০০০ ঘর ও প্রায় সাতহাজার লোকের বসবাস আছে। রাও উপাধিকারী সামন্তের প্রাসাদের চারিপার্শ্বে গড় আছে।

দেওগড়, মধ্যপ্রদেশস্থ ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। পূর্ব্বকালে এখানে গোণ্ড রাজাদিগের রাজধানী ছিল। এখন দেওগড়ে ৫০।৬০ ঘর মাত্র লোকের বসতি। কিন্তু গ্রামের সন্নিহিত জঙ্গলে বহুতর গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এখানে অনেকগুলি পুষ্করিণী ও কূপ দেখা যায়, সেগুলির জল এখন অব্যবহার্য্য। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে এবং গ্রাম-সন্নিহিত পর্ব্বতচূড়ায় একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত গড়ের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

দেওগড় (দেবগড়), বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধীন রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। দৈর্ঘ্যে ২৭ মাইল ও প্রস্থে গড়ে ৩২ মাইল। উপবিভাগের মধ্যে ১২১ খানি গ্রাম আছে, লোকসংখ্যা ১১২৯০৩। ঐ উপবিভাগের মধ্যে দেবগড় নগরটী সমুদ্র তীরবর্ত্তী একটী সুন্দর বন্দর। এখানে একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে মরাঠা দস্যু অঙ্গিরা কর্ত্তৃক এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। অঙ্গিরা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ইম্‌লাক্ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে খারেপত্তন হইতে মহকুমা উঠাইয়া এখানে আনা হয়।

দেওগাঁ, উঃ পঃ প্রদেশস্থ আজিমগড় জেলার একটী নগর। লোকসংখ্যা ১৯২৩৭৪। এখানে সপ্তাহে দুইবার হাট হয়।

দেওঘর, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে একটী মহকুমা ও মিউনিসিপালিটী আছে। আয় পাঁচহাজার টাকার উপর। বিখ্যাত তীর্থ বৈদ্যনাথ এখান হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। [বৈদ্যনাথ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] দেশাবলী-বিবৃতিমতে, ইহার নাম 'দেবঘর', ইহা বীরভুম প্রদেশের অন্তর্গত।

দেওড়, (দেশজ) ১ বাজির আওয়াজ। ২ গুলি নিক্ষেপ।

দেওড়া, পঞ্জাবের বসাহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহার অক্ষা° ৩১° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৪´ পূঃ। চারিদিকে বেষ্টিত ও মধ্যে নানা শস্যশ্যামলা উর্ব্বরক্ষেত্রযুক্ত। যেখানে যেখানে কৃষি আছে বা স্রোত চলিয়াছে, সেখানে লোকের বসবাস। এখানকার রাণা নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে সমুচ্চপ্রাসাদে বাস করেন। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৫৫০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত।

দেওদার, গুজরাটের অন্তর্গত একটী অর্দ্ধ স্বাধীন ক্ষুদ্ররাজ্য। এখানে অধিকাংশই রাজপুত ও কোলীজাতির বাস। পূর্ব্বে এখানে কেবল ডাকাতের আড্ডা ছিল। তাহাদের উৎপাতে নিকটস্থ জনপদ বড়ই উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্টের যত্নে এখান হইতে ডাকাতেরা পলায়ন করে। সেই অবধি এই রাজ্য বৃটীশ গবর্মেণ্টের রক্ষণাধীন আছে। কিন্তু বৃটীশ গবর্মেণ্ট রাজ্যের আভ্যন্তরিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। দেওদার নগর অক্ষা° ২৪° ৯´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭১° ৪৯´ পূর্ব্বে অবস্থিত।

দেওনথল, একটী গ্রাম, পঞ্জাবের অন্তর্গত সুবাথু হইতে সিমলা যাইবার পথে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২০০ ফিট্ উচ্চে গম্বর নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ২´ পূঃ। এই স্থানের অবস্থান ও দৃশ্য অতি মনোরম।

ইহারই ১৫ মাইল দূরে দেওনথল নামে আর একটী বিখ্যাত গ্রাম আছে। এখানে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জেনারল্ অক্টর্লনির সহিত গুর্খাদিগের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পরই গুর্খারা বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়।

দেওয়ান্, (আরবী দিবান্) ভারতবর্ষে বড় বড় রাজার মন্ত্রীর যে কার্য্য, ছোট রাজার বা জমিদারের দেওয়ানের কার্য্য তাহাই। পারস্যদেশে দেওয়ান বলিলে আদালত বুঝায়। যে গৃহে আগন্তুক লোকদিগকে আহ্বান করিয়া বসান যায়, তাহাকে দেওয়ানীআম বলে। কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী একত্র সংগ্রহ করিয়া বর্ণানুক্রমে সূচীপত্র সংযুক্ত করিলে তাহাকেও দেওয়ান বলে।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে যে দেওয়ানী আদালত ছিল, তাহাতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই রকম মোকদ্দমাই হইত। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি শাহ আলমের নিকট যে বাঙ্গালার দেওয়ানীর সনন্দ প্রাপ্ত হন, সে দেওয়ানীর অর্থ করসংগ্রহ ও বিচারক্ষমতা।

দেওয়ানী আদালত (পারসী) বিচারালয় বিশেষ, এখানে ভূসম্পত্ত্যাদির বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। [দেওয়ান্ দেখ।]

দেওয়াল (দেশজ) প্রাচীর।

দেওয়ালী, দীপদান উৎসব। কার্ত্তিকী অমাবস্যায় কালী-প্রতিমার পূজা হইয়া থাকে, সেইদিন প্রতিগৃহ আলোকমালায় সজ্জিত হয়। বঙ্গদেশে দেওয়ালীর ধূম নাই, বাঙ্গালীরা কার্ত্তিকী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে ও অমাবস্যায় ঘরে ঘরে আলো দিয়া থাকে; বিশেষ আমোদ কিছুই করে না। পশ্চিম প্রদেশেই ইহার গৌরব দেখা যায়। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী হইতে আরম্ভ করিয়া তৎপ্রদেশবাসীরা শুক্লাপঞ্চমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় গৃহাদি আলোকশোভিত করিয়া গীতবাদ্য প্রভৃতি আমোদে রত থাকে। মহারাষ্ট্র ব্যবসায়ীরা এই দিনে সমস্ত বৎসরের ক্ষতিলাভ হিসাব করিয়া "নূতন খাতা" আরম্ভ করে। প্রবাদ যে শ্রীকৃষ্ণ এই দিনে নরক দৈত্যকে হত্যা করিয়া ১৬০০০ হাজার বন্দীকৃতা কুমারীর উদ্ধার করেন। মেবারের রাণা এইদিনে তাহার প্রধান মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আহার করেন; রাণা একটী মাটির প্রদীপ হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন এবং মন্ত্রী ও রাণার আত্মীয়বর্গ সেই প্রদীপে তৈল প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন। এই দিনে ও ইহার পূর্ব্বদিনে তুলসী প্রভৃতি হাতে লইয়া দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয়। [দীপান্বিতা অমাবস্যা দেখ।]

দেওর (দেশজ) দেবর, স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

দেওরালী, একটী আধুনিক রাগ। গান্ধারী, মালশ্রী ও সরস্বতী যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরত্নাকর)

দেওলী, রাজপুতানার অন্তর্গত আজমের, জয়পুর ও মাড়বারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত একটী সেনানিবাস। মেজর টম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এখানে পদাতিক ও অশ্বারোহী দুই প্রকার সৈন্য অবস্থানের বন্দোবস্ত আছে। হরবতীর পলিটিকেল এজেণ্ট এই স্থানে অবস্থান করেন।

দেওলী, মধ্যপ্রদেশের বরদা জেলার একটী নগর। এখানে তূলা বিক্রয়ের জন্য সপ্তাহে দুইবার হাট হইয়া থাকে। হাটে গোরু বিক্রয়ও হয়। লোকসংখ্যা ৫১২৬। এখানে চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও পান্থনিবাস আছে।

দেওবিহাগ, [দেববেহাগ দেখ।]

দেওশাক, সম্পূর্ণ রাগ। মোল্লার, কানড়া ও শঙ্করাভরণযোগে উৎপন্ন।

স্বরগ্রাম। "প, ম, প, ধ, নি, স, ঋ, : :।" (সঙ্গীতরত্নাকর)

দেখন (দেশজ) দর্শন, অবলোকন।

দেখা (দেশজ) অবলোকন করা, দর্শন করা।

দেখান (দেশজ) প্রদর্শন।

দেখাদেখি (দেশজ) ১ অনুকরণ। ২ সামনাসামনি।

দেখাশুনা (দেশজ) দর্শন ও শ্রবণ। দেখা সাক্ষাৎ।

দেগাঁ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বরোচ জেলার জম্বুসহর উপবিভাগের অধীন একটী পুরাতন বন্দর। নগরটী মহী-নদীর উপকূলে, কাম্বে উপসাগরের ১৮ মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২০০০। আইন-ই অকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে।

দেড় (দেশজ) অর্দ্ধন্যূন দুই, সার্দ্ধৈক।

দেড়ী (দেশজ) ১ দেড়গুণ, সার্দ্ধ এক গুণ। ২ অর্দ্ধ প্রস্তুত। (ধানের খোসা মাড়িয়া যখন অর্দ্ধেক পরিষ্কার করা হয়)।

দেতাড়া (দেশজ) তৃণভেদ।

দেদীপ্যমান (ত্রি) জাজ্বল্যমান, অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট।

দেধান (দেশজ) ধান্তের ন্যায় শস্যবিশেষ, ইহাতে খই হয়।

দেনদার (পারসী) ঋণী, অধমর্ণ।

দেন্‌দারী (পারসী) ঋণগ্রস্ত।

দেনা (আরবী) ঋণ, ধার, কর্জ্জ।

দেনুয়া (দেশজ) দানে প্রদত্ত।

দেফল (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

দেমাক (আরবী) অহঙ্কার, ধৃষ্টতা।

দেমাগিরি, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশে· কর্ণফুলী নদীর একটী জলপ্রপাত। এই প্রপাতের পরে কর্ণফুলী বর্দ্ধিতায়ন হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দেমাগিরি গ্রামে রবর ও অন্যান্য বনজ পদার্থ বিক্রয়ার্থ একটী হাট স্থাপিত হয়। হাট উত্তরোত্তর জমকাইয়া উঠিতেছে।

দেমালপুর [দিপালপুর দেখ।]

দেয় (ত্রি) দা-কর্ম্মণি যৎ। ১ দাতব্য। দানযোগ্য, দিবার উপযুক্ত।

"স্বং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারসুতাদৃতে।
নান্বয়ে সতি সর্ব্বস্বং যচ্চান্যস্মৈ প্রতিশ্রুতং॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

দেরা ইস্‌মাইল খাঁ, পঞ্জাবের অধীন একটী জেলা। ইহার উত্তরে বন্নু জেলা, পূর্ব্বে ঝঙ্গ ও সাপুর, দক্ষিণে দেরাগাজি খাঁ ও মুজফ্‌ফরগড় ও পশ্চিমে সুলেমান পাহাড়। এই জেলা ভারতের শেষ সীমা। ইহা উত্তরদক্ষিণে ১০০ মাইল দীর্ঘ, পূর্ব্ব পশ্চিমে গড়ে ৮০ মাইল।

এখানে দুইটী গড়ের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। তাহাদিগকে কাফিরকোট বলে। সম্ভবতঃ গ্রীকরাই এই গড় নির্ম্মাণ করে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এ দেশের বিশেষ বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মালিক সোহ্‌রাবের অধীন একদল বলুচী আসিয়া এই স্থানে বাস করে। ইস্‌মাইল খাঁ ও ফতেখাঁ নামে তাঁহার দুই পুত্র আপন নামে দুইটী নগর স্থাপিত করে। এই বলুচীদিগকে হটজাতি বলিত। এই হটজাতি ৩০০ বৎসর স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করে, পরে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে আহ্মদশাহ দুরাণি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া নিজ অধিকারে আনয়ন করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে দুরাণীয় সিংহাসনাধিকারী শাহ জমান মহম্মদ খাঁ এক-জন আফগানকে নবাব খেতাব দিয়া এখানে প্রেরণ করেন। মহম্মদ খাঁ দেশ অধিকৃত করিয়া মনকেরা নামক স্থানে রাজ-ধানী স্থাপিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক দৌহিত্র সের মহম্মদ খাঁ রাজ্যে অভিষিক্ত হন। রণজিৎ-সিংহ এই সময়ে দেশজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি মনকেরা অধিকার করিয়া লইলে সের মহম্মদ দেরা ইস্‌মাইল খাঁ নগরে পলায়ন করেন ও শিখরাজের করদ হইয়া তথায় পঞ্চদশ-বর্ষকাল রাজত্ব করেন। দেয় কর বাকি পড়িলে ১৮৩৬ নব নেহালসিংহ এদেশ আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লন। পঞ্জাব জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেরা ইস্‌মাইল খাঁ ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহিবিদ্রোহ কালে এখানেও বিদ্রোহের সূচনা দেখা যায়, কিন্তু ডেপুটী কমিশনার কর্ণেল কক্সের যত্নে সে বিদ্রোহ-অগ্নি জ্বলিবার পূর্ব্বেই নির্ব্বাপিত হয়।

এখানকার লোকসংখ্যা ৪৪১৬৪৯। চাষের সুবিধা আদৌ নাই। খাল কাটিয়া জল আনিয়া মাটি ভিজাইয়া চাষ করিতে হয়। গম, যব, জোয়ার, চিনি, তামাক, মক্কা, মুগ, মসুর, অরহর প্রভৃতি এখানে জন্মিয়া থাকে। দেরা ইস্‌মাইল খাঁ ও খোরাসানের সহিত বৎসরে দুইবার এখানে আমদানী ও রপ্তানী চলে। চামড়া, লবণ ও অন্যান্য নানাবিধ সখের জিনিষ এখানে আমদানি হয়। এখানে গ্রীষ্মের প্রকোপ বড় বেশী।

দেরাগাজী খাঁ, পঞ্জাবের দেরাজাত বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ইহার উত্তরসীমা দেরা ইসমাইল খাঁ, পূর্ব্বে সিন্ধু নদী, দক্ষিণে উত্তর-সিন্ধুর প্রান্তসীমাস্থ জেলা এবং পশ্চিমে সুলেমান পাহাড়। অক্ষা ২৮° ৩৭´ হইতে ৩১° ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৩৫´ হইতে ৭০° ৫৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। দৈর্ঘ্য ১৯৮ মাইল, প্রস্থে ২৫ মাইল। মোট ভূপরিমাণ প্রায় ৪৫১৭ বর্গমাইল।

এই জেলা বালুকাময় নিম্নভূমি সমাচ্ছন্ন। একদিকে সুলেমান পাহাড় ও অপর দিকে সিন্ধুতট এই স্থান ঘেরিয়া রাখিয়াছে। পশ্চিমাংশে নতোন্নত গিরিমালা পাহাড়ের মালভূমির দিকে বিস্তৃত, ইহার মধ্যে বহু সংখ্যক স্বাধীন বলুচী জাতির আশ্রয়স্থান রহিয়াছে। পাহাড় হইতে বিস্তর জলস্রোত জমির উপর আসিয়া পতিত হয় বটে,

কিন্তু শুষ্ক জমিতে শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। কহা ও সঙ্ঘর নদীতে কেবল বারমাস জল থাকে, অন্য সকল স্থানে গ্রীষ্মাগমে নদী বিল প্রায়ই শুকাইয়া যায়। এ সময়ে বলুচীরা স্ব স্ব গোমেষাদি লইয়া দূরদেশে পাহাড়ে চলিয়া আসে। তৎকালে কেবল দেড় শত বা দুই শত হাত মাটির নীচে কূপ হইতে জল পাওয়া যায়। এই পশ্চিমাংশে নদীর ধারে জনমানবশূন্য নির্জ্জল মরুভূমি পড়িয়া আছে। মধ্যে মধ্যে জলকষ্টনিবারণার্থ গবর্মেণ্টের ব্যয়ে ৩৮৮ ফিট্ গর্ত্ত করিয়া কূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বাংশে সিন্ধুনদের জল কতকটা ভূমিকে উর্ব্বরতা দান করিয়াছে। এই অংশেই অধিকাংশ লোকের বসবাস। অধিবাসীর মধ্যে প্রধানতঃ জাট, হিন্দু ও নানাবিধ বলুচী জাতি। এ অঞ্চলে উপবন মধ্যে বিস্তর খর্জ্জুর বৃক্ষ জন্মে। এখানকার খর্জ্জুর অতি উৎকৃষ্ট। এখানে বন জঙ্গলে যে কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তাহা কেবল জ্বালান হইয়া থাকে। চাষবাসের জন্য কএকটী খাল কাটাও হইয়াছে। সঙ্ঘর ও জামপুর তহসীলের অংশ এখানকার লোকের নিকট কালাপাণি নামে খ্যাত। দুইটী নদীতে বার মাস কৃষ্ণনীলাভ জল থাকে, এই জন্য কালাপাণি নাম হইয়াছে।

এখানকার সুলেমান পাহাড়ের প্রধান শৃঙ্গের নাম একভাই, তাহা প্রায় ৭৪৬২ ফিট্ উচ্চ, ইহার পরই গন্ধারি নামক শৃঙ্গ। গ্রীষ্মের সময় সুলেমান পাহাড়ের উর্দ্ধভাগ বেশ শীতল থাকে। সুতরাং য়ুরোপীয়দিগের পক্ষে অতি মনোরম। এখানে ৯২টী গিরিসঙ্কট আছে, তন্মধ্যে সঙ্ঘর, সখী সর্ব্বার, চাচার, কহা ও মোরি প্রধান।

সিন্ধুনদের প্লাবনে জেলার পূর্ব্বাংশে কোন কোন স্থান ডুবিয়া যায়। যে যে গ্রাম প্লাবিত হয়, তাহাতে পলি পড়িয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। সময়ে সময়ে সিন্ধুনদের ভীষণ প্লাবন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ১৮৩৩ ও ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের প্লাবন সকলেই উল্লেখ করিয়া থাকে। এই সময়ে সিন্ধুনদের জল ২০ ফিট্ উঠিয়া ঘণ্টায় ৬ ক্রোশ ভূমি প্লাবিত করিয়া শাহর উপত্যকা পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের প্লাবনে দেরাগাজী খাঁর সেনাবারিক ভাসিয়া যায়।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে এখানকার পাহাড়ে লৌহ, তামা ও সীসক পাওয়া যায়, উৎকৃষ্ট কয়লাও বাহির হইয়াছে। জেলার দক্ষিণাংশে ফটকিরি উত্তোলিত হয়। পাহাড়ে মুলতানী মাটি নামে একপ্রকার মাটি পাওয়া যায়, তাহাতে ঔষধ প্রস্তুত হয় এবং তাহা সাবানের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। এখানকার খার নামক গাছ পুড়াইয়া সাজী প্রস্তুত করে। সিন্ধু-প্লাবিত ভূমিতে যথেষ্ট মুঞ্জাতৃণ জন্মে। বন্য পশুর মধ্যে বাঘ, হরিণ, শূকর, বন্য গর্দ্দভ, নানাপ্রকার পক্ষী ও পায়রা দেখা যায়।

ইতিহাস।—পূর্ব্বকালে এই জেলায় কেবল হিন্দুজাতির বসবাস ও হিন্দুরাজত্ব ছিল। জেলাস্থ অনেক নগরেই হিন্দু রাজগণের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়া থাকে। এখানকার হিন্দুরাজগণের মধ্যে বীরবর রসালুর নাম অতি বিখ্যাত।

[রসালু দেখ।]

সঙ্ঘর ও অপরাপর নানাস্থানে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন কীর্ত্তির প্রভৃত ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুলতানের সহিত এই জেলা আরব-বিজেতা মহম্মদ বিন্-কাসিমের হস্তগত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে এই জেলার আয় রাজপরিবারগণের বৃত্তি স্বরূপ বরাদ্দ ছিল। প্রায় ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন নবাবের আত্মীয় লোদীবংশীয় নাহীরেরা প্রাধান্য লাভ করেন। তাঁহারা কিন ও সীতপুর অঞ্চলে স্বাধীন ভাবে রাজ্য করিতে থাকেন। নাহীরবংশ সমস্ত দেরাজাত বিভাগে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু পশ্চিমপ্রান্তবাসী পার্ব্বতীয় বলুচীজাতির আক্রমণে তাঁহাদের অধিকার হ্রাস হইতে থাকে। বলুচীদিগের মধ্যে মালিক সোহ্‌রাবের নামই প্রথম শুনা যায়। তৎপরে সর্দ্দার হাজী খাঁ প্রবল হইয়া উঠেন। ইহার পুত্র গাজী খাঁ (খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে) আপনার নামানুসারে সহর ও এই জেলার নামকরণ করেন, তদবধি দেরাগাজী খাঁ নামই প্রচলিত হইয়াছে। প্রথমে উক্ত বলুচীরা মুলতানরাজের অধীন সামন্তরূপে গণ্য ছিলেন। ক্রমে আপনাদিগের দলপুষ্ট করিয়া দুই পুরুষ পরে ইহারা দেরাজাতের স্বাধীন রাজরূপে গণ্য হইলেন। এই বংশীয় ১৮ জন রাজা দেরাজাত শাসন করেন এবং তাঁহারা পর্য্যায় ক্রমে হাজী ও গাজী খাঁ উপাধি ধারণ করিতেন। অকবরের আধিপত্যকালে গাজী খাঁর বংশ নামমাত্র মোগলসাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করেন। যদিও এই সময় তাঁহাদের রাজ্য জায়গীর স্বরূপ গণ্য হইত এবং কিছু কিছু কর দিতে হইত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। দক্ষিণাংশে নাহীরেরা খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মোগলপ্রভুত্ব হ্রাস হইয়া আসিলে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুনদের পশ্চিম কূলবর্ত্তী প্রদেশ নাদিরশাহ দুরাণির অধীন হয়। এই সময়ের গাজী খাঁ দুরাণির অধীনতা স্বীকার করিয়া পৈতৃক অধিকার নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী না থাকায় এই জেলা আবার কিছুদিনের জন্য নাম মাত্র মুলতানের সামীল হয় (প্রায় ১৭৫৮ খৃঃ অঃ)। এই সময় সিন্ধুর

কল্‌হোরা রাজগণ এই জেলা আক্রমণ ও জয় করেন, কিন্তু ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ গুজর নামে আহ্মদশাহ দুরাণীর অধীনস্থ একজন শাসনকর্ত্তা এই জেলা উদ্ধার করেন। তাঁহার যত্নে এই জেলার নানাস্থানে কূপ ও খাল খনন এবং কৃষিকার্য্যের সুবন্দোবস্ত হয়। দুরাণী রাজগণের অধীনে এখানে কএক ব্যক্তি যথাক্রমে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তৎপরে বলুচী-জাতির অন্তর্বিদ্রোহে এই স্থান শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হয়।

এ সময় সংস্কারাভাবে খালগুলি মজিয়া যায়, কৃষিকর্ম্ম উঠিয়া যায়, প্রজাগণের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। রণজিতের অভ্যুদয়কালে এই জেলা লাহোর দরবারের অধীন হয়। সমস্ত পঞ্জাব বৃটীশ গবর্মেন্টের শাসনাধীন হইলে এই জেলাও সেই সঙ্গে বৃটীশাধীন হইল। বৃটীশ শাসনে জেলার ক্রমিক উন্নতি হইতেছে।

জেলার মধ্যে পাঁচটী প্রধান সহর আছে,—দেরাগাজী খাঁ, দজল, নৌসহরা, যমপুর, রাজনপুর ও মিথনকোট।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ৩০° ৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭০° ৫০´ পূঃ। এ সময়ে ইহার ধার দিয়া সিন্ধু প্রবাহিত হইত, এখন গর্ত্ত পড়িয়া আছে, স্রোত প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। লোকসংখ্যা ২৭৮৮৬, তন্মধ্যে ১১১২৪ জন হিন্দু ও ১৫৯৬ জন মুসলমান।

১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে গাজী খাঁ মহরানি নামক এক বলুচী এই নগর স্থাপন করেন। সেই পর্য্যন্ত এই স্থানই নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহের শাসনকেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে। নগরের পূর্ব্বাংশে কস্তুরিমাল চলিয়াছে; তাহার দুইপার্শ্বে ঘন আম্র বৃক্ষ শোভিত; মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি ঘাট আছে; গ্রীষ্মকালে বিস্তর লোক এখানে স্নান করিতে আইসে। নগরের উপর এক সমুচ্চ বাঁধ আছে, বন্যা হইতে নগর-রক্ষা করিবার জন্য ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই বাঁধ প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে যেখানে গাজীখাঁর বাগান ছিল, এখন সেখানে আদালত ও প্রাচীন দুর্গ মধ্যে তহসীলের কাছারী ও পুলিস কার্য্যালয় হইয়াছে। এ ছাড়া টাউনহল, বিদ্যালয়, ঔষধালয়, বাঙ্গলা, ডাকঘর প্রভৃতি এবং মধ্যে মধ্যে অনেক-গুলি মস্‌জিদ আছে, তন্মধ্যে গাজী খাঁ, আবদুল জবার ও চুতাখাঁর মস্‌জিদ বিখ্যাত। শিখদিগের আধিপত্যকালে ঐ তিনটী শিখদিগের উপাসনাগৃহরূপে গণ্য হইয়াছে। এ ছাড়া কয়েকটী প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ও দুইজন মুসল-মান সাধুর আস্তানা আছে।

এখান হইতে নীল, আফিম, খেজুর, গম, কার্পাস, কাজনি, ঘৃত ও চর্ম্ম রপ্তানী হয় এবং চিনি, কাবুলের নানা ফল, বিলাতী কাটা কাপড়, ধাতু, লবণ ও গরমমসলা আমদান হয়। এক সময়ে এখানে রেশম ও তুলার বিস্তৃত কারবার ছিল, এখন আর নাই। এখানকার বাজারটী মন্দ নয়।

গ্রীষ্মকালে খালের ধারে সপ্তাহে একবার হাট বসে। জেলার প্রায় অধিকাংশ বণিকই এই সহরে বাস করে। শান্তিরক্ষার জন্য এখানকার কেল্লায় একদল অশ্বারোহী ও দুইদল পদাতিক আছে।

দেরাজাত, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একজন কমিসনরের অধীন একটী বিভাগ। অক্ষা° ২৮° ২১´ হইতে ৩৩° ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৩৫´ হইতে ৭২° ২´ পূঃ পর্য্যন্ত, সিন্ধুর উপত্যকায় অবস্থিত। দেরাইস্‌মাইল খাঁ, দেরাগাজী খাঁ ও বন্নু এই তিন জেলা ইহার অন্তর্গত। মোট ভূপরিমাণ ১৭৬৮১ বর্গ মাইল।

দেরাদুন, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একটী জেলা। লোক-সংখ্যা ১৪৪০৭০। প্রবাদ মতে, দেরাদুন মহাদেবের আবাস স্থান কেদারখণ্ডের এক অংশ। রাবণবধ-জনিত পাপের প্রায়-শ্চিত্ত করিবার জন্য রাম লক্ষ্মণ এখানে আসিয়া পূজাদি করেন। মহাপ্রস্থান-গমনকালে যুধিষ্ঠিরাদিও এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। নাগবংশীয় বামন নাগাশধ পর্ব্বতে কিছুদিন রাজত্ব করেন। হরিপুরের নিকটস্থ বিখ্যাত চালশি শিলার উপর অশোকের একখানি লিপি খোদিত আছে, তাহাতে বোধ হয় এই দেরাদুনই এক সময় ভারত ও চীন সাম্রাজ্যের সীমা-নির্দ্দেশক ছিল। হিউএন্ সিয়াংএর ভারতে আগমনকালে তিনি এখানে কোন নগরই দেখেন নাই। কথিত আছে, একা-দশ শতাব্দীতে একদল বঞ্জারা এই পথ দিয়া যাইবার সময় এই স্থানের শোভায় মুগ্ধ হইয়া এই বসতিশূন্য ও লোকসমাগম-শূন্য স্থানে তাহাদের চিরবাসস্থান নিরূপিত করে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহার কোন যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় না। তখন দেরাদুন গড়বাল রাজ্যের অধীন। শিখগুরু রামরায় [রামরায় দেখ।] পঞ্জাব হইতে তাড়িত হইয়া সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সুপারিস লইয়া গড়বালের রাজার নিকট গমন করেন। রাজা ফতেশা রামরায়কে 'দেবায় বা গুরুদ্বারে একটী মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন ও তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কিছু সম্পত্তি প্রদান করেন। ফতেশার মৃত্যুর পর তাহার নাবালক পৌত্র প্রতাপ শা ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া সাহারাণপুরের শাসনকর্ত্তা নাজীবুদ্দৌলা রাজত্বাং আত্মসাৎ করেন। তাঁহার শাসনকালে রাজত্বার আরও সমৃদ্ধ হয়। নাজীবের মৃত্যুর পর দেরাদুনের অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটে। সীমান্তের জাতিসমূহের ক্রমাগত আক্রমণে দেশ দরিদ্র

হইয়া পড়ে। ইত্যবসরে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে গুর্খাজাতি আসিয়া দেরাদুন আক্রমণ করে। রাজা পর্য্যমান শা শ্রীনগর হইতে দুন ও তথা হইতে সাহারণপুরে পলায়ন করেন। গুর্খাজাতি দেরাদুন অধিকার করিয়া লয়। গুর্খাদিগের শাসন সময়ে দাস-ব্যবসায় চলিতে লাগিল। দেশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

গুর্খাদিগের ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দেরাদুন সহজেই হস্তগত হয়। ক্রমে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ইংরাজ গবর্মেণ্ট কলিঙ্গাদুর্গ হস্তগত করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে দেরাদুন ইংরাজ করগত হয়।

দেরাদুন উত্তরাংশে একটী ত্রিভুজের আকারে হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে, দক্ষিণে শিবালিক পর্ব্বত তাহাকে বেষ্টন করিয়া দুইটী বৃহৎ উপত্যকা উৎপাদন করিয়াছে। পর্ব্বতে দেবদারু, ওক প্রভৃতি বৃক্ষ আছে। জঙ্গলে হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ প্রভৃতি জন্তু বাস করে।

দেরাদুনের ভূপরিমাণ ১১৯৩ বর্গমাইল। তন্মধ্যে ১০২১ বর্গমাইল ভূমি এখনও কর্ষিত হয় নাই। ধান্য, তিল, ইক্ষু, গম, যব প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। এখান হইতে বড় বড় কাঠ, বাঁশ, চূণ, কয়লা ও চাল্‌তা প্রভৃতি রপ্তানি হইয়া থাকে।

দেরানানক, পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত বতালা তহসীলের অধীন একটী নগর। অক্ষা° ৩২° ২´ ১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৪´ পূঃ। ইরাবতী (রাবি) নদীর ধারে ও বতালা সহর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

এই নগরের নিকট অপরদিকে পথোকিগ্রামে শিখদিগের আদিগুরু নানক বাস করিতেন ও ঐ গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বংশধর বেদিগণ বরাবর ঐ গ্রামেই বাস করিতেন, কিন্তু ঐ গ্রাম ক্রমে ইরাবতীর গর্ভশায়ী হইলে বেদিরা নদী পার হইয়া আসিয়া এক নূতন নগর স্থাপন করেন এবং তাঁহাদের আদিপুরুষ নানকের নামানুসারে এই স্থানের দেরানানক নাম রাখেন। তদবধি এই নগর শিখদিগের নিকট অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য। বাবা নানকের স্মরণার্থ এখানে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে নানকের বংশধরেরাই প্রধান। আরও অনেক শিখের বাস আছে। হিন্দুর সংখ্যা বেশী নয়।

এক সময়ে এখানে প্রভূত বাণিজ্য সম্পন্ন হইত; রেলপথ হইয়া অবধি ব্যবসায় বড়ই কমিয়া গিয়াছে। তবে এখানকার শাল প্রস্তুতের ব্যবসা এখনও প্রসিদ্ধ। এখানে বিস্তর কার্পাস ও চিনি রপ্তানী হয়। রাবি নদীর ভাঙ্গনে নগরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, সেই জন্য বাঁধও নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু মন্দির ও নগর কখন গর্ভশায়ী হইতে পারে, এ আশঙ্কা দূর হয় নাই।

এখানে থানা, ইংরাজী ও দেশীয় ভাষা শিখিবার বিদ্যালয়, ডাকঘর, ঔষধালয় প্রভৃতি আছে।

দেরাপুর, উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুর জেলায় অন্তর্গত একটী নগর ও দেরাপুর তহসীলের সদর। সেঙ্গুর নদীর ডানধারে ও কাণপুর সহর হইতে ১৭ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে তহসীলের কাছারী, প্রথমশ্রেণীর থানা, বিদ্যালয়, ডাকঘর প্রভৃতি আছে। মরাঠাদিগের শাসনকালে (১৭৫৬-১৭৬২ খৃঃ অঃ) এ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা গোবিন্দরায় পণ্ডিত এখানে একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। নগরের মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন মস্‌জিদও আছে।

দেরাবন্দ, পঞ্জাবের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ৩৪° ১৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৫৫´ পূঃ। সিন্ধুনদের বামধারে অবস্থিত। এখানে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে শিখ-সেনাপতি শেরসাহ সৈয়দ আহ্মদকে পরাস্ত করেন। এখন এই স্থান আমের নবাবের অধীন।

দেব (পুং) দিব-অচ্। ১ অমর, সুর। ২ রাজা। ৩ নৃপ। ৪ মেঘ। ৫ পারদ। ৬ ব্রাহ্মণদিগের উপাধিভেদ।

"ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেহহনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্ম বর্ম্মাদিসংযুতং॥" (ভবিষ্যপু°)।

পিতা পুত্রজননের দশম দিনে দেবপূর্ব্ব নামকরণ করিবেন। ৭ দেবদারু। ৮ পূজ্য। ৯ দীপ্ত। ১০ পারদ। ১১ পরাত্মা।

"একদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" (শ্রুতি)।

"দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাৎ রোচতে দ্যোততে দিবি।
তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ॥" (যোগিযাজ্ঞ°)

প্রধানতঃ স্বর্গবাসীকে দেব বা দেবতা কহে। এই জগতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেবও বলা যায়, যেমন ভূদেব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, নরদেব অর্থাৎ রাজা। কেহ কেহ দেব শব্দকে শ্রেষ্ঠার্থবাচক বলিয়া থাকেন। যেমন নরদেব নরশ্রেষ্ঠ। [দেবতা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] ১২ একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। ১৩ আতুর-সন্ন্যাসকারিকা নামে ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

দেবঋষভ (পুং) দেবশ্চাসৌ ঋষভশ্চেতি নিত্যকর্ম্মধা° প্রকৃতিবদ্ভাবঃ। ধর্ম্মের পত্নী ভানুগর্ভজাত পুত্র, ইনি কশ্যপের কন্যা। (ভাগবত ৬।৬।৫)। 'দেবঋষভ' এই স্থলে প্রকৃতিবদ্ভাব না হইলে দেবর্ষভ এইরূপ পদ হইত।

দেবঋষি (পুং) দেবানাং ঋষিঃ পূজ্যত্বাৎ প্রকৃতিবদ্ভাবঃ। দেবর্ষি নারদাদি।

"অথ দেবঋষী রাজন্ সংপরেতং নৃপাত্মজং।" (ভাগ° ৬।১৬।১) প্রকৃতিবত্তাব না হইলে দেবর্ষি এইরূপ হইবে।

দেবক (পুং) যদুবংশীয় একজন রাজা ইনি শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ, ইনি গন্ধর্ব্বপতির অংশাবতার রূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

"যস্ত্বাসীদ্দেবকোনাম দেবরাজ সমদ্যুতিঃ।
সগন্ধর্ব্বপতির্মুখ্যঃ ক্ষিতৌ জজ্ঞে নরাধিপঃ॥" (ভারত ১।৬৭।৬৯)

আহুক নরপতির কন্যার গর্ভে দুই পুত্র জন্মে, দেবক ও উগ্রসেন। এই দেবকের চারি পুত্র ও সপ্ত কন্যা হয়। নৃপতি দেবক বসুদেবকে সাতটী কন্যা সম্প্রদান করেন।(হরিব° ৩৮অঃ)

২ যুধিষ্ঠিরের এক পুত্র। (ভারত)

দেবকর্দ্দম (পুং) দেবপ্রিয়ঃ কর্দ্দমইব। সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ। চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও কঙ্কুম এই সকল মিশ্রিত হইলে দেবকর্দ্দম পদবাচ্য হয়। (রাজনি°)

দেবকাত্মজা (স্ত্রী) দেবকস্য আত্মজা কন্যা। দেবকী।

দেবকার্য্য (ক্লী) দেবপ্রিয়ার্থং কার্য্যং। দেবপ্রিয়ার্থ হোম-পূজাদি কার্য্য।

"দেবকার্য্যাৎ দ্বিজাতীনাং পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে॥" (মনু)

দেবানাং অভিলষিতং কার্য্যং। ২ দেবতাদিগের অভিলষিত কার্য্য।

দেবকাষ্ঠ (ক্লী) দেবপ্রিয়ং কাষ্ঠং। দেবদারু, দেবদারুপ্রভেদ। পর্য্যায়—পূতিকাষ্ঠ, ভদ্রকাষ্ঠ, সুকাষ্ঠক, স্নিগ্ধদারুক, কাষ্ঠদারু। ইহার গুণ তিক্ত, উষ্ণ, রুক্ষ, শ্লেষ্ম, ও বায়ুনাশক। (রাজনি°)

দেবকিরী (স্ত্রী) দেবং মেঘং কিরতীতি কৄ-ক। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মেঘরাগের ভার্য্যা।

"ললিতা মালসী গৌরী নাটী দেবকিরী তথা।
মেঘরাগস্য রাগিণ্যো ভবন্তীমাঃ সুমধ্যমাঃ॥"

ইহার স্বরূপ—

"ভ্রমন্তী নন্দনে শ্যামা পুষ্পপ্রচয়তৎপরা।
খ্যাতা দেবকিরী হ্যেষা করার্পিতসখীকরা॥" (সঙ্গীতদামো°)

দেবকিল্বিষ (ক্লী) দেবেন কৃতং কিল্বিষং অনিষ্টকর্ম্ম। দেবকৃত অনিষ্টকার্য্য।

"অথো যমস্য পড়্বীশাৎ সর্ব্বস্মাদ্দেব কিল্বিষাৎ"(ঋক্‌১০।৯৭।১৬)

দেবকী (স্ত্রী) দেবক-ঙীষ্। দেবকের কন্যা, বসুদেবের পত্নী। পর্য্যায়—দৈবকী, কৃষ্ণজননী, দেবকাত্মজা। (শব্দর°) বসুদেবের সহিত ইহার বিবাহের পর একদিন নারদ আসিয়া কংসকে এই সংবাদ জ্ঞাত করেন যে এই মথুরাপুরীতে দেবকী নামে যে তোমার পিতৃস্বসা আছেন, তাহারই অষ্টম গর্ভজাত পুত্র তোমার মৃত্যু স্বরূপ হইবেন। তুমি এই বেলা হইতে সাবধান হও। নারদ এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কংস ক্রোধ ভরে অধীর হইয়া আত্মীয় ও সচিবগণকে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা দেবকীর গর্ভ কৃন্তনে সর্ব্বদা যত্নশীল হইবে, প্রথম হইতেই দেবকীর সকল গর্ভ ধ্বংস করিবে। দেবকী বিশ্বস্ত হৃদয়ে স্বেচ্ছানুসারে আমার অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থান করুক, অন্তঃপুরে নারীগণ যেন প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহাকে রক্ষা করে। দেবকী যথাক্রমে সপ্তগর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার এক একটী গর্ভস্থবালক ভূমিষ্ঠ হইতে লাগিল, কংস তৎক্ষণাৎ লইয়া শিলাতলে নিঃক্ষেপপূর্ব্বক তাহার প্রাণ সংহার করিল। এইরূপে একাদিক্রমে ষড়্গর্ভ নিহত করিলে দেবকী সপ্তম গর্ভ ধারণ করিলেন। তখন যোগমায়া স্বীয় মায়াবলে আকর্ষণ করিয়া ঐ গর্ভ রোহিণীতে বিনিবেশিত করিলেন। এদিকে দেবকীর সপ্তম গর্ভ কি হইল বলিয়া অনুসন্ধান হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় দেবকীর অষ্টম গর্ভের সঞ্চার হইল। রক্ষিবর্গ এই সময়ে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তাহার সেই গর্ভ রক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর গর্ভকাল সম্পূর্ণ হইতে না হইতে দেবকী অষ্টমমাসে অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুত্র প্রসব করিলেন। এইরাত্রে যশোদা একটী কন্যা প্রসব করেন। বসুদেব এই রাত্রে শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া যশোদার গৃহে রাখিয়া তাহার কন্যা লইয়া দেবকীর শয্যায় অর্পণ করিলেন। পরে বসুদেব কংস সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আমার একটী কন্যা হইয়াছে। কংস ইহা শুনিয়া ঐ কন্যা গ্রহণপূর্ব্বক শিলাতলে নিঃক্ষেপ করিলেন। তখন ঐ কন্যা উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া কংসকে কহিল, 'তুই এই পাপে অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইবি।' এই কথা বলিয়া যোগমায়া আকাশমার্গে গমন করেন। পরে কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া দেবকী ও বসুদেবকে উদ্ধার করেন। দেবকী ও বসুদেব জন্মান্তরে পৃশ্নি ও সুতপা নামে বিখ্যাত ছিলেন। ভগবানের বরে অদিতি ও কশ্যপ হইয়া বামনরূপী ভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ করেন। অদিতি কশ্যপকে বরুণের গাভী প্রত্যর্পণ করিতে বারণ করায় ব্রহ্মার শাপে মানুষী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং দেবকী নামে প্রসিদ্ধ হন। [বসুদেব, কৃষ্ণ ও কংস দেখ।]

মথুরায় ইহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, দর্শন করিলে সকল প্রকার পাতক বিনষ্ট হয়। (পুরাণ)

দেবকীনন্দন (পুং) দেবক্যাঃ নন্দনঃ ৬তৎ। বসুদেবপত্নী দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ।

"নন্দগোপস্য জায়ৈকা বসুদেবস্য চাপরা।
তুল্যকালং হি গর্ভিণ্যৌ যশোদা দেবকী তথা॥
দেবক্য জনয়দ্বিষ্ণুং যশোদা তান্তু কন্যকাং।
মুহূর্ত্তে ২ভিজিতে প্রাপ্তে সার্দ্ধরাত্রে বিভূষিতে॥"

দেবকীনন্দন কবিরাজ, একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকার। ইনি আচার্য্যচিন্তামণি, একাদশীব্রতনির্ণয়, চরিত্রচিন্তামণি, নামরত্নবিবরণ, বালবোধ, রসাভিধমহাকাব্য এবং বৈষ্ণবাভিধান প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দেবকীপুত্র (পুং) ১ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। ২ পুরুষযজ্ঞদর্শন বিষয়ে ঘোর নামক আঙ্গিরসের শিষ্য কৃষ্ণ, এই কৃষ্ণের মাতার নামও দেবকী। "তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচ অপিপাস এব স বভূব।" (ছান্দোগ্য উ° ৩।১৭।৬) 'তদ্ধৈতৎ যজ্ঞদর্শনং ঘোরো নামতঃ আঙ্গিরসো গোত্রতঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় শিষ্যায় উক্ত্বা উবাচ তদেতত্রয়মিত্যাদি।' (ভাষ্য)

দেবকীমাতৃ (পুং) দেবকী মাতা যস্য। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন কপ্। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ।

"পশ্যৈতান্ দেবকীমাতর্মুমূর্ষুনস্য সংযুগে।" (ভা°দ্রো° ১৮অঃ)

দেবকীয় (ত্রি) দেবস্যেদং গহাদিত্বাৎ ছ। দেব সম্বন্ধীয়।

দেবকীর্ত্তি, ১ একজন প্রাচীন সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ্। ভট্টোৎপল ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২ বর্ণদেশনা নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ-রচয়িতা। রায়মুকুট ইহার কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দেবকোট, দিনাজপুরের অন্তর্গত প্রাচীন নগর। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার গৌড় আক্রমণের পর এখানে কিছুদিন রাজধানী করিয়াছিলেন। এই স্থানেই ৬০২ হিজরায় আলীমর্দ্দন তাঁহাকে হত্যা করেন। দমদমার নিকট গঙ্গারামপুরে যে ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, ব্লকম্যান সাহেবের মতে এখানেই প্রাচীন দেবকোট অবস্থিত ছিল। এখনও ইহার নিকটবর্ত্তী সমুদয় স্থান দেবকোট পরগণার অধীন।

দেবকুণ্ড (ক্লী) দেবকৃতং কুণ্ডং। দেবখাত।

দেবকুরু (পুং) সুমেরু ও নিষধের মধ্যস্থিত জনপদ।

(জৈনহরিবংশ ৫।৬৫)

দেবকুরুম্বা (স্ত্রী) মহাদ্রোণী। (রাজনি°)

দেবকুল (স্ত্রী) দেবায় কোলতীতি কুল সংঘাতে ক। বিনামুখ, অন্নমুখ, দেবগৃহভেদ, দেউল।

"সোঽহং দরিদ্রসন্তপ্তস্তত্র নারায়ণাগ্রতঃ।
নিরাহারঃ স্থিতোঽকার্ষং গত্বা দেবকুলং তপঃ॥"

(কথাসরিৎসা° ১২।১২৭)

দেবানাং কুলং। ২ দেবতাদিগের বংশ। ৩ দেবতাসমূহ।

দেবকুলা, প্রভাসখণ্ডোক্ত পবিত্র নদী।

দেবকুল্যা (স্ত্রী) দেবকৃতা কুল্যা অল্পসরিৎ। ১ দেবনদী গঙ্গা। ২ মরীচির কন্যা পূর্ণিমার তনয়া।

"পত্নী মরীচেস্তু কলা সুষুবে কর্দ্দমাত্মজা।
কশ্যপং পূর্ণিমানঞ্চ যয়ো রাপূরিতং জগৎ॥
পূর্ণিমাসূত বিরজং বিশ্বগঞ্চ পরন্তপ।
দেবকুল্যাং হরেঃ পাদশৌচাদ্ যাভূৎ সরিদ্দিবঃ॥"

(ভাগবত ৪।১।১৩-১৪)

ইনি ভগবানের অংশাবতার ভূমার পত্নীভেদ। (ভাগ° ৫।১৫।৬)

দেবকুসুম (ক্লী) দেবপ্রিয়ং কুসুমং পুষ্পং যস্য। লবঙ্গ।

দেবকূট (ক্লী) বশিষ্ঠাশ্রম সন্নিকটস্থিত আশ্রমভেদ।

"তত্রাশ্রমো বশিষ্ঠস্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বাণো বাজপেয় সমাপ্নুয়াৎ॥
দেবকূটং সমাসাদ্য দেবর্ষিগণসেবিতং।" (ভারত বনপ° ৮৪)

২ মেরুর পূর্ব্বস্থিত একটী পর্ব্বত। (লিঙ্গপু° ৪৯।৪)

দেবক্ষত্র (ক্লী) দেবানাং ক্ষত্রং বলং যত্র। যজ্ঞ। "উচ্ছ্রয়স্বাং তে বহুতা দেবক্ষত্রে রুশদ্ গবি।" (ঋক্ ৫।৬৪।৭) 'দেবক্ষত্রে যজ্ঞে' (সায়ণ)

দেবক্ষেত্র (ক্লী) দেবানাং ক্ষেত্রং। ১ দেবতাদিগের ক্ষেত্র, পুণ্যস্থান। ২ স্বর্গ।

দেবক্ষেম (পুং) বিজ্ঞানকায় নামক গ্রন্থরচয়িতা।

দেবখাত (ক্লী) দেবেন খাতং, অকৃত্রিমত্বাদস্য তথাত্বং। দেবখাতক, অকৃত্রিম জলাশয়। দেবসমীপস্থ খাত।

"নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ।
স্নানং সমাচরেন্নিত্যং গর্ত্তপ্রস্রবণেষু চ॥" (মনু ৪।২০৩)

নদী, দেবখাত, তড়াগ, সরোবর, গর্ত্ত ও প্রস্রবণ প্রভৃতিতে প্রতিদিন স্নান করিতে হয়।

দেবখাতক (পুং ক্লী) দেবখাতমেব স্বার্থে-কন্। ১ অকৃত্রিম জলাশয়, অপৌরুষেয় দেবকুণ্ড, নাগাদিকুণ্ড, সকৃত্রিমকুণ্ড। পর্য্যায়—আখাত, অখাত, দৈবনির্ম্মিত। ২ গুহা।

দেবখাতবিল (ক্লী) দেবখাতং অকৃত্রিমং বিলং, নিত্যকর্ম্মধা°। গুহা।

দেবগঙ্গ, আসামে প্রবাহিত এক নদী। বর্ত্তমান নাম দিবঙ্গ। (দেশা°)

দেবগণ (পুং) দেবানাং গণঃ ৬তৎ। দেবসমূহ, এই দেবগণের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ।

"ত্রয়স্ত্রিংশত ইত্যেতে দেবাস্তেষামহং তব।
অন্বয়ং সংপ্রবক্ষ্যামি পক্ষশঃ কুলতো গণান্॥"

(ভারত ১।৬৬ অঃ)

২ নক্ষত্রভেদ। ৩ দৈবপক্ষ। ৪ দেবানুচরাদি।

দেবগণগ্রহ (পুং) সুশ্রুতোক্ত দেবাদিগণরূপ গ্রহ, দেবসমূহ বিশুদ্ধ স্বভাব, এই জন্য তাঁহারা গ্রহ হইতে পারেন না,

সুতরাং দেবগণদিগকে দেবগ্রহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

যোগীর ক্রিয়া-গুহ্যতা, বিষমতা, অমানুষিকতা এবং সহিষ্ণুতা থাকিলে গ্রহ বলা যায়। অসংখ্যগ্রহ এবং গ্রহাধিপতিগণ, অশুচি, অমর্য্যাদক, ক্ষত হউক বা না হউক লোকের হিংসাকারী। ইহারা সংকারাভিলাষে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এই গ্রহগণ বিবিধাকার ও আট ভাগে বিভক্ত। দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিতৃ, রক্ষ, ভুজঙ্গ এবং পিশাচ এই আট প্রকার। সন্তুষ্ট, শুচি, গন্ধমাল্য প্রভৃতি, তন্দ্রাহীন, বিশুদ্ধ, সংযতভাষী, তেজস্বী, স্থিরদৃষ্টি, বরপ্রদাতা, ব্রহ্মনিষ্ঠা-শীল এই সকল দেবগ্রহাবিষ্টের লক্ষণ। ঘর্ম্মাক্ত, দ্বিজ, গুরু ও দেবতার দোষবক্তা, কুটিলনেত্র, নির্ভয়, বিষম দৃষ্টি, অন্নপানে অসন্তুষ্ট ও দুষ্টবুদ্ধি এ সকল অসুরগ্রহাবিষ্টের লক্ষণ।

দর্পণাদিতে যেরূপ ছায়া, প্রাণীদেহে শীতোষ্ণ, সূর্য্যকান্ত-মণিতে যেরূপ সূর্য্যরশ্মি এবং দেহে যেরূপ জীব অলক্ষিত ভাবে প্রবেশ করে, গ্রহগণও সেইরূপে শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। দেবগ্রহ পৌর্ণমাসী তিথিতে আবিষ্ট হয়। গ্রহগণ মধ্যে যাহারা দেবাংশসম্ভূত, তাহাদের মধ্যে দেবতার সত্ত্বা থাকায় তাহাদিগকে দেবাংশ বলিয়া জানিতে হইবে। সেই সকল শুচিশীল দেবগ্রহকে দেবতার ন্যায় নমস্কার ও তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে।

কিন্তু এই সকল দেবগ্রহ দিব্যভাব ধারণ করিয়া হিংসার্থ বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ভূত বলা যায়। ইহাদিগের শান্তির জন্য একাগ্রচিত্ত হইয়া জপ, হোম প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ইহাদিগকে রক্তবর্ণ গন্ধমাল্য, সকল প্রকার ভক্ষদ্রব্য, বস্ত্র, মদ্য, মাংস, রক্ত প্রভৃতি যাহার যাহা অভিলষিত, তাহা প্রদান করিতে হইবে। যাহারা দিবাভাগে মনুষ্যের হিংসা করে, তাহাদিগকে দিবাভাগেই বলিপ্রদান করিবে। দেবগ্রহ হইলে দেবতার গৃহে হোম করিয়া বলি প্রদান করিবে। দেবগ্রহের স্থলে কোন বিষয় অযুক্তরূপে প্রয়োগ করিবে না। পিশাচগ্রহ ভিন্ন অন্য গ্রহের স্থলে প্রতিকূল আচরণ করিবে না। তাহা হইলে সেই গ্রহ ক্রুদ্ধ হইয়া বৈদ্য এবং আতুর উভয়কেই হনন করে। (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৬০ অঃ)

দেবগণদেব, এক প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

দেবগণিকা (স্ত্রী) স্বর্বেশ্যা, অপ্সরা

দেবগন্ধর্ব্ব (পুং) দেবানাং গন্ধর্ব্বঃ ৬তৎ। ইহারা দেবতা-দিগের সমীপে গান করিয়া থাকে।

দেবগন্ধা (স্ত্রী) দেবপ্রিয়ো গন্ধো যস্যাঃ। মহামেদা।

দেবগর্ভ (পুং) দেবাৎ গর্ভোযস্য। দেবাহিত গর্ভক, দেবপুত্র নরাদি।

"প্রতিজগ্রাহ তং রাধা বিধিবদ্দিব্যরূপিণং।
পুত্রং কমলগর্ভাভং দেবগর্ভং শ্রিয়াবৃতং॥"

(ভারত বনপ° ৩০৮ অঃ)

(স্ত্রী) ২ কুশদ্বীপের নদীভেদ। (ভাগ° ৫।২০।২১)।

দেবগান্ধার (পুং) দেবপ্রিয়ঃ দেবযোগ্যোক্ত গান্ধারঃ। স্বর-ভেদ, রাগভেদ, দেওগান্ধার নামে প্রসিদ্ধ, ইহা সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ, ষড়জ বাদী, স্বরগ্রাম "গ ম প ধ নি স ঋ::" (সঙ্গীতর°)

দেবগান্ধারী (স্ত্রী) শ্রী রাগের ভার্য্যা, ইহার গানের সময় শিশির ঋতু এবং তৃতীয় প্রহর হইতে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত।

"গান্ধারী দেবগান্ধারী মালবশ্রীশ্চ সারবী।
রামগির্য্যপি রাগিণ্যঃ শ্রীরাগস্য প্রিয়াইমাঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

দেবগায়ন (পুং) দেবানাং গায়নঃ ৬তৎ। গন্ধর্ব্ব।

দেবগিরি (পুং) দেবানাং প্রিয়ঃ গিরিঃ। ১ পর্ব্বত বিশেষ, রৈবতক পর্ব্বতের নাম ভেদ, গিরনর। এই স্থানে অনেক দেবমূর্ত্তি আছে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

দেবগিরি, দাক্ষিণাত্যে নিজামরাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর ও দুর্গ। এখন দৌলতাবাদ নামে খ্যাত। অক্ষা° ১৯° ৫৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ১৮´ পূঃ; অরঙ্গাবাদ হইতে ৫ ক্রোশ এবং হায়দরাবাদ হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। যন্ত্ররাজ নামক সংস্কৃত জ্যোতিষের মতে, দেবগিরি ২০° ৩৪´ অক্ষাংশে অবস্থিত।

দেবগিরি দুর্গ অতি প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু রাজ-গণের আধিপত্যকালে এখানে অনেক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা বাস করিতেন। দেড়শত ফিট উচ্চ কোণাকার পাথরে দুর্ভেদ্য দুর্গ গঠিত। ইহার বহিঃপ্রাকারের বেড় প্রায় দেড়ক্রোশ হইবে। দুর্গ ও প্রাকারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অনেক গুলি পরিখা আছে। তোরণদ্বার গুলি ব্যতীত আর কোন স্থান দিয়া প্রবেশের পথ নাই। পাহাড়ের উপর দুর্গ অব-স্থিত। পাহাড়ের চূড়ায় কামান ও ধ্বজস্তম্ভ থাকিবার একটী ছোট জায়গা আছে। গড়খাইএর বাহিরে অল্প দূরে ২১০ ফিট উচ্চ একটী মিনার আছে। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে মুসল-মানেরা সর্ব্বপ্রথম এই স্থানে আক্রমণ করিলে স্মরণার্থ এই মিনার নির্ম্মিত হয়। এখনও এই মিনারটীর কোনরূপ অঙ্গহানি হয় নাই। চূড়ায় উঠিলে নিকটবর্ত্তী প্রদেশের দৃশ্য বেশ নয়নগোচর হইয়া থাকে। মিনারের নিকটেই অতি প্রাচীন ও বৃহৎ জৈন-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া

আছে। মন্দিরের নিকটেই চীনী-মহলের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। গোলকণ্ডার শেষ সুলতান আবুল্ হসন (তানশা নামে খ্যাত) অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক এখানে বন্দী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন রাজপ্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ নানাস্থানে পূর্ব্বতন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

যে পাহাড়ের উপর দেবগিরি দুর্গ স্থাপিত, তাহা প্রায় ৬০০ ফিট্ উচ্চ। পরিখাও প্রায় ৩০ ফিট্ বিস্তৃত; একটী ছোট পাথরের সেতু দিয়া পার হইতে হয়।

কোন্ সময়ে দেবগিরি নগর স্থাপিত হয়, তাহা জানা যায় নাই। এখানকার যাদবরাজগণের অভ্যুদয় হইতে দেবগিরির নাম ও সমৃদ্ধি ভারতবিখ্যাত হইয়াছে।

কলচুরিবংশের অধঃপতন হইলে তাঁহাদের অধিকৃত ভূভাগের দক্ষিণাংশ হোয়শল বল্লাল ও দ্বারসমুদ্রের যাদবগণের শাসনাধীন হয়। এই সময় উত্তরভাগ আর এক যাদববংশের করতলগত হইল। তাঁহারা দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিলেন। নানা স্থান হইতে প্রাপ্ত খোদিত লিপি হইতে দেবগিরির যাদবরাজগণের এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়।

সিঙ্ঘন (১ম)

মল্লুগি
|
ভিল্লম
(১১০৯—১১১৩ শক)

জৈতুগি (১ম), জৈত্রসিংহ বা জৈত্রপাল

সিঙ্ঘন (২য়)
[সিংহ, সিংহল, সিংহন বা ত্রিভুবনমল্ল]
(১১৩১—১১৬৯ শক)
|
জৈতুগি (২য়) *
|

কৃষ্ণ বা কন্হার (১১৬৯-১১৮২ শক) | মহাদেব (অপর নাম উরগ সার্ব্বভৌম ১১৮২—১১৯৩ শক)

রামচন্দ্র বা রামদেব (১১৯৩—১২৩১ শক) | অম্মন

শঙ্কর (১২৩১—১২৩৪ শক) | ভীম | কন্যা (হরিপালের সহিত বিবাহ)

যাদবরাজ ১ম সিঙ্ঘন মহাবলশালী কর্ণাটকরাজকে পরাজয় করেন। প্রবাদ আছে, ভিল্লমের জীবদ্দশায় তৎপুত্র জৈতুগি ধারবাড় জেলার অন্তর্গত লকুণ্ডি নামক স্থানে হোয়শলরাজ ২য় বল্লালের নিকট পরাজিত হন। জৈতুগি বিজয়পুরে (বিজাপুরে) রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ত্রিকলিঙ্গরাজকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। পরে ধারবাড় পর্য্যন্ত ইহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইয়াছিল।

২য় সিঙ্ঘনের রাজত্বকালেই দেবগিরি যাদবগণের রাজধানী বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। ২য় সিঙ্ঘনের সময়কার ৩৮ খানি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, তিনি তিলঙ্গ, কলচুরি ও অন্ধ্রুরাজকে জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে দেবগিরির যাদবরাজ্য অনেকটা বিস্তৃত হইয়াছিল। ২য় সিঙ্ঘনের পর তাঁহার পৌত্র কৃষ্ণ রাজা হন। তাঁহার মহাপ্রধান বা প্রতিনিধির খোদিত লিপিপাঠে জানা যায়, তাঁহার পিতা (যাদব-সেনাপতি) রট্ট, কোঙ্কণের কাদম্ব, গুত্তির পাণ্ড্য এবং হোয়শলরাজকে পরাজয় করিয়া কাবেরীতীরে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সিঙ্ঘনের পর মহাদেব আপন প্রতাপে সিংহাসন অধিকার করেন। এই মহাদেবের সময় দেবগিরির সভায় অনেক মহাপণ্ডিত অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে মহাপণ্ডিত হেমাদ্রি ও বোপদেবের নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত। মহাদেবের পর তৎপুত্র অম্মনের ভাগ্যে রাজ্যসম্পদ্ ঘটে নাই। কৃষ্ণের পুত্র বীরবর রামচন্দ্র সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার বাহুবলে বর্ত্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সমুদয় দক্ষিণ ও মধ্যভাগ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১২১৬ শকে (১২৯৪ খৃষ্টাব্দে) আলাউদ্দীন্ খিলজী ৮ হাজার অশ্বারোহী সহ অকস্মাৎ দেবগিরি আক্রমণ করেন। রাজা রামচন্দ্র প্রাণপণে দুর্গ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৩ সপ্তাহ ক্রমাগত যুদ্ধের পর খাদ্যাভাব ঘটিল, সুতরাং রামচন্দ্র বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ ও আলাউদ্দীন্ খিলজীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সর্ব্বপ্রথম দেবগিরির যাদববংশ মুসলমানের নিকট আনুগত্য স্বীকার করিলেন। দেবগিরিপতি কর দিতে বাধ্য হইলেন। ১২২৮ শকে রামচন্দ্র করদানে অস্বীকার করেন। তখন আলাউদ্দীন্ আপন পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছেন। তিনি একলক্ষ অশ্বারোহীসহ মালিক কাফুরকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাইলেন। এবারও রামচন্দ্র বিপুল মুসলমান-বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। কাজেই আবার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তিনি দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন।

* হেমাদ্রির চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির পরিশেষখণ্ডে ইঁহার নাম 'চৈত্রপাল' লিখিত হইয়াছে।

আলাউদ্দীন্ সমাদরে রামচন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া সসম্মানে দেবগিরিতে পাঠাইয়া দিলেন। তিন বর্ষ পরে যখন মালিক কাফুর ওরঙ্গল জয় করিতে যান, তৎকালে রাজা রামচন্দ্র মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১২৩২ শকে রাজা শঙ্কর আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিলেন এবং মুসলমানরাজকে করদানে অস্বীকৃত হইলেন। আবার (১২৩৪ শকে) মালিক কাফুর ভীমবলে আসিয়া শঙ্করকে আক্রমণ করিলেন। প্রভূত বিক্রম প্রকাশ করিয়া শঙ্কর পরাজিত ও নিহত হইলেন। এই সময় মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্য লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। দেবগিরিতে তাঁহার সদর হইল। কিছুদিন পরে তিনি দিল্লীতে আহূত হইলে রাজা রামচন্দ্রের জামাতা হরিপাল দাক্ষিণাত্যের নানা স্থান হইতে দলবল সংগ্রহ করিয়া মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দেবগিরির সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রবল প্রতাপে ছয় বর্ষকাল তিনি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৩৪০ শকে দিল্লীশ্বর মুবারক আপনি সসৈন্যে আসিয়া হরিপালকে আক্রমণ করিলেন। ষড়যন্ত্রে ও বিশ্বাসঘাতকতায় হরিপাল পরাজিত হইলেন। মুসলমানেরা তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া নগরদ্বারে ঝুলাইয়া দিল। এইরূপে দেবগিরির যাদবরাজ্যের অবসান হইল। তৎপরে দিল্লীশ্বরের প্রিয়পাত্র কএক ব্যক্তি যথাক্রমে দেবগিরি শাসন করিতে থাকেন। গয়াস্উদ্দীনের পুত্র মহম্মদ তোগলক ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুবিখ্যাত দিল্লী নগরী তাঁহার ভাল লাগিল না। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং দিল্লীবাসীদিগকে আদেশ করিলেন, 'অবিলম্বে নগর শূন্য করিয়া সকলে দেবগিরি যাত্রা কর।' দিল্লী হইতে দেবগিরি চারিশত ক্রোশ ব্যবধান। সুদূর পথ পর্য্যটন করিতে দিল্লীবাসিগণ কিরূপ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ক্ষীণমতি মুবারকের বুদ্ধির দোষে দিল্লী জনশূন্য ও শ্রীভ্রষ্ট হইল। দেবগিরির সমৃদ্ধি বাড়িয়া উঠিল। এই সময়ে দেবগিরির 'দৌলতাবাদ' অর্থাৎ সৌভাগ্যশালী নগর নাম হইল। এই সময়ে তাঞ্জিয়রবাসী ইবন্ বতুতা দেবগিরি দেখিয়া শতমুখে ইহার সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তোগলকবংশের পর দেবগিরি কুলবর্গা ও বিদরের বাহ্মণীবংশের শাসনাধীন হইল। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান বাহ্মণীবংশের অধীন থাকে। তৎপরে দেবগিরি-দুর্গ আহ্মদ্ নগরের নিজামশাহী বংশের করায়ত্ত হইল। তাঁহাদের গৌরবরবি অস্তমিত হইলে মোগলদিগের অধীন হয়। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দক্ষিণাপথে সমস্ত মোগলাধিকারের সহিত এই দেবগিরিও বর্ত্তমান নিজামবংশের স্থাপয়িতা আসফ্জার অধিকারভুক্ত হইল। এখানকার দুর্গে এখন ১০০ মাত্র সৈন্য আছে।

দেবগিরি, ধারবাড়ের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। করজগীর তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখান হইতে কাদম্বরাজগণের সময়কার অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এক সময়ে এখানে জৈনপ্রাধান্য ছিল। যখনাচার্য্য নির্ম্মিত এখানকার বল্লমার মন্দির বিখ্যাত।

দেবগিরী (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ। সোমেশ্বর মতে, বসন্তরাগের ভার্য্যা। এই রাগিণী বসন্ত সময়ে গেয়। ভরত মতে, হিন্দোল রাগের পুত্র, নাগধ্বনির ভার্য্যা। সঙ্গীতদর্পণ মতে, নটকল্যাণের ভার্য্যা।

"কাদম্বিনী শ্যামতনুঃ সুবৃত্তা তুঙ্গস্তনী সুন্দরহারবল্লী।
চিত্রাম্বরা মত্তচকোরনেত্রা মদালসা দেবগিরী প্রতিষ্ঠা॥"

স্বরগ্রাম "স ঋ গ ম প ধ নি স॥"

হেমন্তে দিবা চতুর্থ প্রহর হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত গান সময়।

দেবগুপ্তসূরি, অপর নাম জিনচন্দ্র। উকেশগচ্ছ-সম্ভূত একজন বিখ্যাত জৈনাচার্য্য, কক্কসূরির শিষ্য। ইনি প্রথমে "নবপদ" বা নবপদপ্রকরণ নামে জৈন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তৎপরে ১০৭৩ সম্বতে 'শ্রাবকানন্দ' নামে নবপদের একখানি বিস্তৃত সংস্কৃত টীকা রচনা করেন। ইহার কুলচন্দ্র নামে আর একটী উপাধি ছিল।

২ আর একজন জৈনাচার্য্য, সিদ্ধসূরির শিষ্য। এই দ্বিতীয় দেবগুপ্তের শিষ্য যশোদেব ও সিদ্ধসূরি, ইহার প্রথম শিষ্য ১১৭৪ সম্বতে অষ্টচর্য্যাবিবরণ ও ২য় শিষ্য ১১৯২ সম্বতে বৃহৎক্ষেত্রসমাসবৃত্তি রচনা করেন।

দেবগৃহ, গয়াস্থ একটী পুণ্যস্থান। এখানে চ্যবনাশ্রম ছিল। (দেশাবলী)

দেবগ্রাম, ত্রিপুরার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম, রাধানগরের দক্ষিণে অবস্থিত। (দেশাবলী)

দেবঘট্ট, ১ যশোরের মধ্যবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। ২ হিমালয় শৈলস্থ দেবপ্রয়াগের অদূরে অবস্থিত একটী প্রাচীন তীর্থ। স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

(হিমবৎ ৮।৯৮, ৪৪।১৪৪)

দেবগুরু (পুং) দেবস্য গুরুঃ ৬তৎ। দেবতাদিগের গুরু, বৃহস্পতি, সুরাচার্য্য। ২ দেবতাদিগের পিতা কশ্যপ।

দেবগুহী (স্ত্রী) গুহ-বাহুলকাৎ কি ঙীপ্ দেববৎ গুহী। গুহা সরস্বতী।

"দেবগুহ্যাং সরস্বত্যাং সার্ব্বভৌম ইতি প্রভুঃ।"
(ভাগবত ৮।১৩।৮)

দেবগুহ্য (ত্রি) দেবানাং গুহ্যং ৬তৎ। দেবতাদিগের অতি রহস্য।
"শ্রুতার্থো দেবগুহ্যস্ত ভবান্ যত্র বয়ং স্থিতাঃ।"(হরিবং ১১৬ অঃ)
যাহাতে প্রাণীগণের বৈরাগ্য উৎপন্ন না হয়, এই জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক শ্রুতির অর্থ অতিশয় গোপিত বলিয়া ইহার নাম দেবগুহ্য হইয়াছে।

দেবগৃহ (ক্লী) দেবানাং গৃহং ৬তৎ। দেবালয়, দেবমন্দির। ইহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

দেবগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহার মধ্যে প্রভূত জলাশয় এবং উপবন সকল বিনিবেশিত করিতে হইবে। ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা যে সকল লোক লাভ হয়, এক দেবগৃহ নির্ম্মাণ করিলে সেই সকল লোক লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে লোকভূষণ ও দেবতাতুষ্টি দুইই হয়। সলিল এবং উদ্যানযুক্ত মনুষ্যকৃত বা দৈব সম্পাদিত স্থানের সন্নিধানে দেবতাগণ স্বয়ং উপস্থিত হন। যে সরোবরে নলিনীরূপ ছত্রদ্বারা সূর্য্যের কিরণ নিরস্ত হয়, যাহার বিমল সলিলে হংসের স্কন্ধদ্বারা কহ্লার নিম্নে বীচি সকল বিক্ষিপ্ত হয়, যে সরোবরে হংস, কারণ্ডব, ক্রৌঞ্চ ও চক্রবাকগণ কর্ত্তৃক শব্দিত হয় এবং যাহার তীরস্থ নিচুল বৃক্ষের ছায়ায় জলচারী প্রাণিগণ বিশ্রাম লাভ করে, সেই সরোবরের সান্নিধ্যে দেবগণ সুখী হন।

ক্রৌঞ্চশ্রেণী যাহার কাঞ্চীকলাপ, কলহংসের কলস্বন যাহার শব্দ, জল যাহার বস্ত্র, শফরী সকল যাহার মেখলা, তীরস্থ প্রফুল্ল বৃক্ষ সকল যাহার কর্ণভূষণ, জল ও স্থলের সঙ্গমস্থল যাহার শ্রোণী, পুলিন যাহার উন্নত স্তন এবং হংস সকলই যাহার হাস্য, এইরূপ নিম্নগামিনী নদী সকলের সমীপবর্ত্তী স্থানে দেবতাগণ উপস্থিত হন।

বনের উপান্ত স্থানে, নদী, শৈল ও নির্ঝরের উপান্ত ভূমি সকলে এবং উদ্যানযুক্ত পুর প্রদেশে দেবগণ নিত্য রতি লাভ করেন। দেবগৃহ নির্ম্মাণের স্থান নিরূপণ করিতে হইলে বাস্তুবিদ্যায় যে সকল ভূমি ব্রাহ্মণগণের বলিয়া কথিত হইয়াছে, দেবমন্দিরে সেই সকল ভূমি প্রশস্ত। সর্ব্বদা দেবগৃহে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল করা কর্ত্তব্য।

ইহাতে সমদিক্স্থিত মধ্যমস্থলে দ্বার করিতে হইবে। যাহার বিস্তার যত হইবে, তাহা তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে উন্নত করিবে। উন্নতির একতৃতীয়াংশ কটি হইবে, বিস্তারের অর্দ্ধেক গর্ভগৃহ ও চতুর্দ্দিকস্থ অন্য ভিত্তি সকল হইবে। আর গর্ভের পাদ অর্থাৎ একচতুর্থাংশ পরিমাণে উহা বিস্তীর্ণ ও দ্বিগুণোন্নত হইবে।

উন্নতির পাদ পরিমাণে বিস্তীর্ণ শাখা ও দ্বারের উপরিতন অংশের দিগন্তকে সমভাবে নির্ম্মাণ করিয়া তাহার বিস্তার এক চতুর্থাংশ করিতে হইবে এবং তাহার বেধ এই বিস্তারের এক চতুর্থাংশ হইবে, অর্থাৎ শাখাদ্বয়ের দৈর্ঘ্য বিস্তারের পাদ পরিমাণে হইবে। ত্রি, পঞ্চ, সপ্ত ও নব সংখ্যক শাখাসমন্বিত আয়তনই প্রশস্ত। অধঃস্থ শাখার চারিভাগে দুইটী দ্বারদেশ নিবিষ্ট করিবে। ইহার শেষভাগ মঙ্গলসূচক বিহঙ্গম, শ্রীবৃক্ষ, স্বস্তিক, ঘট, মিথুন, পত্রবল্লী ও প্রমথগণ কর্ত্তৃক উপশোভিত হইবে। দ্বার পরিমাণের অষ্টভাগের একভাগ হীন ও পিণ্ডিকাযুক্ত প্রতিমা হইবে এবং তাহাতে দুইভাগ প্রতিমা ও তৃতীয়াংশ পিণ্ডিকা হইবে। মেরু, মন্দর, কৈলাস, বিমানচ্ছন্দ, নন্দন, সমুদ্গ, পদ্ম, গরুড়, নন্দিবর্দ্ধন, কুঞ্জর, গুহরাজ, বৃষ, হংস, সর্ব্বতোভদ্র, ঘট, সিংহ, বৃত্ত চতুষ্কোণ, ষোড়শাস্রি ও অষ্টাস্রি এই বিংশতি প্রকার দেবগৃহের সংজ্ঞা। যথাক্রমে ইহাদের লক্ষণ বলা হইতেছে—

যে দেবগৃহ ষড়্‌কোণ, দশভৌম, সুন্দর কুহরযুক্ত, চতুর্দ্বার ও দ্বাত্রিংশৎ হস্ত বিস্তীর্ণ, এইরূপ লক্ষণযুক্ত দেবগৃহের নাম 'মেরু'। যাহা ত্রিশহস্ত বিস্তীর্ণ, দশভৌমযুক্ত ও চূড়াবান্, তাহার নাম 'মন্দর'। মন্দর লক্ষণাক্রান্ত দেবগৃহ যদি ২৮ হস্ত বিস্তীর্ণ ও অষ্ট ভৌমযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'কৈলাস' বলা যায়। যাহা জালাকৃতি গবাক্ষবিশিষ্ট এবং ২১ হাত বিস্তীর্ণ, তাহার নাম 'বিমান'। যাহাতে ৬টী ভৌম থাকে, যাহা ৩২ হাত বিস্তীর্ণ এবং ১৬টী চূড়াযুক্ত, তাহাকে 'নন্দন' কহে। গোলাকার একশৃঙ্গ ও এক ভৌম দেবালয়ের নাম 'সমুদ্গ'। একভূমিক, একশৃঙ্গ, পদ্মাকৃতি ও অষ্টশাখ দেবগৃহের নাম 'পদ্ম'। গরুড়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট দেবগৃহের নাম 'গরুড়'। ২৪ হাত বিস্তীর্ণ সপ্তভৌম এবং বিংশতি অণ্ডে বিভূষিত দেবগৃহ 'নন্দিবর্দ্ধন' নামে বিখ্যাত। গজপৃষ্ঠের ন্যায় আকারধারী ও মূল হইতে চতুর্দ্দিকে ষোড়শ হস্ত বিস্তৃত দেবালয়ের নাম 'কুঞ্জর'। যাহার বিস্তৃতি ১৬ হাত এবং বলভীদেশ তিনটী চন্দ্রশালাবিশিষ্ট তাহাকে 'গুহরাজ' কহে। যাহা দ্বাদশহস্ত বিস্তৃত, গোলাকার, একশৃঙ্গ ও এক নেমিযুক্ত, তাহা 'বৃষ' নামক দেবগৃহ। ইহা গোলাকার হইলে 'বৃত্ত' দেবগৃহ হয়। হংসাকার দেবগৃহের নাম 'হংস'। ৮ হাত বিস্তীর্ণ কলসাকার দেবালয়ের নাম 'ঘট'।

যে দেবগৃহে ৪টী দ্বার থাকে ও যাহা বহুচূড়াবিশিষ্ট, তাহার নাম 'সর্ব্বতোভদ্র'। ইহাতে ৫টী ভৌম এবং সুন্দর অনেক চন্দ্রশালা থাকে, ইহার বিস্তৃতি ২৬ হাত। যাহাতে সিংহ চিহ্ন থাকে, যাহা ৮ হাত বিস্তীর্ণ ও দ্বাদশ কোণ সমন্বিত, তাহার নাম 'সিংহ'। যাহার ৫টী মাত্র অণ্ডের মধ্যে চারিটী কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে 'চতুরস্র' কহে। (বৃহৎসং ৭৪ অঃ)

অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—প্রথমে স্থান নিরূপণ করিয়া চতুরস্রীকৃত ক্ষেত্র ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যস্থিত চতুর্ভাগ আয়ত করিয়া অপর দ্বাদশভাগ ভিত্তির নিমিত্ত কল্পিত করিবে। জঙ্ঘা চতুর্ভাগ পরিমিত উচ্ছ্রিত, জঙ্ঘার দ্বিগুণ উন্নত মঞ্জরী, মঞ্জরীর চতুর্থভাগে প্রদক্ষিণ পরিমাণ হইবে। উভয়পার্শ্বে সম বা দ্বিগুণ শোভাসম্পাদনানুরূপ অগ্রভূমির বিস্তার হইবে। মণ্ডপের অগ্রে গর্ভসূত্রদ্বয় পরিমাণে বিস্তীর্ণ এবং পাদাধিক পরিমাণে দীর্ঘ বা প্রাসাদ পরিমাণ স্তম্ভ দ্বারা মুখমণ্ডপ করিবে। পরে একাশীতি পদযুক্ত বাস্তু করিয়া মণ্ডপ আরম্ভ করিবে। প্রতিমা-প্রমাণ শুভ পিণ্ডিকা করিয়া পিণ্ডিকার্দ্ধ পরিমাণে গর্ভ নির্ম্মাণ করিবে। ঐ গর্ভ পরিমাণে ভিত্তি সকল প্রস্তুত করিবে। ভিত্তির আয়াম পরিমাণে উৎসেধ, ভিত্তির উচ্ছ্রায়ের দ্বিগুণ পরিমিত শিখর, শিখরের চতুর্গুণ ভ্রমণভূমি, শিখরের চতুর্থাংশ পরিমাণে সম্মুখে মুখমণ্ডপ, গর্ভের অষ্টমাংশ পরিমাণে রথনির্গমদ্বার, পরিধির ষষ্ঠাংশ পরিমিত রথ সকল এবং উহার তৃতীয়াংশ পরিমাণে রথনির্গমদ্বার করিতে হইবে। রথত্রয়ে ঘোটকত্রয় সর্ব্বদা যোজিত করিয়া রাখিবে। বেদিকা পরিমাণের উর্দ্ধে কলস কল্পিত করিয়া বিস্তারের দ্বিগুণ দৈর্ঘ্য করিতে হইবে।

প্রাসাদের চতুর্থাংশ পরিমাণে প্রাকারের উচ্চতা এবং পাদোনপরিমিত গোপুরের উচ্চতা হইবে। (অগ্নিপু° ২৬৮ অঃ)

[বিশেষ বিবরণ প্রাসাদ ও মন্দির দেখ।]

দেবগ্রহ (পুং) সুশ্রুতোক্ত গ্রহভেদ।

"যঃ পশ্যতি নরো দেবান্ জাগ্রৎ শয়িতোঽপি বা।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং তন্তু দেবগ্রহং বিদুঃ॥"

যে সকল মনুষ্য জাগ্রৎ বা শয়িতাবস্থায় দেবতাদিগকে অবলোকন করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ উন্মত্ত হয়, ইহাদিগকে দেবগ্রহ কহে।

দেবঙ্গম (ত্রি) দেবং গচ্ছতি গম-বেদে ক। দেবগামী। "অস্তাং রায়োতু হোত্রাণাং দেবঙ্গমায়।" (শতপথব্রা° ১।৯।১।১২)

লৌকিক প্রয়োগে—"দেবঙ্গম" হইবে না, সেইস্থলে ণিনি প্রত্যয় হইয়া দেবগামী এইরূপ পদ হইবে।

দেবচক্র (ক্লী) ১ যজ্ঞাঙ্গ অভিপ্লবভেদ।

"পরি বা এতদ্দেবচক্রং যদভিপ্লবঃ॥" (ঐত° ব্রা° ৪।১৫)

২ যামলোক্ত দেবতাভেদে উপাসনাজ্ঞাপক চক্রভেদ।

দেবচন্দ্র, বিখ্যাত জৈন গ্রন্থকার হেমচন্দ্রের শিষ্য। ইনি শান্তিনাথবৃত্ত নামে প্রাকৃত গ্রন্থ রচনা করেন। মুনিদেব সূরি তাহাই সংক্ষেপে সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

দেবচন্দ্রগণি, এক খ্যাতনামা জৈন পণ্ডিত। ইনি ১৬৪৮ সম্বতে আপন শিষ্য মুনিচন্দ্রের জন্য যমকস্তুতি ও তাহার টীকা রচনা করেন।

দেবচর্য্যা (স্ত্রী) দেবানাং চর্য্যা ৬-তৎ। ১ দেবচরিত। ২ দেবার্থ চরণ হোমাদি।

"ক্রিয়াযুক্তমনির্দেশ্যং দেবচর্য্যোপশোভিতং।"
(ভারত বন ১৪৫ অঃ)

দেবচিকিৎসক (পুং) ১ দেবতাদিগের চিকিৎসক, স্বর্বৈদ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। ২ দ্বিত্ব সংখ্যা। ৩ অশ্বিনী নক্ষত্র।

দেবচ্ছন্দ (পুং) দেবৈশ্ছন্দ্যতে আকাঙ্ক্ষ্যতে ছন্দ-ঘঞ্। হারবিশেষ, এই হার শতযষ্টিক। কাহার কাহার মতে অষ্টোত্তরশত যষ্টিক।

"শতমষ্টযুতং হারো দেবচ্ছন্দো অশীতিরেকযুতা।
অষ্টাধিকো হর্দ্ধহারো রশ্মিকলাপশ্চ নবষট্কঃ॥" (বৃহৎস°)

অষ্টাধিক শতসংখ্যক লতাযুক্ত বা একাশীতি সংখ্যক লতাযুক্ত হইলে দেবচ্ছন্দ।

দেবচ্ছন্দস (ক্লী) দেবপ্রিয়ং ছন্দঃ টচ্ সমাসান্তঃ। বৈদিক ছন্দোভেদ।

দেবজ (ত্রি) দেবাজ্জায়তে জন-ড। ১ দেবজাত। (ক্লী) ২ সামভেদ। "তস্মাদাহুঃ সত্যং সাম দেবজং সামেতি" (শতপথ ব্রা° ৩।৪।২।১৬)। (পুং) ৩ কৃশাশ্বের সহোদর সূর্য্যবংশীয় সংযম নৃপতির পুত্র ভেদ। (ভাগ° ৯।২।২২) ৪ সূর্য্য সম্পাদিত ঋতু। "সপ্তথ মাহুরেকজং ষড়িদ্ যমা ঋষয়ো দেবজাঃ" (ঋক্ ১।১৬৪।১৫) 'সপ্তানাং ঋতূনাং মধ্যে সপ্তথং সপ্তমং ঋতু একজং একেনোৎপন্নং আহুঃ কলাতত্ত্ববিদঃ। চৈত্রাদীনাং মাসানাং দ্বয়মেলনেন বসন্তাদ্যাঃ ষড়্ ঋতবো ভবন্তি, অধিক মাসেনৈক উৎপদ্যতে সপ্তমর্ত্তুঃ। ন চ তাদৃশোঽস্তি এবং নাস্তীতি মন্তব্যং। অস্তি ত্রয়োদশমাস ইত্যাহুরিতি শ্রুতেঃ, তদেব উচ্যতে। ষড়েব ঋতবো মাসদ্বয়রূপঋতুয়োগস্তারঃ। তে চ দেবজাঃ দেবাদাদিত্যাজ্জাতা ইত্যেবমাহুঃ ষড়েব দেবজাঃ অদেবজ একঃ' (সায়ণ)

দেবজগ্ধ (ত্রি) দেবৈরদ্যতে ইতি অদ-ক্ত জগ্ধাদেশঃ (অদো-

জন্মির্নাপ্তিবিতি। পা° ২।৪।৩৬) ১ দেবগণ কর্তৃক ভক্ষিত। (স্ত্রী) ২ কতৃণ।

দেবজগ্ধক (স্ত্রী) দেবজগ্ধ-স্বার্থে কন্। কতৃণ।

দেবজন (পুং) দেবরূপোজনঃ। দেবরূপ জন। "ভক্ষয়িত্বাভ্যা-মপঃ ঋচা নিনয়তে ত্রিঃ সর্ব্বদেবজনেভ্যঃ স্বাহেতি" (আশ্ব° শ্রৌ° ২।৪।১২)। দেবানাং জনঃ। ২ উপদেব, দেবতাদিগের উপকরণে উৎপন্ন গন্ধর্ব্বাদি।

দেবজনবিদ্যা (স্ত্রী) দেবজনানাং বিদ্যা। গন্ধর্ব্ববিদ্যা, নৃত্য-গীতাদি।

দেবজাত (ত্রি) দেবেভ্যোজাতঃ। দেবতা হইতে যিনি জন্মিয়াছেন। "যত্বাজিনো দেবজাতস্য সপ্তেঃ" (ঋক্ ১।১৬২।১) দেবানাং জাতঃ। ২ দেবগণ। "যান্তেতানি দেব-জাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে।" (শতপথব্রা° ১৪।১।২।২৬)

দেবজামি (স্ত্রী) দেবানাং জামিরিব। ১ দেববন্ধু। "অযামি ঘোষ ইন্দ্র দেবজামি রিরজ্যন্ত" (ঋক্ ৭।২৩।২) 'দেবজামি দেবানাং বন্ধুঃ' (সায়ণ)। দেবানাং জামিঃ। ২ দেবতাদিগের স্ত্রী। "বিদ্মতে স্বপ্নজনিত্রং দেবজামীনাং পুত্ত্রোঽসি।" (অথর্ব্ব ৬।৪৬।২)

দেবজুষ্ট (ত্রি) দেবৈর্জুষ্টং। দেবসেবিত।

দেবট (ত্রি) দিব্যতীতি দিব-অটন্ (শকাদিভ্যো অটন্। উণ্ ৪।৮১) শিল্পী।

দেবট্টী (স্ত্রী) দেবং দেবশব্দং অট্টতে অতিক্রামতীতি অট-অণ্ শকন্ধাদিত্বাদলোপঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। গঙ্গাচিল্লী।

দেবতর (ত্রি) অতিশয়েন দেবঃ দীপ্তঃ দেবকো বা তরপ্। ১ অতিশয় দীপ্ত। ২ অতিদেবক।

দেবতরু (পুং) দেবপ্রিয়ঃ তরুঃ। ১ মন্দারাদি বৃক্ষ।

'পঞ্চৈতে দেবতরবঃ মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনং॥' (অমর)

মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন এই ৫টী বৃক্ষ দেবতরু। ২ চৈত্যবৃক্ষ।

দেবতা (স্ত্রী) দেব স্বার্থে তল্, কচিৎ স্বার্থিকা অপি প্রত্যয়াঃ প্রকৃতিতো··লিঙ্গবচনান্যতিবর্ত্তন্তে ইতি ভাষ্যোক্তেঃ পুং-ত্বাতিক্রমেণ স্ত্রীত্বং। দেব, নির্জর।

এখন দেবতা বলিলে আমরা যেমন স্বর্গবাসী অমর-বৃন্দকে বুঝিয়া থাকি, ঋগ্বেদের ঋষিগণ ঠিক এরূপ ভাবিতেন কি না, তৎপক্ষে ঘোর সন্দেহ। কাত্যায়ন ঋষি ঋক্‌সংহিতার অনুক্রমণিকায় লিখিয়াছেন—

"যস্য বাক্যং স ঋষিঃ, যা তেনোচ্যতে সা দেবতা।
তেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যং যদ্বস্তু সা দেবতা॥"

যাহার কথা সেই ঋষি। যাহার বিষয় তৎকর্তৃক বলা হইয়া থাকে, তাহা দেবতা। সেই (ঋষি) বাক্যের প্রতি-পাদ্য যে বস্তু, তাহাই দেবতা।

ঋষি, ছন্দ ও দেবতা এই তিন লইয়া বেদ। যে বস্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদি, গিরি, নদী, বনস্পতি প্রভৃতি যাহা দ্বারা বৈদিক ঋষিগণ কিছুমাত্র উপকার পাইয়াছেন, ঋক্‌সংহিতায় সে সমস্তই দেবতানামে স্তুত হইয়াছে।

নিরুক্তকার যাস্ক দেবতা শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

"দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা।" (৭।১৫)

দান এবং দীপন হেতু যিনি স্বর্গস্থানীয় হন, তিনিই দেব এবং দেবতা।

সায়ণাচার্য্য ঋক্‌সংহিতার প্রথম মন্ত্রের ভাষ্যে 'দেব' শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'তথা দেবনার্থে দীব্যতি ধাতুনিমিত্তো দেবশব্দ ইত্যেত-দায়াযতে। দেবনাদ্দেবোঽভূদিতি তদ্দেবানাং দেবত্বমিতি।'

দেবনার্থ দিবধাতু হইতে দেবশব্দ নিষ্পন্ন, এই জন্য দেবতা হইয়াছে। দেবন হেতু দেবতা হইয়াছে, এই নিমিত্ত দেবতাদিগের দেবত্ব।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

"দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাৎ রোচতে দ্যোততে দিবি।
তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ॥"

যাহারা দীপ্তি পান, ক্রীড়া করেন, স্বর্গে শোভিত হন এবং দ্যুতিবিশিষ্ট হন, এইজন্য তাহাদিগকে দেবতা বলা যায় এবং সকল দেবতা কর্তৃক স্তূয়মান হন।

দেব শব্দের মূল ধাত্বর্থ দ্যোতমান বা দীপ্তিমান্। ('দ্যোতনাদ্দেবঃ।' মনুটীকায় কুল্লূক ১২।১১৭) আর্য্য ঋষি-গণের সমক্ষে যাহা দীপ্তিমান্ বা প্রকাশমান হইয়াছিল। প্রথমতঃ তাহাকেই তাঁহারা দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এখন দেব শব্দের যেরূপ বিশেষত্ব আছে, প্রথমতঃ বৈদিকযুগে দেবতা-আখ্যাত প্রকৃতিপুঞ্জের এরূপ একটী বিশেষত্ব আরোপিত হয় নাই। ক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির স্থায়িত্ব দর্শনে, এই সকল প্রকৃতিপুঞ্জ হইতে জগতের নিত্য উপকার ও নিত্য প্রয়োজনীয়তা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ঋষি-গণ তাঁহাদের প্রতি বিশেষ দেবত্ব আরোপ করিলেন। দেব-তত্ত্বের ইহাই মূলবীজ। ঋক্‌সংহিতায় এই কয়জন দেব দেবীর বিশেষ উল্লেখ আছে। যথা—অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, ঋতুগণ, ব্রহ্মণস্পতি, সোম,

ত্বষ্টা, সূর্য্য, বিষ্ণু, পৃশ্নি, যম, পর্জ্জন্য, অর্য্যমা, পুষা, রুদ্র, রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, উশনা, ত্রিত, ত্রৈতন, অহির্বুধ্ন, অজ একপাৎ, ঋভুক্ষা, গরুত্মান্ এই সকল দেব এবং সরস্বতী, সুনৃতা, ইলা, ইন্দ্রাণী, হোত্রা, পৃথিবী, উষা, আগ্নী, রোদসী, রাকা, সিনীবালী ও গুঙ্গু প্রভৃতি দেবী।

তখনও দেবতত্ত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। দেবগণের সংখ্যা ও অস্তিত্ব নাস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈদিক ঋষিগণের মধ্যেও মত ভেদ ছিল। এ বিষয়ে নিরুক্তকার যাস্ক লিখিয়াছেন—

"দেবতা তিনজন, পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য্য। তাঁহাদের মহাভাগ্য, কারণ এক এক জনের অনেকগুলি নাম। অথবা হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মের জন্য (ভিন্ন নাম হইয়াছে।) অথবা তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ দেবই ছিলেন, কারণ স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদিগের স্তুতি করা হইয়াছে ও ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে।" (নিরুক্ত ৭।৫)

ঋক্‌সংহিতার ১ম, ৮ম ও ৯ম মণ্ডলের অনেক সূক্তে ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ আছে। যথা—

"যে দেবাসো দিব্যেকাদশস্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশস্থ।
অপ্সুক্ষিতো মহিনৈকাদশস্থ দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বং॥"
(ঋক্ ১।১৩৯।১১)

যে দেবগণ স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর মধ্যেও একাদশ, অন্তরীক্ষে অবস্থানকালেও একাদশ, তাঁহারা আপন মহিমায় যজ্ঞ সেবা করেন।

"যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্।
বিদন্নহ দ্বিতাসনন্॥" (ঋক্ ৮।২৮।১)

যে ত্রিংশের পর তিন সংখ্যাযুক্ত অর্থাৎ যে ৩৩ জন দেবতা বর্হিতে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদিগকে অবগত হউন এবং দুই প্রকার ধন দান করুন।

এই ৩৩ জন দেবতা কাহারা? এ সম্বন্ধে ঋক্‌সংহিতায় কোন কথা নাই। শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি।"
(শতপথব্রা° ১১।৬।৩।৫)

সেই ৩৩ জন কে কে, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এই একত্রিশ এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে লইয়া ৩৩।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে আবার ৩৩ জন সোমপ এবং ৩৩ জন অসোমপ এই ৬৬ জন দেবতার উল্লেখ আছে। যথা—

'অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্‌কার এই ৩৩ জন সোমপ। একাদশ প্রযাজ, একাদশ অনুযাজ এবং একাদশ উপযাজ ইহারা অসোমপ। সোমপায়ীরা সোমদ্বারা তৃপ্ত হন এবং অসোমপায়ীরা যজ্ঞীয় পশুদ্বারা প্রীত হন।' (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ২।১৮)

ঋক্‌সংহিতায় আবার ৩৩৩৯ দেবতারও উল্লেখ আছে।

"ত্রীণিশতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্য্যন্।"
(ঋক্ ৩।৯।৯)

তিন সহস্র তিনশত ত্রিংশৎ ও নবসংখ্যক দেবগণ* অগ্নিকে পূজা করিয়াছেন।

শতপথব্রাহ্মণ (১১।৬।৩।৪), শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্র (৮।২১।১৪) প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থেও ৩৩৩৯ জন দেবতার বর্ণনা আছে। বোধ হয় দেবগণের এইরূপ সংখ্যা সম্বন্ধে মত ভেদ দৃষ্টে কোন কোন ঋষি আবার দেবগণের অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া গিয়াছেন। ঋক্‌সংহিতায় লিখিত আছে—

"প্র সু স্তোমং ভরত বা জয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উঃ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমভিষ্টবাম॥"
(৮।১০০।৩)

হে অন্নাভিলাষী ব্যক্তিবৃন্দ! ইন্দ্র আছেন, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যভূত সোম উচ্চারণ কর। নেম ঋষি বলেন, ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাহাকে দেখিয়াছে? আমরা কাহার স্তুতি করিব?

এরূপ সন্দেহ অল্পদিন মধ্যেই ঋষিগণের হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। ঋষিগণ জানিয়াছিলেন, দেবগণ সোমরস পান করেন ও মানব হইতে ভিন্ন।

"দেবেভ্যো হি প্রথমং যজ্ঞিয়েভ্যোঽমৃতত্বং
সুবাস ভাগমুত্তমম্।" (ঋক্ ৪।৫৪।২ = শতপথ ব্রা° ২।৪।২।১)

প্রথমে যজ্ঞিয় দেবগণের নিমিত্ত অমরত্বের সাধনভূত সোমরূপ উত্তমভাগ উৎপন্ন করিয়া থাক।

"ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্ত্তাঃ।"
(ঋক্ ২।২৭।১০)

হে অসুর বরুণ! দেবতাই হউক আর মনুষ্যই হউক, তুমি সকলের রাজা। (এখানে দেবতা ও মনুষ্যে পার্থক্য নিরূপিত হইল।)

ঋক্‌সংহিতায় দেবতা সম্বন্ধে মহোচ্চ ভাবও প্রকটিত হইয়াছে। ঋঙ্মন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইল, ভিন্ন ভিন্ন দেবতা এক পরমাত্মার নাম মাত্র

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণ মগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্

* সায়ণাচার্য্য ভাষ্যে লিখিয়াছেন, দেবতা কেবল ৩৩ জন, ৩৩৩৯ সংখ্যা তাঁহাদের মহিমাপ্রকাশক। কিন্তু ঋক্‌সংহিতার ১০ম মণ্ডলের ৫২ সূক্তেও এই ৩৩৩৯ জন দেবতার উল্লেখ আছে।

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"

(১।১৬৪।৪৬)

মেধাবীরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গীয় সুপর্ণ ও গরুত্মান্। ইনি এক হইলেও ইহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করে। ইহাকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে।

"সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।"

(১০।১১৪।৫)

সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে কল্পনাবলে নানারূপে বর্ণনা করেন।

শেষে যে দুইটী ঋক্ উদ্ধৃত হইল, উহাই উপনিষদ্ ও বেদান্তপ্রতিপাদ্য একাত্মবাদের মূল বীজ। পুরাণে যে অসংখ্য দেবদেবীর বর্ণনা আছে, তাহা আর কিছু নয়, এক পরমাত্মা বা ঈশ্বরেরই মহিমাব্যঞ্জক রূপক বর্ণনা, ঋক্‌সংহিতায় উক্ত দুই মন্ত্রে তাহার মূল সূত্র প্রকটিত হইল। অধিক বলিতে কি দেব-দেবীর উপাসনামূলক বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম উক্ত দুই সূত্রে প্রতিষ্ঠিত। মীমাংসাদর্শনের মতে, দেবগণের বাস্তবিক রূপ বা বিগ্রহ নাই। দেবগণ মন্ত্রাত্মক। চতুর্থ্যন্ত পদযুক্ত মন্ত্রই দেবতা।

[পৌরাণিক দেবতত্ত্ব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

"ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং চরং স্থাণ্বনুপূর্ব্বশঃ॥" (মনু ৩।২০১)

ঋষিগণ হইতে পিতৃগণ, পিতৃগণ হইতে দেবদানব এবং দেবগণ হইতে স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

মনুর বচনানুসারে দেবগণ যেন এক স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া বোধ হয়। সকল পুরাণ মতেই কশ্যপ ঋষি ও অদিতি হইতেই দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়াদি অঞ্চলে হিন্দুগণের মধ্যে বিশ্বাস সৎব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাহারা দেব এবং অসৎ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহারা উপদেবতা হয়।

এদিকে বৈদিক ও পৌরাণিক গ্রন্থে দেবাসুর সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে আমরা সর্ব্বপ্রথম দেব ও অসুরনামক দুই দলের স্পষ্ট সংগ্রামের পরিচয় পাই।

কাহারও মতে—দেবাসুরের সংগ্রাম রূপক বর্ণনা মাত্র, উহা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের সংঘর্ষ-প্রকাশক। ঋক্‌সংহিতার অনেক মন্ত্রে দেব ও অসুর এই দুই শব্দ এক অর্থে প্রযুক্ত হইলেও এবং ঐ দুই শব্দই অনেক স্থলে দৃশ্যমান প্রকৃতিপুঞ্জের সংজ্ঞা স্বরূপ ব্যবহৃত হইলেও, ঋক্‌সংহিতার কোন কোন মন্ত্রে এবং ঐতরেয়ব্রাহ্মণে দেব ও অসুর এই দুই দলের পরস্পর বৈরভাবের প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। এই নিদর্শন হইতে অনেক ভাষাবিদ্ ও পুরাবিদ্ অনুমান করেন, বেদোক্ত দেবাসুরই জগতের প্রাচীনতম সভ্য আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ। পারস্য ও ভারতবাসী আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন একত্র বসবাস করিতেন, সে সময় দেবাসুরের পার্থক্য ছিল না। সেই সময়কার ঋকে দেবাসুর এক ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। আবার যখন গৃহবিবাদে অথবা অপর কোন কারণে দেব ও অসুর-উপাসকগণ পৃথক্ হইয়া পড়িলেন, যখন তাঁহাদের পরস্পর বিদ্বেষভাব বৃদ্ধি হইতেছিল, সেই সময় এক দল অন্যদলের উপাস্যদিগের কুৎসা করিতে লাগিলেন। অগ্নি-উপাসক প্রাচীন পারসিকগণ তাঁহাদের অবস্তা নামক প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেবগণকে অহিতাচারী ও প্রেতস্বরূপ এবং দেবোপাসকগণকে মিথ্যা শঠ প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিয়াছেন। অন্যপক্ষে বৈদিক ঋষিগণ অসুর ও অসুরোপাসকগণের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিতে ছাড়েন নাই। [আর্য্য, বেদ, পারসী প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

আসিরীয় হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম শিলালিপিতে আসিরীয়বাসীগণ 'অসুর' নামে বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন সেই অসুর ও দেবোপাসকগণের যে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাই দেবাসুর সংগ্রাম নামে খ্যাত।

বেদে যে ৩৩টী দেবতার উল্লেখ দেখিলাম, পুরাণে তাহাই ৩৩ কোটী হইয়াছে। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"সদারা বিবুধাঃ সর্ব্বে স্বানাং স্বানাং গণৈঃ সহ।
ত্রৈলোক্যে তে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটিসংখ্যতয়াঽভবন্॥"

(পাদ্মে উত্তরখণ্ড)

এই ত্রৈলোক্যে দেবগণ তাঁহাদের পত্নী ও স্ব স্ব গণ সহ সংখ্যায় মোট ৩৩ কোটী। [দেবতাদিগের গণ গণদেবতা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পুরাণ মতে, অধিকারী ভেদে দেবতার ভেদ হইয়া থাকে। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—

"যা যস্যাভিমতা পুংসঃ সা হি তস্যৈব দেবতা।
কিন্তু কার্য্যবিশেষেণ পূজিতা চেষ্টদা নৃণাম্॥
বিশেষাৎ সর্ব্বদা নায়ং নিয়মোহস্তথা নৃপাঃ।
নৃপাণাং দৈবতং বিষ্ণুস্তথৈব চ পুরন্দরঃ॥
বিপ্রাণামগ্নিরাদিত্যো ব্রহ্মা চৈব পিণাকধৃক্।
দেবানাং দৈবতং বিষ্ণুর্দানবানাং ত্রিশূলভৃৎ॥
গন্ধর্ব্বাণাং তথা সোমো যক্ষাণামপি কথ্যতে।

বিদ্যাধরাণাং বাগ্দেবী সাধ্যানাং ভগবান্ হরিঃ॥
রক্ষসাং শঙ্করো রুদ্রঃ কিন্নরাণাঞ্চ পার্ব্বতী।
ঋষীণাং দৈবতং ব্রহ্মা মহাদেবশ্চ শূলভৃৎ।
মনূনাং স্যাদুমা দেবী তথা বিষ্ণুঃ সভাস্করঃ॥
গৃহস্থানাঞ্চ সর্ব্বে স্যু র্ব্রহ্মা বৈ ব্রহ্মচারিণাম্।
বৈখানসস্যার্কিকা স্যাদ্ যতীনাঞ্চ মহেশ্বরঃ।
ভূতানাং ভগবান্ রুদ্রঃ কুষ্মাণ্ডানাং বিনায়কঃ।
সর্ব্বেষাং ভগবান্ ব্রহ্মা দেবদেব প্রজাপতিঃ।
ইত্যেবং ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং দেবোহভ্যভাষত॥"

যে পুরুষের যিনি অভিমত, তিনিই তাহার দেবতা। তিনিই কার্য্যবিশেষদ্বারা পূজিতা হইয়া মনুষ্যদিগের অভীষ্ট-দান করিয়া থাকেন। সকল স্থলেই যে এই নিয়ম, তাহা নহে, ইহার বিপরীতও দেখা যায়। নৃপদিগের দেবতা অগ্নি, আদিত্য, ব্রহ্মা ও মহাদেব, দেবতাদিগের দেবতা বিষ্ণু, দানবদিগের মহাদেব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষদিগের সোম, বিদ্যাধর-দিগের বাগ্দেবী, সাধ্যদিগের হরি, রক্ষদিগের শঙ্কর রুদ্র, কিন্নরদিগের পার্ব্বতী, ঋষিদিগের ব্রহ্মা ও মহাদেব, মনুদিগের উমা, বিষ্ণু এবং ভাস্কর দেবতা, ব্রহ্মচারীদিগের দেবতা ব্রহ্মা, বৈখানসদিগের দেবতা সকলই, যতিদিগের মহেশ্বর, ভূতদিগের ভগবান্ রুদ্র, কুষ্মাণ্ডের বিনায়ক এবং সকলের দেবতা দেবদেব প্রজাপতি। এরূপ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন।

দেবতাদিগের মধ্যেও আবার বর্ণভেদ নির্ণীত হইয়াছে। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মে লিখিত আছে—

"আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং বিশশ্চ মরুতস্তথা।
অশ্বিনৌ চ স্মৃতৌ শূদ্রৌ তপস্যুগ্রে সমাস্থিতৌ॥
স্মৃতাস্ত্বাঙ্গিরসা দেবা ব্রাহ্মণা ইতি নিশ্চয়ঃ।
ইত্যেতৎ সর্ব্বদেবানাং চাতুর্বর্ণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

দ্বাদশ আদিত্য ক্ষত্রিয়, মরুদ্গণ বৈশ্য, উগ্রতপস্যাযুক্ত অশ্বিদ্বয় শূদ্র এবং আঙ্গিরস দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্ণীত। এইরূপ সকল দেবতার চাতুর্বর্ণ্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে—দেবগণের মধ্যে ছয় জনই প্রধান।

"গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্।
দেবষট্‌কঞ্চ সংপূজ্য নমস্কৃত্য বিচক্ষণঃ॥" (ব্রহ্মবৈ°)

গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা এই দেবষট্‌ক, বিচক্ষণ ব্যক্তির এই ছয়জনকে পূজা ও প্রণাম করা কর্ত্তব্য।

মাসবিশেষে দেবতাবিশেষের পূজা নির্দ্দিষ্ট আছে।

মন্ত্রমহোদধির মতে—

"যথা যথেষ্টদেবেষু নৃণাং ভক্তিঃ সমেধতে।
প্রাপ্যতে তৈরযত্নেন মনোহভীষ্টং তথা তথা॥
শুচৌ তত্তদহে কুর্য্যাদ্দেবপ্রস্বপনোৎসবম্।
ঊর্জ্জে তথৈব দেবানামুত্থাপনবিধিং সুধীঃ॥
মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং বিশেষাচ্ছিবপূজনম্।
আশ্বিনাদ্যনবাহেষু দুর্গা পূজ্যা যথাবিধি॥
গোপালং পূজয়েদ্বিদ্বানভঃ কৃষ্ণাষ্টমীদিনে।
রামং চৈত্রে সিতে পক্ষে নরসিংহং প্রপূজয়েৎ।
যজেচ্ছুক্লচতুর্থ্যান্তু গণেশং ভাদ্রমাঘয়োঃ॥
মহালক্ষ্মীং যজেদ্বিদ্বান্ ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীদিনে।
মাঘস্য শুক্লসপ্তম্যাং বিশেষাদ্দিননায়কম্॥
যা কাচিৎ সপ্তমী শুক্লা রবিবারযুতা যদি।
তস্যাং দিনেশং সংপূজ্য দদ্যাদর্ঘ্যং পুরোদিতম্॥
তত্তৎ কল্পোদিতানন্যান্ দেবতাপ্রীতিবর্দ্ধনান্।
বিশেষনিয়মান্ কৃত্বা ভজেদ্দেবমনন্যধীঃ॥
আষাঢ়ী কার্ত্তিকী মধ্যে কিঞ্চিন্নিয়মমাচরেৎ।
দেবসম্প্রীতয়ে বিদ্বান্ জপপূজাদিতৎপরঃ॥
এবং যো ভজতে বিষ্ণুং রুদ্রং দুর্গাং গণাধিপম্।
ভাস্করং শ্রদ্ধয়া নিত্যং স কদাচিন্ন সীদতি॥"

যেরূপে মনুষ্যদিগের ইষ্টদেবে ভক্তি বৃদ্ধি এবং যত্ন ব্যতীত অভীষ্ট লাভ হয়, (তদ্বিষয় বলিতেছি।) গ্রীষ্মকালে দেবতা-দিগের প্রস্বপনোৎসব করিবে এবং তাহার পর দেবতাদিগের উত্থাপন করিবে। মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে শিবপূজা করিবে। আশ্বিন মাসে প্রতিপদ্ হইতে নবমী পর্য্যন্ত দুর্গা-পূজা, শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীদিনে গোপাল, চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে রাম, বৈশাখের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে নর-সিংহ, ভাদ্র এবং মাঘমাসের শুক্লচতুর্থীতে গণেশ, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মহালক্ষ্মী, মাঘমাসের শুক্লসপ্তমী তিথিতে দিননায়ক, যে কোন শুক্লসপ্তমী তাহাতে যদি রবিবার হয়, এই বারে গণেশপূজা করিবে। আষাঢ় এবং কার্ত্তিকমাসে কোন নিয়ম আচরণ করিবে। দেবতার প্রীতির নিমিত্ত যদি জপপূজাদি তৎপর হইয়া বিষ্ণু, রুদ্র, দুর্গা, গণেশ ও সূর্য্য ইহাদিগকে নিত্য পূজা করা হন, তাহা হইলে যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারা কখন অবসন্ন হন না।

বর্ত্তমান 'হিন্দুদিগের মধ্যে কুলদেবতা, ইষ্টদেবতা, গৃহ-দেবতা, গ্রাম্যদেবতা, স্থানদেবতা প্রভৃতি' দেবতার পূজা দৃষ্ট হয়।

কুলক্রমানুসারে যে দেবতা পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তাহাই কুলদেবতা। শিব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে কোন একটী কোন শ্রেণীর হিন্দুপরিবারের কুলদেবতা। যিনি যে দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হন, সেই মন্ত্র-প্রতিপাদ্য দেবতাই

ইষ্টদেবতা। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী স্বরূপ বাস্তু পূজিত হন, তিনিই গৃহদেবতা। গ্রাম্যদেবতার বিশেষ কোন রূপাদি নির্দ্দেশ নাই। রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—

গ্রাম্যদেবতার স্থিতিকাল কলির প্রথম ২০০০ বৎসর, এই সময়ের পর হইতে আর গ্রাম্যদেবতার দেবত্ব থাকিবে না।

"কলের্দশ সহস্রাণি বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি ভূতলে।
তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রাম্যদেবতা।"

চৈত্য প্রভৃতি বৃক্ষাদি তলে যে দেবতার পূজা হইয়া থাকে, তাহাকেই গ্রাম্যদেবতা কহে।

দাক্ষিণাত্যেই গ্রাম্যদেবতার বেশী প্রাধান্ত। তথাকার নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যেই গ্রাম্যদেবতাগণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি দেখা যায়। ঐ সকল গ্রাম্যদেবতা কোন স্থানে মূর্ত্তিহীন কাষ্ঠখণ্ড বা শিলাখণ্ডে পূজিত হন।

দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে ইঁহারা অম্ম, অম্মন্ বা অম্মার এবং পশ্চিম ও উত্তরাংশে সট্বাই, ভৈরো, মসোবা, চামণ্ডা, অসরা, অই, মরিয়াই প্রভৃতি নামে খ্যাত। সাধারণে বিপদে পড়িলে, রোগে পীড়িত হইলে, তাঁহাদের পূজা দেয় এবং তাঁহাদের তৃপ্তির জন্ম ছাগ, মেষ, মহিষাদি বলি দিয়া থাকে।

বৌদ্ধেরাও দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে। তাহাদের মতে, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের নিম্ন শ্রেণীতে দেবগণ। দেবগণের নিম্নে মানব। বৌদ্ধগণের মতে, অনেক প্রকার দেবতা আছেন, তন্মধ্যে দিব্যাবদান নামক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে চাতুর-মহারাজিক, তুষিত প্রভৃতি কএকপ্রকার দেবতার উল্লেখ আছে। যথা—"যা উপরিষ্টাদ্গচ্ছন্তি তাশ্চাতুরমহারাজিকান্ দেবান্ গত্বা ত্রয়স্ত্রিংশান্ যামাংস্তুষিতান্ নির্ম্মাণরতীন্ পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তিনো দেবান্ ব্রহ্মকায়িকান্ ব্রহ্মপুরোহিতান্ মহাব্রহ্মণঃ পরীত্তাভান্ অপ্রমাণাভান্ আভাস্বরান্ পরীত্তশুভান্ অপ্রমাণশুভান্ শুভকৃৎস্নানভ্রকান্ পুণ্যপ্রসবান্ বৃহৎফলান্ অবৃহান্ অতপান্ সুদৃশান্ সুদর্শান্ অকনিষ্ঠপর্য্যন্তান্ দেবান্ গত্বানিত্যং দুঃখং শূন্যমনাত্মেত্যুদ্‌ঘোষয়ন্তি।" (দিব্যাবদান)।

যাঁহারা উপরিভাগ হইতে গমন করেন, তাঁহারা চাতুর মহারাজিক দেবতা, তুষিত নির্ম্মাণরতি, পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তী, পরীত্তাভ, অপ্রমাণাভ, আভাস্বর, পরীত্তশুভ, অপ্রমাণশুভ, শুভকৃৎস্ন, অনভ্রক, পুণ্যপ্রসব, বৃহৎফল, অবৃহ, অতপ, সুদৃশ, সুদর্শ ও অকনিষ্ঠ প্রভৃতি দেব সমীপে গমন করিয়া অনিত্য দুঃখ শূন্যময়, আত্মার অস্তিত্ব নাই, ইহাই উদ্ঘোষিত করিয়াছিল।

জৈনেরাও বৌদ্ধদিগের মত তীর্থঙ্কর কেবলী প্রভৃতি তাঁহাদের উপাস্যগণকে দেবাধিদেব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; দেবগণ এই দেবাধিদেব অপেক্ষা পদমর্য্যাদার সকল বিষয়ে নিম্ন। দেবগণের পর মানব। জৈনদিগের দেবতা চারিপ্রকার—বৈমানিক বা কল্পভব, কল্পাতীত, গ্রৈবেয়ক ও অনুত্তর। বৈমানিক ১২ প্রকার—সৌধর্ম্ম, ঈশান, সনৎকুমার, মাহেন্দ্র, ব্রহ্ম, লান্তক, শুক্র, সহস্রার, নত, প্রাণত, আরণ ও অচ্যুত। কল্পাতীত দেব ৯ প্রকার ও অনুত্তর ৫ প্রকার। (হেম)

পৃথিবীর প্রাচীনতম সকল সভ্য দেশেই এক সময় ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। অনেক দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি ও রূপাদির পর্য্যালোচনা করিয়া কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন, মিসর হইতে দেবতত্ত্বের সূত্রপাত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহারই ছায়া অনুসৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক আর্য্যগণের ন্যায় অপরাপর সভ্যজাতির মধ্যেও দেবতত্ত্ব আপনাপনি উদ্ভূত হইয়াছিল; তবে বিদেশীয় সংস্রবে এক ভাব ভাবান্তরে যে রূপান্তরিত হয় নাই, এমন নহে। [মিসর, রোম প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

দেবতাগার (ক্লী) দেবতানাং আগারং ৬তৎ। দেবগৃহ, দেবতামন্দির।

"কোষ্ঠাগারায়ুধাগারদেবতাগারভেদকান্।
হস্ত্যশ্বরথহর্ত্তৃংশ্চ হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥" (মনু ৯।২৮০)

যাহারা কোষ্ঠাগার, আয়ুধগৃহ ও দেবগৃহ নষ্ট করে এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ হরণ করে; রাজা কোন বিষয় বিচার না করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন।

দেবতাগৃহ (ক্লী) দেবতানাং গৃহং ৬তৎ। দেবতাদিগের আলয়, দেবমন্দির।

দেবতাজিৎ (পুং) দেবতাং জয়তি জি-ক্বিপ্। ১ দেববিজয়ী অসুরাদি। ২ ভরতপুত্র সুমতির পুত্রভেদ।

"তস্মাদ্‌বৃদ্ধসেনায়াং দেবতাজিন্নাম পুত্রোঽভূৎ" (ভাগ° ৫।১৫।২)

দেবতাড় (পুং) দেবো দীপ্তস্তালঃ ইতি লস্য ড়। বৃক্ষবিশেষ, দেতাড়াগাছ। পর্য্যায়—বেণী, খরা, গর, জীমূত, অগরী, খরাগরী, তাড়ী, আখুবিষহা, আখু, বিষজিহ্ব, মহাচ্ছদ, কদম্ব, খুজ্জাক, দেবতাড়ক। (রত্নমালা)। দেবৌ চন্দ্রার্কৌ তাড়য়তি তাড়ি কর্ম্মণি অণ্। ২ রাহু। দেবনায় দীপনায় তাড়্যতেঽসৌ তাড়ি কর্ম্মণি অচ্। ৩ অগ্নি। ৪ ঘোষকলতা।

দেবতাড়ক (পুং) দেবতাড় স্বার্থে কন্। দেবতাড় বৃক্ষ।

দেবতাত (পুং) তন-ক্ত ততএব তাত স্বার্থে অণ্। দেবানাং তাতঃ। দেবতাদিগের নিমিত্ত বিস্তৃত যজ্ঞ। "এবা দেব দেবতাতে

পবস্ব" (ঋক্ ৯।৯৭।২৭) দেবানাং তাতঃ ৬তৎ। ২ দেবতাদিগের জনক কশ্যপ। ৩ মরীচ্যাদি ঋষি। ৪ হিরণ্যগর্ভ।

দেবতাতি (পুং) দেব-স্বার্থে তাতিল্। দেবতা। "স আবহ দেবতাতিং যবিষ্ঠ" (ঋক্ ৩।৪৯।৪) 'দেবতাতিং দেবং স্বার্থে তাতিল্' (সায়ণ)

দেবতাধিকরণ (ক্লী) দেবতাকর্ম্মসু তদধিকারিত্বমনধিকারিত্বং বা অধিক্রিয়তে বিচার্য্যতেঽত্র অধি-কৃ-আধারে ল্যুট্। যজ্ঞাদিতে দেবতাদিগের অধিকারিত্ব ও অনধিকারিত্বের অন্যতর সাধক ন্যায়ভেদ।

দেবতাধিপ (পুং) দেবতানাং অধিপঃ তৎ। দেবতাদিগের অধিপতি ইন্দ্র।

দেবতাধ্যায় (ক্লী) সামবেদের একখানি ব্রাহ্মণ।

দেবতানুক্রম (পুং) দেবতানাং অনুক্রমঃ ৬তৎ। দেবোদ্দেশ, দেবতাদিগের উদ্দেশ।

"নামধেয়ানি মন্ত্রশ্চ দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ।
দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সংকল্পস্তন্ত্রমেব চ ॥" (ভাগ° ২।৬।২৬)

দেবতাপ্রতিমা (স্ত্রী) দেবতানাং প্রতিমা ৬তৎ। দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি। দেবতাদিগের প্রতিমা গঠন করিবার অঙ্গমানাদি এবং মূর্ত্তি-বিষয় সামান্য রূপে বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

দেবালয়-দ্বারের যে এক তৃতীয়াংশ তাহাই পিণ্ডিকার প্রমাণ; এইরূপ পরিমাণ-বিশিষ্ট পিণ্ডিকার নির্ম্মাণ করিয়া ইহার দ্বিগুণ পরিমাণে প্রতিমা প্রস্তত করিতে হইবে। প্রতিমার স্বীয় অঙ্গুলি প্রমাণের দ্বাদশগুণ বিস্তীর্ণ এবং আয়ত মুখ হইবে, কিন্তু নগ্নজিৎ মুনির মতে প্রতিমার মুখ দৈর্ঘ্যে চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি হইবে। ইহা দ্রাবিড় দেশে প্রচলিত। নাসা, ললাট, চিবুক ও গ্রীবা চতুরঙ্গুল প্রমাণ এবং কর্ণদ্বয়, হনুদ্বয় ও চিবুক দ্বিঅঙ্গুল পরিমাণে বিস্তৃত। ললাটের পরিমাণ অষ্টাঙ্গুল, বিস্তার দ্বিঅঙ্গুল, শঙ্খদ্বয় দ্বিঅঙ্গুল এবং কর্ণদ্বয়, হনুদ্বয় ও চিবুক দ্বিঅঙ্গুলি পরিমাণে বিস্তৃত হইবে। সার্দ্ধপঞ্চমাঙ্গুলে ভ্রূদ্বয়ের সমসূত্রে কর্ণোপান্ত এবং সুন্দররূপে কর্ণস্রোত করিতে হইবে। নেত্রান্ত হইতে কর্ণদ্বয়ের বিবর চতুরঙ্গুল, অধর অঙ্গুল প্রমাণ এবং তাহার অর্দ্ধাধিক ওষ্ঠ, বশিষ্ঠ এইরূপ বলিয়াছেন। গোচ্ছা অর্দ্ধাঙ্গুল এবং মুখ চারি অঙ্গুল, নাসার অগ্রভাগ হইতে নাসাপুটদ্বয় দ্বিঅঙ্গুল, নাসার উচ্ছ্রায় দ্বিঅঙ্গুল এবং ইহা চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থানে চারি অঙ্গুল অন্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে। অক্ষিকোষ ও নেত্রদ্বয় দ্বিঅঙ্গুল, নেত্রতারা ইহার এক তৃতীয়াংশ, দৃক্তারা ইহার এক পঞ্চমাংশ এবং অক্ষিবিকাশ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ভ্রূ সকল দশাঙ্গুল, ভ্রূরেখা অর্দ্ধাঙ্গুল, ভ্রূমধ্য দ্বিঅঙ্গুল ও ভ্রূদৈর্ঘ্য চতুরঙ্গুল প্রমাণ হইবে। ভ্রূমধ্যমান অর্দ্ধাঙ্গুল বিস্তীর্ণ, ইহা কেশরেখাবৎ করা আবশ্যক। নেত্রান্তে অঙ্গুলি সদৃশ করবীর দেওয়া কর্ত্তব্য। মস্তকের বিশালতা ৩২ অঙ্গুল এবং ১৪ অঙ্গুল প্রশস্ত হইবে। নগ্নজিৎ মুনির মতে, কেশযুক্ত মস্তক দৈর্ঘ্যে ১৬ অঙ্গুল। গ্রীবাদেশ দশ অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ ও একবিংশতি অঙ্গুলি দীর্ঘ। কণ্ঠ হইতে হৃদয় দ্বাদশ অঙ্গুলি, হৃদয় হইতে নাভি এবং নাভি হইতে মেঢ্রদেশ পর্য্যন্ত এই পরিমাণ হইবে। উরুদ্বয় ও জঙ্ঘা চতুর্বিংশতি অঙ্গুলি, জানু ও পিচ্ছ চারি অঙ্গুল, গুল্ফদ্বয়ও চারি অঙ্গুল, পদদ্বয় ১২ অঙ্গুল দীর্ঘ ও ৬ অঙ্গুল প্রশস্ত, পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয় ৩ অঙ্গুল প্রশস্ত এবং পঞ্চাঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ, পাদতর্জ্জনী দৈর্ঘ্যে ৩ অঙ্গুল হইবে। অবশিষ্ট পাদাঙ্গুলি সকল ক্রমে ক্রমে অষ্টাংশ অষ্টাংশ কম করিয়া করিতে হইবে। ১।০ অঙ্গুলি অঙ্গুলের উৎসেধ হইবে। অঙ্গুষ্ঠের চতুর্থভাগই অঙ্গুষ্ঠ-নখের পরিমাণ। ইহাতে কাহার কাহারও মত—একাঙ্গুলির চতুর্থভাগ কম, অন্য সকল অঙ্গুলির পরিমাণ বা অর্দ্ধাঙ্গুলি কিংবা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম হইবে। জঙ্ঘার অগ্রভাগের দৈর্ঘ্য ১৪ অঙ্গুলি ও বিস্তার ৫ অঙ্গুলি। জঙ্ঘার মধ্যভাগ সপ্তাঙ্গুলি, দৈর্ঘ্য পরিণাহ অপেক্ষা ত্রিগুণ ও উহা সপ্তাঙ্গুলি বেধবিশিষ্ট, জানু মধ্যে বেধ অষ্টাঙ্গুলি এবং পরিণাহ ২৪ অঙ্গুলি হইবে। চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি পরিমিত বিপুল উরুদ্বয়ের মধ্যদেশের পরিধি তাহার দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২৮ অঙ্গুল, অষ্টাদশাঙ্গুল পরিমিত কটিদেশের পরিধি ৪৮ অঙ্গুল এবং নাভির বেধ ও প্রমাণ এক অঙ্গুল হইবে। নাভিমধ্যের সহিত স্তনদ্বয়ের মধ্যপরিণাহ পরিমাণ ২৪ অঙ্গুলি ও ঊর্দ্ধ ষোড়শাঙ্গুলি, তাহার কক্ষদ্বয় ৬ অঙ্গুলি, স্কন্ধদেশ ৮ অঙ্গুলি এবং বাহু ও প্রবাহুদ্বয়ের পরিমাণ ১২ অঙ্গুলি, বাহু ৬ অঙ্গুলি বিস্তৃত ও প্রতিবাহু চারি অঙ্গুলি প্রমাণ হইবে। বাহুমূলদ্বয় ১৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও অগ্রহস্তদ্বয় দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ হইবে।

করতল বিস্তারে ৬ অঙ্গুলি ও দৈর্ঘ্যে সপ্তাঙ্গুলি, মধ্যমা পঞ্চাঙ্গুলি, প্রদেশিনী অঙ্গুলির পরিমাণ মধ্যাঙ্গুলির পর্ব্বার্দ্ধপরিমাণে কম, অনামিকা তর্জ্জনীর সমান, আর কনিষ্ঠাঙ্গুলি অনামিকার এক পর্ব্ব পরিমাণে কম হইবে। অঙ্গুষ্ঠে দুইটী পর্ব্ব এবং অন্যান্য অঙ্গুলিতে ত্রিপর্ব্ব এবং অঙ্গুলি সকলের নখের পরিমাণ পর্ব্বের অর্দ্ধেক হইবে। দেশানুরূপ ভূষণ, বেশ, অলঙ্কার ও মূর্ত্তিদ্বারা প্রতিমাকে লক্ষণযুক্ত করিতে হইবে।

দেবপ্রতিমা ১০৮, ৯৬, বা ৮৪ অঙ্গুলি পরিমিত হইলে

যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম হয়। ভগবান্ বিষ্ণুকে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ বা অষ্টভুজ করিবে, পরে তাহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসাঙ্কযুক্ত এবং কৌস্তুভমণি ভূষিত করিতে হইবে। তাহার আকৃতি অতসীপুষ্পবর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র পরিহিত, প্রসন্নমুখ, কুণ্ডল ও কিরীটধারী এবং তাহার গল, বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ ও ভুজদ্বয় করিবে। এই বিষ্ণুপ্রতিমায় দক্ষিণ হস্তসমূহে যথাক্রমে খড়্গ, গদা, শর ও চতুর্থ হস্তে শান্তি এবং বাম কর সকলে কামুক, খেটক, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করাইবে। নারায়ণকে চতুর্ভুজ করিতে হইলে দক্ষিণ পার্শ্বের একহস্ত শান্তিপ্রদ ও অন্য হস্ত গদাধর এবং বামপার্শ্বের হস্তে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করাইবে। কিন্তু দ্বিভুজ করিলে দক্ষিণ হস্তে শান্তি এবং বামহস্তে শঙ্খ থাকিবে। ভক্তগণ এই প্রকার বিষ্ণুপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিবেন।

বলদেবকে শঙ্খ, চক্র ও মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ কলেবর বিশিষ্ট এক কুণ্ডলধারী, মদবিভ্রমলোচন ও হলধারী করিয়া নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণ ও বলদেবের মধ্যে এক অনংশা নাম্নী দেবী প্রতিমা করিয়া সেই দেবীর কটি সংস্থিত করিবে, আর তাহার হস্তে পদ্ম রাখিবে। ঐ দেবী চতুর্ভুজা হইলে তাহার বামকরদ্বয়ে পুস্তক সহিত পদ্ম ও দক্ষিণ হস্তদ্বয়ের একটী বরদ ও অপরটী সাক্ষসূত্র হইবে। অষ্টভুজার বামহস্ত সকল কমণ্ডলু, ধনু, পদ্ম ও শস্ত্রযুক্ত এবং দক্ষিণ হস্ত সকল বর, শর, দর্পণ ও অক্ষসূত্রসমন্বিত করিতে হইবে। সাম্ব গদাধারী, প্রদ্যুম্ন চাপধারী ও সুন্দররূপ বিশিষ্ট হইবেন এবং ইহাদিগের স্ত্রীদিগকেও খেটক ও নিস্ত্রিংশধারিণী করিবে। ব্রহ্মা কমণ্ডলুধারী, চতুর্ম্মুখ এবং পদ্মাসনস্থিত হইবেন। কার্ত্তিকেয়কে কুমাররূপধারী, শক্তিধর ও ময়ূরচিহ্নিত করিবে। শুক্লবর্ণ ইন্দ্রের হস্তে বজ্র ও তির্য্যক্‌ভাবাপন্ন ললাট, ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত চতুর্দ্দন্ত ও তিনটী নেত্র। মহাদেবের মস্তকে চন্দ্রকলা, বৃষধ্বজ, উর্দ্ধে তৃতীয় নেত্র, বামার্দ্ধে শূল, ধনু, পিনাক, কিংবা গিরিজা উমার অর্দ্ধাঙ্গ, এই সকল চিহ্ন থাকিবে। বুদ্ধের চরণ ও হস্তে পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তাঁহার প্রসন্নমূর্ত্তি, সুনীলকেশ ও তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট থাকিবেন। অর্হন্তের আজানুলম্বিত বাহু, শ্রীবৎসাঙ্কযুক্ত, প্রশান্তমূর্ত্তি, দিগ্বসন, তরুণ ও রূপবান্ করিতে হইবে।

রবির নাসা, ললাট, জঙ্ঘা, উরু, গণ্ড ও বক্ষঃ উন্নত, কিন্তু পদ হইতে বক্ষঃ পর্য্যন্ত লুকায়িত হইবে, তিনি ঔত্তরিক বেশধারী হইবেন। তাঁহার হস্তে পদ্ম, মাথায় মুকুট ও ভ্রমণকারী গ্রহে পরিবৃত্ত এবং তাহার গলদেশে হার প্রলম্বিত ও কুণ্ডল দ্বারা বদন ভূষিত হইবে। সুবর্ণের ন্যায় দ্যুতিশালী মুখ, কঞ্চুক দ্বারা গুপ্তদেহ, স্মিত ও প্রসন্নমুখ এবং রত্নের উজ্জ্বল প্রভামণ্ডলবিশিষ্ট সূর্য্যপ্রতিমা যিনি নির্ম্মাণ করান, তাঁহার অশেষ বিধ মঙ্গল হইয়া থাকে। দেবপ্রতিমা একহস্ত পরিমিত হইলে সৌম্যা, হস্তদ্বয় উন্নতা হইলে ধনদায়িনী এবং তিন হস্ত বা চারি হস্ত পরিমিতা হইলে তাহা ক্ষেম ও সুভিক্ষের কারণ হয়। দেবপ্রতিমার অঙ্গ অধিক হইলে কর্ত্তার নৃপভয়, প্রতিমা হীনাঙ্গী হইলে অমঙ্গল, ক্ষীণোদরী হইলে ক্ষুদ্ভয় এবং কৃশা হইলে কর্ত্তার অর্থনাশ হয়।

প্রতিমা শস্ত্রপাত দ্বারা ক্ষত হইলে অথবা বামদিকে অবনত হইলে কর্ত্তার মরণ, বামদিকে অবনত হইলে কর্ত্তার পত্নী এবং দক্ষিণদিকে অবনত হইলে কর্ত্তার মৃত্যু হইয়া থাকে।

প্রতিমার দৃষ্টি উর্দ্ধগত হইলে কর্ত্তা অন্ধ এবং দৃষ্টি অধোমুখী হইলে কর্ত্তা সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকে। এই সূর্য্যপ্রতিমা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা সকল দেবপ্রতিমা সম্বন্ধেই জানিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত দোষ সকল যাহাতে না ঘটে, এইরূপ বিশেষ সাবধান হইয়া দেবপ্রতিমা সকল প্রস্তুত করাইতে হয়।

লিঙ্গের বৃত্তপরিধিকে সূত্রদ্বারা দৈর্ঘ্যে পরিমিত করিয়া তাহা ত্রিভাগে বিভক্ত করিবে। তাহার একভাগ মূলের পরিমাণ, কিন্তু মূল চতুরস্র হইবে। দ্বিতীয়ভাগে অষ্টাস্রি মধ্য আর তৃতীয়ভাগে উর্দ্ধস্থল বৃত্ত করিবে। লিঙ্গের নিম্নের চতুরস্রভাগ অবনীখাতে পিণ্ডিকাছিদ্রের মধ্যের সহিত এরূপ সমভাবে বিন্যস্ত রাখিতে হইবে, যে গর্ত্ত হইতে পিণ্ডিকার উচ্ছ্রায়ের সহিত পিণ্ডিকা যেন চতুর্দ্দিক্ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত লিঙ্গ কৃশদীর্ঘ হইলে দেশনাশক, পার্শ্ববিহীন হইলে পুরবিনাশক এবং ক্ষত-মস্তক লিঙ্গ বিনাশের কারণ হয়।

মাতৃগণ স্বনামদেবতার অনুরূপ চিহ্নযুক্ত করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যপুত্র রেবন্ত অশ্বারূঢ়, মৃগয়া-ক্রীড়াদিযুক্ত, মহিষারূঢ়, বরুণপাশধারী ও হংসারূঢ়। কুবের নরবাহন, বৃহৎ কুক্ষি ও সুন্দর কিরীটধারী। প্রমথাধিপতি গণেশ গজমুখ, প্রলম্ব জঠর, কুঠারধারী, একদন্ত এবং মূলক কন্দ ও সুনীল দল কন্দধারণকারী হইবেন। (বৃহৎসং ৫৮ অঃ)

অগ্নিপুরাণে দেবপ্রতিমার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে।—ভগবান্ নারায়ণ যে মৎস্যাবতার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই মৎস্যের আকার প্রাকৃত মৎস্যের ন্যায়। কূর্ম্মের আকার কূর্ম্মের ন্যায়। বরাহের আকার মনুষ্যের ন্যায় অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট, হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, দক্ষিণে ও বামে শঙ্খ, লক্ষ্মী বা পদ্ম, বাম কূর্পরে শ্রী, চরণতলে পৃথিবী ও অনন্ত।

নরসিংহের বদন ব্যাদিত, বাম উরুতে দানব ক্ষত বিক্ষত, গলদেশে মাল্য, হস্তে চক্র ও গদা, এই অবস্থায় তিনি দৈত্যপতির বক্ষ বিদারণ করিতেছেন।

বামনের আকৃতি হ্রস্ব, মস্তকে ছত্র, হস্তে দণ্ড এবং চারি বাহু। পরশুরামাবতারের হস্তে সশর শরাসন, খড়্গ ও পরশু। রামাবতারের দুইভুজ, ঐ দুই হস্তে ধনু শর, খড়্গ ও শঙ্খ শোভিত। বলরামের চারি বাহু, ইহা গদা ও লাঙ্গলে সুশোভিত, তন্মধ্যে বামহস্তের উর্দ্ধে লাঙ্গল, অধোদেশে সুশোভন শঙ্খ এবং দক্ষিণ হস্তের উর্দ্ধদিকের বাহুতে মুষল ও অধোদিকের বাহুতে চক্র।

ভগবান্ বুদ্ধের মূর্ত্তি অতি শান্ত, কর্ণ লম্বিত, অঙ্গ গৌরবর্ণ, পরিধান সুন্দর বস্ত্র, আসন উর্দ্ধপদ্ম, তিনি বর ও অভয় প্রদান করেন। ভগবান্ কল্কি ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি, তিনি অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া আছেন; হস্তে ধনু, তূণ, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও শর। দক্ষিণোর্দ্ধে গদা, বামোর্দ্ধে চক্র, দুই পার্শ্বে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর। এই প্রকারে বাসুদেব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

চণ্ডীর বিংশতি হস্ত, তন্মধ্যে দক্ষিণ হস্তসমূহে শূল, অসি, শক্তি, চক্র, প্রাস, খেট, আয়ুধ, অভয়, ডমরু ও শক্তিকা এবং বামকরসমূহে নাগপাশ, খেটক, কুঠার, অঙ্কুশ, ধনু, ঘণ্টা, ধ্বজ, গদা, আদর্শ ও মুদ্গর অথবা চণ্ডীর দশবাহু, তাঁহার অধোভাগে ছিন্নমূর্দ্ধা পতিত মহিষ। ক্রোধভরে হস্তে অস্ত্র শোভিত। ঐ মহিষের গ্রীবা হইতে এক পুরুষ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার হস্তে শূঙ্গ, মুখে রক্ত বমি হইতেছে এবং তাহার কেশ, মাল্য ও লোচনযুগল রক্তবর্ণ, গলদেশ পাশবদ্ধ এবং ঐ পুরুষ সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত। চণ্ডীর দক্ষিণ চরণ সিংহের স্কন্ধে এবং বামচরণ অসুরের পৃষ্ঠদেশে বিন্যস্ত। ইনি ত্রিনেত্রা ও সশস্ত্রা।

চণ্ডীর আর এক প্রকার মূর্ত্তি আছে, ইহাতে অষ্টাদশ বাহু, তন্মধ্যে দক্ষিণকরসমূহে মুণ্ড, খেটক, আদর্শ, তর্জ্জনী, চাপ, ধ্বজ, ডমরু ও পাশ এবং বামহস্তসমূহে শক্তি, মুদ্গর, শূল, বজ্র, খড়্গ, অঙ্কুশ, শর, চক্র ও শলাকা। অবশিষ্ট মূর্ত্তির ষোড়শ বাহু। রুদ্রচণ্ডাদি নয় মূর্ত্তির হস্তে ডমরু ও তর্জ্জনী ভিন্ন উল্লিখিত সমস্ত অস্ত্রই বিরাজমান। রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা ও উগ্রচণ্ডা, এই সকলের বর্ণ যথাক্রমে রোচনাভ, অরুণ, অসিত, নীল, শুক্ল, ধূম্র, পীত ও শ্বেত। ইহারা সকলেই সিংহের উপর আরোহণ করিয়া মুষ্টিদ্বারা মহিষ ও তাহার গ্রীবাসম্ভূত শস্ত্রশালী পুরুষের কচ গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ইহাদিগের নাম নবদুর্গা। ললিতার বামহস্তে স্কন্ধ ও মস্তক এবং দক্ষিণ করে দর্পণ। লক্ষ্মীর দক্ষিণকরে পদ্ম এবং বামহস্তে শ্রীফল। সরস্বতীর হস্তে পুস্তক, অক্ষমালা ও বীণা। জাহ্নবীর হস্তে কুম্ভ ও পদ্ম, বর্ণ শ্বেত এবং তাহার আসন মকর। তুম্বুরু শুক্লবর্ণ এবং শূল ও বীণা হস্তে মাতার পুরোভাগে বৃষে আরূঢ়। গৌরী চতুর্ম্মুখী, ব্রহ্মচারিণী ও অক্ষমালা হস্তে বিরাজমানা। শাঙ্করী শ্বেতবর্ণা ও হংসগামিনী, ইহার বামহস্তে কুণ্ড ও অক্ষপাত্র এবং দক্ষিণহস্তে শর ও চাপ। কৌমারী দ্বিভুজা, রক্তবর্ণা, শক্তিহস্তা ও শিখিপৃষ্ঠে আসীনা। বারাহী দণ্ড, শঙ্খ, অসি ও গদা হস্তে মহিষ পৃষ্ঠে অধিরূঢ়া, তাঁহার বামহস্তে চক্র এবং পার্শ্বে গদাপদ্মধারিণী লক্ষ্মী বিরাজমানা। ইন্দ্রাণী সহস্রলোচনা ও বামহস্তে বজ্রধারিণী।

চামুণ্ডার ত্রিনয়ন কোটরে মগ্ন, দেহে মাংস নাই, অস্থি চর্ম্মসার, কেশ সকল উর্দ্ধগ, উদর কৃশ, পরিধান দ্বীপিচর্ম্ম, বামহস্তে কপাল ও পট্টিশ, দক্ষিণহস্তে শূল ও কর্ত্তরী, অস্থি ভূষণ ও শব আসন। যক্ষিণীদিগের লোচন স্তব্ধ ও দীর্ঘ, শাকিনীদের দৃষ্টি বক্র এবং অপ্সরাদের নয়ন পিঙ্গলবর্ণ ও শরীর সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। দ্বারপাল নন্দীশ্বর অক্ষমালা ও ত্রিশূল-হস্ত। (অগ্নিপু° ৮৮ অ°)

দেব প্রতিমা সকল নগরাভিমুখে স্থাপন করিবে, পরাঙ্মুখে স্থাপন করিবে না। পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রের, অগ্নিকোণে অগ্নির, দক্ষিণদিকে মাতৃকাগণের, ভূতসমূহের, যম ও চণ্ডিকার, নৈর্ঋতে পিতৃদেবতাদিগের, বারুণে বরুণাদির, বায়ব্যে বায়ু ও নাগের, সৌম্যে যক্ষ ও গুহ্যের, ঈশানে চণ্ডীশ্বর ও মহাদেবের এবং সকল দিকে বিষ্ণুর ও মধ্যভাগে ব্রহ্মার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে। বিশেষ সাবধান হইয়া দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। পরে তাহাতে দেবপ্রতিমা স্থাপন করিবে।

(অগ্নিপু° ৮৮ অ°)

অগ্নিপুরাণে অনেক দেবপ্রতিমার লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, বাহুল্যবোধে সকল লিখিত হইল না। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে অনেক দেবতার মূর্ত্তি লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, এইস্থলে সমস্ত লক্ষণ না লিখিয়া কেবল মাত্র সেই সেই দেবতার নাম প্রদত্ত হইল। গণেশ, সরস্বতী (মূর্ত্তি চতুর্ভুজা ও সর্ব্বাভরণবিভূষিতা, ইহার দক্ষিণ হস্তে পুস্তক ও অক্ষমালা, হস্তে বীণা ও কমণ্ডলু), লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, ভদ্রকালী, চণ্ডিকা, দুর্গা, নন্দা, অম্বা, সর্ব্বমঙ্গলা, কালরাত্রি, ললিতা, জ্যেষ্ঠা, গৌরী, ভূতমাতা, সুরভি,

যোগনিদ্রা, মাতৃগণ, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা, নান্দীমুখ মাতৃগণ, (গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবমাতা, স্বাহা, স্বধা, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, আত্মদেবতা, কুলদেবতা, ইহারা নান্দীমুখ মাতৃগণ,) নবদুর্গা, বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকর্ণিকা, বলবিকর্ণিকা, বলপ্রমথনী, সর্ব্বভূতদমনী, মনোন্মনী, কৃষ্ণা, উমা, পার্ব্বতী, মহাকালী, বারুণী, চামুণ্ডা, শিবদূতী, কাত্যায়নী, অম্বিকা, যোগেশ্বরী, ভৈরবী, রম্ভা, শিবা, কীর্ত্তি, সিদ্ধি, ঋদ্ধি, ক্ষমা, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, যাম্যা, দীপ্তি, রতি, শ্বেতা, ভদ্রা, মঙ্গলা, জয়া, বিজয়া, কালী, ঘণ্টাকর্ণ, জয়ন্তী, দিতি, অরুন্ধতী, অপরাজিতা, কৌমারী, চতুঃষষ্টি যোগিনী, মন্ত্রদীপিকার মতে যোগিনীগণের নাম—অক্ষোভ্যা, রুক্ষপর্ণী, রাক্ষসী, ক্ষপণা, ক্ষয়া, পিঙ্গাক্ষী, অক্ষয়া, ক্ষেমা, বালা, লীলা, লয়া, লোলা, লঙ্কা, লঙ্কেশ্বরী, লালসা, বিমলা, হুতাশনা, বিশালাক্ষী, হুঙ্কারা, বড়বামুখী, হাহারবা, মহাক্রূরা, ক্রোধনা, ভয়াননা, সর্ব্বজ্ঞা, তরলা, তারা, কৃষ্ণা, হয়াননা, রসসংগ্রাহী, শবরা, তালুজিহ্বিকা, রক্তাক্ষী, সুপ্রসিদ্ধা, বিদ্যুজ্জিহ্বা, করঙ্কিণী, মেঘনাদা, প্রচণ্ডোগ্রা, কালকর্ণী, চন্দ্রাবলী, চন্দ্রহাসা, বরপ্রদা, প্রপঞ্চিকা, প্রলয়াস্তা, শিশুবক্ত্রা, পিশাচী, পিশিতাশয়া, লোলুপা, ধমনী, তপনী, বামনী, বিকৃতাননা, বায়ুবেগা, বৃহৎকুক্ষি, বিকৃতা, বিশ্বরূপিকা, যমজিহ্বা, জয়ন্তী, দুর্গা, যমান্তিকা, বিড়ালী, রেবতী, পূতনা ও বিজয়ন্তিকা এই ৬৪ জন চতুঃষষ্টিযোগিনী)।

আদিত্যপুরাণে এই সকল দেবমূর্ত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, লোকপাল, বিশ্বকর্ম্মা, ধর্ম্ম, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, নৃত্যশাস্ত্র, পঞ্চরাত্র, পাশুপত, পাতঞ্জল, সাঙ্খ্য, অর্থশাস্ত্র, নারদ মুনি, ভৃগু, অঙ্গিরা, বিষ্ণু, লোকপাল বিষ্ণু, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, লক্ষ্মীনারায়ণ, যোগেশ্বর, হংস, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, ত্রিবিক্রম, পরশুরাম, রাম প্রভৃতি, কৃষ্ণ, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন, কাম, অনিরুদ্ধ, সাম্ব, দেবকী, যশোদা, গোপাল, বুদ্ধ, কল্কি, নরনারায়ণ, হরি, হয়গ্রীব, কপিল, ব্যাস, বাল্মীকি, দত্তাত্রেয়, ধন্বন্তরি, জলশায়ী, গরুড়, রুদ্র, মূর্ত্ত্যষ্টক, অর্দ্ধনারীশ্বর, দক্ষিণামূর্ত্তি, উমামহেশ্বর, হরিহর, বিশ্বেশ্বর, রুদ্রভেদ, একপাদ, অহির্বুধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, অপরাজিত, স্কন্দ, ভৈরব, মহাকাল, নন্দি, বীরভদ্র, অজ, বসু, ধ্রুব, আপ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস, দ্বাদশাদিত্য, ধাতু, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সূর্য্য, ত্বষ্টা, বিষ্ণু, ৪৯ মরুৎ, রেবন্ত, যক্ষ রাক্ষসাদি, গন্ধর্ব্ব, বাসুকি, তক্ষকাদি, পিতৃগণ, বিশ্বদেব সকল, সপ্ত সমুদ্র, দ্বীপাদি দিক্‌পতি, অগ্নি, যম, বরুণ, বায়ু, ধনদ, আকাশ, ধ্রুব, নবগ্রহ, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি, কাল, মুহূর্ত্ত, সিত, অজপ, আর্য্যভট, সাবিত্র, বৈরাজ, গন্ধর্ব্ব, অভিজিত, রৌহিণেয়, বল, বিজয়, সম্ভ্রম, বরুণ, সুভগ, বিক্রম, বৃষ, চিত্রভানু, সুভানু, তারণ, অব্যয়, সর্ব্বজিৎ, দেয়, মন্মথ, হেমলম্ব, বিলম্ব, বিকারী, প্লব প্রভৃতি বহুতর দেবতার উল্লেখ আছে। এ সকল দেবপ্রতিমা যথাবিধানে প্রতিষ্ঠিত করিলে ধর্ম্ম অর্থ প্রভৃতি লাভ হয়। [প্রতিমালক্ষণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দেবতাপ্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) দেবতানাং প্রতিষ্ঠা ৬তৎ। দেবতাদিগের প্রতিষ্ঠা, বিধানপূর্ব্বক দেবপ্রতিমাতে দেবগণের সান্নিধ্য-সম্পাদক কার্য্যভেদ। দেবতাদিগের প্রতিষ্ঠাবিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করিলে দেবপ্রতিমায় দেবত্ব জন্মে। দেবপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা না করিয়া পূজাদি করা যায় না, প্রথমে দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পরে যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

"সৌবর্ণী রাজতী বাপি তাম্রী রত্নময়ী তথা।
শৈলদারুময়ী বাপি লৌহশঙ্খময়ী তথা॥
রীতিকা ধাতুযুক্তা চ তাম্রকাংস্যময়ী তথা।
শুভদারুময়ী বাপি দেবতার্চ্চা প্রশস্যতে॥" (প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

সুবর্ণ, রজত, তাম্র, রত্ন, পাষাণ, দারু, লৌহ, শঙ্খ, রীতিকা, তাম্র ও কাংস্য দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সকল প্রতিমা প্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করিলে অধিক শুভ হয়। প্রতিমাতে দেবত্ব কল্পিত না হইলে সাধকদিগের উপাসনার ব্যাঘাত হয়, এই জন্য চৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অশরীরী ব্রহ্মের উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত রূপ কল্পিত হইয়া থাকে।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"
'রূপকল্পনা রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদি কল্পনা।'
(দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

স্বর্ণজ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে মুক্তিলাভ এবং তেজোনির্ম্মিত দারুনির্ম্মিত এবং রৈত্তিকী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে শুভ হয়। দেবপ্রতিমার ন্যায় শালগ্রামাদি শিলা, শিবলিঙ্গাদিও প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। জ্যোতিষোক্ত দিনে এবং কালশুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা করিবে। মলমাসাদি অশুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠা হয় না। [প্রতিষ্ঠা দেখ।]

দেবতাময় (ত্রি) দেবতাত্মকং দেবতা-ময়ট্। ১ দেবতাত্মক। দেবতাস্বরূপ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ হিরণ্যগর্ভরূপ দেবতাভেদ।

"যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতেভির্ব্যজায়ত ॥" (কঠোপনি° ৪।৭)

'যা দেবতাময়ী সর্ব্বদেবতাত্মিকা প্রাণেন হিরণ্যগর্ভরূপেণ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ সম্ভবেতি' (ভাষ্য)

দেবতায়তন (ক্লী) দেবতানাং আয়তনং ৬তৎ। দেবগৃহ।

"সীমাসন্ধিষু কার্য্যাণি দেবতায়তনানি চ।" (মনু) সীমার সন্ধিস্থলে দেবগৃহ প্রস্তুত করিতে হয়।

দেবতালয় (পুং) দেবতানাং আলয়ঃ ৬তৎ। দেবগৃহ।

দেবতাবেশ্মন্ (ক্লী) দেবতানাং বেশ্ম ৬তৎ। দেবগৃহ, দেবালয়।

দেবতিথি (পুং) পুরুবংশীয় অক্রোধনের পুত্র নৃপভেদ। (ভারত ১৯৫ অ°)

'দেবাতিথি' এই পাঠই প্রায় অধিকাংশ পুস্তকে দেখা যায়, 'দেবতিথি' এই পাঠ অল্প পুস্তকেই আছে।

দেবতীর্থ (ক্লী) ১ পবিত্র তীর্থভেদ। ২ দেবপূজার উপযুক্ত সময়। ৩ অঙ্গুলির অগ্রভাগ, দেবপূজার উপযোগী হস্তের অংশ।

দেবত্ত (ত্রি) দেবতা কর্ত্তৃক দত্ত।

দেবত্য (ত্রি) দেব সম্বন্ধীয়।

দেবত্যা (ত্রি) পশুভেদ। (বেদ)

দেবত্রা (অব্য) দেবায় দেয়ং করোতি সম্পন্নতে দেয়ে ত্রাচ্। ১ করণাদি বিষয়ে দেবতাকে দেয়। ২ দেবতাধীন। দেয়ং বন্দে দেবে রমে বা দ্বিতীয়াস্তাৎ সপ্তম্যন্তাৎ ন দেবশব্দাৎ ত্রা। ৩ বন্দনাদি কর্ম্মযুক্ত দেবতা। ৪ রমণবিষয় দেবতা। ৫ দেবদিগের প্রতি এই অর্থ। "দেবত্রা যন্তমবসে" (শুক্লযজুঃ ৬।২০) "দেবান্ প্রতি যন্তং গচ্ছন্তং।" (বেদদীপ) (ত্রি) দেবান্ ত্রায়তে ত্রা·ক। ৬ দেবতারক্ষক। "দেবএব সবিতা প্রপয়তি বর্ষিষ্ঠেঽধিনাক ইতি দেবত্রো এতদাহ "(শতপথব্রা° ১।২।২।১৪)

দেবত্রাত, আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের একজন ভাষ্যকার। নির্ণয়সিন্ধু ও সংস্কারকৌস্তভে এই ভাষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

দেবত্ব (ক্লী) দেবস্য ভাবঃ ভাবে ত্ব। দেবতার ভাব, দেবতার ধর্ম্ম, দেবসাযুজ্য, দেবভূয়।

দেবদণ্ডা (স্ত্রী) দেবাৎ মেঘাৎ দণ্ডো যস্যাঃ। নাগবলা। (রাজনি°)

দেবদত্ত (পুং) দেবা এনং দেয়াস্থুরিতি সংজ্ঞায়াং (ক্তিচ্ ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৩।১৭৪) সংজ্ঞা শব্দ-প্রতিপাদ্য নরভেদ, যে স্থলে নামাদি জ্ঞাত হওয়া যায় না, সেই স্থলে দেবদত্ত এই শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা দেবদত্ত প্রস্তুত করিতেছে ইত্যাদি।

"ব্রাহ্মণার্থো যথা নাস্তি কশ্চিৎ ব্রাহ্মণকম্বলে। দেবদত্তাদয়ো বাক্যে তথৈব স্যুর্নিরর্থকাঃ ॥"

যেরূপ ব্রাহ্মণ কম্বলে ব্রাহ্মণার্থ নাই, সেইরূপ দেবদত্তাদি বাক্য নিরর্থক অর্থাৎ ইহার কোন অর্থ নাই। (ত্রি) দেবেন দত্তঃ ৩তৎ। ২ দেবতা কর্ত্তৃক দত্ত, দেবলব্ধ। ৩ দেবতাকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে। ৪ অর্জ্জুনের শঙ্খের নাম দেবদত্ত।

"পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশঃ দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।" (গীতা)

৫ দেহস্থিত জৃম্ভনকর বায়ুভেদ।

"বিজৃম্ভনে দেবদত্তঃ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভঃ।" (সারদাতি° রাঘব) দেবায় দত্তং। ৬ দেবার্থ উৎসৃষ্ট গ্রামাদি।

দেবদত্ত, ১ জৈনমতে সূর্য্যের এক পুত্র। (জৈনহরিবংশ ১৭।৩০)

২ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি সংস্কৃতভাষায় গ্রহলাঘবপ্রকাশ রচনা করেন।

৩ শৃঙ্গাররসবিলাস নামে অলঙ্কার-গ্রন্থ-রচয়িতা।

৪ গুর্জ্জরবাসী হরির পুত্র। ইনি ধাতুরত্নমালা নামে সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করেন।

দেবদত্ত, শাক্যবংশীয় একজন রাজকুমার। শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র। যেরূপ দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরাদির শত্রু, দেবদত্ত শাক্যবুদ্ধেরও সেইরূপ ঘোর জ্ঞাতিশত্রু ছিলেন। যে যে বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধ শাক্যসিংহের বিবরণ আছে, সেই সেই গ্রন্থেই দেবদত্তের কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়; বুদ্ধের সহিত বাল্যকাল হইতেই একত্র লালিত পালিত হইলেও তেজঃ বীর্য্য বিদ্যাবুদ্ধি সর্ব্ববিষয়ে শাক্যসিংহের উন্নতি দর্শনে দেবদত্ত অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইতেন। প্রথমে দেবদত্ত যশোধরাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু যশোধরা তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সিদ্ধার্থের অঙ্কলক্ষ্মী হন, তাহাতে দেবদত্ত আরও মর্ম্মপীড়িত ও তাঁহাদের অনিষ্ট করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন। কিসে বুদ্ধের অনিষ্ট করিবেন, সর্ব্বদাই তাহার সুযোগ খুঁজিতেন। মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু দেবদত্তের পরম বন্ধু ছিলেন। কল্পদ্রুমাবদানে লিখিত আছে, অজাতশত্রু তাঁহার বন্ধু দেবদত্তের প্ররোচনায় আপন পিতা বিম্বিসারের প্রাণসংহার করেন। অবদানশতকে লিখিত আছে, যখন বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন, দুর্বৃত্ত দেবদত্ত বহু সংখ্যক ঘাতককে তাঁহার প্রাণসংহার করিতে পাঠান। কিন্তু তাহারা কিছুই করিতে পারিল না। দেবদত্ত ও অজাতশত্রু উভয়ে মিলিয়া বুদ্ধ-মতের বিরুদ্ধে গ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভদ্রকল্পাবদানে লিখিত আছে, সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিলে তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা যশোধরাকে পাইবার

জন্য দেবদত্ত অনেক প্রলোভন দেখান, কিন্তু তাহার বাসনা পূর্ণ না হওয়ায় যশোধরার প্রাণসংহারের চেষ্টা করেন।

যাহা হউক সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে সকল চেষ্টা সকল যত্ন বৃথা হইল। দেবদত্তের বন্ধু অজাতশত্রুও বুদ্ধের নিকট দীক্ষিত হইলেন। পৃথিবী দেবদত্তকে আর রাখিতে পারিলেন না। একদিন বিদীর্ণ হইল। দেবদত্ত মিথ্যাযুক্ত পাপমুখে নরকে গেল। এইরূপে দেবদত্তের অবসান হইল। বৌদ্ধদিগের নানা অবদান গ্রন্থে দেখা যায়, বুদ্ধ যত বার জন্মিয়াছিলেন, ততবার দেবদত্ত তাঁহার শত্রুরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধেরা দেবদত্তকেই যীশুখৃষ্ট বলিয়া মনে করে। আবার শ্যামবাসিগণের বিশ্বাস দেবদত্ত য়ুরোপের এক দেবতা।

দেবদত্তক (পুং) দেবদত্তো মুখ্য এষাং ইতি কন্। দেবদত্ত প্রধানক, এই দেবদত্তক শব্দ বহুবচনান্ত।

দেবদত্তাগ্রজ (পুং) দেবদত্তস্য অগ্রজঃ। শাক্য বুদ্ধ।

দেবদর্শ (ত্রি) দেবং পশ্যতি দৃশ-অণ্। ১ দেবতাদর্শক, যাহারা দেবতাকে দেখে। (পুং) ২ ঋষিভেদ।

দেবদর্শন (ত্রি) দেবং পশ্যতি দৃশ-ল্যুল্। ১ দেবদর্শক। (পুং) ২ ঋষিভেদ। (ক্লী) ৩ দেবতাদিগের দর্শন।

দেবদর্শনিন্ (পুং) দেবদর্শনপ্রোক্তং অধীয়তে ইতি দেবদর্শ-ণিনি। দেবদর্শ ঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্র যাহারা অধ্যয়ন করে।

দেবদানী (স্ত্রী) দৈপ শোধনে ভাবে ল্যুট। দেবস্যেব দানং শুদ্ধির্যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। শোষকাকৃতি, হস্তিঘোষা। (রত্নমালা)

দেবদারু (ক্লী) দেবানাং দারু তেষাং প্রিয়ত্বাৎ। বৃক্ষবিশেষ; পর্য্যায়—শক্রপাদপ, পারিভদ্রক, ভদ্রদারু, দ্রুকিলিম, পীতদারু, দারু, পূতিকাষ্ঠ, সুরদারু, দারুক, স্নিগ্ধদারু, অমরদারু, শাম্ভব, ভূতহারি, ভবদারু, ভদ্রবৎ, ইন্দ্রদারু, মস্তদারু, সুরভূরুহ, সুরাহ্ব, দেবকাষ্ঠ (রত্নমালা)।

এ দেশে দেবদার বা দেবদারু, হিন্দীতে কিলন্, দেওদার বা কিলন্ কা-পের, পঞ্জাবে দেউদার, কলাইন্, দাদা, কাশ্মীরে দার বা দেওদার, হিমালয় অঞ্চলে দিয়ার, দেউদার, দদার, তিব্বতে গিয়াম্; তামিল দেবদারী চেড়ি, তৈলঙ্গে দেবদারী চেট্টু, মলয়ে দেবতারম, আরবে সফ্রুদ্ দেব্দার বা সনোবরুল্হিন্দ্ এবং পারসীতে দরখ্তে দেবদার বা নিস্তার বলে। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Cedrus Deodara or Pinus Deodara.

উত্তর ভারতে সর্ব্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে। এই গাছ খুব উচ্চ হয়। হিমালয় প্রদেশেই বড় বড় দেবদারু গাছ দেখা যায়, এই সকল গাছ এক একটী একশত দেড়শত বৎসরের হইবে। ঐরূপ এক একটা গাছের গুঁড়ি চারি পাঁচ হাত পর্য্যন্ত মোটা হয়।

দেবদারু কাঠের মাঝা অল্প পীতাভ, গন্ধযুক্ত ও কঠিন। এই কাঠ বহুকালস্থায়ী হয়। ইহাতে নানাপ্রকার আসবাব, তক্তা ও সেতু প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কচি দেবদারু ছাগমেষাদির প্রিয় খাদ্য।

দেবদারুগাছ হইতে এক প্রকার আল্কাতরা ও তৈলবৎ নির্য্যাস বাহির হয়। পঞ্জাবে তৈলকে 'কেলোন-কা-তেল' বলে। পঞ্জাবে এইরূপে উক্ত আল্কাতরা ও তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রথমে চারিসের ধরিতে পারে এরূপ একটা কলসী গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর ১২ সের ধরিতে পারে এরূপ আর একটা বড় কলসী তলদেশে তিনটী ফুটা করিয়া প্রথম কলসীর মুখের উপর চাপাইয়া দেয়। এই কলসীর ভিতর কতকগুলি টুক্রা টুক্রা দেবদারুর ডাল রাখে এবং সেই দ্বিতীয় কলসীর মুখে আর একটী ছোট জলপাত্র মুখামুখী চাপাইয়া উপরে ভাল করিয়া কাদা দিয়া তিনটী মুখই বন্ধ করিতে হয়। পরে তাহার চারিপাশে ৪ ঘণ্টা হইতে ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অল্প অল্প জ্বাল দিতে থাকে। সেই উত্তাপে বড় কলসীর মধ্যস্থ ডাল হইতে চট্চটে আটা বাহির হইয়া তাহার তিনটী ছিদ্র দিয়া নিম্ন কলসীতে আসিয়া জমা হইতে থাকে। পরে তাহা বাহির করিয়া পূর্ব্ববৎ বড় কলসীতে সেই আল্কাতরাবৎ আটা রাখিয়া পূর্ব্ববৎ তিনটী কলসী একত্র করিয়া পরে জ্বাল দেওয়া হয়। আটা বাহির করিয়া কলসীতে দিবার সময় যাহাতে কোন রকমে ভিতরে মাটি না পড়ে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়, এইরূপে কএকবার পাত্রান্তর করা ও জ্বাল দেওয়া হয়। এইরূপ ১ সের কাঠে প্রায় দুই ছটাক আটা ও ৪ ছটাক কয়লা হয়। আবার কাঠ চোঁয়াইয়া লইলে তার্পিণ তৈলের মত কৃষ্ণবর্ণ তৈল পাওয়া যায়। নালি ঘা, বিষফোড়া, ঘোড়ার পাঁচড়া ও গবাদির পায়ের তলায় ক্ষত হইলে এই তৈল প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। দেবদারুর কচিপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে শিরপীড়া ভাল হয়। বৈদ্যক মতে, ইহার গুণ—তিক্ত, রুক্ষ, শ্লেষ্মা, বায়ু ও ভূতদোষনাশক। (রাজনি°) স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কটুপাক, বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, হিক্কা, জ্বর, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্মা, শ্বাস, কাস, কণ্ডু ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্র°) ইহার লেপনগুণ—কান্তিপ্রদ, আমদোষ, বিবন্ধ, অর্শ, প্রমেহ ও জ্বরনাশক।

দেবদারুবন, একটী পুণ্যস্থান। সহ্যাদ্রিখণ্ড, নৃসিংহপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইহার বর্ণনা আছে।

দেবদার্ব্বাদি (পুং) ভাবপ্রকাশোক্ত ক্বাথৌষধি ভেদ, প্রস্তুত প্রণালী—দেবদারু, বচ, কুড়, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, চিরাতা, কট্‌ফল, মুথা, কট্‌কী, ধনিয়া, হরীতকী, গজপিপ্পলী, দুরালভা, গোক্ষুর, বৃহতী, আতইচ্, গুলঞ্চ, কাকড়াশৃঙ্গী ও কৃষ্ণজীরা, এই সকল সমভাগে গ্রহণ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট কাথ করিতে হইবে, পরে সৈন্ধব ও হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিবে। ইহা প্রসূতা নারীকে পান করাইলে জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা, কম্প, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, পিপাসা, দাহ, তন্দ্রা, অতীসার এবং বমি প্রভৃতি, বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত সর্ব্বপ্রকার সূতিকা রোগ নষ্ট হয়। (ভাবপ্র°)

দেবদালিকা (স্ত্রী) দেবদালীব কায়তি কৈ-ক টাপ্ পূর্ব্ব-হ্রস্বঃ। মহাকাল বৃক্ষ।

দেবদালী (স্ত্রী) দেবেন মেঘোদয়েন দালো দলনং যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। লতাবিশেষ, হিন্দীতে ঘঘরবেল ও সোনেয়া বলে। পর্য্যায়—জীমূতক, কণ্টফলা, গরা, গরী, বেণী, মহাকোষফলা, কটুফলা, ঘোরা, কদম্বী, বিষহরা, কর্কটী, সারমূষিকা, বৃত্তকোষা, আখুবিষহা, দালী, রোমশপত্রিকা, কুরঙ্গিকা, সুতর্কারী, দেবতাড়। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, কটু, পাণ্ডু, কফ, দুর্নাম, শ্বাস, কাস, কামলা ও ভূতনাশক। (রাজনি°)

দেবদাস (পুং) দেবানাং দাসঃ ৬তৎ। ১ দেবতাদিগের দাস। ২ দেবদাসপ্রকাশ নামক বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধকার।

দেবদাসী (স্ত্রী) দেবং ইন্দ্রিয়ং দাস্যোতি হন্তীতি দেব-দাস-অণ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বননীজপূরক বৃক্ষ। (রাজনি°)

দেবায় ক্রীড়ায়ৈ দাসীব। ২ বেশ্যা। দেবানাং দাসী। ৩ দেবতাদিগের পরিচারিকা।

।৪। দেবতাগণের সেবায় নিযুক্ত কিঙ্করী। দাক্ষিণাত্যে কোন মন্দিরের দেবনর্ত্তকীগণকেই দেবদাসী বলে। দেবতার পূজার সময় তাঁহার সমক্ষে নৃত্যগীত করাই দেবদাসীর কার্য্য। জগন্নাথের মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাপথে প্রায় সকল প্রধান প্রধান দেবালয়েই দেবদাসী বা দেবনর্ত্তকী দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বকালে মিসর, গ্রীস, আসিরীয়া, ফিনিসীয়া প্রভৃতি নানা স্থানে দেবালয়ে এইরূপ বিস্তর দেবনর্ত্তকী ছিল। বেশী দিনের কথা নয়, এসিয়ার পশ্চিমাংশে এবং গ্রীসের বীণাস্ দেবীর মন্দিরে অনেক দেবদাসী দেখা যাইত। বেশ্যাবৃত্তি ও দেবতার মহিমা গান করাই তাহাদের কার্য্য ছিল। এক সময়ে আর্ম্মেনিয়ায় এই নিয়ম ছিল যে উচ্চবংশীয় সকল লোকের কন্যাগণ বিবাহের পূর্ব্বে অনাইতিস্ (অনাহিতা) দেবীর সেবায় নিযুক্ত হইত। এ সময় তাহারা অনেক অসদাচরণ করিলেও বিবাহের পর কেহ আর নিন্দা করিত না। বাবিলনে কোন রমণীই মিলিত্তা (Mylitta) দেবের মন্দিরে একবার আত্মসমর্পণ না করিয়া আর অব্যাহতি পাইত না। বিবাহের পর আর দেবমন্দিরে তাহাদের প্রয়োজন হইত না। বাইবেলের এক্সোডাস্ গ্রন্থেও লিখিত আছে—আরণ-নির্ম্মিত গোবৎসরূপ দেবের সম্মুখে ইস্রাইলের সন্তানগণ নৃত্য করিত। (Exodus)

দাক্ষিণাত্যে চেঙ্গলপৎ জেলার স্থানে স্থানে তন্তুবায়দিগের মধ্যে এক অপূর্ব্ব নিয়ম প্রচলিত আছে। প্রত্যেক গৃহস্থ জ্যেষ্ঠকন্যাকে ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে দেবালয়ে প্রদান করে। এখানে একজন ওস্তাদ্ তাহাদিগকে নৃত্য গীত শিক্ষা দেয়। তৈলঙ্গে এই সকল কুমারী 'বসবা' এবং মহারাষ্ট্রে 'মুরলী' নামে আখ্যাত। বসবাগণ প্রধানতঃ শিবের সেবায় জীবন অতিবাহিত করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সচ্চরিত্র তাহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করে;—অপর অনেকেই দেবালয়ের পূজক বা কর্ত্তৃপক্ষগণের ভোগ্যা হয়। ইহাদের মধ্যে কাহারও খড়্গের সহিত, আবার কাহারও দেবের সহিত বিবাহ হয়। খড়্গের সহিত বিবাহ-কালে কন্যা খড়্গের উপর এক ছড়া মালা দেয়, ভাট মঙ্গলশ্লোক পাঠ করে; তাহার মাতা ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করে। তখন হইতে সে 'ভবিন্' বা কুমারী হইয়া কোন মন্দিরে নিযুক্ত হয়। কেহ যদি মানত করিয়া অতি অল্প বয়সেই কন্যাকে দেবতার উদ্দেশে সম্প্রদান করে, এই ক্রিয়াকে দাক্ষিণাত্যে 'সেজ' বলে।

দেবদাসীরা প্রথমে অতি প্রত্যূষে দুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে মন্দিরে গিয়া এ বেলা দুই ঘণ্টা এবং বৈকালে দুই ঘণ্টা নৃত্যগীত শিক্ষা করে। দুই চারি বর্ষ মধ্যেই নৃত্য গীতে পরিপক্ক হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে স্বর্গে দেবসভায় যেমন অপ্সরাগণ দেবনর্ত্তকী, মর্ত্ত্যে ইহারাও সেইরূপ দেবালয়ে দেবনর্ত্তকী। ইহাদের ভরণপোষণ জন্য মন্দির হইতেই বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজা বা কোন বড় লোকের বাড়ী উৎসব উপলক্ষে আহূত হইয়াও অনেক রোজগার করে। ইহাদের পুত্রেরা মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। কেবল কন্যাই উত্তরাধিকারিণী। কাহারও কন্যাদি না হইলে অপরের কন্যা দত্তক লয় বা কন্যা ক্রয় করিয়া তাহাকে লালন পালন করে। ভবিষ্যতে সেও নৃত্য গীত শিখিয়া দেবনর্ত্তকী বলিয়া গণ্য হয়।

দেবসেবার জন্য দেবনর্ত্তকী নিযুক্ত করিবার প্রথা গ্রীস প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। সহস্রবর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক খোদিত লিপিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে দেবনর্ত্তকী প্রদানের কথা বর্ণিত আছে। এক সময়ে উত্তর ভারতেও এইরূপ অনেক দেবনর্ত্তকী ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। প্রবাদ এইরূপ, এক সময়ে কামাখ্যার মন্দিরে প্রায় পাঁচ হাজার দেবনর্ত্তকী ছিল। এখন দক্ষিণ ভারত ভিন্ন আর কোথাও দেবনর্ত্তকীর আদর নাই। তথায় দেবনর্ত্তকীর বেশ সম্মান আছে।

দেবদীপ (পুং) দেবার্থং দীপঃ। ১ দেবতার নিমিত্ত দীপ। দেবঃ দীপ্তিশীলং দীপয়তি প্রকাশয়তি বৃদ্ধিং করোতি দীপ-ণিচ্-অণ্। ২ লোচন, চক্ষু।

দেবদুন্দুভি (পুং) দেবানাং দুন্দুভিরিব হর্ষপ্রদত্বাৎ। ১ রক্ত তুলসী। ২ দেবঢক্কা, দেবতাদিগের দুন্দুভি।

"দেবদুন্দুভয়ো নেদু র্ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।" (ভূরিপ্রয়োগ)

দেবদূত (পুং) ১ দেবগণের দূত। অগ্নি

দেবদূতী (স্ত্রী) দেবানিন্দ্রিয়াণি দূয়তে অবসাদয়তীতি দূ-ক্বিচ্ ততো ঙীষ্। ১ বনবীজপূরক বৃক্ষ। ২ অপ্সরা, স্বর্গবিদ্যাধরী।

দেবদেব (পুং) দেবেষু মধ্যে দীব্যতি দিব-অচ্। মহাদেব, শিব। "অযাচিতারং নহি দেবদেবং অদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক॥" (কুমারস°)

২ ব্রহ্মা। ৩ বিষ্ণু।

"কারণং সর্ব্বলোকানাং দেবদেবং জগৎ গুরুং।
বাসুদেবং জগন্নাথং তপামানং মহত্তপঃ॥" (দেবীভাগ° ১।৪।৩৫)

৪ গণেশ।

দেবদেবেশ (পুং) দেবপ্রকারঃ দেবদেবঃ তস্যেশঃ। মহাদেব।

দেবদোল (পুং) দেবৈর্দ্রষ্টব্যো দোলঃ। প্রাতঃকরণীয় দোলোৎসব, প্রাতঃকালে যে দোলপূজা হয়, তাহাকে দেবদোল কহে। [দোল দেখ।]

দেবদ্যুম্ন (পুং) ভরতবংশীয় দেবাজিতের অপত্য নৃপভেদ। (ভাগ° ৫।১৫।৩)

দেবদ্রোণী (স্ত্রী) দেবানাং দ্রোণী ৬তৎ। ১ দেবযাত্রা। ২ স্বয়ম্ভু লিঙ্গাদির অবস্থান গহ্বর।

"দেবদ্রোণ্যাং বিহারে চ কূপেষায়তনেষু চ।
এষু গোষু বিপন্নাসু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥" (সংবর্ত্ত)

'দেবদ্রোণী স্বয়ম্ভুলিঙ্গাদ্যবস্থানগহ্বরং।' (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

দেবদ্রঞ্চ (ত্রি) দেবং অঞ্চতি পূজয়তি অন্চ-কিন্ টেরদ্র্যা-দেশ (বিষ্বগ্দেবয়োশ্চ টেরদ্র্যঞ্চতাবপ্রত্যয়ে। পা ৬।৩।৯২)। ১ দেবপূজক। গত্যর্থ অঞ্চধাতু হইলে নকারের লোপ হইয়া দেবদ্রচ্ এই পদ হইবে, সেই স্থলে দেবদ্রচ্ শব্দে দেবসমীপগন্তা।

দেবধন (ক্লী) দেবার্থং ধনং। ১ দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট ধন। ২ দেবস্বামিকধন।

দেবধর ভাগবতাচার্য্য, কাশ্মীরবাসী, কবি মঙ্খের সমসাময়িক একজন গৃহসূত্র-ভাষ্যকার।

দেবধান্য (ক্লী) দেবযোগ্যং ধান্যং। ধান্যবিশেষ, দেধান, জোয়ার হিন্দী ভাষা। পর্য্যায়—যবনাল, যোনল, জূর্ণাহ্বয়, পোওয়ালা, বীজপুষ্পিকা।

দেবধূপ (পুং) দেবানাং প্রিয়ো ধূপঃ। গুগ্‌গুলু।

দেবন্ (পুং) দিবং বাং অনি। পতির অনুজাত ভ্রাতা, দেবর।

দেবন (ক্লী) দিব-ভাবে ল্যুট্। ১ ব্যবহার। ২ জিগীষা। ৩ ক্রীড়া। দীব্যতি অস্মিন্ অধিকরণে ল্যুট্। ৪ লীলোদ্যান। দীব্যত্যনেন দিব-করণে ল্যুট্। ৫ পদ্ম। ৬ পরিদেবন। ৭ দ্যুতি। ৮ স্তুতি। ৯ কান্তি। ১০ গতি। ১১ শোক। ১২ দ্যূত।

"প্রকাশমেতৎ তাস্কর্য্যং যদ্দেবন সমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতিঘাতে নৃপতির্যত্নবান্ ভবেৎ॥" (মনু ৯।২২২)

(পুং) ১৩ পাশক

দেবনদী (স্ত্রী) দেবানাং নদী ৬তৎ। গঙ্গা।

"স্নাতুং গতান দেবনদ্যাং দুর্ব্বাসঃপ্রভৃতীন্ মুনীন্।"

(ভারত বনপ° ২৬২ অ°)। ২ দেবখাত নদী মাত্র। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদী।

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যো দেবনদ্যোর্যদন্তরং॥"

দেবনন্দিন্ (পুং) দেবং শক্রং নন্দয়তি নন্দি-ণিনি। ইন্দ্রদ্বারপাল।

দেবনন্দী, একজন প্রসিদ্ধ জৈন বৈয়াকরণ। কোন কোন পট্টাবলীতে দেবনন্দীর নামান্তর যশঃকীর্ত্তি, যশোনন্দী, পূজ্যপাদ, গুণনন্দী ও গুণাকর এই কয়েকটী নামান্তর দৃষ্ট হয়।

"যশঃকীর্ত্তির্যশোনন্দী দেবনন্দী মহামতিঃ
শ্রীপূজ্যপাদাপরাখ্যো গুণনন্দী গুণাকরঃ॥"

কাহারও মতে, ইনিই প্রসিদ্ধ জৈনেন্দ্রব্যাকরণ রচনা করেন। আবার কাহারও মতে, পূজ্যপাদ ও দেবনন্দী স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পূজ্যপাদ জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের মূল সূত্র ও দেবনন্দী তাহার টীকা প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত দেবনন্দী 'পঞ্চবস্তুক' নামে সংস্কৃত ব্যাকরণবিষয়ক একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রুতকীর্ত্তি পঞ্চবস্তুকের বিবরণ সম্বলিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। ত্রিপ্রশ্নদর্শন-

সার নামক অর্দ্ধমাগধী ভাষায় রচিত জৈনগ্রন্থের মতে পূজ্যপাদের শিষ্য বজ্রনন্দী ৫২৬ সম্বতে মথুরায় দ্রাবিড়সঙ্ঘ স্থাপন করেন।

"সিরিপুজ্জপাদসীসো দাবিড়সঙ্ঘকারগোবুট্‌ঠৈ।
পামেণ বজ্জণংদী পাহুড়বেদী মহাসত্থো॥
পংচসএছবীসে বিক্কমরায়স্‌স মরণপত্তস্‌স।
দক্খিণমহুরাজাদো দাবিড়সংঘো মহামোহেব॥"

সুতরাং পূজ্যপাদ ৫২৬ সম্বতের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। শ্রুতকীর্ত্তি ১০১৫ শকে জীবিত ছিলেন। যদি পূজ্যপাদ ও দেবনন্দী এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে আর কোন কথাই নাই। নহিলে দেবনন্দী পূজ্যপাদ ও শ্রুতকীর্ত্তির মধ্যকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেবনল (পুং) দেবইব শ্রেষ্ঠত্বাৎ নলঃ। নলভেদ। পর্য্যায়—দেবনাল, মহানল, বক্ষ, নলোত্তম, স্থূলনাল, স্থূলদণ্ড, সুরনাল, সুরক্রম। ইহার গুণ অতি মধুর, বৃষ্য, ঈষৎ কষায়, নলাপেক্ষা অধিকবীর্য্য ও রসকার্য্যে অতিশয় প্রশস্ত। (রাজনি°)

দেবনা (স্ত্রী) দিব ভাবে- যুচ্ টাপ্ চ। ১ ক্রীড়া। ২ সেবা।

দেবনাগর (পুং) লিপিভেদ। প্রকৃত নাম নাগর বা নাগরী।

এদেশীয় পণ্ডিতগণের মতেও 'নগরে ভবং' এইরূপে নাগর নাম হইয়াছে। কাশীস্থ কোন পণ্ডিত "দেবনগরে ভবং ইতি দেবনাগরম্" এইরূপ ব্যুৎপত্তি সাধিয়াছেন। এইরূপে কেহ নগরে বা যে কোন জনপদে এই অক্ষর প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহার "নাগর" নাম হইয়াছে, আবার কেহ পূর্ব্বে দেবলোকে এই অক্ষর প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহার "দেবনাগর" নাম হইয়াছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু উপরোক্ত কোন মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। কেবল "নগরে ভবং" এইরূপ ব্যুৎপত্তি সাধিলে যে কোন নগর হইতে নাগরের উৎপত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাতে অনিশ্চয়তা দোষ পড়ে।' কোন এক নির্দ্দিষ্ট অক্ষর দেখাইতে হইলে যে স্থান বা পাত্র হইতে উদ্ভাবিত হইল, সেই স্থান বা পাত্রবিশেষ নির্দ্দেশ করা চাই। কিন্তু উক্ত মতপ্রকাশকগণ কেহই বিশেষ স্থান বা পাত্র নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং কেবল "নগরে ভবং" বলিলে নাগরাক্ষরের উৎপত্তি নির্ণীত হইতে পারে না। স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহার জগদ্বিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুমে নাগর শব্দের এক অর্থ লিখিয়াছেন, "নাগর দেশীয়াক্ষরম্।" বর্ত্তমান অধ্যাপকদিগের নিকট শব্দকল্পদ্রুমের মত গৃহীত হয় নাই। আমরা যত দূর প্রমাণপ্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, নগর-নামক স্থান বিশেষে এবং নাগর-নামক সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া এই অক্ষরের নাম নাগর হইয়াছে। যেমন বঙ্গদেশ হইতেই বাঙ্গালী, বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষরের নামকরণ হইয়াছে, নাগরের নামোৎপত্তিও সেইরূপ। প্রায় সাড়ে সাত শত বর্ষ পূর্ব্বে বিখ্যাত পণ্ডিত শেষকৃষ্ণ (১) তাঁহার প্রাকৃতচন্দ্রিকায় এই কয়টী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেশভাষার পরিচয় দিয়াছেন—

"মহারাষ্ট্রী তথাবন্তী শৌরসেন্যর্দ্ধমাগধী।
বাহ্লীকী মাগধীচৈব ষড়েতা দাক্ষিণাত্যজাঃ * ॥
ব্রাচণ্ডো লাটবৈদর্ভাবুপনাগরনাগরৌ।
বার্ব্বরাবন্ত্যপাঞ্চালটাক্কমালবকৈকয়াঃ॥
গৌড়োড্রদৈবপাশ্চাত্যপাণ্ড্যকৌন্তলসৈংহলাঃ।
কালিঙ্গ্যপ্রাচ্যকর্ণাটঃ কাঞ্চ্যদ্রাবিড়গৌর্জ্জরাঃ॥
আভীরো মধ্যদেশীয় সূক্ষ্মভেদব্যবস্থিতাঃ।
সপ্তবিংশত্যপভ্রংশা বৈতালাদি প্রভেদতঃ॥"

মহারাষ্ট্রী, অবন্তী, শৌরসেনী, অর্দ্ধমাগধী, বাহ্লীকী ও মাগধী দাক্ষিণাত্য-দেশজাত এই ৬টী মূলভাষা। ঐ ৬টী হইতে আভীর, ব্রাচণ্ড (?), লাট, বৈদর্ভ, উপনাগর, নাগর, বার্ব্বর, আবন্ত্য, পাঞ্চাল, টাক্ক, মালব, কৈকয়, গৌড়, দৈব, পাশ্চাত্য, পাণ্ড্য, কৌন্তল, সৈংহল, কালিঙ্গ, প্রাচ্য, কর্ণাট, কাঞ্চ্য, দ্রাবিড়, গৌর্জ্জর, আভীর, মধ্যদেশীয়, বিড়াল, এই ২৭টী পরস্পর অল্পবিস্তর প্রভেদানুসারে অপভ্রংশ ভাষা।

উক্ত বচন দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যেমন মহারাষ্ট্র, শূরসেন প্রভৃতি স্থানের নামানুসারে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বে নগর, উপনগর, দেব প্রভৃতি জনপদের নামানুসারে নাগর, উপনাগর, দৈব প্রভৃতি অক্ষরেরও নামকরণ হইয়াছে।

ভারতে নগরনামক জনপদ একটী নয়। আমাদের এই বঙ্গদেশে বীরভূমের প্রাচীন রাজধানীর নামও নগর, তঞ্জোরে নগর নামে একটী প্রসিদ্ধ বন্দর আছে। মহিসুরের একটী বিস্তীর্ণ বিভাগের নাম নগর, এই বিভাগে নগর নামে একটী তালুক ও তাহার মধ্যে নগর নামে গ্রামও আছে। পঞ্জাবের কাঙ্‌ড়া জেলার মধ্যে বিপাশা নদীতীরেও নগর নামে একটী বিশিষ্ট সহর এবং নগরকোট নামে একটী প্রাচীন নগরও

(১) কৃষ্ণপণ্ডিত নামেও খ্যাত। ইনি নরসিংহের পুত্র ও শেষবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বিখ্যাত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে, শেষকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র প্রায় ১১৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। (R. G. Bhandarkar's Report of the Sanskrit Mss. 1883-84, p. 59.)

* 'ষড়েতা দাক্ষিণাত্যজাঃ।' এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দরভাঙ্গা জেলায় নগরবস্তি, সিন্ধুপ্রদেশে নগরপার্কর নামে একটী সহর এবং বস্তি জেলায় নগরখাস নামে একটী নগর দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া দাক্ষিণাত্যে "নগরম্" নামে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও প্রাচীন গ্রাম আছে।

নাগর নামেরও অসম্ভাব নাই। উত্তর বঙ্গেই নাগর নামে দুইটী নদী আছে, একটী পুর্ণিয়া জেলা হইতে দিনাজপুর জেলাভিমুখে গিয়াছে, অপরটী বগুড়া জেলা হইতে রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এক রাজপুতনার মধ্যেই নাগর নামে ৯।১০টী স্থান আছে, তন্মধ্যে তিনটী সহর মধ্যে গণ্য, তাহার একটী জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত *। অপরটী মাড়বার রাজ্যের মধ্যে †, এবং ৩য়টী প্রসিদ্ধ রণথম্ভরের ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সাঁওতাল পরগণার মধ্যেও দুর্গসম্বলিত নাগর নামে বিখ্যাত গ্রাম আছে। সুদূর আফগানস্তানের কাবুল জেলার পার্ব্বত্যপ্রদেশে নাগর নামে এক প্রবল জাতির বাসও আছে। বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত সে দিন তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। কোন ব্যক্তি এই নাগর জাতির সন্ধান পাইয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাদের নামানুসারে এই নাগরাক্ষরের নাম হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, যেমন প্রাচীনতম আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে ক্রমে ভারতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন, সেইরূপ ঐ নাগর জাতি হইতেই কোন রূপে ভারতে নাগরাক্ষর প্রবেশলাভ করিয়া থাকিবে। কিন্তু উক্ত মত কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। ঐ নাগর জাতি এখন ইস্‌লাম্ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও সকলেই রাজপুত। তাহারা রাজপুতনাই আপনাদের পূর্ব্বনিবাস বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে কাবুলের উত্তরাংশ হইতে যে নাগরাক্ষর এদেশে আসিয়াছে, তাহা কল্পনা করাও অসঙ্গত।

রাজপুতনার চিতোরের নিকট নাগরী নামে একটী অতি প্রাচীন নগর আছে। খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই এই নগর ছিল, তাহা সুপ্রসিদ্ধ কনিংহাম্ সাহেব সেই স্থান হইতে আবিষ্কৃত ছেনি-কাটা (Punch-marked) মুদ্রা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে ঐ স্থানের প্রাচীন নাম তাম্রবতীনগরী।

* প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ সাহেবের মতে, ইহার প্রাচীন নাম কর্কোটনগর। প্রবাদ এইরূপ, রাজা মুচুকুন্দ এই নগর স্থাপন করেন। এখান হইতে হিন্দুরাজগণের সময়কার বহু প্রাচীন ছয় হাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

† স্থানীয় লোকের মতে নাগগড় হইতে বর্ত্তমান নাগর নাম হইয়াছে।

উপরে যে সকল নাম উদ্ধৃত করিলাম, ঐ সকল স্থানে এমন কোন কথা অথবা আনুসঙ্গিক এমন কোন প্রমাণ পাইলাম না, যদ্দ্বারা নাগরাক্ষরের উৎপত্তিস্থান বলিয়া স্বীকার করা যায়।

উপরোক্ত কয়েকটী ব্যতীত বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলায় মধ্যে নগর নামে একটী বিস্তীর্ণ বিভাগ আছে। ইহার ভূপরিমাণ ৬১৯ বর্গ মাইল *। এখানে নাগর নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরও বাস আছে। এখানকার স্থানীয় লোকেরা আহ্মদনগরকে কেবল নগর বলিয়াও জানে। তাহারা বলে, সুলতান আহ্মদ কর্ত্তৃক ১৪১১ খৃঃ অব্দে আহ্মদনগর স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেও এই স্থান নগর নামে খ্যাত ছিল। এখানকার নাগর ব্রাহ্মণেরা স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডকেই আপনাদের প্রধান পরিচায়ক গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। নাগরখণ্ডে লিখিত আছে—সরস্বতীনদীতীরবর্ত্তী হাটকেশ্বরক্ষেত্রের অপর নাম নগর। নগরবিভাগের নাগর ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে, উক্ত বিভাগের মধ্যে সরস্বতী নদীতীরে শ্রীগুণ্ডী নগরে যে প্রাচীন হাটকেশ্বর মন্দির আছে, তাহাই নাগরখণ্ডবর্ণিত হাটকেশ্বর, ইহার ক্ষেত্রবিস্তার পঞ্চক্রোশ। এক সময়ে নগর বা আহ্মদনগর এই বিস্তৃত ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল। তাঁহাদের বিশ্বাস নাগরখণ্ডে যে বহুসংখ্যক তীর্থের উল্লেখ আছে, তাহা উক্ত নগরবিভাগের মধ্যেই ছিল। মুসলমান রাজগণের দারুণ অত্যাচারে তাহার অধিকাংশই বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন সিদ্ধেশ্বর, নাগনাথ, হাটকেশ্বর প্রভৃতি অল্প মন্দিরই বিদ্যমান আছে।

উক্ত নগরবিভাগ ও সেখানকার ব্রাহ্মণদিগের মুখের কথা বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, এই স্থানই নাগরখণ্ডোক্ত প্রাচীন নগরক্ষেত্র এবং এখান হইতে নাগর ব্রাহ্মণ ও নাগরাক্ষরের নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু হাটকেশ্বরের পাণ্ডারা নাম জাহির করিবার জন্য ঐ রূপ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেও বর্ত্তমান শ্রীগুণ্ডী নগরের হাটকেশ্বর নাগরখণ্ডোক্ত প্রাচীন হাটকেশ্বর নহে। পূর্ব্বতন হাটকেশ্বরক্ষেত্র স্থাপিত হইবার অনেক পরে উক্ত মন্দির নির্ম্মিত হয়। নাগরখণ্ডের এক স্থানে লিখিত আছে যে, চম্পশর্ম্মা নামে এক নাগর ব্রাহ্মণ পুষ্প নামে এক ব্যক্তির দান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজচ্যুত হন। তিনি জাতি বন্ধু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরে গিয়া

* Bombay Gazetteer, Vol. XVII, p 608.

বাস করেন। তাঁহার বংশধরেরা বাহ্নগর নামে খ্যাত হন। সেই বাহ্নগরেরাই বর্ত্তমান নগরবিভাগের অন্তর্গত শ্রীগুণ্ডী * নামক নগরে পূর্ব্বতন হাটকেশ্বরক্ষেত্রের আদর্শে সরস্বতী নদীর দক্ষিণকূলে হাটকেশ্বরাদি স্থাপন করেন ও বর্ত্তমান আহ্মদনগরকেই প্রাচীন 'নগর' বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। নাগরখণ্ডের মতে, নগরক্ষেত্র পঞ্চক্রোশী হাটকেশ্বর ক্ষেত্রের অন্তর্গত এবং সরস্বতী নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত, কিন্তু বর্ত্তমান আহ্মদনগর শ্রীগুণ্ডী হইতে ৫ ক্রোশ অপেক্ষা বহু দূরে অবস্থিত। আহ্মদনগরের নিকট সরস্বতী নদীও প্রবাহিত নাই। এরূপ স্থলে নগরবিভাগের অন্তর্গত আহ্মদনগর নাগর ব্রাহ্মণের আদিনিবাস নগরক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এখান হইতে নাগরাক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধেও কোন প্রবাদ প্রচলিত নাই।

তবে প্রকৃত নাগরোৎপত্তি-স্থান কোথায়?

গুজরাট হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, যে গুজরাটের নাগর পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, নাগরী অক্ষর তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ভাবিত।

গুজরাটে এখনও বহুসংখ্যক নাগর ব্রাহ্মণের বাস আছে। তাঁহারাই আপনাদিগকে অপর সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। এমন কি, তাঁহারা অপর কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্নজল গ্রহণ করেন না। গুজরাটের হিন্দুরাজগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত এই নাগর ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় ভক্তি করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি সকল প্রধান রাজকীয় কার্য্যে নাগর ব্রাহ্মণের পুরুষানুক্রমে অধিকার লক্ষিত হয়। এই ব্রাহ্মণেরাও স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডকেই আপনাদিগের প্রধান পরিচায়ক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

নাগর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নাগরখণ্ডে এইরূপ আছে,—আনর্ত্তাধিপ চমৎকার কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। তিনি কোনক্রমে এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া জীবনে হতাশ হইলেন। এক দিন তিনি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে নিজ দুরবস্থার কথা জানাইলেন। আশ্রমবাসী মুনিগণ রাজার কাতরোক্তিতে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাকে শঙ্খতীর্থে স্নান করিতে বলেন। তিনি শঙ্খতীর্থে স্নান করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইলেন। তখন সেই শঙ্খতীর্থের নিকট চমৎকারপুর নামে এক ক্রোশ বিস্তৃত এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন। এখানে বিবিধ সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া বেদবিৎ কুলীন ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া বসতি করাইলেন। কিছুকাল পরে তাঁহাদের মধ্যে চিত্রশর্ম্মা নামে এক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তপস্যাদি দ্বারা দেবাদিদেবকে সন্তুষ্ট করিলেন। মহাদেব তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য পাতালস্থ হাটকেশ্বর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। নানা দেশ বিদেশ হইতে যাত্রিগণ সেই অনুপম হাটকেশ্বর লিঙ্গ দেখিতে আসিলেন। চমৎকারপুরবাসী অপরাপর ব্রাহ্মণগণ ভাবিলেন, চিত্রশর্ম্মায় আর আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সে চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া সাধারণের পূজ্য হইল, আমরাই বা কেন না হইব? সকলে এইরূপ চিন্তা করিয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া দেখা দিলেন। তখন চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৬৮টী গোত্র ছিল। মহাদেব সেই ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ ৬৮টী শৈব ক্ষেত্র আছে, আমি ৬৮ ভাগে বিভক্ত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করি। এখন তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ৬৮ মূর্ত্তিতে এই ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইব। তদনুসারে এখানে ৬৮টী দেবপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইল এবং এক এক গোত্র এক এক দেবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

(নাগরখণ্ডে ১০৬ ও ১০৭ অধ্যায়।)

কোন সময়ে আনর্ত্তাধিপতি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্রের গ্রহবৈগুণ্যে তদীয় চিরশান্তিময় সমৃদ্ধিশালী রাজ্য মধ্যে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তিনি প্রধান প্রধান দৈবজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা সকলেই উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা শান্তি করাইতে পরামর্শ দিলেন। আনর্ত্তরাজ পূর্ব্বেই চমৎকারপুরে সুন্দর সৌধাবলী নির্ম্মাণ করিয়া ৬৮ গোত্রজ ব্রাহ্মণকে স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন তিনি দৈবজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক চমৎকারপুরে আসিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার ভাবী পুত্রের মঙ্গলের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ১৬ জন ব্রাহ্মণ শান্তি ও হোম কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এদিকে যাগ যজ্ঞ হইতে লাগিল, ওদিকে আনর্ত্তরাজের রাজধানীতেও রাজপুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে মহা ধূমধাম পড়িয়া গেল। কিন্তু সেই আমোদ প্রমোদে আবার নিরানন্দ দেখা দিল। রাজপুত্রের গ্রহদোষে রাজার রাজ্য গজবাজি-যান-বাহনাদি সমস্তই ক্ষয় হইতে লাগিল। তাহাতে চমৎকারপুরের বিপ্রগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা প্রতি মাসে ১৬ জনে মিলিয়া যথাবিধি হোমাদি করিতেছি, কিন্তু তাহার কোন ফল দেখিতেছি না। অতএব আমরা

* List of Antiquarian Remains in the Bombay Presidency, by J. Burgess, p. 107.

অগ্নিদেবকে নিশ্চয়ই অভিশাপ প্রদান করিব। তখন অগ্নিদেব দেখা দিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণগণ! বৃথা রোষবশে আমাকে অভিসম্পাত করিও না। মাসে মাসে যে ১৬ জন হোম করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে ত্রিজাত নামক এক ব্রাহ্মণের দোষে সকল দ্রব্যই নষ্ট হইয়া যায়, সেই জন্যই সূর্য্যাদি গ্রহগণ আপনাদের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না, সেই জন্যই রাজ্য মধ্যে রোগ, শোক এত বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই ব্রাহ্মণাধমকে পরিত্যাগ করিয়া হোম কর; তাহা হইলে রাজা আরোগ্য ও পুত্রাদি লাভ করিবেন এবং তাঁহার শত্রুগণের নিপাত হইবে।" তখন ব্রাহ্মণগণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "কিরূপে জানিব যে, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হোমদ্রব্য দূষিত করিতেছে?" অগ্নি কহিলেন, "হোমকুণ্ডে আমার স্বেদ জলে স্নান করিয়া সকলে পরিশুদ্ধ হও। স্নানের পর যাহার গাত্রে বিস্ফোটক উৎপন্ন হইবে, জানিবে, তাহা হইতে দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে।" অগ্নির কথামত একে একে সেই ১৬ জন ব্রাহ্মণ হোমকুণ্ডে নামিয়া স্নান করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল ত্রিজাতের গায়ে বিস্ফোটক জন্মিল। তখন ত্রিজাত লজ্জায় আর মুখ তুলিতে পারিলেন না। নিতান্ত দুঃখে খেদে ও লজ্জায় বনবাসী হইলেন। ত্রিজাত বাস্তবিক একজন বেদবিৎ মহাপণ্ডিত। মাতৃদোষে তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নির্জ্জন বনভূমিতে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন। ত্রিজাত তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, "দেবাদিদেব! আমি মাতৃদোষে চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ ও আনর্ত্তরাজের নিকট সবিশেষ লজ্জিত হইয়াছি। যাহাতে আমি সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় করুন।" মহাদেব কহিলেন, "কিছু কাল অপেক্ষা কর, শীঘ্রই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।" এই বলিয়া দেবাদিদেব অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে চমৎকারপুরে মহাবিভ্রাট উপস্থিত! মৌদ্গল্য গোত্রজ দেবরাজের পুত্র ক্রথ নামে এক ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণগণের সহিত নাগপঞ্চমীর দিন নাগতীর্থে স্নান করিতে গিয়া, সামান্য জলসর্প ভাবিয়া লগুড়াঘাতে নাগকুমার রুদ্রমালের প্রাণবধ করিল। তাহাতে নাগরাজের আদেশে বিষধরগণ চমৎকারপুরে দলে দলে উপস্থিত হইল। বিষধরের বিষম উৎপাতে আবাল-বৃদ্ধবনিতা, সকলেই গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শত শত ব্রাহ্মণ সর্পদংশনে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। তখন কতকগুলি ব্রাহ্মণ অতিশয় ভীত হইয়া যে বনে ত্রিজাত অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া ত্রিজাত কহিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই।" তিনি আবার দেবাদিদেবের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। মহাদেব দেখা দিয়া বলিলেন, 'তোমাকে এক সিদ্ধ মন্ত্র প্রদান করিতেছি, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই মহাবিষধরও বিষহীন হইয়া পড়িবে।

"গরং বিষমিতি প্রোক্তং ন তত্রাস্তি চ সাম্প্রতম্।
মৎপ্রসাদাত্ত্বয়াহেতদুচ্চার্য্যং ব্রাহ্মণোত্তম ॥
ন গরং ন গরং চৈতৎ শ্রুত্বা যে পন্নগাধমাঃ।
তত্র স্থাস্যন্তি তে বধ্যা ভবিষ্যন্তি যথা সুখম্ ॥
অদ্য প্রভৃতি তৎস্থানং নগরাখ্যং ধরাতলে।
ভবিষ্যতি সুবিখ্যাতং তবকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্।
তথান্যোঽপি চ যো বিপ্রো নাগরঃ শুদ্ধবংশজঃ।
নগরাখ্যেন মন্ত্রেন অভিমন্ত্র্য ত্রিধা জলম্ ॥
প্রাণিনং কালসংদৃষ্টমপি মৃত্যুবশং গতং।
প্রকরিষ্যতি জীবন্তং প্রক্ষিপ্য বদনে স্বয়ম্ ॥"
(নাগরখণ্ড ১০৭।৭৮—৮২)

'গরশব্দে বিষ বুঝায়, কিন্তু অধুনা সেই স্থানে বিষ নাই। আমার অনুগ্রহে তোমার উচ্চারিত "ন গরং ন গরং" (বিষ নাই বিষ নাই) এই কথা শুনিয়া যে পন্নগাধম, সেইখানে থাকিবে, স্বচ্ছন্দে তাহাকে মারিতে পারিবে। ধরাতলে আজ হইতে তোমার কীর্ত্তিবর্দ্ধক এই স্থান "নগর" নামে বিখ্যাত হইবে। অন্য যে কোন বিশুদ্ধ নাগর ব্রাহ্মণ এই নগর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিনবার জল লইয়া মৃত্যু মুখে পতিত প্রাণীর মুখে প্রদান করিলে সে নিশ্চয় জীবন লাভ করিবে। এই মন্ত্র উচ্চারণ বা স্মরণ করিলে স্থাবর জঙ্গম কৃত্রিমাদি সকল বিষই নষ্ট হয়।' এই বলিয়া ভগবান্ অদৃশ্য হইলেন। ত্রিজাত সেই ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে করিয়া চমৎকারপুরে আগমন করিলেন। সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে "ন গরং ন গরং" শব্দ করিতে লাগিলেন। সিদ্ধমন্ত্র শুনিয়া চমৎকারপুরস্থ আশীবিষগণ নির্ব্বিষ হইয়া পড়িল। কে কোথায় পলাইবে। সহস্র সহস্র সর্প বিনষ্ট হইল। এখন ত্রিজাতের সম্মান দেখে কে? যে এক দিন লজ্জাবনতমুখে মনঃকষ্টে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত! আজ তাঁহা হইতেই চমৎকারপুর "নগর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল এবং সেখানকার ব্রাহ্মণেরা নাগর নামে খ্যাত হইল।

নাগরখণ্ডের মতে—নগরের পূর্ব্বনাম চমৎকারপুর।

রাজা চমৎকার এখানে বহুতর যৌধ নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে স্থাপিত করায় তাঁহার নামানুসারে চমৎকারপুর নাম হয়। এই স্থানের অপর নাম হাটকেশ্বর ক্ষেত্র; আনর্ত্তদেশের নৈঋ্ত কোণে হাটকেশ্বর অবস্থিত। এই পুণ্যধাম পঞ্চক্রোশ বিস্তৃত (২)। ইহার পূর্ব্বসীমা গয়াশীর্ষ, পশ্চিমে বিষ্ণুপদ এবং দক্ষিণোত্তরভাগে গোকর্ণেশ্বর (৩)।

নাগরখণ্ডের আর এক স্থানে লিখিত আছে—উক্ত ক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ হইলেও নগরের আয়তন এক ক্রোশ মাত্র (৪)। উক্ত পঞ্চক্রোশী হাটকেশ্বরের মধ্যে অচলেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, গয়াশীর্ষ, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, চিত্রেশ্বর, ধুন্ধুমারেশ্বর, যযাতীশ্বর, আনন্দেশ্বর, কলনেশ্বর, কপিলেশ্বর, আনর্ত্তেশ্বর, শূদ্রকেশ্বর, অজপালীশ্বর, বালেশ্বর, লক্ষণেশ্বর, ত্রিজাতেশ্বর, অম্বারেবতী, কেদারেশ্বর, বৃষভনাথ, সন্ধ্যাসঙ্কেশ্বর, অটেশ্বর, ধর্ম্মরাজেশ্বর, মিষ্টান্নদেশ্বর, চিত্রাঙ্গদেশ্বর, অমরকেশ্বর, অটেশ্বর, মকরেশ্বর, পুষ্পাদিত্য প্রভৃতি দেবমন্দির এবং পাতালগঙ্গা, গঙ্গাযমুনা, প্রাচী সরস্বতী, নাগতীর্থ, শঙ্খতীর্থ, মৃগতীর্থ, লিঙ্গভেদোদ্ভবতীর্থ, রুদ্রাবর্ত্ত, রামহ্রদ, চক্রতীর্থ, মাতৃতীর্থ, মুধারতীর্থ প্রভৃতি শত শত তীর্থ আছে।

নাগরখণ্ডের মতে—

নৈমিষারণ্য, কেদারনাথ, পুষ্কর, ভূমিজাঙ্গল, বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস ও হাটকেশ্বর, এই আটটী সর্ব্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্রে শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত হইয়া যে স্নান করে, তাহার সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল লাভ হয়। এই আটটী ক্ষেত্রের মধ্যে হাটকেশ্বরনামক ক্ষেত্রই সর্ব্বপ্রধান। এখানে আত্মার (শিবের) আজ্ঞায় সকলতীর্থই অধিষ্ঠিত। কলিকালে মুমুক্ষু ব্যক্তি মাত্রেরই সর্ব্বতীর্থবেষ্টিত সেই হাটকেশ্বর ক্ষেত্র সর্ব্বতোভাবে সেবনীয়। (নাগরখণ্ড ১০৩।৪—১০)

উইল্‌সন্ সাহেব তাঁহার ভারতীয় জাতিতত্ত্ব (Indian Caste) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"নাগর শব্দ পুরবাচক নগর শব্দের বিশেষণরূপ। নাগর বলিলে গুজরাটের প্রধান ছয় শ্রেণীকে বুঝায়। উক্ত প্রদেশের উত্তরপূর্ব্বভাগস্থ কোন কোন নগর হইতে তাঁহাদের নামকরণ হইয়াছে।" (৫)

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, নাগরখণ্ডের মতে ত্রিজাত কর্ত্তৃক হাটকেশ্বরের ক্ষেত্র বিষধরহীন হইলে উহার নাম নগর হয়। তৎকর্ত্তৃক সমানীত ব্রাহ্মণগণ ঐ নগরে বাস হেতুই নাগর নামে খ্যাত হইয়াছিল (৬)।

গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে, আনন্দপুর বা বর্ত্তমান বড়নগর নামক স্থানই তাঁহাদের আদি নিবাস। গুজরাটের অন্তর্গত কড়িজেলার মধ্যে ঐ স্থান অবস্থিত। এখন উহা বরদার গাইকবাড়-রাজের অধিকারভুক্ত। কোন কোন পুরাবিৎ আনন্দপুর নামেও উহার উল্লেখ করিয়াছেন। (৭) বোধ হয়, সমাজচ্যুত বাহ্যনাগরগণ উক্ত নগরক্ষেত্রের নামানুসারে স্বতন্ত্র নগর পত্তন করিলে (৮) আনন্দপুরবাসী নাগরগণ আপনাদের নিবাসভূমি পৃথক্ বুঝাইবার জন্য উহা বড়নগর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বড়নগরে এখনও প্রসিদ্ধ হাটকেশ্বর মন্দির বিরাজমান। এখনও এখানকার নাগর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের

(২) "অস্মিন্ নৈঋ্ত দিগ্‌ভাগে দেশে চানর্ত্তসংজ্ঞিকম্।
তত্রাদ্য স্থাপিতং লিঙ্গং হাটকেন সুরোত্তমৈঃ॥
এতৎ সংকীর্ত্ত্যতে লোকে পাতালে হাটকেশ্বরম্॥"
(নাগরখণ্ড ৪।৫১—৫২)।

(৩) "পঞ্চক্রোশপ্রমাণেন ক্ষেত্রং ব্রাহ্মণসত্তমাঃ।
আয়ামব্যাসতশ্চৈব চমৎকারপুরোত্তমম্॥
প্রাচ্যাং তস্যাং গয়াশীর্ষং পশ্চিমেন হরেঃ পদম্।
দক্ষিণোত্তরয়োশ্চৈব গোকর্ণেশ্বরসংজ্ঞিতৌ॥
হাটকেশ্বরসংজ্ঞন্তু পূর্ব্বমাসীদ্দ্বিজোত্তমাঃ।
তৎক্ষেত্রে প্রথিতং লোকে সর্ব্বপাতকনাশনম্॥
যতঃ প্রভৃতি বিপ্রেভ্যো দত্তং তেন মহাত্মনা॥
চমৎকারেণ তৎস্থানং নাম্না খ্যাতিং ততো গতম্॥"
(নাগরখণ্ড ১৬।৩—৬)।

(৪) "নগরং কল্পয়ামাস তত্র স্থানে মহত্তমম্।
প্রাকারেণ সুতুঙ্গেন পরিখাভির্ম্মিন সর্ব্বতঃ॥
আয়ামব্যাসতশ্চৈব ক্রোশমাত্রং মনোহরম্॥"
(নাগরখণ্ড ১১।৬২—৬৩)

(৫) "The word Nāgar is the adjective form of *Nagar*, a city. It is applied to several (six) principal castes of Brahmans in Gujarat, getting their designations respectively from certain towns in the north-eastern portion of the province."
(Wilson's Indian Castes, Vol. 11. p. 96.)

(৬) নাগরখণ্ডেও লিখিত আছে, ত্রিজাতের আগমনের পূর্ব্বে নাগের উৎপাতে হাটকেশ্বর ক্ষেত্র জনশূন্য হইয়াছিল। তিনি আবার নানা স্থান হইতে ৬৪ গোত্র ব্রাহ্মণ আনিয়া স্থাপন করেন। (নাগরখণ্ড ১০৮অঃ)

(৭) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 295.

(৮) নাগরখণ্ডেও লিখিত আছে, সমাজচ্যুত চন্দ্রশর্ম্মা ও তাঁহার সহচর সরস্বতী নদীর দক্ষিণকূলে নগরেশ্বর ও নগরাদিত্য নামে মূর্ত্তি স্থাপন করেন। (নাগরখণ্ড ১৫৫ অঃ) এরূপ স্থলে বাহ্যনাগরেরা যে, এখানেও নগর নামে একটী পুর স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে।

অধিপতি গাইকবাড়ের মকলের জন্ত শান্তি পাঠ করিয়া থাকেন। এখনও পশ্চিম ভারতের সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে আগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্গের অনেকেই এই হাটকেশ্বরের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই।

বড়নগর ও উহার চারি দিকে পঞ্চক্রোশের মধ্যে নাগরখণ্ডবর্ণিত পূর্ব্বোক্ত দেবমন্দির ও তীর্থগুলি এখনও বিদ্যমান (৯)। এখানকার সরস্বতীনদী স্থানীয় লোকের নিকট গঙ্গার ন্যায় পুণ্যপ্রদা। যে রুদ্রমাল নামক নাগকুমারের হত্যাপ্রযুক্ত পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, এই পঞ্চক্রোশী হাটকেশ্বর ক্ষেত্রের মধ্যে সিদ্ধপুর নামক স্থানে সরস্বতীনদী তীরে সেই রুদ্রমালের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও দর্শকবৃন্দের নয়ন আকর্ষণ করিয়া থাকে। নাগর ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতের সকল স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী নগর বা হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে আগমন করিত। এখানকার পাণ্ডাগণের অনুচরেরা ভারতের সর্ব্বত্রই যাত্রীর অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইত। বাস্তবিক এখনও দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে নাগর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। তাঁহারা এখনও কেবল নাগরাক্ষরেই সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকাদি লিখিয়া থাকেন। এমন কি সুদূর দ্রাবিড় ও কর্ণাট অঞ্চলে—যেখানে অপর কোন জাতি নাগরাক্ষর ব্যবহার করে না,—তথায় এই নাগর ব্রাহ্মণেরা বহুশতাব্দী বাস করিয়া মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের জাতীয় নাগরাক্ষর এখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখনও তাঁহারা নাগরাক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ হাডলষ্টনটোক সাহেব বিজয়নগর ও আনগুণ্ডীর নিকটবর্ত্তী নাগর ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "বিজয়নগর ও আনগুণ্ডী রাজগণের প্রাধান্ত কালে তাঁহারা এ অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা কণাড়ী ভাষায় কথা কহেন, কিন্তু পুস্তকাদি লিখিবার সময় কেবল নাগরী অক্ষরই ব্যবহার করিয়া থাকেন" (১০)।

পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, মনোযোগপূর্ব্বক তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে নিঃসন্দেহ স্থির হইবে, দ্বিজাত কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণগণ নগর নামক পুরে বাসনিবন্ধন নাগর (১১) নামে বিখ্যাত হন। তাঁহাদের ব্যবহৃত ভাষা নাগর এবং অক্ষর নাগর বা নাগরী নামে প্রচলিত হয়। তাঁহাদের সহিত যে নাগরাক্ষরের বিশেষ সংস্রব আছে, তাহা বহু দিন হইতে বিদেশবাসী নাগরগণের ব্যবহৃত অক্ষরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নগরনামক পুরবাসী নাগর ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মপরায়ণ প্রাচীন হিন্দুরাজগণের সময়ে গুজরাটের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সোমনাথপত্তনে গিয়া বাস করেন। প্রভাস বা সোমনাথপত্তনের আর একটী প্রাচীন নাম দেবনগর। [দেবপত্তন দেখ।] এই দেবনগরবাসী নাগর ব্রাহ্মণেরা যে অক্ষরে আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ করেন, বোধ হয় পরবর্ত্তী কালে তাহাই দেবনাগরী নামে খ্যাত হয়। অথবা নাগরী লিপির বহু বিস্তৃতি অথবা ইহাতে অধিকাংশ দেবমাহাত্ম্যসূচক শাস্ত্রীয় গ্রন্থ লিখিত হওয়ায় মহিমাবাচক দেবশব্দযোগে নাগরী 'দেবনাগরী' নামে খ্যাত হয়।

কত দিন হইতে নাগরাক্ষর উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, যে দিন হইতে লিখিবার প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দিন হইতেই নাগরাক্ষরের উৎপত্তিনির্ণয় করিতে হইবে। উদয়পুরবাসী প্রাচীন লিপিমালাপ্রণেতা পণ্ডিত গৌরীশঙ্করও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সামান্য বিবেচনায় উক্ত পণ্ডিতগণের কথা সমাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে ভারতীয় প্রাচীন লিপিসমূহের নামোল্লেখ আছে, সে সকল গ্রন্থে নাগরী লিপির আদৌ উল্লেখ নাই। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতবিস্তরে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্র দারকাচার্য্য সিদ্ধার্থকে লিপি শিখাইতে আসিলে সিদ্ধার্থ শিক্ষার পূর্ব্বেই গুরুর নিকট এই ৬৪ প্রকার লিপির পরিচয় দিয়াছিলেন,—যথা ১ ব্রাহ্মী ২ খরোষ্টী ৩ পুষ্করসারী ৪ অঙ্গলিপি ৫ বঙ্গলিপি ৬ মগধলিপি ৭ মাঙ্গল্যলিপি ৮ মনুষ্যলিপি ৯ অঙ্গুলীয়লিপি ১০ শকারিলিপি ১১ ব্রহ্মবল্লীলিপি ১২ দ্রাবিড়লিপি ১৩ কিনারিলিপি ১৪ দক্ষিণলিপি ১৫ উগ্রলিপি ১৬ সখ্যালিপি

(৯) Campbell's Bombay Gazetteer, Vol. VII., and Lists of the Antiquarian Remains in the Bombay Presidency, by J. Burgess, p. 169.

(১০) Indian Antiquary, 1874. p. 230.

(১১) নাগর ব্রাহ্মণেরা এখনও অপর সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্ত এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া থাকেন,—

"শ্রেষ্ঠা গাবঃ পশূনাং যথা পয়সমুদ্ভব।
বিপ্রাণামিহ সর্ব্বেষাং তথা শ্রেষ্ঠা হি নাগরাঃ ॥" (নাগরখণ্ড ১৬৯।১৫)

১৭ অনুলোমলিপি ১৮ অর্দ্ধধনুলিপি ১৯ দরদলিপি ২০ খাস্তলিপি ২১ চীনলিপি ২২ হূণলিপি ২৩ মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপি ২৪ পুষ্পলিপি ২৫ দেবলিপি ২৬ নাগলিপি ২৭ যক্ষলিপি ২৮ গন্ধর্ব্বলিপি ২৯ কিন্নরলিপি ৩০ মহোরগলিপি ৩১ অসুরলিপি ৩২ গরুড়লিপি ৩৩ মৃগচক্রলিপি ৩৪ চক্রলিপি ৩৫ বায়ুমরুলিপি ৩৬ ভৌমদেবলিপি ৩৭ অন্তরীক্ষদেবলিপি ৩৮ উত্তরকুরুদ্বীপলিপি ৩৯ অপরগৌড়লিপি ৪০, পূর্ব্ববিদেহলিপি ৪১ উৎক্ষেপলিপি ৪২ নিক্ষেপলিপি ৪৩ বিক্ষেপলিপি ৪৪ প্রক্ষেপলিপি ৪৫ সাগরলিপি ৪৬ বজ্রলিপি ৪৭ লেখপ্রতিলেখলিপি ৪৮ অনুদ্রুতলিপি ৪৯ শাস্ত্রাবর্ত্তলিপি ৫০ গণনাবর্ত্তলিপি ৫১ উৎক্ষেপাবর্ত্তলিপি ৫২ নিক্ষেপাবর্ত্তলিপি ৫৩ পাদলিখিতলিপি ৫৪ দ্বিরুত্তরপদসন্ধিলিপি ৫৫ দশোত্তরপদসন্ধিলিপি ৫৬ অধ্যাহারিণীলিপি ৫৭ সর্ব্বরুতসংগ্রহণিলিপি ৫৮ বিদ্যানুলোমলিপি ৫৯ বিমিশ্রিতলিপি ৬০ ঋষিতপস্তপ্তা ৬১ রোচমানা ধরণীপ্রেক্ষণলিপি ৬২ সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দা ৬৪ সর্ব্বসারসংগ্রহণী এবং ৬৫ সর্ব্বভূতরুতগ্রহণীলিপি (১২)

জৈনদিগের প্রাচীনতম একাদশাঙ্গের মধ্যে সমবায়নামক ৪র্থ অঙ্গে লিখিত আছে, আদি জিন ঋষভদেবের দুহিতা ব্রাহ্মীকে আশ্রয় করিয়া যে লিপি হয়, তাহাই ব্রাহ্মী। ব্রাহ্মী প্রভৃতি ১৮ প্রকার লেখন-প্রক্রিয়ার নাম যথা—১ ব্রাহ্মী ২ যবনালী ৩ দাশপুরিকা ৪ খরোষ্ঠী ৫ পুষ্করশারিকা ৬ পার্ব্বতীয়া ৭ উচ্চতুরিকা ? ৮ অক্ষরপুষ্টিকা ৯ ভোগবয়তা ১০ বেয়ণতিয়া ? ১১ নিন্নাহইয়া ১২ অঙ্কলিপি ১৩ গণিতলিপি ১৪ গন্ধর্ব্বলিপি ১৫ আদর্শলিপি ১৬ মাহেশ্বরলিপি ১৭ দামলিপি এবং ১৮ বোলিদিলিপি (১৩)।

জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাসূত্রেও এইরূপ ১৮ প্রকার লিপির উল্লেখ আছে। যথা—১ ব্রাহ্মী ২ যবনালী ৩ দাশপুরী ৪ খরোষ্ঠী ৫ পুষ্করশারী ৬ ভোগবতিকা (?), পার্ব্বতীয়া ৮ অন্তরকরী ৯ অক্ষরপুষ্টিকা ১০ বেণনিয়া (?), ১১ নিহইয়া (?) ১২ অঙ্কলিপি ১৩ গণিতলিপি ১৪ গন্ধর্ব্বলিপি ১৫ আদর্শলিপি ১৬ মাহেশ্বরী ১৭ দ্রাবিড়ী ও ১৮ পোলিন্দালিপি (১৪)। কেহ কেহ বলিতে পারেন, উপরোক্ত লিপিসমূহের মধ্যে দেবলিপি, ভৌমদেবলিপি ও অন্তরীক্ষদেবলিপি এই যে তিন প্রকার লিপির উল্লেখ আছে, ইহার কোনটী দেবনাগর হইতে পারে এবং সেই দেব বা ভৌমদেবলিপিই এখন দেবনাগর বা কেবল নাগর নামে অভিহিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় যখন স্পষ্ট নাগর শব্দের উল্লেখ নাই, তখন কেবল দেবশব্দ ধরিয়া নাগরী লিপির কল্পনা করিতে পারা যায় না।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, প্রাকৃতচন্দ্রিকারচয়িতা শেষকৃষ্ণ (খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে) সাতাইশ প্রকার অপভ্রংশ ভাষার মধ্যে নাগর, উপনাগর ও দৈব নামে তিনটী স্বতন্ত্র ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। হয়ত যেমন তিনটী ভাষা ছিল, তেমনি তিনপ্রকার

(১২) "অথ বোধিসত্ত্ব উরগসারচন্দনময়ং লিপিফলকমাদায় দিব্যবর্ণকং সুবর্ণতিলকং সমন্তান্মণিরত্নপ্রত্যুপ্তং বিশ্বামিত্রমাচার্য্যমেবমাহ। কতমাং ভো উপাধ্যায় লিপিং মে শিক্ষয়িষ্যসি। ব্রাহ্মীং খরোষ্টীং পুষ্করসারীং অঙ্গলিপিং বঙ্গলিপিং মগধলিপিং মাঙ্গল্যলিপিং মনুষ্যলিপিং অঙ্গুলীয়লিপিং শকারিলিপিং ব্রহ্মবল্লীলিপিং দ্রাবিড়লিপিং কিনারিলিপিং দক্ষিণলিপিং উগ্রলিপিং সংখ্যালিপিং অনুলোমলিপিং অর্দ্ধধনুলিপিং দরদলিপিং খাস্তলিপিং চীনলিপিং হূণলিপিং মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপিং পুষ্পলিপিং দেবলিপিং নাগলিপিং যক্ষলিপিং গন্ধর্ব্বলিপিং কিন্নরলিপিং মহোরগলিপিং অসুরলিপিং গরুড়লিপিং মৃগচক্রলিপিং চক্রলিপিং বায়ুমরুলিপিং ভৌমদেবলিপিং অন্তরীক্ষদেবলিপিং উত্তরকুরুদ্বীপলিপিং অপরগৌড়াদিলিপিং পূর্ব্ববিদেহলিপিং উৎক্ষেপলিপিং নিক্ষেপলিপিং বিক্ষেপলিপিং প্রক্ষেপলিপিং সাগরলিপিং বজ্রলিপিং লেখপ্রতিলেখলিপিং অনুদ্রুতলিপিং শাস্ত্রাবর্ত্তলিপিং গণনাবর্ত্তলিপিং উৎক্ষেপাবর্ত্তলিপিং নিক্ষেপাবর্ত্তলিপিং পাদলিখিতলিপিং দ্বিরুত্তরপদসন্ধিলিপিং যাবদ্দশোত্তরপদসন্ধিলিপিং অধ্যাহারিণীলিপিং সর্ব্বরুতসংগ্রহণীলিপিং বিদ্যানুলোমালিপিং বিমিশ্রিতলিপিং ঋষিতপস্তপ্তাং রোচমানধরণীপ্রেক্ষণলিপিং সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দাং সর্ব্বসারসংগ্রহণীং সর্ব্বভূতরুতগ্রহণীমাসাং ভো উপাধ্যায় চতুঃষষ্টিলিপীনাং কতমাং লিপিং মাং ত্বং শিক্ষয়িষ্যসি॥" (ললিতবিস্তর ১০ অঃ)

(১৩) "বম্ভী এণং লিবী অঠারসবিহলেখবিহাণে। বম্ভী জবণালিয়া দ্রাবউরিয়া খরোট্টিয়া (পু) খরসারিয়া পহারাইয়া উচ্চতুরিয়া অখ্‌করপুখিয়া ভোগবয়ত্তা বেয়ণতিয়া ণিন্নাহইয়া অংকলিবি গণিঅলিবি গন্ধব্বলিবি আদসলিবি মাহেসরলিবি দামিলিবি বোলিদিলিবি।" (সমবায়সূত্র)

(১৪) "বম্ভীএণম্ লিবিএ অট্ঠারসবিহলিক্‌খবিহাণে পণ্ণত্তে তাম্ বম্ভী জবনালিয় দাসপুরিয়া খরোট্ঠী পুক্‌খরসারিয়া ভোগবইয়া পহারাইয়া উ য অন্তর করিয়া অক্‌খরপুট্‌ঠিয়া বেণণিয়া নিহইয়া অঙ্কলিবি গণিতলিবি গন্ধব্বলিবি আদংসলিবি মাহেসরী দামিলী পোলিন্দা সেংত্তং ভাষাবিয়া॥" (প্রজ্ঞাপনাসূত্র)

টীকাকার মলয়গিরি লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মীযবনালীত্যাদয়ো লিপিভেদাস্তু সম্প্রদায়াদবসেয়াঃ।" জৈনদিগের মতে, মহাবীরের সময়েই অঙ্গসমূহ প্রচলিত এবং মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৬০ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৬৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পাটলিপুত্রের শ্রীসংঘে সংগৃহীত হয়। শেষ সময় ধরিয়া লইলেও স্বীকার করিতে হয়, খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে নাগরী লিপি ছিল না। সমবায়াঙ্গে "জবনালিয়া"র যে উল্লেখ আছে, তাহাই পাণিনি বর্ণিত যবনানী লিপি।

অক্ষরও প্রচলিত ছিল। ললিতবিস্তরে যে ভৌমদেবলিপির উল্লেখ আছে, হয় ত দৈব বা দেবভাষার অক্ষরের সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে।

কিন্তু দেবলিপি বলিলে যে নাগরাক্ষরকে বুঝাইতে পারে, এমন কোন প্রমাণ পাইলাম না। নাগর বলিলে যেমন দেবনাগর অক্ষরকে বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু দেবাক্ষর বলিলে আমরা সেরূপ বুঝি না। এদেশে যাহার লেখা সহজে বুঝা যায় না, নিতান্ত অস্পষ্ট, সেই লেখাকেই সাধারণে দেবাক্ষর বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে দেবলিপি বা ভৌমদেবলিপিকে নাগরাক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ২।৩ শতাব্দী মধ্যে ললিতবিস্তর রচিত হয়। জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাসূত্র শ্যামার্য্য (১ম কালকাচার্য্য) কর্ত্তৃক রচিত হয়। খরতরগচ্ছীয় পট্টাবলীর মতে বীর-নির্ব্বাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্যামার্য্য আবির্ভূত হন। [জৈন শব্দ দ্রষ্টব্য।] এরূপ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে, প্রায় দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে কোন অক্ষরের নাগরী নাম ছিল না।

তবে কোন্ সময় হইতে নাগর বা নাগরী নাম প্রথম প্রচলিত হইল ?

জৈনদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র নন্দীসূত্রে আমরা সর্ব্বপ্রথম নাগরী লিপির উল্লেখ পাই। জৈনপণ্ডিত লক্ষ্মীবল্লভগণি তদ্বিরচিত কল্পসূত্রকল্পদ্রুমকলিকানামক কল্পসূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"অথ শ্রীঋষভদেবেন ব্রাহ্মী দক্ষিণহস্তেন অষ্টাদশ লিপয়ো দর্শিতাঃ। নন্দীসূত্রে উক্তা যথা—১ হংসলিপি ২ ভূতলিপি ৩ যক্ষলিপি ৪ রাক্ষসীলিপি ৪ উড্ডীলিপি ৬ যাবনীলিপি ৭ তুরুষ্কীলিপি ৮ কীরীলিপি ৯ দ্রাবিড়ীলিপি ১০ সৈন্ধবীলিপি ১১ মালবীলিপি ১২ নড়ীলিপি ১৩ নাগরীলিপি ১৪ পারসীলিপি ১৫ লাটীলিপি ১৬ অনিমিত্তলিপি ১৭ চাণক্যীলিপি ১৮ মোলদেবী। দেশবিশেষাদন্যা অপি লিপয় তদ্যথা ১ লাটী ২ চৌড়ী ৩ ডাহলী ৪ কাণড়ী ৫ গূজরী ৬ সোরঠী ৭ মরহঠী ৮ কোঙ্কণী ৯ খুরাসানী ১০ মাগধী ১১ সৈংহলী ১২ হাড়ী ১৩ কীরী ১৪ হম্মীরী ১৫ পরতীরী ১৬ মসী ১৭ মালবী ১৮ মহাযোধী ইত্যাদয়ো লিপয়ঃ পুনরঙ্কানাং গণিতকলা দর্শিতাঃ বামহস্তেন সুন্দরী প্রতিলিপি দর্শিতা।"

নন্দীসূত্র ও কল্পসূত্রের রচনাপ্রণালী প্রায় একরূপ। জৈনাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, কল্পসূত্রের কিছু পূর্ব্বে নন্দীসূত্র প্রচারিত হয়। কল্পসূত্র আনন্দপুরে (বর্ত্তমান বড়নগরে) বলভীরাজ ধ্রুবসেনের আদেশে বীরনির্ব্বাণের ৯৮০ বর্ষ পরে (৪৫৩ খৃষ্টাব্দে) সঙ্কলিত হয়। প্রায় সেই সময়ে কি তাহার কিছু পূর্ব্বে নন্দীসূত্রও সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দে আমরা সর্ব্বপ্রথম নাগরীলিপির সন্ধান পাই। খৃষ্টীয় ৪র্থ বা পঞ্চম শতাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থে নাগরীলিপির এখনও সন্ধান পাই নাই। আমাদেরও অনুমান, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন বিশেষ লিপির নাগরী নাম হয় নাই।

যখন ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন পুস্তকে নাগরী লিপির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না এবং কোন্ সময় হইতে নাগরাক্ষর আরম্ভ হইয়াছে, তাহারও যখন কোন স্থিরতা নাই, তখন ভারতের নানাস্থান হইতে যে সকল নাগরাক্ষরে উৎকীর্ণ প্রাচীনতম শিলাফলক, তাম্রশাসনাদি এবং নাগরী অক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, আপাততঃ সেই সমুদয় পরিদর্শন করা চাই। এরূপ স্থলে দুই এক খানি প্রাচীন খোদিত লিপি বা হস্তলিপি হইলে চলিবে না। এসিয়াটিক সোসাইটির ভিত্তিস্থাপন হইতে এ পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিদগণের যত্নে যত খোদিত লিপি বা হস্তলিপি সংগৃহীত হইয়াছে এবং নিজ অনুসন্ধান দ্বারা যত দূর আবিষ্কৃত হইতে পারে, তৎসমুদায়ের অক্ষরবিন্যাস মনঃসংযোগপূর্ব্বক আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং নাগরাক্ষরের পূর্ব্বাপর লিপিবিন্যাস স্থির করা বহু অনুসন্ধান ও বহু সময়সাপেক্ষ।

উপস্থিত অল্প অনুসন্ধান দ্বারা যাহা আমরা স্থির করিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিখিতে বাধ্য হইলাম।

বৈদিক সময়ে ভারতবর্ষে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। অনেকের মতে বৈদিক সময়ে ভারতে লিপিপদ্ধতি ছিল না, তখন সমস্তই মুখে মুখে চলিয়া আসিত বলিয়াই বেদের অপর নাম শ্রুতি হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা পাণিনিতে যে "যবনানি লিপি"র উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারা বোধ হয় যে ভারতে প্রথমতঃ যবনলিপিই প্রচলিত হয়। তাহাই পরে ভারতীয় লিপি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে (১৫)। পণ্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রমী প্রমাণ করিয়াছেন যে মূল বেদ ও উপনিষদ্ রচিত হইবার অব্যবহিত পরে এবং বেদের নিরুক্তকার যাস্কের পূর্ব্বে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

(১৫) Max Muller's Ancient India, Weber's Indische Studien, IV, p, 544,

তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিলে বোধ হয় যে অন্ততঃ তিন হাজার বর্ষ পূর্ব্বে পাণিনি বিদ্যমান ছিলেন (১৬)। পাণিনির ৩।২।২১ সূত্রে "লিপিকর" শব্দের উল্লেখ আছে, ইহাতে যে তাঁহার সময়ে লিপিপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত গোল্ডষ্টু-কারের মতে পাণিনিতে যে "যবনানি" শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা Cuneiform writing হইতে পারে (১৭)। কাহারও অনুমান, পাণিনির সময় ব্রাহ্মণগণের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মী অক্ষর প্রচলিত ছিল, সেই অক্ষরের সহিত পার্থক্য প্রদর্শনের জন্যই পাণিনি যবনলিপির উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। তৎপরে খরোষ্ঠী প্রভৃতি লিপির উদ্ভাবন হইয়াছে। ব্রাহ্মী-লিপি নাগরীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীনতন লিপি হইলেও বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত তাহাকেই আমরা ভারতের আদি অক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। জৈনদিগের প্রজ্ঞাপনাসূত্রে লিখিত আছে, অর্দ্ধমাগধী ভাষা যাহাতে প্রকাশ করা যায়, তাহাই ব্রাহ্মীলিপি (১৮)। কিন্তু যে লিপি বেদব্যাস বাল্মীকির অমৃতময়ী লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই লিপি কি? তাহা এখনও অজ্ঞাত।

বুদ্ধের সময় যে ভারতে বহুবিধ অক্ষর প্রচলিত ছিল, ললিতবিস্তর হইতে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। তাঁহার পর হইতেই ভারতে মগধ-রাজ্যের মহাসমৃদ্ধি লক্ষিত হয়। সে সময়ে এখানকার সম্রাট্‌গণ স্থানীয় মগধলিপিই ব্যবহার করিতেন, তাহা নিতান্ত সম্ভবপর। সমস্ত ভারতবর্ষেই যখন মগধ রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন মগধ-লিপিও যে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এজন্যই আমরা সিন্ধুনদের পশ্চিম পার ব্যতীত সর্ব্বত্রই একরূপ অক্ষরে উৎকীর্ণ অশোকের অনুশাসনলিপি নয়নগোচর করিয়া থাকি? উক্ত মগধলিপি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া যথাক্রমে শাহ, গুপ্ত, বলভী, চালুক্য প্রভৃতি বংশীয় রাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপির আকার ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল লিপি কিরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। [ব্রাহ্মী ও বর্ণমালা শব্দ দ্রষ্টব্য।]

প্রাচীন মগধলিপি হইতেই মৈথিল (পূর্ব্ববিদেহ), বঙ্গ প্রভৃতি লিপি উৎপন্ন হইয়াছে, নাগরী লিপিও মগধলিপি-সম্ভূত। কিরূপে ও কত দিন হইল, মাগধী লিপি হইতে নাগরাক্ষরের প্রকাশ হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই প্রমাণ করিতে হইবে।

পরাক্রান্ত গুপ্তরাজগণ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহাদের সময়কার লিপিসংযুক্ত শিলাফলক ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা জানা যায়, যে খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত বঙ্গ উৎকল পর্য্যন্ত গুপ্তমগধলিপি ব্যবহৃত হইত (১৯)। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে মগধরাজ আদিত্যসেনের শিলা-লিপিতে আমরা নাগরীলিপির স্পষ্ট সূচনা দেখিতে পাই। গয়া জেলার অন্তর্গত নবাদা থানার এলাকাধীন শকরী নদীর ডান ধারে জাফরপুর বা অফ্‌সড় নামে একটী প্রাচীন গ্রাম আছে, সেখানকার এক প্রাচীন মন্দিরে বরাহমূর্ত্তির নিকট ঐ শিলালিপি খানি ছিল। তক্ষাদিত্য নামধেয় এক গৌড়-বাসী কর্ত্তৃক ঐ লিপি খানি উৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফ্লিট্ সাহেব ঐ লিপি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই খোদিত লিপির অক্ষরকে (খৃষ্টীয়) ৭ম শতাব্দীর মাগধী কুটিল (২০) নামক অক্ষর বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক বর্ত্তমান দেবনাগরী হইতে ইহার অল্পই ভেদ লক্ষিত হয়।" (২১)

আদিত্যসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্তরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিতে যুক্তস্বরগুলির লিখনপ্রণালী এখনকার বঙ্গীয় বা

(১৬) এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত নিরুক্তের ৪র্থ ভাগে "কঃ কালো যাস্কস্য?" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(১৭) Prof. Goldstucker's Mânava-kalpasûtra, preface, p. 16.

(১৮) "সে কিং তং ভাবারিয়া? জেণং অদ্ধমগহাএ ভাবাএ ভাসেন্তি জথ য নং বম্ভীলিবি পবত্তই।" (প্রজ্ঞাপনাসূত্র)

(১৯) গুপ্ত সম্রাটগণের সময়ে এই লিপি ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহার 'গুপ্তলিপি' পরিভাষা দেওয়া গেল। বাস্তবিক এই লিপি গুপ্তসম্রাট্‌গণেরও বহু পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল। পঞ্জাব, গুজ-রাট ও মথুরা অঞ্চল হইতে শাহ (শক)-রাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ যে সকল প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে গুপ্তলিপির নিদর্শন আছে। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় হইতে প্রবল প্রতাপান্বিত গুপ্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার যে শিলালিপি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও গুপ্তলিপির পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হয়। আমাদের বিবেচনায় অশোকলিপি হইতেই শাহ, এবং তাহা হইতেই গুপ্তলিপির ক্রমবিকাশ হইয়াছে।

(২০) ছিন্দরাজ লল্লের ১০৪৯ সম্বতে উৎকীর্ণ দেবল-প্রশস্তিতে কুটি-লাক্ষর শব্দের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়,-

"বিষ্ণুহরেস্তনয়েন চ লিখিতা গৌড়েন করণিকেনৈষা ;
কুটিলাক্ষরাণি বিদুষা তক্ষাদিত্যাভিধানেন।"

Epigraphia Indica, Vol. I. p. 81.

(২১) Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III p. 202.

নাগরাক্ষরের মত নহে, বরং এখনকার তিব্বতীয় (২২) অক্ষরের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু উক্ত অফ্‌সড়্‌লিপির যুক্তস্বর প্রাচীন গুপ্তলিপির যুক্ত স্বরের মত নহে, বরং মৈথিলী বা প্রাচীন নাগরাক্ষরে লিখিত পুথির যুক্তাক্ষরের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। অফ্‌সড়-লিপির স্বর ও ব্যঞ্জনের আকার লাখামণ্ডলপ্রশস্তি (২৩) ও ভাটিন্দার শিলাফলকে (২৪) পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীপুরের শবররাজগণের শিলালিপির অক্ষরও অফ্‌সড়-লিপির ক্রমবিকাশ (২৫)। ভাটিন্দা-শিলাফলক খানি যদিও পঞ্জাব অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাপি উহার যুক্তস্বর ভিন্ন অপরাপর অক্ষরের সহিত প্রাচীন ও আধুনিক মৈথিল অক্ষরের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। আমাদিগের গৌড়রাজ ধর্ম্মপালের তাম্রফলকে উৎকীর্ণ অক্ষরও ভাটিন্দালিপির অনুরূপ (২৬)।

যদিও অফ্‌সড়-লিপির পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্তলিপিতে যুক্তস্বর সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল, অর্থাৎ বর্ত্তমান ভোটাক্ষরের যুক্ত স্বরের মত ছিল, তথাপি তাহাই যে ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান মৈথিল, বঙ্গ ও নাগরাক্ষরের যুক্তস্বরের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বখ্‌খালী হইতে সারদা অক্ষরে লিখিত যে প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বর্ণমালাই আমার প্রস্তাবের অনেকটা সমর্থন করিতেছে। ডাক্তার হোর্ণলি সাহেবের মতে, ঐ পুথিখানি প্রায় খৃষ্টীয় ৮ম কি ৯ম শতাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়া থাকিবে (২৭)। ঐ পুথি লিখিত ক, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ণ, ত, দ, ধ, প, ব, ম প্রভৃতি অনেক অক্ষরের সহিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষর ও এখনকার মৈথিল হস্তলিপির বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। আবার অনেক যুক্তস্বর ও ব্যঞ্জনের সহিত অফ্‌সড় প্রভৃতি গুপ্তলিপির সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত সারদা অক্ষরও মগধ বা গৌড় হইতে প্রথম উদ্ভাবিত হয় এবং তৎপরে কাশ্মীর পঞ্জাব অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া থাকিবে, কারণ ঐ লিপির সহিত সাময়িক গৌড়লিপির সৌসাদৃশ্য থাকিলেও তৎকাল-প্রচলিত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লিপিসমূহের সহিত এরূপ সাদৃশ্য নাই। এরূপ স্থলে দূরদেশে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে গৌড়রাজ্যে ঐ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা অনায়াসেই স্বীকার করা যায়।

অতএব যে সময়ে মগধরাজ্যে অফ্‌সড়্‌-শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়, সেই সময় বা তাহার অল্প পরেই আধুনিক লিপিমূলক মৈথিল ও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে, যদি খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দে বর্ত্তমান মৈথিল ও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকে, তবে গৌড়রাজ ধর্ম্মপালের লিপিতে বর্ত্তমান গৌড়াক্ষরের প্রকৃতরূপ প্রদত্ত হয় নাই কেন? ইহার উত্তর এই, ধর্ম্মপালের পিতা গোপাল মগধে রাজত্ব করিতেন, সে সময় অক্ষর পরিবর্ত্তন হইলেও তিনি রাজকীয় দানপত্রাদিতে পূর্ব্বতন মগধলিপি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই (২৮)। কিন্তু ধর্ম্মপাল ও দেবপালের পরবর্ত্তী পালরাজগণ পূর্ব্বাক্ষর পরিত্যাগ করিয়া তৎকাল-প্রচলিত অক্ষরেই তাম্রশাসন ও শিলাফলকাদি উৎকীর্ণ করাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রচলিত অক্ষরের সহিত গুপ্তলিপির কোন মিল নাই। সেই অক্ষরই এখনকার গৌড়লিপির আদি বিকাশ (২৯)। ঐ সকল লিপি নিতান্ত অল্প সময় মধ্যে কিছু পূর্ণতা লাভ করে নাই। পূর্ণতা ও পুষ্টতা লাভ করিতে অন্ততঃ দুই তিন শতাব্দীর কম সময় লাগে নাই। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী হইতে গৌড়াক্ষর বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, তাহা অসম্ভব নহে। কিন্তু মূল বঙ্গলিপি তদপেক্ষা অনেক প্রাচীন, কারণ দুই হাজার বর্ষেরও পূর্ব্ববর্ত্তী ললিতবিস্তরে বঙ্গলিপির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। [বঙ্গলিপি দেখ।] নাগরীলিপি তত প্রাচীন নহে।

বর্ত্তমান নাগরাক্ষরে লিখিত যত শিলাফলক, তাম্রশাসন ও হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে দণ্ডমুরা হইতে প্রাপ্ত ৪১৫ শকে উৎকীর্ণ গুর্জ্জররাজ দদ্দপ্রশান্তরাগের তাম্রশাসনই সর্ব্বপ্রাচীন (৩০)। এই তাম্রশাসনের সর্ব্বাংশই তখনকার

(২২) তোন্-মি-সম্-ভো-ট নামে এক ব্যক্তি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে ভারতীয় বর্ণমালা তিব্বতে প্রকাশ করেন। সেইজন্য খৃষ্টীয় ৭ম বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী উত্তর-ভারতীয় বর্ণমালার সহিত এখনকার তিব্বতীয় অক্ষরের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। ভারত হইতে বহু দিন হইল, যে অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে, তিব্বতে এখনও তাহা প্রচলিত।

(২৩) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 10

(২৪) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. XXIII. plate XXVII.

(২৫) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. XVII, plates IX, XVIII, XIX, and XX.

(২৬) Journal Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIII, pt. I, plate III.

(২৭) Indian Antiquary, Vol. XII. p. 89.

(২৮) নালন্দ হইতে মহারাজ গোপালদেবের যে উৎকীর্ণলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোন অংশ আধুনিক ভাব ধারণ করিলেও অনেকাংশে অফ্‌সড়্‌ লিপির সদৃশ। (Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. I. plate XIII, No. I. দ্রষ্টব্য)।

(২৯) Cunningham's Archæological Survey Reports. Vol. III, plates XXXV, XXVI, XXVII অশোকবল্ল, নয়পাল, নারায়ণপাল প্রভৃতির গয়াস্থ শিলালিপির প্রতিকৃতি দ্রষ্টব্য।

(৩০) Indian Antiquary, Vol. XVII.

গুজরাটী অক্ষরে লিখিত হইলেও সর্ব্বশেষে রাজার স্বাক্ষর স্থানে এই কএকটী কথামাত্র নাগরাক্ষরে লিখিত—

"স্বহস্তোয়ং মম শ্রীবিতরাগসূনোঃ শ্রীপ্রশান্তরাগস্য।"

কেবল রাজার স্বাক্ষর নাগরাক্ষরে লিখিত হওয়ায় স্পষ্টই জানা যাইতেছে, গুজরাটে ভিন্ন অক্ষর (গুহালিপি) প্রচলিত থাকিলেও, তৎকালে বা তৎপূর্ব্ব হইতেই রাজপরিবারগণ নাগরাক্ষরে লিখন অভ্যাস করিতেছিলেন। উপরোক্ত দদ্দের তাম্রশাসনের পর দ্বারকপুরীর দক্ষিণপূর্ব্বে সমুদ্রকূলে অবস্থিত ধিনিকি গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত ৭৯৪ সম্বতে উৎকীর্ণ সৌরাষ্ট্ররাজ জাইকদেবের তাম্রশাসনে নাগরাক্ষরের পূর্ণ প্রচার লক্ষিত হয় (৩১)। জাইকদেব মহামাত্য ভট্টনারায়ণের অনুমতি লইয়াই মুদ্গলগোত্র ঈশ্বরকে উক্ত শাসনপত্র দান করেন। জাইকদেবের ঐ তাম্রশাসন দেখিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, উহার লেখা কোন অপটু লেখকের হস্তপ্রসূত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ। মহারাজ দদ্দের হস্তলিপিতে যেরূপ নাগরাক্ষরের সহিত কতক কতক গুপ্তলিপির আভাস লক্ষিত হয়, জাইকদেবের লিপিতে সেরূপ আভাস পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু উহা যে বর্ত্তমান নাগরাক্ষরের প্রাচীনতম রূপ, তাহা সহজেই স্বীকার করা যায়। তৎপরেই রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ খড়্গাবলোকের ৬৭৫ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন দেখিতে পাই। কোলাপুরের অন্তর্গত সামনগড় হইতে ঐ শাসনখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে (৩২)। এই তাম্রফলকের অক্ষরবিন্যাস অতি পরিপাটী। ইহার ই এ ঘ চ ণ ধ ন ব এবং জ্ঞ গুজরাটের প্রাচীন (Cave) অক্ষরের রূপ ধারণ করিলেও অপর সকল বর্ণেই নাগরাক্ষরের বিকাশ দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক দন্তিদুর্গ ও তৎপরবর্ত্তী গুজরাটের রাষ্ট্রকূট রাজগণের যত্নেই নাগরাক্ষরের বহুল প্রচার আরম্ভ হয় (৩৩)। ৭৫৭ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ ২য় ধ্রুবের তাম্রশাসন (৩৪), ৮৩৬ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ ইন্দ্র নিত্যবর্ষের তাম্রশাসন (৩৫), ৮৫৫ শকে উৎকীর্ণ গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষের তাম্রশাসন (৩৬), ৮৬২ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণ অকালবর্ষের তাম্রশাসন (৩৭), এবং ৮৯৪ শকে * উৎকীর্ণ অমোঘবর্ষের তাম্রশাসনে যথাক্রমে নাগরাক্ষরের পূর্ণবিকাশ সংসাধিত হইয়াছে।

২য় ধ্রুবের তাম্রশাসন প্রাচীনতম নাগরাক্ষরে লিখিত হইলেও উহার ভ ধ ণ ন এ প্রভৃতি কোন কোন বর্ণে প্রাচীন গুপ্তাক্ষর বা দাক্ষিণাত্যের গুহালিপির ছাঁদ আছে, কিন্তু গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষ, ইন্দ্র নিত্যবর্ষ এবং অমোঘবর্ষের তাম্রশাসনে আধুনিক নাগরাক্ষরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বতন দদ্দ, জাইক, দন্তিদুর্গ বা ধ্রুবের শাসনলিপির যুক্ত স্বরগুলি দেখিলেই গুপ্তলিপি হইতে নিঃসৃত ও বর্ত্তমান নাগরাক্ষরের আদিম অবস্থার যুক্তস্বর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষের লিপিতে বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। যেমন প্রাচীন বঙ্গীয় ও মৈথিল লিপিতে ে ো ৈ প্রভৃতি যুক্ত স্বর আছে, সেইরূপ সুবর্ণবর্ষ প্রভৃতির তাম্রশাসনে মৈথিল বা বঙ্গীয় যুক্তস্বর গৃহীত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বঙ্গীয় ও মৈথিল লিপিতে যে যুক্তস্বর ব্যবহৃত হয়, গুপ্ত বা নাগরীলিপির সহিত উহার মিল না থাকিলেও উহা নিতান্ত আধুনিক নয়। অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দে ঐরূপ যুক্তস্বর উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। ঐরূপ যুক্তস্বরবিশিষ্ট নাগরীলিপি গুজরাটে জৈননাগরী বলিয়া খ্যাত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গৌড়রাজ ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে ঐরূপ যুক্তস্বর ব্যবহৃত না হইলেও তৎপরবর্ত্তী অপরাপর পাল ও সেনরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিতে ঐরূপ যুক্ত স্বর স্পষ্টতঃ গৃহীত হইয়াছে। বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত ৯৩০ শকে বঙ্গাক্ষরে লিখিত কাশীখণ্ডের পুথিতে ঐরূপ যুক্ত স্বর অতি পরিষ্কার অঙ্কিত আছে।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী হইতে নাগরী ও গৌড়লিপির পূর্ণপ্রচার লক্ষিত হয়। ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দী মধ্যে নাগরী ও গৌড়লিপি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আজও সেই আকার দৃষ্ট হয়। যাহা কিছু অতি সামান্য প্রভেদ দেখা যায়, তাহা স্থানভেদে লেখক বা ক্ষোদকের অভিরুচিক্রমে ঘটিয়াছে।

(৩১) Indian Antiquary, Vol. XII. p. 155.

(৩২) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. II., p. 3-II. and Indian Antiquary, Vol. XI, p. 110.

(৩৩) কেবল রাষ্ট্রকূটরাজ কর্ক সুবর্ণবর্ষের ৭৩৪ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এই তাম্রশাসনে দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন গুহালিপি (Cave alphabet) গৃহীত হইয়াছে। (Indian Antiquary, 1883. p. 156.)

(৩৪) Indian Antiquary, Vol. XIV. p. 200.

(৩৫) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVIII.

(৩৬) Indian Antiquary, Vol. XII. p. 280.

(৩৭) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVIII.

* Indian Antiquary, Vol. XII. p. 266.

উপরে যে সকল কথা লিখিলাম, তদ্দ্বারা এইটুকু জানা যাইতেছে যে কি গ্রন্থগত প্রমাণ, কি প্রাচীনলিপি উভয় হইতেই খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে আমরা সর্ব্বপ্রথম নাগরীলিপির সন্ধান পাইয়াছি। তৎপূর্ব্বে নাগরীলিপি ছিল কি না তাহার প্রমাণের অভাব। সর্ব্বপ্রথম লিখিয়াছি, নগর নামক পুরবাসী নাগর ব্রাহ্মণ হইতে নাগরাক্ষর বা নাগরীলিপি প্রচলিত হইয়াছে। নাগর ব্রাহ্মণেরা গুজরাটের অধিবাসী। গুজরাট হইতেই সর্ব্বপ্রাচীন নাগরী লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের প্রস্তাবের অনেকটা সমর্থন করিতেছে।

কিন্তু এখানে একটী কথা উঠিতে পারে। গুজরাটে খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে অসংখ্য শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে পুরাবিদ্গণ গুহালিপি (Cave-character) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্ত দাক্ষিণাত্য হইতে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই ঐরূপ গুহালিপিতে উৎকীর্ণ। এরূপ স্থলে নাগর ব্রাহ্মণেরা দেশ-প্রচলিত অক্ষর গ্রহণ না করিয়া ভিন্নরূপ অক্ষর গ্রহণ করিলেন কেন? গুহালিপির পর্য্যালোচনা করিলে তাহা হইতে নাগরী লিপির উৎপত্তি স্পষ্টতঃ স্বীকার করা যায় না, বরং নাগরী লিপিকে মগধের গুপ্তলিপিমূলক বলা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা বোধ হয়, গুজরাটে প্রচলিত প্রাচীনতম নাগরীলিপি গৌড়, মগধ বা উত্তর ভারত হইতে আনীত হইয়া নাগর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নাগরী নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।

কিরূপে কোন্ সময়ে এই নাগরীলিপির প্রাচীন রূপ উত্তর-ভারত হইতে গুজরাটে আনীত হয়, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। স্কন্দপুরাণীয় নাগরখণ্ডে ১০৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে, দূর দেশান্তর হইতে যে ব্রাহ্মণগণ পুত্রকল-ত্রাদিসহ হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, নাগ হইতে নগর-উদ্ধারকারী বিপ্রবর ত্রিজাত তাহাদের সকলকেই ধন রত্ন দিয়া এখানে (নগরে) স্থাপন করিয়া-ছিলেন (৩৮)। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, নাগর ব্রাহ্মণগণ বহু দূর দেশান্তর হইতে আসিয়া এখানে বসতি করেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, নগর বা বড়নগরের প্রাচীন নাম আনন্দপুর। খৃষ্টীয় ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর তাম্রশাসনে নগরের পরিবর্ত্তে কেবল আনন্দপুর নামই দৃষ্ট হয়। ৫১০ সম্বতে সঙ্কলিত জৈনদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ কল্পসূত্রে লিখিত আছে যে, বলভীরাজ ধ্রুবসেনের আদেশে এই আনন্দপুরেই সর্ব্ব-সমক্ষে কল্পসূত্র পঠিত হইতে থাকে। চীনপরিব্রাজক হিউ-এন্ সিয়াঙ্ এখানে বৌদ্ধসজ্ঘারাম ও বিস্তর হিন্দু দেবমন্দির দেখিয়া গিয়াছিলেন। সে সময় এই নগর মালব-রাজ্যের অধীন ছিল। চীনপরিব্রাজক এখানে যে সকল হিন্দু দেবা-লয় দেখিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় নাগরখণ্ডবর্ণিত হাটকে-শ্বর প্রভৃতির মন্দির।

এখন কথা হইতেছে, খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দে নন্দী-সূত্রে নাগরীলিপির উল্লেখ থাকিলেও নাগরখণ্ড ব্যতীত ঐ সময়ের অপর গ্রন্থে বা উৎকীর্ণ লিপিতে "নগর" নামের উল্লেখ না থাকিবার কারণ কি? বোধ হয় বৌদ্ধ ও জৈন রাজগণের আধিপত্যকালে বিধর্ম্মী রাজপুরুষগণ ব্রাহ্মণপ্রদত্ত নূতন নাম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা সকলেই আনন্দপুর নামেই অভিহিত করিতেন। তৎপরে নাগরভক্ত হিন্দুরাজ-গণের সময় এই স্থান নগর নামে খ্যাত হয় (৩৯)।

নাগরখণ্ডে লিখিত আছে,—বিপ্রবর ত্রিজাত ও তাঁহার সহচারী ব্রাহ্মণগণ নাগবংশ ধ্বংস বা নাগদিগকে তাড়াইয়া হাটকেশ্বর ক্ষেত্র উদ্ধার করেন,—ইহার প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই লিখি-য়াছি। আমাদের বিবেচনায় উহা একটী রূপক বর্ণনা। সম্ভবতঃ শৈবগণ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের শেষ ভাগে গুজ-রাটের শাহ বা নাগবংশীয় রাজগণকে পরাজয় করিয়া হাটকে-শ্বর অধিকার করেন;—তাহাই রূপকভাবে স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

গুর্জ্জরেশ্বর পুরোহিত সোমেশ্বর একজন নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তদ্বিরচিত সুরথোৎসব নামক মহাকাব্যে আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—"দ্বিজাতিগণের প্রশস্ত বাসভূমি নগর নামক স্থান, বেদবিৎ

ত্রিজাতস্তু চ বাক্যেন যেন দূরাদপি দ্রুতম্।
সমাগচ্ছন্তি বিপেন্দ্রাঃ পুরবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৪৬ ॥
ন কশ্চিদ্যাতি সংসক্তা দৌস্থ্যাদস্তত্র চ দ্বিজাঃ।
ততস্তেষাং সুতৈঃ পৌত্রৈর্নপ্তৃভিশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৪৭ ॥
তৎপুরং বৃদ্ধিমাপন্নেদূর্ব্বাঙ্কুরৈরিব দ্বিজাঃ।"
(নাগরখণ্ড ১০৮ অঃ)

(৩৮) "চতুঃষষ্টিষু গোত্রেষু এবং তে ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ॥ ৪২ ॥
তেন তত্র সমানীতাস্ত্রিজাতেন মহাত্মনা।
তেষামেকত্রজং নাস্তি দশপঞ্চ শতানি চ ॥ ৪৩ ॥
সামান্যভাগমোক্ষাণি তানি তেন কৃতানি চ।
অষ্টষষ্টিবিভাগেন পূর্ব্বমায়ব্যয়োদ্ভবম্ ॥ ৪৪ ॥

(৩৯) নাগরখণ্ডে আনন্দেশ্বর মহাদেবের বর্ণনা আছে, বোধ হয় আনন্দপুর হইতেই আনন্দেশ্বর নামকরণ হইয়া থাকিবে।

ও পবিত্র যজ্ঞীয় হোমাগ্নিতে যে স্থান পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে, তথায় রাজপ্রসাদপ্রাপ্ত বশিষ্ঠগোত্র গুলেচ বাস করিতেন, তাঁহার বংশে সোলশর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি গুর্জ্জরেশ্বর মূলরাজের পৌরোহিত্য প্রাপ্ত হন।" (৪০) সোমেশ্বর পরে লিখিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণই পুরুষানুক্রমে গুর্জ্জরের চৌলুক্যগণের পুরোহিত ছিলেন। কেহ কেহ রাষ্ট্রকূটরাজেরও পুরোহিত হইয়াছিলেন (৪১)।

মূলরাজ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময়ে নগর নাম প্রচলিত হইলেও তাঁহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই যে এখানে নাগর ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছিল, তাহা সোমেশ্বরের বর্ণনা পাঠেই জানা যায়। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে বনরাজ প্রভৃতি জৈন রাজগণ রাজত্ব করিতেন, সেই জন্ম বোধ হয়, এখানে নাগরব্রাহ্মণমূলক নগর নাম প্রচলিত হইতে পারে নাই।

চীন-পরিব্রাজকের সময় খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানে হিন্দু দেবালয়াদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। নাগরখণ্ডের মতে, নাগর ব্রাহ্মণেরা নগর বা চমৎকারপুরের দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী বা তৎপূর্ব্বে আনন্দপুরে জৈন প্রাধান্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে রচিত নন্দীসূত্রে নাগরীলিপির স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং ঐ সময়ের গুর্জ্জররাজ দদ্দপ্রশান্তরাগের হস্তাক্ষরেও নাগরীলিপির প্রথম প্রয়োগ লক্ষিত হয়। এরূপ স্থলে আমাদের বোধ হয়, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রায় তৃতীয় শতাব্দীর শেষে চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তরাঞ্চল হইতে সমাগত নাগর ব্রাহ্মণ কর্তৃক নাগরাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গুজরাট হইতে নাগরাক্ষরে উৎকীর্ণ যে সকল প্রাচীন তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই কান্যকুব্জ, পাটলীপুত্র, পুণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি স্থানবাসী সমাগত ব্রাহ্মণের জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে।

উপরি উক্ত দদ্দ প্রশান্তরাগের ৪১৫ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, কান্যকুব্জবাস্তব্য ভট্ট মহীধরের পুত্র ভট্টগোবিন্দকে ঐ তাম্রশাসন প্রদত্ত হইল। রাষ্ট্রকূটরাজ নিত্যবর্ষের ৮৩৬ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, পাটলীপুত্রবিনির্গত লক্ষ্মণগোত্রীয় বেন্নপভট্টের পুত্র সিদ্ধপভট্টকে লাটদেশান্তর্গত তেন্নগ্রাম দান করা হইল। এইরূপ ৮৫৪ শকাঙ্কিত রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষের তাম্রশাসনেও পুণ্ড্রবর্দ্ধননগরবিনির্গত কৌশিক গোত্র কেশবদীক্ষিতকে লোহগ্রাম দানের কথা বর্ণিত আছে। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে বহুপূর্ব্বকাল হইতেই কান্যকুব্জ, পাটলীপুত্র ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আসিয়া গুজরাটে বাস করেন। তাঁহাদের বহুপূর্ব্ব হইতেই নাগর ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল স্থান হইতে আসিয়া চমৎকারপুরে বাস করেন, তাহা নাগরখণ্ডবর্ণিত দূরদেশান্তরগত ব্রাহ্মণগণের বিবরণ পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয়। ঐরূপ ব্রাহ্মণগণ দ্বারাই নাগরীলিপির প্রাচীনরূপ গুজরাটে আনীত ও প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

নাগর ব্রাহ্মণগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে গুজরাটের রাষ্ট্রকূট ও চৌলুক্য রাজগণের বংশানুক্রমে পৌরোহিত্য ও তাঁহাদের নিকট মহাসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। গুর্জ্জররাজগণ নাগর ব্রাহ্মণদিগকে কিরূপ অসামান্য ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন, তাহা নাগর ব্রাহ্মণগণের আদি বাসভূমি বড়নগরে প্রস্তরে উৎকীর্ণ শত শত প্রশস্তিতে বিঘোষিত হইয়াছে। উক্ত রাষ্ট্রকূট ও চৌলুক্য রাজগণের যত্নেই নাগরীলিপি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। লাটাধিপতি রাষ্ট্রকূটবংশীয় কর্ক সুবর্ণবর্ষের ৭৩৪ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে—

"গৌড়েন্দ্র-বঙ্গপতি-নির্জ্জয়-দুর্ব্বিদগ্ধ-
সদ্গুর্জ্জরেশ্বর-দিগর্গলতাঞ্চ যস্য।
নীত্বা ভুজং বিহত-মালব-রক্ষণার্থং
স্বামী তথান্যমপি রাজ্যচ্ছলানি ভুঙ্‌ক্তে।" (৪২)

আবার মান্যখেটপ্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রকূটরাজ নৃপতুঙ্গের পুত্র গুর্জ্জরেশ্বর কৃষ্ণরাজ সম্বন্ধে অকালবর্ষের ৮৩২ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

(৪০) "অস্তি প্রশস্তাচরণপ্রধানং স্থানং দ্বিজানাং নগরাভিধানম্।
কর্ত্তুং ন শক্নোতি কদাপি যস্য ত্রেতাপবিত্রস্য কলিঃ কলঙ্কঃ॥
চক্রে পঞ্চমথাগ্নিভগ্নতমসি স্থানেত্র নেত্রানল-
জ্বালা-প্রজ্বলিত-প্রসূন-ধনুষা দেবেন দত্তোদয়ে।...
আবির্ভূতমভূৎপূর্ব্বচরিতশ্রেষ্ঠাদ্বশিষ্ঠাত্ততঃ
সৎকর্ম্মোদরমধ্বরস্থিতিবিদাং স্থানেত্র গোত্রং মহৎ॥
যেষামশেষাধিপতিঃ প্রসন্নঃ সংনদ্ধপাণিঃ ফণিকঙ্কণেন।
তত্রৈব সংভূতিমিহাপ্যবস্তি কুলে গুলেচাভিধয়া প্রসিদ্ধে॥
শ্রীসোলশর্ম্মা বিমলে কুলেত্র জন্ম দ্বিজন্মপ্রবরঃ প্রপেদে।
যঃ স্বর্গিণঃ সোমরসেন যাগে পিতৄংশ্চ পিণ্ডৈরপৃণৎ প্রয়াগে॥
শ্রীগূর্জ্জরক্ষিতিভূজা কিল মূলরাজদেবেন দূরমুপরুধ্য পুরোদধে যঃ॥"
(সুরথোৎসব ১৫শ সর্গ)

(৪১) "দুষ্টারিকোটিকদনোৎকটরাষ্ট্রকূট-ক্ষুন্নেন শিল্পিতরণাঙ্গণকৌশলেন।
সর্ব্বপ্রধানপুরুষাধিপতিঃ প্রতাপমল্লেন ভূপতিমতল্লিকয়া কৃতো যঃ॥"

(৪২) Indian Antiquary for 1883, p. 106.

"তস্যোত্তর্জ্জিত গুর্জ্জরোদ্ধতহটল্লাটোদ্ভট শ্রীমদো
গৌড়ানাং বিনয়ব্রতার্পণগুরুসামুদ্রনিদ্রাহরঃ।
দ্বারস্থাঙ্কু কলিঙ্গ-গাঙ্গমগধৈরভ্যর্চ্চিতাজ্ঞশ্চিরং
সূনুঃ সূনৃতবাগ্ভুবঃ পরিবৃঢ়ঃ শ্রীকৃষ্ণরাজোভবৎ॥" (৪৩)

উপরি উক্ত শাসনলিপি পাঠে জানা যাইতেছে যে খৃষ্টীয় ৮ম, ৯ম ও ১০ শতাব্দীতে গুর্জ্জরের রাষ্ট্রকূটরাজগণ গৌড়, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গাঙ্গ, মগধ, মালব প্রভৃতি স্থান জয় করিয়াছিলেন। (কনোজের বিখ্যাত রাঠোর-রাজগণও রাষ্ট্রকূটবংশীয়।) এরূপ স্থলে বোধ হয় খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে গুর্জ্জরের রাষ্ট্রকূটবংশের কুলগুরু নাগর ব্রাহ্মণদিগের প্রবর্ত্তিত অথবা ব্যবহৃত নাগরাক্ষর নাগরী নামে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রকূট-রাজগণের যত্নে যে নাগরী নাম সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে প্রচারিত হইল, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে এবং পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণের উৎসাহে সেই লিপি এখন সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

দেবনাগরী, নাগরী লিপির নামান্তর। [দেবনাগর দেখ।]

দেবনাথ (পুং) দেবানাং নাথঃ ৬তৎ। শিব, মহাদেব।

দেবনাথ, ১ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি তন্ত্রচিন্তামণি রচনা করেন।

২ মীনকেতুদয় নামে সংস্কৃত কাব্য রচয়িতা।

৩ রসিকপ্রকাশ নামে সংস্কৃত অলঙ্কার-রচয়িতা।

দেবনাথ ঠক্কুর, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার, সোমভট্টের শিষ্য। ইনি অধিকরণকৌমুদী, অধিকরণসার ও স্মৃতিকৌমুদী নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইহার অধিকরণকৌমুদীতে শ্রীদত্তের রত্নাকর, হরিনাথের কল্পতরু ও বাচস্পতিমিশ্রের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

দেবনাথ তর্কপঞ্চানন, কাব্যকৌমুদী নামে কাব্যপ্রকাশের একজন বিখ্যাত টীকাকার।

দেবনামন্ (পুং) ১ কুশদ্বীপপতি হিরণ্যরেতার পুত্রভেদ। ২ কুশদ্বীপের একটী বর্ষ।

দেবনামক (পুং) দেবেতি নাম যস্য কপ্। দেবযোনি বিদ্যাধরাদি। হেমচন্দ্র দেবনাবক এই শব্দ ধরিয়াছেন।

দেবনারক (পুং) নরএব নারঃ ততঃ স্বার্থে কন্। দেবরূপ নর, দেবজন। (হেম)

দেবনাল (পুং) নলএব-স্বার্থে অণ্ দেবইব শ্রেষ্ঠত্বাৎ নালঃ নলোত্তম, দেবনল।

(৪৪) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVIII. p. 243.

দেবনিকায় (ত্রি) দেবানাং নিকায়ঃ ৬তৎ। ১ দেবসমূহ।

"এতে মনূংস্তু সপ্তান্যানসৃজন্ ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ॥" (মনু ১।৩৬)

২ দেবস্থান, স্বর্গ।

দেবনিদ্ (ত্রি) দেবং নিন্দতি নিন্দ-ক্বিপ্। দেবনিন্দক, দেবতাদিগের নিন্দাকারী।

"দেবনিদো হপ্রথমা অজূর্যন্॥" (ঋক্ ১।১৫২।২)

দেবনির্ম্মিত (ত্রি) দেবৈ নির্ম্মিতঃ ৩তৎ। দেবতা কর্ত্তৃক রচিত।

"দ্বীপেষু দিক্ষু পূর্ব্বাদি নগর্য্যো দেবনির্ম্মিতাঃ।" (সূর্য্যসি°)
(স্ত্রী) গুড়ূচী। (শব্দার্থচি°)

দেবনীথ (পুং) সপ্তদশপাদযুক্ত মন্ত্রভেদ।

দেবপঞ্চরাত্র (পুং) পঞ্চাহ যাগভেদ। (যাশক)

দেবপতি (পুং) দেবানাং পতিঃ ৬তৎ। ইন্দ্র, দেবতাদিগের স্বামী।

দেবপতিমন্ত্রিন্ (পুং) দেবপতে মন্ত্রী ৬তৎ। ইন্দ্রের মন্ত্রী, বৃহস্পতি, সুরাচার্য্য।

দেবপণ্ডিত, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি পথ্যাপথ্যনিঘণ্টু নামে একখানি বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করেন।

দেবপত্তন, কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ দেবস্থান। ইহার বর্ত্তমান নাম সোমনাথ।

পুরাণাদিতে এই স্থান প্রভাস এবং প্রাচীন খোদিত লিপিতে দেবপত্তন নামে বর্ণিত হইয়াছে। (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ) সারঙ্গদেবের প্রশস্তিতে দেবপত্তনের এইরূপ উল্লেখ আছে—

"শ্রীদেবপত্তনসমস্তঘনস্তনীনাং
নেত্রারবিন্দমুকুতৈরিব সাঙ্গবন্ধৈঃ।
তীর্থাবগাহনধিয়া দিশি পশ্চিমায়া
মারাতবাঙ্গুপশমারতনং কৃতী যঃ॥
সরস্বতীসাগরসংপ্রয়োগবিভূষিতাভোগমথাগমদ্যঃ।
সোমেশচূড়াবলমানবালচন্দ্রপ্রভাসংবলিতং প্রভাসং।" *

পূর্ব্বে এই স্থান দেবনগর নামেও খ্যাত ছিল। (১৪শ খৃঃ শতাব্দে) জয়সিংহদেবসূরির কুমারপালচরিত্রে এই দেবনগরের উল্লেখ আছে—

"রাজা রাজিরথাজিরাজিবিজয়ী রাজেব রেজে শুচি র্যাত্রাং বিরচয্য দেবনগরে শ্রীসোমনাথোক্ষিতঃ।" শ্লোক ২৮।

কাহারও কাহারও বিশ্বাস, গুজরাটের নাগরব্রাহ্মণদিগের নামে অভিহিত নাগরাক্ষর এখানেই প্রথম দেব-

* Epigraphia Indica, Vol. I. p. 283.

নাগরী নামে আখ্যাত হয়। [সোমনাথ, প্রভাস, দেবনাগর প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

দেবপত্নী (স্ত্রী) দেবানাং পত্নীব প্রিয়দর্শনত্বাৎ। ১ মধ্বালুক। (ত্রিকা°) দেবানাং পত্নী বা দেবঃ পতির্যস্যাঃ।. ২ দেবতাদিগের ভার্য্যা।

"দেবানাং মাতরঃ সর্ব্বা দেবপত্ন্য সকন্যকাঃ।"

(ভারত ১৩।১৪।৩৯৩)

দেবপথ (পুং) দেবানাং পন্থা ৬তৎ। দেবতাদিগের পথ, পর্য্যায়—ছায়াপথ, সোমধারা, নভঃসরিৎ। (ত্রিকাণ্ড°)

"দিব্যোদেবপথোহ্যেষ নাত্র গচ্ছন্তি মানুষাঃ।"

(ভারত ৩।১৪৮।২০)

দেবপথ অতি রমণীয়, কিন্তু এই পথে মানবগণ গমন করিতে পারে না। ২ তীর্থবিশেষ।

"ততোদেবপথং গত্বা নিয়তো নিয়তাসনঃ।

দেবসত্রস্য যৎ পুণ্যং তদবাপ্নোতি মানবঃ॥" (ভার° ৩।৮৫।৪৫)

দেবপথ তীর্থে গমন করিয়া সংযত হইয়া স্নান দানাদি করিলে দেবসত্রের ফললাভ হয়।

দেবপথাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণ বিশেষ। দেবপথ, হংসপথ, বারিপথ, রথপথ, স্থলপথ, করিপথ, অজপথ, রাজপথ, শতপথ, শঙ্কুপথ, সিন্ধুপথ, সিদ্ধিগতি, উষ্ট্রগ্রীব, বামরজ্জু, হস্ত, ইন্দ্রদণ্ড, পুষ্প, মৎস্য এইগুলি দেবপথাদি। (পাণিনি)

দেবপর (ত্রি) দেবঃ পরো যস্য। দেবায়ত্ত সিদ্ধিচিন্তক, আপদুদ্ধারণার্থ পৌরুষ ও চেষ্টারহিত, যাহারা বিপত্তি প্রতীকারের কোন চেষ্টা করেনা, কেবল দেবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

দেবপর্ণ (ক্লী) দেবপ্রিয়ং পর্ণং যস্য। সুরপর্ণ। (রাজনি°)

দেবপশু (পুং) দেবায় উৎসৃষ্টঃ পশুঃ। ১ দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পশু।

"অনির্দশাহাং গাং সূতাং বৃষান্ দেবপশূংস্তথা।

সপালান্ বা বিপালান্ বা ন দন্ত্যান্ মনুরব্রবীৎ॥" (মনু)

২ দেবোপাসক।

"অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসা বন্যো হমস্মি ন স বেদ যথা পশুরেব সদেবানাং" (শ্রুতি)

দেবপাত্র (ক্লী) দেবানাং পাত্রং, ৬তৎ। বা দেবৈঃ পীয়তেঽত্র পা আধারে ষ্ট্রন্। অগ্নি।

"আস্ পাত্রং জুহুর্দেবানামিতি দেবপাত্রং বা এষ যদগ্নি স্তস্মাদগ্নৌ সর্ব্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ জুহ্বতি" (শতপথব্রা° ১।৪।২।১০)

'অগ্নৌ প্রক্ষিপ্তস্য হবিষো দেবৈরস্তমানত্বাদগ্নের্দেবপাত্রত্বং'

(সায়ণ)

দেবপান (পুং) দেবৈঃ পীয়তে হনেন পা-করণে ল্যুট্। চমস, সোমপানপাত্রভেদ। 'চমসো দেবপান ইতি চমসেন হ বা এতেন ভূতেন দেবা ভক্ষয়ন্তি তস্মাদাহ চমসৌ দেবপান ইতি।' (ভাষ্য)

দেবপাল (পুং) ১ শাকদ্বীপের বর্ষপর্ব্বতভেদ। (ভাগ° ৫।২০।১৯)

২ পালবংশীয় একজন প্রবল পরাক্রান্ত ও বিখ্যাত রাজা। গৌড়ের প্রথম পালবংশীয় রাজা ধর্ম্মপালের পুত্র মুঙ্গের হইতে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, কামরূপ হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান ইঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। * তিব্বতের বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তারানাথের মতে,—হিমালয় হইতে বিন্ধ্য ও জালন্ধর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমুদয় উত্তরভারত কামরূপ-বিজেতার করায়ত্ত হইয়াছিল †।

বাস্তবিক যে সকল বৌদ্ধপালরাজগণ গৌড়ে রাজত্ব করেন, তন্মধ্যে যশে, মানে, পরাক্রমে ও বিদ্যা বুদ্ধিতে সর্ব্বাপেক্ষা এই দেবপাল খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। হরিমিশ্র নামক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের এক কুলাচার্য্যকারিকায় এই দেবপালের যথেষ্ট সুখ্যাতি দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক ইনি বৌদ্ধ রাজা হইয়াও এখানকার ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ আদর করিতেন। এমন কি ভট্টনারায়ণ-বংশীয় ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদের মন্ত্রী ছিলেন। একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ইঁহার ব্রাহ্মণমন্ত্রীর কৌশলেই ইঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। দিনাজপুর হইতে আবিষ্কৃত মহীপালের তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়—জয়পাল নামে দেবপালের এক ভ্রাতাও অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন **।

দেবপাল কোন্ সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। আড়াইশত বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত ব্রহ্মখণ্ড নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—

"চতুর্বর্ষ সহস্রান্তে দেবপালো মহানৃপঃ।

অষ্টৌ গ্রামান্ চাঙ্গদেশে স্থাপয়িষ্যতি দানকৃৎ॥"

(ব্রহ্মখণ্ড ২২।৪৪)

কলির চারি হাজার বর্ষ গত হইলে মহারাজ দেবপাল অঙ্গদেশে আটখানি গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন কলির ৪৯৯৬ বর্ষ চলিতেছে;—এরূপ স্থলে প্রায় সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে কোন সময়ে দেবপাল বিদ্যমান ছিলেন। বেহারের নিকটস্থ গোস্‌রাবান্ নামক স্থান

* Asiatic Researches, Vol. I, P. 123.

† Cunningham's Arch. Sur. Report, Vol. XV. P. 151.

** Journal of the Asiatic Society of Bengal, pt. I. 1892, p. 82.

হইতে আবিষ্কৃত খোদিত লিপি পাঠে জানা যায়, বীরদেব নামে একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক বিহারে 'যশোবর্ম্মপুরে' মহারাজ দেবপালের অনুগ্রহে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন ‡।

গৌড়াধিপ দেবপালের পূর্ব্বে কান্যকুব্জে যশোবর্ম্মা নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি বাহুবলে গৌড়ের কোন রাজাকে পরাজয় ও বধ করেন, তদুদ্দেশে তাঁহার সভাস্থ কবি বাক্‌পতি 'গৌড়বধ' নামক প্রাকৃত কাব্য রচনা করেন। বোধ হয় উক্ত যশোবর্ম্মাই গৌড়েশ্বরকে পরাজয় করিয়া নিজ নামে যশোবর্ম্মপুর স্থাপন করিয়া যান। এই যশোবর্ম্মার পুত্রের নাম আমরাজ। রাজশেখরের প্রবন্ধচিন্তামণি পাঠে জানা যায় যে, গৌড়াধিপ 'ধর্ম্ম' জৈনাচার্য্য বপ্পভট্টসূরির শিষ্য আমরাজের প্রবল শত্রু ছিলেন। বপ্পভট্টসূরির সরস্বতী-স্তোত্র পাঠে জানা যায় যে, বীরনির্ব্বাণের ১৩০০ বর্ষ পরে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। ৮৯৫ সম্বতে তাঁহার মৃত্যু হয় ††। রাজশেখরের প্রমাণানুসারে গৌড়রাজ ধর্ম্ম যখন আমরাজের সমসাময়িক, তখন তিনিও যে ৮৩০ হইতে ৮৯৫ সম্বতের মধ্যে জীবিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৌড়রাজ ধর্ম্মপাল বহুদিন রাজত্ব করেন। [ধর্ম্মপাল দেখ।] এরূপ স্থলে তাঁহার পুত্র দেবপাল ৮৯৫ সংবতের পর রাজা হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যায়। ব্রহ্মখণ্ডে দেবপালের যে সময় দেওয়া আছে, তাহা অনেকটা ঐ সময় হইয়া পড়ে। তাম্রশাসনে দেবপালের পুত্রের নাম রাজ্যপাল, তিব্বতের তারানাথের মতে রামপাল এবং উক্ত ব্রহ্মখণ্ডের মতে দেবপালের পুত্রের নাম শরণপাল। দিনাজপুর ও মুঙ্গের অঞ্চলে দেবপালের অনেক কীর্ত্তি পড়িয়া আছে।

২ কান্যকুব্জের একজন বিখ্যাত রাজা। হেরম্বপালের পুত্র। ক্ষিতিপালের পর ইনি কনোজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সীয়ডোণীর খোদিতলিপি অনুসারে ইনি ১০০৫ সম্বতে রাজত্ব করিতেন §।

৩ পঞ্চালের (বদাউনের) একজন বিখ্যাত রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা। গোপালদেবের পুত্র এবং মদনপালের কনিষ্ঠ সহোদর ও উত্তরাধিকারী। ধারার একজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা। ১২৭৫ সংবতে ইনি রাজত্ব করিতেন, খোদিতলিপি হইতে জানা যায় *।

‡ Indian Antiquary, Vol. XVII. P. 309.

†† Peterson's Report on the search of Sanskrit Mss, 1886-92, P. LXXXII,

§ Epigraphia Indica, Vol. I. P. 130, 170.

* Indian Antiquary, Vol. XX. P. 310.

৪ হরিপালের পুত্র, কাঠকগৃহ্যসূত্রভাষ্য-রচয়িতা

দেবপালিত (ত্রি) দেবেন মেঘাম্বুনা পালিতঃ। ১ দেবমাতৃক দেশ, যে দেশে কেবল বৃষ্টির জলে শস্যাদি উৎপন্ন হয়। ২ সুরক্ষিত, দেবতা কর্ত্তৃক পালিত। দেবা এনং পাল্যাসুঃ আশিষি সংজ্ঞায়াং ক্ত। ৩ সংজ্ঞাভেদ।

দেবপীয়ু (পুং) দেবান্ পীয়তি হিনস্তি পীয়-উন্। দেবদ্বেষ্টা অসুর। "অপেতো যন্তু পণয়ো হসুম্নাং দেবপীয়বঃ"

(শুক্লযজুঃ ৩৫।১)

'দেবপীয়বঃ দেবদ্বিষঃ।' (বেদদীপ)

দেবপুত্র (পুং) দেবানাং পুত্রঃ, ৬তৎ। ১ দেবকুমার। (স্ত্রী) দেবস্য পুত্রীব প্রিয়ত্বাৎ। ২ এলা। ৩ দেবকন্যা।

দেবপুর্ (স্ত্রী) দেবানাং পূঃ সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন অপ্। দেবতাদিগের পুরী, অমরাবতী।

দেবপুর (স্ত্রী) অমরাবতী।

দেবপুরী (স্ত্রী) দেবানাং পুরী ৬তৎ। অমরাবতী।

দেবপূজ্য (পুং) দেবানাং পূজ্যঃ ৬তৎ। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি।

দেবপ্রতিকৃতি (স্ত্রী) দেবানাং প্রতিকৃতিঃ প্রতিমা ৬তৎ। দেবপ্রতিমা।

দেবপ্রতিমা (স্ত্রী) দেবানাং প্রতিমা ৬তৎ। দেব-প্রতিমূর্ত্তি। [দেবতাপ্রতিমা দেখ।]

দেবপ্রয়াগ, হিমালয়ের তিহরীজেলার মধ্যে গঙ্গা ও অলকনন্দা নদীর সঙ্গমে অবস্থিত একটী পুণ্যস্থান। স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে (৪৭।৫০ ও ৬১ অধ্যায়ে) এই পুণ্যভূমির মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখানে দেবপ্রয়াগ ও ব্রহ্মকুণ্ড এই দুইটী তীর্থই প্রধান, এতদ্ভিন্ন এখানে অনেক তীর্থ আছে। ভাগীরথীর উত্তরে শিবলিঙ্গ, দুইটী নদীর মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, নদীসঙ্গমে বৈতালিক শিলা, বেতালকুণ্ড, শিবতীর্থ, সূর্য্যকুণ্ড, বাশিষ্ঠতীর্থ, বারাহীতীর্থ, বারাহীশিলা, পুষ্পমালাতীর্থ, প্রদ্যুম্নস্থল, প্রদ্যুম্নস্থলের নিকট বৈজপায়ন ক্ষেত্র, এখানে গুহা মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে গৃধ্রাচলের নিকট বিল্বতীর্থ। সূর্য্যকুণ্ডের উত্তরে ঋষিকুণ্ড, গঙ্গার দক্ষিণকূলে সৌরকুণ্ড, নদীর দক্ষিণকূলে তণ্ডেশ্বর লিঙ্গ, তথা হইতে ৪ ধনু অন্তরে দানবতী নদীর নিকট দানবেশ্বর-মন্দির, দানবতীর মোহানার নিকট বিশ্বেশ্বর, মহালিঙ্গ, তাটকেশ্বর, তুণ্ডীশ্বর ও দানবেশ্বর লিঙ্গ। দেবপ্রয়াগের দক্ষিণে যেখানে নবালিক ধারা ভাগীরথীর শাখার সহিত মিলিত আছে, সেখানে ইন্দ্রপ্রয়াগতীর্থ, ইন্দ্রকুণ্ড ও ধর্ম্মকুণ্ড। তাহার দক্ষিণে বসুতীর্থ, ব্রহ্মধারা ও ইন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ। নবালিকের পূর্ব্বে ত্রিশূলতীর্থ, তাহার দক্ষিণে

উর্ম্মিকানদী ও বৈনতেয় নদী, এই দুই নদীর সঙ্গমে গরুড়েশ্বরলিঙ্গ, তাহার দক্ষিণে বিভাবিনী নদী, নদীসঙ্গমে ভাবেশ্বরী দেবীর মন্দির, তাহার বামে মেন্দনদী ও দক্ষিণে রাজেন্দ্রী নদী, উভয় নদীর সঙ্গমে পৃথ্বীতীর্থ। দক্ষিণে কপর্দ্দিক শৈলের উপর কপিঞ্জলা নদী, পূর্ব্বে চন্দ্রকূট ও দেবেশ্বর শৈলের নিকট চন্দ্রতোয়া নদী। তৎপরে লাঙ্গলশৈল, এখানে লাঙ্গলেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে মঞ্জুকূলা নদী, এই নদীর সঙ্গমে ভীমতীর্থ। দেবপ্রয়াগে এই সকল পুণ্যতীর্থ আছে। অনেক হিন্দু সন্ন্যাসী ও হিমালয়বাসী হিন্দুগণ ঐ সকল তীর্থদর্শনে আসিয়া থাকে।

দেবপ্রভসূরি, উপাধি মলধারী। একজন জৈনাচার্য্য। ইঁহার কোটিকগণ, মধ্যমশাখা, শ্রীপ্রশ্নবাহনকুল ও হর্ষপুরীয় গচ্ছ। গুর্জ্জররাজ সিদ্ধরাজের সমসাময়িক হেমসূরির শিষ্য বিজয়সিংহ সূরি, তাঁহার শিষ্য চন্দ্র সূরি, তাঁহার শিষ্য মুনিচন্দ্র সূরি, দেবপ্রভ এই মুনিচন্দ্রের শিষ্য।

ইনি পাণ্ডবচরিত্র ও মৃগাবতীচরিত্র নামক কএকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। যশোভদ্র ও নরচন্দ্র দেবপ্রভের জন্য পাণ্ডবচরিত্র সংশোধন করেন।

দেবপ্রশ্ন (পুং) দেবান্নুদ্দিশ্য প্রশ্নঃ বা দেবানাং গ্রহদেবতানাং প্রশ্নঃ। গ্রহনক্ষত্রাদি ঘটিত জিজ্ঞাসা। দেবতাদিগের প্রতি শুভাশুভ বিষয়ক প্রশ্ন। পর্য্যায়—উপশ্রুতি। (হেম॰)

দেবপ্রসূত (ত্রি) দেবতা হইতে জাত।

দেবপ্রস্থ (পুং) সেনাবিন্দু নৃপের পুরী, কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বে অবস্থিত।

"স দেবপ্রস্থমাসাদ্য সেনাবিন্দোঃ পুরং প্রতি।" (ভারত ২।২৬ অঃ)

দেবপ্রিয় (পুং) দেবানাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। ১ পীতভৃঙ্গরাজ। ২ বকবৃক্ষ। (রাজনি॰)

দেববধূ (স্ত্রী) দেবানাং বধূঃ ৬তৎ। অপ্সরা।

দেববন্ধু (পুং) ঋষিভেদ।

দেববলা (স্ত্রী) দেবানামিব বলং যস্যাঃ। ১ সহদেবী লতা, বলাভেদ। ২ ত্রায়মাণা লতা, বলাডুমুর।

দেববলি (পুং) দেবার্থং বলিঃ। দেবতার নিমিত্ত উপহার।

দেববাহু (পুং) ১ যদুবংশীয় হৃদীকপুত্রভেদ। (ভাগ॰ ৯।২৪।২৭) ২ ঋষিভেদ। (হরিবংশ ২৬১ অঃ)

দেববোধ (পুং) মহাভারতের একজন টীকাকার।

দেববোধিসত্ত্ব, একজন বোধিসত্ব।

দেবব্রহ্মন্ (পুং) দেব ইব ব্রহ্মা। নারদ। (ত্রিকা॰)

দেবব্রাহ্মণ (পুং) দেবপূজক ব্রাহ্মণঃ। দেবল, যাহারা দেব পূজা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

দেবভদ্র, ১ একজন চন্দ্রগচ্ছীয় বিখ্যাত জৈনাচার্য্য, ভদ্রেশ্বর সূরির শিষ্য ও প্রবচনসারোদ্ধারের বিখ্যাত টীকাকার সিদ্ধসেনের গুরু। ইনি প্রমাণ-প্রকাশ, শ্রেয়াংসচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ১২৪২ সম্বতের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

২ রাজা ভোজের সমসাময়িক একজন কবি।

৩ একজন প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থকার। ইনি প্রাকৃত ভাষায় 'পাসনাহচরিয়' (পার্শ্বনাথচরিত্র), সম্বেগরঙ্গশালা, আরধণশাস্ত্র, বীরচরিয় (বীরচরিত্র), কহারয়ণকোস (কথারত্নকোশ) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে কহারয়ণকোস ১১৫২ সম্বতে এবং বীরচরিয় ১১৬৮ সম্বতে ভরোচ নগরে সম্পূর্ণ হয়।

ইঁহার গুরুর নাম প্রসন্নচন্দ্র ও উপাধ্যায়ের নাম সুমতি। ইনি অভয়দেব সূরির আদেশে চিট্টোরে মহাবীরের মন্দিরে 'জিনবল্লভ' প্রতিষ্ঠা করেন।

৪ উপদেশরত্নকোশ-টীকাকার।

দেবভদ্রপাঠক, একজন বেদবিদ্ পণ্ডিত। বলভদ্রের ঔরসে ভাগীরথীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি কাত্যায়নকল্পসূত্রের 'কাত্যায়নপ্রয়োগসার' নামে একখানি পদ্ধতি রচনা করেন।

দেবভবন (ক্লী) দেবানাং ভবনং ৬তৎ। ১ স্বর্গ। ২ অশ্বত্থবৃক্ষ। ৩ দেবপ্রতিমালয়।

দেবভাগ (পুং) দেবানাং ভাগঃ ৬তৎ। দেবতাদিগের ভাগ। সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত লবণসমুদ্র হইতে উত্তরস্থিত উত্তর গোলরূপ পদার্থ।

"ততঃ সমন্তাৎ পরিধিঃ ক্রমেণায়ং মহার্ণবঃ।
মেখলেব স্থিতো ধাত্র্যা দেবাসুরবিভাগকৃৎ॥" (সূর্য্যসি॰)

'তেন সমুদ্রাদুত্তরং ভূগোলস্যার্দ্ধং জম্বুদ্বীপং দেবানাং।' (রঙ্গনাথ)

লবণ-সমুদ্র হইতে উত্তরস্থিত ভূগোলের অর্দ্ধ জম্বুদ্বীপ পর্য্যন্ত দেবতাদিগের বিভাগ। দেবায় দেয়ো ভাগঃ। ২ দেবতাকে দেয় ধনাদি ভাগভেদ। ৩ দেবতাদিগের ভাগ।

দেবভীতি (স্ত্রী) দেবেভ্যোভীতিঃ। ১ দেব হইতে ভয়। ২ দেবতাদিগের ভয়।

দেবভূ (পুং) দেবং দেবত্বং ভবতে ভূ-কিপ্। দেব, দেবতা। দেবানাং ভূ নিবাসভূমিরুৎপত্তিস্থানং বা যস্য। স্বর্গ।

দেবভূতি (স্ত্রী) দেবাৎ দেবলোকাৎ ভূতিরুৎপত্তির্যস্যাঃ। মন্দাকিনী। দেবানাং ভূতিঃ ৬তৎ। ২ দেবতাদিগের ঐশ্বর্য্য।

দেবভূমি (স্ত্রী) দেবানাং ভূমিঃ ৬তৎ। ১ স্বর্গ। ২ দেবতাদিগের প্রিয় ভূমি।

দেবভূয় (ক্লী) দেবস্য ভাবঃ ভূ-ক্যপ্। (ভুবো ভাবে। পা ৩।১।১০৭) ১ দেবত্ব। ২ দেবসাযুজ্য।

দেবভৃৎ (পুং) দেবং বিভর্ত্তি পালয়তি ভৃ-কিপ্। ১ ইন্দ্র। ২ বিষ্ণু। "দেবেশো দেবভৃদ্ গুরুঃ।" (বিষ্ণুস°) 'দেবভৃৎ শক্রস্তস্য গুরু শাস্তা।' (ভাষ্য)

দেবভোজ্য (ক্লী) দেবৈব ভোজ্যং। অমৃত।

দেবভ্রাজ্ (পুং) দেবেষু ভ্রাজতে ভ্রাজ-কিপ্। সূর্য্যবংশীয় দেবভেদ। "পুরা বিবস্বতঃ সর্ব্বে মহাংস্তেষাং তথাপরঃ।
দেবভ্রাট্ তনয়স্তস্য সুভ্রাড়িতি ততঃ স্মৃতঃ॥"
(ভারত আদি ১অঃ)

দেবমঞ্জর (ক্লী) কৌস্তুভমণি।

দেবমণি (পুং) দেবেষু মণিরিব। স্বর্গ, সূর্য্য। দেবঃ দ্যোতনশীলঃ মণিঃ। ২ কৌস্তুভ। ৩ অশ্বরোমাবর্ত্ত।
"আবর্ত্তিনঃ শুভফলপ্রদশুক্তিযুক্তাঃ
সম্পন্নদেবমণয়ো ভৃতরন্ধ্রভাগাঃ। (শিশুপালবধ ৫।৪)
৪ মহামেদা।

দেবমত (ত্রি) দেবানাং মতঃ ৬তৎ। ১ দেবসম্মত। (পুং) ২ ঋষিভেদ। (ভারত আশ্ব° ২৪ অ°)

দেবমাতৃ (স্ত্রী) দেবানাং মাতা ৬তৎ। ১ দেবতা জননী। ২ অদিতি। ৩ দাক্ষায়ণী। [মাতৃকা দেখ।]

দেবমাতৃক (ত্রি) দেবো বৃষ্টির্মাতেব শস্যোৎপাদনেন পালকত্বাৎ জননীব যস্য কপ্। বৃষ্ট্যম্বুসম্পন্ন ব্রীহিপালিত দেশ, যে দেশের শস্যাদি একমাত্র বৃষ্টির জলদ্বারা উৎপন্ন হয়; দেশ তিন প্রকার দেবমাতৃক, নদীমাতৃক ও উভয়মাতৃক। ইহার মধ্যে যে দেশ বৃষ্টিদ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহাকে দেবমাতৃক দেশ কহে।
"কচ্চিৎরাষ্ট্রে তড়াগানি পূর্ণানি চ বৃহন্তি চ।
ভাগশো বিনিবিষ্টানি ন কৃষির্দেবমাতৃকা॥" (ভারত ২।৫।৭৮)

দেবমাদন (পুং) দেবমোহনকারী সোম।

দেবমান (ক্লী) দেবানাং মানং কালপরিচ্ছেদঃ। দিব্যমান, মনুষ্যদিগের সৌরবর্ষাত্মককালে দেবতাদিগের একদিন, এইরূপ ৩০ দিনে মাস এবং ১২ মাসে বৎসর হয়; এই পরিমাণকে দেবমান কহে।
ব্রাহ্ম্য, দিব্য, পিত্র্য, প্রাজাপত্য, গুরু, সৌর, সাবন, চান্দ্র ও ঋক্ষ এই নয় প্রকার মান। দেবেষু মানোহস্য রমণীয়ত্বাৎ। ২ দেবযোগ্য গৃহাদি।
"বেশ্মপরিষ্কৃতং দেবমানেব চিত্রস।" (ঋক্ ১০।১০৭।১০)
'দেবমানেব দেবমানমিব রমণীয়ং প্রথমাস্থানে আকারাদেশচ্ছান্দসঃ।' (সায়ণ)

দেবমানক (পুং) দেবেষু মানো যস্য কপ্। সংজ্ঞায়াং কন্ বা। কৌস্তুভমণি, দেবমণি।

দেবমায়া (স্ত্রী) দেবানাং মায়া ৬তৎ। অবিদ্যা বন্ধহেতু, পরমেশ্বরের মায়া, এই মায়াই সকলপ্রকার বন্ধের প্রতিকারণ। [মায়া দেখ।]

দেবমার্গ (পুং) দেবোপলক্ষিতো মার্গঃ। ১ অর্চ্চিরাদি দেবাধিষ্ঠিত দেবযান পথ। ২ দেবাধিষ্ঠিতপথ মাত্র।
"তে বিকৃষ্টাশ্চ বাহুভ্যাং দেবমার্গং চ দর্শিতাঃ।"
(রামায়ণ ৬।৬১।৪)

দেবমাস (পুং) দেবায় ক্রণস্য ক্রীড়নায় যো মাসঃ অত্র হি স্মৃতেরোজসশ্চ প্রাদুর্ভাবাৎ গর্ভস্য ক্রীড়নাদিত্বাৎ তথাত্বং। ১ গর্ভের অষ্টমমাস। গর্ভের পর অষ্টমমাসে স্মৃতি ও ওজোধাতুর উৎপত্তি হয়, এইজন্য গর্ভের অষ্টমমাসই দেবমাস। পর্য্যায়—গর্ভাষ্টম। দেবানাং মাসঃ। ২ মনুষ্য পরিমাণ ৩০ বৎসরে এক দেবমাস।

দেবমিত্র (পুং) দেবো মিত্রং যস্য। ১ সংজ্ঞাভেদযুক্ত মনুষ্যাদি। (স্ত্রী) ২ কুমারানুচর মাতৃভেদ।
(ভারত শল্যপ° ৪৭ অঃ)

দেবমীঢ় (পুং) যদুবংশীয় নরপতি ভেদ।
(ভারত দ্রোণপ° ১৪৪ অঃ)

দেবমীঢ়ুষ (পুং) ১ হৃদীকের পুত্রভেদ। ২ দেবমীঢ় বসুদেবপিতামহ।
"অশ্মক্যাং জনয়ামাস শূরং বৈ দেবমীঢ়ুষঃ।
মহিষ্যাং জজ্ঞিরে শূরাদ্ভোল্যাযাং পুরুষাদশ॥" (হরিব° ৩৫ অঃ)

দেবমুনি (পুং) দেব ইব মুনিঃ। ১ দেবর্ষি নারদাদি। ২ তুরাখ্য ঋষি।
"এতেন বৈ তুরো দেবমুনিঃ সর্ব্বামৃদ্ধিমাপ্নোৎ।"
(পঞ্চবিংশব্রা° ২৫।১৪)

দেবযজ্ (পুং) দেব ইজ্যন্তে ২ত্র যজ-আধারে কিপ্। দেবযজনযোগ্য অগ্নিভেদ। "অপাগ্নে অগ্নিমাসাদং হি নিষ্ক্রব্যাদং সে আ দেবযজং আ বহ।" (শুক্লযজুঃ ১।১৭)

দেবযজন (ক্লী) দেবা ইজ্যতে ২ত্র যজ আধারে ল্যুট্। বেদিস্থান। "অপাবরুং পৃথিব্যৈ দেবযজনাদ্ বধ্যাসং।" (শুক্লযজুঃ ১।১৫) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দেবযজনী। ২ পৃথিবী। "পৃথিবি। দেবযজন্যোষধ্যাস্তে মূলং মা হিংসিষং।" (শুক্লযজুঃ ১।১৪) 'হে দেবযজনি হে পৃথিবি' (বেদদীপ) ৩ যাগাধিকরণস্থান মতে যে স্থানে যাগ করা যায়।

দেবযজ্বি (পুং) দেবং যজতে যজ-ইন্। দেবযাজক, যাহারা দেবতাযজ্ঞ করে।
"অগ্নো বিজান্ দেবযজীন্ নিহন্মঃ।" (ভট্টি)

দেবযজ্ঞ (পুং) দেবানাং যজ্ঞঃ ৬তৎ। পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত হোমরূপ গৃহস্থদিগের নিত্যকর্ত্তব্য যজ্ঞভেদ; গৃহস্থদিগের প্রতি-

দিন দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। গৃহস্থগণ প্রতিদিন পঞ্চ-সূনাজনিত যে পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা এই পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা বিনষ্ট হয়। "তদ্যদগ্নৌ জুহোতি স দেবযজ্ঞঃ যদ্বলিং করোতি স ভূতযজ্ঞঃ, যৎ পিতৃভ্যো দদাতি স পিতৃযজ্ঞঃ, যৎ স্বাধ্যায়মধীয়তে স ব্রহ্মযজ্ঞঃ যৎ মনুষ্যেভ্যো দদাতি স মনুষ্যযজ্ঞঃ।" (আশ্ব° গৃ° ৩।১।২।৩) প্রতিদিন ইষ্টদেবতার উদ্দেশে যে হোম করা যায়, তাহাকে দেবযজ্ঞ, যে সকল উপ-হারাদি প্রদান করা যায়, তাহাই ভূতযজ্ঞ, পিতৃদিগের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করা যায়, তাহাকে পিতৃযজ্ঞ, বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ এবং অতিথিসেবা ও দানের নাম মনুষ্যযজ্ঞ। এই পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা দৈনন্দিন পঞ্চপাতক বিনষ্ট হয়।

দেবযজ্যা (স্ত্রী) দেবানাং যজ্যাঃ যাগঃ টাপ্। দেবতার নিমিত্ত যাগক্রিয়া। "দৈব্যায় কর্ম্মণে শুন্ধধ্বং দেবযজ্যায়ৈ।" (শুক্লযজুঃ ১।১৩)

'দেবযজ্যায়ৈ দেবসম্বন্ধিন্যৈ যাগক্রিয়ায়ৈ' (বেদদীপ)

দেবয়া (ত্রি) দেবতাগণকে প্রাপয়িতা, যাহারা দেবতাদিগকে পাওয়ান। "ধিয়ং ধিয়ং বো দেবয়া উদর্ষিধ্বে।" (ঋক্ ১।১৬৮।১)

'দেবয়া দেবান্ প্রাপয়িতারঃ।' (সায়ণ)

দেবযাজিন্ (পুং) দেবং যজতে যজ-ণিনি। ১ আত্মভেদে দেবার্থ যাগকারক।

"অথ হ স দেবযাজী যো বেদ দেবানেবাহমিদং।" (শতপথব্রা° ১১।২।৬।১৪)

২ কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্য ৭৬ অঃ)

দেবযাত (ত্রি) দেবং দেবত্বং যাতঃ। দেবত্বপ্রাপ্ত, যিনি দেবতা হইয়াছেন।

তস্য বিষয়োঃ দেশঃ রাজন্যা° বুঞ্। দেবযাতক, তদ্বিষয়ক দেশ। দেবযাতকের পাঠান্তর দেবযাতব এইরূপ দেখা যায়। সেইস্থলে দেবযাতু স্বার্থে অণ্।

দেবযাত্রা (স্ত্রী) দেবানাং যাত্রা। দেবোৎসবাদি। দেব-প্রতিমার স্থানান্তরে আনয়নরূপ গতি।

দেবযাত্রিন্ (পুং) দানবভেদ।

"সোমপো দেবযাত্রী চ প্রবরো বীরমর্দ্দনঃ।" (হরিব° ২৪ অঃ)

দেবযান (ক্লী) যায়তে হনেন যা করণে ল্যুট্, দেবানাং যানং ৬তৎ। দেবতাদিগের গতিসাধন রথভেদ, বিমান।

দেবঃ পরেশঃ যায়তে হনেন মার্গেন যা করণে ল্যুট্। ২ অর্চ্চিরাদি মার্গরূপ পথ।

"অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ" (বেদান্ত° ৪।৩।১ সূত্র)

বেদান্তদর্শনে অর্চ্চিরাদি পথের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই সমানরূপে উৎক্রান্তি অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে শরীর ত্যাগ হয়। অজ্ঞানীও উৎক্রান্ত হন, জ্ঞানীও উৎক্রান্ত হন। প্রভেদ এই যে জ্ঞানীর উৎক্রমণের পথ ভিন্ন। জ্ঞানী শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে উৎক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধলোক গমন করেন। অজ্ঞানী তাহা পারে না। কিন্তু শাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, উৎক্রান্তির পর জ্ঞানী উপাসকদিগের গতি ও গন্তব্য পথ একরূপ নহে, বিভিন্ন প্রকার। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা সকলেই অর্চ্চিঃ। অর্চ্চিঃ হইতে অহ এইরূপে গমন করেন অর্থাৎ দেবযানপথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এইটীই ব্রহ্মলোক-গমনের প্রসিদ্ধ পথ। সাধক প্রথমতঃ অর্চ্চিতেজঃসম্পন্ন হন, পরে অর্চ্চি হইতে দিনদেবতায় গমন করেন। ব্রহ্মলোকগমনের এক পথ আছে, তাহার নাম দেবযান। উপাসক এই দেবযান পথ অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ অগ্নিলোকে গমন করে। আরও অনেক প্রকার পথের বিষয় উল্লিখিত আছে, বিভিন্ন প্রকার পথের শ্রুতি থাকায় সংশয় হয়, ঐ সকল পথ বাস্তবিক ভিন্ন কি না? শ্রুতিতে কি বাস্তবিকই বিভিন্ন পথের উল্লেখ আছে। না একই পথ নানা প্রকার বিশে-ষণে বিশেষিত হইয়াছে। সামান্য দৃষ্টিতে দেখিলে ঐ পথ সকল বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইবে, আর ইহার মধ্যে অনু-প্রবিষ্ট হইলে দেখা যাইবে, সকল পথই এক, বিভিন্ন নহে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মাত্রেই প্রথমে অর্চ্চিঃ, তৎপরে অহ, এইরূপে গমন করেন। কারণ এই যে ঐ পথই প্রথিত ব্রহ্মজ্ঞ-দিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ছান্দোগ্যউপনিষদের পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-প্রকরণে উল্লিখিত আছে, যাহারা অরণ্যে থাকিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহাদের অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয়। কিন্তু ইহা সকল উপাসকের নহে। শাস্ত্রে যে সকল উপাসনার ফলস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট গতি অভিহিত হয় নাই, সেই সকল উপাসনাতেই উপাসকের অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন পথবোধক শব্দ উচ্চারিত হইলেও বস্তুতঃ সে সকলের অভিধেয় এক, অর্থাৎ পথ এক। সেই একই পথ বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত হই-য়াছে। সেই বিশেষণের বিশেষ্যভূত পথ এক, দুই বা ততোধিক নহে। প্রত্যেক স্থলেই সেই শাস্ত্র বিদিত দেবযান পথের একদেশ অর্থাৎ এক এক অংশ প্রত্যভি-জ্ঞাত হয়, অর্থাৎ সেই পথই এইরূপে অনুভূত হয়। সুতরাং একত্রোক্ত পথের সহিত অন্যত্রোক্ত পথ বিশেষণ সকলের সমন্বয় হওয়াই সঙ্গত। সকল শাস্ত্রেই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ব্রহ্মগমনের পথ এক। কিন্তু যে যে প্রকরণে

যে প্রকার পথ বিশেষণ বা পথবোধক শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, সমুদায়ই সেই ব্রহ্মপথের বিশেষণ। শ্রুতি দেবযান ও পিতৃযান এই দুই পথ বর্ণনা করিয়া পরে বলিয়াছেন, উভয় পথভ্রষ্টদিগের স্থান অতি কষ্টকর, এবং তাহা তৃতীয় বলিয়া গণ্য। শ্রুতি সেই কষ্টদায়ক তৃতীয় স্থানের কথা বলাতেই বুঝা যাইতেছে, পিতৃযান পথের অতিরিক্ত দেবযান নামে অন্য একটী পথ আছে, এবং সে পথটী অর্চ্চিঃ প্রভৃতি বহু পর্ব্বযুক্ত, ইহার ভাবার্থ এইরূপ যে শুভপথ অনেক থাকিলে শ্রুতি তৃতীয় স্থান এরূপ নির্দ্দেশ করিতেন না। অর্চ্চিঃশ্রুতিতে দেখা যায়, এই পথের অনেকগুলি পর্ব্ব বা বিভাগ আছে। উপাসকগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাহাদের সেই ব্রহ্মলোক গমনের পথ কিরূপ সন্নিবেশ বিশিষ্ট, কি রূপেই বা সেই একই পথ শ্রুতিতে নানা বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে? ইহার উত্তরে এইরূপ সূত্র বিনিবদ্ধ হইয়াছে—

"বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাং" (বেদান্তসূ° ৪।৩।২)

ব্রহ্মলোক-জিগমিষু দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ অগ্নিলোকে আসেন, পরে বায়ুলোকে, বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে, প্রজাপতিলোকে ও ব্রহ্মলোকে আগমন করেন, ইহাতে প্রথমতঃ অগ্নিলোক গমনের উল্লেখ আছে, অন্য শ্রুতিতে প্রথমতঃ অর্চ্চিঃ প্রাপ্তির বিষয় উল্লেখ আছে, দেখিতে গেলে অর্চ্চিঃ শব্দ ও অগ্নিলোক শব্দ তুল্যার্থ বলিয়া প্রতীত হইবেক। অর্চ্চিঃ ও অগ্নিশব্দে জ্বলন বুঝায়,—সুতরাং অর্চ্চিঃ ও অগ্নি এই দুইয়ের অর্থ এক হওয়ায় কোন রূপ অসঙ্গতি হয় না। ছান্দোগ্যোক্ত দেবযান পথের বর্ণনায় বায়ুলোকগমনের উল্লেখ নাই, কিন্তু বায়ুলোক ও দেবযান পথের এক পর্ব্ব,—কিন্তু ছান্দোগ্যে তাহার উল্লেখ নাই, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে, ইহার উত্তর এই যে উপাসকগণ প্রথমে অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হন, অর্চ্চিঃ হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণে, ষণ্মাসাত্মক উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসরে ও সংবৎসর হইতে আদিত্যে গিয়া সম্ভূত হন ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিতে যে সংবৎসর ও আদিত্য শব্দ আছে, বায়ুর সন্নিবেশ তদুভয়ের মধ্যে। অর্থাৎ সংবৎসরের পরে বায়ুতে সম্ভূত হন, তৎপরে আদিত্যলোকে গমন করেন। এই শ্রুতি সামান্যতঃ বায়ুলোকগমনের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কিরূপ ক্রমে বায়ুলোকে গতি হয়, তাহা বলেন নাই। এই কথা বিশেষ করিয়া না বলায়, সুতরাং অবিশেষ উপদেশ হইয়াছে। অন্যান্য শ্রুতিতে ইহার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। যখন উপাসক পুরুষ এ লোক হইতে পরলোক গমন করেন, তখন এই দেহ ত্যাগ করিয়া বায়ুলোক প্রাপ্ত হন। বায়ু তাহাতে প্রাপ্ত হয়, হইয়া তাহার জন্য আপনাতে প্রদান করেন, তখন তিনি সেই অবকাশে আদিত্যে গমন করেন। ইহাই বিশেষোপদেশ। এই উপদেশে আদিত্যগমনের পর বায়ুলোক গমন পাওয়া যাইতেছে। ইত্যাদিরূপে বিশেষ করিয়া দেখিলে কোনরূপ আর বিরোধ বা অসঙ্গতি হয় না।

কৌষিতকি-শ্রুতিতে অগ্নির পরে বায়ুপর্ব্বের উল্লেখ আছে; ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বায়ুর পর বরুণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে বিদ্যুৎ লোকের কথা আছে, সেই বিদ্যুৎ লোকের উপরে বরুণের স্থান, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কারণ বিদ্যুতের সহিত বরুণের নিকট সম্বন্ধ থাকা দৃষ্ট হয়। বিদ্যুৎ ও বরুণ উভয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকায় এইরূপে অনুমিত হইতে পারে। তখনই দেখা যায় অতি বিশাল বিদ্যুৎ সকল অতি তীব্র মেঘনির্ঘোষে মেঘোদরে নৃত্য করে, তখনই অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই জলবর্ষণ উপস্থিত হয়। বরুণের উপর ইন্দ্র ও প্রজাপতি, এই দুইয়ের স্থান অর্চ্চিঃ বা অগ্নি, তৎপরে দিন, তৎপরে শুক্লপক্ষ, তৎপরে উত্তরায়ণ, এই যে বলা হইল, বস্তুতঃ ঐ সকল কি? অর্থাৎ কিংস্বরূপ? ঐ সকল কি দেবযান পথের এক একটী স্থান, অর্থাৎ চিহ্ন? কি ঐ সকল ব্রহ্মলোকপ্রস্থিত উপাসক জীবের ভোগ স্থান, অথবা তাহাদিগের বাহক বিশেষ? প্রশ্নের প্রথম উত্তরে পাওয়া যায়, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি দেবযান পথের চিহ্নস্বরূপ। কারণ উপদেশের স্বরূপ প্রায় ঐ রূপই হয়। যেমন কোন লোক কোন এক নগরে অথবা গ্রামে যাইবেক, পথজ্ঞ উপদেষ্টা যেমন তাহাকে বলে, অর্থাৎ উপদেশ করে, এ স্থান হইতে অমুক পাহাড়, তারপর এক বৃহৎ বটবৃক্ষ, তৎপরে নদী, তৎপরে গ্রাম, সে স্থানে গেলে অথবা তথা হইতে গন্তব্য নগর পাইবে, এই যেমন দৃষ্টান্ত তেমনি অর্চ্চিঃ, অর্চ্চি হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। প্রথম প্রত্যুত্তরে মনস্তুষ্টি না হওয়ায় দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ কর, অর্থাৎ ঐ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি এক একটী ভোগ স্থান। এইরূপ অবধারণ কর। শ্রুতি 'অগ্নিলোকং আগচ্ছতি' ইত্যাদি ক্রমে অগ্নি প্রভৃতি কএকটী পথপর্ব্বে লোক শব্দ যোজিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীতি হয়, ঐ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি সমস্তই লোক বিশেষ, লোক শব্দও প্রাণীদিগের ভোগায়তন বুঝায়। যেমন মনুষ্যলোক, দেবলোক, পিতৃলোক ইত্যাদি।

অর্চ্চিঃ প্রভৃতির ভোগভূমিত্ব পক্ষ স্থিরীকৃত হইয়াছে, আতিবাহিকপক্ষ নহে। যেহেতু অর্চ্চিঃ প্রভৃতি অচেতন, সেই হেতু তাহাদের আতিবাহিকত্ব অনুপপন্ন। লোক মধ্যে দেখা যায়, সচেতন জীবেরাই রাজকর্ত্তৃক কি অন্য কর্ত্তৃক অথবা স্বয়ং প্রযুক্ত হইয়া পথে ও দুর্গম প্রদেশে অতিবহনীয় জীবদিগকে বহন করে। ইহার সিদ্ধান্তে এইরূপ লিখিত আছে, ঐ সকল অর্থাৎ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ চিহ্ন নহে, ভোগস্থানও নহে, উহারা আতিবাহিক চেতন। চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ হইতে তাহাদিগকে অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। অর্চ্চিঃ প্রভৃতি সমুদয় পর্ব্বকে বাহকরূপে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ। অর্চ্চিঃ হইতে বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত সমস্তই চেতন, দেবাত্মা ও ব্রহ্মলোকপ্রাপক নেতা বা বাহক। যে পুরুষ বিদ্যুৎ হইতে লইয়া যায়, সে ব্রহ্মলোকবাসী অমানবসত্ব। যাহারা অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে যান, তাহারা সকলেই দেহত্যাগের পর পিণ্ডিতেন্দ্রিয় হয়। (পিণ্ডিতেন্দ্রিয় অর্থে তাহাদের ইন্দ্রিয় নির্ব্বাণ ও মনে লয় প্রাপ্তি)।

অর্চ্চিঃ ভোগভূমি নহে, গন্তা তখন পিণ্ডিতেন্দ্রিয় অবস্থায় থাকে। সুতরাং তখন তাহার ভোগও অসম্ভব। যদি বল লোকবাচী ভোগ শব্দের আবশ্যক কি? ইহার প্রত্যুত্তর এই সে স্থলে গন্তার ভোগ না থাকিলেও তল্লোকবাসীদিগের ভোগ থাকায় তদুদ্দেশেই ভোগবাচী লোক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। যে লোকের অধিপতি অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অগ্নি, উপাসক সেই লোক প্রাপ্ত হইবামাত্র অগ্নি তাহাকে বহন করে, অর্থাৎ লইয়া যায় এবং বায়ুলোকের স্বামী সে লোকে যাইবামাত্র বায়ু তাহাকে বহন করে ইত্যাদি। বিদ্যুতে অভিসম্ভূত হওয়ার পর বিদ্যুতের পরবর্ত্তী অমানব পুরুষের দ্বারা বরুণাদি লোকে বাহিত হয় এবং তথা হইতে ব্রহ্মলোকে নীত হয়। সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায় ইত্যাদি শ্রুতিতে অমানব পুরুষেরই নেতৃত্ব শ্রুত আছে। বরুণ প্রভৃতি কেহ বাধা না জন্মাইয়া সাহায্য করে, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ চিহ্ন অথবা ভোগস্থান নহে, তাহারা আতিবাহিকী দেবতা এই পূর্ব্বোক্ত দেবযান পথে উপাসক অর্চ্চিঃ প্রভৃতির সাহায্যে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। (বেদান্তদর্শন)

দেবযানী (স্ত্রী) দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা। বৃহস্পতি-পুত্র কচ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যালাভের জন্য শুক্রাচার্য্যের শিষ্য হন। যুবা কচ শুক্রাচার্য্যকে সন্তুষ্ট করিয়া নৃত্য গীত, বাদ্য ও ফল পুষ্পাদি দ্বারা এবং ভৃত্যবৎ আজ্ঞানুবর্ত্তিতা দ্বারা যুবতী দেবযানীর সন্তোষ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবযানী কচের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

অসুরগণ কচের অভিপ্রায় জানিয়া একদিন তাহাকে বিনাশ করিল। দেবযানী কচের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট কহিল, হে তাতঃ! কচ এখনও প্রত্যাগত হইতেছেন না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কচ মৃত কিম্বা হত হইয়াছে। কচ ব্যতীত আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। তখন শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে তাহাকে জীবিত করেন। আর এক দিন কচ দেবযানীর আদেশে পুষ্প আহরণার্থ বনে ভ্রমণ করিতেছিল, দানবগণ ইহা জানিতে পারিয়া কচকে নিষ্পেষণ করিয়া সমুদ্র-সলিলে মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়া দিল। কচের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া দেবযানী অতিশয় কাতর হইয়া পিতাকে কহিল, কচ নিহত হইয়াছে, আমি কচ ব্যতীত ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিব না। শুক্রাচার্য্য ইহা শুনিয়া দেবযানীকে কহিলেন, হে দেবযানি! তুমি বৃথা শোক করিও না, কচ মৃত হইয়াছে, আমি বিদ্যাপ্রভাবে তাহাকে পুনঃ পুনঃ বাঁচাই; তথাচ অসুরেরা তাহাকে বিনাশ করে, অতএব তুমি শোক পরিহার কর। তোমার ন্যায় প্রভাবশালিনী নারী কোন নশ্বর ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করে না। অতএব তুমি শোক পরিহার কর। দেবযানী কিছুতেই তাহা না শুনিয়া কহিল, কচ জীবিত না হইলে আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। শুক্রাচার্য্য ইহা শুনিয়া পুনরায় কচকে বাঁচাইলেন। কচ পুনঃ পুনঃ মৃত হইয়া জীবিত হইতে লাগিল দেখিয়া দানবগণ পরামর্শ করিয়া কচকে বিনাশ করিয়া শুক্রাচার্য্যের সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। শুক্রাচার্য্য তাহা পান করিলেন। কচের আগমনকাল উত্তীর্ণ হইলে দেবযানী অতিশয় ব্যাকুল হইয়া কহিল, আমি কচকে না দেখিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারিতেছি না, কচকে জীবিত না করিতে পারিলে আমি নিরাহারে প্রাণত্যাগ করিব। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। শুক্রাচার্য্য দয়াপরবশ হইয়া কচকে আহ্বান করিলেন। কচ শুক্রাচার্য্যের উদর মধ্যে অবস্থান করিয়া উত্তর দিলেন, 'গুরো! অসুরেরা আমাকে বিনষ্ট করিয়া সুরা সহযোগে আপনাকে ভোজন করাইয়াছিল'। ইহা শুনিয়া শুক্রাচার্য্য কহিলেন, 'দেবযানি! কচত আমার উদর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, এক্ষণে আমি প্রাণত্যাগ না করিলে কচের প্রাণরক্ষা হওয়া সুকঠিন।' দেবযানী ইহা শুনিয়া কহিলেন, কচের নাশ ও আপনার মৃত্যু এই দুইই আমার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর।

তখন শুক্রাচার্য্য কচকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দিয়া কহিলেন, তুমি যদি কচরূপী ইন্দ্র না হও, তাহা হইলে তুমি এই বিদ্যালাভ কর, এবং ইহার প্রভাবে বহির্গত হও। কচ এইরূপে বিদ্যালাভ করিয়া স্বস্থানে যাইতে অভিলাষী হইলেন। ইহাতে দেবযানী কহিলেন, কচ! আমি তোমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, তোমাকে না দেখিলে ত্রিভুবন শূন্য দেখি। অতএব তুমি যথোচিত বিধানে আমার পাণিগ্রহণ কর। কচ ইহা শুনিয়া কহিলেন, শুভে! আমি তোমার পিতার শিষ্য, তুমি আমার গুরুপুত্রী, এরূপ বলা তোমার উচিত নহে। দেবযানী কহিলেন, কচ! তুমি যতদিন এখানে অবস্থিতি করিয়াছিলে, ততদিন তোমার প্রতি আমি যেরূপ ভক্তি, সৌহার্দ ও অনুরাগবতী হইয়াছি, তাহা তোমার অবিদিত নাই। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। কচ নানা প্রকার বাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন, ইহা অতি অসঙ্গত। দেবযানী বারংবার প্রত্যাখ্যানে ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, দেখ কচ! তুমি যেমন বিনাপরাধে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তেমনি তোমার মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবতী হইবে না। ইহাতে কচও দেবযানীকে শাপ দিলেন, দেবযানি! আমি ধর্ম্মলোপ ভয়ে গুরুকন্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, অতএব বিনা অপরাধে তুমি যেমন আমায় শাপ প্রদান করিলে, তেমনি তুমি শুক্রাচার্য্যের কন্যা হইয়াও কোন ব্রাহ্মণের পত্নী হইতে পারিবে না। তোমার শাপে আমার এই মন্ত্র নিষ্ফল হইবে, কিন্তু আমি যাহাকে দিব সে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে, কারণ এই গুরুদত্ত মন্ত্র অমোঘ। এই বলিয়া কচ ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। [কচ দেখ।] দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত দেবযানীর অতিশয় সখ্য ছিল। একদা উভয়ে সখীজনের সহিত জল-বিহারের নিমিত্ত কূলে বসন রাখিয়া জলে অবতরণ করিয়াছিলেন; এমন সময় ইন্দ্র বায়ুরূপ ধারণ করিয়া বস্ত্রগুলি একত্র করিয়া দেন, জলবিহারান্তে শর্ম্মিষ্ঠা ব্যস্ততা বশতঃ দেবযানীর বসন পরিধান করিলেন। এই বস্ত্র পরিধানের জন্য দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠায় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইল। এইরূপে বিবাদ হওয়ায় শর্ম্মিষ্ঠা ইহাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়া দেবযানী মরিয়াছে; এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গৃহে গমন করেন। এদিকে নহুষাত্মজ যযাতি মৃগয়া করিতে আসিয়া ইহাকে তদবস্থ দেখিয়া কূপ হইতে উদ্ধার করেন এবং তাহাকে সমুচিত সম্ভাষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বনগরে গমন করেন। দেবযানী অতিশয় শোকসন্তপ্তা হইয়া ঘূর্ণিকা নামে দাসীকে কহিলেন, 'তুমি আমার পিতার নিকট এই সংবাদ দাও।' ঘূর্ণিকা দৈত্যসভায় উপস্থিত হইয়া শুক্রাচার্য্যকে এই সংবাদ দিলেন। শুক্রাচার্য্য এই সংবাদ শুনিয়া দেবযানীর নিকটে আসিয়া দেবযানীকে নানা প্রকার বাক্যে বুঝাইলেন, কিন্তু দেবযানী কহিলেন, আমার নিষ্কৃতি হউক বা না হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, শর্ম্মিষ্ঠা আপনাকে যাহা কহিয়াছে, আপনি তাহা শুনুন। শর্ম্মিষ্ঠা ক্রোধভরে 'তোর পিতা দৈত্যগণের স্তুতিপাঠক এবং গায়ক' ইত্যাদি নানা প্রকার তিরস্কার করিয়া প্রস্থান করিল। আমি আর দৈত্যনগরে প্রবেশ করিব না।

শুক্রাচার্য্য দৈত্যনগর ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলে বৃষপর্ব্বা তাহা জানিতে পারিয়া শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। শুক্রাচার্য্য কহিলেন, দেবযানীকে প্রসন্ন কর। তখন বৃষপর্ব্বা দেবযানীর নিকটে গমন করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। দেবযানী কহিলেন, আমি এই কামনা করি, যে সহস্র কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠা আমার দাসী হউক, আমার পিতা আমাকে যেখানে দান করিবেন, শর্ম্মিষ্ঠা তথায় আমার অনুগামিনী হইবে। বৃষপর্ব্বা ইহা স্বীকার করিয়া সহস্র কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠাকে ইহার দাসীত্বে নিয়োগ করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা পিতার নিয়োগানুসারে দেবযানীর দাসীত্বে নিযুক্ত হইল। একদিন দেবযানী দাসীগণে পরিবৃত হইয়া সেই বনে ক্রীড়া করিতে গমন করিলেন এবং সেই স্থলে নানা প্রকার ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় যযাতি সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবযানী কহিলেন, মহাভাগ দুই সহস্র কন্যা ও দাসী শর্ম্মিষ্ঠার সহিত আমি আপনার অধীনা হইতেছি, আপনি আমার সখা ও ভর্ত্তা হউন। এইরূপে দেবযানী যযাতিকে সম্মত করাইয়া পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। শুক্রাচার্য্য বনমধ্যে আসিয়া যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পরে যযাতি অসুরগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ উপচার প্রাপ্ত হইয়া দেবযানী প্রভৃতির সহিত রাজধানীতে গমন করিলেন। পরে যযাতির ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার এক পুত্র হইল, দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হইতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কামলুব্ধ হইয়া অন্যায় আচরণ করিয়াছ। শর্ম্মিষ্ঠা বলিল, আমি এক তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণ হইতে এই পুত্র লাভ করিয়াছি। দেবযানী ইহাতে বিশ্বাস করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। অনন্তর দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই তিন পুত্র জন্মিল। যযাতি

হইতে শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র হইয়াছে, দেবযানী ইহা জানিতে পারিয়া নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া পিতার নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। শুক্রাচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া অধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছ, এই কারণে অনতিবিলম্বে দুর্জ্জয় বার্দ্ধক্য তোমাকে আক্রমণ করিবে। যযাতি কহিলেন, হে ভগবন্! দানবদুহিতা আমার নিকট ঋতুরক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়াই এইরূপ কার্য্য করিয়াছি, কামবশবর্ত্তী হইয়া করি নাই। কোন কামিনী ঋতুরক্ষা প্রার্থনা করিলে তাহাতে যিনি উপগত না হন, তিনি ভ্রূণহা বলিয়া অভিহিত হন। এইরূপে কাতর হইয়া যযাতি অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে শুক্রাচার্য্য বলিলেন, তোমার এই বিষয় অনুমতি লওয়া উচিত ছিল, আমার বাক্য নিস্ফল হইবার নহে, কিন্তু যদি কেহ তোমার এই জরা গ্রহণ করিয়া যৌবন প্রদান করে, তাহা হইলে তুমি পূর্ব্বের মত যৌবন ভোগ করিতে পারিবে। [যযাতি ও শর্ম্মিষ্ঠা দেখ।]

দেবযাবন্ (ত্রি) দেবং যাতি যা-বণিন্। দেবতাদিগের প্রতিগন্তা, যাহারা দেবতার উদ্দেশে গমনশীল। "দ্রবদ্ দূতী দেবযাবা বনিষ্ঠঃ" (ঋক্ ৭।১০।২)

দেবয়িতৃ (ত্রি) দিব-ণিচ্ পরিদেবনে তৃচ্। পরিদেবক, পরিদেবনকারী।

দেবয়ু (ত্রি) দেবং যাতি উপাস্যত্বেন প্রাপ্নোতি যা-কু (মৃগয্যাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮)। ১ ধার্ম্মিক। "তদস্য প্রিয় মভিপাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবয়বো মদন্তি" (ঋক্ ১।১৫৪।৫) 'দেবযবো দেবং দ্যোতনস্বভাবং বিষ্ণুং আত্মনো ইচ্ছন্তো যজ্ঞদানাদিভিঃ প্রাপ্তুমিচ্ছন্তো নরঃ' (সায়ণ) ২ লোকযাত্রিক। (পুং) ৩ দেবতা। দেবং যৌতি যু-কিপ্। ৪ যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতাদিগের মিশ্রীকারক। "সুধাতুং যজ্ঞপতিং দেবযুবং" (শুক্লযজুঃ ১।১২)

দেবযুগ (পুং) দেবপ্রিয়ং যুগং। সত্যযুগ।

"পুরা দেবযুগে তাত দেবেন্দ্রেষু মহাত্মনঃ।" (ভারত অনু ৮৩অঃ)

দেবযোনি (পুং) দেবানামিব যোনিঃ যস্য। ১ বিদ্যাধরাদি।

'বিদ্যাধরোঽপ্সরো যক্ষো রক্ষো গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোঽমী দেবযোনয়ঃ॥' (অমর)

বিদ্যাধর, অপ্সরস্, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক ও সিদ্ধ ইহারা দেবযোনি। ২ দেবজাতি। "দ্বে বৈ যোনী ইতি জন্মাৎ দেবযোনিরন্যো মনুষ্যযোনিরন্যঃ" (শতপথব্রা° ৭।৪।২।১০)

দেবযোষা (স্ত্রী) দেবানাং যোষা ৬তৎ। দেবতাদিগের স্ত্রী।
"মুমুচু র্দেবযোষাশ্চ পুষ্পবর্ষমনুত্তমং।" (ভারত শল্য° ৪৭অঃ)

দেবর (পুং) দীব্যত্যনেন দিব-অর (অর্ত্তি কমি ভ্রমীতি। উণ্ ৩।১৩২)। পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, চলিত কথায় দেওর, পর্য্যায়—দেবা, দেবৃ, দবার, দেবান, তুয়াগাব, দেবৃষ্টী। (শব্দর°)। ২ পতির ভ্রাতৃমাত্র, পতির কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ উভয় ভ্রাতাকেই দেবর বলা যায়।

"দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়াঃ সম্যক্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥
বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্‌যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥" (মনু ৯।৫৮-৫৯)

বিধবা স্ত্রী সকল স্বামী দ্বারা সন্তানোৎপত্তি না হইলে দেবর কিংবা অন্য কোন সপিণ্ড দ্বারা একটী মাত্র সন্তানোৎপত্তি করিতে পারেন। একটীর অধিক সন্তানোৎপত্তি করিতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন, দুইটী পর্য্যন্ত সন্তানোৎপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু কামবশতঃ যদি এইরূপ আচরণ করে, তাহা হইলে পাতক জন্মিবে। কিন্তু "ইমান্ ধর্ম্মান্ বর্জ্জানাহুঃ কলৌ যুগে" কলিযুগে ইহা নিষিদ্ধ, এই বচনানুসারে, কলিতে দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি করিতে পারিবে না, কলিতে ইহা বিশেষ নিষিদ্ধ। দেবরের পক্ষে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া মাতৃতুল্যা এবং কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ পুত্রবধূ তুল্যা।

দেবর, রাজপুতানার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী হ্রদ। অক্ষা° ২৪° ১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪´ পূঃ। উদয়পুর সহরের ১৫ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার লোকেরা 'জয়সমন্দ' বা জয়সমুদ্র বলে। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে রাণা জয়সিংহ নিজ নামে এই বৃহৎ জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ৮ বা ১০ মাইল, পরিধি প্রায় ৩০ মাইল। ইহার চারিধারে বৃহৎ বৃহৎ পাষাণের বাঁধ দিয়া রক্ষিত। ইহার উত্তর তীরে মৎস্যধারিগণের সুন্দর কুঞ্জবাটিকা। মধ্যস্থলে বনরাজি-সমাচ্ছন্ন একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। এত বড় কৃত্রিম জলাশয় জগতে অতি বিরল।

দেবরক (পুং) দেবর স্বার্থে-কন্। দেবর।

দেবরক্ষিত (ত্রি) দেবৈঃ রক্ষিতঃ। ১ দেবতা কর্ত্তৃক রক্ষিত। (পুং) ২ দেবক নৃপের পুত্রভেদ, দেবক নৃপতির চারি পুত্র ও সপ্ত কন্যা হইয়াছিল। (হরিব° ৩৮ অঃ)

৩ একজন রাজা, ইনি তাম্রলিপ্তে রাজত্ব করিতেন।

দেবরক্ষিতা (স্ত্রী) দেবকের এক কন্যা, দেবকীর ভগিনী।

দেবরথ (ক্লী) দেবস্য আদিত্যস্য রথঃ। সূর্য্যরথ, সূর্য্যের রথ। "দ্বাত্রিংশতং বৈ দেবরথাহ্ন্যং" (শত° ব্রা° ১৪।৬।৩।২) 'দেব আদিত্য স্তস্য রথো দেবরথঃ তস্য গত্যা একেনাহ্না'

(ভাষ্য)। ২ প্রবরান্তর্গত ঋষিভেদ। দেবানাং রথঃ। ৩ দেবতাদিগের রথ, বিমান।

দেবরহস্য (ক্লী) দেবানাং রহস্যং। দেবতাদিগের রহস্য, অতিগোপ্য। "শ্রুতং দেবরহস্যং তে নারদাদ্দেবদর্শনাৎ।" (ভারত আশ্ব° ৩৬ অঃ)

দেবরাজ্ (পুং) দেবেষু রাজতে রাজ-ক্বিপ্। ইন্দ্র।

দেবরাজ (পুং) দেবানাং রাজা ৬তৎ, 'রাজাহসখিভ্যষ্টচ্' ইতি টচ্ সমাসান্তঃ। সুররাজ ইন্দ্র। ইহার নামান্তর— ইন্দ্র, সুরপতি, শক্র, দিতিজ, পবনাগ্রজ, সহস্রাক্ষ, ভগাক্ষ, কশ্যপাত্মজ, বিড়োজা, সুনাসীর, মরুত্বৎ, পাকশাসন, জয়ন্তজনক, শচীশ, দৈত্যসূদন, বজ্রহস্ত, কামসখা, গোতমীব্রতনাশন, বৃত্রহা, বাসব, দধীচিদেহভিক্ষুক, জিষ্ণু, বামনভ্রাতা, পুরুহূত, পুরন্দর, দিবস্পতি, শতমখ, সুত্রামা, গোত্রভিৎ, বিভু, লেখর্ষভ, বলারাতি, জম্ভভেদী, সুরাশ্রয়, সংক্রন্দন, দুশ্চ্যবন, মেঘবাহন, আখণ্ডল, হরিহয়, নমুচিপ্রাণনাশন, বৃদ্ধশ্রবা, বৃষ, দৈত্যদর্পনিসূদন। [ইন্দ্র দেখ।] ইহার নাম উচ্চারণ করিলে সকল পাপ নাশ হয়। (ব্রহ্মবৈ° জন্মখণ্ড)

দেবরাজ, প্রসিদ্ধ হিন্দুরাজ ডাহিরের খুল্লতাত পুত্র। কাহারও মতে ইহার পিতার নাম চন্দ্র। ব্রাহ্মণাবাদের ৮১ মাইল দূরে পোকর্ণের নিকটবর্ত্তী শীরো (শিরোহী?) নামক স্থানে ইনি রাজত্ব করিতেন। মহম্মদ বিন্ কাসিমের নিকট ডাহির পরাজিত ও নিহত হইলে তাঁহার অনেক আত্মীয়বর্গ দেবরাজের নিকট গিয়া আশ্রয় লইয়া ছিলেন।

দেবরাজ, দাক্ষিণাত্যের কএকজন হিন্দু রাজা। [বিজয়নগর, মহিসুর, ও যাদবরাজবংশ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

দেবরাজ, কএকজন সংস্কৃত কবি, অনিরুদ্ধচরিত, আর্য্যামঞ্জরী, নানকচন্দ্রোদয় প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা। ২ বিষতত্ত্ব-প্রকাশিকা নামে বৈদান্তিক গ্রন্থকার। ৩ বরদরাজের পুত্র, মুহূর্ত্তপরীক্ষা রচয়িতা ও মুক্তাবলী নামে একখানি জ্যোতিষের টীকাকার।

দেবরাজ, দাক্ষিণাত্যে মান্দ্রাজের অন্তর্গত বিজয়নগরের প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে অনেক রাজা। এ পর্য্যন্ত এই বংশের যত গুলি তাম্রশাসন বা শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে "রাজা দেবরাজ" নামে কোন রাজপ্রদত্ত লিপি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ডাঃ বুর্ণেল এই বংশের যে নামমালা ও রাজত্বকাল স্থির করিয়াছেন, তৎ পাঠে জানা যায় যে রাজা দ্বিতীয় বুক্কের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দেবরাজ বীরদেব বা বীর ভূপতি এবং তিনি ১৪১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মিঃ সোয়েল মান্দ্রাজের প্রাচীনতত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্য যে সকল তাম্রশাসন ও শিলালিপি পাইয়াছিলেন, তাহার আলোচনায় তিনি স্থির করিয়াছেন রাজা দ্বিতীয় বুক্কের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরিহর (২য়)। রাজা দ্বিতীয় হরিহরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দেবরায় (১ম), তিনি ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ছিলেন। এই প্রথম দেবরায়ের পুত্রের নাম বিজয় ভূপতি; ইনিই ১৪১৮ শকাব্দে রাজা ছিলেন। মিঃ সোয়েল রাজা বিজয় ভূপতি প্রদত্ত ১৪১৮ শকাব্দের (১৪৯৬ খৃষ্টাব্দের) প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন পাইয়াছেন; সুতরাং অনুমান করিতে হইলে এই বিজয় ভূপতিকে দেবরাজের নামান্তর বলিয়া ধরিতে হয়। অথবা এই বংশের নামমালা এবং কাল তালিকায় আলোচনা নিঃশংসয়িতরূপে মীমাংসিত হয় নাই। [বিজয়নগর দেখ।]

দেবরাজ যজ্বন্, রঙ্গপুরীর যজ্ঞেশ্বরের পুত্র। নিঘণ্টু ভাষ্যকার।

দেবরাত (পুং) রৈ-ক্ত দেবেন শ্রীকৃষ্ণেন রাতঃ রক্ষিতঃ। ১ দেবতা কর্ত্তৃক রক্ষিত পরীক্ষিত নৃপ।

২ বিশ্বামিত্রের এক পুত্র।

৩ দ্বাপর যুগের একজন খ্যাত রাজা। ৪ এক স্মৃতিকার।

দেবরাম, অধিকরণমালা ও আহ্নিকচন্দ্রিকা নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা।

দেবরায়, বিজয়নগরের প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় রাজগণের মধ্যে "দেবরায়" নামে দুইজন রাজার নাম পাওয়া যায়। প্রথম দেবরায় রাজা দ্বিতীয় হরিহরের পুত্র, ১৪০৬ হইতে ১৪১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় দেবরায় বিজয় ভূপতির পুত্র, ১৪২২ হইতে ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। [বিজয়নগর দেখ।]

দেবরায়দুর্গ, মহিসুর রাজ্যের তুমকুড় জেলার অন্তর্গত একটী সুরক্ষিত গিরিদুর্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৯৪০ ফিট্ উচ্চে, অক্ষা° ১৩° ২২´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ১৪´ ৫০´´ পূঃ, তুমকুড় সহর হইতে ৯ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে দেবরাজ এই স্থান জয় করিয়া এখানে উক্ত গড় নির্ম্মাণ করেন। মহিসুরের অনেক রাজপ্রতিষ্ঠিত গিরিশৃঙ্গে দুর্গনরসিংহের মন্দির আছে। দেবের প্রায় দশ হাজার জহরত আছে। দেবের বার্ষিক উৎসবের সময়ে এখানে অনেক লোক আসিয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে জেলাস্থ ইংরাজ রাজপুরুষগণ এখানে আসিয়া বাস করেন। এখানে জলকষ্ট নাই।

দেবরায়পল্লী, নেল্লুর জেলার আত্মকুর তালুকের মধ্যবর্ত্তী একটী গ্রাম। লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০০।

দেবর্ষি (পুং) দেবইব ঋষিঃ দেবানাং ঋষির্বা। ১ নারদাদি ঋষি। ২ ন্যায়াদিকর্ত্তা কণাদাদি।

"দেবর্ষিরচিতং গার্গ্যঃ কৃষ্ণাত্রেয়চিকিৎসিতং।
ন্যায়তন্ত্রাণ্যনেকানি তৈস্তৈরুক্তানি বাদিভিঃ॥"
(ভারত শান্তি ২১০ অঃ)

দেবল (পুং) দেবং লাতি গৃহ্লাতি নিজ জীবিকার্থং দেব লা-ক। দেবাজীব, যাহারা দেবতাপূজা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, পূজারি বামুন, এই দেবলব্রাহ্মণ পতিত।

"দেবোপজীবজীবী চ দেবলশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)
"চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥" (মনু ৩।১৫২)

চিকিৎসক, দেবল, মাংসবিক্রয়ী, ব্যবসাজীবি ইহারা হব্যকব্যে বর্জ্জনীয়। দেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। দীব্যতি আনন্দেনেতি দিব-কলচ্ (বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১।১০৮)। ২ ধার্ম্মিক। ৩ নারদ মুনি। রকার ও লকারের অভেদ হেতু। ৪ দেবর। ৫ ধর্ম্ম-শাস্ত্রবক্তা মুনি বিশেষ। ইনি অসিত মুনির পুত্র, বেদব্যাসের শিষ্য। রম্ভার শাপে অষ্টবক্র হইয়াছিলেন।

"অসিতো দেবলশ্চৈব বৈশম্পায়ন এবচ।
জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ গতাঃ সর্ব্বে তপোধনাঃ॥"
(দেবীভাগবত ১।২০।৩)

৬ প্রত্যূষ ঋষির পুত্র। (বিষ্ণুপু॰ ১।১৫।১১৫) ৭ এক স্মৃতিকার।

দেবল, সিন্ধুনদের মোহানায় অবস্থিত একটী অতি প্রাচীন বন্দর। এখন আর এ বন্দরের চিহ্ন মাত্র নাই। সমুদ্র হইতে ৩ ক্রোশ পথ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে এখানে বহুসংখ্যক লোকের বসবাস ছিল। নানা দেশ বিদেশ হইতে বণিকগণ এখানে বাণিজ্য করিতে আসিত।

৭১২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ্ বিন্ কাসিম্ সসৈন্যে এই নগরে প্রবেশ করেন। মুসলমান ঐতিহাসিক বলাজরী লিখিয়াছেন, মহম্মদ অর্মাইল্ হইয়া সিন্ধুর বন্দর দেবলে আসিলেন। এখানে আরবেরা এক বৌদ্ধ মন্দিরের উচ্চপতাকা দেখিতে পান, তাহারা ঐ পতাকা তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া সহর অধিকার করে। চচনামার মতে, ৯৩ হিজিরা রজব মাসে (৭১২ খৃষ্টাব্দে মে মাসে) দেবল বন্দর কাসিমপুত্র মহম্মদের অধিকৃত হয়।

দেবলক (পুং) দেবল এব স্বার্থে কন্। দেবল।

"আহ্বায়কা দেবলকা নক্ষত্রগ্রামযাজকাঃ।
এতে ব্রাহ্মণচাণ্ডালা মহাপথিক পঞ্চমাঃ॥" (ভারত ১২।৭৬।৬)

দেবলঘাট, [দেউলঘাট দেখ।]

দেবলগাঁও, মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহারই পার্শ্বে একটী সুন্দর পাহাড় আছে। অক্ষা॰ ২০° ২৩´ উঃ ও দ্রাঘি॰ ৮০° ২´ পূঃ। বৈরাগড়ের ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ঐ পাহাড়ে অতি উৎকৃষ্ট লৌহ পাওয়া যায়।

দেবলবাড়া, ১ মধ্যপ্রদেশের বর্দ্ধা জেলার মধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, বর্দ্ধা (বরদা) নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার রুক্মিণী দেবীর মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। প্রতি বর্ষের কার্ত্তিক মাসে এখানে এক মহামেলা হয়, তাহাতে নাগপুর, পুণা, নাসিক, জব্বলপুর প্রভৃতি নানাস্থান হইতে বিস্তর তীর্থযাত্রী ও বণিক উপস্থিত হয়। মেলা প্রায় ২৫ দিন থাকে, তাহাতে লক্ষাধিক টাকার কারবার হয়। এ সময়ে দেবালয়ের যথেষ্ট আয় হইয়া থাকে।

এই গ্রামের পার্শ্বেই ভাগবতোক্ত প্রাচীন কুণ্ডিনপুর অবস্থিত। এখানে বিদর্ভরাজ ভীষ্মক রাজত্ব করিতেন।

২ বরারের ইলিচপুর জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী গ্রাম। অক্ষা॰ ২১° ১৮´ উঃ ও দ্রাঘি॰ ৭৭° ৪৫´ পূঃ। ইলিচপুর হইতে প্রায় সাত ক্রোশ দূরে পূর্ণা নদীতীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে বিস্তর লোকের বসবাস ছিল। এখন অতি অল্প লোকই বাস করে। দুই একটী প্রাচীন মন্দির ও তিন শত বর্ষ পূর্ব্বেকার এক মস্জিদ্ ভিন্ন প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিবার কিছুই নাই। হিন্দুমন্দিরের মধ্যে নৃসিংহ-মন্দির উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের নিকটেই 'করশুদ্ধি-তীর্থ'। প্রবাদ এইরূপ, নরসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া কোথাও তাঁহার হাতের রক্ত ধৌত করিতে পারিলেন না। শেষে এই দেবলবাড়ায় আসিয়া তাঁহার কর শোধন করিতে সমর্থ হইলেন, যেখানে তিনি হস্ত ধৌত করেন, সেই সরোবর এখন 'করশুদ্ধিতীর্থ' নামে খ্যাত।

দেবলতা (স্ত্রী) দেবপ্রিয়া লতা। ১ নবমল্লিকা। দেবলস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। ২ দেবলত্ব, উপজীবিকার জন্য দেবপূজন।

দেবলাঙ্গুলিকা (স্ত্রী) দেবয়তি পরিদেবয়ত্যনেন দেব-ণিচ্ যঞ্। দেবঃ লাঙ্গুলিকঃ শূকো যস্যাঃ। বৃশ্চিকালি, বিছুটী

দেবলাতি (স্ত্রী) দেবানাং তৎপ্রতিমানাং লাতিঃ গ্রহণং ৬তৎ। দেবপ্রতিমা গ্রহণ।

দেবলোক (পুং) দেবানাং লোকঃ ৬তৎ। ১ স্বর্গ, ভূঃ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপঃ ও সত্য এই ৭টী দেবলোক।

"ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জনঃ।
তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (মৎস্যপু॰)

দেববক্ত্র (ক্লী) দেবানাং বক্ত্রং মুখমিব। দেবতাদিগের অগ্নি মুখস্বরূপ, কারণ তাঁহারা অগ্নিমুখে ভোজন করিয়া

থাকেন। অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশে হব্যকব্যাদি হুত হয়, অগ্নি হইতে দেবগণ প্রাপ্ত হন, এইজন্য দেববক্ত্র শব্দে অগ্নি।

দেববর্ত্মন্ (ক্লী) দেবানাং বর্ত্ম ৬তৎ। আকাশ।

দেববর্দ্ধকি (পুং) দেবানাং বর্দ্ধকিঃ। বিশ্বকর্ম্মা।

দেববর্দ্ধন (পুং) দেবকনৃপের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২১।১২)

দেবর্দ্ধি (দেবর্দ্ধিগণিক্ষমশ্রমণ) একজন প্রসিদ্ধ স্থবির। ইনি লৌহিত্যস্থরি ও দুষ্যগণির শিষ্য। ৯৮০ বীর গতাব্দে বলভীর সন্ধে ইনিই জৈনসিদ্ধান্ত লিপিগত করেন। ইঁহার সময় এক পূর্ব্বমাত্র অবশিষ্ট ছিল। ইঁহার আর এক নাম দেববাচক।

দেববর্ষ (ক্লী) দেবানাং বর্ষং ৬তৎ। দ্বীপভেদ। (ভাগ° ৫।২০।৯) কোন কোন পুস্তকে বেদবর্ষ এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

দেববল্লভ (ত্রি) দেবানাং বল্লভঃ ৬তৎ। ১ দেবতাদিগের প্রিয়। (পুং) ২ সুরপুন্নাগ।

দেববাত (পুং) দৈবের্বাতঃ কর্ম্মণি-ক্ত। ঋষিভেদ। "অমন্থিষ্টাং ভারতারেবদগ্নিং দেবশ্রবা দেববাতঃ সুদক্ষং।" (ঋক্ ৩।২৩।২)

দেববায়ু (পুং) দ্বাদশ মনুর পুত্রভেদ। (হরিব° ৭ অ°)

দেববাহন (পুং) দেবান্ হবীংষি বাহয়তি প্রাপয়তি বহ-ণিচ্-ল্যু। অগ্নি, ইনি দেবতাদিগের হবি বহন করিয়া থাকেন, এইজন্য দেববাহন শব্দে অগ্নি।

"বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতে অশ্বো ন দেববাহনং।" (ঋক্ ৩।২৭।১৪)

(ক্লী) দেবানাং বাহনং। ২ দেবতাদিগের বাহন।

দেববিদ্যা (স্ত্রী) দেবজ্ঞানার্থো বিদ্যা। নিরুক্তবিদ্যা। "দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্রবিদ্যা নক্ষত্রবিদ্যা সর্পদেবজনবিদ্যা নামৈবেতন্নামোপাস্ব।" (ছান্দোগ্য উপ°)

'দেববিদ্যা নিরুক্তং' (ভাষ্য)

দেববিশ্ (স্ত্রী) দেবানাং বিশঃ। দেবতাবিশেষ।

দেববী (ত্রি) দেবং বেতি কাময়তে বী-কিপ্। দেবকাম। "সবহ্নিঃ সোমঃ জাগৃবিঃ পবস্ব দেববীবিতি।" (ঋক্ ৯।৩৬।২)

দেববীতি (স্ত্রী) বী-খাদনে ক্তিন্, দেবানাং বীতিঃ ৬তৎ। দেবতাদিগের ভক্ষণ।

"দেববীতয়ে ত্বা গৃহ্ণামি।" (শুক্লযজুঃ ১।১৫)

'দেবানাং ভক্ষণায়' (মহীধর)

দেববৃক্ষ (পুং) দেবপ্রিয়োবৃক্ষঃ। ১ মন্দার বৃক্ষ। ২ গুগ্গুলু। ৩ সপ্তপর্ণবৃক্ষ।

দেববৃত্তি (স্ত্রী) দেবকৃতা উণাদিসূত্রস্যবৃত্তিঃ। উণাদি সূত্রের বৃত্তিভেদ।

দেববৃদ্ধ (পুং) সাত্বতের এক পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

দেববেহাগ, ইহার চলিত নাম দেওবিভাগ, কল্যাণ ও বেহাগ বা সারঙ্গ ও পুরবী যোগে উৎপন্ন। ইহা সম্পূর্ণ। স্বরগ্রাম—নি সা ঋ গ ম প ধ : :। (সঙ্গীতর°)

দেবব্যচস্ (ত্রি) বি-অঞ্চ গতৌ কসুন্ দেবৈর্ব্যচঃ ৩তৎ। দেবতাকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত। "স্তৃনীমহি দেবব্যচা বিবর্হিঃ।"(ঋক্ ৩।৪।৪)

দেবব্রত (পুং) ভীষ্মদেব।

"গাঙ্গং দেবব্রতং নাম পুত্রং সোঽজনয়ৎ প্রভুঃ।
স তু ভীষ্ম ইতি খ্যাতঃ কৌরবাণাং পিতামহঃ॥" (হরি° ৩অ:)

২ গেয় সামভেদ। (ক্লী) ৩ দেবত্বসাধনব্রত।

দেবব্রতিন্ (ত্রি) দেবতার্থং ব্রতং অস্ত্যস্য ইনি। দেবার্থ ব্রতযুক্ত, যাহারা দেবতার নিমিত্ত ব্রতধারণ করেন।

দেবশত্রু (পুং) দেবানাং শত্রুঃ ৬তৎ। ১ দেবারি, অসুর, দেবতাদিগের শত্রু। ২ সুশ্রুতোক্ত দেবগণগ্রহভেদ।

[দেবগণগ্রহ দেখ।]

দেবশর্ম্মন্ (পুং) দেব ইব শর্ম্ম অশুভনাশকঃ। ব্রাহ্মণের উপনাম, ব্রাহ্মণজাতির উপাধিবিশেষ। ব্রাহ্মণদিগের নামকরণের সময় নামের শেষে দেবশর্ম্মন্ এইরূপ রাখিতে হইবে।

"ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদি সংযুতং॥" (বিষ্ণুপু°)

পিতা দশম বা একাদশ দিনে 'ত্বং অমুক দেবশর্ম্মাসি' এইরূপ নামকরণ করিবেন। [নামকরণ দেখ।]

২ ঋষিভেদ। (ভারত অনু° ১৬৫ অ:)

৩ একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ইনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া ইঁহার পত্নী সর্ব্বদা দুঃখ করিতেন। এই জন্য ইনি মন্ত্রবলে দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া এক পুত্র লাভ করেন। ঐ পুত্র সর্পাকার ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণী তাহাকে যত্নে পালন করিতেন। তাহার সহিত এক ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ হয়। তখন ঐ সর্পরূপী ব্রাহ্মণতনয় পুরুষ মূর্ত্তি ধারণ করিল ও সর্পদেহ ভস্ম করা হইল। সেই অবধি তিনি নরদেহ ধারণ করিলেন। ৪ পাটলিপুত্রনগরবাসী একজন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ। ইঁহার কালনেমি ও বিগতভয় নামে দুই শিষ্য ছিল। ইনি তাহাদের দুইজনকে দুই কন্যা দান করেন। (কথাসরিৎ)

দেবশস্ (অব্য) দেব বাহু° শস্। দেবতা।

"অচিপ্রতি তান্ দেবশো বিহি।" (ঋক্ ৩।১।৫)

দেবশিল্পিন্ (পুং) দেবানাং শিল্পী। বিশ্বকর্ম্মা।

দেবশুনী (স্ত্রী) দেব ইব প্রভাবান্বিতা শুনী। দেবতুল্য প্রভাবযুক্তা শুনী, সরমা।

"পণিভি রসুরৈর্নিগূঢ়াগা অন্বেষ্টুং সরমাং দেবশুনীমিন্দ্রেণ।" (ঋক্ ১।৬।৫)

পরীক্ষিৎ পুত্র জনমেজয় কুরুক্ষেত্রে এক দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞারম্ভকালে এক কুকুর উপস্থিত হইয়াছিল, জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ তাহাকে প্রহার করেন। ঐ কুকুর তাহার মাতার নিকট গিয়া বলিয়া দেয় যে, 'আমি কোন অপরাধ বা যজ্ঞীয় দ্রব্য স্পর্শ করি নাই, তথাচ বিনাপরাধে আমাকে প্রহার করিয়াছে।' দেবশুনী সরমা ইহা শুনিয়া জনমেজয়ের যজ্ঞে গমন করিয়া জনমেজয়কে কহিল, 'আমার এই পুত্র তোমাদের নিকট কোন অপরাধ ও যজ্ঞীয় ঘৃত অবলেহন করে নাই, বিনাপরাধে যেমন আমার এই পুত্রকে প্রহার করিয়াছ, এই জন্ম তোমাদের অলক্ষিত ভয় উপস্থিত হইবে।' দেবশুনী সরমা এই শাপ দিয়া চলিয়া যায়। (ভারত আদি° ৩ অঃ)

দেবশেখর (পুং) দেবঃ ক্রীড়াপ্রদঃ শেখরো যস্ত। ১ দমনক। (ক্লী) দেবানাং শেখরং। ২ দেবতার মস্তক।

দেবশেষ (ক্লী) অনন্ত।

দেবশ্রবস্ (পুং) ১ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। ২ বসুদেবের ভ্রাতা।

দেবশ্রী (পুং) দেবান্ শ্রয়তি হবির্দানেন সেবতে শ্রী-ক্বিপ্। যজ্ঞ। "দৈবায় ধর্ত্রে জোষ্ট্রে দেবশ্রীঃ।" (শুক্লযজুঃ ১৭।৫৬) (স্ত্রী) দেবানাং শ্রী। ২ দেবতাদিগের লক্ষ্মী।

দেবশ্রুৎ (ত্রি) দেবেষু শ্রূয়তে শ্রু-ক্বিপ্ তুক্। দেবতাদিগের মধ্যে বিখ্যাত।

"দেবশ্রুতো দেবেষ্বাঘোষিতং।" (শুক্লযজুঃ ৫।১৭)

দেবশ্রুত (পুং) দেবেষু শ্রুতঃ বিখ্যাতঃ। ১ ঈশ্বর। ২ নারদ। ৩ শাস্ত্র। ৪ অবসর্পিণীর জিনভেদ।

"স্বয়ংপ্রভশ্চ সর্ব্বানুভূতিদেবশ্রুতৌ চ যৌ।" (হেম)

৫ শুক্রাচার্য্যের পুত্রবিশেষ। (দেবীভা° ১।১৯।৪১)

দেবশ্রেণী (স্ত্রী) দেবানাং শ্রেণী চ। ১ মূর্ব্বালতা। ২ দেবতাদিগের পংক্তি।

দেবশ্রেষ্ঠ (পুং) ১ দ্বাদশ মনুর পুত্রভেদ।

"দেববায়ু রহন্তশ্চ দেবশ্রেষ্ঠঃ বিদুরথঃ॥" (হরিবংশ ৭ অঃ)

দেবেষু শ্রেষ্ঠঃ। ২ দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রধান।

দেবসখ (পুং) দেবানাং সখা "রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্।" ইতি টচ্ সমাসান্ত। দেবতাদিগের সখা।

দেবসংগীতযোনিন্ (ত্রি) নারদ।

দেবসত্র (ক্লী) যজ্ঞভেদ।

দেবসত্ত্ব (ত্রি) দেবইব সত্ত্বং যস্ত। দেবতার স্থায় স্বভাবযুক্ত।

দেবসদ (ত্রি) সীদত্যত্র সদ্ ক্বিপ্ দেবানাং সদঃ। দেবস্থান।

দেবসদন (ত্রি) সীদত্যত্র সদ আধারে ল্যুট্। ১ দেবতাদিগের আধার। "বহির্দেবসদনং।" (শ্রুতি) "অশ্বত্থো দেবসদনস্তৃতীয়স্তামৃতো দিবি।" (অথর্ব্ব ৫।৪।৩) ২ স্বর্গ। ৩ দেবালয়।

দেবসদ্মন্ (ক্লী) দেবানাং সদ্ম। দেবতাগৃহ, দেবালয়।

দেবসভা (স্ত্রী) দেবানাং সভা। ১ দেবতাদিগের সমাজ। পর্য্যায়—সুধর্ম্মা, সুধর্ম্মী। ২ রাজসভা।

দেবসভ্য (ত্রি) দেবস্ত ক্রীড়ায়াঃ সভা তস্যাং সীদতি ইতি যৎ। ক্রীড়াসভাস্থ, ক্রীড়াসভাগত। পর্য্যায়—সভিক, দেবসামাজিক। (ত্রিকাণ্ড)

দেবসর্ষপ (পুং) দেবপ্রিয়ঃ সর্ষপঃ। বৃক্ষভেদ। পর্য্যায়—অখাক্ষ, বদর, রক্তমূলক, সুরসর্ষপক, সূক্ষ্মদল, নির্জ্জরসর্ষপ, কুরবাজ্বি। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফদোষ ও রক্তামাশয়নাশক। (রাজনি°)

দেবসহ (ক্লী) দেবং সহতে সহ-অচ্। ১ ভিক্ষাসূত্রভেদ। (স্ত্রী) ২ দন্তোৎপলৌষধি। (পুং) ৩ সোমাকর পর্ব্বতভেদ।

"হিমবত্যর্ব্বুদে সহ্যে মহেন্দ্রে মলয়ে তথা।
শ্রীপর্ব্বতে দেবগিরৌ গিরৌ দেবসহে তথা।" (সুশ্রুত)

এই সকল পর্ব্বত উত্তরদিকে বিস্তৃত আছে, ইহাদের মধ্যে বিস্তর সোম উৎপন্ন হয়।

দেবসাগরগণি, একজন জৈন পণ্ডিত। ইনি ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে অভিধানচিন্তামণির 'ব্যুৎপত্তিরত্নাকর' নামে একখানি টীকা রচনা করেন।

দেবসাৎ (অব্য) দেবাধীনং করোতি দেব-সাতি। ১ দেবতার নিমিত্ত দেয়, দেবতার অধীন। ২ অতি কষ্টে দেবতার অধীন করা।

"হত্বা বা দেবসাৎ ভূত্বা লোকান্ প্রাপ্স্যথ পুষ্কলান্।"
(ভারত দ্রোণ ১৯০ অ°)

দেবসাযুজ্য (ক্লী) দেবেন সাযুজ্যং সংমিলনং। দেবত্ব।

দেবসাবর্ণি (পুং) মনুভেদ। ইনি ত্রয়োদশমনু।

"মনুস্ত্রয়োদশো ভব্যো দেব-সাবর্ণিরাত্মবান্।
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা দেবসাবর্ণিদেহজাঃ॥" (ভাগ° ৮।১৩।১৪)

দেবসাবর্ণি স্থানে বেদসাবর্ণি এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

দেবসিংহ, মধ্যভারতের অন্তর্গত রায়পুর জেলার রাজিম নামক স্থান হইতে ৮৯৬ কলচুরি সম্বতে (১১৪৫ খৃষ্টাব্দে) মাঘী শুক্লাষ্টমীতে (৩রা জানুয়ারীতে) খোদিত একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা তথাকার রামচন্দ্র মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। তাহা হইতে জানা যায়, রাজমালবংশের পঞ্চহংস শাখায় ঠাকুর সাহিল্ল নামে একজন বিখ্যাত বীর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জয়লব্ধ ভূভাগে রাজা হন। তাঁহার বাসুদেব নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভায়িল, দেশল ও স্বামিন্ নামে তিন পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে

স্বামিন্ ভট্টাবিল (ভট্টাল) ও বিহয়া প্রদেশ অধিকার করেন। এই স্বামিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়দেব দাণ্ডোর প্রদেশ এবং কনিষ্ঠ পুত্র দেবসিংহ কোমো নামক মণ্ডল অধিকার করেন। দেবসিংহের পুত্র সুবিখ্যাত বীর জগপাল বা জগৎপাল উদয়াঠাকুরাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। [জগৎপাল দেখ।]

দেবসিংহের আরও দুই পুত্র ছিল, তাঁহাদের নাম গাজল ও জয়ৎসিংহ। দেবরাজ নামে ইঁহাদের এক মন্ত্রী অশেষ বুদ্ধিজীবী ছিলেন, তাঁহারই মন্ত্রণাবলে জয়ৎপালাদি ভ্রাতৃত্রয় অশেষ প্রতাপশালী হইয়া উঠেন ও নানা রাজ্য জয় করেন।

দেবসিংহ, একজন 'বাস্তুশাস্ত্র' রচয়িতা।

দেবসুন্দ (পুং) সোমাকার হ্রদভেদ।

দেবসুন্দর, তপাগচ্ছের একজন বিখ্যাত জৈনাচার্য্য। ১৩৯৬ সম্বতে জন্ম, ১৪০৪ সম্বতে মহেশ্বরগ্রামে ব্রত ও ১৪২০ সম্বতে অণহিল্লপত্তনে সূরিপদ লাভ করেন। ইঁহার পাঁচ শিষ্য প্রধান—কুলমণ্ডন, গুণরত্ন, সোমসুন্দর, জ্ঞানসাগর ও সাধুরত্ন, এই পাঁচজনেই অনেক জৈনশাস্ত্রীয় গ্রন্থের বৃত্তি রচনা করেন।

দেবসুষি (পুং) দেবৈঃ প্রাণাদিভিঃ বক্ষ্যমাণঃ সুষি দ্বারং। প্রাণাদিদ্বারা বক্ষ্যমাণ হৃদয়ের দ্বারভেদ। এই দ্বার ৫টী।

দেবসূ (পুং) সুবন্তি অনুজানন্তি সূ-ক্বিপ্, দেবাশ্চ তে সুবশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। অনুজ্ঞাকর্ত্তা দেবভেদ। "সবৈ দীক্ষতে, স উপসবথেহগ্নীষোমীয়ং পশুমালভতে তস্য বপয়া প্রচর্য্যাগ্নীষোমীয়মেকাদশকপালং পুরোডাশং নির্বপতি তদনু দেবসুবাং হবীংষি নিরূপ্যতে।" (শত° ব্রা° ৫।২।৩।১) 'তদনু দেবসুবায় হবীংষি নির্বপতি, সুবন্ত্যনুজানন্তীতি সুবঃ দেবাশ্চতে সুবশ্চেতি দেবসুবঃ তেষাং দেবসুবাং।' (ভাষ্য)

দেবসূরি, ১ একজন জৈন গ্রন্থকার। ইনি জইদিনচরিয়া (যতিদিনচর্য্যা) রচনা করেন।

২ একজন বিখ্যাত জৈনাচার্য্য। মুনিচন্দ্রসূরির শিষ্য। ১১৪৩ সম্বতে জন্ম, ১১৫২ সম্বতে দীক্ষা এবং ১১৭৪ সম্বতে সূরিপদ লাভ করেন। অণহিল্লপত্তনে জয়সিংহ সিদ্ধরাজের সভায় স্ত্রীলোকের মুক্তি সম্বন্ধে দিগম্বরাচার্য্য কুমুদচন্দ্রের সহিত ইঁহার ঘোরতর বিচার হয়। ইনি বিচারে জয়লাভ করায় দিগম্বরেরা নগর হইতে তাড়িত হইয়াছিল। ১২০৪ সম্বতে ইনি ফলবর্দ্ধিগ্রামে এক জিনবিম্ব ও এক চৈত্য এবং আরাসন নামক স্থানে নেমিনাথ প্রতিষ্ঠা করেন।

ইনি স্যাদ্বাদরত্নাকর নামে একখানি সুন্দর প্রমাণগ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার শিষ্য রত্নপ্রভসূরি রত্নাকরাবতারিকা নামে স্যাদ্বাদরত্নাকরের একখানি টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। ১২২৬ সম্বতে দেবসূরি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

দেবসৃষ্ট (ত্রি) দেবেন সৃষ্টঃ। দেবতাকর্তৃক সৃষ্ট। "দেবসৃষ্টো বা ঐষেষ্টির্বদাগ্রয়ণেষ্টিরনয়া।" (শতপথব্রা° ৫।২।৩।৭)

দেবসৃষ্টা (স্ত্রী) দেবায় ক্রীড়ার্থং সৃষ্টা। মদ্য, মদিরা।

দেবসেন, ১ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজা। ইঁহার কন্যার নাম দুঃখলব্ধিকা। ২ একজন রাখাল, বৎসরাজ উদয়নের রাজ্যে এক স্থানে কতকগুলি যক্ষরক্ষিত ধন ছিল। সেইস্থানে এই ব্যক্তি রাখালগণের উপর আধিপত্য করিত। রাজা বৃত্তান্ত জানিয়া ধন উদ্ধার করেন। ৩ শ্রাবস্তী নগরের একজন রাজা। এইরাজ্যে উন্মাদিনী নামে এক সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। বণিক তনয়াকে রাজার সহিত বিবাহ দিবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু রাজপুরুষগণ রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলা হইবার ভয়ে সেই কন্যাকে কুলক্ষণা বলিয়া রাজার সমীপে প্রচার করেন। কাজেই রাজার সহিত তাহার বিবাহ হইল না। কিন্তু সেনাপতির সহিত বিবাহ হইল। রাজা দৈবগতিকে একদিন তাহাকে দেখিয়া ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, ইহা ভাবিয়া অনুতপ্ত ও রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। (কথাসরিৎসাগর)

দেবসেন, (ভট্টারক দেবসেন) একজন প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার, রামসেনের শিষ্য। ইনি ৯৫১ সম্বতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত দংশনসার (দর্শনসার), ভাবসংগ্রহ ও তত্ত্বসার নামে প্রাকৃত গ্রন্থ, আরাহণসার (আরাধনসার) প্রভৃতি প্রাকৃত সংস্কৃত মিশ্রিত গ্রন্থ এবং ধর্ম্মসংগ্রহ নামে সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

দেবসেনা (স্ত্রী) দেবানাং সেনা। ১ দেবতাদিগের সৈন্য। ২ প্রজাপতির কন্যাভেদ। সাবিত্রীর গর্ভে জন্ম। ইঁহার অপর নাম ষষ্ঠী বা মহাষষ্ঠী, ইনি মাতৃকা শ্রেষ্ঠা ও শিশুপালিকা। ইঁহার ভগিনীর নাম দৈত্যসেনা। একদা কেশীদানব ইঁহাকে হরণ করে। কিন্তু ইন্দ্র দেবসেনাকে রক্ষা করেন। এক দিন ইন্দ্র স্কন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, হে সুরোত্তম! আপনি জন্মগ্রহণ না করিতেই স্বয়ম্ভূ এই কন্যাকে আপনার পত্নী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অতএব আপনি ইঁহার পাণিগ্রহণ করুন। স্কন্দ দেবসেনার যথাবিধি পাণিগ্রহণ করিলেন। বৃহস্পতি জপ ও হোমকার্য্য সম্পাদন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা ইঁহাকে ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, আশা, সুখপ্রদা, সিনীবালী, কুহু, সদ্বৃত্তি ও অপরাজিতা এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। যে সময় দেবসেনার সহিত স্কন্দের বিবাহ হয়, তখন লক্ষ্মীদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করেন। পঞ্চমী তিথিতে স্কন্দ শ্রীযুক্ত হইয়াছেন, সেই নিমিত্ত উহা শ্রীপঞ্চমী বলিয়া খ্যাত

হইয়াছে, এবং ষষ্ঠীতে তিনি কৃতকার্য্য হন বলিয়া ষষ্ঠী মহাতিথি হইয়াছে। (ভারত বনপ° ২২৮ অ°)

দেবসেনাপতি (পুং) দেবসেনায়াঃ পতিঃ ৬তৎ। স্কন্দ, কার্ত্তিক। কার্ত্তিক দেবতাদিগের সেনানায়ক এই জন্তও কার্ত্তিকের নাম দেবসেনাপতি।

দেবস্থলি, আম্নায়তন্ত্রপ্রচয়িতা।

দেবস্থান (পুং) দেবানাং স্থানমিব স্থানং যস্ত। একজন সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষি। এই ঋষি পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে তাঁহাদিগকে অনেক সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন।

পরে রাজ্য জয় হইলে যুধিষ্ঠির যে সময়ে ভাগীরথী তীরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় ইনি অনেক প্রকার সদুপদেশ দিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যত্যাগ বাসনা হইতে নিবৃত্ত করেন। (ভারত শান্তি ১-২০ অ°)

দেবস্মিতা, ধর্ম্মগুপ্ত বণিকের কন্যা। ইনি স্বেচ্ছায় গুহসেনকে বিবাহ করিবার জন্য পিতামাতার অজ্ঞাতসারে তাঁহার সহিত পলায়ন করেন। ইনি অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। ইনি স্বামীকে বিদেশে যাইতে দিতেন না। গুহসেন কটাহ দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইলে কতকগুলি বণিকপুত্র দেবস্মিতার সতীত্ব নাশের বিশেষ চেষ্টা করে। সেই দুষ্টগণ যোগকরণ্ডিকা নামে এক পরিব্রাজিকার শরণাপন্ন হইল। এ পরিব্রাজিকার সিদ্ধিকরী নামে এক শিষ্যা ছিল। তিনি ঐ শিষ্যাকে লইয়া দেবস্মিতার ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরপুরুষাসক্তা করিবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেবস্মিতা ইহা বুঝিতে পারিয়া ইহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া দাসীর দ্বারা ধুস্তূর সংযুক্ত সুরা ও কুক্কুরপদ চিহ্নযুক্ত একটী মোহর প্রস্তুত করাইলেন। পরে সঙ্কেতক্রমে পরিব্রাজিকাকে বলিয়া এক বণিক্পুত্রকে আনাইলেন।

এদিকে তাঁহার পরিচারিকা তাঁহার বেশধারণ করিয়া ঐ বণিক্পুত্রকে সেই সুরাপান করাইয়া সংজ্ঞাশূন্য করিল, এবং সেই মোহর দ্বারা তাহার কপালে অগ্নিযোগে চিহ্নিত করিয়া রাস্তার ধারে খানায় ফেলিয়া দিল।

এইরূপে একে একে চারিজনই স্বকৃত কর্ম্মের শাস্তিভোগ করিয়া প্রত্যাগত হইল। কিন্তু কেহই কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। দেবস্মিতা পরে ঐ পরিব্রাজিকাকে তাহার শিষ্যার সহিত ঐরূপে সংজ্ঞাহীনা করিয়া তাহাদের নাসাকর্ণচ্ছেদনপূর্ব্বক সেইখানে ফেলিয়া দিলেন। পরে পাছে ঐ বণিক্পুত্রগণ তাঁহার স্বামীর কোন অনিষ্ট করে এই জন্য বণিকবেশে কটাহদ্বীপে গমন করেন এবং তথায় রাজার নিকটে জানাইলেন, আমার চারিটী চিহ্নিত ভৃত্য আপনার রাজ্যে পলাইয়া আসিয়াছে, আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। রাজা ঐ ভৃত্যগণের অনুসন্ধান করিতে বলিলে বণিকবেশধারী দেবস্মিতা চারিটী বণিকপুত্রকে দেখাইয়া দিল।

এই জন্য পুরবাসীরা, বিশেষতঃ সেই বণিক্পুত্রেরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। দেবস্মিতা কহিলেন, রাজন্! এই ভৃত্যগুলির কপালে কুক্কুর পদ চিহ্ন আছে, দেখিতে আজ্ঞা হউক, পরে দেবস্মিতা আমূল আত্মবিবরণ রাজসমক্ষে ব্যক্ত করিলে সকলে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং রাজাও পাতিব্রত্যের উপহার স্বরূপ বহু সম্পত্তি প্রদান করিলেন। পরে দেবস্মিতা গুহসেনের সহিত তাম্রলিপ্তিতে যাইয়া সুখে অবস্থান করেন। (কথাসরিৎসাগর)

দেবস্ব (ক্লী) দেবানাং স্বং। দেবপ্রতিমার জন্য উৎসৃষ্ট ধন, কোন লোক দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া যথাবিধি উৎসর্গাদি করিয়া তাহার ব্যয়াদি পরিচালনের জন্য যে ধন দান করে, সেই ধনকে দেবস্ব কহে। এই দেবস্ব যিনি অপহরণ করেন, তিনি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হন।

"ব্রহ্মস্বং চ গুরোর্দ্রব্যং দেবস্বঞ্চ হরেত্তু যঃ।
কন্যাং দদাতি শুল্কেন স প্রেতো জায়তে মৃতঃ॥" (ভারত)

"যদ্ধনং যজ্ঞশীলানাং দেবস্বং তদ্বিদুর্ব্বুধাঃ।" (মনু ১১।২০)

যজ্ঞশীল ব্যক্তিদিগের যে ধন তাহাকে দেবস্ব কহে। এই দেবস্ব লোভপূর্ব্বক হরণ করিলে গৃধ্রোচ্ছিষ্ট দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হয়।

"দেবস্বং ব্রাহ্মণস্বং চ লোভেনোপহিনস্তি যঃ।
স পাপাত্মা পরে লোকে গৃধ্রোচ্ছিষ্টেন জীবতি॥"

(মনু ১১।২৬)

দেবস্বত্বক (পুং) দেবস্বত্বেতি আদ্যশব্দোঽস্ত্যত্র অনুবাকে অধ্যায়ে বা বুন্। দেবস্বত্বাদি প্রতীকযুক্ত অধ্যায় বা অনুবাক।

দেবস্বামী, একজন বিখ্যাত ভাষ্যকার। ইনি আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র, আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র ও বৌধায়নসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। হেমাদ্রি প্রভৃতি ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ২ ভক্তিকল্পতরু নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

দেবহবিস্ (ক্লী) যজ্ঞীয় পশু। "আপো দেবীঃ স্বদন্তু স্বাত্তং চিৎ সদ্দেবহবিঃ" (শুক্লযজুঃ ৬।১০)

দেবহব্য (পুং) দেবায় হব্যং যস্য। ঋষিভেদ। "সবর্ত্তো দেবহব্যশ্চ বিষ্বক্সেনশ্চ বীর্য্যবান্।" (ভারত ২।৭ অ°)

দেবহাটা, খুলনা জেলার মাইহাটী পরগণার মধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র সহর। অক্ষা° ২২° ৩৩´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ০´ ১৫´´ পূঃ। যমুনানদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় ৭ হাজার।

এখানে মিউনিসিপালিটী আছে। এখানে শঙ্খ পুড়াইয়া চুণ প্রস্তুত হয়। এই চুণের ব্যবসায় জন্ত এই স্থান প্রসিদ্ধ।

দেবহিত (ত্রি) দেবানাং বা দেবৈর্হিতঃ। ১ দেবতাদিগের হিত। ২ দেবতা কর্তৃক হিত।

"নানা হি বা দেবহিতং।" (শুক্লযজুঃ ১৯।৭)

দেবহূ (স্ত্রী) দেবাহ্বয়ন্তেঽত্র হ্বে সম্প্র° ভাবে-কর্ত্তরি বা ক্বিপ্। ১ দেবাহ্বান। "দেবহূর্যজ্ঞ আ চ বক্ষৎ" (শুক্লযজুঃ ১৭।৩২) (ত্রি) ২ দেবাহ্বানকর্ত্তা। ৩ ব্রীহিপূর্ণশকট। "পপ্রিতমং জুষ্টতমং দেবহূতমং" (শুক্লযজুঃ ১।৮) 'দেবানাং অতিশয়েন আহ্বাতৃ যজ্ঞার্থং ব্রীহিপূর্ণং শকটং দৃষ্ট্বা দেবা আহূতা ইব শীঘ্রমাগচ্ছন্তি।' (বেদদীপ) ৪ বামকর্ণ।

"আপণো ব্যবহারোঽত্র চিত্রসন্ধো বহূদনং।
পিতৃহূর্দক্ষিণঃ কর্ণঃ উত্তরো দেবহূঃ স্মৃতঃ॥" (ভাগ° ৪।২৯।১৩)

৫ ঋষিভেদ।

দেবহূতি (স্ত্রী) স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা। মহর্ষি কর্দ্দমের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মহর্ষি ইহার পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া ইহাকে দিব্যজ্ঞান অর্পণ করেন। ইহার গর্ভে নয় কন্যা ও এক পুত্র হয়, এই পুত্র সাংখ্যশাস্ত্রকর্ত্তা কপিল। (ভাগ°)

[কর্দ্দম ও কপিল দেখ।]

দেবহূয় (পুং) দেবা হূয়ন্তেঽসুরৈঃ যত্র আধারে ক্যপ্। ১ দেবাসুরসংগ্রাম, দেবতা ও অসুরদিগের যুদ্ধ। "স্পর্দ্ধন্তে বা উ দেবহূয়ে" (ঋক্ ৭।৮৫।২) (স্ত্রী) ভাবে ক্যপ্। ২ দেবতাদিগের আহ্বান। "স্বয়ত্যাহান্ত দেবা দেবহূয়ং গচ্ছন্ত্যা পিতরং" (শতপথব্রা° ২।১।৩।২) 'দেবহূয়ং দেবাহ্বানং প্রতি দেবা আগচ্ছন্তি' (ভাষ্য)

দেবহেড়ন (ক্লী) হেল-ভাবে ল্যুট্ দেবানাং হেলনং লস্ত ডঃ। দেবতাদিগের অবহেলন রূপ অপরাধ। "যদ্দেবা দেবহেড়নং দেবাসশ্চকৃমাবয়ং" (শুক্লযজুঃ ২০।১৪)

দেবহেতি (স্ত্রী) দেবানাং হেতিঃ। দেবাস্ত্র।

দেবহোত্র (পুং) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে যোগেশ্বররূপ হরির পিতা।

"দেবহোত্রস্ত তনয় উপহর্ত্তা দিবস্পতেঃ।
যোগেশ্বরো হরেরংশো বৃহত্যাং সংভবিষ্যতি॥"

(ভাগ° ৮।১৩।১৪)

দেবহ্রদ (পুং) শ্রীপর্ব্বতস্থিত তীর্থভেদ, এই হ্রদে সংযতচিত্ত হইয়া স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। এই পর্ব্বতে মহাদেব দেবীর সহিত এবং ব্রহ্মা সকল দেবতার সহিত অবস্থান করিতেছেন।

"শ্রীপর্ব্বতে মহাদেবো দেব্যাঃ সহ মহাদ্যুতিঃ।
ন্যবসৎ পরমপ্রীতো ব্রহ্মা চ ত্রিদশৈঃ সহ॥
তত্র দেবহ্রদে স্নাত্বা শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি পরাং সিদ্ধিঞ্চ গচ্ছতি॥"

(ভারত ১৩।২৫।৪১-৪২)

অষ্টম ভাগ সম্পূর্ণ।